শ্রীমদ্দেবীভাগবতম্।

মহাপুরাণম্।

শৈবশ্রী নীলকণ্ঠ ভট্ট বিরচিত তিলকাখ্য টীকা

টিপ্পনী বঙ্গানুবাদ সমেতঞ্চ।

শ্রীযুক্ত রায় বরদাপ্রসাদ বসু বাহাদুরস্য প্রযত্নেন

শ্রীহরিচরণ বসুনা

সম্পাদিতম্।

(প্রথমাংশঃ)

কলিকাতা-রাজধান্যাং

পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট ৭১ নং ভবনস্থ শব্দকল্পদ্রুম-কার্য্যালয়াৎ

সম্পাদকৌ বঙ্গাক্ষরৈঃ প্রকাশিতম্।

শকাব্দা ১৮০৯।

বিজ্ঞাপন।

এই বিরল-প্রচার মহার্হ ধর্ম্মগ্রন্থখানি অতি প্রাচীন ও উপাদেয় এবং এ পর্য্যন্ত ইহা বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হয় নাই। ইহার অন্তর্গত বিষয়গুলি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা বড় সহজ নহে। কেবল সংক্ষেপে এইমাত্র বলিলেই বোধ করি গ্রন্থের যথেষ্ট পরিচয় দেওয়া হইবে যে, পূজ্যপাদ বৈষ্ণবগণ যেমন শ্রীমদ্ভাগবতকে অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত পঞ্চম পুরাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; সেইরূপ সম্প্রদায় নিরপেক্ষ অনেকানেক কৃতবিদ্য মহোদয়গণের মতে এই দেবীভাগবতই অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত পঞ্চম পুরাণ। এ সম্বন্ধে তাঁহারা যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করেন তাহা এক প্রকার অখণ্ডনীয় বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। এই মহাপুরাণখানিও অস্মদেশপ্রচলিত শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় দ্বাদশ স্কন্ধে ও ১৮০০০ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে বিরচিত এবং ভাগবতসম্বন্ধীয় অন্যান্য লক্ষণে বিভূষিত। ইহার রচনা এরূপ প্রাঞ্জল যে অধ্যয়ন করিলেই প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। ইহা দেবী ভগবতীর মাহাত্ম্য ও ব্রহ্মতত্ত্বনিরূপণে পরিপূর্ণ। আমাদের এই কথা কতদূর সত্য তাহা প্রসিদ্ধ টীকাকার নীলকণ্ঠকৃত দেবীভাগবতের মহপুরাণত্ব-সংস্থাপন সম্বন্ধীয় বিচার পাঠে সমস্ত অবগত হইতে পারিবেন।

যদিচ শব্দকল্পদ্রুমের কিয়দংশ প্রচারিত হওয়ার পর আমাদিগের অন্তঃকরণে একটী অভিনব ভাবের উদয় হইয়াছিল, অর্থাৎ দুই একখানি এতদ্দেশবিরলপ্রচার অথচ উপাদেয় বিদ্বন্মণ্ডলীর স্পৃহনীয় পুরাণশাস্ত্র যথাসম্ভব টীকা ও অনুবাদ সহ প্রচার করিয়া উক্ত বিষয়ের অভাব মোচনের নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্নপর হইব কিন্তু, কালের কুটিলগতি দেখিয়া সহসা প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিতে পারি নাই। পরন্ত, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমকরুণাময় পরমেশ্বরের কৃপায় শব্দকল্পদ্রুমের প্রথমকাণ্ড গ্রাহক মহোদয়গণের হস্তে সমর্পণের পরই আমার অগ্রজ রায় বরদাপ্রসাদ বসু বাহাদুর এবং আর কতকগুলি দেশহিতৈষী বিদ্বদ্বর মহাত্মগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুরুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বসঙ্কল্পিত বিষয়ের মধ্যে প্রথমতঃ এই অনর্ঘ্য দেবী-ভাগবতেরই মূল, নীলকণ্ঠ-বিরচিত টীকা ও টিপ্পনী এবং অবিকল বাঙ্গালা অনুবাদ প্রচারিত হইয়া সাধারণের সুগোচর ও সুখলভ্য হওয়া আবশ্যক বিবেচনায়, আমরা ইহার মূল, টীকা ও গদ্যানুবাদ প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম। আমরা যথাসাধ্য বর্গীয় 'ব' ও অন্তঃস্থ 'ব' প্রভেদ করিতে যত্ন করিতেছি।

শ্রীহরিচরণ বসু
সম্পাদক।

শব্দকল্পদ্রুম কার্য্যালয়।
কলিকাতা,—পাথুরিয়াঘটা-ষ্ট্রীট্ ৭১ নং।
১৩ই আশ্বিন, ১২৯৪ সাল।

শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতের সূচীপত্র।

প্রথম স্কন্ধ।

[১—২৪৫ পৃষ্ঠা। ২০ অধ্যায়।]

প্রথম অধ্যায়। ১—৭ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়। ৮—১৭ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায়। ১৮—২৬ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ অধ্যায়। ২৭—৩৮ পৃষ্ঠা।

সূচীপত্র।

পঞ্চম অধ্যায়। ৩৯—৬১ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ অধ্যায়। ৬২—৬৯ পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায়। ৭০—৮২ পৃষ্ঠা।

অষ্টম অধ্যায়। ৮৩—৯২ পৃষ্ঠা।

নবম অধ্যায়। ৯৩—১০৭ পৃষ্ঠা।

দশম অধ্যায়। ১০৮—১১৪ পৃষ্ঠা।

একাদশ অধ্যায়। ১১৫—১৩০ পৃষ্ঠা।

দ্বাদশ অধ্যায়। ১৩১—১৪২ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়। ১৪৩—১৪৮ পৃষ্ঠা।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়। ১৪৯—১৬২ পৃষ্ঠা।

পঞ্চদশ অধ্যায়। ১৬৩—১৭৬ পৃষ্ঠা।

ষোড়শ অধ্যায়। ১৭৭—১৯১ পৃষ্ঠা।

সপ্তদশ অধ্যায়। ১৯২—২০৫ পৃষ্ঠা।

অষ্টাদশ অধ্যায়। ২০৬—২২০ পৃষ্ঠা।

ঊনবিংশ অধ্যায়। ২২১—২৩১ পৃষ্ঠা।

বিংশ অধ্যায়। ২৩২—২৪৫ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় স্কন্ধ।

[২৪৭—৩৮০ পৃষ্ঠা। ১২ অধ্যায়।]

প্রথম অধ্যায়। ২৪৭—২৫৫ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়। ২৫৬—২৬৫ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায়। ২৬৬—২৭৬ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ অধ্যায়। ২৭৭—২৮৮ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম অধ্যায়। ২৮৯—৩০১ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ অধ্যায়। ৩০২—৩১৫ পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায়। ৩১৬—৩২৭ পৃষ্ঠা।

অষ্টম অধ্যায়। ৩২৮—৩৩৫ পৃষ্ঠা।

বিষয়। পৃষ্ঠাঙ্ক।

নবম অধ্যায়। ৩৩৬—৩৪৪ পৃষ্ঠা।

দশম অধ্যায়। ৩৪৫—৩৫৬ পৃষ্ঠা।

একাদশ অধ্যায়। ৩৫৭—৩৬৮ পৃষ্ঠা।

দ্বাদশ অধ্যায়। ৩৬৯—৩৮০ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় স্কন্ধ।

[৩৮১—৬৯৯ পৃষ্ঠা। ৩০ অধ্যায়।

প্রথম অধ্যায়। ৩৮১—৩৯০ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়। ৩৯১—৩৯৮ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায়। ৩৯৮—৪১১ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ অধ্যায়। ৪১২—৪২৩ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম অধ্যায়। ৪২৪—৪৩৭ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ অধ্যায়। ৪৩৮—৪৫৪ পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায়। ৪৫৫—৪৬৫ পৃষ্ঠা।

অষ্টম অধ্যায়। ৪৬৬—৪৭৪ পৃষ্ঠা।

নবম অধ্যায়। ৪৭৫—৪৮৩ পৃষ্ঠা।

দশম অধ্যায়। ৪৮৪—৪৯৩ পৃষ্ঠা।

একাদশ অধ্যায়। ৪৯৪—৫০৫ পৃষ্ঠা।

দ্বাদশ অধ্যায়। ৫০৬—৫১৯ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়। ৫২০—৫২৮ পৃষ্ঠা।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়। ৫২৯—৫৩৬ পৃষ্ঠা।

পঞ্চদশ অধ্যায়। ৫৩৭—৫৪৮ পৃষ্ঠা।

ষোড়শ অধ্যায়। ৫৪৯—৫৫৭ পৃষ্ঠা।

সপ্তদশ অধ্যায়। ৫৫৮—৫৬৭ পৃষ্ঠা।

অষ্টাদশ অধ্যায়। ৫৬৮—৫৭৬ পৃষ্ঠা।

ঊনবিংশ অধ্যায়। ৫৭৭—৫৮৬ পৃষ্ঠা।

বিংশ অধ্যায়। ৫৮৭—৫৯৮ পৃষ্ঠা।

একবিংশ অধ্যায়। ৫৯৯—৬০৮ পৃষ্ঠা।

দ্বাবিংশ অধ্যায়। ৬০৯—৬২০ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। ৬২১—৬৩১ পৃষ্ঠা।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়। ৬৩২—৬৪০ পৃষ্ঠা।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়। ৬৪১—৬৪৮ পৃষ্ঠা।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়। ৬৪৯—৬৫৮ পৃষ্ঠা।

সপ্তবিংশ অধ্যায়। ৬৫৯—৬৬৮ পৃষ্ঠা।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়। ৬৬৯—৬৭৯ পৃষ্ঠা।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়। ৬৮০—৫৮৮ পৃষ্ঠা।

ত্রিংশ অধ্যায়। ৬৮৯—৬৯৯ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ স্কন্ধ।

[৭০১—৯৪৪ পৃষ্ঠা। ২৫ অধ্যায়।]

প্রথম অধ্যায়। ৭০১—৭০৯ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়। ৭১০—৭১৯ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায়। ৭২০—৭২৮ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ অধ্যায়। ৭২৯—৭৩৮ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম অধ্যায়। ৭৩৯—৭৪৭ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ অধ্যায়। ৭৪৮—৭৫৮ পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায়। ৭৫৯—৭৬৮ পৃষ্ঠা।

অষ্টম অধ্যায়। ৭৬৯—৭৭৬ পৃষ্ঠা।

নবম অধ্যায়। ৭৭৭—৭৮৬ পৃষ্ঠা।

দশম অধ্যায়। ৭৮৭—৭৯৪ পৃষ্ঠা।

একাদশ অধ্যায়। ৭৯৫—৮০৩ পৃষ্ঠা।

দ্বাদশ অধ্যায়। ৮০৪—৮১৩ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়। ৮১৪—৮২৪ পৃষ্ঠা।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়। ৮২৫—৮৩৩ পৃষ্ঠা।

পঞ্চদশ অধ্যায়। ৮৩৪—৮৪৬ পৃষ্ঠা।

ষোড়শ অধ্যায়। ৮৪৭—৮৫১ পৃষ্ঠা।

সপ্তদশ অধ্যায়। ৮৫২—৮৫৯ পৃষ্ঠা।

অষ্টাদশ অধ্যায়। ৮৬০—৮৬৯ পৃষ্ঠা।

ঊনবিংশ অধ্যায়। ৮৭০—৮৭৯ পৃষ্ঠা।

বিংশ অধ্যায়। ৮৮০—৮৯৩ পৃষ্ঠা।

একবিংশ অধ্যায়। ৮৯৪—৯০৩ পৃষ্ঠা।

দ্বাবিংশ অধ্যায়। ৯০৪—৯১১ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। ৯১২—৯১৯ পৃষ্ঠা।

সূচীপত্র।

টীকোপক্রমণিকা।

শ্রীগণেশায় নমঃ॥ শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিগুরুভ্যাং নমঃ॥ মতৌ যা তিষ্ঠন্তী ভবতি চ মতেরন্তর-তরা ন কিঞ্চিজ্জানাতি স্বয়মপি মতির্যামবিষয়ম্। মতির্যস্যা দেহঃ স্বয়মপি মতিং প্রেরয়তি যা নমো হৃল্লেখায়ৈ সকলনিগমোত্তংসমণয়ে॥ ১॥ তরুণেন্দুমৌলিতরুণীমরুণাং করুণারসেন পরিপূর্ণাম্। বন্দে সমন্দহসিতামঙ্কুশপাশৌ বরাভয়ে দধতীম্॥ ২॥ নমঃ শ্রীশঙ্করাচার্যপাদা-জায়োপকারিণে। যস্য প্রত্যুপকারায় নম ইত্যেব কেবলম্॥ ৩॥ শ্রীমল্লক্ষবতীং লক্ষ্মীং মাতরং দেশিকোত্তমাম্। পিতরং রঙ্গনাথাখ্যং দেশিকোত্তমমাশ্রয়ে॥ ৪॥ কাশীনাথং গুরুং নত্বা শ্রীধরাখ্যং গুরুং তথা। অন্যে চ সন্তি গুরবস্তান্ সর্ব্বানভিবাদ্য চ॥ ৫॥ রত্নজীপ্রেরিতেনৈব পুরাণান্যবলোক্য চ। শৈবোপনামকেনৈব নীলকণ্ঠেন কেনচিৎ॥ ৬॥ দেবীভাগবতস্যাস্য ব্যাখ্যানরহিতস্য চ। ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে সম্যক্ তিলকাখ্যং মহত্তরম্॥ ৭॥

শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিগুরুভ্যাং নমঃ।

যিনি বুদ্ধির অভ্যন্তরবর্ত্তিনী হইয়া নিরন্তর বুদ্ধিতত্ত্বে বিরাজমান থাকিলেও স্বয়ং বুদ্ধিও যাহার তত্ত্ব জানিতে সমর্থা নহে। এবং বুদ্ধিই যাঁহার শরীর, অথচ যিনি অন্তর্যামিরূপে বুদ্ধিবৃত্তি সকলের প্রেরয়িত্রী, সেই সর্ব্বনিগম-শিরোভূষণমণি হৃদয়-লেখাস্বরূপিণীকে নমস্কার করি॥ ১॥ যিনি দুরন্তদৈত্যকুলদলনকারণ পাশাঙ্কুশ ও চরণাশ্রিত ভক্তবৃন্দের নিমিত্ত বর ও অভয় ধারণ পূর্ব্বক স্মিতস্মেরাননশোভায় সুশোভিতা; সেই করুণারসপরিপূর্ণা অরুণবর্ণা শশিশেখরতরুণীকে বন্দনা করি॥ অর্থান্তর, যাঁহার ললাটফলক নিরন্তর তরুণ শশধরকিরণ-মালায় উদ্ভাসিত হইতেছে, যিনি দুর্দ্দান্ত দানবদল বিদলনক্ষম ভীষণ পাশাঙ্কুশ এবং শরণাগত ভক্তজনের নিমিত্ত বর ও অভয়, অনুপম ভুজচতুষ্টয়ে ধারণ করিয়াছেন; সেই ঈষৎ হাস্য শোভায় সুশোভিতা করুণারসপরিপূর্ণা অরুণবর্ণা তরুণীকে বন্দনা করি॥ ২॥ যিনি এই ভারতমণ্ডলে তত্ত্বজ্ঞানরূপ মহাধন বিতরণ করিয়া অস্মদাদির পরম উপকারী হইয়াছেন; যাহার প্রত্যুপকার বিষয়ে আমাদের অন্যবিধ কোন সামর্থ্য না থাকায় কেবল নমস্কার মাত্রই সম্বল; সেই পরম গুরু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পাদপদ্ম যুগলে বারংবার প্রণিপাত করি॥ ৩॥ বিবিধ যোগলক্ষণে উপলক্ষিতা মহাগুরুরূপিণী মাতা শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবী ও মহাযোগ-বিভূতিসমন্বিত পরমগুরু পিতা শ্রীমান্ রঙ্গনাথের চরণসরোরুহে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম॥৪॥ গুরুদেব কাশীনাথ, শ্রীধর এবং অপরাপর যে সকল গুরুগণ বিরাজমান আছেন, তাঁহাদের সকলকে অভিবাদন করত পণ্ডিত রত্ন জীউর আদেশানুসারে সমস্ত পুরাণসমুদ্র সমালোকন পূর্ব্বক শৈব উপাধিধারী নীলকণ্ঠ নামক কোন পণ্ডিত দেবী ভাগবতের ব্যাখ্যানান্তর না থাকায় তাহারই তিলকনামক এই অভিনব সুমহৎ ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৫-৭॥

তত্র তাবৎ পুরাণেষু ভাগবতদ্বয়ং প্রসিদ্ধম্। একং মহাপুরাণান্তর্গতমপরমুপপুরাণান্তর্গতম্। লোকেপ্যুপলভ্যো দ্বয়োর্দেবীভাগবতনাম্না বিষ্ণুভাগবতনাম্না চাস্ত্যেব॥ তত্রৈকং মহাপুরাণান্তর্গতমন্যদুপপুরাণান্তর্গতমিত্যপি নির্ব্বিবাদমেব। তথাপি কিং দেবীভাগবতং মহাপুরাণমন্যদুপপুরাণমথবা বিষ্ণুভাগবতং মহাপুরাণমন্যদুপপুরাণমিতি সংশয়ে। কেচিৎ বিষ্ণুভাগবতমেব মহাপুরাণমিতি বদন্তি। কেচিৎ দেবীভাগবতমেব মহাপুরাণমিতি বদন্তি। তত্র প্রথমপক্ষৈকদেশিনঃ কেচিদুপপুরাণেষু দ্বিতীয়ং ভাগবতং নাস্ত্যেব মহাপুরাণেষ্বেকং ভাগবতং প্রসিদ্ধম্। তচ্চ বিষ্ণুভাগবতমেব ন দেবীভাগবতম্। দেবীভাগবতন্তু নির্মূলমেবেতি বদন্তি। দ্বিতীয়পক্ষৈকদেশিনোঽপি বিষ্ণুভাগবতং বোপদেবকৃতমিতি বদন্তি। বস্তুতস্তূভয়োরপি পুরাণয়োঃ পুরাণমতভেদেন মহাপুরাণত্বমুপপুরাণত্বঞ্চ। নমু মহাপুরাণেষ্বেকং ভাগবতং প্রসিদ্ধম্। নত্বুপপুরাণেষু দ্বিতীয়মস্তীতি চেন্ন। কূর্মগরুড়পাদ্মাদিষূপপুরাণেষু দ্বিতীয়স্য স্পষ্টপরিগণনাৎ। তথাহি হেমাদ্রৌ দানপ্রস্তাবে কূর্মপুরাণেঽষ্টাদশপুরাণান্যুক্ত্বা "অন্যান্যুপপুরাণানি মুনিভিঃ কথিতানি তু। আদ্যং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহমতঃপরম্"। ইত্যাদি। "পরাশরোক্তং প্রবরং তথা ভাগবতাহ্বয়মিতি"। তথা গারুড়ে তত্ত্বরহস্যে দ্বিতীয়াংশে

পরন্তু, পুরাণ সকলের মধ্যে ভাগবত নামে দুই খানি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে; তাহার মধ্যে একটী মহাপুরাণের অন্তর্গত আর একটী উপপুরাণের অন্তর্গত। ইহ লোকে উল্লিখিত ভাগবত দুইটীর মধ্যে একটী দেবীভাগবত অপরটী বিষ্ণুভাগবত নামে বর্ত্তমান আছে। উহার মধ্যে একটী মহাপুরাণ আর অন্যটীকে উপপুরাণ বলিয়া গ্রহণ করিলেই আর কোন বিবাদের সম্ভাবনা থাকে না। তাহা হইলে, দেবী ভাগবতটী মহাপুরাণ, কি বিষ্ণু ভাগবতটী মহাপুরাণ? এইরূপ সংশয়ে কেহ কেহ বলেন যে, বিষ্ণুভাগবতই মহাপুরাণ মধ্যে গণনীয়; আবার কতকগুলি পণ্ডিত দেবীভাগবতকেই মহাপুরাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাহার মধ্যে প্রথম পক্ষাবলম্বী পণ্ডিতেরা বলেন যে, উপপুরাণ মধ্যে ভাগবত নামে কোন গ্রন্থ নাই, কেবল মহাপুরাণমধ্যে যাহা ভাগবত নামে প্রসিদ্ধ, সেটী বিষ্ণুভাগবতই, দেবীভাগবত নহে; অর্থাৎ দেবী ভাগবতটী অমূলক। তাঁহারা ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত বলিয়া ব্যক্ত করেন। সেইরূপ দ্বিতীয় পক্ষাবলম্বী পণ্ডিত মহাশয়েরাও বিষ্ণুভাগবতকে একেবারে ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ বলিয়াই স্বীকার করেন না; তাঁহারা উহাকে বোপদেব পণ্ডিত প্রণীত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু, বাস্তব পক্ষে, উভয় পুরাণই, পৌরাণিক মতভেদে একটী মহাপুরাণ অন্যটী উপপুরাণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। যদি কেহ এরূপ বলেন যে, কেবল মহাপুরাণ মধ্যেই ভাগবত নামে একটী গ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে, উপপুরাণ মধ্যে আর দ্বিতীয় ভাগবত বলিয়া কোন গ্রন্থ নাই; তাহা ভ্রান্তি কল্পনামাত্র। কেন না, কূর্ম্ম গরুড় ও পদ্মপুরাণাদিতে দ্বিতীয়টীকে (দেবীভাগবতকে) উপপুরাণ মধ্যে গণনা করা হইয়াছে; তাহার মধ্যে কূর্ম্মপুরাণের হেমাদ্রিদানধর্ম্মপ্রস্তাবে অষ্টাদশ পুরাণের কথা বলিয়া "অন্যান্যুপপুরাণানি মুনিভিঃ কথিতানি তু" এই প্রমাণানুসারে অপরগুলিকে উপপুরাণরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। তাহা এইরূপ যথা,—"আদ্যং সনৎকুমারোক্তং নারসিংহমতঃপরমিত্যাদি। পরাশরোক্তং প্রবরং তথা ভাগবতাহ্বয়ং ইত্যাদি"। সেইরূপ

ধর্ম্মকাণ্ডে প্রথমাধ্যায়ে প্রথমতো মহাপুরাণানাং সাত্ত্বিকাদিভেদেন বিভাগমুক্ত্বা লঘুপুরাণানাং সাত্ত্বিকাদিভেদেন বিভাগপ্রদর্শনপরে গ্রন্থেহপ্যুক্তম্। "পুরাণং ভাগবতং দৌর্গং নন্দিপ্রোক্তং তথৈব চ। পাশুপত্যং রৈণুকঞ্চ ভৈরবঞ্চ তথৈব চ" ইতি। তথা তৎপূর্ব্বমপি। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চৈব তত্র ভাগবতং তথেতি তন্ত্রং ভাগবতং তথেতি পাঠে তন্ত্রং শাস্ত্রমিত্যর্থঃ। তদ্বিশেষণেন চোত্তমত্বং সূচিতম্। তথা পাদ্মে শকুনপরীক্ষায়াম্। "ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ মার্কণ্ডং নারদেরিতম্"। ইত্যাদি। "তথৈব গদিতং রাম পুরাণং কাপিলং তথা। বারাহং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং শকুনেষু প্রশস্যতে। শৈবং ভাগবতং দৌর্গং ভবিষ্যোত্তরমেব চ" ইতি। তথা পাদ্মে ভাগবতমাহাত্ম্যে একোনবিংশেহধ্যায়ে উপপুরাণেষু। "শৈবমাদিপুরাণঞ্চ দেবীভাগবতং তথেতি"। তথা মধুসূদনসরস্বতীকৃতসর্ব্বশাস্ত্রার্থসংগ্রহেহপ্যুপপুরাণমধ্যে ভাগবতং পরিগণিতম্। নাগোজীভট্টাদিভিশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রগ্রন্থেষ্বেবমন্যৈরপি নিবন্ধকারৈরিতি। নন্বু দেবীভাগবতস্য "তত্র ভাগবতং পুণ্যং পঞ্চমং বেদসম্মিতম্"। ইতি প্রথমাধ্যায়স্থস্ববচনেনাষ্টাদশমহাপুরাণেষু পঞ্চমমিদং পুরাণমিতি স্বস্য মহাপুরাণত্বং বোধয়তঃ কথমন্যপুরাণমুপপুরাণত্বং বোধয়েন্নহ্যেবং ক্বচিদ্দৃষ্টচরমিতি চেন্ন। নারদীয়শিববায়ব্যাদিত্যপুরাণানাং স্বমুখেনান্যমুখেন বা মহাপুরাণত্বেন জ্ঞায়মানানামন্যপুরাণৈরুপপুরাণত্বস্য ব্যবস্থাপনাৎ। পুরাণমতভেদেনৈকস্যাপি পুরাণস্য

গরুড় পুরাণে তত্ত্বরহস্যের দ্বিতীয়াংশান্তর্গত ধর্ম্মকাণ্ডের প্রথমাধ্যায়ে, প্রথমেই যেমন মহাপুরাণসকলের সাত্ত্বিকাদি ভেদে বিভাগ নির্দ্দেশিত হইয়াছে, সেইরূপ উপপুরাণ গুলিরও বিভাগ প্রদর্শন স্থলে সাত্ত্বিকাদি ভেদে এইরূপ বলা হইয়াছে। যথা, "পুরাণং ভাগবতং দৌর্গং নন্দিপ্রোক্তং তথৈব চ" ইত্যাদি। অর্থাৎ দুর্গামাহাত্ম্যসম্বলিত ভাগবত ও নন্দিকেশ্বরপ্রোক্ত এবং পাশুপত্য প্রভৃতি পুরাণসকল উপপুরাণ মধ্যে পরিগণিত। আবার তাহার পূর্ব্বে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও কথিত আছে "তত্র ভাগবতং তথেতি তন্ত্রং ভাগবতং তথেতি"। এস্থলে তন্ত্র শব্দের অর্থ শাস্ত্র। অর্থাৎ "তন্ত্রং" এইরূপ বিশেষণ দ্বারা গ্রন্থের উত্তমতা বোধ করাইতেছে। অপি চ পদ্ম পুরাণের শকুনপরীক্ষা স্থলে "ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ মার্কণ্ডং নারদেরিতম্। তথৈব গদিতং রাম ইত্যাদি। শৈবং ভাগবতং দৌর্গং ভবিষ্যোত্তরমেব চ ইত্যাদি" পুনশ্চ পদ্মপুরাণের ভগবন্মাহাত্ম্য বর্ণনায় একোনবিংশ অধ্যায়ে "শৈবমাদি পুরাণঞ্চ দেবীভাগবতং তথেতি"। ফলকথা এই যে, এইসমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা আপাততঃ দেবীভাগবতটীই উপপুরাণ বলিয়া উপলব্ধ হয়। কিন্তু আবার মধুসূদনসরস্বতীকৃত সর্ব্বশাস্ত্রার্থসংগ্রহ নামক গ্রন্থে এবং নাগজীউভট্ট প্রভৃতির ধর্ম্মশাস্ত্র ও অপরাপর নিবন্ধকারদিগের মতে ভাগবত গ্রন্থই একেবারে উপপুরাণমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

যদি বল, দেবীভাগবতেরই প্রথমাধ্যায়ে "তত্র ভাগবতং পুণ্যং পঞ্চমং বেদসম্মিতম্"। অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে বেদতুল্য এই পবিত্র গ্রন্থ দেবীভাগবত পঞ্চম পুরাণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ইত্যাদি বচন দ্বারা স্বয়ংই ত আপনার মহাপুরাণত্ব প্রতিপাদন করিতেছে, তবে আর অন্য পুরাণ কিরূপে ইহার উপপুরাণত্ব প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হইবে? কারণ, ইহা অদৃষ্টচর; তাহা নহে। কেননা, নারদীয় শিব বায়ু ও আদিত্য প্রভৃতি পুরাণ সকলের স্ববচন

মহাপুরাণত্বোপপুরাণত্বসিদ্ধ্যা তদ্বিরোধাভাবাৎ। পুরাণভেদেন মতভেদস্ত ৰহুশঃ প্রসিদ্ধঃ। বৈষ্ণবপুরাণেষু সাত্ত্বিকত্বং শৈবপুরাণেষু তামসত্বং বৈষ্ণবপুরাণমতেন। শৈবপুরাণেষু সাত্ত্বিকত্বং বৈষ্ণবপুরাণেষু তামসত্বম্। "দশ শৈবপুরাণানি সাত্ত্বিকানি বিদুর্ব্বুধাঃ। তামসানি চ চত্বারি বৈষ্ণবানি প্রচক্ষতে"। ইতি স্কান্দে। শৈবপুরাণমতেনেত্যেবং প্রকারেণেতি। তথাহি নারদীয়স্য পুরাণস্য স্বান্তর্গতমহাপুরাণগ্রন্থসূচ্যা স্বমুখেনৈব স্বাত্মনো মহাপুরাণত্বং ৰোধয়তঃ। "মদ্বয়ং ভদ্বয়ং চৈব ব্রত্রয়ং বচতুষ্টয়ম্। আলিংপাগ্নিপুরাণানি কূস্কংগারুড়মেব চ"। ইতি-বচনেন বক্ষ্যমাণমুদ্গলপুরাণবচনেন চ মহাপুরাণবহির্ভূতত্বং ৰোধ্যতে। আলিংপাগ্নীত্যত্রাহংশব্দেনাদিত্যপুরাণং তথা শৈবপুরাণস্য স্বমুখেন স্বস্য মহাপুরাণত্বং ৰোধয়তো মদ্বয়ং ভদ্বয়মিত্যেব বচনং তদ্বহির্ভূতত্বং ৰোধয়তি। নম্নু বায়ব্যং পুরাণমেব শৈবং শিবপ্রতিপাদকত্বাত্তস্য চ বচতুষ্টয়পদেন সংগ্রহাত্তদুদাহরণং ন সম্ভবতীতি চেন্ন। মুদ্গলপুরাণে। "ব্রাহ্মঞ্চ বৈষ্ণবং পাদ্মং শৈবং ভাগবতং তথা। ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ঞ্চ বামনম্। আগ্নেয়ং বায়বং মাৎস্যম্"। ইতি বচনেন শৈববায়ব্যপুরাণয়োঃ পরস্পরং পৃথক্ত্বেন পরিগণনাৎ। তথা বায়ব্যপুরাণস্য স্ববচনেন স্বস্য মহাপুরাণত্বং ৰোধয়তো বক্ষ্যমাণশৈবপুরাণবচনং মহাপুরাণবহির্ভূতত্বং ৰোধয়তি। তথাদিত্যপুরাণস্যাপি আলিংপাগ্নিপুরাণানীতি ক্বচিৎ পুরাণসম্মতপাঠেন

বা পরবচন ৰলে মহাপুরাণত্ব প্রতিপাদিত হইলেও অপর কতকগুলি পুরাণ তাহাদেরই আবার উপপুরাণত্ব ব্যবস্থাপন করিয়াছে। অতএব পৌরাণিক মতভেদে এক পুরাণেরই কোথাও মহাপুরাণত্ব কোথাও বা উপপুরাণত্ব প্রতিপাদিত হওয়ায় সুতরাং বিরোধের প্রয়োজন হই-তেছে না। কারণ, পুরাণভেদে মতভেদ ৰহুস্থলেই প্রসিদ্ধ। যথা, বৈষ্ণবপুরাণ সকলের মতে শৈবপুরাণ সমস্তই তামস আর বিষ্ণুসম্বন্ধি পুরাণ সমস্তই সাত্ত্বিক; আবার সেইরূপ, স্কন্দ পুরাণের মতে বৈষ্ণবপুরাণই তামস, শৈবপুরাণ সমস্তই সাত্ত্বিক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা, "দশ শৈবপুরাণানি সাত্ত্বিকানি বিদুর্ব্বুধাঃ। তামসানি চ চত্বারি বৈষ্ণবানি প্রচক্ষতে"॥ আবার শৈবপুরাণের মতেও ঐরূপ জানিবে। তথা চ, নারদীয়পুরাণ স্বান্তর্গত মহাপুরাণ গ্রন্থ সূচনায় স্বমুখেই আপনার মহাপুরাণত্ব জানাইতেছে। কিন্তু "মদ্বয়ং ভদ্বয়ং চৈব ব্রত্রয়ং বচতুষ্টয়ম্। আলিংপাগ্নিপুরাণানি কূস্কংগারুড়মেব চ"। এই বচন এবং বক্ষ্যমাণ মুদ্গলবচন-ৰলে একেবারে মহাপুরাণের বহির্ভূতত্ব প্রতিপন্ন করিতেছে। যদি বল, বায়ুপুরাণটী নিশ্চয়ই পুরাণ মধ্যে গণনীয়; আর শিবপুরাণে কেবল শিব প্রতিপাদকতা প্রযুক্ত বচতুষ্টয় এই পদ দ্বারা সংগ্রহপ্রযুক্ত তাহার সম্বন্ধে সে উদাহরণটী সম্ভবপর নহে, তাহা নয়। কেন না, মুদ্গল-পুরাণে "ব্রাহ্মং চ বৈষ্ণবং পাদ্মং শৈবং ভাগবতং তথা। ভবিষ্যং ব্রহ্মবৈবর্ত্তং মার্কণ্ডেয়ঞ্চ বামনম্। আগ্নেয়ং বায়বং মাৎস্যং ইতি"—এই বচন দ্বারা শৈব ও বায়ব্য পুরাণের পার্থক্য পরিগণন করা হইয়াছে। এবং বায়ব্যপুরাণও স্ববচন প্রমাণ ৰলে নিজের মহাপুরাণত্ব প্রতি-পন্ন করিতেছে আর বক্ষ্যমাণ শৈবপুরাণবচন তাহার একেবারে বহির্ভূতত্ব ৰোধ করা-ইতেছে। অপি চ আদিত্যপুরাণের "আলিংপাগ্নিপুরাণানি" এইরূপ কোন কোন পুরাণের পাঠে মহাপুরাণত্ব এবং "অনাপলিঙ্গকূস্কাথ্যমিতি" এইরূপ কোন কোন পুরাণ সম্মত

মহাপুরাণত্বম্। অনাপলিঙ্গকূষ্মাখ্যামিতি ক্বচিৎ পুরাণসম্মতপাঠেন মহাপুরাণবহির্ভূতত্বং যথা চৈতেষাং চতুর্ণাং ক্বচিৎ পুরাণেষু মহাপুরাণত্বেন ক্বচিচ্চোপপুরাণত্বেন গ্রহণম্। তথা দেবীভাগবতস্যাপি ভবিষ্যতীতি কো বিরোধঃ। মতভেদেনোভয়োরপি বচনয়োঃ প্রমাণত্বাৎ। নন্থ অন্যান্যুপপুরাণানি মুনিভিঃ কথিতানিত্বিত্যাদিবচনৈরুপপুরাণানি ব্যাসান্যমুনিকৃতান্যেব সন্তি। দেবীভাগবতং তু ব্যাসকৃতমেবেতি। তস্য কথমুপপুরাণেষন্তর্ভাব ইতি চেন্ন। নারদশৈববায়ব্যাদিত্যপুরাণেষু ব্যাসকৃতত্বেঽপি কস্যচিৎ পুরাণমতে উপপুরাণত্বদর্শনাত্তাদৃশ-নিয়মস্যাস্বীকারাৎ প্রায়শস্তথা সত্ত্বাভিপ্রায়েণ তু তদ্বচনম্। ইত্থং ভাগবতদ্বয়স্য মহাপুরাণমধ্যে উপপুরাণমধ্যে চ সত্বসিদ্ধৌ কস্য পুরাণস্য মতে কিং ভাগবতং মহাপুরাণান্তর্গতমিতি চেদুচ্যতে। শৈবপুরাণমতে মাৎস্যপুরাণমতে চ দেবীভাগবতমেব মহাপুরাণমিতি। তথাহি শৈবপুরাণে উত্তরখণ্ডে মধ্যমেশ্বরমাহাত্ম্যে শিবাল্লব্ধবরেণ ব্যাসেন মহাপুরাণানি প্রণীতানীত্যুক্ত্যানন্তরং তেষাং নামান্যষ্টাদশোক্ত্বা তেষাং যোগরূঢ়ানাং নাম্নাং নির্ব্বচনং তত্রৈব কৃতম্। তদ্‌যথা "যত্র বক্তা স্বয়ং তপ্তে! ব্রহ্মা সাক্ষাচ্চতুর্ম্মুখঃ। তস্মাদ্‌ব্রাহ্মং সমাখ্যাতং পুরাণং প্রথমং মুনে"॥ তপ্তে ইতি মুনিসম্বোধনম্। "পদ্মকল্পস্য মাহাত্ম্যং তত্র যস্মাদুদাহৃতম্। তস্মাৎ পাদ্মং সমাখ্যাতং

পাঠানুসারে মহাপুরাণের বহির্ভূতত্ব জানাইতেছে। অতএব উল্লিখিত পুরাণচতুষ্টয় কোথাও মহাপুরাণত্ব কোথাও উপপুরাণত্বরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং দেবীভাগবতেরও সেইরূপ পরিগ্রহণ করিলে আর কোন বিরোধের সম্ভাবনা থাকে না। কেননা, পৌরাণিক মতভেদে উভয়পক্ষের প্রমাণের বল তুল্যই দৃষ্ট হইতেছে। যদি বল "অন্যান্যুপপুরাণানি মুনিভিঃ কথিতানি তু" ইত্যাদি বচন দ্বারা বুঝাযাইতেছে, যে উপপুরাণ সকল বেদব্যাস ভিন্ন অপরাপর মুনিগণ কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। কিন্তু, দেবীভাগবত মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন স্বয়ংই প্রণয়ন করিয়াছেন, অতএব তাহার উপপুরাণ মধ্যে অন্তর্ভাব করা যুক্তিযুক্ত নহে, তাহা নয়। কেন না, নারদ শৈব বায়ব্য ও আদিত্য পুরাণ মধ্যে দেখা যায় যে, অনেক পুরাণ বেদব্যাসকৃত হইলেও কোন কোন পুরাণ মতে তাহারা উপপুরাণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে; অতএব উল্লিখিত নিয়ম কোনক্রমে অঙ্গীকৃত হইতে পারে না; সুতরাং ঐ সকল বচন কেবল সত্ত্বাভিপ্রায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। সেইরূপ ভাগবতদ্বয়ও কখন মহাপুরাণ কখন উপপুরাণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এক্ষণে, কোন্ পুরাণের মতে কোন্ ভাগবতটী মহাপুরাণের অন্তর্গত এরূপ সংশয় উপস্থিত হইলে উত্তর বাক্যে বলা যাইতেছে যে, শৈব এবং মৎস্য পুরাণ মতে দেবীভাগবতটাই মহাপুরাণ মধ্যে পরিগণিত; কারণ, শৈবপুরাণের উত্তর খণ্ডে মধ্যমেশ্বর মাহাত্ম্য বর্ণনা স্থলে বলা হইয়াছে যে, মহর্ষি বেদব্যাস শিব সন্নিধানে বর লাভ করিয়া তৎপ্রভাবেই পুরাণ সমস্ত প্রণয়ন করিয়াছেন। এইরূপ উক্তির পরেই আবার সেই স্থলেই অষ্টাদশ মহাপুরাণের প্রত্যেকেরই নাম সকল যোগরূঢ়ার্থে নির্ব্বাচন করা হইয়াছে। যথা,

হে মুনে তপ্তে! কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত প্রথম পুরাণটীতে চতুর্ব্বদন ব্রহ্মা স্বয়ং বক্তা বলিয়াই উহা ব্রহ্মপুরাণ নামে সমাখ্যাত। দ্বিতীয়পুরাণে পদ্মকল্পের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে বলিয়াই

পুরাণঞ্চ দ্বিতীয়কম্॥ পরাশরকৃতং যত্তু পুরাণং বিষ্ণুবোধকম্। তদেব ব্যাসকথিতং পুত্রপিত্রোরভেদতঃ॥ যত্র পূর্ব্বোত্তরে খণ্ডে শিবস্য চরিতং বহু। শৈবমেতৎ পুরাণং হি পুরাণজ্ঞা বদন্তি চ॥ ভগবত্যাশ্চ দুর্গায়াশ্চরিতং যত্র বিদ্যতে। তত্তু ভাগবতং প্রোক্তং নতু দেবীপুরাণকম্॥ নারদোক্তং পুরাণন্তু নারদীয়ং প্রচক্ষতে॥ যত্র বক্তা ভবত্তণ্ডে! মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ। মার্কণ্ডেয়পুরাণং হি তদাখ্যাতঞ্চ সপ্তমম্॥ অগ্নিযোগাত্তদাগ্নেয়ং ভবিষ্যোক্তের্ভবিষ্যকম্। বিবর্ত্তনাদ্‌ব্রহ্মণস্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তমুচ্যতে॥ লিঙ্গস্য চরিতোক্তত্বাৎ পুরাণং লিঙ্গমুচ্যতে। বরাহস্য চ বারাহং পুরাণং দ্বাদশং মুনে॥ যত্র স্কন্দঃ স্বয়ং শ্রোতা বক্তা সাক্ষাৎ মহেশ্বরঃ। তত্তু স্কান্দং সমাখ্যাতং বামনস্য তু বামনম্॥ কৌর্ম্মং কূর্ম্মস্য চরিতং মাৎস্যং মৎস্যস্য কীর্ত্তিতম্। গরুড়স্তু স্বয়ং বক্তা যত্তদ্ গারুড়সংজ্ঞকম্॥ ব্রহ্মাণ্ডচরিতোক্তত্বাদ্ ব্রহ্মাণ্ডং

উহা পদ্মপুরাণ নামে বিশ্রুত। যেটী অধিকাংশ বিষ্ণু মাহাত্ম্য বোধক, সে পুরাণটী বাস্তবিক ঋষিপ্রবর পরাশরপ্রণীত হইলেও পিতাপুত্রের একাত্মতা হেতুই উহা বেদব্যাস কৃত বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। যাহার পূর্ব্ব ও উত্তর খণ্ডে বাহুল্য রূপে কেবল শিবচরিত্র-গাথা বর্ণিত, পুরাবৃত্ত অভিজ্ঞ মুনিগণ এই নিমিত্ত উহার নাম শিবপুরাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহাতে ভগবতী দুর্গার চরিত্র বর্ণনা আছে তাহাই দেবীভাগবত নামে প্রসিদ্ধ, পরন্তু এটী দেবীপুরাণ নহে কারণ দেবীভাগবত আর দেবীপুরাণ সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। দেবর্ষি নারদকৃত পুরাবৃত্তখানিকে পণ্ডিতগণ নারদপুরাণ নামেই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। হে তণ্ডে! যাহাতে মহামুনি মার্কণ্ডেয় বক্তা, সেই সপ্তমপুরাণটী মার্কণ্ডেয়পুরাণ নামে বিশ্রুত। অগ্নিদেবসম্বন্ধ প্রযুক্ত আগ্নেয় এবং ভবিষ্যদ্বৃত্তান্ত বর্ণিত বলিয়াই ভবিষ্যপুরাণ নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। যাহাতে বিশেষরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃতি হইয়াছে সেই পুরাণটী ব্রহ্মবৈবর্ত্তনামে অভিহিত। লিঙ্গার্চ্চনার মাহাত্ম্য বর্ণনা আছে বলিয়াই লিঙ্গপুরাণ নামে প্রসিদ্ধ। হে মুনে! ঐরূপ বরাহদেব সম্বন্ধ প্রযুক্ত বরাহপুরাণ এবং যাহাতে স্বয়ং দেবদেব মহেশ্বর বক্তা আর স্কন্দদেব শ্রোতা সেই পুরাণই স্কন্দাখ্যায় সঙ্কীর্ত্তিত জানিবে। ঐরূপ বামন, কূর্ম্ম ও মৎস্য প্রভৃতি ভগবদবতারচরিতগাথা বর্ণনা থাকায় বামন, কূর্ম্ম ও মৎস্যপুরাণ নামে প্রসিদ্ধ। যে পুরাণে পক্ষিরাজ গরুড় স্বয়ং বক্তা সেটী গারুড় সংজ্ঞায় অভিহিত। সেইরূপ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বৃত্তান্ত বর্ণিত থাকায় ব্রহ্মাণ্ড পুরাণনামে বিশ্রুত জানিবে।*

---

* যত্র বক্তা স্বয়ং তণ্ডে! ব্রহ্মা সাক্ষাচ্চতুর্মুখঃ। তস্মাদ্‌ব্রাহ্মং সমাখ্যাতং পুরাণং প্রথমং মুনে॥
পদ্মকল্পস্য মাহাত্ম্যং তত্র যস্মাদুদাহৃতম্। তস্মাৎ পাদ্মং সমাখ্যাতং পুরাণঞ্চ দ্বিতীয়কম্॥
পরাশরকৃতং যত্তু পুরাণং বিষ্ণুবোধকম্। তদেবং ব্যাসকথিতং পুত্রপিত্রোরভেদতঃ॥
যত্র পূর্ব্বোত্তরে খণ্ডে শিবস্য চরিতং বহু। শৈবমেতৎ পুরাণং হি পুরাণজ্ঞা বদন্তি চ॥
ভগবত্যাশ্চ দুর্গায়াশ্চরিতং যত্র বিদ্যতে। তত্তু ভাগবতং প্রোক্তং নতু দেবীপুরাণকম্॥
নারদোক্তং পুরাণন্তু নারদীয়ং প্রচক্ষতে। যত্র বক্তাহভবত্তণ্ডে মার্কণ্ডেয়ো মহামুনিঃ॥
মার্কণ্ডেয়পুরাণং হি তদাখ্যাতঞ্চ সপ্তমম্। অগ্নিযোগাত্তদাগ্নেয়ং ভবিষ্যোক্তের্ভবিষ্যকম্॥
বিবর্ত্তনাদ্‌ব্রহ্মণস্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তমুচ্যতে। লিঙ্গস্য চরিতোক্তত্বাৎ পুরাণং লিঙ্গমুচ্যতে॥
বরাহস্য চ বারাহং পুরাণং দ্বাদশং মুনে। যত্র স্কন্দঃ স্বয়ং শ্রোতা বক্তা সাক্ষান্মহেশ্বরঃ॥
তত্ত স্কান্দং সমাখ্যাতং বামনস্য তু বামনম্। কৌর্ম্মং কূর্ম্মস্য চরিতং মাৎস্যং মৎস্যস্য কীর্ত্তিতম্॥
গরুড়স্তু স্বয়ং বক্তা যত্তদ্‌গারুড়সংজ্ঞকম্। ব্রহ্মাণ্ডচরিতোক্তত্বাৎ ব্রহ্মাণ্ডং পরিকীর্ত্তিতম্॥

পরিকীর্ত্তিতম্”। ইতি। অত্র কচিদ্বক্তৃসম্বন্ধঃ কচিচ্ছ্রোতৃসম্বন্ধঃ কচিৎ প্রতিপাদ্যমুখ্যদেবতা-চরিতসম্বন্ধঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তমিতিস্পষ্টমেব দর্শিতম্। তত্র ভাগবতনাম্নো নির্ব্বচনবাক্যমেতৎ। “ভগবত্যাশ্চ দুর্গায়াশ্চরিতং যত্র বিদ্যতে। তত্তু ভাগবতং প্রোক্তং ন তু দেবীপুরাণকম্” ॥ অনেন চ বাক্যেন ভগবত্যা ইদং ভাগবতমিতি ব্যুৎপত্যা গ্রন্থপ্রতিপাদ্যমুখ্যদেবতাচরিত-সম্বন্ধঃ। প্রবৃত্তিনিমিত্তমিতি স্পষ্টমেব দর্শিতম্। কা সা ভগবতীত্যপেক্ষায়ামাহ দুর্গায়া ইতি। তত্তু ভাগবতং তু শব্দো নিশ্চয়ার্থকঃ। তদেব ভাগবতপদবাচ্যং প্রোক্তমিত্যর্থঃ। ন তু পুরাণান্তরমতপ্রাপ্তং বিষ্ণুভাগবতং মহাপুরাণান্তর্গতং ভাগবতমিত্যর্থ ইতি শৈবপুরাণেন স্বমতং প্রদর্শিতম্। কশ্চিদেতৎ পুরাণান্তরমতেন উপপুরাণং জানীয়াত্তত্রাহ নতু দেবীপুরা-ণকমিতি। পুরাণকমিত্যত্র কপ্রত্যয়োঽল্পার্থকঃ। অল্পে ইতি সূত্রাৎ পুরাণকমল্পং পুরাণমিতি যাবৎ। দেব্যাঃ পুরাণকং দেবীপুরাণকম্। যদিদমুক্তং তদ্দেব্যা উপপুরাণং নৈবাস্তীত্যর্থঃ।

এবিষয়ে তাৎপর্য্য এই, কোনটীতে বক্তৃসম্বন্ধ, কোনটীতে শ্রোতৃসম্বন্ধ আর কোনটীতে বা প্রতিপাদ্য মুখ্যদেবতা চরিত সম্বন্ধ; অতএব, তদনুসারেই যে, পুরাণ সকলের নাম নির্দ্দেশ, তাহাই স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে এক্ষণে ব্যুৎপত্তি বোধক প্রমাণদ্বারা ভাগবত এই নামের নির্ব্বাচন করা হইতেছে। যথা—

“ভগবত্যাশ্চ দুর্গায়াশ্চরিতং যত্র বিদ্যতে।
তত্তু ভাগবতং প্রোক্তং ন তু দেবীপুরাণকম্” ॥

যাহাতে ভগবতী দুর্গার চরিত্রকথা দেদীপ্যমান, তাহাই ভাগবতনামে অভিহিত; কিন্তু দেবীপুরাণ নহে। এই বচন বলেই অর্থাৎ “ইহা ভগবতী সম্বন্ধি” এইরূপ ব্যুৎপত্তি-দ্বারা এস্থলে গ্রন্থপ্রতিপাদ্য মুখ্যদেবতা চরিতসম্বন্ধটী বুঝাইতেছে; অতএব এই প্রবৃত্তি নিমিত্তই গ্রন্থের নাম যে দেবীভাগবত তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। যদি বল ভগবতী কে? সেই শঙ্কানিরাসের জন্য “দুর্গায়াঃ” এই বিশেষণ পদটী সন্নিবেশিত হইয়াছে। অপি চ, উল্লিখিত শ্লোকমধ্যে “তত্তু” এইপদমধ্যে যে, তু শব্দটী দেওয়া হইয়াছে তাহা কেবল নিশ্চয়ার্থ বোধক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ তাহাই ভাগবতপদ বাচ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে জানিবে। অতএব পুরাণান্তর-মত-প্রতিপন্ন বিষ্ণু ভাগবতটী কদাচ মহাপুরাণের অন্তর্গত নহে ইহাই নিশ্চিত হইল। এবিষয়ে শৈবপুরাণোক্তবচনদ্বারা নিজ মত প্রদর্শিত হইয়াছে। পাছে কেহ অপর পুরাণের মত অবলম্বন করিয়া ইহার উপপুরাণত্ব ব্যবস্থাপন করিতে প্রয়াস পান সেই জন্যই “নতু দেবীপুরাণকম্” এই চরণটী সন্নিবেশিত হইয়াছে। অর্থাৎ “পুরাণকং” এই পরে যে কপ্রত্যয়টী আছে উহা অল্পার্থ-বোধক। “অল্পে” এই সূত্রবলে পুরাণকং কিনা ক্ষুদ্র পুরাণ অর্থাৎ উপপুরাণ এইটীই ইহার তাৎপর্য্যার্থ জানাইতেছে। আর এক কথা এই যে, যখন, “দেব্যাঃ পুরাণকং” অর্থাৎ ইহা দেবীসম্বন্ধিপুরাণ এইরূপ উক্তিতে স্পষ্টই বুঝাইতেছে যে, দেবীসম্বন্ধে উপপুরাণ নাই। ফলকথা এই যে, মহামুনি ব্যাসদেব এই বচন বলে অপরের মহাপুরাণত্ব আর নিজ অভিপ্রেত বস্তুর উপপুরাণত্ব দুইটীই নিষেধ

অনেন চ বাক্যেনান্যস্য মহাপুরাণত্বনিষেধেন স্বাভিপ্রেতস্য চ উপপুরাণত্বনিষেধেন শ্রীমদ্দেবীভাগবতস্যৈব মহাপুরাণত্বং বোধয়তি ব্যাসঃ। মুখ্যত্বেন ভগবতীচরিতপ্রতিপাদকস্য মহাপুরাণমধ্যে কস্যচিৎ পুরাণস্যান্যস্যাভাবাৎ। নন্থ নারদাদিপুরাণবচনবলাৎ বিষ্ণুভাগবতস্য মহাপুরাণান্তর্গতত্বে নির্ব্বিঘ্নং নিশ্চিতে তদ্বলাৎ ভাগবতদ্বয়স্য মতভেদেন মহাপুরাণত্ব কল্পনাপেক্ষয়া যৎকিঞ্চিৎ ভগবতীচরিতস্যাস্মিন্বচনে গ্রহণেনানেন বচনেন বিষ্ণুভাগবতনাম্নএব নিরুক্তিঃ কৃতেতি কুতো ন কল্প্যতে। বর্ত্ততে চ তত্র বিষ্ণুভাগবতে দশমস্কন্ধে কিঞ্চিদ্বিন্ধ্যবাসিন্যাশ্চরিতমিতি চেন্ন। তথা সতি মুনের্ব্বিষ্ণুভাগবতবিষয় এব তাৎপর্য্যসত্বে ভগবত ইদং ভাগবতমিত্যেব ব্যুৎপত্তিং কুর্য্যান্নহি কেনচিন্মুনেঃ শিরসি ভারঃ স্থাপিতো যৎ স্বাভিপ্রেতাং যুক্তিযুক্তাং নিরুক্তিং ত্যক্ত্বা নিষ্প্রয়োজনোঽনভিপ্রেতাং নিরুক্তিং করোতি। কিঞ্চ সর্ব্বত্রৈতদ্বচনপ্রকরণে "যত্র পূর্ব্বোত্তরে খণ্ডে শিবস্য চরিতং বহু। শৈবমেতৎ পুরাণং হি পুরাণজ্ঞা বদন্তি চ"॥ ইতি বচনৈর্ব্বহুচরিতমুখ্যচরিতসম্বন্ধরূপপ্রবৃত্তিনিমিত্তস্যৈবাভিপ্রেতত্বং মুনেরবসীয়তে। মতভেদেন পুরাণভেদকল্পনা তু নাত্রৈব নবীনাস্তি। পূর্ব্বোক্তযুক্ত্যা নারদশৈববায়ব্যাদিত্যপুরাণেষন্যত্রাপি সত্বাৎ। অস্তু বা গৌরবং নহি তদ্ভয়াৎ মুনেস্তাৎপর্য্যমন্যথাকর্ত্তুং কশ্চিদীষ্টে। তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তং তাৎপর্য্যং বিহায়ান্যতাৎপর্য্যেণান্যার্থকরণং মহাসাহসমেব।

করিয়া শ্রীমদ্দেবীভাগবতের মহাপুরাণত্বই দৃঢ়তররূপে বুঝাইতেছেন। বিশেষতঃ, মহাপুরাণ মধ্যে মুখ্যত্বরূপে ভগবতীচরিত প্রতিপাদকগ্রন্থ শ্রীমদ্দেবীভাগবত ব্যতীত অপর কোন গ্রন্থই বর্ত্তমান নাই। যদি বল যে, নারদাদি পুরাণের বচনবলে বিষ্ণুভাগবতেরই নির্ব্বিঘ্নরূপে মহাপুরাণত্ব নিশ্চিত হইয়াছে; তবে উভয় পক্ষের বচন অবলম্বনকরিয়া দুইটী ভাগবতেরই মহাপুরাণত্ব কল্পনা করা অপেক্ষা প্রথমপক্ষের প্রমাণবলে কেবল বিষ্ণু ভাগবতেরই মহাপুরাণত্ব কল্পনা করিলেইত অভীষ্ট সিদ্ধ হয়? এবং ভগবতীচরিতের বিষয় না থাকিলে যদি দোষ বিবেচনা কর তাহা করিও না। কেননা, বিষ্ণুভাগবতের দশমস্কন্ধে যৎকিঞ্চিৎ বিন্ধ্যবাসিনীচরিত কথাও দৃষ্ট হইয়া থাকে; অতএব বিষ্ণুভাগবতই মহাপুরাণমধ্যে গণনীয়। তাহা হইতে পারে না। কারণ, যদি বিষ্ণুভাগবতবিষয়েই তাৎপর্য্য হইত, তাহাহইলে "ভগবত ইদং ভাগবতং" অর্থাৎ ইহা ভগবৎসম্বন্ধি বলিয়াই ভাগবতনামে প্রসিদ্ধ, কিজন্য এরূপ ব্যুৎপত্তিকরিলেন না? এজন্য মহামুনি বেদব্যাসের মস্তকে কি কেহ ভার চাপাইয়া ছিল? যে তিনি সেই ভয়ে ভীত হইয়া স্বাভিপ্রেত যুক্তিযুক্ত নিরুক্তি পরিত্যাগ করিয়া নিষ্প্রয়োজন অনভিপ্রেত নিরুক্তি প্রতিপাদন করিলেন?

কিঞ্চ, সর্ব্বত্রই এইবচন প্রকরণে "যত্র পূর্ব্বোত্তরে খণ্ডে শিবস্য চরিতং বহু। শৈবমেতৎ পুরাণং হি পুরাণজ্ঞা বদন্তি চ"। এই বচন দ্বারা বহুচরিত অর্থাৎ মুখ্যচরিত সম্বন্ধ প্রবৃত্তি; সুতরাং তাহাতেই মুনির অভিপ্রায় প্রর্য্যবসিত হইতেছে। তবে, মতভেদে যে, পুরাণভেদ কল্পনা তাহা এইবিষয়ে নূতন নহে। পূর্ব্বোক্ত যুক্তিবলে নারদ, শৈব ও আদিত্য পুরাণ ভিন্ন অন্যত্র ভূরি ভূরি দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর যদি গৌরবের আশঙ্কা কর, তাহাতে এস্থলে বিশেষ ক্ষতি নাই। কারণ, গৌরবের ভয়ে ভীত হইয়া কেহ মুনির

নন্থ লক্ষণবাক্যমেতৎ। ততশ্চ দুর্গাচরিতং যত্র বর্ত্ততে তদ্ভাগবতমিত্যর্থঃ। তচ্চ ন দেবীভাগবতং ভবিতুমর্হতি। তস্য তল্লক্ষণলক্ষ্যত্বে ন তু দেবীপুরাণকমিতি নিষেধবিষয়ত্বেন নিষেধবিধ্যোঃ সমানবিষয়ত্বাপত্তেঃ। কিন্তু বিষ্ণুভাগবতমেব। নন্থ তথাপ্যেতল্লক্ষণমন্যপুরাণেষ্বতিপ্রসক্তমিতি চেন্ন। যথা বৃত্রাসুরবধলক্ষণমন্যপুরাণেষু প্রসক্তমপি যথা লক্ষণত্বেন গৃহীতম্, তদ্বদত্রাপি সত্ত্বাদিতি চেন্ন। পূর্ব্বোক্তনিরুক্তিবচনপ্রকরণস্থত্ববিরোধাৎ। কিঞ্চ লক্ষণবাক্যমেতদিতিপক্ষেঽপ্যেতস্য লক্ষণস্য মহাপুরাণোদ্দেশেনৈব সত্ত্বাদুপপুরাণেষ্বস্য প্রসক্ত্যভাবাদ্দেবীপুরাণকালিকাপুরাণয়োরুপপুরাণত্বস্য নিশ্চিতত্বাৎ তত্রৈতল্লক্ষণস্য প্রসক্তিরেব নাস্তীতি ন তু দেবীপুরাণকমিতি নিষেধো ব্যর্থ এব স্যাৎ। তস্মাদেব তদ্বচনস্য পূর্ব্বোক্ত এবার্থঃ। কিঞ্চ লক্ষণবাক্যমেতদিতি পক্ষে যৎকিঞ্চিচ্চরিতং গৃহ্যতে উত যাবচ্চেরিতম্। যৎকিঞ্চিচ্চরিতস্য সর্ব্বমহাপুরাণেষু সত্ত্বাদ্দেবীপুরাণমাত্রনিষেধেন ন নির্ব্বাহঃ। তস্মাদ্দেবীপুরাণস্যৈব নিষেধস্বারস্যাদ্যাবচ্চরিতং মুখ্যত্বেন ভগবতীচরিত্রমেব গ্রাহ্যম্। তদা তব নাভীষ্টার্থসিদ্ধিঃ। মুখ্যত্বেন বিষ্ণুভাগবতে দুর্গাচরিতস্যাভাবান্মমৈব ত্বভীষ্টার্থসিদ্ধিঃ। নিষেধবিধ্যোঃসমানবিষয়কত্ব

তাৎপর্য্য অন্যথা করিতে সমর্থ হয় না। অতএব পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া অন্য তাৎপর্য্যাবলম্বন দ্বারা অন্যথা করিতে প্রয়াস পাওয়া মহাসাহসের কার্য্য বলিতে হইবে। যদি বল এটী লক্ষণবাক্য, অর্থাৎ ভগবতীদুর্গাচরিতপূর্ণ গ্রন্থই ভাগবত; দেবীপুরাণ নহে। কারণ, লক্ষণলক্ষ্যত্বহেতু "নতু দেবীপুরাণকমিতি" এইরূপ নিষেধ বিষয়তা প্রযুক্ত নিষেধ বিধির সমানবিষয়ত্ব আপত্তি ঘটিতেছে। অতএব, বিষ্ণুভাগবতই হউক। যদি বল এই লক্ষণের অন্যপুরাণে অতিপ্রসক্তি হয়। অথবা যেমন বৃত্রাসুরবধলক্ষণ অন্যপুরাণে প্রসক্ত হইলেও লক্ষণত্বে পরিগৃহীত হয়, সেইরূপ ত ইহাতেও আছে, তবে তাহা হইবেনা কেন? না হইবার কারণ এই যে, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত নিরুক্তিবচনপ্রকরণে বিরোধ উপস্থিত হয়। অথবা, এটী লক্ষণবাক্য, এরূপ পক্ষাবলম্বন করিলেও মহাপুরাণের উদ্দেশে রচিত লক্ষণ কদাচ উপপুরাণে প্রসক্ত হইতে পারেনা। কেননা, যখন দেবীপুরাণ ও কালিকাপুরাণ সর্ব্বত্রই উপপুরাণ বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে; তখন, তাহাতে এ লক্ষণের প্রসক্তি হওয়া কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। সুতরাং "নতু দেবীপুরাণকম্" এই নিষেধবাক্যের ব্যর্থতা হইয়া পড়ে। অতএব, পূর্ব্বোক্ত অর্থই এ বচনের নিশ্চিতার্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আর, এইটীই লক্ষণ বাক্য এরূপ পক্ষ অবলম্বন করিলে, যৎকিঞ্চিৎ চরিত কি সমগ্র চরিত গ্রহণ করিবে? যৎকিঞ্চিৎ চরিত কথা ত, সকল পুরাণেই বর্ত্তমান দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে কেবল দেবীপুরাণের নিষেধেই ত নির্ব্বাহ হইতেছে না? অতএব, দেবীপুরাণনিষেধস্বারস্যহেতু যাবচ্চরিত আছে তৎসমস্তেরই মুখ্যত্বরূপে ভগবতীচরিত কথাই গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে, কোনক্রমেই আর তোমার অভীষ্টার্থসিদ্ধি হইতেছে না। কেননা, বিষ্ণুভাগবতে মুখ্যত্বরূপে দুর্গাচরিতবর্ণনার সম্পূর্ণ অভাব। সুতরাং, এস্থলে আমার অভীষ্টার্থই সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইল। আর যে, নিষেধ বিধির সমানবিষয়কত্বরূপ দূষণ, তাহাও এবিষয়ে সম্ভাবিত নহে। কেননা, প্রকরণবলে যখন তাৎপর্য্য নিশ্চিত হইয়াছে, তখন তাহা পরিবর্জ্জন করিয়া নিষেধ

রূপং দূষণন্তু নৈব সম্ভবতি। প্রকরণবলাৎ তাৎপর্য্যে নিশ্চিতে তদ্বিষয়ং বিহায়ৈব নিষেধপ্রবৃত্তেঃ। বৃত্রাসুরবধোপেতত্বলক্ষণং তু গায়ত্র্যারম্ভবিশিষ্টমিতি ন তদতিপ্রসক্তং তস্মাৎ পূর্ব্বোক্ত এব তদ্বচনার্থ ইতি তদ্বচনাদ্দেবীভাগবতং মহাপুরাণং ন তু বিষ্ণুভাগবতমিতি শিবপুরাণমতম্। অত্র চ নিয়মদ্বয়স্য পূর্ব্বোক্তস্য সত্ত্বাদ্বিষ্ণুভাগবতবিষয়ে তথা নিয়মদ্বয়াভাবাদিদং শিবপুরাণমতমেব মুখ্যমন্যপুরাণমতং ত্বেকদেশীতি নিয়মদ্বয়প্রদর্শকব্যাসবাক্যেন স্পষ্টমেব বোধিতমিতি সুধিয়ো বিভাবয়ন্তু। কিঞ্চ "শৈবমাদিপুরাণঞ্চ দেবীভাগবতং তথা"। ইতি পাদ্মবচনসত্ত্বাদিতয়া "নবরাত্রে তু দেবেশি দৌর্গং ভাগবতং পঠেৎ। জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং নিয়মেন সমাহিতঃ" ॥ ইতি দুর্গাতরঙ্গিণীধৃতযামলবচনেন তথা "দেবীভাগবতং নিত্যং পঠেদ্ভক্ত্যা সমাহিতঃ। নবরাত্রে বিশেষেণ শ্রীদেবীপ্রীতয়ে মুদা" ॥ ইতি মহেশঠক্কুরকৃতদুর্গাপ্রদীপধৃতদেবীযামলবচনেন চ সপ্রমাণস্য দেবীভাগবতস্য সর্ব্বথোপপুরাণমধ্যেএব নিবেশাৎ। "তত্র ভাগবতং পুণ্যং পঞ্চমং বেদসম্মিতম্"। ইতি প্রথমস্কন্ধস্থস্য মহাপুরাণেষু পঞ্চমমিদং পুরাণমিত্যর্থকস্য দেবীভাগবতোক্তবচনস্য নিরালম্বনত্বাদপ্রামাণ্যাপত্তেঃ। মন্মতে তু তস্য বিষয়লাভান্নাপ্রামাণ্যং তদ্বচনপ্রামাণ্যাদপি দেবীভাগবতমেব মহাপুরাণমিতি। কিঞ্চ হেমাদ্রৌ কালিকা-

---

প্রবৃত্তির কিরূপে সঙ্গতি হইতে পারে? বৃত্রাসুরবধসম্বন্ধ লক্ষণটী গায়ত্র্যারম্ভ-বিশিষ্ট। সুতরাং, উহা অতিপ্রসক্ত হইতে পারে না। অতএব, পূর্ব্বোক্ত অর্থই এ বচনের স্থিরীকৃত অর্থ এবিষয়ে আর কোন সংশয় উপস্থিত করাও সঙ্গত বোধ হয় না। তাহা হইলে দেবীভাগবতই নিশ্চয় মহাপুরাণমধ্যে পরিগণিত হইল এবং বিষ্ণুভাগবতেরও উপপুরাণত্বে আর সন্দেহ রহিল না, ইহাই শিবপুরাণের মত। কেননা, এবিষয়ে, পূর্ব্বোক্ত নিয়মদ্বয়ের দেদীপ্যতা প্রতীতি হইতেছে; কিন্তু বিষ্ণুভাগবতবিষয়ে উল্লিখিত নিয়মদ্বয়ের সম্পূর্ণ অভাব। অতএব, শিবপুরাণের মতই মুখ্য মত বলিয়া জানিতে হইবে। অপরাপর পুরাণের মত সমস্ত একদেশগ্রাহী। সুতরাং, ব্রহ্মর্ষি ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের পূর্ব্বোক্ত নিয়মদ্বয় প্রদর্শকবাক্যবলে স্পষ্ট দেবীভাগবতকেই মহাপুরাণ বলিয়া বুঝাইতেছে এবং ইহাই আমাদিগের স্থির সিদ্ধান্ত। এক্ষণে, মতিমান্ সুধীবর্গ স্বয়ং বিচার করিয়া দেখুন।

অপিচ, "শৈবমাদিপুরাণঞ্চ দেবীভাগবতং তথা" ॥ এই পদ্মপুরাণের বচন, এবং "নবরাত্রে তু দেবেশি! দৌর্গং ভাগবতং পঠেৎ। জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং নিয়মেন সমাহিতঃ" ॥ হে দেবেশি! নবরাত্রব্রতে দুর্গামাহাত্ম্যপূর্ণ ভাগবত অর্থাৎ দেবীভাগবত ও সপ্তশতী চণ্ডী নিয়মপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে পাঠ করিবে। দুর্গাতরঙ্গিণীধৃত এই যামল বচন, তথা "দেবীভাগবতং নিত্যং পঠেদ্ভক্ত্যা সমাহিতঃ। নবরাত্রে বিশেষেণ শ্রীদেবীপ্রীতয়ে মুদা"॥ এই মহেশঠক্কুরকৃতদুর্গাপ্রদীপগ্রন্থধৃত দেবীযামলবচনবলে প্রমাণীকৃত দেবীভাগবতের সর্ব্বথা উপপুরাণ মধ্যে সন্নিবেশ হেতু "তত্র ভাগবতং পুণ্যং পঞ্চমং বেদসম্মিতম্"। অর্থাৎ বেদতুল্য পরম পবিত্র এই দেবীভাগবত মহাপুরাণ সকলের মধ্যে পঞ্চমপুরাণ বলিয়া পরিগণিত:। এইরূপ অর্থবোধক দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধস্থিত উল্লিখিত বচনের নিরালম্বত্বহেতু অপ্রামাণ্য আপত্তি উপস্থিত হয়। কিন্তু, আমার মতে তাহার বিষয় লাভ হেতু অপ্রামাণ্য নহে;

পুরাণে। "যদিদং কালিকাখ্যং তন্মূলং ভাগবতং স্মৃতম্"। ইতি বচনং তদপি দেবীভাগবতস্যৈব মহাপুরাণত্বং বোধয়তি। তথাহি "অষ্টাদশভ্যস্তু পৃথক্ পুরাণং যৎ প্রদৃশ্যতে। বিজানীধ্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তথা তেভ্যো বিনির্গতম্"॥ ইতিমাৎস্যবচনেনোপপুরাণানাং মহাপুরাণমূলকত্বনিয়মাদিদং কালিকাপুরাণং কিম্পুরাণমূলকমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তস্যানিবর্ত্তকমিদং বাক্যং যদিদং কালিকাখ্যং পুরাণং তন্মূলং তস্য মূলং ভাগবতং বিদুরিতি হি-তস্যার্থো নিবন্ধকারৈর্দর্শিতঃ। যথান্যান্যুপপুরাণান্যেকৈকস্মান্মহাপুরাণান্নির্গতানি তদ্বদিদং ভাগবতাদুৎপন্নমিতি যাবৎ। তচ্চ ভাগবতং ন বৈষ্ণবং তন্মূলং ভবিতুমর্হতি। দেব্যুপপুরাণস্য দেবীপুরাণমূলকত্বে এব সামঞ্জস্যাৎ। শৈবোপপুরাণানাং শৈবেভ্য এব বৈষ্ণবোপপুরাণানাং বৈষ্ণবেভ্য এবোৎপত্তিদর্শনাদিতি দেবীভাগবতমেব তন্মূলর্মিতি তস্য মহাপুরাণত্বং সিদ্ধম্। যত্র তু ক্বচিৎ ক্বচিৎ মহাপুরাণমূলকত্বমপ্রসিদ্ধং তত্র যথাযোগ্যমনুমেয়মিতি। কিঞ্চাদিত্যপুরাণদৃষ্ট্যাঽপি দেবীভাগবতমেব মহাপুরাণম্। তথাহি

বিশেষতঃ তাহার উল্লিখিত বচনপ্রমাণানুসারে দেবীভাগবতই মহাপুরাণের অন্তর্গত তাহাতে সংশয় নাই। আরও, কালিকাপুরাণের হেমাদ্রিপ্রস্তাবে "যদিদং কালিকাখ্যং তন্মূলং ভাগবতং স্মৃতম্"। এই বচনটীও বিশেষরূপে দেবীভাগবতকেই মহাপুরাণ বলিয়া জানাইতেছে। অপি চ, "অষ্টাদশভ্যস্তু পৃথক্ পুরাণং যৎ প্রদৃশ্যতে। বিজানীধ্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তথা তেভ্যো বিনির্গতম্"॥ অর্থাৎ, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অষ্টাদশ মহাপুরাণ ব্যতীত অন্যান্য যে সকল পুরাণ দৃষ্ট হয় তাহারাও ঐ সমস্ত মহাপুরাণ হইতেই নির্গত জানিবে। যখন, মৎস্য পুরাণের এই বচনানুসারে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, সমস্ত উপপুরাণই অষ্টাদশ মহাপুরাণমূলক; তখন, কালিকাপুরাণটী কোন্ মহাপুরাণ হইতে বিনিঃসৃত? এরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, "যদিদং কালিকাখ্যং তন্মূলং ভাগবতং স্মৃতম্"। এই যে, কালিকানামক উপপুরাণ, ইহার মূল ভাগবত; এই বচনটী কি, তাহার মীমাংসক নহে? ইহা কেবল আমি বলিতেছি না, নিবন্ধকারগণও তাহার এই মত অর্থই প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্থাৎ, যেমন অন্যান্য উপপুরাণ সকল এক একটী মহাপুরাণ হইতে বিনির্গত; সেইরূপ এই কালিকা পুরাণটীও মহাপুরাণ ভাগবত হইতে উৎপন্ন। এস্থলে, ভাগবত শব্দটীর নির্দ্দেশ থাকায় সুতরাং দেবীভাগবতকেই গ্রহণ করিতে হইবে। কেন না, কালিকাপুরাণের মূল বিষ্ণুভাগবত, এরূপ অসম্বদ্ধ মত প্রকাশ করিলে, প্রজ্ঞাবান্ কোবিদবৃন্দ তাহা উন্মত্তপ্রলাপ ভিন্ন আর কি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন? অতএব, দেবীসম্বন্ধি উপপুরাণ দেবীভাগবত মূলক; এই কথা বলিলে, বোধ হয়, তাহার সামঞ্জস্য বিষয়ে কোন বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না।

আর, যখন, শৈব উপপুরাণসকল শৈব মহাপুরাণ হইতে এবং বৈষ্ণব উপপুরাণসমস্ত বিষ্ণুমহাপুরাণ হইতেই উদ্ভূত দেখা যাইতেছে। তখন, দেবীভাগবতই যে, দেবীসম্বন্ধি উপপুরাণ গুলির মূল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং ইহাতেও দেবীভাগবতেরই মহাপুরাণত্ব সিদ্ধ হইতেছে। তবে, যে স্থলে, কোথাও কোথাও মহাপুরাণমূলকত্বের অপ্রসিদ্ধতা দৃষ্ট হয়, সেস্থলে, যথাযোগ্য অনুমান করিয়া লইতে হইবে। পরন্তু, আদিত্য পুরাণ দর্শনেও দেবীভাগবতকেই মহাপুরাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়। কারণ, আদিত্য-

আদিত্যপুরাণে রক্তাসুরবধপ্রস্তাবে। "যা জঘ্নে মহিষং দৈত্যং ক্রূরং বৃত্রাসুরং তথা। সাহদ্য-রক্তাসুরং হত্বা স্বারাজ্যং তে প্রদাস্যতি"॥ ইতি বচনম্। অনেন বচনেন দেবীভাগবতে স্বসম্মতি-র্দ্দর্শিতা। ন হি দেবীভাগবতাতিরিক্তসর্ব্বপুরাণেষু দেবীকৃতো বৃত্রাসুরবধঃ ক্বচিদপ্যস্তি। ইন্দ্র-কৃতস্যৈব তস্য সত্বাৎ কেবলং দেবীভাগবত এব দেবীকৃতঃ সোঽস্তি। তদ্গ্রহণেন তু দেবীভাগ-বতে স্বসম্মতির্দ্দর্শিতেতি যুক্তমেব। অনন্তরঞ্চ তত্রৈব পুরাণদানপ্রস্তাবে। "দদাতি সূর্য্য-ভক্তায় যস্তু ভাগবতং দ্বিজাঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতঃ। জীবেদ্বর্ষশতং সাগ্র-মন্তে বৈবস্বতং পদম্"॥ ইতি পঠিতম্। অত্র চ স্বসম্মতং ভাগবতমেব গ্রহীতুমুচিতম্। কিঞ্চেদং বচনং দেবীভাগবতপক্ষে এব স্বরসতঃ সঙ্গচ্ছতে। প্রথমশ্লোকে একাদশদ্বাদশস্কন্ধয়োশ্চ সবিস্তরং গায়ত্রীবিধানসহস্রনামাদেঃ কথনাৎ সূর্য্যস্য গায়ত্রীদেবতাত্বাৎ। তদ্ভাগবতপক্ষে তু বৈকুণ্ঠং গচ্ছেদিত্যেব বদেদিতি। কিঞ্চ "যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ। বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে" ॥ ইতি মাৎস্যবচনমপি দেবীভাগবতস্যৈব মহাপুরাণত্বং বোধয়তি। বেদে

পুরাণে রক্তাসুরবধপ্রস্তাবে। "যা জঘ্নে মহিষং দৈত্যং ক্রূরং বৃত্রাসুরং তথা। সাহদ্য-রক্তাসুরং হত্বা স্বারাজ্যং তে প্রদাস্যতি"। যে দেবী ক্রূরকর্ম্মা দিতিনন্দন মহিষ ও বৃত্রা-সুরকে নিহত করিয়াছেন, সেই দেবীই এক্ষণে রক্তাসুরের বধ সাধন পূর্ব্বক তোমাকে স্বারাজ্য প্রদান করিবেন। এই বচন দ্বারা দেবীভাগবত বিষয়ে স্বীয় মত প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশেষতঃ সমস্তপুরাণ মধ্যে, দেবীহস্তে বৃত্রাসুরবধের কথা দেবীভাগবত ব্যতীত অপর কোন স্থলেই দেখা যায় না। বিষ্ণুভাগবতেও বৃত্রবধের বিষয় আছে বটে; কিন্তু, তাহাতে দেবরাজ ইন্দ্রই দেব ও মুনিগণকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বৃত্রকে বিনাশ করেন, এইরূপ বর্ণিত আছে। আর দেবীভাগবতে দেবী স্বয়ং বৃত্রাসুরকে নিহত করিয়াছেন, ইহা স্পষ্টত নির্দ্দেশ আছে। অতএব এইবচনের মত গ্রহণকরিলে দেবীভাগবত বিষয়ে নিজমত প্রদর্শনই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা হয়। আর এক কথা এই যে, সেই স্থানেই পুরাণ-দানপ্রস্তাবে "দদাতি সূর্য্যভক্তায় যস্তু ভাগবতং দ্বিজাঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সর্ব্বব্যাধি-বিবর্জ্জিতঃ। জীবেদ্বর্ষশতং সাগ্রমন্তে বৈবস্বতং পদম্"। হে দ্বিজগণ! যিনি সূর্য্যভক্তকে ভাগবত গ্রন্থ প্রদান করেন, তিনি সমস্ত পাপ ও ব্যাধিসঙ্কুল হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া ইহ লোকে শত বৎসরেরও অধিক জীবিত থাকেন এবং অন্তিম কালে দিব্যজ্ঞানে সূর্য্যের স্বরূপ ধাম প্রাপ্ত হয়েন। এস্থলেও স্বাভিপ্রেত ভাগবতকেই গ্রহণ করা যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে। কেননা, স্বারস্যহেতু এই বচনটী দেবীভাগবতেই সঙ্গত হইতেছে। তাহার কারণ, দেবীভাগবতের প্রথম শ্লোকে ও একাদশ, দ্বাদশ স্কন্ধে সবিস্তার গায়ত্রীবিধানক সহস্র নামাদির বর্ণনায় গায়ত্রীকেই সর্ব্বপ্রধানা সূর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। অতএব, যদি বিষ্ণুভাগবতই অভিপ্রেত বস্তু হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত বচনে "সেই ব্যক্তি বৈকুণ্ঠে গমন করিবে" এরূপ না বলিয়া "অন্তে বৈবস্বত পদ প্রাপ্ত হইবে" এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য কি? কেবল, ইহাই নহে, মৎস্যপুরাণেও "যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্ম-বিস্তরঃ। বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে" ॥ যে গ্রন্থে গায়ত্রীকে অবলম্বন পূর্ব্বক

ত্রিপদা গায়ত্রীতি গায়ত্রীলক্ষণং শ্রূয়তে। তেন চ ত্রিপাচ্ছন্দোঽধিকৃত্য যত্র ধর্ম্মবিস্তরো বর্ণ্যতে তদ্ভাগবতমিতি তদর্থঃ। ত্রিপাচ্ছন্দশ্চ দেবীভাগবতে প্রথমশ্লোকে। "সর্ব্বচৈতন্যরূপাং তামাদ্যাং বিদ্যাঞ্চ ধীমহি। বুদ্ধিং যা নঃ প্রচোদয়াৎ" ॥ ইতি শ্রূয়তে। ন বিষ্ণুভাগবতে তচ্ছন্দোঽস্তি মুখ্যার্থসম্ভবে গায়ত্রীপদস্য লক্ষণয়া ধীমহীত্যর্থকরণেন বিষ্ণুভাগবতপরত্বকল্পনমস্য বচনস্য তু সাহসমেব। কচিৎপুরাণেষু যদি তাদৃশান্যেব বিষ্ণুভাগবতপরাণি বচনানি সন্তি। তত্র গত্যন্তরাভাবাদস্তু লক্ষণা। উদাসীনে মাৎস্যবাক্যে তু মুখ্যবিষয়সম্ভবে সাঽনুচিতা। যদ্যপ্যাধুনিকপুস্তকেষু কচিচ্চতুশ্চরণশ্লোকোঽপি দৃশ্যতে তথাপি সপ্তশত্যাং গুপ্তবতীটীকাকারাদিভিস্ত্রিপাৎশ্লোকস্যৈব ব্যাখ্যাতত্বেন স এব সাম্প্রদায়িকঃ পাঠ ইতি বোধ্যম্। যত্তু গায়ত্র্যর্থশ্চ বিষ্ণুধ্যানং ন তু শিবশক্তিসূর্য্যাদিধ্যানমিত্যুক্তং তত্তু নাস্তিকত্বমূলকমেব। "মৈত্রায়ণীয়ানাং ভর্গো বৈ রুদ্রঃ"। ইতি শ্রুতৌ প্রপঞ্চসারাদিসর্ব্বতন্ত্রেষু পুরাণাদিষু চ শিবসূর্য্যশক্ত্যাদিরূপার্থস্যোক্তত্বাচ্চ তদুদাহৃতমাগ্নেয়বাক্যস্য বিরোধত্বে নাপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানমিতি ন্যায়াৎ স্তাবকমেবেতি। কিঞ্চ "হয়গ্রীবব্রহ্মবিদ্যা যত্র বৃত্রবধস্তথা। গায়ত্র্যা চ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং

সবিস্তর ধর্ম্মতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে এবং যাহা বৃত্রাসুরবধবৃত্তান্তপূর্ণ তাহাই ভাগবতনামে প্রসিদ্ধ। এইবচনটী স্পষ্টরূপে দেবীভাগবতেরই মহাপুরাণত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। বেদে গায়ত্রীর লক্ষণ "ত্রিপদা" বলিয়া শ্রুত হইতেছে। তাহা হইলে এই অর্থটীই সঙ্গত হইতেছে যে, যাহাতে ত্রিপাদ্ ছন্দ অধিকার করিয়া সবিস্তর ধর্ম্মতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে তাহাই ভাগবত নামে প্রসিদ্ধ। অথচ দেবীভাগবতেরই প্রথম শ্লোকে "সর্ব্বচৈতন্যরূপাং তামাদ্যাং বিদ্যাঞ্চ ধীমহি। বুদ্ধিং যা নঃ প্রচোদয়াৎ" ॥ এই ত্রিপদা গায়ত্রী শ্রুত হইতেছে। বিষ্ণুভাগবতে ত্রিপাদ্ ছন্দের অস্তিত্বমাত্র দৃষ্ট হয় না; তথাপি যদি, কেবল 'ধীমহি' এই পদটী লইয়াই তাহার গায়ত্রীত্ব অঙ্গীকার পূর্ব্বক উপরি উক্ত বচনের অর্থ বিষ্ণুভাগবতপরত্ব বলিয়া কল্পনা কর, তাহা হইলে, মুখ্যার্থ বিসর্জ্জন দিয়া সম্পূর্ণরূপে লক্ষণার পদাশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়; অতএব উহাকে সাহসমাত্র বৈ আর কি বলা যাইতে পারে? তবে কোন পুরাণের মধ্যে যদি তাদৃশ বিষ্ণুভাগবতপর বচন দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, গত্যন্তর অভাবে সুতরাং লক্ষণার শরণ লওয়াই শ্রেয়ঃ। কিন্তু, মৎস্যপুরাণের বাক্য উদাসীন থাকিলেও মুখ্য বিষয় সম্ভবে লক্ষণা স্বীকার করা অনুচিত বলিয়া বোধ হয়। আর, আধুনিক পুস্তকের মধ্যে যদি কোথাও চতুশ্চরণ শ্লোক দৃষ্ট হয়, তাহা অসাম্প্রদায়িক পাঠ; কারণ, সপ্তশতীর গুপ্তবতীপ্রভৃতিটীকাকারগণ ত্রিপাদ্ শ্লোকের ব্যাখ্যা করায় ত্রিপাদ্ শ্লোকই যে প্রকৃত সাম্প্রদায়িক পাঠ তাহাতে আর সংশয় নাই। আর যাঁহারা বলেন যে, গায়ত্রীর অর্থ সূর্য্য, শিব বা শক্তির ধ্যান নহে, উহা কেবল বিষ্ণুধ্যান মাত্র; তাঁহাদের সেই উক্তিটী নিশ্চয়ই নাস্তিকতামূলকমাত্র! কেন না, "মৈত্রায়ণীয়ানাং ভর্গো বৈ রুদ্রঃ" এইরূপ শ্রুতি বর্ত্তমানে এবং প্রপঞ্চসার প্রভৃতি তন্ত্র ও প্রধান প্রধান পুরাণ সকলের মধ্যে শিব, সূর্য্য কি শক্তি প্রভৃতি পক্ষে অর্থ নির্দ্দেশিত থাকায় পূর্ব্ব উদাহৃত অগ্নিপুরাণের বাক্যটী বিরোধী হইলেও তাহা অগ্রাহ্য। কারণ, "অসতি হ্যনুমানং" এইরূপ ন্যায়প্রযুক্ত উহা স্তাবকবাক্য বলিয়া জানিবে।

বিদুঃ"॥ ইতিপুরাণান্তরবাক্যমপি দেবীভাগবতস্যৈব মহাপুরাণত্ববোধকম্। তথা হি হয়গ্রীবনামাসুরো দেবীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে প্রসিদ্ধস্তেনোপাসিতা ব্রহ্মপ্রতিপাদিকা বিদ্যা স্ত্রীদৈবত্যো মন্ত্রঃ। সা বিদ্যা যত্র বর্ত্ততে তদ্ভাগবতমিত্যর্থঃ। স দৈত্যস্তদুপাসিতা বিদ্যা চেত্যুভয়মপি তত্রৈব প্রথমস্কন্ধে দর্শিতম্। "জপন্নেকাক্ষরং মন্ত্রং মায়াবীজাত্মকং মম" ॥ ইত্যাদিনা। নমু বিষ্ণুভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধেঽপি হয়গ্রীবমন্ত্রস্য সত্ত্বাদিদং বচনমুভয়ভাগবতসাধারণমিতি চেন্ন। নারদীয়ে শারদাতিলকাদিনিবন্ধেষু চ "মন্ত্রাঃ পুংদেবতাঃ প্রোক্তা বিদ্যাঃ স্ত্রীদেবতাঃ স্মৃতাঃ" ॥ ইত্যাদিবচনৈঃ স্ত্রীদৈবত্যমন্ত্রেষ্বেব বিদ্যাপদপ্রয়োগো ন পুংদৈবত্যমন্ত্রেষ্বিতি প্রতিপাদনাৎ। কচিৎ পুংদৈবত্যমন্ত্রে তথাপ্রয়োগস্তু গৌণঃ। ন চ গৌণার্থমাদায় তদ্বচনস্য বিষ্ণুভাগবতপরত্বং কল্পিতুমুচিতম্। লক্ষণারূপদোষাপত্তেঃ। তস্মান্ন তদ্বচনমুভয়সাধারণমিতি দেবীভাগবতস্যৈব মহাপুরাণত্বং বোধয়তি। কিঞ্চ সারস্বতস্য কল্পস্যেতি মাৎস্যবচনাদপি দেবীভাগবতমেব মহাপুরাণম্। অত্র হ্যেবং প্রকরণশুদ্ধিঃ। ঋষয় উচুঃ। "পুরাণ-

---

অপিচ। "হয়গ্রীবব্রহ্মবিদ্যা যত্র বৃত্রবধস্তথা। গায়ত্র্যা চ সমারম্ভস্তদ্বৈ ভাগবতং বিদুঃ"। যে গ্রন্থে হয়গ্রীব নামক দানবের ব্রহ্মবিদ্যা লাভ ও বৃত্রাসুরবধবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে; এবং যাহা ত্রিপাদ্ গায়ত্রী দ্বারা সমারব্ধ, পণ্ডিতগণ তাহাকেই ভাগবত বলিয়া জানেন। এই পুরাণান্তর বাক্যটীও দেবীভাগবতেরই মহাপুরাণত্ব বোধ করাইতেছে। অর্থাৎ দেবীভাগবতের প্রথম স্কন্ধেই হয়গ্রীব দৈত্যের বিবরণ এবং সেই অসুর যে স্ত্রীদৈবতমন্ত্রাত্মিকা ব্রহ্মবিদ্যার উপাসনা করিয়াছিল, তাহা বর্ণিত হইয়াছে; এই ব্রহ্মবিদ্যার বিষয় যাহাতে বিবৃত আছে তাহাই ভাগবত নামে প্রসিদ্ধ। তাহা হইলে এক্ষণে, বিবেচনা করিয়া দেখ, সেই হয়গ্রীব দৈত্য এবং তাহার উপাসিতা সেই ব্রহ্মবিদ্যা উভয় বিষয়ই "জপন্নেকাক্ষরং মন্ত্রং মায়াবীজাত্মকং মমেতি" এইরূপে দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধেই প্রদর্শিত হইয়াছে। যদি বল যে, হয়গ্রীবের উপাখ্যান বিষ্ণুভাগবতেরও পঞ্চমস্কন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব ঐ বচনটী উভয় ভাগবতেই সামান্যরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে, তাহা নহে। কেননা, নারদীয় ও শারদাতিলক প্রভৃতি নিবন্ধমধ্যে "মন্ত্রাঃ পুংদেবতাঃ প্রোক্তাঃ বিদ্যাঃ স্ত্রীদেবতাঃ স্মৃতাঃ" ॥ এইরূপ বচন দ্বারা ব্রহ্মবিদ্যা মন্ত্র স্ত্রীদেবতাত্মকরূপে প্রয়োগ করায় কদাচ পুরুষদৈবত হইতে পারে না বলিয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে। কদাচিৎ পুরুষদৈবত মন্ত্রে সেরূপ প্রয়োগ থাকিলেও তাহা গৌণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অতএব, গৌণার্থ অবলম্বন করিয়া উল্লিখিত বচনটীর বিষ্ণুভাগবতপরত্ব কল্পনা করা কখনই সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা হয় না। কারণ, তাহাতে লক্ষণাস্বীকাররূপ দোষ উত্থাপিত হইতে পারে। সেইজন্য উল্লিখিত বচনটী সাধাণরতঃ উভয় ভাগবতবিষয়ে সমন্বিত না হইয়া বস্তুতঃ দেবীভাগবতেরই মহাপুরাণত্ব বোধ করাইতেছে। অপি চ, মৎস্য পুরাণের "সারস্বতস্য কল্পস্যেতি"। এই বচন দ্বারাও দেবীভাগবত মহাপুরাণ বলিয়া প্রতিপাদিত হইতেছে। এবিষয়ে এই প্রকারে প্রকরণ বিশোধিত হইতেছে। যথা, "ঋষয় উচুঃ। পুরাণসঙ্খ্যামাচক্ষ্ব সূত! বিস্তরতঃ ক্রমাৎ। ব্রহ্মণাঽভিহিতং পূর্ব্বং যত্তদ্ব্রাহ্মমিতি"। ঋষিগণ কহিলেন, হে সূত! ক্রমাণ্বয়ে আমাদিগের নিকট পুরাণ সকলের সংখ্যা বিবৃতি

সংখ্যামাচক্ষ্ব সূত! বিস্তরতঃ ক্রমাৎ"। ইতি মুনিপ্রশ্নোত্তরং ব্রহ্মণাঽভিহিতং পূর্ব্বং যত্তদ্ব্রাহ্মং পদ্মকল্পবৃত্তান্তাশ্রয়ং পাদ্মং বরাহকল্পবৃত্তান্তাশ্রয়ং বৈষ্ণবং শ্বেতকল্পবৃত্তান্তাশ্রয়ং বায়বীয়মিত্যেবং তত্তৎকল্পবৃত্তান্তাশ্রয়াণি পুরাণান্যুক্ত্বা তদুত্তরম্। "যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ। বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে" ইতি। "সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যে স্যুর্নরামরাঃ। তদ্বৃত্তান্তোদ্ভবং লোকে তদ্ভাগবতমিষ্যতে"। ইত্যুক্ত্বা ততোঽন্যান্যপি মহাপুরাণান্যেব তত্তৎকল্পবৃত্তান্তাশ্রয়াণি দর্শিতানি। পশ্চাদুপপুরাণকথনার্থমুপভেদান্ প্রবক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞায় পদ্মপুরাণান্নারসিংহং নির্গতমেবং নন্দিসাম্বাদিত্যসংজ্ঞকান্যুক্ত্বা অন্যোপপুরাণান্যপি মহাপুরাণেভ্য এব নির্গতানীতি। "অষ্টাদশভ্যস্তু পৃথক্ পুরাণং যৎ প্রদৃশ্যতে। বিজানীধ্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তদা তেভ্যো বিনির্গতম্"। ইতি বচনেন সূতঋষিরুক্তবান্। ততঃ "সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ"। ইত্যাদিনা পুরাণলক্ষণান্যুক্ত্বা "সাত্ত্বিকেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ। রাজসেষু চ কল্পেষু মাহাত্ম্যং ব্রহ্মণো বিদুঃ। তদ্বদগ্নেশ্চ মাহাত্ম্যং তামসেষু

করিয়া বল। মুনিগণের এইরূপ প্রশ্নোত্তরে, সূত কহিলেন, পুরাকালে পদ্মযোনি ব্রহ্মা যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই ব্রাহ্মপুরাণ নামে প্রসিদ্ধ। যাহা পাদ্মকল্পবৃত্তান্ত আশ্রয় করিয়া বর্ণিত, তাহাই পদ্মপুরাণ বলিয়া সমাখ্যাত। সেইরূপ, বরাহকল্পবৃত্তান্তাশ্রয়ি পুরাণ বারাহ বা বৈষ্ণব, শ্বেতকল্পবৃত্তান্তাশ্রয়ি বায়বীয়। ফলতঃ তত্তৎকল্পবৃত্তান্তকথাশ্রয় প্রযুক্ত পুরাণ সকলও সেই সেই নামেই প্রসিদ্ধ ; এইরূপে পুরাণের নাম নির্দ্দেশ করিয়া, তদনন্তর "যত্রাধিকৃত্য গায়ত্রীং বর্ণ্যতে ধর্ম্মবিস্তরঃ। বৃত্রাসুরবধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে ইতি"॥ যে পুরাণে গায়ত্রী আশ্রয় করিয়া বিস্তাররূপে ধর্ম্মকথা বিবৃত হইয়াছে এবং যাহা বৃত্রাসুরবধবৃত্তান্ত কথা বিভূষিত, তাহাই ভাগবত বলিয়া পরিগণিত। "সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যে স্যুর্নরাঽমরাঃ। তদ্বৃত্তান্তোদ্ভবং লোকে তদ্ভাগবতমিষ্যতে"। সারস্বতকল্পমধ্যে যে সমস্ত নর বা অমরগণের কথা আছে, তত্তদ্বিবরণসম্ভূত গ্রন্থই ইহ সংসারে ভাগবত নামে বিশ্রুত। এইকথা বলিয়াই তাহার পর, অপরাপর পুরাণসমস্তও যে, একএকটী কল্পবৃত্তান্ত সমাশ্রয় পূর্ব্বক প্রণীত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে। তদনন্তর, উপপুরাণসকলের নাম নির্দ্দেশ ও যে যে মহাপুরাণ হইতে তাহাদের উৎপত্তি তদ্বিষয় বর্ণনার নিমিত্ত "উপভেদান্ প্রবক্ষ্যামীতি" এইরূপ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! নারসিংহপুরাণটী পদ্মপুরাণ হইতে নির্গত জানিবেন ; সেইরূপ, নন্দিকেশ্বর, সাম্ব, আদিত্য ও অপরাপর উপপুরাণও মহাপুরাণ হইতেই বিনিঃসৃত হইয়াছে ; অধিক কি, অষ্টাদশ মহাপুরাণের অতিরিক্ত যে সকল পুরাণ দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই ঐ সকল মহাপুরাণ-মূলক বলিয়া জানিবেন।

মহর্ষি সূত এতাবৎবাক্যের দ্বারা পুরাণ সঙ্খ্যার বিষয় পরিশেষ করিয়া পরে, সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশও মন্বন্তর প্রভৃতির উল্লেখ দ্বারা পুরাণলক্ষণ সকল নির্দ্দেশ করিলেন। অনন্তর কহিলেন, মুনিগণ! পুরাণতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ সমধিক হরিমহিমাপূর্ণ কল্পসকলই সাত্ত্বিক, বিশ্বস্রষ্টা পিতামহ ব্রহ্মার মাহাত্ম্যবর্ণিত কল্পসমস্তই রাজস, অগ্নি ও রুদ্রদেবের

শিবস্য চ। সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাং চ নিগদ্যতে"। ইতি বচনেন পুরাণপ্রতিপাদ্যহরি-ব্রহ্মাগ্নিহরসরস্বতীপিতৃণাং মাহাত্ম্যসম্বন্ধাৎ কল্পানাং সাত্ত্বিকরাজসতামসত্বসঙ্কীর্ণত্বভেদৈশ্চাতুর্বিধ্যত্বমুক্তবানিতি। তত্র কল্পানাং তত্তদ্দেবতাসম্বন্ধজ্ঞানন্ত তত্তৎকল্পাশ্রিততত্তৎপুরাণ-প্রতিপাদ্যমুখ্যদেবতাজ্ঞানেনৈব বোধ্যম্। অন্যপ্রকারস্য কচিদপিপুরাণেষ্বনুপলম্ভাত্তত্রৈবং সতি। "সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যে স্যুর্নরামরাঃ। তদ্বৃত্তান্তোদ্ভবং লোকে তদ্ভাগবত-মিষ্যতে"। ইতি বচনং ভাগবতস্য লক্ষণপ্রতিপাদকং প্রতিপাদিতম্। তদর্থস্তু যথা গারুড়-কল্প ইত্যত্র গরুড়স্যায়ং গারুড়ঃ। যথা বা বারাহকল্প ইত্যত্র বরাহস্যায়ং বারাহ ইতি ব্যুৎ-পত্তিঃ প্রসিদ্ধা। তদ্বদেব সরস্বত্যা অয়ং সারস্বত ইতি বিগ্রহঃ। "সরস্বত্যাস্তথা কল্পো গৌরীকল্পস্তথৈব চ"। ইতি কল্পনামসু সরস্বতীকল্পস্যৈব কথিতত্বাচ্চ। মৎস্যপুরাণে উপান্ত্যা-ধ্যায়ে। "সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাং কল্প উচ্যতে"। ইতি বচনেন তথৈবোক্তত্বাচ্চ ব্রহ্ম-বিষ্ণুরুদ্রাণাং কল্পবদ্গৌরীলক্ষ্ম্যোঃ কল্পবচ্চ সরস্বতীকল্পস্যার্থপ্রাপ্তত্বাচ্চ তাদৃশসারস্বত-কল্পসম্বন্ধিনো যে দেবমনুষ্যাস্তদ্বৃত্তান্তস্যোদ্ভব উৎপত্তির্যস্মাৎ তৎপুরাণং ভাগবতং বিদুঃ। তদ্বৃত্তান্তপ্রদর্শকং যৎ পুরাণং তদ্ভাগবতসংজ্ঞকমিতি যাবৎ। অত্র চ তত্তদ্দেবতানামাবি-র্ভাবাশ্রয়া যে যে কল্পাস্তে তত্তন্নাম্না ব্যবহ্রিয়ন্তে। এতচ্চ তত্তন্নাগককল্পাশ্রিতেষু পুরাণেষু

মহিমাপরিপূর্ণ কল্পসমস্তই তামস। আর, সরস্বতী ও পিতৃগণ মাহাত্ম্যবর্ণিত কল্পসকলকে সঙ্কীর্ণকল্প বলিয়া অবধারণ করেন। অতএব, পুরাণবক্তা সূত এই সমস্ত বচন দ্বারা পুরাণ-প্রতিপাদ্য হরি, ব্রহ্মা, অগ্নি, রুদ্র, সরস্বতী ও পিতৃগণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধ প্রযুক্ত কল্পসকলের সাত্ত্বিকত্ব, রাজসত্ব, তামসত্ব, ও সঙ্কীর্ণত্বাদিভেদে চাতুর্বিধ্যত্ব জানাইয়াছেন। পরন্তু, তাহার মধ্যে, তত্তৎকল্পাশ্রিত তত্তৎপুরাণপ্রতিপাদ্য মুখ্য দেবতা দ্বারাই কল্প সকলের তত্তৎদেবতা সম্বন্ধ জ্ঞানমাত্র বোধ করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন পুরাণসকলের মধ্যে কুত্রাপি অন্য প্রকা-রের উপলব্ধি হয় না; অতএব, যদি সে বিষয়ে এইরূপই হইল, তাহা হইলে সারস্বতকল্প মধ্যে যে সমস্ত দেব বা মানবের বিষয় বর্ণিত আছে, তাহাদিগের বৃত্তান্ত ঘটিত গ্রন্থই লোকে ভাগবত নামে পরিগণিত।

ইহাতে ভাগবত লক্ষণ প্রতিপাদক এই বচনটীইত, প্রতিপাদিত হইতেছে? অর্থাৎ যেমন, গারুড়কল্প বলিলেই গরুড়সম্বন্ধি, বারাহকল্প বলিলেই বরাহসম্বন্ধি, এবিষয়ে এইরূপ ব্যুৎপত্তিই প্রসিদ্ধ। সেইরূপ সারস্বত এইরূপ প্রয়োগ করিলে, অবশ্যই উহা সরস্বতী-সম্বন্ধি বলিয়াই বুঝাইবে। কেননা, কল্পসকলের নাম নির্দ্দেশের মধ্যে সরস্বতীকল্প, গৌরীকল্প ইত্যাদিরূপে স্পষ্টত সরস্বতীর কল্পত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে। অপিচ, মৎস্যপুরা-ণের উপান্ত্যাধ্যায়ে "সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ পিতৃণাং কল্প উচ্যতে"। সে স্থলে এই মত উক্তি হেতু, বিশেষত যখন, বিষ্ণুকল্প, ব্রহ্মকল্প, রুদ্রকল্প, গৌরীকল্প ও লক্ষ্মীকল্পের ন্যায় স্পষ্টরূপে সারস্বতকল্পের অর্থ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে এবং তাদৃশ সারস্বতকল্পসম্বন্ধি যে সমস্ত দেব মনুষ্য; তাহাদিগের বিবরণ সঙ্ঘটিত পুরাণই ভাগবত বলিয়া পরিগৃহীত; অর্থাৎ তদ্বৃত্তান্ত প্রদর্শক পুরাণই ভাগবত নামে সমাখ্যাত। তখন এবিষয়ে, তত্তদ্ দেবতাদিগের আবি-

তত্তদ্দেবতায়া এব মুখ্যত্বেনোৎপত্তিপ্রদর্শকবাক্যৈর্লক্ষ্মীকল্পাদিকল্পাশ্রিতকূর্ম্মপুরাণাদিষু সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধমেব। তথাচ মুখ্যত্বেন সরস্বত্যা আবির্ভাবপ্রতিপাদকং পুরাণং যৎ তদ্ভাগবতমিত্যতিরহস্যার্থঃ। তত্র সারস্বতকল্প ইতি পদেনৈব কল্পস্য সরস্বতীসম্বন্ধে বোধিতে তস্য সঙ্কীর্ণত্বং সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যা ইতি বচনেনেশ্বরপ্রেরণাং বিনাপি গৃহাগতমেব। অস্মিংশ্চ বচনে ভাগবতপদেন বিষ্ণুভাগবতস্য গ্রহণং বন্ধ্যাপুত্রোপমমেব। তত্র মুখ্যত্বেন সরস্বত্যাবির্ভাবস্যাসত্বাৎ। বিষ্ণুভাগবতে দ্বিতীয়স্কন্ধে "পাদ্মং কল্পমথো শৃণু" ইতি বচনেন স্বমুখেনৈব স্বস্য পাদ্মকল্পকথাশ্রয়ত্বস্যোক্তত্বাৎ। তদ্বিরোধাচ্চ ন চ পাদ্মকল্প এব সারস্বতঃ। সরস্বান্ সমুদ্রস্তস্মাজ্জাতং কমলং সারস্বতং তস্য কল্প ইতি ব্যুৎপত্তেরিতি বাচ্যম্। "পদ্মকল্পস্য বৃত্তান্তং তত্র যস্মাদুদাহৃতম্। তস্মাৎ পাদ্মং সমাখ্যাতম্"। ইতি পূর্ব্বোদাহৃতশিবপুরাণবচনেন। "এতদেব যদা পাদ্মমভূদ্ধৈরণ্ময়ং জগৎ। তদ্‌বৃত্তান্তাশ্রয়ং তদ্বৎ পাদ্মমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ। পাদ্মং তৎ পঞ্চপঞ্চাশৎসহস্রাণীহ কথ্যতে"। ইতি মৎস্যপুরাণবচনেন। "সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যেস্যুর্নরামরাঃ"। ইতি বচনেন চ পাদ্মকল্পসারস্বতকল্পয়োঃ পৃথক্কথনাৎ। কিঞ্চ সারস্বতকল্পপাদ্মকল্পয়োরেকত্বে

ভাবাশ্রিত যে যে কল্প বর্ণিত হইয়াছে সুতরাং তাহারা সেই সেই নামেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেইরূপ, এটাও তত্তন্নামক কল্পাশ্রিত পুরাণে তত্তদ্দেবতাদিগের মুখ্যস্বরূপে উৎপত্তি প্রদর্শক বাক্যবলে লক্ষ্মীকল্প প্রভৃতি কল্পাশ্রিত কূর্ম্মপুরাণাদিতেও সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ জানিবে। অতএব, মুখ্যস্বরূপে সরস্বতীর আবির্ভাব প্রতিপাদক যে পুরাণ তাহাই ভাগবত এইটীই ইহার অতীব রহস্যার্থ। ফলতঃ সে বিষয়ে, সারস্বতকল্প এই পদ দ্বারাই কল্পটীর সরস্বতীসম্বন্ধিত্ব বুঝাইল, তাহাতেই তাহার সঙ্কীর্ণতা সঙ্ঘটন হইল; সঙ্কীর্ণের মধ্যে আবার, সরস্বতীর, এই বচন দ্বারা ঈশ্বর প্রেরণা না হইলেও গৃহাগত হইল। অতএব, এইরূপ বচনে ভাগবত পদে যে, বিষ্ণুভাগবতের গ্রহণ, সেটী কেবল, বন্ধ্যা নারীর পুত্রপ্রসবের ন্যায় স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, তাহাতে মুখ্যস্বরূপে সরস্বতীর আবির্ভাবের সম্পূর্ণ অভাব। আর এক বিষয় বিচার করিয়া দেখ, বিষ্ণুভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে "পাদ্মং কল্পমথো শৃণু" এই বচনটীর দ্বারা স্বমুখেই কি নিজের পদ্মকল্পকথাশ্রয়ত্ব জানাইতেছে না? উল্লিখিত প্রকার বিরোধ উপস্থিত হইতেছে বলিয়া যেন, এরূপ বলিও না যে, পদ্মকল্পই সারস্বতকল্প; অর্থাৎ সরস্বান্ সমুদ্র, তাহা হইতে সমুৎপন্ন যে কমল তাহার নাম সারস্বত তৎসম্বন্ধি কল্প, অতএব সারস্বতকল্প। এপ্রকার ব্যুৎপত্তির দ্বারাও তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে না; কারণ, "পদ্মকল্পস্য বৃত্তান্তং তত্র যস্মাদুদাহৃতম্। তস্মাৎ পাদ্মং সমাখ্যাতম্"। যে হেতু তাহাতে পদ্মকল্পের বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে এইজন্য তাহার নাম পাদ্মকল্প বলিয়া বিশ্রুত। পূর্ব্বোদাহৃত শিবপুরাণ বচনেই ইহা স্পষ্টত প্রদর্শিত হইয়াছে। অপিচ, "এতদেব যদা পদ্মমভূদ্ হৈরণ্ময়ং জগৎ। তদ্ বৃত্তান্তাশ্রয়ং তদ্বৎপাদ্মমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ। পদ্মং তৎ পঞ্চপঞ্চাশৎ সহস্রাণীহ কথ্যতে"। যাহাতে এই জগদ্রূপ হিরণ্ময় পদ্মের উৎপত্তি ও তদ্বৃত্তান্তকথা বর্ণিত আছে, পণ্ডিতগণ তাহাকেই পদ্মপুরাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এবং সেই পদ্মপুরাণ পঞ্চপঞ্চাশৎ সহস্র সংখ্যক শ্লোকমালায় সংগ্রথিত জানিবে। মৎস্যপুরাণের এই বচন, এবং "সারস্বতস্য

পদ্মকল্পস্য প্রতিপাদকং পুরাণদ্বয়ং পাদ্মং ভাগবতঞ্চেত্যেব বদেৎ কিঞ্চ পদ্মকল্পস্য বৃত্তান্তমিত্যত্রাভিব্যক্তপদার্থা যে স্বতন্ত্রা লোকবিশ্রুতা ইতি ন্যায়েন পূর্ব্বং বৃদ্ধ্যারূঢ়ং প্রসিদ্ধং পাদ্মশব্দং বিহায়াপ্রসিদ্ধং সারস্বতশব্দং পাদ্মশব্দস্য বাচকং কৃত্বা সারস্বতপদঘটিতকল্পনে প্রয়োজনাভাবঃ। কিঞ্চ সরস্বত্যাস্তথা কল্প ইত্যাদেঃ। পূর্ব্বোক্তস্য সারস্বতপদনিরুক্ত্যর্থকস্য বচনসমূহস্য বিরোধশ্চ। ন চ পাদ্মকল্পসারস্বতকল্পয়োঃ পৃথকৃত্বে ত্রিংশৎকল্পেষু মৎস্যপুরাণান্তিমাধ্যায়ে কীর্ত্তিতেষু সারস্বতপদেন পাদ্মস্য গ্রহণং ন স্যাদিতি বাচ্যম্। প্রভাসখণ্ডে ত্রিংশৎকল্পেষু বিষ্ণুজকল্পার্চ্চিষকল্পসুপুম্নানুকল্পানাং গ্রহণেঽপি তেষাং কল্পানাং যথা মাৎস্যান্তিমাধ্যায়ে ন গ্রহণং তথা পাদ্মস্যাপি ন গ্রহণমিত্যস্য তুল্যত্বাৎ। যদি তেষাং পর্য্যায়ত্বেন কুত্রচিদন্তর্ভাবঃ ক্রিয়তে তর্হ্যস্যাপি কুত্রচিদন্তর্ভাবোঽস্ত অতএব বিষ্ণুভাগবতস্য প্রবন্ধটীকাকারেণ পিতৃকল্পে এব পূর্ব্বার্দ্ধান্তে পদ্মস্যোদ্ভবাৎপিতৃকল্পপদেন পাদ্মসংগ্রহো বেদিতব্য ইত্যুক্তম্। পুরাণকল্পকথনপ্রস্তাবে সারস্বতকল্পপাদ্মকল্পয়োঃ পৃথক্‌করণেন সারস্বতপদেন পাদ্মস্য সর্ব্বথা ন গ্রহণম্। বস্তুতস্তু ত্রিংশৎকল্পা ব্রহ্মণস্ত্রিংশত্তিথ্যাত্মকাঃ ত্রিংশত্তিথিষু প্রতিপদাদিষূৎপদ্যন্তে। ভূঃভুর্বঃস্বঃভূর্ভুবঃস্ব ইত্যাদয়স্ত্রয়স্ত্রিংশৎকল্পাঃ। পাদ্মাদয়শ্চ বায়ুপুরাণোক্তা দিনকল্পা ব্রহ্মণঃ প্রতিদিবসেষূৎ-

---

কল্পস্য মধ্যে যে স্যুর্নরাঽমরাঃ”। সারস্বতকল্পমধ্যে যে সমস্ত দেব মনুষ্য আছে এই বচন, এতদুভয় বচন দ্বারা পাদ্মকল্প ও সারস্বতকল্পের সম্পূর্ণরূপে পার্থক্য নির্দ্দেশিত হইয়াছে। আরও এক কথা এই যে, সারস্বত ও পাদ্মকল্পের একত্ব বিষয়ে, পদ্মকল্প প্রতিপাদক পুরাণদ্বয় অর্থাৎ পদ্ম ও ভাগবত এই রূপই বলিয়া থাকে। বিশেষতঃ পদ্মকল্পবৃত্তান্তে “অভিব্যক্তপদার্থা যে স্বতন্ত্রা লোকবিশ্রুতাঃ” এই ন্যায়ানুসারে পূর্ব্বে বৃদ্ধ্যারূঢ় প্রসিদ্ধ পদ্ম শব্দ পরিহার পূর্ব্বক অপ্রসিদ্ধ সারস্বত শব্দকে পদ্ম শব্দের বাচক করিয়া সারস্বত পদ সঙ্ঘটিত কল্পনা করায় নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। অপিচ, “সরস্বত্যাস্তথা কল্প” ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত সারস্বতপদ নিরুক্তি ব্যঞ্জক বচন সমূহের বিরোধ সঙ্ঘটন হয়। পরন্তু, পাদ্ম আর সারস্বত কল্পের পার্থক্য বিষয়ে মৎস্যপুরাণের অন্তিম অধ্যায়ে পরিকীর্ত্তিত ত্রিংশৎ কল্পের মধ্যে সারস্বত পদ আছে বলিয়া যেন, পদ্মের গ্রহণ হইবে না বলিও না। প্রভাসখণ্ডের ত্রিংশৎ কল্পের মধ্যে বিষ্ণুজকল্প, অর্চ্চিষকল্প ও সুপুম্নান্ কল্পের গ্রহণ থাকিলেও যেমন মৎস্যপুরাণের অন্তিমাধ্যায়ে তাহাদের গ্রহণ করা হয় নাই, সেইরূপ পদ্মেরও গ্রহণ করা হয় নাই; অতএব, উভয়পক্ষেই ইহার তুল্যতা আছে। যদি, কুত্রাপি পর্য্যায়ত্ব রূপে তাহাদিগের অন্তর্নিবেশ করা হয়, তাহা হইলে, যে কোন স্থলে, ইহারও অন্তর্ভাব হউক্। এইজন্য বিষ্ণুভাগবতের প্রবন্ধটীকাকার নিশ্চয়তা সহকারে এইরূপ বলিয়াছেন যে, পিতৃকল্পে পূর্ব্বার্দ্ধের পরিশেষে পিতৃকল্প পদে পদ্মেরই সংগ্রহ জানিবে। পুরাণ কথন প্রস্তাবের মধ্যে সারস্বত ও পদ্মকল্পের পৃথক্ নির্দ্দেশ জানাইবার নিমিত্ত সারস্বত পদে কোন প্রকারেই পদ্মকল্পকে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু, বাস্তব পক্ষে, 'ত্রিংশৎ কল্পটী ব্রহ্মার ত্রিশটী তিথিরূপ কল্প; অর্থাৎ ত্রিশটী তিথিতে ঐ সকল কল্পের উৎপত্তি হইয়া থাকে। “ভূর্ভুবঃস্বঃ” ইত্যাদি ত্রিংশৎ সঙ্খ্যককে ত্রিংশৎকল্প কহে; আর, পাদ্মকল্প প্রভৃতিকে বায়ু পুরাণে দিবসাত্মককল্প বলিয়া উক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ ঐ

পদ্যান্তে ইতি দিনকল্পতিথিকল্পানাং সুতরাং ভেদাত্তিথিকল্পেষু দিনকল্পানাং পাদ্মাদীনাং ন গ্রহণমিতি সিদ্ধান্তঃ।

যত্তু বিষ্ণুভাগবতস্যারম্ভতঃ পাদ্মকল্পকথাশ্রয়ত্বেঽপি কৃষ্ণজন্মখণ্ডস্যৈব সারস্বতকল্পভবত্বেন তস্য চ দশমস্কন্ধে সত্বাৎ। "সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যেস্যুর্নরামরাঃ"। ইতি বচনস্য বিষ্ণুভাগবতং বিষয়োঽস্তীত্যাহুস্তদসৎ। কৃষ্ণজন্মখণ্ডস্য সারস্বতকল্পভবত্বপ্রতিপাদকানাং বচনানাং নির্ম্মূলত্বাৎ সমূলত্বেঽপি যস্মিন্ পুরাণে যস্য কল্পস্য প্রথমতঃ প্রতিপাদনং তৎকল্পপ্রতিপাদকমেব তৎ-পুরাণমিতি নিয়মঃ সর্ব্বপুরাণে তথা দৃষ্টত্বাৎ। তথা চ কৃষ্ণজন্মখণ্ডস্য দশমস্কন্ধে বিদ্য-মানত্বেঽপি প্রথমতস্তৎকথায়া অভাবাৎপাদ্মকল্পকথায়াঃ প্রথমতো বিদ্যমানত্বস্য স্বেনৈ-বোক্তত্বাচ্চ। ন সারস্বতস্য কল্পস্যেতি বচনস্য বিষ্ণুভাগবতং বিষয়ঃ। কিঞ্চ কৃষ্ণজন্মখণ্ডস্য যথা দশমস্কন্ধে কথনং তথা সর্ব্বপুরাণেষু তৎকথনং বর্ত্তত এবেতি সর্ব্বপুরাণানাং তদ্বচন-বিষয়ত্বং স্যাত্তথা চ সর্ব্বপুরাণানি ভাগবতপদবাচ্যানি স্যুস্তস্মাৎসারস্বতকল্পস্য যত্র প্রথমতঃ প্রতিপাদনং স এব তদ্বচনস্য বিষয়ো বক্তব্যস্তাদৃশঞ্চ দেবীভাগবতমেবাস্তীতি দেবীভাগবত-মেব তদ্বিষয়ো বক্তব্য ইতি।

সকল কল্প ব্রহ্মার প্রতিদিবসেই সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব, দিনকল্প আর তিথিকল্পে সম্পূর্ণ বিভিন্নতা প্রযুক্ত দিনকল্পাত্মক পদ্মাদিকল্পের গ্রহণ হয় নাই। ইহাই সার সিদ্ধান্ত।

অপিচ, যাঁহারা বলেন, যে, বিষ্ণুভাগবতের আরম্ভভাগে পদ্মকল্পাশ্রিত কথা থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের সারস্বতকল্প সম্ভবতা এবং তাহার দশমস্কন্ধে সন্নিবেশ এই উভয় কারণ প্রযুক্ত "সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যে স্যুর্নরাঽমরাঃ"। এই বচনটীর বিষয় বিষ্ণুভাগবতই হইতেছে; তাঁহাদের তাদৃশ উক্তি অসৎকল্পনা মাত্র। কেন না, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডের সারস্বত কল্প সম্ভবত্ব প্রদিপাদক বচন গুলির নির্ম্মূলকতাই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আর যদি, ঐ সমস্ত বচনের সমূলকত্বই স্বীকার কর, তাহা হইলেও সে বিষয়ে এইরূপ নিয়ম আছে, যে কোন পুরাণের প্রথমতঃ যে কল্পের প্রতিপাদন হয়, সেই পুরাণটী সেই কল্পেরই প্রতি-পাদক। সমস্ত পুরাণেই সেইরূপ দৃষ্টও হইয়া থাকে। আর এক কথা এই যে, বিষ্ণু ভাগবতের দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডের বিদ্যমানতা থাকিলেও প্রথমে তাহার নামগন্ধও পাওয়া যায় না; বরং সেস্থলে স্বমুখেই পদ্মকল্প কথার বিদ্যমানতারই পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং এই সমস্ত কারণ বশতঃ "সারস্বতস্য কল্পস্য" এই বচনটীর বিষয় কোন ক্রমেই বিষ্ণুভাগবত হইতে পারে না। আরও বিষ্ণু ভাগবতের দশমস্কন্ধে যেমন শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডের কথা বর্ত্তমান আছে, সেইরূপ সকল পুরাণেও, সে বিষয়ের বিদ্যমানতা দেখা যায়। তাহা হইলে সমস্ত পুরাণই উল্লিখিত বচনটীর বিষয় হইতে পারে। সুতরাং সকল পুরাণই ভাগবতপদবাচ্য হইল; অতএব যাহাতে প্রথমেই সারস্বতকল্পের প্রতিপাদন হইয়াছে, সেই পুরাণই উল্লিখিত বচনটীর বক্তব্য বিষয় হইতেছে। অথচ একমাত্র দেবী-ভাগবতই তাদৃশ বক্তব্য বিষয় বর্ত্তমান। অতএব দেবীভাগবতই যে তাহার বক্তব্য বিষয় ইহাতে কোন সংশয় নাই।

কিঞ্চ শিবপুরাণে উমাসংহিতায়াম্‌। "ব্রহ্মণা সংস্তুতা সেয়ং মধুকৈটভনাশনে। মহাবিদ্যা জগদ্ধাত্রী সর্ব্ববিদ্যাধিদেবতা। দ্বাদশ্যাং ফাল্গুনস্যৈব শুক্লায়াং সমভূন্নৃপ"। ইতি বচনাৎ ফাল্গুনশুক্লদ্বাদশ্যাং দেব্যা উদ্ভবস্তদ্দিনে এব সারস্বতকল্পোদ্ভবস্তদুক্তং হেমাদ্রৌ কল্পশ্রাদ্ধ-প্রকরণে নাগরখণ্ডে। "সারস্বতস্তু দ্বাদশ্যাং শুক্লায়াং ফাল্গুনস্য চ" ইতি। তথা চ সরস্বত্যাঃ কল্প ইত্যর্থকস্য "সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যে স্যুর্নরামরাঃ"। ইতি বচনস্য সর্ব্বথা দেবীভাগ-বতমেব বিষয়ো ন বিষ্ণুভাগবতমিতি বোধ্যম্‌। কিঞ্চ তস্য গ্রহণে তস্য হরিমাহাত্ম্যপ্রতি-পাদকত্বাৎ। তদাশ্রিতকল্পস্য সাত্ত্বিকত্বমেবায়াস্যতি। "সাত্ত্বিকেষ্বথকল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ"। ইতি বচনাৎ। ততশ্চ সংকীর্ণেষু সরস্বত্যা ইতি বচনেন সারস্বতকল্প ইতি নাম্না চ পারমহংস্যসামগ্র্যেব কর্ত্তব্যা স্যাৎ। অতো বিষ্ণুভাগবতং বিহায় দেবীভাগবতমেবাস্য বচনস্য বিষয়োঽনিচ্ছতাপি বক্তব্যস্তস্মাৎ সারস্বতস্য কল্পস্যেতি বচনাদ্দেবীভাগবতমেব মহাপুরাণম্‌। অস্তি চাত্র সরস্বত্যাবির্ভাবপ্রতিপাদকং বচনম্‌। তদুক্তং দেবীভাগবতে প্রথমস্কন্ধে। "তস্যাস্তু

অপিচ, শিবপুরাণে উমাসংহিতায় "ব্রহ্মণা সংস্তুতা সেয়ং মধুকৈটভনাশনে। মহাবিদ্যা জগদ্ধাত্রী সর্ব্ববিদ্যাধিদেবতা। দ্বাদশ্যাং ফাল্গুনস্যৈব শুক্লায়াং সমভূন্নৃপ"। হে নৃপ ইনিই সেই বিদ্যাসমস্তের অধিষ্ঠাত্রী জগদ্ধারিণী মহাবিদ্যা; যিনি মধুকৈটভের বিনাশ নিমিত্ত লোক পিতামহ ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সম্যক্‌ স্তুত হইয়া ফাল্গুন মাসের শুক্লদ্বাদশী তিথিতে আবির্ভূতা হইয়া ছিলেন। এই বচনানুসারে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, ফাল্গুনের শুক্লদ্বাদশীতেই দেবীর প্রাদুর্ভাব। আবার হিমাদ্রিগ্রন্থে কল্পশ্রাদ্ধপ্রকরণে নাগরখণ্ডে সারস্বত কল্পেরও উৎপত্তির বিষয় উক্ত হইয়াছে। যথা,—"সারস্বতস্তু দ্বাদশ্যাং শুক্লায়াং ফাল্গুনস্য চ ইতি"। ফাল্গুনের শুক্লদ্বাদশী তিথিতে সারস্বত কল্পের আবির্ভাব হইয়াছে। তত্রাপি, ইহা সরস্বতী সম্বন্ধীয় এইরূপ অর্থবোধক হওয়াতেই "সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যে স্যুর্নরামরাঃ" এই বচনটীর সর্ব্বপ্রকারেই দেবীভাগবতই বক্তব্য বিষয় হইতেছে, কখনই বিষ্ণুভাগবত নহে; ইহাই স্থির কল্প জানিবে। কেন না, বিষ্ণুভাগবতের গ্রহণ স্বীকার করিলে একটী মহান্‌ দোষ উত্থাপিত হয় অর্থাৎ বিষ্ণুভাগবত হরিমাহাত্ম্য প্রতিপাদক গ্রন্থ, সুতরাং তদাশ্রিত কল্পের স্বভাবতই সাত্ত্বিকত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়; কারণ "সাত্ত্বিকেষ্বথ কল্পেষু মাহাত্ম্য-মধিকং হরেঃ"। এবং "ততশ্চ সঙ্কীর্ণেষু সরস্বত্যাঃ"। এই দুই বচনানুসারে দেখা যাইতেছে যে, সাত্ত্বিককল্প সকল কেবল হরিমাহাত্ম্যেই পরিপূর্ণ; আর সঙ্কীর্ণকল্প মধ্যেই সরস্বতীমাহাত্ম্য এবং সারস্বতকল্প এইরূপ নামের দ্বারাও ইহাকে পরমহংসদিগের সামগ্রী করা বিধেয়। অত-এব ইচ্ছা না থাকিলেও অগত্যা বিষ্ণুভাগবতকে পরিত্যাগ করিয়া দেবীভাগবতই উল্লি-খিত বচনটীর বক্তব্য বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং "সারস্বতস্য কল্পস্য"। এই বচনবলে দেবীভাগবতেরই মহাপুরাণত্ব সংস্থাপিত হইতেছে। আর সরস্বতীর আবি-র্ভাব প্রতিপাদক বচন এই দেবীভাগবতের প্রথম স্কন্ধেই সংকীর্ত্তিত হইয়াছে, যথা "তস্যাস্তু সাত্ত্বিকী শক্তি রাজসী তামসী তথা। মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ স্ত্রিয়ঃ। তাসাং তিসৃণাং শক্তীনাং দেহাঙ্গীকারলক্ষণঃ। সৃষ্ট্যর্থঞ্চ সমখ্যাতঃ সর্গঃ শাস্ত্রবিশারদৈঃ"। সেই

সাত্ত্বিকী শক্তী রাজসী তামসী তথা। মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ স্ত্রিয়ঃ। তাসাং ত্রিস্বণাং শক্তীনাং দেহাঙ্গীকারলক্ষণঃ। সৃষ্ট্যর্থঞ্চ সমাখ্যাতঃ সর্গঃ শাস্ত্রবিশারদৈঃ"। ইতি।

"অম্বরীষশুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু"। ইতি বচনমপি শুকায় প্রোক্তমিতি ব্যুৎপত্ত্যা দেবীভাগবতপরমপি সঙ্গচ্ছতে। ভবতি হি দেবীভাগবতং শুকায়ৈব প্রোক্তং ব্যাসেনেতি। কিঞ্চ "অষ্টাদশপুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ। ভারতাখ্যানমখিলং চক্রে তদুপবৃংহণম্"। ইতি মাৎস্যবচনমপি দেবীভাগবতস্যৈব মহাপুরাণত্বং বোধয়তি। অষ্টাদশ-পুরাণোত্তরং ভারতস্য জাতত্বাৎ। ভারতোত্তরঞ্চ বিষ্ণুভাগবতস্য জাতত্বাৎ। ভারতোত্তরকালং নির্ব্বিণ্নো ব্যাসশ্চকারেতি বিষ্ণুভাগবতে এবোক্তত্বাৎ। "নমু বেদশাখাঃ পুরাণানি বেদান্তং ভারতন্তথা। কৃত্বা সম্মোহসংমূঢ়োঽভবং রাজন্মনস্যপি"। ইতি দেবীভাগবতে তৃতীয়স্কন্ধে এবোক্তত্বাত্তত্রাপি সবিরোধস্তদবস্থ এবেতি চেন্ন। মন্মতে তদানীং গ্রন্থো নৈব জাতঃ কিন্তু

নিত্য নির্ব্বিকারা নিরঞ্জনরূপিণী গুণাতীতা চিদানন্দময়ীর সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী এই ত্রিবিধ ত্রিগুণা শক্তি সৃষ্টিকার্য্যের নিমিত্ত মহালক্ষ্মী সরস্বতী ও মহাকালী এই তিনটী সংজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক যে তিনটী স্ত্রীমূর্ত্তির প্রাদুর্ভাব, সেই ত্রিগুণাত্মিকা শক্তিত্রয়ের দেহাঙ্গী-কার লক্ষণই শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সর্গ বলিয়া সমাখ্যাত হইয়াছে।

"অম্বরীষশুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু"। এই বচনটীও "শুকায় প্রোক্তং" এইরূপ ব্যুৎপত্তি হেতু দেবীভাগবতপর বলিয়া সঙ্গত হয়। কেননা শুকদেবের প্রতি বেদব্যাসের উক্তি দেবীভাগবতে বর্ত্তমান আছে। "অষ্টাদশ পুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ। ভারতাখ্যান-মখিলং চক্রে তদুপবৃংহণম্"॥ সত্যবতীসুত মহাত্মা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন অষ্টাদশ পুরাণ প্রণয়ন পূর্ব্বক সেই সকল পুরাণোপদিষ্ট, সারগর্ভ বচনাবলী দ্বারা পরিবর্দ্ধিত, ভারত নামক সুমহান্ ইতিহাস গ্রন্থের সৃষ্টি করেন; মৎস্যপুরাণের এই বচনটীও দেবীভাগবতেরই মহাপুরাণত্ব বোধ করাইতেছে। কারণ, মহাভারত গ্রন্থ অষ্টাদশপুরাণের উত্তর কালে সমুৎপন্ন বলিয়াই প্রতিপন্ন হয় আর বিষ্ণুভাগবতও ভারত প্রস্তুতের পরবর্ত্তী বলিয়াই প্রমাণীকৃত হইয়াছে; বিষ্ণু-ভাগবতের প্রথমেই বলা হইয়াছে যে মহর্ষি দেবব্যাস মহাভারতাদি প্রণয়নের পর বিশুদ্ধচিত্ত না হওয়ায় কোন সময়ে নিজ আশ্রমে অতীব নির্ব্বেদ অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন, তদনন্তর দেবর্ষি নারদ সহসা তথা আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে নির্ব্বিণ্ণ দেখিয়া ভগবন্মাহাত্ম্য বর্ণনের নিমিত্ত উপদেশ করেন; পরে তিনি সেই নারদের উপদেশ অনুসারেই বিষ্ণুভাগবত প্রণয়ন করেন। যদি বল যে "বেদশাখাঃ পুরাণানি বেদান্তং ভারতন্তথা। কৃত্বা সংমোহসংমূঢ়োঽভবং রাজন্ মনস্যপীতি"। হে রাজন! আমি বেদ সমস্ত বিভাগ, বৈদিক শাখা পুরাণ বেদান্তসূত্র ও মহাভারত নামক ইতিহাস রচনা করিয়াও অবিদ্যাজনিত প্রবল মোহে সম্যক্ অভিভূত হইয়াছি। দেবীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে এইরূপ উক্তি থাকায় সেই বিরোধটীত, দেবী-ভাগবতেও সংঘটিত হইতেছে, কিন্তু তাহা নহে; কেননা আমার মতে এইরূপ অর্থের কল্পনা করিলেই আর উল্লিখিত বিরোধটী উপস্থিত হইতে পারেনা অর্থাৎ এইরূপ বলিব, যে তৎ-কালে গ্রন্থ জন্মায় নাই; কিন্তু মাহাত্মা বেদব্যাস ভারত রচনার পূর্ব্বেই জ্ঞান দৃষ্টি দ্বারা

জনমেজয়ং প্রতি এবং বক্তাস্মীতি জ্ঞানচক্ষুষা জ্ঞাত্বা ভারতাৎ পূর্ব্বমেব দেবীভাগবতং কৃত-মিত্যর্থস্য কল্পনাৎ। ত্বন্মতে তু তথা কল্পয়িতুং ন শক্যতে। চতুঃশ্লোকীভাগবতোপদেশস্য জায়মানত্বাৎ। উপদেশাৎপূর্ব্বং তজ্জ্ঞানাভাবস্যাবশ্যং কল্পনীয়ত্বাৎ। যদি তত্রাপি পূর্ব্বং ব্যাসস্য জ্ঞানমস্তীতি স্বীক্রিয়তে তদা বক্ষ্যমাণঃ সর্ব্বোপ্যর্থবাদঃ স্যাৎ। ততশ্চ গ্রন্থসারস্য-ভঙ্গপ্রসঙ্গ ইত্যাস্তাং তাবৎ। বস্তুতস্তু বেদশাখাঃ পুরাণানীতি পাঠোঽসঙ্গত ইতি বক্ষ্যতে তৃতীয়স্কন্ধে তদা ন কোঽপি বিরোধঃ। যত্তু পাদ্মে ভাগবতমাহাত্ম্যে শ্রীমদ্ভাগবতকথাশ্রবণায় সমাগতানাং পরিগণনপ্রসঙ্গে। "বেদান্তানি চ বেদাশ্চ মন্ত্রাস্তন্ত্রাণি সংহিতাঃ। দশসপ্ত-পুরাণানি ষট্‌শাস্ত্রাণি সমাযযুঃ"। ইত্যুক্তম্। তত্র ব্যাসকৃতপুরাণানামষ্টাদশত্বাদষ্টাদশেতি বক্তব্যে সপ্তদশত্বোক্তিঃ শ্রীমদ্ভাগবতস্যাষ্টাদশত্বং গময়তি তস্যাষ্টাদশানন্তর্গতত্বে দেবীভাগ-বতস্যাষ্টাদশান্তর্গত্বে বাঽষ্টাদশানাং শ্রোতৃত্বসম্ভবেন শ্রোতুমাগতানাং পুরাণানামষ্টাদশত্বানুক্তে-র্নির্বীজত্বপ্রসঙ্গাৎ। এবং পাদ্মে "দশসপ্তপুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ। নাপ্তবান্মনসা

"আমি জনমেজয়ের নিকট বক্তা হইব" এই সমস্ত ভাবিবৃত্তান্ত প্রত্যক্ষের ন্যায় বিদিত হইয়া দেবীভাগবত রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু, তোমার মতে সেরূপ অর্থের কল্পনা করা সঙ্গত হইতেছে না; কারণ, চতুঃশ্লোকী উপদেশ হইতে ভাগবত উৎপন্ন। অর্থাৎ পাদ্মকল্পের প্রারম্ভেই পদ্মযোনি ব্রহ্মা মায়াবিমোহিত হইলে, ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাকে চতুঃশ্লোকী ভাগবতের উপদেশ করেন, পরে ব্রহ্মা স্বীয় মানসপুত্র দেবর্ষি নারদকে উহা উপদেশ করেন। তদনন্তর, দেবর্ষি দ্বাপরযুগ সময়ে বেদব্যাসকে নির্ব্বেদাবস্থাপন্ন দেখিয়া তদ্বিষয়ের উপদেশ করেন। সুতরাং, চতুঃশ্লোকী ভাগবতের উপদেশ প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে বেদব্যাসের যে, তাদৃশ জ্ঞানের অভাব ছিল, তাহা অবশ্যই কল্পনা করিতে হইবে। যদি, তাহার পূর্ব্বেও ব্যাসদেবের তাদৃশ জ্ঞানের বর্ত্তমানতা স্বীকার করা হয়, তাহাতে, বক্ষ্যমাণ সমস্ত বিষয়েরই অর্থবাদ দোষ ঘটনা হয়। তাহা হইলে, সুতরাং গ্রন্থটীর সারভঙ্গরূপ প্রসঙ্গের উত্থাপন হয়, অতএব এ সমস্তই থাকুক্। বস্তুত "বেদশাখাঃ পুরাণানীতি" এই বচনটীত, অসঙ্গত? কেন না, বিষ্ণুভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ঐটীই বলা হইবে; অতএব, তাহাতে আর কোন বিরোধ সঙ্ঘটন, হইতে পারে না। তবে, পদ্মপুরাণের ভাগবত-মাহাত্ম্য বর্ণন স্থলে শ্রীমদ্-ভাগবত কথা শ্রবণার্থে সমাগত বেদান্ত পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র সকলের পরিগণন প্রসঙ্গে "বেদান্তানি চ বেদাশ্চ মন্ত্রাস্তন্ত্রাণি সংহিতাঃ। দশসপ্তপুরাণানি ষট্‌শাস্ত্রাণি সমাযযুঃ"। ভাগবত কথা শ্রবণের নিমিত্ত বেদ, বেদান্ত, মন্ত্র, তন্ত্র, সপ্তদশ পুরাণ, সংহিতা ও ষট্‌সঙ্খ্যক শাস্ত্র, সকলেই সমাগত হইয়াছিল এইরূপ বলা হইয়াছে, তাহাতে ব্যাসকৃত পুরাণের অষ্টাদশত্ব হেতু অষ্টাদশ, এইরূপ বক্তব্যস্থলে সপ্তদশ উক্তিটী শ্রীমদ্‌ভাগবতেরই অষ্টাদশত্ব জানাইতেছে; পরন্তু, তাহার বা দেবীভাগবতের অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে একটীর অষ্টাদশত্ব স্বীকার করিলে ভাগবতকথা শ্রবণার্থে অষ্টাদশ পুরাণেরই সমাগমত্ব সম্ভাবনা, তাহা না বলিয়া সপ্তদশত্বের উল্লেখ করায় নির্বীজত্ব প্রসঙ্গের উপস্থিতি হয়, আর পদ্মপুরাণে "দশসপ্ত-পুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ। নাপ্তবান্ মনসা তোষং ভারতেনাপি ভামিনি। চকার সংহিতা-

তোষং ভারতেনাপি ভামিনি। চকার সংহিতামেতাং শ্রীমদ্ভাগবতীং পরাম্"। ইতি সপ্তদশত্বোক্তিঃ শ্রীমদ্ভাগবতস্যৈবৈতাং সংহিতামিতি নির্দ্দিষ্টস্যাষ্টাদশত্বং গময়তি। দেবীভাগবতস্যাষ্টাদশত্বেঽষ্টাদশপুরাণানীত্যনুক্তে নির্বীজত্বপ্রসঙ্গাদিত্যাহুস্তদসৎ। তেষামেব বচনৈর্বিষ্ণুভাগবতস্যাষ্টাদশপুরাণান্তর্গতত্বং ন সিধ্যতি। কিন্তু দেবীভাগবতস্যৈবেতি বার্দ্ধুষিকত্বং কুর্ব্বাণো মূলমেব বিনাশিতবানিতি ন্যায় আগতঃ। তথা হি ভারতং ব্যাসমুখাচ্ছ্রুত্বা তত্র সন্দিহানঃ ক্রৌষ্টুকির্মার্কণ্ডেয়ং প্রত্যাগত্য সন্দেহং পৃষ্টবান্ তস্মৈ মার্কণ্ডেয়ো মার্কণ্ডেয়পুরাণমুক্তবান্। তদুক্তং মার্কণ্ডেয়পুরাণে "তদিদং ভারতাখ্যানং বহ্বর্থং শ্রুতিবিস্তরম্। তত্ত্বতো জ্ঞাতুকামোঽহং ভগবন্তমুপস্থিতঃ"। ইতি। তথা চ ভারতোত্তরং মার্কণ্ডেয়পুরাণমভবৎ। তথৈব ত্বদুক্তরীত্যৈব বিষ্ণুভাগবতমপি। তথা চ ভারতাৎ পূর্ব্বং ষোড়শপুরাণান্যেব সিদ্ধানি। তথা চ পূর্ব্বোক্তবচনমধ্যে ষোড়শেত্যেব বক্তব্যে সপ্তদশেত্যুক্তত্বাৎ। দেবীভাগবতমেব মহাপুরাণমন্যথা সপ্তদশত্বপূর্ত্তির্ন স্যাৎ। তস্মাত্তদ্বচনাপ্রামাণ্যাদ্দেবীভাগবতমেব মহাপুরাণমিতি সিধ্যতি ন তু বিষ্ণুভাগবতম্। ভারতাৎ পূর্ব্বং সপ্তদশমদীয়ভাগবতসহিতানি

মেতাং শ্রীমদ্ভাগবতীং পরাম্"। হে ভামিনি! সত্যবতীনন্দন ব্যাস সপ্তদশ পুরাণ ও মহাভারত নামক ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াও যখন অন্তরে আনন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাগবতসংহিতা রচনা করিলেন। আর যখন অষ্টাদশত্বের উক্তি না করিয়া সপ্তদশ পুরাণ বলা হইয়াছে, তখন দেবীভাগবতের অষ্টাদশত্ব বিষয়ে নির্বীজত্ব প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়, এইরূপ যাঁহারা বলেন তাঁহাদিগের সেই উক্তি অসৎ; তাঁহাদিগের বচনের দ্বারাই বিষ্ণুভাগবতের অষ্টাদশ পুরাণান্তর্গতত্ব সিদ্ধ হইতেছে না; কিন্তু দেবীভাগবতেরই "বার্দ্ধুষিকত্বং কুর্ব্বাণো মূলমেব বিনাশিতবান্" এইরূপ ন্যায় সমাগত হয়। তথাচ বেদব্যাসমুখে মহাভারত শ্রবণ করিয়া তাহাতে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া ক্রষ্টুকি মার্কণ্ডেয় মুনির নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করায় মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তাঁহার নিকট মার্কণ্ডেয় পুরাণ বর্ণন করেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণে এইরূপ উক্তি আছে। যথা, "তদিদং ভারতাখ্যানং বহ্বর্থং শ্রুতিবিস্তরং। তত্ত্বতো জ্ঞাতুকামোঽহং ভগবন্তমুপস্থিতঃ"। তাহা হইলে মার্কণ্ডেয় উৎপত্তি মহাভারতের উত্তরকালেই প্রতিপন্ন হইতেছে; সেইরূপ তোমার কথানুসারে বিষ্ণুভাগবতও মহাভারতের পরবর্ত্তী বলিয়া প্রমাণীকৃত হইতেছে। তাহা হইলেত মহাভারত রচনার পূর্ব্বে ষোড়শ মাত্র পুরাণের বিদ্যমানতা সিদ্ধ হইতেছে? যদি বল যে, তাহাতে ক্ষতি কি? ভাল, স্বীকার করিলাম। তাহা হইলে, পূর্ব্বোক্ত বচনে ষোড়শ পুরাণের কথাইত বলা উচিত ছিল, তাহা না বলিয়া সপ্তদশ পুরাণের সমাগমের কথা বলিলেন কেন? সুতরাং দেবীভাগবতের মহাপুরাণত্ব স্বীকার না করিলে মহাভারত প্রণয়নের পূর্ব্বে কোনক্রমেই সপ্তদশত্বের পূর্ত্তি হইতেছে না। অতএব পূর্ব্বোল্লিখিত বচনের প্রামাণ্য রক্ষা করিতে হইলে অগত্যা বিষ্ণুভাগবতকে রাখিয়া এক্ষণে দেবীভাগবতকেই মহাপুরাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইতেছে; অর্থাৎ মহাভারতের পূর্ব্বে আমার মতস্থ দেবীভাগবতসমেত সপ্তদশ আর, ভারতের পরে মার্কণ্ডেয় এই অষ্টাদশ হইল ইহাতে উভয় পক্ষের মতও সিদ্ধ হইল। পরন্তু,

মার্কণ্ডেয়মষ্টাদশমুভয়মতসিদ্ধমেব বিষ্ণুভাগবতস্য ভারতোত্তরং জায়মানত্বেন তন্মধ্যে তস্যাব-স্থানস্থলাভাবাদিত্যেবং লাপনেনাপি দোষাভাবাদিতি সুধিয়ো বিভাবয়ন্তু।

যত্তু কিঞ্চ পাদ্মে "বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্। গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে। সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ"। ইত্যুক্ত্যা চ ভাগবতস্য সাত্ত্বিকত্ব-মুক্তম্। সাত্ত্বিকেষু পুরাণেষ্বিতি কৌর্ম্মোক্ত্যা চ সাত্ত্বিকপুরাণানাং বিষ্ণুপরত্বমুক্তম্। অতো বিষ্ণুপরমেব ভাগবতমষ্টাদশপুরাণান্তর্গতং ন তু দেবীভাগবতমিতি। অপি চ স্কান্দে প্রভাস-খণ্ডে। "চতুর্ভির্ভগবান্ বিষ্ণুর্দ্বাভ্যাং ব্রহ্মা তথা রবিঃ। অষ্টাদশপুরাণেষু শেষেষু ভগবান্ ভবঃ"। ইত্যুক্তম্। স্কান্দে সৌরসংহিতায়াঞ্চ। "কথ্যতে দশভির্বিপ্রাঃ পুরাণৈঃ পরমেশ্বরঃ। চতুর্ভি-র্ভগবান্ বিষ্ণুর্দ্বাভ্যাং ব্রহ্মা প্রকীর্ত্তিতঃ। একেনাগ্নিস্তথৈকেন ভগবাংশ্চণ্ডভাস্করঃ"। ইত্যুক্ত-মতোপি বিষ্ণুভাগবতমষ্টাদশান্তর্গতং নত্বন্যদিত্যাহুস্তদসৎ। ত্বন্মতে মাৎস্যোক্তসাত্ত্বিক-রাজসতামসসঙ্কীর্ণপুরাণেষু মধ্যে ত্রয়াণাং ব্যবস্থা পূর্ব্ববচনৈস্ত্বয়োক্তা। সঙ্কীর্ণপুরানাণাস্তু নোক্তা। তেষাং কেষু পুরাণেষ্বন্তর্ভাব ইতি বদ। করিষ্যামি কুত্রচিদিতি চেন্মম মতেঽপি

বিষ্ণুভাগবতটী মহাভারতের পরে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিলে, অষ্টাদশ পুরাণ মধ্যে তাহার সন্নিবেশ স্থলের অভাব হইতেছে, এরূপ বলিলেও বোধ হয় কোন দোষ উপ-স্থিত হয় না। এক্ষণে পণ্ডিত মহোদয়গণ এবিষয়ে বিচার করিয়া দেখুন।

অপিচ, "বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্। গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভ-দর্শনে। সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ"। পদ্মপুরাণের এই উক্তির দ্বারা ভাগবতের সাত্ত্বিকত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এবং "সাত্ত্বিকেষু পুরাণেষু" কূর্ম্মপুরাণের এই বচনটী দ্বারাও সাত্ত্বিক পুরাণ সকলের বিষ্ণুপরতাই বলা হইয়াছে, অতএব বিষ্ণুপর ভাগবতই অষ্টাদশপুরাণের অন্তর্গত দেবীভাগবত নহে। আর স্কন্দপুরাণে "চতুর্ভির্ভগবান্ বিষ্ণুর্দ্বাভ্যাং ব্রহ্মা তথা রবিঃ। অষ্টাদশপুরাণেষু শেষেষু ভগবান্ ভবঃ"। অষ্টাদশপুরাণের মধ্যে চারিটীর দ্বারা ভগবান্ বিষ্ণুর দুইটীর দ্বারা ব্রহ্মা ও রবির অবশিষ্ট সকলগুলিতেই ভগ-বান্ মহাদেবের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এবং ঐ পুরাণের সৌরসংহিতার মধ্যেও "কথ্যতে দশভির্বিপ্রাঃ পুরাণৈঃ পরমেশ্বরঃ। চতুর্ভিভগবান্ বিষ্ণুর্দ্বাভ্যাং ব্রহ্মা প্রকীর্ত্তিতঃ। একেনাগ্নিস্তথৈকেন ভগবাংশ্চণ্ডভাস্করঃ"। অপিচ, হে বিপ্রগণ! পুরাণ সকলের মধ্যে চারিটী বিষ্ণুমাহাত্ম্যপতিপাদক দুইটী ব্রহ্মার একটী অগ্নিদেবের আর একটী ভগবান্ চণ্ডকিরণ ভাস্করদেবের আর শেষ দশটীতে দেবদেব মহেশ্বরের মহিমা প্রতিপাদিত হই-য়াছে। অর্থাৎ এই মতটীতেও বলা হইয়াছে যে, বিষ্ণুভাগবতই অষ্টাদশপুরাণের অন্তর্গত অপর নহে। ফলতঃ ইহাদের এই সমস্ত উক্তিই অসৎ। কারণ, মৎস্যপুরাণে সাত্ত্বিক রাজ-সিক তামসিক ও সঙ্কীর্ণ এই চতুর্বিধ পুরাণের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু, তোমার মতে তাহাদিগের তিনপ্রকার ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছু বলা হয় নাই; অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ পুরাণ-সকলের নাম গন্ধও করা হয় নাই। তাহা হইলে এক্ষণে, তাহাদের কোন্ স্থলে অন্তর্নিবেশ করিবে বল? যদি বল, যে কোন স্থলে হউক করিব; তাহা হইলে আমার মতে ও

শ্রীভগবত্যা বিষ্ণুশক্তিত্বাভিমানেন "মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রীং দেবতাং বেদমানো দুর্গাং দুর্ব্বোধধ্বান্তভানুং গুরুঞ্চ ইতি শ্রীক্রমদীপিকোক্তপ্রকারেণ বিষ্ণুমন্ত্রাণাং দুর্গায়া অধিষ্ঠাতৃত্বেন তয়োরৈক্যাদ্বা তৎপ্রতিপাদকভাগবতস্য বৈষ্ণবেষ্বেবান্তর্ভাবাৎ। অতএব "হরির্দ্বাভ্যাং রবির্দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং চণ্ডীবিনায়কৌ। দ্বাভ্যাং ব্রহ্মা সমাখ্যাতঃ শেষেষু ভগবান্ শিবঃ"। ইতি বচনং সঙ্গচ্ছতে। বস্তুতস্তু দ্বয়োরপি ভাগবতয়োরস্মন্মতে প্রমাণত্বাৎ। বিষ্ণুভাগবতপক্ষপাতিনাং বচনানামস্মাকং বিরোধাভাবেন তল্লাপনে প্রয়োজনাভাব এব। তথা চ নারদীয়াদিপুরাণমতেন শ্রীবিষ্ণুভাগবতং মহাপুরাণং তদ্বচনানি প্রসিদ্ধান্যেবেতি ন লিখিতানি। দেবীভাগবতন্তু তন্মতে উপপুরাণম্। শৈবমাৎস্যপুরাণাদিমতে তু দেবীভাগবতং মহাপুরাণম্। বিষ্ণুভাগবতমর্থাদুপপুরাণমিতি সিদ্ধম্। অত্র কেচিদ্দেবীভাগবতসম্মতিত্বেন দেবীযামলতন্ত্রস্থম্। "শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণং বেদসম্মিতম্। পারীক্ষিতায়োপদিষ্টং সত্যবত্যঙ্গজন্মনা। যত্র দেব্যবতারাশ্চ বহবঃ প্রতিপাদিতাঃ" ইতি। তথা "ইদং রহস্যঞ্চরিতং রাধোপাসনমুত্তমম্। ব্যাসায় মম ভক্তায় প্রোক্তং পূর্ব্বং ময়াদ্রিজে!। মত্তো রহস্যং জ্ঞাত্বৈব রাধামাহাত্ম্যমুত্তমম্। এতস্য

ভগবতীর বিষ্ণুশক্তিত্ব অভিমানপ্রযুক্ত এবং "মন্ত্রাধিষ্ঠাত্রীং দেবতাং বেদমানো দুর্গাং দুর্ব্বোধধ্বান্তভানুং গুরুঞ্চেতি" এইরূপ শ্রীক্রমদীপিকা মতেও যখন, স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, শ্রীশ্রীদুর্গা দেবীই বিষ্ণুমন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; তখন, তৎপ্রযুক্তই হউক অথবা বিষ্ণু আর বৈষ্ণবী শক্তির একতাপ্রযুক্তই হউক, একবিষয় প্রতিপাদক দেবীভাগবতের বিষ্ণুভাগবতে অন্তর্ভাব করিলেই সকল নিষ্পত্তি হয়। অতএব, "হরির্দ্বাভ্যাং রবির্দ্বাভ্যাং দ্বাভ্যাং চণ্ডীবিনায়কৌ। দ্বাভ্যাং ব্রহ্মা সমাখ্যাতঃ শেষেষু ভগবান্ শিবঃ"। এ বচনটীও সম্পূর্ণ রূপে সঙ্গত হইল। বাস্তবিক আমাদিগের মতে উভয় ভাগবতই সপ্রমাণ। বিষ্ণুভাগবতপক্ষপাতি বচনের সহিত কোন বিরোধ ঘটিতেছে না; সুতরাং সে বিষয়ে আর কিছু বলাও নিষ্প্রয়োজন। অপিচ, নারদীয় প্রভৃতি পুরাণের মতে যে সকল বচনদ্বারা বিষ্ণুভাগবত মহাপুরাণ বলিয়া পরিগৃহীত সে সমস্ত বচন সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ, সেইজন্য এস্থলে আর তাহাদিগের পৃথক্ উল্লেখ করি নাই। পরন্তু, সেই সকল মতে দেবীভাগবতটী উপপুরাণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এদিকে, শৈব ও মৎস্যপুরাণ প্রভৃতির মতে দেবীভাগবতই মহাপুরাণ আর বিষ্ণুভাগবতটী উপপুরাণ নামে পরিগণিত। ইহার মধ্যে দেবীভাগবতের মহাপুরাণত্ব সংস্থাপক কতকগুলি পণ্ডিত দেবীযামলস্থিত "শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণং বেদসম্মিতম্। পারীক্ষিতায়োপদিষ্টং সত্যবত্যঙ্গজন্মনা। যত্র দেব্যবতারাশ্চ বহবঃ প্রতিপাদিতাঃ"। সত্যবতীসুত ব্যাস পরীক্ষিতনন্দন রাজা জনমেজয়কে যাহা উপদেশ করিয়াছেন; যাহাতে শ্রীশ্রীদেবী ভগবতীর অসংখ্য অবতারমাহাত্ম্য বর্ণিত আছে; সেই বেদতুল্য পুরাণই ভাগবত নামে প্রসিদ্ধ। এই বচনটী উদ্ধার পূর্ব্বক, এবং "ইদং রহস্যঞ্চরিতং রাধোপাসনমুত্তমম্। ব্যাসায় মম ভক্তায় প্রোক্তং পূর্ব্বং ময়াদ্রিজে। মত্তো রহস্যং জ্ঞাত্বৈব রাধামাহাত্ম্যমুত্তমম্। এতস্য বিস্তরং চক্রে শ্রীমদ্ভাগবতে তথা। নারদে ব্রহ্মবৈবর্ত্তে লোকানাং হিতকাম্যয়া"। হে পর্ব্বততনয়ে! শ্রীশ্রীমহালক্ষ্মী দেবী রাধার সর্ব্বোত্তম অতীব গোপনীয়

বিস্তরং চক্রে শ্রীমদ্ভাগবতে তথা। নারদে ব্রহ্মবৈবর্ত্তে লোকানাং হিতকাম্যয়া" ইতি। সৌভাগ্যকল্পলতায়াং সংহারভৈরবতন্ত্রস্থং বচনং লিখন্তি। তত্র পরে বিবদন্তে। তদুভয়মপি গৌরবভিয়া ন লিখ্যত ইতি। তত্রৈতস্য সপ্রমাণস্য দেবীভাগবতস্য ক্বচিৎক্বচিদ্‌দ্রাবিড়গৌড়-সম্প্রদায়পাঠভেদেন দ্বৈবিধ্যেঽপি গৌড়পাঠস্য সমঞ্জসত্বাত্তমালম্ব্যৈব যথামতি ব্যাখ্যায়তে।

তত্র তাবদ্ভগবত্যুপাসনায়াং কেচিদ্ভ্রান্তা বদন্তি। মায়ারূপায়া ভগবত্যা উপাসনা শাস্ত্রেষূক্তা। তথা চ মায়ায়া মিথ্যাত্বান্মুক্তৌ তস্যা অনন্বয়াচ্চাশ্রদ্ধেয়েয়মুপাসনেতি। নন্বু নেয়ং ভ্রান্তিঃ। তাপনীয়ে "মায়া বা এষা নারসিংহী সর্ব্বমিদং সৃজতি সর্ব্বমিদং রক্ষতি সর্ব্বমিদং সংহরতি তস্মান্মায়ামেতাং শক্তিং বিদ্যাৎ য এতাং মায়াং শক্তিং বেদ স মৃত্যুং জয়তি স পাপ্মানং তরতি সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি মহতীং শ্রিয়মশ্নুতে" ইতি শ্রুতৌ মায়াং শক্তিং বেদোপাস্তে স মৃত্যুং জয়তীতি কথনেন। তথা "ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া। সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ"। ইতি স্মৃতিভির্বিষ্ণোঃ শক্তের্জড়ামায়ায়া এবোপাস্যত্বকীর্ত্তনাদিতি

উপাসনা ও চরিত্র গাথা পূর্ব্বে আমি পরমভক্ত মহর্ষি বেদব্যাসকে উপদেশ করিয়া ছিলাম। ব্যাসদেব আমার নিকট হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গূঢ়তত্ত্ব রাধামাহাত্ম্য অবগত হইয়া পরে সমস্ত লোকের হিত কামনায় নারদীয় ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তারিত করিয়াছেন। আরও তাঁহারা সৌভাগ্যকল্পলতার সংহারভৈরবতন্ত্রস্থিত বচন সকল উদ্ধার করিয়াছেন। কিন্তু, সে বিষয়ে অপর পণ্ডিতগণ বিবাদ উপস্থিত করেন। গৌরব ভয়ে আমরা এস্থলে সেই উভয় বিষয়টীই লিখিলাম না। এক্ষণে, প্রমাণীকৃত এই দেবীভাগবতের কোন কোন স্থানে দ্রাবিড় ও গৌড় সম্প্রদায়ের পাঠ ভেদানুসারে দ্বিবিধতা থাকিলেও গৌড়সম্প্রদায়ের পাঠের সামঞ্জস্য হেতু তাহাকেই অবলম্বন করিয়া যথামতি ব্যাখ্যা করা যাইতেছে।

পরন্তু ভগবতীর উপাসনা বিষয়ে কোন কোন ভ্রান্ত পণ্ডিতগণ বলেন যে, শাস্ত্রে মায়ার উপাসনাই ভগবতীর উপাসনা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহা হইলে, মায়ার মিথ্যাত্ব প্রযুক্ত মুক্তিবিষয়ে তাহার অনন্বয় রূপ ঘটনা উপস্থিত হয়, সুতরাং এই উপাসনা অশ্রদ্ধেয়। পরন্তু, ইহা ভ্রান্তি নয়। কেন না তাপনীয় শ্রুতিতে "মায়া বা এষা নারসিংহী সর্ব্বমিদং সৃজতি সর্ব্বমিদং রক্ষতি সর্ব্বমিদং সংহরতি তস্মাৎ মায়ামেতাং শক্তিং বিদ্যাৎ য এতাং মায়াং শক্তিং বেদ স মৃত্যুং জয়তি স পাপ্মানং তরতি সোঽমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি মহতীং শ্রিয়মশ্নুতে"। এই নরসিংহশক্তিরূপিণী মহামায়াই এই সমস্ত বিশ্বজগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন, অতএব সাধকের এই মহতী মায়া শক্তিকে জানা অবশ্য কর্ত্তব্য; যিনি এই মায়া শক্তিকে জানিতে পারেন তিনি মৃত্যুকে জয় করেন এবং সমস্তপাপ সমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ইহ লোকে মহতী সম্পদ্ ভোগ এবং পরলোকে অমৃতত্ব লাভ করেন। অতএব যখন, শ্রুতিতে মায়াশক্তির উপাসনা করিলে এবং তাঁহাকে জানিলে উপাসক মৃত্যুকে জয় করিতে সমর্থ হয়, এইরূপ উক্ত হইয়াছে; এবং "ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া। সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ"। হে দেবি! তুমি বিশ্বব্যাপিনী অনন্তবীর্য্যরূপিণী মহা-শক্তি তুমিই এই বিশ্বের কারণস্বরূপা তুমিই মহামায়া এই সমস্ত সংসার তোমার মায়াতেই

চেন্ন। দেব্যথর্ব্বশিরসি "সর্ব্বে বৈ দেবা দেবীমুপতস্থুঃ কাসি ত্বং মহাদেবী সাব্রবীদহং ব্রহ্মরূপিণী মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগৎ" ইতি। তথা ভুবনেশ্বর্য্যুপনিষদি "অথাতোম্বোপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামোঽথ হ্যেনাং ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মরূপিণীমাপ্নোতীতি তথা ভুবনাধীশ্বরী তুর্য্যাতীতা বিশ্বমোহিনীতি"। তথা ভাবনোপনিষদি "স্বাত্মৈব ললিতেতি" শ্রুতিভিস্তথা ত্রিপুরাতাপনীয়-সুন্দরীতাপনীয়াদিষু পরো রজসে সাবদোমিতি গায়ত্রীচতুর্থচরণপ্রতিপাদ্যব্রহ্মবাচকত্বেন হ্রীংকারবীজস্য কথনেন হ্রীংকারবীজস্য ব্রহ্মদেবতাত্বপ্রতিপাদকশ্রুত্যা চ তথা কালীতারোপনিষদাদিশ্রুতিভিস্তথা স্মৃতিভিশ্চ ব্রহ্মরূপিণ্যা ভগবত্যা এবোপাসনাকথনাৎ। তথা হি স্মৃতয়ঃ। সূতসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে। "অতঃ সংসারনাশায় সাক্ষিণীমাত্মরূপিণীম্। আরাধয়েৎ পরাং শক্তিং প্রপঞ্চোল্লাসবর্জিতাম্" ইতি। স্কান্দে বেদারণ্যেশ্বরমাহাত্ম্যে। "পরা তু সচ্চিদানন্দরূপিণী জগদম্বিকা। সৈবাধিষ্ঠানরূপা স্যাজ্জগদ্ভ্রান্তেশ্চিদাত্মনি" ইতি। কূর্ম্মপুরাণে

বিমোহিত। যদি বল, এই সকল স্মৃতিতে এস্থলে জড় মায়াস্বরূপা বৈষ্ণবীশক্তির উপাসনা করিতে বলিয়াছেন তাহা নহে। কারণ দেবী-অথর্ব্ব শিরোভাগে "সর্ব্বে বৈ দেবাঃ দেবীমুপতস্থুঃ কাসি ত্বং মহাদেবী সাব্রবীদহং ব্রহ্মরূপিণী মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগৎ"। অর্থাৎ সমস্ত দেবগণ দেবীর উপাসনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে হে দেবি! তুমি কে? তখন সেই মহাদেবী উত্তর করিলেন যে আমি পরব্রহ্মরূপিণী, আমা হইতেই এই প্রকৃতিপুরুষময় বিশ্বের উৎপত্তি হয়। অপিচ ভুবনেশ্বরী উপনিষদে "অথাতোম্ বোপনিষদং ব্যাখ্যাস্যামোঽথ হ্যেনাং ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মরূপিণীমাপ্নোতীতি তথা ভুবনাধীশ্বরী তুর্য্যাতীতা বিশ্বমোহিনী ইতি" হে সৌম্যগণ! তোমরা যখন সম্পূর্ণরূপ অধিকারী হইয়াছ তখন আমি অবশ্যই তোমাদিগকে সেই পরম সগুণনির্গুণাত্মক ব্রহ্মবিষয়ক উপনিষদ্ বলিব। যিনি এই সমস্ত ভুবনের নিয়ন্ত্রী সেই বিশ্বমোহিনী স্বরূপতঃ তুরীয় চৈতন্যরূপিণী। অতএব, সেই ব্রহ্মরূপা তোমাদের এই দেহমধ্যেই বিরাজ করেন, এজন্য এই শরীরের অন্তবর্ত্তী ব্রহ্মরন্ধ্রে অন্বেষণ করিলেই প্রাপ্ত হইবে। এবং ভাবনোপনিষদে "স্বাত্মৈব ললিতেতি" অর্থাৎ এই আত্মাই পরম রমণীয় ইত্যাদি শ্রুতিসকলে এবং ত্রিপুরাতাপনীয় সুন্দরীতাপনীয় প্রভৃতিতে "পরো রজসে সা বদোমিতি" এইরূপ গায়ত্রী চতুর্থচরণ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবাচকত্ব ও হ্রীংকার বীজের উক্তি হেতু, হ্রীংকার বীজের ব্রহ্মদেবতাত্ব প্রতিপাদক শ্রুতি প্রযুক্ত এবং কালী ও তারা প্রভৃতি উপনিষদ্ ও স্মৃতি সকলে ব্রহ্মরূপিণী ভগবতীরই উপাসনার বিষয় সম্যক্ প্রকারে উক্ত হইয়াছে। সূতসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ে "অতঃ সংসারনাশায় সাক্ষিণীমাত্মরূপিণীম্। আরাধয়েৎ পরাং শক্তিং প্রপঞ্চোল্লাসবর্জ্জিতাম্"। অতএব সংসারনাশের নিমিত্ত সেই, সাক্ষীমাত্র সমস্ত প্রপঞ্চ ও উল্লাসাদি পরিবর্জ্জিত আত্মস্বরূপা পরাশক্তির আরাধনা করিবে। পুনশ্চ স্কন্দপুরাণের বেদারণ্যেশ্বর মাহাত্ম্যে "পরা তু সচ্চিদানন্দরূপিণী জগদম্বিকা। সৈবাধিষ্ঠানরূপা স্যাৎ জগৎভ্রান্তেশ্চিদাত্মনীতি" চিদাত্মাতে যে এই জগতের ভ্রান্তি হয় তদ্বিষয়ে, সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী পরাশক্তি জগদম্বিকাই অধিষ্ঠানস্বরূপা জানিবে। আবার কূর্ম্মপুরাণের দ্বাদশ অধ্যায়ে "এতৎ প্রদর্শিতং বিপ্রা দেব্যা মাহাত্ম্যমুত্তমম্।

দ্বাদশাঽধ্যায়ে। "এতৎ প্রদর্শিতং বিপ্রা দেব্যা মাহাত্ম্যমুত্তমম্। সর্ব্ববেদান্তবেদেষু নিশ্চিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ। একং সর্ব্বগতং সূক্ষ্মং কূটস্থমচলং ধ্রুবম্। যোগিনস্তৎ প্রপশ্যন্তি মহাদেব্যাঃ পরং পদম্" ইতি। "পরাৎপরতরং তত্ত্বং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্। অনন্তং প্রকৃতৌ লীনং দেব্যাস্তৎ-পরমং পদম্" ইতি। "শুভ্রং নিরঞ্জনং শুদ্ধং নির্গুণং দৈন্যবর্জ্জিতম্। আত্মোপলব্ধিবিষয়ং দেব্যাস্তৎ পরমং পদম্" ইতি। হালাস্যেশ্বরমাহাত্ম্যে মায়াবীজার্থপ্রস্তাবে। "সৎস্বরূপঃ সদাকারো হকারো ধর্ম্মতৎপরঃ। চিদাকারঃ শিবাকারো রেফঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধিদঃ। আনন্দরূপয়োরৈক্যাদীকারঃ সর্ব্বকামদঃ। বিন্দুনাদৌ তদন্তস্থৌ ভবেতাং মোক্ষদাবুভৌ। সচ্চিদানন্দরূপস্তু প্রোক্তং বীজং মনীষিভিঃ। সচ্চিদানন্দরূপং যৎ পরং ব্রহ্ম তদেব হি" ইতি। দেবীভাগবতে। "নির্গুণা সগুণা চেতি দ্বিধা প্রোক্তা মনীষিভিঃ। সগুণা রাগিভিঃ সেব্যা নির্গুণা তু

সর্ব্ববেদান্তবেদেষু নিশ্চিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ। একং সর্ব্বগতং সূক্ষ্মং কূটস্থমচলং ধ্রুবম্। যোগিনস্তৎ প্রপশ্যন্তি মহাদেব্যাঃ পরং পদম্। পরাৎ পরতরং তত্ত্বং শাশ্বতং শিবমচ্যুতম্। অনন্ত প্রকৃতৌ লীনং দেব্যাস্তৎ পরমং পদম্। শুভ্রং নিরঞ্জনং শুদ্ধং নির্গুণং দৈন্যবর্জ্জিতম্। আত্মোপলব্ধিবিষয়ং দেব্যাস্তৎ পরমং পদম্"। হে বিপ্রগণ! দেবীর মাহাত্ম্য ব্রহ্মবাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক পরিনিশ্চিত হইয়া বেদ ও বেদান্ত মধ্যে এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তিনি একমাত্র অদ্বিতীয় সর্ব্বত্রগামী নিত্যকূটস্থচৈতন্য স্বরূপ। কেবল, যোগিগণই তাঁহার সেই নিরুপাধিক স্বরূপ পরমধাম দর্শন করিতে সমর্থ। প্রকৃতি পরিলীন অনন্ত মঙ্গল স্বরূপ দেবীর সেই পরাৎপরতর তত্ত্ব পরমপদ যোগিগণই নিজহৃদয়কমলমধ্যে সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। হে মহর্ষিবৃন্দ! দেবীর সেই অতীব নির্ম্মল সতত বিশুদ্ধ সর্ব্বদীনতাদিদোষ-বিবর্জ্জিত নির্গুণ নিরঞ্জন কেবল আত্মোপলব্ধির বিষয় পরমধাম একমাত্র বিমলচেতা যোগেশ্বর পুরুষেরাই দর্শন করিয়া কৃতার্থম্মন্য হয়েন। অপিচ, হালাস্যেশ্বরমাহাত্ম্যে মায়া বীজার্থপ্রস্তাবে। "সৎস্বরূপঃ সদাকারো হকারো ধর্ম্মতৎপরঃ। চিদাকারঃ শিবাকারো রেফঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধিদঃ। আনন্দরূপয়োরৈক্যাদীকারঃ সর্ব্বকামদঃ। বিন্দুনাদৌ তদন্তস্থৌ ভবেতাং মোক্ষদাবুভৌ। সচ্চিদানন্দরূপস্তু প্রোক্তং বীজং মনীষিভিঃ। সচ্চিদানন্দরূপং যৎপরং ব্রহ্ম তদেব হি"। নিত্যসত্তাস্বরূপ সদবয়ব ধর্ম্মতৎপর হকারের সহিত চিন্ময় শিবস্বরূপ সর্ব্বার্থ সিদ্ধি প্রদ রেফের যোজনা করিলে, এই উভয় আনন্দময়ের ঐক্য প্রযুক্ত সর্ব্বকাম পূরক দীর্ঘ ঈকার আসিয়া তাহাতে সংযুক্ত হয়; পরে পরম মুক্তি প্রদাতা বিন্দুনাদ আসিয়া তন্মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইলে, যে সচ্চিদানন্দময় হ্রীংকার বীজের আবির্ভাব হয় মনীষিগণ তাঁহাকেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐরূপ দেবীভাগবতেও "নির্গুণা সগুণা চেতি দ্বিধা প্রোক্তা মনীষিভিঃ। সগুণা রাগিভিঃ সেব্যা নির্গুণা তু বিরাগিভিরিতি"। হে মুনিগণ! সেই পরব্রহ্মরূপিণী সচ্চিদানন্দময়ী পরাশক্তি দেবীকে ব্রহ্মবাদি মনীষি মহর্ষিগণ সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দুই-প্রকার বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; তাহার মধ্যে সংসার আসক্ত সকাম সাধকগণ তাঁহার সগুণ ভাব আর বাসনাবিবর্জ্জিত জ্ঞানবৈরাগ্যপূর্ণ নির্ম্মলচেতা যোগিগণ নির্গুণ ভাব সমাশ্রয় পূর্ব্বক আরাধনা করিয়া থাকেন। তথাচ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ললিতোপাখ্যানে। "চিতিস্তৎ

বিরাগিভিঃ” ইতি। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ললিতোপাখ্যানে। “চিতিস্তৎপদলক্ষ্যার্থা চিদেকরসরূপিণী”। ইত্যাদয়োঽষ্টাদশপুরাণেষু উপপুরাণেষু চ দেব্যাঃ পরব্রহ্মত্বপ্রতিপাদকস্মৃতয়ো দ্রষ্টব্যাঃ।

নমু তর্হি ষোড়শীগ্রহণাগ্রহণয়োঃ ক্রিয়াবিষয়ত্বাত্তত্র শাখাভেদেন বিকল্পসম্ভবেঽপি বস্তুস্বরূপস্যৈকবিধত্বাত্তত্র বিকল্পাসম্ভবেন ভগবতীস্বরূপস্য মায়াস্বরূপত্বপ্রতিপাদকশ্রুত্যা সহ ভগবত্যা ব্রহ্মরূপত্বপ্রতিপাদকশ্রুতের্বিরোধ ইতি চেন্ন। মায়ায়া বেদান্তেষু মিথ্যাত্বান্মিথ্যাপদার্থস্যাধিষ্ঠানে কল্পিতত্বাত্তস্যাধিষ্ঠানসত্তাতিরিক্তসত্তাভাবান্মায়ায়ামধিষ্ঠানসত্তাপ্রবেশান্মায়াস্বরূপোপাসনায়ামপি সত্তারূপব্রহ্মণ এবোপাসনা সম্ভবতীত্যাশয়েন মায়াস্বরূপত্বপ্রতিপাদনেঽপি বিরোধাভাবাৎ। যথা ব্রহ্মণ উপাসনায়ামপি ন কেবলং ব্রহ্মণো গ্রহণং কিন্তু শক্তিবিশিষ্টস্যৈব। শক্তেস্তদতিরেকেণাভাবাৎ। কেবলস্যোপাসনাঽসম্ভবাচ্চ তথা মায়োপাসনাসম্ভবাচ্চ তথা মায়োপাসনায়ামপি ন কেবলমায়ায়া অবস্থানমস্তি। যেন কেবলায়া উপাসনং সম্ভবেৎ। কিন্তু ব্রহ্মাধিষ্ঠানবৃত্তায়া এবাবস্থানমিতি। ভগবত্যা মায়ারূপত্বপ্রতিপাদনেঽপি ফলতো

পদলক্ষ্যার্থা চিদেকরসরূপিণী”। চিতি এই পদ তৎপদের লক্ষ্যার্থবোধক অতএব তিনি একমাত্র চিদানন্দস্বরূপা। অধিক কি বলিব, এইরূপ অষ্টাদশপুরাণ ও উপপুরাণ মধ্যে অন্বেষণ করিলে দেখিতে পাইবে যে, দেবীর পরব্রহ্মত্ব প্রতিপাদক স্মৃতিসকল ভূরি ভূরি দেদীপ্যমান।

যদি বল যে, ষোড়শী গ্রহণাগ্রহণ পক্ষে ক্রিয়াবিষয়ত্ব প্রযুক্ত সেবিষয়ে শাখাভেদে বিকল্প সম্ভবপর হইলেও বস্তুর স্বরূপের একবিধত্ব হেতু বিকল্পনার অসম্ভব; কেন না, ভগবতী স্বরূপ সম্বন্ধে মায়াস্বরূপত্ব প্রতিপাদক শ্রুতির সহিত ভগবতীর ব্রহ্মরূপত্ব প্রতিপাদক শ্রুতির বিরোধ সজ্ঘটন হয়, তাহা নহে। কারণ, বেদান্তশাস্ত্রে স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে যে, মায়া মিথ্যা পদার্থ; কেবল অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মেতেই মায়া পরিকল্পিত হইয়া থাকে। সুতরাং অধিষ্ঠানের সত্তা ব্যতীত মায়ার পৃথক্ সত্তার প্রতীতি হয় না। তবে যখন, মায়াতেই অধিষ্ঠানের সত্তা আসিয়া প্রবিষ্ট হয়, তখন, মায়ার স্বরূপ উপাসনাতেও অধিষ্ঠানভূতসত্তারূপ ব্রহ্মেরই উপাসনা সম্ভাবিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ফলতঃ এই আশয়ে মায়ার স্বরূপত্ব প্রতিপাদন হইলেও কোন বিরোধ সজ্ঘটিত হইতে পারে না। কেননা, ব্রহ্ম উপাসনা স্থলে কেবল ব্রহ্মের গ্রহণ না করিয়া যেমন, শক্তির ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্তার অভাব প্রযুক্ত শক্তি বিশিষ্ট ব্রহ্মের গ্রহণ করিতে হইবে, সেইরূপ মায়ার উপাসনা বলিলেই পরব্রহ্মসত্তাবিশিষ্ট মায়ার উপাসনা বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের উপাসনাই সর্ব্বশাস্ত্রের অভিপ্রেত ও সার সিদ্ধান্ত। ফলকথা এই যে, যেমন, নিরুপাধিক বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্মের উপাসনা সম্ভবে না সেইরূপ ব্রহ্মকে ছাড়িয়া কেবল মায়া উপাসনাও সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ মায়া উপাসনা বিষয়ে কেবল মায়ার উপাসনা সম্ভাবিত হইলেও যাহা হউক হইত; পরন্তু, কেবল মায়ার অবস্থানই নাই। বস্তুতঃ সর্ব্বত্র ব্রহ্মাধিষ্ঠানসমন্বিত মায়ারই অবস্থান. জানিবে। ফলকথা, ভগবতীর মায়ারূপত্ব প্রতিপাদন হইলেও প্রকৃতরূপে তাঁহার ব্রহ্ম-

ব্রহ্মস্বরূপমেব ভগবত্যাঃ সিধ্যতীতি শ্রুত্যোঃ পরস্পরং বিরোধাভাবাৎ। তদুক্তম্ "পাবকস্তোষ্ণ-তেবেয়মুষ্ণাংশোরিব দীধিতিঃ। চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং শিবস্য সহজা ধ্রুবা" ইতি। তথা "স্বপদা স্বশিরশ্ছায়াং যদ্বল্লঙ্ঘিতুমীহতে। পাদোদ্দেশে শিরো ন স্যাত্তথেয়ং বৈন্দবী কলা" ইতি। তথা চ যথাগ্নৌ হোমেঽগ্নিশক্ত্যাং হোমোঽর্থসিদ্ধ এবমগ্নিশক্ত্যাং হোমেঽপি বহ্নৌ হোমোঽর্থসিদ্ধস্তদ্ব-ন্মায়ায়া ভগবতীত্বেঽপি ব্রহ্মণ এব ভগবতীত্বং সিদ্ধমিতি। তস্যৈবোপাসনায়াং গ্রহণং মায়ায়া মিথ্যাত্বপ্রতিপাদকেষু বাক্যেষু তু ব্রহ্মণো মিথ্যাত্বাভাবাৎ কেবলমায়ায়া এব গ্রহণম্। তস্যা মিথ্যাত্বেঽপি তদধিষ্ঠানস্য সত্যত্বাৎ। উপাসকস্যোপাস্যমায়াপদার্থান্তর্গতস্য ব্রহ্মাংশস্য মোক্ষদশায়ামনুস্যূতত্বান্ন মুক্তাবুপাস্যস্বরূপত্যাগঃ। অতএবান্তর্যামিব্রাহ্মণে পৃথিব্যাদিমায়া-ন্তানাং পদার্থানাং যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবী-মন্তরো যময়তীত্যাদিনান্তর্যামিচেতনসম্বন্ধেনৈব দেবতাত্বমুপবর্ণিতম্। তথাচ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতিরপ্যনুগৃহীতা ভবতীত্যেতৎসর্ব্বমভিপ্রেত্য সূতসংহিতায়ামুক্তম্।

স্বরূপত্বই সিদ্ধ হইতেছে। অতএব, ইহাতে সম্পূর্ণরূপে পরস্পর শ্রুতির বিরোধও তিরোহিত হইল। কথিত আছে "পাবকস্যোষ্ণতেবেয়ং উষ্ণাংশোরিব দীধিতিঃ। চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং শিবস্য সহজা ধ্রুবেতি"। যেমন, অগ্নির উষ্ণতা কিরণমালীর কিরণমালা নিশাকান্ত হিমাংশুর জ্যোৎস্নাপ্রভৃতি স্বভাব শক্তি; সেইরূপ সেই পরাৎপরা পরমাশক্তি দেবী ভগবতী ও শিবময় পরব্রহ্মের নিত্যরূপা সহজ শক্তি। তথাচ "স্বপদা স্বশিরশ্ছায়াং যদ্বল্লঙ্ঘিতুমীহতে। পাদোদ্দেশে শিরো ন স্যাৎ তথেয়ং বৈন্দবী কলা"। যেমন, কোন লোক নিজপদ দ্বারা নিজমস্তকের ছায়া লঙ্ঘন করিতে চেষ্টা করিলে প্রতি পদনিক্ষেপেই মস্তকচ্ছায়ার বিদ্যমানতা থাকে না; সেইরূপ এই বিন্দুসম্বন্ধিনী কলাকে জানিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই, পরমব্রহ্মকে পরিত্যাগ করিয়া কদাপি ব্রহ্মশক্তির সত্তা থাকিতে পারে না। আরও দেখ, যেমন অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে, অগ্নি শক্তিতেই সেই হোমার্থ সিদ্ধ হইয়া থাকে সেইরূপ অগ্নি শক্তিতে হোম করি-লেও তাহা অগ্নিতে আহুত হইল বলিয়া হোমার্থ সিদ্ধ হইবে। তদ্রূপ মায়ার ভগবতীত্ব স্বীকার করিলে, ফলতঃ ব্রহ্মেরই ভগবতীত্ব সিদ্ধ হইল। অতএব, উপাসনা বিষয়ে তাঁহা-রই গ্রহণ বুঝিতে হইবে। তবে, মায়ার মিথ্যাত্ব প্রতিপাদক যে সকল বচন আছে, তাহা ব্রহ্মকে ছাড়িয়া কেবল মায়ামাত্রেরই গ্রহণ জানিবে। কারণ, সেই মায়ায় মিথ্যাত্ব থাকি-লেও ব্রহ্মের অধিষ্ঠানের সত্যতা স্বীকার করিতে হইবে। উপাসকের মোক্ষদশাতে, উপাস্য মায়া পদার্থের অন্তর্গত যে ব্রহ্মাংশ তাহার অনুস্যূততা হেতু মুক্তিকালেও উপাস্য স্বরূপের ত্যাগ হয় না। এই জন্য অন্তর্যামি ব্রাহ্মণে পৃথিবী প্রভৃতি মায়ান্ত পদার্থ সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে; যথা, যিনি সর্ব্বদাই এই পৃথিবীতে অবস্থান করিতেছেন অথচ পৃথিবী যাঁহাকে জানিতে সমর্থা নহে এই পৃথিবীই যাঁহার শরীর এবং যিনি এই পৃথিবীর অন্তরে বাস করত ইহাকে নিরন্তর নিয়মিত করিতেছেন। এই সমস্ত শ্রুতিতে অন্তর্যামি চৈতন্য সম্বন্ধ দ্বারাই দেবতাত্ব উপবর্ণিত হইয়াছে। অপিচ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিটীও এ বিষয়ে সম্যক অনু-গৃহীতা হইতেছে। অতএব এই সমস্ত অভিপ্রায়েই সূতসংহিতাতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে;

"চিন্মাত্রাশ্রয়মায়ায়াঃ শক্ত্যাকারে দ্বিজোত্তমাঃ। অনুপ্রবিষ্টা যা সম্বিন্নির্ব্বিকল্পা স্বয়ম্প্রভা। সদাকারা সদানন্দা সংসারোচ্ছেদকারিণী। সা শিবা পরমা দেবী শিবাঽভিন্না শিবঙ্করী" ইতি। যদ্বা, ভগবতীস্বরূপপ্রতিপাদকবাক্যেষু যে মায়াশক্তিকলাদিশব্দাস্তে লক্ষণয়া মায়াবিশিষ্টশক্তিবিশিষ্টকলাবিশিষ্টব্রহ্মবোধকাস্তথা চ মায়াবিশিষ্টং শক্তিবিশিষ্টং কলাবিশিষ্টং যদ্ব্রহ্ম তদ্ভগবতীপদবাচ্যমিতি ফলিতোর্থঃ। এতেন ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা নিদ্রারূপেণ স্মৃতিরূপেণেত্যাদিকেবলশক্তিবাচকপদানি ব্যাখ্যাতানি। তৈঃ পদৈস্তত্তচ্ছক্তিবিশিষ্টব্রহ্মণ এব সর্ব্বত্র গ্রহণাৎ। অয়মেবার্থঃ কালোত্তরে উক্তঃ। তথা চ। কালোত্তরে শিবং প্রতি দেবীপ্রশ্নবাক্যম্। "ভগবন্ দেবদেবেশ! মিথ্যামায়েতি বিশ্রুতা। তস্যাঃ কথমুপাস্যত্বং ভবেন্মুক্তাবনন্বয়াৎ। শ্রদ্ধা ন জায়তে কাপি মিথ্যাবস্তুনি কুত্রচিৎ। দেব্যা উপাসনা চেয়ং শ্রুতা মায়াশ্রিতা প্রভো। সংশয়ং ছিন্ধি দেবেশ! রহস্যং বদ মে প্রভো। ইতি শ্রুত্বা বচো দেব্যা ভগবাংশ্চন্দ্রশেখরঃ। উবাচ বচনং দিব্যং সর্ব্বলোকহিতপ্রদম্। নাহং সুমুখি! মায়ায়া

যথা—"চিন্মাত্রাশ্রয়মায়ায়াঃ শক্ত্যাকারে দ্বিজোত্তমাঃ। অনুপ্রবিষ্টা যা সম্বিৎ নির্ব্বিকল্পা স্বয়ম্প্রভা। সদাকারা সদানন্দা সংসারোচ্ছেদকারিণী। সা শিবা পরমা দেবী শিবাঽভিন্না শিবঙ্করী"। হে দ্বিজোত্তমগণ! চিন্মাত্রাশ্রিত মায়াশক্তির অবয়বে অনুপ্রবিষ্ট যে সদ্রূপা সদানন্দময়ী সংসার উচ্ছেদকারিণী বিকল্পনাদিবিরহিতা স্বয়ম্প্রভা চিৎশক্তি সেই পরমদেবীই পরম-শিবরূপিণী। বস্তুতঃ সেই মঙ্গলবিধায়িনী শিবের সহিত অভিন্নরূপা; অথবা ভগবতী স্বরূপ প্রতিপাদক বাক্য সকল মধ্যে যে মায়াশক্তি কলাদিশব্দ তাহারা লক্ষণা দ্বারা মায়াবিশিষ্ট, শক্তিবিশিষ্ট ও কলাবিশিষ্ট ব্রহ্মবোধক। তথা মায়াবিশিষ্ট, শক্তিবিশিষ্ট ও কলাবিশিষ্ট যে ব্রহ্ম তাহাই ভগবতী পদ বাচ্য ইহাই ফলিতার্থ। এই হেতুই ক্ষুধারূপে, নিদ্রারূপে, স্মৃতিরূপে সংস্থিতা ইত্যাদি কেবল শক্তিবাচক পদই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরন্তু সেই সমস্ত পদ দ্বারা তত্তৎ শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মেরই সর্ব্বত্র গ্রহণ জানিবে। এই অর্থটা কালোত্তর গ্রন্থেও শিবের প্রতি দেবীর প্রশ্নবাক্যছলে উক্ত হইয়াছে। যথা "ভগবন্ দেবদেবেশ! মিথ্যামায়েতি বিশ্রুতা। তস্যাঃ কথমুপাস্যত্বং ভবেন্মুক্তাবনন্বয়াৎ। শ্রদ্ধা ন জায়তে কাপি মিথ্যাবস্তুনি কুত্রচিৎ। দেব্যা উপাসনা চেয়ং শ্রুতা মায়াশ্রিতা প্রভো। সংশয়ং ছিন্ধি দেবেশ! রহস্যং বদ মে প্রভো। ইতি শ্রুত্বা বচো দেব্যা ভগবাংশ্চন্দ্রশেখরঃ। উবাচ বচনং দিব্যং সর্ব্বলোকহিতপ্রদম্। নাহং সুমুখি! মায়ায়া উপাস্যত্বং ব্রুবে কচিৎ। মায়াধিষ্ঠানচৈতন্যমুপাস্যত্বেন কীর্ত্তিতম্। মায়াশক্ত্যাদিশব্দাশ্চ বিশিষ্টস্যৈব লক্ষকাঃ। তস্মান্মায়াদিশব্দৈস্তু ব্রহ্মৈবোপাস্যমুচ্যতে"। হে ভগবন্! দেবদেবেশ! আপনার মুখে শুনিয়াছি যে মায়া মিথ্যা। মিথ্যা পদার্থের ত, মুক্তিবিষয়ে অন্বয় থাকিতে পারে না তাহা হইলে কিরূপে তাহার উপাস্যত্ব সম্ভব হইতে পারে? আরও দেখুন, মিথ্যা বস্তুতে কখন কোথায়ও কাহার শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে না। কিন্তু হে প্রভো! আমি এরূপও শুনিয়াছি যে, এই দেবীর উপাসনাও মায়াশ্রিতা। অতএব হে নাথ! এই উভয় বিষয়ে আমার যে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে কৃপা করিয়া তাহা অপনয়ন করুন। ভগবান্ চন্দ্রশেখর দেবীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া

উপাস্যত্বং ব্রুবে কচিৎ। মায়াধিষ্ঠানচৈতন্যমুপাস্যত্বেন কীর্ত্তিতম্। মায়াশক্ত্যাদিশব্দাশ্চ বিশিষ্টৈস্যৈব লক্ষকাঃ। তস্মান্মায়াদিশব্দৈস্তু ব্রহ্মৈবোপাস্যমুচ্যতে” ইতি। অত্র পূর্ব্বার্দ্ধেন মায়াধিষ্ঠানচৈতন্যমিত্যনেন প্রথমপক্ষ উক্তো মায়াশক্ত্যাদীত্যনেনোত্তরার্দ্ধেন দ্বিতীয়ঃ পক্ষ উপপাদিতঃ। এতদভিপ্রায়েণৈব ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে মায়াবাচকস্যৈব হ্রীঙ্কারস্য মায়াবিশিষ্টব্রহ্মবাচকত্বমুক্তম্। “শক্ত্যক্ষরাণি শেষাণি হ্রীঙ্কার উভয়াত্মকঃ” ইতি। উভয়াত্মকঃ শিবশক্ত্যাত্মক ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ মায়ায়াঃ কেবলায়া উপাস্যত্বং বদন্ বাদী ভ্রান্তঃ প্রষ্টব্যো জড়ায়া উপাস্যত্বে তত্তদ্দেবতাবিগ্রহাণাং প্রাণেন্দ্রিয়মনআত্মজীবাদিমত্ত্বং কথং ভবেৎ। দ্বিবিধং হি ভগবতীরূপং স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ। তত্র সূক্ষ্মং মুখ্যং স্থূলন্তু তত্তদুপাসকানাং দর্শনাদিব্যবহারার্থং তত্তদুপাসকৈরুপাসিতং সূক্ষ্মরূপমেব স্থূলং রূপং গৃহ্লাতি। তত্রৈবং সতি সূক্ষ্মরূপে চৈতন্যানুপ্রবেশে তদ্গৃহীতে স্থূলরূপেঽপি চৈতন্যস্যানুপ্রবেশেন তত্তদ্দেবতানাং প্রাণনসম্ভাষণাদিব্যবহারোচ্ছেদ এব স্যাৎ তস্মাদনিচ্ছয়াঽপি চৈতন্যবিশিষ্টায়াএব তত্তচ্ছক্তেরুপাস্যত্বং বক্তব্যমিতি।

নন্বেবঞ্চেৎ কিমর্থং মায়াদিশব্দৈর্ব্যবহারো ভগবত্যাঃ শাস্ত্রে ক্রিয়তে লক্ষণাদিদোষাভাবায় স্পষ্টপ্রতিপত্তয়ে ব্রহ্মাদিশব্দৈরেব কুতো ন ব্যবহারঃ ক্রিয়ত ইতি চেচ্ছৃণু। চতুর্ব্যূহাত্মকং হি ব্রহ্মণো রূপম্। বিরাড়্হিরণ্যগর্ভাব্যাকৃতব্রহ্মরূপম্। তত্র দেব্যুপাসনা ব্যূহান্তর্গতস্য কস্য

সর্ব্বলোকহিতপ্রদ গূঢ় অলৌকিক বাক্য সকল বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে সুমুখি! আমি কোন স্থলেই কেবল মায়ার উপাস্যত্বের কথা বলি নাই, বস্তুতঃ তন্ত্রে মায়াধিষ্ঠান চৈতন্যেরই উপাস্যত্বের বিষয় উপদেশ করা হইয়াছে। স্থলবিশেষে প্রযুক্ত মায়াশক্ত্যাদিশব্দ বিশিষ্টেরই লক্ষ্যক জানিবে। অতএব, মায়াদিশব্দ দ্বারা ব্রহ্মেরই উপাস্যত্ব উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে যে মায়াবিশিষ্ট চৈতন্য এইরূপ প্রযুক্ত হইয়াছে তদ্দ্বারা প্রথম পক্ষ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। উত্তরার্দ্ধে মায়াশক্ত্যাদি এইরূপ প্রয়োগ দ্বারা দ্বিতীয় পক্ষ উপপাদিত হইয়াছে। এই অভিপ্রায়েই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে মায়াবাচক হ্রীংকার বীজের মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্ম বাচকত্ব পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। “শক্ত্যক্ষরাণি শেষাণি হ্রীংকার উভয়াত্মকঃ”। অর্থাৎ শেষের অক্ষর সকল শক্তিস্বরূপ, হ্রীংকার উভয়াত্মক অর্থাৎ শিবশক্ত্যাত্মক। যদি কেবল মায়ারই উপাস্যত্ব বলা স্বীকার করা হয় তাহা হইলে সেই ভ্রান্তবাদীকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিও যে কেবল জড়ের উপাসনা করিতে গিয়া তত্তৎদেবতা বিগ্রহের প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, আত্মা ও জীবাদি বিশিষ্টত্ব করা হয় কি নিমিত্ত? অতএব নিশ্চয় জানিও যে সেই দেবী ভগবতীর স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ দুই প্রকার ভেদ, তাহার মধ্যে সূক্ষ্মরূপ মুখ্য অর্থাৎ উহা প্রবল অধিকারীদেরই বুদ্ধিগম্য। আর স্থূল রূপটী দুর্ব্বলাধিকারীদিগের জন্য। অর্চ্চনাদিকালে দর্শনাদি ব্যবহারোপযোগিতা জন্য সেই সকল দুর্ব্বলাধিকারি কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়া সূক্ষ্মরূপই স্থূলরূপ গ্রহণ করে। যদি বল যে সূক্ষ্মরূপেই চৈতন্যের অনুপ্রবেশ হয় কিন্তু স্থূলরূপে নহে, তাহা হইলে স্থূলরূপ উপাসক সাধকের উপাস্য তত্তৎ দেবতার জীবিতবৎ কার্য্যকরণ ও সম্ভাষণাদি ব্যবহারের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়। অতএব ইচ্ছা না থাকিলেও চৈতন্যবিশিষ্ট তত্তৎ শক্তির উপাস্যত্ব স্বীকার করা কর্ত্তব্য।

পদার্থস্তেতি শঙ্কায়াম্। বিরাড়্‌হিরণ্যগর্ভাব্যাকৃতানাং তদধিষ্ঠাতৃণাং ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণাঞ্চ। মৈত্রায়ণীয়শ্রুতৌ একৈকং গুণময়ত্বেন কীর্ত্তনাৎ গুণত্রয়সাম্যাবস্থায়া মায়ায়াঃ প্রকৃত্যাদি-শব্দবাচ্যত্বেন তস্যাশ্চ তুরীয়ব্রহ্মাশ্রিতত্বেন শাস্ত্রেষূক্তত্বাৎ। তদেব মায়াবিশিষ্টং তুরীয়ং ব্রহ্মৈব ভগবত্যুপাসনায়াং গ্রাহ্যমিতি বৃহদর্থপ্রদর্শনার্থং তথা মায়াদিশব্দৈর্ব্যবহারস্য সত্ত্বাৎ। তথাচ মৈত্রায়ণীয়শ্রুতিঃ। "তমো বা ইদমেকমগ্র আসীৎ তৎ পরে স্যাৎ তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রয়াত্যেতদ্বৈ রজস্তদ্রজঃ খল্বীরিতং বিষমত্বং প্রয়াত্যেতদ্বৈ সত্ত্বস্য রূপমিতি"। অনেন বাক্যেন মায়ায়াস্তমঃশব্দিতায়াঃপরেণ ব্রহ্মণা নিত্যসম্বন্ধপ্রদর্শনেন জগৎকারণরূপং সাম্যাবস্থা-ত্মকং প্রদর্শিতম্। "অগ্রে তস্যৈতাস্তনবোঽথ যো হ খলু বাবাস্য তামসোংশোঽসৌ যোঽয়ং রুদ্রো যো হ খলু বাবাস্য রাজসোংশোঽসৌ ব্রহ্মা যো হ খলু বাবাস্য সাত্ত্বিকোংশোঽসৌ বিষ্ণুরিতি"গুণ-ত্রয়োপাধিত্বং ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণাং প্রতিপাদিতম্। তথা পুরাণাদিষু চ "সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতে-

যদি এরূপ বল যে, তবে শাস্ত্রে কি জন্য মায়াদি শব্দ প্রয়োগ দ্বারা ভগবতীর ব্যবহার স্বীকার করা হইয়াছে। লক্ষণাদি দোষের অভাবে স্পষ্ট প্রতিপত্তি নিমিত্ত ব্রহ্মাদি শব্দ প্রয়োগ দ্বারা কি নিমিত্ত ব্যবহার করা হইল না? তবে বলিতেছি শ্রবণ কর। বিরাট, হিরণ্যগর্ভ, অব্যাকৃত ও তুরীয়, ব্রহ্মের এই চতুর্ব্যূহাত্মকরূপ। যদি বল যে, দেবী উপাসনাটী তাহাদের মধ্যে কোন্ পদার্থে গ্রহণ করিবে। এইরূপ শঙ্কা উপস্থিত করিলে তদুত্তর এইরূপ; যথা, বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও অব্যাকৃত এবং তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র প্রভৃতির প্রত্যেককে মৈত্রায়ণীয় শ্রুতিতে এক এক গুণময় বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে; কিন্তু, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপা মায়া শাস্ত্রে একবার প্রকৃত্যাদিশব্দবাচ্যত্ব আবার তুরীয় ব্রহ্মা-শ্রিতত্ব রূপে উক্ত হইয়াছে। অতএব, এইরূপ বৃহদর্থ প্রদর্শনের নিমিত্ত সেই মায়াবিশিষ্ট তুরীয় ব্রহ্মই ভগবতীর উপাসনা বিষয়ে গ্রহণীয় জানিবে। সেইজন্য মায়াদিশব্দ প্রয়োগ দ্বারা ব্যবহারের বিদ্যমানতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। তথাচ, মৈত্রায়ণীয়শ্রুতি। "তমো বা ইদমেকমগ্র আসীৎ তৎ পরে স্যাৎ তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রয়াত্যেতদ্ বৈ রজঃ তদ্রজঃ খল্বীরিতং বিষমত্বং প্রয়াত্যেতদ্ বৈ সত্ত্বস্য রূপমিতি"। হে সৌম্য! এক্ষণে যাহাকে জগৎ বলিয়া বোধ করিতেছ, সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহা কেবল তমোময় অব্যাকৃতরূপে সেই পরব্রহ্মেই বিলীন ছিল; পরে (সৃষ্ট্যুন্মুখসময়ে) সেই তমোভূত পদার্থ পরব্রহ্মপ্রেরিত হইয়া বৈষম্য ধর্ম্মপ্রাপ্ত হয়; তাহাতে প্রথমে রজোমূর্ত্তির আবির্ভাব হয়। পরে, ব্রহ্ম-প্রেরিত সেই রজঃ বিষমতা প্রাপ্ত হইলে, সত্ত্বরূপের প্রকাশ হয়। এই বাক্য দ্বারা তমঃ শব্দে ব্যবহৃত মায়ার পরব্রহ্মের সহিত নিত্য সম্বন্ধ প্রদর্শন পূর্ব্বক সাম্যাবস্থারই জগৎকারণতা দেখান হইয়াছে। "অগ্রে তস্যৈতাস্তনবোঽথ যো হ খলু বাবাস্য তামসোংশোঽসৌ যোঽয়ং রুদ্রো যো হ খলু বাবাস্য রাজসোঽংশোঽসৌ ব্রহ্মা যো হ খলু বাবাস্য সাত্ত্বিকোঽংশোঽসৌ বিষ্ণুঃ"। হে সৌম্য! সৃষ্টির পরবর্ত্তী কালে যিনি রুদ্ররূপে আখ্যাত হইয়াছেন, তিনিই তাঁহার তামস অংশ; যিনি ব্রহ্মরূপী তিনিই তাঁহার রাজস অংশ; এবং যিনি বিষ্ণুরূপে পরিকীর্ত্তিত, তিনিই তাঁহার সাত্ত্বিক অংশ। কিন্তু, সৃষ্টির পূর্ব্বে ইঁহারা সকলেই সেই পরব্রহ্মের অব্যাকৃত তনুরূপে ছিলেন। এই শ্রুতিতে ব্রহ্মা

গুণৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে। স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ"। ইত্যাদিসর্ব্বপুরাণেষু ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণামেকৈকগুণবত্ত্বমেব প্রতিপাদিতম্। ন হি মায়াপ্রকৃতিশক্ত্যাদিশব্দবাচ্যং বস্তু ব্রহ্মাতিরিক্তাশ্রয়কং ভবতি। যেন মায়াদিশব্দৈরুপাস্যং বস্তু মায়াবিশিষ্টব্রহ্মাতিরিক্তং ভবেৎ কিন্তু মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপমেবেতি। তৈঃ শব্দৈরুপাস্যবস্তুনি প্রতিপাদিতে মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপমেব ভগবতীরূপমুপাস্যং ভবেদিতি বোধনার্থমেব মায়াদিশব্দৈর্ভগবত্যা উপাসনকথনমিতি।

নম্বু তর্হি "ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা" ইত্যত্রাপি মায়াশব্দো ব্রহ্মবিশিষ্টমায়াবাচকঃ স্যাৎ। ন চেষ্টাপত্তিঃ। তত্র কেবলায়া মায়ায়া এব বিবক্ষিতত্বাদিতি চেন্ন। ন হ্যস্মাভিঃ সর্ব্বত্র মায়াশব্দেন মায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব সর্ব্বত্র গ্রাহ্যমিতি শপথঃ ক্রিয়তে যেনাতিপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ। কিন্তু কচিৎ সম্বন্ধিশব্দসমভিব্যাহারে কেবলমায়ায়া গ্রহণং যথাত্রৈব তথা নাশপ্রকরণে কেবলমায়ায়া গ্রহণম্। তথা সৃষ্টিস্থলেঽপি। "মন্মায়াশক্তিসংকৢপ্তং জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্। সাপি মত্তঃ পৃথগ্-

---

বিষ্ণু ও রুদ্রের গুণত্রয় রূপ উপাধিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। কেবল শ্রুতি নহে, পুরাণাদিতেও এইরূপ ভূরি ভূরি প্রয়োগ আছে। যথা, "সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতেগুণৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে। স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতিসংজ্ঞাঃ শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ"। সেই পরমপুরুষ একমাত্র অদ্বিতীয় হইলেও স্থিত্যাদি কার্য্যের নিমিত্ত প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ে সমন্বিত হইয়া হরি, বিরিঞ্চি ও হর এই তিনটী সংজ্ঞা ধারণ করেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিনে স্বরূপত একতত্ত্ব হইলেও সত্ত্ব মূর্ত্তি হইতেই মানবগণের শ্রেয়ঃ সংসাধিত হইয়া থাকে। এইরূপ সর্ব্ব পুরাণেই ব্রহ্মা বিষ্ণু, রুদ্রের এক একটী গুণবত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। মায়া, প্রকৃতি বা শক্ত্যাদিশব্দবাচ্য বস্তু ব্রহ্মাতিরিক্ত আশ্রয়ক নহে। যাহাতে মায়াদি শব্দে উপাস্য বস্তু মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মাতিরিক্ত হইতে পারিবে? ফলতঃ তাহা মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মেরই রূপ জানিবে। সেই সকল শব্দ দ্বারা উপাস্য বস্তু প্রতিপাদিত হওয়াতে, মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মরূপই যে, উপাস্য ভগবতীরূপ সেইটী বোধ করাইবার নিমিত্তই মায়াদি শব্দ প্রয়োগ দ্বারা ভগবতীর উপাসনার বিষয় বলা হইয়াছে।

যদি বল, যে, তাহা হইলে, "ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা" এস্থলেও মায়া শব্দটী ব্রহ্মবিশিষ্ট মায়া বাক্য হউক? অথচ, এস্থলে, কেবল মাত্র মায়ারই বিবক্ষিতত্ব প্রযুক্ত কোন ইষ্টাপত্তিও নাই, বস্তুতঃ তাহা নহে। কেননা, সর্ব্বত্র মায়া শব্দের প্রয়োগ থাকিলেই যে, সকল স্থলেই মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মকে গ্রহণ করিতে হইবে আমরা ত, কোথাও এরূপ শপথ করিয়া বলি নাই, যাহাতে অতিপ্রসঙ্গ দোষ উত্থাপিত হইতে পারিবে। পরন্তু, কোন স্থলে সম্বন্ধি শব্দ সমভিব্যাহারে কেবল মায়ারই গ্রহণ; যেরূপ, এস্থলে, সেইরূপ নাশ প্রকরণে কেবলমাত্র মায়ারই গ্রহণ, এবং সৃষ্টি বিষয়ে ও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। যথা, "মন্মায়া শক্তিসংকৢপ্তং জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্। সাপি মত্তঃ পৃথগ্বিপ্রা নাস্ত্যেব পরমার্থতঃ"। হে বিপ্রগণ! এই সচরাচর বিশ্বসংসার আমার মায়াশক্তিসংকল্পিত; কিন্তু তিনিও বাস্তবিক আমা হইতে ভিন্ন বস্তু নহেন। ইত্যাদি স্থলে কেবল মায়া মাত্রেরই গ্রহণ বটে; কিন্তু, উপাসনা

বিপ্রা নাস্ত্যেব পরমার্থতঃ" ইত্যাদৌ। উপাসনাস্থলে তু তদ্বিশিষ্টব্রহ্মণো গ্রহণমিতি যথাযথমূহনাদ্‌জ্ঞেয়মিতি। তথা চ "ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিঃ" ইত্যাদৌ ত্বমধিষ্ঠানব্রহ্মরূপিণী সতী বৈষ্ণবী যা মায়াশক্তিরস্তি তদ্রূপিণ্যসীত্যর্থঃ। তেন চ ব্রহ্মরূপত্বমেব ভগবত্যাঃ প্রতিপাদিতম্। এবমন্যত্রাপ্যূহ্যম্। যদ্বা ব্রহ্মণো জগৎকারণত্বোভয়াত্মকত্বাৎ কচিন্মায়োপসর্জনব্রহ্মণ উপাসনং তত্র শক্তিঃ সহায়ভূতা ইদঞ্চ মতং শিবপুরাণাদিষু স্পষ্টম্। "তস্মাৎ সহ তয়া দেবং হৃদি পশ্যন্তি যে শিবম্। তেষাং শাশ্বতিকী শান্তির্নেতরেষাং কদাচন"। ইত্যাদি বচননিচয়ৈঃ। কচিচ্চ ব্রহ্মোপসর্জনমায়ায়া উপাসনং তত্র ভগবতীবিষয়ে ব্রহ্মোপসর্জনমায়ায়া এবোপাসনমিতি দর্শয়িতুং মায়াশক্ত্যাদিশব্দৈঃ শাস্ত্রে ভগবত্যা ব্যবহারঃ ক্রিয়ত ইতি। ইদঞ্চ মতং সর্ব্বতন্ত্রাভিমতং পুরাণাভিমতঞ্চ। "শিবেন সহিতাং দেবীং ভাবয়েদ্ভুবনেশ্বরীম্"। ইতি ভুবনেশ্বরীপারিজাতাদিবচননিচয়াত্তথোক্তং কূর্ম্মপুরাণে। "অস্যাস্ত্বনাদিসংসিদ্ধমৈশ্বর্য্যমতুলং মহৎ। তৎসম্বন্ধাদনন্তৈষা রুদ্রেণ পরমাত্মনা"। ইত্যাদীনি বচনানি দেবীভাগবতাদিসর্ব্বপুরাণেষু দ্রষ্টব্যানি। উভয়পক্ষেঽপি ব্রহ্মণশ্চিদংশ উপাসনায়ামাগত এবেতি ন মুক্তাবুপাস্যস্বরূপানন্বয়িত্বরূপং দূষণং ন বাশ্রদ্ধেয়তেতি।

স্থলে মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মেরই গ্রহণ। এইরূপ, স্থল বিশেষে যথাসম্ভব অধ্যাহার দ্বারা বুঝিয়া লইতে হইবে। অপিচ, "ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিঃ"। এস্থলের অর্থ এইরূপ করিতে হইবে। হে মাতঃ! তুমি অধিষ্ঠানস্বরূপ ব্রহ্মরূপিণী হইয়াও, শাস্ত্রে বৈষ্ণবী মায়া শক্তি নামে যাহা প্রসিদ্ধ আছে, তাহাও তুমি। এই সমস্ত বাক্য দ্বারা ভগবতীর ব্রহ্মরূপত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপ অন্যত্রও উহ্য করিতে হইবে। অথবা, জগৎকারণ ব্রহ্মের উভয়াত্মকতা প্রযুক্ত কোনস্থলে মায়োপসৃষ্ট ব্রহ্মের উপাসনার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে; সেস্থলে, শক্তিকে সহায়ভূতা বলিয়া জানিতে হইবে; এই মতটী শিবপুরাণে স্পষ্টতঃ প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা, "তস্মাৎ সহ তয়া দেবং হৃদি পশ্যন্তি যে শিবম্। তেষাং শাশ্বতিকী শান্তির্নেতরেষাং কদাচন"। অতএব, (যে সমস্ত মহাত্মা যোগেশ্বর পুরুষ সেই পরাশক্তির সহিত পরম মঙ্গলময় পরমদেবকে নিজ হৃদয়পদ্মে জ্ঞাননেত্রে সাক্ষাৎ করেন, তাঁহাদিগেরই কেবল নিত্যশান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, অপরের নহে।) এইরূপ বহুবচন দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। কোন স্থলে আবার ব্রহ্মবিশিষ্ট মায়ার উপাসনার বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সে স্থলে, ভগবতী বিষয়ে ব্রহ্মবিশিষ্ট মায়ারই যে উপাসনা, সেইটী দেখাইবার নিমিত্ত, মায়া শক্ত্যাদিশব্দ প্রয়োগ দ্বারা শাস্ত্রে ভগবতীর ব্যবহার করা হইয়াছে। এই মতটী তন্ত্র ও পুরাণাদি শাস্ত্র সম্মত জানিবে। ("শিবেন সহিতাং দেবীং ভাবয়েদ্ ভুবনেশ্বরীম্"। শিবের সহিত দেবী ভুবনেশ্বরীকে হৃদয়ে ভাবনা করিবে। ভুবনেশ্বরীপারিজাতাদির এই সকল বচন দ্বারাও স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। অপিচ, কূর্ম্মপুরাণেও উক্ত হইয়াছে, "অস্যাস্ত্বনাদিসংসিদ্ধমৈশ্বর্য্যমতুলং মহৎ। তৎসম্বন্ধাদনন্তৈষা রুদ্রেণ পরমাত্মনা"। এই মায়াশক্তির অনুপম সুমহৎ ঐশ্বর্য্য দেদীপ্যমান; সেই সম্বন্ধ হেতু ইনি পরমাত্মা রুদ্রের সহিত অনন্তরূপিণী। এই সমস্ত বচন দেবীভাগবত প্রভৃতি সমস্ত পুরাণেই দেখিতে পাইবে। ফলকথা, উভয় পক্ষেই উপাসনা বিষয়ে ব্রহ্মের

ইত্থং ভগবত্যুপাসনায়াঃ স্বরূপে নির্ণীতে ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রশক্ত্যুপাসনাসু কস্তোপাসনা বরিষ্ঠেত্যস্য বিচারঃ ক্রিয়তে। তত্র "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইতি সামানাধিকরণ্যেন সর্ব্বপদার্থমাত্রস্য ব্রহ্মরূপত্বেপি ভক্তানাং চেতসোবলম্বায় পরমেশ্বরেণ মলিনশুদ্ধতরশুদ্ধতমা বিভূতয়ঃ শুদ্ধিতারতম্যেন কল্পিতাঃ। তাশ্চ গীতাদিশাস্ত্রেষু বিভূত্যধ্যায়ে ছান্দোগ্যাদিষু চ "প্রাণো ব্রহ্ম আদিত্যো ব্রহ্ম মনো ব্রহ্ম" ইত্যাদিবাক্যৈঃ প্রদর্শিতাঃ। তত্র চ সর্ব্ববিভূতিষু ব্রহ্মণঃ সমানত্বেনাবস্থানেঽপি যথাপাত্রমণিকৃপাণদর্পণাদিষু শুদ্ধিতারতম্যেন প্রতিবিম্বফলনস্যাপি তারতম্যং এবং বিভূতিষু চ শুদ্ধিতারতম্যেনৈব ব্রহ্মণঃ প্রসাদকরণতারতম্যং প্রতিবিম্বফলনতারতম্যঞ্চেতি যাভির্যাভির্ব্বিভূতিভির্যথা যথা প্রতিবিম্বফলনপ্রসাদকরণস্য চ তারতম্যঞ্চ ভবতি তথা তথা তস্যা বিভূতেরুৎকৃষ্টত্বমুৎকৃষ্টতরত্বমুৎকৃষ্টতমত্বমিত্যাদিব্যবহারঃ সর্ব্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধো নির্ব্বিবাদস্তথা চ সতি ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণামেকৈকগুণোপাধিত্বেনৈকৈকগুণাপেক্ষয়া সাম্যাবস্থায়াস্তত্তদ্‌গুণমূলভূতায়া আধিক্যেনৈকৈকগুণোপাধিব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাপেক্ষয়া সাম্যাবস্থোপাধিকায়া ভগবত্যা এবোপাসনং সর্ব্বোৎকৃষ্টম্। সাম্যাবস্থায়াঃ সর্ব্বকারণভূতায়াঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বাৎ। কিঞ্চ প্রথমতো ব্রহ্মণি মায়া তস্যা ব্রহ্মণা অব্যবহিতঃ সম্বন্ধঃ। তদুত্তরং গুণানামুদ্ভবান্মায়াদ্বারকঃ সম্বন্ধো গুণানামিতি সাম্যাবস্থায়ামব্যবহিতঃ সম্বন্ধো ব্রহ্মণ ইতি। সৈবোপাসনা

চিদংশ সমাগত হইতেছে; অতএব, মোক্ষাবস্থায় উপাস্য স্বরূপের অনন্বয়িত্বরূপ দূষণ বা অশ্রদ্ধেয়তা ইত্যাদি কোন প্রকার দোষেরই সংস্পর্শ হইতে পারে না।

এইরূপে ভগবতীর উপাসনাস্বরূপ নির্ণীত হইলে এক্ষণে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও শক্তির উপাসনা মধ্যে কাহার উপাসনা শ্রেষ্ঠ এতদ্বিষয়ক বিচার করা যাইতেছে। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই দৃশ্যমানাদি সমস্ত পদার্থই ব্রহ্ম,এইরূপ সামানাধিকরণ্য দ্বারা সকল পদার্থেরই ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইলেও ভক্তগণের দুর্ব্বল চিত্তের অবলম্বনজন্য, পরমেশ্বর চিত্তশুদ্ধিতারতম্যে মলিন, শুদ্ধতর এবং শুদ্ধতম বিভূতি সকলের সৃজন করিয়াছেন। এই বিভূতি সকল গীতাদি শাস্ত্রে বিভূতি অধ্যায়ে এবং ছান্দোগ্যোপনিষদে "প্রাণো ব্রহ্ম আদিত্যো ব্রহ্ম মনো ব্রহ্ম" প্রাণই ব্রহ্ম সূর্য্যই ব্রহ্ম মনই ব্রহ্ম ইত্যাদি বাক্য দ্বারায় বিশেষ করিয়া দেখান হইয়াছে। কিন্তু,সেই বিভূতি সকলে একমাত্র ব্রহ্মেরই সমান রূপে অবস্থান থাকিলেও, যেরূপ বিশুদ্ধির তারতম্য হেতুক মণি, তরবারি ও দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বের তারতম্য হইয়া থাকে,সেইরূপ বিভূতি সকলের বিশুদ্ধি তারতম্য হেতুই ব্রহ্মের প্রসন্নতা এবং প্রতিবিম্বেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। অতএব যে যে বিভূতি দ্বারা ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব ও প্রসাদ করণের যে যে রূপ তারতম্য ঘটে, সেই সেই রূপে বিভূতি সকলের উৎকৃষ্টত্ব উৎকৃষ্টতরত্ব এবং উৎকৃষ্টতমত্ব হইয়া থাকে; এ জন্য সর্ব্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ এই ব্যবহারে কোনও বিরোধের আশঙ্কা নাই। যদি এরূপ হইল তবে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্রের এক একটি গুণোপাধিকত্ব হেতু, সর্ব্বগুণকারণস্বরূপ সাম্যাবস্থোপহিতা ভগবতীর উপাসনাই শ্রেষ্ঠ। কারণ, এক একটী গুণ অপেক্ষা সেই সেই গুণের মূলীভূত সাম্যাবস্থারই আধিক্য হইয়া থাকে। আর, প্রথমতঃ ব্রহ্মের সহিত মায়ার অব্যবহিত অর্থাৎ ব্যবধানশূন্য সম্বন্ধ; তদুত্তর গুণগণের উদ্ভব হেতু মায়া দ্বারা গুণের সম্বন্ধ; অতএব সাম্যাবস্থায়ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ

মুখ্যা সর্ব্বোৎকৃষ্টা চ। অতএব সূতসংহিতাদিষু রীতিরিয়মুক্তা। "পরতত্ত্বপ্রকাশস্তু রুদ্রস্যৈব মহত্তরঃ। ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিদেবানাং ন তথা মুনিপুঙ্গবাঃ" ইত্যাদি। "রুদ্রঃ কথঞ্চিৎকার্য্যার্থং মনুতে রুদ্ররূপতাম্। ন তথা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ পরিস্ফূর্ত্ত্যল্পতাবলাৎ"। ইতি সূতগীতাসু। ননু ব্রহ্মবিষ্ণু-রুদ্রাণামেকৈকগুণোপাধিত্বে সর্ব্বসম্মতে কথং সাম্যাবস্থাত্মকত্বেনাপি তেষাং পুরাণাদিষূপ-বর্ণনমিতি চেন্ন। তদন্তর্গতব্রহ্মণএব সাম্যাবস্থাত্মকত্বেন তদভেদাৎ তেষামপি তদাত্মকত্ব-কথনমিত্যাশয়াৎ। অতএব তাপনীয়ে নৃসিংহস্য সত্ত্বোপহিতবিষ্ণোরবতারত্বে সর্ব্বশ্রুতি-পুরাণনিশ্চিতে সত্যপি সাম্যাবস্থাত্মকত্বেন বর্ণনং সঙ্গচ্ছতে। তস্মান্মায়াশক্ত্যাখ্যব্রহ্মরূপভগ-বত্যুপাসনৈব মুখ্যা সর্ব্বোৎকৃষ্টা চেতি। সৈব সর্ব্বকামার্থিভির্মুমুক্ষুভিশ্চোৎকৃষ্টবস্তূপাসনে-চ্ছুভিরাশ্রয়ণীয়েত্যর্থাৎ প্রাপ্তমপি পুরাণান্তরবচনৈঃ স্পষ্টমুপপাদ্যতে। তদুক্তং দেবীমাহাত্ম্যে। "ব্রহ্মবিদ্যা জগদ্ধাত্রী সর্ব্বেষাং জননী তথা। যয়া সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। সৈব সেব্যা চ পূজ্যা চ নান্যদ্বৈ দেবতান্তরম্" ইতি। তথা তন্ত্রেষু "এবং যঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা প্রত্যহং পরমেশ্বরীম্। ভুক্ত্বা ভোগান্ যথাকামং দেবীসায়ুজ্যমাপ্নুয়াৎ। যো ন পূজয়তে

অব্যবহিত। অতএব সেই ভগবতীর উপাসনাই মুখ্য এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সূতসংহিতাদিতেও ইহা উক্ত হইয়াছে। যথা, "পরতত্ত্বপ্রকাশস্তু রুদ্রস্যৈব মহত্তরঃ। ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিদেবানাং ন তথা মুনিপুঙ্গবাঃ"। হে ঋষিশ্রেষ্ঠগণ! রুদ্রদেবেরই মহৎ পরমতত্ত্ব প্রকাশ হইয়াছে, ব্রহ্ম বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের তাদৃশ হয় নাই। সূতগীতাতেও উক্ত আছে। "রুদ্রঃ কথঞ্চিৎকার্য্যার্থং মনুতে রুদ্ররূপতাম্। ন তথা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ পরিস্ফূর্ত্ত্যল্পতাবলাৎ"। রুদ্রদেবই কার্য্যবিশেষের জন্য রুদ্রমূর্ত্তি ধরিতে সমর্থ। অন্য দেবগণ অল্পবলপ্রযুক্ত তাদৃশ লাভে সমর্থ নন। যদি বল, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্রের এক একটী গুণোপাধিত্ব সর্ব্বসম্মত হইলেও কি জন্য পুরাণাদিতে সাম্যাবস্থরূপে বর্ণনা আছে? ইহার কারণ, তাহাদের অন্তরস্থ ব্রহ্মের সাম্যাবস্থা স্বরূপ তাহার সহিত অভেদ করিয়া পুরাণাদিতে ব্রহ্মাদির সাম্যাবস্থা স্বরূপ বর্ণনা হইয়া থাকে। অতএব, তাপনী শ্রুতিতে নৃসিংহ সত্ত্বোপাধি বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সকল শ্রুতি ও পুরাণে বর্ত্তমান থাকিলেও সাম্যাবস্থা রূপে বর্ণনা সঙ্গত হইতেছে। অতএব এই ভগবতীর উপাসনা, অভীষ্টফললাভেচ্ছু মুমুক্ষু ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তুর আরাধনাভিলাষী ব্যক্তিগণের একান্ত আশ্রয়ণীয় ইহা অর্থতঃ প্রাপ্ত হইলেও পুরাণ সকলের বচন দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত করা যাইতেছে। দেবীমাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে "ব্রহ্মবিদ্যা জগদ্ধাত্রী সর্ব্বেষাং জননী তথা। যথা সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্। সৈব সেব্যা চ পূজ্যা চ নান্যদ্বৈ দেবতান্তরম্"। যিনি এই সমস্ত চরাচর ত্রিলোক ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন, যিনি সকলের জননী স্বরূপা, সেই জগদ্ধাত্রী ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী ভগবতীই সেবা ও পূজার যোগ্যা; অন্য দেবতা নহে। তথা তন্ত্রশাস্ত্রে কথিত আছে। "এবং যঃ পূজয়েদ্ভক্ত্যা প্রত্যহং পরমেশ্বরীম্। ভুক্ত্বা ভোগান্ যথাকামং দেবীসায়ুজ্যমাপ্নুয়াৎ। যো ন পূজয়তে নিত্যং চণ্ডিকাং ভক্তবৎসলাম্। ভস্মীকৃত্যাস্য পুণ্যানি নির্দ্দহেৎ পরমেশ্বরী"। যে ব্যক্তি ভক্তি পূর্ব্বক প্রত্যহ পরমেশ্বরী ভগবতীকে পূজা করে, সে ইহলোকে যথেষ্ট ভোগ লাভ করিয়া পরে দেবীর সাযুজ্য লাভ করে এবং যে

নিত্যং চণ্ডিকাং ভক্তবৎসলাম্। ভস্মীকৃত্যাস্য পুণ্যানি নির্দহেৎ পরমেশ্বরী” ইতি। অনেন বচনেন ভগবত্যুপাসনায়াঃ সন্ধ্যাদিকর্ম্মবন্নিত্যত্বং নিত্যপদোচ্চারণেন স্পষ্টমেব বোধিতম্। তথা পুরাণান্তরে। “আরাধ্যা পরমা শক্তিঃ সর্ব্বৈরপি সুরাসুরৈঃ। মাতুঃ পরতরং কিঞ্চদধিকং ভুবনত্রয়ে” ইতি। তথা “ওঁকারং পিতৃরূপেণ গায়ত্রীং মাতরং তথা। পিতরৌ যো ন জানাতি স বিপ্রস্ত্বন্যরেতজঃ” ইতি। তথা কালোত্তরে। “ধিগ্‌ধিগ্‌ধিগ্‌ধিক্ চ তজ্জন্ম যো ন পূজয়তে শিবাম্। জননীং সর্ব্বজগতঃ করুণারসসাগরাম্” ইত্যাদিপুরাণেষু তন্ত্রেষু চ বহূনি বচনানি দ্রষ্টব্যানি। বিস্তরস্তু মৎকৃতশক্তিতত্ত্ববিমর্শিন্যাং দ্রষ্টব্যঃ। অয়ঞ্চোপোদ্ঘাতোক্তার্থো-ঽস্মাভির্দেবীভাগবতস্থিতৌ সপ্তশত্যঙ্গষট্‌কব্যাখ্যানে চোক্তঃ। তস্যা ভগবত্যাঃ পুরাণস্য দেবীভাগবতস্য সমঞ্জসগৌড়পাঠানুরোধেন ব্যাখ্যানং যথামতি প্রারভ্যতে॥

লোক, ভক্তবৎসলা দেবীকে নিত্য পূজা না করে, পরমেশ্বরী তাহার পুণ্য সকল ভস্মীভূত করিয়া অপার দুঃখ প্রদান করেন। এই বচনে নিত্য পদ প্রয়োগ থাকায় সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্যের ন্যায় ভগবতীর উপাসনার নিত্যত্ব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। পুরাণান্তরেও উক্ত আছে, “আরাধ্যা পরমা শক্তিঃ সর্ব্বৈরপি সুরাসুরৈঃ। মাতুঃ পরতরং কিঞ্চি-দধিকং ভুবনত্রয়ে”। সেই পরমাশক্তি ভগবতী সমস্ত দেবদানবকর্ত্তৃকও আরাধনীয়া। কারণ, ত্রিভুবনে মাতার পর অধিক পূজনীয় কোন বস্তুই নাই। তথা “ওঁকারং পিতৃরূপেণ গায়ত্রীং মাতরস্তথা। পিতরৌ যো ন জানাতি স বিপ্রস্ত্বন্যরেতজঃ”। যে ব্যক্তি পিতৃরূপী ওঁকার এবং মাতৃস্বরূপিণী গায়ত্রীকে না জানে সে নিশ্চয়ই জারজ সন্দেহ নাই। তথা কালোত্তরে উক্ত হইয়াছে। “ধিগ্‌ধিগ্‌ধিগ্‌ধিক্ চ তজ্জন্ম যো ন পূজয়তে শিবাম্। জননীং সর্ব্বজগতঃ করুণারসসাগরাম্”। যে ব্যক্তি সর্ব্বজগতের জননী, দয়াময়ী মঙ্গলা ভগবতীকে পূজা না করে তাহার জন্মকে শতবার ধিক্। এইরূপ শতশত প্রমাণ পুরাণান্তরে অন্বেষণ করিলেই দেখিতে পাইবে। এবিষয়ের বিস্তৃতরূপে মীমাংসা মৎকৃত শক্তিতত্ত্ববিমর্শিনী গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। এবং এই উপক্রান্ত বিষয় আমরা সপ্তশতীর অঙ্গষট্‌ক ব্যাখ্যায় দেবীভাগবতের স্থিতিবিষয়ে বিশেষরূপে বলিয়াছি। এক্ষণে সঙ্গত গৌড় পাঠানুসারে এই ভগবতীপুরাণ দেবীভাগবতের ব্যাখ্যায় যথামতি প্রবৃত্ত হইলাম।

ওঁ তৎসৎ

শ্রীমদ্দেবীভাগবতম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

সর্ব্বচৈতন্যরূপান্তামাদ্যাং বিদ্যাঞ্চ ধীমহি।
বুদ্ধিং যা নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ১ ॥

তত্র তু প্রথমেঽধ্যায়ে পঞ্চবিংশতিপদ্যকৈঃ।
পুরাণবিষয়ঃ প্রশ্ন ঋষীণাং সমুদীর্য্যতে ॥

তত্রাদৌ ভগবান্ বাদরায়ণো গ্রন্থপ্রতিপাদ্যদেবতাতত্ত্বানুস্মরণলক্ষণং মঙ্গলমাচরতি। সর্ব্বচৈতন্যরূপামিতি। চৈতন্যমিত্যত্র স্বার্থে ষ্যঞ্। চৈতন্যমাত্মেতি। শিবসূত্রে তথা দর্শনাৎ। তথা চ চেতনাত্মরূপামিত্যর্থঃ। ননু তথাপি তস্য নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ। প্রচোদয়াদিতি প্রেরণাকর্ত্তৃত্বপ্রতিপাদনমনন্বিতং ভবতীত্যাশঙ্কায়ামাহ। আদ্যাং বিদ্যাং চেতি। আদ্যামনাদিভূতাং বিদ্যাং ব্রহ্মবিষয়কশুদ্ধসত্ত্বান্তর্ম্মুখপ্রতিবিম্ববিশিষ্টবৃত্তিরূপাং যাং তাপনীয়াস্তুরীয়োপাধিমাহুঃ। এবৈব শক্তিরন্তর্ম্মুখতয়া বিলসন্তী বিদ্যাতত্ত্বরূপিণী তদুপাধিক আত্মা তুরীয় ইত্যুচ্যতে। বহির্ম্মুখতয়া বিলসন্ত্যবিদ্যাতত্ত্বরূপিণীতদুপাধিক আত্মা প্রাজ্ঞ ইত্যুচ্যতে ইতি তেষাং সিদ্ধান্তঃ। চকারঃ সমুচ্চয়ার্থঃ। আত্মরূপান্তাং প্রসিদ্ধাং আদ্যাং বিদ্যাঞ্চ। আদ্যপদস্য দেহলীদীপকন্যায়েনোভয়ত্রান্বয়ঃ। তামাদ্যাং বিদ্যাঞ্চ ধীমহি ধ্যায়ামঃ। ধ্যানবিষয়ত্বমুভয়োর্ম্মিলিত্বৈব। নতু প্রত্যেকং সমুচ্চয়ার্থকচকারাৎ। তথা চ। মায়াবিশিষ্টব্রহ্মণ এব ধ্যানবিষয়ত্বাত্তস্য চ শবলত্বেন নিষ্ক্রিয়ত্বাভাবাৎ। নঃ প্রচোদয়াদিতি। প্রেরণকর্ত্তৃত্বমনন্বিতমিতি বোধ্যম্। যৈতাদৃশী সেয়ং ধ্যাতা ভগবতী মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণী নোঽস্মাকং বুদ্ধিং ধ্যানং কর্ত্তুং প্রচোদয়াৎ প্রেরয়েৎ। প্রার্থনায়াং লিঙ্। তেন চ নিরন্তরমস্মচ্চেতোবৃত্তয়স্তদাসক্তা ভবন্ত্বিত্যর্থঃ। গায়ত্র্যা অন্তর্যামিব্রহ্মপ্রতিপাদকত্বস্য সর্ব্ববেদসম্মতত্বেন গায়ত্রীপদগায়ত্রীচ্ছন্দোঘটিতমঙ্গলাচরণেনৈতদ্ভাগবতপ্রতিপাদ্যমপি বস্তু মায়াবিশিষ্টাঽন্তর্যামিব্রহ্মরূপমিতি বোধিতম্। যথা চায়মর্থস্তথোপোদ্ঘাতে এব দর্শিতমগ্রে চ তত্র তত্র দর্শয়িষ্যামঃ। তথাচ তদ্ভক্তস্তদ্গুণশুশ্রূষুরধিকারী। ফলঞ্চ জ্ঞানপ্রাপ্ত্যা মোক্ষ ইত্যগ্রে দর্শয়িষ্যতি ॥ ১ ॥

ওঁ শ্রীশ্রীগণাধিপতয়ে নমঃ।

ওঁ শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বরঃ শিবো জয়তি ॥

সেই গুণাতীতা সর্ব্বভূতের আত্মরূপা বিশুদ্ধসত্ত্বোপহিতা অনাদি ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণীকে ধ্যান করি, যিনি আমাদের বুদ্ধিকে সচেতন পূর্ব্বক কর্ম্মানুসারে নিয়োগ করিতেছেন। অর্থান্তর; যিনি স্বরূপতঃ গুণাতীত ও সর্ব্বভূতের আত্মস্বরূপা হইয়াও বিশুদ্ধ সত্ত্বোপাধি স্বীকার করিয়া আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিসকলকে সচেতনপূর্ব্বক স্বস্বকর্ম্মানুসারে নিয়োগ করিতেছেন সেই অনাদি ব্রহ্মবিদ্যারূপিণীকে ধ্যান করি। ১।

শৌনক উবাচ।

সূত সূত মহাভাগ! ধন্যোঽসি পুরুষর্ষভ!।
যদধীতাস্ত্বয়া সম্যক্ পুরাণসংহিতাঃ শুভাঃ॥ ২॥
অষ্টাদশপুরাণানি কৃষ্ণেন মুনিনাঽনঘ!।
কথিতানি সুদিব্যানি পঠিতানি ত্বয়াঽনঘ!॥ ৩॥
পঞ্চলক্ষণযুক্তানি সরহস্যানি মানদ!।
ত্বয়া জ্ঞাতানি সর্ব্বাণি ব্যাসাৎ সত্যবতীসুতাৎ॥ ৪॥
অস্মাকং পুণ্যযোগেন প্রাপ্তস্ত্বং ক্ষেত্রমুত্তমম্।
দিব্যং বিশ্বসনং পুণ্যং কলিদোষবিবর্জ্জিতম্॥ ৫॥

ইত্থং মঙ্গলাচরণং নির্ব্বিঘ্নতয়া গ্রন্থসমাপ্তিফলকং কৃত্বা প্রশ্নমুখাপয়তি শৌনক ইতি। সূতেতি বীপ্সাঽতিশয়প্রেমবিষয়ত্বপ্রদর্শনার্থা। ধন্যত্বে হেতুমাহ। যদধীতা ইতি। অত্যন্তং দুর্লভমেব পুরাণসংহিতাধ্যয়নং যস্মাত্ত্বয়া সম্পাদিতং তস্মাত্ত্বং ধন্য এবেত্যর্থঃ॥ ২॥ কাস্তাঃ সংহিতাস্তত্রাহ অষ্টাদশেতি। অষ্টাদশপুরাণান্যেব পুরাণসংহিতা ইত্যর্থঃ॥ ৩॥ পঞ্চলক্ষণেতি। তানি চ বক্ষ্যমাণানি। সরহস্যানীতি। নানামন্ত্রবিধানশক্তিপাতপ্রকারপ্রতিপাদনাদিরহস্যার্থসহিতানীত্যর্থঃ। নন্মু তেনোক্তানি ময়া শ্রুতানি পরন্তু তদর্থো মম মনসি নাগত ইতি চেত্তত্রাহ ত্বয়া জ্ঞাতানীতি। যদি তব যোগ্যতা ন স্যাত্তর্হি ব্যাসো নৈব বদেৎ। যস্মাত্তেনোক্তানি তস্মাত্ত্বয়া জ্ঞাতান্যেবেতি নিশ্চীয়ত ইতি ভাবঃ॥ ৪॥ এতাদৃশস্য তবাস্মাকঞ্চ সমাগমঃ এতাদৃশপুণ্যক্ষেত্রে দুর্লভ এব। তথাপি যদস্মাভিরনেকজন্মসু পুণ্যমাচরিতং তদ্যোগাদেব সমাগমঃ সুলভো জাত ইত্যাহ অস্মাকমিতি। বিশ্বসনং তন্নামকং তদ্‌ব্যুৎপত্তিশ্চান্যত্রোক্তা। মুনিবিশ্রামদেশো যস্তত্তু বিশ্বসনং স্মৃতমিতি॥ ৫॥ অস্ত্বেতত্তথাপি ভবতাং কিমভিলষণীয়মিতি চেত্তত্রাহ

কোন সময়ে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নশিষ্য সূতকে নৈমিষারণ্যে সমাগত দেখিয়া ভৃগুকুলতিলক শৌনক প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সূত! এই ভূমণ্ডলে তুমিই মহাপুরুষ, তোমার ভাগ্যের সীমা নাই; কেননা, তুমি এই জগতীতলে জীব নিবহের পরমমঙ্গলময়ী পুরাণসংহিতা সমস্তই অধ্যয়ন করিয়াছ, অতএব জ্ঞানিগণমধ্যে তুমিই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছ॥ ২॥ অপিচ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রোক্ত অলৌকিকরহস্যপরিপূরিত পঞ্চলক্ষণসমন্বিত অষ্টাদশপুরাণপাঠপ্রভাবে অন্তরে সম্যক্ বিমলতা লাভ করিয়াছ॥ ৩॥ বিশেষতঃ তুমি সর্ব্বদা সাধু ও গুরুজনের মান দান করিয়া থাক বলিয়া সেই পুণ্যফলে সত্যবতী-নন্দন ব্যাসের প্রসাদে অধীতপুরাণসমূহের সারার্থ পর্য্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছ॥ ৪॥ বৎস! এই ক্ষেত্র অতি পবিত্র এই নিমিত্ত ইহা বিশ্বসনক্ষেত্র (মুনিগণের বিশ্রাম স্থল) বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং ঈদৃশ কলিদোষ-বিবর্জ্জিত দিব্য পবিত্রক্ষেত্রে বিষয়াকৃষ্টচেতা বিলাসিগণের সম্বন্ধ নাই। ইহা কেবল তত্ত্বদর্শি মননশীল মহর্ষিবৃন্দেরই আরাম স্থল বলিয়া জানিবে। পরন্তু বোধ হয় আমাদেরই কোন সুকৃতি ফলে সহসা তুমি এস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ; কারণ, আমাদের সকলেরই সেই নির্ম্মল জ্ঞানপ্রদ

সমাজোঽয়ং মুনীনাং হি শ্রোতুকামোঽস্তি পুণ্যদাম্ ।
পুরাণসংহিতাং সূত ! ব্রূহি ত্বং নঃ সমাহিতঃ ॥ ৬ ॥
দীর্ঘায়ুর্ভব সর্ব্বজ্ঞ ! তাপত্রয়বিবর্জ্জিতঃ ।
কথয়াদ্য মহাভাগ ! পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ ॥ ৭ ॥
শ্রোত্রেন্দ্রিয়যুতাঃ সূত ! নরাঃ স্বাদবিচক্ষণাঃ ।
ন শৃণ্বন্তি পুরাণানি বঞ্চিতা বিধিনা হি তে ॥ ৮ ॥
যথা জিহ্বেন্দ্রিয়াহ্লাদঃ ষড্রসৈঃ সংপ্রপদ্যতে ।
তথা শ্রোত্রেন্দ্রিয়াহ্লাদো বচোভিঃ সুধিয়াং স্মৃতঃ ॥ ৯ ॥
অশ্রোত্রাঃ ফণিনঃ কামং মুহ্যন্তি হি নভোগুণৈঃ ।
সকর্ণা যে ন শৃণ্বন্তি তেঽপ্যকর্ণাঃ কথং ন চ ॥ ১০ ॥

সমাজোঽয়মিতি ॥ ৬ ॥ দীর্ঘায়ুর্ভবেতি । অনেন গুরাবতিভক্তিঃ স্বস্মিংশ্চাতিশয়েন শুশ্রূষা বর্ত্তত ইতি বোধিতম্ । ব্রহ্মসম্মিতং বেদসম্মিতং বেদার্থস্যৈব প্রতিপাদকমিত্যর্থঃ । নহ্যন্যথা বেদসম্মিতত্বং সম্ভবতি ॥ ৭ ॥ শ্রোত্রেন্দ্রিয়েতি । স্বাদবিচক্ষণাঃ স্বাদগ্রহণপণ্ডিতাঃ সন্তঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়যুতাঃ সন্তো যদি পুরাণানি ন শৃণ্বন্তি তর্হি তে সর্ব্বসামগ্রীসত্ত্বেঽপি বিধিনা দৈবেনৈব বঞ্চিতা হতভাগ্যা ইত্যর্থঃ । এতেন স্বস্য শ্রবণেঽত্যাদরবত্ত্বং সূচিতম্ ॥ ৮ ॥ তদেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি যথেতি ॥ ৯ ॥ অশ্রোত্রা ইতি । কামং যথেচ্ছা স্যাত্তথা নভোগুণৈঃ শব্দৈঃ শব্দস্যাকাশগুণত্বাৎ । অশ্রোত্রা অপি ফণিনো দুষ্টজাতয়োঽপি মুহ্যন্তি তত্রৈবং সতি সকর্ণাঃ সন্তো যে পুরাণানি ন শৃণ্বন্তি তে কথমকর্ণা বধিরাএব ন ভবন্তি । চকার এবকারার্থোঽকর্ণা ইত্যত্র যোজ্যঃ । বধিরা-

পুরাণসংহিতাশ্রবণে অত্যন্ত বলবতী স্পৃহা হইয়াছে। অতএব সম্প্রতি তুমি অন্যত্র গমনবাসনা বিসর্জ্জন দিয়া স্থিরচিত্তে উহা বর্ণনা কর ॥ ৫-৬ ॥ হে মহাভাগ ! তুমি মহাত্মা ব্যাসপ্রসাদে সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছ এক্ষণে আমরাও আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুমি দীর্ঘজীবী হও। এবং নিরন্তর আধ্যাত্মিকপ্রভৃতি তাপত্রয়পরিবর্জ্জিত হইয়া আমাদিগকে সেই বেদতুল্য পৌরাণিকী গাথা শ্রবণ করাও ॥ ৭ ॥ সূত ! যাহারা সমস্ত বাক্যার্থ-আস্বাদনে নিপুণ ; বিশেষতঃ উহার প্রবেশদ্বার-স্বরূপ শ্রবণেন্দ্রিয় লাভ করিয়াও শ্রবণমনোরমা অমৃতরসময়ী পৌরাণিকী কথা শ্রবণ না করে তাহারা নিশ্চয়ই বিধাতাকর্ত্তৃক বঞ্চিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ॥ ৮ ॥ বৎস ! যেমন মধুর ও অম্লাদি ষড়্‌বিধ রসাস্বাদন করিতে পাইলেই রসনেন্দ্রিয় পরম পরিতৃপ্ত হয় সেইরূপ সুধাময় বচনাবলির মাধুর্য্যরসাস্বাদনেই সুধীবর্গের শ্রবণেন্দ্রিয়ের পরম প্রীতি উৎপন্ন হয় ॥ ৯ ॥ দেখ, ক্রূরস্বভাব ফণিগণ শ্রবণেন্দ্রিয়বিরহিত হইয়াও যখন আহিতুণ্ডিকের (সর্পক্রীড়াজীবীর) মধুর স্তোত্রগীতশব্দে বিমোহিত হইয়া বাধ্যতা স্বীকার করে, তখন মনুষ্য শ্রুতিযুগলবিশিষ্ট হইয়াও যদি চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদ পুরাণাদি শ্রবণ না করে তাহা হইলে তাহাদিগকে কর্ণেন্দ্রিয়বিহীন বৈ আর কি বলা যাইতে পারে ? ॥ ১০ ॥

অতঃ সর্ব্বে দ্বিজাঃ সৌম্য ! শ্রোতুকামাঃ সমাহিতাঃ।
বর্ত্তন্তে নৈমিষারণ্যে ক্ষেত্রে কলিভয়ার্দ্দিতাঃ ॥ ১১ ॥
যেন কেনাপ্যুপায়েন কালাতিবাহনং স্মৃতম্।
ব্যসনৈরিহ মূর্খাণাং বুধানাং শাস্ত্রচিন্তনৈঃ ॥ ১২ ॥
শাস্ত্রাণ্যপি বিচিত্রাণি জল্পবাদযুতানি চ।
"ত্রিবিধানি পুরাণানি শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
বিতণ্ডাচ্ছলযুক্তানি গবামর্ষকরাণি চ ॥ ১ ॥"
নানার্থবাদযুক্তানি হেতুমন্তি বৃহন্তি চ ॥ ১৩ ॥
সাত্ত্বিকং তত্র বেদান্তং মীমাংসা রাজসম্মতম্।
তামসং ন্যায়শাস্ত্রঞ্চ হেতুবাদাভিযন্ত্রিতম্ ॥ ১৪ ॥

এব তে ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ যস্মাদেবং তস্মাৎ কিং তদাহ। অত ইতি ॥ ১১ ॥ নন্থ সর্ব্বেঽপি জনাঃ পুরাণশ্রবণং বিনা কালং ক্ষপয়ন্ত্যেব। তথা ভবন্তোঽপি কুতো ন কুর্ব্বন্তি তত্রাহ ॥ যেন কেনেতি। মূর্খাণাং কেনাপ্যুপায়েন শব্দস্পর্শাদিবিষয়সম্বন্ধেন যদ্যপি কালাতিবাহনং কালাতিক্রমণং স্মৃতমনুভূতম্। তথা মূর্খাণাং যদ্যপি ব্যসনৈর্দুরাচারৈঃ কালাতিবাহনং স্মৃতং তথাপি বুধানাং ন তথা রীতিঃ কিন্ত্বন্যৈবেত্যাহ বুধানামিতি। তথাচ মহতাং রীতিরেবাশ্রয়ণীয়েতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥ নন্থ বুধা ন্যায়শাস্ত্রাদিচিন্তনৈরপি কালং ক্ষপয়ন্তি তদেব ভবদ্ভিঃ কুতো নাদ্রিয়তে তত্রাহ শাস্ত্রাণ্যপীতি। নানার্থবাদাস্তাবকানি বাক্যানি হেতূপন্যাসবন্তি ॥ ১৩ ॥ তত্র ন তানি সর্ব্বাণি সমানি কিন্তু সাত্ত্বিকাদিভেদেন ভিন্নানীত্যাহ সাত্ত্বিকং তত্রেতি। হেতুনা হেতূপন্যাসেন বাদেন জল্পবিতণ্ডাদিনাভিযন্ত্রিতং যুক্তম্। ন ব্রহ্মাদিবিচারযুক্তম্। ততস্তামসত্বমেব তস্য যুক্তমিতি ভাবঃ। অতস্তামসশাস্ত্রবিদো ন বুধাঃ। কিন্ত্ববুধাএবেত্যর্থঃ॥ ১৪ ॥

অতএব এই সমস্ত দ্বিজকুল কলিভয়ে ব্যাকুল হইয়া এই পুণ্যক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে আগমন পূর্ব্বক অমৃতরসনিস্যন্দি-পুরাবৃত্তশ্রবণলালসায় একাগ্রচিত্তে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১১ ॥ হে সৌম্য ! যদি এরূপ মনে কর "যে কোন উপায় দ্বারা হউক্ না কেন, কালক্ষেপ হইলেই হইল; তাহার মধ্যে মূর্খেরা কেবল বিবাদ ও কলহ আর পণ্ডিতেরা শাস্ত্র চিন্তায় সময়াতিবাহিত করিয়া থাকেন সেইরূপ আপনারাও কেন করুন না।" ইহা সত্য; কিন্তু হে সূত ! শাস্ত্র সকলও এক্ষণে নানা মূর্ত্তিতে উদিত হইয়াছে; অর্থাৎ কতকগুলি বিবাদ ও অমূলক উপন্যাসপূর্ণ; কতকগুলি কেবল কল্পিত স্তুতিবাদ ও কূটতর্কজালপরিপূরিত অথচ অতি বিস্তীর্ণ। বৎস ! কেবল আমরাই এ কথা বলিতেছি না, পূর্ব্বের ব্রহ্মনিষ্ঠ সারগ্রাহী মহর্ষিগণ ও এ বিষয়ে এইরূপ বলিয়াছেন; যে "পুরাণ সকল সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার; আর অপরাপর শাস্ত্র সকল নানা মূর্ত্তিতে দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে প্রায় অনেকেই কপটতা ও অলীকতর্কবাদে পরিপূরিত সুতরাং ঐ সকল শাস্ত্র কেবল চিত্তের অশান্তিকর মাত্র" ॥ ১২-১৩ ॥ সেই সকল শাস্ত্র মধ্যে বেদান্ত সত্ত্বপ্রধান, মীমাংসা রজঃপ্রধানা আর বৃথা বিতণ্ডাদিপরিপূর্ণ তর্কশাস্ত্র তামসিক বলিয়া বিখ্যাত ॥ ১৪ ॥

তথৈব চ পুরাণানি ত্রিগুণানি কথানকৈঃ ।
কথিতানি ত্বয়া সৌম্য ! পঞ্চলক্ষণবন্তি চ ॥ ১৫ ॥
তত্র ভাগবতং পুণ্যং পঞ্চমং বেদসম্মিতম্ ।
কথিতং যত্ত্বয়া পূর্ব্বং সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্ ॥ ১৬ ॥
উদ্দেশমাত্রেণ তদা কীর্ত্তিতং পরমাদ্ভুতম্ ।
মুক্তিপ্রদং মুমুক্ষূণাং কামদং ধর্ম্মদন্তথা ॥ ১৭ ॥
বিস্তরেণ তদাখ্যাহি পুরাণোত্তমমাদরাৎ ।
শ্রোতুকামা দ্বিজাঃ সর্ব্বে দিব্যং ভাগবতং শুভম্ ॥ ১৮ ॥
ত্বন্তু জানাসি ধর্ম্মজ্ঞ ! পৌরাণীং সংহিতাং কিল ।
কৃষ্ণোক্তাং গুরুভক্তত্বাৎ সম্যক্সত্ত্বগুণাশ্রয়ঃ ॥ ১৯ ॥
শ্রুতান্যন্যানি সর্ব্বজ্ঞ ! ত্বন্মুখান্নিঃসৃতানি চ ।
নৈব তৃপ্তিং ব্রজামোঽদ্য সুধাপানেঽমরা যথা ॥ ২০ ॥

নন্থ তথাপি যৎকিঞ্চিৎ পুরাণং শ্রূয়তাং তত্রাহ তথৈবেতি। যথা শাস্ত্রাণি ত্রিগুণানি তথৈবেত্যর্থঃ। ত্রিগুণানি গুণত্রয়াত্মকব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিপ্রতিপাদকত্বাত্রিগুণানি॥১৫॥ নন্থ বিষ্ণুপ্রতিপাদকং পুরাণং সাত্ত্বিকমস্তি তদেব শ্রূয়তাস্তত্রাহ তত্র ভাগবতমিতি। গুণত্রয়োপাধিহরিহরাদ্যপেক্ষয়াপি-গুণত্রয়সাম্যাবস্থোপাধিসহিতায়া ভগবত্যা উৎকৃষ্টত্বাত্তস্যা এব পুরাণং ভাগবতং বদ নান্যদুৎকৃষ্টপক্ষপাতিত্বাৎ সর্ব্বেষামিত্যর্থঃ। পঞ্চমমিতি। ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং শুভমিতি শ্লোকে পঞ্চমমিত্যর্থঃ। অয়ঞ্চ শ্লোকঃ পুরাণান্তরে মহাপুরাণগণনায়ামুক্তঃ। অতএবৈতস্য ভাগবতস্য মহাপুরাণত্বমিতি পূর্ব্বমুক্তং ন বিস্মর্ত্তব্যম্। কথিতমিতি। পুরাণান্তরশ্রবণপ্রসঙ্গে ইত্যর্থঃ॥১৬॥ যদি কথিতন্তর্হি তদেব কিমিতি পুনঃ পৃচ্ছ্যতে তত্রাহ উদ্দেশমাত্রেণেতি। সামান্যতো ভাগবতং পুরাণমস্তীত্যেতাদৃশমেব নামমাত্রেণোক্তং ন তু সবিস্তরমিত্যর্থঃ॥ ১৭ ॥ তদেবাহ বিস্তরেণেতি ॥ ১৮ ॥ নন্বন্যম্প্রতি কুতো ন পৃচ্ছ্যতে তত্রাহ ত্বস্থিতি। ত্বমেব জানাসি নান্য ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুর্গুরুভক্তত্বাদিতি॥ ১৯ ॥ নন্বন্যানি পুরাণানি শ্রুতান্যেব সন্তি তৈরেব তৃপ্তিঃ কর্ত্তব্যেতি চেত্তত্রাহ শ্রুতানীতি। তত্র দৃষ্টান্তঃ। সুধাপানে ইতি॥ ২০ ॥

হে প্রিয়দর্শন ! তুমি ইতঃপূর্ব্বে উপাখ্যানপূর্ণ পঞ্চলক্ষণসমন্বিত পুরাণসকলকে ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদি প্রতিপাদকহেতু ত্রিগুণাত্মক বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছ; এবং সেই সকল পুরাণ মধ্যে সর্ব্বলক্ষণলক্ষিত ভগবতীমাহাত্ম্যপরিপূর্ণ পবিত্র পঞ্চমপুরাণ ভাগবতকেই বেদের সহিত তুলনা করিয়াছ ॥ ১৫-১৬ ॥ হে সূত ! তুমি সেই সময়ে, অভিলাষ ধর্ম্ম ও মুমুক্ষুগণের মুক্তিপ্রদানে সক্ষম অতএব পরমাদ্ভুত এই ভাগবতের বিষয় সামান্য ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছ। এক্ষণে সেই পুরাণশ্রেষ্ঠ ভাগবত আমাদের নিকট সাদরে বর্ণনা কর। আমরা সকলেই সেই শুভকর পুণ্যজনক ভাগবত শ্রবণে সোৎসুক হইয়াছি॥ ১৭-১৮ ॥ হে ধর্ম্মজ্ঞ ! তুমি সত্ত্বগুণাবলম্বী ও একান্ত গুরুভক্তিপরায়ণ, এজন্য কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিকট হইতে সমস্ত পুরাণসংহিতা সম্যক্ রূপে অবগত হইয়াছ ॥ ১৯ ॥ হে সূত ! তুমি সমস্ত পুরাণতত্ত্ব জ্ঞান বলিয়াই আমরা ইতঃপূর্ব্বে

ধিক্‌! সুধাং পিবতাং সূত! মুক্তির্নৈব কদাচন।
পিবন্‌ ভাগবতং সদ্যো নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ ॥ ২১ ॥
সুধাপাননিমিত্তং যৎকৃতা যজ্ঞাঃ সহস্রশঃ।
ন শান্তিমধিগচ্ছামঃ সূত! সর্ব্বাত্মনা বয়ম্‌ ॥ ২২ ॥
মখানাং হি ফলং স্বর্গঃ স্বর্গাৎ প্রচ্যবনং পুনঃ।
এবং সংসারচক্রেঽস্মিন্‌ ভ্রমণঞ্চ নিরন্তরম্‌ ॥ ২৩ ॥
বিনা জ্ঞানেন সর্ব্বজ্ঞ! নৈব মুক্তিঃ কদাচন।
ভ্রমতাং কালচক্রেঽত্র নরাণাং ত্রিগুণাত্মকে ॥ ২৪ ॥

নন্থ ভাগবতশ্রবণাৎকিঞ্চিদপূর্ব্বমুৎপদ্যতে। ততশ্চ স্বর্গাদিলোকো ভবতীত্যেবমভিপ্রায়েণ পৃচ্ছ্যতে চেত্তৎফলং যজ্ঞাদিভিরপি সেৎস্যতে বেতিচেত্তত্রাহ ধিক্‌ সুধামিতি। সঙ্কটাৎ সংসাররূপাৎ। নহি কর্ম্মণা মুক্তির্ভবতি তস্যা অবিদ্যানাশপ্রযুক্তত্বাৎ। অবিদ্যানাশস্য চ সাক্ষাৎ-কারজন্যত্বাৎ। নহি কর্ম্মণা ক্বচিদপি রজ্জুসর্পাদাববিদ্যানাশো দৃষ্টঃ। তস্মাৎ কর্ম্মণা নৈব সংসার-নিবৃত্তির্ভবতি। অতএব ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুরিতি শ্রুতিঃ কর্ম্মণাং মোক্ষফলকত্বং বারয়তি। কিন্তু স্বর্গাদিষু সুধাপানমেব কর্ম্মফলম্‌। তচ্চাতিনিন্দ্যমেব মোক্ষাপেক্ষয়া। অথ চ ভাগবতং কর্ণপুটেন পিবংস্তচ্ছ্রবণজন্যাত্মজ্ঞানেনাবিদ্যানাশে সতি তজ্জন্য-সংসারান্মুচ্যতে মুচ্যতে। অতো জ্ঞানমেবোৎকৃষ্টং ন কর্ম্মেত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ জ্ঞানাদেব হি কৈবল্যমিতি ॥ ২১ ॥ যদি কর্ম্মভ্যো মোক্ষঃ স্যাত্তর্হি স কিমেকেন কর্ম্মণোতানেককর্ম্মভিরনেক-কর্ম্মভিশ্চেত্তেষাং সংখ্যানিয়মাভাবাদব্যবস্থৈব। একেন কর্ম্মণা চেদস্মাভির্ব্বহবো যজ্ঞাঃ কৃতা অদ্যাপি মোক্ষো নৈব জাতস্ততস্তদপি ন সম্ভবতীত্যাহ সুধাপাননিমিত্তমিতি। শান্তিং মোক্ষম্‌॥২২॥ তর্হি কিং কর্ম্মভির্ভবতীত্যত্রাহ। মখানামিতি ॥ ২৩ ॥ বিনা জ্ঞানেনেতি। জ্ঞানাদেব হি কৈবল্যমিতি শ্রুতেঃ। কালচক্র ইত্যনেন ঘটীযন্ত্রবদস্মন্নির্গমনং নৈব সম্ভবতীতি দর্শিতম্‌॥ ২৪ ॥

তোমার মুখবিনির্গত অন্য পুরাণসকল শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু, দেবগণ যেরূপ অমৃত পানে কদাপিও তৃপ্তি লাভ করেন না সেইরূপ আমরাও অদ্যাপি পুরাণামৃতপানে তৃপ্তি লাভ করিতেছি না ॥ ২০ ॥ হে সূত! যাঁহারা সুকৃতিবলে স্বর্গগত হইয়া অমৃত পান করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে ধিক্‌! কারণ, তাঁহারা কদাপিও মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন না। কিন্তু, যে মনুষ্য ভাগবতামৃত পান করিতে পারেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হন ॥ ২১ ॥ হে সূত! আমরা অমৃত পানের কারণ স্বরূপ বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি, কিন্তু অদ্যাপিও সর্ব্বতোভাবে শান্তি লাভ করিতে পারি নাই ॥ ২২ ॥ বৎস! দেখ, যজ্ঞের ফল স্বর্গ, কিন্তু পুণ্যক্ষয়ে পুনর্ব্বার সেই স্বর্গ হইতে ইহলোকে পতিত হইতে হয়। অতএব, কেবল কর্ম্মকারি-জীবগণকে এই সংসারচক্রে নিরন্তর ভ্রমণ করিতে হয় ॥ ২৩ বৎস! তুমি সমস্তই জান। এই ত্রিগুণাত্মক কালচক্রে সতত ভ্রমণশীল মনুষ্যগণের মুক্তি, জ্ঞান ব্যতিরেকে কখনই হইতে পারে না ॥ ২৪ ॥ হে সূত! এই ভাগবতই ভক্তি জ্ঞান

অতঃ সর্ব্বরসোপেতং পুণ্যং ভাগবতং বদ।
পাবনং মুক্তিদং গুহ্যং মুমুক্ষূণাং সদা প্রিয়ম্ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
প্রথমস্কন্ধে শৌনকপ্রশ্নো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

ভাগবতমেব সংসারনাশকং ততস্তদেব বদেত্যাহ অত ইতি। সর্ব্বরসোপেতং ভক্তিজ্ঞান-বৈরাগ্যরসোপেতং মুমুক্ষূণাং সদা প্রিয়মিত্যনেন মুমুক্ষবোঽত্রাধিকারিণ ইতি দর্শিতম্ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীশৈবোপনামকলক্ষ্মীগর্ভজরঙ্গভট্টসুতনীলকণ্ঠভট্টকৃতে
দেবীভাগবতস্যাভিনবব্যাখ্যানে তিলকাভিধে
প্রথমস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

ও বৈরাগ্যের আশ্রয়, ইহার শ্রবণে পুণ্য সঞ্চয় হয়, ইহা হইতেই জীবগণ পবিত্রতা লাভ করিতে সমর্থ হয়, ইহা দ্বারাই মুক্তি লাভ হইতে পারে, ইহার অর্থ সকল অতিশয় নিগূঢ়, অধিক কি এই ভাগবতই মুমুক্ষুগণের অতিপ্রিয়, অতএব হে বৎস! তুমি এই ভাগবত আমাদের নিকট বিস্তৃত রূপে বর্ণনা কর ॥ ২৫ ॥

অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতের
প্রথমস্কন্ধে শৌনকাদি ঋষিগণের পুরাণ প্রশ্ন বিষয়ক
প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ।

ধন্যোঽহমতিভাগ্যোঽহং পাবিতোঽহং মহাত্মভিঃ।
যৎ পৃষ্টং সুমহৎপুণ্যং পুরাণং বেদবিশ্রুতম্ ॥ ১ ॥
তদহং সংপ্রবক্ষ্যামি সর্ব্বশ্রুত্যর্থসম্মতম্।
রহস্যং সর্ব্বশাস্ত্রাণামাগমানামনুত্তমম্ ॥ ২ ॥
নত্বা তৎপদপঙ্কজং সুললিতং মুক্তিপ্রদং যোগিনাং
ব্রহ্মাদ্যৈরপি সেবিতং স্তুতিপরৈর্ধ্যেয়ং মুনীন্দ্রৈঃ সদা।
বক্ষ্যাম্যদ্য সবিস্তরং বহুরসং শ্রীমৎপুরাণোত্তমং
ভক্ত্যাসর্ব্বরসালয়ং ভগবতীনাম্না প্রসিদ্ধং দ্বিজাঃ ॥ ৩ ॥

অধ্যায়ে তু দ্বিতীয়েঽস্মিন্ গ্রন্থসংখ্যা যথার্থতঃ।
বিষয়শ্চোচ্যতে সম্যক্ চত্বারিংশৎসুপদ্যকৈঃ ॥

যথা ভবতাং ধন্যতা মৎসমাগমেন পুরাণশ্রবণাদেবং মমাপি ধন্যতাঽস্তি যুষ্মৎসমাগমেন মন্মুখাদ্ভাগবতস্য নিঃসরণাদিত্যাহ সূত উবাচ। ধন্যোঽস্মীতি। অনেন গুরুর্নিরভিমানী গ্রন্থপ্রতিপাদনশ্রদ্ধাবান্ দয়ালুশ্চাপেক্ষিত ইতি বোধিতম্॥ ১-২ ॥ গ্রন্থং বক্তুং গ্রন্থপ্রতিপাদ্যদেবতাতত্ত্বানুস্মরণলক্ষণং মঙ্গলমাচরতি সূতঃ, নত্বেতি। তৎপদপঙ্কজম্। তস্যা বেদশাস্ত্রপ্রসিদ্ধায়া ভগবত্যাঃ পদপঙ্কজং পদকমলমিত্যর্থঃ। ভগবতীনাম্নেতি। ভগবতীপদঘটিতভাগবতনাম্নেত্যর্থঃ। তেন চ ভগবত্যা ইদং ভাগবতমিতি ব্যুৎপত্তির্দ্দর্শিতা। দেবীভাগবতমিত্যত্র তু শিবস্য ভগবতো ভক্ত ইত্যর্থে শিবভাগবত ইতি প্রয়োগবৎসাধুত্বম্। দেব্যা ভগবত্যা ইদমিত্যর্থে দেবীপদস্য ভগবত ইদং ভাগবতমিতিব্যুৎপত্তিভ্রমনিরাসায় ॥ ৩ ॥

সূত, যদিচ বেদব্যাসপ্রসাদে পুরাণ ও যোগাদি জ্ঞানে বিলক্ষণ শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, তথাপি শৌনক প্রভৃতি ব্রহ্মবিত্তম মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সবিশেষ সমাদৃত বিশেষতঃ তাঁহাদের সুমহৎ সৎপ্রশ্নে অতীব আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, আমি এত দিনের পর ধন্য হইলাম, আমার ভাগ্যের সীমা নাই; কেননা, যখন বেদবেদান্তপ্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ এই সমস্ত মহাত্মা মুনিগণ সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও আমাকে বেদপ্রসিদ্ধ পরম পুণ্যপ্রদ পুরাণতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই অদ্য আমি আপনাদের প্রসাদে পবিত্র হইলাম ॥ ১ ॥ অতএব হে দ্বিজগণ! যিনি সর্ব্ব জীবের অন্তরে চৈতন্য রূপে অবস্থিতি করেন ও শরণাগত ভক্ত সাধকের ভববন্ধনছেদন পটীয়সী; যিনি দুরাত্মাদিগের অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় হইলেও মহাত্মা মুনিগণ যাঁহাকে ধ্যান যোগের আস্পদীভূত করিয়া জ্ঞান চক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন; যিনি বেদ শিরোভাগে সর্ব্বদা সর্ব্বজ্ঞা পরমা আদ্যাশক্তি ও ব্রহ্মবিদ্যা নামে অভিহিত; যাঁহার

যা বিদ্যেত্যভিধীয়তে শ্রুতিপথে শক্তিঃ সদাদ্যা পরা
সর্ব্বজ্ঞা ভববন্ধছিত্তিনিপুণা সর্ব্বাশয়ে সংস্থিতা।
দুর্জ্ঞেয়া সুদুরাত্মভিশ্চ মুনিভির্ধ্যানাস্পদংপ্রাপিতা
প্রত্যক্ষা ভবতীহ সা ভগবতী বুদ্ধিপ্রদা স্যাৎ সদা ॥ ৪ ॥
সৃষ্ট্বাঽখিলং জগদিদং সদসৎস্বরূপং
শক্ত্যা স্বয়া ত্রিগুণয়া পরিপাতি বিশ্বম্।
সংহৃত্য কল্পসময়ে রমতে তথৈকা-
তাং সর্ব্ববিশ্বজননীং মনসা স্মরামি ॥ ৫ ॥

ইত্থং সগুণমূর্ত্তেঃ পদস্মরণরূপং মঙ্গলং কৃত্বা মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপস্বরূপস্য শ্রুতিপ্রতিপাদ্যস্য ভাগদ্বয়সহিতস্য সত্রাত্তত্রৈক ভাগস্য মায়ারূপস্য স্মরণরূপং মঙ্গলমাচরতি যা বিদ্যেতি। বিদ্যাগুণ-সাম্যাবস্থারূপিণী শক্তিঃ "ন তস্য কার্য্যং কারণঞ্চ বিদ্যতে। ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি" শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিপ্রসিদ্ধা ইচ্ছা-শক্তিরুমা কুমারীতি শিবসূত্রসিদ্ধা চ। দুরাত্মভির্দুষ্টৈর্দুর্বিজ্ঞেয়া ধ্যানাস্পদং প্রাপিতাপ্যাৎ সুযোগিভিরিতি শেষঃ। যা ধ্যানাস্পদং প্রাপিতা সতী প্রত্যক্ষা ভবতি নান্যোপায়ৈঃ। সা সদা মম বুদ্ধিপ্রদা স্যাদিতি প্রার্থনায়াং লিঙ্। ধ্যানযোগশ্চ পরাশক্তিসাক্ষাৎকারহেতুঃ শ্বেতাশ্বতরে উক্তঃ। তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি ॥ ৪ ॥ অথ দ্বিতীয়-ব্রহ্মরূপভাগরূপিণ্যা ভগবত্যাঃ স্মৃতিরূপং মঙ্গলমাচরতি সৃষ্ট্বেতি। যা স্বয়া স্বকীয়য়া ত্রিগুণয়া গুণত্রয়বিশিষ্টয়া শক্ত্যাঽখিলমিদং জগৎ সদসৎরূপং ব্যবহারদৃষ্ট্যা সৎ পরমার্থদর্শনেনাসত্ত-দাত্মকং সৃষ্ট্বা তদ্বিশ্বং পাতি। পুনঃ কল্পসময়ে কল্পান্তসময়ে তদ্বিশ্বং তথাপূর্ব্ববৎসৃষ্টি-স্থিতিবৎসংহৃত্য একা। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেতি শ্রুতিপ্রতিপাদ্যাত্ম-রূপিণী রমতে ক্রীড়তে স্বস্মিন্নেব স্বরূপে তাং সর্ব্ববিশ্বজননীং মনসা স্মরামি। অত্র পূর্ব্ববাক্যেন কেবলশক্তিবর্ণনেনোত্তরবাক্যেন তচ্ছক্ত্যাশ্রয়ব্রহ্মাত্মকভগবতীবর্ণনেন দেবীভাগবতপ্রতিপাদ্যং ভগবতীরূপং মায়াশবলব্রহ্মাত্মকমেব ন কেবলমায়াশক্তিরূপমিতি বোধিতম্। অয়মেবার্থঃ সর্ব্বচৈতন্যরূপাং তামিতি প্রথমশ্লোকে উক্ত উপোদ্ঘাতে চাস্মাভিরুক্তোঽগ্রে চ তত্র তত্র মূল-

পাদপদ্ম-যুগল ব্রহ্মাদি সুরগণ বিবিধ স্তুতিপরায়ণ হইয়া সেবা করিয়া থাকেন; যাঁহা নিরন্তর ধ্যানযোগে সন্দর্শন করিয়া মুনীন্দ্রবৃন্দ কৃতার্থম্মন্য হইয়া থাকেন; অদ্য আমি সেই যোগি-জন মুক্তিপ্রদ সুললিত পদপঙ্কজ-যুগলে প্রণাম করিয়া, যাহা সমস্ত শাস্ত্রমধ্যে অতীব গুহ্য ও আগম সকল মধ্যেও দুর্লভতর, বীর করুণা ও ভক্তি প্রভৃতি সমস্ত রসরাশি অন্তর্নিবিষ্ট থাকায় যাহা সর্ব্বরসময়; সেই সর্ব্বরসাশ্রয় সর্ব্বপুরাণ-শিরোমণিস্বরূপ দেবীভাগবতই আপ-নাদের নিকট পরম ভক্তি সহকারে বর্ণনা করিব। এক্ষণে সেই আদ্যাশক্তি দেবীভগবতী আমাকে সুমতি প্রদান করুন ॥ ২—৪ ॥ যিনি নিজ ত্রিগুণাত্মিকা শক্তির রজোগুণ প্রভাবে স্বরূপতঃ মিথ্যা হইলেও ব্যবহার দৃষ্টিতে সত্যবৎ এই অখিল বিশ্ব সংসার সৃষ্টি করিয়া সত্ত্বগুণে পরিপালন করেন, আবার কল্পক্ষয়ে স্বীয় তামসী শক্তি দ্বারা সমস্ত সংহার পূর্ব্বক কেবল আত্মস্বরূপে রমণ করিতে থাকেন সেই সর্ব্বজগজ্জননী অদ্বিতীয় চিদানন্দ স্বরূপিণী ব্রহ্মময়ীকে

ব্রহ্মা সৃজত্যখিলমেতদিতিপ্রসিদ্ধং
পৌরাণিকৈশ্চ কথিতং খলু বেদবিদ্ভিঃ।
বিষ্ণোস্তু নাভিকমলে কিল তস্য জন্ম-
তৈরুক্তমেব সৃজতে ন হি স স্বতন্ত্রঃ॥ ৬॥
বিষ্ণুস্তু শেষশয়নে স্বপিতীতিকালে
তন্নাভিপদ্মমুকুলে খলু তস্য জন্ম।
আধারতাং কিল গতোঽত্র সহস্রমৌলিঃ
সম্বোধ্যতাং স ভগবান্ হি কথং মুরারিঃ॥ ৭॥
একার্ণবস্য সলিলং রসরূপমেব
পাত্রং বিনা ন হি রসস্থিতিরস্তি কচ্চিৎ।
যা সর্ব্বভূতবিষয়ে কিল শক্তিরূপা
তাং সর্ব্বভূতজননীং শরণং গতোঽস্মি॥ ৮॥

কার এব দর্শয়িষ্যতি॥ ৫॥ তত্র শঙ্কতে ব্রহ্মেতি। নন্বখিলমেতদ্ব্রহ্মা সৃজতীতি প্রসিদ্ধং লোকে বেদবিদ্ভিঃ পৌরাণিকৈশ্চ তদেব কথিতম্। তথা চ কথং ভগবতী সৃজতীতি পূর্ব্বমুক্তমিতি চেত্তত্র সমাধত্তে বিষ্ণোস্থিতি যৈঃ পৌরাণিকৈর্ব্রহ্মা সৃজতীত্যুক্তং তৈরেব পৌরাণিকৈর্ব্বিষ্ণোস্তু বিষ্ণোরেব নাভিকমলে কিল নিশ্চয়েন তস্য জন্ম উক্তম্। তথা চ তস্য জন্মবত্ত্বাৎপরাধীনত্বে চ সতি ব্রহ্মা স্বতন্ত্রো ন হি নৈব সৃজতে কিন্তু পরাধীনতয়া। তথা চ যদ্ভগবত্যধীনতয়া সৃজ্যতে সৈব ভগবতীমুখ্যত্বেন জগৎস্রষ্ট্রীত্যর্থঃ॥ ৬॥ নন্থ ব্রহ্মণো জন্ম বিষ্ণুনাভিকমলে তথা চ বিষ্ণো-রেব জগৎস্রষ্টৃত্বমস্থিতি চেত্তত্রাহ। বিষ্ণুস্থিতি। ঈতিকালে প্রলয়কালে বিষ্ণুস্তু শেষশয়নে স্বপিতি। তন্নাভিকমলে খলু তস্য ব্রহ্মণো জন্ম। অত্রাস্মিন্ প্রলয়কালে সহস্রমৌলিঃ শেষ আধারতাং গতো বিষ্ণোস্তথা চান্যাধারেণ স্থিতস্য বিষ্ণোঃ পরতন্ত্রত্বাত্তাদৃশপারতন্ত্র্যবিশিষ্টো ভগ-বান্ মুরারির্ব্বিষ্ণুঃ কথং জগৎস্রষ্টৃত্বেন সম্বোধ্যতাং জ্ঞায়মানতাং গচ্ছেন্ন কথমপীত্যর্থঃ॥ ৭॥ নন্থ বিষ্ণোরাধারঃ সমুদ্রঃ স এব জগৎস্রষ্টাস্থিতি চেত্তত্রাহ একার্ণবস্যেতি। একার্ণবো হি

হৃৎপদ্মে স্মরণ করি॥ ৫॥ পিতামহ ব্রহ্মাই এই অখিল জগতের স্রষ্টা বলিয়া প্রসিদ্ধ; বেদ ও পুরাবৃত্তাভিজ্ঞ মহর্ষিগণও এইরূপ বলিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহারাই আবার উপদেশ করেন যে, ব্রহ্মাও সৃষ্টিকরণবিষয়ে স্বাধীন নহেন, তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া তাঁহারই আদেশ মত সৃষ্টিকার্য্যে ব্রতী হয়েন॥ ৬॥ আবার সেই বিষ্ণুও প্রলয়-কালে অনন্তশয্যার যোগনিদ্রায় অভিভূত হইয়া অবস্থিতি করিতে থাকেন; সেই সময়েই বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতি তাঁহার নাভিকমল হইতে আবির্ভূত হয়েন। অতএব যদি সহস্র ফণা-মণ্ডল বিমণ্ডিত অনন্তদেবই শয়নের আধার স্বরূপ হইলেন; তাহা হইলে আর সেই পরাধীন ভগবান্ মুরারিকে সৃষ্টি বিষয়ে স্বতন্ত্র বলিয়া কিরূপে মনে করা যাইতে পারে?॥ ৭॥ হে মহর্ষিগণ! যদি এরূপ সংশয় উপস্থিত হয় যে, সেই অনন্তদেবও ক্ষীরোদ সাগরের উপরি

যোগনিদ্রামীলিতাক্ষং বিষ্ণুং দৃষ্ট্বাম্বুজে স্থিতঃ।
অজস্তুষ্টাব যাং দেবীং তামহং শরণং ব্রজে ॥ ৯ ॥
তাং ধ্যাত্বা সগুণাং মায়াং মুক্তিদাং নির্গুণান্তথা।
বক্ষ্যে পুরাণমখিলং শৃণ্বন্তু মুনয়স্ত্বিহ ॥ ১০ ॥
পুরাণমুত্তমং পুণ্যং শ্রীমদ্ভাগবতাভিধম্।
অষ্টাদশসহস্রাণি শ্লোকাস্তত্র তু সংস্কৃতাঃ ॥ ১১ ॥
স্কন্ধা দ্বাদশ এবাত্র কৃষ্ণেন বিহিতাঃ শুভাঃ।
ত্রিশতং পূর্ণমধ্যায়া অষ্টাদশযুতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১২ ॥

জলাত্মকস্তচ্চ জলংরসরূপমেব রসস্য চ পাত্রং বিনা কচিৎ কদাপি ন হি স্থিতিরস্তি। এবং পাত্রস্যাপ্যন্যাধারস্তস্যাপ্যন্যাধার ইতি যা সর্ব্বরূপবিষয়ে কিল শক্তিরূপা স্বতন্ত্রা সর্ব্বাধারশক্তিরূপা সৈব জগৎস্রষ্ট্রীতি তাং সর্ব্বভূতজননীং শরণং গতোঽস্মি। অতএব পীঠপূজাদিষু আধারশক্তেরেব সর্ব্বাধারত্বং প্রতিপাদিতমিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥ ইদানীং চরিত্রত্রয়ে প্রথমচরিত্রদেবতাং মহাকালীং স্মরতি যোগনিদ্রেতি। যোগনিদ্রয়া মীলিতেঽক্ষিণী যস্য স যোগনিদ্রামীলিতাক্ষস্তম্। অক্ষো দর্শনাদিত্যচ্ ॥ ৯ ॥ এবং সগুণাং নির্গুণাঞ্চ গুণসাম্যাবস্থাত্মিকাং মায়াং ধ্যাত্বা পুরাণং বক্ষ্যে ইতি প্রতিজানাতি তামিতি। সগুণাং একৈকগুণবিশিষ্টমহাকাল্যাদিরূপাম্। নির্গুণাং গুণত্রয়সাম্যাবস্থারূপাম্। সাম্যাবস্থাশ্রয়ব্রহ্মণো গ্রহণন্তু নির্গুণাপদেন জাতম্। শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ। ততস্তস্য পুনর্নোপাদানম্ ॥ ১০ ॥ অষ্টাদশসহস্রাণি শ্লোকা ইতি। অনুষ্টুপ্‌ছন্দস্কা মহাছন্দস্কা বা সর্ব্বে মিলিতাঃ শ্লোকাঃ। তত্র ভাগবতে অষ্টাদশসহস্রাণি সন্তীতি গ্রন্থসংখ্যোক্তা ॥ ১১ ॥ স্কন্ধসংখ্যামাহ স্কন্ধা ইতি। অধ্যায়সংখ্যামাহ ত্রিশতমিতি। ত্রিশতমধ্যায়াস্ত্রিশতসংখ্যাকা অধ্যায়া অষ্টাদশযুতাঃ পরিকীর্ত্তিতা ইত্যর্থঃ। অষ্টাদশাধ্যায়োত্তর-

---

নির্ভর করিয়া অবস্থিতি করেন, তবে ক্ষীরোদ সমুদ্রেরই সর্ব্বাধারত্ব হেতু সৃষ্টি বিষয়ে তাহাই স্বতন্ত্র কর্ত্তার স্বরূপ? তাহা হইতে পারে না। কেন না, সেই একার্ণব স্থিত জলরাশি রসপদার্থ ভিন্ন অপর কিছুই নহে; সুতরাং পাত্র ব্যতীত কদাচ রসের অবস্থিতি হয় না। অতএব, যিনি এই সমস্ত পদার্থে শক্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, আমি সেই সর্ব্বভূতের জননীরূপা আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতীর শরণাগত হইলাম ॥ ৮ ॥ অযোনিসম্ভূত লোককর্ত্তা ব্রহ্মা শেষশয্যাশয়ান ভগবান্ বিষ্ণুকে যোগনিদ্রায় নিদ্রিত দেখিয়া মধুকৈটভ নামক দুর্দ্দান্ত দানবদ্বয়ের ভয়ে ভীত হইয়া নাভিপদ্মাসনে উপবেশন পূর্ব্বক যে দেবীর স্তব করিয়াছিলেন আমি সেই দেবীর শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৯ ॥ হে মুনিগণ! এক্ষণে সেই সৃষ্টিস্থিতিলয়ের হেতুভূতা ত্রিগুণাত্মিকা ও গুণাতীতা (ত্রিগুণের সাম্যাবস্থারূপিণী) জীবের মুক্তিদাত্রী চিৎস্বরূপিণী মায়াকে ধ্যান করিয়া সমগ্র পুরাণ বর্ণনা করিব আপনারা শ্রবণ করুন ॥ ১০ ॥ পুরাণ সকল সংখ্যায় অনেক থাকিলেও তন্মধ্যে শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতই সর্ব্বোত্তম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভগবান্ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, ইহাতে অষ্টাদশ সহস্র সংখ্যক বিশুদ্ধ শ্লোকমালা সজ্জটিত তিনশত অষ্টাদশ অধ্যায় পরিপূর্ণ মঙ্গলময় দ্বাদশটি

বিংশতিঃ প্রথমে তত্র দ্বিতীয়ে দ্বাদশৈব তু।
ত্রিংশচ্চৈব তৃতীয়ে তু চতুর্থে পঞ্চবিংশতিঃ॥ ১৩॥
পঞ্চত্রিংশত্তথাধ্যায়াঃ পঞ্চমে পরিকীর্ত্তিতাঃ।
একত্রিংশত্তথা ষষ্ঠে চত্বারিংশচ্চ সপ্তমে॥ ১৪॥
অষ্টমে তত্ত্বসংখ্যাশ্চ পঞ্চাশন্নবমে তথা।
ত্রয়োদশ তু সংপ্রোক্তা দশমে মুনিনা কিল॥ ১৫॥
তথা চৈকাদশস্কন্ধে চতুর্ব্বিংশতিরীরিতাঃ।
চতুর্দ্দশৈব চাধ্যায়া দ্বাদশে মুনিসত্তমাঃ॥ ১৬॥
এবং সংখ্যা সমাখ্যাতা পুরাণেঽস্মিন্মহাত্মনা।
অষ্টাদশসহস্রীয়া সংখ্যা চ পরিকীর্ত্তিতা॥ ১৭॥
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতঞ্চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্‌॥ ১৮॥

ত্রিশতাধ্যায়াঃ সন্তীত্যর্থঃ। দ্বাত্রিংশত্রিশতং পূর্ণমধ্যায়াস্তু প্রকীর্ত্তিতা ইতি প্রবাদস্তু বিষ্ণুভাগবতবিষয়ক ইতি বোধ্যম্‌॥ ১২॥ প্রতিস্কন্ধমধ্যায়সংখ্যামাহ বিংশতিরিতি। প্রথমস্কন্ধে বিংশতিরধ্যায়াঃ দ্বিতীয়ে রবিসংখ্যাঃ। তৃতীয়ে তিথিসংখ্যাঃ। চতুর্থে পঞ্চাধিকবিংশতিসংখ্যাকাঃ॥ ১৩॥ পঞ্চমে পঞ্চাধিকতিথিসংখ্যাকাঃ। ষষ্ঠে একাধিকতিথিসংখ্যাঃ। সপ্তমে চত্বারিংশৎসংখ্যাকাঃ॥ ১৪॥ অষ্টমে চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যাকাঃ। নবমে পঞ্চাশৎসংখ্যাকাঃ। দশমে ত্রয়োদশসংখ্যাকাঃ॥১৫॥ একাদশস্কন্ধে তত্ত্বসংখ্যাকাঃ। দ্বাদশে চতুর্দ্দশৈবাধ্যায়াঃ॥১৬॥ এবমিতি। ইয়মধ্যায়সংখ্যোক্তা। যা গ্রন্থসংখ্যা অষ্টাদশসহস্রী সা তু পূর্ব্বং পরিকীর্ত্তিতেত্যর্থঃ॥ ১৭॥ ইদানীং সর্ব্বপুরাণসামান্যলক্ষণমুক্ত্বা তল্লক্ষণং দেবীভাগবতেঽস্তীতি বদতি সর্গশ্চেতি। ইদং সর্ব্বপুরাণসামান্যলক্ষণম্‌॥ ১৮॥ অত্র দেবীভাগবতে সর্গশব্দেন কস্য সর্গো-

---

স্কন্ধ সন্নিবেশিত করিয়াছেন॥১১—১২॥ তন্মধ্যে তাহার প্রথমস্কন্ধে বিংশতি, দ্বিতীয়ে দ্বাদশ, তৃতীয়ে ত্রিংশৎ ও চতুর্থে পঞ্চবিংশতি এবং পঞ্চমাধ্যায়ে পঞ্চত্রিংশদধ্যায় পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ষষ্ঠস্কন্ধে একত্রিংশৎ, সপ্তমে চত্বারিংশৎ, অষ্টমে চতুর্ব্বিংশতি ও নবমস্কন্ধে পঞ্চাশৎ অধ্যায় জানিবেন। হে মুনিসত্তমগণ! তদনন্তর, মহামুনি ব্যাস, দশমস্কন্ধে ত্রয়োদশ একাদশে চতুর্ব্বিংশ এবং পরিশেষে দ্বাদশস্কন্ধটি চতুর্দ্দশাধ্যায়ে সন্নিবদ্ধ করত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়াছেন॥ ১৩—১৬॥ মহাত্মা সত্যবতীসুত এই দেবীভাগবত পুরাণে এইরূপ সঙ্খ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়াই ইহা অষ্টাদশসহস্রীয় বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে॥ ১৭॥ হে দ্বিজগণ! এক্ষণে আমি আপনাদের নিকট ক্রমান্বয়ে পুরাণের লক্ষণ ও সৃষ্ট্যাদির বিষয় বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশাবলী, মন্বন্তর এবং মনু ও চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় নরপতিগণের চরিত্র কথা, এই পাঁচটি লক্ষণ যুক্ত গ্রন্থ পুরাণ বলিয়া সমাখ্যাত হইয়াছে॥ ১৮॥

নির্গুণা যা সদা নিত্যা ব্যাপিকা বিকৃতা শিবা ।
যোগগম্যাঽখিলাধারা তুরীয়া যা চ সংস্থিতা ॥ ১৯ ॥
তস্যাস্তু সাত্ত্বিকী শক্তী রাজসী তামসী তথা ।
মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ২০ ॥
তাসান্তিসৃণাং শক্তীনাং দেহাঙ্গীকারলক্ষণঃ ।
সৃষ্ট্যর্থঞ্চ সমাখ্যাতঃ সর্গঃ শাস্ত্রবিশারদৈঃ ॥ ২১ ॥
হরিদ্রুহিণরুদ্রাণাং সমুৎপত্তিস্ততঃ স্মৃতা ।
পালনোৎপত্তিনাশার্থং প্রতিসর্গঃ স্মৃতো হি সঃ ॥ ২২ ॥
সোমসূর্যোদ্ভবানাঞ্চ রাজ্ঞাং বংশপ্রকীর্ত্তনম্ ।
হিরণ্যকশিপ্বাদীনাং বংশাস্তে পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৩ ॥

ঽভিধীয়তে তত্রাহ নির্গুণেতি। সচ্চিদানন্দব্রহ্মরূপিণী যা ভগবতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ তস্যাস্থিতি। তস্যা যা সাত্ত্বিকী শক্তিস্তথা রাজসী তথা তামসী চ যা শক্তিস্তচ্ছক্তিবিশিষ্টং যৎ পরং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। তৎ মহালক্ষ্ম্যাদয়ো যাঃ প্রসিদ্ধাঃ স্ত্রিয়স্তাঃ স্ত্রিয়ো ভবন্তি। সাম্যাবস্থাত্মকব্রহ্মরূপিণী মূলদেবতা তত্তদেকৈকগুণবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণ্যো মহালক্ষ্ম্যাদয়ো দেবতা ইতি ভাবঃ। অত এব পুরাণাগমাদিষ্বাসাং সচ্চিদানন্দত্বমুক্তং ন তু কেবলজড়শক্তিরূপত্বম্ ॥ ২০ ॥ তাসামিতি। সৃষ্ট্যর্থং জগৎসর্জনায় যস্তাসাং তিসৃণাং শক্তীনাং দেহাঙ্গীকারো দেহধারণং তল্লক্ষণো যঃ সর্গঃ সোঽত্র শাস্ত্রবিশারদৈঃ পণ্ডিতৈঃ সর্গশব্দেন সমাখ্যাত ইত্যর্থঃ। অস্মিন্ পুরাণে সর্গশব্দেনায়মেব গৃহ্যত ইত্যর্থঃ। তত্র মহাকাল্যাদীনামুৎপত্তিঃ প্রথমস্কন্ধে পঞ্চমস্কন্ধে চ ॥ ২১ ॥ প্রতিসর্গমাহ হরীতি। অস্মিন্ পুরাণে প্রতিসর্গশব্দেনায়মেব গৃহ্যতে ইত্যর্থঃ। প্রতিসর্গো নামানুসর্গো ব্রহ্মাদীনামনন্তরোৎপত্তিরূপ ইত্যর্থঃ। তদুক্তং পুরাণান্তরে। প্রতিসর্গোঽনুসর্গশ্চ প্রলয়শ্চ প্রকীর্ত্তিত ইতি। তত্র গুণত্রয়রূপশক্তীনামুৎপত্তিস্তাসাং পরিণামশ্চ ব্রহ্মাদিরূপেণ নানাবিধাহঙ্কারাদিরূপেণ চ তৃতীয়স্কন্ধে ত্বঞ্চ বেধাঃ শিবস্ত্বেতে দেবা মদ্‌গুণসম্ভবা ইত্যনেনোক্তঃ। সংক্ষেপেণ প্রলয়রূপপ্রতিসর্গোঽপি নবমস্কন্ধে সর্ব্বেষাং প্রকৃতৌ লয়রূপ উক্তঃ ॥২২॥ সোমেতি। তেষাং যদ্বংশপ্রকীর্ত্তনং স বংশোঽত্র বংশশব্দেন গৃহ্যত ইতি ভাবঃ। বংশাস্তে ইতি। তেঽপি

যে গুণাতীত নিত্য মঙ্গলময়ী শক্তি সর্ব্বদা সকল স্থানেই অখণ্ড অবিকৃতরূপে বিরাজমান আছেন; যোগেন্দ্র পুরুষগণ যাঁহাকে সমাধিকালে নিজ আত্মমন্দিরে তুরীয় চৈতন্যরূপে অনুভব করত চরিতার্থতা লাভ করেন, তাঁহারই সত্ত্ব অংশে সরস্বতী, রজঃ অংশে মহালক্ষ্মী আর তমঃ অংশে মহাকালী এই তিনটী অসীমৈশ্বর্য্যশালিনী অনুপম রমণীমূর্ত্তির আবির্ভাব হয় ॥ ১৯—২০ ॥ সৃষ্টিকার্য্যের নিমিত্ত উল্লিখিত শক্তিত্রয়ের যে দেহাঙ্গীকার লক্ষণ, তাহাই শাস্ত্রবিশারদ মুনিগণকর্ত্তৃক সর্গ নামে পরিকীর্ত্তিত হয়; এবং উৎপত্তি, পালন ও সংহার নিমিত্ত উপরি উক্ত সর্গলক্ষণ হইতে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিনটি দেবের আবির্ভাব তাহাকেই প্রতিসর্গ (অবান্তর বা স্থূলসর্গ) বলা হইয়াছে ॥ ২১—২২ ॥ হে মুনিগণ! চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় রাজগণের এবং হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি দিতিনন্দনদিগের বংশকীর্ত্তনকে

স্বায়ম্ভুবমুখানাঞ্চ মনূনাং পরিবর্ণনম্।
কালসংখ্যা তথা তেষান্তত্তন্মন্বন্তরাণি চ ॥ ২৪ ॥
তেষাং বংশানুকথনং বংশানুচরিতং স্মৃতম্।
পঞ্চলক্ষণযুক্তানি ভবন্তি মুনিসত্তমাঃ ॥ ২৫ ॥
সপাদলক্ষঞ্চ তথা ভারতং মুনিনা কৃতম্ ॥
ইতিহাস ইতি প্রোক্তং পঞ্চমং বেদসম্মতম্ ॥ ২৬ ॥

শৌনক উবাচ।

কানি তানি পুরাণানি ব্রূহি সূত! সবিস্তরম্।
কতিসংখ্যানি সর্ব্বজ্ঞ! শ্রোতুকামা বয়স্ত্বিহ ॥ ২৭ ॥

বংশা বংশশব্দেন গৃহ্যন্তে ইত্যর্থঃ। সোমবংশস্ত সোমাৎপুরূরবঃপর্য্যন্তং প্রথমস্কন্ধে উক্তঃ। সূর্য্যবংশস্ত বৈবস্বতমনুমারভ্য হরিশ্চন্দ্রপর্য্যন্তং সপ্তমস্কন্ধে সংক্ষেপেণোক্তঃ। তদুভয়বংশীয়ান্য-রাজ্ঞাং কথা তু দেবীকথায়াং বিক্ষেপবাহুল্যপ্রসঙ্গভিয়া নোক্তেতি বোধ্যম্। তদুক্তং সপ্তমস্কন্ধে। ইত্যেবং সূর্য্যবংশানাং রাজ্ঞাং বংশপ্রকীর্ত্তনম্। সোমবংশোদ্ভবানাঞ্চ বর্ণনীয়ং ময়া কিয়দিতি ॥ ২৩ ॥ স্বায়ম্ভুবেতি। তত্তন্মন্বন্তরাণি চেতি। তান্যত্র মন্বন্তরশব্দেনোচ্যন্তে ইত্যর্থঃ। মন্বন্তরকথা তু দশমস্কন্ধেঽভিহিতা তেষাং বংশানুচরিতমপি তত্রৈব ॥ ২৪ ॥ তেষাং বংশেতি। তদত্র বংশানুচরিতমিত্যর্থঃ। ভবন্তীতি। সর্ব্বাণি পুরাণানীত্যর্থঃ। যদ্যপ্যত্র সকলজগৎসৃষ্টিরপি তৃতীয়স্কন্ধাদিষ্বভিহিতা তথাপি ভগবতীবর্ণনে এবাস্য গ্রন্থস্য তাৎপর্য্যং ন সৃষ্ট্যাদিবর্ণনে ইতি বোধয়িতুং মহালক্ষ্ম্যাদীনামবতার এব সৃষ্টিশব্দেনোক্ত ইতি বোধ্যম্ ॥২৫॥ ভারতমপি পঞ্চলক্ষণবদেবেত্যাহ সপাদেতি। পঞ্চমং বেদচতুষ্টয়াপেক্ষয়া পঞ্চমমিতিহাসপদ-বাচ্যমিত্যর্থঃ তথা পঞ্চলক্ষণবদেব ॥ ২৬ ॥

ভবন্তীতি বহুবচনাকাঙ্ক্ষিতানি পুরাণানি কতিসংখ্যানি সন্তীতি পৃচ্ছতি শৌনকঃ

বংশাবলী কহে ॥ ২৩ ॥ স্বায়ম্ভুবপ্রমুখ মনুদিগের বৃত্তান্ত এবং তাঁহাদের আধিপত্যকালের পরিমাণ ও যে মনুর পরে যে যে মনুর অধিকার ইহাদিগকে মন্বন্তর কহে ॥ ২৪ ॥ মনু প্রভৃতি মহাত্মগণের বংশ এবং তত্তদ্ বংশোৎপন্ন মহাত্মগণের চরিতাবলীবর্ণনাকে বংশানুচরিত কহা যায়। ঋষিগণ! সকল পুরাণকেই পঞ্চলক্ষণ-বিশিষ্ট বলিয়া জানিবেন ॥ ২৫ ॥ সত্যবতী সুত বেদব্যাস পুরাণাতিরিক্ত সপাদ পঞ্চলক্ষণলক্ষিত লক্ষসংখ্যক শ্লোকে সংগ্রথিত ভারত রচনা করিয়াছেন*। যাহা পঞ্চম বেদ সদৃশ ইতিহাস বলিয়া কথিত আছে ॥ ২৬ ॥

শৌনক কহিলেন, সূত! ভগবান্ বেদব্যাস প্রসাদে তুমি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছ; সুতরাং কোন শাস্ত্রই তোমার অজ্ঞাত নহে। অতএব পুরাণের সংখ্যা কত এবং তাহাদের

---

* যদিচ এস্থলে টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে সপাদলক্ষ শব্দের অর্থ পৌরাণিক পঞ্চলক্ষণাতিরিক্ত লক্ষণ সকল ভারতে সন্নিবেশিত বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে কিন্তু পদ্ম ও সনৎকুমার পুরাণ এবং কোন কোন তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের মতে মনুষ্য লোকস্থ মহাভারতে লক্ষাতিরিক্ত শ্লোকও দৃষ্ট হয় এই নিমিত্ত উভয়মত অর্থই প্রদত্ত হইল।

কলিকালবিভীতাঃ স্মো নৈমিশারণ্যবাসিনঃ ॥
ব্রহ্মণাঽত্র সমাদিষ্টাশ্চক্রং দত্ত্বা মনোময়ম্ ॥ ২৮ ॥
কথিতং তেন নঃ সর্ব্বান্ গচ্ছন্ত্বেতস্য পৃষ্ঠতঃ।
নেমিঃ সংশীর্য্যতে যত্র স দেশঃ পাবনঃ স্মৃতঃ ॥ ২৯ ॥
কলেস্তত্র প্রবেশো ন কদাচিৎসম্ভবিষ্যতি।
তাবত্তিষ্ঠস্তু তত্রৈব যাবৎ সত্যযুগং পুনঃ ॥ ৩০ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য গৃহীত্বা তৎকথানকম্।
চালয়ন্নির্গতস্তূর্ণং সর্ব্বদেশদিদৃক্ষয়া ॥ ৩১ ॥
প্রেত্যাত্র চালয়ংশ্চক্রং নেমিঃ শীর্ণোঽত্র পশ্যতঃ।
তেনেদং নৈমিশং প্রোক্তং ক্ষেত্রং পরমপাবনম্ ॥ ৩২ ॥
কলিপ্রবেশো নৈবাত্র তস্মাৎ স্থানং কৃতং ময়া।
মুনিভিঃ সিদ্ধসঙ্ঘৈশ্চ কলিভীতৈর্ম্মহাত্মভিঃ ॥ ৩৩ ॥

কতীতি ॥ ২৭ ॥ যুষ্মাকং বৈরাগ্যং নাস্তি কথং বক্তব্যং তত্রাহ কলিকালেতি। তেন বৈরাগ্যমস্তীত্যুক্তং ভবতি। পুণ্যো দেশো নাস্তীতি চেত্তত্রাহ নৈমিশেতি। কথং তস্য পুণ্যদেশত্বং তত্রাহ ব্রহ্মণেতি ॥ ২৮—৩০ ॥ তস্য ব্রহ্মণস্তৎকথানকং কথারূপং বচনং শ্রুত্বা তচ্চক্রং গৃহীত্বেত্যন্বয়ঃ। চালয়ন্নিতি। অর্থাচ্চক্রম্ ॥ ৩১—৩৩ ॥ যুষ্মাকং সাত্ত্বিকে কর্ম্মণি শ্রদ্ধা

নামই বা কি ইহা শ্রবণের নিমিত্ত অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে অতএব সবিস্তার বিবৃতি করিয়া আমাদের নিকট বর্ণনা কর ॥ ২৭ ॥ এক্ষণে, আমরা সকলেই দুরন্ত কলিকালভয়ে ভীত হইয়া এই নৈমিশক্ষেত্রে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছি। পিতামহ ব্রহ্মা আমাদিগকে মনোময় চক্র প্রদান পূর্ব্বক এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন যে, হে ঋষিগণ! তোমরা সকলেই এই মনোময় চক্রের অনুগমন কর। যে স্থলে ইহার নেমি (চক্রপদ্ধতি) বিশীর্ণ হইয়া পড়িবে তাহাই পরম পবিত্রক্ষেত্র বলিয়া জানিবে। সে স্থলে কলিদেব কদাচ প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব যত দিন পুনরায় পুণ্যময় সত্যযুগের পুনরাগমন না হয় তাবৎকাল তোমরা সেই স্থলে নির্ব্বিঘ্নে অবস্থিতি কর ॥ ২৮—৩০ ॥ তাঁহার সেই আদেশ শ্রবণে সমস্ত দেশপ্রদেশ সন্দর্শন লালসায় উল্লিখিত মনোময় চক্র পরিচালন পূর্ব্বক অবিলম্বে সকলেই উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলাম। পরে চক্র সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ পূর্ব্বক এই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র আমাদের সমক্ষেই বিশীর্ণনেমি হইয়া পড়িল। তাহাতেই এই স্থলটি পরম পবিত্রজনক নৈমিশক্ষেত্র নামে সমাখ্যাত হইয়াছে ॥ ৩১—৩২ ॥ ইহাতে কখনই কলির প্রবেশ অধিকার নাই জানিয়াই আমি কলিভয়ে ভীত এই সমস্ত মহাত্মা সিদ্ধমুনিগণ সমভিব্যাহারে আসিয়া এই ক্ষেত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি ॥ ৩৩ ॥

পশুহীনাঃ কৃতা যজ্ঞাঃ পুরোডাশাদিভিঃ কিল।
কালাতিবাহনং কার্য্যং যাবৎ সত্যযুগাগমঃ ॥ ৩৪ ॥
ভাগ্যযোগেন সম্প্রাপ্তঃ সূত! ত্বং চাত্র সর্ব্বথা
কথয়াদ্য পুরাণং হি পাবনং ব্রহ্মসম্মতম্‌ ॥ ৩৫ ॥
সূত! শুশ্রূষবঃ সর্ব্বে বক্তা ত্বং মতিমানথ।
নির্ব্যাপারা বয়ং নূনমেকচিত্তাস্তথৈব চ ॥ ৩৬ ॥
ত্বং সূত! ভব দীর্ঘায়ুস্তাপত্রয়বিবর্জ্জিতঃ।
কথয়াদ্য পুরাণং হি পুণ্যং ভাগবতং শিবম্‌ ॥ ৩৭ ॥
যত্র ধর্ম্মার্থকামানাং বর্ণনং বিধিপূর্ব্বকম্‌।
বিদ্যাং প্রাপ্য তয়া মোক্ষঃ কথিতো মুনিনা কিল ॥ ৩৮ ॥
দ্বৈপায়নেন মুনিনা কথিতং যচ্চ পাবনম্‌।
ন তৃপ্যামো বয়ং সূত! কথাং শ্রুত্বা মনোরমাম্‌ ॥ ৩৯ ॥

নাস্তীতি চেত্তত্রাহ পশুহীনা ইতি। যজ্ঞাঃ দর্শপূর্ণমাসাদয়ো যে পুরোডাশসাধ্যাঃ পশুরহিতাশ্চ ত এব প্রায়ঃকৃতাস্তেন কদাচিৎ পশুসহিতযজ্ঞকরণেঽপি ন সাত্ত্বিকত্বহানিঃ। অবশ্যপশুসাধ্যেঽস্য যাগস্য ব্রাহ্মণেনাবশ্যকর্ত্তব্যত্বাৎ। যুষ্মাকমবকাশো নাস্তীতি চেত্তত্রাহ কালাতিবাহনমিতি ॥ ৩৪ ॥ পুরাণং হীতি। নামমাত্রেণৈব তানি পুরাণান্যুক্তা। মুখ্যবিষয়ং

হে সূত! আমরা প্রায়ই পুরোডাশ সাধ্য বহুবিধ পশুবিহীন সাত্ত্বিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি। এক্ষণে যত দিন পুনর্ব্বার সত্যযুগ না আইসে তত দিন এই পুণ্যক্ষেত্রে কালযাপন করিতে হইবে ॥ ৩৪ ॥ সূত! এ সময় তুমি নিশ্চয়ই আমাদের ভাগ্যবশতঃ এ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ। এক্ষণে, বেদসম্মত পবিত্রকর পুরাণ সকল বলিতে প্রবৃত্ত হও ॥ ৩৫ ॥ বৎস! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান্‌ তাহা আমরা জানি অতএব আমাদিগকে পুরাণ সকল শ্রবণ করাও। এ সময় আমরা সকলেই নিশ্চিন্ত, অন্য কোন কার্য্যে ব্যাপৃত নহি; সুতরাং একাগ্রমনে শ্রবণ করিতে পারিব ॥ ৩৬ ॥ বৎস! আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘ জীবন লাভ কর; আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ পরিতাপ হইতে বিমুক্ত হও। বৎস! এক্ষণে, যে ভাগবত অখিল জীবগণের হিতকর; যাহা শ্রবণে পুণ্যরাশি সঞ্চয় হয়; যে ভাগবতে ধর্ম্ম, অর্থ এবং কাম ত্রিবর্গের যথানিয়মে বর্ণনা আছে, কেননা, বেদে এইরূপ উক্তি আছে যে, জীবগণ ব্রহ্ম বিদ্যা লাভ করিয়া তদ্দ্বারা মোক্ষ পাইতে সমর্থ হয়; দ্বৈপায়ন বেদব্যাসও স্বয়ং যাঁহাকে অতি পবিত্রকর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন; অধিক কি যাহা গুণসমূহের একমাত্র আধার স্বরূপ, এ জন্য নিখিল ভুবনজননী ভগবতীর নাট্যবৎ বিরাজ করিতেছে; যাহা শ্রবণে নিখিল পাপরাশি একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়; সেই কামপ্রদ ভগবতী নামক্তযু

সকলগুণগণানামেকপাত্রং পবিত্র-
মখিলভুবনমাতুর্নাট্যবৎ যদ্বিচিত্রম্।
নিখিলমলগণানাং নাশকৃৎ কামকন্দং
প্রকটয় ভগবত্যা নামযুক্তং পুরাণম্॥ ৪০॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে গ্রন্থসংখ্যা বিষয়ো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়।

ভাগবতং বদেত্যর্থঃ॥ ৩৫—৩৯॥ সকলেতি। অখিলভুবনমাতুর্ভগবত্যা নাট্যমস্তি যস্মিন্ তন্নাট্যবৎযচ্চ বিচিত্রম্। ভগবত্যা নামেতি ভগবতীপদঘটিতমিত্যর্থঃ॥ ৪০॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

ভাগবত আমাদিগকে শ্রবণ করাও। বৎস! এরূপ মনোহর কথা শ্রবণ করিয়া আমাদের তৃপ্তি লাভ হইতেছে না॥ ৩৭—৪০॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে গ্রন্থসংখ্যা বিষয়বিশিষ্ট দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

শৃণ্বন্তু সংপ্রবক্ষ্যামি পুরাণানি মুনীশ্বরাঃ।
যথা শ্রুতানি তত্ত্বেন ব্যাসাৎ সত্যবতীসুতাৎ॥ ১॥
মদ্বয়ন্তদ্বয়ঞ্চৈব ব্রত্রয়ংবচতুষ্টয়ম্।
অনাপলিংগকূস্কানি পুরাণানি পৃথক্ পৃথক্॥ ২॥
চতুর্দ্দশসহস্রঞ্চ মাৎস্যমাদ্যং প্রকীর্ত্তিতম্।
তথা গ্রহসহস্রন্তু মার্কণ্ডেয়ং মহাদ্ভুতম্॥ ৩॥
চতুর্দ্দশসহস্রাণি তথা পঞ্চশতানি চ।
ভবিষ্যং পরিসংখ্যাতং মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ৪॥
অষ্টাদশসহস্রং বৈ পুণ্যং ভাগবতং কিল।
তথা চাঽযুতসংখ্যাকং পুরাণং ব্রহ্মসংজ্ঞকম্॥ ৫॥

ত্রিচত্বারিংশচ্ছ্লোকৈস্তু পুরাণাখ্যা সসংখ্যকা।
তত্তদ্যুগীয়ব্যাসাশ্চ কথ্যন্তেঽস্মিংস্তৃতীয়কে॥

শৃণ্বন্ত্বিতি॥ ১॥ মদ্বয়মিতি। মশব্দেন মকারাদ্যক্ষরয়ুক্তং পুরাণং গৃহ্যতে। তস্য দ্বয়ং তথা চ মার্কণ্ডেয়ং মাৎস্যমিতি চ সিদ্ধম্। এবং সর্ব্বত্র ব্যাখ্যেয়ম্। অস্মিন্ পদ্যকেঽষ্টাদশপুরাণা-নামাদ্যাক্ষরগ্রহণেন সংগ্রহঃ কৃতঃ॥ ২॥ অধুনা তানি পুরাণানি নাম্না সংখ্যয়া চ পৃথক্

সূত কহিলেন, মহর্ষিগণ! আমি সত্যবতীপুত্র বেদব্যাস মুখে পুরাণ সকল যথার্থতঃ যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি, তাহা আপনাদের সমীপে বলিতে প্রবৃত্ত হইব আপনারা শ্রবণ করুন॥ ১॥ অষ্টাদশ পুরাণ সকল মাৎস্য, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, ভাগবত, ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, বামন, বায়ব্য, বৈষ্ণব, বারাহ, অগ্নি, নারদ, পাদ্ম, লিঙ্গ, গারুড়, কূর্ম্ম এবং স্কন্দ ভেদে পৃথক্ পৃথক্ রূপে নির্দ্দিষ্ট আছে॥ ২॥ হে শৌনক! তত্ত্ববিদ্ ঋষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, তন্মধ্যে আদ্য মাৎস্যপুরাণ চতুর্দ্দশসহস্র-শ্লোকাত্মক, দ্বিতীয় মার্কণ্ডেয়পুরাণ নবসহস্র-শ্লোকপরিমিত, তৃতীয় ভবিষ্যপুরাণ পঞ্চশতাধিক চতুর্দ্দশ সহস্রশ্লোকসম্বদ্ধ, চতুর্থ মঙ্গলপ্রদ ভগবতীগুণান্বিত ভাগবতপুরাণ অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকবিরচিত, পঞ্চম ব্রহ্মপুরাণ অযুতসংখ্যক-শ্লোকবিশিষ্ট; ষষ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ দ্বাদশসহস্রশ্লোকরচিত, সপ্তম ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ অষ্টাদশসহস্রশ্লোকনিয়মিত, অষ্টম বামনপুরাণ অযুতশ্লোকসংনিবদ্ধ, নবম বায়ুপুরাণ ষট্‌শতাধিক চতুর্ব্বিংশসহস্রশ্লোকপরিমিত, দশম বিষ্ণুপুরাণ ত্রয়োবিংশসহস্রশ্লোক-

দ্বাদশৈব সহস্রাণি ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ শতাধিকম্।
তথাষ্টাদশসাহস্রং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেব চ ॥ ৬ ॥
অযুতং বামনাখ্যঞ্চ বায়ব্যং ষট্‌শতানি চ।
চতুর্ব্বিংশতিঃ সংখ্যাতঃ সহস্রাণি তু শৌনক ! ॥ ৭ ॥
ত্রয়োবিংশতিসাহস্রং বৈষ্ণবং পরমাদ্ভুতম্।
চতুর্ব্বিংশতিসাহস্রং বারাহং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৮ ॥
ষোড়শৈব সহস্রাণি পুরাণঞ্চাগ্নিসংজ্ঞিতম্।
পঞ্চবিংশতিসাহস্রং নারদং পরমং মতম্ ॥ ৯ ॥
পঞ্চপঞ্চাশৎসাহস্রং পদ্মাখ্যং বিপুলং মতম্।
একাদশসহস্রাণি লিঙ্গাখ্যং চাতিবিস্তৃতম্ ॥ ১০ ॥
একোনবিংশৎসাহস্রং গারুড়ং হরিভাষিতম্।
সপ্তদশসহস্রঞ্চ পুরাণং কূর্ম্মভাষিতম্ ॥ ১১ ॥
একাশীতি সহস্রাণি স্কন্দাখ্যং পরমাদ্ভুতম্।
পুরাণাখ্যাচ সংখ্যাচ বিস্তরেণ ময়াঽনঘাঃ ॥ ১২ ॥
তথৈবোপপুরাণানি শৃণ্বন্তু ঋষিসত্তমাঃ।
সনৎকুমারং প্রথমং নারসিংহং ততঃ পরম্ ॥ ১৩ ॥

পৃথগাহ চতুর্দ্দশেতি। গ্রহসহস্রং নবসহস্রম্ ॥ ৩—৬ ॥ বায়ব্যমিতি। যস্য সংখ্যেতি শেষঃ। যস্য সংখ্যা ষট্‌শতানি। অথ চ সংখ্যাতঃ সংখ্যয়া চতুর্ব্বিংশতিঃ। চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যাকানি সহস্রাণি যানি সা চ সংখ্যেত্যর্থঃ ॥ ৭—১১ ॥ পুরাণেতি পুরাণনামানি তৎসংখ্যা চ ময়া

গ্রথিত, একাদশ পরমাশ্চর্য্যময় বরাহপুরাণ চতুর্ব্বিংশ সহস্রশ্লোকসম্বদ্ধ, দ্বাদশ অগ্নিপুরাণ ষোড়শসহস্রশ্লোকাত্মক, ত্রয়োদশ নারদপুরাণ পঞ্চবিংশতিসহস্রশ্লোকময়, চতুর্দ্দশ সুমহৎ পদ্মপুরাণ পঞ্চপঞ্চাশৎশ্লোকপরিমিত, পঞ্চদশ অতি বিস্তৃত লিঙ্গপুরাণ একাদশসহস্রশ্লোক-নিবদ্ধ, ষোড়শ গরুড়পুরাণ একোনবিংশসহস্রশ্লোকবিরচিত, সপ্তদশ কূর্ম্মপুরাণ সপ্তদশ-সহস্রশ্লোক-নির্দ্দিষ্ট এবং অষ্টাদশ সুমহৎ অতি আশ্চর্য্যজনক স্কন্দপুরাণ একাশীতিসহস্র-শ্লোকে বিরচিত হইয়াছে ॥ ৩—১১ ॥

হে ঋষিসত্তম মহর্ষিগণ! আপনারা পাপজয় করিয়া বিশুদ্ধ শরীরে বিরাজমান করিতেছেন। আমি আপনাদের নিকট অষ্টাদশ মহাপুরাণের নাম ও সংখ্যা বিস্তৃতরূপে নির্দ্দেশ করি-লাম। এক্ষণে, অষ্টাদশ উপপুরাণ সকলের কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন্ ॥ ১২ ॥ মহাত্মা ঋষিগণ সেই উপপুরাণ সকল মধ্যে সনৎকুমারপ্রোক্ত পুরাণকেই আদ্য দ্বিতীয় নারসিংহ

নারদীয়ং শিবঞ্চৈব দৌর্ব্বাসসমনুত্তমম্।
কাপিলং মানবং চৈব তথা চৌশনসং স্মৃতম্॥ ১৪॥
বারুণং কালিকাখ্যঞ্চ সাম্বং নন্দিকৃতং শুভম্।
সৌরং পারাশরপ্রোক্তমাদিত্যং চাতিবিস্তরম্॥ ১৫॥
মাহেশ্বরং ভাগবতং বাশিষ্ঠঞ্চ সবিস্তরম্।
এতান্যুপপুরাণানি কথিতানি মহাত্মভিঃ॥ ১৬॥
অষ্টাদশপুরাণানি কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ।
ভারতাখ্যানমতুলংচক্রে তদুপবৃংহিতম্॥ ১৭॥

প্রোক্তেতি শেষঃ॥ ১২—১৫॥ ভাগবতমিতি। লোকে দেবীভাগবতবিষ্ণুভাগবতনাম্না ভাগবতদ্বয়স্যৈব প্রসিদ্ধত্বেন দেবীভাগবতস্য পঞ্চমং বেদসম্মিতমিতি বচনেন স্বেনৈব স্বস্য মহাপুরাণত্বস্য নিশ্চিতত্বেনার্থাদুপপুরাণেষু ভাগবতপদেন বিষ্ণুভাগবতস্যৈব গ্রহণম্॥ ১৬॥

ভারতাৎপূর্ব্বমেব মহাপুরাণানি কৃতানীত্যাহ অষ্টাদশেতি। যদ্যপ্যত্রোপপুরাণকথনোত্তরমেবেদং বচনং পঠিতং তথাপি পুরাণান্তরে অষ্টাদশমহাপুরাণোত্তরমেব ভারতস্যোৎপত্তেরুক্তত্বাদত্রাপি অষ্টাদশপুরাণপদেন মহাপুরাণানামেব গ্রহণম্। তথাচাষ্টাদশমহাপুরাণানি কৃত্বা ভারতাখ্যানং ব্যাসশ্চক্রে ইত্যর্থঃ। তদুপবৃংহিতৈস্তৈঃ পুরাণৈর্ভারতাখ্যানমুপবৃংহিতং বর্দ্ধিতমিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। অষ্টাদশপুরাণানি ব্যাসেন প্রথমতঃ কৃত্বা তত্রত্যং সারাংশং প্রগৃহ্য ভারতং প্রণীতম্। তথা চ ভারতাপেক্ষয়া ভারতোক্তার্থস্যাষ্টাদশসু বিস্তৃতত্বেন তদুপবৃংহিতত্বমব্যাহতমেবেতি। এতদ্বচনাদপি দেবীভাগবতমেব মহাপুরাণম্। বিষ্ণুভাগবতস্য ভারতোত্তরং জায়মানত্বস্য ভারতোত্তরং নির্ব্বিণ্ণো ব্যাসশ্চকারেতি বিষ্ণুভাগবতবচনেনৈব বোধিতত্বাদ্ভারতাৎপূর্ব্বংবিদ্যমানেষু মহাপুরাণেষু বিষ্ণুভাগবতস্য প্রবেশাভাবাৎ। নন্বু মার্কণ্ডেয়পুরাণে প্রথমেঽধ্যায়ে উক্তম্। ভারতং ব্যাসমুখাচ্ছ্রুত্বা তত্র সন্দিহানঃ ক্রৌষ্টুকিঃ মার্কণ্ডেয়ং প্রত্যাগত্য তত্রত্যং সন্দেহং পৃষ্টবাংস্তৎসন্দেহনিবৃত্ত্যর্থং মার্কণ্ডেয়ো মার্কণ্ডেয়পুরাণমুক্তবানিতি। তথা চ মার্কণ্ডেয়পুরাণং ভারতোত্তরং জাতমিতি নিশ্চীয়তে। ততশ্চ ভারতাৎপূর্ব্বং সপ্তদশপুরাণান্যেব সন্তীতি অষ্টাদশপুরাণানি কৃত্বেতি বচনমসঙ্গতমেবেতি চেন্ন। প্রথমতঃ কথামাত্রং ব্যাসমুখাচ্ছ্রুতং ন তু গ্রন্থরূপম্। দত্তকথামাত্রশ্রবণেনৈব জাতসন্দেহঃক্রৌষ্টুকিমার্কণ্ডেয়ং প্রত্যাগত্য সন্দেহং পৃষ্টবানিতিমার্কণ্ডেয়পুরাণাভিপ্রায়ঃ। অষ্টাদশপুরাণগ্রন্থং তদুত্তরং কৃত্বা ভারতগ্রন্থঃ কৃত ইতি। অষ্টাদশপুরাণানি কৃত্বেতি বচনাভি-

---

পুরাণ, তৃতীয় নারদীয়পুরাণ, চতুর্থ শিবপুরাণ, পঞ্চম দৌর্ব্বাসপুরাণ, ষষ্ঠ কাপিলপুরাণ, সপ্তম মানবপুরাণ, অষ্টম ঔশনসপুরাণ, নবম বারুণপুরাণ, দশম কালিকাপুরাণ, একাদশ সাম্বপুরাণ, দ্বাদশ নন্দিপুরাণ, ত্রয়োদশ সৌরপুরাণ, চতুর্দ্দশ পরাশরকৃতপুরাণ, পঞ্চদশ আদিত্যপুরাণ, ষোড়শ মাহেশ্বরপুরাণ, সপ্তদশ বিষ্ণুভাগতপুরাণ, এবং অষ্টাদশ বাশিষ্ঠ পুরাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন॥ ১৩—১৬॥ হে মহর্ষিগণ! সত্যবতী নন্দন ব্যাসদেব অগ্রে অষ্টাদশ মহাপুরাণ রচনা করিয়া পরে অতিবিস্তৃত উল্লিখিত মহাপুরাণ সকলের সারসংগ্রহ করিয়া সুবৃহৎ মহাভারত রচনা করিয়াছেন॥ ১৭॥ মহর্ষিগণ! চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের

মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু দ্বাপরে দ্বাপরে যুগে।
প্রাদুঃকরোতি ধর্ম্মার্থী পুরাণানি যথাবিধি ॥ ১৮ ॥
দ্বাপরে দ্বাপরে বিষ্ণুর্ব্যাসরূপেণ সর্ব্বদা।
বেদমেকং স বহুধা কুরুতে হিতকাম্যয়া ॥ ১৯ ॥
অল্পায়ুষোঽল্পবুদ্ধীংশ্চ বিপ্রান্ জ্ঞাত্বা কলাবথ।
পুরাণসংহিতাং পুণ্যাং কুরুতেঽসৌ যুগে যুগে ॥ ২০ ॥
স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ন বেদশ্রবণং মতম্।
তেষামেবহিতার্থায় পুরাণানি কৃতানিচ ॥ ২১ ॥
মন্বন্তরে সপ্তমেঽত্র শুভে বৈবস্বতাভিধে।
অষ্টাবিংশতিমে প্রাপ্তে দ্বাপরে মুনিসত্তমাঃ ॥ ২২ ॥
ব্যাসঃ সত্যবতীসূনুর্গুরুর্মেধর্ম্মবিত্তমঃ।
একোনত্রিংশৎ সংপ্রাপ্তে দ্রৌণির্ব্যাসো ভবিষ্যতি ॥ ২৩ ॥
অতীতাস্তু তথাব্যাসাঃ সপ্তবিংশতিরেবচ।
পুরাণসংহিতাস্তৈস্তু কথিতাস্তু যুগে যুগে ॥ ২৪ ॥

প্রায়কল্পনেন বিরোধাভাবাদিতি ॥ ১৭ ॥ নন্বেতানি পুরাণানি কস্মিন্ যুগে জায়ন্তে তত্রাহ· মন্বন্তরেম্বিতি। যুগানামেকসপ্তত্যা মন্বন্তরমিহোচ্যতে। তে চ মনবশ্চতুর্দ্দশ তথাচপ্রতি-মন্বন্তরং দ্বাপরে দ্বাপরে যুগে করুণানিধির্ব্যাসঃ কেবলং ধর্ম্মবুদ্ধ্যৈব পুরাণবিভাগং প্রাদু-ষ্করোতি ॥ ১৮ ॥

ব্যাসো বিষ্ণুরেব বেদবিভাগং চ করোতীত্যাহ দ্বাপরে ইতি ॥ ১৯—২১ ॥ অষ্টাবিংশতি-তমে যুগে সত্যবতীসূনুর্মম গুরুর্ব্যাসোঽভবৎ। অনন্তরে যুগে দ্রৌণিরশ্বত্থামা ভবিষ্যতীত্য-ন্বয়ঃ ॥ ২২ ॥ অতীতা ইতি। অষ্টাবিংশতিতমযুগস্থাৎব্যাসাৎপূর্ব্বং সপ্তবিংশতির্ব্যাসা জাতা

প্রতি দ্বাপরযুগে স্বয়ং বিষ্ণু ধর্ম্মরক্ষারজন্য ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া জীবগণের মঙ্গলার্থে এক বেদকে বহুরূপে বিভাগ করেন; অনন্তর কলিযুগের ব্রাহ্মণগণকে অল্পায়ু এবং মন্দ-বুদ্ধি জানিয়া, বিশেষতঃ স্ত্রী, শূদ্র এবং পতিত ব্রাহ্মণগণের বেদ শ্রবণে অধিকার না থাকায় তাহাদের নিস্তার জন্য বেদের সার সংগ্রহ করিয়া মঙ্গল জনক পুরাণ সংহিতা রচনা করেন ॥ ১৮—২১ ॥ হে মুনিসত্তম ঋষিগণ! এই বর্ত্তমান শুভকর সপ্তম বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ সত্যবতীপুত্র ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনিই আমার পরম গুরু আমি তাঁহার নিকট হইতেই সমস্ত পুরাণসংহিতা শ্রবণ করিয়াছি। হে ঋষিগণ! ইহার পর একোনত্রিংশ দ্বাপরযুগ আসিলে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইবেন। এইরূপ পূর্ব্বেও প্রত্যেক দ্বাপরযুগে সপ্তবিংশ বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করিয়া পুরাণ সংহিতা সকল রচনা করিয়া গিয়াছেন ॥ ২২—২৪ ॥ ঋষিগণ সূতমুখ হইতে এই কথা শ্রবণ করিয়া

ঋষয় ঊচুঃ।

ব্রূহি সূত ! মহাভাগ ! ব্যাসাঃপূর্ব্ব যুগোদ্ভবাঃ।
বক্তারস্তু পুরাণানাং দ্বাপরে দ্বাপরে যুগে ॥ ২৫ ॥

সূত উবাচ।

দ্বাপরে প্রথমে ব্যস্তাঃ স্বয়ং বেদাঃ স্বয়ম্ভুবা।
প্রজাপতির্দ্বিতীয়েতু দ্বাপরে ব্যাসকার্য্যকৃৎ ॥ ২৬ ॥
তৃতীয়ে চোশনাব্যাসশ্চতুর্থেতু বৃহস্পতিঃ।
পঞ্চমে সবিতা ব্যাসঃ ষষ্ঠে মৃত্যুস্তদাপরে ॥ ২৭ ॥
মঘবা সপ্তমে প্রাপ্তে বশিষ্ঠস্ত্বষ্টমে স্মৃতঃ।
সারস্বতস্তু নবমে ত্রিধামা দশমে তথা ॥ ২৮ ॥
একাদশেঽথ ত্রিবৃষো ভরদ্বাজস্ততঃপরম্।
ত্রয়োদশে চান্তরিক্ষো ধর্ম্মশ্চাপি চতুর্দ্দশে ॥ ২৯ ॥
ত্রয্যারুণিঃ পঞ্চদশে ষোড়শে তু ধনঞ্জয়ঃ।
মেধাতিথিঃ সপ্তদশে ব্রতীহ্যষ্টাদশে তথা ॥ ৩০ ॥

ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ ব্যাসনামানি পৃচ্ছন্তি ঋষয় ইতি। ব্রূহি সূতেতি। কূর্ম্মপুরাণে তু। একাদশে তু নহুষঃ শততেজাস্ততঃপরম্। ত্রয়োদশে তথা ধর্ম্মস্তরুক্ষুস্ত চতুর্দ্দশে। ত্রয্যারুণিঃ পঞ্চদশে ষোড়শে তু ধনঞ্জয়ঃ। কৃতঞ্জয়ঃ সপ্তদশেঽষ্টাদশ ঋতঞ্জয়ঃ। ততো ব্যাসো ভরদ্বাজস্তস্মাদূর্দ্ধং তু গৌতমঃ। বাজশ্রবাশ্চৈকবিংশে তস্মাচ্ছুষ্মায়ণঃপরঃ। তৃণবিন্দুস্ত্রয়োবিংশে বাল্মীকিস্তু ততঃপরম্। পঞ্চবিংশে তথা শক্তিঃষড়্‌বিংশে তু পরাশরঃ। সপ্তবিংশে তথা

আগ্রহ পূর্ব্বক কহিলেন। হে সূত! তুমি অতিশয় ভাগ্যবান্ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এক্ষণে, যাহারা মন্বন্তরীয় প্রতি দ্বাপরযুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া পুরাণ সংহিতাসকল রচনা করিয়াছেন সেই ব্যাসগণের বিষয় বর্ণনা কর ॥ ২৫ ॥

ঋষিগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সূত কহিলেন। হে মহর্ষিগণ! মন্বন্তরের প্রথম দ্বাপর যুগে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা স্বয়ং বেদ সকলকে বিভাগ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দ্বাপরযুগে প্রজাপতি বেদ বিভাগ করতঃ ব্যাসকার্য্য করিয়াছিলেন। তৃতীয় দ্বাপরযুগে উশনস্ (শুক্রাচার্য্য) ঋষি, চতুর্থ দ্বাপরে বৃহস্পতি, পঞ্চম দ্বাপরযুগে সূর্য্যদেব, ষষ্ঠ দ্বাপরে যম, সপ্তম দ্বাপরে স্বয়ং ইন্দ্র, অষ্টমে বশিষ্ঠ ঋষি, নবমে সারস্বত, দশমে ত্রিধামা, একাদশে ত্রিবৃষ, দ্বাদশে ভরদ্বাজ, ত্রয়োদশে অন্তরিক্ষ, চতুর্দ্দশে স্বয়ং ধর্ম্ম, পঞ্চদশে আরুণি, ষোড়শদ্বাপরে ধনঞ্জয়, সপ্তদশে মেধাতিথি, অষ্টাদশে ব্রতী, একোনবিংশে অত্রি, বিংশে গৌতম, একবিংশে উত্তম, দ্বাবিংশে বেন, ত্রয়োবিংশে সোম, চতুর্ব্বিংশ দ্বাপরে তৃণবিন্দু, পঞ্চবিংশে ভার্গবমুনি, ষড়্‌বিংশে শক্তি,

অত্রিরেকোনবিংশেঽথ গৌতমস্তু ততঃপরম্।
উত্তমশ্চৈকবিংশেঽথ হর্য্যাত্মাপরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩১ ॥
বেনো বাজশ্রবাশ্চৈব সোমোঽমুষ্যায়ণস্তথা।
তৃণবিন্দুস্তথা ব্যাসো ভার্গবস্তু ততঃপরম্ ॥ ৩২ ॥
ততঃ শক্তির্জাতুকর্ণ্যঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্ততঃ।
অষ্টাবিংশতিসংখ্যেয়ং কথিতা যা ময়া শ্রুতা ॥ ৩৩ ॥
কৃষ্ণদ্বৈপায়নাৎপ্রোক্তং পুরাণঞ্চ ময়া শ্রুতম্।
শ্রীমদ্ভাগবতং পুণ্যং সর্ব্বদুঃখৌঘনাশনম্ ॥ ৩৪ ॥
কামদং মোক্ষদঞ্চৈব বেদার্থপরিবৃংহিতম্।
সর্ব্বাগমরসারামং মুমুক্ষূণাং সদা প্রিয়ম্ ॥ ৩৫ ॥
ব্যাসেন কৃত্বাঽতিশুভং পুরাণং
শুকায় পুত্রায় মহাত্মনে যৎ।
বৈরাগ্যযুক্তায় চ পাঠিতং বৈ
বিজ্ঞায় চৈবারণিসম্ভবায় ॥ ৩৬ ॥

ব্যাসো জাতুকর্ণ্যোমহামুনিঃ। অষ্টাবিংশে স্মৃতো ব্যাসঃ পরাশরসুতঃ পরঃ। ইত্যন্যথা ব্যাসা উক্তাঃ। কল্পভেদেন তু ব্যবস্থা ॥ ২৫—৩১ ॥

উত্তমো হর্য্যাত্মা চৈক এব একবিংশে অয়ং জাতঃ। দ্বাবিংশে বেনো বাজশ্রবাঃ। ত্রয়োবিংশে সোমোঽমুষ্যায়ণঃ। চতুর্ব্বিংশে তৃণবিন্দুঃ। ততো ভার্গবঃ ॥ ৩২ ॥ ততঃ শক্তিস্ততো জাতুকর্ণ্যস্ততঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥ ব্যাসেনেতি। ইদং পুরাণং ব্যাসেন প্রথমতঃ কৃত্বা পশ্চাদিদমত্যন্তং শুভমিতি বিজ্ঞায় জ্ঞাত্বা যস্মৈ কস্মৈ নোক্তং কুতঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বাৎ। কিন্তু অয়োনিজঃ পুত্রঃ কীদৃশো মহাত্মা সর্ব্বোত্তমগুণবান্। অরণিসম্ভবোঽযোনিজশ্চ বৈরাগ্যযুক্তশ্চ তস্মৈ পাঠিতম্। তস্মাদিদং সর্ব্বোত্তমমিত্যত্র কঃ সন্দেহঃ ॥ ৩৬ ॥

সপ্তবিংশদ্বাপরে জাতুকর্ণ্য এবং অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে সত্যবতী সুত কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ সকল বিভাগ করিয়া বেদব্যাস হইয়াছিলেন ॥ ২৬—৩৩ ॥

হে মহর্ষিগণ! আমি, এই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব প্রোক্ত পুরাণ সকল শ্রবণ করিয়াছি; বিশেষতঃ যে ভাগবত শ্রবণে পুণ্যসঞ্চয় এবং দুঃখ সমূহ বিনষ্ট হয়, যাহা কামনা প্রদানে সমর্থ এবং যে ভাগবত সমস্ত বেদার্থ দ্বারা বিস্তৃতরূপে রচিত, সেই পুণ্যজনক সর্ব্বসাস্ত্রের সারস্বরূপ, মুমুক্ষুগণের অতিপ্রিয় ভাগবত বিশেষ রূপে অবগত হইয়াছি ॥ ৩৪—৩৫ ॥ ব্যাসদেব এই পুরাণ খানিকে রচনা করিয়া অতিশয় শুভকর বিবেচনা করিয়াছিলেন। এজন্য হোমীয় মন্থনদণ্ড হইতে সমুদ্ভূত অর্থাৎ অয়োনিজ এবং বিষয়ানুরাগ বর্জ্জিত, অতএব যথার্থ অধিকারী বিবেচনা করিয়া নিজপুত্র মহাত্মা শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥

শ্রুতং ময়া তত্র তথা গৃহীতং
যথার্থবদ্ব্যাসমুখান্মুনীন্দ্রাঃ।
পুরাণগুহ্যং সকলং সমেতং
গুরোঃ প্রসাদাৎকরুণানিধেশ্চ ॥ ৩৭ ॥
সূতেন পৃষ্টঃ সকলং জগাদ
দ্বৈপায়নস্তত্র পুরাণগুহ্যম্‌।
অযোনিজেনাদ্ভুতবুদ্ধিনা বৈ
শ্রুতং ময়া তত্র মহাপ্রভাবম্‌॥ ৩৮ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতামরাঙ্ঘ্রিপফলাস্বাদাদরঃ সত্তমাঃ
সংসারার্ণবদুর্ব্বিগাহ্যসলিলং সন্তর্ত্তুকামঃ শুকঃ।
নানাখ্যানরসালয়ং শ্রুতিপুটৈঃ প্রেম্নাঽশৃণোদদ্ভুতং
তচ্ছ্রুত্বা ন বিমুচ্যতে কলিভয়াদেবম্বিধঃ কঃ ক্ষিতৌ ॥৩৯॥

নন্বু তথাপি ব্যাসেনোক্তমস্তীতি চেত্তত্রাহ শ্রুতমিতি। ব্যাসেনৈতাদৃশং পুরাণং মাং বক্তব্যমিতি মম ভাগ্যং ক্বাস্তি। কিন্তু মুখ্যত্বেন শুকায়োক্তং ময়া তু তৎসহাধ্যায়িত্বেন শ্রুতমিতি। নন্বু তৎসহাধ্যায়িত্বং তব তস্য ব্যাসস্যেষ্টমিতিচেত্তত্রাহ প্রসাদাদিতি। এতৎসহাধ্যায়িত্বং ময়া মহতা যত্নেন প্রসাদাদেব লব্ধং নন্বু সহজতয়েতি ভাবঃ। নন্বু তথাঽপি প্রসাদযোগ্যস্তু ত্বমসি তত্রাহ করুণানিধেশ্চেতি। নাহং যোগ্যঃ কিন্তু গুরুরেব করুণানিধিরতস্তৎপ্রসাদপ্রাপ্তসহাধ্যায়িত্বেন ময়েদং ভাগবতং ব্যাসমুখাচ্ছ্রুতমিতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥ তত্রাপি প্রষ্টা শুক এবাহহন্তু শ্রোতৈব কেবলমিত্যাহ সূতেনেতি। সূতেন পুত্রেণ শুকেনেত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ মহত্বং পুরাণস্য বর্ণয়তি শ্রীমদ্ভাগবতেতি। অয়মপি শুকঃ। হে সত্তমা ইতি ঋষিসম্বোধনম্‌। সংসারার্ণবস্য দুর্বিগাহ্যং যৎসলিলম্‌। তৎসন্তর্ত্তুকামঃ সন্‌ অমরাঙ্ঘ্রিপঃ কল্পতরুর্বেদরূপস্তস্য ফলং শ্রীমদ্ভাগবতাত্মকং তদমরাঙ্ঘ্রিপফলং যত্তস্য স্বাদে আদরো।

মহর্ষিগণ! যদিও আমার এরূপ শুভাদৃষ্ট নাই যে, ব্যাসদেব এরূপ পুরাণ অধ্যয়ন করান, তথাপি, যখন, তিনি নিজপুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করান সেই সময় আমি তাঁহার সহাধ্যায়ী হইয়া দয়াময় পরমগুরু বেদব্যাস প্রসাদেই তন্মুখবিনির্গত অতিগুহ্য এই পুরাণ সমস্তই শ্রবণ করিয়াছি এবং যথার্থরূপে সমস্ত অর্থও অবগত হইয়াছি ॥ ৩৭ ॥ অধ্যয়নকালে বেদব্যাস অযোনিসম্ভূত অতএব অতিতীক্ষ্ণ বুদ্ধি শুকদেব কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া পুরাণের সমস্তই নিগূঢ়ার্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন; আমি ও সেই সময় এই মহাপ্রভাব বিশিষ্ট গূঢ়ার্থ সকল শ্রবণ করিয়াছিলাম ॥ ৩৮ ॥ হে মহর্ষিসত্তম মুনিগণ! আপনারা কলিভয়ে ভীত হইয়া এই পুণ্যক্ষেত্রে বাস করিতেছেন সত্য, কিন্তু এক্ষণে, এই ভাগবত শ্রবণে সেই ভয় একেবারে তিরোহিত হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, শুকদেব এই দুস্তরণীয় ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষী হইয়া স্বর্গীয় কল্পতরুবেদের ফলস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের নানা খ্যায়িকারূপ রসসমূহ অতি

পাপীয়ানপি বেদধর্ম্মরহিতঃ স্বাচারহীনাশয়ো
ব্যাজেনাপি শৃণোতি যঃ পরমিদং শ্রীমৎপুরাণোত্তমম্।
ভুক্ত্বা ভোগকলাপমত্র বিপুলং দেহাবসানেঽচলং
যোগিপ্রাপ্যমবাপ্নুয়াদ্ভগবতীনামাঙ্কিতং সুন্দরম্॥ ৪০ ॥
যা নির্গুণা হরিহরাদিভিরপ্যলভ্যা
বিদ্যা সতাং প্রিয়তমাঽথ সমাধিগম্যা।
সা তস্য চিত্তকুহরে প্রকরোতি ভাবং
যঃ সংশৃণোতি সততন্তু সতীপুরাণম্॥ ৪১ ॥

যস্তেতাদৃশঃ সন্ নানাখ্যানমেব রসস্তস্যালয়ংপুরাণমিদমদ্ভুতং প্রেম্ণা শ্রুতিপুটৈঃ কর্ণপুটৈ-রশৃণোৎ। এতাদৃশং মহাভাগবতং শ্রুত্বা কলিভয়ান্ন মুচ্যতে এবংবিধঃ পুরুষঃ ক্ষিতৌ কোঽস্তি ন কোপীত্যর্থঃ॥ ৩৯॥ ননু শুকাদয়ো মহান্তো ভাগবতশ্রবণেন মুক্তা ভবন্তু পাপিনস্তু কথং মুক্তাঃ স্যুরিতি চেত্তত্রাহ পাপীয়ানপীতি। অতিশয়েন পাপবানপি পুনশ্চ বেদোক্তধর্ম্মরহিতোঽপি তথা স্বাচারেণ হীন আশয়োঽন্তঃকরণং যস্য আচারসংস্কারহীনান্তঃকরণবানপীত্যর্থঃ। এতা-দৃশোঽপি সন্ পুনর্ব্যাজেনাপি কপটেনাপি যো ভগবতীনামাঙ্কিতং ভগবতীপদঘটিতং সুন্দর-মিদং প্রকৃতং শ্রীমৎপুরাণোত্তমং শৃণোতি সোঽপ্যত্র ভোগকলাপং বিপুলং ভুক্ত্বা দেহাবসানে নিশ্চলং কূটস্থং শ্রেষ্ঠপদং যোগিভিঃ প্রাপ্যং গচ্ছতীত্যর্থঃ। তদুক্তম্। “শিবাপদারাধন-তৎপরাণাং ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব।” ইতি॥ ৪০॥ ননু জ্ঞানং বিনা ন মোক্ষ ইতি সিদ্ধান্তস্তথাচৈতস্য জ্ঞানাভাবেন কেবলপুরাণশ্রবণমাত্রেণ কথং মোক্ষ উক্ত ইতি চেত্ত-ত্রাহ যা নির্গুণেতি। নির্গুণা ব্রহ্মরূপিণী হরিহরাদিভির্মহদ্ভিরপ্যলভ্যা বিদ্যা বিদ্যাবিষয়ঃ সতাং জ্ঞানিনাং প্রিয়তমা অথাপি সমাধিনা নির্ব্বিকল্পসমাধিনৈব গম্যা জ্ঞেয়া এতাদৃশী যা সর্ব্বোৎকৃষ্টা ভগবতী ব্রহ্মরূপিণী সা তস্য পুরুষস্য চিত্তকুহরে ভাবং স্থিতিং করোতি। কস্য পুরুষস্য। যঃ পুরুষঃ সততং সতীপুরাণং সতী দেবী তস্যাঃ পুরাণন্তু সংশৃণোতি তস্য পুরুষস্যেত্যর্থঃ। এতদ্ভাগবতশ্রবণেন চিদ্রূপিণ্যা দেব্যা অনুভবস্ততশ্চ ভোগমোক্ষৌ জায়েতে। ততশ্চ সর্ব্বোত্তমমেতদ্ভাগবতমিতি ভাবঃ॥ ৪১॥ ইদানীং সূতো জনানাক্রোশতি সম্প্রা-

প্রীতি সহকারে শ্রবণপুটদ্বারা পান করিয়াছিলেন। অতএব পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি নাই যিনি এই বেদসার অদ্ভুত পুরাণ শ্রবণ করিয়া কলিভয় হইতে বিমুক্ত হইবেন না॥ ৩৯॥ অধিক কি, যে ব্যক্তি বেদোক্ত ধর্ম্মরহিত, কুলাচারবর্জ্জিত, সংস্কারবিহীন, সে অতিশয় পাপী হইলেও যদি ছলপূর্ব্বক কখনও এই দেবীনামাঙ্কিত অতিসুন্দর পুরাণশ্রেষ্ঠ ভাগবত শ্রবণ করে; তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ইহলোকে নানাবিধ বিষয়ভোগ করিয়া দেহাবসানে যোগি-গণলভ্য নিত্যপদ প্রাপ্ত হয়॥ ৪০॥ মহর্ষিগণ! অধিক আর কি বলিব, যে ব্রহ্মরূপিণী ভগবতী হরিহরের ও দুর্লভ, যোগিগণ সমাধিস্থ হইয়া বহুকষ্টে যাঁহাকে লাভ করেন, যিনি সাধুগণের প্রিয়তমা, সেই চিদ্রূপিণী আদ্যা বিদ্যা ভগবতী, এই দেবীভাগবত শ্রবণকারীর হৃদয়ক্ষেত্রে সর্ব্বদা বিরাজমানা থাকেন॥ ৪১॥ অতএব যে ব্যক্তি মনুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করতঃ সমস্ত সবল ইন্দ্রিয় এবং পুরাণবক্তা লাভ করিয়াও ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার তরণি

সম্প্রাপ্য মানুষভবং সকলাঙ্গযুক্তং
পোতং ভবার্ণবজলোত্তরণায় কামম্।
সম্প্রাপ্য বাচকমহো ন শৃণোতি মূঢ়ঃ
সো বঞ্চিতোঽত্র বিধিনা সুখদং পুরাণম্॥ ৪২॥
যঃ প্রাপ্য কর্ণযুগলং পটু মানুষত্বে
রাগী শৃণোতি সততঞ্চ পরাপবাদান্।
সর্ব্বার্থদং রসনিধিং বিমলং পুরাণম্
নষ্টঃ কুতো ন শৃণুতে ভুবি মন্দবুদ্ধিঃ॥ ৪৩॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে সসংখ্যক পুরাণপ্রশংসাপ্রতিদ্বাপরযুগীয়ব্যাসবিষয়ক স্তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥ *॥

প্যেতি। যঃ পুরুষো মানুষভবং মনুষ্যজাতৌ জন্ম সম্প্রাপ্য কীদৃশং জন্ম সকলানি সশক্তিকান্যঙ্গানি ন তু বিকলানি তদ্যুক্তম্। তথা বাচকং পুরাণবক্তারমপি সম্প্রাপ্য যো মূঢ়ো ভবার্ণবজলস্যোত্তরণার্থং পোতং পোতভূতং সুখদং মোক্ষসুখদং পুরাণং দেবীভাগবতাখ্যং ন শৃণোতি স বিধিনা দৈবেন বঞ্চিতো হতভাগ্য ইত্যর্থঃ॥ ৪২॥ যঃ পুরুষো মানুষত্বে মনুষ্যজাতৌ কর্ণযুগলং প্রাপ্য রাগী সন্ পরাপবাদান্ সততং শৃণোতি সঃ সর্ব্বার্থদং পুরুষার্থচতুষ্টয়প্রদং রসনিধিং রসো বৈ স ইতি শ্রুতিপ্রতিপাদিতো রস আত্মা তস্য নিধিং স্থানভূতং পুরাণং দেবীভাগবতাখ্যং নষ্টো মন্দবুদ্ধিঃ কুতো ন শৃণুতে ইত্যাক্রোশতি সূতঃ॥ ৪৩॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতব্যাখ্যানে তিলকাভিধে
প্রথমস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

স্বরূপ, মোক্ষপ্রদানে সমর্থ এই দেবীভাগবত শ্রবণ না করে, সেই মূঢ় নিশ্চয়ই হতভাগ্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই॥ ৪২॥ কি আশ্চর্য্য! যে ব্যক্তি ইহ লোকে মনুষ্যজন্ম পরিগ্রহ করিয়া কার্য্যক্ষম কর্ণযুগল লাভ করতঃ সর্ব্বদা অনুরাগী হইয়া পরের নিন্দা সকল শ্রবণ করে; সেই হতভাগ্য মূঢ়মতি, কিজন্য ধর্ম্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ প্রদানে সমর্থ, আত্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ এই বিমল দেবীভাগবত শ্রবণ করে না, তাহা বলিতে পারি না॥ ৪৩॥

অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে
সসংখ্যক পুরাণপ্রশংসা এবং প্রতিদ্বাপরযুগীয় ব্যাসবিষয়ক
তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

সৌম্য ! ব্যাসস্য ভার্য্যায়াং কস্যাং জাতঃ সুতঃ শুকঃ।
কথংবা কীদৃশো যেন পঠিতেয়ং সুসংহিতা ॥ ১ ॥
অযোনিজস্ত্বয়া প্রোক্তস্তথা চাঽরণিজঃ শুকঃ।
সন্দেহোঽস্তি মহাংস্তত্র কথয়াদ্য মহামতে ! ॥ ২ ॥
গর্ভযোগী শ্রুতঃ পূর্ব্বং শুকো নাম মহাতপাঃ।
কথঞ্চ পঠিতং তেন পুরাণং বহুবিস্তরম্ ॥ ৩ ॥

পঞ্চষষ্টিশ্লোকবর্যোর্দ্দেবীসর্ব্বোত্তমেতি চ।
শুকজন্মপ্রসঙ্গেন ভণ্যতেঽস্মিংশ্চতুর্থকে ॥ ১ ॥

তত্র পূর্ব্বাধ্যায়ে বিজ্ঞায় চৈবারণিসম্ভবায় চেত্যুক্তং তৎপ্রশ্নবীজমুপলভ্য মুনয়ঃ পৃচ্ছন্তি সৌম্যেতি। হে সৌম্য সূত ! কস্যাং ব্যাসস্য ভার্য্যায়াং শুকঃ সুতঃ পুত্রো জাত ইত্যেকঃ প্রশ্নঃ। কথং কেন প্রকারেণ জাত ইতি দ্বিতীয়ঃ। কিঞ্চ কীদৃশঃ কীদৃগ্গুণবানিতি তৃতীয়ঃ। যেনৈতাদৃশী সুসংহিতা পঠিতা মনসা ধারণগুণ ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥ ননু শুকোঽরণিসম্ভূতোঽস্তীতি ময়োক্তং ততশ্চায়ং প্রশ্নো ন ঘটনাং প্রাঞ্চতীতি চেৎ সত্যম্। তদেব তু সন্দেহাস্পদমরণৌ বীর্য্যপাতা সম্ভবাদিত্যাহ অযোনিজ ইতি। অযোনিজঃ কুতো যতোঽরণিসম্ভবস্ততঃ ॥ ২ ॥ কিঞ্চ গর্ভযোগীতি। ন হি যোগিনঃ কৃতকৃত্যস্য জ্ঞানার্থমন্যপুরাণাদ্যপেক্ষাঽস্তীত্যভিপ্রায়েণাহ কথঞ্চেতি ॥ ৩ ॥

শৌনকাদি ঋষিগণ সূতমুখ হইতে পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া কহিলেন। হে সৌম্যদর্শন ! যিনি এই পুরাণসংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন সেই ব্যাসপুত্র শুকদেব বেদব্যাসের কোন ভার্য্যায় কিরূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন এবং কিরূপ গুণাবলম্বী ছিলেন ? বৎস ! ইতিপূর্ব্বে তুমি বলিয়াছ শুকদেব অযোনিসম্ভূত, তিনি হোমীয় মন্থনদণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং পূর্ব্বেই আমরা শ্রবণ করিয়াছি শুকদেব গর্ভাবস্থা হইতেই মহাতপা পরম যোগী ছিলেন। সূত ! তত্ত্বজ্ঞ যোগিগণের জ্ঞানজন্য সামান্য পুরাণপাঠের ত প্রয়োজন হয় না ; তবে কি জন্য, তিনি সুবিস্তর পুরাণসকল পাঠ করিয়াছিলেন ? বৎস ! এ বিষয়ে আমাদের গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তোমার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ ; অতএব তুমিই অদ্য আমাদিগের নিকট এবিষয়ের মীমাংসা কর ॥ ১—৩ ॥

সূত উবাচ।

পুরা সরস্বতীতীরে ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
আশ্রমে কলবিঙ্কৌ তু দৃষ্ট্বা বিস্ময়মাগতঃ ॥ ৪ ॥
জাতমাত্রং শিশুং নীড়ে মুক্তমণ্ডান্মনোহরম্।
তাম্রাস্যং শুভসর্ব্বাঙ্গং পিচ্ছাঙ্কুরবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৫ ॥
তৌ তু ভক্ষ্যার্থমত্যন্তং রতৌ শ্রমপরায়ণৌ।
শিশোশ্চঞ্চুপুটে ভক্ষ্যং ক্ষিপন্তৌ চ পুনঃপুনঃ ॥ ৬ ॥
অঙ্গেনাঙ্গানি বালস্য ঘর্ষয়ন্তৌ মুদান্বিতৌ।
চুম্বন্তৌ চ মুখং প্রেম্ণা কলবিঙ্কৌ শিশোঃ শুভম্ ॥ ৭ ॥
বীক্ষ্য প্রেমাদ্ভুতং তত্র বালে চটকয়োস্তদা।
ব্যাসশ্চিন্তাতুরঃ কামং মনসা সমচিন্তয়ৎ ॥ ৮ ॥
তিরশ্চামপি যৎ প্রেম পুত্রে সমভিলক্ষ্যতে।
কিঞ্চিত্রং যন্মনুষ্যাণাং সেবাফলমভীপ্সতাম্ ॥ ৯ ॥

ইতি ঋষিপ্রশ্নত্রয়মুপলভ্যাহ পুরা সরস্বতীতীর ইতি। অনেন চাহযোনিজ ইত্যেব পক্ষং স্থাপয়তি। গর্ভযোগিত্বং তস্য বাস্তবং ন ভবতি কিন্তু স্তাবকত্বেনোক্তং দেবীভাগবত শ্রবণোত্তরমেব তু তস্য যোগিত্বং বক্ষ্যতীতি ভাবঃ। কলবিঙ্কৌ চটকৌ ॥ ৪ ॥ বিস্ময়কারণমাহ জাতমাত্রমিতি ॥ ৫—৭ ॥ মনুষ্যব্যবহারতুল্যঃ পক্ষিব্যবহার ইত্যাশ্চর্য্যহেতুঃ। কামমিতি। কামং যথেষ্টং মনসা সমচিন্তয়ৎ বিচারিতবান্ ॥ ৮ ॥ বিচারমেবাহ তিরশ্চামিতি। মনুষ্যাস্তু পুত্রোঽস্মাকং সেবাঙ্করিষ্যতীতি সেবাফলেচ্ছয়া পুত্রে প্রেম কুর্ব্বন্তি তত্র কিং চিত্রং তদভাবেঽপি পক্ষিষু প্রেমদর্শনাদিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥ পক্ষিষু পুত্রকর্তৃকসেবায়া অসম্ভাবনাং দর্শয়তি

ঋষিগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সূত কহিলেন। ঋষিগণ! পূর্ব্বকালে কোন সময় সত্যবতী-পুত্র ব্যাসদেব সরস্বতী-তীরস্থ আশ্রমে একটী চটকমিথুন দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। এক দিবস দেখিলেন উক্ত চটকমিথুন, অণ্ড হইতে সদ্য বিনির্গত অজাতপক্ষ লোহিত-চঞ্চু অতি মনোহর শিশুর প্রতিপালনে তৎপর রহিয়াছে এবং শ্রমপরায়ণ হইয়া ভক্ষ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করতঃ শিশুর চঞ্চুপুটে পুনঃ পুনঃ প্রদান করিতেছে। মধ্যে মধ্যে শিশুর অঙ্গে নিজ অঙ্গ ঘর্ষণ করিয়া, কখন বা প্রণয় সহকারে মুখচুম্বন করিয়া আনন্দরসে আপ্লুত হইতেছে ॥ ৪—৭ ॥ ব্যাসদেব চটকদ্বয়ের সেই শিশুর প্রতি প্রণয়াতিশয় সন্দর্শন করিয়া অতিশয় চিন্তাতুর হইয়া মনে মনে এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন; যখন, সামান্য তির্য্যক্‌জাতিরও পুত্রের প্রতি ঈদৃশ স্নেহ দৃষ্ট হইতেছে, তখন বৃদ্ধাবস্থায় শুশ্রূষা লাভের অভিলাষী মনুষ্যগণের যে পুত্রস্নেহ দৃষ্ট হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি! ॥ ৮—৯ ॥

কিমেতৌ চটকৌ চাস্য বিবাহং সুখসাধনম্।
বিরচ্য সুখিনৌ স্যাতাং দৃষ্ট্বা বধ্বা মুখং শুভম্ ॥ ১০ ॥
অথবা বার্দ্ধকে প্রাপ্তে পরিচর্য্যাং করিষ্যতি।
পুত্রঃ পরমধর্ম্মিষ্ঠঃ পুণ্যার্থং কলবিঙ্কয়োঃ ॥ ১১ ॥
অর্জয়িত্বাঽথবা দ্রব্যং পিতরৌ তর্পয়িষ্যতি।
অথবা প্রেতকার্য্যাণি করিষ্যতি যথাবিধি ॥ ১২ ॥
অথবা কিং গয়াশ্রাদ্ধং গত্বা সংবিতরিষ্যতি।
নীলোৎসর্গঞ্চ বিধিবৎপ্রকরিষ্যতি বালকঃ ॥ ১৩ ॥
সংসারেঽত্র সমাখ্যাতং সুখানামুত্তমং সুখম্।
পুত্রগাত্রপরিষ্বঙ্গো লালনঞ্চ বিশেষতঃ ॥ ১৪ ॥
অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গো নৈব চ নৈব চ।
পুত্রাদন্যতরন্নাস্তি পরলোকস্য সাধনম্ ॥ ১৫ ॥
মন্বাদিভিশ্চ মুনিভির্ধর্ম্মশাস্ত্রেষু ভাষিতম্।
পুত্রবান্ স্বর্গমাপ্নোতি নাপুত্রস্তু কথঞ্চন ॥ ১৬ ॥
দৃশ্যতেঽত্র সমক্ষং তন্নানুমানেন সাধ্যতে।
পুত্রবান্মুচ্যতে পাপাদাপ্তবাক্যঞ্চ শাশ্বতম্ ॥ ১৭ ॥

কিমেতাবিতি। বধ্বাঃ স্নুষায়াঃ ॥ ১০—১৩ ॥ এবং সেবাঽসম্ভাবনায়ামপি পুত্রে প্রেম কুর্ব্বন্তি তস্মাৎ পুত্রঃ সংসারেঽধিক ইতি ভাবঃ ॥ তদেবাহ সংসারে ইতি ॥ ১৪ ॥ শাস্ত্রমপ্যেবমেবাহে-ত্যাহ অপুত্রস্যেতি। পুত্রাদন্যতরৎ ভিন্নম্ ॥ ১৫—১৬ ॥ দৃশ্যত ইতি। ইদং নাঽনুমানেন

এই চটকদ্বয় কখন কি পুত্রের সুখসাধন বিবাহ সম্পাদন করিয়া পুত্রবধূমুখ দর্শন করতঃ সুখ লাভ করিতে পারিবে? না এই পুত্র পরে পরম ধার্ম্মিক হইয়া পুণ্যলালসায় পিতামাতা চটকদ্বয়ের বৃদ্ধাবস্থায় পরিচর্য্যা করিবে? ॥ ১০—১১ ॥ অথবা নানাবিধ দ্রব্য উপার্জ্জন করিয়া পরলোকগত পিতামাতার তর্পণ বা যথাবিধি প্রেতোদ্দিষ্টকার্য্য সকল করিতে বাধ্য হইবে? না গয়াক্ষেত্রে গিয়া গয়াশ্রাদ্ধ বা নীলোৎসর্গ প্রভৃতি কার্য্য যথাবিধি সম্পন্ন করিবে? ॥ ১২—১৩ ॥ ইহ সংসারে পুত্রের আলিঙ্গন বিশেষতঃ লালনপালন সকল সুখমধ্যে শ্রেষ্ঠ সুখ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥ যাঁহার পুত্র নাই তাঁহার সদ্গতিরও আশা নাই। তিনি কখনও স্বর্গলাভে সমর্থ হইবেন না। কারণ, পুত্র ভিন্ন পরলোকপ্রাপ্তির অন্য কোন উপায় নাই ॥ ১৫ ॥ মনুপ্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তা ঋষিগণ ও নিজ নিজ ধর্ম্মশাস্ত্রে বলিয়াছেন যে, পুত্রবান্ লোকই স্বর্গলাভ করিতে সমর্থ। যাহার পুত্র নাই তাহার পরলোকও নাই ॥ ১৬ ॥ ইহ সংসারে পুত্রের আবশ্যকতা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে; অতএব এবিষয় অনুমান

আতুরো মৃত্যুকালেঽপি ভূমিশয্যাগতো নরঃ।
করোতি মনসা চিন্তাং দুঃখিতঃ পুত্রবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮ ॥
ধনং মে বিপুলং গেহে পাত্রাণি বিবিধানি চ।
মন্দিরং সুন্দরং চৈতৎ কোঽস্য স্বামী ভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥
মৃত্যুকালে মনস্তস্য দুঃখেন ভ্রমতে যতঃ।
অতোঽস্য দুর্গতির্নূনং ভ্রান্তচিত্তস্য সর্ব্বথা ॥ ২০ ॥
এবং বহুবিধাং চিন্তাং কৃত্বা সত্যবতীসুতঃ।
নিঃশ্বস্য বহুধা চোষ্ণং বিমনাঃ সম্বভূব হ ॥ ২১ ॥
বিচার্য্য মনসাঽত্যর্থং কৃত্বা মনসি নিশ্চয়ম্।
জগাম চ তপস্তপ্তুং মেরুপর্ব্বতসন্নিধৌ ॥ ২২ ॥
মনসা চিন্তয়ামাস কং দেবং সমুপাস্মহে।
বরপ্রদাননিপুণং বাঞ্ছিতার্থপ্রদং তথা ॥ ২৩ ॥
বিষ্ণুং রুদ্রং সুরেন্দ্রং বা ব্রহ্মাণং বা দিবাকরম্।
গণেশং কার্ত্তিকেয়ঞ্চ পাবকং বরুণং তথা ॥ ২৪ ॥

সাধ্যতে পুত্রস্যাবশ্যকত্বং কিন্তু সমক্ষং প্রত্যক্ষমেব দৃশ্যতে। যথা প্রত্যক্ষং প্রমাণমত্র বর্ত্ততে তথাপ্তবাক্যমপি বর্ত্ততএবেত্যাহ পুত্রবানিতি। পাপাৎ সর্ব্বক্লেশরূপাৎ। ইতি শাশ্বতং চিরন্তনমাপ্তবাক্যং বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥ যদুক্তং প্রত্যক্ষং তন্নিদর্শয়তি আতুর ইতি ॥ ১৮—২০ ॥

এবমিতি। বহুবিধাং চিন্তাং বিচারং ব্যাসঃ কৃত্বা তস্য পুত্রাভাবাদুষ্ণং সন্তাপযুক্তং যথা স্যাত্তথা বহুধা অনেকপ্রকারৈর্নিঃশ্বস্য বিমনাঃ সম্বভূব হ ॥ ২১ ॥ ততঃ পুত্রোৎপত্তি-

---

দ্বারা সিদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইতেছে না। পুত্রবান্ লোক পাপ হইতে বিমুক্ত হয়, এবিষয়ে নিত্য অভ্রান্ত বেদবাক্যও বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ১৭ ॥ আহা! অপুত্রক ব্যক্তি মৃত্যু-সময়ে ও যন্ত্রণায় প্রপীড়িত এবং ভূমিশয্যায় শয়ান হইয়া "আমার সুন্দর গৃহ, নানাবিধ পাত্র ও এই প্রভূত ধনরাশি বর্ত্তমান রহিল। হায়! আমার অভাবে কে ইহার প্রভু হইবে!" অতি দুঃখিত হইয়া মনে মনে এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতে থাকে ॥ ১৮—১৯ ॥ হায়! ইহা অধিক কষ্টের বিষয়, কারণ, পুত্রবিহীন লোক মৃত্যুকালে সর্ব্বদা দুঃখেরই চিন্তা করিয়া থাকে এজন্য এতাদৃশ ভ্রান্তচিত্ত ব্যক্তির মরণান্তে নিশ্চয়ই দুর্গতি হয় ॥ ২০ ॥

ঋষিগণ! সত্যবতীসুত বেদব্যাস এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়া নিজপুত্রের অভাব জন্য পুনঃ পুনঃ উষ্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ বিমনা হইলেন। এবং মনে মনে নানাবিধ বিচার করতঃ তপস্যায় কৃতনিশ্চয় হইয়া তৎসাধন জন্য মেরুপর্ব্বত সন্নিধানে গমন করিলেন। পরে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, অভীষ্ট বরপ্রদানে সমর্থ কোন দেবের উপাসনা করিবেন, এই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২১—২৩ ॥ কখন মনে করেন

এবং চিন্তয়তস্তস্য নারদো মুনিসত্তমঃ।
যদৃচ্ছয়া সমায়াতো বীণাপাণিঃ সমাহিতঃ॥ ২৫॥
তং দৃষ্ট্বা পরমপ্রীতো ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
কৃত্বাঽর্ঘ্যমাসনং দত্ত্বা পপ্রচ্ছ কুশলং মুনিম্॥ ২৬॥
শ্রুত্বাঽথ কুশলপ্রশ্নং পপ্রচ্ছ মুনিসত্তমঃ।
চিন্তাতুরোঽসি কস্মাত্ত্বং দ্বৈপায়ন! বদস্ব মে॥ ২৭॥

ব্যাস উবাচ।

অপুত্রস্য গতির্নাস্তি ন সুখং মানসে ততঃ।
তদর্থং দুঃখিতশ্চাহং চিন্তয়ামি পুনঃ পুনঃ॥ ২৮॥
তপসা তোষয়াম্যদ্য কং দেবং বাঞ্ছিতার্থদম্।
ইতি চিন্তাতুরোঽস্ম্যদ্য ত্বামহং শরণং গতঃ॥ ২৯॥
সর্ব্বজ্ঞোঽসি মহর্ষে! ত্বং কথয়াশু কৃপানিধে!।
কং দেবং শরণং যামি যো মে পুত্রং প্রদাস্যতি॥ ৩০॥

রীশ্বরানুগ্রহং বিনা ন ভবতি পরমেশ্বরানুগ্রহশ্চ তপো বিনা ন ভবতীত্যর্থমতিশয়েন মনসা

বিষ্ণুর উপাসনায় প্রবৃত্ত হই, কখন ভাবেন রুদ্রের আরাধনা করি, কখন ইন্দ্রের, কখন ব্রহ্মার, কখন বা সূর্য্যদেবের, কখন গণেশের, কোন সময় বা কার্ত্তিকের, কখন অগ্নির, কখন বা বরুণের আরাধনা করি, এইরূপ অব্যবস্থিতচিত্ত হইয়া ভাবিতেছেন, এমন সময় বীণাপাণি মুনিবর নারদ দৈবগতিকে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ২৪—২৫॥ সত্যবতী পুত্র বেদব্যাস দেবর্ষি নারদকে দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন, এবং অর্ঘ্য ও আসনাদি প্রদান করিয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ২৬॥ মুনিসত্তম নারদ নিজ প্রশ্ন শ্রবণানন্তর ব্যাসদেবকে ম্লানবদন দেখিয়া অতি ব্যগ্রতাসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন। দ্বৈপায়ন! কিজন্য তুমি এরূপ চিন্তাতুর হইয়াছ তাহা আমাকে বল॥ ২৭॥

দেবর্ষির প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ব্যাসদেব কহিলেন। হে দেবর্ষে! যাহারা পুত্রবিবর্জ্জিত, তাহাদের কখনও সদ্গতি নাই, এজন্য কখনই তাহারা সুখী হইতে পারে না। দেবর্ষে! আমিও এই জন্য দুঃখিত হইয়া পুনঃ পুনঃ এই বিষয় চিন্তা করিতেছি। বিশেষতঃ, আমি কোন্ দেবকে তপস্যা দ্বারা সন্তুষ্ট করিব; কোন দেবই বা আমার অভিলাষ প্রদান করিবেন; এ বিষয়ের জন্য অতিশয় চিন্তাতুর হইয়াছি। এক্ষণে আমি আপনার শরণাগত হইলাম। আপনি সমস্তই অবগত আছেন; অতএব হে কৃপানিধে! কৃপা করিয়া শীঘ্র বলুন, আমি কোন্ দেবের শরণাগত হইব, যিনি আমার অভিলষিত পুত্রপ্রদানে সমর্থ হইবেন॥ ২৮—৩০॥

সূত উবাচ।

ইতি ব্যাসেন পৃষ্টস্তু নারদো বেদবিন্মুনিঃ।
উবাচ পরয়া প্রীত্যা কৃষ্ণং প্রতি মহামনাঃ ॥ ৩১ ॥

নারদ উবাচ।

পারাশর্য্য মহাভাগ ! যত্ত্বং পৃচ্ছসি মামিহ।
তমেবার্থং পুরা পৃষ্টঃ পিত্রা মে মধুসূদনঃ ॥ ৩২ ॥
ধ্যানস্থঞ্চ হরিং দৃষ্ট্বা পিতা মে বিস্ময়ং গতঃ।
পর্য্যপৃচ্ছত দেবেশং শ্রীনাথং জগতঃ পতিম্ ॥ ৩৩ ॥
কৌস্তুভোদ্ভাসিতং দিব্যং শঙ্খচক্রগদাধরম্।
পীতাম্বরং চতুর্ব্বাহুং শ্রীবৎসাঙ্কিতবক্ষসম্ ॥ ৩৪ ॥
কারণং সর্ব্বলোকানাং দেবদেবং জগদ্‌গুরুম্।
বাসুদেবং জগন্নাথং তপ্যমানং মহত্তপঃ ॥ ৩৫ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

দেবদেব জগন্নাথ ভূতভব্যভবৎপ্রভো !।
তপশ্চরসি কস্মাত্ত্বং কিং ধ্যায়সি জনার্দ্দন ! ॥ ৩৬ ॥
বিস্ময়োঽয়ং মমাত্যর্থং ত্বং সর্ব্বজগতাং প্রভুঃ।
ধ্যানযুক্তোসি দেবেশ ! কিঞ্চ চিত্রমতঃ পরম্ ॥ ৩৭ ॥

বিচিন্ত্য তপসি নিশ্চয়ং কৃত্বা জগাম ॥ ২২—৩৭ ॥ ত্বন্নাভীতি। অহং সর্ব্বজগৎকর্ত্তা ত্বৎপুত্র-

---

সূত কহিলেন ঋষিগণ ! বেদব্যাস নারদকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর সেই বেদজ্ঞ মনস্বী মহামনা নারদ অতিশয় প্রীত হইয়া কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে বলিলেন ॥ ৩১ ॥

হে পরাশরপুত্র ! তুমি অতিশয় ভাগ্যবান্ সন্দেহ নাই। তুমি এক্ষণে আমাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে পূর্ব্বে আমার পিতা ব্রহ্মা স্বয়ং মধুসূদনকে এইরূপ প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥ যিনি সমস্ত দেবগণের প্রভু, যিনি লক্ষ্মীপতি, যিনি এই জগৎকে রক্ষা করিতেছেন, যাঁহার কণ্ঠদেশ রত্নময় কৌস্তভমণিপ্রভায় উদ্ভাসিত, যিনি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজ, যিনি পীতাম্বরধারী, যাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস চিহ্নে অঙ্কিত রহিয়াছে, যিনি সর্ব্ব লোকের কারণ, যিনি দেবদেব জগদ্‌গুরু, সেই বিশ্বনিবাস জগন্নাথ হরিকে মহৎ তপস্যায় রত এবং ধ্যানস্থ দেখিয়া পিতা ব্রহ্মা স্বয়ং বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৩৩—৩৫ ॥

হে দেবদেব জনার্দ্দন ! আপনি বিশ্বপতি এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের নিয়ন্তা হইয়া কিজন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং কাহারই বা ধ্যান করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥ হে দেবদেব ! এ বিষয়ে আমার অতিশয় বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছে ; কারণ, আপনি বিশ্বপতি হইয়া ধ্যানস্থ

ত্বন্নাভিকমলাজ্জাতঃ কর্ত্তাঽহমখিলস্য হ।
ত্বত্তঃ কোপ্যধিকোঽস্ত্যত্র তং দেবং ব্রূহি মাপতে! ॥ ৩৮ ॥
জানাম্যহং জগন্নাথ! ত্বমাদিঃ সর্ব্বকারণম্।
কর্ত্তা পালয়িতা হর্ত্তা সমর্থঃ সর্ব্বকার্য্যকৃৎ ॥ ৩৯ ॥
ইচ্ছয়া তে মহারাজ! সৃজাম্যহমিদং জগৎ।
হরঃ সংহরতে কালে সোঽপি তে বচনে সদা ॥ ৪০ ॥
সূর্য্যো ভ্রমতি চাকাশে বায়ুর্ব্বাতি শুভাশুভঃ।
অগ্নিস্তপতি পর্জ্জন্যো বর্ষতীশ! ত্বদাজ্ঞয়া ॥ ৪১ ॥
ত্বন্তু ধ্যায়সি কন্দেবং সংশয়োঽয়ং মহান্মম।
ত্বত্তঃ পরং ন পশ্যামি দেবং বৈ ভুবনত্রয়ে ॥ ৪২ ॥
কৃপাং কৃত্বা বদস্বাদ্য ভক্তোঽস্মি তব সুব্রত!।
মহতাং নৈব গোপ্যং হি প্রায়ঃ কিঞ্চিদিতি স্মৃতিঃ ॥ ৪৩ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য হরিরাহ প্রজাপতিম্।
শৃণুষ্বৈকমনা ব্রহ্মংস্ত্বাং ব্রবীমি মনোগতম্ ॥ ৪৪ ॥

সুতস্ত্বত্তঃ কোঽন্যোঽস্ত্যধিকস্তথাপি ত্বং ধ্যায়সি তস্মাদস্ত্যন্যোঽধিকো দেবস্তং দেবং হে মাপতে! লক্ষ্মীপতে! মাং ব্রূহীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ তদেবোপপাদয়তি জানাম্যহমিতি ॥ ৩৯—৪৫ ॥

হইয়াছেন ইহা হইতে কি আর আশ্চর্য্যের বিষয় হইতে পারে ॥ ৩৭ ॥ হে লক্ষ্মীপতে! আপনার নাভিপদ্ম হইতে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া আমি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা হইয়াছি। কিন্তু এক্ষণে বলুন, আপনা হইতে অধিক কোন দেব এই ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৩৮ ॥ হে জগন্নাথ! আমি আপনাকেই সকলের আদি এবং মূল কারণ বলিয়াই জানি; আপনিইত এ ব্রহ্মাণ্ডের বিধাতা রক্ষাকর্ত্তা এবং সংহর্ত্তা রূপে বিরাজ করিতেছেন। আপনিইত প্রলয়াদি সর্ব্ব কার্য্যে সমর্থ এবং মধ্যে মধ্যে তাহা করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥ দেব! আপনিই সর্ব্বোপরি বিরাজমান; আপনার ইচ্ছাতেই আমি এই জগৎ সৃজন করিতেছি, রুদ্রদেবও আপনার আদেশানুসারে যথাসময়ে ইহার সংহার করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥ দেব! আপনার আজ্ঞাতেই সূর্য্যদেব আকাশে ভ্রমণ করিতেছেন, পবন শুভাশুভরূপে বহনাবহন করিতেছেন, অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছেন এবং মেঘ সকল বর্ষণ করিতেছে ॥ ৪১ ॥ অতএব হে প্রভো! ত্রিভুবনে আপনার অধিক এরূপ কোনও দেবকে দেখিতেছি না, যাহার ধ্যানে আপনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই জন্যই এ বিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৪২ ॥ হে দেব! আপনি শুভ অনুষ্ঠানে রত হইয়াছেন ইহাতে সন্দেহ নাই; আমি আপনার ভক্ত অতএব কৃপা করিয়া আমাকে ইহার কারণ বলুন। কেননা, মহৎ লোকের প্রায়ই কিছুই গোপনীয় থাকে না ইহা প্রসিদ্ধ ॥ ৪৩ ॥

যদ্যপি ত্বাং শিবং মাঞ্চ স্থিতিসৃষ্ট্যন্তকারণম্।
তে জানন্তি জনাঃ সর্ব্বে সদেবাসুরমানুষাঃ॥ ৪৫॥
স্রষ্টা ত্বং পালকশ্চাহং হরঃ সংহারকারকঃ।
কৃতাঃ শক্ত্যেতি সন্তর্কঃ ক্রিয়তে বেদপারগৈঃ॥ ৪৬॥
জগৎসঞ্জননে শক্তিস্ত্বয়ি তিষ্ঠতি রাজসী।
সাত্ত্বিকী ময়ি রুদ্রে চ তামসী পরিকীর্ত্তিতা॥ ৪৭॥
তয়া বিরহিতস্ত্বং ন তৎকর্ম্মকরণে প্রভুঃ।
নাহং পালয়িতুং শক্তঃ সংহর্ত্তুং নাপি শঙ্করঃ॥ ৪৮॥

তথাপ্যেতে ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদয়ো দৃশ্যাঃ পরিচ্ছিন্নাঃ কার্য্যরূপাঃ শক্ত্যা কৃতা ইত্যত্র তর্কোঽনুমানং বেদপারগৈঃ পুরুষৈর্ব্বেদার্থানুসারেণ ক্রিয়তে॥ ৪৬—৪৭॥ তৎকর্ম্মকরণে ইতি। অয়ং ভাবঃ ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদয়ঃ কস্মাদুৎপন্না ইতি জিজ্ঞাসায়াং বেদরসিকাঃ পুরুষাঃ প্রথমতো "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্। তয়োর্ব্বিভূতিলেশো বৈ জগদেতচ্চরাচরম্। ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচেতি। মায়া বা এষা নারসিংহী সর্ব্বমিদং সৃজতি সর্ব্বমিদং রক্ষতি সর্ব্বমিদং সংহরতি। তস্মান্মায়ামেতাং শক্তিং বিদ্যাৎ" ইত্যাদিশ্রুতীঃ পর্য্যালোচয়ন্তি। ততস্তদর্থানুসারেণৈবানুমানং কল্পয়ন্তি। তচ্চেত্থম্। যো যো ব্যবহারঃ সশক্তিপূর্ব্বঃ ব্যবহারত্বাৎ প্রাকৃতপুরুষব্যবহারবদিত্যনুমানং কল্পয়ন্তি তত্রাস্মাকং জন্মাদিব্যবহারস্তথা জন্মোত্তরং জগৎসর্জ্জনাদিব্যবহারশ্চ শক্তিপূর্ব্বক এবেতি নিশ্চিন্বন্তি। ব্যতিরেকঞ্চ পশ্যন্তি। ন হি শক্তিরহিতঃ স্পন্দিতুমপি সমর্থঃ কশ্চিদিতি তস্মাচ্ছ্রুত্যনুমানাভ্যামস্মাকং শক্তিপূর্ব্বকত্বং নিশ্চিতম্। তস্মাৎ পরাশক্তিজন্যা এব বয়মিতি॥ ৪৮॥ যত এবং তস্মাদ্বয়ং

ঋষিগণ! তাপত্রয়হর্ত্তা ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন। ব্রহ্মন্! আমার মনোগত অভিপ্রায় তোমাকে বলিতেছি একাগ্রমনে শ্রবণ কর॥ ৪৪॥ যদিও সুরাসুর মনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত লোক তোমাকে আমাকে এবং রুদ্রকে সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারের কারণ বলিয়া জানে। যদিও তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন করিতেছ, আমি পালন করিতেছি এবং রুদ্র সংহার করিতেছেন সত্য; তথাপি বেদপারগ পুরুষ সকল এ সমস্তই শক্তিকর্ত্তৃক বিহিত এইরূপ অনুমান করিয়া থাকেন॥ ৪৫—৪৬॥ ব্রহ্মন্! বিশ্বের বিধান জন্য তোমাতে রাজসী শক্তি, পালন জন্য আমাতে সাত্ত্বিকী শক্তি এবং সংহার জন্য রুদ্রে তামসী শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছেন, ইহা বেদজ্ঞ পুরুষ সকলে বলিয়া থাকেন॥ ৪৭॥ এই শক্তিবিহীন হইলে তুমি বিশ্বের সৃজন করিতে অসমর্থ আমি পালন করিতে অক্ষম এবং রুদ্রও সংহারে সমর্থ হন না। অতএব আমরা সকলেই সেই শক্তির অধীন হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছি। হে সুব্রত! এ বিষয়ে তোমায় প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেছি শ্রবণ

তদধীনা বয়ং সর্ব্বে বর্ত্তামঃ সততং বিভো ! ।
প্রত্যক্ষে চ পরোক্ষে চ দৃষ্টান্তং শৃণু সুব্রত ! ॥ ৪৯ ॥
শেষে স্বপিমি পর্য্যঙ্কে পরতন্ত্রো ন সংশয়ঃ।
তদধীনঃ সদোত্তিষ্ঠে কালে কালবশং গতঃ ॥ ৫০ ॥
তপশ্চরামি সততং তদধীনোঽস্ম্যহং সদা।
কদাচিৎ সহ লক্ষ্ম্যা চ বিহরামি যথাসুখম্ ॥ ৫১ ॥
কদাচিদ্দানবৈঃ সার্দ্ধং সংগ্রামং প্রকরোম্যহম্।
দারুণং দেহদমনং সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্ ॥ ৫২ ॥
প্রত্যক্ষং তব ধর্ম্মজ্ঞ ! তস্মিন্নেকার্ণবে পুরা।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি বাহুযুদ্ধং ময়া কৃতম্ ॥ ৫৩ ॥
তৌ কর্ণমলজৌ দুষ্টৌ দানবৌ মদগর্ব্বিতৌ।
দেবদেব্যাঃ প্রসাদেন নিহতৌ মধুকৈটভৌ ॥ ৫৪ ॥
তদা ত্বয়া ন কিং জ্ঞাতং কারণন্তু পরাৎপরম্।
শক্তিরূপং মহাভাগ ! কিং পৃচ্ছসি পুনঃপুনঃ ॥ ৫৫ ॥

সর্ব্বে তদধীনা ইত্যাহ তদধীনা ইতি। প্রত্যক্ষে চ পরোক্ষে চেতি। অস্মাকং প্রত্যক্ষে ব্যবহারে পরোক্ষে চ ব্যবহারে পরাধীনত্বং স্পষ্টমেব। তত্র দৃষ্টান্তমুদাহরণং শৃণু ॥ ৪৯ ॥ স্বপিমীতি। প্রলয়কালীনব্যবহারস্য ব্রহ্মণো দৃশ্যমানস্বাভাবেন পরোক্ষত্বং প্রলয়কালে চ তদধীনঃ শক্ত্যধীনএব স্বপিমি। তথৈব কালে সৃষ্টিকালে সদোত্তিষ্ঠে উত্তিষ্ঠামি তদধীনঃ সন্নিত্যর্থঃ। স্বাপজাগরয়োঃ ক্ষণমেকমপি ন্যূনাধিকং কর্ত্তুং ময়া ন শক্যতে.তস্মাৎ পরতন্ত্র এবাহমস্মীতি ভাবঃ ॥ ৫০—৫৪ ॥ তদেতি। প্রথমতো মধুকৈটভযুদ্ধসময়ে মদ্বলং নষ্টং অনন্তরং তৌ দেব্যা বিমোহিতৌ ময়ি চ বলং তদ্ধননযোগ্যং দেব্যা স্থাপিতম্। তদা সর্ব্বপ্রপঞ্চস্য মদ্বলস্য চ কারণং ভগবতীরূপং ন কিং ত্বয়া জ্ঞাতমস্তি। ততঃ পুনঃ কিং পৃচ্ছসীত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

কর ॥৪৮—৪৯॥ প্রলয়কালে আমি সেই শক্তির অধীন হইয়াই অনন্ত শয্যায় শয়ন করি, এবং সৃষ্টিকালে কালধর্ম্মবশে পুনর্ব্বার সেই শক্তির অধীন হইয়াই উত্থিত হই ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ৫০ ॥ ব্রহ্মন্ ! আমি সর্ব্বদাই এই শক্তির অধীন। কখন বা তাঁহার অধীন হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হই, কখন বা লক্ষ্মী সঙ্গে যথাসুখে বিহার করিয়া থাকি, কখন বা দানবগণের সহিত শরীরক্লেশকর অতি দারুণ সর্ব্বলোকের ভয়জনক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই ॥ ৫১—৫২ ॥ হে ধর্ম্মজ্ঞ ! ইহাত তুমি পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছ ; সেই একার্ণবে মধুকৈটভ নামক দানবদ্বয়ের সহিত পঞ্চসহস্রবর্ষ ব্যাপিয়া বাহুযুদ্ধ করিয়াছিলাম, শেষে মহাদেবী মহাশক্তির প্রসাদেই নিজকর্ণমলা হইতে উৎপন্ন মদগর্ব্বিত সেই মধুকৈটভ নামক দানবদ্বয়কে বিনাশ করিয়াছিলাম ॥ ৫৩—৫৪ ॥ হে মহাভাগ ! তুমি কি সেই সময় শক্তিকে পরাৎপর

যদিচ্ছা পুরুষো ভূত্বা বিচরামি মহার্ণবে।
কচ্ছপঃ কোলসিংহশ্চ বামনশ্চ যুগে যুগে ॥ ৫৬ ॥
ন কস্যাপি প্রিয়ো লোকে তির্য্যগ্‌যোনিষু সম্ভবঃ।
নাহভবং স্বেচ্ছয়া বামবরাহাদিষু যোনিষু ॥ ৫৭ ॥

বিহায় লক্ষ্ম্যা সহ সংবিহারং
কো যাতি মৎস্যাদিষু হীনযোনিষু।
শয্যাঞ্চ মুক্ত্বা গরুড়াসনস্থঃ
করোতি যুদ্ধং বিপুলং স্বতন্ত্রঃ ॥ ৫৮ ॥
পুরা পুরস্তেঽজ! শিরো মদীয়ং
গতং ধনুর্জ্জ্যাস্খলনাৎ ক্বচাপি।
ত্বয়া তদা বাজিশিরো গৃহীত্বা
সংযোজিতং শিল্পিবরেণ ভূয়ঃ ॥ ৫৯ ॥

যদিচ্ছেতি। যস্যা ভগবত্যা ইচ্ছয়া প্রথমতঃ স্ত্রীরূপেণ স্থিতো মণিদ্বিপেঽনন্তরমহং পুরুষো ভূত্বা মহার্ণবে চরামি বসামি তস্মাত্তদধীনএবাহমস্মীতি ভাবঃ। ইয়ং কথা বক্ষ্যমাণা। কোলেতি-প্রথমান্তং লুপ্তবিভক্তিকম্। জাত ইতি শেষঃ ॥ ৫৬ ॥ নাভবমিতি। তস্মাৎ স্বেচ্ছয়া বামাঃ কুটিলা যা বরাহাদিযোনয়স্তাসু নাভবং নাসং কিন্তু পরাধীনএব সন্নভবমিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥ কিঞ্চ যদি মম স্বাতন্ত্র্যং স্যাত্তদা নীচযোনিষু মম জন্ম নৈব স্যান্নহি লোকে কশ্চন স্বতন্ত্রো হীন-যোনিষু জন্ম বাঞ্ছতীত্যাহ বিহায়েতি ॥৫৮॥ অন্যচ্চ মম পরাধীনতায়াঃ প্রত্যক্ষমুদাহরণমুচ্যতে পুরেতি। হে অজ! তে তব পুরোঽগ্রদেশে মদীয়ং শিরো ধনুষো জ্যায়া মৌর্ব্যাঃ স্খলনাৎ ত্রোটনাৎ ক্বচাপি কস্মিন্নপি দেশে গতং পুরা পূর্ব্বং তদা বাজিশিরোঽশ্বশিরো গৃহীত্বা শিল্পিবরেণ ত্বষ্ট্রা ত্বয়া সংযোজিতং ত্বদাজ্ঞয়া ত্বষ্ট্রা সংযোজিতমিত্যর্থঃ। তথা চাহং কথং সর্ব্বেশ্বরঃ স্বতন্ত্রো ভবামি ন হীশ্বরস্যেদৃশী দশা জায়তে তস্মাৎ পরতন্ত্র এবাহমস্মীতি

কারণ বলিয়া জানিতে পার নাই। যে, আমাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছ ॥ ৫৫ ॥ ব্রহ্মন্! আমি যাঁহার ইচ্ছায় একার্ণবে পুরুষরূপী হইয়া বিচরণ করি, আবার তাঁহারই ইচ্ছায় যুগে যুগে কচ্ছপ, বরাহ, সিংহ, বামন প্রভৃতি রূপে অবতীর্ণ হই। দেখ, ইহ লোকে নীচ যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করা কাহারও অভিপ্রেত নহে। অতএব আমি স্বেচ্ছা পূর্ব্বক এরূপ বরাহাদি নীচ যোনিতে উৎপন্ন হই না। (ভগবতী শক্তির পরাধীনতাই ইহার একমাত্র কারণ জানিবে।) বল দেখি, কোন্ ব্যক্তি স্বাধীন হইয়া লক্ষ্মীর সহিত বিহার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৎস্যাদি নীচ যোনিতে জন্মপরিগ্রহ করে? অথবা সুখশয্যা পরি-ত্যাগ করিয়া গরুড়ে আরোহণ পূর্ব্বক প্রবলযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়? ॥ ৫৬—৫৮ ॥ হে অজ! পূর্ব্বে তোমার সম্মুখেইত ধনুর্জ্যার ত্রোটনহেতু আমার মস্তক কোথায় গিয়াছিল; পরে

হয়াননোঽহং পরিকীর্ত্তিতশ্চ
প্রত্যক্ষমেতত্তব লোককর্ত্তঃ!।
বিড়ম্বনেয়ং কিল লোকমধ্যে
কথং ভবেদাত্মপরো যদি স্যাম্ ॥ ৬০ ॥
তস্মান্নাহং স্বতন্ত্রোঽস্মি শক্ত্যধীনোঽস্মি সর্ব্বথা।
তামেব শক্তিং সততং ধ্যায়ামি চ নিরন্তরম্।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিজ্জানামি কমলোদ্ভব! ॥ ৬১ ॥

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্তং বিষ্ণুনা তেন পদ্মযোনেস্তু সন্নিধৌ।
তেন চাপ্যহমুক্তোঽস্মি তথৈব মুনিপুঙ্গব! ॥ ৬২ ॥
তস্মাত্ত্বমপি কল্যাণপুরুষার্থাপ্তিহেতবে।
অসংশয়ং হৃদম্ভোজে ভজ দেবীপদাম্বুজম্ ॥ ৬৩ ॥
সর্ব্বং দাস্যতি সা দেবী যদ্‌যদিষ্টং ভবেত্তব ॥ ৬৪ ॥

ভাবঃ ॥ ৫৯ ॥ হয়াননোঽহমিতি। তদাহং হয়াননো হয়গ্রীবনাম্না ইতি পরিকীর্ত্তিতঃ। ইদং হে লোককর্ত্তঃ! লোকোৎপাদক ব্রহ্মন্! তব প্রত্যক্ষমেবাস্তি যদি পুনরাত্মপরঃ স্বতন্ত্রোঽহং স্যাং ভবেয়ং তদেয়ং বিড়ম্বনা লোকমধ্যে কথং ভবেৎ ন কথমপীত্যর্থঃ। তস্মাদপি পরাধীন-এবাহমস্মীতি জানীহীতি ভাবঃ ॥ ৬০ ॥ তদেবাহ তস্মাদিতি। শেষং স্পষ্টম্। যৎ পৃষ্টং কং ধ্যায়সীতি তস্যোত্তরমাহ তামেব শক্তিমিতি। শক্তিমিতি সাম্যাবস্থমায়াশবলব্রহ্মরূপিণীং দেবীমিত্যর্থঃ ॥ ৬১—৬৪ ॥ অত্র কচিৎ পুস্তকেষু শেষে স্বপিমি পর্য্যঙ্কে ইত্যতঃ পূর্ব্বং মম

তৎকালে তুমিই ত একটী ঘোটকের মস্তক সংগ্রহ করিয়া শিল্পিপ্রবর বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা পুনর্ব্বার যথাস্থানে সংযোজিত করাইয়া দেও। হে বিশ্ববিধাতঃ! ইহাত তোমার প্রত্যক্ষে ঘটিয়াছিল যে, সেই সময় আমি হয়গ্রীব নামে কীর্ত্তিত হইয়াছিলাম। বল দেখি, যদি আমি স্বাধীন হইতাম তাহা হইলে কি লোকমধ্যে এরূপ বিড়ম্বনা হইতে পারিত? অতএব, আমি স্বাধীন নহি সর্ব্বপ্রকারে সেই আদ্যাশক্তিরই অধীন। হে কমলোদ্ভব! এজন্য নিরন্তর সেই ব্রহ্মরূপিণী মহাশক্তিরই ধ্যান করিয়া থাকি ইহার অধিক আর কিছুই জানিনা ॥ ৫৯—৬১ ॥

হে মুনিবর ব্যাস! সেই তপস্যানিরত বিষ্ণু ব্রহ্মার নিকট এই সমস্ত বিবরণ বলিয়াছিলেন এবং আমিও সেই ব্রহ্মার নিকট হইতেই সমস্ত শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৬২ ॥ অতএব তুমিও কল্যাণপ্রাপ্তি নিমিত্ত সেই ভগবতীর পাদপদ্ম অসংশয়চিত্তে হৃদ্‌পদ্মে ভজনা কর। তোমার যাহা কিছু অভিলষিত তিনি তৎসমস্তই প্রদান করিবেন ॥ ৬৩—৬৪ ॥

সূত উবাচ।

নারদেনৈবমুক্তস্তু ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
দেবীপাদাব্জনিষ্ণাতস্তপসে প্রযযৌ গিরৌ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
শুকজন্মপ্রসঙ্গেন দেব্যাঃ সর্ব্বোত্তমত্বকীর্ত্তনং নাম
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪ ॥

ভার্য্যা বরারোহা মহালক্ষ্মীরিতি শ্রুতেত্যাদি পঞ্চশ্লোকাঃ সন্তি। অগ্রে চ হয়াননোঽহং পরিকীর্ত্তিতশ্চেতি শ্লোকোত্তরং তস্মান্নাহং স্বতন্ত্রোঽস্মীত্যাদি পঞ্চশ্লোকা ন সন্তি তৎপক্ষে তেষাং তদুক্তার্থস্যাধ্যাহারঃ কর্ত্তব্যঃ স্যাদিতি॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতব্যাখ্যায়াং তিলকাভিধায়াং প্রথমস্কন্ধে
চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! নারদ এইরূপ বলিলে পর সত্যবতীপুত্র ব্যাসদেব ভগবতী-পাদপদ্মে একাগ্রচিত্ত হইয়া তপস্যাজন্য মেরু পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন॥ ৬৫ ॥

অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের
প্রথমস্কন্ধে শুকজন্মপ্রসঙ্গে দেবীর সর্ব্বোত্তমত্বকীর্ত্তন
নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত॥ * ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

সূতাস্মাকং মনঃ কামং মগ্নং সংশয়সাগরে।
যথোক্তং মহদাশ্চর্য্যং জগদ্বিস্ময়কারকম্ ॥ ১ ॥
যন্মূর্দ্ধা মাধবস্যাপি গতো দেহাৎ পুনঃ পরম্।
হয়গ্রীবস্ততো জাতঃ সর্ব্বকর্ত্তা জনার্দ্দনঃ ॥ ২ ॥
বেদোঽপি স্তৌতি যং দেবং দেবাঃ সর্ব্বে যদাশ্রয়াঃ।
আদিদেবো জগন্নাথঃ সর্ব্বকারণকারণঃ ॥ ৩ ॥
তস্যাপি বদনং ছিন্নং দৈবযোগাৎ কথং তদা।
তৎ সর্ব্বং কথয়াশু ত্বং বিস্তরেণ মহামতে ! ॥ ৪ ॥

সূত উবাচ।

শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ সর্ব্বে সাবধানাঃ সমন্ততঃ।
চরিতং দেবদেবস্য বিষ্ণোঃ পরমতেজসঃ ॥ ৫ ॥
কদাচিদ্দারুণং যুদ্ধং কৃত্বা দেবঃ সনাতনঃ।
দশবর্ষসহস্রাণি পরিশ্রান্তো জনার্দ্দনঃ ॥ ৬ ॥

দ্বাদশাধিকপদ্যৈস্তু শতসংখ্যৈর্হ[illegible]য়োঃ।
কথয়া তু মহাদেব্যা মহোৎকর্ষো নিগদ্যতে ॥

হয়গ্রীবরূপং প্রশ্নবীজমুপলভ্য কথাপ্রসঙ্গমধ্যে এব ঋষয়ঃ পৃচ্ছন্তি সূতেতি ॥ ১ ॥ সর্ব্ব-কর্ত্তেতি। যং বেদোঽপি স্তৌতি যশ্চ সর্ব্বকর্ত্তা তস্যাপি হয়গ্রীবত্বং প্রাপ্তমিত্যাশ্চর্য্যং কথং ন ভবেদিতি ভাবঃ ॥ ২—৫ ॥ যুদ্ধমিতি। দৈত্যৈঃ সমং দারুণং ক্রূরম্ ॥ ৬ ॥ শুভে স্থানে ইতি।

ঋষিগণ কহিলেন। হে সূত ! জগতের বিস্ময়জনক এই মহদাশ্চর্য্য কথা শ্রবণ করিয়া আমাদিগের মন পর্য্যাপ্তরূপে সংশয় সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে ॥ ১ ॥ সেই লক্ষ্মীপতি সর্ব্বকর্ত্তা জনার্দ্দনেরও মস্তক যখন দেহ হইতে স্থানান্তরে পতিত হইয়াছিল এবং তদনন্তর তিনি হয়গ্রীব হইয়াছিলেন; তখন, ইহা হইতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি হইতে পারে!! ॥ ২ ॥ বৎস ! বেদও যাঁহাকে স্তব করে, দেবগণ যাঁহার আশ্রিত, যিনি আদিদেব জগৎপতি, যিনি সর্ব্ব-কারণের আদিকারণ; সেই সর্ব্বেশ্বরেরও বদন কিরূপে দৈবযোগে ছিন্ন হইয়াছিল ! হে মহামতে ! এই সমস্ত কথা বিস্তার করিয়া আমাদিগের নিকট শীঘ্র বল ॥ ৩—৪ ॥

ঋষিগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সূত কহিলেন। হে ঋষিগণ ! আপনারা সমগ্ররূপে সেই পরমপ্রতাপশালী দেবদেব বিষ্ণুর চরিতগাথা অবধান পূর্ব্বক শ্রবণ করুন ॥ ৫ ॥ কোনও

সমে দেশে শুভে স্থানে কৃত্বা পদ্মাসনং বিভুঃ।
অবলম্ব্য ধনুঃ সজ্যং কণ্ঠদেশে ধরাস্থিতম্‌ ॥ ৭ ॥
দত্ত্বা ভারং ধনুষ্কোট্যাং নিদ্রামাপ রমাপতিঃ।
শ্রান্তত্বাদ্দৈবযোগাচ্চ জাতস্তত্রাতিনিদ্রিতঃ ॥ ৮ ॥
তদা কালেন কিয়তা দেবাঃ সর্ব্বে সবাসবাঃ।
ব্রহ্মেশসহিতাঃ সর্ব্বে যজ্ঞং কর্ত্তুং সমুদ্যতাঃ ॥ ৯ ॥
গতাঃ সর্ব্বেঽথ বৈকুণ্ঠং দ্রষ্টুং দেবং জনার্দ্দনম্‌।
দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থং মখানামধিপং প্রভুম্‌ ॥ ১০ ॥
অদৃষ্ট্বা তন্তদা তত্র জ্ঞানদৃষ্ট্যা বিলোক্যতে।
যত্রাস্তে ভগবান্বিষ্ণুর্জগ্মুস্তত্র তদা সুরাঃ ॥ ১১ ॥
দদৃশুস্তে তদেশানং যোগনিদ্রাবশঙ্গতম্‌।
বিচেতনং বিভুং বিষ্ণুং তত্রাসাঞ্চক্রিরে সুরাঃ ॥ ১২ ॥
স্থিতেষু সর্ব্বদেবেষু নিদ্রাসুপ্তে জগৎপতৌ।
চিন্তামাপুঃ সুরাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মরুদ্রপুরোগমাঃ ॥ ১৩ ॥

বৈকুণ্ঠে দেবাঃ প্রত্যহমাগত্য নিদ্রাভঙ্গং করিষ্যন্তীতি দেবভীত্যা বৈকুণ্ঠং ত্যক্ত্বা কচিদেকান্তস্থান ইত্যর্থঃ। ধনুঃ সজ্যমিতি। বক্রীভূতং ধরাস্থিতং তদ্ধনুঃ কণ্ঠদেশে অবলম্ব্য যোগিজনবৎ কণ্ঠদেশং তদ্ধনুষো দ্বিতীয়কোট্যাং স্থাপয়িত্বেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ দত্ত্বেতি। সর্ব্বশরীরস্য ভারং তস্যাং ধনুষ্কোট্যাং স্থাপয়িত্বেত্যর্থঃ। দৈবযোগাচ্চেতি। ঈশ্বরস্য শ্রান্তত্বং নিদ্রা-

---

সময়, দেবদেব সনাতন জনার্দ্দন দশসহস্রবর্ষ ব্যাপিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করতঃ অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ অনন্তর, বৈকুণ্ঠে থাকিলে পাছে দেবগণ আসিয়া নিদ্রার বিঘ্নোৎপাদন করে এই আশঙ্কায় কোন নির্জ্জন সমতল স্থানে পদ্মাসন করিয়া জ্যাযুক্ত অতএব চক্রীভূত ধরাতলস্থ ধনুকে কণ্ঠদেশ অবলম্বন পূর্ব্বক সমস্ত দেহভার তাহার অগ্রভাগে স্থাপন করিয়া, সেই পরিশ্রান্ত লক্ষ্মীপতি দৈবযোগে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন ॥ ৭—৮ ॥ সেই সময় কিছুকাল পরেই দেবগণ ব্রহ্মা মহেশ্বর ও ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া যজ্ঞ করিতে সমুদ্যত হইলেন ॥ ৯ ॥ অনন্তর সকলেই দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্য যজ্ঞের অধিপতি সেই জনার্দ্দন বিষ্ণুকে দেখিবার জন্য বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন ॥ ১০ ॥ দেবগণ তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে দেখিতে না পাইয়া, জ্ঞানদৃষ্টি দ্বারা যে স্থানে ভগবান্‌ অবস্থিতি করিতেছেন তাহা দেখিতে পাইলেন এবং সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১১ ॥ অনন্তর, সেই দেবগণ দেখিলেন জগদীশ্বর বিভু বিষ্ণু যোগনিদ্রাবশীভূত বস্তুতঃ বিচেতন। তখন, অগত্যা সকলেই সেই স্থানে উপবেশন করিয়া রহিলেন ॥ ১২ ॥ জগৎপতি নিদ্রাগত থাকিলে এবং সমস্ত দেবগণ উপবেশন করিলে পর ব্রহ্মরুদ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ

তানুবাচ ততঃ শক্রঃ কিং কর্ত্তব্যং সুরোত্তমাঃ !।
নিদ্রাভঙ্গঃ কথং কার্য্যশ্চিন্তয়ন্তু সুরোত্তমাঃ ॥ ১৪ ॥
তমুবাচ তদা শম্ভুর্নিদ্রাভঙ্গেঽস্তি দূষণম্।
কার্য্যঞ্চৈব প্রকর্ত্তব্যং যজ্ঞস্য সুরসত্তমাঃ ! ॥ ১৫ ॥
উৎপাদিতা তদা বম্রী ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা।
তয়া ভক্ষয়িতুং তত্র ধনুষোঽগ্রং ধরাস্থিতম্ ॥ ১৬ ॥
ভক্ষিতেঽগ্রে তদাঽনিম্নং গমিষ্যতি শরাসনম্।
তদা নিদ্রাবিমুক্তোঽসৌ দেবদেবো ভবিষ্যতি ॥ ১৭ ॥
দেবকার্য্যং তদা সর্ব্বং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
স বম্রীং সন্দিদেশাথ দেবদেবঃ সনাতনঃ ॥ ১৮ ॥

বশগত্বমনুচিতমপি দৈবযোগাৎ প্রারব্ধযোগাদাগতমিত্যর্থঃ। তথা চ তাদৃশানামপি প্রারব্ধাধীনত্বম্। ততশ্চ পরাধীনত্বমস্তীতি ধ্বনিতম্ ॥ ৮—১৫ ॥ বম্রী কীটবিশেষঃ যস্য ভাষায়াং বালবীতি নাম। ইয়ঞ্চাখ্যায়িকা শতপথব্রাহ্মণে চতুর্দ্দশে কাণ্ডে প্রবর্গ্যারম্ভেঽভিহিতা। স যঃ স বিষ্ণুর্যজ্ঞঃ সসয়ঃ স যজ্ঞোঽসৌ স আদিত্যস্তদ্ধেদং যশো বিষ্ণুর্ন শশাক সংযন্তুং তদিদমপ্যেতর্হি নৈব সর্ব্ব ইব যশঃ শক্নোতি সংযন্তুং স তিস্রধন্বমাদায়াপচক্রাম সধনুরাত্র্যাং শির উপস্তভ্য তস্থৌ তন্দেবা অনভিধৃষ্ণুবন্তঃ সমন্তং পরিণ্যবিশন্ততাহ বম্র্য উচুঃ। ইমা বৈ বম্র্যো যদুপদীকাঃ যোঽস্য জ্যামপ্যদ্যাৎ কিমস্মৈ প্রযচ্ছেতেত্যন্নাদ্যমস্মৈ প্রযচ্ছেমেত্যাদিনা। বম্রী তথোপদীকা চেতি হেমচন্দ্রকোশশ্চ। ননু নিদ্রাভঙ্গজদোষাভাবার্থং যদি কীটবিশেষ উৎপাদিতস্তর্হি তদ্দ্বারা নিদ্রাভঙ্গে কৃতেপি নিদ্রাভঙ্গজদোষো দেবানাং তদবস্থ এবেতি চেন্ন কার্য্যঞ্চৈব প্রকর্ত্তব্যং যজ্ঞস্য সুরসত্তমা ইতি পূর্ব্ববচনেন যজ্ঞার্থং দোষকরণেঽপি প্রত্যবায়াভাবাৎ। তর্হি কিমর্থং কীট উৎপাদিতঃ স্বেনৈব কুতো ন নিদ্রাভঙ্গঃ কৃত ইতি চেদুচ্যতে। সাক্ষান্নিদ্রাভঙ্গে বিষ্ণুকোপস্য সম্ভাবনাস্তি কীটদ্বারা ভঙ্গে তু তথা নাস্তীত্যাশয়াৎ ॥ ১৬ ॥ ননু কীটদ্বারা কথং নিদ্রাভঙ্গো ভবিষ্যতি তত্র যুক্তিমাহ ভক্ষিতেঽগ্রে ইতি। অনিম্নমিতি চ্ছেদঃ। অধঃ কোট্যাং ভক্ষিতায়াং প্রত্যঞ্চায়াং মুক্তায়াং দ্বিতীয়া কোটিরূর্দ্ধং গমিষ্যতি তদাধিকস্পর্শেন নিদ্রাভঙ্গো ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ১৭—১৮ ॥ নিদ্রাভঙ্গ ইতি। যদ্যপি ভবতাং

চিন্তাতুর হইলেন ॥ ১৩ ॥ তদনন্তর ইন্দ্র সেই সমবেত দেবগণকে বলিলেন দেবগণ ! এক্ষণে আমাদিগের কি করা উচিত এবং কিরূপেই বা ভগবানের নিদ্রাভঙ্গ করা যাইবে তদ্বিষয়ের চিন্তায় প্রবৃত্ত হউন ॥ ১৪ ॥ অনন্তর শঙ্কর বলিলেন, হে সুরগণ ! যজ্ঞের কার্য্য অবশ্য করিতে হইবে ; কিন্তু সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভগবানের নিদ্রাভঙ্গ করিলে তাঁহার কোপ হইতে পারে ॥ ১৫ ॥ এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা সেই ধরাস্থিত ধনুকের অগ্রভাগ ভক্ষণ করাইবার জন্য বম্রীনামক কীটের সৃষ্টি করিলেন ॥ ১৬ ॥ অগ্রভাগ ভক্ষিত হইলেই ধনুকের অপর কোটী সবেগে উর্দ্ধে গমন করিবে; তাহা হইলেই দেবদেব সমধিক স্পর্শে নিদ্রাবিমুক্ত হইবেন এবং সুরগণের সর্ব্বকার্য্য নিশ্চয়ই সম্পন্ন হইবে। এইরূপ নিশ্চিত হইলে সনাতন দেবদেব ব্রহ্মা সেই বম্রীনামক কীটকে ধনুর্গুণচ্ছেদনে আদেশ করিলেন ॥ ১৭—১৮ ॥

তমুবাচ তদা বম্রী দেবদেবস্য মাপতেঃ।
নিদ্রাভঙ্গঃ কথং কার্য্যো দেবস্য জগতাং গুরোঃ ॥ ১৯ ॥
নিদ্রাভঙ্গঃ কথাচ্ছেদো দম্পত্যোঃ প্রীতিভেদনম্।
শিশুমাতৃবিভেদশ্চ ব্রহ্মহত্যাসমং স্মৃতম্ ॥ ২০ ॥
তৎ কথং দেবদেবস্য করোমি সুখনাশনম্।
কিং ফলং ভক্ষণাদ্দেব! যেন পাপং করোম্যহম্ ॥ ২১ ॥
সর্ব্বঃ স্বার্থবশো লোকঃ কুরুতে পাতকং কিল।
তস্মাদহং করিষ্যামি স্বার্থমেব প্রভক্ষণম্ ॥ ২২ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

তব ভাগং করিষ্যামো মখমধ্যে যথা শৃণু।
তেন ত্বং কুরু কার্য্যং নো বিষ্ণুং বোধয় মা চিরম্ ॥ ২৩ ॥
হোমকর্ম্মণি পার্শ্বে চ হবির্দ্দানাৎ পতিষ্যতি।
তং তে ভাগং বিজানীহি কুরু কার্য্যং ত্বরান্বিতা ॥ ২৪ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তা ব্রহ্মণা বম্রী ধনুষোঽগ্রং ত্বরান্বিতা।
চখাদ সংস্থিতং ভূমৌ বিমুক্তা জ্যা তদাভবৎ ॥ ২৫ ॥

যজ্ঞার্থং নিদ্রাভঙ্গকরণেঽপি দোষো ন তথাপি মম যজ্ঞাধিকারিত্বাভাবাৎ সমমাস্ত্যেবেতি

তাহাতে সেই কীট ব্রহ্মাকে বলিল, ব্রহ্মন্! আমি কি করিয়া দেবদেব লক্ষ্মীপতি জগদ্গুরুর নিদ্রাভঙ্গ করিব? কারণ, নিদ্রাভঙ্গ বা কোন গোষ্ঠীকথার সমুচ্ছেদ বা দম্পতীর প্রণয়বিচ্ছেদ বা মাতা হইতে শিশুকে পৃথক্ করা; এ সমস্তই ব্রহ্মহত্যা পাপের সমান। অতএব হে ব্রহ্মন্! আমি কিজন্য সুরপতির সুখনাশে উদ্যত হইব। আর এই ধনুর্গুণ ভক্ষণেই বা আমার কি ফল হইবে? যে, আমি এই বিষ্ণুর নিদ্রাভঙ্গরূপ পাপকার্য্য করিব। আর ও দেখুন, সমস্ত লোক স্বার্থবশীভূত হইয়া পাপ করিতেও পারে, অতএব যদি আমার কোন স্বার্থ থাকে তাহা হইলে আমিও ইহা ভক্ষণ করিব ॥ ১৯—২২ ॥

বম্রীর এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন। যজ্ঞমধ্যে আমরা তোমাকেও যেরূপ ভাগ প্রদান করিব, শ্রবণ কর। হোম কার্য্যে ঘৃতাদি আহুতিকালে যে সকল বস্তু কুণ্ডের বাহিরে পতিত হইবে, তাহাই তোমার ভাগ জানিবে। অতএব ত্বরান্বিত হইয়া এ কার্য্য সমাধা কর, শীঘ্র বিষ্ণুকে জাগরিত করাও ॥ ২৩—২৪ ॥

সূত কহিলেন, বম্রীকীট ব্রহ্মাকর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া শীঘ্রই ভূমিস্থিত ধনুর অগ্রভাগ ভক্ষণ করিল এবং ভক্ষণ মাত্রেই মৌর্ব্বী ধনু হইতে বিমুক্ত হইল ॥ ২৫ ॥ ধনুর নিম্নকোটি

প্রত্যঞ্চায়াং বিমুক্তায়াং মুক্তা কোটিস্তথোত্তরা।
শব্দঃ সমভবদ্ঘোরস্তেন ত্রস্তাঃ সুরাস্তদা ॥ ২৬ ॥
ব্রহ্মাণ্ডং ক্ষুভিতং সর্ব্বং বসুধা কম্পিতা তদা।
সমুদ্রাশ্চ সমুদ্বিগ্নাস্ত্রেসুশ্চ জলজন্তবঃ ॥ ২৭ ॥
ববুর্ব্বাতাস্তথা চোগ্রাঃ পর্ব্বতাশ্চ চকম্পিরে।
উল্কাপাতা মহোৎপাতা ৰভূবুর্দুঃখশংসিনঃ ॥ ২৮ ॥
দিশো ঘোরতরাশ্চাসন্ সূর্য্যোঽপ্যস্তঙ্গতোঽভবৎ।
চিন্তামাপুঃ সুরাঃ সর্ব্বে কিং ভবিষ্যতি দুর্দ্দিনে ॥ ২৯ ॥
এবং চিন্তয়তাং তেষাং মূর্দ্ধা বিষ্ণোঃ সকুণ্ডলঃ।
গতঃ সমুকুটঃ ক্বাপি দেবদেবস্য তাপসাঃ! ॥ ৩০ ॥
অন্ধকারে তদা ঘোরে শান্তে ব্রহ্মহরৌ তদা।
শিরোহীনং শরীরন্তু দদৃশাতে বিলক্ষণম্ ॥ ৩১ ॥
দৃষ্ট্বা কবন্ধং বিষ্ণোস্তে বিস্মিতাঃ সুরসত্তমাঃ।
চিন্তাসাগরমগ্নাশ্চ রুরুদুঃ শোককর্ষিতাঃ ॥ ৩২ ॥

ভাবঃ ॥ ১৯—২৩ ॥ পার্শ্বে কুণ্ডাদ্বহিঃ পার্শ্বে দেশে ইত্যর্থঃ ॥ ২৪—২৮ ॥ অস্তঙ্গতোঽভবদিতি নিষ্প্রভো জাত ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

এবং চিন্তয়তাং তেষামিতি। অত্র পুরোদেশে ইতি শেষঃ ॥ ৩০ ॥ নন্তু যস্মিন্ ক্ষণে প্রত্যঞ্চা মুক্তা তস্মিন্নেব ক্ষণে মূর্দ্ধা ছিন্ন ইতি যুক্তিমৎ। অত্র তু প্রথমতঃ কিয়ৎ কালপর্য্যন্ত-মুৎপাতা জাতাস্ততো মূর্দ্ধা ছিন্ন ইত্যুক্তমিতি যুক্তিবিরোধ ইতি চেন্ন। মূর্দ্ধাছেদোত্তরমেবোৎ-পাতা যদ্যপি জাতাস্তথাপ্যুৎপাতকোলাহলব্যাকুলতয়া দেবৈর্মূর্দ্ধচ্ছেদো ন জ্ঞাত ইতি-তদভিপ্রায়েণ তথোক্তেঃ। তদেব স্পষ্টয়তি অন্ধকার ইতি। শান্তে তূৎপাতে পূর্ব্বং ছিন্নমপি

বিমুক্ত হইলেই ঊর্দ্ধকোটিও বিমুক্ত হইল। এবং সেই সময় একটা ঘোরতর শব্দ সমুদ্ভূত হইল। ইহাতে দেবগণ সকলেই ভীত, ব্রহ্মাণ্ড ক্ষুভিত, সমস্ত পৃথিবী কম্পিতা, সমুদ্র উদ্বেল ও জলজন্তু সকল সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। অধিক কি, সেই সময় উগ্রবায়ু প্রবহন করিতে লাগিল, কুলাচল সকল কম্পিত হইয়া উঠিল, মহানিষ্টকর দুঃখসূচক উল্কাপাত হইতে প্রবৃত্ত হইল, দিক্‌সকল ঘোরমূর্ত্তি ধারণ করিল এবং সূর্য্যদেব অস্তাচল গমন করিলেন। দেবগণ ঈদৃশ দুর্দ্দিনদর্শনে, না জানি কি দুর্ঘটনাই ঘটিবে ইহা ভাবিয়া, অতিশয় চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন ॥ ২৬—২৯ ॥

ঋষিগণ! যে সময় দেবগণ এইরূপে চিন্তা করিতেছিলেন, সেই সময় দেবদেব বিষ্ণুর মস্তক ধনুষ্কোটির আঘাতে কুণ্ডল ও মুকুটের সহিত কোথায় অন্তর্হিত হইয়া পড়িল ॥ ৩০ ॥ অনন্তর সেই ঘোর অন্ধকার প্রশমিত হইলে ব্রহ্মা এবং মহেশ্বর বিষ্ণুর দেহ বিকৃত শিরো-বিহীন দেখিতে পাইলেন ॥ ৩১ ॥ দেবগণও বিষ্ণুকে মস্তকশূন্য দেখিয়া বিস্মিত এবং চিন্তাতুর

হা নাথ! কিং প্রভো! জাতমত্যদ্ভুতমমানুষম্।
বৈশসং সর্ব্বদেবানাং দেবদেব! সনাতন!॥ ৩৩॥
মায়েয়ং কস্য দেবস্য যয়া তেঽদ্য শিরো হৃতম্।
অচ্ছেদ্যস্ত্বমভেদ্যোঽসি অপ্রদাহ্যোঽসি সর্ব্বদা॥ ৩৪॥
এবং গতে ত্বয়ি বিভো! মরিষ্যন্তি চ দেবতাঃ।
কীদৃশস্ত্বয়ি নঃ স্নেহঃ স্বার্থে নৈব রুদামহে॥ ৩৫॥
নায়ং বিঘ্নঃ কৃতো দৈত্যৈর্ন যক্ষৈর্ন চ রাক্ষসৈঃ।
দেবৈরেব কৃতঃ কস্য দূষণঞ্চ রমাপতে!॥ ৩৬॥
পরাধীনাঃ সুরাঃ সর্ব্বে কিং কুর্ম্মঃ ক্ব ব্রজাম চ।
শরণং নৈব দেবেশ! সুরাণাং মূঢ়চেতসাম্॥ ৩৭॥
ন চৈষা সাত্ত্বিকী মায়া রাজসী ন চ তামসী।
যয়া চ্ছিন্নং শিরস্তেঽদ্য মায়েশস্য জগদ্গুরোঃ॥ ৩৮॥
ক্রন্দমানাংস্তদা দৃষ্ট্বা দেবান্ শিবপুরোগমান্।
বৃহস্পতিস্তদোবাচ শময়ন্ বেদবিত্তমঃ॥ ৩৯॥

শিরোঽনন্তরং দদৃশাতে ইত্যর্থঃ॥ ৩১—৩২॥ বৈশসং দুঃখম্॥ ৩৩—৩৫॥ দেবৈরিতি। অস্মাভিঃ স্বহস্তেনৈবায়ং বিঘ্নঃ কৃত ইতি ভাবঃ॥৩৬—৩৭॥ নচৈষেতি। মায়া মায়েশং ন কদাপি মোহয়তি কিন্ত্বন্যমেবেতি ভাবঃ। ইয়মুক্তিস্তদ্যাপি সর্ব্বেশ্বর্য্যা ভগবত্যা মহিমানমজ্ঞাত্বা বিষ্ণো-

---

হইলেন এবং অতিশয় শোকাক্রান্ত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন॥ ৩২॥ হা নাথ! হা প্রভো দেবদেব! হা সনাতন! অদ্য দেবগণের একি অত্যদ্ভুত দারুণ দুঃখ উপস্থিত হইল!!॥ ৩৩॥ হা দেব! আপনিত জগতে অচ্ছেদ্য। কেহত আপনাকে ভেদ করিতে পারে না। অগ্নিদেবও আপনাকে দহন করিতে সমর্থ নন। তবে যে আজ আপনার মস্তক অপহৃত হইল এ কোন দেবের মায়া॥ ৩৪॥ বিভো! তোমার এরূপ অবস্থা ঘটিলে দেবগণ জীবন ধারণে সমর্থ হইবে না। দেব! তোমার প্রতি আমাদের কিরূপ স্নেহ জানি না; এক্ষণে আমরা স্বার্থপরতার জন্যই রোদন করিতেছি। কারণ, দৈত্যগণ এ বিঘ্ন উৎপাদন করে নাই, যক্ষ বা রাক্ষসগণেও এ বিঘ্ন করে নাই। লক্ষ্মীপতে! কার দোষ দিব স্বয়ং দেবগণই এই বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে॥ ৩৫—৩৬॥ দেব! সকল দেবগণই, তোমার অধীন; এক্ষণে আমরা কোথায় যাইব! কি করিব!! সুরপতে! এক্ষণে মূঢ়বুদ্ধি দেবগণের কেহই যে রক্ষাকর্ত্তা নাই!!!॥ ৩৭॥ ইহাত সাত্ত্বিকী, রাজসী বা তামসী মায়া নহে। যাহার দ্বারা মায়াপতি জগৎগুরু তোমারও মস্তক ছিন্ন হইল॥ ৩৮॥

সেই সময়, সর্ব্ববেদতত্ত্বজ্ঞ বৃহস্পতি শিবপ্রভৃতি সমস্ত দেবগণকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করত বলিলেন॥ ৩৯॥ দেবগণ! তোমাদের ভাগ্য কখনই মন্দ

রুদিতেন মহাভাগাঃ! ক্রন্দিতেন তথাপি কিম্।
উপায়শ্চাত্র কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা বুদ্ধিগোচরঃ ॥ ৪০ ॥
দৈবং পুরুষকারশ্চ দেবেশ! সদৃশাবুভৌ।
উপায়শ্চ বিধাতব্যো দৈবাৎ ফলতি সর্ব্বথা ॥ ৪১ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

দৈবমেব পরং মন্যে ধিক্ পৌরুষমনর্থকম্।
বিষ্ণোরপি শিরশ্ছিন্নং সুরাণাঞ্চৈব পশ্যতাম্ ॥ ৪২ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কালেনাপাদিতঞ্চ যৎ।
শুভং বাপ্যশুভং বাপি দৈবং কোঽতিক্রমেৎ পুনঃ ॥ ৪৩ ॥
দেহবান্ সুখদুঃখানাং ভোক্তা নৈবাত্র সংশয়ঃ।
যথা কালবশাৎ কৃত্তং শিরো মে শম্ভুনা পুরা ॥ ৪৪ ॥
তথৈব লিঙ্গপাতশ্চ মহাদেবস্য শাপতঃ।
তথৈবাদ্য হরেমূর্দ্ধা পতিতো লবণাম্ভসি ॥ ৪৫ ॥

স্মায়েশত্বং জ্ঞাত্বা স্থিতানামিতি বোধ্যম্। অস্মিন্ সিদ্ধান্তে তু বিষ্ণোর্ম্মায়েশত্বাভাবাৎ দেব্যা এব মায়েশত্বাৎ ॥ ৩৮—৪১ ॥

ইন্দ্রস্তু সন্তাপেন বৃহস্পতিমতং খণ্ডয়তি দৈবমেবেতি ॥ ৪২—৪৩॥ কৃত্তং ছিন্নং নখেনেতি-

হইবার নহে ইহা জানিও। কিন্তু, এক্ষণে রোদন বা অনুতাপ করিলে কি হইবে? যাহাতে ইহার সুমঙ্গল হয় সর্ব্বথা তদ্বিষয়ের উপায় করা উচিত। কেননা, ইহ সংসারে বুদ্ধির অবিষয়ীভূত কিছুই নাই ॥ ৪০ ॥ হে দেবেশ্বর! দৈব এবং পুরুষকার উভয়ই তুল্য। পরন্তু কার্য্যের ফল দৈবের হস্তে হইলেও উপায় বিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৪১ ॥

বৃহস্পতিবাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্র কহিলেন। যখন, সর্ব্বদেব সমক্ষে ভগবান্ বিষ্ণুরও মস্তক বিচ্ছিন্ন হইল তখন পৌরুষকে নিরর্থক জানিবে অতএব পৌরুষকে ধিক্!। আমি দৈবকেই প্রধান বলিয়া বিবেচনা করি ॥ ৪২ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন। দেবগণ! কালচক্রে শুভ বা অশুভ যাহা উৎপন্ন হইবে সকলকেই অবশ্য তাহা ভোগ করিতে হইবে। কারণ, দৈবকে অতিক্রম করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই ॥ ৪৩ ॥ শরীর ধারণ করিলেই অবশ্যই সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই। দেখ কালমাহাত্ম্যে পূর্ব্বকালে শম্ভু কর্তৃক আমার মস্তক ছিন্ন হইয়াছিল, শাপপ্রভাবে মহাদেবেরও লিঙ্গপাত হইয়াছিল, সেইরূপ অদ্যও হরির মস্তক লবণ-সমুদ্রে পতিত হইল ॥৪৪—৪৫ ॥ আরও দেখ! শরীরে সহস্র ভগচিহ্ন, স্বর্গ হইতে বিচ্যুতি ও

সহস্রভগসম্প্রাপ্তির্দুঃখঞ্চৈব শচীপতেঃ।
স্বর্গাদ্ভ্রংশস্তথা বাসঃ কমলে মানসে সরে॥ ৪৬॥
এতে দুঃখস্য ভোক্তারঃ কেন দুঃখং ন ভুজ্যতে।
সংসারেঽস্মিন্ মহাভাগাস্তস্মাচ্ছোকং ত্যজন্তু বৈ॥ ৪৭॥
চিন্তয়ন্তু মহামায়াং বিদ্যাং দেবীং সনাতনীম্।
সা বিধাস্যতি নঃ কার্য্যং নির্গুণা প্রকৃতিঃ পরা॥ ৪৮॥
ব্রহ্মবিদ্যাং জগদ্ধাত্রীং সর্ব্বেষাং জননীস্তথা।
যয়া সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্॥ ৪৯॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বৈ সুরান্বেধা নিগমানাদিদেশ হ।
দেহযুক্তান্ স্থিতানগ্রে সুরকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে॥ ৫০॥

ব্রহ্মোবাচ।

স্তুবন্তু পরমাং দেবীং ব্রহ্মবিদ্যাং সনাতনীম্।
গূঢ়াঙ্গীঞ্চ মহামায়াং সর্ব্বকার্য্যার্থসাধনীম্॥ ৫১॥

শেষঃ॥ ৪৪—৪৫॥ বাসঃ কমলে ইতি। ইন্দ্রস্যৈবেত্যর্থঃ॥ ৪৬—৪৭॥ অনেকোদাহরণৈর্ব্রহ্ম-বিষ্ণুরুদ্রাদিসর্ব্বদেবানামনীশ্বরত্বমল্পজ্ঞত্বং পরাধীনত্বং মায়ামোহিতত্বং চোপপাদ্য অনন্তরং বিঘ্ননিবারণার্থং সর্ব্বস্বকার্য্যসিদ্ধ্যর্থং সর্ব্বেশ্বর্য্যাঃ সর্ব্বজ্ঞায়াঃ স্বতন্ত্রায়া মায়েশায়া ভগবত্যা আরাধনা কর্ত্তব্যেত্যাহ চিন্তয়ন্ত্বিতি॥ ৪৮—৫০॥

ব্রহ্মবিদ্যামিতি। অত্র সর্ব্বত্র ময়োক্তোপোদ্ঘাতরীত্যা ব্রহ্মবিদ্যা মায়াদিশব্দা মায়াবিশিষ্ট-ব্রহ্মবাচকা ইতি ন বিস্মর্ত্তব্যম্। যথা গজশরীরে প্রবিষ্টস্য চৈতন্যস্য গজেতি সংজ্ঞা তথা প্রথমং

মানস সরোবরস্থ পদ্মমধ্যে বাসহেতু ইন্দ্রের কি দুঃখভোগ না হইয়াছিল॥ ৪৬॥ হে মহাভাগ দেবগণ! যদি ইহাঁরাও দুঃখভোগী হইলেন তবে নিশ্চয় জানিও যে, এই সংসারে কেহই দুঃখহস্ত হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে না; অতএব তোমরা সকলেই শোক পরিত্যাগ কর॥ ৪৭॥ এক্ষণে, যিনি এই সচরাচর ত্রিলোক ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন, যিনি সর্ব্ব-জননী জগদ্ধাত্রী ব্রহ্মস্বরূপিণী, যিনি গুণাতীতা আদ্যাপ্রকৃতি সেই নিত্যা বিদ্যাস্বরূপিণী মহামায়াকে ধ্যান কর, তিনিই আমাদিগের মঙ্গল বিধান করিবেন॥ ৪৮—৪৯॥

সূত কহিলেন। ব্রহ্মা দেবগণকে এইরূপ বলিয়া সুরকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত সম্মুখে স্থিত বিগ্রহবান্ বেদ সকলকে আদেশ করিলেন॥ ৫০॥

ব্রহ্মা কহিলেন। বেদগণ! তোমরা সকলেই সেই ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপিণী গূঢ়াঙ্গী নিত্যা পরমা দেবী ভগবতী মহামায়ার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হও। তিনিই তোমাদের সর্ব্বকার্য্য

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরাঃ ।
তুষ্টুবুর্জ্ঞানগম্যাং তাং মহামায়াং জগৎস্থিতাম্ ॥ ৫২ ॥

বেদা ঊচুঃ ।

নমো দেবি মহামায়ে বিশ্বোৎপত্তিকরে শিবে ! ।
নির্গুণে সর্ব্বভূতেশি মাতঃ শঙ্করকামদে ! ॥ ৫৩ ॥
ত্বং ভূমিঃ সর্ব্বভূতানাং প্রাণঃ প্রাণবতাস্তথা ।
ধীঃ শ্রীঃ কান্তিঃ ক্ষমা শান্তিঃ শ্রদ্ধা মেধা ধৃতিঃ স্মৃতিঃ ॥ ৫৪ ॥
ত্বমুদ্গীথেঽর্দ্ধমাত্রাঽসি গায়ত্রী ব্যাহৃতিস্তথা ।
জয়া চ বিজয়া ধাত্রী লজ্জা কীর্ত্তিঃ স্পৃহা দয়া ॥ ৫৫ ॥

ত্বাং সংস্তুমোঽম্ব ! ভুবনত্রয়সম্বিধান-
দক্ষাং দয়ারসযুতাং জননীং জনানাম্ ।
বিদ্যাং শিবাং সকললোকহিতাং বরেণ্যাং
বাগ্বীজবাসনিপুণাং ভবনাশকর্ত্রীম্ ॥ ৫৬ ॥

মায়াশরীরে প্রবিষ্টচৈতন্যস্য মায়াশক্তিরিতি সংজ্ঞা প্রথমা ততো বিদ্যাদিশরীরে প্রবিষ্টস্য বিদ্যাদিসংজ্ঞা ॥ ৫১—৫২ ॥

নির্গুণে ইত্যনেন ব্রহ্মরূপিণী মহামায়ে ইত্যনেন ব্রহ্মৈকদেশশক্তিরূপিণী ফলতো মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণীতি ফলিতম্ । অত্র সর্ব্বত্র দেবীস্তোত্রেষু পুরাণতন্ত্রোক্তেষু দেব্যা মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপত্বাদ্ধেতোঃ ক্বচিদ্‌ব্রহ্মত্বেন বর্ণনং ক্বচিন্মায়াত্বেন বর্ণনমুভয়মপি সঙ্গচ্ছতে ইতি বোধ্যম্ ॥৫৩—৫৪॥ উদ্গীথ ইতি । উদ্গীথে প্রণবে অর্দ্ধমাত্রা বিন্দর্দ্ধচন্দ্ররূপিণী যা সা ত্বমসি । বাচ্যবাচকয়োরভেদাদর্দ্ধমাত্রাত্মকত্বমুক্তমিতি বোধ্যম্ । তত্রার্দ্ধমাত্রা পরম্পদমিতি বচনাদর্দ্ধমাত্রা বাচ্যত্বেন ব্রহ্মপ্রতিপাদিতম্ । তাদৃশার্দ্ধমাত্রাত্মকত্বোক্ত্যা চ ব্রহ্মরূপত্বং ভগবত্যাঃ স্পষ্টমেবোক্তম্ । তদুক্তং মার্কণ্ডেয়পুরাণে । অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষত ইতি ॥ ৫৫ ॥ ত্বাং সংস্তুম ইতি । হে অম্ব ! ত্বাং সংস্তুমঃ কীদৃশীং ভুবনত্রয়স্য সম্বিধানমুৎপাদনং তত্র দক্ষাং

সিদ্ধ করিবেন ॥ ৫১ ॥ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বেদগণ ব্রহ্মার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্ঞানগম্যা জগতের আধারভূতা সেই মহামায়াকে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫২ ॥

বেদগণ কহিলেন । হে দেবি মহামায়ে ! তোমা হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি হয়, তুমিই মঙ্গলময়ী, তুমিই সর্ব্বভূতজননী, তুমিই গুণাতীতা ব্রহ্মরূপিণী, তুমিই শম্ভুকামপ্রদা ; অতএব, হে মাতঃ ! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৫৩ ॥ হে দেবি ! আপনিই সর্ব্বপদার্থের আধার এবং প্রাণিগণের প্রাণ । আপনিই বুদ্ধি, শোভা, কান্তি, ক্ষমা, শান্তি, শ্রদ্ধা, মেধা, ধৃতি এবং স্মৃতিরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৫৪ ॥ হে দেবি ! আপনিই প্রণবে বিন্দু ও অর্দ্ধচন্দ্র স্বরূপিণী ; আপনিই পূর্ণা গায়ত্রী এবং ব্যাহৃতি ; আপনিই জয়া, বিজয়া, ধাত্রী, লজ্জা, কীর্ত্তি, স্পৃহা, ও দয়াস্বরূপা ॥ ৫৫ ॥ মাতঃ ! আমরা আপনাকেই স্তব করিতেছি । কারণ,

ব্রহ্মা হরঃ শৌরিসহস্রনেত্র-
বাগ্‌বহ্নিসূর্য্যা ভুবনাধিনাথাঃ।
তে ত্বৎকৃতাঃ সন্তিঃ ততো ন মুখ্যা
মাতা যতস্ত্বং স্থিরজঙ্গমানাম্॥ ৫৭॥
সকলভুবনমেতৎ কর্ত্তুকামা যদা ত্বং
সৃজসি জননি! দেবান্বিষ্ণুরুদ্রাজমুখ্যান্।
স্থিতিলয়জননং তৈঃ কারয়স্যেকরূপা
ন খলু তব কথঞ্চিদ্দেবি! সংসারলেশঃ॥ ৫৮॥

কুশলাং বরেণ্যাং শ্রেষ্ঠাং বাগ্বীজং বাগ্‌ভবো মন্ত্রস্তত্র যো বাসস্তস্মিন্নিপুণাং পণ্ডিতাং নিরন্তরং বাগ্‌ভববীজোপাসকৈস্তত্র বীজে প্রতিবিম্বিতত্বেন দৃশ্যত্বাৎ তদ্বীজোপাসকানাং ঝটিত্যনুভবাচ্চ তত্রাবশ্যং বাসো বিদ্যত ইতি জায়ত ইতি ভাবঃ। ভবনাশকর্ত্রীং জ্ঞানপ্রদানেনেতি ভাবঃ॥ ৫৬॥ নন্বু ব্রহ্মাদয়ঃ সন্তি তে কিমিতি স্বকার্য্যার্থং ন স্তূয়ন্তে তত্রাহ ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মা তথা হরঃ তথা শৌরিশ্চ সহস্রনেত্রশ্চ বাক্ চ সরস্বতী চ বহ্নিশ্চ সূর্য্যশ্চেতি যে ভুবনাধিনাথাঃ সন্তি তে ত্বৎকৃতাস্ত্বয়োৎপাদিতাঃ। কস্মাদিতি চেদ্‌যতস্ত্বং স্থিরজঙ্গমানাং মাতা তস্মাত্ত্বয়ৈবোৎপাদিতাস্ততস্তস্মাদ্ধেতোস্তে ন মুখ্যা অতো নাস্মাভিস্তে স্তূয়ন্ত ইত্যর্থঃ। নহি মুখ্যপক্ষপাতং বিহায় অমুখ্যপক্ষপাতং কশ্চিৎ করোতীতি ভাবঃ॥৫৭॥ নন্বহমেব জগৎস্রষ্ট্রীতি চেত্তস্মিন্ জগতি নীচোচ্চপ্রাণিকল্পনয়া বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে মম স্যাতামিতি চেত্তত্রাহ সকলভুবনমিতি। হে জননি! সকলভুবনমেতদ্‌যদা কর্ত্তুকামা ত্বমসি তদা বিষ্ণুরুদ্রাজমুখ্যান্বিষ্ণ্বাদিপ্রভৃতীন্ সুরান্ সৃজসি সৃষ্টৈশ্চ তৈঃ স্থিতিলয়জননম্। সমাহারদ্বন্দ্বঃ। সৃষ্টিস্থিতিসংহারান্ কারয়সি কথমেকরূপা ঈষদপি বিকারাভাবাৎ। অবিকৃতরূপেত্যর্থঃ। অতো ন বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যদোষপ্রসক্তিস্তবেতি ভাবঃ। যথা রাজা স্বসেবকৈঃ স্বস্বকর্ম্মানুরূপে ক্রিয়মাণে কর্ম্মণি ন বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে প্রাপ্নোতি তদ্বৎ। নন্বু কথং মমাবিকৃতরূপত্বমিতি চেত্তত্রাহ ন খল্বিতি। হে দেবি! তব কথঞ্চিৎ কেনাপি প্রকারেণ সংসারলেশঃ সংসারগন্ধো ন খল্বস্তি নৈবাস্তীত্যতোঽবিকৃতরূপত্বং তব নির্ব্বিঘ্নমস্ত্যেবেতি ভাবঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষোঽসঙ্গো ন হি সজ্জত ইতি॥ ৫৮॥

আপনা হইতেই ত্রিভুবনের উৎপত্তি হয়, আপনার ন্যায় দয়াবতী আর কেহই নাই, আপনিই সর্ব্বজীবের জননীস্বরূপা, আপনিই সর্ব্বোৎকৃষ্টা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী মঙ্গলময়ী, আপনিই সর্ব্ব লোকের হিতকরী এবং আপনিই ভক্তগণের বীজমন্ত্রে অবস্থিতি করিয়া তাহাদিগকে জ্ঞানবান্ করতঃ ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত করেন॥ ৫৬॥ মাতঃ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ইন্দ্র, সরস্বতী, বহ্নি সূর্য্য প্রভৃতি ভুবনের অধিপতি সকল আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন; কারণ, আপনি স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থেরই জননী। অতএব হে মাতঃ তাঁহারা কেহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নহেন এজন্য আপনাকেই স্তব করি॥ ৫৭॥ জননি! যখন আপনি এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন; তখন আপনি একরূপে থাকিয়াই ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রমুখ দেবগণের উৎপাদন করিয়া তাঁহাদের দ্বারাই সৃষ্টি স্থিতি সংহার করিয়া থাকেন; পরন্তু হে দেবি! আপনি কোন প্রকারেই সংসারাসক্তা হয়েন না চিরকালই

ন তে রূপং বেত্তুং সকলভুবনে কোঽপি নিপুণো
ন নাম্নাং সংখ্যাং তে কথিতুমিহ যোগ্যোঽস্তি পুরুষঃ।
যদল্পং কীলালং কলয়িতুমশক্তঃ স তু নরঃ
কথং পারাবারাকলনচতুরঃ স্যাদৃতমতিঃ ॥ ৫৯ ॥
ন দেবানাং মধ্যে ভগবতি ! তবানন্তবিভবং
বিজানাত্যেকোঽপি ত্বমিহ ভুবনৈকাসি জননী।
কথং মিথ্যা বিশ্বং সকলমপি চৈকা রচয়সি
প্রমাণং ত্বেতস্মিন্নিগমবচনং দেবি ! বিহিতম্ ॥ ৬০ ॥

কিঞ্চ হে মাতঃ ! ত্বাং সংস্তুম ইতি প্রতিজ্ঞামাত্রমস্মাভিঃ কৃতং স্তুতিং কর্ত্তুমবলোক্যতে চেৎ কথমপি কর্ত্তুং ন শক্যত ইত্যাহ ন তে রূপমিতি। হে মাতস্তে রূপং সগুণং বা নির্গুণং বা বেত্তুং জ্ঞাতুং সকলভুবনে দ্বৈতপ্রপঞ্চে কোঽপি পুরুষো নিপুণঃ সমর্থো নাস্তি। তথাচ শ্রুতিঃ। যস্যাঃ স্বরূপং ব্রহ্মাদয়ো ন বিজানন্তি তস্মাদুচ্যতে অজ্ঞেয়েতি। কো অদ্ধাবেদ ক ইহ প্রাবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। অর্ব্বাগ্‌দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথা কো বেদ যত আবভূবেতি। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহেতি চ। অস্ত্বেতত্তব রূপং দুর্জ্ঞেয়ং দূরং তব নাম্নাং সংখ্যামপি কথিতুং কথয়িতুমিহ যোগ্যঃ পুরুষো নাস্তি যথায়ং দৃষ্টান্তঃ। কোঽসৌ যথা অল্পং স্বল্পং কীলালং বাপীসরোবরস্থং জলং তৎ কলয়িতুমুল্লঙ্ঘয়িতুমশক্তো যো নর ঋতমতিঃ সত্যমতিঃ প্রামাণিক ইত্যর্থঃ। স কথং পারাবারঃ সরিৎপতিস্তস্যাকলনমুল্লঙ্ঘনং তত্র চতুরঃ স্যাৎ সমর্থঃ স্যান্ন কথমপীত্যর্থঃ। তদ্বদেব পরিচ্ছিন্নানাং নাম্নামন্তং ন যো বেদ স ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীতি শ্রুতিপ্রতিপাদ্যমনন্তং রূপং কথং জানীয়ান্ন কথমপীত্যর্থঃ। তথাচ নামরূপজ্ঞানাভাবাৎ কথং স্তবঃ সম্ভবেদিতি ভাবঃ ॥ ৫৯ ॥ মাভূন্মম রূপজ্ঞানং মাভূচ্চ মম নামসংখ্যাজ্ঞানং তথাপি সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্বাদিগুণজালমেব গৃহীত্বা কুতঃ স্তবো ন সম্ভবেদিতি চেত্তত্রাহ ন দেবানামিতি। হে ভগবতি ! দেবানাং মধ্যে তবানন্তবিভবমনন্তবৈভবমেকোঽপি দেবো ন জানাতি তব জগৎসর্জ্জনাদিবৈভবং কোঽপি ন জানাতীত্যর্থঃ। কুত ইতি-চেত্তত্রাহ ত্বমিহ ভুবনৈকাসীতি। ত্বমিহ সংসারে ভুবনা তন্নাম্নী ভুবনেশ্বরীনাম্নী জননী জগজ্জনয়িত্রী একাঽসহায়া অসি। একৈব সর্ব্বত্র বর্ত্তসে তস্মাদেকেতি। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম। নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেতি শ্রুতিভ্যাং ইত্থমেকা সত্যপি সকলং বিশ্বং মিথ্যা কথং রচয়সি ন তদ্‌-বুদ্ধিগম্যমস্তি। তথাচ জগৎসর্জ্জনসামগ্রীজ্ঞানাভাবেনৈবং জগৎ সৃজসীতি স্তোতুং ন শক্যত ইতি ভাবঃ। ননু মিথ্যা জগদহং সৃজামীত্যত্র কিং প্রমাণং তত্রাহ প্রমাণং ত্বিতি। তথাচ শ্রুতিঃ। ত্রয়মেতৎ স্বপ্নং সুষুপ্তং মায়ামাত্রমিতি। তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং যদাসীদিতি ॥ ৬০ ॥

নির্লেপে বিরাজ করেন ॥ ৫৮ ॥ দেবি ! এই বিশ্বসংসারে আপনার রূপ নিরূপণ করিতে কেহই সমর্থ নহে, আপনার নামের সংখ্যা করিতেও কাহার ক্ষমতা নাই। যে ব্যক্তি কূপাদির জল উল্লঙ্ঘন করিতে সমর্থ নহে সে কিরূপে স্থিরনিশ্চয় হইয়া সমুদ্রোল্লঙ্ঘনে কৃতকার্য্য হইবে ? ॥ ৫৯ ॥ হে ভগবতি ! দেবমধ্যে এমন কেহই নাই যে আপনার অনন্ত বৈভব বিশেষরূপে অবগত আছে। দেবি ! ইহ সংসারে আপনিই ভুবনেশ্বরী অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপিণী জগজ্জননী। আপনি একা হইয়া কিরূপে এই মিথ্যা সমস্ত জগৎ রচনা করেন,

নিরীহৈবাসি ত্বং নিখিলজগতাং কারণমহো
চরিত্রন্তে চিত্রং ভগবতি! মনো নো ব্যথয়তি।
কথঙ্কারং বাচ্যঃ সকলনিগমাগোচরগুণ-
প্রভাবঃ স্বং যস্মাৎস্বয়মপি ন জানাসি পরমম্॥ ৬১॥

নন্বহমেকৈব জগদ্রচয়ামীতি চেৎ সংকল্পবিকল্পবিশিষ্টত্বেন মম বিকারিত্বং স্যাত্তথাঽহমেব বিবিধরূপেতি মম পরিণামিত্বঞ্চ স্যাত্তথা জগদ্রচনক্রিয়ায়া ইচ্ছাপূর্ব্বকত্বান্মমাপীচ্ছাবত্বে নিত্য-তৃপ্তত্বনিত্যানন্দতয়োর্ম্ময়ি ভঙ্গশ্চ স্যাত্তত্রাহ নিরীহৈবাসি ত্বমিতি। হে ভগবতি! ত্বং নিরী-হৈব নিরিচ্ছৈবাবিকৃতরূপৈবাসি। শ্রুতিপ্রতিপাদ্যাবিকৃতরূপস্য কেনাপ্যপলপিতুমশক্যত্বাৎ। অস্তু তর্হি মমাবিকৃতরূপত্বং জগৎকারণত্বমসম্ভবান্মাস্তু। ন হ্যবিকৃতো বিকারাভাববান্ কশ্চিৎ কিঞ্চিদপি কর্ত্তুং শক্নোতি। পাষাণাদিম্বদর্শনাদিতি চেত্তত্রাহ নিখিলজগতামিতি। হে ভগ-বতি! যদ্যপি ত্বং নিরীহাঽসি তথাপি নিখিলজগতাঙ্কারণমপি ত্বমেবাসি। অবিকৃতরূপস্যৈব ব্রহ্মণো নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নোব্যোমাপরোযৎ। তুচ্ছেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্। কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধীত্যাদিশ্রুতিভির্জ্জগৎকারণত্বস্যা-প্যুক্তত্বেন তস্যাপি জগৎকারণত্বস্য ত্বয্যপলপিতুমশক্যত্বাৎ। নন্থ তর্হি ময্যরূপেঽদ্বিতীয়ে সক্রিয়ত্বমক্রিয়ত্বঞ্চ তমঃপ্রকাশবদ্বিরুদ্ধং ধর্ম্মদ্বয়ং কথং সম্ভবেদিতি চেত্তত্রাহ চরিত্রং তে চিত্র-মিতি। হে মাতর্যদ্যপি বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়বত্ত্বমেকস্য ন সম্ভবতি তথাপি শ্রুত্যা বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়স্যাপি প্রতিপাদনাত্তস্যাপ্যপলাপানর্হত্বাত্তদপি ত্বয্যদ্বিতীয়ে ব্রহ্মণি সম্ভবত্যেব। কথমেকত্রাদ্বিতীয়ে বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়বত্ত্বং সম্ভবেদিতি চেত্তে ইদং চিত্রং বিচিত্রঞ্চরিত্রমেব নো মনো ব্যথয়তি মোহ-য়তি। নৈতদস্মদ্বুদ্ধিগম্যমিত্যর্থঃ। ইদমনির্ব্বচনীয়মেবাস্তীতি ভাবঃ। যত ইদমনির্ব্বচনীয়ং ততঃ সকলনিগমানামগোচরা গুণা যস্য প্রভাবস্য স তে প্রভাবঃ পামরৈরস্মাভিঃ কথঙ্কারং বাচ্যো ন কথমপীত্যর্থঃ। হে মাতর্ব্বয়ং ন জানীম ইতি তাবদ্দূরং তিষ্ঠতু যস্মাৎ স্বয়মপি ত্বং স্বং স্বকীয়মনির্ব্বচনীয়প্রভাবং পরমমুৎকৃষ্টং ন জানাসি। তদান্যঃ কথং জানীয়াৎ ন কথমপী-ত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্। সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদেতি। অয়ং ভাবঃ। বিরুদ্ধয়োরেকত্র সহাবস্থানাসম্ভবরূপং যদ্দূষণমুদ্ভাবিতং তত্র কিং সত্যয়োরেক-ত্রাবস্থানাসম্ভবঃ আহোস্বিৎ সত্যমিথ্যাপদার্থয়োরেকত্রাবস্থানাসম্ভবঃ। আদ্যপক্ষে তু নাস্মৎ-সিদ্ধান্তো দূষণবিষয়ঃ। ন হ্যস্মাভির্ব্বিরুদ্ধয়োঃ সত্যয়োরেকত্রাবস্থানং মন্যতে ব্রহ্মণঃ সত্যত্বা-জ্জগতশ্চ মিথ্যাত্বাৎ। দ্বিতীয়পক্ষে তু সত্যমিথ্যাপদার্থয়োরজ্জুসর্পাদৌ সহাবস্থানস্য দৃষ্টত্বান্ন বিরোধঃ। তথাচ ব্রহ্মণঃ পরমার্থনিষ্ক্রিয়ত্বেঽপরিণামিত্বে সত্যপি অনির্ব্বচনীয়মিথ্যাশক্তি-যোগাদসৎপদার্থাধ্যাসো জগৎসর্জ্জনাদিকঞ্চ সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি সর্ব্বমনবদ্যমিতি॥ ৬১॥

এবিষয়ে বেদবাক্য সকলই প্রমাণরূপে বিহিত আছে॥ ৬০॥ দেবি! আপনি নিশ্চেষ্ট ইচ্ছা-বিহীন নিত্য অবিকৃত স্বরূপ হইলেও এই দৃশ্যমান অনিত্য বিকৃত নিখিল জগতের কারণ হইতেছেন। নিত্য অবিকৃত বস্তু হইতে অনিত্য বিকৃত পদার্থের সমুদ্ভব অতি আশ্চর্য্যের বিষয়!! অতএব হে মাতঃ! এই বিরুদ্ধসমাবেশ জন্য আপনার বিচিত্র চরিত্র আমা-দিগের মনকে মোহিত করিতেছে। ইহা অনির্ব্বচনীয় অতএব আমাদের বুদ্ধির অগম্য সন্দেহ নাই। কিন্তু, মাতঃ! যখন আপনি স্বয়ং স্বীয় পরম মহিমা জানেন না, তখন আমরা কিরূপে আপনার সেই সর্ব্ববেদের অগোচর প্রভাব বলিতে সমর্থ হইব॥ ৬১॥ জননি!

ন কিং জানাসি ত্বং জননি! মধুজিন্মৌলিপতনং
শিবে! কিং বা জ্ঞাত্বা বিবিদিষসি শক্তিং মধুজিতঃ।
হরেঃ কিং বা মাতর্দুরিততিরেষা বলবতী
ভবত্যাঃ পাদাব্জে ভজননিপুণে ক্বাস্তি দুরিতম্ ॥ ৬২ ॥
উপেক্ষা কিঞ্চেয়ং তব সুরসমূহেঽতিবিষমা
হরের্মূর্দ্ধ্নো নাশো মতমিহ মহাশ্চর্য্যজনকম্।
মহদ্দুঃখং মাতস্ত্বমসি জননচ্ছেদকুশলা
ন জানীমো মৌলের্ব্বিঘটনবিলম্বঃ কথমভূৎ ॥ ৬৩ ॥

নন্বস্ত্বেতৎ যদ্ভবদ্ভিঃ প্রার্থ্যতে তৎ প্রার্থ্যতামিতি চেত্তত্রাহ ন কিং জানাসি ত্বমিতি। হে জননি! যদস্মাভির্ভবতী প্রার্থ্যতে তন্মধুজিতো বিষ্ণোর্ম্মৌলিপতনং সর্ব্বজ্ঞা ত্বং ন জানাসি কিং কিমস্মাভিস্তদ্বক্তব্যং সর্ব্বজ্ঞায়াস্তবাগ্রে। সত্যং জানামি ততঃ কিমুচ্যত ইতি চেৎ জ্ঞাত্বাপি মৌলিপতনং যদ্ব্যপেক্ষসে তত্র কিং কারণমেতস্য স্বশক্ত্যাভিমানো জাতঃ। ততস্তস্য মধুজিতঃ শক্তিং মৌলিপতনং জ্ঞাত্বাপি বিবিদিষসি কিং জ্ঞাতুমিচ্ছসি কিম্। ইদমপ্যনুচিতং ত্বৎপ্রসাদাদেবানেন মধুদৈত্যো জিতস্ততস্তস্যাল্পশক্তিপরীক্ষা ভবাদৃশাং দ্রষ্টুমনুচিতৈবেতি মধুজিৎপদেন বোধিতম্। নন্বৈতৎ কারণমন্যদেব কিঞ্চিৎ কারণমস্তীতি চেত্তৎ কিং হরের্দুরিততিঃ পাতকসন্ততির্বলবতী প্রাপ্তা তদ্রূপমস্ত্বিত্যাহ্যৎ। যদি প্রথমপক্ষস্তর্হি সোঽপি ন সম্ভবতি। যতো ভবত্যাঃ পাদাব্জে যদ্ভজনং তস্মিন্নিপুণে প্রবীণে বিষ্ণৌ দুরিতং ক্বাস্তি দেবীভক্তে পাতকসম্ভাবনা স্বপ্নেঽপি নাস্তি। তদুক্তম্। "ছিত্ত্বা ভিত্ত্বা চ ভূতানি হত্বা সর্ব্বমিদং জগৎ। দেবীং নমতি ভক্ত্যা যো ন স পাপৈঃ প্রলিপ্যতে" ইতি॥ ৬২॥ অন্যৎ কারণঞ্চেত্তৎ কিং দেবেষূপেক্ষা বা হরের্ম্মস্তকপতনে বিলক্ষণস্বরূপদর্শনচমৎকারো বেত্যাহ উপেক্ষেতি। ইয়ং সুরসমূহে যা তবোপেক্ষাঽতিবিষমা কর্ত্তুমযোগ্যা সা কিং কারণম্। যদ্বা হরের্মূর্দ্ধ্নো মস্তকস্য নাশঃ স এবেদমাশ্চর্য্যজনকং কারণং বা মতম্। বিচ্ছিন্নশিরস্কপুরুষদর্শনে চমৎকারাৎ। ইতি কারণদ্বয়ং সম্ভাব্য খণ্ডয়তি। মহৎ দুঃখমিতি। যদীদং কারণদ্বয়ং তদা মহদেব দুঃখং অস্মাকং নিরালম্বনত্বাপাতাৎ। অস্মাকং সর্ব্বোপ্যাশ্রয়স্তবৈব ত্বং যদীত্থং করোষি তর্হি বয়ং মৃতা এবেতি ভাবঃ। তস্মাদিদমপি কারণদ্বয়ং সম্ভাব্যেব। কিঞ্চ হে মাতস্ত্বং জননরূপং যন্মহদ্দুঃখং তচ্ছেদে কুশলাসীতি বেদসিদ্ধান্তস্তদা বিষ্ণোর্ম্মৌলের্ব্বিঘটনং সংযোজনং তস্মিন্বিলম্বঃ। কথমভূদিতি ন জানীমস্তদপেক্ষয়া কিমত্র ভারোধিকোঽস্তি ত্বয়ৈতাদৃশসময়ে ক্ষণমাত্রমপি বিলম্বো ন কর্ত্তুং যোগ্য ইতি

আপনি কি বিষ্ণুর মস্তকপতন বিষয়ে কিছুই জানেন না? ইহা কখনই সম্ভব নহে; কারণ, আপনি সর্ব্বজ্ঞা। শিবে! তবে কি আপনি জানিয়া বিষ্ণুর শক্তি পরীক্ষা করিতেছেন? না, তাহাও সম্ভব নহে; কারণ, বিষ্ণু আপনার প্রসাদেই মধুনামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছিলেন। জননি! তবে কি বিষ্ণুর কোনও কলুষসন্ততি বলবতী হইল? না, তাহাও নহে; কারণ, আপনার পাদপদ্মসেবকের কোথায় কখন দুষ্কৃতি ঘটিয়াছে? তবে কি মাতঃ! আপনি এই দেববৃন্দে উপেক্ষা করিতেছেন? না, তাহাও আপনার করিবার যোগ্য নয়। তবে কি বিষ্ণুর মস্তকনাশ বিষয়ে কেবল আশ্চর্য্যজনকতাই কারণ? না, তাহাও নহে। কারণ, মাতঃ! ইহাতে আমাদের অতিশয় দুঃখ হইতেছে। আপনিত ভক্ত জনের দুঃখোৎপত্তির উচ্ছেদে কুশলা।

জ্ঞাত্বা দোষং সকলসুরতাপাদিতং দেবি! চিত্তে
কিংবা বিষ্ণাবমরজনিতং দুষ্কৃতং পাতিতং তে।
বিষ্ণোর্ব্বা কিং সমরজনিতঃ কোঽপি গর্ব্বোঽতিবেগা-
চ্ছেত্তুং মাতস্তব বিলসিতং নৈব বিদ্মোঽত্র ভাবম্॥ ৬৪॥
কিংবা দৈত্যৈঃ সমরবিজিতৈস্তীর্থদেশে সুরম্যে
ঘোরং তপ্ত্বা ভগবতি! বরং লব্ধবদ্ভির্ভবত্যাঃ।
অন্তর্ধানং গমিতমধুনা বিষ্ণুশীর্ষং ভবানি!
দ্রষ্টুং কিংবা বিগতশিরসং বাসুদেবং বিনোদঃ॥ ৬৫॥
সিন্ধোঃ পুত্র্যাং রোষিতা কিং ত্বমাদ্যে!
কস্মাদেনাং প্রেক্ষসে নাথহীনাম্।
ক্ষন্তব্যস্তে স্বাংশজাতাপরাধো
ব্যুত্থাপ্যৈনং মোদিতাং মাং কুরুষ্ব॥ ৬৬॥

ভাবঃ॥ ৬৩॥ অথানেকানি কারণানি সম্ভাবয়ন্তি জ্ঞাত্বেতি। হে দেবি! সকলসুরাণাং সমূহঃ সকলসুরতা তয়া সম্পাদিতং নানাপ্রকারকং দোষং জ্ঞাত্বা তস্যা দুঃখজননায় ইদং শিরশ্ছেদনং কৃতং ত্বয়া। রাজনাশে প্রজানাং দুঃখসম্ভবাৎ। কিং বা প্রজাকৃতং পাপং রাজনীতি ন্যায়েনামরজনিতং দুষ্কৃতং বিষ্ণৌ দেবরাজে বিদ্যমানং তে ত্বয়া পাতিতং কিংবা বিষ্ণোঃ সমরজনিতো যঃ কোপ্যনির্ব্বচনীয়োঽতিগর্ব্বোঽস্তি তং বা ছেত্তুং তবৈতদ্বিলসিতমিতি। অত্রৈতদ্বিষয়ে তে ভাবং নৈব বিদ্মো মূঢ়ত্বাৎ॥ ৬৪॥ কিংবা দৈত্যৈঃ সমরে যুদ্ধে দেবৈর্বিজিতৈস্তীর্থদেশে সুরম্যে ঘোরং তপস্তপ্ত্বা ভবত্যাঃ সকাশাদ্বরং লব্ধবদ্ভিরিদং বিষ্ণুশীর্ষমন্তর্ধানং তিরোধানং গমিতং প্রাপিতম্। যদ্বা হে ভবানি! বিগতশিরসং বাসুদেবং দ্রষ্টুং তবায়ং বিনোদো বা॥ ৬৫॥ সিন্ধোঃ পুত্র্যাং লক্ষ্ম্যাং হে আদ্যে! ত্বং রোষিতাসি রুষ্টাসি কিম্। কস্মাদপরাধাদেনাং নাথহীনাং গতধবাং প্রেক্ষসে। নৈতত্তবোচিতম্। লক্ষ্মীস্ত নাম্না কাচি-

---

তবে কিজন্য বিষ্ণুর মস্তক সংযোজনে বিলম্ব করিতেছেন জানিতে পারিতেছি না॥ ৬২—৬৩॥ দেবি! আপনি কি দেবগণকৃত দোষ সকল অবগত হইয়া তাহাদিগকে দুঃখ দিবার জন্য এইরূপ করিয়াছেন? কারণ, রাজবিনাশে প্রজার সর্ব্বনাশ হয় ইহা প্রসিদ্ধ। না প্রজাদোষে রাজার বিনাশ হয় বলিয়া দেবকৃত দোষের ফল বিষ্ণুতেই ন্যস্ত করিলেন? অথবা বোধ হয় সমর-বিজয় জন্য বিষ্ণুর কোন গর্ব্ব হইয়াছিল আপনি সেই গর্ব্ব ধ্বংস করিবার জন্যই এরূপ করিয়াছেন। মাতঃ! এবিষয়ে আপনার ভাব আমরা কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না॥ ৬৪॥ ভগবতি! বোধ হয় দৈত্যগণ সমরে পরাজিত হইয়া কোন সুরম্য তীর্থ স্থানে গমন করত ঘোরতর তপস্যা করিয়া আপনার নিকট হইতে বরলাভ করিয়াছে; সেই বরপ্রভাবেই অদ্য বিষ্ণুর মস্তক অন্তর্হিত হইয়াছে। অথবা, বাসুদেবকে বিগতশীর্ষ দেখিবার জন্যই আপনার আমোদ হইয়াছে॥ ৬৫॥ মাতঃ! আপনি কি লক্ষ্মীর প্রতি রুষ্টা হইয়াছেন? কি অপরাধে তাঁহাকে বিধবা দেখিবেন? জননি! লক্ষ্মীদেবীত আপনারই অংশ হইতে উৎপন্না; অতএব

এতে সুরাস্ত্বাং সততং নমন্তি
কার্য্যেষু মুখ্যাঃ প্রথিতপ্রভাবাঃ।
শোকার্ণবাত্তারয় দেবি! দেবান্
উত্থাপ্য দেবং সকলাধিনাথম্ ॥ ৬৭ ॥
মূর্দ্ধা গতঃ ক্বাঽম্ব! হরের্ন বিদ্মো
নান্যোঽস্ত্যুপায়ঃ খলু জীবনেঽদ্য।
যথা সুধা জীবনকর্ম্মদক্ষা
তথা জগজ্জীবিতদাঽসি দেবি! ॥ ৬৮ ॥

সূত উবাচ।

এবং স্তুতা তদা দেবী গুণাতীতা মহেশ্বরী।
প্রসন্না পরমা মায়া বেদৈঃ সাঙ্গৈশ্চ সামগৈঃ ॥ ৬৯ ॥
তানুবাচ তদা বাণী চাকাশস্থাঽশরীরিণী।
দেবান্ প্রতি সুখৈঃ শব্দৈর্জনানন্দকরী শুভা ॥ ৭০ ॥

দন্তি কিন্তু তব স্বাংশজৈব। তস্মাত্তে ত্বয়া স্বাংশজাতায়া লক্ষ্যা অপরাধঃ ক্ষন্তব্যঃ। অথ চৈনং বিষ্ণুমুত্থাপ্য মাং লক্ষ্মীং মোদিতাং হর্ষিতাং কুরুষ্ব ॥ ৬৬ ॥ কিঞ্চ যদ্‌যদ্রোষকারণং মনসি ত্বয়া জ্ঞাতমস্তি তত্র সর্ব্বত্র ক্ষমাং বিধায় বয়মনুগ্রহণীয়া ইত্যাহুঃ এতে ইতি। হে ভগবতি! তব জগৎকার্য্যেষু সৃষ্ট্যাদিষু মুখ্যা অধিকারিণস্ত্বাং সততং নমন্তি ত্বদনুগ্রহাদেব প্রথিতপ্রভাবাঃ সন্তি। অতস্তদভিমানমঙ্গীকৃত্য সকলাধিনাথং দেবমুত্থাপ্য হে দেবি! শোকর্ণবাত্তারয় দেবান্ ॥ ৬৭ ॥ হে অম্ব! হরের্মূর্দ্ধা ক্ব গত ইত্যেবং প্রথমং বয়ং ন বিদ্মঃ। দূরতস্ত তং মূর্দ্ধানমানীয় দেহে সংযোজনমিতি। বিষ্ণোস্ত্বাং বিনান্যোপ্যুপায়ো জীবনায় নাস্তি অস্মিন্ সঙ্কটে যথা দেবানাং সুধাঽমৃতং জীবনরূপে কর্ম্মণি দক্ষা। তথা হে দেবি! জগতো দ্বৈতপ্রপঞ্চস্য জীবিতদা জীবনদা ত্বমেবাসি অতো যথেচ্ছসি তথা কুর্ব্বিতি ভাবঃ ॥ ৬৮ ॥

তাঁহার অপরাধ ক্ষমাকরা উচিত। তবে এক্ষণে বিষ্ণুকে জীবিত করিয়া লক্ষ্মীকে আনন্দিতা করুন ॥ ৬৬ ॥ হে ভগবতি! আপনার সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের অধিকারে নিয়োজিত এবং আপনারই অনুগ্রহে বিশ্রুতপ্রভাব এই সমস্ত দেবগণ আপনাকে নিরন্তর প্রণাম করিতেছে, অতএব কৃপা করিয়া এই সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে উত্থাপিত করত দেবগণকে শোকসাগর হইতে উত্তীর্ণ করুন ॥ ৬৭ ॥ মাতঃ! এই ভগবান্ হরির মস্তক যে কোথায় পতিত হইল, তাহা আমরা কিছুই জানিতে পারিতেছি না; পরন্তু ইহাঁর পুনর্জীবন লাভের পক্ষে আপনি ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই। ভগবতি! এই সমস্ত সুরগণের জীবনদানে অমৃত যেরূপ সমর্থ; সেইরূপ, আপনিও এই বিশ্বসংসারের একমাত্র জীবনদাত্রী। (অতএব আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন্) ॥ ৬৮ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! সাঙ্গবেদ সকল সামগান পূর্ব্বক এইরূপ স্তব করিলে, সেই গুণাতীতা পরমা মায়াশক্তি ভগবতী মহেশ্বরী প্রসন্না হইলেন ॥ ৬৯ ॥ তখন দেবগণ

মা কুরুধ্বং সুরাশ্চিন্তাং স্বস্থাস্তিষ্ঠন্তু চামরাঃ।
স্তুতাহং নিগমৈঃ কামং সন্তুষ্টাঽস্মি ন সংশয়ঃ ॥ ৭১ ॥
যঃ পুমান্মানুষে লোকে স্তোত্যেতাং মামকীং স্তুতিম্।
পঠিষ্যতি সদা ভক্ত্যা সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭২ ॥
শৃণোতি বা স্তোত্রমিদং মদীয়ং
ভক্ত্যা ত্রিকালং সততং নরো যঃ।
বিমুক্তদুঃখঃ স ভবেৎ সুখী চ
বেদোক্তমেতন্ননু বেদতুল্যম্ ॥ ৭৩ ॥
শৃণ্বন্তু কারণঞ্চাদ্য যদ্গতং বদনং হরেঃ।
অকারণং কথং কার্য্যং সংসারেঽত্র ভবিষ্যতি ॥ ৭৪ ॥
উদধেস্তনয়াং বিষ্ণুঃ সংস্থিতামন্তিকে প্রিয়াম্।
জহাস বদনং বীক্ষ্য তস্যাস্তত্র মনোরমম্ ॥ ৭৫ ॥
তয়া জ্ঞাতং হরির্নূনং কথং মাং হসতি প্রভুঃ।
বিরূপং হরিণা দৃষ্টং মুখং মে কেন হেতুনা ॥ ৭৬ ॥

সামগৈঃ সামগায়কৈঃ ॥ ৬৯—৭৪ ॥ মনোরমমিতি। ধন্যমস্যা মুখমিত্যভিপ্রায়েণ নির্ব্ব্যাজং জহাসেত্যর্থঃ ॥ ৭৫ ॥ হসতীতি। কপটেন হসতীতি তয়া জ্ঞাতমিত্যর্থঃ ॥ বিরূপমিতি। অদ্যাবধ্যনেন মন্মুখে ন কদাপি বিরূপতা দৃষ্টা ন চ হাস্যং কৃতম্। অদ্য কেন কারণেন বিরূপতা দৃষ্টা হাস্যঞ্চানেন কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৭৬ ॥ ননু বিরূপতা নৈব দৃষ্টা কেবলং হাস্যমেব কৃত-

---

দেখিলেন যে, কোন মূর্ত্তি নাই অথচ তাঁহাদিগের প্রতি এইরূপ সর্ব্বজনানন্দদায়িনী শ্রুতি-সুখকরী মধুর মঙ্গলময়ী আকাশবাণী সমুচ্চারিত হইল ॥ ৭০ ॥

হে সুরগণ! যখন, তোমরা সকলেই অমরত্বলাভ করিয়াছ, তখন, এত চিন্তাপরায়ণ হইতেছ কেন? প্রকৃতিস্থ হও, আর চিন্তা করিও না। বেদোক্ত স্তবে আমি অতীব পরিতৃপ্ত হইয়াছি তাহাতে আর কোন সন্দেহ করিও না ॥৭১॥ মনুষ্যলোকে যে পুরুষ মদীয় এই সমস্ত স্তুতি পাঠপূর্ব্বক ভক্তি সহকারে আমার স্তব করিবে, সে সমস্ত অভিলষিত বস্তু লাভ করিবে ॥ ৭২ ॥ অধিক কি, যে মনুষ্য প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় ভক্তিযোগে এই স্তব শ্রবণ করিবে সেও সমস্ত দুঃখজাল হইতে বিমুক্ত হইয়া সর্ব্বসুখভাগী হইবে; কেন না, এই স্তুতিটী যখন, বেদ মুখে উক্ত হইয়াছে, তখন, ইহাকে বেদতুল্য বলিয়া জানিবে ॥ ৭৩ ॥

অমরগণ! এই বিশ্বসংসারে বিনা কারণে কি কোন কার্য্যের সৃষ্টি হইতে পারে? অতএব এক্ষণে, হরির মস্তক যে জন্য ছিন্ন হইয়াছে তাহার কারণ শ্রবণ কর ॥ ৭৪ ॥ একদা, বিষ্ণু নিজপ্রিয়তমা সন্নিকর্ষবর্ত্তিনী সিন্ধুতনয়ার মনোহর মুখকান্তি সন্দর্শন করিয়া হাস্য করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীদেবী তাহা বুঝিতে পারিয়া ভাবিলেন, এই ভগবান্ হরি আমার প্রভু; আমি

বিনাপি কারণেনাঽদ্য কথং হাস্যস্য সম্ভবঃ।
সপত্নী বা কৃতা তেন মন্যেঽন্যা বরবর্ণিনী ॥ ৭৭ ॥
ততঃ কোপযুতা জাতা মহালক্ষ্মীস্তমোগুণা।
তামসী তু তদা শক্তিস্তস্যা দেহে সমাবিশৎ ॥ ৭৮ ॥
কেনচিৎ কালযোগেন দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
প্রবিষ্টা তামসী শক্তিস্তস্যা দেহেঽতিদারুণা ॥ ৭৯ ॥
তামস্যাবিষ্টদেহা সা চুকোপাতিশয়ন্তদা।
শনকৈঃ সমুবাচেদমিদং পততু তে শিরঃ ॥ ৮০ ॥
স্ত্রীস্বভাবাচ্চ ভাবিত্বাৎ কালযোগাদ্বিনির্গতঃ।
অবিচার্য্য তদা দত্তঃ শাপঃ স্বসুখনাশনঃ ॥ ৮১ ॥
সপত্নীসম্ভবং দুঃখং বৈধব্যাদধিকন্ত্বিতি।
বিচিন্ত্য মনসেত্যুক্তং তামসীশক্তিযোগতঃ ॥ ৮২ ॥

মিতি চেত্তত্রাহ বিনাপীতি। নিষ্কারণং হাস্যং নৈব ভবতীত্যর্থঃ। বিরূপতাকারণং হাস্যে হস্তীতি যথা তর্কিতং তথা কারণান্তরমপি তর্কয়তি সপত্নীবেতি ॥ ৭৭ ॥ ততঃ কোপযুতেতি। তমোগুণেতি। নন্বু মহালক্ষ্ম্যাঃ সাত্ত্বিকত্বাৎ তমোগুণত্বমপ্রসিদ্ধং তত্রাহ তামসীতি। তস্মিন্নেব কালে তামসী শক্তির্দেহে সমাবিশৎ ন তু পূর্ব্বমিত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥ কিং কারণমিতি চেত্তত্রাহ কেনচিৎকালেতি। বিপরীতকালযোগেনেত্যর্থঃ। পরিণামস্তু তস্য শুভ এবাস্তীত্যাহ দেবকার্য্যার্থেতি। দেবকার্য্যসিদ্ধ্যর্থঞ্চেত্যর্থঃ॥ ৭৯—৮০ ॥ শাপদানে কারণান্তরমাহ স্ত্রীস্বভাবাদিতি। অবিবেকত এব প্রায়ঃ স্ত্রীণাং প্রবৃত্তেঃ। ভাবিত্বাদবশ্যং ভাবিত্বাৎ। কালযোগাৎসাম্প্রতং বিপরীতকালাগমনাৎ ॥ ৮১ ॥ স্বহস্তেন কথং বৈধব্যং সম্পাদিতমিতি চেদ্বৈধব্যা-

চিরদিনইত, ইহাঁর সহিত একত্র বাস করিতেছি, এতদিনের পর ইনি কি কারণে আমার মুখ কুৎসিত দেখিলেন ? তাহা না হইলে, এক্ষণে, বিনা কারণে কিজন্য হাস্যের উৎপত্তি হইল ? অথবা বোধ হয়, ইনি অপর কোন বরারোহা কামিনীকে গ্রহণপূর্ব্বক আমার আর একটী সপত্নীর সৃষ্টি করিয়া থাকিবেন ॥ ৭৫—৭৭ ॥ তদনন্তর, সেই মহালক্ষ্মী এইরূপ নানাপ্রকার সংশয় উত্থাপন পূর্ব্বক চিন্তা করিতে করিতে ক্রমশঃ কোপাসক্তা হইয়া যেমন তমোগুণাবলম্বিনী হইলেন, অমনি তামসী শক্তি আসিয়া তাঁহার দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল ॥৭৮॥ মহালক্ষ্মী স্বভাবতঃ বিশুদ্ধসত্ত্বরূপা হইলেও কালের গতিবশত দেবকার্য্যের সিদ্ধির নিমিত্ত তাঁহার শরীরে অত্যন্ত ক্রূরময়ী তামসী শক্তি আসিয়া প্রবিষ্টা হইল ॥ ৭৯ ॥ তাঁহার অন্তরে তামসী শক্তি সমাবিষ্ট হইলে, ক্রমশঃ অত্যন্তক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন, তুমি যে মুখে আমায় দেখিয়া হাস্য করিলে, তোমার ঐ মস্তকটী খসিয়া পড়ুক ॥ ৮০ ॥ একে স্ত্রীস্বভাব, তাহাতে আবার দুর্দ্দৈব কালের ভবিতব্যতা এজন্য তিনি কোন হিতাহিত বিচার না করিয়াই নিজসুখধ্বংসকর এই নিদারুণ শাপ প্রদান করিলেন ॥৮১॥ স্ত্রীলোকের বৈধব্য যন্ত্রণা অপেক্ষা

অনৃতং সাহসং মায়া মূর্খত্বমতিলোভতা।
অশৌচং নির্দ্দয়ত্বঞ্চ স্ত্রীণাং দোষাঃ স্বভাবজাঃ ॥ ৮৩ ॥
সশীর্ষং বাসুদেবন্তং করোম্যদ্য যথা পুরা।
শিরোঽস্য শাপযোগেন নিমগ্নং লবণাম্বুধৌ ॥ ৮৪ ॥
অন্যচ্চ কারণং কিঞ্চিদ্বর্ত্ততে সুরসত্তমাঃ!।
ভবতাঞ্চ মহৎ কার্য্যং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮৫ ॥
পুরা দৈত্যো মহাবাহুর্হয়গ্রীবোঽতিবিশ্রুতঃ।
তপশ্চক্রে সরস্বত্যাস্তীরে পরমদারুণম্ ॥ ৮৬ ॥
জপন্নেকাক্ষরং মন্ত্রং মায়াবীজাত্মকং মম।
নিরাহারো জিতাত্মা চ সর্ব্বভোগবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৮৭ ॥
ধ্যায়ন্মাং তামসীং শক্তিং সর্ব্বভূষণভূষিতাম্।
এবং বর্ষসহস্রঞ্চ তপশ্চক্রেঽতিদারুণম্ ॥ ৮৮ ॥

পেক্ষয়া সপত্নীসম্ভবদুঃখস্যাসোঢ়ত্বাদিত্যাহ সপত্নীতি ॥ ৮২ ॥ স্ত্রীণাং দোষাঃ স্বভাবজা ইতি। তামসস্ত্রীণাং তমোগুণাদেতে দোষাঃ স্বভাবজা ইত্যর্থঃ। তেন সাত্ত্বিকস্ত্রীণামুত্তমা গুণা ভবন্তীতি বোধ্যম্। যদ্যপি লক্ষ্ম্যাঃ সাত্ত্বিকত্বমস্তি তথাপ্যাগন্তুকতামসীশক্তিযোগাদিত্থং জাতমিতি ভাবঃ ॥ ৮৩—৮৪ ॥ দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ইতি যদুক্তং তদেবাহ অন্যচ্চেতি ॥৮৫—৮৬॥ জপন্নেকাক্ষরমিতি। অনেন চ মায়াবীজং ভগবত্যা মায়াশবলব্রহ্মরূপিণ্যা মুখ্যমন্তীতরমন্ত্রা-পেক্ষয়েতি বোধিতম্। যথা চ তারাদিমন্ত্রাঃ সামান্যব্রহ্মবাচকাঃ। ইদং তন্ত্রবিদাং স্পষ্টম্। তস্মান্মায়াবীজমেব মুখ্যং শাক্তং রূপম্। এতদেব বোধয়িতুমত্র মমেত্যুক্তম্ ॥ ৮৭ ॥ ধ্যায়ন্মাং তামসীং শক্তিমিতি। যদ্যপি মায়াবীজস্য মায়াশবলব্রহ্মৈবার্থো ন তামসী শক্তিঃ তথাপ্যেতস্য

সপত্নীজন্য দুঃখ সমধিক যাতনাপ্রদ মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া তামসীশক্তিবলে এতদূর কঠোর শাপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন ॥ ৮২ ॥ ফলতঃ মিথ্যা, সাহস, কপটতা, মূঢ়তা, অত্যন্ত ভোগলিপ্সা, অপবিত্রতা ও নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি দোষ তমঃপ্রকৃতি স্ত্রীদিগের স্বভাবজাত জানিবে ॥ ৮৩ ॥ হে সুরসত্তমগণ! এই বাসুদেবের মস্তক শাপপ্রভাবে লবণ সমুদ্রে পতিত হইয়া নিমগ্ন হইয়াছে; এক্ষণে, আমি পূর্ব্ববৎ ইহাঁকে সমস্তক অর্থাৎ ইহাঁর স্কন্ধদেশে মস্তক সংযোজিত করিব। পরন্তু, এ বিষয়ে, (মস্তকপতনবিষয়ে) আর একটী গূঢ় কারণ আছে; তাহাতে তোমাদেরও মহৎ কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে সংশয় নাই ॥ ৮৪—৮৫ ॥ পূর্ব্বকালে, সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ মহাবাহু দিতিনন্দন হয়গ্রীব, সমস্ত ভোগবাসনা বিসর্জ্জন দিয়া ইন্দ্রিয়সংযমনপূর্ব্বক নিরাহারে সরস্বতী নদীতটে আমার মায়াবীজাত্মক (মায়া শবলিত ব্রহ্মবীজ) একাক্ষর মন্ত্র (প্রণব) জপকরত ঘোরতর কঠোর তপস্যা করিয়াছিল ॥ ৮৬—৮৭ ॥ পরন্তু, সে আমার সর্ব্বভূষণবিভূষিতা তামসী শক্তিমূর্ত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক গাঢ়তর ধ্যানে নিমগ্ন হয়; এইরূপ ভীষণ তপশ্চর্য্যার অনুষ্ঠানে ক্রমে সহস্রবৎসর অতিবাহিত করিল ॥ ৮৮ ॥

তদাহং তামসং রূপং কৃত্বা তত্র সমাগতা।
দর্শনে পুরতস্তস্য ধ্যাতং তত্তেন যাদৃশম্ ॥ ৮৯ ॥
সিংহোপরিস্থিতা তত্র তমবোচন্দয়ান্বিতা।
বরং ব্রূহি মহাভাগ! দদামি তব সুব্রত! ॥ ৯০ ॥
ইতি শ্রুত্বা বচো দেব্যা দানবঃ প্রেমপূরিতঃ।
প্রদক্ষিণাং প্রণামঞ্চ চকার ত্বরিতস্তদা ॥ ৯১ ॥
দৃষ্ট্বা রূপং মদীয়ং স প্রেমোৎফুল্লবিলোচনঃ।
হর্ষাশ্রুপূর্ণনয়নস্তুষ্টাব স চ মাং তদা ॥ ৯২ ॥

হয়গ্রীব উবাচ।

নমো দেব্যৈ মহামায়ে! সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণি!।
ভক্তানুগ্রহচতুরে কামদে! মোক্ষদে! শিবে! ॥ ৯৩ ॥
ধরাম্বুতেজঃপবনখপঞ্চানাঞ্চ কারণম্।
ত্বং গন্ধরসরূপাণাং কারণং স্পর্শশব্দয়োঃ ॥ ৯৪ ॥

মন্ত্রস্য সর্ব্বাত্মকত্বাদ্দেতাস্য চ তামসত্বাত্তামসীং শক্তিমেব ধ্যাত্বা মায়াবীজমেব জজাপেত্যর্থঃ ॥ ৮৮ ॥ তামসং রূপমিতি। যদ্যপ্যহং সাম্যাবস্থমায়াশবলব্রহ্মরূপিণী মায়াবীজবাচ্যা তথাপি তস্য ধ্যানানুরোধেনৈব ময়াপি তামসং রূপং ধৃতমিত্যর্থঃ। তদেব স্পষ্টয়তি ধ্যাতং তত্তেন যাদৃশমিতি ॥ ৮৯--৯৩ ॥ ধরাম্বুতেজ ইতি। ধরা পৃথ্বী অম্বু জলং তেজো-

তৎকালে, সে, যেরূপ মূর্ত্তির ধ্যান করিতেছিল, তাহার সেই ধ্যেয় তামসরূপ ধারণপূর্ব্বক তপস্যাস্থলে যাইয়া দৃষ্টিগোচরে আবির্ভূত হইলাম; এবং তাহার তাদৃশ তপোনিষ্ঠায় দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া সিংহপৃষ্ঠ হইতে বলিলাম, হে সুব্রত! বৎস হয়গ্রীব! তোমার ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে; এক্ষণে, তোমার কি অভিলাষ বল, আমি অবশ্য তাহা প্রদান করিব ॥ ৮৯—৯০ ॥ দানব হয়গ্রীব দেবী ভগবতীর (আমার) এইরূপ অমৃতময় বাক্য শ্রবণে প্রেমপূর্ণহৃদয়ে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বারংবার প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রণাম করিল এবং আমার সেই অনুপমরূপ সন্দর্শনে তাহার বিশাল লোচনদ্বয় প্রেমোচ্ছ্বাসে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল পরে সে অনর্গল আনন্দাশ্রু ধারা বিসর্জ্জন করিতে করিতে আমাকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৯১—৯২ ॥

হয়গ্রীব কহিল। মাতঃ ব্রহ্মময়ি! তুমিই মহামায়াশক্তি সমাশ্রয় করিয়া এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিয়া থাক, আমি তোমার সেই দিব্য মূর্ত্তিকে প্রণাম করি। হে মঙ্গলময়ি! ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিতে তুমি যেরূপ অগ্রসর হও সেরূপ আর কেহই সমর্থ নহে; অতএব তুমিই ভক্তের সর্ব্বকামনা পূরণকারিণী মোক্ষদাত্রী ॥ ৯৩ ॥ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশাদি পঞ্চমহাভূত এবং ইহাদের গুণীভূত গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি এ সমস্তেরই কারণ তুমি ॥ ৯৪ ॥ হে মহেশ্বরি! ঐ সকল শব্দাদি বিষয়-

ঘ্রাণঞ্চ রসনা চক্ষুস্ত্বক্ শ্রোত্রমিন্দ্রিয়াণি চ।
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চান্যানি ত্বত্তঃ সর্ব্বং মহেশ্বরি! ॥ ৯৫ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

কিন্তেঽভীষ্টং বরং ব্রূহি বাঞ্ছিতং যদ্দদামি তৎ।
পরিতুষ্টাঽস্মি ভক্ত্যা তে তপসা চাদ্ভুতেন চ ॥ ৯৬ ॥

হয়গ্রীব উবাচ।

যথা মে মরণন্মাতর্ন ভবেত্তত্থা কুরু।
ভবেয়মমরো যোগী তথাঽজেয়ঃ সুরাসুরৈঃ ॥ ৯৭ ॥

দেব্যুবাচ।

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
মর্য্যাদা চেদৃশী লোকে ভবেচ্চ কথমন্যথা ॥ ৯৮ ॥
এবং ত্বং নিশ্চয়ং কৃত্বা মরণে রাক্ষসোত্তম!।
বরং বরয় চেষ্টন্তে বিচার্য্য মনসা কিল ॥ ৯৯ ॥

ঽগ্নিঃ পবনো বায়ুঃ খমাকাশ এতে পঞ্চ পদার্থাস্তেষাং কারণম্ ॥ ৯৪—৯৯ ॥ হয়গ্রীবাচ্চেতি।

পঞ্চকের গ্রাহক নাসিকা, জিহ্বা, চক্ষুঃ, ত্বক্ ও শ্রোত্র প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্ত, পদ, পায়ু, উপস্থ ও বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং ইহাদের প্রবর্ত্তক মনঃ এমন কি অহং ও মহত্তত্ত্বাদিও তোমা হইতে উৎপন্ন ॥ ৯৫ ॥

হয়গ্রীবের ঈদৃশ স্তুতিবাক্য শ্রবণে ভগবতী কহিলেন, বৎস! আমি তোমার অদ্ভুত তপোনিষ্ঠা ও ভক্তিতে পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি, অতএব নিজ অভীষ্টমত বর প্রার্থনা কর এখনিই তাহা প্রদান করিব ॥ ৯৬ ॥

হয়গ্রীব কহিল, মাতঃ! যদি আপনি আমার তপস্যায় পরিতুষ্টা হইয়া থাকেন তাহা হইলে, এইরূপ বর প্রদান করুন যাহাতে আমার কাহারও হস্তে কখন মৃত্যু না হয়। দেব কি অসুর কেহই যেন আমাকে সংগ্রামে পরাজিত করিতে না পারে। যোগের অষ্টাদশসিদ্ধি আসিয়া যেন আমার করায়ত্ত হয়। ফলতঃ আমি যেন অমর হইয়া চিরদিন এই জগতে বিচরণ করিতে পারি ॥ ৯৭ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবী কহিলেন, রে দিতিনন্দন! জন্মগ্রহণ করিলেই মৃত্যু আর মরণান্তে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ ইহা নিশ্চয় জানিবে; কেননা, এই বিশ্বসংসারে এইরূপ নিয়ম নিত্যরূপে স্থিরীকৃত রহিয়াছে অতএব কিরূপে তাহার অন্যথা হইতে পারে। হে রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ! তুমি মরণ বিষয়ে এইরূপ নিয়তির নিশ্চয় জানিয়া মনোমধ্যে বিচারপূর্ব্বক অন্য প্রকার নিজ অভিলষিত বর প্রার্থনা কর ॥ ৯৮—৯৯ ॥

হয়গ্রীব উবাচ ।

হয়গ্রীবাচ্চ মে মৃত্যুর্নান্যস্মাজ্জগদম্বিকে ! ।
ইতি মে বাঞ্ছিতং কামং পূরয়স্ব মনোগতম্ ॥ ১০০ ॥

দেব্যুবাচ ।

গৃহং গচ্ছ মহাভাগ ! কুরু রাজ্যং যথাসুখম্ ।
হয়গ্রীবাদৃতে মৃত্যুর্ন তে নূনং ভবিষ্যতি ॥ ১০১ ॥
ইতি দত্ত্বা বরং তস্মা অন্তর্ধানং গতা তদা ।
মুদং পরমিকাং প্রাপ্য সোঽপি স্বভবনং গতঃ ॥ ১০২ ॥
স পীড়য়তি দুষ্টাত্মা মুনীন্ বেদাংশ্চ সর্ব্বশঃ ।
ন কোঽপি বিদ্যতে তস্য হন্তাদ্য ভুবনত্রয়ে ॥ ১০৩ ॥
তস্মাচ্ছীর্ষং হয়স্যাস্য সমুদ্ধৃত্য মনোহরম্ ।
দেহেঽত্র বিশিরোবিষ্ণোস্ত্বষ্টা সংযোজয়িষ্যতি ॥ ১০৪ ॥
হয়গ্রীবোঽথ ভগবান্ হনিষ্যতি তমাসুরম্ ।
পাপিষ্ঠং দানবং ক্রূরং দেবানাং হিতকাম্যয়া ॥ ১০৫ ॥

হয়গ্রীবো জগতীতলে নৈবাস্তি তথা চ তস্মান্মৃত্যুর্যাচিতোপি নৈবভবিষ্যতীতি গূঢ়োঽভিসন্ধির্দৈত্যস্য ॥ ১০০—১০২ ॥ স পীড়য়তীতি । স দুষ্টাত্মা পীড়য়িষ্যতীত্যর্থঃ । ন তু যথাশ্রুতো বর্ত্তমানার্থঃ কর্ত্তব্যঃ তথা সতি তস্মিন্ দুষ্টে দৈত্যে সতি দেবানাং যজ্ঞাদিকং তাদৃশদুষ্টদৈত্যপীড়াপরিজ্ঞানাভাবশ্চাসঙ্গতএব স্যাৎ ভবিষ্যদ্দৈত্যকথাকথনে তু ন কোপি দোষঃ ॥ ১০৩ ॥

দেবীর এইমত আদেশ শ্রবণে হয়গ্রীব কহিল। হে বিশ্বমাতঃ! যদি একান্ত অমর বর না দেন, তবে এই বর প্রদান করুন যেন, হয়গ্রীব (অশ্ববদন জীব) ভিন্ন অপর কোন প্রাণিহইতে আমার মৃত্যু না হয়। ইহাই আমার মনোগত অভিলাষ, কৃপা করিয়া এই অভীষ্টটী পরিপূরণ করুন ॥ ১০০ ॥

দেবী কহিলেন, বৎস! তুমি অতি সৌভাগ্যবান্ নিজগৃহে গমনপূর্ব্বক যথাসুখে রাজ্য পালন করিতে প্রবৃত্ত হও। তুরঙ্গবদন প্রাণিব্যতীত অপর কাহারও হস্তে তোমার মৃত্যু হইবে না ॥ ১০১ ॥ দেবী ভগবতী তাহাকে এইরূপ বর প্রদানপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইলেন। অসুর হয়গ্রীবও স্বীয় অভীষ্ট বরলাভে পরমানন্দিত হইয়া নিজগৃহে গমন করিল ॥ ১০২ ॥ দেবগণ! সেই দুরাত্মা বরমদে মত্ত হইয়া এক্ষণে সমস্ত দেব ও মুনিদিগকে অত্যন্ত নিপীড়িত করিতেছে। এই ত্রিলোক মধ্যে এক্ষণে, এমন কোন বীর্য্যশালী পুরুষ নাই যে, তাহার সংহারে সমর্থ হয় ॥ ১০৩ ॥ অতএব, প্রজাপতি ত্বষ্টা এই অশ্বের মনোহর মস্তকটী উদ্ধৃত করত বিষ্ণুর এই মস্তকবিহীন দেহে সংযোজিত করিবেন; তাহাতে এই

সূত উবাচ।

এবং সুরাংস্তদাভাষ্য শর্ব্বাণী বিররাম হ।
দেবাস্তদাতিসন্তুষ্টাস্তমূচুর্দ্দেবশিল্পিনম্ ॥ ১০৬ ॥

দেবা ঊচুঃ।

কুরু কার্য্যং সুরাণাং বৈ বিষ্ণোঃ শীর্ষাভিযোজনম্।
দানবপ্রবরং দৈত্যং হয়গ্রীবো হনিষ্যতি ॥ ১০৭ ॥

সূত উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তেষাং ত্বষ্টা চাতিত্বরান্বিতঃ।
বাজিশীর্ষং চকর্ত্তাশু খড়্গেন সুরসন্নিধৌ ॥ ১০৮॥
বিষ্ণোঃ শরীরে তেনাশু যোজিতং বাজিমস্তকম্।
হয়গ্রীবো হরির্জাতো মহামায়াপ্রসাদতঃ ॥ ১০৯ ॥
কিয়তা তেন কালেন দানবো মদদর্পিতঃ।
নিহতস্তরসা সংখ্যে দেবানাং রিপুরোজসা ॥ ১১০ ॥
য ইদং শুভমাখ্যানং শৃণ্বন্তি ভুবি মানবাঃ।
সর্ব্বদুঃখবিনির্মুক্তাস্তে ভবন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১১১ ॥

বিশিরোবিষ্ণোঃ বিগতশিরস্কবিষ্ণোর্দ্দেহে ইত্যর্থঃ ॥ ১০৪—১০৯ ॥ কিয়তেতি। এতৎকালা-

---

ভগবান্ হয়গ্রীব নামে সমাখ্যাত হইয়া দেবগণের হিত কামনায় সেই রজস্তমঃপ্রধান ক্রূরমতি পাপিষ্ঠ দানবকে বিনাশ করিবেন ॥ ১০৪—১০৫ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! ভগবতী শর্ব্বাণী সুরগণের প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া বিরত হইলেন। তখন, দেবগণ তাঁহার সেই অমৃতময় উপদেশ শ্রবণে আনন্দিত হইয়া দেবশিল্পী ত্বষ্টাকে বলিলেন ॥ ১০৬ ॥ বিশ্বকর্ম্মন্! দেবগণের এই কার্য্যটী সিদ্ধ কর? তুমি ভগবান্ বিষ্ণুর দেহে অশ্ববদন সংযোজিত করিলে ইনি হয়গ্রীব হইয়া অসুরকুলপ্রবল সেই দুষ্ট দৈত্য হয়গ্রীবকে সংহার করিবেন ॥ ১০৭ ॥

সূত কহিলেন, শৌনক! সুরশিল্পী ত্বষ্টা সুরগণের এই কথা শ্রবণমাত্র তাঁহাদিগের সন্নিধানেই অতি ক্ষিপ্রহস্তে খড়্গাঘাতে তুরঙ্গমস্তকছেদন করিলেন এবং অবিলম্বে উহা লইয়া বিষ্ণুর স্কন্ধদেশে সংযোজিত করিয়া দিলেন। তখন, ভগবান্ হরি সেই মহামায়া প্রসাদে হয়গ্রীব হইয়া পড়িলেন ॥ ১০৮—১০৯ ॥ ভগবান্ বিষ্ণু হয়গ্রীব মূর্ত্তিধারণ করিলে, কিয়ৎকাল পরেই সেই দেবদ্বেষী মদদর্পিত দৈত্য তাঁহার অসীম বীর্য্য প্রভাবে অবিলম্বে সমরাঙ্গনে নিপতিত হইল ॥ ১১০ ॥ ভূমণ্ডলমধ্যে যাঁহারা এই পরম মঙ্গলময় আখ্যায়িকা

মহামায়াচরিত্রঞ্চ পবিত্রং পাপনাশনম্।
পঠতাং শৃণ্বতাঞ্চৈব সর্ব্বসম্পত্তিকারকম্ ॥ ১১২ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
হয়গ্রীবাবতারকথনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

দূর্দ্ধং বহুকালেন দৈত্যো জাতস্তেন দেবা উপদ্রুতাঃ। ততো হয়গ্রীবেণ নাশিত ইতি বোধ্যম্ ॥ ১১০—১১২ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

শ্রবণ করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সমস্ত দুঃখজাল হইতে বিনির্মুক্ত হয়েন ॥ ১১১ ॥ হে মুনি-গণ! সর্ব্বপাপরাশি ধ্বংসকারী পরম পুণ্যজনক এই মহামায়া-চরিতগাথা ভক্তি ভাবে শ্রবণ বা পাঠ করিলে মানবের সমস্ত সম্পদ আসিয়া সমুপস্থিত হয় ॥ ১১২ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতের
প্রথমস্কন্ধে হয়গ্রীব উপাখ্যানবর্ণন নামক
পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

সৌম্য ! যচ্চ ত্বয়া প্রোক্তং শৌরেযুর্দ্ধং মহার্ণবে।
মধুকৈটভয়োঃ সার্দ্ধং পঞ্চবর্ষসহস্রকম্ ॥ ১ ॥
কস্মাত্তৌ দানবৌ জাতৌ তস্মিন্নেকার্ণবে জলে।
মহাবীর্য্যৌ দুরাধর্ষৌ দেবৈরপি সুদুর্জ্জয়ৌ ॥ ২ ॥
কথং তাবসুরৌ জাতৌ কথঞ্চ হরিণা হতৌ।
তদাচক্ষ্ব মহাপ্রাজ্ঞ ! চরিতং পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৩ ॥
শ্রোতুকামা বয়ং সর্ব্বে ত্বং বক্তা চ বহুশ্রুতঃ।
দৈবাচ্চাত্রৈব সংজাতঃ সংযোগশ্চ তথাবয়োঃ ॥ ৪ ॥
মূর্খেণ সহ সংযোগো বিষাদপি সুদুর্জ্জরঃ।
বিজ্ঞেন সহ সংযোগঃ সুধারসসমঃ স্মৃতঃ ॥ ৫ ॥

চতুর্ভিরধিকৈশ্চত্বারিংশচ্ছ্লোকৈরতঃ পরম্।
মধুকৈটভয়োর্যুদ্ধোদ্যোগঃ সম্যগুদীর্য্যতে ॥

তত্র চতুর্থেঽধ্যায়ে মধুকৈটভাভ্যাং সহ পঞ্চবর্ষসহস্রাণি বাহুযুদ্ধং ময়া কৃতমিতি ভগবতোপবর্ণিতং তৎপ্রশ্নবীজমুপলভ্য ঋষয়ঃ পৃচ্ছন্তি সৌম্য যচ্চেতি ॥ ১ ॥ কস্মাদিতি। কস্মাদুৎপন্নাবিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ কথন্তাবসুরাবিতি। দানবাপেক্ষয়া হ্যসুরাবতিক্রূরৌ। ইমৌ ত্বসুরাবেব ন

ঋষিগণ কহিলেন, হে প্রিয়দর্শন সূত ! ইতঃপূর্ব্বে তুমি আমাদিগের নিকট বলিয়াছিলে, যে, সেই একার্ণবমধ্যে মধুকৈটভ নামে দৈত্য দ্বয়ের সহিত ভগবান্ শৌরির পঞ্চসহস্রবৎসরকালব্যাপী ভীষণ সংগ্রাম সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, সেই একার্ণবসলিলমধ্যে কোথা হইতে দেবগণেরও সুদুর্জ্জয় অতীব দুর্দ্ধর্ষ মহাবীর্য্যশালী তাদৃশ দানবদ্বয় সমুৎপন্ন হইল ? এবং কি জন্যই বা সেই ক্রূরস্বভাব অসুরদ্বয়ের সৃষ্টি হইল ? কি কারণেই বা হরি তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন ? হে মহাপ্রাজ্ঞ ! তুমি সমস্ত শাস্ত্রেই বহুদর্শনত্ব লাভ করিয়াছ ; অতএব, তুমিই প্রধান বক্তা ; ফলতঃ তোমার সহিত আমাদিগের এস্থলে, যে, সংযোজনা সে কেবল দৈবানুগ্রহ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ; অতএঁব, আমরা সেই অত্যাশ্চর্য্য জনক মধুকৈটভ চরিতাবলী শ্রবণে অতিশয় উৎসুক হইয়াছি তুমি তাহা বর্ণনা করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত কর ॥ ১—৪ ॥ সূত ! ইহ সংসারে বিষ প্রায়ই অজরণীয় বটে, কিন্তু, মূর্খের সংসর্গ তাহা অপেক্ষাও দুর্জ্জর

জীবন্তি পশবঃ সর্ব্বে খাদন্তি মেহয়ন্তি চ।
জানন্তি বিষয়াকারং ব্যবায়সুখমদ্ভুতম্ ॥ ৬ ॥
ন তেষাং সদসজ্জ্ঞানং বিবেকো ন চ মোক্ষদঃ।
পশুভিস্তে সমা জ্ঞেয়া যেষাং ন শ্রবণাদরঃ ॥ ৭ ॥
মৃগাদ্যাঃ পশবঃ কেচিজ্জানন্তি শ্রাবণং সুখম্।
অশ্রোত্রাঃ ফণিনশ্চৈব মুমুহুর্নাদপানতঃ ॥ ৮ ॥
পঞ্চানামিন্দ্রিয়াণাং বৈ শুভে শ্রবণদর্শনে।
শ্রবণাদ্বস্তুবিজ্ঞানং দর্শনাচ্চিত্তরঞ্জনম্ ॥ ৯ ॥
শ্রবণং ত্রিবিধং প্রোক্তং সাত্ত্বিকং রাজসন্তথা।
তামসঞ্চ মহাভাগাঃ! সুজ্ঞোক্তং নিশ্চয়ান্বিতম্ ॥ ১০ ॥
সাত্ত্বিকং বেদশাস্ত্রাদি সাহিত্যঞ্চৈব রাজসম্।
তামসং যুদ্ধবার্ত্তা চ পরদোষপ্রকাশনম্ ॥ ১১ ॥

দানবৌ। দনোরনুৎপন্নত্বাত্তথাপি দানবসদৃশত্বাদ্দানবাবিত্যুক্তম্ ॥ ৩—৬ ॥ ইতঃ পরং পুরাণবক্তুরুৎসাহায় শ্রোতারঃ স্বোৎসাহং প্রকটয়ন্তি ন তেষামিতি ॥ ৭ ॥ মৃগাদ্যা ইতি। মৃগাদ্যা অপি পশব ইত্যর্থঃ। তদ্বৎ ফণিনো ঽপীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ শ্রবণদর্শনে ইতি। পঞ্চেন্দ্রিয়াণাং মধ্যে শ্রবণেন্দ্রিয়ং দর্শনেন্দ্রিয়ঞ্চ শুভং কল্যাণকরমিত্যর্থঃ। তদেবাহ শ্রবণাদিতি ॥ ৯—১১ ॥

জানিবে। তেমনি আবার প্রাজ্ঞের সহিত সংযোগকে পণ্ডিতেরা অমৃতরসতুল্য বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ৫ ॥ দেখ, পশুরাও জীবনধারণ, ভোজন বা মেহনাদি সমস্ত ইন্দ্রিয় জন্য ক্রিয়া সমাধান করিয়া থাকে এবং মৈথুনাদি অনির্ব্বচনীয় বিষয় সুখও অবগত আছে। কিন্তু, তাহাদের সদসদ্ বিষয়ক জ্ঞান বা মুক্তিপ্রদ বিবেক ইহার কিছুই নাই; বস্তুতঃ যাহাদের ঈদৃশ পরম মোক্ষপ্রদ ভাগবত শ্রবণে আদর নাই এই মহীমণ্ডলে তাহারা যে, পশু সদৃশ তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৬—৭ ॥ হে ঋষিগণ! আপনারা যেন এরূপ মনে করিবেন না যে, মনুষ্য দিগের যখন ইন্দ্রিয় জ্ঞান আছে তখন তাহারা কিরূপে পশুপদ বাচ্য হইতে পারে? দেখুন, মৃগ প্রভৃতি কতকগুলি জীব পশু হইয়াও বিলক্ষণ শ্রবণ সুখ অনুভব করিতে পারে; আবার সর্পজাতি শ্রুতিযুগল বিরহিত হইয়াও মধুময় সঙ্গীত শব্দ আস্বাদনে বিমোহিত হয় ॥ ৮ ॥ বিশেষতঃ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মধ্যে দর্শন আর শ্রবণ এই দুইটী সমধিক কল্যাণজনক; কেননা, শ্রবণ হইতে বস্তুবিজ্ঞান আর দর্শন হইতে চিত্তরঞ্জন এই দুই প্রধান কার্য্য সম্পাদিত হয় ॥ ৯ ॥ শ্রবণও আবার সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে তিন প্রকার উক্ত হইয়াছে। হে মহাভাগ ঋষিগণ! আপনারা যেন এরূপ মনে করিবেন না যে, আমি কোন কল্পিতবাক্য বলিলাম বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ এবিষয়ে এরূপই নিশ্চয় করিয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ বেদশাস্ত্রাদি সাত্ত্বিক, সাহিত্য

সাত্ত্বিকং ত্রিবিধং প্রোক্তং প্রজ্ঞাবদ্ভিশ্চ পণ্ডিতৈঃ।
উত্তমং মধ্যমঞ্চৈব তথৈবাধমমিত্যুত ॥ ১২ ॥
উত্তমং মোক্ষফলদং স্বর্গদং মধ্যমন্তথা।
অধমং ভোগদং প্রোক্তং নির্ণীয় বিদিতং বুধৈঃ ॥ ১৩ ॥
সাহিত্যঞ্চৈব ত্রিবিধং স্বীয়ায়াঞ্চোত্তমং স্মৃতম্।
মধ্যমং বারযোষায়াং পরোঢ়ায়ান্তথাধমম্ ॥ ১৪ ॥
তামসং ত্রিবিধং জ্ঞেয়ং বিদ্বদ্ভিঃ শাস্ত্রদর্শিভিঃ।
আততায়িনিযুদ্ধং যত্তদুত্তমমুদাহৃতম্ ॥ ১৫ ॥
মধ্যমঞ্চাপি বিদ্বেষাৎ পাণ্ডবানাং যথারিভিঃ।
অধমং নির্নিমিত্তস্তু বিবাদে কলহে তথা ॥ ১৬ ॥
তদত্র শ্রবণং মুখ্যং পুরাণস্য মহামতে!।
বুদ্ধিপ্রবর্দ্ধনং পুণ্যং ততঃ পাপপ্রণাশনম্ ॥ ১৭ ॥

সাত্ত্বিকশ্রবণস্যাপি ত্রিবিধং ভেদমাহ সাত্ত্বিকমিতি ॥ ১২—১৩ ॥ রাজসং শ্রবণমপি ত্রিবিধমাহ সাহিত্যমিতি। নবরসাত্মকঃ শৃঙ্গার ইত্যর্থঃ। উত্তমমিতি। পরস্ত্রীগমনজন্যদোষাভাবাৎ। মধ্যমমিতি। তত্র স্বল্পদোষাৎ। অধমমিতি। দোষবহুত্বাৎ ॥ ১৪—১৬ ॥ তদত্র শ্রবণং মুখ্যমিতি। সাত্ত্বিকশ্রবণভেদত্রয়মধ্যেঽপি মুখ্যং প্রথমং মোক্ষপ্রদম্। যদুক্তং সাত্ত্বিকং শ্রবণং

রাজসিক আর সামরিক বৃত্তান্ত বা পরদোষ প্রকাশন প্রভৃতি তামস বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয় ॥ ১০—১১ ॥ পরন্তু, প্রজ্ঞাবান্ পণ্ডিতগণ সেই সাত্ত্বিককেও উত্তম, মধ্যম এবং অধম ভেদে তিন প্রকার বলিয়াছেন ॥ ১২ ॥ তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বভাবাশ্রিত শ্রবণ মোক্ষফলপ্রদ, মধ্যম সাত্ত্বিক শ্রবণ স্বর্গ ফলপ্রদ আর অধম সত্ত্বভাবাশ্রিত শ্রবণ অনিত্য ভোগফলপ্রদ। বুধবর্গ ইহা নিশ্চয়রূপে অবগত হইয়াই বলিয়াছেন, সুতরাং সে বিষয়ে কোন সংশয়ের অবসর নাই ॥ ১৩ ॥ ঐরূপ রাজসিক শ্রবণ সাহিত্য (নবরসময় শৃঙ্গার) ও তিন প্রকার অর্থাৎ বিবাহিত ধর্ম্ম পত্নীতে উত্তম বারবনিতায় মধ্যম আর পরকীয়া কামিনীতে অধম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ১৪ ॥ শাস্ত্রদর্শিপণ্ডিতগণ তামসিক শ্রবণকেও উত্তমাদি ভেদে ত্রিবিধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন অর্থাৎ আততায়ী দমনের নিমিত্ত যে যুদ্ধের ঘটনা হয় তাহা উত্তম, ধৃতরাষ্ট্রনন্দন দুর্য্যোধন প্রভৃতি শত্রুগণের সহিত পাণ্ডবদিগের যে কারণে যুদ্ধ ঘটিয়াছিল সেরূপ বিদ্বেষ বশতঃ যে যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয় তাহা মধ্যম আর সামান্য বিবাদ বা কলহ উপলক্ষে অকারণ উপস্থিত যুদ্ধই অধম বলিয়া জানিবে ॥১৫—১৬॥ অতএব, হে মতিমন্! সাত্ত্বিক শ্রবণসকলের মধ্যে পুরাণ শ্রবণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; কারণ, তাহাতে সদ্ বুদ্ধির পরিবর্দ্ধন সমস্ত পাপরাশি ধ্বংস ও পরম পুণ্যের উৎপত্তি হয়। অতএব,

তদাখ্যাহি মহাবুদ্ধে! কথাং পৌরাণিকীং শুভাম্।
শ্রুতাং দ্বৈপায়নাৎ পূর্ব্বং সর্ব্বার্থস্য প্রসাধিনীম্॥ ১৮॥

সূত উবাচ।

যূয়ং ধন্যা মহাভাগা ধন্যোঽহং পৃথিবীতলে।
যেষাং শ্রবণবুদ্ধিশ্চ মমাপি কথনে কিল॥ ১৯॥
পুরা চৈকার্ণবে জাতে বিলীনে ভুবনত্রয়ে।
শেষপর্য্যঙ্কসুপ্তে চ দেবদেবে জনার্দ্দনে॥ ২০॥
বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ দানবৌ মধুকৈটভৌ।
মহাবলৌ চ তৌ দৈত্যৌ বিবৃদ্ধৌ সাগরে জলে॥ ২১॥
ক্রীড়মানৌ স্থিতৌ তত্র বিচরন্তাবিতস্ততঃ।
তাবেকদা মহাকায়ৌ ক্রীড়াসক্তৌ মহার্ণবে॥ ২২॥
চিন্তামবাপতুশ্চিত্তে ভ্রাতরাবিব সংস্থিতৌ।
নাকারণং ভবেৎ কার্য্যং সর্ব্বত্রৈষা পরম্পরা॥ ২৩॥

তদাত্মকং পুরাণশ্রবণমস্তীত্যর্থঃ। বুদ্ধিপ্রবর্দ্ধনমিতি। সূক্ষ্মাত্মরূপবস্তুবিষয়কবুদ্ধেঃ প্রবর্দ্ধনং কারণমিত্যর্থঃ॥ ১৭—১৯॥ পুরেতি। অবান্তরপ্রলয়ে ইত্যর্থঃ॥ ২০—২২॥ ভ্রাতরাবিবেতি। একোদরজন্যত্বাভাবান্ন মুখ্যৌ ভ্রাতরৌ কিন্তু পরস্পরপ্রেম্ণা ভ্রাতৃতুল্যাবিত্যর্থঃ। তৌ চিন্তা-

---

হে মহামতে সূত! তুমি পূর্ব্বে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধিপ্রদ যে পুরাণতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াছ সেই মঙ্গলময়ী পৌরাণিকী কথাই আমাদিগের নিকট বর্ণনা কর॥ ১৭—১৮॥

শৌনক প্রভৃতি ঋষিগণের এতাবৎ বাক্য শ্রবণে সূত কহিলেন। হে ঋষিগণ! যখন, আপনাদের ঈদৃশ সঞ্চিত অশেষ পাপনিচয় ভস্মীভূত কারক সূক্ষ্মতম তত্ত্ববুদ্ধিপ্রদ পরম পুণ্য-জনক পুরাণশ্রবণে দৃঢ়া মতি উপস্থিত হইয়াছে; তখন, এই ভূমণ্ডলমধ্যে আপনারাই প্রকৃত সৌভাগ্যবান্ এবং আপনারাই ধন্য! পরন্তু, আপনারা যখন এতাদৃশ মুক্তিস্বরূপ জ্ঞানপ্রদ ভাগবতপুরাণ বলিবার নিমিত্ত আমার প্রতি আদেশ করিতেছেন তখন আমিও ধন্য হইলাম॥ ১৯॥ পূর্ব্বকালে, এই ত্রিভুবন একার্ণবসলিলে বিলীন হইলে পর, যখন দেবদেব ভগবান্ জনার্দ্দন সেই প্রলয় সাগরমধ্যে শেষশয্যা সংস্থাপনপূর্ব্বক যোগ-নিদ্রাকে আশ্রয় করিলেন, সেই সময় তাঁহার কর্ণমল হইতে মধু আর কৈটভ নামে দুই দানব উৎপন্ন হইল। মহাবীর্য্যশালী ক্রূরপ্রকৃতি দানবদ্বয় সেই প্রলয়প্লাবিত সাগরমধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া ক্রীড়া করত ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল। এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে, একদা সহোদর ভ্রাতার ন্যায় মহার্ণবমধ্যে অবস্থিত ক্রীড়ানিরত সেই মহাকায় দুই অসুর মনে মনে এইরূপ বিচার করিতে লাগিল; চিরকাল সর্ব্বত্রেই এইরূপ রীতি আছে যে, বিনা কারণে কোন কার্য্যের উৎপত্তি হয় না; বিশেষতঃ আধার ব্যতীত আধেয়

আধেয়ন্তু বিনাধারং ন তিষ্ঠতি কথঞ্চন।
আধারাধেয়ভাবস্তু ভাতি নো চিত্তগোচরঃ ॥ ২৪ ॥
ক্ব তিষ্ঠতি জলঞ্চেদং সুখরূপং সুবিস্তরম্।
কেন সৃষ্টং কথং জাতং মগ্নাবাবাং জলে স্থিতৌ ॥ ২৫ ॥
আবাং বা কথমুৎপন্নৌ কেন বোৎপাদিতাবুভৌ।
পিতরৌ ক্বেতি বিজ্ঞানং নাস্তি কামং তথাবয়োঃ ॥ ২৬ ॥

সূত উবাচ।

এবং কাময়মানৌ তৌ জগ্মতুর্ন বিনিশ্চয়ম্।
উবাচ কৈটভস্তত্র মধুং পার্শ্বে স্থিতং জলে ॥ ২৭ ॥

কৈটভ উবাচ।

মধো! বামত্র সলিলে স্থাতুং শক্তির্ম্মহাবলা।
বর্ত্ততে ভ্রাতরচলা কারণং সা হি মে মতা ॥ ২৮ ॥

মবাপতুর্বিচারং চক্রতুরিত্যর্থঃ। তমেব বিচারমাহ নাকারণমিতি। কারণং বিনা কার্য্যং নৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥ কেন সৃষ্টমিতি। নিমিত্তকারণপ্রশ্নঃ কথং জাতমিত্যুপাদানকারণ-প্রশ্নঃ। জলে স্থিতাবিতি। অত্র কথমিতি শেষঃ ॥ ২৫ ॥ আবাং বেতি। অত্রাপ্যুভয়কারণ-প্রশ্নঃ ॥ ২৬—২৭ ॥

শক্তির্ম্মহাবলেতি। সর্ব্বেঽপি জলে নিমজ্জন্তি বয়ং তু ন নিমগ্নাস্তত্র কারণং কশ্চিচ্ছক্তি-বিশেষঃ কল্প্যঃ। তথাচ একত্র ব্যাপ্ত্যা বাধকাভাবেনান্যত্রাপি তাদৃশশক্তেরেব কারণত্বকল্প-নেন নির্ব্বাহে কারণান্তরগবেষণোপযোগাভাবাৎ সৈব শক্তিরস্মাকমপি কারণমিতি ভাবঃ ॥২৮॥

কখনই থাকিতে পারে না যদিচ আধারআধেয়-ভাবটী আমাদিগের বুদ্ধিতে আসিতেছে তথাপি স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হইতেছে না। এই যে, সুখময় অগাধ জলরাশি ইহা কাহার উপরি অবস্থান করিতেছে? কে ইহার সৃষ্টি করিল? কিরূপেই বা ইহা উৎপন্ন হইল? আমরাই বা কোথাহইতে আসিয়া জলমগ্ন হইয়া অবস্থিত রহিয়াছি? আমাদিগের পিতা মাতাই বা কোথায়, কে বা আমাদের উৎপাদন করিল আর কি জন্যই বা আমরা উৎপন্ন হইলাম? এ সকল বিষয়েত, আমাদিগের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই দেখিতেছি ॥২০-২৬॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! সেই অসুরদ্বয় এইরূপ নানা প্রকার বিচার করিয়া ও যখন কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না, তখন কৈটভ সেই প্রলয়জলোপরি স্থিত নিজ পার্শ্বচর মধুকে এই কথা বলিল। ভ্রাতঃ মধো! এই প্লাবিত জলরাশির মধ্যে আমাদিগের অবস্থানার্থে যে অসীম অচলা শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, অর্থাৎ যে শক্তি প্রভাবে আমরা একেবারে জলমগ্ন হইতেছি না আমার বিবেচনায় সেই অনির্ব্বচনীয় শক্তিই সকলের কারণ। এই বিশ্বব্যাপক অনন্ত জলরাশি সেই শক্তি হইতেই বিস্তারিত হইয়া সেই আধার

তয়া ততমিদং তোয়ং তদাধারঞ্চ তিষ্ঠতি।
সা এব পরমা দেবী কারণঞ্চ তথাবয়োঃ ॥ ২৯ ॥
এবং বিবুধ্যমানৌ তৌ চিন্তাবিষ্টৌ যদাঽসুরৌ।
তদাকাশে শ্রুতং তাভ্যাং বাগ্বীজং সুমনোহরম্ ॥ ৩০ ॥
গৃহীতঞ্চ ততস্তাভ্যাং তস্যাভ্যাসো দৃঢ়ঃ কৃতঃ।
তদা সৌদামনী দৃষ্টা তাভ্যাং খে চোত্থিতা শুভা ॥ ৩১ ॥
তাভ্যাং বিচারিতং তত্র মন্ত্রোঽয়ং নাত্র সংশয়ঃ।
তথা ধ্যানমিদং দৃষ্টং গগনে সগুণং কিল ॥ ৩২ ॥
নিরাহারৌ জিতাত্মানৌ তন্মনস্কৌ সমাহিতৌ।
বভূবতুর্ব্বিচিন্ত্যৈবং জপধ্যানপরায়ণৌ ॥ ৩৩ ॥
এবং বর্ষসহস্রন্তু তাভ্যাং তপ্তং মহত্তপঃ।
প্রসন্না পরমা শক্তির্জাতা সা পরমা তয়োঃ ॥ ৩৪ ॥
খিন্নৌ তৌ দানবৌ দৃষ্ট্বা তপসে কৃতনিশ্চয়ৌ।
তয়োরনুগ্রহার্থায় বাগুবাচাঽশরীরিণী ॥ ৩৫ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি তয়া ততমিতি ॥ ২৯—৩০ ॥ গৃহীতমিতি। উপদেশতয়া স্বীকৃতমিত্যর্থঃ। অভ্যাসো জপরূপঃ। সৌদামনীতি। জপ্তো মন্ত্র এব তেজোরূপেণ দৃষ্টিগোচরোঽভূদি-

---

শক্তিতেই অবস্থান করিতেছে। অতএব, সেই পরম দেবীই এ সমস্ত একার্ণব জলরাশির এবং আমাদিগের উভয়েরও কারণ জানিবে ॥ ২৭—২৯ ॥ যখন, চিন্তাবিষ্ট দুই অসুর বিচার প্রভাবে এইরূপ বোধ করিতে সমর্থ হইল, সেই সময় তাহারা একটী মনোহর বীজমন্ত্ররূপ আকাশবাণী কর্ণগোচর করিল ॥ ৩০ ॥ তদনন্তর তাহারা সেই মন্ত্রটী উপদেশরূপে স্বীকার করিয়া জপাদি দ্বারা ক্রমে দৃঢ়তর অভ্যাস করিল। হে ঋষিগণ! সেই বীজাত্মক মঙ্গলময় মন্ত্র অভ্যস্ত হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ জ্যোতির্ম্ময় রূপে তাহাদিগের দৃষ্টিগোচরে সম্মুখস্থ আকাশে সমুদিত হইল ॥ ৩১ ॥ তদ্দর্শনে তাহারা মনে মনে এইরূপ বিচার করিল যে, ইহা সেই মন্ত্রই তেজোময় রূপে আবির্ভূত হইয়াছে তাহাতে সংশয় নাই। সেই সময় তাহারা সেই আকাশ মধ্যে পাশ অঙ্কুশ পুস্তক ও অক্ষমালাধারিণী সরস্বতীমূর্ত্তির সগুণ ধ্যান পর্য্যন্ত দেখিতে পাইল ॥ ৩২ ॥ এইরূপে তাহারা উভয়েই সেই আকাশবর্ণের বিষয় অন্তরে বিচার করিয়া তদুপদিষ্ট জপ ও ধ্যানে তৎপর হইয়া নিরাহারে আত্মসংযমন পূর্ব্বক এতদূর সমাহিত হইল যে ক্রমে তাহাদের অন্তঃকরণ একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িল। এই ভাবে তাহাদের সহস্র বৎসরকাল ঘোরতর তপোনুষ্ঠানে অতিবাহিত হইলে, পরাৎপরা চিৎশক্তিরূপিণী প্রসন্ন হইলেন। তৎকালে তিনি তপস্যায় কৃতনিশ্চয় সেই দানবদ্বয়কে

বরং বাং বাঞ্ছিতং দৈত্যৌ ব্রূতাং পরমসম্মতম্।
দদামি পরিতুষ্টাঽস্মি যুবয়োস্তপসা কিল ॥ ৩৬ ॥

সূত উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা তু তাং বাণীং দানবাবূচতুস্তদা।
স্বেচ্ছয়া মরণং দেবি! বরং নৌ দেহি সুব্রতে! ॥ ৩৭ ॥

বাগুবাচ।

বাঞ্ছিতং মরণং দৈত্যৌ ভবেতাং মৎপ্রসাদতঃ।
অজেয়ৌ দেবদৈত্যৈশ্চ ভ্রাতরৌ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

সূত উবাচ।

ইতি দত্তবরৌ দেব্যা দানবৌ মদদর্পিতৌ।
চক্রতুঃ সাগরে ক্রীড়াং যাদোগণসমন্বিতৌ ॥ ৩৯ ॥
কালেন কিয়তা বিপ্রা দানবাভ্যাং যদৃচ্ছয়া।
দৃষ্টঃ প্রজাপতির্ব্রহ্মা পদ্মাসনগতঃ প্রভুঃ ॥ ৪০ ॥

ত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ ধ্যানমিতি। পাশাঙ্কুশপুস্তকাক্ষমালাধরং সরস্বতীধ্যানমিত্যর্থঃ ॥ ৩২—৩৭ ॥
বাঞ্ছিতমিতি। স্বেচ্ছয়েত্যর্থঃ। (ভবেতাং প্রাপ্নুয়াতাম্। ভূধাতুরত্র প্রাপ্ত্যর্থকস্তেনাত্মনে-পদস্থ প্রয়োগো বিহিতঃ। মরণমস্থ কর্ম্মপদম্) ॥ ৩৮—৪১ ॥ যদি নির্ব্বলস্তর্হি শুভমাসনমিদং

অত্যন্ত পরিক্লিষ্ট দেখিয়া তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত আকাশাভ্যন্তরে থাকিয়া অদৃশ্যরূপে কহিলেন, রে দৈত্যদ্বয়! আমি তোমাদের তপস্যায় অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইয়াছি সন্দেহ নাই; অতএব, মহাত্মা সাধুদিগের উপযুক্ত নিজ অভিলষিত বরপ্রার্থনা কর আমি অবশ্যই তাহা প্রদান করিব ॥ ৩৩—৩৬ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! তখন, দৈত্য মধুকৈটভ এইরূপ আকাশবাণী শ্রবণে কহিল, দেবি! বিশ্বসংসারে তপস্যা বা নিয়মাদির আপনিই মূলস্বরূপ। মাতঃ! যদি আপনি আমাদের তপস্যায় পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, যাহাতে আমাদের নিজের ইচ্ছানুসারে মৃত্যু হয় তাদৃশ বরপ্রদান করুন ॥ ৩৭ ॥

সরস্বতী কহিলেন, হে দৈত্যদ্বয়! আমার প্রসাদে তোমাদের ইচ্ছামত মরণ হইবে এবং তোমরা উভয় ভ্রাতাই সুরাসুরের অজেয় হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৩৮ ॥

সূত বলিলেন, দেবী এইরূপ বরদান করিলে সেই দুর্দ্দান্ত দানবদ্বয় মদগর্ব্বিত হইয়া প্রলয় সাগরমধ্যে জলজন্তুগণের সহিত সচ্ছন্দে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ঋষিগণ! এই ভাবে কিছুকাল গত হইলে, সেই দুই অসুর একদা দৈবযোগে পদ্মাসনে বিরাজমান মহাপ্রভাবসম্পন্ন প্রজাপতি ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইল ॥ ৩৯—৪০ ॥ তখন, সেই মহাবীর্য্যশালী

দৃষ্ট্বা তু মুদিতাবাস্তাং যুদ্ধকামৌ মহাবলৌ।
তমূচতুস্তদা তত্র যুদ্ধং নৌ দেহি সুব্রত ! ॥ ৪১ ॥
নোচেৎ পদ্মং পরিত্যজ্য যথেষ্টং গচ্ছ মা চিরম্।
যদি ত্বং নির্ব্বলশ্চাসি ক্ক যোগ্যং শুভমাসনম্ ॥ ৪২ ॥
বীরভোগ্যমিদং স্থানং কাতরোঽসি ত্যজাঽশু বৈ।
তয়োরিতি বচঃ শ্রুত্বা চিন্তামাপ প্রজাপতিঃ ॥ ৪৩ ॥
দৃষ্ট্বা চ বলিনৌ বীরৌ কিং করোমীতি তাপসঃ।
চিন্তাবিষ্টস্তদা তস্থৌ চিন্তয়ন্ মনসা তদা ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
মধুকৈটভযুদ্ধোদ্যোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

কাতিদূরমিত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥ (দৃষ্ট্বেতি। চিন্তাবিশিষ্টঃ নীতিশাস্ত্রানুসারিণ্যা চিন্তয়া আক্রান্ত ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

মধুকৈটভ পিতামহ ব্রহ্মাকে দেখিবামাত্র যুদ্ধকামনায় আহ্লাদে স্ফীত হইয়া কহিল, হে সুব্রত! তুমি আমাদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হও; অথবা যদি আপনাকে দুর্ব্বল বলিয়া মনে কর তাহা হইলে, মহাত্মার উপযুক্ত এই শুভাসন হইতে দূরে অবস্থান কর। অর্থাৎ আমাদিগের সহিত যদি যুদ্ধে অশক্ত হও তবে অবিলম্বে পদ্মাসন পরিত্যাগ করিয়া নিজ ইচ্ছামত স্থানে প্রস্থান কর। দেখ, এই স্থান বীরদিগের উপভোগ্য। কিন্তু তুমি অতিশয় দুর্ব্বলপ্রকৃতি অতএব ত্বরায় এস্থান পরিত্যাগ কর। নিরন্তর তপশ্চর্য্যানিরত প্রজাপতি ব্রহ্মা দৈত্যদ্বয়কে অত্যন্ত বলবান্ দেখিয়া বিশেষতঃ তাহাদের এতাদৃশ গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তা-পরায়ণ হইলেন; ফলতঃ তৎকালে তিনি চিন্তাবিশিষ্ট হইয়া মনে মনে ঐ বিষয়ের আলোচনা করত কিয়ৎকাল স্থিরভাবে অবস্থিত রহিলেন ॥ ৪১—৪৪ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের
প্রথমস্কন্ধে মধুকৈটভের যুদ্ধোদ্যোগ বিষয়ক
ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

তৌ বীক্ষ্য বলিনৌ ব্রহ্মা তদোপায়ানচিন্তয়ৎ।
সামদানভিদাদীংশ্চ যুদ্ধান্তান্ সর্ব্বতন্ত্রবিৎ ॥ ১ ॥
ন জানেঽহং বলং নূনমেতয়োর্ব্বা যথাতথম্।
অজ্ঞাতে তু বলে কামং নৈব যুদ্ধং প্রশস্যতে ॥ ২ ॥
স্তুতিং করোমি চেদদ্য দুষ্টয়োর্ম্মদমত্তয়োঃ।
প্রকাশিতং ভবেন্নূনং নির্ব্বলত্বং ময়া স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥
বধিষ্যতি তদৈকোঽপি নির্ব্বলত্বে প্রকাশিতে।
দানং নৈবাদ্য যোগ্যং বা ভেদঃ কার্য্যো ময়া কথম্ ॥ ৪ ॥
বিষ্ণুং প্রবোধয়াম্যদ্য শেষে সুপ্তং জনার্দ্দনম্।
চতুর্ভুজং মহাবীর্য্যং দুঃখহা স ভবিষ্যতি ॥ ৫ ॥

পঞ্চাশস্তিরতঃ শ্লোকৈঃ পদ্মজস্তু পরাম্বিকাম্।
মধুকৈটভয়োর্ভীত্যা তুষ্টাবেতি নিগদ্যতে ॥

(তত্র পূর্ব্বাধ্যায়ে ব্রহ্মা মধুকৈটভভীত্যা চিন্তাবিষ্টস্তস্থৌ ইত্যুক্তং অধুনা কিঞ্চকার তদাহ তাবিতি। তদা তস্মিন্ ভীত্যুপস্থিতিকালে। সর্ব্বতন্ত্রবিৎ সর্ব্বনীতিশাস্ত্রজ্ঞঃ। তৌ মধুকৈটভৌ। সামদানভেদাদীন্ উপায়ান্ ॥ ১ ॥ অধুনা দণ্ডোপায়স্যাবসরো ন ইত্যাহ ন জানে ইতি ॥ ২ ॥ মদগর্ব্বিতৈঃ সহ কদাপি সাম ন কর্ত্তব্যমিত্যত আহ স্তুতিমিতি। দুষ্টয়োর্দ্ব্রা-

---

সূত কহিলেন, হে মুনিগণ! সর্ব্বশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ পিতামহ ব্রহ্মা দৈত্যদ্বয়কে অতীব বলশালী দেখিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিবার নিমিত্ত সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড প্রভৃতি উপায় সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ আমি ইহাদিগের কিরূপ বল প্রকৃতরূপে তাহার কিছুই জানি না। অতএব অজ্ঞাতবীর্য্য শত্রুর সহিত যুদ্ধ করাও প্রশংসাপর নহে ॥ ২ ॥ আর যদি আমি এই দুরাত্মা মদমত্ত অসুরদ্বয়ের স্তব করি তাহা হইলে, আমার স্বয়ং দুর্ব্বলতা প্রকাশ করা হয়। এ সময়ে আমার দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইলে ইহাদের মধ্যে একজনেই আমাকে বিনাশ করিয়া ফেলিবে। এক্ষণে দানে ক্ষান্ত করাও যুক্তিসিদ্ধ হইতেছে না আর ভেদই বা কিরূপে সম্ভাবিত হইতে পারে? অতএব, এক্ষণে আমি অনন্তশয্যায় যোগনিদ্রিত অসীমপরাক্রম চতুর্ভুজ বিভু জনার্দ্দনকে জাগরিত করি; তাহা হইলে সেই ভগবানই

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা পদ্মনালগতোঽব্জজঃ।
জগাম শরণং বিষ্ণুং মনসা দুঃখনাশকম্॥ ৬॥
তুষ্টাব বোধনার্থং তং শুভৈঃ সম্বোধনৈর্হরিম্।
নারায়ণং জগন্নাথং নিস্পন্দং যোগনিদ্রয়া॥ ৭॥

ব্রহ্মোবাচ।

দীননাথ! হরে! বিষ্ণো! বামনোত্তিষ্ঠ মাধব!।
ভক্তার্ত্তিহৃদ্ধৃষীকেশ! সর্ব্বাবাস! জগৎপতে!॥ ৮॥
অন্তর্যামিন্নমেয়াত্মন্! বাসুদেব! জগৎপতে!।
দুষ্টারিনাশনৈকাগ্রচিত্ত! চক্রগদাধর!॥ ৯॥
সর্ব্বজ্ঞ! সর্ব্বলোকেশ! সর্ব্বশক্তিসমন্বিত!।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ দেবেশ! দুঃখনাশন! পাহি মাম্॥ ১০॥
বিশ্বম্ভর! বিশালাক্ষ! পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তন!।
জগদ্‌যোনে! নিরাকার! সর্গস্থিত্যন্তকারক!॥ ১১॥

ত্মনোঃ॥ ৩—৫॥ ইতি সঞ্চিন্ত্যেতি। অব্জং পদ্মং তস্মাজ্জাতঃ ব্রহ্মা আত্মোদ্ভবকারণরূপপদ্মস্য নালে স্থিতঃ সন্। ইতি পূর্ব্বোক্তম্। সঞ্চিন্ত্য বিচার্য্য॥ ৬—৭॥

বিষ্ণুরেব সর্ব্বদুঃখনাশক ইত্যাহ হরে ইতি। হরতি আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকরূপং তাপত্রয়ং নাশয়তীতি তৎসম্বুদ্ধৌ॥ ৮—১০॥ বিশ্বম্ভর ইতি। বিশ্বম্ভর! হে বিশ্বপালক।

আমার দুঃখের অবসান করিবেন॥ ৩—৫॥ কমলাসনে বিরাজিত পদ্মযোনি ব্রহ্মা মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত সেই সর্ব্বদুঃখনিবারণ ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাগত হইলেন॥ ৬॥ অনন্তর, তিনি যোগনিদ্রাপ্রভাবে নিস্পন্দ প্রলয়জলশায়ী জগৎপতি হরিকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত মঙ্গলময় সম্বোধন বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥৭॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে দীননাথ রমাপতে! হে বিশ্বব্যাপিন্! তুমি ভক্তজনের আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় বিনাশকারী। হে ত্রিবিক্রম! এক্ষণে যোগনিদ্রা হইতে উত্থান কর। হে বিশ্বপালক! তুমিই এই অনন্তবিশ্বের আধারভূমি সমস্ত জগৎ তোমাকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থিত রহিয়াছে; তুমি ইন্দ্রিয় সকলের নিয়ন্তা এবং ভক্তজন-সন্তাপহারী। হে অন্তর্যামিন্! তোমার মহিমা অপরিচ্ছিন্ন, তুমি এই জগতের পালক আবার কখন গদা ও চক্র প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক দুরাত্মা দেবশত্রুদিগকে সংহার করিয়া থাক॥ ৮—৯॥ হে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমন্! নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উত্থান কর। নাথ! তুমিই এই বিশ্বসংসারের নিয়ন্তা। হে সুরেশ্বর! উত্থান কর, অসুরভয়রূপ ক্লেশ নাশ করিয়া আমায় রক্ষা কর॥ ১০॥ হে জগৎকারণ! তুমি বিশাললোচন দ্বারা সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি রাখিয়া অনন্তবিশ্ব পালন করিতেছ। নাথ! তোমার

ইমৌ দৈত্যৌ মহারাজ! হন্তুকামৌ মদোদ্ধতৌ।
ন জানাস্যখিলাধার! কথং মাং সঙ্কটে গতম্॥ ১২॥
উপেক্ষসেঽতিদুঃখার্ত্তং যদি মাং শরণঙ্গতম্।
পালকত্বং মহাবিষ্ণো! নিরাধারং ভবেত্ততঃ॥ ১৩॥
এবং স্তুতোঽপি ভগবান্ন বুবোধ যদা হরিঃ।
যোগনিদ্রাসমাক্রান্তস্তদা ব্রহ্মা হ্যচিন্তয়ৎ॥ ১৪॥
নূনং শক্তিসমাক্রান্তো বিষ্ণুর্নিদ্রাবশঙ্গতঃ।
জজাগার ন ধর্ম্মাত্মা কিঙ্করোম্যদ্য দুঃখিতঃ॥ ১৫॥
হন্তুকামাবুভৌ প্রাপ্তৌ দানবৌ মদগর্ব্বিতৌ।
কিঙ্করোমি ক্ব গচ্ছামি নাস্তি মে শরণং ক্বচিৎ॥ ১৬॥

বিশালাক্ষ! বিশ্বব্যাপিচক্ষুরিত্যর্থঃ। পুণ্যে জীবপবিত্রকারকে শ্রবণকীর্ত্তনে যস্য তৎসম্বুদ্ধৌ। জগতাং যোনিঃ কারণম্। সর্গস্য সৃষ্টেঃ স্থিত্যন্তয়োঃ পালনসংহারয়োঃ কারক! ॥ ১১—১৪ ॥) নূনং শক্তিসমাক্রান্ত ইতি। যদ্যয়ং স্বতন্ত্রঃ স্যাত্তর্হি জাগৃয়াদেব ন চ জাগর্ত্তি তস্মাৎ পরবশ এবায়ং ন মুখ্য ঈশ্বরঃ পরশ্চাত্র বিলক্ষণশক্তিরূপঃ কল্প্যঃ। সর্ব্বত্র কারণাপরিজ্ঞানে শক্তেরেব কারণত্বস্য কল্পনাদিতি নিশ্চয়েনায়ং শক্তিসমাক্রান্ত ইত্যর্থঃ॥ ১৫—১৬ ॥

আকার অনির্ণেয়; পরন্তু বাক্য মনের অগোচর হইয়াও অবলীলাক্রমে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারাদি ক্রিয়া নিষ্পাদন করিতেছ॥ ১১॥ ভগবন্! তুমিই এই পৃথিবীর রাজরাজেশ্বর-গণেরও শাসনকর্ত্তা এই হেতু সর্ব্বোপরি মহারাজরূপে বিরাজ করিতেছ। কেননা জ্ঞান, বৈরাগ্যাদি সমস্ত ঐশ্বর্য্যই তোমার অধীন। অতএব হে অখিলাধার! উদ্ধতস্বভাব এই দুই দৈত্য আমাকে সংহার করিবে বলিয়া ইচ্ছা করিতেছে। আমি যে বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছি তুমি কিজন্য তাহা জানিতে পারিতেছ না?॥ ১২॥ হে মহাবিষ্ণো! আমি অত্যন্ত দুঃখে প্রপীড়িত হইয়াই তোমার শরণাগত হইয়াছি, তথাপি যদি আমার রক্ষা বিষয়ে উপেক্ষা কর তাহা হইলে, তোমার পালনক্রিয়া বিলুপ্ত হইবে॥ ১৩॥

মহর্ষিগণ! প্রজাপতি ব্রহ্মা এইরূপ স্তব করিলেও যখন যোগনিদ্রা-সমাক্রান্ত ভগবান্ হরি জাগরিত হইলেন না, তখন তিনি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন॥ ১৪॥ যদি এই ধর্ম্মাত্মা হরি স্বতন্ত্র হইতেন; তাহা হইলে আমার এই সমস্ত সঙ্কটের কারণ জানিতে পারিয়া অবশ্যই প্রবুদ্ধ হইতেন, বোধ হয় ইনিও পরতন্ত্র। সেই জন্যই জাগরিত হইলেন না। ইনি নিশ্চয়ই শক্তিসমাক্রান্ত হইয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছেন; তাহা হইলে এক্ষণে আমি এ দুঃখনাশের কি উপায় করি॥ ১৫॥ এই মদগর্ব্বিত দানবদ্বয় আমাকে সংহার করিবার বাসনায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে; অথচ দেখিতেছি কোন স্থানে কেহই আমার রক্ষাকর্ত্তা নাই; তবে এক্ষণে আমি কি করি কোথায় বা যাই তাহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না॥ ১৬॥ লোকস্রষ্টা পিতামহ এইরূপ কিয়ৎকাল বিচারের পর

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা নিশ্চয়ং প্রতিপদ্য চ।
তুষ্টাব যোগনিদ্রান্তামেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ ॥ ১৭ ॥
বিচার্য্য মনসাঽপ্যেবং শক্তির্ম্মে রক্ষণে ক্ষমা।
যয়া হ্যচেতনো বিষ্ণুঃ কৃতোঽস্তি স্পন্দবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮ ॥
ব্যসুর্যথা ন জানাতি গুণাঞ্ছব্দাদিকানিহ।
তথা হরির্ন জানাতি নিদ্রামীলিতলোচনঃ ॥ ১৯ ॥
ন জহাতি যতো নিদ্রাং বহুধা সংস্তুতোঽপ্যসৌ।
মন্যে নাস্য বশে নিদ্রা নিদ্রয়ায়ং বশীকৃতঃ ॥ ২০ ॥
যো যস্য বশমাপন্নঃ স তস্য কিঙ্করঃ কিল।
তস্মাচ্চ যোগনিদ্রেয়ং স্বামিনী মাপতের্হরেঃ ॥ ২১ ॥
সিন্ধুজায়া অপি বশে যয়া স্বামী বশীকৃতঃ।
নূনং জগদিদং সর্ব্বং ভগবত্যা বশীকৃতম্ ॥ ২২ ॥
অহং বিষ্ণুস্তথা শম্ভুঃ সাবিত্রী চ রমাপ্যুমা।
সর্ব্বে বয়ং বশেঽপ্যস্যা নাত্র কিঞ্চিদ্বিচারণা ॥ ২৩ ॥

নিশ্চয়ং প্রতিপদ্য চেতি। পরশক্ত্যৈবায়ং বশীকৃত ইতি নিশ্চয়ং কৃত্বা তামেব পরাং শক্তিং যোগনিদ্রারূপাং যোগনিদ্রাবিশিষ্টচৈতন্যরূপাং তুষ্টাবেত্যর্থঃ। ন হ্যন্যথা চৈতন্যসত্তাং বিহায় যোগনিদ্রায়াঃ স্বতঃ সত্তা সম্ভবতি তস্যাঃ সদসদ্বিলক্ষণত্বাৎ ॥১৭॥ তদেবাহ বিচার্য্যেতি ॥১৮—২১॥ সিন্ধুজায়া ইতি। সিন্ধুজা লক্ষ্মীস্তস্যা অপি যদায়ং বশে বর্ত্ততে। তদা যোগনিদ্রাবশে বর্ত্ততে ইত্যত্র কিমাশ্চর্য্যমিতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥ বশেঽপ্যস্যা ইতি। কেষামপ্যস্মাকং ন স্বাতন্ত্র্যম্।

পরিশেষে অন্তরে প্রকৃত কর্ত্তব্য বিষয় স্থির করিয়া সমাহিতচিত্তে সেই মহাদেবী যোগনিদ্রার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অর্থাৎ তিনি মনে মনে বিচার দ্বারা এইরূপ স্থির করিলেন যে, যিনি এই বিশ্বকর্ত্তা বিষ্ণুকে চেতনাশূন্য করিয়া নিষ্পন্দ জড়ের ন্যায় করিয়া রাখিয়াছেন, সেই মহাশক্তিরূপিণী দেবীই আমার রক্ষণে সমর্থা ॥ ১৭—১৮ ॥ কি আশ্চর্য্য! ইহ লোকে জীবনবিহীন শবদেহ যেমন শব্দস্পর্শাদি বিষয়পঞ্চ অনুভব করিতে সমর্থ নহে, সেইরূপ যোগনিদ্রায় নিমিলিতনেত্র এই হরিও কিছুই জানিতে পারিতেছেন না ॥ ১৯ ॥ আমি বহুবিধ স্তুতি করিলেও যখন ইনি নিদ্রাত্যাগ করিলেন না, তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, যোগনিদ্রা ইঁহার আয়ত্তা নহে; কিন্তু নিদ্রাই ইঁহাকে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে। বস্তুতঃ যে যাহার বশতাপন্ন সে নিশ্চয়ই তাহার কিঙ্করসদৃশ। অতএব সেই যোগনিদ্রা দেবীই লক্ষ্মীপতি হরির নিয়োগকর্ত্রী সন্দেহ নাই ॥ ২০—২১ ॥ অধিক কি যে শক্তিপ্রভাবে ভগবান্ বিষ্ণু স্বামী হইয়া স্বীয়পত্নী সিন্ধুসুতারও বশে রহিয়াছেন, তখন এই অনন্ত জগৎ সমস্তই যে, সেই মহাশক্তি দেবী ভগবতীর বশীকৃত থাকিবে ইহাতে আর

হরিরপ্যবশঃ শেতে যথাঽন্যঃ প্রাকৃতো জনঃ।
যয়াঽভিভূতঃ কা বার্ত্তা কিলান্যেষাং মহাত্মনাম্॥ ২৪॥
স্তৌম্যদ্য যোগনিদ্রাং বৈ যয়া মুক্তো জনার্দ্দনঃ।
ঘটয়িষ্যতি যুদ্ধে চ বাসুদেবঃ সনাতনঃ॥ ২৫॥
ইতি কৃত্বা মতিং ব্রহ্মা পদ্মনালাস্থিতস্তদা।
তুষ্টাব যোগনিদ্রাস্তাং বিষ্ণোরঙ্গেষু সংস্থিতাম্॥ ২৬॥

ব্রহ্মোবাচ।

দেবি! ত্বমস্য জগতঃ কিল কারণং হি
জ্ঞাতং ময়া সকলবেদবচোভিরম্ব!।
যদ্বিষ্ণুরপ্যখিললোকবিবেককর্ত্তা
নিদ্রাবশঞ্চ গমিতঃ পুরুষোত্তমোঽদ্য॥ ২৭॥

অভীষ্টোদ্‌যোগেনানভীষ্টস্য জায়মানত্বাৎ॥২৩—২৪॥ ঘটয়িষ্যতীতি। যুদ্ধে উদ্‌যোগং করিষ্যতীত্যর্থঃ॥ ২৫—২৬॥ সকলবেদবচোভিরিতি। অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীং প্রজাং জনয়ন্তীং সরূপামিতি। মায়া বা এষা নারসিংহী সর্ব্বমিদং সৃজতি সর্ব্বমিদং রক্ষতি সর্ব্বমিদং সংহরতি তস্মান্মায়ামেতাং শক্তিং বিদ্যাদিতি। সর্ব্বে বৈ দেবা দেবীমুপতস্থুঃ। কাসি ত্বং মহাদেবি! সাব্রবীদহং ব্রহ্মরূপিণী মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগদিত্যাদিবেদবাক্যৈরিত্যর্থঃ। প্রত্যক্ষমপ্যত্র প্রমাণমিত্যাহ যদ্বিষ্ণুরপীতি। সকলদেববরো বিবেকবানপি বিষ্ণুর্যদ্যস্মান্নিদ্রাবশঙ্গমিতঃ প্রাপিতস্ত্বয়া। তস্মাত্তব কারণতায়াং কঃ সন্দেহ ইত্যর্থঃ॥ ২৭॥ কো বেদেতি। হে জননি! সকলভূতমনোনিবাসে অন্তর্য্যামিরূপিণি যস্মাৎ

আশ্চর্য্য কি? ফলতঃ আমি বিষ্ণু বা শম্ভু এবং সাবিত্রী, রমা বা উমা আমরা সকলেই এই মহাশক্তির অধীন, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই॥ ২২—২৩॥ দেখ, বিশ্বপালক ভগবান্ হরিও যাঁহার প্রভাবে নিজ স্বাধীনতা হারাইয়া সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় অভিভূত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন; সেস্থলে, দেবতা ঋষিপ্রভৃতি অন্যান্য মহাত্মাদিগের কথা আর কি বলিব॥ ২৪॥ অতএব যৎকর্ত্তৃক (যাঁহার হস্ত হইতে) মুক্ত হইয়া এই সনাতন পুরুষ জগন্নিবাস ভগবান্ জনার্দ্দন দুর্দ্দান্ত দৈত্য মধুকৈটভের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন, এক্ষণে আমি সেই দেবী যোগনিদ্রারই স্তব করি॥ ২৫॥ মহর্ষিগণ! তৎকালে সেই কমলনালে অবস্থিত প্রজাপতি ব্রহ্মা এইরূপ স্থির করিয়া বিষ্ণুর সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া বিরাজিতা ভগবতী যোগনিদ্রার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ২৬॥

ব্রহ্মা কহিলেন, হে মাতঃ দেবি! এই অখিল জগতের আপনি যে একমাত্র কারণ তাহা আমি বেদবাক্যেই জানিয়াছি। তাহাতে আবার সমগ্র লোকমধ্যে সমধিক বিবেকবান্ পুরুষোত্তম বিষ্ণুকেও যখন, আপনি এ সময় (প্রলয়কালে) নিদ্রায় বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন, তখন আর সে বিষয়ে সংশয় কি?॥ ২৭॥ জননি! আপনি স্বরূপতঃ গুণা-

কো বেদ তে জননি ! মোহবিলাসলীলাং
মূঢ়োঽস্ম্যহং হরিরয়ং বিবশশ্চ শেতে।
ঈদৃক্তয়া সকলভূতমনোবিলাসে !
বিদ্বত্তমো বিবুধকোটিষু নির্গুণায়াঃ ॥ ২৮ ॥
সাংখ্যা বদন্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ যান্তাং
চৈতন্যভাবরহিতাং জগতশ্চ কর্ত্রীম্।
কিং তাদৃশাঽসি কথমত্র জগন্নিবাস-
শ্চৈতন্যতাবিরহিতো বিহিতস্ত্বয়াঽদ্য ॥ ২৯ ॥
নাট্যং তনোষি সগুণা বিবিধপ্রকারং
নো বেত্তি কোঽপি তব কৃত্যবিধানযোগম্।

স্কারণাদহং বিষ্ণুঃ শিবশ্চৈতে বয়ং সর্ব্বদেববরিষ্ঠাঃ স্মোঽথাপি অহং মূঢ়োঽধুনৈবাস্মি বিষ্ণুশ্চ ত্বদধীনঃ শেতে। বয়মেতাদৃশা অপি তব মোহস্য বিলাসরূপাং লীলাং ন জানীমো মোহিতত্বাৎ। তস্মাদস্মদপেক্ষয়া বিবুধকোটিষু মধ্যে বিদ্বত্তমঃ পণ্ডিতো নির্গুণায়াস্তব মোহবিলাসলীলামীদৃক্তয়া কো বেদ ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥২৮॥ নন্থ সাংখ্যা মাং জড়েতি বদন্তি তদা জড়ায়া মম প্রার্থনায়াং কিং ফলমিতি চেত্তত্রাহ সাংখ্যা ইতি। চৈতন্যভাবশ্চৈতন্যসত্তা তদ্রহিতামিত্যর্থঃ। ত্রিগুণং প্রধানং স্বতন্ত্রং জড়মিতি তেষাং সিদ্ধান্তঃ। যদ্যপি তে বদন্তি তথাপি ত্বং কিং তাদৃশাসি নৈব তাদৃশ্যসীত্যর্থঃ। কুত ইতি চেৎ যদি ত্বং জড়া পরতন্ত্রা তদা সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুস্ত্বয়া চৈতন্যতাবিরহিতঃ কথং বিহিতঃ। ন হীন্দ্রজালমিন্দ্রজালকর্ত্তুর্ব্যামোহকং ন বান্ধকারঃ প্রকাশনাশকরঃ। তস্মাত্ত্বং ন জড়া পরতন্ত্রা বা কিন্তু ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদ্যুৎপাদকমায়াবিশিষ্টস্বতন্ত্র-চৈতন্যরূপেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ নন্থ তর্হি তে সাংখ্যাঃ কিমিতি তথা বর্ণয়ন্তীতি চেত্তব স্বরূপা-পরিজ্ঞানাদিত্যাহ নাট্যমিতি। যাং মুনিগণাঃ সন্ধ্যেতি নাম পরিকল্প্য গুণাংস্তাদৃশানে-

---

তীতা হইয়াও অখিল জীবের মনোময় মন্দিরে সর্ব্বক্ষণ বিরাজমান থাকিয়া যে সমস্ত লোক-মোহকর বিলাসরূপ লীলা করিয়া থাকেন, আমরা তিনজন (ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর) সর্ব্বদেবের বরিষ্ঠ হইলেও যখন সে সকল বুঝিতে পারি না; অধিক কি আমিত একেবারেই বিমোহিত হইতেছি আবার লোকনাথ হরিও বিবশেন্দ্রিয় হইয়া নিদ্রায় অভিভূত; তখন আমাদের অধীনস্থ এই বিশ্বসংসারে কোটি কোটি তত্ত্বজ্ঞ পুরুষমধ্যে এরূপ কে জ্ঞানিপ্রবর আছে যে, আপনার ঈদৃক্ অনির্ব্বচনীয় মায়াবিলাসলীলায় বিমূঢ় না হইয়া তাহার তত্ত্ব জানিতে পারে॥ ২৮ ॥ সাঙ্খ্যমতাবলম্বী পণ্ডিতেরা বলেন যে, পুরুষ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ; কিন্তু নিষ্ক্রিয় অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি কোন কার্য্যই করেন না। যিনি ত্রিগুণপ্রধানা জড়স্বভাবা প্রকৃতি তিনিই এই বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্ত্রী। অম্বিকে ! সত্যসত্যই কি আপনি জড়রূপিণী ? তাহা হইলে এই প্রলয়সময়ে আপনি কি প্রকারে জগন্নিবাস ভগবান্ বাসুদেবকে অচেতন করিয়া রাখিলেন ? ॥২৯॥ ভগবতি ! আপনি স্বরূপতঃ নির্গুণ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বভাবা হইলেও মুনিগণ আপনাকে প্রতিদিন প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে 'সন্ধ্যা' এইরূপ নাম কল্পনা করিয়া

ধ্যায়ন্তি যাং মুনিগণা নিয়তং ত্রিকালং
সন্ধ্যেতি নাম পরিকল্প্য গুণান্ ভবানি ! ॥ ৩০ ॥
বুদ্ধির্হি বোধকরণা জগতাং সদা ত্বং
শ্রীশ্চাসি দেবি ! সততং সুখদা সুরাণাম্।
কীর্ত্তিস্তথা মতির্ধৃতী কিল কান্তিরেব
শ্রদ্ধা রতিশ্চ সকলেষু জনেষু মাতঃ ! ॥ ৩১ ॥
নাতঃ পরঙ্কিল বিতর্কশতৈঃ প্রমাণং
প্রাপ্তং ময়া যদিহ দুঃখগতিং গতেন।
ত্বঞ্চাত্র সর্ব্বজগতাং জননীতি সত্যং
নিদ্রালুতাং বিতরতা হরিণাঽত্র দৃষ্টম্ ॥ ৩২ ॥

বোত্তমান্ পরিকল্প্য নিয়তং ত্রিকালং ধ্যায়ন্তি সা হে ভবানি! ত্বং সগুণা গুণত্রয়বিশিষ্টা বিবিধ-প্রকারমনেকপ্রকারং নাট্যং তনোষি যথা জড়াদ্গোময়াদেরপি বৃশ্চিকাদীনামুৎপত্তিঃ। তথা চেতনাৎ পুরুষাদেরপি জড়ানাং কেশনখাদীনামুৎপত্তিস্তদনুভূয় কোঽপি পুরুষো জড়াদ্বা চেতনাদ্বা জগদ্ভবতীতি নিশ্চয়মপ্রাপ্য তব যৎ কৃত্যং জগৎসর্জ্জনাদিকং তস্য বিধানং কারণং তস্মিন্ যোগসম্বন্ধস্তব চৈতন্যরূপস্যাস্তি তং যোগং ন বেত্তি ন জানাতি মোহিতত্বাৎ অতো হ্যন্যথা বর্ণনং কুর্ব্বন্তীতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥ কিঞ্চ সর্ব্বত্র বুদ্ধ্যাদিরূপা ত্বমেবাসি তস্মাদস্মিন্ পুরুষে যথা বুদ্ধ্যাদিরূপেণ তিষ্ঠসি তথা স ব্যবহারং করোতি ন তস্যাপরাধঃ কশ্চিদস্তীত্যাহ বুদ্ধির্হীতি। বোধকরণা জ্ঞানকরণা ॥ ৩১ ॥ ননু যথা তেষাং মতান্যযথার্থানি তথা তবাপি মতং কিং ন স্যাদিতি চেত্তত্রাহ নাতঃ পরমিতি। যদ্যস্মাদিহ দুঃখগতিং গতেন দুঃখমার্গং প্রাপ্তেন ময়া নিদ্রালুতাং বিতরতা স্বীকুর্ব্বতা হরিণা হেতুনা ত্বং মায়াশবলব্রহ্মরূপা সর্ব্ব-জগতাং জননীতি সত্যং দৃষ্টং প্রত্যক্ষং দৃষ্টম্। অতঃ পরমস্মাদধিকং বিতর্কশতৈরনেক-বিতর্কৈর্নিষ্পন্নং প্রমাণমনুমানাদিকং ন প্রাপ্তং তস্মাৎ প্রত্যক্ষস্য প্রবলত্বান্মতমেব মুখ্যং ন হ্যন্যথা সর্ব্বেশ্বরো জড়য়া স্বতন্ত্রয়া বদ্ধঃ স্যাদিতি ॥ ৩২ ॥ অহমেব জানামি নান্যো জানাতীতি

ধ্যান করিয়া থাকেন। হে ভবানি! আপনি সগুণরূপা হইয়া সৃষ্ট্যাদি সময়ে যে, বিবিধ নাট্যলীলার বিস্তার করেন, সেই সমস্ত কার্য্যকারণ-যোগসম্বন্ধ কেহই সম্যক্‌রূপে বিদিত নহেন ॥ ৩০ ॥ দেবি! ইহ জগতীতলে আপনিই জ্ঞানদায়িনী বুদ্ধিস্বরূপা। আপনিই সুরগণের সুখদাত্রী। মাতঃ! অধিক কি বলিব এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডের জীবনিবহে আপনিই একমাত্র কীর্ত্তি, মতি, ধৃতি, কান্তি, শ্রদ্ধা এবং রতি; ফলতঃ যাহা কিছু আছে সে সমস্তই আপনি ॥ ৩১ ॥ মাতঃ! এই অনন্ত জগতের আপনিই যে যথার্থ জননী তাহা আমি এই বিষম সঙ্কটাপন্ন হইয়া যোগনিদ্রা-বিচেতন ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রবোধিত করিতে যাইয়াই বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারিয়াছি, অতএব আর ইহার অধিক বিবিধ বিতর্ক জাল নিষ্পন্ন অনুমানাদি প্রমাণ কি জন্য গ্রহণ করিব; কেন না, লোকে কোন বস্তুর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইলে অপর প্রমাণকে অগ্রাহ্য করে ইহা একপ্রকার চিরসিদ্ধান্ত আছে ॥৩২॥

ত্বং দেবি ! বেদবিদুষামপি দুর্ব্বিভাব্যা
বেদোঽপি নূনমখিলার্থতয়া ন বেদ।
যস্মাত্ত্বদুদ্ভবমসৌ শ্রুতিরাপ্নুবানা
প্রত্যক্ষমেব সকলং তব কার্য্যমেতৎ ॥ ৩৩ ॥
কস্তে চরিত্রমখিলং ভুবি বেদ ধীমা-
ন্নাহং হরির্ন চ ভবো ন সুরাস্তথান্যে।
জ্ঞাতুং ক্ষমাশ্চ মুনয়ো ন মমাত্মজাশ্চ
দুর্ব্বাচ্য এব মহিমা তব সর্ব্বলোকে ॥ ৩৪ ॥
যজ্ঞেষু দেবি ! যদি নাম ন তে বদন্তি
স্বাহেতি বেদবিদুষো হবনে কৃতেঽপি।
ন প্রাপ্নুবন্তি সততং মখভাগধেয়ং
দেবাস্ত্বমেব বিবুধেষ্বপি বৃত্তিদাসি ॥ ৩৫ ॥

ময়া ভক্তিবশেনোচ্যতে। বস্তুতস্তু তব রূপং বেদা অপি ন জানন্তি তত্র মম কা কথেত্যাহ ত্বং দেবীতি। যতো বেদোঽপি নূনমখিলার্থতয়াঽখিলরূপেণ সর্ব্বস্বরূপেণ ন বেদেত্যর্থঃ। কুতো ন বেদেতি চেত্তত্রাহ যস্মাৎ কারণাচ্ছ্রুতিস্ত্বদুদ্ভবং ত্বত্ত উদ্ভবং জন্ম আপ্নুবানা প্রাপ্তবতীত্যনন্তরং জায়মানা কথং ত্বদ্রূপং জানীয়ান্ন কথমপীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। অর্বাগ্‌দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথাকো বেদ যত আবভূবেতি। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহেতি। নম্নু শ্রুতির্দেবী ত উদ্ভূতেত্যত্র কিং প্রমাণং তত্রাহ প্রত্যক্ষমেবেতি। সর্ব্বং দ্বৈতজাতং ত্বত্ত এবোদ্ভূতং ততস্তদন্তঃপাতিনো বেদাঃ কিং ত্বত্তো নোদ্ভূতা অপিতূদ্ভূতা ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। বেদোঽহমবেদোঽহমিতি দেব্যথর্ব্বশিরসি। অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদ ইত্যাদি ॥ ৩৩ ॥ বেদা অপি ন জানন্তি তদান্যঃ কো বেদেত্যাহ কস্তে চরিত্রমিতি ॥ ৩৪ ॥ অধুনা দেবানাং জীবনং তবৈকদেশস্বাহাশক্ত্যধীনমিত্যাহ যজ্ঞেষ্বিতি ॥ ৩৫ ॥ ত্রাতা বয়মিতি। পূর্ব্বকল্পে রক্ষিতা

পরন্তু, হে দেবি! যখন শ্রুতিসকলও আপনাকে সর্ব্বতোভাবে জানিতে সমর্থা নহে, তখন বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ কি প্রকারে আপনাকে চিন্তার বিষয়ীভূত করিতে সমর্থ হইবে? কারণ, কার্য্যজাত এই অখিল জগৎ বা বেদসকল সমস্তই আপনা হইতে উৎপন্ন তাহাত প্রত্যক্ষ সিদ্ধ রহিয়াছে ॥ ৩৩ ॥ হে অম্বিকে! আপনার অখিল কার্য্যকলাপ আমার মানসসঞ্জাত পুত্রনারদাদি কি অপরাপর মহর্ষিগণ কেহই জানিতে সমর্থ নহে। অধিক কি, ভগবান্ হরি ভব বা আমি আমরাই যখন বুঝিতে পারি নাই, তখন ভূতলমধ্যে এরূপ প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ কে আছে যে আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবে? বস্তুতঃ এই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে আপনার মহিমা অনির্ব্বচনীয় ॥ ৩৪ ॥ দেবি! বেদজ্ঞগণ যদি যজ্ঞক্রিয়া স্থলে 'স্বাহা' এই বেদ মন্ত্রটী উচ্চারণ না করিতেন, তাহা হইলে সহস্র সহস্র আহুতি প্রদত্ত হইলেও দেবগণ কোনকালেই স্বস্বপ্রাপ্য ক্রতুভাগ পাইতে সমর্থ হইতেন না, অতএব

ত্রাতা বয়ং ভগবতি ! প্রথমং ত্বয়া বৈ
দেবারিসম্ভবভয়াদধুনা তথৈব।
ভীতোঽস্মি দেবি ! বরদে ! শরণং গতোঽস্মি
ঘোরং নিরীক্ষ্য মধুনা সহ কৈটভঞ্চ ॥ ৩৬ ॥
নো বেত্তি বিষ্ণুরধুনা মম দুঃখমেত-
জ্জানে ত্বয়াত্মবিবশীকৃতদেহযষ্টিঃ।
মুঞ্চাদিদেবমথবা জহি দানবেন্দ্রৌ
যদ্রোচতে তব কুরুষ্ব মহানুভাবে ! ॥ ৩৭ ॥
জানন্তি যে ন তব দেবি ! পরং প্রভাবং
ধ্যায়ন্তি তে হরিহরাবপি মন্দচিত্তাঃ।
জ্ঞাতং ময়াদ্য জননি ! প্রকটং প্রমাণং
যদ্বিষ্ণুরপ্যতিতরাং বিবশোঽথ শেতে ॥ ৩৮ ॥

ইত্যর্থঃ। মধুকৈটভযুদ্ধস্য ব্রহ্মোৎপত্তিসময়ে জায়মানত্বাদেতয়োঃ পূর্ব্বমন্যদৈত্যস্যাশ্রুতত্বাচ্চ ॥ ৩৬—৩৭ ॥ যদি মদিচ্ছয়ৈব সর্ব্বং জায়তে তর্হি সর্ব্বে জনা মাং কুতো ন ভজন্তি তত্রাহ জানন্তি যে ন তবেতি। হে দেবি ! তব প্রভাবং যে ন জানন্তি তেঽন্যান্ ভজন্তি। তে মূঢ়চিত্তা এব ততস্তৈরনাদৃতেঽপি বস্তুনি ন হি বুদ্ধিমতামনাদরো ভবতি। অহন্তু প্রমাণতস্ত্বামেব সর্ব্বোৎকৃষ্টাং জানামি। কিং তত্র প্রমাণং তদাহ যদ্বিষ্ণুরপীতি। বুদ্ধিমন্তস্ত্বাং ভজন্ত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥ সিন্ধূদ্ভবা লক্ষ্মীরপি ত্বয়া বশীকৃতং ন বোধয়িতুং শক্তা। কিঞ্চ সাপি ত্বয়া

আপনিই স্বাহা শক্তিরূপে যজ্ঞীয় হব্য দ্বারা অমরদিগেরও জীবনযাত্রা নিষ্পাদন করিয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥ ভগবতি ! পূর্ব্বকল্পেও আমাদিগকে দুর্দ্দান্ত দৈত্যসম্ভূত ভয় হইতে আপনিই রক্ষা করিয়াছিলেন। বরদে ! এবারেও সেইরূপ এই ঘোরমূর্ত্তি মধুকৈটভকে দেখিয়া ভয়ে কাতর হইয়াই আপনার শরণাগত হইতেছি ॥ ৩৬ ॥ দেবি ! যদিচ ভগবান্ বিষ্ণু লোকপালয়িতা বটে, কিন্তু আপনি যোগনিদ্রারূপে ইহাঁর সমস্ত দেহাবয়বগুলিকে এতদূর বিবশ করিয়া রাখিয়াছেন, যে তিনি যেন একেবারে জড়পিণ্ড হইয়া শয়ান রহিয়াছেন; সুতরাং ইনি আমার এতাদৃশ দুঃখের বিষয় কিছুই জানিতে পারিতেছেন না; অতএব হে অম্বিকে ! হয় এই আদিদেব বিষ্ণুকে এ অবস্থা হইতে মুক্ত করুন না হয় এই প্রচণ্ড দানবদ্বয়কে স্বয়ং সংহার করুন্। মাতঃ ! এ জগতে যখন আপনিই একমাত্র অনন্তপ্রভাবসম্পন্ন তখন এ বিষয়ে আমি আর আপনাকে কি জানাইব আপনার যেরূপ ইচ্ছা হয় করুন্ ॥ ৩৭ ॥ দেবি ! যে সমস্ত দুর্ম্মতিগণ আপনার পরম প্রভাব বিদিত নহে তাহারাই হরিহরাদির ধ্যান করিয়া থাকে। কিন্তু, জননি ! এক্ষণে যখন, এই ভগবান্ বিষ্ণুও অবশেন্দ্রিয় হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন, তখন এই প্রত্যক্ষ প্রমাণে আমি বিলক্ষণ জানিতে পারিয়াছি যে, ইহ জগতে আপনিই একমাত্র পরমারাধ্যা ॥৩৮॥ অধিক কি, এই হরি আপনার প্রভাবে

সিন্ধুসুতাপি ন হরিং প্রতিবোধিতুং বৈ
শক্তা পতিং তব বশানুগমদ্য শক্ত্যা।
মন্যে ত্বয়া ভগবতি! প্রসভং রমাপি
প্রস্বাপিতা ন বুবুধে বিবশীকৃতেব॥ ৩৯॥
ধন্যাস্ত এব ভুবি ভক্তিপরাস্তবাঙ্ঘ্রৌ
ত্যক্ত্বান্যদেবভজনং ত্বয়ি লীনভাবাঃ।
কুর্ব্বন্তি দেবি! ভজনং সকলং নিকামং
জ্ঞাত্বা সমস্তজননীং কিল কামধেনুম্॥ ৪০॥
ধীকান্তিকীর্ত্তিশুভবৃত্তিগুণাদয়স্তে
বিষ্ণোর্গণাস্তু পরিহৃত্য গতাঃ ক্বচাঽদ্য।
বন্দীকৃতো হরিরসৌ ননু নিদ্রয়াঽত্র
শক্ত্যা তবৈব ভগবত্যতিমানবত্যাঃ॥ ৪১॥
ত্বং শক্তিরেব জগতামখিলপ্রভাবা
তন্নির্ম্মিতঞ্চ সকলং খলু ভাবমাত্রম্।
তং ক্রীড়সে নিজবিনির্ম্মিতমোহজালে
নাট্যো যথা বিহরতে স্বকৃতে নটো বৈ॥ ৪২॥

বশীকৃতৈব যতঃ সা বিষ্ণোঃ শক্তিরস্তি তত এব সা ন বুবুধে বোধং প্রাপ্তবতী॥ ৩৯—৪৩॥

এতদূর নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন যে এক্ষণে সিন্ধুসুতা লক্ষ্মীও নিজ পতিকে প্রবোধিত করিতে সমর্থা নহেন, ভগবতি! আমার বোধ হয়, রমাদেবীকেও আপনি বলপূর্ব্বক নিদ্রার বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন সেই জন্য তিনিও অবশেন্দ্রিয়ের ন্যায় রহিয়াছেন; সুতরাং প্রবোধ লাভ করিতে পারিতেছেন না॥ ৩৯॥ হে দেবি! এই ভূমণ্ডলে যাহারা অপর দেবের ভজন পরিত্যাগ করিয়া আপনাকেই সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বকামনা-পূরণকারিণী ও সর্ব্ব-জননী রূপা জানিয়া আপনার চরণেই বিলীনান্তঃকরণ এবং একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া আপনাকে ভজনা করিয়া থাকে তাহারাই ধন্য!॥ ৪০॥ ভগবতি! ইহ জগতে আপনিই পরম পূজনীয়া; কারণ তাদৃশ প্রভাবসম্পন্ন এই হরিও আপনার যোগনিদ্রা-শক্তিপ্রভাবে যেন বন্দীকৃতের ন্যায় রহিয়াছেন; হায়! এক্ষণে সেই মতি, কান্তি বা কীর্ত্তি প্রভৃতি শুভবৃত্তি গুণগণ বিষ্ণুকে পরিহারপূর্ব্বক কোথায় পলায়ন করিল!!॥৪১॥ জননি! এই সমস্ত জগতের আপনিই সর্ব্বশক্তিরূপিণী; আপনিই অখিল প্রভাবের আধার ভূতা; অধিক কি, এই অনন্ত বিশ্বে উৎপদ্যমান বস্তু মাত্রই আপনা হইতে উৎপন্ন। দেবি! নাট্য-অভিনেতা যেমন স্বরূপতঃ একরূপ থাকিয়াই রঙ্গভূমে আসিয়া আবশ্যক মত আপনার নানা রূপ দেখাইতে থাকে

বিষ্ণুস্ত্বয়া প্রকটিতঃ প্রথমং যুগাদৌ
দত্তা চ শক্তিরমলা খলু পালনায়।
ত্রাতঞ্চ সর্ব্বমখিলং বিবশীকৃতোঽদ্য
যদ্রোচতে তব তথাম্ব! করোষি নূনম্॥ ৪৩॥
স্পৃষ্ট্বাত্র মাং ভগবতি! প্রবিনাশিতুং চে-
ন্নেচ্ছাস্তি তে কুরু দয়াং পরিহৃত্য মৌনম্॥
কস্মাদিমৌ প্রকটিতৌ কিল কালরূপৌ
যদ্বা ভবানি! হসিতুং নু কিমিচ্ছসে মাম্॥ ৪৪॥
জ্ঞাতং ময়া তব বিচেষ্টিতমদ্ভুতং বৈ
কৃত্বাখিলং জগদিদং রমসে স্বতন্ত্রা।
লীনং করোষি সকলং কিল মাং তথৈব
হন্তুং ত্বমিচ্ছসি ভবানি! কিমত্র চিত্রম্॥ ৪৫॥

সৃষ্ট্বেতি। নাশিতুমিচ্ছা নাস্তি চেন্মৌনং পরিহৃত্য দয়াং কুর্ব্বিত্যন্বয়ঃ। ইমৌ দৈত্যৌ কস্মাৎ কারণাৎ প্রকটিতৌ ইতি ন জানে ইতি শেষঃ। স্বয়মেবোৎপ্রেক্ষতে যদ্বেতি। মাং হসিতুং কিমিচ্ছসে তত এতাবুৎপাদিতৌ বা ॥৪৪॥ যদি মাং হন্তুমেতাবুৎপাদিতৌ তর্হি মহান্ প্রতাপস্তব মশকবধে গজস্তেবেত্যাহ জ্ঞাতমিতি ॥ ৪৫ ॥ কিঞ্চ কামমিতি। যদি মম বধার্থমেবোৎ-

---

সেইরূপ আপনিও এই মোহজালময় সংসার-নাট্যভূমিতে স্বরূপতঃ নিত্য অবিকৃত থাকিয়াই নানারূপে ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥ হে অম্বিকে! আদিযুগে বিষ্ণুকে প্রকাশিত করিয়া জগৎ পালনের নিমিত্ত তাঁহাকে বিমল সাত্ত্বিকীশক্তি প্রদানপূর্ব্বক অখিল সংসার রক্ষা করিয়াছিলেন, আবার এক্ষণে তাঁহাকেই নিদ্রাভিভূত রাখিয়াছেন। মাতঃ! আপনার যাহা অভিরুচি হয় তাহাই করিয়া থাকেন তাহাতে অপরের কি সাধ্য আছে যে তাহা অন্যথা করিতে পারে ॥ ৪৩ ॥ ভগবতি! এই জগতে আমাকে সৃষ্টি করিয়া যদি বিনাশ করিবার ইচ্ছা না থাকে তাহা হইলে মৌনভাব ত্যাগ করিয়া দয়া প্রকাশ করুন। হে ভবানি! আপনি কি নিমিত্তই বা এই কালস্বরূপ অসুরদ্বয়কে উৎপাদন করিয়াছেন তাহা জানি না। অথবা বোধ হয়, মাতঃ! আপনি আমাকে উপহাসাস্পদ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিতেছেন ॥ ৪৪ ॥ জননি! আমি আপনার অদ্ভুত কার্য্যকলাপ অবগত হইয়াছি। কারণ, আপনি এই অখিল জগতের উৎপাদন করিয়া স্বয়ং স্বতন্ত্ররূপে রমণ করিয়া থাকেন আবার কালে অবলীলাক্রমে এই সমগ্র সংসার আপনাতেই বিলীন করেন, অতএব হে ভবানি! এরূপ স্থলে যদি আমাকে নিহত করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? ॥ ৪৫ ॥ হে অম্বিকে! যদি আপনার ইচ্ছা হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহাদের হস্তে

কামং কুরুষ্ব বধমদ্য মমৈব মাত-
র্দুঃখং ন মে মরণজং জগদম্বিকেঽত্র।
কর্ত্তা ত্বয়ৈব বিহিতঃ প্রথমং স চায়ং
দৈত্যাহতোঽথ মৃত ইত্যযশো গরিষ্ঠম্॥ ৪৬॥
উত্তিষ্ঠ! দেবি কুরু রূপমিহাদ্ভুতং ত্বং
মাং বা ত্বিমৌ জহি যথেচ্ছসি বাললীলে!।
নোচেৎ প্রবোধয় হরিং নিহনেদিমৌ য-
স্ত্বৎসাধ্যমেতদখিলং কিল কার্য্যজাতম্॥ ৪৭॥

সূত উবাচ।

এবং স্তুতা তদা দেবী তামসী তত্র বেধসা।
নিঃসৃত্য হরিদেহাত্তু সংস্থিতা পার্শ্বতস্তদা॥ ৪৮॥

পাদিতাবেতৌ তর্হি মাতরদ্যৈব কামং যথেষ্টং মম বধং কুরুষ্ব মে মরণজং দুঃখং নৈবাস্তি কিন্তু ত্বয়ৈব যঃ প্রথমং জগতঃ কর্ত্তা বিহিতোঽথ স এবায়ং দৈত্যাহতো মৃত ইদঙ্গরিষ্ঠমযশস্তব ভবতি ইদমেব মহদ্দুঃখকরমিতি ভাবঃ॥ ৪৬॥ উত্তিষ্ঠেতি। হে দেবি! বাললীলে কোমল-লীলে! উত্তিষ্ঠ ইহাদ্ভুতং রূপং ভয়ঙ্করং রূপং কুরু। কৃত্বা চ মদ্বধেচ্ছা যদ্যস্তি তর্হি স্বহস্তেনৈব মদ্বধং কুরু ন দৈত্যহস্তেনাথবা ইমৌ দৈত্যৌ বা জহি। উভয়মপি ন করোষি চেদ্ধরিং প্রবোধয় স ইমৌ নিহনেদিদং সর্ব্বকার্য্যজাতং তব সাধ্যং ভবতি॥ ৪৭॥

তামসী নিদ্রাভিমানিনীত্যর্থঃ। তদুক্তং শিবপুরাণে উমাসংহিতায়াম্। ব্রহ্মণা সংস্তুতা সেয়ং মধুকৈটভনাশনে। মহাবিদ্যা জগন্মাতা সর্ব্ববিদ্যাধিদেবতা। দ্বাদশ্যাং ফাল্গুনস্যৈব শুক্লায়াং সমভূন্নৃপেতি। অস্যামেব তিথৌ। সারস্বতস্ত দ্বাদশ্যাং শুক্লায়াং ফাল্গুনস্য চ। কল্পঃ

এইদণ্ডেই আমার বধকার্য্য সম্পাদন করুন, মরণজন্য আমার কিছুমাত্র ক্লেশ হইবে না; তবে এই মাত্র আক্ষেপ যে, আপনি প্রথমে আমাকে এই সৃষ্টির কর্ত্তারূপে উৎপাদিত করিয়া যদি দৈত্যহস্তে নিপাতিত করেন তাহা হইলে এই গুরুতর অযশ আপনারই জানিবেন॥ ৪৬॥ দেবি! আপনার সমস্ত লীলা বালক্রীড়াবৎ তাহা আমি জানি। এক্ষণে উত্থান করুন। অদ্ভুত রূপ ধারণপূর্ব্বক হয় আমাকে না হয় এই দৈত্যদ্বয়কে সংহার করুন, ফলত আপনার যেরূপ ইচ্ছা হয় করুন। যদি আপনি স্বয়ং সংহার না করেন তাহা হইলে যিনি ইহাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ সেই হরিকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করুন; মাতঃ! আমি জানি এই জগতের সমস্ত কার্য্যকলাপই আপনার আয়ত্ত॥ ৪৭॥

সূত কহিলেন, হে ঋষিগণ! তৎকালে সেই যোগনিদ্রারূপা তামসী শক্তি বিধাতার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া হরির দেহ হইতে নির্গমনপূর্ব্বক পার্শ্বদেশে বিরাজ করিতে লাগিলেন॥ ৪৮॥ বস্তুতঃ সেই সময়ে সেই দুর্দ্দান্ত দানব মধুকৈটভের বিনাশের নিমিত্তই যোগ-

ত্যক্ত্বাঽঙ্গানি চ সর্ব্বাণি বিষ্ণোরতুলতেজসঃ।
নির্গতা যোগনিদ্রা সা নাশায় চ তয়োস্তদা ॥ ৪৯ ॥
বিস্পন্দিতশরীরোঽসৌ যদা জাতো জনার্দ্দনঃ।
ধাতা পরমিকাং প্রাপ্তো মুদং দৃষ্ট্বা হরিং ততঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
ব্রহ্মস্তুতিবিষয়ো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

সমভবদিতি হেমাদ্রিধৃতনাগরখণ্ডবচনাৎ সারস্বতস্য কল্পস্যোৎপত্তিঃ সএব সরস্বত্যা অয়মিতি ব্যুৎপত্ত্যা সারস্বতকল্পপ্রাদুর্ভাবো ব্যাসেনাত্র স্পষ্টীকৃতো বেদিতব্য ইতি ॥ ৪৮—৪৯ ॥ বিস্পন্দিতশরীরঃ কম্পিতশরীরঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

নিদ্রাস্বরূপিণী ভগবতী সেই অতুলতেজা ভগবান্‌ বিষ্ণুর সর্ব্বাবয়ব পরিত্যাগ করিয়া নির্গত হইলেন ॥ ৪৯ ॥ ঋষিগণ! বিধাতা জনার্দ্দন হরিকে পূর্ব্ববৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল সঞ্চালন করিতে দেখিয়া পরম আহ্লাদে পুলকিত হইলেন ॥ ৫০ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতের
প্রথমস্কন্ধে ব্রহ্মস্তুতি-বিষয়ক সপ্তম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

সন্দেহোঽত্র মহাভাগ ! কথায়াস্তু মহাদ্ভুতঃ।
বেদশাস্ত্রপুরাণৈশ্চ নিশ্চিতস্তু সদা বুধৈঃ ॥ ১ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ত্রয়ো দেবাঃ সনাতনাঃ।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদ্‌ব্রহ্মাণ্ডেঽস্মিন্মহামতে ! ॥ ২ ॥
ব্রহ্মা সৃজতি লোকান্ বৈ বিষ্ণুঃ পাত্যখিলঞ্জগৎ।
রুদ্রঃ সংহরতে কালে ত্রয় এতেঽত্র কারণম্ ॥ ৩ ॥
একা মূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
রজঃসত্ত্বতমোভিশ্চ সংযুতাঃ কার্য্যকারকাঃ ॥ ৪ ॥
তেষাং মধ্যে হরিঃ শ্রেষ্ঠো মাধবঃ পুরুষোত্তমঃ।
আদিদেবো জগন্নাথঃ সমর্থঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৫ ॥

পঞ্চাশৎপদ্যৈকেরেকোত্তরৈঃ সংরম্ভতোঽধুনা।
অধ্যায়ে ত্বষ্টমে প্রোক্তঃ সম্যগারাধ্যনির্ণয়ঃ ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে পরশক্ত্যা বিষ্ণুঃ সর্ব্বেশ্বরোঽপি বিবশীকৃত ইতি শ্রুত্বা ঋষয়ঃ পৃচ্ছন্তি সন্দেহোঽত্রেতি। অত্র সংন্দেহশব্দো লক্ষণয়াশ্চর্য্যপরঃ তদেবাহ বেদেতি ॥১—২॥ ত্রয় এতেঽত্রেতি। সর্ব্বদেবমধ্যে এতদ্দেবত্রয়মেব মুখ্যং কারণঞ্চ সর্ব্বস্যেদমেবেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ তেষামভেদমাহ একা মূর্ত্তিরিতি। তেষাং গুণভেদমাহ রজ ইতি ॥ ৪ ॥ ত্রয়াণাং মধ্যে বিষ্ণুরেব মুখ্য ইত্যাহ তেষামিতি ॥ ৫ ॥ ইত্থং সর্ব্ববরিষ্ঠোঽপি যোগমায়য়া কথং স্বাপিতঃ কথং বা স বিবশঃ পরাধীনো

ঋষিগণ কহিলেন, হে মহাভাগ সূত ! তোমার এই কথাতে আমাদের অত্যন্ত সংশয় উপস্থিত হইল। কেননা, বেদ বা পুরাণাদি শাস্ত্রে পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক এইরূপ নিশ্চিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন দেবই সনাতন পুরুষ। এই ব্রহ্মাণ্ডে ইহাঁদের অপেক্ষা কেহই শ্রেষ্ঠতম নাই ॥ ১—২ ॥ প্রতিকল্পারম্ভসময়ে ব্রহ্মা সমস্ত লোকের সৃষ্টিকর্ত্তা বিষ্ণু অখিল জগতের পালনকর্ত্তা এবং প্রলয়সময়ে রুদ্রদেব সংহারকর্ত্তা। অতএব এই তিন দেবই বিশ্বের কারণ। পরন্তু এক মূর্ত্তিই সৃষ্টি, স্থিতি, লয় আদি কার্য্যকরণের নিমিত্ত রজঃ, সত্ত্ব, এবং তমঃ এই গুণত্রয় আশ্রয়পূর্ব্বক ত্রিদেবমূর্ত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর রূপে আবির্ভূত হয়েন ॥৩—৪॥ তাঁহাদিগের মধ্যে লক্ষ্মীপতি পুরুষোত্তম হরিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; কারণ, তিনিই এই সমস্ত জগতের নাথস্বরূপ এবং আদিদেব। বিশেষতঃ এই জগতে এমন কোন কার্য্যই নাই,

নান্যঃ কোঽপি সমর্থোঽস্তি বিষ্ণোরতুলতেজসঃ।
স কথং স্বাপিতঃ স্বামী বিবশো যোগমায়য়া ॥ ৬ ॥
ক্ব গতং তস্য বিজ্ঞানং জীবতশ্চেষ্টিতঙ্কুতঃ।
সন্দেহোঽয়ং মহাভাগ! কথয়স্ব যথা শুভম্ ॥ ৭ ॥
কা সা শক্তিঃ পুরা প্রোক্তা যয়া বিষ্ণুর্জ্জিতঃ প্রভুঃ।
কুতো জাতা কথং শক্তা কা শক্তির্ব্বদ সুব্রত! ॥ ৮ ॥
যস্তু সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুর্বাসুদেবো জগদ্‌গুরুঃ।
পরমাত্মা পরানন্দঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ॥ ৯ ॥
সর্ব্বকৃৎ সর্ব্বভৃৎ স্রষ্টা বিরজঃ সর্ব্বগঃ শুচিঃ।
স কথং নিদ্রয়া নীতঃ পরতন্ত্রঃ পরাৎপরঃ ॥ ১০ ॥
এতদাশ্রয়ভূতো হি সন্দেহো নঃ পরন্তপ!।
ছিন্ধি জ্ঞানাসিনা সূত! ব্যাসশিষ্য! মহামতে! ॥ ১১ ॥

জাতঃ ॥ ৬ ॥ জীবতস্তস্য বিজ্ঞানং চেষ্টিতঞ্চ কুতো হেতোঃ ক্ব গতমিত্যন্বয়ঃ। সন্দেহোঽ মাশ্চর্য্যমিদমিত্যর্থঃ। এতাদৃশস্যেয়ং দশাশ্চর্য্যজনিকৈব অতো যথা শুভং স্যাত্তথা কথ ত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥ কা সেতি। সা শক্তিঃ কীদৃশীত্যর্থঃ। কুতো জাতেতি কস্মাৎ কারণাজ্জাতেত্যর্থঃ কথং বিষ্ণুং জেতুং শক্তা সমর্থেত্যর্থঃ। কা শক্তিরিতি তস্যাঃ শক্তেঃ কা শক্তিরস্তি য শক্ত্যা যুতা স্বয়ং শক্তির্ব্বিষ্ণুং বশীকরোতি ॥ ৮ ॥ পুনরাশ্চর্য্যমুপপাদয়তি যস্ত্বিতি ॥ ৯ ॥ নী ইতি। স্বাধীনতামিতি শেষঃ ॥ ১০ ॥ আশ্চর্য্যভূত ইতি। আশ্চর্য্যাত্মকঃ সন্দেহ ইত্যর্থঃ

যাহা তাঁহার অসাধ্য। সেই অতুলতেজা বিষ্ণুর সহিত সমকক্ষ হইতে পারেন, এরূপ কোন দেবই বর্ত্তমান নাই। অতএব তাদৃশ প্রভাবসম্পন্ন জগৎস্বামী ভগবান্ কিরূপে যোগনিদ্রায় অভিভূত হইলেন ॥ ৫—৬ ॥ হে মহামতে! তাঁহার জীবিতাবস্থাতেই তাদৃশ বিজ্ঞান বা প্রভাব প্রভৃতি কি প্রকারে কোথায় অন্তর্হিত হইল? হে সুত! যাহাতে আমাদের উপস্থিত এই সন্দেহ দূরীভূত হয় সেইরূপ বর্ণনা কর ॥ ৭ ॥ সুত! যাহার দ্বারা জগৎপ্রভু বিষ্ণুও পরাভূত হইয়াছিলেন এবং তুমিও পূর্ব্বে যাহার কথা বলিয়াছিলে, সেই শক্তি কে? কোথা হইতে বা উৎপন্ন হইল? হে সুব্রত! সেই শক্তির কিরূপ প্রভাব, এবং স্বরূপই বা কিরূপ? তাহা বিশেষ করিয়া বল ॥ ৮ ॥ যিনি এই জগতের গুরু, পরমাত্মা, পরম আনন্দ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, সেই সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বপাবক সর্ব্বদা নির্ম্মলস্বভাব, সর্ব্বত্রগামী, নিত্য পবিত্রস্বরূপ, বিশ্বব্যাপক, সর্ব্বেশ্বর, পরাৎপর বাসুদেব, কি প্রকারে পরাধীন পুরুষের ন্যায় নিদ্রার বশীভূত হইয়াছিলেন। হে জিতাত্মন্! তুমি আমাদের এই আশ্চর্য্যজনক সন্দেহ জ্ঞানখড়্গ দ্বারা ছেদ কর। কারণ তুমি বেদব্যাসের প্রিয়তম শিষ্য ॥ ৯—১১ ॥

সূত উবাচ।

কঃ সন্দেহং ছিনত্ত্যেনং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে।
মুহ্যন্তি মুনয়ঃ কামং ব্রহ্মপুত্রাঃ সনাতনাঃ ॥ ১২ ॥
নারদঃ কপিলশ্চৈব প্রশ্নেঽস্মিন্মুনিসত্তমাঃ!।
কিং ব্রবীমি মহাভাগা দুর্ঘটেঽস্মিন্ বিমর্শনে ॥ ১৩ ॥
দেবেষু বিষ্ণুঃ কথিতঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বপালকঃ।
যতো বিরাডিদং সর্ব্বমুৎপন্নং সচরাচরম্ ॥ ১৪ ॥
তে সর্ব্বে সমুপাসন্তে নত্বা দেবং পরাৎপরম্।
নারায়ণং হৃষীকেশং বাসুদেবং জনার্দ্দনম্ ॥ ১৫ ॥
তথা কেচিন্মহাদেবং শঙ্করং শশিশেখরম্।
ত্রিনেত্রং পঞ্চবক্ত্রঞ্চ শূলপাণিং বৃষধ্বজম্ ॥ ১৬ ॥
তথা বেদেষু সর্ব্বেষু গীতং নাম্না ত্রিয়ম্বকম্।
কপর্দ্দিনং পঞ্চবক্ত্রং গৌরীদেহার্দ্ধধারিণম্ ॥ ১৭ ॥
কৈলাসবাসনিরতং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্।
ভূতবৃন্দযুতং দেবং দক্ষযজ্ঞবিঘাতকম্ ॥ ১৮ ॥

১১—১২ ॥ নারদ ইতি পূর্ব্বান্বয়ি ॥ ১৩—১৪ ॥ তে সর্ব্বে ইতি। দেবাদ্যা ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ (কেচিত্তু শঙ্করমপ্যুপাসতে ইত্যাহ। তথেতি। তথা তদ্বৎ কেচিৎ পণ্ডিতাঃ সর্ব্বকল্যাণজনকং শশিশেখরং মহাদেবং ভক্তিভাবেনার্চ্চয়ন্তি ॥ ১৬ ॥ তথেতি। নতু কেবলং পণ্ডিতা এব কিন্তু বেদেষপি গৌর্য্যা অর্দ্ধাঙ্গেনোপলক্ষিতং ত্র্যম্বকং ত্রীণি অম্বকানি শশিসূর্য্যাগ্নিরূপাণি চক্ষুংষি যস্য তাদৃগ্রূপেণ পরিগীতমিতি জানীত হে মহাভাগাঃ শৌনকাদয়ঃ। কৈলাসধামবাসার্থমনুরাগিণং ব্রহ্মপুত্রস্য প্রজাপতের্দক্ষস্যাপি যজ্ঞহন্তারম্ ॥ ১৭—১৮ ॥ সম্প্রতি মুখ্য-

---

সূত কহিলেন। হে ঋষিগণ! সনাতনপুরুষস্বরূপ ব্রহ্মার মানসপুত্র সনৎকুমারপ্রভৃতি মুনিগণও যখন যাহাতে সম্পূর্ণ বিমোহিত হন, তখন এই চরাচরসমন্বিত ত্রৈলোক্য মধ্যে এমন কোন পুরুষ আছে যে এ সন্দেহ ছেদ করিতে সমর্থ হয় ॥ ১২ ॥ অধিক কি এই দুর্ঘটন বিচারজনক প্রশ্নে নারদ ও কপিল প্রভৃতিও যখন নিরস্ত হইতে পারেন, তখন, হে মহাভাগ ঋষিগণ! আমি ইহার কি উত্তর করিব ॥ ১৩॥ বিশেষতঃ সমস্ত দেবগণমধ্যে বিষ্ণুই সর্ব্বপালয়িতা ও সর্ব্বত্রগামী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। কারণ, এই সচরাচর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহা হইতে উৎপন্ন, এবং তাহারা সকলেই (সমস্ত দেব প্রভৃতি) সেই পরাৎপর হৃষীকেশ বাসুদেব জনার্দ্দন নারায়ণকেই প্রণতিপূর্ব্বক উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ১৪—১৫ ॥ আবার কোন কোন পণ্ডিত বৃষধ্বজ শূলপাণি শশিশেখর ত্রিলোচন সর্ব্বকল্যাণকর দেবদেব মহাদেবকেই পরম ভক্তিভাবে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন

তথা সূর্য্যং বেদবিদঃ সায়ং প্রাতর্দ্দিনে দিনে।
মধ্যাহ্নে তু মহাভাগাঃ স্তুবন্তি বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥ ১৯ ॥
তথা বেদেষু সর্ব্বেষু সূর্য্যোপাসনমুত্তমম্।
পরমাত্মেতি বিখ্যাতং নাম তস্য মহাত্মনঃ ॥ ২০ ॥
অগ্নিঃ সর্ব্বত্র বেদেষু সংস্তুতো বেদবিত্তমৈঃ।
ইন্দ্রশ্চাপি ত্রিলোকেশো বরুণশ্চ তথাঽপরঃ ॥ ২১ ॥
যথা গঙ্গা প্রবাহৈশ্চ বহুভিঃ পরিবর্ত্ততে।
তথৈব সর্ব্বদেবেষু বিষ্ণুঃ প্রোক্তো মহর্ষিভিঃ ॥ ২২ ॥
ত্রীণ্যেব হি প্রমাণানি পঠিতানি সুপণ্ডিতৈঃ।
প্রত্যক্ষং চানুমানঞ্চ শব্দঞ্চৈব তৃতীয়কম্ ॥ ২৩ ॥

ধ্যেয়াধারভূতস্থানস্য নারায়ণাত্মনঃ সূর্য্যস্যোপাসনমুত্তমমিত্যাহ সর্ব্বজ্যোতিঃপদার্থেষু তস্যৈব পরমাত্মজ্যোতিঃপ্রকাশাধিক্যাৎ। তথা সর্ব্বক্রতুনিষ্পাদকত্বাৎ অগ্নীন্দ্রাদিদেবানামপ্যুপাস্তির্ব্বিহিতা বেদেষু তত্ত্ববিদ্ভিরপি তত্তন্মন্ত্রোক্তস্তুতিভিস্তুতা এব তে বহ্ন্যাদয় ইত্যাহ তথেতি ॥ ১৯—২১ ॥ ব্যষ্টিরূপেণ নানাদেবোপাস্তিং দর্শয়িত্বা ইদানীং তেষাং দেবানাং সমষ্টিভূতো বিষ্ণুরেবেতি গঙ্গাপ্রবাহরূপদৃষ্টান্তমুখেনোপসংহরন্নাহ যথা গঙ্গেতি ॥ ২২—২৩॥) ইতরে নৈয়ায়িকৈকদেশিন ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ সপ্তেতি। পূর্ব্বোক্তানি পঞ্চ সাক্ষিরূপং ষষ্ঠমৈতিহ্যং সপ্তমমিতি

এবং সমস্ত বেদমধ্যেও তিনি কপর্দ্দী গৌরীদেহার্দ্ধধারী প্রমথবৃন্দ-পরিবেষ্টিত দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংসকারী কৈলাসবসতিপ্রিয় সর্ব্বশক্তিসমন্বিত পঞ্চবক্ত্র ত্রিনেত্র নামে পরিগীত হইয়া থাকেন ॥ ১৬—১৮ ॥ হে মহাভাগ ঋষিগণ! বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা সেইরূপ সূর্য্যদেবকেও প্রতিদিন প্রাতঃকালে মধ্যাহ্ন ও সায়ংসময়ে বিবিধ স্তুতি পাঠাদি দ্বারা স্তব করিয়া থাকেন। ফলতঃ বেদসমস্ত মধ্যে মহাপ্রভাবসম্পন্ন সূর্য্যদেবই পরমাত্মা নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন; সুতরাং সূর্য্যোপাসনাও উত্তম বলিয়া জানিবেন ॥ ১৯—২০ ॥ আবার দেখুন, যাঁহাদিগের বেদে সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে তাদৃশ বুধবর্গ কর্ত্তৃক বেদের সকল স্থানেই অগ্নি, ত্রিলোকনাথ ইন্দ্র বা বরুণ প্রভৃতি অপরাপর দেবগণেরও স্তুতিগানের বিষয় অভিহিত হইয়াছে ॥ ২১ ॥ পরন্তু, যেমন গঙ্গাদেবী অনন্ত প্রবাহময়ী হইলেও একমাত্র তাঁহার পূজা করিলেই সেই সমস্ত প্রবাহরাশির পূজা সিদ্ধ হয়, সেইরূপ, মহর্ষিগণ, সমস্ত দেবগণ মধ্যে বিমল-সত্ত্বরাশি ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনাতেই সমস্ত দেবের অর্চ্চনা সিদ্ধ হয় বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ২২ ॥ দূরদর্শী পণ্ডিতেরা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটীকেই প্রমাণ বলিয়া থাকেন; অপর নৈয়ায়িক পণ্ডিতদিগের মধ্যে কেহ কেহ উপমানকে লইয়া চারিটী বলেন; আবার কোন কোন মহামতিমান্ অর্থাপত্তিকেও লইয়া পঞ্চ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। পরন্তু, পৌরাণিক মনীষিগণ বলেন যে পূর্ব্বোক্ত পাঁচটী এবং সাক্ষিরূপ ও ঐতিহ্যকে লইয়া প্রমাণ সাতটী। ফলতঃ যিনি এই

চত্বার্য্যেবেতরে প্রাহুরুপমানযুতানি চ।
অর্থাপত্তিযুতান্যন্যে পঞ্চপ্রাহুর্মহাধিয়ঃ ॥ ২৪ ॥
সপ্ত পৌরাণিকাশ্চৈব প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
এতৈঃ প্রমাণৈর্দুর্জ্ঞেয়ং যদ্ব্রহ্ম পরমঞ্চ তৎ ॥ ২৫ ॥
বিতর্কশ্চাত্র কর্ত্তব্যো বুদ্ধ্যা চৈবাগমেন চ।
নিশ্চয়াত্মিকয়া যুক্ত্যা বিচার্য্য চ পুনঃপুনঃ ॥ ২৬ ॥
প্রত্যক্ষতস্তু বিজ্ঞানং চিন্ত্যং মতিমতা সদা।
দৃষ্টান্তেনাপি সততং শিষ্টমার্গানুসারিণা ॥ ২৭ ॥
বিদ্বাংসোঽপি বদন্ত্যেবং পুরাণৈঃ পরিগীয়তে।
দ্রুহিণে সৃষ্টিশক্তিশ্চ হরৌ পালনশক্তিতা ॥ ২৮ ॥

সপ্তপ্রমাণানি। এতৈরিতি। এতৈরনেকধা ভেদভিন্নৈঃ প্রমাণৈর্দুর্জ্ঞেয়ং যৎ পরং ব্রহ্ম তদেব পরমং মুখ্যং জগৎকারণমস্তীতি বেদান্তা আহুরিতি শেষঃ ॥ ২৫ ॥ এবমেতানি সর্ব্বমতানি বেদে এব সন্তি তত্র কিং মতং মুখ্যমিতি বিমর্শো দুর্ঘট এব তথাপি যত্র শ্রুতিবাক্যানাং পরস্পরং বিরোধস্তত্রোপক্রমোপসংহারাদিলিঙ্গৈঃ শ্রুতিতাৎপর্য্যং নির্ণীয় তাৎপর্য্যবতী শ্রুতিঃ প্রবলেতি সিদ্ধান্ত উত্তরমীমাংসায়ামুক্তঃ। ননু তেন সিদ্ধান্তেন ব্রহ্মৈব জগৎকারণমিতি সিধ্যতীতি চেত্তত্রানুমানেনাগমেন শ্রুতিবাক্যেন চ তদ্ব্রহ্ম কিং সশক্তিকং জগৎকারণমুত শক্তিরহিতমিতি বিচারঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ বিতর্ক ইতি অনুমানমিত্যর্থঃ। বুদ্ধ্যোত্যস্যার্থো নিশ্চয়াত্মিকয়া যুক্ত্যেতি ॥ ২৬॥ প্রত্যক্ষত ইতি। কিঞ্চ মতিমতা প্রত্যক্ষতো যদ্বিজ্ঞানং তদপি চিন্ত্যং গ্রাহ্যং প্রমাণত্বেনেত্যর্থঃ। শিষ্টমার্গঃ শিষ্টাচারস্তদনুসারিণা দৃষ্টান্তেন ব্যাপ্তিগ্রাহকেণাপি সততমনুমেয়মিতি শেষঃ ॥ ২৭ ॥ তমেব দৃষ্টান্তমাহ বিদ্বাংসোঽপীতি। কিন্তদ্গীয়তে তদাহ দ্রুহিণে ইতি। ইত্থমনেকদৃষ্টান্তৈর্বস্তুমাত্রে শক্তিমত্ত্বব্যাপ্তিগ্রাহ্যেতি ভাবঃ ॥২৮---২৯॥

সমস্ত প্রমাণাদির দুর্জ্ঞেয় তিনিই পরাৎপর পরম ব্রহ্ম ॥ ২৩—২৫ ॥ যদিচ এ সমস্ত মতই বেদে গূঢ়ভাবে নিহিত আছে তথাপি শ্রুতিসকলের আপাততঃ বিরোধ থাকায় ব্রহ্মনিরূপণ দুর্ঘট জানিবেন তন্মধ্যে তাৎপর্য্যবতী শ্রুতির প্রাবল্যহেতু সেই প্রবল শ্রুতির মতানুসারেই ঐ সমস্ত পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রুতির বিরোধ ভঞ্জনপূর্ব্বক ব্রহ্মবিষয়ক সিদ্ধান্ত করা কর্ত্তব্য; কিন্তু তাহাও যেরূপে করিতে হইবে বলিতেছি শ্রবণ করুন। হে ঋষিগণ! এই ব্রহ্মনিরূপণবিষয়ে সদ্বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক নিশ্চয়াত্মিকা যুক্তি এবং শাস্ত্র দ্বারা বারংবার বিচার করিয়া অনুমান করাই বিধেয়। পরন্তু, যাহা প্রত্যক্ষরূপে জানিতে পারা যায়, অথবা শিষ্টাচার অনুগামি দৃষ্টান্ত দ্বারা অনুমিত হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সর্ব্বদা তাহাই গ্রহণীয় ॥ ২৬—২৭ ॥ (এক্ষণে সেই দৃষ্টান্তের কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন্) তত্ত্বদর্শিগণ এইরূপ বলেন এবং পুরাণেও এইরূপ পরিগীত আছে যে, পিতামহ ব্রহ্মাতে সৃষ্টিকরণশক্তি, হরিতে পালনশক্তি আর রুদ্রে সংহারশক্তি; সেইরূপ সূর্য্যে প্রকাশিকাশক্তি; অনন্ত ও কূর্ম্মদেবে পৃথিবীধারণশক্তি, অগ্নিতে দাহিকাশক্তি এবং বায়ুতে প্রেরণাত্মিকাশক্তি; অর্থাৎ যিনি সর্ব্বজ্ঞ

হরে সংহারশক্তিশ্চ সূর্য্যে শক্তিঃ প্রকাশিকা।
ধরাধরণশক্তিশ্চ শেষে কূর্ম্মে তথৈব চ॥ ২৯॥
সাদ্যা শক্তিঃ পরিণতা সর্ব্বস্মিন্ যা প্রতিষ্ঠিতা।
দাহশক্তিস্তথা বহ্নৌ সমীরে প্রেরণাত্মিকা॥ ৩০॥
শিবোঽপি শবতাং যাতি কুণ্ডলিন্যা বিবর্জ্জিতঃ।
শক্তিহীনস্তু যঃ কশ্চিদসমর্থঃ স্মৃতো বুধৈঃ॥ ৩১॥
এবং সর্ব্বত্র ভূতেষু স্থাবরেষু চরেষু চ।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং ব্রহ্মাণ্ডেঽস্মিন্মহাতপাঃ!॥ ৩২॥
শক্তিহীনন্তু নিন্দ্যং স্যাদ্বস্তুমাত্রং চরাচরম্।
অশক্তঃ শত্রুবিজয়ে গমনে ভোজনে তথা॥ ৩৩॥
এবং সর্ব্বগতা শক্তিঃ সা ব্রহ্মেতি বিবিচ্যতে।
সোপাস্যা বিবিধৈঃ সম্যগ্বিচার্য্যা সুধিয়া সদা॥ ৩৪॥

সাদ্যেতি। যা সর্ব্বস্মিন্নাদ্যাশক্তিরস্তি সা শক্তিঃ পরিণতা তত্তচ্ছক্তিরূপেণেত্যর্থঃ ॥৩০—৩২॥ তথেতি। বিদ্বাংসো বদন্তীত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৩॥ এবমিতি। যথা অত্র সর্ব্বপদার্থত্বাবচ্ছেদেন শক্তিমত্ত্বব্যাপ্তির্গৃহীতা তথা ব্রহ্মণোঽপি পদার্থত্বাবচ্ছিন্নত্বেন শক্তিরস্তি। সা চ শক্তিঃ সামর্থ্যরূপা ন স্বাশ্রয়াদ্ভিন্না ভাসতে অগ্নিশক্ত্যাদাবদৃষ্টত্বাৎ। কিন্ত্বভিন্নৈব তদেব দর্শয়িতুমেবং সর্ব্বগতা শক্তিঃ সা ব্রহ্মেতি বিবিচ্যতে ইত্যনেন স্বাশ্রয়াভেদ এবোক্তঃ। তথাচ শ্রুতিপ্রতিপাদ্যং ব্রহ্ম মায়া বা এষা নারসিংহীতি ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে ইত্যাদিশ্রুতিভিরনুমানাদিভিশ্চ সশক্তিকমেব জগৎকারণমিতি তদেবোপাস্যমিতি ভাবঃ। এতেন কা সা শক্তিরিত্যস্যোত্তরং ব্রহ্মসামর্থ্যরূপা শক্তিরস্তীতি বোধিতং সোপাস্যেতি। যতো ব্রহ্মভিন্না ন শক্তিস্ততস্তস্যা ভজনেঽগ্নিশক্ত্যাং হোমেঽগ্নৌ হোমস্যার্থসিদ্ধত্ববদ্ব্রহ্মণ উপাসনং জাতমেবেতি সর্ব্বেষাং কারণভূতা সৈব শক্তিঃ সাম্যাবস্থাত্মিকোপাস্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৪॥ ব্রহ্মবিষ্ণু-

---

বিরাজিতা সেই আদ্যাশক্তিই তত্তৎ সৃষ্টি, পালন ও সংহারাদিরূপে পরিণতা জানিবেন॥ ২৮—৩০॥ এই জগতের যে কোন ব্যক্তিই হউক না কেন শক্তিবিহীন হইলে কোন কার্য্যেই সমর্থ হয় না। অধিক আর কি বলিব যদি স্বয়ং সদাশিব ও সেই কুলকুণ্ডলিনীশক্তি-পরিবর্জ্জিত হয়েন তাহা হইলে তিনিও শবত্ব প্রাপ্ত হয়েন অর্থাৎ একেবারে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়েন॥ ৩১॥ ফলতঃ হে তপঃপ্রভাবসম্পন্ন মহর্ষিগণ! এইরূপ আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সর্ব্বভূতেই তিনি প্রতিনিয়তই বিরাজমান রহিয়াছেন॥ ৩২॥ এ বিষয়ে আর অধিক কি বলিব সচরাচর এই সমস্ত জগৎ শক্তিহীন হইলেই একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে; কি শত্রুবিজয় কি গমন ভোজনাদি শরীরনির্ব্বাহ ক্রিয়া কিছুতেই সমর্থ হয় না॥ ৩৩॥ যেরূপ সেই ব্রহ্ম সর্ব্বত্রব্যাপিয়া সকল বস্তুতে অবস্থিত আছেন সেইরূপ তাঁহার শক্তিও সর্ব্বত্র বিরাজিত; বস্তুতঃ শক্তি আর শক্তিমান্ এই উভয়ের অভিন্নতাহেতু বেদান্তাদিশাস্ত্রে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপেই বিবেচিত হয়েন, অতএব সেই ব্রহ্মরূপিণী

বিষ্ণৌ চ সাত্ত্বিকী শক্তিস্তয়া হীনোঽপ্যকর্ম্মকৃৎ।
দ্রুহিণে রাজসী শক্তির্যয়া হীনো হ্যসৃষ্টিকৃৎ॥ ৩৫॥
শিবে চ তামসী শক্তিস্তয়া সংহারকারকঃ।
ইত্যূহং মনসা সর্ব্বং বিচার্য্য চ পুনঃপুনঃ॥ ৩৬॥
শক্তিঃ করোতি ব্রহ্মাণ্ডং সা বৈ পালয়তেঽখিলম্।
ইচ্ছয়া সংহরত্যেষা জগদেতচ্চরাচরম্॥ ৩৭॥
ন বিষ্ণুর্ন হরঃ শক্রো ন ব্রহ্মা ন চ পাবকঃ।
ন সূর্য্যো বরুণঃ শক্তাঃ স্বে স্বে কার্য্যে কথঞ্চন॥ ৩৮॥
তয়া যুক্তা হি কুর্ব্বন্তি স্বানি কার্য্যাণি তে সুরাঃ।
সৈব কারণকার্য্যেষু প্রত্যক্ষেণাবগম্যতে॥ ৩৯॥

রুদ্রাদিষু প্রসিদ্ধেষন্বয়ব্যতিরেকং দর্শয়ংস্তেষামেকৈকগুণবত্ত্বয়া ন্যূনত্বেন নোপাসনার্হত্বং শ্রীভগবত্যপেক্ষয়েতি দর্শয়তি বিষ্ণৌ চেতি॥ ৩৫—৩৬॥ কুতো জাতেত্যস্যোত্তরমাহ শক্তিঃ করোতীতি। যা সর্ব্বস্য কর্ত্রী সা কস্মাদুৎপদ্যেতানবস্থাপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ। অতএব শক্তেঃ শক্ত্যন্তরকল্পনমপ্যনুচিতমিত্যর্থাদ্‌বোধ্যম্॥ ৩৭—৩৯॥ সগুণেতি। একৈকগুণবিশিষ্টেত্যর্থঃ।

শক্তিই সকলের আরাধ্যা এবং সর্ব্বদা বিবিধশাস্ত্র ও সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা সম্যক্ বিচারণীয়া জানিবেন॥ ৩৪॥ ঋষিগণ! বিষ্ণুতে সাত্ত্বিকী শক্তি বিদ্যমান আছেন বলিয়াই তিনি পালনকার্য্যে সমর্থ; অন্যথা একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়েন। সেইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি ব্রহ্মাও যে শক্তিবিহীন হইলে সৃষ্টিকার্য্যে অশক্ত হয়েন সেই রাজসী শক্তি তাঁহাতে সর্ব্বদা বিরাজিত থাকে বলিয়াই তিনি সৃষ্টি করণে সমর্থ। ঐরূপ রুদ্রদেবে তামসী শক্তি বর্ত্তমান আছে বলিয়াই তদ্দ্বারা তিনি সংহারক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন। অতএব, এই মহৎ বিরাট্‌রূপ অনন্তব্রহ্মাণ্ডে কার্য্যক্ষম যে কোন জীব আছে তাহারা সকলেই যে সেই অনাদি অনির্ব্বচনীয় শক্তিপ্রভাবে পরিচালিত হইতেছে তাহা অন্তরে বারংবার বিচার করিয়া সর্ব্বত্র সেই ব্রহ্মাত্মিকাশক্তির অধ্যাহার করিয়া লইতে হইবে। (ফলতঃ এই জগতে এমন কোন পদার্থ নাই যাহাতে সেই পরমশক্তিরূপিণী বিরাজমান নাই॥) ৩৫—৩৬॥ হে মহর্ষিগণ! যদিচ স্থূলদর্শীদিগের আপাতত দৃষ্টিতে ব্রহ্মাদিদেবগণ কর্ত্তৃক সৃষ্ট্যাদি সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে বলিয়া বিবেচিত হয়, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্বজ্ঞপুরুষেরা বিলক্ষণরূপে অবগত আছেন যে, সেই শক্তিই নিজ ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মাদিদেবের অন্তরে থাকিয়া এই চরাচর অনন্তব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, পালন ও সংহারাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন; সুতরাং সেই পরব্রহ্মরূপিণী শক্তিই ইহাঁদের অন্তরে অন্তর্যামিরূপে না থাকিলে ব্রহ্মা, কি বিষ্ণু কি মহাদেব বা ইন্দ্র বা অগ্নি কি সূর্য্য কি বরুণ ইহাঁরা কেহই কোনরূপে নিজ নিজ কার্য্য পরিচালনে সমর্থ হয়েন না॥ ৩৭—৩৮॥ সেই ব্রহ্মময়ীশক্তিই যে এই জগতের সমস্ত কার্য্যের অভ্যন্তরে গূঢ় কারণরূপে নিহিত আছেন তাহাত প্রত্যক্ষরূপেই

সগুণা নির্গুণা সা তু দ্বিধা প্রোক্তা মনীষিভিঃ।
সগুণা রাগিভিঃ সেব্যা নির্গুণা তু বিরাগিভিঃ ॥ ৪০ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং স্বামিনী সা নিরাকুলা।
দদাতি বাঞ্ছিতান্‌ কামান্‌ পূজিতা বিধিপূর্ব্বকম্‌ ॥ ৪১ ॥
ন জানন্তি জনা মূঢ়াস্তাং সদা মায়য়াবৃতাঃ।
জানন্তোঽপি নরাঃ কেচিন্মোহয়ন্তি পরানপি ॥ ৪২ ॥
পণ্ডিতাঃ স্বোদরার্থং বৈ পাষণ্ডানি পৃথক্‌ পৃথক্‌।
প্রবর্ত্তয়ন্তি কলিনা প্রেরিতা মন্দচেতসঃ ॥ ৪৩ ॥
কলাবস্মিন্মহাভাগা নানা ভেদসমুত্থিতাঃ।
নান্যে যুগে তথা ধর্ম্মা বেদবাহ্যাঃ কথঞ্চন ॥ ৪৪ ॥
বিষ্ণুশ্চরত্যসাবুগ্রং তপো বর্ষাণ্যনেকশঃ।
ব্রহ্মা হরস্ত্রয়ো দেবা ধ্যায়ন্তঃ কমপি ধ্রুবম্‌ ॥ ৪৫ ॥

নির্গুণা সাম্যাবস্থোপাধিকব্রহ্মরূপেত্যর্থঃ ॥ ৪০—৪৫ ॥ যদি ব্রহ্মাদয়ো মুখ্যাস্তর্হি তেঽন্যং

জানা যাইতেছে। অতএব, সেই ব্রহ্মাদিসুরগণ যে সেই শক্তির সহিত সংযুক্ত হইয়া স্বীয় স্বীয় ভারার্পিত কার্য্যসকল নিষ্পাদন করিয়া থাকেন তাহার আর সংশয় কি ? ॥ ৩৯ ॥ পরন্তু, হে ঋষিগণ ! তিনি স্বরূপতঃ একমাত্র অদ্বিতীয় চিৎস্বরূপিণী হইলেও মনীষিগণ সাধকদিগের অধিকার অনুসারে সগুণ ও নির্গুণ অর্থাৎ গুণসাম্যাবস্থায় উপহিত ব্রহ্ম রূপ-ভেদে উপাসনা বিষয়ে দুই প্রকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; তন্মধ্যে সংসার অনুরাগী ভোগবিলাসী জীব সগুণ ব্রহ্মেরই অর্চ্চনা করিয়া থাকে আর বিষয়বিরাগী নিষ্কাম সাত্ত্বিক পুরুষেরা নির্গুণের উপাসনা করত ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞানলাভে অধিকারী হয়েন। (এই সংসার মধ্যে যাহারা অত্যন্ত ভেদজ্ঞানী সেই সমস্ত নিকৃষ্ট সাধক সগুণের মধ্যেও আবার এক একটী গুণকে অর্থাৎ কেহ সাত্ত্বিক, কেহ রাজস কেহ বা তামস ভাব আশ্রয়পূর্ব্বক নিজ নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির চেষ্টায় নিরত থাকেন।) ফলতঃ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম কি মোক্ষ এ সমস্তেরই অধীশ্বরী সেই অচল কূটস্থ চৈতন্যরূপিণীকেই জানিবেন ; তিনি ভক্তিভাবে যথাবিহিত সমর্চ্চিত হইলে, ভক্ত সাধককে যে অভিলষিত ফল প্রদান করেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৪০—৪১ ॥ হে মহর্ষিগণ ! ইহ সংসারে নিরন্তর মায়াসমাচ্ছন্ন মূঢ়মতি ব্যক্তিরাত তাঁহাকে একেবারেই জানিতে পারে না। কোন কোন মনুষ্য আবার কথঞ্চিৎ জানিতে পারিয়াও অপরকে বিমোহিত করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত আবার কতকগুলি পণ্ডিত কলিদেবপ্রেরিত হইয়া এতদূর দুর্ম্মতি হইয়া পড়েন যে, তাঁহারা কেবল স্বীয় উদর ভরণের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন পাষণ্ড সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তনা করিয়া থাকেন ॥ ৪২—৪৩ ॥ হে মহাভাগ ঋষিগণ ! কেবল এই কলিযুগেই নানাপ্রকার ভেদবুদ্ধি কল্পিত হইয়া ধর্ম্মও বিবিধ

কাময়ানাঃ সদা কামং তে ত্রয়ঃ সর্ব্বদৈব হি।
যজন্তি যজ্ঞান্ বিবিধান্ ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ॥ ৪৬ ॥
তে বৈ শক্তিং পরাং দেবীং ব্রহ্মাখ্যাং পরমাত্মিকাম্।
ধ্যায়ন্তি মনসা নিত্যং নিত্যাং মত্বা সনাতনীম্ ॥ ৪৭ ॥
তস্মাচ্ছক্তিঃ সদা সেব্যা বিদ্বদ্ভিঃ কৃতনিশ্চয়ৈঃ।
নিশ্চয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং জ্ঞাতব্যো মুনিসত্তমাঃ! ॥ ৪৮ ॥
কৃষ্ণাচ্ছ্রুতং ময়া চৈতত্তেন জ্ঞাতন্তু নারদাৎ।
পিতুঃ সকাশাত্তেনাপি ব্রহ্মণা বিষ্ণুবাক্যতঃ ॥ ৪৯ ॥
ন শ্রোতব্যং ন মন্তব্যমন্যেষাং বচনং বুধৈঃ।
শক্তিরেব সদা সেব্যা বিদ্বদ্ভিঃ কৃতনিশ্চয়ৈঃ ॥ ৫০ ॥

কিমিতি ভজেযুর্ভজন্তি চ তস্মান্ন তে মুখ্যাঃ কিন্তু পরা শক্তিরেবেতি ভাবঃ ॥৪৬॥ পরং ব্রহ্মৈব তস্যা রূপং নান্যদস্তীত্যভিপ্রায়েণ ব্রহ্মাত্মিকামিত্যুক্তম্। স্পষ্টীকৃতং চৈতদস্মাভিরুপো-দ্ঘাতে ॥ ৪৭—৪৯ ॥ যথা গজশরীরে প্রবিষ্টস্য চৈতন্যস্য গজ ইতি ব্যবহারস্তথা প্রথমতো

প্রকারে সমুদিত হইয়াছে; কিন্তু সত্যত্রেতাদি অপর কোন যুগে কখনই আর এরূপ বেদ বহির্ভূত ধর্ম্মের আবির্ভাব হয় নাই ॥ ৪৪ ॥ আরও দেখুন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু কি রুদ্র ইহাঁরা সকল দেবের প্রধান হইয়াও কোন অনির্ব্বচনীয় নিত্য পদার্থের ধ্যান পূর্ব্বক বহুবর্ষ ব্যাপিয়া অতি কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন? সেই তিন দেব (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর) অবশ্যই স্বীয় স্বীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির কামনায় সর্ব্বদা বিবিধ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। (বস্তুতঃ ইহাঁরা যদি স্বয়ং স্বতন্ত্র পরমেশ্বর হইতেন, তাহা হইলে কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত তপোনুষ্ঠান বা ধ্যানাদির প্রয়োজন কেন? অতএব জানিবেন যে, সেই পরাৎপরা চিদানন্দ ব্রহ্মরূপিণী পরাশক্তিই মুখ্যরূপা ও সর্ব্বারাধ্যা) ॥ ৪৫—৪৬ ॥ হে ঋষিগণ! ব্রহ্মাদি সুরবৃন্দ এই জগতের বন্দনীয় সত্য; কিন্তু তাঁহারাও সেই পরমাত্মরূপিণী নিত্যস্বরূপা সনাতনী ব্রহ্মময়ী পরাশক্তিকে নিরন্তর অন্তরে ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥ হে মুনিসত্তমগণ! এই ভূমণ্ডল মধ্যে যাঁহারা প্রকৃতরূপে ব্রহ্মতত্ত্ব নিশ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাদৃশ বিদ্বান্ পুরুষদিগের সেই পরব্রহ্মরূপা পরাশক্তিই যে অর্চ্চনীয়া তাহাতে আর সংশয় কি? বস্তুতঃ ইহাই সর্ব্ব শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত বলিয়া জানিবেন ॥ ৪৮ ॥ ঋষিগণ! পাদ্মকল্পে পিতামহ ব্রহ্মা যখন বিমোহিত হইয়া পড়েন; তৎকালে তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট এই গূঢ় তত্ত্বের উপদেশ প্রাপ্ত হয়েন। পরে দেবর্ষি নারদ নিজ পিতা ব্রহ্মার নিকট প্রাপ্ত হইয়া আমার গুরুদেব বেদব্যাসকে উপদেশ করেন; আমি সেই গুরুদেব ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নের কৃপা-তেই এই পরম তত্ত্ব লাভ করিয়াছি জানিবেন ॥ ৪৯ ॥ হে মহর্ষিবৃন্দ! ইহ সংসারে যাঁহারা মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া প্রকৃততত্ত্ব নিশ্চয় করিতে পারিয়াছেন, তাদৃশ বিদ্ব-

প্রত্যক্ষমপি দ্রষ্টব্যমশক্তস্য বিচেষ্টিতম্।
অতঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু জ্ঞাতব্যা শক্তিরেব হি ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায় প্রথমস্কন্ধে
আরাধ্যনির্ণয়ো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

মায়াশরীরে প্রবিষ্টস্য চৈতন্যস্য মায়াশক্তিরিতি ব্যবহারস্তদনন্তরং গুণোৎপাদাদেকৈকগুণ-বিশিষ্টমায়াশবলব্রহ্মণ এব ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্র ইত্যাদিব্যবহারস্তথা চ সর্ব্বকারণং ব্রহ্ম মায়াশক্তি-সহিতমেব ভবতীতি মায়াশক্তির্দ্দেবীভগবতীত্যাদিমুখ্যশব্দৈরেবোপাস্যেত্যাহ শক্তিরে-বেতি ॥ ৫০—৫১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

ন্মণ্ডলীর কর্ত্তব্য এই যে অপর কাহারও অসার উপদেশ শ্রবণ বা মনন না করিয়া সর্ব্বদা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত একমাত্র সেই পরাশক্তিরূপা জগদম্বিকার চরণসেবায় নিরত থাকেন বিশেষতঃ এই ভূমণ্ডল মধ্যে রক্ত, অস্থি ও মাংসপিণ্ডময় শোণিত শুক্রের পরিণামস্বরূপ জড়পিণ্ড দেহাদিরও যে, সেই অনির্ব্বচনীয় চৈতন্যরূপিণী শক্তিপ্রভাবে প্রয়োজন মত সঞ্চা-লনাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে তাহা ত একবার অন্তরে ভাবিয়া দেখিলেই প্রত্যক্ষ রূপে দৃষ্ট হইবে। অতএব, ঋষিগণ! স্থাবর জঙ্গমাদি প্রাণিজাত মাত্রেই নিরন্তর সেই একমাত্র নিত্যানন্দময়ী চিৎশক্তিই বিরাজিতা জানিবেন ॥ ৫০—৫১ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে
আরাধ্যনির্ণয়নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

যদা বিনির্গতা নিদ্রা দেহাত্তস্য জগদ্‌গুরোঃ।
নেত্রাস্যনাসিকাবাহুহৃদয়েভ্যস্তথোরসঃ ॥ ১ ॥
নিঃসৃত্য গগনে তস্থৌ তামসী শক্তিরুত্তমা।
উদতিষ্ঠজ্জগন্নাথো জৃম্ভমাণঃ পুনঃপুনঃ ॥ ২ ॥
তদাঽপশ্যৎ স্থিতস্তত্র ভয়ত্রস্তং প্রজাপতিম্।
উবাচ চ মহাতেজা মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ৩ ॥

বিষ্ণুরুবাচ।

কিমাগতোঽসি ভগবংস্তপস্ত্যক্ত্বাঽত্র পদ্মজ!।
কস্মাচ্চিন্তাতুরোঽসি ত্বং ভয়াকুলিতমানসঃ ॥ ৪ ॥

সপ্তাশীতিমহাশ্লোকৈর্মধুকৈটভয়োর্বধঃ।
দেবীপ্রসাদাদ্ধরিণা কৃত ইত্যেতদুচ্যতে ॥

মধুকৈটভবধকথায়াং প্রসঙ্গাগতং বিচারং সমাপ্য পুনস্তামেব কথামুত্থাপয়তি সূতঃ যদা বিনির্গতেতি। যদা দেহাৎ সা নিদ্রা নিদ্রাভিমানিনী দেবতা নির্গতা তদা সা নিদ্রাভিমানিনী মহাকালী তামসী শক্তির্গগনে মূর্ত্তিমতী তস্থৌ তয়োর্দৈত্যয়োর্মোহার্থম্ ॥ ১—৩ ॥
(কস্মাদ্ধেতোস্তপোঽপি বিহায় ভবানত্রাগতঃ কিন্তৎ ভীতিকারণং শীঘ্রং বদ ইত্যাহ। কিমিতি। চিন্তয়া প্রবলয়া দুর্ভাবনয়া আতুরঃ পীড়িতঃ যতো ব্যাকুলিতমনা লক্ষ্যসে ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন, মহর্ষিগণ! যে মুহূর্ত্তে সেই যোগনিদ্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা সর্ব্বোত্তমা তামসীশক্তিরূপা (মহাকালী) জগদ্‌গুরু ভগবান্ বিষ্ণুর নেত্রযুগল, বদনমণ্ডল, নাসিকা, বাহু, হৃদয় ও বক্ষঃস্থল অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে দেহস্থ সমস্ত অবয়ব হইতে বিনিঃসৃতা হইয়া মধু-কৈটভকে বিমোহিত করিবার নিমিত্ত সম্মুখস্থ আকাশমণ্ডলে প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিমতীরূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন; তৎক্ষণাৎ জগৎপতি বিষ্ণু বারংবার জৃম্ভণ পরিত্যাগ করিতে করিতে গাত্রোত্থান করিলেন। পরন্তু, সেই সময় তিনি উঠিয়াই স্বীয় সমীপে অবস্থিত ভয়ত্রস্তকলেবর প্রজাপতি ব্রহ্মাকে দেখিতে পাইলেন এবং মেঘগম্ভীর স্বরে কহিলেন ॥ ১—৩ ॥

ভগবন্ কমলসম্ভব! নিজ তপস্যা পরিত্যাগ করিয়া এস্থলে কিজন্য আগমন করিয়াছ? তুমি ভয়ব্যাকুলিত অন্তরে এত চিন্তায় কাতর হইতেছ কেন? ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ত্বৎকর্ণমলজৌ দেব! দৈত্যৌ চ মধুকৈটভৌ।
হন্তুং মাং সমুপায়াতৌ ঘোররূপৌ মহাবলৌ ॥ ৫ ॥
ভয়াত্তয়োঃ সমায়াতস্ত্বৎসমীপং জগৎপতে!।
ত্রাহি মাং বাসুদেবাদ্য ভয়ত্রস্তং বিচেতসম্ ॥ ৬ ॥

বিষ্ণুরুবাচ।

তিষ্ঠাদ্য নির্ভয়ো জাতস্তৌ হনিষ্যাম্যহং কিল।
যুদ্ধায়াজগ্মতুর্মূঢ়ৌ মৎসমীপং গতায়ুষৌ ॥ ৭ ॥

সূত উবাচ।

এবং বদতি দেবেশে দানবৌ তৌ মহাবলৌ।
বিচিন্বানাবজঞ্চোভৌ সম্প্রাপ্তৌ মদগর্ব্বিতৌ ॥ ৮ ॥
নিরাধারৌ জলে তত্র সংস্থিতৌ বিগতজ্বরৌ।
তাবূচতুর্ম্মদোন্মত্তৌ ব্রহ্মাণং মুনিসত্তমাঃ! ॥ ৯ ॥

নেদং সামান্যং ভীতিকারণং পরন্তু ভবচ্ছরীরমলোৎপন্নৌ প্রবলৌ দৈত্যাবেব মাং হন্তুং সমুদ্যতৌ অত আত্মত্রাণার্থমেব ভবন্তং শরণত্বেনানুপ্রাপ্ত ইত্যত আহ ত্বৎকর্ণমলজাবিতি ॥৫-৬॥ তিষ্ঠেতি। কিল নিশ্চয়ে। গতং ক্ষীণং আয়ুর্যয়োস্তৌ। ভাবিনি ভূতবদুপচার ইতি ন্যায়াৎ ॥ ৭—৯ ॥ পশ্যতোঽস্যেবেতি অনাদরে ষষ্ঠী। পশ্যন্তমেনমনাদৃত্য জঘন্যবত্তুচ্ছীকৃত্য

ব্রহ্মা কহিলেন, দেব! আপনার কর্ণমলসম্ভূত মহাবলসম্পন্ন অতি ভীষণমূর্ত্তি মধু আর কৈটভ নামে দুই দৈত্য আমার সংহারের নিমিত্ত আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥ আমি তাহাদের ভয়ে ভীত হইয়াই আপনার নিকট আসিয়াছি; অধিক কি, ভয়ে কাতর হইয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি। হে জগন্নিবাস! আপনিই এই বিশ্বজগতের পালয়িতা; অতএব অদ্য আমায় রক্ষা করুন ॥ ৬ ॥

হে মহর্ষিবৃন্দ! ভগবান্ বিষ্ণু প্রজাপতির এতাবৎ বিপদ্বার্ত্তা শ্রবণে কহিলেন। ব্রহ্মন্! এক্ষণে তুমি নির্ভয়ে অবস্থান কর, সেই ক্ষীণায়ুঃ মূঢ়দ্বয় যুদ্ধার্থে আমার নিকট আসিলে আমি নিশ্চয়ই তাহাদিগকে নিহত করিব ॥ ৭ ॥

সূত কহিলেন, হে মুনিসত্তমগণ! সুরেশ্বর বিষ্ণু ব্রহ্মাকে এইরূপ অভয়দানের কথা বলিতেছেন এমন সময় সেই মহাবল অসুরদ্বয় পদ্মযোনির অনুসন্ধান করিতে করিতে উভয়েই মদগর্ব্বিত হইয়া সেই স্থলে উপস্থিত হইল ॥ ৮ ॥ তাহারা সেই প্রলয়প্লাবিত সাগরবারি-মধ্যে অবলীলাক্রমে নিরবলম্বনে অবস্থিত হইয়া মদোন্মত্ত ভাবে ব্রহ্মাকে কহিল, তুমি পলায়নপূর্ব্বক ইহার নিকট আসিয়াছ তাহাতেই বা কি হইবে? যুদ্ধ কর, ইহারই নিকটে

পলায়িত্বা সমায়াতঃ সন্নিধাবস্য কিং ততঃ ।
যুদ্ধং কুরু হনিষ্যাবঃ পশ্যতোঽস্যৈব সন্নিধৌ ॥ ১০ ॥
পশ্চাদেনং হনিষ্যাবঃ সর্ব্বভোগোপরিস্থিতম্ ।
ত্বমদ্য কুরু সংগ্রামং দাসোঽস্মীতি চ বা বদ ॥ ১১ ॥

সূত উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং বিষ্ণুস্তাবুবাচ জনার্দ্দনঃ ।
কুরুতাং সমরং কামং ময়া দানবপুঙ্গবৌ ॥ ১২ ॥
হরিষ্যামি মদঞ্চাহং যুবয়োর্ম্মত্তয়োঃ কিল ।
আগচ্ছেতাং মহাভাগৌ শ্রদ্ধা চেদ্বাং মহাবলৌ ॥ ১৩ ॥

সূত উবাচ ।

শ্রুত্বা তদ্বচনঞ্চোভৌ ক্রোধব্যাকুললোচনৌ ।
নিরাধারৌ জলস্থৌ চ যুদ্ধোদ্যুক্তৌ বভূবতুঃ ॥ ১৪ ॥
মধুশ্চ কুপিতস্তত্র হরিণা সহ সংযুগম্ ।
কর্ত্তুং প্রচলিতস্তূর্ণং কৈটভস্তু তথা স্থিতঃ ॥ ১৫ ॥
বাহুযুদ্ধং তয়োরাসীন্মল্লয়োরিব মত্তয়োঃ ।
শ্রান্তে মধৌ কৈটভস্তু সংগ্রামমকরোত্তদা ॥ ১৬ ॥

ইত্যর্থঃ ॥ ১০—১২ ॥ মদমত্তাভ্যাং যুবাভ্যাং সর্ব্বথা গর্ব্বো ন কর্ত্তব্যঃ । অহমেব শীঘ্রং

ইহারই সমক্ষে তোমাকে বিনাশ করিব; তাহার পর সর্ব্ব ভোগ এবং ঐশ্বর্য্যের উপরি কর্ত্তৃত্বকারী ইহাঁকেও নিহত করিব। এক্ষণে তুমি হয় যুদ্ধ কর না হয় এই কথা বল যে আমি তোমাদিগের দাস ॥ ৯—১১ ॥

জনার্দ্দন বিষ্ণু তাহাদিগের এই কথা শুনিয়া কহিলেন তোমরা যদি আপনাদিগকে দানবকুলের প্রধান বলিয়া মনে করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি অনুমতি করিতেছি আমার সহিত আসিয়া যুদ্ধ কর। তোমরা উভয়েই অত্যন্ত বলপ্রভাবসম্পন্ন বটে, কিন্তু অতিশয় উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছ; যদি শ্রদ্ধা হয় আর প্রকৃত বলশালী হও তবে আগমন কর অদ্য আমি তোমাদের এই মদগর্ব্ব চূর্ণ করিব ॥ ১২—১৩ ॥

মহর্ষিগণ! দৈত্যদ্বয় ভগবান্ বিষ্ণুর এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধাকুলিতনেত্রে বিনা অবলম্বনে সেই জলের উপরিভাগে থাকিয়াই যুদ্ধার্থে সমুদ্যত হইল ॥ ১৪ ॥ পরন্তু, প্রথমে মধুই কুপিত হইয়া দুর্জ্জনদর্পহারী মধুসূদনের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রচণ্ডবেগে প্রধাবিত হইল; আর কৈটভ সেই স্থলেই উপবিষ্ট রহিল ॥ ১৫ ॥ তদনন্তর বলমত্ত মল্লের ন্যায় তাঁহাদিগের উভয়ের ঘোরতর বাহুযুদ্ধ আরব্ধ হইল। কিয়ৎকাল যুদ্ধ করিয়া মধু শ্রান্ত হইলে

পুনর্ম্মধুঃ কৈটভশ্চ যুযুধাতে পুনঃপুনঃ।
ৰাহুযুদ্ধেন রাগান্ধৌ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা॥ ১৭॥
প্রেক্ষকস্তু তদা ব্রহ্মা দেবী চৈবান্তরিক্ষগা।
ন মম্লতুস্তদা তৌ তু বিষ্ণুস্তু ম্লানিমাপ্তবান্॥ ১৮॥
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি যদা জাতানি যুধ্যতা।
হরিণা চিন্তিতং তত্র কারণং মরণে তয়োঃ॥ ১৯॥
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি ময়া যুদ্ধং কৃতং কিল।
ন শ্রান্তৌ দানবৌ ঘোরৌ শ্রান্তোঽহং চৈতদদ্ভুতম্॥ ২০॥
ক্ব গতং মে ৰলং শৌর্য্যং কস্মাচ্চেমাবনাময়ৌ।
কিমত্র কারণং চিন্ত্যং বিচার্য্য মনসা ত্বিহ॥ ২১॥
ইতি চিন্তাপরং দৃষ্ট্বা হরিং হর্ষপরাবুভৌ।
ঊচতুস্তৌ মদোন্মত্তৌ মেঘগম্ভীরনিঃস্বনৌ॥ ২২॥
তব নো চেদ্‌ৰলং বিষ্ণো! যদি শ্রান্তোঽসি যুদ্ধতঃ।
ব্রূহি দাসোঽস্মি বাং নূনং কৃত্বা শিরসি চাঞ্জলিম্॥ ২৩॥

যুবয়োর্ম্মদং বিনাশয়িষ্যামীত্যাহ। হরিষ্যামীতি॥ ১৩—১৭॥ অন্তরীক্ষগা দেবী মহাকালী তামসী শক্তিরিত্যর্থঃ। "নিঃসৃত্য গগনে তস্থৌ তামসী শক্তিরুত্তমা" ইতি পূর্ব্বোক্তত্বাৎ। মধুকৈটভয়োর্হরিণা সহ ক্রমশো ৰাহুযুদ্ধেন কিং জাতং তদাহ ন মম্লতুরিতি।) ন মম্লতুর্ন ম্লানৌ ৰভূবতুঃ॥ ১৮—২০॥ (অনাময়ৌ নীরোগৌ অপরিশ্রান্তাবিত্যর্থঃ॥ ২১—২৫॥

অমনি তৎক্ষণাৎ কৈটভ আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল॥ ১৬॥ এইরূপে একবার মধু একবার কৈটভ অর্থাৎ তাহারা ক্রোধান্ধ হইয়া মহাপ্রভাবশালী বিষ্ণুর সহিত ক্রমান্বয়ে আসিয়া বারংবার ৰাহুযুদ্ধ করিতে লাগিল॥ ১৭॥ সেই সময়, কেবল পদ্মযোনি ব্রহ্মা আর গগনমণ্ডলে বিরাজমানা দেবী তাঁহাদের সেই যুদ্ধের দর্শক হইয়াছিলেন। সেইরূপে সুচিরকাল সংগ্রাম চলিলেও দৈত্যদ্বয় কিছুতেই ক্লান্ত হইল না; কিন্তু, ভগবান্ বিষ্ণুই শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন॥ ১৮॥ ভগবান্ হরি পঞ্চসহস্র বৎসরকাল নিয়ত যুদ্ধ করিয়া শেষে তাহাদের কিরূপে মৃত্যু হইতে পারে তদ্বিষয়ের চিন্তা করিতে লাগিলেন॥ ১৯॥ আমি পাঁচ হাজার বৎসর ব্যাপিয়া যুদ্ধ করিলাম তথাপি এই ভীষণমূর্ত্তি দুই দানব কিছুমাত্র ক্লান্ত হইল না অথচ আমি শ্রান্ত হইলাম ইহাই আশ্চর্য্য!!॥ ২০॥ হায়! আমার সেই শৌর্য্য সেই ৰল কোথায় প্রস্থান করিল!! আর এই দুই জনই বা কি জন্য স্বচ্ছন্দশরীরে রহিয়াছে? এ বিষয়ের কারণ কি তাহা এক্ষণে মনে বিচার করিয়া অবধারণ করা কর্ত্তব্য॥ ২১॥

এদিকে মদোন্মত্ত দৈত্যদ্বয় হরিকে এইরূপ চিন্তাপর দেখিয়া আহ্লাদে অধীর হইয়া মেঘগম্ভীরনাদে কহিল; বিষ্ণো! যদি তোমার আর সামর্থ্য না থাকে, যদি আমাদের সহিত

ন চেদ্‌যুদ্ধং কুরুষ্বাদ্য সমর্থোঽসি মহামতে ! ।
হত্বা ত্বাং নিহনিষ্যাবঃ পুরুষঞ্চ চতুর্ম্মুখম্ ॥ ২৪ ॥

সূত উবাচ।

শ্রুত্বা তদ্ভাষিতং বিষ্ণুস্তয়োস্তস্মিন্মহোদধৌ।
উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণং সামপূর্ব্বং মহামনাঃ ॥ ২৫ ॥

হরিরুবাচ।

শ্রান্তে ভীতে ত্যক্তশস্ত্রে পতিতে ৰালকে তথা।
প্রহরন্তি ন বীরাস্তে ধর্ম্ম এষ সনাতনঃ ॥ ২৬ ॥
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি কৃতং যুদ্ধং ময়া ত্বিহ।
একোঽহং ভ্রাতরৌ বাঞ্চ ৰলিনৌ সদৃশৌ তথা ॥ ২৭ ॥
কৃতং বিশ্রমণং মধ্যে যুবাভ্যাঞ্চ পুনঃ পুনঃ।
তথা বিশ্রমণং কৃত্বা যুধ্যেঽহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৮ ॥
তিষ্ঠতাং হি যুবাং তাবদ্‌ৰলবন্তৌ মদোৎকটৌ।
বিশ্রম্যাহং করিষ্যামি যুদ্ধং বা ন্যায়মার্গতঃ ॥ ২৯ ॥

ধর্ম্মযুদ্ধলক্ষণমাহ শ্রান্তে ইতি। ত্যক্তানি শস্ত্রাণি আয়ুধানি যেন ॥ ২৬—২৭ ॥) বিশ্রমণং বিশ্রামঃ ॥ ২৮—৩১ ॥ (দেব্যা শক্ত্যা দত্তঃ স্বেচ্ছামৃত্যুরূপো বরো যাভ্যাং তৌ। বাঞ্ছিতং

যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে, মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক বল যে অদ্যাবধি আমি প্রকৃতরূপে তোমাদের দাস হইলাম ॥ ২২—২৩ ॥ হে মহামতে! যদি তুমি আমাদের এ কথায় সম্মত না হও অথবা যদি তোমার ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলে আসিয়া যুদ্ধ কর; আমরা অগ্রে তোমাকে নিপাত করিয়া পশ্চাৎ এই চতুর্ম্মুখ পুরুষকে সংহার করিব ॥ ২৪ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! সেই প্রলয়সাগরোপরি নিরালম্বনাস্থিত মধুকৈটভের তাদৃশ গর্ব্বিতবাক্য শ্রবণ করিয়া মনস্বী ভগবান্ বিষ্ণু সান্ত্বনাপূর্ব্বক মধুরবাক্যে কহিলেন ॥ ২৫ ॥ দানবদ্বয়! মহাপ্রভাবসম্পন্ন বীরগণ, সমরশ্রান্ত ভীত শস্ত্রহীন পতিত বা ৰালক, ইহাদের প্রতি কদাচ প্রহার করেন না এবং ইহাই যুদ্ধবিষয়ে সনাতন ধর্ম্ম ॥ ২৬ ॥ একেত তোমরা উভয় ভ্রাতাই তুল্যৰল, তাহাতে আবার দুই জন, আর আমি একাকী; তথাপি পাঁচ হাজার বৎসরকাল যুদ্ধ করিয়াছি। বিশেষতঃ তোমরা উভয়েই মধ্যে মধ্যে বারংবার বিশ্রাম করিয়াছ, কিন্তু আমি একবারও শ্রান্তি দূর করিতে পাই নাই। অতএব এক্ষণে তোমাদের ন্যায় আমিও কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার আসিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ২৭—২৮ ॥ তোমরা উভয়েই যে অত্যন্ত ৰলমদে উদ্রিক্ত তাহা আমি জানি সেই জন্যই বলিতেছি যে কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর আমি শ্রান্তি দূর করিয়া পুনর্ব্বার আসিয়া ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিব ॥ ২৯ ॥

সূত উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য বিশ্রব্ধৌ দানবোত্তমৌ।
সংস্থিতৌ দূরতস্তত্র সংগ্রামে কৃতনিশ্চয়ৌ ॥ ৩০ ॥
অতিদূরে চ তৌ দৃষ্ট্বা বাসুদেবশ্চতুর্ভুজঃ।
দধ্যৌ চ মনসা তত্র কারণং মরণে তয়োঃ ॥ ৩১ ॥
চিন্তনাজ্জ্ঞানমুৎপন্নং দেবীদত্তবরাবুভৌ।
কামং বাঞ্ছিতমরণৌ ন মম্রতুরতস্ত্বিমৌ ॥ ৩২ ॥
বৃথা ময়া কৃতং যুদ্ধং শ্রমোঽয়ং মে বৃথা গতঃ।
করোমি চ কথং যুদ্ধমেবং জ্ঞাত্বা বিনিশ্চয়ম্ ॥ ৩৩ ॥
অকৃতে চ তথা যুদ্ধে কথমেতৌ গমিষ্যতঃ।
বিনাশং দুঃখদৌ নিত্যং দানবৌ বরদর্পিতৌ ॥ ৩৪ ॥
ভগবত্যা বরো দত্তস্তয়া সোঽপি চ দুর্ঘটঃ।
মরণঞ্চেচ্ছয়া কামং দুঃখিতোঽপি ন বাঞ্ছতি ॥ ৩৫ ॥

মরণং যয়োস্তৌ। স্বেচ্ছয়া বিনা কদাপি এতয়োর্ম্মরণং নৈব স্যাদিতি ভাবঃ ॥৩২—৩৪॥ দেবীপ্রসাদাদেতয়োর্মৃত্যুরেব সুদুর্ঘটঃ যতঃ কোঽপি সহসা মৃত্যুং নাভিলষতীত্যাহ। মরণঞ্চে-

---

সূত কহিলেন। হে মহর্ষিমণ্ডল! ভগবানের ঈদৃশ সুমধুর সামবাক্য শ্রবণে উৎকৃষ্ট বীরধর্ম্মাবলম্বী মধুকৈটভ বিশ্বস্তচিত্ত হইয়া ইহাঁর শ্রান্তি দূরীভূত হইলে পুনর্ব্বার আসিয়া যুদ্ধ করিব এইরূপ মনে দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া তথা হইতে অতি দূরদেশে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৩০ ॥ অনুপমভুজচতুষ্টয়সুশোভিত ভগবান্ বাসুদেব তাহাদিগকে অতি দূরদেশে অবস্থিত দেখিয়া মনে মনে তাহাদের মৃত্যুবিষয়ের চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥ সুদীর্ঘকাল চিন্তাপ্রভাবে তিনি বিলক্ষণরূপে জানিতে পারিলেন যে, দেবী ভগবতী তাহাদিগের কামনানুসারে মৃত্যু হইবে এইরূপ বরপ্রদান করিয়াছেন; এবং সেই জন্যই তাহারা সমরে ক্লান্ত হইতেছে না ॥৩২॥ (ভগবান্ বিষ্ণু এই সমস্ত গূঢ় তত্ত্ব নিজ চিন্তাসমুৎপন্ন জ্ঞান প্রভাবে জানিতে পারিয়া এইরূপ আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।) হায়! আমি এতকাল বৃথা যুদ্ধ করিলাম; আমার সমস্ত শ্রমই নিষ্ফল হইয়া গেল; এক্ষণে, এই সমস্তের মূল তত্ত্ব জানিতে পারিয়াও আর কি নিমিত্ত নিরর্থক যুদ্ধ করিব ॥ ৩৩ ॥ যদি যুদ্ধ না করি তাহাহইলে সর্ব্বথা দুঃখপ্রদ বরদর্পিত এই দুই দানব কিরূপেই বা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৪ ॥ কারণ, এই ত্রিলোকমধ্যে যখন কোন ব্যক্তি ঘোরতর দুঃখসাগরে নিপতিত হইলেও নিজ ইচ্ছানুসারে কদাচ আপনার মৃত্যু কামনা করে না, তখন ইহারা যে স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক মৃত্যুমুখে পতিত হইবে ইহা কখনই সম্ভবপর নহে; তাহাতে আবার সেই দেবী ভগবতী বরপ্রদান করায় সেটী দুর্ঘটনীয় অর্থাৎ কোন সামান্য উপায়ে তাহাদিগকে

রোগগ্রস্তোঽপি দীনোঽপি ন মুমূর্ষতি কশ্চন ।
কথঞ্চেমৌ মদোন্মত্তৌ মর্তুকামৌ ভবিষ্যতঃ ॥ ৩৬ ॥
নন্বদ্য শরণং যামি বিদ্যাং শক্তিং স্বকামদাম্ ।
বিনা তয়া ন সিধ্যন্তি কামাঃ সম্যক্‌প্রসন্নয়া ॥ ৩৭ ॥
এবং সঞ্চিন্তমানস্তু গগনে সংস্থিতাং শিবাম্ ।
অপশ্যদ্ভগবান্বিষ্ণুর্যোগনিদ্রাং মনোহরাম্ ॥ ৩৮ ॥
কৃতাঞ্জলিরমেয়াত্মা তাঞ্চ তুষ্টাব যোগবিৎ ।
বিনাশার্থং তয়োস্তত্র বরদাং ভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৩৯ ॥

বিষ্ণুরুবাচ ।

নমো দেবি ! মহামায়ে ! সৃষ্টিসংহারকারিণি ! ।
অনাদিনিধনে ! চণ্ডি ! ভুক্তিমুক্তিপ্রদে ! শিবে ! ॥ ৪০ ॥
ন তে রূপং বিজানামি সগুণং নির্গুণন্তথা ।
চরিত্রাণি কুতো দেবি সংখ্যাতীতানি যানি তে ॥ ৪১ ॥

—হয়েতি ॥ ৩৫—৩৬ ॥ অধুনা কিং কর্ত্তব্যং তদাহ । নন্বদ্যেতি ॥ শরণং গৃহরক্ষিত্রোরিত্যমরঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥) বরদাং ভুবনেশ্বরীমিতি । যদ্যপি সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণী ভুবনেশ্বরী ন তামসী শক্তিস্তথাপি সাম্যাবস্থাত্মকভুবনেশ্বর্য্যেব তমোগুণযুক্তা সতী মহাকালী পদবাচ্যেতি তামস্যা মহাকাল্যা শ্রীভুবনেশ্বর্য্যা অভেদস্য সত্বাত্তামস্যাঃ শক্তের্ভুবনেশ্বরীতি

বিনাশ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতেছে। বিশেষতঃ যখন, দেখা যাইতেছে যে, অতি দুঃখিত দীন বা রোগগ্রস্ত হইয়াও কেহ মরিতে ইচ্ছা করে না, তখন, বলমদে উন্মত্ত এই দানবদ্বয় কি জন্য আপনা হইতে দেহবিসর্জ্জনে ইচ্ছা করিবে ? ॥ ৩৫—৩৬ ॥ তবে এক্ষণে আমি সেই শুভকামনাপ্রদায়িনী আদ্যাশক্তি ব্রহ্মবিদ্যারই শরণাগত হই। বুঝিলাম, তিনি সর্ব্বতোভাবে প্রসন্না না হইলে কাহারও কোন মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ৩৭ ॥

ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেখিলেন, সেই যোগনিদ্রাধিষ্ঠাত্রীদেবতা মঙ্গলময়ী দেবী মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সম্মুখস্থ গগনমণ্ডলে বিরাজমানা রহিয়াছেন ॥৩৮॥ সেই সময় সর্ব্বযোগতত্ত্বজ্ঞ অমেয়াত্মা ভগবান্ সেই দুর্দ্দান্ত দানবদ্বয়ের বিনাশের নিমিত্ত বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অভীষ্টবরদাত্রী ভুবনেশ্বরীর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৩৯ ॥

হে মঙ্গলরূপিণি চণ্ডিকে ! আপনি স্বয়ং জন্মমৃত্যুবিরহিত কেবল চৈতন্যস্বরূপ হইয়াও নিজ মহামায়া (ত্রিগুণাত্মিকা) শক্তিকে সমাশ্রয় করিয়া এই অখিল বিশ্বের সৃষ্টি পালন এবং সংহারাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন ; দেবি ! যাহারা ভক্তিভাবে আপনার শরণাগত হয় তাহাদিকে ইহ লোকে ঐশ্বর্য্য ভোগ এবং অন্তিমে যোগিজনদুর্ল্লভ মুক্তিপ্রদান করিয়া থাকেন ॥৪০॥ মাতঃ ! যখন আপনার নির্গুণ বা সগুণ উভয়রূপের কোনটাই বিশেষরূপে জানিতে পারিতেছি না, তখন অনন্তলীলাবিষয়ের কথা আর কি বলিব ॥ ৪১ ॥

অনুভূতো ময়া তেঽদ্য প্রভাবশ্চাতি দুর্ঘটঃ।
যদহং নিদ্রয়া লীনঃ সঞ্জাতোঽস্মি বিচেতনঃ ॥ ৪২ ॥
ব্রহ্মণা চাতিযত্নেন বোধিতোঽপি পুনঃপুনঃ।
ন প্রবুদ্ধঃ সর্ব্বথাহং সঙ্কোচিতষড়িন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪৩ ॥
অচেতনত্বং সম্প্রাপ্তঃ প্রভাবাত্তব চাম্বিকে !।
ত্বয়া মুক্তঃ প্রবুদ্ধোঽহং যুদ্ধঞ্চ বহুধা কৃতম্ ॥ ৪৪ ॥
শ্রান্তোঽহং ন চ তৌ শ্রান্তৌ ত্বয়া দত্তবরৌ বরৌ।
ব্রহ্মাণং হন্তুমায়াতৌ দানবৌ মদগর্ব্বিতৌ ॥ ৪৫ ॥
আহূতৌ চ ময়া কামং দ্বন্দ্বযুদ্ধায় মানদে !।
কৃতং যুদ্ধং মহাঘোরং ময়া তাভ্যাং মহার্ণবে ॥ ৪৬ ॥
মরণে বরদানন্তে ততো জ্ঞাতং মহাদ্ভুতম্।
জ্ঞাত্বাহং শরণং প্রাপ্তস্ত্বামদ্য শরণপ্রদাম্ ॥ ৪৭ ॥

নাম্না ব্যবহারঃ কৃতঃ॥ ৩৯—৪১ ॥ (যদ্যপি ময়া ভগবত্যাস্তব রূপাদিকং ন জ্ঞায়তে তথাপি ইদানীং অঘটঘটনীয়ঃ প্রভাবঃ সম্যগ্‌বিদিত ইত্যত আহ অনুভূত ইতি ॥ ৪২ ॥ সঙ্কোচিতানি জড়ীভূতানি স্বস্ববিষয়াসমর্থানীত্যর্থঃ ষড়িন্দ্রিয়াণি মনসা সহ চক্ষুঃশ্রোত্রাদীনি যস্য তথাভূতো জাতোঽস্মীতি ভাবঃ ॥ ৪৩—৪৫॥ আহূতাবিতি। হে মানদে ! সম্মানপ্রদে ! এতেন ভগবত্যা ভক্তজনমানরক্ষাকারিত্বং সর্ব্বথা ব্যজ্যতে। বিষ্ণুর্হি ভগবতীভক্তঃ। অতস্তস্য মধুকৈটভযুদ্ধে

পরন্তু, যখন আমিপর্য্যন্তও নিদ্রায় অভিভূত হইয়া একেবারে চেতনাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম, তখন এইমাত্র অনুভব করিতে পারিয়াছি যে, আপনার মহিমা অতিশয় দুর্ঘটনীয় ॥ ৪২ ॥ হায় ! আমার জ্ঞানেন্দ্রিয় ছয়টী সম্পূর্ণ রূপে সঙ্কোচিত হওয়ায় এতদূর চৈতন্যশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, ব্রহ্মা দুরন্ত দৈত্য ভয়ে কাতর হইয়া আমাকে জাগাইবার নিমিত্ত বারংবার প্রয়াস পাইলেও আমি কোন ক্রমেই চেতনা লাভ করিতে পারি নাই ॥ ৪৩ ॥ পরন্তু, হে অম্বিকে ! কেবল আপনার প্রভাবেই একেবারে চেতনাহীন হইয়াছিলাম ; আবার যোগ-নিদ্রা অধিষ্ঠাত্রী তামসী শক্তিরূপা আপনার হস্ত হইতে মুক্ত হইবামাত্র অমনি জাগরিত হইয়া সুদীর্ঘ কালব্যাপি ঘোরতর সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইলাম ॥৪৪॥ দেবি ! সেই যুদ্ধে পরিশেষে আমিই শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম ; কিন্তু, আপনার প্রদত্ত বর প্রভাবে মদগর্ব্বিত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মাকে সংহার করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত সমরপ্রবৃত্ত দৈত্যদ্বয় কিছুমাত্র ক্লান্ত হইল না ॥ ৪৫ ॥ হে অম্বিকে ! আপনি ভক্তজনের সম্মান রক্ষা করিয়া থাকেন বলিয়া কেবল সেই সাহসে সাহসী হইয়া তাহাদিগকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলাম এবং এই প্রলয়প্লাবিত মহাসাগরের উপরি তাহাদিগের দুই জনের সহিত ঘোরতর সংগ্রামও করিলাম ॥ ৪৬ ॥ (পঞ্চসহস্রবৎসরকাল নিরন্তর যুদ্ধ করিয়াও যখন কিছুতেই সংহার করিতে সমর্থ হইলাম না) তখন, ধ্যানস্থ হইয়া জানিতে পারিলাম, যে, আপনি তাহাদিগের মরণবিষয়ে অদ্ভুত

সাহায্যং কুরু মে মাতঃ খিন্নোঽহং যুদ্ধকর্ম্মণা।
দৃপ্তৌ তৌ বরদানেন তব দেবার্ত্তিনাশনে! ॥ ৪৮ ॥
হন্তুং মামুদ্যতৌ পাপৌ কিঙ্করোমি ক্ব যামি চ ॥ ৪৯ ॥
ইত্যুক্তা সা তদা দেবী স্মিতপূর্ব্বমুবাচ হ।
প্রণমন্তং জগন্নাথং বাসুদেবং সনাতনম্ ॥ ৫০ ॥
দেবদেব! হরে! বিষ্ণো! কুরু যুদ্ধং পুনঃ স্বয়ম্।
বঞ্চয়িত্বা ত্বিমৌ শূরৌ হন্তব্যৌ চ বিমোহিতৌ ॥ ৫১ ॥
মোহয়িষ্যাম্যহং নূনং দানবৌ বক্রয়া দৃশা।
জহি নারায়ণাশু ত্বং মম মায়াবিমোহিতৌ ॥ ৫২ ॥

সূত উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং বিষ্ণুস্তস্যাঃ প্রীতিরসান্বিতম্।
সংগ্রামস্থলমাসাদ্য তস্থৌ তত্র মহার্ণবে ॥ ৫৩ ॥

যথা পরাজয়াৎ মানহানির্ন স্যাৎ তথা মধুকৈটভবধবিষয়িণী চ প্রার্থনা সূচিতা ॥ ৪৬—৫০ ॥) বক্রয়া দৃশেতি কটাক্ষেণেত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫৪ ॥ (তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি। মহান্ কামোঽভিলাষো যস্য

ইচ্ছামৃত্যুরূপ বরপ্রদান করিয়াছেন। তাহা জানিতে পারিয়াই ভক্তদিগের আশ্রয়দাত্রী সাক্ষাৎ ভগবতীরূপা আপনার শরণাগত হইলাম ॥ ৪৭ ॥ মাতঃ! আপনি সর্ব্বদাই দেবগণের অশেষ-রূপে বিপদ্ ভঞ্জন করিয়া থাকেন; অতএব, আপনার বরপ্রভাবে অত্যন্ত উত্তেজিত এই দুই দুর্দ্দান্ত দানবের সহিত যুদ্ধ করিয়া আমি অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছি; এক্ষণে এই যুদ্ধে আপনি আমার প্রতি অনুকূলা হউন্ ॥ ৪৮ ॥ হে অম্বিকে! যুদ্ধ না করিলেও আমার নিস্তার নাই; ঐ দেখুন পাপিষ্ঠ দানবদ্বয় আমাকে বিনাশ করিবে বলিয়া সমুদ্যত হইয়াছে; এক্ষণে আমি কি করি কোথায় বা যাই ॥ ৪৯ ॥

ঋষিগণ! বিশ্বাবাস বিশ্বপতি চিরন্তনপুরুষ ভগবান্ অতি কাতরতাসহকারে এইরূপ স্তব করিলে পর, গগনমণ্ডলে বিরাজমানা দেবী ভগবতী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন। হে দেবদেব! বিষ্ণো! তুমি শরণাগত জীবের অশেষক্লেশহরণে সমর্থ, অতএব তোমার ভয় কি? তুমি পুনরায় স্বয়ং যাইয়া তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। পরন্তু, তাহারা অত্যন্ত শৌর্য্যশালী, অতএব আমার মায়াপ্রভাবে বিমোহিত হইলে পর, তুমি তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়া সংহার করিবে। আমি এখনিই কটাক্ষমাত্রে (অপ্রসন্ন দৃষ্টিপ্রভাবে) তাহাদিগকে বিমোহিত করিব সংশয় নাই। অতএব, যখন আমার মায়ায় বিমোহিত হইবে, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে নিহত করিবে ॥ ৫০—৫২ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! ভগবান্ বিষ্ণু ভগবতীর ঈদৃশ প্রীতিরসপূর্ণ বাক্য শ্রবণ মাত্র সেই মহাসাগর মধ্যে সংগ্রামস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫৩ ॥ সমরে ধীরপ্রকৃতি

তদা যাতৌ চ তৌ ধীরৌ যুদ্ধকামৌ মহাবলৌ।
বীক্ষ্য বিষ্ণুং স্থিতং তত্র হর্ষযুক্তৌ বভূবতুঃ ॥ ৫৪ ॥
তিষ্ঠ তিষ্ঠ মহাকাম! কুরু যুদ্ধং চতুর্ভুজ!।
দৈবাধীনৌ বিদিত্বাদ্য নূনং জয়পরাজয়ৌ ॥ ৫৫ ॥
সবলো জয়মাপ্নোতি দৈবাজ্জয়তি দুর্ব্বলঃ।
সর্ব্বথৈব ন কর্ত্তব্যৌ হর্ষশোকৌ মহাত্মনা ॥ ৫৬ ॥
পুরা বৈ বহবো দৈত্যা জিতা দানববৈরিণা।
অধুনা চানয়োঃ সার্দ্ধং যুধ্যমানঃ পরাজিতঃ ॥ ৫৭ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তৌ মহাবাহূ যুদ্ধায় সমুপস্থিতৌ।
বীক্ষ্য বিষ্ণুর্জঘানাশু মুষ্টিনাঽদ্ভুতকর্ম্মণা ॥ ৫৮ ॥

তৎসমৃদ্ধৌ। এতেন বিষ্ণোর্মহাপ্রভাবত্বং সমরে নির্ভয়ত্বঞ্চ সূচিতম্। চত্বারো ভূজা যস্য ইত্যনেন বলবত্বং পরিমর্দ্দনসহত্বঞ্চ ব্যজ্যতে। জয়পরাজয়ৌ সর্ব্বথা দৈবায়ত্তৌ ইতি মত্বা হর্ষবিষাদৌ বিহায় আবাভ্যাং সহ যুদ্ধং কুরু ॥ ৫৫ ॥ জয়পরাজয়য়োর্দৈবাধীনত্বং স্পষ্টীকর্ত্তুমাহ সবল ইতি। দুর্ব্বলো বিপক্ষাৎ হীনবলোঽপি দৈবাৎ জয়তি। এতেন সবলস্য সর্ব্বথা জয়লাভত্বং নিরস্তমিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥) পুরা বৈ ইতি। দানববৈরিণা ময়া পুরা বহবো দৈত্যা জিতা ইতি হর্ষো ন কর্ত্তব্যঃ। অধুনা চানয়োর্মধুকৈটভয়োঃ সার্দ্ধং যুধ্যমানঃ পরাজিত ইতি শোকোঽপি ন কর্ত্তব্যঃ ॥ ৫৭—৫৯ ॥ (যুধ্যমানাবিতি। নারায়ণো মহাবলৌ মধুকৈটভৌ

মহাবলপরাক্রান্ত মধুকৈটভ বিষ্ণুকে রণাঙ্গনে অবস্থিত দেখিয়া প্রথমতঃ অতিশয় আনন্দিত হইল; পরে, তাহারাও সেই সময় যুদ্ধকামনায় সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৫৪ ॥ মধুকৈটভ কহিল, হে চতুর্ভুজ! তুমি যথার্থই সমরপ্রিয়। আচ্ছা থাক থাক! পরন্তু, যুদ্ধে জয় বা পরাজয় নিশ্চয়রূপে দৈবায়ত্ত জানিয়া আমাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। দেখ সর্ব্বত্রই বলাধিক ব্যক্তিই সমরে জয়ী হয় সত্য; কিন্তু, দৈবপ্রভাবে কদাচিৎ দুর্ব্বল ব্যক্তিও জয় লাভ করিতে পারে। অতএব, তুমি মহাত্মা হইয়া কখন হর্ষশোকের বশীভূত হইও না। অর্থাৎ, আমিই দানবদিগের হন্তা; পূর্ব্বে আমি সংগ্রামে অসংখ্য দৈত্য নিহত করিয়াছি, এইরূপ মনে করিয়া আহ্লাদে স্ফীত, অথবা আমি তাদৃশ পরাক্রান্ত হইয়াও এক্ষণে মধুকৈটভের যুদ্ধে পরাজিত হইলাম, এরূপ মনে করিয়া শোকার্ত্ত হওয়া এই দুইটীর কোনটীই তোমার কর্ত্তব্য নহে ॥ ৫৫—৫৭ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিবৃন্দ! মহাবীর্য্যবান্ মধুকৈটভ এই কথা বলিয়া সমরে প্রবৃত্ত হইল দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু নিদারুণ মুষ্টি দ্বারা তাহাদিগকে প্রহার করিলেন; তৎক্ষণাৎ তাহারাও বলোন্মত্ত হইয়া মুষ্টি দ্বারা ভগবান্ হরিকে প্রহার করিল। এইরূপে পরস্পর

তাবপ্যতিবলোন্মত্তৌ জঘ্নতুর্মুষ্টিনা হরিম্।
এবং পরস্পরং জাতং যুদ্ধং পরমদারুণম্ ॥ ৫৯ ॥
যুধ্যমানৌ মহাবীর্য্যৌ দৃষ্ট্বা নারায়ণস্তদা।
অপশ্যৎ স মুখং দেব্যাঃ কৃত্বা দীনাং দৃশং হরিঃ ॥ ৬০ ॥

সূত উবাচ।

তং বীক্ষ্য তাদৃশং বিষ্ণুং করুণারসসংযুতম্।
জহাসাতীব তাম্রাক্ষী বীক্ষমাণা তদাসুরৌ ॥ ৬১ ॥
তৌ জঘান কটাক্ষৈশ্চ কামবাণৈরিবাপরৈঃ।
মন্দস্মিতযুতৈঃ কামপ্রেমভাবযুতৈরনু ॥ ৬২ ॥
দৃষ্ট্বা মুমুহতুঃ পাপৌ দেব্যা বক্রবিলোকনম্।
বিশেষমিতি মন্বানৌ কামবাণাতিপীড়িতৌ ॥ ৬৩ ॥
বীক্ষমাণৌ স্থিতৌ তত্র তাং দেবীং বিশদপ্রভাম্।
হরিণাপি চ তদ্দৃষ্টং দেব্যাস্তত্র চিকীর্ষিতম্ ॥ ৬৪ ॥

ঘোরসঙ্গ্রামরক্তৌ অতীববীর্য্যবত্ত্বয়া যুধ্যমানৌ ইত্যর্থঃ। অবলোক্য দৃশং দৃষ্টিং লোচনদ্বয়মিত্যর্থঃ দীনাং কাতরতাপূর্ণাং ভগবতীপ্রসাদলাভবিলম্বনেনেতি ভাবঃ। কৃত্বা বিধায় অন্যোপায়াভাবাদেব ভগবত্যা মুখমবলোকিতবান্। ভগবতীমুখদর্শনেন নারায়ণস্য 'ভবত্যা দৈত্যতেজোবিনাশনে উপেক্ষা ন কর্ত্তব্যা' ইতি প্রার্থনা ব্যজ্যতে ॥ ৬০—৬১ ॥ ভগবতো দীনতাদর্শনেন দয়ান্বিতায়া ভগবত্যা বক্রদৃষ্ট্যা মধুকৈটভয়োস্তেজোবিনাশায় বিমোহনায় চ

ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৫৮—৫৯ ॥ পরন্তু, সেই সময় ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ হরি ক্রমে তাহাদিগকে সমধিক বীর্য্যবত্তার সহিত যুদ্ধ করিতে দেখিয়া অতি দীননয়নে দেবী ভগবতীর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন ॥ ৬০ ॥

সূত বলিলেন, মহর্ষিগণ! তৎকালে আদ্যা শক্তি দেবী জগন্মাতা বিষ্ণুকে তাদৃশ কাতরভাবাপন্ন দেখিয়া প্রথমে হাস্য করিলেন; পরে, তাম্রবর্ণ (রক্তবর্ণ) নয়নে সেই অসুরদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাস্য সংমিশ্রিত কাম ও প্রীতি ভাবব্যঞ্জক দ্বিতীয় কন্দর্পশরসদৃশ কটাক্ষ দ্বারা প্রহার করিলেন ॥৬১—৬২॥ পাপিষ্ঠ মধুকৈটভও দেবীর তাদৃশ কুটিলকটাক্ষ দর্শন করিয়াই একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়িল; এবং উভয়েই স্মরশরে প্রপীড়িত হইয়া সেই কুটিলকটাক্ষপাতকে জগতের সারসুখ বিবেচনায় সেই বিমলপ্রভা দেবীর প্রতি একাগ্রভাবে দৃষ্টিনিঃক্ষেপ পূর্ব্বক জড়ের ন্যায় সেই স্থলে অবস্থিত রহিল। তৎকালে, ভগবান্ হরিও দেবীর সেই চিকীর্ষিত বিষয় দেখিতে পাইলেন ॥ ৬৩—৬৪ ॥ সর্ব্ব কার্য্যে অভিজ্ঞতম ভগবান্ তাহাদিগের উভয়কেই সম্পূর্ণরূপে বিমোহিত জানিয়া সুমধুর হাস্য করিতে করিতে মেঘগম্ভীরস্বরে বলিলেন, হে দানবদ্বয়! আমি তোমাদের যুদ্ধে পরম

মোহিতৌ তৌ পরিজ্ঞায় ভগবান্ কার্য্যবিত্তমঃ।
উবাচ তৌ হসন্ শ্লক্ষ্ণং মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ৬৫ ॥
বরং বরয়তাং বীরৌ যুবয়োর্যোঽভিবাঞ্ছিতঃ।
দদামি পরমপ্রীতো যুদ্ধেন যুবয়োঃ কিল ॥ ৬৬ ॥
দানবা ৰহবো দৃষ্টা যুধ্যমানা ময়া পুরা।
যুবয়োঃ সদৃশঃ কোঽপি ন দৃষ্টো ন চ বৈ শ্রুতঃ ॥ ৬৭ ॥
তস্মাত্তুষ্টোঽস্মি কামং বৈ নিস্তুলেন ৰলেন চ।
ভ্রাত্রোশ্চ বাঞ্ছিতং কামং প্রযচ্ছামি মহাৰলৌ ! ॥ ৬৮ ॥

সূত উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং বিষ্ণোঃ সাভিমানৌ স্মরাতুরৌ।
বীক্ষমাণৌ মহামায়াং জগদানন্দকারিণীম্ ॥ ৬৯ ॥
তমূচতুশ্চ কামার্ত্তৌ বিষ্ণুং কমললোচনৌ।
হরে ! ন যাচকাবাবাং ত্বং কিং দাতুমিহেচ্ছসি।
দদাব তুভ্যং দেবেশ ! দাতারৌ নৌ ন যাচকৌ ॥ ৭০ ॥

সমুদ্যোগমাহ তাবিতি ॥ ৬২—৬৫ ॥ বিষ্ণুস্তু মধুকৈটভৌ মহামায়াবিমোহিতৌ বিজ্ঞায় সময়োঽয়মেতয়োর্বঞ্চনায় ইতি স্থিরীকৃত্য উক্তবান্। বরং বরয়েতি ॥ ৬৬—৬৮ ॥
তচ্ছ্রুত্বেতি। অভিমানেন বীর্য্যমদেন যদ্বা আবামেব দাতারৌ ন প্রতিগ্রহীতারৌ যাচকৌ

প্রীতি লাভ করিয়াছি সন্দেহ নাই; অতএব তোমরা উভয়েই আপনাদের মনোমত বর প্রার্থনা কর, আমি এখনি প্রদান করিতেছি ॥ ৬৫—৬৬ ॥ পূর্ব্বে আমি ৰহুসংখ্যক দানবকে যুদ্ধ করিতে দেখিয়াছি; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কাহাকেও তোমাদের সদৃশ বীর দেখি নাই বা শ্রবণও করি নাই। অতএব, আমি তোমাদের ঈদৃশ অতুল ৰল সন্দর্শনে অতীব আহ্লাদিত হইয়াছি। হে মহাৰলসম্পন্ন অসুরদ্বয় ! আমি তোমাদের উভয় ভ্রাতাকেই যথাভিলষিত বরপ্রদানে সম্মত আছি জানিবে ॥ ৬৭—৬৮ ॥

সূত কহিলেন। হে ঋষিগণ ! মন্মথবাণপ্রপীড়িত মধুকৈটভ বিষ্ণুর এতাবৎ বাক্যশ্রবণে অভিমানে পরিপূর্ণ হইল। তাহারা উভয়েই অখিল সংসারের আনন্দকারিণী মহামায়ার প্রতি অবলোকন পূর্ব্বক অত্যন্ত কামার্ত্ত হইয়া কমলপত্রবৎ বিশাল নয়নদ্বয় বিস্ফারিতকরত বিষ্ণুকে কহিল ॥ ৬৯ ॥ অহে সুরেশ্বর ! তুমি শরাণাগত জনের সমস্ত ক্লেশ হরণ করিয়া থাক সত্য, কিন্তু আমরা যাচক নহি, আমরাও দান করিতে সমর্থ; অতএব, তোমার নিকট কিছুই প্রার্থনা করি না, তুমি কিজন্য দান করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? বরং আমরা তোমাকে দান করিতে প্রস্তুত আছি ॥ ৬৯—৭০ ॥ হৃষীকেশ ! যদিচ এই জগন্মণ্ডলে তুমিই সমস্ত

প্রার্থয় ত্বং হৃষীকেশ ! মনোঽভিলষিতং বরম্।
তুষ্টৌ স্বস্তব যুদ্ধেন বাসুদেবাদ্ভুতেন চ ॥ ৭১ ॥
তয়োস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ জনার্দ্দনঃ।
ভবেতামদ্য মে তুষ্টৌ মম বধ্যা উভাবপি ॥ ৭২ ॥

সূত উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং বিষ্ণোর্দ্দানবৌ চাতিবিস্মিতৌ।
বঞ্চিতাবিতি মন্বানৌ তস্থতুঃ শোকসংযুতৌ ॥ ৭৩ ॥
বিচার্য্য মনসা তৌ তু দানবৌ বিষ্ণুমূচতুঃ।
প্রেক্ষ্য সর্ব্বং জলময়ং ভূমিং স্থলবিবর্জ্জিতাম্ ॥ ৭৪ ॥
হরে ! যোঽয়ং বরো দত্তস্ত্বয়া পূর্ব্বং জনার্দ্দন !।
সত্যবাগসি দেবেশ ! দেহি তং বাঞ্ছিতং বরম্ ॥ ৭৫ ॥
নির্জ্জলে বিপুলে দেশে হনস্ব মধুসূদন !।
বধ্যাবাবাং তু ভবতঃ সত্যবাগ্‌ভব মাধব ! ॥ ৭৬ ॥

বা ইতি অভিমানেন সহ বর্ত্তমানৌ সাভিমানৌ। স্মরাতুরৌ কন্দর্পপ্রপীড়িতৌ ॥ ৬৯—৭১ ॥ তয়োরিতি। জনার্দ্দনো বিষ্ণুস্তয়োস্তাদৃশং বরদানরূপং বাক্যমাকর্ণ্য উক্তবান্। যদি ভবদ্ভ্যাং সন্তুষ্টাভ্যাং বরো দীয়তে তদান্যেন বরেণ কিং স্যাদধুনা যেন ভবন্তৌ মম বধ্যৌ ভবেতাং যথা বাহং

ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর তথাপি তুমি নিজ মনের ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর; আমরা তোমার অদ্ভুত সমরকৌশলে অতিশয় পরিতৃপ্ত হইয়াছি ॥ ৭১ ॥ তাহাদের এই কথা শ্রবণমাত্র ভগবান্ জনার্দ্দন কহিলেন, যদি তোমরা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তাহা হইলে উভয়েই আমার বধ্য হও ॥ ৭২ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিমণ্ডল ! বিষ্ণুর মুখে এইরূপ নিষ্ঠুর কথা শ্রবণে মধুকৈটভ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া মনে মনে আপনাদিগকে প্রতারিত ভাবিয়া কিয়ৎকাল শোকার্ত্ত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ৭৩॥ পরে তাহারা মৃত্তিকা-বিরহিত চতুর্দ্দিক্ কেবল অকূল জলময় দেখিয়া অন্তরে সমালোচন পূর্ব্বক বিষ্ণুকে কহিল; জনার্দ্দন! তুমি সমস্ত দেবগণেরও ঈশ্বর, সুতরাং তোমার বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবার নহে; বিশেষতঃ যে ব্যক্তি তোমার নিকট প্রার্থনা করে, তুমি তাহারই দুঃখ হরণ করিয়া থাক; অতএব তুমি যে, পূর্ব্বে আমাদিগকে বর প্রদান করিতে অঙ্গীকার করিয়াছ, এক্ষণে আমরা প্রার্থনা করিতেছি, আমাদিগের সেই অভিলষিত বর প্রদান কর ॥ ৭৪—৭৫ ॥ মাধব ! এই মধু বা কৈটভকে বিনাশ করিতে আপনি ভিন্ন আর কাহার সাধ্য আছে? অতএব আমরা আপনার বধ্য হইতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু, আপনি নিজের সত্য বাক্য পালন করুন, আমাদিগকে জলশূন্য পরিসর ভূমিখণ্ডে লইয়া বিনাশ করুন ॥ ৭৬ ॥ তখন মধুকৈটভের এতাবৎ বিনয়গর্ভ কাতরোক্তি শ্রবণে

স্মৃত্বা চক্রং তদা বিষ্ণুস্তাবুবাচ হসন্ হরিঃ।
হন্ম্যদ্য বাং মহাভাগৌ নির্জ্জলে বিপুলে স্থলে ॥ ৭৭ ॥
ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশ ঊরূ কৃত্বাহতিবিস্তরৌ।
দর্শয়ামাস তৌ তত্র নির্জ্জলঞ্চ জলোপরি ॥ ৭৮ ॥
নাস্ত্যত্র দানবৌ বারি শিরসী মুঞ্চতামিহ।
সত্যবাগহমদ্যৈব ভবিষ্যামি চ বাস্তথা ॥ ৭৯ ॥
তদাকর্ণ্য বচস্তথ্যং বিচিন্ত্য মনসা চ তৌ।
বর্দ্ধয়ামাসতুর্দ্দেহং যোজনানাং সহস্রকম্ ॥ ৮০ ॥
ভগবান্ দ্বিগুণং চক্রে জঘনং বিস্মিতৌ তদা।
শীর্ষে সন্দধতাং তত্র জঘনে পরমাদ্ভুতে ॥ ৮১ ॥
রথাঙ্গেন তদা ছিন্নে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
জঘনোপরি বেগেন প্রকৃষ্টে শিরসী তয়োঃ ॥ ৮২ ॥
গতপ্রাণৌ তদা জাতৌ দানবৌ মধুকৈটভৌ।
সাগরঃ সকলো ব্যাপ্তস্তদা বৈ মেদসা তয়োঃ ॥ ৮৩ ॥

যুবাং সংহরামি তথা কুরুতামিত্যর্থঃ ॥৭২—৭৭॥) নির্জলং জলরহিতং স্থলমিত্যর্থঃ ॥৭৮—৭৯॥ (তদিতি। বিষ্ণোর্জলশূন্যপ্রদেশে হননরূপং সত্যং বাক্যং শ্রুত্বা চিন্তান্বিতৌ তৌ দানবৌ

ভক্ত জনের সর্ব্বসন্তাপহারী ভগবান্ বিষ্ণু মনে মনে সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন; মধুকৈটভ! তোমরা মহাসৌভাগ্যবান্, অতএব, অদ্য আমি তোমাদিগকে সলিলশূন্য পরিস্থত স্থলেই বিনাশ করিব ॥ ৭৭ ॥ সুরেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা বলিয়াই নিজ উরু দ্বয়কে অতীব বিস্তৃত করত সেই চতুর্দ্দিকে জলময় প্রলয় মহাসাগরের উপরিভাগেই তাহাদিগকে নির্জ্জল স্থলভাগ দেখাইলেন। এবং কহিলেন, দানবদ্বয়! এক্ষণে, আমি নিজ সত্যবাক্য রক্ষা করিলাম; সেইরূপ তোমরাও আপনাদিগের সত্য পালন কর, এই দেখ, এস্থলে জলের লেশমাত্র নাই, অতএব, এই স্থলে তোমরা উভয়েই আপনাদের দুইটী মস্তক পরিত্যাগ কর ॥ ৭৮—৭৯ ॥ তাহারা ভগবানের মুখে তাদৃশ তথ্যবাক্য শ্রবণে মনে মনে কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া শেষে আপনাদিগের দুইটী দেহ সহস্র যোজন পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত করিল; অমনি ভগবান্‌ও তৎক্ষণাৎ তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে জঘন দ্বয় পরিবর্দ্ধন করিলেন। তদ্দর্শনে তাহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সেই লোকাশ্চর্য্যজনক বিশাল জঘনদেশে আপনাদিগের দুইটী মস্তক সমর্পণ করিল ॥৮০—৮১॥ তখন মহাপ্রভাবশালী ভগবান্ বিষ্ণু অসুরকুল সংহারক অমোঘ চক্র প্রচণ্ড বেগে সঞ্চালন পূর্ব্বক নিজ জঘনদেশে সংরক্ষিত তাহাদিগের সেই প্রকাণ্ড মস্তক দ্বয় দুই খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৮২ ॥ ঋষিগণ! দানব মধুকৈটভ গতাসু হইয়া পতিত হইবামাত্র সেই প্রলয় প্লাবিত সমস্ত মহা-

মেদিনীতি ততো জাতং নাম পৃথ্ব্যাঃ সমন্ততঃ।
অভক্ষ্যা মৃত্তিকা তেন কারণেন মুনীশ্বরাঃ ! ॥ ৮৪ ॥
ইতি বঃ কথিতং সর্ব্বং যৎপৃষ্টোঽস্মি সুনিশ্চিতম্।
মহাবিদ্যা মহামায়া সেবনীয়া সদা বুধৈঃ ॥ ৮৫ ॥
আরাধ্যা পরমা শক্তিঃ সর্ব্বৈরপি সুরাসুরৈঃ।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদধিকং ভুবনত্রয়ে ॥ ৮৬ ॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং বেদশাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ।
পূজনীয়া পরা শক্তির্নির্গুণা সগুণাঽথ বা ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে মধুকৈটভবধো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

উপায়ান্তরাভাবাৎ স্বশরীরং বর্দ্ধয়ামাসতুরিত্যর্থঃ ॥ ৮০—৮৩ ॥) মেদিনীতি। মধুকৈটভবধে জাতে পশ্চাদ্বরাহেণ যদা পৃথিব্যুদ্ধৃতা তদা সা মেদোযুক্তা জাতেতি। মেদোঽস্তি যস্যামিতি ব্যুৎপত্ত্যের্মেদিনীতি নাম জাতমিত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥

মহাবিদ্যেতি। যস্মাৎ কারণাৎ সর্ব্বশ্রুতিপ্রতিপাদ্যসাম্যাবস্থমায়াশবলব্রহ্মরূপা ভগবতী সর্ব্বকারণকারণা একৈকগুণোপাধিব্রহ্মাদ্যপেক্ষয়া সর্ব্বোৎকৃষ্টা ততঃ সৈবোপাস্যা ধ্যেয়া জ্ঞেয়া চেতি ভাবঃ ॥ ৮৫—৮৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে
নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

সাগর তাহাদিগের মেদ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল; সেই অবধি এই পৃথিবীর নাম মেদিনী হইল; এবং সেই জন্যই মৃত্তিকা অভক্ষনীয় ॥ ৮৩—৮৪ ॥

হে মহর্ষিমণ্ডল! আপনারা আমাকে যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি তত্তৎ প্রসঙ্গের উপলক্ষে শাস্ত্রসকলের সুনিশ্চিত সার সিদ্ধান্ত মত অর্থাৎ সেই আদ্যা শক্তি দেবী ভগবতীর অমেয় প্রভাবে মধুকৈটভের বধাদি সমস্ত বিবরণই বিবৃত করিলাম; অতএব ইহা স্থির জানিবেন যে, সেই সর্ব্বশ্রুতি-প্রতিপাদ্য মহামায়া অর্থাৎ সাম্যাবস্থ মায়া শবলিত ব্রহ্মরূপা মহাবিদ্যা দেবী ভগবতীই অবিদ্যা নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ সাধকদিগের নিত্য আরাধনীয় ॥ ৮৫ ॥ মহর্ষিগণ! সেই ব্রহ্মরূপিণী পরমাশক্তি যে কেবল বুধমণ্ডলীরই সেবনীয় এরূপ মনে করিবেন না; তিনি সুরাসুর প্রভৃতি সকলেরই আরাধ্যা জানিবেন। কেননা, এই ত্রিভুবন মধ্যে এমন কোন বস্তুই নাই যে তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। ইহা যে কেবল আমি বলিতেছি তাহা নহে; বারংবার সত্য প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বেদ শাস্ত্রেও এইরূপ অর্থ নির্ণীত হইয়াছে যে, সগুণরূপেই হউক্ আর নির্গুণরূপেই হউক্ একমাত্র সেই পরব্রহ্মরূপিণী পরা শক্তিরই সর্ব্বতোভাবে অর্চ্চনা করা উচিত ॥ ৮৬—৮৭ ॥

অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথম স্কন্ধে মধুকৈটভ বধবিষয়ক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

—০৫০০—

. ঋষয় ঊচুঃ।

সূত! পূর্ব্বং ত্বয়া প্রোক্তং ব্যাসেনামিততেজসা।
কৃত্বা পুরাণমখিলং শুকায়াধ্যাপিতং শুভম্ ॥ ১ ॥
ব্যাসেন তু তপস্তপ্ত্বা কথমুৎপাদিতঃ শুকঃ।
বিস্তরং ব্রূহি সকলং যচ্ছ্রুতং কৃষ্ণতস্ত্বয়া ॥ ২ ॥

সূত উবাচ।

প্রবক্ষ্যামি শুকোৎপত্তিং ব্যাসাৎ সত্যবতীসুতাৎ।
যথোৎপন্নঃ শুকঃ সাক্ষাদ্‌যোগিনাং প্রবরো মুনিঃ ॥ ৩ ॥
মেরুশৃঙ্গে মহারম্যে ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
তপশ্চচার সোঽত্যুগ্রং পুত্ত্রার্থং কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৪ ॥

ষট্‌ত্রিংশৎপদ্যকৈঃ সার্দ্ধৈর্ব্বরদানং শিবস্য চ।
ব্যাসায় পুত্রবিষয়ং জাতমিত্যেতদীর্য্যতে ॥

পূর্ব্বং ব্যাসে পুত্রলাভার্থমনুষ্ঠানচিকীর্ষয়া পর্ব্বতং গতে সতি কস্য দেবস্যারাধনা কর্ত্তব্যেতি জিজ্ঞাসায়াং সত্যাং নারদসমাগমে জাতে নারদেন ব্রহ্মবিষ্ণুসংবাদমুখেন ভগবত্যেব সর্ব্বোৎকৃষ্টা আরাধ্যেতি স্থাপিতং মধ্যে প্রসঙ্গাগতাঃ কথাঃ সমাপিতাঃ। ভগবত্যা আরাধনেন কথং পুত্রোৎপত্তির্জাতেতি ত্বদ্যাপ্যবশিষ্টং তদৃষয়ঃ পৃচ্ছন্তি সূতেতি ॥ ১ ॥ কৃষ্ণতো বেদব্যাসাৎ ॥ ২—৩ ॥ তপশ্চচারেতি। শক্তিরেবারাধ্যেতি নারদাচ্ছ্রুত্বা তস্যা বাগ্‌ভবং

ঋষিগণ কহিলেন। হে সূত! পূর্ব্বে তুমি আমাদিগের নিকট বলিয়াছিলে যে, অমিততেজা বেদব্যাস পুরাণ সকল প্রণয়ন পূর্ব্বক শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন; ভাল, জিজ্ঞাসা করি ব্যাসদেব কেবল তপশ্চর্য্যা প্রভাবে কিরূপে শুকদেবকে উৎপাদিত করিলেন? সূত! তুমি এ বিষয়ে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছ, তৎসমস্ত বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা কর ॥ ১—২ ॥

সূত কহিলেন। হে মহর্ষিগণ! আমি আপনাদিগের নিকট শুকের উৎপত্তি অর্থাৎ যোগিপ্রবর মননশীল শুকদেব, সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব হইতে যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন সে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিব, শ্রবণ করুন ॥ ৩ ॥ সত্যবতী সুত ব্যাস পুত্রার্থে কৃতনিশ্চয় হইয়া পরম রমণীয় সুমেরুশৃঙ্গে গমন পূর্ব্বক উগ্রতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪ ॥ তপোনিধি মহর্ষি ব্যাস পুত্রকামনায় অর্থাৎ আকাশ বায়ু পৃথিবী ও অগ্নি প্রভৃতি মহাভূত সদৃশ অপরিমিত বীর্য্যশালী পুত্র হউক এইমত কামনা করিয়া দেবর্ষি নারদ মুখে শ্রুত

জপন্নেকাক্ষরং মন্ত্রং বাগ্‌বীজং নারদাচ্ছ্রুতম্।
ধ্যায়ন্ পরাং মহামায়াং পুত্রকামস্তপোনিধিঃ॥ ৫॥
অগ্নের্ভূমেস্তথা বায়োরন্তরিক্ষস্য চাপ্যয়ম্।
বীর্য্যেণ সংমিতঃ পুত্রো মম ভূয়াদিতি স্ম হ॥ ৬॥
অতিষ্ঠৎ স গতাহারঃ শতসম্বৎসরং প্রভুঃ।
আরাধয়ন্মহাদেবং তথৈব চ সদাশিবাম্॥ ৭॥
শক্তিঃ সর্ব্বত্র পূজ্যেতি বিচার্য্য চ পুনঃপুনঃ।
অশক্তো নিন্দ্যতে লোকে শক্তস্তু পরিপূজ্যতে॥ ৮॥
যত্র পর্ব্বতশৃঙ্গে বৈ কর্ণিকারবনাদ্ভুতে।
ক্রীড়ন্তি দেবতাঃ সর্ব্বে মুনয়শ্চ তপোঽধিকাঃ॥ ৯॥
আদিত্যা বসবো রুদ্রা মরুতশ্চাশ্বিনৌ তথা।
বসন্তি মুনয়ো যত্র যে চান্যে ব্রহ্মবিত্তমাঃ॥ ১০॥
তত্র হেমগিরেঃ শৃঙ্গে সঙ্গীতধ্বনিনাদিতে।
তপশ্চচার ধর্ম্মাত্মা ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ॥ ১১॥

বীজং নারদেনোপদিষ্টং গৃহীত্বা তজ্জপং স্তপশ্চচারেত্যর্থঃ॥ ৪—৫॥ জপকালে এতাদৃশীং ভাবনাং কৃতবানিত্যাহ অগ্নের্ভূমেরিতি। বীর্য্যেণ শক্ত্যেত্যর্থঃ। সংমিতস্তুল্যঃ॥ ৬॥ অতিষ্ঠদিতি। তপ ইতি শেষঃ। যদ্যপি ব্যাসেন নারদমুখাদ্ভগবতীং সর্ব্বোৎকৃষ্টাং শ্রুত্বা পরাশক্তেরেব ধ্যানং কৃতং তথাপি শক্তের্ধ্যানে কৃতে শিবস্য ধ্যানং জাতমেবেত্যভিপ্রায়েণ আরাধয়ন্মহাদেবমিত্যুক্তম্॥৭॥ (শক্তিরহিতস্য শিবস্যাপ্যারাধনেন অশক্তো লোকে নিন্দ্যতে ইত্যেবং মহান্তং ব্যতিক্রমং দর্শয়ন্নাহ শক্তিঃ সর্ব্বত্র পূজ্যেতি॥ ৮॥ তপোঽধিকাঃ উৎকট-তপঃপ্রভাবসম্পন্নাঃ॥ ৯॥ আশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ দেবচিকিৎসকাবিতি যাবৎ॥ ১০॥ হেম-

---

একাক্ষর বাগ্‌ভব বীজমন্ত্র জপানুষ্ঠান পূর্ব্বক পরাশক্তি রূপা মহামায়ার ধ্যান করিতে লাগিলেন॥ ৫—৬॥ এবং অখিল ভূমণ্ডল মধ্যে শক্তিমান্ ব্যক্তিই সর্ব্বতোভাবে সম্মানিত আর শক্তি বিরহিত মূঢ় জীব কেবল নিন্দা ভাজনই হইয়া থাকে; অতএব শক্তিই সর্ব্বত্র পূজনীয়, মনে মনে বারংবার বিচার পূর্ব্বক মহর্ষি ব্যাস নিত্য মঙ্গলময়ী পরমাশক্তির সহিত দেব দেব মহাদেবের আরাধনা করত ক্রমে এতদূর প্রভাবশালী হইয়া উঠিলেন যে, তিনি একশত বৎসর কাল নিরাহারে অবস্থিত রহিলেন॥ ৭—৮॥ হে মহর্ষিমণ্ডল! পর্ব্বতের যে শৃঙ্গপ্রদেশটী আশ্চর্য্যজনক কর্ণিকার উপবনে পরিশোভিত, যে স্থলে সমধিক তপঃপ্রভাব সম্পন্ন মুনিবৃন্দ এবং আদিত্যগণ, বসুগণ, মরুদ্‌গণ ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবতারা নিরন্তর ক্রীড়া করিয়া থাকেন; বিশেষতঃ যে স্থলে, ব্রহ্মবিত্তম মননশীল ঋষি ও অপরাপর সুরশ্রেষ্ঠগণ বাস করেন, সুবর্ণময় সুমেরুর সেই কিন্নর বৃন্দের সংগীতনিনাদিত শৃঙ্গেই সত্যবতী-তনয় মহর্ষি বেদব্যাস তপশ্চর্য্যায় নিরত ছিলেন॥ ৯—১১॥ তৎকালে সেই ধীশক্তি

ততোঽস্য তেজসা ব্যাপ্তং বিশ্বং সর্ব্বং চরাচরম্‌।
অগ্নিবর্ণা জটা জাতাঃ পারাশর্য্যস্য ধীমতঃ॥ ১২॥
ততোঽস্য তেজ আলক্ষ্য ভয়মাপ শচীপতিঃ॥ ১৩॥
তুরাষাহং তদা দৃষ্ট্বা ভয়ত্রস্তং শ্রমাতুরম্‌।
উবাচ ভগবান্‌ রুদ্রো মঘবন্তং তথাস্থিতম্‌॥ ১৪॥

শঙ্কর উবাচ।

কথমিন্দ্রাদ্য ভীতোঽসি কিং দুঃখন্তে সুরেশ্বর!।
অমর্ষো নৈব কর্ত্তব্যস্তাপসেষু কদাচন॥ ১৫॥
তপশ্চরন্তি মুনয়ো জ্ঞাত্বা মাং শক্তিসংযুতম্‌।
ন ত্বেতেঽহিতমিচ্ছন্তি তাপসাঃ সর্ব্বথৈব হি॥ ১৬॥
ইত্যুক্তবচনঃ শক্রস্তমুবাচ বৃষধ্বজম্‌।
কস্মাত্তপস্যতি ব্যাসঃ কোঽর্থস্তস্য মনোগতঃ॥ ১৭॥

গিরেঃ সুমেরোঃ॥ ১১॥ পারাশর্য্যস্য পরাশরপুত্রস্য ব্যাসস্য জটাভ্যোঽপি জ্বলনশিখাবত্তপস্তেজঃপ্রকটিতমিবেতি ভাবঃ॥ ১২॥ অস্য ব্যাসস্য তপস্তেজ আলক্ষ্য নিরীক্ষ্য॥ ১৩॥ তুরাষাহমিন্দ্রম্‌॥ ১৪—১৫॥) অহিতমিতিচ্ছেদঃ। অহিতং নেচ্ছন্তীত্যর্থঃ। (শক্তিযুতং সশক্তিকং শিবং মঙ্গলময়ং পরমেশানং মাং বিদিত্বা এব তে মুনয়ঃ ধ্যাননিরতাস্তপস্বিনঃ তপশ্চরন্তি অতস্তেষাং তাদৃশং তপঃপ্রভাবং দৃষ্ট্বা ভবতা তেষু তপস্বিষু অমর্ষঃ ক্রোধো ন কর্ত্তব্যঃ তেষাং তপোবিঘ্নোৎপাদনায় যত্নং মা কার্ষীঃ কিন্তু সর্ব্বথা ক্ষমৈব কর্ত্তব্যেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ॥ ১৬॥

সম্পন্ন পরাশরনন্দন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের তপস্তেজে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব সংসার পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল; তাঁহার জটা সকল জ্বলৎ শিখা হুতাশনের বর্ণ ধারণ করিল॥১২॥ অধিক কি, শচীপতি ইন্দ্র তাঁহার তাদৃশ তপঃপ্রভাব সন্দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন; সুরপতি ইন্দ্রকে তাদৃশ ভয়ত্রস্ত ও ম্লানভাবে অবস্থিত দেখিয়া সর্ব্বকল্যাণকর ভগবান্‌ রুদ্রদেব কহিলেন॥ ১৩—১৪॥

ইন্দ্র! তুমি কি জন্য এত ভীত হইতেছ? এক্ষণে তোমার কি দুঃখ উপস্থিত হইল? সুরেশ্বর! তপোনিরত মুনিগণ আমাকে নিরন্তর শক্তিসমন্বিত জানিয়াই ঘোরতর তপশ্চর্য্যার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; তাঁহারা কখন কাহারও কোন প্রকার অনিষ্ট ইচ্ছা করেন না; অতএব তুমি তাপসগণের প্রতি কদাচ অসন্তুষ্ট হইও না॥ ১৫—১৬॥

দেবরাজ শতক্রতু এই কথা শ্রবণ করিয়া বৃষধ্বজ দেব দেব ভগবান্‌ শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! যদি কাহারও অনিষ্ট ইচ্ছা নাই তবে বেদব্যাস কি নিমিত্ত এতাদৃশ উগ্রতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন? তাঁহার মনোগত উদ্দেশ্য কি, সেইটী প্রকাশ করিয়া বলুন॥ ১৭

শিব উবাচ।

পারাশর্য্যস্তু পুত্রার্থী তপশ্চরতি দুশ্চরম্।
পূর্ণং বর্ষশতং জাতং দদাম্যদ্য সুতং শুভম্ ॥ ১৮ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বাসবং রুদ্রো দয়য়া মুদিতাননঃ।
গত্বা ঋষিসমীপন্তু তমুবাচ জগদ্‌গুরুঃ ॥ ১৯ ॥
উত্তিষ্ঠ বাসবীপুত্র! পুত্রস্তে ভবিতা শুভঃ।
সর্ব্বতেজোময়ো জ্ঞানী কীর্ত্তিকর্ত্তা তবাঽনঘ! ॥ ২০ ॥
অখিলস্য জনস্যাঽত্র বল্লভস্তে সুতঃ সদা।
ভবিষ্যতি গুণৈঃ পূর্ণঃ সাত্ত্বিকৈঃ সত্যবিক্রমঃ ॥ ২১ ॥

সূত উবাচ।

তদাঽকর্ণ্য বচঃ শ্লক্ষ্ণং কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তদা।
শূলপাণিং নমস্কৃত্য জগামাশ্রমমাত্মনঃ ॥ ২২ ॥
স গত্বাঽশ্রমমেবাঽশু বহুবর্ষশ্রমাতুরঃ।
অরণীসহিতং গুহ্যং মমন্থাগ্নিং চিকীর্ষয়া ॥ ২৩ ॥

ইত্যুক্তং বচনং যস্মৈ স ইত্যুক্তবচনঃ শক্রঃ ॥১৭—১৮॥ (কৃপাপারবশ্যাৎ ভক্তানুগত্যৈব মুদিতানন ইত্যুক্তম্ ॥১৯॥ সর্ব্বমহাভূতবত্তেজঃপ্রচুরঃ পঞ্চমহাভূততেজঃস্বরূপো বা সতঃ জ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞানপূর্ণঃ ॥ ২০ ॥ সত্যবিক্রমঃ অমোঘপ্রভাবঃ ॥ ২১—২২ ॥) গুহ্যং গুপ্তমগ্নিং মমন্থেত্য-

---

শিব কহিলেন, দেবরাজ! পরাশরনন্দন ব্যাসদেব একমাত্র পুত্রাভিলাষী হইয়াই ঈদৃশ তপোঽনুষ্ঠানে নিরত হইয়াছেন; ঐরূপ তপস্যায় তাঁহার শতবর্ষকাল পূর্ণ হইয়াছে, অতএব, যাহাতে তাঁহার পরম মঙ্গলময় পুত্র উৎপন্ন হয়, এক্ষণে আমি তাঁহাকে তাদৃশ বরই প্রদান করিব ॥ ১৮ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! ভগবান্ জগদ্‌গুরু রুদ্রদেব বাসবকে এই কথা বলিয়াই পরম প্রফুল্ল বদনে বেদব্যাসের নিকট যাইয়া কহিলেন, হে বাসবীপুত্র! তোমার একটী পরম মঙ্গলময় পুত্র হইবে; অতএব আর তপঃক্লেশে প্রয়োজন নাই, উত্থান কর॥১৯—২০॥ আমার বরপ্রভাবে তোমার পুত্র এতদূর জ্ঞানী হইবে যে, সে পঞ্চ মহাভূতের ন্যায় তেজোময় হইয়া তোমার কীর্ত্তি স্থাপন করিবে; অধিক কি, এই অখিল সংসার মধ্যে তোমার পুত্র সর্ব্বদা সমস্ত সত্ত্বগুণে পরিপূর্ণ হইয়া সত্যপ্রভাবে সর্ব্ব জন প্রিয় হইবে ॥ ২১ ॥

মহর্ষিগণ! তৎকালে ঋষিপ্রবর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাদৃশ মধুর বাক্য শ্রবণে আহ্লাদে পুলকিত হইয়া ভগবান্ শূলপাণিকে প্রণাম করিয়া নিজ আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥২২॥ তিনি বহু বর্ষের তপঃক্লেশে ক্লান্ত হইয়া স্বীয় আশ্রমে আসিবামাত্র অন্তর্ভূত অগ্নিদেবের

মন্থনং কুর্ব্বতস্তস্য চিত্তে চিন্তাভরস্তদা।
প্রাদুর্ব্বভূব সহসা সুতোৎপত্তৌ মহাত্মনঃ॥ ২৪॥
মন্থানারণিসংযোগান্মন্থনাচ্চ সমুদ্ভবঃ।
পাবকস্য যথা তদ্বৎ কথং মে স্যাৎ সুতোদ্ভবঃ॥ ২৫॥
পুত্রারণিস্তু যা খ্যাতা সা মমাদ্য ন বিদ্যতে।
তরুণী রূপসম্পন্না কুলোৎপন্না পতিব্রতা॥ ২৬॥
কথং করোমি কান্তাঞ্চ পাদয়োঃ শৃঙ্খলাসমাম্।
পুত্রোৎপাদনদক্ষাঞ্চ পাতিব্রত্যে সদা স্থিতাম্॥ ২৭॥
পতিব্রতাপি দক্ষাপি রূপবত্যপি কামিনী।
সদা বন্ধনরূপা চ স্বেচ্ছাসুখবিধায়িনী॥ ২৮॥
শিবোঽপি বর্ত্ততে নিত্যং কামিনীপাশসংযুতঃ।
কথং করোম্যহং চাত্র দুর্ঘটঞ্চ গৃহাশ্রমম্॥ ২৯॥

স্বয়ঃ॥ ২৩—২৪॥ মন্থানো মন্থনদণ্ডঃ॥ ২৫॥ পুত্রারণিঃ পুত্রজননী কামিনী মম নাস্তি॥ ২৬॥ (বিশুদ্ধবীজধারণোপয়োগিক্ষেত্রস্যাপি প্রয়োজনমিতি দর্শয়ন্নাহ। পুত্রোৎপাদনদক্ষাং মহদ্বীজ-ধারণক্ষমামিতি ভাবঃ॥ ২৭—২৮॥ দুর্ঘটং দুর্ঘটনায়া মূলীভূতং যদ্বা তপস্বিনো দরিদ্রস্য মম

উৎপাদন কামনায় অরণীকাষ্ঠদ্বয় মন্থন করিতে লাগিলেন॥ ২৩॥ অরণী মন্থন করিতে করিতে সহসা সেই মহাত্মার অন্তরে পুত্রোৎপত্তি বিষয়ক এইরূপ গভীর চিন্তাভার আসিয়া উপস্থিত হইল; (তিনি ভাবিলেন যে,) যেমন এই উত্তরারণী রূপ মন্থন লইয়া অধরারণীর সহিত সংযোগ করিয়া মন্থন (ঘর্ষণ) করিলে অগ্নির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ অধরারণীর অভাবে আমার পুত্র কিরূপে উৎপন্ন হইবে!! কেননা, এই ভূমণ্ডল মধ্যে যাহা পুত্রারণী বলিয়া বিশ্রুত, তাদৃশ সৎকুল সম্ভূত রূপ গুণ সম্পন্ন পতিব্রতা যুবতী ভার্য্যা ত, এক্ষণে আমার নিকট উপস্থিত নাই!! পরন্তু, কামিনী পুত্রোৎপাদন কুশলা পাতিব্রত্য ধর্ম্মাবলম্বিনী হইলেও যে, উভয় পদের নিগড় লৌহ শৃঙ্খলার ন্যায় তাহাতে সংশয় নাই; অতএব, আমি ইহা জানিয়া শুনিয়া কি রূপে দার পরিগ্রহ করিতে পারি!! আর কথা এই, স্ত্রী পতিব্রতা, সমস্ত গৃহকার্য্য নিপুণা মনোমোহিনী রূপবতী এমন কি, যদি নিজ ইচ্ছামত সুখদাত্রীও হয়, তথাপি যে, সে নিরন্তর বন্ধন স্বরূপ, তাহাতে আর সন্দেহ কি॥ ২৪—২৮॥ অধিক কি, যখন স্বয়ং সদাশিবও সর্ব্বদা কামিনী রূপ নিগড় পাশে সংবদ্ধ, তখন অন্যের কথা আর কি বলিব। আমি এই সকল বুঝিতে পারিয়াও কি প্রকারে দুর্ঘটনার মূলীভূত গার্হস্থ আশ্রমে সম্মত হইতে পারি?॥ ২৯॥

হে মহর্ষিমণ্ডল! মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দিব্য রূপিণী ঘৃতাচী অপ্সরা সমীপস্থ আকাশ মণ্ডলে থাকিয়াই তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল।

এবং চিন্তয়তস্তস্য ঘৃতাচী দিব্যরূপিণী।
প্রাপ্তা দৃষ্টিপথং তত্র সমীপে গগনে স্থিতা ॥ ৩০ ॥
তাং দৃষ্ট্বা চপলাপাঙ্গীং সমীপস্থাং বরাপ্সরাম্।
পঞ্চবাণপরীতাঙ্গস্তূর্ণমাসীদ্ধৃতব্রতঃ ॥ ৩১ ॥
চিন্তয়ামাস চ তদা কিঙ্করোম্যদ্য সঙ্কটে।
ধর্ম্মস্য পুরতঃ প্রাপ্তে কামভাবে দুরাসদে ॥ ৩২ ॥
অঙ্গীকরোমি যদ্যেনাং বঞ্চনার্থমিহাগতাম্।
হসিষ্যন্তি মহাত্মানস্তাপসা মাস্তু বিহ্বলম্ ॥ ৩৩ ॥
তপস্তপ্ত্বা মহাঘোরং পূর্ণং বর্ষশতন্ত্বিহ।
দৃষ্ট্বাপ্সরাঞ্চ বিবশঃ কথং জাতো মহাতপাঃ ॥ ৩৪ ॥
কামং নিন্দাপি ভবতু যদি স্যাদতুলং সুখম্।
গৃহস্থাশ্রমসম্ভূতং সুখদং পুত্রকামদম্ ॥ ৩৫ ॥

গৃহাশ্রমো নিতরাং দুর্ঘটনায়ৈব নতু সুখায় ইতি মত্বাহ কথং করোমীতি ॥ ২৯—৩০ ॥) ধৃত-ব্রত ইতি। ধৃতব্রতোঽপি পঞ্চবাণেন পরীতাঙ্গো বিদ্ধাঙ্গ আসীদিত্যর্থঃ ॥৩১—৩২॥ (বঞ্চনার্থং মাং প্রতারয়িতুং মম তপস্তেজোহ্রাসার্থমিতি শেষঃ সমাগতাং এনাং ধূর্ত্তাং দেবকন্যাং ধর্ম্মস্যা-গ্রতঃ কথং স্বীকরোমি জানন্নপীতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥) হাসমেবাহ তপস্তপ্ত্বেতি ॥ ৩৪ ॥

হে মহর্ষিগণ! মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যদিচ, আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু, সেই চঞ্চল অপাঙ্গদেশ পরিশোভিত অপ্সরঃপ্রবরা ঘৃতাচীকে দর্শন করিবামাত্র মন্মথের শর-প্রভাবে তাঁহার সমস্ত অঙ্গ একেবারে অবশ হইয়া পড়িল ॥৩০—৩১॥ (তিনি আপনার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন যে,) এক্ষণে আমি এই উপস্থিত সঙ্কট সময়ে কি উপায় অবলম্বন করিব!! এই অপ্সরা আমাকে প্রতারিত করিতে আসিয়াছে, ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি-য়াও যদি আমি দুর্নিবার কন্দর্পের বশবর্ত্তী হইয়া দেদীপ্যমান ধর্ম্ম সম্মুখে ইহাকে স্বীকার করি, তাহা হইলে এই মহাত্মা তাপসগণ আমার ঈদৃশ বিমূঢ় ভাব দেখিয়া যে অত্যন্ত উপহাস করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥৩২—৩৩॥ মহাতপা ব্যাস শত সংবৎসর কাল ঘোরতরতপস্যা করিয়া ও একটা অপ্সরাকে দেখিবামাত্র কি প্রকারে একেবারে অবশাঙ্গ হইয়া পড়িল, কি আশ্চর্য্য!! চতুর্দ্দিক হইতেই যে এইরূপ নিন্দা বাদ সমুত্থিত হইবে তাহাও বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি ॥ ৩৪ ॥ আচ্ছা তাহাও হউক, যদি অতুলনীয় সুখোৎপত্তি হয়, তাহাও স্বীকার করিলাম। পূর্ব্বাচার্য্যগণও গৃহস্থাশ্রমকে সমস্ত পুণ্যের ও সর্ব্ব সুখের আকর অর্থাৎ পুত্রকামনাপ্রদ, স্বর্গপ্রদ এমন কি জ্ঞানীদিগের মুক্তিপ্রদ পর্য্যন্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই দেবকন্যা দ্বারা তাহার অর্থাৎ পুণ্যময় গার্হস্থ আশ্রম

স্বর্গদঞ্চ তথা প্রোক্তং জ্ঞানিনাং মোক্ষদং তথা।
ন ভবিষ্যতি তন্নূনমনয়া দেবকন্যয়া ॥ ৩৬ ॥
নারদাচ্চ ময়া পূর্ব্বং শ্রুতমস্তি কথানকম্।
যথোর্ব্বশীবশো রাজা পরাভূতঃ পুরূরবাঃ* ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে ব্যাসায় শিববরপ্রদানো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

যদি স্যাদতুলমিতি। ইয়মপ্সরা ভোগং দত্ত্বা গমিষ্যতি ন ত্বনয়া গৃহস্থাশ্রমজন্যং সুখং স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥ গৃহস্থাশ্রমসম্ভূতং পুণ্যমিতি শেষঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

জন্য যে কোন সুখই হইবে না তাহাতে আর সংশয় কি? কারণ, চন্দ্রবংশীয় মহারাজ পুরূরবা যে প্রকারে অপ্সরঃপ্রধানা উর্ব্বশীর বশবর্ত্তী হইয়া একেবারে অশেষ ক্লেশ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন সেই সমস্ত বৃত্তান্ত পূর্ব্বে আমি দেবর্ষি নারদের মুখে শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৩৫—৩৭ ॥

অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে ব্যাস প্রতি শিবের বরপ্রদান বিষয়ক দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

---

* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে সার্দ্ধ ষট্‌ত্রিংশৎ শ্লোক।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

কোঽসৌ পুরূরবা রাজা কোর্ব্বশী দেবকন্যকা।
কথং কষ্টঞ্চ সম্প্রাপ্তং তেন রাজ্ঞা মহাত্মনা ॥ ১ ॥
সর্ব্বং কথানকং ব্রূহি লোমহর্ষণজাঽধুনা।
শ্রোতুকামা বয়ং সর্ব্বে ত্বম্মুখাব্জচ্যুতং রসম্ ॥ ২ ॥
অমৃতাদপি মিষ্টা তে বাণী সূত! রসাত্মিকা।
ন তৃপ্যামো বয়ং সর্ব্বে সুধয়া চ যথাঽমরাঃ ॥ ৩ ॥

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে কথাং দিব্যাং মনোরমাম্।
বক্ষ্যাম্যহং যথা বুদ্ধ্যা শ্রুতাং ব্যাসবরোত্তমাৎ ॥ ৪ ॥

ষড়শীতিমহাশ্লোকৈর্বুধোৎপত্তিস্ত কথ্যতে।
কামবাণৈস্ত বিদ্ধত্বং মহতাং যত্র ভণ্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে 'যথোর্ব্বশীবশো রাজা পরাভূতঃ পুরূরবাঃ' ইত্যুক্তং তত্র কোঽসৌ পুরূরবাঃ কথমুৎপন্ন ইতি ঋষয়ঃ পৃচ্ছন্তি কোসাবিতি। কষ্টং ক্লেশঃ ॥ ১—২ ॥ ন তৃপ্যাম ইতি। তয়েতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

শৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন, সূত! তুমি যাঁহার কথা বলিলে, সেই রাজা পুরূরবা কে? আর সেই দেবকন্যা উর্ব্বশীই বা কে? বিশেষতঃ সেই মহাত্মা নরপতি তাদৃশ কষ্টই বা কিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? হে লোমহর্ষণ নন্দন! বৎস সূত! তোমার মুখকমল নিঃসৃত সুমধুর কথাপ্রসঙ্গ শ্রবণের নিমিত্ত আমরা সকলেই অত্যন্ত স্পৃহান্বিত হইয়াছি; অতএব, তুমি আমাদিগের নিকট সেই কথা সবিস্তার বর্ণনা করিয়া বল ॥ ১—২ ॥ যেরূপ অমরবৃন্দ ভূরি ভূরি সুধাপানেও কদাচ পরিতৃপ্ত হয়েন না, সেইরূপ আমরাও তোমার অমৃত অপেক্ষাও সুমধুর রসময়ী কথা শ্রবণে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ৩ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! আপনারা সকলেই সেই অলৌকিক মনোহর কথাপ্রসঙ্গ শ্রবণ করুন। আমি গুরুদেব মহর্ষি বেদব্যাসের মুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি এবং তাঁহার অমোঘ-বরপ্রভাবে যেরূপ বোধশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছি তদনুসারেই আপনাদিগের নিকট বর্ণনা করিব

গুরোস্তু দয়িতা ভার্য্যা তারা নামেতি বিশ্রুতা।
রূপযৌবনযুক্তা সা চার্ব্বঙ্গী মদবিহ্বলা॥ ৫॥
গতৈকদা বিধোর্দ্ধাম যজমানস্য ভামিনী।
দৃষ্টা চ শশিনাঽত্যর্থং রূপযৌবনশালিনী॥ ৬॥
কামাতুরস্তদা জাতঃ শশী শশিমুখীং প্রতি।
সাঽপি বীক্ষ্য বিধুং কামং জাতা মদনপীড়িতা॥ ৭॥
তাবন্যোন্যং প্রেমযুক্তৌ স্মরার্ত্তৌ চ বভূবতুঃ।
তারা শশী মদোন্মত্তৌ কামবাণপ্রপীড়িতৌ॥ ৮॥
রেমাতে মদমত্তৌ তৌ পরস্পরস্পৃহান্বিতৌ।
দিনানি কতিচিত্তত্র জাতানি রমমাণয়োঃ॥ ৯॥
বৃহস্পতিস্তু দুঃখার্ত্তঃ তারামানয়িতুং গৃহম্।
প্রেষয়ামাস শিষ্যন্তু নায়াতা সা বশীকৃতা॥ ১০॥
পুনঃ পুনর্যদা শিষ্যং পরাবর্ত্তত চন্দ্রমাঃ।
বৃহস্পতিস্তদা ক্রুদ্ধো জগাম স্বয়মেব হি॥ ১১॥

যথা শ্রুতাস্তথেতি শেষঃ॥ ৪॥ (চারূণি মনোজ্ঞানি অঙ্গানি যস্যাঃ সা॥ ৫—৭॥ পরস্পরানুরাগং প্রদর্শয়ন্নাহ। তাবিতি॥৮॥ মদেন শৃঙ্গারজনিতমত্ততয়া মত্তৌ উন্মত্তৌ॥৯—১১॥

সন্দেহ নাই॥ ৪॥ কোন সময় রূপযৌবনাঢ্যা মনোরম অঙ্গসৌষ্ঠব সমন্বিতা সর্ব্বদা হাবভাব বিহ্বলাঙ্গী ত্রিলোকবিশ্রুতা সুরগুরু বৃহস্পতির প্রিয়তমা ভার্য্যা বরবর্ণিনী তারা নিজপতির যজমান চন্দ্রদেবের গৃহে সমাগত হইলে, দৈবগতিকে শশধর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন॥ ৫—৬॥ শশলাঞ্ছন তাদৃশ রূপ যৌবনসম্পনা শশিমুখী তারাকে অবলোকন করিবামাত্র কন্দর্পের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন; সেইরূপ তারাও সুধাকরের সেই অপূর্ব্ব সুধাময় কমনীয় কান্তি সন্দর্শনে একেবারে মন্মথবাণে প্রপীড়িত হইলেন॥ ৭॥ হে মহর্ষিগণ! এইরূপে তারা আর শশাঙ্কদেব পরস্পর সন্দর্শন মাত্রেই কুসুম শরাসনের শরাঘাতে উভয়েই উভয়ের প্রেমলালসায় একেবারে মদোন্মত্ত হইয়া পড়িলেন॥ ৮॥ তদনন্তর, তাঁহারা গুরুশিষ্য ভাব বিসর্জন দিয়া মদিরামত্তের ন্যায় ঘোরতর আসক্ত হইয়া রমণে প্রবৃত্ত হইলেন; এইরূপে কতিপয় দিবস তাঁহাদিগের নিরন্তর রতিক্রীড়ায় অতিবাহিত হইলে, সুরাচার্য্য বৃহস্পতি অতীব দুঃখিত হইয়া তারাকে স্বগৃহে আনিবার নিমিত্ত একজন শিষ্যকে পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু, তারা মৃগলাঞ্ছনের এতদূর বশবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন যে তৎকালে তাঁহার অন্তর হইতে পতিস্নেহাদি একেবারে দূরে পলায়ন করিয়াছিল; ফলত তিনিসেই প্রেরিত শিষ্যের সহিত পতিগৃহে আর প্রত্যাগমন করিলেন না॥ ৯—১০॥ পরন্তু, চন্দ্রদেব যখন, বারংবার গুরুপ্রেরিত শিষ্যকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখন গুরুদেব বৃহস্পতি

গত্বা সোমগৃহং তত্র বাচস্পতিরুদারধীঃ।
উবাচ শশিনং ক্রুদ্ধঃ স্ময়মানং মদান্বিতম্ ॥ ১২ ॥
কিং কৃতং কিল শীতাংশো! কর্ম্ম ধর্ম্মবিগর্হিতম্।
রক্ষিতা মম ভার্য্যেয়ং সুন্দরী কেন হেতুনা ॥ ১৩ ॥
তব দেব! গুরুশ্চাহং যজমানোঽসি সর্ব্বথা।
গুরুভার্য্যা কথং মূঢ়! ভুক্তা কিং রক্ষিতাঽথবা ॥ ১৪ ॥
ব্রহ্মহা হেমহারী চ সুরাপো গুরুতল্পগঃ।
মহাপাতকিনো হ্যেতে তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ ॥ ১৫ ॥
মহাপাতকযুক্তস্ত্বং দুরাচারোঽতিগর্হিতঃ।
ন দেবসদনার্হোঽসি যদি ভুক্তেয়মঙ্গনা ॥ ১৬ ॥
মুঞ্চেমামসিতাপাঙ্গীং ন যামি সদনং মম।
নোচেদ্বক্ষ্যামি দুষ্টাত্মন্! গুরুদারাপহারিণম্ ॥ ১৭ ॥

বাচাং পতিঃ। উদারা মহতী ধীর্ব্বুদ্ধির্যস্য ॥১২॥ শীতা শীতলা অংশবো রশ্ময়ঃ যস্য তৎসম্বুদ্ধৌ। ধর্ম্মেণ ধর্ম্মশাস্ত্রেণ বিগর্হিতং নিন্দিতম্। গুরুভার্য্যাহরণন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥) তব দেবগুরুশ্চাহমিতি। হে দেব! তবাহং গুরুরস্মীত্যন্বয়ঃ। কিং রক্ষিতেতি। কিমর্থং রক্ষিতেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥ (গুরোস্তল্পং শয্যাং গচ্ছতীতি। গুরুভার্য্যাগামীত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥) নোচেদ্বক্ষ্যামীতি। শাপমিতি শেষঃ ॥ ১৭—১৮ ॥

অত্যন্ত কুপিত হইয়া স্বয়ং তথায় গমন করিলেন ॥ ১১ ॥ উদারমতি গুরুদেব বাচস্পতি সেস্থলে আসিয়াই সেই ঐশ্বর্য্যমদগর্ব্বিত শশধরকে ক্রোধভরে কহিলেন, হিমাংশো! তুমি কি প্রকারে এরূপ ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে? তুমি কি জন্যই বা আমার সর্ব্ব-সুলক্ষণা ভার্য্যাকে নিজগৃহে এতদিন রক্ষা করিলে? চন্দ্রদেব! দেখ, আমি সর্ব্বপ্রকারেই তোমার পূজনীয়! কারণ, আমি তোমার গুরু, তুমি আমার যজমান!! রে মূঢ়! তুই কি প্রকারে গুরুভার্য্যাকে উপভোগ করিলি? তাহা না হইলে তুই কি জন্য তাহাকে এতদিন নিজগৃহে রাখিয়াছিস্? ॥ ১২—১৪ ॥ এই ভূমণ্ডলে ব্রহ্মহত্যাকারী, স্বর্ণচোর, সুরাপায়ী আর গুরুপত্নীগামী ইহারা সকলেই মহাপাতকী; এমন কি যে ব্যক্তি এই চারিপ্রকার লোকের সংসর্গে থাকে সেই পঞ্চম ব্যক্তিও শাস্ত্রে মহাপাতকী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হই-য়াছে ॥ ১৫ ॥ রে মূঢ়! যদি তুই আমার পত্নীকে সম্ভোগ করিয়া থাকিস্ তাহা হইলে তোর সদৃশ বিগর্হিতকর্ম্মকারী দুরাচার মহাপাতকী আর বিশ্বসংসারে বোধ হয় কোন ব্যক্তিই বর্ত্তমান নাই! সুতরাং তুই আর কোনক্রমেই দেবসমাজে যাইবার যোগ্যপাত্র নহিস ॥ ১৬ ॥ রে দুরাত্মন্! তুই যখন গুরুদার অপহরণ করিয়াছিস্, তখন তোর অসাধ্য কোন কার্য্যই নাই! যাহা হউক্ তুই এখনও সেই অসিতাপাঙ্গী বরারোহা কামিনীকে

ইত্যেবং ভাষমাণং তমুবাচ রোহিণীপতিঃ।
গুরুং ক্রোধসমাযুক্তং কান্তাবিরহদুঃখিতম্॥ ১৮॥

ইন্দুরুবাচ।

ক্রোধাক্তে তু দুরারাধ্যা ব্রাহ্মণাঃ ক্রোধবর্জ্জিতাঃ।
পূজার্হা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞা বর্জ্জনীয়াস্ততোঽন্যথা॥ ১৯॥
আগমিষ্যতি সা কামং গৃহন্তে বরবর্ণিনী।
অত্রৈব সংস্থিতা বালা কা তে হানিরিহানঘ!॥ ২০॥
ইচ্ছয়া সংস্থিতা চাত্র সুখকামার্থিনী হি সা।
দিনানি কতিচিৎ স্থিত্বা স্বেচ্ছয়া চাগমিষ্যতি॥ ২১॥
ত্বয়েবোদাহৃতং পূর্ব্বং ধর্ম্মশাস্ত্রমতন্তথা।
ন স্ত্রী দুষ্যতি চারেণ ন বিপ্রো বেদকর্ম্মণা॥ ২২॥

ক্রোধাক্তে ইতি। ব্রাহ্মণাঃ ক্রোধাদেব দুরারাধ্যা অপূজ্যা ভবন্তীত্যর্থঃ। অথ ক্রোধ-বর্জ্জিতা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞাঃ পূজার্হা ভবন্তি। এতে যে পূজার্হা উক্তাস্ততস্তেভ্যোঽন্যথাঽন্যপ্রকারা যে ক্রোধযুক্তাস্তে পূজায়াং বর্জ্জনীয়া ইতি শাস্ত্রমর্য্যাদা। অতস্ত্বং গুরো! ক্রোধং বিহায় পূজ্যো ভব ন তু তমালস্যাপূজ্যো ভবেতি ভাবঃ॥ ১৯—২১॥ পাতকে কৃতেঽপি চারেণ রজঃসঞ্চারেণ রজোদর্শনেন স্ত্রী ন দুষ্যতীতি ত্বয়া বার্হস্পত্যমতে উক্তমিতি ভাবঃ। তদুক্তম্।

পরিত্যাগ কর, নচেৎ আমি এই দণ্ডেই তোকে অভিসম্পাত প্রদান করিব; ফলত আমি তাহাকে না লইয়া কোনক্রমেই নিজগৃহে প্রতিগমন করিব না। হে মহর্ষিমণ্ডল! সুরাচার্য্য কান্তাবিরহ দুঃখে কুপিত হইয়া এই সমস্ত কথা বলিলে পর রোহিণীপতি চন্দ্র অতিশয় গর্ব্বভরে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি এইরূপ উত্তর করিলেন॥ ১৭—১৮॥

এই ত্রিলোকীমধ্যে ক্রোধাদিরিপুবর্জ্জিত ধর্ম্মশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণই সম্মান প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র; আর যাহারা কেবল ক্রোধের বশীভূত, তাহারা কোনক্রমেই পূজনীয় নহে; বরং তাহাদিগকে দূর করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য॥ ১৯॥ আপনি অন্তরে কোন কুভাব ভাবিবেন না; সেই বরারোহা অবলা নিজ ইচ্ছামত অবশ্যই আপনার গৃহে প্রতিগমন করিবেন; সম্প্রতি কয়েকদিবস এখানে অবস্থান করিতেছেন তাহাতে আপনার ক্ষতি কি?॥ ২০॥ তিনি এস্থলে কেবল সুখসম্ভোগ লালসাতেই অবস্থান করিতেছেন; অতএব কতিপয় দিবস থাকিয়াই আবার নিজ ইচ্ছামত প্রতিগমন করিবেন॥ ২১॥ যেরূপ, ব্রাহ্মণ শতসহস্র কুকর্ম্ম করিলেও একমাত্র বৈদিকক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা সমস্ত পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হয় সেইরূপ ব্যভিচার দুষ্টা স্ত্রীলোকও মাসিক রজঃসঞ্চার দ্বারা পরপুরুষ সম্ভোগ-জনিত সমস্ত দুষ্কৃতি সাগর হইতে মুক্তিলাভ করে, পূর্ব্বে আপনিই ত, ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ

ইত্যুক্তঃ শশিনা তত্র গুরুরত্যন্তদুঃখিতঃ।
জগাম স্বগৃহং তূর্ণং চিন্তাবিষ্টঃ স্মরাতুরঃ ॥ ২৩ ॥
দিনানি কতিচিত্তত্র স্থিত্বা চিন্তাতুরো গুরুঃ।
যযাবথ গৃহং তস্য ত্বরিতশ্চৌষধীপতেঃ ॥ ২৪ ॥
স্থিতঃ ক্ষত্রা নিষিদ্ধোঽসৌ দ্বারদেশে রুষান্বিতঃ।
নাজগাম শশী তত্র চুকোপাতি বৃহস্পতিঃ ॥ ২৫ ॥
অয়ং মে শিষ্যতাং যাতো গুরুপত্নীন্তু মাতরম্।
জগ্রাহ বলতোঽধর্ম্মী শিক্ষণীয়ো ময়াধুনা ॥ ২৬ ॥
উবাচ বাচং কোপাত্তু দ্বারদেশে স্থিতো বহিঃ।
কিং শেষে ভবনে মন্দ! পাপাচার! সুরাধম! ॥ ২৭ ॥
দেহি মে কামিনীং শীঘ্রং নোচেচ্ছাপং দদাম্যহম্।
করোমি ভস্মসাত্ত্বং ন দদাসি প্রিয়াং মম ॥ ২৮ ॥

প্রায়শ্চিত্তং ভবেৎ স্ত্রীণাং ষন্মাসে রজসশ্চ্যুতিরিতি ॥ ২২—২৩ ॥ (ওষধীনাং পতিশ্চন্দ্রস্তস্য। চন্দ্রকিরণস্পর্শেন হি সর্ব্বা ওষধয়ঃ পরিণতাং যান্তীতি তথাত্বম্ ॥ ২৪—২৮ ॥)

উপদেশ করিয়াছিলেন। (তবে আবার ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া নিরর্থক কতকগুলা কটূক্তি প্রয়োগ করিতেছেন কেন?) ॥ ২২ ॥

চন্দ্রদেব এইরূপ অবজ্ঞাসূচক উক্তিদ্বারা নিরাশ করিলে পর, বৃহস্পতি সে স্থলে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া অতি দুঃখিতভাবে নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; কিন্তু আসিবার সময় তিনি মনে মনে তারার অসামান্য রূপলাবণ্যের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে একেবারে মন্মথপ্রপীড়িত হইয়া পড়িলেন ॥ ২৩ ॥ এইরূপে কয়েকদিবস মাত্র অতিবাহিত করিয়াই ভার্য্যার বিরহযাতনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া অবিলম্বে ওষধীনাথ চন্দ্রের গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি তথায় আসিয়াই কোপভরে যেমন চন্দ্রদেবের ভবনমধ্যে প্রবেশ করিবেন অমনি দ্বারপালকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া অগত্যা সেই দ্বারদেশেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে চন্দ্রদেব তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়াও অন্তঃপুর হইতে আর বাহিরে আসিলেন না। শশীর এতাদৃশ অসদ্ব্যবহার দর্শনে সুরাচার্য্য অতিশয় রোষভরে মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন, যে, হায়! এই অধার্ম্মিক দুরাত্মা চিরকাল আমার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াও এক্ষণে নিজ মাতার স্বরূপ গুরুপত্নীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল, কি আশ্চর্য্য!! পরন্তু এখনি আমি ইহাকে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রদান করিব সন্দেহ নাই ॥ ২৪—২৬ ॥ (তিনি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে) ক্রমশঃ ক্রোধে অধীর হইয়া সেই দ্বারের বহির্ভাগে থাকিয়াই চন্দ্রদেবকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, রে সুরাধম! দুর্ম্মতে! ঈদৃশ ঘোরতর পাপানুষ্ঠান করিয়াও কি প্রকারে নিশ্চিন্তভাবে অন্তঃ-

সূত উবাচ।

ক্রূরাণি চৈবমাদীনি ভাষণানি বৃহস্পতেঃ।
শ্রুত্বা দ্বিজপতিঃ শীঘ্রং নির্গতঃ সদনাদ্বহিঃ ॥ ২৯ ॥
তমুবাচ হসন্ সোমঃ কিমিদং বহু ভাষসে।
ন তে যোগ্যাসিতাপাঙ্গী সর্ব্বলক্ষণসংযুতা ॥ ৩০ ॥
কুরূপাঞ্চ স্বসদৃশীং গৃহাণান্যাং স্ত্রিয়ং দ্বিজ!।
ভিক্ষুকস্য গৃহে যোগ্যা নেদৃশী বরবর্ণিনী ॥ ৩১ ॥
রতিঃ স্বসদৃশে কান্তে নার্য্যাঃ কিল নিগদ্যতে ॥
ত্বং ন জানাসি মন্দাত্মন্! কামশাস্ত্রবিনির্ণয়ম্ ॥ ৩২ ॥
যথেষ্টং গচ্ছ দুর্ব্বুদ্ধে! নাহং দাস্যামি কামিনীম্।
যচ্ছক্যং কুরু তৎ কামং ন দেয়া বরবর্ণিনী ॥ ৩৩ ॥

শীঘ্রং নির্গত ইতি। তস্য নিরাশাকরণং বিনা শান্তির্ন ভবিষ্যতীতি মত্বা নিরাশকরণাঙ্গং শীঘ্রং নির্গত ইত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥ (যদ্ যেন যুজ্যতে লোকে বুধস্তত্তেন যোজয়েদিতি ন্যায়মবলম্ব্যাহ। কুরূপামিতি ॥ ৩১ ॥ মন্দঃ আত্মা বুদ্ধির্যস্য। কামশাস্ত্রাজ্ঞানাৎ তথাত্বম্। কামশাস্ত্রস্য বিনির্ণয়ম্ সিদ্ধান্তম্ ॥ ৩২—৩৩ ॥) কামার্ত্তস্যেতি। যদ্যপি ইন্দ্রপ্রভৃতীনাং গৌতমাদি-

---

পুরে শয়ন করিয়া রহিয়াছিস্; দেখ্! তুই যদি অবিলম্বে আমার সেই মনোরমা ভার্য্যাকে আমার নিকট আনিয়া সমর্পণ না করিস্ তাহা হইলে এই দণ্ডেই অভিসম্পাত প্রদান করিব। রে মূঢ়! অধিক আর কি বলিব, তুই যদি আমার প্রিয়তমা রমণীকে প্রত্যর্পণ না করিস্ তাহা হইলে, নিশ্চয়ই তোকে এখনি ভস্মসাৎ করিব ॥ ২৭—২৮ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিমণ্ডল! দ্বিজরাজ যামিনীপতি গুরুদেব বৃহস্পতির এইরূপ নানাপ্রকার কর্কশবাক্য সকল শ্রবণমাত্র সত্বর অন্তঃপুর হইতে বহির্ভাগে আগমন করিলেন ॥ ২৯ ॥ তদনন্তর, রজনীপতি গুরুর নিকটস্থ হইয়াই হাসিতে হাসিতে কহিলেন, অহে দ্বিজ! তুমি কিজন্য এরূপ নানাপ্রকার কতকগুলা অপলাপবাক্য প্রয়োগ করিতেছ! তাদৃশ সর্ব্বসুলক্ষণা অসিতাপাঙ্গী কামিনী কি তোমার উপযুক্ত? তুমি নিজে যেরূপ কদাকার মূর্ত্তি, সেইরূপ আপনার সম্ভোগের উপযুক্ত কোন কুরূপা স্ত্রীকে যাইয়া গ্রহণ কর। বিশেষত তুমি ইহা স্থির জানিও যে, ভিক্ষুকের গৃহে কখনই সেরূপ বরারোহা রমণী থাকিবার যোগ্য নহে ॥ ৩০—৩১ ॥ রে নির্ব্বোধ! বুঝিলাম তুমি কামশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বের বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহ; কারণ রতিশাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ, রমণীদিগের নিজ মনোমত নায়কেই রতির বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন ॥ ৩২ ॥ রে দুর্ম্মতে! এক্ষণে তোমার যেখানে ইচ্ছা গমন কর, আমি তোমাকে আর সে কামিনী প্রদান করিব না। রে বিপ্র! তোকে অধিক আর কি বলিব, তোর যাহা ইচ্ছা হয় তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হ!! বস্তুত আমি

কামার্ত্তস্য চ তে শাপো ন মাং বাধিতুমর্হতি ।
নাহং দদে গুরো ! কান্তাং যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৩৪ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ শশিনা চেজ্যশ্চিন্তামাপ রুষান্বিতঃ ।
জগাম তরসা সদ্ম ক্রোধযুক্তঃ শচীপতেঃ ॥ ৩৫ ॥
দৃষ্ট্বা শতক্রতুস্তত্র গুরুং দুঃখাতুরং স্থিতম্ ।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ পূজয়িত্বা সুসংস্থিতঃ ॥ ৩৬ ॥
পপ্রচ্ছ পরমোদারস্তং তথাবস্থিতং গুরুম্ ।
কা চিন্তা তে মহাভাগ ! শোকার্ত্তোঽসি মহামুনে ! ॥ ৩৭ ॥
কেনাপমানিতোঽসি ত্বং মম রাজ্যে গুরুশ্চ মে ।
ত্বদধীনমিদং সর্ব্বং সৈন্যং লোকাধিপৈঃ সহ ॥ ৩৮ ॥

শাপবাধা জাতৈব তথাপি (তে ইন্দ্রাদয়ো গোতমাদীন্ বঞ্চয়িত্বা স্বয়মেবাহল্যাদিষ্ বলাৎকারাৎ প্রবৃত্তাঃ। ইয়ন্তু তব ভার্য্যা বরবর্ণিনী তারা স্বয়ং ময্যেব রতা অতস্তে শাপো মাং পীড়য়িতুং নার্হতীতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৩৪ ॥)

শশিনা চেজ্য ইতি । ইজ্যো গুরুঃ । শচীপতেঃ সদ্ম গৃহম্ ॥ ৩৫—৩৬ ॥ (মহান্ ভাগো ভাগধেয়ো যস্য । বিষ্ণুপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বে দেবাঃ যস্য সাহায্যায় সমুদ্যতা কা কথা তস্য ভাগ্যস্যেতি

কখনই তোর হস্তে তাদৃশ বরবর্ণিনী রমণীকে সমর্পণ করিব না। আর তুমি যে আমাকে অভিসম্পাত করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছিলে, তাহাতে আমি কিঞ্চিৎমাত্রও ভীত নহি। কারণ, তুমি কামার্ত্ত হইয়া অভিসম্পাত প্রদান করিলে সে শাপ আমার কিছুমাত্র ক্লেশ উৎপাদন করিতে পারিবে না। ওগো গুরুদেব ! তোমাকে আর কি বলিব, আমি তোমাকে সেই কমনীয়মূর্ত্তি রমণীকে আর প্রত্যর্পণ করিব না ইহাতে তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয় করিতে ত্রুটি করিও না ॥ ৩৩—৩৪ ॥

সূত কহিলেন, মহর্ষিমণ্ডল ! চন্দ্রের এতাদৃশ কঠোরোক্তি সকল শ্রবণ করিলে পর পরম পূজ্যপাদ সুরাচার্য্য প্রথমতঃ অত্যন্ত চিন্তাপরায়ণ হইলেন ; পরে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া অবিলম্বে শচীপতি দেবেন্দ্রের আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৫ ॥ পরম উদারপ্রকৃতি শতক্রতু গুরুদেবকে মনোদুঃখে অতিশয় কাতর দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় প্রভৃতি দ্বারা পূজা পূর্ব্বক তাদৃশ বিষণ্ণ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাত্মন্ ! আপনি সমাধিনিষ্ঠ যোগিগণেরও বন্দনীয় ; অতএব আপনার এমন কি চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল যাহাতে আপনিও শোকার্ত্ত হইয়া পড়িলেন ? ভগবন্ ! সমস্ত লোকপালগণসমেত যাবতীয় সেনাবল বা এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য এ সকলই আপনার করায়ত্ত বলিয়া জানিবেন ; বিশেষতঃ

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা শম্ভুর্যে চান্যে দেবসত্তমাঃ।
করিষ্যন্তি চ সাহায্যং কা চিন্তা বদ সাম্প্রতম্ ॥ ৩৯ ॥

গুরুরুবাচ।

শশিনাঽপহৃতা ভার্য্যা তারা মম সুলোচনা।
ন দদাতি স দুষ্টাত্মা প্রার্থিতোঽপি পুনঃ পুনঃ ॥ ৪০ ॥
কিং করোমি সুরেশান! ত্বমেব শরণং মম।
সাহায্যং কুরু দেবেশ! দুঃখিতোঽস্মি শতক্রতো! ॥ ৪১ ॥

ইন্দ্র উবাচ

মা শোকং কুরু ধর্ম্মজ্ঞ! দাসোঽস্মি তব সুব্রত!।
আনয়িষ্যাম্যহং নূনং ভার্য্যাং তব মহামতে! ॥ ৪২ ॥

ভাবঃ ॥৩৭—৪০॥ কিং করোমীতি। হে সুরেশান! দেবানাং ঈশ্বর! এতেন ইন্দ্রস্য বৃহস্পতি-দুঃখনিরাকরণে সমর্থত্বং সূচিতম্। অধুনা অহং কিং করোমি নাস্তি মে কাচিৎ কার্য্যক্ষমতা

আপনি আমার গুরু হইয়া আমারই রাজ্য মধ্যে কাহার কর্ত্তৃক অবমানিত হইলেন? গুরুদেব! অধিক আর কি বলিব আপনি আদেশ করিলে, অপরাপর প্রধান প্রধান দেবতার কথা দূরে থাকুক্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব পর্য্যন্তও আপনার সাহায্য করিবে; অতএব, সম্প্রতি আপনার চিন্তার বিষয় কি, প্রকাশ করিয়া বলুন্ ॥ ৩৬—৩৯ ॥

হে মহর্ষিগণ! সুরগুরু (ইন্দ্রের ঈদৃশ ভক্তিমূলক আশ্বাসপ্রদ বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া) কহিলেন, দেবরাজ! শশধর আমার ভার্য্যা বিশালনয়না তারাকে অপহরণ করিয়াছে; এক্ষণে আমি বারংবার তাহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি তথাপি সে দুরাত্মা কিছুতেই আমাকে প্রত্যর্পণ করিতেছে না ॥৪০॥ সুরেশ্বর! আমি এক্ষণে কি উপায়াবলম্বন করি বল। ফলত তুমিই আমার পরমাশ্রয়; কেননা, তুমিই সমস্ত দেবের অধীশ্বর; বিশেষতঃ তুমি নিজ বাহুবল প্রভাবে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছ; সুতরাং এ জগতে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। অতএব, আমি নিতান্ত দুঃখসাগরে পতিত হইয়াছি এ বিষয়ে তুমি আমার সাহায্য কর ॥ ৪১ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি পরম তপোনিষ্ঠ এবং সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্বের অভিজ্ঞ, সুতরাং ভবাদৃশ মহাত্মাদিগের কোন বিষয়ে অভিভূত হওয়া কর্ত্তব্য নহে বিশেষতঃ যখন আমি আপনার দাস্ রহিয়াছি তখন আর চিন্তার বিষয় কি? হে উদারমতে! আমি নিশ্চয়ই আপনার ভার্য্যাকে প্রত্যানয়ন করিব, আপনি আর শোক করিবেন না ॥ ৪২ ॥ গুরুদেব! আমি এখনি চন্দ্রের নিকট দূত পাঠাইতেছি তাহাতে সে মদগর্ব্বিত যা যদি

প্রেষিতে চেন্ময়া দূতে ন দাস্যতি মদাকুলঃ।
ততো যুদ্ধং করিষ্যামি দেবসৈন্যৈঃ সমাবৃতঃ ॥ ৪৩ ॥
ইত্যাশ্বাস্য গুরুং শক্রো দূতং বক্তুং বিচক্ষণম্।
প্রেষয়ামাস সোমায় বার্ত্তাশংসিনমদ্ভুতম্ ॥ ৪৪ ॥
স গত্বা শশিলোকন্তু ত্বরিতঃ সুবিচক্ষণঃ।
উবাচ বচনেনৈব বচনং রোহিণীপতিম্ ॥ ৪৫ ॥
প্রেষিতোঽহং মহাভাগ! শক্রেণ ত্বাং বিবক্ষয়া।
কথিতং প্রভুণা যচ্চ তদ্ব্রবীমি মহামতে! ॥ ৪৬ ॥
ধর্ম্মজ্ঞোঽসি মহাভাগ! নীতিং জানাসি সুব্রত!।
অত্রিঃ পিতা তে ধর্ম্মাত্মা ন নিন্দ্যং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৪৭ ॥
ভার্য্যা রক্ষ্যা সর্ব্বভূতৈর্যথাশক্তি হ্যতন্দ্রিতৈঃ।
তদর্থে কলহঃ কামং ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

অতস্ত্বমেব শরণং রক্ষাকর্ত্তাঽসি। সাহায্যং কুরু তারায়া উদ্ধরণে ইতি শেষঃ ॥ ৪১—৪৪ ॥) রোহিণীপতিং চন্দ্রম্ ॥ ৪৫—৪৬ ॥ (নীতিবিদো ধার্ম্মিকা ভাগ্যশালিনো মহদ্বংশপ্রসূতা এব অধর্ম্মপথাৎ নিরস্তা ভবন্তীতি বক্তুমাহ ধর্ম্মজ্ঞোঽসীতি। নিন্দ্যং নিন্দনীয়ং অধর্ম্ম্যমিত্যর্থঃ ॥৪৭॥) কলহো বাক্‌চর্চ্চা ॥ ৪৮ ॥ যথা তবেতি। যথা তব দাররক্ষণে স্ত্রীরক্ষণে যত্নস্তথৈব তস্য গুরোঃ

আপনার ভার্য্যা সমর্পণ না করে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই এই সমস্ত দেবসৈন্যে পরিবৃত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব তাহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৪৩ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপে গুরুকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক যে ব্যক্তি গুরুর ভার্য্যা আনয়ন বিষয়ে বিশেষ করিয়া বলিতে সমর্থ হইবে তাদৃশ একজন অদ্ভুত ক্ষমতাশালী বক্তৃপ্রবর দূতকে দ্বিজরাজের নিকট প্রেরণ করিলেন ॥ ৪৪ ॥ ইন্দ্রপ্রেরিত কার্য্যদক্ষ সেই দূত অবিলম্বে চন্দ্রলোকে গমন করিয়া নীতিমূলক বাক্যের দ্বারা রোহিণীপতি চন্দ্রকে কহিলেন, হে মহাভাগ! আপনাকে কিছু বলিবার নিমিত্ত সুরেশ্বর ইন্দ্র আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; আপনি অতিশয় বুদ্ধিমান্ অতএব দূতবাক্যে কদাচ রুষ্ট হইবেন না; কেননা, প্রভু আমাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন আমি তাহাই বলিব মাত্র ॥ ৪৫—৪৬ ॥ আরও দেখুন, ধর্ম্মাত্মা ব্রহ্মর্ষি অত্রি আপনার পিতা, আপনি নিজেও ধর্ম্মজ্ঞ এবং সমস্ত নীতিশাস্ত্রও অবগত আছেন; বিশেষতঃ তপশ্চর্য্যা ও নিয়মাদিজনিত পুণ্য প্রভাবে পরম সৌভাগ্যও লাভ করিয়াছেন, অতএব এরূপ বিবিধ-গুণগ্রামে বিভূষিত হইয়া, কোন নিন্দিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কোনক্রমেই আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে না। আর ইহাও আপনি নিশ্চয় জানেন যে, নিজ নিজ ভার্য্যা প্রাণি মাত্রেরই যথাসাধ্য রক্ষণীয়, বস্তুতঃ সে বিষয়ে কেহই কোন প্রকার উপেক্ষা প্রদর্শন করে না; সুতরাং সেজন্য ঘোরতর কলহ উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪৭—৪৮ ॥ সুধাকর! পত্নীরক্ষা বিষয়ে আপনার যেমন যত্ন আছে সেইরূপ তাঁহারও জানিবেন; অতএব

যথা তব তথা তস্য যত্নঃ স্যাদ্দাররক্ষণে।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতানি চিন্তয় ত্বং সুধানিধে! ॥ ৪৯ ॥
অষ্টাবিংশতিসংখ্যাস্তে কামিন্যো দক্ষজাঃ শুভাঃ।
গুরুপত্নীং কথং ভোক্তুং ত্বমিচ্ছসি সুধানিধে! ॥ ৫০ ॥
স্বর্গে সদা বসন্ত্যেতা মেনকাদ্যা মনোরমাঃ।
ভুঙ্‌ক্ষ্ব তাঃ স্বেচ্ছয়া কামং মুঞ্চ পত্নীং গুরোরপি ॥ ৫১ ॥
ঈশ্বরা যদি কুর্ব্বন্তি জুগুপ্সিতমহন্তয়া।
অজ্ঞাস্তদনুবর্ত্তন্তে তদা ধর্ম্মক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৫২ ॥
তস্মান্মুঞ্চ মহাভাগ! গুরোঃ পত্নীং মনোরমাম্।
কলহস্ত্বন্নিমিত্তোঽদ্য সুরাণাং ন ভবেদ্‌যথা ॥ ৫৩ ॥

সূত উবাচ।

সোমঃ শক্রবচঃ শ্রুত্বা কিঞ্চিৎ ক্রোধসমাকুলঃ।
ভঙ্গ্যা প্রতিবচঃ প্রাহ শক্রদূতং তদা শশী ॥ ৫৪ ॥

স্যাদিত্যর্থঃ॥৪৯॥ (কামিনীসম্ভোগজনিতসুখং তব সুলভমেব তত্রাপি স্বীয়াসম্ভোগপ্রাচুর্য্যং প্রদর্শয়ন্নাহ অষ্টাবিংশতি সংখ্যা ইতি॥ ৫০॥ পরকীয়াসম্ভোগসৌলভ্যমপি প্রদর্শয়ন্নাহ স্বর্গে ইতি। স্বেচ্ছয়া নিজাভিলাষেণ এতেন তত্র বিরোধাভাবঃ সূচিতঃ॥ ৫১॥) অহন্তয়েতি। অহঙ্কারেণেত্যর্থঃ॥ ৫২—৫৩॥

আপনি সকল প্রাণীকেই আপনার মত বিবেচনা করুন্। (যেমন নিজের সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হইলে, হৃষ্ট বা বিষণ্ণ হয়েন তেমনি অন্যের সুখ দুঃখে সুখ দুঃখ প্রকাশ করা উচিত।) বিশেষতঃ আপনার আটাশটী মনোরমা পত্নী রহিয়াছেন, আর তাঁহারাও সামান্য নারী নহেন সকলেই প্রজাপতি দক্ষের ঔরসজাত কন্যা; এ সকল সত্ত্বেও আপনি কোন্ বিধি অনুসারে গুরুপত্নীকে সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? ॥ ৪৯—৫০ ॥ আর যদি আপনার পরকীয়া রমণী সম্ভোগেই নিতান্ত বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি এই যে সকল স্বর্গবেশ্যারা নিয়ত স্বর্গে বাস করিতেছে, তাহাদিগকে লইয়া আপনি সর্ব্বদাই আপনার ইচ্ছামত উপভোগ করুন্ না! দেখুন্, মহামহিমশালী মহাত্মারাও যদি অহংমদে উন্মত্ত হইয়া নিন্দিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে অজ্ঞান লোক সেইটীকে কর্ত্তব্য মনে করিয়া সেই মহদাচরিত পথের অনুবর্ত্তী হয়; সুতরাং তাহাতে প্রকৃত ধর্ম্মও একেবারে অন্তর্হিত হইয়া পড়ে॥ ৫১—৫২ ॥ অতএব, হে মহাভাগ! আপনি গুরুর সেই মনোমোহিনী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করুন্; অধিক আর কি বলিব, আপনার এই উপলক্ষে এক্ষণে যাহাতে দেবতাদিগের মধ্যে পরস্পর একটা বিষম বিরোধ উপস্থিত না হয়, আপনি তৎপক্ষে বিশেষ যত্নবান্ হউন॥ ৫৩ ॥

ইন্দুরুবাচ।

ধর্ম্মজ্ঞোঽসি মহাবাহো! দেবানামধিপঃ স্বয়ম্।
পুরোধাপি চ তে তাদৃক্ যুবয়োঃ সদৃশী মতিঃ॥ ৫৫॥
পরোপদেশে কুশলা ভবন্তি বহবো জনাঃ।
দুর্লভস্তু স্বয়ং কর্ত্তা প্রাপ্তে কর্ম্মণি সর্ব্বদা॥ ৫৬॥
বার্হস্পত্যপ্রণীতঞ্চ শাস্ত্রং গৃহ্লন্তি মানবাঃ।
কো বিরোধোঽত্র দেবেশ! কাময়ানাং ভজন্ স্ত্রিয়ম্॥ ৫৭॥
স্বকীয়ং বলিনাং সর্ব্বং দুর্ব্বলানাং ন কিঞ্চন।
স্বীয়া চ পরকীয়া চ ভ্রমোঽয়ং মন্দচেতসাম্॥ ৫৮॥

ভঙ্গ্যা স্তুতিনিন্দাফলকাধিকার্থবাদরূপয়া॥ ৫৪—৫৫॥ পরোপদেশে কুশলা ইতি। স্বস্মিন্নহল্যাজারত্বং কথং ন জানাসীত্যর্থঃ॥ ৫৬॥ বার্হস্পত্যপ্রণীতমিতি। তস্মিন্ শাস্ত্রে স্ত্রিয়ং কাময়ানাং ভজন্ন দুষ্যতীত্যুক্তং ততো মম কো বিরোধঃ॥ ৫৭॥ স্বকীয়মিতি। বলিনাং প্রবলানাং সর্ব্বং কৃতাকৃতরূপং স্বকীয়মেব স্বেন কৃতমুত্তমমেব ভবতি। দুর্ব্বলানান্তু কৃতমপি নোত্তমং ভবতীতি লোকরীতিরিয়ং দর্শিতা। কিঞ্চ মম ভার্য্যাং দেহীতি বদন্ বৃহস্পতিঃ কথং ন লজ্জতি তস্যাঃ মধ্যানুরক্তত্বেন মদীয়ত্বাদিত্যাহ স্বীয়া চেতি। যদ্বা প্রবলানাং সর্ব্বং বস্তু স্বকীয়মেব ভবতি পরস্য বস্তুনো হরণে সামর্থ্যাৎ। দুর্ব্বলানাং তু ন কিঞ্চন স্বকীয়মপি পরকীয়ং ভবতীত্যর্থঃ। তথাচ মম প্রবলত্বান্মমৈব সা বর্ত্তত ইতি ভাবঃ। জ্ঞানদৃষ্টিমবলম্ব্য বদতি স্বীয়া চেতি। জ্ঞানিনস্তু মম সর্ব্বং স্বকীয়মেব ভবতীতি ভাবঃ॥৫৮—৫৯॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিবৃন্দ! চন্দ্রদেব দূতমুখে ইন্দ্র-সন্দিষ্ট সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ মাত্র একেবারে ক্রোধে ব্যাকুলিত হইয়া পড়িলেন; তাহার পর, তিনি তখনিই ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সেই দূতের সমক্ষেই ঈষৎ ভঙ্গীক্রমে প্রত্যুত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হই-লেন॥ ৫৪॥ অহে ইন্দ্র! তুমি একেত নিজে মহান্ বাহুবলসম্পন্ন, তাহাতে আবার দেবতা-দিগের অধিপতি হইয়াছ, অতএব প্রকৃত ধর্ম্মকে তুমিই চিনিয়াছ, আর সেইরূপ তোমার পুরোহিতটীও পরমধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ; কারণ, তোমাদিগের উভয়ের বুদ্ধিটীও একই প্রকার দেখিতেছি। ফলত কাহারও কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই॥ ৫৫॥ বুঝিলাম, অনেকেই পরোপদেশ বিষয়ে পটু; কিন্তু, সেইরূপ কার্য্য নিজের উপস্থিত হইলে, সকল সময়েই অনু-ষ্ঠান করিতে পারে, এ সংসারে এরূপ লোক দুর্লভ॥ ৫৬॥ অহে দেবেন্দ্র! ভাল, জিজ্ঞাসা করি, মানব মাত্রে সকলেই ত বৃহস্পতিপ্রণীত শাস্ত্র গ্রহণ করে? তবে (তিনি যখন নিজ শাস্ত্রে কামার্ত্তা রমণীসম্ভোগে কোন দোষ নাই বলিয়া বিধি দিয়াছেন,) তখন আমিও যদি তাদৃশ সকামা স্ত্রীকে উপভোগ করিয়া থাকি, তাহাতে বিরোধ ঘটিবে কেন?॥ ৫৭॥ এই সংসার মধ্যে যাহা কিছু বস্তু জাত আছে, তৎসমস্তই প্রবলের ভোগ্য দুর্ব্বলের কিছুই নহে; এটী আপনার আর এটী অন্যের এ সকল কেবল অবিদ্যাদৃষ্টি নির্ব্বোধদিগের পক্ষেই জানিবে॥ ৫৮॥ বিশেষতঃ তারা আমাতে যেরূপ অনুরাগিণী তোমার গুরুর প্রতি

তারা ময্যনুরক্তা চ যথা ন তু তথা গুরৌ।
অনুরক্তা কথং ত্যাজ্যা ধর্ম্মতো ন্যায়তস্তথা॥ ৫৯॥
গৃহারম্ভস্তু রক্তায়াং বিরক্তায়াং কথং ভবেৎ।
বিরক্তেয়ং তদা জাতা চকমেঽনুজকামিনীম্॥ ৬০॥
ন দাস্যেঽহং বরারোহাং গচ্ছ দূত! বদ স্বয়ম্।
ঈশ্বরোঽসি সহস্রাক্ষ! যদিচ্ছসি কুরুষ্ব তৎ॥ ৬১॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তঃ শশিনা দূতঃ প্রযযৌ শক্রসন্নিধিম্।
ইন্দ্রায়াচষ্ট তৎ সর্ব্বং যদুক্তং শীতরশ্মিনা॥ ৬২॥
তুরাষাডপি তচ্ছ্রুত্বা ক্রোধযুক্তো বভূব হ।
সেনোদ্যোগং তথা চক্রে সাহায্যার্থং গুরোর্ব্বিভুঃ॥ ৬৩॥

চকমেঽনুজকামিনীমিতি। যদাঽনুজকামিনীং কনিষ্ঠবন্ধুকামিনীং সম্বর্ত্তভার্য্যাং বৃহস্পতিশ্চকমে তদাপ্রভৃতীয়ং বিরক্তা জাতেতি কথা পাদ্মে প্রসিদ্ধা। যদ্বাঽনুজেতি প্রথমান্তং লুপ্তবিভক্তিকম্। তথাচাঽনুজঃ সন্ কনিষ্ঠবন্ধুঃ সন্নপি বৃহস্পতিঃ কামিনীং জ্যেষ্ঠবন্ধোরুতথ্যস্য কামিনীং মমতাভিধাং চকমে ভুক্তবানিত্যর্থঃ। তদাপ্রভৃতি বিরক্তা জাতেতি কথা মহাভারতে প্রসিদ্ধা॥৬০॥ (এবং বৃহস্পতিং তিরস্কৃত্য ইন্দ্রমপি বক্রোক্ত্যা নিন্দন্ কথামুপসংহরংশ্চাহ। ন দাস্যে ইতি। সহস্রাণি অক্ষীণি যস্য এতেন অহল্যাজারত্বং ব্যঞ্জিতম্॥ ৬১—৬২॥ তুরাষাড়িতি। গুরোঃ সাহায্যার্থং বৃহস্পতের্ভার্য্যোদ্ধারণার্থমিত্যর্থঃ। বিভুর্নিগ্রহানুগ্রহ-

---

সেরূপ নহে। অতএব, ধর্ম্ম ও ন্যায়ানুসারে তাদৃশ অনুরক্তা স্ত্রীকে কি প্রকারে ত্যাগ করিব? ॥৫৯॥ ফল কথা, লোকে অনুরক্তা কামিনীকে লইয়াই গৃহস্থ ধর্ম্মের সুখানুভব করিয়া থাকে; কিন্তু স্ত্রীলোকে স্বামীর প্রতি বিরক্ত হইলে, তাহা আর কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অতএব, বৃহস্পতি যখন নিজ কনিষ্ঠ সহোদর সম্বর্ত্তের পত্নীর প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন, তারা সেই অবধিই আর তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী নহে॥ ৬০॥ ইন্দ্র! তুমি নিজে সহস্রলোচন হইয়াছ কেন, সেইটী একবার মনে ভাবিয়া দেখিও তোমায় অধিক আর কি বলিব, তুমিত স্বয়ং এক্ষণে দেবতাদিগের অধীশ্বর!! তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হও; অহে দূত! তুমি যাও তাহাকে স্বয়ং বলিও আমি সেই বরবর্ণিনী কামিনীকে প্রত্যর্পণ করিব না॥ ৬১॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! শশাঙ্ক এইরূপ বলিলে পর, দূত তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের নিকট প্রস্থান করিলেন এবং শীতকিরণ চন্দ্রদেবের তাদৃশ গর্ব্বোক্তি সকল নিজ প্রভু দেবেন্দ্রের কাছে ব্যক্ত করিলেন॥ ৬২॥ মহাপ্রভাব ইন্দ্র দূতমুখে চন্দ্রের সাহঙ্কার বাক্য শ্রবণমাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন; এবং তৎক্ষণাৎ গুরুদেবের সাহায্যের নিমিত্ত সৈন্য সকলকে সুসজ্জিত করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন॥ ৬৩॥ এ দিকে, ভৃগুনন্দন অসুরাচার্য্য শুক্র এই সকল

শুক্রস্তু বিগ্রহং শ্রুত্বা গুরুদ্বেষাত্ততো যযৌ।
মা দদস্বেতি তং বাক্যমুবাচ শশিনং প্রতি ॥ ৬৪ ॥
সাহায্যং তে করিষ্যামি মন্ত্রশক্ত্যা মহামতে !।
ভবিতা যদি সংগ্রামস্তব চেন্দ্রেণ মারিষ ! ॥ ৬৫ ॥
শঙ্করস্তু তদাকর্ণ্য গুরুদারাভিমর্শনম্।
গুরুশক্রং ভৃগুং মত্বা সাহায্যমকরোত্তদা ॥ ৬৬ ॥
সংগ্রামস্তু তদা বৃত্তো দেবদানবয়োর্দ্ধতম্।
বহূনি তত্র বর্ষাণি তারকাসুরবৎ কিল ॥ ৬৭ ॥
দেবাসুরকৃতং যুদ্ধং দৃষ্ট্বা তত্র পিতামহঃ।
হংসারূঢ়ো জগামাশু তং দেশং ক্লেশশান্তয়ে ॥ ৬৮ ॥
রাকাপতিং তদা প্রাহ মুঞ্চ ভার্য্যাং গুরোরিতি।
নোচেদ্বিষ্ণুং সমাহূয় করিষ্যামি তু সংক্ষয়ম্ ॥ ৬৯ ॥

সমর্থঃ। এতেন শশধরদমনে তস্য সমর্থত্বং সূচিতম্ ॥৬৩—৬৫॥) সাহায্যং মন্ত্রাদিভির্বৃহস্পতেঃ শঙ্করোঽকরোদিত্যর্থঃ ॥ ৬৬—৬৮ ॥ (রাকাপতিং চন্দ্রম্ ॥ ৬৯ ॥) কিমন্যায়ে মতির্জাতেতি।

বৃত্তান্ত শ্রবণ মাত্রেই সুরাচার্য্য বৃহস্পতির প্রতি বিদ্বেষ প্রযুক্ত চন্দ্রের নিকট যাইয়া কহিলেন; চন্দ্র ! তুমি কদাচ তারাকে প্রত্যর্পণ করিও না। হে মহাত্মন্ ! যদি ইন্দ্রের সহিত তোমার একান্তই সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, আমি মন্ত্রবলে তোমার সাহায্য করিব, অতএব তুমি ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইও না ॥ ৬৪—৬৫ ॥ পরন্তু, যখন দেবদেব ভগবান্ শঙ্কর শুনিলেন যে, চন্দ্র গুরুপত্নী অপহরণ করিয়াছেন এবং ভৃগুনন্দন শুক্রাচার্য্যও সে বিষয়ে সুরগুরুর শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; তখন তিনিও বৃহস্পতির পক্ষে সাহায্য দান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৬৬॥ মহর্ষিমণ্ডল ! পুরাকালে যেমন তারকাসুরের সহিত দেবসৈন্যের ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, এই সময় বৃহস্পতি পত্নী তারার নিমিত্তও সেইরূপ পুনরায় দেব-দানবে বহু বর্ষ ব্যাপিয়া ঘোরতর সমর চলিতে লাগিল ॥ ৬৭ ॥ এখানে লোক পিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মা দেবাসুরের তাদৃশ সৃষ্টি ক্ষয়কর ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত দেখিয়া সমস্ত ক্লেশ শান্তির নিমিত্ত অবিলম্বে হংসারোহণে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৬৮ ॥ পিতামহ সমরাঙ্গণে আগমন মাত্রেই প্রথমতঃ সকলকেই যুদ্ধ হইতে নিবারণ করিলেন, পরে তারকাপতি চন্দ্রকে কহিলেন, শশধর ! যদি নিজের মঙ্গল কামনা থাকে, তবে এখনি গুরুর ভার্য্যাকে পরিত্যাগ কর !! আর যদি অহংমদে উন্মত্ত হইয়া আমার আদেশ পালন না কর, তাহা হইলে, এই দণ্ডেই বিষ্ণুকে আনিয়া তোমাদিগের সকলকেই বিনাশ করিয়া ফেলিব ॥ ৬৯ ॥ তাহার পর অসুরাচার্য্য শুক্রকে বলিলেন, ওহে ! তুমি মহাত্মা ভৃগুর ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ বিশে-

ভৃগুং নিবারয়ামাস ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
কিমন্যায়ে মতির্জ্জাতা সঙ্গদোষান্মহামতে! ॥ ৭০ ॥
নিষেধয়ামাস ততো ভৃগুস্তং চৌষধীপতিম্।
মুঞ্চ ভার্য্যাং গুরোরদ্য পিত্রাঽহং প্রেষিতস্তব ॥ ৭১ ॥

সূত উবাচ।

দ্বিজরাজস্তু তচ্ছ্রুত্বা ভৃগোর্ব্বচনমদ্ভুতম্।
দদাবতৎপ্রিয়াং ভার্য্যাং গুরোর্গর্ব্ভবতীং শুভাম্ ॥ ৭২ ॥
প্রাপ্য কান্তাং গুরুর্হৃষ্টঃ স্বগৃহং মুদিতো যযৌ।
ততো দেবাস্ততো দৈত্যা যযুঃ স্বান্ স্বান্ গৃহান্ প্রতি ॥ ৭৩ ॥
ব্রহ্মা স্বসদনং প্রাপ্তঃ কৈলাসঞ্চাপি শঙ্করঃ।
বৃহস্পতিস্তু সন্তুষ্টঃ প্রাপ্য ভার্য্যাং মনোরমাম্ ॥ ৭৪ ॥
ততঃ কালেন কিয়তা তারাঽসূত সুতং শুভম্।
সুদিনে শুভনক্ষত্রে তারাপতিসমং গুণৈঃ ॥ ৭৫ ॥

তবেতি শেষঃ ॥ ৭০ ॥ ওষধীপতিং চন্দ্রম্। পিত্রাঽহং প্রেষিতস্তবেতি। তব পিত্রাঽত্রিণেত্যর্থঃ ॥ ৭১—৭৪ ॥

(তারাপতিনা চন্দ্রেণ সমং তদৌরসজাতত্বাৎ তথাত্বম্ ॥ ৭৫ ॥ বৃহস্পতিস্তু জাতং

যতঃ নিজেও পরম জ্ঞানী হইয়া একি করিতেছ? কেবল সঙ্গদোষ বশতই কি তোমার এরূপ অধর্ম্মমতি ঘটিল? ॥৭০॥ তখন, ভৃগুকুলতিলক শুক্র পিতামহের বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া চন্দ্রদেবকে সংগ্রামে নিবৃত্ত করিলেন; পরে তাঁহাকে বলিলেন, সুধাংশো! দেখ, তোমার পিতা মহর্ষি অত্রি আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন; অতএব, আর গুরু ভার্য্যাকে রাখিবার প্রয়োজন নাই এই ক্ষণেই গিয়া তাঁহাকে প্রত্যর্পণ কর ॥ ৭১ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! দ্বিজরাজ চন্দ্রদেব ভার্গবের তাদৃশ আশ্চর্য্য জনক বাক্য শ্রবণ করিয়া যদিচ দেবগুরু বৃহস্পতির ভার্য্যা মনোহরা তারা নিজ পতির প্রতি বিরক্তা, বিশেষতঃ গর্ভবতী, তথাপি অগত্যা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন ॥৭২॥ গুরুদেব নিজ কান্তাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে নিজ গৃহে প্রতিগমন করিলেন; তদ্দর্শনে সুরাসুর সকলেই স্ব স্ব ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৭৩ ॥ (দেব কি অসুর সকলেই যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করিলে পর) পিতামহ ব্রহ্মা স্বীয় সত্যধামে এবং শঙ্করও কৈলাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এ দিকে বৃহস্পতিও নিজ মনোরমা পত্নীকে লাভ করিয়া পরমানন্দে কালাতিবাহিত করিতে লাগিলেন ॥ ৭৪ ॥

অনন্তর, এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে, গুরুভার্য্যা তারা অনুকূল গ্রহ নক্ষত্রাদি সময়ে শুভক্ষণে শশধরসদৃশ রূপগুণসম্পন্ন পরম সুন্দর এক পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৭৫ ॥

দৃষ্ট্বা পুত্ত্রং গুরুর্জাতং চকার বিধিপূর্ব্বকম্ ।
জাতকর্ম্মাদিকং সর্ব্বং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥ ৭৬ ॥
শ্রুতং চন্দ্রমসা জন্ম পুত্ত্রস্য মুনিসত্তমাঃ ! ।
দূতঞ্চ প্রেষয়ামাস গুরুং প্রতি মহামতিঃ ॥ ৭৭ ॥
ন চায়ং তব পুত্ত্রোঽস্তি মম বীর্য্যসমুদ্ভবঃ ।
কথং তং কৃতবান্ কামং জাতকর্ম্মাদিকং বিধিম্ ॥ ৭৮ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য দূতস্য চ বৃহস্পতিঃ ।
উবাচ মম পুত্ত্রো মে সদৃশো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৯ ॥
পুনর্ব্বিবাদঃ সঞ্জাতো মিলিতা দেবদানবাঃ ।
যুদ্ধার্থমাগতাস্তেষাং সমাজঃ সমজায়ত ॥ ৮০ ॥
তত্ত্রাগতং স্বয়ং ব্রহ্মা শান্তিকামঃ প্রজাপতিঃ ।
নিবারয়ামাস মুখে সংস্থিতান্ যুদ্ধতুর্ম্মদান্ ॥ ৮১ ॥

পুত্ত্রং স্বীয়ৌরসজাতং মত্বা তস্য জাতকর্ম্মাদিকং কৃতবানিত্যাহ দৃষ্ট্বেতি ॥ ৭৬—৭৭ ॥ কথমিতি। ত্বং জনক ইব কথং তস্য জাতপুত্ত্রস্য সংস্কারবিধিং কৃতবান্ মমৌরসজাতত্বাৎ ন তু

পুত্রকে উৎপন্ন দেখিয়া গুরুদেব আহ্লাদে পুলকিত হইয়া যথাবিহিত জাতেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন ॥ ৭৬ ॥ এ দিকে মহাত্মা চন্দ্রদেব তারার গর্ভে পুত্র জন্মিয়াছে শুনিবামাত্র একজন দূতকে এই কথা বলিয়া বৃহস্পতির নিকট পাঠাইয়া দিলেন যে, হে সুরাচার্য্য ! তারার গর্ভে যে পুত্রটী জন্ম গ্রহণ করিয়াছে সেটী তোমার নহে; ফলত তাহাকে আমার ঔরসজাত বলিয়া জানিবে; অতএব, তুমি পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া নিতান্ত স্বেচ্ছাচারীর মত কি করিয়া সেই পুত্রের পিতৃবিধেয় জাত কর্ম্মাদি সম্পাদন করিলে ? ॥ ৭৭—৭৮ ॥ বৃহস্পতি দূতমুখে চন্দ্রের সেই সকল কথা শুনিয়া কহিলেন, এই পুত্রে যখন আমার সমস্ত অবয়ব সাদৃশ্য রহিয়াছে তখন এই পুত্র যে আমার ঔরস জাত, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই ॥ ৭৯ ॥

হে মুনিসত্তম মহর্ষিমণ্ডল ! সুরাচার্য্য পুত্রদানে অসম্মত হইয়া চন্দ্রের দূতকে প্রত্যাখ্যান করিলে পর পুনরায় ঘোরতর বিবাদের সূত্রপাত হইল; অর্থাৎ দেব ও দানবগণ সমবেত হইয়া সকলেই সমরক্ষেত্রে আগমন করিলেন; এবং সুমন্ত্রণার নিমিত্ত সেই স্থলে তাঁহাদের সাংগ্রামিক সভা সংস্থাপিত হইতে লাগিল ॥ ৮০ ॥ এখানে প্রজাপতি ব্রহ্মা এই সকল লোকক্ষয়কর সমরবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া শান্তি বাসনায় স্বয়ং সেই স্থলে আগমন পূর্ব্বক রণমুখে অবস্থিত সেই সমস্ত যুদ্ধ দুর্ম্মদ দেব ও দানবদিগকে নিবারণ করিলেন ॥ ৮১ ॥ তার পর, ধর্ম্মাত্মা পিতামহ তারাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে ! তুমি রমণীমণ্ডলের

তারাং পপ্রচ্ছ ধর্ম্মাত্মা কস্যায়ং তনয়ঃ শুভে!।
সত্যং বদ বরারোহে! যথা ক্লেশঃ প্রশাম্যতি ॥ ৮২ ॥
তমুবাচাঽসিতাপাঙ্গী লজ্জমানাপ্যধোমুখী।
চন্দ্রস্যেতি শনৈরন্তর্জগাম বরবর্ণিনী ॥ ৮৩ ॥
জগ্রাহ তং সুতং সোমঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
নাম চক্রে বুধ ইতি জগাম স্বগৃহং পুনঃ ॥ ৮৪ ॥
যযৌ ব্রহ্মা স্বকং ধাম সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ।
যথাগতং গতং সর্ব্বৈঃ সর্ব্বশঃ প্রেক্ষকৈর্জ্জনৈঃ ॥ ৮৫ ॥
কথিতেয়ং বুধোৎপত্তির্গুরুক্ষেত্রে চ সোমতঃ।
যথা শ্রুতা ময়া পূর্ব্বং ব্যাসাৎ সত্যবতীসুতাৎ ॥ ৮৬ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে বুধোৎপত্তির্নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

ত্বমেবাত্রাধিকারীত্যর্থঃ ॥ ৭৮—৮১ ॥ ক্লেশো যুদ্ধজনিতকৃচ্ছ্রঃ ॥ ৮২ ॥ লজ্জমানা উপপতিসম্ভোগস্থচনাদিত্যর্থঃ ॥ ৮৩—৮৫ ॥ বুধোৎপত্তিমুক্ত্বা সূতঃ কথাং সংহরতি কথিতেয়মিতি। গুরোর্বৃহস্পতেঃ ক্ষেত্রে পত্ন্যাং তারায়ামিত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে
একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

শিরোমণি! অতএব, সত্য বল এই পুত্রটী কাহার? তাহা হইলেই এই মহাকষ্টকর সমরবহ্নি সম্পূর্ণ রূপে প্রশমিত হয় ॥ ৮২ ॥ অসিতাপাঙ্গী বরারোহা তারা ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াও মহতের আদেশ অলঙ্ঘ্য ভাবিয়া অগত্যা অধোমুখে মৃদুস্বরে চন্দ্রমার পুত্র এই কথা বলিয়াই লজ্জাভরে সে স্থল হইতে অন্তর্হিতা হইলেন ॥ ৮৩ ॥ তখন, দ্বিজরাজ চন্দ্র আনন্দে প্রফুল্ল চিত্ত হইয়া নিজ পুত্রকে গ্রহণ করিলেন এবং বুধ এইরূপ নাম রক্ষা করিয়া পুনরায় স্বীয় ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ ৮৪ ॥ তদনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা স্বধামে যাত্রা করিবামাত্র ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ কি অপরাপর দর্শকগণ যিনি যে স্থল হইতে আসিয়াছিলেন, সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥৮৫॥ হে মহর্ষিগণ! দ্বিজরাজ সোমের ঔরসে সুরগুরু বৃহস্পতির ক্ষেত্রে বুধের এই উৎপত্তির বিষয় পূর্ব্বে আমি সত্যবতীতনয় গুরুদেব বেদব্যাসের মুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম তৎসমস্তই বর্ণনা করিলাম ॥ ৮৬ ॥

অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথম স্কন্ধে
বুধোৎপত্তি নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ততঃ পুরূরবা জজ্ঞে ইলায়াং কথয়ামি বঃ।
বুধপুত্ত্রোঽতিধর্ম্মাত্মা যজ্ঞকৃদ্দানতৎপরঃ ॥ ১ ॥
সুদ্যুম্নো নাম ভূপালঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সৈন্ধবং হয়মারুহ্য চচার মৃগয়াং বনে ॥ ২ ॥
যুতঃ কতিপয়ামাত্যৈর্দংশিতশ্চারুকুণ্ডলঃ।
ধনুরাজগবং বদ্ধা বাণসঙ্ঘস্তথাঽদ্ভুতম্ ॥ ৩ ॥
স ভ্রমংস্তদ্বনোদ্দেশে হন্যমানো রুরূন্ মৃগান্।
শশাংশ্চ শূকরাংশ্চৈব খড়্গাংশ্চ গবয়াংস্তথা ॥ ৪ ॥

ত্রিপঞ্চাশৎপদ্যাবয়োরুৎপন্নস্থ পুরূরবাঃ।
দেবীপ্রসাদামুক্তাভূদিলেত্যেবং হি কথ্যতে।

ঋষিভিঃ পুরূরবসো বৃত্তান্তপ্রশ্নে কৃতে কোঽসৌ পুরূরবা ইত্যাকাঙ্ক্ষানিবৃত্ত্যর্থং সোমবংশোদ্ভবরাজ্ঞাং কথাস্মিন্ পুরাণে কচিদপি অবশ্যং বক্তব্যেতি পুরূরবসঃ প্রসঙ্গেন বক্তব্যাপি সোমাদ্বুধোৎপত্তিরুক্তা ততঃ পুরূরবস উৎপত্তিমাহ ততঃ পুরূরবা ইতি। ততো বুধোৎপত্ত্যনন্তরং পুরূরবা ইলায়াং কামিন্যাং জজ্ঞে প্রাদুর্ভূতঃ বুধপুত্ত্রো বুধাদিলায়ামুৎপন্ন ইত্যর্থঃ ॥১॥ কাসাবিলেত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তদুৎপত্তিং কথয়তি সুদ্যুম্নো নামেতি। অয়ং সুদ্যুম্নো বৈবস্বত-

---

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিমণ্ডল! অতঃপর, আপনারা আমার নিকট যে বুধের জন্ম বিবরণ শ্রবণ করিলেন, আপনাদের পূর্ব্ব জিজ্ঞাসিত সেই বদান্যবর নিয়ত যজ্ঞানুষ্ঠান নিরত ধর্ম্মাত্মা পুরূরবা সেই বুধদেবের ঔরসে ইলা নামে কোন ক্ষত্রিয়-রমণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন ॥ ১ ॥ (যদি বলেন যে, ইলা কে? তাহাও সবিশেষ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন্। বৈবস্বত মনুর পুত্র) সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পৃথিবীপতি রাজচক্রবর্ত্তী সুদ্যুম্ন কোন সময় কর্ণে মনোহর কুণ্ডল হস্তে আজগব নামে শরাসন এবং পৃষ্ঠদেশে ভীষণ বাণময় তূণীর ধারণ পূর্ব্বক কতিপয় অমাত্য মাত্র সমভিব্যাহারে একটী সিন্ধুদেশ জাত অশ্ব আরোহণে মৃগয়া উদ্দেশে অরণ্য মধ্যে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন ॥ ২—৩ ॥

তিনি সেই বন প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রথমত কতকগুলি রুরু জাতীয় মৃগকে বিনাশ করিলেন পরে শশক, বরাহ, গণ্ডক, চমরীমৃগ, শরভ, মহিষ, সৃমর ও বন্যকুক্কুট প্রভৃতি

শরভান্মহিষাংশ্চৈব সামরান্ বনকুক্কুটান্।
নিঘ্নন্ মেধ্যান্ পশূন্রাজা কুমারবনমাবিশৎ॥ ৫॥
মেরোরধস্তলে দিব্যং মন্দারদ্রুমরাজিতম্।
অশোকলতিকাকীর্ণং বকুলৈরধিবাসিতম্॥ ৬॥
শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ চম্পকৈঃ পনসৈস্তথা।
আম্রৈর্নীপৈর্ম্মধূকৈশ্চ মাধবীমণ্ডপাবৃতম্॥ ৭॥
দাড়িমৈর্নারিকেলৈশ্চ কদলীষণ্ডমণ্ডিতম্।
যূথিকামালতীকুন্দপুষ্পবল্লীসমাবৃতম্॥ ৮॥
হংসকারণ্ডবাকীর্ণং কীচকধ্বনিনাদিতম্।
ভ্রমরালিরুতারামং বনং সর্ব্বসুখাবহম্॥ ৯॥
দৃষ্ট্বা প্রমুদিতো রাজা সুদ্যুম্নঃ সেবকৈর্বৃতঃ।
বৃক্ষান্ সুপুষ্পিতান্বীক্ষ্য কোকিলারাবমণ্ডিতান্॥ ১০॥

মনোঃ পুত্র ইতি বিষ্ণুভাগবতে। সৈন্ধবং সিন্ধুদেশোদ্ভবম্ ॥২—৪॥ মেধ্যান্ যজ্ঞিয়ান্ ॥৫—৬॥ মাধবী বাসন্তী। বাসন্তী মাধবীলতেতি বচনাৎ॥ ৭—৮॥ কীচকধ্বনিনাদিতমিতি। বেণবঃ

যজ্ঞের উপযোগী পবিত্র-মাংস নানাজাতি পশু সকল সংহার পূর্ব্বক ক্রমে কুমার বনে প্রবিষ্ট হইলেন॥ ৪—৫॥

হে মহর্ষিগণ! সুমেরুর অধোভাগস্থ সেই পরম রমণীয় কুমার কাননের কোন কোন স্থানে শ্রেণীসংবদ্ধ মন্দার তরু সকল শোভা পাইতেছে, কোথায়ও বা বিবিধ লতাজাল সমাকীর্ণ অশোক ও বকুল প্রভৃতি সুরভিময় কুসুম গন্ধে সুবাসিত; কোন দিকে শাল, তাল, তমাল, পনস ও আম্র প্রভৃতি সুদীর্ঘ বৃক্ষরাজি মনোহর ফলভরে অবনত; আবার কোন স্থল বা চম্পক ও কেলি কদম্বাদি কুসুমদ্রুম সকল মাধবীলতা মণ্ডপে বিমণ্ডিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে স্থলবিশেষ, যূথিকা, মালতী ও কুন্দ প্রভৃতি পুষ্পবল্লী সমাবৃত, ফলবান্ দাড়িম নারিকেল ও কদলী ষণ্ডমণ্ডিত সরোবর সকল হংসকারণ্ডব প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। বায়ু প্রতিহত তটভূমিস্থ কীচ-কাখ্য বংশ সকলের রন্ধ্রদেশ হইতে অবিকল বংশীধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে; সেই সঙ্গে অমনি ভ্রমর সকল গুণগুণ রবে গান ধরিয়া যূথে যূথে বিচরণ করত আগন্তুক শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জন করিতেছে। ঋষিগণ! সহচরগণপরিবৃত নরপতি সুদ্যুম্ন তাদৃশ সর্ব্বসুখাবহ উপবন এবং কোকিলকুলের সুমধুর ঝঙ্কার পূরিত কুসুমিত তরুরাজি সন্দর্শন করিয়া একে-বারে আহ্লাদে পুলকিত হইয়া পড়িলেন॥ ৬—১০॥ কিন্তু, তিনি সেই স্থলে প্রবিষ্ট হইবা-

প্রবিষ্টস্তত্র রাজর্ষিঃ স্ত্রীত্বমাপ ক্ষণাত্ততঃ।
অশ্বোঽপি বড়বা জাতশ্চিন্তাবিষ্টঃ স ভূপতিঃ ॥ ১১ ॥
কিমেতদিতিচিন্তার্ত্তশ্চিন্ত্যমানঃ পুনঃ পুনঃ।
দুঃখং বহুতরং প্রাপ্তঃ সুদ্যুম্নো লজ্জয়ান্বিতঃ ॥ ১২ ॥
কিং করোমি কথং যামি গৃহং স্ত্রীভাবসংযুতঃ।
কথং রাজ্যং করিষ্যামি কেন বা বঞ্চিতো হ্যহম্ ॥ ১৩ ॥

ঋষয় ঊচুঃ।

সূতাশ্চর্য্যমিদং প্রোক্তং ত্বয়া যল্লোমহর্ষণ !।
সুদ্যুম্নঃ স্ত্রীত্বমাপন্নো ভূপতির্দ্দেবসন্নিভঃ ॥ ১৪ ॥
কিং তৎকারণমাচক্ষ্ব বনে তত্র মনোহরে।
কিং কৃতং তেন রাজ্ঞা চ বিস্তরং বদ সুব্রত ! ॥ ১৫ ॥

সূত উবাচ।

একদা গিরিশং দ্রষ্টুমৃষয়ঃ সনকাদয়ঃ।
দিশো বিতিমিরা ভাসা কুর্ব্বন্তঃ সমুপাগমন্ ॥ ১৬ ॥

কীচকাস্তে স্যুর্যে স্বনন্তানিলোদ্ধতা ইতি কোষাৎ কীচকা বেণবঃ ॥ ৯—১২ ॥ যামি যাস্যা-মীত্যর্থঃ ॥ ১৩—১৪ ॥ কিং কৃতং কো বাঽপরাধঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৭ ॥ ভর্তু রমমাণা

মাত্র অমনি তৎক্ষণাৎ স্ত্রীভাবাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার অশ্বটীও ঘোটকী হইয়া পড়িল ইহা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত চিন্তাবিষ্ট হইলেন ॥ ১১ ॥

অনন্তর, পৃথ্বীপতি রাজর্ষি সুদ্যুম্ন আপনার তাদৃশ অবস্থা সন্দর্শনে প্রথমত ভাবিলেন যে, এ আবার কি হইল? পরে এই বিষয় লইয়া বারংবার যত আলোচনা করিতে লাগিলেন ততই ক্রমশঃ দুঃখ ও লজ্জায় কাতর হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন; এখন আমি কি উপায় করি? এ বেশে কি করিয়াই বা গৃহে ফিরিয়া যাই এবং স্ত্রীলোক হইয়া কি করিয়াই বা রাজকার্য্য সম্পাদন করিব !! হায় ! কে আমায় সহসা তাদৃশ পুরুষত্ব হইতে বঞ্চিত করিল !! ॥ ১২—১৩ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, হে লোমহর্ষণনন্দন সূত ! তুমি যাহা বলিলে ইহা অতি আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে। দেবতুল্য পৃথিবীপাল রাজর্ষি সুদ্যুম্ন সেই মনোরম কুমার বনে প্রবিষ্ট হইয়া এমন কি কার্য্য করিয়াছিলেন যে, তদ্দ্বারা তিনি স্ত্রীভাবাপন্ন হইলেন? হে সুব্রত ! সে বিষয়ের সমস্ত কারণ আমাদিগের নিকট বিশেষরূপে বিবৃতি করিয়া বল ॥ ১৪—১৫ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিমণ্ডল ! কোন সময় ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি ঋষিগণ দেবাদিদেব ভগবান্ গিরিশকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিজ নিজ অঙ্গজ্যোতিঃপ্রভাবে দিক্

তস্মিংশ্চ সময়ে তত্র শঙ্করঃ প্রমদাযুতঃ।
ক্রীড়াসক্তো মহাদেবো বিবস্ত্রা কামিনী শিবা॥ ১৭॥
উৎসঙ্গে সংস্থিতা ভর্ত্তূরমমাণা মনোরমা।
তান্বিলোক্যাম্বিকা দেবী বিবস্ত্রা ব্রীড়িতা ভৃশম্॥ ১৮॥
ভর্ত্তুরঙ্কাৎ সমুত্থায় বস্ত্রমাদায় পর্য্যধাৎ।
লজ্জাবিষ্টা স্থিতা তত্র বেপমানাতিমানিনী॥ ১৯॥
ঋষয়োঽপি তয়োর্বীক্ষ্য প্রসঙ্গং রমমাণয়োঃ।
পরিবৃত্ত্য যযুস্তূর্ণং নরনারায়ণাশ্রমম্॥ ২০॥
হ্রীযুতাং কামিনীং বীক্ষ্য প্রোবাচ ভগবান্ হরঃ।
কথং লজ্জাতুরাঽসি ত্বং সুখন্তে প্রকরোম্যহম্॥ ২১॥
অদ্য প্রভৃতি যো মোহাৎ পুমান্ কোঽপি বরাননে!।
বনঞ্চ প্রবিশেদেতৎ স বৈ যোষিদ্ভবিষ্যতি॥ ২২॥
ইতি শপ্তং বনন্তেন যে জানন্তি জনাঃ ক্বচিৎ।
বর্জ্জয়ন্তীহ তে কামং বনং দোষসমৃদ্ধিমৎ॥ ২৩॥

ইতি। রোরীতিলোপে ঢ্রলোপেতি দীর্ঘঃ॥ ১৮॥ পর্য্যধাৎ পরিধানং কৃতবতী॥ ১৯॥ প্রসঙ্গং প্রবৃত্তিং ক্রীড়ায়াম্॥ ২০॥ হ্রীযুতাং লজ্জাযুক্তাম্। সুখন্তে ইতি। তে যথা সুখং স্যাত্তথা প্রকরোমীত্যর্থঃ॥ ২১॥ মোহান্মোহাদপীত্যর্থঃ॥ ২২—২৩॥ তৈঃ সহেতি। যৈঃ সচিবৈঃ

সকল উদ্ভাসিত করত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ১৬॥ কিন্তু, সেই সময় সর্ব্ব কল্যাণময় ভগবান্ মহাদেব নিজ প্রমোদার সহিত ক্রীড়াসক্ত ছিলেন; এবং মনোরমা হিমালয়নন্দিনীও রতিক্রীড়া উপলক্ষে বিবস্ত্রা হইয়া পতিক্রোড়ে অবস্থান করিতেছিলেন; এরূপ অবস্থায় সহসা কুমারগণকে আসিতে দেখিয়া বিবস্ত্রা অম্বিকা দেবী অত্যন্ত লজ্জান্বিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ কান্তের উৎসঙ্গ দেশ হইতে উত্থান করত বস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পরিধান করিয়া দূরে প্রস্থান করিলেন; পরন্তু, তিনি সেই অন্তরালদেশে অবস্থিত হইয়াও লজ্জা ও অভিমান ভরে কাঁপিতে লাগিলেন॥ ১৭—১৯॥ এদিকে ঋষিগণও তাঁহাদের উভয়ের সেই রতিপ্রসঙ্গ দর্শনমাত্র তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নরনারায়ণাশ্রমে গমন করিলেন॥ ২০॥

তদনন্তর সর্ব্বপাপহারী ভগবান্ শঙ্কর নিজ কামিনীকে তাদৃশ লজ্জান্বিতা দেখিয়া বলিলেন, তুমি কি জন্য এত লজ্জায় কাতর হইতেছ? আমি এই দণ্ডেই তোমার চিত্ত-বিনোদন কার্য্য করিতেছি। হে বরাননে! অদ্যাবধি যে কোন পুরুষ অজ্ঞানতাবশতও এই বনে প্রবেশ করিবে, সে তখনই স্ত্রীলোক হইয়া পড়িবে॥ ২১—২২॥ হে ঋষিগণ! যদি চ কুমার উপবন সমস্ত সুখের আস্পদীভূত বটে! কিন্তু, যে অবধি সেই দেবদেব শম্ভু এতাদৃশ নিদারুণ অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছিলেন সেই অবধি যে সকল পুরুষ এই সকল

সুদ্যুম্নস্তু তদজ্ঞানাৎ প্রবিষ্টঃ সচিবৈঃ সহ।
তথৈব স্ত্রীত্বমাপন্নস্তৈঃ সহেতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥
চিন্তাবিষ্টঃ স রাজর্ষির্ন জগাম গৃহং হ্রিয়া।
বিচচার বহিস্তস্মাদ্বনদেশাদিতস্ততঃ ॥ ২৫ ॥
ইলেতি নাম সম্প্রাপ্তং স্ত্রীত্বে তেন মহাত্মনা।
বিচরংস্তত্র সংপ্রাপ্তো বুধঃ সোমসুতো যুবা ॥ ২৬ ॥
স্ত্রীভিঃ পরিবৃতাং তান্তু দৃষ্ট্বা কান্তাং মনোরমাম্।
হাবভাবকলাযুক্তাং চকমে ভগবান্ বুধঃ ॥ ২৭ ॥
সাপি তং চকমে কান্তং বুধং সোমসুতং পতিম্।
সংযোগস্তত্র সংজাতস্তয়োঃ প্রেম্ণা পরস্পরম্ ॥ ২৮ ॥

সহ তদ্বনং গতৈস্তৈঃ সহৈব স্ত্রীত্বং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৪—২৫ ॥ স্ত্রীত্বে ইতি। স্ত্রীত্বে প্রাপ্তে-সতি ইলেতি নাম প্রাপ্তং ইত্যন্বয়ঃ। নিকটস্থমন্ত্রিভিরিলেতি নাম স্থাপিতমিত্যর্থঃ। ইড় স্তুতাবিত্যস্য রূপম্। ইলা স্তুত্যা ড়লয়োরভেদঃ। হ্রস্বপাঠস্তু সংজ্ঞাশব্দত্বাজ্জাতঃ ॥ ২৬—৩০ ॥

বৃত্তান্ত লোক পরম্পরায় অবগত হইয়াছিল তাহারা আর কখনও সেই পুরুষত্ব নাশক অরণ্যের নিকটস্থও হইত না। অতএব, নরপতি সুদ্যুম্ন না জানিয়া সেই ভয়ঙ্কর দোষাকর বনে প্রবিষ্ট হইয়া অমাত্যবর্গের সহিত যে, স্ত্রীভাবাপন্ন হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ॥ ২৩—২৪ ॥

তদনন্তর, রাজর্ষি সুদ্যুম্ন চিন্তা করিতে করিতে সেই বনের বাহিরে আসিয়া অনেক প্রকার বিচার করিয়াও স্ত্রীজাতি হওয়া প্রযুক্ত লজ্জায় কোনক্রমেই রাজধানী প্রত্যাগমন করিতে সম্মত হইলেন না। হে মহর্ষিগণ! যদি চ তিনি তৎকালে স্ত্রীযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তথাপি সুমহৎ রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করায় এবং নিজেও মহান্ প্রভাবশালী ছিলেন বলিয়া সচিবগণ কর্ত্তৃক ইলা (পূজ্যা) এইরূপ নাম প্রাপ্ত হইলেন। সেই সময় অলৌকিক যৌবন শোভায় সুশোভিত চন্দ্রকুমার মহাত্মা বুধদেব ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে দৈবগতিকে সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া হাব ভাবাদি বিবিধ কামকলা বিভূষিত স্ত্রীগণ পরিবৃত কমনীয় মূর্ত্তি মনোরমা রমণীকে সন্দর্শন করিয়া সম্ভোগাভিলাষী হইলেন। এদিকে সেইরূপ যৌবনাঢ্যা ইলা দেবীও মনোজ্ঞ মূর্ত্তি সোমনন্দনকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া রমণাভিলাষিণী হইলেন। অনন্তর, তাঁহারা পরস্পর প্রেমাসক্ত হইয়া সেই স্থলেই রতি ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২৫—২৮ ॥

মহর্ষিগণ! আপনারা পূর্ব্বে যাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সেই রাজর্ষি পুরূরবা ভগবান্ বুধের পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। রাজা সুদ্যুম্ন কামিনীরূপে বুধদেবের ঔরসে বনবাসিনী হইয়া সন্তান প্রসব করিলেন বটে, কিন্তু, পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ থাকায় নিরন্তর

স তস্যাং জনয়ামাস পুরূরবসমাত্মজম্ ॥ ২৯ ॥
সা প্রাসূত সুতং বালা চিন্তাবিষ্টা বনে স্থিতা।
সস্মার স্বকুলাচার্য্যং বশিষ্ঠং মুনিসত্তমম্ ॥ ৩০ ॥
স তদাঽস্য দশাং দৃষ্ট্বা সুদ্যুম্নস্য কৃপান্বিতঃ।
অতোষয়ন্মহাদেবং শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ॥ ৩১ ॥
তস্মৈ স ভগবাংস্তুষ্টঃ প্রদদৌ বাঞ্ছিতং বরম্।
বশিষ্ঠঃ প্রার্থয়ামাস পুংস্ত্বং রাজ্ঞঃ প্রিয়স্য চ ॥ ৩২ ॥
শঙ্করস্তু নিজাং বাচমৃতাং কুর্ব্বন্নুবাচ হ।
মাসং পুমাংস্তু ভবিতা মাসং স্ত্রী ভূপতিঃ কিল ॥ ৩৩ ॥
ইত্থং প্রাপ্য বরং রাজা জগাম স্বগৃহং পুনঃ।
চক্রে রাজ্যং স ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠস্যাপ্যনুগ্রহাৎ ॥ ৩৪ ॥
স্ত্রীত্বে তিষ্ঠতি হর্ম্ম্যেষু পুংস্ত্বে রাজ্যং প্রশাস্তি চ।
প্রজাস্তস্মিন্ সমুদ্বিগ্না নাভ্যনন্দন্মহীপতিম্ ॥ ৩৫ ॥

স তদাঽস্যেতি। সুদ্যুম্নস্যেত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥ ঋতাং কুর্ব্বন্নিতি। অয়ং স্ত্রীত্বং প্রাপ্স্যতীতি বাক্যং মম মিথ্যা নৈব ভবেদথাপি তব প্রার্থনানুরোধেন মাসং পুমান্ ভবিষ্যতি পুনর্ম্মাসং স্ত্রী ভবিষ্যতি পুনর্ম্মাসং পুরুষ ইত্যুবাচেত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥ হর্ম্ম্যেষু গৃহাভ্যন্তরে চেত্যর্থঃ। নাভ্যনন্দন্ আসাং প্রজানাং স্ত্রীরূপো রাজেতি লোকনিন্দয়েতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

চিন্তায় কাতর হইয়া পরিশেষে কুলাচার্য্য মুনিসত্তম বশিষ্ঠদেবকে ধ্যানযোগে স্মরণ করিলেন ॥ ২৯—৩০ ॥ যোগিপ্রবর বশিষ্ঠদেব জ্ঞানপ্রভাবে নিজ শিষ্য রাজর্ষি সুদ্যুম্নের তাদৃশ দুরবস্থার বিষয় জানিতে পারিয়া অনুকম্পাবশত জগৎ কল্যাণকর কল্যাণময় ভগবান্ মহাদেবকে তপস্যায় পরিতুষ্ট করিলেন ॥ ৩১ ॥ দেবাদিদেব ভগবান্ শঙ্কর তাঁহার তপস্যায় পরিতৃপ্ত হইয়া অভিলষিত বরপ্রদানে উদ্যত হইলে, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব অপর বর না লইয়া নিজ প্রিয়তম শিষ্য রাজা সুদ্যুম্নের পুনর্ব্বার যাহাতে পুরুষত্ব লাভ হয় তাদৃশ বর প্রার্থনা করিলেন ॥ ৩২ ॥ ভগবান্ শঙ্কর বশিষ্ঠের এতাদৃশ অসম্ভব বরের কথা শ্রবণে আপনার পূর্ব্ব প্রদত্ত অভিসম্পাত বাক্যের সত্যতা রক্ষা করিবার জন্য কহিলেন, বশিষ্ঠ! তোমার শিষ্য এই নরপতি এক মাস স্ত্রী, এক মাস পুরুষ অর্থাৎ মাসান্তরে মাসান্তরে স্ত্রীপুরুষত্ব লাভ করিবে; ইহাতে আর দ্বিরুক্তি করিও না ॥ ৩৩ ॥

তদনন্তর ধর্ম্মাত্মা রাজা সুদ্যুম্ন গুরুদেব ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেবের অনুগ্রহে ঈদৃশ বর লাভ করিয়া পুনরায় স্বীয় রাজধানীতে প্রতিগমন পূর্ব্বক রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৪ ॥ পরন্তু, তিনি যে যে মাসে স্ত্রী ভাবাপন্ন হইতেন সেই সময়ে অন্তঃপুর মধ্যে অবস্থান করিতেন আর যে সময়ে পুরুষত্ব লাভ করিতেন সেই সেই মাসে বাহিরে আসিয়া প্রজাদিগের

কালে তু যৌবনং প্রাপ্তঃ পুত্রঃ পুরূরবাস্তদা ।
প্রতিষ্ঠাং নৃপতিস্তস্মৈ দত্ত্বা রাজ্যং বনং যযৌ ॥ ৩৬ ॥
গত্বা তস্মিন্ বনে রম্যে নানাদ্রুমসমাকুলে ।
নারদাৎ মন্ত্রমাসাদ্য নবাক্ষরমনুত্তমম্ ॥ ৩৭ ॥
জজাপ মন্ত্রমত্যর্থং প্রেমপূরিতমানসঃ ।
পরিতুষ্টা তদা দেবী সগুণা তারিণী শিবা ॥ ৩৮ ॥
সিংহারূঢ়া স্থিতা চাগ্রে দিব্যরূপা মনোরমা ।
বারুণীপানসংমত্তা মদাঘূর্ণিতলোচনা ॥ ৩৯ ॥
দৃষ্ট্বা তাং দিব্যরূপাঞ্চ প্রেমাকুলিতলোচনঃ ।
প্রণম্য শিরসা প্রীত্যা তুষ্টাব জগদম্বিকাম্ ॥ ৪০ ॥

ইলোবাচ ।

দিব্যঞ্চ তে ভগবতি ! প্রথিতং স্বরূপং
দৃষ্টং ময়া সকললোকহিতানুরূপম্ ।
বন্দে ত্বদঙ্ঘ্রিকমলং সুরসঙ্ঘসেব্যং
কামপ্রদং জননি ! চাপি বিমুক্তিদঞ্চ ॥ ৪১ ॥

রাজ্যং প্রতিষ্ঠাং তন্নামকং পুরঞ্চ দত্ত্বেত্যর্থঃ ॥৩৬—৪১॥ কো বেত্তীতি । এতদখিলং তবৈশ্বর্য্যং

ন্যায়ান্যায় বিষয়ের বিচার করিতেন । এরূপ করিলেও প্রজাগণ কেহই তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল ; বস্তুতঃ তাদৃশ নরপতিকে কেহই অভিনন্দন করিল না ॥ ৩৫ ॥

এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে, যখন (বুধের ঔরসজাত পুত্র) পুরূরবা ক্রমে যৌবন প্রাপ্ত হইলেন, তখন নরপতি সুদ্যুম্ন প্রতিষ্ঠান নামে অভিনব রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে সেই রাজধানীতে রাজ্যেশ্বর করিয়া আপনি তপোবনে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৬ ॥ তিনি সেই নানাজাতি তরুরাজি সঙ্কুল মনোরম তপোবনে যাইয়া দেবর্ষি নারদের নিকট সর্ব্বোত্তম নবাক্ষর শক্তিমন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক অতিশয় প্রেমপূরিত অন্তঃকরণে তাহা জপ করিতে লাগিলেন । এইরূপে কিছু কাল গত হইলে, জগন্নিস্তারকারিণী পূর্ণমঙ্গলময়ী দেবী ভগবতী, ইলারূপী নরপতি সুদ্যুম্নের তপস্যায় পরিতুষ্টা হইয়া বারুণীপান-প্রমত্ত মদবিঘূর্ণিত লোচন ভক্তজন মনোহর দিব্য সগুণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সিংহারোহণে সেইস্থলে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন ॥৩৭-৩৯॥ ইলা জগদম্বিকার সেই লোকাতীত নিরুপম মূর্ত্তি সন্দর্শন মাত্র প্রেমাকুলিত লোচনে প্রণাম করিয়া অতীব প্রীতিসহকারে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪০ ॥

কো বেত্তি তেঽম্ব! ভুবি মর্ত্ত্যতনুর্নিকামং
মুহ্যন্তি যত্র মুনয়শ্চ সুরাশ্চ সর্ব্বে।
ঐশ্বর্য্যমেতদখিলং কৃপণে দয়াঞ্চ
দৃষ্ট্বৈব দেবি! সকলং কিল বিস্ময়ো মে ॥ ৪২ ॥
শম্ভুর্হরিঃ কমলজো মঘবা রবিশ্চ
বিত্তেশবহ্নিবরুণাঃ পবনশ্চ সোমঃ।
জানন্তি নৈব বসবোঽপি হি তে প্রভাবং
বুধ্যেৎ কথং তব গুণানগুণো মনুষ্যঃ ॥ ৪৩ ॥
জানাতি বিষ্ণুরমিতদ্যুতিরম্ব! সাক্ষা-
ত্ত্বাং সাত্ত্বিকীমুদধিজাং সকলার্থদাঞ্চ।
কো রাজসীং হর উমাং কিল তামসীং ত্বাং
বেদাম্বিকে! ন তু পুনঃ খলু নির্গুণাং ত্বাম্ ॥ ৪৪ ॥

মাদৃশে কৃপণে দয়াঞ্চেয়ত্তয়া কো বেত্তি ন কোঽপিত্যর্থঃ। বিস্ময়ো মে ইতি। অহো ভগবত্যাং কিয়দৈশ্বর্য্যং তিষ্ঠতি কিয়তী চ পামরে দয়াস্তীতি ॥ ৪২ ॥ কুত আশ্চর্য্যমিতি চেত্তত্রাহ শম্ভুরিতি। এতে মহাপ্রভাববন্তোঽপি তব প্রভাবং ন জানন্তি তদাঽগুণো গুণশূন্যো মনুষ্যঃ কথং বুধ্যেৎ জানীয়াৎ কথমপীত্যর্থঃ। যতো ন জানাতি তত এবাশ্চর্য্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪৩॥ বিষ্ণুর্জানাতীতি চেত্তত্রাহ জানাতীতি। সত্যং বিষ্ণুর্জানাতি কিন্তু সাত্ত্বিকীং শক্তিং লক্ষ্মীরূপামেব কেবলং জানাতি। ন সাম্যাবস্থাত্মিকাং তুরীয়াং নির্গুণাম্। তথা কো ব্রহ্মা রাজসীং শক্তিমেব কেবলং জানাতি। তথা হর উমাং তামসীমেব কেবলং জানাতি ন তু

মাতঃ! ভগবতি! আপনার এই জগজ্জন হিতকর বিশ্ববিশ্রুত দিব্য মূর্ত্তি আমি এই চর্ম্মচক্ষু দ্বারাই দর্শন পাইলাম; কি সৌভাগ্য!! জননি! কি বলিয়া স্তব করিতে হয়, তাহার কিছুই জানি না; অতএব, কেবল আপনার এই শরণাগত ভক্তগণের ইহলোকে সর্ব্ব মনোরথ পূরণকারী আর পরত্র পরম মুক্তিপ্রদ অমরবৃন্দ বন্দনীয় চরণকমল বারংবার বন্দনা করিয়াই মনের সাধ পূর্ণ করি ॥ ৪১ ॥ মাতঃ! আপনার যে ঐশ্বর্য্যমহিমায় সমস্ত ঋষি এবং দেবগণও বিমুগ্ধ, এই পৃথিবীতে এমন কোন মনুষ্য আছে যে সেই ঐশ্বর্য্যের বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত হয়? দেবি! আমি আপনার সেই অখিল ঐশ্বর্য্য এবং দীনের প্রতি ঈদৃশ দয়া সন্দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি ॥ ৪২ ॥ জননি! যখন আপনার এই প্রভাব দেবরাজ ইন্দ্র, সূর্য্যদেব, কুবের, বহ্নি, বরুণ, পবন, চন্দ্র অথবা বসুগণ, অধিক কি মহেশ্বর বিষ্ণু বা ব্রহ্মাও বিশেষরূপে জানেন না, তখন গুণহীন মনুষ্য কিরূপে আপনার গুণমহিমা অবগত হইবে? ॥ ৪৩ ॥ জননি! ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মহেশ্বর আপনাকে জানেন সত্য কিন্তু সম্যক্‌রূপে অবগত নহেন। কারণ, অমিত-

কাহং সুমন্দমতিরপ্রথিতপ্রভাবঃ
কায়ং তবাতিনিপুণো ময়ি সুপ্রসাদঃ।
জানে ভবানি! চরিতং করুণাসমেতং
যৎ সেবকাংশ্চ দয়সে ত্বয়ি ভাবযুক্তান্॥ ৪৫॥
বৃত্তস্ত্বয়া হরিরসৌ বনজেশয়াপি
নৈবাচরত্যপি মুদং মধুসূদনশ্চ।
পাদৌ তবাদিপুরুষঃ কিল পাবকেন
কৃত্বা করোতি চ করেণ শুভৌ পবিত্রৌ॥ ৪৬॥

পুনর্নির্গুণাম্। একৈকশক্তিজ্ঞাতার এবৈতে ন তুরীয়রূপনির্গুণজ্ঞাতার ইত্যর্থঃ॥ ৪৪॥ এতাদৃশী ত্বং সর্ব্বোৎকৃষ্টাপি স্বভক্তস্যাতিসুলভাঽসীত্যাহ কাহমিতি। হে মাতরহং সুমন্দমতিঃ ক তথা তবায়ং ময়ি সুপ্রসাদঃ ক অতিদূরমিত্যর্থঃ। তথাপি মাদৃশানপি সেবকাংস্ত্বয়ি ভাবযুক্তান্ যদ্যস্মাৎকারণাদ্দয়সে দয়াং করোষি তস্মাৎ স্বভক্তবিষয়ে তব চরিতং করুণাসমেতমস্তীতি জানে নিশ্চিনোমি। ততঃ স্বভক্তস্যাতিসুলভাসীতি সত্যমেবেতি ভাবঃ॥ ৪৫॥ তবৈকৈকশক্তেরপি প্রভাবজ্ঞা ব্রহ্মাদয়ো ন সন্তি কিং পুনস্তব মূলশক্তেরিত্যাহ বৃত্ত ইতি। বনজং জীবনং ভুবনং বনমিতি কোশাদ্বনং জলং তস্মাজ্জাতং বনজং কমলং বনজস্যেশা স্বামিনী কমলবাসিনীত্যর্থঃ। তয়া পরশক্ত্যংশভূতয়া ত্বয়া বৃত্তোঽপি ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ বিবাহিতোঽপি মধুসূদনশ্চ মধুদৈত্যনাশকোঽপি মহাপরাক্রমবান্ বিষ্ণুর্মুদং হর্ষং কৃত্বা নৈবাচরতি ব্যবহরতি। অহমেতস্যা ন যোগ্যোঽস্মীত্যভিপ্রায়েণ লক্ষ্মীং প্রাপ্যাপি ন হর্ষেণ ব্যবহরতীত্যর্থঃ। অতএব সর্ব্বদা ধ্যানস্থ এব ভবতীতি ভাবঃ। নম্বেবং চেৎ কিমিতি পরয়া লক্ষ্ম্যা স্বপাদসম্বাহনং কারয়তীতি চেত্তত্রাহ পাদৌ তবাদিপুরুষ ইতি। ন স্বপাদসম্বাহনমাদিপুরুষঃ কারয়তি। কিন্তু লোকোদ্ধারার্থং তব পাবকেন শুদ্ধিকারকেণ করেণ হস্তেন নিজৌ পাদৌ শুভৌ পবিত্রৌ করোতি চ। তথাচ বিষ্ণুরেকশক্তিপ্রভাবজ্ঞোঽপি ন ভবতি

ত্যতি বিষ্ণু আপনাকে সকলার্থদাত্রী সত্ত্বগুণাধিষ্ঠাত্রী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বলিয়াই জানেন; ব্রহ্মা আপনাকে রজোগুণাধীশ্বরী বলিয়াই স্থির করিয়াছেন; আর সংহারকর্ত্তা মহেশ্বর আপনাকে তমোগুণাধিষ্ঠাত্রী উমা বলিয়াই অবগত আছেন। কিন্তু মাতঃ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, কেহই আপনাকে সাম্যাবস্থস্বরূপিণী তুরীয়া নির্গুণা বলিয়া জানেন না॥ ৪৪॥ ঈশ্বরি! আপনি এরূপ অবেদ্য হইলেও ভক্তজনের অনায়াসলভ্যা হয়েন। কারণ, বুদ্ধিপ্রভাব-বিহীন আমিই বা কোথায়! আর আপনার এরূপ সুপ্রসন্নতাই বা কোথায়!! ফলত এ উভয়ের একত্র সমাবেশ অতীব অসম্ভব তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু,ভবানি! আমি জানি,যে যাঁহারা আপনাতে একাগ্রভাবে রত থাকে আপনি সেই সকল সেবকের প্রতি করুণা বিতরণ করিয়া থাকেন॥ ৪৫॥ কি আশ্চর্য্য! মধুসূদন বিষ্ণু, আপনার অংশরূপিণী লক্ষ্মীদেবী কর্তৃক পরিণীত হইয়াও আমি ইহার যোগ্য নহি এইরূপ ভাবিয়া, আনন্দলাভ করিতে পারেন না। তবে যে সেই আদিপুরুষ লক্ষ্মী দ্বারা নিজ চরণ সম্বাহন করান, সে কেবল

বাঞ্ছত্যহো হরিরশোক ইবাতিকামং
পাদাহতিং প্রমুদিতঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
তাং ত্বং করোষি রুষিতা প্রণতঞ্চ পাদে
দৃষ্ট্বা পতিং সকল দেবনুতং স্মরার্ত্তম্ ॥ ৪৭ ॥
বক্ষঃস্থলে বসসি দেবি! সদৈব তস্য
পর্য্যঙ্কবৎসুচরিতে বিপুলেঽতিশান্তে।
সৌদামনীব সুঘনে সুবিভূষিতে চ
কিন্তেন বাহনমসৌ জগদীশ্বরোঽপি ॥ ৪৮ ॥
ত্বং চেজ্জহাসি মধুসূদনমম্ব! কোপা-
ন্নৈবার্চ্চিতোঽপি স ভবেৎ কিল শক্তিহীনঃ।
প্রত্যক্ষমেব পুরুষং স্বজনাস্ত্যজন্তি
শান্তং শ্রিয়োজ্ঝিতমতীবগুণৈর্ব্বিযুক্তম্ ॥ ৪৯ ॥

কুতঃ পুনর্মূলশক্তেঃ প্রভাবজ্ঞ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ তবোৎকৃষ্টত্বাদেব বক্ষ্যমাণং সম্ভবতীত্যুৎ-প্রেক্ষতে বাঞ্ছত্যহো ইতি। অশোকবৃক্ষস্য হি স্বভাবঃ পাদতাড়নেন আত্মানং বর্দ্ধয়তীতি তথাচ স্ববর্দ্ধনার্থং পাদতাডনং স ইচ্ছতীত্যুচ্যতে তথাচ তাদৃশাশোক ইবাতিকামং যথেষ্টং যথা স্যাত্তথা প্রমুদিতো হর্ষিতো বিষ্ণুঃ পুরুষস্তব পাদাহতিং ত্বৎকৃতপাদতাড়নং বাঞ্ছতি তদিদ-মহো আশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ। তাঞ্চ পাদাহতিং সকলদেবনুতং স্মরার্ত্তং পতিং পাদে প্রণতঞ্চ দৃষ্ট্বা রুষিতা কুপিতা ত্বং করোষি তদেতত্তদোৎকৃষ্টত্বাভাবেন সঙ্গচ্ছত ইতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥ কিঞ্চ বক্ষঃস্থল ইতি। হে দেবি! তস্য বিষ্ণোর্ব্বক্ষস্থলে পর্য্যঙ্কবৎ সদৈব বসসি কীদৃশী ঘনে মেঘে কৃষ্ণবর্ণে সৌদামনী বিদ্যুল্লতেব। তেন কিন্তদ্ধৃদয়ে বাসেনাসৌ জগদীশ্বরোঽপি তে তব বাহনং ন জাতঃ কিন্তু জাত এবেতি তবৈকদেশশক্তেরেবং মহিমা কিং পুনস্তব মূলপ্রকৃতে-

---

লক্ষ্মীর পবিত্র হস্তস্পর্শে নিজ পদদ্বয়কে পবিত্র এবং মঙ্গলজনক করেন ॥ ৪৬ ॥ জননি! বোধ হয় সেই পুরাণ পুরুষ বিষ্ণু অশোক বৃক্ষের ন্যায় নিজ প্রফুল্লতার জন্য আনন্দিত হইয়া স্ত্রীলো-কের পাদতাড়না ইচ্ছা করেন, সেই জন্যই আপনি সকলদেব-বন্দিত স্মরার্ত্ত পতিকে চরণে পতিত দেখিয়া রুষ্টার ন্যায় পাদতাড়না করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥ দেবি! আপনি সেই বিষ্ণুর সুবিভূষিত পর্য্যঙ্কসদৃশ অতি বিপুল প্রশান্ত বক্ষঃস্থলে, অতি ঘন অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ মেঘ মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় অবিরাম বাস করিয়া থাকেন; এজন্য বিষ্ণু জগতের ঈশ্বর হইয়াও আপনার বাহনসদৃশ হইয়াছেন সন্দেহ নাই ॥৪৮॥ দেবি! অধিক আর কি বলিব, যদি কখনও আপনি কোপপূর্ব্বক বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে আর কেহই তাঁহাকে শক্তিবিহীন বলিয়া অর্চ্চনা করিবে না। জননি! ইহাত ইহ লোকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, স্বজনগণ নির্গুণ লক্ষ্মীবিহীন পুরুষ প্রশান্তমূর্ত্তি হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

ব্রহ্মাদয়ঃ সুরগণা ন তু কিং যুবত্যো
যে ত্বৎপদাম্বুজমহর্নিশমাশ্রয়ন্তি।
মন্যে ত্বয়ৈব বিহিতাঃ খলু তে পুমাংসঃ
কিং বর্ণয়ামি তব শক্তিমনন্তবীর্য্যে! ॥ ৫০ ॥
ত্বং নাঽপুমান্ন চ পুমানিতি মে বিকল্পো
যা কাঽসি দেবি! সগুণা ননু নির্গুণা বা।
তাং ত্বাং নমামি সততং কিল ভাবযুক্তো
বাঞ্ছামি ভক্তিমচলাং ত্বয়ি মাতরন্তে ॥ ৫১ ॥

সূত উবাচ।

ইতি স্তুত্বা মহীপালো জগাম শরণং তদা।
পরিতুষ্টা দদৌ দেবী তত্র সাযুজ্যমাত্মনি ॥ ৫২ ॥

রিতি ভাবঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥ ননু ত্বং যুবতীভাবং গতোঽসি ততস্ত্বং মদানুগ্রহযোগ্যো নাসীতি চেত্তত্রাহ ব্রহ্মাদয় ইতি। যে ত্বৎপাদাম্বুজমহর্নিশমাশ্রয়ন্তি তে ব্রহ্মাদয়ঃ কিং যুবত্যো ন জাতাঃ কিন্তু কদাচিন্মণিদ্বীপে গতাঃ সন্তো জাতা এব। তথাচ তে যথা ত্বদনুগ্রহযোগ্যা এবমহমপ্যস্মীতি ভাবঃ। মন্যে ত্বয়ৈবেতি। সাম্প্রতং পুমাংসোঽপি তে ত্বয়ৈব কৃতাঃ এবং যদি মাং করোষি পুমাংসং তর্হি কিমহং ন স্যাং কিন্তু ভবিষ্যাম্যেব। ননু কিং ময়ি যুবত্যাঃ পুরুষত্বপ্রদায়িকা শক্তিরস্তি তত্রাহ কিং বর্ণয়ামীতি। হে অনন্তবীর্য্যে! তব শক্তিমহং পামরঃ কিং বর্ণয়ামি যা ব্রহ্মাদীনামপ্যবিষয়া ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥ ত্বং নাপুমানিতি। অপুমানিতিচ্ছেদঃ। ন চ পুমান্ সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মণি লিঙ্গত্রয়াভাবাৎ। ইতি মে বিকল্পো বিতর্কো মনসি বর্ত্তত এব। তর্হি কথং ভজনং ক্রিয়তে গুণজ্ঞানাভাবাদিতি চেত্তত্রাহ যা কাঽসীতি। গুণজ্ঞানাভাবেঽপ্যেবংরীত্যাঽপি কিং ভজনং ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। অস্তীত্যেবোপলব্ধব্য ইত্যতো হে দেবি! ত্বাং তাদৃশীং তাং নমামি ভাবো ভক্তিস্তদ্যুক্তঃ। কিঞ্চান্তেঽচলাং ভক্তিং বাঞ্ছামি নান্যৎ কিঞ্চিদিতি ॥ ৫১ ॥

জননি! যে ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনাকে সর্ব্বদাই আশ্রয় করিয়া থাকেন তাঁহারাও কি এক সময়ে মণিদ্বীপে যাইয়া স্ত্রীরূপী হয়েন নাই? মাতঃ! আপনি নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে পুরুষ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব, যদি সেইরূপ আমাকেও করেন তাহা হইলে আমিও পুরুষ হইব। কারণ, আপনার অনন্ত শক্তি! সুতরাং তাহার বিষয় আমি আর কি বর্ণনা করিব ফলত আপনার অসাধ্য কিছুই নাই ॥ ৫০ ॥ আপনি স্ত্রী কি পুরুষ এ বিষয়ে আমার মনে অতিশয় বিতর্ক হইতেছে। দেবি! আপনি সগুণ বা নির্গুণ হউন, যে কেহই হউন, আমি আপনাকে ভক্তিভাবে নমস্কার করি। মাতঃ! আমার ইচ্ছা যেন অন্তিমসময়ে আপনাতে অচলা ভক্তি লাভ করিতে পারি ॥ ৫১ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! সেই মহীপাল সুদ্যুম্ন এইরূপে স্তব করিয়া দেবীর শরণাগত হইলে দেবীও সন্তুষ্ট হইয়া নিজ ব্রহ্মস্বরূপ সাযুজ্য মুক্তি প্রদান করিলেন ॥ ৫২ ॥

সুদ্যুম্নস্তু ততঃ প্রাপ পদং পরমকং স্থিরম্।
তস্যা দেব্যাঃ প্রসাদেন মুনীনামপি দুর্লভম্ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
পুরূরব-উৎপত্তির্নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

সাযুজ্যমাত্মনীতি। দেবী তুষ্টা সতী জ্ঞানপ্রদানেনাত্মনি ব্রহ্মরূপে সাযুজ্যমৈক্যং দদৌ দেবীপ্রসাদাদাত্মানুভবেন ব্রহ্মরূপোঽভবদিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ (পদমিতি। পরমকং পরমং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। স্থিরং নিত্যং যং প্রাপ্য জীবো ন পুনর্নিবর্ত্ততে ইতি বচনাৎ। পদং স্থানং ব্রহ্মত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

সুদ্যুম্নরাজ এইরূপে দেবীর প্রসাদে মুনিগণেরও দুর্ল্লভ অব্যয় পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫৩ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে
পুরূরবার জন্ম বিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

সুদ্যুম্নে তু দিবং যাতে রাজ্যং চক্রে পুরূরবাঃ।
সগুণশ্চ সুরূপশ্চ প্রজারঞ্জনতৎপরঃ ॥ ১ ॥
প্রতিষ্ঠানে পুরে রম্যে রাজ্যং সর্ব্বনমস্কৃতম্*।
চকার সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞঃ প্রজারক্ষণতৎপরঃ ॥ ২ ॥
মন্ত্রঃ সুগুপ্তস্তস্যাসীৎ পরত্রাভিজ্ঞতা তথা।
সদৈবোৎসাহশক্তিশ্চ প্রভুশক্তিস্তথোত্তমা ॥ ৩ ॥
সামদানাদয়ঃ সর্ব্বে বশগাস্তস্য ভূপতেঃ।
বর্ণাশ্রমান্ স্বধর্ম্মস্থান্ কুর্ব্বন্রাজ্যং শশাস হ ॥ ৪ ॥
যজ্ঞাংশ্চ বিবিধাংশ্চক্রে স রাজা বহুদক্ষিণান্।
দানানি চ বিচিত্রাণি দদাবথ নরাধিপঃ ॥ ৫ ॥
তস্য রূপগুণৌদার্য্যশীলদ্রবিণবিক্রমান্।
শ্রুত্বোর্ব্বশী বশীভূতা চকমে তং নরাধিপম্ ॥ ৬ ॥

চতুস্ত্রিংশচ্ছ্লোকবর্য্যৈঃ পুরূরবস উত্তমম্।
উর্ব্বশ্যাশ্চরিতঞ্চৈব বৈরাগ্যার্থমিহোচ্যতে ॥

(সোমবংশবর্ণনার্থং সুদ্যুম্নচরিতমুক্ত্বা পুরূরবসো বৃত্তান্তং কথয়তি সুদ্যুম্নে তু দিবং যাতে ইতি। সু সুন্দরং রূপং যস্য। অসৌ এতাদৃশরূপবানাসীৎ যেন উর্ব্বশ্যপি বশীভূতা জাতেতি-ভাবঃ ॥ ১—২ ॥) মন্ত্রঃ সুগুপ্ত ইতি। তস্য রাজ্ঞো মন্ত্রো গুপ্তোঽন্যৈরবিদিত আসীৎ। পরত্র

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! নৃপতি সুদ্যুম্ন স্বর্গগমন করিলে পর অশেষগুণশালী রূপবান্ পুরূরবা প্রজারঞ্জনে তৎপর হইয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ সেই সর্ব্বধর্ম্মবিদ্ রাজা প্রজারক্ষণে বিশেষ যত্নবান্ হইয়া রমণীয় প্রতিষ্ঠান-নগরীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজধানী করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ তাঁহার মন্ত্রণা কেহই জানিতে পারিত না, কিন্তু তিনি সকলেরই মন্ত্রণা জানিতে পারিতেন এবং সর্ব্বদাই উৎসাহবিশিষ্ট ও প্রভুশক্তিসম্পন্ন ছিলেন ॥ ৩ ॥ সামদান প্রভৃতি উপায় চতুষ্টয় যেন তাঁহার বশীভূত ছিল। ফলত পুরূরবা রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া বর্ণাশ্রমবাসিদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্মে রাখিয়া যথাবিহিত শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ তিনি বহুদক্ষিণার সহিত নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন এবং সেই উপলক্ষে অর্থিগণকে অশেষ প্রকার দান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫ ॥ ঋষিগণ! অধিক আর কি

---

* সর্ব্বনমস্কৃতঃ ইতি বা পাঠঃ।

ব্রহ্মশাপাভিতপ্তা সা মানুষং লোকমাস্থিতা।
গুণিনং তং নৃপং মত্বা বরয়ামাস মানিনী ॥ ৭ ॥
সময়ং চেদৃশং কৃত্বা স্থিতা তত্র বরাঙ্গণা।
এতাবুরণকৌ রাজন্! ন্যস্তৌ রক্ষস্ব মানদ! ॥ ৮ ॥
ঘৃতং মে ভক্ষণং নিত্যং নান্যৎ কিঞ্চিন্নৃপাশনম্।
নেক্ষে ত্বাঞ্চ মহারাজ! নগ্নমন্যত্র মৈথুনাৎ ॥ ৯ ॥
ভাষাবন্ধস্ত্বয়ং রাজন্! যদি ভগ্নো ভবিষ্যতি।
তদা ত্যক্ত্বা গমিষ্যামি সত্যমেতদ্‌ব্রবীম্যহম্ ॥ ১০ ॥
অঙ্গীকৃতঞ্চ তদ্রাজ্ঞা কামিন্যা ভাষিতন্তু যৎ।
স্থিতা ভাষণবন্ধেন শাপানুগ্রহকাম্যয়া ॥ ১১ ॥
রেমে তদা স ভূপালো লীনো* বর্ষগণান্ বহূন্।
ধর্ম্মকর্ম্মাদিকং ত্যক্ত্বা চোর্ব্বশ্যা মদমোহিতঃ ॥ ১২ ॥

পরমস্ত্রে তু তস্য রাজ্ঞোঽভিজ্ঞতাসীদেতাদৃশশ্চতুর ইত্যর্থঃ ॥ ৩—৬ ॥ (স্বর্গস্থা উর্ব্বশী কথং মর্ত্ত্যস্থেন পুরূরবসা সঙ্গতা ইত্যত আহ। ব্রহ্মশাপেতি ॥ ৭ ॥) সময়ং সঙ্কেতমেবাহ এতাবুরণকাবিতি। উরণকৌ মেষৌ ময়া ত্বন্নিকটে ন্যস্তৌ এতৌ রক্ষস্ব ॥ ৮ ॥ ঘৃতমিতি। কিঞ্চ হে নৃপ! মে মম ভক্ষণং ঘৃতমেব নান্যৎ কিঞ্চিৎ। কিঞ্চান্যত্র মৈথুনাত্ত্বাং নগ্নং নেক্ষে ন পশ্যাম্যহমিতি। যদি মৎপ্রতিজ্ঞাত্রয়ং ত্বয়া নির্ব্বাহ্যতে তর্হি ত্বন্নিকটে অহং স্থাস্যামি নোচেদ্গমিষ্যামীতি। ঘৃতং মে ভক্ষণমিতি। অমৃতং বা আজ্যমিতি শ্রুতেঃ দেবানাঞ্চামৃতাশিত্বাৎ ॥ ৯—১০ ॥ শাপানুগ্রহকাম্যয়েতি। শাপমোক্ষকামনয়েত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

বলিব, স্বর্বেশ্যা উর্ব্বশী সেই পুরূরবার রূপ, গুণ, উদারতা, ধন, স্বভাব ও বিক্রম প্রভৃতির বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহার বশীভূতা হইয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে কামনা করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ কিছুকাল পরে উর্ব্বশী ব্রহ্মশাপে অভিভূতা হইয়া পৃথিবীতে আগমন পূর্ব্বক সর্ব্বগুণালঙ্কৃত এই নৃপবরকেই বরণ করিলেন। এবং তাঁহার নিকট এইরূপ নিয়ম করিলেন যে, মহারাজ! আমি এই দুই মেষশাবককে আপনার নিকট গচ্ছিত রাখিলাম আপনি ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন তাহা হইলেই আমার মান রক্ষা করা হইবে। আমি প্রত্যহ ঘৃত ভক্ষণ করিব আমার অপর কোনও ভক্ষণে প্রয়োজন নাই এবং মৈথুনকাল ব্যতিরেকে আমি যেন কদাচ আপনাকে উলঙ্গ না দেখি। মহারাজ! এই আমার প্রতিজ্ঞাবাক্য; ভঙ্গ করিয়া যদি কখন আপনি উলঙ্গ বা মেষশাবক রক্ষণে অসমর্থ হন তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিব, ইহা সত্য বলিতেছি ॥ ৭—১০ ॥ ঋষিগণ! মহারাজ পুরূরবা, কামিনী উর্ব্বশীর এই প্রতিজ্ঞা বাক্যগুলি স্বীকার করিলেন এবং উর্ব্বশীও শাপ মোক্ষণ কামনায় এই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

---

* নীতঃ ইতি বা পাঠঃ।

একচিত্তস্তু সংজাতস্তন্মনস্কো মহীপতিঃ।
ন শশাক তয়া হীনঃ ক্ষণমপ্যতিমোহিতঃ॥ ১৩॥
এবং বর্ষগণান্তে তু স্বর্গস্থঃ পাকশাসনঃ।
উর্ব্বশীং নাগতাং দৃষ্ট্বা গন্ধর্ব্বানাহ দেবরাট্॥ ১৪॥
উর্ব্বশীমানয়ধ্বং ভো গন্ধর্ব্বাঃ সর্ব্ব এব হি।
হৃত্বোরণৌ গৃহাত্তস্য ভূপতেঃ সময়ে কিল॥ ১৫॥
উর্ব্বশীরহিতং স্থানং মদীয়ং নাতিশোভতে।
যেন কেনাপ্যুপায়েন তামানয়ত কামিনীম্॥ ১৬॥
ইত্যুক্তাস্তেঽথ গন্ধর্ব্বা বিশ্বাবসুপুরোগমাঃ।
ততো গত্বা মহাগাঢ়তমসি প্রত্যুপস্থিতে॥ ১৭॥
জহ্রুস্তাবুরণৌ দেবা রমমাণং বিলোক্য তম্।
চক্রন্দতুস্তদা তৌ তু হ্রিয়মাণৌ বিহায়সা*॥ ১৮॥
উর্ব্বশী তদুপাকর্ণ্য ক্রন্দিতং সুতয়োরিব।
কুপিতোবাচ রাজানং সময়োঽয়ং কৃতো ময়া॥ ১৯॥

শানোঽন্তর্গৃহে স্থিত ইত্যর্থঃ॥ ১২॥ ন শশাকেতি। তয়া হীনোঽবস্থাতুং ন সমর্থো বভূব॥ ১৩—১৪॥ সময়ে তেনাজ্ঞাতকালে ইত্যর্থঃ॥ ১৫—১৭॥ চক্রন্দতুরাহ্বানং রোদনং বা চক্রতুঃ॥ ১৮॥ সময়োঽয়মিতি। ময়ায়ং সময়ঃ কৃতঃ স নষ্ট ইতি শেষঃ॥ ১৯॥

অনন্তর সেই ভূপাল সমস্ত ধর্ম্মকার্য্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক উর্ব্বশীর ব্যসনমদে মোহিত হইয়া বহুবর্ষ ব্যাপিয়া অন্তঃপুরে তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময় মহীপতি পুরূরবা উর্ব্বশীতে এরূপ অনুরক্ত হইয়াছিলেন, যে ক্ষণমাত্রও তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না॥ ১২—১৩॥

ঋষিগণ! এইরূপে বহুবর্ষ গত হইলে পর সুরপতি ইন্দ্র স্বর্গে থাকিয়া উর্ব্বশীকে না দেখিয়া গন্ধর্ব্বদিগকে বলিলেন। ওহে গন্ধর্ব্বসকল! তোমরা সকলেই একত্রিত হইয়া যথাসময়ে সেই ভূপতি পুরূরবার গৃহ হইতে মেষদ্বয়কে অপহরণ করত উর্ব্বশীকে আনয়ন কর॥ ১৪—১৫॥ দেখ! আমাদের এই স্বর্গপুরী উর্ব্বশী বিহীন হইয়া কিছুতেই শোভা পাইতেছে না। অতএব যে কোনও উপায়ে সেই কামিনীকে আনয়ন কর॥ ১৬॥

অনন্তর সেই বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ ইন্দ্রের এইরূপ আদেশ পাইয়া ঘোরতর অন্ধকার উপস্থিত হইলে পুরূরবার গৃহে যাইয়া তাঁহাকে উর্ব্বশীর সহিত ক্রীড়াসক্ত দেখিয়া সেই মেষ দুইটীকে অপহরণ করিলেন। অনন্তর সেই অপহৃত মেষ দুইটী আকাশ হইতে অতিশয় চীৎকার করিতে লাগিল॥ ১৭—১৮॥ উর্ব্বশী, পুত্রের ন্যায় সেই ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া

---

* শব্দং দাতুং তদা তৌ তু হ্রিয়মাণৌ বিহায়সি।—ইতি বা পাঠঃ।

নষ্টাঽহং তব বিশ্বাসাদ্ধৃতৌ চৌরৈর্ম্মমোরণৌ।
রাজন্! পুত্রসমাবেতৌ ত্বং কিং শেষে স্ত্রিয়া সমঃ ॥ ২০ ॥
হতাস্ম্যহং কুনাথেন নপুংসা বীরমানিনা।
উরণৌ মে গতৌ চাদ্য সদা প্রাণপ্রিয়ৌ মম ॥ ২১ ॥
এবং বিলপমানাস্তাং দৃষ্ট্বা রাজা বিমোহিতঃ।
নগ্ন এব যযৌ তূর্ণং পৃষ্ঠতঃ পৃথিবীপতিঃ ॥ ২২ ॥
বিদ্যুৎ প্রকাশিতা তত্র গন্ধর্ব্বৈর্নৃপবেশ্মনি।
নগ্নভূতস্তয়া দৃষ্টো ভূপতির্গন্তুকাময়া ॥ ২৩ ॥
ত্যক্ত্বোরণৌ গতাঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বাঃ পথি পার্থিবঃ।
নগ্নো জগ্রাহ তৌ শ্রান্তো জগাম স্বগৃহং প্রতি ॥ ২৪ ॥
তদোর্ব্বশীং গতাং দৃষ্ট্বা বিললাপাতিদুঃখিতঃ।
নগ্নং বীক্ষ্য পতিং নারী গতা সা বরবর্ণিনী ॥ ২৫ ॥
ক্রন্দন্ স দেশদেশেষু বভ্রাম নৃপতিঃ স্বয়ম্।
তচ্চিত্তো বিহ্বলঃ* শোচন্নিবশঃ কামমোহিতঃ ॥ ২৬ ॥

নষ্টা শোকগ্রস্তা জাতেতি শেষঃ। স্ত্রিয়া সমঃ নির্ব্বীর্য্য ইতি ভাবঃ ॥২০—২১॥ বিলপন্তীমূর্ব্বশীমবলোক্য রাজা তৎকৃতপ্রতিজ্ঞাং বিস্মরন্ উলঙ্গ এব উরণৌ জিঘৃক্ষুর্গতবানিত্যর্থঃ ॥২২—২৭॥

অতিশয় কুপিত হইয়া রাজাকে বলিল। মহারাজ! আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহা এক্ষণে অন্যথা হইয়াছে। অতএব আমি আপনার উপর বিশ্বাস করিয়াই বিচ্ছিন্ন হইলাম। ঐ দেখুন আমার মেষ দুইটীকে চোরগণে অপহরণ করিয়াছে। রাজন্! ঐ দুইটীকে আমার পুত্রের ন্যায় জানিবেন আপনি এখনও যে স্ত্রীলোকের ন্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন? (শীঘ্র উহাদিগকে বিমুক্ত করুন॥) ১৯—২০ ॥ হায়! আমি এই বীরাভিমানী ক্লীবতুল্য অসৎ স্বামীর হস্তে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইলাম। আমার প্রাণসদৃশ প্রিয় ঐ মেষদ্বয় অদ্য কোথায় যাইল॥ ২১ ॥ মহারাজ পুরূরবা উর্ব্বশীকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া বিমোহিত হইয়া উলঙ্গ অবস্থাতেই যেমন মেষের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন, অমনি গন্ধর্ব্বগণ সেই গৃহমধ্যে বিদ্যুৎ প্রকাশ করিল এবং তৎক্ষণাৎ স্বর্গগমনাভিলাষিণী উর্ব্বশী মহারাজকে উলঙ্গ দেখিলেন॥ ২২—২৩ ॥ ইহা দেখিয়া গন্ধর্ব্বগণ মেষদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর সেই রাজা পথিমধ্যে নগ্ন অবস্থাতেই তাহাদিগকে গ্রহণ করত পরিশ্রান্ত হইয়া স্বগৃহে পুনরায় প্রত্যাগমন করিলেন॥ ২৪ ॥

তৎকালে, সেই বরবর্ণিনী কামিনী পতিকে উলঙ্গ দেখিবামাত্র প্রস্থান করিল। পুরূরবা ইহা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে বিলাপ করিতে লাগিলেন॥ ২৫ ॥ সেই কামমোহিত

* বিকৃতঃ ইতি বা পাঠঃ।

ভ্রমন্ বৈ সকলাং পৃথ্বীং কুরুক্ষেত্রে দদর্শ তাম্।
দৃষ্ট্বা সংহৃষ্টবদনঃ প্রাহ সূক্তং নৃপোত্তমঃ ॥ ২৭ ॥
অয়ে জায়ে! তিষ্ঠ তিষ্ঠ ঘোরে ন ত্যক্তুমর্হসি।
মাং ত্বং ত্বমানসং কান্তং বশগঞ্চাপ্যনাগসম্ ॥ ২৮ ॥
স দেহোঽয়ং পতত্যত্র দেবি! দূরং হৃতস্ত্বয়া।
খাদন্ত্যেনং বৃকাঃ কাকাস্ত্বয়া ত্যক্তং বরোরু! যৎ ॥ ২৯ ॥
এবং বিলপমানন্তং রাজানং প্রাহ চোর্ব্বশী।
দুঃখিতং কৃপণং শ্রান্তং কামার্ত্তং বিবশং ভৃশম্ ॥ ৩০ ॥

উর্ব্বশ্যুবাচ।

মূর্খোঽসি নৃপশার্দ্দূল! জ্ঞানং কুত্র গতন্তব।
ক্বাপি সখ্যং ন চ স্ত্রীণাং বৃকাণামিব পার্থিব! ॥ ৩১ ॥
ন বিশ্বাসো হি কর্ত্তব্যস্ত্রীষু চৌরেষু পার্থিবৈঃ।
গৃহং গচ্ছ সুখং ভুঙ্ক্ষ্ব মা বিষাদে মনঃ কৃথাঃ ॥ ৩২ ॥

অনাগসমনপরাধিনং ন ত্যক্তুমর্হসীত্যন্বয়ঃ ॥ ২৮ ॥ কুত ইতি চেত্তত্রাহ স দেহ ইতি। যদ্যাস্মদ্ধেতোঃ স দেহো যঃ পূর্ব্বং ত্বয়াঽতিপ্রেম্ণা ভুক্তঃ সোঽয়ং দেহোঽত্র পততি। ত্বয়া দূরদেশং হৃতস্ত্বদুদ্দেশেন দূরদেশং প্রাপ্তোঽতিকোমল ইতি কৃত্বা। কিঞ্চ হে বরোরু! এনং দেহং কাকা বৃকাঃ খাদন্তি। বর্ত্তমানসামীপ্যে লট্। ত্বয়া ত্যক্তং মৃতমধুনৈব

নৃপতি তন্মনস্ক হইয়া এরূপ বিবশ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে উর্ব্বশীর জন্য দেশবিদেশে ক্রন্দন করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ এইরূপে মহারাজ পুরূরবা সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া একদিবস কুরুক্ষেত্রে তাহাকে দেখিতে পাইলেন, এবং দেখিবামাত্র অতিশয় আনন্দিত হইয়া তাহাকে মধুরবাক্যে বলিলেন ॥ ২৭ ॥ অয়ে পত্নি! থাক থাক!! আমাকে এই বিষম সঙ্কটে ফেলিয়া প্রস্থান করিও না। আমি ত কোন অপরাধ করি নাই বরং একান্ত চিত্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে তোমার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছি ॥ ২৮ ॥ দেবি! তোমার জন্য আমি বহুদুর আসিয়াছি। হে বরোরু! যদি তুমি পরিত্যাগ কর তাহা হইলে যে দেহ পূর্ব্বে তুমি অতিশয় প্রণয়সহকারে উপভোগ করিয়াছিলে এক্ষণে তাহা পতিত হইলে সামান্য বৃককাকে ভক্ষণ করিবে ॥ ২৯ ॥ উর্ব্বশী সেই কামার্ত্ত পরিশ্রান্ত দুঃখিত রাজাকে অতিশয় বিবশের ন্যায় বিলাপ করিতে দেখিয়া বলিল ॥ ৩০ ॥

মহারাজ! আমি তোমাকে নৃপগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি; কিন্তু, এক্ষণে মূর্খের ন্যায় ব্যবহার করিতেছ কেন? তোমার সেই জ্ঞান কোথায় গেল? তুমি কি জান না যে স্ত্রীলোকের বন্ধুতা বৃকগণের ন্যায় কুত্রাপি স্থির থাকে না। রাজগণ কখনই স্ত্রীলোক অথবা

ইত্যেবং বোধিতো রাজা ন বিবেদাতিমোহিতঃ ।
দুঃখঞ্চ পরমং প্রাপ্তঃ স্বৈরিণীস্নেহযন্ত্রিতঃ ॥ ৩৩ ॥
সূত উবাচ ।
ইতি সর্ব্বং সমাখ্যাতমূর্ব্বশীচরিতং মহৎ ।
বেদে বিস্তরিতং চৈতৎ সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়া ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
উর্ব্বশীপুরূরবসোর্মেলনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

ভক্ষয়িষ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩৩ ॥ বেদে বিস্তরিতমিতি বহ্বৃচি মামৃথা ইতি সূক্তেনেত্যর্থঃ ॥ স্ত্রীসঙ্গিনামিত্থং গতির্ভবতি তস্মাৎ স্ত্রীসঙ্গঃ সর্ব্বথা শ্রীভগবদুপাসকৈস্ত্যাজ্য ইত্যবান্তরতাৎপর্য্যম্ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চোরের প্রতি বিশ্বাস করিবে না। অতএব মহারাজ! তুমি গৃহে যাও সুখে বিষয়ভোগ কর অনর্থক বিষণ্ণ হইও না ॥ ৩১—৩২ ॥ উর্ব্বশী এইরূপে প্রবোধ দিলেও সেই অতি মুগ্ধচিত্ত রাজা প্রবোধ মানিলেন না বরং সেই স্বর্বেশ্যার স্নেহ-সংবদ্ধ হইয়া অতিশয় দুঃখ পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! এই ত আমি উর্ব্বশীচরিত্র কথা সমস্তই বর্ণন করিলাম। পরন্তু, ইহা বেদে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে আমি সংক্ষেপেই বর্ণনা করিলাম ॥ ৩৪ ॥

অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতের প্রথম
স্কন্ধে উর্ব্বশীপুরূরবাচরিত্রবর্ণন নামক ত্রয়োদশ
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ।

দৃষ্ট্বা তামসিতাপাঙ্গীং ব্যাসশ্চিন্তাপরোঽভবৎ।
কিং করোমি ন মে যোগ্যা দেবকন্যেয়মপ্সরাঃ॥ ১॥
এবং চিন্তয়মানস্তু দৃষ্ট্বা ব্যাসং তদাপ্সরাঃ।
ভয়ভীতা হি সঞ্জাতা শাপং মাং বিসৃজেদয়ম্॥ ২॥
সা কৃত্বাঽথ শুকীরূপং নির্গতা ভয়বিহ্বলা।
কৃষ্ণস্তু বিস্ময়ং প্রাপ্তো বিহঙ্গীং তাং বিলোকয়ন্॥ ৩॥
কামস্তু দেহে ব্যাসস্য দর্শনাদেব সঙ্গতঃ।
মনোঽতিবিস্মিতং জাতং সর্ব্বগাত্রেষু বিস্মিতঃ॥ ৪॥

সপ্তত্রিংশ্লোকবর্ণ্যেন্ত শুকস্যোৎপত্তিরীর্য্যতে।
যত্র ধর্ম্মো গৃহস্থানাং কর্ত্তব্যত্বেন চোচ্যতে॥

দৃষ্টান্তত্বেনোপাত্তাং পুরূরবঃকথাং সমাপ্য প্রকৃতাং শুকোৎপত্তিং কথয়তি। দৃষ্ট্বেতি। ন মে যোগ্যেতি। গৃহস্থাশ্রমযোগ্যা নেত্যর্থঃ। যতোঽপ্সরা ইয়ং ভবতি॥ ১॥ মাং প্রতি শাপময়ং বিসৃজেদিতি হেতোঃ সাপ্সরা ভয়ভীতা অভবদিত্যাহ। ভয়ভীতেতি॥ ২॥ শুকীতি। কীরাঙ্গনারূপমিত্যর্থঃ। বিস্ময়মিতি অহো অধুনৈবেয়ং বিলক্ষণা কামিনী কথং শুকী জাতেতি বিস্ময় ইত্যর্থঃ॥ ৩॥ দর্শনাদেবেতি। অপ্সরোরূপদর্শনাদেবেত্যর্থঃ। বিস্মিতং

সূত কহিলেন, মহর্ষিগণ! ব্যাসদেব সেই চারুলোচনা অপ্সরাকে দেখিয়া অতিশয় চিন্তাতুর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, এই দেবকন্যা অপ্সরা ত আমার যোগ্যা নহে, তবে ইহাকে লইয়া আমি কি করিব॥ ১॥ সেই সময় অপ্সরাও ব্যাসদেবকে চিন্তাতুর দেখিয়া, পাছে ইনি আমাকে শাপপ্রদান করেন এই ভয়ে অতিশয় ভীতা হইয়াছিল॥ ২॥ অনন্তর সেই দেববারাঙ্গনা ঘৃতাচী শাপভয়ে বিহ্বল হইয়া শুকপক্ষিণীরূপ ধারণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। এদিকে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নও এই মুহূর্ত্তে যাহাকে সর্ব্বসুলক্ষণা দিব্য কামিনীমূর্ত্তি দেখিলেন, পরক্ষণে তাহাকেই পক্ষিণীরূপ দেখিয়া একেবারে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন॥ ৩॥ হে মহর্ষিমণ্ডল! ইহ সংসারে ব্রহ্মর্ষিই হউন আর দেবতাই হউন্ পঞ্চবাণের লক্ষ্য হইতে কাহারই পরিত্রাণ নাই; অতএব, মহর্ষি বেদব্যাস যে ক্ষণে সেই অপ্সরঃপ্রধানা ঘৃতাচীর অসামান্য রূপলাবণ্য দেখিলেন, সেই অবসরেই কামদেব মহর্ষির দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িলেন; অমনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার মন অপরূপ কামিনী-মূর্ত্তি ভাবিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং সর্ব্বশরীর লোমহর্ষণে পরিপূর্ণ হইল॥ ৪॥

স তু ধৈর্য্যেণ মহতা নিগৃহ্নন্ মানসং মুনিঃ।
ন শশাক নিয়ন্তুঞ্চ স ব্যাসঃ প্রসৃতং মনঃ॥ ৫॥
বহুশো গৃহ্যমাণঞ্চ ঘৃতাচ্যা মোহিতং মনঃ।
ভাবিত্বান্নৈব বিধৃতং ব্যাসস্যামিততেজসঃ॥ ৬॥
মন্থনং কুর্ব্বতস্তস্য মুনেরগ্নিচিকীর্ষয়া।
অরণ্যামেব সহসা তস্য শুক্রমথাপতৎ॥ ৭॥
সোঽবিচিন্ত্য তথা পাতং মমন্থারণিমেব চ।
তস্মাচ্ছুকঃ সমুদ্ভূতো ব্যাসাকৃতিমনোহরঃ॥ ৮॥
বিস্ময়ং জনয়ন্ বালঃ সংজাতস্তদরণ্যজঃ।
যথাঽধ্বরে সমিদ্ধোঽগ্নির্ভাতি হব্যেন দীপ্তিমান্॥ ৯॥

প্রফুল্লং জাতম্। বিস্মিতঃ প্রফুল্লঃ॥ ৪॥ নিগৃহ্নন্মানসমিতি। নিরুদ্ধং কুর্ব্বন্নপি নিয়ন্তুং ন শশাকেত্যর্থঃ। প্রসৃতমিতি। বিষয়েষু ব্যাপৃতমিত্যর্থঃ॥ ৫॥ নৈব বিধৃতমিতি। ন বিধৃতং নিরুদ্ধমভবদিতি শেষঃ॥ ৬—৭॥ সোঽবিচিন্ত্যেতি। অবিচিন্ত্যেতিচ্ছেদঃ। ন গণয়িত্বেত্যর্থঃ। নন্বু বীর্য্যপাতানন্তরং প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বৈব মন্থনং কর্ত্তব্যং তৎ কথমবিচিন্ত্যেত্যুক্তমিতি চেন্ন। যতো যজ্ঞে কর্ম্মণি যজ্ঞাঙ্গবৈকল্যে এব প্রায়শ্চিত্তং নান্যথেতি মন্যতে মুনিঃ। যদ্বাঽরণ্যাং পতিতং বীর্য্যমবিচিন্ত্যাঽজ্ঞায়েত্যর্থঃ। বীর্য্যপাতানন্তরং প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বৈব মন্থনং কৃতং পরন্তু অরণ্যাং পতিতমিত্যেব ন জ্ঞাতমিত্যর্থকল্পনাৎ। ব্যাসাকৃতিশ্চাসৌ মনোহরশ্চেতি

যদিচ, মহর্ষি ব্যাস অন্তস্তত্ত্ববিচারে অতিশয় নিপুণ ছিলেন, তথাপি তজ্জনিত সুমহৎ ধৈর্য্যপ্রভাবেও কন্দর্প শরসংবিদ্ধমানস মত্ত হস্তীকে নিগৃহীত করিতে ভূয়িষ্ঠপ্রয়াস পাইয়াও কোনক্রমেই সেই প্রেমলালসা বিগলিতচিত্তকে নিয়মিত করিতে সমর্থ হইলেন না॥ ৫॥ ভবিতব্যতাকে অতিক্রম করিতে পারে, এই ত্রিলোকীমধ্যে এরূপ কাহারও সাধ্য নাই; সুতরাং সেই অবশ্যম্ভাবি দৈবপ্রভাব নিবন্ধন মহর্ষি বেদব্যাস অপরিমেয় তপঃপ্রভাবসম্পন্ন হইয়াও ঘৃতাচীর অলৌকিক রূপে বিমোহিত মনোরূপ মাতঙ্গসহস্র প্রবোধ শৃঙ্খলায় নিরুদ্ধ করিতে ভূরি ভূরি যত্ন পাইয়াও কিছুতেই ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। অগ্নির উৎপাদন লালসায় তিনি যে অরণীদ্বয় লইয়া মন্থন করিতেছিলেন, হটাৎ তাঁহার বীর্য্য স্খলিত হইয়া সেই অরণীকাষ্ঠ মধ্যেই নিপতিত হইল॥ ৬—৭॥ তৎকালে, তিনি সেই রেতঃপাতের বিষয় অন্তরে স্থান না দিয়া যেমন অবিরত অরণীকাষ্ঠ ঘর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন, অমনি তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় বেদব্যাসমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহা হইতে সর্ব্বাঙ্গসুলক্ষণ মহাত্মা শুকদেব আবির্ভূত হইলেন। মহর্ষিগণ! যেমন যজ্ঞস্থলে প্রজ্বলিত হুতাশন ভূয়িষ্ঠ হবনীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া আরও সমধিক উদ্দীপ্তভাবে প্রতিভাত হইতে থাকেন, সেইরূপ তাঁহার সেই অরণীগর্ভজ বালকও সহসা সমুদ্ভূত হইয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদনকরত অনুপম শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ৮—৯॥

ব্যাসস্তু সুতমালোক্য বিস্ময়ং পরমঙ্গতঃ।
কিমেতদিতি সঞ্চিন্ত্য বরদানাচ্ছিবস্য বৈ ॥ ১০ ॥
তেজোরূপী শুকো জাতোঽপ্যরণীগর্ভসম্ভবঃ।
দ্বিতীয়োঽগ্নিরিবাত্যর্থং দীপ্যমানঃ স্বতেজসা ॥ ১১ ॥
বিলোকয়ামাস তদা ব্যাসস্তু মুদিতং সুতম্।
দিব্যেন তেজসা যুক্তং গার্হপত্যমিবাপরম্ ॥ ১২ ॥
গঙ্গান্তঃ স্নাপয়ামাস সমাগত্য গিরেস্তদা।
পুষ্পবৃষ্টিস্তু খাজ্জাতা শিশোরুপরি তাপসাঃ! ॥ ১৩ ॥
জাতকর্ম্মাদিকং চক্রে ব্যাসস্তস্য মহাত্মনঃ।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ১৪ ॥
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো মুদিতাস্তে দিদৃক্ষবঃ।
বিশ্বাবসুর্নারদশ্চ তুম্বুরুঃ শুকসম্ভবে ॥ ১৫ ॥

সমন্তন্ ॥ ৮ ॥ অরণ্যজঃ। অরণ্যকাষ্ঠজ ইত্যর্থঃ। শম্যা অরণ্যকাষ্ঠত্বাৎ। যথাধ্বরে ইতি। তথারং দীপ্তিমানিতি শেষঃ ॥ ৯ ॥

কিমেতদিতি। কামিত্বভাবে কথং পুত্রোৎপত্তিরিতি বিচিন্ত্য চিন্তাকৃত্বা শিবস্য বরদানাদেতদভবদিতি তর্কয়ামাসেতি শেষঃ ॥ ১০—১২ ॥

খাদাকাশাৎ ॥ ১৩ ॥ (শুকজন্মনি দেবাদেবযোনয়শ্চ সন্তুষ্টা জাতা ইত্যত আহ। দেবদুন্দুভয় ইতি ॥১৪—১৫॥ অরণী উত্তরাধরহোমকাষ্ঠদ্বয়ং তদ্‌ঘর্ষণাৎ সম্ভবং সঞ্জাতং অযোনিজ-

ব্যাসদেব সহসা তাদৃশ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্র সন্দর্শনে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রথমত ভাবিলেন, এ আবার কি হইল? পরে, নিশ্চয় করিলেন যে, ইহা সেই দেবদেব ভগবান্ সদাশিবের বরপ্রভাব ভিন্ন অপর কিছুই নহে ॥ ১০ ॥ এদিকে অরণীগর্ভসম্ভূত সেই তেজোরাশি শুকদেব জাতমাত্র নিজ প্রচণ্ড তেজঃপ্রভাবে মূর্ত্তিমান্ হুতাশনের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। তখন, মহর্ষি ব্যাস দিব্যপ্রভাবসম্পন্ন দ্বিতীয় গার্হপত্য অগ্নিসদৃশ সেই সদানন্দময় কুমারের প্রতি নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া রহিলেন ॥ ১১—১২ ॥

হে তাপসবৃন্দ! সেই সময় ভগবতী গঙ্গাদেবী ও হিমালয়গিরি হইতে সেই স্থলে সমাগত হইয়া বালকের দেহের অভ্যন্তরস্থল (সমস্ত নাড়ী) পর্য্যন্ত নিজ পবিত্র সলিল দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া দিলেন; অমনি আকাশ হইতে সেই শিশুর উপরি, পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ॥ ১৩ ॥ অধিক কি বলিব যৎকালে সত্যবতী কুমার মহর্ষি ব্যাস সেই মহাত্মা পুত্রের জাতেষ্ট্যাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, সেই সময় শুকদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে আকাশে দেবদুন্দুভি নিনাদিত হইতে লাগিল, অপ্সরোবৃন্দ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল এবং নারদ, বিশ্বাবসু ও তুম্বুরু প্রভৃতি প্রধান গন্ধর্ব্বনায়কগণ বালকের দর্শন লালসায় তথায় আগমন পূর্ব্বক

তুষ্টুবুর্মুদিতাঃ সর্ব্বে দেবা বিদ্যাধরাস্তথা।
দৃষ্ট্বা ব্যাসসুতং দিব্যমরণীগর্ভসম্ভবম্ ॥ ১৬ ॥
অন্তরিক্ষাৎ পপাতোর্ব্ব্যাং দণ্ডঃ কৃষ্ণাজিনং শুভম্।
কমণ্ডলুস্তথা দিব্যঃ শুকস্যার্থে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৭ ॥
সদ্যঃ স ববৃধে বালো জাতমাত্রোঽতিদীপ্তিমান্।
তস্যোপনয়নং চক্রে ব্যাসো বিদ্যাবিধানবিৎ* ॥ ১৮ ॥
উৎপন্নমাত্রং তং বেদাঃ সরহস্যাঃ সসংগ্রহাঃ।
উপতস্থুর্ম্মহাত্মানং যথাস্য পিতরন্তথা ॥ ১৯ ॥
যতো দৃষ্টং শুকীরূপং ঘৃতাচ্যাঃ সম্ভবে তদা।
শুকেতি নাম পুত্রস্য চকার মুনিসত্তমাঃ ! ॥ ২০ ॥
বৃহস্পতিমুপাধ্যায়ং কৃত্বা ব্যাসসুতস্তদা।
ব্রতানি ব্রহ্মচর্য্যস্য চকার বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২১ ॥

মিত্যর্থঃ ॥১৬॥ শুকস্যাবালব্রহ্মচর্য্যভাবিত্বাৎ আকাশাদেব ব্রহ্মচর্য্যোপকরণানি নিপেতুরিত্যাত আহ দণ্ডঃ কৃষ্ণাজিনমিতি ॥ ১৭—১৮ ॥) উপতস্থুর্মনসি স্ফুরণং প্রাপুরিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

ঘৃতাচ্যাঃ সম্ভবে তদেতি। ঘৃতাচ্যাঃ শুকীরূপং সম্ভবে শুকোৎপত্তিসময়ে দৃষ্টং যতো যস্মাৎ কারণাৎ। তস্মাদেব তদা তস্মিন্ কালে। শুকেতি সন্ধিরার্ষঃ। শুক ইতি নাম চকারেত্যর্থঃ। যদুদ্দেশেন বীর্য্যং পতিতং সা তস্য মাতেতি শুকী মাতাস্যেতি শুক-নামকরণতাৎপর্য্যম্ ॥ ২০—২১ ॥ (ধর্ম্মশাস্ত্রাণীতি। শুকো গুরুকুলেবৃহস্পতি গৃহে স্থিত্বেতি

আনন্দিতমনে গান করিতে লাগিলেন ॥ ১৪—১৫ ॥ সমস্ত দেব ও বিদ্যাধরগণ মহর্ষি ব্যাসের সেই অরণী গর্ভ সম্ভূত পুত্র সন্দর্শনে আহ্লাদে পুলকিত হইয়া স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ হে দ্বিজোত্তম মহর্ষিগণ ! সেই সময় শুকদেবের নিমিত্ত অন্তরীক্ষ হইতে পৃথিবীতে দিব্যরূপী দণ্ড, কমণ্ডলু ও সর্ব্ব সুখাবহ কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম পতিত হইল ॥ ১৭ ॥ এ দিকে সেই বালক শুকদেব জন্মমাত্র প্রদীপ্ত বহ্নিশিখার ন্যায় তৎক্ষণাৎ পরিবর্দ্ধিত হইলেন ইহা দেখিয়া সর্ব্বশাস্ত্র বিধানে অভিজ্ঞ মহর্ষি ব্যাস তাঁহার উপনয়ন প্রদান করিলেন। হে মহর্ষিগণ ! আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমস্ত সংগ্রহ ও রহস্য সমেত চতুষ্পাদ বেদ সকল যেমন মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট প্রতিনিয়ত আয়ত্তীকৃত রহিয়াছে সেইরূপ তাঁহার সেই মহাত্মা পুত্র উৎপন্ন হইবামাত্র তাঁহারও উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল অর্থাৎ তাঁহার অন্তরে স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল ॥ ১৮—১৯ ॥

হে মুনিসত্তমগণ ! ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুত্রের জন্মকালে স্বর্গবেশ্যা ঘৃতাচীর মূর্ত্তি শুক পক্ষিণীর মত দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামও শুকদেব রাখিলেন ॥ ২০ ॥ অনন্তর

---

* সর্ব্ববিধানবিৎ ইতি বা পাঠঃ।

সোঽধীত্য নিখিলান্ বেদান্ সরহস্যান্ সসংগ্রহান্।
ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি কৃত্বা গুরুকুলে শুকঃ ॥ ২২ ॥
গুরবে দক্ষিণাং দত্বা সমাবৃত্তো মুনিস্তদা।
আজগাম পিতুঃ পার্শ্বে কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্য চ ॥ ২৩ ॥
দৃষ্ট্বা ব্যাসঃ শুকং প্রাপ্তং প্রেম্ণোত্থায় সসম্ভ্রমঃ।
আলিলিঙ্গ মুহুর্ঘ্রাণং মূর্দ্ধ্নি তস্য চকার হ ॥ ২৪ ॥
পপ্রচ্ছ কুশলং ব্যাসস্তথা চাধ্যয়নং শুচিঃ।
আশ্বাস্য স্থাপয়ামাস শুকং তত্রাশ্রমে শুভে ॥ ২৫ ॥
দারকর্ম্ম ততো ব্যাসঃ শুকস্য পর্য্যচিন্তয়ৎ।
কন্যাং মুনিসুতাং কান্তামপৃচ্ছদতিবেগবান্ ॥ ২৬ ॥
শুকং প্রাহ সুতং ব্যাসো বেদোঽধীতস্ত্বয়াঽনঘ!।
ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি কুরু ভার্য্যাং মহামতে! ॥ ২৭ ॥

শেষঃ। সর্ব্বাণি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি কৃত্বা অধীত্য ইত্যর্থঃ। পিতুঃ সমীপে আগতবানিতি পর-শ্লোকেনান্বয়ঃ ॥ ২২—২৩ ॥) ঘ্রাণং মূর্দ্ধ্নীতি। মস্তকাবঘ্রাণং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ আশ্বাস্যেতি। পুত্রাধ্যয়নং শ্রুত্বা সম্যক্ ত্বয়াঽধ্যয়নং কৃতমিত্যাশ্বাস্যেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥ (দারকর্ম্ম ভার্য্যাগ্রহণম্ ॥ ২৬ ॥ মহামতে ইতি সম্বোধনেন শুকস্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতাবিচারশক্তিঃ

শুকদেব সুরগুরু বৃহস্পতিকে আচার্য্যত্বে বরণ করিয়া যথাবিহিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২১ ॥ এইরূপে মেধাশক্তি সম্পন্ন মহাত্মা শুক ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠায়ী হইয়া গুরুকুলে থাকিয়া সমস্ত রহস্যগণ সমন্বিত সাঙ্গ বেদ চতুষ্টয়, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি উপবেদ ও সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নানন্তর গুরু দক্ষিণা দিয়া সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক পিতা কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২২—২৩ ॥ মহর্ষি ব্যাস শুকদেবকে নিকটে উপস্থিত দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া অত্যন্ত প্রীতিসহকারে আলিঙ্গন করিলেন এবং স্নেহা-ধিক্য বশতঃ বারংবার মস্তকের আঘ্রাণ লইতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ পরে, ব্যাসদেব অতি সরলভাবে শুকদেবের শারীরিক ও অধ্যয়নাদি বিষয়ের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, (এবং সকল বিষয়েই পুত্রকে সম্পূর্ণ কৃতী দেখিয়া) আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক সেই সর্ব্ব মঙ্গল-ময় আশ্রমে অবস্থান করিতে অনুমতি করিলেন ॥ ২৫ ॥

তদনন্তর, ভগবান্ ব্যাসদেব শুকদেবের দারপরিগ্রহের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন ; পরম কমনীয় মূর্ত্তি হইবে অথচ মুনিকুমারী হয় এরূপ অনূঢ়া কন্যা পাইবার নিমিত্ত তিনি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং পুত্রকে কহিলেন, বৎস! সাঙ্গবেদ ও ধর্ম্ম শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া তোমার সমস্ত মনোমালিন্য দূর হইয়াছে ত? এক্ষণে, দারপরিগ্রহ কর। হে পুত্র! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান্ অতএব তোমাকে অধিক

গার্হস্থ্যঞ্চ সমাসাদ্য যজ দেবান্ পিতৃনথ।
ঋণান্মোচয় মাং পুত্র! প্রাপ্য দারাম্মনোরমান্॥ ২৮॥
অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গো নৈব চ নৈব চ।
তস্মাৎ পুত্র! মহাভাগ! কুরুষাদ্য গৃহাশ্রমম্॥ ২৯॥
কৃত্বা গৃহাশ্রমং পুত্র! সুখিনং কুরু মাং শুক!।
আশা মে মহতী পুত্র! পূরয়স্ব মহামতে!॥ ৩০॥
তপস্তপ্ত্বা মহাঘোরং প্রাপ্তোঽসি ত্বমযোনিজঃ।
দেবরূপী মহাপ্রাজ্ঞ! পাহি মাং পিতরং শুক!॥ ৩১॥

সূত উবাচ।

ইতি বাদিনমভ্যাসে প্রাপ্তঃ* প্রাহ শুকস্তদা।
বিরক্তঃ সোঽতিরক্তং তং সাক্ষাৎ পিতরমাত্মনঃ॥ ৩২॥

সূচিতা॥ ২৭—২৮॥ গার্হস্থাশ্রমং প্রশংসন্নাহ অপুত্রস্যেতি। গৃহাশ্রমং কুরু গৃহস্থধর্ম্মং পালয় দারপরিগ্রহেণ ইত্যর্থঃ॥ ২৯—৩০॥ তবোৎপত্ত্যর্থং ময়া মহান্ ক্লেশঃ কৃতঃ অতো ভবানধুনা মমাশাং নিরাকর্ত্তুং নার্হসীতি আহ তপস্তপ্ত্বেতি॥ ৩১॥)

আর কি বলিব কোন মনোরমা কামিনীকে পত্নীত্বে গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহস্থ ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া দেব ও পিতৃ লোকের অর্চ্চনা কর। ফল কথা এই যে, এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ঋণত্রয় হইতে আমাকে মুক্ত কর॥২৬—২৮॥ বৎস! পুত্রবিহীন মানবের সদ্গতি নাই; আর স্বর্গত কোন ক্রমেই হইবে না। ফলত অশেষপ্রকার দুর্গতিই ঘটিয়া থাকে; অতএব হে মহাত্মন্! তুমি সকল আশ্রমের সার স্বরূপ গৃহস্থ আশ্রম গ্রহণ কর। বৎস শুক! তুমি অসামান্য মনীষাশক্তি সম্পন্ন; সুতরাং তোমাকে অধিক আর কি বুঝাইব আমি তোমার প্রতি অনেক দূর আশা করিয়া রহিয়াছি; এক্ষণে তুমি আমার সেই সমস্ত আশা পূরণ কর। দেখ, শুক! আমি ঘোরতর তপস্যা করিয়া সেই ভগবান্ বৃষভধ্বজের প্রসাদেই তোমা হেন দেবরূপী অযোনিসম্ভূত পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছি; রে বৎস! তুমি কেবল তাঁহারই প্রভাবে এতাদৃশ সুমহৎ প্রজ্ঞাশক্তি সম্পন্ন হইয়াছ, অতএব, তোমাকে অধিক আর কি বলিব তুমি আমার এই আদেশটী পালন করিয়া এ বিষয়ে আমায় রক্ষা কর॥ ২৯—৩১॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিমণ্ডল! মহর্ষি বেদব্যাস পুত্র শুকদেবকে নিকটে বসাইয়া এই প্রকার গৃহস্থ ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলে; সেই বিষয়ভোগ-বিরাগী মহাত্মা শুক নিজ পিতাকে অত্যন্ত সংসারাসক্ত দেখিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকারেই কহিলেন, পিতঃ! আপনি ঘোরতর তপঃপ্রভাবে এতাদৃশী মহতী বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, যদ্দ্বারা আপনি বেদ সমস্তকেও বিভাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে

---

* ব্যাসঃ ইতি বা পাঠঃ।

শুক উবাচ ।

কিং ত্বং বদসি ধর্ম্মজ্ঞ ! বেদব্যাস ! মহামতে ! ।
তত্ত্বেন শাধি শিষ্যং মাং ত্বদাজ্ঞাং করবাণ্যলম্ ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ত্বদর্থে যত্তপস্তপ্তং ময়া পুত্র ! শতং সমাঃ ।
প্রাপ্তস্ত্বং চাতিদুঃখেন শিবস্যারাধনেন চ ॥ ৩৪ ॥
দদামি তব বিত্তন্তু প্রার্থয়িত্বাঽথ ভূপতিম্ ।
সুখং ভুংক্ষ্ব মহাপ্রাজ্ঞ ! প্রাপ্য যৌবনমুত্তমম্ ॥ ৩৫ ॥

শুক উবাচ ।

কিং সুখং মানুষে লোকে ব্রূহি তাত ! নিরাময়ম্ ।
দুঃখবিদ্ধং সুখং প্রাজ্ঞা ন বদন্তি সুখং কিল ॥ ৩৬ ॥

অভ্যাসে সমীপে ॥ ৩২ ॥ তত্ত্বেন পরমার্থদৃষ্ট্যেত্যর্থঃ। পূর্ব্বোক্তং তু ত্বয়া লৌকিক-দৃষ্ট্যোক্তমিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ পরমার্থদৃষ্ট্যৈবেদমুক্তমিত্যভিপ্রায়েণ ব্যাস আহ ॥ ৩৪—৩৫ ॥ নিরাময়ম্। দুঃখেনাসম্ভিন্নমিত্যর্থঃ। দুঃখবিদ্ধন্তু সুখং নৈব সুখং ভবতীতি পণ্ডিতা বদন্তী-

---

বোধ হয় আপনার আর কিছুই জানিতে অবশিষ্ট নাই ; আর আমি যখন আপনার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তখন অবশ্যই শিষ্য মধ্যে গণ্য, তাহাতে আর সংশয় কি ? পরন্তু আপনি পরমার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমাকে উপদেশ করুন্। তাহা হইলে আমি পরম আদরের সহিত আপনার আদেশ পালন করিব ॥ ৩২—৩৩ ॥

ব্রহ্মর্ষি ব্যাসদেব (পুত্র শুকদেবের এতাদৃশ সংসার বিরাগ জনক বাক্য শ্রবণে) বলিলেন রে পুত্রক ! তোমাকে পাইবার নিমিত্ত আমি যে, তপশ্চর্য্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, সেই-রূপ নিয়ত শত বৎসর কাল অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া পরম মঙ্গলময় ভগবান্ মহাদেবের আরাধনা করায় তবে তোমাকে পাইয়াছি ; বৎস ! তুমি বেদাদি শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়াছ, সুতরাং তোমাকে আর অধিক বলিতে হইবে না ; দেখ, যৌবন কালই মনুষ্যের বিষয় ভোগের সময়, অতএব তুমিও এরূপ পরম সুখময় যৌবন পাইয়া হেলায় নষ্ট করিও না। রে বৎস ! যদি তোমার দরিদ্রতা ভয়ে সংসারে বিরাগ জন্মিয়া থাকে, তবে তাহা অন্তঃকরণ হইতে একেবারে দূর করিয়া দেও ; কারণ, আমি স্বয়ং কোন নরপতির নিকট হইতে অর্থ যাচ্ঞা করিয়া আনিয়া দিতেছি তুমি স্বচ্ছন্দে সংসার সুখ ভোগে প্রবৃত্ত হও ॥ ৩৪—৩৫ ॥ (শুকদেব এতাবৎ কাল নীরবে থাকিয়া ব্যাস-দেবের সংসার প্রবর্ত্তক বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া) কহিলেন, পিতঃ ! প্রজ্ঞাবান্ ঋষিগণ সর্ব্বদাই এই কথা বলিয়া থাকেন যে, সংসারে যাহা কিছু সুখ আছে তৎসমস্তই অশেষ দুঃখ জালজড়িত। ভাল, আপনি বলুন দেখি, এই মনুষ্যলোক মধ্যে এমন কি নির্ম্মল সুখ আছে

স্ত্রিয়ং কৃত্বা মহাভাগ ! ভবামি তদ্বশানুগঃ।
সুখং কিং পরতন্ত্রস্য স্ত্রীজিতস্য বিশেষতঃ ॥ ৩৭ ॥
কদাচিদপি মুচ্যেত লোহকাষ্ঠাদিযন্ত্রিতঃ।
পুত্রদারৈর্নিবদ্ধস্তু ন বিমুচ্যেত কর্হিচিৎ ॥ ৩৮ ॥
বিণ্মূত্রসম্ভবো দেহো নারীণাং তন্ময়স্তথা।
কঃ প্রীতিং তত্র বিপ্রেন্দ্র ! বিবুধঃ কর্তুমিচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥
অযোনিজোঽহং বিপ্রর্ষে ! যোনৌ মে কীদৃশী মতিঃ ॥
ন বাঞ্ছাম্যহমগ্রেঽপি যোনাবেব সমুদ্ভবম্ ॥ ৪০ ॥
বিট্‌সুখং কিমু বাঞ্ছামি ত্যক্ত্বাত্মসুখমদ্ভুতম্।
আত্মারামশ্চ ভূয়োঽপি ন ভবত্যতিলোলুপঃ* ॥ ৪১ ॥

ত্যাহ দুঃখবিদ্ধমিতি ॥ ৩৬ ॥ (গার্হস্থসুখং দুঃখবিদ্ধমেবেতি স্পষ্টীকর্তুমাহ। স্ত্রিয়ং কৃত্বেতি। ন তু তত্র কেবলং মহতামধীনতা কিন্তু নির্ব্বীর্য্যস্ত্রিয়া অপি স্বাধীনত্বমস্তীত্যত আহ স্ত্রীজিতস্যেতি ॥ ৩৭ ॥ কারাগারস্থস্যাপি মুক্তিলাভাশা বিদ্যতে কিন্তু সংসারবদ্ধস্য কদাচিৎনাস্তীতি বিশদীকর্তুমাহ কদাচিদিতি ॥ ৩৮ ॥ জ্ঞানিনঃ কদাপি স্ত্রিয়ং ন প্রশংসন্তি অত আহ বিণ্মূত্রেতি ॥৩৯॥ অযোনিজত্বাৎ কদাপি মম যোনিপ্রীতির্নাস্তীত্যত আহ। অযোনিজেতি ॥৪০—৪১॥)

যাহাকে কোন প্রকার দুঃখের লেশ মাত্রও আসিয়া স্পর্শ করিতে পারে না? পিতঃ! আপনি মহাতপঃপ্রভাব সম্পন্ন ; সুতরাং আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা কেবল মূর্খতা মাত্র ; তথাপি যাহা বলিতেছি একবার বিচার করিয়া দেখুন। আমি আপনার আদেশ মত দারপরিগ্রহ করিলেই অগত্যা তাহার বশীভূত হইতে হইবে, তাহা হইলে বলুন দেখি, পরাধীন ব্যক্তির বিশেষত ইন্দ্রিয়পরায়ণ স্ত্রৈণ পুরুষের কি প্রকারে সুখোৎপত্তি হইতে পারে? ॥ ৩৬—৩৭ ॥ মনুষ্য কাষ্ঠ বা লৌহাদি নির্ম্মিত কারাগৃহে রুদ্ধ হইয়াও বরং কখন কোন প্রকারে মুক্তি লাভে সমর্থ হয়, কিন্তু, স্ত্রী পুত্রাদি রূপ নিগড় নিবদ্ধ ব্যক্তি, এ শরীরে আর কদাপিও মুক্ত হইতে পারে না ॥ ৩৮ ॥ অপরাপর প্রাণীদিগের দেহও যেমন পুরীষ মূত্রময় দেহ হইতে সমুৎপন্ন রমণীগণেরও সেইরূপ। পিতঃ! আপনি ত সমস্ত বেদ বিভাগ করিয়া বেদজ্ঞদিগের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, ভাল বলুন দেখি, যে ব্যক্তি ইহ সংসারে মায়া নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ (জাগরিত) হইয়াছে তাদৃশ কোন্ পুরুষ সেই অমেধ্য বিষ্ঠামূত্রময় মহিলা শরীরে প্রীতি করিতে অভিলাষী হয়? পিতঃ! আপনি সমস্ত বেদে সর্ব্বতোভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও কি ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না যে, আমি যখন অযোনি সম্ভূত, তখন যোনিতে আমার কিরূপ প্রবৃত্তি? কেবল এইবার নহে ইহার পূর্ব্ব জন্মেও আমি কখনই যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি নাই ॥ ৩৯—৪০ ॥ বিশেষত আমি অনির্ব্বচনীয় পরমাত্ম-জনিত সুখ বিসর্জ্জন দিয়া কি বিষ্ঠা ভোগ সুখের অভিলাষ করিব? পুনশ্চ ইহাও

* আত্মারামাশ্চ মুনয়ো ন ভবন্ত্যতিলোলুপাঃ। ইতি বা পাঠঃ।

প্রথমং পঠিতা বেদা ময়া বিস্তারিতাশ্চ তে।
হিংসাময়াস্তে পঠিতাঃ কর্ম্মমার্গপ্রবর্ত্তকাঃ ॥ ৪২ ॥
বৃহস্পতির্গুরুঃ প্রাপ্তঃ সোঽপি মগ্নো গৃহার্ণবে।
অবিদ্যাগ্রস্তহৃদয়ঃ কথং তারয়িতুং ক্ষমঃ ॥ ৪৩ ॥
রোগগ্রস্তো যথা বৈদ্যঃ পররোগচিকিৎসকঃ।
তথা গুরুর্মুমুক্ষোর্ম্মে গৃহস্থোঽয়ং বিড়ম্বনা ॥ ৪৪ ॥
কৃত্বা প্রণামং গুরবে ত্বৎসমীপমুপাগতঃ।
ত্রাহি মাং তত্ত্ববোধেন ভীতং সংসারসর্পতঃ ॥ ৪৫ ॥
সংসারেঽস্মিন্মহাঘোরে ভ্রমণং নভচক্রবৎ।
ন চ বিশ্রমণং ক্বাপি সূর্য্যস্যেব দিবানিশি ॥ ৪৬ ॥
কিং সুখং তাত! সংসারে নিজতত্ত্ববিচারণাৎ।
মূঢ়ানাং সুখবুদ্ধিস্তু বিট্‌সু কীটসুখং যথা ॥ ৪৭ ॥

বিস্তারিতা বিচারিতা ইত্যর্থঃ। তত্রাপি ন শান্তির্লব্ধা তেষাং হিংসাময়ত্বাদিত্যাহ হিংসেতি ॥ ৪২—৪৪ ॥ কৃত্বেতি। এতত্প্রসাদেব বৃহস্পতিং প্রণম্য জ্ঞানপ্রাপ্ত্যর্থং ত্বৎসমীপমাগতোঽস্মীত্যর্থঃ ॥৪৫॥ নভচক্রবৎ নক্ষত্রচক্রবদিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ নিজতত্ত্ববিচারণাদিতি ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী। তং বিহায়েত্যর্থঃ। মূঢ়ানাং সুখবুদ্ধিঃ সংসারে ত্বকিঞ্চিৎকরীত্যাহ মূঢ়ানামিতি ॥৪৭॥

স্থির জানিবেন যে, আত্মারামগণ কখনই নিতান্ত বিষয়লোলুপ হয়েন না ॥ ৪১ ॥ প্রথমত বেদাধ্যয়ন করিয়া যখন বিশেষ রূপে তাহাদিগের তাৎপর্য্য বিচার করিয়া দেখিলাম, তখন বুঝিলাম তাহারা কেবল কর্ম্মমার্গপ্রবর্ত্তক হিংসাময় শাস্ত্র মাত্র!! তাহার পর বৃহস্পতির নিকট যাইয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া দেখিলাম, তিনিও ঘোরতর অবিদ্যাগ্রস্ত হৃদয়; সুতরাং তিনি যে নিতান্ত গৃহার্ণবে নিমগ্ন তাহা বলা অত্যুক্তি মাত্র; অতএব তাদৃশ ব্যক্তি কি প্রকারে অন্যকে মুক্ত করিতে পারিবে? ॥ ৪২—৪৩ ॥ যেমন, রোগগ্রস্ত বৈদ্য অন্যের রোগের চিকিৎসক হইলে, লোকে যাদৃশ ফল ফলিয়া থাকে, সেইরূপ আমিও সংসার পাশ-ছিন্ন লালসায় গৃহাসক্ত ব্যক্তিকে গুরু ধরিলাম। হায়! কি বিড়ম্বনা!! ॥ ৪৪ ॥ পিতঃ! আমি এই জন্যই তাদৃশ গুরুকে প্রণাম করিয়া আপনার নিকট প্রত্যাগমন করিলাম; বস্তুতঃ আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি; তত্ত্বজ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক আমাকে এই ভীষণ সংসার-সর্পগ্রাস হইতে রক্ষা করুন!! ॥ ৪৫ ॥ যেমন, সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া জ্যোতিশ্চক্র নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে সেইরূপ এই সমস্ত জীব নিকরও অবিশ্রান্ত গতিতে এই সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কখনই আর শ্রান্তি সুখানুভবে সমর্থ হইতেছে না ॥ ৪৬ ॥ পিতঃ! ইহ সংসারে আত্মার স্বরূপ বিচার অপেক্ষা প্রকৃত সুখ আর কি আছে? পরন্তু, বিষ্ঠাভোজী কীটের যেমন বিষ্ঠাতেই পরম সুখ; সেইরূপ, অবিদ্যাবিমূঢ়চেতাদিগের যে, কেবল বিষয়ভোগেই সুখোদয় হয় তাহা অবশ্যই স্বীকার করি ॥ ৪৭ ॥ বেদাদি

অধীত্য বেদশাস্ত্রাণি সংসারে রাগিণশ্চ যে।
তেভ্যঃ পরো ন মূর্খোঽস্তি সধর্ম্মাঃ শ্বাশ্বশূকরৈঃ ॥ ৪৮ ॥
মানুষ্যং দুর্লভং প্রাপ্য বেদশাস্ত্রাণ্যধীত্য চ।
বধ্যতে যদি সংসারে কো বিমুচ্যেত মানবঃ ॥ ৪৯ ॥
নাতঃ পরতরং লোকে ক্বচিদাশ্চর্য্যমদ্ভুতম্।
পুত্রদারগৃহাসক্তঃ পণ্ডিতঃ পরিগীয়তে ॥ ৫০ ॥
ন বাধ্যতে যঃ সংসারে নরো মায়াগুণৈস্ত্রিভিঃ।
স বিদ্বান্ স চ মেধাবী শাস্ত্রপারঙ্গতো হি সঃ ॥ ৫১ ॥
কিং বৃথাঽধ্যয়নেনাত্র দৃঢ়বন্ধকরেণ চ।
পঠিতব্যং তদেবাশু মোচয়েদ্ভববন্ধনাৎ ॥ ৫২ ॥
গৃহ্লাতি পুরুষং যস্মাদ্গৃহন্তেন প্রকীর্ত্তিতম্।
ক্ব সুখং বন্ধনাগারে তেন ভীতোঽস্ম্যহং পিতঃ ॥ ৫৩ ॥
যেঽবুধা মন্দমতয়ো বিধিনা মুষিতাশ্চ যে।
তে প্রাপ্য মানুষং জন্ম পুনর্ব্বন্ধং বিশন্ত্যুত ॥ ৫৪ ॥

সধর্ম্মা ইতি। শ্বাশ্বশূকরৈঃ সধর্ম্মাঃ সমানধর্ম্মবন্ত ইত্যর্থঃ। সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ ধর্ম্মাদনিচ্ কেবলাদিত্যনিজভাবঃ ॥ ৪৮ ॥ মানুষ্যমিতি। এতাদৃশো যদি বধ্যেত তর্হি মোক্ষোচ্ছেদ এব স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥ তর্হি কঃ পণ্ডিতস্তত্রাহ ন বাধ্যত ইতি। কূটস্থবদনুভবেন গুণ-ত্রয়াসম্বদ্ধ ইত্যর্থঃ ॥৫১॥ ভববন্ধনাদত্র যদিতি শেষঃ ॥৫২॥ গৃহ্লাতীতি। বধ্নাতীত্যর্থঃ ॥৫৩—৫৪॥

সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যাহারা সংসারে অনুরাগী হয়, তাহাদিগের একমাত্র কুক্কুর, অশ্ব বা শূকরের স্বভাবের সহিতই উপমা দেওয়া যাইতে পারে ॥ ৪৮ ॥ দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়া বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যদি সংসারনিগড়ে নিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে, কোন মানব আর ইহা হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হইবে? ॥ ৪৯ ॥ স্ত্রী, পুত্র ও গৃহাদিতে আসক্ত হইয়াও যদি পণ্ডিত নামে বিশ্রুত হইতে পারেন, তবে ইহা অপেক্ষা অনির্ব্বচনীয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই ত্রিলোকীমধ্যে আর কিছু আছে কিনা তাহা বলিতে পারি না ॥ ৫০ ॥ ফলত সংসারে আসিয়া যিনি মায়ার গুণত্রয়ে আবদ্ধ হন্ না, তিনিই বিদ্বান্ মেধাবী এবং প্রকৃতপক্ষে তিনিই শাস্ত্রসকলের পরপারে গমন করিয়াছেন অর্থাৎ শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম তিনিই পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ॥ ৫১ ॥ তাহা না হইলে দৃঢ়তর সংসারবন্ধনকর শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আর কি ফল হইবে? অতএব, যে শাস্ত্র অচিরাৎ ভববন্ধন হইতে মুক্তিদানে সমর্থ, তাহাই অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য ॥ ৫২ ॥

পিতঃ! জীবকে বলপূর্ব্বক আনিয়া গৃহকারায় রুদ্ধ করে বলিয়াই গৃহ নামে কথিত হইয়াছে; অতএব বন্ধনাগারে আবার সুখ কোথায়? আমি সেই জন্যই অত্যন্ত ভীত

ব্যাস উবাচ।

ন গৃহং বন্ধনাগারং বন্ধনে ন চ কারণম্।
মনসা যো বিনির্মুক্তো গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যতে॥ ৫৫॥
ন্যায়াগতধনঃ কুর্ব্বন্ বেদোক্তং বিধিবৎ ক্রমাৎ।
গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যেত শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাক্ শুচিঃ॥ ৫৬॥
ব্রহ্মচারী যতিশ্চৈব বানপ্রস্থো ব্রতস্থিতঃ।
গৃহস্থং সমুপাসন্তে মধ্যাহ্নাতিক্রমে সদা॥ ৫৭॥
শ্রদ্ধয়া চান্নদানেন বাচা সূনৃতয়া তথা।
উপকুর্ব্বন্তি ধর্ম্মস্থা গৃহাশ্রমনিবাসিনঃ॥ ৫৮॥
গৃহাশ্রমাৎ পরো ধর্ম্মো ন দৃষ্টো ন চ বৈ শ্রুতঃ।
বশিষ্ঠাদিভিরাচার্য্যৈর্জ্ঞানিভিঃ সমুপাশ্রিতঃ॥ ৫৯॥

ব্যাসস্তু কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্ম্মিকান্বিদধদিত্যাদি ছান্দোগ্যশ্রুতিমনুস্মৃত্য গৃহস্থাশ্রমং শ্রেষ্ঠত্বেন কথয়তি। ন গৃহং বন্ধনাগারমিতি। নহি জড়ং গৃহং পুরুষং বধ্নাতি ন চান্যদ্বন্ধনে কারণমস্তি কিন্তু মনস আসক্তিমাত্রং কারণং তাং বিহায় সংসারং কুর্ব্বাণো মুচ্যত এবেত্যর্থঃ॥ ৫৫—৫৬॥ ব্রহ্মচারীতি। গৃহস্থাশ্রমে বসংস্তেভ্যো ভৈক্ষ্যং দত্বা তৎপুণ্যভাগী ভবতীত্যর্থঃ॥ ৫৭॥ উপকুর্ব্বন্তীতি। পুণ্যাদিদানেনেত্যর্থঃ॥ ৫৮॥ (যদা বশিষ্ঠাদয়ঃ সপ্তর্ষয়ো বিশ্ববিশ্রুতা মহান্তস্তত্ত্বজ্ঞাঃ সর্ব্বলোকোপদেষ্টারোঽপি গার্হস্থ্যধর্ম্মমাশ্রিতবন্তঃ। তদা গৃহাশ্রমধর্ম্মাৎ কোঽপি শ্রেষ্ঠতমোধর্ম্মো নেহ দৃশ্যতে ইতি প্রদর্শয়ন্নাহ গৃহাশ্রমাদিতি॥ ৫৯॥

হইয়াছি॥ ৫৩॥ যে সকল দুর্ম্মতিজীবের মায়ানিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই, যাহারা বিধাতৃকর্তৃক নিতান্ত প্রবঞ্চিত; কেবল সেই দুর্ভাগ্যগণই দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াও মূর্ত্তিমান্ কারাগৃহরূপ এই গৃহকূপে পুনরায় প্রবিষ্ট হয়॥ ৫৪॥

মহর্ষি বেদব্যাস (পুত্র শুকদেবের এতাবৎ বৈরাগ্যজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া) কহিলেন, বৎস! এই গৃহস্থাশ্রম কারাবন্ধন নহে এবং ইহা বন্ধনের প্রতি কারণও নহে; ফলত যিনি অন্তরে সমস্ত অবিদ্যা বাসনাজাল হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন তিনি গৃহে থাকিয়াও মুক্ত হইতে পারেন॥ ৫৫॥ রে বৎস! সত্যবাদী শ্রদ্ধাবান্ পবিত্রাত্মা মানব ন্যায়ানুসারে ধনার্জ্জনপূর্ব্বক যথাবিহিত বেদোক্ত ক্রিয়াসকলের ক্রমান্বয়ে অনুষ্ঠান করিয়া গৃহস্থ হইলেও মুক্তি লাভে সমর্থ হয়॥৫৬॥ বিশেষত ব্রহ্মচারী, যতি বা বাণপ্রস্থ অথবা যে কোন প্রকার নিয়মাবলম্বীই হউক্ না কেন সকলেই মধ্যাহ্নকালের পর ভিক্ষার নিমিত্ত গৃহস্থের দ্বারেই আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকেন॥ ৫৭॥ সেই সময়, ধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহাশ্রমবাসীরা শ্রদ্ধাসহকারে অন্নদান ও সুমধুর বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগের উপকার করিয়া থাকেন। অতএব বৎস! গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা পরম ধর্ম্ম কুত্রাপি দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই; এইজন্যই তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন বশিষ্ঠ প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই ধর্ম্মই সমাশ্রয় করিয়াছেন॥ ৫৮—৫৯॥ বৎস শুক! তুমি ত ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে

কিমসাধ্যং মহাভাগ! বেদোক্তানি চ কুর্ব্বতঃ।
স্বর্গং মোক্ষঞ্চ সজ্জন্ম যদ্‌যদ্বাঞ্ছতি তদ্ভবেৎ ॥ ৬০ ॥
আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেদিতি ধর্ম্মবিদো বিদুঃ।
তস্মাদগ্নিং সমাধায় কুরু কর্ম্মাণ্যতন্দ্রিতঃ ॥ ৬১ ॥
দেবান্ পিতৃন্মনুষ্যাংশ্চ সন্তর্প্য বিধিবৎ সুত!।
পুত্রমুৎপাদ্য ধর্ম্মজ্ঞ! সংযোজ্য চ গৃহাশ্রমে ॥ ৬২ ॥
ত্যক্ত্বা গৃহং বনং গত্বা কর্ত্তাহসি ব্রতমুত্তমম্।
বানপ্রস্থাশ্রমং কৃত্বা সন্ন্যাসঞ্চ ততঃ পরম্ ॥ ৬৩ ॥
ইন্দ্রিয়াণি মহাভাগ! মাদকানি সুনিশ্চিতম্।
অদারস্য দুরন্তানি পঞ্চৈব মনসা সহ ॥ ৬৪ ॥

সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেদিতি শ্রুতিমনুস্মারয়ন্নুপদিশতি ভগবান্ বেদব্যাসঃ। মহাভাগ! ইতি তু প্রাক্তনাভ্যাসবশাৎ সহসা বাল্যাবস্থায়ামেবেদৃশতত্ত্ববোধোদয়াচ্ছুকস্তাণিমাদ্যৈশ্বর্য্যবত্ত্বসূচকসম্বোধনমিত্যবধেয়ম্। কা কথাহন্যেষাং ফল্গুসুখানাং যথাবিধি বেদোক্তকর্ম্মাণি কুর্ব্বাণস্য গৃহস্থস্য মোক্ষাদিসুখমপি করতলস্থমিতি দর্শয়ন্নাহ কিমসাধ্যমিতি ॥ ৬০ ॥ পরন্ত্বাশরীরপাতাৎ ন কেবলং গার্হস্থ্যমেবানুষ্ঠেয়ং পঞ্চাশদূর্দ্ধে বানপ্রস্থসন্ন্যাসাদিকোহপি ধর্ম্মোহবশ্যাশ্রয়ণীয় ইত্যুপদিশন্নাহ আশ্রমাদাশ্রমমিতি ॥ ৬১ ॥ দেবানিত্যারভ্যাদারস্যেতি পর্য্যন্তমুপদিশন্ শুকং দারান্ গ্রাহয়িতুং যততে কৃষ্ণদ্বৈপায়নো ব্যাসঃ। হে পুত্র! দেবান্ যজ্ঞাদিনা পিতৃন্ শ্রাদ্ধতর্পণাদিভির্মনুষ্যান্ ঋষীন্ স্বাধ্যায়াদিভিস্তথাহন্যানপি প্রাণিনঃ অন্নপানাদিভিঃ সন্তর্পয়ন্। ফলত এতানি

জগতের সমস্ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারিয়াছ, সুতরাং তোমাকে আর অধিক বলিতে হইবে না, দেখ, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে বেদোক্ত কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করে, তাহার পক্ষে কিছুই অসাধ্য নহে অর্থাৎ স্বর্গ বা মহৎ কুলে জন্ম এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্তও যাহা কিছু অভিলাষ করে সে সমস্ত মনোরথই সিদ্ধ হয় ॥ ৬০ ॥ পরন্ত, যাবজ্জীবনই যে একাশ্রমেই কালাতিবাহিত করিতে হইবে এরূপ নিয়ম নহে; ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্যগণ এইরূপ আদেশ করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ একাশ্রম হইতে আশ্রমান্তর অর্থাৎ প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য পরে গার্হস্থ তাহার পর বাণপ্রস্থ, সর্ব্বশেষে সন্ন্যাস; ফলত ক্রমান্বয়ে আশ্রমচতুষ্টয় গ্রহণ করিবে। অতএব, তুমিও অগ্নি সমাধানপূর্ব্বক আলস্য পরিহার করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও ॥ ৬১ ॥ রে পুত্রক! তুমি বেদাধ্যয়নদ্বারা সমস্ত ধর্ম্মই অবগত হইয়াছ, অতএব তোমাকে অধিক আর কি উপদেশ করিব, এক্ষণে তুমি গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া যথাবিহিত দেবতা, পিতৃ এবং মনুষ্যদিগের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক পুত্র উৎপাদন করিয়া কিয়ৎকাল গার্হস্থ সুখের অনুভব কর। পরে বার্দ্ধক্য অবস্থায় গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যে যাইয়া উৎকৃষ্ট বাণপ্রস্থ ধর্ম্মের নিয়ম সকল পালন করিয়া পরে চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিবে ॥ ৬২—৬৩ ॥ বৎস! ইহ সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়া যাহারা ভার্য্যাগ্রহণ না করে

তস্মাদ্দারান্ প্রকুর্ব্বীত তজ্জয়ায় মহামতে ! ।
বার্দ্ধকে তপ আতিষ্ঠেদিতি শাস্ত্রোদিতং বচঃ ॥ ৬৫ ॥
বিশ্বামিত্রো মহাভাগ ! তপঃ কৃত্বাঽতিদুশ্চরম্ ।
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬৬ ॥
মোহিতশ্চ মহাতেজা বনে মেনকয়া স্থিতঃ ।
শকুন্তলা সমুৎপন্না পুত্রী তদ্বীর্য্যজা শুভা ॥ ৬৭ ॥
দৃষ্ট্বা দাশসুতাং কালীং পিতা মম পরাশরঃ ।
কামবাণার্দ্দিতঃ কন্যাং তাং জগ্রাহোড়ুপে স্থিতঃ ॥ ৬৮ ॥
ব্রহ্মাপি স্বসুতাং দৃষ্ট্বা পঞ্চবাণপ্রপীড়িতঃ ।
ধাবমানশ্চ রুদ্রেণ মূর্চ্ছিতশ্চ নিবারিতঃ ॥ ৬৯ ॥

লৌকিকবৈদিককর্ম্মাণি সমাধায় বানপ্রস্থভৈক্ষ্যধর্ম্মাদিকং কর্ত্তা চরিষ্যামীতি যাবৎ ॥৬২—৬৩॥ দারপরিগ্রহং বিনা ন কেনাপীহ দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়াণি সংযন্তুং শক্যন্তে বস্তুতস্তানি অভুক্তভোগানাং চতুর্থাশ্রমিণাং উন্মাদকরাণ্যেব ভবন্তীত্যাহ ইন্দ্রিয়াণীতি ॥৬৪—৬৫॥ ইদানীং স্বকীয়োপদিষ্ট-বাক্যসমর্থনায় দুশ্চরং তপস্ততো বিশ্বামিত্রস্যাপি মেনকারূপিণা বিঘ্নেন তপোব্যাহতিরাসী-দিতি ঐতিহাসিকপ্রবৃত্ত্যুদাহরণেনোপসংহরন্নাহ বিশ্বামিত্র ইতি ॥ ৬৬—৬৭ ॥ ন তু কেবলং বিশ্বামিত্রঃ অপিতু মম পিতা তপস্বিবর্য্যঃ পরাশরোঽপি বিমুগ্ধ আসীদিত্যাহ দৃষ্ট্বেতি। দাশস্য ধীবরস্য সুতাং কন্যাম্। কালীং সত্যবতীম্ ॥ ৬৮ ॥ কাকথান্যেষাং স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা

তাহাদিগের পক্ষে এই দুরন্ত মন এবং উহার অধীন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় অত্যন্ত উন্মাদকর হইয়া উঠে সন্দেহ নাই ॥ ৬৪ ॥ বৎস ! তুমি অসীম মনীষাশক্তিসম্পন্ন ! আমি যাহা বলিলাম, বোধ হয় অবশ্যই ধারণা করিতে পারিয়াছ; শাস্ত্রে এইজন্যই দৃঢ় নির্বন্ধতাসহকারে উপ-দিষ্ট হইয়াছে যে, দুর্দ্দান্ত মন এবং তৎপরতন্ত্র প্রমাথি ইন্দ্রিয়গণের জয়ের নিমিত্ত অবশ্যই দারপরিগ্রহ করিবে; তাহার পর, বয়সের তৃতীয় ভাগে তপোঽনুষ্ঠানে নিরত হইবে ॥ ৬৫ ॥ হে মহাভাগ বৎস শুক ! দেখ, মহাতেজা রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ইন্দ্রিয়সকল সংযমনপূর্ব্বক নিরাহারে তিন সহস্র বৎসর দুষ্কর তপশ্চর্য্যা করিয়া পরিশেষে স্বর্বেশ্যা মেনকার প্রেমে মোহিত হইয়া সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন; সেই সময় সেই অরণ্যমধ্যেই তাঁহার ঔরসে পরমসুন্দরী শকুন্তলা নামে একটী কন্যা উৎপন্ন হয় ॥ ৬৬—৬৭ ॥ অধিক কি বলিব, আমার পিতা তপস্তেজা ব্রহ্মর্ষি পরাশর দাশকন্যা কালীকে দেখিয়া কন্দর্পবাণে প্রপীড়িত হইয়া সেই যমুনামধ্যস্থ নৌকাতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৬৮ ॥ অন্যের কথা দূরে থাকুক্ স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মা নিজ কন্যাকে দেখিয়া পঞ্চশরশরে সংবিদ্ধ হওত পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া-ছিলেন পরে ক্রোধজ্বলিত রুদ্রদেব কর্ত্তৃক একটী মস্তক ছিন্ন হওয়ায় তাহাতে শান্ত হয়েন ॥ ৬৯ ॥ রে বৎস ! তুমি আমার সর্ব্ব কল্যাণময় পুত্র ! অতএব, আমার এই হিতকর

তস্মাত্ত্বমপি কল্যাণ ! কুরু মে বচনং হিতম্‌।
কুলজাং কন্যকাং বৃত্বা বেদমার্গং সমাশ্রয় ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
শুকোৎপত্তির্নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পিতামহোঽপি স্বসুতাবলোকনেন বিমুগ্ধো জাত ইত্যাহ বৃদ্ধেতি ॥ ৬৯ ॥) এতদ্‌গ্রন্থস্তবাস্তর-তাৎপর্য্যস্তু জ্ঞানাধিকারপ্রাপ্তিপর্য্যন্তং কর্ম্মমার্গো নিষ্কামতয়াশ্রয়িতব্য ইতি ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

বাক্যটী রক্ষা কর, কোন সৎকুলসম্ভূত ঋষিকন্যাকে পত্নীত্বে বরণ করিয়া বেদোক্ত ক্রিয়ানু-ষ্ঠান পথ সমাশ্রয় কর ॥ ৭০ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতের
প্রথমস্কন্ধে শুকোৎপত্তি ও গৃহস্থকর্ত্তব্যতাবিষয়ক
চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশুক উবাচ।

নাহং গৃহং করিষ্যামি দুঃখদং সর্ব্বদা পিতঃ !*।
বাগুরাসদৃশং নিত্যং বন্ধনং সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ১ ॥
ধনচিন্তাতুরাণাং হি ক সুখং তাত ! দৃশ্যতে।
স্বজনৈঃ খলু পীড্যন্তে নির্ধনা লোলুপা জনাঃ ॥ ২ ॥
ইন্দ্রোঽপি ন সুখী তাদৃগ্‌যাদৃশো ভিক্ষুর্নিস্পৃহঃ।
কোঽন্যঃ স্যাদিহ সংসারে ত্রিলোকীবিভবে সতি ॥ ৩ ॥
তপন্তং তাপসং দৃষ্ট্বা মঘবা দুঃখিতো ভবন্†।
বিঘ্নান্ বহুবিধানস্য করোতি চ দিবস্পতিঃ ॥ ৪ ॥

সপ্তষষ্টিশ্লোকবর্য্যৈঃ শুকবৈরাগ্যমুচ্যতে।
শ্রীদেব্যাচোপদেশশ্চ হরয়ে কৃত উচ্যতে ॥

পিতুর্বাক্যং শ্রুত্বা শুক উবাচ নাহমিতি। গৃহং জায়াসম্বন্ধং গৃহস্থাশ্রমং বা বাগুরা মৃগবন্ধিনী রজ্জুস্তৎসদৃশং বন্ধকম্ ॥ ১—২ ॥ ত্রিলোকীবিভবে সতি ইন্দ্রোঽপি ন সুখী-ত্যন্বয়ঃ ॥ ৩ ॥ ইন্দ্রদুঃখং কথয়তি তপন্তমিতি। ভবন্নিতি শত্রন্তং ব্যাসসম্বোধনম্ ॥ ৪ ॥

পিতঃ! আমাকে অনর্থকর সংসারে প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত প্রবৃত্তি-মার্গের উপদেশ প্রদান করিতেছেন তৎসমস্তই নিষ্ফল জানিবেন; কারণ, আমি বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারিয়াছি যে, রমণীগণ দেহীদিগের কিরাত হস্তস্থ পশু বন্ধনপাশের স্বরূপ এবং সর্ব্বদাই দুঃখপ্রদ অর্থাৎ সমস্ত দুঃখের আকর; অতএব আমি কিছুতেই দারপরিগ্রহ করিব না ॥ ১ ॥ এই সংসারমধ্যে যাহারা অবিরত ধনচিন্তায় অভিভূত তাহাদের কি কুত্রাপিও প্রকৃতরূপে সুখ দেখিয়াছেন? ফলত আপনি ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, বিষয়-লিপ্সু অথচ নির্ধন গৃহস্থ আত্মপরিবার বা কুটুম্বগণ দ্বারা সর্ব্বদাই প্রপীড়িত হইয়া থাকে ॥২॥ অপরের কথা দূরে থাকুক্ এই সংসারমধ্যে এক জন বিষয়বাসনাশূন্য ভিক্ষুক যাদৃশ সুখানুভব করিয়া থাকে, ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্যসত্ত্বেও বোধ হয় সুরপতি ইন্দ্র ও তাদৃশ সুখের লেশমাত্র অনুভব করিতে পারেন না ॥ ৩ ॥ কেন না, দেবরাজ মঘবান্ যদি সত্য সত্যই সুখের অধিকারী হইতেন তাহা হইলে, তিনি স্বর্গসিংহাসনের অধীশ্বর হইয়াও কি জন্য এক জন তপস্বীকে তপস্যায় প্রবৃত্ত দেখিয়া মহাদুঃখিত হইয়া বহুবিধ বিঘ্নাচরণ

---

* যত: ইতি বা পাঠঃ। † ভবেৎ ইতি বা পাঠঃ।

ব্রহ্মাঽপি ন সুখী বিষ্ণুর্লক্ষ্মীং প্রাপ্য মনোরমাম্।
খেদং প্রাপ্নোতি সততং সংগ্রামৈরসুরৈঃ সহ ॥ ৫ ॥
করোতি বিপুলান্ যত্নান্* তপশ্চরতি দুশ্চরম্।
রমাপতিরপি শ্রীমান্ কস্যাস্তি বিপুলং সুখম্ ॥ ৬ ॥
শঙ্করোঽপি সদা দুঃখী ভবত্যেব চ বেদ্ম্যহম্।
তপশ্চর্য্যাং প্রকুর্ব্বাণো দৈত্যযুদ্ধকরঃ সদা† ॥ ৭ ॥
কদাচিন্ন সুখী শেতে ধনবানপি লোলুপঃ।
নির্ধনস্তু কথং তাত! সুখং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৮ ॥
জানন্নপি মহাভাগ! পুত্রং মাং বীর্য্যসম্ভবম্।
নিয়োক্ষ্যসি মহাঘোরে সংসারে দুঃখদে সদা ॥ ৯ ॥
জন্ম দুঃখং জরা দুঃখং দুঃখঞ্চ মরণে তথা।
গর্ভবাসে পুনর্দুঃখং বিষ্ঠামূত্রময়ে পিতঃ! ॥ ১০ ॥

(স্বয়ং রমায়া লক্ষ্যাঃ পতিঃ শ্রীমানপি সর্ব্বৈশ্বর্য্যবানপি ইত্যর্থঃ। দৈত্যসমরজন্যং খেদং ক্লান্তিং প্রাপ্নোতীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। এবং চেত্তর্হি অপরেষাং দুঃখাবাপ্তৌ কিমু বক্তব্যমিতি কৈমুতিক ন্যায়েন সর্ব্বেষামপি দেহধারিণামিত্যেতদ্দর্শয়ন্নাহ ব্রহ্মাপীতি ॥ ৫—৮ ॥) জানন্নপীতি। ইত্থং জানন্নপি মামৌরসং পুত্রং কথমেবন্নিয়োজয়সীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ (সংসারং দুঃখময়মিতি বিশদী

করিয়া থাকেন? ॥ ৪ ॥ লোকপিতামহ ব্রহ্মাও সুখী নহেন; বিষ্ণু মনোরমা লক্ষ্মীকে পাইয়াও নিরন্তর অসুরদিগের যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত থাকিয়া অশেষ প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥ পিতঃ! সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া স্বয়ং রমাপতিও যখন, শত্রুদমনের জন্য বিব্রত হইয়া নানাপ্রকার চেষ্টা এবং দুষ্কর তপস্যার অনুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হয়েন, তখন, অপর কে এমন ব্যক্তি আছে যে সর্ব্বতোভাবে সুখের অধিকারী হইতে পারে? ॥ ৬ ॥ অধিক আর কি বলিব, লোকে যাঁহাকে বিশ্বমঙ্গলকর বলিয়া কীর্ত্তন করে সেই দেবাদিদেব বিশ্বনাথও যে মহাদুঃখসাগরে নিমগ্ন তাহাও আমি জানি। কারণ, তিনি কখন দৈত্যদিগের সহিত সংগ্রাম কখনও বা ঘোরতর তপশ্চর্য্যায় নিরত; ফলত সর্ব্বদা কোন না কোন কর্ম্মাড়ম্বর লইয়াই বিব্রত থাকেন ॥ ৭ ॥ পিতঃ! বিষয়বাসনা থাকিলে, ঐশ্বর্য্যবান্ মহাপুরুষগণও যখন কখন সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন না, তখন, নির্ধন মনুষ্য কিরূপে প্রকৃত সুখলাভে সমর্থ হইবে? ॥ ৮ ॥ পিতঃ! আপনি ত অজ্ঞ নহেন বস্তুতঃ মহান্ তপঃপ্রভাবসম্পন্ন এবং জগতের সমস্ত তত্ত্ব জানিতে পারিয়াও কিজন্য নিজ ঔরসজাত পুত্রকে নিরন্তর ভীষণ দুঃখপ্রদ সংসারসাগরে নিমজ্জিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন? ॥৯॥ দেখুন, প্রথমতঃ জীবের জন্মকালে

---

* বজ্রান্ ইতি বা পাঠঃ।

† শঙ্করোঽপি সদা দুঃখী ভবত্যেব ন সংশয়ঃ। পদাহতঃ প্রমদয়া হৃষ্টিং যাতি যতোময়া ॥ ইতি পাঠোঽপি দৃশ্যতে ॥

তস্মাদতিশয়ং দুঃখং তৃষ্ণালোভসমুদ্ভবম্।
যাচ্ঞায়াং পরমং দুঃখং মরণাদপি মানদ! ॥ ১১ ॥
প্রতিগ্রহধনা বিপ্রা ন বুদ্ধিবলজীবনাঃ।
পরাশা পরমং দুঃখং মরণঞ্চ দিনে দিনে ॥ ১২ ॥
পঠিত্বা সকলান্ বেদান্ শাস্ত্রাণি চ সমন্ততঃ।
গত্বা চ ধনিনাং কার্য্যা স্তুতিঃ সর্ব্বাত্মনা বুধৈঃ ॥ ১৩ ॥
একোদরস্য কা চিন্তা পত্রমূলফলাদিভিঃ।
যেন কেনাপ্যুপায়েন সন্তুষ্ট্যা চ প্রপূর্য্যতে ॥ ১৪ ॥
ভার্য্যা পুত্রাস্তথা পৌত্রাঃ কুটুম্বে বিপুলে সতি।
পূরণার্থং মহদ্দুঃখং ক্ব সুখং পিতরদ্ভুতম্ ॥ ১৫ ॥

কর্ত্তুমাহ জন্মেতি। উৎপত্তিঃ স্থিতির্মরণং গর্ভবাসঃ পুনশ্চক্রবদ্বহুৎপত্ত্যাদিকং দুঃখাদ্দুঃখতরমিতিভাবঃ ॥ ১০ ॥ যাচ্ঞায়া দুঃখতমত্বং দর্শয়িতুমাহ তস্মাদিতি ॥ ১১ ॥ বিপ্রাস্তু প্রায়শঃ পরভাগ্যোপজীবিন ইতি বিশদীকর্ত্তুমাহ প্রতিগ্রহেতি। মরণঞ্চেতি। অপমান এব মরণং প্রতিদিনম্ ॥১২—১৩॥) বিরক্তস্য নৈব দুঃখমিত্যাহ একোদরস্যেতি ॥১৪॥ (সংসারাসক্তস্য তু ন কেবলং নিজদুঃখচিন্তা পরং পরচিন্তয়া এবাতিদুঃখেন কালো নীয়তে তাদৃশেন মূঢ়গৃহিণেতিশেষঃ

দুঃখ তাহার পর বার্দ্ধক্যে জরাজনিত দুঃখ পরে মরণসময়ে দুঃখ পুনর্ব্বার বিষ্ঠামূত্রময় গর্ভবাসের সেই অসীম যন্ত্রণাময় দুঃখ; (ফলত এই সকল কথা স্মৃতিপথে উদয় হইলে সর্ব্বশরীর ভয়ে লোমাঞ্চিত হইতে থাকে) ॥ ১০ ॥ এ সমস্ত অপেক্ষা বোধ হয় বিষয়বাসনা ও লোভসমুদ্ভূত দুঃখই সমধিক। ভাল, পিতঃ! আপনিত সর্ব্বদাই সকলের মান দান করিয়া থাকেন, কেননা আপনি স্বপ্রণীত পুরাণাদি শাস্ত্রে ভূয়ো ভূয়ো মানবদিগকে সম্মান করিতে উপদেশ করিয়াছেন, তবে বলুন দেখি যাচ্ঞাতে মরণ অপেক্ষাও বিপুল দুঃখরাশি আসিয়া উপস্থিত হয় কি না? ॥ ১১ ॥ হায়! কি দুর্ভাগ্য, পরপ্রতিগ্রহই দ্বিজগণের জীবনোপায়!! সুতরাং তাঁহাদের বল, বুদ্ধি বা জীবন সমস্তই নিষ্ফল। কেননা, ইহ সংসারে বোধ হয়, পর প্রত্যাশা অপেক্ষা কোনটাই অধিকতর ক্লেশকর নহে; এমন কি ভাবিয়া দেখিলে উহা এক প্রকার প্রতিদিনই মরণস্বরূপ ॥ ১২ ॥ সাঙ্গ বেদচতুষ্টয় এবং পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক পণ্ডিত হইয়া শেষে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য হইল কি না ধনীদিগের নিকট যাইয়া একাগ্রচিত্তে স্তুতি পাঠ করা!! ॥ ১৩ ॥ পিতঃ! একটী উদর পূরণের জন্য কি কোন চিন্তা হইতে পারে? পত্র বা ফলমূলাদি দ্বারা যে কোনও উপায়েই হউক পরম সন্তোষের সহিত অনায়াসেই তাহার পূরণ করা যাইতে পারে ॥ ১৪ ॥ কিন্তু, ভার্য্যা পুত্র ও পৌত্র প্রভৃতি বহু কুটুম্ব থাকিলে, তাহাদিগের ভরণপোষণের নিমিত্ত কেবল রাশি রাশি দুঃখভারই আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতে আর অনির্ব্বচনীয় সুখের আশা কোথায়? ॥ ১৫ ॥

যোগশাস্ত্রং বদ মম* জ্ঞানশাস্ত্রং সুখাকরম্।
কর্ম্মকাণ্ডেঽখিলে তাত! ন রমেঽহং কদাচন॥ ১৬॥
বদ কর্ম্মক্ষয়োপায়ং প্রারব্ধং সঞ্চিতন্তথা।
বর্ত্তমানং যথা নশ্যেৎ ত্রিবিধং কর্ম্মমূলজম্॥ ১৭॥
জলূকেব সদা নারী রুধিরং পিবতীতি বৈ।
মূর্খস্তু ন বিজানাতি মোহিতো ভাবচেষ্টিতৈঃ॥ ১৮॥
ভোগৈর্বীর্য্যং ধনং পূর্ণং মনঃ কুটিলভাষণৈঃ।
কান্তা হরতি সর্ব্বস্বং কঃ স্তেনস্তাদৃশোঽপরঃ॥ ১৯॥
নিদ্রাসুখবিনাশার্থং মূর্খস্তু দারসংগ্রহম্।
করোতি বঞ্চিতো ধাত্রা দুঃখায় ন সুখায় চ*॥ ২০॥

সূত উবাচ।

এবং বিধানি বাক্যানি শ্রুত্বা ব্যাসঃ শুকস্য চ।
সংপ্রাপ মহতীং চিন্তাং কিং করোমীত্যসংশয়ম্॥ ২১॥

অত আহ ভার্য্যেতি॥ ১৫—১৬॥) প্রারব্ধং সঞ্চিতং বর্ত্তমানঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মমূলজমবিদ্যাজন্যং যথা নশ্যেদিত্যন্বয়ঃ॥ ১৭—১৮॥ ভোগৈর্বীর্য্যং হরতি। পূর্ণং ধনং মনশ্চ কুটিলভাষণৈঃ।

পিতঃ! আপনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া সেই সর্ব্বসুখের আধারভূত তত্ত্বজ্ঞান-উৎপাদক শাস্ত্র বা যোগশাস্ত্রের উপদেশ করুন! প্রভূত কর্ম্মকাণ্ড আড়ম্বরে আমার অন্তঃকরণ কখনই নিরত হইবে না॥ ১৬॥ পিতঃ! জন্ম ও জরামৃত্যু প্রভৃতি অশেষ যাতনাপ্রদ সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ কর্ম্মের মূলীভূত বাসনাময়ী অবিদ্যা যাহাতে সমূলে উন্মূলিত হয় সেই কর্ম্মক্ষয়ের উপায় বলুন॥ ১৭॥ আপনি কি জানেন না যে, রমণীগণ জলৌকা কীটের ন্যায় কেবল নিরন্তর পুরুষদিগের শরীরস্থ শোণিতরাশি শোষণ করিতে থাকে? মূর্খ লোক না জানিয়াই তাহাদিগের হাবভাব ও কটাক্ষপাত প্রভৃতি অঙ্গভঙ্গী দ্বারা বিমোহিত হয়॥ ১৮॥ মূঢ় লোক যাহাকে কমনীয় মূর্ত্তি রমণী বলিয়া মনে করে, কিন্তু, সে প্রতিদিনই সম্ভোগের দ্বারা স্বামীর বীর্য্য এবং কৌটিল্যপূর্ণ প্রেমালাপে সমস্ত ধন ও মন প্রভৃতি সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইতেছে; অতএব, এই সংসারে এরূপ প্রকার প্রধান চোর আর কে আছে?॥ ১৯॥ পিতঃ! আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি যে, মূর্খ লোক কেবল বিধাতা কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াই নিজ নিদ্রা ও সুখ বিনাশের জন্য দারপরিগ্রহ করিয়া থাকে; ফলতঃ ইহ সংসারে স্ত্রীগ্রহণ কেবল ভূয়িষ্ঠ দুঃখরাশি ভোগের জন্যই উহাতে সুখের লেশমাত্রও নাই॥ ২০॥

---

* বিত্তো ইতি বা পাঠঃ। * দুঃখায় নরকায় চ। ইতি বা পাঠঃ।

তস্য সুস্রুবুরশ্রূণি লোচনাদ্দুঃখজানি চ।
বেপথুশ্চ শরীরেঽভূদ্‌গ্লানিং প্রাপ মনস্তথা ॥ ২২ ॥
শোচন্তং পিতরং দৃষ্ট্বা দীনং শোকপরিপ্লুতম্ ।
উবাচ পিতরং ব্যাসং বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ॥ ২৩ ॥
অহো ! মায়াবলঞ্চোগ্রং যন্মোহয়তি পণ্ডিতম্ ।
বেদান্তস্য চ কর্ত্তারং সর্ব্বজ্ঞং বেদসম্মিতম্ ॥ ২৪ ॥
ন জানে কা চ সা মায়া কিংস্বিৎ সাঽতীবদুষ্করা ।
যা মোহয়তি বিদ্বাংসং ব্যাসং সত্যবতীসুতম্ ॥ ২৫ ॥
পুরাণানাঞ্চ বক্তা চ নির্ম্মাতা ভারতস্য চ ।
বিভাগকর্ত্তা বেদানাং সোঽপি মোহমুপাগতঃ ॥ ২৬ ॥

স্তেনশ্চোরঃ ॥১৯—২১॥ অশ্রূণি নেত্রজলানি। বেপথুঃ কম্পঃ ॥২২—২৩॥ বেদসম্মিতং বেদবৎ-প্রমাণবাক্যম্ ॥ ২৪ ॥ কা চ সেতি। কাপ্যনির্ব্বচনীয়েত্যর্থঃ। কিংস্বিদিতি বিতর্কে। দুষ্করা

সূত কহিলেন, মহর্ষিমণ্ডল ! ব্যাসদেব পুত্র শুকদেবের এইরূপ সংসার বৈরাগ্যজনক বাক্য শ্রবণে গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া ভাবিলেন, এক্ষণে আমি করি কি ! পুত্রের যে প্রকার বৈরাগ্যের দৃঢ়তা দেখিতেছি, তাহাতে ইহাকে গার্হস্থ ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করা যে, দুঃসাধ্য ব্যাপার সে বিষয়ে আর সংশয় নাই ॥ ২১ ॥ ঋষিগণ ! রহস্যের কথা অধিক আর কি বলিব আমার গুরুদেব মহর্ষি বেদব্যাস পুত্রের সেই বৈরাগ্যের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে দুঃখে এতদূর কাতর হইয়া পড়িলেন, যে, সেই সময় তাঁহার লোচনদ্বয় হইতে অনর্গল অশ্রুধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল ; বস্তুত তৎকালে তাঁহার অন্তরে এতদূর গ্লানি উপস্থিত হইল যে, তিনি কোনক্রমেই আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না ভয়ে মুহুর্মুহু তাঁহার দেহযষ্টি কাঁপিতে লাগিল ॥ ২২ ॥

শুকদেব দুঃখসাগরে ভাসমান পিতা বেদব্যাসকে নিতান্ত দীনভাবে শোক করিতে দেখিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত-লোচনে বলিতে লাগিলেন। একি ! ইহ জগতীতলে যাঁহার উপদেশ লোকে বেদবাক্যের ন্যায় প্রমাণ করিয়া থাকে, যিনি বেদান্তদর্শনের প্রণেতা সেই সর্ব্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানবিশারদ বেদব্যাসকেও মায়া আসিয়া মোহিত করিল ॥ ২৩—২৪ ॥ অহো ! মায়ার কি উৎকট প্রভাব ! ! সেই মায়া যখন ব্রহ্মবিদ্যাবিশারদ সত্যবতীনন্দন বেদব্যাসকেও মোহিত করিল, তখন সেই মায়া যে কিরূপ অনির্ব্বচনীয়া তাহা কিছুই জানিতে পারিলাম না এবং সেই দুরারাধ্যা মায়াকে কি উপায়ে যে, আয়ত্ত করিতে পারা যায় তাহা বহু তর্কের দ্বারাও স্থির করিতে পারিতেছি না ॥ ২৫ ॥ অহো কি আশ্চর্য্য ! যিনি সমস্ত পুরাণশাস্ত্রের বক্তা যিনি মহাভারতের প্রণেতা অধিক কি বেদ-চতুষ্টয়ের বিভাগকর্ত্তা বলিয়া এই বিশ্বসংসারে বিশ্রুত ; তিনিও ঘোরতর মোহজালে নিবদ্ধ

তাং যামি শরণং দেবীং যা মোহয়তি বৈ জগৎ।
ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদীংশ্চ কথাঽন্যেষাঞ্চ কীদৃশী ॥ ২৭ ॥
কোঽপ্যস্তি ত্রিষু লোকেষু যো ন মুহ্যতি মায়য়া।
যন্মোহং গমিতাঃ পূর্ব্বে ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ ॥ ২৯ ॥
অহো! বলমহো বীর্য্যং দেব্যা খলু বিনির্ম্মিতম্।
মায়য়ৈব বশং নীতঃ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ২৯ ॥
বিষ্ণ্বংশসম্ভবো ব্যাস ইতি পৌরাণিকা জগুঃ।
সোঽপি মোহার্ণবে মগ্নো ভগ্নপোতো বণিগ্‌যথা ॥ ৩০ ॥
অশ্রুপাতং করোত্যদ্য বিবশঃ প্রাকৃতো যথা।
অহো! মায়াবলঞ্চৈতদ্দুস্ত্যজং পণ্ডিতৈরপি ॥ ৩১ ॥
কোঽয়ং কোঽহং কথঞ্চেহ কীদৃশোঽয়ং ভ্রমঃ কিল।
পঞ্চভূতাত্মকে দেহে পিতৃপুত্রেতি বাসনা ॥ ৩২ ॥

দুষ্করযত্নসাধ্যেত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥ ব্যাসশান্ত্যর্থং দেবীং প্রার্থয়তি তাং যামীতি। অন্তর্য্যামি-রূপিণীমিত্যর্থঃ ॥২৭—২৮॥ ঈশ্বরো বিষ্ণুঃ ॥ ২৯—৩১ ॥ কোঽয়মিতি। অয়ং ব্যাসো মম কঃ ন কোঽপি তথাঽহং শুক এতস্য কঃ ন কোঽপ্যথাপি কীদৃশোঽয়ং ভ্রম এতস্য মম গৃহস্থাশ্রমেণ

হইলেন!! পরন্তু, সেই মায়া যখন, ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরকেও স্বীয় প্রভাবে বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, তখন, অন্যের পক্ষে যে কিরূপ ঘটিবে তাহা ত বিলক্ষণই অনুভূত হইতেছে; অতএব যিনি এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নাসারন্ধ্রে বিদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায় নিরন্তর স্বেচ্ছামত পরিচালন করিতেছেন, আমি সেই দেবী মহামায়ার শরণাগত হইলাম ॥ ২৬—২৭ ॥ সেই অপরিমেয়প্রভাবা দেবী মায়া পূর্ব্বে যখন, ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরকেও বিমোহিত করিয়াছিলেন, তখন, এই সংসারমধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছে যে, সে মায়া বিমোহিত হয় না? সেই চৈতন্যরূপিণী ভগবতী মায়াশক্তির কি অনির্ব্বচনীয় বলবীর্য্যেরই সৃষ্টি করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! এইরূপ শ্রুতি আছে যে, পূর্ব্বে সেই সর্ব্ব জীবের নিগ্রহানুগ্রহ সমর্থ সর্ব্বৈশ্বর্য্য শক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বিষ্ণুও মায়ার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন; (তবে আর অপরের কথা কি বলিব) ॥ ২৮—২৯ ॥ তাহার সাক্ষী, পুরাণশাস্ত্রবেত্তা ঋষিরা সকলেই এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, মহর্ষি বেদব্যাস বিষ্ণু অংশে আবির্ভূত; কিন্তু, তিনিও ভগ্নতরী বণিকের ন্যায় ঘোরতর অজ্ঞানজলধিতে নিমগ্ন হইতেছেন; কি আশ্চর্য্য! এক্ষণে ইনিও প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় অভিভূত হইয়া অনর্গল অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতেছেন!! বুঝিলাম, সেই মায়ার অসীমপ্রভাবের নিকট পরম জ্ঞানী পুরুষেরও পরিত্রাণ নাই ॥ ৩০—৩১ ॥ এই জগন্মণ্ডলে এই এক কি প্রকার আশ্চর্য্যজনক ভ্রান্তি দেখ, উনি কে আর আমি কে তাহার

বলিষ্ঠা খলু মায়েয়ং মায়িনামপি মোহিনী।
যয়াঽভিভূতঃ কৃষ্ণোঽপি করোতি রোদনং দ্বিজঃ॥ ৩৩॥

সূত উবাচ।

তাং নত্বা মনসা দেবীং সর্ব্বকারণকারণাম্।
জননীং সর্ব্বদেবানাং ব্রহ্মাদীনান্তথেশ্বরীম্॥ ৩৪॥
পিতরং প্রাহ দীনং তং শোকার্ণবপরিপ্লুতম্।
অরণীসম্ভবো ব্যাসং হেতুমদ্বচনং শুভম্॥ ৩৫॥
পারাশর্য্য! মহাভাগ! সর্ব্বেষাং বোধদঃ স্বয়ম্।
কিং শোকং কুরুষে স্বামিন্! যথাঽজ্ঞঃ প্রাকৃতো নরঃ॥ ৩৬॥
অদ্যাহং তব পুত্রোঽস্মি ন জানে পূর্ব্বজন্মনি।
কোঽহং কস্ত্বং মহাভাগ! বিভ্রমোঽয়ং মহাত্মনি॥ ৩৭॥

কল্যাণং ভবত্বিতি। কথং চেহ পঞ্চভূতাত্মকে মে দেহে পিতাপুত্র ইত্যেবংরূপা বাসনা আশ্চর্য্যমেতদিত্যর্থঃ॥ ৩২—৩৬॥ বিভ্রমোঽয়ং মহাত্মনীতি। কথমিতি শেষঃ॥ ৩৭—৩৯॥

স্থিরতা নাই, অথচ এই পঞ্চভূতময় দেহপিণ্ডে ইনি পিতা আমি পুত্র এইরূপ নিরর্থক বাসনা উপস্থিত হইতেছে॥ ৩২॥ দ্বিজকুলচূড়ামণি ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নও যখন মোহে অভিভূত হইয়া রোদন করিতেছেন, তখন, জানিলাম যে, এই অনন্ত প্রভাবময়ী মায়া মহামায়াবীদিগেরও মোহজননী ইহাতে কোন সংশয় নাই॥ ৩৩॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! তদনন্তর অরণীগর্ভসম্ভূত মহাত্মা শুকদেব সেই দেবাদিদেব ব্রহ্মাদিরও নিয়ন্ত্রী সর্ব্বদেবজননী সমস্ত কারণকূটের ও কারণীভূতা দেবী মহামায়াকে মনে মনে প্রণাম করিয়া সেই শোকসাগরে ভাসমান দীনভাবাপন্ন পিতা ব্যাসদেবকে পরম কল্যাণকর হেতুগর্ভপূর্ণ বাক্য সকল বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৩৪—৩৫॥

পিতঃ! আপনি ঋষিপ্রবর মহাত্মা পরাশরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং নিজেও অনন্ত তপোরাশিপ্রভাবে অপরাপর ঋষিদিগকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়া থাকেন; বস্তুত আপনি সর্ব্বজীবের নিগ্রহে বা অনুগ্রহে সমর্থ হইয়াও প্রাকৃত মূর্খ মনুষ্যের ন্যায় শোক করিতেছেন কেন? ॥৩৬॥ হে মহাভাগ! (আমি যাহা বলি একবার বিচার করিয়া দেখুন,) এবারে আমি আপনার পুত্র হইয়াছি, কিন্তু ইহার পূর্ব্বজন্মে আপনি কে আর আমিই বা কে ছিলাম তাহার কিছুই স্থিরতা নাই অতএব আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, ইহা কিছুই নহে, কেবল সেই কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাতে অনাদি সংসারবাসনা প্রবাহময়ী অবিদ্যাপ্রভাবে জন্ম মৃত্যু বা পিতা পুত্র ও কলত্রাদিরূপ ভ্রান্তির আরোপ মাত্র। পিতঃ! আপনি পরম তত্ত্বজ্ঞ সুতরাং আপনাকে প্রবোধিত করিতে যাওয়া কেবল বাচলতামাত্র।

কুরু ধৈর্য্যং প্রবুধ্যস্ব মা বিষাদে মনঃ কৃথাঃ।
মোহজালমিমং মত্বা মুঞ্চ শোকং মহামতে! ॥ ৩৮ ॥
ক্ষুধানিবৃত্তির্ভক্ষ্যেণ ন পুত্রদর্শনেন হি।
পিপাসা জলপানেন যাতি নৈবাত্মজেক্ষণাৎ ॥ ৩৯ ॥
ঘ্রাণং সুখং সুগন্ধেন কর্ণজং শ্রবণেন চ।
স্ত্রীসুখং তু স্ত্রিয়া নূনং পুত্রোঽহং কিঙ্করোমি তে ॥ ৪০ ॥
অজীগর্ত্তেন পুত্রোঽপি হরিশ্চন্দ্রায় ভূভুজে।
পশুকামায় যজ্ঞার্থং দত্তো মৌল্যেন সর্ব্বথা ॥ ৪১ ॥
সুখানাং সাধনং দ্রব্যং ধনাৎ সুখসমুচ্চয়ঃ।
ধনমর্জ্জয় লোভশ্চেৎ পুত্রোঽহং কিং করোম্যহম্‌ ॥ ৪২ ॥

পুত্রোঽহং কিংকরোমীতি। মমোপযোগঃ ক ইত্যর্থঃ। নন্থ পিতুঃ পরলোকক্রিয়ার্থং পুত্রোঽপেক্ষিত ইতি চেন্ন। তদ্বচনস্ত কর্ম্মঠশ্রদ্ধাজাড্যাভিপ্রায়কত্বাৎ। অতএব ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদিতি সন্ন্যাসো ব্রহ্মচারিণামুক্ত ইতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥ অজীগর্ত্তেন ব্রাহ্মণেনাতএব স্বপুত্রো দ্রব্যং গৃহীত্বা হরিশ্চন্দ্রায় পশ্বর্থং সমর্পিত ইত্যাহ অজীগর্ত্তেনেতি। তস্মাদ্দ্রব্যমেব

আপনি আর এরূপ বিষণ্ণ হইবেন না ধৈর্য্য অবলম্বন করুন; অধিক কি বলিব, আপনি অবিদ্যা নিদ্রা হইতে জাগরিত হউন; বাস্তবিক এই সমস্ত মিথ্যা মনঃকল্পিত সংসারকে মোহবাগুরাময় জানিয়া অশেষ ক্লেশজনক শোককে অন্তঃকরণ হইতে দূর করিয়া দিন ॥ ৩৭—৩৮ ॥ দেখুন, ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি ভক্ষ্যদ্রব্য না খাইয়া যদি কেবল পুত্রমুখ সন্দর্শন করে তাহাতে কি তাহার কখন ক্ষুধা শান্তি হইতে পারে? না জল পিপাসু জলপান না করিয়া কেবল পুত্রমুখাবলোকনমাত্রে পিপাসা নিবৃত্তি করিতে পারে? (বস্তুত এস্থলে যেমন ক্ষুধা ও পিপাসা শান্তির নিমিত্ত অন্ন এবং জলেরই প্রয়োজন সেইরূপ ভবক্ষুধাদি নিবারণের নিমিত্ত একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই প্রয়োজনীয় পুত্রকলত্রাদি নহে) ॥ ৩৯ ॥ আরও দেখুন, এই সংসারে এইরূপ নিয়ম নিবদ্ধ আছে যে একের দ্বারা কদাচ অন্যের কর্ত্তব্যকার্য্য সংসাধিত হইতে পারে না তাহার সাক্ষী, সুগন্ধ পাইলেই ঘ্রাণেন্দ্রিয় সুখানুভব করিয়া থাকে আর মধুরবাক্য বা সঙ্গীতবাদ্য শুনিলেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের সুখ; সেইরূপ রমণীসম্ভোগ জন্য সুখ স্ত্রীসংযোগেই হইয়া থাকে অপর দ্রব্যে নহে; অর্থাৎ পুত্রের দ্বারা কদাচ এ সকল সুখ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই; অতএব, যদি সংসারের এইরূপ অলঙ্ঘ্য গতি নিশ্চিত হইল, তবে পুত্র হইয়া আমি আপনার কি সুখের উৎপাদন করিতে সমর্থ হইব? আপনি স্থির জানিবেন ইহ সংসারে নিজের মঙ্গল বা সুখের মূল আপনিই পুত্রাদি নহে। এ বিষয়ে আর একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখুন, যে সময় মহীপাল হরিশ্চন্দ্র নরমেধ যজ্ঞের নিমিত্ত নরপশু ক্রয় করিবার জন্য দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন তখন, সুদরিদ্র দ্বিজ অজীগর্ত্ত

মাং প্রবোধয় বুদ্ধ্যা ত্বং দৈবজ্ঞোঽসি মহামতে ! ।
যথা মুচ্যেয়মত্যন্তং গর্ভবাসভয়ান্মুনে ! ॥ ৪৩ ॥
দুর্লভং মানুষং জন্ম কর্ম্মভূমাবিহানঘ ! ।
তত্রাপি ব্রাহ্মণত্বং বৈ দুর্লভঞ্চোত্তমে কুলে ॥ ৪৪ ॥
বদ্ধোঽহমিতি মে বুদ্ধির্নাপসর্পতি চিত্ততঃ ।
সংসারবাসনাজালে নিবিষ্টা বৃদ্ধগামিনী ॥ ৪৫ ॥

সূত উবাচ ।

ইত্যুক্তস্তু তদা ব্যাসঃ পুত্রেণামিতবুদ্ধিনা ।
প্রত্যুবাচ শুকং শান্তং চতুর্থাশ্রমমানসম্ ॥ ৪৬ ॥

খদং ন পুত্রাদিকমিত্যর্থঃ । ইয়ং কথা সপ্তমস্কন্ধে বক্ষ্যমাণাঽস্তি ॥৪১—৪২॥ দৈবজ্ঞ ইতি । দবস্য সূক্ষ্মত্বাৎ সূক্ষ্মজ্ঞ ইত্যর্থঃ ॥৪৩—৪৪॥ বৃদ্ধগামিনী বৃদ্ধাশ্রয়িণ্যপীয়ং মতিরিত্যর্থঃ ॥৪৫—৪৬॥

প্রভূত অর্থরাশির পরিবর্ত্তে অবলীলাক্রমে নিজ ঔরসপুত্র শুনঃশেফকে রাজহস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন ॥৪০—৪১॥ পিতঃ ! ধনই সমস্ত ঐহিক সুখের মূল, কেন না ধন হইতেই সমস্ত সুখের উৎপত্তি ; অতএব যদি আপনার সাংসারিক সুখসম্ভোগে বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ধনোপার্জ্জনে যত্নপরায়ণ হউন। আমি যদিচ আপনার পুত্র বটে, কিন্তু, আমার এই সংসারমধ্যে একমাত্র পরমার্থ তত্ত্ব ব্যতীত অপর কোন প্রকার সুখসম্ভোগে স্পৃহা নাই ; সুতরাং আমা হইতে আপনার কোন উপকারেরই সম্ভাবনা নাই। হে মহাত্মন্ ! আপনি সুদীর্ঘকাল-ধারণা, ধ্যান ও সমাধি প্রভৃতি দ্বারা এই সমস্ত আধ্যাত্মিকাদি সূক্ষ্ম তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন, অতএব আমি যাহাতে এই ঘোর যাতনাময় গর্ভকারাবাস হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হই, আপনি কৃপা করিয়া তাদৃশ তত্ত্ববোধ প্রদানে আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিয়া দিন ॥ ৪২—৪৩ ॥ পিতঃ ! তপোজ্ঞানপ্রভাবে আপনার অন্তঃকরণ অত্যন্ত নির্ম্মল হইয়াছে সুতরাং কোন বিষয়ই আপনার জানিতে অবশিষ্ট নাই ; দেখুন, এই কর্ম্মক্ষেত্র ভূলোকে আসিয়া জীব বহু সুকৃতিফলেই দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করে তাহাতে আবার যদি উত্তম ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হয়, তাহা যে, কতদূর পুণ্যরাশির ফল, তাহা আর কি বলিব !! (দৈবানুগ্রহে আমি সেই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াও অবহেলায় হারাইব।) হে পিতঃ ! অধিক আর কি বলিব, যদিচ আমি যথাবিহিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠানপূর্ব্বক সুচিরকাল জ্ঞানবৃদ্ধ গুরুদিগের নিকট ভূরি ভূরি উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, তথাপি, আমি সংসারপাশবদ্ধ অদ্যাপি মুক্ত হইতে পারি নাই, এইরূপ সংসারবাসনা জালজড়িত ঘোরতর অবিদ্যাতিমিরাবৃত রজস্তমোময়ী বুদ্ধিবৃত্তি চিত্ত হইতে কোন প্রকারেই তিরোহিত হইতেছে না ॥ ৪৪—৪৫ ॥

সূত কহিলেন, মহর্ষিমণ্ডল ! ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুত্রের এইরূপ কথা শুনিয়া যখন, বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন, যে, প্রশান্তস্বভাব অসাধারণ বোধশক্তিসম্পন্ন শুকদেব চতুর্থাশ্রম

ব্যাস উবাচ।

পঠ পুত্র! মহাভাগ! ময়া ভাগবতং কৃতম্।
শুভং ন চাতিবিস্তীর্ণং পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্॥ ৪৭॥
স্কন্ধা দ্বাদশ তত্রৈব পঞ্চলক্ষণসংযুতম্।
সর্ব্বেষাঞ্চ পুরাণানাং ভূষণং মম সম্মতম্॥ ৪৮॥
সদসজ্জ্ঞানবিজ্ঞানং শ্রুতমাত্রেণ জায়তে।
যেন ভাগবতেনেহ তৎ পঠ ত্বং মহামতে!॥ ৪৯॥

চতুর্থাশ্রমযোগ্যস্ত শুকপুত্রস্যৈতদ্ভাগবতোপদেশাদন্যোঽপি যো বিরক্তঃ পুত্রসদৃশঃ প্রিয়শ্চ তস্মা এবৈতদ্ভাগবতং বক্তব্যং নান্যস্মা ইতি সূচিতম্॥ ব্রহ্মসম্মিতং বেদসম্মিতম্॥ ৪৭॥ ভূষণং মুখ্যং সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মপ্রতিপাদকত্বাদেতস্য সর্ব্বপুরাণশ্রেষ্ঠত্বং যুক্তমেব॥ অন্যপুরাণানাস্তু সাম্যাবস্থমায়াজন্যৈকৈকসত্ত্বাদিগুণোপাধিহরিহরব্রহ্মাদিকপ্রতিপাদকত্বান্ন মুখ্যত্বমিতি ভাবঃ॥ ৪৮॥ সদসজ্জ্ঞানবিজ্ঞানমিতি। যেন শ্রুতমাত্রেণ সৎ ব্রহ্ম জগদসদেতয়োঃ সদসতোর্ব্রহ্মজগতোঃ সত্ত্বেনাসত্ত্বেন চ জ্ঞানং পরোক্ষজ্ঞানং বিজ্ঞানমপরোক্ষজ্ঞানঞ্চ জায়ত ইত্যর্থঃ॥৪৯॥

(সন্ন্যাস) গ্রহণেই একান্তচিত্ত হইয়াছেন; তখন, সুমধুরবাক্যে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, পুত্র! তোমার মহীয়সী বুদ্ধি অতীব সূক্ষ্ম তত্ত্ববোধের অধিকারিণী হইয়াছে; অতএব এক্ষণে, আমি যে, বেদতুল্য ভাগবতপুরাণ প্রণয়ন করিয়াছি, কিয়ৎকাল তাহাই অধ্যয়ন কর। ঐ গ্রন্থ বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের সারসংগ্রহ জন্য নিতান্ত বিস্তীর্ণ নহে অথচ উহাকে পরম পদাভিলাষী সংসারমুমুক্ষু জীবের পরম কল্যাণসাধন বলিয়া জানিবে॥ ৪৬—৪৭॥ এই পুরাণটীতে দ্বাদশটী স্কন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণ পুরাণের সর্গ প্রতিসর্গাদি যে পাঁচটী লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ইহাতে তাহারও কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। রে বৎস! যদিচ সমস্ত পুরাণগুলির আমিই রচয়িতা বটে, কিন্তু, সে সমস্তের মধ্যে এইটীই মুখ্যতম; তাহার কারণ এই যে, অপরাপর পুরাণে কেবল সাম্যাবস্থ মায়াশক্তি জন্য সত্ত্বাদি এক একটী গুণোপাধিবিশিষ্ট হরিহর প্রভৃতিরই প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু, এই খানিতে ত্রিগুণসাম্যাবস্থমায়োপহিত পরম ব্রহ্মচৈতন্যই প্রতিপাদিত হইয়াছে; সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা এই ভাগবত পুরাণটীই আমার পরম আদরণীয় বস্তু॥ ৪৮॥ পুত্র! তোমার বুদ্ধিও যেমন অত্যন্ত সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণার উপযোগিনী, সেইরূপ আমার এই ভাগবতটীও অসাধারণ গুণসম্পন্ন; ইহা শ্রবণমাত্র কোন্ বস্তু সৎ আর কোন্ বস্তু অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা মায়াময় এই জগৎ যে অনিত্য আর একমাত্র ব্রহ্মই যে নিত্য বস্তু তদ্বিষয়ক জ্ঞান (শাস্ত্র জন্য পরোক্ষ বোধ) এবং ঐ সমস্ত বিষয় ক্রমশঃ যত অনুশীলিত হইতে থাকিবে তত পরিমাণে বিজ্ঞান (অপরোক্ষানুভূতি) হইবে ফলকথা এই অচিরকাল মধ্যে মন বিশোধিত হইয়া আত্মার স্বরূপে অবস্থিত হইবে; অতএব তুমি অবহিতচিত্তে এই ভাগবত নামক পুরাণটী অধ্যয়ন কর॥ ৪৯॥

বটপত্রশয়ানায় বিষ্ণবে বালরূপিণে ।
কেনাস্মি বালভাবেন নির্ম্মিতোঽহং চিদাত্মনা ॥ ৫০ ॥
কিমর্থং কেন দ্রব্যেণ কথং জানামি চাখিলম্ ।
ইত্যেবং চিন্ত্যমানায় মুকুন্দায় মহাত্মনে ॥ ৫১ ॥
শ্লোকার্দ্ধেন তয়া প্রোক্তং ভগবত্যাঽখিলার্থদম্ ।
সর্ব্বং খল্বিদমেবাহং নান্যদস্তি সনাতনম্ ॥ ৫২ ॥

ইদং ভাগবতং কেন কস্মা উপদিষ্টমিতি চেত্তত্রাহ বটপত্র ইতি। কথম্ভূতায় কেন কারণেনাহং বালভাবেন স্থিতোস্মি কিঞ্চ কেনচিদাত্মনা কেন চেতনেন পুরুষেণাহং নির্ম্মিতোস্মি ॥৫০॥ কিমর্থং কস্মৈ প্রয়োজনায় চ নির্ম্মিতোস্মি কেন দ্রব্যেণ পৃথিব্যাদিদ্রব্যমধ্যে কেন দ্রব্যেণাহং নির্ম্মিতোস্মি। কিঞ্চেদমখিলং সর্ব্বমহং কথং জানামি জ্ঞাস্যামীত্যেবং প্রকারেণ চিন্ত্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥ এতৎসর্ব্বশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থং সর্ব্বার্থদং বাক্যং ভগবত্যা শ্লোকার্দ্ধেন প্রোক্তম্ । কিন্তৎ। সর্ব্বং খলু ইদং জগদহমেব সনাতনমস্মি । বাধায়াং সামানাধিকরণ্যেন সর্ব্বং দৃশ্যমাত্রং মিথ্যারূপং নাস্তি। কিন্তু অহং সনাতনব্রহ্মরূপা কালত্রয়াবাধ্যা সচ্চিদানন্দরূপিণ্যহমেবাস্মি অনেন বাক্যেন সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি বাক্যস্যার্থ উক্তঃ। নন্মু মিথ্যাজগতো ভাবেঽপি চেতনান্তরসম্ভাবনা স্যাৎ তদর্থং নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেত্যস্যার্থমুপদিশতি। নান্যদস্তিসনাতনমিতি মত্তোঽন্যদ্ভিন্নং সনাতনং দ্বিতীয়ং চেতনমপি নাস্তি তথাচ সর্ব্বদৃশ্যনিষেধেন চেতনান্তরনিষেধেন চৈকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেতি মহাবাক্যার্থ উপদিষ্টো ভবতি। তেন চ ত্বয়া যদ্যচ্চিন্ত্যতে তস্য সর্ব্বস্য কারণং সচ্চিদানন্দরূপিণ্যদ্বিতীয়ানির্ব্বচনীয়শক্তিমত্যহমেব ভগবত্যস্মীত্যুপদিষ্টং ভবতি ॥ ৫২ ॥

(বৎস ! ঈদৃশ পরম মঙ্গলময় ভাগবত পূর্ব্বে কোন্ ব্যক্তি কাহাকে বলিয়াছিল এবং কি প্রকারেই বা আমি ইহা প্রাপ্ত হইলাম, এ সকল বিষয়ে যদি তোমার সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা হইলে, ইহার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতেছি শ্রবণ কর।)

রে বৎস! কল্পান্তসময়ে, মহাত্মা ভগবান্ বিষ্ণু সেই একার্ণবস্থ বটপত্রোপরি শয়ান থাকিয়া ভাবিলেন, কোন্ চিদানন্দময় অনির্ব্বচনীয় বস্তু আমাকে এপ্রকার ক্ষুদ্র বালকরূপে সৃষ্ট করিল এবং কোন উপাদানে কি উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই বা আমার এই শিশুশরীর নির্ম্মিত হইল? কিরূপেই বা আমি এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে সমর্থ হইব? শরণাগত ভক্তগণের মুক্তিদাতা ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সহসা আকাশ হইতে সেই সর্ব্বচৈতন্যরূপিণী আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতী "হে শিশুরূপিন্! বিষ্ণো! কল্পারম্ভে যাহা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশ পায় এবং প্রলয়সময়ে যে সমস্ত অতীব সূক্ষ্ম বীজরূপে প্রকৃতিগর্ভে নিহিত থাকে সে সমস্ত একমাত্র আমিই জানিবে আমা ব্যতীত আর চিরন্তন নিত্য দ্বিতীয় কোন বস্তুই নাই। ফলতঃ স্বজাতীয় বা বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য একমাত্র অদ্বৈত বস্তু আমিই জানিবে শ্রুত বা দৃষ্ট কি অদৃষ্ট বস্তুজাত আমা হইতে অতিরিক্ত কিছুই নাই।" এইরূপ শ্লোকার্দ্ধভাগ উচ্চারণদ্বারা তাঁহার জিজ্ঞাস্য নিখিল অর্থই বোধ করাইয়া দিলেন ॥ ৫০—৫২ ॥

তদ্বচো বিষ্ণুনা পূর্ব্বং সংবিজ্ঞাতং মনস্যপি।
কেনোক্তা বাগিয়ং সত্যা চিন্তয়ামাস চেতসা॥ ৫৩॥
কথং বেদ্মি প্রবক্তারং স্ত্রীপুংসৌ বা নপুংসকম্‌।
ইতি চিন্তাপ্রপন্নেন ধৃতং ভাগবতং হৃদি॥ ৫৪॥
পুনঃ পুনঃ কৃতোচ্চারস্তস্মিন্নেবাস্তচেতসা।
বটপত্রে শয়ানঃ সন্নভূচ্চিন্তা সমন্বিতঃ॥ ৫৫॥
তদা শান্তা ভগবতী* প্রাদুরাস চতুর্ভুজা।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মবরায়ুধধরা শিবা॥ ৫৬॥
দিব্যাম্বরধরা দেবী দিব্যভূষণভূষিতা।
সংযুতা সদৃশীভিশ্চ সখীভিঃ স্ববিভূতিভিঃ॥ ৫৭॥
প্রাদুর্ব্বভূব তস্যাগ্রে বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
মন্দহাস্যং প্রযুঞ্জানা মহালক্ষ্মীঃ শুভাননা॥ ৫৮॥

তদ্বচ ইতি। সংবিজ্ঞাতং বিধৃতমিত্যর্থঃ॥ ৫৩॥ ভাগবতমর্দ্ধশ্লোকরূপং তদ্ধৃতং হৃদি তস্য জপং চকারেত্যর্থঃ॥ ৫৪॥ অস্তচেতসা স্থাপিতচেতসা॥ ৫৫॥ (তদা শান্তেতি। সপরিবারায়া দেব্যাস্তাৎকালিকরূপং বর্ণয়তি। ধৃতশঙ্খচক্রাদিভির্ভুজচতুষ্টয়ৈরুপশোভিতা স্ববিভূতিভিঃ প্রকাশিতাত্মৈশ্বর্য্যস্বরূপাভিঃ সদৃশীভিঃ সমানরূপবয়স্কাভিঃ সহচরীভিরিতি ভাবঃ। এবম্ভূতা

তদনন্তর, ভগবান্‌ বিষ্ণু সেই প্রলয়কালীন উপদিষ্ট বাক্যার্থগুলি দৃঢ়রূপে অন্তরে ধারণ করিলেন; পরন্তু মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন যে, কে আমাকে এরূপ অমৃতময় শ্লোকার্দ্ধ বলিয়া উপদেশ করিল? এই অদ্ভুত উপদেশবক্তা স্ত্রীজাতি না পুরুষ অথবা স্ত্রী-পুরুষাতিরিক্ত কোন অনির্ব্বচনীয় পদার্থ? হায়! কি প্রকারেই বা আমি তাঁহাকে জানিতে পারিব!! তিনি সুদীর্ঘকাল চিন্তা করিয়াও কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু, শ্লোকের দুইটী চরণ বিস্মৃত না হইয়া হৃদয়ের সহিত ঐক্য করিয়া জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; অধিক কি বলিব, তৎকালে তিনি সেই বটপত্রে শয়ান থাকিয়াই বীজাক্ষর মন্ত্রের ন্যায় শ্লোকার্দ্ধ ভাগটী বারংবার উচ্চারণ করিয়া তাহাতেই চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক ক্রমে সমাহিত (একাগ্রচিত্ত) হইয়া পড়িলেন॥ ৫৩—৫৫॥ তখন, সেই সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপিণী গুণাতীতা দেবী ভগবতী বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণরূপ উপাধি স্বীকারপূর্ব্বক অলৌকিক বস্ত্রালঙ্কারে পরিশোভিত হইয়া নিরুপম চারিটী হস্তে গদাচক্রাদি উৎকৃষ্ট অস্ত্র সকল এবং জ্ঞানময় শঙ্খ ও বিশ্বের বীজভূত সুচারু পদ্ম ধারণ করত নিজ বিভূতিস্বরূপ আত্মতুল্য সখীগণ সমভিব্যাহারে

* তদা চ সাত্ত্বিকী শক্তিঃ। ইতি বা পাঠঃ

সূত উবাচ।

তাং তথা সংস্থিতাং দৃষ্ট্বা হৃদয়ে কমলেক্ষণঃ।
বিস্মিতঃ সলিলে তস্মিন্নিরাধারাং মনোরমাম্ ॥ ৫৯ ॥
রতির্ভূতিস্তথাবুদ্ধির্মতিঃ কীর্ত্তিঃ স্মৃতির্ধৃতিঃ।
শ্রদ্ধা মেধা স্বধা স্বাহা ক্ষুধা নিদ্রা দয়া গতিঃ ॥ ৬০ ॥
তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষমা লজ্জা জৃম্ভা তন্দ্রা চ শক্তয়ঃ।
সংস্থিতাঃ সর্ব্বতঃ পার্শ্বে মহাদেব্যাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৬১ ॥
বরায়ুধধরাঃ সর্ব্বা নানাভূষণভূষিতাঃ।
মন্দারমালাকুলিতা মুক্তাহারবিরাজিতাঃ ॥ ৬২ ॥
তাং দৃষ্ট্বা তাশ্চ সংবীক্ষ্য তস্মিন্নেকার্ণবে জলে।
বিস্ময়াবিষ্টহৃদয়ঃ সম্বভূব জনার্দ্দনঃ ॥ ৬৩ ॥
চিন্তয়ামাস সর্ব্বাত্মা দৃষ্টমায়োতিবিস্মিতঃ।
কুতো ভূতাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাঃ কুতোঽহং বটতল্পগঃ ॥ ৬৪ ॥

দেবী মহালক্ষ্মীরিত্যাখ্যয়া প্রসিদ্ধা। ঈষদ্ধাস্যং কুর্ব্বতী অমেয়তেজসো বিষ্ণোঃ সম্মুখভাগে প্রাদুর্বভূবাবিরাসীদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৬—৫৮ ॥

তাং তথেতি। তাং তাদৃশীং পূর্ব্ববর্ণিতাং তস্মিন্ প্রলয়বারিধিসলিলে নিরাধারাং নিরালম্বাঞ্চ দৃষ্ট্বা বিস্মিতো বভূবেতি বোধ্যম্ ॥ ৫৯ ॥ ইদানীং রতিরিত্যারভ্য দেবীসঙ্গিনীশক্তীনাং নামানি নির্ব্বাচয়তি রতির্ভূতিরিতি ॥ ৬০—৬২ ॥) তাং লক্ষ্মীং তাশ্চ পরিবার-

---

প্রশান্তভাবে জগন্মনোজ্ঞ বদনমণ্ডলে মন্দ মন্দ হাস্য করিতে করিতে মহালক্ষ্মীরূপে অমিততেজা বিষ্ণুর সম্মুখে আসিয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ৫৬—৫৮ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! কমললোচন ভগবান্ জনার্দ্দন, সখীগণ সমভিব্যাহারে সেই মনোরমা মহালক্ষ্মী দেবীকে প্রলয় বারিধির ভীষণ তরঙ্গমালাসঙ্কুল অগাধ সলিলোপরি নিরালম্বনে বিরাজমানা দেখিয়া অন্তরে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ৫৯ ॥ রতি, ভূতি, বুদ্ধি, মতি, কীর্ত্তি, স্মৃতি, ধৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, স্বধা, স্বাহা, ক্ষুধা, নিদ্রা, দয়া, গতি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষমা, লজ্জা, জৃম্ভা ও তন্দ্রা প্রভৃতি শক্তি সকল দিব্য মন্দারমালা ও মুক্তাহার এবং যথাযোগ্য বিবিধ রত্নভূষণে বিভূষিত হইয়া হস্তে নানাবিধ সুমহৎ দিব্যাস্ত্র নিচয় ধারণ পূর্ব্বক সেই মহাদেবীর উভয় পার্শ্বে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন ॥৬০—৬২॥ মহর্ষিগণ! ভগবান্ বিষ্ণু একার্ণব নীরে তাদৃশ সর্ব্ব শোভার আধারভূমি সেই মহাদেবী এবং তত্তুল্য শোভাময়ী তাঁহার পার্শ্ব দেশস্থ সহচরীবৃন্দকে সন্দর্শন করিয়া যে নিতান্ত বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ তাদৃশ অদ্ভুত মায়াময় ব্যাপার সন্দর্শনে

অস্মিন্নেকার্ণবে ঘোরে ন্যগ্রোধঃ কথমুত্থিতঃ।
কেনাহং স্থাপিতোঽস্ম্যত্র শিশুং কৃত্বা শুভাকৃতিঃ ॥ ৬৫ ॥
মমেয়ং জননী নো বা মায়া বা কাপি দুর্ঘটা।
দর্শনং কেন চিত্ত্বদ্য দত্তং বা কেন হেতুনা ॥ ৬৬ ॥
কিং ময়া চাত্র বক্তব্যং গন্তব্যং বা ন বা ক্বচিৎ।
মৌনমাস্থায় তিষ্ঠেয়ং বালভাবাদতন্দ্রিতঃ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
শুকবৈরাগ্যকথনং হরয়ে ভগবত্যুপদেশো নাম চ
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

শক্তীশ্চ ॥ ৬৩—৬৫ ॥ দেবীং দৃশ্যমানামুৎপ্রেক্ষতে মমেয়ং জননীতি। দর্শনং কেনচিদিতি। কেনচিদনির্ব্বচনীয়েন দেবতাবিশেষেণ বা কেনাপি হেতুনা কারণেন দর্শনমদ্য দত্তং বা। অত্র নিশ্চয়াভাবে কিং বা ময়া বক্তব্যম্। ক্বচিদ্বা দেশে ময়া গন্তব্যং ন বা গন্তব্যমিতি কিমপ্যহং ন জানে কেবলং বালভাবাদতন্দ্রিতো মৌনমাস্থায়াশ্রিত্য তিষ্ঠেয়মিত্যেবং ময়াস্মিন্ সময়ে কর্ত্তব্যং নান্যদিতি ভাবঃ ॥ ৬৬—৬৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন যে, আচ্ছা, এই কল্লান্ত সময়ে ঘোরতর তরঙ্গসঙ্কুল একার্ণব মধ্যে এই সকল নিরুপম সুন্দরী রমণীগণ কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল? আর আমিই বা কোথা হইতে আসিয়া এই বটপত্র শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছি? বস্তুত কে আমায় সুন্দরাকৃতি শিশুরূপে নির্ম্মাণ করিয়া এস্থলে সংস্থাপিত করিল, বিশেষতঃ এই অগাধ গম্ভীর প্রলয় সাগর মধ্যে বট বৃক্ষই বা কি প্রকারে সমুৎপন্ন হইল? তবে কি ইনি দুর্ঘট ঘটনা পটীয়সী কোন প্রকার মায়া? না ইনি আমার জননী? অথবা অদ্য কোন অনির্ব্বচনীয় দেবতা কোন কারণ বশত আসিয়া আমাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিলেন? এক্ষণে আমায় এস্থল হইতে কোন স্থানান্তরে যাইতে হইবে কি না এই স্থলেই থাকিতে হইবে? যখন এ বিষয়ে কিছুই জানিতে পারিতেছি না, তখন সহসা আর কি বলিব? সুতরাং এই বালক রূপেই মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক সাবধানে স্থির হইয়া এই স্থলেই অবস্থান করি!! ॥ ৬৩—৬৭ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে
শুকবৈরাগ্য কথন এবং হরির প্রতি ভগবতীর উপদেশ
নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

দৃষ্ট্বা তং বিস্মিতং দেবং শয়ানং বটপত্রকে।
উবাচ সস্মিতং বাক্যং বিষ্ণো! কিং বিস্মিতো হ্যসি ॥ ১ ॥
মহাশক্ত্যাঃ প্রভাবেণ ত্বং মাং বিস্মৃতবান্ পুরা।
প্রভবে প্রলয়ে জাতে ভূত্বা ভূত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ২ ॥
নির্গুণা সা পরা শক্তিঃ সগুণস্ত্বং তথাপ্যহম্।
সাত্ত্বিকী কিল যা শক্তিস্তাং শক্তিং বিদ্ধি মামিকাম্ ॥ ৩ ॥

একষষ্টিশ্লোকবর্ষৈর্দেবীভাষণপূর্ব্বকম্।
উপদিষ্টং শুকায়ৈতৎ পুরাণমিতি চোচ্যতে ॥

কিং বিস্মিতোঽসীতি। যদ্যহং নবীনা ত্বদপরিচিতা দেবী বা মায়া বা স্যাম্। তদা তব বিস্ময়ো যুক্তো নচ তথাস্তি কিন্তু তবৈব শক্তিরস্মীতিভাবঃ ॥ ১ ॥ নন্থ তর্হি ময়া কুতো ন স্মর্য্যতে ইতি চেত্তত্রাহ মহাশক্ত্যা ইতি। মহাশক্তির্ম্মায়াশবলব্রহ্মরূপিণী তস্যাঃ প্রভাবেণাবরণরূপেণ ত্বং মাং বিস্মৃতবান্ অতো মাং ন স্মরসি। নন্থ মমাঽধুনৈব জন্ম তথাচ তব মম চ সম্বন্ধো নৈব কদাপি জাতস্ততঃ কথমুচ্যতে বিস্মৃতবানসীতি চেত্তত্রাহ পুরেতি। পুরা পূর্ব্বে প্রভবে সৃষ্টৌ তথা পূর্ব্বে প্রলয়ে জাতে ত্বং পুনঃপুনর্ভূত্বা ভূত্বা উৎপদ্যোৎপদ্য তিষ্ঠসীতিশেষঃ। তথাচ তস্মিংস্তস্মিঞ্জন্মন্যহং তচ্ছক্তিরভবং তাং মাং ন জানাসীত্যতো বিস্মৃতবানিত্যুক্তং সত্যমেবেতিভাবঃ ॥ ২ ॥ নন্থ কা সা মহাশক্তিস্তত্রাহ নির্গুণেতি। সাম্যাবস্থোপাধিকেত্যর্থঃ। তর্হ্যহং কস্তত্রাহ সগুণস্ত্বমিতি। তর্হি ত্বং কাসি তত্রাহ তথাপ্যহমিতি।

বেদব্যাস বলিলেন, বৎস শুক! (তাহার পর যেরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপারের সঙ্ঘটন হইয়াছিল সমস্ত বলিতেছি শ্রবণ কর।) সেই দেবী মহালক্ষ্মী বটপত্রে শয়ান দিব্যরূপী বালক বিষ্ণুকে বিস্মিত দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, বিষ্ণো! তুমি কি জন্য এরূপ বিস্ময়াপন্ন হইতেছ? দেখ, পূর্ব্বে এই জগতের সৃষ্টি বা প্রলয় অনাদি কাল হইতে কত কোটিবার যে হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই এবং সেই সেই সময়ে তুমি যখন যেরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ আমিও তোমার সহিত তখনই আসিয়া সংমিলিত হইয়াছি, চিরকালই বারংবার এইরূপ সঙ্ঘটনা হইয়া আসিতেছে; কিন্তু এক্ষণে তুমি সেই মহামায়া শবলিত পরব্রহ্মরূপিণী মহাশক্তির আবরণ শক্তি প্রভাবে সে সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছ এই জন্যই আমায় চিনিতে পারিতেছ না। সেই পরম চৈতন্যস্বরূপা পরা শক্তি সমস্ত মায়াগুণের অতীত; কিন্তু তুমি বা আমি আমরা উভয়েই সগুণ। অধিক আর কি পরিচয় দিব এই বিশ্ব সংসার যাঁহাকে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকী শক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে সে আমিই; অধিক আর কি

ত্বন্নাভিকমলাদ্‌ব্রহ্মা ভবিষ্যতি প্রজাপতিঃ।
স কর্ত্তা সর্ব্বলোকস্য রজোগুণসমন্বিতঃ ॥ ৪ ॥
স তদা তপ আস্থায় প্রাপ্য শক্তিমনুত্তমাম্‌।
রজসা রক্তবর্ণঞ্চ করিষ্যতি জগত্রয়ম্‌ ॥ ৫ ॥
স গুণান্‌ পঞ্চভূতাংশ্চ সমুৎপাদ্য মহামতিঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়েশাংশ্চ মনঃপূর্ব্বান্‌ সমন্ততঃ ॥ ৬ ॥
করিষ্যতি ততঃ সর্গং তেন কর্ত্তা স উচ্যতে।
বিশ্বস্যাস্য মহাভাগ! ত্বং বৈ পালয়িতা তথা ॥ ৭ ॥

যথা ত্বং সগুণস্তথৈবাহং সগুণাস্মীত্যর্থঃ। তব কোহসৌ গুণস্তত্রাহ সাত্ত্বিকীতি। সাত্ত্বিকী পরাশক্তিস্তাং মামিকাং মৎসম্বন্ধিনীং বিদ্ধি সত্ত্বগুণাত্মিকাহমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ কিমর্থমুৎপাদিতোস্মীত্যস্যোত্তরমাহ ত্বন্নাভীতি ॥ ৪—৫ ॥

সগুণান্‌ গুণসহিতান্‌ পঞ্চভূতানিত্যর্থঃ। পুংলিঙ্গমার্ষম্‌ ॥ ৬ ॥ (করিষ্যতীতি। ততঃ ভূতেন্দ্রিয়াদীনুৎপাদ্য তান্যেব সর্ব্বাণি সৃষ্ট্যুপকরণভূতান্যাদায় মূলপ্রকৃতিসম্ভূতোপাদানরূপাণি সংগৃহ্যেতিযাবৎ। অস্য বিশ্বস্যেতি প্রত্যক্ষবন্নির্দ্দেশেন গুণপর্য্যায়প্রবাহরূপস্য জগতঃ প্রলয়েঽপি সত্তাপ্রতিযোগিতাঽভাবং দর্শয়ন্নুপদিশতি। অয়মর্থঃ বিষ্ণো! ইদানীং যদিদং প্রকৃতিমূলকং বিশ্বং জগৎ কল্পান্তঘোরনিশামাসাদ্য মুদিতপ্রায়সরোরুহমিব বর্ত্ততে তদেতৎসর্ব্বং উদ্যচ্চৈতন্যঘনভাস্বদ্দর্শনমাত্রেণ "সোঽকাময়ত বহুস্যাম্‌ প্রজায়েয়" ইতিশ্রুতিগীত মায়াশবলিত সৃষ্ট্যুন্মুখপুরুষকটাক্ষপাতমাত্রেণেতি তাৎপর্য্যার্থঃ। বিকাশত্বং যাস্যতি। এতদেবস্ফুটীকরণায়াহ স অচিরান্নাভিকমলভবিষ্যন্‌ রজোময়ো ব্রহ্মাখ্যপুরুষঃ যতঃ সূক্ষ্মাত্মনা বর্ত্তমানমেতদ্বীজভূতং বিশ্বরূপকমলং স্থাবরজঙ্গমরূপেণ প্রপঞ্চয়িষ্যতি তস্মাৎ কর্ত্তা স্রষ্টা ইত্যাখ্যয়া উচ্যতে কীর্ত্ত্যতে সৃষ্টিকর্তৃত্বাভিমানবত্তয়া এবম্ভূতোপাধিমান্‌ ভবেদিতিভাবঃ। এবং প্রপঞ্চীভূতস্য জগতস্ত্বমেব পালনকর্ত্তা নান্যঃ। ত্বং বৈ পালয়িতেত্যত্র অন্যেষাং পালনসামর্থ্যং

বলিব আমাকে তোমারই সেই সত্ত্বগুণাত্মিকা মহালক্ষ্মীরূপা বৈষ্ণবীশক্তি বলিয়া জানিও ॥ ১—৩ ॥ তোমারই নাভিসরোজ হইতে রজোগুণের অধিষ্ঠাতা সর্ব্বলোকস্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মা আবির্ভূত হইবেন ॥ ৪ ॥ সেই সময় তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াই ঘোরতর তপশ্চর্য্যার অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সৃষ্টি করণোপযোগিনী মহতীশক্তি লাভ করিয়া নিজ রজোগুণ প্রভাবে রজোগুণাত্মিকা (প্রবৃত্তিময়ী) ত্রিলোকীর সৃষ্টি করিবেন ॥ ৫ ॥

তত্ত্ববোধ-বিশারদ প্রজাপতি ব্রহ্মা ত্রিগুণময় পঞ্চ মহাভূতের উৎপাদন করিয়াই মনঃপ্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয় ও তাহাদিগের প্রত্যেকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকলের সৃষ্টি করিবেন ॥ ৬ ॥ তদনন্তর সেই ব্রহ্মা আত্মসৃষ্ট ভূতেন্দ্রিয়াদি উপকরণ লইয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিবেন এবং সেই জন্যই তিনি সমস্ত লোক মধ্যে সৃষ্টিকর্ত্তা নামে আখ্যাত হইবেন। পরন্তু, হে মহাভাগ বিষ্ণো! প্রজাপ্রকৃতি সৃষ্ট অখিল ব্রহ্মাণ্ডে আপনিই একমাত্র পালন কর্ত্তা হইবেন। (প্রজা সৃষ্টির প্রথমোদ্যমেই ব্রহ্মার মানস পুত্র কুমার চতুষ্টয় পিতৃ আদেশ হেলন

তদ্ভ্রুবোর্মধ্যদেশাচ্চ ক্রোধাক্রুদ্রো ভবিষ্যতি।
তপঃ কৃত্বা মহাঘোরং প্রাপ্য শক্তিন্তু তামসীম্ ॥ ৮ ॥
কল্পান্তে সোঽপি সংহর্ত্তা ভবিষ্যতি মহামতে!।
তেনাহং ত্বামুপায়াতা সাত্ত্বিকীং ত্বমবেহি মাম্ ॥ ৯ ॥
স্থাস্যেঽহং ত্বৎসমীপস্থা সদাহং মধুসূদন!।
হৃদয়ে তে কৃতাবাসা ভবামি সততং কিল ॥ ১০ ॥

বিষ্ণুরুবাচ।

শ্লোকস্যার্দ্ধং ময়া পূর্ব্বং শ্রুতং দেবি! স্ফুটাক্ষরম্।
তৎ কেনোক্তং বরারোহে! রহস্যং পরমং শিবম্ ॥ ১১ ॥

নিরাকুর্ব্বন্ বৈ ইতি পদং প্রযুক্তম্। ত্বমেব পালনকর্ত্তা ভবিষ্যসীতিশেষঃ। বিমলসত্ত্বরাশ্যু-পাধিমত্ত্বাৎ ॥ ৭ ॥) (অধুনা রুদ্রোৎপত্তিং বর্ণয়ন্নাহ তদ্‌ভ্রুবোরিতি তস্য নাভিকমলজাতস্য পুরুষস্য ভ্রুবোর্মধ্যভাগাৎ। ক্রোধাদিত্যস্যায়মর্থঃ যদাহি লঙ্ঘিতপিত্রাদেশান্ মানসজাতান্ সনৎকুমারাদীন্ প্রতি স পিতা ব্রহ্মা ক্রুদ্ধো ভবিষ্যতি তদৈব রুদ্র উৎপৎস্যতে ইতি পৌরাণিকী গাথাস্তি। মহাঘোরং অন্যৈরসাধ্যমুগ্রং তপোঽনুষ্ঠায় তামসীং তমোগুণাত্মিকাং কালী-মিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥) তেনেতি। সৃষ্ট্যাদিনিমিত্তেন ॥ ৯—১০ ॥

তৎকেনোক্তমিতি। অত্র যয়োক্তং শ্লোকার্দ্ধং সা মূর্ত্তির্ব্বিষ্ণুনা দৃষ্টা অস্তি অতএব তৃতীয়-স্কন্ধে মণিদ্বীপাধিবাসিনীং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুনোক্তম্। গায়ন্তী চ বালভাবাময়েক্ষিতেতি। তস্মাৎ কেনোক্তমিত্যত্র যয়া শ্লোকার্দ্ধমুক্তং সা তদর্থমুক্ত্বা তিরোহিতা সা কা ভবতি কিংতত্ত্বা

করিবেন বলিয়া তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইবেন; তদবস্থায় তাঁহার ভ্রূর মধ্যভাগ হইতে মহাতেজোময় রুদ্রদেবের আবির্ভাব হইবে। পরে সেই রুদ্রদেব ঘোরতর তপঃপ্রভাবে তমোগুণের অধিষ্ঠাত্রী (কালী নামে সংহাররূপা) মহাশক্তিকে প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৭—৮ ॥ সেই সংহার শক্তিবলেই কল্পান্ত (প্রলয়) সময়ে রুদ্র সমস্ত ভূতভৌতিকময় জগতকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবেন; সুতরাং সেই জন্য তিনিই যে সংহারকর্ত্তা নামে বিশ্রুত হইবেন, তাহা আর তোমার ন্যায় সুমহৎ তত্ত্ববোধ-বিশারদ পুরুষকে অধিক বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। (ফল কথা এই যে, সেই মহামায়া শবলিত পরব্রহ্ম চৈতন্যরূপা পরাশক্তির ইচ্ছাসম্মত ভাবিসৃষ্টির উদ্দেশেই) সম্প্রতি আমি তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি; অতএব, তুমি আমায় নিশ্চয়রূপে সেই চিরসঙ্গিনী সত্ত্বাত্মিকা শক্তি বলিয়া অবগত হও ॥ ৯ ॥ মধুসূদন! তোমার হৃদয়-নিকুঞ্জধাম ভিন্ন আমার নিত্য বসতি স্থল অপর কোন স্থলেই নাই, সুতরাং আমি নিরন্তর ঐ স্থলেই বসবাস করিব ॥ ১০ ॥

এই সমস্ত শুনিয়া ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন, হে বরারোহে! এই মুহূর্ত্তে আমি যে স্পষ্টাক্ষর পূর্ণ শ্লোকার্দ্ধভাগ শ্রবণ করিলাম সেই সর্ব্বসুখাবহ গুহ্যতম কথাগুলি কে উচ্চারণ করিল? হে বরবর্ণিনি! এই সংশয়টী আমার এতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে তাহা প্রকাশ

তন্মে ব্রূহি বরারোহে! সংশয়োঽয়ং বরাননে!।
নির্দ্ধনো হি যথা দ্রব্যং তৎ স্মরামি পুনঃ পুনঃ॥ ১২॥

ব্যাস উবাচ।

বিষ্ণোস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মহালক্ষ্মীঃ স্মিতাননা।
উবাচ পরয়া প্রীত্যা বচনং চারুহাসিনী॥ ১৩॥

মহালক্ষ্মীরুবাচ।

শৃণু শৌরে! বচো মহ্যং সগুণাঽহং চতুর্ভুজ!।
মাং জানাসি ন জানাসি নির্গুণাং সগুণালয়াম্॥ ১৪॥
ত্বং জানীহি মহাভাগ! তয়া তৎ প্রকটীকৃতম্।
পুণ্যং ভাগবতং বিদ্ধি বেদসারং শুভাবহম্॥ ১৫॥

ভবতীতি তস্যাঃ স্বরূপনির্দ্ধারণার্থোঽয়ং প্রশ্ন ইতি মন্তব্যম্॥ ১১॥ (তন্মেব্রূহীতি। নির্দ্ধনঃ দরিদ্রপুরুষঃ যথা দৈবাৎ দ্রব্যং ধনং প্রাপ্য নিরন্তরং তদেবস্মরতি অহমপি তদ্বৎ স্মরামীত্যর্থঃ॥ ১২॥

ইদানীং বিষ্ণুকৃতপ্রশ্নস্যোত্তরবাক্যং বক্তুমুপক্রমন্নাহ বিষ্ণোরিতি। স্মিতাননা ঈষদ্ধাস্যবদনা। চারুমনোহরং হসতীতি ॥ ১৩॥ তদেব বক্তব্যমারভতে শৃণুশৌরে ইতি শৌরে ইতি সম্বোধনেন শৌর্য্যশালিনামগ্রণীত্বং সূচিতম্। যদ্বা সৃষ্টিপ্রবাহবৎ অবতারাদেরপি নিত্যত্বমনুস্মারয়ন্ প্রতিভাপরং শূরবংশে কৃষ্ণরূপেণাবতীর্ণত্বং বোধয়তি॥ ১৪॥) যাং নির্গুণাং গুণত্রয়োপচয়াপচয়রহিতসাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণীং ন জানাসি ত্বং তয়া মূলদেব্যা ভুবনেশ্বর্য্যা তৎপ্রকটীকৃতমিত্যাহ তয়া তৎপ্রকটীকৃতমিতি। ভাগবতমিতি ভগবত্যা মায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণ্যা প্রতিপাদকমর্দ্ধশ্লোকাত্মকং সূত্রভূতমেব সর্ব্ববেদসারং সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তিকিঞ্চনেতি সর্ব্ববেদতাৎপর্য্যার্থপ্রতিপাদকবাক্যার্থাভিলাপকং

করিয়া বলিতে পারিতেছি না; বস্তুত কেবল দরিদ্র ব্যক্তির ধন লাভের ন্যায় বারংবার তাহাই স্মরণ করিতেছি, অতএব তুমি এই বৃত্তান্তটী বলিয়া আমার সমস্ত সন্দেহ অপনয়ন কর॥ ১১—১২॥

বেদব্যাস বলিলেন, বৎস! তাহার পর সেই চারুহাসিনী দেবী মহালক্ষ্মী ভগবান্ বিষ্ণুর তাদৃশ বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত প্রীতিসহকারে ঈষৎ হাস্যবদনে কহিলেন, শৌরে! আমার কথা শ্রবণ কর, তাহা হইলেই তোমার সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হইবে। দেখ, তুমি যেমন গুণধর্ম্মী হইয়া চতুর্ভুজ রূপে আবির্ভূত হইয়াছ, সেইরূপ আমিও গুণধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছি বলিয়াই মূর্ত্তিমতী হইয়া তোমার দৃষ্টিগোচরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি; সেই জন্যই তুমি আমায় জানিতে পারিতেছ; কিন্তু, সেই সমস্তগুণের আশ্রয়রূপা নির্গুণা পরাশক্তিকে জানিতে পার নাই॥ ১৩—১৪॥ (বিষ্ণো! তুমি মহাপ্রভাব সম্পন্ন হইয়াও সেই মহাদেবীর অর্থাৎ এখনি যাঁহাকে আমি গুণাতীতা সাম্যাবস্থ মহামায়োপহিত ব্রহ্মচৈতন্যরূপা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম,

কৃপাঞ্চ মহতীং মন্যে দেব্যাঃ শত্রুনিষূদন ! ।
যয়া প্রোক্তং পরং গুহ্যং হিতায় তব সুব্রত ! ॥ ১৬ ॥
রক্ষণীয়ং সদা চিত্তে ন বিস্মার্য্যং কদাচন।
সারং হি সর্ব্বশাস্ত্রাণাং মহাবিদ্যাপ্রকাশিতম্ ॥ ১৭ ॥
নাতঃ পরং বেদিতব্যং বর্ত্ততে ভুবনত্রয়ে।
প্রিয়োঽসি খলু দেব্যাস্ত্বং তেন তে ব্যাহৃতং বচঃ ॥ ১৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচো দেব্যা মহালক্ষ্যাশ্চতুর্ভুজঃ।
দধার হৃদয়ে নিত্যং মত্বা মন্ত্রমনুত্তমম্ ॥ ১৯ ॥

পুরাণং মন্ত্ররূপং প্রকটীকৃতং বিদ্ধি ॥ ১৫ ॥ নম্বেতাদৃশং রহস্যং ভুবনেশ্বর্য্যা পামরায় বালকায় মহ্যং কিমিত্যুপদিষ্টমিতি চেত্তত্রাহ কৃপাঞ্চেতি। নান্যদত্র কারণং পশ্যামি কেবলং ভগবতী-কৃপৈবাত্র কারণং মন্যে। যয়া স্বমুখেনৈবাতি রহস্যমুক্তম্ ॥ ১৬ ॥ মহাবিদ্যা শ্রীভুবনেশ্বরী তয়া প্রকাশিতম্ ॥১৭॥ ইদং যদি ত্বয়ানুভূয়তে তদাতঃপরং কিমপি বেদিতব্যমবশিষ্টং নৈবাস্তি। বাচা-রম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেবসত্যমিতি। ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ব্রহ্ম পশ্চাদ্দক্ষিণত-শ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বং বরিষ্ঠমিত্যাদিশ্রুতিভিঃ সর্ব্বকারণজ্ঞানেন ॥১৮॥
(ইতি শ্রুত্বেতি। দেবীমুখাৎ স্বপ্রশ্নস্যোত্তরবাক্যমাকর্ণ্য শ্লোকার্দ্ধভাগমপি সম্পূর্ণশ্লোক-মপ্রজ্ঞায়াপি সর্ব্বোত্তমং মন্ত্রং বুদ্ধা হৃদয়ে দধার ধৃতবান্ বীজমন্ত্রবৎ শ্লোকতাৎপর্য্যার্থধারণাৎ

তাঁহারই আবরণশক্তি দ্বারা বিস্মৃত প্রায় হইয়াছ বলিয়াই কোথা হইতে শ্লোকার্দ্ধ উচ্চারিত হইল জানিতে পারিতেছ না; অতএব আমি সে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতেছি নিশ্চয়রূপে অবধারণ কর। সেই মহাদেবী ভগবতীকর্ত্তৃক আকাশ মার্গ হইতে শ্লোকার্দ্ধ ভাগ প্রকটিত হইয়াছে। ঐ দুই চরণ শ্লোকটী সমস্ত বেদের সারভূত পরম পবিত্রকর ভাবী ভাগবত গ্রন্থের বীজ-স্বরূপ এবং জীবনিকরের বিশেষত তোমার ভূয়িষ্ঠ মঙ্গলজনক বলিয়া জানিবে। হে সুব্রত ! যিনি সেই পরম গুহ্যতম শ্লোকার্দ্ধ ভাগ বলিয়াছেন তিনি সেই মহাদেবী ভগবতীই অপর নহেন্। কারণ, তুমি প্রতি কল্পেই দেবতা ও ঋষিদিগের বিঘ্নকারী এমন কি সমস্ত জগতের কণ্টকস্বরূপ দুরাচার রাক্ষস বা অসুরগণের দমন করিয়া থাক বলিয়া বোধ হয় তোমার প্রতি সদয় হইয়া তোমারই মঙ্গলের জন্য ঐরূপ উপদেশ করিয়াছেন ॥ ১৫—১৬ ॥ তুমি ঐ উপদেশমূলক শ্লোকার্দ্ধভাগ অন্তরে দৃঢ়রূপে ধারণা করিও, কদাচ বিস্মৃত হইও না; কেননা, ঐ উপদেশটী বিশ্বনিস্তারকারিণী ভগবতী ব্রহ্মবিদ্যাকর্ত্তৃক প্রকটিত হইয়াছে; সুতরাং উহাই যে সর্ব্ব শাস্ত্রের সারভূত তাহাতে আর সংশয় নাই ॥ ১৭ ॥ এই ত্রিলোকী মধ্যে ইহা অপেক্ষা প্রকৃত জানিবার যোগ্য বিষয় আর কিছুই নাই; তুমি দেবীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র বলিয়া সেই জন্যই তিনি তোমাকে ঐরূপ পরম গুহ্য তত্ত্বটী উপদেশ করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

বেদব্যাস কহিলেন, বৎস শুক ! ভুজ চতুষ্টয় পরিশোভিত ভগবান্ বিষ্ণু দেবী মহালক্ষ্মীর এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সেই শ্লোকার্দ্ধ ভাগকে অনির্ব্বচনীয় মহিমাপূর্ণ মন্ত্র বলিয়া বুঝিতে

কালেন কিয়তা তত্র তন্নাভিকমলোদ্ভবঃ।
ব্রহ্মা দৈত্যভয়াত্রস্তো জগাম শরণং হরিম্ ॥ ২০ ॥
ততঃ কৃত্বা মহাযুদ্ধং হত্বা তৌ মধুকৈটভৌ।
জজাপ ভগবান্ বিষ্ণুঃ শ্লোকার্দ্ধং বিশদাক্ষরম্* ॥ ২১ ॥
জপন্তং বাসুদেবঞ্চ দৃষ্ট্বা দেবঃ প্রজাপতিঃ।
পপ্রচ্ছ পরমপ্রীতঃ কঞ্জজঃ কমলাপতিম্ ॥ ২২ ॥
কিং ত্বং জপসি দেবেশ! ত্বত্তঃ কোঽপ্যধিকোঽস্তি বৈ।
যৎ স্মৃত্বা পুণ্ডরীকাক্ষ! প্রীতোঽসি জগদীশ্বর! ॥ ২৩ ॥

হরিরুবাচ।

ময়ি ত্বয়ি চ যা শক্তিঃ ক্রিয়াকারণলক্ষণা।
বিচারয় মহাভাগ! যা সা ভগবতী শিবা ॥ ২৪ ॥

কৃতবান্ নিত্যমনিশং জপন্ সন্নিতিশেষঃ ॥ ১৯ ॥ এবমুক্তিপ্রত্যুক্তিরূপবাক্যাবসানাৎ কিয়তিকালে গচ্ছতি সতি মহালক্ষ্ম্যাদিষ্টঃ পুরুষঃ বিষ্ণুনাভিকমলাজ্জাত ইতি সূচয়ন্নাহ শুকং প্রতিবেদব্যাসঃ ইতি শ্রুত্বেতি। দৈত্যৌ মধুকৈটভৌ তাভ্যাং যদ্ভয়ং তস্মাৎ ত্রস্তঃ প্রাণশঙ্কিতঃ। এতৌ দুর্জ্জয়ৌ দানবৌ অধুনৈব তপস্বিনং মাং সংহরিষ্যত ইতি জীবননাশভয়াৎ বিচলিতহৃদয়ঃ সন্ হরেঃশরণং ভক্তক্লেশহরং হরিরূপগাশ্রয়ং জগাম প্রাপ ইত্যন্বয়ঃ ॥২০॥) ক্রিয়াকার-

---

পারিয়া নিরন্তর হৃদয়ে ধারণা করিয়া রাখিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে সর্ব্বলোক স্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই বটপত্র-শয়ান বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে আবির্ভূত হইলেন; (তৎকালে তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াই নিজের উৎপত্তির কারণ কে, আর আমিই বা কে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় সহসা মধু আর কৈটভ নামে দুই দৈত্য আসিয়া তাঁহাকে সংহার করিবার উপক্রম করিল) তদ্দর্শনে, তিনি ভয়ে বিব্রত হইয়া সেই বটপত্রে শয়ান যোগনিদ্রাভিভূত ভগবান্ হরির শরণাগত হইলেন ॥১৯—২০॥ পরে ভগবান্ বিষ্ণু যোগনিদ্রা হইতে সমুত্থিত হইয়া দুর্দান্ত দানব মধুকৈটভের সহিত সুচির কাল ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে কালকবলে প্রেরণপূর্ব্বক পূর্ব্বোল্লিখিত সেই বিস্পষ্টাক্ষর শ্লোকার্দ্ধরূপ মন্ত্রটী একান্ত চিত্তে জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২১ ॥ পদ্মযোনি প্রজাপতি ব্রহ্মা কমলাপতি বাসুদেবকে জপ করিতে দেখিয়া পরম প্রীতিসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২২ ॥ পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনি সমস্ত দেবগণের এবং সমস্ত জগতের ঈশ্বর হইয়া কি জপ করিতেছেন? এই বিশ্বমধ্যে আপনা অপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ বা পূজ্যতম বস্তু আছে কি? বিশেষত আপনি যখন জপ্য বিষয় স্মরণ করিয়া একেবারে প্রেমে উৎফুল্ল হইতেছেন, তখন, অবশ্যই ইহাতে কোন গূঢ় কারণ আছে! ॥ ২৩ ॥

---

* ষোড়শাক্ষরং ইতি বা পাঠঃ।

যস্যাধারে জগৎ সর্ব্বং তিষ্ঠত্যত্র মহার্ণবে ।
সাকারা যা মহাশক্তিঃ* রমেয়া চ সনাতনী ॥ ২৫ ॥
যয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্ ।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥ ২৬ ॥
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী ।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥ ২৭ ॥
অহং ত্বমখিলং বিশ্বং তস্যাশ্চিচ্ছক্তিসম্ভবম্ ।
বিদ্ধি ব্রহ্মন্নসন্দেহঃ কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বদাঽনঘ ! ॥ ২৮ ॥

ণেতি । কার্য্যকারণলক্ষণেতি তাৎপর্য্যম্ ॥২১—২৪॥ সা সর্ব্বাধিষ্ঠানকূটস্থব্রহ্মরূপিণ্যস্তীত্যাহ যস্যাধারে ইতি । অত্র সন্ধিরার্ষঃ । যস্যা আধারে ইতি তু চ্ছেদঃ । অভেদে ভেদমারোপ্য যস্যা আধারে ইত্যুক্তম্ । যদাত্মকে আধারে ইতি তু রহস্যম্ । মহার্ণবে মহার্ণবসদৃশে গম্ভীরে অগাধে আধার ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২৫ ॥ বিস্তর ইতি । ব্যাসকৃতবিস্তর ইত্যর্থঃ । তথাদ্যুগে কৃতযুগে হিরণ্যগর্ভকৃতবিস্তর ইত্যর্থঃ । দ্বাদশস্কন্ধে হিরণ্যগর্ভকৃতবিস্তরস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥ ২৬ – ২৯ ॥

ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণে ভগবান্ হরি বলিলেন, প্রজাপতে ! তুমিত নিজেও বিজ্ঞান-সম্পন্ন ; তবে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ? একবার স্থিরচিত্তে স্বয়ং মনে বিচার করিয়া দেখ না কেন ? তোমাতে এবং আমাতে যে কার্য্যকারণলক্ষণা শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছেন তিনি কে ? ফল কথা এই যে, আমি যাঁহাকে জপ বা স্মরণ করিয়া আনন্দে বিভোর হইতেছি তিনি সেই সর্ব্ব-মঙ্গল-স্বরূপিণী ব্রহ্মময়ী দেবী ভগবতীই জানিবে ॥২৪॥ এই প্রলয়কালীন মহার্ণবের উপরিভাগেও এই সমস্ত জগৎ যে সাকার রূপ আধার শক্তিতে অবস্থিত রহিয়াছে ইহা আর কেহ নহে ; সেই নিত্য চৈতন্যরূপিণী সনাতনী অপরিমেয়া মহাশক্তি ব্রহ্মময়ী ভগবতীই জানিবে ॥২৫॥ যিনি এই সচরাচর বিশ্বের পুনঃপুনঃ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তিনিই অর্থাৎ আমার এই উপাস্য মহাদেবীই যখন দেহিদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বরদাত্রী হয়েন, তখনই তাহারা অবলীলাক্রমে দুশ্ছেদ্য সংসারপাশ ছিন্ন করিয়া বিমুক্ত হইয়া যায় ॥ ২৬ ॥ সেই নিত্যস্বরূপা পরাশক্তিই ব্রহ্মবিদ্যা রূপে বিশুদ্ধ চিত্ত সাধকদিগের মুক্তির হেতুভূত হয়েন ; আবার মূঢ় মানবগণের সংসারপাশ বন্ধনের কারণও তিনি ; ফলত এই বিশ্ব সংসার মধ্যে যাঁহারা ঈশ্বর বলিয়া বিশ্রুত, তিনি সেই সমস্ত ঈশ্বরগণেরও পরমেশ্বরী (অর্থাৎ সেই চিদ্রূপা পরাশক্তিই চৈতন্যরূপে দেহধারী মাত্রকেই পরিচালন করিয়া থাকেন । চিৎশক্তির অভাব হইলে সাধারণ জীবের কথা দূরে থাকুক্ সর্ব্ব মঙ্গলময় দেবাদিদেব শিবেরও নড়িবার শক্তি থাকে না। মূল কথা এই যে চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম আর তদাধারভূত চিৎশক্তি দুই পদার্থ নহে । যেমন দাহিকা-শক্তি, আর প্রকাশশক্তি অগ্নি বা সূর্য্যেরই নামান্তর মাত্র ; এ পক্ষেও ঠিক সেইরূপ

* সা কাপি বর্ত্ততে শক্তিঃ ইতি বা পাঠঃ ।

শ্লোকার্দ্ধেন তয়া প্রোক্তং তদ্বৈ ভাগবতং কিল।
বিস্তরো ভবিতা তস্য দ্বাপরাদৌ যুগে তথা॥ ২৯॥
ব্যাস উবাচ।
ব্রহ্মণা সংগৃহীতঞ্চ বিষ্ণোস্তু নাভিপঙ্কজে*।
নারদায় চ তেনোক্তং পুত্রায়ামিতবুদ্ধয়ে॥ ৩০॥
নারদেন তথা মহ্যং দত্তং হি মুনিনা পুরা।
ময়া কৃতমিদং পূর্ণং দ্বাদশস্কন্ধবিস্তরম্॥ ৩১॥
তৎ পঠস্ব মহাভাগ! পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
পঞ্চলক্ষণযুক্তঞ্চ দেব্যাশ্চরিতমুত্তমম্॥ ৩২॥
তত্ত্বজ্ঞানরসোপেতং সর্ব্বেষামুত্তমোত্তমম্।
ধর্ম্মশাস্ত্রসমং পুণ্যং বেদার্থৈনোপবৃংহিতম্॥ ৩৩॥

পূর্ণমিতি। ব্রহ্মণা শতকোটিবিস্তরং কৃত্বা নারদায়োপদিষ্টং তেন মহ্যমুপদিষ্টং তস্য সারাংশং গৃহীত্বা ময়া দ্বাদশস্কন্ধপরিমিতং পূর্ণং কৃতমিত্যর্থঃ॥ ৩০—৩১॥ (যত্তু দ্বাদশস্কন্ধাদিপরিপূর্ণং ময়া প্রণীতং তৎপঠস্ব অধ্যয়নেনাবধারয়েত্যর্থঃ ন কেবলং মৎপ্রণীতত্বাদধ্যয়নপ্রয়োজনং কিন্তু মায়াশবলিতকূটস্থচৈতন্যরূপিণ্যা দেব্যা ভগবত্যাশ্চরিতেনোপবৃংহিতত্বাদ্‌ব্রহ্মসম্মিতং বেদতুল্যম্ কিঞ্চ সর্গপ্রতিসর্গাদিপঞ্চলক্ষণোপলক্ষিতম্॥ ৩২॥ ইদানীং অস্যৈব

জানিবে॥ ২৭॥ প্রজাপতে! তোমার বুদ্ধি অত্যন্ত নির্ম্মল হইয়াছে বলিয়াই আমি এই সমস্ত গূঢ় কথা বলিতেছি। দেখ, তুমি বা আমি অথবা এই অখিল বিশ্ব ফল কথা এই যে বস্তুজাত যাহা কিছু আছে সে সমস্তই তাঁহার সেই চিৎশক্তি হইতে সম্ভূত জানিবে; ইহাতে কোন প্রকার সন্দেহ করিও না॥ ২৮॥ সেই মহাদেবী ভগবতী শ্লোকার্দ্ধ দ্বারা আমায় যাহা উপদেশ করিয়াছেন উহাই ভাগবত শাস্ত্রের বীজস্বরূপ জানিবে; কিন্তু, দ্বাপর যুগের প্রথমে নিশ্চয়ই সেই গ্রন্থের বিস্তার হইবে॥ ২৯॥

বেদব্যাস কহিলেন, পূর্ব্বে (কল্পান্তসময়ে) লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকমলে বসিয়াই সেই গুহ্যতম সুদুর্লভ শ্লোকার্দ্ধরূপ উপদেশটী সংগ্রহ করিয়া অসামান্য ধীশক্তি-সম্পন্ন নিজ মানসপুত্র দেবর্ষি নারদকে উপদেশ করেন। তাহার পর, মহামুনি নারদ কৃপা করিয়া আমাকে প্রদান করেন। আমি উহা লাভ করিয়াই দ্বাদশ স্কন্ধে সম্পূর্ণ করিয়া গ্রন্থাকারে সুবিস্তার করিয়াছি॥ ৩০—৩১॥ রে বৎস! ব্রহ্মচর্য্যাদির দ্বারা তুমি অত্যন্ত প্রভাবশালী হইয়াছ, সুতরাং ইহা তোমারই অধ্যয়নের যোগ্য। অতএব, তুমি এক্ষণে সেই মহাদেবী ভগবতীর অনির্ব্বচনীয় চরিতাবলিপরিপূর্ণ পঞ্চ লক্ষণসম্পন্ন দ্বিতীয় বেদের ন্যায় এই মহাপুরাণ ভাগবত গ্রন্থটী আমার নিকট অধ্যয়ন কর॥ ৩২॥ (রে বৎস! এই

---

* মুখপঙ্কজাৎ ইতি বা পাঠঃ।

বৃত্রাসুরবধোপেতং নানাখ্যানকথাযুতম্ ।
ব্রহ্মবিদ্যানিধানন্তু সংসারার্ণবতারকম্ ॥ ৩৪ ॥
গৃহাণ ত্বং মহাভাগ ! যোগ্যোঽসি মতিমত্তরঃ ।
পুণ্যং ভাগবতং নাম পুরাণং পুরুষর্ষভ ! ॥ ৩৫ ॥
অষ্টাদশসহস্রাণাং শ্লোকানাং কুরু সংগ্রহম্ ।
অজ্ঞাননাশনং দিব্যং জ্ঞানভাস্করবোধকম্ ॥ ৩৬ ॥

পুরাণস্য সর্ব্বোত্তমতাং প্রতিপাদয়ন্নাহ তত্ত্বজ্ঞানেতি। সর্ব্বেষাং সর্ব্বেভ্যঃ পুরাণেভ্য উত্তমমিতিশেষঃ। যতঃ বেদার্থৈনোপবৃংহিতং ততঃ ধর্ম্মশাস্ত্রবৎ পুণ্যং পবিত্রজনকমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ বৃত্রাসুরবধেতি। নানাখ্যানকথাযুতং শ্রুতিসুখদমুপদেশগর্ভঞ্চ বিবিধাখ্যানপূর্ণম্ বিশেষতঃ ব্রহ্মবিদ্যায়ানিধানং অতঃ সংসারসাগরস্য তারকমিতিভাবঃ ॥ ৩৪ ॥ এবং সর্ব্বগুণোপেত ভাগবতগ্রহণে স্বপুত্রস্য শুকস্যৈবাধিকারং প্রদর্শয়ন্নাহ গৃহাণ ত্বমিতি। যতস্ত্বং মতিমতাং শ্রেষ্ঠঃ অতএব গৃহাণ অধীত্যাবধারয় ॥ ৩৫ ॥ কতিশ্লোকগ্রহণে মম চিত্তশান্তির্ভবেদিতিচেৎ তত্রাহ অষ্টাদশসহস্রাণীতি। অজ্ঞাননাশনে কারণং দর্শয়তি জ্ঞানভাস্করবোধকমিতি ॥ ৩৬ ॥

অপূর্ব্ব ভাগবত গ্রন্থের কিরূপ মাহাত্ম্য এবং ইহাতে কোন্ কোন্ বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে ক্রমান্বয়ে বলিতেছি শ্রবণ কর।) এই ভূমণ্ডলে অপরাপর পুরাণ প্রভৃতি যে সমস্ত শাস্ত্র আছে তাহাদিগের সকলাপেক্ষা ইহাকেই সর্ব্বোত্তম বলিয়া জানিবে। কেননা এই গ্রন্থখানি তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণ এবং সমস্ত বেদার্থ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত ; সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় ইহা অত্যন্ত পবিত্র জনক !। এই গ্রন্থে বৃত্রাসুরবধ প্রভৃতি নানাকথা পূর্ণ ভূরি ভূরি আখ্যান সকল সন্নিবেশ করিয়াছি ; বিশেষত ইহাতে নিগূঢ় ব্রহ্মবিদ্যা তত্ত্ব নিহিত থাকায় নিশ্চয় জানিও যে, ইহাই একমাত্র ভীষণ সংসার সমুদ্র পারের সেতু স্বরূপ ! ॥ ৩৩—৩৪ ॥ বৎস ! সাধারণ মানবের কথা দূরে থাকুক্ মহা মহা ঋষিদিগের মধ্যেও তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় না ; ইহাতে বোধ হয় সেই মহাদেবী ভগবতীর প্রসাদে তোমার পরম সৌভাগ্য পরিবর্দ্ধিত হইবে বলিয়াই সহসা এরূপ তত্ত্বদর্শিনী বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে ! বলিতে কি এই ভাগবত গ্রন্থ ধারণে তুমিই যথার্থ যোগ্যপাত্র ! অতএব তুমি এই পরম পবিত্রকর ভাগবত নামক মহাপুরাণটী আমার নিকট অধ্যয়ন করিয়া ইহার মর্ম্ম হৃদয়ে ধারণ কর। হে পুত্র ! আমি তোমায় বারংবার অনুরোধ করিতেছি আমার কথা রক্ষা করিয়া এই অজ্ঞান অন্ধকার নাশক অচিরাৎ জ্ঞান সূর্য্যের উদ্‌বোধক অলৌকিক মাহাত্ম্য সম্পন্ন অষ্টাদশসহস্র শ্লোকপূর্ণ গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিয়া ইহার সমস্ত তাৎপর্য্য সংগ্রহ কর। ইহার মাহাত্ম্য অধিক আর কি বলিব, সুমহৎ তত্ত্বজ্ঞানরূপ ধনে পরিপূর্ণ দীর্ঘায়ুষ্কর সমস্ত সুখশান্তিপ্রদ সর্ব্বমঙ্গলময় এই মহাপুরাণ ভক্তিভাবে পাঠ বা শ্রবণ করিলে, তাদৃশ সৌভাগ্যবান্ পবিত্রাত্মা মানবদিগের কেবল যে ভবযাতনাই তিরোহিত হইবে তাহা নহে ইহ কালেও পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধনপ্রভৃতি যে কোনও সুখসম্পদ্ মনুষ্য লোকে পাওয়া সম্ভব তৎসমস্তই আসিয়া তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইবে। বৎস ! এই সর্ব্বমঙ্গলময়ী পুরাণ সংহিতাটী তুমি পাঠ

ন চেন্মনসি তে শান্তির্বচসা মম সুব্রত!।
গচ্ছ ত্বং মিথিলাং পুত্র! পালিতাং জনকেন হ॥ ৪৫॥
স তে মোহং মহাভাগ! নাশয়িষ্যতি ভূপতিঃ।
জনকো নাম ধর্ম্মাত্মা বিদেহঃ সত্যসাগরঃ॥ ৪৬॥
তং গত্বা নৃপতিং পুত্র! সন্দেহং স্বং নিবর্ত্তয়।
বর্ণাশ্রমাণাং ধর্ম্মাংস্ত্বং পৃচ্ছ পুত্র! যথাতথম্॥ ৪৭॥
জীবন্মুক্তঃ স রাজর্ষির্ব্রহ্মজ্ঞানমতিঃ শুচিঃ।
তথ্যবক্তাঽতিশান্তশ্চ যোগী যোগপ্রিয়ঃ সদা॥ ৪৮॥

সূত উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ব্যাসস্যামিততেজসঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ শুকশ্চারণিসম্ভবঃ॥ ৪৯॥

(নচেদিতি। সুব্রতেতিসম্বোধনেন শুকস্য ব্রহ্মচর্য্যদার্ঢ্যং জ্ঞাপয়তি। মম বচসা উপদেশবাক্যেন যদি তে তব শান্তির্ন স্যাৎ তর্হি মিথিলাং গচ্ছ জনকেন পালিতামিত্যুক্ত্যা সাম্রাজ্যপালকস্যাপি তত্ত্বজ্ঞানবত্তাং সূচয়তি। পুনঃ পুত্রেতি সম্বোধ্য স্নেহাধিক্যং দর্শয়তি॥ ৪৫॥ মিথিলাগমনে ফলং দর্শয়ন্নাহ স তে মোহমিতি। স ভূপতিরপি বিদেহঃ দেহোপাধিশূন্যঃ তত্র হেতুং নির্দ্দিশতি সত্যসাগর ইতি ধর্ম্মে আত্মামনো যস্য সঃ॥ ৪৬॥ তং গত্বেতি। হে পুত্র! যথাতথং ক্রমমনতিক্রম্যেত্যর্থঃ তং তাদৃশং তত্ত্বজ্ঞানবিশারদং নরপতিং পৃচ্ছেত্যন্বয়ঃ। জিজ্ঞাস্যবিষয়ং নির্দ্দিশতি বর্ণানাং ব্রাহ্মণাদীনাং তথা আশ্রমাণাং ব্রহ্মচর্য্যাদীনাং তত্র তত্রাশ্রমে যে যে ধর্ম্মা অনুষ্ঠেয়াস্তানিতিশেষঃ॥ ৪৭॥ ভূয়ো জনকস্যপ্রভাবং সংকীর্ত্তয়ন্ শুকস্য শান্তিপ্রদানে সামর্থ্যং দর্শয়তি জীবন্মুক্ত ইতি॥ ৪৮॥) জীবন্মুক্তো বিদেহশ্চেতি। যদি জীবন্মুক্তোঽস্তি তর্হি কামক্রোধাদ্যভাবাৎকথং রাজ্যং শাস্তি যদি তৎসত্ত্বাদ্রাজ্যং শাস্তি তর্হি

প্রভাবে প্রত্যক্‌চৈতন্য স্বরূপ জানিয়া লোকে বিদেহ নামে বিশ্রুত হইয়াছেন॥ ৪২—৪৬॥ পুত্র! তুমি সেই নরপতির নিকট যাইয়া যথাযথ সমস্ত বর্ণধর্ম্ম এবং আশ্রম ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা কর; ফলকথা এই যে, তাঁহার নিকট নিগূঢ় তত্ত্ব সকলের উপদেশ লইয়া মনের সংশয় নিবারণ কর। সেই পবিত্রাত্মা রাজর্ষি জনকের বুদ্ধি ব্রহ্মবিদ্যায় দৃঢ়ীভূত হইয়াছে; তিনি আত্মতথ্য বক্তৃতায় অতীব পটীয়ান্ সর্ব্বদাই প্রশান্তস্বভাব, যোগশাস্ত্রপ্রিয়; কেবল যে, যোগ শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেই ভাল বাসেন তাহা নহে; স্বয়ং যোগের অনুষ্ঠান পর্য্যন্তও করিয়া থাকেন; অধিক আর কি বলিব বৎস! তিনি পৃথিবীতে জীবন্মুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ॥ ৪৭—৪৮॥

সূত কহিলেন, শৌনক! অরণীগর্ভ সম্ভূত মহাপ্রভাবশালী শুকদেব অমিততেজা বেদব্যাসের এইরূপ আশ্চর্য্যজনক জনক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! আপনি নিরন্তর ধর্ম্মগত চিত্ত; সুতরাং আপনার কথায় অশ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য নহে; তথাপি, এ বিষয়টীতে আমি অতীব বিস্মিত হইয়াছি; কারণ, আলোক আর অন্ধকার যেমন পরস্পর

দম্ভোঽয়ং কিল ধর্ম্মাত্মন্ ! ভাতি চিত্তে মমাঽধুনা ।
জীবন্মুক্তো বিদেহশ্চ রাজ্যং শাস্তি মুদান্বিতঃ ॥ ৫০ ॥
বন্ধ্যাপুত্র ইবাভাতি রাজাঽসৌ জনকঃ পিতঃ ।
কুর্ব্বন্ রাজ্যং বিদেহঃ কিং সন্দেহোঽয়ং মমাঽদ্ভুতঃ ॥ ৫১ ॥
দ্রষ্টুমিচ্ছাম্যহং ভূপং বিদেহং নৃপসত্তমম্ ।
কথং তিষ্ঠতি সংসারে পদ্মপত্রমিবাম্ভসি ॥ ৫২ ॥
সন্দেহোঽয়ং মহাংস্তাত ! বিদেহে পরিবর্ত্ততে ।
মোক্ষঃ কিং বদতাং শ্রেষ্ঠ ! সৌগতানামিবাপরঃ ॥ ৫৩ ॥
কথং ভুক্তমভুক্তং স্যাদকৃতং চ কৃতং কথম্ ।
ব্যবহারঃ কথং ত্যাজ্য ইন্দ্রিয়াণাং মহামতে ! ॥ ৫৪ ॥

জীবন্মুক্তঃ কথং তমঃপ্রকাশবদ্বিরুদ্ধস্বভাবত্বাদুভয়োর্ব্যবহারয়োরিত্যর্থঃ॥৪৯—৫০॥ (বন্ধ্যেতি। অয়ং বন্ধ্যায়াঃ পুত্রো যাতি ইতি যথা তথা মম চিত্তে ভাতি অধুনা ভবদ্বাক্যং শ্রুত্বেতিযাবৎ তথা চেত্যত্র যদুক্তং পরমপূজ্যপাদৈঃশ্রীভগবচ্ছঙ্করাচার্য্যৈঃ। "কূর্ম্মপৃষ্ঠতনুত্রাণঃ খপুষ্পকৃত-শেখরঃ এষবন্ধ্যাসুতো যাতি শশশৃঙ্গধনুর্দ্ধরঃ।" ইত্যাদ্যলীকমিবভাতীত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥ ইদানীং তাদৃশং নরপতিং প্রতি দিদৃক্ষাতিশয্যং জ্ঞাপয়ন্নাহ দ্রষ্টুমিচ্ছামীতি ॥ ৫২ ॥) অস্মিন্ পক্ষে দেহপাত এব মোক্ষঃ সৌগতানামস্তি তদ্বদয়ং মোক্ষঃ সম্পন্নঃ যাবজ্জীবং রাজ্যং কৃত্বাত্মানু-ভবাভাবেঽপি মোক্ষঃ সিধ্যতীত্যাহ মোক্ষঃকিমিতি ॥ ৫৩ ॥ নন্থ জ্ঞানিনাং ভুক্তমপ্যভুক্তং

বিরুদ্ধ ধর্ম্মপ্রযুক্ত কথনই উভয়ের একত্র সমাবেশ হয় না, সেইরূপ রাজ্যশাসন আর তত্ত্বজ্ঞান কদাচই এক ব্যক্তিতে থাকিতে পারে না ; কিন্তু, এক্ষণে আপনার মুখে শুনিতেছি যে,নরপতি জনক পরমানন্দে রাজ্য শাসন করিতেছেন অথচ তিনি জীবন্মুক্ত ও বিদেহ নামে প্রসিদ্ধ ! ইহাতে আমার মনে এই উপাধি দুইটী কেবল দম্ভমাত্র বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে॥৪৯—৫০॥ পিতঃ ! বলিতে কি আপনার এই কথাটীতে আমার অন্তরে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ; কেননা মিথিলাধিপতি জনক যথানিয়মে রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিয়াও কি প্রকারে যে দেহ উপাধিপরিশূন্য হইলেন ইহা ভাবিয়া দেখিলে ঠিক যেন চিরবন্ধ্যার পুত্রোপন্যাসের ন্যায় বলিয়া প্রতীতি হয় !। যাহা হউক্ এক্ষণে, সেই দেহ উপাধি বর্জ্জিত রাজসত্তম মিথিলাপতিকে দেখিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত অভিলাষ হই-য়াছে ; কেননা তিনি সংসারে থাকিয়া কিরূপে জলস্থ পদ্মপত্রের ন্যায় নির্লেপে অবস্থান করিতেছেন সেইটী প্রত্যক্ষ করিয়া সমস্ত সংশয় নিরাস করিব। পিতঃ ! আপনি বেদ-তত্ত্বাদি বক্তাদিগের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন এই জন্য কিছু বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছি ; কিন্তু, সেই নরপতি জনকের বিদেহত্ব বিষয়ে এতদূর সন্দেহ জন্মিয়াছে যে, তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেছি না ; বস্তুত এটী যেন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত দেহাত্মবাদী চার্ব্বাকের মুক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে ! ॥ ৫১—৫৩ ॥

মাতা পুত্রস্তথা ভার্য্যা ভগিনী কুলটা তথা।
ভেদাভেদঃ কথং ন স্যাদ্‌যদ্যেতন্মুক্ততা কথম্ ॥ ৫৫ ॥
কটু ক্ষারং তথা তীক্ষ্ণং কষায়ং মিষ্টমেবচ।
রসনা যদি জানাতি ভুঙ্‌ক্তে ভোগাননুত্তমান্ ॥ ৫৬ ॥
শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিপরিজ্ঞানং যদা ভবেৎ।
মুক্ততা কীদৃশী তাত ! সন্দেহোঽয়ং মমাদ্ভুতঃ ॥ ৫৭ ॥
শত্রুমিত্রপরিজ্ঞানং বৈরং প্রীতিকরং সদা।
ব্যবহারে পরে তিষ্ঠন্ কথং ন কুরুতে নৃপঃ ॥ ৫৮ ॥

কৃতমপ্যকৃতমস্তীতি ন দোষ ইতি চেত্তত্রাহ কথং ভুক্তমিতি ॥ ৫৪—৫৫ ॥ ভুঙ্‌ক্তে ভোগানন্যথা কথং ভোগঃ স্যাদিতিভাবঃ ॥ ৫৬ ॥ (শীতোষ্ণেতি। হে তাত! যদা শীতোষ্ণাদেঃ পরিজ্ঞানং ভবেৎ তদা সা মুক্তিঃ কীদৃশীত্যয়ং মমাদ্ভুত সন্দেহো জাত ইতি ॥ ৫৭ ॥ ভূয়োঽপি সন্দেহাধিক্যমুদ্ভাবয়ন্নাহ শত্রুমিত্রেতি। নৃপোজনকঃ পরে ব্যবহারে সমৃদ্ধিশালিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠমানঃ ব্যবহারচূড়ান্তরূপং রাজ্যং পালয়ন্ সন্নিত্যর্থঃ শত্রুমিত্রাদেঃ পরিজ্ঞানং কথং ন

পিতঃ! আপনিত পরম জ্ঞানী; আচ্ছা, বিবেচনা করিয়া দেখুন, সংসারস্থ জ্ঞানী পুরুষের যদি সমস্ত কার্য্যই যথা নিয়মে সম্পাদিত হইতে থাকিল, তাহা হইলে আর কি করিয়া বলিব যে, তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার কার্য্য পরিত্যাগ হইয়াছে; তিনি নিয়মমত অন্নাদি ভক্ষণ বা কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, অথচ বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার সেসকল আহার বিহারাদি কোন কার্য্যই করা হয় নাই!। ইহা যে কেন স্বীকার করিতে হইবে তাহার কিছুই মর্ম্ম বুঝিলাম না। মাতা কি পুত্র কি ভার্য্যা কি ভগিনী অথবা কুলটা রমণী প্রভৃতিতে জ্ঞানীর কি ভেদাভেদ জ্ঞান হয়না? ফলত সংসারে থাকিলে, এসকল বিষয়ে অবশ্যই ভেদ বুদ্ধি থাকিবে; যদি থাকাই সম্ভব হইল, তবে কি বলিয়া তাঁহার জীবন্মুক্ততা স্বীকার করা যাইতে পারে? ॥ ৫৪-৫৫ ॥ পিতঃ! যদি সংসারী তত্ত্বজ্ঞানীর রসনা কটু, ক্ষার, তীব্র, কষায় বা মিষ্টাদি সমস্ত রসের আস্বাদ অনুভব করিতে সমর্থ হইল, ফল কথা এই যে, সংসারে থাকিয়া তিনি ভোগবিলাসী পুরুষের মত নানা প্রকার উৎকৃষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনাদিও উদর সাৎ করিবেন এবং সাধারণের ন্যায় তাঁহার শীতোষ্ণ বা সুখ দুঃখাদিরও অনুভব হইবে অথচ তিনি দেহোপাধি পরিশূন্য জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত; ইহা যে কি প্রকার মুক্তি তাহা কোন ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না; এই জন্যই আমার মনে অদ্ভুত সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৫৬-৫৭ ॥

যখন সামান্য ব্যবহারে থাকিলেও ভেদাভেদ বুদ্ধির অন্যথা হয় না, তখন তিনি যে নরপতি হইয়া বিশেষত ব্যবহারের চূড়ান্ত স্বরূপ রাজপদে থাকিয়া এ শত্রু আর এ মিত্র এটী দ্বেষ্য আর এইটী প্রীতিদায়ক এইরূপ ভেদাভেদ জ্ঞান করিবেন না, ইহা কদাচই সম্ভবপর নহে; রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এক জন দুরাত্মা চোর আর এক জন নিরপরাধ ধর্ম্মাত্মা তাপসকে

চৌরং বা তাপসং বাপি সমানং মন্যতে কথম্ ।
অসমা যদি বুদ্ধিঃ স্যান্মুক্ততা তর্হি কীদৃশী ॥ ৫৯ ॥
দৃষ্টপূর্ব্বো ন মে কশ্চিজ্জীবন্মুক্তশ্চ ভূপতিঃ ।
শঙ্কেয়ং মহতী তাত ! গৃহে মুক্তঃ কথং নৃপঃ ॥ ৬০ ॥
দিদৃক্ষা মহতী জাতা শ্রুত্বা তং ভূপতিং তথা ।
সন্দেহবিনিবৃত্ত্যর্থং গচ্ছামি মিথিলাং প্রতি ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে শুকস্য জনক দর্শনার্থং মিথিলাগমনপ্রার্থনায়াং ষোড়ষোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

কুরুতে করোত্যেবেতি মন্মনসি ভাতীতি ভাবঃ ॥ ৫৮ ॥ শত্রুমিত্রাদৌ সমবুদ্ধৌ সত্যাং কথমপি রাজ্যরক্ষণং ন সম্ভবেৎ বুদ্ধের্বৈষম্যেঽপি চ নৈবকদাচিজ্জীবন্মুক্ততাসিদ্ধিরিতি দিবারাত্রয়োরেকত্রসমাবেশবৎ পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবয়োস্তয়োর্ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠতাসাম্রাজ্যপালনক্রিয়য়োরেকপুরুষাবস্থায়িত্বাসম্ভাবনাং দর্শয়ন্নাহ চৌরমিতি ॥৫৯॥ পক্ষদ্বয়োরেকপুরুষনিষ্ঠতাং দূষয়িত্বেদানীং তাদৃশস্য বিষয়ভোগিজীবন্মুক্তপুরুষস্যাত্যন্তাভাবং সমর্থয়ন্নাহ দৃষ্টপূর্ব্বোনেতি । গৃহেতিষ্ঠন্ ভূপতির্ভূমিপালকোঽপি জীবন্মুক্তঃ কশ্চিন্নামাস্তি চেৎ তত্রম্ ময়াতু তাদৃশঃ খপুষ্পবৎ পুরুষো ন পূর্ব্বং দৃষ্ট ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৬০ ॥ দিদৃক্ষেতি । অসম্ভাবিত্বেঽপি ভবন্মুখাৎ তং ভূপতিং তাদৃশং জীবন্মুক্তং ভূপতিং শ্রুত্বা ভূপালকস্যাপি জীবন্মুক্ততাং শ্রুতেতিভাবঃ মম মহতী বলবতীত্যর্থঃ দিদৃক্ষা দর্শনলালসা জাতা এবম্ভূতস্যাদ্ভুতসন্দেহস্য নিরাকরণায় মিথিলাং প্রতি গচ্ছামি অতএব হে মহাভাগ ত্বামাপৃচ্ছে ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬॥

কি প্রকারে সমান বোধ করিবেন ? সেরূপ করিলে অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার রাজ্য দস্যুসঙ্কুল হইয়া উৎসন্ন যায় এবং তিনি নিজেও সেই ঘোর অধর্ম্ম জন্য উভয় লোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া সুচিরকাল নিরয় নিলয়ে বাস করিয়া কঠোর যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন ; আবার এ দিকেও দেখুন, যদি বুদ্ধির বৈষম্য ভাবই থাকিল, তাহা হইলে আর তিনি কি প্রকারে সেই জীবন্মুক্ততা জন্য অনন্ত সুখানুভবের অধিকারী হইতে পারেন ? ॥ ৫৮—৫৯ ॥ পিতঃ ! কোনও ভূপতি যে জীবন্মুক্ত আছেন ইতঃপূর্ব্বে আমি আর কখনই এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্টিগোচর করি নাই ; এই জন্যই আমার অন্তরে অতিশয় শঙ্কার উদয় হইতেছে ; রাজর্ষি জনক গৃহে থাকিয়া বিশেষত যথাবিহিত রাজ্য শাসন করিয়াও জীবন্মুক্ত রূপে দেহ যাত্রা নিষ্পাদন করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য ! পিতঃ ! আপনার মুখে সেই নরপতির তাদৃশ আশ্চর্য্য প্রভাবের কথা শুনিয়াবধি তাঁহাকে দর্শনের নিমিত্ত অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে ; অতএব আপনি অনুমতি করিলেই এই সন্দেহটী নিবারণের জন্য মিথিলার উদ্দেশে যাত্রা করি ॥৬০-৬১॥

অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের
প্রথমস্কন্ধে জনক দর্শনার্থে শুকদেবের মিথিলা গমন
প্রার্থনা বিষয়ক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা পিতরং পুত্ত্রঃ পাদয়োঃ পতিতঃ শুকঃ।
বদ্ধাঞ্জলিরুবাচেদং গন্তুকামো মহামনাঃ ১ ॥
আপৃচ্ছে ত্বাং মহাভাগ গ্রাহ্যং তে বচনং ময়া।
বিদেহান্দ্রষ্টুমিচ্ছামি পালিতান্ জনকেন তু ॥ ২ ॥
বিনা দণ্ডং কথং রাজ্যং করোতি জনকঃ কিল।
ধর্ম্মে ন বর্ত্ততে লোকো দণ্ডশ্চেন্ন ভবেদ্যদি ॥ ৩ ॥
ধর্ম্মস্য কারণং দণ্ডো মন্বাদিপ্রহিতঃ সদা।
স কথং বর্ত্ততে তাত সংশয়োঽয়ং মহান্মম ॥ ৪ ॥

ষটুষষ্টিশ্লোকবর্গৈস্তু জনকস্য পরীক্ষণম্।
মিথিলায়াং গতঃ কর্ত্তুং শুকইত্যেতদীর্যতে॥

ইত্যুক্ত্বেতি ॥ ১—২ ॥ বর্ত্তত‌ইতি। বর্ত্ততেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ (দণ্ডং বিনা কদাচিল্লোকস্থিতি র্ন সম্ভবেদিতি পূর্ব্বশ্লোকোক্তং সমর্থয়ন্নাহ ধর্ম্মস্যেতি। ধর্ম্মরক্ষার্থমেব মন্বাদিভির্মহর্ষিভির্দণ্ডঃ- প্রহিতঃ। ধর্ম্মস্য হি দণ্ডমূলকত্বাৎ। অয়মর্থঃ। যতঃ দণ্ডভয়াদেব সর্ব্বাঃ প্রজাঃ স্বধর্ম্মেতিষ্ঠন্তি

সূত বলিলেন, মহর্ষিগণ! তাহার পর বলিতেছি শ্রবণ করুন্। মহাত্মা শুকদেব মিথিলা গমনাভিলাষে এইরূপ মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াই পিতার চরণযুগলতলে পতিত হইয়া বদ্ধাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মহাভাগ! আপনার কথা আমি সমস্তই গ্রহণ করিলাম; এক্ষণে, সেই জনকরাজ-পালিত বিদেহরাজ্য দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি। নরপতি জনক দণ্ড প্রয়োগ ব্যতীত কিরূপে রাজ্য শাসন করেন? আর যদি দণ্ড প্রয়োগ না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার রাজ্যস্থ প্রজাগণ বিনাদণ্ডে কি প্রকারেইবা স্বধর্ম্মে অবস্থিত রহিয়াছে, এই সমস্ত ব্যাপার দেখিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত বাসনা হইতেছে ॥ ১—৩ ॥ পিতঃ! এই সংসারস্থ সমস্ত প্রজাগণ কেবল দণ্ডভয়েই যে ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকে তাহা বোধ হয় কাহারই অবিদিত নাই; মনু প্রভৃতি মহাত্মা ঋষিগণ একমাত্র ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্তই দণ্ডবিধি শাস্ত্র সকলের প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, নরপতি জনকের রাজ্যে যদি সেই দণ্ড প্রয়োগ না থাকে; তাহা হইলে কিরূপে যে তাঁহার প্রজাপুঞ্জ স্বধর্ম্মে অবস্থিত রহিয়াছে ইহা বুঝিতে সমর্থ হইতেছি না; সুতরাং এবিষয়ে আমার অন্তরে সুমহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। আপনি সুমহৎ তপঃপ্রভাবে সমস্ত দুর্দ্দান্ত রিপুদিগকে জয় করিয়াছেন; সুতরাং আপনার

মম মাতা স্থিয়ং বন্ধ্যা তদ্বজ্জাতি বিচেষ্টিতম্ ।
পৃচ্ছামি ত্বাং মহাভাগ ! গচ্ছামি চ পরন্তপ ! ॥ ৫ ॥

সূত উবাচ ।

তং দৃষ্ট্বা গন্তুকামঞ্চ শুকং সত্যবতীসুতঃ ।
আলিঙ্গ্যোবাচ পুত্রং তং জ্ঞানিনং নিঃস্পৃহং দৃঢ়ম্ ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

স্বস্ত্যস্তু শুক ! দীর্ঘায়ুর্ভব পুত্র ! মহামতে ! ।
সত্যাং বাচং প্রদত্ত্বা মে গচ্ছ তাত ! যথাসুখম্ ॥ ৭ ॥
আগন্তব্যং পুনর্গত্বা মমাশ্রমমনুত্তমম্ ।
ন কুত্রাপি চ গন্তব্যং ত্বয়া পুত্র ! কথঞ্চন ॥ ৮ ॥
সুখং জীবামি পুত্রাহং দৃষ্ট্বা তে মুখপঙ্কজম্ ।
অপশ্যন্দুঃখমাপ্নোমি প্রাণস্ত্বমসি মে সুত ! ॥ ৯ ॥

অতএব মন্বাদিভির্দ্দণ্ডঃপ্রযুক্তঃ ॥ ৪ ॥) মম মাতেতি । যদি মাতা বন্ধ্যা তদা বক্তুরভাবাদিদং বাক্যমেব নস্যাত্তদ্বদ্দণ্ডো যদি ন স্যাত্তর্হি ধর্ম্ম এব ন স্যাৎ । যদি পুনর্দণ্ডোঽস্তি তদা শমাদ্যভাবাদজ্ঞানমেব ন স্যাদিতি ভাবঃ ॥৫—৬॥ সত্যাং বাচং পুনরাগমিষ্যামীত্যেবং রূপাম্ ॥৭॥ (আগন্তব্যমিতি । মিথিলাং গত্বা পুনর্ম্মমৈবেদমুত্তমমাশ্রমং আগন্তব্যম্ । হে পুত্র ! কথঞ্চন কথমপি চিত্তচাঞ্চল্যবশাদিত্যর্থঃ । ত্বয়া কুত্রাপি কস্মিন্নপি দেশে ন গন্তব্যং কদাচিৎ সন্ন্যাসাদ্যাশ্রমঃ সহসা নাঙ্গীকর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥ আশ্রমপ্রত্যাগমনপ্রয়োজনং দর্শয়ন্নাহ সুখং

কথায় অশ্রদ্ধা করা মূঢ়তামাত্র ! কিন্তু, আমার এই মাতা বন্ধ্যা, এই কথাটীও যেমন সত্য, জনকের ব্যাপারও আমার মনে ঠিক্ সেইরূপ প্রতীতি হইতেছে ; অতএব আপনি অনুমতি করুন, আমি মিথিলার উদ্দেশে গমন করি ॥ ৪—৫ ॥

সূত কহিলেন, মহর্ষিগণ ! তাহার পর, সত্যবতী-তনয় মহর্ষি বেদব্যাস নিতান্ত সংসার নিস্পৃহ পরম প্রজ্ঞাবান্ পুত্র শুকদেব মিথিলা যাইতে অভিলাষী হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহাকে পুনঃপুন আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিলেন ॥ ৬ ॥ বৎস ! তুমি নিজ অসাধারণ প্রজ্ঞাবলে সংসারের সমস্ত তত্ত্বই বুঝিতে পারিয়াছ, সুতরাং তোমাকে কোন কথা অধিক বলা কেবল নিরর্থক বাগাড়ম্বর মাত্র ! হে পুত্র ! আমি আশীর্ব্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবী হও, সর্ব্বতোভাবে তোমার মঙ্গল হউক । যদি মিথিলা যাইতে তোমার একান্তই বাসনা হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার নিকট সত্যবাক্যরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া যথা সুখে গমন কর ॥ ৭ ॥ বৎস ! (সেই সত্য প্রতিজ্ঞাটী কি প্রকার তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর) তুমি এখান হইতে মিথিলা যাইয়া মহাত্মা জনকের নিকট তত্ত্বোপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় আমার এই মঙ্গলময় আশ্রমেই প্রত্যাগমন করিবে কদাচ আর অন্যত্র যাইবে না ॥ ৮ ॥

দৃষ্ট্বা ত্বং জনকং পুত্র! সন্দেহং বিনিবর্ত্ত্য চ।
অত্রাগত্য সুখং তিষ্ঠ বেদাধ্যয়নতৎপরঃ ॥ ১০ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তঃ সোঽভিবাদ্যার্য্যং কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণম্‌।
চলিতস্তরসাতীব ধনুর্মুক্তঃ শরো যথা ॥ ১১ ॥
সংপশ্যন্‌ বিবিধান্‌ দেশান্‌ লোকাংশ্চ বিত্তধর্ম্মিণঃ।
বনানি পাদপাংশ্চৈব ক্ষেত্রাণি ফলিতানি চ ॥ ১২ ॥
তাপসাংস্তপ্যমানাংশ্চ যাজকান্দীক্ষয়ান্বিতান্‌।
যোগাভ্যাসরতান্‌ যোগিবানপ্রস্থান্‌ বনৌকসঃ ॥ ১৩ ॥

জীবামীতি। হে পুত্র! সর্ব্বসদ্‌গুণবত্তয়া ত্বমেব প্রাণস্বরূপোঽসি অতস্তে তব মুখপঙ্কজং দৃষ্ট্বা অহং সুখং যথা স্যাৎ তথা জীবামি জীবিতুং শক্নোমি যাবজ্জীবং সুখেনৈব কালং যাপয়িষ্যামীতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৯ ॥ ভবাংস্ত মন্মুখং দৃষ্ট্বা সুখং জীবিষ্যসি ময়া পুনঃ কেন কালোঽতিবাহনীয় ইতি চেত্তত্রাহ দৃষ্ট্বা ত্বমিতি। অত্রাশ্রমে প্রত্যাগত্য বেদাধ্যয়নতৎপরঃ সন্‌ ত্বমপি সুখং তিষ্ঠ অস্মাভিঃ সহ সুখেন কালমতিপাতয়িষ্যসীতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

ইত্যুক্ত ইতি। স শুকদেবঃ পিত্রা ইত্যাদিষ্টঃ সন্‌ আর্য্যং পিতরং বেদব্যাসং অভিবাদ্য প্রদক্ষিণঞ্চ কৃত্বা ধনুষঃ ক্ষিপ্তো বাণ ইব অতীব তরসা বেগেন চলিতঃ প্রস্থিতঃ ॥ ১১ ॥ সংপশ্যন্নিতি। বিত্তং ধনমেব ধর্ম্মঃ বিত্তধর্ম্মঃ সোঽস্ত্যেষামিতি বিত্তধর্ম্মিণস্তান্‌ অত্র তু নিন্দায়াং মতুবিতি বোধ্যম্‌ বিত্তার্জ্জনস্বভাবা ইতি যাবৎ। বিত্তেন ধর্ম্মাচরণশীলা ইত্যেকে ॥১২॥) যোগিবান-

---

রে পুত্র! তুমিই আমার জীবনস্বরূপ! অধিক কি, আমি যদি তোমাকে পুনরায় না দেখিতে পাই তাহা হইলে এতদূর যন্ত্রণা হইবে যে, বোধ হয় জীবন ধারণে সমর্থ হইব না, কিন্তু তুমি আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া যদি একান্তই দারপরিগ্রহ না কর তথাপি আমি তোমার ঐ নির্ম্মল মুখপঙ্কজ দর্শন করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে পারিব ॥ ৯ ॥ বৎস! তুমি রাজর্ষি জনকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মনোগত সমস্ত সন্দেহ নিরাকরণ পূর্ব্বক এই আশ্রমে আসিয়া সতত বেদাধ্যয়নে তৎপর হইয়া সুখে অবস্থান কর ॥ ১০ ॥

সূত কহিলেন, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এইমত আদেশ করিলে, মহাত্মা শুকদেব পরমগুরু পিতাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া কার্ম্মুকনিক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় অতীব বেগসহকারে মিথিলা গমনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১১ ॥ পথিমধ্যে তিনি বিবিধ দেশ, নানাপ্রকার জীবিকাবলম্বী লোক ফলভারাবনত তরুবর শস্যময় ক্ষেত্র সকল দেখিতে দেখিতে গমন করিতে লাগিলেন; এবং স্থানে স্থানে তপশ্চর্য্যানিরত তাপসগণ কোন স্থানে বা দীক্ষান্বিত যাজ্ঞিকপুরুষ যোগাভ্যাসরত যোগী ও বানপ্রস্থধর্ম্মানুষ্ঠায়ী বনবাসী আবার দেশবিশেষে শৈব, পাশুপত, সৌর, শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী লোক সকলকে দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন; কিন্তু, কাহাকেও কিছু না বলিয়া মনে মনে কেবল নিজ স্বরূপ

শৈবান্ পাশুপতাংশ্চৈব সৌরাঙ্গাক্তাংশ্চ বৈষ্ণবান্ ।
বীক্ষ্য নানাবিধান্ ধর্ম্মান্ জগামাতিস্ময়ন্মুনিঃ ॥ ১৪ ॥
বর্ষদ্বয়েন মেরুঞ্চ সমুল্লঙ্ঘ্য মহামতিঃ ।
হিমাচলঞ্চ বর্ষেণ জগাম মিথিলাং প্রতি ॥ ১৫ ॥
প্রবিষ্টো মিথিলাং মধ্যে পশ্যন্ সর্ব্বর্দ্ধিমুত্তমাম্ ।
প্রজাশ্চ সুখিতাঃ সর্ব্বাঃ সদাচারাঃ সুসংস্থিতাঃ ॥ ১৬ ॥
ক্ষত্ত্রা নিবারিতস্তত্র কস্ত্বমত্র সমাগতঃ ।
কিন্তে কার্য্যং বদস্বেতি পৃষ্টস্তেন ন চাঽব্রবীৎ ॥ ১৭ ॥
নিঃসৃত্য নগরদ্বারাৎ স্থিতঃ স্থাণুরিবাচলঃ ।
বিস্মিতোঽতিহসংস্তস্থৌ বচো নোবাচ কিঞ্চন ॥ ১৮ ॥

প্রতীহার উবাচ ।

ব্রূহি মূকোঽসি কিং ব্রহ্মন্ ! কিমর্থং ত্বমিহাগতঃ ।
চলনঞ্চ বিনা কার্য্যং ন ভবেদিতি মে মতিঃ ॥ ১৯ ॥

প্রস্থানিতি সমস্তপদম্ ॥ ১৩—১৫ ॥ মধ্যে মিথিলামধ্যে ॥ ১৬ ॥ ক্ষত্তা দ্বারপালঃ ॥ ১৭ ॥ নিস্যঃত্যেতি । মৌনমাস্থায় দ্বারদেশং মুক্ত্বা দ্বারস্থাগ্রে তস্থৌ ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তত্ত্ব বিচার করিতে করিতে গন্তব্য পথের অনুসরণ করিলেন ॥ ১২—১৪ ॥ এইরূপে মহাত্মা শুকদেব অবিচ্ছেদে দুই বৎসর কাল গমন করিয়া মেরুপর্ব্বত এবং এক বৎসরে হিমগিরিকে অতিক্রম করিয়া মিথিলায় উপস্থিত হইলেন ॥ ১৫ ॥ তিনি সেই ধন-ধান্যাদি-বিবিধঐশ্বর্য্য-শোভায় পরিশোভিত নগরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, তত্রত্য প্রজাগণ সকলেই স্বধর্ম্ম নিরত এবং সদাচারসম্পন্ন অথচ সকলেই পরম সুখে কাল হরণ করিতেছে ॥ ১৬ ॥ শুকদেব কিয়ৎকাল মাত্র এইরূপ শোভা সন্দর্শন করিয়া ক্রমশ যেমন পুরাভ্যন্তরভাগে প্রবিষ্ট হইবেন অমনি দ্বারপাল আসিয়া নিবারণ পূর্ব্বক কহিল, তুমি কে ? কোথা হইতে আসিলে ? এখানে তোমার কি কার্য্য আছে বল ! দ্বারপাল এইরূপ বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি কিছুই বলিলেন না ; কেবল নগরদ্বারের বহির্ভাগে আসিয়া স্থাণুর (মুড়গাছের) ন্যায় অচলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন ; ফলত সে সময় তিনি একটী কথামাত্রেরও প্রয়োগ করিলেন না (দ্বারপালের তাদৃশ কঠোর ব্যবহার দর্শনে) অতীব বিস্মিত হইয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলেন ॥ ১৭—১৮ ॥

(শুকদেবকে নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া) প্রতীহার পুনরায় কহিল, অহে ব্রাহ্মণ ! তুমি বোবা নাকি, কথা কহিতেছ না কেন ? এস্থলে কিজন্য আসিয়াছ বল ? কোনও কার্য্য ব্যতীত কাহারও কুত্রাপি যে গমনাগমন হয় না তাহা আমার বিলক্ষণ বোধ আছে। অহে

রাজাজ্ঞয়া প্রবেষ্টব্যং নগরেঽস্মিন্ সদা দ্বিজ ! ।
অজ্ঞাতকুলশীলস্য প্রবেশো নাত্র সর্ব্বথা ॥ ২০ ॥
তেজস্বী ভাসি নূনং ত্বং ব্রাহ্মণো বেদবিত্তমঃ।
কুলং কার্য্যঞ্চ মে ব্রূহি যথেষ্টং গচ্ছ মানদ ! ॥ ২১ ॥

শুক উবাচ।

যদর্থমাগতোঽস্ম্যত্র তৎ প্রাপ্তং বচনাত্তব।
বিদেহনগরং দ্রষ্টুং প্রবেশো যত্র দুর্লভঃ ॥ ২২ ॥
মোহোঽয়ং মম দুর্ব্বুদ্ধেঃ সমুল্লঙ্ঘ্য গিরিদ্বয়ম্।
রাজানং দ্রষ্টুকামোঽহং পর্য্যটন্ সমুপাগতঃ ॥ ২৩ ॥

চলনং চেতি। আগমনমিত্যর্থঃ ॥ ১৯—২০ ॥ ততো যথেষ্টং গচ্ছেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥
যদর্থমিতি। মন্মতে স্বয়ং জ্ঞানী ন স্থিতঃ। কিন্তু পিত্রায়ং জ্ঞানী নিশ্চিতস্তত্রাশ্চর্য্যং মম জাতমিতি দ্রষ্টুমাগতঃ। স জ্ঞানপ্রকাশস্তস্যানুভূতো ময়া যস্মাদ্দৃশানাং প্রবেশাভাব ইতি

দ্বিজ ! রাজার অনুমতি হইলে সকল সময়েই এই নগরে প্রবেশ করিতে পারা যায়, অন্যথা অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির এ স্থলে কোন প্রকারেই প্রবেশাধিকার নাই ॥ ১৯—২০ ॥ আমি নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারিয়াছি আপনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং অত্যন্ত তপস্তেজা সুতরাং বিনয় বা দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণসকল আপনাদের নৈসর্গিক ভূষণ; আমি পুনঃপুন কঠোর উক্তি করিলেও আপনি সেই জন্যই কোন উত্তর করেন নাই, আপনারাই প্রকৃতরূপ শাস্ত্র বা মহতের মান রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব, ব্রহ্মন্! আমি বিনয়সহকারে জিজ্ঞাসা করিতেছি আপনি কৃপা করিয়া বলুন্ এখানে কি কার্য্যের উদ্দেশে আসা হইয়াছে এবং নিজ আবির্ভাবে কোন কুলকে পবিত্র করিয়াছেন? দেখুন, ইহাতে আপনি দুঃখিত হইবেন না; কেননা, আমার কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়াই আমি এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি; ফলকথা এই যে আপনি আমার জিজ্ঞাসিত বিষয়গুলির উত্তর দিয়া এই নগরীর মধ্যে যে স্থলে ইচ্ছা হয় গমন করুন্ ॥ ২১ ॥

দ্বারাধ্যক্ষের এই সমস্ত কথা শুনিয়া শুক কহিলেন, প্রতীহার! এই নগরটীর নাম বিদেহ !! কেন না, ইহার অধীশ্বর দেহ-উপাধি বর্জ্জিত!! সুতরাং রাজ্য বা নগর সেই নামেই বিশ্রুত; এদিকে কিন্তু, কেহ দর্শন কামনায় আসিলে তাহার পক্ষে নগরে প্রবেশ পর্য্যন্ত ও দুর্লভ। অতএব, আমি এখানে যে প্রয়োজনে আসিয়াছিলাম তোমার কথা মাত্রেই আমার সে সমস্তই পাওয়া হইয়াছে ॥ ২২ ॥ আমার যদি বুদ্ধির লেশ মাত্র থাকিত তাহা হইলে আর এরূপ ভ্রমে পতিত হইতাম না; ফলত আমি অতিশয় নির্ব্বোধ, সেইজন্য মেরু এবং হিমালয় নামক সেই সুদুস্তর পর্ব্বতদ্বয় অতিক্রম পূর্ব্বক একমাত্র রাজদর্শন লালসায় সুদীর্ঘ পথপর্য্যটন ক্লেশ সহ্য করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ॥২৩॥ মহাত্মন! দ্বার-

বঞ্চিতোঽহং স্বয়ং পিত্রা দূষণং কস্য দীয়তে।
ভ্রামিতোঽহং মহাভাগ! কর্ম্মণা মে মহীতলে ॥ ২৪ ॥
ধনাশা পুরুষস্যেহ পরিভ্রমণকারণম্।
সা মে নাস্তি তথাপ্যত্র সংপ্রাপ্তোঽস্মি ভ্রমাৎ কিল ॥ ২৫ ॥
নিরাশস্য সুখং নিত্যং যদি মোহে ন মজ্জতি।
নিরাশোঽহং মহাভাগ! মগ্নোঽস্মিন্ মোহসাগরে ॥ ২৬ ॥
ক মেরুর্মিথিলা কেয়ং পদ্ভ্যাঞ্চ সমুপাগতঃ।
পরিভ্রমফলং কিং মে বঞ্চিতো বিধিনা কিল ॥ ২৭ ॥
প্রারব্ধং কিল ভোক্তব্যং শুভং বাপ্যথবাশুভম্।
উদ্যমস্তদ্বশে নিত্যং কারয়ত্যেব সর্ব্বথা ॥ ২৮ ॥

ভাবঃ ॥ ২২—২৫ ॥ মোহসাগরে ইতি। অতো মগ্না দুঃখং প্রাপ্তং ন তত্রান্যাপরাধ ইত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥ নম্বেবং ক্লেশং ভুক্ত্বা নিরর্থকঃ কিমর্থমাগতত্বমিতি চেত্তত্রাহ প্রারব্ধমিতি। অবশ্যং প্রারব্ধং কর্ম্ম ভোক্তব্যম্। উদ্যম উদ্যোগস্তু তদ্বশে নিত্যং বর্ত্ততে তমিতি শেষোঽত্র কর্ত্তব্যঃ। তমুদ্যোগং তৎপ্রারব্ধং সর্ব্বথা কারয়তি ব্যাপারম্। উদ্যোগো যত্নো ব্যাপারং করোতি তেনোদ্যোগেন প্রারব্ধং কর্ম্ম কারয়তি ন তত্র মদধীনতা কাচিদস্তীতি ভাবঃ। হৃক্রোরন্যতরস্যামিতি দ্বিকর্ম্মত্বম্ ॥ ২৮ ॥ বিদেহো নাম ভূপতিরিতি। যত্রেতি-

---

পাল! তুমি কিছু মনে করিও না আমি তোমার প্রতি কিছুমাত্র বিরক্ত হই নাই; কেননা, আমার পিতাই যখন স্বয়ং আমাকে ঠকাইলেন, তখন অপরের প্রতি বৃথা দোষারোপ করিলে কি হইবে। অথবা আমার কর্ম্মসূত্রই হয়ত আমাকে ভূতলে আনিয়া ভ্রমণ করাইতেছে। এই পৃথিবীতে একমাত্র ধনাশাই মনুষ্যের পরিভ্রমণের কারণ, কিন্তু আমার অন্তরে সে আশার গন্ধমাত্রও নাই, তথাপি কেবল ভ্রমে পড়িয়াই এরূপ দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিলাম ॥২৪—২৫॥ ফলতঃ! ইহ সংসারে যে মানব সর্ব্বতোভাবে আশাপাশ হইতে বিমুক্ত, সে যদি কোন প্রকারে মোহজালে নিমগ্ন না হয়, তাহা হইলে সে নিত্য সুখের অধিকারী হইতে পারে; আমিও আশার দাস নহি, তথাপি কেবল ঘোরতর অজ্ঞানহ্রদে ডুবিয়াই ঈদৃশ দুর্দ্দশা গ্রস্ত হইলাম ॥২৬॥ হায়! কোথায় সেই মেরু পর্ব্বত আর কোথায় এই মিথিলা! পায়ে হাঁটিয়া এই সুদুস্তর পথ অতিক্রম পূর্ব্বক এখানে আসিলাম, ওঃ কি কর্ম্মভোগ! আহা, আমার পর্য্যটনের কেমন চমৎকার ফল ফলিল দেখ! পরন্তু, ইহাতে কাহারও দোষ নাই; শুদ্ধ সেই বিধাতাই আমার প্রতি এইরূপ প্রতারণাজাল বিস্তার করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥ শুভই হউক আর অশুভই হউক প্রারব্ধ ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে; যতই কেন চেষ্টা কর না কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবে না; সমস্ত উদ্যমই প্রারব্ধের বশীভূত। ইচ্ছা না থাকিলেও প্রারব্ধকর্ম্ম ঠিক্ যেন কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক আনিয়া জীবকে ফল ভোগে প্রবর্ত্তিত করে ॥ ২৮ ॥ দেখ, এস্থলে স্বয়ং বেদও মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিরাজমান নাই আর

ন তীর্থং ন চ বেদোঽত্র যদর্থমিহ মে শ্রমঃ।
অপ্রবেশঃ পুরে জাতো বিদেহো নাম ভূপতিঃ ॥ ২৯ ॥
ইত্যুক্ত্বা বিররামাশু মৌনীভূত ইব স্থিতঃ।
জ্ঞাতো হি প্রতিহারেণ জ্ঞানী কশ্চিদ্দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৩০ ॥
সামপূর্ব্বমুবাচাসৌ তং ক্ষত্তা সংস্থিতং মুনিম্।
গচ্ছ ভো যত্র তে কার্য্যং যথেষ্টং দ্বিজসত্তম ! ॥ ৩১ ॥
অপরাধো মম ব্রহ্মন্ ! যন্নিবারিতবানহম্।
তৎ ক্ষন্তব্যং মহাভাগ ! বিমুক্তানাং ক্ষমা বলম্ ॥ ৩২ ॥

শুক উবাচ।

কিন্তেঽত্র দূষণং ক্ষত্তঃ পরতন্ত্রোঽসি সর্ব্বদা।
প্রভুকার্য্যং প্রকর্ত্তব্যং সেবকেন যথোচিতম্ ॥ ৩৩ ॥
ন ভূপদূষণঞ্চাত্র যদহং রক্ষিতস্ত্বয়া।
চৌরশত্রুপরিজ্ঞানং কর্ত্তব্যং সর্ব্বথা বুধৈঃ ॥ ৩৪ ॥

শেষঃ ॥২৯—৩৫॥ প্রতীহারস্ত্বেষ জ্ঞানী বাঽজ্ঞানী বেতি বুভুৎসয়া অপ্রকৃতমেব পৃচ্ছতি কিং

কোন তীর্থও নাই যে জন্য আমি অশেষ ক্লেশরাশি ভোগ করিয়া এখানে আসিয়াছিলাম! এখানে আছেন কে ? না, একটী রাজা ! তিনি আবার দেহ উপাধি শূন্য অথচ তাঁহার পুর মধ্যে কাহারও প্রবেশ করিবার অধিকার নাই ; কি আশ্চর্য্য ! ! ॥ ২৯ ॥

শুকদেব এই সমস্ত কথা বলিয়াই তৎক্ষণাৎ তূষ্ণীম্ভূতের ন্যায় অবস্থিত রহিলেন ; এদিকে দ্বারপাল তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা ও দেহকান্তি দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, ইনি কোন ব্রহ্মর্ষি-কুলোৎপন্ন জ্ঞানী পুরুষ হইবেন ॥ ৩০ ॥ তখন দ্বারপাল সেই মৌনভাবে অবস্থিত শুকদেবকে অতি বিনীতভাবে সুমধুর বাক্যে কহিল, দ্বিজসত্তম! এই পুর-মধ্যে আপনার যে স্থলে অভিলাষ হয় গমন করুন। ব্রহ্মন্! আমি প্রথমে আপনাকে চিনিতে না পারিয়া যে, প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম সে জন্য আমার ঘোরতর অপ-রাধ ঘটিয়াছে ; আপনি স্বীয় ঔদার্য্য গুণে আমায় ক্ষমা করুন্ ! দেখুন, মুক্ত পুরুষদিগের ক্ষমাই প্রধান বল ॥ ৩১—৩২ ॥

শুকদেব তাহার ঈদৃশ বিনয়গর্ভ বাক্য শ্রবণে কহিলেন, ক্ষত্তঃ ! এ বিষয়ে তোমার দোষ কি ? তুমিত, সর্ব্বদাই পরাধীন ! যথাবিহিত প্রভুর আদেশ পালন করাই ত সেবকের কর্ত্তব্য কার্য্য । তুমি আমায় নিবারণ করিয়াছ বলিয়া যে, আমি এ বিষয়ে রাজার প্রতিই কোন প্রকার দোষারোপ করিতেছি তাহাও মনে করিও না ; কেননা, চোর আসিল কি শত্রু আসিল, তাহার অনুসন্ধান লওয়া প্রজ্ঞাবান্ রাজা বা রাজপুরুষদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য

মমৈব সর্ব্বথা দোষো যদহং সমুপাগতঃ।
গমনং পরগেহে যল্লঘুতায়াশ্চ কারণম্ ॥ ৩৫ ॥

প্রতীহার উবাচ।

কিং সুখং দ্বিজ! কিং দুঃখং কিং কার্য্যং শুভমিচ্ছতা।
কঃ শক্রুর্হিতকর্ত্তা কো ব্রূহি সর্ব্বং মমাদ্য বৈ ॥ ৩৬ ॥

শুক উবাচ।

দ্বৈবিধ্যং সর্ব্বলোকেষু সর্ব্বত্র দ্বিবিধো জনঃ।
রাগী চৈব বিরাগী চ তয়োশ্চিত্তং দ্বিধা পুনঃ ॥ ৩৭ ॥
বিরাগী ত্রিবিধঃ কামং জ্ঞাতোঽজ্ঞাতশ্চ মধ্যমঃ।
রাগী চ দ্বিবিধঃ প্রোক্তো মূর্খশ্চ চতুরস্তথা ॥ ৩৮ ॥
চাতুর্য্যং দ্বিবিধং প্রোক্তং শাস্ত্রজং মতিজন্তথা।
মতিস্তু দ্বিবিধা লোকে যুক্তাযুক্তেতি সর্ব্বথা ॥ ৩৯ ॥

সুখমিতি। শুভমিচ্ছতা কার্য্যং কর্ত্তব্যং কিম্ ॥ ৩৬ ॥ দ্বৈবিধ্যমিতি। যতো দ্বিবিধো জনস্ততো দ্বৈবিধ্যং সর্ব্বত্র বর্ত্ততে। দ্বৈবিধ্যমেবাহ রাগী চৈব বিরাগী চেতি। কিং জাত্যানয়োর্ভেদো নেত্যাহ তয়োশ্চিত্তমিতি। চিত্তদ্বৈবিধ্যাদেব রাগিবিরাগিদ্বৈবিধ্যং ন স্বত ইতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥ তত্র বিরাগিণোঽন্তর্ভেদমাহ বিরাগী ত্রিবিধ ইতি। জ্ঞাতঃ লোকৈরেতস্য বৈরাগ্যং স্পষ্টমেব জ্ঞায়ত ইতি তীব্রবৈরাগ্যবান্ জ্ঞাত ইত্যুচ্যতে। অজ্ঞাতশ্চ মন্দবৈরাগ্যবাঁল্লোকৈরজ্ঞাতবৈরাগ্যবান্। মধ্যমস্তু লোকৈঃ কিঞ্চিজ্জাতবৈরাগ্যবান্। রাগিণোঽপ্যবান্তরভেদমাহ রাগী দ্বিতি ॥ ৩৮ ॥ মতিজং শাস্ত্রাবিরুদ্ধমযুক্তমতিরহিতং মত্যা তর্কিতবিষয়ং একম্। শাস্ত্র-

---

কার্য্য বলিয়াই জানিও ॥ ৩৩—৩৪ ॥ অতএব যখন আমি সহসা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি তখন আমারই সম্পূর্ণ দোষ; কেননা, এই জগতে পরগৃহে গমনই লঘুতার প্রধান কারণ!! ॥ ৩৫ ॥ এই কথা শুনিয়া প্রতীহার কহিল, ব্রহ্মন্! ইহ সংসারে ঐশ্বর্য্যাভিলাষী পুরুষের কর্ত্তব্য কার্য্য কি? আর সুখ দুঃখইবা কি এবং শক্র কে? আর হিতকর্ত্তাই বা কে? এক্ষণে আপনি কৃপা করিয়া এই কয়েকটী কথার উত্তর প্রদানে আমায় চরিতার্থ করুন্ ॥ ৩৬ ॥

শুকদেব কহিলেন, প্রতীহার তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি শ্রবণ কর। দেখ, এই সমস্ত লোকমধ্যে মানবগণের চিত্তগত দুই প্রকার ভেদ থাকায়, সুতরাং তাহাদিগকেও রাগী ও বিরাগী নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; অতএব তাহাদিগের সমস্ত কার্য্যগতিও দুই ভাগে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৩৭ ॥ তাহার পর, সেই বিরাগীও আবার জ্ঞাত, অজ্ঞাত ও মধ্যম নামে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। সেইরূপ রাগীর মধ্যেও কতক মূর্খ আর কতকগুলি চতুর থাকায়, শাস্ত্রে তাহাদিগকেও দুই ভাগে বিভক্ত বলিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥ চাতুর্য্যও শাস্ত্র-জন্য আর বুদ্ধি-জন্য হওয়ার দুই প্রকার বলিয়া উক্ত

প্রতীহার উবাচ।

যদুক্তং ভবতা বিদ্বন্নার্থজ্ঞোঽহং দ্বিজোত্তম!।
তৎ সর্ব্বং বিস্তরেণাদ্য যথার্থং বদ সত্তম!॥ ৪০॥

শুক উবাচ।

রাগো যস্যাস্তি সংসারে স রাগীত্যুচ্যতে ধ্রুবম্।
দুঃখং বহুবিধং তস্য সুখঞ্চ বিবিধং পুনঃ॥ ৪১॥
ধনং প্রাপ্য সুতান্দারান্ মানঞ্চ বিজয়ন্তথা।
তদপ্রাপ্য মহদ্দুঃখং ভবত্যেব ক্ষণে ক্ষণে॥ ৪২॥
কার্য্যং তস্য সুখোপায়ঃ কর্ত্তব্যং সুখসাধনম্।
তস্যারাতিঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সুখবিঘ্নং করোতি যঃ॥ ৪৩॥

বিষয়কং চাতুর্য্যং দ্বিতীয়ম্। শিষ্টলৌকিকব্যবহারবিষয়কং তৃতীয়ম্। তচ্চাশিষ্টব্যবহারবিষয়কমিতি ফলিতোঽর্থঃ॥৩৯—৪১॥ ধনং প্রাপ্যেতি। এতেন কিং সুখং কিং দুঃখমিত্যস্যোত্তরমুক্তং ভবতি॥ ৪২॥ কিং কার্য্যমিত্যস্যোত্তরমাহ কার্য্যং তস্যেতি। যেন সুখং ভবতি স উপায়ঃ কর্ত্তব্যঃ। কঃ শত্রুরিত্যস্যোত্তরমাহ তস্যারাতিরিতি॥ ৪৩॥ ননু সুখদুঃখকার্য্যশত্রু-

হইয়াছে; আবার বুদ্ধিও লোকে দুইপ্রকার দৃষ্ট হয়, একটী শাস্ত্রযুক্তিসঙ্গত আর একটী সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রযুক্তিবিরুদ্ধ॥ ৩৯॥

প্রতীহার কহিল, ব্রহ্মন্! আপনি সাধুশিরোমণি তত্ত্বজ্ঞপুরুষ। সুতরাং আপনার এপ্রকার গভীর উপদেশগর্ভ বাক্যের সহজে অর্থ ভেদ করা কি মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধির সাধ্য? ফলত আপনি যাহা বলিলেন, তাহার একটী বর্ণমাত্রও বুঝিতে পারি নাই অতএব এক্ষণে দয়া করিয়া এরূপ বিশদভাবে বলুন যাহাতে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারি॥ ৪০॥

শুক বলিলেন, দ্বারপাল! স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর; যে ব্যক্তির সংসারে অনুরাগ থাকে তাহাকেই প্রকৃতপক্ষে রাগী বলা যাইতে পারে। সুতরাং তাহার সম্বন্ধেই নানাপ্রকার সুখদুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে॥ ৪১॥ সংসারাসক্ত ব্যক্তি যদি গৃহাশ্রমে থাকিয়া ইচ্ছামত ধন, পুত্র, কলত্র সর্ব্বত্র সম্মান ও বিজয়লাভ করিতে পারে তাহা হইলেই পরম সুখ; আর এই সমস্ত মনোমত দ্রব্যসকল না পাইলে প্রতিক্ষণেই তাহার কষ্ট বলিয়া জানিবে॥ ৪২॥ এই সংসারমধ্যে তাহার ক্রিয়াকলাপাদি যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয় সে সমস্তই সুখের উদ্দেশে; সুখসাধন দ্রব্যগুলির আহরণই তাহার একমাত্র কর্ত্তব্যকার্য্য; অতএব, যে ব্যক্তি তাহার সেই সকল সুখের ব্যাঘাত উৎপাদন করে তাহাকেই তাহার শত্রু বলিয়া জানিও॥ ৪৩॥ ফলকথা এই যে, সংসারানুরাগী ব্যক্তির যে কেহ সুখ উৎপাদন করিতে পারে সেই তাহার পরম মিত্র। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, চতুর মানব

সুখোৎপাদয়িতা মিত্রং রাগযুক্তস্য সর্ব্বদা।
চতুরো নৈব মুহ্যেত মূর্খঃ সর্ব্বত্র মুহ্যতি ॥ ৪৪ ॥
বিরক্তস্যাত্মরক্তস্য সুখমেকান্তসেবনম্।
আত্মানুচিন্তনঞ্চৈব বেদান্তস্য চ চিন্তনম্ ॥ ৪৫ ॥
দুঃখং তদেতৎসর্ব্বং হি সংসারকথনাদিকম্।
শত্রবো বহবস্তস্য বিজ্ঞস্য শুভমিচ্ছতঃ ॥ ৪৬ ॥
কামঃ ক্রোধঃ প্রমাদশ্চ শত্রবো বিবিধাঃ স্মৃতাঃ।
বন্ধুঃ সন্তোষ এবাস্য নান্যোঽস্তি ভুবনত্রয়ে ॥ ৪৭ ॥

সূত উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনন্তস্য মত্বা তং জ্ঞানিনং দ্বিজম্।
ক্ষত্তা প্রবেশয়ামাস কক্ষাঞ্চাতিমনোরমাম্ ॥ ৪৮ ॥
নগরং বীক্ষমাণঃ সংস্ত্রৈবিধ্যজনসংকুলম্।
নানাবিপণদ্রব্যাঢ্যং ক্রয়বিক্রয়কারকম্ ॥ ৪৯ ॥

মিত্রাণি মূর্খচতুরয়োঃ সমানি তদা মূর্খচতুরয়োঃকো ভেদস্তত্রাহ চতুরো নৈব মুহ্যেতেতি। শাস্ত্রাবলোকনজজ্ঞানযুক্তাযুক্তগত্যোঃ সত্বাত্তস্য নোহো মূর্খস্য তু সোঽস্তীতি তয়োর্ভেদঃ ॥৪৪॥ ইত্থং রাগিদ্বৈবিধ্যং তৎসুখদুঃখকার্য্যং শত্রুমিত্রাণ্যুপপাদ্য ত্রিবিধবিরাগিণোঽপি সুখদুঃখ-কার্য্যশত্রুমিত্রাণ্যুপপাদয়তি বিরক্তস্যেতি। আত্মানুচিন্তনঞ্চেবেত্যাদিঃ কার্য্যনির্দ্দেশঃ ॥ ৪৫ ॥ দুঃখং তদেতদিতি দুঃখনির্দ্দেশঃ। শত্রবো বহব ইতিশত্রুনির্দ্দেশঃ ॥ ৪৬ ॥ বন্ধুঃ সন্তোষ ইতি মিত্রনির্দ্দেশঃ। এতেন জ্ঞানলাভায় হেয়োপাদেয়মুক্তং ভবতি। রাগিণো ব্যবহারস্য হেয়ত্বাৎ বিরক্তব্যবহারস্যোপাদেয়ত্বাদিতি ॥ ৪৭—৪৮ ॥ তৎস্থজনস্য ক্রয়বিক্রয়কারকত্বেপি নগরস্য

কোন বিষয়েই একেবারে মোহিত হয় না; আর মূর্খ, সকল কার্য্যেই বিমোহিত হইয়া পড়ে ॥ ৪৪ ॥

প্রতীহার! (এক্ষণে বিরাগীর কথা বলিতেছি শ্রবণ কর।) আত্মতত্বানুরাগী সংসার-বিরক্ত মহাত্মারা নির্জ্জন স্থানে বসিয়া সর্ব্বদা মনে মনে বেদান্তশাস্ত্রের বিচার বা সেই সর্ব্বাত্মস্বরূপ নিত্যনিরঞ্জন পরম চৈতন্যদেবের ধ্যানে নিরত থাকিতে পাইলেই তাঁহা-দিগের পরমসুখ ॥ ৪৫ ॥ পারত্রিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রজ্ঞাবান্ সংসারবিরাগীর অনিত্য সংসার-বিষয়ক কথোপকথনাদিকেই দুঃখের উৎপাদক বলিয়া জানিবে। যদিচ সংসাররাগীর ন্যায় ইহাঁদিগেরও কাম, ক্রোধ ও ভ্রমপ্রমাদাদি বহুবিধ শত্রু আছে, তথাপি একমাত্র সন্তোষ ব্যতীত আত্মরত সন্ন্যাসীর এই ত্রিলোকীমধ্যে বন্ধু আর কেহই নাই ॥ ৪৬—৪৭ ॥

সূত বলিলেন, (মহর্ষিগণ! তাহার পর বলিতেছি শ্রবণ করুন্।) মিথিলার দ্বারাধ্যক্ষ তাদৃশ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ বাক্যসকল শ্রবণমাত্র তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞানপূর্ণ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ মনোহর কক্ষ্যামধ্যে প্রবেশ করাইল ॥৪৮॥ (শুকদেব নগরকক্ষ্যায় প্রবিষ্ট

রাগদ্বেষযুতং কামলোভমোহাকুলন্তথা।
বিবদৎসু জনাকীর্ণংবসুপূর্ণংমহত্তরম্ ॥ ৫০ ॥
পশ্যন্ স ত্রিবিধাঁল্লোকান্ প্রাসরদ্রাজমন্দিরম্।
প্রাপ্তঃ পরমতেজস্বী দ্বিতীয়ইব ভাস্করঃ ॥ ৫১ ॥
নিবারিতশ্চ তত্রৈব প্রতিহারেণ কাষ্ঠবৎ।
তত্রৈব চ স্থিতো দ্বারি মোক্ষমেবানুচিন্তয়ন্ ॥ ৫২ ॥
ছায়ায়ামাতপে চৈব সমদর্শী মহাতপাঃ।
ধ্যানং কৃত্বা তথৈকান্তে স্থিতঃ স্থাণুরিবাচলঃ ॥ ৫৩ ॥

তদভেদাৎ ক্রয়বিক্রয়কারকত্বমুক্তম্। যথা গ্রামঃ করোতীতি ॥ ৪৯ ॥ (রাগদ্বেষযুতমিতি। রাগশ্চ দ্বেষশ্চ তৌ রাগদ্বেষৌ তাভ্যাং যুতং কামলোভমোহৈরাকুলং সঙ্কুলং ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ। যদিচেদৃশৈরেবাকীর্ণং তথাপি তেষু তেষু কামলোভাদ্যভিভূতেষু দুরাত্মজনেষু অন্যোন্যং বিবদৎসু সততং বিবদমানেষু সৎস্বপি তন্নগরং মহত্তরং বসুপূর্ণং ধনপূর্ণঞ্চেতিধ্যেয়ম্। অয়মর্থঃ যাদৃশৈর্দুরাত্মভিরাকুলং তন্নগরং যদিচ তাদৃশা এব কেবলং বিবদন্তে তত্রাপি অন্যৈর্মহদ্ভির্মহত্তরঞ্চ। যদ্বা বিবদন্তশ্চ সুজনাশ্চ তৈরেবাকীর্ণম্। শতৃপ্রত্যয়োঽত্রার্থঃ ॥ ৫০ ॥ পশ্যন্নিতি। স শুকঃ। ত্রিবিধান্ ত্রিপ্রকারান্ উত্তমমধ্যমাধমান্ সত্ত্বাদিগুণবদ্ধানিতিযাবৎ। পশ্যন্ রাজমন্দিরং প্রাসরৎ ॥ ৫১ ॥ নিবারিত ইতি। ক্ষত্রা নিবারিতোঽপি তজ্জন্যাবমানমচিন্তয়ন্ তত্রৈব দ্বারদেশে কাষ্ঠবৎ স্থিত ইত্যন্বয়ঃ। কুত এবং অত আহ মোক্ষমেবানুচিন্তয়ন্ কেবল মাত্মস্বরূপং বিচারয়ন্ ॥ ৫২ ॥ মানাবমানাদ্যপেক্ষায়াং ভূয়োঽপি বিশেষহেতুং দর্শয়ন্নাহ

হইয়াছে) দেখিলেন উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধলোকে নগর পরিপূর্ণ; হট্টস্থ দোকান সকল নানাবিধ দ্রব্যাদি দ্বারা পরিশোভিত, ক্রেতা ও বিক্রেতারা বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্য উপলক্ষে মহাকোলাহল করিতেছে ॥ ৪৯ ॥ নগরে নানাপ্রকার লোকেরই বসবাস আছে বটে, কিন্তু রাগদ্বেষসমাকুল এবং কামলোভাদি-রিপুপরতন্ত্র লোকের-সংখ্যাই অধিক। দুঃশীল লোকেরা হয় ত কোন স্থলে কোন বিষয়কর্ম্ম লইয়া ঘোরতর বিবাদ করিতেছে, কোথায়ও বা বহুমূল্য মণিমাণিক্যাদির ক্রয়বিক্রয় হইতেছে; নানাপ্রকার লোকের বাস থাকিলেও নগরটী যে, মহাসমৃদ্ধিশালী তাহা আর শুকদেবের মত লোকের জানিতে অবশিষ্ট রহিল না। অনন্তর সেই দ্বিতীয় ভাস্করসদৃশ মহাতেজস্বী শুকদেব ধনী, মধ্যবর্ত্তী ও নিকৃষ্ট শ্রেণী এই ত্রিবিধ লোক দেখিতে দেখিতে যেমন রাজপ্রাসাদের নিকটস্থ হইলেন, অমনি সেই কক্ষ্যার দ্বারপাল আসিয়া নিবারণ করিবামাত্র সেই দ্বারদেশেই মোক্ষতত্ত্ব চিন্তা করিতে করিতে কাষ্ঠের ন্যায় অবস্থিত রহিলেন ॥ ৫০—৫২ ॥

মহাত্মা শুকদেব জন্মজন্মান্তরীণ সুমহৎ তপঃপ্রভাবে মনের এতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন যে, তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে কখনই অনুভূত হইতে পারে না; বস্তুত তিনি ছায়া আর রৌদ্রকে সমান চক্ষে দেখিতেন; সুতরাং দ্বারপালের নিষেধে কিছুমাত্র ক্ষুভিত না হইয়া

তং মুহূর্ত্তাদিবাগত্য রাজ্ঞোঽমাত্যঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
প্রাবেশয়ত্ততঃ কক্ষাং দ্বিতীয়াং রাজবেশ্মনঃ ॥ ৫৪ ॥
তত্র দিব্যং মনোরম্যং পুষ্পিতং দিব্যপাদপম্।
তদ্বনং দর্শয়িত্বা তু কৃত্বা চাতিথিসৎক্রিয়াম্ ॥ ৫৫ ॥
বারমুখ্যাঃ স্ত্রিয়স্তত্র রাজসেবাপরায়ণাঃ।
গীতবাদিত্রকুশলাঃ কামশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ৫৬ ॥
তা আদিশ্য চ সেবার্থং শুকস্য মন্ত্রিসত্তমঃ।
নির্গতঃ সদনাত্তস্মাদ্ব্যাসপুত্রঃ স্থিতঃ সদা ॥ ৫৭ ॥
পূজিতঃ পরয়া ভক্ত্যা তাভিঃ স্ত্রীভির্যথাবিধি।
দেশকালোপপন্নেন নানাঽন্নেনাতিতোষিতঃ ॥ ৫৮ ॥

ছায়ায়ামিতি ॥ ৫৩ ॥ (তং মুহূর্ত্তাদিতি। রাজ্ঞঃ জনকস্য অমাত্যো মন্ত্রী মুহূর্ত্তাদাগত্য কৃতাঞ্জলিঃ সন্ দ্বিতীয়াং কক্ষ্যাং প্রাবেশয়ৎ ॥ ৫৪ ॥ দ্বিতীয়াং কক্ষ্যাং প্রাবেশয়ন্ কিং কৃতবান্ ইত্যত্রাহ তত্র দিব্যমিতি ॥ ৫৫ ॥ বারমুখ্যেতি। যা বারমুখ্যা বারপ্রধানরমণ্যঃ গীতবাদিত্র কুশলাঃ কামশাস্ত্রবিশারদাশ্চ অতএব রাজসেবাপরায়ণাস্তাস্তাদৃশী গুণবতীঃ শুকদেবসেবার্থমাদিশ্য মন্ত্রিষু সত্তমঃ প্রধানসচিবঃ তস্মাৎ সদনান্নির্গতঃ। ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ ॥ ৫৬—৫৭ ॥ কেন ভাবেন স্থিত ইতি বিবৃণ্বন্নাহ। পূজিত ইতি। যথাবিধি বিধিমনতিক্রম্য তাভিঃ বারমুখ্যাভিঃ পরয়া ভক্ত্যা পূজিতঃ। দেশকালোপপন্নেন অন্নেন বিশেষতস্তোষিতঃ পরিতর্পিত-

আত্মধ্যানে নিরত থাকিয়া দ্বারের বাহিরে একটী নিভৃতদেশে স্থাণুর ন্যায় অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥ এইরূপে মুহূর্ত্তকাল অতীত না হইতে হইতেই রাজমন্ত্রী বদ্ধাঞ্জলিপুরঃসর তাঁহার নিকটে আসিয়া বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ; পরে, পরম সমাদরসহকারে তাঁহাকে লইয়া রাজভবনের দ্বিতীয় কক্ষ্যামধ্যে প্রবেশ করাইলেন ॥ ৫৪ ॥

তদনন্তর, মন্ত্রিপ্রবর তাঁহাকে দ্বিতীয় কক্ষ্যার অভ্যন্তর দিয়া লইয়া যাইবার সময় তত্রত্য দিব্য কুসুমিত তরুরাজি-পরিশোভিত রমণীয় উদ্যানসকল দেখাইয়া যথাবিহিত আতিথ্যসৎকার সমাধানপূর্ব্বক একটী অট্টালিকামধ্যে উপস্থাপিত করিলেন। পরে, যে সকল গীতবাদ্যনিপুণ কামশাস্ত্রবিশারদ বারাঙ্গনাকামিনী রাজসেবায় নিরত থাকে তাহাদিগকেই নিরন্তর শুকের সেবায় নিয়োজিত করিয়া দিয়া তিনি সেই গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন ; বেদব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুত্র নিরুৎকণ্ঠচিত্তে সেই স্থলেই বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫—৫৭ ॥

সেই সকল রমণীরা পরমভক্তি ও আদরের সহিত যথাবিধি সম্মান রক্ষাপূর্ব্বক দেশকালানুসারে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট বস্তু পাওয়া যায় সেই সমস্ত সুস্বাদ অন্নব্যঞ্জন এবং পানীয় দ্রব্যদ্বারা তাঁহার তৃপ্তিসাধনের জন্য নিরতিশয় যত্ন করিতে লাগিল ৫৮ ॥

ততোঽন্তঃপুরবাসিন্যস্তস্যান্তঃপুরকাননম্।
রম্যং সন্দর্শয়ামাসুরঙ্গনাঃ কামমোহিতাঃ॥ ৫৯॥
স যুবা রূপবান্ কান্তো মৃদুভাষী মনোরমঃ।
দৃষ্ট্বা তা মুমুহুঃ সর্ব্বাস্তঞ্চ কামমিবাপরম্॥ ৬০॥
জিতেন্দ্রিয়ং মুনিং মত্বা সর্ব্বাঃ পর্য্যচরংস্তদা।
আরণেয়স্তু শুদ্ধাত্মা মাতৃভাবমকল্পয়ৎ॥ ৬১॥
আত্মারামো জিতক্রোধো ন হৃষ্যতি ন তপ্যতি।
পশ্যংস্তাসাং বিকারাংশ্চ স্বস্থএব স তস্থিবান্॥ ৬২॥
তস্মৈ শয্যাং সুরম্যাঞ্চ দদুর্নার্য্যঃ সুসংস্কৃতাম্।
পরার্দ্ধ্যাস্তরণোপেতাং নানোপস্করসংবৃতাম্॥ ৬৩॥
স কৃত্বা পাদশৌচঞ্চ কুশপাণিরতন্দ্রিতঃ।
উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং ধ্যানমেবান্বপদ্যত॥ ৬৪॥

শেচতিশেষঃ॥৫৮॥ অন্তঃপুরস্থা মহিলাঃ রূপাদিদর্শনজন্যকামেনমোহিতাঃসত্যঃ। অন্তঃপুরস্থং রম্যং রমণীয়ং কাননং আরামং অন্তঃপুরস্থক্রীড়োদ্যানমিত্যর্থঃ দর্শয়ামাসুরিত্যন্বয়ঃ॥ ৫৯॥ অন্তঃপুরবাসিনীনাং কামমোহিতত্বে কারণং প্রদর্শয়ন্নাহ স যুবেতি॥ ৬০॥ জিতেন্দ্রিয়মিতি। তা অন্তঃপুরবাসিন্যঃ কামমোহিতা অপি তং জিতেন্দ্রিয়ং মুনিং মত্বা বিজ্ঞায় পর্য্যচরৎ কেবলং পরিচর্য্যয়া তোষয়ামাসুরিত্যর্থঃ। তত্র কিং শুকদেবোঽপি বিকৃতমনা আসীৎ? আহোস্বিৎ স্বস্থ এব স্থিতঃ? ইতি জিজ্ঞাসায়াং তস্য জিতেন্দ্রিয়ত্বাদিগুণান্ প্রকটয়ন্নাহ। মাতৃভাবং অকল্পয়ৎ কুত এবং অত আহ শুদ্ধাত্মা॥ ৬১॥ শুদ্ধাত্মত্বে কারণং নির্দ্দিশন্নাহ আত্মারামেতি॥ ৬২॥

তাহার পর, অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীগণ পর্য্যন্তও কামে বিমোহিত হইয়া শুকদেবকে অন্তঃপুরের অভ্যন্তরবর্ত্তী মনোরম ক্রীড়াকানন দেখাইতে প্রবৃত্ত হইল॥ ৫৯॥ তাহার কারণ এই যে, মহাত্মা শুকদেব একেত যুবাপুরুষ তাহাতে আবার রূপের সাগর; দ্বিতীয় কন্দর্পের ন্যায় মনোরমকমনীয় মূর্ত্তি এবং স্বভাবত মৃদুভাষী ছিলেন, সুতরাং তাহারা তাঁহাকে দেখিবামাত্র একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল॥ ৬০॥ বিশেষত তাঁহাকে জিতেন্দ্রিয়পুরুষ জানিয়া পরমভক্তিসহকারে সর্ব্বদাই তাঁহার পরিচর্য্যায় নিরত হইল; কিন্তু, অরণিগর্ভসম্ভূত (অযোনিসম্ভব) পবিত্রাত্মা শুকদেব তাহাদিগকে অন্তরে মাতার ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। কেননা, তাঁহার চিত্ত নিরন্তর আত্মার সহিতই রমণ করিত; সুতরাং ক্রোধ, হর্ষ বা অনুতাপাদি কেহই তাঁহার অন্তরে এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান প্রাপ্ত হইত না; ফলত তিনি সেই সমস্ত রমণীদিগের মনোবিকার বুঝিতে পারিয়াও অক্ষুব্ধভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ৬১—৬২॥ মহিলাগণ রজনী উপস্থিত হইল দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিমিত্ত সুখোপযোগি নানাপ্রকার বস্ত্রাদিসুসজ্জিত বহুমূল্য আস্তরণ পরিশোভিত

যামমেকং স্থিতো ধ্যানে সুষ্বাপ তদনন্তরম্ ।
সুপ্ত্বা যামদ্বয়ং তত্র চোদতিষ্ঠত্ততঃ শুকঃ ॥ ৬৫ ॥
পাশ্চাত্যং যামিনীয়ামং ধ্যানমেবাম্বপদ্যত ।
স্নাত্বা প্রাতঃক্রিয়াঃ কৃত্বা পুনরাস্তে সমাহিতঃ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
মিথিলারাজান্তঃপুরবাসিনীনাং মধ্যে শুকজিতেন্দ্রিয়তাদি-
প্রকাশো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

ইদানীং তস্মৈ শয্যামিত্যারভ্য পুনরাস্তে সমাহিত ইত্যন্তৈঃ শ্লোকচতুষ্টয়ৈঃ শুকস্য ভোগ-নিস্পৃহতাং সংযতেন্দ্রিয়ত্বঞ্চ প্রদর্শ্যাধ্যায়ং সমাপয়তি তস্মা ইতি ॥ ৬৩—৬৬ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

অতীব মনোরম অথচ বিশুদ্ধ শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল ॥ ৬৩ ॥ শুকদেব সময় বুঝিয়া তখনই আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক সায়ংসন্ধ্যোপাসনাদি সমাপ্ত করিয়া আত্মধ্যানে নিরত হইলেন ॥ ৬৪ ॥ এইরূপে তিনি একপ্রহরকাল গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া, পরে, দুইপ্রহরকাল নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন ॥ ৬৫ ॥ যামিনীর শেষযামে তিনি পুনরায় ধ্যানপরায়ণ হইলেন ; অনন্তর প্রকৃত ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তসময়ে স্নান ও প্রাতঃকালীন কর্ত্তব্য ক্রিয়াদি সমাধানপূর্ব্বক পুনরায় সমাধি অবলম্বনে বসিয়া রহিলেন ॥ ৬৬ ॥

অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথম-
স্কন্ধে মিথিলার রাজান্তঃপুরবাসিনী কামিনীগণমধ্যে
শুকের জিতেন্দ্রিয়তাদি প্রকাশবিষয়ক
সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

শ্রুত্বা তমাগতং রাজা মন্ত্রিভিঃ সহিতঃ শুচিঃ।
পুরঃ পুরোহিতং কৃত্বা গুরুপুত্রং সমভ্যয়াৎ ॥ ১ ॥
কৃত্বার্হণং নৃপঃ সম্যগ্ দত্ত্বাসনমনুত্তমম্।
পপ্রচ্ছ কুশলং গাঞ্চ বিনিবেদ্য পয়স্বিনীম্ ॥ ২ ॥
স চ তাং নৃপপূজাং বৈ প্রত্যগৃহ্লাদ্ যথাবিধি।
পপ্রচ্ছ কুশলং রাজ্ঞে স্বং নিবেদ্য নিরাময়ম্ ॥ ৩ ॥
কৃত্বা কুশলসংপ্রশ্নমুপবিষ্টং সুখাসনে।
শুকং ব্যাসসুতং শান্তং পর্য্যপৃচ্ছত পার্থিবঃ ॥ ৪ ॥

অর্দ্ধাধিকৈকবৃষ্ট্যা তু জনকেন মহাত্মনা।
বৈরাগ্যাদ্যুপদেশশ্চ শুকায় কৃত উচ্যতে ॥

পুরোঽগ্রদেশে পুরোহিতং কৃত্বা ॥ ১ ॥ (স পুরোহিতস্তত্রগতঃ সন্ কিং কৃতবান্ ইত্যত্র চিরশিষ্টাচারং দর্শয়ন্নাহ কৃত্বেতি। নৃপোজনকঃ তত্ত্বজ্ঞোঽপি লোকসংগ্রহং কুর্ব্বন্ তস্য গুরুপুত্রস্য শুকস্য সম্যক্ অর্হণাং পূজাং কৃত্বা আসনং দত্ত্বা পয়স্বিনীং দুগ্ধবতীং সবৎসামিত্যর্থঃ গাং ধেনুং নিবেদ্য তস্মৈ কুশলং পপ্রচ্ছেত্যন্বয়ঃ ॥ ২ ॥ সচেতি। সোঽপি শুকঃ নৃপস্য পূজাং বৈ ধর্ম্মনিশ্চিতাং অকপটরূপামিতিশেষঃ যথাবিধি শাস্ত্রবিধিমনতিক্রম্য শাস্ত্রমতানুসারেণ প্রত্য-গৃহ্লাৎ প্রতিজগ্রাহ তত আত্মনিরাময়ং অনাময়ং নিবেদ্য রাজ্ঞে নরপতয়ে জনকায় কুশলং পৃষ্টবান্ ॥৩॥ কৃত্বেতি। অন্যোন্যকুশলপ্রশ্নাদ্যনন্তরং সুখাসনে উপবিষ্টং তং ব্যাসসুতং প্রশান্ত-মনসং শুকং পার্থিবঃ পৃথিবীপতির্জনকঃ ভো মহাভাগ! মহাত্মন্! নিঃস্পৃহস্যাপি তব মাং

সূত কহিলেন, (মহর্ষিগণ! তাহার পর শ্রবণ করুন) নরপতি জনক গুরুপুত্র শুক-দেবের আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ সচিবগণ সমভিব্যাহারে পুরোহিতকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া অতি পবিত্র ভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥ পরে পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার সবিশেষ অর্চ্চনা পূর্ব্বক বহুমূল্য আসনে উপবেশন করাইলেন; এবং বিধিমত একটী দুগ্ধবতী সবৎসা ধেনু তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২ ॥ শুকদেব, জনকপ্রদত্ত শাস্ত্রসম্মত অকপটপূজাদি প্রতিগ্রহ করিয়া নিজ মঙ্গলবিষয়ের পরিচয় দিয়া রাজাকে সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসিলেন ॥ ৩ ॥ এইরূপে পরস্পরের কুশল প্রশ্ন উপলক্ষে কিয়ৎকাল গত হইলে, পৃথ্বীপতি জনক সুখাসনে উপবিষ্ট প্রশান্তমূর্ত্তি ব্যাসপুত্র শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন্! আপনি নিজ নিস্পৃহতাগুণে সমাধিনিষ্ঠ যোগিদিগেরও বরেণ্য

কিং নিমিত্তং মহাভাগ! নিঃস্পৃহস্য চ মাংপ্রতি।
জাতং হ্যাগমনং ব্রূহি কার্য্যং তন্মুনিসত্তম ॥ ৫ ॥

শুক উবাচ।

ব্যাসেনোক্তো মহারাজ! কুরু দারপরিগ্রহম্।
সর্ব্বেষামাশ্রমাণাঞ্চ গৃহস্থাশ্রম উত্তমঃ ॥ ৬ ॥
ময়া নাঙ্গীকৃতং বাক্যং মত্বা বন্ধং গুরোরপি।
ন বন্ধোঽস্তীতি তেনোক্তো নাহং তৎকৃতবান্ পুনঃ ॥ ৭ ॥
ইতি সন্দিগ্ধমনসং মত্বা মাং মুনিসত্তমঃ।
উবাচ বচনং তথ্যং মিথিলাং গচ্ছ মা শুচঃ ॥ ৮ ॥

প্রতি কিং নিমিত্তমাগমনং জাতমত্র কিং কার্য্যমস্তি ময়া বা কিমনুষ্ঠেয়ন্তদ্ ব্রূহীতিপর্য্যপৃচ্ছদিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ ॥ ৪—৫ ॥ ইদানীং স্ববক্তব্যং বিজ্ঞাপয়ন্নাহ শুকদেবঃ। ব্যাসেনেতি। ভো মহারাজ! পিত্রা বেদব্যাসেন দারপরিগ্রহং কুর্ব্বিতি উক্ত আদিষ্টোঽহম্ যতঃ সর্ব্বেভ্য আশ্রমেভ্যো গৃহাশ্রমএবোত্তমঃ। ইত্যেবং স উপদিশতি মহামতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৬ ॥) গুরোঃ পিতুরপি ময়া নাঙ্গীকৃতমিত্যন্বয়ঃ। (পিতৃমতমুক্ত্বা স্বমতং স্ফুটয়ন্নাহ ময়েতি। গুরোরপীতি। অয়মর্থঃ পিতা মহান্ গুরুস্তজ্জানতাঽপি ময়া তস্য বাক্যং ভার্য্যাগ্রহণরূপাদেশ ইত্যর্থঃ নাঙ্গীকৃতম্ ন স্বীকৃতম্ কুতোনেতি চেত্তত্রাহ কেবলং বন্ধং বন্ধনস্বরূপং মত্বা বুদ্ধা ইত্যর্থ পিত্রা তে কিমুক্তমিতিচেৎ অয়ম্ভাবঃ। ততঃ কিমীদানীং ভবতা পিত্রাদেশঃ পালিতঃ? নবেত্যপেক্ষায়ামাহ নাহমিতি। পরমগুরুণা পিত্রোপদিষ্টোঽপি ভার্য্যাং বন্ধনরূপাং নিশ্চত্যাহং ন গৃহীতবান্ ॥ ৭ ॥ ইদানীং কিং নিমিত্তং মাং প্রত্যাগমনং জাতমিত্যস্য পঞ্চমশ্লোককৃতপ্রশ্নস্যোত্তররূপমিথিলাগমনপ্রয়োজনং ব্যক্তীকুর্ব্বন্নাহ। ইতি সন্দিগ্ধমনসমিতি। ইতি ইত্যেতদ্‌বিষয়ে মাং সন্দিগ্ধমনসং মত্বা বিজ্ঞায় মুনিসত্তমঃ পিতা বেদব্যাসস্তথ্যমুবাচ উক্তবান্ হে পুত্র!

হইয়াছেন; তথাপি আমার নিকট কি উদ্দেশে আপনার আসা হইয়াছে বলুন; আমাকে যে কার্য্য করিতে হইবে আজ্ঞা করুন, তাহাতেই প্রস্তুত আছি ॥ ৪—৫ ॥

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! (আমার বক্তব্য বিষয় সমস্তই বলিতেছি শ্রবণ করুন, আমি ব্রহ্মচর্য্য সমাবর্ত্তনের পর আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলাম দেখিয়া আমার পিতা ভগবান্ বেদব্যাস আহ্লাদে পুলকিত হইয়া বলিলেন; রে বৎস! তোমার সমস্ত বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হইয়াছে ত?) তবে এক্ষণে, দার পরিগ্রহ কর; কারণ সকল আশ্রম অপেক্ষা গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; কিন্তু, আমি স্ত্রীলোককে বন্ধন স্বরূপ মনে করিয়া পিতা পরম গুরু হইলেও তাঁহার কথায় সম্মত হইনাই। তাহার পর, তিনি মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া (অনাসক্ত পুরুষের পক্ষে স্ত্রী, বন্ধন স্বরূপ নহে বরং কামাদি রিপু জয়ের প্রধান উপায়; এইরূপ বিবিধ উপদেশ করিলেও আমি কিছুতেই স্বীকার পাই নাই ॥ ৬—৭ ॥ তখন, আমার পিতা মুনিসত্তম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আমার আন্তরিক সংশয় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, রে পুত্র! আর শোক করিও না; এক্ষণে, আমি তথ্য কথা বলিতেছি অবহিত হও, মিথিলা প্রদেশের

যাজ্যোঽস্তি জনকস্তত্র জীবন্মুক্তো নরাধিপঃ।
বিদেহো লোকবিদিতঃ পাতি রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ৯।
কুর্ব্বন্রাজ্যং তথা রাজা মায়াপাশৈর্ন বধ্যতে।
ত্বং বিভেষি কথং পুত্র! বন্যবৃত্তিঃ পরন্তপ! ॥ ১০ ॥
পশ্য তং নৃপশার্দ্দূলং ত্যজ মোহং মনোগতম্।
কুরু দারান্মহাভাগ! পৃচ্ছ বা ভূপতিঞ্চ তম্ ॥ ১১ ॥
সন্দেহস্তে মনোজাতং কথয়িষ্যতি পার্থিবঃ।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য মামেহি তরসা স্মৃত! ॥ ১২ ॥

মাশুচঃ শোকং মাকার্ষীঃ শোকং ত্যক্ত্বা মিথিলাং গচ্ছেত্যাদিষ্টবানিতিশেষঃ। যত্তস্তত্র জনক ইতি নাম্না নরাধিপোঽস্তি নরপতিরপি জীবন্মুক্ত অতএব স লোকৈর্ব্বিদেহঃ দেহোপাধিশূন্য ইত্যেবং বিদিতঃ। ততস্তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবেনাকণ্টকং শত্রুশূন্যং রাজ্যং পাতি রক্ষতি পালয়তীত্যর্থঃ। পরং ত্বয়াত্র ন শঙ্কনীয়ং যতোঽসাবস্মাভির্যাজ্যঃ শিষ্য ইতি যাবৎ। ইত্যেবং মমোৎসাহ-বর্দ্ধনায়োক্তবান্ মৎপিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তৎসাহসেনৈবাহং এতাবন্তং সুদীর্ঘমধ্বানমতিক্রম্যা-গতোঽস্মীতি বিদ্ধি ॥ ৮—৯ ॥ ভূয়োঽপি ভবৎপ্রভাবং প্রকটয়ন্ যথা মমোৎসাহং বর্দ্ধয়ামাস মে পিতা তদপি ব্রবীম্যবধার্য্যতামিতি ব্যাসোক্তজনকনির্লেপত্বমনূদ্যাহ শুকঃ। কুর্ব্বন্নিতি। রে পুত্র! স রাজা তথা তাদৃশোঽপি জীবন্মুক্তোঽপি রাজ্যং কুর্ব্বন্ পালয়ন্নপি বিষয়ভোগং ভুঞ্জানোঽপীত্যর্থঃ মায়াপাশৈরবিদ্যাগুণৈর্নবধ্যতে ত্বং পুনর্বন্যবৃত্তিরপিবিভেষি কোঽয়ন্তে ভ্রম ইতিভাবঃ। পরন্তপেতি সম্বোধনেন শুকস্য কামাদিষড়্বর্গজেতৃত্বং সূচিতম্। ত্বং কাম-ক্রোধাদীনাং ষণ্ণাং রিপূণাং জেতাঽপি বনং বন্যং বনজাতবিশুদ্ধফলমূলাদিমাত্রং বৃত্তিরাহারঃ জীবনোপায়ো যস্য তাদৃশঃ সন্ কথং কেন হেতুনা বিভেষি ন চাত্র তে কিমপি ভয়কারণং পশ্যামীতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥১০॥ ত্বৎপুরে চ তদজ্ঞয়া। মোক্ষকামোঽস্মি। তপস্তীর্থব্রতেজ্যাশ্চ। জ্ঞানং বা বদেত্যাদিভিস্ত্রয়োদশচতুর্দ্দশশ্লোকোক্তবাক্যনিচয়ৈঃস্বীয়মনোগতপ্রার্থনাং বিজ্ঞা-পয়িষ্যন্নিদানীং পশ্য তং নৃপশার্দ্দূলং ত্যজ মোহং পৃচ্ছ তমিত্যাদ্যুপদিশ্য মৎপিতা মাং ত্বৎ-সকাশং প্রেষয়ামাসেত্যেবংমনঃক্লেশং প্রকটয়ন্ পিতৃবাক্যমনুবদতি পশ্য তমিতি ॥ ১১ ॥) পৃচ্ছেত্যস্যোত্তরশ্লোকস্থসন্দেহপদেনান্বয়ঃ। তস্য জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা মামেহি তরসা বেগেন

রাজা জনক আমাদের শিষ্য; তিনি জীবন্মুক্ত হইয়াও নিষ্কণ্টকে রাজ্য পালন করিতেছেন; সেইজন্য এই ভূমণ্ডল মধ্যে তিনি বিদেহ নামে বিশ্রুত হইয়াছেন; অতএব, তুমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মিথিলায় গমন কর ॥ ৮—৯ ॥ পিতা আমার আরও বলিলেন, যে, রে পুত্র! নরপতি জনক রাজভোগে থাকিয়া বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসন করিয়াও মায়াপাশে বদ্ধ নহেন; আর তুমি বনজাত বিশুদ্ধ ফলমূল ভক্ষণে জিতেন্দ্রিয়তা লাভ করিয়াও ভীত হইতেছ কেন? ॥ ১০ ॥ মহর্ষি বেদব্যাস এইরূপ অনেক প্রবোধ বাক্যে বুঝাইয়া পরিশেষে বলিলেন বৎস! অন্তরের অজ্ঞানতা বিসর্জ্জন দেও, তুমি দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান দ্বারা মহাপ্রভাব সম্পন্ন হইয়াছ, তোমাকে অধিক আর কি বলিব, আমার কথা রক্ষা করিয়া দার-পরিগ্রহ কর, অথবা, মিথিলা যাইয়া সেই রাজশ্রেষ্ঠ জনককে দেখ, তিনি জীবন্মুক্ত কি না?

সংপ্রোক্তোঽহং মহারাজ! ত্বৎপুরে চ তদাজ্ঞয়া।
মোক্ষকামোঽস্মি রাজেন্দ্র! ব্রূহি কৃত্যং মমানঘ ॥ ১৩ ॥
তপস্তীর্থব্রতেজ্যাশ্চ স্বাধ্যায়স্তীর্থসেবনম্।
জ্ঞানং বা বদ রাজেন্দ্র! মোক্ষম্প্রতি চ কারণম্ ॥ ১৪ ॥

জনক উবাচ।

শৃণু বিপ্রেণ কর্ত্তব্যং মোক্ষমার্গাশ্রিতেন যৎ।
উপনীতো বসেদাদৌ বেদাভ্যাসায় বৈ গুরৌ ॥ ১৫ ॥
অধীত্য বেদবেদান্তান্ দত্ত্বা চ গুরুদক্ষিণাম্।
সমাবৃত্তস্তু গার্হস্থ্যে সদারো নিবসেন্মুনিঃ ॥ ১৬ ॥
ন্যায়বৃত্তিস্তু সন্তোষী নিরাশী গতকল্মষঃ।
অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মাণি কুর্ব্বাণঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥ ১৭ ॥

ইত্যর্থঃ ॥ ১২—১৩ ॥ তপস্তীর্থেতি। যদ্যপি দেবীভাগবতশ্রবণেনায়ং তৃপ্তএবাস্তি তথাপ্যুপদেশার্থমাগত ইতি গুরুম্প্রতি স্বজ্ঞানমাচ্ছাদ্যৈব মুচ্যত ইতি বোধ্যম্ ॥১৪—১৬॥ ন্যায়বৃত্তিঃ

এবং মনে যে সকল সংশয় উপস্থিত হইয়াছে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে। তাহা হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রকৃতরূপ উত্তর প্রদান করিবেন; কিন্তু, বৎস! তুমি তাঁহার উপদেশ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়াই আবার অবিলম্বে আমার এই আশ্রমে আসিয়া পৌছিবে; ইহাতে যেন কোন প্রকারেই অন্যথা না হয় ॥ ১১—১২ ॥ মহারাজ! আপনি জীবন্মুক্ত!! সুতরাং আপনাকে অধিক বলা বাচালতা প্রকাশ মাত্র। ফলকথা এই যে, পিতা আমাকে এই সকল কথা বলিয়া বিদায় দিলে পর, আমি তাঁহারই আদেশে আপনার রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। মহারাজ! আমার অভিলাষ একমাত্র মুক্তিপথ ব্যতীত অপর কিছুতেই নাই; এই বুঝিয়া আপনি আমার যাহা অনুষ্ঠেয় উপদেশ করুন। অর্থাৎ স্নান, তীর্থপর্য্যটন, ব্রতোপবাস বা যজ্ঞ অথবা জপাদি কি তীর্থসেবন কি মুক্তিপথের উপযোগী জ্ঞানের লক্ষণাদি ইহার মধ্যে যে কোন বিষয়ে আমার অধিকার বোধ করেন তাহাই উপদেশ করুন ॥১৩—১৪॥

শুকদেবের সমস্ত বক্তব্য বিষয় শুনিয়া জনক কহিলেন, গুরুপুত্র! মুক্তিপথাশ্রিত ব্রাহ্মণের যাহা কর্ত্তব্য সমস্ত বলিতেছি শ্রবণ করুন্; ব্রাহ্মণ উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াই বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত প্রথমে গুরুকুলে বাস করিবেন ॥ ১৫ ॥ বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র সকলের অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে পর, গুরুদক্ষিণা দিয়া সমাবর্ত্তনানন্তর সর্ব্বদা ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ হইয়া সস্ত্রীক গৃহস্থাশ্রমে থাকিবেন ॥ ১৬ ॥ পরন্তু, গৃহস্থাশ্রমে থাকিলেই যে, অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, এরূপ নহে; বস্তুত সরলান্তঃকরণ ও সত্য বাক্যে নিষ্ঠ হইবেন এবং ন্যায়ানুসারে ধন উপার্জ্জনপূর্ব্বক পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ করিবেন। ফলত আশার দাস না হইয়া নিরন্তর

পুত্রং পৌত্রং সমাসাদ্য বানপ্রস্থাশ্রমে বসেৎ।
তপসা ষড়্রিপূন্ জিত্বা ভার্য্যাং পুত্রে নিবেশ্য চ ॥ ১৮ ॥
সর্ব্বানগ্নীন্ যথান্যায়মাত্মন্যারোপ্য ধর্ম্মবিৎ।
বসেত্তুর্য্যাশ্রমে শ্রান্তঃ শুদ্ধে বৈরাগ্যসম্ভবে ॥ ১৯ ॥
বিরক্তস্যাধিকারোঽস্তি সন্ন্যাসে নান্যথা কচিৎ।
বেদবাক্যমিদন্তথ্যং নান্যথেতি মতির্ম্মম ॥ ২০ ॥
শুকাষ্টচত্বারিংশদ্বৈ সংস্কারা বেদবোধিতাঃ।
চত্বারিংশদ্গৃহস্থস্য প্রোক্তাস্তত্র মহাত্মভিঃ ॥ ২১ ॥
অষ্টৌ চ মুক্তিকামস্য প্রোক্তাঃ শমদমাদয়ঃ।
আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেদিতি শিষ্টানুশাসনম্ ॥ ২২ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

উৎপন্নে হৃদি বৈরাগ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবে।
অবশ্যমেব বস্তব্যমাশ্রমেষু বনেষু বা ॥ ২৩ ॥

ন্যায়প্রাপ্তযজনযাজনাদিবৃত্তিঃ ॥১৭॥ (বয়সস্তৃতীয়ে ভাগে বনং গচ্ছেদিতি মন্বাদিবিধিমনুস্মারয়ন্নাহ পুত্রং পৌত্রমাসাদ্যেতি। গার্হস্থ্যং সমাপয়ন্ বানপ্রস্থধর্ম্মং পরিগৃহ্নীতেত্যর্থঃ ॥১৮॥ সঞ্জাতবৈরাগ্যস্য সন্ন্যাসাধিকারং সূচয়ন্নাহ। সর্ব্বানগ্নীনিতি। তুর্য্যাশ্রমে চতুর্থাশ্রমে ভৈক্ষ্যাশ্রমে ইতি যাবৎ ॥১৯॥ ভোগাসক্তস্য সন্ন্যাসনিষেধং বিজ্ঞাপয়ন্নাহ বিরক্তস্যেতি। অন্যথা অপক্কবুদ্ধিচাঞ্চল্যবেগবশাৎ যদি সন্ন্যাসং গৃহ্লাতি তর্হি ভ্রশ্যেদেবেত্যবধেয়ম্ ॥ ২০ ॥) অষ্টচত্বারিংশৎ নিষেকাদিশ্মশানান্তাঃ ॥২১—২২॥ শুকস্তু স্বাভিপ্রেতং মুখ্যং প্রষ্টব্যং পৃচ্ছতি উৎপন্ন ইতি। হৃদি বুদ্ধৌ বৈরাগ্যে উৎপন্নে জ্ঞানং পরোক্ষজ্ঞানং বিজ্ঞানমপরোক্ষজ্ঞানং তয়োঃ সম্ভবে প্রাপ্তৌ সত্যাং কিমবশ্যমাশ্রমেষু গৃহস্থাশ্রমাদিষ্বেব বস্তব্যমাহোস্বিদ্বনেষু বা বস্তব্যমিত্যর্থঃ। অয়ম্ভাবঃ মম শ্রীদেবীভাগবতশ্রবণেনানুভবস্তু জাতস্তস্তস্যৈব পরিশীলনার্থং গৃহস্থাশ্রমে বিক্ষেপবাহুল্যাদ্-

---

পবিত্রভাবে অগ্নিহোত্রাদি কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করত সন্তুষ্ট চিত্তে কাল হরণ করিবেন ॥ ১৭ ॥ ক্রমে পুত্রপৌত্রাদি উৎপন্ন হইলে পর, ভার্য্যাকে পুত্রহস্তে সমর্পণ করিয়া তপোবলে কামক্রোধাদি ছয়টী দুর্দ্ধর্ষ শত্রু জয় করিবার জন্য অরণ্যে যাইয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্মের আশ্রয় করিবেন ॥১৮॥ এইরূপে সেই ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ কিয়ৎকাল বৈখানস ধর্ম্মে থাকিয়া যখন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন, এবং যখন দেখিবেন যে, নিজ অন্তরে বিমল বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, তখন, সমস্ত অগ্নিকে আত্মাতে অরোপিত করিয়া চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিবেন ॥ ১৯ ॥ কেননা, সংসার বিরক্ত পুরুষই যথার্থ সন্ন্যাসের অধিকারী; ইহার অন্যথা হইলে নিশ্চয়ই ভ্রষ্ট হইতে হয়। আমার স্থির বোধ আছে যে, ইহা ব্যতীত বেদের তথ্য উপদেশ অপর কিছুই নাই ॥২০॥ শুকদেব! বেদে গর্ভনিষেক প্রভৃতি আটচল্লিশটী সংস্কারের কথা উল্লেখ আছে; তাহার মধ্যে মহাত্মা পূর্ব্বাচার্য্যেরা এইরূপ বলিয়াছেন যে, চল্লিশটী গৃহস্থের আর শমদম প্রভৃতি আটটী

জনক উবাচ ।

ইন্দ্রিয়াণি বলিষ্ঠানি ন নিযুক্তানি মানদ ! ।
অপকস্য প্রকুর্ব্বন্তি বিকারাংস্তাননেকশঃ ॥ ২৪ ॥
ভোজনেচ্ছাং সুখেচ্ছাঞ্চ শয্যেচ্ছামাত্মজস্য চ ।
যতী ভূত্বা কথং কুর্য্যাদ্বিকারে সমুপস্থিতে ॥ ২৫ ॥

বৈরাগ্যাতিশয়েন চিত্তং বনং গন্তুমুৎসুকং ভবতি পিতুস্তু মতং গৃহস্থাশ্রমে এব প্রথমতঃ পরিশীলনং কৃত্বা পশ্চাদ্বানপ্রস্থাশ্রমং কৃত্বা পশ্চাৎ সন্ন্যাসং কৃত্বা বনং গন্তব্যমিতি তন্নির্ণয়ার্থ মহমত্রাগতোঽস্মি তত্তন্নির্ণয়ং বদেতি। জনকস্তু ক্রমেণাশ্রমাদাশ্রমান্তরঙ্গচ্ছের সহসেতি ব্যাস পক্ষমেবানুভবোপপত্তিভ্যাং স্থাপয়তি ॥ ২৩ ॥ ইন্দ্রিয়াণীতি। বলিষ্ঠানীতি। অপকদশায়াং কোমলবৈরাগ্যেণ যদ্যপীন্দ্রিয়জয়ো জাত ইতি প্রতিভাতি তথাপি ন তত্র বিশ্বাস আস্থেয়ঃ। কালান্তরে তস্যৈব পুরুষস্য বাসনাবশাদন্যথাব্যবহারস্য দৃশ্যমানত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥ বিকারে সমুপস্থিতে ইতি। বাসনাবশাদিতি ভাবঃ। আত্মজস্য চ পুত্রস্য চেচ্ছামিতি শেষঃ ॥ ২৫ ॥

মোক্ষাভিলাষী যোগীদিগের পক্ষে। ফলত চিরকালাবধি এইরূপ শিষ্টপ্রথা আছে যে, ব্রাহ্মণ যথাবিধি এক একটী আশ্রমের কর্ত্তব্য সমাধান করিয়া আশ্রমান্তর গ্রহণ করিবেন॥২১—২২॥

শুকদেব এতক্ষণ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে জনকের কথা শুনিয়া বলিলেন, মহারাজ! যদি কাহারও জন্মজন্মান্তরীণ সুকৃতি বলে সহসা জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন বিমল বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহা হইলেও কি তাহাকে নিতান্ত কারারুদ্ধের ন্যায় গৃহস্থাশ্রমেই থাকিতে হইবে? না, সে অরণ্যের আশ্রয় লইয়া ব্রহ্মচিন্তায় নিরত হইবে? ॥ ২৩ ॥

জনক কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি যখন শাস্ত্র বা গুরুজনের সম্মান রক্ষা করিয়া থাকেন, তখন, আপনাকে বুঝাইতে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইবে না; এক্ষণে যাহা বলি অবধারণ করুন। দেখুন, যোগের অপক অবস্থায় কোমল বৈরাগ্য প্রভাবে ইন্দ্রিয় সকল বশীকৃত হইয়াছে বলিয়া আপাতত বোধ হইতে থাকে বটে, কিন্তু, সেটী ভ্রান্তিমাত্র। কেননা, এই দুর্দ্দান্ত প্রমাথী ইন্দ্রিয়দিগকে সর্ব্বতোভাবে পরাজিত করিতে গুণময়ীমায়া-বদ্ধ জীব কদাচই সমর্থ হয় না; অধিক কি, এই সমস্ত দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়গণ, সময়ে সময়ে উত্তেজিত হইয়া পূজ্যপাদ মহাত্মাদিগকেও প্রকৃতপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া ফেলে; তখন, মৃদু বৈরাগ্য অপক যোগীদিগের যে, নানা প্রকার চিত্ত বিকার জন্মাইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? ॥২৪॥ আরও দেখুন, বাসনাবেগবশত নানাবিধ মনোবিকার উপস্থিত হইলেও সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া আর কি প্রকারে ভোজন ইচ্ছা, শয়ন ইচ্ছা কি অন্য প্রকার সুখসম্ভোগ বা পুত্র কামনা করিতে পারিবে? কেননা, একবার সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, আর কোন বিষয়েরই কামনা করিতে নাই; অথচ ইহার কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তও নাই যে, তদ্দ্বারা যতি পুনরায় নিষ্পাপ হইতে পারে; সুতরাং তাহাকে একেবারে চিরদিনের জন্য অধঃপতিত হইতে হয়; কিন্তু, গৃহাশ্রমীর ঐ সমস্ত মনোবিকার জন্মিলেও তাহাকে ভ্রষ্ট হইতে হয় না; কারণ, দৈবাৎ কোন পাপকার্য্যে রত হইলেও তাহার পক্ষে প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে ॥ ২৫ ॥

দুর্জ্জরং বাসনাজালং ন শান্তিমুপয়াতি বৈ।
অতস্তচ্ছমনার্থায় ক্রমেণ চ পরিত্যজেৎ ॥ ২৬ ॥
ঊর্দ্ধং সুপ্তঃ পতত্যেব ন শয়ানঃ পতত্যধঃ।
পরিব্রজ্য পরিভ্রষ্টো ন মার্গং লভতে পুনঃ ॥ ২৭ ॥
যথা পিপীলিকা মূলাচ্ছাখায়ামধিরোহতি।
শনৈঃ শনৈঃ ফলং যাতি সুখেন পদগামিনী ॥ ২৮ ॥
বিহঙ্গস্তরসা যাতি বিঘ্নশঙ্কামুদস্য বৈ।
শ্রান্তো ভবতি বিশ্রম্য সুখং যাতি পিপীলিকা ॥ ২৯ ॥

অত আশ্রমক্রম আস্থেয়ঃ পক্কবৈরাগ্যপর্য্যন্তমিত্যাহ দুর্জ্জরমিতি ॥২৬॥ তদতিক্রমে দোষমাহ ঊর্দ্ধং সুপ্ত ইতি। নমু কদাচিদিন্দ্রিয়প্রাবল্যাৎ সন্ন্যাসস্যৈবংরীত্যা ভ্রংশেপি পুনঃ প্রায়শ্চিত্তাদিনা শুদ্ধির্ভবিষ্যতি। যদি তু ভ্রংশো ন স্যাত্তর্হি কৃতার্থতৈবেতি চেত্তত্রাহ পরিব্রজ্যেতি। প্রায়শ্চিত্তাদ্যভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥ তস্মাৎ সন্ন্যাসে ত্বরা ন বিধেয়েত্যাহ যথা পিপীলিকেতি ॥ ২৮ ॥ বিহঙ্গ ইতি। বিঘ্নশঙ্কামুদস্য বিহঙ্গো যাতি পরন্তু শ্রান্তো ভবতি ত্বরয়া গম-

---

এই দুর্জ্জয় বাসনাজাল সহসা কিছুতেই প্রশমিত হয় না; অতএব তাহার নিবৃত্তির জন্য ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রম সকল অবলম্বন করিয়া ক্রমে সমস্ত বিষয়ই পরিত্যাগ করিতে হয়; ফলকথা এই যে, এই সমস্ত আশ্রম দ্বারা বাসনা প্রশান্ত হইলে, পরিশেষে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক নির্ব্বিকল্প সমাধির আশ্রয়ে তত্ত্বমসি মহাবাক্যের স্থিরতা সম্পাদনের নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন পরায়ণ হইতে হয় ॥ ২৬ ॥ দেখুন, উচ্চস্থলে শয়ন করিলে অবশ্যই পতনের শঙ্কা থাকিতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি নিম্নস্থলে অর্থাৎ মৃত্তিকার উপরি শয়ন করে, তাহার আর পতন ভয় কোথায়? এ পক্ষেও ঠিক সেইরূপ জানিবেন; কেননা, গৃহস্থাশ্রমে কোন প্রকার পাপ সঙ্ঘটন হইলেও শত শত প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে; কিন্তু, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভ্রষ্ট হইলে তাহার আর মুক্তি লাভের কোন উপায়ই নাই; তাহার কারণ, সন্ন্যাস শেষ আশ্রম! তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইলে কোন্ আশ্রমে যাইবে? সুতরাং তাহাকে জন্মের মত একেবারে অধঃপাতেই যাইতে হয়! ॥ ২৭ ॥ তাহার সাক্ষী যেমন, পিপীলিকা কোন বৃক্ষাদি আরোহণের সময় মূল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে তাহার শাখাপ্রশাখা দিয়া শেষে শিখরদেশ পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া থাকে। তাহারা ক্রমান্বয়ে গমন করে বলিয়া কোন প্রকার ক্লেশ ভোগ করে না; বস্তুত পরম সুখে গমন করিয়া অনায়াসেই নিজ অভীষ্ট বস্তু লাভ করে; আর ব্যোমচারী বিহঙ্গগণ উদ্দেশ্য স্থানে সত্বর পৌঁছিবার বাসনায় বিঘ্ন শঙ্কা না করিয়া অত্যন্ত বেগে উড্ডীন হয় বলিয়াই অবিলম্বে ক্লান্ত হইয়া পড়ে; কিন্তু, পিপীলিকারা যাইবার সময় মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিয়া ক্রমান্বয়ে গমন করে বলিয়া তাহাদিগকে কিছুমাত্র কষ্টভোগ করিতে হয় না ॥ ২৮—২৯ ॥

মনস্তু প্রবলং কামমজেয়মকৃতাত্মভিঃ।
অতঃ ক্রমেণ জেতব্যমাশ্রমানুক্রমেণ চ ॥ ৩০ ॥
গৃহস্থাশ্রমসংস্থোঽপি শান্তঃ সুমতিরাত্মবান্।
ন চ হৃষ্যেন্ন চ তপেল্লাভালাভে সমো ভবেৎ ॥ ৩১ ॥
বিহিতং কর্ম্ম কুর্ব্বাণস্ত্যজঞ্চিন্তান্বিতঞ্চ যৎ।
আত্মলাভেন সন্তুষ্টো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩২ ॥
পশ্যাহং রাজ্যসংস্থোপি জীবন্মুক্তো যথাঽনঘ!।
বিচরামি যথাকামং ন মে কিঞ্চিৎপ্রজায়তে ॥ ৩৩ ॥
ভুঞ্জানো বিবিধান্ ভোগান্ কুর্ব্বন্ কার্য্যাণ্যনেকশঃ।
ভবিষ্যামি যথাহং ত্বং তথা মুক্তো ভবাঽনঘ! ॥ ৩৪ ॥

নাং ॥২৯—৩০॥ ননু গৃহস্থাশ্রমে বিক্ষেপবাহুল্যমিতি চেত্তত্রাহ গৃহস্থাশ্রমেতি। রাগদ্বেষৌ বিসৃজ্য উদাসীনো ভবেদিতার্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥ এবংবিধঃ কো মুক্ত ইতি চেত্তত্রাহ পশ্যাহমিতি ॥ ৩৩ ॥ ভুঞ্জান ইতি। যথাহমুদাসীনবদাসীনো রাগদ্বেষাদিরহিতো ভগবতীপ্রীত্যর্থং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ জীবন্মুক্তঃ সন্ দেহান্তে মুক্তো বিদেহমুক্তো ভবিষ্যামি তথা ত্বমপি সদাচারং কুর্ব্বন্মুক্তো।

শুকদেব! ইহ সংসারে এই মনকেই প্রবল শত্রু বলিয়া জানিবেন; সুতরাং দুর্ব্বল প্রকৃতি অজ্ঞ মানব ইহাকে কিছুতেই জয় করিতে সমর্থ হয় না; সেই জন্য গার্হস্থ্য প্রভৃতি এক একটী আশ্রমকে আশ্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত কামনার আকর স্বরূপ এই দুর্দান্ত মনকে জয় করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। গৃহস্থ আশ্রমে থাকিয়াও যদি সদ্বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক প্রশান্তভাবে মনকে জয় করিবার নিমিত্ত যত্ন পরায়ণ হয়; এবং কোন অভীষ্ট লাভ হইলে, একেবারে আহ্লাদে উন্মত্ত আর বিফল মনোরথ হইলেই অমনি অনুতাপানলে দগ্ধ না হয়; বস্তুত বৃথা চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বদা অনাসক্ত রূপে বেদবিহিত কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক আত্মার স্বরূপ লাভে আনন্দসাগরে ভাসমান হইতে পারে তাহা হইলে তাদৃশ মহাত্মা মানব যে, নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করিবে তাহাতে আর কোন সংশয় নাই ॥ ৩০—৩২ ॥ (আমি যাহা বলিলাম তাহাতে কোন সংশয় করিবেন না) এই দেখুন আমি বিশাল রাজ্য শাসনে নিযুক্ত থাকিয়াও জীবন্মুক্ত; কোন প্রকার সুখ দুঃখাদিতে আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ উপস্থিত হয় না; আমি রাজ ভোগাদির কিছুতেই আসক্ত নহি; বস্তুত সর্ব্বদা স্বাধীন তন্ত্রে থাকিয়া নিজ ইচ্ছামত বিচরণ করিয়া থাকি। আপনিও ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে নিষ্পাপ হইয়াছেন; অতএব, আমার দৃষ্টান্তানুসারে গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া জীবন্মুক্ত রূপে কাল হরণ করিতে যত্নপরায়ণ হউন্ ॥ ৩৩ ॥ গুরুপুত্র! আপনার চিত্ত নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই আপনাকে এই সমস্ত গূঢ় তত্ত্ব বলিতেছি; দেখুন, আমি জীবন্মুক্ত হইয়াও নানাপ্রকার বিষয় ভোগ করিতেছি এবং ফল কামনা না

কথ্যতে খলু যদ্দৃশ্যমদৃশ্যং বধ্যতে কুতঃ।
দৃশ্যানি পঞ্চভূতানি গুণাস্তেষাং তথা পুনঃ ॥ ৩৫ ॥
আত্মা গম্যোঽনুমানেন প্রত্যক্ষো ন কদাচন।
স কথং বধ্যতে ব্রহ্মন্নির্ব্বিকারো নিরঞ্জনঃ ॥ ৩৬ ॥
মনস্তু সুখদুঃখানাং মহতাং কারণং দ্বিজ!।
জাতে তু নির্ম্মলে হ্যস্মিন্ সর্ব্বং ভবতি নির্ম্মলম্ ॥ ৩৭ ॥

ভবেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ জ্ঞানমুপদিশতি কথ্যত ইতি। যৎ খলু জড়ং জগৎ। অবিদ্যাদিকং দৃশ্যং কথ্যতে তেন দৃশ্যেন পরমার্থতোঽদৃশ্যমাত্মতত্ত্বং কুতঃ কেন হেতুনা বধ্যেত ন কেনাপীত্যর্থঃ। তৎসিদ্ধেরদৃশ্যাধীনত্বাৎ। নহি দীপভানুপ্রভয়া প্রকাশিতা ঘটাদয়ো দীপভানু প্রতিবধ্নন্তি। তত্র দৃশ্যাদৃশ্যশব্দার্থমাহ দৃশ্যানীতি। ইদমুপলক্ষণমবিদ্যাদেঃ ॥ ৩৫ ॥ আত্মা তু অনুমানেন গম্যো জ্ঞেয়োঽতএবাদৃশ্যো ন প্রত্যক্ষঃ সর্ব্বসাক্ষিত্বাৎ। সাক্ষিপ্রকাশরূপাত্মা ইতি ফলিতম্। কিঞ্চ নির্ব্বিকারো নিরঞ্জনশ্চ। ইদমুপলক্ষণমসঙ্গিত্বাদিধর্ম্মাণাম্ ॥ ৩৬ ॥ ননু তর্হি বন্ধঃ কেন হেতুনানুভূয়ত ইতি চেত্তত্রাহ মনস্ত্বিতি। অবিদ্যাজন্যান্তঃকরণাবচ্ছিন্নো জীবো মনোবৃত্ত্যা স্বাবিদ্যয়া স্বকূটস্থমাত্মানমজ্ঞাত্বা বুদ্ধ্যাদ্যধ্যাসেন বুদ্ধ্যাদিনিষ্ঠধর্ম্মাংশ্চত্রিন্যায়েন কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ববদ্ধত্বমুক্তত্বাদীনাত্মন্যতিদিশতি তেন চ সুখদুঃখাদীন্ বুদ্ধিনিষ্ঠানাত্মন্যারোপয়তি। তস্মান্মনএব কারণং সুখদুঃখানাং নান্যদিতি ভাবঃ। জাতেত্বিতি। কর্ম্মোপাসনাদিভির্ভগবতীপ্রীত্যর্থমাচরিতৈঃ শ্রবণমননিদিধ্যাসনাদিভিশ্চাত্মানুভবেনাবিদ্যানাশেন মনসি নির্ম্মলেঽবিদ্যারহিতে জাতে সর্ব্বং নির্ম্মলমেব ভবতি নিঃশঙ্কমেব ভবতি। নতু পূর্ব্ববন্মোহাবৃতং ততশ্চ ন

থাকিলেও ক্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছি, অথচ পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় কিছুতেই লিপ্ত নহি; ফলত সকল কার্য্যেই আমায় উদাসীন বলিয়া জানিবেন; অতএব আমার স্থির বোধ আছে যে, এই দেহের অবসান হইলেই আমি বিদেহ মুক্তি লাভ করিব। সেইরূপ আপনিও আমার ন্যায় জীবন্মুক্ত হইয়া সদাচারের অনুষ্ঠান করুন। তাহা হইলে নিশ্চয়ই চরমে পরম নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন ॥ ৩৪ ॥

শুকদেব! বেদান্ত প্রভৃতি জ্ঞান শাস্ত্রে, যখন, অবিদ্যাজাত এই সমস্ত দৃশ্য জগৎ বস্তু মাত্রকেই জড়ময় অবস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তখন, অদৃশ্য চৈতন্য স্বরূপ সেই প্রকৃত বস্তু আত্মতত্ত্ব, দৃশ্য জড় পদার্থ দ্বারা কিরূপে বদ্ধ হইবেন? দেখুন, যেমন পৃথিবী প্রভৃতি স্থূলভূত সকল দৃশ্য পদার্থ হইলেও ইহাদিগের অদৃশ্য গন্ধাদি গুণ সকলকে একমাত্র অনুমান দ্বারা সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ অদৃশ্য চৈতন্য স্বরূপ আত্মাকেও কেবল অনুমান দ্বারাই জানিতে পারা যায়; কেননা, তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের অতীত; সুতরাং কিছুতেই এই চর্ম্মচক্ষের গোচরীভূত হইবার নহেন। ইহাই যদি স্থির সিদ্ধান্ত হইল; তাহা হইলে, একেবার স্বয়ং বিচার করিয়া দেখুন দেখি যে, সেই নির্ব্বিকার নিরঞ্জন আত্মা, দৃশ্য এই জড়ময় ভৌতিক জগৎ পদার্থ দ্বারা বদ্ধ হইতে পারেন কি না? গুরুপুত্র! আপনি ব্রহ্মনিষ্ঠা প্রভাবে দ্বিজ কুলেরও অগ্রগণ্য হইয়াছেন! সুতরাং আপনাকে অধিক

ভ্রমন্ সর্ব্বেষু তীর্থেষু স্নাত্বা স্নাত্বা পুনঃ পুনঃ।
নির্ম্মলং ন মনো যাবত্তাবৎ সর্ব্বং নিরর্থকম্ ॥ ৩৮ ॥
ন দেহো ন চ জীবাত্মা নেন্দ্রিয়াণি পরন্তপ!।
মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ ॥ ৩৯ ॥
শুদ্ধো মুক্তঃ সদৈবাত্মা ন বৈ বধ্যেত কর্হিচিৎ।
বন্ধমোক্ষৌ মনঃসংস্থৌ তস্মিন্ শান্তে প্রশাম্যতি ॥ ৪০ ॥
শত্রুর্ম্মিত্রমুদাসীনো ভেদাঃ সর্ব্বে মনোগতাঃ।
একাত্মত্বে কথং ভেদঃ সম্ভবে দ্বৈতদর্শনাৎ ॥ ৪১ ॥

দুঃখাদিকমনুভবতীত্যর্থঃ ॥৩৭॥ হে শুকেদং রহস্যং সর্ব্বপ্রাণিভিরবশ্যমাশ্রয়িতব্যং ইদমনাশ্রিত্য সর্ব্বং কৃতমপ্যকৃতমেব ভবতীত্যাহ ভ্রমন্নিতি ॥ ৩৮॥ (ন দেহেতি। হে পরন্তপ! জিত-কামাদিরিপুষড়্বর্গ! মনুষ্যাণাং বন্ধমোক্ষয়োঃ কারণং মনএব অন্যে দেহাদয়ো নেতি বিদ্ধাতিশেষঃ ॥ ৩৯ ॥ মনএবকারণমিতি যদুক্তং তদেব স্ফুটয়ন্নাহ শুদ্ধো মুক্ত ইতি। শুদ্ধঃ নির্ম্মলঃ সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিতো বা অতএব নিত্যমুক্তস্বরূপ আত্মা কদাচিৎ কেনাপি ন বধ্যেত। বন্ধমোক্ষৌ তু মনঃসংস্থৌ রজস্তমোবৃত্তিরাশিজড়িতং মনএবাশ্রিত্য স্থিতাবিত্যর্থঃ। নিতরাং তস্মিন্ মনসি শান্তে অবিদ্যোপাধিজন্যমনিত্যশোকমোহসুখদুঃখাদিকং সর্ব্বং প্রশাম্যতী-ত্যন্বয়ঃ ॥ ৪০ ॥) দ্বৈতদর্শনাৎ। দ্বৈতদর্শনং বিহায়ৈকাত্মত্বে লব্ধে কথং ভেদঃ সম্ভবেৎ ন

বলা মূঢ়তা মাত্র। আপনি ইহা স্থির জানিবেন যে, এই মনই একমাত্র সমস্ত সুখ দুঃখের কারণ; ইনি নির্ম্মল হইলেই বিশ্ব সংসার সমস্তই বিমল আত্মরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে ॥ ৩৫—৩৭ ॥

শুকদেব! যদি কোন ব্যক্তি এই পৃথিবী মধ্যে কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা, মথুরা, দ্বার-বতী ও পুষ্কর পুরুষোত্তম প্রভৃতি সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন পূর্ব্বক সর্ব্বত্রই বারংবার স্নানাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া বেড়ায়, তথাপি যত দিন না তাহার চিত্তক্ষেত্র নির্ম্মল হইবে, তত দিন তাহার সেই তীর্থ ভ্রমণ বা স্নানদানাদি সমস্তই নিরর্থক জানিবেন; (বস্তুত সে সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় কোন কার্য্যকরই হইবে না) ॥ ৩৮ ॥ গুরুপুত্র! আপনি জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বজ্ঞপুরুষ; (সুতরাং এ জগতের কোন বিষয়ই আপনার জানিতে অবশিষ্ট নাই; তথাপি আমি কেবল সংশয় নিরাসের নিমিত্ত যাহা বলিতেছি তাহা স্থিরচিত্তে অবধারণ করিবেন।) মনুষ্যদিগের বন্ধ বা মোক্ষের প্রতি একমাত্র মনকেই কারণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিবেন; দেহ কি ইন্দ্রিয়বর্গ অথবা জীবাত্মা ইহাদের মধ্যে কেহই কারণ নহে। কেননা, আত্মা নির-ন্তরই নির্ম্মলস্বভাব এবং নিত্য মুক্তস্বরূপ; সুতরাং ইহাঁকে কেহই কখন বদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না; বন্ধ বা মোক্ষ এই দুইটী পদার্থ একমাত্র মনকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করে; অতএব মন প্রশান্ত হইলে, আপনা হইতে সকলেই প্রশান্ত হইয়া পড়ে ॥ ৩৯—৪০ ॥ শত্রু কি মিত্র বা উদাসীন প্রভৃতি ভেদজ্ঞান, কেবল মনের ধর্ম্ম জানিবেন; সমস্ত

জীবো ব্রহ্ম সদৈবাহং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
ভেদবুদ্ধিস্তু সংসারে বর্ত্তমানা প্রবর্ত্ততে ॥ ৪২ ॥
অবিদ্যেয়ং মহাভাগ! বিদ্যা চ তন্নিবর্ত্তনম্।
বিদ্যাবিদ্যে চ বিজ্ঞেয়ে সর্ব্বদৈব বিচক্ষণৈঃ ॥ ৪৩ ॥
বিনাতপং হি ছায়ায়া জ্ঞায়তে চ কথং সুখম্।
অবিদ্যয়া বিনা তদ্বৎ কথং বিদ্যাঞ্চ বেত্তি বৈ ॥ ৪৪ ॥
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে ভূতানি চ তথৈব চ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু কো দোষস্তত্র চাত্মনঃ ॥ ৪৫ ॥

কথমপীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ সংসারে বর্ত্তমানা অবিদ্যাবস্থায়াং বর্ত্তমানা ভেদবুদ্ধিঃ জীবব্রহ্মভেদ-বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে উৎপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ কস্মাদুৎপদ্যত ইতি চেত্তত্রাহ। অবিদ্যেয়মিতি। অবিদ্যাকারণমস্য ইত্যর্থঃ। তন্নিবর্ত্তকং তন্নাশকং বিদ্যা চ বিদ্যৈব ব্রহ্মবিষয়িণী নির্ব্বিকল্পক-বৃত্তিরেব নাস্তৎ। অতো বিচক্ষণৈস্ত এববিদ্যাবিদ্যে জ্ঞাতব্যে পুরুষার্থহেতুত্বাৎ ॥ ৪৩ ॥ নম্ব-বিদ্যানাশেপি বিদ্যায়াঃ সত্বাদ্দ্বৈতং তদবস্থমেবেতি কথং ভবতাঽদ্বৈতং প্রতিপাদ্যতে চেত্ত-ত্রাহ বিনাতপমিতি। ছায়ায়াঃ সুখমাতপং বিনা কথং জ্ঞায়তে তথাঽবিদ্যয়া বিনা কথং বিদ্যাং বেত্তি ন কথমপীত্যর্থঃ। অয়ম্ভাবঃ। অবিদ্যাকার্য্যমেব বিদ্যা তয়া চ বিদ্যয়াঽবিদ্যানাশে সতি কতকরজোন্যায়েনাবিদ্যাসহিতা স্বয়মপি বিদ্যা নশ্যতি ততশ্চ ন দ্বৈতাপত্তিরিতি॥ ৪৪ ॥

দ্বৈতভাব তিরোহিত হইয়া যদি মনে একবার একাত্মরূপ অদ্বৈত দৃষ্টির উদয় হয়, তাহা হইলে আর ভেদ বুদ্ধির সম্ভাবনা কি? অজ্ঞ মানব যে, কেবল সংসার পাশে বদ্ধ থাকিয়াই তিনি ব্রহ্ম আর আমি জীব, এইরূপ জড়পিণ্ড দেহে আমিত্বের আরোপ করিয়া সর্ব্বদা ভেদ বুদ্ধি করিতে থাকে ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। গুরুপুত্র! আপনি নিজ মহীয়সী প্রজ্ঞাদ্বারা বিচার করিয়া দেখিলে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন যে শাস্ত্রে ইহাই অবিদ্যা নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; ফলত মনুষ্যগণ যাবৎ কাল এই সংসারবাগুরা-বিস্তারিণী অবিদ্যার দাস হইয়া থাকে, ততদিন তাহাদিগের অন্তর্নীড় হইতে এই ভেদবুদ্ধি বিহঙ্গী কোন প্রকারেই অন্তর্হ্ত হয় না। পরন্ত, একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যাকেই তাহার বিধ্বংসকারিণী বলিয়া জানিবেন। বস্তুত ব্রহ্মবিদ্যার উদয় মাত্রেই কে, অমনি অচির কাল মধ্যে সেই ভেদ বুদ্ধিপ্রকাশিনী কামকর্ম্মবাসনাময়ী অবিদ্যা সদলবলে পলায়ন পরায়ণ হয়েন, তাহাতে আর সংশয় নাই; অতএব, প্রজ্ঞাবান্ যোগীর বিদ্যা এবং অবিদ্যা এ উভয়কেই জানা কর্ত্তব্য ॥ ৪১—৪৩ ॥ কেননা, ছায়াতে যে, কি সুখ তাহা রৌদ্র ভোগ না করিলে কিছুতেই অনুভব হইতে পারেনা; সেইরূপ অবিদ্যাসম্ভূত অশেষ ক্লেশরাশি ভোগ না করিলে ব্রহ্মবিদ্যা সুখ কখনই বোধ হইতে পারে না ॥ ৪৪ ॥ যেমন, সত্বাদিগুণসকল গুণজাত দ্রব্যে এবং আকাশাদি মহাভূতসমস্ত ভৌতিক দেহ প্রভৃতিতে স্বভাবত প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ যদি রূপাদি স্বস্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে নিরন্তর

মর্য্যাদা সর্ব্বরক্ষার্থং কৃতা বেদেষু সর্ব্বশঃ।
অন্যথা ধর্ম্মনাশঃ স্যাৎ সৌগতানামিবানঘ! ॥ ৪৬ ॥
ধর্ম্মনাশে বিনষ্টঃ স্যাদ্বর্ণাচারোঽতিবর্ত্তিতঃ।
অতো বেদপ্রদিষ্টেন মার্গেণ গচ্ছতাং শুভম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

সন্দেহো বর্ত্ততে রাজন্! ন নিবর্ত্ততি মে ক্বচিৎ।
ভবতা কথিতং যত্তচ্ছৃণ্বতো মে নরাধিপ! ॥ ৪৮ ॥
বেদধর্ম্মেষু হিংসা স্যাদধর্ম্মবহুলা হি সা।
কথং মুক্তিপ্রদো ধর্ম্মো বেদোক্তো বত ভূপতে! ॥ ৪৯ ॥

জ্ঞানমুপসংহরতি। গুণাগুণেম্বিতি। কো দোষ ইতি। অসঙ্গত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ যদ্যপ্যেবং বর্ত্ততে তথাপি মহদ্ভির্লোকসংগ্রহার্থং বেদমর্য্যাদাবশ্যং পালনীয়েত্যভিপ্রায়েণাহ মর্য্যাদেতি ॥৪৬॥ (ধর্ম্মনাশ ইতি। ধর্ম্মস্য নাশে সতি উৎপথগতো বর্ণাচারঃ বিনষ্টঃ স্যাৎ। অতএব বেদোপদিষ্টমার্গেণ গচ্ছতাং জনানাং শুভং ভবেৎ যে হি বেদবিহিতধর্ম্মমাশ্রিত্যেহ বিচরন্তি তেষামবশ্যং মঙ্গলং স্যাদেবেত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥

সন্দেহ ইতি। রাজন্! ভবতা যৎ কথিতং তচ্ছৃণ্বতো মম সন্দেহঃ ক্বচিৎ কথমপি ন নিবর্ত্ততে কিন্তু বর্ত্ততে ক্রমশ উৎপদ্যতে এবেতি ভাবঃ। নিবর্ত্ততীতি পরস্মৈপদমার্ষম্ ॥৪৮॥)

নির্ম্মল স্বভাব সর্ব্বসঙ্গবিরহিত নিরঞ্জনস্বরূপ আত্মার দোষ হইবে কেন? গুরুপুত্র! আপনি নিজ বিমলমতি প্রভাবে সমস্তই বুঝিতে পারেন, অতএব, আপনাকে অধিক আর কি বলিব; ইহ সংসারে তত্ত্বজ্ঞপুরুষেরা বিধি নিষেধের দাস নহেন বটে, সুতরাং তাঁহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও কিছু নাই; তথাপি তাঁহারা শুদ্ধ লোকশিক্ষার উদ্দেশে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বেদের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন; জ্ঞানী পুরুষেরা যদি নিজে কর্ম্মানুষ্ঠায়ী না হয়েন, তাহা হইলে, অজ্ঞ বিমূঢ় মানব তাঁহাদের দৃষ্টান্তানুসারে চলিতে গিয়া একেবারে সদাচার ভ্রষ্ট হইয়া শেষে বেদমার্গ পরিত্যাগী দেহাত্মবাদী চার্ব্বাকদিগের মত সর্ব্বতোভাবে উৎপথগামী হইয়া পড়ে; সুতরাং তখন ধর্ম্ম ও মানব সমাজ হইতে আস্তে আস্তে অন্তর্ধান করেন ॥ ৪৫—৪৬ ॥ ধর্ম্ম নাশ হইলে, সেই সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল লোকের বর্ণাচারাদিও উৎসন্ন হইয়া যায়; অতএব, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পুরুষের সর্ব্বদা বেদপ্রদিষ্ট পথে গমন করাই বিধেয় ॥ ৪৭ ॥

রাজর্ষি জনকের মুখে বেদাভিমত উপদেশ সকল শ্রবণ করিয়া শুকদেব বলিলেন, মহারাজ! আপনার নিকট বেদোক্ত উপদেশ সকল শুনিয়া আমার মনোগত সন্দেহের অপনয়ন হওয়া দূরে থাকুক, ক্রমশ তাহার বৃদ্ধিই হইতেছে ॥ ৪৮ ॥ বৈদিক ধর্ম্মে যখন, অধর্ম্ম ভূয়িষ্ঠ ভূরি ভূরি পশু হিংসার আদেশ রহিয়াছে, তখন, তাদৃশ হিংসামূলক বেদোক্ত ধর্ম্ম যে, কিরূপে মুক্তিদানে সমর্থ হয়, তাহা আমার বুদ্ধিতে ধারণা হইতেছে না ॥ ৪৯ ॥

প্রত্যক্ষেণ ত্বনাচারঃ সোমপানং নরাধিপ ! ।
পশূনাং হিংসনং তদ্বদ্ভক্ষণং ত্বামিষস্য চ ॥ ৫০ ॥
সৌত্রামণৌ তথা প্রোক্তঃ প্রত্যক্ষেণ সুরাগ্রহঃ ।
দ্যূতক্রীড়া তথা প্রোক্তা ব্রতানি বিবিধানি চ ॥ ৫১ ॥
শ্রূয়তে স্ম পুরা হ্যাসীচ্ছশবিন্দুর্নৃপোত্তমঃ ।
যজ্বা ধর্ম্মপরো নিত্যং বদান্যঃ সত্যসাগরঃ ॥ ৫২ ॥
গোপ্তা চ ধর্ম্মসেতূনাং শাস্তা চোৎপথগামিনাম্ ।
যজ্ঞাশ্চ বিহিতাস্তেন বহবো ভূরিদক্ষিণাঃ ॥ ৫৩ ॥
চর্ম্মণাং পর্ব্বতো জাতো বিন্ধ্যাচলসমঃ পুনঃ ।
মেঘাম্বুপ্লাবনাজ্জাতা নদী চর্ম্মণ্বতী শুভা ॥ ৫৪ ॥

সন্দেহমেবাহ বেদধর্ম্মেষ্বিতি ॥৪৯—৫০॥ ব্রতানীতি। ব্রহ্মচারিপুংশ্চল্যোর্মৈথুনাদীনি ॥ ৫১ . শ্রূয়তে স্মেতি। পুরা পূর্ব্বস্মিন্ কালে সূর্য্যবংশ্যঃ শশবিন্দুরিতি নাম্না নৃপোত্তমঃ রাজরাজেশ্বর আসীৎ নতু কেবলং সম্রাট্ পরং স ধর্ম্মপরঃ। অতএব যজ্বা নিত্যং বদান্যতাদিনানাগুণসম্পন্ন আসীদিতি শ্রূয়তে স্ম লোকপরম্পরয়া শ্রুতমিতি ময়েতি শেষঃ ॥ ৫২ ॥ গোপ্তেতি। স সম্রাট্ শশবিন্দুর্ধর্ম্মসেতূনাং গোপ্তা রক্ষিতা উৎপথগামিনাং উচ্ছৃঙ্খলবর্ত্তিনাং শাস্তা আসীৎ তেন চ রাজ্ঞা ভূরিদক্ষিণা বহবো যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ ভূর্য্যঃ প্রচুরাঃ দক্ষিণা যেষু তাদৃশা যজ্ঞা ইত্যর্থঃ ॥৫৩॥ কিমু বক্তব্যা তস্য যজ্ঞানুষ্ঠানকথেতি কৈমুতিকন্যায়েন হিংসাভূয়িষ্ঠযজ্ঞাদীনি বেদোক্তকর্ম্মাণীতি প্রদর্শয়ন্নাহ চর্ম্মণামিতি। তস্য রাজ্ঞঃ শশবিন্দোস্তেষু তেষু যজ্ঞেষু নিহতা যে পশবস্তেষাং স্তূপীকৃতৈশ্চর্ম্মোচ্চয়ৈর্বিন্ধ্যগিরিসদৃশশ্চর্ম্মপর্ব্বতো জাত ইত্যন্বয়ঃ। কালে মেঘাম্বুপ্লাবনাৎ বৃষ্টিবারিপ্লাবনাদিত্যর্থঃ। তৈশ্চর্ম্মক্লেদরাশিভিশ্চর্ম্মণ্বতী নাম নদী জাতা অজায়ত। শুভা দেবখাতবৎ

বিশেষত যে ধর্ম্মে প্রত্যক্ষ অনাচার রূপ সোমরস পান, নানা পশু হিংসা ও আমিষ ভক্ষণের বিধি আছে, আবার সৌত্রামণি যাগেতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুরা গ্রহণের উল্লেখ রহিয়াছে ; ইহা ব্যতীত অপরাপর নানাবিধ ব্রতের কথাও আছে। এমন কি বেদে দ্যূতক্রীড়া পর্য্যন্তেরও বিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫০—৫১ ॥ এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, পূর্ব্বে শশবিন্দু নামে এক জন সূর্য্যবংশীয় সম্রাট্ ছিলেন, সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ সম্রাট্ শশবিন্দু সতত সত্যব্রত হইয়া দেবাদির অর্চ্চনা করিতেন। তাঁহার বদান্যতা গুণে রাজ্যস্থ প্রজা পুঞ্জ কখন দারিদ্রক্লেশ অনুভব করে নাই। তিনি প্রজাবর্গের ধর্ম্মসেতুরক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদাই লোক মর্য্যাদা অতিক্রমকারী দুরাত্মাদিগকে যথানিয়মে শাসন করিতেন। ইহা ভিন্ন তিনি প্রভূত দক্ষিণা সহকারে গোমেধ প্রভৃতি শত শত বেদোক্ত যজ্ঞ সকলেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ৫২—৫৩ ॥ তাঁহার সেই সকল যজ্ঞ উপলক্ষে এত গো হত্যা হইয়াছিল যে, গোচর্ম্ম স্তূপাকারে জড় হইয়া বিন্ধ্যগিরির ন্যায় একটী চর্ম্মময় পর্ব্বত হইয়া পড়ে। পরে সেই সমস্ত চর্ম্মস্থ ক্লেদরাশি কালক্রমে বর্ষাবারির সহিত সংমিলিত হওয়ায় চর্ম্মণ্বতী নামে একটী প্রকাণ্ড নদী জন্মিয়া যায়। ॥ ৫৪ ॥

সোঽপি রাজা দিবং যাতঃ কীর্ত্তিরস্যাচলা ভুবি।
এবং ধর্ম্মেষু বেদেষু ন মে বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৫৫ ॥
স্ত্রীসঙ্গেন সদা ভোগে সুখমাপ্নোতি মানবঃ।
অলাভে দুঃখমত্যন্তং জীবন্মুক্তঃ কথম্ভবেৎ ॥ ৫৬ ॥

জনক উবাচ।

হিংসা যজ্ঞেষু প্রত্যক্ষা সাঽহিংসা পরিকীর্ত্তিতা।
উপাধিযোগতো হিংসা নান্যথেতি বিনির্ণয়ঃ ॥ ৫৭ ॥
যথা চেন্ধনসংযোগাদগ্নৌ ধূমঃ প্রবর্ত্ততে।
তদ্বিযোগাত্তথা তস্মিন্নির্ধূমত্বং বিভাতি বৈ ॥ ৫৮ ॥
অহিংসা চ তথা বিদ্ধি বেদোক্তাং মুনিসত্তম!।
রাগিণাং সাঽপি হিংসৈব নিস্পৃহাণাং ন সা মতা ॥ ৫৯ ॥

বহুযোজনব্যাপিনীতি ভাবঃ। সুদৃশ্যা পবিত্রা বা ॥ ৫৪ ॥) ন মে বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে। স্বর্গাদ্যনিত্যফলকত্বাদ্বেদোক্তকর্ম্মণ ইতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥ কিঞ্চ ত্বয়া জীবন্মুক্ততোক্তা তত্রাপি সন্দেহোঽস্তীত্যাহ স্ত্রীসঙ্গেনেতি ॥ ৫৬ ॥

সাঽহিংসেতি। অহিংসেতিচ্ছেদঃ। অহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্য ইতি শ্রুতেঃ। উপাধিযোগত ইতি। রাগরূপোপাধিনা কৃতা তু হিংসৈব ভবতি ॥ ৫৭—৫৮ ॥ অহিংসাঞ্চেতি। আর্দ্রেন্ধনোপাধিনা বহ্নেঃ সধূমত্বং অন্যথা নির্ধূমত্বং তথা রাগাদ্যুপাধিনা পশ্বালম্ভস্য

মহারাজ! যিনি প্রজাপালক রাজা হইয়াও একমাত্র বেদের দোহাই দিয়া ঘোরতর নৃশংসের ন্যায় লক্ষ লক্ষ প্রাণীর প্রাণ সংহার করিলেন। তিনিও ইহলোকে অচলা কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া অবলীলাক্রমে স্বর্গধামে যাত্রা করিলেন। কি আশ্চর্য্য! যাহাই হউক, কিন্তু, এরূপ অদ্ভুত বৈদিক ধর্ম্মে আমার বুদ্ধি প্রবৃত্ত হইতে চাহে না ॥ ৫৫ ॥ আরও এক কথা এই যে, যে ব্যক্তি রমণী বা অপরাপর বিষয়-সম্ভোগে বিলক্ষণ সুখানুভব করে, আর তাহা না পাইলেই অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে, তাদৃশ মানবও যদি জীবন্মুক্ত, তবে বদ্ধ কে? ॥ ৫৬ ॥

জনক বলিলেন, গুরুপুত্র! যজ্ঞস্থলে যে পশু হিংসা হয়, পূর্ব্বাচার্য্যগণ তাহাকে অহিংসা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কেননা, বেদ বিধি ভিন্ন রাগদ্বেষাদি বশত যে সকল পশু হত্যা হয়, তাহাই হিংসা; ইহাই বেদাদি শাস্ত্রের স্থির সিদ্ধান্ত জানিবেন ॥ ৫৭ ॥ অগ্নি স্বভাবত তেজোময় হইলেও কেবল কাষ্ঠের আর্দ্রতা নিবন্ধন রাশি রাশি ধূম উদ্‌গিরণ করিয়া থাকেন, আর কাষ্ঠাদির অভাবে ধূমাদির লেশমাত্রও দৃষ্ট হয় না বস্তুত কারণ অবস্থায় অগ্নি আপনার নিজ স্বরূপেই অবস্থান করেন এ পক্ষেও ঠিক সেইরূপ, অর্থাৎ রাগদ্বেষ বিরহিত হইয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে পশুচ্ছেদ করিলে, তাহা হিংসা মধ্যে গণ্য হইতে পারে না; বস্তুত তাহা অহিংসা বলিয়াই জানিবেন। সংসারাসক্ত রাগদ্বেষ ব্যাকুলচিত্ত মানব-সম্বন্ধে যাহা

অরাগেণ চ যৎ কর্ম্ম তথাঽহঙ্কারবর্জ্জিতম্।
অকৃতং বেদবিদ্বাংসঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৬০ ॥
গৃহস্থানাং তু হিংসৈব যা যজ্ঞে দ্বিজসত্তম!।
অরাগেণ চ যৎ কর্ম্ম তথাঽহঙ্কারবর্জ্জিতম্।
সা হিংসৈব মহাভাগ! মুমুক্ষূণাং জিতাত্মনাম্ ॥ ৬১ ॥*

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে শুকজনকয়োস্তত্ত্ববিচারো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

হিংসাত্বমন্যথা হিংসাত্বাভাব ইতি ॥ ৫৯ ॥ রাগাদিরহিতকর্ম্মণঃ ঈশ্বরপ্রসাদরহিতফলাভাবাৎ কৃতমপি কর্ম্মাকৃতমেব ভবতি পুনঃ কুতস্তস্য হিংসাদিদোষদুষ্টত্বমিত্যাহ অরাগেণ চেতি ॥ ৬০ ॥ গৃহস্থানাং স্থিতি। রাগিণামিত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকেপ্রথমস্কন্ধেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

হিংসা নামে প্রসিদ্ধ, আবার সেই সকল ধর্ম্মেরই যদি দেহাভিমান বর্জ্জিত ফলকামনা শূন্য মহাত্মারা অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে, উহাই অহিংসা বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ৫৮—৫৯ ॥ বেদতত্ত্বজ্ঞ পুরুষের আচরিত কর্ম্মে অহঙ্কার বা রাগদ্বেষ কিছুই নাই। এই জন্য মনীষি পূর্ব্বাচার্য্যগণ তাঁহাদিগের কর্ম্মকে অকর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলকথা এই যে, যে কর্ম্মে সংসার বন্ধন হয় না, তাহা কর্ম্মমধ্যে পরিগণিত নহে ॥ ৬০ ॥ শুকদেব! আপনি একে ত উৎকৃষ্ট দ্বিজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আবার অধ্যাত্ম চিন্তায় নিরত হইয়া মুনিগণেরও অগ্রণী হইয়াছেন; সুতরাং আপনার বুদ্ধি যে সূক্ষ্ম তত্ত্বানুসন্ধায়িনী হইবে, ইহাতে আর সংশয় কি? এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি বিচার করিয়া দেখুন সত্য কি না। ফললোলুপ সংসারাসক্ত গৃহস্থেরা রাগদ্বেষের বশীভূত হইয়া যজ্ঞাদিতে প্রবৃত্ত হয় বলিয়াই তাহা হিংসা নামে প্রসিদ্ধ; কিন্তু, মুমুক্ষুদিগের অহঙ্কার বা রাগদ্বেষ এ সমস্তেরই অভাব সুতরাং সেই সকল কর্ম্মই আবার ইহাদের সম্বন্ধে অহিংসা; অর্থাৎ দেহাভিমান-বর্জ্জিত নিষ্কাম জিতেন্দ্রিয় যোগীকে পশুহত্যাদিজন্য অপরাধ স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ৬১ ॥

অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে শুকদেবের প্রতি জনকের তত্ত্বোপদেশ প্রদান বিষয়ক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে সার্দ্ধ একষষ্টি শ্লোক।

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

—০৫০৫০০—

শ্রীশুক উবাচ।

সন্দেহোঽয়ং মহারাজ! বর্ত্ততে হৃদয়ে মম।
মায়ামধ্যে বর্ত্তমানঃ স কথং নিস্পৃহো ভবেৎ॥ ১॥
শাস্ত্রজ্ঞানঞ্চ সংপ্রাপ্য নিত্যানিত্যবিচারণম্।
ত্যজতে ন মনো মোহং স কথং মুচ্যতে নরঃ॥ ২॥
অন্তর্গতং তমশ্ছেত্তুং শাস্ত্রাদ্‌বোধো হি ন ক্ষমঃ।
যথা ন নশ্যতি তমঃ কৃতয়া দীপবার্ত্তয়া॥ ৩॥
অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বদা বুধৈঃ।
স কথং রাজশার্দ্দূল! গৃহস্থস্য ভবেত্তথা॥ ৪॥

অর্দ্ধাধিকাষ্টপঞ্চাশচ্ছ্লোকৈর্জনকবাক্যতঃ।
শান্তস্য শুকদেবস্য বিবাহাদিকমুচ্যতে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে নিস্পৃহস্যারাগিণো দেবেশ্বরপ্রীত্যর্থং ক্রিয়মাণে বৈদিকে কর্ম্মণি হিংসা ন ভবতীত্যুক্তং তত্র নিস্পৃহত্বমেবাক্ষিপতি সন্দেহোঽয়মিতি। নহি জলমধ্যে বিদ্যমানো জলেনাসম্বন্ধো ভবতি। এবং মায়ায়াং বিদ্যমানো মায়াগুণৈঃ কথমসম্বদ্ধঃ স্যাদিতি ভাবঃ॥ ১॥ নন্বেদান্তশাস্ত্রশ্রবণজন্যবোধেন বিবেকো জাগরূকএবেতি নিস্পৃহতা স্যাদিতি চেত্তত্রাহ শাস্ত্রজ্ঞানঞ্চেতি। জ্ঞানং সম্প্রাপ্য যাবদ্যোগাদিকং ন সাধিতং তাবন্মনো মোহন্ন ত্যজতে। আত্মনেপদমার্ষম্। শাস্ত্রজন্যবোধস্য পরোক্ষত্বাদিত্যভিমানঃ। তথাচ কেবলশাস্ত্রজন্যবোধেন ন কথঞ্চিন্নিস্পৃহতা সম্ভবতি। ততশ্চ সংসারে বিদ্যমানো নরঃ কথং মুচ্যতে ন কথমপীত্যর্থঃ। তস্মাৎ সংসারং বিহায় যোগাদিনিষ্ঠো ভবেদিত্যেষ সিদ্ধান্ত ইতি তাৎপর্য্যম্॥ ২॥ অন্তর্গতমিতি। অবিদ্যারূপমন্তর্গতং তমো ন শাস্ত্রজন্যপরোক্ষজ্ঞানেন নশ্যতি। কিন্তু যোগজন্য-

---

শুক কহিলেন। রাজর্ষে! আমার হৃদয়ে এইরূপ গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে, জীব নিরন্তর মায়াময় সংসার মধ্যে বাস করিয়াও মায়াজাল-জড়িত বিষয় হইতে কিরূপে নিস্পৃহ হইবে?॥ ১॥ যখন যোগাদির অভ্যাস ব্যতিরেকে কেবল শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া নিত্যানিত্য বিচার করিলেও মানসিক মোহ দূরীভূত হয় না; তখন, জীব সংসারাসক্ত হইয়া কিরূপে মুক্ত হইবে?॥ ২॥ যেমন দীপের কথামাত্র বলিলে গৃহগত অন্ধকার অন্তর্হিত হয় না, সেইরূপ কেবল শাস্ত্রজ্ঞানও কদাচ অন্তর্গত অবিদ্যাজনিত অন্ধকারকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহে॥ ৩॥ দেখুন, জীবগণের প্রতি হিংসা না করাই পণ্ডিতগণের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য; কিন্তু, গৃহস্থের নিকট ইহা কিরূপে হইতে পারিবে?॥ ৪॥ নৃপবর!

বিত্তৈষণা ন তে শান্তা তথা রাজসুখৈষণা।
জয়ৈষণা চ সংগ্রামে জীবন্মুক্তঃ কথং ভবেঃ ॥ ৫ ॥
চোরেষু চৌরবুদ্ধিস্তে সাধুবুদ্ধিস্তু তাপসে।
স্বপরত্বং তবাপ্যস্তি বিদেহস্ত্বং কথং নৃপ ! ॥ ৬ ॥
কটুতীক্ষ্ণকষায়াম্লরসান্ বেৎসি শুভাশুভান্।
শুভেষু রমতে চিত্তং নাশুভেষু তথা নৃপ ! ॥ ৭ ॥
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিশ্চ তব রাজন্ ! ভবন্তি হি।
অবস্থাস্তু যথাকালং তুরীয়া তু কথং নৃপ ! ॥ ৮ ॥
পদাত্যশ্বরথেভাশ্চ সর্ব্বে বৈ বশগা মম।
স্বাম্যহং চৈব সর্ব্বেষাং মন্যসে ত্বং ন মন্যসে ॥ ৯ ॥
মিষ্টমৎসি সদা রাজন্ ! মুদিতো বিমনাস্তথা।
মালায়াঞ্চ তথা সর্পে সমদৃক্ ক নৃপোত্তম ! ॥ ১০ ॥
বিমুক্তস্তু ভবেদ্রাজন্ ! সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
একাত্মবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র হিতকৃৎ সর্ব্বজন্তুষু ॥ ১১ ॥

জ্ঞানভাস্করোদয়েনৈবেত্যর্থঃ ॥৩—৪॥ স্বয়ং চ ত্বং জীবন্মুক্তোহস্মীতি বদসি তদপি ন সাম্প্রতমিত্যাহ বিত্তৈষণেতি। বোধবিরুদ্ধধর্ম্মাণাং দর্শনাদ্বোধাভাবএব নিশ্চীয়ত ইত্যর্থঃ ॥৫—৮॥ মন্যসে ত্বমুত ন মন্যসে ইতি বদেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ সমদৃক্ কেতি। মালাসর্পাদিভেদবুদ্ধেঃ সত্ত্বাৎ

আপনি গৃহস্থ হইয়া আপনাকে জীবন্মুক্ত বলিতেছেন, কিন্তু এখনও আপনার ধন আশার শান্তি হয় নাই, রাজোপযুক্ত সুখের ইচ্ছাও আছে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে জয়ের আশাও বিলক্ষণ রহিয়াছে; তবে আপনি কিরূপে জীবন্মুক্ত হইয়াছেন ? ॥ ৫ ॥ মহারাজ ! এখনও আপনার চোরে চোরবুদ্ধি তপস্বিগণে সাধুবুদ্ধি রহিয়াছে এবং আত্মপর জ্ঞানটীও বিলক্ষণ রহিয়াছে; তথাপি আপনি যে কিরূপ বিদেহ (মুক্ত) তাহা আমার বুদ্ধিতে আসিতেছে না ॥৬॥ রাজন্ ! অদ্যাপিও আপনার কটু তিক্ত কষায় প্রভৃতি রস সকলের আস্বাদ বোধ রহিয়াছে এবং ভাল হইলেই তাহাতে আপনার চিত্ত আনন্দিত হয়, মন্দ হইলে হয় না। এখনও আপনার জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাত্রয় যথাসময়ে হইয়া থাকে; তবে মহারাজ ! কি করিয়া আপনার তুরীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে ? ॥ ৭—৮ ॥ মহারাজ ! বলুন দেখি, এই পদাতি অশ্ব রথ হস্তী প্রভৃতি আমার বশীভূত, আমি এই সমস্তের অধিপতি, মনে মনে এরূপ চিন্তা করেন কি না ? ॥ ৯ ॥ রাজন্ ! আপনি ত মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া সর্ব্বদা আনন্দিত থাকেন, এবং কখন কোন কারণ বশত নিরানন্দও হয়েন; তাহা হইলে আর আপনার কুসুমমালা ও সর্পেতে সমান দৃষ্টি কোথায় রহিল ? মহারাজ ! যিনি জীবন্মুক্ত তিনি মৃৎপিণ্ড প্রস্তর আর

ন মেঽদ্য রমতে চিত্তং গৃহদারাদিষু কচিৎ।
একাকী নিস্পৃহোঽত্যর্থং চরেয়মিতি মে মতিঃ॥ ১২॥
নিঃসঙ্গো নির্ম্মমঃ শান্তঃ পত্রমূলফলাশনঃ।
মৃগবদ্‌বিচরিস্যামি নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ॥ ১৩॥
কিং মে গৃহেণ বিত্তেন ভার্য্যয়া চ স্বরূপয়া।
বিরাগমনসঃ কামং গুণাতীতস্য পার্থিব!॥ ১৪॥
চিন্ত্যসে বিবিধাকারং নানারাগসমাকুলম্।
দম্ভোঽয়ং কিল তে ভাতি বিমুক্তোঽস্মীতি ভাষসে॥ ১৫॥
কদাচিচ্ছক্রজা চিন্তা ধনজা চ কদাচন।
কদাচিৎ সৈন্যজা চিন্তা নিশ্চিন্তোঽসি কদা নৃপ!॥ ১৬॥
বৈখানসা যে মুনয়ো মিতাহারা জিতব্রতাঃ।
তেঽপি মুহ্যন্তি সংসারে জানন্তোঽপি হ্যসত্যতাম্॥ ১৭॥

ক ত্বং সমদৃগসীত্যর্থঃ॥ ১০॥ বিমুক্তস্য ত্বেতানি লক্ষণানি দৃশ্যন্ত ইত্যাহ বিমুক্তশ্চেতি॥১১॥ স্বাভিপ্রায়মাহ ন মেঽদ্যেতি॥ ১২—১৪॥

ত্বং দাম্ভিকো বিমুক্তো ভাসীত্যাহ চিন্ত্যসে ইতি॥ ১৫—১৬॥ এতাদৃশা মহান্তোঽপি জগতো সত্যতাং জানন্তোপি মুহ্যন্তি তদা তব কা কথা জীবন্মুক্ততায়া ইত্যাহ বৈখানসা যে ইতি॥ ১৭॥ (তবেতি। তব বংশোৎপন্নানাং পুরাণানাং বিদেহা বিদেহোপাধয় ইত্যর্থঃ

সুবর্ণকে সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন; তিনি সকল পদার্থেই একাত্মবুদ্ধি এবং সকল প্রাণীর হিতকারী হইয়া থাকেন॥ ১০—১১॥ রাজর্ষে! অধিক কথা আর কি বলিব, গৃহদারাদি কোন বস্তুতেই আমার মন আনন্দিত হইতেছে না; আমার অভিলাষ এই যে, আমি একাকী স্পৃহাশূন্য হইয়া, কাহার সহিত না মিশিয়া কোনও পদার্থে মায়া না করিয়া, কাহারও নিকট কিছু গ্রহণ না করিয়া, নির্দ্বন্দ্ব ও শান্তভাবে ফলমূলপত্র ভক্ষণে মৃগের ন্যায় ইহ জগতে বিচরণ করি॥ ১২—১৩॥ মহারাজ! আমি এক্ষণে বিষয়ানুরাগরহিত ও গুণাতীত; অতএব আমার গৃহে, ধনে বা মনের মত ভার্য্যাতে কি প্রয়োজন?॥ ১৪॥

মহারাজ! আপনি বিষয় বিশেষে সানুরাগে বিবিধ প্রকার চিন্তা করিয়া থাকেন, আবার আপনাকে জীবন্মুক্ত বলিয়াও পরিচয় দেন ইহাতে আপনার দাম্ভিকতাই প্রকাশ পাইতেছে॥ ১৫॥ দেখুন, আপনার কখন শত্রু বিষয়ক চিন্তা কখন বা ধন বিষয়ক চিন্তা কখন বা সৈন্য বিষয়ক চিন্তা উপস্থিত হইতেছে; অতএব আপনি কোন্ সময় নিশ্চিন্ত থাকেন বলুন দেখি?॥ ১৬॥ মিতাহারী জিতেন্দ্রিয় বৈখানস মুনিগণ যখন সংসারের অনিত্যতা জানিয়াও সংসারে বিমুগ্ধ হন, তখন, আর আপনার কথা কি বলিব!॥১৭॥ মহারাজ! আপনার বংশজাত

তব বংশসমুত্থানাং বিদেহা ইতি ভূপতে!।
কুটিলং নাম জানীহি নান্যথেতি কদাচন ॥ ১৮ ॥
বিদ্যাধরো যথা মূর্খো জন্মান্ধস্তু দিবাকরঃ।
লক্ষ্মীধরো দরিদ্রশ্চ নাম তেষাং নিরর্থকম্ ॥ ১৯ ॥
তব বংশোদ্ভবা যে যে শ্রুতাঃ পূর্ব্বে ময়া নৃপাঃ।
বিদেহা ইতি বিখ্যাতা নামতঃ কর্ম্মতো ন তে ॥ ২০ ॥
নিমিনামাঽভবদ্রাজা পূর্ব্বং তব কুলে নৃপ!।
যজ্ঞার্থং স তু রাজর্ষির্ব্বশিষ্ঠং স্বগুরুং মুনিম্ ॥ ২১ ॥
নিমন্ত্রয়ামাস তদা তমুবাচ নৃপং মুনিঃ।
নিমন্ত্রিতোঽস্মি যজ্ঞার্থং দেবেন্দ্রেণাধুনা কিল ॥ ২২ ॥
কৃত্বা তস্য মখং পূর্ণং করিষ্যামি তবাঽপি বৈ।
তাবৎ কুরুষ্ব রাজেন্দ্র! সম্ভারস্তু শনৈঃ শনৈঃ ॥ ২৩ ॥

তত্তু কেবলং কুটিলং কাপট্যপূর্ণং জানীহি তদন্যন্ন কিঞ্চিদপি সত্যমিতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥ ১৮ ॥ ইদানীং কৌটিল্যপূর্ণবিদেহাদ্যুপাধের্নৈরর্থক্যং সমর্থয়ন্নাহ বিদ্যাধর ইতি ॥ ১৯ ॥ তব বংশোদ্ভবা ইতি। রাজন্! ত্বদীয়বংশোদ্ভবা যে যে পূর্ব্ববর্ত্তিনো নৃপা আসন্ তে সর্ব্বেএব বিদেহা বিদেহেত্যাখ্যয়া প্রসিদ্ধা ইতি শ্রুতা ময়েতি শেষঃ। পরং নামতএব বিদেহাস্তে নহি কার্য্যত ইতি বিদ্ধি কামকর্ম্মমধ্যাবিদ্যাবদ্ধা অপি কেবলং ঐশ্বর্য্যমদমত্তাঃ সন্তঃ স্বানাং বিদেহত্বং প্রাচারয়ন্ লোকে ইতি ভাবঃ॥ ২০ ॥ ইদানীং দৃষ্টান্তমুখেনাস্যোক্তেঃ সত্যতাং প্রতিপাদয়ন্নাহ নিমিনামেতি ॥ ২১ ॥ নিমন্ত্রয়ামাসেতি। মিমন্ত্রয়ামাস বরয়ামাসেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ অধুনা সাম্প্রতং ত্বন্নিমন্ত্রণাৎ প্রাগেবাহং দেবরাজেনেন্দ্রেণ নিমন্ত্রিতোঽস্মি কিল অতস্তস্য মখং যজ্ঞং পূর্ণং কৃত্বা তবাপি যজ্ঞং সম্পাদয়িষ্যামি তাবৎ কালং সম্ভারং কুরুষ ভবতা শনৈঃ শনৈঃ যজ্ঞোপকরণদ্রব্যজাতানি সম্ভ্রিয়ন্তামিতি ॥ ২২—২৩ ॥ ইত্যুক্তেতি।

নৃপগণের বিদেহ (দেহোপাধিশূন্য) বলিয়া যে একটী নাম আছে তাহা কেবল কপটতাপূর্ণ বলিয়াই জানিবেন ইহার অন্যথা ভাবিবেন না ॥ ১৮ ॥ কারণ, যেমন মূর্খকে বিদ্যাধর, জন্মান্ধকে দিবাকর এবং দরিদ্রকে লক্ষ্মীধর বলিয়া আহ্বান করা যায়, তাহাদিগের নামও সেইরূপ নিরর্থক মাত্র ॥ ১৯ ॥ পূর্ব্বে আপনার বংশে যে যে নৃপগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই বিষয় আমি শুনিয়াছি। তাঁহারা সকলেই কেবল নামেতে বিদেহ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন কার্য্যেতে নহে ॥ ২০ ॥ মহারাজ! পূর্ব্বকালে আপনার এই বংশে নিমি নামে একজন রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কোন সময় সেই রাজর্ষি নিজ গুরু বশিষ্ঠদেবকে যজ্ঞের জন্য বরণ করেন। মুনিবর বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে বলেন, এক্ষণে দেবরাজ ইন্দ্র নিজ যজ্ঞ পূর্ণার্থে আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহার যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়া পরে তোমার যজ্ঞ পূর্ণ করিব; মহারাজ! আপনি ততদিন যজ্ঞের উপকরণ সকল

ইত্যুক্ত্বা নির্যযৌ সোঽথ মহেন্দ্রযজনে মুনিঃ।
নিমিরন্যং গুরুং কৃত্বা চকার মখমুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
তচ্ছ্রুত্বা কুপিতোঽত্যর্থং বশিষ্ঠো নৃপতিং পুনঃ।
শশাপ চ পতত্বদ্য দেহস্তে গুরুলোপক ! ॥ ২৫ ॥
রাজাঽপি তং শশাপাথ তবাপি চ পতত্বয়ম্।
অন্যোন্যশাপাৎ পতিতৌ তাবেব চ ময়া শ্রুতম্ ॥ ২৬ ॥
বিদেহেন চ রাজেন্দ্র ! কথং শপ্তো গুরুঃ স্বয়ম্।
বিনোদ ইব মে চিত্তে বিভাতি নৃপসত্তম ! ॥ ২৭ ॥

জনক উবাচ।

সত্যমুক্তং ত্বয়া নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিদিদং মতম্।
তথাপি শৃণু বিপ্রেন্দ্র ! গুরুর্মম সুপূজিতঃ ॥ ২৮ ॥

মনবশিষ্ঠঃ ইত্যুক্ত্বা ইতি সামাদিনেত্যর্থঃ। দেবেন্দ্রযজনে যদা নির্যযৌ তদা হে রাজন্ জনক ! ভবদীয়পূর্ব্বপুরুষো নিমিস্তু অন্যং গুরুং কৃত্বা যজ্ঞং সম্পাদয়ামাস ॥২৪। তচ্ছ্রুত্বেতি। তং যজ্ঞসম্পাদনাদিকং বিবরণং শ্রুত্বা অত্যর্থং কুপিতঃ সন্ বশিষ্ঠঃ রে গুরুলোপক ! কুলগুরুপরিহারক ! অনেনাপরাধেন তে দেহঃ অদ্যৈব পততু ইতি নৃপতিং শশাপেত্যন্বয়ঃ ॥ ২৫ ॥ রাজাপি তমিতি। অথ বশিষ্ঠশাপশ্রবণানন্তরং রাজা নিমিরপি জীবন্মুক্তোঽপীতি ভাবঃ তবাপি অয়ং দেহঃ পততু ইতি গুরুং প্রতিশশাপ ততঃ পরস্পরশাপাৎ তৌ উভাবপি পতিতৌ পরিহীণদেহৌ জাতাবিত্যর্থঃ। কিংবদন্ত্যা ময়ৈতৎ সর্ব্বং শ্রুতং ভো মহারাজ ! নন্ জীবন্মুক্তেনাপি তেন কথং স্বয়ং গুরুরপি প্রতিশপ্তঃ নৈবাহং জানে কেয়ং ভবদ্বংশ্যানাং জীবন্মুক্ততা কীদৃশং বা বিদেহত্বমিতি ভাবঃ ॥২৬॥) নহ্যেবং বিধে আচরণে জীবন্মুক্ততা সম্ভবতি। ন চ জীবন্মুক্ততায়াং সত্যামেতাদৃশাচরণসম্ভবস্তস্মান্নামত এব বিদেহা নত্বর্থত ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

ক্রমে ক্রমে সংগ্রহ করুন ॥ ২১—২৩ ॥ বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে এই কথা বলিয়া ইন্দ্র যজ্ঞে গমন করিলেন। এদিকে নিমিরাজ অপর ব্রাহ্মণকে গুরুপদে বরণ করিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন ॥২৪॥ অনন্তর বশিষ্ঠদেব এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া অতিশয় কুপিত হইয়া রাজাকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, যখন তুই কুলগুরু পরিত্যাগ করিয়াছিস্ তখন তোর দেহ এখনই পতিত হউক ॥ ২৫ ॥ নিমিরাজও এই শাপ শ্রবণ করিয়া, তোমার দেহও পতিত হউক এই বলিয়া, বশিষ্ঠকেও শাপ প্রদান করিলেন। এইরূপে তাঁহারা উভয়েই অভিশপ্ত হইয়া পতিত হইয়াছিলেন, ইহা আমি শ্রবণ করিয়াছি ॥২৬॥ মহারাজ ! আপনিও রাজশ্রেষ্ঠ, বলুন দেখি, সেই বিদেহ (বিমুক্ত) নিমি কি অপরাধে নিজ গুরুকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন ? । এ বিষয়, আমার মনে হাস্যকর ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ২৭ ॥

রাজর্ষি জনক শুকদেবের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন। বিপ্রবর ! আপনি যে সকল কথা বলিলেন ইহা সমস্তই সত্য, এ বিষয় কিছুই মিথ্যা নহে, তাহা আমারও জানা আছে ; তথাপি আমার পূজনীয় গুরুদেব বেদব্যাস যাহা বলিয়াছেন তাহা বলিতেছি

পিতুঃ সঙ্গং পরিত্যজ্য ত্বং বনং গন্তুমিচ্ছসি।
মৃগৈঃ সহ সুসম্বন্ধো ভবিতা তে ন সংশয়ঃ॥ ২৯॥
মহাভূতানি সর্ব্বত্র নিঃসঙ্গঃ ক ভবিষ্যসি।
আহারার্থং সদা চিন্তা নিশ্চিন্তঃ স্যাঃ কদা মুনে!॥ ৩০॥
দণ্ডাজিনকৃতা চিন্তা যথা তব বনেঽপি চ।
তথৈব রাজ্যচিন্তা মে চিন্তয়ানস্য বা ন বা॥ ৩১॥
বিকল্পোপহতস্ত্বং বৈ দূরদেশমুপাগতঃ।
ন মে বিকল্পসন্দেহো নির্ব্বিকল্পোঽস্মি সর্ব্বথা॥ ৩২॥

শুকবাক্যং শ্রুত্বা জনক উবাচ সত্যমুক্তমিতি। ত্বয়া যদুচ্যতে তৎসাধনং সত্যমেবাস্মদ্‌গুরোর্ব্যাসস্য মম চেষ্টমেব তৎ। বিবাদস্ত্বয়মেব ত্বয়োচ্যতে। বনং গতে সতি বিক্ষেপাভাবঃ সম্ভবতি। অস্মাভিরুচ্যতে গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি নিশ্চয়েনাত্রৈবং বসতো গৃহেষ্বেব সাধনাদিকং কুর্ব্বতো বিক্ষেপাভাবো ভবতীতি। তত্র তথাপি শৃণু হে বিপেন্দ্র! শুক! মম সুপূজিতো ব্যাসো গুরুর্যদাহ তদেব সত্যমিতি শেষঃ॥ ২৮॥ কুত ইতি চেত্ত্বন্মতে দোষস্য সত্ত্বাদিত্যাহ পিতুঃ সঙ্গমিতি। পিতুঃ সঙ্গত্রাসেন বনং গতস্য মৃগসঙ্গঃ পঞ্চমহাভূতসঙ্গস্ত্বপরিহার্য্য এবেতি নিঃসঙ্গতা বনঙ্গতস্যাপি দুর্ল্লভা আহারাদিচিন্তাপ্যুভয়ত্রাপ্যপরিহার্য্যা এবেতি। তত্রাপি চিত্তসমাধানবিবেকাদিকমপেক্ষিতমেবেতি গৃহস্থাশ্রমত্যাগে বীজাভাবঃ। কিঞ্চ লোকসংগ্রহার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ সকললোককল্যাণকরত্বং গৃহস্থাশ্রমএব সম্ভবতি। অপরিপক্ককষায়স্য পক্কতাপ্যস্মিন্নেবাশ্রমে ভবতি। ততো গৃহস্থাশ্রমে এবাপরিপক্ককষায়েণ স্থাতব্যম্। অতএবাস্মৎপূর্ব্বজৈরেতদভিপ্রায়েণৈব জীবন্মুক্তত্বসিদ্ধৌ সত্যামপি ব্যবহারঃ কৃত ইতি ন ত্বদুদ্ভাবিতানি দূষণানি মৎপূর্ব্বজেষু সন্তি যস্তু পরিপক্ককষায়ঃ স তু নৈব বিধেঃ কিঙ্করো নচ স সন্দেহঙ্করোতি ত্বন্তু সন্দেহমগ্নোঽস্যতঃ পিত্রোক্তমেব কুরু তবাপরিপক্ককষায়ত্বাদিতি সপ্তশ্লোকানাং সংপিণ্ডিতোঽর্থঃ॥২৯—৩১॥ বিকল্পোপহতস্ত্বমিতি বিবেকাভাবাৎ। অতএবাত্রাগতোঽসি। অতো গৃহস্থাশ্রমে এব সম্যক্‌নিশ্চয়ং সম্পাদ্যানন্তরং সন্ন্যাসং কুর্ব্বিত্যর্থঃ॥ ৩২॥

শ্রবণ করুন॥ ২৮॥ দেখুন, আপনি পিতৃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন। বনে যাইলে পর, সেই স্থানে মৃগগণের সহিত আপনার মিলন হইবে তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। বিশেষত সর্ব্বত্রই আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত দেদীপ্যমান রহিয়াছে; অতএব, আপনি কোন্ স্থানে যাইয়া সঙ্গ-বিরহিত হইবেন? আর দেখুন, সর্ব্বদাই অরণ্যে আহারের জন্য চিন্তা করিতে হইবে; তবে মুনিবর! কোন্ সময় আপনি নিশ্চিন্ত হইবেন?॥ ২৯—৩০॥ (যদি বলেন নিরাহারী হইব; তাহা হইলে দণ্ড অজিনাদির জন্যও চিন্তা করিতে হইবে।) অতএব, বনে যাইয়া আপনার দণ্ডাজিনাদি জন্য চিন্তাও যেরূপ, সংসারে থাকিয়া আমার রাজ্য চিন্তাও সেইরূপ; এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন ইহা যথার্থ কি না?॥ ৩১॥ আপনি কেবল সন্দিগ্ধ-চিত্ত হইয়াই এত দূরদেশে আগমন করিয়াছেন; কিন্তু আমার অন্তরে কোনও বিষয়েই সংশয় নাই এজন্য সর্ব্বদাই নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে এক স্থানেই আছি॥ ৩২॥ বিপ্রবর! এই জন্যই আমি সর্ব্বদা সুখে নিদ্রা যাই, সুখে বিষয়ভোগ করি।

সুখং স্বপিমি বিপ্রাহং সুখং ভুঞ্জামি সর্ব্বদা।
ন বন্ধোঽস্মীতি বুদ্ধ্যাহং সর্ব্বদৈব সুখী মুনে! ॥ ৩৩ ॥
ত্বং তু দুঃখী সদৈবাসি বন্ধোঽহমিতি শঙ্কয়া।
ইতি শঙ্কাং পরিত্যজ্য সুখী ভব সমাহিতঃ ॥ ৩৪ ॥
দেহোঽয়ং মম বন্ধোঽয়ং ন মমেতি চ মুক্ততা।
তথা ধনং গৃহং রাজ্যং ন মমেতি চ নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

সূত উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনন্তস্য শুকঃ প্রীতমনাঽভবৎ।
আপৃচ্ছ্য তং জগামাশু ব্যাসস্যাশ্রমমুত্তমম্ ॥ ৩৬ ॥
আগচ্ছন্তং সুতং দৃষ্ট্বা ব্যাসোঽপি সুখমাপ্তবান্।
আলিঙ্গ্যাঘ্রায় মূর্দ্ধানং পপ্রচ্ছ কুশলং পুনঃ ॥ ৩৭ ॥

(সুখমিতি। হে মুনে! শুকদেব! নির্ব্বিকল্পচিত্তত্বাৎ অহং সুখং স্বপিমি অয়ং ভাবঃ। যতঃ মম চিত্তে বিকল্পনা নাস্তি অতোঽহং নিশ্চিন্ততয়া সুষুপ্তিসুখং অনুভবামি অনাসক্তঃ সন্ বিষয়-সুখমপি ভুঞ্জামি তথাপি নাহং বন্ধোঽস্মীতি তত্ত্বনিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা সর্ব্বদৈব সুখী ভবামি সুখেন কালং ক্ষেপয়ন্ বর্ত্তেঽহমিতি ভাবঃ ॥৩৩॥ ত্বমিতি। ত্বং পুনঃ বন্ধোঽস্মীতি অবিদ্যোৎ-পন্নয়া কল্পিতশঙ্কয়া সদৈব দুঃখেন কালং নয়সীত্যহং মন্যে অতএব হে বিপ্রবর্য্য! শুক! মদ্ দৃষ্টান্তানুসারী ত্বং রজস্তমঃপ্রধানাবিদ্যাজাতাং মিথ্যাশঙ্কাং বিহায় সমাহিতঃ চিত্তং সমাধানে-ত্যর্থঃ নিত্যং সুখী ভব ॥ ৩৪ ॥ ইদানীং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণং বোধয়ন্ প্রদিশতি দেহোঽয়মিতি। অয়ং মম দেহঃ অহমেববন্ধ ইতীয়ং বুদ্ধিরেব সংসারবন্ধনরূপাবিদ্যেতি বিদ্ধি কিন্তু ইদং রাজ্যগৃহধনাদিকং মম কিঞ্চিদপি নাস্তি ইত্যেবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরেব ব্রহ্মবিদ্যা ইমাং ব্রহ্মাত্মিকাং বিদ্যাং ধারয়ন্ মুক্তো ভবেতি তত্ত্বজ্ঞানমুপসংহৃত্যোপদিষ্টবান্ রাজর্ষির্জনকঃ ॥৩৫॥

শুকদেব এতাবত্তত্ত্ববোধমাকর্ণ্য প্রীতমনা জাতঃ সমুদিতবিবেকত্বাৎ তত্ত্বং জনক তত্ত্বোপদেষ্টারমাপৃচ্ছ্যামন্ত্র্য সুসম্ভাষয়ন্ পিত্রাশ্রমপ্রতিগমনানুমতিং গৃহীত্বেত্যর্থঃ। আশু শীঘ্রং বিলম্বমকুর্ব্বন্নিতি যাবৎ উত্তমং সর্ব্বসুখাবহং ব্যাসাশ্রমং প্রতিজগাম প্রতিগতৌ ॥ ৩৬ ॥ আগচ্ছন্তমিতি। ব্যাসোঽপি বেদব্যাসোঽপীত্যর্থঃ তং সুতং শুকদেবং আগচ্ছন্তং দৃষ্ট্বা।

"আমি কিছুতেই বন্ধ নই" এই জ্ঞানেই সর্ব্বদা সুখী আছি; আর আপনি "সকল বিষয়েই বন্ধ রহিয়াছি" এই আশঙ্কা করিয়া সর্ব্বদা দুঃখী হইতেছেন। অতএব, এই সমস্ত আশঙ্কা বিসর্জ্জন দিয়া নিত্য সুখের নিমিত্ত যত্নপর হউন ॥ ৩৩—৩৪ ॥ দেখুন, এই দেহ আমার এই জ্ঞানেই বন্ধ আর ইহা আমার নয় এই জ্ঞানেই মুক্তি; সেইরূপ, ধন গৃহ বা রাজ্য কিছুই আমার নয় এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান করিয়া মুক্তি লাভ করুন ॥ ৩৫ ॥

সূত কহিলেন। ঋষিগণ! শুকদেব জনকের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রসন্নচিত্ত হইলেন এবং তাঁহাকে সাধু সম্ভাষণ করিয়া অচিরকাল মধ্যে ব্যাসদেবের সর্ব্ব-সুখাবহ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৬ ॥ বেদব্যাসও পুত্রকে প্রত্যাগত দেখিয়া

স্থিতস্তত্রাশ্রমে রম্যে পিতুঃ পার্শ্বে সমাহিতঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৩৮ ॥
জনকস্য দশাং দৃষ্ট্বা রাজ্যস্থস্য মহাত্মনঃ।
স নির্ব্বৃতিং পরাং প্রাপ্য পিতুরাশ্রমসংস্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥
পিতৃণাং সুভগা কন্যা পীবরী নাম সুন্দরী।
শুকশ্চকার পত্নীন্তাং যোগমার্গস্থিতোঽপি হি ॥ ৪০ ॥
স তস্যাঞ্জনয়ামাস পুত্রাংশ্চতুরএব হি।
কৃষ্ণং গৌরপ্রভঞ্চৈব ভূরিং দেবশ্রুতন্তথা ॥ ৪১ ॥
কন্যাং কীর্ত্তিং সমুৎপাদ্য ব্যাসপুত্রঃ প্রতাপবান্।
দদৌ বিভ্রাজপুত্রায় ত্বণুহায় মহাত্মনে ॥ ৪২ ॥
অণুহস্য সুতঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মদত্তঃ প্রতাপবান্।
ব্রহ্মজ্ঞঃ পৃথিবীপালঃ শুককন্যাসমুদ্ভবঃ ॥ ৪৩ ॥

সুখং মুদমাপ্তবান্ লেভে তত আলিঙ্গ্য মূর্দ্ধানমাঘ্রায় কুশলং পপ্রচ্ছ পুনরিত্যুক্ত্যা প্রথমতঃ স্বাগতাদিকং ততো জ্ঞানপ্রাপ্ত্যাদিকং পৃষ্টবানিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ স্থিতস্তত্রেতি। ততঃ সমাধিনিষ্ঠঃ সন্ মনোজ্ঞে পিতুরাশ্রমে স্থিতঃ তস্থৌ ॥ ৩৮ ॥ ননু সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদো বেদাধ্যয়নসম্পন্নোঽপি কথং পিত্রাশ্রমে স্থিত ইতি তত্রাহ জনকস্যেতি। মহাত্মনস্তস্য জনকস্য দশাং জীবন্মুক্ততাবস্থাং দৃষ্ট্বা মনসা বিচারয়ন্ স শুকঃ পরাং নির্ব্বৃতিং একান্তনির্ব্বিকল্পতারূপং সন্তোষং প্রাপ্য প্রশান্তচেতাঃ সন্ স্থিত ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৩৯ ॥ নতু ভ্রষ্টাশ্রমঃ সন্ স্থিতঃ কিন্তু গার্হস্থ্যমাশ্রিত্যৈবাবস্থিত ইতি প্রদর্শয়ন্নাহ পিতৃণামিতি ॥ ৪০ ॥) চতুরএবহীতি। কৃষ্ণনামা একঃ গৌরপ্রভো দ্বিতীয়ঃ ভূরিস্তৃতীয়ঃ দেবশ্রুতশ্চতুর্থঃ। কূর্ম্মপুরাণে তু পঞ্চপুত্রা উক্তাঃ। শুকস্যাপ্যভবন্ পুত্রাঃ পঞ্চাত্যন্ততপস্বিনঃ। ভূরিশ্রবাঃ প্রভুঃ শম্ভুঃ কৃষ্ণো গৌরশ্চ পঞ্চমঃ। কন্যা কীর্ত্তিমতী চৈবেতি ॥ ৪১ ॥ কীর্ত্তিনাম্নীং কন্যাম্। বিভ্রাজরাজ্ঞঃ

আনন্দিত হইলেন এবং আলিঙ্গন ও মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৩৭॥ অনন্তর, সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ চতুর্ব্বেদবিৎ শুকদেব সেই রমণীয় আশ্রমে সমাধিনিষ্ঠ হইয়া পিতৃ নিকটেই বাস করিতে লাগিলেন এবং সেই মহাত্মা রাজর্ষি জনকের রাজ্যাবস্থান সত্বে ও তাদৃশী মুক্তাবস্থা দেখিয়া মনে মনে শান্তিলাভ করিলেন, (অর্থাৎ তিনি বুঝিলেন যে জীব, সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া সংসারী হইলেও দুঃখভাগী হয় না।) ॥ ৩৮—৩৯ ॥ অনন্তর, শুকদেব যোগমার্গাবলম্বী হইলেও পিতৃকুলের গৌরববর্দ্ধনকারি পুত্রোৎপাদনক্ষমা পীবরী নামে সর্ব্বসুলক্ষণা একটী সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিলেন ॥ ৪০ ॥ পরে সেই কন্যার গর্ভে শুকদেবের ঔরসে, কৃষ্ণ, গৌরপ্রভ, ভূরি ও দেবশ্রুত নামে চারিটী পুত্র এবং কীর্ত্তিমতী নামে একটী কন্যা উৎপন্ন হইল। পরে, মহাযোগী ব্যাসপুত্র শুকদেব বিভ্রাজ-রাজপুত্র মহাত্মা অণুহকে ঐ কন্যাটী সম্প্রদান করিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥ অনন্তর, সেই শুককন্যাগর্ভে অণুহ-ঔরসে

কালেন কিয়তা তত্র নারদস্যোপদেশতঃ ।
জ্ঞানং পরমকং প্রাপ্য যোগমার্গমনুত্তমম্ ॥ ৪৪ ॥
পুত্রে রাজ্যং নিধায়াথ গতো বদরিকাশ্রমম্ ।
মায়াবীজোপদেশেন তস্য জ্ঞানং নিরর্গলম্ ।
নারদস্য প্রসাদেন জাতং সদ্যো বিমুক্তিদম্ ॥ ৪৫ ॥
কৈলাসশিখরে রম্যে ত্যক্ত্বা সঙ্গং পিতুঃ শুকঃ ।
ধ্যানমাস্থায় বিপুলং স্থিতঃ সঙ্গপরাঙ্মুখঃ ॥ ৪৬ ॥
উৎপপাত গিরেঃ শৃঙ্গাৎ সিদ্ধিঞ্চ পরমাঙ্গতঃ ।
আকাশগো মহাতেজা বিররাজ যথা রবিঃ ॥ ৪৭ ॥
গিরেঃ শৃঙ্গং দ্বিধা জাতং শুকস্যোৎপতনে তদা ।
উৎপাতা বহবো জাতাঃ শুকশ্চাকাশগোঽভবৎ ॥ ৪৮ ॥
অন্তরিক্ষে যথা বায়ুস্তূয়মানঃ সুরর্ষিভিঃ ।
তেজসাতিবিরাজন্ বৈ দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥ ৪৯ ॥

পুত্রো অণুহনামা ॥ ৪২ ॥ ব্রহ্মদত্তনামকঃ শুকদৌহিত্রঃ ॥ ৪৩—৪৪ ॥ নারদেন মায়াবীজস্য ভুবনেশ্বরীমন্ত্রস্যোপদেশঃ কৃতস্তৎপ্রভাবেণ শ্রীপ্রসাদাত্তস্য জ্ঞানমভবৎ ॥ ৪৫ ॥

শুককথামাহ কৈলাসেতি ॥ ৪৬ ॥ ধ্যানমাস্থায়েতি । গৃহস্থাশ্রমে এব কর্ম্মোপাসনাযোগাদিভিঃ পক্ককষায়ে জাতে সতীতি শেষঃ । সিদ্ধিং চেতি । অণিমাদিকাং সিদ্ধিং প্রাপ্য ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥ মহাতেজাঃ সদেহ এবেতোনির্গতঃ সূর্য্যবদ্বিররাজাকাশে গিরেঃ শৃঙ্গং দ্বিধাজাতমিতি । মহাপুরুষবিয়োগেনেত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥ যথা বায়ুরিতি সূত্রাত্মেত্যর্থঃ ॥ ৪৯—৫১ ॥ সর্ব্বভূতগত ইতি ।

ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ প্রতাপশালী রাজাধিরাজ ব্রহ্মদত্ত উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৪৩ ॥ কিছুকাল গত হইলে অণুহ দেবর্ষি নারদের উপদেশপ্রভাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগমার্গানুসারী জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন ॥৪৪॥ পরে সময় বুঝিয়া পুত্রে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করেন। মহামায়া ভুবনেশ্বরীর বীজমন্ত্র প্রভাবে তাঁহার নির্ম্মল জ্ঞানলাভ হইয়াছিল ॥ ৪৫ ॥

এদিকে শুকদেবও (ব্রহ্মর্ষি নারদপ্রসাদে মুক্তিপ্রদ জ্ঞানলাভ করিয়া) পিতৃসঙ্গ পরিত্যাগ করত রমণীয় কৈলাসশিখরে গমন করিলেন। তাহার পর সমস্ত বিষয়াসক্তিতে পরাঙ্মুখ হইয়া গভীরতর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া কৈলাসশৃঙ্গ হইতে আকাশে উৎপতিত হইলেন এবং আকাশগত হইয়া প্রদীপ্যমান দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥ শুকদেব যখন আকাশে উৎপতিত হন, তখন পর্ব্বত-শৃঙ্গ দ্বিধা হইল এবং নানাবিধ উৎপাত হইতে লাগিল ॥৪৮॥ শুকদেবকে আকাশমার্গে তেজ দ্বারা দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় বিরাজ করিতে দেখিয়া দেবর্ষিগণ স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর, শুকদেব অন্তরীক্ষে বায়ুর ন্যায় সর্ব্বপদার্থের অন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৪৯ ॥ এদিকে

ব্যাসস্তু বিরহাক্রান্তঃ ক্রন্দন্ পুত্রেতি চাঽসকৃৎ।
গিরেঃ শৃঙ্গে গতস্তত্র শুকো যত্র স্থিতোঽভবৎ॥ ৫০॥
ক্রন্দমানস্তদা দীনং ব্যাসং মত্বা শ্রমাকুলম্।
সর্ব্বভূতগতঃ সাক্ষী প্রতিশব্দমদাত্তদা॥ ৫১॥
তত্রাদ্যাপি গিরেঃ শৃঙ্গে প্রতিশব্দঃ স্ফুটোঽভবৎ॥ ৫২॥
রুদন্তন্তং সমালক্ষ্য ব্যাসং শোকসমন্বিতম্।
পুত্রপুত্রেতি ভাষন্তং বিরহেণ পরিপ্লুতম্।
শিবস্তত্র সমাগত্য পারাশর্য্যমবোধয়ৎ॥ ৫৩॥
ব্যাস! শোকং মা কুরু ত্বং পুত্রস্তে যোগবিত্তমঃ।
পরমাঙ্গতিমাপন্নো দুর্ল্লভাঞ্চাকৃতাত্মভিঃ॥ ৫৪॥
তস্য শোকো ন কর্ত্তব্যস্ত্বয়াঽশোকং বিজানতা।
কীর্ত্তিস্তে বিপুলা জাতা তেন পুত্রেণ চানঘ!॥ ৫৫॥

অনেন চ বাক্যেন শুক আকাশং প্রতি গতো ব্যষ্টিদেহং সমষ্টৌ বিলুপ্য ব্যাপকরূপেণ স্থিত ইত্যবগম্যতে। প্রতিশব্দমিতি। তব মম চাত্মরূপেণাভেদ এবাস্তি কিমিতি মদর্থং শোকঃ ক্রিয়তে ইত্যেবং প্রতিশব্দ ইত্যর্থঃ। পরমাঙ্গতিং ব্রহ্মরূপত্বম্॥ ৫২—৫৪॥ অশোকং ব্রহ্ম বিজানতা ত্বয়া ব্রহ্মরূপেণ স্থিতস্য শুকস্য স্বস্য চ ভেদাভাবেন তন্নাশতদ্বিয়োগশঙ্কয়া বা শোকো ন কর্ত্তব্য ইত্যাহ তস্যেতি॥ ৫৫—৫৬॥

বেদব্যাস পুত্রবিরহে কাতর হইয়া পুত্র পুত্র বলিয়া বারংবার আহ্বান করিতে করিতে, যে পর্ব্বতশৃঙ্গে শুকদেব ছিলেন সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন॥ ৫০॥ অন্তর্যামি পুরুষের ন্যায় সর্ব্বভূতের অন্তর্গত শুকদেব সেই সময় ব্যাসদেবকে শ্রমাতুর এবং দীনভাবে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বৃক্ষ ও পর্ব্বত প্রভৃতি হইতে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন॥ ৫১॥ ঋষিগণ! শুকদেব শোকসমন্বিত ব্যাসদেবকে রোরুদ্যমান দেখিয়া জড় পদার্থ হইতে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্যাপিও সেই শৃঙ্গে স্পষ্টরূপে প্রতিশব্দ হইয়া থাকে॥৫২॥

ঋষিগণ! মহাদেব, ব্যাসদেবকে বিরহকাতর এবং পুত্র পুত্র বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন॥ ৫৩॥ ব্যাস! তুমি আর বৃথা শোক করিও না; দেখ তোমার পুত্র পরম যোগী। সামান্য ব্রহ্মজ্ঞানশূন্য ব্যক্তিরা যাহা কখনই লাভ করিতে পারে না তিনি সেই পরম গতি লাভ করিয়াছেন॥৫৪॥ বেদব্যাস! তুমি সর্ব্বশোকাদি-বর্জ্জিত ব্রহ্মকে জানিয়াও পুত্রের জন্য বৃথা শোক করিতেছ কেন? বিশেষতঃ তুমি অবিদ্যামূলক সমস্ত পাপরাশি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছ সুতরাং তোমার এরূপ শোক দুঃখে অভিভূত হওয়া উচিত নহে। ফলত এই পুত্র দ্বারা তোমার সুমহৎ যশোলাভ হইবে সন্দেহ নাই॥ ৫৫॥

ব্যাস উবাচ।

ন শোকো যাতি দেবেশ ! কিং করোমি জগৎপতে ! ।
অতৃপ্তে লোচনে মেঽদ্য পুত্রদর্শনলালসে ॥ ৫৬ ॥

মহাদেব উবাচ।

ছায়াদ্রক্ষ্যসি পুত্রস্য পার্শ্বস্থাং সুমনোহরাম্ ।
তাং বীক্ষ্য মুনিশার্দ্দূল ! শোকং জহি পরন্তপ ! ॥ ৫৭ ॥

সূত উবাচ।

তদা দদর্শ ব্যাসস্তু ছায়াং পুত্রস্য সুপ্রভাম্ ।
দত্ত্বা বরং হরস্তস্মৈ তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৫৮ ॥
অন্তর্হিতে মহাদেবে ব্যাসঃ স্বাশ্রমমভ্যগাৎ ।
শুকস্য বিরহেণাপি তপ্তঃ পরমদুঃখিতঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
শুকবিবাহাদিবর্ণনো নাম একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

ছায়ামিতি। পুত্রসমানাকৃতিম্ ॥ ৫৭—৫৯ ॥ শ্রীদেবীভাগবতশ্রবণেন শুকস্তৈতৎ কথং জাতং এতাদৃশোঽয়ং শ্রীদেবীভাগবতশ্রবণমহিমেত্যবান্তরতাৎপর্য্যম্ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে
একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

ব্যাসদেব মহাদেব বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন। দেবদেব ! আপনি বিশ্ব জগতের পতি সুতরাং আমার অন্তরের বিষয় আপনার কিছুই অগোচর নাই, প্রভো ! পুত্র বিরহ জন্য আমার এই দুর্ভর শোক কিছুতেই অপনীত হইতেছে না। আমি কি করি। আমার লোচনদ্বয় পুত্রসন্দর্শনে এখনও অতৃপ্ত রহিয়াছে ॥ ৫৬ ॥

মহাদেব কহিলেন। মুনিবর ! তোমার পুত্রের প্রিয়দর্শন প্রতিবিম্ব এই পার্শ্বে রহিয়াছে দেখ ? ইহা দেখিয়াই পুত্রশোক নিবারণ কর ॥ ৫৭ ॥

সূত কহিলেন। ঋষিগণ ! অনন্তর বেদব্যাস পুত্রের সেই সুন্দর ছায়া দর্শন করিলেন। মহাদেব ও তাঁহাকে বর প্রদান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৫৮ ॥ এইরূপে মহাদেব অন্তর্হিত হইলে ব্যাসদেব শুকবিরহে অতিশয় দুঃখিত হইয়া নিজাশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ৫৯ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে
শুকবিবাহাদিবর্ণন নামক একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

---

* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে অর্দ্ধাধিক অষ্টপঞ্চাশৎশ্লোক।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

—০৫০৫০০—

ঋষয় ঊচুঃ।

শুকস্তু পরমাং সিদ্ধিমাপ্তবান্ দেবসত্তমঃ।
কিং চকার ততো ব্যাসস্তন্নো ব্রূহি সবিস্তরম্ ॥ ১ ॥

সূত উবাচ।

শিষ্যা ব্যাসস্য যেঽপ্যাসন্ বেদাভ্যাসপরায়ণাঃ।
আজ্ঞামাদায় তে সর্ব্বে গতাঃ পূর্ব্বং মহীতলে ॥ ২ ॥
অসিতো দেবলশ্চৈব বৈশম্পায়ন এব চ।
জৈমিনিশ্চ সুমন্তুশ্চ গতাঃ সর্ব্বে তপোধনাঃ ॥ ৩ ॥
তানেতান্বীক্ষ্য পুত্রঞ্চ লোকান্তরিতমপ্যুত।
ব্যাসঃ শোকসমাক্রান্তো গমনায়াকরোন্মতিম্ ॥ ৪ ॥

চতুঃ সপ্ততিপদ্যৈস্তু শুকনির্গমনোত্তরম্।
ব্যাসশ্চ কারয়ৎকৃত্যং তৎসমাসেন কথ্যতে ॥

এতাবৎপর্য্যন্তং কথং শুকেন পুরাণমধীতমিতি প্রথমপ্রশ্নস্যোত্তরং দত্তং মধ্যে প্রসঙ্গাগতাঃ কথাশ্চোক্তা ইদানীং শ্রীদেবীভাগবতপ্রতিপাদকাচার্য্যস্য ব্যাসস্য গুরোঃ কথাং গুরুভক্তা ঋষয়ঃ পৃচ্ছন্তি শুকস্ত্বিতি। তন্নো ব্রূহীতি। যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মন ইতি শ্রুতেরস্মভ্যং শ্রীগুরোঃ কথাং ব্রূহীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১—৩ ॥

পূর্ব্বং শিষ্যা আজ্ঞামাদায় গতাস্তজ্জন্যং দুঃখং জাতমেবাচার্য্যস্য পরন্তু শুকদেবস্য সুখেন তন্নষ্টং শুকদেবনির্গমনে তু তদুভয়মপ্যেকবারমেব দুঃখং প্রাদুর্ভূতমিত্যাহ ব্যাসঃ শোকসমা-

---

ঋষিগণ কহিলেন। সূত! দেবতুল্য পরমযোগী শুকদেব সর্ব্বোৎকৃষ্ট অণিমাদি সিদ্ধি লাভ করিলে পর বেদব্যাস কি করিলেন ইহা আমাদিগকে বিস্তার পূর্ব্বক বল ॥ ১ ॥

সূত, ঋষিগণের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ঋষিগণ! পূর্ব্বেই ব্যাসদেবের অসিত দেবল বৈশম্পায়ন জৈমিনি এবং সুমন্তু প্রভৃতি এবং অন্যান্য যে সকল বেদাভ্যাসরত শিষ্য ছিল, তাহারা পাঠান্তে গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া মহীতলে ধর্ম্ম প্রচার জন্য প্রস্থান করিয়াছিলেন। এক্ষণে, ব্যাসদেব তাহাদিগকে পৃথিবীগত এবং পুত্র শুকদেবকে লোকান্তরিত দেখিয়া অতিশয় শোকাকুল হইলেন এবং সে স্থান হইতে অন্যত্র গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ২—৪ ॥ পরে জন্মস্থানে যাইব, ইহা স্থির করিয়া গঙ্গাতীরে যাইয়া পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত

সস্মার মনসা ব্যাসস্তাং নিষাদস্তুতাং শুভাম্।
মাতরং জাহ্নবীতীরে মুক্তাং শোকসমন্বিতাম্ ॥ ৫ ॥
স্মৃত্বা সত্যবতীং ব্যাসস্ত্যক্ত্বা তং পর্ব্বতোত্তমম্।
আজগাম মহাতেজা জন্মস্থানং স্বকং মুনিঃ ॥ ৬ ॥
দ্বীপং প্রাপ্যাথ পপ্রচ্ছ ক্ব গতা সা বরাননা।
নিষাদাস্তং সমাচখ্যুর্দ্দত্তা রাজ্ঞে তু কন্যকা ॥ ৭ ॥
দাশরাজোঽপি সংপূজ্য ব্যাসং প্রীতিপুরঃসরম্।
স্বাগতেনাভিসৎকৃত্য প্রোবাচ বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ৮ ॥

দাশরাজ উবাচ।

অদ্য মে সফলং জন্ম পাবিতং নঃ কুলং মুনে!।
দেবানামপি দুর্দ্দর্শং যজ্জাতং তব দর্শনম্ ॥ ৯ ॥
যদর্থমাগতোঽসি ত্বং তদ্ব্রূহি দ্বিজসত্তম!।
অপি দারা ধনং পুত্রাস্ত্বদায়ত্তমিদং বিভো! ॥ ১০ ॥

ক্রান্ত ইতি। এতাদৃশমহানুভাবানামপি সংসারজন্যক্লেশসম্ভবান্ন সংসারে আসক্তো ভবেৎ কিন্তু তস্মাদ্বিরজ্যেতৈবেতি তু রহস্যম্ ॥ ৪ ॥ মুক্তামিতি। ব্যাসস্য পুলিনে জন্মো এবং ব্যাসং গৃহীত্বা গতেন পরাশরেণ মুক্তাঽপি ব্যাসেন মুক্তা জাতৈবেত্যভিপ্রায়েণেয়মুক্তিঃ ॥ ৫—৬ ॥ (দত্তেতি। রাজ্ঞে শন্তনবে কন্যকা সত্যবতী দত্তা দাশরাজেনেতি শেষঃ ॥ ৭ ॥) দাশরাজো-পীতি। স চ সত্যবত্যাঃ পিতা ॥ ৮—৯ ॥ (যদর্থমিতি। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! অধুনা কিমর্থং মৎসমীপে আগতোঽসি তদ্বদ মম স্ত্রীপুত্রধনাদিকং যৎকিঞ্চিদস্তি তৎ সর্ব্বং ত্বদধীনমেব বিদ্ধি যতস্ত্বং সর্ব্বব্যাপীশ্বরবৎ সর্ব্বত্র বর্ত্তসে ॥ ১০ ॥)

শোকাকুল কল্যাণস্বরূপিণী জননী ধীবরকন্যা সত্যবতীকে মনে মনে স্মরণ করিলেন। পরে সেই স্বর্গসদৃশ সুখাবহ পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া নিজ জন্মস্থানে আসিয়া উপস্থিত হই-লেন ॥ ৫—৬ ॥ অনন্তর যে দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই দ্বীপে আসিয়া তত্রত্য ধীবর-গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সেই চারুমুখী ধীবর-রাজকন্যা এক্ষণে কোথায় আছেন? ধীবরগণ বেদব্যাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল, ধীবররাজ শন্তনু রাজাকে সেই কন্যা প্রদান করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ অনন্তর, ধীবররাজ ব্যাসদেবকে সমাগত দেখিয়া প্রীতিসৎকারে পূজা এবং স্বাগত সম্ভাষণ দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক বলিল ॥ ৮ ॥ মুনিবর! যখন, দেবগণেরও দুর্লভ আপনার এই দর্শন লাভ করিলাম, তখন আজ আমার জন্ম সার্থক হইল এবং আজ আমার কুলকে আপনি পবিত্র করিলেন ॥ ৯ ॥ দ্বিজবর! কিজন্য আসিয়াছেন তাহা বলুন, আমার স্ত্রী পুত্র ধন যাহা কিছু আছে তৎসমুদায়ই আপনার অধীন বলিয়া জানিবেন ॥ ১০ ॥

সরস্বত্যাস্তটে রম্যে চকারাশ্রমমণ্ডলম্।
ব্যাসস্তপঃসমাযুক্তস্তত্রৈবাস সমাহিতঃ ॥ ১১ ॥
সত্যবত্যাঃ সুতৌ জাতৌ শন্তনোরমিতদ্যুতেঃ।
মত্বা তৌ ভ্রাতরৌ ব্যাসঃ সুখমাপ বনে স্থিতঃ ॥ ১২ ॥
চিত্রাঙ্গদঃ প্রথমজো রূপবান্ শক্রতাপনঃ।
বভূব নৃপতেঃ পুত্রঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতঃ ॥ ১৩ ॥
বিচিত্রবীর্য্যনামাসৌ দ্বিতীয়ঃ সমজায়ত।
সোঽপি সর্ব্বগুণোপেতঃ শন্তনোঃ সুখবর্দ্ধনঃ ॥ ১৪ ॥
গাঙ্গেয়ঃ প্রথমস্তস্য মহাবীরো বলাধিপঃ।
তথৈব তৌ সুতৌ জাতৌ সত্যবত্যা মহাবলৌ ॥ ১৫ ॥
শন্তনুস্তান্ সুতান্ বীক্ষ্য সর্ব্বলক্ষণসংযুতান্।
অমংস্তাজয্যমাত্মানং* দেবাদীনাং মহামনাঃ ॥ ১৬ ॥
অথ কালেন কিয়তা শন্তনুঃ কালপর্য্যয়াৎ।
তত্যাজ দেহং ধর্ম্মাত্মা দেহী জীর্ণমিবাম্বরম্ ॥ ১৭ ॥

সরস্বত্যা ইতি। তৎপ্রার্থনোত্তরং তস্য যথাযোগ্যমুত্তরং দত্ত্বা সরস্বতীতীরে তপশ্চর্য্যার্থমাশ্রমং চকারেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ শন্তনোঃ সকাশাদিতি শেষঃ। মত্বেতি। মম ভ্রাতরৌ সুখিনৌ স্ত ইতি মত্বা ॥ ১২ ॥ প্রথমশ্চিত্রাঙ্গদঃ ॥ ১৩ ॥ দ্বিতীয়ো বিচিত্রবীর্যঃ ॥ ১৪ ॥ তয়োঃ পূর্ব্বং গঙ্গাতো রাজ্ঞঃ শন্তনোঃ সকাশাৎ প্রথমতঃ পুত্রো গাঙ্গেয়নামকো জাতঃ অনন্তরং সত্যবত্যাং পুত্রদ্বয়ং জাতম্ ॥ ১৫—১৬ ॥

(শন্তনুরিতি। যথা শরীরী জীবঃ জীর্ণবস্ত্রাদিকং পরিত্যজতি তথা শন্তনুঃ কালধর্ম্মেণ জীর্ণং

বেদব্যাস এইরূপে নিজজননী সত্যবতীর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রমণীয় সরস্বতীতীরে আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন এবং সেই স্থানেই সমাহিতচিত্তে তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন ॥ ১১ ॥ এদিকে অতুলতেজস্বীশন্তনুরাজ-ঔরসে সত্যবতীগর্ভে দুইটী পুত্র উৎপন্ন হইল। বেদব্যাস তাহাদিগকে নিজ ভ্রাতা বলিয়া জানিতে পারিয়া বনবাসী হইলেও অতিশয় সুখলাভ করিলেন ॥ ১২ ॥ শন্তনুরাজার পুত্র দুইটীর মধ্যে চিত্রাঙ্গদ জ্যেষ্ঠ অতিশয় রূপবান্ ও সর্ব্বলক্ষণবিভূষিত এবং কনিষ্ঠ বিচিত্রবীর্য্যও সর্ব্বগুণযুক্ত ছিল; ইহাতে নৃপতি শন্তনুর অতিশয় সুখ বৃদ্ধি হইয়াছিল ॥ ১৩—১৪ ॥ ঋষিগণ! শন্তনুরাজের সত্যবতীগর্ভে এই দুই মহাবল পুত্র হইয়াছিল; পরন্তু, ইহার পূর্ব্বেই মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর ভীষ্ম গঙ্গাগর্ভে সম্ভূত হওয়ায় সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র তিনিই ছিলেন। নৃপতি শন্তনু সর্ব্বলক্ষণ-বিভূষিত এই পুত্রগণকে দেখিয়া আপনাকে দেবগণেরও অজেয় বিবেচনা করিলেন ॥ ১৫—১৬ ॥

---

* অমংস্তানৃণাম্। ইতি বা পাঠঃ।

কালধর্ম্মং গতে রাজ্ঞি ভীষ্মশ্চক্রে বিধানতঃ।
প্রেতকার্য্যাণি সর্ব্বাণি দানানি বিবিধানি চ ॥ ১৮ ॥
চিত্রাঙ্গদং ততো রাজ্যে স্থাপয়ামাস বীর্য্যবান্।
স্বয়ং ন কৃতবান্ রাজ্যং তস্মাদ্দেবব্রতোঽভবৎ ॥ ১৯ ॥
চিত্রাঙ্গদস্তু বীর্য্যেণ প্রমত্তঃ পরদুঃখদঃ।
বভূব বলবান্ বীরঃ সত্যবত্যাত্মজঃ শুচিঃ ॥ ২০ ॥
অথৈকদা মহাবাহুঃ সৈন্যেন মহতা বৃতঃ।
প্রচচার বনোদ্দেশান্ পশ্যন্ বধ্যান্ মৃগান্ রুরূন্ ॥ ২১ ॥
চিত্রাঙ্গদস্তু গন্ধর্ব্বো দৃষ্ট্বা তং মার্গগং নৃপম্।
উত্ততারান্তিকং ভূমের্ব্বিমানবরমাস্থিতঃ ॥ ২২ ॥
তত্রাভূচ্চ মহদ্‌যুদ্ধং তয়োঃ সদৃশবীর্য্যয়োঃ*।
কুরুক্ষেত্রে মহাস্থানে ত্রীণি বর্ষাণি তাপসাঃ! ॥ ২৩ ॥

শরীরং তত্যাজেত্যন্বয়ঃ ॥১৭॥) ভীষ্ম ইতি। তস্য জ্যেষ্ঠপুত্রত্বাৎ পিতৃকার্য্যেঽধিকারঃ ॥ ১৮ ॥ চিত্রাঙ্গদমিতি। পিতরি মৃতে স্বস্য রাজ্যাধিকারসত্ত্বেঽপি পিতরং প্রতি নাহং রাজ্যং বিবাহং বা করিষ্যামি ত্বং সত্যবতীং বৃণু ইতি সত্যবতীবিবাহসময়ে প্রতিজ্ঞাতত্বাচ্চিত্রাঙ্গদং সত্যবত্যাজ্যেষ্ঠ-পুত্রমেব রাজ্যে স্থাপয়ামাস। তাদৃশসত্যরূপস্য দেবানাং ব্রতস্য পরিপালনাদ্দেবব্রতনামা-ঽভবৎ ॥ ১৯—২২ ॥ (সদৃশং তুল্যং বীর্য্যং যয়োস্তয়োঃ উভাবেব পরাক্রমশালিনাবিত্যর্থঃ।

অনন্তর, কিছু কাল গত হইলে পর কালগতিবশত লোকে যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে, ধার্ম্মিকপ্রবর শন্তনুরাজ সেইরূপ দেহ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১৭ ॥ রাজা মৃত হইলে ভীষ্মদেব যথাবিধি তাঁহার প্রেতকার্য্য সকল এবং তাঁহার স্বর্গ কামনায় নানাবিধ দান করিলেন ॥ ১৮ ॥ অনন্তর, তিনি অতিশয় পরাক্রমশালী হইলেও পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা পালন জন্য স্বয়ং রাজ্য না করিয়া সত্যবতীর জ্যেষ্ঠপুত্র চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে স্থাপন করিলেন। ঋষিগণ! ভীষ্মদেব এই সত্যব্রত পালন করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে দেবব্রত বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে ॥১৯॥ এদিকে, সেই সত্যবতী-তনয় ধর্ম্মাত্মা চিত্রাঙ্গদও এতদূর বলবান্ ও বীর্য্যোন্মত্ত বীরপুরুষ হইয়াছিলেন যে, শত্রুগণ তাঁহাকে দেখিলেই অতিশয় দুঃখিত হইত ॥২০॥

অনন্তর, এক দিবস মহাবাহু চিত্রাঙ্গদ সৈন্যপরিবৃত হইয়া মৃগয়া উপলক্ষে নানাজাতীয় বন্যপশুর বধ জন্য বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ এদিকে, চিত্রাঙ্গদ নামে গন্ধর্ব্ব রাজাকে পথিমধ্যে দেখিতে পাইয়া বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২২ ॥ ঋষিগণ! এই সমান বলশালী রাজদ্বয় একত্র মিলিত হইলে, সেই

* সদৃশবীর্য্যয়োঃ। ইতি খ পাঠঃ।

ইন্দ্রলোকমবাপাশু গন্ধর্ব্বেণ হতো রণে।
ভীষ্মঃ শ্রুত্বা চকারাশু তস্যৌর্দ্ধদেহিকং তদা ॥ ২৪ ॥
গাঙ্গেয়ঃ কৃতশোকস্তু মন্ত্রিভিঃ পরিবারিতঃ।
বিচিত্রবীর্য্যনামানং রাজ্যেশঞ্চ চকার হ ॥ ২৫ ॥
মন্ত্রিভির্বোধিতা পশ্চাদ্গুরুভিশ্চ মহাত্মভিঃ।
স্বপুত্রং রাজ্যগং দৃষ্ট্বা পুত্রশোকহতাপি চ* ॥ ২৬ ॥
সত্যবত্যতিসন্তুষ্টা বভূব বরবর্ণিনী।
ব্যাসোঽপি ভ্রাতরং শ্রুত্বা রাজানং মুদিতোঽভবৎ ॥ ২৭ ॥
যৌবনং পরমং প্রাপ্তঃ সত্যবত্যাঃ সুতঃ শুভঃ।
চকার চিন্তাং ভীষ্মোঽপি বিবাহার্থং কনীয়সঃ ॥ ২৮ ॥
কাশিরাজসুতাস্তিস্রঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতাঃ।
তেন রাজ্ঞা বিবাহার্থং স্থাপিতাশ্চ স্বয়ংবরে ॥ ২৯ ॥

ত্রীণি বর্ষাণি ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥ ইন্দ্রলোকমিতি। ইন্দ্রলোকং স্বর্গম্। ধর্ম্মযুদ্ধেন f
বীরাঃ স্বর্গমাপ্নুবন্তীতি প্রসিদ্ধিঃ ॥২৪॥) বিচিত্রবীর্য্যনামানমিতি দ্বিতীয়ং পুত্রম্ ॥২৫—২৬
অতিসন্তুষ্টেতি। চিত্রাঙ্গদে হতে ভীষ্মস্য রাজ্যাধিকারসত্ত্বেঽপি মৎপুত্রায়ৈব রাজ্যং দত্তমিি

মহাপবিত্র স্থান কুরুক্ষেত্রে তিন বর্ষকাল ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ২৩ ॥ পরে চিত্রাঙ্গদ নৃপতি গন্ধর্ব্ব কর্ত্তৃক নিহত হইয়া (ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম রক্ষার জন্য) তৎক্ষণাৎ স্বর্গে গমন করিলেন। এদিকে ভীষ্মদেব চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য নিষ্পন্ন করিলেন এবং রাজবিয়োগে অতিশয় শোকান্বিত হইয়া মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করত চিত্রাঙ্গদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যকে রাজ্যেশ্বর করিলেন ॥২৪—২৫॥ সত্যবতী পুত্রশোকে অতিশয় পীড়িতা হইলেও মহাত্মা মন্ত্রিগণ ও গুরুগণ কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া এবং কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। এদিকে ব্যাসদেবও ভ্রাতা রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন ॥ ২৬—২৭ ॥

অনন্তর, কিছু কাল গত হইলে সত্যবতীপুত্র বিচিত্রবীর্য্যের যৌবন কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। ভীষ্মদেব ইহা দেখিয়া কনিষ্ঠের বিবাহ নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥ ঋষিগণ! এদিকে কাশীরাজের সর্ব্বলক্ষণ-বিভূষিত তিনটী কন্যা যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিল। কাশীরাজ তাহাদের বিবাহ জন্য স্বয়ংবর-সভা স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ২৯ ॥

---

* কৃতাভিষেকঃ সচিবৈর্দ্বিজৈর্বেদবিদুত্তমৈঃ। রাজ্যং চকার ধর্ম্মাত্মা ভীষ্মস্যানুমতে স্থিতঃ ॥
ইতি বা পঠনীয়ঃ।

রাজানো রাজপুত্রাশ্চ সমাহূতাঃ সহস্রশঃ।
ইচ্ছাস্বয়ংবরার্থং বৈ পূজ্যমানাঃ সমাগতাঃ ॥ ৩০ ॥
তত্র ভীষ্মো মহাতেজাস্তা জহার বলেন বৈ।
নির্ম্মথ্য রাজকং সর্ব্বং রথেনৈকেন বীর্য্যবান্ ॥ ৩১ ॥
স জিত্বা পার্থিবান্ সর্ব্বাংস্তাশ্চাদায় মহারথঃ।
বাহুবীর্য্যেণ তেজস্বী হ্যাসসাদ গজাহ্বয়ম্ ॥ ৩২ ॥
মাতৃবদ্ভগিনীবচ্চ পুত্রীবচ্চিন্তয়ন্ কিল।
তিস্রঃ সমানায়ামাস কন্যকা বামলোচনাঃ ॥ ৩৩ ॥
সত্যবত্যৈ নিবেদ্যাশু দ্বিজানাহূয় সত্বরঃ।
দৈবজ্ঞান্ বেদবিদুষঃ পর্য্যপৃচ্ছচ্ছুভং দিনম্ ॥ ৩৪ ॥
কৃত্বা বিবাহসম্ভারং যদা তং ভ্রাতরং নিজম্।
বিচিত্রবীর্য্যং ধর্ম্মিষ্ঠং বিবাহয়তি তা যদা ॥ ৩৫ ॥
তদা জ্যেষ্ঠাপ্যুবাচেদং কন্যকা জাহ্নবীসুতম্।
লজ্জমানাঽসিতাপাঙ্গী তিসৃণাং চারুলোচনা ॥ ৩৬ ॥

হেতোরিত্যর্থঃ ॥ ২৭—৩৪ ॥ তা যদেতি। তাস্তিস্রঃ কন্যাঃ। তিসৃণাং মধ্যে জ্যেষ্ঠে-ত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ (তদেতি। তদা উদ্বাহোদ্যমসময়ে জ্যেষ্ঠা অসিতাপাঙ্গী অম্বা লজ্জমানা সতী জাহ্নবীসুতং ভীষ্মমুবাচ। অসিতৌ অপাঙ্গৌ নেত্রান্তভাগৌ যস্যাঃ। তিসৃণামিতি নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী। তিসৃণাং মধ্যে ইত্যর্থঃ। চারুণী মনোজ্ঞে লোচনে যস্যাঃ ॥ ৩৬ ॥ কিমুবাচেত্যাহ।

নানাদেশ হইতে সহস্র সহস্র রাজা এবং রাজপুত্র সকল নিমন্ত্রিত হইল। তাঁহারা সকলেই সাদরে পূজিত হইয়া স্বয়ংবর-সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩০ ॥ তাহার পর, মহা-প্রতাপশালী বলবান্ ভীষ্মদেব সেই সভায় একাকী সমস্ত রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া কাশিরাজ কন্যাগণকে বল পূর্ব্বক হরণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে লইয়া হস্তিনাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩১—৩২ ॥ ভীষ্মদেব (স্বয়ং বিবাহ করিবেন না এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য) সেই চারুলোচনা কন্যাগণকে হরণ করিয়া আনিবার সময় তাহাদিগকে মাতৃ, ভগিনী বা কন্যার ন্যায় বিবেচনা করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥ অনন্তর, (কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবির্য্যের বিবাহ জন্য) সত্যবতীকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া, শীঘ্র দৈবতত্ত্বাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া বিবাহের শুভ দিন জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৪ ॥ পরে দিন স্থির হইলে, ভীষ্ম বিবাহোপযোগী সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক যেমন, কাশীরাজের সেই তিনটী কন্যার সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধার্ম্মিকপ্রবর বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ জন্য উদ্যোগী হইলেন, অমনি সেই সময়, কন্যা তিনটীর মধ্যে জ্যেষ্ঠ কন্যাটী লজ্জাবনতমুখী হইয়া তাঁহাকে বলিল ॥ ৩৫—৩৬ ॥

গঙ্গাপুত্র! কুরুশ্রেষ্ঠ! ধর্ম্মজ্ঞ! কুলদীপক!।
ময়া স্বয়ংবরে শাল্বো বৃতোঽস্তি মনসা নৃপঃ॥ ৩৭॥
বৃতাঽহং তেন রাজ্ঞা বৈ চিত্তে প্রেমসমাকুলে।
যথাযোগ্যং কুরুষ্বাদ্য কুলস্যাস্য পরন্তপ!॥ ৩৮॥
তেনাহং বৃতপূর্ব্বাস্মি ত্বঞ্চ ধর্ম্মভৃতাং বরঃ।
বলবানসি গাঙ্গেয়! যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৩৯॥

সূত উবাচ।

এবমুক্তস্তয়া তত্র কন্যয়া কুরুনন্দনঃ।
অপৃচ্ছদ্‌ব্রাহ্মণান্ বৃদ্ধান্ মাতরং সচিবাংস্তথা॥ ৪০॥
সর্ব্বেষাং মতমাজ্ঞায় গাঙ্গেয়ো ধর্ম্মবিত্তমঃ।
গচ্ছেতি কন্যকাং প্রাহ যথারুচি বরাননে!॥ ৪১॥

গঙ্গাপুত্রেতি। কুরুষুশ্রেষ্ঠ! ইত্যনেন কুরুকুলমর্য্যাদা অবশ্যং ভবতা রক্ষিতব্যেতি সূচিতম্। স্বয়ংবরে স্বয়ংবরসময়ে ময়া শাল্বনামা নৃপো বৃতঃ। এবং সতি কথমস্মাভিস্তত্র ন দৃষ্ট ইতি চেদিত্যত্রাহ মনসেতি॥ ৩৭॥ ন তু কেবলং ময়া বৃতোঽসৌ কিন্তু তেনাপ্যহমপীতি বিজ্ঞাপয়ন্নাহ বৃতাহমিতি। কথং তেন বৃত ইতি চেত্তত্রাহ চিত্তে প্রেম্না সমাকুলে জাতে ইত্যর্থঃ। অতএব হে শক্রত্যাপন! অদ্য অধুনা উপস্থিতকার্য্যক্ষেত্রে যথাভিধেয়ং তৎ কুরুষ অনুতিষ্ঠ॥৩৮॥ ইদানীং স্বমুক্তৌ বাধাং নিরাচিকীর্ষুর্ভীষ্মস্য সর্ব্বতঃ প্রভুত্বং বেদয়ন্তী ভূয়োঽপ্যাহ তেনাহমিতি। গাঙ্গেয়! ইত্যনেন সম্বোধনেন ভীষ্মস্য দিব্যশক্তিমত্ত্বাদিকং সূচিতম্। ন তু ত্বং কেবলং বলবান্ কিন্তু ধর্ম্মপালকোঽপ্যসীত্যর্থঃ॥ ৩৯॥

এমুক্তেতি। তয়া কন্যয়া এবং পুরুষান্তরগতচিত্তত্বং বিজ্ঞাপিতঃ কুরুনন্দনো ভীষ্মঃ বৃদ্ধান্ জ্ঞানবৃদ্ধান্ দীর্ঘদর্শিন ইত্যর্থঃ ব্রাহ্মণান্ সচিবাংশ্চ অপৃচ্ছদিত্যন্বয়ঃ॥ ৪০॥ সর্ব্বেষামিতি। ধর্ম্মবিদাং শ্রেষ্ঠতমো গঙ্গানন্দনো ভীষ্মঃ তেষাং পূর্ব্বোক্তানাং মতং বুদ্ধা গচ্ছেতি

কুরুবর! আপনিই কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ বিশেষত পতিতপাবনী গঙ্গার পুত্র সুতরাং ইহলোকে আপনিই একমাত্র ধর্ম্মজ্ঞ; অতএব যাহাতে এই কুল হীন-প্রভ না হয় তাহা অবশ্যই করিবেন। মহাশয়! স্বয়ংবর সভায় আমি মনে মনে শাল্ব নৃপতিকেই বরণ করিয়াছি এবং শাল্বরাজ ও প্রীতি সহকারে মনে মনে আমাকে বরণ করিয়াছেন। অতএব হে শক্রতাপন! এক্ষণে যাহাতে এই কুলের মত কার্য্য হয় তাহা করুন॥ ৩৭—৩৮॥ গাঙ্গেয়! পূর্ব্বে আমি শাল্বরাজ কর্ত্তৃক বৃত হইয়াছি সন্দেহ নাই; আপনি কেবল বলবান্ নহেন বস্তুত ধর্ম্মজ্ঞগণেরও শ্রেষ্ঠ; অতএব আপনার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন॥ ৩৯॥

সূত কহিলেন। ঋষিগণ! কাশিরাজ-কন্যা এই সকল কথা বলিলে পর কুরুনন্দন ভীষ্ম কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, মন্ত্রিগণ ও মাতা সত্যবতীকে উপস্থিত কর্ত্তব্যতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ৪০॥ পরে, সেই ধার্ম্মিকপ্রবর ভীষ্ম সকলের মত জানিয়া কন্যাকে বলিলেন। চারুমুখি! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম, তুমি যথা ইচ্ছা সেই স্থানে

বিসর্জ্জিতাঽথ সা তেন গতা শাল্বনিকেতনম্।
উবাচ তং বরারোহা রাজানং মনসেপ্সিতম্ ॥ ৪২ ॥
বিনির্ম্মুক্তাস্মি ভীষ্মেণ ত্বন্মনস্কেতি ধর্ম্মতঃ।
আগতাঽস্মি মহারাজ! গৃহাণাদ্য করং মম ॥ ৪৩ ॥
ধর্ম্মপত্নী তবাত্যন্তং ভবামি নৃপসত্তম!।
চিন্তিতোঽসি ময়া পূর্ব্বং ত্বয়াহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

শাল্ব উবাচ।

গৃহীতা ত্বং বরারোহে! ভীষ্মেণ পশ্যতো মম।
রথে সংস্থাপিতা তেন ন গ্রহীষ্যে করং তব ॥ ৪৫ ॥
পরোচ্ছিষ্টাঞ্চ কঃ কন্যাং গৃহ্লাতি মতিমান্নরঃ।
অতোঽহং ন গ্রহীষ্যামি ত্যক্তাং ভীষ্মেণ মাতৃবৎ ॥ ৪৬ ॥
রুদতী বিলপন্তী সা ত্যক্তা তেন মহাত্মনা।
পুনর্ভীষ্মং সমাগত্য রুদতী চেদমব্রবীৎ ॥ ৪৭ ॥

কন্যকাং প্রত্যাহ ॥ ৪১ ॥ ভীষ্মেণ তক্তায়াস্তস্যা ভবিতব্যতাং সূচয়ন্নাহ। বিসর্জ্জিতাথেতি। রাজানং শাল্বং মনোগতভাবমুবাচ ॥ ৪২ ॥ বিনির্ম্মুক্তেতি। ত্বন্মনস্কাঽমিতি বিজ্ঞায় ভীষ্মেণ ধর্ম্মতঃ ধর্ম্মহেতোস্ত্যক্তা নত্বহং সতীত্বধর্ম্মাচ্চ্যুতেতি ভাবঃ। অতএব মহারাজ! ইদানীং মম করং পাণিং গৃহাণেত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ ধর্ম্মপত্নীতি। নৈবাহং তে কেবলং ভোগ্যা অপিতু ধর্ম্মপত্নী ভবামীতি ভাবঃ। যতো ময়া ত্বং পূর্ব্বমেব পতিত্বেন চিন্তিতোঽসি তথা ত্বয়া চাহমপি ভার্য্যাভাবেন চিন্তিতাস্মীতি শেষঃ ॥ ৪৪ ॥

শাল্বস্তামস্যাং অন্যপূর্ব্বাং মত্বা নিরাচিকীর্ষুরাহ গৃহীতেতি ॥ ৪৫ ॥ নিরাকরণে বিশেষ-কারণং প্রদর্শয়ন্নাহ পরোচ্ছিষ্টামিতি ॥ ৪৬ ॥ রুদতীতি। তেন মহাত্মনা শাল্বেনাপি ত্যক্তা

যাও? ॥ ৪১ ॥ অনন্তর, সেই নিতম্বিনী কাশিরাজের জ্যেষ্ঠকন্যা, ভীষ্ম কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে পর, নরপতি শাল্বনিকেতনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে চিন্তাভিলষিত সমস্ত বলিল ॥৪২॥ মহারাজ! ভীষ্মদেব, আমাকে আপনার প্রতি অনুরক্তা জানিয়া ধর্ম্মত পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে, আমি আপনার নিকট আসিয়াছি আমার পানি গ্রহণ করুন ॥ ৪৩ ॥ নৃপবর! আমি আপনার ধর্ম্মপত্নী হইব বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই আপনাকে চিন্তা করিতাম; আর বোধ হয় আপনিও আমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেন ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ৪৪ ॥

শাল্ব কাশিরাজকন্যার এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন। নিতম্বিনি! ভীষ্ম আমাকে অনাদর করিয়া আমার সমক্ষেই যখন তোমাকে গ্রহণ করিয়া রথে সংস্থাপন করিয়াছিল তখন আর আমি তোমার পাণি গ্রহণ করিতে পারিব না ॥ ৪৫ ॥ দেখ! বুদ্ধিমান্ হইয়া কোন্ ব্যক্তি পরোচ্ছিষ্ট কন্যাকে গ্রহণ করিয়া থাকে? ভীষ্ম তোমাকে মাতৃজ্ঞানে পরিত্যাগ করিলেও আমি তোমাকে গ্রহণ করিব না ॥ ৪৬ ॥ ঋষিগণ! সেই কাশিরাজকন্যা

শাল্বো মুক্তাং ত্বয়া বীর ! ন গৃহ্লাতি গৃহাণ মাম্।
ধর্ম্মজ্ঞোঽসি মহাভাগ ! মরিষ্যাম্যন্যথাহ্যহম্ ॥ ৪৮ ॥

ভীষ্ম উবাচ।

অন্যচিন্তাং কথং ত্বাং বৈ গৃহ্লামি বরবর্ণিনি ! ।
পিতরং স্বং বরারোহে ! ব্রজ শীঘ্রং নিরাকুলা ॥ ৪৯ ॥
তথোক্তা সা তু ভীষ্মেণ জগাম বনমেব হি।
তপশ্চকার বিজনে তীর্থে পরমপাবনে ॥ ৫০ ॥
দ্বে ভার্য্যে চাতিরূপাঢ্যে তস্য রাজ্ঞো ৰভূবতুঃ।
অম্বালিকা চাম্বিকা চ কাশিরাজসুতে শুভে ॥ ৫১ ॥
রাজা বিচিত্রবীর্য্যোঽসৌ তাভ্যাং সহ মহাৰলঃ।
রেমে নানাবিহারৈশ্চ গৃহে চোপবনে তথা ॥ ৫২ ॥

সতী রুদতী বিলপন্তী চ পুনর্ভীষ্মং সমাগত্য রোদনং কুর্ব্বতী সত্যব্রবীদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৭ ॥) মুক্তাত্বয়েতি। প্রথমতো হস্তেন সংস্পৃশ্য রথে স্থাপিতা পশ্চান্মুক্তামিত্যর্থঃ। ততস্তন্নিমিত্তং মম জন্ম ব্যর্থং ভবতীতি। ত্বং মাং গৃহাণেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্যচিন্তামন্যাসক্তামিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥ (এবং ভীষ্মেণোক্তা কাশিরাজকন্যা পিতৃগৃহগমনং গর্হিততরং মত্বা বনং প্রস্থিতা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৫০ ॥)

রাজ্ঞো বিচিত্রবীর্য্যস্য ॥ ৫১ ॥ (রাজেতি। অসৌ মহাৰলো রাজা বিচিত্রবীর্য্যঃ তাভ্যাং

রোদন ও বিলাপ করিলেও মহাত্মা শাল্ব তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন; এবং এইরূপে পরিত্যক্ত হইয়া পুনর্ব্বার ভীষ্মের নিকট আসিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল ॥ ৪৭ ॥ বীরবর ! আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন শাল্ব ইহা জানিতে পারিয়া ভয়ে গ্রহণ করিল না; হে মহাভাগ ! আপনিত ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব জানেন অতএব এক্ষণে আমাকে গ্রহণ করুন। আর যদি আপনি আমাকে গ্রহণ না করেন তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই জীবন ত্যাগ করিব ॥ ৪৮ ॥

কাশিরাজকন্যার এই কথা শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম কহিলেন। বরবর্ণিনি ! তোমার চিত্ত অন্য পুরুষে আসক্ত, অতএব আমি কি করিয়া তোমাকে গ্রহণ করি ? নিতম্বিনি ! এক্ষণে তুমি ব্যতিব্যস্ত হইও না শীঘ্র তোমার পিতার নিকট গমন কর ॥ ৪৯ ॥ কাশিরাজকন্যা ভীষ্ম কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া পিতৃগৃহে যাওয়া অতিশয় গর্হিত বিবেচনা করিয়া বনে প্রস্থান করিল এবং পরম পবিত্র বিজন তীর্থস্থানে যাইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫০ ॥

অনন্তর, কাশিরাজের অবশিষ্ট অম্বালিকা ও অম্বিকা নামে অতি সুন্দরী দুই কন্যা রাজা বিচিত্রবীর্য্যের দুই পত্নী হইল ॥ ৫১ ॥ সেই মহাৰল পরাক্রান্ত রাজা বিচিত্রবীর্য্যও তাহাদের সহিত গৃহ এবং উপবনাদিতে নানাপ্রকারে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥

বর্ষাণি নব রাজেন্দ্রঃ কুর্ব্বন্ ক্রীড়াং মনোরমাম্ ।
প্রাপাঽসৌ মরণং ভূপো গৃহীতো রাজযক্ষ্মণা ॥ ৫৩ ॥
মৃতে পুত্রেঽতিদুঃখার্ত্তা জাতা সত্যবতী তদা ।
কারয়ামাস পুত্রস্য প্রেতকার্য্যাণি মন্ত্রিভিঃ ॥ ৫৪ ॥
ভীষ্মমাহ তদৈকান্তে বচনঞ্চাতিদুঃখিতা ।
রাজ্যং কুরু মহাভাগ ! পিতুস্তে শন্তনোঃ সুত ! ॥ ৫৫ ॥
ভ্রাতুর্ভার্য্যাং গৃহাণ ত্বং বংশঞ্চ পরিরক্ষয় ।
যথা ন নাশমায়াতি যযাতের্ব্বংশ ইত্যুত ॥ ৫৬ ॥

ভীষ্ম উবাচ ।

প্রতিজ্ঞা মে শ্রুতা মাতঃ ! পিত্রর্থে যা ময়া কৃতা ।
নাহং রাজ্যং করিষ্যামি ন চাপি দারসংগ্রহম্ ॥ ৫৭ ॥

অম্বালিকাম্বিকাভ্যাং সহ বিবিধবিহারৈ রেমে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৫২ ॥ নিরন্তরং স্ত্রীসঙ্গফলং প্রদর্শয়ন্নাহ । বর্ষাণীতি । নব বর্ষাণি ব্যাপ্য মনোরমাং ক্রীড়াং কুর্ব্বন্ রাজযক্ষ্মণা গৃহীতঃ সন্ অসৌ মরণং প্রাপ ॥ ৫৩ ॥ মৃতে পুত্রে ইতি । তদা পুত্রে বিচিত্রবীর্য্যে মৃতে অতিদুঃখার্ত্তা জাতা । ততঃ মন্ত্রিভিঃ পুত্রস্য ঔর্দ্ধদেহিককার্য্যাণি কারয়ামাস সম্পাদয়ামাসেত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৪ ॥ অনন্তর করণীয়মাহ । ভীষ্মমিতি । প্রেতকার্য্যাণি সম্পাদ্য অতিদুঃখিতা সতী ভীষ্মমাহ হে সুত ! তে তব পিতুঃ শন্তনো রাজ্যং কুরু পালয় যদ্যপি ত্বং জ্যেষ্ঠপুত্রঃ সদাপি পূর্ব্বং রাজ্যাধিকারং বিহায় ব্রহ্মচর্য্যং গৃহীতবান্ তথাপীদানীং মদাজ্ঞয়া পুনঃ সাম্রাজ্যমঙ্গীকৃত্য যথাবিধি প্রজাঃ পালয়েতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৫৫ ॥ ভ্রাতুরিতি । অপিচ ভ্রাতুর্বিচিত্রবীর্য্যস্য ভার্য্যাং গৃহাণ স্বীকুরু স্ববংশঞ্চ পুনঃ প্রতিষ্ঠাপয়েতি ভাবঃ । অন্যথা রাজ্ঞো মহাত্মনো যযাতের্বংশো নাশং যাস্যতীতি ফলিতোঽর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

ঋষিগণ ! রাজবর বিচিত্রবীর্য্য এইরূপে নয় বর্ষ ক্রমাগত তাঁহাদের সহিত নানাবিধ মনোহর বিহার করিয়া অতিশয় স্ত্রীসম্ভোগ হেতু শীঘ্রই রাজযক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন ॥ ৫৩ ॥ সত্যবতী পুত্রমরণে অতিশয় দুঃখিতা হইলেন এবং মন্ত্রিগণের সহিত তাঁহার প্রেতকার্য্যাদি সম্পন্ন করিলেন ॥ ৫৪ ॥ অনন্তর, রাজবিনাশে রাজ্যের নানাবিধ অমঙ্গল দেখিয়া অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে ভীষ্মদেবকে একদিন নির্জ্জনে বলিলেন। পুত্র ! তুমি অতিশয় ভাগ্যবান্ ; দেখ, তোমার পিতা শান্তনুর রাজ্য বিনষ্ট প্রায় হইতেছে ; অতএব এক্ষণে তুমি সেই রাজ্য পালন কর। আর তোমার এই ভ্রাতৃপত্নীগণকে গ্রহণ করিয়া যাহাতে বংশ রক্ষা হয় তাহার উপায় কর, দেখ যেন মহাত্মা যযাতির বংশ বিনষ্ট না হয় ॥ ৫৫—৫৬ ॥

ভীষ্মদেব সত্যবতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন। মাতঃ ! আমি পূর্ব্বে পিতার নিমিত্ত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহাত আপনি শ্রবণ করিয়াছেন। (তবে কিজন্য

সূত উবাচ।

তদা চিন্তাতুরা জাতা কথং বংশো ভবেদিতি।
নালসাদ্ধি সুখং মহ্যং* সমুৎপন্নে হ্যরাজকে ॥ ৫৮ ॥
গাঙ্গেয়স্তামুবাচেদং মা চিন্তাং কুরু ভামিনি!।
পুত্রং বিচিত্রবীর্য্যস্য ক্ষেত্রজঞ্চোপপাদয় ॥ ৫৯ ॥
কুলীনং দ্বিজমাহূয় বধ্বা সহ নিযোজয়।
নাত্র দোষোঽস্তি বেদেঽপি কুলরক্ষাবিধৌ কিল ॥ ৬০ ॥
পৌত্রঞ্চৈবং সমুৎপাদ্য রাজ্যং দেহি শুচিস্মিতে!।
অহঞ্চ পালয়িষ্যামি তস্য শাসনমেব হি ॥ ৬১ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য কানীনং স্বসুতং মুনিম্।
জগাম মনসা ব্যাসং দ্বৈপায়নমকল্মষম্ ॥ ৬২ ॥

পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতবাক্যমনুস্মারয়ন্নাহ প্রতিজ্ঞেতি। মাতঃ! পুরা ভবত্যা বিবাহকালে পিত্রার্থে ময়া যা প্রতিজ্ঞা কৃতা সা ভবত্যা কিং ন শ্রুতা অপিতু শ্রুতৈব। অতোঽহং রাজ্যং বা দারসংগ্রহং ন করিষ্যামীত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৭ ॥)

নালসাদ্ধি সুখমিতি। অরাজকে সমুৎপন্নে অলসাৎ সুখং নৈবাস্তি আলস্যং নৈব কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥ ক্ষেত্রজমিতি। বিচিত্রবীর্য্যস্য ক্ষেত্রেঽন্যস্মাৎ পুরুষাজ্জাতমিত্যর্থঃ ॥৫৯—৬০॥ পৌত্রমিতি। তব পৌত্রস্তমিত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

(ভীষ্মবাক্যানন্তরং সত্যবতীকর্ত্তব্যতামাহ তচ্ছ্রুত্বেতি। কানীনং কন্যাবস্থায়াং সমুৎপন্নম্।

আমাকে এরূপ অনুরোধ করিতেছেন।) আমি এ জীবনে কখনই রাজ্য বা দার পরিগ্রহ করিব না ॥ ৫৭ ॥

সূত কহিলেন। ঋষিগণ! সত্যবতী ভীষ্মের এই কথা শ্রবণ করিয়া কিরূপে বংশ রক্ষা হইবে এই চিন্তায় অতিশয় কাতর হইলেন। কারণ, রাজ্য অরাজক হইলে তাহা হইতে আর কিছুতেই সুখের আশা করা যাইতে পারে না ॥ ৫৮ ॥ ভীষ্মদেব তাহাকে চিন্তা করিতে দেখিয়া বলিলেন। জননি! বৃথা চিন্তা করিবেন না যাহাতে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন হয় তাহার উপায় করুন ॥ ৫৯ ॥ দেখুন, একজন সর্ব্ববেদপারদর্শী জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া তাহাকে আপনার বধূর সহিত মিলিত করান। কুলরক্ষার জন্য এরূপ বিধান করিলে কোন ও দোষ হইবে না ইহা বেদে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে ॥ ৬০ ॥ জননি! আপনি এইরূপে পৌত্র উৎপন্ন করাইয়া তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করুন তাহা হইলে আমিও সেই নবরাজের শাসন প্রতিপালন করিয়া রাজ্য পালন করিতে পারিব ॥৬১॥

---

* নাসসাদ সুখং তত্র। ইতি বা পাঠঃ।

স্মৃতমাত্রস্ততো ব্যাস আজগাম স তাপসঃ ॥
কৃত্বা প্রণামং মাত্রেঽথ সংস্থিতো দীপ্তিমান্ মুনিঃ ॥ ৬৩ ॥
ভীষ্মেণ পূজিতঃ কামং সত্যবত্যা চ মানিতঃ ।
তস্থৌ তত্র মহাতেজা বিধূমোঽগ্নিরিবাপরঃ ॥ ৬৪ ॥
তমুবাচ মুনিং মাতা পুত্রমুৎপাদয়াধুনা ।
ক্ষেত্রে বিচিত্রবীর্য্যস্য সুন্দরং তব বীর্য্যজম্ ॥ ৬৫ ॥
ব্যাসঃ শ্রুত্বা বচো মাতুরাপ্তবাক্যমমন্যত ।
ওমিত্যুক্ত্বা স্থিতস্তত্র ঋতুকালমচিন্তয়ৎ ॥ ৬৬ ॥
অম্বিকা চ যদা স্নাতা নারী ঋতুমতী তদা ।
সঙ্গং প্রাপ্য মুনেঃ পুত্রমসূতান্ধং মহাবলম্ ॥ ৬৭ ॥
জন্মান্ধং চ সুতং বীক্ষ্য দুঃখিতা সত্যবত্যতি ।
দ্বিতীয়াং চ বধূমাহ পুত্রমুৎপাদয়াশু বৈ ॥ ৬৮ ॥

অকল্মষং নিষ্পাপম্। এতেন বেদব্যাসস্য নিয়োগসামর্থ্যং সূচিতম্ ॥ ৬২—৬৪ ॥ তমিতি। মাতা সত্যবতী। পুত্রং বেদব্যাসম্। ক্ষেত্রে পত্ন্যাম্। সত্যবতীবংশরক্ষার্থমেব স্বপুত্রং নিয়োজিতবান্ ইতি ভাবঃ ॥ ৬৫ ॥ ব্যাসস্তু মাতুরাদেশং অলঙ্ঘনীয়মিতি বিচিন্ত্য স্বীকৃতবান ইত্যাহ ওমিতি ॥ ৬৬ ॥) অসূতান্ধমিতি। ব্যাসতেজসা নিমীলিতনেত্রা গর্ভং দধার তস্মাৎ।

সত্যবতী ভীষ্মদেবের এই যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ বাল্যাবস্থায় সমুৎপন্ন পাপ নাশক মুনি দ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে মনে মনে স্মরণ করিলেন ॥ ৬২ ॥ অনন্তর, সেই সুধ্যবং দীপ্তিশালী তপস্বী ব্যাসদেব সত্যবতীর স্মরণ মাত্র সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং জননীকে প্রণাম করিয়া সেই স্থানেই উপবেশন করিলেন ॥ ৬৩ ॥ ভীষ্মদেব তাঁহাকে আগত দেখিয়া যথাবিধিবিধানে পূজা করিলেন এবং সত্যবতী পুত্রসদৃশ সংবর্দ্ধনা করিলেন। অনন্তর, সেই মহাতেজা ব্যাসদেব ধূমবিহীন দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪ ॥ সত্যবতী পুত্র ব্যাসদেবকে সুস্থির চিত্তে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিলেন। মুনিবর ! বংশ রক্ষার জন্য বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে (পত্নীতে) তোমার ঔরসে যাহাতে একটী সর্ব্বগুণবিভূষিত পুত্র উৎপন্ন হয় তাহা কর ॥ ৬৫ ॥ ব্যাসদেব মাতৃবাক্য শ্রবণানন্তর বেদবাক্যের ন্যায় অলঙ্ঘনীয় বিবেচনা করিয়া স্বীকার করত অম্বিকা ও অম্বালিকার ঋতুকাল অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬॥ কিছুদিন পরে অম্বিকা ঋতুমতী হইলে স্নানানন্তর মুনি বেদব্যাসের সহিত মিলিত হইয়া (সঙ্গম কালে বেদব্যাসের রূপ দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিল বলিয়া) মহাবল পরাক্রান্ত একটী অন্ধ পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৬৭ ॥ সত্যবতী অম্বিকাসুতকে জন্মান্ধ দেখিয়া (রাজ্যের অনুপযুক্ত বিবেচনায়) অতিশয় দুঃখিতা হইলেন এবং বধূ অম্বালিকাকে

ঋতুকালেঽথ সংপ্রাপ্তে ব্যাসেন সহ সঙ্গতা।
তথা চাম্বালিকা রাত্রৌ গর্ভং নারী দধার সা॥ ৬৯॥
সোঽপি পাণ্ডুঃ সুতো জাতো রাজ্যযোগ্যো ন সম্মতঃ।
পুত্রার্থং প্রেরয়ামাস বর্ষান্তে চ পুনর্ব্বধূম্॥ ৭০॥
আহুয় চ ততো ব্যাসং সংপ্রার্থ্য মুনিসত্তমম্।
প্রেষয়ামাস রাত্রৌ সা শয়নাগারমুত্তমম্॥ ৭১॥
ন গতা চ বধূস্তত্র প্রেষ্যা সংপ্রেষিতা তয়া।
তস্যাঞ্চ বিদুরো জাতো দাস্যাং ধর্ম্মাংশতঃ শুভঃ॥ ৭২॥
এবং ব্যাসেন তে পুত্রা ধৃতরাষ্ট্রাদয়স্ত্রয়ঃ।
উৎপাদিতা মহাবীরা বংশরক্ষণহেতবে॥ ৭৩॥

ইদমন্যপুরাণে॥৬৭—৬৯॥ পাণ্ডুঃ সুত ইতি। ব্যাসতেজসা উষ্মণা দগ্ধা স্যামিতি হেতোঃ স্বশরীরং চন্দনেনোপলিপ্য সঙ্গং কৃতবতী তস্মাৎ। ইদমপ্যন্যত্র স্পষ্টম্॥ ৭০—৭১॥ ন গতা চেতি। তত্তেজঃসহনশক্ত্যভাবাদিতি ভাবঃ॥ ৭২—৭৪॥

ইত্থমনেন গ্রন্থসন্দর্ভেণাস্মিন্ সংসারে মহতামপ্যেবং দশা জায়তে তস্মাৎ সংসারাদ্বিরজ্য শ্রীভগবত্যুপাসনয়া তজ্জ্ঞানেন চ সংসারং নিরস্য মুক্তো ভবেদিতি বোধিতম্॥

শ্রীমচ্ছৈবকুলোৎপন্নো রঙ্গনাথাত্মজঃ সুধীঃ।
শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসম্ভূতো নীলকণ্ঠোভিধানতঃ॥
দেবীভাগবতস্যাস্য ব্যাখ্যানরহিতস্য চ।

পুত্র উৎপাদন জন্য অনুরোধ করিলেন॥ ৬৮॥ অনন্তর, ঋতুকাল উপস্থিত হইলে অম্বালিকা রাত্রিকালে ব্যাসদেবের সহিত সঙ্গত হইয়া গর্ভবতী হইলেন॥ ৬৯॥ অম্বালিকা ও সঙ্গমকালে বেদব্যাসের রূপ দেখিয়া ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল এজন্য তাহার পুত্র পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উৎপন্ন হইল। সত্যবতী এই পুত্রটীকে ও রাজ্যের অনুপযুক্ত জানিয়া পুনর্ব্বার বর্ষশেষে পুত্র জন্য নিজবধূকে প্রেরণ করিলেন। এদিকে মুনিবর ব্যাসদেবকেও আহ্বান করিয়া যাহাতে সৎপুত্র উৎপন্ন হয় তজ্জন্য প্রার্থনা করিয়া রাত্রিতে শয়নগারে প্রেরণ করিলেন॥ ৭০—৭১॥ সত্যবতীবধূ ভয়ে নিজে না যাইয়া নিজদাসীকে অনুরোধ করিয়া প্রেরণ করিল। ঋষিগণ! এই দাসীর গর্ভে ধর্ম্মাংশে কল্যাণকর বিদুর উৎপন্ন হইল॥ ৭২॥

এইরূপে বেদব্যাস বংশরক্ষার জন্য মহাবল পরাক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি তিনটী পুত্রকে ক্রমান্বয়ে উৎপাদন করিয়াছিলেন॥ ৭৩॥ ঋষিগণ! আপনারা যখন নৈমিশারণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন তখন সমস্ত পাপহস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। এক্ষণে,

এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং তস্য বংশসমুদ্ভবম্।
ব্যাসেন রক্ষিতো বংশো ভ্রাতৃধর্ম্মবিদাঽনঘাঃ! ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণেঽষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
ব্যাসকৃত্যবর্ণনো নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

বেদাষ্টেন্দুক্ষিতিমিতৈঃ সার্দ্ধৈঃ (১১৮৪ ॥) শ্লোকৈঃ সবিস্তরম্।
দেবীভাগবতস্যাস্য প্রথমস্কন্ধ ঈরিতঃ ॥ ১ ॥

তিলকাখ্যাং মহাব্যাখ্যাং সম্যগ্ বঃ কৃতবান্ শুভাম্।
স্কন্ধস্ত প্রথমস্তস্যাঃ সমাপ্তোঽভূচ্ছুভার্থদঃ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছৈবকুলোৎপন্নরঙ্গনাথাত্মজ লক্ষ্মীগর্ভজ নীলকণ্ঠভট্টকৃতে দেবী-ভাগবতব্যাখ্যানে তিলকাভিধানে প্রথমস্কন্ধে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২০॥

ভ্রাতৃক্ষেত্রে নিয়োগধর্ম্মবিদ্ সেই বেদব্যাস যেরূপে শান্তনুবংশ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং যেরূপে তাহার বংশ প্রচলিত হইয়াছিল তাহা সমস্তই আপনাদিগকে বলিলাম ॥ ৭৪ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে
ব্যাসকৃত্যবর্ণন নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

স্কন্ধশ্চায়ং সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

আশ্চর্য্যকরমেতত্তে বচনং গর্ভহেতুকম্।
সন্দেহোঽত্র সমুৎপন্নঃ সর্ব্বেষাং নস্তপস্বিনাম্॥ ১
মাতা ব্যাসস্য মেধাবিন্! নাম্না সত্যবতীতি চ।
বিবাহিতা পুরা জ্ঞাতা রাজ্ঞা শন্তনুনা যথা॥ ২॥
তস্যাঃ পুত্রঃ কথং ব্যাসঃ সতী স্বভবনে স্থিতা।
ঈদৃশী সা কথং রাজ্ঞা পুনঃ শন্তনুনা বৃতা॥ ৩॥
তস্যাং পুত্রাবুভৌ জাতৌ তত্ত্বং কথয় সুব্রত!।
বিস্তরেণ মহাভাগ কথাং পরমপাবনীম্॥ ৪॥

জীবা যদংশভূতা যস্যা বেদা ভবন্তি নিঃশ্বসিতম্।
তামেতাং চিদ্রূপাং মায়াশক্তেঃ পরাশ্রয়াং বন্দে॥
অথাষ্টচত্বারিংশদ্ভিঃ শ্লোকৈর্ব্যাসস্য ধীমতঃ।
জন্মোচ্যতে যত্র দেব্যা মহিমাঽতীব ভাসতে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে পরাশরসুতস্য ব্যাসস্য মাতা শন্তনোঃ পত্নীতি বিরুদ্ধং শ্রুত্বাশ্চর্য্যবন্ত ঋষয়ঃ পৃচ্ছন্তি আশ্চর্য্যকরমেতত্ত ইতি। গর্ভহেতুকমিতি অস্পষ্টকারণমিত্যর্থঃ॥ ১॥ তমেব সন্দেহমাহ মাতা ব্যাসস্যেতি॥ ২॥ সতী স্বভবনে স্থিতেতি পরাশরপত্নী পতিব্রতা কথং শন্তনুনা রাজ্ঞা বিবাহিতেতি বিরুদ্ধং ভাতীত্যর্থঃ॥ ৩॥ (তস্যামিতি। ন তু সা কেবলং

ঋষিগণ কহিলেন। হে সূত! তুমি পূর্ব্বে কারণটী অস্পষ্ট রাখিয়া যে কথা বলিলে ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যকর বলিয়া বোধ হইতেছে; এজন্য এ বিষয়ে আমাদের সমস্ত তাপসবৃন্দেরই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে॥ ১॥ হে মেধাবিন্! সত্যবতী নামে বিশ্রুতা বেদব্যাসজননী শান্তনুরাজা কর্ত্তৃক যে রূপে বিবাহিতা হইয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত আছি। কিন্তু, বেদব্যাস কিরূপে সেই সত্যবতীর পুত্র হইলেন? আর যদি তাহাই হয়, তবে, স্বভবনে

উৎপত্তিং বেদব্যাসস্য সত্যবত্যাস্তথা পুনঃ।
শ্রোতুকামাঃ পুনঃ সর্ব্বে ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৫ ॥

সূত উবাচ।

প্রণম্য পরমাং শক্তিং চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনীম্।
আদিশক্তিং বদিষ্যামি কথাং পৌরাণিকীং শুভাম্ ॥ ৬ ॥
যস্যোচ্চারণমাত্রেণ সিদ্ধির্ভবতি শাশ্বতী।
ব্যাজেনাপি হি বীজস্য বাগ্‌ভবস্য বিশেষতঃ ॥ ৭ ॥
সম্যক্ সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বৈঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে।
স্মর্ত্তব্যা সর্ব্বথা দেবী বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়িনী ॥ ৮ ॥

রাজ্ঞা শন্তনুনা বৃতা কিন্তু তদৌরসাত্তস্যাং ব্যাসমাতরি সত্যবত্যাং দ্বৌ পুত্রাবপি জাতৌ তৎ তস্মাৎ হে সুব্রত! ত্বং এতাং পরমপাবনীং কথাং কথয়েত্যন্বয়ঃ ॥ ৪ ॥ কিং তত্ত্বমাশ্রিত্য বর্ণয়িষ্যামীতি চেত্তত্রাহ উৎপত্তিমিতি। বেদব্যাসস্য তথা সত্যবত্যা উৎপত্তিং বয়ং সর্ব্বে ঋষয়ঃ শ্রোতুকামাঃ। সংশিতব্রতা ইতি বিশেষণেন ঋষীণাং শ্রবণাধিকারঃ সূচিতঃ ॥ ৫ ॥)

পরমাং শক্তিসাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণীম্। যদাহ গীতাসু অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং বিদ্ধি মে প্রকৃতিং পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগদিতি সৈবাদিশক্তিঃ ॥ ৬ ॥ যস্যোচ্চারেতি। যস্য বাগ্‌ভবস্য বীজস্য ব্যাজেন কপটেনাপ্যুচ্চারণেন সিদ্ধির্মোক্ষো জ্ঞানং বা ভবতি তেন বাগ্‌ভববীজেন স্মর্ত্তব্যা যা ভগবতী বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়িনী দেবী তাং প্রণম্যেত্যন্বয়ঃ ॥ ৭ ॥ (নন্বু এতদ্ বাগ্‌ভবং বীজং কিং কেবলং সাধূনামেবোচ্চারণাধিকারোঽস্ত্যাহোস্বিৎ যেষাং কেষাঞ্চিদিতি শঙ্কায়াং পাক্ষিকতাং নিরাকৃত্য তত্র সর্ব্বেষামেবাধিকার ইতি প্রদর্শয়ন্নাহ সম্যগিতি। সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে সর্ব্বথা সর্ব্বাবস্থায়াং সর্ব্বাত্মনা একাগ্রচিত্তেন সর্ব্বৈরেব সা দেবী স্মর্ত্তব্যেতি বোধ্যম্ ॥ ৮ ॥)

স্থিতা পতিব্রতা সেই পরাশরপত্নীকে রাজা শান্তনুই বা কি করিয়া বিবাহ করিলেন এবং কিরূপেই বা তাহাতে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিল? হে সুব্রত! তুমি অতিশয় তপঃপ্রভাবে পুরাণাদি শাস্ত্রের পারদর্শন করিয়াছ সন্দেহ নাই, এক্ষণে বেদব্যাস এবং সত্যবতীর উৎপত্তিমূলক এই পরম পবিত্রকর কথা আমাদের নিকট বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা কর। অনুষ্ঠিতব্রত এই সমস্ত ঋষিগণই শ্রবণে সমুৎসুক হইয়াছেন ॥ ২—৫ ॥

ঋষিগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সূত কহিলেন। ঋষিগণ! যে বাগ্‌ভব বীজ ছলক্রমে উচ্চারিত হইলেও নিত্যসিদ্ধি উপস্থিত হয়, তাদৃশ বাগ্‌ভব বীজদ্বারা জীবসমস্ত সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য একান্ত প্রযত্ন সহকারে সর্ব্বদা স্মরণ করিলেই যিনি সর্ব্বতোভাবে অভিলষিত বস্তু প্রদান করেন, সেই ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-প্রদায়িনী সাম্যাবস্থমায়োপাধিকা ব্রহ্মরূপিণী আদ্যাশক্তিকে প্রণাম করিয়া এই মঙ্গলকর পৌরাণিক কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৬—৮ ॥

রাজোপরিচরো নাম ধার্ম্মিকঃ সত্যসঙ্গরঃ।
চেদিদেশপতিঃ শ্রীমান্ ৰভূব দ্বিজপূজকঃ ॥ ৯ ॥
তপসা তস্য তুষ্টেন বিমানং স্ফাটিকং শুভম্।
দত্তমিন্দ্রেণ তত্তস্মৈ সুন্দরং প্রিয়কাম্যয়া ॥ ১০ ॥
তেনারূঢ়স্তু সর্ব্বত্র যাতি দিব্যেন ভূপতিঃ।
ন ভূমাবুপরিস্থোঽসৌ তেনোপরিচরো বসুঃ ॥ ১১ ॥
বিখ্যাতঃ সর্ব্বলোকেষু ধর্ম্মনিত্যঃ স ভূপতিঃ।
তস্য ভার্য্যা বরারোহা গিরিকা নাম সুন্দরী ॥ ১২ ॥
পুত্রাশ্চাস্য মহাবীর্য্যাঃ পঞ্চাসন্নমিতৌজসঃ।
পৃথগ্‌দেশেষু রাজানঃ স্থাপিতাস্তেন ভূভুজা ॥ ১৩ ॥
বসোস্তু পত্নী গিরিকা কামান্ কালে ন্যবেদয়ৎ।
ঋতুকালমনুপ্রাপ্তা স্নাতা পুংসবনে শুচিঃ ॥ ১৪ ॥
তদহঃ পিতরশ্চৈনমূচুর্জ্জহি মৃগানিতি।
তচ্ছ্রুত্বা চিন্তয়ামাস ভার্য্যামৃতুমতীং তথা ॥ ১৫ ॥

কথামাহ রাজোপরিচর ইতি। বিমানেনোর্দ্ধং নিরন্তরং গমনাদুপরিচরনামকত্বম্ ॥ ৯ ॥ (তস্য দ্বিজপূজনাদিতপঃফলং সূচয়ন্নাহ তপসেতি। তস্মৈ রাজ্ঞে উপরিচরায় শুভং দেবাদিদর্শনক্ষমং স্ফাটিকং বিমানং আকাশযানং দত্তম্। কথং কেন বা দত্তমিতি জিজ্ঞাসায়ামাহ তপসা তুষ্টেন ইন্দ্রেণ দেবরাজেন তস্য প্রিয়কাম্যয়েতি ॥ ১০ ॥) তেন বিমানেন যাতীত্যন্বয়ঃ ॥ ন ভূমাবিতি। ভূমিগমনং তেন ত্যক্তমিতি ভাবঃ ॥ ১১—১৩ ॥
বসোরুপরিচরস্য পত্নী কামান্ স্বমনোরথান্ পুত্রবিষয়ান্ ॥ ১৪ ॥ তদহরিতি। যস্মিন্দিনেঽদ্য ঋতুকালোঽস্তীতি গিরিকয়া পত্ন্যোক্তং তস্মিন্নেব দিনে পিতর আহরস্মচ্ছ্রাদ্ধার্থং মৃগান্

পূর্ব্বকালে ধার্ম্মিক সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রভূতধনশালী ব্রাহ্মণ-সম্মানকারী উপরিচর নামে কোন রাজা চেদিপ্রদেশের অধীশ্বর ছিলেন ॥ ৯ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র সেই রাজা উপরিচরের তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রিয়কামনার নিমিত্ত তাঁহাকে একটী সুন্দর স্ফটিকময় ব্যোমযান প্রদান করিয়াছিলেন ॥১০॥ ভূপতি সেই দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়াই সর্ব্বত্র গমন করিতেন। তিনি কখনও ভূমিতে গমন করিতেন না সর্ব্বদা শূন্যোপরি বিচরণ করিতেন বলিয়াই সমস্ত লোকমধ্যে উপরিচর বসু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। গিরিকা নামে অতি সুন্দরী নিতম্বিনী তাঁহার এক পত্নী ছিলেন ॥ ১১—১২ ॥ ইহাঁর অতিতেজস্বী অমিত-পরাক্রমশালী পাঁচটী পুত্র ছিল। চেদিরাজ তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ দেশে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন ॥১৩॥
কোন সময় এই উপরিচর বসুর পত্নী গিরিকা ঋতুস্নাত৷ হইয়া পুংসবন জন্য তাঁহার নিকট নিজ মনোঽভিপ্রায় নিবেদন করেন ॥১৪॥ ঐ দিবসেই চেদিরাজ নিজ পিতৃগণ কর্ত্তৃক ও

পিতৃবাক্যং গুরুং মত্বা কর্ত্তব্যমিতি নিশ্চিতম্।
চচার মৃগয়াং রাজা গিরিকাং মনসা স্মরন্॥ ১৬॥
বনে স্থিতঃ স রাজর্ষিশ্চিন্তে সস্মার ভামিনীম্।
অতীবরূপসম্পন্নাং সাক্ষাচ্ছ্রিয়মিবাপরাম্॥ ১৭॥
তস্য রেতঃ প্রচস্কন্দ স্মরতস্তাঞ্চ কামিনীম্।
বটপত্রে তু তদ্রাজা স্কন্নমাত্রং সমাক্ষিপৎ॥ ১৮॥
ইদং বৃথা পরিস্কন্নং রেতো বৈ ন ভবেৎ কথম্।
ঋতুকালং চ বিজ্ঞায় মতিং চক্রে নৃপস্তদা॥ ১৯॥
অমোঘং সর্ব্বথা বীর্য্যং মম চৈতন্ন সংশয়ঃ।
প্রিয়ায়ৈ প্রেষয়াম্যেতদিতি বুদ্ধিমকল্পয়ৎ॥ ২০॥
শুক্রপ্রস্থাপনে কালং মহিষ্যাঃ প্রসমীক্ষ্য সঃ।
অভিমন্ত্র্যাথ তদ্বীর্য্যং বটপর্ণপুটে কৃতম্॥ ২১॥
পার্শ্বস্থং শ্যেনমাভাষ্য রাজোবাচ দ্বিজং প্রতি।
গৃহাণেদং মহাভাগ! গচ্ছ শীঘ্রং গৃহং মম॥ ২২॥

জহীতি॥ ১৫॥ তত্রোভয়োর্বাক্যয়োরগমনগমনপ্রয়োজকয়োর্বিরোধেঽপি পিতৃবাক্যং গমনপ্রয়োজকং গমনাভাবপ্রয়োজকস্ত্রীবাক্যতো গুরুং শ্রেষ্ঠং নিশ্চিতং মত্বা কর্ত্তব্যং তদেবেতি নিশ্চিত্যেতি শেষঃ। চচার গতবান্। গুরুমিত্যত্র বিভক্তিলোপাভাব আর্ষঃ॥ ১৬—১৭॥ সমাক্ষিপৎ স্থাপিতবান্॥ ১৮—২০॥ কালং নক্ষত্রানুরূপং যোগ্যম্॥ ২১॥ পার্শ্বস্থং পালিতং

শ্রাদ্ধ জন্য মৃগয়া গমনে আদিষ্ট হয়েন। এইরূপে উপরিচর নৃপতি তৎকালে উভয় সঙ্কটে পড়িলেন; কারণ, একপক্ষে ঋতুমতী ভার্য্যাবাক্য অপর পক্ষে পিতৃগণের আদেশ, সুতরাং ইহাতে অত্যন্ত চিন্তাতুর হইলেন॥ ১৫॥ অনেক চিন্তার পর চেদিরাজ পিতৃ বাক্যকেই গুরুতর বিবেচনায় তাহাই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া পত্নীকে মনে মনে স্মরণ করত মৃগয়ায় গমন করিলেন॥ ১৬॥ সেই রাজর্ষি বনগত হইয়াও সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় অতীব রূপবতী পত্নীকে একাগ্রচিত্তে বারংবার স্মরণ করিতে লাগিলেন॥ ১৭॥ অধিক কি, সেই কমনীয়া পত্নীকে স্মরণ করিতে করিতে সহসা তাঁহার রেতঃস্খলন হইয়া পড়িল এবং স্খলন মাত্রই উহা একটী বটপত্রপুটে স্থাপন করিলেন॥ ১৮॥ রাজা উপরিচর, ঐ স্খলিত বীর্য্য কিরূপে বৃথা না হয় ইহা এবং সেই সময় পত্নীর ঋতুকাল এই দুইটী বিষয় ভাবিয়া ইহা স্থির করিলেন যে, যখন আমার এই বীর্য্য অমোঘ তখন ইহা প্রেয়সীর নিকট প্রেরণ করি তাহা হইলেই উভয় বিষয় রক্ষা হইবে॥ ১৯—২০॥ অনন্তর, রাজা পত্রপুট-রক্ষিত সেই বীর্য্য মন্ত্রপূত করিয়া পক্ষিদ্বারা মহিষীর নিকট পাঠাইবার নিমিত্ত যথাযোগ্য কাল দেখিয়া পার্শ্বস্থ শ্যেনপক্ষীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, শ্যেন! তুমি এই পত্র-রক্ষিত বীর্য্য গ্রহণ

মৎপ্রিয়ার্থমিদং সৌম্য ! গৃহীত্বা ত্বং গৃহং নয়।
গিরিকায়ৈ প্রযচ্ছাশু তস্যাস্ত্বার্ত্তবমদ্য বৈ ॥ ২৩ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ পর্ণং শ্যেনায় নৃপসত্তমঃ।
স গৃহীত্বোৎপপাতাশু গগনং গতিবিত্তমঃ ॥ ২৪ ॥
গচ্ছন্তং গগনং শ্যেনং ধৃত্বা চঞ্চুপুটে পুটম্।
তমপশ্যদথায়ান্তং খগং শ্যেনস্তথাঽপরঃ ॥ ২৫ ॥
আমিষং স তু বিজ্ঞায় শীঘ্রমভ্যদ্রবৎ খগম্।
তুণ্ডযুদ্ধমথাকাশে তাবুভৌ সমচক্রতুঃ ॥ ২৬ ॥
যুধ্যতোরপতদ্রেতস্তচ্চাপি যমুনাম্ভসি।
খগৌ তৌ নির্গতৌ কামং পুটকে পতিতে তদা ॥ ২৭ ॥

শ্যেনমিত্যর্থঃ। অতএব তস্য ভাষাজ্ঞানাত্তং প্রত্যুবাচেতি সঙ্গচ্ছতে ॥২২॥ (মৎপ্রিয়ার্থমিতি। হে সৌম্য শ্যেন ! ত্বং মদীয়প্রিয়ার্থং ইদং সহসা স্কন্নং বীর্য্যং গৃহীত্বা গৃহং নয় তথা গিরিকায়ৈ কোলাহলগিরিকন্যায়ৈ মম প্রিয়তমায়ৈ আশু প্রযচ্ছ আশুপ্রদানে কারণমাহ যতোঽদ্যৈব তস্যা আর্ত্তবং ঋতুরক্তোপযোগি চতুর্থদিনং গর্ভাধানকাল ইতি যাবৎ ॥ ২৩ ॥

ইত্যুক্ত্বেতি। পর্ণং বীর্য্যসমেতং পত্রম্। উৎপপাত উজ্জগাম ব্যোম্নি উত্তস্থাবিত্যর্থঃ। গতিবিত্তমঃ আকাশগতিবেত্তৄণাং মধ্যে দক্ষঃ শ্যেন ইতি শেষঃ ॥ ২৪ ॥ অবশ্যভবিতব্যতাং সূচয়ন্নাহ গচ্ছন্তমিতি। পুটং পত্রপুটং অপরঃ শ্যেনঃ খগং আকাশগামিনং তমপশ্যদিত্যন্বয়ঃ ॥২৫॥ আমিষমিতি। স তু অন্যঃ শ্যেনঃ সবীর্য্যং পর্ণপুটং দৃষ্ট্বা আমিষং মাংসখণ্ডাদিকং মত্বা শীঘ্রং বেগেনাভ্যদ্রবৎ আক্রমণায়েতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥ যুধ্যতোরিতি। পত্রপুটকে যমুনাজলে পতিতে সতি তৌ খগৌ যথেষ্টং নির্গতৌ ॥ ২৭ ॥)

করিয়া শীঘ্র আমার গৃহে গমন কর ॥ ২১—২২ ॥ হে প্রিয়দর্শন ! ইহা আমার প্রিয়ার জন্য গ্রহণ করিয়া গৃহে লইয়া যাও অদ্য তাহার ঋতুকাল এজন্য শীঘ্র প্রিয়া গিরিকাকে ইহা প্রদান কর ॥ ২৩ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! নৃপপ্রবর এই কথা বলিয়া শ্যেনকে বীর্য্যসমেত পত্রপুট প্রদান করিলেন। তদনন্তর আকাশগমনপটু সেই শ্যেন তাহা গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আকাশমার্গে উড্ডীন হইল ॥ ২৪ ॥ পরে অপর একটী শ্যেনপক্ষী এই শ্যেনকে চঞ্চুপুটে পত্রপুট ধারণ পূর্ব্বক আকাশে যাইতে দেখিতে পাইল ॥২৫॥ উক্ত শ্যেনপক্ষী পত্রপুটকে আমিষ খণ্ড বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণ করিল। অনন্তর, তাহারা উভয়েই আকাশে তুণ্ডযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ২৬ ॥ তাহাদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে এমন সময় সেই পত্রসমেত রেতঃ যমুনার জলে নিপতিত হইল। এইরূপে পত্রপুট পতিত হইলে উভয় শ্যেনই যথাভিলষিত স্থানে গমন করিল ॥ ২৭ ॥

এতস্মিন্ সময়ে কাচিদদ্রিকা নাম চাপ্সরা।
ব্রাহ্মণং সমনুপ্রাপ্তা সন্ধ্যাবন্দনতৎপরম্॥ ২৮॥
কুর্ব্বন্তী জলকেলিং সা জলে মগ্না চচার সা।
জগ্রাহ চরণং নারী দ্বিজস্য বরবর্ণিনী॥ ২৯॥
প্রাণায়ামপরঃ সোঽথ দৃষ্ট্বা তাং কামচারিণীম্।
শশাপ ভব মৎসী ত্বং ধ্যানবিঘ্নকরী যতঃ॥ ৩০॥
সা শপ্তা বিপ্রমুখ্যেন বভূব যমুনাচরী।
শফরীরূপসম্পন্না হ্যদ্রিকা চ বরাপ্সরা॥ ৩১॥
শ্যেনচঞ্চুপরিভ্রষ্টং তচ্ছুক্রমথ বাসবম্।
জগ্রাহ তরসাঽভ্যেত্য সাঽদ্রিকা মৎস্যরূপিণী॥ ৩২॥
অথ কালেন কিয়তা মৎসীং তাং মৎস্যজীবনঃ।
সংপ্রাপ্তে দশমে মাসি ববন্ধ তাং মনোরমাম্॥ ৩৩॥
উদরং বিদদারাশু স তস্যা মৎস্যজীবনঃ।
যুগ্মং বিনিঃসৃতং তস্মাদুদরান্মানুষাকৃতি॥ ৩৪॥
বালঃ কুমারঃ সুভগস্তথা কন্যা শুভাননা।
দৃষ্ট্বাশ্চর্য্যমিদং সোঽথ বিস্ময়ং পরমং গতঃ॥ ৩৫॥

এতস্মিন্নেব সময়ে তয়োর্যুদ্ধসময়ে। অধোভূমৌ জাতং বৃত্তমাহ কাচিদিতি। সমনুপ্রাপ্তা যমুনাতীরে ইত্যর্থঃ॥ ২৮॥ চচার জলে ইত্যর্থাজ্জ্ঞেয়ম্॥ ২৯—৩১॥ তস্যাঃ শফরীরূপপ্রাপ্তিসময়োঽণ শ্যেনপাদপরিভ্রষ্টবীর্য্যপাতসময় এক এব জাতস্তর্তস্তদ্বীর্য্যং সা জগ্রাহেত্যাহ শ্যেনেতি॥ ৩২॥ দশমে মাসি গর্ভস্যেত্যর্থঃ॥ ৩৩—৩৫॥

ঋষিগণ! যে সময় শ্যেনদ্বয় আকাশমার্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় সেই সময় অদ্রিকা নামে কোন অপ্সরা যমুনাতীরে সন্ধ্যাবন্দনা-তৎপর কোনও ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল॥২৮॥ পরে সেই বরবর্ণিনী জলমগ্ন হইয়া জলকেলি করিতে করিতে ব্রাহ্মণের চরণ গ্রহণ করিল॥ ২৯॥ অনন্তর, সেই প্রাণায়াম-পরায়ণ দ্বিজ তাহাকে কামচারিণী দেখিয়া, যেহেতু তুমি আমার ধ্যান ভঙ্গ করিয়াছ অতএব মৎস্যরূপিণী হও, ইহা বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন॥ ৩০॥ তখন, সেই অপ্সরঃশ্রেষ্ঠা অদ্রিকা ব্রাহ্মণপ্রবর কর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইয়া শফরী রূপ ধারণ করত যমুনাচারিণী হইল॥ ৩১॥ অনন্তর, মৎস্যরূপিণী সেই অদ্রিকা উপরিচর বসুর বীর্য্য শ্যেনচঞ্চু হইতে পরিভ্রষ্ট হইবামাত্র দ্রুতবেগে আসিয়া ভক্ষণ করে॥৩২॥ তাহার কিছুকাল পরে যখন শুক্রভক্ষণজনিত গর্ভের দশম মাস উপস্থিত হয়, সেই সময় কোন মৎস্যজীবী সেই চিত্তহারিণী মৎস্যরূপিণী অদ্রিকাকে বন্ধন করে॥৩৩॥ মৎস্যজীবী যেমন অবিলম্বে

রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস পুত্রৌ দ্বৌ তু ঝষোদ্ভবৌ।
রাজাঽপি বিস্ময়াবিষ্টঃ সুতং জগ্রাহ তং শুভম্ ॥ ৩৬ ॥
স মৎস্যো নাম রাজাঽসৌ ধার্ম্মিকঃ সত্যসঙ্গরঃ।
বসুপুত্রো মহাতেজাঃ পিত্রা তুল্যপরাক্রমঃ ॥ ৩৭ ॥
কালিকা বসুনা দত্তা তরসা জালজীবিনে।
নাম্না কালীতি বিখ্যাতা তথা মৎস্যোদরীতি চ ॥ ৩৮ ॥
মৎস্যগন্ধেতি নাম্না বৈ গুণেন সমজায়ত।
বিবর্দ্ধমানা দাশস্য গৃহে সা বাসবী শুভা ॥ ৩৯ ॥

ঋষয় ঊচুঃ।

অদ্রিকা মুনিনা শপ্তা মৎসী জাতা বরাপ্সরা।
বিদারিতা চ দাশেন মৃতা চ ভক্ষিতা পুনঃ ॥ ৪০ ॥

রাজ্ঞে তদ্দেশস্থায় রাজ্ঞে উপরিচরায়। যস্য বীর্য্যমস্তি তস্মৈ রাজ্ঞে ইতি ফলিতম্। সুতং জগ্রাহেতি। স্ববীর্য্যজং পুত্রং স্বসমানাকারত্বেন জ্ঞাত্বা স্বয়ং জগ্রাহেত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥ কালিকেতি। বসুনোপরিচরেণ রাজ্ঞা কালিকা নাম্নী কন্যকা তু যেনানীতা তস্মৈ জালজীবিনে দত্তা। লব্ধনিধেরর্দ্ধভাগস্য রাজ্ঞোঽধিকারাদবশিষ্টার্দ্ধস্য যেন লব্ধস্তস্যাধিকারাৎ ॥৩৮॥ (মৎস্যগন্ধেতি। গুণেন মৎস্যগন্ধত্বেন অয়মর্থঃ আ পরাশরসঙ্গাদস্যা দেহাৎ মৎস্যস্যেবামিষগন্ধো নিরন্তরং নিঃসসার মৎস্যোদরজাতত্বাৎ। অতোঽন্বর্থতয়া তন্নাম্নৈবোদাহৃতা পরাশরসঙ্গাৎ প্রাগেবেতি ধ্যেয়ম্। দাশস্য কৈবর্ত্তস্য ॥ ৩৯ ॥

ইদানীং প্রসঙ্গত উপনীতস্যাপ্সরোবৃত্তান্তস্যাবশিষ্টং শ্রোতুকামা ঋষয়ঃ পপ্রচ্ছুঃ সূতমদ্রি-

---

সেই মৎস্যের উদর বিদীর্ণ করিল; অমনি তৎক্ষণাৎ সেই উদর হইতে দুইটী মনুষ্যাকৃতি বিনির্গত হইল ॥ ৩৪ ॥ এই দুইটী মধ্যে একটী সুকুমার বালক ও অপরটী চারুবদনা কন্যা। মৎস্যজীবী ইহা দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইল ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর সেই মৎস্যজীবী তদ্দেশাধিপতি রাজা উপরিচরের নিকট আসিয়া অপত্যদ্বয়কে মৎস্যগর্ভ-সম্ভূত বলিয়া জানাইল। রাজাও অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া সেই হিতজনক পুত্রটীকে গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৬ ॥ অতিতেজস্বী সেই বসুপুত্রও পিতৃসদৃশ পরাক্রমশালী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া মৎস্যরাজ নামে বিখ্যাত হয়েন ॥ ৩৭ ॥ উপরিচর বসু ঐ অপত্য যুগলের মধ্যে কন্যাটীকে সেই মৎস্যজীবীকে প্রদান করিলেন। এই কন্যার নাম কালী এবং সে মৎস্যোদরী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল ॥ ৩৮ ॥ ইহার গাত্রে মৎস্যগন্ধ থাকায় মৎস্যগন্ধা বলিয়া অপর আর একটী নাম ছিল। এই শুভজননী বসুকন্যা এইরূপে ধীবরগৃহে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৩৯ ॥

ঋষিগণ সূতমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন। সূত! সেই অপ্সরঃপ্রধানা অদ্রিকা পূর্ব্বে মুনিকর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইয়া মৎসী হইল, তদনন্তর ধীবরকর্ত্তৃক বিদারিতা ও ভক্ষিতা

কিং ৰভূব পুনস্তস্যা অপ্সরায়া বদস্ব তৎ।
শাপস্যান্তং কথং সূত! কথং স্বর্গমবাপ সা॥ ৪১॥

সূত উবাচ।

শপ্তা যদা সা মুনিনা বিস্মিতা সম্বভূব হ।
স্তুতিং চকার বিপ্রস্য দীনেব রুদতী তদা॥ ৪২॥
দয়াবান্ ব্রাহ্মণঃ প্রাহ তাং তদা রুদতীং স্ত্রিয়ম্।
মা শোকং কুরু কল্যাণি! শাপান্তং তে বদাম্যহম্॥ ৪৩॥
মৎক্রোধশাপযোগেন মৎস্যযোনিং গতা শুভে!।
মানুষৌ জনয়িত্বা ত্বং শাপমোক্ষমবাপ্স্যসি॥ ৪৪॥
ইত্যুক্তা তেন সা প্রাপ মৎস্যদেহং নদীজলে।
ৰালকৌ জনয়িত্বা সা মৃতা মুক্তা চ শাপতঃ॥ ৪৫॥
সন্ত্যজ্য রূপং মৎস্যস্য দিব্যরূপমবাপ্য চ।
জগামামরমার্গঞ্চ শাপান্তে বরবর্ণিনী॥ ৪৬॥

কেতি॥ ৪০॥ কিমিতি। হে সূত! তস্যা অপ্সরঃপ্রধানায়াঃ কিং ৰভূব চরমফলং কিং জাতমিত্যর্থঃ। কথং কেন প্রকারেণ তাদৃশস্য শাপস্য অন্তং জাতং কথং বা সা পুনঃ স্বর্গং প্রাপেতি পৃষ্টঃ সূতো মুনিভিঃ॥ ৪১॥

শপ্তেতি। যদা সা অদ্রিকা মুনিনা শপ্তা তদা প্রথমতো বিস্মিতা সম্বভূব ততো দীনা ইব কাতরীভূতা রোদনং কুর্ব্বতী তস্য বিপ্রস্য স্তুতিং চকার॥৪২॥ দয়াবানিতি। রুদতীং তাম্প্রতি দয়াবান্ সন্ মুনিঃ প্রাহ হে কল্যাণি! তে তব শাপস্যান্তং অহং বদামি অতঃ শোকং মা কুর্ব্বিত্যাশ্বাস্য মুনিস্তাং সান্ত্বয়ামাসেতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥ ৪৩॥ ইদানীং শাপান্তকালং নির্দ্দিশন্নাহ। মৎক্রোধেতি। হে শুভে কল্যাণি!॥ ৪৪॥ ইত্যুক্তেতি। সা তেন মুনিনেত্যুক্তা সতী নদীজলে মৎস্যদেহং প্রাপ অপ্সরোরূপং বিহায়েতি শেষঃ। ততো ৰালকৌ জনয়িত্বা দাশেন বিদারিতা মৃতা চ শাপতো মুক্তেত্যন্বয়ঃ॥ ৪৫॥ সন্ত্যজ্যেতি। শাপান্তে মৎস্যরূপং

হইল॥ ৪০॥ ভাল, তাহার পর সেই অপ্সরার কি হইল? কি করিয়াই বা শাপের অন্ত হইল? এবং কি রূপেই বা পুনর্ব্বার স্বর্গলাভ করিল॥ ৪১॥

ঋষিগণের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সূত কহিলেন। সেই অপ্সরা মুনিকর্তৃক অভিশপ্তা হইবামাত্র প্রথমত অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইল, পরে দীনের ন্যায় ক্রন্দন করত বিপ্রের স্তব করিতে লাগিল॥ ৪২॥ তখন, সেই বিপ্রবর তাহাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া বলিলেন। হে কল্যাণি! শোক করিও না আমি তোমার শাপান্ত বলিয়া দিতেছি শ্রবণ কর॥ ৪৩॥ কল্যাণি! তুমি আমার ক্রোধজাত শাপ জন্য মৎস্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরে দুইটী মনুষ্যসন্তান প্রসব করত শাপ হইতে মুক্ত হইবে॥ ৪৪॥ দ্বিজবর এইরূপ বলিলে, সেই অদ্রিকা যমুনামধ্যে মৎস্যদেহ লাভ করিল। পরে ঐ দুই বালক প্রসব

এবং জাতা বরা পুত্রী মৎস্যগন্ধা বরাননা ।
পুত্রী চ পাল্যমানা সা দাশগেহে ব্যবর্দ্ধত ॥ ৪৭ ॥
মৎস্যগন্ধা তদা জাতা কিশোরী চাতিসুপ্রভা ।
তস্য কার্য্যাণি কুর্ব্বাণা বাসবী চাতিসুপ্রভা ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে মৎস্যগন্ধোৎপত্তির্নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

সন্ত্যজ্য দিব্যং পূর্ব্বরূপং প্রাপ্য সা বরবর্ণিনী অমরমার্গং আকাশপথমাশ্রিতা ব্যোমপথেন দেবলোকং জগামেতি ভাবঃ ॥৪৬॥ ইতি সত্যবত্যা মৎস্যগন্ধেত্যন্বর্থনাম্না সহোৎপত্তিকথামুপসংহৃত্য দাশেন পাল্যমানায়াঃ তস্যাঃ ক্রমেণ কৈশোরাদিকং বর্ণয়ন্নধ্যায়ং সমাপয়ৎ ॥৪৭—৪৮॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

করিয়া মৃত এবং শাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৪৫ ॥ সেই বরবর্ণিনী অদ্রিকা শাপান্তে মৎস্যরূপ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যরূপ ধারণ করত দেবমার্গে গমন করে ॥ ৪৬ ॥ ঋষিগণ ! এইরূপে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বরাননা কন্যা মৎস্যগন্ধা জন্ম পরিগ্রহ করেন এবং সেই ধীবরগৃহে প্রতিপালিতা ও পরিবর্দ্ধিতা হয়েন ॥ ৪৭ ॥ এইরূপে অতিসুন্দরী সেই বসুকন্যা মৎস্যগন্ধা কিশোর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ধীবরের কার্য্য সকল করত সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে
মৎস্যগন্ধোৎপত্তিনামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

একদা তীর্থযাত্রায়াং ব্রজন্ পারাশরো মুনিঃ।
আজগাম মহাতেজাঃ কালিন্দ্যাস্তটমুত্তমম্ ॥ ১ ॥
নিষাদমাহ ধর্ম্মাত্মা কুর্ব্বন্তং ভোজনং তদা।
প্রাপয়স্ব পরং পারং কালিন্দ্যা উড়ুপেন মাম্ ॥ ২ ॥
দাশঃ শ্রুত্বা মুনের্ব্বাক্যং কুর্ব্বাণো ভোজনং তটে।
উবাচ তাং সুতাং বালাং মৎস্যগন্ধাং মনোরমাম্ ॥ ৩ ॥
উড়ুপেন মুনিং বালে! পরং পারং নয়স্ব হ।
গন্তুকামোঽস্তি ধর্ম্মাত্মা তাপসোঽয়ং শুচিস্মিতে! ॥ ৪
ইত্যুক্তা সা তদা পিত্রা মৎস্যগন্ধাঽথ বাসবী।
উড়ুপে মুনিমাসীনং সংবাহয়তি ভামিনী ॥ ৫ ॥
ব্রজন্ সূর্য্যসুতাতোয়ে ভাবিত্বাদ্দৈবযোগতঃ।
কামার্ত্তস্তু মুনির্জাতো দৃষ্ট্বা তাং চারুলোচনাম্ ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈকপঞ্চাশচ্ছ্লোকৈরথ পরাশরাৎ।
দাশকন্যোদরে জন্ম বেদব্যাসস্য কথ্যতে ॥

এবং ব্যাসমাতুর্জন্মোক্ত্বা পরাশরপ্রসঙ্গমাহ একদেতি ॥১—২॥ দাশো নিষাদঃ। মৎস্যগন্ধামিতি। উপমানাচ্চেতীত্বাভাবশ্ছান্দসঃ ॥৩—৪॥ বাসবী বসুরাজস্য স্ত্র্যপত্যং বাসবী ॥ ৫—৬ ॥

সূত কহিলেন, একদা অতিতেজস্বী পরাশর মুনি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে যমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥ ধর্ম্মাত্মা মুনিবর তৎকালে ভোজনে নিরত ধীবরের নিকট যাইয়া বলিলেন। ধীবর! তোমার নৌকাদ্বারা আমাকে যমুনার পরপারে লইয়া যাও ॥ ২ ॥ যমুনাতীরে ভোজনাসক্ত ধীবর মুনিবাক্য শ্রবণে সেই মনোরমা বালিকা মৎস্যগন্ধা কন্যাকে বলিল ॥ ৩ ॥ হে শুচিস্মিতে পুত্রি! এই ধর্ম্মাত্মা মুনিবর পরপারে যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব তুমি ইহাঁকে নৌকা করিয়া পরপারে লইয়া যাও ॥ ৪ ॥ অনন্তর, সেই বসুকন্যা মৎস্যগন্ধা পালকপিতা ধীবরের আদেশ পাইয়া নৌকারূঢ় মুনি পরাশরকে লইয়া যাইতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫ ॥ অনন্তর, যমুনামধ্যে যাইতে যাইতে পরাশর মুনি সেই চারুলোচনা মৎস্যগন্ধাকে দেখিয়া

গ্রহীতুকামঃ স মুনির্দৃষ্ট্বা ব্যঞ্জিতযৌবনাম্।
দক্ষিণেন করেণৈনামস্পৃশদ্দক্ষিণে করে ॥ ৭ ॥
তমুবাচাসিতাপাঙ্গী স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ।
কুলস্য সদৃশং বঃ কিং শ্রুতস্য তপসশ্চ কিম্ ॥ ৮ ॥
ত্বং বৈ বশিষ্ঠদায়াদঃ কুলশীলসমন্বিতঃ।
কিঞ্চিকীর্ষসি ধর্ম্মজ্ঞ ! মন্মথেন প্রপীড়িতঃ ॥ ৯ ॥
দুর্লভং মানুষং জন্ম ভুবি ব্রাহ্মণসত্তম !।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে ব্রাহ্মণত্বং বিশেষতঃ ॥ ১০ ॥

কুলেন শীলেন তথা শ্রুতেন
দ্বিজোত্তমস্ত্বং কিল ধর্ম্মবিচ্চ।
অনার্য্যভাবং কথমাগতোঽসি
বিপ্রেন্দ্র ! মাং বীক্ষ্য চ মীনগন্ধাম্ ॥ ১১ ॥

গ্রহীতুকামো ভোক্তুকামঃ ॥ ৭ ॥ স্মিতপূর্ব্বমিতি। অনেন সাপ্যন্তঃকামাতুরাসীদিতি বোধিতম্। স্ত্রীজাতিত্বাত্তু শৃঙ্গারবর্দ্ধনার্থমুপহাসং করোতি কুলস্য সদৃশমিতি। বঃ ঋষীণাং কুলস্য শ্রুতস্যাধীতস্য তপসশ্চ কিমিদং সদৃশং ভবতি যোগ্যং ভবতি যুষ্মাকং কিং নীচপরস্ত্রীগমনাদিকং ধর্ম্মোঽস্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮ ॥ (তস্য মহৎকুলজাতত্বমুখাপ্যোপহাসচ্ছলেন গৌরবং বর্দ্ধয়ন্তীবাহ ত্বং বৈ বশিষ্ঠেতি ॥ ৯ ॥ ইহ খলু ব্রাহ্মণত্বস্যাতীব সুদুর্ল্লভত্বং প্রদর্শয়িতুকামাহ দুর্লভমিতি ॥ ১০ ॥ কুলেনেতি। হে দ্বিজ ! নিজবংশেন বিনয়েন বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞানেন। ত্বং দ্বিজেষ্বপি শ্রেষ্ঠতাং প্রাপ্তঃ স্বয়মপি ধর্ম্মজ্ঞোঽসি তথাপি মীনগন্ধাং মৎস্যবৎ আমিষগন্ধাং মাং বীক্ষ্য কথমনার্য্যভাবমাগতোঽসীত্যন্বয়ঃ ॥ ১১ ॥ চিত্তবৈকুল্যে-

---

দৈব ঘটনাবশতই কামার্ত্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৬ ॥ মুনিবর তাহার যৌবনের অঙ্কুর দর্শনে উপভোগে অভিলাষী হইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিলেন ॥ ৭ ॥ পরে, সেই অসিতাপাঙ্গী মৎস্যগন্ধা পরাশরকে বলিলেন, ঋষিবর ! (আপনি যে কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন) ইহা কি আপনার কুলের অথবা অধীত বেদাদির কিংবা তপস্যার উপযুক্ত কার্য্য হইতেছে ? ॥ ৮ ॥ আপনি কুলশীলসমন্বিত বিশেষত বশিষ্ঠকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন ; অতএব, হে ধর্ম্মজ্ঞ ! এক্ষণে কামার্ত্ত হইয়া একি কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ? ॥ ৯ ॥ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! আমি বিবেচনা করি এই জগতে প্রথমত মানব জন্মই দুর্লভ, আবার সেই মানবমধ্যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা অতিশয় সুদুর্লভ ॥ ১০ ॥ দ্বিজোত্তম ! আপনি কুলীন, সচ্চরিত্র, বেদবেদান্তাদি-বিশারদ এবং ধর্ম্মতত্ত্ববেত্তা ; অতএব হে বিপ্রবর !
কি জন্য আমার এই শরীরকে মৎস্যগন্ধে পরিপূর্ণ অবলোকন করিয়াও এরূপ অনার্য্যভাব

মদীয়ে শরীরে দ্বিজামোঘবুদ্ধে!
শুভং কিং সমালোক্য পাণিং গ্রহীতুম্।
সমীপং সমায়াসি কামাতুরস্ত্বং
কথং নাভিজানাসি ধর্ম্মং স্বকীয়ম্ ॥ ১২ ॥
অহো মন্দবুদ্ধির্দ্বিজোঽয়ং গ্রহীষ্যন্
জলে মগ্ন এবাদ্য মাং বৈ গৃহীত্বা।
মনো ব্যাকুলং পঞ্চবাণাতিবিদ্ধং
ন কোঽপীহ শক্তঃ প্রতীপং হি কর্ত্তুম্ ॥ ১৩ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য সা বালা তমুবাচ মহামুনিম্।
ধৈর্য্যং কুরু মহাভাগ! পরং পারং নয়ামি বৈ ॥ ১৪ ॥

সূত উবাচ।

পরাশরস্তু তচ্ছ্রুত্বা বচনং হিতপূর্ব্বকম্।
করং ত্যক্ত্বা স্থিতস্তত্র সিন্ধোঃ পারং গতঃ পুনঃ ॥ ১৫ ॥

কারণং জিজ্ঞাসুঃ পৃচ্ছতি মদীয়ে শরীরে ইতি ॥১২॥) ইত্থং মন্দহাসপূর্ব্বকনিষেধেনাতিকামাতুরং বীক্ষ্য মনসি বিচারয়ামাসেত্যাহ অহো ইতি। অয়ং দ্বিজো মাং গ্রহীষ্যন্ মন্দবুদ্ধিস্তব্ধবুদ্ধির্জাতঃ প্রথমং কামেন তদুত্তরং মাং হস্তে ইতি শেষঃ। হস্তে গৃহীত্বা জলে শৃঙ্গাররসে মগ্ন এবাস্য মনো যতঃ পঞ্চবাণেন কামেনাতিবিদ্ধং ততো ব্যাকুলং জাতমস্মিন্ সময়ে। অস্য প্রতীপং বিরুদ্ধং কর্ত্তুং ন কোঽপি সমর্থঃ শাপভয়াদিতি বিচারয়ামাস। (জলে যমুনাজলে ইতি বা। বলাৎ গ্রহণেন অসংযতায়াং নৌকায়াং জলমগ্নসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥) বিচার্য্য কিং কৃতবতী তদাহ ইতি সঞ্চিন্ত্যেতি। পরম্পারং নয়ামীতি। তত্র গত্বা যদিচ্ছসি তৎকুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

প্রাপ্ত হইতেছেন ॥১১॥ হে দ্বিজ! আপনার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার শরীরে এমন কি শুভচিহ্ন দেখিয়াছেন, যাহাতে পাণিগ্রহণ করিবার জন্য নিকটে আসিতেছেন। আপনি কি এক্ষণে এত কামাতুর হইয়াছেন যে আপনার নিজধর্ম্ম স্মরণ করিতেছেন না? ॥ ১২ ॥ (এই কথা বলিয়া মৎস্যগন্ধা মুনির ভাবগতিক দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন।) কি আশ্চর্য্যের বিষয়! এই ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই আমাকে গ্রহণ করিবার লালসায় বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়াছে; অদ্য আমাকে উপভোগ করিতে গিয়া ইনি নিশ্চয়ই নৌকাসমেত যমুনাজলে নিমগ্ন হইবেন; কেননা, ইহার চিত্ত কামবাণে বিদ্ধ হইয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। বোধ হয় এক্ষণে ইহার প্রতীকূল আচরণে কেহই সমর্থ হইবে না ॥ ১৩ ॥ মৎস্যগন্ধা এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই মহামুনি পরাশরকে বলিলেন, মহাভাগ! ধৈর্য্য অবলম্বন করুন অগ্রে পরপারে লইয়া যাই (পরে যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন) ॥ ১৪ ॥

মৎস্যগন্ধাং প্রজগ্রাহ মুনিঃ কামাতুরস্তদা।
বেপমানা তু সা কন্যা তমুবাচ পুরঃস্থিতম্॥ ১৬॥
দুর্গন্ধাঽহং মুনিশ্রেষ্ঠ! কথং ত্বং নোপশঙ্কসে।
সমানরূপয়োঃ কামসংযোগস্তু সুখাবহঃ॥ ১৭॥
ইত্যুক্তেন তু সা কন্যা ক্ষণমাত্রেণ ভামিনী।
কৃতা যোজনগন্ধা তু সুরূপা চ বরাননা॥ ১৮॥
মৃগনাভিসুগন্ধাং তাং কৃত্বা কান্তাং মনোহরাম্।
জগ্রাহ দক্ষিণে পাণৌ মুনির্ম্মন্মথপীড়িতঃ॥ ১৯॥
গ্রহীতুকামং তং প্রাহ নাম্না সত্যবতী শুভা।
মুনে! পশ্যতি লোকোঽয়ং পিতা চৈব তটস্থিতঃ॥ ২০॥
পশুধর্ম্মো ন মে প্রীতিং জনয়ত্যতিদারুণঃ।
প্রতীক্ষস্ব মুনিশ্রেষ্ঠ! যাবদ্ভবতি যামিনী॥ ২১॥

সিন্ধোর্নদ্যাঃ॥ ১৫॥ বেপমানেতি। কামাতুরোঽপি মুনির্মম দৌর্গন্ধ্যমনুভূয় মধ্যে এব মাং ত্যক্ষ্যতীতি ভীতা বেপমানা স্বদোষং স্বমুখেন বর্ণয়তি। তস্য মুনেঃ প্রিয়ত্বেন স্বীকারার্থম্। স্ত্রীণাং স্বভাব এবায়ম্॥ ১৬॥ কিমুবাচ তদাহ দুর্গন্ধাঽহমিতি॥ ১৭—১৮॥ মৃগনাভিশব্দেন কস্তূরী॥ ১৯—২০॥ পশুধর্ম্মো মৈথুনধর্ম্মঃ। ইদং বাক্যং মুনেঃ কামো-

ঋষিগণ! পরাশর সেই হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া হস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই তরণীমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু, পরপারে উপনীত হইয়াই অতিশয় কামাতুর ভাবে মৎস্যগন্ধাকে পুনরায় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর, মৎস্যগন্ধা কাঁপিতে কাঁপিতে সম্মুখস্থিত সেই মুনিবরকে বলিলেন॥ ১৫—১৬॥ মুনিপ্রবর! আমার শরীর অতিশয় দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ ইহা কি আপনি জানিতে পারিতেছেন না? দেখুন, কাম-সংমিলন সমান রূপেতেই অতিশয় সুখকর হইয়া থাকে॥ ১৭॥

মৎস্যগন্ধা কষ্টভাবে এইরূপ বলিলে পর, মুনিবর ক্ষণমাত্রেই তাঁহাকে চারুবদনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এবং যোজনগন্ধা করিলেন॥ ১৮॥ পরাশর সেই সুকুমারী মৎস্যগন্ধাকে মৃগনাভিবৎ সুগন্ধযুক্তা এবং মনোহারিণী করিয়া কামার্ত্তভাবে দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিলেন॥ ১৯॥ তখন, সেই কল্যাণী সত্যবতী মুনিকে উপভোগাভিলাষী দেখিয়া বলিলেন, মুনে! এক্ষণে দিবাভাগ, অতএব সমস্ত লোক বিশেষত তটস্থিত পিতা দেখিতে পাইবেন; ইহা পশুবৎ অতি জঘন্য কর্ম্ম ইহাতে আমার প্রীতি হইবে না। অতএব, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যতক্ষণ রাত্রি না হয় ততক্ষণ প্রতীক্ষা করুন॥ ২০—২১॥ দেখুন, মনুষ্যের স্ত্রীসঙ্গ রাত্রিতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে

রাত্রৌ ব্যবায় উদ্দিষ্টো দিবা ন মনুজস্য হি।
দিবা সঙ্গে মহান্ দোষঃ পশ্যন্তি কিল মানবাঃ।
কামং যচ্ছ মহাবুদ্ধে! লোকনিন্দা দুরাসদা ॥ ২২ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যা যুক্তমুক্তমুদারধীঃ।
নীহারং কল্পয়ামাস শীঘ্রং পুণ্যবলেন বৈ ॥ ২৩ ॥
নীহারে চ সমুৎপন্নে তটেঽতিতমসা যুতে।
কামিনী তং মুনিং প্রাহ মৃদুপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ২৪ ॥
কন্যাঽহং দ্বিজশার্দ্দূল! ভুক্ত্বা গন্তাঽসি কামতঃ।
অমোঘবীর্য্যস্ত্বং ব্রহ্মন্! কা গতির্মে ভবেদিতি ॥ ২৫ ॥
পিতরং কিং ব্রবীম্যদ্য সগর্ভা চেদ্ভবাম্যহম্।
ত্বং গমিষ্যসি ভুক্ত্বা মাং কিং করোমি বদস্ব তৎ ॥ ২৬ ॥

দ্দীপনার্থম্। কিঞ্চাধুনা কালোঽপি নাস্তীত্যাহ প্রতীক্ষস্বেতি ॥ ২১ ॥ মহান্ দোষ ইতি। প্রাণং বা এতে প্রস্কন্দন্তি যে দিবারত্যা সংযুজ্যন্ত ইতি প্রশ্নোপনিষচ্ছ্রুতের্দিবাসঙ্গে মহান্ দোষঃ। কিঞ্চ মানবা অপি পশ্যন্তীতি লোকনিন্দা চাস্তীতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

নীহারং ভাষায়াং ধুঁয়ার ইতি প্রসিদ্ধম্। শ্রুত্যুক্তদোষস্তু তপোবলেন শময়িষ্যামীতি মুনেরভিপ্রায়ঃ ॥ ২৩ ॥ (কামিনীতি। কামিনী স্বীয়রূপভাবভঙ্গ্যাদিভিঃ পুরুষমোহকারিণীত্যর্থঃ। মৃদুপূর্ব্বং মদৃবাক্যমাশ্রিত্য বিনয়গর্ভাব্যক্তস্বরেণেতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥ অমোঘেতি অমোঘবীর্য্যঃ অব্যর্থরেতাঃ ॥ ২৫—২৬ ॥

দিবাতে নয়। বরং দিবাসঙ্গমে গুরুতর দোষ এবং মনুষ্য সকলে দেখিলে নিন্দা হইবার সম্ভাবনা। হে মহামতে! লোকনিন্দা অতিশয় গুরুতর, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এই অভিলাষ পূরণ করুন ॥ ২২ ॥

ঋষিগণ! তখন সেই উদারমতি পরাশর সত্যবতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ইহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেন; এবং তৎক্ষণাৎ তপঃপ্রভাবে চতুর্দ্দিক্ কুজ্ঝটিকাময় করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৩ ॥ সেই কুজ্ঝটিকা সমুৎপন্ন হইলে পর যমুনাকূল অতিশয় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। অনন্তর, সেই কমনীয়া মৎস্যগন্ধা পরাশরকে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন ॥ ২৪ ॥ হে দ্বিজবর! আমি এক্ষণে কন্যা, আপনি আমাকে উপভোগ করিয়াই যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইবেন। কিন্তু, আপনার বীর্য্য অমোঘ (নিশ্চয়ই আমাকে গর্ভবতী হইতে হইবে।) অতএব হে ব্রহ্মন্! তাহার পর আমার কি গতি হইবে? ॥ ২৫ ॥ দ্বিজবর! যদি আজ আমি গর্ভবতী হই তাহা হইলে পিতাকে কি বলিব। ফলকথা এই আপনি আমাকে উপভোগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, পরে আমি কি করিব তাহার উপায় বলুন? ॥ ২৬ ॥

পরাশর উবাচ।

কান্তেঽদ্য মৎপ্রিয়ং কৃত্বা কন্যৈব ত্বং ভবিষ্যসি।
বৃণীষ্ব চ বরং ভীরু ! যস্ত্বমিচ্ছসি ভামিনি ! ॥ ২৭ ॥

সত্যবত্যুবাচ।

যথা মে পিতরৌ লোকে ন জানীতো হি মানদ ! ।
কন্যাব্রতং ন মে হন্যাত্তথা কুরু দ্বিজোত্তম ! ॥ ২৮ ॥
পুত্রশ্চ ত্বৎসমঃ কামং ভবেদদ্ভুতবীর্য্যবান্।
গন্ধোঽয়ং সর্ব্বদা মে স্যাদ্‌যৌবনঞ্চ নবং নবম্ ॥ ২৯ ॥

পরাশর উবাচ।

শৃণু সুন্দরি ! পুত্রস্তে বিষ্ণ্বংশসম্ভবঃ শুচিঃ।
ভবিষ্যতি চ বিখ্যাতস্ত্রৈলোক্যে বরবর্ণিনি ! ॥ ৩০ ॥
কেনচিৎ কারণেনাহং জাতঃ কামাতুরস্ত্বয়ি।
কদাপি চ ন সংমোহো ভূতপূর্ব্বো বরাননে ! ॥ ৩১ ॥

কান্তেতি। হে কান্তে ! কমনীয়ে ! ত্বং ময়া ভুক্তাপি পুনঃ কন্যাভাবমবাপ্স্যসীতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ২৭ ॥ যথেতি। হে মানদ ! যথা মে মম মাতা পিতা চ ন জানীতঃ জ্ঞাতুং ন শক্নুতস্তথা লোকে লোকমধ্যে অন্যেঽপি ন জানন্তি তথা কুর্ব্বিত্যন্বয়ঃ কন্যাব্রতং কন্যাধর্ম্মঃ অক্ষতযোনিত্বমিতি যাবৎ ॥ ২৮ ॥ ইদানীং মুনিসঙ্গতো গর্ভনিশ্চয়ে পিতৃসমগুণবীর্য্যাদিসম্পন্নং পুত্রমপি কাময়মানাহ পুত্রশ্চেতি ॥ ২৯ ॥

জনিষ্যমাণপুত্রস্য মহিমানং সূচয়ন্নাহ শৃণ্বিতি। হে সুন্দরি ! তে তব পুত্রঃ বিষ্ণোরংশাৎ সম্ভবিষ্যতি অতঃ শুচিঃ নিত্যপবিত্রাত্মা ত্রিলোকমধ্যে বেদাদিবিভাগাৎ বিখ্যাতঃ বিশ্রুতশ্চ

পরাশর দাশকন্যার এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, কান্তে ! অদ্য আমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিয়া পুনর্ব্বার তুমি কন্যাই হইবে। হে ভামিনি ! ইহাতেও যদি তোমার ভয় হয় তবে তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর ? ॥ ২৭ ॥

সত্যবতী কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! আপনি ত কখনও কাহার অপমান করেন না বরং মান প্রদানই করিয়া থাকেন ; অতএব, যাহাতে আমার পিতা মাতা বা অপর কেহ এবিষয়ের কিছুই না জানিতে পারেন এবং যাহাতে আমার কন্যাব্রত নষ্ট না হয় তাহাই করুন ॥ ২৮ ॥ দ্বিজবর ! আপনা হইতে সমুৎপন্ন পুত্র যেন আপনার সমান গুণসম্পন্ন এবং অদ্ভুত তেজস্বী হয়, ভবৎপ্রদত্ত এই সুগন্ধ যেন সর্ব্বদা আমার অঙ্গে থাকে এবং আমার যৌবন যেন সর্ব্বদা নব নব রূপে বিরাজ করে ॥ ২৯ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া পরাশর বলিলেন, সুন্দরি ! শ্রবণ কর ? তোমার পুত্র বিষ্ণুর অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া এই ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইবে ॥ ৩০ ॥ হে বরাননে ! তুমি নিশ্চয়

দৃষ্ট্বা চাপ্সরসাং রূপং সদাঽহং ধৈর্য্যমাবহম্।
দৈবযোগেন বীক্ষ্য ত্বাং কামস্য বশগোঽভবম্ ॥ ৩২ ॥
তৎ কিঞ্চিৎ কারণং বিদ্ধি দৈবং হি দুরতিক্রমম্।
দৃষ্ট্বাঽহং চাতিদুর্গন্ধাং কথং মোহমবাপ্নুয়াম্ ॥ ৩৩ ॥
পুরাণকর্ত্তা পুত্ত্রস্তে ভবিষ্যতি বরাননে!।
বেদবিভাগকর্ত্তা চ খ্যাতশ্চ ভুবনত্রয়ে ॥ ৩৪ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তাং বশং যাতাং ভুক্ত্বা স মুনিসত্তমঃ।
জগাম তরসা স্নাত্বা কালিন্দীসলিলে মুনিঃ ॥ ৩৫ ॥
সাঽপি সত্যবতী জাতা সদ্যো গর্ভবতী সতী।
সুষুবে যমুনাদ্বীপে পুত্ত্রং কামমিবাপরম্ ॥ ৩৬ ॥

ভবিষ্যতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৩০ ॥ ইদানীং স্বমোহে কারণং নির্দ্দিশন্নাহ কেনচিদিতি ॥ ৩১ ॥ পুরা অহং অপ্সরসাং স্বর্বেশ্যানাং রূপং দৃষ্ট্বাপি সর্ব্বদা ধৈর্য্যং আবহং কিমু তত্র মানুষীরূপাং ত্বাং দৃষ্ট্বেতি কৈমুতিকন্যায়েনাত্মজিতেন্দ্রিয়তাং সমর্থয়তীতি ভাবঃ ॥৩২॥ ইদানীং নিজকামাসক্তৌ দৈব-কারণত্বং সূচয়ন্নাহ। তৎ কিঞ্চিদিতি। হি যস্মাৎ দৈবং দুরতিক্রমং ইহ জগত্যাং কেনাপি কথমপি ন দৈবমতিক্রমিতুং শক্যতে অতো মম কামার্ত্ততায়াং ন কোঽপি দোষসংস্রব ইতি বিজানীহি দৃষ্ট্বাহমিতি। অন্যথা অতিদুর্গন্ধাং ত্বাং দৃষ্ট্বা কথং অহং মোহমাপ্নুয়াম্ ॥ ৩৩ ॥ ইদানীং প্রকৃতমনুস্মারয়ন্নাহ পুত্ত্রস্তে ভবিষ্যতীতি। পুরাণকর্ত্তা পঞ্চলক্ষণসম্পন্নপুরাবৃত্তগ্রন্থ-প্রণেতা ভাগকর্ত্তা বেদবিভাগকর্ত্তা ॥ ৩৪ ॥

ইত্যুক্ত্বেতি। স মুনিঃ পরাশরঃ ইত্যুক্ত্বা তাং বশঙ্গতাং সত্যবতীং ভুক্ত্বা উপভোগং কৃত্বা যমুনাসলিলে স্নানং বিধায় তরসা বেগেন অবিলম্বেনেত্যর্থঃ জগামেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ সাপীতি। সাপি সত্যবতী সদ্যস্তৎক্ষণাৎ পরাশরগমনানন্তরমেব। গর্ভবতী জাতা সতী তত্রৈব

জানিও কোনও বিশেষ কারণ বশতঃ আমি তোমাতে কামাসক্ত হইয়াছি। নতুবা ইতিপূর্ব্বে কখনই আমার এরূপ মোহ উপস্থিত হয় নাই ॥৩১॥ পূর্ব্বে আমি সর্ব্বদা কত অপ্সরাদিগের রূপ দেখিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলাম; কিন্তু, এক্ষণে তোমাকে দেখিয়া নিশ্চয়ই দৈবযোগ-বশত কামের বশীভূত হইয়াছি ॥৩২॥ অতএব এ বিষয়ে কিছু নিগূঢ় কারণ আছে জানিও, আর দেখ, দৈবকে অতিক্রম করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই; নতুবা তোমাকে এরূপ দুর্গন্ধ-ময় দেখিয়াও কি জন্য মোহপ্রাপ্ত হইলাম ॥ ৩৩ ॥ হে চারুমুখি! তোমার পুত্ত্র পুরাণকর্ত্তা বেদজ্ঞ এবং বেদের বিভাগকর্ত্তা হইয়া এই ত্রিভুবনে বিশ্রুত হইবে ॥ ৩৪ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! সেই ঋষিবর পরাশর সত্যবতীকে এইরূপ বলিয়া বশে আনিয়া উপভোগান্তে যমুনায় স্নান করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন সেই সতী সত্যবতীও সেই মুহূর্ত্তে গর্ভবতী হইয়া পড়িলেন এবং সেই যমুনাদ্বীপে দ্বিতীয় কন্দর্প সদৃশ

জাতমাত্রস্তু তেজস্বী তামুবাচ স্বমাতরম্।
তপস্যেব মনঃ কৃত্বা বিবিশে চাতিবীর্য্যবান্॥ ৩৭॥
গচ্ছ মাতর্যথা কামং গচ্ছাম্যহমতঃ পরম্।
তপঃ কর্ত্তুং মহাভাগে! দর্শয়িষ্যামি বৈ স্মৃতঃ॥ ৩৮॥
মাতর্যদা ভবেৎ কার্য্যং তব কিঞ্চিদনুত্তমম্।
স্মর্ত্তব্যোঽহং তদা শীঘ্রমাগমিষ্যামি তেঽন্তিকম্॥ ৩৯॥
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি ত্যক্ত্বা চিন্তাং সুখং বস।
ইত্যুক্ত্বা নির্যযৌ ব্যাসঃ সাঽপি পিত্রন্তিকং গতা॥ ৪০॥
দ্বীপে ন্যস্তস্তয়া বালস্তস্মাদ্দ্বৈপায়নোঽভবৎ।
জাতমাত্রো জগামাশু বৃদ্ধিং বিষ্ণ্বংশযোগতঃ॥ ৪১॥
তীর্থে তীর্থে কৃতস্নানশ্চচার তপ উত্তমম্।
এবং দ্বৈপায়নো জজ্ঞে সত্যবত্যাং পরাশরাৎ॥ ৪২॥

যমুনাদ্বীপে দ্বিতীয়কন্দর্পমিব পুত্রং সুষুবে প্রসূতবতী॥ ৩৬॥ জাতমাত্র ইতি। পুত্রস্তু জাতমাত্রস্তেজস্বান্ তপস্যেব ভগবদারাধনেএব নত্বন্যস্মিন্ বিষয়ভোগাদৌ ইতি ভাবঃ। মনঃ কৃত্বা স্বমাতরং উবাচ। বিবিশে তপস্যেব আবিষ্টঃ। আবেশে কারণমাহ বীর্য্যবান্ জন্মান্তরীয়তপোভিরত্যন্তপ্রভাববান্ ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥ ৩৭॥) দর্শয়িষ্যামি বৈ স্মৃত ইতি। অহং ত্বয়া স্মৃতো নিজং রূপং দর্শয়িষ্যামীত্যর্থঃ॥ ৩৮॥ (স্মর্ত্তব্য ইতি। ত্বয়া কার্য্যকালেঽহং স্মর্ত্তব্যঃ স্মরণমাত্রেণাহং আগমিষ্যামি॥ ৩৯॥ স্বস্তীতি। তে তুভ্যং স্বস্ত্যস্তু স্বস্তিশব্দযোগেন চতুর্থীতি বোধ্যম্। ত্বং স্বামিপুত্রাদিবিঘ্নয়িনীং চিন্তাং ত্যক্ত্বা সুখং বস সুখেন কালং যাপয়েতি ভাবঃ। অহং পরমেশ্বরাধনার্থং তপোবনং গমিষ্যামি। ব্যাসঃ ইত্যুক্ত্বা নির্জগাম সাপি সত্যবতী পিতুর্দাশরাজস্য সমীপং গতা॥ ৪০॥ যতস্তয়া সত্যবত্যা স বালঃ ব্যাসঃ যমুনাদ্বীপে ন্যস্তঃ প্রসূতঃ তস্মাৎ দ্বৈপায়নঃ অভবৎ দ্বৈপায়ন ইতি নাম্না উদাহৃত ইতি যাবৎ। জাতমাত্রঃ সন্ কথং বৃদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি চেৎ তত্র কারণমাহ বিষ্ণ্বংশ-

---

একটী পুত্র প্রসব করিলেন॥ ৩৫—৩৬॥ অমিতপরাক্রমশালী অতিতেজস্বী সেই পুত্র জাত মাত্রই তপস্যায় মনোনিবেশ করিয়া নিজ মাতা সত্যবতীকে বলিলেন॥ ৩৭॥ মাতঃ! আপনি এক্ষণে যথা ইচ্ছা গমন করুন। সম্প্রতি আমি তপস্যায় গমন করিব। হে মহাভাগে! স্মরণ মাত্রই আপনাকে দর্শন দিব॥ ৩৮॥ জননি! যখন আপনার কোনও বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইবে, তখন আমাকে স্মরণ করিবেন, তাহা হইলেই আমি অবিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হইব। এক্ষণে আপনার মঙ্গল হউক আমি তপস্যায় চলিলাম; আপনি চিন্তা ত্যাগ করিয়া সুখে বাস করুন। ব্যাস এই কথা বলিয়া তপস্যায় নির্গত হইলেন। সত্যবতীও পিতৃ নিকটে গমন করিলেন॥ ৩৯—৪০॥ ঋষিগণ! এই সত্যবতীপুত্র যমুনাদ্বীপে প্রসূত হইয়াছিলেন বলিয়া দ্বৈপায়ন নামে বিখ্যাত হয়েন এবং বিষ্ণুর অংশপ্রযুক্ত জাতমাত্রই তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধিলাভ করেন॥ ৪১॥ অনন্তর, দ্বৈপায়ন নানাতীর্থে স্নানাদি করিয়া উগ্রতর তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত

চকার বেদশাখাশ্চ প্রাপ্তং জ্ঞাত্বা কলের্যুগম্।
বেদবিস্তারকরণাদ্ব্যাসনামাঽভবন্ মুনিঃ ॥ ৪৩ ॥
পুরাণসংহিতাশ্চক্রে মহাভারতমুত্তমম্।
শিষ্যানধ্যাপয়ামাস বেদান্ কৃত্বা বিভাগশঃ ॥ ৪৪ ॥
সুমন্তুং জৈমিনিং পৈলং বৈশম্পায়নমেব চ।
অসিতং দেবলঞ্চৈব শুকঞ্চৈব স্বমাত্মজম্ ॥ ৪৫ ॥

সূত উবাচ।

এতচ্চ কথিতং সর্ব্বং কারণং মুনিসত্তমাঃ!।
সত্যবত্যাঃ সুতস্যাপি সমুৎপত্তিস্তথা শুভা ॥ ৪৬ ॥
সংশয়োঽত্র ন কর্ত্তব্যঃ সম্ভবে মুনিসত্তমাঃ!।
মহতাং চরিতে চৈব গুণা গ্রাহ্যা মুনেরিতি ॥ ৪৭ ॥
কারণাচ্চ সমুৎপত্তিঃ সত্যবত্যা ঝষোদরে।
পরাশরেণ সংযোগঃ পুনঃ শন্তনুনা তথা ॥ ৪৮ ॥

যোগতঃ ॥ ৪১ ॥ তীর্থে ইতি। প্রতিতীর্থং কৃতস্নানঃ সন্ উত্তমং তপশ্চচার আচরিতবান্ ॥ ৪২ ॥ ইদানীং সূতঃ ব্যাসস্য জন্মনা সহ দ্বৈপায়ননাম্নঃ কারণাদিবিবরণমুপসংহৃত্য বেদব্যাসত্বকারণমাহ চকারেতি।) বেদবিস্তারো বিভাগপূর্ব্বকো বিস্তারস্তস্য কারণাদ্ব্যাসনামাভবৎ। তদুক্তং সূতসংহিতায়াম্। ব্যস্তবেদতয়া ব্যাস ইতি লোকে শ্রুতো মুনিরিতি ॥ ৪৩ ॥) (শিষ্যানিতি। ঋক্সামাদিনামভিঃ প্রত্যেকং বিভাগং কৃত্বা বেদান্ পৈলজৈমিনিবৈশম্পায়নাদীন্ শিষ্যান্ অধ্যাপয়ামাস। বিভাগকরণাৎ পূর্ব্বং হি এক এবাসীৎ বেদঃ। যদুক্তং ভাগবতে। "একএব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ। একো নারায়ণো দেব একোঽগ্নির্বর্ণএব চ ॥" ৪৪—৪৫ ॥

উৎপত্তিনামনিরুক্তিকারণতাদিকং বর্ণয়িত্বেদানীং তত্রোৎপত্ত্যাদৌ অসম্ভাবনীয়ত্বং মত্বা সংশয়ো ন কর্ত্তব্যঃ। যতো দেবমুনিপ্রভৃতীনাং মহতাং জন্মকর্ম্মাদিষু কিমপ্যসম্ভাব্যত্বং নেতি

হইলেন। এইরূপে দ্বৈপায়ন, পরাশর হইতে সত্যবতীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন এবং কলিযুগ আগত দেখিয়া বেদবৃক্ষকে শাখাদি রূপে বিভাগ করিয়াছেন। এই বেদ বিভাগ করিবার জন্যই পরাশরপুত্র ব্যাস নামে অভিহিত হইয়াছেন। পরে পুরাণ সংহিতা সকল এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাভারত রচনা করিয়াছেন। দ্বৈপায়ন বেদ সকল বিভাগ করিয়া শিষ্য সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, বৈশম্পায়ন, অসিত, দেবল, এবং নিজপুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন ॥ ৪২—৪৫ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! আমি তোমাদিগকে এই সমস্ত কারণ এবং সত্যবতীপুত্র বেদব্যাসের শুভজনক উৎপত্তি-কথাও বলিলাম ॥ ৪৬ ॥ ঋষিগণ! এই দ্বৈপায়নজন্মে কোনও সন্দেহ করিবেন না; কারণ, মহৎ লোকের বিশেষতঃ মুনি জনের চরিত্র বিষয়ে গুণ সকলই

অন্যথা তু মুনেশ্চিত্তং কথং কামাকুলং ভবেৎ।
অনার্য্যজুষ্টং ধর্ম্মজ্ঞঃ কৃতবান্ স কথং মুনিঃ ॥ ৪৯ ॥
সকারণেয়মুৎপত্তিঃ কথিতাশ্চর্য্যকারিণী।
শ্রুত্বা পাপাচ্চ নির্ম্মুক্তো নরো ভবতি সর্ব্বথা ॥ ৫০ ॥
য এতচ্ছুভমাখ্যানং শৃণোতি শ্রুতিমান্নরঃ।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি সুখী ভবতি সর্ব্বদা ॥ ৫১ ॥*

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে
ব্যাসোৎপত্তির্নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। ২ ॥

সন্দেহং নিরাচিকীর্ষুরেতচ্চ কথিতমিত্যারভ্য পঞ্চভিরুপসংহরন্নাহ সূত এতচ্চেতি ॥৪৬—৫০॥ এতাবতা গ্রন্থেন সত্যবতী পরাশরস্য বিবাহিতা স্ত্রী ন ইত্যুক্তম্। অতএব সা শন্তনুনা বিবাহিতেতি ন বিরুদ্ধমিতি ভাবঃ। নচ মহতামুৎপত্তিচরিতাদিকং শ্রুত্বাঽপরাধভয়াৎ সংশয়মাত্রং ত্যক্তব্যমিতি বাচ্যম্। ভক্ত্যা শৃণ্বতাস্তু অশেষপাপরাশেরপি বিমুক্তিঃ স্যাদেবেতি দর্শনাৎ তদেব ফলমুপপাদয়ন্নাহ য এতদিতি ॥ ৫১ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

গ্রহণ করা উচিত ॥ ৪৭ ॥ দৈব কারণ বশতই মৎস্যগর্ভে সত্যবতীর জন্ম এবং প্রথমত পরাশরের সহিত তদনন্তর শান্তনুরাজের সহিত মিলন হইয়াছিল। অন্যথা, তাদৃশ মুনিবরের চিত্ত কি কখনও কামাসক্ত হইতে পারে? আর, কি জন্যই বা পরাশর ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া এরূপ অনার্য্যসেবিত কার্য্য করিবেন? ॥ ৪৮—৪৯ ॥ অতএব এই ব্যাসজন্ম অতি আশ্চর্য্যকর এবং নিগূঢ় কারণ-সঙ্ঘটিত বলিয়া জানিবেন। শ্রুতিযুগল বিশিষ্ট মনুষ্য এই শুভজনক আখ্যান শ্রবণ করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হয় এবং কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না বরং চিরকাল সুখী হইতে পারে ॥ ৫০—৫১ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহপুরাণ দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে
বেদব্যাসের জন্ম বিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

---

* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে অর্দ্ধাধিক একপঞ্চাশৎ শ্লোক।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

উৎপত্তিস্তু ত্বয়া প্রোক্তা ব্যাসস্যামিততেজসঃ।
সত্যবত্যাস্তথা সূত! বিস্তরেণ ত্বয়াঽনঘ! ॥ ১ ॥
তথাপ্যেকস্তু সন্দেহশ্চিত্তেঽস্মাকং সুসংস্থিতঃ।
ন নিবর্ত্ততি ধর্ম্মজ্ঞ! কথিতেন ত্বয়াঽনঘ!* ॥ ২ ॥
মাতা ব্যাসস্য যা প্রোক্তা নাম্না সত্যবতী শুভা।
সা কথং নৃপতিং প্রাপ্তা শন্তনুং ধর্ম্মবিত্তমম্ ॥ ৩ ॥
নিষাদপুত্রীং স কথং বৃতবান্নৃপতিঃ স্বয়ম্।
ধর্ম্মিষ্ঠঃ পৌরবো রাজা কুলহীনামসংবৃতাম্ ॥ ৪ ॥
শন্তনোঃ প্রথমা পত্নী কা হ্যভূৎ কথয়াঽধুনা।
ভীষ্মঃ পুত্রোঽথ মেধাবী বসোরংশঃ কথং পুনঃ ॥ ৫ ॥
ত্বয়া প্রোক্তং পুরা সূত! রাজা চিত্রাঙ্গদঃ কৃতঃ।
সত্যবত্যাঃ সুতো বীরো ভীষ্মেণামিততেজসা ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈকোনষষ্টিশ্লোকৈঃ শন্তনুনা তথা।
সত্যবত্যা বিবাহশ্চ গঙ্গায়াশ্চোপবর্ণ্যতে ॥

যদ্যপি সত্যবতী পরাশরপত্নী নাস্তি ততশ্চ সা শন্তনুনা বৃতেতি যুক্তমেব তথাপি নিষাদপুত্রী সা কথং রাজ্ঞা বৃতেতি শঙ্কাবশিষ্টৈবেতি মুনয়ঃ পৃচ্ছন্তি উৎপত্তিস্থিতি ॥ ১—৪ ॥ প্রথমা পত্নী কা শন্তনোরভূদিতি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ। যস্যাং ভীষ্ম উৎপন্নঃ স ভীষ্মো বসোরংশঃ কথমিতি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ ॥ ৫ ॥ (ত্বয়া প্রোক্তমিতি। হে সূত! পুরা ইতঃ প্রাক্ ত্বয়া অমিততেজসা

ঋষিগণ কহিলেন, হে পুণ্যাত্মন্ সূত! তুমি আমাদিগের নিকট অমিততেজা ব্যাসদেবের এবং সত্যবতীর জন্ম বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা করিলে সত্য; তথাপি একটী সন্দেহ আমাদিগের চিত্তে গাঢ়তর রূপে অবস্থিতি করিতেছে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি এত বলিলেও তাহা নিবৃত্ত হইতেছে না ॥১—২॥ সূত! ব্যাসদেবের মাতা, যাঁহাকে তুমি সত্যবতী বলিয়া কীর্ত্তন করিলে, তিনি কি প্রকারে ধর্ম্মবিত্তম শান্তনুরাজাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর কি জন্যই বা সেই ধার্ম্মিকপ্রবর নৃপতি পুরুবংশসম্ভূত হইয়া কুলবিহীনা বিবাহের অযোগ্যা সেই ধীবর কন্যাকে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিলেন ॥ ৩—৪ ॥ সূত! এক্ষণে বল শান্তনুর প্রথমা পত্নী কে ছিল, যাহাতে ভীষ্মরূপ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন, বিশেষত সেই মেধাবী ভীষ্মতেই বা কিরূপে

---

* নরীনৃত্যতি ধর্ম্মজ্ঞ! কথিতেন তবাধুনা। ইতি বা পাঠঃ।

চিত্রাঙ্গদে হতে বীরে কৃতস্তদনুজস্তথা।
বিচিত্রবীর্য্যনামাঽসৌ সত্যবত্যাঃ সুতো নৃপঃ॥ ৭॥
জ্যেষ্ঠে ভীষ্মে স্থিতে পূর্ব্বং ধর্ম্মিষ্ঠে রূপবত্যপি।
কৃতবান্ স কথং রাজ্যং স্থাপিতস্তেন জানতা॥ ৮॥
মৃতে বিচিত্রবীর্য্যে তু সত্যবত্যতিদুঃখিতা।
বধূভ্যাং গোলকৌ পুত্রৌ জনয়ামাস সা কথম্॥ ৯॥
কথং রাজ্যং ন ভীষ্মায় দদৌ সা বরবর্ণিনী।
ন কৃতস্তু কথং তেন বীরেণ দারসংগ্রহঃ॥ ১০॥
অধর্ম্মস্তু কৃতঃ কস্মাদ্ব্যাসেনামিততেজসা।
জ্যেষ্ঠেন ভ্রাতৃভার্য্যায়াং পুত্রাবুৎপাদিতাবিতি॥ ১১॥
পুরাণকর্ত্তা ধর্ম্মাত্মা স কথং কৃতবান্ মুনিঃ।
সেবনং পরদারাণাং ভ্রাতুশ্চৈব বিশেষতঃ॥ ১২॥
জুগুপ্সিতমিদং কর্ম্ম স কথং কৃতবান্ মুনিঃ।
শিষ্টাচারঃ কথং সূত! বেদানুমিতিকারকঃ॥ ১৩॥

ভীষ্মেণ সত্যবত্যাঃ পুত্রশ্চিত্রাঙ্গদো রাজা কৃতঃ রাজ্যে অসৌ প্রতিষ্ঠাপিতঃ তথা তস্মিন্ বীরে চিত্রাঙ্গদে নিহতে সতি তদনুজঃ চিত্রাঙ্গদকনিষ্ঠঃ বিচিত্রবীর্য্যনামা সত্যবত্যা অবরঃ সুতঃ নৃপঃ কৃত ইতি প্রোক্তঃ। ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ॥ ৬—৭॥) জ্যেষ্ঠে ভীষ্মে স্থিতে সত্যপি কনিষ্ঠঃ কথং রাজ্যং প্রাপ্তবানিতি চতুর্থঃ প্রশ্নঃ॥ ৮॥ কুলীনানাং কুলে মৃতে ভর্ত্তরি বিচিত্রবীর্য্যেঽন্যস্মাৎ পুরুষাদ্বেদব্যাসাৎ কথং গোলকাবুৎপাদিতাবিতি পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ॥ ৯॥ ভীষ্মেণ বীর্য্যবতা কথং ন বিবাহঃ কৃত ইতি তস্মৈ রাজ্যঞ্চ মাত্রা কথং ন দত্তমিতি ষষ্ঠসপ্তমৌ প্রশ্নৌ॥ ১০॥ ব্যাসোঽপি ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতুর্ব্বিচিত্রবীর্য্যস্য ভার্য্যায়াং পুত্রাবুৎপাদিতবানিত্যষ্টমঃ প্রশ্নঃ॥ ১১॥ ভ্রাতুশ্চৈব দারাণামিতি শেষঃ॥ ১২॥ শিষ্টাচারেণ হি শ্রুতিরনুমীয়তে।

অষ্টবসুর অংশ আসিল॥ ৫॥ সূত! তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছ, অতি প্রতাপশালী ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদ নামে সত্যবতীপুত্রকে রাজা করিয়াছিলেন এবং সেই বীরপ্রবর চিত্রাঙ্গদ নৃপতির মৃত্যু হইলে পর তদনুজ বিচিত্রবীর্য্যকে রাজা করিয়াছিলেন॥ ৬—৭॥ রূপবান্ ধার্ম্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভীষ্ম বর্ত্তমান থাকিতে কনিষ্ঠেরা কি করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিল এবং ভীষ্ম ইহা অধর্ম্ম জানিয়াও কিরূপে কনিষ্ঠকে রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন॥ ৮॥ এই বিচিত্রবীর্য্য মৃত হইলে পর সেই সত্যবতী অতি দুঃখিতা হইয়াও কি জন্য বেদব্যাস দ্বারা বধূদ্বয়ে গোলক পুত্র উৎপন্ন করাইয়াছিলেন? কি জন্যই বা সেই বরবর্ণিনী ভীষ্মকে রাজ্য প্রদান করিলেন না এবং ভীষ্ম স্বয়ং বীরাগ্রগণ্য হইয়াও কি জন্য বিবাহ করেন নাই?॥৯—১০॥ আর কি জন্যই বা সেই অমিততেজা ব্যাসদেব জ্যেষ্ঠ হইয়া কনিষ্ঠের ভার্য্যাদ্বয়ে পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিয়া অধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছিলেন?॥ ১১॥ বেদব্যাস পুরাণকর্ত্তা এবং ধর্ম্মাত্মা হইয়া কিরূপে

ব্যাসশিষ্যোঽসি মেধাবিন্! সন্দেহং ছেত্তুমর্হসি।
শ্রোতুকামা বয়ং সর্ব্বে ধর্ম্মক্ষেত্রে কৃতক্ষণাঃ ॥ ১৪ ॥

সূত উবাচ।

ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো মহাভিষ ইতি স্মৃতঃ।
সত্যবান্ ধর্ম্মশীলশ্চ চক্রবর্ত্তী নৃপোত্তমঃ ॥ ১৫ ॥
অশ্বমেধসহস্রেণ বাজপেয়শতেন চ।
তোষয়ামাস দেবেন্দ্রং স্বর্গং প্রাপ মহামতিঃ ॥ ১৬ ॥
একদা ব্রহ্মসদনং গতো রাজা মহাভিষঃ।
সুরাঃ সর্ব্বে সমাজগ্মুঃ সেবনার্থং প্রজাপতিম্ ॥ ১৭ ॥
গঙ্গা মহানদী তত্র সংস্থিতা সেবিতুং বিভুম্*।
তস্যা বাসঃ সমুদ্ধূতং মারুতেন তরস্বিনা ॥ ১৮ ॥

স কিং শিষ্টাচার এতাদৃশ ইতি নবমঃ প্রশ্নঃ ॥ ১৩ ॥ (ভবৎকৃতদুর্ভরপ্রশ্নানামুত্তরবচনদানে মম কা শক্তিরিতি চেদত আহ ব্যাসশিষ্যোঽসীতি। মেধাবিনিতি সম্বুদ্ধ্যা ব্যাসশিষ্যত্বেঽধিকারঃ সূচিতঃ ॥ ১৪ ॥

প্রশ্নপ্রতিবচনদানপ্রবৃত্তেন সূতেন রাজ্ঞঃ শন্তনোরুৎপত্তিকথাদিকমারভ্য বিবক্ষুণা তৎপূর্ব্বজন্মান্তরীয়বৃত্তান্তং বক্তুমারভ্যতে। যোঽসৌ লোকে শন্তনুরিতি নাম্না বিশ্রুত আসীৎ স পূর্ব্বস্মিন্ জন্মনি কোঽভূৎ স কিং কশ্চিদ্দেবঃ আহোস্বিৎ মহর্ষিরাসীৎ? এবং চেৎ তর্হি কথং বাসৌ মনুষ্যলোকে শন্তনুরূপেণাবাতরদিতি ঋষীণাং সংশয়াপনোদনায় তথ্যং বিজিজ্ঞাপয়িষুঃ সূত ইক্ষ্বাকুবংশ্যভূপালচক্রবর্ত্তিনো মহাভিষাখ্যমহারাজস্য প্রবৃত্তিকথামাশ্রিত্য বক্তুমারভতে ইক্ষ্বাকিতি ॥ ১৫ ॥ তস্য সার্ব্বভৌমনরপতের্মহাভিষস্য ইন্দ্রলোকব্রহ্মলোকাদিষ্বব্যাহতগতিশক্ত্যাদিরূপমাহাত্ম্যকারণং বর্ণয়িতুকামঃ আহ। অশ্বমেধসহস্রে-

---

পরস্ত্রীতে বিশেষত কনিষ্ঠ-ভ্রাতৃপত্নীতে রত হইয়াছিলেন? ॥ ১২ ॥ তিনি বেদের বিভাগকর্ত্তা হইয়া কিরূপে এরূপ নিন্দিত কার্য্য করিয়াছিলেন জানি না। সূত! যে শিষ্টাচারদর্শনে বেদের অনুমান হয় এটীও কি সেই শিষ্টাচার মধ্যে গণ্য হইবে? ॥ ১৩ ॥ সূত! তুমি একে বেদব্যাসের শিষ্য তাহাতে আবার বুদ্ধিমান্; অতএব, তুমিই আমাদিগের সন্দেহ ছেদনে যোগ্য হইতেছ। আমরা সকলেই এই ধর্ম্মক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে উৎসবের সহিত বর্ত্তমান থাকিয়াও তোমার বাক্য শ্রবণে উৎসুক হইতেছি ॥ ১৪ ॥

সূত ঋষিগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ঋষিগণ! পূর্ব্বকালে ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত সত্যবাদী ধর্ম্মশীল মহাভিষ নামে কোন চক্রবর্ত্তী নৃপবর ছিলেন ॥ ১৫ ॥ এই মহামতি নৃপ সহস্র অশ্বমেধ এবং শত বাজপেয় যজ্ঞ দ্বারা দেবেন্দ্র শচীপতিকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥ একদা এই মহাভিষ রাজা ব্রহ্মসদনে গমন করিলেন।

* তত্র গঙ্গা সমায়াতা স্ত্রীরূপধারিণী তদা। নানাভূষণরত্নাদ্যৈস্তোষণার্থং প্রজাপতেঃ ॥
ইত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ দৃশ্যতে ॥

অধোমুখাঃ সুরাঃ সর্ব্বে ন বিলোক্যৈব তাং স্থিতাঃ।
রাজা মহাভিষস্তাং তু নিঃশঙ্কঃ সমপশ্যত ॥
সাপি তং প্রেমসংযুক্তং নৃপং জ্ঞাতবতী নদী ॥ ১৯ ॥
দৃষ্ট্বা তৌ প্রেমসংযুক্তৌ নির্লজ্জৌ কামমোহিতৌ।
ব্রহ্মা চুকোপ তৌ তূর্ণং শশাপ চ রুষান্বিতঃ ॥ ২০ ॥
মর্ত্ত্যলোকেষু ভূপাল! জন্ম প্রাপ্য পুনর্দ্দিবম্।
পুণ্যেন মহতাবিষ্টস্ত্বমবাপ্স্যসি সর্ব্বথা ॥ ২১ ॥
গঙ্গাং তথোক্তবান্ ব্রহ্মা বীক্ষ্য প্রেমবতীং নৃপে।
বিমনস্কৌ তু তৌ তূর্ণং নিঃসৃতৌ ব্রহ্মণোঽন্তিকাৎ ॥ ২২ ॥
স নৃপান্ চিন্তয়িত্বাথ ভূর্লোকে ধর্ম্মতৎপরান্।
প্রতীপং চিন্তয়ামাস পিতরং পুরুবংশজম্ ॥ ২৩ ॥

ণেতি ॥ ১৬—১৭ ॥ গঙ্গেতি। তত্র ব্রহ্মলোকে মহানদী গঙ্গা বিভুং ব্রহ্মাণং সেবিতুং সংস্থিতা এতস্মিন্ সময়ে তরস্বিনা বেগবতা মারুতেন বায়ুনা সহসা তস্যাঃ গঙ্গায়াঃ বাসঃ পরিহিতমধোবসনমুদ্ধৃতং উচ্চালিতং উৎসারিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ অধোমুখা ইতি। সর্ব্বে সুরা দেবাঃ তাং গঙ্গাং তাদৃগবস্থাং বায়ূৎসারিতবসনামিত্যর্থঃ অবিলোক্যৈব অধোমুখাঃ সন্তঃ স্থিতাঃ। রাজা মহাভিষস্তু শঙ্কাশূন্যঃ সন্ সমপশ্যত সপ্রেমকটাক্ষেণেতি ভাবঃ। অপশ্যতে-ত্যাত্মনে পদমার্ষম্। সা গঙ্গাপি তং মহাভিষং প্রেমসংযুক্তং জ্ঞাতবতী প্রেমচক্ষুষা দৃষ্টবতী-ত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ ততঃ কিং জাতমিত্যাহদৃষ্ট্বেতি। তৌ গঙ্গামহাভিষৌ প্রেমসংযুক্তৌ ব্রহ্ম-লোকমধ্যেঽপি নির্লজ্জৌ কামমোহিতৌ চ দৃষ্ট্বা বিজ্ঞায়েত্যর্থঃ ব্রহ্মা চুক্রোধ ততঃ ক্রোধা-ক্রান্তঃ সন্ তৌ প্রতি শশাপ ॥ ২০ ॥ পুণ্যেনেতি। মহতা পুণ্যেন আবিষ্টঃ ত্বম্ হে ভূপাল! পুনর্দিবমাপ্স্যসীতি চ বোধ্যম্ ॥ ২১ ॥ গঙ্গামিতি। তথা রাজ্ঞে অভিশাপং প্রদায় ব্রহ্মা পিতামহঃ নৃপে মহাভিষে গঙ্গাং প্রেমবতীং বীক্ষ্য ত্বমপি অস্য মর্ত্ত্যলোকগতস্যেতি ভাবঃ. ভার্য্যা ভবিষ্যসীত্যুক্তবান্। বিমনস্কাবিতি। তৌ গঙ্গামহাভিষৌ তু বজ্রপাতবদভিসম্পাতবাণী-

---

অনন্তর, সমস্ত দেবগণ প্রজাপতির সেবার জন্য সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৭ ॥ মহানদী গঙ্গাও বিভু ব্রহ্মার সেবা করিবার জন্য সেই স্থানে আসিলেন। অনন্তর, বেগবান্ বায়ুর দ্বারা তাঁহার বস্ত্র-উৎসারিত হইল ॥ ১৮ ॥ দেবগণ ইহা দেখিয়া অধোমুখ হইলেন; কিন্তু, সেই মহাভিষ রাজা তাঁহাকে নিঃশঙ্কচিত্তে দেখিতে লাগিলেন এবং সেই গঙ্গাও রাজাকে প্রেমসংযুক্ত বলিয়া জানিতে পারিলেন ॥ ১৯ ॥ ব্রহ্মা এই উভয়কে প্রেমোন্মত্ত এবং কন্দর্পবাণে মোহিত অতএব বিগতলজ্জ দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অতিশয় রোষান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ শাপপ্রদান করিলেন ॥২০॥ ব্রহ্মা বলিলেন নৃপতে! তুমি এক্ষণে মর্ত্ত্যলোকে যাইয়া জন্মগ্রহণ কর, পরে মহৎ পুণ্যসঞ্চয় করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবে। গঙ্গে! তুমিও যখন রাজার প্রতি প্রণয়িনী হইয়াছ তখন তুমি এই রাজার ভার্য্যা হইবে। অনন্তর ব্রহ্মশাপে চকিতচিত্ত সেই গঙ্গাদেবী ও মহাভিষ নৃপতি শীঘ্রই ব্রহ্মার নিকট হইতে নিঃসৃত

এতস্মিন্ সময়ে চাষ্টৌ বসবঃ স্ত্রীসমন্বিতাঃ।
বশিষ্ঠস্যাশ্রমং প্রাপ্তা রমমাণা যদৃচ্ছয়া ॥ ২৪ ॥
পৃথ্বাদীনাং বসূনাঞ্চ মধ্যে কোঽপি বসূত্তমঃ।
দ্যৌর্নামা তস্য ভার্য্যাথ নন্দিনীং গাং দদর্শ হ ॥ ২৫ ॥
দৃষ্ট্বা পতিং সা পপ্রচ্ছ কস্যেয়ং ধেনুরুত্তমা।
দ্যৌস্তামাহ বশিষ্ঠস্য গৌরিয়ং শৃণু সুন্দরি ! ॥ ২৬ ॥
দুগ্ধমস্যাঃ পিবেদ্যস্তু নারী বা পুরুষোঽথবা।
অযুতায়ুর্ভবেন্নূনং সদৈবাগতযৌবনঃ ॥ ২৭ ॥
তচ্ছ্রুত্বা সুন্দরী প্রাহ মর্ত্ত্যলোকেঽস্তি মে সখী।
উশীনরস্য রাজর্ষেঃ পুত্রী পরমশোভনা ॥ ২৮ ॥
তস্যা হেতোর্মহাভাগ ! সবৎসাং গাং পয়স্বিনীম্।
আনয়স্বাশ্রমশ্রেষ্ঠং* নন্দিনীং কামদাং শুভাম্ ॥ ২৯ ॥

মাকর্ণ্য বিমনস্কৌ সন্তৌ তূর্ণং সবেগং অবিলম্বেনেত্যর্থঃ। ব্রহ্মণঃ অন্তিকাৎ সমীপাৎ নিঃসৃতাবিত্যন্বয়ঃ ॥২২॥) প্রতীপমিতি। প্রতীপরাজোদরে জন্ম গ্রাহ্যমিতি চিন্তয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ইত্থং মহাভিষস্য রাজ্ঞঃ শন্তনুরূপেণাবতরণমুক্ত্বা গঙ্গায়া অবতরণপ্রকারং তস্যা উদরে বসূনামবতারপ্রকারঞ্চাহ এতস্মিন্ সময়ে ইতি। (বশিষ্ঠস্যেতি। তে বসবঃ যদৃচ্ছয়া দৈবগত্যা বশিষ্ঠস্য সপ্তর্ষীণামন্যতমস্য ব্রহ্মর্ষেরাশ্রমং প্রাপ্তাঃ ॥২৪॥ অথ কিং জাতং তদাহ অথ অনন্তরং তেষাং পৃথ্বাদীনাং বসূনাং মধ্যে দ্যৌরিতি নাম্না বিশ্রুতঃ বসুরস্তি তস্য ভার্য্যা নন্দিনীং নন্দিনীনাম্নীং সুরভীকন্যাং বশিষ্ঠপালিতাং কামধেনুমিত্যর্থঃ দদর্শ ॥ ২৫—২৬ ॥ দুগ্ধমিতি। যস্তু পুরুষঃ যা কাচিৎ নারী বা অস্যাঃ কামধেনোঃ দুগ্ধং পিবেৎ সঃ পুরুষঃ সা নারী বা অযুতায়ুর্ভবেৎ। ন জরাং প্রাপ্য জীবেৎ কিন্তু চিরযৌবনেনৈব অশেষবিষয়সুখমনুভবন্ অনুভবন্তী বা দশসহস্রবর্ষং জীবেদিতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ২৭ ॥ উশীনরস্যেতি। রাজর্ষেরুশীনরস্য পরমশোভনা পরমকল্যাণরূপিণী মম সখী অস্তীতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥ তস্যা ইতি। তস্যাঃ

হইলেন ॥ ২১—২২ ॥ পরে সেই রাজা মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ জন্য ধর্ম্মতৎপর নৃপগণকে চিন্তা করিয়া পুরুবংশজ প্রতীপ নৃপকে পিতৃত্বে স্থির করিলেন ॥ ২৩ ॥

ঋষিগণ ! এই সময় অষ্টবসু নিজ নিজ স্ত্রী সমভিব্যাহারে দৈবযোগে ক্রীড়া করিতে করিতে বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন ॥ ২৪ ॥ অনন্তর এই পৃথ্বাদি বসুমধ্যে দ্যোনামা কোন বসুশ্রেষ্ঠের পত্নী নন্দিনী নামে বশিষ্ঠের কামধেনুকে দর্শন করিল এবং দেখিবামাত্র এই সর্ব্বলক্ষণান্বিত ধেনুটী কাহার নিজ পতিকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিল। দ্যোনামা বসু পত্নীবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল। সুন্দরি ! এটী বশিষ্ঠের ধেনু ইহার দুগ্ধ পান করিলে কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলে নিশ্চয়ই অযুতবর্ষ পরমায়ু এবং চিরকাল যৌবন লাভে সমর্থ হয় ॥ ২৫—২৭ ॥ সুন্দরী বসুপত্নী এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, হে মহাভাগ ! রাজর্ষি

* মাশ্রমশ্রেষ্ঠাৎ। ইতি বা পাঠঃ।

যাবদস্যাঃ পয়ঃ পীত্বা সখী মম সদৈব হি ।
মানুষেষু ভবেদেকা জরারোগবিবর্জ্জিতা ॥ ৩০ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যা দ্যোর্জহার চ নন্দিনীম্ ।
অবমন্য মুনিং দান্তং পৃথ্বাদ্যৈঃ সহিতোঽনঘঃ ॥ ৩১ ॥
হৃতায়ামথ নন্দিন্যাং বশিষ্ঠস্তু মহাতপাঃ ।
আজগামাশ্রমপদং ফলান্যাদায় সত্বরঃ ॥ ৩২ ॥
নাপশ্যৎ স যদা ধেনুং সবৎসাং স্বাশ্রমে মুনিঃ ।
মৃগয়ামাস তেজস্বী গহ্বরেষু বনেষ্বপি ॥ ৩৩ ॥
নাসাদিতা যদা ধেনুশ্চুকোপাতিশয়ং মুনিঃ ।
বারুণিশ্চাপি বিজ্ঞায় ধ্যানেন বসুভির্হৃতাম্ ॥ ৩৪ ॥
বসুভির্মে হৃতা ধেনুর্যস্মান্মামবমন্য বৈ ।
তস্মাৎ সর্ব্বে জনিষ্যন্তি মানুষেষু ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

সখ্যা হেতোঃ। মহাভাগেতি সম্বোধনেন ভর্ত্তারমুৎসাহয়ন্ত্যাহ। সবৎসাং বৎসসমন্বিতাং শুভাং মঙ্গলালয়াং অতঃ কামদাং সর্ব্বকামনাপূরণকারিণীং পয়স্বিনীং নিত্যক্ষীরবতীং আনয়স্ব ॥ ২৯ ॥ আময়নে কারণমাহ মানুষেষ্বিতি। একা দ্বিতীয়রহিতা সতীত্যর্থঃ মানুষেষু মনুষ্যলোকেষু জরা বার্দ্ধক্যং রোগঃ শরীরধ্বংসকারিব্যাধিসমূহঃ তাভ্যাং বিবর্জ্জিতা ভবেদিত্যাশয়া হি ভবান্ যাচিতো ময়েতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৩০ ॥ অবমন্যেতি। দান্তং জিতেন্দ্রিয়ং মুনিং মননশীলং বশিষ্ঠমিত্যর্থঃ অবমন্য অবজ্ঞায় জহারেতি ॥ ৩১—৩২ ॥ নাপশ্যদিতি। যদা ধেনুং ন অপশ্যৎ তদা মৃগয়ামাসেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৩ ॥) বরুণস্যাপত্যং পুমান্ বারুণির্ব্বশিষ্ঠঃ ॥ ৩৪ ॥ ইদানীং মহদতিক্রমফলং প্রদর্শয়ন্নাহ সূতঃ। বসুভিরিতি।

উশীনরের কন্যা আমার প্রিয়সখী তিনি মর্ত্ত্যলোকে আছেন, তাঁহার জন্য এই কামনাপ্রদায়িনী হিতকারিণী পয়স্বিনী নন্দিনীকে বৎসের সহিত আশ্রমে আনয়ন করুন ॥ ২৮—২৯ ॥ তাহা হইলে আমার সখী ইহার দুগ্ধ পান করত জরারোগবর্জ্জিত হইয়া মনুষ্যলোকে অদ্বিতীয়া হইয়া বিরাজ করিবেন ॥ ৩০ ॥ সেই দ্যোনামা বসু নিষ্পাপ হইলেও পত্নীর এই কথা শ্রবণ করিয়া জিতেন্দ্রিয় মুনি বশিষ্ঠকে অগ্রাহ্য করিয়া পৃথ্বাদি বসুগণের সহিত নন্দিনীকে অপহরণ করিল ॥ ৩১ ॥ এইরূপে নন্দিনী অপহৃতা হইলে মহাতপা বশিষ্ঠ ফলাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক সত্বর আশ্রমে আসিলেন ॥ ৩২ ॥ অনন্তর সেই তেজস্বী বশিষ্ঠ ঋষি যখন আশ্রম মধ্যে সবৎসা নন্দিনীকে দেখিতে পাইলেন না, তখন নানা বনে এবং গহ্বরমধ্যে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ পরে, যখন অনেক অন্বেষণ করিয়াও প্রাপ্ত হইলেন না তখন অতিশয় কোপাবিষ্ট হইলেন এবং ধ্যান দ্বারা বসুকর্ত্তৃক হৃত হইয়াছে ইহা জানিতে পারিয়া এইরূপ শাপ দিলেন যে, "যে হেতু বসুগণ আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া নন্দিনীকে অপহরণ করিয়াছে এজন্য তাহারা সকলে নিশ্চয়ই মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবে" ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠ

এবং শশাপ ধর্ম্মাত্মা বসূংস্তান্ বারুণিঃ স্বয়ম্।
শ্রুত্বা বিমনসঃ সর্ব্বে প্রযযুর্দুঃখিতাশ্চ তে ॥ ৩৬ ॥
শপ্তাঃ স্ম ইতি জানন্ত ঋষিং তমুপচক্রমুঃ।
প্রসাদয়ন্তস্তমৃষিং বসবঃ শরণং গতাঃ ॥ ৩৭ ॥
মুনিস্তানাহ ধর্ম্মাত্মা বসূন্দীনান্ পুরঃস্থিতান্।
অনুসংবৎসরং সর্ব্বে শাপমোক্ষমবাপ্স্যথ ॥ ৩৮ ॥
যেনেয়ং বিহৃতা ধেনুর্নন্দিনী মম বৎসলা।
তস্মাদ্দ্যোর্মানুষে দেহে দীর্ঘকালং বসিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥
তে শপ্তাঃ পথি গচ্ছন্তীং গঙ্গাং দৃষ্ট্বা সরিদ্বরাম্।
ঊচুস্তাং প্রণতাঃ সর্ব্বে শপ্তাং চিন্তাতুরাং নদীম্ ॥ ৪০ ॥
ভবিষ্যামো বয়ং দেবি! কথং দেবাঃ সুধাশনাঃ।
মানুষাণাঞ্চ জঠরে চিন্তেয়ং মহতী হি নঃ ॥ ৪১ ॥

যস্মাদ্ধৃতাস্তস্মাৎ মানুষেষু সর্ব্বে জনিষ্যন্তীত্যেবং শশাপেত্যন্বয়ঃ ॥৩৫—৩৬॥ শপ্তা ইতি। বয়ং শপ্তাঃ স্মেতি জানন্তঃ তমেব ঋষিং উপচক্রমুঃ তদন্তিকং প্রাপ্তা ইতি ভাবঃ। প্রসাদয়ন্তস্তর্পয়ন্তঃ প্রসন্নং কুর্ব্বাণা ইত্যর্থঃ শরণং গতাঃ ॥ ৩৭ ॥ ততঃ তৈঃ প্রসাদিতঃ সন্ মুনিস্তান্ পুরঃস্থিতান্ সম্মুখস্থান্ দীনান্ প্রত্যাহেত্যন্বয়ঃ।) অনুসংবৎসরমিতি। যুষ্মাকং জন্মনো যঃ সম্বৎসরস্তৎপূর্ব্বৈঃ পশ্চাদিত্যর্থঃ। জন্মসম্বৎসরমধ্যে এব জন্মমরণে ভবিষ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ (ইদানীং ধেনুহারিণো বসোস্তু দণ্ডাধিক্যং সূচয়ন্নাহ ভগবান্ বশিষ্ঠঃ যেনেতি যস্মাৎ ভার্য্যাপ্রচোদিতো দ্যোর্নাম বসুঃ মম নন্দিনীং হৃতবান্ তস্মাৎ মানুষে দেহে দীর্ঘকালং যাবৎ বসিষ্যতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

ঊচুরিতি। নদীং গঙ্গাং শপ্তাং ব্রহ্মণেতি শেষঃ। অতএব চিন্তাতুরাম্। তে বসবঃ প্রণতাঃ সন্ত ঊচুঃ ॥ ৪০ ॥ ভবিষ্যাম ইতি। হে দেবি গঙ্গে! বয়ং অমৃতাশনাঃ সন্তঃ কথং মানুষাণাং

সেই বসুগণকে এইরূপে শাপপ্রদান করিলে, বসুগণ ইহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিমনা ও দুঃখিত হইয়া প্রথমত আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥৩৪—৩৬॥ পরে, অভিশপ্ত হইয়াছি ইহা স্থির জানিয়া ঋষির নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল এবং তাঁহার স্তবস্তুতি করত শরণাগত হইল ॥ ৩৭ ॥ বশিষ্ঠ সম্মুখস্থ বসুদিগকে অতিশয় দুঃখিত দেখিয়া বলিলেন, বসুগণ! তোমরা সকলেই এক বৎসর মধ্যে শাপ হইতে মুক্ত হইবে; কিন্তু, দ্যোনামা বসু আমার অতি বৎসলা নন্দিনীকে হরণ করিয়াছিল, সেই জন্য তাহাকে মনুষ্য দেহধারী হইয়া বহুকাল মনুষ্যলোকে থাকিতে হইবে ॥ ৩৮—৩৯ ॥

ঋষিগণ! বসু সকল এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া ব্রহ্মশাপগ্রস্তা চিন্তাতুরা সরিদ্বরা গঙ্গাকে পথিমধ্যে গমন করিতে দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল ॥ ৪০ ॥ হে দেবি! আমরা অমৃতাশী দেবতা হইয়া কিরূপে মনুষ্যজঠরে জন্মগ্রহণ করিব ইহাই আমাদের

তস্মাত্ত্বং মানুষী ভূত্বা জনয়াস্মান্ সরিদ্বরে!।
শন্তনুর্নাম রাজর্ষিস্তস্য ভার্য্যা ভবানঘে! ॥ ৪২ ॥
জাতান্ জাতান্ জলে চাস্মান্ নিক্ষিপস্ব সুরাপগে!।
এবং শাপবিনির্ম্মোক্ষো ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৩ ॥
তথেত্যুক্তাশ্চ তে সর্ব্বে জগ্মুর্লোকং স্বকং পুনঃ।
গঙ্গাপি নির্গতা দেবী চিন্ত্যমানা পুনঃপুনঃ ॥ ৪৪ ॥
মহাভিষো নৃপো জাতঃ প্রতীপস্য সুতস্তদা।
শন্তনুর্নাম রাজর্ষির্ধর্ম্মাত্মা সত্যসঙ্গরঃ ॥ ৪৫ ॥
প্রতীপস্তু স্তুতিং চক্রে সূর্য্যস্যামিততেজসঃ ॥ ৪৬ ॥
তদা চ সলিলাত্তস্মান্নিঃসৃতা বরবর্ণিনী।
দক্ষিণং শালসঙ্কাশমূরুং ভেজে শুভাননা ॥ ৪৭ ॥
অঙ্কে স্থিতাং স্ত্রিয়ং চাহ মা পৃষ্ট্বা কিং বরাননে!।
মমোরাবাস্থিতাসি ত্বং কিমর্থং দক্ষিণে শুভে ॥ ৪৮ ॥

জঠরে ভবিষ্যাম ইতীয়ং নোঽস্মাকং মহতী চিন্তা জাতেতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৪১ ॥ হে অনঘে! পরমপবিত্রে! পূর্ব্বস্মিন্ জন্মনি যঃ ইক্ষ্বাকুবংশীয়ঃ মহাভিষনামা সার্ব্বভৌমনরপতিরাসীৎ স ইদানীং ব্রহ্মণাভিশপ্তঃ সন্ মানুষে লোকে আত্মানমবতারয়ন্ শন্তনুনাম্না জনিষ্যতি ত্বং তস্য রাজর্ষের্ভার্য্যা ভব ॥৪২॥ তেন কিমিতি চেত্তত্রাহ। জাতান্ জাতান্ অস্মান্ জলে ত্বদীয়পবিত্র-সলিলে নিক্ষিপস্ব এবমনুষ্ঠিতে সতীত্যর্থঃ শাপনির্ম্মোক্ষো ভবিতা অত্র সংশয়ো নাস্তি ॥ ৪৩ ॥ তথেতি। গঙ্গয়া চ তথাস্তু ইত্যুক্তাঃ তে সর্ব্বে স্বকং লোকং জগ্মুর্গতবন্তঃ। গঙ্গাপি পুনঃ পুন-রাত্মনা চিন্ত্যমানা নির্গতা ॥ ৪৪ ॥

মহাভিষ ইতি। নৃপো মহাভিষস্তু তদা কুরুবংশ্যস্য রাজ্ঞঃ প্রতীপস্য সুতো জাতঃ সন্ শন্তনুর্নাম শন্তনুরিতি নাম্না বিশ্রুতোঽভবদিতি ॥ ৪৫ ॥) প্রতীপস্ত্বিতি। যদা স্তুতিং চক্রে তদে-ত্যর্থঃ। বরবর্ণিনী বরার্থিনী গঙ্গা ॥ ৪৬—৪৭ ॥ দক্ষিণে শুভে ইতি। ইদং কন্যায়াঃ স্থানং

বলবতী চিন্তা ॥ ৪১ ॥ অতএব হে অনঘে গঙ্গে! আপনি মনুষ্যরূপিণী ও রাজর্ষি শান্তনুর পত্নী হইয়া আমাদিগকে উৎপাদন করুন ॥ ৪২ ॥ গঙ্গে! আমাদের জন্মমাত্রই আপনি আমাদিগকে জলে নিক্ষেপ করিবেন। তাহা হইলেই আমাদের শাপ মোক্ষ হইবে এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ৪৩ ॥ গঙ্গাদেবী তাহাই হইবে এইরূপ বলিলে পর বসুগণ পুনর্ব্বার নিজলোকে গমন করিলেন। গঙ্গাও পুনঃপুন চিন্তা করত প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৪ ॥

এই সময় সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি মহাভিষ নৃপতি শান্তনু নামে প্রতীপরাজের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৪৫ ॥ একদা প্রতীপরাজা অমিততেজা সূর্য্যের স্তব করিতেছেন এমন সময়ে গঙ্গা বরবর্ণিনীরূপধারণ করত সলিলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া

সা তমাহ বরারোহা যদর্থং রাজসত্তম!।
স্থিতাস্ম্যঙ্কে কুরুশ্রেষ্ঠ! কাময়ানাং ভজস্ব মাম্ ॥ ৪৯ ॥
তামবোচদথো রাজা রূপযৌবনশালিনীম্।
নাহং পরস্ত্রিয়ং কামাদ্গচ্ছেয়ং বরবর্ণিনীম্ ॥ ৫০ ॥
স্থিতা দক্ষিণমূরুং মে ত্বমাশ্লিষ্য চ ভামিনি!।
অপত্যানাং স্নুষাণাঞ্চ স্থানং বিদ্ধি শুচিস্মিতে! ॥ ৫১ ॥
স্নুষা মে ভব কল্যাণি! জাতে পুত্রেঽতিবাঞ্ছিতে।
ভবিষ্যতি চ মে পুত্রস্তব পুণ্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৫২ ॥
তথেত্যুক্ত্বা গতা সা বৈ কামিনী দিব্যদর্শনা।
রাজা চাপি গৃহং প্রাপ্তশ্চিন্তয়ংস্তাং স্ত্রিয়ং পুনঃ ॥ ৫৩ ॥

কামাতুরা ত্বং কথমাশ্রিতবত্যসীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥ (সা তমিতি। সা গঙ্গা বরারোহা নিতম্বিনী-ত্যর্থঃ। তং প্রতীপমাহ হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যদর্থমহং অঙ্কে ক্রোড়ে স্থিতাস্মি তৎ শৃণু ইতি শেষঃ। কাময়ানাং মাং ভজস্বেত্যন্বয়ঃ। কামঃ কন্দর্পঃ যানং যস্যাঃ তাং তাদৃশীমিত্যর্থঃ কাময়মানাং বা ॥ ৪৯ ॥ তামবোচদিতি। অথো গঙ্গাবাক্যং শ্রুত্বেত্যর্থঃ। রূপেণ যৌবনেন চ শালতে শোভতে ইতি। বরবর্ণিনীং সুন্দরীমপি অহং কামাৎ কামবশাৎ পরস্ত্রিয়ং ন গচ্ছে-য়ম্ ॥৫০॥ স্থিতেতি। হে ভামিনি! যতস্ত্বং মে দক্ষিণমূরুদেশং আশ্লিষ্য আলিঙ্গ্য স্থিতা অতস্ত্বৎ-সঙ্গমে মমাধিকারো নাস্তীতি ভাবঃ। দক্ষিণোরুদেশস্তু স্নুষাণামপত্যানাঞ্চ স্থানমিতি জানীহি অবধারয়েতি যাবৎ ॥ ৫১ ॥ স্নুষেতি। হে কল্যাণি! দক্ষিণোৎসঙ্গাশ্লেষতয়া ত্বং মে স্নুষা ভব। কুতস্তে পুত্র ইতি চেত্তত্রাহ জাতে পুত্রে ইতি। জনিষ্যমাণস্য পুত্রস্য ভার্য্যা ভবিষ্যসীতি তাৎপর্য্যার্থঃ। তত্র সম্ভাবনা কেতি শঙ্কাং নিরস্যাহ তব পুণ্যাদিতি ॥ ৫২ ॥ তথেত্যুক্ত্বেতি।

তাঁহার শালবৃক্ষসদৃশ দক্ষিণ উরুদেশে উপবেশন করিলেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥ অনন্তর, প্রতাপ রাজর্ষি অঙ্কে উপবিষ্টা সেই বরবর্ণিনীকে বলিলেন, হে সুমুখি! তুমি কিজন্য আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমার কল্যাণালয় দক্ষিণ উরুদেশে উপবেশন করিলে ॥৪৮॥ ইহা শ্রবণ করিয়া সেই বরারোহা কামিনী বলিল, হে রাজসত্তম! আমি যে জন্য আপনার অঙ্কে উপবেশন করিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমি আপনাকে কামনা করি, অতএব আপনি আমাকে গ্রহণ করুন ॥ ৪৯ ॥ প্রতীপরাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া রূপ-যৌবনশালিনী সেই কামিনীকে বলিলেন, হে বরবর্ণিনি! আমি ত কখনও কামবশে পরস্ত্রী গমন করি না ॥ ৫০ ॥ আর দেখ তুমি আমার দক্ষিণ উরুদেশ আশ্রয় করিয়াছ। হে শুচিস্মিতে! এই স্থানটীকে কন্যা, পুত্র এবং বধূদিগের স্থান বলিয়া জানিবে ॥ ৫১ ॥ অতএব, হে কল্যাণি! আমার অভিলষিত পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে পর তুমি আমার পুত্রবধূ হও ইহাই প্রার্থনা। আর তাহা হইলে তোমার পুণ্যবলে নিশ্চয়ই আমার পুত্র হইবে

ততঃ কালেন কিয়তা জাতে পুত্রে বয়স্বিনি।
বনং জিগমিষূ রাজা পুত্রং বৃত্তান্তমূচিবান্॥ ৫৪॥
বৃত্তান্তং কথয়িত্বা তু পুনরূচে নিজং সুতম্॥ ৫৫॥
যদি প্রয়াতি সা বালা ত্বাং বনে চারুহাসিনী।
কাময়ানা বরারোহা তাং ভজেথা মনোরমাম্॥ ৫৬॥
ন প্রষ্টব্যা ত্বয়া কাসি মন্নিযোগান্নরাধিপ!।
ধর্ম্মপত্নীঞ্চ তাং কৃত্বা ভবিতা ত্বং সুখী কিল॥ ৫৭॥

সূত উবাচ।

এবং সন্দিশ্য তং পুত্রং ভূপতিঃ প্রীতমানসঃ।
দত্ত্বা রাজ্যশ্রিয়ং সর্ব্বাং বনং রাজা বিবেশ হ॥ ৫৮॥
তত্রাপি চ তপস্তপ্ত্বা সমারাধ্য পরাম্বিকাম্।
জগাম স্বর্গং রাজাসৌ দেহং ত্যক্ত্বা স্বতেজসা॥ ৫৯॥

সা কামিনী গঙ্গা তথা ভবতু ইত্যুক্ত্বা গতা জগাম। দিবি ভবং দিব্যং অলৌকিকং দর্শনং যস্যাঃ। দিব্যেষু দেবেষ্বেব দর্শনং যস্যা ইতি বা॥ ৫৩॥)
বয়স্বিনি তরুণে॥ ৫৪॥ বৃত্তান্তং কাচিৎ স্ত্রী সমাগত্য মম দক্ষিণোরৌ স্থিতা। কামাতুরাং তাং সমীক্ষ্য ময়া নির্ভৎসিতা সা পুনঃ প্রার্থিতবতী ময়া প্রোক্তা মম ভবিষ্যতঃ সুতস্য পত্নী ভবেতি। সা তদুপশ্রুত্য গতেতি॥ ৫৫॥ ভজেথা ইতি। মম সত্যবাক্যপালনার্থমিত্যর্থঃ॥ ৫৬—৫৭॥

তাহাতে সংশয় নাই॥৫২॥ সেই দিব্যাঙ্গনা কামিনী ইহা স্বীকার করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। প্রতীপ নৃপতিও এই কামিনীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে নিজগৃহে আগমন করিলেন॥ ৫৩॥

অনন্তর, কিছুকাল গত হইলে পর যখন নিজ পুত্র যৌবন অবস্থায় উপস্থিত হইল তখন প্রতীপ নৃপতি বানপ্রস্থ আশ্রমে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া পুত্রকে গঙ্গা-সম্বন্ধীয় পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্তই আদ্যোপান্ত অবগত করাইয়া পুনর্ব্বার বিশেষ করিয়া বলিলেন যে, যদি সেই চারুহাসিনী কন্যা কখন সেই বনে তোমার নিকট কামাতুরা হইয়া আগমন করে তবে তুমি সেই বরারোহা মনোহারিণী কামিনীকে আমার সত্য বাক্য রক্ষার জন্য 'তুমি কে' ইত্যাদি কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া ভজনা করিবে। পুত্র! আমি বলিতেছি তুমি তাহাকে ধর্ম্মপত্নী করিয়া নিশ্চয়ই সুখী হইবে॥ ৫৪—৫৭॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! প্রতীপনৃপতি, এইরূপে পুত্রকে আদেশ করিয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে সমস্ত রাজ্যলক্ষ্মী প্রদান করিয়া তপস্যা জন্য বনে প্রবেশ করিলেন॥ ৫৮॥ অনন্তর কিছুকাল সেই বনে ব্রহ্মরূপিণী জগদম্বার আরাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া ঘোরতর তপস্যা

রাজ্যং প্রাপ মহাতেজাঃ শন্তনুঃ সার্ব্বভৌমিকম্।
প্রজা বৈ পালয়ামাস ধর্ম্মদণ্ডো মহীপতিঃ ॥ ৬০ ॥*

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে গঙ্গামহাভিষবসূনাং শাপকথনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

পরাম্বিকাং সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণীম্ ॥ ৫৮—৬০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

করত নিজ যোগপ্রভাবে দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ৫৯ ॥ এদিকে মহা প্রতাপশালী শান্তনু সাম্রাজ্য লাভ করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬০ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে গঙ্গা মহাভিষ নৃপতি এবং বসুগণের শাপবৃত্তান্ত কথন-বিষয়ক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

---

* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে সার্দ্ধ একোনষষ্টিশ্লোক।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

প্রতীপেঽথ দিবং যাতে শন্তনুঃ সত্যবিক্রমঃ।
বভূব মৃগয়াশীলো নিঘ্নন্ ব্যাঘ্রান্ মৃগান্নৃপঃ ॥ ১ ॥
স কদাচিদ্বনে ঘোরে গঙ্গাতীরে চরন্নৃপঃ।
দদর্শ মৃগশাবাক্ষীং সুন্দরীং চারুভূষণাম্ ॥ ২ ॥
দৃষ্ট্বা তাং নৃপতির্মগ্নঃ পিত্রোক্তেয়ং বরাননা।
রূপযৌবনসম্পন্না সাক্ষাল্লক্ষ্মীরিবাপরা ॥ ৩ ॥
পিবন্মুখাম্বুজং তস্যা ন তৃপ্তিমগমন্নৃপঃ।
হৃষ্টরোমাভবত্তত্র ব্যাপ্তচিত্ত ইবানঘঃ ॥ ৪ ॥
মহাভিষং সাপি মত্বা প্রেমযুক্তা বভূব হ।
কিঞ্চিন্মন্দস্মিতং কৃত্বা তস্থাবগ্রে নৃপস্য চ ॥ ৫ ॥
বীক্ষ্য তামসিতাপাঙ্গীং রাজা প্রীতমনা ভৃশম্।
উবাচ মধুরং বাক্যং সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥ ৬ ॥

একোনসপ্ততিশ্লোকৈর্গঙ্গয়া সহ শন্তনোঃ।
বিবাহঃ কথ্যতে তত্র বসূনাং জন্ম চোচ্যতে ॥

প্রতীপস্য ভগবতীপ্রসাদাদুত্তমপদপ্রাপ্ত্যুত্তরং জাতং বৃত্তান্তমাহ প্রতীপেঽথেতি ॥১—২॥ মগ্নো মগ্নচিত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ব্যাপ্তচিত্তস্তস্যাং মগ্নচিত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ মহাভিষমিতি। তস্যা-

---

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! অনন্তর সেই প্রতীপনৃপতি স্বর্গে গমন করিলে বিক্রমশালী শান্তনুনৃপতি ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশুগণকে বিনাশ করত অতিশয় মৃগয়াশীল হইলেন ॥ ১ ॥ একদা তিনি বিজনবনে ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া চারুভূষণা মৃগলোচনা সুন্দরী কামিনীকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২ ॥ দেখিবামাত্র নৃপতি তাহাতে আসক্ত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন যে, পিতা আমাকে যাঁহার কথা বলিয়াছিলেন এই রূপযৌবনবতী সাক্ষাৎ দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় চারুবদনা সেই রমণীই হইবেন ॥ ৩ ॥ সেই পুণ্যশালী শান্তনুনৃপতি তাহার মুখপদ্ম দর্শন করিয়া তৃপ্তির শেষ পাইলেন না তিনি তাহাতে আসক্তচিত্ত হইয়া লোমাঞ্চিত কলেবর হইলেন ॥ ৪ ॥ এদিকে সেই কামিনীরূপিণী গঙ্গা তাঁহাকে শাপভ্রষ্ট মহাভিষ নৃপতি বলিয়া জানিতে পারিয়া তাঁহাতে প্রণয়িনী হইলেন এবং ঈষৎ হাস্য করত তাঁহার অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫ ॥ রাজা শান্তনু সেই চারু-

দেবী বা ত্বঞ্চ বামোরু! মানুষী বা বরাননে!।
গন্ধর্ব্বী বাথ যক্ষী বা নাগকন্যাপ্সরাপি বা ॥ ৭ ॥
যাসি কাসি বরারোহে! ভার্য্যা মে ভব সুন্দরি!।
প্রেমযুক্তস্মিতৈব ত্বং ধর্ম্মপত্নী ভবাদ্য মে ॥ ৮ ॥

সূত উবাচ।

রাজা তাং নাভিজানাতি গঙ্গেয়মিতি নিশ্চিতম্।
মহাভিষং সমুৎপন্নং নৃপং জানাতি জাহ্নবী ॥ ৯ ॥
পূর্ব্বপ্রেমসমাযোগাচ্ছ্রুত্বা বাচং নৃপস্য তাম্।
উবাচ নারী রাজানং স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

স্ত্র্যুবাচ।

জানামি ত্বাং নৃপশ্রেষ্ঠ! প্রতীপতনয়ং শুভম্।
কা ন বাঞ্ছতি চার্ব্বঙ্গী ভাবিত্বাৎ সদৃশং পতিম্ ॥ ১১ ॥
বাগ্‌বন্ধেন নৃপশ্রেষ্ঠ! চরিষ্যামি পতিং কিল।
শৃণু মে সময়ং রাজন্! বৃণোমি ত্বাং নৃপোত্তম! ॥ ১২ ॥

দেবতাত্বাদ্দিব্যজ্ঞানেনায়ং ব্রহ্মসভায়াং দৃষ্টো মহাভিষরাজা ভবতীতি ॥ ৫—৮ ॥ রাজা তাং নাভিজানাতীতি। দিব্যজ্ঞানাভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ৯—১০ ॥ ভাবিত্বাদিতি। স্ত্রীজাতেরবশ্যং পতিরপেক্ষিত এবেতি হেতোর্যো বা কো বাঽপি পতিরপেক্ষিত এব তত্রাপি সদৃশো মনোঽনুরূপো যদি লব্ধস্তর্হি তং কা ন বাঞ্ছতি সর্ব্বাপি বাঞ্ছত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ বাগ্‌বন্ধেন

লোচনাকে সমীপস্থ দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত সহকারে মনোহর বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করত মধুর বাক্যে বলিলেন ॥ ৬ ॥ হে চারুবদনে! তুমি দেবী, মানুষী, গন্ধর্ব্বী, যক্ষাঙ্গনা, নাগকন্যা না অপ্সরা? সুন্দরি! তুমি যে কেহই হওনা কেন, আমার ভার্য্যা হও। বরারোহে! তোমার প্রেমযুক্ত হাস্য দেখিতে পাইতেছি, অতএব অদ্য তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী হও ইহাই প্রার্থনা ॥ ৭—৮ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! শান্তনু নৃপতি সেই সুন্দরীকে গঙ্গা বলিয়া জানিতে পারেন নাই, কিন্তু গঙ্গা দেবী তাঁহাকে শাপভ্রষ্ট মহাভিষরাজ শান্তনুরূপে উৎপন্ন, ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ অতএব সেই স্ত্রীরূপী গঙ্গা তাঁহার বাক্য শ্রবণানন্তর সেই পূর্ব্বপ্রণয়-ভাব মনে করিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১০ ॥

নৃপবর! আপনি যে প্রতীপনৃপতিতনয় ইহা আমি জানি; তবে স্ত্রীজাতির পতিলাভ বিষয়ে স্থির থাকিলেও কোন্ রমণী মনোমত পতিলাভে ইচ্ছা না করে? ॥ ১১ ॥ নৃপবর! আপনি রাজগণের শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু, আমি আপনার সহিত একটী প্রতি-

যচ্চ কুর্য্যামহং কার্য্যং শুভং বা যদি বাশুভম্।
ন নিষেধ্যা ত্বয়া রাজন্ন বক্তব্যং তথাপ্রিয়ম্ ॥ ১৩ ॥
যদা চ ত্বং নৃপশ্রেষ্ঠ! ন করিষ্যসি মে বচঃ।
তদা মুক্ত্বা গমিষ্যামি যথেষ্টং দেশ মারিষ! ॥ ১৪ ॥
স্মৃত্বা জন্ম বসূনাং সা প্রার্থনাপূর্ব্বকং হৃদি।
মহাভিষস্য প্রেমাথ বিচিন্ত্যৈব চ জাহ্নবী।
তথেত্যুক্তাথ সা দেবী চকার নৃপতিং পতিম্ ॥ ১৫ ॥
এবং বৃতা নৃপেণাথ গঙ্গা মানুষরূপিণী।
নৃপস্য মন্দিরং প্রাপ্তা সুভগা বরবর্ণিনী ॥ ১৬ ॥
নৃপতিস্তাং সমাসাদ্য চিক্রীড়োপবনে শুভে।
সাপি তং রময়ামাস ভাবজ্ঞা বৈ বরাঙ্গনা ॥ ১৭ ॥
ন বুবোধ নৃপঃ ক্রীড়ন্ গতান্বর্ষগণানথ।
স তয়া মৃগশাবাক্ষ্যা শচ্যা শতক্রতুর্যথা ॥ ১৮ ॥

পণেন। সময়ং পণম্ ॥ ১২ ॥ তথাপ্রিয়ম্। অপ্রিয়মিতিচ্ছেদঃ ॥ ১৩ ॥ তদেতি। তদা ত্বাং মুক্ত্বা ত্যক্ত্বা যথেষ্টং দেশং গমিষ্যামীত্যর্থঃ। যথেষ্টং দেশ মারিষেত্যত্র দেশপদোত্তর-বিভক্তিলোপশ্ছান্দসঃ ॥ ১৪ ॥ স্মৃত্বেতি। ইত্থং কার্য্যদ্বয়হেতোর্জাহ্নবী শন্তনোঃ পত্নী জাতেতি শেষঃ ॥ ১৫ ॥ যদ্বা পণং শ্রুত্বা রাজ্ঞা তথাস্ত্বিত্যঙ্গীকৃতপণা জাহ্নবী কার্য্যদ্বয়হেতোর্নৃপতিং পতিং চকারেত্যন্বয়ঃ ॥ (নৃপস্যেতি। নৃপস্য শন্তনোঃ মন্দিরং হাস্তিনপুরস্থভবনং প্রাপ্তা সা বরবর্ণিনীত্যন্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥ সাপীতি। সাপি বরাঙ্গনা গঙ্গা ভাবং মনোগতাভিপ্রায়ং জানাতীতি ভাবজ্ঞা ভর্ত্তুরভিপ্রায়ং বিদিত্বা রময়ামাসেতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥ স তয়েতি। তয়া সহ ক্রীড়ন্

জ্ঞায় বদ্ধ হইয়া আপনাকে পতিত্বে স্বীকার করিব। রাজন্! আমার সেই প্রতিজ্ঞাটী অগ্রে শ্রবণ করুন, পরে আপনাকে পতিত্বে বরণ করিব ॥ ১২ ॥ মহারাজ! আমি যখন যে কোন কার্য্য করিব তাহা ভাল বা মন্দ হইলেও আপনি নিষেধ করিতে বা ইহা আমার অপ্রিয় হইল এরূপ বলিতে পারিবেন না। যে দিবস আপনি আমার বাক্য পালন না করিবেন, সেই দিবসই আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইব ॥ ১৩—১৪ ॥ ঋষিগণ! জাহ্নবী বসুগণের সেই জন্ম প্রার্থনাবিষয় স্মরণ করিয়া এবং মহাভিষ নৃপতির প্রণয় ঘটনা চিন্তা করিয়া এই কথা বলিলেন। অনন্তর, শান্তনুরাজ ইহা স্বীকার করিলে, গঙ্গা তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন ॥ ১৫ ॥ ঋষিগণ! সেই বরবর্ণিনী গঙ্গাদেবী এইরূপে মানুষরূপিণী হইয়া শান্তনুনৃপকে পতিত্বে বরণ করিলেন এবং তাঁহার গৃহে গমন করিলেন ॥ ১৬ ॥ রাজাও তাঁহাকে লাভ করিয়া মনোহর উপবনে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সেই মানুষরূপিণী গঙ্গা নৃপতির অভিপ্রায় অবগত হইয়া বিবিধ প্রকারে তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ এইরূপে বৎসরের পর বৎসর গত হইতে

সা সর্ব্বগুণসম্পন্না সোঽপি কামবিচক্ষণঃ।
রেমাতে মন্দিরে দিব্যে রমানারায়ণাবিব ॥ ১৯ ॥
এবং গচ্ছতি কালে সা দধার নৃপতেস্তদা।
গর্ভং গঙ্গা বসুং পুত্রং সুষুবে চারুলোচনা ॥ ২০ ॥
জাতমাত্রং সুতং বারি চিক্ষেপৈবং দ্বিতীয়কে।
তৃতীয়েঽথ চতুর্থেঽথ পঞ্চমে ষষ্ঠ এব চ ॥ ২১ ॥
সপ্তমে বা হতে পুত্রে রাজা চিন্তাপরোঽভবৎ।
কিং করোম্যদ্য বংশো মে কথং স্যাৎ সুস্থিরো ভুবি ॥ ২২ ॥
সপ্ত পুত্রা হতা নূনমনয়া পাপরূপয়া।
নিবারয়ামি যদি মাং ত্যক্ত্বা যাস্যতি সর্ব্বথা ॥ ২৩ ॥
অষ্টমোঽয়ং সুসম্প্রাপ্তো গর্ভো মে মনসীপ্সিতঃ।
ন বারয়ামি চেদদ্য সর্ব্বথেয়ং জলে ক্ষিপেৎ ॥ ২৪ ॥

নৃপঃ বর্ষপূগান্ গতানপি ন জ্ঞাতবান্। মৃগশাবকস্য অক্ষিণীব অক্ষিণী যস্যাঃ ॥ ১৮ ॥ রমা লক্ষ্মীঃ। লক্ষ্মীনারায়ণৌ ইব তৌ রেমাতে ॥ ১৯ ॥

এবমিতি। এবম্প্রকারেণ কালে গচ্ছতি সতি সা গঙ্গা নৃপতেঃ শন্তনোঃ সকাশাৎ গর্ভং দধার বসুরূপং পুত্রং চ সুষুবে। কিন্তু জাতমাত্রং তং সুতং স্বসলিলে চিক্ষেপ। ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ ॥ ২০—২১ ॥ সপ্তমে ইতি। সপ্তমে পুত্রে নিহতে রাজা চিন্তাপরোঽভবৎ। চিন্তাং বিবৃণোতি কিং করোম্যদ্যেতি। অদ্য অধুনা কিং করোমি কঞ্চোপায়ং বিদধে কথং কেনোপায়েন মে বংশঃ সুস্থিরঃ স্যাদিতি ॥ ২২ ॥ সপ্ত পুত্রা ইতি। অনয়া পাপরূপয়া সপ্ত পুত্রা হতা যদ্যেনাং পুত্রহননপ্রবৃত্তাং নিবারয়ামি তদা সর্ব্বথা মাং ত্যক্ত্বা যাস্যতি ॥ ২৩ ॥ অষ্টমো-

---

লাগিল তথাপি সেই ক্রীড়াসক্ত নৃপতি কিছুই জানিতে পারিলেন না। বরং ইন্দ্র যেরূপ শচীর সহিত শোভা পান সেইরূপ তিনিও সেই মৃগনয়নার সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ ঋষিগণ! ইহা ঘটিবার প্রধান কারণ এই যে, সেই রমণী যেরূপ সর্ব্বগুণবিভূষিতা রাজাও তদ্রূপ কামশাস্ত্রবিশারদ; অতএব, তাঁহারা সেই মনোহর মন্দিরে লক্ষ্মীনারায়ণের ন্যায় সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে সেই চারুলোচনা গঙ্গা গর্ভবতী হইলেন এবং শাপভ্রষ্ট বসুকে পুত্ররূপে প্রসব করিলেন ॥ ২০ ॥ গঙ্গাদেবী পুত্রটীকে জাতমাত্রই গ্রহণ করিয়া জলে নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম পুত্রও বিনষ্ট হইলে পর রাজা চিন্তাতুর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। এক্ষণে আমি কি করি, কিরূপেই বা আমার বংশ পৃথিবীতে সুস্থিররূপে বর্ত্তমান থাকিবে ॥ ২১—২২ ॥ এই পাপিষ্ঠা ত আমার সাতটী সন্তানকে অবলীলাক্রমে বিনাশ করিল। যদি এক্ষণে আমি ইহাকে নিবারণ করি তাহা হইলে এখনিই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবে ॥ ২৩ ॥ আর এক্ষণে ত এই অভিলষিত

ভবিতা বা ন বা চাগ্রে সংশয়োঽয়ং মমাদ্ভুতঃ।
সম্ভবেঽপি চ দুষ্টেয়ং রক্ষয়েদ্বা ন রক্ষয়েৎ ॥ ২৫ ॥
এবং সংশয়িতে কার্য্যে কিং কর্ত্তব্যং ময়াধুনা।
বংশস্য রক্ষণার্থং হি যত্নঃ কার্য্যঃ পরো ময়া ॥ ২৬ ॥
ততঃ কালে যদা জাতঃ পুত্রোঽয়মষ্টমো বসুঃ।
মুনের্যেন হৃতা ধেনুর্নন্দিনী স্ত্রীজিতেন হি ॥ ২৭ ॥
তং দৃষ্ট্বা নৃপতিঃ পুত্রং তামুবাচ পতন্ পদে ॥ ২৮ ॥
দাসোঽস্মি তব তন্বঙ্গি! প্রার্থয়ামি শুচিস্মিতে!।
পুত্রমেকং পুষাম্যদ্য দেহি জীবং তমদ্য মে ॥ ২৯ ॥
হিংসিতাঃ সপ্ত পুত্রা মে করভোরু! ত্বয়া শুভাঃ।
অষ্টমং রক্ষ সুশ্রোণি! পতামি তব পাদয়োঃ ॥ ৩০ ॥

হয়মিতি। অয়ং মনসেপ্সিতোঽষ্টমো গর্ভঃ সুসংপ্রাপ্তঃ যদি অদ্য ন নিবারয়ামি ইয়ং পাপা সর্ব্বথা জলে ক্ষিপেৎ ॥ ২৪ ॥ ভবিতেতি। ভবিতা বা ন ভবিতা অগ্রে অয়মেব মহান্ সংশয়ঃ। ততঃ সম্ভবেঽপি ইয়ং দুষ্টা নারী রক্ষয়েৎ ন রক্ষয়েদ্ বা ইত্যেব চাতিমহান্ সংশয়ঃ। অতএব সংশয়িতে কার্য্যে ইদানীং ময়া কিংকর্ত্তব্যম্। কিয়ৎকালং এবং বিচারয়ন্ নিশ্চিত্যাহ। বংশস্য রক্ষণার্থমেব ময়া পরো যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ। রক্ষয়েদিতি স্বার্থে ণিচ্ ॥ ২৫—২৬ ॥
তত ইতি। ততঃ কালে প্রাপ্তে যেন স্ত্রীজিতেন বসুনা মুনের্বশিষ্ঠস্য নন্দিনী নাম ধেনুর্হৃতা স অষ্টমো বসুর্যদা শন্তনুপুত্ররূপেণ জাতঃ ॥ ২৭ ॥) তং দৃষ্ট্বেতি। তং দোর্নামানমিত্যর্থঃ। পতন্ পদে নমস্কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ পুষামি পোষয়ামীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ (হিংসিতা ইতি। করভোরু! ত্বয়া মে শুভাঃ কল্যাণময়া সপ্ত পুত্রাঃ হিংসিতা জলে নিমজ্জিতাঃ। অতস্তে চর-

---

অষ্টম গর্ভ উপস্থিত হইয়াছে। যদি ইহাকে নিবারণ না করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই জলে নিক্ষেপ করিবে ॥ ২৪ ॥ ইহাঁর পর আর সন্তান হয় কি না এক্ষণে এই সন্দেহই গুরুতর হই-তেছে। আর যদি হয়, তাহা হইলে এই দুষ্টা রক্ষা করিবে কি না তদ্বিষয়েরও স্থিরতা নাই ॥ ২৫ ॥ অতএব এরূপ সন্দেহ স্থলে এক্ষণে আমার কি করা উচিত। আমার বোধ হয় সর্ব্বপ্রকারে বংশরক্ষার জন্য যত্ন করাই কর্ত্তব্য ॥ ২৬ ॥

ঋষিগণ! (পরে, যেরূপ ঘটিল শ্রবণ করুন) যে বসু স্ত্রীবাক্যে বশিষ্ঠের ধেনু অপহরণ করিয়াছিল, সেই বসু যথাসময়ে অষ্টম পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিল ॥ ২৭ ॥ অনন্তর, শান্তনু নৃপতিজাত-পুত্রটীকে দর্শন করিয়া মানবরূপধারিণী গঙ্গার পদে পতিত হইয়া বলিতে লাগি-লেন, হে কৃশাঙ্গি! আমি তোমার দাসস্বরূপ, হে শুচিস্মিতে! এক্ষণে তোমার নিকট আমার এই প্রার্থনা যে আমি একটী পুত্রকে প্রতিপালন করিব, অতএব তুমি ইহাকে বিনষ্ট করিও না ॥২৮—২৯॥ সুন্দরি! তুমি আমার সাতটী পুত্র বিনাশ করিয়াছ, এক্ষণে তোমার

অন্যদ্বৈ প্রার্থিতন্তেঽদ্য দদাম্যথ চ দুর্লভম্।
বংশো মে রক্ষণীয়োঽদ্য ত্বয়া পরমশোভনে ! ॥ ৩১ ॥
অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গে বেদবিদো বিদুঃ।
তস্মাদদ্য বরারোহে ! প্রার্থয়াম্যষ্টমং সুতম্ ॥ ৩২ ॥
ইত্যুক্তাপি গৃহীত্বা তং যদা গন্তুং সমুৎসুকা।
তদাতিকুপিতো রাজা তামুবাচাতিদুঃখিতঃ ॥ ৩৩ ॥
পাপিষ্ঠে ! কিং করোষ্যদ্য নিরয়ান্ন বিভেষি কিম্।
কাসি পাপকরাণাং ত্বং পুত্রী পাপরতা সদা ॥ ৩৪ ॥
যথেচ্ছং গচ্ছ বা তিষ্ঠ পুত্রো মে স্থীয়তামিহ।
কিং করোমি ত্বয়া পাপে ! বংশান্তকরয়াঽনয়া ॥ ৩৫ ॥
এবং বদতি ভূপালে সা গৃহীত্বা সুতং শিশুম্।
গচ্ছন্তী বচনং কোপসংযুতা সমুবাচ হ ॥ ৩৬ ॥

পয়োঃ পতামি অষ্টমং পুত্রং রক্ষেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩০ ॥ অন্যদিতি। হে পরমশোভনে অন্যৎ যৎ কিঞ্চিৎ সুদুর্লভং বস্তুজাতমপি ত্বয়া প্রার্থিতং সৎ অহং দদামি পরং মেঽদ্য বংশো রক্ষণীয়ঃ ॥ ৩১ ॥ পুত্ররক্ষণে কারণং সূচয়ন্নাহ। অপুত্রস্যেতি। ইহ সংসারে অপুত্রস্য গতির্নাস্তীতি বেদজ্ঞাঃ বিদুঃ তস্মাদ্ধেতোঃ অষ্টমং পুত্রং প্রার্থয়ামীতি॥ ৩২ ॥ ইত্যুক্তাপীতি। রাজ্ঞা এবং প্রার্থিতাঽপি যদা সা তং পুত্রং গৃহীত্বা গন্তুমুৎসুকা তদা রাজা দুঃখিতোঽতিকুপিতশ্চ তামুবাচ ॥ ৩৩ ॥) পাপকরাণাম্পাপিনামিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ (যথেচ্ছমিতি। মে পুত্রঃ অত্র স্থীয়তাম্। ত্বং যথেষ্টং গচ্ছ তিষ্ঠ বা অনয়া বংশান্তকরয়া ত্বয়াহং কিং করোমীতি ॥ ৩৫ ॥
এবং বদতীতি। ভূপালে শন্তনৌ এবং বদতি সতি সা শিশুং সুতং গৃহীত্বা গচ্ছন্তী

পায়ে পড়িতেছি এই পুত্রটী রক্ষা কর ॥ ৩০ ॥ তুমি আমার নিকট যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কর তাহা দুর্লভ হইলেও তোমাকে প্রদান করিব; কিন্তু হে সুন্দরি ! অদ্য আমার বংশ রক্ষা করা তোমার উচিত বিবেচনা করিতেছি ॥ ৩১ ॥ কারণ, বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন অপুত্রক ব্যক্তি কখনই স্বর্গে যাইতে সমর্থ হয় না। হে বরারোহে ! এই জন্যই অদ্য এই অষ্টম পুত্রটীকে প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৩২ ॥ ঋষিগণ ! নরপতি এইরূপে বারংবার প্রার্থনা করিলেও নারীরূপা গঙ্গা যখন পুত্রটীকে গ্রহণ করিয়া গমনোদ্যতা হইলেন; তখন রাজা শান্তনু অতি দুঃখিত এবং কুপিত হইয়া বলিলেন ॥ ৩৩ ॥ পাপিষ্ঠে ! তুমি কি করিতেছ ? তোমার কি নরকে ভয় নাই ? পাপাত্মাদিগের মধ্যে তুমি কোন পাপাত্মার কন্যা যে সর্ব্বদাই আমার বংশ ধ্বংসে রত রহিয়াছ ? ॥ ৩৪ ॥ আমার পুত্র এই স্থানে থাকুক তুমি যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও। পাপিষ্ঠে ! তুমি বংশনাশকারিণী তোমাকে লইয়া আমি কি করিব ॥৩৫॥
শান্তনুরাজ এইরূপ বলিলে পর সেই রমণী শিশু পুত্রটীকে লইয়া যাইবার সময়

পুত্রকামা সুতং ত্বেনং পালয়ামি বনে গতঃ।
সময়ো মে গমিষ্যামি বচনং হ্যন্যথা কৃতম্ ॥ ৩৭ ॥
গঙ্গাং মাং বৈ বিজানীহি দেবকার্য্যার্থমাগতাম্।
বসবস্তু পুরা শপ্তা বশিষ্ঠেন মহাত্মনা ॥ ৩৮ ॥
ব্রজন্তু মানুষীং যোনিং স্থিতাং চিন্তাতুরাস্তু মাম্।
দৃষ্ট্বেদং প্রার্থয়ামাসুর্জননী নো ভবানঘে! ॥ ৩৯ ॥
তেভ্যো দত্ত্বা বরং জাতা পত্নী তে নৃপসত্তম!।
দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থং জানীহি সম্ভবো মম ॥ ৪০ ॥
সপ্ত তে বসবঃ পুত্রা মুক্তাঃ শাপাদৃষেস্তু তে।
কিয়ন্তং কালমেকোঽয়ং তব পুত্রো ভবিষ্যতি ॥ ৪১ ॥

সতী কোপসংযুতা বচনং বক্ষ্যমাণং উবাচ ॥ ৩৬ ॥) পুত্রকামেতি। হে রাজন্! পুত্রকামাহং পুত্রং গৃহীত্বা গমিষ্যামি বনে চৈনং পুত্রং পালয়ামি পালয়িষ্যামি। ইহৈব কুতো ন পাল্যতে ইতি চেদগতঃ সময়ো যো ময়া পণঃ কৃতঃ স নষ্ট ইতি হেতোঃ। কুতো নষ্ট ইতি চেন্মম বচনং পূর্ব্বোক্তং ত্বয়া অন্যথা কৃতমিতি হেতোঃ ॥ ৩৭ ॥ তত্র পুত্রং পালয়িষ্যসীত্যত্র কিং প্রমাণমিতি চেদহং গঙ্গাঽস্মি ততো মদ্বচনং সত্যং জানীহীত্যভিপ্রায়েণাহ। গঙ্গামিতি। তর্হি ত্বং মম পত্নী কুতো জাতা তথা পুত্রাশ্চ ত্বয়া কথং হিংসিতা ইতি চেত্তত্রাহ বসবস্ত্বিতি ॥ ৩৮ ॥ (শাপপ্রকারং সূচয়ন্ত্যাহ ব্রজন্ত্বিতি। অয়মর্থঃ। নন্দিনীহরণাপরাধান্ বসূন্ প্রতি ব্রহ্মর্ষির্বশিষ্ঠঃ এবং শপ্তবান্ যথা, যতো ভবন্তো মম কামধেনুং হৃতবন্তঃ অতো মানুষীং যোনিং ব্রজন্তু ইত্যেবমভিশপ্তাঃ সন্তস্তে বসবঃ পথি স্থিতাং মাং দৃষ্ট্বা হে অনঘে! ত্বং নোঽস্মাকং জননী ভবেতি প্রার্থয়ামাসুরিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ তেভ্যো দত্ত্বেতি। তেভ্যো বসুভ্যঃ তথাস্ত্বিতি বরং দত্ত্বা তে তব পত্নী জাতাঽহমিতি শেষঃ। নত্বহং পঞ্চশরবিদ্ধা সতী পত্ন্যভবং কিন্তু তৈর্বসুভিঃ প্রার্থিতা দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থমেব মম সম্ভব ইতি নিশ্চিতং জানীহি ॥ ৪০ ॥ ততঃ কিং জাতমিতি জিজ্ঞাসায়ামাহ। সপ্তেতি। তে সপ্ত বসবঃ তব যে সপ্তপুত্রা ময়া জলে নিক্ষিপ্তাঃ তে নিহতাঃ সন্তঃ মুনের্বশিষ্ঠস্য শাপাৎ মুক্তাঃ। অয়ং য একো

কোপভরে বলিলেন ॥ ৩৬ ॥ রাজন্! পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার যে কথা ছিল তুমি তাহার অন্যথা করিলে; অতএব, এক্ষণে সেই নিয়ম ভঙ্গ জন্য আমি বনে যাইয়া এই পুত্রটীকে প্রতিপালন করিব ॥ ৩৭ ॥ রাজন্! এক্ষণে তুমি আমাকে সুরনদী গঙ্গা বলিয়া অবগত হও। আমি কোনও দেবকার্য্যের জন্য এই মনুষ্যলোকে আসিয়াছিলাম। পূর্ব্বে মহাত্মা বশিষ্ঠঋষি বসুগণকে মানুষযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে বলিয়া শাপ প্রদান করিয়াছিলেন। অনন্তর বসুগণ অতিশয় চিন্তাতুর হইয়া আমাকে দেখিতে পাইয়া, আপনি আমাদিগের জননী হউন এই বলিয়া প্রার্থনা করে। তদনন্তর আমি (তাহাই হইবে বলিয়া) তাঁহাদিগকে বরপ্রদান করিয়া তোমার পত্নী হইয়াছিলাম। নৃপবর! দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্যই আমার সম্ভব এইটীই স্থির জানিবেন॥ ৩৮—৪০ ॥ মহারাজ! সাত জন বসু আপনার পুত্ররূপে জন্ম-

গঙ্গাদত্তমিমং পুত্রং গৃহাণ শন্তনো ! স্বয়ম্।
বসুন্দেবং বিদিত্বৈনং সুখং ভুংক্ষ্ব সুতোদ্ভবম্ ॥ ৪২ ॥
গাঙ্গেয়োঽয়ং মহাভাগ ! ভবিষ্যতি বলাধিকঃ।
অদ্য তত্র নয়াম্যেনং যত্র ত্বং বৈ ময়া বৃতঃ ॥ ৪৩ ॥
দাস্যামি যৌবনপ্রাপ্তং পালয়িত্বা মহীপতে ! ।
ন মাতৃরহিতঃ পুত্রো জীবেন্ন চ সুখী ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে গঙ্গা তং গৃহীত্বা চ বালকম্।
রাজা চাতীবদুঃখার্ত্তঃ সংস্থিতো নিজমন্দিরে ॥ ৪৫ ॥
ভার্য্যাবিরহজং দুঃখং তথা পুত্রস্য চাদ্ভুতম্।
সর্ব্বদা চিন্তয়ন্নাস্তে রাজ্যং কুর্ব্বন্ মহীপতিঃ ॥ ৪৬ ॥
এবং গচ্ছতি কালেঽথ নৃপতির্ম্মৃগয়াং গতঃ।
নিঘ্নন্ মৃগগণান্ বাণৈর্মহিষান্ শূকরানপি ॥ ৪৭ ॥

বর্ত্তমানঃ অষ্টমো বসুরিত্যর্থঃ। অসৌ কিয়ন্তং কালং তব পুত্রো ভবিষ্যতি ইহ লোকে তব পুত্রভাবেন কিয়ন্তং কালং ব্যাপ্যায়ং স্থাস্যতীতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৪১ ॥ গঙ্গাদত্তমিতি। হে শন্তনো ! ত্বং ইমং স্বয়ং গঙ্গাদত্তং পুত্রং গৃহাণ এনং পুত্রমপি চ বসুং বিদিত্বৈব সুতোদ্ভবং সুখং ভুঙ্ক্ষ্ব নত্বয়ং সাধারণপুত্র ইতি ভাবঃ ॥৪২॥ দেবশক্তিগর্ভজাততয়া পুত্রস্য ভাবিপ্রভাবং বিজিজ্ঞাপয়িষুরাহ গাঙ্গেয়োঽয়মিতি ॥ ৪৩ ॥ কতিবর্ষং যাবত্ত্বদন্তিকং স্থাস্যতীতি চেত্তত্রাহ দাস্যামীতি। যতো মাতৃবিহীনঃ পুত্রো ন জীবেন্ন চ সুখী ভবেৎ অত এনং নয়ামীতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৪৪ ॥ ইত্যুক্ত্বেতি। এতাবদুক্ত্বা অন্তর্হিতা বভূব ॥ ৪৫ ॥ ভার্য্যেতি। মহীপতিঃ শন্তনুঃ ভার্য্যাবিরহজন্যং পুত্রবিরহজন্যঞ্চ অদ্ভুতং দুঃখং সর্ব্বদা চিন্তয়ন্ আস্তে পরং নৈব প্রজাপালনরূপং রাজধর্ম্মং মুক্ত্বা কেবলং দুঃখং চিন্তয়তি অত আহ রাজ্যং কুর্ব্বন্নিতি ॥ ৪৬ ॥

গ্রহণ করিয়া ঋষির শাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। এই একটী বসু তোমার পুত্র হইয়া কিছুকাল ইহ লোকে অবস্থিতি করিবে ॥ ৪১ ॥ হে শান্তনুরাজ ! আমি প্রদান করিতেছি পুত্রটীকে গ্রহণ কর। ইহাকে বসুদেব মনে করিয়া পুত্রজন্য সুখ উপভোগ কর ॥ ৪২ ॥ মহারাজ ! তুমি অতি ভাগ্যশালী তাহাতে সন্দেহ নাই। তোমার এই পুত্রটী গঙ্গার গর্ভ-জাত অতএব এ অতিশয় বলশালী হইবে। কিন্তু পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার যে স্থানে মিলন হইয়াছিল, অদ্য আমি ইহাকে সেই স্থানে লইয়া যাইব ॥ ৪৩ ॥ কারণ, মাতৃ-বিরহিত পুত্র কখনই সুখী হইতে বা জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, এজন্য লালন পালন করিয়া ইহার যৌবনকাল উপস্থিত হইলে পুনর্ব্বার আপনাকে প্রদান করিব ॥ ৪৪ ॥ ঋষিগণ ! গঙ্গা-দেবী এই কথা বলিয়া পুত্রটীকে গ্রহণ করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। রাজাও অতিশয় দুঃখিত হইয়া নিজগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং ভার্য্যা ও পুত্রের বিষয় চিন্তা করিয়া অতিশয় বিরহজাত দুঃখের সহিত রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫—৪৬ ॥

গঙ্গাতীরমনুপ্রাপ্তঃ স রাজা শন্তনুস্তদা।
নদীং স্তোকজলাং দৃষ্ট্বা বিস্মিতঃ স মহীপতিঃ ॥ ৪৮ ॥
তত্রাপশ্যৎ কুমারং তং মুঞ্চন্তং বিশিখান্ বহূন্।
আকৃষ্য চ মহাচাপং ক্রীড়ন্তং সরিতস্তটে ॥ ৪৯ ॥
তং বীক্ষ্য বিস্মিতো রাজা ন স্ম জানাতি কিঞ্চন।
নোপলেভে স্মৃতিং ভূপঃ পুত্রোঽয়ং মম বা ন বা ॥ ৫০ ॥
দৃষ্ট্বাপ্যমানুষং কর্ম্ম বাণেষু লঘুহস্ততাম্।
বিদ্যাং বাঽপ্রতিমাং রূপং তস্য বৈ স্মরসন্নিভম্ ॥ ৫১ ॥
পপ্রচ্ছ বিস্মিতো রাজা কস্য পুত্রোঽসি চানঘ।!
নোবাচ কিঞ্চিদ্বীরোঽসৌ মুঞ্চন্ শিলীমুখানথ ॥ ৫২ ॥
অন্তর্ধানংগতঃ সোঽথ রাজা চিন্তাতুরোঽভবৎ।
কোঽয়ং মম সুতো বালঃ কিং করোমি ব্রজামি কম্ ॥ ৫৩ ॥

এবমিতি। এম্প্রকারেণ কালে গচ্ছতি অথ কদাচিৎ স রাজা মৃগয়াঙ্গতঃ মহিষাদীন্ বহূন মৃগান্ বাণৈর্নিঘ্নন্ গঙ্গাতীরমনুপ্রাপ্তঃ সন্ নদীং গঙ্গাং স্তোকজলাং স্বল্পসলিলবহাং দৃষ্ট্বা বিস্মিত আসীৎ ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ ॥ ৪৭—৪৮ ॥ তত্রাপশ্যদিতি। তত্র সরিতস্তটে কঞ্চিৎ কুমারং বহূন্ বিশিখান্ বাণান্ মুঞ্চন্তমপশ্যৎ ॥ ৪৯ ॥ তং বীক্ষ্যেতি। রাজা তং কুমারং বীক্ষ্য বিস্মিতঃ সন্ কিমপি ন জানাতি অয়ং মম পুত্রো ন চেতি স্মৃতিং ন উপলেভে ॥ ৫০ ॥ দৃষ্ট্বাপীতি। বাণেষু লঘুহস্ততাং ক্ষিপ্রকারিতাং তথা নদীজলশোষণরূপমমানুষং কর্ম্ম অপ্রতিমাং নিরুপমাং বিদ্যাং চ দৃষ্ট্বা রাজা বিস্মিতঃ সন্ পপ্রচ্ছেতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৫১—৫২ ॥) কোঽয়মিতি। অয়ং বালো মম সুতোঽন্যো বা কশ্চনাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৩॥ (গঙ্গামিতি। ভূপালঃ

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে একদিবস সেই শান্তনু নৃপতি মৃগয়ায় যাইয়া সুশাণিত বাণদ্বারা মহিষ, শূকর প্রভৃতি নানাজাতি পশুগণকে বধ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন এবং সহসা নদীর জল স্বল্পমাত্র প্রবাহিত হইতেছে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ॥ ৪৭—৪৮ ॥ অনন্তর, সেই নদীতটে একটী বালককে ক্রীড়া উপলক্ষে একটী মহৎ শরাসন আকর্ষণ করিয়া অসংখ্য বাণ পরিত্যাগ করিতে দেখিলেন ॥ ৪৯ ॥ রাজা সেই বালককে দেখিবামাত্র অতিশয় বিস্মিত হইয়া পূর্ব্বকথা সমস্তই ভুলিয়া গেলেন, এজন্য এই বালক আমার পুত্র কি না ইহাও স্মরণ করিতে পারিলেন না ॥ ৫০ ॥ রাজা সেই বালকের অমানুষ কর্ম্ম, বাণে অতিশয় লঘুহস্ততা অতুল্য ধনুর্বিদ্যা এবং কন্দর্পসদৃশ রূপ সন্দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়া, তুমি কাহার পুত্র তাঁহাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু সেই বাণবর্ষণকারী বীর বালক রাজাকে কোনও প্রত্যুত্তর না দিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। বালক প্রস্থান করিলে রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই বালক আমার পুত্র কি না।

গঙ্গাং তুষ্টাব ভূপালঃ স্থিতস্তত্র সমাহিতঃ।
দর্শনং সা দদাবাথ চারুরূপা যথা পুরা ॥ ৫৪ ॥
দৃষ্ট্বা তাং চারুসর্ব্বাঙ্গীং বভাষে নৃপতিঃ স্বয়ম্।
কোঽয়ং গঙ্গে! গতো বালো মম ত্বং দর্শয়াধুনা ॥ ৫৫ ॥

গঙ্গোবাচ।

পুত্রোঽয়ং তব রাজেন্দ্র! রক্ষিতশ্চাষ্টমো বসুঃ।
দদামি তব হস্তে তু গাঙ্গেয়োঽয়ং মহাতপাঃ ॥ ৫৬ ॥
কীর্ত্তিকর্ত্তা কুলস্যাস্য ভবিতা তব সুব্রত!।
পাঠিতস্ত্বখিলান্ বেদান্ ধনুর্ব্বেদঞ্চ শাশ্বতম্ ॥ ৫৭ ॥
বশিষ্ঠস্যাশ্রমে দিব্যে সংস্থিতোঽয়ং সুতস্তব।
সর্ব্ববিদ্যাবিধানজ্ঞঃ সর্ব্বার্থকুশলঃ শুচিঃ ॥ ৫৮ ॥
যদ্বেদ জামদগ্ন্যোঽসৌ তদ্বেদায়ং সুতস্তব।
গৃহাণ গচ্ছ রাজেন্দ্র! সুখী ভব নরাধিপ! ॥ ৫৯ ॥

শন্তনুঃ তত্র নদীতটে স্থিতঃ সমাহিতঃ সন্ গঙ্গাং তুষ্টাব স্তুতিং চকার। অথ রাজ্ঞাঽভিষ্টুতা সা গঙ্গা পুরা পূর্ব্বং মানুষরমণীরূপং ধৃত্বা যথা রময়ামাস তথা ইদানীমপি তদ্রূপং বিধায় দর্শনং দদৌ শন্তনুরাজায়েতি শেষঃ ॥ ৫৪ ॥ দৃষ্ট্বেতি চারুসর্ব্বাঙ্গীং সর্ব্বাঙ্গমনোহরাম্। অয়ং বালকঃ কঃ যোঽয়ং গতঃ ত্বং ইদানীং তং দর্শয়েতি বভাষে ॥ ৫৫ ॥

পুত্রোয়মিতি। হে রাজেন্দ্র! অয়ং মহাতপা গঙ্গাগর্ভজাতঃ তব পুত্ররূপোঽষ্টমো বসুঃ সাম্প্রতং তব হস্তে দদামি সমর্পয়ামি॥৫৬॥ কীর্ত্তিকর্ত্তেতি। নতু কেবলং পোষণাদিনা পরিবর্দ্ধিতোঽয়ং বালকঃ অখিলান্ বেদান্ ধনুর্বেদঞ্চ পাঠিত এব॥৫৭॥ কুতোঽয়ম্প্রাপ বিদ্যাং ইতি চেত্তত্রাহ

একণে কি উপায় কার কাহার নিকট যাই ॥ ৫১—৫৩ ॥ এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়া রাজা সেই নদীতটে সমাহিত হইয়া গঙ্গাকে স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর গঙ্গাদেবী পূর্ব্ববৎ মনোহর রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন ॥ ৫৪ ॥ রাজা সেই চারুরূপা গঙ্গাকে দর্শন করিবামাত্রই বলিলেন, গঙ্গে! এই বালকটী কে, এবং কোথায় যাইল, তুমি এক্ষণে সেই বালকটীকে আমায় দর্শন করাও ॥ ৫৫ ॥

গঙ্গা, রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, রাজেন্দ্র! এই বালকটী তোমারই পুত্র আমি এতদিন ইহাকে রক্ষা করিয়াছি। ইহাকে শাপভ্রষ্ট অষ্টম বসু বলিয়া জানিবেন। এক্ষণে আমি এই মহাতপা গাঙ্গেয়কে আপনার হস্তে প্রদান করিতেছি ॥ ৫৬ ॥ রাজন্! এই পুত্রটীই তোমার কুলের কীর্ত্তিকর হইবে। আমি ইহাকে বশিষ্ঠমুনির আশ্রমে রাখিয়া অখিল বেদ বিশেষত সমস্ত ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছি। তোমার এই পুত্রটী বশিষ্ঠের আশ্রমে বাস করত এক্ষণে সর্ব্ববিদ্যাবিৎ ও সর্ব্বকার্য্যদক্ষ হইয়াছে ॥ ৫৭—৫৮ ॥ রাজেন্দ্র! অধিক

ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে গঙ্গা দত্ত্বা পুত্রং নৃপায় বৈ।
নৃপতিস্তু মুদা যুক্তো বভূবাতিসুখান্বিতঃ॥ ৬০॥
সমালিঙ্গ্য সুতং রাজা সমাঘ্রায় চ মস্তকম্।
সমারোপ্য রথে পুত্রং স্বপুরং স প্রচক্রমে॥ ৬১॥
গত্বা গজাহ্বয়ং রাজা চকারোৎসবমুত্তমম্।
দৈবজ্ঞঞ্চ সমাহূয় পপ্রচ্ছ চ শুভং দিনম্॥ ৬২॥
সমাহৃত্য প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সচিবান্ সর্ব্বশঃ শুভান্।
যৌবরাজ্যেঽথ গাঙ্গেয়ং স্থাপয়ামাস পার্থিবঃ॥ ৬৩॥
কৃত্বা তং যুবরাজানং পুত্রং সর্ব্বগুণান্বিতম্।
সুখমাস স ধর্ম্মাত্মা ন সস্মার চ জাহ্নবীম্॥ ৬৪॥

সূত উবাচ।

এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বং কারণং বসুশাপজম্।
গাঙ্গেয়স্য তথোৎপত্তিং জাহ্নব্যাঃ সম্ভবং তথা॥ ৬৫॥

বশিষ্ঠস্যেতি॥ ৫৮॥ ধনুর্ব্বেদপারদর্শিতাং সূচয়ন্ত্যাহ যদ্বেদেতি। জামদগ্ন্যঃ পরশুরামঃ॥৫৯॥ ইত্যুক্তেতি। এতাবদুক্ত্বা অন্তর্দ্ধানং চকার নৃপতিস্তু মুদা যুক্তো বভূব পুত্রলাভেনেতি যাবৎ॥ ৬০॥ সমালিঙ্গ্যেতি। সমালিঙ্গ্য সমাশ্লিষ্য শিরোঘ্রাণং নয়ন্ রথে সমারোপয়ন্ স্বপুরং হাস্তিনপুরং প্রচক্রমে প্রতস্থে॥ ৬১॥ গত্বেতি। গজাহ্বয়ং হাস্তিনপুরং হস্তীতি নাম্না কশ্চিন্নরপতিরাসীৎ তেন নির্ম্মিতত্বাৎ পুরস্যাপি তদাখ্যা জাতেতি বোধ্যম্॥ ৬২॥ সমাদৃত্যেতি। শুভান্ কল্যাণকামান্ গাঙ্গেয়ং ভীষ্মং স্থাপয়ামাস প্রতিষ্ঠাপিতবান্॥ ৬৩॥) ন সস্মারেতি। পুত্রসুখেন জাহ্নবীবিরহজদুঃখস্যনাশাত্তাং ন সস্মারেত্যর্থঃ॥ ৬৪॥

আর কি বলিব, জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম যাহা কিছু অবগত আছেন সে সমস্তই তোমার পুত্র সম্যক্‌রূপে শিক্ষা করিয়াছে। এক্ষণে আপনি ইহাকে গ্রহণ করিয়া গৃহে যাইয়া সুখী হউন॥ ৫৯॥ গঙ্গাদেবী এই কথা বলিয়া পুত্রটীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। নৃপতি ও অতিশয় আনন্দিত হইয়া পুত্রকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং রথে আরোহণ করিয়া নিজ পুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন॥ ৬০—৬১॥ অনন্তর, শান্তনুরাজ হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়াই পুত্রাগমন জন্য মহোৎসব করিলেন এবং সমস্ত প্রজা ও সর্ব্বদাহিতকারী মন্ত্রিবর্গকে আনয়ন পূর্ব্বক দৈবজ্ঞনির্দ্দিষ্ট শুভদিনে গঙ্গা-নন্দনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন॥ ৬২—৬৩॥ এইরূপে ধর্ম্মাত্মা শান্তনুরাজ সর্ব্ব-গুণান্বিত গাঙ্গেয়কে যুবরাজ করিয়া অতিশয় সুখী হইয়া গঙ্গা-বিরহজাত দুঃখ অন্তঃকরণ হইতে বিদূরিত করিলেন॥ ৬৪॥

গঙ্গাবতরণং পুণ্যং বসূনাং সম্ভবং তথা।
যঃ শৃণোতি নরঃ পাপান্মুচ্যতে নাত্র-সংশয়ঃ॥ ৬৬॥
পুণ্যং পবিত্রমাখ্যানং কথিতং মুনিসত্তমাঃ!।
যথা ময়া শ্রুতং ব্যাসাৎ পুরাণং বেদসম্মিতম্‌॥ ৬৭॥
শ্রীমদ্ভাগবতং পুণ্যং নানাখ্যানকথান্বিতম্‌।
দ্বৈপায়নমুখোদ্ভূতং পঞ্চলক্ষণসংযুতম্‌॥ ৬৮॥
শৃণ্বতাং সর্ব্বপাপঘ্নং শুভদং সুখদং তথা।
ইতিহাসমিমং পুণ্যং কীর্ত্তিতং মুনিসত্তমাঃ!॥ ৬৯॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

(এতদ্‌বঃ কথিতমিতি। বো যুষ্মভ্যং এতৎ বসুশাপজং সর্ব্বং কারণং গাঙ্গেয়স্য ভীষ্মস্য উৎপত্তিঃ জাহ্নব্যাশ্চ সম্ভবঃ নরজাতীয়রমণীরূপধারণমিত্যর্থঃ কথিতং ময়েতি শেষঃ॥ ৬৫॥ গঙ্গায়া ইতি। গঙ্গায়া অবতরণং বসূনাঞ্চ সম্ভবং যো নরঃ শৃণোতি॥ ৬৬॥ ইদানীং শ্রীমদ্‌ভাগবতান্তর্গতৈতদাখ্যানমাহাত্ম্যং শৃণ্বতাং পাপধ্বংসাদিফলশ্রুতিং বর্ণয়ন্নধ্যায়ং সমাপয়তি সূতঃ পুণ্যং পবিত্রমিতি॥ ৬৭—৬৯॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! এই ত আমি আপনাদিগকে বসুশাপের সমস্ত কারণ, গঙ্গাগর্ভসম্ভূত ভীষ্মের উৎপত্তি এবং গঙ্গাদেবীর সম্ভব কথা সমস্তই বলিলাম॥৬৫॥ ইহ লোকে যে মনুষ্য এই পুণ্যজনক গঙ্গাবতারের এবং বসুদিগের উৎপত্তিকথা শ্রবণ করিবে সেই মনুষ্য নিশ্চয়ই সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে॥৬৬॥ হে মুনিসত্তমগণ! আমি দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের নিকট নানাখ্যান সমন্বিত, পঞ্চলক্ষণ বিশিষ্ট, বেদসদৃশ এই পুণ্যজনক শ্রীমদ্ভাগবত যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি আপনাদের নিকট সেই রূপই বলিলাম। ঋষিগণ! আমি যে এই পুণ্যজনক ইতিহাস বলিলাম, যাহারা ইহা শ্রবণ করেন তাঁহাদের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় সর্ব্বদা মঙ্গল হইতে থাকে এবং তাঁহারা চিরসুখী হইয়া বিরাজ করিতে থাকেন॥ ৬৭—৬৯॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতের
দ্বিতীয়স্কন্ধে বসুগণের জন্মবিষয়ক
চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৪॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

বসূনাং সম্ভবঃ সূত! কথিতঃ শাপকারণাৎ।
গাঙ্গেয়স্য তথোৎপত্তিঃ কথিতা লৌমহর্ষণে! ॥ ১ ॥
মাতা ব্যাসস্য ধর্ম্মজ্ঞ! নাম্না সত্যবতী সতী।
কথং শন্তনুনা প্রাপ্তা ভার্য্যা গন্ধবতী শুভা ॥ ২ ॥
তন্মমাচক্ষ্ব বিস্তারং দাশপুত্রী কথং বৃতা।
রাজ্ঞা ধর্ম্মবরিষ্ঠেন সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত! ॥ ৩ ॥

সূত উবাচ।

শন্তনুর্নাম রাজর্ষির্মৃগয়ানিরতঃ সদা।
বনং জগাম নিঘ্নন্ বৈ মৃগাংশ্চ মহিষান্ রুরূন্ ॥ ৪ ॥
চত্বার্য্যেব তু বর্ষাণি পুত্রেণ সহ ভূপতিঃ।
রমমাণঃ সুখং প্রাপ কুমারেণ যথা হরঃ ॥ ৫ ॥

একোনষষ্টিশ্লোকৈস্তু সত্যবত্যতিসুন্দরী।
বৃতা শন্তনুনা রাজ্ঞা কথেয়ং সমুদীর্য্যতে ॥

গঙ্গয়া সহ শন্তনোর্বিবাহাদিকং শ্রুত্বা সত্যবতীবিবাহকথাং পৃচ্ছন্তি বসূনামিতি ॥ ১ ॥ (মাতেতি। ধর্ম্মজ্ঞ! সূত! ব্যাসশিষ্যত্বাত্তথাত্বম্। রাজ্ঞা শন্তনুনা কথং প্রাপ্তা লব্ধা গন্ধবতী যোজনগন্ধান্বিতা ॥ ২ ॥ তন্মমেতি। হে সুব্রত! ধর্ম্মবরিষ্ঠেন রাজ্ঞা দাশপুত্রী কথং বৃতেত্যেতন্মমাচক্ষ্ব উক্ত্বা চ সংশয়ং ছিন্ধীতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥
শন্তনুরিতি। সদা মৃগয়ানিরতঃ। রুরূন্ মৃগভেদান্ ॥ ৪ ॥) পুত্রেণ সহ ভীষ্মেণ সহ।

ঋষিগণ কহিলেন, হে লোমহর্ষণ পুত্র সূত! তুমি বসুগণের শাপজন্য সমুদ্ভব এবং গঙ্গানন্দন ভীষ্মের উৎপত্তি কথা বলিয়াছ ॥ ১ ॥ হে ধর্ম্মজ্ঞ! এক্ষণে প্রকাশ করিয়া বল, শান্তনু নৃপতি কি করিয়া সেই যোজনগন্ধা ব্যাসজননী সতী সত্যবতীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা ধার্ম্মিকপ্রবর হইয়াও কি রূপে তাহাকে বরণ করিলেন? হে সুব্রত সূত! আমাদিগের এই সংশয় ছেদ কর ॥ ২—৩ ॥

সূত ঋষিগণের এইরূপ প্রশ্নবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ঋষিগণ! রাজর্ষি শান্তনু সর্ব্বদা মৃগয়ারত হইয়া হরিণ মহিষ ও অন্যান্য পশুগণকে বিনাশ করত বনে বনে ভ্রমণ করিতেন ॥ ৪ ॥ এইরূপে ভূপতি শান্তনু চারি বৎসর পর্য্যন্ত পুত্র ভীষ্মের সহিত একত্র থাকিয়া,

একদা বিক্ষিপন্ বাণান্ বিনিঘ্নন্ খড়্গশূকরান্।
স কদাচিদ্বনং প্রাপ্তঃ কালিন্দীং সরিতাং বরাম্ ॥ ৬ ॥
মহীপতিরনির্দ্দেশ্যমাজিঘ্রদ্গন্ধমুত্তমম্।
তস্য প্রভবমন্বিচ্ছন্ সঞ্চচার বনং তদা ॥ ৭ ॥
ন মন্দারস্য গন্ধোঽয়ং মৃগনাভিমদস্য ন।
চম্পকস্য ন মালত্যা ন কেতক্যা মনোহরঃ ॥ ৮ ॥
ন চানুভূতপূর্ব্বোঽয়ং বাতি গন্ধবহঃ শুভঃ।
কুতোঽয়মেতি বায়ুর্বৈ মম ঘ্রাণবিমোহনঃ ॥ ৯ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্যমানোঽসৌ বভ্রাম বনমণ্ডলম্।
মোহিতো গন্ধলোভেন শন্তনুঃ পবনানুগঃ ॥ ১০ ॥
স দদর্শ নদীতীরে সংস্থিতাং চারুদর্শনাম্।
শৃঙ্গারসহিতাং কান্তাং সুস্থিতাং মলিনাম্বরাম্ ॥ ১১ ॥
দৃষ্ট্বা তামসিতাপাঙ্গীং বিস্মিতঃ স মহীপতিঃ।
অস্যা দেহস্য গন্ধোঽয়মিতি সঞ্জাতনিশ্চয়ঃ ॥ ১২ ॥

কুমারেণ স্কন্দেন ॥ ৫ ॥ স কদাচিদিতি। প্রথমং বনং প্রাপ্তঃ পশ্চাদ্বনমধ্যস্থাং সরিদ্বরাং কালিন্দীং যমুনাং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ অনির্দ্দেশ্যং নির্ণেতুমশক্যং তস্য গন্ধস্য প্রভবমুৎপত্তিস্থানম্ ॥ ৭—৮ ॥ গন্ধবহো বায়ুঃ ॥ ৯ ॥ পবনানুগঃ পবনমনুলক্ষীকৃত্য গন্তা ॥ ১০ ॥ (স দদর্শেতি। স রাজা নদীতটস্থানে মনোজ্ঞদর্শনাং শৃঙ্গারসহিতাং যৌবনোপযোগিহাবভাবাদ্যাঢ্যাং অতঃ কান্তাং কমনীয়মূর্ত্তিমিত্যর্থঃ। সুস্থিতাং চাপল্যরহিতাং মলিনাম্বরামিত্যনেন নীচজাতিকন্যাত্বং সূচিতম্। এবম্ভূতাং দদর্শেত্যন্বয়ঃ ॥১১॥ দৃষ্ট্বা তামিতি। অসিতৌ ঈষদ্রক্তৌ

মহাদেব যেরূপ কার্ত্তিক সহবাসে আনন্দ লাভ করেন, তদনুরূপ সুখলাভ করিলেন ॥ ৫ ॥ অনন্তর, একদা মৃগয়া উপলক্ষে শূকর গণ্ডার প্রভৃতি বন্যপশুগণের সংহার করিতে করিতে সরিদ্বরা-কালিন্দীসমীপস্থ বনে উপস্থিত হইলেন ॥ ৬ ॥ উপস্থিত মাত্রই শান্তনুরাজ এক প্রকার সুগন্ধ আঘ্রাণ করিলেন ; কিন্তু, সেই গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অনন্তর, তিনি সেই সদ্গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে তাহার অন্বেষণ জন্য সেই বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ পরে মনে মনে চিন্তা করিলেন, যে, এই মনোহর সদ্গন্ধ মন্দার পুষ্পের নয়, মৃগনাভিরও নয়, চম্পক, মালতী বা কেতকী পুষ্পেরও নয়। আমি পূর্ব্বে কখন এরূপ সুরভিময় বায়ু সেবন করি নাই এরূপ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিমোহনকারী বায়ু কোথা হইতে প্রবাহিত হইতেছে ? ॥ ৮—৯ ॥ ঋষিগণ ! শান্তনুরাজ এইরূপ চিন্তা করত সমাগত গন্ধলোভে মোহিত হইয়া সেই গন্ধবহ বায়ুর অনুসরণ করত সমস্ত বন ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ অনন্তর, তিনি কালিন্দী-নদীতীরে সমুপবিষ্ট যৌবনোপযোগী

তদদ্ভুতং রূপমতীবসুন্দরং
তথৈব গন্ধোঽখিললোকসম্মতঃ ।
বয়শ্চ তাদৃঙ্নবযৌবনং শুভং
দৃষ্টৈ্ব রাজা কিল বিস্মিতোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥
কেয়ং কুতো বা সমুপাগতাঽধুনা
দেবাঙ্গনা বা কিমু মানুষী বা ।
গন্ধর্ব্বপুত্রী কিল নাগকন্যা
জানে কথং গন্ধবতীং নু কামিনীম্ ॥ ১৪ ॥
সঞ্চিন্ত্য চৈবং মনসা নৃপোঽসৌ
ন নিশ্চয়ং প্রাপ যদা ততঃ স্বয়ম্ ।
গঙ্গাং স্মরন্ কামবশং গতোঽথ
পপ্রচ্ছ কান্তাং তটসংস্থিতাঞ্চ ॥ ১৫ ॥
কাসি প্রিয়ে ! কস্য সুতাসি কস্মা-
দিহ স্থিতা ত্বং বিজনে বরোরু ! ।
একাকিনী কিং বদ চারুনেত্রে !
বিবাহিতা বা ন বিবাহিতাসি ॥ ১৬ ॥

অপাঙ্গৌ লোচনপ্রান্তৌ যস্যাস্তাং দৃষ্ট্বা স মহীপতিঃ অস্যা দেহস্যায়ং গন্ধঃ ইতি সংজাতঃ নিশ্চয়ঃ যস্য ॥ ১২ ॥ রূপাধিক্যং বর্ণয়িতুকাম আহ তদদ্ভুতমিতি । অখিললোকসম্মতঃ সর্ব্বজন-মনোহরো গন্ধঃ ॥ ১৩ ॥ ইদানীং রাজা মনসা বিচারয়ন্নাহ কেয়মিতি ॥ ১৪ ॥) গঙ্গাং স্মরন্ কামবশং গতঃ কামেন রূঢ়চিত্তঃ সন্ যয়া গঙ্গয়াঽহং ত্যক্তঃ সৈব গঙ্গা স্থিয়ং ন স্যাদিতি তাং

অঙ্গসৌষ্ঠবে কমনীয়মূর্ত্তি মলিনবস্ত্রা একটী সুন্দরী কন্যাকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১১ ॥ মহী-পতি শান্তনু সেই চারুলোচনা কামিনীকে দেখিবামাত্রই অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং এই গন্ধ ইহাঁরই শরীর হইতে সমুৎপন্ন ইহা স্থির করিলেন ॥ ১২ ॥ ঋষিগণ ! রাজা তাঁহার সেই অতীবসুন্দর আশ্চর্য্যজনক রূপ, সর্ব্ব লোকের আমোদকর সেই গন্ধ এবং নবযৌবনান্বিত সেই বয়স দেখিয়াই বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন ; পরে চিন্তা করিলেন, এই রমণী কে ? কোথা হইতেই বা আসিয়াছে ? ইনি কি দেবকন্যা বা মানবী বা গন্ধর্ব্বকন্যা অথবা নাগকন্যা ? এই সদ্গন্ধবিশিষ্টা কামিনী কে ? ইহা আমি কিরূপে জানিতে পারিব ॥ ১৩—১৪ ॥ ঋষিগণ ! শান্তনু নৃপতি মনে মনে এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়াও যখন কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না, তখন গঙ্গাকে স্মরণ করত কামাতুর হইয়া স্বয়ং যমুনাতটসংস্থিত সেই কামি-নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৫ ॥ সুন্দরি ! তুমি কে এবং কাহার কন্যা ? কিজন্য এই

সঞ্জাতকামোঽহমরালনেত্রে !
ত্বাং বীক্ষ্য কান্তাঞ্চ মনোরমাঞ্চ।
ব্রূহি প্রিয়ে ! যাসি চিকীর্ষসি ত্বং
কিং চেতি সর্ব্বং মম বিস্তরেণ ॥ ১৭ ॥
ইত্যেবমুক্তা সুদতী নৃপেণ
প্রোবাচ তং সস্মিতমম্বুজেক্ষণা।
দাশস্য পুত্রীং ত্বমবেহি রাজন্ !
কন্যাং পিতুঃ শাসনসংস্থিতাঞ্চ ॥ ১৮ ॥
তরীমিমাং ধর্ম্মনিমিত্তমেব
সংবাহয়ামীহ জলে নৃপেন্দ্র !।
পিতা গৃহে মেঽদ্য গতোঽস্তি কামং
সত্যং ব্রবীম্যর্থপতে ! তবাগ্রে ॥ ১৯ ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা বিররাম বালা
কামাতুরস্তাং নৃপতির্বভাষে।
কুরুপ্রবীরং কুরু মাং পতিং ত্বং
বৃথা ন গচ্ছেন্ননু যৌবনং তে ॥ ২০ ॥

গঙ্গাং স্মরন্ পপ্রচ্ছেত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥ অরালনেত্রে কুটিলনেত্রে ॥ ১৭—১৮ ॥ ধর্ম্মনিমিত্ত মেবেতি। অস্মাকং দাশানামার্য্যধর্ম্মোঽস্তীতি তন্নিমিত্তমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ (ইত্যেবমিতি। বাল দাশকন্যা সত্যবতী ইত্যেবং উক্ত্বা বিরতা বভূব ততো নৃপতিঃ কামাতুরঃ সন্ তাং বভাষে কিং বভাষে ইত্যত্রাহ মাং কুরুপ্রবীরং কুরুবংশ্যনরপতিং পতিং কুরু পতিত্বেন মাং বৃণ্বি

নির্জ্জন বনে একাকিনী অবস্থিতি করিতেছ ? চারুলোচনে ! তোমার বিবাহ হইয়াছে কি না আমাকে বল। কারণ, হে কুটিলকটাক্ষে ! তুমি কমনীয়া ও রমণীয়া। আমি তোমাকে দেখিয়াই কামাতুর হইয়াছি। প্রিয়ে ! তুমি কে এবং কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ তাহা আমাকে সমস্তই বিস্তার করিয়া বল ॥ ১৬—১৭ ॥

সেই পদ্মপত্রলোচনা সুন্দরী নরপতির এই কথার পর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, রাজন্ ! আপনি আমাকে ধীবরের কন্যা এবং পিতার আদেশানুবর্ত্তিনী বলিয়া জানিবেন ॥১৮॥ নৃপবর ! আমি জাতিধর্ম্ম রক্ষার জন্য এই নৌকাখানি যমুনাজলে বহনাবহন করি। অদ্য আমার পিতা গৃহে গমন করিয়াছেন ইহা আপনার নিকট সত্য বলিতেছি ॥ ১৯ ॥ ঋষিগণ ! সেই কন্যা রাজাকে এই কথা বলিয়াই বিরত হইল। কিন্তু, কামাতুর নৃপতি তাহাকে পুনর্ব্বার বলিলেন। সুন্দরি ! আমি কুরুবংশীয় রাজা তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ কর। দেখ, তোমার এই

ন চাস্তি পত্নী মম বৈ দ্বিতীয়া
ত্বং ধর্ম্মপত্নী ভব মে মৃগাক্ষি ! ।
দাসোঽস্মি তেঽহং বশগঃ সদৈব
মনোভবস্তাপয়তি প্রিয়ে ! মাম্ ॥ ২১ ॥
গতা প্রিয়া মাং পরিহৃত্য কান্তা
নান্যা বৃতাহং বিধুরোঽস্মি কান্তে ! ।
ত্বাং বীক্ষ্য সর্ব্বাবয়বাতিরম্যাং
মনো হি জাতং বিবশং মদীয়ম্ ॥ ২২ ॥
শ্রুত্বামৃতাস্বাদরসং নৃপস্য
বচোঽতিরম্যং খলু দাশকন্যা ।
উবাচ তং সাত্ত্বিকভাবযুক্তা
কৃত্বাঽতিধৈর্য্যং নৃপতিং সুগন্ধা ॥ ২৩ ॥
যদাত্থ রাজন্ ! ময়ি তত্তথৈব
মন্যেঽহমেতত্তু যথা বচস্তে ।
নাস্মি স্বতন্ত্রা ত্বমবেহি কামং
দাতা পিতা মেঽর্থয় তং ত্বমাশু ॥ ২৪ ॥

ভাবঃ । তে তব যৌবনং বৃথা ন গচ্ছেদিত্যতোঽহং ব্রবীমীতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ২০ ॥ ইদানীং সাপত্ন্যশঙ্কাং নিরাকুর্ব্বন্নাহ ন চাস্তীতি । হে মৃগাক্ষি ! মম দ্বিতীয়া পত্নী নাস্তি অতস্ত্বং মম ধর্ম্মপত্নী ভব ন তু কেবলমেতাবতৈব পর্য্যবসানং কিন্তুহং তে বশগো দাসোঽস্মীতি । মনোভবঃ কন্দর্পঃ ॥ ২১ ॥) বিবশং কামাধীনমিতি যাবৎ ॥ ২২ ॥

অতিধৈর্য্যমিতি । অনেন সাপি কামাতুরা জাতেতি বোধিতম্ ॥ ২৩ ॥ যদাত্থ রাজন্নিতি ।

যৌবন যেন বৃথা না যায় । তুমি সপত্নীর আশঙ্কা করিও না ; কারণ, আমার অন্য পত্নী নাই । মৃগলোচনে ! তুমিই আমার ধর্ম্মপত্নী হও । প্রিয়ে ! আমি দাসের ন্যায় সর্ব্বদা তোমার বশীভূত থাকিব । দেখ, কামদেব আমাকে অতিশয় তাপিত করিতেছে । আমি পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু আমার সেই পত্নী আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন ; সেই অবধি আমি অন্য পত্নী গ্রহণ করি নাই । হে সুন্দরি ! এক্ষণে, আমি তোমার সর্ব্বাবয়ব-সৌন্দর্য্য দেখিয়া একেবারে কাতর হইয়াছি, আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে, (কোনরূপেই বশীভূত করিতে পারিতেছি না) ॥ ২০—২২ ॥

পদ্মগন্ধা ধীবরকন্যা শান্তনুরাজের অতি রমণীয় অমৃততুল্য এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সাত্ত্বিকভাবাক্রান্ত হইলেও অতিশয় ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিল ॥ ২৩ ॥

ন স্বৈরিণীহাস্ম্যপি দাশপুত্রী
পিতুর্ব্বশেঽহং সততং চরামি।
স চেদ্দদাতি প্রথিতঃ পিতা মে
গৃহাণ পাণিং বশগাঽস্মি তেঽহম্ ॥ ২৫ ॥
মনোভবস্ত্বাং নৃপ! কিন্দুনোতি
যথা পুনর্ম্মাং নবযৌবনাঞ্চ।
দুনোতি তত্রাপি হি রক্ষণীয়া
ধৃতিঃ কুলাচারপরম্পরাসু ॥ ২৬ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্যা নৃপতিঃ কামমোহিতঃ।
গতো দাশপতের্গেহং তস্যা যাচনহেতবে ॥ ২৭ ॥

হে রাজন্! যত্তবাভিলষিতং তদেতন্মমাপ্যভিলষিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ ন স্বৈরিণী ন কুলটা-ঽহমস্মি অপি তু কুলীনস্য দাশস্য পুত্রী ॥ ২৫ ॥ নন্বু ত্বৎপিতা প্রষ্টব্য ইত্যবকাশঃ কামান্ধস্য মম নৈবাস্তীতি চেত্তত্রাহ মনোভব ইতি। যথা মাং পুনর্নবযৌবনাং মনোভবো দুনোতি ক্লেশয়তি তথা নৃপ! ত্বাং কিং দুনোতি নৈব দুনোতি। পুরুষাপেক্ষয়া অষ্টগুণিতকামস্য স্ত্রীষু সত্ত্বাৎ তথাপ্যহং যথা ধৈর্য্যেণ ন বিহ্বলাস্মি। এবং ত্বয়া তত্রাপি কামোদ্ভবেঽপি ধৃতিঃ কুলাচারপরম্পরাসু রক্ষণীয়েত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

(ইত্যাকর্ণ্যেতি। তস্যা ইত্যেতদ্বচঃ বচনং আকর্ণ্য শ্রুত্বা কামমোহিতঃ সন্ তস্যা সত্য-বত্যা যাচনার্থং দাশপতের্গেহং গতঃ ॥ ২৭ ॥ দৃষ্ট্বেতি। দাশঃ ধীবরঃ কুরুবংশীয়নরপতিং

রাজন্! আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাতে আমি সম্মত আছি; কেবল, আমাকে দেখিয়াই যে আপমার মন চঞ্চল হইয়াছে তাহা নয়, আমারও এইরূপ জানিবেন; কিন্তু, কি করিব আমি স্বাধীনা নহি ইহা আপনি বিশেষরূপে অবগত হউন। আমার পিতা আমার সম্প্রদান-কর্ত্তা। মহারাজ! আপনি সত্বর তাঁহার নিকট আমায় প্রার্থনা করুন ॥ ২৪ ॥ মহারাজ! আমাকে কুলটা বিবেচনা করিবেন না। আমি সৎকুলজাত দাশরাজের কন্যা। আমি সততই পিতার আদেশানুক্রমে কার্য্য করিয়া থাকি। যদি তিনি প্রদান করেন তাহা হইলে আপনি আমার পাণিগ্রহণ করুন, আমি আপনার বশীভূতা হইব ॥ ২৫ ॥ মহারাজ! কন্দর্প আপনাকে পীড়া প্রদান করিতেছে সত্য কিন্তু তদপেক্ষা আমাকে অধিকতর কষ্ট দিতেছে; কারণ, আমি নবযৌবনাক্রান্তা। তথাপি কি করি, অগ্রে কুলাচারপরম্পরাগত ধৈর্য্য রক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ॥ ২৬ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! কন্দর্পবাণপীড়িত সেই শান্তনু নৃপতি সত্যবতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার প্রার্থনা জন্য দাশপতির গৃহে গমন করিলেন ॥ ২৭ ॥ ধীবর নৃপতিকে

দৃষ্ট্বা নৃপতিমায়ান্তং দাশোঽতিবিস্ময়ং গতঃ।
প্রণামং নৃপতেঃ কৃত্বা কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ২৮ ॥

দাশ উবাচ।

দাসোঽস্মি তব ভূপাল ! কৃতার্থোঽহং তবাগমে।
আজ্ঞাং দেহি মহারাজ ! যদর্থমিহ চাগমঃ ॥ ২৯ ॥

রাজোবাচ।

ধর্ম্মপত্নীং করিষ্যামি সুতামেতাং তবানঘ !।
ত্বয়া চেদ্দীয়তে মহ্যং সত্যমেতদ্‌ব্রবীমি তে ॥ ৩০ ॥

দাশ উবাচ।

কন্যারত্নং মদীয়ং চেদ্‌যত্নং প্রার্থয়সে নৃপ !।
দাতব্যং তু প্রদাস্যামি ন ত্বদেয়ং কদাচন ॥ ৩১ ॥
তস্যাঃ পুত্রো মহারাজ ! ত্বদন্তে পৃথিবীপতিঃ।
সর্ব্বথা চাভিষেক্তব্যো নান্যঃ পুত্রস্তবেতি বৈ ॥ ৩২ ॥

শন্তনুমাগচ্ছন্তং দৃষ্ট্বা বিলোক্য অতিবিস্ময়ং গতঃ। অত্যসম্ভবঘটনয়েতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥
দাসোঽস্মীতি। হে ভূপাল ! অহং তব দাসোঽস্মি তবাগমনেঽহং চরিতার্থশ্চ অধুনা ভবতঃ ইহ মম গৃহে যদর্থং আগমঃ আগমনং। আজ্ঞাং দেহি আজ্ঞাপয়েতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

ধর্ম্মপত্নীমিতি। ত্বয়া চেৎ যদি এষা কন্যা মহ্যং দীয়তে তর্হি এতাং তব সুতাং ধর্ম্মপত্নীং করিষ্যামি ন তু কেবলং ভোগার্থমেব গ্রহীষ্যামীতি বিজানীহি এতৎ সত্যং ব্রবীমি। অনঘেতি সম্বুদ্ধ্যা মহতামপি তৎকন্যাগ্রহণাধিকারিত্বং প্রদর্শিতম্ ॥ ৩০ ॥)

প্রার্থয়সে চেদিত্যন্বয়ঃ। দাতব্যং ত্ববশ্যং দাতব্যমেবাস্তি তদ্বস্তু ন গৃহে স্থাপনীয়ং ত্বাদৃশো যদি প্রার্থয়তে তদাবশ্যং দাস্যামি ॥ ৩১ ॥ পুত্রস্তবেতি বৈ ইতি। ইতি যদি তবেষ্টং তদা দাস্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

সমাগত দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক বলিল ॥২৮॥ মহারাজ ! আমি আপনার দাস, অদ্য আপনার সমাগমে কৃতার্থ হইলাম। রাজন্ ! কিজন্য আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন আজ্ঞা করুন তাহা সম্পন্ন করিব ॥ ২৯ ॥

শান্তনু নৃপতি এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ধীবর ! তুমি অতিশয় পুণ্যশালী সন্দেহ নাই। এক্ষণে যদি তুমি আমাকে তোমার কন্যা প্রদান কর তাহা হইলে আমি তাহাকে আমার ধর্ম্মপত্নী করিব ইহা তোমাকে সত্য বলিতেছি ॥ ৩০ ॥

ধীবর রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া উত্তর করিল, মহারাজ ! যাহা দাতব্য বস্তু তাহা অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে, বিশেষত কন্যাধন কখনই অদেয় হইতে পারে না। অতএব,

সূত উবাচ।

শ্রুত্বা বাক্যং তু দাশস্য রাজা চিন্তাতুরোঽভবৎ।
গাঙ্গেয়ং মনসা কৃত্বা নোবাচ নৃপতিস্তদা ॥ ৩৩ ॥
কামাতুরো গৃহং প্রাপ্তশ্চিন্তাবিষ্টো মহীপতিঃ।
ন সস্নৌ বুভুজে নাথ ন সুস্বাপ গৃহং গতঃ ॥ ৩৪ ॥
চিন্তাতুরন্তু তং দৃষ্ট্বা পুত্রো দেবব্রতস্তদা।
গত্বাপৃচ্ছন্ মহীপালং তদসন্তোষকারণম্ ॥ ৩৫ ॥
দুর্জ্জয়ঃ কোঽস্তি শত্রুস্তে করোমি বশগন্তব।
কা চিন্তা নৃপশার্দ্দূল! সত্যং বদ নৃপোত্তম! ॥ ৩৬ ॥
কিং তেন জাতেন সুতেন রাজন্!
দুঃখং ন জানাতি ন নাশয়েদ্যঃ।
ঋণং গ্রহীতুং সমুপাগতোঽসৌ
প্রাগ্জন্মজং নাত্র বিচারণাঽস্তি ॥ ৩৭ ॥

গাঙ্গেয়ং মনসা রাজ্যাধিপং কৃত্বা প্রত্যুত্তরং নোবাচ। গাঙ্গেয়সদৃশে পুত্রে সতি কথমেতস্যাঃ পুত্রায় রাজ্যং দেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ তস্যাঃ পুত্রায় রাজ্যদানেঽনিষ্টেঽপি সা ত্বিষ্টৈবেত্যাহ। কামাতুর ইতি ॥ ৩৪ ॥ দেবব্রতো ভীষ্মঃ ॥ ৩৫—৩৬ ॥ দুঃখং পিতুরিতি শেষঃ। যো দুঃখং পিতুর্ন নাশয়তি স পুত্র ঋণং প্রাগ্জন্মনি গৃহীতং পিত্রা তদ্গ্রহীতুমাগতোঽস্তীতি।

আপনি যদি আমার এই কন্যারত্নটীকে প্রার্থনা করেন তাহা হইলে অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু, মহারাজ! আপনার ঔরসে এই কন্যার গর্ব্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে আপনার অন্তে সেই পুত্রকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে হইবে। আপনার অন্য পুত্রকে অভিষিক্ত করিতে পারিবেন না ॥ ৩১—৩২ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! রাজা ধীবরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় চিন্তাতুর হইলেন এবং গঙ্গানন্দন ভীষ্মকে স্মরণ করত কোনও উত্তর করিলেন না। বরং সেইরূপ কামাতুর অবস্থাতেই গৃহে যাইয়া স্নান ভোজন বা শয়ন কিছুই করিলেন না ॥ ৩৩—৩৪ ॥ অনন্তর দেবব্রত গাঙ্গেয় তাঁহাকে চিন্তাতুর দেখিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া অসন্তোষের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৫ ॥ হে নৃপবর! আপনার কি কেহ দুর্জ্জয় শত্রু আছে তাহা হইলে বলুন তাহাকে আপনার বশীভূত করিয়া দিতেছি। মহারাজ! আপনার কি চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে আমাকে সত্য করিয়া বলুন ॥ ৩৬ ॥ মহারাজ! যে পুত্র পিতার দুঃখ জানিতে পারে না বা জানিয়াও তাহার নিরাকরণের উপায় করে না তাদৃশ পুত্রের জন্মতে কি প্রয়োজন? সে নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ঋণ গ্রহণ করিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে

বিমুচ্য রাজ্যং রঘুনন্দনোঽপি
তাতাজ্ঞয়া দাশরথিস্তু রামঃ।
বনং গতো লক্ষ্মণজানকীভ্যাং
সহৈব শৈলং কিল চিত্রকূটম্ ॥ ৩৮ ॥
সুতো হরিশ্চন্দ্রনৃপস্য রাজন্!
যো রোহিতশ্চেতি প্রসিদ্ধনামা।
ক্রীতোঽথ পিত্রা বিপণোদ্যতশ্চ
দাসার্পিতো বিপ্রগৃহে তু নূনম্ ॥ ৩৯ ॥
তথাঽজিগর্ত্তস্য সুতো বরিষ্ঠো
নাম্না শুনঃশেফ ইতি প্রসিদ্ধঃ।
ক্রীতস্তু পিত্রাপ্যথ যূপবদ্ধঃ
সংমোচিতো গাধিসুতেন পশ্চাৎ ॥ ৪০ ॥
পিত্রাজ্ঞয়া জামদগ্ন্যেন পূর্ব্বং
ছিন্নং শিরো মাতুরিতি প্রসিদ্ধম্।
অকার্য্যমপ্যাচরিতঞ্চ তেন
গুরোরনুজ্ঞা চ গরীয়সী কৃতা ॥ ৪১ ॥
ইদং শরীরং তব ভূপ! তেন
ক্ষমোঽস্মি নূনং বদ কিং করোম্যহম্।
ন শোচনীয়ং ময়ি বর্ত্তমানে-
ঽপ্যসাধ্যমর্থং প্রতিপাদয়াম্যদঃ ॥ ৪২ ॥

ধিক্ তাদৃশং পুত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥ সুত ইতি। দাসার্পিতো লক্ষণয়া দাসত্বেনার্পিত ইত্যর্থঃ। ইয়ং কথা সপ্তমস্কন্ধে বক্ষ্যমাণা ॥ ৩৯ ॥ তথাঽজিগর্ত্তস্যেতি। ইয়মপি কথা সপ্তমস্কন্ধে বক্ষ্যমাণা। গাধিসুতেন বিশ্বামিত্রেণ ॥ ৪০ ॥ পিত্রাজ্ঞয়েতি। গুরোরনুজ্ঞা গুরোঃ

আর বিচার কি? ॥৩৭॥ দেখুন, রঘুনন্দন দশরথপুত্র রামচন্দ্র পিতার আজ্ঞায় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণ এবং জানকীর সহিত বনে যাইয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥ মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের পুত্র প্রসিদ্ধনামা রোহিত পিতৃকর্ত্তৃক বিক্রীত হইয়া ব্রাহ্মণগৃহে দাসত্ব স্বীকার করিয়া পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ॥৩৯॥ এইরূপ শুনঃশেফ নামে প্রসিদ্ধ অজিগর্ত্তের পুত্র পিতৃকর্ত্তৃক বিক্রীত হইয়া যূপবদ্ধ হইয়াছিল; পরে মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে বিমুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥ আর দেখুন, জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞায় নিজ জননীর মস্তক ছেদন করিলেন ইহাও প্রসিদ্ধ আছে। তিনি ইহা অন্যায় কার্য্য করিয়া-

প্রব্রূহি রাজংস্তব কাঽস্তি চিন্তা
নিবারয়াম্যদ্য ধনুর্গৃহীত্বা।
দেহেন মে চেচ্চরিতার্থতা বা
ভবত্বমোঘা ভবতশ্চিকীর্ষা ॥ ৪৩ ॥
ধিক্ তং সুতং যঃ পিতুরীপ্সিতার্থং
ক্ষমোঽপি সন্ন প্রতিপাদয়েদ্‌যঃ।
জাতেন কিং তেন সুতেন কামং
পিতুর্ন চিন্তাং হি সমুদ্ধরেদ্‌যঃ ॥ ৪৪ ॥

সূত উবাচ।

নিশম্যেতি বচস্তস্য পুত্রস্য শন্তনুর্নৃপঃ।
লজ্জমানস্তু মনসা তমাহ ত্বরিতং সুতম্ ॥ ৪৫ ॥

রাজোবাচ।

চিন্তা মে মহতী পুত্র! যত্ত্বমেকোঽসি মে সুতঃ।
শূরোঽতি বলবান্ মানী সংগ্রামেষ্বপরাঙ্মুখঃ ॥ ৪৬ ॥

পিতুর্জমদগ্নেরিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ ক্ষমোঽস্মি নূনমিতি। কিমপি ভবৎপ্রিয়ং কর্ত্তুং ক্ষমঃ সমর্থোঽস্মি অধুনাঽহং কিং করোমীতি বদ ময়া কিংকর্ত্তব্যমিতি বদেত্যর্থঃ। অদঃ ইদমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ দেহেনেতি। যদি কার্য্যকরণে মম দেহঃ পততি তদা দেহেন চরিতার্থতা মম জাতা মম দেহঃ সার্থকো জাতঃ। অথবা কার্য্যং জাতং তদা ভবতশ্চিকীর্ষা অমোঘা সফলা জাতা উভয়তোঽপি ফলমেবাঽস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ সমুদ্ধরেন্নাশয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

(নিশম্যেতি। নৃপঃ শন্তনুঃ তস্য পুত্রস্য বচো নিশম্য শ্রুত্বা মনসা লজ্জমানঃ সন্ বক্ষ্যমাণং বাক্যমাহ ॥ ৪৫ ॥ চিন্তা ইতি। হে পুত্র! মে মম মহতী চিন্তা জাতা যতস্ত্বং মে একঃ সুতঃ

ছিলেন সত্য, কিন্তু পিতার আজ্ঞাকেই গুরুতর করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥ মহারাজ! আমার এই শরীর আপনারই জানিবেন, আমি আপনার প্রিয়কার্য্য করিতে সমর্থ ইহা সত্য জানিবেন; অতএব কি করিতে হইবে বলুন। আমি জীবিত থাকিতে আপনার শোক করা উচিত নয়। আপনি যাহা বলিবেন তাহা অসাধ্য হইলেও সম্পন্ন করিব ॥ ৪২ ॥ রাজন্! আপনার মনে কি চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে আমাকে বলুন, আমি ধনু গ্রহণ করিয়া অদ্যই তাহা নিবারণ করিব। আর যদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে আমার দেহ বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে আমার দেহ দ্বারা কৃতার্থতা লাভ হইল; অন্যথা কার্য্যসিদ্ধ হইলে আপনার ইচ্ছা সফল হইল, অতএব এ বিষয়ে উভয়তই মঙ্গল ॥ ৪৩ ॥ মহারাজ! যে পুত্র সমর্থ হইয়াও পিতার অভিলষিত কার্য্য সম্পন্ন না করে তাহাকে ধিক্! আর যে পুত্র পিতার চিন্তা দূর করিতে না পারে সে পুত্রের জন্মগ্রহণ করিয়াই বা কি ফল? ॥ ৪৪ ॥

একাপত্যস্য মে তাত ! বৃথেদং জীবিতং কিল।
মৃতে ত্বয়ি মৃধে ক্বাপি কিং করোমি নিরাশ্রয়ঃ ॥ ৪৭ ॥
এষা মে মহতী চিন্তা তেনাদ্য দুঃখিতোঽস্ম্যহম্।
নান্যা চিন্তাস্তি মে পুত্র ! যাং তবাগ্রে বদাম্যহম্ ॥ ৪৮ ॥

সূত উবাচ।

তদাকর্ণ্যাথ গাঙ্গেয়ো মন্ত্রিবৃদ্ধানপৃচ্ছত।
ন মাং বদতি ভূপালো লজ্জয়াদ্য পরিপ্লুতঃ ॥ ৪৯ ॥
বিত্ত বার্ত্তাং নৃপস্যাদ্য পৃষ্ট্বা যূয়ং বিনিশ্চয়াৎ।
সত্যং ব্রুবন্তু মাং সর্ব্বং তৎ করোমি নিরাকুলঃ ॥ ৫০ ॥
তচ্ছ্রুত্বা তে নৃপং গত্বা সংবিজ্ঞায় চ কারণম্।
শশংসুর্ব্বিদিতার্থস্তু গাঙ্গেয়স্তদচিন্তয়ৎ ॥ ৫১ ॥

ততোঽপি অতি বলবান্ শূরঃ মানী সংগ্রামেষু অপরাঙ্মুখঃ জীবিতনিরপেক্ষঃ ॥ ৪৬ ॥) মৃধে যুদ্ধেঽকস্মাৎ ॥ ৪৭ ॥ (এষা মে মহতীতি। অদ্য ইদানীং এষৈব মে মহতী চিন্তা সমুপস্থিতা অতোঽহং দুঃখিতঃ অপরা কাপি চিন্তা নাস্তি যাং তবাগ্রে অহং বদামি ॥ ৪৮ ॥

তদাকর্ণ্যেতি। গাঙ্গেয়ঃ গঙ্গায়া অপত্যং পুমান্ ভীষ্মঃ। পিতৃবাক্যমাকর্ণ্য মন্ত্রিবৃদ্ধান্ অপৃচ্ছত পরিপ্লুতঃ ব্যাপ্তঃ লজ্জয়াক্রান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥) বিত্তেতি। যূয়ং পৃষ্ট্বা নৃপস্য বার্ত্তাং বিত্ত জানীত ॥ ৫০ ॥

বিদিতার্থো জ্ঞাতার্থঃ ॥৫১॥ (সহিতৈস্তৈরিতি। তৈঃ মন্ত্রিভিঃ সহ দাশস্য ধীবরপতেঃ সদনং গৃহং আশু জগাম। প্রেমপূর্ব্বং প্রীতিপূর্ব্বকং জাহ্নবীসুতঃ গঙ্গানন্দনো ভীষ্মঃ ॥ ৫২ ॥ পিত্রে

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! মহারাজ শান্তনু, পুত্র ভীষ্মদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৪৫ ॥ পুত্র ! আমার চিন্তা অতিশয় গুরুতর ; দেখ তুমি অতিশয় বলবান্ বীরপুরুষ শৌর্য্যাভিমানী . সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ একমাত্র পুত্র। অতএব, বৎস ! যে পিতার একমাত্র পুত্র তাহার জীবন বৃথা ; কারণ, সহসা যদি কোন যুদ্ধে মৃত্যু হয় তাহা হইলে আমি একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া তখন কি করিব ॥ ৪৬—৪৭ ॥ পুত্র ! এইটাই আমার গুরুতর চিন্তা এবং এই জন্যই অদ্য আমি দুঃখিত হইয়াছি। আমার অন্য আর কোন চিন্তা নাই যে তোমার নিকট বলিব ॥ ৪৮ ॥

ঋষিগণ ! গঙ্গানন্দন পিতার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণকে বলিলেন, মহারাজ লজ্জায় আকুল হইয়া আমাকে কিছুই বলিতেছেন না। আপনারা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার মনোগত ভাব নিশ্চয়রূপে অবগত হইয়া আমাকে সত্য করিয়া বলুন। তাহা হইলে আমি নিরাকুল হইয়া সে সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিব ॥ ৪৯—৫০ ॥

মন্ত্রিগণ ইহা শ্রবণ করিয়া নৃপসমীপে গমন করত তাঁহার মনোগত ভাব অবগত হইয়া গাঙ্গেয়কে বলিলেন। ভীষ্ম ও সমস্ত বিষয় জানিতে পারিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন॥৫১॥

সহিতস্তৈর্জগামাশু দাশস্য সদনং তদা।
প্রেমপূর্ব্বমুবাচেদং বিনম্রো জাহ্নবীসুতঃ ॥ ৫২ ॥

গাঙ্গেয় উবাচ।

পিত্রে দেহি সুতান্তেঽদ্য প্রার্থয়ামি সুমধ্যমাম্।
মাতা মেঽস্তু সুতেয়ং তে দাসোঽস্ম্যস্যাঃ পরন্তপ! ॥ ৫৩ ॥

দাশ উবাচ।

ত্বং গৃহাণ মহাভাগ! পত্নীং কুরু নৃপাত্মজ!।
পুত্রোঽস্যা ন ভবেদ্রাজা বর্ত্তমানে ত্বয়ীতি বৈ ॥ ৫৪ ॥

গাঙ্গেয় উবাচ।

মাতেয়ং মম দাশেয়ী রাজ্যং নৈব করোম্যহম্।
পুত্রোঽস্যাঃ সর্ব্বথা রাজ্যং করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৫ ॥

দাশ উবাচ।

সত্যং বাক্যং ময়া জ্ঞাতং পুত্রস্তে বলবান্ ভবেৎ।
সোঽপি রাজ্যং বলাৎ নূনং গৃহ্লীয়াদিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

দেহীতি। ইমাং তে সুমধ্যমাং কন্যাং অহং প্রার্থয়ামি কুত ইতি চেৎ তত্রাহ পিত্রে দেহীতি অদ্য প্রভৃতি ইয়ং মম মাতাস্তু। পরন্তপেতি সম্বোধনাৎ রাজশ্বশুরত্বেন তস্য ভাবিসুভগত্বং সূচিতম্ ॥ ৫৩ ॥

ত্বং গৃহাণেতি। হে মহাভাগ নৃপাত্মজ! ত্বং ইমাং কন্যাং গৃহাণ পত্নীং কুরু অন্যথা ত্বং-পিতৃগৃহীতায়াশ্চেদিত্যর্থঃ অস্যাঃ পুত্রঃ ত্বয়ি বর্ত্তমানে রাজ্যাধিকারী ন ভবিষ্যতীতি ॥ ৫৪ ॥

মাতেয়মিতি। ইয়ং দাশেয়ী দাশকন্যা মম মাতা স্যাৎ অহং রাজ্যং ন করিষ্যামি অস্যাঃ ভবৎ-কন্যায়াঃ পুত্রঃ সর্ব্বথা রাজ্যং করিষ্যতি অত্র কোঽপি সংশয়ো নাস্তীতি বোধ্যম্ ॥৫৫॥)

সত্যং বাক্যমিতি। ত্বং যদ্যপি সত্যবাক্যতয়া রাজ্যং ন করিষ্যসি তথাপি ত্বৎসুতস্তু বলাদ্রাজ্যং গৃহ্লীয়ান্মম দৌহিত্রস্যেত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

অনন্তর গঙ্গাপুত্র সেই মন্ত্রিগণের সহিত অবিলম্বে ধীবরগৃহে গমন করিলেন এবং বিনত হইয়া প্রীতিসহকারে বলিলেন ॥ ৫২ ॥ হে ধীবরবর! তুমি এক্ষণে তোমার শত্রুদিগকে উত্তপ্ত করিবে সন্দেহ নাই। কারণ, আমি এক্ষণে প্রার্থনা করিতেছি, তোমার সুমধ্যমা কন্যাটীকে আমার পিতাকে প্রদান কর। ইনি আমার মাতা হউন এবং আমি ইহার দাস হই ॥৫৩॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া ধীবর কহিল, হে রাজপুত্র! আপনি মহাভাগ্যশালী; অতএব, আপনিই গ্রহণ করুন, এই কন্যা আপনারই পত্নী হউক। কারণ, রাজা গ্রহণ করিলে আপনি জীবিত থাকিতে ইহার পুত্র রাজা হইতে পারিবে না ॥ ৫৪ ॥

ভীষ্ম বলিলেন, ধীবর! তোমার এই কন্যাকে আমার মাতা বলিয়া জানিবে। দেখ, আমি রাজ্য গ্রহণ করিব না। ইহার পুত্রই রাজ্য গ্রহণ করিবে তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় নাই ॥৫৫॥

গাঙ্গেয় উবাচ।

ন দারসংগ্রহং নূনং করিষ্যামি হি সর্ব্বথা।
সত্যং মে বচনং তাত! ময়া ভীষ্মং ব্রতং কৃতম্ ॥ ৫৭ ॥

সূত উবাচ।

এবং কৃতাং প্রতিজ্ঞাং তু নিশম্য ঝষজীবকঃ।
দদৌ সত্যবতীং তস্মৈ রাজ্ঞে সর্ব্বাঙ্গশোভনাম্ ॥ ৫৮ ॥
অনেন বিধিনা তেন বৃতা সত্যবতী প্রিয়া।
ন জানাতি পরং জন্ম ব্যাসস্য নৃপসত্তমঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে
সত্যবতীপরিণয়ো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ময়া বিবাহে কৃতে সত্যোতদ্ভয়ম্। ততো বিবাহমেবাহং ন করিষ্যামীতি ভীষ্মং ভয়ঙ্করং ব্রতং ময়া কৃতমিতি জানীহি ॥ ৫৭ ॥

ঝষজীবকো মৎস্যজীবনো দাশরাজঃ ॥ ৫৮ ॥ নন্বু ব্যাসমাতা অন্যস্ত্রী কথং তেন বিবাহিতেতি চেত্তত্রাহ ন জানাতীতি। তদুদরে ব্যাসস্য জন্ম রাজা ন জানাতি। কন্যৈবেয়মিতি নিশ্চিতমতিরিত্যর্থঃ। এতেন ধর্ম্মজ্ঞেন রাজ্ঞা কথং দাশকন্যাঽন্যস্ত্রী বিবাহিতেতি দূষণং নিরস্তম্। কামাতুরত্বাচ্চাশ্লাঘ্যমপ্যাচরিতমহো ভগবত্যা অন্তর্যামিরূপিণ্যা অয়ং মহিমা যদকার্য্যমপি মহদ্ভিঃ কারয়তি কারয়িত্বা চ স্বোপাসনাবলেন সর্ব্বান্মহীকরোতীতি। অতএব বক্ষ্যতি সপ্তমস্কন্ধে সোমসূর্য্যোদ্ভবা রাজানঃ সর্ব্বে শক্ত্যুপাসনয়া মহত্ত্বং প্রাপ্তা ইতি ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ইহা শ্রবণ করিয়া ধীবর কহিল, রাজকুমার! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আমি সত্য বলিয়া জানিলাম; কিন্তু, যদি আপনার পুত্র বলবান্ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি বলপূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিবেন ॥ ৫৬ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া গাঙ্গেয় কহিলেন, তাত! আমি কখনই দারপরিগ্রহ করিব না। ইহা সত্য বলিতেছি। অদ্য প্রভৃতি আমি এই ভয়ানক গুরুতর ব্রত অবলম্বন করিলাম ॥ ৫৭ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! মৎস্যজীবী সেই ধীবর গঙ্গানন্দনের এইরূপ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সত্যবতী কন্যা মহারাজ শান্তনুকে প্রদান করিল ॥ ৫৮ ॥ নৃপবর শান্তনুও এইরূপে সত্যবতীকে পত্নী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু সেই নৃপবর ব্যাসদেবের জন্মবিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না ॥ ৫৯ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণশ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে
সত্যবতীপরিণয় নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এবং সত্যবতী তেন বৃতা শন্তনুনা কিল।
দ্বৌ পুত্রৌ চ তথা জাতৌ মৃতৌ কালবশাদপি॥ ১॥
ব্যাসবীর্য্যাত্তু সঞ্জাতো ধৃতরাষ্ট্রোঽন্ধ এব চ।
মুনিং দৃষ্ট্বাঽথ কামিন্যা নেত্রসংমীলনে কৃতে॥ ২॥
শ্বেতরূপা যতো জাতা দৃষ্ট্বা ব্যাসং নৃপাত্মজা।
ব্যাসকোপাৎ সমুৎপন্নঃ পাণ্ডুস্তেন ন সংশয়ঃ॥ ৩॥
সন্তোষিতস্তয়া ব্যাসো দাস্যা কামকলাবিদা।
বিদুরস্তু সমুৎপন্নো ধর্ম্মাংশঃ সত্যবাক্ শুচিঃ॥ ৪॥

একসপ্ততিপদ্যৈস্তু ব্যাসাৎ পুত্রত্রয়োদ্ভবঃ।
পাণ্ডবানান্তথোৎপত্তিঃ সংক্ষেপাদিহ কথ্যতে॥

তৃতীয়াধ্যায়ে যে প্রশ্নাঃ কৃতাস্তেষাং সর্ব্বেষামুত্তরমেতৎপর্য্যন্তং দত্তম্। কথং গোলকাবুৎপাদিতাবিতি শঙ্কা কেবলমবশিষ্টা তদর্থমাহ এবং সত্যবতীতি। দ্বৌ পুত্রৌ চিত্রাঙ্গদবিচিত্রবীর্য্যৌ। বংশাভাবে গোলকাবপ্যুৎপাদনীয়াবিতি বেদাজ্ঞয়া গোলকৌ বংশসংরক্ষণার্থমুৎপাদিতাবিত্যাহ কালবশাদপীতি। ইদমুত্তরান্বয্যপি। যতো বংশোচ্ছেদকালঃ সমাগতস্তদ্বশাদেবেত্যর্থঃ। এতেন ধার্ম্মিকেণ ব্যাসেন কথং ভ্রাতৃভার্য্যাগমনং কৃতমিতি শঙ্কা নিরস্তা। বংশোচ্ছেদপ্রাপ্তাবেতাদৃশকর্ম্মকরণে বেদাজ্ঞায়াঃ সত্ত্বাদিতি। ইদং কলিযুগাতিরিক্তপরম্॥ ১॥ অন্ধত্বে নিমিত্তমাহ মুনিং দৃষ্ট্বেতি। জটিলং ব্যাসং দৃষ্ট্বা তত্রানুরাগাভাবেন স্ত্রিয়া নেত্রনিমীলনে কৃতে সতি তন্নিমিত্তবশাদন্ধো জাত ইত্যর্থঃ॥ ২॥ শ্বেতরূপেতি মুনিং দৃষ্ট্বা তত্রানুরাগাভাবান্নির্লোভা শ্বেতা জাতেতি হেতোঃ। স্বস্মিন্ননুরাগাভাবাদ্ব্যাসস্য কোপ উৎপন্নস্তস্মাদ্ধেতোঃ পুত্রঃ পাণ্ডুঃ শ্বেত উৎপন্নঃ॥ ৩॥ যদা পুনর্বর্ষান্তে

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! সেই শান্তনু নৃপতি এইরূপে সত্যবতীকে বিবাহ করেন। পরে, সত্যবতীগর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে তাঁহার দুই পুত্র উৎপন্ন হয়, কিন্তু কালগতিবশত যৌবনকালেই তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল॥ ১॥ অনন্তর, ব্যাসের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করেন। অম্বিকাদেবী বেদব্যাসকে দেখিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়াছিল বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হইয়াছিলেন॥ ২॥ (ইহাকে অন্ধ দেখিয়া সত্যবতী ব্যাসদেবকে অন্য পুত্রের উৎপত্তির জন্য পুনরায় অনুরোধ করায়) নৃপকন্যা অম্বালিকা বেদব্যাসকে দেখিয়া পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল বলিয়াই দ্বিতীয় পুত্র ব্যাসকোপে পাণ্ডু হইয়াছিল॥ ৩॥ অনন্তর, বেদব্যাস রতি-

রাজ্যে সংস্থাপিতঃ পাণ্ডুঃ কনীয়ানপি মন্ত্রিভিঃ।
অন্ধত্বাদ্ধৃতরাষ্ট্রোঽসৌ নাধিকারে নিয়োজিতঃ ॥ ৫ ॥
ভীষ্মস্যানুমতে রাজ্যং প্রাপ্তঃ পাণ্ডুর্মহাবলঃ।
বিদুরোঽপ্যথ মেধাবী মন্ত্রকার্য্যে নিয়োজিতঃ ॥ ৬ ॥
ধৃতরাষ্ট্রস্য দ্বে ভার্য্যে গান্ধারী সৌবলী স্মৃতা।
দ্বিতীয়া চ তথা বৈশ্যা গার্হস্থ্যেষু প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৭ ॥
পাণ্ডোরপি তথা পত্ন্যৌ দ্বে প্রোক্তে বেদবাদিভিঃ।
শৌরসেনী তথা কুন্তী মাদ্রী চ মদ্রদেশজা ॥ ৮ ॥
গান্ধারী সুষুবে পুত্ত্রশতং পরমশোভনম্।
বৈশ্যাপ্যেকং সুতং কান্তং যুযুৎসুং সুষুবে প্রিয়ম্ ॥ ৯ ॥

বিচিত্রবীর্য্যপত্নী প্রেষিতা সা ন গতা। তয়া স্বকীয়া দাসী প্রেষিতা তয়া শৃঙ্গারাদিরসৈঃ কামকলাবিদা কামশাস্ত্রাভিজ্ঞয়া দাস্যা ব্যাসঃ সন্তোষিতস্তৎসন্তোষবশাৎ সম্যক্ পুত্ত্রো বিদুর উৎপন্নঃ ॥ ৪ ॥ প্রথমাধ্যায়মারভ্যৈতাবৎপর্য্যন্তমৃষিভির্যে যে প্রশ্নাঃ কৃতাস্তেষা-মুত্তরমেতৎপর্য্যন্তং সূতেন ক্রমেণ দত্তমিতঃ পরমপৃষ্টমপ্যৃষিভিঃ পাণ্ডবাখ্যানং জনমেজয়-পর্য্যন্তং সূতেন কথ্যতে। তৎপ্রয়োজনং ত্বগ্রে জনমেজয়ায় স্বপূর্ব্বজদুর্গতিগতপাণ্ডবোদ্ধারার্থং ব্যাসো দেবীভাগবতং কথয়ামাসেতি বক্তব্যমস্তি। তত্র কে পাণ্ডবাঃ কিঞ্চ তৈর্দুরিতমা-চরিতং কো জনমেজয় ইত্যাকাঙ্ক্ষা স্যাত্তন্নিবৃত্ত্যর্থং প্রকৃতমপৃষ্টমপ্যাখ্যানং পাণ্ডবানাং বক্তুমারভতে রাজ্যে সংস্থাপিত ইতি। নমু শুকায় ভাগবতোপদেশসময়ে জনমেজয়োৎ-পত্ত্যভাবেন জনমেজয়ায়োপদিষ্টং ভাগবতমিতি কথা শুকোপদিষ্টভাগবতেঽসঙ্গতেতি চেন্ন। ব্যাসস্য সর্ব্বজ্ঞত্বেন জনমেজয়ং প্রত্যেবং বক্তাঽস্মীত্যভিপ্রায়েণ পূর্ব্বমেব গ্রন্থং ভবিষ্যাখ্যান-ঘটিতং কৃত্বা শুকায়োপদিদেশেতি কল্পনাৎ ॥ ৫—৬ ॥ সৌবলী সুবলস্যাপত্যং কন্যা ॥ ৭ ॥ শূরসেনস্যাপত্যং কন্যা শৌরসেনী। মদ্রদেশজা মদ্রদেশরাজজেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ (গান্ধারী গান্ধার-দেশীয়রাজকন্যা পুত্ত্রাণাং দুর্য্যোধনাদীনাং শতং শতসংখ্যাকং সুষুবে বৈশ্যকন্যাপি একং যুযুৎসুনামানং পুত্ত্রং সুষুবে ॥ ৯ ॥ কুন্তী তু কুন্তিভোজপালিতা রাজ্ঞঃ শূরসেনস্য দুহিতা কন্যা

কোবিদা দাসীর আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এজন্য দাসীর গর্ভে সত্যবাদী পবিত্রাত্মা বিদুর ধর্ম্মাংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ মন্ত্রিগণ ধৃতরাষ্ট্রকে অন্ধ দেখিয়া রাজ্যাধিকারে নিযোজিত না করিয়া পাণ্ডু কনিষ্ঠ হইলেও তাহাকেই রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ সেই মহাবল পাণ্ডু ভীষ্মদেবের অনুমতিতেই রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মেধাশালী বিদুরও তাঁহার মন্ত্রণাকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ সুবলরাজ কন্যা গান্ধারী আর একটী বৈশ্য-কন্যা এই দুইটী ধৃতরাষ্ট্রের ভার্য্যা। তন্মধ্যে দ্বিতীয়া স্ত্রী বৈশ্যকন্যা গৃহস্থ কার্য্যেই অনুরক্তা ছিল ॥ ৭ ॥ ঐরূপ পাণ্ডুরও রাজা শূরসেনকন্যা কুন্তী এবং মদ্ররাজদুহিতা মাদ্রী এই দুইটী পত্নী ছিল ॥ ৮ ॥ ধৃতরাষ্ট্রপত্নীমধ্যে গান্ধারী সুশোভন শত পুত্ত্র এবং বৈশ্যা সর্ব্বজনপ্রিয়

কুন্তী তু প্রথমং কন্যা সূর্য্যাৎ কর্ণং মনোহরম্‌।
সুষুবে পিতৃগেহস্থা পশ্চাৎ পাণ্ডুপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

ঋষয় ঊচুঃ।

কিমেতৎ সূত ! চিত্রং ত্বং ভাষসে মুনিসত্তম !।
জনিতশ্চ সুতঃ পূর্ব্বং পাণ্ডুনা সা বিবাহিতা ॥ ১১ ॥
সূর্য্যাৎ কর্ণঃ কথং জাতঃ কন্যায়াং বদ বিস্তরাৎ।
কন্যা কথং পুনর্জাতা পাণ্ডুনা সা বিবাহিতা ॥ ১২ ॥

সূত উবাচ।

শূরসেনসুতা কুন্তী বালভাবে যদা দ্বিজাঃ !।
কুন্তিভোজেন রাজ্ঞা তু প্রার্থিতা কন্যকা শুভা ॥ ১৩ ॥
কুন্তিভোজেন সা বালা পুত্রী তু পরিকল্পিতা।
সেবনার্থং তু দীপ্তস্য বিহিতা চারুহাসিনী ॥ ১৪ ॥

সতী অনূঢ়াপীত্যর্থঃ মন্ত্রবলেনাকৃষ্টাৎ সূর্য্যাৎ মনোহরং রূপবন্তং কর্ণং প্রসূতবতী। কুত্র সুষুবে ইতি চেৎ তত্রাহ পিতৃগেহস্থা। পশ্চাৎ পাণ্ডোঃ পরিগ্রহঃ ততঃ পরং রাজ্ঞা পাণ্ডুনা পরিগৃহীতা বিবাহিতা ॥ ১০ ॥)

জনিত উৎপাদিতঃ। বিবাহিতায়াঃ পুনর্ব্বিবাহোঽসঙ্গত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ পিত্রা যদি সা ন বিবাহিতা তর্হি সূর্য্যাৎ কর্ণঃ কথমুৎপন্নঃ কন্যাবস্থায়াং ব্যভিচারেণোৎপত্তৌ তু পুনঃ কন্যা কথং জাতা কন্যাত্বাভাবে পাণ্ডুনা কথং সা বিবাহিতেত্যাহ সূর্য্যাৎ কর্ণ ইতি ॥ ১২ ॥

যদেতি। বাল্যভাবে যদা স্থিতা কুন্তী তদা কুন্তিভোজেন রাজ্ঞা মম কন্যা নাস্তি ভবৎকন্যা মমাস্ত্বিতি প্রার্থিতঃ শূরসেনস্তস্মৈ কন্যাং দত্তবানিত্যর্থঃ ॥১৩॥ দীপ্তস্যাগ্নিহোত্রস্থিতস্যাগ্নেঃ ॥১৪॥

একমাত্র পুত্র যুযুৎসুকে প্রসব করিয়াছিল ॥ ৯ ॥ পাণ্ডুপত্নী কুন্তী প্রথমে কন্যা অবস্থায় পিতৃগৃহে থাকিয়াই সূর্য্য হইতে মনোহর কর্ণকে প্রসব করিয়াছিলেন, ইহার কিছু দিন পরে পাণ্ডুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় ॥ ১০ ॥

ঋষিগণ সূতমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, মুনিবর সূত ! তুমি এ কিরূপ আশ্চর্য্য কথা বলিতেছ। পূর্ব্বে যাহার পুত্র হইয়াছিল, পাণ্ডুরাজ তাহাকেই বিবাহ করিয়াছিলেন ? ॥ ১১ ॥ সূত ! কুন্তীর কন্যা অবস্থায় কর্ণ সূর্য্য হইতে কিরূপে জন্মিয়াছিল তাহা বিস্তৃতরূপে আমাদিগকে বল। আর যদি কুন্তীর সন্তান হইয়াছিল তাহা হইলে পুনর্ব্বার কিরূপে তিনি কন্যা হইলেন এবং পাণ্ডুই বা কি করিয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন ॥ ১২ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! শূরসেন কন্যা কুন্তীর বাল্যাবস্থায় কুন্তিভোজ-রাজ তাহাকে নিজকন্যা করিবার মানসে প্রার্থনা করেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর, কুন্তিরাজ সেই চারুহাসিনী কন্যাকে নিজকন্যারূপে লালন পালন করেন। পরে কুন্তীর কিঞ্চিৎ বোধের উদয় হইলে তাহাকে অগ্নিহোত্রীয় বহ্নির পরিচর্য্যার জন্য নিয়োজিত করিলেন ॥১৪॥ পরে এক দিবস চাতুর্মাস্য-ব্রতাবলম্বী

দুর্ব্বাসাস্তু মুনিঃ প্রাপ্তশ্চাতুর্মাস্যে স্থিতো দ্বিজঃ।
পরিচর্য্যা কৃতা কুন্ত্যা মুনিস্তোষং জগাম হ ॥ ১৫ ॥
দদৌ মন্ত্রং শুভং তস্মৈ যেনাহূতঃ সুরঃ স্বয়ম্।
সমায়াতি তথা কামং পূরয়িষ্যতি বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৬ ॥
গতে মুনৌ ততঃ কুন্তী নিশ্চয়ার্থং গৃহে স্থিতা।
চিন্তয়ামাস মনসা কং সুরং সংবিচিন্তয়ে ॥ ১৭ ॥
উদিতশ্চ তদা ভানুস্তয়া দৃষ্টো দিবাকরঃ।
মন্ত্রোচ্চারং তথা কৃত্বা চাহূতস্তিগ্মগুস্তদা ॥ ১৮ ॥
মণ্ডলান্মানুষং রূপং কৃত্বা সর্ব্বাতিপেশলম্।
অবাতরত্তদাকাশাৎ সমীপে তত্র মন্দিরে ॥ ১৯ ॥
দৃষ্ট্বা দেবং সমায়ান্তং কুন্তী ভানুং সুবিস্মিতা।
বেপমানা রজোদোষং প্রাপ্তা সদ্যস্তু ভামিনী ॥ ২০ ॥
কৃতাঞ্জলিঃ স্থিতা সূর্য্যং বভাষে চারুলোচনা।
সুপ্রীতা দর্শনেনাদ্য গচ্ছ ত্বং নিজমণ্ডলম্ ॥ ২১ ॥

(কুন্ত্যা দৈবমন্ত্রপ্রাপ্তেঃ কারণং সূচয়ন্নাহ দুর্ব্বাসাস্ত্বিতি। চাতুর্ম্মাস্যব্রতে স্থিতঃ সন্ কুন্তিভোজ-গৃহং প্রাপ্তঃ। ততঃ কুন্ত্যাস্য পরিচর্য্যা কৃতা অতো মুনির্দুর্ব্বাসাঃ তোষং জগামেত্যন্বয়ঃ ॥১৫॥) যেন মন্ত্রেণ সুরো বা যো বা কো বা সমায়াতি সমায়াস্যতি ॥১৬॥ (গতে মুনাবিতি। মুনৌ দুর্ব্বাসসি গতে সতি কুন্তী গৃহস্থিতা মন্ত্রনিশ্চয়ার্থং কং দেবং অহং সংবিচিন্তয়ে চিন্তয়ামীতি মনসা চিন্তয়ামাস ॥ ১৭ ॥ উদিতশ্চেতি। যদা কুন্তী চিন্তয়তি তস্মিন্ কালে ভানুঃ কিরণমালী দিবা-করঃ উদিতো কুন্ত্যা দৃষ্টঃ। অতস্তয়া মন্ত্রোচ্চারং কৃত্বা স দেবস্তিগ্মগুঃ তিগ্মা তীব্রা উষ্ণা ইতি যাবৎ গাবঃ রশ্ময়ো যস্য স সূর্য্যঃ আহূতঃ ॥ ১৮ ॥) পেশলং সুন্দরম্ ॥ ১৯ ॥ রজোদোষ··

দুর্ব্বাসা ঋষি সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন, কুন্তী তাঁহার সেবা করিলে পর তিনি অতি-শয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটী মন্ত্র প্রদান করেন। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যে কোন দেবতাকে আহ্বান করিলে তিনি সমাগত হইয়া আহ্বানকারীর মনোবাঞ্ছা পূরণ করিয়া থাকেন ॥১৫-১৬॥ অনন্তর, দুর্ব্বাসা গমন করিলে সেই গৃহস্থিতা কুন্তী মন্ত্রের পরীক্ষার্থ কোন্ দেবকে আহ্বান করি ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥১৭॥ এই সময় দিবাকর সূর্য্যকে উদিত দেখিয়া কুন্তী সেই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন ॥ ১৮ ॥ সূর্য্যদেব মন্ত্রপ্রভাবে নিজ মণ্ডল হইতে অতিসুন্দর মানুষমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আকাশমার্গ হইতে সেই গৃহে কুন্তীর সম্মুখে অবতরণ করিলেন ॥ ১৯ ॥ চারুলোচনা কুন্তী সূর্য্যদেবকে সমাগত দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিতা হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তৎক্ষণাৎ রজস্বলা হইয়া পড়িলেন এবং কৃতাঞ্জলি

সূর্য্য উবাচ।

আহূতোঽস্মি কথং কুন্তি! ত্বয়া মন্ত্রবলেন বৈ।
ন মাং ভজসি কস্মাত্ত্বং সমাহূয় পুরোগতম্ ॥ ২২ ॥
কামার্ত্তোঽস্ম্যসিতাপাঙ্গি! ভজ মাং ভাবসংযুতম্।
মন্ত্রেণাধীনতাং প্রাপ্তং ক্রীড়িতুং নয় মামিতি ॥ ২৩ ॥

কুন্ত্যুবাচ।

কন্যাঽস্ম্যহং তু ধর্ম্মজ্ঞ! সর্ব্বসাক্ষিন্নমাম্যহম্।
তবাপ্যহং ন দুর্ব্বাচ্যা কুলকন্যাঽস্মি সুব্রত! ॥ ২৪ ॥

সূর্য্য উবাচ।

লজ্জা মে মহতী চাদ্য যদি গচ্ছাম্যহং বৃথা।
বাচ্যতাং সর্ব্বদেবানাং যাস্যাম্যত্র ন সংশয়ঃ ॥ ২৫ ॥

প্রাপ্তা রজস্বলা জাতেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ সুপ্রীতাঽস্মি ত্বং গচ্ছ। মম ত্বদ্দর্শনাতিরিক্তং প্রয়োজনান্তরং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

(আহূতোঽস্মীতি। হে কুন্তি! ত্বয়া মন্ত্রবলেন কথমহমাহূতোঽস্মি সমাহূয় পুরোগতং সম্মুখস্থং মাং কস্মাৎ ন ভজসি ॥ ২২ ॥ কামার্ত্তোঽস্মীতি। হে অসিতাপাঙ্গি! ভাবসংযুতং ত্বৎপ্রণয়পরং মাং ভজ মন্ত্রবলেনাধীনতাং ত্বৎবশ্যতাং প্রাপ্তং মাং রতিক্রীড়ার্থং নয়েত্যন্বয়ঃ ॥ ২৩ ॥)

নদুর্বাচ্যা দুর্বাক্যবিষয়া নাস্মি যতোঽহং কুলকন্যাঽস্মি ॥ ২৪ ॥

হইয়া বলিলেন, দেব! আপনার দর্শনেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি এক্ষণে নিজ মণ্ডলে গমন করুন ॥ ২০—২১ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া সূর্য্য কহিলেন, কুন্তি! তুমি মন্ত্রবলে কিজন্য আমাকে আহ্বান করিলে এবং আহ্বান করিয়া কিজন্যই বা সম্মুখাগত আমাকে ভজনা করিতেছ না। হে চারুলোচনে! আমি এক্ষণে কামার্ত্ত হইয়াছি, বিশেষত তোমার প্রতি আমার প্রেমাসক্তি হইয়াছে, অতএব আমাকে ভজনা কর। আমি মন্ত্রবলে তোমার অধীন হইয়াছি, অতএব রতিক্রীড়ার জন্য আমাকে গ্রহণ কর ॥ ২২—২৩ ॥

সূর্য্যদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া কুন্তী কহিল, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনিই সকলের সাক্ষীস্বরূপ। এক্ষণে আমি ত কন্যা, আপনাকে নমস্কার করি। হে সুব্রত! আমাকে কুলকন্যা বলিয়া জানিবেন অতএব কোনরূপ দুর্ব্বাক্য বলিবেন না ॥ ২৪ ॥

সূর্য্যদেব ইহা শুনিয়া বলিলেন, কুন্তি! যদি আমি অদ্য বৃথা ফিরিয়া যাই তাহা হইলে সমস্ত দেবগণের নিকট নিন্দাভাজন হইব এবং ইহা আমার অতিশয় লজ্জার বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কুন্তি! অদ্য তুমি যদি আমাকে ভজনা না কর তাহা হইলে তোমাকে

শপ্স্যামি তং দ্বিজঞ্চাদ্য যেন মন্ত্রঃ সমর্পিতঃ।
ত্বাঞ্চাপি সুভৃশং কুন্তি! নোচেন্মাং ত্বং ভজিষ্যসি ॥ ২৬ ॥
কন্যাধর্ম্মঃ স্থিরস্তে স্যান্ন জ্ঞাস্যন্তি জনাঃ কিল।
মৎসমস্তু তথা পুত্রো ভবিতা তে বরাননে! ॥ ২৭ ॥

ইত্যুক্ত্বা তরণিঃ কুন্তীং তন্মনস্কাং সুলজ্জিতাম্।
ভুক্ত্বা জগাম দেবেশো বরং দত্ত্বাভিবাঞ্ছিতম্ ॥ ২৮ ॥
গর্ভং দধার সুশ্রোণী সুগুপ্তে মন্দিরে স্থিতা।
ধাত্রী বেদ প্রিয়া চৈকা ন মাতা ন জনস্তথা ॥ ২৯ ॥
গুপ্তঃ সদ্মনি পুত্রস্তু জাতশ্চাতিমনোহরঃ।
কবচেনাতিরম্যেণ কুণ্ডলাভ্যাং সমন্বিতঃ ॥ ৩০ ॥
দ্বিতীয় ইব সূর্য্যস্তু কুমার ইব চাপরঃ ॥ ৩১ ॥
করে কৃত্বাথ ধাত্রেয়ী তামুবাচ সুলজ্জিতাম্।
কাং চিন্তাং করভোরু! ত্বমাধৎসেঽদ্য স্থিতাস্ম্যহম্ ॥ ৩২ ॥

বাচ্যতাং নিন্দ্যতাম্ ॥ ২৫॥ (শপ্স্যামীতি। যেন দ্বিজেন মন্ত্রঃ সমর্পিতঃ দত্তঃ তং শপ্স্যামি তস্মৈ শাপং দাস্যামীত্যর্থঃ ত্বামপি শপ্স্যামীতি শেষঃ ॥ ২৬ ॥ ইদানীং স্ববশানয়নার্থং কন্যাত্বনাশশঙ্কাং নিরাকুর্ব্বন্নাহ কন্যেতি। হে বরাননে! তে তব কন্যাধর্ম্মঃ স্থিরঃ স্যাৎ অপিচ কেচিদপি জনাঃ ন জ্ঞাস্যন্তি কিল মৎসমস্তে পুত্রশ্চ ভবিতা ॥ ২৭ ॥

ইত্যুক্ত্বেতি। তরণিঃ সূর্য্যঃ তন্মনস্কাং সূর্য্যগতচিত্তাং কুন্তীং ভুক্ত্বা জগামেত্যন্বয়ঃ ॥২৮॥) একা ধাত্রী বেদ নান্যো জনঃ ॥২৯॥ (গুপ্তঃ সদ্মনীতি। অতিমনোহরঃ পুত্রঃ অতিরম্যেণ কবচেন কুণ্ডলাভ্যাং সমন্বিতঃ সন্ সদ্মনি গৃহে জাতঃ ॥ ৩০ ॥ দ্বিতীয়ঃ সূর্য্যো বা কুমারঃ কার্ত্তিকেয় ইব বা জাত ইতিপূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৩১ ॥) কাঞ্চিন্তামিতি। অহং ত্বদাজ্ঞাপ্রতিপালিকা স্থিতাঽস্মি

এবং যে ব্রাহ্মণ তোমায় এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছে তাহাকে অতিকঠোর শাপ প্রদান করিব ॥ ২৫—২৬ ॥ (আর যদি তুমি আমায় ভজনা কর তাহা হইলে) হে বরাননে! তোমার কন্যাধর্ম্ম স্থির থাকিবে, কেহই এ বিষয় জানিতে পারিবে না এবং আমার সদৃশ তোমার একটী সন্তান হইবে ॥ ২৭ ॥

দেবপতি সূর্য্য এই কথা বলিয়া সেই একাগ্রচিত্তা এবং অতিলজ্জিতা কুন্তীকে উপভোগ করিয়া অভিলষিত বর প্রদান করত প্রস্থান করিলেন ॥ ২৮ ॥ অনন্তর সেই সুশ্রোণী কুন্তী গৃহে থাকিয়া গোপনে গর্ভধারণ করিতে লাগিল। ইহা কেবল তাঁহার প্রিয়-ধাত্রী জানিত অন্য কেহ অধিক কি তাঁহার মাতা পর্য্যন্তও জানিতে পারেন নাই ॥ ২৯ ॥ এইরূপে কিছুদিন গত হইলে অতি গোপনে সেই গৃহে একটী মনোহর পুত্র জন্মিল। পুত্রটী সুরম্য কবচ ও কুণ্ডলযুগল সুশোভিত এবং দ্বিতীয় সূর্য্য বা কার্ত্তিকের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কলে-

মঞ্জূষায়াং সুতং কুন্তী মুঞ্চন্তী বাক্যমব্রবীৎ।
কিং করোমি সুতার্ত্তাঽহং ত্যজে ত্বাং প্রাণবল্লভম্।
মন্দভাগ্যা ত্যজামি ত্বাং সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৩৩ ॥
পাতু ত্বা সগুণাগুণা ভগবতী সর্ব্বেশ্বরী চাম্বিকা
স্তন্যং সৈব দদাতু বিশ্বজননী কাত্যায়নী কামদা।
দ্রক্ষ্যেঽহং মুখপঙ্কজং সুললিতং প্রাণপ্রিয়ার্হং কদা
ত্যক্ত্বা ত্বাং বিজনে বনে রবিসুতং দুষ্টা যথা স্বৈরিণী ॥ ৩৪ ॥
পূর্ব্বস্মিন্নপি জন্মনি ত্রিজগতাং মাতা ন চারাধিতা
ন ধ্যাতং পদপঙ্কজং সুখকরং দেব্যাঃ শিবায়াশ্চিরম্।
তেনাহং সুত ! দুর্ভগাস্মি সততং ত্যক্ত্বা পুনস্ত্বাং বনে
তপ্স্যামি প্রিয় ! পাতকং স্মৃতবতী বুদ্ধ্যা কৃতং যৎ স্বয়ম্॥ ৩৫ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তং সুতং কুন্তী মঞ্জূষায়াং ধৃতং কিল।
ধাত্রীহস্তে দদৌ ভীতা জনদর্শনতস্তথা ॥ ৩৬ ॥

যদ্যস্মরাজ্ঞাপ্যতে তৎ সর্ব্বং ক্রিয়তে ততঃ কাং চিন্তামাধৎসে ধারয়সি নৈতাদৃশী চিন্তাঽস্তীত্যর্থঃ ॥৩২॥ ততো মঞ্জূষায়াং স্থাপিতং পুত্রং নদ্যাং ত্যক্তুমিচ্ছন্তী কুন্তী প্রাহেত্যর্থঃ। (কিং করোমীতি। সর্ব্বলক্ষণসংযুতং প্রাণবল্লভমপি ত্বাং মন্দভাগ্যাঽহং ত্যজামি ॥ ৩৩ ॥ ॥) সর্ব্বেশ্বরীং ভগবতীং স্মৃত্বাশিষো দদাতি পাতুত্বামিতি। অধুনা ত্বাং ত্যক্ত্বা তব মুখপঙ্কজং কদা দ্রক্ষ্যে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ সুত প্রিয়েতি সম্বোধনদ্বয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

বর হইল ॥ ৩০—৩১ ॥ তদ্দর্শনে, কুন্তী অতিশয় লজ্জিতা হইলে ধাত্রী তাহার হস্ত ধরিয়া বলিল, সুন্দরি ! যখন আমি রহিয়াছি তখন তোমার চিন্তা কি? ॥ ৩২ ॥ পরে, সন্তানটীকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া মঞ্জূষামধ্যে তাহাকে রক্ষা করত কুন্তী বলিল, পুত্র ! আমি দুঃখিতা হইলেও প্রাণবল্লভ স্বরূপ তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছি ; কি করি, এক্ষণে আমি এমনি মন্দভাগ্যা হইয়াছি যে, সর্ব্বলক্ষণান্বিত তোমাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছি ॥৩৩॥ পুত্র ! আশীর্ব্বাদ করিতেছি ; সেই গুণাতীতা ও গুণময়ী সর্ব্বেশ্বরী বিশ্বজননী কাত্যায়নী অম্বিকা আমার অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য তোমাকে স্তন্যদুগ্ধ প্রদান করিয়া রক্ষা করুন। হায় ! আমি এক্ষণে দুষ্টা স্বৈরিণীর ন্যায় রবির পুত্র তোমাকে নির্জ্জন বনে পরিত্যাগ করিয়া কবে আবার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় এই সুললিত মুখপদ্ম দর্শন করিব॥৩৪॥ পুত্র ! নিশ্চয়ই আমি পূর্ব্ব জন্মে ত্রিজগতের মাতা জগদম্বিকার আরাধনা করি নাই ; নিশ্চয়ই সেই মঙ্গলদাত্রী দেবীর সর্ব্বসুখপ্রদ পাদপদ্ম ধ্যান করি নাই ; সেই জন্যই আমি ভাগ্যহীনা

স্নাত্বা ত্রস্তা তদা কুন্তী পিতৃবেশ্মন্যুবাস সা।
মঞ্জূষা বহমানা চ প্রাপ্তা হ্যধিরথেন বৈ ॥ ৩৭ ॥
রাধা সূতস্য ভার্য্যা বৈ তয়াসৌ প্রার্থিতঃ সুতঃ।
কর্ণোঽভূদ্বলবান্বীরঃ পালিতঃ সূতসদ্মনি ॥ ৩৮ ॥
কুন্তী বিবাহিতা কন্যা পাণ্ডুনা সা স্বয়ংবরে।
মাদ্রী চৈবাপরা ভার্য্যা মদ্ররাজসুতা শুভা ॥ ৩৯ ॥
মৃগয়ারমমাণস্তু বনে পাণ্ডুর্মহাবলঃ।
জঘান মৃগবুদ্ধ্যা তু রমমাণং মুনিং বনে ॥ ৪০ ॥
শপ্তস্তেন তদা পাণ্ডুর্মুনিনা কুপিতেন চ।
স্ত্রীসঙ্গং যদি কর্ত্তাসি তদা তে মরণং ধ্রুবম্ ॥ ৪১ ॥

ধাত্রীহস্তে ইতি। গঙ্গায়াং ত্যক্তুং দদৌ ॥ ৩৬ ॥ (স্নাত্বেতি। কুন্তী ত্রস্তা সতী স্নাত্বা পিতৃবেশ্মনি গৃহে উবাস বাসঞ্চকার অবতস্থে ইতি যাবৎ। গঙ্গায়াং বহমানা মঞ্জূষা তু অধিরথেন সূতেন প্রাপ্তা লব্ধা ॥ ৩৭ ॥) অধিরথস্য সূতস্য ভার্য্যা রাধা তয়া সুতঃ প্রার্থিতঃ পুত্রত্বেন স্বীকৃত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

(কুন্তীতি। সূর্য্যদেবপ্রভাবেণ পুনঃ কন্যাভাবং প্রাপ্তা কুন্তী স্বয়ংবরে স্বয়ংবরসভায়াং রাজ্ঞা পাণ্ডুনা বিবাহিতা তস্য পাণ্ডোরপরা ভার্য্যা মদ্ররাজসুতা শুভা সুন্দরী সুলক্ষণা বা ॥ ৩৯ ॥ মৃগয়েতি। মহাবলঃ পাণ্ডুঃ মৃগয়ায়াং রমমাণঃ কদাচিৎ বনে রমমাণং মৃগবধ্বাং রতিক্রীড়াং কুর্ব্বাণং কঞ্চিৎ মুনিং মৃগবুদ্ধ্যা মৃগং মত্বেত্যর্থঃ জঘান বাণেন নিহতবান্ ॥ ৪০ ॥ শপ্তস্তেনেতি। তদা প্রাণপ্রয়াণাব্যবহিতপ্রাক্কালে তেন মুনিনা স পাণ্ডুঃ শপ্তঃ। শাপ-

হইয়াছি সন্দেহ নাই। প্রিয়পুত্র! এক্ষণে তোমাকে বনে পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক নিজকৃত এই পাতক স্মরণ করিয়া নিরন্তর সন্তাপে দগ্ধ হইব সন্দেহ নাই ॥ ৩৫ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! কুন্তী এই প্রকারে অনুতাপ করিয়া, পাছে অপর কোনও লোক দেখিতে পায় এই ভয়ে ভীতা হইয়া সিন্ধুকমধ্যে আবদ্ধ পুত্রটীকে ধাত্রীর হস্তে প্রদান করিল ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর, মঞ্জূষাটী জলে নিক্ষেপ করাইয়া কুন্তী ত্রস্তভাবে গঙ্গাতে স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে, অধিরথ নামে কোন সূত গঙ্গায় ভাসমান সেই মঞ্জূষাটী প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৭ ॥ এই অধিরথের ভার্য্যা রাধা সেই সন্তানটীকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিল। অনন্তর, এই সন্তানটীই সূতগৃহে প্রতিপালিত হইয়া কর্ণ নামে প্রসিদ্ধ বলবান্ বীর হয়েন ॥ ৩৮ ॥

ঋষিগণ! এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, পাণ্ডুরাজ স্বয়ংবরে কুন্তীকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার অপর আর একটী সুন্দরী ভার্য্যা মদ্ররাজকন্যা মাদ্রী নামে প্রসিদ্ধা ছিল ॥ ৩৯ ॥ এক দিবস মহাবল পাণ্ডু মৃগয়ায় ভ্রমণ করিয়া বনে মৃগরূপে মৃগীতে রতিক্রীড়ানিরত কোন মুনিকে মৃগবোধে বধ করিলেন ॥ ৪০ ॥ মুনি মৃত্যুসময়ে কুপিত হইয়া তাঁহাকে এই

ইতি শপ্তস্তু মুনিনা পাণ্ডুঃ শোকসমন্বিতঃ।
ত্যক্ত্বা রাজ্যং বনে বাসং চকার ভৃশদুঃখিতঃ॥ ৪২॥
কুন্তী মাদ্রী চ ভার্য্যে দ্বে জগ্মতুঃ সহসঙ্গতে।
সেবনার্থং সতীধর্ম্মং সংশ্রিতে মুনিসত্তমাঃ!॥ ৪৩॥
গঙ্গাতীরে স্থিতঃ পাণ্ডুর্মুনীনামাশ্রমেষু চ।
শৃণ্বানো ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চকার দুশ্চরং তপঃ॥ ৪৪॥
কথায়াং বর্ত্তমানায়াং কদাচিদ্ধর্ম্মসংশ্রিতম্।
অশৃণোদ্বচনং রাজা সুস্পষ্টং মুনিভাষিতম্॥ ৪৫॥
অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গে গন্তুং পরন্তপ!।
যেন কেনাপ্যুপায়েন পুত্রস্য জননং চরেৎ॥ ৪৬॥
অংশজঃ পুত্রিকাপুত্রঃ ক্ষেত্রজো গোলকস্তথা।
কুণ্ডঃ সহোঢ়ঃ কানীনঃ ক্রীতঃ প্রাপ্তস্তথা বনে॥ ৪৭॥

প্রকারমাহ যদি ত্বং স্ত্রীসঙ্গং কর্ত্তাসি তদা তে তব ধ্রুবং নিঃসংশয়ং মরণং ভবিষ্যতীতি বিদ্ধি॥ ৪১॥ ইতি শপ্তস্থিতি। পাণ্ডুরিত্যেবম্প্রকারেণাভিশপ্তঃ সন্ শোকসমন্বিতঃ ভৃশদুঃখিতশ্চ রাজ্যং ত্যক্ত্বা তপোবনে বাসং চকার উবাসেত্যর্থঃ॥৪২॥ কুন্তীতি। তস্য পাণ্ডোর্দ্বে ভার্য্যে কুন্তীমাদ্র্যৌ সতীধর্ম্মং সংশ্রিতে পতিসেবনার্থং সহসঙ্গতে পত্যা সহ বনং জগ্মতুঃ॥৪৩॥ কুত্র গতঃ পাণ্ডুরিতি জিজ্ঞাসায়ামাহ গঙ্গাতীর ইতি। মুনীনামাশ্রমসন্নিকর্ষে গঙ্গাতীরে স্থিতঃ। কথং তত্র স্থিত ইতি চেত্তত্রাহ ধর্ম্মশাস্ত্রাণি শৃণ্বান ইতি॥ ৪৪॥ কথায়ামিতি। রাজা পাণ্ডুরিত্যর্থঃ কদাচিৎ কথায়াং পৌরাণিকীগাথায়াং বর্ত্তমানায়াং ধর্ম্মসংশ্রিতং বচনং অশৃণোদিত্যন্বয়ঃ॥৪৫॥ কিং বচনমশৃণোদিত্যাশয়েনাহ অপুত্রস্যেতি। অপুত্রস্য গতির্গমনশক্তির্নাস্তি। কুত্র গন্তুমিতি চেত্তত্রাহ স্বর্গে সুরলোকে সুখময়াভীষ্টস্থানে। অতো যেন কেনাপ্যুপায়েন পুত্রস্য জননং উৎপাদনং চরেৎ পুত্রোৎপত্তৌ প্রযতেতেত্যর্থঃ॥ ৪৬॥) অংশজঃ স্ববীর্য্যজঃ।

বলিয়া শাপ প্রদান করেন যে, পাণ্ডুরাজ! যখন তুমি স্ত্রীসঙ্গ করিবে তখনই তোমার মৃত্যু হইবে॥৪১॥ পাণ্ডু মুনিকর্ত্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া অতিশয় শোকাতুর হইলেন এবং রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে বনে বাস করিতে লাগিলেন॥ ৪২॥ মুনিসত্তমগণ! তাহার দুই ভার্য্যা কুন্তী ও মাদ্রী পতিব্রতা ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া সেবার জন্য তাঁহার সঙ্গেই গমন করিলেন॥ ৪৩॥ পাণ্ডুরাজ গঙ্গাতীরস্থ মুনিগণের আশ্রমের সন্নিকটে বাস করিলেন এবং তাহাদিগের নিকট সর্ব্বদা নানাবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করত দুশ্চর তপস্যায় রত হইলেন॥ ৪৪॥ এক দিবস ধর্ম্মাশ্রিত কথার প্রসঙ্গক্রমে রাজা মুনিদিগের মুখে স্পষ্টত শ্রবণ করিলেন যে, যাঁহার পুত্র নাই তিনি কদাচ স্বর্গে যাইবার অধিকারী নহেন, অতএব যে কোনও প্রকারে পুত্রোৎপত্তির জন্য উপায় করা উচিত॥৪৫—৪৬॥ ঔরসজাত, পুত্রিকাপুত্র,

দত্তঃ কেনাপি চাশক্তৌ ধনগ্রাহিসুতাঃ স্মৃতাঃ।
উত্তরোত্তরতঃ পুত্রা নিকৃষ্টা ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৪৮ ॥
ইত্যাকর্ণ্য তদা প্রাহ কুন্তীং কমললোচনাম্।
সুতমুৎপাদয়াশু ত্বং মুনিং গত্বা তপোঽন্বিতম্ ॥ ৪৯ ॥
মমাজ্ঞয়া ন দোষস্তে পুরা রাজ্ঞা মহাত্মনা।
বশিষ্ঠাজ্জনিতঃ পুত্রঃ সৌদাসেনেতি মে শ্রুতম্ ॥ ৫০ ॥
তং কুন্তী বচনং প্রাহ মম মন্ত্রোঽস্তি কামদঃ।
দত্তো দুর্ব্বাসসা পূর্ব্বং সিদ্ধিদঃ সর্ব্বথা প্রভো ! ॥ ৫১ ॥

পুত্রিকাপুত্রঃ কন্যাপুত্রঃ অস্যাং জায়মানঃ পুত্রো মমেতি সঙ্কেতিতঃ। ক্ষেত্রজো মন্ত্রজঃ প্রমৃতস্য ক্লীবস্য ব্যাধিতস্য বা। স্বধর্ম্মেণ নিযুক্তায়াং স পুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্মৃত ইতি মনুঃ। গোলক ইত্যেকঃ। স্বক্ষেত্রে স্বস্ত্রিয়াং মৃতে ভর্ত্তরি জায়মানো গোলকঃ। অমৃতে জারজঃ কুণ্ডঃ। সহোঢজস্তু গর্ভে স্থিতো গর্ভিণ্যাং পরিণীতায়াং যঃ পরিণীতঃ স বোঢ়ুঃ পুত্রঃ। কানীনঃ পিতৃবেশ্মনি কন্যা তু যং পুত্রং জনয়েদ্রহঃ। তং কানীনং বদেন্নাম্নেতি। ক্রীতো মৌল্যেন গৃহীতঃ। বনে প্রাপ্তশ্চ ॥ ৪৭ ॥ অশক্তৌ পুত্রপালনাসামর্থ্যে কেনাপি দত্তঃ। এতে ধনগ্রাহিসুতা ভবন্তি ॥ ৪৮ ॥

(ইত্যাকর্ণ্যেতি। পাণ্ডুঃ কুন্তীম্প্রত্যাহ। কঞ্চিত্তপসান্বিতং তপোবলসম্পন্নং মুনিমাশ্রিত্য আশু সুতং উৎপাদয় মুনেরৌরসেন পুত্র উৎপাদ্যতাম্ ॥ ৪৯ ॥ কথমহং সতীধর্ম্মং বিহায় পুরুষান্তরাশ্রয়েণ সুতমুৎপাদ্য পাপচারিণী ভবেয়মিতি চেত্তত্রাহ। মমাজ্ঞয়েতি। মমাজ্ঞয়া তে দোষঃ ন ভবেৎ বিশেষতঃ পুরা পূর্ব্বস্মিন্ কালে মহাত্মনা রাজ্ঞা সৌদাসেন মহর্ষের্বশিষ্ঠাৎ পুত্রো জনিত উৎপাদিত ইতি শ্রুতং ময়েতি ॥ ৫০ ॥ তং কুন্তীতি। তং পতিং পাণ্ডুমিত্যর্থঃ। বচনং প্রাহ হে প্রভো ! মম কামদঃ কামনাপ্রদঃ মন্ত্রোঽস্তি। কুতোঽয়ং প্রাপ্ত

ক্ষেত্রজ কিংবা গোলক অথবা কুণ্ড, সহোঢ়, কানীন, ক্রীত বা কোন বনাদিতে প্রাপ্ত অথবা পুত্রপালনে অশক্ত কোনও লোককর্ত্তৃক প্রদত্ত, এই পুত্র সকল শাস্ত্রে উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে পরে পরে কথিত পুত্র পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া জানিবে ॥ ৪৭—৪৮ ॥

ঋষিগণ ! মহারাজ পাণ্ডু এই কথা শ্রবণ করিয়া কমলনয়না কুন্তীকে বলিলেন, কুন্তি ! তুমি শীঘ্র কোনও তপোবীর্য্যসম্পন্ন মুনির নিকট যাইয়া পুত্র উৎপাদন কর ॥ ৪৯ ॥ দেখ, আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি ইহাতে তোমার কোনও দোষ হইবে না। আর, আমি শ্রবণ করিয়াছি পূর্ব্বে মহাত্মা সৌদাস নামে নৃপতি বশিষ্ঠ মুনি দ্বারা পুত্র উৎপন্ন করাইয়াছিলেন ॥৫০॥ কুন্তী ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ ! আমার নিকট অভীষ্টপ্রদ কোনও মন্ত্র আছে। দুর্ব্বাসা মুনি পূর্ব্বে আমাকে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন। প্রভো ! এই মন্ত্রটী সর্ব্বসিদ্ধি প্রদানে সমর্থ ॥ ৫১ ॥ রাজন্ ! এই মন্ত্র দ্বারা আমি যে

নিমন্ত্রয়েঽহং যং দেবং মন্ত্রেণানেন পার্থিব ! ।
আগচ্ছেৎ সর্ব্বথা সো বৈ মম পার্শ্বে নিয়ন্ত্রিতঃ ॥ ৫২ ॥
ভর্ত্তুর্বাক্যেন সা তত্র স্মৃত্বা ধর্ম্মং সুরোত্তমম্ ।
সঙ্গম্য সুষুবে পুত্রং প্রথমং চ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৫৩ ॥
বায়োর্ব্বৃকোদরং পুত্রং জিষ্ণুং চৈব শতক্রতোঃ ।
বর্ষে বর্ষে ত্রয়ঃ পুত্রাঃ কুন্ত্যা জাতা মহাবলাঃ ॥ ৫৪ ॥
মাদ্রী প্রাহ পতিং পাণ্ডুং পুত্রং মে কুরুসত্তম ! ।
কিং করোমি মহারাজ ! দুঃখং নাশয় মে প্রভো ! ॥ ৫৫ ॥
প্রার্থিতা পতিনা কুন্তী দদৌ মন্ত্রং দয়ান্বিতা ।
একপুত্রপ্রবন্ধেন মাদ্রী পতিমতে স্থিতা ॥ ৫৬ ॥
স্মৃত্বা তদাশ্বিনৌ দেবৌ মদ্ররাজসুতা সুতৌ ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুষুবে বরবর্ণিনী ॥ ৫৭ ॥
এবং তে পাণ্ডবাঃ পঞ্চ ক্ষেত্রোৎপন্নাঃ সুরাত্মজাঃ ।
বর্ষবর্ষান্তরে জাতা বনে তস্মিন্ দ্বিজোত্তমাঃ ! ॥ ৫৮ ॥

ইতি চেত্তত্রাহ। পূর্ব্বং মৎসেবাপরিতুষ্টেন মুনিনা দুর্ব্বাসসা সর্ব্বথা সিদ্ধিদো মন্ত্রো দত্তঃ মহ্যমিতি শেষঃ ॥ ৫১ ॥) সো বৈ ইত্যত্র সন্ধিরার্ষঃ ॥ ৫২ ॥
সঙ্গম্য মিথুনীভূয় ॥ ৫৩—৫৪ ॥ পুত্রং মে ইতি। দেহীতি শেষঃ। কুরুসত্তমেতি-সম্বোধনম্। যদ্বা পুত্রং মে কুরু হে সত্তমেতি সম্বোধনম্ ॥ ৫৫ ॥ একপুত্রপ্রবন্ধেন এক-পুত্রোদ্দেশেন ॥ ৫৬ ॥ তদনন্তরং মাদ্রী মদ্ররাজসুতা সা অশ্বিনীকুমারৌ স্মৃত্বা নকুলঃ সহদেব-শ্চেত্যেতৌ সুতৌ সুষুবে ইতি সম্বন্ধঃ ॥ ৫৭—৫৮ ॥

কোন দেবকে আহ্বান করিব তিনি তৎক্ষণাৎ বদ্ধের ন্যায় আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইবেন ॥ ৫২ ॥

তদনন্তর, কুন্তী স্বামীর আজ্ঞায় সেই স্থানে সুরোত্তম ধর্ম্মরাজকে স্মরণ করিয়া তাঁহার সহযোগে প্রথমে যুধিষ্ঠিরকে পরে বায়ু হইতে ভীমসেনকে, এবং ইন্দ্র হইতে অর্জ্জুনকে প্রসব করিলেন। এইরূপে প্রতিবর্ষে মহাবলপরাক্রান্ত তিন পুত্র কুন্তীর গর্ভে উৎপন্ন হইল ॥৫৩—৫৪॥ পরে, মদ্ররাজদুহিতা পতি পাণ্ডুরাজকে বলিল, হে সত্তম ! আপনি আমার পুত্র উৎপাদনের উপায় করুন। মহারাজ ! আমি এক্ষণে কি করি আমার দুঃখ বিমোচন করুন। কারণ, আপনিই আমাদিগের নিগ্রহ এবং অনুগ্রহে সমর্থ॥ ৫৫॥ তদনন্তর কুন্তী পতির প্রার্থনামতে এবং আপনিও দয়ান্বিতা হইয়া মাদ্রীকে একবার মাত্র পুত্র উৎপাদনের জন্য মন্ত্র প্রদান করিলেন। তাহাতে সেই বরবর্ণিনী মাদ্রীও পতির আজ্ঞানুসারে অশ্বিনী-কুমারকে স্মরণ করত তাহাদের সহযোগে নকুল ও সহদেবকে প্রসব করিল ॥ ৫৬—৫৭ ॥

একস্মিন্ সময়ে পাণ্ডুর্মাদ্রীং দৃষ্ট্বাথ নির্জ্জনে।
আশ্রমে চাতিকামার্ত্তো জগ্রাহাগতবৈশসঃ ॥ ৫৯ ॥
মা মা মা মেতি ৰহুধা নিষিদ্ধোঽপি তথা ভৃশম্।
আলিলিঙ্গ প্রিয়াং দৈবাৎ পপাত ধরণীতলে ॥ ৬০ ॥
যথা বৃক্ষগতা বল্লী ছিন্নে পততি বৈ দ্রুমে।
তথা সা পতিতা ৰালা কুর্ব্বতী রোদনং ৰহু ॥ ৬১ ॥
প্রত্যাগতা তদা কুন্তী রুদতী ৰালকাস্তথা।
মুনয়শ্চ মহাভাগাঃ শ্রুত্বা কোলাহলং তদা ॥ ৬২ ॥
মৃতঃ পাণ্ডুস্তদা সর্ব্বে মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
সহাগ্নিভির্ব্বিধিং কৃত্বা গঙ্গাতীরে তদাদহন্ ॥ ৬৩ ॥
চক্রে সহৈব গমনং মাদ্রী দত্ত্বা সুতৌ শিশূ।
কুন্ত্যৈ ধর্ম্মং পুরস্কৃত্য সতীনাং সত্যকামতঃ ॥ ৬৪ ॥

আগতবৈশসঃ প্রাপ্তমরণঃ ॥ ৫৯ ॥ (মা মা মা মেতি। মাদ্র্যা মামেতি অত্যন্তভয়ার্ত্তয়া ৰহুধা নিষিদ্ধোঽপি পাণ্ডুঃ দৈবাত্তাং প্রিয়ামালিলিঙ্গ ততো ধরণীতলে পপাত। মৃত ইতি-শেষঃ ॥৬০॥ যথেতি। যথা ছিন্নে বৃক্ষে পততি সতি বল্লী তদাশ্রিতা লতা পততি তথা সা ৰালা ৰহু রোদনং কুর্ব্বতী পতিতা ॥ ৬১ ॥ প্রত্যাগতেতি। তদা তস্মিন্ কালে কার্য্যান্তরাৎ প্রত্যাগতা কুন্তী রুদতী তথা ৰালকাঃ যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ রুদন্তশ্চ। মহাভাগা মুনয়শ্চ কোলাহলং শ্রুত্বা পাণ্ডুর্মৃত ইত্যবগচ্ছন্তি স্মেতি শেষঃ। তদা অগ্নিভিঃ বিধিং কৃত্বা গঙ্গাতীরে পাণ্ডোর্দেহমদহ-

---

ঋষিগণ! এইরূপে সেই বনমধ্যে বর্ষবর্ষান্তরে ক্রমশঃ দেব-ঔরসে পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পাঁচটী সন্তান জন্মগ্রহণ করিল ॥ ৫৮ ॥

এক দিবস পাণ্ডু সেই নির্জ্জন আশ্রমে মদ্ররাজদুহিতাকে একাকিনী দেখিয়া অতিশয় কামার্ত্ত হইয়া পড়িলেন এবং মৃত্যুহস্তে পতিত হইয়াই যেন তাহাকে ধারণ করিলেন ॥৫৯॥ মহারাজ! আলিঙ্গন করিবেন না করিবেন না বলিয়া মাদ্রী পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও দৈববশত তিনি সেই প্রিয় মাদ্রীকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মৃত হইয়া মহীতলে পতিত হইলেন ॥ ৬০ ॥ বৃক্ষ ছিন্ন হইলে যেমন তদাশ্রিতা লতাও পতিতা হয় সেইরূপ পাণ্ডুরাজ পতিত হইবামাত্রই মাদ্রীও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে পতিতা হইল ॥৬১॥ সেই সময় কুন্তীও সেই স্থানে আসিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন, ৰালকগণও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। তখন, কঠোরনিয়ম-পরায়ণ মহাত্মা মুনিগণ সেই ক্রন্দন কোলাহল শ্রবণ করিয়া পাণ্ডু মৃত হইয়াছে ইহা অবগত হইলেন এবং সকলেই অগ্নির দ্বারা যথাবিধি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গঙ্গাতীরে তাঁহাকে দগ্ধ করিলেন ॥ ৬২—৬৩ ॥

জলদানাদিকং কৃত্বা মুনয়স্তত্রবাসিনঃ।
পঞ্চপুত্রযুতাং কুন্তীমনয়ন্ হস্তিনাপুরম্ ॥ ৬৫ ॥
তাং প্রাপ্তাঞ্চ সমাজ্ঞায় গাঙ্গেয়ো বিদুরস্তথা।
নাগরা ধৃতরাষ্ট্রস্য সর্ব্বে তত্র সমাযযুঃ ॥ ৬৬ ॥
পপ্রচ্ছুশ্চ জনাঃ সর্ব্বে কস্য পুত্রা বরাননে!।
পাণ্ডোঃ শাপং সমাজ্ঞায় কুন্তী দুঃখান্বিতা তদা ॥ ৬৭ ॥
তানুবাচ স্বরাণাং বৈ পুত্রাঃ কুরুকুলোদ্ভবাঃ।
বিশ্বাসার্থে সমাহূতাঃ কুন্ত্যা সর্ব্বে সুরাস্তদা ॥ ৬৮ ॥
আগত্য খে তদা তৈস্তু কথিতং নঃ সুতাঃ কিল।
ভীষ্মেণ সৎকৃতং বাক্যং দেবানাং সৎকৃতাঃ সুতাঃ ॥ ৬৯ ॥
গতা নাগপুরং সর্ব্বে তানাদায় সুতান্ বধূম্।
ভীষ্মাদয়ঃ প্রীতচিত্তাঃ পালয়ামাসুরর্থতঃ ॥ ৭০ ॥

ন্নিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ ॥৬২—৬৩॥ চক্রে সহৈবেতি। মাদ্রী শিশূ নকুলসহদেবৌ কুন্ত্যৈ দত্ত্বা সত্যকামতঃ সতীনাং ধর্ম্মং পুরস্কৃত্য সহগমনং চক্রে ॥ ৬৪ ॥ জলদানাদিকমিতি। মুনয়ঃ জলদানাদিকং কৃত্বা পঞ্চপুত্রযুতাং কুন্তীং হস্তিনাপুরং অনয়ন্ প্রাপয়ামাসুঃ ॥ ৬৫ ॥ তামিতি। গাঙ্গেয়ো ভীষ্মঃ বিদুরঃ তথা ধৃতরাষ্ট্রস্য নাগরা জনাঃ তাং সসুতাং কুন্তীং প্রাপ্তাং উপনীতাং সমাজ্ঞায় বিদিত্বা তত্র সর্ব্বে সমাযযুরিত্যন্বয়ঃ ॥ ৬৬॥) পাণ্ডোঃ শাপং সমাজ্ঞায় কস্যেমে পুত্রা ইতি সর্ব্বে পপ্রচ্ছুঃ ॥ ৬৭—৬৮ ॥ তৈঃ সুরৈর্নোঽস্মাকং দেবানাং সুতা ইতি কথিতম্ ॥ ৬৯ ॥

মাদ্রী নিজের শিশু সন্তান দুইটী কুন্তীকে প্রদান করিয়া সত্যলোক-কামনাপ্রযুক্ত সতীগণের ধর্ম্মকে অগ্রে করিয়া পতির সহিত অনুগমন করিলেন ॥৬৪॥ অনন্তর, সেই আশ্রমবাসী মুনিগণ রাজার তর্পণাদি করিয়া সেই পঞ্চপুত্রের সহিত কুন্তীকে হস্তিনাপুরে আনয়ন করিলেন ॥৬৫॥ ভীষ্মদেব, বিদুর এবং ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত আত্মীয় ও নগরবাসিগণ কুন্তীকে সমাগত জানিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৬৬ ॥ তদনন্তর, সকলেই পাণ্ডুর শাপ অবগত থাকায় এ পুত্র পাঁচটী কাহার এই বলিয়া কুন্তীকে জিজ্ঞাসা করিল। কুন্তী নগরবাসিগণের বাক্য শুনিয়া অতিশয় দুঃখসহকারে বলিলেন, এই পুত্র কয়টী দেবগণ হইতে কুরুকুলে সমুদ্ভূত হইয়াছে এবং তাহাদের বিশ্বাসের জন্য কুন্তী সেই স্থানে দেবগণকে আহ্বান করিলেন ॥ ৬৭—৬৮ ॥ অনন্তর, দেবগণ আকাশে সমাগত হইয়া, এই পাঁচটী আমাদের পুত্র ইহা বলিলেন। ভীষ্মদেব দেবগণের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া পুত্রগণকে সম্মানিত করিলেন ॥৬৯॥ পরে তাঁহারা সকলেই আনন্দিত হইয়া কুন্তীও পুত্র সকলকে গ্রহণ করিয়া পুরমধ্যে গমন

এবং পার্থাঃ সমুৎপন্না গাঙ্গেয়েনাথ পালিতাঃ ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
দ্বিতীয়স্কন্ধে পাণ্ডবোৎপত্তির্নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

বধূং কুন্তীং চ। অর্থতো যথাযোগ্যং ধনাদিভিঃ ॥ ৭০—৭১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

করিলেন এবং অকপটভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ! পৃথাপুত্রগণ এইরূপে সমুৎপন্ন এবং ভীষ্মকর্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন॥ ৭০—৭১ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে
পাণ্ডবোৎপত্তি নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

পঞ্চানাং দ্রৌপদী ভার্য্যা সামান্যা সা পতিব্রতা ।
পঞ্চপুত্রাস্তু তস্যাঃ স্যুর্ভর্ত্তৃভ্যোঽতীব সুন্দরাঃ ॥ ১ ॥
অর্জ্জুনস্য তথা ভার্য্যা কৃষ্ণস্য ভগিনী শুভা ।
সুভদ্রা যা হৃতা পূর্ব্বং জিষ্ণুনা হরিসংমতে ॥ ২ ॥
তস্যাং জাতো মহাবীরো নিহতোঽসৌ রণাজিরে ।
অভিমন্যুর্হতাস্তত্র দ্রৌপদ্যাশ্চ সুতাঃ কিল ॥ ৩ ॥
অভিমন্যোর্ব্বরা ভার্য্যা বৈরাটী চাতিসুন্দরী ।
কুলান্তে সুষুবে পুত্রং মৃতো বাণাগ্নিনা শিশুঃ ॥ ৪ ॥
জীবিতঃ স তু কৃষ্ণেন ভাগিনেয়সুতঃ স্বয়ম্ ।
দ্রৌণিবাণাগ্নিনির্দ্দগ্ধঃ প্রতাপেনাদ্ভুতেন চ ॥ ৫ ॥
পরিক্ষীণেষু বংশেষু জাতো যস্মাদ্বরঃ সুতঃ ।
তস্মাৎ পরিক্ষিতো নাম বিখ্যাতঃ পৃথিবীতলে ॥ ৬ ॥

অ ষ্টষষ্টিশ্লোকবর্য্যৈঃ পাণ্ডবানাং কথানকম্ ।
মৃতানাং দর্শনং দেবীপ্রসাদাদিহ কথ্যতে ॥

পঞ্চানামিতি ॥ ১ ॥ জিষ্ণুনাঽর্জ্জুনেন হরিসম্মতে সতি । কৃষ্ণানুমতেনেত্যর্থঃ ॥ ২—৩ ॥ বৈরাটী বিরাটকন্যা উত্তরা কুলান্তে কুলক্ষয়ে সতি । স পুত্রো গর্ভ এবাশ্বত্থামবাণাগ্নিনা মৃতঃ ॥ ৪ ॥ পুনর্দ্রৌণিরশ্বত্থামা তস্য বাণাগ্নিনির্দ্দগ্ধো ভাগিনেয়ো ভগিন্যা অপত্যং তস্য সুতঃ । অদ্ভুতপ্রতাপেন কৃষ্ণেন জীবিত ইত্যন্বয়ঃ ॥৫॥ তস্য পুত্রস্য জীবিতস্য পরিক্ষিত ইতি নাম কিং

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ পাণ্ডবের সাধারণত দ্রৌপদী নামে এক ভার্য্যা ছিল; তাহা হইলেও দ্রৌপদী অতিশয় পতিব্রতা ছিলেন । পঞ্চজন স্বামী হইতে তাঁহার অতি সুন্দর পাঁচটী পুত্র হইয়াছিল ॥১॥ এই দ্রৌপদী ভিন্ন কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাও অর্জ্জুনের আর একটী পত্নী ছিল । পূর্ব্বে অর্জ্জুন কৃষ্ণের সম্মতিক্রমে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিলেন ॥২॥ এই সুভদ্রাতে মহাবীর অভিমন্যু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইনি রণাঙ্গণে সপ্তরথি-হস্তে নিহত হন । এই দারুণ যুদ্ধসময়ে দ্রৌপদীর সন্তানগণও হত হইয়াছিল ॥ ৩॥ এই অভিমন্যুর পত্নী অতিসুন্দরী বিরাটতনয়া উত্তরা কুরুকুল ধ্বংস হইলে পর একটী সন্তান প্রসব করেন । এই সন্তান গর্ভাবস্থাতেই অশ্বত্থামার বাণাগ্নিতে দগ্ধ হয়, পরে কৃষ্ণ এই ভাগিনেয়-পুত্রটীকে

নিহতেষু চ পুত্রেষু ধৃতরাষ্ট্রোঽতিদুঃখিতঃ।
তস্থৌ পাণ্ডবরাজ্যে চ ভীমবাগ্‌বাণপীড়িতঃ ॥ ৭ ॥
গান্ধারী চ তথাতিষ্ঠৎপুত্রশোকাতুরা ভৃশম্।
সেবাং তয়োর্দ্দিবারাত্রং চকারার্ত্তো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৮ ॥
বিদুরোঽপ্যতিধর্ম্মাত্মা প্রজ্ঞানেত্রমবোধয়ৎ।
যুধিষ্ঠিরস্যানুমতে ভ্রাতৃপার্শ্বে ব্যতিষ্ঠত ॥ ৯ ॥
ধর্ম্মপুত্রোঽপি ধর্ম্মাত্মা চকার সেবনং পিতুঃ।
পুত্রশোকোদ্ভবং দুঃখং তস্য বিস্মারয়ন্নিব ॥ ১০ ॥
যথা শৃণোতি বৃদ্ধোঽসৌ তথা ভীমোঽতিরোষিতঃ।
বাগ্‌বাণেনাহনত্তং তু শ্রাবয়ন্ সংস্থিতাঞ্জনান্ ॥ ১১ ॥
ময়া পুত্রা হতাঃ সর্ব্বে দুষ্টস্যান্ধস্য তে রণে।
দুঃশাসনস্য রুধিরং পীতং হৃদ্যং তথা ভৃশম্ ॥ ১২ ॥

নিমিত্তং তত্রাহ পরিক্ষীণেষ্বিতি ॥৬॥ (নিহতেষ্বিতি। পুত্রেষু দুর্য্যোধনাদিষু নিহতেষু ধৃতরাষ্ট্রঃ ভীমোক্তবাগ্‌বাণেন পীড়িতঃ পাণ্ডবরাজ্যে তস্থাবিত্যন্বয়ঃ ॥ ৭ ॥ গান্ধারী চেতি। নতু কেবলং ধৃতরাষ্ট্রঃ গান্ধারী গান্ধাররাজকন্যা দুর্য্যোধনাদিশতপুত্রাণাং মাতাপি ভৃশং পুত্রশোকার্ত্তা পত্যা সহ পাণ্ডবরাজ্যে অতিষ্ঠৎ। পরং যুধিষ্ঠিরঃ তয়োর্গান্ধারীধৃতরাষ্ট্রয়োঃ সেবাং চকার ॥ ৮ ॥ বিদুরোঽপীতি। অতিধর্ম্মাত্মা বিদুরোঽপি প্রজ্ঞানেত্রং ধৃতরাষ্ট্রং প্রবোধিতবান্ যুধিষ্ঠিরানুমতেন ভ্রাতুর্ধৃতরাষ্ট্রস্য পার্শ্বে ব্যতিষ্ঠতেত্যন্বয়ঃ ॥ ৯ ॥ ধর্ম্মপুত্রোঽপীতি। পিতুর্ধৃতরাষ্ট্রস্য ॥ ১০ ॥ যথা শৃণোতীতি। বৃদ্ধো ধৃতরাষ্ট্রঃ যথা শৃণোতি তথা তাদৃশরূপেণ তত্রস্থিতান্ জনান্ শ্রাবয়ন্ বাগ্‌বাণেন বাক্‌শল্যেনাহনৎ ন্যপীড়য়দিত্যর্থঃ। পীড়নে কারণং দর্শয়ন্নাহ অতিরোষিত ইতি ॥ ১১ ॥ বাগবাণপ্রকারং বর্ণয়ন্নাহ। ময়া পুত্রা ইতি। অন্ধস্য

অলৌকিক মহিমা দ্বারা পুনর্জ্জীবিত করেন ॥ ৪—৫ ॥ এই সন্তানটী কুরুকুল পরিক্ষীণ হইলে পর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া পৃথিবীতলে পরিক্ষিৎ নামে বিখ্যাত হয়েন ॥ ৬ ॥ এদিকে ধৃতরাষ্ট্র, পুত্রগণ নিহত হইলে পর অতিশয় দুঃখিত এবং ভীমের বাক্যবাণে প্রপীড়িত হইয়া পাণ্ডব রাজ্যেই অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৭॥ গান্ধারীও পুত্রশোকে অতিশয় কাতর হইয়া অগত্যা সেই স্থানেই পতির সহিত অবস্থান করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহাদের দুঃখে সমদুঃখী হইয়া দিবারাত্র সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৮ ॥ ধর্ম্মাত্মা বিদুরও যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে নিজ ভ্রাতা প্রজ্ঞানেত্র ধৃতরাষ্ট্রকে সর্ব্বদা বুঝাইবার জন্য তাহার নিকটে থাকিতেন ॥৯॥ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির যাহাতে তাঁহার পুত্রশোকজনিত দুঃখ অন্তর্হিত হয় সেইরূপে সেবা করিতেন ॥ ১০ ॥ কিন্তু, অতিক্রুদ্ধ ভীমসেন যাহাতে এই বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র শুনিতে পান সেইরূপে সমীপস্থ লোকদিগকে শুনাইয়া বাক্যবাণ দ্বারা তাঁহাকে মর্ম্মাহত করিতেন ॥১১॥ ভীমসেন বলিত, সভ্যগণ! আমি রণাঙ্গনে এই দুষ্ট অন্ধের সেই সমস্ত পুত্রকে নিহত

ভুনক্তি পিণ্ডমন্ধোঽয়ং ময়া দত্তং গতত্রপঃ।
ধ্বাঙ্ক্ষবদ্বা শ্ববচ্চাপি বৃথা জীবত্যসৌ জনঃ॥ ১৩॥
এবং বিধানি রূক্ষাণি শ্রাবয়ত্যনুবাসরম্।
আশ্বাসয়তি ধর্ম্মাত্মা মূর্খোঽয়মিতি চ ব্রুবন্॥ ১৪॥
অষ্টাদশৈব বর্ষাণি স্থিত্বা তত্রৈব দুঃখিতঃ।
ধৃতরাষ্ট্রো বনে যানং প্রার্থয়ামাস ধর্ম্মজম্॥ ১৫॥
অযাচত ধর্ম্মপুত্রং ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ।
পুত্রেভ্যোঽহং দদাম্যদ্য নির্ব্বাপং বিধিপূর্ব্বকম্॥ ১৬॥
বৃকোদরেণ সর্ব্বেষাং কৃতমত্রৌর্দ্ধদেহিকম্।
ন কৃতং মম পুত্রাণাং পূর্ব্ববৈরমনুস্মরন্॥ ১৭॥
দদাসি চেদ্ধনং মহ্যং কৃত্বা চৈবৌর্দ্ধদেহিকম্।
গমিষ্যেঽহং বনং তপ্তুং তপঃ স্বর্গফলপ্রদম্॥ ১৮॥

ধৃতরাষ্ট্রস্য হৃদ্যং হৃদ্গ্রাহি হৃদয়শান্তিকারকমিতি ভাবঃ। কিন্তৎ দুঃশাসনস্য রুধিরম্। শত্রু-শোণিতদর্শনং হি শস্ত্রজীবিনাং রাজসপ্রকৃতীনামতীবপ্রীতিকরমিতিপ্রসিদ্ধেস্তথাত্বম্॥ ১২॥ ভুনক্তীতি। অয়মন্ধো ময়া দত্তং পিণ্ডং ধাঙ্ক্ষবৎ কাকবৎ অথবা শ্ববৎ কুক্কুরবৎ ভুনক্তি অতোঽসৌ জনঃ বৃথা জীবতি শত্রুদত্তপিণ্ডভোজনাদিতি ভাবঃ॥১৩॥ ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজঃ॥১৪॥
ধর্ম্মজং যমধর্ম্মাজ্জাতং যুধিষ্ঠিরম্॥ ১৫॥ (অযাচতেতি। নির্ব্বাপং জলপিণ্ডাদিকং পুত্রেভ্যো দদামীতি ধর্ম্মপুত্রং অযাচত নত্বন্যপাণ্ডবং প্রার্থয়ামাসেতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥ ১৬॥ পুত্রনির্ব্বাপদানে কারণং সূচয়ন্নাহ বৃকোদরেণেতি। মম পুত্রাণাং দুর্য্যোধনাদীনাম্॥ ১৭॥ দদাসীতি। ঔর্দ্ধদেহিকং পারত্রিককৃত্যম্॥ ১৮॥

করিয়াছি এবং ইহার পুত্র দুঃশাসনের হৃদয়স্থ রক্ত আমি ভাল করিয়া পান করিয়াছি॥১২॥ সভাসদ্গণ! এই নির্লজ্জ অন্ধ এক্ষণে কাক বা কুক্কুরের ন্যায় আমার প্রদত্ত পিণ্ড ভোজন করিতেছে। এক্ষণে ইহার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ; এ দুষ্ট এক্ষণে বৃথা জীবন ধারণ করিতেছে॥ ১৩॥ ভীমসেন প্রতিদিনই এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রকে কঠোর বাক্য সকল শ্রবণ করাইত; কিন্তু ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির, এই ভীম অতিশয় মূর্খ এইরূপ নানাবিধ মধুর বাক্য দ্বারা অন্ধরাজকে সান্ত্বনা করিতেন॥ ১৪॥

এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত সেই স্থানে অবস্থান করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট বনগমন প্রার্থনা করিলেন॥ ১৫॥ তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, আমি অদ্য বিধিপূর্ব্বক পুত্রগণের তর্পণাদি করিব। ভীম সকলের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করিয়াছে সত্য, কিন্তু পূর্ব্বশত্রুতা স্মরণ করিয়া আমার পুত্রগণের কিছুই করে নাই॥ ১৬—১৭॥ অতএব, যদি তুমি আমাকে কিছু ধন প্রদান কর তাহা হইলে পুত্রগণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য তপস্যা করিতে বন গমন করি॥ ১৮॥

একান্তে বিদুরেণোক্তো রাজা ধর্ম্মসুতঃ শুচিঃ।
ধনং দাতুং মনশ্চক্রে ধৃতরাষ্ট্রায় চার্থিনে ॥ ১৯ ॥
সমাহূয়ানুজান্ সর্ব্বানুবাচ পৃথিবীপতিঃ।
ধনং দাস্যে মহাভাগাঃ! পিত্রে নির্ব্বাপকামিনে ॥ ২০ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্যামিততেজসঃ।
সংগ্রহেঽস্য মহাবাহুর্মারুতিঃ* কুপিতোঽব্রবীৎ ॥ ২১ ॥
ধনং দেয়ং মহাভাগ! দুর্য্যোধনহিতায় কিম্।
অন্ধোঽপি সুখমাপ্নোতি মূর্খত্বং কিমতঃ পরম্ ॥ ২২ ॥
তব দুর্ম্মন্ত্রিতেনার্য্য দুঃখং প্রাপ্তা বনে বয়ম্।
দ্রৌপদী চ মহাভাগা সমানীতা দুরাত্মনা ॥ ২৩ ॥
বিরাটভবনে বাসঃ প্রসাদাত্তব সুব্রত!।
দাসত্বঞ্চ কৃতং সর্ব্বৈর্মৎস্যস্যামিতবিক্রমৈঃ ॥ ২৪ ॥

একান্তে বিদুরেণেতি। শুচিঃ পবিত্রাত্মা অর্থিনে প্রার্থিনে ধৃতরাষ্ট্রায় ধনং দাতুং মনশ্চক্রে। একান্তে নিভৃতে ভীমাদীনামসমক্ষে ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥) নির্বাপকামিনে পুত্রপিণ্ড-প্রদানকামবতে ॥২০॥ মারুতির্ভীমসেনঃ ॥২১॥ অন্ধোঽপ্যেতাদৃশদুষ্টো ধৃতরাষ্ট্রোঽপীত্যর্থঃ ॥২২॥ দুরাত্মনা দুঃশাসনেন। সভায়ামিতি শেষঃ ॥ ২৩—২৪ ॥ মাগধং জরাসন্ধং হত্বা লব্ধযশা অহং

অনন্তর, বিদুর ভীমাদির অসমক্ষে যুধিষ্ঠিরকে ধৃতরাষ্ট্রের অভিলষিত ধন প্রদানের নিমিত্ত অনুরোধ করিলে পর, রাজা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের প্রার্থনামত ধন দিবার জন্য ইচ্ছা করিলেন এবং অনুজগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে ভাগ্যশালিগণ! আমাদিগের জ্যেষ্ঠতাত এই অন্ধ নরপতি নিজ পুত্রদিগকে জলপিণ্ডাদি প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন সেই জন্য অদ্য আমি তাঁহাকে তাঁহার প্রার্থনামত ধন প্রদান করিব, অতএব তোমাদিগের মত কি? ॥ ১৯—২০ ॥ মহাবাহু ভীমসেন অমিততেজা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিলেন ॥ ২১ ॥ মহারাজ! আপনি ভাগ্যশালী সত্য; কিন্তু, দুর্য্যোধনের মঙ্গলের জন্য ধনপ্রদান করিতে হইবে আর এই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সুখী হইবে, ইহা হইতে আর মূর্খত্ব প্রকাশ কি হইতে পারে? ॥ ২২ ॥ মহারাজ! আপনি আমাদিগের প্রভু সত্য কিন্তু আপনারই অসৎ মন্ত্রণাতে আমরা বনে কষ্ট পাইয়াছিলাম এবং সেই সৌভাগ্যশালিনী দ্রৌপদীকে দুরাত্মা দুঃশাসন সভাতে আনয়ন করিয়াছিল ॥ ২৩ ॥ হে সত্যব্রত! আপনারই জন্য বিরাটনগরে বাস করিতে হইয়াছিল এবং অতুল বিক্রমশালী

---

* তং হসন্নুদ্ধাসন। ইতি বা পাঠঃ।

দেবিতা ত্বং ন চেজ্জ্যেষ্ঠঃ প্রভবেৎ সংক্ষয়ঃ কথম্।
সূপকারো বিরাটস্য হত্বাঽভূবং তু মাগধম্॥ ২৫॥
বৃহন্নলা কথং জিষ্ণুর্ভবেদ্বালস্য নর্ত্তকঃ।
কৃত্বা বেশং মহাবাহুর্যোষায়া বাসবাত্মজঃ॥ ২৬॥
গাণ্ডীবশোভিতৌ হস্তৌ কৃতৌ কঙ্কণশোভিতৌ।
মানুষং চ বপুঃ প্রাপ্য কিং দুঃখং স্যাদতঃপরম্॥ ২৭॥
দৃষ্ট্বা বেণীং কৃতাং মূর্দ্ধ্নি কজ্জলং লোচনে তথা।
অসিং গৃহীত্বা তরসা ছেদ্ম্যহং নান্যথা সুখম্॥ ২৮॥
অপৃষ্ট্বা ত্বাং মহীপাল নিক্ষিপ্তোঽগ্নির্ময়া গৃহে।
দগ্ধুকামশ্চ পাপাত্মা নির্দ্দগ্ধোঽসৌ পুরোচনঃ॥ ২৯॥
কীচকা নিহতাঃ সর্ব্বে ত্বামপৃষ্ট্বা জনাধিপ!।
ন তথা নিহতাঃ সর্ব্বে সভায়াং ধৃতরাষ্ট্রজাঃ॥ ৩০॥

বিরাটস্য সূপকারোঽভূবমেতাদৃশঃ ক্ষয়ঃ কথং স্যাত্বং জ্যেষ্ঠো দেবিতা দ্যূতব্যসনী ন চেদিত্যর্থঃ॥ ২৫॥ বাসবাত্মজো দেবেন্দ্রজঃ॥ ২৬—২৭॥ দৃষ্ট্বেতি। অর্জ্জুনস্য মূর্দ্ধ্নি কৃতাং বেণীং লোচনে কজ্জলং চ দৃষ্ট্বা দুঃখিতস্য মম তদা সুখং স্যাদ্যদ্যহং ধৃতরাষ্ট্রমসিং গৃহীত্বা তরসা বেগেন মস্তকে ছেদ্মি ছেৎস্যামি নান্যথেত্যর্থঃ॥ ২৮॥ অপৃষ্ট্বেতি। হে মহীপাল! ত্বামপৃষ্ট্বা ময়া গৃহে লাক্ষাগৃহেঽগ্নির্নিক্ষিপ্তঃ তেন অসৌ দুষ্টাত্মা পুরোচনঃ দগ্ধুকামঃ অস্মানিতি শেষঃ। স্বয়মেব নির্দ্দগ্ধ আসীৎ। ত্বয়ি বিদতি তদাসৌ ন মৃতঃস্যাদতো মহদ্দুঃখমস্মাভিস্ত্বৎকারণাদেব লব্ধমিতি ভাবঃ॥২৯॥ ন তথেতি। অয়ং মনসি খেদোঽদ্যাপি বর্ত্তত ইত্যর্থঃ॥৩০॥

হইয়াও আমরা মৎস্যরাজের দাসত্ব করিয়াছিলাম॥ ২৪॥ যদি আপনি জ্যেষ্ঠ বা দ্যূতাসক্ত না হইতেন, তাহা হইলে কি তখন সেরূপ সর্ব্বনাশ হইতে পারিত? না আমি মগধরাজ জরাসন্ধের হন্তা হইয়াও বিরাটরাজের পাচক হইতাম? অথবা মহাবাহু ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুনকে স্ত্রীবেশে বৃহন্নলা সাজিয়া বালকগণের নর্ত্তক হইতে হইত?॥ ২৫—২৬॥ হায়! যে হস্ত গাণ্ডীব দ্বারা শোভিত হয় অর্জ্জুন সেই হস্তকে কঙ্কণ দ্বারা শোভিত করিয়াছিল। মনুষ্য জন্মে ইহা হইতে অধিক আর কি দুঃখ হইতে পারে?॥ ২৭॥ হায়! অর্জ্জুনের মস্তকে বিরচিত বেণী এবং লোচনদ্বয়ে কজ্জল দেখিয়া যদি আমি অসি গ্রহণ করিয়া বেগে আসিয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির মস্তক ছেদন করিতে পারিতাম তাহা হইলে সুখী হইতে পারিতাম॥ ২৮॥ পূর্ব্বে পুরোচন আমাদিগকে দগ্ধ করিবার ইচ্ছায় জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, আমি সেই গৃহে আপনাকে না বলিয়া অগ্নি নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, সেই জন্যই সেই পাপিষ্ঠ পুরোচন দগ্ধ হইয়াছিল॥ ২৯॥ মহারাজ! আপনাকে না বলিয়াই আমি কীচকগণকে নিহত করিয়াছিলাম; কিন্তু এই বড় দুঃখ রহিল যে, সেইরূপে আপনাকে না বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র

মূর্খত্বং তব রাজেন্দ্র ! গন্ধর্ব্বেভ্যশ্চ মোচিতাঃ।
দুর্য্যোধনাদয়ঃ কামং শত্রবো নিগড়ীকৃতাঃ ॥ ৩১ ॥
দুর্য্যোধনহিতায়াদ্য ধনং দাতুং ত্বমিচ্ছসি।
নাহং দদে মহীপাল ! সর্ব্বথা প্রেরিতস্ত্বয়া ॥ ৩২ ॥
ইত্যুক্ত্বা নির্গতে ভীমে ত্রিভিঃ পরিবৃতো নৃপঃ।
দদৌ বিত্তং সুবহুলং ধৃতরাষ্ট্রায় ধর্ম্মজঃ ॥ ৩৩ ॥
কারয়ামাস বিধিবৎ পুত্রাণাং চৌর্দ্ধদেহিকম্।
দদৌ দানানি বিপ্রেভ্যো ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ ॥ ৩৪ ॥
কৃত্বৌর্দ্ধদেহিকং সর্ব্বং গান্ধারীসহিতো নৃপঃ।
প্রবিবেশ বনং তূর্ণং কুন্ত্যা চ বিদুরেণ চ ॥ ৩৫ ॥
সঞ্জয়েন পরিজ্ঞাতো নির্গতোঽসৌ মহামতিঃ।
পুত্রৈর্নিবার্য্যমাণাপি শূরসেনসুতা গতা ॥ ৩৬ ॥
বিলপন্ ভীমসেনোঽপি তথান্যে চাপি কৌরবাঃ।
গঙ্গাতীরাৎ পরাবৃত্য যযুঃ সর্ব্বে গজাহ্বয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

গন্ধর্ব্বেণ নিগড়ীকৃতা বদ্ধা দুর্য্যোধনাদয়ঃ শত্রবস্ত্বয়া মোচিতা ইদং তব মূর্খত্বমেব। এতাদৃশেষু দয়া নৈব বিধেয়েত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

ত্রিভিরর্জ্জুননকুলসহদেবৈঃ ॥৩৩—৩৫॥ শূরসেনসুতা কুন্তী ॥ ৩৬ ॥ যযুরিতি। তান্ বনং

পুত্রগণকে ভার্য্যাসহিত নিহত করিতে পারিলাম না ॥ ৩০ ॥ মহারাজ ! আপনি যে নিগড়-বদ্ধ দুর্য্যোধনাদি শত্রুগণকে গন্ধর্ব্বগণের নিকট হইতে মুক্ত করাইয়াছিলেন, তাহা আপনার মূর্খত্ব প্রকাশ ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? ॥৩১॥ অদ্য আপনি সেই দুর্য্যোধনের মঙ্গল জন্য ধন প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, মহারাজ ! আপনি আমাকে বারংবার আজ্ঞা করিলেও আমি কখনই প্রদান করিব না ॥ ৩২ ॥

ভীমসেন এই কথা বলিয়া নির্গত হইলে পর মহারাজ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন নকুল এবং সহদেবের সহিত মিলিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বিপুল অর্থ প্রদান করিলেন ॥৩৩॥ অনন্তর, অম্বিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্র বিধিপূর্ব্বক পুত্রগণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করাইলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে ধন প্রদান করিলেন ॥৩৪॥ এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া গান্ধারী কুন্তী এবং বিদুরের সহিত শীঘ্র বনগমনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৩৫॥ মহামতি ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় দ্বারা গন্তব্য পথ অবগত হইয়া পুর হইতে নির্গত হইলেন এবং শূরসেনকন্যা কুন্তী পুত্রগণ কর্ত্তৃক বারংবার নিবারিতা হইলেও ধৃতরাষ্ট্রের সহিত প্রস্থান করিলেন ॥৩৬॥ (কৌরবগণ ইহাঁদের সহিত গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত যাইলেন।) অনন্তর, তাঁহাদিগকে বনে পাঠাইয়া সমস্ত কৌরবগণ,

তে গত্বা জাহ্নবীতীরে শতযূপাশ্রমং শুভম্।
কৃত্বা তৃণৈঃ কুটীং তত্র তপস্তেপুঃ সমাহিতাঃ ॥ ৩৮ ॥
গতান্যব্দানি ষট্ তেষাং যদা যাতা হি তাপসাঃ।
যুধিষ্ঠিরস্তু বিরহাদনুজানিদমব্রবীৎ ॥ ৩৯ ॥
স্বপ্নে দৃষ্টা ময়া কুন্তী দুর্ব্বলা বনসংস্থিতা।
মনো মে ত্বরতে দ্রষ্টুং মাতরং পিতরৌ তথা ॥ ৪০ ॥
বিদুরঞ্চ মহাত্মানং সঞ্জয়ঞ্চ মহামতিম্।
রোচতে যদি বঃ সর্ব্বান্ ব্রজাম ইতি মে মতিঃ ॥ ৪১ ॥
ততস্তে ভ্রাতরঃ সর্ব্বে সুভদ্রা দ্রৌপদী তথা।
বৈরাটী চ মহাভাগা তথা নাগরিকো জনঃ ॥ ৪২ ॥
প্রাপ্তাঃ সর্ব্বজনৈঃ সার্দ্ধং পাণ্ডবা দর্শনোৎসুকাঃ।
শতযূপাশ্রমং প্রাপ্য দদৃশুঃ সর্ব্ব এব তে ॥ ৪৩ ॥
বিদুরো ন যদা দৃষ্টো ধর্ম্মস্তং পৃষ্টবাংস্তদা।
ক্বাস্তে স বিদুরো ধীমাংস্তমুবাচাম্বিকাসুতঃ ॥ ৪৪ ॥

প্রেষয়িত্বা ॥ ৩৭—৩৮ ॥ যদা যাতা হি তাপসা যুধিষ্ঠিরাদয়স্তদারভ্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥ মাতরং কুন্তীম্। পিতরৌ ধৃতরাষ্ট্রগান্ধার্য্যাবিতি ॥ ৪০ ॥ (বিদুরঞ্চেতি। বঃ সর্ব্বানিতি চতুর্থীস্থানে দ্বিতীয়া। সর্ব্বেভ্যো যদি রোচতে তর্হি বয়ং সর্ব্বে তান্ দ্রষ্টুং ব্রজাম ইতি মে মতির্ম্মতমিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

বৈরাটী বিরাটরাজকন্যা উত্তরা ॥ ৪২ ॥ প্রাপ্তা ইতি। সর্ব্বৈঃ সার্দ্ধং দর্শনোৎসুকাঃ পাণ্ডবাঃ শতযূপলক্ষিতাশ্রমং প্রাপ্য ধৃতরাষ্ট্রাদীন্ দদৃশুরিত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৩ ॥) অম্বিকাসুতো

অধিক কি ভীমসেনও বিলাপ করিতে করিতে গঙ্গাতীর হইতে হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ৩৭ ॥ এদিকে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি, গঙ্গাতীরস্থ পবিত্র শতযূপাশ্রমে গমন করিয়া তৃণাদি দ্বারা একটী কুটীর নির্ম্মাণ করত সমাহিতচিত্তে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৮ ॥ এইরূপে তাঁহাদের গমন দিবস হইতে ছয় বৎসরকাল গত হইলে তাঁহাদের বিরহে দুঃখিত যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে বলিলেন, অদ্য আমি স্বপ্নে বনবাসিনী জননী কুন্তীকে অতিশয় দুর্ব্বলা নিরীক্ষণ করিয়াছি, এজন্য আমার মন তাঁহাকে এবং গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র আর মহাত্মা বিদুর ও সুমতি সঞ্জয়কে দেখিতে একান্ত অস্থির হইতেছে ; অতএব, যদি তোমাদের অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে আমরা সকলেই সেই স্থানে যাই, আমার এই অভিপ্রায় ॥ ৩৯—৪১ ॥

অনন্তর সকলের মত হইলে, দর্শনোৎসুক পাণ্ডবগণ, সুভদ্রা দ্রৌপদী বিরাটকন্যা উত্তরা এবং অপরাপর নগরবাসী জনগণের সহিত শতযূপাশ্রমে গমন করিয়া সকলেই তাঁহাদিগকে দর্শন করিলেন ॥ ৪২—৪৩ ॥ কিন্তু, যুধিষ্ঠির সেই স্থানে বিদুরকে দেখিতে না পাইয়া ধৃত

বিরক্তশ্চরতে ক্ষত্তা নিরীহো নিষ্পরিগ্রহঃ।
কুত্রাপ্যেকান্তসংবাসী ধ্যায়তেঽন্তঃ সনাতনম্॥ ৪৫॥

গঙ্গাং গচ্ছন্ দ্বিতীয়েঽহ্নি বনে রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
দদর্শ বিদুরং ক্ষামং তপসা সংশিতব্রতম্॥ ৪৬॥

দৃষ্ট্বোবাচ মহীপালো বন্দেঽহং ত্বাং যুধিষ্ঠিরঃ।
তস্থৌ শ্রুত্বা চ বিদুরঃ স্থাণুভূত ইবানঘঃ॥ ৪৭॥

ক্ষণেন বিদুরস্যাস্যান্নিঃস্থতং তেজ অদ্ভুতম্।
লীনং যুধিষ্ঠিরস্যাস্যে ধর্ম্মাংশত্বাৎ পরস্পরম্॥ ৪৮॥

ক্ষত্তা জহৌ তদা প্রাণাঞ্ছুশোচাঽতি যুধিষ্ঠিরঃ।
দাহার্থং তস্য দেহস্য কৃতবানুদ্যমং নৃপঃ॥ ৪৯॥

শৃণ্বতস্তু তদা রাজ্ঞো বাগুবাচাশরীরিণী।
বিরক্তোঽয়ং ন দাহার্হো যথেষ্টং গচ্ছ ভূপতে!॥ ৫০॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ॥ ৪৪॥ (বিরক্তশ্চেতি। ক্ষত্তা বিদুরঃ বৈরাগ্যমালম্ব্য নিষ্পরিগ্রহঃ সন্ যত্র কুত্রাপি একান্তে বিবিক্তদেশে অন্তর্হৃদয়পদ্মে সনাতনং নিত্যস্বরূপং চিদাত্মানং ধ্যায়তে। ধ্যানমাশ্রিত্যাস্তে ইতি ভাবঃ॥ ৪৫॥

গঙ্গামিতি। যুধিষ্ঠিরঃ দ্বিতীয়েঽহ্নি দ্বিতীয়ে দিবসে গঙ্গাং গচ্ছন্ বনে তপসা ক্ষামং বিদুরং দদর্শেত্যন্বয়ঃ॥ ৪৬॥ দৃষ্ট্বোবাচেতি। যুধিষ্ঠিরোঽয়মহং ত্বাং বন্দে। স্থাণুভূতঃ শাখা-পল্লবাদিবিরহিতো বৃক্ষ ইব যদ্বা যোগস্থমহেশ্বর ইব তস্থৌ॥ ৪৭॥) তেজ অদ্ভুতমিত্যার্ষম্। ধর্ম্মাংশত্বাদুভয়োর্যমধর্ম্মজন্যত্বাৎ॥ ৪৮—৪৯॥ বিরক্তো জ্ঞানীত্যর্থঃ॥ ৫০॥ (শ্রুত্বেতি।

রাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই পরমজ্ঞানী বিদুর এক্ষণে কোথায় আছেন? ধৃতরাষ্ট্র ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, বিদুর এক্ষণে বিষয়ভোগে আগ্রহশূন্য ও বিরক্ত হইয়া কোন নির্জ্জন স্থলে বাস করিয়া অন্তরে সনাতন পরমব্রহ্মের ধ্যান করিতেছেন॥ ৪৪—৪৫॥

অনন্তর, দ্বিতীয় দিবসে রাজা যুধিষ্ঠির গঙ্গাস্নানে গমন করিতে করিতে বন মধ্যে কঠোর-ব্রতাচারী তপঃক্ষীণ-কলেবর বিদুরকে দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্রই বলিলেন, আমি যুধিষ্ঠির নৃপতি, আপনাকে বন্দনা করিতেছি। পবিত্রাত্মা বিদুর এই কথা শ্রবণমাত্র স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন॥ ৪৬—৪৭॥ ক্ষণকাল পরেই বিদুরের মুখ হইতে এক অপূর্ব্ব তেজ নির্গত হইল এবং পরস্পরের ধর্ম্মাংশসম্ভবত্ব হেতু উক্ত তেজ যুধিষ্ঠিরের মুখে লীন হইয়া গেল॥ ৪৮॥ সেই সময় বিদুর প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন এবং যুধিষ্ঠির অতিশয় শোক করত তাঁহার দেহ অগ্নিতে দগ্ধ করিবার জন্য উদ্যোগ করিলেন॥ ৪৯॥ পরে যেমন দাহ করিবেন অমনি সহসা আকাশে দৈববাণী হইল যে, এই বিদুর মহাজ্ঞানী অতএব ইনি দাহ-যোগ্য নহেন। মহারাজ! আপনি ইহাঁকে দাহ না করিয়া যথা ইচ্ছা গমন করুন॥ ৫০॥

শ্রুত্বা তাং ভ্রাতরঃ সর্ব্বে সস্নুর্গঙ্গাজলেঽমলে।
গত্বা নিবেদয়ামাসুর্ধৃতরাষ্ট্রায় বিস্তরাৎ* ॥ ৫১ ॥
স্থিতাস্তত্রাশ্রমে সর্ব্বে পাণ্ডবা নাগরৈঃ সহ।
তত্র সত্যবতীসূনুর্নারদশ্চ সমাগতঃ ॥ ৫২ ॥
মুনয়োঽন্যে মহাত্মানশ্চাগতা ধর্ম্মনন্দনম্।
কুন্তী প্রাহ তদা ব্যাসং সংস্থিতং শুভদর্শনম্ ॥ ৫৩ ॥
কৃষ্ণ! কর্ণস্তু পুত্রো মে জাতমাত্রস্তু বীক্ষিতঃ।
মনো মে তপ্যতে সর্ব্বং দর্শয়স্ব তপোধন! ॥ ৫৪ ॥
সমর্থোঽসি মহাভাগ! কুরু মে বাঞ্ছিতং প্রভো ॥ ৫৫ ॥

গান্ধার্য্যুবাচ।

দুর্য্যোধনো রণে গচ্ছন্ বীক্ষিতো ন ময়া মুনে!।
তং দর্শয় মুনিশ্রেষ্ঠ! পুত্রং মে ত্বং সহানুজম্ ॥ ৫৬ ॥

সুভদ্রোবাচ।

অভিমন্যুং মহাবীরং প্রাণাদপ্যধিকং প্রিয়ম্।
দ্রষ্টুকামাস্মি সর্ব্বজ্ঞ! দর্শয়াদ্য তপোধন! ॥ ৫৭ ॥

তে সর্ব্বে ভ্রাতরঃ অমলে গঙ্গাজলে সস্নুঃ স্নানং কৃতবন্তঃ ॥ ৫১ ॥ স্থিতাস্তত্রেতি। যত্রাশ্রমে নাগরৈঃ সহ পাণ্ডবাঃ স্থিতাস্তত্র সত্যবতীসূনুর্বেদব্যাসঃ নারদশ্চ সমাগত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৫২ ॥ মুনয়োঽন্যে ইতি। ধর্ম্মনন্দনং যুধিষ্ঠিরম্। শুভদর্শনং ব্যাসম্প্রত্যাহ ॥ ৫৩ ॥) হে কৃষ্ণ! কৃষ্ণদ্বৈপায়নেত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ (যতস্ত্বং সমর্থোঽস্যতো মে বাঞ্ছিতং কুরু ॥ ৫৫ ॥ দুর্য্যোধন ইতি। সহানুজং অনুজৈঃ সহ বর্ত্তমানং দুর্য্যোধনং দর্শয়েত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৬ ॥ প্রাণাৎ জীবনাদপ্যধিকং প্রিয়ং অভিমন্যুং দর্শয় নত্বত্র জীবনবোধকতয়া প্রাণশব্দস্য বহুত্বমিতি বোধ্যম্ ॥ ৫৭ ॥)

যুধিষ্ঠির এই কথা শুনিয়া সমস্ত ভ্রাতৃগণের সহিত নির্ম্মল গঙ্গাজলে স্নান করিলেন এবং আশ্রমে আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সমস্ত কথা বিস্তার পূর্ব্বক বলিলেন ॥ ৫১ ॥ পরে, পাণ্ডবগণ কিছু কালের জন্য নগরবাসিগণের সহিত সেই আশ্রমে বাস করিলেন। এই সময় সত্যবতীপুত্র বেদব্যাস, নারদ এবং অন্যান্য মহাত্মা মুনিগণ যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুন্তী পবিত্রদর্শন বেদব্যাসকে অবস্থিত দেখিয়া বলিলেন, কৃষ্ণ! আপনি তপস্বিপ্রধান আপনার দর্শন ত বিফল হইবার নহে। তপোধন! আমি আমার পুত্র কর্ণকে জাতমাত্র একবার দেখিয়াছিলাম এক্ষণে আমার মন সর্ব্বদা পরিতপ্ত হইতেছে আপনি একবার তাহাকে দেখান। হে মহাভাগ! আপনি এবিষয়ে সমর্থ অতএব আমার বাঞ্ছা পূরণ করুন ॥৫২—৫৫॥ অনন্তর, গান্ধারী কহিলেন, মুনিবর! দুর্য্যোধন যখন রণস্থলে গমন করে তখন আমি

---

* শুশোচ চাম্বিকাপুত্রঃ কুন্তী চ সৌবলী তথা। ক্বচিদিত্যধিকঃ পাঠোঽপি দৃশ্যতে।

সূত উবাচ ।

এবংবিধানি বাক্যানি শ্রুত্বা সত্যবতীসুতঃ ।
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা দধ্যৌ দেবীং সনাতনীম্ ॥ ৫৮ ॥
সন্ধ্যাকালেঽথ সম্প্রাপ্তে গঙ্গায়াং মুনিসত্তমঃ ।
সর্ব্বাংস্তাংশ্চ সমাহূয় যুধিষ্ঠিরপুরোগমান্ ।
তুষ্টাব বিশ্বজননীং স্নাত্বা পুণ্যে সরিজ্জলে ॥ ৫৯ ॥
প্রকৃতিং পুরুষারামাং সগুণাং নির্গুণাং তথা ।
দেবদেবীং ব্রহ্মরূপাং মণিদ্বীপাধিবাসিনীম্ ॥ ৬০ ॥

যদা ন বেধা ন চ বিষ্ণুরীশ্বরো
ন বাসবো নৈব জলাধিপস্তথা ।
ন বিত্তপো নৈব যমশ্চ পাবক-
স্তদাঽসি দেবি ! ত্বমহং নমামি তাম্ ॥ ৬১ ॥
জলং ন বায়ুর্ন ধরা ন চাম্বরং
গুণা ন তেষাঞ্চ ন চেন্দ্রিয়াণ্যহম্ ।
মনো ন বুদ্ধির্ন চ তিগ্মগুঃ শশী
তদাঽসি দেবি ! ত্বমহং নমামি তাম্ ॥ ৬২ ॥

সনাতনীং নিত্যাং দেবীং সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণীং ভুবনেশ্বরীমিত্যর্থঃ ॥৫৮—৫৯॥ পুরুষারামাং পুরুষাশ্রয়াং চৈতন্যাভিন্নামিত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥
(যদেতি । বেধা ব্রহ্মা ঈশ্বরো মহাদেবঃ জলাধিপো বরুণঃ বিত্তপঃ কুবেরঃ ॥৬১॥ জলমিতি । তেষাং জলাদীনাং গুণাঃ রসস্পর্শাদয়ঃ । অহং অহন্তত্ত্বম্ । তিগ্মাঃ প্রখরাস্তীব্রা বা

তাহাকে দেখি নাই, এক্ষণে আপনি আমার সেই পুত্রকে তাহার অনুজগণের সহিত দর্শন করান ॥ ৫৬ ॥ অনন্তর সুভদ্রা বলিলেন, হে তপোধন ! আপনিত সমস্তই জানেন, মহাবীর অভিমন্যু আমার প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় আমি তাঁহাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করি আপনি অদ্য তাহাকে একবার দেখান ॥ ৫৭ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! সত্যবতীপুত্র বেদব্যাস এইরূপ নানাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাণায়াম পূর্ব্বক সনাতনী দেবীর ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৮ ॥ অনন্তর, সন্ধ্যাকাল সমাগত হইলে সেই মুনিসত্তম, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলকে আহ্বান পূর্ব্বক গঙ্গার পবিত্র সলিলে স্নান করিয়া যিনি পুরুষাশ্রিতা সগুণা নির্গুণাত্মিকা প্রকৃতি; যিনি দেবতাদিগেরও পরম দেবতাস্বরূপা, সেই মণিদ্বীপ-নিবাসিনী ব্রহ্মরূপিণী ভুবনেশ্বরীর স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৯—৬০ ॥

ইমং জীবলোকং সমাধায় চিত্তে
গুণৈর্লিঙ্গকোশঞ্চ নীত্বা সমাধৌ।
স্থিতা কল্পকালং নয়স্যাত্মতন্ত্রা
ন কোঽপ্যস্তি বেত্তা বিবেকং গতোঽপি॥ ৬৩॥
প্রার্থয়ত্যেষ মাং লোকো মৃতানাং দর্শনং পুনঃ।
নাহং ক্ষমোঽস্মি মাতস্ত্বং দর্শয়াশু জনান্ মৃতান্॥ ৬৪॥
সূত উবাচ।
এবং স্তুতা তদা দেবী মায়া শ্রীভুবনেশ্বরী।
স্বর্গাদাহূয় সর্ব্বান্ বৈ দর্শয়ামাস পার্থিবান্॥ ৬৫॥

গাবো রশ্ময়ো যস্য স সূর্য্য ইত্যর্থঃ॥ ৬২॥) সাম্যাবস্থাং বর্ণয়তি ইমমিতি। ইমং জীবলোকং জীবসমুদায়ং চিত্তে হিরণ্যগর্ভাত্মকে সমষ্টৌ সমাধায় সংস্থাপ্য তদেকতাং নীত্বেত্যর্থঃ। তং লিঙ্গকোশং চ সমদৃষ্টিলিঙ্গশরীরাত্মকং হিরণ্যগর্ভঞ্চেত্যর্থঃ। তং হিরণ্যগর্ভং গুণৈঃ পৃথগ্‌ভিন্নৈঃ সত্ত্বাদিভিশ্চ সহিতং সমাধৌ সাম্যাবস্থাত্মকে সুষুপ্তিদ্বারা নীত্বা স্থিতা ত্বং কল্পকালং যাবৎ কল্পস্য পরিমাণং তাবন্তং কালং স্বতন্ত্রা সতী নয়সি তস্মিন্ সময়ে বিবেকং গতো জ্ঞানবান্ বেত্তা তব কোঽপি নাস্ত্যেতাদৃশী ত্বং সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণী সর্ব্বোত্তরেত্যর্থঃ। যাবান্ প্রপঞ্চস্য কালস্তাবানেব প্রলয়স্যাপীতি তু পুরাণে প্রসিদ্ধম্॥ ৬৩॥ (প্রার্থয়তীতি। এষ লোকঃ অত্রত্যঃ সর্ব্বো জনঃ মৃতানাং দর্শনং মাং প্রার্থয়তি কর্ণদুর্য্যোধনাদীনাং দর্শনকামনয়া মাং যাচতে ইতি ভাবঃ। পরং তত্রাহং ন ক্ষমঃ শক্তঃ অতস্ত্বং মৃতান্ তান্ কৌরবান্ দর্শয়েত্যন্বয়ঃ॥ ৬৪॥

এবমিতি। এবম্প্রকারেণ বেদব্যাসেন স্তুতা সা মায়োপহিতপরব্রহ্মচৈতন্যরূপা ভুবনেশ্বরী তান্ সর্ব্বান্ সুরলোকাৎ আহূয় দর্শয়ামাস॥৬৫॥ দৃষ্ট্বেতি। স্বকান্ আত্মীয়জনান্ বীক্ষ্য সর্ব্বে

হে দেবি! যৎকালে অগ্নি, যম, কুবের, বরুণ বা ইন্দ্র অধিক কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও ছিলেন না তখন আপনিই একমাত্র বিরাজ করিতেন; অতএব আপনাকে নমস্কার করি॥৬১॥ সে সময় জল, বায়ু, পৃথিবী কি আকাশ বা তাহাদিগের (এই সমস্ত মহাভূতের) রস স্পর্শ গন্ধ ও শব্দাদি গুণ সমুদয় কি ইন্দ্রিয় বা তাহাদিগের প্রবর্ত্তক মন বা অহংতত্ত্ব কি বুদ্ধিতত্ত্ব এমন কি বিশ্ব প্রকাশক চন্দ্র সূর্য্য পর্য্যন্তও ছিল না; কিন্তু, হে মাতঃ! তৎকালে এক মাত্র আপনিই নিত্যরূপে বিরাজমানা ছিলেন; অতএব আপনাকে নমস্কার করি॥ ৬২॥ মাতঃ! আপনি এই সমস্ত জীবলোককে হিরণ্যগর্ব্ভাত্মক সমষ্টিতে সমাধান করিয়া সেই লিঙ্গকোষকে সত্ত্বাদিগুণের সহিত সাম্যাবস্থায় আনয়ন করত কল্পকাল পর্য্যন্ত স্বতন্ত্ররূপে মহাসমাধিতে অবস্থান করেন। জননি! এ সময়ে কেহ মহাবিবেক প্রাপ্ত হইলেও আপনাকে জানিতে সমর্থ হয় না॥৬৩॥ মাতঃ! এই সমস্ত লোকগণ আমার নিকট মৃতপুত্রাদির পুনর্দ্দর্শন প্রার্থনা করিতেছে; জননি! এ বিষয়ে ত আমার ক্ষমতা নাই অতএব আপনিই সেই মৃতগণকে দর্শন করান॥ ৬৪॥

দৃষ্ট্বা কুন্তী চ গান্ধারী সুভদ্রা চ বিরাটজা।
পাণ্ডবা মুমুদুঃ সর্ব্বে বীক্ষ্য প্রত্যাগতান্ স্বকান্॥ ৬৬॥
পুনর্ব্বিসর্জ্জিতা তেন ব্যাসেনামিততেজসা।
স্মৃত্বা দেবীং মাহামায়ামিন্দ্রজালমিবোদ্যতম্॥ ৬৭॥
তদা পৃষ্ট্বা যযুঃ সর্ব্বে পাণ্ডবা মুনয়স্তথা।
রাজা নাগপুরং প্রাপ্তঃ কুর্ব্বন্ ব্যাসকথাং পথি॥ ৬৮॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে
মৃতসন্দর্শনো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

মমুদুরিত্যন্বয়ঃ॥ ৬৬॥ পুনরিতি। অমিততেজসা ব্যাসেন তে স্বর্গাদাগতাঃ কর্ণাদয়ঃ সর্ব্বে পুনর্ব্বিসর্জ্জিতাঃ সুরলোকং প্রাপিতা ইত্যর্থঃ। পরাং দেবীং স্মৃত্বৈব ন তু স্বশক্ত্যা ব্যাসোঽপি কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং ক্ষম ইতি বোধ্যম্। অতস্তদা তত্র উদ্যতেন্দ্রজালমিবাসীদিত্যর্থঃ।) ইন্দ্রজালমিত্যনেন জগতো মিথ্যাত্বপ্রতিপাদনান্মিথ্যাভূতসংসারাদেতাদৃশানামীশ্বরানুগৃহীতানামপীদৃশী দশা জায়ত ইতি বিরক্তো ভূত্বা ভগবতীস্বরূপং মোক্ষার্থং বিচিন্তয়েদিত্যবান্তরতাৎপর্য্যম্॥ ৬৭॥ ব্যাসকথাং ব্যাসে শ্রীভুবনেশ্বর্য্যনুগ্রহকথাম্॥ ৬৮॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! সেই মায়োপাধিকা ভুবনেশ্বরী দেবী এইরূপে স্তুত হইলে পর স্বর্গ হইতে মৃত ক্ষত্রিয়দিগকে আহ্বান করিয়া সকলকে দেখাইলেন॥ ৬৫॥ কুন্তী, গান্ধারী, সুভদ্রা, বিরাটকন্যা এবং পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য সকলেই আত্মীয় স্বজনদিগকে প্রত্যাগত দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন॥ ৬৬॥ অনন্তর, সেই অমিত তপোবলসম্পন্ন ব্যাসদেব মহামায়া দেবীকে স্মরণ করিয়া পুনর্ব্বার তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। ঋষিগণ! এই সময়ে ইহা যেন ইন্দ্রজালের ন্যায় বোধ হইয়াছিল॥ ৬৭॥ তদনন্তর পাণ্ডবগণ ও ঋষিগণ পরস্পর শুভবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া স্বস্বস্থানে গমন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরও পথে ব্যাসদেবের মহিমার কথা কহিতে কহিতে হস্তিনাপুরে প্রতিগমন করিলেন॥ ৬৮॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে
মৃতদর্শন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ততো দিনে তৃতীয়ে চ ধৃতরাষ্ট্রঃ স ভূপতিঃ।
দাবাগ্নিনা বনে দগ্ধঃ সভার্য্যঃ কুন্তিসংযুতঃ ॥ ১ ॥
সঞ্জয়স্তীর্থযাত্রায়াং গতস্ত্যক্ত্বা মহীপতিম্।
শ্রুত্বা যুধিষ্ঠিরো রাজা নারদাদ্দুঃখমাপ্তবান্ ॥ ২ ॥
ষট্‌ত্রিংশেঽথ গতে বর্ষে কৌরবাণাং ক্ষয়াৎ পুনঃ।
প্রভাসে যাদবাঃ সর্ব্বে বিপ্রশাপাৎ ক্ষয়ং গতাঃ ॥ ৩ ॥
তে পীত্বা মদিরাং মত্তাঃ কৃত্বা যুদ্ধং পরস্পরম্।
ক্ষয়ং প্রাপ্তা মহাত্মানঃ পশ্যতো রামকৃষ্ণয়োঃ ॥ ৪ ॥
দেহং তত্যাজ রামস্তু কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ।
ব্যাধবাণহতঃ শাপং পালয়ন্ ভগবান্ হরিঃ ॥ ৫ ॥

পঞ্চাশৎপদ্যকৈরেকেনোনৈর্নষ্টং হরেঃ কুলম্।
কীর্ত্তয়িত্বোত্তরাহ্নোর্বৃত্তং পরিগীয়তে ॥

তত ইতি। পাণ্ডবানাং হস্তিনাপুরাগমনোত্তরম্ ॥ ১ ॥ নারদাচ্ছ্রুত্বেত্যন্বয়ঃ ॥ ২ ॥ ষট্‌ত্রিংশেঽথেতি। কৌরবাণাং ক্ষয়াদনন্তরং ষট্‌ত্রিংশে বর্ষে গতে সত্যথ প্রভাসে যাদবা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩ ॥ পশ্যতো রামকৃষ্ণয়োরিত্যনেনেশ্বরয়োরপি ভাবিত্বস্যাপরিহারকত্বমুক্তং ভবতি ॥৪॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! পাণ্ডবদিগের হস্তিনাপুরে গমনানন্তর তৃতীয় দিবসে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী ও গান্ধারীর সহিত সেই বনমধ্যে দাবানলে দগ্ধ হইয়াছেন এবং সঞ্জয় ও ইতিপূর্ব্বে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন, রাজা যুধিষ্ঠির নারদমুখ হইতে ইহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন ॥ ১—২ ॥ এদিকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবকুল ধ্বংস হইবার ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসরান্তে সমস্ত যাদবগণও প্রভাসে মিলিত হইয়া ব্রহ্মশাপহেতু বিনষ্ট হইলেন ॥ ৩ ॥ সেই মহাত্মা যদুবংশীয়গণ প্রভাসতীর্থে মদ্যপান করত অতিশয় মত্ত হইয়া বলরাম এবং কৃষ্ণের সমক্ষে অবস্থিত হইয়াই পরস্পর যুদ্ধ করত নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৪ ॥ বলরাম আত্মীয়গণের বিনাশের পর স্বয়ং দেহ পরিত্যাগ করিলেন এবং ভগবান্ ভক্তজনতাপহারী কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণশাপের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য ব্যাধবাণে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন ॥ ৫ ॥

বসুদেবস্তু তচ্ছ্রুত্বা দেহত্যাগং হরেরথ।
জহৌ প্রাণাঞ্ছুচীন্ কৃত্বা চিত্তে শ্রীভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৬ ॥
অর্জ্জুনস্তু ততো গত্বা প্রভাসে চাতিদুঃখিতঃ।
সংস্কারং তত্র সর্ব্বেষাং যথাযোগ্যং চকার হ ॥ ৭ ॥
সমীক্ষ্যাথ হরের্দ্দেহং কৃত্বা কাষ্ঠস্য সঞ্চয়ম্।
অষ্টাভিঃ সহ পত্নীভির্দ্দাহয়ামাস পার্থিবঃ ॥ ৮ ॥
দেহং রামস্য রেবত্যা সহ দগ্ধ্বা বিভাবসৌ।
অর্জ্জুনো দ্বারকামেত্য পুরান্নিষ্ক্রাময়জ্জনম্ ॥ ৯ ॥
পুরী সা বাসুদেবস্য প্লাবিতোদধিনা ততঃ।
অর্জ্জুনঃ সর্ব্বলোকান্ বৈ গৃহীত্বা নির্গতস্তদা ॥ ১০ ॥
কৃষ্ণপত্ন্যস্তদা মার্গে চৌরাভীরৈশ্চ লুণ্ঠিতাঃ।
ধনং সর্ব্বং গৃহীতঞ্চ নিস্তেজাশ্চার্জ্জুনোঽভবৎ ॥ ১১ ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে সমাগম্য বজ্রো রাজা কৃতস্তদা।
অনিরুদ্ধসুতো নাম্না পার্থেনামিততেজসা ॥ ১২ ॥

এবং রামকৃষ্ণয়োরপি তুর্দ্দশাং দর্শয়তি দেহং তত্যাজেতি ॥ ৫ ॥ শ্রীভুবনেশ্বরীং চিত্তে কৃত্বেত্যন্বয়ঃ ॥ ৬—৮ ॥ নিষ্ক্রাময়জ্জনমিতি। বাসুদেবেন স্বশক্ত্যা তৎপুরং সমুদ্রমধ্যে নির্ম্মিতং তস্মিন্নীশ্বরে গতে সতীশ্বরেণ স্বশক্ত্যপকর্ষান্নিশ্চয়েন সমুদ্রো নগরীং প্লাবয়িষ্যতীতি ভয়েন নিষ্ক্রাময়ন্নিষ্কাসিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৯—১১ ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে ইতি। অনিরুদ্ধসুতো বজ্রনামা যাদবানাং রাজা কৃতঃ ॥ ১২ ॥ কথিতং

অনন্তর, বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ভুবনেশ্বরী ভগবতীকে ধ্যান করত পবিত্র প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৬ ॥
এই সমস্ত ঘটনার পর, অর্জ্জুন অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে প্রভাসে যাইয়া সমস্ত যাদবগণের যথাযোগ্য প্রেতকৃত্যাদি সম্পাদন করিলেন ॥ ৭ ॥ পরে, কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার প্রধান অষ্টমহিষীর সহিত এবং বলরামকে রেবতীর সহিত চিতাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া দ্বারকাপুরীতে আগমন পূর্ব্বক তথা হইতে সমস্ত পুরবাসিগণকে নিষ্কাসিত করিলেন ॥ ৮—৯ ॥ অনন্তর, শ্রীকৃষ্ণের সেই দ্বারকাপুরী সমুদ্র দ্বারা প্লাবিত হইয়া গেল। এদিকে অর্জ্জুন, কৃষ্ণের অপর মহিষীগণ ও দ্বারকাবাসী সমস্ত জনগণের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে আসিবার জন্য তথা হইতে নির্গত হইলেন ॥ ১০ ॥ পথিমধ্যে আসিতে আসিতে কতকগুলি আভীর জাতীয় দস্যু কৃষ্ণপত্নীদিগকে লুটপাট করিয়া সমস্ত ধন অপহরণ করিল। ঋষিগণ! অর্জ্জুন এই সময়ে কৃষ্ণবিরহে এরূপ নিস্তেজ হইয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে কোন প্রকারেই নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১১ ॥

ব্যাসায় কথিতং দুঃখং তেনোক্তোহসৌ মহারথঃ।
পুনর্যদাহরিস্ত্বং চ ভবিতাসি মহামতে!।
তদা তেজস্তবাত্যুগ্রং ভবিষ্যতি পুনর্যুগে ॥ ১৩ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং পার্থো গত্বা নাগপুরেঽর্জ্জুনঃ।
দুঃখিতো ধর্ম্মরাজানং বৃত্তান্তং সর্ব্বমব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥
দেহত্যাগং হরেঃ শ্রুত্বা যাদবানাং ক্ষয়ং তথা।
গমনায় মতিং চক্রে রাজা হৈমাচলং প্রতি ॥ ১৫ ॥
ষট্‌ত্রিংশদ্বার্ষিকং রাজ্যে স্থাপয়িত্বোত্তরাসুতম্।
নির্জগাম বনং রাজা দ্রৌপদ্যা ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥ ১৬ ॥
ষট্‌ত্রিংশচ্চৈব বর্ষাণি কৃত্বা রাজ্যং গজাহ্বয়ে।
গত্বা হিমাচলে ষট্ তে জহুঃ প্রাণান্ পৃথাসুতাঃ ॥ ১৭ ॥
পরীক্ষিদপি রাজর্ষিঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সুধার্ম্মিকঃ।
অপালয়চ্চ রাজেন্দ্রঃ ষষ্টিবর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ ॥ ১৮ ॥

দুঃখমিতি। মম মহতী শক্তিঃ ক্ব গতেতি দুঃখং কথিতমিত্যন্বয়ঃ। পুনর্যুগে ইতি। অধুনা শক্তির্হরিণাপহৃতা সা পুনর্হরেরবতারে জাতে তবাপি চাবতারে জাতে আয়াস্যতি ন মধ্যে ॥ ১৩—১৫ ॥ উত্তরাসুতং পরীক্ষিতম্। (রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ভ্রাতৃভির্দ্রৌপদ্যা চ সহ নির্জগামেত্যন্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥ তে দ্রৌপদ্যা সহ ষট্। পৃথা কুন্তী তস্যাঃ সুতাঃ পাণ্ডবা ইত্যর্থঃ। হিমাচলে প্রাণান্ জহুঃ ॥ ১৭ ॥

তাহার পর, সকলে ইন্দ্রপ্রস্থে আসিলে অর্জ্জুন বজ্র নামে অনিরুদ্ধপুত্রকে যাদবগণের রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন এবং বেদব্যাসকে পথিমধ্যে সঙ্ঘটিত সমস্ত দুঃখের বিষয় জানাইলেন। বেদব্যাস ইহা শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন, (অর্জ্জুন! এবিষয়ের জন্য তুমি দুঃখিত হইও না, শ্রীকৃষ্ণের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ জানিবে।) মহারথ! পুনর্ব্বার যুগপর্য্যায়ে যখন আবার শ্রীকৃষ্ণের সহিত তুমি অবতীর্ণ হইবে, তখন আবার তোমার সেইরূপ উগ্রতর বলবীর্য্যাদি উপস্থিত হইবে ॥১২—১৩॥ পৃথাতনয় অর্জ্জুন এই কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে হস্তিনাপুরে গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন ॥ ১৪ ॥ ধর্ম্মরাজ সমস্ত যাদবগণের বিশেষত শ্রীকৃষ্ণের দেহনাশের কথা শ্রবণে হিমালয় পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিতে মনস্থ করিয়া ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষবয়স্ক উত্তরাপুত্র পরীক্ষিৎকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন এবং দ্রৌপদী ও অপর ভ্রাতৃগণের সহিত হিমাচলস্থ বনপ্রস্থানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৫—১৬ ॥ ঋষিগণ! যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পৃথাপুত্রগণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর এইরূপে হস্তিনাপুরে ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্যপালন করিয়া পরে হিমাচলে যাইয়া প্রাণত্যাগ করেন ॥ ১৭ ॥ এদিকে, ধার্ম্মিকপ্রবর রাজর্ষি পরীক্ষিৎও ষষ্টিবর্ষ

বভূব মৃগয়া শীলো জগাম চ বনং মহৎ।
বিদ্ধং মৃগং বিচিন্বানো মধ্যাহ্নে ভূপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ১৯ ॥
তৃষিতশ্চ পরিশ্রান্তঃ ক্ষুধিতশ্চোত্তরাসুতঃ।
রাজা ঘর্ম্মেণ সন্তপ্তো দদর্শ মুনিমন্তিকে ॥ ২০ ॥
ধ্যানে স্থিতং মুনিং রাজা জলং পপ্রচ্ছ চাতুরঃ।
নোবাচ কিঞ্চিন্মৌনস্থশ্চুকোপ নৃপতিস্তদা ॥ ২১ ॥
মৃতং সর্পং তদাদায় ধনুষ্কোট্যা তৃষাতুরঃ।
কলিনাবিষ্টচিত্তস্তু কণ্ঠে তস্য ন্যবেশয়ৎ ॥ ২২ ॥
আরোপিতে তথা সর্পে নোবাচ মুনিসত্তমঃ।
ন চচাল সমাধিস্থো রাজাপি স্বগৃহং গতঃ ॥ ২৩ ॥
তস্য পুত্রোঽতিতেজস্বী গবিজাতো মহাতপাঃ।
মহাশাক্তোঽথ* শুশ্রাব ক্রীড়মানো বনান্তিকে ॥ ২৪ ॥

পরীক্ষিদিতি। সর্ব্বাঃ প্রজাঃ অপালয়ৎ পালয়ামাস ॥ ১৮—১৯ ॥ বিদ্ধমিতি। বিচিন্বানঃ অন্বিষ্যন্। অনুসন্ধধান ইতি যাবৎ ॥ ২০ ॥) ঘর্ম্মেণোষ্ণজন্যজলেন রৌদ্রেণ বা ॥ ২১ ॥ তৃষাতুরস্তৃষাপীড়িতঃ ॥ ২২ ॥ আরোপিতেঽপীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

গবিজাতস্তন্নামক ইত্যর্থঃ। মহাশাক্ত ইতি। পরাশক্তেরুপাসক ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

পর্য্যন্ত আলস্যপরিশূন্য হইয়া সমস্ত প্রজাগণকে প্রতিপালন করিলেন ॥ ১৮ ॥ অনন্তর, এক দিবস মৃগয়াভিলাষী হইয়া মহারণ্যে গমনপূর্ব্বক একটী মৃগকে বাণবিদ্ধ করিলেন। মৃগটী গুরুতর আঘাত পাইয়া পলায়ন করিল, রাজাও তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন ; কিন্তু, মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলে, অতিশয় পরিশ্রান্ত এবং তৃষ্ণা ও ক্ষুধাতে কাতর হইয়া পড়িলেন। ক্রমে, অতিশয় রৌদ্রে সন্তপ্ত হইয়া সম্মুখে একটী মুনিকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১৯—২০ ॥ সেই তৃষ্ণাতুর রাজা পরীক্ষিৎ ধ্যানস্থ মুনিকে বারংবার জলের জন্য অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু, সেই মৌনাবলম্বী ঋষি কোনও প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না, তাহাতে মহারাজ অতিশয় কুপিত হইয়া ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা একটী মৃত সর্প গ্রহণ পূর্ব্বক অতিশয় ক্রোধাক্রান্তচিত্তে সেই মুনির কণ্ঠদেশে সংলগ্ন করিয়া দিলেন ॥ ২১—২২ ॥ সেই মৃত সর্প কণ্ঠদেশে সমর্পিত হইলেও সমাধিস্থ মুনিবর কিছুই বলিলেন না এবং ধ্যান হইতেও বিচ্যুত হইলেন না। রাজাও ইহা দেখিয়া হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৩ ॥

ঋষিগণ ! এই মুনির মহাপ্রভাবশালী শৃঙ্গী নামে এক পুত্র ছিল। পুত্রটী অতিশয় তপোবল-সম্পন্ন এবং ভগবতী মহাশক্তির উপাসকদিগের অগ্রগণ্য। এই সময় সেই

---

* শৃঙ্গী নামাথ। ইতি বা পাঠঃ।

মিত্রাণ্যাহুশ্চ তৎপুত্রং পিতুঃ কণ্ঠে তবাধুনা।
লম্বিতোঽস্তি মৃতঃ সর্পঃ কেনাপীতি মুনীশ্বর ! ॥ ২৫ ॥
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা চুকোপাতিশয়ং তদা।
শশাপ নৃপতিং ক্রুদ্ধো গৃহীত্বাশু করে জলম্ ॥ ২৬ ॥
পিতুঃ কণ্ঠেঽদ্য মে যেন বিনিক্ষিপ্তো মৃতোরগঃ।
তক্ষকঃ সপ্তরাত্রেণ তং দশেৎ পাপপূরুষম্ ॥ ২৭ ॥*
মুনেঃ শিষ্যোঽথ রাজানং সমুপেত্য গৃহে স্থিতম্।
শাপং নিবেদয়ামাস মুনিপুত্রেণ চার্পিতম্ ॥ ২৮ ॥
অভিমন্যুসুতঃ শ্রুত্বা শাপং দত্তং দ্বিজেন বৈ।
অনিবার্য্যঞ্চ বিজ্ঞায় মন্ত্রিবৃদ্ধানুবাচ হ ॥ ২৯ ॥
শপ্তোঽহং দ্বিজপুত্রেণ মম দোষাদসংশয়ম্।
কিং বিধেয়ং ময়ামাত্যা উপায়শ্চিন্ত্যতামিহ ॥ ৩০ ॥
মৃত্যুঃ কিলানিবার্য্যোঽসৌ বদন্তি বেদবাদিনঃ।
যত্নস্তথাপি শাস্ত্রোক্তঃ কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা বুধৈঃ ॥ ৩১ ॥

তৎপুত্রং যস্য কণ্ঠে সর্প আরোপিতস্তস্য পুত্রমিত্যর্থঃ। লম্বিতঃ স্থাপিতঃ ॥ ২৫—২৬ ॥ (পিতুরিতি। অদ্য যেন মে পিতুঃ কণ্ঠে কণ্ঠদেশে মৃতসর্পঃ নিক্ষিপ্তঃ সপ্তরাত্রেণ তং পাপপূরুষং তক্ষকঃ দশেৎ দংশনং কুর্য্যাৎ ॥ ২৭ ॥ মুনেরিতি। অথ শৃঙ্গিণা আভশপ্তে সতি মুনেঃ শমীকস্য কশ্চিৎ শিষ্যঃ গৃহস্থিতং রাজানং শাপবৃত্তান্তং নিবেদয়ামাস ॥ ২৮—২৯ ॥) মম দোষান্মমাপরাধাদিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ (কিং বিধেয়মিতি। মৃত্যুরনিবার্য্যঃ কিল ইতি বেদ-

---

পুত্রটী বনান্তিকে ক্রীড়া করিতে করিতে বন্ধুগণের নিকট শ্রবণ করিল যে, তাহার পিতার কণ্ঠদেশে অদ্য কে এক জন একটী মৃত সর্প প্রদান করিয়াছে ॥ ২৪—২৫ ॥ শৃঙ্গী বন্ধুগণের কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ জল গ্রহণ পূর্ব্বক নৃপতিকে এই বলিয়া শাপপ্রদান করিলেন যে, অদ্য আমার পিতার কণ্ঠদেশে যে ব্যক্তি মৃত সর্প প্রদান করিয়াছে, আজ হইতে সপ্ত রাত্রে সর্পরাজ তক্ষক সেই পাপিষ্ঠ পুরুষকে দংশন করিবে ॥ ২৬—২৭ ॥ শৃঙ্গী এইরূপ শাপপ্রদান করিলে পর, সেই মুনির একজন শিষ্য হস্তিনাপুরে রাজা পরীক্ষিতের নিকট আসিয়া মুনিপুত্র প্রদত্ত শাপের বিষয় জানাইল ॥ ২৮ ॥ অভিমন্যু-পুত্র পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপবার্ত্তা শ্রবণমাত্র তাহা অনিবার্য্য ইহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রিগণকে বলিলেন ॥ ২৯ ॥ মন্ত্রিগণ ! আমি নিজ অপরাধেই মুনিপুত্র কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি ; এক্ষণে আমার কি কর্ত্তব্য তাহার সদুপায় চিন্তা কর ॥ ৩০ ॥ দেখ, যদিও বেদজ্ঞ

* ইতি শপ্তস্তদা তেন রাজা শ্রুত্বাস্ত বৈ পিতা। পুত্রং বিনিন্দ্য বেগেন রাজ্ঞে শাপং স্ববেদয়ৎ ॥ ইত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ দৃশ্যতে ॥

উপায়বাদিনঃ কেচিৎ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিজ্ঞোপায়েন সিধ্যন্তি কার্য্যাণি নেতরস্য চ ॥ ৩২ ॥
মণিমন্ত্রৌষধীনাং বৈ প্রভাবাঃ খলু দুর্ব্বিদঃ।
ন ভবেদিতি কিং তৈস্তু মণিমদ্ভিঃ সুসাধিতৈঃ ॥ ৩৩ ॥
সর্পদষ্টা পুরা ভার্য্যা মুনেঃ সঞ্জীবিতা মৃতা।
দত্ত্বার্দ্ধমায়ুষস্তেন মুনিনা সা বরাপ্সরাঃ ॥ ৩৪ ॥
ভবিতব্যে ন বিশ্বাসঃ কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা বুধৈঃ।
প্রত্যক্ষং তত্র দৃষ্টান্তং পশ্যন্তু সচিবাঃ কিল ॥ ৩৫ ॥
দিবি কোঽপি পৃথিব্যাং বা দৃশ্যতে পুরুষঃ ক্বচিৎ।
দৈবে মতিং সমাধায় যস্তিষ্ঠেত্তু নিরুদ্যমঃ ॥ ৩৬ ॥
বিরক্তস্তু যতির্ভূত্বা ভিক্ষার্থং যাতি সর্ব্বথা।
গৃহস্থানাং গৃহে কামমাহূতো বাথবান্যথা ॥ ৩৭ ॥

বাদিনো বদন্তি। তথাপি শাস্ত্রোক্তো যত্নঃ সর্ব্বথা বুধৈঃ কর্ত্তব্যঃ। যত্নে কৃতে কার্য্যসিদ্ধিসম্ভাবনাৎ ॥ ৩১—৩২ ॥) বিজ্ঞোপায়েনাভিজ্ঞকৃতোপায়েন দুর্ল্লভা অপ্যর্থাঃ সিধ্যন্তীত্যর্থঃ। দুর্ব্বিদোঽচিন্ত্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥ ভবিতব্যে ন বিশ্বাসঃ কার্য্যো ভবিতব্যমাশ্রিত্যৈব নিরুদ্যোগেন স্থাতব্যমিতি ন। কিন্তূদ্যোগোঽপি কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। অয়ং সর্পদষ্টোঽনেন প্রত্যক্ষং জীবিত ইতি প্রত্যক্ষং দৃষ্টান্তং প্রথমং পশ্যন্তু ময়োচ্যমানমালোচয়ন্তু। যঃ কেবলং দৈবে মতিমাশ্রিত্য নিরুদ্যমস্তিষ্ঠেৎ তথাবিধো দিবি পৃথিব্যাং বা যঃ কোঽপি পুরুষো বিদ্যতে কচিৎ স আনেয় ইতি শেষঃ ॥৩৫—৩৬॥ নন্থু দৈবং প্রারব্ধমেব মুখ্যমিতি কেচিদ্বদন্তি তত্রাহ বিরক্ত ইতি। এতাদৃশো নিরুদ্যমস্তু পুরুষো বিরক্তো দৈবে প্রারব্ধে নিশ্চয়াত্মিকাং মতিং কৃত্বা যস্তিষ্ঠতি স যতির্ভূত্বা ভিক্ষার্থং গৃহস্থানাং গৃহং যাতি। নতু গৃহস্থাশ্রমে তিষ্ঠতি অতো

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন এরূপ মৃত্যু অনিবার্য্য, তথাপি বুদ্ধিমানের সর্ব্বপ্রকারে শাস্ত্রোক্ত প্রতিকারে যত্নপর হওয়া কর্ত্তব্য ॥ ৩১ ॥ কারণ, বিজ্ঞজনের উপায় দ্বারা সমস্ত কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে অবিজ্ঞের দ্বারা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না; অতএব, মন্ত্রিগণ! মণি, মন্ত্র বা ওষধি সকলের প্রভাব অচিন্তনীয়, সম্যক্ রূপে তাহাদের প্রয়োগ করিতে পারিলে কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হইতে না পারে? ॥ ৩২—৩৩ ॥ দেখ, পূর্ব্বকালে কোন মুনিবরের পত্নী সর্প দংশনে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেও মুনিবর সেই নিজ ভার্য্যা অপ্সরাকে আয়ুর অর্দ্ধভাগ প্রদান করিয়া বাঁচাইয়া ছিলেন ॥ ৩৪ ॥ অতএব, বিজ্ঞগণের যাহা হইবার তাহা হইবে বলিয়া ভবিতব্যের প্রতি বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। মন্ত্রিগণ! এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণও দর্শন কর ॥ ৩৫ ॥ বল দেখি, পৃথিবীতে বা স্বর্গেতে এমন কাহাকেও কি দেখিতে পাও যে, কোনও ব্যক্তি কেবলমাত্র দৈব অবলম্বনে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে? দেখ, সন্ন্যাসিগণ সংসার বিরক্ত হইয়াও ভিক্ষার জন্য গৃহস্থগণের গৃহে গৃহে, আহূত হউক আর না হউক,

যদৃচ্ছয়োপপন্নঞ্চ ক্ষিপ্তং কেনাপি বা মুখে।
উদ্যমেন বিনা চাস্যাদুদরে সংবিশেৎ কথম্॥ ৩৮॥
প্রযত্নশ্চোদ্যমে কার্য্যো যদা সিদ্ধিং ন যাতি চেৎ।
তদা দৈবং স্থিতং চেতি চিত্তমালম্বয়েদ্‌বুধঃ॥ ৩৯॥

মন্ত্রিণ ঊচুঃ।

কো মুনির্যেন দত্তার্দ্ধমায়ুষো জীবিতা প্রিয়া॥
কথং মৃতা মহারাজ! তন্নো ব্রূহি সবিস্তরম্॥ ৪০॥

রাজোবাচ।

ভৃগোর্ভার্য্যা বরারোহা পুলোমা নাম সুন্দরী।
তস্যাস্তু চ্যবনো নাম মুনির্জাতোঽতিবিশ্রুতঃ॥ ৪১॥
চ্যবনস্য চ শর্য্যাতেঃ সুকন্যা নাম সুন্দরী।
তস্যাং জজ্ঞে সুতঃ শ্রীমান্ প্রমতির্নাম বিশ্রুতঃ॥ ৪২॥
প্রমতেস্তু প্রিয়া ভার্য্যা প্রতাপী নাম বিশ্রুতা।
রুরুর্নাম সুতো জাতস্তস্যাং পরমতাপসঃ॥ ৪৩॥

মম গৃহাশ্রমিণো ন তন্মতং যুক্তমিতি ভাবঃ। উদ্‌যোগস্তু তদাশ্রমেপ্যপেক্ষিতোঽন্যথানির্ব্বাহা-দিতি তন্মতেঽপি দূষণমস্ত্যেবেত্যাহ গৃহস্থানামিতি। আহূতোঽথবানাহূতো বা যদ্‌গচ্ছতি গৃহ-স্থানাং গৃহং প্রতি যতিঃ স উদ্‌যোগেনৈব গচ্ছতি নতু কেবলং দৈবেন তথা যদৃচ্ছয়োপাত্তং কেনাপি মুখে নিক্ষিপ্তমন্নমুদ্‌যোগেন বিনা যত্নং বিনা কথমুদরে সংবিশেৎ। ন কথমপীত্যর্থঃ। তস্মাদ্বিরক্তোপ্যুদ্‌যোগপ্রধান এবেতি ভাবঃ॥ ৩৭—৩৮॥ তদেবাহ প্রযত্ন ইতি। যদোদ্যমে কৃতেঽপি কার্য্যং ন সিধ্যতি তদা দৈবং প্রবলমিতি নিশ্চয়ঃ কর্ত্তব্যো ন তু ততঃ পূর্ব্বমিত্যাহ তদা দৈবং স্থিতঞ্চেতি॥৩৯—৪১॥ সুন্দরীতি। শর্য্যাতেঃ সুকন্যা শোভনা কন্যা চ্যবনস্য সুন্দরী পত্নী আসীদিত্যর্থঃ॥ ৪২॥ (প্রমতেরিতি। তস্যাং প্রতাপ্যাং রুরুর্জাতঃ॥ ৪৩—৪৪॥ বরাপ্সরা

সকল সময়েই যাইয়া থাকে॥ ৩৬—৩৭॥ আর দেখ, যদিও বা কখন কেহ দৈবাৎ উপস্থিত অন্নাদি মুখে উত্তোলন করিয়া দেয়; তাহা হইলে, ভোজন চেষ্টা ব্যতিরেকে কিরূপে সেই অন্নপিণ্ডাদি মুখ হইতে উদর মধ্যে প্রবেশ করিবে?॥ ৩৮॥ অতএব, মন্ত্রিগণ! যত্নপূর্ব্বক কার্য্যোদ্‌যোগ করা উচিত। তাহা করিলেও যদি কার্য্য সিদ্ধি না হয় তাহা হইলে সেইরূপ স্থলেই পণ্ডিতগণ দৈবের বলবত্তা বলিয়া বিবেচনা করেন॥ ৩৯॥

মন্ত্রিগণ কহিলেন, মহারাজ! কোন মুনি আয়ুর অর্দ্ধেক প্রদান করিয়া নিজ প্রিয়াকে জীবন দান করিয়াছিলেন এবং কি জন্যই বা তাঁহার ভার্য্যা জীবনত্যাগ করিয়াছিল। এ বিষয়টী বিস্তার পূর্ব্বক আমাদের নিকট বলুন॥ ৪০॥

রাজা কহিলেন, মন্ত্রিগণ! পূর্ব্বকালে পুলোমা নামে অতিসুন্দরী ভৃগুর একটী ভার্য্যা ছিল, তাঁহার গর্ভে চ্যবন নামে সুপ্রসিদ্ধ মুনি জন্মগ্রহণ করেন॥৪১॥ শর্য্যাতির সুকন্যা নামে অতি সুন্দরী কন্যা এই চ্যবনের পত্নী ছিল। ইঁহারই গর্ভে প্রমতি নামে একটী রূপবান্ পুত্র হয়॥৪২॥

তস্মিংশ্চ সময়ে কশ্চিৎ স্থূলকেশশ্চ বিশ্রুতঃ ।
ৰভূব তপসা যুক্তো ধর্ম্মাত্মা সত্যসম্মতঃ ॥ ৪৪ ॥
এতস্মিন্নন্তরেঽমাত্যা মেনকা চ বরাপ্সরাঃ ।
ক্রীড়াং চক্রে নদীতীরে সর্ব্বলোকাতিসুন্দরী ॥ ৪৫ ॥
গর্ভং বিশ্বাবসোঃ প্রাপ্য নির্গতা বরবর্ণিনী ।
স্থূলকেশাশ্রমে গত্বা বিসসর্জ বরাপ্সরাঃ ॥ ৪৬ ॥
কন্যকাঞ্চ নদীতীরে ত্রিষু লোকেষু সুন্দরীম্ ।
দৃষ্ট্বাঽনাথাং তদা কন্যাং জগ্রাহ মুনিসত্তমঃ ॥ ৪৭ ॥
পুপোষ স্থূলকেশস্তু নাম্না চক্রে প্রমদ্বরাম্ ॥ ৪৮ ॥
সা কালে যৌবনং প্রাপ্তা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা ।
রুরুর্দৃষ্ট্বাথ তাং ৰালাং কামৰাণার্দ্দিতো হ্যভূৎ ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে
যদুবংশধ্বংস-পরীক্ষিদ্‌বৃত্তান্তো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

মেনকা নদীতীরে ক্রীড়াং চক্রে ॥৪৫॥ স্থূলকেশাশ্রমে গত্বা গর্ভং বিসসর্জ্জ সুষুবে ইত্যর্থঃ ॥৪৬॥ মুনিসত্তমঃ স্থূলকেশঃ নদীতীরে ত্রিষু লোকেষু সুন্দরীং কন্যাং অনাথাং অনাথবৎ পতিতাং দৃষ্ট্বা জগ্রাহ ॥ ৪৭ ॥) প্রমদ্বরামিতি। তদর্থস্তু মহাভারতে প্রমদাভ্যো বরা সা তু সত্বরূপা গুণান্বিতা। ততঃ প্রমদ্বরেত্যস্যা নাম চক্রে মহানৃষিরিতি ॥ ৪৮—৪৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

তাঁহার প্রতাপী নামে বিখ্যাত ভার্য্যা ছিল। তাঁহার গর্ভে রুরু নামে পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন পরে কালক্রমে ইনি পরম তপস্বী হইয়া উঠেন ॥ ৪৩ ॥

মন্ত্রিগণ! এই সময় সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা স্থূলকেশ নামে বিশ্রুত কোনও পুরুষ ঘোরতর তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন ॥ ৪৪ ॥ সর্ব্বলোক মধ্যে সুন্দরীপ্রধানা মেনকা নামে অপ্সরা সেই সময় নদীতীরে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয় ॥ ৪৫ ॥ এই বরবর্ণিনী অপ্সরা পূর্ব্বে বিশ্বাবসু হইতে গর্ভ-প্রাপ্ত হইয়াছিল এক্ষণে ক্রীড়া করিতে করিতে স্থূলকেশ মুনির আশ্রমে যাইয়া একটী কন্যা প্রসব করত তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করে ॥ ৪৬ ॥ মুনিবর স্থূলকেশ, মেনকা কর্তৃক পরিত্যক্ত কন্যাটীকে ত্রিলোকসুন্দরী এবং নদীতটে অনাথের ন্যায় পতিত দেখিয়া গ্রহণ করিলেন এবং প্রমদ্বরা নাম রাখিয়া পরিপোষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭—৪৮ ॥ কিছু-কাল গত হইলে সর্ব্বলক্ষণান্বিতা সেই কন্যা যৌবন প্রাপ্ত হইল। অনন্তর তপস্বী রুরু তাহাকে দেখিবামাত্র একেবারে কামবাণে পীড়িত হইয়া পড়িলেন ॥ ৪৯ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে
যদুবংশ ধ্বংস ও পরীক্ষিৎ-বৃত্তান্তকথন নামক
অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

পরীক্ষিদুবাচ।

কামার্ত্তঃ স মুনির্গত্বা রুরুঃ সুপ্তো নিজাশ্রমে।
পিতা পপ্রচ্ছ দীনং তং কিং রুরো! বিমনা অসি॥ ১॥
স তমাহাতিকামার্ত্তঃ স্থূলকেশস্য চাশ্রমে।
কন্যা প্রমদ্বরা নাম সা মে ভার্য্যা ভবেদিতি॥ ২॥
স গত্বা প্রমতিস্তূর্ণং স্থূলকেশং মহামুনিম্।
প্রমুহ্য সুমুখং কৃত্বা যযাচে তাং বরাননাম্॥ ৩॥
দদৌ বাচং স্থূলকেশঃ প্রদাস্যামি শুভেঽহনি।
বিবাহার্থঞ্চ সম্ভারং রচয়ামাসতুর্ব্বনে॥ ৪॥
প্রমতিঃ স্থূলকেশশ্চ বিবাহার্থং সমুদ্যতৌ।
বভূবতুর্মহাত্মানৌ সমীপস্থৌ তপোবনে॥ ৫॥

অর্দ্ধাধিকৈকপঞ্চাশৎপদ্যৈর্বৃত্তং রুরোঃ পুরঃ।
কীর্ত্তয়িত্বা গুপ্তগেহে রাজ্ঞো বাসস্তথোচ্যতে॥

কামার্ত্তঃ কামপীড়িতঃ সন্॥ বিমনাঃ খিন্নঃ॥ ১—২॥ প্রমতিঃ পিতা প্রমুহ্য সম্ভাষণেন মোহয়িত্বাঽতিসঙ্কটেন সুমুখং প্রসন্নম্॥ ৩॥ শুভেঽহনি প্রদাস্যামীতি বাচমিত্যর্থঃ। ততো বাক্যনিশ্চয়োত্তরং সম্ভারং সামগ্রীমুভাবপি সম্বন্ধিনৌ রচয়ামাসতুঃ॥ ৪॥ সমীপস্থৌ দূর-

---

পরীক্ষিৎ বলিলেন, মন্ত্রিগণ! সেই রুরু কামবাণে অতিশয় পীড়িত হইয়া নিজাশ্রমে গমন করত শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। অনন্তর, তাঁহার পিতা প্রমতি তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রুরো! তুমি এত অন্যমনস্ক হইয়াছ কেন? (তোমার কি হইয়াছে আমাকে বিশেষ করিয়া সমস্ত বল)॥ ১॥ রুরু অতিশয় কামার্ত্ত হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার পিতাকে বলিলেন, পিতঃ! স্থূলকেশ মুনির আশ্রমে প্রমদ্বরা নামে যে কন্যাটী আছে সেইটী যাহাতে আমার ভার্য্যা হয় তাহা করুন॥ ২॥ প্রমতি, পুত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া শীঘ্র স্থূলকেশ মুনির নিকট গমন করিলেন এবং নানাবিধ সুমিষ্ট আলাপে তাহাকে প্রসন্ন করিয়া সেই চারুমুখী কন্যাটীকে প্রার্থনা করিলেন॥ ৩॥ স্থূলকেশ মুনিও শুভ দিনে কন্যার বিবাহ দিব বলিয়া বাক্য দান করিলেন। অনন্তর, মহাত্মা প্রমতি ও স্থূলকেশ উভয়েই একত্রিত হইয়া সেই তপোবনে বিবাহের উপযোগি দ্রব্য সামগ্রী আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত

তস্মিন্নবসরে কন্যা রমমাণা গৃহাঙ্গণে।
প্রসুপ্তং পন্নগং পাদেনাস্পৃশচ্চারুলোচনা ॥ ৬ ॥
দষ্টা তু পন্নগেনাথ সা মমার বরাঙ্গনা ॥ ৭ ॥
কোলাহলস্তদা জাতো মৃতাং দৃষ্ট্বা প্রমদ্বরাম্।
মিলিতা মুনয়ঃ সর্ব্বে চুক্রুশুঃ শোকসংযুতাঃ ॥ ৮ ॥
ভূমৌ তাং পতিতাং দৃষ্ট্বা পিতা তস্যাশ্চ দুঃখিতঃ।
রুরোদ বিগতপ্রাণাং দীপ্যমানাং সুতেজসা ॥ ৯ ॥
রুরুঃ শ্রুত্বা তদাক্রন্দং দর্শনার্থং সমাগতঃ।
দদর্শ পতিতাং তত্র সজীবামিব কামিনীম্ ॥ ১০ ॥
রুদন্তং স্থূলকেশঞ্চ দৃষ্ট্বান্যানৃষিসত্তমান্।
রুরুঃ স্থানাদ্বহির্গত্বা রুরোদ বিরহাকুলঃ ॥ ১১ ॥
অহো দৈবেন সর্পোঽয়ং প্রেষিতঃ পরমাদ্ভুতঃ।
মম শর্ম্মবিঘাতায় দুঃখহেতুরয়ং কিল ॥ ১২ ॥

দেশাদাগত্য সমীপদেশস্থৌ ॥ ৫ ॥ (ভাবিঘটনাং সূচয়ন্নাহ। তস্মিন্নিতি। তস্মিন্ বিবাহ-দ্রব্যসম্ভারায়োজনকালাভ্যন্তরে সা কন্যা প্রমদ্বরা গৃহাঙ্গণে গৃহাজিরে ক্রীড়াং কুর্ব্বতী প্রসুপ্তং সর্পং পাদেন অস্পৃশদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৬ ॥ দষ্টেতি। বরাঙ্গনেতি গন্ধর্ব্বাপ্সরোজন্যত্বাৎ। পন্নগেন দষ্টা মমার ॥ ৭ ॥ মিলিতা ইতি। একত্রস্থা মুনয়ঃ শোকসংযুতাশ্চুক্রুশুঃ চীৎকারং চক্রিরে রুরুদুরিতি যাবৎ ॥ ৮ ॥ রুরোদেতি। পিতা তাং সুতেজসা দীপ্যমানাং গতপ্রাণাং দৃষ্ট্বা রুরোদ ॥ ৯ ॥) সজীবামিবেতি। মৃতামপি তেজস্বিনীমিত্যর্থঃ ॥ ১০—১১ ॥ (মমেতি। শর্ম্মবিঘাতায় সুখবিনাশায় ॥ ১২ ॥

হইলেন ॥৪—৫॥ মন্ত্রিগণ! এই সময়ে সেই চারুনয়না কন্যাটী অঙ্গনে ক্রীড়া করিতে করিতে একটী নিদ্রিত সর্পকে পদ দ্বারা আঘাত করিল। সর্পটী পদাহত হইবামাত্রই তাহাকে দংশন করিল এবং দংশন মাত্রই উগ্রবিষপ্রভাবে প্রমদ্বরা জীবন ত্যাগ করিল ॥৬—৭॥ ঋষিগণ তাহাকে মৃত দেখিয়া সকলে একবারে শোকাভিভূত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ইহাতে তথায় অতিশয় কোলাহল হইয়া পড়িল ॥ ৮ ॥ যদিচ প্রমদ্বরার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছিল, তথাপি তাহার সেই ভূতলে নিপতিত জীবনশূন্য শরীরের প্রোজ্জ্বলিত-লাবণ্যচ্ছটা-দর্শনে প্রতিপালক পিতা স্থূলকেশ অতিশয় দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগি-লেন ॥ ৯ ॥ রুরু এই ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই স্থানে দেখিতে আসিলেন এবং গত-প্রাণ হইলেও সেই কামিনীকে জীবিতার ন্যায় ভূমিতে পতিত দেখিলেন ॥ ১০ ॥ অনন্তর, স্থূলকেশ ও অপর অপর ঋষিগণকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সেই স্থান হইতে বাহিরে যাইয়া অতিশয় বিরহাকুলিত চিত্তে ক্রন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১১ ॥

কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি মৃতা মে প্রাণবল্লভা।
ন বৈ জীবিতুমিচ্ছামি বিযুক্তঃ প্রিয়য়াঽনয়া ॥ ১৩ ॥
নালিঙ্গিতা বরারোহা ন ময়া চুম্বিতা মুখে।
ন পাণিগ্রহণং প্রাপ্তং মন্দভাগ্যেন সর্ব্বথা ॥ ১৪ ॥
লাজাহোমস্তথাচাগ্নৌ ন কৃতস্তনয়া সহ।
মানুষ্যং ধিগিদং কামং গচ্ছন্ত্বদ্য মমাসবঃ ॥ ১৫ ॥
দুঃখিতস্য ন বা মৃত্যুর্ব্বাঞ্ছিতঃ সমুপৈতি হি।
সুখং তর্হি কথং দিব্যমাপ্যতে ভুবি বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৬ ॥
প্রপতামি হ্রদে ঘোরে পাবকে প্রপতাম্যহম্।
বিষমদ্মি গলে পাশং কৃত্বা প্রাণাংস্ত্যজাম্যহম্ ॥ ১৭ ॥
বিলপ্যৈবং রুরুস্তত্র বিচার্য্য মনসা পুনঃ।
উপায়ং চিন্তয়ামাস স্থিতস্তস্মিন্নদীতটে ॥ ১৮ ॥
মরণাৎ কিং ফলং মে স্যাদাত্মহত্যা দুরত্যয়া।
দুঃখিতশ্চ পিতা মে স্যাজ্জননী চাতিদুঃখিতা ॥ ১৯ ॥

প্রিয়য়া বিযুক্তঃ বিরহিতঃ জীবিতুং নেচ্ছামি বৈ ॥ ১৩ ॥ নালিঙ্গিতেতি। মন্দভাগ্যেন ময়া পাণিগ্রহণং ন প্রাপ্তম্ ॥ ১৪ ॥ মমাসবঃ মম প্রাণা অদ্য গচ্ছন্তু ॥ ১৫ ॥ দুঃখিতস্যেতি। বাঞ্ছিতোঽপি মৃত্যুঃ ন সমুপৈতি।) সুখং তর্হীতি। অনয়া বিনেতি শেষঃ ॥ ১৬ ॥ যতঃ সুখং নাস্তি অতঃ প্রপতামীত্যর্থঃ। বর্ত্তমানসামীপ্যে লট্। পতিষ্যামীতি তু ফলিতম্ ॥ ১৭ ॥
ইত্থং প্রথমতো মরণনিশ্চয়ং কৃত্বা পুনর্মনসা বিচার্য্যোপায়ং চিন্তয়ামাসেতি বক্ষ্যমাণ-

---

হায়! দৈব, নিশ্চয়ই এই সর্পকে আমার দুঃখের কারণ করিয়া সমস্ত সুখনাশের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে আমি কি করি, কোথায় বা যাই; হায়! আমার প্রাণ অপেক্ষাও যাহা প্রিয় তাহা ত পলায়ন করিল! এই প্রিয়ার সহিত ক্ষণ মাত্র বিযুক্ত হইয়া আমি ত জীবন ধারণ করিতে পারিব না ॥ ১২—১৩ ॥ হায়! এই নিতম্বিনী ত আমাকে আলিঙ্গন করিল না এবং আমিও ত ইহার মুখে চুম্বন করিতে পারিলাম না, অধিক কি এই মন্দভাগ্য অদ্যাপি ইহার পাণিগ্রহণ জন্য সুখলাভ করে নাই বা ইহার সহিত অগ্নিতে লাজহোমও করে নাই। হায়! এই মনুষ্য জন্মকে ধিক্!! আমার জীবনে ফল কি? এখনই আমার প্রাণ বহির্গত হউক ॥ ১৪—১৫ ॥ কিন্তু, হায়! দুঃখিত ব্যক্তি মৃত্যু কামনা করিলেও তাহার মৃত্যু হয় না, তবে কি করিয়া আমি ইহ লোকে এই পত্নী ব্যতিরেকে সেই অভিলষিত স্বর্গীয় সুখ লাভ করিতে সমর্থ হইব? আমি এক্ষণে গভীর হ্রদে পতিত হই কিংবা অগ্নিতে প্রবেশ করি অথবা বিষপান করি, না হয় গলায় রজ্জু বাঁধিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি ॥ ১৭ ॥
মন্ত্রিগণ! রুরু এইরূপ নানাবিধ বিলাপের পর মনে মনে অনেক বিচার করিয়া সেই

দৈবস্তুষ্টো ভবেৎ কামং দৃষ্ট্বা মাং ত্যক্তজীবিতম্।
সর্ব্বঃ প্রমুদিতশ্চ স্যাম্মৎক্ষয়ে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥
উপকারঃ প্রিয়ায়াঃ কঃ পরলোকে ভবেদপি।
মৃতে ময্যাত্মঘাতেন বিরহাৎ পীড়িতেঽপি চ ॥ ২১ ॥
পরলোকে প্রিয়া সাপি ন মে স্যাদাত্মঘাতিনঃ।
এতদর্থং মৃতে দোষা ময়ি নৈবামৃতে পুনঃ ॥ ২২ ॥
বিমৃশ্যৈবং রুরুস্তত্র স্নাত্বাচম্য শুচিঃ স্থিতঃ।
অব্রবীদ্বচনং কৃত্বা জলং পাণাবসৌ মুনিঃ ॥ ২৩ ॥
যন্ময়া সুকৃতং কিঞ্চিৎ কৃতং দেবার্চ্চনাদিকম্।
গুরবঃ পূজিতা ভক্ত্যা হুতং জপ্তং তপঃ কৃতম্ ॥ ২৪ ॥
অধীতাস্ত্বখিলা বেদা গায়ত্রী সংস্মৃতা যদি।
রবিরারাধিতস্তেন সঞ্জীবতু মম প্রিয়া ॥ ২৫ ॥

রূপমিত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥ দৈবো বিধিঃ। পুংলিঙ্গমার্ষম্ সর্ব্বো লোকঃ শত্রুলোকঃ ॥ ২০ ॥ যদর্থং প্রাণো দেয়স্তস্যাঃ স্ত্রিয়াঃ পরলোকে ক উপকারঃ স্যাদিত্যাহ উপকার ইতি। নহু তদ্বাসনয়া মরণে পরলোকে সা প্রাপ্স্যতি তত্রাহ মৃতে ময়ীতি। আত্মঘাতব্যতিরিক্তস্য তদর্থং কর্ম্মাচরিতবতস্তদ্বাসনয়া তৎ ফলং ভবতি ॥ ২১ ॥ নাত্মঘাতিনস্তস্য ত্বেতদর্থমেতন্-মৃতপ্রিয়াপ্রয়োজনায়াধোগতেরেব শ্রবণাদিত্যর্থঃ। তস্মান্ময়ি মৃতে দোষা এব ভবেয়ুর্না-মৃতে ॥ ২২—২৩ ॥ (যন্ময়েতি। দেবার্চ্চনাদিকং যৎ কিঞ্চিৎ সুকৃতং কৃতমিতি ॥ ২৪ ॥ যদি

নদীতটে থাকিয়াই ইহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৮॥ প্রাণত্যাগ করিয়া কি ফল হইবে ? তাহাতে বরং আমি আত্মহত্যা-পাপ হইতে কদাচ উত্তীর্ণ হইতে পারিব না ; আর, আমার মরণে পিতা মাতা অতিশয় দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই ॥১৯॥ আমি যে প্রাণ নাশে উদ্যত হইয়াছি, তাহাতে দৈব কি আমাকে মৃত দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন ? কখন নয় ; বরং আমার শত্রুপক্ষীয়গণ আমার নাশে অতিশয় সন্তুষ্ট হইবে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥ আর আমি বিরহে পীড়িত হইয়া আত্মঘাতী হইলে পরলোকে প্রিয়ার কি উপকার হইবে ; বরং সেই প্রিয়া পরোলোকে আত্মহত্যা-পাপ জন্য আমার সহিত মিলিত হইবেন না। অতএব জীবন ত্যাগ করিলে এতগুলি দোষ দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু জীবন ত্যাগ না করিলে এ সমস্ত অনিষ্টের কোনটীই ঘটিতে পারিবে না ॥ ২১—২২ ॥

মন্ত্রিগণ ! রুরু এইরূপ বহুবিধ বিবেচনা করিয়া সেই স্থানে স্নান ও আচমনাদি করিয়া শুচি হইলেন এবং জল গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, যদি আমি দেবার্চ্চনাদি ও গুরু-গণকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকি এবং হোম বা জপ করিয়া থাকি, অথবা অখিল বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকি কিংবা গায়ত্রীস্মরণ করিয়া থাকি আর যদি সূর্য্যদেবের আরাধনা

যদি জীবেন্ন মে কান্তা ত্যজে প্রাণানহং ততঃ।
ইত্যুক্ত্বা তজ্জলং ভূমৌ চিক্ষেপারাধ্য দেবতাঃ ॥ ২৬ ॥

রাজোবাচ।

এবং বিলপতস্তস্য ভার্য্যয়া দুঃখিতস্য চ।
দেবদূতস্তদাভ্যেত্য বাক্যমাহ রুরুং ততঃ ॥ ২৭ ॥

দেবদূত উবাচ।

মা কার্ষীঃ সাহসং ব্রহ্মন্! কথং জীবেন্মৃতা প্রিয়া।
গতায়ুরেষা সুশ্রোণী গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঃ সুতা ॥ ২৮ ॥
অন্যাং কাময় চার্ব্বঙ্গীং মৃতেয়ং চাবিবাহিতা।
কিং রোদিষি সুদুর্ব্বুদ্ধে! কা প্রীতিস্তেঽনয়া সহ ॥ ২৯ ॥

রুরুরুবাচ।

দেবদূত! ন চান্যাং বৈ বরিষ্যাম্যহমঙ্গনাম্।
যদি জীবেন্ন জীবেদ্বা মর্ত্তব্যঞ্চাধুনা ময়া ॥ ৩০ ॥

গায়ত্রী সম্যক্ স্মৃতা রবিরারাধিতো বা তেন সুকৃতেন মম প্রিয়া জীবতু ॥ ২৫ ॥ ইতি পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ উক্ত্বা দেবতাঃ আরাধ্য তজ্জলং ভূমৌ চিক্ষেপ ॥ ২৬ ॥

ভার্য্যয়া ভার্য্যাহেতুনা দুঃখিতস্যেতি ॥ ২৭ ॥) দেবদূত ইতি। সর্ব্বপুণ্যকর্ম্মণঃ শপথে কৃতে সতি দেবেনেশ্বরেণ বোধনার্থং প্রেষিতো দূতোঽয়ং দেবদূত ইতি বোধ্যম্ ॥ ২৮ ॥ (অন্যামিতি। চারূণি মনোজ্ঞানি অঙ্গানি যস্যাস্তাং তাদৃশীং অন্যাং কাঞ্চিৎ কাময় কাময়স্ব ॥ ২৯ ॥

দেবদূতেতি। যদি জীবেৎ তর্হি এনামেব বরিষ্যামি যদি ন জীবেৎ তর্হি অধুনা মর্ত্তব্যমিতি মে নিশ্চয় ইতি জানীহি ॥ ৩০ ॥

করিয়া থাকি, তাহা হইলে তদ্দ্বারা আমার যে কিছু পুণ্য সঞ্চয় হইয়াছে সেই পুণ্যবলে আমার প্রিয়া পুনর্জ্জীবিতা হউক ॥ ২৩—২৫ ॥ যদি ইহাতেও প্রিয়া জীবিতা না হয় তখন আমি প্রাণত্যাগ করিব। রুরু এই কথা বলিয়া ইষ্টদেবের আরাধনা করত সেই জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৬ ॥

মন্ত্রিগণ! সেই দুঃখিত রুরু ভার্য্যার নিমিত্ত এইরূপে বিলাপ করিতেছেন এমন সময় একটী দেবদূত তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি বৃথা সাহস করিবেন না। মৃত ব্যক্তি প্রিয় হইলেও কি আবার জীবিত হয়? এই নিতম্বিনী বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্বের ঔরসে অপ্সরা মেনকার গর্ব্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল, এক্ষণে ইহার পরমায়ু শেষ হইয়াছে, অতএব আপনি অন্য কোন বরবর্ণিনীকে অভিলাষ করুন; বোধ হয় নিশ্চয়ই আপনার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে; আপনি ক্রন্দন করিতেছেন কেন? এই কামিনী ত অনূঢ়া-অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, অতএব ইহার সহিত আবার আপনার প্রণয় কি?॥ ২৭—২৯ ॥

রাজোবাচ।

বিদিত্বেতি হঠং তস্য দেবদূতো মুদান্বিতঃ।
উবাচ বচনং তথ্যং সত্যং চাতিমনোহরম্ ॥ ৩১ ॥
উপায়ং শৃণু বিপ্রেন্দ্র! বিহিতং যৎ সুরৈঃ পুরা।
আয়ুষোঽর্দ্ধপ্রদানেন জীবয়াশু প্রমদ্বরাম্ ॥ ৩২ ॥

রুরুরুবাচ।

আয়ুষোঽর্দ্ধং প্রযচ্ছামি কন্যায়ৈ নাত্র সংশয়ঃ।
অদ্য প্রত্যাবৃতপ্রাণা প্রোত্তিষ্ঠতু মম প্রিয়া ॥ ৩৩ ॥

রাজোবাচ।

বিশ্বাবসুস্তদা তত্র বিমানেন সমাগতঃ।
জ্ঞাত্বা পুত্রীং মৃতাং চাশু স্বর্গলোকাৎ প্রমদ্বরাম্ ॥ ৩৪ ॥
ততো গন্ধর্ব্বরাজশ্চ দেবদূতশ্চ সত্তমঃ।
ধর্ম্মরাজমুপেত্যেদং বচনং প্রত্যভাষতাম্ ॥ ৩৫ ॥
ধর্ম্মরাজ! রুরোঃ পত্নী সুতা বিশ্বাবসোস্তথা।
মৃতা প্রমদ্বরা কন্যা দষ্টা সর্পেণ চাধুনা ॥ ৩৬ ॥

হঠং হঠকারিত্বং নির্ব্বন্ধাতিশয়মিতি যাবৎ ॥ ৩১ ॥ পুরা যৎ সুরৈর্বিহিতং তাদৃশমুপায়ং শৃণ্বিতি ॥ ৩২ ॥ প্রত্যাবৃতপ্রাণা প্রত্যাগতজীবা সতী প্রোত্তিষ্ঠতু ॥ ৩৩ ॥)
স্বর্গলোকাৎসমাগত ইত্যন্বয়ঃ ॥৩৪॥ (ততো গন্ধর্ব্বরাজ ইতি। ধর্ম্মরাজং যমমিত্যর্থঃ ॥৩৫॥

দেবদূতের এই কথা শ্রবণ করিয়া রুরু কহিলেন, দেবদূত! এই কামিনী জীবনলাভ করুক আর নাই করুক আমি অন্য কাহাকেও বিবাহ করিব না। আর যদি জীবনলাভ না করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি জীবন পরিত্যাগ করিব ॥ ৩০ ॥

মন্ত্রিগণ! দেবদূত রুরুর এই প্রকার অসংসাহসের বিষয় অবগত হইয়া অতিশয় আনন্দিতান্তঃকরণে রুরুর প্রিয়জনক সত্য অথচ প্রকৃত হিতকর বাক্য বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৩১॥ হে বিপ্রবর! দেবগণ পূর্ব্বে এই রমণীর জীবন লাভের যেরূপ উপায় করিয়াছেন তাহা শ্রবণ করুন। এখনি নিজ আয়ুর অর্দ্ধেক প্রদান করিয়া এই প্রমদ্বরাকে পুনর্জীবিত করুন ॥ ৩২ ॥ এই কথা শ্রবণ করিয়া রুরু বলিলেন, দেবদূত! আমি নিজের পরমায়ুর অর্দ্ধেক এই কন্যাকে প্রদান করিতেছি, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। অতএব, এক্ষণে আমার এই প্রিয়া জীবন লাভ করিয়া উত্থিত হউক ॥ ৩৩ ॥

মন্ত্রিগণ! এই সময়, গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু নিজ কন্যা প্রমদ্বরাকে মৃত জানিয়া স্বর্গলোক হইতে বিমান আরোহণে সেই স্থানে আগমন করিলেন ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর, গন্ধর্ব্বরাজ এবং সেই

সা রুরোরায়ুষোঽর্দ্ধেন মর্ত্তুকামস্য সূর্য্যজ ! ।
সমুত্তিষ্ঠতু তন্বঙ্গী ব্রতচর্য্যাপ্রভাবতঃ ॥ ৩৭ ॥

ধর্ম্ম উবাচ।

বিশ্বাবসুসুতাং কন্যাং দেবদূত ! যদীচ্ছসি।
উত্তিষ্ঠত্বায়ুষোঽর্দ্ধেন রুরুং গত্বা ত্বমর্পয় ॥ ৩৮ ॥

রাজোবাচ।

এবমুক্তস্ততো গত্বা জীবয়িত্বা প্রমদ্বরাম্।
রুরোঃ সমর্পয়ামাস দেবদূতস্ত্বরান্বিতঃ ॥ ৩৯ ॥*
ততঃ শুভেঽহ্নি বিধিনা রুরুণাপি বিবাহিতা।
ইত্থং চোপায়যোগেন মৃতাপ্যুজ্জীবিতা তদা ॥ ৪০ ॥

ধর্ম্মরাজেতি। হে ধর্ম্মরাজ ! মৃত্যুপতে ! রুরোঃ পত্নী তথা বিশ্বাবসুগন্ধর্ব্বস্য সুতা সা প্রমদ্বরা সর্পেণ দংশনং প্রাপ্তা মৃতা ইদানীং রুরোর্ব্রতচর্য্যাপ্রভাবতস্তথা তস্যায়ুষোঽর্দ্ধেন প্রোত্তিষ্ঠ-ত্বিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

বিশ্বাবসুসুতামিতি। রুরুং রুরুমুনেঃ সমীপং গত্বা তস্মৈ তাং পুনঃ প্রাপ্তজীবনাং অর্পয় ॥ ৩৮ ॥

এবমুক্ত ইতি। ধর্ম্মরাজেন এবমুক্তে দেবদূতস্ত্বরান্বিত ইতি রুরুমরণশঙ্কয়েতি বোধ্যম্। সমর্পয়ামাস ॥ ৩৯ ॥ তত ইতি ইত্থঞ্চোপায়যোগেন তদা পূর্ব্বকালে যতঃ প্রমদ্বরা মৃতা-প্যুজ্জীবিতা ততঃ শাস্ত্রসম্মত উপায়ঃ সর্ব্বথা প্রকর্ত্তব্যঃ। ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ ॥ ৪০—৪১ ॥

দেবদূত ধর্ম্মরাজ যমের নিকট আগমন করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৩৫ ॥ ধর্ম্মরাজ ! প্রমদ্বরা নামে এই বিশ্বাবসুর কন্যা এবং ঋষিপুত্র রুরুর পত্নী সংপ্রতি সর্পদংশনে তোমার আলয়ে আসিয়াছে। দ্বিজ রুরু এক্ষণে তাহার জন্য জীবন ত্যাগে অভিলাষী হইতেছেন। অতএব, হে সূর্য্যপুত্র ! রুরুর ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে এবং তাঁহারই আয়ুর অর্দ্ধেক দ্বারা সেই ক্ষীণাঙ্গী এক্ষণে জীবন লাভ করুক ॥ ৩৬—৩৭ ॥

ইহা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ বলিলেন, দেবদূত ! এই বিশ্বাবসুর কন্যাকে যদি তুমি জীবিত করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই কন্যা রুরুর আয়ুর অর্দ্ধেক দ্বারা জীবন লাভ করুক। তুমি এখনিই যাইয়া এই কন্যা রুরুকে সমর্পণ কর ॥ ৩৮ ॥

রাজা কহিলেন, মন্ত্রিগণ ! ধর্ম্মরাজ দেবদূতকে এইরূপ বলিলে পর দেবদূত তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে যাইয়া প্রমদ্বরাকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া রুরুর হস্তে সমর্পণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥ অনন্তর, শুভদিনে যথাবিধি রুরু তাহাকে বিবাহ করিলেন। এইরূপে পূর্ব্বে ঋষিকন্যা প্রমদ্বরা কালগ্রাসে পতিত হইয়াও উপায় দ্বারা পুনর্ব্বার জীবনলাভ করিয়াছিল ॥৪০॥

---

* রুরুশ্চাতীব সন্তুষ্টস্তাং প্রাপ্য চারুলোচনাম্। ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে।

উপায়স্তু প্রকর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা শাস্ত্রসম্মতঃ।
মণিমন্ত্রৌষধীভিশ্চ বিধিবৎপ্রাণরক্ষণে ॥ ৪১ ॥
ইত্যুক্ত্বা সচিবান্ রাজা কল্পয়িত্বা সুরক্ষকান্।
কারয়িত্বাথ প্রাসাদং সপ্তভূমিকমুত্তমম্ ॥ ৪২ ॥
আরুরোহোত্তরাসূনুঃ সচিবৈঃ সহ তৎক্ষণম্।
মণিমন্ত্রধরাঃ শূরাঃ স্থাপিতাস্তত্র রক্ষণে ॥ ৪৩ ॥
প্রেষয়ামাস ভূপালো মুনিং গৌরমুখং ততঃ।
প্রসাদার্থং সেবকস্য ক্ষমস্বেতি পুনঃপুনঃ ॥ ৪৪ ॥
ব্রাহ্মণান্ সিদ্ধমন্ত্রজ্ঞান্ রক্ষণার্থমিতস্ততঃ।
মন্ত্রীপুত্রঃ স্থিতস্তত্র স্থাপয়ামাস দন্তিনঃ ॥ ৪৫ ॥
ন কশ্চিদারুহেত্তত্র প্রাসাদে চাতিরক্ষিতে।
বাতোঽপি ন চরেত্তত্র প্রবেশে বিনিবার্য্যতে ॥ ৪৬ ॥
ভক্ষ্যভোজ্যাদিকং রাজা তত্রস্থশ্চ চকার সঃ।
স্নানসন্ধ্যাদিকং কর্ম্ম তত্রৈব বিনিবর্ত্ত্য চ ॥ ৪৭ ॥

ইত্যুক্তেতি। সুরক্ষকান্ কল্পয়িত্বা স্থাপয়িত্বা সপ্তভূমিকং প্রাসাদং বৃহদুচ্চ্রায়াট্টালকং কারয়িত্বা উত্তরাসূনুঃ পরীক্ষিৎ সচিবৈঃ সহারুরোহেতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥) প্রেষয়ামাসেতি। যেন মুনিনা শাপো দত্তস্তং মুনিং প্রতি সেবকস্য মম প্রসাদার্থং পুনঃপুনঃ ক্ষমস্বেতি প্রার্থয়িতুং গৌরমুখং মুনিং প্রেষয়ামাসেত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৪ ॥ ব্রাহ্মণানিতি। ইতস্ততোযত্র কুত্রচিদ্বিদ্যমানান্ সিদ্ধমন্ত্রজ্ঞান্ রক্ষণার্থমানিনায়েত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ বাতোঽপীতি। বিনি-

---

অতএব, মন্ত্রিগণ! প্রাণরক্ষার জন্য মণি মন্ত্র এবং ওষধি সকলের দ্বারা শাস্ত্র সম্মত যথাবিধানে উপায় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ॥ ৪১ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ মন্ত্রিগণকে এইরূপ বলিয়া প্রধান প্রধান রক্ষক সকল সংস্থাপন পূর্ব্বক একটী সুন্দর অতি উচ্চ সপ্ততল প্রাসাদ নির্ম্মাণানন্তর তাহার রক্ষার জন্য চতুর্দ্দিকে মণিমন্ত্রাদিধারী বলবান্ রক্ষিগণকে স্থাপন করিয়া তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিগণের সহিত তাহাতে আরোহণ করিলেন ॥ ৪২—৪৩ ॥ তদনন্তর, মুনিবর শৃঙ্গীর ক্রোধশান্তির জন্য "সেবকের অপরাধ ক্ষমা করুন" ইহা বলিয়া পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে গৌরমুখ নামে মুনিকে পাঠাইলেন ॥ ৪৪ ॥ পরে, আত্মরক্ষার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে সিদ্ধ মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিলেন। এদিকে মন্ত্রিপুত্র সেই স্থানে থাকিয়া হস্তিগণকে এরূপে যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন যে, কোনও ব্যক্তি এই রক্ষিত প্রাসাদে আরোহণ করিতে না পারুক; অধিক কি নিষেধ-অনুমতির পর বায়ুরও সে স্থলে প্রবেশের সম্ভাবনা ছিল না; অন্যের কথা আর কি বলিব ॥৪৫—৪৬॥ রাজা পরীক্ষিৎ এই স্থানে থাকিয়াই তক্ষকের আগমন দিবস গণনা করত

রাজকার্য্যাণি সর্ব্বাণি তত্রস্থশ্চাকরোন্নৃপঃ।
মন্ত্রিভিঃ সহ সংমন্ত্র্য গণয়ন্দিবসানপি ॥ ৪৮ ॥
কশ্চিচ্চ কশ্যপো নাম ব্রাহ্মণো মন্ত্রিসত্তমঃ।
শুশ্রাব চ তথা শাপং প্রাপ্তং রাজ্ঞা মহাত্মনা ॥ ৪৯ ॥
স ধনার্থী দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ কশ্যপঃ সমচিন্তয়ৎ।
ব্রজামি তত্র যত্রাস্তে শপ্তো রাজা দ্বিজেন হ ॥ ৫০ ॥
ইতি কৃত্বা মতিং বিপ্রঃ স্বগৃহান্নিঃসৃতঃ পথি।
কশ্যপো মন্ত্রবিদ্বিদ্বান্ ধনার্থী মুনিসত্তমঃ ॥ ৫১ ॥*

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে রুরুবৃত্তান্তকথনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

বার্য্যতে সেবকৈরন্যস্য প্রবেশে তত্র কা বার্ত্তেতি ভাবঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥ (রাজকার্য্যাণীতি। তত্রস্থঃ প্রাসাদোপরি তিষ্ঠন্। তক্ষকাগমনদিবসান্ গণয়ন্ ॥ ৪৮ ॥

কশ্চিচ্চেতি। মন্ত্রিসত্তমঃ মন্ত্রবিৎসু সত্তমঃ অগ্রণীরিত্যর্থঃ ॥৪৯॥ স ধনার্থীতি। যত্র দ্বিজেন শপ্তো রাজা আস্তে তত্র ব্রজামীতি সমচিন্তয়ৎ ॥ ৫০ ॥ বিপ্রঃ কশ্যপ ইতি মতিং কৃত্বা গৃহাৎ নিঃসৃতঃ নির্জগাম ॥ ৫১ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯॥

স্নান সন্ধ্যাদি এবং ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে লাগিলেন ; অধিক কি, মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাজকার্য্য পর্য্যন্তও সেই স্থানে থাকিয়া নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন ॥৪৭—৪৮॥

ঋষিগণ ! এমন সময় কশ্যপ নামে কোনও মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ রাজার এই শাপ বৃত্তান্ত শ্রবণে রাজাকে তক্ষকবিষ হইতে মুক্ত করিয়া বহুতর ধন লাভ করিব এই আশায় এইরূপ বিবেচনা করিলেন যে, অভিশপ্ত রাজা পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণগণের সহিত যে স্থানে আছেন আমি সেই স্থানে যাই। ব্রাহ্মণ এইরূপ বিবেচনা করিয়াই ধন লাভের আশায় নিজ গৃহ হইতে নির্গত হইলেন ॥ ৪৯—৫১ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক ব্যাসপ্রণীত মহাপুরাণ দেবীভাগবতের দ্বিতীয়-স্কন্ধে রুরুবৃত্তান্তকথন নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

---

* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে সার্দ্ধ এক পঞ্চাশৎ শ্লোক।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

তস্মিন্নেব দিনে নাম্না তক্ষকস্তং নৃপোত্তমম্।
শপ্তং জ্ঞাত্বা গৃহাত্তূর্ণং নিঃসৃতঃ পুরুষোত্তমঃ॥ ১॥
বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশেন তক্ষকঃ পথি নির্গতঃ।
অপশ্যৎ কশ্যপং মার্গে ব্রজন্তং নৃপতিং প্রতি॥ ২॥
তমপৃচ্ছৎ পন্নগোঽসৌ ব্রাহ্মণং মন্ত্রবাদিনম্।
ক ভবাংস্ত্বরিতো যাতি কিঞ্চ কার্য্যং চিকীর্ষতি॥ ৩॥

কশ্যপ উবাচ।

পরীক্ষিতং নৃপশ্রেষ্ঠং তক্ষকশ্চ প্রধক্ষ্যতি।
তত্রাহং ত্বরিতো যামি নৃপং কর্ত্তুমপজ্বরম্॥ ৪॥
মন্ত্রোঽস্তি মম বিপ্রেন্দ্র! বিষনাশকরঃ কিল।
জীবয়িষ্যাম্যহং তং বৈ জীবিতব্যেঽধুনা কিল॥ ৫॥

অষ্টাধিকৈঃ ষষ্টিপদ্যৈস্তক্ষকদ্বিজয়োঃ কথাম্।
সমাপ্য তক্ষকেণাথো রাজা মৃত ইতীর্য্যতে॥

তস্মিন্নেব দিনে ইতি। যস্মিন্দিনে কশ্যপো গৃহান্নির্গত স্তস্মিন্নেবেত্যর্থঃ। পুরুষোত্তমঃ পুরুষাকৃতিঃ সন্॥ ১॥ (কীদৃশরূপেণ পথি নির্গত ইত্যত আহ বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশেনেতি। নৃপতিং প্রতি পরীক্ষিতমুদ্দিশ্য ইত্যর্থঃ॥ ২॥ মন্ত্রজ্ঞব্রাহ্মণদর্শনেন সন্দিহানস্তক্ষকস্তস্য চিকীর্ষামব-গন্তুমপৃচ্ছৎ ক ভবানিতি। ত্বরিতস্ত্বরাযুক্তঃ॥ ৩॥ অপজ্বরং প্রশমিতবিষত্বেন লব্ধস্বাস্থ্যম্॥৪॥) জীবিতব্যে আয়ুষ্যে সতি। তদভাবে ব্রহ্মণাপি জীবয়িতুমশক্যত্বাদিতি॥ ৫॥ অহং স ইতি।

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! যে দিবস দ্বিজবর কশ্যপ গৃহ হইতে নির্গত হইলেন, সেই দিবসেই তক্ষক, নৃপবর পরীক্ষিৎকে ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত জানিয়া তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে নির্গত হইল এবং পরীক্ষিৎ-নৃপতির আরোগ্যের জন্য দ্বিজ কশ্যপ পথিমধ্যে গমন করিতেছেন ইহা দেখিতে পাইল॥১—২॥ তক্ষক সেই মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এত সত্বর কোথায় যাইতেছেন এবং কি কার্য্যের জন্যই বা অভিলাষী হইয়াছেন?॥ ৩॥

কশ্যপ কহিলেন, নৃপবর পরীক্ষিৎকে তক্ষকে দংশন করিবে শুনিয়াছি, এই জন্য আমি সেই নৃপতিকে আরোগ্য করিতে সত্বর সেই স্থানে গমন করিতেছি॥ ৪॥ দ্বিজবর! আমার

তক্ষক উবাচ।

অহং স পন্নগো ব্রহ্মন্! তং ধক্ষ্যামি মহীপতিম্।
নিবর্ত্তস্ব ন শক্তস্ত্বং ময়া দষ্টং চিকিৎসিতুম্॥ ৬॥

কশ্যপ উবাচ।

অহং দষ্টং ত্বয়া সর্প! নৃপং শপ্তং দ্বিজেন বৈ।
জীবয়িষ্যাম্যসন্দেহং কামং মন্ত্রবলেন বৈ॥ ৭॥

তক্ষক উবাচ।

যদি ত্বং জীবিতুং যাসি ময়া দষ্টং নৃপোত্তমম্।
মন্ত্রশক্তিবলং বিপ্র! দর্শয় ত্বং মমানঘ!।
ধক্ষ্যাম্যেনঞ্চ ন্যগ্রোধং বিষদংষ্ট্রাভিরদ্য বৈ॥ ৮॥

কশ্যপ উবাচ।

জীবয়িষ্যে ত্বয়া দষ্টং দগ্ধং বা পন্নগোত্তম!॥ ৯॥

সূত উবাচ।

অদশৎ পন্নগো বৃক্ষং ভস্মসাচ্চ চকার তম্।
উবাচ কশ্যপং ভূয়ো জীবয়ৈনং দ্বিজোত্তম!॥ ১০॥

যস্য বিষং নাশয়িতুমিচ্ছসি সোঽহং তক্ষকোঽস্মি রাজানমধুনৈব ধক্ষ্যামি ভস্মসাৎকরিষ্যামি ॥৬॥ অসন্দেহং মৃতশরীরম্ (নিশ্চয়মিতি বা) ॥৭॥ (কশ্যপস্য মন্ত্রবলং বিবিদিষুস্তস্য পরীক্ষার্থমাহ যদি ত্বমিতি। জীবিতুং জীবয়িতুমিত্যর্থঃ। মম ইতি সম্বন্ধবিবক্ষয়া ষষ্ঠী ॥৮॥) ন্যগ্রোধং বটম্॥ ৯ ॥

নিকট বিষনাশক মন্ত্র আছে, যদি এক্ষণে আয়ু থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি সেই মন্ত্রবলে তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিব॥ ৫॥

কশ্যপের এইকথা শ্রবণ করিয়া তক্ষক কহিল, বিপ্র! আমিই সেই তক্ষক নামক সর্প, আমিই সেই মহারাজকে দংশন করিব। তুমি নিবৃত্ত হও! কারণ, আমি যাহাকে দংশন করিব তুমি তাহাকে চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিতে সমর্থ হইবে না॥ ৬॥

কশ্যপ কহিলেন, তক্ষক! রাজা পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত হইয়াছেন বলিয়াই তুমি তাঁহাকে দংশন করিবে; কিন্তু, আমি নিশ্চয় বলিতেছি তুমি দংশন করিলে আমি মন্ত্রবলে তাঁহাকে বাঁচাইতে সমর্থ হইব ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই॥ ৭॥

তক্ষক কহিল, বিপ্রবর! আমি দংশন করিলে যদি সত্যই তুমি সেই নৃপতিকে বাঁচাইতে যাইতেছ, তবে অগ্রে আমাকে তোমার মন্ত্রের কতদূর শক্তি তাহা দেখাও? এক্ষণে আমি এই ন্যগ্রোধবৃক্ষকে বিষদন্ত দ্বারা দংশন করিতেছি। ইহা শুনিবামাত্র কশ্যপ কহিলেন, সর্পবর! তুমি এ বৃক্ষটীকে দংশনই কর অথবা বিষাগ্নিতে দগ্ধই কর, আমি নিশ্চয়ই এই বৃক্ষকে পুনরুজ্জীবিত করিব॥ ৮—৯॥

দৃষ্ট্বা ভস্মীকৃতং বৃক্ষং পন্নগেন বিষাগ্নিনা।
সর্ব্বং ভস্ম সমাহৃত্য কশ্যপো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥
পশ্য মন্ত্রবলং মেঽদ্য ন্যগ্রোধং পন্নগোত্তম ! ।
জীবয়াম্যদ্য বৃক্ষং বৈ পশ্যতস্তে মহাবিষ ! ॥ ১২ ॥
ইত্যুক্ত্বা জলমাদায় কশ্যপো মন্ত্রবিত্তমঃ ।
সিষেচ ভস্মরাশিং তং মন্ত্রিতেনৈব বারিণা ॥ ১৩ ॥
তদ্বারিসেচনাজ্জাতো ন্যগ্রোধঃ পূর্ব্ববচ্ছুভঃ ।
বিস্ময়ং তক্ষকঃ প্রাপ্তো দৃষ্ট্বা তং জীবিতং নগম্ ॥ ১৪ ॥
তদাহ কশ্যপং নাগঃ কিমর্থং তে পরিশ্রমঃ ।
সম্পাদয়ামি তং কামং ব্রূহি বাড়ব ! বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৫ ॥

কশ্যপ উবাচ ।

বিত্তার্থী নৃপতিং মত্বা শপ্তং পন্নগ ! নিঃসৃতঃ ।
গৃহাদহং চোপকর্ত্তুং বিদ্যয়া নৃপসত্তমম্ ॥ ১৬॥

(অদশদিতি। বৃক্ষং ন্যগ্রোধং ভস্মসাৎ চকার বিষাগ্নিনা দগ্ধং চকার। ভূয়ঃ পুনরপি উবাচ এতেন সোল্লুণ্ঠনোক্তিঃ সূচিতা ॥ ১০—১১ ॥ পশ্যেতি। মন্ত্রবলং মন্ত্রশক্তিম্। পশ্যতস্তে ইত্যত্রানাদরে ষষ্ঠী পশ্যন্তং ত্বামনাদৃত্য ইত্যর্থঃ ॥ ১২—১৩ ॥ পূর্ব্ববৎ যথাপূর্ব্বং শাখাপ্রশাখাদিসমেত ইত্যর্থঃ।) নগং বৃক্ষম্ ॥ ১৪ ॥ কিমর্থমিতি। কিং ধনলোভার্থমিত্থং প্রয়াসং করোষি অথবা প্রতিষ্ঠার্থমিত্যর্থঃ॥ ১৫ ॥ হে পন্নগ ! নৃপতিং শপ্তং মত্বা বিদ্যয়া সঞ্জীবন্ত্যা নৃপসত্তমমুপকর্ত্তুং বিত্তার্থঞ্চ গৃহাদহং নিঃসৃত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥ সকামোঽহমিতি।

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! তক্ষক সেই বৃক্ষটীকে দংশন করিয়া ভস্মসাৎ করিল এবং গর্ব্বসহকারে পুনর্ব্বার কশ্যপকে কহিল, ওহে বিপ্রবর ! এক্ষণে এই বৃক্ষটীকে জীবিত কর ॥ ১০ ॥ কশ্যপ বৃক্ষটীকে তক্ষকের বিষবহ্নি দ্বারা ভস্মীকৃত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত ভস্ম সংগ্রহ পূর্ব্বক বলিলেন,ওহে সর্পবর! তোমার বিষ অতিশয় তীক্ষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়াছি। এক্ষণে, আমার মন্ত্রবল দেখ? আমি এই ন্যগ্রোধবৃক্ষটীকে তোমার সম্মুখেই বাঁচাইতেছি ॥১১—১২॥ সেই মন্ত্রজ্ঞশ্রেষ্ঠ কশ্যপ এই কথা বলিয়াই জলগ্রহণ করিলেন, এবং সেই জল মন্ত্রপূত করিয়া ভস্মরাশির উপর সেচন করিলেন ॥ ১৩॥ ঋষিগণ ! এই জল সেচন করিবামাত্র ন্যগ্রোধবৃক্ষ পূর্ব্বের ন্যায় শাখা প্রশাখাদির সহিত পুনর্জ্জীবিত হইল। তক্ষক বৃক্ষকে জীবিত দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল ॥ ১৪ ॥ অনন্তর, তক্ষক কশ্যপকে বলিল, ব্রহ্মন্ ! তুমি এত পরিশ্রম করিয়া কিজন্য রাজার নিকট যাইতেছ ? তোমার অভিলাষ কি আমি তাহা সম্পন্ন করিতেছি ॥ ১৫ ॥

তক্ষক উবাচ।

বিত্তং গৃহাণ বিপ্রেন্দ্র! যাবদিচ্ছসি পার্থিবাৎ।
দামি স্বগৃহং যাহি সকামোঽহং ভবাম্যতঃ॥ ১৭॥

সূত উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য কশ্যপঃ পরমার্থবিৎ।
চিন্তয়ামাস মনসা কিং করোমি পুনঃপুনঃ॥ ১৮॥
ধনং গৃহীত্বা স্বগৃহং প্রয়ামি যদ্যহং পুনঃ।
ভবিষ্যতি ন মে কীর্ত্তির্লোকে লোভসমাশ্রয়াৎ॥ ১৯॥
জীবিতেঽথ নৃপশ্রেষ্ঠে কীর্ত্তিঃ স্যাদচলা মম।
ধনপ্রাপ্তিশ্চ বহুধা ভবেৎ পুণ্যঞ্চ জীবনাৎ॥ ২০॥
রক্ষণীয়ং যশঃ কামং ধিগ্‌ধনং যশসা বিনা।
সর্ব্বস্বং রঘুণা পূর্ব্বং দত্তং বিপ্রায় কীর্ত্তয়ে॥ ২১॥

অতস্তব গমনাদহং সকামঃ পূর্ণকামো ভবামি ভবিষ্যামীত্যর্থঃ॥ ১৭॥ (তদিতি। তস্য তক্ষকস্য তৎ পূর্ব্বোক্তং বিত্তপ্রলোভনকরং বাক্যং শ্রুত্বা অধুনাহং কিং করোমি রাজসমীপং গচ্ছামি ন বা ইত্যাদিকং চিন্তয়ামাস॥ ১৮॥) রাজানং ন গত্বা তক্ষকান্মধ্যে এব ধনগ্রহণে ধনং তু লব্ধং পরন্তু রাজসঞ্জীবনজন্যা মহতী কীর্ত্তির্ন স্যাৎ॥ ১৯॥ গমনে তু ফলত্রয়ং ভবিষ্যতীত্যাহ জীবিতেঽথেতি॥ ২০॥ (কীর্ত্তিধনয়োর্গুরুলঘুত্বং সূচয়ন্নাহ রক্ষণীয়মিতি। যশ এব সর্ব্বথা রক্ষণীয়ং যশসা বিনা ধনং ধিক্ কীর্ত্তিরহিতধনলাভেনালমিত্যর্থঃ। ইদমেব

কশ্যপ কহিলেন, তক্ষক! আমি নৃপতিকে সর্পদংশন-শাপে অভিশপ্ত জানিয়া মন্ত্রবলে তাঁহাকে নীরোগ করিয়া তাহার উপকার সাধনপূর্ব্বক কিছু ধন পাইব এই আশায় গৃহ হইতে নির্গত হইয়াছি॥ ১৬॥

তক্ষক কশ্যপের এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, বিপ্রবর! তুমি রাজা পরীক্ষিতের নিকট হইতে যত ধন পাইতে ইচ্ছা কর তাহা আমি প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর এবং গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হও; তাহা হইলেই আমি পূর্ণমনোরথ হই॥ ১৭॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! পরমমন্ত্রশক্তি-সম্পন্ন সেই কশ্যপ তক্ষকের এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে আমি কি করি, যদি ধন গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে এই লোভ জন্য জগতে ত আমার যশ হইবে না; আর যদি নৃপবর পরীক্ষিৎ জীবন লাভ করেন, তাহা হইলে ইহ জগতে আমার অচলা কীর্ত্তি থাকিবে অথচ আমিও বহু ধন লাভ করিব এবং জীবন দান হেতু আমার মহৎপুণ্যও হইবে॥ ১৮—২০॥ অতএব, সর্ব্বপ্রকারে যশোরক্ষা করাই কর্ত্তব্য; যে ধনলাভে যশ নাই সে লাভকে ধিক্! পূর্ব্বকালে রঘুরাজ যশের জন্যই যাচক ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া-

হরিশ্চন্দ্রেণ কর্ণেন কীর্ত্ত্যর্থং বহুবিস্তরম্।
উপেক্ষেয়ং কথং ভূপং দহ্যমানং বিষাগ্নিনা ॥ ২২ ॥
জীবিতেঽদ্য ময়া রাজ্ঞি সুখং সর্ব্বজনস্য চ।
অরাজকে প্রজানাশো ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥
প্রজানাশস্য পাপং মে ভবিষ্যতি মৃতে নৃপে।
অপকীর্ত্তিশ্চ লোকেষু ধনলোভাদ্ভবিষ্যতি ॥ ২৪ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা ধ্যানং কৃত্বা স কশ্যপঃ।
গতায়ুষঞ্চ নৃপতিং জ্ঞাতবান্ বুদ্ধিমত্তরঃ ॥ ২৫ ॥
আপন্নমৃত্যুং রাজানং জ্ঞাত্বা ধ্যানেন কশ্যপঃ।
গৃহং যযৌ স ধর্ম্মাত্মা ধনমাদায় তক্ষকাৎ ॥ ২৬ ॥
নিবর্ত্ত্য কশ্যপং সর্পঃ সপ্তমে দিবসে নৃপম্।
হন্তুকামো জগামাশু নগরং নাগসাহ্বয়ম্ ॥ ২৭ ॥

দৃষ্টান্তেন সমর্থয়ন্নাহ সর্ব্বস্বমিতি ॥ ২১ ॥) উপেক্ষেয়ং কথমুপেক্ষাং কুর্য্যামহম্ ॥ ২২ ॥ ময়া ধার্ম্মিকে রাজ্ঞি জীবিতে সর্ব্বজনসুখং স্যাদিত্যপি মহাফলম্। অজীবিতে তু দোষপ্রাপ্তিশ্চ ফলম্ ॥ ২৩ ॥ অহো! ধনলোভেন দুষ্টেনাঽনেন ধার্ম্মিকো রাজা ন রক্ষিতঃ প্রজাশ্চ নাশিতা ইত্যপকীর্ত্তিঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ ইতি বিচার্য্যাঽধুনা ময়া কিংকর্ত্তব্যমিতি নিশ্চেতুং যোগজজ্ঞানেন ধ্যানং কৃতবাংস্তস্মিংশ্চ ধ্যানে গতায়ুষং নৃপতিং জ্ঞাতবান্ ॥ ২৫ ॥ (আপন্নমৃত্যুমিতি। যোগী কশ্যপস্তু ধ্যানেন রাজানং পরীক্ষিতঃ আপন্নমৃত্যুং সন্নিহিতমরণং বিজ্ঞায় তক্ষকাৎ ধনং গৃহীত্বা স্বগৃহং যযৌ। তক্ষকদংশনাৎ পরং রাজাসৌ কেনোপায়েনাপি ন জীবিষ্যতীতি যদায়ং যোগবলেন জ্ঞাতবান্ তদৈব তক্ষকাৎ ধনং জগ্রাহ অন্যথা তাদৃশধর্ম্মাত্মনাং কথমেতাদৃশী নীচপ্রবৃত্তিঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥ নিবর্ত্ত্যেতি। সর্পস্তক্ষকঃ কশ্যপং কীর্ত্তিবিনাশসমুদ্যতমিতি

ছিলেন। কেবল রঘুরাজ কেন? মহারাজ হরিশ্চন্দ্র এবং কর্ণও কীর্ত্তির নিমিত্ত অনেক করিয়াছেন। আর বিশেষত নৃপতি বিষাগ্নির দ্বারা দহ্যমান হইবেন ইহা জানিয়াও আমি কি করিয়া উপেক্ষা করিব? ॥২১-২২॥ যদি আজ আমি রাজাকে জীবিত করিতে পারি তাহা হইলে সকল লোকেরই সুখ সাধন করা হইবে; কারণ, অরাজক হইলে নিশ্চয়ই প্রজা নাশ হইবে ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২৩ ॥ আর এক কথা, রাজার মৃত্যু হইলে যে প্রজানাশ হইবে তাহার পাপ আমারই হইবে; আর নিশ্চয়ই এই ধনলোভ বশতঃ সর্ব্বত্র আমার অপযশ হইবে ॥২৪॥ ঋষিগণ! সেই বুদ্ধিমান্ কশ্যপ এইরূপে মনে মনে নানাবিধ চিন্তা করিয়া পরে ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন যে পরীক্ষিতের পরমায়ু শেষ হইয়াছে। অতএব, তাঁহার মৃত্যু আসন্ন ইহা স্থির করিয়া তক্ষকের নিকট হইতে ধন গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে প্রতিগমন করিলেন ॥ ২৫—২৬ ॥

তক্ষক এইরূপে দ্বিজবর কশ্যপকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সপ্তম দিবসে রাজাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া শীঘ্র হস্তিনাপুরে গমন করিলেন এবং নগরের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া

শুশ্রাব নগরস্যান্তে প্রাসাদস্থং পরীক্ষিতম্।
মণিমন্ত্রৌষধৈঃ কামং রক্ষ্যমাণমতন্দ্রিতম্ ॥ ২৮ ॥
চিন্তাবিষ্টস্তদা নাগো বিপ্রশাপভয়াকুলঃ।
চিন্তয়ামাস যোগেন প্রবিশেয়ং গৃহং কথম্ ॥ ২৯ ॥
বঞ্চয়ামি কথঞ্চৈনং রাজানং পাপকারিণম্।
বিপ্রশাপাদ্ধতং মূঢ়ং বিপ্রপীড়াকরং শঠম্ ॥ ॥ ৩০ ॥
পাণ্ডবানাং কুলে জাতঃ কোঽপি নৈতাদৃশো ভবেৎ।
তাপসস্য গলে যেন মৃতঃ সর্পো নিবেশিতঃ ॥ ৩১ ॥
কৃত্বা বিগর্হিতং কর্ম্ম জানন্ কালগতিং নৃপঃ।
রক্ষকান্ ভবনে কৃত্বা প্রাসাদমভিগম্য চ ॥ ৩২ ॥
মৃত্যুং বঞ্চয়তে রাজা বর্ত্ততেঽদ্য নিরাকুলঃ।
তং কথং ধক্ষয়িষ্যামি বিপ্রবাক্যেন চোদিতঃ ॥ ৩৩ ॥
ন জানাতি চ মন্দাত্মা মরণে হ্যনিবর্ত্তনম্।
তেনাসৌ রক্ষকান্ স্থাপ্য সৌধারূঢ়োঽদ্য মোদতে ॥ ৩৪ ॥

ভাবঃ। নিবর্ত্ত্য পূর্ব্বোক্তধনদানাদিকৌশলেনেত্যর্থঃ। সপ্তমে দিবসে রাজানং জিঘাংসুর্হস্তিনাপুরং গতবান্॥ ২৭—২৮॥) বিপ্রশাপভয়াকুল ইতি। যদি রাজা ময়া ন দশ্যতে তদা রাজশাপদাতা ব্রাহ্মণো মাং শপেদিতি ভয়াকুল ইত্যর্থঃ। যোগেন কেনোপায়েনেত্যর্থঃ॥ ২৯॥ (বঞ্চয়ামীতি। রাজা তু মণিমন্ত্রৌষধাদিভির্মাং বঞ্চয়িতুং সমুদ্যতঃ অতঃ শঠে শাঠ্যং সমাচরেদিতি ন্যায়তঃ কথং কেন প্রকারেণ অহমপি এনং শঠং বঞ্চয়ামি। বিপ্রশাপাদিতি। অহো যদৈব ব্রহ্মশাপো জাতস্তদৈবায়ং মৃতঃ কিন্তু মূঢ়োঽয়ং পাপকারী তদপি ন জানাতীতি ভাবঃ॥ ৩০॥ অধুনা রাজানং তিরস্কুর্ব্বন্নাহ। পাণ্ডবানামিতি। ব্রাহ্মণাবমাননা পাণ্ডবকুলোৎপন্নেন কেনাপি ন কৃতা অনেন তু কৃতা অতোঽয়ং পাণ্ডবকুলাঙ্গার ইতি ভাবঃ॥ ৩১॥ কৃত্বেতি। বিগর্হিতং নিন্দিতং কর্ম্ম দ্বিজাবমাননারূপমিত্যর্থঃ। কালস্য গতিং

শুনিলেন যে, পরীক্ষিত মণিমন্ত্র-ঔষধি দ্বারা সুরক্ষিত প্রাসাদে সতর্কতার সহিত বাস করিতেছেন ॥ ২৭—২৮॥ তক্ষক ইহা শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে, যদি আমি সপ্তম দিবসে রাজাকে দংশন করিতে না পারি তাহা হইলে নিশ্চয়ই শৃঙ্গী মুনি আমাকে শাপপ্রদান করিবেন; এক্ষণে কিরূপে এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করি এবং কিরূপেই বা ব্রাহ্মণপীড়াকর পাপকার্য্যকারী অতএব ব্রহ্মশাপে মৃতপ্রায় এই শঠ রাজাকে বঞ্চনা করি॥ ২৯—৩০॥ হায়! পাণ্ডববংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়া তপস্বিদিগের গলদেশে মৃত সর্প প্রদান করে এরূপ ত কেহই হয় নাই॥ ৩১॥ এই মূঢ় রাজা নিন্দিত কর্ম্ম করিয়া কালের কুটিলগতি জানিয়াও রক্ষকগণ নিযুক্ত করিয়া নিরাকুলচিত্তে প্রাসাদমধ্যে বাস করিয়া

যদি বৈ বিহিতো মৃত্যুর্দৈবেনামিততেজসা।
স কথং পরিবর্ত্তেত কৃতৈর্যত্নৈস্তু কোটিভিঃ ॥ ৩৫ ॥
পাণ্ডবস্য চ দায়াদো জানন্ মৃত্যুং গতং নৃপঃ।
জীবনে মতিমাস্থায় স্থিতঃ স্থানে নিরাকুলঃ ॥ ৩৬ ॥
দানপুণ্যাদিকং রাজা কর্ত্তুমর্হতি সর্ব্বথা।
ধর্ম্মেণ হন্যতে ব্যাধির্যেনায়ুঃ শাশ্বতং ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥
নোচেন্মৃত্যুবিধিং কৃত্বা স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
মরণং স্বর্গলোকায় নরকায়ান্যথা ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥
দ্বিজপীড়াকৃতং পাপং পৃথগ্বাস্য চ ভূপতেঃ।
বিপ্রশাপস্তথা ঘোর আসন্নে মরণে কিল ॥ ৩৯ ॥

কালগতির্হি নিবার্য্যৈব ইতি জানন্নপি ॥ ৩২—৩৩ ॥ ন জানাতীতি। মন্দাত্মা মূঢ়োঽয়ং মরণে অনিবর্ত্তনং জীবানাং স্থিরমৃত্যুত্বং ন জানাতি তেনৈব সৌধে প্রাসাদে আরূঢ়ঃ সন্ মোদতে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৪—৩৫ ॥) মৃত্যুং গতং নষ্টমিতি জানন্। জীবনে মতিং বুদ্ধিমাস্থায়েত্যর্থঃ ॥৩৬॥ ভবেদিতি। ইতি হেতোরিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ নোচেদিতি। যদ্যেতস্য মনসি নোচেত্তর্হি মৃত্যুবিধিং আসন্নমৃত্যোর্যো বিধিস্তং কৃত্বা স্নানদানাদিক্রিয়াঃ কৃত্বা স্বর্গলোকায় স্বর্গলোকং গন্তুং মরণং প্রতীক্ষেত। অন্যথা স্নানাদিক্রিয়াঽভাবে মরণং নরকায় ভবেদিতি ভয়ান্ন চ তথাঽয়ং করোতি তস্মান্মৃত্যুং জিতবানহমিতি জানাতীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ দ্বিজপীড়াকৃতং পাপমস্য জাতং তথা বিপ্রশাপোঽপি জাতস্তাবুভাবপ্যাসন্নমরণে এব ভবতো নান্যথা তস্মাদয়মাসন্নমরণ ইত্যর্থঃ।

মৃত্যুকে বঞ্চনা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। আমি এক্ষণে, ব্রহ্মবাক্যে প্রেরিত হইয়াও কি উপায়ে ইহাঁকে দংশন করিব ॥ ৩২—৩৩ ॥ এই দুর্ব্বুদ্ধি ত জানিতে পারিতেছে না যে, মৃত্যু কখন নিবৃত্ত হইবার নয়। বোধ হয় এই জন্যই এক্ষণে রক্ষকগণকে নিযুক্ত করিয়া প্রাসাদে আরোহণ পূর্ব্বক আমোদ করিতেছে ॥ ৩৪ ॥ হায়! অমিতপরাক্রমশালী দৈব যদি মৃত্যু স্থির করিয়া থাকে তাহা হইলে কোটি কোটি যত্ন দ্বারাও সে যে কখনই প্রতিনিবৃত্ত হইবে না বোধ হয় এ মূঢ় তাহা অবগত নহে ॥ ৩৫ ॥ ইহাও অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, পরীক্ষিৎ পাণ্ডববংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়া এবং মৃত্যুই স্থির ইহা জানিয়াও জীবনের আশা করিয়া নিরাকুলচিত্তে প্রাসাদমধ্যে বাস করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥ আমার মতে এক্ষণে সর্ব্বপ্রকারে রাজার দান পুণ্যাদি কর্ম্ম করা উচিত। কারণ, ধর্ম্ম দ্বারা ব্যাধিনাশ এবং দীর্ঘজীবনও লাভ হইতে পারে। আর যদি তাহাই না হয়, তথাপি মৃত্যুকালে কর্ত্তব্য স্নানদানাদি পুণ্যকর্ম্ম করিয়া মৃত্যুলাভ হইলে স্বর্গে গমন হইবে; অন্যথা নরকে যাইতে হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩৭—৩৮ ॥ একে ত ব্রাহ্মণ-পীড়ন জন্য গুরুতর পাপ! তাহাতে আবার ঘোর ব্রহ্মশাপ!! ইহার মধ্যে প্রত্যেকটী পৃথক্‌রূপে যে আসন্ন মৃত্যুর কারণ, তাহা কি এই মূঢ়

ন কোঽপি ব্রাহ্মণঃ পার্শ্বে য এবং প্রতিবোধয়েৎ।
বেধসা বিহিতো মৃত্যুরনিবার্য্যস্তু সর্ব্বথা ॥ ৪০ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য সর্পোঽসৌ স্বান্নাগান্নিকটে স্থিতান্।
কৃত্বা তাপসবেশাংস্তান্ প্রাহিণোৎ স্বভুজঙ্গমান্ ॥ ৪১ ॥
ফলমূলাদিকং গৃহ্য রাজ্ঞে নাগোঽথ তক্ষকঃ।
স্বয়ঞ্চ কীটরূপেণ ফলমধ্যে সসার হ ॥ ৪২ ॥
নির্গতাস্তে তদা নাগাঃ ফলান্যাদায় সত্বরাঃ।
তে রাজভবনং প্রাপ্য স্থিতাঃ প্রাসাদসন্নিধৌ ॥ ৪৩ ॥
রক্ষকাস্তাপসান্ দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছুস্তচ্চিকীর্ষিতম্।
ঊচুস্তে ভূপতিং দ্রষ্টুং প্রাপ্তাঃ স্মোঽদ্য তপোবনাৎ ॥ ৪৪ ॥
অভিমন্যুসুতং বীরং কুলার্কং চারুদর্শনম্।
পরিবর্দ্ধয়িতুং প্রাপ্তা মন্ত্রৈরাথর্ব্বণৈস্তথা ॥ ৪৫ ॥
নিবেদয়ধ্বং রাজানং দর্শনার্থাগতান্মুনীন্।
কৃত্বাভিষেকান্ যাস্যামো দত্ত্বা মিষ্টফলানি চ ॥ ৪৬ ॥

ইদং স্বয়ং ন জানাত্যেতাদৃশো মূঢ়োঽয়মিতি ভাবঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥ (অধুনা পরীক্ষিতোবঞ্চনে তক্ষকস্য চাতুর্য্যং বর্ণয়ন্নাহ কৃত্বেতি ॥ ৪১ ॥) গৃহ্যেতি ল্যবন্তমার্ষং সংগৃহ্যেত্যর্থঃ। সসার গতবান্ ॥ ৪২—৪৪ ॥ (রাজানং প্রলোভয়িতুমাহ পরিবর্দ্ধয়িতুমিতি। আথর্ব্বণৈরথর্ব্ববেদোক্তৈঃ ॥ ৪৫ ॥ অভিষেকান্ কৃত্বা আশীর্ব্বাদসলিলৈরিতি শেষঃ। তথা মিষ্টফলানি দত্ত্বা

জানিতে পারিতেছে না ॥ ৩৯ ॥ হায়! এমন কোন সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণ কি ইহার নিকটে নাই; যিনি দৈব-বিহিত মৃত্যু সর্ব্বপ্রকারে অনিবার্য্য, ইহা সম্যক্‌রূপে ইহাকে বুঝাইয়া দেন ॥৪০॥

তক্ষক এইরূপে নানাবিধ চিন্তা করত নিকটস্থিত আত্মীয় সর্পগণকে তপস্বিবেশে কতকগুলি ফলমূলাদি গ্রহণ করাইয়া রাজাকে প্রদান করিবার জন্য রাজনিকটে প্রেরণ করিল এবং স্বয়ং কীটরূপ ধারণ করিয়া সেই ফলমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৪১—৪২ ॥ অনন্তর, সেই সর্পসকল ফল গ্রহণ করিয়া শীঘ্র রাজভবনে যাইয়া যে প্রাসাদে রাজা পরীক্ষিৎ আছেন সেই প্রাসাদনিকটে উপস্থিত হইল ॥ ৪৩ ॥ রক্ষকগণ তপস্বীদিগকে দেখিয়া তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। অনন্তর, সেই তপস্বিবেশধারী সর্পগণ কহিল যে, অদ্য আমরা পাণ্ডববংশের সূর্য্যস্বরূপ সেই বীরবর অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিৎকে দেখিবার জন্য এবং অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য তপোবন হইতে আসিয়াছি ॥ ৪৪—৪৫ ॥ রক্ষকগণ! তোমরা শীঘ্র রাজাকে জানাও যে, আপনাকে দেখিবার জন্য কতকগুলি মুনি আসিয়াছেন। দেখ, আমরা রাজাকে আশীর্ব্বাদ-সলিলে অভিষেক করিয়া

ভারতানাং কুলে ক্বাপি ন দৃষ্টা দ্বাররক্ষকাঃ।
ন শ্রুতং তাপসানান্তু রাজ্ঞোঽসন্দর্শনং কিল ॥ ৪৭ ॥
আরোহামো বয়ং তত্র যত্র রাজা পরীক্ষিতঃ।
আশীর্ভির্ব্বর্দ্ধয়িত্বৈনং দত্তাজ্ঞাঃ প্রব্রজামহে ॥ ৪৮ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তেষাং তাপসানান্তু রক্ষকাঃ।
প্রত্যূচুস্তান্ দ্বিজান্মত্বা নিদেশং ভূপতের্যথা ॥ ৪৯ ॥
নাদ্য বো দর্শনং বিপ্রা রাজ্ঞঃ স্যাদিতি নো মতিঃ।
শ্বঃ সর্ব্বতাপসৈরত্র ত্বাগন্তব্যং নৃপালয়ে ॥ ৫০ ॥
অনারোহস্তু প্রাসাদো বিপ্রাণাং মুনিসত্তমাঃ!।
বিপ্রশাপভয়াদ্রাজ্ঞা বিহিতোঽস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥
তদোচুস্তানথো বিপ্রাঃ ফলমূলজলানি চ।
বিপ্রাশিষশ্চ রাজ্ঞেঽথ গ্রাহয়ন্তু সুরক্ষকাঃ ॥ ৫২ ॥

চ যাস্যাম ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৬ ॥) রাজ্ঞঃ অসন্দর্শনমিতিচ্ছেদঃ ॥ ৪৭—৪৮ ॥ (প্রত্যূচুরিতি। ভূপতেঃ পরীক্ষিতো যথা নিদেশং আদেশং প্রাসাদারোহণনিষেধাদিরূপমিত্যর্থঃ। তথা রক্ষকাস্তান্ ব্রাহ্মণবেশধারিণো নাগান্ দ্বিজান্ মত্বা ব্রাহ্মণত্বেনাবধার্য্য প্রত্যূচুঃ ॥ ৪৯ ॥ রাজনিদেশপ্রকারমাহ নাদ্যেতি। অদ্য বো যুষ্মাকং সম্বন্ধে রাজ্ঞো দর্শনং ন স্যাৎ নোঽস্মাকং ইতি মতিঃ বয়ং ইত্যেবং মন্যামহে ইত্যর্থঃ। অতঃ শ্বঃ আগামিদিনে সর্ব্বৈঃ পুনরত্র নৃপালয়ে আগন্তব্যং রাজদর্শনায় ইতি শেষঃ ॥ ৫০ ॥ রাজ্ঞোঽদর্শনে কারণমাহ অনারোহ ইতি। প্রাসাদোঽয়ং বিপ্রাণামপি অনারোহঃ আরোহণাযোগ্যঃ। নন্থু বিপ্রা নির্ব্বিবাদেন সর্ব্বত্র গচ্ছন্তি কদাপি ব্রাহ্মণেভ্যঃ কস্যাপি ভীতির্নাস্তীত্যাহ বিপ্রশাপভয়াদিতি ॥ ৫১ ॥ তদেতি।

এবং এই মিষ্ট ফলগুলি তাঁহাকে প্রদান করিয়া প্রস্থান করিব ॥ ৪৬ ॥ ভাল, ইতিপূর্ব্বে ত কখনই ভারতবংশে এরূপ দ্বার রক্ষক নিযুক্ত দেখি নাই অথবা তপস্বিগণের রাজ-দর্শনের অলাভও কখন শ্রবণ করি নাই ॥ ৪৭ ॥ রক্ষকগণ! রাজা পরীক্ষিৎ যে স্থানে আছেন আমরা সেই স্থানে যাইব এবং রাজাকে আশীর্ব্বাদ দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিয়া প্রস্থান করিব ॥৪৮॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! রক্ষিপুরুষ সকল সেই তপস্বিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভূপতির আদেশ মত তাঁহাদিগকে বলিল ॥ ৪৯ ॥ বিপ্রগণ! বোধ হয় অদ্য রাজার সহিত আপনাদের সাক্ষাৎ হইবে না; অতএব আপনারা কল্য সকলেই এই রাজগৃহে আগমন করিবেন ॥ ৫০ ॥ তপস্বিগণ! এই প্রাসাদে ব্রাহ্মণগণের আরোহণ করিবার উপায় নাই; কারণ, রাজা ব্রহ্মশাপে ভীত হইয়াই যে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥৫১॥ অনন্তর, বিপ্রগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে বলিল যে, রক্ষিগণ! তোমরা

তে গত্বা নৃপতিং প্রোচুস্তাপসানাগতাঞ্জনাঃ।
রাজোবাচানয়ধ্বং বৈ ফলমূলাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৫৩ ॥
পৃচ্ছধ্বং তাপসান্ কার্য্যং প্রাতরাগমনং পুনঃ।
প্রণামং কথয়ধ্বং মে নাদ্য সন্দর্শনং মম ॥ ৫৪ ॥
তে গত্বাথ সমাদায় ফলমূলাদিকঞ্চ যৎ।
রাজ্ঞে সমর্পয়ামাসুর্ব্বহুমানপুরঃসরম্ ॥ ৫৫ ॥
গতেষু তেষু নাগেষু বিপ্রবেশাবৃতেষু চ।
ফলান্যাদায় রাজাসৌ সচিবানিদমব্রবীৎ ॥ ৫৬ ॥
সুহৃদো ভক্ষয়ন্ত্বদ্য ফলান্যেতানি সর্ব্বশঃ।
অদ্যহং চৈকমেতদ্বৈ ফলং বিপ্রার্পিতং মহৎ ॥ ৫৭ ॥
ইত্যুক্ত্বা তৎ ফলং দত্ত্বা সুহৃদ্ভ্যশ্চোত্তরাসুতঃ।
করে কৃত্বা ফলং পক্কং দদার নৃপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৮ ॥
বিদারিতং ফলং রাজ্ঞা তত্র কৃমিরভূদণুঃ।
স কৃষ্ণনয়নস্তাম্রো দৃষ্টো ভূপতিনা স্বয়ম্ ॥ ৫৯ ॥

অথো অনন্তরং বিপ্রাঃ বিপ্রবেশধ্যারিণস্তদা যদা কেনাপ্যুপায়েন প্রাসাদমারোঢুং ন সমর্থাস্তদৈব ইত্যর্থঃ। তান্ রক্ষকান্ উচুঃ। ভোঃ সুরক্ষকাঃ এতেন তেষাং যথাবৎ কর্ত্তব্যতাপালকত্বং সূচিতম্। এতানি ফলমূলজলানি অস্মদাশিষশ্চ রাজ্ঞে গ্রাহয়ন্তু ভবন্তু ইতি শেষঃ ॥৫২—৫৩॥) কিং কার্য্যমিতি পৃচ্ছধ্বং প্রাতরাগমনং যুষ্মাকং ভবত্বিতি শেষঃ ॥৫৪—৫৬॥ (সু শোভনং হৃৎ হৃদয়ং যেষাং তে সুহৃদো বান্ধবাঃ ॥ ৫৭—৫৯ ॥) ন মে ভয়মিতি। সপ্তম-

---

যথার্থই তোমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য প্রতিপালন করিতেছ; এক্ষণে আশীর্ব্বাদরূপ এই ফল মূল এবং জল লইয়া রাজাকে প্রদান কর ॥ ৫২ ॥ অনন্তর, রক্ষিগণ রাজার নিকটে গমন করিয়া আগত তপস্বিগণের সমস্ত কথা বলিল। রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, তোমরা সমস্ত ফলমূলাদি এই স্থানে আনয়ন কর এবং তপস্বিগণকে আমার প্রণাম জানাইয়া বল যে, আমার নিকট তাহাদের কি প্রয়োজন? অদ্য আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, কল্য প্রাতে যেন পুনর্ব্বার আগমন করেন ॥ ৫৩—৫৪ ॥ রক্ষিগণ রাজার এই আদেশ পাইয়া সেই সমস্ত ফলমূলাদি গ্রহণ করত বহুসম্মান পূর্ব্বক রাজাকে সমর্পণ করিল ॥৫৫॥ এইরূপে সেই ব্রাহ্মণবেশধারি সর্প সকল প্রস্থান করিলে পর, রাজা পরীক্ষিৎ ফল সকল গ্রহণ করিয়া মন্ত্রিগণকে বলিল, মন্ত্রিগণ! তোমরা আমার পরম বন্ধু, অতএব এ সমস্ত ফল তোমরাই ভক্ষণ কর এবং বিপ্র-প্রদত্ত বলিয়া ইহার মধ্য হইতে একটী মাত্র আমি ভক্ষণ করি ॥ ৫৬—৫৭ ॥ উত্তরাপুত্র পরীক্ষিৎ এই কথা বলিয়া এবং বন্ধুবর্গকে সেই সমস্ত ফল প্রদান করিয়া তন্মধ্য হইতে নিজে একটী সুপক্ক ফল লইয়া বিদীর্ণ করিলেন ॥ ৫৮ ॥ ফল বিদারিত হইবামাত্র তন্মধ্যে

তং দৃষ্ট্বা নৃপতিঃ প্রাহ সচিবান্বিস্মিতানথ।
অস্তমভ্যেতি সবিতা বিষাদদ্য ন মে ভয়ম্‌ ॥ ৬০ ॥
অঙ্গীকরোমি তং শাপং ক্বমিকো মাং দশত্বয়ম্‌।
এবমুক্ত্বা স রাজেন্দ্রো গ্রীবায়াং সন্ন্যবেশয়ৎ ॥ ৬১ ॥
অস্তং যাতে দিবানাথে ধৃতঃ কণ্ঠেঽথ কীটকঃ।
তক্ষকস্তু তদা জাতঃ কালরূপো ভয়ানকঃ ॥ ৬২ ॥
রাজা সংবেষ্টিতস্তেন দষ্টশ্চাপি মহীপতিঃ।
মন্ত্রিণো বিস্ময়ং প্রাপ্তা রুরুদুর্ভৃশদুঃখিতাঃ ॥ ৬৩ ॥
ঘোররূপমহিং বীক্ষ্য দুদ্রুবুস্তে ভয়ার্দ্দিতাঃ।
চুক্রুশূ রক্ষকাঃ সর্ব্বে হাহাকারো মহানভূৎ ॥ ৬৪ ॥
বেষ্টিতো ভোগিভোগেন বিনষ্টবহুপৌরুষঃ।
নোবাচ নৃপতিঃ কিঞ্চিন্ন চচালোত্তরাসুতঃ ॥ ৬৫ ॥

দিবসস্যান্তং গতে সবিতরি তক্ষকস্যাভাবেন তক্ষকবিষজন্যমরণভয়স্য গতত্বাদিতি ভাবঃ ॥৬০॥ অথ ব্রাহ্মণশাপসার্থক্যায় গ্রীবায়ামেনং কীটং স্থাপয়ামি স চ মাং দশতু তেন দষ্টে সতি তক্ষকসদৃশকীটদংশনেনাপি যথাকথঞ্চিদ্‌ব্রাহ্মণবাক্যসার্থক্যং ভবিষ্যতীত্যভিপ্রায়েণাহ অঙ্গী-করোমীতি। ব্রাহ্মণবাক্যনৈরর্থক্যাভাবায়েত্যর্থঃ। অঙ্গীকরোমীত্যনেন রাজ্ঞ উন্মাদশ্চ ধ্বনিতঃ ॥ ৬১ ॥ অস্তং যাতে ইতি। অস্তগমনসময়ে এবেতি ভাবঃ। তথাচ দিবৈব মরণেন ব্রাহ্মণশাপো যথার্থো জাত ইতি বোধ্যম্‌ ॥৬২—৬৪॥ ন চচাল ধৈর্য্যাদিতি শেষঃ ॥৬৫—৬৭॥

একটী ক্ষুদ্র কীট উৎপন্ন হইল। রাজা স্বয়ং সেই কীটকে কৃষ্ণলোচন এবং তাম্রবর্ণ নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ৫৯ ॥ অনন্তর, মন্ত্রিবর্গ ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কিন্তু রাজা এই কীট দেখিয়া বিস্মিত মন্ত্রিগণকে বলিলেন, অদ্য সূর্য্যদেব অস্ত যাইতেছেন এক্ষণে আমার তক্ষক বিষ হইতে আর ভয় নাই। অতএব, সেই ব্রহ্মশাপের মান্য রক্ষা করি, এই উৎপন্ন কীট আমাকে দংশন করুক। রাজা পরীক্ষিৎ এই কথা বলিয়াই তাহাকে গ্রীবাদেশে স্থাপন করিলেন ॥ ৬০—৬১ ॥

অনন্তর, সূর্য্যের অস্তগমন সময়ে যেমন ইহা কণ্ঠদেশে ধৃত হইল অমনি সেই ক্ষুদ্র কীট ভয়ানক কালস্বরূপ তক্ষক-মূর্ত্তি ধারণ করিল এবং রাজাকে বেষ্টন করিয়াই দংশন করিল। মন্ত্রিগণ ইহা দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইল এবং অতিশয় দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৬২—৬৩॥ সকলেই সেই সর্পের ভীষণ মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ভয়েতে সেই স্থান হইতে পলায়ন করিল। রক্ষিগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। এই সময়ে সেই স্থানে একটী হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইল ॥৬৪॥ উত্তরাপুত্র রাজা পরীক্ষিৎ সর্প দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সমস্ত বল হারাইয়াছিলেন এজন্য চলিতে বা নড়িতে পারিলেন না। ॥ ৬৫ ॥

উত্থিতাগ্নিশিখা ঘোরা বিষজা তক্ষকাননাৎ।
প্রজজ্বাল নৃপং ত্বাশু গতপ্রাণং চকার হ॥ ৬৬॥
হত্বাশু জীবিতং রাজ্ঞস্তক্ষকো গগনে গতঃ।
জগদ্দগ্ধন্তু কুর্ব্বাণং দদৃশুস্তং জনা ইহ॥ ৬৭॥
স পপাত গতপ্রাণো রাজা দগ্ধ ইব দ্রুমঃ।
চুক্রুশুশ্চ জনাঃ সর্ব্বে মৃতং দৃষ্ট্বা নরাধিপম্॥ ৬৮॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে পরীক্ষিন্মরণং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

(স পপাতেতি। স রাজা দগ্ধঃ দবাগ্নিনা ভস্মীকৃতঃ দ্রুমো বৃক্ষ ইব দগ্ধঃ বিষাগ্নিনেত্যর্থঃ। অতএব গতপ্রাণঃ সন্ পপাত ইত্যন্বয়ঃ॥ ৬৮॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

অনন্তর, সেই তক্ষকমুখ হইতে ভয়ানক বিষজাত অগ্নিশিখা উত্থিত হইল এবং রাজাকে শীঘ্রই প্রজ্বালিত করিয়া বিনাশ করিল॥ ৬৬॥ এইরূপে তক্ষক রাজাকে বিনাশ করিয়া গগনে প্রস্থান করিল। এই সময়ে অপরাপর লোক সকল তাহাকে যেন জগৎ দগ্ধ করিতে সমুদ্যত দেখিল॥ ৬৭॥ ঋষিগণ! রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপে বিগতপ্রাণ হইয়া দগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন এবং সমস্ত লোক তাহাকে মৃত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইল॥ ৬৮॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে পরীক্ষিৎ-মৃত্যুবিষয়ক
দশম অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

একাদশোঽধ্যায়

সূত উবাচ।

গতপ্রাণন্তু রাজানং বালং পুত্রং সমীক্ষ্য চ।
চক্রুশ্চ মন্ত্রিণঃ সর্ব্বে পরলোকস্য সংক্রিয়াঃ॥ ১॥
গঙ্গাতীরে দগ্ধদেহং ভস্মপ্রায়ং মহীপতিম্।
অগুরুভিশ্চাভিযুক্তায়াং চিতায়ামধ্যরোপয়ন্॥ ২॥
দুর্ম্মরেণ মৃতস্যাস্য চক্রুশ্চৈবৌর্দ্ধদেহিকীম্।
ক্রিয়াং পুরোহিতাস্তস্য বেদমন্ত্রৈর্ব্বিধানতঃ॥ ৩॥
দদুর্দ্দানানি বিপ্রেভ্যো গাঃ সুবর্ণং যথোচিতম্।
অন্নং বহুবিধং তত্র বস্ত্রাণি বিবিধানি চ॥ ৪॥
সুমুহূর্ত্তে সুতং বালং প্রজানাং প্রীতিবর্দ্ধনম্।
সিংহাসনে শুভে তত্র মন্ত্রিণঃ সংন্যবেশয়ন্॥ ৫॥

সার্দ্ধপঞ্চাধিকৈঃ ষষ্টিপদ্যৈশ্চ জনমেজয়ঃ।
সর্পসত্রে কৃতোদ্যোগ আস্তীকেন নিবারিতঃ॥

গতপ্রাণমিতি॥ ১॥ প্রথমং দুর্ম্মরণেন মৃতস্যামন্ত্রকং দাহমাহ গঙ্গাতীরে ইতি। পশ্চাৎ পালাশবিধিনা অগুরুচন্দনকাষ্ঠযুক্তায়াং চিতায়ামধ্যরোপয়ন্ স্থাপিতবন্ত ইত্যর্থঃ॥২॥ তত্র পালাশবিধৌ হেতুমাহ দুর্ম্মরেণেতি। মরো মরণং দুর্ম্মরো দুর্মৃতিস্তেন মৃতস্যৌর্দ্ধদেহিকাঃ ক্রিয়াঃ সমন্ত্রকাশ্চক্রুরিত্যর্থঃ॥ ৩॥ (রাজ্ঞঃ স্বর্গকামনয়া দানাদিকমপি কৃতবন্ত ইত্যত আহ দদুরিতি॥৪॥ অরাজকে জনপদে নানাবিধদুর্ঘটনাসম্ভবাৎ নবরাজাভিষেকোঽবশ্যবিধেয়

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! অনন্তর, মন্ত্রিগণ রাজা পরীক্ষিৎকে গতায়ু এবং তাঁহার পুত্রকে অতি শিশু দেখিয়া নিজেরাই সেই পরলোকগত রাজার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিলেন॥১॥ প্রথমে তাঁহারা রাজার অপঘাত মৃত্যুজন্য তাঁহাকে গঙ্গাতীরে অমন্ত্রক দাহ করিয়া পরে কুশপুত্তল-দহন বিধিজন্য অগুরুপ্রভৃতি-সংযুক্ত চিতাতে অধিরোপণ করিলেন॥ ২॥ রাজার অপমৃত্যু হওয়াতে পুরোহিতগণই বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সকল সমাধা করিলেন, এবং তাঁহার মঙ্গল জন্য বিপ্রগণকে যথোচিত সুবর্ণ, গাভী, বহু প্রকার ভোজনীয় দ্রব্য এবং নানাবিধ বস্ত্র সকল প্রদান করিলেন॥ ৩—৪॥ অনন্তর, মন্ত্রিগণ শুভ লগ্ন স্থির করিয়া প্রজাগণের আনন্দবর্দ্ধক সেই শিশু বালকটীকে পবিত্র রাজসিংহাসনে

পৌরজানপদা লোকাশ্চক্রুস্তং নৃপতিং শিশুম্।
জনমেজয়নামানং রাজলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৬ ॥
ধাত্রেয়ী শিক্ষয়ামাস রাজচিহ্নানি সর্ব্বশঃ।
দিনে দিনে বর্দ্ধমানঃ স বভূব মহামতিঃ ॥ ৭ ॥
প্রাপ্তে চৈকাদশে বর্ষে তস্মৈ কুলপুরোহিতঃ।
যথোচিতাং দদৌ বিদ্যাং জগ্রাহ স যথোচিতাম্ ॥ ৮ ॥
ধনুর্ব্বেদং কৃপঃ পূর্ণং দদাবস্মৈ সুসংস্কৃতম্।
অর্জ্জুনায় যথা দ্রোণঃ কর্ণায় ভার্গবো যথা ॥ ৯ ॥
সংপ্রাপ্তবিদ্যো বলবান্ বভূব দুরতিক্রমঃ।
ধনুর্ব্বেদে তথা বেদে পারগঃ পরমার্থবিৎ ॥ ১০ ॥
ধর্ম্মশাস্ত্রার্থকুশলঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
চকার রাজ্যং ধর্ম্মাত্মা পুরা ধর্ম্মসুতো যথা ॥ ১১ ॥

ইত্যত আহ সুমুহূর্ত্তে ইতি। সুমুহূর্ত্তে শুভক্ষণে। বালং সুতং জনমেজয়মিত্যর্থঃ ॥ ৫—৭ ॥) দদৌ বিদ্যাং গায়ত্রীং ক্ষত্রিয়জাতেস্তস্মিন্ কালে ব্রতবন্ধস্য সত্বাৎ ॥ ৮ ॥ (কৃপঃ কাপাচার্য্যঃ সুসংস্কৃতং পূর্ণং ধনুর্ব্বেদং অস্মৈ জনমেজয়ায় দদৌ শিক্ষয়ামাস ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥) তথা বেদে-স্বশাখায়াম্ ॥১০॥ (ধর্ম্মশাস্ত্রাণাং অর্থোঽভিধেয়ঃযথার্থতত্ত্বমিত্যর্থঃ তস্মিন্ কুশলো দক্ষঃ শাস্ত্র-তত্ত্বার্থবেত্তা ইত্যর্থঃ। ধর্ম্মসুতো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১১ ॥

স্থাপন করিলেন ॥ ৫ ॥ পুরবাসিগণ এই নীবন-রাজকুমারকে সমস্ত রাজলক্ষণে বিভূষিত দেখিয়া জনমেজয় নামে সম্বোধন করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥ ধাত্রেয়ী সর্ব্বদাই ইহাঁকে রাজনিয়ম গুলির শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিল। এইরূপে সেই নবভূপতি দিনে দিনে যেমন বাড়িতে লাগিলেন তেমনই ক্রমশ তাঁহার বুদ্ধিশক্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ৭ ॥ অনন্তর, একাদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে কুল পুরোহিত তাঁহাকে গায়ত্রী বিদ্যা প্রদান করিলেন, এবং তিনি ইহাই ক্ষত্রিয়ের সময়োচিত জানিয়া আনন্দ সহকারে তাহা গ্রহণ করিলেন ॥ ৮ ॥ অনন্তর, দ্রোণাচার্য্য যেরূপ অর্জ্জুনকে এবং পরশুরাম যেরূপ কর্ণকে সমস্ত ধনুর্ব্বিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ কৃপাচার্য্য তাঁহাকে সুসংস্কৃত ধনুর্ব্বেদ সকল সম্পূর্ণরূপে প্রদান করিলেন ॥৯॥ এইরূপে জনমেজয় সমস্ত বিদ্যা লাভ করিয়া অতিশয় বলবান্ এবং শত্রুগণের দুরতিক্রমণীয় হইয়া উঠিলেন। তিনি ধনুর্ব্বেদে যেরূপ পারদর্শী হইলেন সেইরূপ অপর বেদেরও নিগূঢ়ার্থ সকল জানিতে পারিলেন ॥১০॥ এইরূপে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় নরপতি জনমেজয়, পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যেরূপে রাজ্য পালন করিয়াছিলেন সেইরূপ রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

ততঃ সুবর্ণবর্ম্মাক্ষো রাজা কাশিপতিঃ কিল।
বপুষ্টমাং শুভাং কন্যাং দদৌ পারীক্ষিতায় চ ॥ ১২ ॥
স তাং প্রাপ্যাসিতাপাঙ্গীং মুমুদে জনমেজয়ঃ।
কাশিরাজসুতাং কান্তাং প্রাপ্য রাজা যথা পুরা।
বিচিত্রবীর্য্যো মুমুদে সুভদ্রাঞ্চ যথার্জ্জুনঃ ॥ ১৩ ॥
বিজহার মহীপালো বনেষূপবনেষু চ।
তয়া কমলপত্রাক্ষ্যা শচ্যা শতক্রতুর্যথা ॥ ১৪ ॥
প্রজাস্তস্য সুসন্তুষ্টা বভূবুঃ সুখলালিতাঃ।
মন্ত্রিণঃ কর্ম্মকুশলাশ্চক্রুঃ কার্য্যাণি সর্ব্বশঃ ॥ ১৫ ॥
এতস্মিন্নেব কালে তু মুনিরুত্তঙ্কনামকঃ।
তক্ষকেণ পরিক্লিষ্টো হস্তিনাপুরমভ্যগাৎ ॥ ১৬ ॥
বৈরস্যাপচিতিং কোঽস্য প্রকুর্য্যাদিতি চিন্তয়ন্।
পরীক্ষিতসুতং মত্বা তং নৃপং সমুপাগতঃ ॥ ১৭ ॥

তত ইতি। পরীক্ষিতোঽপত্যং পুমান্ পারীক্ষিতো জনমেজয়স্তস্মৈ। শুভাং লক্ষণান্বিতাম্ ॥ ১২ ॥ স তামিতি। পুরা পূর্ব্বকালে রাজা বিচিত্রবীর্য্যঃ কাশীরাজসুতাং অম্বিকাং অম্বালিকাং চ প্রাপ্য তথা অর্জ্জুনশ্চ সুভদ্রাং লব্ধ্বা যথা মুমুদে হর্ষং প্রাপ্তবান্ তথা স জনমেজয়স্তাং বপুষ্টমাং প্রাপ্য মুমুদে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৩—১৫ ॥)
তক্ষকেণ পরিক্লিষ্ট ইতি ॥ ১৬ ॥ বৈরস্য তক্ষকেণ কৃতস্যাঽপচিতিং প্রতিক্রিয়াম্। উত্তঙ্কস্য গুরোঃ পত্ন্যা রাজপত্নীকুণ্ডলানয়নার্থমুত্তঙ্কে প্রেষিতে স চোত্তঙ্কো রাজপত্নীং প্রার্থয়িত্বা

অনন্তর, কাশীরাজ সুবর্ণবর্ম্মাক্ষ এই পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়কে নিজকন্যা বপুষ্টমাকে প্রদান করিলেন ॥ ১২ ॥ জনমেজয় সেই চারুলোচনা বপুষ্টমাকে পাইয়া, পূর্ব্বে মহারাজ বিচিত্রবীর্য্য কাশীরাজ-কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে এবং অর্জ্জুন সুভদ্রাকে লাভ করিয়া যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আনন্দিত হইলেন ॥ ১৩ ॥ ইন্দ্র যেরূপ শচীর সহিত বিহার করেন, সেইরূপ মহীপাল জনমেজয় এই কমলনয়না বপুষ্টমার সহিত নানা বন ও উপবনে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ প্রজাগণও সুখেতে প্রতিপালিত হইয়া তাহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইল এবং কার্য্যকুশল মন্ত্রিগণও বিশেষ দক্ষতার সহিত স্ব স্ব কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

ঋষিগণ ! এই সময় উত্তঙ্ক নামে কোনও মুনি, তক্ষক হইতে অতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া হস্তিনাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কোন্ ব্যক্তি ইহার প্রতীকার করিতে সমর্থ ইহা চিন্তা করত পরীক্ষিৎপুত্র রাজা জনমেজয়কেই যথার্থ পাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ ! আপনি সময়ানুসারে কোন্‌টী কর্ত্তব্য আর

কার্য্যাকার্য্যং ন জানাসি সময়ে নৃপসত্তম ! ।
অকর্ত্তব্যং করোষ্যদ্য কর্ত্তব্যং ন করোষি বৈ ॥ ১৮ ॥
কিং ত্বাং সম্প্রার্থয়াম্যদ্য গতামর্ষং নিরুদ্যমম্ ।
অবৈরজ্ঞমতন্ত্রজ্ঞং বালচেষ্টাসমন্বিতম্ ॥ ১৯ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

কিং বৈরন্ন ময়া জ্ঞাতং ন কিং প্রতিকৃতং ময়া ।
তদ্বদ ত্বং মহাভাগ ! করোমি যদনন্তরম্ ॥ ২০ ॥

উত্তঙ্ক উবাচ ।

পিতা তে নিহতো ভূপ তক্ষকেণ দুরাত্মনা ।
মন্ত্রিণস্ত্বং সমাহূয় পৃচ্ছস্ব পিতৃনাশনম্ ॥ ২১ ॥

সূত উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা পপ্রচ্ছ মন্ত্রিসত্তমান্ ।
ঊচুস্তে দ্বিজশাপেন দষ্টঃ সর্পেণ বৈ মৃতঃ ॥ ২২ ॥

তয়া দত্তে কুণ্ডলে সংগৃহ্য মার্গমধ্যে কস্যচিৎ সরসঃ তীরে কুণ্ডলে স্থাপয়িত্বা স্নানার্থমুত্ততার তস্মিন্নেব সময়ে তক্ষকোঽপ্যাগত্য কুণ্ডলেঽপহৃতবাননন্তরং মহতায়াসেন তে কুণ্ডলে উত্তঙ্কেন লব্ধে তদ্দিনাত্তক্ষকেণ সহোত্তঙ্কস্য বৈরমাসীদিতি কথা মহাভারতে প্রসিদ্ধা। পরীক্ষিতসুতো জনমেজয়ঃ কুর্য্যাদিতি মত্বা তং নৃপং সমুপাগতঃ সন্ বভাষে ইতি শেষঃ ॥১৭-১৮॥ অতন্ত্রজ্ঞমশাস্ত্রজ্ঞং ন হি শাস্ত্রজ্ঞঃ সন্ পিতৃশত্রোরক্ষতং জীবিতং স্থাপয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥
কিং বৈরমিতি। যত্তবতা বৈরমুচ্যতে তৎ কিমিতি বদ ন তন্ময়া জ্ঞাতমস্তীত্যর্থঃ। ন

কোন্‌টী অকর্ত্তব্য তাহা জানেন না। আমি দেখিতেছি, আপনি এক্ষণে যাহা অকর্ত্তব্য তাহাই করিতেছেন আর যাহা কর্ত্তব্য কার্য্য তাহার প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য করিতেছেন না ॥ ১৬—১৮ ॥ মহারাজ ! আপনি সন্ন্যাসীর ন্যায় কেবল ক্ষমাগুণাবলম্বী হইয়া একেবারে নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছেন; সুতরাং শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া পূর্ব্ব শত্রুতা ভুলিয়া রহিয়াছেন; ফলত আপনাকে যেরূপ বালকের মত কার্য্যকারী দেখিতেছি তাহাতে আর আপনার নিকট কি প্রার্থনা করিব ॥ ১৯ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া জনমেজয় কহিলেন, বিপ্রবর ! আমি কোন্ বিষয়ে কাহার পূর্ব্ব শত্রুতা জানিতে পারিতেছি না বা জানিয়া তাহার প্রতীকার করিতেছি না, হে মহাভাগ ! আপনি তাহা বলুন; শ্রবণানন্তরই তাহার প্রতীকার করিতেছি ॥ ২০ ॥ ইহা শুনিয়া উত্তঙ্ক কহিলেন, মহারাজ ! দুরাত্মা তক্ষক যে, আপনার পিতাকে নিহত করিয়াছে, তাহা কি আপনি জানেন না ? এক্ষণে মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া একবার আপনার পিতৃনাশের কথা জিজ্ঞাসা করুন ? ॥ ২১ ॥

জনমেজয় উবাচ।

শাপোঽত্র কারণং রাজ্ঞঃ শপ্তস্য মুনিনা কিল।
তক্ষকস্য তু কো দোষো ব্রূহি মে মুনিসত্তম ! ॥ ২৩ ॥

উত্তঙ্ক উবাচ।

তক্ষকেণ ধনং দত্ত্বা কশ্যপঃ সন্নিবারিতঃ।
ন স কিং তক্ষকো বৈরী পিতৃহা তব ভূপতে ! ॥ ২৪ ॥
ভার্য্যা রুরোঃ পুরা ভূপ ! দষ্টা সর্পেণ সা মৃতা।
অবিবাহিতা তু মুনিনা জীবিতা চ পুনঃ প্রিয়া ॥ ২৫ ॥
রুরুণাপি কৃতা তত্র প্রতিজ্ঞা চাতিদারুণা।
যং যং সর্পং প্রপশ্যামি তং তং হন্ম্যায়ুধেন বৈ ॥ ২৬ ॥
এবং কৃত্বা প্রতিজ্ঞাং স শস্ত্রপাণী রুরুস্তদা।
ব্যচরৎ পৃথিবীং রাজন্নিঘ্নন্ সর্পান্ যতস্ততঃ ॥ ২৭ ॥

কিং প্রতিকৃতমিতি। বৈরং জ্ঞাত্বা ময়া ন তৎপ্রতিকৃতমিতি নৈবাঽস্তীত্যর্থঃ। তথাঽস্তি চেত্তদপি বদেত্যর্থঃ। করোমি করিষ্যামি। বর্ত্তমানসামীপ্যে লট্॥২০—২২॥ শাপেন মৃতস্য দোষস্তক্ষকে নৈব সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ব্রাহ্মণশাপাত্তক্ষকেণ দংশঃ কর্ত্তব্যঃ। সঞ্জীবয়িতা কশ্যপো ব্রাহ্মণো ধনং দত্ত্বা কিমিতি নিবারিতঃ। ন চ তদভাবে তস্য কাচিৎ ক্ষতিরভূত্তস্মাৎ স এব তস্যাপরাধ ইত্যর্থঃ। ইত্থমপরাধে স তক্ষকো বৈরী তব পিতৃহা ন কিমিতি বদেত্যাহ ন স কিমিতি ॥২৪॥ নন্বেতাদৃশা-

---

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! নৃপতি জনমেজয় উত্তঙ্কের এই কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিবর্গকে পিতৃ-বিনাশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিল, মহারাজ ! আপনার পিতা ব্রহ্ম-শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এই জন্য তক্ষক তাঁহাকে দংশন করে এবং সেই জন্যই তাঁহার জীবন নষ্ট হইয়াছে ॥ ২২ ॥ জনমেজয় মন্ত্রিগণের এই সমস্ত কথা শুনিয়া উত্তঙ্ককে বলিলেন, মুনিসত্তম ! আমার পিতা মহারাজ পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার মৃত্যু বিষয়ে একমাত্র ব্রহ্মশাপই কারণ দেখিতেছি; ইহাতে তক্ষকের কি দোষ তাহা বলুন ॥ ২৩ ॥

উত্তঙ্ক কহিলেন, মহারাজ ! তক্ষক, যখন আপনার পিতার চিকিৎসার জন্য সমাগত সর্প-বিদ্যা-বিশারদ কশ্যপ মুনিকে ধন প্রদান করিয়া নিবৃত্ত করিয়াছিল, তখন সেই তক্ষক কি আপনার পিতৃহন্তা বা শত্রু নহে ? ॥২৪॥ মহারাজ ! পূর্ব্বকালে রুরু মুনির ভার্য্যা প্রমদ্বরা অনূঢ়াবস্থাতেই সর্পদংশনে মৃত হইলেও মুনিবর রুরু তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি কেবল শত্রুতার প্রতীকার করিবার জন্য এই দারুণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, অদ্যাবধি আমি যে যে সর্প দেখিতে পাইব তাহাকেই লগুড়াদি দ্বারা

একদা স বনে ঘোরং ডুণ্ডুভঞ্জরসান্বিতম্।
অপশ্যদ্দণ্ডমুদ্যম্য হন্তুং তং সমুপায়যৌ ॥ ২৮ ॥
অভ্যহন্ রুষিতো বিপ্রস্তমুবাচাথ ডুণ্ডুভঃ।
নাপরাধ্নোমি তে বিপ্র! কস্মান্মামভিহংসি বৈ ॥ ২৯ ॥

রুরুরুবাচ।

প্রাণপ্রিয়া মে দয়িতা দষ্টা সর্পেণ সা মৃতা।
প্রতিজ্ঞেয়ং তদা সর্প! দুঃখিতেন ময়া কৃতা ॥ ৩০ ॥

ডুণ্ডুভ উবাচ।

নাহং দশামি তেঽন্যে বৈ যে দশন্তি ভুজঙ্গমাঃ।
শরীরসমযোগেন ন মাং হিংসিতুমর্হসি ॥ ৩১ ॥

উত্তঙ্ক উবাচ।

শ্রুত্বা তাং মানুষীং বাণীং সর্পেণোক্তাং মনোহরাম্।
রুরুঃ পপ্রচ্ছ কোঽসি ত্বং কস্মাড্ডুণ্ডুভতাঙ্গতঃ ॥ ৩২ ॥

পরাধিনঃ শিক্ষা কেন কৃতেতি চেত্তত্রাহ ভার্য্যেতি ॥ ২৫ ॥ হন্মি হনিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥ ডুণ্ডুভমজগরম্ ॥ ২৮ ॥ তে তুভ্যং নাপরাধ্নোমি দ্রোহং করোমি ॥ ২৯ ॥
ইয়মিতি। সর্পজাতির্হন্তব্যেত্যেবংরূপেত্যর্থঃ ॥৩০॥ দংশকসর্পবিষয়ে সা প্রতিজ্ঞা তবাস্তি নাহং দংশক ইত্যাহ নাহমিতি ॥ ৩১—৩২ ॥

বিনাশ করিব ॥ ২৫—২৬ ॥ মহারাজ! রুরু এইরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া শস্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক সর্প-কুল বিনাশ করিতে করিতে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥ অনন্তর, এক-দিন সেই মুনি বনমধ্যে জরাজীর্ণ দীর্ঘকায় একটী ডুণ্ডুভ (ঢোঁড়া) সর্প দেখিতে পাইয়া তাহাকে মারিবার জন্য লগুড় উত্তোলন পূর্ব্বক তাহার নিকটে যাইয়াই রোষভরে অতিশয় প্রহার করিলেন। তখন, সেই ডুণ্ডুভ তাঁহাকে বলিল, ব্রহ্মন! আমি ত আপনার কোনও অপরাধ করি নাই তবে কি জন্য আমাকে মারিতেছেন ॥ ২৮—২৯ ॥

রুরু এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, সর্প! পূর্ব্বে আমার প্রাণাধিক প্রিয়পত্নী সর্প-দংশনে প্রাণ হারাইয়াছিল, এজন্য আমি দুঃখিত হইয়াই সেই সময় এইরূপ প্রতিজ্ঞা করি-য়াছি ॥ ৩০ ॥ ডুণ্ডুভ কহিল, ব্রহ্মন্! যে সকল সর্প দংশন করে তাহারাত অন্যজাতীয়; আমি ত কখন দংশন করি না; অতএব শরীরসাদৃশ্যে আমাকে প্রহার করা আপনার উচিত হইতেছে না ॥ ৩১ ॥

মহারাজ! রুরু সেই সর্পের মুখে মনোহর মনুষ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সর্প! তুমি কে? কি জন্যই বা সর্প দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা আমাকে বল ॥ ৩২ ॥

সর্প উবাচ।

ব্রাহ্মণোঽহং পুরা বিপ্র ! সখা মে খগমাভিধঃ।
বিপ্রো ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৩ ॥
স ময়া বঞ্চিতো মৌর্খ্যাৎ সর্পং কৃত্বা চ তার্ণকম্।
ভয়ঞ্চ প্রাপিতোঽত্যর্থমগ্নিহোত্রগৃহে স্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥
তেন ভীতেন শপ্তোঽহং বিহ্বলেনাঽতিবেপিনা।
ভব সর্পো মন্দবুদ্ধে ! যেনাহং ধর্ষিতস্ত্বয়া ॥ ৩৫ ॥
ময়া প্রসাদিতোঽত্যর্থং সর্পেণাঽসৌ দ্বিজোত্তমঃ।
মামুবাচাথ তৎক্রোধাৎ কিঞ্চিচ্ছান্তিমবাপ্য চ ॥ ৩৬ ॥
রুরুস্তে মোচিতা শাপস্যাস্য সর্প ! ভবিষ্যতি।
প্রমতেস্তু সুতো নূনমিতি মাং সোঽব্রবীদ্বচঃ ॥ ৩৭ ॥
সোঽহং সর্পো রুরুস্ত্বঞ্চ শৃণু মে পরমং বচঃ।
অহিংসা পরমো ধর্ম্মো বিপ্রাণাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

খগমঃ খেচর ইত্যন্বর্থনামা ॥৩৩॥ তার্ণকং তৃণনির্ম্মিতং সর্পং কৃত্বা বঞ্চিতঃ। ময়া অত্যর্থং ভয়ং প্রাপিতশ্চ ॥ ৩৪—৩৬ ॥ (অধুনা শাপমোক্ষোপায়মাহ রুরুরিতি। হে সর্প ! ডুণ্ডুভরূপধারিন্ ! প্রমতেঃ সুতো রুরুর্নাম মুনিস্তে অস্য শাপস্য মোচিতা মুক্তিকর্ত্তা ভবিষ্যতীতি নূনং নিশ্চিতমেব জানীহি ॥৩৭॥ সোহমিতি। অহং স এব সর্পঃ ভবৎকরুণাধিগম্যমুক্তিরিতি ভাবঃ। ত্বঞ্চ রুরুঃ অস্মৎমুক্তিকর্ত্তা ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। সর্ব্বেষামেব অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ। বিশেষতো

সর্প কহিল, বিপ্র ! পূর্ব্বে আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম এবং আমার একজন খগম নামে বিপ্র বন্ধু ছিলেন। তিনি ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় এবং অতিশয় সত্যবাদী। একদিন আমি মূর্খতাবশত একটী তৃণের সর্প নির্ম্মাণ করিয়া, যখন তিনি অগ্নিহোত্র গৃহে ছিলেন, সেই সময় তাঁহাকে ভয় দেখাইয়াছিলাম, ইহাতে তিনি অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন ॥ ৩৩—৩৪ ॥ অনন্তর, তিনি এই ভয়ে বিহ্বল হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আমাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন যে, রে মূঢ় ! তুমি যেমন নির্ব্বিষ সর্প দ্বারা আমাকে ভয় দেখাইলে তেমনি তুমিও বিষবিহীন সর্প দেহ লাভ করিয়া অবস্থান কর ॥ ৩৫ ॥ অনন্তর, আমি এই ডুণ্ডুভ সর্পরূপ ধারণ করিয়া সেই দ্বিজোত্তমকে অতি কাতরতা প্রকাশ পূর্ব্বক প্রসন্ন করিলাম। পরে তিনিও তাদৃশ ক্রোধ হইতে কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়া আমাকে বলিলেন, সর্প ! প্রমতি-পুত্র রুরু তোমার এই শাপের মুক্তিকর্ত্তা হইবেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ॥৩৬—৩৭॥ অতএব, বিপ্রবর ! আমি সেই সর্প এবং আপনিও সেই রুরু। এক্ষণে আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন। দেখুন, সাধারণত অহিংসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের পক্ষে উহাই যে সারধর্ম্ম

দয়া সর্ব্বত্র কর্ত্তব্যা ব্রাহ্মণেন বিজানতা।
যজ্ঞাদন্যত্র বিপ্রেন্দ্র ! ন হিংসা যাজ্ঞিকী মতা ॥ ৩৯ ॥

উত্তঙ্ক উবাচ।

সর্পযোনের্ব্বিনির্ম্মুক্তো ব্রাহ্মণোঽসৌ রুরুস্ততঃ।
কৃত্বা তস্য চ শাপান্তং পরিত্যক্তঞ্চ হিংসনম্‌ ॥ ৪০ ॥
বিবাহিতা তেন বালা মৃতা সঞ্জীবিতা পুনঃ।
কদনং সর্ব্বসর্পাণাং কৃতং বৈরমনুস্মরন্‌ ॥ ৪১ ॥
ত্বন্তু বৈরং সমুৎসৃজ্য বর্ত্তসে পন্নগেষ্বথ।
বিমন্যুর্ভরতশ্রেষ্ঠ ! পিতৃঘাতকরেষু বৈ ॥ ৪২ ॥
অন্তরিক্ষে মৃতস্তাতঃ স্নানদানবিবর্জ্জিতঃ।
তস্যোদ্ধারঞ্চ রাজেন্দ্র ! কুরু হত্বাথ পন্নগান্‌ ॥ ৪৩ ॥
পিতুর্বৈরং ন জানাতি জীবন্নেব মৃতো হি সঃ।
দুর্গতিস্তে পিতুস্তাবদ্‌যাবত্তান্ন হনিষ্যসি ॥ ৪৪ ॥

ব্রাহ্মণানামিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥) যজ্ঞাদন্যত্র দয়া কর্ত্তব্যা। যজ্ঞে তু হিংসৈব কর্ত্তব্যা। ন সা যাজ্ঞিকী হিংসা হিংসা ভবতি অহিংসন্‌ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্য ইতি শ্রুতেরিত্যাহ। যজ্ঞাদন্যত্রেতি ॥ ৩৯—৪০ ॥ এবম্প্রকারেণ রুরুণা বালা স্ত্রী মৃতাপি সঞ্জীবিতায়ুষোর্দ্ধদানেন ততো বিবাহিতা চ। পুনরনন্তরং পূর্ব্ববৈরমনুস্মরন্‌ সর্পাণাং তেন কদনং নাশনং কৃতম্‌। ততঃ শাপান্তং কৃত্বা হিংসনং পরিত্যক্তমিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥৪১॥ ত্বন্তু বৈরমিতি। ইদমাশ্চর্য্যং মম ভাতীত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ (অধুনা পরীক্ষিতো দুর্ম্মরণমুক্ত্বা জনমেজয়মুত্তেজয়ন্নাহ অন্তরিক্ষে ইতি। তাতস্তব পিতা অন্তরিক্ষে শূন্যে স্নানদানাদিপুণ্যকর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ সন্‌ মৃতস্তক্ষকেণ দষ্ট-

---

তাহাতে আর সংশয় কি ? ॥ ৩৮ ॥ তবে যজ্ঞে যে পশুহিংসা উক্ত আছে, সে হিংসা হিংসার মধ্যে নয় বলিয়াই বেদতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞস্থলে পশুবধ করিয়া থাকেন; অতএব, যজ্ঞ ভিন্ন সর্ব্বত্রই দয়া প্রকাশ করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৯ ॥

উত্তঙ্ক কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ সর্পযোনি হইতে বিমুক্ত হইলেন এবং রুরুও তাঁহার শাপান্ত করিয়া সর্পহিংসা পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজ ! দেখুন, রুরু সেই মৃত বালিকাকে নিজ আয়ুর অর্দ্ধেক প্রদান পূর্ব্বক বাঁচাইয়া বিবাহ করিয়াও কেবল শত্রুতা স্মরণ করত সর্পগণের পীড়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু, হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! আপনি মন্যুবিহীন হইয়া সেই পিতৃবিনাশক সর্পগণের প্রতি একেবারেই পূর্ব্বশত্রুতা বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৪০—৪২ ॥ মহারাজ ! আপনার পিতা স্নানদান-বর্জ্জিত হইয়া শূন্যস্থলে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন; অতএব আপনি এক্ষণে সেই পিতৃশত্রু সর্পগণকে বিনাশ করিয়া তাঁহার উদ্ধার করুন ॥ ৪৩ ॥ দেখুন, যে পুত্র পিতৃশত্রুর শত্রুতা স্মরণ না করে, সে জীবিত

অস্বামখমিষং কৃত্বা কুরু যজ্ঞং নৃপোত্তম!।
সর্পসত্রং মহারাজ! পিতুর্বৈরমনুস্মরন্ ॥ ৪৫ ॥

সূত উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা রাজা জন্মেজয়স্তদা।
নেত্রাভ্যামশ্রুপাতঞ্চ চকারাতীবদুঃখিতঃ ॥ ৪৬ ॥
ধিঙ্মামস্তু সুদুর্বুদ্ধের্বৃথামানকরস্য বৈ।
পিতা যস্য গতিং ঘোরাং প্রাপ্তঃ পন্নগপীড়িতঃ ॥ ৪৭ ॥
অদ্যাহং মখমারভ্য করোম্যপচিতিং পিতুঃ।
হত্বা সর্পানসন্দিগ্ধো দীপ্যমানে বিভাবসৌ ॥ ৪৮ ॥
আহূয় মন্ত্রিণঃ সর্ব্বান্ রাজা বচনমব্রবীৎ।
কুর্ব্বন্তু যজ্ঞসম্ভারং যথার্হং মন্ত্রিসত্তমাঃ! ॥ ৪৯ ॥
গঙ্গাতীরে শুভাং ভূমিং মাপয়িত্বা দ্বিজোত্তমৈঃ।
কুর্ব্বন্তু মণ্ডপং স্বস্থাঃ শতস্তম্ভং মনোহরম্ ॥ ৫০ ॥

সন্নিতি শেষঃ। অতঃ সর্পহননেন তস্যোদ্ধারঃ অবশ্যমেব কর্ত্তব্য ইত্যত আহ তস্যেতি ॥ ৪৩ ॥) যাবত্তান্ হনিষ্যসীতি স্বশত্রুনাশনে তস্য বাসনায়া অবশিষ্টত্বাত্তয়া বাসনয়া দুর্গতির্যুক্তৈব ॥৪৪॥ অস্বামখো বক্ষ্যমাণো নবরাত্রোৎসবঃ ॥ ৪৫ ॥

জন্মেজয় ইতি। জন্মনৈবাতিশুদ্ধেন শত্রূনেজিতবান্ যতঃ। এজৃকম্পনে ধাতোর্হি জন্মেজয় ইতি শ্রুতঃ। ইতি বচনাৎ। শকন্ধ্বাদিত্বাৎপররূপে জন্মেজয় ইত্যপি সাধু ॥ ৪৬—৪৯ ॥ মাপয়িত্বেতি পরিচ্ছিদ্যেত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥ তদঙ্গত্বে সতি তাদৃশবেদ্যাদ্যঙ্গত্বে সতি সর্পসত্রো বিধেয়ো

থাকিলেও মৃতস্বরূপ। অধিক আর কি বলিব, যত দিন না আপনি সর্পগণকে বিনাশ করিবেন তত দিন আপনার পিতার দুর্গতি থাকিবে ॥ ৪৪ ॥ মহারাজ! (সর্প বিনাশের উপায় বলিতেছি শ্রবণ করুন।) আপনি পিতৃশত্রুর শত্রুতা স্মরণ করত অস্বাযজ্ঞচ্ছলে সর্প যজ্ঞ করুন। (তাহা হইলেই সর্পগণ বিনষ্ট হইবে) ॥ ৪৫ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! রাজা জনমেজয় উত্তঙ্কের এই সকল বাক্য শ্রবণ করত অতিশয় দুঃখিত হইয়া অশ্রুপাত করিলেন এবং বলিলেন, আমায় ধিক্! আমি অতিশয় নির্ব্বোধ! আমি বৃথা অভিমান করি; যাহার পিতা সর্পদংশনে ঘোর দুর্গতি পাইয়াছে তাহার আবার অভিমান কি? ॥ ৪৬—৪৭ ॥ এক্ষণে, আমি নিশ্চয়ই সর্পযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া প্রদীপ্ত অগ্নিতে সর্পগণকে দগ্ধ করিয়া পরলোকগত পিতার হিতসাধন করিব ॥ ৪৮ ॥ অনন্তর, মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, মন্ত্রিগণ! শীঘ্র যথাযোগ্য যজ্ঞের উপকরণ সকল প্রস্তুত কর ॥ ৪৯ ॥ দ্বিজগণ দ্বারা গঙ্গাতীরে পবিত্র ভূমি মাপাইয়া মনোনিবেশ পূর্ব্বক একটী মনোহর শতস্তম্ভ-বিশিষ্ট মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাও এবং তন্মধ্যে একটী বিস্তৃত যজ্ঞবেদী রচিত কর।

বেদী যজ্ঞস্য কর্ত্তব্যা মমাদ্য সচিবাঃ খলু।
তদঙ্গত্বে বিধেয়ো বৈ সর্পসত্রঃ সুবিস্তরঃ ॥ ৫১ ॥
তক্ষকস্তু পশুস্তত্র হোতোত্তঙ্কো মহামুনিঃ।
শীঘ্রমাহূয়তাং বিপ্রাঃ সর্ব্বজ্ঞা বেদপারগাঃ ॥ ৫২ ॥

সূত উবাচ।

মন্ত্রিণস্তু তদা চক্রুর্ভূপবাক্যৈর্ব্বিচক্ষণাঃ।
যজ্ঞস্য সর্ব্বসম্ভারং বেদীং যজ্ঞস্য বিস্তৃতাম্ ॥ ৫৩ ॥
হবনে বর্ত্তমানে তু সর্পাণাং তক্ষকো গতঃ।
ইন্দ্রং প্রতি ভয়ার্ত্তোঽহং ত্রাহি মামিতি চাব্রবীৎ ॥ ৫৪ ॥
ভয়ভীতং সমাশ্বাস্য স্বাসনে সন্নিবেশ্য চ।
দদাবভয়মত্যর্থং নির্ভয়ো ভব পন্নগ! ॥ ৫৫ ॥
তমিন্দ্রশরণং জ্ঞাত্বা মুনির্দ্দত্তাভয়ং তথা।
উত্তঙ্কোঽহ্বয়দুদ্বিগ্নঃ সেন্দ্রং কৃত্বা নিমন্ত্রণম্ ॥ ৫৬ ॥
স্মৃতস্তদা তক্ষকেণ যাযাবরকুলোদ্ভবঃ।
আস্তীকো নাম ধর্ম্মাত্মা জরৎকারুসুতো মুনিঃ ॥ ৫৭ ॥

মান্যথেত্যর্থঃ। পুংস্ত্বমার্ষম্ ॥ ৫১ ॥ (আহূয়তামিত্যেকবচননির্দ্দেশ আর্ষঃ ॥ ৫২—৫৫ ॥) উত্তঙ্কোঽহ্বয়ৎ আহূতবান্ সেন্দ্রং তক্ষকং প্রথমতঃ পুরোনুবাক্যাদিভির্নিমন্ত্রণং কৃত্বে-

এইরূপে সমস্ত অঙ্গবিধান করিলে পর আমি সেই স্থানে সর্পযজ্ঞ করিব ॥৫০—৫১॥ মন্ত্রিগণ! এই যজ্ঞে মহামুনি উত্তঙ্ক হোতা আর তক্ষক যজ্ঞীয় পশু হইবে। তোমরা শীঘ্র সর্ব্বজ্ঞ বেদ-পারগ ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ কর ॥ ৫২ ॥

ঋষিগণ! অনন্তর, কার্য্যাধ্যক্ষ মন্ত্রিসকল ভূপতি জনমেজয়ের এইরূপ আদেশ পাইয়া যজ্ঞের জন্য অতি বিস্তৃত বেদী এবং অন্যান্য উপকরণ সকল আয়োজন করিলেন ॥ ৫৩ ॥ পরে, যজ্ঞ আরম্ভ হইলে মন্ত্রবলে নানাবিধ সর্প সকল আহুত হইয়া জ্বলন্ত হুতাশন-মুখে পতিত হইতেছে দেখিয়া, তক্ষক অতি ভীত হইয়া ইন্দ্রের নিকট গমন পূর্ব্বক বলিল, দেবরাজ! আমায় রক্ষা করুন, সর্প যজ্ঞ দেখিয়া আমি অতিশয় ভীত হইয়াছি॥ ৫৪ ॥ ইন্দ্র তক্ষককে ভীত দেখিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক নিজাসনে বসাইলেন এবং ভয় নাই তুমি নির্ভয় হও বলিয়া অভয় প্রদান করিলেন ॥ ৫৫ ॥ মুনিবর উত্তঙ্ক তক্ষককে ইন্দ্রের শরণাগত এবং ইন্দ্রকর্ত্তৃক আশ্বাসিত জানিতে পারিয়া প্রথমত উদ্বিগ্ন হইলেন, পরে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তক্ষককে ইন্দ্রের সহিত আহ্বান করিলেন ॥ ৫৬॥ এই সময় তক্ষক নিরু-পায় হইয়া যাযাবর-কুলোদ্ভব জরৎকারু মুনির পুত্র ধর্ম্মাত্মা আস্তীককে স্মরণ করিল ॥৫৭॥

তত্রাগত্য মুনের্বালস্তুষ্টাব জনমেজয়ম্।
রাজা তমর্চয়ামাস দৃষ্ট্বা বালং সুপণ্ডিতম্ ॥ ৫৮ ॥
অর্চ্চয়িত্বা নৃপস্তন্তু ছন্দয়ামাস বাঞ্ছিতৈঃ।
স তু বব্রে মহাভাগ! যজ্ঞোঽয়ং বিরমত্বিতি ॥ ৫৯ ॥
সত্যবদ্ধো নৃপস্তেন প্রার্থিতশ্চ পুনস্তথা।
হোমং নিবর্ত্তয়ামাস সর্পাণাং মুনিবাক্যতঃ ॥ ৬০ ॥
ভারতং শ্রাবয়ামাস বৈশম্পায়ন বিস্তরাৎ।
শ্রুত্বাপি নৃপতিঃ কামং ন শান্তিমভিজগ্মিবান্ ॥ ৬১ ॥
ব্যাসং পপ্রচ্ছ ভূপালো মম শান্তিঃ কথং ভবেৎ।
মনোঽতিদহ্যতে কামং কিংকরোমি বদস্ব মে ॥ ৬২ ॥
পিতা মে দুর্ভগস্যৈবং মৃতঃ পার্থসুতাত্মজঃ।
ক্ষত্রিয়াণাং মহাভাগ! সংগ্রামে মরণং বরম্ ॥ ৬৩ ॥
রণে বা মরণং ব্যাস! গৃহে বা বিধিপূর্ব্বকম্।
মরণং ন পিতুর্ম্মেঽভূদন্তরিক্ষে মৃতোঽবশঃ ॥ ৬৪ ॥

ত্যর্থঃ ॥ ৫৬—৫৮ ॥ বাঞ্ছিতৈরিতি। বাঞ্ছিতং বৃণীত্যুক্তবানিত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥ বৈশম্পায়ন ইতি প্রথমান্তং ছান্দসত্বাল্লুপ্তবিভক্ত্যন্তম্ ॥ ৬১ ॥ ভারতশ্রবণেনাপি শান্তির্ন জাতেতি ব্যাসং পপ্রচ্ছেত্যাহ ব্যাসমিতি ॥ ৬২—৬৩ ॥ সংগ্রামে মহতি রণে। রণে সামান্যে। মরণং মে

সেই মুনিপুত্র আস্তীক এই সময় সেই স্থানে যাইয়া নানাবিধ বাক্যে জনমেজয়কে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। অনন্তর, রাজা বালকটীকে সুপণ্ডিত দেখিয়া পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা পূর্ব্বক বলিলেন যে, আপনার যাহা অভিলাষ হয় বলুন, আমি তাহা প্রদান করিব। রাজার এই কথা শুনিয়া আস্তীক বলিলেন, মহারাজ! আপনি অতিশয় ভাগ্যশালী সন্দেহ নাই; এক্ষণে আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে, আপনি এই যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হউন ॥ ৫৮—৫৯ ॥ মহারাজ জনমেজয় একেত প্রথমে সত্যবদ্ধ হইয়াছিলেন তাহাতে আবার এক্ষণে পুনঃ পুনঃ আস্তীক কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাঁহার বাক্য রক্ষার জন্য সর্পাহুতি নিবারণ করিলেন ॥ ৬০ ॥ অনন্তর, বৈশম্পায়ন চিত্ত শুদ্ধির জন্য তাহাকে সমস্ত ভারত বিস্তার পূর্ব্বক শ্রবণ করাইলেন। রাজা জনমেজয় সমস্ত ভারত শ্রবণ করিয়াও যখন শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না, তখন ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমার মন অতিশয় শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, এক্ষণে কি করি; কি হইলেই বা শান্তি লাভ হয়, আপনি সেইরূপ উপদেশ করুন ॥ ৬১—৬২॥ হায়! আমি কি দুর্ভাগ্য!! আমার পিতা অর্জ্জুনের পৌত্র হইয়াও অপমৃত্যুতে জীবন ত্যাগ করিয়াছেন। মুনিবর! ক্ষত্রিয়গণের সামান্যই হউক আর বিষম সংগ্রামই হউক একমাত্র

শান্ত্যুপায়ং বদস্বাত্র ত্বঞ্চ সত্যবতীসুত ! ।
যথা স্বর্গং ব্রজেদাশু পিতা মে দুর্গতিং গতঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে সর্পযজ্ঞবিবৃতির্নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

পিতুর্নাভূদিতি গৃহে বা বিধিপূর্ব্বকমিত্যনেনাম্বেতি ॥ ৬৪ ॥ দুর্গতিং গত ইতি। পরীক্ষিতো দুর্গতিশ্চ মহাভারতেপ্যুক্তা। অপৃচ্ছৎ স তদা রাজা মন্ত্রিণস্তান্ সুদুঃখিতঃ। উত্তঙ্কস্যৈব সান্নিধ্যে পিতুঃ স্বর্গগতিং প্রতীতি ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে
একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

সমরাঙ্গণে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর ; যদি তাহা না হয় তবে গৃহেতে বিধিপূর্ব্বক মৃত্যুই ভাল। কিন্তু হায় ! আমার পিতার ইহার কিছুই হয় নাই ; তিনি দ্বিজশাপে অবশ হইয়া অন্তরীক্ষেই জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন ॥ ৬৩—৬৪ ॥ হে সত্যবতীনন্দন ! এক্ষণে এ বিষয়ের শান্তির উপায় কি বলুন। যাহাতে পিতা সেইরূপ দুর্গতি পাইয়াও শীঘ্র স্বর্গে যাইতে পারেন তাহা উপায় বিধান করুন ॥ ৬৫ ॥

মহর্ষিবেদব্যাস-প্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে সর্পযজ্ঞকথন-নামক
একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
উবাচ বচনং তত্র সভায়াং নৃপতিঞ্চ তম্ ॥ ১ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি পুরাণং গুহ্যমদ্ভুতম্।
পুণ্যং ভাগবতং নাম নানাখ্যানযুতং শিবম্ ॥ ২ ॥
অধ্যাপিতং ময়া পূর্ব্বং শুকায়াত্মসুতায় বৈ।
শ্রাবয়ামি নৃপ! ত্বাং হি রহস্যং পরমং মম ॥ ৩ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং কারণং শ্রবণাৎ কিল।
শুভদং সুখদং নিত্যং সর্ব্বাগমসমুদ্ধৃতম্ ॥ ৪ ॥

জনমেজয় উবাচ।

আস্তীকোঽয়ং সুতঃ কস্য বিঘ্নার্থং কথমাগতঃ।
প্রয়োজনং কিমত্রাস্য সর্পাণাং রক্ষণে প্রভো! ॥ ৫

চতুঃষষ্টিশ্লোকবর্য্যৈরাস্তীকস্য সমুদ্ভবঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতস্যাপি মাহাত্ম্যমতি কথ্যতে ॥

তচ্ছ্রুত্বেতি। ভারতাদিশ্রবণেন মম চিত্তশান্তির্ন জাতেতি মম পিতা দুর্গতিঙ্গত ইতি চ জন্মেজয়বাক্যং শ্রুত্বেত্যর্থঃ ॥ ১—৩ ॥ শ্রবণাৎ কারণমিত্যন্বয়ঃ। সর্ব্বাগমসমুদ্ধৃতম্ সর্ব্ববেদেভ্যঃ সারং গৃহীত্বা কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! সত্যবতীতনয় বেদব্যাস, মহারাজ জনমেজয়ের তাদৃশ আক্ষেপোক্তি শ্রবণ করিয়া সেই সভামধ্যেই তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥ মহারাজ! আমি তোমায় অত্যদ্ভুত পবিত্রকারক ভাগবত পুরাণ বলিতেছি শ্রবণ কর। এই ভাগবত গূঢ়তত্ত্বে পরিপূর্ণ এবং ইহাতে নানা বিষয়ের পরম মঙ্গলময় উপাখ্যান সকল বর্ণিত আছে ॥ ২ ॥ রাজন্! ইহাকেই আমার পরম রহস্য বলিয়া জানিবেন, পূর্ব্বে আমি ইহা নিজ পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলাম, এক্ষণে তোমাকেও শ্রবণ করাইতেছি ॥ ৩ ॥ ইহা সমস্ত বেদের সারসংগ্রহে বিরচিত, এজন্য এই কল্যাণকর সুখপ্রদ ও নিত্য ভাগবত শ্রবণ করিলে, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারা যায় সন্দেহ নাই॥ ৪ ॥

কথয়ৈতন্মহাভাগ ! বিস্তরেণ কথানকম্।
পুরাণঞ্চ তথা সর্ব্বং বিস্তরাদ্বদ সুব্রত ! ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

জরৎকারুর্মুনিঃ শান্তো ন চকার গৃহাশ্রমম্।
তেন দৃষ্টা বনে গর্ত্তে লম্বমানাঃ স্বপূর্ব্বজাঃ ॥ ৭ ॥

ততস্তমাহুঃ কুরু পুত্রদারান্
যথা চ নঃ স্যাৎ পরমা হি তৃপ্তিঃ।
স্বর্গে ব্রজামঃ খলু দুঃখমুক্তা
বয়ং সদাচারযুতে সুতে বৈ ॥ ৮ ॥
সতামুবাচাথ লভে সনামা-
মযাচিতাং চাতি বশানুগাঞ্চ।
তদা গৃহারম্ভমহঙ্করোমি
ব্রবীমি তথ্যং মম পূর্ব্বজা বৈ ॥ ৯ ॥

বিঘ্নার্থং সর্পসত্রবিঘ্নার্থম্ ॥ ৫ ॥ ইদং প্রথমত উক্ত্বানন্তরং সর্ব্বং পুরাণং বদেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ স্বপূর্ব্বজাঃ স্ববংশজাঃ ॥ ৭ ॥ ততস্তমাহুরিতি। তং জরৎকারুং তৎপিতর আহুঃ। যেন দারকরণেন নোঽস্মাকং তৃপ্তিঃ স্যাত্তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ। তথাচ ত্বয়ি সুতে সতি বয়ং স্বর্গে ব্রজামস্তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥৮॥ ইত্থং পূর্ব্বজবাক্যং শ্রুত্বা জরৎকারুস্তানাহ স তানিতি। সনামাং নাম্না সমানাং যস্যাঃ কন্যায়া নাম মম নাম চ সমানমেকমস্তি। পুনরযাচিতাং ময়াঽপ্রার্থিতাং

জনমেজয় কহিলেন, প্রভো! এই আস্তীক মুনি কাহার বংশধর এবং কেনইবা যজ্ঞ ব্যাঘাত করিতে এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন? সর্পগণের রক্ষা করিয়া ইহার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইল? হে মহাভাগ! অগ্রে এই উপাখ্যানটী বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া পরে সমস্ত পুরাণখানি বিস্তার পূর্ব্বক বলুন, ইহাই আমার ইচ্ছা ॥ ৫—৬ ॥

ব্যাসদেব জনমেজয়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, পূর্ব্বে জরৎকারু নামে কোনও ঋষি নিরন্তর তপস্যারত থাকিয়া অতিশয় শান্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন। তিনি কদাপি দার-পরিগ্রহ করিয়া সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হন নাই। একদিন তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বনমধ্যস্থিত একটী গর্ত্তমধ্যে লম্বমানভাবে থাকিয়া পতনোন্মুখ হইতেছেন ॥ ৭ ॥ (ইহা দেখিয়া জরৎকারু তাঁহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে) তাঁহারা বলিলেন, জরৎকারো! তুমি আমাদের মুক্তির জন্য দারপরিগ্রহ করিয়া পুত্রোৎপাদন কর তাহা হইলেই আমাদিগের পরম তৃপ্তি লাভ হইবে। দেখ, যদি তোমার একটী সদাচারনিষ্ঠ সন্তান উৎপন্ন হয় তাহা হইলেই আমরা এই দুঃখহস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিশ্চয়ই স্বর্গে যাইব ॥ ৮ ॥ অনন্তর, জরৎকারু ঋষি তাঁহাদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া

ইত্যুক্ত্বা তান্ জরৎকারুর্গতস্তীর্থান্ প্রতি দ্বিজঃ।
তদৈব পন্নগাঃ শপ্তা মাত্রাগ্নৌ নিপতন্ত্বিতি ॥ ১০ ॥
কশ্যপস্য মুনেঃ পত্ন্যৌ কদ্রুশ্চ বিনতা তথা।
দৃষ্ট্বাদিত্যরথে চাশ্বমূচতুশ্চ পরস্পরম্ ॥ ১১ ॥
তং দৃষ্ট্বা চ তদা কদ্রুর্ব্বিনতামিদমব্রবীৎ।
কিংবর্ণোঽয়ং হয়ো ভদ্রে! সত্যং প্রব্রূহি মাচিরম্ ॥ ১২ ॥

বিনতোবাচ।

শ্বেত এবাশ্বরাজোঽয়ং কিংবা ত্বং মন্যসে শুভে!।
ব্রূহি বর্ণং ত্বমপ্যস্য ততস্তু বিপণাবহে ॥ ১৩ ॥

কদ্রুরুবাচ।

কৃষ্ণবর্ণমহং মন্যে হয়মেনং শুচিস্মিতে!।
এহি সার্দ্ধং ময়া দিব্যং দাসীভাবায় ভামিনি! ॥ ১৪ ॥

পুনরতিবশানুগামতিবশ্যামেতাদৃশীং কন্যাং যদ্যহং লভে প্রাপ্নুয়াং তর্হি গৃহারম্ভং বিবাহং করোমি করিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

আগ্নৌ পতন্ত্বিতি মাত্রা শপ্তা ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ তত্র কা মাতা কথং বা শপ্তা ইতি সর্ব্বং বৃত্তান্তমাহ কশ্যপস্যেতি। উচতুর্বক্ষ্যমাণম্ ॥ ১১ ॥ কিংতত্তদাহ তং দৃষ্ট্বেতি ॥ ১২—১৩ ॥

দাসীভাবায়েতি। যস্যাঃ পরাভবঃ সা তস্যা দাসীতি দাসীভবনায় দিব্যং পণং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

বলিলেন, হে পূর্ব্বপুরুষগণ! আমি আপনাদের নিকট সত্য বলিতেছি যে, যদি আমি একান্ত বশবর্ত্তিনী অথচ আমার সদৃশনাম্নী কোনও কন্যা বিনা প্রার্থনায় লাভ করিতে পারি তাহা হইলেই তাহাকে বিবাহ করিয়া গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট হইব ॥ ৯ ॥

ঋষিগণ! সেই দ্বিজ জরৎকারু পূর্ব্বপুরুষগণকে এইরূপে বলিয়া তীর্থ যাত্রার উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। এদিকে এই সময়ের মধ্যেই সর্পগণ, তাহাদের মাতা কদ্রু কর্ত্তৃক "অগ্নিতে পতিত হইয়া ভস্মীভূত হও" এই বলিয়া অভিশপ্ত হইল। ইহার বৃত্তান্ত এই যে, কশ্যপ ঋষির কদ্রু ও বিনতা নামে দুই পত্নী এক দিবস সূর্য্যরথস্থিত অশ্বকে দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন ॥১০—১১॥ প্রথমতঃ কদ্রু সেই অশ্বকে দেখিয়া বিনতাকে বলিলেন, অয়ি কল্যাণি! এই ঘোটকের বর্ণ কিরূপ সত্য করিয়া শীঘ্র বল দেখি ॥ ১২ ॥

বিনতা বলিলেন, এই ঘোটকবর নিশ্চয়ই শুক্লবর্ণ; ভদ্রে! তুমি ইহাকে কিরূপ বিবেচনা কর? শীঘ্র ইহার কিরূপ বর্ণ বল দেখি? আইস এক্ষণে এ বিষয়ে আমরা একটী পণ করি॥১৩॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া কদ্রু বলিলেন, ভগিনি! তুমি অক্ষুব্ধভাবে মন্দ হাস্য করিতেছ বটে, কিন্তু আমি এই ঘোটককে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়াই বিবেচনা করি। রুষ্ট হইও না; আমার

সূত উবাচ।

কদ্রুশ্চ স্বসুতানাহ সর্ব্বান্‌ সর্পান্‌ বশে স্থিতান্‌।
বালান্‌ শ্যামান্‌ প্রকুর্ব্বন্তু যাবন্তোঽশ্বশরীরকে ॥ ১৫ ॥
নেতি কেচন তত্রাহুস্তানথাসৌ শশাপ হ।
জন্মেজয়স্য যজ্ঞে বৈ গমিষ্যথ হুতাশনম্‌ ॥ ১৬ ॥
অন্যে চক্রুর্হয়ং সর্পাঃ কর্ব্বুরং বর্ণভোগকৈঃ।
বেষ্টয়িত্বাস্য পুচ্ছং তু মাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ১৭ ॥
ভগিন্যৌ চ সুসংযুক্তে গত্বা দদৃশতুর্হয়ম্‌।
কর্ব্বুরং তং হয়ং দৃষ্ট্বা বিনতা চাতিদুঃখিতা ॥ ১৮ ॥
তদাজগাম গরুড়ঃ সুতস্তস্যা মহাবলঃ।
স দৃষ্ট্বা মাতরং দীনামপৃচ্ছৎ পন্নগাশনঃ ॥ ১৯ ॥
মাতঃ! কথং সুদীনাসি রুদিতেব বিভাসি মে।
জীবমানে ময়ি সুতে তথান্যে রবিসারথৌ ॥ ২০ ॥

বালানশ্বস্য কেশান্‌। শ্যামান্‌ স্বকৃষ্ণশরীরবেষ্টনেনেত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ গমিষ্যথ পততেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ কর্ব্বুরং বহুলকৃষ্ণবর্ণকম্‌। বর্ণভোগকৈর্নানাবর্ণবিশিষ্টশরীরৈঃ ॥১৭॥ (ভগিন্যাবিতি। ভগিন্যৌ সপত্ন্যৌ কদ্রুবিনতে হয়ং অশ্বং দদৃশতুঃ। অথ বিনতা তং হয়ং নানাবর্ণ-

---

সহিত এই প্রতিজ্ঞা কর যে, যে এই বিষয়ে পরাস্ত হইবে সে অপরের দাসী হইয়া থাকিবে ॥ ১৪ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! অনন্তর তাঁহাদিগের এই প্রতিজ্ঞা স্থির হইলে, কদ্রু বিনতাকে বঞ্চনা করিবার জন্য একান্ত অনুরক্ত নিজপুত্র সর্পগণকে বলিল, পুত্রগণ! তোমরা শীঘ্র নিজ কলেবর দ্বারা অশ্বকে বেষ্টন করত তাহার দেহস্থিত সমস্ত কেশগুলিকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া রাখ ॥ ১৫ ॥ জননীর এই অসঙ্গত কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদের মধ্যে কতকগুলি সর্প উত্তর করিল, ইহা আমরা কখনই করিব না; অনন্তর, কদ্রু ইহাদিগকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিল যে, তোমরা জনমেজয়ের যজ্ঞে যাইয়া প্রদীপ্ত অগ্নিতে দগ্ধ হও ॥ ১৬ ॥ অপর সর্পসকল জননীর প্রিয়কার্য্য বাসনায় কৃষ্ণবর্ণ শরীর দ্বারা অশ্বপুচ্ছ বেষ্টন করত অশ্বকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া তুলিল ॥ ১৭ ॥ পরে, অশ্বটী এইরূপে সর্পদ্বারা সুন্দররূপে বেষ্টিত হইলে, কদ্রু ও বিনতা উভয়ে যাইয়া ঘোটককে দেখিলেন; পরন্তু, বিনতা ঘোটকটীকে কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া (সপত্নীর দাসী হইতে হইল ইহা ভাবিয়া) অতিশয় দুঃখিত হইলেন ॥ ১৮ ॥ এইরূপে কিছুদিন গত হইলে পর, একদা বিনতার কনিষ্ঠ পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত সর্পভোজী গরুড় সেই স্থানে আসিয়া নিজ জননীকে দীনভাবাপন্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল ॥ ১৯ ॥ মাতঃ! আপনি এত বিষণ্ণভাবে

দুঃখিতাসি ততো বাদ্ধিগ্ জীবিতং চারুলোচনে!।
কিং জাতেন সুতেনাথ যদি মাতা সুদুঃখিতা।
শংস মে কারণং মাতঃ! করোমি বিগতজ্বরাম্॥ ২১॥

বিনতোবাচ।

সপত্ন্যা দাস্যহং পুত্র! কিং ব্রবীমি বৃথাক্ষতা।
বহ মাং সা ব্রবীত্যদ্য তেনাস্মি দুঃখিতা সুত!॥ ২২॥

গরুড় উবাচ।

বহিষ্যেঽহং তত্র কিল যত্র সা গন্তুমুৎসুকা।
মা শোকং কুরু কল্যাণি! নিশ্চিন্তাং ত্বাং করোম্যহম্॥ ২৩॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তা সা গতা পার্শ্বং কদ্র্বাশ্চ বিনতা তদা॥ ২৪॥

যুতং দৃষ্ট্বা অতিদুঃখিতা আসীৎ সপত্নীদাসীভাবশঙ্কয়েতি শেষঃ॥ ১৮—১৯॥ রবিসারথি-ররুণঃ। অন্তে অন্তস্মিন্নিত্যর্থঃ॥ ২০॥ বাং গরুড়ারুণয়োঃ॥ ২১॥

বৃথাক্ষতা ব্যর্থং খণ্ডিতাহং সপত্ন্যা দাসী জাতা ততো দাসীভাবাদধিকং দুঃখং কিং ব্রবীমি। বৃথাকৃতেত্যপি পাঠঃ॥ ২২॥

বহ মামিতি। স্বস্কন্ধে মাং স্থাপয়িত্বা যত্র দেশে গন্তুমিচ্ছামি তং দেশং মাং বহ প্রাপয়ে-

---

বসিয়া রহিয়াছেন কেন? আমার বোধ হয় আপনি যেন রোদন করিতেছিলেন; জননি! আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র সূর্য্যসারথি অরুণদেব এবং আমি জীবিত থাকিতেও আপনি দুঃখিতা হইয়াছেন, আমাদিগকে ধিক্! আমাদের জীবনকেও ধিক্!! যদি পুত্র থাকিতেও মাতা দুঃখিতা হয়, তবে সেরূপ পুত্রের জন্ম হইয়াই বা কি ফল! জননি? আপনার দুঃখের কারণ বলুন। আমি আপনার দুঃখনাশ করিব॥ ২০—২১॥

বিনতা, নিজপুত্র গরুড়ের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে কহিলেন, পুত্র! আমি ছলক্রমে সপত্নীর দাসী হইয়া পড়িয়াছি, এক্ষণে ইহা হইতে আর অধিক দুঃখের কথা কি বলিব। বিশেষত অদ্য সেই সপত্নী সগর্ব্বে কহিল, বিনতে! এক্ষণে তুমি আমায় স্কন্ধে করিয়া বহন কর, রে বৎস! সপত্নী কদ্রুর ঈদৃশ গর্ব্বিত আদেশে আমি অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছি॥২২॥

গরুড়, জননীর মুখে এই কথা শুনিয়া বলিলেন, মাতঃ! আপনি শোক করিবেন না আমি আপনার ভাবনা দূর করিব। আপনার সেই সপত্নী যে স্থানে যাইতে ইচ্ছা করিবেন আমি তাহাকে সেই স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইব॥ ২৩॥

মহারাজ! গরুড় এইরূপ বলিলে পর বিনতা কদ্রুর নিকটে গমন করিল এবং সেই মহাবল গরুড়ও জননীকে দাসীভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য পুত্রগণের সহিত কদ্রুকে

দাসীভাবমপাকর্ত্তুং গরুড়োঽপি মহাবলঃ।
উবাহ তাং সপুত্রাং বৈ সিন্ধোঃ পারং জগাম হ ॥ ২৫ ॥
গত্বা তাং গরুড়ঃ প্রাহ ব্রূহি মাতর্নমোঽস্তু তে।
কথং মুচ্যেত মে মাতা দাসীভাবাদসংশয়ম্ ॥ ২৬ ॥

কদ্রুরুবাচ।

অমৃতং দেবলোকাত্ত্বং বলাদানীয় মে সুতান্।
সমর্পয় সুতাদ্যাশু মাতরং মোচয়াবলাম্ ॥ ২৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তঃ প্রযযৌ শীঘ্রমিন্দ্রলোকং মহাবলঃ।
কৃত্বা যুদ্ধং জহারাশু সুধাকুম্ভং খগোত্তমঃ ॥ ২৮ ॥
সমানীয়ামৃতং মাত্রে বৈনতেয়ঃ সমর্পয়ৎ।
মোচিতা বিনতা তেন দাসীভাবাদসংশয়ম্ ॥ ২৯ ॥
অমৃতং সঞ্জহারেন্দ্রঃ স্নাতুং সর্পা যদা গতাঃ।
দাসীভাবাদ্বিনির্মুক্তা বিনতা বিপতের্ব্বলাৎ ॥ ৩০ ॥

ত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৫ ॥ কথং মুচ্যেত তদ্বদেত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ (বিনতায়াঃ শাপমোচনোপায়মাহ অমৃতমিতি। দেবলোকাৎ স্বর্গাৎ। অবলাং পরতন্ত্রাম্ ॥ ২৭ ॥

গরুড়স্য অমৃতানয়নায় স্বর্গগমনাদিকমাহ। ইত্যুক্ত ইতি। মহাবল ইত্যনেন দেবগণরক্ষিতস্যাপ্যমৃতস্যানয়নে শক্তিঃ সূচিতা॥২৮॥ সমানীয় ইতি। বৈনতেয়ঃ বিনতাপুত্রো গরুড়ঃ। মাত্রে বিমাত্রে ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥) সঞ্জহারাপহৃতবানিত্যর্থঃ। যদা সর্পাঃ স্নানং কর্ত্তুং গতাস্তদেত্যর্থঃ।

বহন করিতে করিতে সমুদ্রের পরপারে লইয়া যাইল ॥ ২৪—২৫ ॥ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া গরুড় বিমাতা কদ্রুকে বলিল, মাতঃ! আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি; এক্ষণে বলুন কি করিলে আমার জননী আপনার দাসীভাব হইতে একেবারে মুক্তিলাভ করিতে পারেন ॥ ২৬ ॥ এই কথা শ্রবণ করিয়া কদ্রু কহিল, পুত্র! (যদি তোমার জননীকে মুক্ত করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে) অদ্য এই মুহূর্ত্তেই তুমি স্বর্গ হইতে বলপূর্ব্বক অমৃত আনয়ন কর এবং আমার সন্তানগণকে ভোজন করাইয়া তোমার পরাধীনা জননীকে বিমুক্ত কর ॥২৭॥

মহারাজ! সেই মহাবল পরাক্রান্ত পক্ষিরাজ গরুড় এইরূপে বিমাতৃকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অবিলম্বে ইন্দ্রলোকে যাইয়া দেবগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অমৃতকুম্ভ হরণ করিল ॥ ২৮ ॥ অনন্তর, সেই কুম্ভ আনয়ন পূর্ব্বক বিমাতা কদ্রুর হস্তে সমর্পণ করিয়া নিজ মাতাকে বিমাতার দাসীভাব হইতে চিরদিনের মত মুক্ত করিলেন ॥ ২৯ ॥ এদিকে সর্পগণ অমৃত ভক্ষণ করিবার জন্য যেমন স্নান করিতে নির্গত হইল অমনি ইন্দ্র আসিয়া সেই অমৃতকুম্ভ লইয়া অন্তর্হিত হইলেন। মহারাজ! এইরূপে পক্ষিরাজ গরুড়ের বলে বিনতা

তত্রাস্তীর্ণাঃ কুশাস্তৈস্তু লীঢাঃ পন্নগনায়কৈঃ ।
দ্বিজিহ্বাস্তে সুসপন্নাঃ কুশাগ্রস্পর্শমাত্রতঃ ॥ ৩১ ॥
মাত্রা শপ্তাশ্চ যে নাগা বাসুকিপ্রমুখাঃ শুচা ।
ব্রহ্মাণং শরণং গত্বা তে হোচুঃ শাপজং ভয়ম্ ॥ ৩২ ॥
তানাহ ভগবান্ ব্রহ্মা জরৎকারুর্মহামুনিঃ ।
বাসুকের্ভগিনীং তস্মৈ অর্পয়ধ্বং সনামিকাম্ ॥ ৩৩ ॥
তস্যাং যো জায়তে পুত্রঃ স বস্ত্রাতা ভবিষ্যতি ।
আস্তীক ইতি নামাসৌ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥
বাসুকিস্তু তদাকর্ণ্য বচনং ব্রহ্মণঃ শিবম্ ।
বনং গত্বা সুতাং তস্মৈ দদৌ বিনয়পূর্ব্বকম্ ॥ ৩৫ ॥
সনামাং তাং মুনির্জ্ঞাত্বা জরৎকারুরুবাচ তম্ ।
অপ্রিয়ং মে যদা কুর্য্যাত্তদা তাং সন্ত্যজাম্যহম্ ॥ ৩৬ ॥
বাগ্‌বন্ধং তাদৃশং কৃত্বা মুনির্জগ্রাহ তাং স্বয়ম্ ।
দত্ত্বা চ বাসুকিঃ কামং ভবনং স্বং জগাম হ ॥ ৩৭ ॥

বিপতেঃ পক্ষিরাজস্য ॥ ৩০ ॥ লীঢা অমৃতকুম্ভস্থানস্থিতানাং কুশানামমৃতদ্রবযুক্তত্ববুদ্ধ্যা আস্বাদিতা জিহ্বয়া ততঃ কুশানাং তীক্ষ্ণাগ্রত্বান্মধ্যে জিহ্বাঃ স্ফালিতাঃ ॥ ৩১—৩২ ॥ মহামুনিরস্তীতি শেষঃ । সনামিকাং সমাননামিকাং জরৎকারুনামিকামিত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥ তং বাসুকিম্ ॥ ৩৬ ॥ (বাগ্‌বন্ধমিতি । তাদৃশং অপ্রিয়ং মে যদা কুর্য্যাদিত্যাদিরূপং পূর্ব্বোক্তং

দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করিলেন ॥৩০॥ অনন্তর, সর্পগণ আসিয়া অমৃত কুম্ভ অপহৃত দেখিয়া, যে স্থানে কুম্ভ ছিল সেই স্থানস্থিত আস্তীর্ণ কুশ সকল চাটিতে আরম্ভ করিল, ইহাতে সকলেই কুশাগ্রের ধার দ্বারা ছিন্নজিহ্ব হইয়া দ্বিজিহ্ব হইয়া গেল ॥ ৩১ ॥

এদিকে বাসুকিপ্রভৃতি যে সকল সর্পগণ মাতৃকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিল তাহারা অতিশয় শোকাভিভূত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া শাপসমুৎপন্ন ভয়ের কথা জানাইল ॥ ৩২ ॥ ভগবান্ ব্রহ্মা তাহাদিগকে, মহর্ষি জরৎকারুর সমস্ত বিষয় বলিয়া তাঁহার হস্তে জরৎকারুনাম্নী বাসুকির ভগিনীকে সমর্পণ করিতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, এই বাসুকিভগিনীর গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে সেই তোমাদিগকে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ করিবে। আর ইহাও স্থির জানিবে যে, সেই পুত্রটী এই ভূমণ্ডল মধ্যে আস্তীক নামে বিখ্যাত হইবে ॥ ৩৩—৩৪ ॥ বাসুকি ব্রহ্মার এই কল্যাণকর বাক্য শ্রবণে বনগমন করত সেই জরৎকারু ঋষির হস্তে বিনয়পূর্ব্বক নিজভগিনীকে সমর্পণ করিলেন ॥ ৩৫ ॥ জরৎকারু প্রথমে তাহাকে সনাম্নী জানিয়া পরে বাসুকিকে বলিলেন যে, যখন তোমার এই ভগিনী আমার কোনও অপ্রিয় কার্য্য করিবে তখনই আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিব ॥ ৩৬ ॥ সেই

কৃত্বা পর্ণকুটীং শুভ্রাং জরৎকারুর্মহাবনে।
তয়া সহ সুখং প্রাপ রমমাণঃ পরন্তপ ! ॥ ৩৮ ॥
একদা ভোজনং কৃত্বা সুপ্তোঽসৌ মুনিসত্তমঃ।
ভগিনী বাসুকেস্তত্র সংস্থিতা বরবর্ণিনী ॥ ৩৯ ॥
ন সম্বোধয়িতব্যোঽহং ত্বয়া কান্তে ! কথঞ্চন।
ইত্যুক্ত্বা তু গতো নিদ্রাং মুনিস্তাং সুদতীং তদা ॥ ৪০ ॥
রবিরস্তগিরিং প্রাপ্তঃ সন্ধ্যাকাল উপস্থিতে।
কিং করোমি ন মে শান্তিস্ত্যজেন্মাং বোধিতঃ পুনঃ ॥ ৪১ ॥
ধর্ম্মলোপভয়াদ্ভীতা জরৎকারুরচিন্তয়ৎ।
নোচেৎ প্রবোধয়াম্যেনং সন্ধ্যাকালো বৃথা ব্রজেৎ ॥ ৪২ ॥
ধর্ম্মনাশাদ্বরং ত্যাগস্তথাপি মরণং ধ্রুবম্।
ধর্ম্মহানির্নরাণাং হি নরকায় ভবেৎ পুনঃ ॥ ৪৩ ॥

বাগ্‌বন্ধং প্রতিজ্ঞাম্ ॥ ৩৭—৩৮ ॥ অথ জরৎকারুপরিত্যাগকথাং সূচয়ন্নাহ একদেতি ॥ ৩৯ ॥ ন সম্বোধয়িতব্য ইতি। হে কান্তে ! কথঞ্চন কেনাপি কারণেন অহং ন সম্বোতয়িতব্যঃ ন জাগরণীয়ঃ মম নিদ্রাবিচ্ছেদো ন কর্ত্তব্য ইতি যাবৎ ॥৪০—৪১॥) জরৎকারুর্জরৎকারুমুনেঃ পত্নী ॥ ৪২ ॥ ধর্ম্মনাশাপেক্ষয়া মম ত্যাগং করিষ্যতি অথবা মম মরণং স্যাদিদং বরং ন তু

মুনি এইরূপে প্রতিজ্ঞা করাইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন ; বাসুকিও ভগিনীকে প্রদান করিয়া নিজ ভবনে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৭ ॥ মহারাজ ! জরৎকারু ঋষি এইরূপে বাসুকি-ভগিনীকে গ্রহণ করিয়া সেই ঘোর বিপিনে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সহিত পরম আনন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ একদা ঐ মুনিবর ভোজনান্তে শয়ন করিয়া বাসুকিভগিনীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন ; কান্তে ! যে কোন কারণই উপস্থিত হউক, তুমি কিছুতেই আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিও না ; এইমত আদেশ করিয়াই নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। এতচ্ছ্রবণে সেই সুন্দরী বাসুকিভগিনীও সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগি-লেন ॥ ৩৯—৪০ ॥ এদিকে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে সূর্য্যদেব অস্তাচলশিখরে গমনোন্মুখ হইলেন। বাসুকিভগিনী জরৎকারু ইহা দেখিয়া স্বামীর ধর্ম্মলোপভয়ে ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে আমি কি করি, ইহাঁকে জাগরিত না করিলে আমার শান্তিলাভ হইতেছে না ; কিন্তু, যদি জাগরিত করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন ; আর যদি ইহাঁকে প্রবোধিত না করি, তাহা হইলে এই সন্ধ্যাসময় বৃথা অতি-বাহিত হইবে। অতএব, ধর্ম্মনাশ হওয়া অপেক্ষা বরং পরিত্যাগ বা মরণ শ্রেয়স্কর ; কারণ, মনুষ্যের ধর্ম্মনাশই একমাত্র নরকের হেতু ॥ ৪১—৪৩ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য সা বালা তং মুনিং প্রত্যবোধয়ৎ।
সন্ধ্যাকালোঽপি সঞ্জাত উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ সুব্রত ! ॥ ৪৪ ॥
উত্থিতোঽসৌ মুনিঃ কোপাত্তামুবাচ ব্রজাম্যহম্।
ত্বন্তু ভ্রাতৃগৃহং যাহি নিদ্রাবিচ্ছেদকারিণী ॥ ৪৫ ॥
বেপমানাব্রবীদ্বাক্যমিত্যুক্তা মুনিনা তদা।
ভ্রাত্রা দত্তা যদর্থং তৎ কথং স্যাদমিতপ্রভ ! ॥ ৪৬ ॥
মুনিঃ প্রাহ জরৎকারুং তদস্তীতি নিরাকুলঃ।
গতা সা মুনিনা ত্যক্তা বাসুকেঃ সদনং তদা ॥ ৪৭ ॥
পৃষ্টা ভ্রাত্রাব্রবীদ্বাক্যং যথোক্তং পতিনা তদা।
অস্তীত্যুক্ত্বা চ হিত্বা মাং গতোঽসৌ মুনিসত্তমঃ ॥ ৪৮ ॥
বাসুকিস্তু তদাকর্ণ্য সত্যবাঙ্মুনিরিত্যুত।
বিশ্বাসঞ্চ পরং কৃত্বা ভগিনীং তাং সমাশ্রয়ৎ ॥ ৪৯ ॥

ধর্ম্মনাশ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ (ইতি সঞ্চিন্ত্যেতি। সা বালা বাসুকিভগিনী ইতি পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ সঞ্চিন্ত্য মুনিং জরৎকারুং প্রত্যবোধয়ৎ ॥৪৪॥ উত্থিত ইতি। কোপাৎ নিদ্রাভঙ্গজন্যক্রোধাৎ। অহং ব্রজামি যথেচ্ছং গচ্ছামি ত্বাং পরিত্যজ্য ইতি শেষঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥) তদস্তীতি তব ভ্রাতুর্য ইষ্টঃ পুত্রঃ স তব গর্ভেঽস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥ (পৃষ্টেতি। ভ্রাত্রা বাসুকিনা পৃষ্টা জিজ্ঞাসিতা পুত্রবিষয়মিতি শেষঃ। পতিনা ইত্যার্ষম্। তদা পরিত্যাগকালে ॥ ৪৮ ॥ বাসুকিরিতি। বাসুকিঃ সর্পরাজস্তৎভগিনীকথিতমাকর্ণ্য মুনিঃ সত্যবাক্ ইতি নিশ্চিত্য চ তস্মিন্ পরং বিশ্বাসং কৃত্বা

মহারাজ ! সেই তপস্বিনী বাসুকিভগিনী এইরূপ চিন্তা করিয়া, হে সুব্রত ! সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইয়াছে আপনি গাত্রোত্থান করুন, এই বলিয়া সেই ঋষিকে জাগরিত করিলেন ॥ ৪৪ ॥ পরে মুনি জরৎকারু গাত্রোত্থান করিয়া ক্রোধপূর্ব্বক বাসুকিভগিনীকে বলিলেন, যে হেতু তুমি আমার বাক্য অবহেলা করিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছ, এজন্য আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম ; তুমি এক্ষণে তোমার ভ্রাতৃগৃহে গমন কর ॥ ৪৫ ॥ মহর্ষি জরৎকারু এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিলে পর বাসুকিভগিনী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, মুনিবর ! আপনার প্রভাবের যে পরিমাণ নাই তাহা সত্য ; কিন্তু, ভ্রাতা আমায় যে জন্য আপনাকে প্রদান করিয়াছেন তাহা কি করিয়া নিষ্পন্ন হইবে ॥ ৪৬ ॥ এই কথা শ্রবণ করিয়া মুনি ব্যস্ততা পরিত্যাগ করিয়া বাসুকিভগিনী জরৎকারুকে বলিলেন, তোমার ভ্রাতা সর্পকুলের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যেরূপ পুত্রের ইচ্ছা করেন তাহা তোমার গর্ভেই আছে ; এই কথা বলিয়াই তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বাসুকিভগিনী ও তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ভ্রাতৃগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৭ ॥ অনন্তর, তাঁহার ভ্রাতা বাসুকি তাঁহাকে সন্তানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, সেই মুনিপ্রবর " সন্তানটী গর্ভে আছে " এই কথা বলিয়াই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥

ততঃ কালেন কিয়তা জাতোঽসৌ মুনিবালকঃ।
আস্তীক ইতি নামাসৌ বিখ্যাতঃ কুরুসত্তম ! ॥ ৫০ ॥
তেনায়ং রক্ষিতো যজ্ঞস্তব পার্থিবসত্তম !।
মাতৃপক্ষস্য রক্ষার্থং মুনিনা ভাবিতাত্মনা ॥ ৫১ ॥
ভব্যং কৃতং মহারাজ ! মানিতোঽয়ং ত্বয়া মুনিঃ।
যাযাবরকুলোৎপন্নো বাসুকের্ভগিনীসুতঃ ॥ ৫২ ॥
স্বস্তি তেঽস্তু মহাবাহো ! ভারতং সকলং শ্রুতম্।
দানানি বহুদত্তানি পূজিতা মুনয়স্তথা ॥ ৫৩ ॥
কৃতেন সুকৃতেনাপি ন পিতা স্বর্গতিং গতঃ।
পাবিতং ন কুলং কৃৎস্নং ত্বয়া ভূপতিসত্তম ! ॥ ৫৪ ॥
দেব্যাশ্চায়তনং ভূপ ! বিস্তীর্ণং কুরু ভক্তিতঃ।
যেন বৈ সকলা সিদ্ধিস্তব স্যাজ্জনমেজয় ! ॥ ৫৫ ॥

তাং ভগিনীং সমাশ্রয়ৎ ভগিনীমেব শাপমোচকপ্রসূতিতয়া অবলম্বিতবানিত্যর্থঃ ॥৪৯॥ সর্প-শাপবিবরণমুক্তা ইদানীং জনমেজয়স্য প্রশ্নোত্তরমাহ তেনায়মিতি ॥ ৫০—৫১ ॥) ভব্যং কৃতং মঙ্গলং কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ যত্ত্বয়োক্তং ভারতং সকলং শ্রুতং দানানি নানাবিধানি দত্তানি তথাপি মে চিত্তশান্তির্ন জাতা ন বা পিতুঃ স্বর্গোঽভূদিতি তত্তথৈবাস্তীত্যাহ ভারতং সকলমিতি ॥ ৫৩ ॥ অদ্যাপ্যেভিঃ কর্ম্মভিরপি ত্বয়া ন কুলং পাবিতম্। অতো ময়া যদুচ্যতে ত্বৎকল্যাণার্থং তচ্ছৃণ্বিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৪ ॥ তৎ কিং তদাহ দেব্যাশ্চায়তনমিতি। তদুক্তং শিবপুরাণে যো দেবীং স্থাপয়েৎ স্কন্দ ! প্রাসাদে ভক্তিভাবতঃ। ত্রৈলোক্যং স্থাপিতং তেন যতঃ সর্ব্বময়ী শিবা। নানেন সদৃশো ধর্ম্মো দেবীস্থাপনকর্ম্মণা। তুষ্টায়াং খলু তস্যাং তু সন্তুষ্টং ভুবনত্রয়ম্। যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা দেবীপ্রাসাদমদ্ভুতম্। স কোটিকুলমুদ্ধৃত্য মণিদ্বীপে

বাসুকি এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণে মুনির বাক্য অমোঘ জানিয়া এই কথায় দৃঢ়তর বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক ভগিনীকেই বিপদনাশের উপায় মনে করিয়া স্বগৃহে রক্ষা করিলেন ॥ ৪৯ ॥ অনন্তর, কিছুকাল গত হইলে, এই মুনিকুমার জন্মগ্রহণ করিয়া আস্তীক নামে বিখ্যাত হইলেন ॥ ৫০ ॥ মহারাজ ! সেই আত্মদর্শী মুনি আস্তীক মাতৃপক্ষীয়গণের রক্ষা জন্যই তোমাকে সর্পযজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন ॥ ৫১ ॥ এক্ষণে তুমি এই যাযাবর কুলোৎপন্ন বাসুকিভগিনীপুত্র আস্তীকের সম্মান রক্ষা করিয়া অতি সাধু কার্য্যই করিয়াছ ॥ ৫২ ॥ হে মহাবাহো ! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি ইতিপূর্ব্বে সমস্ত ভারতই শ্রবণ করিয়াছ, বহু ধনদান করিয়াছ এবং মুনিগণকেও যথোচিত সম্মান করিয়াছ সত্য ; কিন্তু, মহারাজ ! এই বিহিত সুকৃতবলেও তোমার পিতা স্বর্গপ্রাপ্ত হয়েন নাই আর তুমি নিজ-কুলকেও পবিত্র করিতে পার নাই ॥ ৫৩—৫৪ ॥ অতএব, হে জনমেজয় ! তুমি ভক্তি পূর্ব্বক দেবী মহাশক্তির অর্চ্চনার নিমিত্ত তাঁহার আয়তন বিস্তীর্ণ কর, তাহা হইলেই সমস্ত সিদ্ধিলাভ

পূজিতা পরয়া ভক্ত্যা শিবা সকলদা সদা।
কুলবৃদ্ধিং করোত্যেব রাজ্যঞ্চ সুস্থিরং সদা॥ ৫৬॥
দেবীমখং বিধানেন কৃত্বা পার্থিবসত্তম!।
শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণং পরমং শৃণু॥ ৫৭॥
ত্বামহং শ্রাবয়িষ্যামি কথাং পরমপাবনীম্।
সংসারতারিণীং দিব্যাং নানারসসমাহৃতাম্॥ ৫৮॥
ন শ্রোতব্যং পরং চাস্মাৎ পুরাণাদ্বিদ্যতে ভুবি।
নারাধ্যং বিদ্যতে রাজন্! দেবীপাদাম্বুজাদৃতে॥ ৫৯॥
তে সভাগ্যাঃ কৃতপ্রজ্ঞা ধন্যাস্তে নৃপসত্তম!।
যেষাং চিত্তে সদা দেবী বসতি প্রেমসঙ্কুলে॥ ৬০॥
সুদুঃখিতাস্তে দৃশ্যন্তে ভুবি ভারত! ভারতে।
নারাধিতা মহামায়া যৈর্জনৈশ্চ সদাম্বিকা॥ ৬১॥

বিরাজতে। কুলকোটিসমাযুক্তো দেবীলোকে বসেন্নরঃ। জ্ঞানং দিব্যং পরং প্রাপ্য কৈবল্যং মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ইত্যাদিবচনানি পুরাণান্তরেষ্বপি দ্রষ্টব্যানি॥৫৫॥ রাজ্যং চকারান্মোক্ষঞ্চ॥৫৬॥ দেবীমখং নবরাত্রোৎসবাদিকং জ্যোতিষ্টোমাদিকং কোটিহোমাদিকঞ্চ দেবীপ্রীত্যর্থং কৃতং দেবীমখশব্দেনোচ্যেতে। তং দেবীমখং কৃত্বা শ্রীদেবীভাগবতং শৃণু। অনেন বচনেন নবরাত্রোৎসবে দেবীভাগবতপারায়ণবিধিঃ প্রদর্শিতঃ। অতোঽবশ্যং নবরাত্রচতুষ্টয়ে দেবীভাগবতপারায়ণং কর্ত্তব্যং শ্রোতব্যঞ্চ॥৫৭॥ কিং ফলং তচ্ছ্রবণেনেতি চেৎ সংসারতারিণীমিতি। কেবলং দেবীভাগবতশ্রবণেনৈব দেবীপ্রসাদে জাতে সংসারান্মুক্তো ভবতীতি মহাফলং শ্রবণেনেতি ভাবঃ॥ ৫৮॥ অস্মাৎ পুরাণাদধিকং সমং বাস্তৎ পুরাণং শ্রোতব্যং নৈব ভুবি বিদ্যতে অস্য পুরাণস্য সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মপ্রতিপাদকত্বাদন্যেষাঞ্চ পুরাণানামেকৈক সত্ত্বাদিগুণোপাধিহরিহরব্রহ্মাদিপ্রতিপাদকত্বাৎ। অতএব সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণ্যাং ভগবত্যা একৈকসত্ত্বাদিগুণোপাধিহরিহরাদ্যপেক্ষয়া সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বাদেব দেবীপাদাম্বুজাদৃতে

করিতে সমর্থ হইবে॥ ৫৫॥ সেই মঙ্গলময়ী মহাশক্তি ভক্তিপূর্ব্বক পূজিতা হইলে কুলের বৃদ্ধি করিয়া থাকেন ও রাজ্যকে সর্ব্বদা সুস্থিরে রাখেন; অধিক কি, জীব যাহা অভিলাষ করে তৎসমস্তই প্রদান করিয়া থাকেন॥ ৫৬॥ মহারাজ! তুমি এক্ষণে, বিধিপূর্ব্বক দেবী ভগবতীর পূজাদি উৎসব করিয়া দেবীমাহাত্ম্য-পরিপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত নামে মহাপুরাণ শ্রবণ কর॥ ৫৭॥ রাজন্! সংসার-সমুদ্রের একমাত্র তরণীস্বরূপ পরম-পবিত্রকর অথচ নানারস সমন্বিত এই দিব্য পুরাণকথা আমি নিজেই তোমাকে শ্রবণ করাইব॥ ৫৮॥ মহারাজ! ইহা তুমি নিশ্চয়ই জানিবে যে, পৃথিবীতে, এই পুরাণ হইতে অপর কিছুই বিশেষ শ্রোতব্য নাই এবং দেবীপাদপদ্ম ব্যতিরেকে অপর কিছুই আরাধ্য নাই॥ ৫৯॥ নৃপবর! যাহাদিগের প্রেমপূর্ণ-হৃদয়ে দেবী ভগবতী নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন, ইহ লোকে তাহারাই ধন্য এবং তাহারাই ভাগ্যবান্ ও যথার্থ বুদ্ধিমান্॥ ৬০॥ ভারতসত্তম! এই ভারতবর্ষে জন্ম-

ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ সর্ব্বে যদারাধনতৎপরাঃ।
বর্ত্তন্তে সর্ব্বদা রাজংস্ত্বাং ন সেবেত কো জনঃ ॥ ৬২ ॥
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ।
ভগবত্যা সমাখ্যাতং বিষ্ণবে যদনুত্তমম্ ॥ ৬৩ ॥
তেন শ্রুতেন তে রাজংশ্চিত্তশান্তির্ভবিষ্যতি ॥
পিতৄণাঞ্চাক্ষয়ঃ স্বর্গঃ পুরাণশ্রবণাদ্ভবেৎ ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে আস্তীকজন্মকথনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

দ্বাবিংশত্যধিকসংখ্যৈঃ পদ্যৈঃ সপ্তশতৈঃ শুভৈঃ। শ্রীমদ্ব্যাসমুখোদ্গীতৈর্দ্বিতীয়স্কন্ধ ঈরিতঃ ॥

আরাধ্যং নৈবাস্তি তদেব সর্ব্বৈরারাধ্যমিতি ভাবঃ ॥৫৯—৬১॥ মনুষ্যৈর্ভগবতী সর্ব্বদারাধ্যেত্যত্র কিং বক্তব্যমিতি কৈমুতিকন্যায়েনাহ ব্রহ্মাদয় ইতি ॥ ৬২ ॥ বিষ্ণবে যদনুত্তমমিতি। পূর্ব্বোক্তার্থশ্লোকাত্মকং যদ্ভাগবতং সাক্ষাদ্ভগবত্যা স্বমুখেনৈব বিষ্ণবে উপদিষ্টং যস্মাত্তস্মাদনেন সদৃশং মহাফলং কিমন্যৎ স্যান্ন কিমপীতি ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥ যদুক্তং মম চিত্তশান্তির্ন জাতা পিতৃণামুদ্ধারোঽপি ন জাত ইতি তত্রাহ তেন শ্রুতেনেতি ॥ ৬৪ ॥

শ্রীমচ্ছৈবকুলোৎপন্নো রঙ্গনাথাত্মজঃ সুধীঃ।
শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসম্ভূতো নীলকণ্ঠোভিধানতঃ ॥ ১ ॥
দেবী ভাগবতস্যাস্য ব্যাখ্যানরহিতস্য চ।
তিলকাখ্যাং মহাব্যাখ্যাং সম্যগ্ যঃ কৃতবাঞ্শুভাম্ ॥ ২ ॥
স্কন্ধো দ্বিতীয়স্তস্যাস্ত সমাপ্তোঽভূচ্ছুভার্থদঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীশৈবকুলোৎপন্নরঙ্গনাথাত্মজশ্রীলক্ষ্মীগর্ভসম্ভবনীলকণ্ঠকৃতে দেবীভাগবতব্যাখ্যানে তিলকাভিধে দ্বিতীয়স্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ১২ ॥

পরিগ্রহ করিয়া যে সকল মনুষ্য সেই মহামায়া অম্বিকাকে আরাধনা করিল না; এই পৃথিবীতে তাহাদিগকেই নিতান্ত দুঃখার্ণবে মগ্ন দেখিতে পাইবেন ॥ ৬১ ॥ দেখুন, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণও সর্ব্বদা যাঁহার আরাধনায় তৎপর রহিয়াছেন, তবে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে, তাঁহার আরাধনা করিবে না? ॥ ৬২ ॥ অতএব, যে ব্যক্তি এই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ নিত্য শ্রবণ করে সে অভিলষিত সমস্ত কামনাই প্রাপ্ত হয়। এই সর্ব্বোত্তম শ্রীমদ্ভাগবত পূর্ব্বে ভগবতী স্বয়ং বিষ্ণুকে উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ৬৩ ॥ অতএব, মহারাজ! এই ভাগবত পুরাণ শ্রবণ করিলেই তোমার চিত্তের শান্তি হইবেক এবং এই শ্রবণফলে তোমার পিতারও অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবেক ॥ ৬৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে আস্তীকজন্মকথন-নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

স্কন্ধশ্চায়ং সমাপ্তঃ ॥

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

ভগবন্! ভবতা প্রোক্তং যজ্ঞমম্বাভিধং মহৎ।
সা কা কথং সমুৎপন্না কুত্র কস্মাচ্চ কিংগুণা ॥ ১ ॥
কীদৃশশ্চ মখস্তস্যাঃ স্বরূপং কীদৃশস্তথা।
বিধানং বিধিবদ্ব্রূহি সর্ব্বজ্ঞোঽসি দয়ানিধে! ॥ ২ ॥
ব্রহ্মাণ্ডস্য তথোৎপত্তিং বদ বিস্তরতস্তথা।
যথোক্তং যাদৃশং ব্রহ্মন্নখিলং বেৎসি ভূসুর! ॥ ৩ ॥

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥
পাশাঙ্কুশবরাভীতিধরাং দেবীং চিদাত্মিকাম্।
বন্দে সমন্দহসিতাং মণিদ্বীপাধিবাসিনীম্ ॥
পঞ্চাশৎপদ্যকৈরর্দ্ধশ্লোকোনৈর্ভুবনেশ্বরীম্।
সম্যক্‌পৃষ্টবতে রাজ্ঞে নির্ণয়ঃ সম্যগুচ্যতে ॥

সর্ব্বৈর্ভগবত্যেবারাধ্যা পূজ্যা চেতি ব্যাসবাক্যং শ্রুত্বা জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি ভগবন্নিতি। যজ্ঞং যজনীয়ং পূজ্যমিত্যর্থঃ। অম্বাভিধমম্বাসংজ্ঞকং তত্ত্বমিত্যর্থঃ। যত্ত্বয়া প্রোক্তং তত্র কা সা অম্বা কিংস্বরূপা কথং কেন প্রকারেণোৎপন্না কুত্র কস্মিন্ দেশে কালে বা উৎপন্না কস্মাৎ কারণাদুৎপন্না কিংগুণা কিংগুণবতী সা চ ॥ ১ ॥

তস্যা দেব্যা মখো যজ্ঞো যত্ত্বয়া প্রোক্তঃ স কীদৃশস্তস্য মখস্য স্বরূপং কীদৃশং তথা বিধানং চ কীদৃশং তৎ সর্ব্বং বিধিবদ্ব্রূহি যতস্ত্বং সর্ব্বজ্ঞোঽসি ॥ ২ ॥

যথোক্তং যাদৃশং পৃষ্টং ময়া তৎ সর্ব্বং ত্বং বেৎসি ॥ ৩—৪ ॥

জন্মেজয় কহিলেন, ভগবন্! আপনি যে, অম্বা নামক মহাযজ্ঞের কথা বর্ণনা করিলেন, সে অম্বা কে? কি নিমিত্ত কোনস্থলে কোন সময়ে কি প্রকারেই বা তিনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন? তাঁহার স্বরূপ কেমন? আর অর্চ্চনাই বা কি প্রকার? দয়ানিধান! এই বিশ্বসংসারে এমন কোনও বিষয় নাই যাহা আপনার অবিদিত আছে; অতএব আপনি কৃপা করিয়া এ বিষয়ের সমস্ত অনুষ্ঠান বিধি প্রকাশ করিয়া বলুন ॥ ১—২ ॥ এই সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিও বিস্তাররূপে বলিতে হইবে; ব্রহ্মন্! এই ভূলোক মধ্যে আপনি সাক্ষাৎ দেবতা; অতএব, আমি যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম ইহা ত অতি সামান্য কথা; বস্তুত আপনি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তত্ত্বই অবগত আছেন ॥ ৩ ॥ হে পরাশর-

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ত্রয়ো দেবা ময়া শ্রুতাঃ।
সৃষ্টিপালনসংহারকারকাঃ সগুণাস্ত্রমী ॥ ৪ ॥
স্বতন্ত্রাস্তে মহাত্মানঃ পারাশর্য্য ! বদস্ব মে।
আহোস্বিৎ পরতন্ত্রাস্তে শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্ ॥ ৫ ॥
মৃত্যুধর্ম্মাশ্চ তে নো বা সচ্চিদানন্দরূপিণঃ।
আধিভূতাদিভির্যুক্তা ন বা দুঃখৈস্ত্রিধাত্মকৈঃ ॥ ৬ ॥
কালস্য বশগা নো বা তে সুরেন্দ্রা মহাবলাঃ।
কথং তে বৈ সমুৎপন্নাঃ কস্মাদিতি চ সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥
হর্ষশোকযুতাস্তে বৈ নিদ্রালস্যসমন্বিতাঃ।
সপ্তধাতুময়াস্তেষাং দেহাঃ কিং বান্যথা মুনে ! ॥ ৮ ॥
কৈর্দ্রব্যৈর্নির্ম্মিতাস্তে বৈ কৈগুর্ণৈরিন্দ্রিয়ৈস্তথা।
ভোগশ্চ কীদৃশস্তেষাং প্রমাণমায়ুষস্তথা ॥ ৯ ॥

তে কিং স্বতন্ত্রা আহোস্বিৎ পরতন্ত্রা ইত্যপি পারাশর্য্য ! বদ ॥ ৫ ॥
মৃত্যুধর্ম্মা জীবা বা আহোস্বিৎ সচ্চিদানন্দরূপিণস্তে ব্রহ্মাদয়ঃ। তথাধিভৌতিকাধিদৈবিকাধ্যাত্মিকৈস্ত্রিধাত্মকৈস্ত্রিবিধৈর্দুঃখৈস্তে যুক্তা অথবা ন যুক্তাঃ ॥ ৬ ॥
ইতি চ সংশয়োঽস্তীতি শেষঃ ॥ ৭ ॥
হর্ষশোকযুতাস্তে সন্তি। কিমন্যথা বেতি পাদত্রয়েণ সংবধ্যতে ॥ ৮ ॥

কুলতিলক গুরো ! আমি শুনিয়াছি যে, স্বয়ং ঈশ্বরই সৃষ্টি পালন ও সংহার কার্য্য সাধন করিবার জন্য প্রকৃতির গুণত্রয়কে সমাশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপে আবির্ভূত হয়েন ; ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, অসীম প্রভাবশালী সেই মহাত্মাত্রয় কি স্বতন্ত্র ? না কি কাহারও অধীনে থাকিয়া কেবল নিজ নিজ নির্দ্দিষ্টকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন মাত্র ? সম্প্রতি এই বিষয়টী শুনিবার জন্যই আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে ॥৪—৫॥ সেই মহাবল পরাক্রান্ত সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সাধারণ জীবের ন্যায় মর্ত্যধর্ম্মাবলম্বী অথবা সকলেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ? আর এক কথা এই যে, তাঁহারা আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক প্রভৃতি ত্রিবিধ দুঃখে সমাক্রান্ত হন্ কি না ? ফলতঃ সেই দেবত্রয় সর্ব্বসংহারক-কালের অধীন কি না এবং তাঁহাদিগের উৎপত্তিই বা কোথা হইতে হইল ? এই সমস্ত বিষয়ে আমার মনে অত্যন্ত সংশয় জন্মিয়াছে। মহর্ষে ! তাঁহারাও কি আমাদের মত হর্ষ শোকের এবং নিদ্রা ও আলস্যের বশীভূত ? আর একটী সন্দেহ এই যে, তাঁহাদিগের দেহ ত্বঙ্মাংসাদি সপ্তধাতুময় অথবা অন্য প্রকার ? ॥ ৬—৮ ॥ যদি তাঁহাদিগের দেহ পঞ্চভূতজাত না হয়, তবে তাহা কোন উপাদানে নির্ম্মিত ? আর তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয় সকলই বা কোন অনির্ব্বচনীয় গুণাশ্রয়ে সৃষ্ট হইল ? যদি অপ্রাকৃত দেহই হয়, তাহা হইলে, সেই

নিবাসস্থানমপ্যেষাং বিভূতিং চ বদস্ব মে।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং ব্রহ্মন্! বিস্তরেণ কথামিমাম্ ॥ ১০ ॥
ব্যাস উবাচ।
দুর্গমঃ প্রশ্নভারোঽয়ং কৃতো রাজংস্ত্বয়াধুনা।
ব্রহ্মাদীনাং সমুৎপত্তিঃ কস্মাদিতি মহামতে! ॥ ১১ ॥
এতদেব ময়া পূর্ব্বং পৃষ্টোঽসৌ নারদো মুনিঃ।
বিস্মিতঃ প্রত্যুবাচেদমুত্থিতঃ শৃণু ভূপতে! ॥ ১২ ॥
কস্মিংশ্চ সময়ে চাহং গঙ্গাতীরে স্থিতং মুনিম্।
অপশ্যং নারদং শান্তং সর্ব্বজ্ঞং বেদবিত্তমম্ ॥ ১৩ ॥

কৈর্দ্রব্যৈরিতি। তেষাং দেহাঃ পাঞ্চভৌতিকা উত ন ॥ ৯—১০ ॥
ব্রহ্মাদীনামিতি। ইদমুপলক্ষণং জনমেজয়েন কৃতানাং সর্ব্বেষাং প্রশ্নানাম্ ॥ ১১ ॥
এতদেবেতি। নন্থ জনমেজয়প্রশ্না অন্যবিধাঃ কৃতাঃ ব্যাসস্য নারদং প্রতি প্রশ্নাস্ত্বন্য-বিধাঃ সন্তি তৎ কথমুচ্যতে এতদেব ময়েতি চেন্ন। এতদেবেত্যস্যৈতৎসদৃশমিত্যর্থাৎ। যে ত্বয়া প্রশ্নাঃ কৃতাস্তৎসদৃশা এব প্রশ্না ময়া নারদং প্রতি কৃতাস্তেষাং প্রশ্নানাং প্রত্যুত্তরং নারদো দত্তবাংস্তেনৈব ত্বৎপ্রশ্নানাং সমাধানং ভবিষ্যতি। ন ত্বৎপ্রশ্নানাং পৃথক্‌প্রতিবচনং দেয়ং ভবতীতি ভাবঃ। অতএব জনমেজয়েন কৃতপ্রশ্নানাং প্রত্যেকং প্রতিবচনং ব্যাসো ন দত্তবানিতি বোধ্যম্। উত্থিত আবির্ভূতো মদগ্রে প্রকটীভূতঃ ॥ ১২ ॥

অপ্রাকৃত দেহে বিষয় সম্ভোগইবা কি প্রকার? অপিচ তাদৃশ অলৌকিক দেহের জীবন কালই বা কতদিন? ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মন্! সেই সুরোত্তমত্রয়ের বাসস্থান কোথায় এবং তাঁহাদিগের ঐশ্বর্য্যশক্তিই বা কিরূপ? এই সমস্ত কথা শুনিবার জন্য আমার স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী হইয়াছে, আপনি বিস্তার পূর্ব্বক উহা আমার নিকট বর্ণনা করুন ॥ ১০ ॥

বেদব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বুঝিলাম, তোমার বুদ্ধি অতিশয় সূক্ষ্মতত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে; কেননা, অদ্য তুমি আমার নিকট ব্রহ্মাদির উৎপত্তি এবং তাঁহারা সাধারণ জীবের ন্যায় জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি কাল ধর্ম্মের অধীন কি না ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল প্রশ্ন করিলে উহার উত্তর প্রদান করা বড় সহজ ব্যাপার নহে ॥ ১১ ॥ পূর্ব্বে কোন সময়ে দেবর্ষি নারদ আমার নিকট আবির্ভূত হওয়ায় আমিও তাঁহার কাছে প্রায় তোমারই প্রশ্ন সকলের মত কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছিলাম। দেবর্ষি আমার তাদৃশ প্রশ্ন শ্রবণে প্রথমতঃ বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; পরে নিজ অপরিমিত জ্ঞানশক্তিপ্রভাবে যথাবিহিত উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাজ! অদ্য আমি তোমার নিকট আমাদিগের সেই গুরু শিষ্য সঙ্ঘটিত প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গ বর্ণন করিব; তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, ইহার দ্বারা তোমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সমাধান হইবে ॥ ১২ ॥

দৃষ্ট্বাহং মুদিতো গত্বা পাদয়োরপতম্মুনেঃ।
তেনাজ্ঞপ্তঃ সমীপেঽস্য সংবিষ্টশ্চ বরাসনে ॥ ১৪ ॥
শ্রুত্বা কুশলবার্ত্তাং বৈ তমপৃচ্ছং বিধেঃ সুতম্।
নিবিষ্টং জাহ্নবীতীরে নির্জ্জনে সূক্ষ্মবালুকে ॥ ১৫ ॥
মুনেঽতিবিততস্যাস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য মহামতে!।
কঃ কর্ত্তা পরমঃ প্রোক্তস্তন্মে ব্রূহি বিধানতঃ ॥ ১৬ ॥
কস্মাদেতৎ সমুৎপন্নং ব্রহ্মাণ্ডং মুনিসত্তম!।
অনিত্যং বা তথা নিত্যং তদাচক্ষ্ব দ্বিজোত্তম! ॥ ১৭ ॥
এককর্ত্তৃকমেতদ্বা বহুকর্ত্তৃকমন্যথা।
অকর্ত্তৃকং ন কার্য্যং স্যাদ্বিরোধোঽয়ং বিভাতি মে ॥ ১৮ ॥
ইতি সন্দেহসন্দোহে মগ্নং মাং তারয়াধুনা।
বিকল্পকোটীঃ কুর্ব্বাণং সংসারেঽস্মিন্ প্রবিস্তরে ॥ ১৯ ॥

(অহমপি ত্বমিব সংশয়াপন্নঃ সন্ পুরা স্বগুরুং দেবর্ষিনারদমপৃচ্ছমিতি বিবক্ষুরাহ কস্মিংশ্চ সময় ইতি ॥ ১৩ ॥

ইদানীং গুরুদর্শনজমানন্দত্বং সূচয়ন্নাহ দৃষ্ট্বাসিতি ॥ ১৪ ॥

প্রকৃতমনুসৃত্যাহ শ্রুত্বা কুশলবার্ত্তামিতি ॥ ১৫ ॥

মুনেঽতিবিততস্যেতি। অতিবিস্তৃতস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য পরমঃ সর্ব্বোপরিবর্ত্তি এবম্ভূতঃ কর্ত্তা কঃ শাস্ত্রেষু প্রোক্ত ইতি বিধানতঃ শাস্ত্রবিধিমনুল্লঙ্ঘ্য ব্রূহীতিভাবঃ ॥ ১৬ ॥

কস্মাদিতি। এতদ্‌ব্রহ্মাণ্ডং কস্মাৎ সকাশাৎ সঞ্জাতং কিঞ্চ এতন্নিত্যং অবিনশ্বরং বা তদপি ব্রূহীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥)

বিরোধোঽয়মিতি। কৃতিজন্যত্বাভাবে কার্য্যত্বমেব ন স্যাদিতি বিরোধঃ ॥ ১৮—১৯ ॥

কোন সময় আমি দেখিলাম, বেদবেত্তাগণের অগ্রগণ্য কালত্রয়দর্শী প্রশান্তমূর্ত্তি ভগবান্ নারদ জাহ্নবীতটে মৌনাবলম্বনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। গুরুদেব মৌনাবলম্বনে থাকিলেও আমি দর্শনমাত্র আনন্দভরে নিকটে যাইয়া তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইলাম; পরে তাঁহার আদেশক্রমে সমীপস্থ একটী উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিলাম। অনন্তর, সেই ব্রহ্মার মানসপুত্র ঋষিপ্রবর গুরুদেবের অপরাপর কুশল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নির্জ্জনে গঙ্গাতীরস্থ সূক্ষ্ম বালুকাময় আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্! এই অতীব বিস্তৃত বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বময় কর্ত্তা কে? আমাকে যথার্থ করিয়া বলুন ॥ ১৩—১৬ ॥ মুনিসত্তম! এই ব্রহ্মাণ্ড কোথা হইতে সমুৎপন্ন হইল, ইহা কি নিত্য অবিনশ্বর পদার্থ না অনিত্য? আর এক কথা এই, ইহার কর্ত্তা একটী না বহু? ফলতঃ কর্ত্তা অবশ্যই আছে, তাহার কারণ, কর্ত্তা না থাকিলে যে, কখনই কার্য্যের উৎপত্তি হয় না; ইহা বোধ হয় সাধারণেই স্বীকার করিয়া থাকে। গুরুদেব! এই সুবিস্তীর্ণ সংসার বিষয়ে

ব্রুবন্তি শঙ্করং কেচিন্মত্বা কারণকারণম্ ।
সদাশিবং মহাদেবং প্রলয়োৎপত্তিবর্জ্জিতম্ ॥ ২০ ॥
আত্মারামং সুরেশঞ্চ ত্রিগুণং নির্ম্মলং হরম্ ।
সংসারতারকং নিত্যং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্ ॥ ২১ ॥
অন্যে বিষ্ণুং স্তুবন্ত্যেনং সর্ব্বেষাং প্রভুমীশ্বরম্ ।
পরমাত্মানমব্যক্তং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্ ॥ ২২ ॥
ভুক্তিদং মুক্তিদং শান্তং সর্ব্বাদিং সর্ব্বতোমুখম্ ।
ব্যাপকং বিশ্বশরণমনাদিনিধনং হরিম্ ॥ ২৩ ॥
ধাতারঞ্চ তথা চান্যে ব্রুবন্তি সৃষ্টিকারণম্ ।
তমেব সর্ব্ববেত্তারং সর্ব্বভূতপ্রবর্ত্তকম্ ॥ ২৪ ॥
চতুর্ম্মুখং সুরেশানং নাভিপদ্মভবং বিভুম্ ।
স্রষ্টারং সর্ব্বলোকানাং সত্যলোকনিবাসিনম্ ॥ ২৫ ॥

যা বিকল্পকোটীস্তা অপমুক্তবানিত্যাহ । ব্রুবন্তি শঙ্করমিতি ॥ ২০ ॥
(তস্যেশ্বরত্বে হেতুং বর্ণয়ন্নাহাত্মারামেতি ॥ ২১ ॥
অন্যে বিষ্ণুমিতি দ্বাভ্যাং প্রতিপাদয়তি বিষ্ণোরীশ্বরত্বমিতি শেষঃ ॥ ২২—২৩
ধাতারমিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ২৪—২৫ ॥

যে সমস্ত কূট সংশয় ছিল সে সমস্তই প্রকাশ করিলাম ; এক্ষণে কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক এই সমস্ত প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দানে ভীষণ সন্দেহ-সাগরে নিমগ্নপ্রায় শিষ্যকে ত্রাণ করুন ॥১৭-১৯॥ এ বিষয়ে আর এক আশ্চর্য্য দেখুন, কতকগুলি পণ্ডিত শঙ্করকেই সর্ব্বকারণ-কারণ পরমেশ্বর মনে করিয়া এইরূপ বলেন যে, সেই সর্ব্বদেবেশ্বর প্রভু মহাদেবই জীব-নিস্তারের হেতুভূত ; তিনিই উৎপত্তি-প্রলয় বর্জ্জিত সদা মঙ্গলময় আত্মারাম ও গুণত্রয়ের নিয়ন্তা। সর্ব্ব-পাপবিরহিত ভক্তজনের পাপহারী সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণস্বরূপ ॥ ২০—২১ ॥ আবার কোন কোন পণ্ডিতেরা বিষ্ণুকেই সর্ব্বেশ্বর ভাবিয়া এইরূপে স্তব করিয়া থাকেন যে, তিনিই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মা সকলের প্রভু ও আদ্যপুরুষ ; সেই হরিই জন্মমৃত্যু-বিবর্জ্জিত বিশ্বজীবের তারণকর্ত্তা সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বতোমুখ ভক্তজনের ভোগমুক্তিদাতা॥২২—২৩॥ কেহ কেহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকেই সর্ব্বকারণরূপ ঈশ্বর ভাবিয়া এইমত বলেন যে, তিনিই সমস্ত সৃষ্টির কারণ ; সুতরাং তিনিই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিধানকর্ত্তা, সর্ব্বভূতের প্রবর্ত্তক সর্ব্বজ্ঞ। ব্রহ্মাই পরম কারণ স্বরূপ কোন অনির্ব্বচনীয় অব্যক্ত অনন্ত শক্তির নাভিপদ্ম হইতে আবির্ভূত ; অর্থাৎ অপর কেহ তাঁহার পিতা মাতা নাই। বিশেষতঃ তাঁহার বসতি সর্ব্বলোকোপরি সত্যলোকে ; অতএব তিনিই লোক সমূহের উৎপাদয়িতা এবং সমস্ত

দিনেশং প্রবদন্ত্যন্যে সর্ব্বেশং বেদবাদিনঃ।
স্তুবন্তি চৈব গায়ন্তি সায়ম্প্রাতরতন্দ্রিতাঃ॥ ২৬॥
যজন্তি চ তথা যজ্ঞে বাসবঞ্চ শতক্রতুম্।
সহস্রাক্ষং দেবদেবং সর্ব্বেষাং প্রভুমুল্বণম্॥ ২৭॥
যজ্ঞাধীশং সুরাধীশং ত্রিলোকেশং শচীপতিম্।
যজ্ঞানাঞ্চৈব ভোক্তারং সোমপং সোমপপ্রিয়ম্॥ ২৮॥
বরুণঞ্চ তথা সোমং পাবকং পবনন্তথা।
যমং কুবেরং ধনদং গণাধীশং তথা পরে॥ ২৯॥
হেরম্বং গজবক্ত্রঞ্চ সর্ব্বকার্য্যপ্রসাধকম্।
স্মরণাৎ সিদ্ধিদং কার্য্যকামদং কামগং পরম্॥ ৩০॥
ভবানীং কেচনাচার্য্যাঃ প্রবদন্ত্যখিলার্থদাম্।
আদিমায়াং মহাশক্তিং প্রকৃতিং পুরুষানুগাম্॥ ৩১॥

দিনেশমিতি। অতন্দ্রিতা আলস্যাদিবর্জ্জিতাঃ॥ ২৬॥
শতক্রতুং শতাশ্বমেধযাজিনং বাসবমিন্দ্রম্॥ ২৭—২৮॥
ভিন্নরুচিত্বাৎ দুর্ব্বলসাধকৈঃ পরমেশ্বরবিভূতিরূপা বরুণাদয়োদিগীশা অপীজ্যন্তে অত আহ বরুণমিতিদ্বাভ্যাম্॥ ২৯—৩০॥

দেবগণেরও ঈশ্বর॥ ২৪—২৫॥ আবার অপর বেদবাদী পণ্ডিতগণ দিনপতিকেই সর্ব্বেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করেন; অতএব তাঁহারা সায়ং সন্ধ্যা ও প্রাতঃসন্ধ্যা সময়ে অতন্দ্রিতভাবে বেদোক্ত মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহারই স্তুতি গান করিয়া থাকেন॥ ২৬॥ কোন কোন ঋষি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবরাজ বাসবের অর্চ্চনা করেন। তাঁহারা এই কথা বলেন যে, ইন্দ্রই সমস্ত দেবগণের দেবতাস্বরূপ; তিনি একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, সকল জীবের নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ। তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক পরাক্রান্ত; তিনি সহস্র লোচন, সমস্ত দেবের অধীশ্বর; অতএব সেই শচীপতিই এই লোকত্রয়ের নিয়ন্তা ও সর্ব্ব যজ্ঞের আরাধ্য ঈশ্বর। তিনি স্বয়ং সোমপানে নিরত এবং সোমপায়িগণই তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়; সুতরাং তিনিই একমাত্র যজ্ঞভোক্তা॥ ২৭—২৮॥ এইরূপে মানবগণ নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে কেহ বরুণ, কেহ সোম, কেহ হুতাশন, কেহ পবন, কেহ যম, কেহ বা সর্ব্বধনের অধীশ্বর কুবেরের, কোন কোন মহাত্মা যিনি স্মৃতিমাত্রে সমস্ত কার্য্যের সিদ্ধি প্রদান করেন এবং যিনি স্বয়ং সর্ব্বকামনার পরপারগত হইয়াও ভক্তজনের সমস্ত কামনা পূরণ করিয়া থাকেন সেই সর্ব্বকার্য্যপ্রসাধক গজেন্দ্রবদন গণপতির আরাধনায় নিরত হয়েন॥ ২৯—৩০॥ পরন্তু, কতকগুলি জ্ঞান বিজ্ঞানসম্পন্ন আচার্য্য এইরূপ বলেন যে, যিনি পরব্রহ্মের সহিত

ব্রহ্মৈকতাসমাপন্নাং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীম্।
মাতরং সর্ব্বভূতানাং দেবতানাং তথৈব চ॥ ৩২॥
অনাদিনিধনাং পূর্ণাং ব্যাপিকাং সর্ব্বজন্তুষু।
ঈশ্বরীং সর্ব্বলোকানাং নির্গুণাং সগুণাং শিবাম্॥ ৩৩॥
বৈষ্ণবীং শাঙ্করীং ব্রাহ্মীং বাসবীং বারুণীন্তথা।
বারাহীং নারসিংহীঞ্চ মহালক্ষ্মীং তথাদ্ভুতাম্॥ ৩৪॥
বেদমাতরমেকাঞ্চ বিদ্যাং ভবতরোঃ স্থিরাম্।
সর্ব্বদুঃখনিহন্ত্রীঞ্চ স্মরণাৎ সর্ব্বকামদাম্॥ ৩৫॥
মোক্ষদাঞ্চ মুমুক্ষূণাং কামদাঞ্চ ফলার্থিনাম্।
ত্রিগুণাতীতরূপাঞ্চ গুণবিস্তারকারকাম্॥ ৩৬॥
নির্গুণাং সগুণাং তস্মাত্তাং ধ্যায়ন্তি ফলার্থিনঃ।
নিরঞ্জনং নিরাকারং নির্লেপং নির্গুণং কিল॥ ৩৭॥

ইদানীং আদ্যাশক্তের্মহাদেব্যা ভগবত্যা এব ষড়্ভিঃ শ্লোকৈর্বৈষ্ণব্যাদিব্যষ্টিরূপেস্তথা মায়াশবলিতপরব্রহ্মাত্মকসমষ্টিরূপেণ সর্ব্বগুণোপাধিবর্জ্জিতসচ্চিৎসুখস্বরূপেণ চ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-শক্তিমত্ত্বং নিতরাং সর্ব্বতোমুখপ্রভুত্বং সর্ব্বারাধ্যত্বং চ প্রতিপাদয়ন্নাহ ভবানীতি। কেচন অতিবিরলাস্তে যে আচার্য্যা ভবানীং অখিলার্থদাং প্রবদন্তীতি ভাবঃ॥ ৩১—৩৬॥)

অভিন্নরূপিণী সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অদ্বিতীয় কারণস্বরূপা, দেবতা প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিগণের জননী, জন্মমৃত্যু বিরহিতা এবং যিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া সর্ব্বপ্রাণীতে অবস্থিতি করিতেছেন সেই সগুণ নির্গুণরূপা পরম-মঙ্গলময়ী সর্ব্বলোকেশ্বরী মহাশক্তি আদি মায়া ভবদারাই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রভৃতি অখিলার্থের প্রদাত্রী, অতএব তিনিই সর্ব্বতো-ভাবে সর্ব্ব জীবের আরাধ্যা॥ ৩১—৩৩॥ সেই মহাশক্তিই বৈষ্ণবী, শঙ্করমোহিনী বাসবী, বারুণী, বারাহী, নারসিংহী, মহালক্ষ্মী ও অদ্বিতীয়া বেদমাতা প্রভৃতি অনন্ত মূর্ত্তি ধারণ করেন; বস্তুত সেই ব্রহ্মবিদ্যারূপিণীই যে, এই ভবসংসার-মহীরুহের একমাত্র নিশ্চল মূলস্বরূপা তাহাতে আর সংশয় নাই। তিনি স্মরণমাত্রেই ভক্তজনের অনন্ত দুঃখ রাশি ধ্বংস করিয়া সর্ব্ব কামনা পূরণ করিয়া থাকেন॥ ৩৪—৩৫॥ পরন্তু, যাহাদিগের অন্তরে ইহলোকে পার্থিব বিষয় ভোগ আর পরলোকে স্বর্গভোগাদি ভূরি ভূরি বাসনা সকল জাজ্জ্বল্যমানরূপে নিহিত থাকে, তিনি তাদৃশ দুর্ব্বল প্রকৃতি সকাম-সাধকদিগকেই কেবল ক্ষণভঙ্গুর অনিত্য ফল দিয়া ভুলাইয়া রাখেন; আর নিষ্কামান্তঃকরণ প্রবলাধিকারী মুমুক্ষুদিগকে একমাত্র সচ্চিৎ সুখস্বরূপ অক্ষয় মোক্ষতত্ত্বই প্রদান করিয়া থাকেন। আর এক কথা এই, তিনি স্বয়ং ত্রিগুণের অতীত হইয়াও নিজপ্রভাবে বারংবার এই গুণময় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার করেন; সেই জন্য নিষ্কাম যোগেন্দ্রপুরুষেরাই কেবল তাঁহার সেই গুণোপাধিবর্জ্জিত কৈবল্য-

অরূপং ব্যাপকং ব্রহ্ম প্রবদন্তি মুনীশ্বরাঃ।
বেদোপনিষদি প্রোক্তস্তেজোময় ইতি ক্বচিৎ॥ ৩৮॥
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রনয়নস্তথা।
সহস্রকরকর্ণশ্চ সহস্রাস্যঃ সহস্রপাৎ॥ ৩৯॥
বিষ্ণোঃ পাদমথাকাশং পরমং সমুদাহৃতম্‌।
বিরাজং বিরজং শান্তং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ ৪০॥
পুরুষোত্তমং তথা চান্যে প্রবদন্তি পুরাবিদঃ।
নৈকোপীতি বদন্ত্যন্যে প্রভুরীশঃ কদাচন॥ ৪১॥
অনীশ্বরমিদং সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডমিতি কেচন।
ন কদাপীশজন্যং যজ্জগদেতদচিন্তিতম্‌॥ ৪২॥

বেদান্তমতমাহ। নিরঞ্জনমিতি॥ ৩৭—৩৮॥

বিরাট্‌স্বরূপবাদিমতমাহ। সহস্রশীর্ষেতি॥ ৩৯—৪০॥

অনেকেশ্বরবাদিমতমাহ। নৈকোপীতি গৃহপ্রাসাদাদিবিচিত্রং কার্য্যমনেককর্ত্তৃকং দৃষ্টং তথেদং জগৎ কার্য্যমপ্যনেককর্ত্তৃকমেবেতি ভাবঃ॥ ৪১॥

অনীশ্বরং স্বভাবাদেবেদং জগদভূদিতি কেষাঞ্চিন্মতমাহ। অনীশ্বরমিতি তন্মতসাধকমাহ। ন কদাপীশজন্যমিতি। যদীদং জগদীশজন্যং স্যাত্তদাচিন্তিতমনির্ব্বচনীয়ং কিমিতি স্যান্নহি কুলালকর্ত্তৃকো ঘটোঽনির্ব্বচনীয়োঽস্তি তস্মাদচিন্তিতত্বাদনির্ব্বচনীয়ত্বাৎ স্বভাবাদেব জন্যং নত্বীশজন্যমিত্যর্থঃ॥ ৪২॥

ভাবের ধ্যানে নিরত থাকেন। ফলতঃ কর্ম্মফলাসক্ত সকামীরাই তাঁহার কার্য্যময় স্থূল মূর্ত্তি সকলের ভাবনা করে। পরন্ত, বেদান্ততত্ত্বাভিজ্ঞ পরমজ্ঞানী মুনীশ্বরগণ তাঁহাকে নির্ব্বিকার নিরাকার নিরঞ্জন সমস্ত রূপ ও গুণাদিধর্ম্মবর্জ্জিত সর্ব্বব্যাপক পরব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন; আবার বেদ ও উপনিষদ্‌ সকলের মধ্যে কোন কোন স্থলে তিনি শুদ্ধ তেজোময় রূপেই পরিগীত হইয়াছেন॥ ৩৬—৩৮॥ অপিচ কোন কোন মনীষী পুরুষেরা তাঁহাকে অনন্ত মস্তক অনন্ত চক্ষুঃ অনন্ত শ্রুতি, অনন্তবন্দন, অনন্ত পদ, সর্ব্বপাপ-পরিশূন্য বিরাটপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তাঁহারা আকাশকেই বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন॥ ৩৯—৪০॥ অপরাপর পুরাণ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলিয়া বর্ণনা করেন। কতকগুলি স্থূলদর্শী অজ্ঞ এইরূপ বলে যে, এতাদৃশ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড কি কখনও একটী মাত্র ঈশ্বর সৃষ্টি করিতে পারেন? (বস্তুতঃ গৃহ অট্টালিকাদি নির্ম্মাণের ন্যায় ইহাতেও অনেকগুলি কর্ত্তা আছেন॥ ৪১॥) (আবার কতকগুলা নিরীশ্বরবাদী দুরাত্মা পাষণ্ড এই কথা বলে যে, বুদ্ধির অগম্য এই অচিন্তিত অনন্ত জগৎ যে, কোথাকার একজন ঈশ্বর আসিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এরূপ অসম্ভাবিত কথনই হইতে পারে না; ফলতঃ এ ব্রহ্মাণ্ডের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তা

সদৈবেদমনীশঞ্চ স্বভাবোত্থং সদেদৃশম্।
অকর্ত্তাসৌ পুমান্ প্রোক্তঃ প্রকৃতিস্তু তথা চ সা ॥ ৪৩ ॥
এবং বদন্তি সাংখ্যাশ্চ মুনয়ঃ কপিলাদয়ঃ।
এতে সন্দেহসন্দোহাঃ প্রভবন্তি তথাপরে ॥ ৪৪ ॥
বিকল্পোপহতং চেতঃ কিং করোমি মুনীশ্বর !।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবক্ষায়াং ন মনো মে স্থিরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥
কো ধর্ম্মঃ কীদৃশো ধর্ম্মশ্চিহ্নং নৈবোপলভ্যতে।
দেবাঃ সত্ত্বগুণোৎপন্নাঃ সত্যধর্ম্মব্যবস্থিতাঃ ॥ ৪৬ ॥
পীড্যন্তে দানবৈঃ পাপৈঃ কুত্র ধর্ম্মব্যবস্থিতিঃ।
ধর্ম্মস্থিতাঃ সদাচারাঃ পাণ্ডবা মম বংশজাঃ ॥ ৪৭ ॥

সাংখ্যমতম্প্রাহ। অকর্ত্তেতি। তথাচ সেতি। কর্ত্রীত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৪৫ ॥

যত্র কল্যাণং তিষ্ঠতীতি ধর্ম্মস্য কল্যাণং চিহ্নং জ্ঞেয়মিতি চেত্তত্রাহ দেবাঃ সত্ত্বগুণোৎপন্না ইতি ॥ ৪৬ ॥

ধর্ম্মিষ্ঠানাং দেবানাং মম বংশজানাং পাণ্ডবানাঞ্চ ধর্ম্মিষ্ঠত্বেপ্যকল্যাণোপহতত্বাদ্যত্র কল্যাণং তত্র ধর্ম্মস্তিষ্ঠতীত্যত্র ব্যাপ্ত্যভাবান্ন ধর্ম্মচিহ্নং জ্ঞাতুং শক্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

কেহই নহে ॥ ৪২ ॥ কর্ত্তা না থাকিলেও এই জগৎ স্বভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া অনাদিকাল হইতে এক মাত্র স্বভাব দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। আবার সাংখ্যমতাবলম্বীরা বলেন যে, পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ হইলেও জগতের প্রতি তাঁহার কোন কর্ত্তৃত্ব নাই ; অতএব সেই একমাত্র ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপাদনকর্ত্রী ॥ ৪৩ ॥

প্রভো ! আপনি সমাধিনিষ্ঠ যোগীদিগেরও পরমারাধ্য, এই জন্য আপনার নিকট সাংখ্যাচার্য্য মহামুনি কপিল ও তাঁহার শিষ্য পরম্পরার উক্তি এবং অপরাপর বাদীদিগেরও মত সকল ব্যক্ত করিলাম ; আমার অন্তরে সর্ব্বদাই এই সমস্ত নানাপ্রকার সন্দেহ রাশি সমুদিত হইতেছে। অধিক কি এই সমস্ত সংশয়জালে জড়িত হইয়া আমার চিত্ত এতদূর উপহত হইয়াছে যে, আমি এ বিষয়ে কি করিব স্থির করিতে পারিতেছি না ; বস্তুত ধর্ম্মাধর্ম্মবিবক্ষা বিষয়ে আমার মন কিছুতেই স্থির হইতেছে না ॥ ৪৪—৪৫ ॥ ধর্ম্ম কি আর অধর্ম্মই বা কি তাহার কোন লক্ষণেরই উপলব্ধি হয় না ; কেননা, দেখুন, দেবগণ সকলেই সত্ত্বগুণে সমুৎপন্ন এবং সর্ব্বদাই সত্যধর্ম্মে নিরত ; তথাপি পাপাত্মা দুর্বৃত্ত দানবগণ কর্ত্তৃক প্রায়ই মধ্যে মধ্যে প্রপীড়িত হইয়া থাকেন ; ইহাতে কি করিয়া ধর্ম্মের স্থায়িত্ব বিশ্বাস করিব ? আরও একটী দেখুন, আমার পূর্ব্বপুরুষ সদাচারসম্পন্ন মহাত্মা পাণ্ডবেরা নিয়ত ধর্ম্মপথে থাকিয়াও অশেষ-ক্লেশরাশি ভোগ করিয়াছেন, এমন স্থলে ধর্ম্মের কি মর্য্যাদা রহিল ? অতএব হে গুরো ! এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া আমার মন সংশয় হ্রদে

দুঃখং বহুবিধং প্রাপ্তাস্তত্র ধর্ম্মস্য কা স্থিতিঃ।
অতো মে হৃদয়ং তাত! বেপতেঽতীবসংশয়ে ॥ ৪৮ ॥
কুরু মেঽসংশয়ঞ্চেতঃ সমর্থোঽসি মহামুনে!।
ত্রাহি সংসারবার্দ্ধেস্ত্বং জ্ঞানপোতেন মাং মুনে! ॥ ৪৯ ॥
মজ্জন্তং চোৎপতন্তঞ্চ মগ্নং মোহজলাবিলে ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণেঽষ্টাদশসাহস্র্যাংসংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে জনমেজয়প্রশ্নে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দুঃখং বহুবিধমিতি। ধর্ম্মপরায়ণা অপি মম বংশজাঃ পাণ্ডবা দুঃখং প্রাপ্তাশ্চেত্তত্র ধর্ম্মস্য স্থিতিঃ মর্য্যাদা কা অতো হৃদয়ং মে বেপতে কম্পতে এতদ্ধর্ম্মগতিকং সমালোচ্যেতি ভাবঃ ॥ ৪৮—৫০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

নিমগ্ন হইয়া নিতান্ত কম্পিত হইতেছে ॥ ৪৬—৪৮ ॥ প্রভো! আপনি মননশীল (ধ্যাননিষ্ঠ) ঋষিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য, আপনার কিছুই অসাধ্য নাই; অতএব আমার মনের সংশয় বিদূরিত করুন্। গুরুদেব! আমি এই মোহসলিল কলুষময় অজ্ঞান হ্রদে নিরন্তর উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইতেছি; দয়াময়! কৃপাবিতরণ পূর্ব্বক বিজ্ঞানতরণী দানে আমায় এই ভীষণ সংসার বারিধি হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ৪৯—৫০ ॥

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীদেবীভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে জনমেজয়প্রশ্ন নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

—০৩৩০—

ব্যাস উবাচ।

যত্ত্বয়া চ মহাবাহো! পৃষ্টোঽহং কুরুসত্তম!।
তান্ প্রশ্নান্নারদঃ প্রাহ ময়া পৃষ্টো মুনীশ্বরঃ॥ ১॥

নারদ উবাচ।

ব্যাস! কিংতে ব্রবীম্যদ্য পুরায়ং সংশয়ো মম।
উৎপন্নো হৃদয়েঽত্যর্থং সন্দেহাসারপীড়িতঃ॥ ২॥
গত্বাহং পিতরং স্থানে ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্।
অপৃচ্ছং যত্ত্বয়া পৃষ্টং ব্যাসাদ্য প্রশ্নমুত্তমম্॥ ৩॥

চত্বারিংশচ্ছ্লোকবর্য্যৈরর্দ্ধশ্লোকাধিকৈরথ।
বিমানেন গতির্ব্রহ্মাদীনামিহ তু কথ্যতে॥

যত্ত্বয়েতি। হে মহাবাহো! যত্ত্বয়াহং পৃষ্টো যান্ যান্ প্রশ্নান্ ত্বং মাং প্রত্যকার্ষীস্তান্ সর্ব্বান্ প্রশ্নান্ মুনীশ্বরো নারদো ময়া পৃষ্টো নারদস্প্রতি তান্ সর্ব্বান্ প্রশ্নানন্যাংশ্চ প্রশ্নান্ কৃতবানিতার্থঃ। অত্র ব্যাস উবাচেত্যত উত্তরং যত্ত্বয়া চেত্যতঃ পূর্ব্বমেকাদশশ্লোকা দাক্ষিণাত্যপাঠে সন্তি পরন্তু সোঽপপাঠঃ। সঙ্গত্যগ্রহাৎপুনরুক্তিদোষাচ্চ গৌড়পাঠে প্রাচীনপুস্তকেষু চ তেষামনুপলম্ভাচ্চ॥ ১॥

ততস্তদুত্তরং নারদঃ কিমুবাচ তদাহ। ব্যাস কিন্তে ইতি। সন্দেহাসারেণ সন্দেহধারাসম্পাতেন॥ ২॥

অদ্য যত্ত্বয়া পৃষ্টং প্রশ্নমপৃচ্ছমিত্যন্বয়ঃ। অদ্য যত্ত্বয়াপৃষ্টঃ প্রশ্নস্তথাবিধমন্যং প্রশ্নং ব্রহ্মাণম্প্রত্যহঙ্কৃতবাংস্তৎপ্রত্যুত্তরং যদেব ব্রহ্মা প্রাহ তদেব ত্বৎপ্রশ্নানাং প্রতিবচনং ভবিষ্যতীতিভাবঃ॥ ৩॥

বেদব্যাস কহিলেন, হে মহাবাহো কুরুসত্তম! তুমি আমায় যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, পূর্ব্বে আমিও এইমত প্রশ্ন করায় মুনীশ্বর দেবর্ষি নারদ যেরূপ উত্তর দিয়াছিলেন বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ১॥ নারদ কহিলেন, বেদব্যাস! পূর্ব্বে যখন, আমারই অন্তরে এইরূপ প্রভূত সংশয়জাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তোমায় আর কি বলিব। বস্তুত এক্ষণে, তুমি আমার নিকট যে উৎকৃষ্ট প্রশ্ন উত্থাপন করিলে, পূর্ব্বে আমিও এইরূপ ধারাবাহিক সন্দেহভারে আক্রান্ত-হৃদয় হইয়া নিজ পিতা অসীম-প্রভাব প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট যাইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলাম। (তৎকালে যে সকল কথা উত্থাপিত হইয়াছিল বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ২—৩॥)

পিতঃ কুতঃ সমুৎপন্নং ব্রহ্মাণ্ডমখিলং বিভো!।
ভবৎকৃতেন বা সম্যক্ কিং বা বিষ্ণুকৃতং ত্বিদম্ ॥ ৪ ॥
রুদ্রকৃতং বা বিশ্বাত্মন্! ব্রূহি সত্যং জগৎপতে!।
আরাধনীয়ঃ কঃ কামং সর্ব্বোৎকৃষ্টশ্চ কঃ প্রভুঃ ॥ ৫ ॥
তৎ সর্ব্বং বদ মে ব্রহ্মন্! সন্দেহাংশ্ছিন্ধি চানঘ!।
নিমগ্নো হ্যস্মি সংসারে দুঃখরূপেঽনৃতোপমে ॥ ৬ ॥
সন্দেহান্দোলিতং চেতো ন প্রশাম্যতি কুত্রচিৎ।
ন তীর্থেষু ন দেবেষু সাধনেষ্বিতরেষু চ ॥ ৭ ॥
অবিজ্ঞায় পরং তত্ত্বং কুতঃ শান্তিঃ পরন্তপ!।
বিকীর্ণং বহুধা চিত্তং নৈকত্র স্থিরতাং ব্রজেৎ ॥ ৮ ॥
কং স্মরামি যজে কং বা কং ব্রজাম্যর্চ্চয়ামি কম্।
স্তৌমি কং নাভিজানামি দেবং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

ভবৎকৃতেন ভবদ্ব্যাপারেণেত্যর্থঃ। অস্যোৎপন্নমিতি শেষঃ ॥ ৪ ॥
আরাধনীয়ঃ পূজ্যঃ সর্ব্বদেবেষূৎকৃষ্টঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টশ্চ কঃ ॥ ৫—৬ ॥
(সংশয়ক্লিষ্টস্যাত্মনঃ খেদং বিজ্ঞাপয়ন্নাহ তৎসর্ব্বমিতি। অনৃতোপমে ইন্দ্রজালবদলীকে সংসারে ইত্যর্থঃ। ইতরেষু কেষ্বপি চেতো ন প্রশাম্যতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥
অশান্তিহেতুমাহাবিজ্ঞায়েতি ॥ ৮ ॥
অজ্ঞানলক্ষণং নির্দ্দিশন্নাহ কং স্মরামীতি ॥ ৯ ॥

পিতঃ! আপনি বিশ্বব্যাপক; আপনিই সমস্ত জগতের অধীশ্বর। এইজন্য আপনার নিকট একটী প্রশ্ন করিতেছি, উত্তর দানে কৃতার্থ করুন! এই অখিল সংসারের সৃষ্টি কি আপনিই সমগ্ররূপে করিয়াছেন? অথবা বিষ্ণু বা মহাদেব করিয়াছেন? ঈদৃশ, অখিল ব্রহ্মাণ্ড কোথা হইতে উৎপন্ন হইল ফলকথা এই যে, এই জগতের মধ্যে সর্ব্বারাধ্য কে? সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা কাহার হস্তে? ॥ ৪—৫ ॥

ব্রহ্মন্! আমি মিথ্যাময় দুঃখজালজড়িত সংসার-সাগরে ক্রমশ নিমগ্ন হইতেছি; আমার চিত্ত নিরন্তর সন্দেহ তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছে; সেইজন্য সে, সাধন বা কোন তীর্থে কি কোন দেবতায় বা অপর কোন বিষয়ে কিছুতেই প্রশান্ত হইতেছে না; অতএব, আপনিই এই বিষয়ের যথাবিহিত উত্তর দিয়া আমার সন্দেহ অপনয়ন করুন ॥ ৬—৭ ॥

প্রভো! কামক্রোধাদি শত্রুগণ সমস্তই আপনার করায়ত্ত সুতরাং জগতের কোন তত্ত্বই আপনার অবিদিত নাই। ফলতঃ যে ব্যক্তি ইহ সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়া পরমতত্ত্ব জানিতে পারে নাই, তাহার আর শান্তি কোথায়? অনন্ত বিষয়ব্যাপারে বিক্ষিপ্তচিত্ত কি কখনও স্থিরতা লাভ করিতে পারে? ॥ ৮ ॥ এই জগতে যাহারা ঈশ্বর বলিয়া বিশ্রুত তাহা-

ততো মাং প্রত্যুবাচেদং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
ময়া সত্যবতীসূনো! কৃতে প্রশ্নে সুদুস্তরে ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

কিং ব্রবীমি সুতাদ্যাহং দুর্ব্বোধং প্রশ্নমুত্তমম্।
ত্বয়াশক্যং মহাভাগ! বিষ্ণোরপি সুনিশ্চয়াৎ ॥ ১১ ॥
রাগী কোঽপি ন জানাতি সংসারেঽস্মিন্মহামতে!।
বিরক্তশ্চ বিজানাতি নিরীহো যো বিমৎসরঃ ॥ ১২ ॥
একার্ণবে পুরা জাতে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
ভূতমাত্রে* সমুৎপন্নে সঞ্জজ্ঞে কমলাদহম্ ॥ ১৩ ॥

ততো মামিতি। ততঃ মদীয়সংশয়মূলকপ্রশ্নানাকর্ণ্যেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥) হে সুত! ত্বয়া কৃতং দুর্ব্বোধং প্রশ্নং কিং ব্রবীমি যদ্বিষ্ণোরপি নিশ্চয়াদ্বক্তুমশক্যং ভবতীত্যন্বয়ঃ ॥ ১১ ॥

এতস্য জ্ঞাতা রাগী বহির্ম্মুখঃ কোঽপি নাস্তি কিন্তু যোঽন্তর্ম্মুখো জ্ঞানী স এব জানাতি। তথাচ শ্রুতিঃ তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি ॥ ১২ ॥

তত্র বিষ্ণ্বাদিভিরপ্যজ্ঞেয়ত্বে পূর্ব্বকথামাহ। একার্ণবে ইতি। নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে সতি প্রলয়কালেঽনন্তরমাত্মন আকাশঃ সম্ভূত ইত্যেবংরীত্যা ভূতমাত্রে পঞ্চমহাভূতমাত্রেঽন্য-পদার্থরহিতে উৎপন্নে সতি তদানীমহং কমলাজ্জজ্ঞে উৎপন্নঃ ॥ ১৩ ॥

দিগের সর্ব্বোপরি পরমেশ্বর কে? তাহা অদ্যাপি বিশেষরূপে জানিতে পারিলাম না; অতএব, আমি যে সর্ব্বারাধ্য জ্ঞানে কাহার নিকট যাইয়া কাহাকে স্মরণ করিব বা কাহার অর্চ্চনাদি করিয়া কাহার স্তুতিপাঠে নিরত হইব, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ৯ ॥ হে সত্যবতীতনয়! আমি এইরূপ নিতান্ত দুস্তর-বিষয়ের প্রশ্ন করিলে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা যাহা উত্তর করিয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, পুত্র! অদ্য তুমি আমার নিকট যে প্রকার দুর্ব্বোধ্য উৎকট বিষয়ের প্রশ্ন করিলে, ইহার উত্তর আমি কি করিব? বোধ হয় ভগবান্ বিষ্ণুও এ বিষয় নিশ্চয়রূপে বলিতে সমর্থ নহেন ॥ ১১ ॥ হে মহামতে! তুমি ইহা স্থির জানিও যে, এই অখিল সংসার মধ্যে ভোগাসক্ত ব্যক্তি মাত্রেই ইহা অবগত নহে; তবে, যাঁহারা সমস্ত বিষয়ে একেবারে বিরত হইয়াছেন, তাদৃশ নির্ম্মৎসর নিরীহ মহাত্মাদিগের কিছুই অবিদিত নাই ॥ ১২ ॥ পূর্ব্বে (দৈনন্দিন-প্রলয়ে) এই সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমময় বস্তুজাত প্রকৃতিগর্ভে বিলীন হইলে পর, সেই একার্ণব সময়ে (পুনঃ সৃষ্টির উপক্রমে) আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতমাত্র উৎপন্ন হইলে, আমি ভগবান্ বিষ্ণুর নাভিসরোজ হইতে আবির্ভূত হইলাম ॥ ১৩ ॥ তৎকালে আমি, চন্দ্র কি সূর্য্য বা বৃক্ষ পর্ব্বতাদি কিছুই দেখিতে পাইলাম না; চতুর্দ্দিক্ শূন্যময় দেখিয়া অগত্যা সেই নাভিপদ্মের কর্ণিকা মধ্যে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম ॥ ১৪ ॥

---

* জলমাত্রে ইতি বা পাঠঃ।

নাপশ্যং তরণিং সোমং ন বৃক্ষাংশ্চ পর্ব্বতান্।
কর্ণিকায়াং সমাবিষ্টশ্চিন্তামকরবং তদা ॥ ১৪ ॥
কস্মাদহং সমুদ্ভূতঃ সলিলেঽস্মিন্মহার্ণবে।
কো মে ত্রাতা প্রভুঃ কর্ত্তা সংহর্ত্তা বা যুগাত্যয়ে ॥ ১৫ ॥
ন চ ভূর্ব্বিদ্যতে স্পষ্টা যদাধারং জলন্ত্বিদম্।
পঙ্কজং কথমুৎপন্নং প্রসিদ্ধং রূঢ়িযোগয়োঃ ॥ ১৬ ॥
পশ্যাম্যদ্যাস্য পঙ্কং তং মূলং বৈ পঙ্কজস্য চ।
ভবিষ্যতি ধরা তত্র মূলং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥
উত্তরন্ সলিলে তত্র যাবদ্বর্ষসহস্রকম্।
অন্বেষমাণো ধরণীং নাবাপং তং যদা তদা ॥ ১৮ ॥
তপস্তপেতি চাকাশে বাগভূদশরীরিণী।
ততো ময়া তপস্তপ্তং পদ্মে বর্ষসহস্রকম্ ॥ ১৯ ॥

(তরণিং সূর্য্যম্ ॥ ১৪ ॥
কস্মাদিতি। যুগাত্যয়ে প্রলয়কালে ॥ ১৫ ॥)
পঙ্কজং হি পঙ্কাজ্জাতম্। পঙ্কস্ত্বত্র নাস্তি ততঃ পঙ্কজং কথমুৎপন্নম্ ॥ ১৬ ॥
মা দৃশ্যতামত্র পঙ্কস্তথাপি কার্য্যেণ পঙ্কজেন কারণস্য পঙ্কস্যানুমানাদস্ত্যেব। স কুত্রচিদিতি নিশ্চিত্য তং পঙ্কং পশ্যামীতি নিশ্চয়ং কৃতবানিত্যাহ। পশ্যামীতি। পঙ্কস্যাপি ধরা মূলং সাপি তত্র স্যাদিতি পঙ্কান্বেষণেন ধরাপি প্রাপ্তা ভবেদিতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥
নাবাপং তাং ধরণীং তং পঙ্কঞ্চ নাবাপং ন প্রাপ্তবানহম্ ॥ ১৮ ॥

এই জলময় মহার্ণব মধ্যে আমি কোথা হইতে কিজন্যই বা উৎপন্ন হইলাম? কে আমায় সৃষ্টি করিল? এই বিষম সঙ্কটস্থলে কে আমায় রক্ষা করিবে? আমার নিয়ন্তাই বা কে? আর যুগান্তসময়ে আমার সংহারকর্ত্তাই বা কে? ॥ ১৫ ॥ (বস্তু মাত্রেই ত আধারে অবস্থিত) কিন্তু এস্থলে যদি কোনও আধারভূমিই বিদ্যমান নাই; তবে, এই অগাধ জলরাশি কাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে? আর এক কথা এই যে, পঙ্কে জন্ম হেতুই পঙ্কজ এই শব্দটী যোগরূঢ়শব্দ বলিয়া প্রসিদ্ধ। যদি সেই পঙ্কময়ী আধারভূমি না থাকে, তাহা হইলে, এই পঙ্কজটী কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? ॥ ১৬ ॥

এক্ষণে, আমি এই পঙ্কজের মূলরূপ পঙ্ককে দেখিতে চেষ্টা করি, কেননা, পঙ্ক দেখিতে পাইলেই পঙ্কের আধার স্বরূপ ভূমিও যে পাওয়া যাইবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥ আমি এইরূপ ভাবিয়া সেই যুগান্তকালের অগাধ জলরাশির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সহস্র বৎসর অন্বেষণ করিয়াও যখন পঙ্কজের মূলীভূত পঙ্ক বা পঙ্কের আধাররূপ ভূভাগ কিছুই প্রাপ্ত হইলাম না, তখন, 'তপ' তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হও, কোনও অদৃশ্য শরীর হইতে এইরূপ

স্বজেতি পুনরুদ্ভূতা বাণী তত্র শ্রুতা ময়া।
বিমূঢ়োঽহং তদাকর্ণ্য কং স্বজামি করোমি কিম্॥ ২০॥
তদা দৈত্যাবতিপ্রাপ্তৌ দারুণৌ মধুকৈটভৌ।
তাভ্যাং বিভীষিতশ্চাহং যুদ্ধায় মকরালয়ে॥ ২১॥
ত্রস্তোঽহং নালমালম্ব্য বারিমধ্যমবাতরম্।
তদা তত্র ময়া দৃষ্টঃ পুরুষঃ পরমাদ্ভুতঃ॥ ২২॥
মেঘশ্যামশরীরস্তু পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ।
শেষশায়ী জগন্নাথো বনমালাবিভূষিতঃ॥ ২৩॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্মাদ্যায়ুধৈঃ সুবিরাজিতঃ।
তমদ্রাক্ষং মহাবিষ্ণুং শেষপর্য্যঙ্কশায়িনম্॥ ২৪॥
যোগনিদ্রাসমাক্রান্তমবিস্পন্দিনমচ্যুতম্।
শয়ানং তং সমালোক্য ভোগিভোগোপরিস্থিতম্॥ ২৫॥

(পদ্মে নাভিকমলে উপবিশন্নিত্যর্থঃ॥ ১৯॥
বিমূঢ়ত্বং প্রকটয়ন্নাহ কং স্বজামীতি॥ ২০॥)
যুদ্ধায় যুদ্ধং কর্ত্তুম্॥ ২১॥
(নালং মৃণালম্॥ ২২॥
শেষঃ অনন্তঃ॥ ২৩॥ মেঘশ্যাম ইতি দ্বাভ্যাং বিষ্ণুং বিশিনষ্টি॥ ২৪—২৫॥

আকাশবাণী হইল; এতৎ শ্রবণে আমি সেই নিজ জন্মভূমিরূপ সরোজে বসিয়া সহস্র বৎসর কাল ঘোরতর তপস্যায় নিরত হইলাম॥ ১৮—১৯॥ পরে, 'সৃজ' সৃষ্টিকর এইরূপ, অদৃশ্য শরীর হইতে আকাশবাণী প্রাদুর্ভূত হইল। সেই কথা শুনিয়া আমি একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়িলাম; কারণ, কোন্ বিষয় সৃষ্টি করিব বা কি করিব তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না॥২০॥ সেই সময় মধুকৈটভ নামে অতি দারুণপ্রকৃতি দুই দৈত্য সহসা আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহারা সেই প্রলয়বারিধি-সলিলে নিরবলম্বনে দণ্ডায়মান থাকিয়া আমাকে যুদ্ধের নিমিত্ত বারংবার নানা প্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল॥ ২১॥ তদনন্তর, আমি সেই পদ্মের মৃণাল আশ্রয় পূর্ব্বক জল মধ্যে অবতীর্ণ হইলাম; তখন, সেই স্থলে যাইয়াই দেখিলাম নবীননীরদের ন্যায় শ্যামকলেবর পীতবসন-পরিধায়ী ভুজ-চতুষ্টয়ে পরিশোভিত বনমালাবিভূষিত অখিলজগতের আশ্রয়স্বরূপ আশ্চর্য্যময় এক মহা পুরুষ অনন্ত শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন॥ ২২—২৩॥ দেখিলাম, শেষ-নাগরূপ পর্য্যঙ্কে শয়ান সেই বিরাট্রূপ মহাপুরুষের আজানুলম্বিত বিশালবাহুচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র গদা ও পদ্ম প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধ সকল বিরাজ করিতেছে॥ ২৪॥ পরন্তু বৎস নারদ! অনন্ত সর্পের বিশ্বব্যাপি-কলেবরে শয়ান সেই অচ্যুত পুরুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি একেবারে স্পন্দন শূন্য

চিন্তা মমাদ্ভুতা জাতা কিং করোমীতি নারদ ! ।
ময়া স্মৃতা তদা দেবী স্তুতা নিদ্রাস্বরূপিণী ॥ ২৬ ॥
দেহান্নির্গত্য সা দেবী গগনে সংস্থিতা শিবা ।
অবিতর্ক্যশরীরা সা দিব্যাভরণমণ্ডিতা ॥ ২৭ ॥
বিষ্ণোর্দ্দেহং বিহায়াশু বিররাজ নভঃস্থিতা ।
উদতিষ্ঠদমেয়াত্মা তয়া মুক্তো জনার্দ্দনঃ ॥ ২৮ ॥
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি কৃতবান্‌ যুদ্ধমুত্তমম্‌ ।
তদা বিলোকিতৌ দৈত্যৌ হরিণা বিনিপাতিতৌ ।
উৎসঙ্গং বিপুলং কৃত্বা তত্রৈব নিহতৌ চ তৌ ॥ ২৯ ॥
রুদ্রস্তত্রৈব সম্প্রাপ্তো যত্রাবাং সংস্থিতাবুভৌ ।
ত্রিভিঃ সংবীক্ষিতাস্মাভিঃ খস্থা দেবী মনোহরা ॥ ৩০ ॥

নিদ্রাস্বরূপিণী যোগনিদ্রাশক্তিঃ ॥ ২৬ ॥
দেহাৎ বিষ্ণুদেহাৎ ॥ ২৭ ॥
তয়া যোগনিদ্রয়া মুক্ত উদতিষ্ঠৎ উত্তস্থৌ ॥ ২৮ ॥)
তদা বিলোকিতৌ দেব্যা কটাক্ষেণ প্রথমং বিলোকিতৌ ততো বিমোহিতৌ ততো হরিণা নিপাতিতাবিতি পূর্ব্ববৃত্তান্তঃ স্মারিতঃ ॥ ২৯ ॥
রুদ্রস্তত্রৈব সংপ্রাপ্ত ইতিবচনেনায়ং রুদ্রো ব্রহ্মললাটাদুৎপন্নাদ্বক্ষ্যমাণাদ্রুদ্রাদন্য এবেতি নিঃসংশয়মেব বোধ্যতে। অতএব কূর্ম্মপুরাণাদিপুরাণেষু ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাত্মকত্রিমূর্ত্তিরহিতস্তুরীয়ো রুদ্রোঽস্তীত্যুক্তম্‌। এতাবাংস্তু বিশেষঃ। কচিৎ পুরাণেষু ব্রহ্মললাটোদ্ভবস্য মূর্ত্তি-

---

হইয়া রহিয়াছে; তাঁহাকে এতাদৃশ যোগনিদ্রা-সমাক্রান্ত দেখিয়া আমার এইরূপ ভাবনা উপস্থিত হইল যে, এখন আমি কি করি ! তখন, অগত্যা সেই যোগনিদ্রা স্বরূপিণী দেবীভাগবতীকে স্মরণ করিয়া তাঁহারাই স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ॥ ২৫—২৬ ॥ শত শত তর্কাদির দ্বারা যাঁহার রূপ বা মূর্ত্তির নির্ণয় হয় না, সেই সর্ব্বমঙ্গলময়ী দেবী ভগবতী যোগনিদ্রা আমার প্রতি কৃপা করিয়া বিষ্ণুর দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গীয় আভরণে বিভূষিত হইয়া গগনমণ্ডলে বিরাজ করিতে লাগিলেন। বৎস ! দেবী যোগনিদ্রা যেমন বিষ্ণুদেহ ত্যাগ করিয়া অন্তরীক্ষে অবস্থিতা হইলেন, অমনি তৎক্ষণাৎ অমেয়াত্মা ভগবান্‌ জনার্দ্দন যোগনিদ্রার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া অনন্তশয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থান করিলেন ॥ ২৭—২৮ ॥ অনন্তর, তিনি সেই দুর্জ্জয় দানব মধুকৈটভের সহিত পঞ্চ সহস্র বৎসর কাল ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াও যখন, কিছুতেই বিনাশ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন ভক্তিভাবে ভগবতীর স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; পরে দেবীর মায়াময় কটাক্ষপাতে অসুরদ্বয় বিমোহিত হইলে, ভগবান্‌ জনার্দ্দন নিজ উৎসঙ্গ বিস্তৃত করিয়া অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে নিপাতিত করিলেন। মধুকৈটভ বিনাশের পর ভগবান্‌ বিষ্ণু ও আমি যেস্থলে অবস্থান করিতেছিলাম

সংস্তুতা পরমা শক্তিরুবাচাস্মানবস্থিতান্।
কৃপাবলোকনৈঃ কৃত্বা পাবনৈর্মুদিতানথ ॥ ৩১ ॥

দেব্যুবাচ।

কাজেশাঃ! স্বানি কার্য্যাণি কুরুধ্বং সমতন্দ্রিতাঃ।
সৃষ্টিস্থিতিবিশিষ্টানি হতাবেতৌ মহাসুরৌ ॥ ৩২ ॥
কৃত্বা স্বানি নিকেতানি বসধ্বং বিগতজ্বরাঃ।
প্রজাশ্চতুর্ব্বিধাঃ সর্ব্বাঃ সৃজধ্বং স্ববিভূতিভিঃ ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যাঃ পেশলং সুখদং মৃদু।
অব্রুম তামশক্তাঃ স্ম কথং কুর্ম্মস্ত্বিমাঃ প্রজাঃ ॥ ৩৪ ॥
ন মহী বিততা মাতঃ! সর্ব্বত্র বিততং জলম্।
ন ভূতানি গুণাশ্চাপি তন্মাত্রাণীন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৩৫ ॥

ত্রয়ান্তর্গতত্বমস্য তুরীয়ত্বং কচিত্বস্যৈব মূর্ত্তিত্রয়ান্তর্গতত্বং তস্য ব্রহ্মললাটোদ্ভবস্য তু ন তুরীয়ত্বং নাপি তৃতীয়ত্বমিতি ॥ ৩০ ॥

(ত্রিভির্ব্রহ্মাদিভিরিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

পাবনৈঃ পাবিত্র্যজনকৈঃ কৃপাবলোকনৈরস্মান্ মুদিতান্ কৃত্বেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩২ ॥)

বিশিষ্টানি সৃষ্টিস্থিতিসংহাররূপাণীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

(পেশলং মধুরাক্ষরম্ ॥ ৩৪ ॥

মহী আধাররূপা পৃথ্বী বিস্তৃতা ন কেবলং সর্ব্বত্র জলং বিস্তৃতমিত্যর্থঃ। আধাররূপায়া অভাবাৎ সৃষ্টিরসম্ভাব্যেতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

সহসা ভগবান্ রুদ্রদেবও সেইস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৯—৩০ ॥ বৎস! আমরা তিনজনে একত্র অবস্থিত হইবা মাত্র দেখিলাম দেবী আদ্যাশক্তি অভয়া মনোমোহিনী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অম্বরতলে বিরাজ করিতেছেন, তদ্দর্শনে আমরা তিনজনেই যথাশক্তি তাঁহার স্তব করিয়া সেইস্থলে দণ্ডায়মান থাকিলে, তিনি পরম পবিত্র কৃপা দৃষ্টির দ্বারা আমাদিগকে আনন্দিত করিয়া কহিলেন; ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর! দুর্দ্দান্ত দানব মধুকৈটভ ত নিহত হইয়াছে, এক্ষণে তোমরা তিনজনে নিজ নিজ নিকেতন নির্ম্মাণপূর্ব্বক নিরুদ্বেগে তথায় অবস্থান করিয়া আলস্যপরিশূন্য হইয়া সৃষ্টি স্থিতি সংহার রূপ স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য পালনে যত্ন পরায়ণ হও এবং নিজ নিজ বিভূতিশক্তি বিকাশ পূর্ব্বক চতুর্ব্বিধ প্রজার সৃষ্টি কর ॥৩১—৩৩॥

বৎস! আমরা দেবী ভগবতীর ঈদৃশ কোমল শ্রুতি-সুখকর মধুময় বাক্য শ্রবণে কহিলাম, মাতঃ! এক্ষণে এই পৃথিবীর কিয়ন্মাত্র ভূভাগেও কিছুমাত্র অবকাশ নাই, সর্ব্বত্রই অনন্ত জলরাশিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; বিশেষতঃ আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত কি পঞ্চতন্মাত্র বা ইন্দ্রিয়, অধিক কি, গুণধর্ম্মের কিছুই বর্ত্তমান নাই; তবে আমরা কি করিয়া সৃষ্টি করিতে সমর্থ

তদাকর্ণ্য বচোঽস্মাকং শিবা জাতা স্মিতাননা।
ঝটিত্যেবাগতং তত্র বিমানং গগনাচ্ছুভম্ ॥ ৩৬ ॥
সোবাচাস্মিন্ সুরাঃ কামং বিশধ্বং গতসাধ্বসাঃ।
বিমানে ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশা দর্শয়াম্যদ্য চাদ্ভুতম্ ॥ ৩৭ ॥
তন্নিশম্য বচস্তস্যা ওমিত্যুক্ত্বা পুনর্ব্বয়ম্।
সমারুহ্যোপবিষ্টাঃ স্মো বিমানে রত্নমণ্ডিতে ॥ ৩৮ ॥
মুক্তাদামসুসংবীতে কিঙ্কিণীজালশব্দিতে।
সুরসদ্মনিভে রম্যে ত্রয়স্তত্রাবিশঙ্কিতাঃ ॥ ৩৯ ॥
সোপবিষ্টাংস্ততো দৃষ্ট্বা দেব্যস্মান্বিজিতেন্দ্রিয়ান্।
স্বশক্ত্যা তদ্বিমানং বৈ নোদয়ামাস চাম্বরে ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
তৃতীয়স্কন্ধে ব্রহ্মাদীনাং দেবীদত্তবিমানারোহণেনোর্দ্ধলোক-
গমনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

সৃষ্ট্যুপাদানাদ্যদর্শনাদাহ ন ভূতানীতি ॥ ৩৬ ॥)
গতসাধ্বসা গতভয়াঃ। (ইদানীং ব্রহ্মাদীন্ অব্যক্তসৃষ্টের্নিত্যত্বং দর্শয়িতুমাসমাপ্তেরাহ বিমান ইতি ॥ ৩৭—৪০ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

হইব ? আমাদের এই সকল কথা শুনিবামাত্র তখন, সেই পরম কল্যাণরূপিণী দেবীর বদনে ঈষৎ হাস্যের সঞ্চার হইল। অমনি তৎক্ষণাৎ নভোমণ্ডল হইতে সেইস্থলে একটী পরম শোভাময় বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল ॥৩৪—৩৬॥ তদনন্তর দেবী কহিলেন, সুরগণ! তোমাদের কোন শঙ্কা নাই। আমার আদেশ মতে তোমরা তিনজনেই এই বিমানে আরোহণ কর। যদিচ তোমরা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপে সকল দেবগণের ও শ্রেষ্ঠ হইয়াছ, তথাপি অদ্য আমি তোমাদিগকে এক অতীব আশ্চর্য্যকর বস্তু দেখাইব। তাঁহার এইরূপ আদেশ শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ আমরা তিনজনেই নির্ব্বিশঙ্কচিত্তে সেই নানারত্নসুশোভিত মুক্তাদাম-বিজড়িত কিঙ্কিণীজাল-নিনাদিত অমরপ্রাসাদ-সন্নিভ দিব্যযানে আরোহণ পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলাম ॥ ৩৭—৩৯ ॥ তখন, দেবী অম্বিকা আমাদিগকে সেই বিমানোপরি নিঃশঙ্কে উপবিষ্ট দেখিয়া উহাকে স্বীয় অনন্তশক্তি প্রভাবে ক্রমশ ঊর্দ্ধাকাশে পরিচালিত করিলেন ॥ ৪০ ॥

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ দেবী-ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীপ্রদত্তবিমানে ব্রহ্মাদি দেবগণের ঊর্দ্ধলোকগমন নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

বিমানং তন্মনোবেগং যত্র স্থানান্তরে গতম্।
ন জলং তত্র পশ্যামো বিস্মিতাঃ স্মো বয়ন্তদা ॥ ১ ॥
বৃক্ষাঃ সর্ব্বফলা রম্যাঃ কোকিলারাবমণ্ডিতাঃ।
মহী মহীধরাঃ কামং বনান্যুপবনানি চ ॥ ২ ॥
নার্য্যশ্চ পুরুষাশ্চৈব পশবশ্চ সরিদ্বরাঃ।
বাপ্যঃ কূপাস্তড়াগাশ্চ পল্বলানি চ নির্ঝরাঃ ॥ ৩ ॥
পুরতো নগরং রম্যং দিব্যপ্রাকারমণ্ডিতম্।
যজ্ঞশালাসমাযুক্তং নানাহর্ম্ম্যবিরাজিতম্ ॥ ৪ ॥
প্রত্যভিজ্ঞা তদা জাতাপ্যস্মাকং প্রেক্ষ্য তৎ পুরম্।
স্বর্গোঽয়মিতি কেনাসৌ নির্ম্মিতোঽস্তি তদাদ্ভুতম্ ॥ ৫ ॥

সপ্তষষ্টিশ্লোকবর্গৈর্ব্বিমানস্থা হরাদয়ঃ।
দদৃশুস্তে দেবদেবীমিতি সম্যগিহোচ্যতে ॥

বিমানস্থাম্বরগমনানন্তরং জাতং বৃত্তমাহ বিমানং তন্মনোবেগমিতি ॥ ১—২ ॥
নির্ঝরা গিরিপ্রস্রবণানি ॥ ৩—৪ ॥
স্বর্গোঽয়মিত্যস্মাকং প্রত্যভিজ্ঞা জাতা পরন্তু স স্বর্গোঽয়মস্মৎসৃষ্টিস্থস্বর্গাপেক্ষয়াঙ্গঃ কেন-নির্ম্মিত ইত্যদ্ভুতমাশ্চর্য্যং তদা জাতম্ ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস নারদ! কিয়ৎকাল পরে মনের ন্যায় বেগগামী সেই বিমান যেস্থলে উপনীত হইল, সেস্থলে দেখিলাম জলের লেশ মাত্রও নাই; তদ্দর্শনে আমরা সকলেই বিস্মিত হইলাম। দেখিলাম, তথায় প্রাণিগণের আধারভূতা দেবী বসুন্ধরা, গিরি-সকল, বন ও উপবন প্রভৃতি সমস্তই দেদীপ্যমান রহিয়াছে; ফলভারাবনত নানাবিধ তরু-রাজি কোকিলকুলের কলনাদে ঝঙ্কারিত হইতেছে ॥ ১—২ ॥ কোন স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বেগবতী স্রোতস্বতী প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে; কোথাও বা নির্ঝরিণী সকল ঝরঝর শব্দে গিরি হইতে নিঃসৃত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে; স্থানে স্থানে বাপী, কূপ, তড়াগ ও পল্বল সকল শোভা পাইতেছে; চতুর্দ্দিকে নর, নারী ও পশু প্রভৃতি নানাবিধ জীবনিকর নিজনিজ প্রয়োজনানুসারে বিচরণ করিতেছে; তাহার পর, ক্রমে অগ্রসর হইয়া দেখি যে, আমাদের সম্মুখে যজ্ঞশালা-সুশোভিত নানাবিধ সৌধমালা বিরাজিত দিব্যপ্রাকার পরিবেষ্টিত

রাজানং দেবসঙ্কাশং ব্রজন্তং মৃগয়াং বনে।
অস্মাভিঃ সংস্থিতা দৃষ্টা বিমানোপরি চাম্বিকা ॥ ৬ ॥
ক্ষণাচ্চচাল গগনে বিমানং পবনেরিতম্।
মুহূর্ত্তাদ্বাততঃ প্রাপ্তং দেশে চান্যে মনোহরে ॥ ৭ ॥
নন্দনঞ্চ বনং তত্র দৃষ্টমস্মাভিরুত্তমম্।
পারিজাততরুচ্ছায়াসংশ্রিতা সুরভিঃ স্থিতা ॥ ৮ ॥
চতুর্দ্দন্তো গজস্তস্যাঃ সমীপে সমবস্থিতঃ।
অপ্সরসাস্তু বৃন্দানি মেনকাপ্রভৃতীনি চ ॥ ৯ ॥
ক্রীড়ন্তি বিবিধৈর্ভাবৈর্গাননৃত্যসমন্বিতৈঃ।
গন্ধর্ব্বাঃ শতশস্তত্র যক্ষা বিদ্যাধরাস্তথা ॥ ১০ ॥

তত্র যদা বিমানমাগতং তস্মিন্ সময়ে তৎস্বর্গস্থো দেবরাজো মৃগয়াং কর্ত্তুং বহির্নির্গতঃ সোস্মাভির্দৃষ্টঃ। তস্মিন্নেব স্থলে স্থিতৈরস্মাভিঃ পূর্ব্বদৃষ্টা যাম্বিকা সাপি বিমানোপরিস্থিতা দৃষ্টা ॥ ৬ ॥

মৃগয়াং কর্ত্তুং গতমিত্যনেন স্বর্গাদ্বহুদূরং যদা বিমানং স্থিতং তৎকালিকো বৃত্তান্ত এতৎ পর্য্যন্তমুপপাদিতোঽথ যদা মুহূর্ত্তান্তরেণ বিমানং স্বর্গনিকটে গতং তৎকালিকং বৃত্তান্তমাহ ক্ষণাচ্চচালেতি দেশে চান্য ইতি স্বর্গনিকটে দেশ ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

রমণীয় নগর ॥৩—৪॥ তাদৃশ নগর দর্শনে তৎক্ষণাৎ আমাদিগের এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান হইল যে, একি ? এযে স্বর্গধাম দেখিতেছি ; ঈদৃশ আশ্চর্য্যময়ী নগরী কে নির্ম্মাণ করিল ? ॥ ৫ ॥ দেখিলাম, সেই সময়ে একটী মহাতেজোময় পুরুষ সর্ব্বতোভাবে সুসজ্জিত হইয়া মৃগয়ার্থে গমন করিতেছেন ; তাঁহাকে দেখিয়াই বোধ হইল তিনিই সেই স্বর্গপুরীর রাজা ; আবার তখনিই দেখিলাম যে যাঁহাকে পূর্ব্বে আমাদিগের সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে অক্ষমতার বিষয় জানাইয়াছিলাম, সেই দেবী অম্বিকা বিমানোপরি অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ৬ ॥ ইহার ক্ষণকাল পরেই আমাদিগের সেই বিমান বায়ুভরে ক্রমে ঊর্দ্ধগগনে সমুত্থিত হইয়া প্রচণ্ড সমীরণ বেগে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে অপর একটী মনোরম স্থলে উপনীত হইল ॥ ৭ ॥ দেখিলাম সেখানে, দিব্য নন্দনকানন শোভা পাইতেছে। তাহার মধ্যে একটী পারিজাত তরুমূলে ছায়াতে গোমাতা সুরভীদেবী শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন ॥ ৮ ॥ তাঁহার অনতিদূরে অনুপম দন্ত-চতুষ্টয় পরিশোভিত গজরাজ ঐরাবত দণ্ডায়মান ; তথায় মেনকা প্রভৃতি অপ্সরোবৃন্দ নানাবিধ হাবভাব সহকারে নৃত্য করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেছে। আবার মন্দার-কুসুমবাটিকা মধ্যে শত শত যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ বিবিধ রাগ মূর্চ্ছনাদিপরিপূর্ণ সংগীতরসে বিভোর হইয়া চিত্ত রমণ করিতেছে ; তাহার মধ্যে আবার দেখি যে, তথায় পুলোমকন্যা শচীদেবীর সহিত দেবরাজ শতক্রতু ও বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ৯—১১ ॥

মন্দারবাটিকামধ্যে গায়ন্তি চ রমন্তি চ।
দৃষ্টঃ শতক্রতুস্তত্র পৌলোম্যা সহিতঃ প্রভুঃ ॥ ১১ ॥
বয়ন্তু বিস্মিতাশ্চাস্ম দৃষ্ট্বা ত্রৈবিষ্টপন্তদা।
যাদঃপতিং কুবেরঞ্চ যমং সূর্য্যং বিভাবসুম্ ॥ ১২ ॥
বিলোক্য বিস্মিতাশ্চাস্ম বয়ং তত্র সুরান্ স্থিতান্।
তদা বিনির্গতো রাজা পুরাত্তস্মাৎ সুমণ্ডিতাৎ ॥ ১৩ ॥
দেবরাজ ইবাক্ষোভ্যো নরবাহ্যাবনৌ স্থিতঃ।*
বিমানস্থা বয়ং তচ্চ চচাল† তরসাগতম্ ॥ ১৪ ॥
ব্রহ্মলোকং তদা দিব্যং সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্।
তত্র ব্রহ্মাণমালোক্য বিস্মিতৌ হরকেশবৌ ॥ ১৫ ॥
সভায়াং তত্র বেদাশ্চ সর্ব্বে সাঙ্গাঃ স্বরূপিণঃ।
সাগরাঃ সরিতশ্চৈব পর্ব্বতাঃ পন্নগোরগাঃ ॥ ১৬ ॥

সুরভিঃ স্থিতা দৃষ্টেত্যর্থঃ ॥ ৮—১০ ॥
রমন্তি চেতি। তে চ দৃষ্টা ইত্যর্থঃ। ইন্দ্রাসনে ইন্দ্রোঽপি দৃষ্ট ইত্যাহ। শতক্রতুরিতি মৃগয়াং কৃত্বাগতঃ স্বাসনে স্থিতো দৃষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥
যাদঃপতিং বরুণম্ ॥ ১২ ॥

তাহার পর, জলচরপতি বরুণ, কুবের, যম, সূর্য্য ও হুতাশন প্রভৃতি দেবগণকে দেখিয়া আমরা একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলাম; বৎস নারদ! অধিক আর কি বলিব, একেত আমরা সেই অভিনব দিক্‌পালগণকে দেখিয়াই বিস্মিত হইয়াছিলাম, তাহাতে আবার সহসা সেই রত্নবিমণ্ডিত পুরবর হইতে দেবরাজকে নির্গত হইতে দেখিয়া এককালে জ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িলাম; কেননা, এইমাত্র যাঁহাকে নন্দনকাননে শচীর সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিয়া আসিলাম, সেই অক্ষুব্ধস্বভাব দেবরাজ তখনই আবার কি করিয়া একখানি মর্ত্ত্য-লোক স্থিতের ন্যায় নরবাহিত শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক আমাদিগের সম্মুখীন হইলেন? কারণ তৎকালে আমরা সেই বিমানযোগে পূর্ব্বস্থল হইতে অতীব দূরপ্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। যাহা হউক্ বিমানে থাকিয়া সেই সমস্ত অদ্ভুত কাণ্ড দর্শন করিতেছি, এমন সময় আমাদিগের ব্যোমযান সহসা পবনবেগে সর্ব্বদেবনমস্ত সর্ব্বলোকাতীত ব্রহ্ম-লোকে আসিয়া উপনীত হইল। সেখানে আসিয়া দেখি যে, একটী চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা তথায় বিরাজ করিতেছেন। তদ্দর্শনে ভগবান্ শম্ভু এবং কেশব অতিশয় বিস্মিত হইয়া পড়িলেন ॥ ১২—১৫ ॥ সেই নিরুপম ব্রহ্মসভামধ্যে সাঙ্গবেদ সকল মূর্ত্তিমান্ রূপে শোভা পাই-

* কচিৎ পুস্তকে পাঠোঽয়ং ন দৃশ্যতে।
† বিমানস্থ মুহূর্ত্তার্দ্ধাৎ চলিতং। ইতি পাঠঃ কচিৎ দৃশ্যতে।

মামূচতুশ্চতুর্ব্বক্ত্র! কোঽয়ং ব্রহ্মা সনাতনঃ।
তাববোচমহং নৈব জানে সৃষ্টিপতিং পতিম্।
কোঽহং কোঽয়ং কিমর্থং বা ভ্রমোঽয়ং মম চেশ্বরৌ ॥ ১৭ ॥
ক্ষণাদথ বিমানং তচ্চচালাশু মনোজবম্।
কৈলাসশিখরে প্রাপ্তং রম্যে যক্ষগণান্বিতে ॥ ১৮ ॥
মন্দারবাটিকারম্যে কীরকোকিলকূজিতে।
বীণামুরজবাদ্যৈশ্চ নাদিতে সুখদে শিবে ॥ ১৯ ॥
যদা প্রাপ্তং বিমানন্তত্তদৈব সদনাচ্ছম্ভুভাৎ।
নির্গতো ভগবাঞ্ছম্ভুর্বৃষারূঢ়স্ত্রিলোচনঃ ॥ ২০ ॥
পঞ্চাননো দশভুজঃ কৃতসোমার্দ্ধশেখরঃ।
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানো গজচর্ম্মোত্তরীয়কঃ ॥ ২১ ॥
পার্ষ্ণিরক্ষৌ মহাবীরৌ গজাননষড়াননৌ।
শিবেন সহ পুত্রৌ দ্বৌ ব্রজমানৌ বিরেজতুঃ ॥ ২২ ॥

বিস্মিতা ইতি অস্মৎসৃষ্টিস্থদেবতাপেক্ষয়ান্য এতে কস্মাদাগতা ইতি বিস্মিতা ইত্যর্থঃ। তস্মিন্নেব সময়ে যঃ সিংহাসনে স্থিত ইন্দ্রো দৃষ্টঃ স তস্মাৎ পুরান্নির্গতো দেবরাজঃ। ইব শব্দো নিশ্চয়ার্থকঃ। দেবরাজ এব নরবাহ্যা যাবনিঃ শিবিকারূপা তস্যাং স্থিতো দৃষ্টঃ ॥ ১৩—২৩ ॥

তেছে; তদ্ভিন্ন, নাগ, পন্নগ, পর্ব্বত, সাগর ও অসংখ্য স্রোতস্বতী সকল দেদীপ্যমান রূপে বিরাজিত রহিয়াছে ॥১৬॥ এই সমস্ত আশ্চর্য্যময় ব্যাপার দেখিয়া কেশব ও মহাদেব আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে চতুর্ম্মুখ! এই সনাতন পুরুষস্বরূপ ব্রহ্মা কে? তাঁহাদিগের এইরূপ জিজ্ঞাসায় আমি কহিলাম, এই সৃষ্টিপতি প্রভু যে, কে, আমি ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। দেখুন, আপনারাও ত, উভয়েই সাক্ষাৎ ঈশ্বর স্বরূপ! সুতরাং আপনাদিগের নিকট আর অধিক কি পরিচয় দিব, ফলত ইনি যে, কে? আর আমিই বা কে, এ বিষয়ে আমার বিষম ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে? ॥ ১৭ ॥ আমরা পরস্পর এই সকল কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময় আমাদিগের সেই মনোবেগগামী বিমান তথা হইতে পুনরায় প্রচণ্ড-বেগে আকাশমণ্ডলে সমুত্থিত হইল। অনন্তর, মুহূর্ত্তকাল মধ্যে মন্দারতরুবাটিকা পরিশোভিত শুক ও কোকিল কুলের কলনাদে ঝঙ্কারিত বীণা ও মুরজ প্রভৃতি বিবিধ মনোরম বাদ্যে নিনাদিত সর্ব্বসুখপ্রদ যক্ষগণপরিবৃত পরম কল্যাণময় কৈলাস শিখরে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ১৮—১৯ ॥ যে সময় সেই স্থানে উপনীত হইলাম, অমনি দেখিলাম যে, দশটী বিশাল বাহুসমন্বিত নেত্রত্রয়-পরিশোভিত শার্দ্দুলচর্ম্মাম্বরধারী পঞ্চবদন চন্দ্রশেখর ভগবান্ শম্ভু গজাসুরের চর্ম্মকে উত্তরীয় করিয়া পার্ষ্ণিরক্ষক স্বরূপ মহাবীর গজানন ও ষড়ানন সমভিব্যাহারে বৃষারোহণে সেই রমণীয় ধাম হইতে নির্গত হইতেছেন। তৎকালে, গুহ ও

নন্দিপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বে গণপাশ্চ বরাশ্চ তে।
জয়শব্দং প্রযুঞ্জানা ব্রজন্তি শিবপৃষ্ঠগাঃ ॥ ২৩ ॥
তং বীক্ষ্য শঙ্করং চান্যং বিস্মিতাস্তত্র নারদ!।
মাতৃভিঃ সংশয়াবিষ্টস্তত্রাহং ন্যবসম্মুনে! ॥ ২৪ ॥
ক্ষণাত্তস্মাদ্গিরেঃ শৃঙ্গাদ্বিমানং বাতরংহসা।
বৈকুণ্ঠসদনং প্রাপ্তং রমারমণমন্দিরম্ ॥ ২৫ ॥
অসম্ভাব্যা বিভূতিশ্চ তত্র দৃষ্টা ময়া সুত!।
বিসিস্মিয়ে তদা বিষ্ণুর্দৃষ্ট্বা তৎপুরমুত্তমম্ ॥ ২৬ ॥
সদনাগ্রে যযৌ তাবদ্ধরিঃ কমললোচনঃ।
অতসীকুসুমাভাসঃ পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ২৭ ॥
দ্বিজরাজাধিরূঢ়শ্চ দিব্যাভরণভূষিতঃ।
বীজ্যমানস্তদা লক্ষ্ম্যা কামিন্যা চামরৈঃশুভৈঃ ॥ ২৮ ॥
তং বীক্ষ্য বিস্মিতাঃ সর্ব্বে বয়ং বিষ্ণুং সনাতনম্।
পরস্পরং নিরীক্ষন্তঃ স্থিতাস্তস্মিন্ বরাসনে ॥ ২৯ ॥

শঙ্করমিতি। এতচ্ছঙ্করাদ্বিমানস্থাচ্ছঙ্করাদন্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥
মাতৃভিঃ সহিতং শঙ্করমিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৫—২৬ ॥

গজানন নামক মহাদেবের সেই পুত্রদ্বয় পিতৃসমভিব্যাহারে আসিতে আসিতে পরম রমণীয় শোভায় শোভিত হইয়াছিলেন, এবং নন্দি প্রভৃতি প্রধান প্রধান গণাধ্যক্ষ সকল নিয়ত জয়শব্দ প্রয়োগ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে গমন করিতেছিল॥ ২০—২৩॥ বৎস নারদ! অধিক কি বলিব, সেস্থলে আমরা মাতৃগণপরিবৃত অপর একটী শঙ্কর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তিনজনেই বিস্মিত হইয়া পড়িলাম। বিশেষত আমিত একেবারে নিতান্ত সংশয়াপন্ন হইয়া কিয়ৎক্ষণ সেইখানেই বসিয়া রহিলাম॥ ২৪॥ এদিকে, দেখিতে দেখিতে আমাদের ব্যোমযান কৈলাস শৃঙ্গ হইতে মুহূর্ত্ত মধ্যে বায়ুবেগে যাইয়া লক্ষ্মী-ক্রীড়ামন্দির-পরিশোভিত বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইল॥ ২৫॥ পুত্র! সেখানে পৌঁছিয়া একটী অসম্ভাবনীয় বিভূতি দর্শন করিলাম অর্থাৎ সেই পুরাগ্রভাগে দেখি যে অপর এক পদ্মপলাশলোচন বিষ্ণুমূর্ত্তি গমন করিতেছেন। আমাদিগের সমভিব্যাহারী বিষ্ণু সেই উত্তম পুরিটী দেখিয়া একেবারে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন। বৎস! বৈকুণ্ঠে যাইয়া আমরা যে বিষ্ণুকে দর্শন করিলাম, তিনিও আমাদের সমভিব্যাহারী বিষ্ণুর ন্যায় অঙ্গজ্যোতিঃসম্পন্ন পীতাম্বরপরিধায়ী চতুর্ভুজ; এবং নানাবিধ দিব্যাভরণে বিভূষিত হইয়া বিহগেন্দ্র গরুড়োপরি আরূঢ় ছিলেন। পরমপ্রণয়িনী কমলাদেবী তাঁহাকে সুষমাশোভিত চামর দ্বারা ব্যজন

ততশ্চচাল তরসা বিমানং বাতরংহসা।
সুধাসমুদ্রঃ সম্প্রাপ্তো মিষ্টবারিমহোর্ম্মিমান্‌ ॥ ৩০ ॥
যাদোগণসমাকীর্ণশ্চলদ্বীচিবিরাজিতঃ।
মন্দারপারিজাতাদ্যৈঃ পাদপৈরতিশোভিতঃ ॥ ৩১ ॥
নানাস্তরণসংযুক্তো নানাচিত্রবিচিত্রিতঃ।
মুক্তাদামপরিক্লিষ্টো নানাদামবিরাজিতঃ ॥ ৩২ ॥
অশোকবকুলাখ্যৈশ্চ বৃক্ষৈঃ কুরুবকাদিভিঃ।
সংবৃতঃ সর্ব্বতঃ সৌম্যৈঃ কেতকীচম্পকৈর্বৃতঃ ॥ ৩৩ ॥
কোকিলারাবসংঘুষ্টো দিব্যগন্ধসমন্বিতঃ।
দ্বিরেফাতিরণৎকারৈরঞ্জিতঃ পরমাদ্ভুতঃ ॥ ৩৪ ॥

সদনাগ্রে ইতি। যদ্বৈকুণ্ঠস্থিতো বিষ্ণুস্তদ্বৈকুণ্ঠসদনাগ্রে ইত্যর্থঃ। যযৌ প্রাপ্তবান্‌ ইমে ব্রহ্মাদয়োঽন্যব্রহ্মাণ্ডস্থা এতৈর্দৃষ্টা ইতি বোধ্যম্‌ ॥ ২৭—৩১ ॥

মন্দারপারিজাতেতি। অতিশোভিতো মণিদ্বীপদেশ ইতি শেষঃ। অতএবাগ্রে তস্মিন্‌ দ্বীপ ইত্যুক্তং সঙ্গচ্ছতে ॥ ৩২—৩৪ ॥

করিতেছিলেন ॥২৬—২৮॥ নারদ! সেই সনাতনমূর্ত্তি অভিনব বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া আমরা এতদূর আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, তৎকালে আমরা তিনজনেই একেবারে বাক্‌শক্তি বিহীন হইয়া কেবল সেই বিমানস্থ বরাসনে বসিয়া পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম ॥২৯॥ এমন সময়, আমাদিগের আকাশযান আবার তৎক্ষণাৎ সমীরণ বেগে সমুত্থিত হইল। অনন্তর উহা ক্ষণমধ্যে মধুময় বারিরাশি-পরিপ্লাবিত অসংখ্য জলচরসমাকীর্ণ সুধাসাগর মধ্যে উপনীত হইল; দেখিলাম, ঐ সুধাসিন্ধুর কোন কোন স্থানে উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা যেন গগনমণ্ডলকে গ্রাস করিবে বলিয়া প্রচণ্ডবেগে উল্লম্ফন করিতেছে; আবার কোথায়ও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চপল স্বভাব জলহিল্লোল সকল ঠিক্‌ যেন আহ্লাদে স্ফীত হইয়া সমুদ্রের বক্ষঃস্থলে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতেছে। এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে আমরা ক্রমশঃ সেই সমুদ্রের মধ্যে মন্দার ও পারিজাত প্রভৃতি স্বর্গীয় কুসুমতরুরাজি পরিশোভিত বিবিধ আস্তরণাস্তৃত নানা-প্রকার চিত্র বিচিত্রিত মুক্তাদাম বিমণ্ডিত একটী মণিময় দ্বীপে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, দ্বীপটী স্তবকিত কুসুমভারাবনত অশোক, বকুল, কেতকী চম্পক ও কুরুবক প্রভৃতি পাদপাবলীতে পরিবৃত হইয়া রমণীয় শোভা ধারণ করিতেছে; সেই সকল বৃক্ষের শাখায় বসিয়া কলনাদী পুংস্কোকিলকুল মধুপানে প্রমত্ত দ্বিরেফ মালার গুন্‌ গুন্‌ স্বরের সহিত নিজ নিজ সুমধুর পঞ্চমস্বর সংমিশ্রিত করিয়া ক্ষণে ক্ষণে কল কলধ্বনি পূর্ব্বক এমন তান ধরিয়াছে যে, বোধ হইল যেন সেই অনির্ব্বচনীয় কাকলী কুহুরব-কোলাহলে দিঙ্‌মণ্ডলকে একখানি মধুময় একতান যন্ত্র স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছে ॥ ৩০—৩৪ ॥ বৎস নারদ! তাহার

তস্মিন্ দ্বীপে শিবাকারঃ পর্য্যঙ্কঃ সুমনোহরঃ ।
রত্নালিখচিতোঽত্যর্থং নানারত্নবিরাজিতঃ ॥ ৩৫ ॥
দৃষ্টোঽস্মাভির্ব্বিমানস্থৈর্দূরতঃ পরিমণ্ডিতঃ ॥ ৩৬ ॥
নানাস্তরণসংছন্ন ইন্দ্রচাপসমন্বিতঃ ।
পর্য্যঙ্কপ্রবরে তস্মিন্নুপবিষ্টা বরাঙ্গনা ॥ ৩৭ ॥
রক্তমাল্যাম্বরধরা রক্তগন্ধানুলেপনা ।
সুরক্তনয়না কান্তা বিদ্যুৎকোটিসমপ্রভা ॥ ৩৮ ॥
সুচারুবদনা রক্তদন্তচ্ছদবিরাজিতা ।
রমাকোট্যধিকা কান্ত্যা সূর্য্যবিম্বনিভাখিলা ॥ ৩৯ ॥
বরপাশাঙ্কুশাভীতিধরা শ্রীভুবনেশ্বরী ।
অদৃষ্টপূর্ব্বা দৃষ্টা সা সুন্দরী স্মিতভূষণা ॥ ৪০ ॥

শিবাকারঃ পর্য্যঙ্কঃ ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রেশ্বরাঃ পর্য্যঙ্কখুরাঃ সদাশিবস্তু ফলকস্থানীয়ঃ ততঃশিবাকারো জাতঃ। ইদং সপ্তমস্কন্ধে স্পষ্টম্। অত্র মণিদ্বীপস্থানং ব্রহ্মাণ্ডাদ্বহিরস্তীতি দ্বাদশস্কন্ধে বক্ষ্যতে। সুমেরুমধ্যশৃঙ্গে ভবতীতি তু ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ললিতোপাখ্যানে স্পষ্টম। তৎপরিমাণং তদ্বর্ণনঞ্চ তত্রৈব স্পষ্টম্। দুর্ব্বাসঃকৃতে স্তবরত্নে শিবরহস্যে দ্বিতীয়াংশে চ ॥৩৫॥

রত্নালয়ো রত্নভ্রমরাঃ ॥ ৩৬ ॥

ইন্দ্রচাপসমন্বিতঃ ইন্দ্রচাপবদনেকবর্ণবিশিষ্টমণিসমন্বিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৩৯ ॥

বরপাশাঙ্কুশেতি। আয়ুধস্থানানি বামাধঃকরমারভ্য দক্ষিণাধঃকরপর্য্যন্তম্। তদুক্তং মহাসম্মোহনে তন্ত্রে। "দক্ষিণে চাঙ্কুশং দদ্যাদ্বামে পাশং প্রদাপয়েৎ। অভয়ং দক্ষিণে দদ্যা-

---

পর আমরা সেই ব্যোমযানে বসিয়া দূর হইতে দেখি যে, সেই দ্বীপের অভ্যন্তরভাগে বিবিধ মহামূল্য মণিরাজি-বিরাজিত রত্নাবলীখচিত পরমসুন্দর অনর্ঘ আস্তরণসমাচ্ছাদিত ইন্দ্রধনু সদৃশ একখানি রমণীয় শিবাকার পর্য্যঙ্ক; তাহার পরেই আবার দেখি যে, তাদৃশ সুসজ্জিত সর্ব্বজন-মনোহর পর্য্যঙ্কের উপরিভাগে রক্তাম্বরধারিণী একটী নিরুপম রূপলাবণ্যময়ী দিব্যাঙ্গনা রমণী অঙ্গনিচয়ে রক্তচন্দন বিলেপন পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন; সেই বিশ্বমোহিনীর বক্ষঃস্থলে দোদুল্যমান কুসুমময় মালাও সম্পূর্ণ লোহিতপ্রভা, বিশেষত তাঁহার নয়নের অভ্যন্তরদেশ অতীব রক্তবর্ণ। পরন্তু, সেই সুচারুবদনার অনির্ব্বচনীয় দেহকান্তির নিকট এককালে কোটি কোটি সৌদামিনী আসিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইলেও উপমার যোগ্য নহে। আহা! তাঁহার সেই উমপা শূন্য লোহিতবর্ণ ওষ্ঠাধরেরই বা কি অনির্ব্বচনীয় শোভা!! বৎস! অধিক আর কি বলিব, বোধ হয় কোটি কোটি লক্ষ্মী বা একত্রিত কোটি কোটি সূর্য্যমণ্ডল প্রভাও তাঁহার সেই অতুল্য দেহকান্তির নিকট পরাভূত হয় ॥ ৩৫—৩৯ ॥ সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণা ভগবতী ভুবনেশ্বরী অতুল্য ভুজ চতুষ্টয়ে বরাভয় ও পাশাঙ্কুশাদি আয়ুধ সকল ধারণ পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য বদনে বোধ হয়

হ্রীঙ্কারজপনিষ্ঠৈস্তু পক্ষিবৃন্দৈর্নিষেবিতা।
অরুণা করুণামূর্ত্তিঃ কুমারী নবযৌবনা॥ ৪১॥
সর্ব্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যা মন্দস্মিতমুখাম্বুজা।
উদ্যৎপীনকুচদ্বন্দ্বনির্জ্জিতাম্ভোজকুট্মলা॥ ৪২॥
নানামণিগণাকীর্ণভূষণৈরুপশোভিতা।
কনকাঙ্গদকেয়ূরকিরীটপরিশোভিতা॥ ৪৩॥
কনচ্ছ্রীচক্রতাটঙ্কবিটঙ্কবদনাম্বুজা।
হৃল্লেখাভুবনেশীতি নামজাপপরায়ণৈঃ॥ ৪৪॥

ম্বরং বামে প্রদাপয়েদিতি। দশপটল্যামপি ভুবনেশীধ্যানে দক্ষেঽঙ্কুশাভয়ে প্রোক্তে বামে পাশমথেষ্টদমিতি। ইষ্টদং বরম্। আয়ুধার্থস্তু প্রপঞ্চসারে ভুবনেশ্বরীপটলে শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদৈর্ব্বিস্তরেণোপপাদিত ইতি ততএবাবধার্য্যঃ। ভুবনেশ্বরী সর্ব্বভুবনেশ্বরীত্যর্থঃ। ভুবনেশ্বরীপদনিরুক্তিস্তু ভুবনেশ্বরীপারিজাতে ভুবনেশ্বরীহৃদয়ে দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায়াঞ্চ। ইদঞ্চ ধ্যানং দেব্যথর্ব্বশিরসি হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যস্থাং প্রাতঃসূর্য্যসমপ্রভাম্। পাশাঙ্কুশধরাং সৌম্যাং বরদাভয়হস্তকাম্। ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং ভক্তকামদুঘাং ভজে ইত্যুক্তম্॥ ৪০॥

হ্রীঙ্কারজপনিষ্ঠৈস্থিতি। যদাপক্ষিগণোঽপি হ্রীঙ্কারং জপতি তদান্যে জপন্তি হ্রীঙ্কারবীজমিত্যত্র কিং বক্তব্যম্॥ ৪১॥

উদ্যৎপীনেতি। স্তনদ্বয়েন কমলকুট্মলে জিতে ইত্যর্থঃ॥ ৪২—৪৩॥

কনচ্ছ্রীচক্রতাটঙ্কেতি। কনতী দীপ্যমানে যে শ্রীচক্রাকারে ত্রিপুরসুন্দরীচক্রাকারে তাটঙ্কে রত্নকুণ্ডলে তাভ্যাং বিটঙ্কং সুন্দরং বদনারবিন্দং যস্যাঃ সা। হৃল্লেখা ভুবনেশীতি। হৃল্লেখাপদব্যুৎপত্তিস্তু ভুবনেশ্বরীরহস্যে উক্তা। হৃদি লেখেব জাগর্ত্তি প্রাণশক্তিরিয়ং পরা।

ত্রৈলোক্যের সমষ্টি সৌন্দর্য্য রাশিকে একস্থলে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন; ফলতঃ আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াই মনে মনে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম, যে, এরূপ মূর্ত্তি আর ইতঃপূর্ব্বে কখনই আমার নয়ন গোচর হয় নাই॥ ৪০॥ বৎস! আর এক আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ কর, দেখিলাম, তত্রত্য বহুবিহঙ্গকুলও হ্রীং বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক সেই নবযৌবনাঢ্যা অরুণবর্ণা করুণাপূর্ণ কুমারীর সেবায় নিরত রহিয়াছে॥ ৪১॥ জগতে যাহা কিছু উত্তম বেশভূষা বা সৌন্দর্য্য আছে, বোধ হয় তৎসমস্তই সেই সরোজবদনার চরণ সরোরুহে আসিয়া শরণ লইয়াছে; বোধ হয় তাঁহার সেই উন্নতোন্মুখ কুচযুগলকে দর্শন করিয়াই কমলকুট্মল লজ্জাভিমানে গিয়া জলমধ্যে বাস করিয়া থাকে॥ ৪২॥ বৎস! একেত তাঁহার নিসর্গ সৌন্দর্য্যেরই সীমা নাই তাহাতে আবার বিবিধ মহামূল্য মণিনিচয়-বিজড়িত রত্নময় অঙ্গদ, কেয়ূর ও কিরীট প্রভৃতি নানাজাতি দিব্যালঙ্কার সকল ধারণ করায় তিনিই এই বিশ্ব জগতের একমাত্র সমস্ত সৌন্দর্য্য লক্ষ্মীর আধারভূত বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিলেন; বিশেষত তাঁহার সেই তুলনারহিত মুখপঙ্কজ খানি দেদীপ্যমান শ্রীচক্রাকার মণিময় কুণ্ডলযুগল দ্বারা উজ্জ্বলিত হইয়া যেরূপ লোকাতীত শোভা ধারণ করিতেছিল, তাহা বর্ণাবলী

সখীবৃন্দৈঃ স্তুতা নিত্যং ভুবনেশী মহেশ্বরী।
হৃল্লেখাদ্যাভিরমরকন্যাভিঃ পরিবেষ্টিতা ॥ ৪৫ ॥
অনঙ্গকুসুমাদ্যাভির্দ্দেবীভিঃ পরিবেষ্টিতা।
দেবীষট্‌কোণমধ্যস্থা যন্ত্ররাজোপরিস্থিতা ॥ ৪৬ ॥
দৃষ্ট্বা তাং বিস্মিতাঃ সর্ব্বে বয়ং তত্র স্থিতাভবন্।
কেয়ং কান্তা চ কিংনাম ন জানীমোঽত্র সংস্থিতাঃ ॥ ৪৭ ॥
সহস্রনয়না রামা সহস্রকরসংযুতা।
সহস্রবদনা রম্যা ভাতি দূরাদসংশয়ম্ ॥ ৪৮ ॥

হৃল্লেখা কথ্যতে তস্মাদিতি। ত্রিপুরতাপনীয়শ্রুতিরপি। হৃদয়াগারবাসিনী হৃল্লেখেতি। ভুবনেশীপদব্যুৎপত্তিস্তু ভুবনেশীপারিজাতে ভুবনেশী হৃদয়ে দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায়াঞ্চ। ব্যোমবীজে মহেশানি কৈলাসাদিপ্রতিষ্ঠিতম্। বহ্নিবীজাৎ সুবর্ণাদিনিষ্পন্নং বহুধা প্রিয়ে। তেনায়ং বর্ত্ততে লোকো ভূমণ্ডলসমন্বিতঃ। তুর্য্যস্বরেণ পাতালে শেষরূপেণ ধার্য্যতে। মহাভূমণ্ডলং তস্মাৎ পাতালস্যাপি নায়িকা। অতএব মহেশানী ভুবনেশীতি কথ্যতে। বিন্দুচন্দ্রামৃতং দেবি! প্লাবয়ন্তী জগত্রয়ম্। দ্রবরূপা ভবেত্তস্মাৎ সৃজন্তী চার্দ্ধমাত্রয়া। অতএব মহেশানী ভুবনেশীতি কথ্যত ইতি। ভুবনেশ্বর্য্যুপনিষদি ভুবনাধীশ্বরী তুর্য্যাতীতা বিশ্ববিমোহিনীতি। মন্ত্রার্থস্তু হালাস্যমাহাত্ম্যে উক্তঃ। সচোপোদ্ঘাতেএব দর্শিতঃ ॥ ৪৪ ॥

হৃল্লেখাদ্যা অমরকন্যাঃ ॥ ৪৫ ॥

অনঙ্গকুসুমাদ্যাশ্চ যন্ত্রাবরণদেবতাঃ। ইদমুপলক্ষণং সেবার্থমাগতানামন্যদেবতানামপি। তদুক্তং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে। সেবার্থমাগতাস্তত্র ব্রহ্মাণী ব্রহ্মকোটয়ঃ। লক্ষ্মীনারায়ণানাঞ্চ কোটয়ঃ সমুপাগতাঃ। গৌরীকোটিসহস্রাণাং রুদ্রাণামপি কোটয় ইতি। যন্ত্রমাহ। দেবীষট্‌কোণেতি। ষড়্‌গুণিতযন্ত্রমধ্যস্থেত্যর্থঃ। তত্র যন্ত্রং প্রপঞ্চসারে স্পষ্টম্। যদ্বা পদ্মমষ্টদলং ব্রাহ্মে বৃতং ষোড়শভির্দ্দলৈঃ। বিলিখেৎ কর্ণিকামধ্যে ষটকোণমতিসুন্দরমিতি শারদোক্তং গ্রাহ্যম্ ॥ ৪৬-৪৭॥

দ্বারা বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাওয়া বাগাড়ম্বর মাত্র !! তাহার পর ক্রমশ নিকটস্থ হইয়া দেখি, হৃল্লেখা প্রভৃতি কতকগুলি দেবকন্যা সহচরী হৃল্লেখা, (যে পরা প্রাণশক্তি লেখার ন্যায় হৃদয় মধ্যে নিরন্তর জাগরূক থাকেন) ভুবনেশী, এই নাম যপ করিতে করিতে অহর্নিশ সেই ভুবননিয়ন্ত্রী ভগবতী মহেশ্বরীর চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক স্তুতিগান করিতেছেন ॥ ৪৫ ॥ বৎস! আমরা তাঁহার বিষয় যতই নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম ততই অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত ব্যাপার সকল লক্ষিত হইতে লাগিল অর্থাৎ তাহার পর দেখি যে, সেই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী অনঙ্গকুসুমাদি যন্ত্রাবরণরূপ দেবীগণে পরিবৃত হইয়া ষট্‌কোণাকার যন্ত্ররাজের উপরি বিরাজ করিতেছেন; ফলত তথায় আমরা সেই অশ্রুতপূর্ব্ব অদৃষ্টচর রমণীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম, যে, এই অনির্ব্বচনীয় রূপলাবণ্যবতী কামিনী কে? ইঁহার নামই বা কি? এস্থলে থাকিয়াত, আমরা ইহার কিছুই জানিতে পারিতেছি না॥৪৬—৪৭॥ আর এক আশ্চর্য্য এই যে, প্রথমে

নাপ্সরা নাপি গন্ধর্ব্বী নেয়ং দেবাঙ্গনা কিল।
ইতি সংশয়মাপন্নাস্তত্র নারদ ! সংস্থিতাঃ ॥ ৪৯ ॥
তদাসৌ ভগবান্বিষ্ণুর্দৃষ্ট্বা তাং চারুহাসিনীম্।
উবাচাস্মাং স্ববিজ্ঞানাৎ কৃত্বা মনসি নিশ্চয়ম্ ॥ ৫০ ॥
এষা ভগবতী দেবী সর্ব্বেষাং কারণং হি নঃ।
মহাবিদ্যা মহামায়া পূর্ণা প্রকৃতিরব্যয়া ॥ ৫১ ॥
দুর্জ্ঞেয়াল্পধিয়াং দেবী যোগগম্যা দুরাশয়া।
ইচ্ছা পরাত্মনঃ কামং নিত্যানিত্যস্বরূপিণী ॥ ৫২ ॥

ইতি যাবচ্চতুর্ভুজাং পশ্যন্তি তাবদেব সৈব মূর্ত্তির্ব্বিরাড্রূপেণ দৃশ্যমানাভবদিত্যাহ। সহস্রনয়নারামেতি। বিরাট্স্বরূপং দেব্যাস্ত সপ্তমস্কন্ধে স্পষ্টম্ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

সবিজ্ঞানাৎ স্বকীয়স্মরণাৎ ॥ ৫০ ॥

এষেতি। যন্নোঽস্মাকং কারণং সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপং তদিদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীত্তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত ইত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদ্যং মায়া বা এষা নারসিংহী সর্ব্বমিদং সৃজতি সর্ব্বমিদং রক্ষতি সর্ব্বমিদং সংহরতি তস্মান্মায়ামেতাং শক্তিং বিদ্যাদিতি। অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং ন তস্য কার্য্যং কারণং চেত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদ্যঞ্চ। তদেষা ভগবতী তস্যৈব মুখ্যা মূর্ত্তিরিয়মিতি ভাবঃ। পরং ব্রহ্মৈব সর্ব্বকারণমায়াশবলিতং ভক্তানুগ্রহার্থমিদং রূপং দধারেত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

ইচ্ছেতি। ইচ্ছাশক্তিরুমাকুমারীতি শিবসূত্রপ্রতিপাদ্যা। তৎ কিং জড়া নেত্যাহ। নিত্যানিত্যস্বরূপিণীতি। নিত্যং ব্রহ্মানিত্যং মায়া তদুভয়রূপিণী মায়াশবলব্রহ্মরূপিণীত্যর্থঃ। তথা চ ভগবত্যা উভয়াত্মকত্বাৎ কদাচিদ্ব্রহ্মরূপেণৈব বর্ণনং কদাচিত্তচ্ছক্তিরূপেণৈব বর্ণনমিতীচ্ছাশক্তিরূপত্বেন বর্ণনেঽপি দোষাভাবঃ। তথাচ স্মৃতিঃ। হ্রীঙ্কার উভয়াত্মক ইতি। শিবশক্ত্যাত্মক ইত্যর্থঃ। হ্রীং ব্রহ্মেতি শ্রুতেশ্চ ॥ ৫২ ॥

যাঁহাকে দূর হইতে চতুর্ভুজা রমণী বলিয়া বোধ হইতেছিল; তিনিই আবার এক্ষণে দেখিতে দেখিতে অনন্ত চক্ষুঃ অনন্ত কর চরণ ও অনন্ত বদনমণ্ডল অদ্ভুত বিরাট্‌রূপে প্রতীত হইতে লাগিলেন; দেখ, নারদ ! তৎকালে, আমরা সংশয়ারূঢ় চিত্ত হইয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম, যে, এ যেরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতেছি তাহাতে ইহাঁকে কোন অপ্সরা কি গন্ধর্ব্বকন্যা বা কোন অমরাঙ্গনা বলিয়াত বিবেচনা হইতেছে না; এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময় ভগবান্ বিষ্ণু সেই চারুহাসিনী বিশ্বমাতাকে একাগ্রচিত্তে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক স্বীয় বিজ্ঞানজ্যোতিঃ প্রভাবে মনে মনে নিশ্চয় করিয়া কহিলেন, বেদাদি শাস্ত্রে যিনি জন্ম মৃত্যু বিবর্জ্জিত পূর্ণা প্রকৃতি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত, ইনি সেই মহাবিদ্যারূপা মহামায়া; এই দেবী ভগবতীই আমাদিগের তিন জনের উৎপত্তির হেতুভূতা ॥ ৪৮—৫১ ॥ এই দেবী ক্ষুদ্রমতি নরের পক্ষে সুদুর্জ্ঞেয়া ও দুর্ল্লভ্যা হইলেও তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ ইহাঁকে সমাধিযোগে নিজ আত্মাতেই সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন; ইনি মায়ারূপে অনিত্য বটেন, কিন্তু, চিদানন্দ ব্রহ্মরূপে নিত্য; ইহাঁকেই আবার বেদে পরাত্মা পরব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ

দুরারাধ্যাল্পভাগ্যৈশ্চ দেবী বিশ্বেশ্বরী শিবা।
বেদগর্ভা বিশালাক্ষী সর্ব্বেষামাদিরীশ্বরী ॥ ৫৩ ॥
এষা সংহৃত্য সকলং বিশ্বং ক্রীড়তি সংক্ষয়ে।
লিঙ্গানি সর্ব্বজীবানাং স্বশরীরে নিবেশ্য চ ॥ ৫৪ ॥
সর্ব্ববীজময়ী হ্যেষা রাজতে সাম্প্রতং সুরৌ !।
বিভূতয়ঃ স্থিতাঃ পার্শ্বে পশ্যতাং কোটিশঃ ক্রমাৎ ॥ ৫৫ ॥
দিব্যাভরণভূষাঢ্যা দিব্যগন্ধানুলেপনাঃ।
পরিচর্য্যাপরাঃ সর্ব্বাঃ পশ্যতাং ব্রহ্মশঙ্করৌ !॥ ৫৬ ॥
ধন্যা বয়ং মহাভাগাঃ কৃতকৃত্যাঃ স্ম সাম্প্রতম্।
যদত্র দর্শনং প্রাপ্তা ভগবত্যাঃ স্বয়ন্ত্বিদম্ ॥ ৫৭ ॥
তপস্তপ্তং পুরা যত্নাত্তস্যেদং ফলমুত্তমম্।
অন্যথা দর্শনং কুত্র ভবেদস্মাকমাদরাৎ ॥ ৫৮ ॥
পশ্যন্তি পুণ্যপুঞ্জা যে যে বদান্যাস্তপস্বিনঃ।
রাগিণো নৈব পশ্যন্তি দেবীং ভগবতীং শিবাম্ ॥ ৫৯ ॥

বেদগর্ভা বেদজনয়িত্রী। অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্বেদ ইত্যাদিশ্রুতেঃ। মমৈবাজ্ঞা পরাশক্তির্ব্বেদসংজ্ঞা পুরাতনী। ঋগ্‌যজুঃসামরূপেণ সর্গাদৌ সংপ্রবর্ত্ততে ইতি কূর্ম্মপুরাণে দ্বাদশাধ্যায়ে শ্রীভগবত্যুক্তেশ্চ ॥ ৫৩ ॥

করিয়াছেন ॥ ৫২ ॥ এই দেবী বিশালাক্ষী বিশ্বেশ্বরীই জগতের আদিভূতা, ইনিই সর্ব্বভূতের নিয়ন্ত্রী; মহাত্মা ঋষিরা ইহাঁকেই সর্ব্ব জীবের কল্যাণরূপিণী বেদগর্ভা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; অল্পভাগ্য ব্যক্তিগণই ইহাঁর আরাধনায় সমর্থ হইতে পারে না। ইনি প্রলয়কালে সমস্ত বিশ্বসংসার সংহার পূর্ব্বক জীবনিবহের বাসনাসমন্বিত ব্যষ্টি-সূক্ষ্ম-শরীর সকল সূত্রাত্মরূপ নিজ সমষ্টি-শরীরে (মূল প্রকৃতিতে) সন্নিবেশিত করিয়া একমাত্র অদ্বৈতাত্মস্বরূপে ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ৫৩—৫৪ ॥ হে সুরশ্রেষ্ঠ শঙ্কর! হে ব্রহ্মন্! সংপ্রতি যিনি এইরূপে বিরাজ করিতেছেন, ইনিই বিশ্বজগতের কারণ-স্বরূপিণী; ঐ দেখুন, উহাঁর কোটি কোটি বিভূতি সকল যথাক্রমে চতুঃপার্শ্বে অবস্থিত রহিয়াছেন; দেখুন দেখি, ঐ সকল দেবদেবীগণ কেমন দিব্যাভরণে বিভূষিত!! আর কেমন স্বর্গীয় গন্ধদ্রব্যে বিলেপিতাঙ্গ হইয়া পরিচর্য্যার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ॥ ৫৫—৫৬ ॥ আজ যখন আমরা দেবী ভগবতীর ঈদৃশ অনির্ব্বচনীয় দুর্লভ রূপ সন্দর্শন করিতে পাইলাম, তখন, অবশ্যই আমরা ধন্যবাদের পাত্র!! সংপ্রতি আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই; তাহা না হইলে, আমরা কদাচই এরূপ কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হইতাম না ॥ ৫৭ ॥ পূর্ব্বে যে আমরা ঘোরতর কঠোর তপঃক্লেশ সহ্য করিয়াছিলাম, ইহা নিশ্চয় তাহারই ফল জানিবে; অন্যথা, দেবী জগৎ-

মূলপ্রকৃতিরেবৈষা সদা পুরুষসঙ্গতা।
ব্রহ্মাণ্ডং দর্শয়ত্যেষা কৃত্বা বৈ পরমাত্মনে ॥ ৬০ ॥
দ্রষ্টাসৌ দৃশ্যমখিলং ব্রহ্মাণ্ডং দেবতাঃ সুরৌ!।
তস্যৈষা কারণং সর্ব্বা মায়া সর্ব্বেশ্বরী শিবা ॥ ৬১ ॥
কাহং বা ক সুরাঃ সর্ব্বে রমাদ্যাঃ সুরযোষিতঃ।
লক্ষাংশেন তুলামস্যা ন ভবামঃ কথঞ্চন ॥ ৬২ ॥
সৈষা বরাঙ্গনা নাম যা দৃষ্টা বৈ মহার্ণবে।
বালভাবে মহাদেবী দোলয়ন্তীব মাং মুদা ॥ ৬৩ ॥
শয়ানং বটপত্রে চ পর্য্যঙ্কে সুস্থিরে দৃঢ়ে।
পাদাঙ্গুষ্ঠং করে কৃত্বা নিবেশ্য মুখপঙ্কজে ॥ ৬৪ ॥

কারণস্বরূপং ভগবত্যা বিশদয়তি। এষা সংহৃত্যেতি। সর্ব্বজীবানামিতি। ব্যষ্টিলিঙ্গশরীরাণি তদ্বাসনাশ্চ সমষ্টৌ সূত্রাত্মনি স্থাপয়িত্বা তৎসমষ্টিলিঙ্গশরীরং সবাসনং স্বশরীরে প্রলয়কালে সন্নিবেশ্য স্থাপয়িত্বা একাকিনী ক্রীড়তি ॥ ৫৪—৫৯ ॥

মূলপ্রকৃতিরেবৈষেতি। এবং বর্ণনং জড়শক্তিরূপত্বেন ক্রিয়তে। ভুবনেশ্বর্য্যা জড়াজড়রূপত্বেন বিদ্যমানত্বাৎ ॥ ৬০ ॥

দ্রষ্টাসৌ জীবো দৃশ্যমিদং সর্ব্বং বিশ্বস্তস্যোভয়বিধস্যাপ্যেষৈব.কারণম্। যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গা ইতিশ্রুতের্জীববিশ্ববিভাগস্য কারণং ব্রহ্মাধীনত্বাৎ ॥ ৬১—৬২ ॥

সৈষেতি। অনয়ৈব মমার্থশ্লোকাত্মকভাগবতস্য রহস্যভূতস্যোপদেশঃ কৃত ইত্যস্যা মূর্ত্তিদর্শনেন মম প্রত্যভিজ্ঞা সমুত্থিতা। তস্য শ্লোকার্দ্ধস্যার্থস্তু। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মাহমেবেতি।

জননী আমাদিগকে এস্থলে আনিয়া সমাদর পূর্ব্বক নিজস্বরূপ দর্শন করাইবেন কেন ? ॥৫৮॥ ইহ সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া যাঁহারা ভূরি ভূরি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সতত পুণ্যপুঞ্জ উপার্জ্জন করেন, যাঁহারা নিয়ত তপশ্চর্য্যায় নিরত থাকিয়া সৎপাত্রে অপর্য্যাপ্ত ধনাদি দান করিয়া থাকেন, তাদৃশ মহাত্মারাই এই দেবী কল্যাণরূপিণী ভগবতী ভুবনেশ্বরীর দর্শনলাভে সমর্থ; বৎস ! যাহারা কেবল ঐহিক ভোগবিলাসেই প্রমত্ত তাহাদিগের ভাগ্যে কদাচ ইহাঁর সন্দর্শন লাভ ঘটে না ॥৫৯॥ ইনিই সেই আদ্যা মূলপ্রকৃতি ; ইনি নিরন্তরই সেই চিদানন্দময় পুরুষের সহিত সংমিলিত হইয়া রহিয়াছেন ; এই দেবী সনাতনীই নিজ প্রভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়া পরমাত্মাকে প্রদর্শন করিয়া থাকেন। হে সুরদ্বয় ! ব্রহ্মশঙ্কর ! এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড এবং এতদন্তর্গত দেবতা প্রভৃতির শরীর সমস্তই দৃশ্যপদার্থ আর কূটস্থ চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মাই জীবত্ব উপাধি অঙ্গীকার করিয়া প্রত্যেক শরীরেই সাক্ষিরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন ; কিন্তু, এ উভয়বিধ বিষয়েরই একমাত্র কারণ এই সর্ব্ব মঙ্গলময়ী সর্ব্বেশ্বরী সমষ্টি মায়াশক্তি জানিবেন ॥৬০-৬১॥ এই সমস্ত দেবতা বা লক্ষ্মী প্রভৃতি সুররমণীগণ কি আমিই কলকথা আমরা কেহই ইহাঁর লক্ষাংশের একাংশের সহিত ও তুল্য নহি ॥৬২॥ ইনি নিশ্চয়ই

লেলিহন্তঞ্চ ক্রীড়ন্তমনেকৈর্বালচেষ্টিতৈঃ।
রমমাণং কোমলাঙ্গং বটপত্রপুটে স্থিতম্ ॥ ৬৫ ॥
গায়ন্তী দোলয়ন্তী চ বালভাবান্ময়ি স্থিতে।
সেয়ং সুনিশ্চিতং জ্ঞানং জাতং মে দর্শনাদিব ॥ ৬৬ ॥
কামং নো জননী সৈষা শৃণুতাং প্রবদাম্যহম্।
অনুভূতং ময়া পূর্ব্বং প্রত্যভিজ্ঞা সমুত্থিতা ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়-স্কন্ধে মহাদেবীদত্তবিমানারোহণেন দেবদেবীদর্শনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩॥

তস্মাৎ যা ময়া দৃষ্টা সৈবেয়ং সা চ সর্ব্বকারণত্বং স্বস্থাহ। তস্মাদিয়ং সর্ব্বকারণমেবেতি ভাবঃ। নমু কস্থামবস্থায়ামিয়ং ত্বয়া দৃষ্টা তত্রাহ। বালভাবে ইতি ॥ ৬৩—৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

সেই রমণীগণের শিরোমণিস্বরূপা মহাদেবী জগদম্বিকা, যাঁহাকে আমি প্রলয়প্লাবিত মহার্ণব মধ্যে আমাকেই একটী ক্ষুদ্র বালকমূর্ত্তি করিয়া পরমাহ্লাদসহকারে দোলাইতে দেখিয়া-ছিলাম; পূর্ব্বে যখন আমি নিশ্চল দৃঢ়ীভূত পর্য্যঙ্কসদৃশ বটপত্রে শয়ান থাকিয়া সাধারণ বালকের স্থায় নিজ দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ করে ধারণপূর্ব্বক মুখপঙ্কজে নিবেশিত করিয়া উহা সংলেহন করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেছিলাম; সেই সময়, জননী যেমন স্বীয় শিশুসন্তানকে বিবিধ উল্লাপন পূর্ব্বক দোলাইয়া থাকেন ইনি সেইরূপ বটপত্রপুটে ক্রীড়ানিরত আমার কোমলাঙ্গ সকলকে নানাবিধ স্বরে গান করিতে করিতে দোলাইয়াছিলেন। এক্ষণে, আমি ইহাঁকে দর্শন মাত্রেই জানিতে পারিয়াছি; ইনি নিশ্চয়ই সেই মহাদেবী বিশ্বকর্ত্রী জগদম্বিকা ॥ ৬৩—৬৬॥ শঙ্কর ! ব্রহ্মন্! আপনাদের উভয়কে যাহা বলি শ্রবণ করুন, ইনি নিশ্চই আমাদের সেই জননী; পূর্ব্বে যে, আমি ইহাঁর দর্শন লাভ করিয়াছিলাম, তাহা আমার বিলক্ষণ অনুভূত হইতেছে, কেননা, সম্প্রতি আমার অন্তরে তদ্বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞান সমুদিত হইয়াছে ॥ ৬৭ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবী-ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীদর্শন বিষয়ক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুঃ পুনরাহ জনার্দ্দনঃ।
বয়ং গচ্ছেম পার্শ্বেঽস্যাঃ প্রণমন্তঃ পুনঃ পুনঃ॥ ১ ॥
সেয়ং বরা মহামায়া দাস্যত্যেষা বরান্ হি নঃ।
সুরামশ্চ সন্নিধিং প্রাপ্য নির্ভয়াশ্চরণান্তিকে॥ ২ ॥
যদি নো বারয়িষ্যন্তি দ্বারস্থাঃ পরিচারকাঃ।
পঠিষ্যামশ্চ তত্রস্থাঃ স্তুতিং দেব্যাঃ সমাহিতাঃ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুক্তে হরিণা বাক্যে সুপ্রহৃষ্টৌ সুসংস্থিতৌ।
জাতৌ প্রমুদিতৌ কামং নিকটে গমনায় চ॥ ৪ ॥

একোনপঞ্চাশৎপদ্যৈঃ শ্রীভাবগমনোত্তরম্।
বিষ্ণুনাথ কৃতং স্তোত্রং শ্রীদেব্যা ইতি কথ্যতে॥

শ্রীদেবীদর্শনোত্তরং ব্রহ্মাদীনাং বৃত্তমাহ ইত্যুক্ত্বেতি। ইতি পূর্ব্বোক্তাং বালাবস্থাকথাং ব্রহ্মণে বিষ্ণুরুক্ত্বা পুনর্ব্রহ্মাণং বিষ্ণুরাহ॥ ১—২॥

তত্রস্থা যদ্দেশে বারয়িষ্যন্তি তস্মিন্নেব দেশে স্থিতাঃ স্তুতিং করিষ্যামস্তাবতা দয়ার্দ্রা সর্ব্বজ্ঞা দেবী জ্ঞাস্যত্যস্মাকং কৃপাঞ্চ করিষ্যতীত্যর্থঃ॥ ৩॥

নারদং প্রতি ব্রহ্মাহ। ইত্যুক্তে ইতি। হরিবাক্যং শ্রুত্বা অহং হরশ্চোভৌ প্রমুদিতৌ জাতৌ নিকটে শ্রীদেবীসমীপে গমনায় তদা হরিং প্রত্যোমিত্যঙ্গীকারবাক্যমুক্ত্বা স্থিতৌ॥৪॥

লোক পিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ! তাহার পর জনাসুর-নিসূদনকারী ভগবান্ বিষ্ণু ঐ সকল কথা বলিয়াই পুনরায় কহিলেন, চলুন্ আমরা সকলেই বারংবার প্রণাম করিতে করিতে উঁহার নিকটে যাই তাহা হইলে, ঐ দেবী বিশ্ববন্দিনী মহামায়া প্রসন্ন হইয়া নিশ্চয়ই আমাদিগকে বর প্রদান করিবেন সন্দেহ নাই; মাতার নিকট যাইতে সন্তানের কি কখন ভয় হয়? অতএব, চলুন্ আমরা নির্ভয়ে যাইয়া জগজ্জননীর পদপ্রান্তে দাঁড়াইয়া স্তব করি॥ ১—২॥ যদি দ্বারপাল বা পরিচারকগণ আমাদিগকে নিকটে যাইতে বারণ করে, তাহা হইলে, আমরা সেই স্থলে দাঁড়াইয়াই একাগ্রচিত্তে মহাদেবীর স্তুতিপাঠ করিতে থাকিব। ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! ভগবান্ হরি শঙ্করকে আর আমাকে এই কথা বলিলে পর, আমরা উভয়েই লোমাঞ্চিত কলেবরে কিয়ৎকাল সেইস্থলেই দণ্ডায়মান রহিলাম; পরে জননীর নিকটে যাইবার জন্য একেবার আহ্লাদে স্ফীত হইয়া উঠিলাম॥ ৩—৪॥

ওমিত্যুক্ত্বা হরিং সর্ব্বে বিমানাত্বরিতাস্ত্রয়ঃ।
উত্তীর্য্য নির্গতা দ্বারি শঙ্কমানা মনস্থলম্ ॥ ৫ ॥
দ্বারস্থান্ বীক্ষ্য তান্ সর্ব্বান্ দেবী ভগবতী তদা।
স্মিতং কৃত্বা চকারাশু তাংস্ত্রীন্ স্ত্রীরূপধারিণঃ ॥ ৬ ॥
বয়ং যুবতয়ো জাতাঃ সুরূপাশ্চারুভূষণাঃ।
বিস্ময়ং পরমং প্রাপ্তা গতাস্তৎসন্নিধিং পুনঃ ॥ ৭ ॥
সা দৃষ্ট্বা নঃ স্থিতাংস্তত্র স্ত্রীরূপাংশ্চরণান্তিকে।
ব্যলোকয়ত চার্ব্বঙ্গী প্রেমসম্পূর্ণয়া দৃশা ॥ ৮ ॥
প্রণম্য তাং মহাদেবীং পুরতঃ সংস্থিতা বয়ম্।
পরস্পরং লোকয়ন্তঃ স্ত্রীরূপাশ্চারুভূষণাঃ ॥ ৯ ॥
পাদপীঠং প্রেক্ষমাণা নানামণিবিভূষিতম্।
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং স্থিতাস্তত্র বয়ন্ত্রয়ঃ ॥ ১০ ॥
কাশ্চিদ্রক্তাম্বরাস্তত্র সহচর্য্যঃ সহস্রশঃ।
কাশ্চিন্নীলাম্বরা নার্য্যস্তথা পীতাম্বরাঃ শুভাঃ ॥ ১১ ॥

ততঃ সর্ব্বে বয়ং বিমানাদুত্তীর্য্য তত্র গতা ইত্যাহ। ওমিত্যুক্ত্বেতি ॥ ৫ ॥
স্ত্রীরূপধারিণ ইতি। তে বয়ং ত্রয়স্ত্রীরূপা জাতা ইত্যর্থঃ॥ ৬—৯ ॥

অনন্তর, হরিকে তাহাই হউক্ এইরূপ বলিয়া তিন জনেই অবিলম্বে বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া অত্যন্ত শঙ্কিতচিত্তে দ্বারদেশের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম ॥ ৫ ॥

নারদ! তাহার পর এক অদ্ভুত কথা শ্রবণ কর, তৎকালে দেবী ভগবতী আমাদিগের তিন জনকে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করত ক্ষণমাত্রে আমাদের তিনজনকেই স্ত্রী মূর্ত্তি করিয়া ফেলিলেন ॥ ৬ ॥ এইরূপে তখন, আমরা তিনজনেই মনোরম অলঙ্কারে বিভূষিত সুরূপা যুবতী হইয়া একেবারে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলাম; পরন্তু, সেই অবস্থাতেই দেবীর সন্নিধানে গমন করিলাম ॥ ৭ ॥ আমরা সকলেই স্ত্রীভাবাপন্ন হইয়া চরণোপান্তে দণ্ডায়মান আছি দেখিয়া সেই অনির্ব্বচনীয় রূপলাবণ্যময়ী দেবী ভগবতী প্রীতি-প্রফুল্লনয়নে আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন আমরা মনোজ্ঞ অলঙ্কার পরি-শোভিত স্ত্রীমূর্ত্তিতেই মহাদেবীকে প্রণাম করিয়া পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করত তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত রহিলাম ॥৮—৯॥ তৎকালে আমরা তিনজনেই সেই স্থলে থাকিয়া কেবল বিবিধ মণি-বিভূষিত কোটি সূর্য্য সদৃশ প্রভাসম্পন্ন মহাদেবীর মণিময় পাদপীঠটীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম ॥ ১০ ॥ দেখিলাম, কাহারও পরিধানে রক্তাম্বর, কাহারও নীলাম্বর, কহারও বা পীতাম্বর এইরূপ বিচিত্র বসন ভূষণে সুসজ্জিতা পরম রমণীয়মূর্ত্তি প্রিয়দর্শনা সহস্র সহস্র

দেব্যঃ সর্ব্বাঃ শুভাকারা বিচিত্রাম্বরভূষণাঃ।
বিরেজুঃ পার্শ্বতস্তস্যাঃ পরিচর্য্যাপরাঃ কিল ॥ ১২ ॥
জগুশ্চ ননৃতুশ্চান্যাঃ পর্য্যুপাসন্ত তাঃ স্ত্রিয়ঃ।
বীণামারুতবাদ্যানি বাদয়ন্ত্যো মুদান্বিতাঃ ॥ ১৩ ॥
শৃণু নারদ ! বক্ষ্যামি যদ্দৃষ্টং তত্র চাদ্ভুতম্।
নখদর্পণমধ্যে বৈ দেব্যাশ্চরণপঙ্কজে ॥ ১৪ ॥
ব্রহ্মাণ্ডমখিলং সর্ব্বং তত্র স্থাবরজঙ্গমম্।
অহং বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ বায়ুরগ্নির্যমো রবিঃ ॥ ১৫ ॥
বরুণঃ শীতগুস্ত্বষ্টা কুবেরঃ পাকশাসনঃ।
পর্ব্বতাঃ সাগরা নদ্যো গন্ধর্ব্বাপ্সরসস্তথা ॥ ১৬ ॥
বিশ্বাবসুশ্চিত্রকেতুঃ শ্বেতশ্চিত্রাঙ্গদস্তথা।
নারদস্তুম্বরুশ্চৈব হাহাহূহূস্তথৈব চ ॥ ১৭ ॥
অশ্বিনৌ বসবঃ সাধ্যাঃ সিদ্ধাশ্চ পিতরস্তথা।
নাগাঃ শেষাদয়ঃ সর্ব্বে কিন্নরোরগরাক্ষসাঃ ॥ ১৮ ॥

পাদপীঠং সিংহাসনম্। অনেন দাসমর্য্যাদা বোধিতা। যদ্দাসেন স্বামিমুখনিরীক্ষণং ন বিধেয়ং কিন্তু পাদয়োরেব দৃষ্টিঃ স্থাপনীয়েতি ॥ ১০—১২ ॥

মারুতবাদ্যং বেণ্বাদিকম্ ॥ ১৩ ॥

তদুত্তরং শ্রীভুবনেশ্বর্য্যাঃ স্বপাদনখমধ্যে এবানেককোটিব্রহ্মাণ্ডানি দর্শিতানীত্যাহ। শৃণু নারদেতি ॥ ১৪—১৮ ॥

সহচরী দেবকন্যারা পরিচর্য্যা-পরায়ণা হইয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে বিরাজমান রহিয়াছেন ॥১১—১২॥ সেই সমস্ত দেবরমণীদিগের মধ্যে কেহ বীণাবাদন, কেহ নৃত্য, কেহ বা সুস্বরে সংগীতালাপ করিতেছেন; ফলতঃ তাঁহারা সকলেই আহ্লাদে পুলকিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে মহাদেবীর উপাসনা করিতেছেন ॥ ১৩ ॥

নারদ ! সে স্থলে আর একটী যে অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছিলাম তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর, সেই সকল দেব কন্যাগণের নৃত্যগানাদি দেখিতে দেখিতে সহসা মহাদেবী ভগবতীর চরণপঙ্কজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে, তত্রত্য নখদর্পণ মধ্যে স্থাবর জঙ্গমময় অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেদীপ্যমান রূপে বিরাজিত রহিয়াছে; অর্থৎ বন, ভূমি, পর্ব্বত, নদ, নদী ও সাগর প্রভৃতি স্থাবর বস্তু সকল এবং সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি, যম, কুবের, প্রজাপতি ত্বষ্টা ও মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ; অধিক কি আমি, বিষ্ণু ও রুদ্রদেব পর্য্যন্তও লক্ষিত হইতে লাগিল। তাহার পর আবার দেখি যে, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোবৃন্দ প্রভৃতি উপদেবদেবগণ এবং গন্ধর্ব্ব

বৈকুণ্ঠো ব্রহ্মলোকশ্চ কৈলাসঃ পর্ব্বতোত্তমঃ।
সর্ব্বং তদখিলং দৃষ্টং নখমধ্যস্থিতঞ্চন ॥ ১৯ ॥
মজ্জন্মপঙ্কজং তত্র স্থিতোঽহং চতুরাননঃ।
শেষশায়ী জগন্নাথস্তথাচ মধুকৈটভৌ ॥ ২০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

এবং দৃষ্টং ময়া তত্র পাদপদ্মনখে স্থিতম্।
বিস্মিতোঽহং ততো বীক্ষ্য কিমেতদিতিশঙ্কিতঃ ॥ ২১ ॥
বিষ্ণুশ্চ বিস্ময়াবিষ্টঃ শঙ্করশ্চ তথাস্থিতঃ।
তাং তদা মেনিরে দেবীং বয়ং বিশ্বস্য মাতরম্ ॥ ২২ ॥
ততো বর্ষশতং পূর্ণং ব্যতিক্রান্তং প্রপশ্যতঃ!
সুধাময়ে শিবে দ্বীপে বিহারং বিবিধং তদা ॥ ২৩ ॥
সখ্য ইব তদা তত্র মেনিরেঽস্মানবস্থিতান্।
দেব্যঃ প্রমুদিতাকারা নানাভরণমণ্ডিতাঃ ॥ ২৪ ॥

চনেত্যব্যয়মপ্যর্থকং নখমধ্যস্থিতমপীত্যর্থঃ ॥ ১৯—২১ ॥

প্রধান বিশ্বাবসু, চিত্রকেতু, চিত্রাঙ্গদ, শ্বেত, নারদ, তুম্বুরু ও হাহাহুহুও বিরাজ করিতেছেন। অপরদিকে স্বর্বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অষ্টবসু, সাধ্যগণ, সিদ্ধগণ, পিতৃগণ, অনন্তাদি নাগগণ এবং কিন্নর, উরগও রাক্ষসগণ পর্য্যন্তও যথানিয়মে অবস্থিত রহিয়াছে ॥১৪—১৮॥ এই সমস্ত ব্যাপার দর্শনের পর, দেখি যে, ঊর্দ্ধভাগে বৈকুণ্ঠধাম, ব্রহ্মলোক ও পরম পূজনীয় কৈলাসপর্ব্বত নিত্যরূপে বিরাজ করিতেছে ; ফলকথা এই যে, একমাত্র সেই চরণপঙ্কজস্থ নখদর্পণ মধ্যেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুই দৃষ্ট হইল ॥ ১৯ ॥ এমন কি, তথায় অনন্ত শয্যায় শয়ান জগৎপতি ভগবান্ বিষ্ণু এবং তাঁহার নাভিদেশে আমার জন্মভূমিরূপ সেই পঙ্কজ ; তন্মধ্যে আমিও এইরূপ চতুর্ম্মুখে পরিশোভিত হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছি। পরে দেখি যে, আবার আমার বিরোধি দানবপ্রধান মধুকৈটভও যুদ্ধলালসায় সম্মুখে দণ্ডায়মান ॥ ২০ ॥ লোকপিতামহ ভগবান্ কহিলেন, তৎকালে আমি সেই মহাদেবী ভগবতীর চরণপঙ্কজস্থ নখরশুধাংশু মধ্যে যে এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়াছিলাম, তাহাতে আর কোন সংশয় হইতেছে না ; পরন্তু সেই সকল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপার দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া সশঙ্কচিত্তে ভাবিলাম যে, এ আবার কি ? ॥ ২১ ॥ রে বৎস ! কেবল আমি নহে আমার সমভিব্যাহারী ভগবান্ বিষ্ণু এবং শঙ্কর পর্য্যন্তও বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন ; ফলতঃ তখন, আমরা তিনজনেই তাঁহাকে বিশ্বসংসারের জননী বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম ॥২২॥ তদনন্তর, এইরূপে সেই সুধাময় শিবদ্বীপে মহাদেবীর নানাবিধ লীলা বিহারাদি দেখিতে

বয়মপ্যতিরম্যত্বাদ্বভূবিম বিমোহিতাঃ।
প্রহৃষ্টমনসঃ সর্ব্বে পশ্যন্ ভাবান্মনোরমান্॥ ২৫ ॥
একদা তাং মহাদেবীং দেবীং শ্রীভুবনেশ্বরীম্।
তুষ্টাব ভগবান্ বিষ্ণুর্যুবতীভাবসংস্থিতঃ॥ ২৬ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

নমো দেব্যৈ প্রকৃত্যৈ চ বিধাত্র্যৈ সততং নমঃ।
কল্যাণ্যৈ কামদায়ৈ চ বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ নমো নমঃ॥ ২৭ ॥
সচ্চিদানন্দরূপিণ্যৈ সংসারারণয়ে নমঃ।
পঞ্চকৃত্যবিধাত্র্যৈ তে ভুবনেশ্যৈ নমো নমঃ॥ ২৮ ॥
সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপায়ৈ কূটস্থায়ৈ নমো নমঃ।
অর্দ্ধমাত্রার্থভূতায়ৈ হৃল্লেখায়ৈ নমো নমঃ॥ ২৯ ॥

ইতি দর্শনেনেয়মেব সর্ব্বকারণমিত্যস্মাকং নিশ্চয়ো জাত ইত্যাহ। বিশ্বস্য মাতরমিতি॥ ২২—২৭ ॥

সংসারারণয়ে সংসারযোনয়ে। পঞ্চকৃত্যবিধাত্র্যৈ পঞ্চবিধং তৎকৃত্যং সৃষ্টিস্থিতিসংহৃতিতিরোভাবাঃ। তদ্বদনুগ্রহকরণং প্রোক্তং সততোদিতস্যাস্যেতিবচনোক্তানি পঞ্চকৃত্যানি-তেষাং বিধাত্রী কর্ত্রী॥ ২৮ ॥

দেখিতে আমাদিগের পূর্ণশতবর্ষকাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল। পরন্তু, যতদিন আমরা সে স্থলে অবস্থান করিয়াছিলাম, তাবৎকাল তত্রত্য সেই মহাদেবীর সহচরী বিচিত্র বসনাভরণ পরিশোভিতা মূর্ত্তিমতী প্রমোদরূপিণী দিব্যাঙ্গনারীগণ আমাদিগকে নিজ সখী বলিয়াই মনে করিতেন ॥২৩—২৪॥ সেইরূপ আমরাও তাঁহাদিগের সকল বিষয়েই অত্যন্ত রমণীয়তা প্রযুক্ত একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেইজন্য সে স্থলে যতদিন বাস করিয়াছিলাম, ততদিন সর্ব্বদাই প্রফুল্লান্তঃকরণে কেবল তাঁহাদিগের মনোরম হাবভাবাদি সন্দর্শন করিতাম॥ ২৫ ॥ একদিবস আমাদের সমভিব্যাহারী ভগবান্ বিষ্ণু সেইরূপ যুবতীভাবে থাকিয়াই সদানন্দময়ী মহাদেবী ভগবতী ভুবনেশ্বরীকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ২৬ ॥

ভগবান্ কহিলেন, যিনি এই অনন্ত বিশ্বসংসারের সর্ব্বতোবিধানকর্ত্রী সেই জ্যোতিঃস্বরূপিণী পরমাপ্রকৃতিকে নিরন্তর প্রণাম করি। যিনি ভক্তবৃন্দকে সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রদান করেন, সেই সর্ব্বসিদ্ধি-স্বরূপিণী অদ্যা সনাতনী কল্যাণরূপিণীকে বারংবার প্রণাম করি ॥২৭॥ যিনি স্বরূপতঃ ত্রিগুণাতীত হইয়াও সমস্ত সংসারের অদ্বিতীয় কারণস্বরূপা সেই সচ্চিদানন্দরূপিণীকে প্রণাম করি। মাতঃ! এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের (সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব এবং নিজ-সৃষ্ট জীবনিবহের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশরূপ) এই পঞ্চবিধ কৃত্যের তুমিই একমাত্র বিধাত্রী, অতএব হে ভুবনেশ্বরি তোমাকে বারংবার প্রণাম করি॥ ২৮ ॥ যিনি এই

জ্ঞাতং ময়াখিলমিদং ত্বয়ি সন্নিবিষ্টং
ত্বত্তোঽস্য সম্ভবলয়াবপি মাতরদ্য।
শক্তিশ্চ তেঽস্য করণে বিততপ্রভাবা
জ্ঞাতাধুনা সকললোকময়ীতি নূনম্ ॥ ৩০ ॥
বিস্তার্য্য সর্ব্বমখিলং সদসদ্বিকারং
সন্দর্শয়স্যবিকলং পুরুষায় কালে।
তত্ত্বৈশ্চ ষোড়শভিরেব চ সপ্তভিশ্চ
ভাসীন্দ্রজালমিব নঃ কিল রঞ্জনায় ॥ ৩১ ॥

সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপায়ৈ সর্ব্বং বিবর্ত্তরূপং মিথ্যাজগত্তদধিষ্ঠানাবিকৃতব্রহ্মরূপায়ৈ ইত্যর্থঃ। তথাচ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে মিথ্যাজগদধিষ্ঠানেতি। কূটস্থায়ৈ দেহদ্বয়াধিষ্ঠানং কূটবন্নির্ব্বিকারং চৈতন্যং কূটস্থং তদ্রূপায়ৈ। অর্দ্ধমাত্রার্থঃ পরং ব্রহ্ম। অর্দ্ধমাত্রাত্মিকা দেবী ব্রহ্মানন্দৈক-বিগ্রহা। ভুবনাধীশ্বরী তুর্য্যাতীতা বিশ্ববিমোহিনীতি শ্রুতেঃ। অকারো ভগবান্ ব্রহ্মা উকারো বিষ্ণুরুচ্যতে। মকারো ভগবান্ রুদ্র অর্দ্ধমাত্রা পরম্পদম্। অর্দ্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যেতি স্মৃতেশ্চ। তদ্রূপিণ্যৈ। হৃল্লেখায়ৈ প্রত্যগাত্মভূতায়ৈ ॥ ২৯ ॥

ইত্থং নির্গুণব্রহ্মরূপত্বেন বর্ণয়িত্বা কারণব্রহ্মত্বেন স্তৌতি। জ্ঞাতমিতি। ত্বয়ি সন্নিবিষ্টং স্থিতমিত্যর্থঃ। তে ব্রহ্মরূপিণ্যা অস্য জগতঃ করণে যা শক্তির্ম্মায়াখ্যা সকললোকময়ীতি-প্রসিদ্ধাস্তি সা জ্ঞাতা ময়া। নখদর্পণমধ্যেঽনেকব্রহ্মাণ্ডদর্শনাৎ। সর্ব্বং খল্বিদমেবাহং নান্য-দস্তি সনাতনমিতি ভগবত্যুক্তেশ্চ। তস্মাৎ সর্ব্বকারণভূতা ত্বমেবাসীতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

ইত্থং কারণব্রহ্মরূপিণীং বর্ণয়িত্বা মায়াশক্তিমাত্রাং বর্ণয়তি। বিস্তার্য্যেতি। সৎ আকাশ-বায়ুরূপমমূর্ত্তভূতদ্বয়ম্। অসৎ তেজো জলভূমিরূপং মূর্ত্তং ভূতত্রয়ম্। তয়োর্ব্বিকারং তৎপরি-ণামরূপং সর্ব্বং জগৎ বিস্তার্য্য পুরুষায় চেতনায় ভোক্ত্রে দর্শয়সি। কিমর্থং রঞ্জনায় তস্য নানাপ্রকারৈর্ভোগং কর্ত্তুমিত্যর্থঃ। এতাদৃশী ষোড়শভিস্তত্ত্বৈঃ সাংখ্যোক্তৈস্তদ্রূপৈঃ পরি-

---

মিথ্যাভূত মায়াময় বিশ্বজগতের অধিষ্ঠান স্বরূপ (বিবর্ত্তকারণ) সেই কূটস্থ চৈতন্যরূপাকে প্রণাম করি। যিনি চৈতন্যরূপে সমস্ত বিশ্বের অন্তরে এবং বাহিরে নিরন্তর প্রকাশ পাইতে-ছেন, সেই অর্দ্ধমাত্রার্থস্বরূপা হৃল্লেখাকে বারংবার প্রণাম করি ॥২৯॥ মাতঃ! আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি যে, এই অখিল সংসারের উৎপত্তি ও লয় আপনা হইতেই হইয়া থাকে। ইদানীং এই স্থূলজগৎ আপনাতেই সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। আর আপনার নিকট আগমন করিয়া এক্ষণে ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, এই বিশ্বের উৎপাদনার্থে (স্থূলরূপ প্রকটের নিমিত্ত) আপনার শক্তি প্রভাববিস্তারে উন্মুখ হইয়া থাকে। ফলত আপনিই যে এই অখিল-লোকময়ী তাহাতে আর সংশয় নাই ॥৩০॥ জননি! আপনি সৃষ্টিকালে ষোড়শ বিকার ও মহদাদি সপ্ত-বিকৃতিপ্রকৃতিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া আকাশ ও বায়ুরূপ দুই অমূর্ত্তভূত এবং তেজঃ প্রভৃতি মূর্ত্তভূতত্রয় অর্থাৎ সমষ্টি পঞ্চভূত ময় এই জগৎকে স্থূলরূপে বিস্তারিত করিয়া ভোক্তৃ-রূপ জীবাত্মাকে তাহার চিত্তরঞ্জন কারক বিবিধ ভোগের নিমিত্ত দর্শন করাইয়া থাকেন।

ন ত্বামৃতে কিমপি বস্তুগতং বিভাতি
ব্যাপ্যৈব সর্ব্বমখিলং ত্বমবস্থিতাসি।
শক্তিং বিনা ব্যবহৃতৌ পুরুষোঽপ্যশক্তো
বম্ভণ্যতে জননি! বুদ্ধিমতা জনেন॥ ৩২॥

প্রীণাসি বিশ্বমখিলং সততং প্রভাবৈঃ
স্বৈস্তেজসা চ সকলং প্রকটীকরোষি।
অৎস্যেব দেবি! তরসা কিল কল্পকালে
কো বেদ দেবি! চরিতং তব বৈভবস্য॥ ৩৩॥

ত্রাতা বয়ং জননি! তে মধুকৈটভাভ্যাং
লোকাশ্চ তে সুবিততাঃ খলু দর্শিতা বৈ।
নীতাঃ সুখস্য ভবনে পরমাঞ্চ কোটিং
যদ্দর্শনং তব ভবানি! মহাপ্রভাবম্‌॥ ৩৪॥

গতা তথা সপ্তভিশ্চ মহদাদ্যৈস্তৈস্তদ্রূপৈঃ পরিণতা স্বপ্নোঽস্মাকমিন্দ্রজালমিব বিলক্ষণা ভাসি। অনির্ব্বচনীয়েত্যর্থঃ। যদাহুঃ সাংখ্যাঃ। মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্ম্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকস্তু বিকার ইতি॥ ৩১॥

ত্বামৃতে কিমপি বস্তু নৈবাস্তীতি ব্যাপ্তিমাহ। নত্বামিতি। যদ্বস্তু ভাসতে তন্নামরূপবিশিষ্টমেব ভাসতে তচ্চ নামরূপং ত্বদ্রূপমেব ততস্তব ব্যাপ্তিরব্যাহতেতি ভাবঃ॥ ৩২॥

প্রীণাসীতি। ইদং বিশ্বং প্রকটীকরোষ্যুৎপাদয়সি তথা প্রীণাসি অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাত্তোষয়সি তেন ত্বং করুণাবত্যসীতি ভাসি। প্রলয়কালে সর্ব্বমৎসি ভক্ষয়সি তেন চ ক্রূরেতিভাসীতি তে বৈভবস্যৈশ্বর্য্যস্য চরিতং কো বেদ ন কোঽপীত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

অতএব, মাতঃ! আপনার এই সমস্ত অনির্ব্বচনীয় কার্য্যপরম্পরা আমাদিগের বুদ্ধিতে ঠিক্‌ যেন ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে॥ ৩১॥ হে ঈশানি! এই বিশ্বমধ্যে আপনি না থাকিলে কোন বস্তুই প্রকাশ পাইতে পারে না। বস্তুত আপনিই যে, নানাপ্রকার নামরূপাদি দ্বারা অনন্তব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। জননি! এই জন্যই তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা সর্ব্বদাই এইরূপ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যে, অধিক কথা কি, শক্তি ব্যতীত স্বয়ং পরমপুরুষও কোন কার্য্যে সমর্থ নহেন॥ ৩২॥ বিশ্বেশ্বরি! কল্পারম্ভে আপনি স্বীয় তেজোদ্বারা অব্যক্তভাবাপন্ন অখিল সংসারকে প্রকাশ করেন। পরে, নিজ প্রভাবে সৃষ্টজীবনিবহের পোষণ করিয়া থাকেন; আবার প্রলয় সময়ে এতাদৃশ বিস্তীর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকে ক্ষণমাত্রে গ্রাস করিয়া আত্মোদরসাৎ করেন। অতএব, দেবি! এ জগতে এমন পুরুষ কে আছে যে, আপনার সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্যশক্তির তত্ত্ব অবগত হইতে পারে?॥ ৩৩॥ জননি! আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সেই দুর্জ্জয়

নাহং ভবো ন চ বিরিঞ্চিবিবেদ মাতঃ!
কোঽন্যো হি বেত্তি চরিতং তব দুর্ব্বিভাব্যম্।
কানীহ সন্তি ভুবনানি মহাপ্রভাবে!
হ্যস্মিন্ ভবানি! চরিতে রচনাকলাপে॥ ৩৫॥
অস্মাভিরত্র ভুবনে হরিরন্য এব
দৃষ্টঃ শিবঃ কমলজঃ প্রথিতপ্রভাবঃ।
অন্যেষু দেবি! ভুবনেষু ন সন্তি কিন্তে
কিং বিদ্ম দেবি! বিততং তব সুপ্রভাবম্॥ ৩৬॥
যাচেঽম্ব! তেঽঙ্ঘ্রিকমলং প্রণিপত্য কামং
চিত্তে সদা বসতু রূপমিদং তবৈতৎ।
নামাপি বক্ত্রকুহরে সততং তবৈব
সন্দর্শনং তব পদাম্বুজয়োঃ সদৈব॥ ৩৭॥

অস্ত্বন্যত্র কথংচিদস্মাসু তু ত্বগতিকরুণাবত্যসীতি নিদর্শনমাহ। ত্রাতা বয়মিতি। রক্ষিতা মধুকৈটভাভ্যাং সকাশাৎ। সুখস্য ভবনে মণিদ্বীপে নীতা আনীতাঃ পরমাঞ্চ কোটিং নীতা প্রাপিতাঃ। যদ্যস্মাত্তব মহাপ্রভাবং দর্শনং জাতং তস্মাদিত্যর্থঃ। নহ্যেতৎ করুণামন্তরা সম্ভবতি তস্মাদস্মাসু করুণাবত্যেবেতি ভাবঃ॥ ৩৪॥

নাহং ভব ইতি। যানীহ নখদর্পণে দৃষ্টানি ভুবনানি তাদৃশান্যন্যানি কানি কতিসংখ্যানি তবাস্মিন্ প্রভাবে চরিতে রচনাকলাপরূপে সন্তি তানি কো বেদ ন কোঽপীত্যর্থঃ॥ ৩৫॥

দানব মধুকৈটভের হস্তে রক্ষা করিলেন; তাহার পর, পরমসুখময় ধাম মণিদ্বীপে আনয়ন পূর্ব্বক যখন আপনার বিরচিত সুবিস্তৃত লোকসকল এবং নিজ মহাপ্রভাব সন্দর্শন করাইলেন, তখন আমাদিগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর পরম সুখ লাভ কি হইতে পারে? ॥৩৪॥ মাতঃ! আমি, অথবা ভব কি বিরিঞ্চি আমরা তিন জনেও যখন, আপনার এই দুর্ব্বিভাব্য চরিত্রের বিষয় জানিতে পারিলাম না; তখন, অপরে আর কে জানিতে সমর্থ হইবে? ভবানি! আমরা আপনার ঐ নখদর্পণ মধ্যে যে সমস্ত অসংখ্য লোকপূর্ণ ভুবনব্যাপার দর্শন করিলাম তাহা ব্যতীত আরও অমন কত শত ভুবন যে আপনার মায়াময় রচনাজাল মধ্যে গূঢ়ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? ॥ ৩৫ ॥ দেবি! অদ্য আমরা আপনার প্রদর্শিত এই ভুবনমধ্যে মহাপ্রভাবসম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর যাহা দর্শন করিলাম ঐরূপ অপরাপর ভুবন সকল মধ্যেও যে, পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাদি বর্ত্তমান নাই তাহা কিরূপে বোধ করিব? কেননা, আপনার অনন্ত প্রভাবের সীমা নাই॥৩৬॥ হে অম্বিকে! আপনার ঐ চরণকমলে বারংবার প্রণিপাতপূর্ব্বক এই প্রার্থনা করি

ভৃত্যোঽয়মস্তি সততং ময়ি ভাবনীয়ং
ত্বাং স্বামিনীতি মনসা নমু চিন্তয়ামি।
এষাবয়োরবিরতা কিল দেবি! ভূয়া-
দ্ব্যাপ্তিঃ সদৈব জননীসুতয়োরিবার্য্যে! ॥ ৩৮ ॥
ত্বং বেৎসি সর্ব্বমখিলং ভুবনপ্রপঞ্চং
সর্ব্বজ্ঞতাপরিসমাপ্তিনিতান্তভূমিঃ।
কিং পামরেণ জগদম্ব! নিবেদনীয়ং
যদ্‌যুক্তমাচর ভবানি! তবেঙ্গিতং স্যাৎ ॥ ৩৯ ॥
ব্রহ্মা সৃজত্যবতি বিষ্ণুরুমাপতিশ্চ
সংহারকারক ইয়ন্তু জনে প্রসিদ্ধিঃ।
কিং সত্যমেতদপি দেবি! তবেচ্ছয়া বৈ
কর্ত্তুং ক্ষমা বয়মজে! তব শক্তিযুক্তাঃ ॥ ৪০ ॥

অস্মাভিরিতি। যথাস্মিন্ ভুবনে অস্মাভির্ব্রহ্মাদয়ো দৃষ্টাঃ সন্তি তথান্যেষু ভুবনেষু কিং ন সন্তি সন্ত্যেব। কথমিদং ভবিষ্যতীতি চেত্তব বৈভবস্য চরিতং কো বেদ স কোপীত্যর্থঃ। তব বৈভবেন সম্ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

জননীসুতয়োর্ম্মাতাপুত্রয়োরিব ব্যাপ্তিঃ সম্বন্ধঃ স্বস্বামিভাবঃ সদৈব ভূয়াৎ ॥ ৩৮ ॥

যতঃ সর্ব্বজ্ঞতায়াঃ পরিসমাপ্তের্নিতান্তভূমিশ্চরমভূমিস্ত্বমসি। ইঙ্গিতমভিপ্রেতম্ ॥ ৩৯ ॥

কিং সত্যমেতন্ন সত্যমিত্যর্থঃ। যতস্তবেচ্ছয়া তব শক্তিযুক্তা বয়ং কর্ত্তুং ক্ষমা নান্যথা তস্মাদিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

যেন আপনার এই রূপই নিরন্তর আমার মনোময় মন্দিরে প্রতিভাত হয়; আর আপনারই নাম যেন আমার মুখকুহরে সতত উচ্চারিত হয় এবং আমার চক্ষুর্দ্বয় যেন সর্ব্বদাই আপনার পাদপদ্মযুগল দর্শনে সমর্থ হয় ॥৩৭॥ আর্য্যে! আমি যেন আপনাকে নিত্য স্বামিনী বলিয়া মনে রাখিতে পারি এবং আপনিও আমাকে সর্ব্বদাই যেন এ আমার ভৃত্য এইরূপ মনে করেন; আমাতে এ ভাবটী কখনও যেন বিস্মৃত না হন্। জননি! অধিক আর কি জানাইব, আমাদিগের উভয়ত যেন চিরদিন অখণ্ডিতভাবে মাতৃপুত্রভাব দেদীপ্যমান থাকে ॥ ৩৮ ॥ জগদম্বিকে! এই অখিল বিশ্বমধ্যে এমন কোন বিষয়ই নাই যাহা আপনার অজ্ঞাত থাকিতে পারে, কারণ, আপনি সর্ব্বজ্ঞতার চরমভূমি। অতএব ভবানি! এ পামর আর আপনাকে অধিক কি জানাইবে। তথাপি যাহা কিছু বলা হইয়াছে, সে আপনারই অভিপ্রেত মত; অতএব করুণাবিতরণ পূর্ব্বক মদুক্ত প্রার্থনাগুলি গ্রহণ করুন্ ॥ ৩৯ ॥ ভগবতি! ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন আর উমাপতি মহেশ্বর সংহার করিয়া থাকেন, লোকমধ্যে এই কথাই প্রসিদ্ধ; কিন্তু, মা! এইটী কি যথার্থ কথা? বস্তুত আমরা

ধাত্রী ধরাধরসুতে! ন জগদ্বিভর্ত্তি
আধারশক্তিরখিলং তব বৈ বিভর্ত্তি।
সূর্য্যোঽপি ভাতি বরদে! প্রভয়া যুতস্তে
ত্বং সর্ব্বমেতদখিলং বিরজা বিভাসি ॥ ৪১ ॥
ব্রহ্মাহমীশ্বরবরঃ কিল তে প্রভাবাৎ
সর্ব্বে বয়ং জনিযুতা ন যদা তু নিত্যাঃ।
কেঽন্যে সুরাঃ শতমখপ্রমুখাশ্চ নিত্যা-
নিত্যা ত্বমেব জননী প্রকৃতিঃ পুরাণা ॥ ৪২ ॥
ত্বঞ্চেদ্ভবানি! দয়সে পুরুষং পুরাণং
জানেঽহমদ্য তব সন্নিধিগঃ সদৈব।
নোচেদহং বিভুরনাদিরনীহ ঈশো
বিশ্বাত্মধীরিতি তমঃপ্রকৃতিঃ সদৈব ॥ ৪৩ ॥

ত্বং প্রথমতো বিরজা নিগু‍র্ণাত্মরূপিণী বিভাসি পশ্চাত্তে প্রভয়া যুতঃ সূর্য্যো বিভাতি। তথাচ শ্রুতিঃ তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি ॥ ৪১ ॥

তে প্রভাবাত্তব শক্তের্ব্বয়ং সর্ব্বে জনিমন্তো জন্মবন্তো ন নিত্যাস্ততোঽন্যোঽস্মদপেক্ষয়া জন্মবান্ কো নিত্যঃ স্যাৎ ন কোপীত্যর্থঃ। কিন্তু ত্বমেব নিত্যেত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

ত্বঞ্চেদিতি। যদি পুরুষং পুরাণং ত্বং দয়সে দয়াঙ্করোষি ব্রহ্মাকারমনোবৃত্তিরূপব্রহ্মবিদ্যা-প্রদানেন তদা স স্বস্বরূপং জানীয়াদিতি শেষঃ। ইদং তব সন্নিধিগোঽহং জানে নিশ্চিনোমি।

যে আপনারই শক্তিবলে বলীয়ান্ হইয়া আপনারই ইচ্ছামত সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে সমর্থ, এ কথা মহাত্মা তত্ত্বদর্শী ব্যতীত অপরে কে বুঝিতে পারে? ॥ ৪০ ॥ গিরিবর-তনয়ে! আপনি স্বরূপত গুণাতীতা হইয়াও সৃষ্টিকালে স্বীয় মায়াশক্তিকে সমাশ্রয় করিয়া সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন; অতএব, সত্য সত্য এই পৃথিবী বিশ্ব জগতের ধারয়িত্রী নহে, প্রকৃতপক্ষে আপনার আধারশক্তিই অখিল জগতের ধারণকর্ত্রী; অন্যের কথা কি, স্বয়ং সূর্যদেবও আপনার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া বিশ্ব সংসার প্রকাশ করিয়া থাকেন্। বরদে! এ জগতে এমন কোন বস্তু নাই যাহা আপনা ভিন্ন প্রকাশ পাইতে পারে, বস্তুত আপনি স্বীয় স্বরূপ শক্তি দ্বারা অখিল জগৎকে প্রকাশিত করিয়া নিরন্তর স্বয়ম্প্রভারূপে প্রতিভাসিত হইতেছেন ॥ ৪১ ॥ মাতঃ! আমি, ব্রহ্মা বা মহাদেব আমরা তিন জনও যখন আপনার প্রভাবে বারংবার জন্মপরিগ্রহ করি সুতরাং নিত্য পদার্থ নহি, তখন, নিরন্তর জন্ম মৃত্যুর অধীন ইন্দ্র প্রভৃতি অপর আর কোন্ দেবতা নিত্য হইতে পারে? বস্তুত আপনিই একমাত্র নিত্যপদার্থ, কেননা আপনিই এই অনন্ত বিশ্বের উৎপদনকর্ত্রী সনাতনী মূলপ্রকৃতি ॥ ৪২ ॥ ভবানি! সম্প্রতি আমি আপনার সন্নিকর্ষে বাস

বিদ্যা ত্বমেব ননু বুদ্ধিমতাং নরাণাং
শক্তিস্ত্বমেব কিল শক্তিমতাং সদৈব।
ত্বং কীর্ত্তিকান্তিকমলামলতুষ্টিরূপা
মুক্তিপ্রদা বিরতিরেব মনুষ্যলোকে ॥ ৪৪ ॥
গায়ত্র্যসি প্রথমবেদকলা ত্বমেব
স্বাহা স্বধা ভগবতী সগুণার্দ্ধমাত্রা।
আম্নায় এব বিহিতো নিগমো ভবত্যা
সঞ্জীবনায় সততং সুরপূর্ব্বজানাম্‌ ॥ ৪৫ ॥
মোক্ষার্থমেব রচয়স্যখিলং প্রপঞ্চং
তেষাং গতাঃ খলু যতো ননু জীবভাবম্‌।
অংশা অনাদিনিধনস্য কিলানঘস্য
পূর্ণার্ণবস্য বিততা হি যথা তরঙ্গাঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্যথা বিদ্যাবত্ত্বেনানেকাহঙ্কারাদিধর্ম্মবাংস্তমঃপ্রকৃতির্মূঢ়প্রকৃতিরেব স্যাৎ বিভুরহমনাদিরহমনীহোঽহমীশোঽহমিত্যাদয়োঽহঙ্কারধর্ম্মাস্তদ্বান্‌ স্যাৎ স পুরুষস্তথা নজ্ঞ্যতেবেতি ভাবঃ॥৪৩-৪৪॥

সুরপূর্ব্বজানাং দেবাদিজীবানামপি সঞ্জীবনায় রক্ষণায় মোক্ষায় চাম্নায়রূপঃ শাস্ত্ররূপোঽন্নসত্রস্থানীয়ো নিগম এব বিহিতো ভবত্যৈ তাদৃশী ত্বং দয়াবত্যসীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

মোক্ষার্থমেবেতি। সমুদ্রতরঙ্গবদনাদিনিধনস্য ব্রহ্মণো যেঽংশা জীবভাবং গতাস্তেষাং মোক্ষপ্রাপ্ত্যর্থমেব স্বপ্রয়োজনাভাবেঽপি প্রপঞ্চং কষ্টেন রচয়স্যেতাদৃশ্যতিদয়াবত্যসীতিভাবঃ ॥৪৬॥

করিয়া ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি যে, যদি আপনি পুরাণপুরুষের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যার উদয় করিয়া দেন তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ নিজ স্বরূপ জানিতে সমর্থ হয়, অন্যথা সর্ব্বদাই বিমূঢ় প্রকৃতি হইয়া কেবল আমি বিভু আমি অনাদি পুরুষ আমিই বিশ্বের আত্মা ঈশ্বর, ইত্যাদি বিবিধ অহঙ্কারে সমাচ্ছন্ন হয় মাত্র !! ॥ ৪৩ ॥ জননি ! অধিক আর কি বলিব, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আপনিই বুদ্ধিমান্‌ মানবগণের বিদ্যা এবং আপনিই সমস্ত শক্তিমান্‌, জীবগণের সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ; আপনিই কমলা (লক্ষ্মী) কান্তি, কীর্ত্তি ও বিমল সন্তোষ স্বরূপা। দেবি ! এই মনুষ্যলোক মধ্যে মুক্তিপ্রদ বৈরাগ্যও আপনি ॥ ৪৪ ॥ মাতঃ ! বেদের জননী গায়ত্রীরূপাও আপনি এবং স্বাহা ও স্বধাদি সমস্ত শক্তিই আপনি, ফলত সর্ব্বৈশ্বর্য্যস্বরূপিণী ত্রিগুণাত্মিকা বা অর্দ্ধমাত্রা-স্বরূপা তুরীয়রূপা এ সমস্তই আপনি ; বিশ্বব্যাপী মহাসাগরের তরঙ্গমালার ন্যায় সেই অনাদিনিধন (জন্মমরণ-পরিবর্জ্জিত) বিমলানন্দ-স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম-সনাতনের অংশ স্বরূপ, যাহারা দেবতা প্রভৃতি জীবত্ব লাভ করিয়াছে তাহাদিগের রক্ষা ও মুক্তির নিমিত্ত আপনি এই অখিল প্রপঞ্চময় সৃষ্টি রচনা এবং বেদাদি শাস্ত্র বিধান করিয়া থাকেন ॥ ৪৫—৪৬ ॥ মাতঃ ! আপনার

জীবো যদা তু পরিবেত্তি তবৈব কৃত্যং
ত্বং সংহরস্যখিলমেতদিতিপ্রসিদ্ধম্।
নাট্যং নটেন রচিতং বিতথেঽন্তরঙ্গে
কার্য্যে কৃতে বিরমসে প্রথিতপ্রভাবা ॥ ৪৭ ॥
ত্রাতা ত্বমেব মম মোহময়াদ্ভবাব্ধে-
স্ত্বামম্বিকে! সততমেমি মহার্ত্তিদে! চ।
রাগাদিভির্ব্বিরচিতে বিতথে কিলান্তে
মামেব পাহি বহুদুঃখকরে চ কালে ॥ ৪৮ ॥
নমো দেবি! মহাবিদ্যে! নমামি চরণৌ তব।
সদা জ্ঞানপ্রকাশং মে দেহি সর্ব্বার্থদে! শিবে! ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবতে মহাপুরাণেঽষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিষ্ণুকৃতশ্রীদেবীস্তোত্রকথনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

জীবো যদেতি। যদা জীবঃ। কৃত্যং কর্ত্তৃত্বাদিকং তত্রৈব ত্বৎকর্ত্তৃকমেব পরিবেত্তি জানাতি ন স্বকর্ত্তৃকম্। স্বয়ং ত্বসঙ্গোদাসীন এবাহমিতি বিবেকতো জানাতি। তথা অখিল-মেতত্ত্বমেব সংহরসীত্যপি প্রসিদ্ধং জানাতি। তদা ত্বং জীবস্যাসঙ্গত্বাদিজ্ঞানস্য সত্ত্বাদ্বিরমসে উপশমং প্রাপ্নোষি স্বকৃত্যাৎ। তত্র দৃষ্টান্তো যথা বিতথে মিথ্যারূপেঽন্তরঙ্গেঽতিরহস্যে চমৎ-কাররূপে কার্য্যে কৃতে নটেন রচিতং নাট্যং যথা বিরমতে তথেত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

ত্রাতা ত্বমেবেতি। মোহময়াদ্ভবাব্ধেঃ সকাশান্মম ত্রাতা ত্বমেব নান্যঃ। এমি অস্য শরণমিতি শেষঃ। মহার্ত্তিদে! চেত্যুত্তরেণ কালে ইত্যনেনান্বেতি। অন্তকালে নাশকালে ইত্যর্থঃ ॥৪৮-৪৯॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

প্রভাবের সীমা নাই, কিন্তু জীব যখন বিবেক বিজ্ঞানবলে জানিতে পারে যে নট রচিত অতি চমৎকৃত অথচ মিথ্যাভূত নাট্যাভিনয়ের ন্যায় এই অনির্ব্বচনীয় রহস্য রূপ জগতের রচনা ও সংহারাদি প্রসিদ্ধ ব্যাপার সমস্তই আপনার কার্য্য এবং নিজে অসঙ্গ ও নিষ্ক্রিয় রূপ তখনই আপনি তাহার সম্বন্ধে সমস্ত কার্য্য কলাপ হইতে বিরত হয়েন ॥ ৪৭ ॥ হে অম্বিকে! মোহময় ভবসাগর হইতে আপনিই আমার ত্রাণকর্ত্রী অতএব আমি নিরন্তর আপনার শরণাগত হইলাম; জননি! রাগদ্বেষাদিজনিত মহতীপীড়াপ্রদ সর্ব্বানর্থকর বহুদুঃখজনক অন্তিমকালে আমায় রক্ষা করিবেন ॥ ৪৮ ॥ হে সর্ব্বমঙ্গলরূপিণি! আপনিই ভক্তের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী, অতএব হে মহাদেবি! আমি আপনার চরণযুগলে প্রণাম করি; আপনি এইরূপ কৃপা করুন্ যেন ক্ষণকালের জন্যও আমি তত্ত্ববোধ বিস্মৃত না হই ॥ ৪৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবী-ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বিষ্ণুকৃত মহাদেবীস্তোত্র কথন নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বিরতে বিষ্ণৌ দেবদেবে জনার্দ্দনে।
উবাচ শঙ্করঃ শর্ব্বঃ প্রণতঃ পুরতঃ স্থিতঃ॥ ১॥

শিব উবাচ।

যদি হরিস্তবদেবি বিভাবজ-
স্তদনু পদ্মজ এব তবোদ্ভবঃ।
কিমহমত্র তবাপি ন সদ্গুণঃ
সকললোকবিধৌ চতুরা শিবে!॥ ২॥
ত্বমসি ভূসলিলং পবনস্তথা
খমপি বহ্নিগুণশ্চ তথা পুনঃ।
জননি! তানি পুনঃ করণানি চ
ত্বমসি বুদ্ধিমনোঽপ্যথ হঙ্কৃতিঃ॥ ৩॥

চত্বারিংশৎপদ্যৈকেস্ত ষট্পদ্যৈরধিকৈরথ।
হরস্তুত্যুত্তরং ব্রহ্মস্তুতিরত্রাপি বর্ণ্যতে॥

ব্রহ্মা নারদং প্রত্যাহ। ইত্যুক্ত্বেতি॥ ১॥

যদীতি। হে দেবি! যদি হরিস্তব বিভাবজঃ পরাক্রমাজ্জাতস্তর্হি তস্য বিষ্ণোরনু পশ্চাজ্জায়মানঃ পদ্মজো ব্রহ্মাপি তবোদ্ভবঃ ত্বজ্জন্য এব। যদেবমস্তি তত্রাহং সদ্গুণস্তমোগুণবান্ তব ত্বজ্জন্যো ন কিং অপি তু ত্বজ্জন্য এব। গুণত্রয়স্য ত্বৎসম্বন্ধিত্বাদস্মাকং চ তদাত্মকত্বাৎ। যতস্ত্বংসকললোকবিধানে চতুরাসি ততোঽস্মাকং জননং ত্বয়া কথং কৃতমিত্যত্র কিমাশ্চর্য্যম্॥ ২॥

ত্বমসীতি। বহ্নিগুণস্বরূপতাপ্রতিপাদনং বহ্নিস্বরূপতাপ্রতিপাদনস্যাপ্যুপলক্ষণম্। করণানি জ্ঞানেন্দ্রিয়কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি। অথ অহঙ্কৃতিরহঙ্কারঃ। শকন্ধাদিত্বাৎ পররূপম্॥ ৩॥

ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ! দেবাদিদেব জনার্দ্দন বিষ্ণু এই বলিয়া বিরত হইলে সর্ব্বসংহারক শঙ্কর প্রণিপাত পূর্ব্বক দেবীর সম্মুখীন হইয়া বলিতে লাগিলেন॥১॥ দেবি! হরি যদি আপনার প্রভাব হইতে উৎপন্ন হইলেন এবং তদনন্তর পদ্মযোনিও যদি আপনা হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন, তবে তমোগুণান্বিত হইয়া আমিও আপনার সৃষ্টপদার্থ কেন না হইব? শিবে! সৃষ্টি বিষয়ে আপনার চাতুর্য্য সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইতেছে, অতএব, আমার উৎপত্তি যে আপনা হইতেই হইয়াছে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?॥ ২॥ জননি! আপনিই ভূমি, জল,

ন চ বিদন্তি বদন্তি চ যেঽন্যথা
হরিহরাজকৃতং নিখিলং জগৎ ॥
তব কৃতাশ্রয় এব সদৈব তে
বিরচয়ন্তি জগৎ সচরাচরম্ ॥ ৪ ॥
অবনিবায়ুখবহ্নিজলাদিভিঃ
সবিষয়ৈঃ সগুণৈশ্চ জগদ্ভবেৎ।
যদি তদা কথমদ্য চ তৎস্ফুটং
প্রভবতীতি তবাম্ব! কলামৃতে ॥ ৫ ॥
ভবসি সর্ব্বমিদং সচরাচরং
ত্বমজবিষ্ণুশিবাকৃতিকল্পিতম্।
বিবিধবেশবিলাসকুতূহলৈ-
র্ব্বিরমসে রমসেঽম্ব! যথারুচি ॥ ৬ ॥

ন চ বিদন্তীতি। যে নিখিলং জগদ্বিষ্ণুহরব্রহ্মকৃতমিত্যন্যথা বদন্তি তে ন শাস্ত্রসিদ্ধান্তং বিদন্তি জানন্তি। যতস্তে ত্রয়স্তব কৃতাশ্রয়া কৃতা এব জগদ্বিরচয়ন্তি। তস্মাত্ত্বমেবং সকলজগৎকর্ত্রীতি সিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ননু পঞ্চমহাভূতৈরেব জগদুৎপদ্যতাং নেশ্বরস্যোপযোগ ইতিচেত্তত্রাহ অবনীতি। যদি পঞ্চভূতৈর্ব্বিষয়সহিতৈর্গুণসহিতৈঃ শব্দস্পর্শাদিসহিতৈশ্চ জগদ্ভবেদিতিমতং তদা তদ্ভূতপঞ্চকং তব কলাং চিদংশরূপামৃতে কথং স্ফুটং ভবেৎ তস্য ভূতপঞ্চকস্য দৃশ্যত্বেন কার্য্যত্বাৎ কার্য্যস্য কর্ত্রপেক্ষত্বাৎকশ্চিচ্চেতনঃ কর্ত্তাপেক্ষিত এবেতি ত্বমেব জগৎকর্ত্রীতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

একোঽহং বহুস্যাং প্রজায়েয়ং ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়ত ইতিশ্রুতেরেকৈব ত্বমনেকরূপা ভবসীত্যাহ। ভবসীতি। বিবিধবেশৈর্বে বিলাসাঃ ক্রীড়াস্তাসু কুতূহলৈরাশ্চর্যৈ রমসে ক্রীড়সে বিরমসে ক্রীড়ানন্তরং প্রলয়কালে বিরামং চ প্রাপ্নোষি। তথাচ ব্যাসসূত্রম্। লোকবত্ত লীলাকৈবল্যমিতি ॥ ৬ ॥

বহ্নি, পবন ও আকাশ এবং আপনিই রসনাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় আপনিই বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কারস্বরূপা ॥ ৩ ॥ অতএব যাহারা অন্যথা অর্থাৎ এই অখিল জগৎ হরিহর-বিরিঞ্চি-বিরচিত বলিয়া বর্ণনা করে, তাহারা যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া ভ্রম বশতঃ মিথ্যা বলিয়া থাকে, ফলতঃ ! তাহারা নিশ্চয়ই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বুঝিতে পারে না। কেননা, হরি প্রভৃতি তিনজনই আপনাকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া আপনার এই চরাচর জগতের রচনা করিতেছে ॥৪॥ জননি! যদি গন্ধরস প্রভৃতি গুণ-সমন্বিত ভূমি জল বহ্নি বায়ু ও আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ-মহাভূত দ্বারা জগৎ নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই কার্য্যাত্মক সগুণ মহাভূত পঞ্চক আপনার চিদংশ ব্যতিরেকে কিরূপে ব্যক্ত হইল ? ॥ ৫ ॥ মাতঃ শিবে! আপনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপিণী হইয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আপনিই আবার অখিল চরাচর

সকললোকসিসৃক্ষুরহং হরিঃ
কমলভূশ্চ ভবেম যদাম্বিকে।।
তব পদাম্বুজপাংশুপরিগ্রহং
সমধিগম্য তদা ননু চক্রিম ॥ ৭ ॥
যদি দয়ার্দ্রমনা ন সদাম্বিকে।।
কথমহং বিহিতশ্চ তমোগুণঃ।
কমলজশ্চ রজোগুণসম্ভবঃ
সুবিহিতঃ কিমু সত্ত্বগুণো হরিঃ ॥ ৮ ॥
যদি ন তে বিষমা মতিরম্বিকে!
কথমিদং বহুধা বিহিতং জগৎ।
সচিবভূপতিভৃত্যজনাবৃতং
বহুধনৈরধনৈশ্চ সমাকুলম্ ॥ ৯ ॥

অস্মাসু যৎ কর্তৃত্বং তত্তু ত্বৎসৃষ্টপদার্থেষ্বেবাকারান্তরোৎপাদকত্বং ঘটং প্রতি কুলালস্যেবেত্যাহ। সকললোকেতি। এতে বয়ং ভবেম জগৎকর্তারো ভবামঃ। কদা। যদা ত্বৎপদরজো ভূজলাদিকং সমধিগম্য প্রাপ্য তস্যাকারবিশেষং চক্রিম কৃতবন্তস্তদেত্যর্থঃ। ইতিপূর্ব্বকল্পীয়কথা স্মারিতা ॥ ৭ ॥

যদি দয়ার্দ্রেতি। যদি দেবি ত্বং দয়াবতী নাসি তদা প্রলয়কালে সুষুপ্তিমূর্চ্ছাগতেভ্যোঽস্মভ্যং তত্তদ্গুণোপাধিকং জ্ঞানযোগ্যং দেহং কো দদ্যাদ্যতো দেহো দত্তস্তস্মাদ্দয়াবতীত্বাত্তব ময্যপি দয়াং কুর্ব্বিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

নন্নু মম সর্ব্বে প্রাণিনঃ সমা এবেতিকথং তান্বিহায় ত্বদুপর্য্যেব দয়া কর্ত্তব্যেতি চেত্তত্রাহ। যদি ন তে ইতি। যদি তব বিষমা মতির্নাস্তি কিন্তু সমৈব তর্হি সর্ব্বে প্রাণিনঃ সমদুঃখসুখাঃ কিমিতি ন কৃতা বিষমাশ্চ কৃতাস্তত্তৎপ্রাণিকৃতকর্ম্মবশাত্তস্মাত্তবাপি জগৎকর্ম্মবশাদ্বিষমা মতিরস্ত্যেবেতি ময্যপি ভক্তিপ্রেমযুক্তে দয়াং কুর্ব্বিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, এইরূপ বিবিধ ক্রীড়া কৌতুক দ্বারা আপনি আপন ইচ্ছানুসারে কখনও লীলা করিতেছেন, কখনও বা (প্রলয়ে) তাহা হইতে বিরত হইতেছেন ॥ ৬ ॥ জননি! ব্রহ্মা বিষ্ণু ও আমি যখন অখিল জগতের সৃষ্টিকরণাভিলাষী হইয়া তত্তৎকার্য্যের কর্তৃত্বে নিযুক্ত হই, তখন সে কেবল আপনার চরণকমলের ভূজলাদিরূপ স্বচ্ছরজঃ প্রাপ্ত হইয়াই তাহা সম্পাদন করিয়া থাকি ॥ ৭ ॥ মাতঃ! আপনি যদি দয়াবতীই না হইবেন, তবে বিশ্বস্রষ্টা অজযোনি রজোগুণসম্পন্ন, অখিল-লোকপালক হরি সত্ত্বগুণসম্পন্ন এবং সংসার-সংহারক আমিই বা কিরূপে তমোগুণসম্পন্ন হইতে পারিতাম্? ॥ ৮ ॥ জগদম্বিকে! জীবগণকে কর্ম্মফল প্রদান করিবার নিমিত্ত যদি আপনার বিষমা মতিই না থাকিবে তবে, ভূপতি, অমাত্য ও ভৃত্যজন পরিবৃত এবং বহুধন ও নির্দ্ধন পরিপূরিত এই

তব গুণাস্ত্রয় এব সদা ক্ষমাঃ
প্রকটনাবনসংহরণেষু বৈ।
হরিহরদ্রুহিণাশ্চ ক্রমাত্ত্বয়া
বিরচিতাস্ত্রিজগতাং কিল কারণম্॥ ১০॥
পরিচিতানি ময়া হরিণা তথা
কমলজেন বিমানগতেন বৈ।
পথি গতৈর্ভুবনানি কৃতানি বা
কথয় কেন ভবানি! নবানি চ॥ ১১॥
সৃজসি পাসি জগজ্জগদম্বিকে!
স্বকলয়া কিয়দিচ্ছসি নাশিতুম্।
রময়সে স্বপতিং পুরুষং সদা
তব গতিং ন হি বিদ্ম বয়ং শিবে!॥ ১২॥

ননু যুষ্মভ্যং পূর্ব্বং জগন্ময়া কেন সাধনেন নির্ম্মিতং তত্রাহ। তব গুণা ইতি। তব গুণত্রয়মেব জগৎ কর্ত্তুং সমর্থমিত্যর্থঃ। তর্হি ভবন্তঃ কথং জগতাং কারণমিতি চেত্তত্রাহ। হরিহরেতি। ত্বৎসৃষ্টপদার্থানাং পঞ্চমহাভূতানামাকারবিশেষরূপাণাং ত্রিজগতাং কারণং বয়ং ত্বয়া রচিতাঃ। ত্বৎসৃষ্টপদার্থেষহঙ্কারাদিষু জগদাকারবিশেষোৎপাদকত্বমেবাস্মাকং কারণত্বং ন ততোঽতিরিক্তমিত্যর্থঃ॥ ১০॥

যদি ত্বদ্গুণানাং কর্তৃত্বং ন স্যাত্তদাহ। পরিচিতানীতি ময়া হরিণা চ বিমানগতেন কমলজেন চ এতৈরস্মাভিঃ পথি গতানি নবানি ভুবনানি দৃষ্টানি তানি কেন কৃতানীতি-কথয়। নহ্যস্মাকং তৎকর্তৃত্বং কিন্তু ত্বদ্গুণানামেবেতি ভাবঃ॥ ১১॥

তস্মাত্ত্বমেব জগৎস্রষ্ট্রীত্যাহ। সৃজসীতি। কথং জগদেকাকিনী সৃজসীতি তব লীলাং ন বিদ্ম ইতি ভাবঃ॥ ১২॥

অখিল জগৎ বহুপ্রকারে বিভক্ত হইবে কেন?॥ ৯॥ জননি! সর্ব্বকালেই আপনার গুণত্রয়ই জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহরণে সমর্থ, তবে আপনি ইচ্ছানুসারে হরি, হর ও বিরিঞ্চিকে ত্রিজগতের কারণরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন॥ ১০॥ ভবানি! যদি জগতের সৃষ্ট্যাদিতে আপনার গুণত্রয়ের কর্তৃত্বই না থাকিবে তবে আমি হরি ও বিরিঞ্চি যখন বিমানযোগে গগন দিয়া গমন করিয়াছিলাম, তখন পথিমধ্যে বিরচিত নব নব ভুবন সকল কি প্রকারে দেখিতে পাইলাম? আপনি তাহার কারণ বলুন॥১১॥ জগদম্বিকে! আপনি স্বকীয়কলা মায়া দ্বারা এই অনন্ত জগতের সৃষ্টি এবং পালন করিতেছেন আবার তাহার দ্বারাই সংহার করিবার ইচ্ছা করিতেছেন। আপনি স্বীয়পতি পুরুষের সহিত সততই রমণ করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছেন, দেবি! আমরা আপনার কার্য্যবিধি অবগত হইতে কিরূপে সমর্থ

জননি! দেহি পদাম্বুজসেবনং
যুবতিভাবগতানপি নঃ সদা।
পুরুষতামধিগম্য পদাম্বুজা-
দ্বিরহিতাঃ ক লভেম সুখং স্ফুটম্‌॥ ১৩॥
ন রুচিরস্তি মমাম্ব! পদাম্বুজং
তব বিহায় শিবে! ভুবনেষ্বলম্‌।
নিবসিতুং নরদেহমবাপ্য চ
ত্রিভুবনস্য পতিত্বমবাপ্য বৈ॥ ১৪॥
সুদতি! নাস্তি মনাগপি মে রতি-
র্যুবতিভাবমবাপ্য তবান্তিকে।
পুরুষতা ক সুখায় ভবত্যলং
তব পদং ন যদীক্ষণগোচরঃ॥ ১৫॥
ত্রিভুবনেষু ভবত্বিয়মম্বিকে!
মম সদৈব হি কীর্ত্তিরনাবিলা।
যুবতিভাবমবাপ্য পদাম্বুজং
পরিচিতং তব সংসৃতিনাশনম্‌॥ ১৬॥
ভুবি বিহায় তবান্তিকসেবনং
ক ইহ বাঞ্ছতি রাজ্যমকণ্টকম্‌।
ত্রুটিরসৌ কিল যাতি যুগাত্মতাং
ন নিকটং যদি তেঽঙ্ঘ্রিসরোরুহম্‌॥ ১৭॥

ভগবতীসান্নিধ্যং প্রার্থয়তে। জননীতি॥ ১৩—১৫॥
পরিচিতং সেবিতম্‌॥ ১৬—১৭॥

হইব?॥ ১২॥ জননি! আমরা রমণীভাব প্রাপ্ত হইয়াছি আপনি আমাদিগকে চরণাম্বুজ সেবনে নিয়োজিত করুন; পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া আপনার পাদপদ্ম-বিরহিত হইলে আমরা কোথায় আর সুবিমল সুখ লাভ করিতে পারিব?॥ ১৩॥ শিবে! আপনার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া ভুবন মধ্যে নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া ত্রিভুবনের আধিপত্য লাভ করিতেও আমার অভিলাষ নাই॥ ১৪॥ সুবদনে! আপনার নিকট যুবতিভাব প্রাপ্ত হইয়া পুরুষতায় আমার আর কিছুমাত্রই অনুরাগ নাই, যদি আপনার চরণ কমল নয়ন গোচর না হইল, তবে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে আর কি সুখলাভ হইল?॥ ১৫॥ জগদম্বিকে! আমি

তপসি যে নিরতা মুনয়োঽমলা-
স্তব বিহায় পদাম্বুজপূজনম্।
জননি! তে বিধিনা কিল বঞ্চিতাঃ
পরিভবো বিভবে পরিকল্পিতঃ ॥ ১৮ ॥
ন তপসা ন দমেন সমাধিনা
ন চ তথা বিহিতৈঃ ক্রতুভির্যথা।
তব পদাব্জপরাগনিষেবণা-
দ্ভবতি মুক্তিরজে! ভবসাগরাৎ ॥ ১৯ ॥
কুরু দয়াং দয়সে যদি দেবি! মাং
কথয় মন্ত্রমনাবিলমদ্ভুতম্।
সমভবম্প্রজপন্ সুখিতো হ্যহং
সুবিশদঞ্চ নবার্ণমনুত্তমম্ ॥ ২০ ॥

এতাদৃশস্ত্বৎপদাম্বুজং যে ন ভজন্তি তে হতভাগ্যা ইত্যাহ। তপসীতি। বিভবে ঐশ্বর্য্যে তপোরূপে সত্যপি পরাভবো মোক্ষাৎ সকাশাৎ পরিকল্পিতো জাতস্তেষামিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তস্মান্ন তপসেতি। ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুরিত্যাদিশ্রুতেঃ। অহমেব স্বয়মিদংবদামি জুষ্টন্দেবেভিরুতমানুষেভিঃ। কাময়ে যং যং কাময়ে হহং তন্ত-মুগ্রঙ্কণোমি তম্ব্রহ্মাণন্তমৃষিন্তং সুমেধমিতি শ্রুতেশ্চ। তবপদাব্জনিষেবণাদ্যথা মুক্তিঃ সা চ ঝটিতি ভবতি তথা ন কুত্রাপীতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

প্রজপন্ সুখিতঃ সমভবমিত্যন্বয়ঃ ॥ ২০ ॥

যে, যুবতিভাব প্রাপ্ত হইয়া আপনার সংসারযাতনা-প্রশমকারি চরণপদ্মের পরিচর্য্যা লাভ করিলাম, আমার এই নির্ম্মলকীর্ত্তি ত্রিভুবন মধ্যে সততই পরিকীর্ত্তিত হউক ॥ ১৬ ॥ আপনার পাদপদ্মের সান্নিধ্য সেবা পরিত্যাগ করিয়া কোন্ ব্যক্তি অবনিতলে যাইয়া অকণ্টক রাজ্য লাভে বাসনা করিয়া থাকে? তোমার চরণসরোজ যাহার সন্নিহিত না হয়, এই দুর্ভাগ্যতাজন্য তাহাকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া যুগপরিমিত কাল তাহার ফলভোগ করিতে হয় ॥ ১৭ ॥ জননি! যে নির্ম্মলবুদ্ধি মুনিগণ আপনার চরণাম্বুজের পূজা পরিহার করিয়া তপস্যায় নিরত হন, তাঁহারা নিশ্চিতই বিধাতৃকর্তৃক প্রতারিত হন, তাঁহাদের তপোরূপ বিভব বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহারা মোক্ষপ্রাপ্ত না হইয়া কেবল আপনার গুণত্রয়ের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥ আপনার পাদপদ্মের পূজা ব্যতিরেকে কেহই তপস্যা, দম, সমাধি অথবা বেদবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠানাদি কোনও প্রকারে সংসারসাগর হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। কেননা, জন্মমৃত্যুবিহীন পদার্থের শরণ গ্রহণ ব্যতীত কদাচ তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই ॥ ১৯ ॥ করুণাময়ি! যদি আপনি

প্রথমজন্মনি চাধিগতো ময়া
তদধুনা ন বিভাতি নবাক্ষরঃ।
কথয় মাং মনুমদ্য ভবার্ণবা-
জ্জননি! তারয় তারয় তারকে! ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুক্তা সা তদা দেবী শিবেনাদ্ভুততেজসা।
উচ্চচারাম্বিকা মন্ত্রং প্রস্ফুটঞ্চ নবাক্ষরম্‌ ॥ ২২ ॥
তং গৃহীত্বা মহাদেবঃ পরাং মুদমবাপ হ।
প্রণম্য চরণৌ দেব্যাস্তত্রৈবাবস্থিতঃ শিবঃ ॥ ২৩ ॥
জপন্নবাক্ষরং মন্ত্রং কামদং মোক্ষদং তথা।
বীজযুক্তং শুভোচ্চারং শঙ্করস্তস্থিবাংস্তদা ॥ ২৪ ॥
তং তথাবস্থিতং দৃষ্ট্বা শঙ্করং লোকশঙ্করম্‌।
অবোচন্তাং মহামায়াং সংস্থিতোঽহং পদান্তিকে ॥ ২৫ ॥

ন বেদাস্ত্বামেবং কলয়িতুমিহাসন্ন পটবো
যতস্তে নোচুস্ত্বাং সকলজনধাত্রীমবিকলাম্‌।
স্বাহাভূতা দেবী সকলমখহোমেষু বিহিতাং
তদা ত্বং সর্ব্বজ্ঞা জননি! খলু জাতা ত্রিভুবনে ॥ ২৬ ॥

নম্বু নবার্ণমন্ত্রোঽস্তীত্যেব প্রথমতস্ত্বয়া কথং জ্ঞাতমিতি চেত্তত্রাহ। প্রথমজন্মনীতি। পূর্ব্বজন্মনি ময়া গুরোঃ সকাশাদধিগতঃ প্রাপ্তঃ স্থিতঃ। স ইহ জন্মন্যধুনা ন বিভাতি বিস্মৃতত্বাত্তথাপি সংস্কারস্তু তিষ্ঠতি তস্মাৎ স্মরণঞ্জাতমিতি ভাবঃ। নবাক্ষর ইতি। নবার্ণশ্চণ্ডিকামন্ত্র ইত্যর্থঃ। তদ্বিধানঞ্চ নবমস্কন্ধান্তিমাধ্যায়ে বক্ষ্যতি। অনেন চ ব্রহ্মাদীনা জীবত্বং স্পষ্টমেবোক্তম্‌॥২১-২৩॥
বীজযুক্তং বাক্কামমায়াযুক্তম্‌ ॥ ২৪—২৫ ॥

আমার প্রতি দয়া করেন তবে আমাকে সেই অনন্তবীর্য্যজনক নির্ম্মল চণ্ডিকা মন্ত্রের উপদেশ করুন, দেবি! আমি সেই সর্ব্বশ্রেয়স্কর অত্যুত্তম নবাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া সুখী হইতে পারিব সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥ জননি! আমি পূর্ব্বজন্মে গুরুর নিকট হইতে নবাক্ষর মন্ত্র লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু ইহ জন্মে তাহা স্ফুরিত হইতেছে না, তারিণি! এখন আপনি আমাকে সেই মন্ত্রের উপদেশ করিয়া ভবার্ণব হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ! অমিততেজা মহাদেব এইরূপ স্তুতি করিলে পর, দেবী অম্বিকা পরিস্ফুটরূপে নবাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন ॥ ২২ ॥ মহাদেব তাহা প্রাপ্তিমাত্রে পরম আনন্দিত হইলেন এবং দেবীর চরণযুগলে প্রণিপাত পূর্ব্বক সেই স্থানেই অবস্থিতি করিয়া

কর্ত্তাহং প্রকরোমি সর্ব্বমখিলং ব্রহ্মাণ্ডমত্যদ্ভুতং
কোঽন্যস্তীহ চরাচরে ত্রিভুবনে মত্তঃ সমর্থঃ পুমান্।
ধন্যোঽস্ম্যত্র ন সংশয়ঃ কিল যদা ব্রহ্মাস্মি লোকাতিগো
মগ্নোঽহং ভবসাগরে প্রবিততে গর্ব্বাভিবেশাদিতি ॥ ২৭ ॥
অদ্যাহং তব পাদপঙ্কজপরাগাদানগর্ব্বেণ বৈ
ধন্যোঽস্মীতি যথার্থবাদনিপুণো জাতঃ প্রসাদাচ্চ তে।
যাচে ত্বাং ভবভীতিনাশচতুরাং মুক্তিপ্রদাং চেশ্বরীং
হিত্বা মোহকৃতং মহার্ত্তিনিগড়ং ত্বদ্ভক্তিযুক্তং কুরু ॥ ২৮ ॥

ন বেদা ইতি। বেদাস্ত্বামেবং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টাং কলয়িতুং জ্ঞাতুম্পটবো নাসন্ ইতি ন কিন্তর্হি পটব এব। যতস্ত্বাং সকলজনধাত্রীমবিকলাং ক্ষুদ্রকর্ম্মণি যজ্ঞাদিষু নোচুস্তদেতত্ত্বন্মহিমজ্ঞানাভাবে সম্ভবতি কিং নৈব সম্ভবতি তস্মাজ্জানন্ত্যেব তে। নমু তর্হি সর্ব্বথা ন জানন্তি মামতো নোচুরিত্যেব কিং ন স্যাত্তত্রাহ। স্বাহাভূতেতি। যদি ত্বাং সর্ব্বথা ন জানন্তি তর্হি ত্বদেকদেশভূতশক্তিঃ স্বাহাভূতা কথং সকলমখহোমেষু বিহিতা তৈস্তস্মাজ্জানন্ত্যেব তে। অতএব তব বেদৈকবেদ্যত্বমস্ত্যেব। যতস্ত্বং ক্ষুদ্রকর্ম্মণি ন বিহিতা ততএব ত্বং সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বোত্তরা জাতা নত্বিন্দ্রাদিক্ষুদ্রদেবগণপংক্তিস্থা জাতেতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

ভক্ত্যাভিনিবেশাৎ স্বধন্যতাং বর্ণয়তি কর্ত্তাহমিতি শ্লোকদ্বয়েন। কর্ত্তাহং ধন্যোঽস্মীত্যাদ্যেতাদৃশাভিমানেন কেবলগর্ব্বাভিনিবেশান্মোহসাগরে মগ্নঃ স্থিতঃ। বিলক্ষণগুণাভাবেঽভিমানস্য মূর্খধর্ম্মত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

যদ্যপ্যেতাবৎ কালপর্য্যন্তমেতাদৃশঃ স্থিতস্তথাপ্যদ্যাহং ধন্যোঽস্মীতি বক্তা। যথার্থবাদনিপুণো যথার্থবক্তা জাতোঽস্মি মহাগুণলাভাৎ। কোঽসৌ মহাগুণস্তত্রাহ। তব পাদপঙ্কজ-

---

সর্ব্বৈশ্বর্য্যকামনা-পূরণকারী মোক্ষপ্রদ অথচ অনায়াসে উচ্চরণীয় সেই নবাক্ষর বীজমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩—২৪ ॥ নারদ! অখিল লোকের কল্যাণকর শঙ্করকে সেইরূপে অবস্থিত দেখিয়া আমি পাদপদ্ম সন্নিকর্ষে সংস্থিত হইয়া সেই মহামায়াকে কহিলাম ॥ ২৫ ॥ জননি! বেদ সকল আপনার তত্ত্ব জানিতে পটু নহে এমন নয়, যেহেতু যজ্ঞাদি ক্ষুদ্রকর্ম্মে সর্ব্বজনবিধাত্রী ও নিষ্কল অর্থাৎ পূর্ণরূপিণী আপনার উল্লেখ না করিয়া ইন্দ্রাদি অপ্রধান দেবতাগণেরই উল্লেখ করিয়াছেন এবং ত্বদীয় অংশভূত স্বাহাদেবীকে হোমযজ্ঞাদি কার্য্যের বিধাত্রীরূপে বিধান করিয়াছেন; অতএব, দেবি! আপনি এই অখিল ভুবন মধ্যে চৈতন্যরূপিণী, সর্ব্বজ্ঞা এবং দেবাদি-সমন্বিত সমস্ত লোকের অতীত বলিয়া প্রতিপাদিত হইতেছেন ॥২৬॥ দেবি! আমি এই অতিশয় অদ্ভুত সর্ব্ব চরাচর সমন্বিত অখিল ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলের সৃষ্টি করিয়াছি, অতএব আমি এই অখিলের কর্ত্তা, এই চরাচর ত্রিভুবনে আমার তুল্য ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ অন্য আর কে আছে? আমি সর্ব্বলোকাতীত ব্রহ্মা, অতএব আমিই ধন্য তাহাতে আর সংশয় নাই; এইরূপ গর্ব্বের অভিনিবেশ বশেই আমি এই অতি বিস্তৃত সংসারসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি ॥ ২৭ ॥ পরন্তু, জননি! এখন আমি আপনার পাদ-

অতোঽহঞ্চ জাতো বিমুক্তঃ কথং স্যাং
সরোজাদমেয়াত্ত্বদাবিষ্কৃতাদ্বৈ।
তবাজ্ঞাকরঃ কিঙ্করোঽস্মীতি নূনং
শিবে! পাহি মাং মোহমগ্নং ভবাব্ধৌ ॥ ২৯ ॥
ন জানন্তি যে মানবাস্তে বদন্তি
প্রভুং মাং তবাদ্যং চরিত্রং পবিত্রম্।
যজন্তীহ যে যাজকাঃ স্বর্গকামা
ন তে তে প্রভাবং বিদন্ত্যেব কামম্ ॥ ৩০ ॥
ত্বয়া নির্ম্মিতোঽহং বিধিত্বে বিহারং
বিকর্ত্তুং চতুর্দ্ধা বিধায়াদিসর্গম্।
অহং বেদ্মি কোঽন্যো বিবেদাদিমায়ে!
ক্ষমস্বাপরাধং ত্বহঙ্কারজং মে ॥ ৩১ ॥

পরাগস্যাদানং গ্রহণং তস্য যোঽগর্ব্বঃ স এব মহান্ গুণস্তেন। অনেন চ ভক্তিনির্ভরো দর্শিতঃ। যত এতাদৃশী ভক্তির্নির্গুণস্যাপি দুরাচারবতো মহত্ত্বপ্রদা। তস্মান্মহার্ত্তিনিগড়ং হিত্বা ত্বদ্ভক্তিযুক্তন্তুরু ইত্যেব প্রার্থনা মমেতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

অত ইতি। হে শিবে! ত্বদাবিষ্কৃতাৎ সরোজাদহঞ্জাতঃ কথং মুক্তঃ স্যামিতিচিন্তয়া যুক্তস্তবাজ্ঞাকরঃ কিঙ্করোঽস্মীতি নূনং মাং নিশ্চিত্য ভবাব্ধৌ মোহেনাবিবেকেন মগ্নং মামতো ভক্তিপ্রদানেন পাহি রক্ষ ॥ ২৯ ॥

যে তবাদ্যম্পবিত্রঞ্চরিত্রঞ্জগৎ সর্জ্জনাদিরূপং ন জানন্তি তে মাম্প্রভুংবদন্তি। তথা যে যাজকাঃ স্বর্গকামাস্তেঽপি তে প্রভাবং ন জানন্তি। যতো মোক্ষার্থং ত্বামনারাধ্য স্বর্গার্থমিন্দ্রাদিদেবানেব যথেষ্টং যজন্তি মোহিতা এব তব মায়য়ৈতে ইতি ভাবঃ। তদুক্তং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে। অশ্রুতা সঃ শ্রুতা সশ্চ য়জানো যেঽপ্যযজনঃ। স্বর্যন্তো যে নাপেক্ষন্তে ইন্দ্রমগ্নিঞ্চ যে বহ্নিঃ। সিকতা ইব সংযন্তি রশ্মিভিঃ সমুদীরিতাঃ। অস্মাল্লোকাদমুষ্মাচ্চেত্যাহ চারণ্যকশ্রুতিরিতি ॥ ৩০ ॥

পঙ্কজের পরাগগ্রহণগর্ব্বে যথার্থই ধন্য হইয়াছি এবং আপনার প্রসাদে যথার্থই স্বরূপবক্তা হইয়াছি। মাতঃ! আপনার লীলাময় বিলাস ভবভয়-নাশনে ও মোক্ষপ্রদানে নিপুণতম; অতএব, ঈশ্বরি! আপনার নিকট এই প্রার্থনা যে, আপনি আমার এই মোহজালপ্রসূত মহাদুঃখময় নিগড় অপনয়ন করিয়া আমাকে আপনার প্রতি ভক্তিযুক্ত করুন ॥ ২৮ ॥ মাতঃ শিবে! আমি আপনার আবিষ্কৃত পদ্ম হইতে জন্মলাভ করিয়া, এক্ষণে কি প্রকারে মুক্তিলাভ করিব এইরূপ চিন্তাকুলিত চিত্তে ভবার্ণবে মোহদ্বারা নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি, আপনি আমাকে আপনার আজ্ঞাবহ কিঙ্কর নিশ্চয় করিয়া সেই দুস্তর সাগর হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ২৯ ॥ জননি! যাহারা আপনার পবিত্র চরিতগাথা অবগত নহে, তাহারাই আমাকে

শ্রমং যেঽষ্টধাযোগমার্গে প্রবৃত্তাঃ
প্রকুর্ব্বন্তি মূঢ়াঃ সমাধৌ স্থিতা বৈ।
ন জানন্তি তে নাম মোক্ষপ্রদং বা
সমুচ্চারিতং জাতু মাতর্ম্মিষেণ॥ ৩২॥
বিচারে পরে তত্ত্বসংখ্যাবিধানে
পদে মোহিতা নাম তে সংবিহায়।
ন কিং তে বিমূঢ়া ভবাব্ধৌ ভবানি!
ত্বমেবাসি সংসারমুক্তিপ্রদা বৈ॥ ৩৩॥

ত্বয়েতি। বিহারং সংসারসর্জ্জনাদিরূপং বিশেষেণ কর্ত্তুমহং বিধিত্বে বিধিত্বপদব্যাপ্তয়া নির্ম্মিত উৎপাদিতঃ সন্নপ্যাদিসর্গং চতুর্দ্ধাণ্ডজস্বেদজজরায়ুজোদ্ভিজ্জাদিরূপেণ বিধায়াহঙ্কারাদহমেব বেদ্মি সর্ব্বং মত্তঃ কোঽন্যো বিবেদেতিবৃত্তিমান্ জাতস্তদহঙ্কারজমপরাধং ক্ষমস্ব। নহি ত্বয়া নির্ম্মিতস্যৈবমপরাধো যুক্ত ইতিভাবঃ॥ ৩১॥

শ্রমমিতি। মিষেণাপি ব্যাজেনাপি যন্নাম শ্রীদেব্যাঃ সমুচ্চারিতং জাতু কদাচিদপি ন নিরন্তরন্তথাপি তন্নামোচ্চারিতং মোক্ষপ্রদন্তবতি। ইত্থং সতি মোক্ষার্থং যেঽষ্টাঙ্গযোগাদিসাধনশ্রমঙ্কুর্ব্বন্তি তে মূঢ়া এব। তদুক্তং মহাকালসংহিতায়াম্। সহেলং বা সলীলং বা যস্যাঃ স্মরণমাত্রতঃ। করামলকবন্মুক্তিস্তাং নসেবেত কো জন ইতি॥ ৩২॥

বিচারে পরে। ইতি যথা যোগিনো মূঢ়া এবেত্যাহ। বিচারে ইতি। তত্ত্বসংখ্যাবিধানে তত্ত্বসংখ্যাবিধানবতি বিচারে পদে স্থানে মোহিতা এতে ভবাব্ধৌ কিং ন মূঢ়া এব। যতঃ সংসারমুক্তিপ্রদা ত্বমেবাসি. ততস্ত্বন্নাম বিহায় তস্মিন পদে মোহিতা মূঢাঃ কথং ন স্যুরিত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

এই জগতের প্রভু বলিয়া মনে করে, আর যাহারা আপনার প্রভাব বিদিত নহে তাহারাই স্বর্গকামনায় যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে॥ ৩০॥ মাতঃ শিবে! আপনি সনাতনী মহামায়া, আপনি সংসার সৃষ্টি প্রভৃতি লীলা করিবার নিমিত্ত আমাকে বিধাতৃপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য উৎপাদন করিলে আমি স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারিপ্রকার জীব সৃষ্টি করিয়া "আমিই সকল জানি অন্য কেহই আমা অপেক্ষা অধিক অবগত নহে" এই অহঙ্কারে অহঙ্কৃত হইয়া যে অপরাধ করিয়াছি তাহা আপনি ক্ষমা করুন॥ ৩১॥ মাতঃ! কোনও প্রকার ছলক্রমে আপনার নাম উচ্চারণ করিলেই যে মোক্ষপ্রাপ্ত হওয়া যায় ইহা যাহারা অবগত নহে সেই সকল মূঢ় মানবই তপস্যায় নিরত বা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগমার্গে প্রবৃত্ত হইয়া অতিশয় পরিশ্রম করিয়া থাকে॥ ৩২॥ জননি! যাহারা আপনার নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ বিচারে প্রবৃত্ত হয় সেই সাংখ্যযোগিগণ যথার্থ বস্তু বিষয়ে বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছে সংশয় নাই, ভবানি! তাহারা কি ভবসমুদ্রে পতিত হইয়া মহামোহের কল্লোল-লীলায় পরিপ্লুত হয় নাই? কেননা আপনিই একমাত্র এই অখিল সংসারে মোক্ষদায়িনী রহিয়া-

পরং তত্ত্ববিজ্ঞানমাদ্যৈর্জ্জনৈর্যে-
রজে! চানুভূতং ত্যজন্ত্যেব তে কিম্।
নিমেষার্দ্ধমাত্রং পবিত্রং চরিত্রং
শিবা চাম্বিকাশক্তিরীশেতি নাম ॥ ৩৪ ॥
ন কি ত্বং সমর্থাসি বিশ্বং বিধাতুং
দৃশৈবাশু সর্ব্বং চতুর্দ্ধা বিভক্তম্।
বিনোদার্থমেবং বিধিং মাং বিধায়া-
দিসর্গে কিলেদং করোষীতি কামম্ ॥ ৩৫ ॥
হরিঃ পালকঃ কিং ত্বয়াসৌ মধোর্ব্বা
তথা কৈটভাদ্রক্ষিতঃ সিন্ধুমধ্যে।
হরঃ সংহৃতঃ কিন্ত্বয়াসৌ ন কালে
কথং মে ভ্রুবোর্ম্মধ্যদেশাৎ স জাতঃ ॥ ৩৬ ॥

অস্তু মূঢ়ানামিয়ং বার্ত্তা পূর্ণা জ্ঞানিনস্তু ত্বয়ি প্রেম্ণোঽতিশয়াত্বন্নাম কদাপি ন ত্যজন্তী-ত্যাহ। পরং তত্ত্বেতি। আদ্যৈর্হরিহরাদিভির্জ্জনৈঃ যৈঃ পরং তত্ত্বজ্ঞানমনুভূতং তেঽপি কিং নিমেষার্দ্ধমপি শিবা চাম্বিকাশক্তিরীশেতি নাম ত্যজন্তি নৈব ত্যজন্তীত্যর্থঃ। তদুক্তং ভুব-নেশীসংহিতায়াম্। আত্মানুভূতিনিষ্ণাতা দ্বৈতভাববিবর্জ্জিতাঃ। তেঽপি প্রেম্ণা ভজন্ত্যে-নামিত্থং সর্ব্বোত্তমা শিবেতি ॥ ৩৪—৩৫ ॥

হরিঃ পালক ইতি। যঃ সিন্ধুমধ্যে ত্বয়া মধোর্ব্বা কৈটভাদ্বা রক্ষিতো হরিরসৌ জগতঃ পালকঃ কিং ভবতি নৈব ভবতীত্যর্থঃ। যঃ স্বরক্ষণে সমর্থো ন স কথমন্যপালনে সমর্থঃ স্যাদিতি ভাবঃ। তথা সর্ব্বসংহারকো যদি হরস্তর্হি ত্বয়াসৌ কিং কালে প্রলয়কালে সংহৃতো নাশিতঃ যদি ন নাশিতস্তর্হি কথং মে ভ্রুবোর্ম্মধ্যদেশাৎ স জাতস্তস্মাৎ সোঽপি সর্ব্বসংহারকো ন। ন হি সর্ব্বসংহারকমন্যঃ সংহরেত্তস্মান্মুখ্যা সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্রী ত্বমেবাসীতি ভাবঃ ॥৩৬॥

ছেন ॥ ৩৩ ॥ অনাদিনিধনে! হরি ও হর প্রভৃতি যে যে সনাতন পুরুষগণ পরতত্ত্বজ্ঞান অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা আপনার পবিত্র মহিমা এবং শিবা অম্বিকাশক্তি ও ঈশানী প্রভৃতি নাম কি নিমেষ মাত্রের জন্যও পরিত্যাগ করিয়াছেন? ॥ ৩৪ ॥ মাতঃ! আপনি কটাক্ষমাত্রেই স্বেদজাদি চতুর্ব্বিধ জীবনিবহ সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং কি পরিচালনে সমর্থ নহেন? বস্তুতঃ কেবল আপনি বিনোদের নিমিত্তই আমাকে বিধাতৃপদে নিযুক্ত করিয়াছেন; কিন্তু আপন ইচ্ছামাত্রে মহৎ ও অহং তত্ত্ব প্রভৃতি সৃষ্টির আদ্য উপকরণ সমুদায় সঙ্কলন পূর্ব্বক পূর্ব্বেই এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন ॥৩৫॥ জগদম্বিকে! আপনিই হরিকে এই অখিল লোকের পালন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। আপনি কি প্রলয় সাগর মধ্যে মধু ও কৈটভ নামক ঘোরতর দুই দৈত্যের হস্তে তাঁহাকে রক্ষা করেন নাই? মাতঃ! যিনি আত্মরক্ষণে অসমর্থ তিনি কি অপরের রক্ষণে সমর্থ হইতে পারেন? অতএব আপনি হরি দ্বারা এই

ন তে জন্ম কুত্রাপি দৃষ্টং শ্রুতং বা
কুতঃ সম্ভবস্তে ন কোপীহ বেদ।
কিলাদ্যাসি শক্তিস্ত্বমেকা ভবানি!
স্বতন্ত্রৈঃ সমস্তৈরতো বোধিতাসি ॥ ৩৭ ॥
ত্বয়া সংযুতোঽহং বিকর্ত্তুং সমর্থো
হরিস্ত্রাতুমম্ব! ত্বয়া সংযুতশ্চ।
হরঃ সম্প্রহর্ত্তুং ত্বয়ৈবেহ যুক্তঃ
ক্ষমা নাদ্য সর্ব্বে ত্বয়া বিপ্রযুক্তাঃ ॥ ৩৮ ॥
যথাহং হরিঃ শঙ্করঃ কিং তথান্যে
ন জাতা ন সন্তীহ নো বা ভবিষ্যন্।
ন মুহ্যন্তি কেঽস্মিংস্তবাত্যন্তচিত্রে
বিনোদে বিবাদাস্পদেঽল্পাশয়ানাম্ ॥ ৩৯ ॥
অকর্ত্তাগুণস্পষ্ট এবাদ্য দেবো
নিরীহোঽনুপাধিঃ সদৈবাকলশ্চ।
তথাপীশ্বরস্তে বিতীর্ণং বিনোদং
সুসম্পশ্যতীত্যাহুরেবং বিধিজ্ঞাঃ ॥ ৪০ ॥

স্বতন্ত্রৈর্ব্বেদৈরিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥
ত্বয়া বিপ্রযুক্তা বিযুক্তাঃ ক্ষমা নেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
অল্পাশয়ানামল্পবুদ্ধীনাং বিবাদাস্পদে সত্তাসত্ত্বেত্যাদিবিকল্পাস্পদে ॥ ৩৯ ॥

জগতের পালন করিতেছেন। আর আপনি কি জগৎসংহারক হরকে যথাকালে সংহার করেন না অবশ্যই করিয়া থাকেন, তাহা না হইলে সেই রুদ্রদেব আমার ভ্রূমধ্য হইতে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন? ॥ ৩৬ ॥ ভবানি! আপনার উৎপত্তি কেহ কখন কোথাও দর্শন বা শ্রবণ করে নাই, কোথা হইতে আপনার উদ্ভব হইল তাহাও এই অখিল বিশ্বে কেহই অবগত নহে, আপনি আদ্যা ও অদ্বিতীয়া সনাতনী শক্তি, অতএব অন্য কেহই আপনার তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না, কেবল একমাত্র অপৌরুষেয় শ্রুতি সকলই তাহা বুঝাইয়া দিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥ অম্বিকে! আমি আপনার সহায় বলেই সৃষ্টি করিতে সমর্থ হই, হরি এবং হরও সেইরূপ আপনার প্রভাবেই পালন ও সংহার করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। আপনার আশ্রয় ব্যতীত আমরা ঐ সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে কদাচই সমর্থ নহি ॥ ৩৮ ॥ জননি! আপনার আশ্চর্য্যজনক লীলা ব্যাপারে অদূরদর্শী পণ্ডিতগণে যে পরস্পর বিবাদ করিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? কেননা, আমি, হরি বা শঙ্কর কি অন্য

দৃষ্টাদৃষ্টবিভেদেঽস্মিন্ প্রাক্‌ত্বত্তো বৈ পুমান্ পরঃ।
নান্যঃ কোঽপি তৃতীয়োঽস্তি প্রমেয়ে সুবিচারিতে ॥ ৪১ ॥
ন মিথ্যা বেদবাক্যং বৈ কল্পনীয়ং কদাচন।
বিরোধোঽয়ং ময়াত্যন্তং হৃদয়ে তু বিশঙ্কিতঃ ॥ ৪২ ॥
একমেবাদ্বিতীয়ং যদ্ ব্রহ্ম বেদা বদন্তি বৈ।
সা কি ত্বং বাপ্যসৌ বা কিং সন্দেহং বিনিবর্ত্তয় ॥ ৪৩ ॥
নিঃসংশয়ং ন মে চেতঃ প্রভবত্যবিশঙ্কিতম্।
দ্বিত্বৈকত্ববিচারেঽস্মিন্নিমগ্নং ক্ষুল্লকং মনঃ ॥ ৪৪ ॥

নির্গুণোঽপীশ্বরস্তব বিনোদং সংপশ্যতীতি বিধিজ্ঞাঃ শাস্ত্রজ্ঞা বদন্তীত্যন্বয়ঃ এতাদৃশী ত্বং মহাচমৎকারকর্ত্রী। যস্যাশ্চমৎকৃতিং নিরীহোঽপীশ্বরো বেদিতুমিচ্ছতীতি ॥ ৪০ ॥

ইত্থং দেবীং স্তুত্বা স্বমনসি স্থিতাং শঙ্কাং দূরীকর্ত্তুং পৃচ্ছতি। দৃষ্টাদৃষ্টবিভেদেঽস্মিন্নিতি। দৃষ্টাদৃষ্টয়োর্মূর্ত্তামূর্ত্তয়োর্ব্বিভেদো যস্মিন্ সংসারে দৃশ্যাদৃশ্যরাশিদ্বয়াত্মকে ইত্যর্থঃ। তস্মিন্ সংসারে ত্বত্তঃ প্রাগাধারভূতস্তবপরঃ পুমান্ ভবতি। আধারাধেয়য়োঃ পূর্ব্বাপরীভাবস্য লোকদৃষ্ট্যোক্তত্বাৎ। নতুবা পূর্ব্বাপরীভাবঃ উভয়োরপ্যনাদিত্বস্য বেদসিদ্ধত্বাৎ। তথাচৈকা ত্বং সচৈক ইতি তত্ত্বদ্বয়ং সিদ্ধম্। অনেন তত্ত্বদ্বয়েনৈব সর্ব্বপ্রপঞ্চনির্ব্বাহে তৃতীয়স্যোপযোগাভাবান্নান্যঃ কোঽপি তৃতীয়োঽস্তি। ইত্থং প্রমেয়ে পদার্থে শ্রুত্যা যুক্ত্যা লাঘবেন চ বিচারিতে পদার্থদ্বয়মেব সিধ্যতি। অবিচারিতে তু মতান্তরেঽনেকানি তত্ত্বানি জাতান্যেবেতি তদুপযোগাভাবঃ ॥ ৪১ ॥

তত্রৈকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেতি শ্রুতিবাক্যং কদাপি মিথ্যা নৈব কল্পনীয়ম্। সর্ব্বপ্রমাণমূর্দ্ধন্যত্বাৎ। তত্রৈবং সতি পদার্থদ্বয়মনুভবেন ভাসতে শ্রুতিস্ত্বদ্বৈতং বক্তি তস্মাচ্ছ্রুত্যনুভবয়োর্ম্মহান্ বিরোধো ময়া হৃদয়ে বিশঙ্কিতস্তর্কিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

তত্র শ্রুতিপ্রামাণ্যাদাত্মব্যতিরিক্তস্য মিথ্যাত্বং বক্তব্যং তদা কিং ত্বমাত্মরূপাস্যুতাসৌ পুরুষ ইতি সন্দেহং বিনিবর্ত্তয়। মিথ্যাপদার্থভজনে শ্রদ্ধায়া অজায়মানত্বাদিতি নির্ণয় আবশ্যক ইতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

কোনও পুরুষ এমন কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই করিবে না অথবা এক্ষণে বিদ্যমান নাই যে এ বিষয়ে বিমোহিত না হয়, অতএব দেবি! আপনার লীলা অনির্ব্বচনীয় সন্দেহ নাই ॥৩৯॥ শাস্ত্রজ্ঞ মনীষিগণ কহেন যে ঈশ্বর নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরুপাধিক, নিরংশ ও নিরীহ হইয়াও আপনার সুবিস্তীর্ণ সংসাররূপ লীলা নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৪০ ॥ যে সকল মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তভেদ সংসার মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাতে আপনার পূর্ব্বাধারভূত অপর এক পুরুষ আছেন, সেই প্রমেয় পদার্থ বিচার বিষয়ে আপনাদের এই উভয় ব্যতীত তৃতীয় আর কোন বস্তুই নাই ॥ ৪১ ॥ বেদবাক্য মিথ্যা বলিয়া কল্পনা করা কদাচই কর্ত্তব্য নহে। অনুভব দ্বারা প্রকৃতি পুরুষরূপ পদার্থদ্বয় প্রতিভাত হইতেছেন কিন্তু শ্রুতি, অদ্বৈতের কথাই কহিতেছেন, অতএব মাতঃ! আমি হৃদয় মধ্যে এ বিষয়ের বিরোধ আশঙ্কা করিতেছি ॥৪২॥ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদার্থ একই, বেদ সকল এই কথাই কহিতেছেন, জননি!

স্বমুখেনাপি সন্দেহং ছেত্তুমর্হসি মামকম্‌ ।
পুণ্যযোগাচ্চ মে প্রাপ্তা সঙ্গতিস্তব পাদয়োঃ ॥ ৪৫ ॥
পুমানসি ত্বং স্ত্রী বাসি বদ বিস্তরতো মম ।
জ্ঞাত্বাহং পরমাং শক্তিং মুক্তঃ স্যাম্ভবসাগরাৎ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়-স্কন্ধে হরবিরিঞ্চিকৃতস্তোত্রবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

দ্বিত্বৈকত্বেতি । দ্বৈতং সত্যং বাদ্বৈতং সত্যং বেতি বিচারে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥
স্বমুখেনাপি স্বমুখেনৈবেত্যর্থঃ । বহুপুণ্যযোগেন তব পাদয়োঃ সঙ্গতির্লব্ধাস্তি তত এতাদৃশং রহস্যমেব প্রষ্টব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥
যেন জ্ঞানেন তাং পরমাং শক্তিং জ্ঞাত্বা ভবসাগরান্মুক্তঃ স্যামিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌দেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

সেই পদার্থ কি আপনি ? অথবা সেই পুরুষ ? আপনি আমার এই সংশয় নিরাকরণ করুন ॥ ৪৩ ॥ আমার চিত্ত নিঃসংশয় রূপে শঙ্কাহীন হইতে সমর্থ হইতেছে না এবং আমার এই ক্ষুদ্র মন এই দ্বৈতাদ্বৈত বিচারসাগরে নিমগ্ন হইয়া তত্ত্বান্বেষণ করিতেও পারিতেছে না ; অতএব মাতঃ শিবে ! আপনি নিজমুখেই আমার এই সন্দেহ অপনোদন করুন ; বিপুল পুণ্যযোগ প্রভাবেই আমরা আপনার চরণ যুগলের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৪৪—৪৫ ॥ আপনি পুরুষ বা স্ত্রী বটেন ইহা আমাকে বিস্তার পূর্ব্বক বলুন, তাহা হইলেই আমি পরমা-শক্তিকে অবগত হইয়া সংসার সাগর হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব ॥ ৪৬ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক শ্রীমদ্‌দেবীভাগবত
মহাপুরাণের তৃতীয়স্কন্ধে হরবিরিঞ্চিকৃতস্তোত্র বর্ণন
নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

ইতি পৃষ্টা ময়া দেবী বিনয়াবনতেন চ।
উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণমাদ্যা ভগবতী হি সা ॥ ১ ॥

দেব্যুবাচ।

সদৈকত্বং ন ভেদোঽস্তি সর্ব্বদৈব মমাস্য চ।
যোঽসৌ সাহমহং যাসৌ ভেদোঽস্তি মতিবিভ্রমাৎ ॥ ২ ॥

পঞ্চাশীতিমহাপদ্যৈরর্দ্ধশ্লোকাদিকৈরথ।
শ্রীদেব্যা উপদেশশ্চ ব্রহ্মণে কৃত ঈর্য্যতে ॥

ব্রহ্মপ্রশ্নোত্তরং শ্রীদেবীনিজরূপোপদেশং চকারেত্যাহ। ইতি পৃষ্টেতি ॥ ১ ॥

সদৈকত্বমিতি। যত্ত্বয়োক্তমদ্বৈতং সত্যং চেদ্দ্বৈতস্য মিথ্যাত্বাদ্দ্বৈতান্তর্গত এব মায়াদি-পদার্থঃ সম্ভবতীতি মিথ্যাপদার্থভজনে শ্রদ্ধা ন জায়ত ইতি ত্বং ব্রহ্মরূপিণ্যসি বা ততো ভিন্নাসি চেতি। তত্রৈ তদুচ্যতে। সত্যমদ্বৈতমেব তথাপ্যদ্বৈতরূপাদ্‌ব্রহ্মণো নাহং ভিন্নাস্মি শক্তেশ্চ শক্তাব্যতিরেকাৎ। অগ্ন্যাদিশক্তীনামগ্নের্ব্যতিরেকেণাদর্শনাৎ। দ্বিবিধং হি শক্তিরূপং কার্য্যং কারণঞ্চ। তত্র কার্য্যরূপমাবরণবিক্ষেপাদিরূপং তত্তু শক্তিমদ্রূপাৎ পৃথগেব ভাসতে। অহমজ্ঞোঽহং সুখী দুঃখী চেত্যাদ্যনুভবাৎ। অগ্নিরূপাদ্ভিন্নত্বেন ভাসমান-দাহস্ফোটাদিশক্তিকার্য্যবৎ। যচ্চ কারণভূতং মহামায়ারূপং ন তচ্ছক্তিমতো ব্রহ্মণঃ পৃথগব-ভাসতে অগ্নের্দাহাদিকার্য্যভিন্নদাহাদিকার্য্যজনকশক্তের্ভেদেনাদর্শনাৎ স্বাত্মস্থাবরণবিক্ষেপ-ভিন্নাবরণবিক্ষেপজনকমহামায়াশক্তেরনুভবাচ্চ। তস্যাঃ সদ্ভাবে তর্হি কিং প্রমাণমিতি চেদা-বরণবিক্ষেপরূপকার্য্যান্যথানুপপত্তিঃ শ্রুত্যাদিকং চেতি ব্রূমঃ। তত্রৈবং সতি যথাগ্নৌ হোমেঽগ্নি-শক্ত্যাং হোমোঽর্থসিদ্ধো যথাবাগ্নিশক্তৌ হোমেঽগ্নৌ হোমোঽর্থসিদ্ধ এবং ব্রহ্মোপাসনায়ামপি মম্মোপাসনার্থাদেব সিদ্ধা মম্মোপাসনায়ামপি ব্রহ্মোপাসনার্থাদেব সিদ্ধা। তথাচোভয়ত্র মায়োপাসনায়াং ব্রহ্মোপাসনায়াঞ্চ মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপমেবোপাস্যং ভবতি। তথাচ মম্মো-ভয়াত্মকত্বাদেকস্য ভাগস্য মায়ারূপস্য মম মিথ্যাত্বেঽপি দ্বিতীয়ভাগস্য ব্রহ্মরূপস্য মম সত্য-ত্বাদ্যদ্বৈতশ্রুতিবিরোধো ন বোপাসনায়ামশ্রদ্ধা স্যাৎ। অয়ন্তু ভ্রমঃ সর্ব্বেষাং, মায়োপাসনা মায়ায়া এব ব্রহ্মোপাসনা ব্রহ্মণ এবেতি। তস্মাৎ কেবলমায়ায়াঃ কারণভূতায়া ব্রহ্মানধি-ষ্ঠিতায়া উপাস্যত্বাসম্ভবে ন মায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব সর্ব্বেষামুপাস্যমিতি। তদেব চ মম মুখ্যং স্বরূপমিতি ন কশ্চিদ্দোষলেশ ইতি। ইদং সর্ব্বমুপোদ্ঘাতে এব স্পষ্টীকৃতং তদেতৎ সর্ব্বং

ব্রহ্মা বলিলেন নারদ! আমি বিনীতভাবে সেই আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতীকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে মধুর বাক্যে বলিলেন, ব্রহ্মন্! সেই পুরুষের এবং আমার সর্ব্বদাই একত্বভাব, আমাদের কোনও ভেদ নাই। যে পুরুষ সেই আমি এবং যে আমি সেই পুরুষ; তবে যে, শক্তি ও শক্তিমানে ভেদবুদ্ধি হয়, একমাত্র মতিবিভ্রমকেই তাহার কারণ

আবয়োরন্তরং সূক্ষ্মং যো বেদ মতিমান্ হি সঃ।
বিমুক্তঃ স তু সংসারান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৩॥
একমেবাদ্বিতীয়ং বৈ ব্রহ্ম নিত্যং সনাতনম্।
দ্বৈতভাবং পুনর্যাতি কাল উৎপৎসুসংজ্ঞকে॥ ৪॥
যথাদীপস্তথোপাধের্যোগাৎ সঞ্জায়তে দ্বিধা।
ছায়েবাদর্শমধ্যে বা প্রতিবিম্বং তথাবয়োঃ॥ ৫॥
ভেদ উৎপত্তিকালে বৈ সর্গার্থং প্রভবত্যজ!।
দৃশ্যাদৃশ্যবিভেদোঽয়ং দ্বৈবিধ্যে সতি সর্ব্বথা॥ ৬॥

মনসি নিধায় শ্রীদেব্যুবাচ। সদৈকত্বমিতি। তদুক্তং পাবকস্যোষ্ণতেবেয়মুষ্ণাংশোরিব দীধিতিঃ। চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং শিবস্য সহজা ধ্রুবেতি। যোঽসৌ পরমাত্মা স এবাহমস্মি অহং যাস্মি স এব যোঽসৌ পরমাত্মা সোঽস্মি। শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ। মতিবিভ্রমাদিতি। শক্তিঃ শক্তিমতো ভিন্নেতি ভেদো ভ্রমমূলক এবেত্যর্থঃ॥ ২॥

আবয়োঃ শক্তিশক্তিমতোরন্তরম্ভেদঃ। কার্য্যরূপেণ শক্তিঃ শক্তাদ্ভিন্নেতি রূপস্তং যো বেদ অর্থাৎ কারণশক্তিরূপস্য ব্রহ্মণা সহাভেদং যো বেদ স পুরুষো মায়াশক্তিজ্ঞানসময়ে এব তদভিন্নব্রহ্মজ্ঞানবান্ সন্ জ্ঞানসময়ে এব বিমুক্তঃ সন্নপি দেহান্তে সংসারান্মুচ্যতে বিদেহ-কৈবল্যং প্রপ্নোতীত্যর্থঃ। যদ্বাবয়োরন্তরং নাস্ত্যেব ভেদো ন স্বরূপতো ভেদস্তং যো বেদেতি সমানার্থম্॥ ৩॥

যদ্যেকমেব ব্রহ্ম তর্হীদং দ্বৈতং কস্মাদাগতমিতি চেত্তত্রাহ। একমেবেতি। কালে উৎ-পিৎসুসংজ্ঞকে উৎপাদনেচ্ছাবতি কালে সৃষ্টিকালে ইত্যর্থঃ॥ ৪॥

যথা দীপ ইতি। যথা দীপ একঃ সন্নপ্যুপাধিযোগাদনেকধা ভবতি। তথা মায়া তৎ-কার্য্যোপাধিভেদাদাত্মৈকোঽপি দ্বিধানেকদৃশ্যাদৃশ্যকোটিভেদেন দ্বিধা ভবতি। যথা মুখমেক-মপ্যুপাধিদর্পণভেদাৎ প্রতিবিম্বরূপেণ বহুধা ভবতি যথা বা পুরুষস্য ছায়োপাধিভেদাদনে-কধা ভবতি তথৈবাবয়োঃ প্রতিবিম্বং মায়াকার্য্যান্তঃকরণরূপোপাধিষ্বনেকধা ভবতি॥ ৫॥

কিমর্থময়ং ভেদো ভবতি তত্রাহ। সর্গার্থমিতি। অয়ম্ভাবঃ। নিয়তকালপরিপাকাণাং কর্ম্মণাং মধ্যে পরিপক্কানামুপভোগেন ক্ষয়াদিতরেষাং চাপরিপক্কানাং ভোগাসম্ভবে ন তদ-র্থায়াঃ সৃষ্টেরনুপযোগাৎ প্রাকৃতঃ প্রলয়ো ভবতি তস্মিন্ প্রলয়ে সর্ব্বং জগদ্বীজরূপেণ মায়ায়াং

বলিয়া জানিবে॥ ১—২॥ যে সাধক আমাদের উভয়ের (শক্তি ও শক্তিমানের) ভেদ-বিষয়ক সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারে, অর্থাৎ স্বরূপত ভেদ না থাকিলেও কেবল কার্য্যত ভেদমাত্র এইটী যাহার অনুভূত হয়, সেই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয় সন্দেহ নাই॥ ৩॥ একটী অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তু আছেন তিনি নিত্য সনাতন স্বরূপ হইলেও সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে তিনিই দ্বৈতভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন॥ ৪॥ যেমন একমাত্র দীপ উপাধি-যোগে দ্বৈধভাব প্রাপ্ত হয়, যেমন একমাত্র মুখ, দর্পণরূপ উপাধিযোগে প্রতিবিম্বিত হয় যেমন একমাত্র পুরুষ ছায়ারূপ উপাধিযোগে দ্বিত্বপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মায়ার কার্য্যরূপ অন্তঃকরণোপাধিতে প্রতিবিম্বিত হইলেই আমাদের ভেদ প্রতীয়মান হয়॥ ৫॥ হে ব্রহ্মন্!

নাহং স্ত্রী ন পুমাংশ্চাহং ন ক্লীবং সর্ব্বসংক্ষয়ে।
সর্গে সতি বিভেদঃ স্যাৎ কল্পিতোঽয়ং ধিয়া পুনঃ ॥ ৭ ॥
অহং বুদ্ধিরহং শ্রীশ্চ ধৃতিঃ কীর্ত্তির্মতিঃ স্মৃতিঃ।
শ্রদ্ধা মেধা দয়া লজ্জা ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্ষমাক্ষমা ॥ ৮ ॥
কান্তিঃ শান্তিঃ পিপাসা চ নিদ্রা তন্দ্রা জরাজরা।
বিদ্যাবিদ্যা স্পৃহা বাঞ্ছা শক্তিশ্চাশক্তিরেব চ ॥ ৯ ॥

লীনং ভবতি মায়া চ গ্রস্তসমস্তপ্রপঞ্চা ব্রহ্মাভেদেন তিষ্ঠতি। তদা নিস্তরঙ্গসমুদ্রকল্পং ব্রহ্ম-নিরীহং তথৈব তিষ্ঠতি। যদধিকৃত্যোচ্যতে। নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো-ব্যোমাপরো যদিত্যাদি তুচ্ছেনাভ্ব পিহিতমিত্যন্তম্। পরিপক্কেষু তু কর্ম্মসু তত্তৎকালকর্ম্ম-বশাৎ ক্ষেত্রস্থং বীজং যথোচ্ছূনং ভবতি তত্রৈবাদ্বৈতং নিরীহং ব্রহ্মাপি কালকর্ম্মবশাদুচ্ছূনং ভবতি। পশ্চাদঙ্কুরস্ততঃ শাখাস্তাভ্যঃ পত্রাণি ততঃ পুষ্পং ততঃ ফলমেবমেব ক্ষেত্রবীজবদ-ত্রাপি মায়াবীজাদঙ্কুরাদিকং জায়তে। স চোচ্ছূনতাদিপরিণামো মায়ায়া এব ন ব্রহ্মণস্তস্য নিরবয়বত্বান্মায়ায়াশ্চ সাবয়বত্বাৎ পরিণামে সাবয়ববস্তুন এবাপেক্ষণাৎ। ব্রহ্ম তু বিবর্ত্তোপা-দানং তদ্বিনা মায়ায়াঃ সত্তাস্ফূর্ত্ত্যোরভাবেন পরিণামাযোগাৎ। তথাচ মায়ায়াং তৎকার্য্যে চ ব্রহ্মণোঽনুস্যূতত্বাদ্যাবন্তো মায়াভেদাস্তাবন্ত এব ব্রহ্মণো ভেদাঃ সর্গার্থং জাতা ইতি। যদৈবং জাতং তদা দ্বৈবিধ্যে সতি দৃশ্যাদৃশ্যভেদোঽপি সর্ব্বথা জাতঃ ॥ ৬ ॥

তথাচাহং মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণ্যেব ন পুরুষরূপা ক্লীবরূপা বা ন বা স্ত্রীরূপেত্যাহ। নাহং স্ত্রীতি। সর্ব্বসংক্ষয়ে প্রলয়ে ইদং কিমপি নাস্তি অহং পুরুষো বা স্ত্রীবেতি পুনঃ সর্গে সতি জীবানুগ্রহার্থময়ং ভেদো ময়া ধিয়া স্ববৃত্ত্যাত্মিকয়া কল্পিতঃ ॥ ৭ ॥

অনাদি ও অনন্তরূপে প্রবহমান এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃতিক প্রলয়কালে জীবের অভুক্ত কর্ম্ম সমুদয় জগতের বীজরূপে মায়ার সহিত অভিন্নভাবে উহাতেই সংলীন হইয়া থাকে এবং মায়া, সমস্ত প্রপঞ্চরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিঃশেষে গ্রাস করিয়া পরব্রহ্মের সহিত অভেদে অবস্থান করে, তখন ব্রহ্মবস্তু নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় নিরীহভাবে অবস্থিতি করে। তদনন্তর জীবের সেই কর্ম্ম কালযোগে পরিপক্ক হইলে ক্ষেত্রস্থিত বীজের ন্যায় সেই নিরীহ ব্রহ্মবস্তু কাল ও কর্ম্মবশে উচ্ছূন হইয়া থাকে, সেই জন্য মায়া সংক্ষোভ প্রাপ্ত হয় তদনন্তর কর্ম্মবীজযুক্ত সেই মায়া হইতেই বৃক্ষের অঙ্কুর পত্র পুষ্প ফলাদির ন্যায় এই বিশ্ব প্রপঞ্চের সৃষ্টি হইতে থাকে। ইহাতে মায়া ও মায়ার কার্য্যে পরব্রহ্ম অনুস্যূত থাকেন, অতএব সৃষ্টির নিমিত্ত মায়ার যত প্রকার ভেদ হয় ব্রহ্মবস্তুরও ততপ্রকার ভেদ হইয়া থাকে। যখন এইরূপে সৃষ্টি হয়, তখন উক্তরূপে দ্বৈধভাব প্রাপ্ত হইলে দৃশ্য ও অদৃশ্যরূপে সর্ব্বথা প্রভেদ প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ৬॥ পদ্মাসন! একমাত্র প্রলয়কালে আমি, স্ত্রী বা পুরুষ নহি এবং ক্লীবও নহি, কেবল সৃষ্টি কালেই বুদ্ধি দ্বারা আমার ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥ পদ্মজন্মন্! আমিই বুদ্ধি, আমিই শ্রী এবং আমিই ধৃতি, কীর্ত্তি, মতি, স্মৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, দয়া, লজ্জা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্ষমা, অক্ষান্তি, কান্তি ও শান্তি এবং আমিই পিপাসা, নিদ্রা, তন্দ্রা, জরা ও অজরা এবং আমিই

বসা মজ্জা চ ত্বক্ চাহং দৃষ্টির্ব্বাগনৃতা নৃতা।
পরা মধ্যা চ পশ্যন্তী নাড্যোঽহং বিবিধাশ্চ যাঃ ॥ ১০ ॥
কিং নাহং পশ্য সংসারে মদ্বিযুক্তং কিমস্তি হি।
সর্ব্বমেবাহমিত্যেবং নিশ্চয়ং বিদ্ধি পদ্মজ ! ॥ ১১ ॥
এতৈর্ম্মে নিশ্চিতৈ রূপৈর্ব্বিহীনং কিং বদস্ব মে।
তস্মাদহং বিধে ! চাস্মিন্সর্গে বৈ বিততাভবম্ ॥ ১২
নূনং সর্ব্বেষু দেবেষু নানানামধরা হ্যহম্।
ভবামি শক্তিরূপেণ করোমি চ পরাক্রমম্ ॥ ১৩ ॥
গৌরী ব্রাহ্মী তথা রৌদ্রী বারাহী বৈষ্ণবী শিবা।
বারুণী চাথ কৌবেরী নারসিংহী চ বাসবী ॥ ১৪ ॥
উৎপন্নেষু সমস্তেষু কার্য্যেষু প্রবিশামি তান্।
করোমি সর্ব্বকার্য্যাণি নিমিত্তং তং বিধায় বৈ ॥ ১৫ ॥

ভেদানামানন্ত্যেঽপ্যুদাহরণার্থং কাংশ্চিদ্ভেদানাহ। অহম্বুদ্ধিরিতি ॥ ৮—১০ ॥

সর্ব্বমেবাহমিতি। একোঽহং বহুস্যাং প্রজায়েয় ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়ত ইতি শ্রুতে-র্মায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব সর্ব্বাকারেণ ভাসত ইতি মদ্বিযুক্তং বস্তু কিমস্তি নৈবাস্তীত্যর্থঃ। যদি স্যাত্তর্হি তদ্বন্ধ্যাপুত্রোপমমসদেব স্যাদিতি ॥ ১১ ॥

বিততা ব্যাপিকা ॥ ১২—১৪ ॥

প্রবিশামি তানিতি। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিতিশ্রুতেঃ। তান্ পদার্থানিত্যর্থঃ। অনেন চান্তর্যামিত্বং ভগবত্যা স্বস্যোক্তম্। নিমিত্তং তমিতি। স করোতীতি তং পুরুষং নিমিত্তমাত্রং বিধায়াহমেব সর্ব্বং করোমীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

বিদ্যা, অবিদ্যা, স্পৃহা, বাঞ্ছা, শক্তি ও অশক্তি এবং আমিই বসা, মজ্জা, ত্বক্, দৃষ্টি ও সত্যাসত্য বাক্য এবং আমিই পরা মধ্যা ও পশ্যন্তী প্রভৃতি সার্দ্ধত্রিকোটি সংখ্যক নাড়ীরূপিণী ॥ ৮—১০ ॥ বিধাতঃ ! আমি সংসারে কোন্ বস্তু নহি ? আমা হইতে বিযুক্ত হইয়া কোন্ বস্তু বিদ্যমান থাকিতে পারে ? ফলতঃ আমিই এই প্রপঞ্চময় সংসারে অখিল বস্তুরূপে বিদ্যমান রহিয়াছি ইহাই স্থির নিশ্চয় জানিও ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মন্ ! আমার এই সকল নিত্যকারণ দ্বারা বিহীন হইয়া কোন্ বস্তু থাকিতে পারে ? তাহা তুমি আমাকে বল ; ফলত কোনস্থলে ও তাহা দৃষ্ট হয় না, অতএব আমি এই অখিল সংসারের সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি ॥১২॥ আমি নিশ্চয়ই নানা নাম ধারণ পূর্ব্বক শক্তিরূপে সমস্ত দেবগণে অবস্থিতি করিয়া পরাক্রম ও প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকি ॥ ১৩ ॥ কমলাসন ! আমি শঙ্করে গৌরী, ব্রহ্মার ব্রাহ্মী, রুদ্রদেবে রৌদ্রী, বরাহে বারাহী, বিষ্ণুতে বৈষ্ণবী, শিবে শিবা, বরুণে বারুণী, কুবেরে কৌবেরী, নরসিংহে নারসিংহী এবং ইন্দ্রে ইন্দ্রাণী শক্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছি ॥ ১৪ ॥ বস্তুজাতমাত্রেই উৎপন্ন হইলে সেই সমস্ত পদার্থ মধ্যেই আমি অনুপ্রবিষ্ট হই ফলতঃ সেই

জলে শীতা তথা বহ্নাবৌষ্ণ্যং জ্যোতির্দ্দিবাকরে।
নিশানাথে হিমা কামং প্রভবামি যথা তথা ॥ ১৬ ॥
ময়া ত্যক্তং বিধে! নূনং স্পন্দিতুং ন ক্ষমং ভবেৎ।
জীবজাতঞ্চ সংসারে নিশ্চয়োঽয়ং ব্রুবে ত্বয়ি ॥ ১৭ ॥
অশক্তঃ শঙ্করো হন্তুং দৈত্যান্ কিল ময়োজ্‌ঝিতঃ।
শক্তিহীনং নরং ব্রুতে লোকশ্চৈবাতিদুর্ব্বলম্ ॥ ১৮ ॥
রুদ্রহীনং বিষ্ণুহীনং ন বদন্তি জনাঃ কিল।
শক্তিহীনং যথা সর্ব্বে প্রবদন্তি নরাধমম্ ॥ ১৯ ॥
পতিতঃ স্খলিতো ভীতঃ শান্তঃ শত্রুবশঙ্গতঃ।
অশক্তঃ প্রোচ্যতে লোকে নারুদ্রঃ কোঽপি কথ্যতে ॥ ২০ ॥
তদ্বিদ্ধি কারণং শক্তির্যথা ত্বং চ সিসৃক্ষসি।
ভবিতা চ যদা যুক্তঃ শক্ত্যা কর্ত্তা তদাখিলম্ ॥ ২১ ॥
তথা হরিস্তথা শম্ভুস্তথেন্দ্রোঽথ বিভাবসুঃ।
শশী সূর্য্যো যমস্ত্বষ্টা বরুণঃ পবনস্তথা ॥ ২২ ॥
ধরা স্থিরা তদা ধর্ত্তুং শক্তিযুক্তা যদা ভবেৎ।
অন্যথা চেদশক্তা স্যাৎ পরমাণোশ্চ ধারণে ॥ ২৩ ॥

হিমা শীতলা চন্দ্রিকেত্যর্থঃ ॥ ১৬—২৪ ॥

পুরুষকে নিমিত্তমাত্র করিয়া আমি সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিয়া থাকি ॥ ১৫ ॥ পরমেষ্ঠিন্! আমি সলিলে শৈত্য; অনলে উষ্ণতা, দিবাকরে জ্যোতিঃ ও নিশাকরে শীতলচন্দ্রিকা; ব্রহ্মন্! এইরূপে আমি সর্ব্ব বস্তুতেই অবস্থিত হইয়া আপনার প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকি ॥ ১৬ ॥ আমি তোমাকে নিশ্চয় কহিতেছি যে, এই সংসারে জীবসমূহ শক্তিবিহীন হইলে কদাচ নড়িতেও সমর্থ হয় না ॥১৭॥ অধিক কি শঙ্করও আমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে দৈত্য বিনাশে সমর্থ হয় না। আর দেখ লোক সকল দুর্ব্বল ব্যক্তিকে শক্তিহীনই বলিয়া থাকে। কিন্তু রুদ্রহীন বা বিষ্ণুহীন এরূপ কেহই বলে না ॥১৮—১৯॥ পতিত, স্খলিত, ভীত, শান্ত ও শত্রুর বশতাপন্ন মানবগণকে লোকে অশক্ত (শক্তিহীন) বলিয়া থাকে কিন্তু এ ব্যক্তি "রুদ্রহীন" এরূপ ত কেহ কখনই বলে না ॥ ২০ ॥ অতএব, তুমি যদ্দ্বারা সৃষ্টি করিয়া থাক, সেই শক্তিকেই সকলের কারণ বলিয়া জানিবে। তুমি যখন শক্তিযুক্ত হইবে তখনই অখিলের সৃষ্টি কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে। হরি, শম্ভু, রুদ্র, বিভাবসু, সূর্য্য, শশধর, শমন, বিশ্বকর্ম্মা, বরুণ ও পবন প্রভৃতি দেবতাগণ শক্তিযুক্ত হইয়াই স্বস্ব কার্য্য-

তথা শেষস্তথা কূর্ম্মো যেঽন্যে সর্ব্বে চ দিগ্‌গজাঃ।
মদ্‌যুক্তা বৈ সমর্থাশ্চ স্বানি কার্য্যাণি সাধিতুম্ ॥ ২৪ ॥
জলং পিবামি সকলং সংহরামি বিভাবসুম্।
পবনং স্তম্ভয়াম্যদ্য যদিচ্ছামি তথাচরম্ ॥ ২৫ ॥
তত্ত্বানাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং কদাপি কমলোদ্ভব ! ।
অসতাং ভাবসন্দেহঃ কর্ত্তব্যো ন কদাচন ॥ ২৬ ॥
কদাচিৎ প্রাগভাবঃ স্যাৎ প্রধ্বংসাভাব এব বা।
মৃৎপিণ্ডেষু কপালেষু ঘটাভাবো যথা তথা ॥ ২৭ ॥

যদিচ্ছামীতি। যদ্‌যদিচ্ছামি তত্তৎ সর্ব্বং স্বাতন্ত্র্যেণ করোমি ন মত্তোঽন্যঃ কোঽপ্যস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ননু যদি ত্বমেব সর্ব্বস্বরূপা তর্হি তব নিরন্তরং বিদ্যমানত্বাৎ সর্ব্বপ্রপঞ্চস্যাপি বিদ্যমানতাস্ত্যেবেতি জগৎ ময়োৎপাদ্যতে ইতি তব বচনং ন সঙ্গচ্ছেত। অথচ যদি ত্বৎসকাশাত্বত্তোঽতিরিক্তমেব জগদপূর্ব্বমুৎপদ্যত ইতি মতম্ তদা ত্বং সর্ব্বরূপাসীতি বচনং ন সঙ্গচ্ছেতেতিশঙ্কাং নিরাকর্ত্তুমাহ। তত্ত্বানাং চৈবেতি। হে ব্রহ্মন্! সর্ব্বেষাং তত্ত্বানামসতাং ভাবসন্দেহ উৎপত্তিসন্দেহঃ কদাপি নৈব কর্ত্তব্যঃ। অসত উৎপত্ত্যাদ্যাশ্রয়ত্বাযোগাৎ। ন হ্যসন্ বন্ধ্যাপুত্র উৎপত্ত্যাদ্যাশ্রয়ো ভবতি। কিন্তু সদ্রূপেণ সতাং বিদ্যমানানামেব তত্ত্বানামুৎপত্তিরিতি জানীহি ॥ ২৬ ॥

ননু তর্হি সতাং বিদ্যমানানাং তত্ত্বানামুৎপত্ত্যাদ্যাশ্রয়ত্বমপি ন সম্ভবতীতি চেদাবির্ভাবতিরোভাবাবেব সৎকার্য্যবাদে উৎপত্তিপ্রলয়ৌ নান্যাবিত্যাহ। কদাচিদিতি। যথাবিদ্য-

---

সাধনে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ২১—২২ ॥ যখন শক্তিসমন্বিত হয় তখনই ধরাদেবী স্থির থাকিয়া বিবিধ জীব নিবহ সম্বলিত পদার্থ সমূহ ধারণ করিতে সমর্থ হয় নতুবা একটী পরমাণু মাত্র ধারণ করিতে ও সমর্থ হয় না ॥২৩॥ সেইরূপ শেষ নাগ, কূর্ম্ম ও দিগ্‌গজগণ এবং অন্যান্য সকলেই মদ্‌যুক্ত (শক্তিবিশিষ্ট) হইয়া স্বস্ব কার্য্যসাধন করিতে সমর্থ হয় ॥ ২৪ ॥ ব্রহ্মন্ ! আমি যাহা যাহা ইচ্ছা করি তৎসমুদায়ই স্বাতন্ত্র্যভাবে সম্পাদন করিয়া থাকি, আমি ইচ্ছা করিলে সমস্ত জল ও অনলের সংহার করিতে এবং সমীরণকেও স্তম্ভিত করিতে পারি ॥ ২৫ ॥ কমলাসন ! এই অখিল বিশ্বমণ্ডল অনাদি ও অনন্তরূপে নিরন্তর প্রবাহমান রহিয়াছে, "আপনি তবে কিরূপে ইহার উৎপাদন করিতেছেন ?" এইরূপে সমস্ত অসৎ পদার্থের ভাব সন্দেহ অর্থাৎ উৎপত্তির প্রতি সংশয় কদাচই কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু উৎপত্তি প্রভৃতির আশ্রয়াযোগত্ব (আশ্রয়ের অসংযোগ) অসৎ পদার্থের অনুৎপত্তির প্রতি কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। দেখ বন্ধ্যাপুত্র এবং শশবিষাণ ও আকাশকুসুম প্রভৃতির উৎপত্তির আশ্রয়যোগ সম্ভব হইতে পারে না কিন্তু সৎরূপে বিদ্যমান পদার্থ সমূহেরই উৎপত্তি সম্ভব হইয়া থাকে, অতএব এই জগৎ ভিন্ন, খপুষ্পাদির ন্যায় অসৎ পদার্থের উৎপত্তির প্রতি সন্দেহ, তুমি একবারেই পরিত্যাগ কর ॥ ২৬ ॥ যদি বল, তবে সৎপদার্থ সমূহের উৎপত্তি

অদ্যাত্র পৃথিবী নাস্তি ক গতেতি বিচারণে।
সঞ্জাতা ইতি বিজ্ঞেয়া অস্যাস্তু পরমাণবঃ ॥ ২৮ ॥
শাশ্বতং ক্ষণিকং শূন্যং নিত্যানিত্যং সকর্ত্তৃকম্।
অহঙ্কারাগ্রিমঞ্চৈব সপ্তভেদৈর্ব্বিবক্ষিতম্ ॥ ২৯ ॥
গৃহাণাজ! মহত্তত্ত্বমহঙ্কারস্তদুদ্ভবঃ।
ততঃ সর্ব্বাণি ভূতানি রচয়স্ব যথা পুরা ॥ ৩০ ॥

মানস্যৈব ঘটস্য মৃৎপিণ্ডেষ্বভাবঃ প্রাগভাব আবির্ভাবজনকঃ। যথা বা কপালেষু ঘটাদের্বিদ্যমানস্যৈবাভাবঃ প্রধ্বংসাভাবস্তিরোভাবজনকঃ। তথৈব কারণাত্মনা বিদ্যমানানাস্তত্ত্বানামাবির্ভাবতিরোভাবাবেবোৎপত্তিপ্রলয়ৌ নান্যাবিতি ন সৎকারণবাদে সর্ব্বাত্মত্বং মম ব্যাহতমিতি ভাবঃ॥ ২৭ ॥

অত্র সৎকার্য্যবাদেঽনুভবমাহ। অদ্যাত্রেতি। অদ্যাত্র পৃথিবী ঘটরূপা নাস্তি ধ্বংসে সতি সা ক গতেতি বিচারণে সতি লোকা অস্যা ঘটরূপায়াঃ পৃথিব্যাঃ পরমাণবো জাতা ইতি বদন্তি। তথাচ পরমাণুরূপেণ ঘটস্য বিদ্যমানতাস্ত্যেবেতি লোকসিদ্ধ এব সৎকার্য্যবাদ ইতি॥ ২৮ ॥

ইত্থং ভগবত্যুপদিশ্যাজ্ঞাপয়তি। শাশ্বতমিতি। শাশ্বতমিত্যাদিপরস্পরবিরুদ্ধবিশেষণৈর্ম্মহত্তত্ত্বস্যাপি মায়াজন্যত্বাদনির্ব্বচনীয়ত্বং সূচিতম্। অহঙ্কারাস্যাগ্রে প্রথমতো ভবং সপ্তভেদৈর্ম্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্তেত্যেবংরূপৈর্ভেদৈর্ব্বিবক্ষিতম্। মহত্ত্বাদেরন্যেষাং তত্ত্বানাং সত্ত্বাৎ স্বস্যাপি স্বান্তর্ভাববিবক্ষয়া সপ্ততোক্তিঃ॥ ২৯—৩০ ॥

প্রভৃতির আশ্রয়যোগত্বেরও সম্ভব হয় না, কিন্তু তাহা তুমি বলিতে পার না যেহেতু সৎপদার্থ সমূহের কার্য্যবিচারে আবির্ভাব ও তিরোভাবই উৎপত্তি ও প্রলয় নামে কথিত হয়, উহা অন্য আর কিছুই নহে। তুমি বিচার করিয়া দেখ, মৃৎপিণ্ডে সৎপদার্থরূপ ঘটের প্রাগভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু তাহাই আবার ঘটের আবির্ভাবের কারণ, আর কপাল সকলেও ঘটের প্রধ্বংসাভাব বিদ্যমান, কিন্তু সেই প্রধ্বংসাভাবই আবার ঘটের তিরোভাবের জনক হইয়া থাকে। সেইরূপে কারণাত্মক সৎপদার্থ সমূহের আবির্ভাব ও তিরোভাবই উৎপত্তি ও প্রলয় শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মন্! কারণ বিচারেও আমার সর্ব্বাত্মকত্ব অব্যাহতরূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে। তাহাতে তোমার সন্দেহের অবসর কিছুই নাই॥ ২৭ ॥ পদ্মাসন! সৎকার্য্য বিচারে এইরূপ অনুভব হয় যে এখন এখানে ঘটরূপা পৃথিবী নাই যদি তাহার ধ্বংস হইল তবে সেই মৃত্তিকা কোথায় গেল এইরূপ বিচারে পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, ঐ ঘটরূপা পৃথিবী পরমাণুরূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে॥ ২৮॥ পরমেষ্ঠিন্! নিত্য স্থিতিশীল ও ক্ষণস্থায়ী, অমূর্ত্ত প্রভৃতি নিত্যানিত্য পদার্থ সমুদায়ই সকর্ত্তৃক অর্থাৎ কারণ জন্য জানিবে; কিন্তু অহঙ্কার সেই সমস্ত পদার্থের মধ্যে অগ্রিম অর্থাৎ প্রথমে উৎপন্ন হয়। এইরূপে মহদাদি সপ্ত পদার্থ প্রকৃতি বিকৃতির সপ্ত প্রকার ভেদ মাত্র, তাহাতে বিশেষ এই যে, অগ্রে প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে

ব্রজন্তু স্বানি ধিষ্ণ্যানি বিরচ্য নিবসন্তু বঃ।
স্বানি স্বানি চ কার্য্যাণি কুর্ব্বন্তু দৈবভাবিতাঃ ॥ ৩১ ॥
গৃহাণেমাং বিধে! শক্তিং সুরূপাং চারুহাসিনীম্।
মহাসরস্বতীং নাম্নী রজোগুণযুতাং বরাম্ ॥ ৩২ ॥
শ্বেতাম্বরধরাং দিব্যাং দিব্যভূষণভূষিতাম্।
বরাসনসমারূঢ়াং ক্রীড়ার্থং সহচারিণীম্ ॥ ৩৩ ॥
এষা সহচরী নিত্যং ভবিষ্যতি বরাঙ্গনা।
মাবমংস্থা বিভূতিং মে মত্বা পূজ্যতমাং প্রিয়াম্ ॥ ৩৪ ॥
গচ্ছ ত্বমনয়া সার্দ্ধং সত্যলোকং ব্রজাশু বৈ।
বীজাচ্চতুর্ব্বিধং সর্ব্বং সমুৎপাদয় সাম্প্রতম্ ॥ ৩৫ ॥
লিঙ্গকোশাশ্চ জীবৈস্তৈঃ সহিতাঃ কর্ম্মভিস্তথা।
বর্ত্তন্তে সংস্থিতাঃ কালে তান্ কুরু ত্বং যথা পুরা ॥ ৩৬ ॥
কালকর্ম্মস্বভাবাখ্যৈঃ কারণৈঃ সকলং জগৎ।
স্বভাবস্বগুণৈর্যুক্তং* পূর্ব্ববৎ সচরাচরম্ ॥ ৩৭ ॥

ইতঃ পরমস্মাৎ স্থানাত্তবন্তো ব্রজন্তু নির্গত্য চেদং কুর্ব্বন্ত্বিত্যাহ। ব্রজন্ত্বিতি। দেবভাবিতাঃ প্রারব্ধেনোৎপাদিতাঃ ॥ ৩১—৩৪ ॥

বীজান্মহত্তত্ত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥

তস্মিন্ বীজে কিঞ্চিদস্তি তত্রাহ লিঙ্গেতি। লিঙ্গশরীরাণি কর্ম্মজীবসহিতানি সন্তি তানি যথা পুরা পূর্ব্ববৎ পৃথক্কুরু ॥ ৩৬ ॥

অহঙ্কার, তদনন্তর অন্যান্য সমস্ত ভূতবর্গ, এইরূপে তুমিও পূর্ব্বের ন্যায় যথাকালে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করিতে থাক ॥ ২৯—৩০ ॥ পিতামহ! এক্ষণে তোমরা এস্থান হইতে নিজ নিজ আলয়ে গমন কর এবং এইরূপে বিশ্বসংসারের রচনা করিয়া বাস করিতে থাক এবং দৈবভাবিত অর্থাৎ প্রারব্ধকর্ত্তৃক উৎপাদিত স্ব স্ব কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিতে থাক ॥ ৩১ ॥ ব্রহ্মন্! তুমি এই দিব্যরূপা, চারুহাসিনী রজোগুণযুতা, শ্বেতাম্বর ধারিণী, দিব্যভূষণে বিভূষিতা, শ্বেতসরোজবাসিনী, মহাসরস্বতী নাম্নী শক্তিকে, ক্রীড়াসহচারিণী করিবার নিমিত্ত গ্রহণ কর ॥ ৩২—৩৩ ॥ এই অত্যুত্তমা ললনা তোমার প্রিয়সহচরী হইবেন; ইহাঁকে আমার বিভূতি জানিয়া সর্ব্বদাই পূজ্যতমা বিবেচনা করিবে, কদাচই অবমাননা করিবে না ॥ ৩৪ ॥ তুমি ইহাঁর সহিত সত্যলোকে গমন কর এবং এক্ষণে তথায় থাকিয়া মহত্তত্ত্বরূপ বীজ হইতে চতুর্ব্বিধ জীবনিবহের সৃষ্টি কর ॥ ৩৫ ॥ লিঙ্গ শরীর সকল জীব ও কর্ম্ম সমূহের সহিত মিলিত হইয়া একত্র সংস্থিত রহিয়াছে,

---

* সত্ত্বাবর গুণৈঃ সর্ব্বং ইতি বা পাঠঃ।

মাননীয়স্ত্বয়া বিষ্ণুঃ পূজনীয়শ্চ সর্ব্বদা।
সত্ত্বগুণপ্রধানত্বাদধিকঃ সর্ব্বতঃ সদা॥ ৩৮॥
যদা যদা হি কার্য্যং বো ভবিষ্যতি দুরত্যয়ম্।
করিষ্যতি পৃথিব্যাং বৈ অবতারং তদা হরিঃ॥ ৩৯॥
তির্য্যগ্‌যোনাবথান্যত্র মানুষীং তনুমাশ্রিতঃ।
দানবানাং বিনাশং বৈ করিষ্যতি জনার্দ্দনঃ॥ ৪০॥
ভবোঽয়ং তে সহায়শ্চ ভবিষ্যতি মহাবলঃ।
সমুৎপাদ্য সুরান্ সর্ব্বান্ বিহরস্ব যথাসুখম্॥ ৪১॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা নানাযজ্ঞৈঃ সদক্ষিণৈঃ।
যজিষ্যন্তি বিধানেন সর্ব্বান্ বঃ সুসমাহিতাঃ॥ ৪২॥
মন্নামোচ্চারণাৎ সর্ব্বে মখেষু সকলেষু চ।
সদা তৃপ্তাশ্চ সন্তুষ্টা ভবিষ্যধ্বং সুরাঃ কিল॥ ৪৩॥

শ্লোকান্তরমাহ। কালকর্ম্মস্বভাবাখ্যৈঃ কারণৈরিতি। এভিঃ কারণৈঃ স্বভাবভূতাঃ স্বগুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ শব্দাদয়শ্চ তৈশ্চ যুক্তং পূর্ব্ববৎ কুর্ব্বিত্যর্থঃ। যো যস্য গুণো যদ্‌যস্য প্রারব্ধং যো যস্য ফলভোগস্য কালো যো যস্য স্বভাবভূতো গুণস্তস্মিন্ কালে তাদৃশকর্ম্মগুণানুরোধেন তাদৃশং ফলং দেয়মিত্যর্থঃ॥ ৩৭—৪২॥

মন্নামস্বাহেতি॥ ৪৩—৪৫॥

তুমি যথাকালে পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ করিও॥ ৩৬॥ কাল, কর্ম্ম ও স্বভাব এই সকল কারণে স্বভাবভূত স্বগুণ সমূহ অর্থাৎ সত্ত্বাদি ও শব্দাদি গুণ সমস্ত দ্বারা এই অখিল জগৎকে পূর্ব্বের ন্যায় সংযুক্ত কর, অর্থাৎ যাহার যেরূপ গুণ, যাহার যে প্রারব্ধ কর্ম্ম, যাহার যে ফলযোগের কাল, যাহার যেরূপ স্বভাব ভূতগুণ, সেইকালে তুমি সেইরূপ গুণ ও কর্ম্মানুরোধে তাহাদিগকে ফল প্রদান করিও॥ ৩৭॥ এই বিষ্ণু সত্ত্বগুণ-প্রধান, অতএব তোমা অপেক্ষা সততই সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, সেই কারণে তুমি ইঁহার সর্ব্বদাই সম্মান ও পূজা করিও॥ ৩৮॥ যখন যখন তোমাদের দুষ্কর কার্য্য উপস্থিত হইবে তখন এই হরি সেই কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত অবনীতে অবতীর্ণ হইবে॥ ৩৯॥ এই জনার্দ্দন তির্য্যগ্‌যোনি অথবা মানবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া দুর্দান্ত দানবদিগের বিনাশ সাধন করিবে॥ ৪০॥ এই মহাবল মহাদেব তোমার সহায় হইবে; তুমি যথাকালে সুরগণকে উৎপাদিত করিয়াই যথাসুখে বিহার করিতে থাকিবে॥ ৪১॥ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ, সমাহিতচিত্তে নানাবিধ সদক্ষিণ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তোমাদের তৃপ্তি সাধন করিবে॥ ৪২॥ সমস্ত যজ্ঞেই আমার স্বাহা নাম উচ্চারণ হেতু তোমরা সমস্ত দেবতাই

শিবশ্চ মাননীয়ো বৈ সর্ব্বথা যত্তমোগুণঃ।
যজ্ঞকার্য্যেষু সর্ব্বেষু পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৪৪ ॥
যদা পুনঃ সুরাণাং বৈ ভয়ং দৈত্যাদ্ভবিষ্যতি।
শক্তয়ো মে তদোৎপন্না হরিষ্যন্তি সুবিগ্রহাঃ ॥ ৪৫ ॥
বারাহী বৈষ্ণবী গৌরী নারসিংহী শচী শিবা।
এতাশ্চান্যাশ্চ কার্য্যাণি কুরু ত্বং কমলোদ্ভব! ॥ ৪৬ ॥
নবাক্ষরমিমং মন্ত্রং বীজধ্যানযুতং সদা।
জপন্ সর্ব্বাণি কার্য্যাণি কুরু ত্বং কমলোদ্ভব! ॥ ৪৭ ॥
মন্ত্রাণামুত্তমোঽয়ং বৈ ত্বং জানীহি মহামতে!।
হৃদয়ে তে সদা ধার্য্যঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪৮ ॥
ইত্যুক্ত্বা মাং জগন্মাতা হরিং প্রাহ শুচিস্মিতা।
বিষ্ণো! ব্রজ গৃহাণেমাং মহালক্ষ্মীং মনোহরাম্ ॥ ৪৯ ॥
সদা বক্ষঃস্থলে স্থানে ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ।
ক্রীড়ার্থং তে ময়া দত্তা শক্তিঃ সর্ব্বার্থদা শিবা ॥ ৫০ ॥

এতাশ্চান্যাশ্চেত্যন্ত হরিষ্যন্তীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৪৬ ॥
নবাক্ষরমিমং মন্ত্রমিতি। স চ দুর্গায়া নবার্ণঃ প্রসিদ্ধঃ। এতদ্বিধানং নবমস্কন্ধান্তিমাধ্যায়ে বক্ষ্যতি ॥ ৪৭—৫৫ ॥

সতত তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হইতে পারিবে ॥ ৪৩ ॥ তমঃপ্রধান মহাদেবও সকলের মাননীয়, অতএব সমস্ত যজ্ঞ কার্য্যেই যত্নপূর্ব্বক ইহাঁর পূজা করা কর্ত্তব্য ॥ ৪৪ ॥ প্রজাপতে! যখন দৈত্য হইতে দেবগণের ভয় উৎপন্ন হইবে তখন বারাহী, বৈষ্ণবী, গৌরী, নারসিংহী, সদাশিবা এই সকল এবং অন্যান্য আমার বিভূতিরূপা শক্তি সকল মিলিত হইয়া অত্যুত্তম বিগ্রহধারণ পূর্ব্বক উৎপন্ন হইয়া সেই ভয় হরণ করিবে ; অতএব ব্রহ্মন্! তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া যথাসুখে আপনার কর্ত্তব্য সমুদায় সম্পাদন করিতে থাকিবে ॥ ৪৫—৪৬ ॥ পদ্মজন্মন্! তুমি বীজ ও ধ্যান সমন্বিত এই নবাক্ষর মন্ত্র জপ করিতে করিতে সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিও। মহামতে! এই মন্ত্র সমস্ত মন্ত্রগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সমস্ত কামনা ও প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদাই ইহা হৃদয়ে ধারণ করা কর্ত্তব্য ॥ ৪৭—৪৮ ॥

নারদ! জগন্মাতা ভগবতী, আমাকে এইরূপ বলিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে ভগবান্ হরিকে কহিলেন, বিষ্ণো! এই মনোরমা মহালক্ষ্মীকে গ্রহণ কর, এই কল্যাণরূপিণী সততই তোমার বক্ষঃস্থলবাসিনী হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই, তোমার বিহারের নিমিত্তই এই

ত্বয়েয়ং নাবমন্তব্যা মাননীয়া চ সর্ব্বদা।
লক্ষ্মীনারায়ণাখ্যোঽয়ং যোগো বৈ বিহিতো ময়া ॥ ৫১ ॥
জীবনার্থং কৃতা যজ্ঞা দেবানাং সর্ব্বথা ময়া।
অবিরোধেন সততং বর্ত্তিতব্যং ত্রিভিঃ সদা ॥ ৫২ ॥
ত্বং চ বেধাঃ শিবস্ত্বেতে দেবা মদ্‌গুণসম্ভবাঃ।
মান্যাঃ পূজ্যাশ্চ সর্ব্বেষাং ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥
যে বিভেদং করিষ্যন্তি মানবা মূঢ়চেতসঃ।
নিরয়ং তে গমিষ্যন্তি বিভেদান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৪ ॥
(যো হরিঃ স শিবঃ সাক্ষাদ্ যঃ শিবঃ স স্বয়ং হরিঃ।
এতয়োর্ভেদমাতিষ্ঠন্নরকায় ভবেন্নরঃ ॥ ৫৫ ॥)
তথৈব দ্রুহিণো জ্ঞেয়ো নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
অপরো গুণভেদোঽস্তি শৃণু বিষ্ণো! ব্রবীমি তে ॥ ৫৬ ॥
মুখ্যঃ সত্ত্বগুণস্তেঽস্তু পরমাত্মবিচিন্তনে।
গৌণত্বেঽপি পরৌ খ্যাতৌ রজোগুণতমোগুণৌ ॥ ৫৭ ॥

অপরো গুণভেদোঽস্তীতি। যূয়ং তত্তৎকার্য্যেষু তত্তদ্‌গুণযুক্তা ভবিতারঃ। অন্যকার্য্যেষু ত্বন্যগুণযুক্তা ইতি গুণত্রয়াত্মকত্বমেব সর্ব্বেষামিতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥
যদা যো গুণো মুখ্যস্তদান্যৌ গুণৌ গৌণত্বে এবং স্থিতৌ স্যাতাম্ ॥ ৫৭—৫৮ ॥

সর্ব্বার্থসিদ্ধি প্রদায়িনী মহালক্ষ্মীকে তোমারে অর্পণ করিলাম ॥ ৪৯—৫০ ॥ তুমি সর্ব্বদাই ইহাঁর সম্মান করিবে কদাচ অবমাননা করিও না। জনার্দ্দন! আমি জগতের হিত সাধনের নিমিত্তই এই লক্ষ্মীনারায়ণ নামক কল্যাণকর যোগ সংবিধান করিয়াছি ॥ ৫১ ॥ দেবতাদিগের জীবন ধারণের নিমিত্ত আমি যজ্ঞ ক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছি; পরন্তু, তোমরা তিনজনে সর্ব্বদাই মিলিত থাকিয়া পরস্পর অবিরোধে কার্য্য সম্পাদন করিবে। তুমি, বিধাতা ও শঙ্কর এই তিনজন আমার তিনটী গুণসম্ভূত দেবতা, অতএব তোমরা এই সংসারের মাননীয় ও পূজনীয় হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫২—৫৩ ॥ যে মূঢ়বুদ্ধি মানব তোমাদিগের ভেদ কল্পনা করিবে তাহারা যে নিশ্চয় নিরয়গামী হইবে তাহাতে আর সংশয় নাই ॥ ৫৪ ॥ যে হরি সেই সাক্ষাৎ শিব, যে শিব সেই স্বয়ং হরি, যে নর এই উভয়ের ভেদ কল্পনা করিবে, সে নিশ্চয়ই নরকে পতিত হইবে ॥ ৫৫ ॥ যেরূপ হরি ও হরে ভেদ নাই, সেইরূপ ব্রহ্মার সহিতও হরি হরের কিছুমাত্র ভেদ নাই জানিও। রমাপতে! তবে অন্যান্য বিষয়ে গুণভেদ আছে, তাহা আমি তোমাকে কহিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৫৬ ॥ পরমাত্মার ধ্যান বিষয়ে তোমাতে সূক্ষ্মরূপে সত্ত্বগুণ অবস্থিতি করুক,

লক্ষ্ম্যা সহ বিকারেষু নানাভেদেষু সর্ব্বদা ।
রজোগুণযুতো ভূত্বা বিহরস্বানয়া সহ ॥ ৫৮ ॥
বাগ্‌বীজং কামরাজঞ্চ মায়াবীজং তৃতীয়কম্‌* ।
মন্ত্রোঽয়ং ত্বং রমাকান্ত ! মদ্দত্তঃ পরমার্থদঃ ॥ ৫৯ ॥
গৃহীত্বা জপ তং নিত্যং বিহরস্ব যথাসুখম্‌ ।
ন তে মৃত্যুভয়ং বিষ্ণো ! ন কালপ্রভবং ভয়ম্‌ ॥৬০ ॥
যাবদেষ বিহারো মে ভবিষ্যতি সুনিশ্চয়ঃ ।
সংহরিষ্যাম্যহং সর্ব্বং যদা বিশ্বং চরাচরম্‌ ।
ভবন্তোঽপি তদা নূনং ময়ি লীনা ভবিষ্যথ ॥ ৬১ ॥
স্মর্ত্তব্যোঽয়ং সদা মন্ত্রঃ কামদো মোক্ষদস্তথা ।
উদ্গীতেন চ সংযুক্তঃ কর্ত্তব্যঃ শুভমিচ্ছতা ॥ ৬২ ॥
কারয়িত্বাথ বৈকুণ্ঠং বস্তব্যং পুরুষোত্তম ! ।
বিহরস্ব যথাকামং চিন্তয়ন্মাং সনাতনীম্‌ ॥ ৬৩ ॥

বাগ্‌বীজং কামরাজঞ্চেতি । অয়ঞ্চ ত্র্যক্ষরো ভুবনেশীমন্ত্রো ভুবনেশীসংহিতায়াং প্রসিদ্ধঃ । ধ্যানপূজাদিযন্ত্রাদিকঞ্চ তত্রৈব স্পষ্টম্‌ ॥ ৫৯—৬০ ॥
বিহারঃ ক্রীড়া জগৎসর্জ্জনাদিরূপা ॥ ৬১ ॥

আর রজোগুণ ও তমোগুণ গৌণরূপে অবস্থিত হউক । নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন বিকারে এবং লক্ষ্মীর সহিত বিহার বিষয়ে রজোগুণযুক্ত হইয়া উহাঁর সহিত সততই বিহার করিতে থাক ॥ ৫৭—৫৮ ॥ রমাকান্ত ! আমি তোমাকে বাগ্‌বীজ, কামবীজ ও মায়াবীজ এই অক্ষরত্রয় সমন্বিত পরমার্থপ্রদ ভুবনেশ্বরীমন্ত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ পূর্ব্বক নিরন্তর জপ কর এবং যথাসুখে বিহার করিতে থাক, এই মন্ত্র প্রভাবে তোমার মৃত্যুভয় অথবা কাল-ভয় কিছুই থাকিবে না ॥ ৫৯—৬০ ॥ যখন আমার এই জগৎ সৃষ্ট্যাদিরূপ লীলা সুনিশ্চয় রূপে সম্পাদিত হইবে, যখন আমি এই চরাচর বিশ্বের সংহার করিব, তখন তোমরাও আমাতে লীন হইবে সংশয় নাই ॥ ৬১ ॥ পরন্তু, যদি কল্যাণ কামনা থাকে তাহা হইলে নিরন্তর আমার এই কামমোক্ষপ্রদ মন্ত্রে প্রণব সংযুক্ত করিয়া নিরন্তর জপ করিবে ॥ ৬২ ॥ পুরুষোত্তম ! তুমি অতঃপর বৈকুণ্ঠপুরী রচনা করাইয়া আমার সনাতনী মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক যথেচ্ছরূপে বিহার করিতে থাক ॥ ৬৩ ॥

দৈত্যানাং মাতরাকালে তমোগুণযুতঃ সদা । বিনাশং ঘোররূপাণাং কর্ত্তা বৈ ত্বং ময়া কৃতঃ ॥
গৃহাণেদং মহাভাগ ! বাগ্‌বীজং পরমং মম । কামরাজং দ্বিতীয়ঞ্চ মায়াবীজং তৃতীয়কম্‌ ॥
ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বাসুদেবং সা ত্রিগুণা প্রকৃতিঃ পরা।
নির্গুণা শঙ্করং দেবমব্রোচদমৃতং বচঃ॥ ৬৪॥

দেব্যুবাচ।

গৃহাণ হর! গৌরীং ত্বং মহাকালীং মনোহরাম্।
কৈলাসং কারয়িত্বা চ বিহরস্ব যথাসুখম্॥ ৬৫॥
মুখ্যস্তমোগুণস্তেহস্ত গৌণৌ সত্ত্বরজোগুণৌ।
বিহরাসুরনাশার্থং রজোগুণতমোগুণৌ॥ ৬৬॥
তপস্তপ্তুং তথা কর্ত্তুং স্মরণং পরমাত্মনঃ।
শর্ব্ব! সত্ত্বগুণঃ শান্তো গৃহীতব্যঃ সদানঘ!॥ ৬৭॥
সর্ব্বথা ত্রিগুণা যূয়ং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারকাঃ।
এভির্ব্বিহীনং সংসারে বস্তু নৈবাত্র কুত্রচিৎ॥ ৬৮॥
বস্তুমাত্রং তু যদ্দৃশ্যং সংসারে ত্রিগুণং হি তৎ।
দৃশ্যঞ্চ নির্গুণং লোকে ন ভূতং নো ভবিষ্যতি॥ ৬৯॥
নির্গুণঃ পরমাত্মাসৌ নতু দৃশ্যঃ কদাচন।
সগুণা নির্গুণা চাহং সময়ে শঙ্করোত্তমা॥ ৭০॥

উদ্গীথেনেতি। প্রণবেন সংযুক্তোহয়ং মন্ত্রো জপ্য ইত্যর্থঃ। তথাচ প্রণবাদিচতুরক্ষরো-মন্ত্রঃ সম্পন্নঃ॥ ৬২—৬৯॥

সময় ইতি। সৃষ্ট্যাদিসময়ে সগুণা সমাধিসময়ে নির্গুণা॥ ৭০॥

ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ! যিনি স্বরূপত গুণাতীতা হইয়াও সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের নিমিত্ত গুণত্রয়কে সমাশ্রয় করেন, সেই পরমা প্রকৃতি দেবী ভগবতী বাসুদেবকে এইরূপ বলিয়া, তদনন্তর শঙ্করকে এইরূপ অমৃতময় বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে হর! এই মহাকাল-রূপিণী মনোরমা গৌরীকে গ্রহণ কর, তুমি কৈলাসপুরী রচনা করাইয়া তাহাতে ইহার সহিত যথাসুখে বিহার করিতে থাক॥ ৬৪—৬৫॥ তোমাতে তমোগুণ প্রধানরূপে এবং সত্ত্ব ও রজোগুণ গৌণরূপে অবস্থিতি করিবে, তুমি অসুরগণের বিনাশের নিমিত্ত রজোগুণ ও তমোগুণ ধারণ পূর্ব্বক সংসারে বিচরণ করিতে থাক॥ ৬৬॥ বিমলাত্মন্! তপশ্চরণ ও পরমাত্মার স্মরণ করিবার নিমিত্ত তুমি সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদাই শান্তিপথ অবলম্বন করিবে॥ ৬৭॥ তোমরা সকলেই সর্ব্বতোভাবে ত্রিগুণ-সমন্বিত হইয়া সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয় করিতে থাক। হে ঈশান! এই সংসারে ত্রিগুণ-বিহীন হইয়া কোনও বস্তু কোনও স্থানে বিদ্যমান থাকিতে পারে না। সংসারে যে যে বস্তু দৃশ্য হইয়া থাকে,

সদাহং কারণং শম্ভো ! ন চ কার্য্যং কদাচন।
সগুণা কারণত্বাদ্বৈ নির্গুণা পুরুষান্তিকে ॥ ৭১ ॥
মহত্তত্ত্বমহঙ্কারো গুণাঃ শব্দাদয়স্তথা।
কার্য্যকারণরূপেণ সংসরন্তে ত্বহর্নিশম্ ॥ ৭২ ॥
সদুদ্ভূতস্ত্বহঙ্কারস্তেনাহং কারণং শিবা।
অহঙ্কারশ্চ মে কার্য্যং ত্রিগুণোঽসৌ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৭৩ ॥

সদাহমিতি। অহং হে শম্ভো ! কার্য্যং কদাপি নাস্মি মমানাদিসিদ্ধত্বেনোৎপত্ত্যভাবাৎ। কিন্তু সর্ব্বকারণরূপৈবাস্মীত্যর্থঃ। নমু নির্গুণায়াস্তব কারণত্বমপি কথমিতি চেত্তত্রাহ। সগুণেতি। ন মম সদা নির্গুণত্বং কিন্তু পরমাত্মাভিন্নান্তর্হিতগুণত্রয়সাম্যাবস্থায়ামুদ্ভূতগুণাভাবেন নির্গুণাহম্। সৃষ্ট্যাদি দশায়ান্তু সগুণৈবাস্মি। ততশ্চ কারণত্বং ন বিরুদ্ধত ইতি-ভাবঃ ॥ ৭১ ॥

কারণত্বং বিশদয়তি মহত্তত্ত্বমিতি। শব্দাদয়ঃ শব্দস্পর্শাদয়ো গুণা ইত্যর্থঃ। কার্য্যকারণ-রূপেণেতি। পূর্ব্বপূর্ব্বস্য কারণত্বমুত্তরোত্তরস্য কার্য্যত্বং তদ্রূপেণ সংসরন্তে পরিণমন্ত্যহর্নিশং ন কদাচিদ্বিরামোঽস্তি ॥ ৭২ ॥

তত্র মহত্তত্ত্বমব্যক্তাৎ কেন ক্রমেণোৎপদ্যতে তত্রাহ। সদুদ্ভূতস্ত্বহঙ্কার ইতি। অহঙ্কারো দ্বিবিধঃ। একঃ পরাহন্তারূপো দ্বিতীয়ো মহত্তত্ত্বাদুৎপন্নঃ। পরাহন্তারূপশ্চ বৃহদারণ্যকে সো বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি বৃত্তিরূপউক্তঃ। তথাচ সৃষ্টিসময়ে যঃ প্রথমো ভাবো ব্যক্তস্য পরা-বাণীরূপো যমহমস্মীত্যুৎপন্নঃ পরাহন্তারূপঃ সোঽহঙ্কারঃ সদুদ্ভূতঃ। সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদিত্যত্রোক্তত্বাৎ সত উৎপন্ন ইত্যর্থঃ। তেন হেতুনাহমব্যক্তরূপাকারণং পরাহন্তা-রূপাহঙ্কারস্যেত্যর্থঃ। স চ পরাহন্তারূপোঽহঙ্কারোঽপি মৎকার্য্যভূতো গুণত্রয়াত্মকঃ প্রতি-ষ্ঠিতোঽস্তি। সর্ব্বস্যৈব পদার্থজাতস্য গুণত্রয়াত্মকত্বাৎ ॥ ৭৩ ॥

তৎসমুদায়ই ত্রিগুণবিশিষ্ট। মহেশ্বর ! দৃশ্য অথচ নির্গুণ এমত বস্তু জগতে কখন হয় নাই এবং হইবেও না ॥ ৬৮—৬৯ ॥ পরমাত্মা নির্গুণ, তিনি কদাচই দৃশ্য হয়েন না, হে শঙ্কর ! পরমপ্রকৃতিরূপিণী আমি সৃজনাদির সময় সগুণা আর সমাধি সময়ে নির্গুণা হইয়া থাকি ॥ ৭০ ॥ শম্ভো ! আমি অনাদি, অতএব সততই এই সংসারের কারণরূপে বিদ্যমান থাকি কার্য্যরূপ কখনই হই না। শঙ্কর ! আমি যখন কারণরূপিণী হই তখনই সগুণা, আর যখন পুরুষ সন্নিধানে পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করি, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা হেতু গুণোদ্ভবের অভাবে তখনই আমি নির্গুণা হইয়া থাকি ॥ ৭১ ॥ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও শব্দ স্পর্শাদি গুণসমুদয় ইহারা দিবারাত্রই পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রমে কারণরূপে এবং উত্তরোত্তর ক্রমে কার্য্যরূপে পরিণত হইয়া সংসার কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, কদাচই তাহার বিরাম হয় না ॥ ৭২ ॥ অহঙ্কার দুই প্রকার, তন্মধ্যে একটী পরমাহঙ্কাররূপ সৎপদার্থ হইতে উৎপন্ন, অপরটী মহত্তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মহেশ ! আমিই সেই পরাহঙ্কার-সৎপদার্থরূপিণী ; বিচারতত্ত্ব-নিপুণ পণ্ডিতগণ, সেই পরাহঙ্কাররূপা আমাকেই অব্যক্ত শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন, অতএব অখিলের কল্যাণকারিণী আমিই এই জগতের কারণ,

অহঙ্কারান্মহত্তত্ত্বং বুদ্ধিঃ সা পরিকীর্ত্তিতা।
মহত্তত্ত্বং হি কার্য্যং স্যাদহঙ্কারো হি কারণম্ ॥ ৭৪ ॥
তন্মাত্রাণি ত্বহঙ্কারাদুৎপদ্যন্তে সদৈব হি।
কারণং পঞ্চভূতানাং তানি সর্ব্বসমুদ্ভবে ॥ ৭৫ ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ।
মহাভূতানি পঞ্চৈব মনঃ ষোড়শমেব চ ॥ ৭৬ ॥
কার্য্যঞ্চ কারণঞ্চৈব গণোঽয়ং ষোড়শাত্মকঃ।
পরমাত্মা পুমানাদ্যো ন কার্য্যং ন চ কারণম্ ॥ ৭৭ ॥

তথাচাব্যক্তাৎ প্রথমং পরাহন্তারূপোঽহঙ্কার উৎপন্নস্ততোঽহঙ্কারান্মহত্তত্ত্বমুৎপন্নমিত্যাহ। অহঙ্কারান্মহত্তত্ত্বমিতি বুদ্ধিঃ সমষ্টিবুদ্ধিরিত্যর্থঃ। এতেন সাঙ্খ্যোক্তং মহত্তত্ত্বমনাশ্রিতং ভবতি। তন্মহত্তত্ত্বং হি কার্য্যম্ অহঙ্কারো হি পরাহন্তারূপস্তস্য মহত্তত্ত্বস্য কারণমিত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥

তস্মাদহঙ্কারো দ্বিতীয় উৎপন্নস্তস্মাদহঙ্কারাত্তন্মাত্রাপরপর্য্যায়াণি সূক্ষ্মভূতান্যুৎপন্নানি। দ্বিতীয়াহঙ্কারস্যোৎপত্তিরনেন বাক্যেনার্থাদ্‌বোধিতা। কারণং পঞ্চভূতানাং তানীতি। তানি সূক্ষ্মভূতানি পঞ্চীকৃতানাং পঞ্চভূতানাং কারণম্ভবন্তি। অপঞ্চীকৃতভূতেভ্যঃ পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতোৎপত্তির্ভবতীত্যর্থঃ। সর্ব্বপ্রপঞ্চস্য সমুদ্ভবে উৎপত্তিসময়ে ॥ ৭৫ ॥

তত্র পঞ্চভূতানাং সাত্ত্বিকাংশেভ্যঃ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি ভবন্তি। মনস্তু পঞ্চভূতানাং মিলিতসাত্ত্বিকাংশেভ্যো ভবতি তথা প্রাণোঽপি পঞ্চভূতানাং মিলিতরাজসাংশেভ্যো ভবতি ॥ ৭৬ ॥

তত্র কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ ভূতানি মনশ্চষোড়শমিত্যেবং কার্য্যমিন্দ্রিয়রূপঙ্কারণং মহাভূতরূপং মিলিত্বায়ং গুণসমুদায়ঃ ষোড়শাত্মকো ভবতি। যদধিকৃত্যোচ্যতে-ষোড়শকস্তু বিকার ইতি। এবমষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শবিকারাশ্চোক্তাঃ। সোঽয়ং সর্ব্বোঽপি পরিণামো মায়ায়া এব ন পরমাত্মন ইত্যাহ। পরমাত্মেতি। পরমাত্মা ন কস্যচিৎ কার্য্যম্ ন কস্যাপি কারণমুপাদানং ভবতি। কিন্তু বিবর্ত্তকারণমেব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

অহঙ্কার আমার কার্য্য, আমি তাহাকে ত্রিগুণ সমন্বিত করিয়া জগতের কার্য্যসাধনার্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছি ॥ ৭৩ ॥ সেই পরাহঙ্কার (সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব) হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি, পণ্ডিতগণ তাহাকেই বুদ্ধি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব মহত্তত্ত্ব কার্য্য এবং পরাহঙ্কার তাহার কারণ ॥ ৭৪ ॥ পরন্তু মহত্তত্ত্বজাত-কার্য্যরূপ অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চকের উৎপত্তি হইয়াছে, এই পঞ্চতন্মাত্রই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের কারণ হয়। সমস্ত প্রপঞ্চের উৎপত্তি কালে এই পঞ্চতন্মাত্রের সাত্ত্বিকাংশ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং রজ অংশ হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং ঐ তন্মাত্রপঞ্চকের পঞ্চীকরণ দ্বারা পঞ্চভূত এবং পঞ্চভূতের মিলিত সাত্ত্বিক অংশ হইতে মন এই ষোড়শ পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত ও মন এই কার্য্য সমুদায় মহাভূতরূপ কারণে মিলিয়া ষোড়শাত্মক একটী গণ বলিয়া উক্ত হইয়া

এবং সমুদ্ভবঃ শম্ভো ! সর্ব্বেষামাদিসম্ভবে ।
সংক্ষেপেণ ময়া প্রোক্তস্তব তত্র সমুদ্ভবঃ ॥ ৭৮ ॥
ব্রজন্ত্বদ্য বিমানেন কার্য্যার্থং মম সত্তমাঃ ।
স্মরণাদ্দর্শনন্তুভ্যং দাস্যেঽহং বিষমে স্থিতে ॥ ৭৯ ॥
স্মর্ত্তব্যাহং সদা দেবাঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ।
উভয়োঃ স্মরণাদেব কার্য্যসিদ্ধিরসংশয়ম্ ॥ ৮০ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা বিসসর্জ্জাস্মান্ দত্ত্বা শক্তীঃ সুসংস্কৃতাঃ ।
বিষ্ণবেঽথ মহালক্ষ্মীং মহাকালীং শিবায় চ ॥ ৮১ ॥
মহাসরস্বতীং মহ্যং স্থানাত্তস্মাদ্বিসর্জ্জিতাঃ ।
স্থলান্তরং সমাসাদ্য তে জাতাঃ পুরুষা বয়ম্ ॥ ৮২ ॥
চিন্তয়ন্তঃ স্বরূপন্তৎ প্রভাবং পরমাদ্ভুতম্ ।
বিমানন্তৎ সমাসাদ্য সংরূঢ়াস্তত্র বৈ ত্রয়ঃ ॥ ৮৩ ॥

এবং সমুদ্ভব ইতি । আদিসম্ভবে আদিসর্গে ঈশ্বরকৃতসৃষ্টৌ সর্ব্বেষামুদ্ভবো মত্তঃ সকাশাদেবং ভবতীতি সংক্ষেপেণাত্রোক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

পূর্ব্বোক্তং শ্রীদেব্যা দত্তং মহত্তত্ত্বং গৃহীত্বা চতুর্ম্মুখাদিভিঃ ক্রিয়মাণাব্যষ্টিদেহাদিসৃষ্টির্জীবসৃষ্টিঃ । ইত্থং মহাসৃষ্টিং ব্যষ্টিসৃষ্টঞ্চোক্ত্বানন্তরমাহ । ব্রজন্ত্বিতি বিষমে সঙ্কটে ॥ ৭৯ ॥

ইদানীমুপাসনাস্বরূপমাহ । স্মর্ত্তব্যাহমিতি । পরমাত্মোপাসনায়ামপি ন কেবলং পরমাত্মা স্মর্ত্তব্যো মায়াত্মাস্তদভিন্নায়া বহিঃশক্তিবত্ত্যক্তুমশক্যত্বাত্তথা শক্ত্যুপাসনায়ামপি ন কেবলা শক্তিঃ স্মর্ত্তব্যা । পরমাত্মনস্তদভিন্নস্য বহ্নিবত্ত্যক্তুমশক্যত্বাত্তস্মান্মায়া বিশিষ্টং ব্রহ্মৈবোভয়ত্র দেবতেতি ব্রহ্মোপাসকৈঃ শক্ত্যুপাসকৈশ্চ তদেবোপাস্যন্দ্বেয়ং জ্ঞেয়ঞ্চেতি । তদভিপ্রায়েণাহ । উভয়োরিতি সর্ব্বঞ্চেদমুপোদ্ঘাতে স্পষ্টম্ ॥ ৮০—৮১ ॥

থাকে ॥ ৭৫—৭৭ ॥ শম্ভো ! আদিপুরুষ সনাতন পরমাত্মা কার্য্যও নহেন কারণও নহেন এই প্রপঞ্চ সমুদয় মায়ারই কার্য্য। আদি সৃষ্টিকালে উক্তরূপে সকলেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে। মহেশ্বর ! এই আদি সৃষ্টির বিষয় আমি তোমার নিকট সংক্ষেপেই কহিলাম ॥ ৭৮ ॥ হে সুরসত্তমগণ ! এক্ষণে তোমরা আমার কার্য্য সাধনের নিমিত্ত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক গমন কর। সঙ্কটস্থল উপস্থিত হইলে আমাকে স্মরণ করিবামাত্রই দর্শন দিব। দেবগণ ! তোমরা সততই আমার এবং সনাতন পরমাত্মার স্মরণ করিও, উভয়ের স্মরণ করিলে কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে কিছুমাত্রই সন্দেহ থাকিবে না ॥ ৭৯—৮০ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবী ভুবনেশ্বরী এই বলিয়া আমাদিগকে সেই দিব্যকান্তিময়ী শক্তি সকল প্রদানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন। তদনুসারে বিষ্ণুকে মহালক্ষ্মী, মহাদেবকে মহাকালী, এবং আমাকে মহাসরস্বতী প্রদান করিয়া সেইস্থান হইতে বিসর্জ্জন করিলেন ॥ ৮১—৮২

ন দ্বীপোঽসৌ ন সা দেবী সুধাসিন্ধুস্তথৈব চ।
পুনর্দৃষ্টং বিমানং বৈ তত্রাস্মাভির্ন চান্যথা ॥ ৮৪ ॥
আসাদ্য তস্মিন্বিততে বিমানে
প্রাপ্তা বয়ং পঙ্কজসন্নিধৌ চ।
মহার্ণবে যত্র হতৌ দুরত্যয়ৌ
মুরারিণা তৌ মধুকৈটভাখ্যৌ ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীদেব্যা উপদেশদানং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

মহ্যং দত্ত্বেতি শেষঃ ॥ ৮২—৮৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

আমরা সেখান হইতে স্থানান্তরে আসিয়া দেবীর স্বরূপ ও অত্যদ্ভুত প্রভাব চিন্তা করিতে করিতে পুনর্ব্বার পুরুষ হইয়া পড়িলাম ॥ ৮৩ ॥ সেই বিমান প্রাপ্ত হইয়া আমরা তিনজনে তাহাতে আরোহণ করিয়া দেখি, সেই মণিদ্বীপ নাই, সেই দেবী নাই, কেবল সেই সুধা-সমুদ্রই রহিয়াছে, অনন্তর আমরা সেই বিমান ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না ॥ ৮৪ ॥ আমরা সেই সুবিস্তীর্ণ বিমান প্রাপ্ত হইয়া যেখানে দেবদেব জনার্দ্দন, মধুকৈটভ নামক দুর্দ্দান্ত অসুরদ্বয়কে সংহার করিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ সেই মহার্ণবে আমার জন্মপঙ্কজের সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ॥ ৮৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্দেবীভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীর বিভূতি বর্ণন
নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

এবম্প্রভাবা সা দেবী ময়া দৃষ্টাথ বিষ্ণুনা।
শিবেনাপি মহাভাগ! তাস্তা দেব্যঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য পিতুর্ব্বাক্যং নারদো মুনিসত্তমঃ।
প্রপচ্ছ পরমপ্রীতঃ প্রজাপতিমিদং বচঃ ॥ ২ ॥

নারদ উবাচ।

পুমানাদ্যোঽবিনাশী যো নির্গুণোঽচ্যুতিরব্যয়ঃ।
দৃষ্টশ্চৈবানুভূতশ্চ তদ্বদস্ব পিতামহ! ॥ ৩ ॥
ত্রিগুণা বীক্ষিতা শক্তির্নির্গুণা কীদৃশী পিতঃ!।
তস্যাঃ স্বরূপং মে ব্রূহি পুরুষস্য চ পদ্মজ! ॥ ৪ ॥
যদর্থঞ্চ ময়া তপ্তং শ্বেতদ্বীপে মহত্তপঃ।
দৃষ্টা সিদ্ধা মহাত্মানস্তাপসা গতমন্যবঃ ॥ ৫ ॥

দ্বিপঞ্চাশৎপদ্যৈকেস্ত প্রোক্তং তত্ত্বস্বরূপকম্।
গুণানাং ভেদসংস্থানৈঃ সাধিদৈবমথোচ্যতে॥

তাস্তা দেব্য আবরণদেবতাঃ ॥ ১—২ ॥
অচ্যুতির্নাশরহিতঃ। দৃষ্টশ্চৈবেতি। দৃষ্টোঽনুভূতশ্চ স্যাত্তং যথাদৃষ্টং যথানুভূতঞ্চ বদ ॥ ৩ ॥
যথা ত্রিগুণা স্থূলরূপা শক্তির্ম্মণিদ্বীপে করচরণাদিবিশিষ্টা দৃষ্টা তথা নির্গুণাপি দৃষ্টা-স্যাত্তথাচ সা নির্গুণা কীদৃশীতি তস্যা অপি স্বরূপং ব্রূহি ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ! এইরূপে আমি, বিষ্ণু ও মহাদেব আমরা তিনজনে সেই মহা-প্রভাবশালিনী দেবীকে এবং তাঁহার সেই মহাবৈভবসম্পন্না আবরণরূপিণী দেবীদিগকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে দর্শন করিয়াছিলাম ॥ ১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! মুনিসত্তম নারদ পিতার এই সমস্ত বচন শ্রবণ করিয়া পরম-প্রীতিসহকারে প্রজাপতিকে কহিলেন,লোকপিতামহ! আপনি যে, আদি ও অবিনশ্বর নির্গুণ, অচ্যুত ও অব্যয় পুরুষকে মনে মনে অনুভব করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার বিষয় কীর্ত্তন করুন্ ॥ ২—৩ ॥ পিতঃ! আপনি কর-চরণ-সংযুক্তা ত্রিগুণান্বিতা শক্তি দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু অদৃশ্যরূপা নির্গুণা শক্তি কি প্রকার? পদ্মজন্মন্! সেই প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ

পরমাত্মা ন সংপ্রাপ্তো ময়াসৌ দৃষ্টিগোচরঃ।
পুনঃপুনস্তপস্তীব্রং কৃতন্তত্র প্রজাপতে! ॥ ৬ ॥
ভবতা সগুণা শক্তিদৃষ্টা তাত! মনোরমা।
নির্গুণা নির্গুণশ্চৈব কীদৃশৌ তৌ বদস্ব মে ॥ ৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি পৃষ্টঃ পিতা তেন নারদেন প্রজাপতিঃ।
উবাচ বচনন্তথ্যং স্মিতপূর্ব্বং পিতামহঃ ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

নির্গুণস্য মুনে! রূপং ন ভবেদ্দৃষ্টিগোচরম্।
দৃশ্যঞ্চ নশ্বরং যস্মাদরূপং দৃশ্যতে কথম্ ॥ ৯ ॥
নির্গুণা দুর্গমা শক্তির্নির্গুণশ্চ তথা পুমান্।
জ্ঞানগম্যৌ মুনীনান্তু ভাবনীয়ৌ তথা পুনঃ ॥ ১০ ॥

এতৎ পরমাত্মদেব্যোর্দর্শনার্থং বহুতপস্তপ্তং তথাপি তৌ ন লব্ধাবিত্যাহ। যদর্থমিতি ॥ ৫—৮ ॥

দৃশ্যঞ্চ নশ্বরমিতি। যস্মাদ্ধেতোর্যদ্যদ্দৃশ্যং তত্তন্নশ্বরমিতি ব্যাপ্তিস্তস্মাৎ পরমাত্মনো নশ্বরত্বাভাবান্ন দৃশ্যত্বং দৃশ্যত্বে নশ্বরত্বং স্যাদেবেত্যর্থঃ। এতেন প্রথমাধ্যায়োক্তস্য সা কা কথমুৎপন্নেতি জনমেজয়প্রশ্নস্যোত্তরং ব্যাসেন নারদব্রহ্মসম্বাদমুখেনোক্তমিতি বোধ্যম্ ॥৯-১০॥

কীর্ত্তন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন্ ॥ ৪ ॥ প্রজাপতে! সেই নির্গুণ পরমাত্মার এবং নির্গুণা দেবীর দর্শনলালসায়, আমি শ্বেতদ্বীপে মহাতপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম এবং জিতেন্দ্রিয় ও জিতক্রোধ অনেক মহাত্মা সিদ্ধ পুরুষকেও তন্নিমিত্ত তপস্যা করিতে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু আমি সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইলাম না, পিতঃ! তাহাতেও আমি একবারে ক্ষান্ত হই নাই, বরং পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম, তথাপি তাহার দর্শনলাভে সমর্থ হই না ॥ ৫-৬ ॥ তাত! আপনি সেই মনোরমা সগুণাশক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু অদৃশ্যরূপা নির্গুণা শক্তি ও নির্গুণ পুরুষ কি প্রকার? তাঁহাদের কথা কীর্ত্তন করিয়া আমার চিরপ্রার্থিত মনোরথ সফল করুন্ ॥ ৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! নারদ পিতার নিকট এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে, লোকপিতামহ প্রজাপতি ঈষৎ হাস্য সহকারে তথ্য বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥৮॥ মুনিবর! নির্গুণ পুরুষের রূপ দৃষ্টিগোচর হয় না, কারণ, দৃশ্য বস্তুমাত্রেই নশ্বর হইয়া থাকে, অতএব তাঁহার রূপ কোথায় এবং তিনি কিরূপে দর্শন গোচর হইবেন? ॥৯॥ নারদ! নির্গুণা শক্তি অথবা নির্গুণ পুরুষ সহজে জ্ঞানগম্য হয়েন না, তবে ইহাঁরা উভয়েই মুনিগণের ধ্যানগম্য

অনাদিনিধনৌ বিদ্ধি সদা প্রকৃতিপূরুষৌ ।
বিশ্বাসেনাভিগম্যৌ তৌ নাবিশ্বাসেন কর্হিচিৎ ॥ ১১ ॥
চৈতন্যং সর্ব্বভূতেষু যত্তদ্বিদ্ধি পরাত্মকম্ ।
তেজঃ সর্ব্বত্রগং নিত্যং নানাভাবেষু নারদ ! ॥ ১২ ॥
তচ্চ তাঞ্চ মহাভাগ ! ব্যাপকৌ বিদ্ধি সর্ব্বগৌ ।
তাভ্যাং বিহীনং সংসারে ন কিঞ্চিদ্বস্তু বিদ্যতে ॥ ১৩ ॥
তৌ বিচিন্ত্যৌ সদা দেহে মিশ্রীভূতৌ সদাব্যয়ৌ ।
একরূপৌ চিদাত্মানৌ নির্গুণৌ নির্ম্মলাবুভৌ ॥ ১৪ ॥
যা শক্তিঃ পরমাত্মাসৌ যোঽসৌ সা পরমা মতা ।
অন্তরং নৈতয়োঃ কোঽপি সূক্ষ্মং বেদ চ নারদ! ॥ ১৫ ॥
অধীত্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বেদান্ সাঙ্গাংশ্চ নারদ ! ।
ন জানাতি তয়োঃ সূক্ষ্মমন্তরং বিরতিং বিনা ॥ ১৬ ॥

বিশ্বাসেনেতি। অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োরিতি শ্রুত্যনুভববিশ্বাসেনেব জ্ঞেয়াবিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

তত্র তয়োর্ব্যাপকত্বমাহ। চৈতন্যমিতি। নানাভাবেষু নানাজীবেষু ॥ ১২ ॥

যথা চৈতন্যং ব্যাপকং তথা তাং তদভিন্নাং শক্তিমপি ব্যাপিকাং বিদ্ধি তস্মাদুভাবপি ব্যাপকৌ। তাভ্যাং বিহীনমিতি। তথা চ শ্রুতিঃ। মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্। তয়োর্ব্বিভূতিলেশো বৈ জগদেতচ্চরাচরমিতি ॥ ১৩ ॥

তাবিতি। তৌ চ পৃথঙ্নোপাস্যৌ কিন্তু মিশ্রীভূতাবেবোপাস্যৌ। তয়োর্নিরন্তরং মিশ্রীভূতয়োরেব সত্ত্বাৎ পৃথক্ত্বেনৈকস্যাপ্যবস্থানাভাবাদিতি ভাবঃ। অতএব শাস্ত্রে দেব্যা উপাসনা যা উক্তা সা জড়ায়া মিথ্যাভূতায়া উক্তেতি ন ভ্রমিতব্যম্। তথা চ মায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব দেবীপদবাচ্যং মায়াপদশক্ত্যাদিপদবাচ্যমিতি সিদ্ধান্তঃ। স্পষ্টং চেদমুপোদ্বলতে ॥ ১৪ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি। যা শক্তিরিতি। অন্তরং ভেদঃ। সূক্ষ্মমপি ন বেদ ॥ ১৫ ॥

ও জ্ঞানগম্য হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥ প্রকৃতি ও পুরুষের আদি এবং অন্ত কখনই নাই, বিশ্বাস দ্বারা তাঁহাদিগকে লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ, কদাচই তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইতে পারে না ॥ ১১ ॥ নারদ! সমস্ত ভূতগণে যে চৈতন্য অনুভব হয় এবং বিবিধ জীবে যে সর্ব্বত্রগামী নিত্য তেজঃপদার্থ দৃষ্ট হয়, তাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া জানিবে ॥ ১২ ॥ মহাভাগ! সেই পুরুষ ও প্রকৃতি সর্ব্বত্রগামী ও সর্ব্ব বস্তুতেই অবস্থিতি করিতেছেন, ইহ সংসারে তদুভয় বিহীন হইয়া কোন বস্তুই বিদ্যমান থাকিতে পারে না ॥ ১৩ ॥ সেই উভয়েই চিদাত্মা, নির্গুণ, নির্ম্মল ও অব্যয়; এই উভয়ের মিশ্রীভূত একরূপ সততই হৃদয়ে চিন্তা করা কর্ত্তব্য ॥ ১৪ ॥ যিনি শক্তি, তিনিই পরমাত্মা, যিনি পরমাত্মা, তিনিই পরমাশক্তি, নারদ! ইহাঁদের সূক্ষ্ম প্রভেদ কেহই অবগত হইতে পারে

অহঙ্কারকৃতং সর্ব্বং বিশ্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
কথং তদ্রহিতং পুত্র! ভবেৎ কল্পশতৈরপি॥ ১৭॥
নির্গুণং সগুণঃ পুত্র! কথং পশ্যতি চক্ষুষা।
সগুণঞ্চ মহাবুদ্ধে! চেতসা সংবিচারয়॥ ১৮॥
পিত্তেনাচ্ছাদিতা জিহ্বা চক্ষুশ্চ মুনিসত্তম!।
কটুপীতং বিজানাতি রসং রূপং ন তত্তথা॥ ১৯॥
গুণৈঃ সমাবৃতং চেতঃ কথং জানাতি নির্গুণম্।
অহঙ্কারোদ্ভবং তচ্চ তদ্বিহীনং কথং ভবেৎ॥ ২০॥
যাবন্ন গুণবিচ্ছেদস্তাবত্তদ্দর্শনং কুতঃ।
তং পশ্যতি তদা চিত্তে যদাহঙ্কারবর্জ্জিতঃ॥ ২১॥

যাবৎপর্য্যন্তং সত্ত্বাদিশুদ্ধ্যা বৈরাগ্যং নাস্তি তাবৎপর্য্যন্তং সর্ব্বশাস্ত্রাণ্যপ্যধীত্য তয়োঃ পরমাত্মদেব্যোর্নামমাত্রকৃতং সূক্ষ্মমন্তরং ভেদং ন জানাতি কিন্তু স্বরূপত এব মূঢ়ো ভেদং জানাতি। বিরক্তঃ সত্ত্বশুদ্ধস্তু তয়োঃ স্বরূপতো ভেদং নৈব জানাতীতি ভাবঃ॥ ১৬॥

নন্থ তদ্বৈরাগ্যং কুতো দুর্ল্লভমিতি চেত্তত্রাহ। অহঙ্কারেতি। সর্ব্বং বিশ্বং দেহাদিম্বহঙ্কারেণ ব্যাপ্তং তদ্বিশ্বং কল্পশতৈরপি কথং তদ্রহিতং স্যান্নচ তৎসত্ত্বে বৈরাগ্যং ভবতি ততো বৈরাগ্যং দুর্ল্লভমিতি॥ ১৭॥

তস্মান্নির্গুণং পরমাত্মানং স্বয়ং সগুণোঽহঙ্কারাদিবিশিষ্টঃ পুরুষঃ কথং চক্ষুষা পশ্যতি ন কথমপীত্যর্থঃ। তস্মাদ্যোগ্যতাভাবাৎ সগুণমেবাধিকারপ্রাপ্তিপর্য্যন্তং চেতসা সংবিচারয়োপাস্স্ব॥ ১৮॥

দৃষ্টান্তমাহ পিত্তেনেতি। রসং রূপং নেতি। যথার্থরসং যথার্থরূপং জানাতীত্যর্থঃ॥ ১৯॥

দার্ষ্টান্তিকমাহ গুণৈরিতি। তদ্বিহীনং গুণবিহীনম্। অহঙ্কারস্য গুণত্রয়াত্মকত্বেন তদুদ্ভূতস্য চেতসস্তন্ময়ত্বেন কথং তস্য চেতসো গুণরহিতত্বং স্যাদিত্যর্থঃ॥ ২০॥

না॥১৫॥ নারদ! জীবলোক, সমস্ত শাস্ত্র ও সাঙ্গবেদ চতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়া কেবল তাঁহাদের নামমাত্র ভেদ জ্ঞাত হয়, বস্তুতঃ বিশুদ্ধ বৈরাগ্য ব্যতিরেকে কেহই সূক্ষ্মপ্রভেদ অবগত হইতে সমর্থ হয় না॥ ১৬॥ বৎস! অহঙ্কারের নিরাকরণ না হইলে তাঁহাদিগকে জানিবার উপায় নাই; এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক অখিল বিশ্ব অহঙ্কার রূপ উপাদানে নির্ম্মিত, অতএব কল্পশতকাল বিশেষরূপ আয়াস ও যত্ন করিলেও কিরূপে অহঙ্কাররহিত হইবে? অতএব নারদ! বৈরাগ্য অতিশয় দুর্ল্লভ পদার্থ॥ ১৭॥ জীবগণ, সগুণ হইয়া নির্গুণ পদার্থকে কিরূপে চক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে? অতএব হে সুবুদ্ধে! যদি যোগ্যতারই অভাব হইতেছে, তবে তুমি অধিকার প্রাপ্তি পর্য্যন্ত চিত্ত দ্বারা সগুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা কর॥ ১৮॥ মুনিসত্তম! রসনা ও দৃষ্টি যদি পিত্ত দ্বারা দূষিত হয়, তবে যেমন কটুরস ও পীতরূপ পূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ সমস্ত জীবগণের গুণসমাচ্ছন্ন চিত্ত ও নির্গুণ বস্তু অবগতি করিতে অক্ষম হইয়া থাকে। নারদ! সেই চিত্ত অহঙ্কার হইতে

নারদ উবাচ।

স্বরূপং দেবদেবেশ! ত্রয়াণামেব বিস্তরাৎ।
গুণানাং যৎ স্বরূপোঽস্তি হ্যহঙ্কারস্ত্রিরূপকঃ॥ ২২॥
সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ তথাপরঃ।
বিভেদেন স্বরূপাণি বদস্ব পুরুষোত্তম!॥ ২৩॥
যজ্জ্ঞাত্বা বিপ্রমুচ্যেঽহং জ্ঞানং ত্বং বদ মে প্রভো!।
গুণানাং লক্ষণান্যেব বিততানি বিভাগশঃ॥ ২৪॥

ব্রহ্মোবাচ।

ত্রয়াণাং শক্তয়স্তিস্রস্তদ্ব্রবীমি তবানঘ!।
জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিরর্থশক্তিস্তথাপরা॥ ২৫॥
সাত্ত্বিকস্য জ্ঞানশক্তী রাজসস্য ক্রিয়াত্মিকা।
দ্রব্যশক্তিস্তামসস্য তিস্রশ্চ কথিতাস্তব॥ ২৬॥
তেষাং কার্য্যাণি বক্ষ্যামি শৃণু নারদ! তত্ত্বতঃ।
তামস্যা দ্রব্যশক্তেশ্চ শব্দস্পর্শসমুদ্ভবঃ॥ ২৭॥

ন যাবদ্‌গুণবিচ্ছেদস্তাবত্তয়োঃ পরমাত্মদেবয়োর্দর্শনাশাপি নাস্তীত্যাহ। যাবন্নেতি॥২১-২৪॥
ত্রয়াণামহঙ্কারাণাম্। তিস্রঃ শক্তয়ঃ। জ্ঞানজনিকা শক্তিঃ সাত্ত্বিকস্য ক্রিয়াজনিকা শক্তী রাজসস্য পৃথিব্যাদ্যর্থরূপকার্য্যজনিকা শক্তিস্তামসস্যেত্যাহ ত্রয়াণামিতি॥ ২৫—২৬॥
তামস্যা ইতি। তামসাহঙ্কারসম্বন্ধিদ্রব্যজনকশক্তেঃ সকাশাচ্ছব্দাদিগুণানামুৎপত্তিঃ॥২৭॥

উৎপন্ন, তবে তাহা কিরূপে অহঙ্কার বিহীন হইতে পারিবে॥ ১৯—২০॥ জীবগণও যাবৎ নির্গুণ হইতে না পারে, তাবৎ সেই নির্গুণ পুরুষ-প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিবার সম্ভাবনা নাই, নারদ! জীব যখন অহঙ্কারবর্জ্জিত হয়, তখনই চিত্তমধ্যে সেই নির্গুণ পুরুষাদিকে দর্শন করিয়া থাকে সন্দেহ নাই॥ ২১॥

নারদ কহিলেন, হে পুরুষোত্তম! গুণত্রয়ের স্বরূপ অহঙ্কার ত সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস-ভেদে তিন প্রকার, সেই সমুদায়ের স্বরূপগত প্রকার ভেদ আপনি বিস্তারিত ক্রমে বর্ণন করুন; আর যাহা জানিতে পারিলে আমি মুক্তিলাভে সমর্থ হইব সেই জ্ঞানের বিষয় এবং গুণত্রয়ের লক্ষণ সকল বিস্তার পূর্ব্বক বিভাগ ক্রমে কীর্ত্তন করিয়া আমার অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট করুন॥ ২২—২৪॥

ব্রহ্মা বলিলেন, হে অনঘ! জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও অর্থশক্তি ভেদে অহঙ্কারের শক্তি তিন প্রকার; তন্মধ্যে সাত্ত্বিক অহঙ্কারের জ্ঞানজনিকা শক্তি, রাজসের ক্রিয়াজনিকা শক্তি এবং তামসের অর্থশক্তি জানিবে; নারদ! আমি তোমার নিকট ত্রিবিধ অহঙ্কারের পৃথক্ পৃথক্ শক্তি বিভাগক্রমে বর্ণন করিলাম॥ ২৫—২৬॥ এক্ষণে, তাহাদের কার্য্য সমুদায়

রূপং রসশ্চ গন্ধশ্চ তন্মাত্রাণি প্রচক্ষতে।
শব্দৈকগুণমাকাশং বায়ুঃ স্পর্শগুণস্তথা ॥ ২৮ ॥
স্বরূপৈকগুণোঽগ্নিশ্চ জলং রসগুণাত্মকম্
পৃথ্বী গন্ধগুণা জ্ঞেয়া সূক্ষ্মাণ্যেতানি নারদ! ॥ ২৯ ॥
দশৈতানি মিলিত্বা তু দ্রব্যশক্তিযুতানি বৈ।
তামসাহঙ্কারজোঽয়ং সর্গস্তদনুবৃত্তিকঃ ॥ ৩০ ॥
রাজস্যাশ্চ ক্রিয়াশক্তেরুৎপন্নানি শৃণুষ্ব মে।
শ্রোত্রং ত্বগ্রসনাচক্ষুর্ঘ্রাণং চৈবচ পঞ্চমম্ ॥ ৩১ ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চৈতানি তথা কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
বাক্‌পাণিপাদপায়ুশ্চ গুহ্যান্তানি চ পঞ্চ বৈ ॥ ৩২ ॥
প্রাণোঽপানশ্চ ব্যানশ্চ সমানোদানবায়বঃ।
পঞ্চদশ মিলিত্বৈব রাজসঃ সর্গ উচ্যতে ॥ ৩৩ ॥
সাধনানি কিলৈতানি ক্রিয়াশক্তিময়ানি চ।
উপাদানং কিলৈতেষাং চিদনুবৃত্তিরুচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

এতেভ্যো গুণেভ্যঃ শব্দৈকগুণমাকাশমিত্যাদিক্রমেণ সূক্ষ্মাণি তন্মাত্রাপরপর্য্যায়াণি পঞ্চভূতান্যুৎপদ্যন্ত ইত্যাহ। শব্দৈকগুণমিতি ॥ ২৮—২৯ ॥

পুনর্ব্বক্ষ্যমাণরীত্যা পঞ্চীকরণে কৃতে সতি দ্রব্যশক্তিযুততামসাহঙ্কারানুবৃত্তিযুক্তো ব্রহ্মাণ্ডসর্গো জায়ত ইত্যাহ। দশৈতানীতি ॥ ৩০ ॥

রাজসাহঙ্কারসম্বন্ধিক্রিয়াজনকশক্তেঃ কার্য্যমাহ। রাজস্যা ইতি। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ প্রাণাশ্চোৎপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৩ ॥

তথ্যানুসারে কহিতেছি শ্রবণ কর। তামসাহঙ্কারসম্বন্ধিনী দ্রব্যজনকশক্তি হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং ঐ সমস্ত গুণ হইতে পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর স্পর্শ, অগ্নির রূপ, জলের রস ও পৃথিবীর গন্ধ। নারদ! এই সূক্ষ্ম দশটী পদার্থ মিলিত হইয়া পৃথিব্যাদি রূপ কার্য্যজনিকাশক্তিবিশিষ্ট হয়। পরে পঞ্চীকরণ নিষ্পাদিত হইলে দ্রব্যশক্তি বিশিষ্ট তামসাহঙ্কারের অনুবৃত্তিযুক্ত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ২৭—৩০ ॥ এক্ষণে রাজসীশক্তি হইতে যাহা যাহা উৎপন্ন তৎসমুদায় শ্রবণ কর। শ্রোত্র, ত্বক্, রসনা, চক্ষুঃ, ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান এই পঞ্চবিধ বায়ু সমুদায়ে এই পঞ্চদশ পদার্থ মিলিত হইয়া যে সৃষ্টি হয়, তাহাকে রাজস সৃষ্টি বলিয়া থাকে। নারদ! এই ক্রিয়াশক্তিময় সাধন অর্থাৎ করণসংজ্ঞক ইন্দ্রিয় সকল আর ইহাদের উপাদান কারণ ইহাদিগকে চিদনুবৃত্তি অর্থাৎ মায়া বলিয়া

জ্ঞানশক্তিসমাযুক্তাঃ সাত্ত্বিকাচ্চ সমুদ্ভবাঃ ।
দিশো বায়ুশ্চ সূর্য্যশ্চ বরুণশ্চাশ্বিনাবপি ॥ ৩৫ ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং পঞ্চানাং পঞ্চাধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ ।
চন্দ্রো ব্রহ্মা তথা রুদ্রঃ ক্ষেত্রজ্ঞশ্চ চতুর্থকঃ ॥ ৩৬ ॥
ইত্যন্তঃকারণাখ্যস্য বুদ্ধ্যাদেশ্চাধিদৈবতম্ ।
চত্বার্য্যেব তথা প্রোক্তাঃ কিলাধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ ॥ ৩৭ ॥
মনসা সহ চৈতানি নূনং পঞ্চদশৈব তু ।
সাত্ত্বিকস্য তু সর্গোঽয়ং সাত্ত্বিকাখ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৮ ॥
স্থূলসূক্ষ্মাদিভেদেন দ্বে রূপে পরমাত্মনঃ ।
জ্ঞানরূপং নিরাকারং নিদানস্তৎ প্রচক্ষতে ॥ ৩৯ ॥

সাধনানি কিমেতি। সাধনানি করণসংজ্ঞকানীন্দ্রিয়াণ্যেতানীত্যর্থঃ। কিঞ্চ ক্রিয়াশক্তিযুক্তত্বাৎ ক্রিয়াশক্তিময়ানি। এতেষাং সর্ব্বেষামুপাদানং বিবর্ত্তোপাদানন্তু চিদনুবৃত্তিশ্চিদেব বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। যদ্বা উপাদানং সমবায়িকারণন্তু চিন্মনুবৃত্তিশ্চিতোঽনুবৃত্তিরনুস্যূততা যস্যাং মায়ায়াং সা মায়োচ্যত ইত্যর্থঃ। মায়ৈব সর্ব্বেষাং পরিণামোপাদানমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

সমুদ্ভবা অর্শ আদ্যজন্তম্। সাত্ত্বিকাদহঙ্কারাধিষ্ঠাতৃদেবতা দিশো বায়ুশ্চেতি বক্ষ্যমাণা উৎপন্না ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অত্র জ্ঞানেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতা কথনং কর্ম্মেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতানামুপলক্ষণম্। বৈকারিকাদহঙ্কারাদুভয়োরপ্যুৎপন্নত্বাৎ। চন্দ্রো ব্রহ্মেতি চতুষ্টয়ন্তু বৃত্তিভেদেন চতুর্দ্ধাভিন্নস্যান্তঃকরণস্যাধিষ্ঠাত্রিতি বোধ্যম্ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

বৃত্তিভেদেনৈব মনসশ্চতুষ্টয়াত্মকত্বং ন স্বরূপতঃ। স্বরূপতস্ত্বেকত্বমেবেতি। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ প্রাণা ইতি পঞ্চদশ বস্তূনি একেন মনসা যুক্তানি ষোড়শ বিকারে গণিতানি ষোড়শৈব ভবন্তি নত্বধিকানীতি ভাবঃ। তদুক্তং মূলভূতাত্তত্তোব্যক্তাদ্বিকৃতাৎ পরবস্তুনঃ। আসীৎ কিল মহত্তত্ত্বং গুণান্তঃকরণাত্মকম্। অভূত্তস্মাদহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ সৃষ্টিভেদতঃ। বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যহন্ত্রিধা। বৈকারিকাদহঙ্কারাদ্দেবা বৈকারিকা দশ। দিগ্বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ। তৈজসাদিন্দ্রিয়াণ্যাসংস্তন্মাত্রাক্রমযোগতঃ। ভূতাদিকাদহঙ্কারাৎ পঞ্চভূতানি জজ্ঞির ইতি শারদায়াম্। অত্রেন্দ্রিয়সৃষ্টিবিষয়ে পঞ্চভূতসৃষ্টিবিষয়ে চ শৈবসাংখ্যবেদান্তিনাং পরস্পরং বহুবিরোধো দৃশ্যতে তথাপি সৃষ্টের্মায়িকত্বেন মিথ্যাত্বাত্তত্রাদরাভাবেন যথা কথঞ্চিদিন্দ্রজালবদ্দৃশ্যমানস্য নিরুক্তির্ম্মূঢ়জনবুদ্ধিশঙ্কানিবারণার্থং কাঞ্চিদপি প্রক্রিয়ামাশ্রিত্য কর্ত্তব্যেত্যভিপ্রায়েণ গ্রন্থকৃদুক্তা সৃষ্টির্ম্মতান্তরবিরুদ্ধেতি ন মন্তব্যমিতি ॥ ৩৮ ॥

থাকে ॥ ৩১—৩৪ ॥ নারদ ! সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জ্ঞানশক্তি সমন্বিত পঞ্চ অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অর্থাৎ দিক্, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ ও অশ্বিনীকুমার দ্বয় এবং বুদ্ধি প্রভৃতি চারি প্রকারে বিভক্ত অন্তঃকরণের চন্দ্র, ব্রহ্মা, রুদ্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই চারি অধিষ্ঠাতৃ দেবতা উৎপন্ন হইয়াছেন। এইরূপে উক্ত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ বায়ু এই পঞ্চদশ ও মন এই ষোড়শ পদার্থ সাত্ত্বিক সৃষ্টি বলিয়া উক্ত হইয়া

সাধকস্য তু ধ্যানাদৌ স্থূলরূপং প্রচক্ষতে* ।
শরীরং সূক্ষ্মমেবেদং পুরুষস্য প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪০ ॥
মম চৈব শরীরং বৈ সূত্রমিত্যভিধীয়তে ।
স্থূলং শরীরং বক্ষ্যামি ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ॥ ৪১ ॥
শৃণু নারদ ! যত্নেন যচ্ছ্রুত্বা বিপ্রমুচ্যতে ।
তন্মাত্রাণি পুরোক্তানি ভূতসূক্ষ্মাণি যানি বৈ ॥ ৪২ ॥
পঞ্চীকৃত্যা তু তান্যেব পঞ্চভূতসমুদ্ভবঃ ।
পঞ্চীকরণভেদোঽয়ং শৃণু সংবদতঃ কিল ॥ ৪৩ ॥

ইত্থং ত্রস্বসৃষ্টিমুপপাদ্যোপাসনার্থং মায়াশক্তিবিশিষ্টব্রহ্মণো ভগবতীপদবাচ্যস্য দ্বিবিধং রূপমাহ স্থূলসূক্ষ্মাদিভেদেনেতি। নিদানমিতি। জ্ঞানরূপং সর্ব্বাধিষ্ঠানং নিদানং বিবর্ত্তাদি-কারণমিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

তত্তু উত্তমাধিকারিজ্ঞানগম্যমেব নতু মধ্যমাধিকারিধ্যানগম্যম্। ততো মধ্যমাধিকারিণ উপাসনার্থং দ্বিতীয়ং স্থূলরূপমস্তীত্যাহ সাধকস্যেতি। সূক্ষ্মমেবেতি। মায়াশক্তে রূপদ্বয়-মন্তর্ম্মুখবহির্ম্মুখরূপভেদেন। তত্রান্তর্ম্মুখং রূপস্তু পরাহন্তারূপমুত্তমাধিকারিজ্ঞানবিষয়ো বহির্ম্মুখং রূপন্তু তদপেক্ষয়া স্থূলং ভবতি ততো বহির্ম্মুখমায়াশক্ত্যাকারবিশিষ্টং ব্রহ্মরূপং মধ্যমাধিকারিভিরুপাস্যমিত্যর্থঃ। অক্ষরার্থস্তু পুরুষস্য পরমাত্মনো লিঙ্গদেহাপেক্ষয়া সূক্ষ্মমে-বেদং বহির্ম্মুখমায়াকারাপেক্ষয়া তু স্থূলং শরীরং প্রকীর্ত্তিতং ততস্তদ্রূপাস্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

মম চেতি। মম চ যচ্ছরীরং সূত্রং সূত্রসংজ্ঞকস্তদপি পরমাত্মনঃ স্থূলং শরীরমিত্যভি-ধীয়তে। তত্তদ্বিশিষ্টঃ পরমাত্মাপ্যুপাস্য ইত্যর্থঃ। অথ স্থূলতমং বিরাট্শরীরমাহ স্থূলং শরীরমিতি ॥ ৪১ ॥

প্রথমমস্যোৎপত্তিমাহ শৃণ্বিতি ॥ ৪২ ॥

তান্যেবেতি। তান্যেব সূক্ষ্মভূতানীশ্বরেণ পঞ্চীকৃত্য পঞ্চভূতসমুদ্ভবঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥৪৩॥

থাকে ॥ ৩৫—৩৮ ॥ বৎস ! স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে পরমাত্মার রূপ দুই প্রকার, তন্মধ্যে নিরাকার জ্ঞানরূপ এক প্রকার, তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ তাহাকেই নিদান অর্থাৎ অখিলের মূলকারণ বলিয়া থাকেন। উহা কেবল উত্তমাধিকারী জ্ঞানীদিগেরই, অন্যের নহে। আর মায়োপহিত ব্রহ্ম-রূপা ভগবতীর অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ ভেদে সূক্ষ্ম ও স্থূল ভাবে যে দুই রূপ আছে, তাহাও উপাসকদিগের মধ্যমাধমভেদে ধ্যানাদিতে প্রতিভাত হয় ॥৩৯—৪০॥ নারদ ! আমার এই শরীর সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, ইহাকে ও পরমাত্মার স্থূল শরীর কহে, অতএব ঐ সূত্রসমন্বিত পরমাত্মারও উপাসনা করা কর্ত্তব্য। নারদ ! আমি এক্ষণে তোমার নিকট পরমাত্মা ব্রহ্মের বিরাট্রূপ স্থূল শরীরের বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি তুমি ইহা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর, শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে উহা শ্রবণ করিলে মনুষ্যগণ মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় ॥৪১॥ বৎস ! পূর্ব্বে আমি তোমাকে যে সূক্ষ্মভূত রূপ পঞ্চতন্মাত্রের বিষয় বলিয়াছি ঈশ্বর

---

* তথানন্দানুবৃত্তিশ্চ হ্যুপাদানং প্রচক্ষতে। সাধকসাধনাসাধ্যাত্মদিরূপং পরমাত্মনঃ ।
ইত্যধিকপাঠঃ কচিৎ পুস্তকে দৃশ্যতে ॥

প্রথমং রসতন্মাত্রামুপাদায় মনস্তপি।
কল্পয়েচ্চ তথা তদ্বৈ যথা ভবতি চোদকম্ ॥ ৪৪ ॥
শিষ্টানাং চৈব ভূতানামংশান্ কৃত্বা পৃথক্ পৃথক্।
উদকে মিশ্রয়েচ্চাংশান্ কৃতে রসময়ে ততঃ ॥ ৪৫ ॥

প্রথমং রসতন্মাত্রামিতি। রসতন্মাত্রাং মনস্ত্যপাদায় নিশ্চিত্য দ্বেধা কল্পয়েদিতি শেষঃ। অনন্তরং যথা তৎ স্থূলমুদকং ভবতি তথা কল্পয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

সেই সকলের পঞ্চীকরণ ক্রিয়া দ্বারা স্থূল পঞ্চভূতের উৎপাদন করিয়াছেন। সেই পঞ্চীকরণ আমি বিশেষরূপে বলিতেছি শ্রবণ কর ॥৪২—৪৩॥ মনে কর উদক নামক ভূতসৃষ্টি করিবার নিমিত্ত প্রথমে রসতন্মাত্রকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইল, এইরূপে অবশিষ্ট সূক্ষ্মভূতরূপ তন্মাত্র চতুষ্টয়ও পৃথক্ পৃথক্ দুইভাগে বিভাজিত হইল। এক্ষণে পঞ্চভূতের প্রত্যেকের অর্দ্ধভাগ রাখিয়া দিয়া, অবশিষ্ট প্রত্যেক অর্দ্ধভাগকে পুনর্ব্বার চারিভাগে বিভক্ত কর, সেই চারি ভাগের এক এক ভাগ, নিজের অর্দ্ধাংশে যোগ না করিয়া অন্য অর্দ্ধ চতুষ্টয়ের প্রত্যেকেই যোগ কর। এইরূপ করিলে জল ও ক্ষিতি আদি স্থূল পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইবে ॥ ৪৪—৪৫ ॥* এইরূপে জলাদির সৃষ্টি হইলে পর তাহাতে অধিষ্ঠাতৃরূপে চৈতন্য

---

* স্পষ্টরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত আমরা পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়ার একটী চিত্র প্রদান করিতেছি।

	আকাশ	বায়ু	তেজ	জল	ক্ষিতি
আকাশ	॥০	৵০	৵০	৵০	৵০
বায়ু	৵০	॥০	৵০	৵০	৵০
তেজ	৵০	৵০	॥০	৵০	৵০
জল	৵০	৵০	৵০	॥০	৵০
ক্ষিতি	৵০	৵০	৵০	৵০	॥০
স্থূল পঞ্চভূত	১	১	১	১	১

তদা ভূতবিভাগে চ চৈতন্যে চ প্রবেশিতে।
চৈতন্যস্য প্রবেশাত্তু তদাহমিতি সংশয়ঃ॥ ৪৬॥
প্রতীয়মানে তেনৈব বিশেষেণাভিমানতঃ।
আদিনারায়ণো দেবো ভগবানিতি চোচ্যতে॥ ৪৭॥
ঘনীভূতেঽথ ভূতানাং বিভাগে স্পষ্টতাং গতে।
বৃদ্ধিং প্রাপ্য গুণৈশ্চেত্থমেকৈকগুণবৃদ্ধিতঃ॥ ৪৮॥
আকাশস্য গুণশ্চৈকঃ শব্দ এব ন চাপরঃ।
শব্দস্পর্শৌ চ বায়োশ্চ দ্বৌ গুণৌ পরিকীর্ত্তিতৌ॥ ৪৯॥
অগ্নেঃ শব্দশ্চ স্পর্শশ্চ রূপমেতে ত্রয়ো গুণাঃ।
শব্দস্পর্শরূপরসাশ্চত্বারো বৈ জলস্য চ॥ ৫০॥

কয়া কল্পনয়া তথা ভবতি তৎ স্বয়মেবাহ শিষ্টানামিতি। যথা রসতন্মাত্রা দ্বিধা কৃতা তথাবশিষ্টা ভূততন্মাত্রা অপি দ্বিধা কর্ত্তব্যাঃ। তত্র সর্ব্বেষর্দ্ধভাগস্তথৈব স্থাপনীয়োঽবশিষ্টার্দ্ধভাগস্থাংশান্ পৃথক্ পৃথক্ চতুর্দ্ধা কৃত্বা স্বস্বার্দ্ধভাগরহিতেঽর্দ্ধভাগে তানংশান্ মেলয়েৎ। তথা চ রসতন্মাত্রার্দ্ধভাগে উদকে রসতন্মাত্রাতিরিক্তভূততন্মাত্রার্দ্ধভাগচতুঃখণ্ডান্ মিশ্রয়েঃ মেলয়েদেবং কৃতে রসময়ে স্থূলজলং জাতমিত্যর্থঃ॥ ৪৫॥

ততোঽনন্তরমেব তদা ভূতবিভাগে ইতরেষাং চতুর্ণাং ভূতানাং পঞ্চীকরণেন বিভাগে জাতে তস্মিন্ পঞ্চীকৃতপঞ্চভূতাত্মকেঽধিষ্ঠানতয়া চৈতন্যস্য প্রবেশে জাতেঽপি প্রতিবিম্বতয়া প্রবেশ উচ্যতে চৈতন্যে চ প্রবেশিত ইতি। তস্য প্রতিবিম্বরূপচৈতন্যস্য প্রবেশাৎ পঞ্চভূতাত্মকে দেহে অহমিতি সংশয়স্তাদাত্ম্যরূপঃ সংশয়ো মনোবৃত্তিরূপ উৎপদ্যতে। তস্য দেহেঽহমিতি তাদাত্ম্যমুৎপদ্যত ইতি ফলিতম্॥ ৪৬॥

তৎ স্থূলদেহাভিমানং বিশিষ্টং চৈতন্যং বৈশ্বানর ইত্যাদিভিঃ নারায়ণ ইত্যাদিভিশ্চ সংজ্ঞাভিরুচ্যতে॥ ৪৭॥

পঞ্চীকৃতপঞ্চভূতানাং গুণবৃদ্ধ্যা স্বরূপমাহ ঘনীভূত ইতি। ঘনীভূতে পঞ্চীকরণেন দৃঢ়ীভূতে সতি বিভাগে আকাশাদিরূপেণ বিভাগে স্পষ্টতাং গতে সতি পূর্ব্বোক্তরসতন্মাত্রগুণৈঃ কারণভূতৈর্বৃদ্ধিং প্রাপ্য কারণগুণাঃ কার্য্যগুণানারভন্ত ইতি ন্যায়াদগুণবৃদ্ধিং প্রাপ্যৈকৈকগুণবৃদ্ধিতো যুক্তান্যেকৈকভূতানি ভবন্তীত্যর্থঃ॥ ৪৮॥

কয়া কয়া গুণবৃদ্ধ্যা কিং কিম্ভূতং যুক্তমস্তি তন্নাম্না নির্দ্দিশতি আকাশস্যেতি॥৪৯—৫০॥

প্রবিষ্ট হন, তখন সেই পঞ্চভূতাত্মক-দেহে আমিই এই পঞ্চভূতাত্মক দেহ এইরূপ তাদাত্ম্য ভাবে সংশয়াত্মক মনোবৃত্তির উদয় হয়॥ ৪৬॥ এইরূপ প্রতীয়মান হইলে, সেই স্থূলদেহাভিমানবিশিষ্ট চৈতন্য ভগবান্ আদিদেব নারায়ণ অথবা বৈশ্বানর বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন॥৪৭॥ আকাশাদি ভূতগণ পঞ্চীকরণ দ্বারা দৃঢ়ীভূত ও স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইলে, আকাশে এক, বায়ুতে দুই এইরূপ ক্রমে ভূত সকলে এক এক অধিক গুণ দৃষ্ট হয়॥ ৪৮॥ তদনুসারে আকাশের এক শব্দ গুণ ভিন্ন অপর আর কিছুই নাই, বায়ুর শব্দ ও স্পর্শ, অগ্নির

শব্দস্পর্শরূপরসা গন্ধশ্চ পৃথিবীগুণাঃ।
এবং মিলিতযোগৈশ্চ ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তিরুচ্যতে ॥ ৫১ ॥
সর্ব্বজীবা মিলিত্বৈব ব্রহ্মাণ্ডাংশসমুদ্ভবাঃ।
চতুরশীতিলক্ষাশ্চ প্রোক্তা বৈ জীবজাতয়ঃ* ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অধিদেবতাসহিতং গুণপ্রভেদৈস্তত্ত্বস্বরূপবর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

এবমিতি। এবং পঞ্চীকৃতভূতাত্মকমেব ব্রহ্মাণ্ডমুৎপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

সর্ব্বে জীবা। এতে সর্ব্বে জীবা মিলিত্বৈব সর্ব্বজীবাবিদ্যাভিরেব ব্রহ্মাণ্ডস্যোৎপত্তিরিত্যর্থঃ। জীবাবিদ্যাভিরেব ব্রহ্মাণ্ডং কল্পিতং স্বকর্ম্মফলভোগার্থমিতি ভাবঃ। নত্বীশ্বরস্ত তৎকল্পনে কিঞ্চিৎ ফলমস্তি। কিন্ত্বহনেশ্বরোঽপি জীবাবিদ্যাভিরেব কল্পিত ইতি রহস্যম্। কতি জীবাঃ সন্তি তত্রাহ চতুরশীতীতি। তদেতৎ স্থূলতমং রূপমপ্যুপাস্যম্। তথা চ এতাবতা সর্ব্বগ্রন্থেন সর্ব্বা মহাসৃষ্টিরীশ্বরকর্ত্তৃকা জীবসৃষ্টিশ্চোপপাদিতা তস্যাং সৃষ্টৌ বিদ্যমানজীবানামুত্তমাধিকারিণাং জ্ঞানঘনস্তুরীয়ং প্রণবমায়াবীজবাচ্যং ব্রহ্মজ্ঞেয়মুক্তম্। মধ্যমাধিকারিণাস্তু স্থূলসূক্ষ্মকারণদেহাবচ্ছিন্নং ব্রহ্মবৈশ্বানরসূত্রহিরণ্যগর্ভাখ্যাকৃতসংজ্ঞকং ব্যষ্টৌ বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞসংজ্ঞকং প্রণবমায়াবীজাবয়ববর্ণত্রয়বাচ্যমুপাস্যমুক্তং ভবতি। চতুষ্পাদেব চ ব্রহ্মমাণ্ডূক্যাদিষু প্রতিপাদিতং তদ্বাচকা বর্ণাশ্চ প্রতিপাদিতা ইতি বোধ্যম্ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ পাঁচটী গুণই নির্দ্দিষ্ট আছে। এইরূপে পঞ্চীকৃত ভূত সমূহের মিলনী প্রক্রিয়া দ্বারা এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডরূপ ব্রহ্মের বিরাট্‌মূর্ত্তি উৎপন্ন হইয়াছে ॥৪৯—৫১॥ অতএব এইরূপে জীবসমষ্টি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে এই জীবজাতি চতুরশীতিলক্ষ প্রকার ॥ ৫২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে সৃষ্টিতত্ত্ব-স্বরূপ ও অধিষ্ঠাতৃ দেবতার সহিত গুণভেদ বর্ণন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

---

* তানি স্থূলশরীরাণি মিলিত্বা সর্ব্বমেব হি। বিরাড়িত্যুচ্যতে ব্রহ্মন্ স্থূলং রূপং পরাত্মনঃ। আরব্ধং কথিতং সর্ব্বং ময়া তে মুনিসত্তম ।। ইত্যধিকঃ পাঠোঽপি দৃশ্যতে ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

সর্গোঽয়ং কথিতস্তাত! যৎ পৃষ্টোঽহং ত্বয়াধুনা।
গুণানাং রূপসংস্থাং বৈ শৃণু চৈকাগ্রমানসঃ॥ ১॥
সত্ত্বং প্রীত্যাত্মকং জ্ঞেয়ং সুখাৎ প্রীতিসমুদ্ভবঃ।
আর্জ্জবঞ্চ তথা সত্যং শৌচং শ্রদ্ধা ক্ষমা ধৃতিঃ॥ ২॥
অনুকম্পা তথা লজ্জা শান্তিঃ সন্তোষ এবচ।
এতৈঃ সত্ত্বপ্রতীতিশ্চ জায়তে নিশ্চলা সদা॥ ৩॥
শ্বেতবর্ণং তথা সত্ত্বং ধর্ম্মে প্রীতিকরং সদা।
সচ্ছ্রদ্ধোৎপাদকং নিত্যমসচ্ছ্রদ্ধানিবারকম্॥ ৪॥
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চ তথা পরা।
শ্রদ্ধা তু ত্রিবিধা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ৫॥

একাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্যৈরথ চতুর্ম্মুখঃ।
গুণানাং রূপসংস্থাং বৈ কথয়ামাস বিস্তরাৎ॥

সর্গোঽয়মিতি। দৃশ্যমাত্রস্য সর্গ ইত্যর্থঃ॥ ১॥

গুণানাং মুমুক্ষিভির্হেয়োপাদেয়ত্বজ্ঞানার্থং স্বরূপং কার্য্যঞ্চাহ প্রীত্যাত্মকমিতি। সত্ত্বাদ্ধি সর্ব্বত্র সুখং ভবতি। সুখে জাতে সর্ব্বপদার্থস্য সুখদত্বাত্তত্র প্রীতিরুৎপদ্যতে। তস্মাদ্ধেতোঃ সত্ত্বং প্রীত্যাত্মকমিত্যর্থঃ॥ ২॥

এতৈর্লক্ষণৈঃ সত্ত্বকার্য্যভূতৈঃ কারণস্য প্রতীতির্নিশ্চয়া জায়তে ময়ি সত্ত্বং নিশ্চলমুৎপন্নমিতি॥ ৩॥

সত্ত্বস্য কার্য্যান্তরাণ্যপ্যাহ শ্বেতবর্ণমিতি॥ ৪॥

ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস নারদ! তুমি আমাকে যে দৃশ্য-সৃষ্টির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা বর্ণন করিলাম; এক্ষণে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের কিরূপ বর্ণ এবং তাহাদিগের সংস্থান কিরূপ তাহা কীর্ত্তন করিতেছি একাগ্রমনে শ্রবণ কর॥ ১॥ বৎস! সত্ত্বগুণকেই প্রীতিজনক জানিবে; কারণ, সত্ত্বগুণ হইতে সুখের উৎপত্তি হয়, সুখ উৎপন্ন হইলে সকল পদার্থই সুখপ্রদ এবং তজ্জন্য সর্ব্বত্রই প্রীতির উৎপত্তি হয়; যখন সরলতা, সত্য, শৌচ, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৃতি, অনুকম্পা, লজ্জা, শান্তি ও সন্তোষ এই সকলের উৎপত্তি হয়, তখন এই সকল লক্ষণ দ্বারা সত্ত্বগুণ উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ নিশ্চলা প্রতীতির উদয় হইয়া থাকে॥২-৩॥ সত্ত্বগুণ শ্বেতবর্ণ, ইহা দ্বারা ধর্ম্মে প্রীতি জন্মে, সৎ শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং অসৎ শ্রদ্ধার নিবারণ হইয়া থাকে॥ ৪॥ তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ, শ্রদ্ধাকে সাত্ত্বিকী, রাজসী ও

রক্তবর্ণং রজঃ প্রোক্তমপ্রীতিকরমদ্ভুতম্।
অপ্রীতির্দুঃখযোগত্বাদ্ভবত্যেব সুনিশ্চিতা ॥ ৬ ॥
প্রদ্বেষোঽথ তথা দ্রোহো মৎসরঃ স্তম্ভ এব চ।
উৎকণ্ঠা চ তথানিদ্রাশ্রদ্ধা তত্র চ রাজসী ॥ ৭ ॥
মানো মদস্তথা গর্ব্বো রজসা কিল জায়তে।
প্রত্যেতব্যং রজস্ত্বেতৈর্লক্ষণৈশ্চ বিচক্ষণৈঃ ॥ ৮ ॥
কৃষ্ণবর্ণং তমঃ প্রোক্তং মোহদঞ্চ বিষাদকৃৎ।
আলস্যঞ্চ তথাজ্ঞানং নিদ্রা দৈন্যং ভয়স্তথা ॥ ৯ ॥
বিবাদশ্চৈব কার্পণ্যং কৌটিল্যং রোষ এব চ।
বৈষম্যঞ্চাতিনাস্তিক্যং পরদোষানুদর্শনম্ ॥ ১০ ॥
প্রত্যেতব্যং তমস্ত্বেতৈর্লক্ষণৈঃ সর্ব্বথা বুধৈঃ।
তামস্যা শ্রদ্ধয়া যুক্তং পরতাপোপপাদকম্ ॥ ১১ ॥
সত্ত্বং প্রকাশয়িতব্যং নিয়ন্তব্যং রজঃ সদা।
সংহর্ত্তব্যং তমঃ কামং জনেন শুভমিচ্ছতা ॥ ১২ ॥

নমু শ্রদ্ধা কিমনেকবিধাস্তি যস্মাদত্রোচ্যতেঽসচ্ছ্রদ্ধানিবারকমিতি চেদস্ত্যেবেত্যাহ সাত্ত্বিকীতি। সাত্ত্বিক্যতিরিক্তা সতী শ্রদ্ধেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অপ্রীতিকরমিতি। রজো হি দুঃখপ্রদং সর্ব্বত্র দুঃখে জাতে সর্ব্বপদার্থেষ্বপ্রীতির্জ্জায়ত ইত্যপ্রীতিকরমুচ্যতে। তদেবাহ অপ্রীতিরিতি ॥ ৬—৭ ॥

রজসেতি। রজঃকার্য্যাণ্যেতানীত্যর্থঃ। প্রত্যেতব্যমিতি। এতৈর্লক্ষণৈ রজঃকার্য্যভূতৈর্ম্ময়ি কারণভূতো রজোগুণোঽস্তীতি জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৮—১০ ॥

পরতাপোপপাদকমিতি পূর্ব্বান্বয়ি তমোগুণলক্ষণম্ ॥ ১১ ॥

তামসীভেদে তিন প্রকার কহিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥ রজোগুণ রক্তবর্ণ, অদ্ভুত ও অপ্রীতিকর; কারণ, ইহা হইতেই দুঃখের উৎপত্তি হয়, দুঃখ হইতেই সকল বস্তুতে অপ্রীতির উৎপত্তি হয় ইহা নিশ্চিতই রহিয়াছে ॥৬॥ যখন দ্বেষ, দ্রোহ, মৎসর, স্তম্ভ, উৎকণ্ঠা, অনিদ্রা, অশ্রদ্ধা, অভিমান, দম্ভ ও গর্ব্ব এই সকলের উৎপত্তি হয়, তখন বিচক্ষণ ব্যক্তি এই সকল লক্ষণ দ্বারা আমাতে রজোগুণের উৎপত্তি হইয়াছে এইরূপ প্রত্যয় করিবেন ॥ ৭—৮ ॥ তমোগুণ কৃষ্ণবর্ণ, মোহজনক ও বিষাদকর। তমোগুণ হইতে আলস্য, অজ্ঞান, নিদ্রা, দৈন্য, ভয়, বিবাদ, কৃপণতা, কুটিলতা, ক্রোধ, বুদ্ধি-বৈষম্য, অতিশয় নাস্তিকতা, পরদোষদর্শন এই সকলের উৎপত্তি হয়। বুধগণ এই সকল লক্ষণ দ্বারা প্রত্যয় করিবেন যে আমাতে তমোগুণের উৎপত্তি হইয়াছে। এই তমোগুণ যখন তামসীশ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হয় তখন পরের দুঃখোৎপাদক হইয়া থাকে ॥ ৯—১১ ॥ শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ সত্ত্বগুণকে প্রকাশ করিবেন,

অন্যোন্যাভিভবাচ্চৈতে বিরুধ্যন্তি পরস্পরম্।
তথান্যোন্যাশ্রয়াঃ সর্ব্বে ন তিষ্ঠন্তি নিরাশ্রয়াঃ ॥ ১৩ ॥
সত্ত্বং ন কেবলং ক্বাপি ন রজো ন তমস্তথা।
মিলিতাশ্চ সদা সর্ব্বে তেনান্যোন্যাশ্রয়াঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৪ ॥
অন্যোন্যমিথুনাশ্চৈব বিস্তারং কথয়াম্যহম্।
শৃণু নারদ! যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ ১৫ ॥
সন্দেহোঽত্র ন কর্ত্তব্যো জ্ঞাত্বৈবেত্যুক্তং ময়া বচঃ।
জ্ঞাতং তদনুভূতং যৎ পরিজ্ঞাতং ফলে সতি ॥ ১৬ ॥
শ্রবণাদ্দর্শনাচ্চৈব সপদ্যেব মহামতে!।
সংস্কারানুভবাচ্চৈব পরিজ্ঞাতং ন জায়তে ॥ ১৭ ॥

কিমর্থমেতানি লক্ষণান্যুক্তানি তত্রাহ সত্ত্বং প্রকাশয়িতব্যমিতি। সত্ত্ববৃদ্ধির্যথা ভবতি তথা কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। ন হি তৎ সত্ত্বলক্ষণজ্ঞানমন্তরা সম্ভবতি। হেয়োপাদেয়য়োঃ স্বরূপ-জ্ঞানস্যাপেক্ষিতত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

অন্যোন্যেতি। এতেঽন্যোন্যাভিভবাৎ পরস্পরাভিভবাদ্বিরুধ্যন্তীতি স্বভাব এষাম্। ততশ্চ সত্ত্বস্থৈর্য্যেণেতরয়োরভিভবঃ কর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ১৩—১৫ ॥

ময়েত্যুক্তং বচো জ্ঞাত্বৈবেত্যন্বয়ঃ। জ্ঞাতং তদনুভূতমিতি। হে মহামতে! শ্রবণাদ্দর্শনাচ্চৈব সপদি তৎকালমেব ফলে সতি যৎ পরিজ্ঞানং ফলজনকত্বেন পরিজ্ঞাতং, তদেব জ্ঞাতং শ্রুতমনুভূতঞ্চ ভবতি। যত্তু সংস্কারানুভবাৎ সংস্কারজন্যস্মরণাজ্জ্ঞাতং তত্র তৎকালে-তৎপদার্থস্যানুভবাভাবে ফলস্যাভাবান্ন তজ্জ্ঞাতং জায়তে। ন হি গঙ্গাতীরে আম্রা দৃষ্টা ইতি স্মরণেন কিঞ্চিৎ ফলমস্তি তদুত্তরং তদনুভবস্যৈব সফলত্বাৎ। তথা চ যত্র কর্ম্মণি ফলং ন দৃশ্যতে তৎ কৃতমকৃতমেব। তাদৃশঞ্চ রাজসতামসং বা কর্ম্ম ভবতীতি ভাবঃ ॥১৬-১৭॥

রজোগুণকে নিয়মিত করিয়া রাখিবেন এবং তমোগুণকে নিঃশেষরূপে সংহার করিবেন ॥১২॥ এই তিন গুণ পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে, নিরাশ্রয় হইয়া অবস্থান করিতে পারে না, ইহাদের স্বভাব এই যে, ইহারা পরস্পরকে জয় করিবার জন্য বিরোধ করিয়া থাকে। অতএব বুধগণ সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি করিয়া অপর গুণদ্বয়কে পরাজয় করিবেন ॥ ১৩ ॥ কেবলমাত্র সত্ত্ব, রজ অথবা তমোগুণ কোথাও থাকিতে পারে না, অতএব তাহারা সকলে মিলিত হইয়া সর্ব্বদাই পরস্পরের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ নারদ! এক্ষণে কোন গুণ কোন গুণের সহিত মিলিত হইয়া মিথুন ভাব প্রাপ্ত হয় তদ্বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর, ভক্তিযুক্ত হইয়া ইহা শ্রবণ করিলে জীবগণ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয় ॥ ১৫ ॥ আমি এই সকল বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়াই বলিতেছি, ইহাতে কদাচ সন্দেহ করিও না, এই বিষয় অনুভূত হইলে এবং ইহার ফল প্রকাশ হইলেই ইহার যাথার্থ্য বিশেষরূপে জানিতে পারা যায় ॥ ১৬ ॥ হে মহামতে!

শ্রুতং তীর্থং পবিত্রঞ্চ শ্রদ্ধোৎপন্না চ রাজসী।
নির্গতস্তত্র তীর্থে বৈ দৃষ্টঞ্চৈব যথাশ্রুতম্॥ ১৮॥
স্নাতস্তত্র কৃতং কৃত্যং দত্তং দানঞ্চ রাজসম্।
স্থিতস্তত্র কিয়ৎ কালং রজোগুণসমাবৃতঃ॥ ১৯॥
রাগদ্বেষান্ন নির্ম্মুক্তঃ কামক্রোধসমাবৃতঃ।
পুনরেব গৃহং প্রাপ্তো যথাপূর্ব্বং তথাস্থিতঃ॥ ২০॥
শ্রুতঞ্চ নানুভূতং বৈ তেন তীর্থং মুনীশ্বর!।
ন প্রাপ্তঞ্চ ফলং যস্মাদশ্রুতং বিদ্ধি নারদ!॥ ২১॥
নিষ্পাপত্বং ফলং বিদ্ধি তীর্থস্য মুনিসত্তম!।
কৃষেঃ ফলং যথা লোকে নিষ্পন্নান্নস্য ভক্ষণম্॥ ২২॥
পাপদেহে বিকারা যে কামক্রোধাদয়ঃ পরে।
লোভো মোহস্তথা তৃষ্ণা দ্বেষো রাগস্তথা মদঃ॥ ২৩॥

তদেবাহ শ্রুতমিতি। রাজসীতি। ফলং ভবতু বা মা বা লোকা গচ্ছন্তি ময়াপি গন্তব্যং মিত্যেবংরূপেত্যর্থঃ॥ ১৮॥

রাজসং ফলং ভবতু বা মা বেত্যুক্তরূপম্॥ ১৯—২০॥

তত্র ফলাভাবাত্তত্তীর্থং তেন ন শ্রুতং নাপ্যনুভূতমিত্যর্থঃ॥ ২১॥

কিং তত্র তীর্থস্য ফলং তত্রাহ নিষ্পাপত্বমিতি॥ ২২॥

শ্রবণ, দর্শন ও সংস্কারহেতুক অনুভব দ্বারা তৎক্ষণাৎ অবগতি করিতে কেহই সমর্থ হয় না॥ ১৭॥ কোন ব্যক্তি পবিত্র তীর্থের কথা শ্রবণ করিল, পরে ফল প্রাপ্তির নিশ্চয়তা না জানিয়াই সেই তীর্থে গমন করিবার নিমিত্ত তাহার রাজসী শ্রদ্ধার উদয় হইল। তদনুসারে সে ব্যক্তি তীর্থে গমন করিয়া পূর্ব্বে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিল সেইরূপই দর্শন করিল। অনন্তর তথায় স্নান করিয়া সমুদয় তীর্থকার্য্য সমাধান পূর্ব্বক রাজসিক দান করিল। অর্থাৎ ফল হউক বা না হউক সে বিষয়ে কোন লক্ষ্য না করিয়াই দান ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান করিল এবং রজোগুণে পরিপূর্ণ হইয়া কিয়ৎকাল সেই তীর্থে অবস্থিতি করিল। দেখ নারদ, ঐই ব্যক্তি বহুকাল তীর্থবাস করিলেও রাগদ্বেষাদি হইতে নির্ম্মুক্ত হইল না, পূর্ব্বে যেরূপ কামক্রোধাদির বশীভূত ছিল সেইরূপ থাকিয়াই পুনর্ব্বার নিজগৃহে আগমন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিল। মুনিবর! সে ব্যক্তি তীর্থের নাম শ্রবণ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তীর্থ যে কি পদার্থ তাহা অনুভব করিতে পারে নাই; অথবা, যখন সে ব্যক্তি তীর্থের ফল প্রাপ্ত হইল না তখন তাহাকে অশ্রুত বলিয়াও জানিতে পার॥ ১৮—২১॥ হে মুনি-সত্তম! লোকমধ্যে উৎপন্ন শস্যাদির উপভোগ যেমন কৃষি কর্ম্মের ফল, সেইরূপ পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হওয়াই তীর্থদর্শনাদির ফল জানিও॥২২॥ নারদ! কামক্রোধাদি এবং লোভ, মোহ,

অসূয়েৰ্ষ্যা ক্ষমা শান্তিঃ পাপান্যেতানি নারদ! ।
ন নির্গতানি দেহাত্তু তাবৎ পাপযুতো নরঃ ॥ ২৪ ॥
কৃতে তীর্থে যদৈতানি দেহান্ন নির্গতানি চেৎ ।
নিষ্ফলঃ শ্রম এবৈকঃ কর্ষকস্য যথা তথা ॥ ২৫ ॥
শ্রমেণাপীড়িতং ক্ষেত্রং কৃষ্টা ভূমিঃ সুদুর্ঘটা ।
উপ্তং বীজং মহার্ঘঞ্চ হিতা বৃত্তিরুদাহৃতা ॥ ২৬ ॥
অহোরাত্রং পরিক্লিষ্টো রক্ষণার্থং ফলোৎসুকঃ ।
কালে সুপ্তস্তু হেমন্তে বনে ব্যাঘ্রাবৃতে ভৃশম্ ॥ ২৭ ॥
ভক্ষিতং শলভৈঃ সর্ব্বং নিরাশশ্চ কৃতঃ পুনঃ ।
তদ্বত্তীর্থশ্রমঃ পুত্র! কষ্টদো ন ফলপ্রদঃ ॥ ২৮ ॥
সত্ত্বং সমুৎকটং জাতং প্রবৃদ্ধং শাস্ত্রদর্শনাৎ ।
বৈরাগ্যং তৎফলং জাতং তামসার্থেষু নারদ! ॥ ২৯ ॥

ননু পাপস্যামূর্ত্তত্বাৎ পাপং ন গতমিতি কথং জ্ঞায়ত ইতি চেৎ পাপকার্য্যাণাং কামাদীনাং দৃশ্যমানত্বে তেন কার্য্যেণ কারণস্য পাপস্যানুমানাদিত্যাহ পাপদেহে বিকারা ইতি ॥ ২৩—২৫ ॥

আপীড়িতং আ সমন্তাদ্বদ্ধম্। মহার্ঘমমূল্যং বীজমিত্যর্থঃ। হিতা বৃত্তিরিয়ং বৃত্তির্হিতা-কল্যাণকরী উদাহৃতা যদ্যপি তথাপি ফলাভাবে নিরাশঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥

দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি তদ্বদিতি ॥ ২৮ ॥

তৃষ্ণা, দ্বেষ, অনুরাগ, মদ, অসূয়া, ঈর্ষ্যা, অক্ষমা, অশান্তি এই সকলের দ্বারাই পাপের অনুমান হয়; অতএব যে পর্য্যন্ত এই সমস্ত দেহ হইতে নির্গত না হয়, সেই পর্য্যন্ত মানবগণ পাপপঙ্কে মগ্ন থাকে, তীর্থ দর্শন করিলে ঐ সকল যদি দেহ হইতে বহির্গত না হয়, তবে কৃষকের কর্ষণাদির ন্যায় তাহার তীর্থ পর্য্যটনাদির পরিশ্রম মাত্রই সার হইয়া থাকে ॥ ২৩—২৫ ॥ দেখ, লোকে কল্যাণকরী বৃত্তি বলে বুলিয়া, কৃষক বহু পরিশ্রমে ক্ষেত্র পরিষ্কার ও কঠিনা ভূমি কর্ষণ করিয়া তাহাতে মহামূল্য বীজ বপন করিল; পরে, ফল প্রাপ্তির আশায় তাহার রক্ষার নিমিত্ত দিবারাত্র ক্লেশ স্বীকার করিতে লাগিল এবং হেমন্তকালে ব্যাঘ্রাদিপরিবৃত বনমধ্যে শুইয়া রহিল, কিন্তু পতঙ্গদল আসিয়া তাহার শস্য সকল ভক্ষণ করিয়া তাহাকে ফল হইতে বঞ্চিত ও নিরাশ করিল, সুতরাং তাহার সেই সমস্ত পরিশ্রম বিফল হইয়া গেল। নারদ! তীর্থশ্রমও সেইরূপ ফলপ্রদ না হইয়া কষ্টপ্রদই হইয়া থাকে ॥ ২৬—২৮ ॥ বেদান্তাদিশাস্ত্রদর্শনে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সত্ত্বগুণ যখন প্রচুররূপে উৎপন্ন হয়, তখন তাহার ফলে, তামস ও রাজস বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে, এবং সত্ত্বগুণ বল পূর্ব্বক রজঃ ও তমোগুণ এই উভয়কেই পরাভব করিয়া থাকে।

প্রসহ্যাভিভবত্যেব তত্রজস্তমসী উভে।
রজঃ সমুৎকটং জাতং প্রবৃদ্ধং লোভযোগতঃ ॥ ৩০ ॥
তত্তথাভিভবত্যেব তমঃসত্ত্বে তথা উভে।
তমস্তথোৎকটং ভূত্বা প্রবৃদ্ধং মোহযোগতঃ ॥ ৩১ ॥
তৎ সত্ত্বরজসী চোভে সম্যগ্‌ভিভবত্যপি।
বিস্তরং কথয়াম্যদ্য যথাভিভবতীতি বৈ ॥ ৩২ ॥
যদা সত্ত্বং প্রবৃদ্ধং বৈ মতির্ধর্ম্মে স্থিতা তদা।
ন চিন্তয়তি বাহ্যার্থং রজস্তমঃসমুদ্ভবম্ ॥ ৩৩ ॥
অর্থং সত্ত্বসমুদ্ভূতং গৃহ্লাতি চ ন চান্যথা।
অনায়াসকৃতঞ্চার্থং ধর্ম্মং যজ্ঞঞ্চ বাঞ্ছতি ॥ ৩৪ ॥
সাত্ত্বিকেষ্বেব ভোগেষু কামং বৈ কুরুতে তদা।
রাজসেষু ন মোক্ষার্থী তামসেষু পুনঃ কুতঃ ॥ ৩৫ ॥
এবং জিত্বা রজঃ পূর্ব্বং ততশ্চ তমসো জয়ঃ।
সত্ত্বঞ্চ কেবলং পুত্র ! তদা ভবতি নির্ম্মলম্ ॥ ৩৬ ॥

একৈকস্য কারণবশাদুৎকটত্বে জাতেঽন্যয়োরভিভবো ভবতীত্যাহ সত্ত্বমিতি। শাস্ত্রং বিবেকশাস্ত্রং বেদান্তস্তদ্দর্শনং সত্ত্বোদ্রেকে কারণমুক্তম্। তেন দর্শনেন তামসার্থেষু রাজসেষু চ বৈরাগ্যং ফলম্ ॥ ২৯ ॥
তৎ সত্ত্বং প্রসহ্য বলাৎকারেণ ॥ ৩০—৩২ ॥
বিবৃদ্ধসত্ত্বস্য লক্ষণমাহ যদা সত্ত্বমিতি ॥ ৩৩ ॥
ন চান্যথা রজস্তমঃসমুদ্ভূতং বাহ্যার্থং ন গৃহ্লাতীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥
মোক্ষার্থী সন্ রাজসেষু তামসেষু ন কামং কুরুত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥
(রজস্তমোজয়ানন্তরং সত্ত্বমেব নির্ম্মলং ভবতীত্যত আহ এবং জিত্বেতি ॥ ৩৬—৩৮ ॥

আবার লোভবশত যখন রজোগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উৎকট হইয়া উঠে তখন সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করে, এইরূপে মোহযোগে তমোগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উৎকট হইলে সত্ত্ব ও রজোগুণকে সম্যক্‌রূপেই অভিভব করিয়া থাকে। নারদ! গুণনিকরের এই অভিভবের বিষয় আমি বিস্তাররূপে বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২৯—৩২ ॥ যখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পায় তখন মতি ধর্ম্ম বিষয়েই স্থির থাকে, তম ও রজোগুণ হইতে উৎপন্ন বাহ্যবস্তু সকলের নিমিত্ত চিন্তা করে না, কেবল সত্ত্বগুণোৎপন্ন পদার্থ গ্রহণ করে, অন্য কিছুই গ্রহণ করে না, বরং অনায়াস কৃত অর্থ, ধর্ম্ম ও যজ্ঞাদিতে এবং সাত্ত্বিক ভোগে কামনা করে। তখন সেই ব্যক্তি মোক্ষার্থী হইয়া রাজস ও তামস বিষয়ের কামনা পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৩৩—৩৫ ॥ নারদ! এইরূপে প্রথমে রজোগুণ জয় করিয়া তদনন্তর তমোগুণ জয় করিলে তখন কেবল

যদা রজঃ প্রবৃদ্ধং বৈ ত্যক্ত্বা ধর্ম্মান্ সনাতনান্।
অন্যথা কুরুতে ধর্ম্মান্ শ্রদ্ধাং প্রাপ্য তু রাজসীম্ ॥ ৩৭ ॥
রাজসাদর্থসংবৃদ্ধিস্তথা ভোগস্তু রাজসঃ।
সত্ত্বং বিনির্গতং তেন তমসশ্চাপি নিগ্রহঃ ॥ ৩৮ ॥
যদা তমোবিবৃদ্ধং স্যাদুৎকটং সম্বভূব হ।
তদা বেদে ন বিশ্বাসো ধর্ম্মশাস্ত্রে তথৈব চ ॥ ৩৯ ॥
শ্রদ্ধাঞ্চ তামসীং প্রাপ্য করোতি চ ধনাত্যয়ম্।
দ্রোহং সর্ব্বত্র কুরুতে ন শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৪০ ॥
জিত্বা সত্ত্বং রজশ্চৈব ক্রোধনো দুর্ম্মতিঃ শঠঃ।
বর্ত্ততে কামচারেণ ভাবেষু বিততেষু চ ॥ ৪১ ॥
এবং সত্ত্বং ন ভবতি রজশ্চৈকং তমস্তথা।
সদৈবাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে গুণা মিথুনধর্ম্মিণঃ ॥ ৪২ ॥
রজো বিনা ন সত্ত্বং স্যাদ্রজঃ সত্ত্বং বিনা ক্বচিৎ।
তমো বিনা ন চৈবৈতে বর্ত্তন্তে পুরুষর্ষভ ! ॥ ৪৩ ॥
তমস্তাভ্যাং বিহীনস্তু কেবলং ন কদাচন।
সর্ব্বে মিথুনধর্ম্মাণো গুণাঃ কার্য্যান্তরেষু বৈ ॥ ৪৪ ॥

যদা তমোগুণস্য বৃদ্ধিঃ স্যাৎ তদা নরস্য ধর্ম্মাদিশাস্ত্রে বিশ্বাসো ন স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৯-৪১ ॥ গুণানাং মিথুনধর্ম্মত্বং সূচয়তি এবমিতি ॥ ৪২—৪৫ ॥)

সত্ত্বগুণ নির্ম্মল হয় ॥ ৩৬ ॥ যখন রজোগুণ বাড়িয়া উঠে তখন মানবগণ রাজসী শ্রদ্ধা প্রা হইয়া সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের অন্যথা করিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥ রাজস প্রবৃ দ্বারা ধনবৃদ্ধির এবং তখন রাজস ভোগেই কামনা হইয়া থাকে। রজোগুণ সত্ত্বগুণে বহির্গত করিয়া দেয় এবং তমোগুণের নিগ্রহ করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ নারদ ! এইরূপে যখ তমোগুণ বাড়িয়া উৎকট হইয়া উঠে, তখন বেদে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস হয় না। তামসী শ্র প্রাপ্ত হইয়া জীব ধন বিনাশ করে এবং সর্ব্বত্রই কলহ, বিবাদ ও দ্রোহে নিরত হইয়া কদা শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তখন তমোগুণপ্রধান সেই ব্যক্তি সত্ত্ব ও রজোগুণে জয় করিয়া ক্রোধনস্বভাব দুর্ম্মতি ও শঠ হইয়া সকল বিষয়েই যথেচ্ছাচারে প্রবৃ হয় ॥ ৩৯—৪১ ॥ নারদ ! এইরূপে সত্ত্ব, রজ কিংবা তমোগুণ কেহই একাকী থাকি পারে না, মিথুনধর্ম্মী গুণত্রয় সর্ব্বদাই অন্যান্যের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়া থাকে ॥ ৪২ রজোগুণ ব্যতিরেকে সত্ত্ব, সত্ত্বগুণ ব্যতিরেকে রজ এবং তমোগুণ ব্যতিরেকে ঐ উভয় এবং রজ ও সত্ত্বগুণ ব্যতিরেকে কেবল তমোগুণ, থাকিতে পারে না। গুণ সকল ভিন্ন ভি

অন্যোন্যসংশ্রিতাঃ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তি ন বিয়োজিতাঃ।
অন্যোন্যজনকাশ্চৈব যতঃ প্রসবধর্ম্মিণঃ॥ ৪৫॥
সত্ত্বং কদাচিচ্চ রজস্তমসী জনয়ত্যুত।
কদাচিত্তু রজঃ সত্ত্বতমসী জনয়ত্যপি॥ ৪৬॥
কদাচিত্তু তমঃ সত্ত্বরজসী জনয়ত্যুভে।
জনয়ন্ত্যেবমন্যোন্যং মৃৎপিণ্ডশ্চ ঘটং যথা॥ ৪৭॥
বুদ্ধিস্থাস্তে গুণাঃ কামান্ বোধয়ন্তি পরস্পরম্।
দেবদত্তবিষ্ণুমিত্রযজ্ঞদত্তাদয়ো যথা॥ ৪৮॥
যথা স্ত্রীপুরুষশ্চৈব মিথুনৌ চ পরস্পরম্।
তথা গুণাঃ সমায়ান্তি যুগ্মভাবং পরস্পরম্॥ ৪৯॥
রজসো মিথুনে সত্ত্বং সত্ত্বস্য মিথুনে রজঃ।
উভে তে সত্ত্বরজসীতমসো মিথুনে বিদুঃ॥ ৫০॥

পরস্পরজনকত্বমুপপাদয়তি সত্ত্বং কদাচিচ্চেতি॥ ৪৬—৪৭॥

কস্মিন্ স্থলে স্থিতা গুণা ইত্থং কার্য্যং কুর্ব্বন্তি তত্রাহ বুদ্ধিস্থা ইতি। যথা একৈকোৎকটত্বেপ্যেকৈকং স্বকার্য্যং চোক্তং কুর্ব্বন্তি তথা মিথুনীভূয়াপ্যুভয়গুণকং কার্য্যমুৎপাদয়ন্তীতি দৃষ্টান্তমুখেনাহ দেবদত্তেতি। যথা দেবদত্তাদয়স্ত্রয়ো মিলিত্বা কার্য্যং কুর্ব্বন্তি যথা বা স্ত্রীপুরুষৌ মিথুনীভূয় কার্য্যমুৎপাদয়তস্তথেত্যর্থঃ॥ ৪৮॥

যুগ্মভাবং মিথুনীভাবং পরস্পরং যান্তীত্যর্থঃ॥ ৪৯॥

তদেব দর্শয়তি রজসো মিথুনে সত্ত্বমিতি। রজঃসত্ত্বরূপমেকং মিথুনমিত্যর্থঃ। এবমন্যদপ্যূহ্যম্। যথা রজসো মিথুনে সত্ত্বং গৌণং স্ত্রীস্থানাপন্নং যথা বা সত্ত্বস্য মিথুনে রজো গৌণং

কার্য্যে মিথুনধর্ম্মী হইয়া কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে॥ ৪৩—৪৪॥ ইহারা বিয়োজিত হইয়া অবস্থিতি করে না অন্যান্যের আশ্রয়ে থাকিয়া অন্যান্যের জনক হয়; কারণ, এই গুণ সকল প্রসবধর্ম্মী, অর্থাৎ সত্ত্বগুণ কখনও রজ ও তমোগুণ উৎপাদন করে এবং রজোগুণ কদাচিৎ সত্ত্ব এবং তমোগুণের আবার কখনও তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণের উৎপত্তি করে এইরূপে পরস্পরে মৃৎপিণ্ডের ঘটোৎপাদনের ন্যায় পরস্পরের উৎপাদন করিয়া থাকে॥৪৫-৪৭॥ দেবদত্ত, বিষ্ণুমিত্র ও যজ্ঞদত্ত এই তিনজনে মিলিয়া যেমন কার্য্য সম্পাদন করে সেইরূপ তিনটি গুণ মিলিত হইয়া জীব বুদ্ধিতে অবস্থান পূর্ব্বক বিষয়াদির জ্ঞান জন্মাইয়া দিয়া থাকে॥৪৮॥ স্ত্রী ও পুরুষ যেমন মিথুনভাব প্রাপ্ত হয় গুণ সকলও সেইরূপ পরস্পর যুগ্মভাব ধারণ করে॥ ৪৯॥ আর রজোগুণের মিথুনে সত্ত্ব অর্থাৎ রজঃ সত্ত্বরূপ এক মিথুন ও সত্ত্বের মিথুনে রজ অর্থাৎ সত্ত্ব রজোরূপ এক মিথুন, এইরূপে সত্ত্ব ও রজঃ তমোগুণের সহিত পৃথক পৃথক মিলিয়া এক এক মিথুন হইয়া থাকে॥ ৫০॥

নারদ উবাচ।

ইত্যেতৎ কথিতং পিত্রা গুণরূপমনুত্তমম্।
শ্রুত্বাপ্যেতৎ স এবাহং ততোঽপৃচ্ছং পিতামহম্॥ ৫১॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং গুণানাং রূপসংস্থানকীর্ত্তনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

স্ত্রীসংস্থানাপন্নং তথৈব সত্ত্বতমো মিথুনং রজস্তমো মিথুনমিত্যাহ উভে তে সত্ত্বরজসী ইতি। সত্ত্বস্য মিথুনে তমস্তমসো মিথুনে সত্ত্বং তথা রজসো মিথুনে তমস্তমসো মিথুনে রজ ইত্যর্থঃ। একং প্রধানং পুরুষভাবাপন্নমিতরদ্গৌণং স্ত্রীভাবাপন্নমিত্যর্থঃ। এতেষাং মিথুনানাং বুদ্ধৌ বর্ত্তমানতোৎপদ্যমানোভয়াত্মককার্য্যেণ প্রত্যেতব্যা॥ ৫০—৫১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

নারদ কহিলেন, দ্বৈপায়ন! আমি পিতার নিকট এইরূপে গুণ সমুদয়ের বিষয় শ্রবণ করিয়াও পুনর্ব্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম॥ ৫১॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে গুণগণের রূপ সংস্থান কীর্ত্তন নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

গুণানাং লক্ষণং তাত ! ভবতা কথিতং কিল।
ন তৃপ্তোঽস্মি পিবন্মিষ্টং ত্বন্মুখাৎ প্রচ্যুতং রসম্ ॥ ১ ॥
গুণানান্তু পরিজ্ঞানং যথাবদনুবর্ণয়।
যেনাহং পরমাং শান্তিমধিগচ্ছামি চেতসি ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতিপৃষ্টস্তু পুত্রেণ নারদেন মহাত্মনা।
উবাচ চ জগৎকর্ত্তা রজোগুণসমুদ্ভবঃ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণু নারদ ! বক্ষ্যামি গুণানাং পরিবর্ণনম্।
সম্যঙ্নাহং বিজানামি যথামতি বদামি তে ॥ ৪ ॥
সত্বন্তু কেবলং নৈব কুত্রাপি পরিলক্ষ্যতে।
মিশ্রীভাবাত্তু তেষাং বৈ মিশ্রত্বং প্রতিভাতি বৈ ॥ ৫ ॥

অষ্টাধিকৈস্তু চত্বারিংশৎপদ্যৈর্নারদেন চ।
গুণানাং লক্ষণং পৃষ্টং পুনরেবোপবর্ণ্যতে ॥

মুমুক্ষুভির্গুণানাং হেয়োপাদেয়ত্বজ্ঞানার্থং স্বরূপং কার্য্যঞ্চ পুনরাহ গুণানামিতি ॥১—৪॥ সত্বন্ত কেবলমিতি। একৈকগুণোঽন্যগুণাসহায়ঃ কুত্রাপি ন তিষ্ঠতি। তেষাং গুণানাং পরস্পরং মিশ্রীভাবাত্তু মিশ্রত্বমেব সর্ব্বদাস্তি ॥ ৫ ॥

নারদ কহিলেন, পিতঃ ! আপনি গুণত্রয়ের লক্ষণ বর্ণন করিলেন, কিন্তু আমি আপনার মুখাম্বুজ-নির্গলিত অতি সুমধুর রস পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। আপনি যথাযথরূপে গুণসমূহের পরিজ্ঞান বর্ণন করুন যাহা শ্রবণ করিলে আমি মনোমধ্যে পরম শান্তি লাভ করিতে পারিব ॥ ১—২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রজোগুণোৎপন্ন জগৎকর্ত্তা কমলযোনি, মহাত্মা নারদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩ ॥ নারদ ! গুণসমূহের পরিজ্ঞান, আমি সম্যক্‌রূপে অবগত নহি, তবে আমার এ বিষয়ে যেরূপ জ্ঞান আছে সেইরূপ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ বিশুদ্ধ একমাত্র সত্বগুণ কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। সেই গুণ

যথা কাচিদ্বরা নারী সর্ব্বভূষণভূষিতা।
হাবভাবযুতা কামং ভর্তৃপ্রীতিকরী ভবেৎ ॥ ৬ ॥
মাতাপিত্রোস্তথা সৈব বন্ধুবর্গস্য প্রীতিদা।
দুঃখং মোহং সপত্নীষু জনয়ত্যপি সৈব হি ॥ ৭ ॥
এবং সত্ত্বেন তেনৈব স্ত্রীত্বমাপাদিতেন চ।
রজসস্তমসশ্চৈব জনিতা বৃত্তিরন্যথা ॥ ৮ ॥
রজসা স্ত্রীকৃতেনৈবং তমসা চ তথা পুনঃ।
অন্যোন্যস্য সমাযোগাদন্যথা প্রতিভাতি বৈ ॥ ৯ ॥
অবস্থানাৎ স্বভাবেষু ন বৈ জাত্যন্তরাণি চ।
লক্ষ্যন্তে বিপরীতানি যোগাম্নারদ! কুত্রচিৎ ॥ ১০ ॥

মিশ্রীভাবাদেব গুণানাং সুখদুঃখমোহাত্মকত্বং ভবতি নান্যথেতি দৃষ্টান্তমুখেনাহ যথা-কাচিদিতি ॥ ৬—৭ ॥

যথৈকৈব স্ত্রী সুখদুঃখমোহাত্মিকা ব্যক্তিভেদেন ভিন্নং প্রতি কালভেদেন বা একাং ব্যক্তিং প্রতি ভবতি তথৈব সত্ত্বং ভবতীত্যাহ এবং সত্ত্বেনেতি। স্ত্রীত্বমাপাদিতেনেতি-স্ত্রীস্থানাপন্নমিত্যর্থঃ। তেন সত্ত্বেন কস্যচিৎ পুরুষস্য সুখজনিকা বৃত্তির্জ্জনিতা ভবতি তস্যৈব পুরুষস্য কালান্তরেঽন্যথা দুঃখমোহাত্মিকরজসঃ সম্বন্ধিনী তমসো বা সম্বন্ধিনী বৃত্তির্জ্জনিতা ভবতি ॥ ৮ ॥

এবং রজো যদা স্ত্রীকৃতং স্ত্রীভাবাপন্নং তথা তমো যদা স্ত্রীভাবাপন্নং স্ত্রীস্থানত্বেন কল্পিতং তদা তেন রজসা তমসা বা দুঃখাত্মিকা মোহাত্মিকা বা কস্যচিৎ পুরুষস্য বৃত্তির্জ্জনিতা ভবতি তস্যৈব পুরুষস্য কালান্তরে সুখবৃত্তিরুৎপাদ্যতে। ন চৈতদ্গুণানামন্যগুণসহায়তা-ভাবে সম্ভবতি তস্মান্মিশ্রীভূতা এব গুণা ইতি জ্ঞেয়মিত্যাহ অন্যোন্যস্যেতি ॥ ৯ ॥

অবস্থানাৎস্বভাবেষিতি। যদি গুণা একৈকা এব স্যুর্ন মিশ্রীভূতাস্তদা তেষাং স্বভাবে-ষ্ববস্থানাদেকরূপৈব বৃত্তিঃ স্যান্ন জাত্যন্তরাণি স্যুঃ। লক্ষ্যন্তে তু বিপরীতানি জাত্যন্তরাণি।

সকলের পরস্পর মিশ্রণদ্বারা মিশ্রভাবই দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ যেমন হাবভাবসম্পন্না সর্ব্ব-ভূষণে বিভূষিতা কোনও কামিনী, এক পক্ষে পতি, মাতা, পিতা ও বন্ধুবর্গের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রীতি, এবং অপর পক্ষে সপত্নীগণের দুঃখ উৎপাদন করিয়া থাকে; সত্ত্বগুণকে যদি সেই রমণীর রমণীরূপে কল্পনা করা যায়, সেইরূপে তবে তাহা কোনও পুরুষের সত্ত্বসম্বন্ধি সুখ জনক মনোবৃত্তি, কালভেদে কোনও পুরুষের দুঃখাত্মক রজঃ-সম্বন্ধি মনো-বৃত্তি কাহারও মোহাত্মক তমঃ-সম্বন্ধি মনোবৃত্তি উৎপাদিত করিয়া থাকে। এইরূপ, রজ বা তমোগুণকে যদি সেই কামিনী স্থানীয় করা যায় তাহা হইলে সেই রজো বা তমো গুণ কোনও পুরুষের দুঃখাত্মক ও মোহাত্মক মনোবৃত্তি, কালভেদে তাহারই আবার সুখাত্মক মনোবৃত্তি উৎপাদন করে। গুণান্তরের সাহায্য ব্যতিরেকে এইরূপ সম্ভব হয় না অতএব গুণ সমুদায়ের মিশ্রভাবই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬—৯ ॥ নারদ! গুণত্রিতয় যখন স্ব স্ব

যথা রূপবতী নারী যৌবনেন বিভূষিতা।
লজ্জামাধুর্য্যযুক্তা চ তথা বিনয়সংযুতা ॥ ১১ ॥
কামশাস্ত্রবিধিজ্ঞা চ ধর্ম্মশাস্ত্রেঽপি সম্মতা।
ভর্ত্তুঃ প্রীতিকরী ভূত্বা সপত্নীনাঞ্চ দুঃখদা ॥ ১২ ॥
মোহদুঃখস্বভাবস্থা সত্ত্বস্তেত্যুচ্যতে জনৈঃ।
তথা সত্ত্বং বিকুর্ব্বাণমন্যভাবং বিভাতি বৈ ॥ ১৩ ॥
চৌরৈরূপদ্রুতানাং হি সাধূনাং সুখদা ভবেৎ।
দুঃখা মূঢ়া চ দস্যূনাং সৈব সেনা তথাগুণাঃ।
বিপরীতপ্রতীতিং বৈ জনয়ন্তি স্বভাবতঃ ॥ ১৪ ॥
যথাচ দুর্দ্দিনং জাতং মহামেঘঘনাবৃতম্।
বিদ্যুৎস্তনিতসংযুক্তং তিমিরেণাবগুণ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥
সিঞ্চদ্ভূমিং প্রবর্ষদ্বৈ তমোরূপমুদাহৃতম্ ॥ ১৬ ॥

কদাচিৎ সুখাত্মকং কদাচিদ্দুঃখাত্মকং কদাচিন্মোহাত্মকমিতি তস্মান্মিশ্রীভূতা এব গুণা ইতি-ভাবঃ ॥ ১০ ॥

যথা রূপবতীত্যারভ্য চৌরৈরূপদ্রুতেতি পর্য্যন্তং পাঠঃ পুনরুক্তার্থকোঽপি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োরুপসংহারার্থমিতি বোধ্যম্ ॥ ১১—১৩ ॥

দৃষ্টান্তান্তরমাহ চৌরৈরিতি। সেনা রাজসেনা ॥ ১৪ ॥

জনয়ন্তি এতে দৃষ্টান্তার্থা যথা তথা গুণাঃ বিপরীতপ্রতীতিং জনয়ন্তীত্যর্থঃ। যথেতি। দুর্দ্দিনং মেঘাচ্ছন্নো দিবসঃ ॥ ১৫ ॥

স্বভাবে অবস্থান করে তখন তাহাদের প্রত্যেকেরই কোনও অন্যথা ভাব লক্ষিত হয় না, কিন্তু যখন মিশ্রভাব প্রাপ্ত হয় তখনই জাত্যন্তর অর্থাৎ স্বীয় স্বভাবের বিপরীত ভাব ধারণ করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥ যেমন যৌবন ভূষিতা লজ্জা ও মাধুর্য্য-সমন্বিতা ধর্ম্মমর্ম্মজ্ঞা বিনীতা কামকলাবতী রসবতী ও রূপবতী যুবতী বল্লভের প্রেয়সী ও প্রীতিকরী এবং সপত্নীগণের দুঃখদায়িনী হয় সেইরূপ গুণগণও পাত্র ও কালভেদে বিপরীত ভাব ধারণ করে সন্দেহ নাই। দেখ নারদ! যেমন লোকে এই এক রমণীই সপত্নীগণের পক্ষে মোহ ও দুঃখপ্রদা এবং পতিপ্রভৃতি বন্ধুগণের পক্ষে সুখদায়িনী, সেইরূপ সত্বগুণ বিকৃত হইয়াই দুঃখজনক ও মোহজনক স্বভাব প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১১—১৩ ॥ নারদ! এ বিষয়ে আরও প্রমাণ কহিতেছি, শ্রবণ কর। যেমন সেনাগণ, চৌরকর্ত্তৃক উপদ্রুত সাধুগণের সুখপ্রদ এবং দস্যুগণের দুঃখ ও মোহপ্রদ হয়. যেমন মহামেঘ সমূহ দ্বারা ঘনরূপে আচ্ছন্ন, বিদ্যুৎ ও গভীর গর্জ্জনান্বিত, নিবিড় অন্ধকারে আবৃত, ঘোরতর ধারাসারে ধরাতল প্লাবী দুর্দ্দিন, বীজ ও উপকরণ সমন্বিত কৃষকগণের সুখপ্রদ এবং যে দুর্ভাগ্য গৃহস্থগণের গৃহ সকল তৃণাদি

যদেতৎ কর্ষকাণাং বৈ তদেবাত্রীব দুর্দ্দিনম্।
বীজোপস্করযুক্তানাং সুখদং প্রভবত্যুত ॥ ১৭ ॥
অপ্রচ্ছন্নগৃহাণাঞ্চ দুর্ভগানাং বিশেষতঃ।
তৃণকাষ্ঠগৃহীতৃণাং দুঃখদং গৃহমেধিনাম্ ॥ ১৮ ॥
প্রোষিতভর্ত্তৃকাণাং বৈ মোহদং প্রবদন্ত্যপি।
স্বভাবস্থা গুণাঃ সর্ব্বে বিপরীতা বিভান্তি বৈ ॥ ১৯ ॥
লক্ষণানি পুনস্তেষাং শৃণু পুত্র! ব্রবীম্যহম্।
লঘুপ্রকাশকং সত্ত্বং নির্ম্মলং বিশদং সদা ॥ ২০ ॥
যদাঙ্গানি লঘূন্যেব নেত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি চ।
নির্ম্মলঞ্চ তথা চেতো গৃহ্লাতি বিষয়ান্ন তান্।
তদা সত্ত্বং শরীরে বৈ মন্তব্যঞ্চ সমুৎকটম্ ॥ ২১ ॥
জৃম্ভাং স্তম্ভঞ্চ তন্দ্রাঞ্চ চলং চৈব রজঃ পুনঃ।
যদা তদুৎকটং জাতং দেহে যস্য চ কস্যচিৎ ॥ ২২ ॥

---

* তমোরূপং নিবিড়ান্ধকারপ্রায়ম্ ॥ ১৬—১৮ ॥

প্রোষিতভর্ত্তৃকাণাং বিরহিণীনাং কামিনীনাম্। স্বভাবস্থা ইতি। এতে যথা দৃষ্টান্তা এবমেতে গুণাঃ স্বভাবস্থা অন্যগুণসাহায্যেন বিপরীতা ভান্তি তস্মাম্মিশ্রীভূতা এবেতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

সত্ত্বাদিগুণোদ্রেকে সতি জায়মানানি লক্ষণান্যাহ লক্ষণানীতি ॥ ২০ ॥

লঘুস্বরূপমাহ যদাঙ্গানীতি। লঘূন্যেব ন ভারবন্তি। তান্ রাজসাংস্তামসান্ বা বিষয়ান্ন গৃহ্লাতীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

জৃম্ভামিতি। জৃম্ভাং স্তম্ভং শরীরগুরুতাং তন্দ্রাঞ্চ যদা পশ্যতি তদা চলং রজঃ সমুৎকটং জাতমিত্যন্বয়ঃ ॥ ২২ ॥

দ্বারা আচ্ছাদিত ও তৃণ কাষ্ঠাদি সংগৃহীত হয় নাই, তাহাদিগের দুঃখপ্রদ এবং প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা কামিনীগণের মোহপ্রদ হয়, সেইরূপ স্বভাবস্থিত গুণ সকল ও অন্য গুণের সাহায্যে বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৪—১৯ ॥ বৎস! আমি তোমাকে পুনর্ব্বার গুণ সমূহের লক্ষণ কহিতেছি শ্রবণ কর। সত্ত্বগুণ নির্ম্মল, প্রকাশক, লঘু ও বিশদ ॥ ২০॥ যখন নয়নাদি ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ সকল লঘু (ভারবত্তা রহিত) এবং চিত্ত নির্ম্মল হইয়া রাজস ও তামসাদি ভোগ্যবিষয় গ্রহণ করে না তখন শরীরে সমধিক সত্ত্বগুণের উদয় হইয়াছে জানিবে। যখন জৃম্ভা, স্তম্ভ ও তন্দ্রাদি দৃষ্ট হয় তখন রজোগুণের আধিক্য হইয়াছে বিবেচনা করিবে। যাহার দেহে উৎকট তমোগুণের উৎপত্তি হইয়াছে, সে কলহ অন্বেষণ করে গ্রামান্তর গমন করে এবং সর্ব্বদাই চঞ্চলচিত্ত ও বিবাদে উদ্যত হয়; তাহার দেহ যেন গুরু আবরণে আবৃত হইয়া থাকে। তখন অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় সকল গুরু ও আবৃত এবং মন শূন্য

কলিং মৃগয়তে কর্তুং গন্তুং গ্রামান্তরং তথা।
চলচিত্তশ্চ সোঽত্যর্থং বিবাদে চোদ্যতস্তথা ॥ ২৩ ॥
গুরুমাবরণং কামং তমো ভবতি তদ্‌যদা।
তদাঙ্গানি গুরূণ্যাশু প্রভবন্ত্যাবৃতানি চ ॥ ২৪ ॥
ইন্দ্রিয়াণি মনঃ শূন্যং নিদ্রাং নৈবাভিবাঞ্ছতি।
গুণানাং লক্ষণান্যেবং বিজ্ঞেয়ানীহ নারদ! ॥ ২৫ ॥

নারদ উবাচ।

বিভিন্নলক্ষণাঃ প্রোক্তাঃ পিতামহ! গুণাস্ত্রয়ঃ।
কথমেকত্র সংস্থানে কার্য্যং কুর্ব্বন্তি শাশ্বতম্ ॥ ২৬ ॥
পরস্পরং মিলিত্বা হি বিভিন্নাঃ শত্রবঃ কিল।
একত্রস্থাঃ কথং কার্য্যং কুর্ব্বন্তীতি বদস্ব মে ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণু পুত্র! প্রবক্ষ্যামি গুণাস্তে দীপবৃত্তয়ঃ।
প্রদীপশ্চ যথা কার্য্যং প্রকরোত্যর্থদর্শনম্ ॥ ২৮ ॥

তমোলক্ষণমাহ কলিমিতি। কলিঃ কলহঃ। এতানি লক্ষণানি যদা ভবন্তি তদা তত্তম উৎকটং জাতমিতি জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥
গুরুমাবরণমিত্যস্যার্থমাহ তদাঙ্গানীতি। আবৃতানি তমসেত্যর্থঃ। শূন্যং জ্ঞানশূন্যম্ ॥২৫॥
মিশ্রীভূতা গুণাঃ কার্য্যং কুর্ব্বন্তীতি শ্রুত্বা নারদঃ শঙ্কতে বিভিন্নেতি। যথা শত্রবো মিলিতাঃ কার্য্যং ন কুর্ব্বন্তি তথা গুণাঃ পরস্পরং শত্রবঃ সন্তঃ কথং মিলিত্বা কার্য্যং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥

হয়, সে, নিদ্রা কামনা করে না। নারদ! গুণ সকলের লক্ষণ এইরূপ জানিও ॥ ২১—২৫ ॥

নারদ কহিলেন, পিতঃ! আপনি গুণত্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ সকল কহিলেন, কিন্তু যখন তাহারা একত্র অবস্থিত হয় তখন তাহারা কিরূপে কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া থাকে? ॥ ২৬ ॥ শত্রু সকল যেরূপ একত্র মিলিয়া কার্য্য করে না তাহারা সর্ব্বদাই বিভিন্ন থাকে সেইরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মী গুণ সকল কি প্রকারে একত্র মিলিয়া কার্য্য সাধন করিবে? তাহা আমাকে বলুন ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, নারদ! গুণ সকল দীপবৃত্তি অর্থাৎ প্রদীপের ন্যায় ধর্ম্ম বিশিষ্ট, প্রদীপ যেমন দ্রব্য প্রদর্শন রূপ কার্য্য করে ইহারাও সেইরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। দেখ, বর্ত্তিকা তৈল ও বহ্নিশিখা পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ; তৈল অগ্নির বিরুদ্ধ হইলেও তাহার সহিত সঙ্গত হয়। তৈল, বর্ত্তিকা এবং অগ্নি পরস্পর বিরোধী হইয়াও ইহারা সকলে

বর্ত্তিস্তৈলং যথার্চ্চিশ্চ বিরুদ্ধানি পরস্পরম্।
বিরুদ্ধং হি তথা তৈলমগ্নিনা সহ সঙ্গতম্ ॥ ২৯ ॥
তৈলং বর্ত্তিবিরোধ্যেব পাবকোঽপি পরস্পরম্।
একত্রস্থাঃ পদার্থানাং প্রকুর্ব্বন্তি প্রদর্শনম্ ॥ ৩০ ॥*

নারদ উবাচ।

এবং প্রকৃতিজাঃ প্রোক্তা গুণাঃ সত্যবতীসুত!।
বিশ্বস্য কারণং তে বৈ ময়া পূর্ব্বং যথাশ্রুতম্ ॥ ৩১ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তং নারদেনাথ মম সর্ব্বং সবিস্তরম্।
গুণানাং লক্ষণং সর্ব্বং কার্য্যঞ্চৈব বিভাগশঃ ॥ ৩২ ॥
আরাধ্যা পরমা শক্তির্যয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
সগুণা নির্গুণা চৈব কার্য্যভেদে সদৈব হি ॥ ৩৩ ॥

দীপবৃত্তয় ইতি। তথাচ যথা দীপবর্ত্তিকা তৈলানি পরস্পরবিরুদ্ধান্যপি মিলিত্বা ঘটার্থ-প্রকাশনমেকং কুর্ব্বন্তি তদ্বদ্গুণা অপীতি ভাবঃ ॥ ২৮—৩০ ॥

ইথমেতাবৎ পর্য্যন্তং ব্রহ্মণা নারদং প্রত্যুক্তং নারদো ব্যাসং প্রত্যুক্তবানিত্যাহ এবং প্রকৃতিজা ইতি। অত্র নারদ উবাচেত্যনেনৈব ব্রহ্মনারদসম্বাদসমাপ্তেঃ সিদ্ধত্বাৎ সা পুরাণে-নোক্তেতি বোধ্যম্ ॥ ৩১ ॥

তে বৈ বিশ্বস্য কারণন্তে বৈ প্রকৃতিসম্বন্ধিনো গুণা এব নান্যো বিশ্বস্য কারণমিত্যর্থঃ। ইত্যুক্তমিতি। হে রাজন্ জনমেজয়! যত্ত্বয়া পৃষ্টং তদেবোদ্দিশ্য ময়া পৃষ্টো নারদো মাং প্রত্যেবমুক্তবানিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

একত্র অবস্থিত থাকিয়া দ্রব্য প্রদর্শন রূপ কার্য্য করিয়া থাকে। নারদ! গুণ সকল পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াও সেইরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করে ॥ ২৮—৩০ ॥

নারদ কহিলেন, সত্যবতীনন্দন! কমলযোনি গুণসমূহকে এইরূপ প্রকৃতিজাত বলিয়া আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং এই গুণ সকলই বিশ্বের কারণ। পূর্ব্বে আমি পিতামহের নিকট প্রকৃতির গুণ যেরূপ শুনিয়াছিলাম, এক্ষণে আমি তোমার নিকটও সেইরূপ বর্ণনা করিলাম ॥ ৩১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি মহর্ষি নারদের নিকট পূর্ব্বে তদুদ্দেশে প্রশ্ন করিলে তিনি গুণত্রয়ের লক্ষণ ও কার্য্য সকল বিভাগক্রমে বিস্তার পূর্ব্বক এইরূপ কহিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥ রাজন্! শাস্ত্রমধ্যে যেখানে যাহাই উক্ত হউক

---

* তথা সম্বাদয়ঃ কার্য্যং পুরুষার্থ সহস্থিতাঃ। বিরুদ্ধা অপি কুর্ব্বন্তি ত্রয়স্তে মিলিতাঃ কিল।" ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুত্রচিৎ দৃশ্যতে।

অকর্ত্তা পুরুষঃ পূর্ণো নিরীহঃ পরমোঽব্যয়ঃ ।
করোত্যেষা মহামায়া বিশ্বং সদসদাত্মকম্ ॥ ৩৪ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রঃ শচীপতিঃ ।
অশ্বিনৌ বসবস্ত্বষ্টা কুবেরো যাদসাম্পতিঃ ॥ ৩৫ ॥
বহ্নির্ব্বায়ুস্তথা পূষা সেনানীশ্চ বিনায়কঃ ।
সর্ব্বে শক্তিযুতাঃ শক্তাঃ কর্ত্তুং কার্য্যাণি স্বানি চ ॥ ৩৬ ॥
অন্যথা তেপ্যশক্তা বৈ প্রস্পন্দিতুমনীশ্বরাঃ ।
সা চৈব কারণং রাজন্! জগতঃ পরমেশ্বরী ॥ ৩৭ ॥
সমারাধয়তাং ভূপ ! কুরু যজ্ঞং জনাধিপ ! ।
পূজনং পরয়া ভক্ত্যা তস্যা এব বিধানতঃ ॥ ৩৮ ॥
মহালক্ষ্মীর্ম্মহাকালী তথা মহাসরস্বতী ।
ঈশ্বরী সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বকারণকারণম্ ॥ ৩৯ ॥

ইত্থং সম্বাদশ্রবণেন জনমেজয়স্য সর্ব্বপ্রশ্নসমাধানে জাতেঽপি সম্বাদনির্গলিতার্থং নিগমনস্থানীয়ং ব্যাস আহ আরাধ্যেতি। হে রাজন্! যতো যয়া দেব্যা সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তং যা চ জগৎসৃষ্টিস্থিতিক্ষয়তিরোধানানুগ্রহপঞ্চকৃত্যকর্ত্রী উৎপত্তিস্থিতিক্ষয়রহিতা গুণত্রয়সমুদ্ভূতপঞ্চভূতসমুদ্ভূতদেহবতামেকৈকগুণাভিমানিব্রহ্মাদিজীবানাং সৃষ্টিস্থিতিক্ষয়কারিণী সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণী শ্রীদেবী হেয়গুণাংস্তৎকার্য্যাণি চ জ্ঞাত্বা কর্ম্মোপাসনাদিভির্ব্বেদান্তশাস্ত্রশ্রবণাদিভিশ্চ হেয়গুণাংস্তৎকার্য্যাণি চ নিরুধ্য গ্রাহ্যং সত্ত্বগুণং তৎকার্য্যাণি চ জ্ঞাত্বা তং সম্পাদ্য সত্ত্বগুণোদ্রেকেণ যুক্তেন পুরুষেণ সৈব সর্ব্বোৎকৃষ্টা দেবী সর্ব্ববেদান্ততাৎপর্য্যভূমিরারাধ্যা জ্ঞেয়া চ মোক্ষকামেনেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

কার্য্যভেদে মোক্ষরূপে কার্য্যে ব্রহ্মাভিন্না নির্গুণা আরাধ্যা তদন্যকামে তু সগুণা গুণবিশিষ্টৈয়মেব মায়া বিশিষ্টব্রহ্মরূপিণী শ্রীদেবী জগৎকর্ত্রী ন কেবলং ব্রহ্ম ন বা ব্রহ্মাদয়ো দেবা ইত্যাহ। অকর্ত্তেতি ॥ ৩৪—৩৬ ॥

তাহার সার মর্ম্ম এই যে, যিনি এই অখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, যিনি কার্য্যভেদে সর্ব্বদাই সগুণা ও নির্গুণা, সেই পরমাশক্তিকেই পরমারাধ্যা বলিয়া জানিবে ॥ ৩৩ ॥ পুরুষ অব্যয়, পরম ও পূর্ণ হইলেও নিরীহ ; তিনি কোনও কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হন না ; এই মহামায়াই সৎ ও অসদাত্মক বিশ্বকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন ॥ ৩৪ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, অশ্বিনীদ্বয়, বসুগণ, বিশ্বকর্ম্মা, কুবের, বরুণ, বহ্নি, বায়ু, পূষা, ষড়ানন ও গণপতি, ইঁহারা সকলে শক্তিযুক্ত হইয়াই স্ব স্ব কার্য্যসাধনে সমর্থ হন, নতুবা স্পন্দনাদিতেও অশক্ত হইয়া থাকেন ; অতএব নরপতে! সেই পরমেশ্বরী মহামায়াকেই এই জগতের কারণ জানিও ॥ ৩৫—৩৭ ॥ নরনাথ! তুমি তাঁহার আরাধনা কর, তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ কর এবং পরম ভক্তি সহকারে সেই পরমাশক্তিরই পূজা কর ॥ ৩৮ ॥ রাজন্! সেই মহামায়াই মহালক্ষ্মী, তিনিই মহাকালী এবং তিনিই মহা সরস্বতী; তিনি সমস্ত ভূতগণের ঈশ্বরী এবং

সর্ব্বকামার্থদা শান্তা সুখসেব্যা দয়ান্বিতা।
নামোচ্চারণমাত্রেণ বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদা ॥ ৪০ ॥
দেবৈরারাধিতা পূর্ব্বং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরৈঃ।
মোক্ষকামৈশ্চ বিবিধৈস্তাপসৈর্ব্বিজিতাত্মভিঃ ॥ ৪১ ॥
অস্পষ্টমপি তন্নাম প্রসঙ্গেনাপি ভাষিতম্।
দদাতি বাঞ্ছিতানর্থান্ দুর্ল্লভানপি সর্ব্বথা ॥ ৪২ ॥
ঐ ঐ ইতি ভয়ার্ত্তেন দৃষ্ট্বা ব্যাঘ্রাদিকং বনে।
বিন্দুহীনমপীত্যুক্তং বাঞ্ছিতং প্রদদাতি বৈ ॥ ৪৩ ॥
তত্র সত্যব্রতস্যৈব দৃষ্টান্তো নৃপসত্তম!।
প্রত্যক্ষ এব চাস্মাকং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ৪৪ ॥
ব্রাহ্মণানাং সমাজেষু তস্যোদাহরণং বুধৈঃ।
কথ্যমানং ময়া রাজন্! শ্রুতং সর্ব্বং সবিস্তরম্ ॥ ৪৫ ॥

সা চৈব কারণমিতি। যানি ময়া নারদং প্রতি জগৎকারণানি শঙ্কিতানি তানি তানি সর্ব্বাণি ন স্বস্বশক্তিং বিহায় জগৎ কর্ত্তুং সমর্থানি তস্মাৎ সা শক্তিরেব জগৎকারণং সৈব সর্ব্বোৎকৃষ্টা ধ্যেয়া জ্ঞেয়া চেতি মম নারদস্য সম্বাদে নারদস্য ব্রহ্মণশ্চ সম্বাদে নির্ণীতমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

যজ্ঞমন্বামথমিত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৪১ ॥

অস্পষ্টং যথাবদ্বর্ণরহিতমিত্যর্থঃ। প্রসঙ্গেনাপি দেবতানামবুদ্ধিরহিতেনাপি পুরুষেণান্যপ্রসঙ্গেনাপীত্যর্থঃ। ইতরদেবতাস্বারধনেনৈব যৎকিঞ্চিৎ ফলং দদতি। ইয়ন্তু অশুদ্ধনামোচ্চারণে প্রসঙ্গেনাপি কৃতে পুরুষার্থচতুষ্টয়ং দদাতীতি কথং ন সর্ব্বৈঃ সেব্যেতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

তদুদাহরণমাহ। ঐ ঐ ইতি ॥ ৪৩ ॥

সমস্ত কারণের কারণরূপিণী ॥৩৯॥ সেই শান্তিরূপা সুখসেব্যা করুণাময়ীর আরাধনা করিলে, তিনি ভক্তজনের সকল কামনাই পরিপূর্ণ করেন; অধিক কি, তাঁহার নামোচ্চারণ করিলেই তিনি বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করিয়া থাকেন ॥৪০॥ পুরাকালে মুক্তিকামনায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সমস্ত দেবগণ এবং বহুতর জিতেন্দ্রিয় তাপসগণও তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥ মহারাজ! অধিক কি বলিব যদি অস্পষ্টরূপেও তাঁহার নাম উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে তিনি অতিদুর্লভ বাঞ্ছিতার্থ সকলও প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥ বনমধ্যে ব্যাঘ্রাদিদর্শনে ভয়াতুর হইয়া ঐং ঐং বীজ দ্বয়ের বিন্দু পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ ঐ এইরূপ উচ্চারণ করিলেও তিনি বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করেন ॥ ৪৩ ॥ নৃপসত্তম! এতদ্বিষয়ে সত্যব্রতের একটী দৃষ্টান্ত আছে। বুধবর লোমশ মুনি ব্রাহ্মণসমাজে আমার এবং বহু তত্ত্বদর্শী মুনিগণের প্রত্যক্ষে তাহার উদাহরণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে আমি তদ্বিবরণ সবিস্তার শ্রবণ করিয়াছিলাম ॥ ৪৪—৪৫ ॥

অনক্ষরো মহামূর্খো নাম্না সত্যব্রতো দ্বিজঃ ॥ ৪৬ ॥
শ্রুত্বাক্ষরং কোলমুখাৎ সমুচ্চার্য্য স্বয়ং ততঃ।
বিন্দুহীনং প্রসঙ্গেন জাতোঽসৌ বিবুধোত্তমঃ ॥ ৪৭ ॥
ঐকারোচ্চারণাদ্দেবী তুষ্টা ভগবতী তদা।
চকার কবিরাজং তং দয়ার্দ্রা পরমেশ্বরী ॥ ৪৮ ॥*

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে গুণবর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

প্রত্যক্ষ এবেতি। অস্মাকং মুনীনাং ভগবতীনামমহিমস্বরূপং নানাপ্রকারকজাত-সিদ্ধিভির্ব্বারংবারং প্রত্যক্ষমেবাস্তি ন সংশয়োঽস্মাকমত্রেতি ভাবঃ ॥ ৪৪—৪৬ ॥

অক্ষরমিতি। ঐকারাক্ষরমিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

হে রাজন্নেতাদৃশী দয়ার্দ্রা ভগবতী সর্ব্বোৎকৃষ্টা ভক্তকামকল্পদ্রুমাস্তীতি সৈবারাধ্যেতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

মহারাজ! সত্যব্রত নামে এক নিরক্ষর মহামূর্খ ব্রাহ্মণ, শূকরের মুখ হইতে ঐকার অক্ষর শ্রবণ এবং প্রসঙ্গক্রমে ঐ অক্ষর স্বয়ং উচ্চারণ করিয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল ॥ ৪৬—৪৭ ॥ তাঁহার ঐকার উচ্চারণ শ্রবণ করিয়া করুণাময়ী পরমেশ্বরী দেবী ভগবতী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কবিশ্রেষ্ঠ করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে গুণলক্ষণবর্ণন-নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

---

* ত্রৈলোক্যে বিশ্রুতশ্চাসীৎ স হি সত্যব্রতো দ্বিজঃ। অনারাধ্য মহাকালীং শ্রদ্ধয়া চ মহেশ্বরীম্ ॥
অতস্ত্বাং নৃপশার্দ্দূল! প্রব্রবীমি পুনঃ পুনঃ। যজ্ঞং কুরু মহারাজ! বিধিং তে কথয়াম্যহম্ ॥"
ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

কোঽসৌ সত্যব্রতো নাম ব্রাহ্মণো দ্বিজসত্তমঃ।
কস্মিন্দেশে সমুৎপন্নঃ কীদৃশশ্চ বদস্ব মে ॥ ১ ॥
কথং তেন শ্রুতঃ শব্দঃ কথমুচ্চারিতঃ পুনঃ।
সিদ্ধিশ্চ কীদৃশী জাতা তস্য বিপ্রস্য * তৎক্ষণাৎ ॥ ২ ॥
কথং তুষ্টা ভবানী সা সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বসংস্থিতা।
বিস্তরেণ বদস্বাদ্য কথামেতাং মনোরমাম্ ॥ ৩ ॥

সূত উবাচ।

ইতি পৃষ্টস্তদা রাজ্ঞা ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
উবাচ পরমোদারং বচনং রসবচ্ছুচি ॥ ৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি কথাং পৌরাণিকীং শুভাম্।
শ্রুতাং মুনিসমাজেষু ময়া পূর্ব্বং কুরূদ্বহ ॥ ৫ ॥

পঞ্চষষ্টিশ্লোকবর্ষৈর্ব্বাগ্বীজমহিমা মহান্।
সত্যব্রতকথাযোগাৎ প্রোচ্যতে ভক্তিকারকঃ।

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে প্রশ্নবীজমুপলভ্য কোঽসৌ সত্যব্রতঃ কথং তেন প্রসঙ্গেনাস্পষ্টনামোচ্চারণং কৃতং কা চ তেন সিদ্ধির্জ্জাতেতি পরমভাবুকো রাজা পৃচ্ছতি কোসাবিতি ॥১—৫॥

জনমেজয় কহিলেন, হে মহর্ষে! আপনি যে সত্যব্রতের নামোল্লেখ করিলেন, এই ব্রাহ্মণসত্তম সত্যব্রত কে? ইনি কোন্ দেশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন? ইঁহার স্বভাবাদি কিরূপ? তৎসমুদয় বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন ॥ ১ ॥ মহর্ষে! সেই সত্যব্রত, কি প্রকারে সেই শব্দ শ্রবণ করিয়াছিলেন, কি প্রকারেই বা সেই অস্পষ্ট নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেই বিপ্রের কি রূপই বা সিদ্ধি লাভ হইয়াছিল? ॥ ২ ॥ সেই সর্ব্বব্যাপিনী সর্ব্বজ্ঞা ভগবতী ভবানী কি জন্যই বা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন, এই মনোরম পবিত্র আখ্যান আপনি বিস্তারিত রূপে বর্ণন করুন ॥ ৩ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! রাজা জনমেজয় এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সত্যবতীসুত ব্যাসদেব অতিউদারভাব-সম্পন্ন রসময়ী পবিত্র বচনাবলী দ্বারা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪ ॥

---

* মুর্খস্য ইতি বা পাঠঃ।

একদাহং কুরুশ্রেষ্ঠ ! কুর্ব্বংস্তীর্থাটনং শুচি।
সংপ্রাপ্তো নৈমিষারণ্যং পাবনং মুনিসেবিতম্ ॥ ৬॥
প্রণম্যাহং মুনীন্ সর্ব্বান্ স্থিতস্তত্র বরাশ্রমে।
বিধিপুত্রাস্তু যত্রাসন্ জীবন্মুক্তা মহাব্রতাঃ ॥ ৭ ॥
কথাপ্রসঙ্গ এবাসীত্তত্র বিপ্রসমাগমে।
জমদগ্নিস্তু পপ্রচ্ছ মুনীনেবং সমাস্থিতঃ ॥ ৮ ॥

জমদগ্নিরুবাচ।

সন্দেহোঽস্তি মহাভাগা মম চেতসি তাপসাঃ ! ।
সমাজেষু মুনীনাং বৈ নিঃসন্দেহো ভবাম্যহম্ ॥ ৯ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রো মঘবা বরুণোঽনলঃ।
কুবেরঃ পবনস্ত্বষ্টা সেনানীশ্চ গণাধিপঃ ॥ ১০ ॥
সূর্য্যোঽশ্বিনৌ ভগঃ পূষা নিশানাথো গ্রহাস্তথা।
আরাধনীয়তমঃ কোঽত্র বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদঃ ॥ ১১ ॥
সুখসেব্যশ্চ সততং চাশুতোষশ্চ মানদাঃ ! ।
ব্রবন্তু মুনয়ঃ শীঘ্রং সর্ব্বজ্ঞাঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ১২ ॥

(সত্যব্রতবিবরণং বক্তুমাহ একদেতি ॥ ৬ ॥
জীবন্মুক্তা জীবদ্দশায়াং মায়াবন্ধরহিতাঃ ॥ ৭—১০ ॥)

রাজন্ ! তুমি কুরুকুলশ্রেষ্ঠ, অতএব আমি পূর্ব্বে মুনিজন সমাজে যাহা শুনিয়াছিলাম সেই কল্যাণদায়িনী পৌরাণিকী কথা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর॥ ৫ ॥ কুরুবর। আমি এক সময়ে পবিত্র তীর্থপর্য্যটন করিতে করিতে মুনিজন-সেবিত পরমপাবন নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলাম ॥ ৬ ॥ এই সময় সেই অনুত্তম আশ্রমে মহাব্রত জীবন্মুক্ত সনক-সনাতনপ্রভৃতি বিধাতৃপুত্রগণ অবস্থিতি করিতেছিলেন ; আমিও সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক সমস্ত মুনিগণকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলাম। অনন্তর, সেই বিপ্রসমাজে কথাপ্রসঙ্গ উত্থিত হইল ; পরে, তত্রস্থিত মহর্ষি জমদগ্নি, মুনিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৭—৮ ॥

হে মহাভাগ মহাতাপস মুনিগণ ! আমার মনোমধ্যে এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, মহর্ষিগণের সমাজে আমি সেই সন্দেহ ভঞ্জন করিব এইরূপ অভিলাষ করিয়াছি ॥ ৯ ॥ হে সংশিতব্রত মানপ্রদ মহর্ষিগণ ! আপনারা সর্ব্বজ্ঞ তাহাতে কোনও সংশয় নাই ; এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ, অনল, কুবের, পবন, বিশ্বকর্ম্মা, ষড়ানন, গণপতি, সূর্য্য, অশ্বিনীদ্বয়, ভগ, পূষা, চন্দ্র ও গ্রহগণ ইহাঁদের মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

এবং প্রশ্নে কৃতে তত্র লোমশো বাক্যমব্রবীৎ।
জমদগ্নে! শৃণুষ্বৈতদ্‌যৎ পৃষ্টং বৈ ত্বয়াধুনা ॥ ১৩ ॥
সেবনীয়তমা শক্তিঃ সর্ব্বেষাং শুভমিচ্ছতাম্।
পরা প্রকৃতিরাদ্যা চ সর্ব্বগা সর্ব্বদা শিবা ॥ ১৪ ॥
দেবানাং জননী সৈব ব্রহ্মাদীনাং মহাত্মনাম্।
আদিপ্রকৃতির্ম্মূলং সা সংসারপাদপস্য বৈ ॥ ১৫ ॥
স্মৃতা চোচ্চারিতা দেবী দদাতি কিল বাঞ্ছিতম্।
সর্ব্বদেবার্দ্রচিত্তা সা বরদানায় সেবিতা ॥ ১৬ ॥
ইতিহাসং প্রবক্ষ্যামি শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ শুভম্।
অক্ষরোচ্চারণাদেব যথা প্রাপ্তং দ্বিজেন বৈ ॥ ১৭ ॥

আরাধনীয়তমঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ পূজ্যশ্চেত্যর্থঃ ॥ ১১—১৩ ॥

পরা প্রকৃতিঃ সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণী। তদুক্তং গীতাসু। ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং বিদ্ধি মে প্রকৃতিং পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগদিতি। জীবরূপাং চৈতন্যরূপাম্। তথা সূতসংহিতায়াম্। চিন্মাত্রাশ্রয়মায়ায়াঃ শক্ত্যাকারে দ্বিজোত্তমাঃ। অনুপ্রবিষ্টা যা সম্বিন্নির্ব্বিকল্পা স্বয়ম্প্রভা ॥ সদাকারা সদানন্দা সংসারোচ্ছেদকারিণী। সা শিবা পরমা দেবী শিবা ভিন্না শিবঙ্করীতি। শিবাভিন্না ব্রহ্মাভিন্নেত্যর্থঃ। জগদঙ্কুররূপিণ্যা শক্ত্যা যদবচ্ছিন্নং চৈতন্যং সা মূলপ্রকৃতিঃ পরা শক্তিরিতি চোচ্যতে ইতি তট্টীকায়াং মাধবঃ ॥ ১৪ ॥

সংসারবৃক্ষস্য মূলং মূলভূতেত্যর্থঃ। সেবিতা সতী বরদানার্থং সদৈবার্দ্রচিত্তা যা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥

আরাধ্য ও সুখসেব্য; কাহার আরাধনা করিলে তিনি শীঘ্র সন্তুষ্ট হইয়া অভিলষিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন, ইহা আপনারা সত্বর আমাকে বলুন ॥ ১০—১২ ॥

জমদগ্নি মুনিসমাজে এইরূপ প্রশ্ন করিলে তাঁহাদের মধ্যে মহর্ষি লোমশ কহিতে লাগিলেন, জমদগ্নে! আপনি এখন যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তদ্বিষয়ের বিশেষ বিবরণ শ্রবণ করুন ॥ ১৩ ॥ শক্তিদেবীই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পরমারাধ্য দেবতা; যাঁহারা কল্যাণ কামনা করেন, তাঁহাদিগের শক্তির আরাধনা করাই কর্ত্তব্য। তিনি পরাপ্রকৃতি অর্থাৎ মায়োপাধিবিশিষ্ট ব্রহ্মরূপিণী; তিনিই সর্ব্বকামপ্রদা, শিবঙ্করী, সর্ব্বত্রব্যাপিনী ও ব্রহ্মাদি মহাত্মা দেবগণের জননী। তিনিই আদ্যা প্রকৃতি এবং সংসার-মহীরুহের মূলরূপিণী ॥ ১৪—১৫ ॥ সেই দেবীকে স্মরণ করিলে কিংবা তাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে তিনি জীবের সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ করিয়া থাকেন। তাঁহার আরাধনা করিলে বর দানের নিমিত্ত তিনি অত্যন্ত দয়ার্দ্রচিত্ত হন ॥ ১৬ ॥ মুনিগণ! এক ব্রাহ্মণ এই দেবীর বীজমন্ত্রের একটী অক্ষর

কোশলেষু দ্বিজঃ কশ্চিদ্দেবদত্তেতি বিশ্রুতঃ ।
অনপত্যশ্চকারেষ্টিং পুত্রায় বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৮ ॥
তমসাতীরমাস্থায় কৃত্বা মণ্ডপমুত্তমম্ ।
দ্বিজানাহূয় বেদজ্ঞান্ সত্রকর্ম্মবিশারদান্ ॥ ১৯ ॥
কৃত্বা বেদীং বিধানেন স্থাপয়িত্বা বিভাবসূন্ ।
পুত্রেষ্টিং বিধিবত্তত্র চকার দ্বিজসত্তমঃ ॥ ২০ ॥
ব্রহ্মাণং কল্পয়ামাস সুহোত্রং মুনিসত্তমম্ ।
অধ্বর্য্যুং যাজ্ঞবল্ক্যঞ্চ হোতারঞ্চ বৃহস্পতিম্ ॥ ২১ ॥
প্রস্তোতারং তথা পৈলং * উদ্গাতারঞ্চ গোভিলম্ ।
সভ্যানন্যান্ মুনীন্ কৃত্বা বিধিবৎ প্রদদৌ বসু ॥ ২২ ॥
উদ্গাতা সামগঃ শ্রেষ্ঠঃ সপ্তস্বরসমন্বিতম্ ।
রথন্তরমগায়ত্তু স্বরিতেন সমন্বিতম্ ॥ ২৩ ॥
তদাস্য স্বরভঙ্গোঽভূৎ কৃতে শ্বাসে মুহুর্ম্মুহুঃ ।
দেবদত্তশ্চ কোপাশু গোভিলং প্রত্যুবাচ হ ॥ ২৪ ॥

যথাপ্রাপ্তং ফলমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥
পুত্রায় পুত্রার্থম্ ॥ ১৮ ॥
তমসানাম্নী নদী তত্তীরম্ ॥ ১৯—২৪ ॥

উচ্চারণমাত্রেই যেরূপে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই মঙ্গলময় ইতিহাস আপনাদের নিকট বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ১৭ ॥

কোশল দেশে দেবদত্ত নামে বিখ্যাত কোন এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি অনপত্য থাকায় পুত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত যথাবিধি পুত্রেষ্টি যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৮ ॥ সেই দ্বিজসত্তম তমসানদীর তীরদেশে মণ্ডপ ও বেদী নির্ম্মাণ করিয়া যজ্ঞকর্ম্মে বিশারদ বেদজ্ঞ দ্বিজেন্দ্রগণকে আহ্বান করত হুতাশন স্থাপন পূর্ব্বক যথাবিধানে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ১৯—২০ ॥ সেই যজ্ঞে মুনিসত্তম সুহোত্র ব্রহ্মা, যাজ্ঞবল্ক্য অধ্বর্য্যু, বৃহস্পতি হোতা, পৈল প্রস্তোতা, গোভিল উদ্গাতা এবং অন্যান্য মুনিগণকে সদস্যরূপে পরিকল্পিত করিয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য অর্থ প্রদান করিলেন ॥২১—২২॥ সেই যজ্ঞে উৎকৃষ্ট সামগায়ক উদ্গাতা গোভিল, সপ্তস্বরসমন্বিত রথন্তর সাম স্বরিতস্বরে গান করিতে লাগিলেন। তখন মুহুর্মুহুঃ শ্বাস হইয়া গোভিলের স্বরভঙ্গ হইল, তদ্দর্শনে দেবদত্ত কুপিত হইয়া গোভিলকে বলিতে

---

* কণ্বং ইতি বা পাঠঃ ।

মূর্খোঽসি মুনিমুখ্যাদ্য স্বরভঙ্গস্ত্বয়া কৃতঃ।
কাম্যকর্ম্মণি সঞ্জাতে পুত্ত্রার্থং যজ্ঞতশ্চ মে ॥ ২৫ ॥
গোভিলস্তু তদোবাচ দেবদত্তং সুকোপিতঃ।
মূর্খস্তে ভবিতা পুত্ত্রঃ শঠঃ শব্দবিবর্জ্জিতঃ ॥ ২৬ ॥
সর্ব্বপ্রাণিশরীরে তু শ্বাসোচ্ছ্বাসঃ সুদুর্গ্রহঃ।
ন মেঽত্র দূষণং কিঞ্চিৎ স্বরভঙ্গে মহামতে! ॥ ২৭ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য গোভিলস্য মহাত্মনঃ।
শাপাদ্ভীতো দেবদত্তস্তমুবাচাতিদুঃখিতঃ ॥ ২৮ ॥
কথং ক্রুদ্ধোঽসি বিপ্রেন্দ্র! বৃথা ময়ি নিরাগসি।
অক্রোধনা হি মুনয়ো ভবন্তি সুখদাঃ সদা ॥ ২৯ ॥
স্বল্পেঽপরাধে বিপ্রেন্দ্র! কথং শপ্তস্ত্বয়া হ্যহম্।
অপুত্ত্রোঽহং সুতপ্তঃ প্রাক্ তাপযুক্তঃ পুনঃ কৃতঃ ॥ ৩০ ॥
মূর্খপুত্ত্রাদপুত্ত্রত্বং বরং বেদবিদো বিদুঃ।
তথাপি ব্রাহ্মণো মূর্খঃ সর্ব্বেষাং নিন্দ্য এব হি ॥ ৩১ ॥

কাম্যেতি। কাম্যকর্ম্মভ্রংশে কাম্যসিদ্ধির্ন স্যাদিতি ভাবঃ। সঞ্জাতে প্রাপ্তে ॥ ২৫ ॥
শব্দবিবর্জ্জিতো মূকঃ ॥ ২৬ ॥
সর্ব্বপ্রাণিশরীরে শ্বাসোচ্ছ্বাসঃ সুদুর্গ্রহঃ স্বাধীনো নাস্তি তথাচ মদপরাধাভাবে দুর্ব্বাক্যং বদতস্তব পুত্রস্তথৈব স্যাদিতি ॥ ২৭—৩০ ॥

আরম্ভ করিলেন ॥২৩—২৪॥ গোভিল! আপনি মুনিগণের শ্রেষ্ঠ হইয়াও অদ্য নিতান্ত অজ্ঞের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন; যেহেতু আমার পুত্রনিমিত্তক কাম্যকর্ম্মসময়ে আপনি স্বরভঙ্গ করিলেন, ইহাতে আমার কাম্য সিদ্ধির বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা ॥২৫॥ তখন গোভিল অত্যন্ত কুপিত হইয়া দেবদত্তকে কহিলেন, তোমার পুত্র, মূর্খ শঠ ও শব্দবর্জ্জিত মূক হইবে ॥ ২৬ ॥ দেখ, প্রাণিগণের দেহে শ্বাস ও উচ্ছ্বাস অত্যন্ত দুর্দ্দম্য, এই স্বরভঙ্গ বিষয়ে আমার কিছুই দোষ নাই, তুমি মহাবুদ্ধি হইয়াও কি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না ॥ ২৭ ॥ দেবদত্ত মহাত্মা গোভিলের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শাপভয়ে ভীত ও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, বিপ্রবর! আমি নিরপরাধ, আমার প্রতি আপনি বিনা কারণে ক্রুদ্ধ হইলেন কেন? দেখুন, মুনিগণ ক্রোধহীন এবং সর্ব্বদাই সুখপ্রদ হইয়া থাকেন ॥ ২৮—২৯ ॥ হে দ্বিজেন্দ্র! আমার অপরাধ অত্যন্ত অল্প, তাহাতেও আপনি আমাকে এরূপ কঠোর অভিশাপ প্রদান করিলেন কেন? আমি পুত্রহীন বলিয়া পূর্ব্বাবধিই সুতপ্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে আপনি আবার আমাকে অধিকতর উত্তাপিত করিলেন ॥ ৩০ ॥ কারণ, বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়া

পশুবচ্ছূদ্রবচ্চৈব ন যোগ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ।
কিংকরোমীহ মূর্খেণ পুত্রেণ দ্বিজসত্তম ! ॥ ৩২ ॥
যথা শূদ্রস্তথা মূর্খো ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ ।
ন পূজার্হো ন দানার্হো নিন্দ্যশ্চ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৩৩ ॥
দেশে বৈ বসমানশ্চ ব্রাহ্মণো বেদবর্জ্জিতঃ ।
করদঃ শূদ্রবচ্চৈব মন্তব্যঃ স চ ভূভুজা ॥ ৩৪ ॥
নাসনে পিতৃকার্য্যেষু দেবকার্য্যেষু স দ্বিজঃ ।
মূর্খঃ সমুপবেশ্যশ্চ কার্য্যস্য ফলমিচ্ছতা ॥ ৩৫ ॥
রাজ্ঞা শূদ্রসমো জ্ঞেয়ো ন যোজ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসু ।
কর্ষকস্তু দ্বিজঃ কার্য্যো ব্রাহ্মণো বেদবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৬ ॥
বিনা বিপ্রেণ কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং কুশবটেন বৈ ।
ন তু বিপ্রেণ মূর্খেণ শ্রাদ্ধং কার্য্যং কদাচন ॥ ৩৭ ॥
আহারাদধিকং চান্নং ন দাতব্যমপণ্ডিতে ।
দাতা নরকমাপ্নোতি গৃহীতা তু বিশেষতঃ* ॥ ৩৮ ॥

তদুক্তং বরং পুত্রাদপুত্রত্বং মূর্খশ্চেদ্ভবিতা সুত ইতি ॥ ৩১—৩৩ ॥
দেশে বসমানো বাসং কুর্ব্বাণঃ ॥ ৩৪—৩৮ ॥

থাকেন যে,মূর্খপুত্র অপেক্ষা পুত্র না হওয়াই উত্তম,তন্মধ্যে আবার ব্রাহ্মণের পুত্র মূর্খ হইলে সে সকলেরই নিন্দনীয় হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ মূর্খপুত্র পশুর ও শূদ্রের ন্যায় সকল কর্ম্মেরই অযোগ্য ; হে দ্বিজোত্তম ! আমি ইহ লোকে মূর্খপুত্র লইয়া কি করিব ? ॥ ৩২ ॥ মূর্খ ব্রাহ্মণ শূদ্রের ন্যায়, সুতরাং পূজার ও দানের পাত্র হইতে পারে না ; সে সকল কর্ম্মেই অযোগ্য হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ বেদবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ দেশমধ্যে বাস করিলে রাজা তাহাকে শূদ্রের ন্যায় বিবেচনা করিয়া তাহার নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥ যিনি কর্ম্মফল লাভের অভিলাষ করেন, তিনি পিতৃকার্য্যের ও দেবকার্য্যের আসনে কদাচই মূর্খ ব্রাহ্মণকে উপবেশন করাইবেন না ॥৩৫॥ রাজা মূর্খ ব্রাহ্মণকে শূদ্র সমান জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে কোনও ধর্ম্মকর্ম্মে নিয়োজিত না করিয়া কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করিবেন ॥৩৬॥ বিপ্র-গ্রহণ না করিয়া কুশবট নির্ম্মাণদ্বারা বরং শ্রাদ্ধ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবে তথাপি শ্রাদ্ধে কদাচই মূর্খ ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিবে না ॥ ৩৭ ॥ অপণ্ডিত ব্যক্তিকে পরিমিত আহারের উপযুক্ত অন্ন প্রদান করিবে কদাচই অধিক অন্ন প্রদান করিবে না, তাহা করিলে দাতা বিশেষত গৃহীতা

---

* সুমূর্খস্ত চ বিপ্রস্ত যস্তান্নমুদরে গতম্ । পচ্যন্তে নরকে ঘোরে সর্ব্বে বৈ তস্ত পূর্ব্বজাঃ ॥
ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে ॥

ধিগ্রাজ্যং তস্য রাজ্ঞো বৈ যস্য দেশেঽবুধা জনাঃ।
পূজ্যন্তে ব্রাহ্মণা মূর্খা দানমানাদিকৈরপি ॥ ৩৯ ॥
আসনে পূজনে দানে যত্র ভেদো ন চাণ্বপি।
মূর্খপণ্ডিতয়োর্ভেদো জ্ঞাতব্যো বিবুধেন বৈ ॥ ৪০ ॥
মূর্খা যত্র সুগর্ব্বিষ্ঠা দানমানপরিগ্রহৈঃ।
তস্মিন্ দেশে ন বস্তব্যং পণ্ডিতেন কথঞ্চন ॥ ৪১ ॥
অসতামুপকারায় দুর্জ্জনানাং বিভূতয়ঃ।
পিচুমর্দ্দঃ ফলাঢ্যোঽপি কাকৈরেবোপভুজ্যতে ॥ ৪২ ॥
ভুক্ত্বান্নং বেদবিদ্বিপ্রো বেদাভ্যাসং করোতি বৈ।
ক্রীড়ন্তি পূর্ব্বজাস্তস্য স্বর্গে প্রমুদিতাঃ কিল ॥ ৪৩ ॥
গোভিলাতঃ কিমুক্তং বৈ ত্বয়া বেদবিদুত্তম।
সংসারে মূর্খপুত্রত্বং মরণাদপি গর্হিতম্ ॥ ৪৪ ॥
কৃপাং কুরু মহাভাগ! শাপস্যানুগ্রহং প্রতি।
দীনোদ্ধারণশক্তোঽসি পতামি তব পাদয়োঃ ॥ ৪৫ ॥

দেশেঽবুধা ইতি চ্ছেদঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥
অসতামিতি। যথা পিচুমর্দ্দো নিম্বঃ ফলাঢ্যোঽপি কাকৈরেবোপভুজ্যতে স যথাসতাং কাকানামুপকারায় তথেত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৬ ॥

নরকগামী হয় ॥ ৩৮ ॥ যে রাজার রাজ্যে অপণ্ডিত মূর্খ ব্রাহ্মণগণ বাস করে এবং তাহারা দানমানাদি দ্বারা সম্মানিত হয় তাঁহার সেই রাজ্যে ধিক্!! ॥ ৩৯ ॥ যেখানে আসন, পূজন ও দানাদিতে বিন্দুমাত্রও ভেদ লক্ষিত হইবে না, সেখানে বুধগণ বুদ্ধি দ্বারা মূর্খ ও পণ্ডিতের প্রভেদ বুঝিয়া লইবেন ॥ ৪০ ॥ যেখানে দান ও মান পরিগ্রহ করিয়া মূর্খেরা অত্যন্ত গর্ব্বিত হয়, সেই স্থানে পণ্ডিত ব্যক্তি কদাচই বাস করিবেন না ॥৪১॥ দুর্জ্জনদিগের সম্পত্তি অসজ্জনের উপকারের নিমিত্তই হইয়া থাকে; কারণ, নিম্ববৃক্ষসকল ফলাঢ্য হইলেও কেবল কাকেরই উপভোগের নিমিত্তই হয় ॥ ৪২ ॥ আর, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অন্ন ভোজন করিয়াও বেদাভ্যাস করিলে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ প্রমুদিত হইয়া স্বর্গধামে ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥ অতএব হে গোভিল! আপনি বেদজ্ঞগণের অগ্রগণ্য হইয়াও এ কি কহিলেন? দেখুন, সংসারে মূর্খপুত্রপ্রাপ্তি অপেক্ষা মরণও বরং ভাল; অতএব, কি জন্য আপনি মহামুনি এবং মহাজ্ঞানী হইয়াও আমাকে মূর্খপুত্রপ্রাপ্তির অভিসম্পাত প্রদান করিলেন? ॥ ৪৪ ॥ হে মহাভাগ! আপনি দীনজনের উদ্ধরণে সমর্থ, আমি আপনার চরণতলে নিপতিত হইতেছি. কৃপা করিয়া আমার অভিশাপ বিষয়ে অনুগ্রহ করুন ॥ ৪৫ ॥

লোমশ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা দেবদত্তস্তু পতিতস্তস্য পাদয়োঃ।
স্তুবন্ দীনহৃদত্যর্থং কৃপণঃ সাশ্রুলোচনঃ ॥ ৪৬ ॥
গোভিলস্য দয়োৎপন্না দৃষ্ট্বা তং দীনচেতসম্।
ক্ষণকোপা মহান্তো বৈ পাপিষ্ঠাঃ কল্পকোপনাঃ ॥ ৪৭ ॥
জলং স্বভাবতঃ শীতং পাবকাতপযোগতঃ।
উষ্ণং ভবতি তচ্ছীঘ্রং তদ্বিনা শিশিরং ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥
দয়াবান্ গোভিলস্ত্বাহ দেবদত্তং সুদুঃখিতম্।
মূর্খো ভূত্বা সুতস্তে বৈ বিদ্বানপি ভবিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥
ইতিদত্তবরঃ সোঽথ মুদিতোঽভূদ্দ্বিজর্ষভঃ।
ইষ্টিং সমাপ্য বিপ্রান্ বৈ বিসসর্জ্জ যথাবিধি ॥ ৫০ ॥
কালেন কিয়তা তস্য ভার্য্যা রূপবতী সতী।
গর্ভং দধার কালে সা রোহিণী রোহিণীসমা ॥ ৫১ ॥
গর্ভাধানাদিকং কর্ম্ম চকার বিধিবদ্দ্বিজঃ।
পুংসবনবিধানঞ্চ শৃঙ্গারকরণং তথা ॥ ৫২ ॥
সীমন্তোন্নয়নং চৈব কৃতং বেদবিধানতঃ।
দদৌ দানানি মুদিতো মন্ত্রেষ্টিং সফলাং তথা ॥ ৫৩ ॥

কল্পকোপনাঃ বহুকালপর্য্যন্তং কোপবন্তঃ ॥ ৪৭—৫৩ ॥

লোমশ কহিলেন, মুনিগণ! দেবদত্ত এই বলিয়া তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইলেন এবং দীন ও সাশ্রুলোচন হইয়া অত্যন্ত দুঃখিতহৃদয়ে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥ তখন, তাঁহাকে দীনচিত্ত দর্শন করিয়া গোভিলের দয়ার উদয় হইল, কারণ যাঁহারা মহান্, ক্ষণকাল পরেই তাঁহাদের কোপ শান্তি হইয়া যায়, আর পাপিষ্ঠগণের ক্রোধ বহুকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে ॥৪৭॥ জল স্বভাবতই শীতল কিন্তু পাবক বা আতপযোগে উষ্ণ হইয়া উঠে, কিন্তু তাহার অভাবে শীঘ্রই শীতল হইয়া থাকে ॥৪৮॥ তখন দয়াবান গোভিল সুদুঃখিত দেবদত্তকে কহিলেন, তোমার পুত্র মূর্খ হইয়াও তৎপরে বিদ্বান্ হইবে ॥ ৪৯ ॥ সেই দ্বিজবর দেবদত্ত এইরূপে বর প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত হর্ষলাভ করিলেন; অনন্তর, সেই যজ্ঞ সমাপন করিয়া বিপ্রগণকে যথাবিধি দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিলেন ॥৫০॥ কালবশে তাঁহার রূপবতী পতিব্রতা রোহিণীতুল্য রোহিণীনাম্নী ভার্য্যা গর্ভধারণ করিল ॥ ৫১ ॥ দেবদত্ত গর্ভাধান পুংসবন প্রভৃতি শুদ্ধিসাধন কর্ম্মসমূহ বিধিপূর্ব্বক সম্পাদন করিলেন ॥৫২॥ তিনি বেদবিধি

শুভেঽহ্নি সুষুবে পুত্রং রোহিণী রোহিণীযুতে।
দিনে লগ্নে শুভেঽত্যর্থং জাতকর্ম্ম চকার সঃ ॥ ৫৪ ॥
পুত্রদর্শনকং কৃত্বা নামকর্ম্ম চকার চ।
উতথ্য ইতি পুত্রস্য কৃতং নাম পুরাবিদা ॥ ৫৫ ॥
স চাষ্টমে তথা বর্ষে শুভে বৈ শুভবাসরে।
তস্যোপনয়নং কর্ম্ম চকার বিধিবৎ পিতা ॥ ৫৬ ॥
বেদমধ্যাপয়ামাস গুরুস্তং বৈ ব্রতে স্থিতম্।
নোচ্চচার তথোতথ্যঃ সংস্থিতো মূকবত্তদা ॥ ৫৭ ॥
বহুধা পাঠিতঃ পিত্রা ন দধার মতিং শঠঃ।
মূঢবত্তিষ্ঠতেঽত্যর্থং তং শুশোচ পিতা তদা ॥ ৫৮ ॥
এবং কুর্ব্বন্ সদাভ্যাসং জাতো দ্বাদশবার্ষিকঃ।
ন বেদ বিধিবৎ কর্ত্তুং সন্ধ্যাবন্দনকং বিধিম্ ॥ ৫৯ ॥
মূর্খোঽভূদিতি লোকেষু গতা বার্ত্তাতিবিস্তরম্।
ব্রাহ্মণেষু চ সর্ব্বেষু তাপসেম্বিতরেষু চ ॥ ৬০ ॥

(রোহিণীযুতে রোহিণীনক্ষত্রসংযুক্তে শুভেদিনে ॥ ৫৪—৫৫ ॥
স চাষ্টমে ইতি। গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নমিতি বচনাৎ গর্ভাদষ্টমে বর্ষে ইত্যর্থঃ ॥ ৫৬—৬৩ ॥)

অনুসারে সীমন্তোন্নয়ন সমাপন পূর্ব্বক তাঁহার পুত্রেষ্টি যাগ সফল হইল বিবেচনা করিয়া হৃষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ বস্ত্র দান করিলেন ॥ ৫৩ ॥ অনন্তর রোহিণী, রোহিণীযুক্ত সুলগ্নে ও শুভদিনে পুত্র প্রসব করিলে দেবদত্ত নবজাত পুত্রের জাতক্রিয়াদি সম্পাদন পূর্ব্বক পুত্র দর্শন করিলেন। পরে, সেই পুরাবিৎ দেবদত্ত পুত্রের উতথ্য এই নাম রক্ষা করিলেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥ অনন্তর, পুত্র অষ্টমবর্ষে উপনীত হইলে দেবদত্ত তাহার উপনয়ন ক্রিয়া যথাবিধি সম্পাদন করিলেন ॥ ৫৬ ॥ তৎপরে গুরু উতথ্যকে ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বী করিয়া তাহাকে বেদ পড়াইতে আরম্ভ করিলে সে কোনও বাক্য উচ্চারণ না করিয়া কেবল মূঢ়ের ন্যায় বসিয়া থাকিত। তাহার পিতা তাহাকে বহুপ্রকারে পড়াইলেও সেই শঠ মুনিবালক কিছুতেই মনোযোগ করিল না কেবল মূঢ়ের ন্যায় বসিয়াই রহিল, তদ্দর্শনে তাঁহার পিতা অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইলেন ॥ ৫৭—৫৮ ॥ এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইল তথাপি সে বিধি পূর্ব্বক সন্ধ্যাবন্দনাদি শিক্ষা করিতে সমর্থ হইল না ॥ ৫৯ ॥ দেবদত্তের পুত্র উতথ্য অতিশয় মূর্খ হইল এই জনরব, সমস্ত ব্রাহ্মণ তাপস এবং অন্যান্য ইতর জনগণের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া পড়িল ॥ ৬০ ॥ উতথ্য

জহাস লোকস্তং বিপ্রং যত্র তত্র গতং বনে ।
পিতা মাতা নিনিন্দাথ মূর্খং তমতিভর্ৎসয়ন্ ॥ ৬১ ॥
নিন্দিতোঽথ জনৈঃ কামং পিতৃভ্যামথ বান্ধবৈঃ ।
বৈরাগ্যমগমদ্বিপ্রো জগাম বনমপ্যসৌ ॥ ৬২ ॥
অন্ধো বরস্তথা পঙ্গুর্ন মূর্খস্তু বরঃ সুতঃ ।
ইত্যুক্তোঽসৌ পিতৃভ্যাং বৈ বিবেশ কাননং প্রতি ॥ ৬৩ ॥
গঙ্গাতীরে শুভে স্থানে কৃত্বোটজমনুত্তমম্ ।
বন্যাং বৃত্তিঞ্চ সঙ্কল্প্য স্থিতস্তত্র সমাহিতঃ ॥ ৬৪ ॥
নিয়মঞ্চ পরং কৃত্বা নাসত্যং প্রব্রবীম্যহম্ ।
স্থিতস্তত্রাশ্রমে রম্যে ব্রহ্মচর্য্যব্রতো হি সঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে সত্যব্রতকথাযোগেন বাগ্বীজমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

উটজং কুটিম্ । বন্যাং বৃত্তিং ফলমূলাশনরূপাম্ ॥ ৬৪—৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

বনস্থলীর যে কোন স্থলে গমন করিলে লোক সকল তাহাকে দেখিয়া উপহাস করিত এবং তাহার পিতা ও মাতা সেই মূর্খ পুত্রকে ভর্ৎসনা করিয়া সততই নিন্দা করিত ॥ ৬১ ॥ এইরূপে সকল লোক জনক জননী এবং বান্ধবগণ কর্তৃক নিন্দিত হইলে উতথ্যের চিত্তে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল ॥ ৬২ ॥ একদিন তাহার পিতা মাতা, বরং অন্ধ এবং পঙ্গু পুত্র ভাল তথাপি মূর্খ পুত্র কোন কার্য্যেরই নহে, তাহা হইতে দুঃখলাভ ব্যতীত কোনও প্রকার সুখলাভের সম্ভাবনা থাকে না, এইরূপ ভর্ৎসনা করিলে উতথ্য বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্ব্বক নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৬৩ ॥ অনন্তর, গঙ্গাতীরে বিঘ্নবিহীন সুশোভন স্থানে এক উত্তম কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বনজাত ফলমূল দ্বারা আহারক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক সমাহিত চিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিল। উতথ্য উত্তম রূপ নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক "আমি কখনই মিথ্যা কহিব না" এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করত সেই রমণীয় আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৬৪—৬৫ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে সত্যব্রতকথা উপলক্ষে বাগ্বীজের মাহাত্ম্যকথন নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

লোমশ উবাচ।

ন বেদাধ্যয়নং কিঞ্চিজ্জানাতি ন জপং তথা।
ধ্যানং ন দেবতানাঞ্চ ন চৈবারাধনং তথা ॥ ১ ॥
নাসনং বেদ বিপ্রোঽসৌ প্রাণায়ামং তথা পুনঃ।
প্রত্যাহারস্তু নো বেদ ভূতশুদ্ধিঞ্চ কারণম্ ॥ ২ ॥
ন মন্ত্রং কীলকং জাপ্যং গায়ত্রীঞ্চ ন বেদ সঃ।
শৌচং স্নানবিধিং চৈব তথাচমনকং পুনঃ ॥ ৩ ॥
প্রাণাগ্নিহোত্রং নো বেদ বলিদানং ন চাতিথিম্।
ন সন্ধ্যাং সমিধো হোমং বিবেদ চ তথা মুনিঃ ॥ ৪ ॥
সোঽকরোৎ প্রাতরুত্থায় যৎকিঞ্চিদ্দন্তধাবনম্।
স্নানঞ্চ শূদ্রবত্তত্র গঙ্গায়াং মন্ত্রবর্জ্জিতম্ ॥ ৫ ॥
ফলান্যাদায় বন্যানি মধ্যাহ্নেঽপি যদৃচ্ছয়া।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যপরিজ্ঞানং ন জানাতি শঠস্তথা ॥ ৬ ॥
সত্যং ব্রূতে স্থিতস্তত্র নানৃতং বদতে পুনঃ।
জনৈঃ সত্যতপা নাম কৃতমস্য দ্বিজস্য বৈ ॥ ৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশত্তিরেব পদ্যৈঃ সত্যব্রতস্য হ।
বাগ্বীজোচ্চারণাৎ সিদ্ধির্জ্জাতেতি পরিগীয়তে।

বনং গতস্যোতথ্যস্য বৃত্তমাহ লোমশঃ ন বেদেতি ॥ ১ ॥
কারণং সর্ব্বেশ্বরঞ্চ ন বেদ ॥ ২—৪ ॥
তর্হি তত্র কিমকরোত্তত্রাহ সোঽকরোদিতি॥ ৫—৬ ॥
সত্যমেব তপো যস্য স সত্যতপা অয়ঞ্চ ঋষিঃ সত্য ইতি সত্যতপারাধীতর ইতি তৈত্তিরীয়শ্রুতিপ্রসিদ্ধঃ ॥ ৭ ॥

লোমশ কহিলেন, মুনিগণ! দেবদত্তপুত্র উতথ্য বেদাধ্যয়ন, জপ, ধ্যান, দেবতাদিগের আরাধনা, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ভূতশুদ্ধি, মন্ত্র, কীলক, গায়ত্রী, শৌচ, স্নানবিধি, আচমন, প্রাণাগ্নিহোত্র, বলিদান, আতিথ্য, সন্ধ্যা, সমিধাহরণ ও হোম এই সকল বিষয়ের কিছুই জানিত না, প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া যথাকথঞ্চিৎরূপে দন্তধাবন এবং গঙ্গাজলে শূদ্রের ন্যায় মন্ত্রবর্জ্জিত স্নান করিত ॥১—৫॥ সেই শঠের ভক্ষ্যাভক্ষ্য জ্ঞান ছিল না, মধ্যাহ্ন-কাল উপস্থিত হইলে যদৃচ্ছাক্রমে বন্যফল আহরণ করিয়া ভক্ষণ করিত ॥ ৬ ॥ কিন্তু সেই

নাহিতং কস্যচিৎ কুর্ব্বান্ন তথাপি হিতং কচিৎ।
সুখং স্বপিতি তত্রৈব নির্ভয়শ্চিন্তয়ন্নিতি ॥ ৮ ॥
কদা মে মরণং ভাবি দুঃখং জীবামি কাননে।
জীবিতং ধিক্ চ মূর্খস্য তরসা মরণং ধ্রুবম্ ॥ ৯ ॥
দৈবেনাহং কৃতো মূর্খো নান্যোঽত্র কারণং মম।
প্রাপ্য চৈবোত্তমং জন্ম বৃথা জাতং মমাধুনা ॥ ১০ ॥
যথা বন্ধ্যা সুরূপা চ যথা বা নিষ্ফলো দ্রুমঃ।
অদুগ্ধদোহা ধেনুশ্চ তথাহং নিষ্ফলঃ কৃতঃ ॥ ১১ ॥
কিং নু নিন্দাম্যহং দৈবং নূনং কর্ম্ম মমেদৃশম্।
ন দত্তং পুস্তকং কৃত্বা ব্রাহ্মণায় মহাত্মনে ॥ ১২ ॥
ন বৈ বিদ্যা ময়া দত্তা পূর্ব্বজন্মনি নির্ম্মলা।
তেনাহং কর্ম্মযোগেন শঠোঽস্মি চ দ্বিজাধমঃ ॥ ১৩ ॥
ন চ তীর্থে তপস্তপ্তং সেবিতা ন চ সাধবঃ।
ন দ্বিজাঃ পূজিতা দ্রব্যৈস্তেন জাতোঽস্মি দুষ্টধীঃ* ॥ ১৪ ॥

নাহিতং কস্যচিৎ কুর্য্যাদিতি। জানাতীতি শেষঃ। চিন্তয়ন্নিতীতি ইতি বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ ॥ ৮—১০ ॥
অদুগ্ধদোহেতি। ন বিদ্যতে দুগ্ধং পয়ো দোহে দোহনে যস্যাঃ সা ॥ ১১ ॥

স্থানে অবস্থিতি করিয়া সদা সত্য কথা বলিত কদাচই মিথ্যা কহিত না, সেই হেতু তত্রস্থিত জনগণ তাহার "সত্যতপা" এই নাম রাখিয়াছিল ॥ ৭ ॥ সেই উতথ্য কাহারও অহিত বা হিত করিত না, সেই স্থানেই সুখে নিদ্রা যাইত; কিন্তু মনে মনে চিন্তা করিত যে, কখন্ আমার মরণ হইবে, বন মধ্যে এইরূপ দুঃখে থাকিয়া আর কতদিন বাঁচিতে হইবে, মূর্খের জীবনে ধিক্, মূর্খের সত্বর মরণই উত্তম কল্প ॥ ৮—৯ ॥ দৈবই আমাকে মূর্খ করিয়াছেন, এ বিষয়ে অন্য কোনও কারণ দেখিতে পাই না; হায়! আমি অত্যুত্তম মানব জন্ম লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু দৈববশে তাহা বিফল হইল ॥ ১০ ॥ হায়! রূপবতী বন্ধ্যা, দুগ্ধহীনা ধেনু এবং ফলহীন পাদপ যেমন নিষ্ফল হয়, সেইরূপ দৈব আমার জীবনকেও বিফল করিল ॥ ১১ ॥ অহো! আমি দৈবনিন্দাই বা কেন করিতেছি ইহা আমারই কর্ম্মফল, আমি পূর্ব্বে পুস্তক প্রস্তুত করিয়া মহাত্মা ব্রাহ্মণকে দান করি নাই বলিয়াই আমার এইরূপ মূর্খতা ঘটিয়াছে ॥ ১২ ॥ আমি পূর্ব্বজন্মে প্রিয়শিষ্যগণকে বিমল বিদ্যা দান করি

*দ্বিজাস্তাসন্ত তেনাহং জাতোঽস্মিন্ জন্মনি কিল।
ইতি বা পাঠঃ।

বর্ত্তন্তে মুনিপুত্রাশ্চ বেদশাস্ত্রার্থপারগাঃ।
অহং সুমূঢ়ঃ সঞ্জাতো দৈবযোগেন কেনচিৎ ॥ ১৫ ॥
ন জানামি তপস্তপ্তুং কিং করোমি সুসাধনম্।
মিথ্যায়ং মেঽত্র সঙ্কল্পো ন মে ভাগ্যং শুভং কিল ॥ ১৬ ॥
দৈবমেব পরং মন্যে ধিক্ পৌরুষমনর্থকম্।
বৃথা শ্রমকৃতং কার্য্যং দৈবাদ্ভবতি সর্ব্বথা ॥ ১৭ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ শক্রাদ্যাঃ কিল দেবতাঃ।
কালস্য বশগাঃ সর্ব্বে কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥ ১৮ ॥
এবংবিধান্ বিতর্কাংস্তু কুর্ব্বাণোঽহর্নিশং দ্বিজঃ।
স্থিতস্তত্রাশ্রমে তীরে জাহ্নব্যাঃ পাবনে স্থলে ॥ ১৯ ॥
বিরক্তঃ স তু সঞ্জাতঃ স্থিতস্তত্রাশ্রমে দ্বিজঃ।
কালাতিবাহনং শান্তশ্চকার বিজনে বনে ॥ ২০ ॥

কিংস্বিতি। দৈবং বিধিং কিম্ কিমর্থং নিন্দামি যতো মম কর্ম্মৈবেদৃশং ভবতি বিধেঃ কর্ম্মানুরূপমেব ফলদাতৃত্বাৎ ॥ ১২—১৫ ॥

ইদং ন ময়া কৃতমিতি সঙ্কল্পঃ পশ্চাত্তাপোঽপি মিথ্যৈব যতো ভাগ্যং মে শুভং নাস্তি ততঃ পশ্চাত্তাপেঽপি ন সৎকর্ম্ম ভবিতুমর্হতীতি ॥ ১৬ ॥

বৃথেতি। শ্রমেণ পৌরুষেণ কৃতং কার্য্যং দৈবাৎ সর্ব্বথা বৃথা ভবতি ॥ ১৭—২১ ॥

নাই সেই কারণেই শঠ ও দ্বিজাধম মূর্খ হইয়াছি ॥ ১৩ ॥ আমি, তীর্থস্থানে তপস্যা করি নাই, সাধুজনের সেবা করি নাই, দ্রব্যজাত দ্বারা দ্বিজগণের পূজা করি নাই সেই সমস্ত কারণেই আমি দুষ্টবুদ্ধি হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি ॥ ১৪ ॥ বহুতর মুনিপুত্র বেদ ও শাস্ত্রার্থের পারগামী হইয়াছেন, কিন্তু আমি কোন দৈবযোগবশত এইরূপ মূঢ় হইয়া কালযাপন করিতেছি ॥ ১৫ ॥ আমি ত তপস্যা করিতে জানি না, তবে আর কি প্রকারে তপস্যা সাধন করিব, আমার তপশ্চরণবিষয়ের সঙ্কল্প করাই বৃথা; আমার ভাগ্য অতিশয় মন্দ, অতএব আমার সৎসঙ্কল্প কোনরূপেই সম্পন্ন হইয়া উঠিবে না ॥ ১৬ ॥ আমি দৈবকেই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ মনে করি, নিরর্থক পৌরুষকে ধিক্; যেহেতু উদ্যোগ ও পরিশ্রমাদি দ্বারা কৃত কার্য্য সকল দৈবদ্বারা সর্ব্বতোভাবেই নিষ্ফল হইয়া যায় ॥ ১৭ ॥ কাল অত্যন্ত দুরতিক্রমনীয়; কারণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু, রুদ্র ও শক্রাদি দেবতাগণ সকলেই কালের অধীন ॥ ১৮ ॥

ঋষিগণ! সেই দ্বিজপুত্র উতথ্য এবংবিধ বিবিধ বিতর্ক করিয়া জাহ্নবীর সুপবিত্র তীরস্থিত সেই আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥ পরে, সেই আশ্রমস্থলে বাস করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে সকল বিষয়েই বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং শান্তভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অতিকষ্টে

এবং স্থিতস্তু বনে বিমলোদকে বৈ
বর্ষাণি তত্র নব পঞ্চ গতানি কামম্‌।
নারাধনং ন চ জপং ন বিবেদ মন্ত্রং
কালাতিবাহনমসৌ কৃতবান্‌ বনে বৈ ॥ ২১ ॥
জানাতি তস্য বিততং ব্রতমেব লোকঃ
সত্যং বদত্যপি মুনিঃ কিল নাম জাতম্‌।
জাতং যশশ্চ সকলেষু জনেষু কামং
সত্যব্রতোঽয়মনিশং ন মৃষাভিভাষী ॥ ২২ ॥
তত্রৈকদা তু মৃগয়াং রমমাণ এব
প্রাপ্তো নিষাদনিশঠো ধৃতচাপবাণঃ ॥
ক্রীড়ন্‌ বনেঽতিবিপুলে যমতুল্যদেহঃ
ক্রূরাকৃতির্হননকর্ম্মণি চাতিদক্ষঃ ॥ ২৩ ॥
তেনাতিকৃষ্টেন শরেণ বিদ্ধঃ
কোলঃ কিরাতেন ধনুর্দ্ধরেণ।
পলায়মানো ভয়বিহ্বলশ্চ
মুনেঃ সমীপং বিদ্রুতো জগাম ॥ ২৪ ॥

সত্যং বদতীতি ব্রতমিত্যন্বয়ঃ। অতএব সত্যতপা ইতি নাম জাতমিত্যর্থঃ ॥ ২২—২৩ ॥
কোলো বরাহঃ ॥ ২৪—২৫ ॥

সেই বিজনবনে কাল যাপন করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥ এইরূপে বিমলজল-সমন্বিত অরণ্য মধ্যে বাস করিতে করিতে তাহার চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল। তথাপি তাহার আরাধনা, জপ ও মন্ত্রাদি কিছুরই জ্ঞান হইল না, কেবলমাত্র সেই বনে বাস করিয়া কালযাপন করিতে লাগিল ॥ ২১ ॥ জনগণ, তাঁহার একমাত্র ব্রত অবগত ছিল যে, এই মুনি সততই সত্য কথা কহিয়া থাকেন, এই জন্যই ইঁহার সত্যব্রত নাম হইয়াছে এবং তাঁহার এই এক যশঃ সকল লোক মধ্যে প্রথিত হইল যে, ইনি "সত্যব্রত" ইনি কখনই মিথ্যা কথা কহেন না ॥ ২২ ॥

একদিন দ্বিতীয় যমের ন্যায় ক্রূরাকৃতি এবং মৃগয়ায় অতিশয় নিপুণ নিশঠ নামে নিষাদ ধনুঃশর ধারণ পূর্ব্বক মৃগয়ার উৎসুক হইয়া মৃগয়া ক্রীড়া করিতে করিতে সেই সুবিস্তীর্ণ অরণ্যমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৩ ॥ অনন্তর, সেই ধনুর্দ্ধারী কিরাত আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরদ্বারা এক বরাহকে বিদ্ধ করিলে সে ভয়বিহ্বলচিত্তে পলায়ন পূর্ব্বক

বিকম্পমানো রুধিরার্দ্রদেহো
যদা জগামাশ্রমমণ্ডলং বৈ।
কোলস্তদাতীব দয়ার্দ্রভাবং
প্রাপ্তো মুনিস্তত্র সমীক্ষ্য দীনম্ ॥ ২৫ ॥
অগ্রে ব্রজন্তং রুধিরার্দ্রদেহং
দৃষ্ট্বা মুনিঃ শূকরমাশু বিদ্ধম্।
দয়াভিবেশাদতিকম্পমানঃ
সারস্বতং বীজমথোচ্চচার ॥ ২৬ ॥
অজ্ঞাতপূর্ব্বঞ্চ তথাশ্রুতঞ্চ
দৈবান্মুখে বৈ সমুপাগতঞ্চ।
ন জ্ঞাতবান্ বীজমসৌ বিমূঢ়ো
মমজ্জ শোকে স মুনির্ম্মহাত্মা ॥ ২৭ ॥
কোলঃ প্রবিশ্যাশ্রমমণ্ডলং তদ্
স্থিতো নিকুঞ্জে প্রবিলীয় গূঢ়ম্।
অপ্রাপ্তমার্গো দৃঢ়নির্ব্বিণ্ণচেতাঃ
প্রবেপমানঃ শরপীড়িতত্বাৎ ॥ ২৮ ॥

সারস্বতং বীজমিতি। ঐঐ ইতি শব্দং চকারেত্যর্থঃ। স্বভাব এবায়ং মনুষ্যাণাং দুঃখাতুরং দৃষ্ট্বা ঐঐ ইতি শব্দ উচ্চারণীয় ইতি ॥ ২৬ ॥

ন জ্ঞাতবানিতি। ময়া যদুচ্চারিতং তদ্বীজমস্তীতি ন জ্ঞাতবান্ অথ চ তং শূকরং দৃষ্ট্বা শোকে মমজ্জ চ ॥ ২৭ ॥

নিকুঞ্জে নিবিড়বৃক্ষদেশে প্রবিলীয়াদৃশ্যো ভূত্বা ॥ ২৮ ॥

অতিশয় বেগে ধাবমান হইয়া সেই সত্যব্রত মুনির সন্নিধানে উপস্থিত হইল ॥ ২৪ ॥ শূকর আশ্রমে আসিয়া ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তাহার দেহ রুধিরধারায় আর্দ্র হইয়া গেল; মুনি সেই দীন ভাবাপন্ন বরাহকে দর্শন করিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেন ॥ ২৫ ॥ শরবিদ্ধ শূকর রুধির ধারায় আর্দ্র হইয়া সম্মুখে গমন করিতেছে ইহা দর্শন করিয়াই সত্যব্রতের মানসে দয়ার আবেশ হইল, তাহাতে তিনি কম্পমান হইতে লাগিলেন এবং দুঃখাতুর জীবদর্শনে মানুষতা সুলভ স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া ঐ ঐ এইরূপ বিন্দুহীন সরস্বতীর বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন ॥ ২৬ ॥ সেই মূর্খ ব্রাহ্মণপুত্র ঐকারাক্ষর যে সারস্বত বীজ তাহা পূর্ব্বে কখনও শ্রবণ করেন নাই এবং অন্য কোনও রূপে জানিতে পারেন নাই; দৈবাৎ তাহা মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল সেই জন্য তিনিও বলিয়া ফেলিলেন; কিন্তু সেই মহাত্মা

ততঃ ক্ষণাদাকরণান্তকৃষ্টং
চাপং দধানোঽতিকরালদেহঃ ।
প্রাপ্তস্তদন্তে স চ মৃগ্যমাণো
নিষাদরাজঃ কিল কাল এব ॥ ২৯ ॥
দৃষ্ট্বা মুনিং তত্র কুশাসনে স্থিতং
নাম্না তু সত্যব্রতমদ্বিতীয়ম্ ।
ব্যাধঃ প্রণম্য প্রমুখে স্থিতোঽসৌ
পপ্রচ্ছ কোলঃ ক গতো দ্বিজেশ ! ॥ ৩০ ॥
জানামি তেঽহং সুব্রতং প্রসিদ্ধং
তেনাদ্য পৃচ্ছে মম বাণবিদ্ধম্ ।
ক্ষুধার্দ্দিতং মে সকলং কুটুম্বং
বিভর্ত্তুকামঃ কিল আগতোঽস্মি ॥ ৩১ ॥
বৃত্তির্মমৈষা বিহিতা বিধাত্রা
নান্যাস্তি বিপ্রেন্দ্র ! ঋতং ব্রবীমি ।
ভর্ত্তব্যমেবেহ কুটুম্বমঞ্জসা
কেনাপ্যুপায়েন শুভাশুভেন ॥ ৩২ ॥

তত ইতি। শূকরে আশ্রমং প্রবিষ্টানন্তরং নিবিড়বনে গতে সতি ততোঽনন্তরমেবা-করণান্তং কৃষ্টং করণং শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং তৎপর্য্যন্তং কৃষ্টং চাপং দধান ইত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥
কিল আগতোঽস্মীত্যত্র সন্ধ্যভাব আর্ষঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

মুনি শূকরকে অত্যন্ত আতুর দেখিয়া শোকে নিমগ্ন হইলেন ॥ ২৭ ॥ অনন্তর শরপীড়িত, অত্যন্ত খিন্নচিত্ত শূকর কাঁপিতে কাঁপিতে আশ্রমমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইল এবং আর পথ না পাইয়া নিবিড় নিকুঞ্জ মধ্যে লীন হইয়া গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ২৮ ॥ ক্ষণকাল পরেই, ভীষণমূর্ত্তি দ্বিতীয় যমের ন্যায় সেই নিষাদরাজ, আকর্ণাকৃষ্ট শরাসন ধারণ পূর্ব্বক সেই শূকরের অন্বেষণ করিতে করিতে সত্যব্রতের সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৯ ॥ সেইস্থানে সত্যব্রত মুনিকে মৌনাবলম্বী এবং কুশাসনে একাকী উপবিষ্ট দেখিয়া ব্যাধ প্রণামান্তে তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, দ্বিজবর ! বাণবিদ্ধ শূকর কোন্ দিকে গমন করিল ? ব্রহ্মন্ ! আমি আপনার সুপ্রসিদ্ধ সত্যব্রতের বিষয় অবগত আছি, এই জন্যই আপনাকে বাণবিদ্ধ শূকরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমার পরিবারবর্গ সকলেই ক্ষুধায় কাতর, তাহাদিগের পোষণ কামনায় মৃগয়ায় আগমন করিয়াছি, পশুমারণ কর্ম্মই আমার বিধি নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি, আমার ইহাভিন্ন অন্য কোনও জীবনো-

সত্যং ব্রবীত্বদ্য সত্যব্রতোঽসি
ক্ষুধাতুরো বর্ত্ততে পোষ্যবর্গঃ।
ক্বাসৌ গতঃ শূকরো বাণবিদ্ধঃ
পৃচ্ছাম্যহং বাড়ব! ব্রূহি তূর্ণম্॥ ৩৩॥
তেনেতি পৃষ্টঃ স মুনির্মহাত্মা
বিতর্কমগ্নঃ প্রবভূব কামম্।
সত্যব্রতং মেঽদ্য ভবেন্ন ভগ্নং
ন দৃষ্ট ইত্যুচ্চরিতেন কিং বৈ॥ ৩৪॥
গতোঽত্র কোলঃ শরবিদ্ধদেহঃ
কথং ব্রবীম্যদ্য মৃষামৃষা বা।
ক্ষুধার্দ্দিতোঽয়ং পরিপৃচ্ছতীব
দৃষ্ট্বা হনিষ্যত্যপি শূকরং বৈ॥ ৩৫॥
সত্যং ন সত্যং খলু যত্র হিংসা
দয়ান্বিতং চানৃতমেব সত্যম্।
হিতং নরাণাং ভবতীহ যেন
তদেব সত্যং ন তথান্যথৈব॥ ৩৬॥

সত্যমিতি। ভবান্ সত্যং ব্রবীতু॥ ৩৩॥

বিতর্কমগ্নঃ সন্দেহমগ্নঃ। সন্দেহমেবাহ সত্যমিতি। ন দৃষ্ট ইত্যুচ্চারিতে মম সত্যব্রতং ভগ্নং ন ভবেৎ কিং অপিতু ভবেদেব॥ ৩৪॥

অতো গতঃ কোলঃ শরবিদ্ধদেহ ইত্যমৃষা সত্যং বক্তব্যমিতি চেত্তত্রাহ কথং ব্রবীমীতি। হিংসাদোষভয়াদপি সত্যং কথং ব্রবীমীতি। তত উভয়তো দোষান্মৃষা বামৃষা কথং ব্রবীমীতি। কথং ব্রবীমীতি বাক্যস্য দেহলীদীপকন্যায়েনান্বয়ঃ। সত্যে উক্তেঽয়ং হনিষ্যত্যেবেত্যাহ। ক্ষুধার্দ্দিত ইতি॥ ৩৫॥

পায় নাই, ইহা আপনাকে সত্যই বলিতেছি, অনিন্দিত হউক বা নিন্দিতই হউক যে কোনও উপায় দ্বারা কুটুম্ববর্গের পোষণ করা কর্ত্তব্য, তন্নিমিত্তই আমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি॥ ৩০—৩২॥ হে ব্রহ্মন্! আপনি সত্যব্রত নামে বিখ্যাত, আমার পোষ্যবর্গ উপবাসী, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই বাণবিদ্ধ শূকর কোথায় গেল আপনি সত্বর সত্য করিয়া এবিষয়ের উত্তর প্রদান করুন॥ ৩৩॥ সেই নিষাদ এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে মহাত্মা সত্যব্রত মুনি সংশয় সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন; তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আমি যদি "দেখিনাই" এই বাক্য উচ্চারণ করি তবে আমার সত্যব্রত কি ভঙ্গ হইবে না? অবশ্যই ভঙ্গ হইবে॥ ৩৪॥ শরবিদ্ধ শূকর এই স্থান দিয়া গিয়াছে সত্য, তবে কিরূপে মিথ্যা বলিব?

হিতং কথং স্যাদুভয়োর্ব্বিরুদ্ধয়ো-
স্তদুত্তরং কিং ন যথা মৃষা বচঃ।
বিচারয়ন্ বাড়বধর্ম্মসঙ্কটে
ন প্রাপ বক্তুং বচনং যথোচিতম্ ॥ ৩৭ ॥
বাণাহতং বীক্ষ্য দয়ান্বিতেন
কোলং তদন্তে সমুদাহৃতং বচঃ।
তেন প্রসন্না নিজবীজতঃ শিবা
বিদ্যাং দুরাপাং প্রদদৌ চ তস্মৈ ॥ ৩৮ ॥
বীজোচ্চারণতো দেব্যা বিদ্যা প্রস্ফুরিতাখিলা।
বাল্মীকেশ্চ যথাপূর্ব্বং তথা স হ্যভবৎ কবিঃ ॥ ৩৯ ॥

সত্যং ন সত্যমিতি। যেন সত্যভাষণেন হিংসা ভবতি তৎ সত্যং সত্যং ন ভবতি কিন্তু দয়ান্বিতং দয়য়ান্যকল্যাণার্থং প্রযুজ্যমানমপ্যনৃতং সত্যমেব ভবতি ॥ ৩৬ ॥

যদ্যপ্যন্যকল্যাণার্থমনৃতমপি সত্যং তথাচ মমানৃতকথনেঽত্র দোষো নাস্তি তথাপ্যুভয়ং সংরক্ষিতং স্যাচ্চেৎ সর্ব্বতো বরমিতি মনসি বিচারয়ন্নাহ হিতং কথং স্যাদিতি। উভয়োর্ব্বিরুদ্ধয়োঃ প্রসঙ্গে মম হিতং কথং স্যাত্তস্যোত্তরং চ ময়া কিং বক্তব্যং যেন মম বচো মৃষা ন স্যাদিতি বিচারয়ন্ সন্ হে বাড়ব! হে জমদগ্নে! ধর্ম্মসঙ্কটে যথোচিতং বচনং বক্তুং ন প্রাপ ন সমর্থো বভূব ॥ ৩৭ ॥

বাণাহতমিতি। হে জমদগ্নে! অস্মিন্ সময়ে নিজবীজতো নিজবীজবাগ্‌ভববীজোচ্চারতো দেবী প্রসন্না সতী দুরাপাং বিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং তস্মৈ সত্যব্রতায় দদৌ। যয়া বিদ্যয়া বাণাহতং কোলং বীক্ষ্য তদন্তে বিচারান্তে দয়ান্বিতেন সত্যব্রতেন বচঃ সমুদাহৃতম্। যদ্বা যদ্বচঃ ঐঐ-ইতি সমুদাহৃতং তেন বচসেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

তদেবাহ বীজোচ্চারণত ইতি ॥ ৩৯—৪০ ॥

আবার এই ব্যক্তি ক্ষুধার্দ্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, এ শূকরকে দেখিতে পাইয়াই বিনাশ করিবে তবে সত্যই বা কিরূপে বলিব ?॥ ৩৫ ॥ যে সত্যভাষণে হিংসা হয় সে সত্য সত্যই নহে, কিন্তু দয়াদ্বারা অন্যের কল্যাণের নিমিত্ত প্রযুক্ত মিথ্যা সত্যই হইয়া থাকে। ফলত যদ্দ্বারা ইহলোকে প্রাণিগণের হিতসাধন হয় তাহাই সত্য অন্য কিছুই সত্য নহে ॥৩৬॥ জমদগ্নে! সত্যব্রত এইরূপে ধর্ম্মের সঙ্কটস্থলে পতিত হইয়া এই উভয় বিরুদ্ধ বিষয়ের মধ্যে কিরূপে হিতসাধন হয় এবং আমারও মিথ্যা না হয় এমন উত্তর কি? এইরূপ বহু বিচার করিয়াও এবিষয়ের যথোচিত বাক্য প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ৩৭ ॥ সত্যব্রত, সেই শরাহত শূকরকে দেখিয়া দয়া প্রকাশ পুরঃসর যে বীজাক্ষর উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেই বীজের উচ্চারণহেতু ভগবতী মঙ্গলদায়িনী দেবী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে দুর্লভ বিদ্যা প্রদান করিলেন ॥ ৩৮ ॥ দেবীর বীজ উচ্চরণহেতু তাঁহার অখিল বিদ্যা প্রস্ফুরিত হইল,

তমুবাচ দ্বিজো ব্যাধং সম্মুখস্থং ধনুর্দ্ধরম্।
সত্যকামস্তু ধর্ম্মাত্মা শ্লোকমেকং দয়াপরঃ॥ ৪০॥
যা পশ্যতি ন সা ব্রূতে যা ব্রূতে সা ন পশ্যতি।
অহো ব্যাধ! স্বকার্য্যার্থিন্! কিং পৃচ্ছসি পুনঃ পুনঃ॥ ৪১॥
ইত্যুক্তস্তু তদা তেন গতোঽসৌ পশুহা পুনঃ।
নিরাশঃ শূকরে তস্মিন্ পরাবৃত্তো নিজালয়ে॥ ৪২॥
ব্রাহ্মণস্তু কবির্জ্জাতঃ প্রচেতস ইবাপরঃ।
প্রসিদ্ধঃ সর্ব্বলোকেষু নাম্না সত্যব্রতো দ্বিজঃ॥ ৪৩॥

যদুক্তং ত্বয়া বরাহঃ কেন মার্গেণ গত ইতি তত্র দর্শনবদনয়োরেককর্ত্তৃত্বে এবেদং সম্ভবতি ন চ দর্শনবদনকর্ত্তৃত্বমেকস্যাস্তি কিন্তু ভিন্নয়োরেবেত্যাহ যা পশ্যতীতি। যা অনশ্নন্নন্যো-ঽভিচাকশীতিশ্রুতিপ্রতিপাদ্যা সর্ব্বসাক্ষিণী সা পশ্যতি। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং ভাতীতিশ্রুত্যা সর্ব্বপ্রকাশকত্বস্য চিতিশক্তেরেব প্রতিপাদনাৎ। তথাচ সা পশ্যতি সা যা পশ্যতি ন সা ব্রূতে বদনকর্ত্তৃত্বং বুদ্ধেরেব ন চিতিশক্তেঃ। যা ব্রূতে বুদ্ধির্ন সা পশ্যতি ন বিষয়ং প্রকাশয়তি তস্যাঃ জড়ত্বাৎ। ননু সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য যথা লোকে চিতিশক্তিজড়শক্ত্যোরেকত্বমাধ্যাসিকং স্বীকৃত্য য এব পশ্যতি স এব ব্রূতে ইতি ব্যবহারো দৃশ্যতে তথা ভবতা ব্যবহারঃ কুতো ন ক্রিয়ত ইতি চেদধ্যাসকারণস্যাবিদ্যারূপস্য মষ্যভাবা-দিত্যভিপ্রায়ঃ। ইত্থং সত্যহো ব্যাধ! স্বকার্য্যার্থিন্মাং প্রতি পুনঃ পুনঃ কিং পৃচ্ছসি নৈতৎ প্রষ্টুং যোগ্যমিত্যর্থঃ॥ ৪১॥

পরাবৃত্ত ইতি। অয়ং জ্ঞানী বর্ত্ততে পূজ্যো নাতিশয়প্রশ্নার্হোঽয়মিতি মত্বা পরাবৃত্ত ইত্যর্থঃ॥ ৪২॥

প্রচেতা বরুণঃ স চ শ্রুতিসিদ্ধো জ্ঞানী॥ ৪৩—৪৪॥

তখন তিনি পুরাতন মুনি বাল্মীকির ন্যায় তৎক্ষণেই সৎকবি হইয়া উঠিলেন॥ ৩৯॥ অনন্তর সেই ধর্ম্মাত্মা দয়াপর দ্বিজবর সত্যকামনা করিয়া সম্মুখস্থিত ধনুর্দ্ধারী নিষাদকে এই শ্লোক কহিলেন॥ ৪০॥

"যেশক্তি, দর্শন করে, সেই নাহি বলে।
যে বলে সে নাহি দেখে, দেখ সব স্থলে॥
নিজ কার্য্য কামনায়, রে নিষাদজন!।
পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিছ কিসের কারণ*॥" ৪১॥

পশুঘাতক ব্যাধ, দ্বিজবরের সেই বাক্য শ্রবণান্তর শূকরের প্রাপ্তি বিষয়ে নিরাশ হইয়া নিজালয়ে ফিরিয়া গেল॥ ৪২॥ সেই দ্বিজবর, বরুণের ন্যায় কবি এবং সকল লোকে

---

* তুমি পুনঃ পুনঃ এরূপ অসঙ্গত কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? এই বলিয়া সত্যব্রত ব্যাধের প্রশ্ন করণ-প্রবৃত্তির সংকোচ করিয়া দিলেন। ইহা দ্বারা তাঁহার সত্যব্রত ভঙ্গ হইল না।

সারস্বতং ততো বীজং জজাপ বিধিপূর্ব্বকম্।
পণ্ডিতশ্চাতিবিখ্যাতো দ্বিজোঽসৌ ধরণীতলে ॥ ৪৪ ॥
প্রতিপর্ব্বসু গায়ন্তি ব্রাহ্মণা যদ্‌যশঃ সদা।
আখ্যানং চাতিবিস্তীর্ণং স্তুবন্তি মুনয়ঃ কিল ॥ ৪৫ ॥
তচ্ছ্রুত্বা সদনং তস্য সমাগম্য তদাশ্রমে।
যেন ত্যক্তঃ পুরা তেন গৃহং নীতোঽতিমানতঃ ॥ ৪৬ ॥
তস্মাদ্রাজন্! সদা সেব্যা পূজনীয়া চ ভক্তিতঃ।
আদিশক্তিঃ পরা দেবী জগতাং কারণং হি সা ॥ ৪৭ ॥
তস্যা যজ্ঞং মহারাজ! কুরু বেদবিধানতঃ।
সর্ব্বকামপ্রদং নিত্যং নিশ্চয়ং কথিতং পুরা ॥ ৪৮ ॥
স্মৃতা সম্পূজিতা ভক্ত্যা ধ্যাতা চোচ্চারিতা স্তুতা।
দদাতি বাঞ্ছিতানর্থান্ কামদা তেন কীর্ত্ত্যতে ॥ ৪৯ ॥

অত্রত্যমেব সত্যব্রতমুনেরাখ্যানং লঘুস্তবে শ্রীমদাচার্য্যৈরপি সংগৃহীতম্। দৃষ্ট্বা সম্ভ্রমকারি বস্তু সহসা ঐঐইতি ব্যাহৃতং যেনাকূতবশাদপীহ বরদে! বিন্দুং বিনাপ্যক্ষরম্। তস্যাপি ধ্রুবমেব দেবি! তরসা জাতে তবানুগ্রহে বাচঃ সূক্তিসুধারসদ্রবমুচো নির্গান্তি বক্ত্রাম্বুজাৎ ॥ ষন্নিত্যে! তব কামরাজমপরং মন্ত্রাক্ষরং নিষ্কলং তৎসারস্বতমিত্যবৈতি বিরলঃ কশ্চিজ্জনশ্চেদ্‌ভুবি। আখ্যানং প্রতিপর্ব্ব সত্যতপসো যৎ কীর্ত্তয়ন্তো দ্বিজাঃ প্রারম্ভে প্রণবাস্পদপ্রণয়িতাং নীত্বোচ্চরন্তি স্ফুটমিতি ॥ তথা পৃথ্বীধরাচার্য্যৈরপি। ঋক্‌সাময়োর্যজুষি সন্ধিবশাদুদীর্ণং বীজং সরস্বতি! সকৃত্তব যে জপন্তি। তে সত্যবাক্যমুনিবদ্বিদিতত্রয়ীকা আথর্ব্বণাদিকমবাপ্য সুখীভবন্তীতি ॥ ৪৫ ॥

যেন ত্যক্তস্তেন পিত্রেত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

এতাদৃশমহৎফলদাত্রী যৎকিঞ্চিন্মিষেণ স্মৃতা ভগবতী তস্মাদন্যদেবতা বিহায়েয়মেবারাধ্যেত্যাহ তস্মাদিতি ॥ ৪৭—৪৮ ॥

সত্যব্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন ॥ ৪৩ ॥ অনন্তর তিনি বিধিপূর্ব্বক সারস্বত মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন, এই দ্বিজ তৎপ্রভাবে অবনীতলে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৪৪ ॥ ব্রাহ্মণগণ প্রতি পর্ব্ব সময়ে সততই তাঁহার যশোগান, এবং মুনিগণ সর্ব্বদাই তাঁহার সুবিস্তীর্ণ আখ্যান কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥ তাঁহার যশোঘোষণা শ্রবণ করিয়া যিনি পূর্ব্বে সেই পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই পিতা দেবদত্ত তদীয় আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক সম্মান ও আদর করিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন ॥ ৪৬ ॥

অতএব হে রাজন্! জগতের কারণরূপিণী আদিশক্তি সেই পরমাদেবীর সর্ব্বদা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা ও সেবা করাই কর্ত্তব্য ॥ ৪৭ ॥ মহারাজ! তুমি বৈদিক বিধানে সর্ব্ব কামপ্রদ ও নিত্য এবং নিশ্চিত ফলপ্রদ দেবীযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, আমি এবিষয়ের কথা পূর্ব্বেই

অনুমানমিদং রাজন্! কর্ত্তব্যং সর্ব্বথা বুধৈঃ।
দৃষ্ট্বা রোগযুতান্ দীনান্ ক্ষুধিতান্নির্দ্ধনান্ শঠান্ ॥ ৫০ ॥
জনানার্ত্তাংস্তথা মূর্খান্ পীড়িতান্ বৈরিভিঃ সদা।
দাসানাজ্ঞাকরান্ ক্ষুদ্রান্ বিকলান্ বিহ্বলানথ ॥ ৫১ ॥
অতৃপ্তান্ ভোজনে ভোগে সদার্ত্তানজিতেন্দ্রিয়ান্।
তৃষ্ণাধিকানশক্তাংশ্চ সদাধিপরিপীড়িতান্ ॥ ৫২ ॥
তথা বিভবসম্পন্নান্ পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধনান্।
পুষ্টদেহাংশ্চ সম্ভোগৈঃ সংযুতান্ বেদবাদিনঃ ॥ ৫৩ ॥
রাজলক্ষ্ম্যা যুতান্ শূরান্ বশীকৃতজনানথ।
স্বজনৈরবিযুক্তাংশ্চ সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতান্ ॥ ৫৪ ॥
ব্যতিরেকান্বয়াভ্যাঞ্চ বিচেতব্যং বিচক্ষণৈঃ।
এভির্ন পূজিতা দেবী সর্ব্বার্থফলদা শিবা ॥ ৫৫
সমারাধিতা চ তথা নৃভিরেভিঃ সদাম্বিকা।
যতোঽমী সুখিনঃ সর্ব্বে সংসারেঽস্মিন্ন সংশয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

তেন কারণেন কামদেতি লোকে কীর্ত্যতে ॥ ৪৯ ॥

(অনুমানমিতি। কার্য্যদর্শনাৎ কারণস্যানুমানং পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদিবৎ অত্র দুঃখরূপকার্য্যদর্শনাৎ ভগবত্যা অপূজনরূপকারণং সুখরূপকার্য্যদর্শনাৎ ভগবত্যাঃ পূজনরূপকারণমনুমেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৫০—৫৬ ॥)

তোমাকে কহিয়াছি ॥৪৮॥ মানবগণ, ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার স্মরণ, পূজন, নামোচ্চাচরণ, ধ্যান ও স্তব করিলে, তিনি বাঞ্ছিত ফলপ্রদান করেন বলিয়া কামদা শব্দে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥ রাজন্! বিচক্ষণ বুধগণ, রোগযুক্ত ও দীন এবং ক্ষুধিত, নির্দ্ধন, শঠ, আর্ত্ত, মূর্খ বৈরিপীড়িত, কিঙ্কর, ক্ষুদ্র, বিকল, বিহ্বল, ভোগে ও ভোজনে অতৃপ্ত, সর্ব্বদাই পীড়িত, অজিতেন্দ্রিয়, অধিকতর লোভী, অশক্ত, সর্ব্বদাই মনোব্যথায় পরিপীড়িত লোকগণকে এবং বিভবসম্পন্ন, পুত্রপৌত্র-সমন্বিত, সমৃদ্ধিমান্, পুষ্টদেহ; ভোগ্যসমন্বিত, বেদবাদী বিদ্বান্ রাজলক্ষ্মী-সমন্বিত, শূর, বহুজন যাহার বশীভূত, সর্ব্বদাই স্বজন সংযুক্ত ও সর্ব্বলক্ষণ-সমন্বিত ব্যক্তিগণকে দর্শন করিয়া অন্বয়ব্যতিরেকে বিচার দ্বারা অনুমান করিবেন যে, এই এই ব্যক্তি অম্বিকা দেবীর আরাধনা করে নাই, এই জন্য ইহারা অসুখী আর এই এই ব্যক্তি অম্বিকা দেবীর আরাধনা করিয়াছেন, এই হেতু ইহারা সংসার মধ্যে সুখী হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৫০—৫৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি রাজন্! শ্রুতং তত্র ময়া মুনিসমাগমে।
লোমশস্য মুখাৎ কামং দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ৫৭॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য রাজেন্দ্র! কর্ত্তব্যঞ্চ সদার্চ্চনম্।
ভক্ত্যা পরময়া দেব্যাঃ প্রীত্যা চ পুরুষর্ষভ!॥ ৫৮॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে সত্যব্রতবাগ্‌বীজসিদ্ধিবর্ণনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

সুখিনো জনান্ দৃষ্ট্বৈতৈর্ভগবত্যারাধিতাস্তীত্যনুমানং কর্ত্তব্যম্। দুঃখিনো দৃষ্ট্বা যত এতে দুঃখিনস্তস্মাদেতৈর্ভগবতী নারাধিতেত্যনুমানং কর্ত্তব্যমিতি সমুদায়ার্থঃ॥ ৫৭—৫৮॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! এইরূপে আমি মুনিগণের সমাজমধ্যে মহর্ষি লোমশের মুখ হইতে দেবীর উত্তম মাহাত্ম্য কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম॥ ৫৭॥ হে রাজেন্দ্র! এই সকল বিবেচনা করিয়া ভক্তি ও প্রীতিসহকারে পরমাদেবী ভগবতীর সর্ব্বদা পূজা করাই একান্ত কর্ত্তব্য॥ ৫৮॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক শ্রীমদ্‌ভাগবত মহাপুরাণের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীমাহাত্ম্যবর্ণনে সত্যব্রতের উপাখ্যান বর্ণননামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

বদ যজ্ঞবিধিং সম্যগ্‌দেব্যাস্তস্যাঃ সমন্ততঃ।
শ্রুত্বা করোম্যহং স্বামিন্! যথাশক্তি হ্যতন্দ্রিতঃ ॥ ১ ॥
পূজাবিধিঞ্চ মন্ত্রাংশ্চ হোমদ্রব্যমসংশয়ম্।
ব্রাহ্মণাঃ কতিসংখ্যাশ্চ দক্ষিণাশ্চ তথা পুনঃ ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি দেব্যা যজ্ঞং বিধানতঃ।
ত্রিবিধস্তু সদা জ্ঞেয়ং বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ৩ ॥
সাত্ত্বিকং রাজসঞ্চৈব তামসঞ্চ তথাপরম্।
মুনীনাং সাত্ত্বিকং প্রোক্তং নৃপাণাং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৪ ॥
তামসং রাক্ষসানাং বৈ জ্ঞানিনাস্তু গুণোজ্‌ঝিতম্।
বিমুক্তানাং জ্ঞানময়ং বিস্তরাৎ প্রব্রবীমি তে ॥ ৫ ॥

সপ্তাশীতিমহাপদ্যৈরম্বাযজ্ঞবিধির্ম্মহান্।
যথাবৎ প্রোচ্যতে যেন মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে অম্বাযজ্ঞস্য মহাফলত্বং শ্রুত্বা তদ্‌যজ্ঞবিধিং রাজা পৃচ্ছতি বদ যজ্ঞেতি ॥১-২॥
ত্রিবিধমিতি। সর্ব্বং কর্ম্ম বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণানুষ্ঠানেন ত্রিবিধং জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥
ত্রৈবিধ্যমাহ সাত্ত্বিকমিতি ॥ ৪ ॥
জ্ঞানিনাং বিমুক্তানাং গুণোজ্‌ঝিতং জ্ঞানময়মিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

রাজা জনমেজয় কহিলেন, প্রভো! আপনি সেই দেবীর যজ্ঞবিধি যথাযথরূপে কীর্ত্তন করুন, আমি তাহা শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে বিশেষরূপে উদ্যোগী হইয়া যথাশক্তি তাহা সম্পাদন করিব ॥১॥ মুনিবর! সেই যজ্ঞের দ্রব্যসম্ভার, পূজাবিধি ও মন্ত্র সকল এবং তাহাতে কতগুলি ব্রাহ্মণ আবশ্যক করে, তাহার দক্ষিণাই বা কিরূপ দিতে হয় তৎসমুদয় বিস্তার পূর্ব্বক বলুন ॥ ২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দেবী যজ্ঞের বিধান বলিতেছি শ্রবণ কর। সমস্ত কর্ম্ম সর্ব্বদাই বিধিদৃষ্ট অনুষ্ঠান দ্বারা সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে তিন প্রকার; তন্মধ্যে মুনিগণের সাত্ত্বিক, নৃপগণের রাজসিক ও রাক্ষসগণের কর্ম্ম তামস বলিয়া উক্ত হয়; আর এক প্রকার কর্ম্ম আছে তাহা গুণ বর্জ্জিত, বিমুক্ত জ্ঞানিগণেই তাহার অনুষ্ঠান করিয়া

দেশঃ কালস্তথা দ্রব্যং মন্ত্রাশ্চ ব্রাহ্মণাস্তথা।
শ্রদ্ধা চ সাত্ত্বিকী যত্র তং যজ্ঞং সাত্ত্বিকং বিদুঃ॥ ৬॥
দ্রব্যশুদ্ধিঃ ক্রিয়াশুদ্ধির্মন্ত্রশুদ্ধিশ্চ ভূমিপ!।
ভবেদ্‌যদি তদা পূর্ণং ফলং ভবতি নান্যথা॥ ৭॥
অন্যায়োপার্জ্জিতেনৈব দ্রব্যেণ সুকৃতং কৃতম্।
ন কীর্ত্তিরিহ লোকে চ পরলোকে ন তৎফলম্॥ ৮॥
তস্মান্ন্যায়ার্জ্জিতেনৈব কর্ত্তব্যং সুকৃতং সদা।
যশসে পরলোকায় ভবত্যেব সুখায় চ॥ ৯॥
প্রত্যক্ষং তব রাজেন্দ্র! পাণ্ডবৈস্তু মখঃ কৃতঃ।
রাজসূয়ঃ ক্রতুবরঃ সমাপ্তবরদক্ষিণঃ॥ ১০॥
যত্র সাক্ষাদ্ধরিঃ কৃষ্ণো যাদবেন্দ্রো মহামনাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ পূর্ণবিদ্যাশ্চ ভারদ্বাজাদয়স্তথা॥ ১১॥
কৃত্বা যজ্ঞং সুসংপূর্ণং মাসমাত্রেণ পাণ্ডবৈঃ।
প্রাপ্তং মহত্তরং কষ্টং বনবাসশ্চ দারুণঃ॥ ১২॥

তত্র সাত্ত্বিকরূপমাহ দেশ ইতি। সাত্ত্বিকো দেশো বারাণস্যাদিঃ। কাল উত্তরায়ণাদিঃ। দ্রব্যং ন্যায়ার্জ্জিতম্। মন্ত্রা বৈদিকাঃ। ব্রাহ্মণাঃ শ্রোত্রিয়াঃ। শ্রদ্ধাস্তিক্যবুদ্ধিঃ সাত্ত্বিকী বিষয়সৌন্দর্য্যজনিতরাগাদ্যকলুষিতা॥ ৬—৯॥

থাকেন, তোমাকে তৎসমস্তই বিস্তার পূর্ব্বক বলিব॥ ৩—৫॥ রাজেন্দ্র! বারাণসী প্রভৃতি সাত্ত্বিকদেশ, উত্তরায়ণাদি সাত্ত্বিককাল, ন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্য, বৈদিক মন্ত্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, বিষয়রাগাদিরহিতা সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা, যেখানে এই সমস্তই সংঘটিত হয় তাহাকেই সাত্ত্বিক যজ্ঞ জানিবে। নরনাথ! উক্ত সমস্ত দ্রব্য সাত্ত্বিক এবং যদি দ্রব্যশুদ্ধি, ক্রিয়াশুদ্ধি ও মন্ত্রশুদ্ধি হয় তবে সেই যজ্ঞ পূর্ণ হয় এবং তাহার ফল অবশ্যই হইয়া থাকে সন্দেহ নাই॥ ৬-৭॥ যদি ন্যায়বর্জ্জিত বিগর্হিত কার্য্যদ্বারা উপার্জ্জিত দ্রব্যে সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা যায়, তবে তাহাতে ইহলোকে কীর্ত্তি লাভ হয় না এবং পরলোকেও তাহার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব ন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্য দ্বারাই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, তাহাতে ইহলোকে যশঃ, পরলোকে সদ্গতি ও সুখলাভ হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই॥ ৮—৯॥ রাজেন্দ্র! পাণ্ডবগণ যে অত্যুত্তম যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহার ফল ত তুমি শ্রবণ করিয়াছ, সেই রাজসূয় মহাযজ্ঞ সমাপ্ত এবং সমাপনকালে তদনুরূপ প্রভূত দক্ষিণাও প্রদত্ত হইয়াছিল॥ ১০॥ সেই যজ্ঞে মহাবুদ্ধি যাদবেন্দ্র কৃষ্ণরূপী সাক্ষাৎ হরি, এবং ভারদ্বাজাদি পূর্ণবিদ্য ব্রাহ্মণও বিদ্যমান ছিলেন॥ ১১॥ কিন্তু যজ্ঞ সমাপনের পর তিনমাস মধ্যেই পাণ্ডবগণ মহত্তর কষ্ট এবং

পীড়নঞ্চৈব পাঞ্চাল্যাস্তথা দ্যূতে পরাজয়ঃ।
বনবাসো মহৎ কষ্টং ক গতং মখজং ফলম্ ॥ ১৩ ॥
দাসত্বঞ্চ বিরাটস্য কৃতং সর্ব্বৈর্ম্মহাত্মভিঃ।
কীচকেন পরিক্লিষ্টা দ্রৌপদী চ প্রমদ্বরা ॥ ১৪ ॥
আশীর্ব্বাদা দ্বিজাতীনাং ক গতাঃ শুদ্ধচেতসাম্।
ভক্তির্ব্বা বাসুদেবস্য ক গতা তত্র সঙ্কটে ॥ ১৫ ॥
ন রক্ষিতা তদা বালা কেনাপি দ্রুপদাত্মজা।
প্রাপ্তকেশগ্রহা কালে সাধ্বী চ বরবর্ণিনী ॥ ১৬ ॥
কিমত্র চিন্তনীয়ং বৈ ধর্ম্মবৈগুণ্যকারণম্।
কেশবে সতি দেবেশে ধর্ম্মপুত্রে যুধিষ্ঠিরে ॥ ১৭ ॥
ভবিতব্যমিতি প্রোক্তে নিষ্ফলঃ স্যাত্তদাগমঃ।
বেদমন্ত্রাস্তথান্যে বৈ বিতথাঃ স্যুরসংশয়ম্ ॥ ১৮ ॥

যদ্যেতাদৃশী সামগ্রী নাস্তি তর্হি তত্র তৎকর্ম্মণঃ ফলং নৈব ভবতি। তত্র দৃষ্টান্তমাহ প্রত্যক্ষং তবেতি ॥ ১০—১৬ ॥

কিমত্রেতি। পরমেশ্বরে কেশবে সত্যপি ধর্ম্মমূর্ত্তৌ যুধিষ্ঠিরে সত্যপি তাদৃশযজ্ঞোত্তরমেতাদৃশো মহাননর্থো জাতস্তস্মাত্তত্র ধর্ম্মবৈগুণ্যং জাতমিতি কিমত্র চিন্তনীয়ং বিচারণীয়ম্। জাতমেব ধর্ম্মবৈগুণ্যমিত্যেব নিশ্চেতব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

ননু ধর্ম্মবৈগুণ্যং তত্র ন জাতং কিন্তু তেষাং পাণ্ডবানাং ভবিতব্যং প্রারব্ধং তথৈব স্থিতমতস্তথা ফলং জাতমিতি চেত্তত্রাহ ভবিতব্যমিতি প্রোক্তে ইতি। যদি প্রারব্ধমেব মুখ্যং ন পুরুষার্থ ইতিমতং স্বীক্রিয়তে তদাগমোঽনুষ্ঠানপ্রতিপাদকো ব্যর্থ এব স্যাৎ। যথা প্রারব্ধং স্যাত্তথা ভবিষ্যত্যাগমস্তত্র কিং করিষ্যতীতি ॥ ১৮ ॥

নিদারুণ বনবাস ক্লেশ লাভ করিয়াছিলেন ॥১২॥ মহারাজ! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ যজ্ঞ পরিপূর্ণ হইবার পরই যদি মানিনী দ্রুপদনন্দিনীর পীড়ন ও অবমাননা এবং পাণ্ডবগণ দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয় এবং বনবাসরূপ মহৎ কষ্টপ্রাপ্ত হইল, তবে তাহাদের সেই মহাযজ্ঞের ফল কি হইল? ॥১৩॥ আর যদি সেই মহাত্মা পাণ্ডুপুত্রগণ বিরাটের দাসত্ব লাভ করিল এবং যদি অপাংশুলা ভূপাল বালা দ্রৌপদী কীচককর্ত্তৃক ক্লিষ্ট ও অবমানিত হইল, তবে বিশুদ্ধচেতা দ্বিজাতিগণের আশীর্ব্বাদের ফল কি হইল? এবং সেই সঙ্কটস্থলে বাসুদেবের প্রতি ভক্তির ফলই বা কোথায় গেল? ॥ ১৪—১৫ ॥ দ্যূতসভায় আনয়নপূর্ব্বক দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়াছিল তখন সেই বরবর্ণিনী দ্রুপদবালাকে কেহই রক্ষা করেন নাই ॥ ১৬ ॥ রাজন্! পরমেশ্বর কেশব এবং ধর্ম্মমূর্ত্তি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বিদ্যমান থাকিলেও তাদৃশ মহাযজ্ঞ সমাপনের পর এরূপ মহান্ অনর্থপাত কেন হইল; এই বিষয়ের বিচার করিলে "কোন প্রকার বৈগুণ্য সংঘটিত হইয়াছিল" এইরূপ স্থিরনিশ্চয় হয় ॥১৭॥ যদি বল যে কোন বৈগুণ্য

সাধনং নিষ্ফলং সর্ব্বমুপায়শ্চ নিরর্থকঃ।
ভবিতব্যং ভবত্যেব বচনে প্রতিপাদকে ॥ ১৯ ॥
আগমোঽপ্যর্থবাদঃ স্যাৎ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা নিরর্থকাঃ।
স্বর্গার্থঞ্চ তপো ব্যর্থং বর্ণধর্ম্মশ্চ বৈ তথা ॥ ২০ ॥
সর্ব্বং প্রমাণং ব্যর্থং স্যাদ্ভবিতব্যে কৃতে হৃদি।
উভয়ঞ্চাপি মন্তব্যং দৈবঞ্চোপায় এব চ ॥ ২১ ॥
কৃতে কর্ম্মণি চেৎ সিদ্ধির্ব্বিপরীতা যদা ভবেৎ।
বৈগুণ্যং কল্পনীয়ং স্যাৎ প্রাজ্ঞৈঃ পণ্ডিতমৌলিভিঃ ॥ ২২ ॥
তৎ কর্ম্ম বহুধা প্রোক্তং বিদ্বদ্ভিঃ কর্ম্মকারিভিঃ।
কর্ত্তৃভেদান্মন্ত্রভেদাদ্দ্রব্যভেদাত্তথা পুনঃ ॥ ২৩ ॥
যথা মঘবতা পূর্ব্বং বিশ্বরূপো বৃতো গুরুঃ।
বিপরীতং কৃতং তেন কর্ম্ম মাতৃহিতায় বৈ ॥ ২৪ ॥

বচনে বেদবচনে ফলপ্রতিপাদকে সত্যপি তত্র বিশ্বাসঃ কস্যাপি ন স্যাৎ। যদস্মাকং প্রারব্ধং স্যাত্তদানুষ্ঠানমন্তরাপি তৎ কার্য্যং ভবিষ্যতি নোচেদনুষ্ঠানে কৃতেঽপি ন ভবিষ্যতীতি। ভবিতব্যং ভবত্যেব বচনে প্রতিপাদকে সত্যপি কিং ফলমিত্যক্ষরার্থঃ ॥ ১৯ ॥

নম্নু তর্হি ফলপ্রতিপাদকবেদঃ কিমর্থমিতি চেৎ সোঽপি ত্বন্মতেঽর্থবাদঃ স্যাদিত্যাহ আগমোঽপীতি। এতানি সর্ব্বাণি দূষণানি ত্বন্মতে স্যুরিত্যর্থঃ। ভবিতব্যমেব মুখ্যমিতিমতে হৃদি কৃতে সতি ॥ ২০ ॥

উভয়মিতি। তস্মাদ্দৈবং পুরুষকারশ্চেত্যুভয়ং ফলসিদ্ধিপ্রতিকারণমিতি বক্তব্যম্। ততশ্চ পুরুষব্যাপারে ব্যঙ্গমেব ফলং ভবতীতি সিদ্ধম্ ॥ ২১ ॥

তদেবাহ কৃতে কর্ম্মণীতি ॥ ২২—২৩ ॥

হয় নাই কিন্তু ভবিতব্যতা এইরূপই ছিল তাহারই ফলে সেই সমস্ত সংঘটিত হইয়াছে, তাহা হইলে আগম ও বেদমন্ত্র এবং অন্যান্য বৈদিক কর্ম্ম সমস্ত নিশ্চয়ই নিষ্ফল হইয়া যায় ॥ ১৮ ॥ যদি বল বেদবাক্য ফলপ্রতিপাদক হইলেও যাহা ভবিতব্য তাহা হইবেই হইবে, তবেত সমস্ত সাধন নিষ্ফল ও সমস্ত উপায়ই নিরর্থক হইয়া যায় ॥ ১৯ ॥ আর আগম সকল অর্থবাদ মাত্র অর্থাৎ তাহার বিধান সমস্তই বিফল, ক্রিয়া সমুদায় নিরর্থক, স্বর্গ প্রাপ্তির নিমিত্ত তপস্যা ও বর্ণধর্ম্ম সমস্তই বিফল হইয়া যায় ; রাজন্! এই মত নিতান্তই দূষণীয়, ইহা মহাত্মাগণের গ্রাহ্য হইতে পারে না ॥২০॥ রাজন্! যদি ভবিতব্যতাকেই মুখ্য প্রমাণ মনে কর তবে সমস্ত প্রমাণই ব্যর্থ হইয়া যায় অতএব দৈব ও পুরুষকার এই উভয়কেই ফল সিদ্ধির কারণ বলিয়া বিবেচনা করা একান্তই কর্ত্তব্য ॥২১॥ কর্ম্ম করিলে যখন বিপরীত ফলের উৎপত্তি হয় তখন প্রাজ্ঞ পণ্ডিতগণ সেই কর্ম্মের বৈগুণ্য কল্পনা করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥ কৃতবিদ্য যজ্ঞানুষ্ঠাতা পণ্ডিতগণ, কর্ত্তা মন্ত্র ও দ্রব্যভেদে বহুপ্রকার কর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥ মহারাজ!

দেবেভ্যো দানবেভ্যস্তু স্বস্তীত্যুক্ত্বা পুনঃপুনঃ।
অসুরা মাতৃপক্ষীয়াঃ কৃতং তেষাঞ্চ রক্ষণম্ ॥ ২৫ ॥
দৈত্যান্ দৃষ্ট্বাতিসম্পুষ্টাংশ্চুকোপ মঘবা তদা।
শিরাংসি তস্য বজ্রেণ চিচ্ছেদ তরসা হরিঃ ॥ ২৬ ॥
ক্রিয়াবৈগুণ্যমত্রৈব কর্ত্তৃভেদাদসংশয়ম্।
নোচেৎ পঞ্চালরাজেন রোষেণাপি কৃতা ক্রিয়া ॥ ২৭ ॥
ভারদ্বাজবিনাশায় পুত্রস্যোৎপাদনায় চ।
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ সমুৎপন্নো বেদীমধ্যাচ্চ দ্রৌপদী ॥ ২৮ ॥
পুরা দশরথেনাপি পুত্রেষ্টিস্তু কৃতা যদা।
অপুত্রস্য সুতাস্তস্য চত্বারঃ সম্প্রজজ্ঞিরে ॥ ২৯ ॥
অতঃ ক্রিয়া কৃতা যুক্ত্যা সিদ্ধিদা সর্ব্বথা ভবেৎ।
অযুক্ত্যা বিপরীতা স্যাৎ সর্ব্বথা নৃপসত্তম ! ॥ ৩০ ॥

অত্রানেকোদাহরণান্যাহ যথেতি। মাতৃহিতায় মাতৃপক্ষীয়দৈত্যহিতায়েত্যর্থঃ ॥২৪—২৫॥
তস্য বিশ্বরূপস্য ॥ ২৬ ॥
বৈগুণ্যে সতি বিপরীতং ফলং ভবতীত্যুক্ত্বা নোচেদ্বৈগুণ্যং তদাধিকং ফলং ভবতীত্যাহ নোচেদিতি। কর্ম্মবৈগুণ্যং নচেদিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥
ভারদ্বাজো দ্রোণঃ। পুত্রোঽপি লব্ধো দ্রৌপদ্যপ্যধিকা লব্ধা ॥ ২৮ ॥
পুরেতি। একপুত্রার্থং কৃতে যত্নে চত্বারঃ পুত্রা উৎপন্না ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

এ বিষয়ের অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বরূপকে গুরু বলিয়া বরণ করেন, কিন্তু সেই বিশ্বরূপ মাতৃপক্ষীয় দৈত্যগণের হিতের নিমিত্ত বিপরীত কর্ম্ম করিলেন ॥২৪॥ বিশ্বরূপ, প্রত্যক্ষে দেবগণের এবং পরোক্ষে অসুরগণের মঙ্গলময় বাক্য পুনঃ পুনঃ বলিয়া পরিশেষে মাতৃপক্ষীয় অসুরগণকেই রক্ষা করিলেন ॥ ২৫ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র তখন অসুর গণকেই অতিশয় পুষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বজ্রদ্বারা বিশ্বরূপের শিরশ্ছেদন করিলেন ॥ ২৬ ॥ মহারাজ ! এই স্থলেই কর্ত্তৃভেদে ক্রিয়াবৈগুণ্য ঘটিয়াছিল তদ্ভিন্ন তাহার সম্ভাবনা নাই। আর দেখ, পাঞ্চালরাজ, দ্রোণ-বিনাশের নিমিত্ত পুত্রোৎপাদনার্থ রোষ সহকারে ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলেও অগ্নিমধ্য হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নের এবং বেদীমধ্য হইতে দ্রৌপদীর উৎপত্তি হইয়াছিল ॥ ২৮ ॥ আর পুরাকালে অপুত্রক কোশলেন্দ্র রাজা দশরথ যখন একটি পুত্রের নিমিত্ত পুত্রেষ্টি যাগের অনুষ্ঠান করেন তখন তাঁহার চারিটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল ॥২৯॥ অতএব হে নৃপসত্তম ! ন্যায়মার্গ দ্বারা ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে তাহা সর্ব্বতোভাবেই সিদ্ধি প্রদান করে, আর অন্যায় মার্গ দ্বারা কৃত হইলে তাহা

পাণ্ডবানাং যথা যজ্ঞে কিঞ্চিদ্বৈগুণ্যযোগতঃ।
বিপরীতং ফলং প্রাপ্তং নির্জ্জিতাস্তে দুরোদরে ॥ ৩১ ॥
সত্যবাদী তথা রাজন্! ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
দ্রৌপদী চ তথা সাধ্বী তথান্যেঽপ্যনুজাঃ শুভাঃ ॥ ৩২ ॥
কুদ্রব্যযোগাদ্বৈগুণ্যং সমুৎপন্নং মখেঽথবা।
সাভিমানৈঃ কৃতাদ্বাপি দূষণং সমুপস্থিতম্ ॥ ৩৩ ॥
সাত্ত্বিকস্তু মহারাজ! দুর্ল্লভো বৈ মখঃ স্মৃতঃ।
বৈখানসমুনীনাং হি বিহিতোঽসৌ মহামখঃ ॥ ৩৪ ॥
সাত্ত্বিকং ভোজনং যে বৈ নিত্যং কুর্ব্বন্তি তাপসাঃ।
ন্যায়ার্জ্জিতঞ্চ বন্যঞ্চ তথা ঋষ্যং সুসংস্কৃতম্ ॥ ৩৫ ॥
পুরোডাশপরা নিত্যং বিযূপা মন্ত্রপূর্ব্বকাঃ।
শ্রদ্ধাধিকা মখা রাজন্! সাত্ত্বিকাঃ পরমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৬ ॥
রাজসা দ্রব্যবহুলাঃ সযূপাশ্চ সুসংস্কৃতাঃ।
ক্ষত্রিয়াণাং বিশাঞ্চৈব সাভিমানাশ্চ বৈ মখাঃ ॥ ৩৭ ॥

উপসংহরতি অত ইতি ॥ ৩০—৩২ ॥

কিং তত্র বৈগুণ্যং পাণ্ডবানাং মখে জাতমিতি চেত্তত্রাহ কুদ্রব্যেতি। অনেকরাজবধপূর্ব্বকং সম্পাদিতত্বাৎ কুদ্রব্যত্বং ধনস্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

তস্মাদ্দুর্ল্লভঃ সাত্ত্বিকো যজ্ঞোঽস্তি স চ বৈখানসাদিসাত্ত্বিকমুনীনামেব সম্ভবতি নান্যস্যেত্যাহ সাত্ত্বিকস্ত্বিতি ॥ ৩৪ ॥

ঋষ্যং ঋষিভ্যো হিতম্ ॥ ৩৫ ॥

সর্ব্বথাই বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥৩০॥ অতএব পাণ্ডবদিগের যজ্ঞেও কোন প্রকার বৈগুণ্য হইয়াছিল বলিয়া বিপরীত ফল ফলিয়াছিল; তদনুসারে সত্যবাদী ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির, তাঁহার বীর্য্যবান্ অনুজগণ এবং সাধুশীলা দ্রৌপদী এই সকলেই দুরোদরে নির্জ্জিত হইয়াছিল ॥ ৩১—৩২ ॥ অথবা কুদ্রব্য অর্থাৎ অনেক রাজগণের বিনাশ পূর্ব্বক অন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্য যোগেই বৈগুণ্য জন্মিয়াছিল, কিংবা তাহারা অভিমানী হইয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন সেই হেতুই দোষ সংঘটিত হয়, ফলতঃ যে কোনরূপেই হউক তাহাদের যজ্ঞে বৈগুণ্য জন্মিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩৩ ॥ মহারাজ! সাত্ত্বিক যজ্ঞ দুর্ল্লভ, এই মহাযজ্ঞ বৈখানসাদি সাত্ত্বিক মুনিগণের পক্ষেই সম্ভব, অন্যের পক্ষে তাহা সম্ভবপর হয় না ॥ ৩৪ ॥ যে তাপসগণ নিত্য নিত্য ন্যায়ার্জ্জিত ঋষিজনের পক্ষে হিতকর পরিষ্কৃত বন্য ও সাত্ত্বিক দ্রব্য ভোজন করেন, তাঁহারাই সমধিক শ্রদ্ধা বিশিষ্ট হইয়া যূপ বিহীন অর্থাৎ পশুহিংসাবর্জ্জিত, পুরোডাশবিশিষ্ট যে যজ্ঞ, মন্ত্র পূর্ব্বক সমাধান করেন তাহাকেই অত্যুত্তম

তামসা দানবানাং বৈ সক্রোধা মদবর্দ্ধকাঃ।
সামর্ষাঃ সস্পৃহাঃ ক্রূরা মখাঃ প্রোক্তা মহাত্মভিঃ॥ ৩৮ ॥
মুনীনাং মোক্ষকামানাং বিরক্তানাং মহাত্মনাম্।
মানসস্তু স্মৃতো যাগঃ সর্ব্বসাধনসংযুতঃ॥ ৩৯ ॥
অন্যেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু কিঞ্চিন্ন্যূনং ভবেদপি।
দ্রব্যেণ শ্রদ্ধয়া বাপি ক্রিয়য়া ব্রাহ্মণৈস্তথা॥ ৪০ ॥
দেশকালপৃথগ্দ্রব্যসাধনৈঃ সকলৈস্তথা।
নান্যো ভবতি পূর্ণো বৈ যথা ভবতি মানসঃ॥ ৪১ ॥
প্রথমন্তু মনঃ শোধ্যং কর্ত্তব্যং গুণবর্জ্জিতম্।
শুদ্ধে মনসি দেহো বৈ শুদ্ধ এব ন সংশয়ঃ॥ ৪২ ॥
ইন্দ্রিয়ার্থপরিত্যক্তং যদা জাতং মনঃ শুচি।
তদা তস্য মখস্যাসৌ প্রভবেদধিকারবান্॥ ৪৩ ॥

বিযূপাঃ পশুবন্ধনস্তম্ভরহিতা ইত্যর্থঃ। অপশুকা যজ্ঞা ইতি তাৎপর্য্যম্॥ ৩৬—৩৮॥

তত্র সাত্ত্বিকদেবীমখোঽপি বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন দ্বিবিধঃ। বাহ্যস্তু বৈদিকমন্ত্রাদিপূর্ব্বোক্তসাত্ত্বিকসাধননির্ব্বৃত্তো গৃহস্থানাং স্বকল্যাণার্থিনামাভ্যন্তরস্তু মোক্ষকামানামিত্যাহ মুনীনামিতি॥ ৩৯॥

মানসমম্বাযজ্ঞং স্তৌতি অন্যেম্বিতি॥ ৪০—৪১॥

মানসাম্বাযজ্ঞস্যাধিকারিণমাহ প্রথমং ত্বিতি॥ ৪২—৪৩॥

সাত্ত্বিক যজ্ঞ বলা যায়॥ ৩৫—৩৬॥ ক্ষত্র ও বৈশ্যগণ অভিমানী হইয়া বহুল দ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক যূপসংযুক্ত সুসংস্কৃত যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তাহাই রাজস শব্দে উক্ত হইয়া থাকে॥ ৩৭॥ দানবেরা মদগর্ব্ব, ক্রোধ, ক্রূরতা ও অমর্ষে পরিপূর্ণ হইয়া শত্রু বিনাশাদি অভিলাষ করত যে যজ্ঞ করিয়া থাকে, মহাত্মা মুনিগণ তাহাকেই তামস যজ্ঞ কহিয়া থাকেন॥ ৩৮॥ বিষয় বাসনা বিবর্জ্জিত মোক্ষকামী মহাত্মা মুনিগণ মনে মনে উপযুক্ত সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করত যে যাগ করেন তাহাই মানসযাগ বলিয়া উক্ত হয়॥ ৩৯॥ অন্যান্য সমস্ত যজ্ঞেই দ্রব্য, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া অথবা ব্রাহ্মণাদি দ্বারা কিঞ্চিৎ ন্যূনতা হইয়া থাকে॥ ৪০॥ মানস যজ্ঞ যেমন পূর্ণ হয়, অন্য কোন যজ্ঞ সেরূপ পূর্ণ হয় না, কারণ সেই সকল যজ্ঞ দেশ, কাল এবং পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্যরূপ কারণ দ্বারা কিঞ্চিৎ হীন হইয়া থাকে॥ ৪১॥ রাজন্! মানসিক অম্বাযজ্ঞের অধিকারী প্রভৃতির বিষয় শ্রবণ কর। প্রথমে চিত্তকে শুদ্ধ ও গুণবর্জ্জিত করা একান্ত কর্ত্তব্য; কারণ, মন শুদ্ধ হইলে শরীর ও শুদ্ধ হয় তাহাতে সংশয় নাই॥ ৪২॥ মন যখন ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপ শুদ্ধ হয়, তখনই সেই ব্যক্তি অম্বাযজ্ঞের অধিকারী হইতে সমর্থ হইয়া থাকে॥ ৪৩॥ অধিকারী

তদাসৌ মণ্ডপং কৃত্বা বহুযোজনবিস্তৃতম্।
স্তম্ভৈশ্চ বিপুলৈঃ শ্লক্ষ্ণৈর্যজ্ঞিয়দ্রুমসম্ভবৈঃ ॥ ৪৪ ॥
বেদীঞ্চ বিশদাং তত্র মনসা পরিকল্পয়েৎ।
অগ্নয়োঽপি তথা স্থাপ্যা বিধিবন্মনসা কিল ॥ ৪৫ ॥
ব্রাহ্মণানাঞ্চ বরণং তথৈব প্রতিপাদ্য চ।
ব্রহ্মাধ্বর্য্যুস্তথা হোতা প্রস্তোতা বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৬ ॥
উদ্গাতা প্রতিহর্ত্তা চ সভ্যাশ্চান্যে যথাবিধি।
পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন মনসৈব দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৭ ॥
প্রাণোঽপানস্তথা ব্যানঃ সমানোদান এব চ।
পাবকাঃ পঞ্চ এবৈতে স্থাপ্যা বেদ্যাং বিধানতঃ ॥ ৪৮ ॥
গার্হপত্যস্তদা প্রাণোঽপানশ্চাহবনীয়কঃ।
দক্ষিণাগ্নিস্তথা ব্যানঃ সমানশ্চাবসথ্যকঃ ॥ ৪৯ ॥
সভ্যোদানঃ স্মৃতা হ্যেতে পাবকাঃ পরমোৎকটাঃ।
দ্রব্যঞ্চ মনসা ভাব্যং নির্গুণং পরমং শুচি ॥ ৫০ ॥
মন এব তদা হোতা যজমানস্তথৈব তৎ।
যজ্ঞাধিদেবতা ব্রহ্ম নির্গুণঞ্চ সনাতনম্ ॥ ৫১ ॥

মণ্ডপং মানসম্ ॥ ৪৪—৪৫ ॥
তথৈব মানসমেব ॥ ৪৬—৪৭ ॥
বায়ুষেবাগ্নিভাবনা কার্য্যেত্যাহ পাবকা ইতি ॥ ৪৮—৪৯ ॥
উদানঃ সভ্যঃ। আর্ষ উকারলোপঃ। নির্গুণং দোষরহিতমিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

ব্যক্তি, তখন ধৈর্য্যাদিরূপ যজ্ঞীয়ক্রম সম্ভূত সুদীর্ঘ ও মসৃণ স্তম্ভ সমন্বিত বহুযোজন বিস্তৃত মানস মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সুপ্রশস্ত বেদী মনে মনে কল্পনা এবং সেইরূপ মনে মনেই তাহাতে বিধিপূর্ব্বক বহ্নি স্থাপন করিবে ॥ ৪৪—৪৫ ॥ সেইরূপেই ব্রাহ্মণগণের বরণ করিয়া ব্রহ্মা, অধ্বর্য্যু, হোতা, প্রস্তোতা, উদ্গাতা প্রতিহর্ত্তা ও সভ্য সকলকে বিধিপূর্ব্বক কল্পনানন্তর মনে মনে যত্নপূর্ব্বক দ্বিজবর গণের যথাবিধি পূজা করিবে ॥ ৪৬—৪৭ ॥ অনন্তর প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান এই পঞ্চ বায়ুকে পঞ্চাগ্নি কল্পনা করিয়া বিধানক্রমে বেদীতে স্থাপন করিবে ॥ ৪৮ ॥ তন্মধ্যে প্রাণ বায়ুকে গার্হপত্য, অপানকে আহবনীয়ক, ব্যানকে দক্ষিণাগ্নি, সমানকে অবসথ্যক এবং উদানকে সভ্যরূপে কল্পনা করা কর্ত্তব্য, এই পাবক সকল অত্যন্ত উৎকট অতএব সমাহিত হইয়া ইহাঁদের স্থাপনাদি সম্পাদন করিতে হয়। আর মনে মনে দ্রব্য সকল সংগ্রহ করত পরম পবিত্র ও শুদ্ধ এইরূপ ভাবনা

ফলদা নির্গুণা শক্তিঃ সদা নির্ব্বেদদা শিবা।
ব্রহ্মবিদ্যাখিলাধারা ব্যাপ্য সর্ব্বত্র সংস্থিতা॥ ৫২॥
তদুদ্দেশেন তদ্দ্রব্যং হুনেৎ প্রাণাগ্নিষু দ্বিজঃ।
পশ্চাচ্চিত্তং নিরালম্বং কৃত্বা প্রাণানপি প্রভো!॥ ৫৩॥
কুণ্ডলীমুখমার্গেণ হুনেদ্ব্রহ্মণি শাশ্বতে।
স্বানুভূত্যা স্বয়ং সাক্ষাৎ স্বাত্মভূতাং মহেশ্বরীম্॥ ৫৪॥
সমাধিনৈব যোগেন ধ্যায়েচ্চেতস্যনাকুলঃ।
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি॥ ৫৫॥

মন এবেতি সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকমিত্যর্থঃ। তথৈব তদিতি। তদহঙ্কারবৃত্তিবিশিষ্টং মন এব যজমান ইত্যর্থঃ॥ ৫১॥

নির্গুণা শক্তিরিতি। সাম্যাবস্থমায়ারূপিণী ফলদাত্রী যা শক্তিঃ সা চ দেবতেত্যর্থঃ। তথাচ সাম্যবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণী ভগবতী দেবতেতি ফলিতম্॥ ৫২॥

তদুদ্দেশেন মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপভগবত্যুদ্দেশেন দ্রব্যং মনসা কল্পিতং যৎ স্যাত্তদিদং দ্রব্যমেতাবদাহুতিকমেভৈর্মন্ত্রৈরেতেষগ্নিষু ময়া হূয়তে ইতি ভাবনাময় এব হোমো ভগবতী-প্রীত্যর্থং কর্ত্তব্য ইতি মানসিকহোমোত্তরং পশ্চান্নিজং চিত্তং নিরালম্বং নিরাশ্রয়ং নির্ব্বিষয়ং কৃত্বা কুণ্ডলীমুখমার্গেণ সুষুম্নারন্ধ্রেণ তান্ প্রাণাগ্নীন্ ব্রহ্মণি ভগবতীপদবাচ্যে হুনেদ্বিলাপয়েৎ॥ ৫৩॥

ইত্থং প্রাণলয়ে জাতে সঙ্কল্পবিকল্পাবপি মনসোঽনায়াসেন লীনৌ ভবত এব প্রাণমনসো-র্দুগ্ধাম্বুবন্মিলিতত্বাৎ। তদুক্তম্। দুগ্ধাম্বুবৎ সংমিলিতাবুভৌ তৌ তুল্যক্রিয়ৌ মানসমারুতৌ তৌ। তত্রৈকনাশাদপরস্য নাশস্তত্রৈকবৃত্তেঽপ্যপরপ্রবৃত্তিরিতি। ইত্থং প্রাণলয়ে সঙ্কল্পবিকল্প-লয়ে চ সমাধির্ভবতি। তস্মিন্ সমাধৌ স্বাত্মভূতাং মহেশ্বরীং স্বাভিন্নাং ভগবতীং নির্ব্বিকল্প-চেতসি ধ্যায়েৎ॥ ৫৪॥

ইত্থং ধ্যায়তো যদেবং জ্ঞানং ভবতি তদাত্মস্বরূপভগবত্যাঃ সাক্ষাৎকারো জাত ইতি-জ্ঞেয়মিত্যাহ সর্ব্বভূতস্থমাত্মানমিতি। সর্ব্বভূতেষধিষ্ঠানতয়া স্থিতমাত্মানং যদানুভবতি সর্ব্বভূতানি চ রজ্জুসর্পবন্ময়ি কল্পিতানীতি যদা পশ্যতি তদা ভগবতীসাক্ষাৎকারো জাত ইতি বোধ্যমিত্যর্থঃ॥ ৫৫॥

করিবে॥ ৪৯—৫০॥ মানসিক যজ্ঞে মনই হোতা ও মনই যজমান এবং সনাতন নির্গুণ ব্রহ্মই যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যিনি সততই নির্ব্বেদ প্রদান করিয়া থাকেন, সেই নির্গুণা শক্তিই এই যজ্ঞের ফলদায়িনী। অখিলের আধাররূপিণী ব্রহ্মরূপিণী বিদ্যা সর্ব্বত্রই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, দ্বিজগণ, তাঁহার উদ্দেশেই প্রাণাগ্নিতে হোম করি-বেন, অনন্তর চিত্ত ও প্রাণ পবনকে নিরালম্ব করিয়া কুণ্ডলীর মুখমার্গ দিয়া শাশ্বত ব্রহ্মের হোম করিবে। অনন্তর স্বকীয় অনুভূতি দ্বারা, নির্ব্বিকল্পক মানসে সমাধি-যোগে স্বকীয় আত্ম-স্বরূপা সাক্ষাৎ স্বয়ং মহেশ্বরীকে মনোমধ্যে ধ্যান করিবে। এই-রূপে যখন আত্মাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত এবং সমস্ত ভূতগণকেই আত্মাতে অবস্থিত

যদা পশ্যতি ভূতাত্মা তদা পশ্যতি তাং শিবাম্।
দৃষ্ট্বা তাং ব্রহ্মবিদ্ভূয়াৎ সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ৫৬ ॥
তদা মায়াদিকং সর্ব্বং দগ্ধং ভবতি ভূমিপ!।
প্রারব্ধকর্ম্মমাত্রস্তু যাবদ্দেহশ্চ তিষ্ঠতি ॥ ৫৭ ॥
জীবন্মুক্তস্তদা জাতো মৃতো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।
কৃতকৃত্যো ভবেত্তাত! যো ভজেজ্জগদম্বিকাম্ ॥ ৫৮ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ধ্যেয়া শ্রীভুবনেশ্বরী।
শ্রোতব্যা চৈব মন্তব্যা গুরুবাক্যানুসারতঃ ॥ ৫৯ ॥
রাজন্নেবং কৃতো যজ্ঞো মোক্ষদো নাত্র সংশয়ঃ।
অন্যে যজ্ঞাঃ সকামাস্তু প্রভবন্তি ক্ষয়োন্মুখাঃ ॥ ৬০ ॥
অগ্নিষ্টোমেন বিধিবৎ স্বর্গকামো যজেদিতি।
বেদানুশাসনঞ্চৈতৎ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৬১ ॥

ইত্থমাত্মরূপিণ্যা ভগবত্যাঃ সাক্ষাৎকারে জাতে স নরো ব্রহ্মবিদ্ভূয়াৎ। আত্মনো ব্রহ্মণশ্চৈকত্বাৎ ॥ ৫৬ ॥

ইত্থং যদা ভগবত্যাঃ সাক্ষাৎকারো ভবতি তদা মায়াবিদ্যাদ্যন্ধকাররূপসকলসংসারকারণং দগ্ধং ভবতীত্যাহ তদা মায়াদিকমিতি। তর্হি দেহঃ কথং তিষ্ঠতীতি চেৎ প্রারব্ধকর্ম্মশেষাদিত্যাহ প্রারব্ধকর্ম্মমাত্রস্থিতি। তস্য মুক্তেষুবৎ স্ববেগসমাপ্তিং বিনা পতনাভাবাৎ ॥৫৭॥

তাবতা জ্ঞানেন জীবন্মুক্তঃ সন্মৃতো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ তত্র ন সন্দেহ ইত্যাহ জীবন্মুক্ত ইতি ॥ ৫৮ ॥

শ্রোতব্যা চ সৈবেত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥

দর্শন করিবে, তখন জীব সেই কৈবল্য-কল্যাণময়ী মহাবিদ্যা দেবীর দর্শন প্রাপ্ত হইবে। রাজন্! মহাত্মা মুনিগণ সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী দেবীকে দর্শন করিলে পর তখন ব্রহ্মবিৎ হইয়া থাকেন। তখন মায়াদি সংসারকারণ সমস্তই দগ্ধ হইয়া যায়, কেবল দেহাবসান পর্য্যন্ত প্রারব্ধ কর্ম্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে ॥ ৫১—৫৭ ॥ তখন জীবগণ জীবন্মুক্ত, পরে দেহত্যাগান্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। অতএব বৎস! যে ব্যক্তি জগদম্বিকার ভজনা করে সেই সুধীর ব্যক্তি কৃতকৃত্য হয় সন্দেহ নাই ॥ ৫৮ ॥ অতএব গুরু বাক্যের অনুসারী হইয়া সর্ব্বপ্রযত্নে সেই ভুবনেশ্বরীর শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধারাবাহিক ধ্যান করা একান্তই কর্ত্তব্য ॥ ৫৯ ॥

মহারাজ! এইরূপে মানস যজ্ঞ করিলে পর তাহা যে মোক্ষপ্রদ হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, মানস-যজ্ঞ ব্যতিরেকে অন্য সমস্ত যজ্ঞই সকাম, অতএব সর্ব্বদাই ক্ষয়োন্মুখ ॥৬০॥ যিনি স্বর্গকামনা করেন, তিনি বিধিপূর্ব্বক অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন, বেদের

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি চ যথামতি।
তস্মাত্তু মানসঃ শ্রেষ্ঠো যজ্ঞোঽপ্যক্ষয় এব সঃ ॥ ৬২ ॥
ন রাজ্ঞা সাধিতুং যোগ্যো মখোঽসৌ জয়মিচ্ছতা।
তামসস্তু কৃতঃ পূর্ব্বং সর্পযজ্ঞস্ত্বয়াধুনা ॥ ৬৩ ॥
বৈরং নির্ব্বাহিতং রাজংস্তক্ষকস্য দুরাত্মনঃ।
যৎকৃতে নিহতাঃ সর্পাস্ত্বয়াগ্নৌ কোটিশঃ পরে ॥ ৬৪ ॥
দেবীযজ্ঞং কুরুষ্বাদ্য বিততং বিধিপূর্ব্বকম্।
বিষ্ণুনা যঃ কৃতঃ পূর্ব্বং সৃষ্ট্যাদৌ নৃপসত্তম ! ॥ ৬৫ ॥
তথা ত্বং কুরু রাজেন্দ্র ! বিধিং তে প্রব্রবীম্যহম্।
ব্রাহ্মণাঃ সন্তি রাজেন্দ্র ! বিধিজ্ঞা বেদবিত্তমাঃ ॥ ৬৬ ॥
দৈবীবীজবিধানজ্ঞা মন্ত্রমার্গবিচক্ষণাঃ।
যাজকাস্তে ভবিষ্যন্তি যজমানস্ত্বমেব হি ॥ ৬৭ ॥
কৃত্বা যজ্ঞং বিধানেন দত্ত্বা পুণ্যং মখার্জ্জিতম্।
সমুদ্ধর মহারাজ ! পিতরং দুর্গতিং গতম্ ॥ ৬৮ ॥
বিপ্রাবমানজং পাপং দুর্ঘটং নরকপ্রদম্।
তথৈব শাপজো দোষঃ প্রাপ্তঃ পিত্রা তবানঘ ! ॥ ৬৯ ॥

ক্ষয়োন্মুখত্বমেবাহ অগ্নিষ্টোমেনেতি ॥ ৬১—৬৬ ॥

এইরূপ অনুশাসন বাক্য, কিন্তু সেই পুণ্যক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার মরণশীল মনুষ্যলোকে প্রবেশ করিতে হয় ইহা পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, অতএব হে রাজেন্দ্র ! মানস যজ্ঞই অক্ষয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৬১—৬২ ॥ এই যজ্ঞ, জয়াকাঙ্ক্ষী রাজগণের অনুষ্ঠান যোগ্য নহে। মহারাজ ! পূর্ব্বে আপনি যে সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা তামস, কারণ, আপনি সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তক্ষকের বৈরনির্যাতন সমাধান করিয়াছেন এবং সেই বৈরনির্যাতন উপলক্ষে যজ্ঞাগ্নিতে কোটি কোটি সর্পগণকে দগ্ধ করিয়াছেন, নৃপবর ! বিষ্ণু সৃষ্টির আদিতে যে দেবীযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তুমি এক্ষণে বিধিপূর্ব্বক সেই দেবীযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর ॥ ৬৩—৬৫ ॥ রাজেন্দ্র ! আমি তোমাকে সমস্ত বিধিই বলিতেছি শ্রবণ কর। বেদজ্ঞ ও বিধিজ্ঞগণের অগ্রগণ্য এবং দেবীবীজের বিধানবিৎ উত্তম মন্ত্র জ্ঞানী বহু ব্রাহ্মণগণ তোমার যাজক হইবেন এবং তুমি স্বয়ংই যজমান হইবে ॥৬৬-৬৭॥ মহারাজ ! তুমি বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞ করিয়া তদর্জ্জিত পুণ্যবলে তোমার দুর্গতিগ্রস্ত পিতাকে উদ্ধার কর ॥ ৬৮ ॥ হে অনঘ ! বিপ্রের অবমাননা-জনিত পাপ ঘোরতর ও নরকপ্রদ,

তথা দুর্ম্মরণং প্রাপ্তং সর্পদংশেন ভূভুজা।
অন্তরালে তথা মৃত্যুর্ন ভূমৌ কুশসংস্তরে ॥ ৭০ ॥
ন সংগ্রামে ন গঙ্গায়াং স্নানদানাদিবর্জ্জিতম্।
মরণং তে পিতুস্তত্র সৌধে জাতং কুরূদ্বহ! ॥ ৭১ ॥
কপূণানি* চ সর্ব্বাণি নরকস্থ নৃপোত্তম!।
তত্রৈকং কারণং তস্য ন জাতং চাতিদুর্ল্লভম্ ॥ ৭২ ॥
যত্র যত্র স্থিতঃ প্রাণী জ্ঞাত্বা কালং সমাগতম্।
সাধনানামভাবেঽপি হ্যবশশ্চাতিসঙ্কটে ॥ ৭৩ ॥
যদা নির্ব্বেদমায়াতি মনসা নির্ম্মলেন বৈ।
পঞ্চভূতাত্মকো দেহো মম কিঞ্চাত্র দুঃখদম্ ॥ ৭৪ ॥
পতত্বদ্য যথাকামং মুক্তোঽহং নির্গুণোঽব্যয়ঃ।
নাশাত্মকানি তত্ত্বানি তত্র কা পরিদেবনা ॥ ৭৫ ॥

দেবীবীজং মায়াবীজং তদ্বিধানজ্ঞাঃ ॥ ৬৭—৭১ ॥

কপূণানি কুৎসিতানি। ইমানি সর্ব্বাণি দুষ্টসাধনানি সন্তি চেৎ সন্তু যদ্যেকং সাধনং স্যাত্তর্হি মনুষ্যো মুক্ত এব তদপি সাধনং তস্য ন জাতমিতিপ্রাহ তত্রৈকং কারণমিতি ॥ ৭২ ॥

কিং তন্মোক্ষকারণং তদাহ যত্র যত্র স্থিত ইতি। যত্র কুত্রাপি স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥

অতএব তোমার পিতাও সেই ব্রহ্মশাপ এবং তজ্জন্য ঘোর নরক প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৬৯ ॥ আর সেই ভূপতির সর্প দংশনে প্রাণ বিয়োগ হয় অতএব তাহার প্রশস্তরূপে মৃত্যু না হইয়া দুর্ম্মরণই ঘটিয়াছে। আরও দেখ ভূমিতলে কুশস্তরের উপর তাহার মৃত্যু না হইয়া আকাশ স্থিত প্রাসাদের তলোপরিই ঘটিয়াছে ॥ ৭০ ॥ রাজন্! সংগ্রামে অথবা গঙ্গাতীরে তাহার মৃত্যু হয় নাই। তিনি স্নান দান বর্জ্জিত হইয়া সৌধোপরি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন ॥ ৭১ ॥ নৃপবর! নরকলাভের অতি কুৎসিত সমস্ত কারণই তোমার পিতার সম্বন্ধে বিদ্যমান রহিয়াছে; আর দেখ, মুক্তির জন্য অতিশয় দুর্ল্লভ একটী কারণ বিদ্যমান আছে, কিন্তু তোমার পিতা তাহাও প্রাপ্ত হন নাই ॥ ৭২ ॥ সে কারণটী এই যে, প্রাণিগণ যে কোনও স্থানে থাকুক, কাল সমাগত হইয়াছে জানিতে পারিয়া, অন্য কোন প্রকার সাধন না থাকিলেও এবং মৃত্যুসঙ্কটে অবশ হইলেও যখন বিষয় চিন্তা বিরহিত নির্ম্মল মানসে বৈরাগ্য আসিয়া উদিত হয় তখন এইরূপ চিন্তা করা কর্ত্তব্য যে, আমার এই পঞ্চভূতাত্মক দেহ এক্ষণে বিনষ্ট হইবেক ইহাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখের কারণ নাই, আমি মুক্ত, নির্গুণ ও অব্যয় পুরুষ, মৃত্যু আমার কিছুই করিতে সমর্থ নহে, ভূততত্ত্ব সমস্তই নাশাত্মক তাহার বিনাশে আমার কি অনুতাপ হইতে পারে? আমি সংসারী নহি, আমি

---

* কারণানি ইতি বা পাঠঃ।

ব্রহ্মৈবাহং ন সংসারী সদা মুক্তঃ সনাতনঃ।
দেহে ন মম সম্বন্ধঃ কর্ম্মণা প্রতিপাদিতঃ ॥ ৭৬ ॥
তানি সর্ব্বাণি ভুক্তানি শুভানি চেতরাণি চ।
মনুষ্যদেহযোগেন সুখদুঃখানুসাধনাৎ ॥ ৭৭ ॥
বিমুক্তোঽতিভয়াদ্ঘোরাদস্মাৎ সংসারসঙ্কটাৎ।
ইত্যেবং চিন্ত্যমানস্তু স্নানদানবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৭৮ ॥
মরণং চেদবাপ্নোতি সমুচ্যেজ্জন্মদুঃখতঃ।
এষা কাষ্ঠা পরা প্রোক্তা যোগিনামপি দুর্ল্লভা ॥ ৭৯ ॥
পিতা তে নৃপশার্দ্দূল! শ্রুত্বা শাপং দ্বিজোদিতম্।
দেহে মমত্বং কৃতবান্ন নির্ব্বেদমবাপ্তবান্ ॥ ৮০ ॥
নীরোগো মম দেহোঽয়ং রাজ্যং নিহতকণ্টকম্।
কথং জীবাম্যহং কামং মন্ত্রজ্ঞানানয়ন্তু বৈ ॥ ৮১ ॥
ঔষধং মণিমন্ত্রে চ যন্ত্রং পরমকং তথা।
আরোহণং তথা সৌধে কৃতবান্নৃপতিস্তদা ॥ ৮২ ॥
ন স্নানং ন কৃতং দানং ন দেব্যাঃ স্মরণং কৃতম্।
ন ভূমৌ শয়নঞ্চৈব দৈবং মত্বা পরং তথা ॥ ৮৩ ॥

মম কিঞ্চাত্র দুঃখদমিতি। দেহাতিরিক্তোঽহমস্মি। মম দুঃখদং কিমত্রাস্তি ন কিমপীত্যর্থঃ ॥ ৭৪—৭৯ ॥
নির্ব্বেদং বৈরাগ্যম্ ॥ ৮০—৮২ ॥

নিত্যমুক্ত সনাতন ব্রহ্ম, এই কর্ম্ম জন্য দেহের সহিত আমার কিছুই সম্বন্ধ নাই ॥৭৩—৭৬॥ আমি পূর্ব্বে দুঃখপ্রদ ও সুখদায়ক পাপ পুণ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, তজ্জন্যই এই মনুষ্য দেহ ধারণ পূর্ব্বক সেই সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ করিয়াছি ॥ ৭৭ ॥ মহারাজ! যে পুরুষ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে স্নান দান বর্জ্জিত হইয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হয় সে নিশ্চয়ই এই অতি ভয়ঙ্কর ঘোরতর সংসার সঙ্কট হইতে বিমুক্ত হইয়া পুনর্জন্মের ঘোরতর দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥ ৭৮ ॥ রাজন্! এই আমি যোগিজনেরও অতি দুর্ল্লভ, সাধনের পরকাষ্ঠা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৭৯ ॥ কিন্তু, হে রাজেন্দ্র! তোমার পিতা দ্বিজকথিত শাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেহে মমতা করিয়াছিলেন, সেই কারণেই নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়েন নাই ॥ ৮০ ॥ তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন যে, আমার দেহ রোগহীন, রাজ্যও নিষ্কণ্টক; অতএব আমি কিরূপে অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব, তিনি এই ভাবিয়াই, "মন্ত্রজ্ঞ মানবগণকে আনয়ন কর" এইরূপ আজ্ঞা প্রদান

মগ্নো মোহার্ণবে ঘোরে মৃতঃ সৌধেঽহিনা হতঃ।
কৃত্বা পাপং কলের্যোগাত্তাপসম্ভাবমানজম্ ॥ ৮৪ ॥
অবশ্যমেব নরক এতৈরাচরণৈর্ভবেৎ।
তস্মাত্ত্বং পিতরং পাপাৎ সমুদ্ধর নৃপোত্তম ! ॥ ৮৫ ॥

সূত উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য ব্যাসস্যামিততেজসঃ।
সাশ্রুকণ্ঠোঽতিদুঃখার্ত্তো বভূব জনমেজয়ঃ ॥ ৮৬ ॥
ধিগিদং জীবিতং মেঽদ্য পিতা মে নরকে স্থিতঃ।
তৎ করোমি যথৈবাদ্য স্বর্গং যাত্যুত্তরাসুতঃ ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে অম্বাযজ্ঞবিধিপ্রশ্নো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

দৈবং প্রারব্ধং মুখ্যং মত্বা বৈরাগ্যমাস্থায় ন স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥
অহিনা সর্পেণ হতঃ ॥ ৮৪—৮৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

করেন ॥ ৮১ ॥ তখন সেই নরপতি ঔষধ, মণিমন্ত্র ও যন্ত্রযোগ প্রয়োগ পূর্ব্বক সৌধোপরি আরোহণ করিয়াছিলেন ॥ ৮২ ॥ তিনি তখন স্বীয় প্রারব্ধকে প্রধান মানিয়া তীর্থস্নান, দান, ভূমিতে শয়ন বা দেবীর স্মরণাদি কোন কর্ম্মই করেন নাই; কলির প্রবেশবশতঃ তাপসের অপমানরূপ পাপ করিয়া কেবল ঘোরতর মোহার্ণবে নিমগ্ন হইয়া সৌধের উপরিভাগে তক্ষক কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া নিহত হইয়াছিলেন ॥ ৮৩—৮৪ ॥ এই সকল পাপাচরণ দ্বারা সেই নৃপতি অবশ্যই নরকে পড়িয়াছেন, অতএব হে নৃপোত্তম ! তুমি আপনার পিতারে পাপ হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৮৫ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! রাজা জনমেজয় অমিততেজা ব্যাসদেবের নিকট এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, তখন অশ্রুজল বিগলিত হইয়া তাঁহার কপোল ও কণ্ঠস্থল দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ৮৬ ॥ তখন তিনি গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, আমার জীবনে ধিক্ ! আমার পিতা এখনি নরকে নিপতিত রহিয়াছেন যে কোনও উপায়ে আমার পিতা স্বর্গলাভ করিতে পারেন এক্ষণে আমি তাহাই করিব ॥ ৮৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে অম্বাযজ্ঞ বিধিবর্ণন নামক

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

হরিণা তু কথং যজ্ঞঃ কৃতঃ পূর্ব্বং পিতামহ!।
জগৎকারণরূপেণ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১ ॥
কে সহায়াস্তু তত্রাসন্ ব্রাহ্মণাঃ কে মহামতে!।
ঋত্বিজো বেদতত্ত্বজ্ঞাস্তন্মে ব্রূহি পরন্তপ! ॥ ২ ॥
পশ্চাৎ কারোম্যহং যজ্ঞং বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা।
শ্রুত্বা বিষ্ণুকৃতং যাগমম্বিকায়াঃ সমাহিতঃ ॥ ৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

রাজঞ্ছৃণু মহাভাগ! বিস্তরং পরমাদ্ভুতম্।
যথা ভগবতা যজ্ঞঃ কৃতশ্চ বিধিপূর্ব্বকঃ ॥ ৪ ॥
বিসর্জ্জিতা যদা দেব্যা দত্ত্বা শক্তীশ্চ তাস্ত্রয়ঃ।
কাজেশাঃ পুরুষা জাতা বিমানবরমাস্থিতাঃ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈরষ্টপঞ্চাশৎপদ্যৈরম্বিকামখঃ।
বিষ্ণুনা চ কৃতঃ স্বার্থমিতিসম্যগিহোচ্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে বিষ্ণুনা দেবীমখঃ কৃত ইতি শ্রুত্বা পরমভাবুকো জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি হরিণা চেতি। পিতামহ! হে পূর্ব্বজ ব্যাস! ॥ ১—৪ ॥

রাজা কহিলেন, পিতামহ! জগতের কারণরূপী নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ ভগবান্ বিষ্ণু, পুরাকালে কিরূপে অম্বাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? মহামতে! সেই যজ্ঞে কে কে সহায় ছিলেন এবং কোন্ কোন্ বেদতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণই বা ঋত্বিক্ হইয়াছিলেন তৎসমুদয় আমাকে বিশেষরূপে বলুন। আমি সমাহিত চিত্তে বিষ্ণুকৃত অম্বাযজ্ঞের বিষয় শ্রবণ করিয়া পরে যথাবিধি সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব ॥ ১—৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহাভাগ! ভগবান্ হরি, কিরূপ বিধিপূর্ব্বক অম্বিকাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই আশ্চর্য্যকর যজ্ঞের কথা বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ দেবী ভুবনেশ্বরী যখন ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে নিজাংশ সম্ভূত তিনটী শক্তি প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন, তখন তাঁহারা বিমানে থাকিয়াই স্ত্রীভাব হইতে পরিমুক্ত হইয়া পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইলেন ॥৫॥ সেই সুরোত্তমত্রয় ঘোরতর মহার্ণবে উপনীত হইয়া ধরিত্রীকে উৎপাদন

প্রাপ্তা মহার্ণবং ঘোরং ত্রয়স্তে বিবুধোত্তমাঃ।
চক্রুঃ স্থানানি বাসার্থং সমুৎপাদ্য ধরাং স্থিতাঃ ॥ ৬॥
আধারশক্তিরচলা মুক্তা দেব্যা স্বয়ং ততঃ।
তদাধারা স্থিতা জাতা ধরা মেদঃসমন্বিতা ॥ ৭ ॥
মধুকৈটভয়োর্মেদঃসংযোগান্মেদিনী স্মৃতা।
ধারণাচ্চ ধরা প্রোক্তা পৃথ্বী বিস্তারযোগতঃ ॥ ৮ ॥
মহী চাপি মহীয়স্ত্বাদ্ধৃতা সা শেষমস্তকে।
গিরয়শ্চ কৃতাঃ সর্ব্বে ধারণার্থং প্রবিস্তরাঃ ॥ ৯ ॥
লোহকীলং যথা কাষ্ঠে তথা তে গিরয়ঃ কৃতাঃ।
মহীধরা মহারাজ! প্রোচ্যন্তে বিবুধৈর্জ্জনৈঃ ॥ ১০ ॥
জাতরূপময়ো মেরুর্ব্বহুযোজনবিস্তরঃ।
কৃতো মণিময়ৈঃ শৃঙ্গৈঃ শোভিতঃ পরমাদ্ভুতঃ ॥ ১১ ॥
মরীচির্নারদোঽত্রিশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
দক্ষো বশিষ্ঠ ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ প্রথিতাঃ সুতাঃ ॥ ১২ ॥

কদা যজ্ঞঃ কৃত ইত্যাশঙ্কাং নিবর্ত্তয়ন্ প্রথমং তৎসময়মাহ বিসর্জ্জিতা ইতি। যদা মণিদ্বীপাধিবাসিন্যা ভুবনেশ্বর্য্যা শক্তীর্দত্বা তে ত্রয়ো ব্রহ্মাদয়ো বিসর্জ্জিতাস্তদনন্তরং তে ত্রয়ো যুবতীভাবং বিহায় পুরুষা জাতাঃ। তদনন্তরমিতি সর্ব্বত্র যোজ্যম্ ॥ ৫—১২ ॥

পূর্ব্বক বাস করিবার নিমিত্ত স্থান নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ তদনন্তর দেবী স্বয়ং তাহাতে অচলা আধারশক্তি প্রদান করিলেন, মেদসমন্বিত ধরণী সেই শক্তিরূপ আধার দ্বারা স্থির হইয়া রহিলেন ॥ ৭ ॥ রাজন্! মধুকৈটভ নামক অসুরদ্বয়ের মেদযোগে উৎপন্ন হইল বলিয়া এই আধাররূপা ধরিত্রীর নাম মেদিনী, অখিল জীবাদিভূত-নিবহের ধারণ করেন বলিয়া ইহাঁর নাম ধরা, অত্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া ইহার নাম পৃথ্বী এবং জীবগণের জীবনরক্ষণ ও মহত্ব হেতুক মহয়সী অর্থাৎ অতিমহতী বলিয়া মহী শব্দেও উক্ত হইয়াছে। রাজন্! শেষ নাগ এই ধরাকে শিরোদেশে ধারণ করিয়া রহিলেন। এইরূপে ব্রহ্মা পৃথিবী ধারণ জন্য স্থানে স্থানে সুবিস্তৃত পর্ব্বত সকলের সৃষ্টি করিলেন, লৌহকীলক যেমন কাষ্ঠমধ্যে নিহিত থাকে গিরিগণও সেইরূপ ধরণীর অভ্যন্তরে থাকিয়া উহার দৃঢ়তা সম্পাদনপূর্ব্বক ধারণ করিয়া রহিল; রাজন্! এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ পর্ব্বত সকলকে মহীধর শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন ॥ ৮—১০ ॥ রাজন্! এইরূপে বহুযোজনবিস্তীর্ণ, মণিময় শৃঙ্গে সুশোভিত কনকময় মেরু নামক মহাগিরির সৃষ্টি হইল ॥ ১১ ॥ মরীচি, নারদ, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ এবং বশিষ্ঠ ইহাঁরা ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন

মরীচেঃ কশ্যপো জাতো দক্ষকন্যাস্ত্রয়োদশ।
তাভ্যো দেবাশ্চ দৈত্যাশ্চ সমুৎপন্না হ্যনেকশঃ ॥ ১৩ ॥
ততস্তু কাশ্যপী সৃষ্টিঃ প্রবৃত্তা চাতিবিস্তরা।
মনুষ্যপশুসর্পাদিজাতিভেদৈরনেকধা ॥ ১৪ ॥
ব্রহ্মণশ্চার্দ্ধদেহাত্তু মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽভবৎ।
শতরূপা তথা নারী সঞ্জাতা বামভাগতঃ ॥ ১৫ ॥
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ সুতৌ তস্যা বভূবতুঃ।
তিস্রঃ কন্যা বরারোহা হ্যভবন্নতিসুন্দরাঃ ॥ ১৬ ॥
এবং সৃষ্টিং সমুৎপাদ্য ভগবান্ কমলোদ্ভবঃ।
চকার ব্রহ্মলোকঞ্চ মেরুশৃঙ্গে মনোহরম্ ॥ ১৭ ॥
বৈকুণ্ঠং ভগবান্ বিষ্ণু রমারমণমুত্তমম্।
ক্রীড়াস্থানং সুরম্যঞ্চ সর্ব্বলোকোপরি স্থিতম্ ॥ ১৮ ॥
শিবোঽপি পরমং স্থানং কৈলাসাখ্যঞ্চকার হ।
সমাসাদ্য ভূতগণং বিজহার যথারুচি ॥ ১৯ ॥
স্বর্গস্ত্রিবিষ্টপো মেরুশিখরোপরি কল্পিতঃ।
তচ্চ স্থানং সুরেন্দ্রস্য নানারত্নবিরাজিতম্ ॥ ২০ ॥

দক্ষকন্যাস্ত্রয়োদশ কশ্যপস্য স্ত্রিয়স্তাভ্যো দেবা দৈত্যাশ্চোৎপন্নাঃ ॥ ১৩—১৫ ॥
অতিসুন্দরাঃ কন্যাঃ ॥ ১৬—১৭ ॥

হইলেন; ইঁহারা ব্রহ্মার মানস পুত্র ॥ ১২ ॥ মরীচির কশ্যপ নামে একটী পুত্র এবং দক্ষের ত্রয়োদশটী কন্যা উৎপন্ন হইল। কশ্যপের ঔরসে তাঁহাদিগের গর্ভ হইতে অনেকানেক দেব ও দৈত্যগণ জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ১৩ ॥ তদনন্তর, মনুষ্য পশু ও সর্পাদি জাতিভেদে অনেক প্রকার সুবিস্তীর্ণ কাশ্যপী সৃষ্টির আরম্ভ হইল ॥১৪॥ এদিকে ব্রহ্মার দেহের অর্দ্ধভাগ হইতে স্বায়ম্ভুব মনু এবং বামভাগ হইতে শতরূপানাম্নী কন্যা উৎপন্ন হইলেন ॥ ১৫ ॥ শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে মনুর দুই পুত্র এবং রূপ লাবণ্যবতী অত্যন্ত সুন্দরী তিনটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিল ॥ ১৬ ॥

ভগবান্ কমলযোনি, এইরূপে সৃষ্টি করিয়া মেরুগিরির শৃঙ্গের উপর মনোহর ব্রহ্মলোক নির্ম্মাণ করিলেন ॥১৭॥ ভগবান্ বিষ্ণু সকল লোকের উপরিভাগে লক্ষ্মীর সহিত একত্রে ক্রীড়ার নিমিত্ত বৈকুণ্ঠপুরী নির্ম্মাণ করিলেন ॥ ১৮ ॥ মহাদেবও পরম মনোহর কৈলাসপুরী রচনা করিয়া ভূতগণের সহিত যথেচ্ছ বিহার করিতে লাগিলেন ॥১৯॥ তৃতীয় ভুবন স্বর্গ মেরুগিরির উপরিভাগে বিরচিত হইল; বিবিধ-রত্নরাজি-বিরাজিত সেই স্থান দেবরাজ ইন্দ্রের নিবাসের

সমুদ্রমথনাৎ প্রাপ্তঃ পারিজাতস্তরূত্তমঃ ।
চতুর্দ্দন্তস্তথা নাগঃ কামধেনুশ্চ কামদা ॥ ২১ ॥
উচ্চৈঃশ্রবাস্তথাশ্বো বৈ রম্ভাদ্যপ্সরসস্তথা ।
ইন্দ্রেণোপাত্তমখিলং জাতং বৈ স্বর্গভূষণম্ ॥ ২২ ॥
ধন্বন্তরিশ্চন্দ্রমাশ্চ সাগরাচ্চ সমুদ্ভবৌ ।
স্বর্গে স্থিতৌ বিরাজেতে দেবৌ বহুগণৈর্ব্বৃতৌ ॥ ২৩ ॥
এবং সৃষ্টিঃ সমুৎপন্না ত্রিবিধা নৃপসত্তম ! ।
দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদিভেদৈর্ব্বিবিধকল্পিতা ॥ ২৪ ॥
অণ্ডজাঃ স্বেদজাশ্চৈব চোদ্ভিজ্জাশ্চ জরায়ুজাঃ ।
চতুর্ভেদৈঃ সমুৎপন্না জীবাঃ কর্ম্মযুতাঃ কিল ॥ ২৫ ॥
এবং সৃষ্টিং সমাসাদ্য ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ।
বিহারং স্বেষু স্থানেষু চক্রুঃ সর্ব্বে যথেপ্সিতম্ ॥ ২৬ ॥
এবং প্রবর্ত্তিতে সর্গে ভগবান্ প্রভুরচ্যুতঃ ।
মহালক্ষ্ম্যা সমং তত্র চিক্রীড় ভুবনে স্বকে ॥ ২৭ ॥
একস্মিন্ সময়ে বিষ্ণুর্ব্বৈকুণ্ঠে সংস্থিতঃ পুরা ।
সুধাসিন্ধুস্থিতং দ্বীপং সস্মার মণিমণ্ডিতম্ ॥ ২৮ ॥

রমারমণং রমাক্রীড়াস্থানং বৈকুণ্ঠম্ ॥ ১৮—২৫ ॥
(এবমিতি । এবমিত্থং প্রকারেণ দেব্যাঃ প্রসাদলাভেনেত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥)

নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হইল ॥ ২০ ॥ সুররাজ, সমুদ্রমথন সময়ে, তরুবর পারিজাত, ঐরাবত নামক চতুর্দ্দন্ত নাগ, কামপ্রদা কামধেনু, উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ববর এবং রম্ভাদি অপ্সরগণ প্রাপ্ত হইলেন। রাজন্ ! এ সমস্তই স্বর্গের ভূষণ স্বরূপ হইল ॥২১—২২॥ ধন্বন্তরি ও চন্দ্রমা সাগর হইতে সমুত্থিত এবং বহুতর পারিষদ্‌গণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বর্গোপরি অবস্থান পূর্ব্বক বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

মহারাজ ! এইরূপে বহুপ্রকার তির্য্যক্, মনুষ্য ও দেবতা ভেদে ত্রিবিধ সৃষ্টি সম্পাদিত হইল ॥ ২৪ ॥ অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ এই চারিপ্রকার জীব শুভাশুভ কর্ম্মফল বিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হইল ॥ ২৫ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এইরূপে সৃষ্টি কার্য্য সম্পাদন করিয়া স্ব স্ব স্থানে যথেচ্ছ বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ এইরূপে সৃষ্টিকার্য্য প্রবর্ত্তিত হইলে পরমপ্রভু ভগবান্ অচ্যুতদেব, স্বীয় ধাম বৈকুণ্ঠভুবনে মহালক্ষ্মীর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ অনন্তর এক দিবস ভগবান্ বিষ্ণু, বৈকুণ্ঠধামে উপবিষ্ট আছেন, সেই সময়ে মণিমণ্ডিত মনোহর দ্বীপ তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল ॥ ২৮ ॥

যত্র দৃষ্টা মহামায়া মন্ত্রশ্চাসাদিতঃ শুভঃ।
স্মৃত্বা তাং পরমাং শক্তিং স্ত্রীভাবং গমিতো যয়া ॥ ২৯ ॥
যজ্ঞং কর্ত্তুং মনশ্চক্রে অম্বিকায়া রমাপতিঃ।
উত্তীর্য্য ভুবনাত্তস্মাৎ সমাহূয় মহেশ্বরম্ ॥ ৩০ ॥
ব্রহ্মাণং বরুণং শক্রং কুবেরং পাবকং যমম্।
বশিষ্ঠং কশ্যপং দক্ষং বামদেবং বৃহস্পতিম্ ॥ ৩১ ॥
সম্ভারং কল্পয়ামাস যজ্ঞার্থং চাতিবিস্তরম্।
মহাবিভবসংযুক্তং সাত্ত্বিকঞ্চ মনোহরম্ ॥ ৩২ ॥
মণ্ডপং বিততং তত্র কারয়ামাস শিল্পিভিঃ।
ঋত্বিজো বরয়ামাস সপ্তবিংশতিসুব্রতান্ ॥ ৩৩ ॥
চিতিঞ্চ কারয়ামাস বেদীশ্চৈব সুবিস্তরাঃ।
প্রজেপুর্ব্ব্রাহ্মণা মন্ত্রান্ দেব্যা বীজসমন্বিতান্ ॥ ৩৪ ॥
জুহুবুস্তে হবিঃ কামং বিধিবৎপরিকল্পিতে।
কৃতে তু বিততে হোমে বাগুবাচাশরীরিণী ॥ ৩৫ ॥

ইত্থমেতাবৎপর্য্যন্তং ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রা ন স্বতন্ত্রাঃ কিন্তু পরশক্ত্যধীনাঃ পরাশক্তেরুৎপন্নত্বা-ন্মৃত্যুধর্ম্মাণস্তাপত্রয়যুক্তাঃ পাঞ্চভৌতিকদেহবন্তো যাবৎকল্পপর্য্যন্তমায়ুষ্যবন্তো বৈকুণ্ঠব্রহ্ম-লোককৈলাসবাসিন ইতিপ্রথমাধ্যায়োক্তপ্রশ্নস্তোত্তরমুক্তং ভবতি ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তিকথনেন চ তৎপ্রশ্নস্যাপ্যুত্তরং নিরূপিতং অম্বাযজ্ঞবিষয়প্রশ্নস্যোত্তরং কিঞ্চিৎপূর্ব্বং দত্তমগ্রে চ দাস্যতীতি বোধ্যম্। এতাবৎপর্য্যন্তং পূর্ব্বং জাতে কথিতে সত্যনন্তরং জাতং বৃত্তমাহ একস্মিন্ সময় ইতি ॥ ২৮—৩৩ ॥

দেব্যা বীজং মায়াবীজং হৃল্লেখাশক্তিদেব্যাখ্যা ইতি মন্ত্রকোশাৎ। মায়াবীজস্য নামানি মালিনী শিববল্লরী। বাতাবর্ত্তিঃ কলা বাণী বীজং শক্তিশ্চ কুণ্ডলীতি মন্ত্রকোশাচ্চ তেন সম-ন্বিতান্ ॥ ৩৪ ॥

রাজন্! ভগবান্ বিষ্ণু এই স্থানেই মহামায়ার দর্শন এবং কল্যাণদায়ক মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। পূর্ব্বে যাঁহার দ্বারা তিনি স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হন, সেই পরাশক্তিকে স্মরণ করিয়া অম্বিকাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত মানস করিলেন। অনন্তর স্বীয় ভবন হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ইন্দ্র, কুবের, বরুণ, হুতাশন ও যম, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, দক্ষ, বামদেব ও বৃহস্পতি প্রভৃতিকে আহ্বান করিলেন এবং যজ্ঞের নিমিত্ত অতি বিস্তর সামগ্রীসম্ভার সকল আহরণ করিতে লাগিলেন। রমাপতি মহাবৈভবযুক্ত মনোহর সাত্ত্বিক স্থান নিরূপিত করিয়া তথায় শিল্পিগণের দ্বারা সুবিস্তৃত মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইলেন এবং যজ্ঞকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত সপ্তবিংশতি সংখ্যক সুব্রত ঋত্বিক্‌কে বরণ করিলেন ॥ ২৯—৩৩ ॥ সুবিস্তৃত বেদী ও চিতি

বিষ্ণুং তদা সমাভাষ্য সুস্বরা মধুরাক্ষরা।
বিষ্ণো! ত্বং ভব দেবানাং হরে! শ্রেষ্ঠতমঃ সদা ॥ ৩৬॥
মান্যশ্চ পূজনীয়শ্চ সমর্থশ্চ সুরেষ্বপি।
সর্ব্বে ত্বামর্চ্চয়িষ্যন্তি ব্রহ্মাদ্যাশ্চ সবাসবাঃ ॥ ৩৭ ॥
প্রভবিষ্যন্তি ভো ভক্ত্যা মানবা ভুবি সর্ব্বতঃ।
বরদস্ত্বঞ্চ সর্ব্বেষাং ভবিতা মানবেষু বৈ ॥ ৩৮ ॥
কামদঃ সর্ব্বদেবানাং পরমঃ পরমেশ্বরঃ।
সর্ব্বযজ্ঞেষু মুখ্যস্ত্বং পূজ্যঃ সর্ব্বৈশ্চ যাজ্ঞিকৈঃ ॥ ৩৯ ॥
ত্বাং জনাঃ পূজয়িষ্যন্তি বরদস্ত্বং ভবিষ্যসি।
শ্রয়িষ্যন্তি চ দেবাস্ত্বাং দানবৈরতিপীড়িতাঃ ॥ ৪০ ॥
শরণং ত্বঞ্চ সর্ব্বেষাং ভবিতা পুরুষোত্তম!।
পুরাণেষু চ সর্ব্বেষু বেদেষু বিততেষু চ।
ত্বং বৈ পূজ্যতমঃ কামং কীর্ত্তিস্তব ভবিষ্যতি ॥ ৪১ ॥

জুহুবুরিতি। তে ব্রাহ্মণা বিধিবৎ পরিকল্পিতে বহ্নৌ যথেষ্টং হবিরষ্টদ্রব্যরূপং জুহুবুঃ কোটিহোমাদিকং চক্রুরিত্যর্থঃ। তদুক্তং ভুবনেশ্বরীসংহিতায়াম্। 'অশ্বত্থোডুম্বরপ্লক্ষন্যগ্রোধসমিধস্তিলাঃ। সিদ্ধার্থপায়সাজ্যানি দ্রব্যাণ্যষ্টৌ বিদুর্ব্বুধাঃ।' যথেষ্টসংখ্যাপূর্ত্তিরেকৈকদ্রব্যেণ যথাবিভাগং কৃত্বা কর্ত্তব্যা দ্রব্যন্যূনতায়ামন্তিমদ্রব্যাবৃত্তিরাধিক্যেঽন্তিমদ্রব্যাহুতিদ্বয়ং ত্রয়ং বা একীকৃত্যৈকৈকমন্ত্রেণ হোমঃ ॥ ৩৫—৩৭ ॥

নির্ম্মিত হইলে, ব্রাহ্মণগণ বীজসমন্বিত দেবীমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর হুতাশনে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইতে লাগিল। এইরূপে যখন বিধিপূর্ব্বক পরিকল্পিত হইয়া হোম কার্য্য বাহুল্যরূপে সম্পাদিত হইতে লাগিল, তখন মোহন ও মধুর স্বরে ভগবান্ বিষ্ণুকে সম্ভাষণ করিয়া এই আকাশবাণী উচ্চারিত হইল যে, বিষ্ণো! তুমি সর্ব্বদাই সকল দেবতার শ্রেষ্ঠতম হও। তুমি সমস্ত দেবগণের মধ্যে মাননীয়, পূজনীয় ও প্রভাবশালী হইবে। দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত ব্রহ্মাদি সমস্ত সুরগণই তোমার অর্চ্চনা করিবেন ॥ ৩৫-৩৭ ॥ হে অচ্যুত! পৃথিবীতলের সকল স্থলেই যে মানবগণ তোমার প্রতি ভক্তি সমন্বিত হইবে তাহারা নিশ্চয়ই প্রভাবসম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই, আর তুমি সকল মানবগণের বরপ্রদ ও কামপ্রদ হইবে। বিষ্ণো! তুমিই সর্ব্ব দেবগণের শ্রেষ্ঠ, তুমিই সমস্ত ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর এবং সকল যজ্ঞেই মুখ্য ও যাজ্ঞিকগণের পূজনীয় হইবে ॥ ৩৮—৩৯ ॥ জনগণ তোমার পূজা করিবে এবং তুমি তাহাদিগকে বরদান করিবে। হে পুরুষোত্তম! দেবতারা যে যে সময় অসুরগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইবে তখনই তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তুমিই সকলের রক্ষাকর্ত্তা হইবে সন্দেহ নাই। আর সমস্ত পুরাণ ও সুবিস্তৃত অখিল বেদমধ্যে

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভূতলে।
তদাংশেনাবতীর্য্যাশু কর্ত্তব্যং ধর্ম্মরক্ষণম্ ॥ ৪২ ॥
অবতারাঃ সুবিখ্যাতাঃ পৃথিব্যাং তব ভাগশঃ।
ভবিষ্যন্তি ধরায়াং বৈ মাননীয়া মহাত্মনাম্ ॥ ৪৩ ॥
অবতারেষু সর্ব্বেষু নানাযোনিষু মাধব!।
বিখ্যাতঃ সর্ব্বলোকেষু ভবিতা মধুসূদন! ॥ ৪৪ ॥
অবতারেষু সর্ব্বেষু শক্তিস্তে সহচারিণী।
ভবিষ্যতি মমাংশেন সর্ব্বকার্য্যপ্রসাধিনী ॥ ৪৫ ॥
বারাহী নারসিংহী চ নানাভেদৈরনেকধা।
নানাযুধাঃ শুভাকারাঃ সর্ব্বাভরণমণ্ডিতাঃ ॥ ৪৬ ॥
তাভির্যুক্তঃ সদা বিষ্ণো! সুরকার্য্যাণি মাধব!।
সাধয়িষ্যসি তৎ সর্ব্বং মদ্দত্তবরদানতঃ ॥ ৪৭ ॥
তাস্ত্বয়া নাবমন্তব্যাঃ সর্ব্বদা গর্ব্বলেশতঃ।
পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন মাননীয়াশ্চ সর্ব্বথা ॥ ৪৮ ॥
নূনন্তা ভারতে খণ্ডে শক্তয়ঃ সর্ব্বকামদাঃ।
ভবিষ্যন্তি মনুষ্যাণাং পূজিতাঃ প্রতিমাসু চ ॥ ৪৯ ॥

প্রভবিষ্যন্তীতি। ত্বয়ীতি শেষঃ। ভক্ত্যা তৎসহিতা মানবা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৮—৪১ ॥
(যদা যদেতি। হে বিষ্ণো! যস্মিন্ যস্মিন্ সময়ে ধর্ম্মস্য গ্লানির্গোব্রাহ্মণদেবাদ্যাভিভবযজ্ঞবিঘাতাদিরূপেত্যর্থঃ। তদা সত্বরমবনীতলে অবতীর্য্য ধর্ম্মাভিভবস্য কারণমপনীয় ধর্ম্মরক্ষণং করিষ্যসীতি মহৎ তে কার্য্যং ভবেদিতি-ভাবঃ ॥ ৪২ ॥)

তুমিই পূজ্যতম-রূপে পরিকীর্ত্তিত হইবে ॥ ৪০—৪১ ॥ হে কেশব! ভূমিতলে যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইবে তখনই তুমি অংশে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মরক্ষা করিবে ॥৪২॥ মধুসূদন! ধরাতলে বিভাগক্রমে, নানাযোনিতে তত্রত্য মহাত্মা ব্যক্তিগণের মাননীয়, সর্ব্বলোকে বিখ্যাত,সর্ব্ব অবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তোমার অনেক অবতার হইবে ॥৪৩-৪৪॥ সমস্ত অবতারেই আমার অংশে উৎপন্ন সমস্ত কার্য্যসাধনী শক্তিসকল তোমার সহচারিণী হইবে ॥ ৪৫ ॥ বারাহী, নারসিংহী প্রভৃতি বিবিধ শক্তি সকল বিবিধ আয়ুধযুক্ত ও সমস্ত আভরণে বিভূষিত হইয়া তোমার সহকারিণী হইবে সন্দেহ নাই। হে বিষ্ণো! তুমি তাহাদের সহিত সততই মিলিত হইয়া মদ্দত্ত বরপ্রভাবে সুরকার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪৬—৪৭ ॥ তুমি কিঞ্চিন্মাত্রও গর্ব্বপ্রকাশ করিয়া তাহাদের অবমাননা করিবে না, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাদিগের পূজা ও সম্মান করিবে ॥ ৪৮ ॥ ভারতবর্ষে এই সর্ব্ব-

তাসাং তব চ দেবেশ ! কীর্ত্তিঃ স্যাদখিলেষ্বপি ।
দ্বীপেষু সপ্তস্বপি চ বিখ্যাতা ভুবি মণ্ডলে ॥ ৫০ ॥
তাশ্চ ত্বাং বৈ মহাভাগ ! মানবা ভুবি মণ্ডলে ।
অর্চ্চয়িষ্যন্তি বাঞ্ছার্থং সকামাঃ সততং হরে ! ॥ ৫১ ॥
অর্চ্চাসু চোপহারৈশ্চ নানাভাবসমন্বিতাঃ ।
পূজয়িষ্যন্তি বেদোক্তৈর্ম্মন্ত্রৈর্নামজপৈস্তথা ॥ ৫২ ॥
মহিমা তব ভূর্ল্লোকে স্বর্গে চ মধুসূদন ! ।
পূজনাদ্দেবদেবেশ ! বৃদ্ধিমেষ্যতি মানবৈঃ ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি দত্ত্বা বরান্ বাণী বিররাম খসম্ভবা ।
ভগবানপি প্রীতাত্মা হ্যভবচ্ছ্রবণাদিব ॥ ৫৪ ॥
সমাপ্য বিধিবদ্‌যজ্ঞং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ॥ ৫৫ ॥
বিসর্জ্জয়িত্বা তান্ দেবান্ ব্রহ্মপুত্রান্মুনীনথ ।
জগামানুচরৈঃ সার্দ্ধং বৈকুণ্ঠং গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৫৬ ॥
স্বানি স্বানি চ ধিষ্ণ্যানি পুনঃ সর্ব্বে সুরাস্ততঃ ।
মুনয়ো বিস্মিতা বার্ত্তাং কুর্ব্বন্তস্তে পরস্পরম্ ॥ ৫৭ ॥

অতএব দেবীপ্রসাদাদ্বিষ্ণোরধিকা লোকে প্রসিদ্ধিঃ ॥ ৪৩—৫২ ॥
মহিমেতি । এবং তব মহিমা ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

কামপ্রদ শক্তিসকল মানবগণ কর্ত্তৃক প্রতিমাতে পূজিত হইবে ॥ ৪৯ ॥ হে দেবাধিপ ! সেই শক্তিসকলের এবং তোমার কীর্ত্তি এই সপ্তদ্বীপে অধিক কি অখিল ভুবনে বিখ্যাত হইবে সন্দেহ নাই ॥৫০॥ হরে ! অবনিমণ্ডলস্থিত মানবগণ ফল-কামনা করিয়া বাসনা সিদ্ধির নিমিত্ত এই শক্তিগণের এবং তোমার নিয়তই অর্চ্চনা করিবে ॥ ৫১ ॥ নানাবিধ কামনা-সমন্বিত মনুষ্যগণ ঐ অর্চ্চনায়, বিবিধ উপহারে বেদমন্ত্র ও নামজপ দ্বারা তোমাদিগের পূজা করিবে ॥ ৫২ ॥ বিষ্ণো ! তুমি সমস্ত অমরগণের ঈশ্বর হইবে এবং তোমার মহিমা ভূর্লোকে অধিক কি স্বর্গলোকেও মানবগণের অর্চ্চনা দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! আকাশসম্ভবা বাণী, এইরূপ বর দান করিয়া বিরত হইলে ভগবান্ বিষ্ণু তাহা শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন ॥ ৫৪ ॥ অনন্তর, সর্ব্বেশ্বর হরি, এইরূপে যথাবিধানে যজ্ঞ সমাপন করিয়া দেবগণ ও ব্রহ্মনন্দন মুনিগণকে বিদায় দিয়া গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক অনুচরগণের সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। সুরগণ সকলেই

যয়ুঃ প্রমুদিতাঃ কামং স্বাশ্রমান্ পাবনানথ ॥ ৫৮ ॥
শ্রুত্বা বাণীং পরমবিশদাং ব্যোমজাং শ্রোত্ররম্যাং
সর্ব্বেষাং বৈ প্রকৃতিবিষয়ে ভক্তিভাবশ্চ জাতঃ ।
চক্রুঃ সর্ব্বে দ্বিজমুনিগণাঃ পূজনং ভক্তিযুক্তা-
স্তস্যাঃ কামং নিখিলফলদং চাগমোক্তং মুনীন্দ্রাঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিষ্ণুকৃতাম্বাযজ্ঞবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

খসম্ভবা আকাশজন্যা ॥ ৫৪—৫৮ ॥
প্রকৃতিবিষয়ে মূলপ্রকৃতৌ । তস্যাঃ প্রকৃতের্ভুবনেশ্বর্য্যাঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

নিজ নিজ নিকেতনে গমন করিতে লাগিলেন। মুনিগণ বিস্মিত হইয়া পরস্পর যজ্ঞাদি বিষয়ক কথোপকথন করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে নিজ নিজ পবিত্র আশ্রমে গমন করিলেন॥৫৫—৫৮॥ রাজন্! সেই বিশদাক্ষরসমন্বিত শ্রবণ-মনোহর আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া সকলেরই প্রকৃতি-বিষয়ে ভক্তিভাবের উদয় হইল; তখন সমস্ত দ্বিজ, মুনি ও মুনীন্দ্রগণ ভক্তিযুক্ত হইয়া বাহুল্যরূপে সেই পরমাপ্রকৃতি দেবীর অখিলফলপ্রদা বেদবিহিত পূজা করিতে লাগি-লেন ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বিষ্ণুর অম্বাযজ্ঞানুষ্ঠানবর্ণন নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

শ্রুতো বৈ হরিণা কৢপ্তো যজ্ঞো বিস্তরতো দ্বিজ !।
মহিমানং তথাম্বায়া বদ বিস্তরতো মম ॥ ১॥
শ্রুত্বা দেব্যাশ্চরিত্রং বৈ কুর্ব্বে মখমনুত্তমম্।
প্রসাদাত্তব বিপ্রেন্দ্র ! ভবিষ্যামি চ পাবনঃ ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি দেব্যাশ্চরিতমুত্তমম্।
ইতিহাসং পুরাণঞ্চ কথয়ামি সুবিস্তরম্ ॥ ৩ ॥
কোশলেষু নৃপশ্রেষ্ঠঃ সূর্য্যবংশসমুদ্ভবঃ।
পুষ্পপুত্রো মহাতেজা ধ্রুবসন্ধিরিতি স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥
ধর্ম্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ বর্ণাশ্রমহিতে রতঃ।
অযোধ্যায়াং সমৃদ্ধায়াং রাজ্যং চক্রে শুচিব্রতঃ ॥ ৫ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চান্যে তথা দ্বিজাঃ।
স্বাং স্বাং বৃত্তিং সমাস্থায় তদ্রাজ্যে ধর্ম্মতোঽভবন্ ॥ ৬ ॥

ত্রিপঞ্চাশৎপদ্যৈকেস্তু রাজপ্রশ্নোত্তরং ততঃ।
বৈভবং প্রোচ্যতে সম্যগ্‌যথাবস্তুবনেশিতুঃ ॥
বিষ্ণুকৃতমম্বাযজ্ঞং শ্রুত্বা পুনর্ভগবতীমহিম্নো বুভুৎসুর্জ্জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি। শ্রুত ইতি ॥১-৫॥

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন ! আমি বিষ্ণুকৃত অম্বাযজ্ঞের বিষয় বিশেষ রূপে শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে অম্বিকাদেবীর মহিমা-গাথা বিস্তার পূর্ব্বক বলুন। আমি দেবীর চরিত-কথা শ্রবণান্তর সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অম্বাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। হে বিপ্রেন্দ্র ! তাহাতে আমি আপনার প্রসাদেই পবিত্র হইব সন্দেহ নাই ॥ ১—২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দেবীর চরিতবিষয়ক পরমোত্তম পৌরাণিক ইতিহাস বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ পূর্ব্বকালে কোশলদেশে পুষ্পনামক নৃপতির পুত্র, ধ্রুবসন্ধি নামে বিখ্যাত এক মহাতেজা সূর্য্যবংশীয় রাজা ছিলেন। সেই সত্যসন্ধ শুভাভিলাষী ধর্ম্মাত্মা নৃপতিবর ব্রাহ্মণাদিচতুর্ব্বর্ণ প্রজাপুঞ্জের হিত সাধনে মনোনিবেশ করিয়া সুসমৃদ্ধ অযোধ্যানগরীতে বাস করত রাজকার্য্য পর্য্যালোচন করিতে লাগিলেন ॥ ৪—৫ ॥ তাঁহার রাজ্যপালনগুণে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং অন্যান্য দ্বিজগণ ধর্ম্মানুযায়ী নিজ

ন চৌরাঃ পিশুনা ধূর্ত্তাস্তস্য রাজ্যে চ কুত্রচিৎ।
দম্ভাঃ কৃতঘ্না মূর্খাশ্চ বসন্তি কিল মানবাঃ ॥ ৭ ॥
এবং বৈ বর্ত্তমানস্য নৃপস্য কুরুসত্তম!।
দ্বে পত্ন্যৌ রূপসম্পন্নে হ্যাসতুঃ কামভোগদে ॥ ৮ ॥
মনোরমা ধর্ম্মপত্নী স্বরূপাতিবিচক্ষণা।
লীলাবতী দ্বিতীয়া চ সাপি রূপগুণান্বিতা ॥ ৯ ॥
বিজহার স পত্নীভ্যাং গৃহেষূপবনেষু চ।
ক্রীড়াগিরৌ দীর্ঘিকাসু সৌধেষু বিবিধেষু চ ॥ ১০ ॥
মনোরমা শুভে কালে সুষুবে পুত্রমুত্তমম্।
সুদর্শনাভিধং পুত্রং রাজলক্ষণসংযুতম্ ॥ ১১ ॥
লীলাবত্যপি তৎপত্নী মাসেনৈকেন ভামিনী।
সুষুবে সুন্দরং পুত্রং শুভে পক্ষে দিনে তথা ॥ ১২ ॥
চকার নৃপতিস্তত্র জাতকর্ম্মাদিকং দ্বয়োঃ।
দদৌ দানানি বিপ্রেভ্যঃ পুত্রজন্মপ্রমোদিতঃ ॥ ১৩ ॥
প্রীতিং তয়োঃ সমাং রাজা চকার সুতয়োর্নৃপ!।
নৃপশ্চকার সৌহার্দ্দেষ্বন্তরং ন কদাচন ॥ ১৪ ॥

ধর্ম্মতো ধর্ম্মেণ যুক্তা অভবন্নিত্যর্থঃ ॥ ৬—৮ ॥
(ধর্ম্মায় ধর্ম্মকার্য্যায় যা পত্নী সহধর্ম্মিণীত্যর্থঃ ॥ ৯-১১ ॥

নিজ বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার রাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ তাঁহার রাজত্ব কালে চৌর, খল, ধূর্ত্ত, দাম্ভিক, কৃতঘ্ন এবং মূর্খ মানবগণ, কোনও স্থানে বাস করিতে পারিত না ॥ ৭ ॥ সেই প্রজারঞ্জন রাজার রূপযৌবনসম্পন্ন ও প্রীতিপ্রদ দুই যুবতী বনিতা ছিল ॥ ৮ ॥ তাহার মধ্যে মনোরমা প্রধানা ধর্ম্মপত্নী এবং লীলাবতী দ্বিতীয়া পত্নী; তাহারা উভয়েই পরমরূপবতী, বুদ্ধিমতী ও গুণবতী ছিলেন ॥৯॥ রাজা ধ্রুবসন্ধি পত্নীদ্বয়ের সহিত গৃহ, উপবন, ক্রীড়াপর্ব্বত, দীর্ঘিকা এবং বিবিধ প্রকার মনোহর সৌধমধ্যে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ কিছু দিন গত হইলে মনোরমা শুভদিনে রাজলক্ষণ-সমন্বিত একটী পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। পরে রাজা এই পুত্রটীর সুদর্শন এই নাম রক্ষা করিলেন ॥ ১১ ॥ অনন্তর, তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী লীলাবতীও একমাস মধ্যেই শুভপক্ষে ও শুভদিনে এক সুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন ॥১২॥ রাজা তখন পুত্রদ্বয়ের জাতকর্ম্মাদি সমাপন করিলেন এবং পুত্রজন্ম-জনিত প্রমোদে প্রফুল্লিত হইয়া বিপ্রগণকে বহুতর ধন দান করিলেন ॥ ১৩ ॥ নরপতি, এই পুত্রদ্বয়ের প্রতি সমান প্রীতি করিতে লাগিলেন, কদাচই স্নেহের প্রভেদ করিতেন না ॥১৪॥

চূড়াকর্ম্ম তয়োশ্চক্রে বিধিনা নৃপসত্তমঃ।
যথাবিভবমেবাসৌ প্রীতিযুক্তঃ পরন্তপঃ॥ ১৫॥
কৃতচূড়ৌ সুতৌ কামং জহ্রতুর্নৃপতের্ম্মনঃ।
ক্রীড়মানাবুভৌ কান্তৌ লোকানামনুরঞ্জকৌ॥ ১৬॥
তয়োঃ সুদর্শনো জ্যেষ্ঠো লীলাবত্যাঃ সুতঃ শুভঃ।
শত্রুজিৎসংজ্ঞকঃ কামং চাটুবাক্যো বভূব হ॥ ১৭॥
নৃপতেঃ প্রীতিজনকো মঞ্জুবাক্ চারুদর্শনঃ।
প্রজানাং বল্লভঃ সোঽভূত্তথা মন্ত্রিজনস্য বৈ॥ ১৮॥
যথা তস্মিন্নৃপঃ প্রীতিং চকার গুণযোগতঃ।
মন্দভাগ্যান্মন্দভাবো ন তথা বৈ সুদর্শনে॥ ১৯॥
এবং গচ্ছতি কালে তু ধ্রুবসন্ধির্নৃপোত্তমঃ।
জগাম বনমধ্যেঽসৌ মৃগয়াভিরতঃ সদা॥ ২০॥
নিঘ্নন্ মৃগানুরূন্ কম্বূন্ শূকরান্ গবয়ান্ শশান্।
মহিষান্ শরভান্ খড়্গাংশ্চিক্রীড় নৃপতির্ব্বনে॥ ২১॥

তথা শুভে ইত্যর্থঃ॥ ১২-১৭॥
চাটূনি মনোহরাণি বাক্যানি যস্য॥ ১৮॥)
মন্দভাগ্যাদিতি। সুদর্শনস্য মন্দভাগ্যাত্তস্মিন্ সুদর্শনে মন্দভাবো নৃপতির্যথা শত্রুজিতি প্রীতিং চকার তথা সুদর্শনে প্রীতিং ন চকারেত্যর্থঃ॥ ১৯—২০॥

অনন্তর, সেই পরন্তপ নরপতি প্রীতিযুক্ত হইয়া নিজবৈভবের অনুরূপ যথাবিধি তাহাদের চূড়াকরণ সম্পাদন করিলেন॥ ১৫॥ এই শোভন-দর্শন পুত্রদ্বয়কে দর্শন করিলে লোকের আনন্দ হইত। এক্ষণে ইহাদিগকে কৃতচূড় ও ক্রীড়া করিতে দেখিয়া রাজার মন আনন্দ রসে আপ্লুত হইল॥১৬॥ এই পুত্রযুগলের মধ্যে সুদর্শন জ্যেষ্ঠ; কিন্তু, লীলাবতীর শুভদর্শন পুত্র শত্রুজিৎ অত্যন্ত প্রিয়ভাষী হইল। তাহার মনোরম রূপদর্শন এবং মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা অত্যন্ত প্রীতি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এই সকল গুণ বর্ত্তমান থাকায় শত্রুজিৎ প্রজাজনের ও মন্ত্রিগণেরও বল্লভ হইয়া উঠিল॥ ১৭—১৮॥ নানাবিধ গুণযুক্ত বলিয়া রাজা শত্রুজিতের প্রতি যেরূপ প্রীতিপ্রকাশ করিতে লাগিলেন, সুদর্শনের মন্দ্যভাগ্যবশত তাঁহার প্রতি সেরূপ প্রীতিমান্ হইলেন না॥ ১৯॥

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে একদিন রাজা ধ্রুবসন্ধি বনে গমন করিয়া নিরন্তর মৃগয়ায় নিরত হইলেন। তিনি মৃগ, রুরু, করী, শূকর, গবয়, শশক, মহিষ, শরভ ও গণ্ডারগণকে নিহত করিয়া বনমধ্যে মৃগয়াক্রীড়া করিতে লাগিলেন॥ ২০—২১॥ রাজা

ক্রীড়মানে নৃপে তত্র বনে ঘোরেঽতিদারুণে।
উদতিষ্ঠন্নিকুঞ্জাত্তু সিংহঃ পরমকোপনঃ ॥ ২২ ॥
রাজ্ঞা শিলীমুখেনাদৌ বিদ্ধঃ ক্রোধবশং গতঃ।
দৃষ্ট্বাগ্রে নৃপতিং সিংহো ননাদ মেঘনিঃস্বনঃ ॥ ২৩ ॥
কৃত্বাচোর্দ্ধং স লাঙ্গূলং প্রসারিতবৃহৎসটঃ।
হন্তুং নৃপতিমাকাশাদুৎপপাতাতিকোপনঃ ॥ ২৪ ॥
নৃপতিস্তং সমালোক্য দধারাসিং করে তদা।
বামে চর্ম্ম সমাদায় স্থিতঃ সিংহ ইবাপরঃ ॥ ২৫ ॥
সেবকাস্তস্য যে সর্ব্বে তেঽপি বাণান্ পৃথক্ পৃথক্।
অমুঞ্চন্ কুপিতাঃ কামং সিংহোপরি রুষান্বিতাঃ ॥ ২৬ ॥
হাহাকারো মহানাসীৎ সম্প্রহারশ্চ দারুণঃ।
উৎপপাত ততঃ সিংহো নৃপস্যোপরি দারুণঃ ॥ ২৭ ॥
তং পতন্তং সমালোক্য খড়্গেনাভিহনন্নৃপঃ।
সোঽপি ক্রূরৈর্নখাগ্রৈশ্চ তত্রাগত্য বিদারিতঃ ॥ ২৮ ॥
স নখৈরাহতো রাজা পপাত চ মমার বৈ।
চুক্রুশুঃ সৈনিকাস্তস্ত নির্জ্জঘ্নুর্ব্বিশিখৈস্তদা ॥ ২৯ ॥

কম্বূনিতি। কম্বুঃ শঙ্খে স্ত্রিয়াং পুংসি শম্বূকে বলয়ে গজে ইতি মেদিনীকোষাদ্গজানিত্যর্থঃ ॥ ২১—২৭ ॥
সোঽপি রাজাপি। তত্রাগত্য সিংহেনেতি শেষঃ ॥ ২৮—২৯ ॥

সেই ঘোরতর নিদারুণ বনে মৃগয়া-ক্রীড়া করিতেছেন এমন সময়ে এক সিংহ অতি কুপিত হইয়া নিকুঞ্জ স্থান হইতে উল্লম্ফন প্রদান পূর্ব্বক রাজার অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃগরাজ প্রথমেই রাজার শরদ্বারা বিদ্ধ হইয়াছিল; এক্ষণে রাজাকে সম্মুখে দর্শন করিয়া মেঘগম্ভীর রবে ধ্বনি করিয়া উঠিল ॥২২—২৩॥ সে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া স্বীয় সুদীর্ঘ লাঙ্গুল উৎক্ষিপ্ত এবং বৃহৎ কেশর জাল প্রসারিত করিয়া নৃপতিকে হনন করিবার নিমিত্ত লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আকাশমার্গে উত্থিত হইল; তদ্দর্শনে রাজা তৎক্ষণাৎ বাম করে চর্ম্ম ও দক্ষিণ করে অসি ধারণ পূর্ব্বক অপর সিংহের স্থায় অবস্থিত রহিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥ রাজার অনুচরগণ, সকলেই কুপিত হইয়া রোষভরে সিংহের উপর পৃথক্ পৃথক্ শরনিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥ তখন তথায় মহা হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল এবং সিংহের উপর নিদারুণ প্রহার হইতে লাগিল। কিন্তু, সেই দারুণ সিংহ সেই সময়ে রাজার উপর আসিয়া নিপতিত হইল ॥ ২৭ ॥ নরপতি, তাহাকে নিজের উপর নিপতিত হইতে নিরীক্ষণ করিয়া অসিদ্বারা

মৃতঃ সিংহোঽপি তত্রৈব ভূপতিশ্চ তথা মৃতঃ।
সৈনিকৈর্ম্মন্ত্রিমুখ্যাশ্চ তত্রাগত্য নিবেদিতাঃ ॥ ৩০ ॥
পরলোকগতং ভূপং শ্রুত্বা তে মন্ত্রিসত্তমাঃ।
সংস্কারং কারয়ামাসুর্গত্বা তত্র বনান্তিকে ॥ ৩১ ॥
পরলোকক্রিয়াং সর্ব্বাং বশিষ্ঠো বিধিপূর্ব্বকম্।
কারয়ামাস তত্রৈবং পরলোকসুখাবহাম্ ॥ ৩২ ॥
প্রজাঃ প্রকৃতয়শ্চৈব বশিষ্ঠশ্চ মহামুনিঃ।
সুদর্শনং নৃপং কর্ত্তুং মন্ত্রং চক্রুঃ পরস্পরম্ ॥ ৩৩ ॥
ধর্ম্মপত্নীসুতঃ শান্তঃ সুরূপশ্চ সুলক্ষণঃ।
অয়ং নৃপাসনার্হশ্চ হ্যব্রুবন্মন্ত্রিসত্তমাঃ ॥ ৩৪ ॥
বশিষ্ঠোঽপি তথৈবাহ যোগ্যোঽয়ং নৃপতেঃ সুতঃ।
বালোঽপি ধর্ম্মবান্ রাজা নৃপাসনমিহার্হতি ॥ ৩৫ ॥
কৃতে মন্ত্রে মন্ত্রিবৃদ্ধৈর্যুধাজিন্নাম পার্থিবঃ।
তত্রাজগাম তরসা শ্রুত্বা তূজ্জয়িনীপতিঃ ॥ ৩৬ ॥

(তত্র অযোধ্যায়ামিত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩২ ॥
প্রজা ইতি। সর্ব্বে সুদর্শনং নৃপং কর্ত্তুং মন্ত্রণাং চক্রুঃ। এতেন জ্যেষ্ঠপুত্রস্যৈব রাজ্যাসনার্হত্বং সূচিতম্ ॥ ৩৩—৩৬ ॥

আঘাত করিলেন, কিন্তু সেই সিংহ খরতর নখরাগ্র দ্বারা রাজাকে বিদারিত করিয়া ফেলিল॥২৮॥ রাজা সিংহের নখাঘাতে আহত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন সৈন্যগণ আর্ত্তরব করিতে করিতে শরপ্রহার দ্বারা সিংহের প্রাণ বিনাশ করিল ॥ ২৯ ॥ এইরূপে সেই স্থানে নরপতি ও পশুপতি পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলে সৈন্যগণ রাজপুরে আগমনপূর্ব্বক মন্ত্রিগণকে সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিল ॥ ৩০ ॥ মন্ত্রিগণ, রাজার পরলোক-গমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সেই বনস্থলীতে গমনপূর্ব্বক তাঁহার সৎকার করাইলেন ॥৩১॥ মহর্ষি বশিষ্ঠ, পরলোকে মঙ্গলপ্রদ তাঁহার সমস্ত পারলৌকিক কার্য্য সেই স্থানেই বিধিপূর্ব্বক সম্পাদন করাইলেন ॥ ৩২ ॥ প্রজা ও পৌরগণ এবং মহামুনি বশিষ্ঠ ইহাঁরা সকলেই সুদর্শনকে রাজা করিবার নিমিত্ত পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ মন্ত্রিপ্রবরগণ কহিলেন যে, সুদর্শন রাজার ধর্ম্মপত্নী-গর্ভজাত পুত্র শান্ত, সুরূপ ও রাজলক্ষণে বিভূষিত ; অতএব, এই রাজপুত্রই নৃপাসনের যথার্থ যোগ্যপাত্র। মহর্ষি বশিষ্ঠও বলিলেন, এই রাজপুত্র বালক হইলেও ধার্ম্মিক, অতএব এই বালকই রাজা হইবার ও রাজাসনে উপবেশন করিবার যথার্থ উপযুক্ত ॥ ৩৪—৩৫ ॥

মৃতং জামাতরং শ্রুত্বা লীলাবত্যাঃ পিতা তদা।
তত্রাজগাম ত্বরিতো দৌহিত্রপ্রিয়কাম্যয়া ॥ ৩৭ ॥
বীরসেনস্তথায়াতঃ সুদর্শনহিতেচ্ছয়া।
কলিঙ্গাধিপতিশ্চৈব মনোরমাপিতা নৃপঃ ॥ ৩৮ ॥
উভৌ তৌ সৈন্যসংযুক্তৌ নৃপৌ সাধ্বসসংস্থিতৌ।
চক্রতুর্ম্মন্ত্রিমুখ্যৈস্তৈর্ম্মন্ত্রং রাজ্যস্য কারণাৎ ॥ ৩৯ ॥
যুধাজিত্তু তদাপৃচ্ছজ্জ্যেষ্ঠঃ কঃ সুতয়োর্দ্বয়োঃ।
রাজ্যং প্রাপ্নোতি জ্যেষ্ঠো বৈ ন কনীয়ান্ কদাচন ॥ ৪০ ॥
বীরসেনোঽপি তত্রাহ ধর্ম্মপত্নীসুতঃ কিল।
রাজ্যার্হঃ স যথা রাজন্! শাস্ত্রজ্ঞেভ্যো ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪১ ॥
যুধাজিৎ পুনরাহেদং জ্যেষ্ঠোঽয়ঞ্চ যথা গুণৈঃ।
রাজলক্ষণসংযুক্তো ন তথায়ং সুদর্শনঃ* ॥ ৪২ ॥
বিবাদোঽত্র সুসম্পন্নো নৃপয়োস্তত্র লুব্ধয়োঃ।
কঃ সন্দেহমপাকর্ত্তুং ক্ষমঃ স্যাদতিসঙ্কটে ॥ ৪৩ ॥

শ্রুত্বেতি। স্বদৌহিত্রস্য শত্রুজিতো রাজ্যাপ্রাপ্তিমাকর্ণ্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥
সাধ্বসসংস্থিতৌ ভয়সংস্থিতৌ ভয়ঙ্করাবিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ এইরূপ মন্ত্রণা করিলে উজ্জয়িনী রাজ্যের অধিপতি যুধাজিৎ নামক রাজা সেই মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া সত্বর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৬ ॥ তিনি লীলাবতীর পিতা, সুতরাং জামতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া যাহাতে দৌহিত্রের রাজ্যলাভ হয় এই কামনায় তথায় আগমন করিলেন ॥ ৩৭ ॥ অনন্তর, মনোরমার পিতা কলিঙ্গ দেশের অধিপতি রাজা বীরসেন নিজদৌহিত্র সুদর্শনের হিতসাধনার্থ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৮ ॥ সৈন্যসংযুক্ত প্রবল পরাক্রান্ত সেই ভূপতিদ্বয় নিজ নিজ দৌহিত্রের রাজ্যলাভ জন্য প্রধান মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ তখন যুধাজিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন রাজপুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কে? যে জ্যেষ্ঠ সেই কি কেবল রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, কনিষ্ঠ পুত্র কি কদাচই রাজ্য প্রাপ্ত হয় না? ॥৪০॥ তখন বীরসেন কহিলেন, রাজন্! যে ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত পুত্র, সেই রাজ্য পাইবে, আমি শাস্ত্রবিদ্ জ্ঞানিগণের মুখে ইহা শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৪১ ॥ বীরসেনের বাক্য শ্রবণ করিয়া যুধাজিৎ পুনর্ব্বার কহিলেন, এই রাজপুত্র শত্রুজিৎ যেরূপ রাজলক্ষণসম্পন্ন এবং গুণজ্যেষ্ঠ সুদর্শন তদ্রূপ নহে,

---

* অভিষেক্তুং সুদর্শনং কর্ত্তুং মন্ত্রিবরা নৃপম্। বশিষ্ঠশ্চ মহাতেজা বামদেবস্তথৈবচ ॥
ইত্যাধিকপাঠঃ কেষচিৎ পুস্তকেষ দৃশ্যতে ॥

যুধাজিন্মন্ত্রিণঃ প্রাহ যূয়ং স্বার্থপরাঃ কিল।
সুদর্শনং নৃপং কৃত্বা ধনং ভোক্তুং কিলেচ্ছথ ॥ ৪৪ ॥
যুষ্মাকন্তু বিচারোঽয়ং ময়া জ্ঞাতস্তথেঙ্গিতৈঃ।
শক্রজিৎ সবলস্তস্মাৎ সম্মতো বৈ নৃপাসনে ॥ ৪৫ ॥
ময়ি জীবতি কঃ কুর্য্যাৎ কনীয়াংসং নৃপং কিল।
ত্যক্ত্বা জ্যেষ্ঠং গুণার্হঞ্চ সেনয়া চ সমন্বিতম্ ॥ ৪৬ ॥
নূনং যুদ্ধং করিষ্যামি তেন খড়্গস্য মেদিনী।
ধারয়া চ দ্বিধা ভূয়াদ্ যুষ্মাকং তত্র কা কথা ॥ ৪৭ ॥
বীরসেনস্তু তচ্ছ্রুত্বা যুধাজিতমভাষত।
বালৌ দ্বৌ সদৃশপ্রজ্ঞৌ কো ভেদোঽত্র বিচক্ষণ! ॥ ৪৮ ॥
এবং বিবদমানৌ তৌ সংস্থিতৌ নৃপতী যদা।
প্রজাশ্চ ঋষয়শ্চৈব বভূবুর্ব্ব্যগ্রমানসাঃ ॥ ৪৯ ॥

জ্যেষ্ঠঃ ক ইতি। যদ্যপি বয়সা জ্যেষ্ঠঃ সুদর্শনস্তথাপি গুণেন জ্যেষ্ঠঃ শক্রজিদেব ভবতীতি যুধাজিতোঽভিপ্রায়ঃ ॥ ৪০—৪৪ ॥

তস্মাৎ সুদর্শনাৎ সবলো ধর্ম্মপত্নীজন্যত্বাচ্ছক্রজিদেব নৃপাসনে সম্মতো নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

(জ্যেষ্ঠং রাজলক্ষণাদিবিশেষগুণৈরিতি শেষঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥

সদৃশী তুল্যা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যয়োস্তৌ। ন হি কশ্চিদেতয়োর্জ্ঞানজ্যেষ্ঠোঽস্তীতি ভাবঃ ॥৪৮-৪৯॥

অতএব কিরূপে সে রাজ্যার্হ হইতে পারে ॥ ৪২ ॥ মহারাজ! অনন্তর, সেই রাজ্যলুব্ধ নৃপ-দ্বয়ের মধ্যে বিলক্ষণ বিবাদ ঘটিয়া উঠিল। এইরূপ অতিশয় সঙ্কটস্থলে সন্দেহ নিরসন করিতে কে সমর্থ হইয়া থাকে? ॥ ৪৩ ॥ তখন যুধাজিৎ মন্ত্রিগণকে কহিলেন, তোমরা স্বার্থপর, সুদর্শনকে রাজা করিয়া প্রচুর ধনলাভের অভিলাষ করিতেছ ॥ ৪৪ ॥ তোমা-দিগের বিচার এইরূপ তাহা আমি ইঙ্গিত দ্বারা জানিতে পারিয়াছি; যাহা হউক বহুগুণের আধার হেতু সুদর্শন অপেক্ষা শক্রজিৎই প্রবল অধিকারী; অতএব, এই পুত্রই তোমাদিগের রাজাসন প্রাপ্ত হইবার একান্ত উপযুক্ত, অন্য কেহই নহে। আর, আমি বাঁচিয়া থাকিতে কোন্ ব্যক্তি সেনাসমন্বিত ও গুণজ্যেষ্ঠ পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া গুণহীনকে রাজা করিতে পারে ॥ ৪৫—৪৬ ॥ আমি নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিব এবং এই যুদ্ধহেতু আমার খড়্গ ধারায় নিশ্চয়ই পৃথিবী দ্বিধা বিভক্ত হইবে, ইহাতে তোমাদিগের আর কি কথা আছে ॥ ৪৭ ॥ বীরসেন ইহা শুনিয়া যুধাজিৎকে কহিলেন, আমিত এই বালকদ্বয়ের বুদ্ধি সমানই দেখি-তেছি। আপনি ত বিচক্ষণ ব্যক্তি ইহাদের উভয়ে কি প্রভেদ আছে তাহা আপনিই বিবে-চনা করিয়া বলুন ॥ ৪৮ ॥

সমাজগ্মুশ্চ সামন্তাঃ সসৈন্যাঃ ক্লেশতৎপরাঃ।
বিগ্রহং চাভিকাঙ্ক্ষন্তঃ পরস্পরমতন্দ্রিতাঃ ॥ ৫০ ॥
নিষাদা হ্যাযযুস্তত্র শৃঙ্গবেরপুরাশ্রয়াঃ।
রাজদ্রব্যমুপাহর্ত্তুং মৃতং শ্রুত্বা মহীপতিম্‌ ॥ ৫১ ॥
পুত্রৌ চ বালকৌ শ্রুত্বা বিগ্রহঞ্চ পরস্পরম্‌।
চৌরাস্তত্র সমাজগ্মুর্দ্দেশদেশান্তরাদপি ॥ ৫২ ॥
সংমর্দ্দস্তত্র সঞ্জাতঃ কলহে সমুপস্থিতে।
যুধাজিদ্বীরসেনৌ চ যুদ্ধকামৌ বভূবতুঃ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে ধ্রুবসন্ধিমৃত্যুবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

অরাজকে জনপদে বহবো দোষা ভবন্তীতি সূচয়ন্নাহ সমাজগ্মুরিতি চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ ॥ ৫০—৫৩ ॥)

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

মহারাজ! সেই নৃপতিদ্বয় এইরূপে বিবাদ করিয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, প্রজাগণ ও ঋষিগণ তদ্দর্শনে চঞ্চলচিত্ত হইলেন ॥ ৪৯ ॥ শত শত সামন্ত রাজগণ পরস্পরের বিবাদ কামনা করিয়া সৈন্যসমভিব্যাহারে বহুক্লেশ স্বীকার করিয়াও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৫০ ॥ শৃঙ্গবেরপুরবাসী নিষাদ সকল, মহীপতির মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাজার দ্রব্যসমস্ত লুঠ করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইল ॥৫১॥ রাজপুত্র দুইটীকে বালক এবং তাহাদের উভয় পক্ষের পরস্পর বিবাদ শ্রবণ করিয়া দেশদেশান্তর হইতে চৌরগণ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল ॥ ৫২ ॥ এইরূপে সেই রাজদ্বয়ের বিবাদ উপস্থিত হইলে সেই রাজ্যমধ্যে ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইল; এদিকে যুধাজিৎ ও বীরসেন যুদ্ধ কামনায় সজ্জিত হইলেন ॥ ৫৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্‌ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে ভুবনেশ্বরীর বৈভবকথনে
কোশলরাজ ধ্রুবসন্ধির মৃত্যুবর্ণন নামক
চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

সংযুগে চ সতি তত্র ভূপয়ো-
রাহবায় সমুপাত্তশস্ত্রয়োঃ।
ক্রোধলোভবশয়োঃ সমং ততঃ
সম্বভূব তুমুলস্তু বিমর্দ্দঃ ॥ ১ ॥
সংস্থিতঃ স সমরে ধৃতচাপঃ
পার্থিবঃ পৃথুলবাহুর্যুধাজিৎ।
সংযুতঃ স্ববলবাহনাদিকৈ-
রাহবায় কৃতনিশ্চয়ো নৃপঃ ॥ ২ ॥
বীরসেন ইহ সৈন্যসংযুতঃ
ক্ষাত্রধর্ম্মমনুস্থত্য সঙ্গরে।
পুত্রিকাত্মজহিতায় পার্থিবঃ
সংস্থিতঃ সুরপতেঃ সমতেজাঃ ॥ ৩ ॥
স বাণবৃষ্টিং বিসসর্জ্জ পার্থিবো
যুধাজিতং বীক্ষ্য রণে স্থিতঞ্চ।
গিরিং তড়িত্বানিব তোয়বৃষ্টিভিঃ
ক্রোধান্বিতঃ সত্যপরাক্রমোঽসৌ ॥ ৪ ॥

একষষ্টিশ্লোকবর্য্যৈর্যুধাজিদ্বীরসেনয়োঃ।
দৌহিত্রার্থং মহাযুদ্ধমভূদিতি তু বর্ণ্যতে।

তৌ যুধাজিদ্বীরসেনৌ যুদ্ধকামৌ জাতৌ তদুত্তরং সংগ্রামঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ সংযুগে চ সতীতি। আহবায় যুদ্ধার্থং সংগৃহীতশস্ত্রয়োঃ সংগ্রামে সতি বিমর্দ্দঃ সঙ্ঘর্ষো বভূব ॥ ১ ॥
পৃথুলবাহুঃ পুষ্টবাহুশ্চাসৌ যুধাজিচ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। স সমরে সংস্থিতঃ ॥ ২—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সেই ভূপতিদ্বয়ের সমর উপস্থিত হইলে উভয়েই লোভ ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া অস্ত্র ধারণ করিলেন, তখন সংগ্রামস্থলে ঘোরতর সংঘর্ষ হইয়া উঠিল ॥ ১ ॥ একদিকে দীর্ঘবাহু রাজা যুধাজিৎ ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যাদি সমভি-ব্যাহারে যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইলেন ॥ ২ ॥ অপর দিকে সুরপতিতুল্য তেজঃসম্পন্ন

তং বীরসেনো বিশিখৈঃ শিলাশিতৈঃ
সমাবৃণোদাশুগমৈরজিহ্মগৈঃ।
চিচ্ছেদ বাণৈশ্চ শিলীমুখানসৌ
তেনৈব মুক্তানতিবেগপাতিনঃ ॥ ৫ ॥
গজরথতুরগাণাং সম্বভূবাতিযুদ্ধং
সুরনরমুনিসংঘৈর্বীক্ষিতং চাতিঘোরম্।
বিততবিহগবৃন্দৈরাবৃতং ব্যোম সদ্যঃ
পিশিতমশিতুকামৈঃ কাকগৃধ্রাদিভিশ্চ ॥ ৬ ॥
তত্রাদ্ভুতক্ষতজসিন্ধুরুবাহ ঘোরা
বৃন্দেভ্যঃ* এব গজবীরতুরঙ্গমানাম্।
ত্রাসাবহা নয়নমার্গগতা নরাণাং
পাপাত্মনাং রবিজমার্গভবেব কামম্ ॥ ৭ ॥

তং যুধাজিতং তেনৈব যুধাজিতৈব। অসৌ বীরসেনঃ ॥ ৫ ॥
পিশিতং মাংসম্। বিহগবৃন্দৈঃ পক্ষিবৃন্দৈঃ ॥ ৬ ॥
ক্ষতজং রক্তং তস্য সিন্ধুর্নদী উবাহ নির্গতা গজবীরতুরঙ্গমানাং বৃন্দেভ্যঃ সমুদায়েভ্যঃ। কীদৃশী। রবিজঃ সূর্য্যজো যমস্তস্য লোকস্য মার্গে ভবা যা বৈতরণী নদী সা পাপাত্মনাং পাপিনাং যথা নয়নমার্গগতা ত্রাসাবহা তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

রাজা বীরসেনও নিজ দৌহিত্রের হিতের নিমিত্ত ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের অনুসরণ পূর্ব্বক সেই যুদ্ধস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩ ॥ তখন, সেই সত্যপরাক্রম রাজা বীরসেন যুধাজিত্কে যুদ্ধস্থলে দর্শন করিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন এবং বারিধর যেমন গিরির উপর বারিবর্ষণ করে সেইরূপে তাঁহার উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ বীরসেন শিলাশাণিত সুতীক্ষ্ণ বেগগামী শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলে যুধাজিৎও সত্বর অতিবেগে শিলামুখ সমূহ দ্বারা তাঁহার সেই শর সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫ ॥ মহারাজ! সেই সময় অশ্বারোহী গজারোহী ও রথারূঢ় যোধগণের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল, তখন সুরগণ, নরগণ ও মুনিগণ বিস্মিত হইয়া সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। অবিলম্বেই কাক গৃধ্রাদি বিহঙ্গগণ ছিন্ন সৈন্যগণের মাংস ভক্ষণে অভিলাষী হইয়া আকাশমার্গে সমুড্ডীন হইল ॥ ৬ ॥ সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধস্থলে গজ, বাজী ও বীরগণের দেহভূধর হইতে অদ্ভুতাকার শোণিতনদী সমুৎপন্ন হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। যেমন শমনমার্গে প্রবাহিতা বৈতরণী পাপাত্মাগণের ভয়াবহ হয়, সেইরূপ এই নদীও সমস্ত নরগণের দৃষ্টিপথে উদিত হইয়া

---

* দেহেভ্যঃ। ইত্যপি পাঠঃ।

কীর্ণানি ভিন্নপুলিনে নরমস্তকানি
কেশাবৃতানি চ বিভান্তি যথৈব সিন্ধৌ।
তুম্বীফলানি বিহিতানি বিহর্ত্তুকামৈ-
র্বালৈর্যথা রবিসুতাপ্রভবৈশ্চ নূনম্ ॥ ৮ ॥
বীরং মৃতং ভুবি গতং পতিতং রথাদ্বৈ
গৃধ্রঃ পলার্থমুপরি ভ্রমতীতি মন্যে।
জীবোঽপ্যসৌ নিজশরীরমবেক্ষ্য কান্তং
কাঙ্ক্ষত্যহোঽতিবিবশোঽপি পুনঃ প্রবেষ্টুম্ ॥ ৯ ॥
আজৌ হতোঽপি নৃবরঃ সুবিমানরূঢ়ঃ
স্বাঙ্কে স্থিতাং সুরবধূং প্রবদত্যভীষ্টম্।
পশ্যাধুনা মম শরীরমিদং পৃথিব্যাং
বাণাহতং নিপতিতং করভোরু! কান্তম্ ॥ ১০ ॥
একো হতস্তু রিপুণৈব গতোঽন্তরীক্ষং
দেবাঙ্গনাং সমধিগম্য যুতো বিমানে।
তাবৎপ্রিয়া হুতবহে সুসমর্প্য দেহং
জগ্রাহ কান্তমবলা সবলা স্বকীয়া ॥ ১১ ॥

কীর্ণানীতি। ভিন্নং নাশিতং প্রবাহবেগেন পুলিনং তটং যেন তস্মিন্ প্রবাহে রক্তময়ে কেশাবৃতানি নরমস্তকানি যোধমস্তকানি কীর্ণানি বিক্ষিপ্তানি কথং বিভান্তি যথা রবিসুতা যমুনা তত্তীরপ্রভবৈর্ব্বিহর্ত্তুকামৈর্ব্বালৈস্তুম্বীফলানি সিন্ধৌ যমুনায়াং বিহিতানি স্থাপিতানি তথৈব তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

বীরমিতি মৃতং বীরং দৃষ্ট্বা তস্যোপরি গৃধ্রো ভ্রমতি যত্তদহমসৌ জীবো নিজশরীরং কান্তং রণে পতিতং পুনঃ প্রবেষ্টুং কাঙ্ক্ষতীচ্ছতীতি মন্যে ॥ ৯ ॥

ত্রাসাবহ হইয়া উঠিল ॥ ৭ ॥ ঐ নদী বেগে প্রবাহিত হইলে তাহার পুলিনদেশে কেশাবৃত নরমুণ্ড সকল নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাতে বোধ হইল যেন যমুনার তীরজাত বালক সকল ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত তুম্বীফল সকল রাখিয়া দিয়াছে ॥ ৮ ॥ কোন বীর প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতলে পতিত হইলে, কোনও গৃধ্র তাহার মাংস ভক্ষণের নিমিত্ত আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল যেন সেই জীব, আপনার মনোহর কলেবর দর্শন করিয়া অত্যন্ত অনায়ত্ত হইলেও তাহাতে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিবার নিমিত্ত কামনা করিতেছে ॥ ৯ ॥ কোনও বীরবর যুদ্ধে নিহত হইবামাত্র দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া উৎসঙ্গস্থিতা দেবাঙ্গনাকে আপনার অভীষ্ট প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন যে, হে করভোরু! আমার কেমন মনোহর শরীর শরাহত হইয়া এখন অবনিতলে নিপতিত রহিয়াছে তাহা

যুদ্ধে মৃতৌ চ সুভটৌ দিবি সঙ্গতৌ তা-
বন্যোন্যশস্ত্রনিহতৌ সহ সম্প্রয়াতৌ।
তত্রৈব জন্নতুরলং পরমাহিতাস্ত্রা-
বেকাপ্সরোঽর্থবিহতৌ কলহাকুলৌ চ ॥ ১২ ॥
কশ্চিদ্যুবা সমধিগম্য সুরাঙ্গনাং বৈ
রূপাধিকাং গুণবতীং কিল ভক্তিযুক্তঃ।
স্বীয়ান্ গুণান্ প্রবিততান্ প্রবদংস্তদাসৌ
তাং প্রেমদামনুচকার চ যোগযুক্তঃ ॥ ১৩ ॥
ভৌমং রজোঽতিবিততং দিবি সংস্থিতঞ্চ
রাত্রিং চকার তরণিঞ্চ সমাবৃণোদ্যৎ।
মগ্নং তদেব রুধিরাম্বুনিধাবকস্মাৎ
প্রাদুর্ব্বভূব রবিরপ্যতিকান্তিযুক্তঃ ॥ ১৪ ॥

তস্মিন্ধারাতীর্থে মৃতানাং স্বর্গতানাং বৃত্তমাহ আজাবিতি। আজৌ যুদ্ধে। সুরবধূঃ স্বর্ব্বেশ্যাম্ ॥ ১০ ॥

তত্রদেবান্যস্য বৃত্তমাহ একো হত ইতি। দেবাঙ্গনাং স্বর্ব্বেশ্যাং সমধিগম্য প্রাপ্য তয়া যুতো বিমানে যাবত্তিষ্ঠতি তাবদেব তস্য মৃতদেহস্য প্রিয়া স্ত্রী হুতবহেঽগ্নৌ সতী ভূত্বা দেহং সমর্প্য পত্যা সহ স্বদেহং দগ্ধ্বা দিব্যদেহা ভূত্বা সবলা স্বকীয়া তস্যৈব স্ত্রী কান্তং স্বপতিং জগ্রাহেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

তস্মিন্ যুদ্ধে মৃতানামন্যদপি চমৎকারমাহ যুদ্ধে মৃতাবিতি। অত্র যৌ ভটৌ পরস্পরং যুদ্ধং কৃত্বা দিবং গতৌ তৌ তত্রাপ্যেকা যাপ্সরাঃ সমানপুণ্যসাধ্যা তদর্থং তত্রাপি কলহাকুলৌ ভূত্বা সঞ্জঘ্নতুরিতি চমৎকারঃ ॥ ১২ ॥

কশ্চিদিতি। কশ্চিদ্যুবা যুদ্ধে মৃতঃ স্বাপেক্ষয়াধিকগুণবতীং প্রাপ্য সা ময়ি গুণাভাবাদ্বিরজ্যেতেতি ভিয়া যথা সা স্বস্মিন্ প্রেমদানুকূলগুণদর্শনেন ভবিষ্যতি তথা স্বীয়ান্ গুণান্ প্রবদন্ সন্ তাং প্রেমদামুদ্দিশ্যানুচকার তদ্গুণানুরূপমেবানুকরণং কৃতবানিত্যর্থঃ যোগযুক্তঃ প্রেমযুক্তঃ ॥ ১৩ ॥

অবলোকন কর ॥ ১০ ॥ এক বীর রণস্থলে অরিকর্ত্তৃক নিহত হইয়া বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক দেবাঙ্গনা প্রাপ্ত হইয়া তাহার সহিত যখন বিমানে বসিয়া রহিয়াছে, সেই সময়ে তাহার পূর্ব্বপ্রেয়সী প্রজ্বলিত অনলমধ্যে শরীর সমর্পণ পূর্ব্বক পতিদেহের সহিত স্বীয় শরীর দগ্ধ করিয়া দিব্যদেহ ধারণপূর্ব্বক সেই স্বকীয়া নায়িকা পুণ্যবলান্বিতা যুবতী নিজ কান্তকে তাহার নিকট হইতে আকর্ষণ করিয়া লইল ॥ ১১ ॥ দুই বীর পরস্পরের অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়া এক সময়েই স্বর্গে গমন করিল, পরে একমাত্র অপ্সরার নিমিত্ত পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইয়া অন্তরীক্ষেই অস্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১২ ॥ কোন যুবাপুরুষ আপন অপেক্ষা রূপগুণবতী সুরাঙ্গনা লাভ করিয়া, তাহার

কশ্চিদ্গতস্তু গগনং কিল দেবকন্যাং
সম্প্রাপ্য চারুবদনাং কিল ভক্তিযুক্তাম্।
নাঙ্গীচকার চতুরো ব্রতনাশভীতো
যাস্যত্যয়ং মম বৃথা হ্যনুকূলশব্দঃ ॥ ১৫ ॥
সংগ্রামে সংবৃতে তত্র যুধাজিৎ পৃথিবীপতিঃ।
জঘান বীরসেনং তং বাণৈস্তীব্রৈঃ সুদারুণৈঃ ॥ ১৬ ॥
নিহতঃ স পপাতোর্ব্ব্যাং ছিন্নমূর্দ্ধা মহীপতিঃ।
প্রভগ্নং তদ্বলং সর্ব্বং নির্গতঞ্চ চতুর্দ্দিশম্ ॥ ১৭ ॥
মনোরমা হতং শ্রুত্বা পিতরং রণমূর্দ্ধনি।
ভয়ত্রস্তাথ সঞ্জাতা পিতুর্ব্বৈরমনুস্মরন্ ॥ ১৮ ॥
হনিষ্যতি যুধাজিদ্বৈ পুত্রং মম দুরাশয়ঃ।
রাজ্যলোভেন পাপাত্মা সেতিচিন্তাপরাভবৎ ॥ ১৯ ॥

ভৌমং রজ ইতি। যদ্যুদ্ধসময়ে সেনয়োঃ সংমর্দ্দাদুত্থিতং ভৌমং রজো দিবি গতং তরণিং সূর্য্যং সমাবৃণোদ্যচ্চ দিবসেঽপি রাত্রিং চকার তদ্রজো যুদ্ধমধ্যেঽকস্মাদনায়াসেন রুধিরাম্বুনিধৌ রক্তসমুদ্রে মগ্নং যদাভবত্তদাতিকান্তিযুক্তো রবিরপি সহসা প্রাদুর্ব্বভূবেত্যাশ্চর্য্যমেবং মহাভয়ঙ্করং যুদ্ধমভূদিতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ১৪ ॥

প্রতি প্রেমভক্তিসমন্বিত হইল এবং যাহাতে সেই সুন্দরী আপনার প্রতি আসক্ত হয় সেইরূপে আপনার গুণ বর্ণন পূর্ব্বক, প্রণয়সহকারে সেই প্রণয়িনীর গুণের অনুকরণ করিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥ সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধস্থলে ভূমিতলস্থ রজোরাশি সৈন্যগণের বিমর্দ্দহেতু বিস্তৃত হইয়া অন্তরীক্ষে উত্থান ও অবস্থান পূর্ব্বক দিবাকরকে আচ্ছাদিত করিয়া দিবাভাগকে রাত্রি করিয়া তুলিল, কিয়ৎক্ষণ পরে সেই রজোরাশি শোণিতসমুদ্রে নিমগ্ন হইলে অকস্মাৎ সূর্য্যদেব অতিশয় কান্তিযুক্ত হইয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥১৪॥ কোনও ব্রহ্মচারী রণস্থলে নিহত হইয়া গগনে গমন করিলেন, তৎক্ষণাৎ একটী চারুনয়না দেবকন্যা ভক্তিযুক্ত চিত্তে তাঁহাকে বরণ করিতে বাঞ্ছা করিলে, সেই চতুর ব্যক্তি 'আপনার ব্রহ্মচারীরূপ প্রিয়শব্দ বিফল হইবে' এই ভাবিয়া ব্রতভঙ্গ-ভয়ে তাহাকে অঙ্গীকার করিলেন না ॥ ১৫ ॥

মহারাজ! সেই সংগ্রাম অতিশয় ঘোরতররূপে আরম্ভ হইলে পৃথিবীপতি যুধাজিৎ সুদারুণ সুতীক্ষ্ণ শরদ্বারা বীরসেনকে আঘাত করিলেন, মহীপতি বীরসেন তদ্দ্বারা ছিন্নমস্তক হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, তখন তাঁহার সমস্ত সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥১৬—১৭॥ মনোরমা রণস্থলে পিতার মরণবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভয়ে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন যে, দুষ্টাশয় পাপাত্মা যুধাজিৎ রাজ্যলোভ বশতঃ এবং আমার পিতার শত্রুতা স্মরণ করিয়া নিশ্চয়ই পুত্রকে নিহত করিবে ॥১৮-১৯॥

কিংকরোমি ক্ব গচ্ছামি পিতা মে নিহতো রণে।
ভর্ত্তা চাপি মৃতোঽদ্যৈব পুত্রোঽয়ং মম বালকঃ ॥ ২০ ॥
লোভোঽতীব চ পাপিষ্ঠস্তেন কো ন বশীকৃতঃ।
কিং ন কুর্য্যাত্তদাবিষ্টঃ পাপং পার্থিবসত্তমঃ ॥ ২১ ॥
পিতরং মাতরং ভ্রাতৄন্ গুরূন্ স্বজনবান্ধবান্।
হন্তি লোভসমাবিষ্টো জনো নাত্র বিচারণা ॥ ২২ ॥
অভক্ষ্যভক্ষণং লোভাদগম্যাগমনং তথা।
করোতি কিল তৃষ্ণার্ত্তো ধর্ম্মত্যাগং তথা পুনঃ ॥ ২৩ ॥
ন সহায়োঽস্তি মে কশ্চিন্নগরেঽত্র মহাবলঃ।
যদাধারে স্থিতা চাহং পালয়ামি সুতং শুভম্ ॥ ২৪ ॥
হতে পুত্রে নৃপেণাদ্য কিং করিষ্যাম্যহং পুনঃ।
ন মে ত্রাতাস্তি ভুবনে যেনাহং সুস্থিতা হ্যহম্ ॥ ২৫ ॥
সাপি বৈরযুতা কামং সপত্নী সর্ব্বদা ভবেৎ।
লীলাবতী ন মে পুত্রে ভবিষ্যতি দয়াবতী ॥ ২৬ ॥
যুধাজিতি সমায়াতে ন মে নিঃসরণং ভবেৎ।
জ্ঞাত্বা বালং সুতং সোঽদ্য কারাগারং নয়িষ্যতি ॥ ২৭ ॥

কশ্চিদিতি। অনুকূলঃ শব্দঃ অয়ং ব্রহ্মচারীত্যনুকূলশব্দো যোগ্যঃ শব্দো বৃথা স্যাদিতি ভিয়েত্যর্থঃ ॥ ১৫—২৩ ॥
পালয়ামি পালয়িষ্যামি ॥ ২৪—২৭ ॥

এক্ষণে পিতা ত রণস্থলে নিহত হইলেন, বিপিনবাসী দুর্দ্দান্তসিংহ স্বামীকে বিনাশ করিল, আমার এই পুত্রও নিতান্ত বালক, এখন আমি কি করি, কোথাই বা গমন করি ॥ ২০ ॥ লোভ, অতিশয় পাপকর, তদ্দ্বারা কোন্ ব্যক্তি বশীভূত না হয়; যে রাজা, ভূপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মিষ্ঠ, লোভের বশীভূত হইলে সেও সমস্ত পাপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ২১ ॥ লোভাকৃষ্ট ব্যক্তি পিতা, মাতা, গুরু ও বন্ধু বান্ধবদিগকে হনন করিয়া থাকে তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ২২ ॥ বিষয়-তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি লোভহেতুই অগম্যাগমন, লোভ হেতুই অভক্ষ্য ভক্ষণ এবং লোভহেতুই ধর্ম্ম পরিবর্জ্জন করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥ এই নগরমধ্যে এমত প্রবল সহায় কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না, যাহাকে অবলম্বন করিয়া এই নগরীমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক এই প্রিয়সন্তানকে পালন করিতে পারি ॥ ২৪ ॥ রাজা যুধাজিৎ যদি এই পুত্রকে বিনাশ করে তবে আমি কি করিতে পারিব, এই ভুবনমধ্যে আমার এমত ত্রাণকর্ত্তা কেহই নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া আমি সুস্থির হইতে

শ্রূয়তে হি পুরেন্দ্রেণ মাতুর্গর্ভগতঃ শিশুঃ ।
কৃন্তিতঃ সপ্তধা পশ্চাৎ কৃতান্তে সপ্তসপ্তধা ॥ ২৮ ॥
প্রবিশ্য চোদরং মাতুঃ করে কৃত্বাল্পকং পবিম্ ।
একোনপঞ্চাশদপি তেঽভবন্মরুতো দিবি ॥ ২৯ ॥
সপত্ন্যৈ গরলং দত্তং সপত্ন্যা নৃপভার্য্যয়া ।
গর্ভনাশার্থমুদ্দিশ্য পুরৈতদ্বৈ ময়া শ্রুতম্ ॥ ৩০ ॥
জাতস্তু বালকঃ পশ্চাদ্দেহে বিষযুতঃ কিল ।
তেনাসৌ সগরো নাম বিখ্যাতো ভুবি মণ্ডলে ॥ ৩১ ॥
জীবমানোঽথ ভর্ত্তা বৈ কৈকেয্যা নৃপভার্য্যয়া ।
রামঃ প্রব্রাজিতো জ্যেষ্ঠো মৃতো দশরথো নৃপঃ ॥ ৩২ ॥
মন্ত্রিণস্ত্ববশাঃ কামং যে মে পুত্রং সুদর্শনন্ ।
রাজানং কর্ত্তুকামা বৈ যুধাজিদ্বশগাশ্চ তে ॥ ৩৩ ॥
ন মে ভ্রাতা তথা শূরো যো মে বন্ধাৎ প্রমোচয়েৎ ।
মহৎ কষ্টঞ্চ সম্প্রাপ্তং ময়া বৈ দৈবযোগতঃ ॥ ৩৪ ॥

এবমনর্থাঃ পূর্ব্বং বহবো জাতা ইত্যাহ শ্রূয়তে হীতি ॥ ২৮ ॥
অল্পকমল্পং পবিং বজ্রম্ ॥ ২৯ ॥
কথান্তরমাহ সপত্ন্যা ইতি । গর্ভনাশার্থং গর্ভনাশরূপমর্থমুদ্দিশ্যেত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩২ ॥

পারি ॥ ২৫ ॥ আর সেই সপত্নী লীলাবতীও সততই শত্রুতা সাধন করিবে, সে কখনই আমার পুত্রের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবে না ॥ ২৬ ॥ যুধাজিৎ এইস্থানে আগমন করিলে আমি আর নগর হইতে বাহির হইতে পারিব না, সে অদ্যই আমার পুত্রকে বালক বুঝিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিবে ॥ ২৭ ॥ আমি শুনিয়াছি যে, পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্র একটী ক্ষুদ্র বজ্র করে গ্রহণ করিয়া উদরে প্রবেশ পূর্ব্বক বিমাতার গর্ভস্থিত শিশু পুত্রকে প্রথমে সপ্তভাগে ছিন্ন করিয়া পরে সেই সপ্ত ভাগের প্রত্যেক ভাগকে পুনর্ব্বার সপ্ত সপ্ত ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন তাহাতেই ত্রিদিব মধ্যে উনপঞ্চাশৎ মরুদ্গণ উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ২৮—২৯ ॥ আরও শুনিয়াছি যে, পুরাকালে এক রাজপত্নী, সপত্নীর গর্ভবিনাশের নিমিত্ত গরল প্রদান করিয়াছিল। সেই গর্ভস্থ শিশুসন্তান বিষযুক্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, সেই হেতু সেই বালক পৃথিবীমধ্যে সগর নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ৩০—৩১ ॥ ভর্ত্তা বাঁচিয়াছিলেন তথাপি রাজভার্য্যা কৈকেয়ী, রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে কাননে নির্ব্বাসিত করিলেন, রাজা দশরথও সেই কারণেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন ॥ ৩২ ॥ মন্ত্রিগণ এখন স্বাধীন নহেন, পূর্ব্বে তাঁহারা আমার সুদর্শনকে রাজা করিতে চাহিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু

উদ্যমঃ সর্ব্বথা কার্য্যঃ সিদ্ধির্দ্দৈবাদ্ধি জায়তে।
উপায়ং পুত্ররক্ষার্থং করোম্যদ্য ত্বরান্বিতা ॥ ৩৫ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য সা বালা বিদল্লং চাতিমানিনম্।
নিপুণং সর্ব্বকার্য্যেষু চিন্ত্যং মন্ত্রিবরোত্তমম্ ॥ ৩৬ ॥
সমাহূয় তমেকান্তে প্রোবাচ বহুদুঃখিতা।
গৃহীত্বা বালকং হস্তে রুদতী দীনমানসা ॥ ৩৭ ॥
পিতা মে নিহতঃ সঙ্খ্যে পুত্রোঽয়ং বালকস্তথা।
যুধাজিদ্বলবান্ রাজা কিং বিধেয়ং বদস্ব মে ॥ ৩৮ ॥
তামুবাচ বিদল্লোঽসৌ নাত্র স্থাতব্যমেব চ।
গমিষ্যামো বনে কামং বারাণস্যাঃ পুনঃ কিল ॥ ৩৯ ॥
তত্র মে মাতুলঃ শ্রীমান্ বর্ত্ততে বলবত্তরঃ।
সুবাহুরিতি বিখ্যাতো রক্ষিতা স ভবিষ্যতি ॥ ৪০ ॥
যুধাজিদ্দর্শনোৎকণ্ঠমনসা নগরাদ্বহিঃ।
নির্গত্য রথমারুহ্য গন্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥

অবশাঃ ন স্বাধীনাঃ ॥ ৩৩—৩৮ ॥
বারাণস্যা বনে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

এখন তাঁহারা যুধাজিতের বশবর্ত্তী হইয়াছেন ॥ ৩৩ ॥ আমার এমত শৌর্য্যশালী ভ্রাতা কেহই নাই যে আমাকে বন্ধন হইতে মোচন করিতে সমর্থ হইবে, অতএব দেখিতেছি যে, এখন আমি দৈবযোগে মহৎ সঙ্কটেই পতিত হইলাম ॥ ৩৪ ॥ (কার্য্যসিদ্ধি, দৈবের অধীন হইলেও উদ্যোগ করা মনুষ্যগণের একান্ত কর্ত্তব্য, যেহেতু কার্য্যের উদ্যোগ না করিলে দৈবও প্রসুপ্ত থাকেন।) অতএব আমি সত্বরই পুত্ররক্ষার নিমিত্ত উপায় স্থির করিতেছি ॥ ৩৫ ॥

মহারাজ! সেই বালা মনোরমা এইরূপে চিন্তা করিয়া সমস্ত-কার্য্যকুশল ও মতিমান্ বিদল্ল নামক মন্ত্রিবরকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে দীন মানসে বালকের হস্তধারণ পূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন, মন্ত্রিবর! আমার পিতা রণস্থলে নিহত হইয়াছেন, এই পুত্র অত্যন্ত বালক, আর যুধাজিৎ একজন বলবান্ রাজা, এই সকল বিবেচনা করিয়া এক্ষণে আমার কি কর্ত্তব্য তাহা আপনি বলুন ॥ ৩৬—৩৮ ॥ তখন মন্ত্রিবর বিদল্ল সেই রাজপত্নী মনোরমাকে কহিলেন, এখানে অবস্থিতি করা কদাচই কর্ত্তব্য নহে, আমরা শীঘ্রই বারাণসীর বনমধ্যে গমন করিব। তথায় সুবাহু নামে বিখ্যাত আমার একজন মাতুল আছেন তিনি সমৃদ্ধিসম্পন্ন এবং সৈন্যবলে বলীয়ান্ তিনিই আমাদিগের

ইত্যুক্ত্বা তেন সা রাজ্ঞী গত্বা লীলাবতীং প্রতি।
উবাচ পিতরং দ্রষ্টুং গচ্ছাম্যদ্য সুলোচনে! ॥ ৪২ ॥
ইত্যুক্ত্বা রথমারুহ্য সৈরন্ধ্রীসংযুতা তদা।
বিদল্লেন চ সংযুক্তা নিঃসৃতা নগরাদ্‌বহিঃ ॥ ৪৩ ॥
ত্রস্তা হ্যার্ত্তাতিকৃপণা পিতুঃ শোকসমাকুলা।
দৃষ্ট্বা যুধাজিতং ভূপং পিতরং গতজীবিতম্‌ ॥ ৪৪ ॥
সংস্কার্য্য চ ত্বরাযুক্তা বেপমানা ভয়াকুলা।
দিনদ্বয়েন সম্প্রাপ্তা রাজ্ঞী ভাগীরথীতটম্‌ ॥ ৪৫ ॥
নিষাদৈর্লুণ্ঠিতা তত্র গৃহীতং সকলং বসু।
রথঞ্চাপি গৃহীত্বা তে নির্গতা দস্যবঃ শঠাঃ ॥ ৪৬ ॥
রুদতী সুতমাদায় চারুবস্ত্রা মনোরমা।
নির্যয়ৌ জাহ্নবীতীরে সৈরন্ধ্রীকরলম্বিতা ॥ ৪৭ ॥
আরুহ্য চ ভয়াচ্ছীঘ্রমুড়ুপং সা ভয়াকুলা।
তীর্ত্বা ভাগীরথীং পুণ্যাং যযৌ ত্রিকূটপর্ব্বতম্‌ ॥ ৪৮ ॥

নগরান্নির্গমনোপায়মাহ যুধাজিদ্দর্শনোৎকণ্ঠেতি। যুধাজিদ্রাজস্য দর্শনোৎকণ্ঠচেতসা ময়া দর্শনার্থং রাজ্ঞো গম্যত ইত্যভিপ্রায়ং বহির্দ্দর্শয়িষ্বেত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥
পিতরং যুধাজিতম্‌ ॥ ৪২—৪৩ ॥
পিতরং গতজীবিতমিতি। বীরসেনঞ্চ পিতরং সংস্কার্য্যেত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৭ ॥

রক্ষক হইবেন ॥ ৩৯—৪০ ॥ আমি যেন যুধাজিৎ রাজার দর্শনের নিমিত্তই উৎকণ্ঠিত চিত্তে গমন করিতেছি এইরূপ ছল করিয়া নগরের বহির্দ্দেশে নির্গত হইয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিব সন্দেহ নাই ॥ ৪১ ॥ বিদল্লের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজমহিষী মনোরমা লীলাবতীর নিকট গমন করিয়া কহিলেন, সুলোচনে! অদ্য আমি পিতা যুধাজিতকে দেখিবার নিমিত্ত গমন করিব। এই বলিয়া পুত্র ও পরিচারিকা সমভিব্যাহারে রথে আরোহণ পূর্ব্বক বিদল্লের সহিত মিলিত হইয়া নগরের বহির্দ্দেশে নির্গত হইলেন ॥ ৪২—৪৩ ॥ পিতৃশোকে সমাকুলা, ভয়সন্ত্রস্তা, কাতরা ও দীনা মনোরমা যুধাজিতের দর্শন পূর্ব্বক পিতা বীরসেনের অগ্নিসংস্কারাদি সমাধা করিয়া, ভয়ব্যাকুলচিত্তে কাঁপিতে কাঁপিতে সত্বর গমন পূর্ব্বক দুই দিনের পর ভাগীরথীর তীর প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৪—৪৫ ॥ সেইস্থানে নিষাদগণ তাঁহার সমস্ত ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লইল এবং সেই শঠ দস্যুগণ রথখানি গ্রহণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিল। তখন কেবল মনোরমার পরিধেয় সুচারু বস্ত্রমাত্র অবশিষ্ট রহিল, মনোরমা কাঁদিতে কাঁদিতে পরিচারিণীর কর ধারণ পূর্ব্বক জাহ্নবীর তীর-

ভারদ্বাজাশ্রমং প্রাপ্তা ত্বরয়া চ ভয়াকুলা।
সংবীক্ষ্য তাপসাংস্তত্র সঞ্জাতা নির্ভয়া তদা ॥ ৪৯ ॥
মুনিনা সা ততঃ পৃষ্টা কাসি কস্য পরিগ্রহঃ।
কষ্টেনাত্র কথং প্রাপ্তা সত্যং ব্রূহি শুচিস্মিতে ! ॥ ৫০ ॥
দেবী বা মানুষী বাসি বালপুত্রা বনে কথম্।
রাজ্যভ্রষ্টেব বামোরু ! ভাসি ত্বং কমলেক্ষণে ! ॥ ৫১ ॥
এবং সা মুনিনা পৃষ্টা নোবাচ বরবর্ণিনী।
রুদতী দুঃখসন্তপ্তা বিদল্লঞ্চ সমাদিশৎ ॥ ৫২ ॥
বিদল্লস্তমুবাচেদং ধ্রুবসন্ধির্নৃপোত্তমঃ।
তস্য ভার্য্যা ধর্ম্মপত্নী নাম্না চেয়ং মনোরমা ॥ ৫৩ ॥
সিংহেন নিহতো রাজা সূর্য্যবংশী মহাবলঃ।
পুত্রোঽয়ং নৃপতেস্তস্য নাম্না চৈব সুদর্শনঃ ॥ ৫৪ ॥
অস্যাঃ পিতাতিধর্ম্মাত্মা দৌহিত্রার্থে মৃতো রণে।
যুধাজিদ্ভয়সংত্রস্তা সম্প্রাপ্তা বিজনে বনে ॥ ৫৫ ॥

ত্রিকূটপর্ব্বতং চিত্রকূটম্ ॥ ৪৮—৪৯ ॥
কস্য পরিগ্রহঃ কস্য স্ত্রীত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

দেশে গমন করিয়া উড়ুপে আরোহণ পূর্ব্বক ভয়াকুলিত চিত্তে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিকূট পর্ব্বতে গমন করিলেন ॥ ৪৬—৪৮ ॥ সেই ভয়াকুলা দেবী সত্বর গমন করিয়া মহর্ষি ভারদ্বাজের আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন, তথায় তাপসগণকে দর্শন করিয়া তাহার ভয় দূর হইল ॥ ৪৯ ॥ ভারদ্বাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, কমলেক্ষণে ! তুমি কে, কাহার পত্নী, এত কষ্ট সহ্য করিয়া এখানে আগমন করিলে কেন ? এই সমস্ত বিষয় তুমি সত্য করিয়া বল ॥ ৫০ ॥ শুচিস্মিতে ! তুমি দেবী না মানবী, তোমার পুত্রও অতি শিশু, তুমি এই বিজন বনমধ্যে আগমন করিলে কেন ? হে বামোরু ! তুমি যেন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছ, আমার এইরূপ বোধ হইতেছে ॥৫১॥ মুনিবর এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে বরবর্ণিনী মনোরমা দুঃখসন্তপ্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন স্বয়ং কিছুই বলিতে না পারিয়া বিদল্লকে তদ্বিষয় নিবেদন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন ॥৫২॥ তখন বিদল্ল কহিলেন, ধ্রুবসন্ধি নামে এক নরপতি কোশল রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, ইনি তাঁহারই ধর্ম্মপত্নী, ইহাঁর নাম মনোরমা। সেই সূর্য্যবংশীয় মহাবল রাজা বনস্থলে সিংহকর্ত্তৃক নিহত হন। এই বালক সুদর্শন তাঁহারই পুত্র ॥৫৩—৫৪॥ এই মনোরমার পিতা অতিশয় ধর্ম্মশীল, তিনি দৌহিত্রের নিমিত্ত রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি যুধাজিতের ভয়ে ভীত হইয়া বিজনবনে উপস্থিত হইয়া-

ত্বামেব শরণং প্রাপ্তা বালপুত্রা নৃপাত্মজা।
ত্রাতা ভব মহাভাগ! ত্বমস্যা মুনিসত্তম! ॥ ৫৬ ॥
আর্ত্তস্য রক্ষণে পুণ্যং যজ্ঞাধিকমুদাহৃতম্।
ভয়ত্রস্তস্য দীনস্য বিশেষফলদং স্মৃতম্ ॥ ৫৭ ॥

ঋষিরুবাচ।

নির্ভয়া বস কল্যাণি! পুত্রং পালয় সুব্রতে!।
ন তে ভয়ং বিশালাক্ষি! কর্ত্তব্যং শত্রুসম্ভবম্ ॥ ৫৮ ॥
পালয়স্ব সুতং কান্তং রাজা তেঽয়ং ভবিষ্যতি।
নাত্র দুঃখং তথা শোকঃ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তা মুনিনা রাজ্ঞী স্বস্থা সা সম্বভূব হ।
উটজে মুনিনা দত্তে বীতশোকা তদাবসৎ ॥ ৬০ ॥

বিদল্লং স্বমন্ত্রিণং বক্তুং সমাদিশদাজ্ঞাপিতবতী ॥ ৫২—৫৫ ॥

(ত্বামেবেতি। বালপুত্রেতি বিশেষণেন যুধাজিন্ মহান্ শত্রুরস্যাঃ পিতরং নিহত্য বালকমিমং হন্তুমিচ্ছুঃ বালোঽয়ং তৎপ্রতিকর্ত্তুমক্ষমস্তত ইদানীং ভগবতঃ শরণমাগতা মুনিসত্তমস্ত্বমুভয়ো রক্ষণে সমর্থোঽসীতি ভাবো ব্যজ্যতে ॥ ৫৬—৫৮ ॥

মুনিরাশ্বাসয়ন্নাহ পালয়স্বেতি। অয়ং তে পুত্রো রাজা ভবিষ্যতি। অস্যাকৃতিকমনীয়ত্বাদি নৃপতিলক্ষণত্বং দৃষ্ট্বাহং কথয়ামীতি মহর্ষেরভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥)

ছেন ॥ ৫৫ ॥ এই নৃপতনয়ার পুত্র বালক, ইনি এক্ষণে আপনার শরণ লইতেছেন, হে মুনিসত্তম! আপনি ইহাঁকে পরিত্রাণ করুন ॥ ৫৬ ॥ আর্ত্ত ব্যক্তিমাত্রকে রক্ষা করিলে যজ্ঞ অপেক্ষাও অধিকতর পুণ্যলাভ হইয়া থাকে, কিন্তু ভয়ত্রস্ত ও দীন ব্যক্তিকে রক্ষা করিলে যে তাহা হইতেও বিশেষ ফল লাভ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৫৭ ॥

ভারদ্বাজ কহিলেন, চারুলোচনে! তুমি এই আশ্রমে নির্ভয়ে বাস কর, এই স্থানেই থাকিয়া তোমার পুত্রকে প্রতিপালন কর, কল্যাণি! শত্রু হইতে তোমার কোনও ভয়ের আশঙ্কা নাই ॥ ৫৮ ॥ তুমি এই সুন্দর পুত্রটীকে প্রতিপালন কর; তোমার এই পুত্র নিশ্চয়ই রাজা হইবে, আর এই আশ্রমে থাকিলে কখনই তোমার শোক বা দুঃখ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না ॥ ৫৯ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহামুনি ভারদ্বাজ এইরূপ বলিলে পর রাজপত্নী মনোরমা সুস্থ হইলেন। মুনিবর, তাঁহাদিগকে পর্ণকুটীর প্রদান করিলে শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ এইরূপে সেই মনোরমা মুনিবর ভারদ্বাজের আশ্রমে প্রিয়

সৈরন্ধ্রীসহিতা তত্র বিদল্লেন চ সংযুতা।
সুদর্শনং পালয়ানা হ্যবসৎ সা মনোরমা ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে যুধাজিদ্বীরসেনয়োর্যুদ্ধবর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

সৈরন্ধ্রীসহিতা তত্র বিদল্লেন চ সংযুতা ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

দাসীর এবং বিদল্লের সহিত অবস্থিতি করিয়া সুদর্শনকে প্রতিপালন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীমাহাত্ম্যকথনে যুধাজিৎ ও বীর-সেনের যুদ্ধ এবং মনোরমার বনগমন বর্ণননামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

যুধাজিত্ত্বথ সংগ্রামাদ্গত্বাযোধ্যাং মহাবলঃ।
মনোরমাঞ্চ পপ্রচ্ছ সুদর্শনজিঘাংসয়া॥ ১॥
সেবকান্ প্রেষয়ামাস ক্ব গতেতি মুহুর্ব্বদন্।
শুভে দিনেঽথ দৌহিত্রং স্থাপয়ামাস চাসনে॥ ২॥
মন্ত্রিভিশ্চ বশিষ্ঠেন মন্ত্রৈরাথর্ব্বণৈঃ শুভৈঃ।
অভিষিক্তশ্চ সম্পূর্ণৈঃ কলশৈর্জ্জলপূরিতৈঃ॥ ৩॥
ভেরীশঙ্খনিনাদৈশ্চ তূর্য্যাণাং চাথ নিঃস্বনৈঃ।
উৎসবস্তু নগর্য্যাং বৈ সম্বভূব কুরূদ্বহ!॥ ৪॥
বিপ্রাণাং বেদপাঠৈশ্চ বন্দিনাং স্তুতিভিস্তথা।
অযোধ্যা মুদিতেবাসীজ্জয়শব্দৈঃ সুমঙ্গলৈঃ॥ ৫॥
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণা স্তুতিবাদিত্রনিঃস্বনা।
নবে তস্মিন্মহীপালে পূর্ব্বভৌ নূতনেব সা॥ ৬॥

যষ্টিশ্লোকৈর্যুধাজিত্তু সুদর্শনজিঘাংসয়া।
ভারদ্বাজাশ্রমং প্রাপ্ত ইতি সম্যগিহোচ্যতে॥

ভারদ্বাজাশ্রমে মনোরমায়াং গতায়ামনন্তরং জাতং বৃত্তমাহ যুধাজিত্ত্বথেতি।. মনোরমাং চকারাত্তৎপুত্রঞ্চ॥ ১—৫॥

ব্যাস বলিলেন, যুদ্ধ জয়ের পর মহারাজ যুধাজিৎ মহতী সেনা সমভিব্যাহারে সংগ্রাম স্থল হইতে অযোধ্যা নগরীতে গমন করিয়া সুদর্শনকে বিনাশ করিবার অভিলাষে মনোরমা ও সুদর্শন কোথায় রহিয়াছে ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ১॥ তাহারা কোথায় গেল, মুহুর্মুহ এইরূপ বলিয়া তাহাদিগের অন্বেষণের নিমিত্ত সেবকগণকে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর, শুভদিনে নিজ দৌহিত্রকে রাজাসনে স্থাপন করিলেন॥২॥ মন্ত্রিগণ ও মহর্ষি বশিষ্ঠ অভিষেক কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া অথর্ব্ববেদোক্ত মঙ্গলপ্রদ মন্ত্রে সংস্কৃত বারিপুরিত পূর্ণকলস দ্বারা শত্রুজিৎকে অভিষিক্ত করিলেন॥৩॥ কুরুবর! সেই সময় শঙ্খনাদ হইতে লাগিল, চতুর্দ্দিকে ভেরী ও তূর্য্য বাদ্যের ধ্বনি হইতে লাগিল এবং নগরী মধ্যে মহান্ উৎসব হইতে লাগিল॥ ৪॥ ব্রাহ্মণদিগের বেদপাঠ, বন্দিগণের স্তুতিপাঠ এবং মঙ্গল সূচক জয়-শব্দ দ্বারা অযোধ্যাপুরী যেন আহ্লাদে পুলকিত হইয়া উঠিল॥৫॥ নব ভূপতি শত্রুজিৎ রাজসিংহাসনে

কেচিৎ সাধুজনা যে বৈ চক্রুঃ শোকং গৃহে স্থিতাঃ।
সুদর্শনং বিচিন্ত্যাদ্য ক্ব গতোঽসৌ নৃপাত্মজঃ॥ ৭॥
মনোরমাতিসাধ্বী সা ক্ব গতা সুতসংযুতা।
পিতাস্যা নিহতঃ সংখ্যে রাজ্যলোভেন বৈরিণা॥ ৮॥
ইত্যেবং চিন্তমানাস্তে সাধবঃ সমবুদ্ধয়ঃ।
অতিষ্ঠন্দুঃখিতাস্তত্র শত্রুজিদ্বশবর্ত্তিনঃ॥ ৯॥
যুধাজিদপি দৌহিত্রং স্থাপয়িত্বা বিধানতঃ।
রাজ্যঞ্চ মন্ত্রিসাৎ কৃত্বা চলিতঃ স্বাং পুরীং প্রতি॥ ১০॥
শ্রুত্বা সুদর্শনং তত্র মুনীনামাশ্রমে স্থিতম্।
হন্তুকামো জগামাশু চিত্রকূটং স পর্ব্বতম্॥ ১১॥
নিষাদাধিপতিং শূরং পুরস্কৃত্য বলাভিধম্।*
দুর্দ্দর্শাখ্যমগাদাশু শৃঙ্গবেরপুরাধিপম্॥ ১২॥
শ্রুত্বা মনোরমা তত্র বভূবাতিসুদুঃখিতা।
আগচ্ছন্তং বালপুত্রা ভয়ার্ত্তা সৈন্যসংযুতম্॥ ১৩॥

পূর্ন্নগরী নূতনেব বভৌ॥ ৬—৮॥
(সমবুদ্ধয়ঃ সর্ব্বভূতেষু সমদর্শিন ইত্যর্থঃ॥ ৯—১২॥

আরোহণ করিলে প্রজাগণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, চতুর্দ্দিকে স্তুতিধ্বনি ও বাদিত্র নিস্বন হইতে লাগিল, ইহাতে অযোধ্যানগরী নবীনার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল॥ ৬॥ মহারাজ! অযোধ্যানগরীতে এরূপ উৎসব হইলেও কোন কোন সাধু ব্যক্তি ঘরে বসিয়া সুদর্শনের স্মরণ পূর্ব্বক শোক করিতে লাগিলেন, হায়! সেই রাজপুত্র কোথায় গেল, সেই সাধ্বী রাজপত্নী মনোরমাই বা পুত্রের সহিত কোথায় গমন করিল; আহা! বৈরিগণ রাজ্যলোভে তাহার পিতাকেও রণস্থলে বিনাশ করিয়াছে॥ ৭—৮॥ সর্ব্বজীবে সমদর্শী সাধুগণ এইরূপ চিন্তাযুক্ত, দুঃখিত ও শত্রুজিতের বশবর্ত্তী হইয়া সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন॥ ৯॥ যুধাজিৎও দৌহিত্রকে বিধিপূর্ব্বক রাজ্যে সংস্থাপিত করিয়া মন্ত্রিগণের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক স্বীয় পুরীর অভিমুখে গমন করিলেন॥ ১০॥

অনন্তর, যুধাজিৎ শ্রবণ করিলেন যে সুদর্শন মুনিগণের আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছে। তখন তিনি সত্বর চিত্রকূট পর্ব্বতে যাত্রা করিয়া বলনামক নিষাদপতিকে সঙ্গে লইয়া দুর্দ্দর্শ নামক শৃঙ্গবের পতির নিকট সত্বর গমন করিলেন॥১১—১২॥ যুধাজিৎ সৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন করিতেছেন মনোরমা ইহা শ্রবণ করিয়া এবং আপনার পুত্রটি বালক এই ভাবিয়া

---

* বলাধিকং। ইতি বা পাঠঃ॥

তমুবাচাতিশোকার্ত্তা মুনিং সাশ্রুবিলোচনা।
কিং করোমি ক গচ্ছামি যুধাজিৎ সমুপস্থিতঃ॥ ১৪॥
পিতা মে নিহতোঽনেন দৌহিত্রো ভূপতিঃ কৃতঃ।
সুতং মে হন্তুকামোঽত্র সমায়াতি বলান্বিতঃ॥ ১৫॥
পুরা শ্রুতং ময়া স্বামিন্! পাণ্ডবা বৈ বনে স্থিতাঃ।
মুনীনামাশ্রমে পুণ্যে পাঞ্চাল্যা সহিতাস্তদা॥ ১৬॥
গতাস্তে মৃগয়াং পার্থা ভ্রাতরঃ পঞ্চ এব তে।
দ্রৌপদী সংস্থিতা তত্র মুনীনামাশ্রমে শুভে॥ ১৭॥
ধৌম্যোঽত্রির্গালবঃ পৈলো জাবালির্গৌতমো ভৃগুঃ।
চ্যবনশ্চাত্রিগোত্রশ্চ কণ্বশ্চৈব জতুঃ ক্রতুঃ॥ ১৮॥
বীতিহোত্রঃ সুমন্তুশ্চ যজ্ঞদত্তোঽথ বৎসলঃ।
রাশাসনঃ কহোড়শ্চ যবক্রীর্যজ্ঞকৃৎ ক্রতুঃ॥ ১৯॥
এতে চান্যে চ মুনয়ো ভারদ্বাজাদয়ঃ শুভাঃ।
বেদপাঠযুতাঃ সর্ব্বে সংস্থিতাশ্চাশ্রমে স্থিতাঃ॥ ২০॥
দাসীভিঃ সহিতা তত্র যাজ্ঞসেনী স্থিতা মুনে!।
আশ্রমে চারুসর্ব্বাঙ্গী নির্ভয়া মুনিসংবৃতে॥ ২১॥
পার্থা মৃগানুগাস্তাবৎ প্রযাতাশ্চ বনাদ্বনম্।
ধনুর্ব্বাণধরা বীরাঃ পঞ্চৈব শত্রুতাপনাঃ॥ ২২॥

বালো বালকঃ পুত্রো যস্যা এতেন রক্ষকাভাবত্বং সূচিতম্॥ ১৩—২০॥)

অত্যন্ত দুঃখিত ও ত্রাসযুক্ত হইলেন এবং অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিতে লাগিলেন, ঋষিবর! যুধাজিৎ এখানে সসৈন্যে আগমন করিতেছেন, আমি এখন কি করি এবং কোথায় বা যাই॥ ১৩—১৪॥ তিনি আমার পিতাকে নিহত করিয়া আপন দৌহিত্রকে রাজা করিয়াছেন, তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া আমার এই শৈশব পুত্রকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে এখানে আগমন করিতেছেন॥ ১৫॥ প্রভো! আমি শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে পাণ্ডবগণ বন গমন করিয়া মুনিগণের পবিত্র আশ্রমে দ্রৌপদীর সহিত বাস করিয়াছিলেন, একদিন তাঁহারা পঞ্চ ভ্রাতায় একেবারেই মৃগয়া করিতে গমন করিলে, পাঞ্চালরাজতনয়া দ্রৌপদী, বেদপাঠে নিরত ধৌম্য, অত্রি, গালব, পৈল, জাবালি, গৌতম, ভৃগু, চ্যবন, অত্রিগোত্র কণ্ব, জতু, ক্রতু, বীতিহোত্র, সুমন্তু, যজ্ঞদত্ত, বৎসল, রাশাসন, কহোড়, যবক্রী, যজ্ঞকৃৎ ও ক্রতু এবং অন্যান্য পুণ্যাত্মা ও মহাত্মা

তাবৎ সিন্ধুপতিঃ শ্রীমানাশ্রমার্গস্থো বলসংযুতঃ।
আগতশ্চাশ্রমাভ্যাসে শ্রুত্বা তু নিগমধ্বনিম্॥ ২৩॥
শ্রুত্বা বেদধ্বনিং রাজা মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
উত্ততার রথাত্তূর্ণং দর্শনাকাঙ্ক্ষয়া নৃপঃ॥ ২৪॥
যদা নিরগমত্তত্র ভৃত্যদ্বয়সমন্বিতঃ।
বেদপাঠযুতান্ বীক্ষ্য মুনীন্নুদ্যমসংস্থিতঃ॥ ২৫॥
কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্বামিন্! সংস্থিতোঽথ জয়দ্রথঃ।
আশ্রমে মুনিভির্জুষ্টে ভূপতিঃ সংবিবেশ হ॥ ২৬॥
তত্রোপবিষ্টং রাজানং দ্রষ্টুকামাঃ স্ত্রিয়স্তদা।
আযযুর্ম্মুনিভার্য্যাশ্চ কোঽয়মিত্যব্রুবন্নৃপম্॥ ২৭॥
তাসাং মধ্যে বরারোহা যাজ্ঞসেনী সমাগতা।
জয়দ্রথেন দৃষ্টা সা রূপেণ শ্রীরিবাপরা॥ ২৮॥
তাং বিলোক্যাসিতাপাঙ্গীং দেবকন্যামিবাপরাম্।
পপ্রচ্ছ নৃপতির্ধৌম্যং কেয়ং শ্যামা বরাননা॥ ২৯॥

বলাভিধং নিষাদাধিপতিং শৃঙ্গবেরপুরাধিপং দুর্দ্দর্শাখ্যং পুরস্কৃত্য রাজাগাদিত্যর্থঃ॥২১-২৫॥

ভারদ্বাজাদি ঋষিগণে পরিপূর্ণ সেই আশ্রমে দাসীগণের সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন॥ ১৬—২১॥ এদিকে শত্রুবিনাশন মহাবীর পার্থগণ যখন ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক মৃগগণের অনুসরণ করিয়া বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে শ্রীমান্ সিন্ধুপতি জয়দ্রথ সৈন্যসহিত আশ্রমমার্গে গমন করিতে করিতে, বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া আশ্রম সন্নিধানে আগমন করিলেন॥ ২২—২৩॥ সেই নরপতি পবিত্রাত্মা মহর্ষিগণের বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া দর্শন করিবার নিমিত্ত সত্বর রথ হইতে অবতরণ করিলেন॥ ২৪॥ তখন তিনি দুইটিমাত্র ভৃত্য সঙ্গে করিয়া মুনিগণের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বেদপাঠে নিরত অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবসর প্রতীক্ষায় অবস্থিত রহিলেন। প্রভো! রাজা জয়দ্রথ এইরূপে মুনিগণের আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই স্থানে উপবিষ্ট হইলে পর মুনিপত্নীগণ, এ ব্যক্তি কে, ইহা জিজ্ঞাসা করত সেই রাজাকে দেখিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিলেন॥ ২৫—২৭॥ তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে দিব্যাঙ্গী যাজ্ঞসেনীও আগমন করিলে জয়দ্রথ দ্বিতীয়া কমলার ন্যায় তাঁহাকে দর্শন করিলেন॥ ২৮॥ জয়দ্রথ দেবকন্যার ন্যায় কান্তিমতী সেই অসিতাপাঙ্গী রাজতনয়ারে দর্শন করিয়া মহর্ষি ধৌম্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সৌম্য! মনোরমা শ্যামা ও কমলাননা এই অঙ্গনা কে? ইনি কাহার ভার্য্যা বা কাহার তনয়া, ইহাঁর নামই বা কি? আহা! ইহার রূপলাবণ্য দর্শনে বোধ হয় যেন

ভার্য্যা কস্য সুতা কস্য নাম্না কা বরবর্ণিনী।
রূপলাবণ্যসংযুক্তা শচীব বসুধাং গতা ॥ ৩০ ॥
বর্ব্বুরবনমধ্যস্থা লবঙ্গলতিকা যথা।
রাক্ষসীবৃন্দগা নূনং রম্ভেবাভাতি ভামিনী ॥ ৩১ ॥
সত্যং বদ মহাভাগ! কস্যেয়ং বল্লভাবলা।
রাজপত্নী বচাভাতি নৈষা মুনিবধূর্দ্বিজ! ॥ ৩২ ॥

ধৌম্য উবাচ।

পাণ্ডবানাং প্রিয়া ভার্য্যা দ্রৌপদী শুভলক্ষণা।
পাঞ্চালী সিন্ধুরাজেন্দ্র! বসত্যত্র বরাশ্রমে ॥ ৩৩ ॥

জয়দ্রথ উবাচ।

ক্ব গতাঃ পাণ্ডবাঃ পঞ্চ শূরাঃ সম্প্রতি বিশ্রুতাঃ।
বসন্ত্যত্র বনে বীরা বীতশোকা মহাবলাঃ ॥ ৩৪ ॥

ধৌম্য উবাচ।

মৃগয়ার্থং গতাঃ পঞ্চ পাণ্ডবা রথসংস্থিতাঃ।
আগমিষ্যন্তি মধ্যাহ্নে মৃগানাদায় পার্থিবাঃ ॥ ৩৫ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য উদতিষ্ঠদসৌ নৃপঃ।
দ্রৌপদীসন্নিধৌ গত্বা প্রণম্যেদমুবাচ হ ॥ ৩৬ ॥

স্বামিন্! হে ভারদ্বাজ! ॥ ২৬—২৭ ॥
(তাসাং মুনিপত্নীনাম্। যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদী ॥ ২৮—৩০ ॥)
বর্ব্বুরাঃ কণ্টকবৃক্ষাঃ ॥ ৩১—৩৬ ॥

শচীদেবী অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ২৯—৩০ ॥ এই ভামিনী কণ্টক বৃক্ষের মধ্যস্থিত লবঙ্গলতিকার ন্যায় এবং রাক্ষসী বৃন্দের মধ্যগতা রম্ভার ন্যায় শোভা পাইতেছেন ॥ ৩১ ॥ মহাভাগ! আপনি সত্য করিয়া বলুন এই অবলা কাহার প্রেয়সী? হে দ্বিজ! আমার বোধ হইতেছে ইনি মুনিবধূ নহেন কোনও রাজার বনিতা হইবেন ॥ ৩২ ॥

ধৌম্য কহিলেন, সিন্ধুরাজ! এই শুভলক্ষণা অঙ্গনা, পাঞ্চালরাজার তনয়া দ্রৌপদী, ইনি পাণ্ডবগণের ভার্য্যা, এক্ষণে এই পবিত্র আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৩৩ ॥

জয়দ্রথ কহিলেন, সেই সর্ব্বত্র বিখ্যাত শৌর্য্যবীর্য্য-সম্পন্ন মহাবল পাণ্ডবগণ এক্ষণে কোথায় গিয়াছেন, তাহারা বিগত শোক হইয়া এই বনেই কি বাস করিতেছেন? ॥ ৩৪ ॥

ধৌম্য কহিলেন, সিন্ধুরাজ! পঞ্চ পাণ্ডুপুত্র রথে আরোহণ পূর্ব্বক মৃগয়ার নিমিত্ত গমন করিয়াছেন, তাহারা মধ্যাহ্ন সময়ে মৃগ লইয়া আগমন করিবেন ॥ ৩৫ ॥ মুনিবরের সেই

কুশলন্তে বরারোহে ! ক গতাঃ পতয়শ্চ তে।
একাদশ গতান্যদ্য বর্ষাণি চ বনে কিল ॥ ৩৭ ॥
দ্রৌপদী তু তদোবাচ স্বস্তি তেঽস্তু নৃপাত্মজ ! ।
বিশ্রমস্বাশ্রমাভ্যাসে ক্ষণাদায়ান্তি পাণ্ডবাঃ ॥ ৩৮ ॥
এবং ব্রুবন্ত্যাং তস্যান্তু লোভাবিষ্টঃ স ভূপতিঃ।
জহার দ্রৌপদীং বীরোঽনাদৃত্য মুনিসত্তমান্ ॥ ৩৯ ॥
কস্যচিন্নৈব বিশ্বাসঃ কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা বুধৈঃ।
কুর্ব্বন্ দুঃখমবাপ্নোতি দৃষ্টান্তস্তত্র বৈ বলিঃ ॥ ৪০ ॥
বিরোচনসুতঃ শ্রীমান্ ধর্ম্মিষ্ঠঃ সত্যসঙ্গরঃ।
যজ্ঞকর্ত্তা চ দাতা চ শরণ্যঃ সাধুসম্মতঃ ॥ ৪১ ॥
নাধর্ম্মে নিরতঃ ক্বাপি প্রহ্লাদস্য চ পৌত্রকঃ।
একোনশতযজ্ঞান্ বৈ স চকার সদক্ষিণান্ ॥ ৪২ ॥
সত্ত্বমূর্ত্তিঃ সদা বিষ্ণুঃ সেব্যঃ স যোগিনামপি।
নির্ব্বিকারোঽপি ভগবান্ দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪৩ ॥

(বনে বসতাং পাণ্ডবানাং একাদশ বর্ষাণি গতানি। অতঃ পাণ্ডবা হি অতিদুর্ভাগ্যা ইতি সূচিতম্ ॥ ৩৭—৩৯ ॥
লোভাকৃষ্টঃ কোঽপি ন বিশ্বসনীয় ইত্যত আহ কস্যচিন্নৈবেতি ॥ ৪০—৪৮ ॥)

বাক্য শ্রবণে সিন্ধুরাজ উঠিয়া দ্রৌপদীর সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বলিলেন, বরবর্ণিনি ! আপনার মঙ্গল ত ? আপনার বল্লভগণ কোথায় গমন করিয়াছেন ? অদ্য একাদশ বৎসর গত হইল আপনারা বনমধ্যে বাস করিতেছেন ॥৩৬—৩৭॥ তখন দ্রৌপদী কহিলেন, রাজপুত্র ! তোমার মঙ্গল হউক তুমি আশ্রম সন্নিধানে ক্ষণকাল অপেক্ষা কর পাণ্ডবগণ এখনি আগমন করিবেন ॥ ৩৮ ॥ পাঞ্চালী এই কথা বলিলে সেই বীর্য্যবান্ রাজা লোভাবিষ্ট হইয়া মুনিসত্তমগণকে অনাদর করত দ্রৌপদীকে হরণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥ প্রভো ! কাহার প্রতি কোনও প্রকারে বিশ্বাস করা বুধগণের কর্ত্তব্য নহে, যদি কেহ কখন করেন তবে তিনি অবশ্যই দুঃখে পতিত হইবেন, বলিরাজাই এই বিষয়ের প্রবল দৃষ্টান্তস্থল। বিরোচনের পুত্র শ্রীমান্ ধর্ম্মনিরত, যজ্ঞকর্ত্তা, দাতা, শরণ্য সাধুজনের সম্মত এবং মহাযোদ্ধা ছিলেন, তাহার মন কখন অধর্ম্ম পথে গমন করিত না, তিনি নবনবতি সংখ্যক সদক্ষিণ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥ ৪০—৪২ ॥ কিন্তু, যোগিগণ সততই যাঁহার সেবা করিয়া থাকেন সেই সত্ত্বমূর্ত্তি নির্ব্বিকার ভগবান্ বিষ্ণু, দেবতাদিগের কার্য্য সাধনার্থ, কপট বামনরূপে কশ্যপ ঋষি হইতে উৎপন্ন হইয়া, ছলপূর্ব্বক তাঁহার রাজ্য এবং সসাগরা পৃথিবী হরণ

কশ্যপাচ্চ সমুদ্ভূতো বিষ্ণুঃ কপটবামনঃ।
রাজ্যঞ্ছলেন হৃতবান্ মহীঞ্চৈব সসাগরাম্ ॥ ৪৪ ॥
সোঽভবৎ সত্যবাগ্রাজা বলির্বৈরোচনিস্তদা।
কপটং কৃতবান্ বিষ্ণুরিন্দ্রার্থে তু ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪৫ ॥
অন্যঃ কিং ন করোত্যেবং কৃতং বৈ সত্ত্বমূর্ত্তিনা।
বামনং রূপমাস্থায় যজ্ঞপাতং* চিকীর্ষতা ॥ ৪৬ ॥
ন চ বিশ্বসিতব্যং বৈ কদাচিৎ কেনচিত্তথা।
লোভশ্চেতসি চেৎ স্বামিন্! কীদৃক্ পাপকৃতং ভয়ম্ ॥ ৪৭ ॥
লোভাহতাঃ প্রকুর্ব্বন্তি পাপানি প্রাণিনঃ কিল।
পরলোকাদ্ভয়ং নাস্তি কস্যচিৎ কর্হিচিন্মুনে! ॥ ৪৮ ॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা পরস্বাদানহেতুতঃ।
প্রপতন্তি নরাঃ সম্যগ্ লোভোপহতচেতসঃ ॥ ৪৯ ॥
দেবানারাধ্য সততং বাঞ্ছন্তি চ ধনং নরাঃ।
ন দেবাস্তৎ করে কৃত্বা সমর্থা দাতুমঞ্জসা ॥ ৫০ ॥
অন্যস্মানীয় তে বিত্তং প্রযচ্ছন্তি মনীষিতম্।
বাণিজ্যেনাথ দানেন চৌর্য্যেণাপি বলেন বা ॥ ৫১ ॥

প্রপতন্তি নরকে ইতি শেষঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥

করিয়াছিলেন ॥ ৪৩—৪৪ ॥ প্রভো! আমি শ্রবণ করিয়াছি সেই বিরোচনতনয় সদাশয় রাজা, অঙ্গীকৃত প্রদানপুরঃসর সত্যবাদী হইয়াছিলেন, কিন্তু বিষ্ণু কপটাচার করিয়া ইন্দ্রের অভীষ্ট সাধন করিয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥ যজ্ঞ ব্যাঘাত করিবার বাসনায় বামনরূপ ধারণ পূর্ব্বক সত্ত্বমূর্ত্তি বিষ্ণুই যদি এরূপ কার্য্য করিলেন, তবে অন্য প্রাকৃত ব্যক্তি যে সেইরূপ কার্য্য করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ॥ ৪৬ ॥ অতএব কোনও প্রকারে কদাচিৎ কাহাকেও বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে, প্রভো! যাহার চিত্তে লোভ বিদ্যমান রহিল, তাহার আবার পাপের ভয় কি? ॥ ৪৭ ॥ মুনিবর! প্রাণিগণ লোভে আবিষ্ট হইয়াই পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে কখন কাহারও পরলোকে ইষ্টানিষ্টের ভয় হয় না। মানবগণ লোভ হেতু সম্যক্রূপে অভিভূতচিত্ত হইয়া বাক্য, কর্ম্ম ও মানস দ্বারা পরস্ব গ্রহণ পূর্ব্বক পাতিত্য প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৮—৪৯ ॥ দেখুন, নরগণ নিয়তই দেবতার আরাধনা করিয়া ধন কামনা করে, কিন্তু দেবতাগণ তাহা হস্ত দ্বারা তৎক্ষণাৎ প্রদান করিতে সমর্থ হন না,

---

* পক্ষপাতং ইতি বা পাঠঃ।

বিক্রয়ার্থং গৃহীত্বা চ ধান্যবস্ত্রাদিকং বহু।
দেবানর্চ্চয়তে বৈশ্যো মহর্দ্ধির্মে ভবেদিতি॥ ৫২॥
অত্র কিং পরবিত্তেচ্ছা বাণিজ্যে ন পরন্তপ!।
গ্রহণকালে সম্প্রাপ্তে মহার্ঘঞ্চাপি কাঙ্ক্ষতি॥ ৫৩॥
এবং হি প্রাণিনঃ সর্ব্বে পরস্বাদানতৎপরাঃ।
বর্ত্তন্তে সততং ব্রহ্মন্! বিশ্বাসঃ কীদৃশঃ পুনঃ॥ ৫৪॥
বৃথা তীর্থং বৃথা দানং বৃথাধ্যয়নমেব চ।
লোভমোহবৃতানাং বৈ কৃতং তদকৃতং ভবেৎ॥ ৫৫॥
তস্মাদেনং মহাভাগ! বিসর্জ্জয় গৃহং প্রতি।
সপুত্রাহং বসিষ্যামি জানকীব দ্বিজোত্তম!॥ ৫৬॥
ইত্যুক্তোঽসৌ মুনিস্তাবদ্গত্বা যুধাজিতং নৃপম্।
উবাচ বচনং রাজ্ঞে ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্॥ ৫৭॥

সর্ব্বো ব্যবহারো লোভমূলক এবেতি দর্শয়তি অন্যস্থানীয় তে ইতি। তে দেবা অন্যস্য পুরুষস্য বিত্তমানীয় তেভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি মনীষিতং ধনং বাণিজ্যাদিব্যবহারেণ বা তস্মাদ্দেবা অপি পরস্বাদানতৎপরা এবেত্যর্থঃ॥ ৫১—৫২॥

তাঁহারা ইহা বাণিজ্য, দান, চৌর্য্য বা বলাদি দ্বারা অন্যের নিকট হইতে আনয়ন পূর্ব্বক প্রদান করিয়া থাকেন॥ ৫০—৫১॥ বৈশ্যগণ বহুতর ধান্য বস্ত্রাদি বিক্রয়ের নিমিত্ত গ্রহণ পূর্ব্বক আমার মহৎ ঋদ্ধিলাভ হইবে ভাবিয়া দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিয়া থাকে॥ ৫২॥ হে সংযতাত্মন্! এই বাণিজ্য বিষয়ে কি পর ধন গ্রহণেচ্ছা নাই? অবশ্যই আছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাদিগের নিকট হইতে লোকগণের যে সময় দ্রব্য ক্রয় করিবার প্রয়োজন হয় তখন তাহারা এই দ্রব্য মহার্ঘ হউক এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে॥ ৫৩॥ হে তপোধন! এইরূপে সকল প্রাণিগণ পর ধন গ্রহণের নিমিত্ত তৎপর হয়, তবে তাহাদিগের প্রতি কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে?॥ ৫৪॥ যাহারা লোভ ও মোহে আচ্ছন্ন, তাহাদের তীর্থ পর্য্যটন, ধনাদি দান ও বেদাদি অধ্যয়ন সমস্তই বিফল হয়, যদিও তাহারা তীর্থাদি করিয়া থাকেন, তথাপি তৎসমস্তই অকৃতের ন্যায় হইয়া যায়॥ ৫৫॥ অতএব হে মহাভাগ! আপনি যুধাজিৎকে গৃহের প্রতি প্রতি-নিবৃত্ত করুন, তাহা হইলে আমি পুত্রের সহিত এই স্থানে জানকীর ন্যায় অবস্থিতি করিব॥ ৫৬॥

মনোরমা এইরূপ নিবেদন করিলে তেজঃশালী মহর্ষি ভারদ্বাজ যুধাজিতের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! তুমি নিজপুরে অথবা যথা ইচ্ছা গমন কর, মনোরমার পুত্র

গচ্ছ রাজন্ ! যথাকামং স্বপুরং নৃপসত্তম ! ।
নেয়ং মনোরমাভ্যেতি বালপুত্রা সুদুঃখিতা ॥ ৫৮ ॥

যুধাজিদুবাচ ।

মুনে ! মুঞ্চ হঠং সৌম্য ! বিসর্জ্জয় মনোরমাম্ ।
ন চ যাস্যাম্যহং মুক্ত্বা নেষ্যাম্যদ্য বলাৎ পুনঃ ॥ ৫৯ ॥

ঋষিরুবাচ ।

নয়স্ব যদি শক্তিস্তে বলেনাদ্য মমাশ্রমাৎ ।
বিশ্বামিত্রো যথা ধেনুং বশিষ্ঠস্য মুনেঃ পুরা ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে সুদর্শনহননেচ্ছয়া যুধাজিতো ভারদ্বাজাশ্রমগমনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

গ্রহণকাল ইতি । যস্মাদ্যাবৎপরিমিতং বাৰ্দ্ধুষিকং গ্রাহ্যং তস্মাত্তদপেক্ষয়াধিকং কাঙ্ক্ষতি ॥ ৫৩—৫৯ ॥

বিশ্বামিত্র ইতি। স যথা নীতবাংস্তথা ত্বং নয় । তস্য গতিবত্তবাপি গতির্ভবিষ্যতীতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

বালক, সেই রাজদুহিতা অত্যন্ত দুঃখিত রহিয়াছে, অতএব সে এখন তোমার নিকট আসিতে পারিবে না ॥ ৫৭—৫৮॥

যুধাজিৎ কহিলেন, হে সৌম্য ! আপনি হঠকারিতা পরিত্যাগ করিয়া মনোরমাকে প্রদান করুন ; আমি তাহাকে কখনই ছাড়িয়া যাইব না, যদি সহজে প্রদান না করেন, তাহা হইলে আমি বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব ॥ ৫৯ ॥ ঋষি কহিলেন, মহারাজ ! যদি তোমার শক্তি থাকে তবে, পূর্ব্বে যেমন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রম হইতে ধেনু হরণ করিয়াছিল, সেইরূপ তুমিও আমার আশ্রম হইতে বলপূর্ব্বক মনোরমাকে লইয়া যাও ॥ ৬০ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীমাহাত্ম্যকথনে সুদর্শনের হননেচ্ছায় যুধাজিতের ভারদ্বাজাশ্রমে গমন নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য মুনেস্তত্রাবনীপতিঃ।
মন্ত্রিবৃদ্ধং সমাহূয় পপ্রচ্ছ তমতন্দ্রিতঃ ॥ ১ ॥
কিং কর্ত্তব্যং সুবুদ্ধেঽত্র ময়াদ্য বদ সুব্রত!।
বলান্নয়ামি তাং কামং সপুত্রাঞ্চ সুভাষিণীম্* ॥ ২ ॥
রিপুরল্পোঽপি নোপেক্ষ্যঃ সর্ব্বথা শুভমিচ্ছতা।
রাজযক্ষ্মেব সম্বৃদ্ধো মৃত্যবে পরিকল্পয়েৎ ॥ ৩ ॥
নাত্র সৈন্যং ন যোদ্ধাস্তি যো মামত্র নিবারয়েৎ।
গৃহীত্বা হন্মি তং তত্র দৌহিত্রস্য রিপুং কিল ॥ ৪ ॥
নিষ্কণ্টকং ভবেদ্রাজ্যং যতাম্যদ্য বলাদহম্।
হতে সুদর্শনে নূনং নির্ভয়োঽসৌ ভবেদিতি ॥ ৫ ॥

দ্বিষষ্টিশ্লোকবর্গৈস্তু বিশ্বামিত্রকথোত্তরম্।
কামবীজস্য সম্প্রাপ্তী রাজপুত্রস্য কথ্যতে।

মুনিবাক্যশ্রবণোত্তরং রাজা যৎকৃতবাংস্তদাহ ইত্যাকর্ণ্যেতি। অবনীপতির্যুধাজিৎ ॥১॥
স্বমতমাহ নয়ামি নেষ্যামি ॥ ২—৩ ॥
হন্মি হনিষ্যামি ॥ ৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রাজা যুধাজিৎ মহর্ষির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার দৃঢ়তার কথা বুঝিতে পারিয়া শীঘ্রই প্রধান বৃদ্ধমন্ত্রিকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাবুদ্ধে! এখন আমার কর্ত্তব্য কি? আমি সেই সুভাষিণী মনোরমাকে পুত্রের সহিত বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে চাই, কারণ আত্মহিতাভিলাষী মানবগণ ক্ষুদ্র রিপুকেও উপেক্ষা করিবে না, যদি করে তাহা হইলে সেই ক্ষুদ্র বৈরিও রাজযক্ষ্মার ন্যায় সম্যক্‌রূপে বৃদ্ধি পাইয়া মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে ॥ ১—৩ ॥ আর দেখুন, এস্থলে সৈন্যও নাই যোদ্ধাও নাই, অতএব আমাকে কেহই বাধা দিতে সমর্থ হইবে না, আমি যথেচ্ছরূপে দৌহিত্রশত্রুকে গ্রহণ করিয়া বিনাশ করিতে পারিব ॥ ৪ ॥ অদ্য আমি তাহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে যত্ন করিব কারণ, সুদর্শন হত হইলে রাজ্য নিষ্কণ্টক হইবে এবং আমার দৌহিত্রও নির্ভয় হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫ ॥

---

* সপুত্রাঞ্চ ভামিনীম্। ইতি বা পাঠঃ।

প্রধান উবাচ।

সাহসং ন হি কর্ত্তব্যং শ্রুতং রাজন্মুনের্ব্বচঃ।
বিশ্বামিত্রস্য দৃষ্টান্তঃ কথিতস্তেন মারিষ! ॥ ৬ ॥
পুরা গাধিসুতঃ শ্রীমান্ বিশ্বামিত্রোঽতিবিশ্রুতঃ।
বিচরন্ স নৃপশ্রেষ্ঠো বশিষ্ঠাশ্রমমভ্যগাৎ ॥ ৭ ॥
নমস্কৃত্য চ তং রাজা বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্।
উপবিষ্টো নৃপশ্রেষ্ঠো মুনিনা দত্তবিষ্টরঃ ॥ ৮ ॥
নিমন্ত্রিতো বশিষ্ঠেন ভোজনায় মহাত্মনা।
সসৈন্যশ্চ স্থিতো রাজা গাধিপুত্রো মহাযশাঃ ॥ ৯ ॥
নন্দিন্যাসাদিতং সর্ব্বং ভক্ষ্যভোজ্যাদিকঞ্চ যৎ।
ভুক্ত্বা রাজা সসৈন্যশ্চ বাঞ্ছিতং তত্র ভোজনম্ ॥ ১০ ॥
প্রতাপং তঞ্চ নন্দিন্যাঃ পরিজ্ঞায় স পার্থিবঃ।
যযাচে নন্দিনীং রাজা বশিষ্ঠং মুনিসত্তমম্ ॥ ১১ ॥

যতামি যত্নং করিষ্যামি ॥ ৫ ॥

রাজ্ঞো মতস্য শ্রবণান্তরং মন্ত্রী মুনিনা বিশ্বামিত্রস্য দৃষ্টান্ত উক্তস্তদভিপ্রায়মুপবর্ণ্য রাজানং সাহসান্নিবারয়তীত্যাহ সাহসমিতি ॥ ৬ ॥

দৃষ্টান্তমুপপাদয়ন্ দৃষ্টান্তোক্তেরভিপ্রায়মাহ পুরেতি। গাধিরাজস্য সুতঃ ॥ ৭ ॥

মুনিনা বশিষ্ঠেন ॥ ৮—৯ ॥

নন্দিন্যাসাদিতং নন্দিন্যা কামধুক্‌গব্যা স্বস্তনেভ্যো নিষ্কাশ্য দত্তং বাঞ্ছিতং যস্য যদপেক্ষিতং তৎ ॥ ১০—১১ ॥

মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে আপনার সাহস করা কর্ত্তব্য নহে, আপনি ত মুনিবরের বাক্য শ্রবণ করিলেন; ইনি আপনাকে বিশ্বামিত্রের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিয়াছেন ॥ ৬ ॥ মহারাজ! পূর্ব্বে গাধিরাজের পুত্র বিশ্বামিত্র অতি বিখ্যাত রাজা ছিলেন, একদিন সেই নৃপবর ভ্রমণ করিতে করিতে মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন ॥ ৭ ॥ প্রতাপান্বিত রাজা বিশ্বামিত্র তাঁহাকে প্রণাম করিলে ঋষিবর তাঁহাকে উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিলেন, রাজাও তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৮ ॥ অনন্তর মহাত্মা বশিষ্ঠ, তাঁহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলে সেই মহাযশা গাধিপুত্র সৈন্যগণের সহিত সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন ॥ ৯ ॥ বশিষ্ঠের নন্দিনী নামে একটি ধেনু ছিল, ঋষিবর তাঁহার দুগ্ধ হইতে সমস্ত খাদ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন, রাজা সমস্ত সৈন্যের সহিত সেই সুমিষ্ট ভোজনীয় দ্রব্য সকল ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন এবং নন্দিনীর প্রভাব জানিতে পারিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের নিকট নন্দিনীকে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, মুনিবর! যে সকল

বিশ্বামিত্র উবাচ।

মুনে! ধেনুসহস্রং তে ঘটোধ্নীনাং দদাম্যহম্।
নন্দিনীং দেহি মে ধেনুং প্রার্থয়ামি পরন্তপ! ॥ ১২ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

হোমধেনুরিয়ং রাজন্ন দদামি কথঞ্চন।
সহস্রঞ্চাপি ধেনূনাং তবেদং তব তিষ্ঠতু ॥ ১৩ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

অযুতং বাথ লক্ষং বা দদামি মনসেপ্সিতম্।
দেহি মে নন্দিনীং সাধো! গ্রহীষ্যামি বলাদথ ॥ ১৪ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

কামং গৃহাণ নৃপতে! বলাদদ্য যথারুচি।
নাহং দদামি তে রাজন্! স্বেচ্ছয়া নন্দিনীং গৃহাৎ ॥ ১৫ ॥
তচ্ছ্রুত্বা নৃপতির্ভৃত্যানাদিদেশ মহাবলান্।
নয়ধ্বং নন্দিনীং ধেনুং বলদর্পসুসংস্থিতাঃ ॥ ১৬ ॥
তে ভৃত্যা জগৃহুর্ধেনুং হঠাদাক্রম্য যন্ত্রিতাম্।
বেপমানা মুনিং প্রাহ সুরভিঃ সাশ্রুলোচনা ॥ ১৭ ॥

ঘটোধ্নীনাং ঘটবদূধো যাসাং গবাং তাসাং বহুদুগ্ধবতীনামিতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ১২ ॥
ন দদামি ন দাস্যামি। তবেদং তবৈব তিষ্ঠতু ॥ ১৩—১৪ ॥
গৃহান্নিষ্কাশ্যেত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥

ধেনুর আলান কলসের ন্যায় বৃহৎ আমি আপনাকে সেইরূপ সহস্র ধেনু প্রদান করিব, কিন্তু আমি প্রার্থনা করিতেছি এই নন্দিনী ধেনু আমাকে প্রদান করুন ॥ ১০-১২ ॥

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজন্! এইটী আমার হোমধেনু, আমি ইহাকে কোনক্রমেই প্রদান করিতে পারি না, আপনার সহস্র ধেনু আপনারই থাকুক ॥ ১৩ ॥

বিশ্বামিত্র কহিলেন, হে সাধুবর! আমি আপনাকে অযুত বা লক্ষ অথবা আপনার ইচ্ছামত ধেনু প্রদান করিব, আপনি আমাকে এই নন্দিনী ধেনুটী প্রদান করুন, আর যদি সহজে না দেন, তাহা হইলে আমি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিব ॥ ১৪ ॥

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! আপনার যেরূপ অভিরুচি, যেরূপ অভিলাষ, আপনি বলপূর্ব্বক সেই রূপেই গ্রহণ করুন, রাজন্! আমি আপন ইচ্ছানুসারে গৃহ হইতে নন্দিনীকে প্রদান করিতে পারিব না ॥ ১৫ ॥ মহারাজ! বশিষ্ঠের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা বিশ্বামিত্র, বলশালী ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন তোমরা আপন বলদর্পে এই

মুনে! ত্যজসি মাং কস্মাৎ কর্ষয়ন্তি সুযন্ত্রিতাম্*।
মুনিস্তাং প্রত্যুবাচেদং ত্যজে নাহং সুদুগ্ধদে! ॥ ১৮ ॥
বলান্নয়তি রাজাসৌ পূজিতোঽদ্য ময়া শুভে!।
কিং করোমি ন চেচ্ছামি ত্যক্তুং ত্বাং মনসা কিল ॥ ১৯ ॥
ইত্যুক্তা মুনিনা ধেনুঃ ক্রোধযুক্তা বভূব হ।
হম্বারবং চকারাশু ক্রূরশব্দং সুদারুণম্ ॥ ২০ ॥
উদ্গতাস্তত্র দেহাত্তু দৈত্যা ঘোরতরাস্তদা।
সায়ুধাস্তিষ্ঠতিষ্ঠেতি ব্রুবন্তঃ কবচাবৃতাঃ ॥ ২১ ॥
সৈন্যং সর্ব্বং হতং তৈস্তু নন্দিনী প্রতিমোচিতা।
একাকী নির্গতো রাজা বিশ্বামিত্রোঽতিদুঃখিতঃ ॥ ২২ ॥
হন্ত পাপোঽতিদীনাত্মা নিন্দন্ ক্ষাত্রবলং মহৎ।
ব্রাহ্মং বলং দুরারাধ্যং মত্বা তপসি সংস্থিতঃ ॥ ২৩ ॥
তপ্ত্বা বহূনি বর্ষাণি তপো ঘোরং মহাবনে।
ঋষিত্বং প্রাপ গাধেয়স্ত্যক্ত্বা ক্ষাত্রং বিধিং পুনঃ ॥ ২৪ ॥

যন্ত্রিতাং হস্তপাদাদিষু বদ্ধাম্ ॥ ১৭—১৯ ॥

ধেনুকে বন্ধন করিয়া লইয়া চল ॥ ১৬ ॥ ভৃত্যগণ এই আদেশ পাইয়া ধেনুকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে সুরভিনন্দিনী কাঁপিতে কাঁপিতে অশ্রুপূর্ণলোচনে মুনিবরকে কহিলেন; তপোধন! আমাকে কি পরিত্যাগ করিতেছেন, নতুবা ইহারা আমাকে বন্ধন করিয়া আকর্ষণ করিতেছে কেন? মুনি কহিলেন, নন্দিনি! তোমার দুগ্ধে আমার সমস্ত হোমকার্য্য সম্পন্ন হয়; আমি তোমাকে ত্যাগ করি নাই। কল্যাণি! আমি এই রাজাকে সম্মান পূর্ব্বক আতিথ্যাদি দ্বারা তোমার দুগ্ধে ভোজন করাইয়াছি, সেই জন্য ইনি বলপূর্ব্বক আমার নিকট হইতে তোমাকে লইয়া যাইতেছেন, আমি কি করিব, নন্দিনি! তোমাকে পরিত্যাগ করিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা নাই ॥ ১৭—১৯॥ মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধেনু ক্রোধান্বিতা হইয়া ঘোরতর হম্বারব করিয়া উঠিলেন ॥ ২০ ॥ তখন তাঁহার দেহ হইতে সেই স্থানেই আয়ুধধারী কবচযুক্ত ঘোরতর দৈত্য সকল বহির্গত হইয়া কহিতে লাগিল, থাক্ থাক্ এখনিই প্রতিফল প্রদান করিতেছি ॥ ২১ ॥ অনন্তর, সেই দৈত্যগণ বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্যগণকেই বিনাশ করিল। রাজাও অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে একাকী সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ২২ ॥ হায়! সেই পাপমতি রাজা কাতর হইয়া অতিশয় দীনভাবে মহৎ ক্ষত্রিয় বলের নিন্দা করিলেন এবং ব্রহ্মবল অত্যন্ত দুর্লভ ভাবিয়া তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত

---

* কর্ষত্যদ্য সুসংস্থিতাম্। ইতি বা পাঠঃ।

তস্মাত্ত্বমপি রাজেন্দ্র! মা কৃথা বৈরমদ্ভুতম্।
কুলনাশকরং নূনং তাপসৈঃ সহ সংযুগম্ ॥ ২৫ ॥
মুনিবর্য্যং ব্রজাদ্য ত্বং সমাশ্বাস্য তপোনিধিম্।
সুদর্শনোঽপি রাজেন্দ্র! তিষ্ঠত্বত্র যথাসুখম্ ॥ ২৬ ॥
বালোঽয়ং নির্ধনঃ কিং তে করিষ্যতি নৃপাহিতম্।
বৃথা তে বৈরভাবোঽয়মনাথে দুর্ব্বলে শিশৌ ॥ ২৭ ॥
দয়া সর্ব্বত্র কর্ত্তব্যা দৈবাধীনমিদং জগৎ।
ঈর্ষ্যয়া কিং নৃপশ্রেষ্ঠ! যদ্ভাব্যং তদ্ভবিষ্যতি ॥ ২৮ ॥
বজ্রং তৃণায়তে রাজন্! দৈবযোগান্ন সংশয়ঃ।
তৃণং বজ্রায়তে ক্বাপি সময়ে দৈবযোগতঃ ॥ ২৯ ॥
শশকো হন্তি শার্দ্দূলং মশকো বৈ যথা গজম্।
সাহসং মুঞ্চ মেধাবিন্! কুরু মে বচনং হিতম্ ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য যুধাজিন্নৃপসত্তমঃ।
প্রণম্য তং মুনিং মূর্দ্ধ্না জগাম স্বপুরং নৃপঃ ॥ ৩১ ॥

হম্বেতি গবাং শব্দস্যানুকরণম্ ॥ ২০—২৪ ॥
তথা হে রাজন্মুনিনা দৃষ্টান্তো দত্তোঽয়ং তস্যেদং তাৎপর্য্যং ত্বয়াপি সাহসং ক্রিয়তে চেত্তবাপি তথৈবাবস্থা ভবিষ্যতীতি যস্মাদেবং তস্মাদিত্যাহ তস্মাদিতি ॥ ২৫—৩২ ॥

হইলেন ॥ ২৩ ॥ গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র মহাবনে অবস্থিতি করিয়া বহুকাল ঘোরতর তপস্যা করিয়া ক্ষাত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঋষিধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

অতএব রাজেন্দ্র! আপনিও কদাচ তাপসদিগের সহিত কুলবিনাশকর এবং ঘোরতর শক্রতাজনক সমর করিবেন না ॥ ২৫ ॥ আপনি মুনিবরকে আশ্বাস প্রদান করিয়া এক্ষণে গৃহে গমন করুন। সুদর্শনও এইস্থানে যথাসুখে অবস্থিতি করুক ॥ ২৬ ॥ রাজন্! এই বালক নির্ধন, এ আপনার কি অপকার করিবে? এই অনাথ, দুর্ব্বল, শিশুর প্রতি আপনার শক্রতাভাব প্রকাশ করা বিফল ॥ ২৭ ॥ এই জগৎ দৈবের অধীন, অতএব সর্ব্বত্রই দয়া করা কর্ত্তব্য; নৃপবর! ঈর্ষ্যা করিয়া কি হইবে? যাহা ভবিতব্য তাহা অবশ্যই ঘটিবে ॥ ২৮ ॥ রাজন্! দৈবযোগে কখন বজ্রও তৃণতুল্য এবং তৃণও বজ্রতুল্য হইয়া থাকে ॥২৯॥ মহারাজ! আপনি অতিশয় বুদ্ধিমান্, বিবেচনা করিয়া দেখুন, দৈবযোগে শশকও শার্দ্দূলরাজকে এবং মশকও গজরাজকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয়; অতএব, আপনি সাহস পরিত্যাগ করিয়া মদুক্ত হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন ॥ ৩০ ॥

মনোরমাপি স্বস্থাভূদাশ্রমে তত্র সংস্থিতা।
পালয়ামাস পুত্রন্তং সুদর্শনমৃতব্রতম্॥ ৩২॥
দিনে দিনে কুমারোঽসৌ জগামোপচয়ং ততঃ।
মুনিবালগতঃ ক্রীড়ন্নির্ভয়ঃ সর্ব্বতঃ শুভঃ॥ ৩৩॥
একস্মিন্ সময়ে তত্র বিদল্লং সমুপাগতম্।
ক্লীবেতি মুনিপুত্রস্তমামন্ত্রয়ত্তদন্তিকে॥ ৩৪॥
সুদর্শনস্তু তচ্ছ্রুত্বা দধারৈকাক্ষরং স্ফুটম্।
অনুস্বারাযুতং তচ্চ প্রোবাচাতি পুনঃপুনঃ॥ ৩৫॥
বীজং বৈ কামরাজাখ্যং গৃহীতং মনসা তদা।
জজাপ বালকোঽত্যর্থং ধৃত্বা চেতসি সাদরম্॥ ৩৬॥
ভাবিযোগান্মহারাজ! কামরাজাখ্যমত্তুতম্।
স্বভাবেনৈব তেনেত্থং গৃহীতং বালকেন বৈ॥ ৩৭॥
তদাসৌ পঞ্চমে বর্ষে প্রাপ্য মন্ত্রমনুত্তমম্।
ঋষিচ্ছন্দোবিহীনঞ্চ ধ্যানং ন্যাসবিবর্জ্জিতম্॥ ৩৮॥

উপচয়ং বৃদ্ধিম্॥ ৩৩॥

একস্মিন্নিতি। কংস্মিশ্চিৎ সময়ে বিদল্লং মন্ত্রিণং মুনিপুত্রো হাস্যবশাৎ ক্লীবেতি নাম্না-মন্ত্রয়ৎ॥ ৩৪॥

সুদর্শনস্থিতি। তদ্বাক্যং সুদর্শনঃ শ্রুত্বা তস্য নাম্ন আদ্যমেকাক্ষরং প্রারব্ধবশাদনু-স্বারাযুতমনুস্বারেণ বিহীনমপি চিত্তে দধার স্থাপয়ামাস পুনঃপুনঃ প্রোবাচ জজাপ চেত্যর্থঃ।

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! নৃপসত্তম যুধাজিৎ মন্ত্রিবরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অবনত-মস্তকে মুনিবরের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক নিজ নগরীতে গমন করিলেন॥ ৩১॥ মনোরমাও সুস্থচিত্তে সেই আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া ব্রতনিরত সুদর্শনকে প্রতিপালন করিতে লাগি-লেন॥ ৩২॥ সেই প্রিয়দর্শন রাজকুমার দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং তথায় মুনিবালকগণের সহিত মিলিত হইয়া নির্ভয়ে সর্ব্বত্র ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিল॥ ৩৩॥ একদিন বিদল্লমন্ত্রী সেই স্থানে উপস্থিত হইলে মুনিবালকগণ আমোদ করিয়া সুদর্শনের সন্নিধানে তাঁহাকে "ক্লীব ক্লীব" বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল॥ ৩৪॥ সুদর্শন সেই ক্লীব শব্দ শ্রবণ করিয়া তাহার মধ্য হইতে একাক্ষর "ক্লী" এই শব্দ ধরিয়া লইল এবং অনুস্বার বর্জ্জিত সেই কামরাজাখ্য বীজ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিল॥ ৩৫॥ তখন রাজপুত্র সেই কামরাজাখ্য বীজ গ্রহণ করিয়া সাদরে মনে মনে নিরন্তর জপ করিতে লাগিল॥ ৩৬॥ মহারাজ! ভবিতব্যতার বলবত্তা হেতু বালক সুদর্শন এই প্রকারে কামরাজ নামক অদ্ভুত বীজমন্ত্র স্বীয় স্বভাব দ্বারাই গ্রহণ করিয়াছিল॥ ৩৭॥

প্রজপন্মনসা নিত্যং ক্রীড়ত্যপি স্বপিত্যপি।
বিসস্মার ন তং মন্ত্রং জ্ঞাত্বা সারমিতি স্বয়ম্ ॥ ৩৯ ॥
বর্ষে চৈকাদশে প্রাপ্তে কুমারোঽসৌ নৃপাত্মজঃ।
মুনিনা চোপনীতোঽথ বেদমধ্যাপিতস্তথা ॥ ৪০ ॥
ধনুর্ব্বেদং তথা সাঙ্গং নীতিশাস্ত্রং বিধানতঃ।
অভ্যস্তা সকলা বিদ্যা তেন মন্ত্রবলাদিব ॥ ৪১ ॥
কদাচিৎ সোঽপি প্রত্যক্ষং দেবীরূপং দদর্শ হ।
রক্তাম্বরং রক্তবর্ণং রক্তসর্ব্বাঙ্গভূষণম্ ॥ ৪২ ॥
গরুড়ে বাহনে সংস্থাং বৈষ্ণবীং শক্তিমদ্ভুতাম্।
দৃষ্ট্বা প্রসন্নবদনঃ স বভূব নৃপাত্মজঃ ॥ ৪৩ ॥
বনে তস্মিন্ স্থিতঃ সোঽথ সর্ব্ববিদ্যার্থতত্ত্ববিৎ।
মাতরং সেবমানস্তু বিজহার নদীতটে ॥ ৪৪ ॥
শরাসনঞ্চ সম্প্রাপ্তং বিশিখাশ্চ শিলাশিতাঃ।
তূণীরং কবচং তস্মৈ দত্তং চাম্বিকয়া বনে ॥ ৪৫ ॥
এতস্মিন্ সময়ে পুত্রী কাশীরাজস্য সুপ্রিয়া।
নাম্না শশিকলা দিব্যা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা ॥ ৪৬ ॥

তেন বকারে উক্তেঽপ্যুপাংশূচ্চারণাদ্বকারমশ্রুত্বা ক্লীত্যেব নাম চমৎকৃতমস্তীত্যভিপ্রায়েণ জজাপেত্যর্থঃ ॥ ৩৫—৪৯ ॥

রাজপুত্র পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে, ঋষি ও ছন্দোবিহীন ধ্যান ও ন্যাসবর্জ্জিত এই অত্যুত্তম মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া প্রতিদিন কি ক্রীড়াকালে কি শয়ন সময়ে সর্ব্বদাই ইহা মনে মনে জপ করিতে লাগিল; নিজে স্বভাবতই ইহাকে সার পদার্থ জানিয়া আর বিস্মৃত হইল না ॥ ৩৮—৩৯ ॥ নৃপনন্দন ক্রমে ক্রমে একাদশ বর্ষে উপনীত হইলে, মুনিবর তাহার উপনয়ন দিয়া বেদ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। রাজপুত্রও সেই মন্ত্রবলে সাঙ্গ ধনুর্ব্বেদ ও সমস্ত নীতিশাস্ত্র বিধি পূর্ব্বক অল্প দিনের মধ্যেই অধ্যয়ন করিয়া ফেলিল ॥ ৪০—৪১ ॥ একদিন সুদর্শন রক্তবর্ণ, রক্তবস্ত্রধারী ও রক্তবর্ণ ভূষণে বিভূষিত দেবীরূপ দর্শন করিল এবং গরুড়বাহনে অবস্থিত অদ্ভুত বৈষ্ণবীশক্তি সন্দর্শন করিয়া রাজকুমারের বদনপদ্ম বিকসিত হইয়া উঠিল ॥ ৪২—৪৩ ॥ অনন্তর বহুবিদ্যা-বিশারদ সুদর্শন সেই বনমধ্যে অবস্থিতি করিয়া জননীর সেবা করত নদীতটে বিহার করিয়া বেড়াইত ॥ ৪৪ ॥ একদিন, জগজ্জননী সেই ক্ষত্রিয় বালককে কানন মধ্যে শরাসন, শিলাশাণিত শর, তূণীর ও কবচ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥

শুশ্রাব নৃপপুত্ত্রং তং বনস্থঞ্চ সুদর্শনম্।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নং শূরং কামমিবাপরম্ ॥ ৪৭ ॥
বন্দীজনমুখাচ্ছ্রুত্বা রাজপুত্ত্রং সুসম্মতম্।
চকমে মনসা তং বৈ বরং বরয়িতুং ধিয়া ॥ ৪৮ ॥
স্বপ্নে তস্যাঃ সমাগম্য জগদম্বা নিশান্তরে।
উবাচ বচনঞ্চেদং সমাশ্বাস্য সুসংস্থিতাম্ ॥ ৪৯ ॥
বরং বরয় সুশ্রোণি ! মম ভক্তঃ সুদর্শনঃ।
সর্ব্বকামপ্রদস্তেঽস্তু বচনান্মম ভামিনি ! ॥ ৫০ ॥
এবং শশিকলা দৃষ্ট্বা স্বপ্নে রূপং মনোহরম্।
অম্বায়া বচনং স্মৃত্বা জহর্ষ ভৃশমানিনী ॥ ৫১ ॥
উত্থিতা সা মুদা যুক্তা পৃষ্টা মাত্রা পুনঃপুনঃ।
প্রমোদকারণং বালা নোবাচাতিত্রপান্বিতা ॥ ৫২ ॥
জহাস মুদমাপন্না স্মৃত্বা স্বপ্নং মুহুর্ম্মুহুঃ।
সখীং প্রাহ তদান্যাং বৈ স্বপ্নবৃত্তং সবিস্তরম্ ॥ ৫৩ ॥

বরং বরয় যত্তবেষ্টং তদ্বরয় প্রার্থয়। অথচ মম ভক্তঃ সুদর্শনস্তব কামপ্রদঃ পতিরস্তু মে বচনাৎ ॥ ৫০—৫৫ ॥

মহারাজ ! এই সময়ে সর্ব্বসুলক্ষণা অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী শশিকলা নাম্নী কাশী-রাজের প্রিয়তমা কন্যা, শ্রবণ করিলেন যে, সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন শৌর্য্যসমন্বিত, দ্বিতীয় কন্দর্পের ন্যায় পরম সুন্দর রাজপুত্র সুদর্শন বনমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥ নৃপনন্দিনী স্তুতিপাঠকের মুখে সেই অভিমত রাজপুত্রের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে মনে মনে কামনা করিলেন এবং তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন ॥৪৮॥ অনন্তর, একদিন যামিনীশেষে জগদম্বিকা রাজনন্দিনীকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক স্বপ্নযোগে কহিলেন, নিতম্বিনি ! তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর, সুদর্শন আমার ভক্ত, সে আমার বাক্যে তোমার সকল কামনাই পরিপূর্ণ করিবে ॥ ৪৯—৫০ ॥ মানিনী শশিকলা এইরূপে স্বপ্নযোগে জগদম্বিকার মনোহর রূপ দর্শন করিয়া তাঁহার মধুর বচন স্মরণ করিতে করিতে আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইলেন ॥৫১॥ অনন্তর, রাজবালা প্রফুল্লবদনে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, তাঁহার জননী তাঁহার হর্ষ সন্দর্শনে আন্তরিক সন্তোষের অনুমান করিয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেও শশিকলা লজ্জাপ্রযুক্ত আমোদের কারণ প্রকাশ করিলেন না ॥৫২॥ তিনি স্বপ্ন স্মরণে আহ্লাদে পুলকিত হইয়া পুনঃ পুনঃ হাস্য করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে এক সখীর নিকট এই বৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণন করিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥

কদাচিৎ সা বিহারার্থমবাপোপবনং শুভম্।
সখীযুক্তা বিশালাক্ষী চম্পকৈরুপশোভিতম্ ॥ ৫৪ ॥
পুষ্পাণি চিম্বতী বালা চম্পকাধঃস্থিতাবলা।
অপশ্যদ্‌ব্রাহ্মণং মার্গে আগচ্ছন্তং ত্বরান্বিতম্ ॥ ৫৫ ॥
তং প্রণম্য দ্বিজং শ্যামা বভাষে মধুরং বচঃ।
কুতো দেশান্মহাভাগ! কৃতমাগমনং ত্বয়া ॥ ৫৬ ॥

দ্বিজ উবাচ।

ভারদ্বাজাশ্রমাদ্‌বালে! নূনমাগমনং মম।
জাতং বৈ কার্য্যযোগেন কিং পৃচ্ছসি বদস্ব মে ॥ ৫৭ ॥

শশিকলোবাচ।

তত্রাশ্রমে মহাভাগ! বর্ণনীয়ং কিমস্তি বৈ।
লোকাতিগং বিশেষেণ প্রেক্ষণীয়তমং কিল ॥ ৫৮ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

ধ্রুবসন্ধিসুতঃ শ্রীমানাস্তে সুদর্শনো নৃপঃ।
যথার্থনামা সুশ্রোণি! বর্ত্ততে পুরুষোত্তমঃ ॥ ৫৯ ॥
তস্য লোচনমত্যন্তং নিষ্ফলং প্রতিভাতি মে।
যেন দৃষ্টো ন বামোরু! কুমারস্তু সুদর্শনঃ ॥ ৬০ ॥

(তমিতি শ্যামা পারিভাষিকোক্তলক্ষণা উত্তমা স্ত্রী। তদুক্তং, শীতকালে ভবেদুষ্ণা উষ্ণকালে চ শীতলা। সর্ব্বাঙ্গেঘনবদ্যাঙ্গী সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা ইতি ॥ ৫৬—৬০ ॥)

কোন সময়ে সেই বিশালাক্ষী শশিকলা বিহারার্থ সখীর সহিত চম্পক শোভিত এক মনোহর উপবনে গমন করেন ॥ ৫৪ ॥ রাজবালা চম্পকতলে অবস্থিত হইয়া পুষ্পচয়ন করিতেছেন, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ দ্রুতপদে আগমন করিতেছেন দেখিতে পাইলেন ॥ ৫৫ ॥ সর্ব্বসুলক্ষণা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রাজকুমারী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রিয় সম্ভাষণে কহিলেন, মহাভাগ! আপনি কোন্‌দেশ হইতে আগমন করিতেছেন? ॥ ৫৬ ॥ ব্রাহ্মণ বলিলেন, বালিকে! আমি কার্য্যবশতঃ ভারদ্বাজ মুনির আশ্রম হইতে আসিতেছি, তুমি কি জিজ্ঞাসা করিতেছ বল ॥ ৫৭ ॥

শশিকলা কহিলেন, মহাভাগ! সেই আশ্রমে অলৌকিক ও বর্ণনীয়, বিশেষতঃ দেখিতে অতি সুন্দর এমন কোন বস্তু আছে কি? ॥ ৫৮ ॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন, নিতম্বিনি! সেখানে ধ্রুবসন্ধিনামক নরপতির পুত্র পুরুষমধ্যে পরমসুন্দর শ্রীমান্ সুদর্শন তথায় অবস্থিতি করিতেছেন ॥৫৯॥ হে বামোরু! যে ব্যক্তি রাজকুমার

একত্র নিহিতা ধাত্রা গুণাঃ সর্ব্বে সিসৃক্ষুণা।
গুণানামাকরং দ্রষ্টুং মন্যে তেনৈব কৌতুকাৎ ॥ ৬১ ॥
তব যোগ্যঃ কুমারোঽসৌ ভর্ত্তা ভবিতুমর্হতি।
যোগোঽয়ং বিহিতোঽপ্যাসীন্মণিকাঞ্চনয়োরিব ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিশ্বামিত্রকথাকথনপূর্ব্বককামবীজপ্রাপ্তিবর্ণনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

কৌতুকাৎ সর্ব্বগুণানামেকমাকরং দ্রষ্টুং তেনৈব বিধাত্রৈকস্মিন্ সুদর্শনে সর্ব্বে গুণা নিহিতা ইত্যহং মন্যে ॥ ৬১—৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

সুদর্শনকে কখন দর্শন করে নাই, আমার বোধ হয় তাহার লোচনযুগল নিতান্তই নিষ্ফল ॥ ৬০ ॥ হে কল্যাণি! আমার মনে হয় সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা যেন গুণ সমূহের আকর দেখিবার নিমিত্ত কৌতুকান্বিত হইয়া সমস্ত গুণকেই একাধারে রক্ষা করিয়াছেন ॥ ৬১ ॥ শোভনে! অধিক আর কি বলিব সেই রাজকুমার তোমার পতি হইবারই একান্ত উপযুক্ত; আমি বিবেচনা করি বিধাতা নিশ্চয়ই মণিকাঞ্চনের ন্যায় তোমাদের মিলন স্থির করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বিশ্বামিত্র কথা ও রাজপুত্রের কামবীজ প্রাপ্তি বর্ণন নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

শ্রুত্বা তদ্বচনং শ্যামা প্রেমযুক্তা ৰভূব হ।
প্রতস্থে ব্রাহ্মণস্তস্মাৎস্থানাদুক্ত্বা সমাহিতঃ ॥ ১ ॥
সা তু পূর্ব্বানুরাগাদ্বৈ মগ্না প্রেম্নাতিচঞ্চলা।
কামৰাণহতেবাস গতে তস্মিন্ দ্বিজোত্তমে ॥ ২ ॥
অথ কামার্দ্দিতা প্রাহ সখীং ছন্দোঽনুবর্ত্তিনীম্।
বিকারশ্চ সমুৎপন্নো দেহে যচ্ছ্রবণাদনু ॥ ৩ ॥
অজ্ঞাতরসবিজ্ঞানং কুমারং কুলসম্ভবম্।
দুনোতি মদনঃ পাপঃ কিং করোমি ক্ব যামি চ ॥ ৪ ॥
স্বপ্নেষু বা ময়া দৃষ্টঃ পঞ্চৰাণ ইবাপরঃ।
তপতে মে মনোঽত্যর্থং বিরহাকুলিতং মৃদু ॥ ৫ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎ পদ্যৈরথ নিজাং সুতাম্।
বিবাহয়িতুমুদ্যুক্তঃ কাশীরাজ ইতীর্য্যতে ॥

ইত্থং শশিকলাং সুদর্শনসমাচারং ব্রাহ্মণ উক্ত্বা গতবানিত্যাহ শ্রুত্বেতি ॥ ১—২ ॥
যচ্ছ্রবণাদনু দেহে বিকার উৎপন্ন ইতি সখীং প্রাহেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩ ॥
অজ্ঞাতং রসবিজ্ঞানং যস্য। এতস্য শৃঙ্গাররসবিজ্ঞানং লোকৈর্ন্ন জ্ঞাতমিত্যর্থঃ। অধুনৈব সম্প্রাপ্তযৌবন ইত্যর্থঃ ॥ ৪—৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, সেই শ্যামা* নৃপনন্দিনী ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় প্রেমান্বিতা হইলেন এবং বিপ্রবরও সেই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ১ ॥ রাজনন্দিনী পূর্ব্বাবধি সেই নৃপনন্দনের প্রতি অনুরাগ হেতু তদীয় প্রেম-নিমগ্না এবং চঞ্চলাচিত্তা ছিলেন, এখন ঐ দ্বিজবর গমন করিলে তিনি কামৰাণে আহত হইয়া পড়িলেন ॥ ২ ॥ অনন্তর স্মরপীড়িতা শশিকলা ছন্দোনুবর্ত্তিনী প্রিয়সখীকে কহিলেন, সখি! আমার এখনও সেই সৎকুলজ রাজকুমারের রসজ্ঞান হয় নাই, তথাপি ব্রাহ্মণ মুখে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া দেহে ও মানসে কামবিকারের উদয় হইল। পাপ মদন আমাকে অত্যন্ত যাতনা প্রদান করিতেছে, বল সখি! এখন কি করি, কোথায় যাই? ॥ ৩—৪ ॥ প্রিয়সখি! আমি তাঁহাকে স্বপ্নযোগে দ্বিতীয় কামদেবের ন্যায় দর্শন করিয়াছি, তদবধি আমার কোমল মানস, তাঁহার বিরহে একান্ত আকুলিত হইয়া অতিশয় সন্তপ্ত হইতেছে ॥ ৫ ॥

---

* যে নারী শীতকালে উষ্ণা ও উষ্ণকালে শীতলা এবং যাহার সর্ব্বাঙ্গ অনিন্দিত তাহাকে শ্যামা কহে।

চন্দনং দেহলগ্নং মে বিষবদ্ভাতি ভামিনি!।
স্রগিয়ং সর্পবচ্চৈব চন্দ্রপাদাশ্চ বহ্নিবৎ॥ ৬॥
ন চ হর্ম্ম্যে বনে শং মে দীর্ঘিকায়াং ন পর্ব্বতে।
ন দিবা ন নিশায়াং বা ন সুখং সুখসাধনৈঃ॥ ৭॥
ন শয্যা ন চ তাম্বূলং ন গীতং ন চ বাদনম্।
প্রীণয়ন্তি মনো মেঽদ্য ন তৃপ্তে মম লোচনে॥ ৮॥
প্রয়াম্যদ্য বনে তত্র যত্রাসৌ বর্ত্ততে শঠঃ।
ভীতাস্মি কুললজ্জায়াঃ পরতন্ত্রা পিতুস্তথা॥ ৯॥
স্বয়ংবরং পিতা মেঽদ্য ন করোতি করোমি কিম্।
দাস্যামি রাজপুত্রায় কামং সুদর্শনায় বৈ॥ ১০॥
সন্ত্যন্যে পৃথিবীপালাঃ শতশঃ সংভৃতর্দ্ধয়ঃ।
রমণীয়া ন মে তেঽদ্য রাজ্যহীনোঽপ্যসৌ মতঃ॥ ১১॥

শং কল্যাণং হর্ম্ম্যে গৃহে ন বনেঽপি ন দীর্ঘিকায়াং বাপ্যামপি ন॥ ৭॥
ন প্রীণয়ন্তি এতে উপচারা ইত্যর্থঃ॥ ৮॥
শঠ ইত্যনেনাতিপ্রেমবিরহাকুলচিত্তত্বং সূচিতম্। প্রয়ামি যাস্যামি পরন্তু কুললজ্জায়াঃ সকাশাদ্ভীতাস্মি তথাপি পিতুঃ পরতন্ত্রাস্মি ততো ন ময়া গন্তুং শক্যতে ইতিভাবঃ॥ ৯॥
যদ্যদ্য মে সুদর্শনেনৈব বিবাহং করিষ্যতি তর্হি সুদর্শনায় রাজপুত্রায় কামং মৈথুনং দাস্যামি॥ ১০॥
সন্ত্যন্যে ইতি। ন মে তে মতা ইতিশেষঃ॥ ১১—১২॥

হে ভামিনি! আমার এই দেহলগ্ন চন্দন বিষের ন্যায়, এই মালা ভুজঙ্গের ন্যায় এবং চন্দ্রকিরণ অনলের ন্যায় বোধ হইতেছে॥ ৬॥ সখি! কি প্রাসাদ, কি বন, কি দীর্ঘিকা-কি পর্ব্বত, কি দিবা, কি নিশা কিছুতেই আমার শান্তিলাভ হইতেছে না, সুখসাধন বস্তু সকল বিপরীত ভাব ধারণ পূর্ব্বক আমাকে নিয়ত দুঃখ প্রদান করিতেছে॥৭॥ শয্যা, তাম্বূল, গীত, বাদ্য কিছুতেই আমার মন ও নয়ন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছে না॥৮॥ সখি! সেই বঞ্চক যে বনে অবস্থান করিতেছে আমি অদ্যই তথায় গমন করিতাম, কিন্তু পিতার ও কুল-লজ্জার অধীন বলিয়াই ভয় করিতেছি॥ ৯॥ আমার পিতা এখনও স্বয়ংবর করিতেছেন না আমি কি করিব, যদি তিনি সুদর্শনের সহিত বিবাহ দিতেন তবে অদ্যই আমি সেই রাজ-কুমারকে আলিঙ্গন ও রতিদান করিতাম॥ ১০॥ সখি! দেখ দেখি বিধাতার কি আশ্চর্য্য লীলা! অন্যান্য শত শত সমৃদ্ধিসম্পন্ন পৃথিবীপতি রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে রমণীয় বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না, কিন্তু সেই রাজপুত্র রাজ্যভ্রষ্ট হইলেও তিনি আমার মন হরণ করিয়াছেন॥ ১১॥

ব্যাস উবাচ।

একাকী নির্ধনশ্চৈব বলহীনঃ সুদর্শনঃ।
বনবাসী ফলাহারস্তস্যাংশ্চিত্তে সুসংস্থিতঃ ॥ ১২ ॥
বাগ্‌বীজস্য জপাৎ সিদ্ধিস্তস্যা এবাপ্যুপস্থিতা।
সোঽপি ধ্যানপরোঽত্যন্তং জজাপ মন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ১৩ ॥
স্বপ্নে পশ্যত্যসৌ দেবীং বিষ্ণুমায়ামখণ্ডিতাম্।
বিশ্বমাতরমব্যক্তাং সর্ব্বসম্পৎকরাম্বিকাম্ ॥ ১৪ ॥
শৃঙ্গবেরপুরাধ্যক্ষো নিষাদঃ সমুপেত্য তম্।
দদৌ রথবরং তস্মৈ সর্ব্বোপস্করসংযুতম্ ॥ ১৫ ॥
চতুর্ভিস্তুরগৈর্যুক্তং পতাকাবরমণ্ডিতম্।
জৈত্রং রাজসুতং জ্ঞাত্বা দদৌ চোপায়নং তদা ॥ ১৬ ॥
সোঽপি জগ্রাহ তং প্রীত্যা মিত্রত্বেন সুসংস্থিতম্।
বন্যৈর্মূলফলৈঃ সম্যগর্চ্চয়ামাস শম্বরম্ ॥ ১৭ ॥
কৃতাতিথ্যে গতে তস্মিন্নিষাদাধিপতৌ তদা।
মুনয়ঃ প্রীতিযুক্তাস্তে তমূচুস্তাপসা মিথঃ ॥ ১৮ ॥

তস্যাশ্চিত্তে সুসংস্থিত ইতি ইয়ং যা চিত্তস্তৈবংস্থিতিঃ সা বাগ্‌বীজস্য জপং করোতি যা শশিকলা তজ্জাপাদ্‌যা সিদ্ধিস্তস্যাঃ সকাশাদেবোপস্থিতা ॥ ১৩—১৫ ॥
জৈত্রং জয়কারিণম্ ॥ ১৬ ॥
তং রথমুপায়নভূতং জগ্রাহ মিত্রত্বেন স্থিতং শম্বরং নিষাদমর্চ্চয়ামাস ॥ ১৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, এইরূপে সেই অসহায়, বনবাসী, ফলমূলাহারী, ধনহীন ও বলবীর্য্য-বিহীন সুদর্শন সততই রাজতনয়ার মনোমন্দিরে বিরাজ করিতে লাগিল॥১২॥ শশিকলারও সরস্বতী-বীজমন্ত্র জপহেতু, এই রাজপুত্রে অনুরাগরূপ ফলসিদ্ধির সঞ্চার হইয়াছিল। সুদর্শন ধ্যানরত হইয়া অত্যুত্তম কামরাজ-মন্ত্র নিরন্তর জপ করিতে করিতে একদিন স্বপ্নযোগে সেই পূর্ণরূপা, বৈষ্ণবীশক্তি, অব্যক্তা সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী বিশ্বমাতা অম্বিকার দর্শন পাইয়াছিল ॥ ১৩—১৪ ॥ এই সময়ে শৃঙ্গবেরপুরের অধিপতি নিষাদরাজ সুদর্শনকে সমস্ত উপকরণ-সমন্বিত এক উৎকৃষ্ট রথ প্রদান করিবার মানসে ভারদ্বাজের পুণ্যাশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিল। এই রথখানি অশ্ব-চতুষ্টয়যুক্ত, উত্তম পতাকায় সুশোভিত ও সর্ব্বত্র বিজয়শীল, অতএব ইহা এই রাজপুত্রের উপযুক্ত জানিয়া উপহার স্বরূপ তাহাকে প্রদান করিয়াছিল ॥ ১৫—১৬ ॥ সুদর্শনও মিত্রদত্ত সেই উত্তম রথ গ্রহণ করিয়া বনজাত ফলমূল দ্বারা নিষাদরাজের সম্যক্‌রূপে পূজা করিল॥১৭॥ নিষাদপতি আতিথ্য গ্রহণান্তর গমন করিলে মুনিগণ ও তাপসগণ প্রীতিসহকারে কহিতে

রাজপুত্র ! ধ্রুবং রাজ্যং প্রাপ্স্যসি ত্বঞ্চ সর্ব্বথা।
স্বল্পৈরহোভিরব্যগ্রঃ প্রতাপান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥
প্রসন্না তেঽম্বিকা দেবী বরদা বিশ্বমোহিনী ॥
সহায়স্তু সুসম্পন্নো ন চিন্তাং কুরু সুব্রত ! ॥ ২০ ॥
মনোরমাং তথোচুস্তে মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
পুত্রস্তেঽদ্য ধরাধীশো ভবিষ্যতি শুচিস্মিতে ! ॥ ২১ ॥
সা তানুবাচ তন্বঙ্গী বচনং বোঽস্তু সৎফলম্।
দাসোঽয়ং ভবতাং বিপ্রাঃ কিং চিত্রং সদুপাসনাৎ ॥ ২২ ॥
ন সৈন্যং সচিবাঃ কোশো ন সহায়শ্চ কশ্চন।
কেন যোগেন পুত্রো মে রাজ্যং প্রাপ্তুমিহার্হতি ॥ ২৩ ॥
আশীর্ব্বাদৈশ্চ বো নূনং পুত্রোঽয়ং মে মহীপতিঃ।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো ভবন্তো মন্ত্রবিত্তমাঃ ॥ ২৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

রথারূঢ়ঃ স মেধাবী যত্র যাতি সুদর্শনঃ।
অক্ষৌহিণীসমাবৃত ইবাভাতি স তেজসা ॥ ২৫ ॥

তং রাজপুত্রম্ ॥ ১৮—২৩ ॥
অন্যৎ সাধনং মৎপুত্রস্য রাজ্যপ্রাপ্তৌ ন দৃশ্যতে ভবতামাশীর্ব্বাদৈরেব কেবলং ভবেৎ ॥ ২৪ ॥
রথারূঢ় ইতি। এক এব সন্নক্ষৌহিণীসমাবৃত ইব ভাতি ॥ ২৫ ॥

লাগিলেন, রাজপুত্র ! ব্যগ্র হইও না, তুমি আপন প্রতাপে অল্প দিনের মধ্যে নিশ্চয় রাজ্য প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১৮—১৯ ॥ হে সুব্রত ! বিশ্বমোহিনী বরপ্রদা অম্বিকা-দেবী তোমার প্রতি প্রসন্না হইয়াছেন ; তোমার সহায়ও সুসম্পন্ন হইয়াছে অতএব তুমি আর চিন্তা করিও না ॥ ২০ ॥ ধৃতব্রত মুনিগণ মনোরমাকেও কহিলেন, শুচিস্মিতে ! তুমি আর ভাবনা করিও না, তোমার পুত্র শীঘ্রই পৃথিবীপতি হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥ অনন্তর কৃশাঙ্গী মনোরমা মুনিগণের মধুর বচন শ্রবণ করিয়া বলিল, বিপ্রগণ ! আপনা-দিগের বাক্য সফল হউক, সজ্জনগণের উপাসনা দ্বারা যে রাজ্যলাভ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ॥ ২২ ॥ সৈন্য নাই, সচিব নাই, সহায় নাই, সম্পত্তিও নাই, তবে কিরূপে কি উপায়ে আমার পুত্র রাজ্যপ্রাপ্ত হইতে পারে ? ॥ ২৩ ॥ আপনারা মন্ত্রবিদ্-গণের শ্রেষ্ঠ, আপনাদের আশীর্ব্বাদ-বলেই আমার পুত্র নিশ্চয় মহীপতি হইবে নচেৎ অপর কোন উপায় নাই ॥ ২৪ ॥

প্রতাপো মন্ত্রবীজস্য নান্যঃ কশ্চন ভূয়তে।
এবং বৈ জপতস্তস্য প্রীতিযুক্তস্য সর্ব্বথা ॥ ২৬ ॥
সম্প্রাপ্য সদ্গুরোর্বীজং কামরাজাখ্যমদ্ভুতম্।
জপেদ্যস্তু শুচিঃ শান্তঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৭ ॥
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি বাপি সুদুর্লভম্।
প্রসন্নায়াঃ শিবায়াশ্চ যদপ্রাপ্যং নৃপোত্তম! ॥ ২৮ ॥
তে মন্দাস্তেঽতিদুর্ভাগ্যা রোগৈস্তে সমভিদ্রুতাঃ।
যেষাং চিত্তে ন বিশ্বাসো ভবেদম্বার্চ্চনাদিষু ॥ ২৯ ॥
যা মাতা সর্ব্বদেবানাং যুগাদৌ পরিকীর্ত্তিতা।
আদিমাতেতি বিখ্যাতা নাম্না তেন কুরূদ্বহ! ॥ ৩০ ॥
বুদ্ধিঃ কীর্ত্তির্ধৃতির্লক্ষ্মীঃ শক্তিঃ শ্রদ্ধা মতিঃ স্মৃতিঃ।
সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং সা বৈ প্রত্যক্ষং বৈ বিভাসতে ॥ ৩১ ॥
ন জানন্তি নরা যে বৈ মোহিতা মায়য়া কিল।
ন ভজন্তি কুতর্কজ্ঞা দেবীং বিশ্বেশ্বরীং শিবাম্ ॥ ৩২ ॥

কুত এবমিতিচেন্মন্ত্রমহিমাঽয়মিত্যাহ প্রতাপ ইতি। এবং বৈ এবং ফলং জাতমিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

গুরোর্মন্ত্রমপ্রাপ্য জপত এবং সিদ্ধিরনুভূতা যস্তু সদ্গুরোর্বীজং কামরাজাখ্যমদ্ভুতং সম্প্রাপ্য জপেৎ স সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াদিত্যাহ সম্প্রাপ্যেতি ॥ ২৭ ॥

প্রসঙ্গাজ্জনমেজয়ায় শ্রীদেবীমহিমানমনুবদতি ব্যাসঃ ন তদস্তীতি। শিবায়াঃ সকাশাদিত্যর্থঃ ॥ ২৮—৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, সেই মেধাবী সুদর্শন রথারূঢ় হইয়া যেখানে গমন করিতে লাগিল, সেই স্থানেই নিজতেজে অক্ষৌহিণী-পরিবৃতের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥২৫॥ হে ভূপ! ইহা বীজমন্ত্রের প্রতাপ, অন্য কোন সামান্য পদার্থ নহে, সুদর্শন প্রীতিসহকারে একাগ্রমনে জপ করিয়াই উক্তরূপ প্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই ॥ ২৬ ॥ যে ব্যক্তি শুচি ও শান্ত হইয়া কামরাজ নামক আশ্চর্য্য-জনক বীজমন্ত্র সদ্গুরুর নিকট হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক নিরন্তর জপ করে, নিশ্চয়ই তাহার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয় ॥২৭॥ হে নৃপোত্তম! স্বর্গে বা মর্ত্ত্যে এমন কোনও বস্তু নাই যাহা শিবাদেবী প্রসন্না হইলে প্রাপ্ত হইতে পারা যায় না ॥ ২৮ ॥ যাহারা অম্বাদেবীর অর্চ্চনাদিতে বিশ্বাস না করে তাহারা অত্যন্ত মন্দমতি ও দুর্ভাগ্য এবং নিরন্তর রোগাক্রান্ত হইয়া সর্ব্বদা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ হে কুরুবর! সৃষ্টিকালে অম্বাদেবীই সমস্ত দেবতাগণের জননী, সেই হেতু তিনি আদিমাতা বলিয়া বিখ্যাতা হইয়াছেন ॥ ৩০ ॥ তিনি বুদ্ধি, কীর্ত্তি, ধৃতি, লক্ষ্মী, শক্তি, শ্রদ্ধা, মতি, স্মৃতি

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা শম্ভুর্বাসবো বরুণো যমঃ ।
বায়ুরগ্নিঃ কুবেরশ্চ ত্বষ্টা পূষাশ্বিনৌ ভগঃ ॥ ৩৩ ॥
আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বেদেবা মরুদ্‌গণাঃ ।
সর্ব্বে ধ্যায়ন্তি তাং দেবীং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীম্ ॥ ৩৪ ॥
কো ন সেবেত বিদ্বান্‌বৈ তাং শক্তিং পরমাত্মিকাম্ ।
সুদর্শনেন সা জ্ঞাতা দেবী সর্ব্বার্থদা শিবা ॥ ৩৫ ॥
ব্রহ্মৈব সাতিদুষ্প্রাপা বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপিণী ।
যোগগম্যা পরাশক্তির্মুমুক্ষূণাঞ্চ বল্লভা ॥ ৩৬ ॥
পরমাত্মস্বরূপং কো বেত্তুমর্হতি তাং বিনা ।
যা সৃষ্টিং ত্রিবিধাং কৃত্বা দর্শয়ত্যখিলাত্মনে ॥ ৩৭ ॥
সুদর্শনস্তু তাং দেবীং মনসা পরিচিন্তয়ন্ ।
রাজ্যলাভাৎ পরং প্রাপ্য সুখং বৈ কাননে স্থিতঃ ॥ ৩৮ ॥

বৃদ্ধিঃ কীর্ত্তিরিতি। ইত্যাদিরূপৈঃ সর্ব্বেষাং কল্যাণকর্ত্রী প্রত্যক্ষং স্পষ্টমেব বিভাসতে ॥ ৩১—৩৪ ॥
সুদর্শনেনেতি। তস্মাত্তস্য কথমেবং ফলং ন স্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৫ ॥
ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মরূপিণ্যাঃ সম্বিদ এব দেবীপদবাচ্যত্বমিতি ভাবঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। সর্ব্বে বৈ দেবা দেবীমুপতস্থুঃ কাসি ত্বং মহাদেবী সাব্রবীদহং ব্রহ্মরূপিণী মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগদিতি মুমুক্ষূণাঞ্চ বল্লভেতি। মুমুক্ষবো হি সর্ব্বং বিহায় মহাপ্রেম্‌ণা স্বাত্মরূপাং সম্বিদমেব পরিশীলয়ন্তি তস্মাত্তেষাং প্রিয়েত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥
মায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব দেবী তত্র ব্রহ্মভাগরূপেণ বর্ণনং কৃত্বা মায়াভাগরূপেণাপি বর্ণয়তি পরমাত্মস্বরূপমিতি। সর্ব্বপুরাণতন্ত্রাদিষু বেদেষু চেত্থমেব রীতিঃ। দেব্যা মায়াবিশিষ্ট-

---

প্রভৃতি রূপে এই জগতীতলে প্রত্যক্ষ প্রতিভাত হইতেছেন ॥ ৩১ ॥ যে যে নরগণ মায়ায় মোহিত, তাহারা দেবীর স্বরূপ জানিতে পারে না এবং যাহারা কুতর্ক-পিশাচের কুহকজালে নিহতচিত্ত, তাহারাই কল্যাণময়ী বিশ্বেশ্বরী দেবীকে ভজনা করে না ॥ ৩২ ॥ রাজন্! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শম্ভু, ইন্দ্র, বরুণ, যম, বায়ু, অগ্নি, কুবের, বিশ্বকর্ম্মা, পূষা, ভগ, আশ্বিনদ্বয়, আদিত্য, বসুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদ্‌গণ, এই সকলেই সেই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী দেবীর ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ৩৩—৩৪ ॥ কোন্ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি, সেই পরাশক্তির সেবা না করে? সুদর্শন সেই সর্ব্বার্থদায়িনী কল্যাণরূপিণীর স্বরূপ জানিতে পারিয়াছিল ॥ ৩৫ ॥ তিনিই দুর্লভ ব্রহ্মবস্তু, তিনিই বিদ্যা ও অবিদ্যারূপিণী এবং তিনিই মুক্তিকাম যোগিবৃন্দগণের যোগগম্যা পরাশক্তি ॥ ৩৬ ॥ রাজন্! যিনি সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ সৃষ্টি করিয়া অখিলাত্মাকে প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহার আশ্রয় ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি পরমাত্মার স্বরূপ বিদিত হইতে সমর্থ হয়? ॥ ৩৭ ॥ সুদর্শন অরণ্যমধ্যে অবস্থিত হইয়াও

সাপি চন্দ্রকলাত্যর্থং কামবাণপ্রপীড়িতা।
নানোপচারৈরনিশং দধার দুঃখিতং বপুঃ ॥ ৩৯ ॥
তাবত্তস্যাঃ পিতা জ্ঞাত্বা কন্যাং পুত্রবরার্থিনীম্।
সুবাহুঃ কারয়ামাস স্বয়ংবরমতন্দ্রিতঃ ॥ ৪০ ॥
স্বয়ংবরস্তু ত্রিবিধো বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
রাজ্ঞাং বিবাহযোগ্যো বৈ নান্যেষাং কথিতঃ কিল ॥ ৪১ ॥
ইচ্ছাস্বয়ংবরশ্চৈকো দ্বিতীয়শ্চ পণাভিধঃ।
যথা রামেণ ভগ্নং বৈ ত্র্যম্বকস্য শরাসনম্ ॥ ৪২ ॥
তৃতীয়ঃ শৌর্য্যশুল্কশ্চ শূরাণাং পরিকীর্ত্তিতঃ।
ইচ্ছাস্বয়ংবরং তত্র চকার নৃপসত্তমঃ ॥ ৪৩ ॥
শিল্পিভিঃ কারিতা মঞ্চাঃ শুভৈরাস্তরণৈর্যুতাঃ।
ততশ্চ বিবিধাকারাঃ সুক্লৃপ্তাঃ সভ্যমণ্ডপাঃ ॥ ৪৪ ॥
এবং কৃতেঽতিসম্ভারে বিবাহার্থং সুবিস্তরে।
সখীং শশিকলা প্রাহ দুঃখিতা চারুলোচনা ॥ ৪৫ ॥
ইদং মে মাতরং ব্রূহি ত্বমেকান্তে বচো মম।
ময়া বৃতঃ পতিশ্চিত্তে ধ্রুবসন্ধিসুতঃ শুভঃ ॥ ৪৬ ॥

ব্রহ্মরূপত্বাৎ ক্বচিন্মায়োপসর্জ্জনব্রহ্মরূপত্বেন বর্ণনং ক্বচিদ্ব্রহ্মোপসর্জ্জনমায়ারূপত্বেন বর্ণনমিতীদং চাস্মাভিরসকৃদুক্তং ন বিস্মর্ত্তব্যম্ ॥ ৩৭—৪২ ॥

সেই দেবীকে মনে মনে চিন্তা করিয়া রাজ্যলাভ-জনিত সুখ অপেক্ষাও অধিকতর সুখ প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩৮ ॥ এবং শশিকলাও স্মরসায়কে সাতিশয় পীড়িত ও দুঃখিত হইয়া নানাবিধ পরিচর্য্যা দ্বারা দেহ ধারণমাত্র করিতেছিল ॥ ৩৯ ॥ তখন রাজা সুবাহু নিজ কন্যাকে বরাকাঙ্ক্ষিণী জানিয়া বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক স্বয়ংবর করিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে রাজাদিগের বিবাহযোগ্য স্বয়ম্বর তিন প্রকার, কিন্তু অন্যের পক্ষে তাহা নহে। সেই ত্রিবিধ স্বয়ংবর যথা—ইচ্ছা-স্বয়ংবর প্রথম; পণ্য-স্বয়ংবর দ্বিতীয়, যেমন রামচন্দ্র শিবশরাসন ভগ্ন করিয়া জানকীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং শূরগণের শৌর্য্য-শুল্ক-স্বয়ংবর তৃতীয়; এই তিন প্রকার স্বয়ংবরের মধ্যে নৃপসত্তম সুবাহু ইচ্ছা-স্বয়ংবর করিয়াছিলেন ॥৪১-৪৩॥ রাজা শিল্পিগণের দ্বারা সুশোভন আস্তরণ সমন্বিত মঞ্চ এবং বিবিধ প্রকার সুসজ্জিত সভামণ্ডপ সকল নির্ম্মাণ করাইলেন ॥ ৪৪ ॥ এইরূপে স্বয়ংবর সভা নির্ম্মিত ও সুসজ্জিত এবং সামগ্রী-সম্ভার সমাহৃত হইলে চারুলোচনা শশিকলা সুদুঃখিত হইয়া সখীকে কহিল, তুমি মাতার নিকট গমন করিয়া আমার বচনানুসারে তাঁহাকে নির্জ্জনে

নান্যং বরং বরিষ্যামি তন্মুতে বৈ সুদর্শনম্।
স মে ভর্ত্তা নৃপসুতো ভগবত্যা প্রতিষ্ঠিতঃ॥ ৪৭॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তা সা সখী গত্বা মাতরং প্রাহ সত্বরা।
বৈদর্ভীং বিজনে বাক্যং মধুরং মঞ্জুভাষিণী॥ ৪৮॥
পুত্রী তে দুঃখিতা প্রাহ সাধ্বি! ত্বাং মন্মুখেন যৎ।
শৃণু ত্বং কুরু কল্যাণি! তদ্ধিতং ত্বরিতাধুনা॥ ৪৯॥
ভারদ্বাজাশ্রমে পুণ্যে ধ্রুবসন্ধিসুতোঽস্তি যঃ।
স মে ভর্ত্তা বৃতশ্চিত্তে নান্যং ভূপং বৃণোম্যহম্॥ ৫০॥

ব্যাস উবাচ।

রাজ্ঞী তদ্বচনং শ্রুত্বা স্বপতৌ গৃহমাগতে।
নিবেদয়ামাস তদা পুত্রীবাক্যং যথাতথম্॥ ৫১॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা বিস্মিতঃ প্রহসন্মুহুঃ।
ভার্য্যামুবাচ বৈদর্ভীং সুবাহুস্তু শ্রুতং বচঃ॥ ৫২॥

শৌর্য্যশুল্কশ্চ শৌর্য্যং শুল্কং যস্মিন্ স ইত্যর্থঃ। যস্য শৌর্য্যং বর্ত্ততে তেন সর্ব্বান্ রাজ্ঞো জিত্বা কন্যাহরণীয়েতি॥ ৪৩—৫১॥

কহিবে, আমি ধ্রুবসন্ধির সুশোভন পুত্র সুদর্শনকে মনে মনে বরণ করিয়াছি, আমি, সেই রাজকুমার ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিব না, দেবী ভগবতী তাঁহাকেই আমার ভর্ত্তা বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন॥ ৪৫—৪৭॥

ব্যাস বলিলেন, সখী রাজকুমারীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর গমন পূর্ব্বক তাঁহার মাতা বৈদর্ভীকে মধুর বচনে নির্জ্জনে কহিল, সাধ্বি! আপনার তনয়া দুঃখিত হইয়া আমার দ্বারা যাহা বলিয়া পাঠাইলেন তাহা শ্রবণ করুন এবং যাহা হিতকর হয় তাহাই অবিলম্বে সম্পাদন করুন॥ ৪৮—৪৯॥ তিনি বলিলেন "ভারদ্বাজ ঋষির পবিত্র আশ্রমে ধ্রুবসন্ধি রাজার পুত্র আছেন, তাঁহাকেই আমি মনে মনে বরণ করিয়াছি, আর অন্য কোনও ভূপতিকে বরণ করিব না"॥ ৫০॥

ব্যাস বলিলেন, রাজমহিষী তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার পতি গৃহে আগমন করিলে তাঁহাকে তনয়ার বাক্য যথাযথরূপে সমস্তই নিবেদন করিলেন॥ ৫১॥ তাহা শুনিয়া রাজা সুবাহু বিস্মিত হইলেন, পরে মুহুর্মুহু হাস্য করিয়া নিজ মহিষী বিদর্ভরাজতনয়াকে তথ্য বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন, সুভ্রু! সেই রাজপুত্র সুদর্শন বালক, রাজ্য হইতে বনে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, এক্ষণে অসহায় হইয়া মাতার সহিত নির্জ্জন বনে বাস করি-

সুভ্রু ! জানাসি বালোঽসৌ রাজ্যান্নিষ্কাষিতো বনে।
একাকী সহ মাত্রা বৈ বসতে নির্জ্জনে বনে ॥ ৫৩ ॥
তৎকৃতে নিহতো রাজা বীরসেনো যুধাজিতা।
স কথং নির্ধনো ভর্ত্তা যোগ্যঃ স্যাচ্চারুলোচনে ! ॥ ৫৪ ॥
ব্রূহি পুত্রীং ততো বাক্যং কদাচিদপি বিপ্রিয়ম্।
আগমিষ্যন্তি রাজানঃ স্থিতিমন্তঃ স্বয়ংবরে ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে কাশীরাজকন্যায়া বিবাহোদ্যোগ বর্ণনং নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

সুনৃতমিত্যপি পাঠঃ ॥ ৫২—৫৪ ॥

ব্রূহীতি। অস্মিন্ স্বয়ংবরে স্থিতমন্তঃ প্রতিষ্ঠিতা রাজান আগমিষ্যন্তি তস্মাদেতাদৃশং সর্ব্বেষাং বিপ্রিয়ং বাক্যং কদাপি ত্বয়া ন বক্তব্যমিতিশেষঃ। ইতি পুত্রীং ব্রূহীতি ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

তেছে ॥ ৫২—৫৩ ॥ তাহারই নিমিত্ত রাজা বীরসেন যুধাজিৎ কর্ত্তৃক সমরে নিহত হইয়াছেন, হে চারুলোচনে ! সেই নির্ধন বনুগত অসহায় বালক কিরূপে তাহার ভর্ত্তা হইবে ? ॥ ৫৪ ॥ অতএব শশিকলাকে বলিও তোমার স্বয়ংবর-সভায় বহুতর মর্য্যাদাশালী মহৎ মহৎ রাজগণ আগমন করিবেন তুমি তাহাদের যাহাকে হয় মনোনীত করিবে, অতএব এরূপ অপ্রিয় বাক্য আর উচ্চারণ করিও না ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষিবেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে কাশিরাজের কন্যা শশিকলারস্বয়ংবরের উদ্যোগ বর্ণন নামক অষ্টাদশঅধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ভর্ত্রা সাভিহিতা বালাং পুত্রীং কৃত্বাঙ্কসংস্থিতাম্।
উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণং সমাশ্বাস্য শুচিস্মিতাম্ ॥ ১ ॥
কিং বৃথা সুদতি! ত্বং হি বিপ্রিয়ং মম ভাষসে।
পিতা তে দুঃখমাপ্নোতি বাক্যেনানেন সুব্রতে! ॥ ২ ॥
সুদর্শনোঽতিদুর্ভাগ্যো রাজ্যভ্রষ্টো নিরাশ্রয়ঃ।
বলকোশবিহীনশ্চ পরিত্যক্তস্তু বান্ধবৈঃ ॥ ৩॥
মাত্রা সহ বনং প্রাপ্তঃ ফলমূলাশনঃ কৃশঃ।
ন তে যোগ্যো বরোঽয়ং বৈ বনবাসী চ দুর্ভগঃ ॥ ৪ ॥
রাজপুত্রাঃ কৃতপ্রজ্ঞা রূপবন্তঃ সুসম্মতাঃ।
তবার্হাঃ পুত্রি! সন্ত্যন্যে রাজচিহ্নৈরলঙ্কৃতাঃ ॥ ৫ ॥
ভ্রাতাস্য বর্ত্ততে কান্তঃ স রাজ্যং কোশলেষু বৈ।
করোতি রূপসম্পন্নঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতঃ ॥ ৬ ॥

দ্বিষষ্টিশ্লোকবর্যৈস্তু সুদর্শনযুতা নৃপাঃ।
স্বয়ংবরে সমাজগ্মুরিতি সম্যক্‌কথোচ্যতে ॥

ভর্ত্তা সেতি। সা রাজপত্নী ভর্ত্রা রাজ্ঞেত্যর্থঃ ॥ ১—৪ ॥
রাজচিহ্নৈশ্ছত্রচামরাদিভিঃ ॥ ৫—৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, সুবাহু এইরূপ বলিলে পর রাজমহিষী নিজতনয়া শুচিস্মিতা শশিকলাকে ক্রোড়ে বসাইয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক মধুর বচনে বলিতে আরম্ভ করিলেন, চারুলোচনে! তুমি সর্ব্বদা ব্রতাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাক অতএব কেন আমার অপ্রিয় কথা বলিতেছ? রাজা তোমার এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন ॥ ১-২ ॥ সেই সুদর্শন অতি দুর্ভাগ্য, রাজভ্রষ্ট, নিরাশ্রয়, বলকোষ-বিহীন, বান্ধবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, মাতার সহিত বনে নির্ব্বাসিত, ফলমূলাহারী এবং কৃশ অতএব এরূপ বনবাসী ভাগ্যবিহীন ব্যক্তি তোমার যোগ্য বর নহে। বহুতর কৃতবিদ্য রূপবান্, সকলের সুসম্মত, রাজচিহ্নে অলঙ্কৃত, তোমার যোগ্য রাজপুত্র আছেন, তাঁহারা এই স্বয়ংবরে আগমন করিবেন ॥ ৩—৫ ॥ ঐ সুদর্শনের সর্ব্বসুলক্ষণ-সমন্বিত ও মনোহর রূপগুণ-সম্পন্ন এক ভ্রাতা আছেন, তিনি কোশল দেশে

অন্যচ্চ কারণং সুভ্রু! শৃণু যচ্চ ময়া শ্রুতম্।
যুধাজিৎ সততং তস্য বধকামোঽস্তি ভূমিপঃ ॥ ৭ ॥
দৌহিত্রঃ স্থাপিতস্তেন রাজ্যে কৃত্বাতিসঙ্গরম্।
বীরসেনং নৃপং হত্বা সংমন্ত্র্য সচিবৈঃ সহ ॥ ৮ ॥
ভারদ্বাজাশ্রমং প্রাপ্তো হন্তুকামঃ সুদর্শনম্।
মুনিনা বারিতঃ পশ্চাজ্জগাম নিজমন্দিরম্ ॥ ৯ ॥

শশিকলোবাচ।

মাতর্মমেপ্সিতঃ কামে বনস্থোঽপি নৃপাত্মজঃ।
শর্য্যাতিবচনেনৈব সুকন্যা চ পতিব্রতা ॥ ১০ ॥
চ্যবনঞ্চ যথা প্রাপ্য পতিশুশ্রূষণে রতা।
ভর্তৃশুশ্রূষণং স্ত্রীণাং স্বর্গদং মোক্ষদং তথা।
অকৈতবকৃতং নূনং সুখদং ভবতি স্ত্রিয়াঃ ॥ ১১ ॥
ভগবত্যা সমাদিষ্টং স্বপ্নে বরমনুত্তমম্।
তম্মতেঽহং কথং চান্যং সংশ্রয়ামি নৃপাত্মজম্ ॥ ১২ ॥

অতিসঙ্গরমতিসংগ্রামম্ ॥ ৮—৯ ॥

এবং মাতুর্ব্বচনং বাক্যং সুদর্শনপ্রত্যাখ্যানাভিপ্রায়কং শ্রুত্বা শশিকলোবাচ মাতর্মমেপ্সিত ইতি। কামে মন্মনোরথবিষয়ে। তত্র দৃষ্টান্তমাহ শর্য্যাতীতি ॥ ১০ ॥

যথেতি। যথা শর্য্যাতে রাজ্ঞো বচনেন সুকন্যানাম্নী শর্য্যাতিসুতা চ্যবনং বৃদ্ধং পতিং প্রাপ্য পতিশুশ্রূষণে রতা তথৈব মম রাজ্যাদিলোভো নাস্তি কিন্তু ভর্তৃশুশ্রূষণমেবাভিলষিতং তত্তু মম সুদর্শনে পত্যাবস্ত্বেবেতি ভাবঃ। ভর্তৃশুশ্রূষণমেব স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্ম ইত্যাহ। ভর্ত্রিতি ॥ ১১ ॥

রাজত্ব করিতেছেন ॥ ৬ ॥ আমি অন্য আর এক বিশেষ কারণ শুনিয়াছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর, যুধাজিৎ নামক ভূপাল সুদর্শনকে বধ করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান্ আছেন ॥ ৭ ॥ তিনি সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা পূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধে বীরসেনকে নিহত করিয়া আপন দৌহিত্রকে সেই রাজ্যে স্থাপিত করিয়াছেন ॥ ৮ ॥ সুদর্শনকে বিনাশ করিবার মানসে যুধাজিৎ ভারদ্বাজের আশ্রম পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন; পরে মুনি কর্তৃক নিবারিত হইয়া নিজ গৃহে প্রতিগমন করেন ॥ ৯ ॥

শশিকলা কহিলেন, জননি! বনস্থ হইলেও সেই রাজপুত্র আমার মনোরথ বিষয়ে সুসম্মত; শর্য্যাতির বাক্যে পতিব্রতা সুকন্যা যেমন চ্যবনকে প্রাপ্ত হইয়া পতিশুশ্রূষায় নিরত ছিলেন, আমিও এখন সেই রাজপুত্রকে লাভ করিয়া নিরন্তর তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিব। পতির শুশ্রূষা করিলে নারীগণ স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয়; অতএব,

মচ্চিত্তভিত্তৌ লিখিতো ভগবত্যা সুদর্শনঃ ।
তং বিহায় প্রিয়ং কান্তং করিষ্যেঽহং ন চাপরম্ ॥ ১৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

প্রত্যাদিষ্টাথ বৈদর্ভী তয়া বহুনিদর্শনৈঃ ।
ভর্ত্তারং সর্ব্বমাচষ্ট পুত্র্যোক্তং বচনং ভৃশম্ ॥ ১৪ ॥
বিবাহস্য দিনাদর্ব্বাগাপ্তং শ্রুতসমন্বিতম্ ।
দ্বিজং শশিকলা তত্র প্রেষয়ামাস সত্বরম্ ॥ ১৫ ॥
যথা ন বেদ মে তাতো তথা গচ্ছ সুদর্শনম্ ।
ভারদ্বাজাশ্রমে ব্রূহি মদ্বাক্যাত্তরসা বিভো ! ॥ ১৬ ॥
পিত্রা মে সম্ভৃতঃ কামং মদর্থেন স্বয়ংবরঃ ।
আগমিষ্যন্তি রাজানো বলযুক্তা হ্যনেকশঃ ॥ ১৭ ॥
ময়া ত্বং বৈ বৃতশ্চিত্তে সর্ব্বথা প্রীতিপূর্ব্বকম্ ।
ভগবত্যা সমাদিষ্টঃ স্বপ্নে মম সুরোপম ! ॥ ১৮ ॥

কিঞ্চ সুদর্শনবিষয়ে মম ভগবত্যা আজ্ঞাপ্যস্তীত্যাহ। ভগবত্যেতি। সমাদিষ্টস্তং সুদর্শনং বরং পতিমৃতে ইত্যন্বয়ঃ। সংশ্রয়ামি সংশ্রয়িষ্যামি ॥ ১২-১৩ ॥

প্রত্যাদিষ্টা প্রত্যাখ্যাতা ॥ ১৪ ॥

অস্মিন্ সময়ে শশিকলা যৎ কৃতবতী তদাহ। বিবাহস্যেতি ॥ ১৫—১৬ ॥

মদর্থেন মৎপ্রয়োজনেন স্বয়ংবরঃ সম্ভৃতঃ সম্পাদিতঃ ॥ ১৭ ॥

সরলভাবে পতিসেবায় নিরত থাকিলে তাহাদের সুখলাভ হয়, সন্দেহ নাই ॥ ১০—১১ ॥ আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি দেবী ভগবতী তাঁহাকেই আমার বর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই রাজপুত্র ব্যতীত আমি কিরূপে অন্য কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি ॥ ১২ ॥ দেবী ভুবনেশ্বরী আমার চিত্তভিত্তিতে সুদর্শনকে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই প্রিয়তম কমনীয় কান্তকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কাহাকেও বরণ করিতে পারিব না ॥ ১৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! এইরূপে বিদর্ভরাজ তনয়া বহুতর নিদর্শন দ্বারা নিরস্ত হইয়া শশিকলার বাক্য সমুদায় রাজার নিকট নিবেদন করিলেন ॥ ১৪ ॥ অনন্তর শশিকলা ব্যস্ত হইয়া বিবাহের পূর্ব্ব দিনে একজন বেদজ্ঞ ও বিশ্বস্ত বিপ্রবরকে ভারদ্বাজের আশ্রমে এই বলিয়া পাঠাইলেন, দ্বিজবর! যাহাতে আমার পিতা জানিতে না পারেন আপনি সেই-রূপে সুদর্শনের নিকট গমন পূর্ব্বক আমার বাক্য সকল তাঁহাকে বলুন ॥ ১৫—১৬ ॥ পিতা আমার নিমিত্ত এক স্বয়ংবর সভা করিয়াছেন, বহুতর সৈন্যসমন্বিত পরাক্রমশালী রাজগণ তাহাতে উপস্থিত হইবেন, হে অমরোপম! দেবী ভগবতী স্বপ্নযোগে আমাকে তোমার বিষয়ে আদেশ করিলে আমি পূর্ব্ব হইতেই তোমাকে প্রীতি পূর্ব্বক মনে মনে বরণ করি-

বিষমগ্নি হুতাশে বা প্রপতামি প্রদীপিতে।
বরয়ে ত্বদৃতে নান্যং পিতৃভ্যাং প্রেরিতাপি বা॥ ১৯॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা সংবৃতস্ত্বং ময়া বরঃ।
ভগবত্যাঃ প্রসাদেন শর্ম্মাবাভ্যাং ভবিষ্যতি॥ ২০॥
আগন্তব্যং ত্বয়াত্রৈব দৈবং কৃত্বা পরং বলম্।
যদধীনং জগৎ সর্ব্বং বর্ত্ততে সচরাচরম্॥ ২১॥
ভগবত্যা যদাদিষ্টং ন তন্মিথ্যা ভবিষ্যতি।
যদ্বশে দেবতাঃ সর্ব্বা বর্ত্তন্তে শঙ্করাদয়ঃ॥ ২২॥
বক্তব্যোঽসৌ ত্বয়া ব্রহ্মন্নেকান্তে বৈ নৃপাত্মজঃ।
যথা ভবতি মে কার্য্যং তৎ কর্ত্তব্যং ত্বয়ানঘ!॥ ২৩॥
ইত্যুক্ত্বা দক্ষিণাং দত্ত্বা মুনির্ব্ব্যাপারিতস্তয়া।
গত্বা সর্ব্বং নিবেদ্যাশু তত্র প্রত্যাগতো দ্বিজঃ॥ ২৪॥
সুদর্শনস্তু তজ্‌জ্ঞাত্বা নিশ্চয়ং গমনে তদা।
চকার মুনিনা তেন প্রেরিতঃ পরমাদরাৎ॥ ২৫॥

হে সুরোপম ত্বং ভগবত্যা স্বপ্নে সমাদিষ্টো দর্শিত আজ্ঞপ্তো ময়া চিত্তে বৃত ইত্যন্বয়ঃ॥ ১৮—২২॥

বক্তব্যোঽসাবিতি। হে ব্রহ্মন্মদ্বাক্যান্নৃপাত্মজঃ সুদর্শনস্ত্বয়ৈবং বক্তব্যঃ॥ ২৩॥

তত্র শশিকলা যদ্দেশে তত্র প্রত্যাগতঃ॥ ২৪॥

য়াছি॥১৭—১৮॥ আমি বিষ ভক্ষণ করিব, অথবা প্রদীপ্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিব ইহাও শ্রেয়, তথাপি তোমা ব্যতিরেকে পিতা মাতার আদেশমত অন্যকে বরণ করিব না॥১৯॥ আমি মন, কর্ম্ম ও বাক্য দ্বারা তোমাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি, ভগবতীর প্রসাদে আমাদের অবশ্যই সুখ সংঘটিত হইবে সন্দেহ নাই॥ ২০॥ এই চরাচর অখিল জগৎ যাহার অধীন সেই দৈব-বলের উপর নির্ভর করিয়া তুমি এই স্থানে অবশ্যই আগমন করিবে॥ ২১॥ শঙ্করাদি দেবগণ যাঁহার বশবর্ত্তী সেই দেবী ভগবতী যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহা কদাচ মিথ্যা হইবে না॥ ২২॥ হে ব্রহ্মন্! আপনি ধার্ম্মিকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য অতএব আপনি সেই নৃপতিপুত্রকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া এই সকল বাক্য বলিবেন; অধিক আর কি বলিয়া দিব, যাহাতে আমার কার্য্য সাধন হয় তাহা আপনি অবশ্য অবশ্যই করিবেন॥ ২৩॥ এই বলিয়া দাক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক বিপ্রবরকে সুদর্শন সন্নিধানে পাঠাইয়া দিলেন, তিনি তথায় গমন পূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিয়া সত্বর প্রত্যাগত হইলেন॥ ২৪॥ সুদর্শন ইহা অবগত হইয়া তথায় গমন করিতে স্থির নিশ্চয় হইলে মহর্ষি ভারদ্বাজ তাঁহাকে পরম সমাদরে প্রেরণ করিলেন॥ ২৫॥

ব্যাস উবাচ।

গমনায়োদ্যতং পুত্রং তমুবাচ মনোরমা।
বেপমানাতিদুঃখার্ত্তা জাতত্রাসাশ্রুলোচনা ॥ ২৬ ॥
কুত্র গচ্ছসি তত্রাদ্য সমাজে ভূভৃতাং কিল।
একাকী কৃতবৈরশ্চ কিং বিচিন্ত্য স্বয়ংবরে ॥ ২৭ ॥
যুধাজিদ্বন্তুকামস্ত্বাং সমেষ্যতি মহীপতিঃ।
ন তেঽন্যোঽস্তি সহায়শ্চ তস্মান্মা ব্রজ পুত্রক ! ॥ ২৮ ॥
একপুত্রাতিদীনাস্মি তবাধারা নিরাশ্রয়া।
নার্হসি ত্বং মহাভাগ ! নিরাশাং কর্ত্তুমদ্য মাম্ ॥ ২৯ ॥
পিতা মে নিহতো যেন সোঽপি তত্রাগতো নৃপঃ।
একাকিনং গতং তত্র যুধাজিত্ত্বাং হনিষ্যতি ॥ ৩০ ॥

সুদর্শন উবাচ।

ভবিতব্যং ভবত্যেব নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
আদেশাচ্চ জগন্মাতুর্গচ্ছাম্যদ্য স্বয়ংবরে ॥ ৩১ ॥
মা শোকং কুরু কল্যাণি ! ক্ষত্রিয়াসি বরাননে ! ।
ন বিভেমি প্রসাদেন ভগবত্যা নিরন্তরম্ ॥ ৩২ ॥

মুনিনা ভারদ্বাজেন প্রেরিতো গমনে নিশ্চয়ং চকার ॥ ২৫—২৬ ॥
কিং বিচিন্ত্যেতি। কিমাশ্রয়ং বিচিন্ত্য স্বয়ংবরে গচ্ছসীত্যন্বয়ঃ ॥ ২৭—৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, পুত্রকে গমনোদ্যত দেখিয়া মনোরমা দুঃখিতা ও কম্পমানা হইয়া অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন ॥ ২৬ ॥ সুদর্শন! তুমি এখন কোথায় যাইতেছ ? যেখানে তোমার বিষম বৈরি সকল বিদ্যমান তুমি একাকী কি ভাবিয়া সেই রাজাদিগের স্বয়ংবর সভায় গমন করিতেছ। পুত্র! তুমি এখন বালক, রাজা যুধাজিৎ তোমার বিনাশের বাসনা করিয়া তথায় আগমন করিবে, সেখানে তোমার কেহই সহায় নাই অতএব তুমি কদাচই গমন করিও না ॥ ২৭—২৮ ॥ তুমি আমার একমাত্র পুত্র, আমি অতি দীন ও নিরাশ্রয়, আমার অন্য কোন অবলম্বন নাই, অতএব এসময় আমাকে নিরাশ করা তোমার উচিত হয় না ॥ ২৯ ॥ দেখ সুদর্শন ! যে যুধাজিৎ আমার পিতাকে নিহত করিয়াছে, সেই দুর্দ্দান্ত রাজা তথায় আগমন করিবে, তুমি একাকী সেস্থলে গমন করিলে সে তোমাকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিবে ॥ ৩০ ॥ সুদর্শন কহিলেন মাতঃ ! যাহা ভবিতব্য তাহা অবশ্যই হইবে, এ বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই, জগন্মাতার আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা রথমারুহ্য গন্তুকামং সুদর্শনম্।
দৃষ্ট্বা মনোরমা পুত্রমাশীর্ভিশ্চাভ্যমোদয়ৎ ॥ ৩৩ ॥
অগ্রতস্তেঽম্বিকা পাতু পৃষ্ঠে পদ্মদলেক্ষণা।
পার্ব্বতীপার্শ্বয়োঃ পাতু শিবা সর্ব্বত্র সাম্প্রতম্ ॥ ৩৪ ॥
বারাহী বিষমে মার্গে দুর্গা দুর্গেষু কর্হিচিৎ।
কালিকা কলহে ঘোরে পাতু ত্বাং পরমেশ্বরী ॥ ৩৫ ॥
মণ্ডপে তত্র মাতঙ্গী তথা সৌম্যা স্বয়ংবরে।
ভবানী ভূপমধ্যে তু পাতু ত্বাং ভবমোচনী ॥ ৩৬ ॥
গিরিজা গিরিদুর্গেষু চামুণ্ডা চত্বরেষু চ।
কামগা কাননেষ্বেবং রক্ষতু ত্বাং সনাতনী ॥ ৩৭ ॥
বিবাদে বৈষ্ণবী শক্তিরবতাত্ত্বাং রঘূদ্বহ!।
ভৈরবী চ রণে সৌম্য! শত্রূণাং বৈ সমাগমে ॥ ৩৮ ॥
সর্ব্বদা সর্ব্বদেশেষু পাতু ত্বাং ভুবনেশ্বরী।
মহামায়া জগদ্ধাত্রী সচ্চিদানন্দরূপিণী ॥ ৩৯ ॥

আদেশাদাজ্ঞয়া ॥ ৩১—৩৩ ॥
অগ্রতস্তেঽম্বিকা পাতু। তে তবাগ্রতোঽগ্রদেশে স্থিতাম্বিকা ত্বাং পাত্বিত্যর্থঃ। উত্তরত্রাপ্যেবমেবার্থঃ ॥ ৩৪—৩৬ ॥

আমি অদ্য স্বয়ংবর সভায় গমন করিব ॥ ৩১ ॥ কল্যাণি! আপনি শোক করিবেন না আমি ভগবতীর প্রসাদে কাহাকেও কখন ভয় করি না ॥ ৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, সুদর্শন এই বলিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক গমনেচ্ছুক হইল দেখিয়া মনোরমা তাহাকে আশীর্ব্বচন দ্বারা আনন্দিত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ পুত্র! অম্বিকাদেবী তোমাকে অগ্রভাগে রক্ষা করুন, পদ্মলোচনা পশ্চাৎভাগে, পার্ব্বতী উভয় পার্শ্বে, শিবাদেবী সর্ব্বত্রে, বারাহী বিষম মার্গে, দুর্গা রাজদুর্গে, কালিকা ঘোর কলহে, পরমেশ্বরী মণ্ডপস্থানে, মাতঙ্গী স্বয়ংবর স্থানে, ভবমোচনী ভবানী ভূপগণের মধ্যে, গিরিজা গিরিদুর্গে, চামুণ্ডা চত্বরস্থানে, সনাতনী কামগা কানন মধ্যে রক্ষা করুন ॥৩৪-৩৭॥ হে রঘুকুলোদ্ভব! বৈষ্ণবী শক্তি তোমাকে বিবাদে রক্ষা করুন, ভৈরবী রণে ও শত্রুসমাগমে রক্ষা করুন ॥ ৩৮ ॥ রে পুত্রক! সচ্চিদানন্দময়ী, জগদ্ধাত্রী মহামায়া ভুবনেশ্বরী তোমাকে সর্ব্বদাই সকল স্থলে রক্ষা করুন ॥ ৩৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তং তদা মাতা বেপমানা ভয়াকুলা।
উবাচাহং ত্বয়া সার্দ্ধমাগমিষ্যামি সর্ব্বথা ॥ ৪০ ॥
নিমিষার্দ্ধং বিনা ত্বাং বৈ নাহং স্থাতুমিহোৎসহে।
সহৈব নয় মাং বৎস! যত্র তে গমনে মতিঃ ॥ ৪১ ॥
ইত্যুক্ত্বা নিঃসৃতা মাতা ধাত্রেয়ীসংযুতা তদা।
বিপ্রৈর্দ্দত্তাশিষঃ সর্ব্বে নির্যযুর্হর্ষসংযুতাঃ ॥ ৪২ ॥
বারাণস্যাং ততঃ প্রাপ্তো রথেনৈকেন রাঘবঃ।
জ্ঞাতঃ সুবাহুনা তত্র পূজিতশ্চার্হণাদিভিঃ ॥ ৪৩ ॥
নিবেশার্থং গৃহং দত্তমন্নপানাদিকং তথা।
সেবকং সমনুজ্ঞাপ্য পরিচর্য্যার্থমেব চ ॥ ৪৪ ॥
মিলিতাস্তথ রাজানো নানাদেশাধিপাঃ কিল।
যুধাজিদপি সম্প্রাপ্তো দৌহিত্রেণ সমন্বিতঃ ॥ ৪৫ ॥
করূষাধিপতিশ্চৈব তথা মদ্রেশ্বরো নৃপঃ।
সিন্ধুরাজস্তথা বীরো যোদ্ধা মাহিষ্মতীপতিঃ ॥ ৪৬ ॥

গিরিসম্বধিনো যে দুর্গাস্তেষু। পূর্ব্বোক্তা দুর্গাস্ত স্থলদুর্গাঃ ॥ ৩৭—৪২ ॥
রাঘবঃ রঘুকুলোৎপন্নঃ সুদর্শনঃ ॥ ৪৩—৪৪ ॥
দৌহিত্রেণ শত্রুজিতা ॥ ৪৫—৪৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, অনন্তর মনোরমা তাহাকে এই বলিয়া ভয়ে ব্যাকুল অন্তঃকরণে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, সুদর্শন! আমি তোমার সঙ্গে গমন করিব, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবে না ॥ ৪০ ॥ তোমা ব্যতিরেকে আমি নিমেষ মাত্রও এখানে অবস্থিতি করিতে পারিব না, বৎস! যেখানে গমন করিতে তোমার বাসনা হইয়াছে, আমাকেও তথায় লইয়া চল ॥ ৪১ ॥ এই বলিয়া তখন তাহার মাতা ধাত্রীর সহিত নির্গত হইলেন, বিপ্রগণ আশীর্ব্বচন প্রদান করিলে সকলেই সেস্থান হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৪২ ॥ রঘুকুলনন্দন সুদর্শন একই রথে আরোহণ পূর্ব্বক বারাণসীতে উপনীত হইলে, তত্রত্য রাজা সুবাহু তাহার আগমন অবগত হইয়া সৎকারাদি দ্বারা যথাযোগ্য পূজা করিলেন ॥ ৪৩ ॥ বাসের নিমিত্ত গৃহ ও অন্ন পানাদি সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদান করিয়া পরিচর্য্যার নিমিত্ত ভৃত্যদিগকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন ॥ ৪৪ ॥ অনন্তর নানাদেশ হইতে বহুতর নৃপতিগণ আসিয়া মিলিত হইলেন এবং যুধাজিৎও নিজ দৌহিত্র শত্রুজিৎকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥৪৫॥ করূষাধিপতি, মদ্ররাজ, সিন্ধুরাজ, প্রসিদ্ধ বীর ও যোদ্ধৃবর মাহিষ্মতীর অধীশ্বর, পাঞ্চাল-

পাঞ্চালঃ পর্ব্বতীয়শ্চ কামরূপোঽতিবীর্য্যবান্।
কার্ণাটশ্চোলদেশীয়ো বৈদর্ভশ্চ মহাবলঃ ॥ ৪৭ ॥
অক্ষৌহিণীত্রিষষ্টিশ্চ মিলিতা সংখ্যয়া তদা।
বেষ্টিতা নগরী সা তু সৈন্যৈঃ সর্ব্বত্র সংস্থিতৈঃ ॥ ৪৮ ॥
এতে চান্যে চ বহবঃ স্বয়ংবরদিদৃক্ষয়া।
মিলিতাস্তত্র রাজানো বরবারণসংযুতাঃ ॥ ৪৯ ॥
অন্যোন্যনৃপপুত্রাস্ত ইত্যূচুর্ম্মিলিতাস্তদা।
সুদর্শনো নৃপসুতো হ্যাগতোঽস্তি নিরাকুলঃ ॥ ৫০ ॥
একাকী রথমারুহ্য মাত্রা সহ মহামতিঃ।
বিবাহার্থমিহায়াতঃ কাকুৎস্থঃ কিং নু সাম্প্রতম্ ॥ ৫১ ॥
এতান্ রাজসুতাংস্ত্যক্ত্বা সসৈন্যান্ সায়ুধানথ।
কিমেনং রাজপুত্রী সা বরিষ্যতি মহাভুজম্ ॥ ৫২ ॥
যুধাজিদথ রাজেশস্তানুবাচ মহীপতীন্।
অহমেনং হনিষ্যামি কন্যার্থে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥
কেরলাধিপতিঃ প্রাহ তং তদা নীতিবিত্তমঃ।
নাত্র যুদ্ধং প্রকর্ত্তব্যং রাজন্নিচ্ছাস্বয়ংবরে ॥ ৫৪ ॥

কামরূং দেশম্পাতীতি কামরূপঃ ॥ ৪৭—৫০ ॥
কিং নু সাম্প্রতমিতি। যুধাজিৎপ্রমুখাস্ত্রিষষ্ট্যক্ষৌহিণীসহিতাঃ প্রাণহারকাঃ শত্রবঃ সর্ব্বে সমাগতাঃ। অস্মিন্ সমাজে একাকিন আগমনং কিং নু সাম্প্রতং যোগ্যং ন যোগ্যমিতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৫১—৫৩ ॥

রাজ, পর্ব্বতীয়রাজ, কর্ণাটরাজ, বীর্য্যবান্ কামরূপাধিপতি, চোলরাজ এবং মহাবল বিদর্ভ-রাজ ত্রিষষ্টি অক্ষৌহিণী সেনার সহিত মিলিত হইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বারাণসীর চারিদিক সর্ব্বত্রই সেনা দ্বারা পরিপূরিত হইল ॥ ৪৬-৪৮ ॥ অন্যান্য নৃপতিগণ স্বয়ংবর দর্শন মানসে উত্তম উত্তম হস্তি আরোহণ পূর্ব্বক উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৯ ॥ তখন রাজ-পুত্রগণ, বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, রাজকুমার সুদর্শনও এখানে আসিয়া নিরাকুল চিত্তে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৫০ ॥ কাকুৎস্থ কুলোৎপন্ন মহামতি সহায়বিহীন সুদর্শন বিবাহের নিমিত্তই কি রথারোহণ পূর্ব্বক মাতার সহিত এখানে আগমন করিয়াছেন? ॥ ৫১ ॥ এই সৈন্যসংযুক্ত, সায়ুধ রাজপুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া সেই রাজপুত্রী কি এই মহাভুজ সুদর্শনকে বরণ করিবেন? ॥ ৫২ ॥ অনন্তর রাজবর যুধাজিৎ সমস্ত মহীপতি-গণকে কহিলেন, আমি কন্যার নিমিত্ত ইহাকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব ॥ ৫৩ ॥ তাঁহার সেই

বলেন হরণং নাস্তি নাত্র শুল্কস্বয়ংবরঃ।
কন্যেচ্ছয়াত্র বরণং বিবাদঃ কীদৃশস্ত্বিহ ॥ ৫৫ ॥
অন্যায়েন ত্বয়া পূর্ব্বমসৌ রাজ্যাৎ প্রবাসিতঃ।
দৌহিত্রায়ার্পিতং রাজ্যং বলবন্নৃপসত্তম! ॥ ৫৬ ॥
কাকুৎস্থোঽয়ং মহাভাগ! কোসলাধিপতেঃ সুতঃ।
কথমেনং রাজপুত্রং হনিষ্যসি নিরাগসম্ ॥ ৫৭ ॥
লপ্স্যসে তৎফলং নূনমনয়স্য নৃপোত্তম!।
শাস্তাস্তি কশ্চিদায়ুষ্মন্! জগতোঽস্য জগৎপতিঃ ॥ ৫৮ ॥
ধর্ম্মো জয়তি নাধর্ম্মঃ সত্যং জয়তি নানৃতম্।
মানয়ং কুরু রাজেন্দ্র! ত্যজ পাপমতিং কিল ॥ ৫৯ ॥
দৌহিত্রস্তব সম্প্রাপ্তঃ সোঽপি রূপসমন্বিতঃ।
রাজ্যযুক্তস্তথা শ্রীমান্ কথং তং ন বরিষ্যতি ॥ ৬০ ॥

নীতিসত্তমো নীতিজ্ঞঃ। ইচ্ছাস্বয়ংবরে কন্যায়া যস্মিন্নিচ্ছা ভবতি স তয়া বরণীয় ইতি মর্য্যাদায়াঃ সত্বান্নাত্র যুদ্ধং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

বলেনেতি। অস্মিন্নিচ্ছাস্বয়ম্বরে বলেন হরণং নাস্তি তত্তু শৌর্য্যশুল্কে এব বর্ত্ততে নাত্র শুল্কোঽস্তি কিন্তর্হি তত্রাহ। কন্যেচ্ছয়েতি ॥ ৫৫ ॥

কিঞ্চাস্যাপরাধাভাবেন কথমেনং হনিষ্যসীত্যাহ। অন্যায়েনেতি ॥ ৫৬—৫৭ ॥

জগৎপতিঃ পরমেশ্বরোঽস্ত্যেব শাস্তা কশ্চিদ্বিলক্ষণঃ ॥ ৫৮—৫৯ ॥

কথং তং ন বরিষ্যতীতি। যদি কন্যায়া ইচ্ছাস্তি তর্হি তং কথং ন বরিষ্যতি যদি নাস্তি তর্হি তব বিবাদেনাপি কিং ফলম্। কন্যেচ্ছায়াঃ স্বতন্ত্রত্বাৎ ॥ ৬০ ॥

বাক্য শ্রবণ করিয়া নীতিজ্ঞগণের অগ্রগণ্য কেরলরাজ কহিতে লাগিলেন, রাজন্! ইচ্ছা-স্বয়ংবরে যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে ॥৫৪॥ এস্থানে শুল্ক-স্বয়ংবর হইবে না সুতরাং বলপূর্ব্বক কন্যা হরণের ব্যবস্থাও নাই, এখানে কন্যা আপন ইচ্ছায় বরণ করিবে, অতএব ইহাতে আবার বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা কি? ॥৫৫॥ তুমি পূর্ব্বে অন্যায় করিয়া উহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছ এবং শ্রেষ্ঠ নৃপতি হইয়াও বলপূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিয়া নিজ দৌহিত্রকে প্রদান করিয়াছ ॥ ৫৬ ॥ হে মহাভাগ! সুদর্শন কাকুৎস্থ কুলোৎপন্ন ও কোশলাধিপতির তনয়, তুমি এই নিরপরাধ রাজপুত্রকে কেন বিনাশ করিবে? ॥ ৫৭ ॥ আয়ুষ্মন্! তুমি নিশ্চয় জানিও যে এই জগতে কেহ না কেহ ঈশ্বর আছেন, তিনিই এই অখিলের শাসন করিয়া থাকেন, তুমি যদি কোন দুর্নয়ের অনুষ্ঠান কর, তবে অবশ্যই তাঁহার নিকট হইতে যথোচিত ফল প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই ॥৫৮॥ রাজেন্দ্র! ধর্ম্ম ও সত্যেরই সর্ব্বত্র জয় এবং অধর্ম্ম ও মিথ্যার পরাজয় হইয়া থাকে, অতএব তুমি নীচ অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া আপনার কলুষিত মতি প্রশমিত কর ॥ ৫৯ ॥ তোমার দৌহিত্রও এখানে উপস্থিত হইয়াছে, সে রূপবান্ ও শ্রীমান্ এবং

অন্যে রাজসুতাঃ কামং বর্ত্তন্তে বলবত্তরাঃ।
কন্যাস্বয়ংবরে কন্যা স্বীকরিষ্যতি সাম্প্রতম্॥ ৬১॥
কৃতে তথা বিবাহঃ কঃ প্রবদন্তু মহীভুজঃ।
পরস্পরং বিরোধোঽত্র ন কর্ত্তব্যো বিজানতা॥ ৬২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে সুদর্শনাদিনৃপগণানাং স্বয়ংবরসভাগমনং নাম ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯॥

কং বা সাম্প্রতং স্বীকরিষ্যতি তং স্বীকরোতু॥ ৬১—৬২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯॥

রাজ্যসমন্বিত, রাজকন্যা তাহাকে বরণ না করিবে কেন?॥ ৬০॥ আরও বিবেচনা করিয়া দেখ অন্যান্য বহুতর বলবান্ রাজপুত্রও কন্যা-স্বয়ংবরে উপস্থিত হইয়াছেন, রাজতনয়া তাহাদিগকেও বরণ করিতে পারে। অতএব এই মহীপালগণ সকলেই বলুন, যদি সেই-রূপে বরণ কার্য্য সমাধা হয় তবে তাহাতে আর বিবাদ কি আছে? এরূপ জানিয়া শুনিয়া ইহাতে বিবাদ বিসম্বাদ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে॥ ৬১—৬২॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে সুদর্শন ও রাজগণের স্বয়ংবরসভা-গমন নামক ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইতি বাদিনি ভূপালে কেরলাধিপতৌ তদা।
প্রত্যুবাচ মহাভাগ! যুধাজিদপি পার্থিবঃ ॥ ১ ॥
নীতিরিয়ং মহীপাল! যদ্‌ব্রবীতি ভবানিহ।
সমাজে পার্থিবানাং বৈ সত্যবাগ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২ ॥
যোগ্যেষু বর্ত্তমানেষু কন্যারত্নং কুলোদ্বহ!।
অযোগ্যোঽর্হতি ভূপালো ন্যায়োঽয়ং তব রোচতে ॥ ৩ ॥
ভাগং সিংহস্য গোমায়ুর্ভোক্তুমর্হতি বা কথম্।
তথা সুদর্শনোঽয়ং বৈ কন্যারত্নং কিমর্হতি ॥ ৪ ॥
বলং বেদো হি বিপ্রাণাং ভূভুজাং চাপজং বলম্।
কিমন্যায্যং মহারাজ! ব্রবীম্যহমিহাধুনা ॥ ৫ ॥

একসপ্ততিপদ্যৈস্তু রাজ্ঞাং তত্র পরস্পরম্।
সংবাদস্তু বিনির্ব্বর্ত্ত্য কন্যাবোধ উদীর্য্যতে ॥

কেরলাধিপতিবাক্যানন্তরং যুধাজিদ্বাক্যমাহেত্যাহ। ইতি বাদিনীতি। মহাভাগ! হে জনমেজয়! ॥ ১ ॥

নীতিরিয়মিতি। ইয়ং নীতিঃ কিমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অয়ং ন্যায়স্তবৈব রোচতে। নান্যস্যেত্যাহ ॥ ৩ ॥

অসাম্প্রতং তব মতমিত্যাহ ভাগমিতি। সিংহস্য ভাগং গোমায়ুঃ শৃগালঃ কথং ভোক্তুমর্হতি ন কথমপীত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহাভাগ! কেরল দেশের অধিপতি এইরূপ বলিলে রাজা যুধাজিৎও প্রত্যুত্তরে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥ রাজন্! আপনি সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়, আপনি এই রাজসমাজে যাহা যাহা বলিলেন সে সকলই সত্য ও নীতিসম্মত। নৃপবর! আপনি সৎকুলজাত, অতএব আপনিই বলুন দেখি যে, এই সকল যোগ্যপাত্র বিদ্যমান থাকিতেও অযোগ্য ব্যক্তি কন্যারত্ন লাভ করিবে? এই নীতিই কি আপনার অভিমত? ॥ ২—৩ ॥ যেমন শৃগাল কখন সিংহের ভাগ ভোগ করিতে যোগ্য হয় না, সেইরূপ সুদর্শনও এই কন্যারত্ন লাভ করিবার উপযুক্ত নহে ॥ ৪ ॥ বিপ্রগণের বেদই বল, ক্ষত্রিয় রাজার ধনুর্ব্বাণই বল, ইহা সর্ব্বত্রই নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে; অতএব, মহারাজ! আমি এ বিষয়ে কি অন্যায়

বলং শুল্কং যথা রাজ্ঞাং বিবাহে পরিকীর্ত্তিতম্।
বলবানেব গৃহ্ণাতু নাবলস্তু কদাচন ॥ ৬ ॥
তস্মাৎ কন্যাং পণং কৃত্বা নীতিরত্র বিধীয়তাম্।
অন্যথা কলহঃ কামং ভবিষ্যতি মহীভুজাম্ ॥ ৭ ॥
এবং বিবাদে সংবৃত্তে রাজ্ঞাং তত্র পরস্পরম্।
আহূতস্তু সভামধ্যে সুবাহুর্নৃপসত্তমঃ ॥ ৮ ॥
সমাহূয় নৃপাঃ সর্ব্বে তমূচুস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
রাজন্নীতিস্ত্বয়া কার্য্যা বিবাহেঽত্র সমাহিতঃ ॥ ৯ ॥
কিং তে চিকীর্ষিতং রাজংস্তদ্বদস্ব সমাহিতঃ।
পুত্র্যাঃ প্রদানং কস্মৈ তে রোচতে নৃপ! চেতসি ॥ ১০ ॥

সুবাহুরুবাচ।

পুত্র্যা মে মনসা কামং বৃতঃ কিল সুদর্শনঃ।
ময়া নিবারিতাত্যর্থং ন সা প্রত্যেতি মে বচঃ ॥ ১১ ॥

যদুক্তমিচ্ছাস্বয়ংবর ইতি তত্রাহ। বলং শুল্কমিতি। নির্ব্বলরাজানাং স স্বয়ংবরো বীর্য্যবতাং রাজ্ঞাস্তু বলমেব শুল্কং পরিকীর্ত্তিতম্। শুল্কং বরাদিদেয়ে স্যাদ্বরাদর্থগ্রহে স্ত্রিয়ামিতি মেদিনীকোশাচ্ছুল্কং বরাদর্থগ্রহরূপং পরিকীর্ত্তিতং নান্যৎ। তস্য শুল্কবিবাহরূপস্য স্পষ্টং রূপমাহ বলবানেবেতি। যতো রাজ্ঞাং বলমেব শুল্কং তস্মাৎ কন্যাং বলবানেব গৃহ্ণাত্ববলস্তু কদাচ ন কদাপি ন গৃহ্ণাত্বিতি পণং কৃত্বাত্র বিবাহে নীতির্ম্মমাভিলষিতোঽয়ং ন্যায়ো বিধীয়তাং ক্রিয়তাম্। অস্বীকারে দোষমাহ। অন্যথেতি ॥ ৬—৮ ॥

রাজন্নিতি। পণরূপা পূর্ব্বোক্তা রাজভির্নিশ্চিতা নীতির্ন্যায়স্ত্বয়া কার্য্যাত্র স্বয়ংবরে ইত্যস্মদভিলষিতমস্তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

তব যচ্চিকীর্ষিতং তত্ত্বমপি বদেত্যাহ কিং তে ইতি। ত্বয়া পণস্তু ন কৃতোঽথ বিবাহার্থং প্রবৃত্তোঽসি তস্মাৎ পুত্র্যাঃ প্রদানং কস্মৈ তে রোচতে তদ্বদেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

কামং যথেষ্টং সুদর্শনো বৃতঃ। প্রত্যেতি স্বীকরোতি ॥ ১১ ॥

বলিতেছি তাহা আপনিই বলুন ॥ ৫ ॥ রাজাদিগের বলই শুল্ক, তদনুসারে বালবান্ ব্যক্তিই কন্যারত্ন গ্রহণ করুক, দুর্ব্বল ক্ষত্রিয় কখনই তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না, এইরূপ পণ করিয়া এই বিবাহে নীতি বিধান করুন, তাহা না হইলে মহীপালগণের মধ্যে নিশ্চয়ই কলহ উপস্থিত হইবে ॥ ৬—৭ ॥

সেই স্বয়ংবর সভায় এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইলে, নৃপসত্তম সুবাহুকে তথায় আহ্বান করা হইল ॥ ৮ ॥ তত্ত্বদর্শী নৃপতিগণ সকলেই সুবাহুকে কহিলেন, রাজন্! আপনি মনোযোগী হইয়া এই বিবাহ কার্য্যে একটী সুনীতি স্থাপন করুন্ ॥ ৯ ॥ আপনার অভিলাষ কি? আপনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া সমাহিত চিত্তে তাহা প্রকাশ করুন। হে নৃপ!

কিং করোমি সুতায়া মে ন বশে বর্ত্ততে মনঃ।
সুদর্শনস্তথৈকাকী সম্প্রাপ্তোঽস্তি নিরাকুলঃ ॥ ১২ ॥

ব্যাস উবাচ।

সম্পন্নভূভুজঃ* সর্ব্বে সমাহূয় সুদর্শনম্।
ঊচুঃ সমাগতং শান্তমেকাকিনমতন্দ্রিতম্ ॥ ১৩ ॥
রাজপুত্র! মহাভাগ! কেনাহূতোঽসি সুব্রত!।
একাকী যঃ সমায়াতঃ সমাজে ভূভৃতামিহ ॥ ১৪ ॥
ন বৈ সৈন্যং ন সচিবা ন কোশো ন বৃহদ্বলম্।
কিমর্থঞ্চ সমায়াতস্তত্ত্বং ব্রূহি মহামতে! ॥ ১৫ ॥
যুদ্ধকামা নৃপতয়ো বর্ত্তন্তেঽত্র সমাগমে।
কন্যার্থং সৈন্যসম্পন্নাঃ কিং ত্বং কর্ত্তুমিহেচ্ছসি ॥ ১৬ ॥
ভ্রাতা তে সুবলঃ শূরঃ সম্প্রাপ্তোঽস্তি জিঘৃক্ষয়া।
যুধাজিচ্চ মহাবাহুঃ সাহায্যং কর্ত্তুমাগতঃ ॥ ১৭ ॥

মে সুতায়া মনো বশে নাস্তীত্যর্থঃ। তথা যথা তস্যাঃ কন্যায়া অভিপ্রায়স্তথৈব সুদর্শনো-প্যনাহূতো ময়াত্র প্রাপ্তঃ। তেন জানামি নূনং কন্যয়ৈবায়মাহূত ইতি ॥ ১২ ॥

সুবাহুবচনং শ্রুত্বা কেনাহূতস্ত্বং কিমর্থমত্রাগতোঽসীত্যভিপ্রায়েণ সুদর্শনং পপ্রচ্ছুরি-ত্যাহ সম্পন্নভূভুজ ইতি। শিষ্টা ভূভুজ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩—১৭ ॥

কাহাকে কন্যা প্রদান করিতে আপনার অভিলাষ হয়, তাহা আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন ॥ ১০ ॥

সুবাহু কহিলেন, আমার তনয়া মনে মনে সুদর্শনকে বরণ করিয়াছে, আমি বহুবার বারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমার বাক্য গ্রহণ করে নাই। আমি কি করিব, এক্ষণে আমার কন্যার মানস, তাহার বশীভূত নহে। এদিকে সুদর্শন অনিমন্ত্রিত হইলেও একাকী এখানে আগমন করিয়া নিরাকুল-চিত্তে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ১১—১২ ॥

ব্যাস বলিলেন, অনন্তর প্রধান প্রধান মহীপালগণ সকলেই সুদর্শনকে আহ্বান করিলেন; সুদর্শনও একাকী শান্তভাবে আগমন করিলে তাঁহারা সুস্থির ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুব্রত! তোমাকে কোন্ ব্যক্তি আহ্বান করিয়াছে? তুমি অসহায় হইয়া এই মহারাজগণের সমাজে আগমন করিয়াছ কেন? ॥ ১৩—১৪ ॥ তোমার সৈন্য নাই, সচিব নাই, সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, আর তোমার কোনও বিশেষরূপ বল দৃষ্ট হইতেছে না, মতিমন্! তবে তুমি কেন একাকী এখানে আগমন করিয়াছ তাহা বিশেষ করিয়া বল ॥ ১৫ ॥ এই রাজসমাজে সৈন্য সম্পন্ন মহাবল নরপতিগণ কন্যার নিমিত্ত যুদ্ধার্থী

---

* সংমন্ত্র্য ভূভুজঃ। ইতি বা পাঠঃ।

গচ্ছ বা তিষ্ঠ রাজেন্দ্র ! যাথাতথ্যমুদাহৃতম্‌।
ত্বয়ি সৈন্যবিহীনে চ যথেষ্টং কুরু সুব্রত ! ॥ ১৮ ॥

সুদর্শন উবাচ।

ন বলং ন সহায়ো মে ন কোশো দুর্গসংশ্রয়ঃ।
ন মিত্রাণি ন সৌহার্দী ন নৃপা রক্ষকা মম ॥ ১৯ ॥
অত্র স্বয়ংবরং শ্রুত্বা দ্রষ্টুকাম ইহাগতঃ।
স্বপ্নে দেব্যা প্রেরিতোঽস্মি ভগবত্যা ন সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥
নান্যচ্চিকীর্ষিতং মেঽদ্য মামাহ জগদীশ্বরী।
তয়া যদ্বিহিতং তচ্চ ভবিতাদ্য ন সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥
ন শত্রুরস্তি সংসারে কোঽপ্যত্র জগতীশ্বরাঃ ! ।
সর্ব্বত্র পশ্যতো মেঽদ্য ভবানীং জগদম্বিকাম্‌ ॥ ২২ ॥
যঃ করিষ্যতি শত্রুত্বং ময়া সহ নৃপাত্মজাঃ ! ।
শাস্তা তস্য মহাবিদ্যা নাহং জানামি শত্রুতাম্‌ ॥ ২৩ ॥

ত্বয়ি সৈন্যবিহীনে দৃষ্টে সত্যস্মাভির্দ্দয়াবশাদ্‌যাথাতথ্যমর্শ আদ্যজন্তম্‌। যাথাতথ্যবিশিষ্টং বাক্যং সত্যং বাক্যমুদাহৃতমুক্তং তদুত্তরং গচ্ছাথবা তিষ্ঠ যথেষ্টং স্যাত্তথাকুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥১৮-১৯॥ কেনাহূতঃ কিমর্থমাগতোঽসীত্যস্যোত্তরমাহ অত্রেতি। ন কেনাপ্যাহূতঃ কিন্তু ভগবতী-প্রেরণয়ৈব স্বয়ংবরং দ্রষ্টুমাগতোঽস্মীতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন, এস্থলে তুমি কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? ॥ ১৬ ॥ তোমার ভ্রাতাও বলশালী এবং শৌর্য্যবীর্য্য সম্পন্ন, সে কন্যা গ্রহণ লালসায় এখানে উপস্থিত হইয়াছে, মহাবাহু যুধাজিৎও তাহার সাহায্য করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥ হে সুব্রত ! তোমাকে সৈন্যবিহীন দেখিয়া, যেরূপ ঘটনা, তাহা আমরা তোমার নিকট বলিলাম, এক্ষণে তুমি অন্যত্র যাও বা এইস্থানে থাক, তোমার যাহা অভিলাষ হয়, বিবেচনা পূর্ব্বক সেইরূপ অনুষ্ঠান কর ॥ ১৮ ॥ সুদর্শন কহিলেন, আমার সৈন্য, সহায়, কোষ, দুর্গ, বন্ধুবান্ধব অথবা রক্ষাকারক রাজা কেহই নাই ; এইস্থানে স্বয়ংবর হইবে শ্রবণ করিয়া দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, কিন্তু বিশেষ এক কথা এই যে দেবী ভগবতী স্বপ্নযোগে আমাকে এখানে আসিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছেন; তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই আমি এখানে আগমন করিয়াছি তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই ॥ ১৯—২০ ॥ এক্ষণে আমার অন্য কোনও কার্য্যের অভিলাষ নাই, ভগবতী ভুবনেশ্বরী আমাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, আমি তাহাই করিয়াছি। তিনি যাহা বিধান করিয়াছেন, তাহাই অদ্য সংঘটিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥ হে মহীশ্বরগণ ! আমি জগদীশ্বরী জগদম্বিকা ভগবতী ভবানীকে সর্ব্বত্রই দর্শন করিতেছি, অতএব এই জগতীতলে আমার

যদ্ভাবি তদ্বৈ ভবিতা নান্যথা নৃপসত্তমাঃ ! ।
কা চিন্তা হ্যত্র কর্ত্তব্যা দৈবাধীনোঽস্মি সর্ব্বদা ॥ ২৪ ॥
দেবভূতমনুষ্যেষু সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা ।
সর্ব্বেষাং তৎকৃতা শক্তির্নান্যথা নৃপসত্তমাঃ ! ॥ ২৫ ॥
সা যং চিকীর্ষতে ভূপং তং করোতি নৃপাধিপাঃ ! ।
নির্দ্ধনং বা নরং কামং কা চিন্তা বৈ তদা মম ॥ ২৬ ॥
তামৃতে পরমাং শক্তিং ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ ।
ন শক্তাঃ স্পন্দিতুং দেবাঃ কা চিন্তা মে তদা নৃপাঃ ! ॥ ২৭ ॥
অশক্তো বা সশক্তো বা যাদৃশস্তাদৃশস্ত্বহম্ ।
তদাজ্ঞয়া নৃপাদ্যেব সম্প্রাপ্তোঽস্মি স্বয়ংবরে ॥ ২৮ ॥
সা যদিচ্ছতি তৎ কুর্য্যান্মম কিং চিন্তনেন বৈ ।
নাত্র শঙ্কা প্রকর্ত্তব্যা সত্যমেতদ্‌ব্রবীম্যহম্ ॥ ২৯ ॥

কিং ত্বং কর্ত্তুমিহেচ্ছসীত্যস্যোত্তরমাহ নাস্তিদিতি। মাং জগদীশ্বরী যদাহ ত্বয়া তত্র গন্তব্যমিতি তস্মাত্তদ্বাক্যপরিপালনাদন্যন্মম চিকীর্ষিতং নাস্ত্যেব। যুদ্ধং ভবিষ্যতি তদা তব কাবস্থেতি চেত্তত্রাহ তয়েতি ॥ ২১—২৬ ॥

তামৃতে ইতি। তদুক্তং সূতসংহিতায়াং যজ্ঞবৈভবখণ্ডে ত্রয়োদশাধ্যায়ে। যস্তু ব্রহ্মত্বমাপন্নঃ শিবো যো মুনিসত্তমাঃ। সা তস্যাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ। যস্তু বিষ্ণুত্বমা-

---

কেহই শত্রু নাই তবে যে ব্যক্তি আমার সহিত শত্রুতায় প্রবৃত্ত হইবে, মহাবিদ্যা মহামায়া তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবেন; শত্রুতা কাহাকে বলে আমিও অবগত নহি ॥২২-২৩॥ হে নৃপসত্তমগণ ! যাহা ভবিতব্য তাহা অবশ্যই ঘটিবে, কদাচই অন্যথা হইবে না আমি সর্ব্বদাই দৈবের অধীন রহিয়াছি, অতএব এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া কি ফলোদয় হইবে ? ॥ ২৪ ॥ নৃপবরগণ ! কি দেবতা, কি ভূতযোনি, কি মনুষ্য সকল প্রাণীতেই দেবীদত্ত শক্তি বিদ্যমান আছে, কদাচই তাহার অন্যথা হয় না ॥২৫॥ রাজেন্দ্রগণ ! তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই ভূপতি, ধনপতি বা নির্ধন করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে আমার চিন্তার বিষয় কি ? ॥২৬॥ যখন সেই পরাশক্তি ব্যতিরেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শম্ভু প্রভৃতি দেবতাগণও নড়িতে চড়িতে সমর্থ নহেন, তবে তাহাতে আমার চিন্তার বিষয় কি আছে ? ॥ ২৭ ॥ নৃপগণ ! আমি অশক্তই হই, অথবা শক্তই হই, কিংবা একজন সামান্য ব্যক্তিই হই আমি সেই দেবী ভগবতীর আদেশে এই স্বয়ংবর সভায় আগমন করিয়াছি ॥ ২৮ ॥ তিনি যাহা ইচ্ছা করিতেছেন তাহাই করিবেন আমার সে চিন্তায় প্রয়োজন নাই। হে মহাভাগগণ ! আপনারা এ বিষয়ে কোনও আশঙ্কা করিবেন না, আমি আপনাদিগকে সত্য কথাই

জয়ে পরাজয়ে লজ্জা ন মেঽত্রাণ্বপি পার্থিবাঃ !।
ভগবত্যাস্তু লজ্জাস্তি তদধীনোঽস্মি সর্ব্বদা ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য তদাকর্ণ্য বচনং রাজসত্তমাঃ।
ঊচুঃ পরস্পরং প্রেক্ষ্য নিশ্চয়জ্ঞা নরাধিপাঃ ॥ ৩১ ॥
সত্যমুক্তং ত্বয়া সাধো ! ন মিথ্যা কর্হিচিদ্ভবেৎ।
তথাপ্যুজ্জয়নীনাথস্ত্বাং হন্তুং পরিকাঙ্ক্ষতি ॥ ৩২ ॥
ত্বৎকৃতেন দয়াদিষ্টাস্ত্বাং ব্রবীমো মহামতে !।
যদ্‌যুক্তং তত্ত্বয়া কার্য্যং বিচার্য্য মনসানঘ ! ॥ ৩৩ ॥

সুদর্শন উবাচ।

সত্যমুক্তং ভবদ্ভিশ্চ কৃপাবদ্ভিঃ সুহৃজ্জনৈঃ।
কিং ব্রবীমি পুনর্বাক্যমুক্ত্বা নৃপতিসত্তমাঃ ॥ ৩৪ ॥
ন মৃত্যুঃ কেনচিদ্ভাব্যঃ কস্যচিদ্‌বা কদাচন।
দৈবাধীনমিদং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৩৫ ॥

পন্নঃ শিবো যো মুনিসত্তমাঃ। সা তস্যাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ। যস্তু রুদ্রত্বমাপন্নঃ শিবো যো মুনিসত্তমাঃ। সা তস্যাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থক ইতি ॥ ২৭—৩২ ॥

ত্বৎকৃতেন ত্বদাচরণেন দয়য়াদিষ্টাঃ প্রেরিতাঃ তস্মাত্ত্বাং বয়ং ব্রবীমো ব্রূমো নান্যথেত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৬ ॥

কহিলাম। জয় বা পরাজয় বিষয়ে আমার অনুমাত্রও লজ্জা নাই; কারণ, আমি সর্ব্বদাই সেই ভগবতীর অধীন, অতএব তদ্বিষয়ের যে লজ্জা, তাহা তাঁহারই আছে ॥ ২৯-৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, নরপতিগণ তাঁহার সেইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া এবং ভগবতীর প্রতি তাহার স্থির নিশ্চয়তা জানিয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া সুদর্শনকে কহিতে লাগিলেন, সাধো ! তুমি যাহা কহিয়াছ, তাহা সত্য, কদাচই মিথ্যা নহে, তথাপি উজ্জয়িনীপতি যুধাজিৎ, তোমাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ॥ ৩১—৩২ ॥ হে বুদ্ধিমন্ ! তোমার শরীরে যে পাপের লেশ মাত্র নাই তাহা আমরা জানিয়াছি; তোমার নিমিত্ত আমাদিগের মানসে দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল, সেই হেতু তোমাকে এই বিষয় জানাইলাম, এক্ষণে মনে মনে তদ্বিষয়ের বিচার করিয়া যাহা যুক্তিযুক্ত হয় তাহাই কর ॥ ৩৩ ॥

সুদর্শন কহিলেন, আপনারা কৃপালু ও সদাশয়, আপনারা যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য, আমি বালক হইয়া আপনাদিগকে আর কি বলিব? ॥ ৩৪ ॥ নৃপবরগণ ! কোনও ব্যক্তি কখন কাহারও মৃত্যু ঘটাইতে সমর্থ হয় না, এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎই দৈবের

স্ববশোঽয়ং ন জীবোঽস্তি স্বকর্ম্মবশগঃ সদা।
তৎ কর্ম্ম ত্রিবিধং প্রোক্তং বিদ্বদ্ভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ৩৬ ॥
সঞ্চিতং বর্ত্তমানঞ্চ প্রারব্ধঞ্চ তৃতীয়কম্।
কালকর্ম্মস্বভাবৈশ্চ ততং সর্ব্বমিদং জগৎ ॥ ৩৭ ॥
ন দেবো মানুষং হন্তুং শক্তঃ কালাগমং বিনা।
হতং নিমিত্তমাত্রেণ হন্তি কালঃ সনাতনঃ ॥ ৩৮ ॥
যথা পিতা মে নিহতঃ সিংহেনামিত্রকর্ষণঃ।
তথা মাতামহোঽপ্যেবং যুদ্ধে যুধাজিতা হতঃ ॥ ৩৯ ॥
যত্নকোটিং প্রকুর্ব্বাণো হন্যতে দৈবযোগতঃ।
জীবেদ্বর্ষসহস্রাণি রক্ষণেন বিনা নরঃ ॥ ৪০ ॥
নাহং বিভেমি ধর্ম্মিষ্ঠাঃ কদাচিচ্চ যুধাজিতঃ।
দৈবমেব পরং মত্বা সুস্থিতোঽস্মি সদা নৃপাঃ ! ॥ ৪১ ॥
স্মরণং সততং নিত্যং ভগবত্যাঃ করোম্যহম্।
বিশ্বস্য জননী দেবী কল্যাণং সা করিষ্যতি ॥ ৪২ ॥
পূর্ব্বার্জ্জিতং হি ভোক্তব্যং শুভং বাপ্যশুভং তথা।
স্বকৃতস্য চ ভোগেন কীদৃক্ শোকো বিজানতাম্ ॥ ৪৩ ॥

ন কেবলং কর্ম্মবশগঃ কিন্তু কালকর্ম্মস্বভাববশগশ্চেত্যাহ কালেতি। স্বভাবো মূলভূতা প্রকৃতিঃ। ততং ব্যাপ্তং তদ্বশগমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥
তদেবোপপাদয়তি ন দেব ইতি ॥ ৩৮—৪৩ ॥

অধীন ॥ ৩৫ ॥ জীবগণের মধ্যে কেহই নিজবশে অবস্থিত নহে, সকলে সর্ব্বদাই নিজ নিজ কর্ম্মের বশবর্ত্তী। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ কহেন, সঞ্চিত, বর্ত্তমান ও প্রারব্ধভেদে কর্ম্ম তিন প্রকার; এই অখিল জগৎ, কাল কর্ম্ম ও স্বভাব কর্ত্তৃক বিস্তারিত রহিয়াছে, সময় উপস্থিত না হইলে দেবতারাও মনুষ্যদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হন না; জীবগণ কোনও নিমিত্ত-কারণ দ্বারা নিহত হয়, কিন্তু সনাতন কালই তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন ॥৩৬-৩৮॥ সেইরূপে আমার পিতা শত্রুগণের সংহারক হইলেও সিংহ দ্বারা এবং মাতামহ যুধাজিতের দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াছেন ॥ ৩৯ ॥ জীবগণ জীবনের জন্য কোটি কোটি যত্ন করিলেও সহসা দৈবযোগে নিহত হয় এবং কেহ রক্ষা না করিলেও দৈবযোগে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে সন্দেহ নাই ॥৪০॥ হে পরম ধার্ম্মিক নরপতিগণ ! আমি যুধাজিৎ হইতে কদাচই ভয় করি না, দৈবকেই প্রধান মানিয়া সর্ব্বদা সুস্থির চিত্তে অবস্থিতি করিতেছি ॥৪১॥ আমি নিত্য নিত্য সততই ভগবতীর স্মরণ করিয়া থাকি, যিনি বিশ্বসংসারের জননী সেই

স্বকর্ম্মফলযোগেন প্রাপ্য দুঃখমচেতনঃ।
নিমিত্তকারণে বৈরং করোত্যল্পমতিঃ কিল ॥ ৪৪ ॥
ন তথাহং বিজানামি বৈরং শোকং ভয়ং তথা।
নিঃশঙ্কমিহ সম্প্রাপ্তঃ সমাজে ভূভৃতামিহ ॥ ৪৫ ॥
একাকী দ্রষ্টুকামোঽহং স্বয়ংবরমনুত্তমম্।
ভবিষ্যতি চ যদ্ভাব্যং প্রাপ্তোঽস্মি চণ্ডিকাজ্ঞয়া ॥ ৪৬ ॥
ভগবত্যাঃ প্রমাণং মে নান্যং জানামি সংযতঃ।
তৎকৃতঞ্চ সুখং দুঃখং ভবিষ্যতি চ নান্যথা ॥ ৪৭ ॥
যুধাজিৎ সুখমাপ্নোতু ন মে বৈরং নৃপোত্তমাঃ!।
যঃ করিষ্যতি মে বৈরং স প্রাপ্স্যতি ফলং তথা ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তাস্তে তথা তেন সন্তুষ্টা ভূভুজঃ স্থিতাঃ।
সোঽপি স্বমাশ্রমং প্রাপ্য সুস্থিতঃ সম্বভূব হ ॥ ৪৯ ॥
অপরেঽহ্নি শুভে কালে নৃপাঃ সংমন্ত্রিতাঃ কিল।
সুবাহুনা নৃপেণাথ রুচিরে বৈ স্বমণ্ডপে ॥ ৫০ ॥

অচেতনো বুদ্ধিরহিতো মূঢ়ঃ। নিমিত্তকারণে দুঃখস্যেত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥
একাকীত্যাদি পূর্ব্বান্বয়ি ॥ ৪৬ ॥
ভগবত্যা বাক্যমিতি শেষঃ ॥ ৪৭—৫২ ॥

দেবীই আমার কল্যাণ বিধান করিবেন ॥ ৪২ ॥ দেখ, শুভই হউক আর অশুভই হউক, পূর্ব্বার্জিত নিজকর্ম্ম অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, নিজ নিজ কৃতকর্ম্ম অবশ্যই ভোক্তব্য, যে ব্যক্তি ইহা জানিতে পারেন সে ব্যক্তি আর শোক করিবেন কেন? ॥ ৪৩ ॥ মোহাচ্ছন্ন অল্পমতি মানবগণ নিজকৃত কর্ম্মযোগে দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া সামান্য কারণেই শত্রুতা করিয়া থাকে ॥৪৪॥ আমি সেরূপ শত্রুতাজনিত শোক বা ভয় কিছুই জানি না; আমি নিঃশঙ্কচিত্তে এই ভূপতিগণের সভামধ্যে উপস্থিত হইয়াছি ॥ ৪৫ ॥ আমি চণ্ডিকার আজ্ঞায় এই অত্যুত্তম স্বয়ংবর দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি; যাহা ভবিতব্য, তাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে ॥ ৪৬ ॥ ভগবতীর বাক্যই আমার প্রমাণ, আমি অন্য কিছুই জানি না, একান্ত মনে তাঁহাকেই জানি; তিনি যেরূপ সুখ দুঃখের বিধান করিয়াছেন কদাচই তাহার অন্যথা হইবে না ॥ ৪৭ ॥ রাজগণ! যুধাজিৎ সুখলাভ করুন, তাঁহার প্রতি আমার বৈরভাব নাই, যিনি আমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিবেন তিনি অবশ্যই তাহার ফল প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই ॥ ৪৮ ॥

দিব্যাস্তরণযুক্তেষু মঞ্চেষু রচিতেষু চ।
উপবিষ্টাশ্চ রাজানঃ শুভালঙ্করণৈর্যুতাঃ ॥ ৫১ ॥
দিব্যবেশধরাঃ কামং বিমানেষ্বমরা ইব।
দীপ্যমানাঃ স্থিতাস্তত্র স্বয়ংবরদিদৃক্ষয়া ॥ ৫২ ॥
ইতি চিন্তাপরাঃ সর্ব্বে কদা সাপ্যাগমিষ্যতি।
ভাগ্যবন্তং নৃপশ্রেষ্ঠং শ্রুতপুণ্যং বরিষ্যতি ॥ ৫৩ ॥
যদি সুদর্শনং দৈবাৎ স্রজা সম্ভূষয়েদিহ।
বিবাদো বৈ নৃপাণাঞ্চ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৪ ॥
ইত্যেবং চিন্ত্যমানাস্তে ভূপা মঞ্চেষু সংস্থিতাঃ।
বাদিত্রঘোষঃ সুমহানুত্থিতো নৃপমণ্ডপে ॥ ৫৫ ॥
অথ কাশীপতিঃ প্রাহ সুতাং স্নাতাং স্বলঙ্কৃতাম্।
মধূকমালাসংযুক্তাং ক্ষৌমবাসোবিভূষিতাম্ ॥ ৫৬ ॥
বিবাহোপস্করৈর্যুক্তাং দিব্যাং সিন্ধুসুতোপমাম্।
চিন্তাপরাং সুবসনাং স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ৫৭ ॥

শ্রুতপুণ্যং কং বরিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩—৫৬ ॥
সিন্ধুসুতা লক্ষ্মীঃ। চিন্তাপরাং ভগবতীধ্যানপরাম্ ॥ ৫৭—৬১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সুদর্শন এইরূপ কহিলে পর নরপতিগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সেই স্থানেই অবস্থিত রহিলেন, সুদর্শনও আপন আশ্রমে গমন করিয়া সুস্থিরচিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥ পরদিন নরপতি সুবাহু সমস্ত সমাগত নৃপতিগণকেই স্বয়ংবর সভায় নিজ নিজ মনোহর মণ্ডপে আহ্বান করিলেন ॥ ৫০ ॥ অনন্তর রাজগণ মনোহর অলঙ্কারসমূহে সুশোভিত হইয়া সুরচিত দিব্য আস্তরণ পরিশোভিত মঞ্চোপরি উপবেশন করিলেন ॥ ৫১ ॥ তখন তথায় তাঁহারা দিব্য বেশধারী বিমান স্থিত অমর বৃন্দের ন্যায় রত্ন-সমূহের সমুজ্জ্বল প্রভাজালে দীপ্যমান হইয়া স্বয়ংবর দর্শনাভিলাষে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥ সকলেই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কখন্ সেই রাজবালা আগমন করিয়া কোন্ ভাগ্যবান্ ও পুণ্যবান্ ব্যক্তিকে বরণ করিবে ॥ ৫৩ ॥ এই স্বয়ংবর সভায় যদি দৈববশে সুদর্শনকে মাল্য প্রদান করে তাহা হইলে অবশ্যই নৃপতিগণের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ৫৪ ॥ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ভূপগণ মঞ্চোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমত সময়ে সেই নৃপতিগণের সভামণ্ডপে সুমহৎ বাদিত্র নির্ঘোষ সমুত্থিত হইল ॥ ৫৫ ॥ অনন্তর কাশিপতি সুবাহু, কন্যার সন্নিধানে গমন করিয়া দেখিলেন যে শশিকলা স্নান করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বিবিধ অলঙ্কারে ও মধূকমালায়

উত্তিষ্ঠ পুত্রি! সুনসে! করে ধৃত্বা শুভাং স্রজম্।
ব্রজ মণ্ডপমধ্যেঽদ্য সমাজং পশ্য ভূভুজাম্॥ ৫৮॥
গুণবান্ রূপসম্পন্নঃ কুলীনশ্চ নৃপোত্তমঃ।
তব চিত্তে বসেদ্‌যস্তু তং বৃণুষ্ব সুমধ্যমে!॥ ৫৯॥
দেশদেশাধিপাঃ সর্ব্বে মঞ্চেষু রচিতেষু চ।
সংবিষ্টাঃ পশ্য তন্বঙ্গি! বরয়স্ব যথারুচি॥ ৬০॥

ব্যাস উবাচ।

তং তথা ভাষমাণং বৈ পিতরং মিতভাষিণী।
উবাচ বচনং বালা ললিতং ধর্ম্মসংযুতম্॥ ৬১॥

শশিকলোবাচ।

নাহং দৃষ্টিপথে রাজ্ঞাং গমিষ্যামি পিতঃ! কিল।
কামুকানাং নরেশানাং গচ্ছন্ত্যন্যাশ্চ যোষিতঃ॥ ৬২॥
ধর্ম্মশাস্ত্রে শ্রুতং তাত! ময়েদং বচনং কিল।
এক এব বরো নার্য্যা নিরীক্ষ্যঃ স্যান্ন চাপরঃ॥ ৬৩॥
সতীত্বং নির্গতং তস্যা যা প্রযাতি বহূনথ।
সঙ্কল্পয়ন্তি তে সর্ব্বে দৃষ্ট্বা মে ভবতাদিতি॥ ৬৪॥

অন্যা ব্যভিচারিণ্যঃ॥ ৬২—৬৩॥

সুশোভিত এবং সমস্ত বিবাহ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন। নৃপতি, ক্ষৌমবসনে বিভূষিত তনয়ারে চিন্তাতুরা নিরীক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত কহিলেন, বৎসে! উঠ উঠ, করকমলে সুশোভন মালা ধারণ করিয়া মণ্ডপ মধ্যে গমন পূর্ব্বক রাজগণের সমাজ অবলোকন কর॥ ৫৬—৫৮॥ তন্বঙ্গি! গুণবান্, রূপবান্ ও আভিজাত্যসম্পন্ন যে নৃপসত্তম, তোমার মনোমন্দিরে বাস করিতেছেন, তুমি তাঁহাকেই বরণ কর॥৫৯॥ হে শোভনাঙ্গি! দেশদেশান্তরের অধিরাজগণ সুরচিত মঞ্চোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তুমি যাইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন কর এবং যাহাকে তোমার অভিরুচি হয় তাঁহাকেই বরমাল্য প্রদান কর॥ ৬০॥

ব্যাস বলিলেন, সুবাহু এইরূপ বলিলে পর মিতভাষিণী শশিকলা তাঁহাকে ধর্ম্মসংযুক্ত সুললিত মনোহর মধুর বচন বলিতে আরম্ভ করিলেন॥৬১॥ পিতঃ! আমি কামুক নরপতিগণের দৃষ্টিপথে গমন করিব না, তথায় আমার ন্যায় রমণীগণ গমন করে না, ব্যভিচারিণী কামিনীরাই গমন করিয়া থাকে॥৬২॥ পিতঃ! আমি ধর্ম্মশাস্ত্রে শ্রবণ করিয়াছি যে, নারীগণ

স্বয়ংবরে স্রজং ধৃত্বা যদা গচ্ছতি মণ্ডপে।
সামান্যা সা তদা জাতা কুলটেবাপরা বধূঃ ॥ ৬৫ ॥
বারস্ত্রী বিপণে গত্বা যথা বীক্ষ্য নরান্ স্থিতান্।
গুণাগুণপরিজ্ঞানং করোতি নিজমানসে ॥ ৬৬ ॥
নৈকভাবা যথা বেশ্যা বৃথা পশ্যতি কামুকম্।
তথাহং মণ্ডপে গত্বা কুর্ব্বে বারস্ত্রিয়া কৃতম্ ॥ ৬৭ ॥
বৃদ্ধৈরেতৈঃ কৃতং ধর্ম্মং ন করিষ্যামি সাম্প্রতম্।
পত্নীব্রতং তথা কামং চরিষ্যেঽহং ধৃতব্রতা ॥ ৬৮ ॥
সামান্যা প্রথমং গত্বা কৃত্বা সঙ্কল্পিতং বহু।
বৃণোতি চৈকং তদ্বদ্বৈ বৃণোমি কথমদ্য বৈ ॥ ৬৯ ॥
সুদর্শনো ময়া পূর্ব্বং বৃতঃ সর্ব্বাত্মনা পিতঃ!।
তম্মৃতে নান্যথা কর্ত্তুমিচ্ছামি নৃপসত্তম! ॥ ৭০ ॥

সঙ্কল্পয়ন্তীতি। যাং দৃষ্ট্বৈবং মে ভবতাদিতি তে সঙ্কল্পয়ন্তি। ভবতাদিত্যাশীর্লোটি তাতঙ্ ॥ ৬৪—৬৬ ॥
কুর্ব্বে ইতি। বারস্ত্রিয়া কৃতং কথং কুর্ব্বে ইত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥
নমু বৃদ্ধসম্প্রদায় এবমেবাস্তি স চ ত্বয়াপ্যাশ্রয়ণীয় ইতি চেত্তত্রাহ বৃদ্ধৈরিতি ॥ ৬৮ ॥

একমাত্র বরকেই নিরীক্ষণ করিবেন অপরকে নিরীক্ষণ করিবেন না ॥ ৬৩ ॥ যে নারী বহুজনের নিকট গমন করে তাহাকে সকলেই "আমার হউক" বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া থাকে, তাহাতে তাহার সতীত্ব বিদূরিত হইয়া যায় ॥৬৪॥ বরার্থিনী রমণী যখন বরমাল্য ধারণ করিয়া স্বয়ংবর সভায় রাজমণ্ডপে গমন করে, তখন সে কুলটার ন্যায় সামান্য বধূ হইয়া থাকে। যেমন বারবধূ বিপণি স্থানে গমন পূর্ব্বক বহুতর নরগণকে নিরীক্ষণ করিয়া নিজ মানসে গুণাগুণ পরিজ্ঞান করে, স্বয়ংবরগামিনী রমণীকেও সেইরূপ করিতে হয় ॥৬৫—৬৬॥ বেশ্যা যেমন একজনেরও প্রতি বদ্ধভাব না হইয়া কামুক জনগণকে নিরন্তর অবলোকন করে, আমি রাজগণের সভামণ্ডপে গমন করিয়া বারবনিতার ন্যায় সেইরূপ কার্য্য কিরূপে সম্পাদন করিব ? ॥ ৬৭ ॥ বৃদ্ধগণ ধর্ম্মের এইরূপ অনুমোদন করিলেও আমি এক্ষণে তাহার অনুসরণ করিব না, আমি পাতিব্রত্য ধারণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে পত্নীব্রতের আচরণ করিব ॥৬৮॥ সামান্য রমণী যেমন প্রথমে গমন পূর্ব্বক বহুতর ব্যক্তিকে সংকল্প করিয়া পরে এক ব্যক্তিকে বরণ করে আমি কদাচই সেরূপ করিতে পারিব না ॥ ৬৯ ॥ পিতঃ! আমি প্রথমেই কায়মনো বাক্যে সুদর্শনকে বরণ করিয়াছি; তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য ব্যক্তিকে বরণ করিয়া তাহার অন্যথা করিতে কোনমতেই আমার ইচ্ছা নাই ॥ ৭০ ॥ হে নৃপসত্তম! যদি

বিবাহবিধিনা দেহি কন্যাদানং শুভে দিনে।
সুদর্শনায় নৃপতে! যদীচ্ছসি শুভং মম ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং রাজ্ঞাং পরস্পরসংবাদকথনপূর্ব্বকং কন্যায়া বোধবর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

তত্র দোষমাহ সামান্যেতি। যথা কাচিৎ সামান্যা স্ত্রী প্রথমং সভায়াং গত্বা মনসি বহুপুরুষসঙ্গং সঙ্কল্পিতং কৃত্বা পশ্চাৎ স্বভাগ্যে লিখিতমেকমেব বৃণোতি তথা সামান্যাবৎ কথমদ্য পুরুষং বৃণোম্যহং পতিব্রতা সতীত্যর্থঃ ॥ ৬৯—৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

আপনি আমার কল্যাণ চিন্তা করেন, তবে শুভদিনে শুভলগ্নে বিবাহের বিধান অনুসারে সুদর্শনকে কন্যা প্রদান করুন ॥ ৭১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে স্বয়ংবর সভায় রাজগণের পরস্পর কথোপকথন নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

সুবাহুরপি তচ্ছ্রুত্বা যুক্তমুক্তং তয়া তদা।
চিন্তাবিষ্টো বভূবাশু কিং কর্ত্তব্যমিতঃ পরম্ ॥ ১ ॥
সঙ্গতাঃ পৃথিবীপালাঃ সসৈন্যাঃ সপরিগ্রহাঃ।
উপবিষ্টাশ্চ মঞ্চেষু যোদ্ধুকামা* মহাবলাঃ ॥ ২ ॥
যদি ব্রবীমি তান্ সর্ব্বান্ সুতা নায়াতি সাম্প্রতম্।
তথাপি কোপসংযুক্তা হন্যুর্মাং দুষ্টবুদ্ধয়ঃ ॥ ৩ ॥
ন মে সৈন্যবলং তাদৃঙ্ন দুর্গবলমদ্ভুতম্।
যেনাহং নৃপতীন্ সর্ব্বান্ প্রত্যাদেষ্টুমিহোৎসহে ॥ ৪ ॥
সুদর্শনস্তথৈকাকী হ্যসহায়োঽধনঃ শিশুঃ।
কিং কর্ত্তব্যং নিমগ্নোঽহং সর্ব্বথা দুঃখসাগরে ॥ ৫ ॥
ইতিচিন্তাপরো রাজা জগাম নৃপসন্নিধৌ।
প্রণম্য তানুবাচাথ প্রশ্রয়াবনতো নৃপঃ ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ ষষ্টিপদ্যৈর্রাজ্ঞাং কোলাহলে সতি।
কন্যায়াঃ সম্মতৌ রাজা স্থিত ইত্যেতদুচ্যতে ॥

কন্যাবাক্যোত্তরং চিন্তাগ্রস্তো রাজা যচ্চকার তদুচ্যতে সুবাহুরপীতি। কন্যয়া তু সম্যগুক্তং পরন্তু ময়া কিং কর্ত্তব্যমিতি চিন্তাবিষ্টো বভূবেত্যর্থঃ ॥ ১—২ ॥
নায়াতীতি। ইতীতি শেষঃ ॥ ৩ ॥
প্রত্যাদেষ্টুং প্রত্যাখ্যাতুম্ ॥ ৪—৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, কাশীরাজ সুবাহু স্বীয় কন্যা শশিকলার যুক্তিযুক্ত বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া এখন শীঘ্র কি কর্ত্তব্য এই বিষয়ে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন ॥ ১ ॥ পরাক্রান্ত ভূপাল সকল যুদ্ধ কামনায় সৈন্য সমূহ সঙ্গে করিয়া নিজ নিজ অনুচরগণের সহিত এখানে আগমন পূর্ব্বক স্বয়ংবর মঞ্চে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এখন যদি আমি তাঁহাদিগকে বলি যে মদীয় তনয়া শশিকলা স্বয়ংবর সভায় আসিতেছে না, তাহা হইলে সেই দুর্ব্বুদ্ধি ভূপালগণ ক্রোধান্ধ হইয়া আমাকে বিনাশ করিবে ॥ ২—৩ ॥ আমার তাদৃশ সৈন্যবল অথবা দুর্গবল নাই যে তাহার উপর নির্ভর করিয়া এই নৃপতিগণের বাক্য অস্বীকার করত তাহাদিগকে দূরীভূত করিতে সমর্থ হইব ॥ ৪ ॥ সুদর্শনও একাকী, অসহায়, নির্ধন ও বালক, এখন আমার কর্ত্তব্য

---

* যোদ্ধুকামাঃ ইতি বা পাঠঃ।

কিং কর্ত্তব্যং নৃপাঃ কামং নৈতি মে মণ্ডপে সুতা।
বহুশঃ প্রের্য্যমাণাপি সা মাত্রাপি ময়াপি চ ॥ ৭ ॥
মূর্দ্ধ্না পতামি পাদেষু রাজ্ঞাং দাসোঽস্মি সাম্প্রতম্।
পূজাদিকং গৃহীত্বাদ্য ব্রজন্তু সদনানি বঃ ॥ ৮ ॥
দদামি বহুরত্নানি বস্ত্রাণি চ গজান্ রথান্।
গৃহীত্বাদ্য কৃপাং কৃত্বা ব্রজন্তু ভবনান্যুত ॥ ৯ ॥
ন বশে মে সুতা বালা যদি ম্রিয়েত খেদিতা।
তদা মে স্যান্মহদ্দুঃখং তেন চিন্তাতুরোঽস্ম্যহম্ ॥ ১০ ॥
ভবন্তঃ করুণাবন্তো মহাভাগ্যা মহৌজসঃ।
কিমেতয়া দুহিত্রা মে মন্দয়া দুর্ব্বিনীতয়া ॥ ১১ ॥
অনুগ্রাহ্যোঽস্মি বঃ কামং দাসোঽহমিতি সর্ব্বথা।
সুতা সুতেব মন্তব্যা ভবদ্ভিঃ সর্ব্বথা মম ॥ ১২ ॥

ব্যাস উবাচ।

শ্রুত্বা সুবাহুবচনং নোচুঃ কেচন ভূমিপাঃ।
যুধাজিৎ ক্রোধতাম্রাক্ষস্তমুবাচ রুষান্বিতঃ ॥ ১৩ ॥

. .. ..। জনন্যা ॥ ৭ ॥
বঃ সদনানি যূয়ং ব্রজন্ত্বিত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥
খেদিতা তাড়িতা সতী যদি ম্রিয়েতেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

কি ? হায় ! আমি একণে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইলাম ॥ ৫ ॥ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নরপতি সুবাহু বিনয়াবনত হইয়া রাজগণের নিকট গমন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥৬॥ ভূপতিগণ ! আমি এখন কি করি ? আমি এবং তাহার জননী বহুবার স্বয়ংবর সভায় আসিতে বলিলেও আমার কন্যা আসিতে সম্মত হইতেছে না ॥ ৭ ॥ আমি আপনাদিগের দাস আপনাদের চরণতলে উত্তমাঙ্গ নিপাতিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, একণে পূজাদি গ্রহণ পূর্ব্বক আপনারা নিজ নিজ ভবনে গমন করুন। আমি বহুতর রত্ন, বস্ত্র, গজ ও রথ প্রদান করিতেছি গ্রহণ পূর্ব্বক কৃপাপরতন্ত্র হইয়া গৃহে গমন করুন ॥ ৮—৯ ॥ আমার তনয়া এখন বালিকা, তাহাকে তাড়না করিলে যদি প্রাণ পরিত্যাগ করে তাহা হইলে আমার আত্যন্তিক দুঃখ হইবে এই নিমিত্তই আমি অত্যন্ত চিন্তাতুর হইতেছি ॥ ১০ ॥ আপনারা সৌভাগ্যশালী, তেজস্বী ও করুণাবান্, আমার এই দুর্ব্বিনীত মন্দভাগ্য কন্যা গ্রহণে আপনাদের প্রয়োজন কি ? ॥ ১১ ॥ আমি আপনাদিগের দাস, অতএব আমার প্রতি করুণা প্রকাশ এবং আমার কন্যাকে আপনাদিগের তনয়ার ন্যায় মনে করা একান্তই কর্ত্তব্য ॥ ১২ ॥

রাজন্মূর্খোঽসি কিং ব্রূষে কৃত্বা কার্য্যং সুনিন্দিতম্।
স্বয়ংবরঃ কথং মোহাদ্রচিতঃ সংশয়ে সতি ॥ ১৪ ॥
মিলিতা ভূভুজঃ সর্ব্বে ত্বয়াহূতাঃ স্বয়ংবরে।
কথমদ্য নৃপা গন্তুং যোগ্যাস্তে স্বগৃহান্ প্রতি ॥ ১৫ ॥
অবমান্য নৃপান্ সর্ব্বাংস্ত্বং কিং সুদর্শনায় বৈ।
দাতুমিচ্ছসি পুত্রীঞ্চ কিমনার্য্যমতঃপরম্ ॥ ১৬ ॥
বিচার্য্য পুরুষেণাদৌ কার্য্যং বৈ শুভমিচ্ছতা।
আরব্ধব্যং ত্বয়া তত্তু কৃতং রাজন্নজানতা ॥ ১৭ ॥
এতান্ বিহায় নৃপতীন্ বলবাহনসংযুতান্।
বরং সুদর্শনং কর্ত্তুং কথমিচ্ছসি সাম্প্রতম্ ॥ ১৮ ॥
অহং ত্বাং হন্মি পাপিষ্ঠ! তথা পশ্চাৎ সুদর্শনম্।
দৌহিত্রায়াদ্য মে কন্যাং দাস্যামীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ১৯ ॥

কিমেতয়েতি। এতয়া দুষ্টয়া মন্দভাগ্যয়া ভবতাং কিং ফলং ভবিষ্যতি যদর্থমেতাবানা-গ্রহো ভবদ্ভিঃ ক্রিয়তে ॥ ১১—১৫ ॥

অবমান্যেতি। পুত্রীং দাতুং কিমিচ্ছসি। যদীচ্ছসি তর্হি অতোঽস্মাৎ পরমধিকমনার্য্যম-শ্লাঘ্যং কিমস্তি। মহানপরাধস্তব তদেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

বিচার্য্যেতি। শুভমিচ্ছতা পুরুষেণাদৌ কার্য্যং সাধ্যমসাধ্যং বেতি বিচার্য্য পশ্চাদারব্ধ-ব্যম্। ত্বয়া তু রাজন্নজানতা তৎ কার্য্যং কৃতমতঃ ফলং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৭—১৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, সুবাহুর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভূপালগণ কেহ কিছুই বলিলেন না, কিন্তু যুধাজিৎ ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া রোষভরে কাশীরাজকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৩ ॥ রাজন্! তুমি নিতান্ত মূর্খ, অত্যন্ত নিন্দিত কর্ম্ম করিয়া এখন কি বলিতেছ; যদি তোমার সন্দেহ ছিল, তবে না বুঝিয়া মোহবশে স্বয়ংবর সভা রচনা করিলে কেন? ॥ ১৪ ॥ তুমি আহ্বান করিয়াছ বলিয়া ভূপালগণ সকলেই স্বয়ংবর সভায় আসিয়া মিলিত হইয়াছেন, এখন তাঁহারা কিরূপে নিজ নিজ ভবনে গমন করিতে পারেন ॥১৫ ॥ সমস্ত নরপতিগণের অবমাননা করিয়া তুমি কি সুদর্শনকে কন্যাদান করিতে ইচ্ছা করিতেছ? তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা অনার্য্য কার্য্য আর কি হইতে পারে? ॥ ১৬ ॥ কল্যাণাকাঙ্ক্ষী পুরুষগণের প্রথমে বিচার করিয়াই কার্য্য আরম্ভ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু তুমি বিবেচনা না করিয়াই কার্য্যারম্ভ করিয়াছ, ইহার ফল অবশ্যই পাইতে হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥ তুমি এখন এই বলবাহনসম্পন্ন পৃথিবীন্দ্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া, নিঃসহায় ও নির্ধন সুদর্শনকে বরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ কেন? ॥ ১৮ ॥ পাপাধম! আমি অদ্য তোমাকে বধ করিব, পশ্চাৎ সুদর্শনকে বিনাশ করিয়া দৌহিত্রকে কন্যা প্রদান করিব,

মযি তিষ্ঠতি কোঽন্যোঽস্তি যঃ কন্যাং হর্ত্তুমিচ্ছতি।
সুদর্শনঃ কিয়ানদ্য নির্দ্ধনো নির্ব্বলঃ শিশুঃ॥ ২০॥
ভারদ্বাজাশ্রমে পূর্ব্বং মুক্তো মুনিকৃতে ময়া।
নাদ্যাহং মোচয়িষ্যামি সর্বথা জীবিতং শিশোঃ॥ ২১॥
তস্মাদ্বিচার্য্য সম্যক্ ত্বং পুত্র্যা চ ভার্য্যয়া সহ।
দৌহিত্রায় প্রিয়াং কন্যাং দেহি মে সুভ্রুবং কিল॥ ২২॥
সম্বন্ধী ভব দত্ত্বা ত্বং পুত্রীমেতাং মনোরমাম্*।
উচ্চাশ্রয়ঃ প্রকর্ত্তব্যঃ সর্ব্বদা শুভমিচ্ছতা॥ ২৩॥
সুদর্শনায় দত্ত্বা ত্বং পুত্রীং প্রাণপ্রিয়াং শুভাম্।
একাকিনেঽপ্যরাজ্যায় কিং সুখং প্রাপ্তুমিচ্ছসি॥ ২৪॥
"কুলং বিত্তং বলং রূপং রাজ্যং দুর্গং সুহৃজ্জনম্।
দৃষ্ট্বা কন্যা প্রদাতব্যা নান্যথা সুখমৃচ্ছতি॥ ১॥"
পরিচিন্তয় ধর্ম্মং ত্বং রাজনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্।
কুরু কার্য্যং যথাযোগ্যং মা কৃথা মতিমন্যথা॥ ২৫॥

দৌহিত্রায়ৈবেমাং কন্যাং দাস্যামীতি মে বিনিশ্চয়োঽস্তি॥ ১৯—২০॥
মুনিকৃতে মুনিসঙ্কোচার্থম্॥ ২১—২২॥
সম্বন্ধী ভবেতি। মমেতি শেষঃ॥ ২৩—২৬॥

ইহাই আমার স্থির নিশ্চয় জানিও॥ ১৯॥ আমি বিদ্যমান থাকিতে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে কন্যা হরণের ইচ্ছা করিতে পারে? বলহীন, নির্ধন ও শিশু সুদর্শনের ক্ষমতাত গণনায় আনিবারই যোগ্য নহে॥ ২০॥ পূর্ব্বে ভারদ্বাজের আশ্রমে মুনিজনের অনুরোধ মানিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু অদ্য আমি সেই শিশুর জীবন কোনমতেই রাখিব না॥ ২১॥ অতএব, তুমি ভার্য্যা ও কন্যার সহিত এই বিষয়ের পরামর্শ করিয়া, আপনার প্রিয়তমা মনোরমা কন্যা আমার দৌহিত্রকে প্রদান কর॥ ২২॥ তুমি আমার দৌহিত্রকে এই পরমাসুন্দরী কন্যাদান করিয়া আমার সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হও, দেখ, কল্যাণাকাঙ্ক্ষী মানবগণের সর্ব্বদা মহদাশ্রয়ই কর্ত্তব্য॥ ২৩॥ প্রাণতুল্য প্রিয়তমা এই কল্যাণী কন্যাকে রাজ্যভ্রষ্ট অসহায় সুদর্শনকে প্রদান করিয়া কি সুখ লাভের প্রত্যাশা করিতেছ?॥ ২৪॥ "কুল, বিত্ত, বল, রূপ, রাজ্য, দুর্গ ও সুহৃদ্ সহায়াদি দর্শন করিয়া কন্যাদান করা কর্ত্তব্য, তাহা না হইলে সুখ লাভের সম্ভাবনা নাই।" তুমি রাজনীতি ও সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব চিন্তা করিয়া যথাযোগ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, নীতি ও ধর্ম্মপথ পরিহার

* সম্বন্ধী ভব মে রাজন্। সহায়োঽস্মি সদা তব। ইতি পাঠোঽপি কুত্রচিৎ দৃশ্যতে।

সুহৃদসি মমাত্যর্থং হিতন্তে প্রব্রবীম্যহম্ ।
সমানয় সুতাং রাজন্ ! মণ্ডপে তাং সখীবৃতাম্ ॥ ২৬ ॥
সুদর্শনমৃতে চেয়ং বরিষ্যতি যদাপ্যসৌ ।
বিগ্রহো মে তদা ন স্যাদ্বিবাহোঽস্তু তবেপ্সিতঃ ॥ ২৭ ॥
অন্যে নৃপতয়ঃ সর্ব্বে কুলীনাঃ সবলাঃ সমাঃ ।
বিরোধঃ কীদৃশস্ত্বেনং বৃণোদ্যদি নৃপোত্তম ! ॥ ২৮ ॥
অন্যথাহং হরিষ্যেঽদ্য বলাৎ কন্যামিমাং শুভাম্ ।
মা বিরোধং সুদুঃসাধ্যং গচ্ছ পার্থিবসত্তম ! ॥ ২৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

যুধাজিতা সমাদিষ্টঃ সুবাহুঃ শোকসংযুতঃ ।
নিঃশ্বসন্ ভবনং গত্বা ভার্য্যাং প্রাহ শুচাবৃতঃ ॥ ৩০ ॥
পুত্রীং ব্রূহি সুধর্ম্মজ্ঞে ! কলহে সমুপস্থিতে ।
কিং কর্ত্তব্যং ময়া শক্যং ত্বদ্বশোঽস্মি সুলোচনে ! ॥ ৩১ ॥

বহু যদি ত্বয়া প্রার্থ্যতে তর্হীদং স্বীকরোমীত্যাহ সুদর্শনমৃত ইতি। সুদর্শনং বিহায় যং বা কং বা নৃপতিমিয়ং কন্যা বরিষ্যতি তদাসৌ বিগ্রহো ন স্যাত্তদা তবেপ্সিতো বিবাহোঽস্তু নোচেন্নেতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

বিরোধঃ কীদৃশ ইতি। বিরোধঃ কিংবিষয় ইত্যর্থঃ। স্বয়মেব বদতি এনং বৃণোদ্যদীতি। এনং সুদর্শনমিয়ং কন্যা যদি বৃণোদ্বৃণুয়াত্তর্হি তদ্বিষয়ে বিরোধো নান্যরাজবিষয় ইত্যর্থঃ ॥২৮॥

অন্যথেতি। যদি সুদর্শনায় দাস্যসীত্যর্থঃ। অতো নিরর্থকং ময়া সহ বিরোধং দুঃসাধ্যং মা গচ্ছ মা ব্রজেত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

করিয়া অন্যমতে কদাচই কার্য্য করিও না ॥ ২৫ ॥ তুমি আমার অত্যন্ত সুহৃৎ এই নিমিত্তই তোমাকে হিতকথা কহিতেছি, রাজন্! তুমি নিজ তনয়াকে সখীপরিবৃত করিয়া স্বয়ংবর সভামণ্ডপে আনয়ন কর ॥২৬॥ এই বালা, সুদর্শন ব্যতিরেকে অন্য যাহাকে বরণ করে করুক তাহাতে আমার বিগ্রহ করিবার বাসনা নাই, তাহা হইলে তোমার অভিলাষ অনুসারেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাইবে ॥২৭॥ হে নৃপোত্তম! অন্যান্য নৃপতিগণ সকলেই কুলীন ও সৈন্যবলসমন্বিত এবং সর্ব্বতোভাবেই তোমার সদৃশ, তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও বরণ করিলে কোনও বিরোধ সংঘটিত হইতে পারে না; কিন্তু যদি এই কন্যা সুদর্শনকে বরণ করে, তবে নিশ্চয়ই বলপূর্ব্বক তাহাকে হরণ করিব, অতএব হে নৃপসত্তম! ভয়ঙ্কর বিবাদ বিসম্বাদ না করিতে হয় তাহার উপায় কর ॥ ২৮—২৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, এইরূপে যুধাজিৎ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কাশীরাজ সুবাহু অত্যন্ত শোকান্বিত হইলেন এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে গমন করিয়া শোক-

ব্যাস উবাচ।

সা শ্রুত্বা পতিবাক্যন্তু গত্বা প্রাহ সুতান্তিকম্।
বৎসে! রাজাতিদুঃখার্ত্তঃ পিতা তেঽদ্যাপি বর্ত্ততে ॥ ৩২ ॥
ত্বদর্থে বিগ্রহঃ কামং সমুৎপন্নোঽদ্য ভূভৃতাম্।
অন্যং বরয় সুশ্রোণি! সুদর্শনমৃতে নৃপম্ ॥ ৩৩ ॥
যদি সুদর্শনং বৎসে! হঠাত্ত্বং বৈ বরিষ্যসি।
যুধাজিৎ ত্বাঞ্চ মাঞ্চৈব হনিষ্যতি বলান্বিতঃ ॥ ৩৪ ॥
সুদর্শনঞ্চ* রাজাসৌ বলমত্তঃ প্রতাপবান্।
দ্বিতীয়স্তে পতিঃ পশ্চাদ্ভবিতা কলহে সতি ॥ ৩৫ ॥
তস্মাৎ সুদর্শনং ত্যক্ত্বা বরয়ান্যং নৃপোত্তমম্।
সুখমিচ্ছসি চেন্মহ্যং তুভ্যং বা মৃগলোচনে! ॥ ৩৬ ॥
ইতি মাত্রা বোধিতাং তাং পশ্চাদ্রাজাপ্যবোধয়ৎ।
উভয়োর্ব্বচনং শ্রুত্বা নির্ভয়োবাচ কন্যকা ॥ ৩৭ ॥

পুত্রীং ব্রূহীতি। এতাদৃশে কলহে জাতে প্রাপ্তে ময়া শক্যং যৎ কিং কর্ত্তব্যং তস্মাত্ত্বমশোঽস্মি তব যদ্যুক্তং ভাসতে তথা কুর্ব্বিতি পুত্রীং ব্রূহীত্যর্থঃ ॥ ৩১—৪২ ॥

সন্তপ্তচিত্তে মহিষীকে কহিলেন, সুলোচনে! আমি এক্ষণে তোমারই বশবর্ত্তী হইয়াছি তুমি শশিকলাকে বুঝাইয়া বল, যে বিষম কলহ উপস্থিত, এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি? ॥ ৩০—৩১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজমহিষী পতিবাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তনয়ার নিকট গমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, বৎসে! তোমার পিতা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রহিয়াছেন, তোমার নিমিত্ত নিশ্চয়ই নৃপতিগণের মধ্যে বিগ্রহ উপস্থিত হইল, অতএব হে সুশ্রোণি! তুমি সুদর্শন ব্যতিরেকে অন্যকে বরণ কর ॥ ৩২—৩৩ ॥ বৎসে! যদি বিবেচনা না করিয়া হঠকারিতা দ্বারা সুদর্শনকেই বরণ কর তবে সৈন্যসমন্বিত বলবীর্য্যমত্ত প্রতাপান্বিত রাজা যুধাজিৎ তোমাকে, আমাকে এবং সুদর্শনকে বিনাশ করিবে সন্দেহ নাই। এইরূপে কলহ উপস্থিত হইলে পর তোমার দ্বিতীয় পতি হইবারও সম্ভাবনা, অতএব এই সময়েই বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাই একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৩৪—৩৫ ॥ মৃগনয়নে! তন্নিমিত্তই বলিতেছি যে যদি তোমার এবং আমার সুখ ও মঙ্গল কামনা থাকে তবে অন্য এক নৃপতিকে বরণ করা তোমার একান্তই কর্ত্তব্য ॥ ৩৬ ॥ মাতা এইরূপে বুঝাইলে পর রাজাও তাঁহাকে বিস্তর বুঝাইলেন। উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া শশিকলা নির্ভয়চিত্তে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৭ ॥

---

* ত্বাং হরিষ্যতি। ইতি বা পাঠঃ।

কন্যোবাচ।

সত্যমুক্তং নৃপশ্রেষ্ঠ ! জানাসি চ ব্রতং মম।
নান্যং বৃণোমি ভূপালং সুদর্শনমৃতে কচিৎ ॥ ৩৮ ॥
বিভেষি যদি রাজেন্দ্র ! নৃপেভ্যঃ কিল কাতরঃ।
সুদর্শনায় দত্ত্বা মাং বিসর্জ্জয় পুরাদ্বহিঃ ॥ ৩৯ ॥
স মাং রথে সমারোপ্য নির্গমিষ্যতি তে পুরাৎ।
ভবিতব্যস্তু পশ্চাদ্বৈ ভবিষ্যতি ন চান্যথা ॥ ৪০ ॥
নাত্র চিন্তা ত্বয়া কার্য্যা ভবিতব্যে নৃপোত্তম !।
যদ্ভাবি তদ্ভবত্যেব সর্ব্বথা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥

রাজোবাচ।

ন পুত্রি ! সাহসং কার্য্যং মতিমদ্ভিঃ কদাচন।
বহুভির্ন্ন বিরোদ্ধব্যমিতি বেদবিদো বিদুঃ ॥ ৪২ ॥
বিস্রক্ষ্যামি কথং কন্যাং দত্ত্বা রাজসুতায় চ।
রাজানো বৈরসংযুক্তাঃ কিং ন কুর্য্যুরসাম্প্রতম্ ॥ ৪৩ ॥
যদি তে রোচতে বৎসে ! পণং সংবিদধাম্যহম্।
জনকেন যথাপূর্ব্বং কৃতঃ সীতাস্বয়ংবরে ॥ ৪৪ ॥

পণে কৃতে কলহো ন ভবিষ্যতীত্যাহ যদি ত্বদিতি ॥ ৪৩—৪৫ ॥

নৃপবর ! আপনি যাহা কহিলেন তাহা সত্য বটে, কিন্তু আমার দৃঢ়ব্রতের কথাত আপনি অবগত আছেন, আমি সুদর্শন ব্যতিরেকে অন্য কোনও ভূপতিকে বরণ করিব না ॥ ৩৮ ॥ রাজেন্দ্র ! আপনি যদি রাজগণের ভয়ে ভীত ও কাতর হন, তবে আমাকে সুদর্শনের করে সম্প্রদান করিয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিউন, তিনি আমাকে রথে আরোপিত করিয়া নগর হইতে নির্গত হইবেন, তাহার পর যাহা ভবিতব্য, তাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে, কদাচই তাহার অন্যথা হইবে না ॥ ৩৯—৪০ ॥ হে নৃপোত্তম ! ভবিতব্য বিষয়ে আপনি কিছুই ভাবনা করিবেন না, যাহা হইবার, তাহা অবশ্যই হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই ॥ ৪১ ॥

রাজা কহিলেন, বৎসে ! বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ কদাচই অতিশয় সাহস করেন না, বেদজ্ঞগণ কহিয়া থাকেন যে বহু ব্যক্তির সহিত বিরোধ করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ৪২ ॥ আমি রাজপুত্রকে কন্যাদান করিয়া তাহার সহিত নিজ কন্যাকে কিরূপে বিসর্জ্জন দিব ? রাজগণ বৈরভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছেন। এমন অকার্য্য কিছুই নাই যাহা তাঁহারা এখন সম্পাদন করিতে না পারেন ? ॥ ৪৩ ॥ বৎসে ! যদি তোমার অভিমত হয়, তবে পূর্ব্বে জনকরাজ যেমন সীতার

শৈবং ধনুর্যথা তেন ধৃতং কৃত্বা পণং তথা।
তথাহমপি তন্বঙ্গি! করোম্যদ্য দুরাসদম্॥ ৪৫॥
বিবাদো যেন রাজ্ঞাং বৈ কৃতে সতি শমং ব্রজেৎ।
পালয়িষ্যতি যঃ কামং স তে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥ ৪৬॥
সুদর্শনস্তথান্যো বা যঃ কশ্চিদ্বলবত্তরঃ।
পালয়িত্বা পণং ত্বাং বৈ বরয়িষ্যতি সর্ব্বথা॥ ৪৭॥
এবং কৃতে নৃপাণাস্তু বিবাদঃ শমিতো ভবেৎ।
সুখেনাহং বিবাহং তে করিষ্যামি ততঃপরম্॥ ৪৮॥

কন্যোবাচ।

সন্দেহেনৈব মজ্জামি মূর্খকৃত্যমিদং যতঃ।
ময়া সুদর্শনঃ পূর্ব্বং ধৃতশ্চেতসি নান্যথা॥ ৪৯॥
কারণং পুণ্যপাপানাং মন এব মহীপতে!।
মনসা বিধৃতং ত্যক্ত্বা কথমন্যং বৃণে পিতঃ!॥ ৫০॥
কৃতে পণে মহারাজ! সর্ব্বেষাং বশগা হ্যহম্।
একঃ পালয়িতা দ্বৌ বা বহবো বা ভবন্তি চেৎ॥ ৫১॥

কামং পণম্॥ ৪৬—৫০॥

সর্ব্বেষামিতি। যে যে পণং সাধয়িষ্যন্তি তেষাং সর্ব্বেষাং বশগা ভবিষ্যামীত্যর্থঃ। ন হ্যেকেনৈব পণঃ সাধনীয় ইতি পণসময়ে নিয়মঃ ক্রিয়তে কিন্তু সমুদায়োদ্দেশেনেতি।

স্বয়ংবরে পণ করিয়াছিলেন, আমিও তোমার নিমিত্ত সেইরূপ পণ সংস্থাপন করি॥ ৪৪॥ তিনি যেমন শৈবধনু পণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ দুঃসাধ্য পণ সংস্থাপন করিতে পারি। তাহা হইলে রাজগণের বিবাদও প্রশমিত হইতে পারে। কারণ, যে ব্যক্তি পণ প্রতিপালনে সমর্থ হইবেন সেই ব্যক্তিই তোমার পাণি গ্রহণ করিবেন; তাহাতে সুদর্শনই হউন অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তিই হউন, যে বলবান্ হইবে সেই ব্যক্তিই পণ প্রতিপালন পূর্ব্বক তোমাকে বরণ করিবেন॥ ৪৫—৪৭॥ এইরূপ করিলে নৃপতিগণের বিবাদ প্রশমিত হইয়া যাইবে, আমিও তাহার পর সুখে তোমার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিব॥ ৪৮॥

কন্যা কহিলেন, পিতঃ! আপনার বাক্য শুনিয়া আমি সংশয় সাগরে নিমগ্ন হইলাম; কারণ, আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহা মূর্খের কার্য্য বলিয়াই বোধ হইতেছে; আমি পূর্ব্বেই মনে মনে সুদর্শনকে বরণ করিয়াছি তাহার আর অন্যথা হইবে না॥ ৪৯॥ মহীপতে! মনই পাপ পুণ্যের কারণ হইয়া থাকে, যাহাকে আমি মনে মনে ধারণ করিয়াছি, তাহাকে পরি-

কিং কর্ত্তব্যং তদা তাত ! বিবাদে সমুপস্থিতে।
সংশয়াধিষ্ঠিতে কার্য্যে মতিং নাহং করোম্যতঃ ॥ ৫২ ॥
মা চিন্তাং কুরু রাজেন্দ্র ! দেহি সুদর্শনায় মাম্।
বিবাহং বিধিনা কৃত্বা শং বিধাস্যতি চণ্ডিকা ॥ ৫৩ ॥
যন্নামকীর্ত্তনাদেব দুঃখৌঘো বিলয়ং ব্রজেৎ।
তাং স্মৃত্বা পরমাং শক্তিং কুরু কার্য্যমতন্দ্রিতঃ ॥ ৫৪ ॥
গত্বা বদ নৃপেভ্যস্ত্বং কৃতাঞ্জলিপুটোঽদ্য বৈ।
আগন্তব্যঞ্চ শ্বঃ সর্ব্বৈরিহ ভূপৈঃ স্বয়ংবরে ॥ ৫৫ ॥
ইত্যুক্ত্বা ত্বং বিসৃজ্যাশু সর্ব্বং নৃপতিমণ্ডলম্।
বিবাহং কুরু রাত্রৌ মে বেদোক্তবিধিনা নৃপ ! ॥ ৫৬ ॥
পারিবর্হং যথা যোগ্যং দত্ত্বা তস্মৈ বিসর্জ্জয়।
গমিষ্যতি গৃহীত্বা মাং ধ্রুবসন্ধিসুতঃ কিল ॥ ৫৭ ॥

এতদেবাহ একঃ পালয়িতেতি। ত্রিভির্যদি বা দ্বাভ্যাং বা পণঃ সাধ্যতে তদৈকা কন্যা কস্য ভাবব্যতীতি বিবাদে সমুপস্থিতে কিং কর্ত্তব্যম্। ন কশ্চিদত্রোপায়ো বিদ্যতে তস্মা-দ্বাভ্যাং ত্রিভ্যো বা সা কন্যা দেয়েতিপ্রসঙ্গঃ স্যাত্ততশ্চ মহাননর্থঃ পণে কৃতে সতি ভাবিষ্যতী-ত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

সংশয়াধিষ্ঠিতে সংশয়বিষয় ইত্যর্থঃ। অয়ং বা পতিরয়ং বা পতিরিতি পতিবিষয়ে সংশয়ে কুলটাবদহং মতিং ন করোমি পতিব্রতা সতীতিভাবঃ ॥ ৫২ ॥

ত্যাগ করিয়া অন্য ব্যক্তিকে কিরূপে বরণ করিতে পারি ॥৫০॥ মহারাজ ! পণ করিলে আমি সকলেরই বশবর্ত্তিনী হইব, যদি একজন, দুইজন অথবা বহু ব্যক্তি সেই পণ প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয়, তবেত আমি সকলেরই বশীভূতা হইব সন্দেহ নাই, পিতঃ ! তাহাতেও বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে, তখন আমি কি করিব, অতএব সংশয়সংযুক্ত কার্য্যে আমি কিছুতেই সম্মতি প্রদান করিতে পারিব না ॥ ৫১-৫২ ॥ রাজেন্দ্র ! আপনি কোনও চিন্তা করিবেন না, আপনি আমাকে বিবাহ বিধি দ্বারা সুদর্শনে সমর্পণ করুন, তাহাতে চণ্ডিকা দেবী অবশ্যই আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন ॥ ৫৩ ॥ রাজন্ ! যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলে দুঃখরাশি বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেই পরমাশক্তিকে স্মরণ করিয়া সাবধানে কার্য্য সাধন করুন ॥ ৫৪ ॥ আপনি অদ্য নৃপতিগণের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে বলুন, আপনারা সকলেই কল্য স্বয়ংবর সভায় আগমন করিবেন ॥ ৫৫ ॥ এই বলিয়া সমস্ত ভূপতি-মণ্ডলকে বিদায় দিয়া রাত্রিযোগে বেদোক্ত বিধানে আমার পাণিপীড়ন কার্য্য সমাধান করুন। তদনন্তর যথাযোগ্য বিবাহের দান দ্রব্য প্রদানানন্তর রাজপুত্র সুদর্শনকে বিদায় দিউন, তাহা হইলে ধ্রুবসন্ধি তনয় সুদর্শন আমাকে লইয়া গমন করিবেন ॥ ৫৬—৫৭ ॥

কদাচিত্তে নৃপাঃ ক্রুদ্ধাঃ সংগ্রামং কর্ত্তুমুদ্যতাঃ।
ভবিষ্যন্তি তদা দেবী সাহায্যং নঃ করিষ্যতি ॥ ৫৮ ॥
সোঽপি রাজসুতৈস্তৈস্তু সংগ্রামং সংবিধাস্যতি।
দৈবান্মৃধে মৃতে তস্মিন্মরিষ্যাম্যহমপ্যুত ॥ ৫৯ ॥
স্বস্তি তেঽস্তু গৃহে তিষ্ঠ দত্ত্বা মাং সহসৈন্যকঃ।
একৈবাহং গমিষ্যামি তেন সার্দ্ধং রিরংসয়া ॥ ৬০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা রাজাসৌ কৃতনিশ্চয়ঃ।
মতিং চক্রে তথাকর্ত্তুং বিশ্বাসং প্রতিপদ্য চ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে কাশীপতেঃ কন্যায়া মতানুসরণং নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

বিবাহং বিধিনা কৃত্বা সুদর্শনায় মাং দেহীতিপূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৫৩—৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

তাহাতেও যদি নৃপগণ ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার সহিত সংগ্রাম করিতে উদ্যত হন, তবে দেবী ভগবতী আমাদিগের সহায় হইবেন সন্দেহ নাই ॥ ৫৮ ॥ সুদর্শনও তখন সেই রাজপুত্রগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন, তাহাতে যদি দৈবাৎ রণস্থলে তাঁহার মৃত্যু হয়, তবে আমিও প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগামিনী হইব ॥ ৫৯ ॥ রাজন্‌! আপনার মঙ্গল হউক আপনি আমাকে সুদর্শনে সমর্পণ করিয়া সসৈন্যে গৃহে অবস্থান করুন; তাঁহার সহিত প্রণয়-বাসনায় আমি একাকিনীই তাঁহার সঙ্গে গমন করিব ॥ ৬০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা সুবাহু নিজ তনয়ার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে বিশ্বাস করিলেন এবং কৃতনিশ্চয় হইয়া সেইরূপে শশিকলার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিতে মানস করিলেন ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মকমহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে কাশীপতির কন্যামতানুসরণ নামক একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

শ্রুত্বা সুতাবাক্যমনিন্দিতাত্মা
নৃপাংশ্চ গত্বা নৃপতির্জ্জগাদ।
ব্রজন্তু কামং শিবিরাণি ভূপাঃ
শ্বো বা বিবাহং কিল সংবিধাস্যে ॥ ১ ॥
ভক্ষ্যাণি পেয়ানি ময়ার্পিতানি
গৃহ্ণন্তু সর্ব্বে ময়ি সুপ্রসন্নাঃ।
শ্বো ভাবি কার্য্যং কিল মণ্ডপেঽত্র
সমেত্য সর্ব্বৈরিহ সংবিধেয়ম্ ॥ ২ ॥
নায়াতি পুত্রী কিল মণ্ডপেঽদ্য
করোমি কিং ভূপতয়োঽত্র কামম্।
প্রাতঃ সমাশ্বাস্য সুতাং নয়িষ্যে
গচ্ছন্তু তস্মাচ্ছিবিরাণি ভূপাঃ ॥ ৩ ॥

অষ্টাধিকৈশ্চ চত্বারিংশৎপদ্যৈরথ বর্ণ্যতে।
সুদর্শনবিবাহশ্চ সুবাহোশ্চৈব কন্যয়া ॥

কন্যাবাক্যং শ্রুত্বা যচ্চকার রাজা তদাহ শ্রুত্বেতি। কামং যথেষ্টম্। শ্বো বা শ্ব এব ॥ ১ ॥
কার্য্যং বিবাহরূপম্ ॥ ২ ॥
নয়িষ্যে আনয়িষ্যে ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! অনন্তর সেই উদারাত্মা কাশীপতি সুবাহু, কন্যার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক নৃপতিগণের সমীপে আসিয়া কহিলেন, রাজেন্দ্রগণ! আপনারা এখন আপন আপন শিবিরে গমন করুন, আমি কল্য কন্যার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিব ॥ ১ ॥ রাজগণ সকলেই আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া মদ্দত্ত পান ভোজনাদি গ্রহণ করুন, আপনারা কল্য এই সভামণ্ডপে আগমন করিয়া বিবাহ কার্য্যের বিধান করিয়া দিবেন ॥ ২ ॥ ভূপগণ! অদ্য আমার তনয়া এই সভামণ্ডপে আগমন করিল না, তাহাতে আমি আর কি করিব, কল্য প্রাতঃকালে আশ্বাসিত করিয়া তাহাকে এই স্থানে আনয়ন করিব, অতএব আপনারা এক্ষণে স্ব স্ব শিবিরে গমন করুন ॥ ৩ ॥ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের

ন বিগ্রহো বুদ্ধিমতাং নিজাশ্রিতে
কৃপা বিধেয়া সততং হ্যপত্যে।
বিধায় তাং প্রাতরিহানয়িষ্যে
সুতাং তু গচ্ছন্তু নৃপা যথেষ্টম্ ॥ ৪ ॥
ইচ্ছাপণং বা পরিচিন্ত্য চিত্তে
প্রাতঃ করিষ্যাম্যথ সংবিবাহম্।*
সর্ব্বৈঃ সমেত্যাত্র নৃপৈঃ সমেতৈঃ
স্বয়ংবরঃ সর্ব্বমতেন কার্য্যঃ ॥ ৫ ॥
শ্রুত্বা নৃপাস্তেঽবিতথং বিদিত্বা
বচো যযুঃ স্বানি নিকেতনানি।
বিধায় পার্শ্বে নগরস্য রক্ষাং
চক্রুঃ ক্রিয়ামধ্যদিনোদিতাশ্চ ॥ ৬ ॥
সুবাহুরপ্যার্য্যজনৈঃ সমেত-
শ্চকার কার্য্যাণি বিবাহকালে।
পুত্রীং সমাহূয় গৃহে সুগুপ্তে
পুরোহিতৈর্ব্বেদবিদাং বরিষ্ঠৈঃ ॥ ৭ ॥

ন বিগ্রহ ইতি। বিগ্রহো ন যুক্ত ইতি শেষঃ। প্রাতরিহ সুতামানয়িষ্যে। অধুনা তাং কৃপাং বিধায় যথেষ্টং নৃপা গচ্ছন্তু ॥ ৪ ॥

কথং শ্বো বিবাহং করিষ্যসীতি চেত্তত্রাহ ইচ্ছাপণং বেতি। ইচ্ছাপণং বা শৌর্য্যপণং বা যথা ভবতাং মনীষিতং বর্ত্ততে তথা চিত্তে পণং পরিচিন্ত্যেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অবিতথং সত্যং নগরস্য পার্শ্বে আসমন্তাদ্রক্ষাং বিধায় কদাচিদ্রাজা ছলং বিধাস্যতীতি শঙ্কয়া ॥ ৬ ॥

বিবাদ অথবা বিগ্রহ করা কর্ত্তব্য নহে, তাঁহারা নিজাশ্রিত সন্তানের প্রতি সতত কৃপা প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাহা হউক তনয়াকে বুঝাইয়া প্রাতঃকালে এই স্থানে আনয়ন করিব, আপনারা এক্ষণে যথাভিলষিত স্থানে গমন করুন ॥ ৪ ॥ কল্য প্রাতঃকালে ইচ্ছাপণ অথবা শৌর্য্যপণ যাহা ভাল হয় তাহা বিবেচনা করিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করা হইবে, অথবা আপনারা সকলে একত্র মিলিত হইয়া, সকলের অভিমত স্বয়ংবর কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন ॥৫॥ নৃপতিগণ সুবাহুর বাক্য শ্রবণানন্তর তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং নগরের চারি দিকে রক্ষা বিধান পূর্ব্বক নিজ নিজ নিকেতনে গমন করিয়া মধ্যাহ্ন কার্য্য

---

* সম্প্রচারম্। ইতি বা পাঠঃ।

স্নানাদিকং কর্ম্ম বরস্য কৃত্বা
বিবাহভূষাকরণং তথৈব।
আনায্য বেদীরচিতে গৃহে বৈ
তস্যার্হণাং ভূমিপতিশ্চকার ॥ ৮ ॥
সবিষ্টরং চাচমনীয়মর্ঘ্যং
বস্ত্রদ্বয়ং গামথ কুণ্ডলে দ্বে।
সমর্প্য তস্মৈ বিধিবন্নরেন্দ্র
ঐচ্ছৎ সুতাদানমহীনসত্ত্বঃ ॥ ৯ ॥
সোঽপ্যগ্রহীৎ সর্ব্বমদীনচেতাঃ
শশাম চিন্তাথ মনোরমায়াঃ।
কন্যাং সুকেশীং নিধিকন্যকাসমাং*
মেনে তদাত্মানমনুত্তমঞ্চ ॥ ১০ ॥
সুপূজিতং ভূষণবস্ত্রদানৈ-
র্বরোত্তমং তং সচিবাস্তদানীম্।
নিন্যুশ্চ তে কৌতুকমণ্ডপান্ত-
র্মুদান্বিতা বীতভয়াশ্চ সর্ব্বে ॥ ১১ ॥

আর্য্যজনৈঃ পুরোহিতাদিভিঃ ॥ ৭ ॥
তস্য জামাতুঃ। অর্হণাং পূজাম্ ॥ ৮—৯ ॥
মনোরমায়াশ্চিন্তা মম পুত্রায় কন্যাং দাস্যতি বা ন দাস্যতীতি সা শশাম। নিধিকন্যকাসমাং কুবেরকন্যকাসমাং মেনে। আত্মানং স্বমনুত্তমমল্পং কন্যাপেক্ষয়া মেনে মহতাং বিবাহে এবৈব রীতিঃ ॥ ১০—১১ ॥

সকল নির্ব্বাহ করিলেন ॥ ৬ ॥ এদিকে রাজা সুবাহুও প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের সহিত মিলিত হইয়া বৈবাহিক কার্য্য সমুদায় সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তিনি বিবাহকালে সুগুপ্ত গৃহমধ্যে কন্যাকে আনয়ন করিয়া বেদবিদাগ্রগণ্য পুরোহিতগণের দ্বারা বরের স্নানাদি কার্য্য সম্পাদন পুরঃসর তাহার বেশ ভূষাদি কার্য্য সমুদায় সমাধান করাইলেন; অনন্তর, বরকে গৃহমধ্যে বিরচিত বেদীতে আনয়ন করিয়া তাহার বরোচিত পূজাবিধান সম্পাদন করিলেন ॥৭—৮॥ তদনন্তর উদারচেতা মহীপতি আসন, আচমনীয়, অর্ঘ্য, ক্ষৌম্য বস্ত্রযুগল, গো ও কুণ্ডলদ্বয় অর্পণ পূর্ব্বক সুদর্শনকে কন্যা প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ৯ ॥ উন্নতমনা সুদর্শনও নৃপত্তিদত্ত তৎসমুদায় গ্রহণ করিলেন। ইহা দেখিয়া

---

* কন্যাং বারাংনিধিপুত্রীতুল্যাম্। ইতি বা পাঠঃ।

সমাপ্তভূষাং বিধিবদ্বিধিজ্ঞাঃ
স্ত্রিয়শ্চ তাং রাজসুতাং সুযানে।
আরোপ্য নিন্যুর্ব্বরসন্নিধানং
চতুষ্কযুক্তে কিল মণ্ডপে বৈ ॥ ১২ ॥
অগ্নিং সমাধায় পুরোহিতোঽসৌ
হুত্বা যথাবচ্চ তদন্তরালে।
আহ্বায়য়ত্তৌ কৃতকৌতুকৌ তু
বধূবরৌ প্রেমযুতৌ নিকামম্ ॥ ১৩ ॥
লাজাবিসর্গং বিধিবদ্বিধায়
কৃত্বা হুতাশস্য প্রদক্ষিণাঞ্চ।
তৌ চক্রতুস্তত্র যথোচিতং তৎ
সর্ব্বং বিধানং কুলগোত্রজাতম্ ॥ ১৪ ॥
শতদ্বয়ং চাশ্বযুজাং রথানাং
সুভূষিতঞ্চাপি শরৌঘসংযুতম্।
দদৌ নৃপেন্দ্রস্তু সুদর্শনায়
সুপূজিতং পারিবর্হং বিবাহে ॥ ১৫ ॥

চতুষ্কযুক্তে বেদীযুক্তে ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥
আহ্বায়য়ৎ পিত্রাদিনেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥
লাজাবিসর্গং লাজাহোমম্ ॥ ১৪—১৫ ॥

মনোরমার উৎকণ্ঠা প্রশমিত হইল। মনোরমা সেই সুশোভনা কন্যাকে কুবেরতনয়ার ন্যায় ভাবিতে ভাবিতে আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ অনন্তর রাজসচিবগণ নির্ভয়ে ও আহ্লাদ সহকারে বসন ভূষণাদি দ্বারা সুপূজিত বরোত্তম সুদর্শনকে উত্তম যানে আরোপিত করিয়া কৌতুকমণ্ডপের মধ্যভাগে লইয়া গেলেন ॥ ১১ ॥ এদিকে বিধিবেদিনী গৃহিণীগণ রাজকন্যার বিবাহোচিত বেশভূষা সমাপিত করিয়া উত্তম যানে আরোপণ পূর্ব্বক বেদীবিশিষ্ট মণ্ডপে বরসন্নিধানে লইয়া গিয়া উপবেশন করাইলেন ॥ ১২ ॥ অনন্তর, রাজপুরোহিত মণ্ডপমধ্যে অগ্নিস্থাপন করিয়া যথাবিধি হোম করিলেন, তদনন্তর প্রেমসংযুক্ত বধূবরের কৌতুক মঙ্গলকার্য্য বিধি পূর্ব্বক সমাধা করিয়া পিত্রাদি দ্বারা তাহাদিগকে আহ্বান করাইলেন। তৎপরেই বর ও বধূ যথাবিধি লাজাহোম সমাপন পূর্ব্বক হুতাগ্নির প্রদক্ষিণ সম্পাদন করিলেন। এইরূপে গোত্রনিষ্ঠ ও কুলপ্রচলিত সমস্ত কার্য্যই যথাবিধানে যথোচিতরূপে সম্পাদন করিলেন ॥ ১৩—১৪ ॥ অনন্তর, মহারাজ সুবাহু

মদোৎকটান্ হেমবিভূষিতাংশ্চ
গজান্ গিরেঃ শৃঙ্গসমানদেহান্।
শতং সপাদং নৃপসূনবেঽসৌ
দদাবথ প্রেমযুতো নৃপেন্দ্রঃ ॥ ১৬ ॥
দাসীশতং কাঞ্চনভূষিতঞ্চ
করেণুকানাঞ্চ শতং সুচারু।
সমর্পয়ামাস বরায় রাজা
বিবাহকালে মুদিতোঽনুবেলম্ ॥ ১৭ ॥
অদাৎ পুনর্দাসসহস্রমেকং
সর্ব্বায়ুধৈঃ সংভৃতভূষিতঞ্চ।
রত্নানি বাসাংসি যথোচিতানি
দিব্যানি চিত্রাণি তথাবিকানি ॥ ১৮ ॥
দদৌ পুনর্বাসগৃহাণি তস্মৈ
রম্যাণি দীর্ঘাণি বিচিত্রিতানি।
সিন্ধূদ্ভবানাং তুরগোত্তমানা-
মদাৎ সহস্রদ্বিতয়ং সুরম্যম্ ॥ ১৯ ॥
ক্রমেলকানাঞ্চ শতত্রয়ং বৈ
প্রত্যাদিশদ্ভারভৃতাং সুচারু।
শতদ্বয়ং বৈ শকটোত্তমানাং
তস্মৈ দদৌ ধান্যরসৈঃ প্রপূরিতম্ ॥ ২০ ॥

সপাদং পঞ্চবিংশত্যধিকং শতমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥
করেণুকানাং শতম্ ॥ ১৭ ॥
সম্ভৃতং ভূষিতমিতি কর্ম্মধারয়ঃ। আবিকানি উর্ণাবস্ত্রাণি ॥ ১৮—১৯ ॥

প্রেমসংযুক্ত হইয়া বিবাহকালে রাজপুত্র সুদর্শনকে, শররাশি পরিপূরিত সুশোভিত ও অশ্বযুক্ত দুইশত রথ, এবং হেমবিভূষিত গিরিশৃঙ্গ তুল্য দেহধারী পঞ্চবিংশাধিক একশত মদমত্ত মাতঙ্গ, স্বর্ণাভরণ ভূষিত শত দাসী ও শত সংখ্যক সুচারুদর্শনা হস্তিনী প্রদান করিলেন ॥ ১৫—১৭ ॥ আর তিনি তাঁহাকে সর্ব্বায়ুধ সম্পন্ন ও বিভূষিত এক সহস্র দাস ও বহুতর রত্ন বস্ত্র এবং দিব্য বিচিত্র উর্ণাবসন এবং মনোরম সুপ্রশস্ত বাস গৃহ এবং অত্যুত্তম দুই সহস্র সিন্ধুজাত অশ্ব, ভারবাহী তিনশত অত্যুত্তম উষ্ট্র এবং ধান্যরস পরিপূরিত

মনোরমাং রাজসুতাং প্রণম্য
জগাদ বাক্যং বিহিতাঞ্জলিঃ পুরঃ।
দাসোঽস্মি তে রাজসুতে! বরিষ্ঠে
তদ্‌ব্রূহি যৎ স্যাত্তু মনোগতন্তে॥ ২১॥
তং চারুবাক্যং নিজগাদ সাপি
স্বস্ত্যস্তু তে ভূপ! কুলস্য বৃদ্ধিঃ।
সম্মানিতাহং মম সূনবে ত্বয়া
দত্তা যতো রত্নবরা স্বকন্যা॥ ২২॥
ন বন্দিপুত্রী নৃপ! মাগধী বা
স্তৌমীহ কিং ত্বাং স্বজনং মহত্তরম্‌।
সুমেরুতুল্যস্তু কৃতঃ সুতোঽদ্য মে
সম্বন্ধিনা ভূপতিনোত্তমেন॥ ২৩॥
অহোঽতিচিত্রং নৃপতেশ্চরিত্রং
পরং পবিত্রং তব কিং বদামি।
যদ্‌ভ্রষ্টরাজ্যায় সুতায় মেঽদ্য
দত্তা ত্বয়া পূজ্যসুতা বরিষ্ঠা॥ ২৪॥

ক্রমেলকানাং উষ্ট্রাণাঞ্চ॥ ২০॥

ইত্থং পারিবর্হং বরায় দত্ত্বা বরমাতরং তোষয়তি মনোরমামিতি॥ ২১॥

হে ভূপতে! কুলস্য বৃদ্ধিরপ্যস্ত্বিত্যর্থঃ। মম দুর্ভগায়াঃ সূনবে ত্বয়া কন্যা দত্তা ততস্তব কল্যাণং ভবত্বস্মাচ্চাধিকং ন কিঞ্চিন্মমাভিলষণীয়মস্তি॥ ২২॥

অথাস্মিন্‌ সময়ে তব মহত্তরা স্তুতিঃ কর্ত্তব্যা পরন্তু সা স্তুতিঃ স্তুতিবিষয়স্য পরকীয়ত্বে স্তুতিং কর্ত্তুং বন্দিজনবৎ কবিতাশক্তিমত্ত্বে এবং সম্ভবতি ন চাত্রৈতদুভয়মস্তি তব স্বজনত্বা-ন্মম চ কুলীনায়া বন্দিজনত্বাভাবাদিত্যাহ ন বন্দিপুত্রীতি॥ ২৩॥

দুইশত শকট প্রদান করিলেন॥ ১৮—২০॥ অনন্তর, রাজা রাজতনয়া মনোরমাকে প্রণাম করিয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক কহিলেন, নৃপসুতে! আমি আপনার দাস হইলাম, এক্ষণে আপনার মনোগত কি? তাহা আমাকে বলুন॥ ২১॥ রাজার সেই শ্রবণ-মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া মনোরমা কহিলেন, মহারাজ! আপনার কুশল এবং কুলবৃদ্ধি হউক; আমার পুত্রকে আপনি কন্যারত্ন প্রদান করিয়া আমার সম্মান বৃদ্ধি করিলেন আপনার কুশল ও কুলবৃদ্ধি ব্যতিরেকে আমার অন্য কোনও অভিলাষ নাই॥ ২২॥ রাজন্‌! আপনি নৃপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আপনি কন্যা প্রদান পূর্ব্বক পুত্রকে সম্বন্ধবদ্ধ করিয়া তাহাকে সুমেরু তুল্য মহান্‌ করিয়া তুলিলেন, আপনি মহত্তর ও আমার স্বজন, আমি বন্দীজনের

বনাধিবাসায় কিলাধনায়
পিত্রা বিহীনায় বিসৈন্যকায়।
সর্ব্বানিমান্ ভূমিপতীন্ বিহায়
ফলাশনায়ার্থবিবর্জ্জিতায় ॥ ২৫ ॥
সমানবিত্তেঽথ কুলে বলে চ
দদাতি পুত্রীং নৃপতিশ্চ ভূপ!।
ন কোঽপি মে ভূপসুতেঽর্থহীনে
গুণান্বিতাং রূপবতীঞ্চ দদ্যাৎ ॥ ২৬ ॥
বৈরন্তু সর্ব্বৈঃ সহ সংবিধায়
নৃপৈর্ব্বরিষ্ঠৈর্ব্বলসংযুতৈশ্চ।
সুদর্শনায়াথ সুতার্পিতা মে
কিং বর্ণয়ে ধৈর্য্যমিদং ত্বদীয়ম্ ॥ ২৭ ॥
নিশম্য বাক্যানি নৃপঃ প্রহৃষ্টঃ
কৃতাঞ্জলির্বাক্যমুবাচ ভূয়ঃ।
গৃহাণ রাজ্যং মম সুপ্রসিদ্ধং
ভবামি সেনাপতিরদ্য চাহম্ ॥ ২৮ ॥

পূজ্যাস্তু সুতা ॥ ২৪ ॥
কথম্ভূতায় মম সুতায় তত্রাহ বনাধিবাসায়েতি ॥ ২৫ ॥
বলে বলবতীত্যর্থঃ। হে ভূপ! মেঽর্থহীনে সুতে ন কোঽপি দদ্যাদিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৬—২৭ ॥
নিশম্যেতি। রাজ্যং ত্বং গৃহাণাহং তু তব সেনাধিপতির্ভবামি ভবিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

তনয়া বা স্তুতিপাঠিকা নহি, অতএব আপনার এই সমস্ত মহৎ কার্য্যের নিমিত্ত আমি কি স্তুতি করিতে সমর্থ হইব ॥ ২৩ ॥ মহারাজ! আপনার চরিত্র অতি বিচিত্র ও পবিত্র, তাহা আপনাকে আর কি বলিব, যেহেতু আপনি সমস্ত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যভ্রষ্ট, বনবাসী, পিতৃহীন, ধনহীন, সৈন্যবিহীন, ফলমূলভোজী মদীয় পুত্রকে কন্যারত্ন প্রদান করিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥ নৃপতিগণ প্রায়ই সমানকুল, সমানবল ও সমানবিত্তশালী ব্যক্তিকেই কন্যা প্রদান করিয়া থাকেন, কোনও রাজা মদীয় পুত্রের ন্যায় অর্থহীন রাজপুত্রকে রূপবতী কন্যা প্রদান করেন না ॥ ২৬ ॥ মহারাজ! সৈন্যবল সমন্বিত সমস্ত শ্রেষ্ঠ ভূপতিগণের সহিত শত্রুতা করিয়া মদীয় পুত্র সুদর্শনকে সুতা সমর্পণ করিলেন, এ বিষয়ে আপনার যে কতদূর ধৈর্য্য, আমি স্ত্রীজাতি হইয়া তাহার আর কি বর্ণনা করিতে পারি? ॥ ২৭ ॥ কাশীরাজ সুবাহু, মনোরমার সুমধুর বচন শ্রবণ করিয়া অধিকতর হৃষ্ট

নোচেত্তদর্দ্ধং প্রতিগৃহ্য চাত্র
সুতান্বিতা রাজ্যফলানি ভুঙ্ক্ষ্ব।
বিহায় বারাণসিকানিবাসং
বনে পুরে বা স মতো ন মেঽস্তি॥ ২৯॥
নৃপাস্তু সন্ত্যেব রুষান্বিতা বৈ
গত্বা করিষ্যে প্রথমন্তু সান্ত্বনম্।
ততঃ পরং দ্বাবপরাবুপায়ৌ
নো চেত্ততো যুদ্ধমহং করিষ্যে॥ ৩০॥
জয়াজয়ৌ দৈববশৌ তথাপি
ধর্ম্মে জয়ো নৈব কৃতেঽপ্যধর্ম্মে।
তেষাং কিলাধর্ম্মবতাং নৃপাণাং
কথং ভবিষ্যত্যনুচিন্তিতং বৈ॥ ৩১॥
আকর্ণ্য তদ্ভাষিতমর্থবচ্চ
জগাদ বাক্যং হিতকারকং তম্।
মনোরমা মানমবাপ্য তস্মাৎ
সর্ব্বাত্মনা মোদযুতা প্রসন্না॥ ৩২॥

বনেঽথবা পুরে স বাসো মে মতো ন মান্যোঽস্তি। এতাদৃশক্ষেত্রবাসং বিহায় নান্যত্র গন্তব্যমিত্যর্থঃ॥ ২৯॥

কুপিতনৃপভয়ং ত্বয়া নৈব কর্ত্তব্যমিত্যাহ নৃপাস্ত্বিতি। দ্বাবপরাবুপায়ৌ দানভেদৌ তৈস্ত্রিভিস্তেষাং সান্ত্বনং জাতং চেদ্বরম্। নোচেদ্যুদ্ধমহং করিষ্যে ত্বয়া ন ভীতিঃ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ॥ ৩০॥

নন্থ যুদ্ধে তব পরাজয়ে মম ভয়ং তদবস্থমেবেতি চেত্তত্রাহ জয়াজয়াবিতি। যদ্যপি তৌ দৈববশৌ তথাপি যতো ধর্ম্মস্ততো জয় ইতিনিয়মাদ্ধর্ম্মে ময়ৈতাদৃশে কৃতে জয় এব মম

হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন, দেবি! আপনি আমার এই সুপ্রসিদ্ধ রাজ্য গ্রহণ করুন, আমি এক্ষণে সেনাপতি হইয়া এই রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত যত্ন করিতে থাকিব॥ ২৮॥ অথবা এই রাজ্যের অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করিয়া এই স্থানেই পুত্রের সহিত রাজ্য ভোগ করুন; বারাণসীবাস পরিত্যাগ করিয়া বনে বা অন্য নগরে বসবাস আমার অভিমত নহে॥ ২৯॥ রাজগণ রোষান্বিত হইয়াছেন, আমি প্রথমে তাঁহাদিগের নিকট গমন করিয়া সান্ত্বনা করিব, তাহাতে ক্ষান্ত না হইলে দান ও ভেদ নামক উপায় দ্বয় অবলম্বন করিব, তাহাতেও শান্ত না হইলে পরিশেষে অবশ্যই যুদ্ধ করিব। দেবি! জয় পরাজয় দৈবায়ত্ত; তথাপি ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় হইয়া থাকে, তবে অধার্ম্মিক নৃপতিবর্গের জয়লাভ-

রাজন্! শিবং তেঽস্তু কুরুষ্ব রাজ্যং
ত্যক্ত্বা ভয়ং ত্বং স্বসুতৈঃ সমেতঃ।
সুতোঽপি মে নূনমবাপ্য রাজ্যং
সাকেতপুর্য্যাং প্রচরিষ্যতীহ ॥ ৩৩ ॥
বিসর্জ্জয়াস্মান্নিজসদ্ম গন্তুং
শিবং ভবানী তব সংবিধাস্যতি।
ন কাপি চিন্তা মম ভূপ! বর্ত্ততে
সঞ্চিন্তয়ন্ত্যাঃ পরমাম্বিকাং বৈ ॥ ৩৪ ॥
দোষা গতা বিবিধবাক্যপদৈ রসালৈ-
রন্যোন্যভাষণপদৈরমৃতোপমৈশ্চ।
প্রাতর্নৃপাঃ সমধিগম্য কৃতং বিবাহং
রোষান্বিতা নগরবাহ্যগতাস্তথোচুঃ ॥ ৩৫ ॥
অদ্যৈব তং নৃপকলঙ্কধরঞ্চ হত্বা
বালং তথৈব কিল তং নবিবাহযোগ্যম্।
গৃহ্ণীম তাং শশিকলাং নৃপতেশ্চ লক্ষ্মীং
লজ্জামবাপ্য নিজসদ্ম কথং ব্রজেম ॥ ৩৬ ॥

ভবিষ্যতি। অধর্ম্মেঽপি অধর্ম্মে তু কৃতেনৈব জয়স্তস্মাত্তেষামনুচিন্তিতমভিলষিতং কথং ভবেন্ন কথমপীত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

রাজ্যমবাপ্যেতি। অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডনায়িকাশ্রীভুবনেশ্বরীভগবতীপ্রসাদাদিতি রহস্যম্। সাকেতপুর্য্যামযোধ্যায়াম্ ॥ ৩৩ ॥

তদেবাহ বিসর্জ্জয়েতি। পরমাম্বিকাং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ৩৪ ॥

দোষা গতেতি। এবং বধ্বোঃ সম্বন্ধিনোর্ভাষণৈরেব দোষা রাত্রির্গতানন্তরং প্রাতঃ কৃতং বিবাহং নৃপাঃ সমধিগম্য জ্ঞাত্বা নগরবাহ্যগতাস্তথা বক্ষ্যমাণপ্রকারেণোচুঃ ॥ ৩৫ ॥

রূপ অভিলষিতসিদ্ধি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? ॥ ৩০—৩১ ॥ রাজার সেই সারগর্ভ বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া মনোরমা অত্যন্ত সম্মান লাভানন্তর প্রহৃষ্ট হইয়া প্রসন্ন মানসে হিতকর বাক্যাবলি বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥৩২॥ রাজন্! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি ভয় পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সুতগণের সহিত রাজত্ব করুন, আমার পুত্র সুদর্শনও অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী ভগবতী ভুবনেশ্বরীর প্রসাদে অযোধ্যার অধীশ্বর হইয়া এই সংসারমধ্যে বিচরণ করিবে সন্দেহ নাই ॥ ৩৩ ॥ ভগবতী ভবানী আপনার মঙ্গলবিধান করুন, আপনি আমাদিগকে গৃহ গমনের নিমিত্ত বিদায় করুন; নৃপবর! আমি নিয়তই পরমাদেবী অম্বিকার চিন্তা করিয়া থাকি, অতএব আমার অন্য কোনও চিন্তার অবসর নাই ॥ ৩৪ ॥

শৃণ্বন্তু তূর্য্যনিনদান্ কিল বাদ্যমানান্
শঙ্খস্বনানভিভবন্তি মৃদঙ্গশব্দাঃ।
গীতধ্বনিঞ্চ বিবিধং নিগমস্বনঞ্চ
মন্যামহে নৃপতিনাত্র কৃতো বিবাহঃ॥ ৩৭॥
অস্মান্ প্রতার্য্য বচনৈর্ব্বিবিধৈবচ্চকার
বৈবাহিকেন বিধিনা করপীড়নং বৈ।
কর্ত্তব্যমদ্য কিমহো প্রবিচিন্তয়ন্তু
ভূপাঃ পরস্পরমতিঞ্চ সমর্থয়ন্তু॥ ৩৮॥
এবং বদৎসু নৃপতিষ্বথ কন্যকায়াঃ
কৃত্বা বিবাহবিধিমপ্রতিমপ্রভাবঃ।
ভূপান্নিমন্ত্রয়িতুমাশু জগাম রাজা
কাশীপতিঃ স্বসুহৃদৈঃ প্রথিতপ্রভাবৈঃ॥ ৩৯॥
আগচ্ছন্তঞ্চ তং দৃষ্ট্বা নৃপাঃ কাশীপতিং তদা।
নোচুঃ কিঞ্চিদপি ক্রোধান্মৌনমাধায় সংস্থিতাঃ॥ ৪০॥

অদ্যৈবেতি। অস্মৎপ্রতারণকর্ত্তারং সুবাহুং তং বালং সুদর্শনঞ্চ হত্বা তাং কন্যাং লক্ষ্মীং রাজ্ঞো লক্ষ্মীঞ্চ গৃহ্লীমো যদ্যেতন্ন ক্রিয়তে তর্হি লজ্জামবাপ্য নিজসদ্ম নিজগৃহং কথং ব্রজেম॥৩৬॥ বিবাহনিশ্চয়ঃ কথং ভবতা জ্ঞাত ইতি চেত্তত্রোচুঃ শৃণ্বিতি। মৃদঙ্গশব্দা মধুরা অপি নিজ-বাহুল্যাৎ ক্রূরান্ শঙ্খস্বনানভিভবন্তি এতৈর্ল্লক্ষণৈর্ব্বিবাহঃ কৃত ইতি মন্যামহে॥ ৩৭॥

মনোরমা ও রাজা সুবাহু, এইরূপে প্রীতিপ্রদ অমৃতোপম বিবিধ সদালাপ করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে রজনী প্রভাত হইল; প্রাতঃকালে রাজগণ, কন্যার পাণিগ্রহণ কার্য্য সমাধা হইয়াছে জানিতে পারিয়া অত্যন্ত রোষান্বিত হইলেন এবং নগরের বহির্দ্দেশে গমন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন॥ ৩৫॥ অদ্যই সেই নৃপতি কুলের কলঙ্ক স্বরূপ সুবাহুকে এবং বিবাহের অযোগ্য সেই বালককে নিহত করিয়া রাজলক্ষ্মী ও শশিকলাকে গ্রহণ করিব, অন্যথা আমরা এইরূপে লজ্জা পাইয়া কিরূপে গৃহে প্রতিগমন করিব?॥ ৩৬॥ ভূপালগণ! তোমরা শ্রবণ কর, বাদ্যমান তূর্য্যনিনাদ এবং মৃদঙ্গধ্বনিকে শঙ্খনিঃস্বন অভিভূত করিয়া সমুত্থিত হইতেছে। ঐ শোন! বিবিধ সঙ্গীতধ্বনি এবং বেদধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। ইহাতে নিশ্চিতই বোধ হইতেছে যে নরপতি সুবাহু সুদর্শনের সহিত নিজ কন্যা শশিকলার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিল॥ ৩৭॥ অহো! এই রাজা আমাদিগকে বাক্যদ্বারা প্রতারিত করিয়া বৈবাহিক বিধি অনুসারে নিজ নন্দিনীর পাণিপীড়ন কার্য্য সম্পাদন করিল; ভূপগণ! তোমরা এক্ষণে এই বিষয়ের কর্ত্তব্যতা অবধারণ করিয়া সকলেই সেই বিষয়ে ঐক্যমত্য

স গত্বা প্রণিপত্যাহ কৃতাঞ্জলিরভাষত।
আগন্তব্যং নৃপৈঃ সর্ব্বৈর্ভোজনার্থং গৃহে মম ॥ ৪১ ॥
কন্যয়াসৌ বৃতো ভূপঃ কিং করোমি হিতাহিতম্।
ভবদ্ভিস্তু শমঃ কার্য্যো মহান্তো হি দয়ালবঃ ॥ ৪২ ॥
তন্নিশম্য বচস্তস্য নৃপাঃ ক্রোধপরিপ্লুতাঃ।
প্রত্যূচুর্ভুক্তমস্মাভিঃ স্বগৃহং নৃপতে ব্রজ ॥ ৪৩ ॥
কুরু কার্য্যাণ্যশেষাণি যথেষ্টং সুকৃতং কৃতম্।
নৃপাঃ সর্ব্বে প্রয়াস্ত্বদ্য স্বানি স্বানি গৃহাণি বৈ ॥ ৪৪ ॥
সুবাহুরপি তচ্ছ্রুত্বা জগাম শঙ্কিতো গৃহম্।
কিং করিষ্যন্তি সংবিগ্নাঃ ক্রোধযুক্তা নৃপোত্তমাঃ ॥ ৪৫ ॥
গতে তস্মিন্মহীপালাশ্চক্রুশ্চ সময়ং পুনঃ।
রুদ্ধা মার্গং গ্রহীষ্যামঃ কন্যাং হত্বা সুদর্শনম্ ॥ ৪৬ ॥

করপীড়নং কন্যাকরগ্রহণং চকারান্তর্ভাবিতণিজর্থত্বাৎ কারয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৪২ ॥

হে নৃপতে! স্বগৃহং ব্রজেত্যেবাস্মাকং প্রার্থনা ভবতোঽন্যৎ সর্ব্বমেবাস্মাভির্লব্ধং পূর্ণকামা বয়ং জাতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

সুকৃতং কৃতং হে রাজংস্ত্বয়া সুকৃতং পুণ্যং কৃতং সম্যক্ সম্পাদিতম্। অস্মদবজ্ঞয়েত্যর্থঃ। ইত্থং রাজানমুক্ত্বা পরস্পরং বদন্তি নৃপা ইতি ॥ ৪৪ ॥

তচ্ছ্রুত্বান্তর্তিনিন্দাফলকং বাক্যং শ্রুত্বা নেমে সান্ত্বনাযোগ্যা ইতি মত্বৈতে সংবিগ্না দুঃখেন ক্রোধযুক্তাঃ কিং করিষ্যন্তীতি ন জানে ইতি শঙ্কিতো গৃহং জগাম ॥ ৪৫ ॥

অবলম্বন কর ॥ ৩৮ ॥ নৃপতিগণ এইরূপ বলিতেছেন এমত সময়ে অতুল্যপ্রভাব কাশীপতি রাজা সুবাহু, কন্যার বিবাহ কার্য্য সমাধান পূর্ব্বক রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত প্রথিতপ্রভাব সুহৃদগণের সহিত গমন করিলেন। ৩৯ ॥ নরপতিগণ কাশীপতিকে সমাগত দেখিয়া কিছুই বলিলেন না, পরন্তু রোষভরে পরিপূরিত হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিত হইয়া রহিলেন ॥ ৪০ ॥ সুবাহু রাজগণের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আপনারা সকলেই ভোজন করিবার নিমিত্ত আমার গৃহে আগমন করুন ॥ ৪১ ॥ ভূপালগণ! মদীয়কন্যা শশিকলা, একান্তই সেই সুদর্শনকেই বরণ করিল, আমি তদ্বিষয়ে হিতাহিত কিছুই করিতে পারিলাম না; আপনারা দয়াবান্ ও মহান্, অতএব এ বিষয়ে সকলেই ক্ষান্ত হউন ॥ ৪২ ॥ নৃপগণ, তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, আমরা সকলেই ভোজন করিয়াছি, আমাদের কামনা পরিপূর্ণ হইয়াছে তুমি এখন গৃহে গমন কর ॥ ৪৩ ॥ তোমার যথেষ্ট সদাচরণ করা হইয়াছে এক্ষণে তোমার অন্যান্য সমস্ত কার্য্যই সম্পাদন কর, রাজগণ এক্ষণে নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান

কেচনোচুঃ কিমস্মাকং হন্ত তেন নৃপেণ বৈ।
দৃষ্ট্বা তু কৌতুকং সর্ব্বং গমিষ্যামো যথাগতম্॥ ৪৭॥
ইত্যুক্ত্বা তে নৃপাঃ সর্ব্বে মার্গমাক্রম্য সংস্থিতাঃ।
চকারোত্তরকার্য্যাণি সুবাহুঃ স্বগৃহং গতঃ॥ ৪৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে সুদর্শনবিবাহো নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২২॥

সময়ং সঙ্কেতম্॥ ৪৬॥
কেচনোচুরিতি। উদাসীনা ইত্যর্থঃ॥ ৪৭॥
উত্তরকার্য্যাণি বরবধূপ্রস্থাপনবিষয়াণি॥ ৪৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২২॥

করুন॥ ৪৪॥ রাজগণের বাক্য শ্রবণে কাশীপতি, অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া গৃহে গমন করিলেন এবং প্রধান প্রধান নৃপগণ অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছেন এক্ষণে আমার কি অনিষ্ট করেন এই ভাবিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মানসে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন॥ ৪৫॥ রাজা সুবাহু গমন করিলে ভূপালগণ মিলিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আমরা গমনমার্গ অবরোধ পূর্ব্বক সুদর্শনকে নিহত করিয়া কন্যা রত্ন গ্রহণ করিব॥ ৪৬॥ তন্মধ্যে কেহ কেহ কহিলেন সেই নৃপতিপুত্রকে নিহত করিবার প্রয়োজন কি আছে? আমরা সকলেই কৌতুক দর্শন পূর্ব্বক যথেচ্ছ প্রতিগমন করিব॥ ৪৭॥ এই বলিয়া সেই ভূপতিগণ গমনমার্গ রোধ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, রাজা সুবাহুও গৃহে গমন করিয়া বরবধূর প্রস্থান বিষয়ক কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে লাগিলেন॥ ৪৮॥

মহর্ষিবেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে সুদর্শনের বিবাহ নামক দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

—∘∘✲∘∘—

ব্যাস উবাচ।

তস্মৈ গৌরবভোজ্যানি বিধায় বিধিবত্তদা।
বাসরাণি চ ষড়্রাজা ভোজয়ামাস ভক্তিতঃ॥ ১॥
এবং বিবাহকার্য্যাণি কৃত্বা সর্ব্বাণি পার্থিবঃ।
পারিবর্হং প্রদত্ত্বাথ মন্ত্রয়ন্ সচিবৈঃ সহ॥ ২॥
দূতৈস্তু কথিতং শ্রুত্বা মার্গসংরোধনং কৃতম্।
বভূব বিমনা রাজা সুবাহুরমিতদ্যুতিঃ॥ ৩॥
সুদর্শনস্তদোবাচ শ্বশুরং সংশিতব্রতঃ।
অস্মান্ বিসর্জ্জয়াশু ত্বং গমিষ্যামো হ্যশঙ্কিতাঃ॥ ৪॥
ভারদ্বাজাশ্রমং পুণ্যং গত্বা তত্র সমাহিতাঃ।
নিবাসায় বিচারো বৈ কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা নৃপ!॥ ৫॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্যৈরথ মহারণে।
শত্রবো নিহতা দেব্যেত্যেবমর্থোঽত্র বর্ণ্যতে॥

তস্মৈ ইতি। গৌরবভোজ্যানি গৌরবেণ মানেন ভোজ্যানি মানপুরঃসরং ভোজ্যানীত্যর্থঃ॥ ১—২॥

মার্গসংরোধনং কৃতং রাজভিরিতি শেষঃ॥ ৩—৪॥

ভারদ্বাজাশ্রমমিতি। ভারদ্বাজমুনেরাজ্ঞয়া বয়মত্রাগতাঃ পুনস্তমৃষিং দ্রষ্টুং ভারদ্বাজাশ্রমং গত্বা স্থাস্যামঃ পশ্চাদস্মাভিস্তস্মিন্নাশ্রমে স্থেয়মুত তব গৃহে স্থেয়মিতি বিচারঃ কর্ত্তব্যো নমধ্যে ইতি ভাবঃ॥ ৫॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা সুবাহু জামাতার সম্মান পুরঃসর যথাবিধি অনুসারে বিবিধ ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করিয়া প্রীতমানসে তাঁহাকে ছয়দিন ভোজন করাইলেন॥ ১॥ এইরূপে সমস্ত বিবাহ কার্য্য সমাধা করিয়া সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করত বরবধূকে বিবাহ-দেয় বিবিধ প্রকার রত্ন-ভূষণাদি প্রদান করিলেন॥ ২॥ অনন্তর, অমিতদ্যুতি কাশীপতি দূত মুখ হইতে নরপতিগণ সুদর্শনের গমনমার্গ রুদ্ধ করিয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিমনা হইয়া রহিলেন॥৩॥ তখন দৃঢ়ব্রত সুদর্শন শ্বশুরকে কহিলেন, মহারাজ! আমাদিগকে সত্বর বিদায় করুন, আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে গমন করিব॥৪॥ নৃপবর! অগ্রে আমরা সুপবিত্র ভারদ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া তদনন্তর কোন স্থানে বাস করিব তাহার সম্যক্‌রূপ বিচার

নৃপেভ্যশ্চ ন কর্ত্তব্যং ভয়ং কিঞ্চিত্ত্বয়ানঘ ! ।
জগন্মাতা ভবানী মে সাহায্যং বৈ করিষ্যতি ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

তথেতি মতমাজ্ঞায় জামাতুর্নৃপসত্তমঃ।
বিসসর্জ্জ ধনং দত্ত্বা প্রতস্থে সোঽপি সত্বরঃ ॥ ৭ ॥
বলেন মহতাবিষ্টো যযাবনু নৃপোত্তমঃ।
সুদর্শনো বৃতস্তত্র চচাল পথি নির্ভয়ঃ ॥ ৮ ॥
রথৈঃ পরিবৃতঃ শূরঃ সদারো রথসংস্থিতঃ।
গচ্ছন্দদর্শ সৈন্যানি নৃপাণাং রঘুনন্দনঃ ॥ ৯ ॥
সুবাহুরপি তান্ বীক্ষ্য চিন্তাবিষ্টো বভূব হ।
বিধিবৎ স শিবাং চিত্তে জগাম শরণং মুদা ॥ ১০ ॥
জজাপৈকাক্ষরং মন্ত্রং কামরাজমনুত্তমম্।
নির্ভয়ো বীতশোকশ্চ পত্ন্যা সহ নবোঢ়য়া ॥ ১১ ॥
ততঃ সর্ব্বে মহীপালাঃ কৃত্বা কোলাহলং তদা।
উত্থিতাঃ সৈন্যসংযুক্তা হর্ত্তুকামাস্ত কন্যকাম্ ॥ ১২ ॥

ইদমুত্তরং পূর্ব্বং রাজ্ঞা মদ্গৃহে স্থেয়মিত্যুক্তং তথেতি বোধ্যম্ ॥ ৬ ॥
সোঽপি সুদর্শনোঽপি ॥ ৭ ॥
অনু পশ্চান্নৃপোত্তমঃ সুবাহুঃ। বৃতো বিবাহিতঃ ॥ ৮—৯ ॥
সুদর্শনঃ শিবাং শরণং জগাম পত্ন্যা সহ নির্ভয়ো জাতো মন্ত্রজপপ্রভাবাদিত্যর্থঃ ॥১০-১২॥

করিব ॥ ৫ ॥ বিমলাত্মন্ ! আপনি নৃপগণ হইতে কিছুমাত্র ভয় করিবেন না, জগন্মাতা ভগবতী ভবানী অবশ্যই আমার সাহায্য করিবেন ॥ ৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ জনমেজয় ! নৃপতিসত্তম সুবাহু জামাতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিপুল ধন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় দিলেন, সুদর্শনও সত্বর হইয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন ॥৭॥ তদনন্তর নৃপসত্তম সুবাহু, মহতী সেনা সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিলেন। এইরূপে সুদর্শন বিবাহ করিয়া পথিমধ্যে নির্ভয়চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন ॥৮॥ রঘুনন্দন বীরবর সুদর্শন নববধূর সহিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক রথসমূহে পরিবৃত হইয়া গমন করিতে করিতে রাজগণের সৈন্য সকল দেখিতে পাইলেন ॥ ৯ ॥ রাজা সুবাহু তাহাদিগকে দর্শন করিয়া চিন্তাবিষ্ট হইলেন। কিন্তু, সুদর্শন আনন্দিত মনে সম্পূর্ণরূপে শিবরূপিণী শঙ্করীর শরণ গ্রহণ করিলেন ॥ ১০ ॥ তিনি অত্যুত্তম একাক্ষর কামরাজ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন এবং তৎপ্রভাবে নবোঢ়া পত্নীর সহিত বীতশোক ও নির্ভয় হইয়া অবস্থিতি

কাশীরাজস্তু তান্ দৃষ্ট্বা হন্তুকামো ৰভূব হ।
নিবারিতস্তদাত্যর্থং রাঘবেণ জিগীষতা ॥ ১৩ ॥
তত্রাপি নেদুঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চানকদুন্দুভিঃ।
সুবাহোশ্চ নৃপাণাঞ্চ পরস্পরজিঘাংসতাম্ ॥ ১৪ ॥
শত্রুজিত্তু সুসংবৃত্তঃ স্থিতস্তত্র জিঘাংসয়া।
যুধাজিৎ তৎসহায়ার্থং সন্নদ্ধঃ প্রবভূব হ ॥ ১৫ ॥
কেচিচ্চ প্রেক্ষকাস্তস্থ সহানীকৈঃ স্থিতাস্তদা।
যুধাজিদগ্রতো গত্বা সুদর্শনমুপস্থিতঃ ॥ ১৬ ॥
শত্রুজিত্তেন সহিতো হন্তুং ভ্রাতরমানুজঃ।
পরস্পরং তে বাণৌঘৈস্ততক্ষুঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ ॥ ১৭ ॥
সংমর্দ্দঃ সুমহাংস্তত্র সম্প্রবৃত্তঃ সুমার্গণৈঃ।
কাশীপতিস্তদা তূর্ণং সৈন্যেন বহুনাবৃতঃ।
সাহায্যার্থং জগামাশু জামাতরমনিন্দিতম্ ॥ ১৮ ॥

রাঘবেণ সুদর্শনেন ॥ ১৩ ॥
পরস্পরজিঘাংসতাং রাজ্ঞাং শঙ্খা ভের্য্যশ্চ নেদুরিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৫ ॥
অগ্রতঃ সর্ব্বসৈন্যস্থ তু সুদর্শনমুপস্থিতঃ প্রাপ্তস্তেন যুধাজিতা সহিতঃ শত্রুজিচ্চোপস্থিত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥

করিতে লাগিলেন ॥১১॥ অনন্তর মহীপালগণ সকলেই কন্যাহরণ-কামনায় সৈন্যগণের সহিত কোলাহল শব্দে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত উত্থিত হইল ॥ ১২ ॥ কাশীরাজ, তাহাদিগকে দর্শন করিয়া নিধন করিতে ইচ্ছা করিলে, জয়াভিলাষী রঘুনন্দন সুদর্শন তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ তখন পরস্পর হননেচ্ছুক নরপতিগণের ও সুবাহুর শঙ্খ, ভেরী ও রণঢক্কা ঘোরশব্দে নিনাদিত হইতে লাগিল ॥ ১৪ ॥ শত্রুজিৎ, শত্রুসংহার বাসনায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন, যুধাজিৎ তাঁহার সাহায্যার্থ সুসজ্জিত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ কোন কোন বীরগণ, নিজ নিজ সৈন্যগণের সহিত উদাসীনভাবে কেবল মাত্র দর্শন করত অবস্থিত রহিলেন। অনন্তর যুধাজিৎ সুদর্শনের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন, যুধাজিতের সহিত অনুজ শত্রুজিৎও ভ্রাতাকে বিনাশ করিবার অভিলাষে যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন। তখন যোধগণ ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া শরসমূহ দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল ॥ ১৬—১৭ ॥ সেই সংগ্রামস্থলে সুতীক্ষ্ণ সায়কসমূহ দ্বারা ঘোরতর সংমর্দ্দ হইয়া উঠিলে, কাশীপতি বহুতর সৈন্যসমভিব্যাহারে জামাতার সাহায্যার্থ সত্বর গমন করিলেন ॥ ১৮ ॥

এবং প্রবৃত্তে সংগ্রামে দারুণে লোমহর্ষণে।
প্রাদুর্ব্বভূব সহসা দেবী সিংহোপরিস্থিতা ॥ ১৯ ॥
নানায়ুধধরা রম্যা বরভূষণভূষিতা।
দিব্যাম্বরপরীধানা মন্দারস্রকুসুমসংযুতা ॥ ২০ ॥
তাং দৃষ্ট্বা তেহথ ভূপালা বিস্ময়ং পরমং গতাঃ।
কেয়ং সিংহসমারূঢ়া কুতো বেতি সমুত্থিতা ॥ ২১ ॥
সুদর্শনস্তু তাং বীক্ষ্য সুবাহুমিতি চাব্রবীৎ।
পশ্য রাজন্‌! মহাদেবীমাগতাং দিব্যদর্শনাম্‌ ॥ ২২ ॥
অনুগ্রহায় মে নূনং প্রাদুর্ভূতা দয়ান্বিতা।
নির্ভয়োহহং মহারাজ! জাতোহস্মি নির্ভয়াদপি ॥ ২৩ ॥
সুদর্শনঃ সুবাহুশ্চ তামালোক্য বরাননাম্‌।
প্রণামং চক্রতুস্তস্যা মুদিতৌ দর্শনেন চ ॥ ২৪ ॥
ননাদ চ তথা সিংহো গজাস্ত্রস্তাশ্চকম্পিরে।
ববুর্ব্বাতা মহাঘোরা দিশশ্চাসন্‌ সুদারুণাঃ ॥ ২৫ ॥
সুদর্শনস্তদা প্রাহ নিজং সেনাপতিং প্রতি।
মার্গে ব্রজ ত্বং তরসা ভূপালা যত্র সংস্থিতাঃ ॥ ২৬ ॥

কিমর্থং ভ্রাতরং সুদর্শনং হন্তুম্‌। অনুজ এবানুজঃ। প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্‌। ততক্ষুশ্চিচ্ছিদুস্তে ত্রয়ঃ ॥ ১৭—২০ ॥
বিস্ময়মেবাহ। কেয়মিতি ॥ ২১—২৩ ॥

এইরূপে সেই নিদারুণ লোমহর্ষণ সমর উপস্থিত হইলে, সিংহাধিরূঢ়া দেবী ভগবতী সহসা তথায় আবির্ভূত হইলেন ॥ ১৯ ॥ তাঁহার দেহকান্তি অতিশয় মনোহর, তিনি বিবিধ উৎকৃষ্ট ভূষণে বিভূষিত হইয়া বিবিধ আয়ুধ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার পরিধানে দিব্য অম্বর ও গলদেশে আজানুলম্বিত মনোহর মন্দারমালা শোভা পাইতেছে। ভূপালসকল তাঁহাকে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন এই সিংহসমারূঢ়া রমণী কে, কোথা হইতেই বা সহসা উপস্থিত হইলেন ॥২০-২১॥ সুদর্শন তাঁহাকে দর্শন করিয়া কাশীপতি সুবাহুকে কহিলেন, রাজন্‌! দিব্যদর্শনা দয়ান্বিতা মহাদেবী আমাকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন অবলোকন করুন, মহারাজ! এক্ষণে আমি নির্ভয় হইতেও নির্ভয় হইলাম ॥ ২২—২৩ ॥ সুদর্শন ও সুবাহু সেই বরাননা মহাদেবীকে দর্শন করিয়া হর্ষভরে পুলকিত হইলেন এবং ভক্তিভাবে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন ॥ ২৪ ॥ তখন মহাদেবীর বাহন সিংহ ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া উঠিল, সেই

কিং করিষ্যন্তি রাজানঃ কুপিতা দুষ্টচেতসঃ।
শরণার্থঞ্চ সম্প্রাপ্তা দেবী ভগবতী হি নঃ ॥ ২৭ ॥
নিরাতঙ্কৈশ্চ গন্তব্যং মার্গেঽস্মিন্ ভূপসঙ্কুলে।
স্মৃতা ময়া মহাদেবী রক্ষণার্থমুপাগতা ॥ ২৮ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং সেনাপতিস্তেন পথাব্রজৎ ॥ ২৯ ॥
যুধাজিত্তু সুসংক্রুদ্ধস্তানুবাচ মহীপতীন্।
কিং স্থিতা ভয়সন্ত্রস্তা নিঘ্নন্তু কন্যকান্বিতম্ ॥ ৩০ ॥
অবমন্য চ নঃ সর্ব্বান্ বলহীনো বলাধিকান্।
কন্যাং গৃহীত্বা সংযাতি নির্ভয়স্তরসা শিশুঃ ॥ ৩১ ॥
কিং ভীতাঃ কামিনীং বীক্ষ্য সিংহোপরি সুসংস্থিতাম্।
নোপেক্ষ্যো হি মহাভাগা হন্তব্যোঽত্র সমাহিতৈঃ ॥ ৩২ ॥
হত্বৈনং সংগ্রহীষ্যামঃ কন্যাং চারুবিভূষণাম্।
নায়ং কেশরিণাদত্তাং ছেত্তুমর্হতি জম্বুকঃ ॥ ৩৩ ॥

তস্যা দর্শনেন মুদিতাবিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৪—২৭ ॥
(আতঙ্কাশূন্যতায়াঃ কারণমাহ স্মৃতেতি। যেষাং দেবী স্বয়ং রক্ষাকর্ত্রী তেষাং ন কুতোঽপ্যাতঙ্কেতি ভাবঃ ॥ ২৮—২৯ ॥
যুধাজিদিতি। সুসংক্রুদ্ধঃ নির্ব্বিঘ্নেন সেনাপতিগমনদর্শনাদিতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণে মাতঙ্গগণ কম্পিত হইতে লাগিল; সেই সময়ে ঘোরতর বায়ু বহিতে লাগিল এবং দিক্ সকল নিদারুণ ভাব ধারণ করিল ॥২৫॥ সুদর্শন তখন আপন সেনাপতিকে কহিলেন, ভূপাল সকল মার্গ রোধ করিয়া যেখানে অবস্থিতি করিতেছেন, তুমি সত্বর সেই স্থানে গমন কর। দুষ্টচেতা নৃপতিগণ প্রকুপিত হইলেও আমাদের কি করিতে পারিবে? দেবী ভগবতী আমাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ২৬—২৭ ॥ তোমরা নিরাকুল হইয়া সেই ভূপসঙ্কুল মার্গমধ্যে গমন কর, আমি স্মরণ করিবামাত্র মহাদেবী কৃপান্বিত হইয়া আমাদিগের রক্ষণার্থ আগমন করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

সেনাপতি সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই পথেই গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন যুধাজিৎ অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া মহীপতিগণকে কহিতে লাগিলেন, আপনারা ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া রহিলেন কেন? এই কন্যাহারী সুদর্শনকে নিহত করুন॥ ২৯-৩০ ॥ এই বলহীন শিশু, বলাধিক সকল ভূপালকে অবমাননা করিয়া কন্যা গ্রহণ পূর্ব্বক নির্ভয়চিত্তে বলপূর্ব্বক গমন করিতেছে, আর আপনারা কিছুই করিতে পারিতেছেন না, ইহা অত্যন্তই আশ্চর্য্যের বিষয় ॥ ৩১ ॥ আপনারা কি সিংহোপরিস্থিত একটি কামিনীকে দর্শন করিয়া ভীত হইতেছেন?। হে মহাভাগ ভূপতিগণ! এই বালককে কদাচই উপেক্ষা করিবেন না,

ইত্যুক্ত্বা সৈন্যসংযুক্তঃ শত্রুজিৎসহিতস্তদা।
যোদ্ধুকামঃ সুসংপ্রাপ্তো যুধাজিৎ ক্রোধসংবৃতঃ ॥ ৩৪ ॥
মুমোচ বিশিখাংস্তূর্ণং সমপুঙ্খাঞ্ছিলাশিতান্।
ধনুরাকৃষ্য কর্ণান্তং কর্ম্মারপরিমার্জ্জিতান্ ॥ ৩৫ ॥
হন্তুকামঃ সুতুর্মেধাঃ সুদর্শনমথোপরি।
সুদর্শনস্তু তান্ বাণৈশ্চিচ্ছেদাপততঃ ক্ষণাৎ ॥ ৩৬ ॥
এবং যুদ্ধে প্রবৃত্তেঽথ চুকোপ চণ্ডিকা ভৃশম্।
দুর্গা দেবী মুমোচাথ বাণান্ যুধাজিতং প্রতি ॥ ৩৭ ॥
নানারূপা তদা জাতা নানাশস্ত্রধরা শিবা।
সম্প্রাপ্তা তুমুলং তত্র চকার জগদম্বিকা ॥ ৩৮ ॥
শত্রুজিন্নিহতস্তত্র যুধাজিদপি পার্থিবঃ।
পতিতৌ তৌ রথাভ্যাস্তু জয়শব্দস্তদাভবৎ ॥ ৩৯ ॥

নৃপানুত্তেজয়িতুমাহ অবমন্যেতি ॥ ৩১—৩২ ॥)
কেসরিণা আদত্তাং গৃহীতাম্। আদত্তামিতি ছেদঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥
কর্ম্মারেণ লোহকারেণ পরিমার্জ্জিতাংস্তীক্ষ্ণীকৃতান্ ॥ ৩৫ ॥
সুদর্শনং হন্তুকামঃ সুদর্শনস্যৈবোপরীত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥
তত্র সম্প্রাপ্তা জগদম্বিকা তুমুলং যুদ্ধঞ্চকারেত্যন্বয়ঃ। যদ্যপি মনুষ্যেষু ভগবত্যাঃ শস্ত্রধারণমনুচিতং তথাপি ভক্তবাৎসল্যাদনুচিতমপি কর্ম্ম ভগবতী করোতীত্যনেন বোধিতম্ ॥ ৩৮—৩৯ ॥

মনোযোগ পূর্ব্বক ইহাকে নিহত করুন ॥ ৩২ ॥ ইহাকে হনন করিয়া এই চারুভূষণা কামিনীকে গ্রহণ করিব। এই শৃগাল সিংহ-গৃহীত কামিনীকে ছিনাইয়া লইতে কখনই সমর্থ হইবে না ॥ ৩৩ ॥

রাজা যুধাজিৎ এই বলিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া সৈন্যসমভিব্যাহারে যুদ্ধ বাসনায় শত্রুজিতের সহিত সংগ্রাম স্থলে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৪ ॥ সেই সুদুর্ব্বুদ্ধি রাজা সুদর্শনের নিধনবাসনায় আকর্ণ ধনুরাকর্ষণ পূর্ব্বক শিলাশাণিত ও কর্ম্মার-পরিমার্জ্জিত সমপুঙ্খ সায়ক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; সুদর্শন সেই সংবেগপাতী শায়ক সকলকে শরসমূহ দ্বারা তৎক্ষণাৎ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৫—৩৬ ॥ এইরূপে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হইলে চণ্ডিকাদেবী অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন এবং যুধাজিতের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥ বিবিধ অস্ত্রধারিণী কল্যাণময়ী জগদম্বিকা দুর্গাদেবী নানারূপ ধারণ পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইয়া তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ সেই ভীষণ সংগ্রামে শত্রুজিৎ ও রাজা যুধাজিৎ নিহত হইল। দুই জনেই রথ হইতে নিপতিত হইলে

বিস্ময়ং পরমং প্রাপ্তা ভূপাঃ সর্ব্বে বিলোক্য তান্।
নিধনং মাতুলস্যাপি ভাগিনেয়স্য সংযুগে ॥ ৪০ ॥
সুবাহুরপি তদ্দৃষ্ট্বা নিধনং সংযুগে তয়োঃ।
তুষ্টাব পরমপ্রীতো দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্ ॥ ৪১ ॥

সুবাহুরুবাচ।

নমো দেব্যৈ জগদ্ধাত্র্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
দুর্গায়ৈ ভগবত্যৈ তে কামদায়ৈ নমো নমঃ ॥ ৪২ ॥
নমঃ শিবায়ৈ শান্ত্যৈ তে বিদ্যায়ৈ মোক্ষদে ! নমঃ।
বিশ্বব্যাপ্ত্যৈ জগন্মাতর্জগদ্ধাত্র্যৈ নমঃ শিবে ! ॥ ৪৩॥
নাহং গতিং তব ধিয়া পরিচিন্তয়ন্ বৈ
জানামি দেবি ! সগুণঃ কিল নির্গুণায়াঃ।
কিং স্তৌমি বিশ্বজননি ! প্রকটপ্রভাবাং
ভক্তার্ত্তিনাশনপরাং পরমাঞ্চ শক্তিম্ ॥ ৪৪ ॥

মাতুলস্যাপীতি। মাতুলভাগিনেয়ৌ সুবাহো রাজ্ঞঃ। তৌ চ যুধাজিৎপক্ষপাতিনৌ স্থিতৌ ॥ ৪০—৪৩ ॥

নাহমিতি। অহং সগুণো গুণত্রয়বদ্ধাত্মমতির্ধিয়া তব নির্গুণায়াঃ মায়াতদ্গুণাদ্যো-পাধিকব্রহ্মরূপিণ্যা গতিং পরাক্রমং ব্যাপ্তিং বা পরিচিন্তয়ন্ বাঙ্মনসয়োরবিষয়ত্বান্ন জানামি। তদা কিং স্তৌমি স্তুতিবিষয়স্যৈব জ্ঞানাভাবাৎ ॥ ৪৪ ॥

সুদর্শনের পক্ষ হইতে মহান্ জয়শব্দ সমুত্থিত হইল ॥ ৩৯ ॥ সুবাহুর মাতুল ও ভাগিনেয় যুধাজিতের পক্ষপাতী ছিলেন তাঁহারাও এই যুদ্ধে নিহত হইলেন। ভূপাল সকল তাঁহাদের মরণ দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ৪০ ॥ রাজা সুবাহুও যুদ্ধস্থলে তাঁহাদের নিধন দর্শন পূর্ব্বক পরম প্রীতিপ্রাপ্ত হইয়া দুর্গতিনাশিনী দুর্গাদেবীর স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

আমি শিবরূপিণী জগদ্ধাত্রী দেবীকে নমস্কার করি, কামপ্রদা ভগবতী দুর্গাদেবীকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। যিনি মঙ্গলময়ী শান্তি ও বিদ্যারূপিণী তাঁহাকে নিয়তই নমস্কার করি। মাতর্মোক্ষদে ! শিবে! আপনি বিশ্বব্যাপিনী, জগন্মাতা ও জগদ্ধাত্রী আমি আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৪২—৪৩ ॥ হে বিশ্বজননি ! দেবি ! আপনি নির্গুণা, আমি সগুণ, অতএব বাক্য মনের অগোচর আপনার প্রভাব পরাক্রমাদি বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা করিয়াও জানিতে সমর্থ নহি। জননি ! আপনি পরমাশক্তি, সততই ভক্তজনের দুঃখ বিনাশের নিমিত্ত তৎপর থাকেন, আপনার প্রভাব সর্ব্বত্রই প্রকটিত রহিয়াছে আমি আপনার কি স্তুতি

বাগ্দেবতা ত্বমসি সর্ব্বগতৈব বুদ্ধি-
র্বিদ্যা মতিশ্চ গতিরপ্যসি সর্ব্বজন্তোঃ।
ত্বাং স্তৌমি কিং ত্বমসি সর্ব্বমনোনিয়ন্ত্রী
কিং স্তূয়তে হি সততং খলু চাত্মরূপম্ ॥ ৪৫ ॥
ব্রহ্মা হরশ্চ হরিরপ্যনিশং স্তুবন্তো
নান্তং গতাঃ সুরবরাঃ কিল তে গুণানাম্।
কাহং বিভেদমতিরম্ব! গুণৈর্বৃতো বৈ
বক্তুং ক্ষমস্তব চরিত্রমহোঽপ্রসিদ্ধঃ ॥ ৪৬ ॥
সৎসঙ্গতিঃ কথমহো ন করোতি কামং
প্রাসঙ্গিকাপি বিহিতা খলু চিত্তশুদ্ধিঃ।
জামাতুরস্য বিহিতেন সমাগমেন
প্রাপ্তং ময়াদ্ভুতমিদং তব দর্শনং বৈ ॥ ৪৭ ॥

ত্বাং স্তৌমীতি। যতস্ত্বং সর্ব্বমনোনিয়ন্ত্রী ততস্ত্বাং কিং স্তৌমি মনসো বিষয়ত্বাভাবাদিতি ভাবঃ। কিং স্তূয়ত ইতি। সর্ব্বব্যাপকমাত্মরূপং কিং স্তূয়তে ন স্তূয়তে। মনোবিষয়ত্বাভাবাৎ তথৈব তদাত্মাভিন্নাং ত্বাং মনোবিষয়ত্বাভাবাৎ কিং স্তৌমি ন কিমপীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

ব্রহ্মা হরশ্চেতি। এতাদৃশা ব্রহ্মাদয়ো মহান্তোঽনিশং স্তুবন্তোঽপি তব গুণানামন্তং ন গতাঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। যস্যাঃ স্বরূপং ব্রহ্মাদয়ো ন বিজানন্তি তস্মাদুচ্যতেঽজ্ঞেয়া যস্যাঃ অন্তো ন বিদ্যতে তস্মাদুচ্যতেঽনন্তেতি। যদেত্থমস্তি তদাহমপ্রসিদ্ধো গুণৈঃ সত্ত্বাদিভির্ব্বদ্ধে বিভেদমতির্জীবব্রহ্মভেদমতিরজ্ঞস্তব চরিত্রং বক্তুং ক্ব কস্মিন্ কালে ক্ষমো ন কস্মিন্নপীত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

মম চিত্তশুদ্ধ্যভাবাদ্যদ্যপি ভবত্যা দর্শনযোগ্যতা নাস্তি তথাপি ভবচ্চরণকমলনিমগ্নান্তঃকরণানাং সতাং সঙ্গত্যা কঃ কামো ন সিধ্যেদপি তু সিধ্যত্যেবেত্যাহ সৎসঙ্গতিরিতি সৎসঙ্গতিঃ কামং মনোরথং কথং ন করোতি সম্পাদয়তি অপিতু করোত্যেব। ভগবত্যা স্বস্মিন্ ভক্তিং কুর্ব্বাণাপেক্ষয়া স্বভক্তে ভক্তিং কুর্ব্বাণেঽধিকপ্রেমযুক্তত্বাৎ। তদুক্তং দেবীপুরাণে মদ্ভক্ত্যপেক্ষয়া ভক্তে মম ভক্তিস্তু সিদ্ধিদেতি। নন্বু চিত্তশুদ্ধিং বিনা কথং মদ্দর্শনার্হ

করিব? ॥ ৪৪ ॥ দেবি! আপনি প্রাণিগণের বাগ্দেবী সর্ব্বত্রগতা বুদ্ধি, মতি ও গতি এবং আপনিই সকলের মনোনিয়ন্ত্রী; অতএব আমি আপনার কি স্তব করিব? দেবি আপনি আত্মরূপিণী, আমি বাঙ্মনের অগোচর পরমাত্মময়ীর স্তব করিতে কিরূপে সমর্থ হইব? ॥ ৪৫ ॥ ব্রহ্মা হরি, হর এবং প্রধান প্রধান দেবগণ নিরন্তর স্তুতি করিয়াও আপনার গুণগণের অন্ত প্রাপ্ত হন নাই, অম্বিকে! আমি কীটাণুকীট তুল্য অপ্রসিদ্ধ এবং গুণ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সম্বদ্ধ, অজ্ঞ আমি, জীবব্রহ্মের প্রভেদ জ্ঞান কিরূপে বুঝিব, মাতঃ! আমি তোমার দুরবগাহ চরিত্র বর্ণনে কস্মিন্ কালেও সমর্থ হইব না ॥ ৪৬ ॥ জননি! সৎস

ব্রহ্মাপি বাঞ্ছতি সদৈব হরো হরিশ্চ
সেন্দ্রাঃ সুরাশ্চ মুনয়ো বিদিতার্থতত্ত্বাঃ।
যদ্দর্শনং জননি! তেঽদ্য ময়া দুরাপং
প্রাপ্তং বিনা দমশমাদিসমাধিভিশ্চ ॥ ৪৮ ॥
কাহং সুমন্দমতিরাশু তবাবলোকং
কেদং ভবানি! ভবভেষজমদ্বিতীয়ম্।
জ্ঞাতাসি দেবি! সততং কিল ভাবযুক্ত-
ভক্তানুকম্পনপরামরবর্গপূজ্যা ॥ ৪৯ ॥
কিং বর্ণয়ামি তব দেবি! চরিত্রমেতদ্
যদ্রক্ষিতোঽস্তি বিষমেঽত্র সুদর্শনোঽয়ম্।
শত্রূ হতৌ সুবলিনৌ তরসা ত্বয়া যদ্-
ভক্তানুকম্পি চরিতং পরমং পবিত্রম্ ॥ ৫০ ॥

তেতি চেৎ সা চিত্তশুদ্ধির্ভবদ্ভক্তদর্শনপ্রসঙ্গেনানায়াসেনাপি বিহিতা ভবতি কৃতা ভবতি। এতাদৃশো ভবদ্ভক্তদর্শনমহিমেতি ভাবঃ। কোঽসৌ মম ভক্তস্তবৈতাদৃশো মিলিত ইতি চেদস্য জামাতুঃ সুদর্শনস্য তব ভক্তস্য যদ্দৈবেন বিহিতেন সমাগমেন চ প্রাপ্তং ময়াদ্ভুতমিদং তব দর্শনং বৈ ॥ ৪৭ ॥

ইদানীং স্বস্য ধন্যতাং বর্ণয়তি ব্রহ্মাপীতি। শমদমাদিসমাধিভির্বিনাপি প্রাপ্তং ততো মৎসমোঽন্যঃ কো বা ধন্যোঽস্তীতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

কেন না মনোরথ সিদ্ধি সম্পাদন করিবে? আমার এই চিত্তশুদ্ধি প্রাসঙ্গিকক্রমেই সম্পাদিত হইয়াছে; জননি! আমার এই জামাতা আপনার একান্ত ভক্ত, দৈববশে তাঁহার সহিত আমার সঙ্গতি সংঘটিত হইয়াছে তাহাতেই আমি আপনার দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৪৭ ॥ জননি! ব্রহ্মা, হরি, হর, ইন্দ্রাদি সুরগণ ও বিদিততত্ত্ব মুনিগণও যাহার কামনা করিয়া থাকেন, অদ্য শম দমাদি ও সমাধি ব্যতিরেকেও আমি আপনার সেই দুর্লভ দর্শন প্রাপ্ত হইলাম; অতএব দেবি! ত্রিভুবনে আমার তুল্য ধন্য ব্যক্তি আর কে আছে? ॥ ৪৮ ॥ ভবানি! সুমন্দমতি আমিই বা কোথায়? এবং একমাত্র ভবরোগের ঔষধ স্বরূপ ভবদীয় দর্শনই বা কোথায়? তথাপি হে সুরপূজ্যে! আমি আপনার দর্শন লাভ করিলাম, জননি! আমি আপনাকে জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি ভাবযুক্ত ভক্তগণের প্রতি নিয়তই অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥ দেবি! আপনি যে এই বিষম সমর সঙ্কটে সুদর্শনকে রক্ষা করিলেন এবং দুইজন অতিশয় বলবান্ ব্যক্তি নিহত করিলেন তদ্বিষয়ে আপনার চরিত্র কথা আর কি বর্ণন করিব? বুঝিলাম আপনার পবিত্র চরিত্র ভক্তগণের প্রতি

নাশ্চর্য্যমেতদিতি দেবি ! বিচারিতেঽর্থে
ত্বং পাসি সর্ব্বমখিলং স্থিরজঙ্গমং বৈ।
ত্রাতস্ত্বয়া চ বিনিহত্য রিপুর্দয়াতঃ
সংরক্ষিতোঽয়মধুনা ধ্রুবসন্ধিসূনুঃ ॥ ৫১ ॥
ভক্তস্য সেবনপরস্য যশোঽতিদীপ্তং
কর্ত্তুং ভবানি ! রচিতং চরিতং ত্বয়ৈতৎ।
নোচেৎ কথং সুপরিগৃহ্য সুতাং মদীয়াং
যুদ্ধে ভবেৎ কুশলবাননবদ্যশীলঃ ॥ ৫২ ॥
শক্তাসি জন্মমরণাদিভয়ান্ বিহন্তুং
কিঞ্চিত্রমত্র কিল ভক্তজনস্য কামম্।
ত্বং গীয়সে জননি ! ভক্তজনৈরপারা
ত্বং পাপপুণ্যরহিতা সগুণাগুণা চ ॥ ৫৩ ॥
ত্বদ্দর্শনাদহমহো সুকৃতী কৃতার্থো
জাতোঽস্মি দেবি ! ভুবনেশ্বরি ! ধন্যজন্মা।
বীজং ন তেন ভজনং কিল বেদ্মি মাত-
র্জ্ঞাতস্তবাদ্য মহিমা প্রকটপ্রভাবঃ ॥ ৫৪ ॥

জ্ঞাতাসীতি। অথাপি ময়া জ্ঞাতাসি দৃষ্টাসি ততো মদন্যঃ কোঽস্তি ধন্যঃ। কথম্ভূতা ত্বং ভাবযুক্তভক্তেষ্বনুকম্পনপরা ॥ ৪৯—৫২ ॥

নিয়তই অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ৫০ ॥ দেবি ! এইরূপ বিচারিত বিষয়েই বা বিচিত্রতা ও আশ্চর্য্য কিছুই দৃষ্ট হয় না, যেহেতু আপনিই ত এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক অখিল বিশ্বের রক্ষা করিতেছেন, তদনুসারে আপনি এক্ষণে করুণাবশে ভক্তের শত্রুকে নিহত করিয়া এই ধ্রুবসন্ধির পুত্র সুদর্শনকে রক্ষা করিলেন ॥ ৫১ ॥ ভবানি ! আপনি স্বীয় সেবানিরত ভক্তজনের রক্ষার নিমিত্তই যে কেবল এইরূপ চরিত প্রকাশ করেন তাহা নহে, ভক্তগণের যশোরাশি প্রদীপ্ত করিবার নিমিত্তও করিয়া থাকেন ; নতুবা এই ভবদীয় ভক্ত সাধুচরিত সুদর্শন মদীয় কন্যার পাণিপীড়ন পুরঃসর যুদ্ধস্থলে বিজয় লাভ করিয়া কুশলী হইলেন কেন ? ॥ ৫২ ॥ জননি ! আপনি জন্ম ও মরণ ভয় বিনাশে একান্তই সমর্থ ; আপনি যে ভক্তজনের মনোরথ সাধন করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে ? ভক্তগণ আপনাকে পাপপুণ্য-বিরহিতা অপারা এবং সগুণা ও নির্গুণা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৫৩ ॥ দেবি ! ভুবনেশ্বরি ! আমি আপনার দর্শন লাভ করিয়া সুকৃতী

ব্যাস উবাচ।

এবং স্তুতা তদা দেবী প্রসন্নবদনা শিবা।
উবাচ তং নৃপং দেবী বরং বরয় সুব্রত ! ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে মহারণে সুদর্শনশত্রুসংহারো নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

কামং মনোরথং কর্ত্তুং শক্তাসীতি কিং চিত্রমিত্যন্বয়ঃ। অতএব ত্বং ভক্তৈ-র্গীয়সে ॥ ৫৩—৫৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

ও কৃতার্থ হইলাম, মাতঃ! আমি ভজন সাধন ও বীজমন্ত্রাদি কিছুই জানিনা, অদ্য কেবল আপনার মহিমার প্রকটিত প্রভাব মাত্র অবগত হইলাম ॥ ৫৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা সুবাহু এইরূপে কৈবল্যকল্যাণময়ী ভগবতীর স্তুতি করিলে দেবী প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, হে সুব্রত! তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-বতের তৃতীয়স্কন্ধে মহারণে সুদর্শনের শত্রুসংহার বর্ণন নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ভবান্যাঃ স নৃপোত্তমঃ।
প্রোবাচ বচনং তত্র সুবাহুর্ভক্তিসংযুতঃ॥ ১॥

সুবাহুরুবাচ।

একতো দেবলোকস্য রাজ্যং ভূমণ্ডলস্য চ।
একতো দর্শনস্তে বৈ ন চ তুল্যং কদাচন॥ ২॥
দর্শনাৎ.সদৃশং কিঞ্চিত্ত্রিষু লোকেষু নাস্তি মে।
কং বরং দেবি! যাচেঽহং কৃতার্থোঽস্মি ধরাতলে॥ ৩॥
এতদিচ্ছাম্যহং মাতর্যাচিতুং বাঞ্ছিতং বরম্।
তব ভক্তিঃ সদা মেঽস্তু নিশ্চিতা হ্যনপায়িনী॥ ৪॥
নগরেঽত্র ত্বয়া মাতঃ! স্থাতব্যং মম সর্ব্বদা।
দুর্গা দেবীতি নাম্না বৈ ত্বং শক্তিরিহ সংস্থিতা॥ ৫॥
রক্ষা ত্বয়া চ কর্ত্তব্যা সর্ব্বদা নগরস্য হ।
যথা সুদর্শনস্ত্রাতো রিপুসঙ্ঘাদনাময়ঃ॥ ৬॥

পঞ্চাশস্তিস্তথা শ্লোকৈঃ শ্রীদেবীমহিমোচ্যতে।
দুর্গাদেব্যা নিবাসশ্চ কাশ্যাং কৃত ইতীর্য্যতে॥

তস্যা ইতি॥ ১—৪॥

ব্যাস বলিলেন, দেবীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপসত্তম সুবাহু ভক্তিসমন্বিত হইয়া তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১॥ দেবি! একদিকে দেবলোকের ও ভূমণ্ডলের সমস্ত রাজ্য এবং অপরদিকে আপনার দর্শন, যদি এই উভয়ের তুলনা করা যায় তাহা হইলে ঐ রাজ্যাদি কদাচই আপনার দর্শনের তুল্য হইতে পারে না। দেবি! আপনার দর্শন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু ত্রিভুবন মধ্যে কিছুই দৃষ্ট হয় না, তবে জননি! আমি আর কোন্ বর প্রার্থনা করিব, আমি আপনার দর্শনলাভ করিয়া এই ধরণীমণ্ডলে ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছি॥ ২—৩॥ মাতঃ শিবে! আমার বাঞ্ছিত এই বর আপনার নিকট প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি যে, সততই যেন আপনার প্রতি আমার ভক্তি অবিনাশিনী ও অচলা হয়। জননি! আপনি নিয়তই যেন আমার এই নগরী মধ্যে অবস্থিতি করেন, আপনি দুর্গাদেবী এই নামে বিখ্যাত হইয়া শক্তিরূপে এই স্থানে অবস্থান করেন ইহাই

তথাত্র রক্ষা কর্ত্তব্যা বারাণস্যাস্ত্বয়াম্বিকে ।।
যাবৎ পুরী ভবেদ্ভূমৌ সুপ্রতিষ্ঠা সুসংস্থিতা ॥ ৭ ॥
তাবত্ত্বয়াঽত্র স্থাতব্যং দুর্গে ! দেবি ! কৃপানিধে ! ।
বরোঽয়ং মম তে দেয়ঃ কিমন্যৎ প্রার্থয়াম্যহম্ ॥ ৮ ॥
বিবিধান্ সকলান্ কামান্ দেহি মে বিদ্বিষো জহি ।
অভদ্রাণাং বিনাশঞ্চ কুরু লোকস্য সর্ব্বদা ॥ ৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি সম্প্রার্থিতা দেবী দুর্গা দুর্গার্ত্তিনাশিনী ।
তমুবাচ নৃপং তত্র স্তুত্বা বৈ সংস্থিতং পুরঃ ॥ ১০ ॥

দুর্গোবাচ ।

রাজন্ ! সদা নিবাসো মে মুক্তিপুর্য্যাং ভবিষ্যতি ।
রক্ষার্থং সর্ব্বলোকানাং যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী ॥ ১১ ॥
অথো সুদর্শনস্তত্র সমাগম্য মুদান্বিতঃ ।
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা তুষ্টাব জগদম্বিকাম্ ॥ ১২ ॥
অহো কৃপা তে কথয়াম্যহং কিং
ত্রাতস্ত্বয়া যৎ কিল ভক্তিহীনঃ ।
ভক্তানুকম্পী সকলো জনোঽস্তি
বিমুক্তভক্তেরবনং ব্রতং তে ॥ ১৩ ॥

ত্বং পরাশক্তির্দুর্গাদেবীতি নাম্না সংস্থিতা ভবেতি শেষঃ ॥ ৫—১১ ॥
অথো ইত্যোকারান্তো নিপাতঃ ॥ ১২ ॥

আমি আপনার নিকট কামনা করিতেছি ॥ ৪—৫ ॥ দেবি ! অম্বিকে আপনি যেমন সুদর্শনকে বিঘ্নবিহীন করিয়া পরিত্রাণ করিলেন, সেইরূপে এই স্থানে অবস্থিত হইয়া, যে পর্য্যন্ত এই বারাণসীপুরী পৃথিবীতলে সুসংস্থিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে তাবৎকাল আপনি ইহার রক্ষা করুন ; দুর্গে ! আমি প্রার্থনা করিতেছি আমাকে এই বর প্রদান করুন। দেবি ! আপনি আমাকে অন্যান্য বিবিধ প্রকার মনোরথ প্রদান এবং আমার শত্রু সংহার করুন ; আর এই লোক মধ্যে সমস্ত অভদ্র জনগণের বিনাশ সাধন করুন। করুণাময়ি ! ইহা হইতে আর অপর কি প্রার্থনা করিব ॥ ৬—৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা সুবাহু দুর্গতিবিনাশিনী দুর্গাকে এইরূপে স্তুতি ও প্রার্থনা করিয়া পুরোভাগে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলে দেবী তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্ ! যাবৎ পর্য্যন্ত

ত্বং দেবি! সর্ব্বং সৃজসি প্রপঞ্চং
শ্রুতং ময়া পালয়সি স্বসৃষ্টম্।
ত্বমৎসি সংহারপরে চ কালে
ন তেঽত্র চিত্রং মম রক্ষণং বৈ॥ ১৪॥
করোমি কিং তে বদ দেবি! কার্য্যং
ক্ব বা ব্রজামীত্যনুমোদয়াশু।
কার্য্যে বিমূঢ়োঽস্মি তবাজ্ঞয়াহং
গচ্ছামি তিষ্ঠে বিহরামি মাতঃ!॥ ১৫॥

ব্যাস উবাচ।

তং তথা ভাষমাণন্তু দেবী প্রাহ দয়ান্বিতা।
গচ্ছাযোধ্যাং মহাভাগ! কুরু রাজ্যং কুলোচিতম্॥ ১৬॥

ভক্তানুকম্পীতি। সকলোঽপি জনো দেবাদিলোকো ভক্তানুকম্প্যস্তি বিমুক্তভক্তের্ভক্তিরহিতস্ত পুরুষস্ত স্থবনং ন কোঽপি করোতি তে তব ব্রতং তু তাদৃশভক্তিরহিতস্ত পুরুষস্তাপ্যবনং কর্ত্তব্যমিতি॥ ১৩—১৪॥

মেদিনী বর্ত্তমান থাকিবে তাবৎকাল পর্য্যন্ত সমস্ত লোকগণের রক্ষার নিমিত্ত আমি এই মুক্তিনগরী বারাণসীতে অবস্থিতি করিব সন্দেহ নাই॥ ১০—১১॥ অনন্তর সুদর্শন হৃষ্টচিত্তে সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া পরমাপ্রীতি ও ভক্তি সহকারে জগদম্বিকার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১২॥ জগদম্বিকে! এই অখিল ভুবন মধ্যে সকলেই ভক্তজনের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু জননি! আমি দেখিতেছি যে, আপনার ভক্তিবিহীন ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করাই দৃঢ়তর ব্রত হইয়াছে; কারণ, আমি ভক্তিহীন হইলেও আপনি আমাকে পরিত্রাণ করিলেন; অতএব জননি! আপনার অপার করুণাসিন্ধুর বর্ণনে আমি কিরূপে সমর্থ হইব?॥ ১৩॥ দেবি! আমি শ্রবণ করিয়াছি আপনি এই অখিল বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই নিজসৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের পালন করিতেছেন এবং যথাকালে তাহার সংহার করিবেন; অতএব মাতঃ! আপনি যে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে?॥ ১৪॥ দেবি! এক্ষণে আমি আপনার কি কার্য্য সম্পাদন করিব এবং কোথায় গমন করিব, আপনি শীঘ্র তাহার অনুমোদন করুন। মাতঃ! এক্ষণে কর্ত্তব্যকার্য্যে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি, অতএব আমাকে আজ্ঞা করুন আমি এই স্থানে অবস্থিতি করিব, অথবা অন্য কোথাও গমন করিব কিংবা যথেচ্ছ বিহার করিব॥ ১৫॥

ব্যাস বলিলেন, সুদর্শন এইরূপ নিবেদন করিলে দেবী দয়াপ্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, মহাভাগ! তুমি অযোধ্যায় গমন কর এবং কুলোচিত রাজ্য প্রতিপালন করিতে

স্মরণীয়া সদাহং তে পূজনীয়া প্রযত্নতঃ ।
শং বিধাস্যাম্যহং নিত্যং রাজ্যে তে নৃপসত্তম ! ॥ ১৭ ॥
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাঞ্চ বিশেষতঃ ।
মম পূজা প্রকর্ত্তব্যা বলিদানবিধানতঃ ॥ ১৮ ॥
অর্চ্চা মদীয়া নগরে স্থাপনীয়া ত্বয়ানঘ ! ।
পূজনীয়া প্রযত্নেন ত্রিকালং ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৯ ॥
শরৎকালে মহাপূজা কর্ত্তব্যা মম সর্ব্বদা ।
নবরাত্রবিধানেন ভক্তিভাবযুতেন চ ॥ ২০ ॥
চৈত্রেঽশ্বিনে তথাষাঢ়ে মাঘে কার্য্যো মহোৎসবঃ ।
নবরাত্রে মহারাজ ! পূজা কার্য্যা বিশেষতঃ ॥ ২১ ॥
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং মম ভক্তিসমন্বিতৈঃ ।
কর্ত্তব্যা নৃপশার্দ্দূল ! তথাষ্টম্যাং সদা বুধৈঃ ॥ ২২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতা দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ।
নতা সুদর্শনেনাথ স্তুতা চ বহুবিস্তরম্ ॥ ২৩ ॥
অন্তর্হিতাং তু তাং দৃষ্ট্বা রাজানঃ সর্ব্ব এব তে ।
প্রণেমুস্তং সমাগম্য যথা শক্রং সুরাস্তথা ॥ ২৪ ॥

করোমীতি । কিং তে কার্য্যং ময়া কর্ত্তব্যমিতি বদেত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৮ ॥
অর্চ্চা প্রতিমা ॥ ১৯—২০ ॥
চৈত্রে মাঘেঽশ্বিনে আষাঢ়ে নবরাত্রে ইত্যন্বয়ঃ । ইতি নবরাত্রচতুষ্টয়েঽপীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

থাক ॥ ১৬ ॥ নৃপসত্তম ! তুমি সততই আমার স্মরণ এবং যত্নপূর্ব্বক পূজা করিবে, আমি তোমার রাজ্যমধ্যে নিয়তই কল্যাণ বিধান করিব ॥ ১৭ ॥ বিশেষতঃ অষ্টমী চতুর্দ্দশী ও নবমীতে বিধিপূর্ব্বক আমার পূজা ও বলি প্রদান করিও ॥ ১৮ ॥ হে অনঘ ! তুমি নগরী মধ্যে আমার প্রতিমা স্থাপন করিয়া যত্নপূর্ব্বক ভক্তি সহকারে ত্রিসন্ধ্যা পূজা করিবে ॥ ১৯ ॥ শরৎকালে ভক্তিভাব-সমন্বিত চিত্তে নবরাত্র বিধান দ্বারা আমার মহাপূজা করা একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ২০ ॥ মহারাজ ! চৈত্র, মাঘ, আশ্বিন ও আষাঢ় মাসে অর্থাৎ এই নবরাত্র চতুষ্টয়ে আমার মহোৎসব এবং বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে ভক্তি-যুক্ত মানসে আমার পূজা করা মানবগণের একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ২১—২২ ॥

ব্যাস বলিলেন, বিপদ্-বিনাশিনী দুর্গা এইরূপ বলিলে পর, সুদর্শন তাঁহাকে বহুবিস্তর স্তব ও প্রণাম করিলেন। দেবী ও উক্ত প্রকারে উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত

সুবাহুরপি তং নত্বা স্থিতশ্চাগ্রে মুদান্বিতঃ।
ঊচুঃ সর্ব্বে মহীপালা অযোধ্যাধিপতিং তদা ॥ ২৫ ॥
ত্বমস্মাকং প্রভুঃ শাস্তা সেবকাস্তে বয়ং সদা।
কুরু রাজ্যমযোধ্যায়াং পালয়াস্মান্নৃপোত্তম ! ॥ ২৬ ॥
ত্বৎপ্রসাদান্মহারাজ ! দৃষ্টা বিশ্বেশ্বরী শিবা।
আদিশক্তির্ভবানী সা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা ॥ ২৭ ॥
ধন্যস্ত্বং কৃতকৃত্যোঽসি বহুপুণ্যো ধরাতলে।
যস্মাচ্চ ত্বৎকৃতে দেবী প্রাদুর্ভূতা সনাতনী ॥ ২৮ ॥
ন জানীমো বয়ং সর্ব্বে প্রভাবং নৃপসত্তম !।
চণ্ডিকায়াস্তমোযুক্তা মায়য়া মোহিতাঃ সদা ॥ ২৯ ॥
ধনদারসুতানাঞ্চ চিন্তনেঽভিরতাঃ সদা।
মগ্না মহার্ণবে ঘোরে কামক্রোধঝষাকুলে ॥ ৩০ ॥
পৃচ্ছামস্ত্বাং মহাভাগ ! সর্ব্বজ্ঞোঽসি মহামতে !।
কেয়ং শক্তিঃ কুতো জাতা কিংপ্রভাবা বদস্ব তৎ ॥ ৩১ ॥

বুধৈর্মহোৎসবঃ তথা পূজা চ কার্য্যেত্যর্থঃ ॥ ২২—২৪ ॥
অযোধ্যাধিপতিং সুদর্শনম্ ॥ ২৫—২৭ ॥
ত্বৎকৃতে ত্বদর্থম্ ॥ ২৮—৩১ ॥

হইলেন ॥ ২৩ ॥ সমস্ত রাজগণ, তাঁহার অন্তর্ধান দর্শন করিয়া সুরগণ যেরূপ দেবরাজের নিকট গমন করেন সেইরূপ সুদর্শনের সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ॥ ২৪ ॥ কাশীপতি সুবাহুও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া হৃষ্টচিত্তে অগ্রে অবস্থিত রহিলেন, তখন সমস্ত ভূপালগণ, অযোধ্যাপতি সুদর্শনকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৫ ॥ নৃপবর ! আপনি আমাদিগের প্রভু ও শাসনকর্ত্তা, আমরা সর্ব্বদাই আপনার সেবক, আপনি অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়া আমাদিগকে প্রতিপালন করুন ॥ ২৬ ॥ মহারাজ ! আপনার প্রসাদেই আমরা চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রদা আদ্যাশক্তি কল্যাণময়ী বিশ্বেশ্বরী সনাতনী ভবানী দেবীকে দর্শন করিলাম ॥ ২৭ ॥ রাজন্ ! আপনার নিমিত্তই সেই নিত্যরূপা পরমাপ্রকৃতি দেবী প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, অতএব আপনিই এই ধরাতলে বহুপুণ্য, কৃতকৃত্য ও ধন্যপুরুষ ॥ ২৮ ॥ নৃপোত্তম ! আমরা সেই মহামায়া চণ্ডিকাদেবীর মায়ায় সর্ব্বদাই বিমোহিত, অতএব আমরা কেহই তাঁহার প্রভাব অবগত হইতে সমর্থ নহি ॥ ২৯ ॥ আমরা ধন পুত্র ও কলত্রাদির চিন্তনেই নিরন্তর নিরত, অতএব আমরা কামক্রোধাদিরূপ গ্রাহ-সঙ্কুল ঘোরতর মোহার্ণবে মগ্ন হইয়া রহিয়াছি ॥ ৩০ ॥ মহাভাগ ! আপনি মহামতি ও

ভব ত্বং নৌশ্চ সংসারে সাধবোঽতিদয়াপরাঃ।
তস্মান্নো বদ কাকুৎস্থ! দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ৩২॥
যৎপ্রভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামস্ত্বং ব্রূহি নৃবরোত্তম!॥ ৩৩॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি পৃষ্টস্তদা তৈস্তু ধ্রুবসন্ধিসুতো নৃপঃ।
বিচিন্ত্য মনসা দেবীং তানুবাচ মুদান্বিতঃ॥ ৩৪॥

সুদর্শন উবাচ।

কিং ব্রবীমি মহীপালাস্তস্যাশ্চরিতমুত্তমম্।
ব্রহ্মাদয়ো ন জানন্তি সেশাঃ সুরগণাস্তথা॥ ৩৫॥
সর্ব্বস্যাদ্যা মহালক্ষ্মীর্বরেণ্যা শক্তিরুত্তমা।
সাত্ত্বিকীয়ং মহীপালা জগৎপালনতৎপরা॥ ৩৬॥
সৃজতে যা রজোরূপা সত্ত্বরূপা চ পালনে।
সংহারে চ তমোরূপা ত্রিগুণা সা সদা মতা॥ ৩৭॥

ভব ত্বং নৌশ্চেতি। ত্বং সংসারে সংসাররূপে সমুদ্রে নৌর্ভব নৌকা ভবাস্মাংস্তারয়িতুম্। যতঃ সাধবোঽতিদয়াপরা ভবন্তি॥ ৩২—৩৫॥

চতুর্ব্যূহাত্মকং হি ভগবত্যাঃ স্বরূপং ক্রমেণ দর্শয়তি। সর্ব্বস্যাদ্যেতি। একা পালয়িত্রী সাত্ত্বিকী মহালক্ষ্মীর্ব্বিষ্ণুশক্তিঃ সর্ব্বপ্রপঞ্চস্যাদ্যেয়ম্। দ্বিতীয়া তু সৃজতি যা রজোরূপা সত্ত্বরূপা চ পালনে ইতিপুনরুক্তিরনুবাদরূপা। সংহারে তমোরূপা যা সেয়ং তৃতীয়া শক্তিঃ। এতাসাং নামানি প্রথমস্কন্ধ এবোক্তানি। তস্যাস্তু সাত্ত্বিকী শক্তী রাজসী তামসী তথা। মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ স্ত্রিয় ইতি। ননু রহস্যে তু সত্ত্বাধ্যোনাতিশুদ্ধেন গুণে-

---

সর্ব্বজ্ঞ; এজন্য আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, এই শক্তি কে, কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, ইঁহার প্রভাব কিরূপ? তৎসমুদায় আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন॥ ৩১॥ হে কাকুৎস্থ! সাধুগণ সততই কৃপাপরবশ, অতএব আপনি করুণা করিয়া আমাদিগের সংসারসাগরের তরণিস্বরূপ হইয়া অত্যুত্তম দেবীর মাহাত্ম্য কথা আমাদের নিকট বর্ণন করুন॥ ৩২॥ নরপতে! সেই দেবীর প্রভাব ও স্বরূপ যেরূপ এবং যাহা হইতে তাঁহার উদ্ভব, তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে আমাদিগের বলবতী বাসনা জন্মিয়াছে॥ ৩৩॥

ব্যাস বলিলেন, নৃপগণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ধ্রুবসন্ধিতনয় রাজা সুদর্শন, আনন্দিত হইয়া মনে মনে দেবীকে স্মরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন॥ ৩৪॥ রাজগণ! যাঁহার অদ্ভুত চরিত ইন্দ্রাদি সুরগণ অধিক কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পর্য্যন্তও অবগত নহেন, আমি সেই মহামায়ার মহৎ চরিত কিরূপে বর্ণন করিব॥ ৩৫॥ হে মহীপালগণ! ভগবতী

নির্গুণা পরমা শক্তিঃ সর্ব্বকামফলপ্রদা।
সর্ব্বেষাং কারণং সা হি ব্রহ্মাদীনাং নৃপোত্তমাঃ!॥ ৩৮॥
নির্গুণা সর্ব্বথা জ্ঞাতুমশক্যাযোগিভির্নৃপাঃ!।
সগুণা সুখসেব্যা সা চিন্তনীয়া সদা বুধৈঃ॥ ৩৯॥

রাজান ঊচুঃ।

বাল এব বনং প্রাপ্তস্ত্বন্তু নূনং ভয়াতুরঃ।
কথং জ্ঞাতা ত্বয়া দেবী পরমা শক্তিরুত্তমা॥ ৪০॥
উপাসিতা কথং চৈব পূজিতা চ কথং নৃপ!।
যা প্রসন্না তু সাহায্যং চকার ত্বরয়ান্বিতা॥ ৪১॥

নেন্দুপ্রভাং দধাবিতি বচনেন মহালক্ষ্মী রজোগুণা সরস্বতী সত্ত্বগুণেতি লভ্যত ইতি চেন্ন। কল্পভেদেন গুণভেদব্যবস্থায়াঃ সুস্থত্বাৎ। এতাসাং শক্তীনাং শক্তস্বরূপাব্যতিরেকাদ্‌ব্রহ্মাশ্রয়ং বিহায়াবস্থানাসম্ভবে ন তদ্‌গুণবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব মহালক্ষ্ম্যাদিনামকমিতি বোধ্যম্॥৩৬-৩৭॥

নির্গুণেতি। অথ যা গুণত্রয়কারণভূতা সাম্যাবস্থাত্মিকা সা নির্গুণা। তস্যা অপি পরাশক্তিত্বেন ব্রহ্মাশ্রয়ং বিনাবস্থানাসম্ভবেন সাম্যাবস্থমায়োপাধিকং ব্রহ্মৈব পরা শক্তির্মায়া ভুবনেশ্বরী শব্দবাচ্যং ভবতি। সর্ব্বং চেদমুপোদ্বাতে স্পষ্টম্। তত্র নির্গুণা সর্ব্বেষাং কারণমিত্যাহ। সর্ব্বেষাং কারণং সা হীতি। সর্ব্বকারণস্থানবস্থাভিয়া কস্মাদপ্যুৎপত্ত্যভাবেন নিত্যত্বমুক্তং তেন চ কেয়ং শক্তিঃ কুতো জাতেত্যস্তোত্তরং দত্তং ভবতি॥ ৩৮॥

রূপচতুষ্টয়মধ্যেপ্যাহ নির্গুণেতি। অযোগিভিরিতি চ্ছেদঃ। অযোগিভির্নির্ব্বিকল্পসমাধিরহিতৈর্নির্গুণা জ্ঞাতুমশক্যা যোগিবুদ্ধিগম্যৈব সেত্যর্থঃ। তথাচ শ্বেতাশ্বতরে তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি। মধ্যমাধিকারিণামযোগিনাং তু

ভবানী চারি রূপে বিভক্ত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন, যিনি সকলের আদি সেই সর্ব্বপূজ্যা উত্তমা সাত্ত্বিকীশক্তি, মহালক্ষ্মীরূপে এই অখিল জগতের পালনকার্য্যে নিরন্তর নিরত রহিয়াছেন। যিনি সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত, তিনিই রজোগুণরূপা এবং যিনি সংহারকার্য্যে নিরত, তিনিই তমোরূপা শক্তি; আর যিনি ব্রহ্মাদি অখিলের কারণ সেই সর্ব্বকামার্থদায়িনী পরমাশক্তি নির্গুণাই চতুর্থশক্তি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন॥ ৩৬—৩৮॥ হে রাজন্যবর্গ! যাঁহারা যোগী নহেন, তাঁহারা নির্গুণাশক্তিকে কোনরূপে অবগত হইতে সমর্থ হন না, সগুণা শক্তিই সুখসেব্যা, মধ্যমাধিকারী বুধগণ নিরন্তর তাঁহারই ধ্যান ও পূজা করিয়া থাকেন॥ ৩৯॥

রাজগণ কহিলেন, নরপতে! আপনি বাল্যকালেই ভয়াতুর হইয়া বনগমন করিয়াছিলেন, তবে কি প্রকারে আপনি পরমোত্তমা দেবী মহামায়াকে জানিতে পারিলেন? কিরূপেই বা তাঁহার পূজা ও উপাসনা করিলেন? যাহাতে তিনি সত্বর প্রসন্ন হইয়া আপনার সাহায্য করিলেন॥ ৪০—৪১॥

সুদর্শন উবাচ ।

বালভাবান্ময়া প্রাপ্তং বীজং তস্যাঃ সুসম্মতম্ ।
স্মরামি প্রজপন্নিত্যং কামবীজাভিধং নৃপাঃ ! ॥ ৪২ ॥
ঋষিভিঃ কথ্যমানা সা ময়া জ্ঞাতাম্বিকা শিবা ।
স্মরামি তাং দিবারাত্রং ভক্ত্যা পরময়া পরাম্ ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তন্নিশম্য বচস্তস্য রাজানো ভক্তিতৎপরাঃ ।
তাং মত্বা পরমাং শক্তিং নির্য্যযুঃ স্বগৃহান্ প্রতি ॥ ৪৪ ॥
সুবাহুরগমৎ কাশ্যাং তমাপৃচ্ছ্য সুদর্শনম্ ।
সুদর্শনোঽপি ধর্ম্মাত্মা নির্জ্জগাম সুকোশলান্ ॥ ৪৫ ॥
মন্ত্রিণস্তু নৃপং শ্রুত্বা হতং শত্রুজিতং মৃধে ।
জিতং সুদর্শনঞ্চৈব বভূবুঃ প্রেমসংযুতাঃ ॥ ৪৬ ॥
আগচ্ছন্তং নৃপং শ্রুত্বা তং সাকেতনিবাসিনঃ ।
উপায়নান্যুপাদায় প্রযযুঃ সংমুখে জনাঃ ॥ ৪৭ ॥
তথা প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বে নানোপায়নপাণয়ঃ ।
ধ্রুবসন্ধিসুতং মত্বা মুদিতাঃ প্রযযুঃ প্রজাঃ ॥ ৪৮ ॥

সগুণা মহালক্ষ্ম্যাদিরূপা চিন্তনীয়েত্যর্থঃ। তদ্দ্বারা মূলপ্রকৃতেরেব সর্ব্বত্রোপাস্যত্বমিতি রহস্যম্। সর্ব্বং চেদং মৎকৃতশক্তিতত্ত্ববিমর্শিন্যাং স্পষ্টম্ ॥ ৩৯—৪৭ ॥

সুদর্শন কহিলেন, নৃপগণ ! আমি বাল্যকালে তাঁহার কামবীজ নামক অত্যুত্তম বীজমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই বীজ প্রতিদিনই স্মরণ ও জপ করিতাম। পরে, ঋষিগণের নিকট হইতে আমি সেই নিত্য কল্যাণময়ী অম্বিকাকে অবগত হইয়াছিলাম, এবং তদবধিই পরমভক্তি সহকারে দিবারাত্রই সেই পরাৎপরা দেবীকে স্মরণ করিয়া থাকি ॥ ৪২—৪৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজগণ সুদর্শনের সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণানন্তর সেই দেবীকেই পরমাশক্তি মনে করিয়া তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিসমন্বিত হইয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করিলেন ॥ ৪৪ ॥ কাশিপুরাধিপতি সুবাহুও সুদর্শনকে সম্ভাষণ করিয়া নিজ নগরীতে প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মাত্মা সুদর্শনও কোশলরাজ্যের অভিমুখে গমন করিলেন ॥৪৫॥ মন্ত্রিগণ শত্রুজিৎ নরপতির সমরে মরণ এবং সুদর্শনের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় প্রেমান্বিত হইলেন ॥ ৪৬ ॥ সাকেত নগরবাসী সেনাগণ ও প্রজাবর্গ সুদর্শনের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাহাকে ধ্রুবসন্ধির পুত্র জানিয়া হৃষ্টচিত্তে বিবিধ উপহার দ্রব্য সমভিব্যাহারে তাঁহার

স্ত্রিয়োপসংযুতঃ সোঽথ প্রাপ্যাযোধ্যাং সুদর্শনঃ।
সম্মান্য সর্ব্বলোকাংশ্চ যযৌ রাজা নিবেশনম্ ॥ ৪৯ ॥
বন্দিভিস্তূয়মানস্তু বন্দ্যমানশ্চ মন্ত্রিভিঃ।
কন্যাভিঃ কীর্য্যমাণশ্চ লাজৈঃ সুমনসৈস্তথা ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে দেব্যাঃ কাশীনিবাসবর্ণনং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

প্রকৃতয়োঽযোধ্যাবাসিনো মহাজনাঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥
সুমনসৈঃ পুষ্পৈঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

সম্মুখে গমন করিল ॥ ৪৭—৪৮ ॥ সুদর্শন, নববধূর সহিত প্রফুল্লচিত্তে অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত প্রজাবর্গের যথোচিত সম্মাননা করিলেন। অনন্তর মন্ত্রিগণ আসিয়া তাঁহার বন্দনা করিল, কন্যাগণ তাঁহার উপর লাজাঞ্জলি ও পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল; বন্দিগণ উচ্চৈঃস্বরে তাহার স্তুতিগান করিতে আরম্ভ করিল; এইরূপে রাজা সুদর্শন নানাবিধ মাঙ্গলিক কার্য্য দ্বারা সম্মানিত হইয়া রাজভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৯—৫০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দুর্গাদেবীর কাশীবাস এবং সুদর্শনের অযোধ্যাগমন নামক চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

গত্বাযোধ্যাং নৃপশ্রেষ্ঠো গৃহং রাজ্ঞঃ সুহৃদ্‌বৃতঃ ।
শত্রুজিন্মাতরং প্রাহ প্রণম্য শোকসঙ্কুলাম্ ॥ ১ ॥
মাতর্ন তে ময়া পুত্রঃ সংগ্রামে নিহতঃ কিল ।
ন পিতা তে যুধাজিচ্চ শপে তে চরণৌ তথা ॥ ২ ॥
দুর্গয়া তৌ হতৌ সংখ্যে নাপরাধো মমাত্র বৈ ।
অবশ্যম্ভাবিভাবেষু প্রতীকারো ন বিদ্যতে ॥ ৩ ॥
ন শোকোঽত্র ত্বয়া কার্য্যো মৃতপুত্রস্য মানিনি ! ।
স্বকর্ম্মবশগো জীবো ভুঙ্‌ক্তে ভোগান্ সুখাসুখান্ ॥ ৪ ॥
দাসোঽস্মি তব ভো মাতর্যথা মম মনোরমা ।
তথা ত্বমপি ধর্ম্মজ্ঞে ! ন ভেদোঽস্তি মনাগপি ॥ ৫ ॥
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ।
তস্মান্ন শোচিতব্যং তে সুখে দুঃখে কদাচন ॥ ৬ ॥

ষট্‌শ্লোকৈরধিকৈশ্চত্বারিংশৎপদ্যৈর্নিজাধিকাম্ ।
ভোবয়িত্বা পুরে দেবী স্থাপিতেত্যুচ্যতে পরা ॥

সুদর্শনস্যাযোধ্যাগমনোত্তরং কৃত্যমাহ গত্বেতি ॥ ১—২ ॥
সংখ্যে যুদ্ধে ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, নৃপবর সুদর্শন সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া অযোধ্যার রাজগৃহে গমনপূর্ব্বক শোকাকুলা শত্রুজিতের জননী লীলাবতীকে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন, মাতঃ ! আপনার চরণ স্পর্শ করত শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি আপনার পুত্র শত্রুজিৎকে এবং আপনার পিতা যুধাজিৎকে সংগ্রামে বিনাশ করি নাই, দেবী দুর্গা তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই। জননি ! আপনি অভিমান করিবেন না ; যাহা অবশ্য ঘটিবে সে বিষয়ের কোন প্রতীকার নাই ; অতএব, আপনি মৃতপুত্রের নিমিত্ত শোক করিবেন না, আপনি জানিবেন যে, জীবগণ আপন আপন কর্ম্মবশেই সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১—৪ ॥ জননি ! আমি আপনার দাস, যেমন মনোরমা আমার পূজনীয়া আপনিও সেইরূপ তাহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই জানিবেন ॥ ৫ ॥ মাতঃ ! স্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ অবশ্যই করিতে হইবে ; অতএব, সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হইলে আপনি

দুঃখে দুঃখাধিকান্ পশ্যেৎ সুখে পশ্যেৎ সুখাধিকান্।
আত্মানং শোকহর্ষাভ্যাং শত্রুভ্যামিব নার্পয়েৎ ॥ ৭ ॥
দৈবাধীনমিদং সর্ব্বং নাত্মাধীনং কদাচন।
ন শোকেন তদাত্মানং শোষয়েন্মতিমান্নরঃ ॥ ৮ ॥
যথা দারুময়ী যোষা নটাদীনাং প্রচেষ্টতে।
তথা স্বকর্ম্মবশগো দেহী সর্ব্বত্র বর্ত্ততে ॥ ৯ ॥
অহং বনগতো মাতর্নাভবং দুঃখমানসঃ।
চিন্তয়ন্ স্বকৃতং কর্ম্ম ভোক্তব্যমিতি বেদ্মি চ ॥ ১০ ॥
মৃতো মাতামহোঽত্রৈব বিধুরা জননী মম।
ভয়াতুরা গৃহীত্বা মাং নির্যযৌ গহনং বনম্ ॥ ১১ ॥
লুণ্ঠিতা তস্করৈর্মার্গে বস্ত্রমাত্রা তথা কৃতা।
পাথেয়ঞ্চ হৃতং সর্ব্বং বালপুত্রা নিরাশ্রয়া ॥ ১২ ॥
মাতা গৃহীত্বা মাং প্রাপ্তা ভারদ্বাজাশ্রমং প্রতি।
বিদল্লোঽয়ং সমায়াতস্তথা ধাত্রেয়িকাঽবলা ॥ ১৩ ॥
মুনিভির্মুনিপত্নীভির্দয়াযুক্তৈঃ সমন্ততঃ।
পোষিতাঃ ফলনীবারৈর্বয়ং তত্র স্থিতাস্ত্রয়ঃ ॥ ১৪ ॥

সুখাসুখানিত্যর্শ আদ্যন্তম্ ॥ ৪—৭ ॥
আত্মাধীনমন্তঃকরণাধীনং ন নাত্মানং নান্তঃকরণং শোষয়েৎ ॥ ৮ ॥

কদাচই হর্ষ বা শোক করিবেন না ॥ ৬ ॥ (দুঃখ উপস্থিত হইলে অধিকতর দুঃখ দর্শন এবং সুখ উপস্থিত হইলে অধিকতর সুখ দর্শন হয় বটে, কিন্তু পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে অতিশয় শোক ও হর্ষ শত্রুতুল্য বলিয়া তাহাদের হস্তে কদাচ আত্মাকে সমর্পণ করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ৭ ॥ জননি! এই অখিল জগৎ দৈবের অধীন, আপনার কিছুই নহে; অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ কদাচই শোক দ্বারা আত্মাকে পরিশোষিত করিবেন না ॥ ৮ ॥) দারুময়ী পুত্তলিকা যেমন রঙ্গভূমে নটাদির বশবর্ত্তিনী হইয়া কার্য্য করে, সেইরূপ জীবগণও সর্ব্বদাই নিজ নিজ কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়াই কার্য্য করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥ মাতঃ! আমি জানি যে নিজকৃত কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, অতএব আমি বন মধ্যে গমন করিয়াও দুঃখিতচিত্ত হই নাই ॥ ১০ ॥ আপনি জানেন যে আমার মাতামহ এই স্থানেই নিহত হইয়াছেন, আমার জননী তাহাতে শোকাতুর ও ভয়াতুর হইয়া আমাকে লইয়া গহন বনে প্রস্থান করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ তথায় তস্করগণ পথিমধ্যে সমস্ত পাথেয়াদি লুণ্ঠন করিয়া বস্ত্রমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়াছিল; আমি তখন তাঁহার একমাত্র বালক পুত্র; নিরাশ্রয়া জননী আমাকে

দুঃখং ন মে তদা হ্যাসীৎ সুখং নাদ্য ধনাগমে।
ন বৈরং ন চ মাৎসর্য্যং মম চিত্তে তু কর্হিচিৎ ॥ ১৫ ॥
নীবারভক্ষণং শ্রেষ্ঠং রাজভোগাৎ পরন্তপে!।
তদাশী নরকং যাতি ন নীবারাশনঃ ক্বচিৎ ॥ ১৬ ॥
ধর্ম্মস্যাচরণং কার্য্যং পুরুষেণ বিজানতা।
সঞ্জিতেন্দ্রিয়বর্গং বৈ যথা ন নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৭ ॥
মানুষ্যং দুর্লভং মাতঃ! খণ্ডেঽস্মিন্ ভারতে শুভে।
আহারাদিসুখং নূনং ভবেৎ সর্ব্বাসু যোনিষু ॥ ১৮ ॥
প্রাপ্য তং মানুষং দেহং কর্ত্তব্যং ধর্ম্মসাধনম্।
স্বর্গমোক্ষপ্রদং নৃণাং দুর্লভং চান্যযোনিষু ॥ ১৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তা সা তদা তেন লীলাবত্যতিলজ্জিতা।
পুত্রশোকং পরিত্যজ্য তমাহাশ্রুবিলোচনা ॥ ২০ ॥

দারুময়ী পুত্তলী। নটাদীনামিত্যস্য বশগেতি শেষঃ ॥ ৯—১৫ ॥
তদাশী রাজভোগাশী ॥ ১৬ ॥
যথা ন নরকং ব্রজেত্তথা ধর্ম্মাচরণং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৭—২০ ॥

সঙ্গে লইয়া এই বিদল্লমন্ত্রী ও অবলা ধাত্রীর সহিত ভারদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হইয়াছিলেন ॥ ১২—১৩ ॥ তথায় দয়ালু মুনি ও মুনিপত্নীগণের সহিত বাস করিয়া বন্যফল ও নীবার দ্বারা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এইরূপে আমরা সকলে সেই স্থানে বাস করিয়াছিলাম ॥ ১৪ ॥ মাতঃ! আমার তখন দুঃখ ছিল না এবং এই ধনাগম সময়েও সুখ নাই অধিক কি আমার মানসে বৈর মাৎসর্য্যাদি কিছুই নাই ॥ ১৫ ॥ জননি! আমার বিবেচনায় রাজ্য ভোগ অপেক্ষা বরং নীবার ভোজন ভাল; যেহেতু রাজ্যভোগী ব্যক্তিগণ নরকগামী হয়, কিন্তু নীবারভোজী ব্যক্তিগণ কদাচই সেরূপ হয়েন না ॥ ১৬ ॥ ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া নরকে যাইতে না হয় এইরূপ বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মের আচরণ করা জ্ঞানিগণের পক্ষে একান্তই কর্ত্তব্য ॥ ১৭ ॥ মাতঃ! এই কল্যাণময় ভারতবর্ষে মনুষ্য জন্ম একান্তই দুর্ল্লভ। আহার-বিহারাদি জন্য সুখ সকল যোনিতেই সম্ভব হইয়া থাকে; কিন্তু, মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া অন্য যোনিতে দুর্ল্লভ, স্বর্গমোক্ষপ্রদ ধর্ম্ম উপার্জ্জন করা মানবগণের পক্ষে একান্তই কর্ত্তব্য ॥ ১৮—১৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, সুদর্শন এইরূপ বলিলে পর লীলাবতী অত্যন্ত লজ্জান্বিতা হইলেন এবং পুত্রশোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, পুত্র সুদর্শন!

সাপরাধাস্মি পুত্রাহং কৃতা পিত্রা যুধাজিতা।
হত্বা মাতামহং তেঽত্র হৃতং রাজ্যন্তু যেন বৈ ॥ ২১ ॥
ন তং বারয়িতুং শক্তা তদাহং ন সুতং মম।
যৎ কৃতং কর্ম্ম তেনৈব নাপরাধোঽস্তি মে সুত !* ॥ ২২ ॥
তৌ মৃতৌ স্বকৃতেনৈব কারণং ত্বং তয়োর্ন চ।
নাহং শোচামি তং পুত্রং সদা শোচামি তৎকৃতম্ ॥ ২৩ ॥
পুত্রস্ত্বমসি কল্যাণ ! ভগিনী মে মনোরমা।
ন ক্রোধো ন চ শোকো মে ত্বয়ি পুত্র ! মনাগপি ॥ ২৪ ॥
কুরু রাজ্যং মহাভাগ ! প্রজাঃ পালয় সুব্রত !।
ভগবত্যাঃ প্রসাদেন প্রাপ্তমেতদকণ্টকম্ ॥ ২৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

তদাকর্ণ্য বচো মাতুর্নত্বা তাং নৃপনন্দনঃ।
জগাম ভবনং রম্যং যত্র পূর্ব্বং মনোরমা ॥ ২৬ ॥

লীলাবতী তু তব নাপরাধঃ কিন্তু পিত্রা তু তবানিষ্টং কৃতং তজ্জন্যোযোঽপরাধঃ স মমৈবেত্যাহ সাপরাধাস্মীতি ॥ ২১ ॥

ন সুতং শত্রুজিতং বারয়িতুং শক্তাহং তদা তস্য মৎপিত্রধীনত্বাদিতি ভাবঃ। যৎকৃতমিতি। যদ্‌যদ্দুষ্টং কর্ম্ম কৃতং তত্তৎ সর্ব্বং তেনৈব যুধাজিতা কৃতম্ ॥ ২২ ॥

আমার জনক যুধাজিৎ তোমার মাতামহকে নিহত করিয়া রাজ্যগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমিই অত্যন্ত অপরাধিনী হইয়াছি ॥ ২০—২১ ॥ আমি তখন আমার পিতা ও পুত্রকে নিবারণ করিতে সমর্থ হই নাই, তখন যে যে দুষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তৎ সমস্তই পিতা যুধাজিৎ করিয়াছিলেন, অতএব বৎস ! সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্রই অপরাধ নাই ॥ ২২ ॥ আমার পিতা ও পুত্র, উভয়েই নিজ নিজ কার্য্য দোষেই নিহত হইয়াছেন, তোমাকে তাঁহাদের বিনাশের কারণ কিরূপে বলা যাইতে পারে ? পুত্র ! আমি আমার পুত্রের নিমিত্ত শোক করিতেছি না, তাহার কার্য্যের নিমিত্তই শোক করিতেছি ॥ ২৩ ॥ হে সুভগ ! তুমিই আমার পুত্র, মনোরমা আমার ভগিনী ; বৎস ! তোমার প্রতি আমার ক্রোধ অথবা তোমার রাজ্যলাভ জন্য দুঃখ কিছুমাত্রই নাই ; বৎস ! তুমি অতিশয় ভাগ্যশালী এজন্য ভগবতীর প্রসাদে এই অকণ্টক রাজ্যলাভ করিয়াছ, এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন পূর্ব্বক রাজ্য করিতে থাক ॥ ২৪—২৫ ॥

---

* জিত্বা চ ত্বাং বিলোক্যেব পিত্রা পূর্ব্ববিবাসিতম্। মনোরমাং তথা দৃষ্ট্বা ত্রপা মে মহতী সুত ! ॥
ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুত্রচিৎ দৃশ্যতে।

ন্যবসত্তত্র গত্বা তু সর্ব্বানাহূয় মন্ত্রিণঃ।
দৈবজ্ঞানথ পপ্রচ্ছ মুহূর্ত্তং দিবসং শুভম্ ॥ ২৭ ॥
সিংহাসনং তথা হৈমং কারয়িত্বা মনোহরম্।
সিংহাসনে স্থিতাং দেবীং পূজয়িষ্যে সদাপ্যহম্ ॥ ২৮ ॥
স্থাপয়িত্বাসনে দেবীং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদাম্।
রাজ্যং পশ্চাৎ করিষ্যামি যথা রামাদিভিঃ কৃতম্ ॥ ২৯ ॥
পূজনীয়া সদা দেবী সর্ব্বৈর্নাগরিকৈর্জনৈঃ।
মাননীয়া শিবা শক্তিঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদা ॥ ৩০ ॥
ইত্যুক্তা মন্ত্রিণস্তে তু চক্রুর্বৈ রাজশাসনম্।
প্রাসাদং কারয়ামাসুঃ শিল্পিভিঃ সুমনোরমম্ ॥ ৩১ ॥
প্রতিমাং কারয়িত্বাথ মুহূর্ত্তেঽথ শুভে দিনে।
দ্বিজানাহূয় বেদজ্ঞান্ স্থাপয়ামাস ভূপতিঃ ॥ ৩২ ॥
হবনং বিধিবৎ কৃত্বা পূজয়িত্বাথ দৈবতান্।
প্রাসাদে মতিমান্ দেব্যাঃ স্থাপয়ামাস ভূমিপঃ ॥ ৩৩ ॥

ত্বং তয়োর্ম্মরণে কারণং নৈবাসি ॥ ২৩—২৭ ॥
কস্মৈ প্রয়োজনায় মুহূর্ত্তপ্রশ্ন ইতি চেত্তত্রাহ। সিংহাসনং তথা হৈমমিতি। দেবীস্থাপনার্থমিত্যর্থঃ ২৮—২৯ ॥
অথ মন্ত্রিণ আজ্ঞাপয়তি। পূজনীয়েতি ॥ ৩০—৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! নৃপনন্দন সুদর্শন লীলাবতীর সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত পুরঃসর মনোরমা যেখানে পূর্ব্বেই গমন করিয়াছেন সেই মনোরম ভবনে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর, মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া দৈবজ্ঞদিগকে শুভদিন ও শুভ মুহূর্ত্তের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, আমি মনোহর হৈম সিংহাসন নির্ম্মাণ করাইব এবং তাহাতে দুর্গাদেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়া সততই তাঁহার পূজা করিব ॥ ২৬—২৮ ॥ মন্ত্রিগণ! আমি অগ্রে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গদায়িনী দেবীকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া পরে রামচন্দ্র প্রভৃতি নৃপগণ যেরূপ রাজ্য পালন করিয়াছিলেন সেইরূপে রাজ্য পালনে প্রবৃত্ত হইব ॥ ২৯ ॥ আর নিখিল নগরবাসী নরগণেরও সেই সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিপ্রদা সর্ব্বজন-মাননীয়া কল্যাণময়ী শক্তিদেবীর পূজা করা একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৩০ ॥ অনন্তর, মন্ত্রিগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া নগরমধ্যে রাজশাসন প্রচার করিলেন এবং শিল্পিদিগের দ্বারা মনোহর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন ॥ ৩১ ॥ তদনন্তর নরপতি সুদর্শন দেবীর প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া বেদজ্ঞ দ্বিজগণকে আনয়ন

উৎসবস্তত্র সংবৃত্তো বাদিত্রাণাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ।
ব্রাহ্মণানাং বেদঘোষৈর্গানৈস্তু বিবিধৈর্নৃপ! ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

প্রতিষ্ঠাপ্য শিবাং দেবীং বিধিবদ্বেদবাদিভিঃ।
পূজাং নানাবিধাং রাজা চকারাতিবিধানতঃ ॥ ৩৫ ॥
কৃত্বা পূজাবিধিং রাজা রাজ্যং প্রাপ্য স্বপৈতৃকম্।
বিখ্যাতশ্চাম্বিকা দেবী কোশলেষু বভূব হ ॥ ৩৬ ॥
রাজ্যং প্রাপ্য নৃপঃ সর্ব্বসামন্তকনৃপানথ।
বশে চক্রেঽতিধর্ম্মাত্মা সদ্ধর্ম্মবিজয়ী নৃপঃ ॥ ৩৭ ॥
যথা রামস্য রাজ্যেঽভূদ্দিলীপস্য রঘোর্যথা।
প্রজানাং বৈ সুখং তদ্বন্মর্য্যাদাপি তথাভবৎ ॥ ৩৮ ॥
ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমাণাঞ্চ চতুষ্পাদভবত্তথা।
নাধর্ম্মে রমতে চিত্তং কেষামপি মহীতলে ॥ ৩৯ ॥

প্রাসাদে মতিমান্ দেব্যা ইতি। মূর্ত্তিমিতি শেষঃ। পূর্ব্বং সামান্যতঃ স্থাপনমুক্তমত্র তু ক্রমেণেতি ন পুনরুক্তিঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

কৃত্বেতি। কৃত্বা বিখ্যাতো বভূবেত্যন্বয়ঃ। অম্বিকা চ দেবী বিখ্যাতা বভূবে-ত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৮ ॥

(রামাদিরাজ্যবৎ প্রজানাং সুখাদিকং জাতমিতি বিশদীকর্ত্তুমাহ ধর্ম্ম ইতি ॥ ৩৯ ॥

পূর্ব্বক শুভদিনে ও শুভমুহূর্ত্তে দেবীর মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন ॥ ৩২ ॥ মতিমান্ নৃপতি যথাবিধি পূজা ও হোমকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক প্রাসাদে দেবীর প্রতিষ্ঠা করিলেন ॥ ৩৩ ॥ জনমেজয়! তথায় বিবিধ বাদিত্র নিঃস্বন, ব্রাহ্মণগণের বেদ শব্দ এবং বহুবিধ সংগীত ধ্বনির সহিত নানাবিধ উৎসব হইতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা সুদর্শন বেদবাদি বিপ্রগণের দ্বারা শিবাদেবীর প্রতিষ্ঠা কার্য্য এইরূপে সম্পাদন পুরঃসর বিধানানুসারে বিবিধ প্রকারে তাঁহার পূজা করিলেন ॥ ৩৫ ॥ সুদর্শন, আপন পৈতৃক রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া এইরূপ বিধানানুসারে দেবীর পূজাবিধি সংস্থাপন করিলেন। তাহাতে তিনি এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত অম্বিকাদেবী কোশল-রাজ্যমধ্যে বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন ॥ ৩৬ ॥ ধর্ম্মবিজয়ী সদাশয় সুদর্শন রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া সামন্ত রাজগণকে ধর্ম্মবলেই আপন বশে আনয়ন করিলেন ॥৩৭॥ প্রজাগণ, মহারাজ দিলীপ রঘু এবং রামচন্দ্রের রাজ্যের ন্যায় সুদর্শনের রাজ্যে সুখ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিল ॥৩৮॥ তখন বর্ণাশ্রমি জনগণের ধর্ম্ম চতুষ্পাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং অবনীতলে কাহারও অধর্ম্মে মতি রহিল না ॥ ৩৯ ॥

গ্রামে গ্রামে চ প্রাসাদাংশ্চক্রুঃ সর্ব্বে জনাধিপাঃ।
দেব্যাঃ পূজা তদা প্রীত্যা কোশলেষু প্রবর্ত্তিতা ॥ ৪০ ॥
সুবাহুরপি কাশ্যান্তু দুর্গায়াঃ প্রতিমাং শুভাম্।
কারয়িত্বা চ প্রাসাদং স্থাপয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৪১ ॥
তত্র তস্যা জনাঃ সর্ব্বে প্রেমভক্তিপরায়ণাঃ।
পূজাং চক্রুর্বিধানেন যথা বিশ্বেশ্বরস্য হ ॥ ৪২ ॥
বিখ্যাতা সা বভূবাথ দুর্গা দেবী ধরাতলে।
দেশে দেশে মহারাজ ! তস্যা ভক্তির্ব্যবর্দ্ধত ॥ ৪৩ ॥
সর্ব্বত্র ভারতে লোকে সর্ব্ববর্ণেষু সর্ব্বথা।
ভজনীয়া ভবানী তু সর্ব্বেষামভবত্তদা ॥ ৪৪ ॥
শক্তিভক্তিরতাঃ সর্ব্বে মানিনশ্চাভবন্নৃপ !।
আগমোক্তৈরথ স্তোত্রৈর্জপধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ৪৫ ॥

দেবীপূজামাহাত্ম্যবিস্তৃতিং বর্ণয়িতুমাহ গ্রামে গ্রামে ইতি ॥ ৪০ ॥
এবং অযোধ্যায়াং দেবীমাহাত্ম্যবিস্তারমুক্‌ত্বা কাশ্যামপি তদ্বক্তুমাহ সুবাহুরিতি। কারয়িত্বা নিজানুচরবর্গৈরিতি শেষঃ ॥ ৪১ ॥
তত্র কাশ্যাং সর্ব্বে জনাঃ প্রগাঢ়প্রীতিভক্তিপূর্ণেন মনসা বিশ্বেশ্বরবত্তাং পূজয়ামাসেত্যর্থঃ। এতেনস্যা মাহাত্ম্যং ভক্তমনোরথপ্রদত্বঞ্চ সূচিতম্ ॥ ৪২ ॥
বিখ্যাতেতি। তস্যা মাহাত্ম্যাধিক্যাৎ ভক্তির্ববৃধে ইতিভাবঃ ॥ ৪৩ ॥
সর্ব্বত্রেতি। বিশেষেণ ভজনীয়ত্বমাহ ভারতে ইতি ॥ ৪৪ ॥
নৃপ ইতি জনমেজয়সম্বোধনম্ ॥ ৪৫ ॥

প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ, গ্রামে গ্রামে দেবীর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন, এইরূপে কোশল রাজ্যের সর্ব্বত্রে দেবীর পূজা প্রবর্ত্তিত হইল ॥৪০॥ এদিকে রাজা সুবাহুও কাশীতে দুর্গা দেবীর প্রাসাদ ও প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিলেন ॥ ৪১ ॥ কাশীবাসি জনগণ সকলেই প্রেমভক্তি-পরায়ণ হইয়া বিশ্বেশ্বরের ন্যায় বিধি পূর্ব্বক দেবীর পূজা করিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥ অনন্তর, সেই দুর্গাদেবী ধরণীতলে বিখ্যাত হইলেন। মহারাজ ! এইরূপে দেশ-বিদেশে তাঁহার প্রতি ভক্তি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥ তখন ভগবতী ভবানী দেবী, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই সর্ব্ববর্ণের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বজনেরই ভজনীয়া ও পূজনীয়া হইলেন ॥ ৪৪ ॥ এইরূপে সকলেই ভগবতীর জপ ও ধ্যান এবং আগমোক্ত স্তোত্র দ্বারা নিরন্তর স্তুতি পরায়ণ ও শক্তিভক্তিতে অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বত্রই মাননীয় হইয়া উঠিল ॥ ৪৫ ॥ মহারাজ ! তদবধি সমস্ত লোকগণ প্রত্যেক

নবরাত্রেষু সর্ব্বেষু চক্রুঃ সর্ব্বে বিধানতঃ।
অর্চ্চনং হবনং যাগং দেব্যা ভক্তিপরা জনাঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে অযোধ্যায়াং কাশ্যাঞ্চ দেবীসংস্থাপনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

নবরাত্রেম্বিতি। সর্ব্বেষু নবরাত্রেষু শরৎকালীনপ্রভৃতিষু ইত্যর্থঃ। হবনং হোমঃ। বিধানতঃ আগমোক্তবিধিনা ॥ ৪৬ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

নবরাত্রিতেই ভক্তিপরায়ণ হইয়া বিধি পূর্ব্বক দেবীর অর্চ্চনা, হোম ও যাগ করিতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥

মহর্ষিবেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে অযোধ্যা এবং কাশীপুরীতে দেবীর প্রতিষ্ঠা বর্ণন নামক পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥*॥

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

নবরাত্রে তু সম্প্রাপ্তে কিং কর্ত্তব্যং দ্বিজোত্তম!।
বিধানং বিধিবদ্ব্রূহি শরৎকালে বিশেষতঃ॥ ১॥
কিং ফলং খলু কস্তত্র বিধিঃ কার্য্যো মহামতে!।
এতদ্বিস্তরতো ব্রূহি কৃপয়া দ্বিজসত্তম!॥ ২॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি নবরাত্রব্রতং শুভম্।
শরৎকালে বিশেষেণ কর্ত্তব্যং বিধিপূর্ব্বকম্॥ ৩॥
বসন্তে চ প্রকর্ত্তব্যং তথৈব প্রেমপূর্ব্বকম্।
দ্বাবৃতূ যমদংষ্ট্রাখ্যৌ নূনং সর্ব্বজনেষু বৈ॥ ৪॥
শরদ্বসন্তনামানৌ দুর্গমৌ প্রাণিনামিহ।
তস্মাদ্যত্নাদিদং কার্য্যং সর্ব্বত্র শুভমিচ্ছতা॥ ৫॥
দ্বাবেব সুমহাঘোরাবৃতূ রোগকরৌ নৃণাম্।
বসন্তশরদাবেব জননাশকরাবুভৌ॥ ৬॥

দ্বিষষ্টিশ্লোকবর্ষোক্ত নবরাত্রবিধিং নৃপঃ।
পপ্রচ্ছ তস্মৈ প্রোবাচ ব্যাস ইত্যেতদুচ্যতে॥

নবরাত্রোৎসবঃ কর্ত্তব্য ইতি পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে উক্তং তস্য বিধিং জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি নবরাত্রে তু সম্প্রাপ্ত ইতি॥ ১—৩॥

জনমেজয় কহিলেন, দ্বিজসত্তম! নবরাত্রের সময় উপস্থিত হইলে মনুষ্যগণের কি করা কর্ত্তব্য? বিশেষতঃ শরৎকালে নবরাত্র ব্রতোপলক্ষে কিরূপ বিধানে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়, আপনি তৎসমুদায় বিধিপূর্ব্বক আমাকে বলুন॥১॥ হে মহাবুদ্ধে! সেই নবরাত্র ব্রতের ফল কি এবং তাহাতে কিরূপ বিধি কর্ত্তব্য তাহা আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকট বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করুন॥ ২॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! মঙ্গলময় নবরাত্র ব্রতের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর, এই ব্রত প্রীতিপূর্ব্বক বসন্তকালে বিশেষতঃ শরৎকালেই বিশেষরূপে কর্ত্তব্য। শরৎ ও বসন্ত নামক ঋতুদ্বয় সমস্ত লোকমধ্যে যমদংষ্ট্রা নামে বিখ্যাত এবং উহা প্রাণিগণের পক্ষে অত্যন্ত দুর্গম; অতএব, কল্যাণাকাঙ্ক্ষী জনগণ সর্ব্বত্রই যত্ন পূর্ব্বক এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন॥ ৩—৫॥

তস্মাত্তত্র প্রকর্ত্তব্যং চণ্ডিকাপূজনং বুধৈঃ।
চৈত্রেঽশ্বিনে শুভে মাসে ভক্তিপূর্ব্বং নরাধিপ ! ॥ ৭ ॥
অমাবাস্যাঞ্চ সম্প্রাপ্য সম্ভারং কল্পয়েচ্ছুভম্।
হবিষ্যঞ্চাশনং কার্য্যমেকভুক্তন্তু তদ্দিনে ॥ ৮ ॥
মণ্ডপস্তু প্রকর্ত্তব্যঃ সমে দেশে শুভে স্থলে।
হস্তষোড়শমানেন স্তম্ভধ্বজসমন্বিতঃ ॥ ৯ ॥
গৌরমৃদ্গোময়াভ্যাঞ্চ লেপনং কারয়েত্ততঃ।
তন্মধ্যে বেদিকা শুভ্রা কর্ত্তব্যা চ সমা স্থিরা ॥ ১০ ॥
চতুর্হস্তা চ হস্তোচ্ছ্রা পীঠার্থং স্থানমুত্তমম্।
তোরণানি বিচিত্রাণি বিতানঞ্চ প্রকল্পয়েৎ ॥ ১১ ॥
রাত্রৌ দ্বিজানথামন্ত্র্য দেবীতত্ত্ববিশারদান্।
আচারনিরতান্ দান্তান্ বেদবেদাঙ্গপারগান্ ॥ ১২ ॥

ঋতুদ্বয়ে কিমিত্যবশ্যং কর্ত্তব্যং তত্রাহ দ্বাবৃতূ ইতি ॥ ৪—৭ ॥

অমাবাস্যাং চেতি। পূর্ব্বেদ্যুরমাবাস্যায়াং পূজাসামগ্রী সম্পাদনীয়েত্যর্থঃ। একভুক্তন্ত্বিতি। অমাবস্যায়ামেকবারং ভোজনং হবিষ্যাশনরূপং কার্য্যম্ ॥ ৮ ॥

অমাবাস্যায়ামেব মণ্ডপাদিকং কার্য্যং কর্ত্তব্যমিত্যাহ মণ্ডপস্ত্বিতি। শুভে স্থলে ইত্যনেন ভূশোধনাদিকমুক্তং ভবতি। সমে স্থলে নিম্নোন্নতরহিতে প্রাচীসাধনযুতে ইত্যর্থঃ। হস্তষোড়শেতি। তদুক্তং শারদায়াম্। পঞ্চভিঃ সপ্তভির্হস্তৈর্নবভির্বা মিতান্তরম্। ষোড়শস্তম্ভসংযুক্তং চত্বারস্তেষু মধ্যগা ইতি। তত্র সপ্তভির্নবভির্হস্তৈর্মিলিত্বা ষোড়শহস্তাঃ সম্পন্নাঃ ইদং চোত্তমমানম্ ॥ ৯—১১ ॥

মহারাজ ! শরৎ ও বসন্ত এই দুই ঋতুতে নরগণ ঘোরতর রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে সেই হেতু অনেকের প্রাণ নষ্ট হয়; অতএব, নরপতে! সেই শুভজনক চৈত্র ও আশ্বিন মাসে ভক্তি পূর্ব্বক চণ্ডিকাদেবীর পূজা করা জ্ঞানীগণের একান্তই কর্ত্তব্য ॥ ৬—৭ । ব্রতের পূর্ব্বদিনে অমাবস্যা তিথি প্রাপ্ত হইলে পূজার সামগ্রী সম্ভার আহরণ করিবে ঐ তিথিতে একবার মাত্র হবিষান্ন ভোজন করিয়া ঐ দিনেই সমদেশে বিশুদ্ধস্থানে ষোড়শ হস্ত পরিমাণ স্তম্ভ ও ধ্বজ-সমন্বিত মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে; অনন্তর গৌরমৃত্তিকা ও গোময় দ্বারা ঐ মণ্ডপ লেপন করাইয়া তন্মধ্যে প্রশস্ত চারিহস্ত ও উচ্চে একহস্ত পরিমিত সমান ও সুদৃঢ় বেদী নির্ম্মাণ করিবে এবং তন্মধ্যে দেবীর পীঠের নিমিত্ত উত্তম স্থান রচনা করিবে; এই মণ্ডপমধ্যে বিচিত্র তোরণ সকল রচনা করিয়া উপরিভাগে শুভ্র বিতান যোজনা করিবে ॥ ৮—১১ ॥ রাত্রিকালে, আচারনিষ্ঠ দান্ত ও বেদবেদাঙ্গ-পারগ বিশেষতঃ দেবীর পূজাবিধান-বিশারদ দ্বিজগণকে আমন্ত্রণ করিবে। অনন্তর, প্রতিপদ্ দিবসে নদী, নদ, দীর্ঘিকা, কূপ অথবা নিজগৃহে বিধিপূর্ব্বক প্রাতঃস্নান করিয়া অগ্রে নিত্য-

প্রতিপদ্দিবসে কার্য্যং প্রাতঃস্নানং বিধানতঃ।
নদ্যাং নদে তড়াগে বা বাপ্যাং কূপে গৃহেঽথ বা ॥ ১৩ ॥
প্রাতর্ন্নিত্যং পুরঃ কৃত্বা দ্বিজানাং বরণং ততঃ।
অর্ঘ্যপাদ্যাদিকং সর্ব্বং কর্ত্তব্যং মধুপূর্ব্বকম্ ॥ ১৪ ॥
বস্ত্রালঙ্করণাদীনি দেয়ানি চ স্বশক্তিতঃ।
বিত্তশাঠ্যং ন কর্ত্তব্যং বিভবে সতি কর্হিচিৎ ॥ ১৫ ॥
বিপ্রৈঃ সন্তোষিতৈঃ কার্য্যং সম্পূর্ণং সর্ব্বথা ভবেৎ।
নব পঞ্চ ত্রয়শ্চৈকো দেব্যাঃ পাঠে দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৬ ॥
বরয়েদ্‌ব্রাহ্মণং শান্তং পারায়ণকৃতে তদা।
স্বস্তিবাচনকং কার্য্যং বেদমন্ত্রবিধানতঃ ॥ ১৭ ॥
বেদ্যাং সিংহাসনং স্থাপ্য ক্ষৌমবস্ত্রসমন্বিতম্।
তত্র স্থাপ্যাম্বিকা দেবী চতুর্হস্তায়ুধান্বিতা ॥ ১৮ ॥
রত্নভূষণসংযুক্তা মুক্তাহারবিরাজিতা।
দিব্যাম্বরধরা সৌম্যা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা ॥ ১৯ ॥

অমাবাস্যায়ামেব রাত্রাবৃত্বিঙ্‌নিমন্ত্রণং কার্য্যমিত্যাহ রাত্রাবিতি ॥ ১২—১৩ ॥
মধুপূর্ব্বকং মধুপর্কপূর্ব্বকমিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৫ ॥
বিপ্রৈঃ সন্তোষিতৈঃ কার্য্যং নিজং সম্পূর্ণং ভবেন্নান্যথা তস্মাত্তেষাং সন্তোষঃ কার্য্য ইত্যর্থঃ। দেব্যাঃ পাঠে সপ্তশত্যাখ্যস্তোত্রপাঠে কর্ত্তব্যে দেবীভাগবতপাঠে কর্ত্তব্যে চেত্যর্থঃ। তদুক্তং দুর্গাতরঙ্গিণ্যাং যামলে। নবরাত্রে তু দেবেশি! দৌর্গং ভাগবতং পঠেৎ। জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং নিয়মেন সমাহিত ইতি। মহেশঠক্কুরকৃতদুর্গাপ্রদীপে দেবীযামলে চ। দেবীভাগবতং ভক্ত্যা পঠেন্নিত্যমতন্দ্রিতঃ। নবরাত্রে বিশেষেণ শ্রীদেবীপ্রীতয়ে মুদেতি। দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ শক্ত্যনুসারেণ লঘুগুর্ব্বনুষ্ঠানানুসারেণ চ ॥ ১৬ ॥
একব্রাহ্মণপক্ষে আহ বরয়েদিতি। তত্রাদৌ স্বস্তিবাচনং কার্য্যমিত্যাহ ॥ ১৭ ॥

কর্ত্তব্য সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিবে, তৎপরে পাদ্য অর্ঘ্য ও মধুপর্কাদি দ্বারা বিপ্রগণকে বরণ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় শক্তি অনুসারে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি প্রদান করিবে; বৈভব থাকিলে কদাচই তাহাতে বিত্তশাঠ্য বা কৃপণতা করিবে না, কারণ বিপ্রগণ সন্তুষ্ট হইলেই সর্ব্বতোভাবে কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া থাকেন। রাজন্! এই ব্রতে দেবীর প্রীতির নিমিত্ত চণ্ডীপাঠে ও দেবীভাগবত পাঠে, নয়জন অথবা পাঁচজন, কিংবা তিনজন বা একজন ব্রাহ্মণ নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য, এতদ্ভিন্ন পারায়ণের নিমিত্ত এক শান্তচিত্ত দ্বিজবরকে বরণ করিবে; এই সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া পরে কৃতিব্যক্তি বেদোক্ত মন্ত্রবিধানে স্বস্তিবাচন করিবে ॥ ১২-১৭ ॥

মহারাজ! এইরূপে কর্ম্মারম্ভ হইলে বেদীর উপর ক্ষৌমবসনযুগ্ম-সমন্বিত সিংহাসন সংস্থাপন পুরঃসর, আয়ুধবিশিষ্ট ভুজচতুষ্টয়সম্পন্না বা অষ্টাদশভুজা মুক্তাহারে বিরাজিতা,

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরা সিংহে স্থিতা শিবা।
অষ্টাদশভুজা বাপি প্রতিষ্ঠাপ্যা সনাতনী ॥ ২০ ॥
অর্চ্চাভাবে তথা যন্ত্রং নবার্ণমন্ত্রসংযুতম্।
স্থাপয়েৎ পীঠপূজার্থং কলসং তত্র পার্শ্বতঃ ॥ ২১ ॥
পঞ্চপল্লবসংযুক্তং বেদমন্ত্রৈঃ সুসংস্কৃতম্।
সুতীর্থজলসম্পূর্ণং হেমরত্নৈঃ সমন্বিতম্ ॥ ২২ ॥
পার্শ্বে পূজার্থসম্ভারান্ পরিকল্প্য সমন্ততঃ।
গীতবাদিত্রনির্ঘোষান্ কারয়েন্মঙ্গলায় বৈ ॥ ২৩ ॥
তিথৌ হস্তান্বিতায়াঞ্চ নন্দায়াং পূজনং বরম্।
প্রথমে দিবসে রাজন্! বিধিবৎ কামদং নৃণাম্ ॥ ২৪ ॥

তদনন্তরং দেবীস্থাপনমাহ বেদ্যামিতি ॥ ১৮—১৯ ॥

অষ্টাদশভুজা বা প্রতিমা কার্য্যা। তদ্ধ্যানং স্বক্স্রক্কৃপরশুগদেষুকুলিশমিত্যাদিকং প্রাধানিকরহস্যাজ্জ্ঞেয়ম্ ॥ ২০ ॥

অর্চ্চাভাবে প্রতিমায়া অপ্যভাবে তস্মিন্ সিংহাসনে নবার্ণমন্ত্রসংযুতং মধ্যে লিখিতং নবার্ণমন্ত্রেণ সংযুতং প্রত্যাসত্ত্যা নবার্ণমন্ত্রস্যৈব যন্ত্রং স্থাপয়েদিত্যর্থঃ। তদ্যন্ত্রং তদাবরণদেবতাশ্চ মন্ত্রমহোদধ্যাদিগ্রন্থেষু স্পষ্টাঃ। স্থাপয়েদিতি। তত্র বেদ্যাং পার্শ্বতঃ সিংহাসনস্য দক্ষিণভাগে কলসং কলসস্থাপনবিধানেন স্থাপয়েৎ। স চ বিধির্গ্রন্থান্তরে স্পষ্ট এব। কচিৎসিংহাসনস্যাগ্রেঽপি কলসস্থাপনমুক্তম্। নন্বু স্থানদ্বয়ে দেবীস্থাপনস্য কিং প্রয়োজনমিতি চেন্ন। সিংহাসনে নিত্যপূজা মূর্ত্তেঃ স্থাপনস্য কলসে তু নৈমিত্তিকনবরাত্রপূজার্থং দেব্যাঃ স্থাপনস্যাভিহিতত্বাত্তথাচ কলসে এব প্রাণাদিস্থাপনং সিংহাসনস্থমূর্ত্তৌ তু পূর্ব্বং জাতমেবেতি ন তত্র তদ্বিধেয়ম্। তদুক্তং দেবীপুরাণে। নিত্যপূজাকৃতেরগ্রে কলসং স্থাপয়েত্তত ইতি নিত্যপূজাকৃতের্নিত্যপূজামূর্ত্তেরিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

কলসস্থাপনপ্রকারমাহ পঞ্চপল্লবেতি ॥ ২২ ॥

পার্শ্বে স্বস্যেতি শেষঃ ॥ ২৩ ॥

নন্দায়াং হস্তনক্ষত্রযুতানন্দাপ্রতিপত্তিথিস্তস্যাং পূজনং সর্ব্বোত্তমমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

বিবিধ রত্নভূষণে বিভূষিতা, দিব্যাম্বর-সমন্বিতা সর্ব্ব-সুলক্ষণসম্পন্না, সিংহোপরি সংস্থিতা, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী সনাতনী বিশ্বজননী দেবীর প্রতিষ্ঠা করিবে ॥ ১৮-২০ ॥ যদি প্রতিমার অভাব হয়, তাহা হইলে সেই সিংহাসনে পীঠপূজার্থ নবাক্ষর মন্ত্র সংযুত যন্ত্র এবং তাহার পার্শ্বে পঞ্চপল্লব সমন্বিত, উত্তম তীর্থজলে পরিপূরিত, সুবর্ণ রত্নসমন্বিত ও বেদমন্ত্রে সুসংস্কৃত কলস স্থাপন করিবে ॥ ২১—২২ ॥ আপন পার্শ্বদেশে পূজার সামগ্রীসম্ভার সর্ব্বতঃ সংস্থাপিত রাখিয়া মঙ্গলের নিমিত্ত গীত ও বাদিত্র নির্ঘোষ করাইবে ॥ ২৩ ॥

রাজন্! প্রথম দিন যদি নন্দা অর্থাৎ প্রতিপত্তিথি হস্তানক্ষত্রযুক্ত হয়, তবে তাহাতে বিধিপূর্ব্বক পূজা করাই সর্ব্বোত্তম, ইহাতে নরগণের বিশেষ ফল লাভ হয় সন্দেহ নাই ॥২৪॥

নিয়মং প্রথমং কৃত্বা পশ্চাৎ পূজাং সমাচরেৎ।
উপবাসেন নক্তেন চৈকভক্তেন বা পুনঃ ॥ ২৫ ॥
করিষ্যামি ব্রতং মাতর্নবরাত্রমনুত্তমম্।
সাহায্যং কুরু মে দেবি! জগদম্ব! মমাখিলম্ ॥ ২৬ ॥
যথাশক্তি প্রকর্ত্তব্যো নিয়মো ব্রতহেতবে।
পশ্চাৎ পূজা প্রকর্ত্তব্যা বিধিবন্মন্ত্রপূর্ব্বকম্ ॥ ২৭ ॥
চন্দনাগুরুকর্পূরৈঃ কুসুমৈশ্চ সুগন্ধিভিঃ।
মন্দারকরজাশোকচম্পকৈঃ করবীরকৈঃ ॥ ২৮ ॥
মালতীব্রহ্মকাপুষ্পৈস্তথাবিল্বদলৈঃ শুভৈঃ।
পূজয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধূপৈর্দীপৈর্বিধানতঃ ॥ ২৯ ॥
ফলৈর্নানাবিধৈরর্ঘ্যং প্রদাতব্যঞ্চ তত্র বৈ।
নারিকেলৈর্মাতুলিঙ্গৈর্দাড়িমীকদলীফলৈঃ ॥ ৩০ ॥
নারঙ্গৈঃ পনসৈশ্চৈব তথা পূর্ণফলৈঃ শুভৈঃ।
অন্নদানং প্রকর্ত্তব্যং ভক্তিপূর্ব্বং নরাধিপ*! ॥ ৩১ ॥
মাংসাশনং যে কুর্ব্বন্তি তৈঃ কার্য্যং পশুহিংসনম্।
মহিষাজবরাহাণাং বলিদানং বিশিষ্যতে ॥ ৩২ ॥

নিয়মং সঙ্কল্পম্। তৎ স্বরূপমাহ উপবাসেনেতি ॥ ২৫—২৬ ॥
উপবাসাদ্যশক্তাবাহ যথাশক্তীতি ॥ ২৭ ॥
করজং পুষ্পজাতিবিশেষঃ ॥ ২৮ ॥
ব্রহ্মকাপুষ্পৈর্ব্রাহ্মীপুষ্পৈরিত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥
পূর্ণফলৈর্বিল্বফলৈঃ ॥ ৩১ ॥

পূর্ব্ব রাত্রিতে উপবাস অথবা পূর্ব্ব দিবসে একবার মাত্র হবিষ্যান্ন ভক্ষণ পূর্ব্বক পরদিন প্রথমেই সঙ্কল্প করিয়া পশ্চাৎ পূজার অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২৫ ॥ দেবীর নিকট প্রার্থনা করিবে যে, মাতর্জ্জগদম্বিকে! আমি অত্যুত্তম নবরাত্র ব্রতের অনুষ্ঠান করিব আপনি আমাকে সকল বিষয়েই সাহায্য করুন ॥ ২৬ ॥ ব্রতের নিমিত্ত যথাশক্তি নিয়ম অবলম্বন করিয়া পশ্চাৎ বিধি অনুসারে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পূজা করিবে ॥ ২৭ ॥ চন্দন, অগুরু কর্পূর, মন্দার, করঞ্জ, অশোক, চম্পক, করবীর মালতী ও ব্রাহ্মী প্রভৃতি উত্তম উত্তম সুগন্ধি পুষ্প সকল ও উত্তম উত্তম বিল্বদল, ধূপ ও দীপাদি দ্বারা জগদ্ধাত্রীর বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়া নারিকেল, মাতু-

---

* নৈবেদ্যানি বিচিত্রাণি সর্ব্বান্নসংযুতানি চ। ওদনং পায়সঞ্চৈব পূপাংশ্চ বটকাংস্তথা।
ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে।

দেব্যগ্রে নিহতা যান্তি পশবঃ স্বর্গমব্যয়ম্।
ন হিংসা পশুজা তত্র নিঘ্নতাং তৎকৃতেঽনঘ ! ॥ ৩৩ ॥
অহিংসা যাজ্ঞিকী প্রোক্তা সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ে।
দেবতার্থে বিসৃষ্টানাং পশূনাং স্বর্গতির্ধ্রুবা ॥ ৩৪ ॥
হোমার্থঞ্চৈব কর্ত্তব্যং কুণ্ডঞ্চৈব ত্রিকোণকম্।
স্থণ্ডিলং বা প্রকর্ত্তব্যং ত্রিকোণং মানতঃ শুভম্ ॥ ৩৫ ॥
ত্রিকালং পূজনং নিত্যং নানাদ্রব্যৈর্মনোহরৈঃ।
গীতবাদিত্রনৃত্যৈশ্চ কর্ত্তব্যশ্চ মহোৎসবঃ ॥ ৩৬ ॥

মাংসাশনং যে কুর্ব্বন্তীতি। যদ্যপি মাংসাশনং ব্রাহ্মণৈরপি ক্রিয়তে তথাপি ব্রাহ্মণস্য কালিকাপুরাণাদিষু সাক্ষাদ্বলিদানস্য নিষেধকথনাৎ ক্ষত্রিয়বিষয়ক এবায়ং বিধিরিতি বোধ্যম্। তথাচ শারদায়াং ব্রাহ্মণো নিয়তঃ শুদ্ধঃ সাত্ত্বিকং বলিমাহরেদিতি। তথা হিংসাযুক্তো বলিস্ত্বাদ্যবর্ণং হিত্বা প্রশস্যতে ইতি। আদ্যবর্ণং ব্রাহ্মণবর্ণং হিত্বা ত্যক্ত্বেত্যর্থঃ। তথা কালিকাপুরাণে। সিংহব্যাঘ্রাদিকং দত্ত্বা চাত্মবধ্যামবাপ্নুয়াৎ। মদ্যং দত্ত্বা ব্রাহ্মণস্তু ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে। অবশ্যং বিহিতো যত্র বলিস্তত্র দ্বিজঃ পুনঃ। পিষ্টেনাপি ঘৃতেনাপি নির্ম্মিতস্তু সমর্পয়েদিতি। ছান্দোগ্যশ্রুতিরপি। অহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্য ইতি ন হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানীত্যপি ॥ ৩২ ॥

নন্বু দেব্যতিরিক্তদেবতাসু শাস্ত্রৈর্বলিদানমনুক্ত্বা দেব্যুপাসনায়ামেব কিমিতি বলিদানং শাস্ত্রৈরুক্তমিতি চেদত্র সমাহিতং দুর্গাপ্রদীপে যামলে। ব্রহ্মবিদ্যাজীবদশানিহন্ত্রীতি শ্রুতৌ শ্রুতং তত্তস্মাৎ কারণাদ্দেব্যা বলিদানং প্রিয়ং মতমিতি। যতঃ কারণাদ্দেবী ব্রহ্মবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী ভবতি ব্রহ্মবিদ্যায়াশ্চ স্বভাবো জীবদশা নাশয়িতব্যেতি তস্মাদ্দেব্যাঃ প্রিয়ো বলির্ভবতীতি তদর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

ন হিংসা পশুজা তত্রেতি অহিংসা যাজ্ঞিকী প্রোক্তেতি চ ক্ষত্রিয়োদ্দেশেনৈব তস্য চিত্তে জায়মানহিংসাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থং ন ব্রাহ্মণোদ্দেশেনেতি বোধ্যম্ ॥ ৩৪ ॥

মানত ইতি। হোমানুসারেণৈকহস্তাদিদশহস্তান্তমানত ইত্যর্থঃ। তদুক্তং শারদায়াম্। দশহস্তান্তমন্যেষামিতি। মুষ্টিমাত্রমিতং কুণ্ডং শতার্দ্ধে সম্প্রচক্ষতে। শতহোমেঽরত্নি-

---

লিঙ্গ, দাড়িম, কদলী, নারঙ্গ, পনস ও বিল্বাদি বিবিধ ফল দ্বারা অর্ঘ্যপ্রদান পুরঃসর ভক্তিসমন্বিত চিত্তে অন্ন প্রদান করিবে ॥ ২৮—৩১ ॥ যাহারা মাংসভোজী তাহারা দেবীর পূজায় পশু হিংসা করিতে পারিবে এবং তজ্জন্য ছাগ অথবা বন্যবরাহের বলি প্রদানই উত্তম কল্প॥৩২॥ হে অনঘ ! দেবীর অগ্রে নিহত পশুগণ অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে ; অতএব পশুঘাতী ব্যক্তিগণের পশু হনন নিমিত্ত পাতক জন্মে না। রাজন্ ! দেবতাদিগের বলিকার্য্যে কৃতোৎসর্গ পশুগণের নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হয়, এজন্য সকল শাস্ত্রসিদ্ধান্তে যাজ্ঞিকী হিংসা অহিংসা বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছে ॥৩৩—৩৪॥ হোমের নিমিত্ত তাহার পরিমাণ অনুসারে একহস্ত হইতে দশহস্ত পর্য্যন্ত ত্রিকোণ কুণ্ড এবং ত্রিকোণ স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য ॥ ৩৫ ॥ প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় বিবিধ মনোহর দ্রব্যে দেবীর পূজা করিয়া পরিশেষে গীত ও নৃত্যাদি

নিত্যং ভূমৌ চ শয়নং কুমারীণাঞ্চ পূজনম্ ।
বস্ত্রালঙ্করণৈর্দ্দিব্যৈর্ভোজনৈশ্চ সুধাময়ৈঃ ॥ ৩৭ ॥
একৈকাং পূজয়েন্নিত্যমেকবৃদ্ধ্যা তথা পুনঃ ।
দ্বিগুণং ত্রিগুণং বাপি প্রত্যেকং নবকঞ্চ বা ॥ ৩৮ ॥
বিভবস্যানুসারেণ কর্ত্তব্যং পূজনং কিল ।
বিত্তশাঠ্যং ন কর্ত্তব্যং রাজন্ শক্তিমখে সদা ॥ ৩৯ ॥
একবর্ষা ন কর্ত্তব্যা কন্যাপূজাবিধৌ নৃপ ! ।
পরমজ্ঞা তু ভোগানাং গন্ধাদীনাঞ্চ বালিকা ॥ ৪০ ॥
কুমারিকা তু সা প্রোক্তা দ্বিবর্ষা যা ভবেদিহ ।
ত্রিমূর্ত্তিশ্চ ত্রিবর্ষা চ কল্যাণী চতুরব্দিকা ॥ ৪১ ॥
রোহিণী পঞ্চবর্ষা চ ষড়্‌বর্ষা কালিকা স্মৃতা ।
চণ্ডিকা সপ্তবর্ষা স্যাদষ্টবর্ষা চ শাম্ভবী ॥ ৪২ ॥

মাত্রমিত্যাদি। অত্র হোমস্তু তত্তৎকল্পোক্ত এব গ্রাহ্যো যো যন্ত্রোক্তো নিত্যনৈমিত্তিককাম্য-ভেদেন ॥ ৩৫—৩৬ ॥

সুধাময়ৈরমৃতময়ৈর্মিষ্টৈরিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

কুমারীপূজনে পক্ষানাহ একৈকামিতি। প্রত্যহমেকৈকামিত্যেকঃ পক্ষঃ। একৈক-বৃদ্ধ্যেতি তু দ্বিতীয়ঃ। দ্বিগুণত্রিগুণবৃদ্ধ্যেতি তু তৃতীয়চতুর্থপক্ষৌ। প্রত্যেকং প্রত্যহং নবকঞ্চ বা নব নব কুমারীণাং পূজনমিত্যুত্তমঃ পক্ষঃ ॥ ৩৮ ॥

শক্তিমখেঽম্বাযজ্ঞে ॥ ৩৯ ॥

একবর্ষা ন কর্ত্তব্যেতি। তত্র হেতুর্যতঃ সা গন্ধাদিভোগানামজ্ঞা ততঃ ॥ ৪০ ॥

দ্বিবর্ষাদিদশবর্ষান্তানাং পূজ্যানাং কুমারীণাং নামানি তৎপূজাফলং তাসাং পূজামন্ত্রা-শ্চোচ্যন্তে। কুমারিকা তু সেতি ॥ ৪১—৪২ ॥

দ্বারা উৎসব করিবে ॥৩৬॥ প্রতিদিন ভূমিতলে শয়ন করিবে এবং সুধা সদৃশ সুমিষ্ট ভোজ্য-দ্রব্য ও দিব্য বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা কুমারীগণের পূজা করিবে ॥৩৭॥ প্রতিদিন এক একটী অথবা প্রত্যহ এক একটী বৃদ্ধি করিয়া কিংবা প্রতি দিবস দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ অথবা প্রতিদিন নয় নয়টী করিয়া কুমারী পূজা কর্ত্তব্য ॥ ৩৮ ॥ রাজন্ ! বৈভবানুসারে দেবীর প্রীতির নিমিত্ত কুমারী পূজা করিবে, তাহাতে কদাচই বিত্তশাঠ্য বা কৃপণতা প্রকাশ করিবে না ॥ ৩৯ ॥

মহারাজ ! কুমারী পূজার নিয়ম বলিতেছি শ্রবণ করুন ; একবর্ষীয় কুমারী পূজা করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু তাহারা গন্ধাদি ভোগ্য বস্তুর রসাস্বাদ গ্রহণে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ॥ ৪০ ॥ এ বিষয়ে দ্বিবর্ষীয়া কন্যাই কুমারী, ত্রিবর্ষীয়া ত্রিমূর্ত্তি, চতুর্বর্ষীয়া কল্যাণী, পঞ্চবর্ষীয়া রোহিণী, ষড়্‌বর্ষীয়া কালিকা, সপ্তবর্ষীয়া চণ্ডিকা, অষ্টবর্ষীয়া শাম্ভবী, নববর্ষীয়া দুর্গা, দশবর্ষীয়া সুভদ্রা নামে কথিত হইয়া থাকে ; ইহার অধিক বয়স্ক কন্যা সর্ব্ব কার্য্যেই গর্হিত, অতএব তাহা

নববর্ষা ভবেদ্দুর্গা সুভদ্রা দশবার্ষিকী।
অত ঊর্দ্ধং ন কর্ত্তব্যা সর্ব্বকার্য্যবিগর্হিতা ॥ ৪৩ ॥
এভিশ্চ নামভিঃ পূজা কর্ত্তব্যা বিধিসংযুতা।
তাসাং ফলানি বক্ষ্যামি নবানাং পূজনে সদা ॥ ৪৪ ॥
কুমারী পূজিতা কুর্য্যাদ্দুঃখদারিদ্র্যনাশনম্।
শত্রুক্ষয়ং ধনায়ুষ্যবলবৃদ্ধিং করোতি বৈ ॥ ৪৫ ॥
ত্রিমূর্ত্তিপূজনাদায়ুস্ত্রিবর্গস্য ফলং ভবেৎ।
ধনধান্যাগমশ্চৈব পুত্রপৌত্রাদিবৃদ্ধয়ঃ ॥ ৪৬ ॥
বিদ্যার্থী বিজয়ার্থী চ রাজ্যার্থী যশ্চ পার্থিবঃ।
সুখার্থী পূজয়েন্নূনং কল্যাণীং সর্ব্বকামদাম্ ॥ ৪৭ ॥
রোহিণীং রোগনাশায় পূজয়েদ্বিধিবন্নরঃ।
কালিকাং শত্রুনাশার্থং পূজয়েদ্ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৮ ॥
ঐশ্বর্য্যধনকামশ্চ চণ্ডিকাং পরিপূজয়েৎ।
পূজয়েচ্ছাম্ভবীং নিত্যং নৃপ! সংমোহনায় চ ॥ ৪৯ ॥
দুঃখদারিদ্র্যনাশায় সংগ্রামে বিজয়ায় চ।
ক্রূরশত্রুবিনাশার্থং তথোগ্রকর্ম্মসাধনে ॥ ৫০ ॥
দুর্গাঞ্চ পূজয়েদ্ভক্ত্যা পরলোকসুখায় চ।
বাঞ্ছিতার্থস্য সিদ্ধ্যর্থং সুভদ্রাং পূজয়েৎ সদা ॥ ৫১ ॥

ন কর্ত্তব্যা পূজার্থং ন কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৫১ ॥

দিগকে পূজার নিমিত্ত কুমারী কল্পনা কর্ত্তব্য নহে ॥ ৪১—৪৩ ॥ এই সকল নাম দ্বারা বিধি পূর্ব্বক দেবীর পূজা করিবে। নববিধ কুমারী পূজনের ফল বলিতেছি শ্রবণ কর ॥৪৪॥ কুমারীর পূজা করিলে দুঃখ নাশ দারিদ্র্যভঞ্জন, শত্রুক্ষয়, ধন, আয়ু এবং বলবৃদ্ধি হয় ॥ ৪৫ ॥ ত্রিমূর্ত্তি পূজা করিলে আয়ু বৃদ্ধি, ত্রিবর্গের ফললাভ, ধনাগম ও পুত্র পৌত্রাদির বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥ যে ব্যক্তি বিদ্যার্থী বিজয়ার্থী রাজ্যার্থী ও সুখাভিলাষী হইবেন তিনি সর্ব্বকামদায়িনী কল্যাণী কুমারীর পূজা করিবেন ॥ ৪৭ ॥ মানবগণ, রোগবিনাশের নিমিত্ত বিধি পূর্ব্বক রোহিণীর পূজা করিবে। শত্রু বিনাশের নিমিত্ত ভক্তিপূর্ব্বক কালিকা পূজা, এবং ঐশ্বর্য্য ও ধন কামনায় ভক্তিসহকারে চণ্ডিকা পূজা করিবে। রাজন্! শত্রু সম্মোহনের নিমিত্ত, দুঃখ ও দারিদ্র্য বিনাশের এবং সংগ্রামে বিজয় লাভের নিমিত্ত শাম্ভবীর পূজা করা কর্ত্তব্য ॥ ৪৮—৪৯ ॥ অতিশয় নিষ্ঠুর শত্রু নিপাতের নিমিত্ত এবং পারলৌকিক

শ্রীরস্ত্বিতি চ মন্ত্রেণ পূজয়েদ্ভক্তিতৎপরঃ।
শ্রীযুক্তমন্ত্রৈরথবা বীজমন্ত্রৈরথাপি বা ॥ ৫২ ॥
কুমারস্য চ তত্ত্বানি যা সৃজত্যপি লীলয়া।
কাদীনপি চ দেবাংস্তাং কুমারীং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৩ ॥
সত্ত্বাদিভিস্ত্রিমূর্ত্তির্যা তৈর্হি নানাস্বরূপিণী।
ত্রিকালব্যাপিনী শক্তিস্ত্রিমূর্ত্তিং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৪ ॥
কল্যাণকারিণী নিত্যং ভক্তানাং পূজিতানিশম্।
পূজয়ামি চ তাং ভক্ত্যা কল্যাণীং সর্ব্বকামদাম্ ॥ ৫৫ ॥
রোহয়ন্তী চ বীজানি প্রাগ্‌জন্মসঞ্চিতানি বৈ।
যা দেবী সর্ব্বভূতানাং রোহিণীং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৬ ॥
কালী কালয়তে সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্।
কল্পান্তসময়ে যা তাং কালিকাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৭ ॥
চণ্ডিকাং চণ্ডরূপাঞ্চ চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনীম্।
তাং চণ্ডপাপহরিণীং চণ্ডিকাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৮ ॥

শ্রীমন্ত্রযুক্তৈরন্যৈর্মন্ত্রৈর্বা ॥ ৫২ ॥

তান্ মন্ত্রানেবাহ কুমারস্য চেতি। কুমারস্য বালকস্য স্কন্দস্য বা তত্ত্বানি রহস্যভূতানি বস্তূনি যা সৃজতীত্যর্থঃ। কাদীন্ ব্রহ্মাদীনপি দেবান্ ॥ ৫৩ ॥

সত্ত্বাদিভিঃ সত্ত্বাদিগুণৈস্ত্রিমূর্ত্তির্মহালক্ষ্ম্যাদিরূপিণী। তৈঃ সত্ত্বাদিগুণৈরেব নানারূপিণী প্রস্তাররীত্যা ত্রিকালব্যাপিনী কালত্রয়াবাধ্যা চিদ্রূপিণী ॥ ৫৪—৫৫ ॥

রোহয়ন্তী অঙ্কুরীভূতানি কুর্ব্বন্তী ॥ ৫৬—৫৮ ॥

সুখের নিমিত্ত দুর্গার অর্চ্চনা করিবে। নরগণ, বাঞ্ছিতার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত সুভদ্রার পূজা করিবেন ॥ ৫০—৫১ ॥ মানবগণ, ভক্তি তৎপর হইয়া শ্রীরস্ত ইত্যাদি মন্ত্রে অথবা শ্রীযুক্ত মন্ত্রে কিংবা বীজমন্ত্র দ্বারা কুমারীগণের পূজা করা কর্ত্তব্য। ৫২ ॥ যিনি অবলীলাক্রমে কুমার কার্ত্তিকেয়ের রহস্যভূত পবিত্র তত্ত্ব সকলের এবং ব্রহ্মাদি দেবতাগণের সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি সেই কুমারী দেবীর পূজা করিতেছি ॥ ৫৩ ॥ যিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় ভেদে ত্রিমূর্ত্তি হইয়াছেন, এবং সেই গুণত্রিতয়ের বহুল প্রভেদে বহুরূপিণী হইয়াছেন, ত্রিকালব্যাপিনী সেই ত্রিমূর্ত্তিকে আমি পূজা করিতেছি ॥ ৫৪ ॥ যিনি পূজিতা হইয়া নিয়তই কল্যাণ প্রদান করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্বকামদায়িনী কুমারী কল্যাণীকে আমি ভক্তিসহকারে পূজা করিতেছি ॥ ৫৫ ॥ যিনি সমস্ত জীবগণের পূর্ব্বজন্ম সঞ্চিত কর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত করিয়া থাকেন সেই রোহিণীদেবীকে আমি ভক্তি সমন্বিত চিত্তে পূজা করিতেছি ॥ ৫৬ ॥ যিনি কল্পান্ত সময়ে কালীরূপে চরাচর সহিত এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের সঙ্কলন

অকারণাৎ সমুৎপত্তির্যন্ময়ৈঃ* পরিকীর্ত্তিতা।
যস্যাস্তাং সুখদাং দেবীং শাম্ভবীং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৯ ॥
দুর্গা ত্রায়তি ভক্তং যা সদা দুর্গার্ত্তিনাশিনী।
দুর্জ্ঞেয়া সর্ব্বদেবানাং তাং দুর্গাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৬০ ॥
সুভদ্রাণি চ ভক্তানাং কুরুতে পূজিতা সদা।
অভদ্রনাশিনীং দেবীং সুভদ্রাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৬১ ॥
এভির্মন্ত্রৈঃ পূজনীয়াঃ কন্যকাঃ সর্ব্বদা বুধৈঃ।
বস্ত্রালঙ্করণৈর্মাল্যৈর্গন্ধৈরুচ্চাবচৈরপি ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে নবরাত্রবিধিকীর্ত্তনং নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

অকারণাদিতি। যস্যাঃ সমুৎপত্তির্যন্ময়ৈর্যৎস্বরূপৈর্বেদৈরকারণাদেব পরিকীর্ত্তিতা। যস্যা আবির্ভাবো কারণাদেব ভবতি। স্বস্মাদেব স্বয়মাবির্ভবতি নান্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬১ ॥
নবরাত্রপূজাক্রমস্তন্নুষ্ঠানগ্রন্থাদবসেয়ঃ। গৌরবাদত্র ন লিখ্যতে ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

করিয়াছেন সেই কালিকা দেবীকে আমি ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিতেছি ॥ ৫৭ ॥ যিনি চণ্ডরূপিণী বলিয়া চণ্ডিকা নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, যিনি চণ্ড মুণ্ড নামক অসুরদ্বয়কে বিনাশ করিয়াছেন, সেই প্রচণ্ড পাপহারিণী চণ্ডিকা দেবীকে আমি ভক্তি নম্র মানসে পূজা করিতেছি ॥ ৫৮ ॥ বেদ ব্রহ্ম যাঁহার স্বরূপ, সেই বেদে অকারণেই যাঁহার উৎপত্তি পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সর্ব্বসুখপ্রদা শাম্ভবী দেবীকে আমি পূজা করিতেছি ॥ ৫৯ ॥ যিনি ভক্তগণকে পরিত্রাণ করেন এবং যিনি নিয়তই বিপদ্ বিনাশ করিয়া থাকেন, অখিল দেবগণও যাহাকে জানিতে সমর্থ নহেন, আমি সেই দুর্গত্তিনাশিনী দুর্গাদেবীকে ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিতেছি॥ ৬০ ॥ যিনি পূজিতা হইয়া ভক্তগণের অমঙ্গল বিনাশ করিয়া নিরন্তর কল্যাণবিধান করেন সেই সুভদ্রা দেবীকে আমি ভক্তি সমন্বিত মানসে অর্চ্চনা করিতেছি ॥ ৬১ ॥ বুধগণ এই সকল মন্ত্রে বস্ত্র, অলঙ্কার, মাল্য গন্ধাদি ও অন্যান্য নানাপ্রকার দ্রব্য দ্বারা সর্ব্বদাই কুমারী প্রভৃতি কন্যাগণের পূজা করিবেন ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে নবরাত্রবিধানকীর্ত্তন নামক ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

---

* যন্ময়ৈঃ। ইতি বা পাঠঃ ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

হীনাঙ্গীং বর্জ্জয়েৎ কন্যাং কুষ্ঠযুক্তাং ব্রণাঙ্কিতাম্।
গন্ধস্ফুরিতহীনাঙ্গীং* বিশালকুলসম্ভবাম্† ॥ ১ ॥
জাত্যন্ধাং কেকরাং কাণীং কুরূপাং বহুরোমশাম্।
সন্ত্যজেদ্রোগিণীং কন্যাং রক্তপুষ্পাদিনাঙ্কিতাম্ ॥ ২ ॥
ক্ষামাং গর্ভসমুদ্ভূতাং‡ গোলকাং কন্যকোদ্ভবাম্।
বর্জ্জনীয়াঃ সদা চৈতাঃ সর্ব্বপূজাদিকর্ম্মসু ॥ ৩ ॥
অরোগিণীং সুরূপাঙ্গীং সুন্দরীং ব্রণবর্জ্জিতাম্।
একবংশসমুদ্ভূতাং কন্যাং সম্যক্ প্রপূজয়েৎ ॥ ৪ ॥
ব্রাহ্মণী সর্ব্বকার্য্যেষু জয়ার্থে নৃপবংশজা।
লাভার্থে বৈশ্যবংশোত্থা ক্ষেমে চ শূদ্রবংশজা ॥ ৫ ॥

সপ্তাধিকৈস্তু পঞ্চাশৎপদৈয়রথ কুমারিকাঃ।
কথয়িত্বা বর্জ্জনীয়া মাহাত্ম্যং পি চোচ্যতে ॥

বর্জনীয়াঃ কুমারিকা আহ হীনাঙ্গীমিতি। ন্যূনাঙ্গীমিত্যর্থঃ। গন্ধেন দুর্গন্ধেন স্ফুরিতং যুক্তমতএব হীনমঙ্গং যস্যাস্তাম্। বিশালং বেঃ শালস্কন্টচৌ। বিশালকুলসম্ভবাং দুষ্টকুলসম্ভবামিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

রক্তপুষ্পাদিনাঙ্কিতাং রক্তপুষ্পং স্ত্রীরজ আদিযৌবনচিহ্নন্তেনান্বিতাম্ ॥ ২ ॥

ক্ষামাং কৃশাম্। গর্ভসমুদ্ভূতামতিবালামেকদিনাদিজাতাম্। গোলকাং মৃতভর্ত্তৃমাতৃজাতাং বিধবাজন্যামিত্যর্থঃ। কন্যকোদ্ভবামবিবাহিতকন্যাজন্যাম্ ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! হীনাঙ্গী, কুষ্ঠরোগিণী, ব্রণান্বিতা, দুর্গন্ধদূষিতাঙ্গী ও দুষ্টকুলসম্ভবা কুমারীগণকে নবরাত্রপূজায় গ্রহণ করিবেন না ॥১॥ আর যাহারা জন্মান্ধা, কেকরাক্ষী (যাহার চক্ষু টেরা,) কাণী (একচক্ষুঃহীনা) কুরূপা, বহুরোমান্বিতা, রোগিণী ও রজস্বলা অথবা অন্য কোন যৌবনচিহ্নযুক্তা, অতিকৃশা, সদ্যোজাতা, বিধবার গর্ভোৎপন্না অথবা অবিবাহিতার গর্ভজাতা, সেই সকল কুমারীগণ, সর্ব্বদা পূজাদি সমস্ত কার্য্যেই বর্জ্জনীয় ॥২—৩॥ রাজন্! অরোগিণী, সুরূপাঙ্গী, সুন্দরী, ব্রণবর্জ্জিতা ও যাহারা জারজ নহে সেই সকল কুমারীগণের পূজা করাই কর্ত্তব্য ॥৪॥ সমস্ত কার্য্যেই ব্রাহ্মণবংশজা, জয়ের নিমিত্ত

---

* গ্রন্থিস্ফুটিত শীর্ণাঙ্গীং। ইতি বা পাঠঃ। † বিলাসকুলসম্ভবাম্। ইতি বা পাঠঃ।
‡ দাসীগর্ভসমুদ্ভূতাম্। ইতি বা পাঠঃ।

ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মজাঃ পূজ্যাঃ রাজন্যৈর্ব্রহ্মক্ষত্রজাঃ।
বৈশ্যৈস্ত্রিবর্গজাঃ পূজ্যাশ্চতস্রঃ পাদসম্ভবৈঃ ॥ ৬ ॥
কারুভিশ্চৈব বংশোত্থা যথাযোগ্যং প্রপূজয়েৎ।
নবরাত্রবিধানেন ভক্তিপূর্ব্বং সদৈব হি ॥ ৭ ॥
অশক্তো নিয়তং পূজাং কর্ত্তুং চেন্নবরাত্রকে।
অষ্টম্যাঞ্চ বিশেষেণ কর্ত্তব্যং পূজনং সদা ॥ ৮ ॥
পুরাষ্টম্যাং ভদ্রকালী দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী।
প্রাদুর্ভূতা মহাঘোরা যোগিনীকোটিভিঃ সহ ॥ ৯ ॥
অতোঽষ্টম্যাং বিশেষেণ কর্ত্তব্যং পূজনং সদা।
নানাবিধোপহারৈশ্চ গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ ॥ ১০ ॥
পায়সৈরামিষৈর্হোমৈর্ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনৈঃ।
ফলপুষ্পোপহারৈশ্চ তোষয়েজ্জগদম্বিকাম্‌ ॥ ১১ ॥
উপবাসে হ্যশক্তানাং নবরাত্রব্রতে পুনঃ।
উপোষণত্রয়ং প্রোক্তং যথোক্তং ফলদং নৃপ ! ॥ ১২ ॥

একবংশসমুদ্ভূতামজারজামিত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥
পাদসম্ভবৈঃ শূদ্রৈশ্চতস্রো বর্ণচতুষ্টয়জন্যাঃ কন্যা পূজ্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৬॥
কারুভিরিতি। কারুর্বিশ্বকর্ম্মণি না ত্রিষু কারকশিল্পিনোরিতি মেদিনীকোশাৎ কারুভিঃ শিল্পিভিঃ স্বস্ববংশোত্থাঃ পূজ্যাঃ। শূদ্রাপেক্ষয়ৈতেষ্বয়ং বিশেষঃ ॥ ৭—৯ ॥
অত ইতি। তদুক্তমীশানসংহিতায়াম্‌। একাদশীকোটিসহস্রতুল্যা জন্মাষ্টমী পর্ব্বতরাজপুত্র্যাঃ। ততোঽপি শুক্লা গণিতা শতেন পরাশরব্যাসবশিষ্ঠমুখ্যৈরিতি ॥ ১০ ॥

ক্ষত্রকুলজা, লাভের নিমিত্ত এবং বৈশ্যবংশজা মঙ্গলের জন্য শূদ্র কুলোৎপন্না কুমারীর পূজা করিবে ॥ ৫ ॥ রাজেন্দ্র ! নবরাত্রবিধানে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ বংশজা; ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের কুলোৎপন্না; বৈশ্য, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবংশজা এবং শূদ্রগণ, ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বংশজা কুমারীর ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবেক, কিন্তু শিল্পজীবিগণ নিজ নিজ বংশোৎপন্না কুমারীকে যথাযোগ্য পূজা করিবেক ॥ ৬—৭ ॥ নবরাত্র ব্রতে যদি নরগণ নিয়ত পূজা করিতে অক্ষম হয়, তবে অষ্টমীতেই বিশেষ রূপ পূজা করিবে ॥ ৮ ॥ পুরাকালে দক্ষযজ্ঞনাশিনী ভদ্রকালী কোটি কোটি যোগিনীগণের সহিত ঘোরতর রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; অতএব, গন্ধ মাল্য ও অনুলেপনাদি নানাবিধ উপহার দ্বারা বিশেষ রূপে অষ্টমীতেই পূজা করিবে ॥ ৯—১০ ॥ এই তিথিতে পায়স ও আমিষ দ্রব্য প্রদান, হোম ও ব্রাহ্মণ ভোজন ও ফলপুষ্পাদি বহুবিধ উপহার দ্বারা জগদম্বিকার পূজা করিবে ॥ ১১ ॥ নৃপবর। নবরাত্র ব্রতে যাঁহারা উপবাসে

সপ্তম্যাঞ্চ তথাষ্টম্যাং নবম্যাং ভক্তিভাবতঃ।
ত্রিরাত্রকরণাৎ সর্ব্বং ফলং ভবতি পূজনাৎ ॥ ১৩ ॥
পূজাভিশ্চৈব হোমৈশ্চ কুমারীপূজনৈস্তথা।
সম্পূর্ণং তদ্‌ব্রতং প্রোক্তং বিপ্রাণাঞ্চৈব ভোজনৈঃ ॥ ১৪ ॥
ব্রতানি যানি চান্যানি দানানি বিবিধানি চ।
নবরাত্রব্রতস্যাস্য নৈব তুল্যানি ভূতলে ॥ ১৫ ॥
ধনধান্যপ্রদং নিত্যং সুখসন্তানবৃদ্ধিদম্।
আয়ুরারোগ্যদঞ্চৈব স্বর্গদং মোক্ষদং তথা ॥ ১৬ ॥
বিদ্যার্থী বা ধনার্থী বা পুত্রার্থী বা ভবেন্নরঃ।
তেনেদং বিধিবৎ কার্য্যং ব্রতং সৌভাগ্যদং শিবম্ ॥ ১৭ ॥
বিদ্যার্থী সর্ব্ববিদ্যাং বৈ প্রাপ্নোতি ব্রতসাধনাৎ।
রাজ্যভ্রষ্টো নৃপো রাজ্যং সমবাপ্নোতি সর্ব্বথা ॥ ১৮ ॥
পূর্ব্বজন্মনি যৈর্নূনং ন কৃতং ব্রতমুত্তমম্।
তে ব্যাধিনো দরিদ্রাশ্চ ভবন্তি পুত্রবর্জ্জিতাঃ ॥ ১৯ ॥
বন্ধ্যা চ যা ভবেন্নারী বিধবা ধনবর্জ্জিতা।
অনুমা তত্র কর্ত্তব্যা নেয়ং কৃতবতী ব্রতম্ ॥ ২০ ॥

আমিষৈর্মাংসৈঃ। ইদং ক্ষত্রিয়াদিপরম্ ॥ ১১—১৩ ॥
বিপ্রাণাং চৈব ভোজনৈরেতৈঃ সর্ব্বৈর্ব্রতং সম্পূর্ণং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৯ ॥

অশক্ত, তাঁহারা তিন দিন উপবাস করিলেই যথোক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১২ ॥ সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী এই তিন তিথিতে ভক্তিভাবে ত্রিরাত্র করিয়া পূজা করিলে সমস্ত ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥ দেবীর পূজা, হোম, কুমারী পূজা ও ব্রাহ্মণ ভোজন এই সমস্ত কার্য্য দ্বারা নবরাত্র ব্রত সম্পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ জনমেজয়! ভূতলে অন্যান্য যে কিছু ব্রত ও দান কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তৎসমস্তই এই নবরাত্র ব্রতের তুল্য ফলপ্রদ নহে ॥ ১৫ ॥ এই ব্রতের অনুষ্ঠানে ধন, ধান্য, সন্তান বৃদ্ধি, সুখসমৃদ্ধি, আয়ু, আরোগ্য এবং স্বর্গ অধিক কি মোক্ষ পর্য্যন্তও লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ বিদ্যার্থী, ধনার্থী অথবা পুত্রার্থী হইয়া বিধি পূর্ব্বক এই কল্যাণকর সৌভাগ্যপ্রদ নবরাত্র ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে সকলমনোরথ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে বিদ্যার্থী ব্যক্তি সমস্ত বিদ্যা এবং রাজ্যভ্রষ্ট ব্যক্তি সমস্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন ॥ ১৮ ॥ যাহারা পূর্ব্বজন্মে এই অত্যুত্তম পুণ্যপ্রদ ব্রতের অনুষ্ঠান করে নাই, তাহারা এই জন্মে ব্যাধিগ্রস্ত, দরিদ্র ও পুত্রবর্জ্জিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥ যে নারী বন্ধ্যা, বিধবা ও পুত্রবর্জ্জিতা; তাহাদিগকে দর্শন

নবরাত্রব্রতং প্রোক্তং ন কৃতং যেন ভূতলে।
স কথং বিভবং প্রাপ্য মোদতেঽত্র তথা দিবি ॥ ২১ ॥
রক্তচন্দনসংমিশ্রৈঃ কোমলৈর্বিল্বপত্রকৈঃ।
ভবানী পূজিতা যেন স ভবেন্নৃপতিঃ ক্ষিতৌ ॥ ২২ ॥
নারাধিতা যেন শিবা সনাতনী
দুঃখার্ত্তিহা সিদ্ধিকরী জগদ্ধরা।
দুঃখাবৃতঃ শত্রুযুতশ্চ ভূতলে
নূনং দরিদ্রো ভবতীহ মানবঃ ॥ ২৩ ॥
যাং বিষ্ণুরিন্দ্রো হরপদ্মজৌ তথা
বহ্নিঃ কুবেরো বরুণো দিবাকরঃ।
ধ্যায়ন্তি সর্ব্বার্থসমাপ্তিনন্দিতা
স্তাং কিং মনুষ্যা ন ভজন্তি চণ্ডিকাম্ ॥ ২৪ ॥
স্বাহাস্বধানামমনুপ্রভাবৈ-
স্তৃপ্যন্তি দেবাঃ পিতরস্তথৈব।
যজ্ঞেষু সর্ব্বেষু মুদা হরন্তি
যন্নামযুগ্মং শ্রুতিভির্মুনীন্দ্রাঃ। ২৫ ॥

ইয়ং বিধবা ব্রতং ন কৃতবতীত্যনুমানুমিতিঃ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। যত ইয়ং বিধবা জাতা তত ইতি ভাবঃ ॥ ২০—২৩ ॥
সর্ব্বার্থানাং সমাপ্তিঃ সমবাপ্তিঃ প্রাপ্তিস্তয়া নন্দিতা ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

করিয়া এই অনুমান করিবে যে, তাহারা পূর্ব্ব জন্মে কখন এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে নাই ॥ ২০ ॥ এই অবনিতলে যে ব্যক্তি উপরোক্ত নবরাত্র ব্রতের অনুষ্ঠান করে নাই, সে কিরূপে বিভব প্রাপ্ত হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে আনন্দে ও সুখ সম্ভোগে বাস করিতে পারিবে? ॥ ২১ ॥ যিনি রক্তচন্দনলিপ্ত কোমল বিল্বদল দ্বারা ভগবতী ভবানী দেবীর পূজা করিয়াছেন, তিনিই এই পৃথিবীতলে রাজা হইবেন সন্দেহ নাই ॥ ২২ ॥ যে মানব এই অখিল জগতের ঈশ্বরী, সর্ব্বার্থ সিদ্ধিকারিণী দুঃখার্ত্তিবিনাশিনী কল্যাণরূপিণী ভগবতী ভবানীর আরাধনা করে নাই, সে ব্যক্তি এই অবনীতে দুঃখিত দরিদ্র ও শত্রুসংযুত হইয়া বাস করিয়া থাকে ॥২৩॥ হরি, হর, ব্রহ্মা, বাসব, বহ্নি, বরুণ, কুবের ও দিবাকর, ইহাঁরা সর্ব্ববিধ বৈভবে ও পরমানন্দে পরিপূর্ণ থাকিয়াই যখন সেই সচ্চিদানন্দময়ী জগদম্বিকার ধ্যান করিয়া থাকেন, তখন মনুষ্যগণ, সেই সর্ব্বার্থসাধিকা চণ্ডিকাদেবীর ভজনা করে না কেন? ॥ ২৪ ॥ স্বাহা ও স্বধা নামক মন্ত্র প্রভাবে দেবগণ ও পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয়া

যস্যেচ্ছয়া সৃজতি বিশ্বমিদং প্রজেশো
নানাবতারকলনং কুরুতে হরিশ্চ ।
নূনং করোতি জগতঃ কিল ভস্ম শম্ভু-
স্তাং শর্ম্মদাং ন ভজতে নু কথং মনুষ্যঃ ॥ ২৬ ॥
নৈকোঽস্তি সর্ব্বভুবনেষু তয়া বিহীনো
দেবো নরোঽথ বিহগঃ কিল পন্নগো বা ।
গন্ধর্ব্বরাক্ষসপিশাচনগেষু নূনং
যঃ স্পন্দিতুং ভবতি শক্তিযুতো যথেচ্ছম্ ॥ ২৭ ॥
তাং ন সেবেত কশ্চণ্ডীং সর্ব্বকামার্থদাং শিবাম্ ।
ব্রতং তস্যা ন কঃ কুর্য্যাদ্বাঞ্ছন্নর্থচতুষ্টয়ম্ ॥ ২৮ ॥
মহাপাতকসংযুক্তো নবরাত্রব্রতঞ্চরেৎ ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৯ ॥

স্বাহেতি । স্বাহাস্বধানামরূপো যো মনুস্তৎপ্রভাবৈর্মুদা হর্ষেণ হরন্তি বদন্তি । যন্নামযুগ্মং স্বাহাস্বধেত্যেবং রূপং শ্রুতিভির্বেদমন্ত্রান্তে ইত্যর্থঃ । যতস্তূপ্যন্তি ততো যজ্ঞেষু শ্রাদ্ধেষু চ বেদমন্ত্রান্তে স্বাহা স্বধেতি প্রযুঞ্জত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ব্যাসো জনান্ শোচতি যস্যেচ্ছয়েতি । (যস্যা ইচ্ছয়া ইত্যত্র সন্ধিরার্ষঃ)॥ ২৬ ॥

নৈকোঽস্তীতি । তয়া শক্ত্যা বিহীনঃ সন্ যথেচ্ছং স্পন্দিতুং শক্তিযুতঃ সামর্থ্যযুতো ভবতি এতাদৃশো নৈকোঽপ্যস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

অর্থচতুষ্টয়ং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপং বাঞ্ছন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

মুচ্যত ইতি । তদুক্তমুমাসংহিতায়াম্ । প্রায়শ্চিত্তং ন পাপানাং যেষামেষামস্ত নাশনে । প্রায়শ্চিত্তমিদং প্রোক্তং জগদম্বাপদস্মৃতিঃ । স্মরণেনৈব দুর্গায়া নিমিষার্দ্ধেন যৎ ফলম্ । ন তদ্বক্তুং সমর্থোঽস্তি শিবো বর্ষশতৈরপি । বিষ্ণুনামসহস্রেভ্যঃ শিবনাম বিশিষ্যতে । শিবনাম-

---

থাকেন সেই স্বাহা ও স্বধা যাহার নামান্তর মাত্র ; মুনিবরগণ যাহার উক্ত নামদ্বয় সমস্ত যজ্ঞেই শ্রুতির সহিত কীর্ত্তন করেন ; যাঁহার ইচ্ছার অধীন হইয়া প্রজাপতি এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, দেবদেব জনার্দ্দন নানাবিধ রূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া সেই বিশ্বের পালন করেন এবং শঙ্কর এই অখিল জগৎ সংহার করেন, মানবগণ সেই সর্ব্বশর্ম্মপ্রদায়িনী ভবানীকে কেননা ভজনা করিবে ॥ ২৫—২৬ ॥ এই অখিল সংসার মধ্যে সেই শক্তিরূপিণী প্রকৃতি দেবী ব্যতিরেকে কেহই থাকিতে পারে না ; কি দেব কি মানব কি বিহগ, পন্নগ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পিশাচ ও নগাদি সকলে শক্তিযুক্ত হইয়াই যথেচ্ছ নড়িতে চড়িতে সমর্থ হয় সন্দেহ নাই ॥ ২৭ ॥ অতএব কোন্ ব্যক্তি সেই সর্ব্বকামার্থদায়িনী চণ্ডিকাদেবীর পূজা না করিবে ? আর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের বাসনা করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা তাঁহার ব্রতানুষ্ঠান না করিবে ? ॥ ২৮ ॥ মহাপাতকী মানব নবরাত্র

পুরা কশ্চিদ্বণিগ্ দীনো ধনহীনঃ সুদুঃখিতঃ।
কুটুম্বী চাভবৎ কশ্চিৎ কোশলে নৃপসত্তম! ॥ ৩০ ॥
অপত্যানি বহূন্যস্যাভবন্ ক্ষুৎপীড়িতানি চ।
ভক্ষ্যং কিঞ্চিত্তু সায়াহ্নে প্রাপুস্তস্য চ বালকাঃ ॥ ৩১ ॥
ভুঙ্ক্তে স্ম কার্য্যকর্ত্তাসৌ পরস্যাথ বুভুক্ষিতঃ।
কুটুম্বভরণং তত্র চকারাতিনিরাকুলঃ ॥ ৩২ ॥
সদা ধর্ম্মরতঃ শান্তঃ সদাচারশ্চ সত্যবাক্।
অক্রোধনশ্চ ধৃতিমান্নির্মদশ্চানসূয়কঃ ॥ ৩৩ ॥
সম্পূজ্য দেবতা নিত্যং পিতৄনপ্যতিথীংস্তথা।
ভুঞ্জানে পোষ্যবর্গেঽথ কৃতবান্ ভোজনং বণিক্ ॥ ৩৪ ॥
এবং গচ্ছতি কালে বৈ সুশীলো নামতো গুণৈঃ।
দারিদ্র্যার্ত্তো দ্বিজং শান্তং পপ্রচ্ছাতিবুভুক্ষিতঃ ॥ ৩৫ ॥

সুশীল উবাচ।

ভো ভূদেব! কৃপাং কৃত্বা বদস্বাদ্য মহামতে!।
কথং দারিদ্র্যনাশঃ স্যাদিতি মে নিশ্চয়েন বৈ ॥ ৩৬ ॥

সহস্রেভ্যো দেবীনাম বিশিষ্যতে। স সাধকো মহাজ্ঞানী যশ্চ দুর্গাপদানুগঃ। ন চ ভুক্তির্ন বা মুক্তির্ন গতির্নগনন্দিনি!। বিনা দুর্গাং জগদ্ধাত্রীং নিষ্ফলং জীবনং ভবেদিতি। চরমে জন্মনি পরং শ্রীদেবীভক্তিমান্ ভবেদিতি ॥ ২৯ ॥

দীনো দুঃখী ॥ ৩০ ॥

সায়াহ্নে কিঞ্চিৎ প্রাপুর্নোদরপরিমিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

ব্রতানুষ্ঠান করিলে সমস্ত পাপ হইতেই যে মুক্তিলাভ করিতে পারে তদ্বিষয়ের আর বিচারে প্রয়োজন নাই ॥২৯॥

মহারাজ! পূর্ব্বকালে কোন এক ধনহীন দুঃখী বণিক্ কোশল রাজ্যে বহু কুটুম্ববর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিত ॥ ৩০ ॥ তাহার অনেকগুলি পুত্র কন্যা হইয়াছিল, তাহারা ক্ষুধায় পীড়িত ও কাতর হইয়া দিনান্তে সায়াহ্নকালে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইত ॥৩১॥ ঐ বণিক্ও ক্ষুধাতুর হইয়া পরের কার্য্য করিয়া সায়াহ্নকালে ভোজন করিত; এইরূপে সে অত্যন্ত আকুল হইয়া আপনার পোষ্যবর্গের প্রতিপালন করিত ॥ ৩২ ॥ এই বণিক্ শান্তচিত্ত, সদাচার, সত্যবাদী, সততই ধর্ম্ম তৎপর, ক্রোধহীন, ধৃতিমান্, মদবর্জ্জিত ও অসূয়াপরিশূন্য ছিল; সে প্রতিদিন, দেবতা, পিতৃ ও অতিথিগণের পূজা করিয়া পোষ্যবর্গ ভোজন করিলে পর, আপনি আহার করিত ॥ ৩৩—৩৪ ॥ এইরূপে কিছুকাল গত হইলে

ধনেষণা মে নৈবাস্তি ধনী স্যামিতি মানদ ! ।
কুটুম্বভরণার্থং বৈ পৃচ্ছামি ত্বাং দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৩৭ ॥
পুত্রী সুতস্তু মে বালো ভক্ষার্থী রোদতে ভৃশম্ ।
তাবন্মাত্রং গৃহে নান্নং মুষ্টিমেকাং দদাম্যহম্ ॥ ৩৮ ॥
বিসর্জ্জিতো যতো গেহাদ্গতো বালো রুদন্ময়া ।
অতো মে দহ্যতেঽত্যর্থং কিং করোমি ধনং বিনা ॥ ৩৯ ॥
বিবাহোঽস্তি সুতায়া মে নাস্তি বিত্তং করোমি কিম্ ।
দশবর্ষাধিকায়াস্তু দানকালোঽপি যাত্যলম্ ॥ ৪০ ॥
তেন শোচামি বিপ্রেন্দ্র ! সর্ব্বজ্ঞোঽসি দয়ানিধে ! ।
তপো দানং ব্রতং কিঞ্চিদ্ব্রূহি মন্ত্রজপং তথা ॥ ৪১ ॥
যেনাহং পোষ্যবর্গস্য করোমি দ্বিজ ! পোষণম্ ।
তাবন্মে স্যাদ্ধনপ্রাপ্তির্নাধিকং প্রার্থয়ে কিল ॥ ৪২ ॥

ভুঙ্‌ক্তে স্মেতি। বুভুক্ষিতঃ পরস্য কার্য্যকর্ত্তাসাবপি সায়াহ্নে এব ভুঙ্‌ক্তে স্মেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩২—৩৮ ॥

সুশীল নামক সেই সুশীল বণিক্ একদিন দারিদ্র্যপীড়িত ও ক্ষুধিত হইয়া শান্তচিত্ত এক দ্বিজবরকে জিজ্ঞাসা করিল; ভো! ভূদেব! কিরূপে দারিদ্র্য বিনাশ হয় আপনি কৃপা করিয়া নিশ্চিত রূপে অদ্য আমাকে তাহা বলুন ॥৩৫—৩৬॥ মহামতে! যাহাতে আমার মান রক্ষা হয় তাহা করুন; আমার ধন বাসনা নাই, ধনী হইব এরূপ কামনাও করি না, দ্বিজোত্তম! আমি কেবল কুটুম্ব ভরণের নিমিত্তই আপনাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥ ৩৭ ॥ আমার তনয় তনয়া সকল বালক, তাহারা ক্ষুধাতুর হইয়া অত্যন্ত রোদন করিয়া থাকে, আমার এতাবৎমাত্র অন্নও গৃহে নাই যে তাহাদিগকে মুষ্টি মাত্র প্রদান করিতে পারি ॥৩৮॥ হায়! অদ্য আমার বালকপুত্র ভোজনের নিমিত্ত রোদন করিতেছিল, আমি তর্জ্জনাদি দ্বারা তাহাকে গৃহ হইতে দূরীকৃত করিয়াছি, দ্বিজবর! যখন আমার পুত্র ক্ষুধাতুর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইল, সেই অবধি আমার হৃদয় সন্তাপানলে দগ্ধ হইতেছে, আমার ধন নাই আমি কি করিব? ॥৩৯॥ আমার তনয়ার বিবাহকাল উপস্থিত, ধন নাই আমি কি করি, হায়! তাহার বয়ঃক্রম দশ বৎসরেরও অধিক হইল, তাহার সম্প্রদান কাল গত হইয়া যাইতেছে ॥৪০॥ হে দ্বিজেন্দ্র! আমি সেই নিমিত্তই শোক করিতেছি, আপনি দয়ানিধি ও সর্ব্বজ্ঞ, আমাকে তপস্যা, দান, ব্রত ও মন্ত্র জপ প্রভৃতির মধ্যে যাহা কিছু একটী উপায় বলিয়া দিউন, আমি সেই উপায়ে পোষ্যবর্গের পরিপোষণ করিব, বিপ্রবর! যাহাতে পরিবারবর্গের পোষণ হয় আমি সেই পরিমিত ধনই প্রার্থনা করিতেছি; অধিক প্রার্থনা করি

ত্বৎপ্রসাদাৎ কুটুম্বং মে সুখিতং প্রভবেদিহ।
তৎ কুরুষ্ব মহাভাগ! জ্ঞানেন পরিচিন্ত্য চ ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতিপৃষ্টস্তথা তেন ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ।
উবাচ পরমপ্রীতস্তং বৈশ্যং নৃপসত্তম! ॥ ৪৪ ॥
বৈশ্যবর্য্যং কুরুষ্বাদ্য নবরাত্রব্রতং শুভম্।
পূজনং ভগবত্যাশ্চ হবনং ভোজনং তথা ॥ ৪৫ ॥
বেদপারায়ণং শক্তিজপহোমাদিকং তথা।
কুরুষ্বাদ্য যথাশক্তি তব কার্য্যং ভবিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥
এতস্মাদপরং কিঞ্চিদ্‌ব্রতং নাস্তি ধরাতলে।
নবরাত্রাভিধং বৈশ্য! পাবনং সুখদং তথা ॥ ৪৭ ॥
জ্ঞানদং মোক্ষদঞ্চৈব সুখসন্তানবর্দ্ধনম্।
শত্রুনাশকরং কামং নবরাত্রব্রতং সদা ॥ ৪৮ ॥
রাজ্যভ্রষ্টেন রামেণ সীতাবিরহিতেন চ।
কিষ্কিন্ধায়াং ব্রতং চৈতৎ কৃতং দুঃখাতুরেণ বৈ ॥ ৪৯ ॥
প্রতপ্তেনাপি রামেণ সীতাবিরহবহ্নিনা।
বিধিবৎ পূজিতা দেবী নবরাত্রব্রতেন বৈ ॥ ৫০ ॥

ময়া বিসর্জ্জিতো যতো রুদন্ বালো গেহাদ্গতোঽস্ত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৯—৫০ ॥

নাই ॥ ৪১—৪২ ॥ হে মহাভাগ! আপনার প্রসাদে আমার পরিজনবর্গ যাহাতে এই সংসারে সুখী হইতে পারে, আপনি আপনার জ্ঞান দ্বারা চিন্তা করিয়া সেইরূপ উপায় করিয়া দিউন ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! ব্রতধারী ব্রাহ্মণ বৈশ্যকর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পরম প্রীতিসহকারে তাহাকে কহিতে লাগিলেন, বৈশ্যবর! তুমি এক্ষণে কল্যাণদায়ক নবরাত্র ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ভগবতীর পূজা ও হোম এবং ব্রাহ্মণ ভোজন, বেদ-পারায়ণ, শক্তিমন্ত্র জপ ও হোমাদির যথাশক্তি অনুষ্ঠান কর, তাহাতে অবশ্যই তোমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে ॥৪৪—৪৬॥ ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রত অবনীতলে আর নাই, এই ব্রত অতি পবিত্র ও সুখদায়ক ॥ ৪৭ ॥ এই নবরাত্র ব্রত জ্ঞান ও মোক্ষপ্রদ শত্রুনাশক এবং সুখ ও সন্তান বৃদ্ধি করিয়া থাকে ॥৪৮॥ পূর্ব্বে রামচন্দ্র রাজ্যভ্রষ্ট ও সীতার বিরহে আকুল এবং অতিশয় দুঃখিত হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥৪৯॥ রাম সীতার বিরহানলে অত্যন্ত

তেন প্রাপ্তাথ বৈদেহী কৃত্বা সেতুং মহার্ণবে।
হত্বা মন্দোদরীনাথং কুম্ভকর্ণং মহাবলম্ ॥ ৫১ ॥
মেঘনাদং সুতং হত্বা কৃত্বা ভূপং বিভীষণম্।
পশ্চাদযোধ্যামাগত্য প্রাপ্তং রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ৫২ ॥
নবরাত্রব্রতস্যাস্য প্রভাবেন বিশাংবর ! ।
সুখং ভূমিতলে প্রাপ্তং রামেণামিততেজসা ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি বিপ্রবচঃ শ্রুত্বা স বৈশ্যস্তং দ্বিজং গুরুম্ ।
কৃত্বা জগ্রাহ সন্মন্ত্রং মায়াবীজাভিধং নৃপ ! ॥ ৫৪ ॥
জজাপ পরয়া ভক্ত্যা নবরাত্রমতন্দ্রিতঃ ।
নানাবিধোপহারৈশ্চ পূজয়ামাস সাদরম্ ॥ ৫৫ ॥
নবসংবৎসরং চৈব মায়াবীজপরায়ণঃ ।
নবমে বৎসরান্তে তু মহাষ্টম্যাং মহেশ্বরী ॥ ৫৬ ॥

(তেনেতি। তেন নবরাত্রব্রতানুষ্ঠানেন হেতুনেত্যর্থঃ। মহার্ণবে সেতুকরণং মহাবল-কুম্ভকর্ণাদিবীরাণাং বিনাশশ্চ কিষ্কিন্ধ্যায়াং দেবীপূজনস্য ফলং, মন্দোদরীনাথহননমকণ্টক রাজ্যপ্রাপ্ত্যাদিকঞ্চ লঙ্কায়াং দেবীপূজনস্য ফলমিতি নির্গলিতার্থঃ ॥ ৫১—৫২ ॥
নবরাত্রেতি। অমিতপ্রভাবেণ রামেণাপি তৎকৃতমিত্যহো ! দেবীমাহাত্ম্যমিতি ॥৫৩॥)
মায়াবীজাভিধং ভুবনেশ্বরীমন্ত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥
(জজাপেতি। অতন্দ্রিতো জাগরঃ। পরয়া ভক্ত্যা জজাপ ভুবনেশ্বরীমন্ত্রমিতি শেষঃ। বিবিধোপহারৈর্বলিভিঃ সাদরং শ্রদ্ধাপূর্ব্বকমিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥
নবসংবৎসরমিতি। মায়াবীজপরায়ণঃ মায়াবীজজপনিরতঃ। দেব্যাপ্রসাদকালমাহ। নবমে বৎসরান্ত ইতি নবমে বৎসরান্তে দশমে প্রাপ্তে সতীত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

সন্তাপিত হইয়াও নবরাত্র ব্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা বিধি পূর্ব্বক দেবীর পূজা করিয়াছিলেন ॥৫০॥ সেই ফলেই তিনি মহাসাগরে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদ এবং লঙ্কেশ্বর রাবণকে বিনাশ করিয়া মৈথিলীকে প্রাপ্ত হন এবং বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করিয়া পরিশেষে অযোধ্যায় আসিয়া অকণ্টক রাজ্যলাভ করেন ॥ ৫১—৫২ ॥ বৈশ্যবর ! অমিততেজা রামচন্দ্র নবরাত্র ব্রতের প্রভাবেই ভূমিতলে সুখ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, নৃপবর ! সেই বণিক্ বিপ্রবরের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে গুরু করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মায়াবীজ নামক মন্ত্র গ্রহণ করিল এবং আলস্য পরিশূন্য হইয়া পরম ভক্তিসহকারে নবরাত্র জপ করিয়া পরম যত্নে নানাবিধ উপহার দ্বারা দেবীর পূজা করিতে লাগিল। এইরূপে মায়াবীজের জপানুষ্ঠানে রত হইয়া নব বৎসর যাপন করিলেন, পরে নবম বৎসর পরিপূর্ণ হইলে মহেশ্বরী দেবী মহাষ্টমীর নিশীথ সময়ে প্রত্যক্ষরূপে

অর্দ্ধরাত্রে তু সঞ্জাতে প্রত্যক্ষং দর্শনং দদৌ।
নানাবরপ্রদানৈশ্চ কৃতকৃত্যং চকার তম্॥ ৫৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বর্জ্জনীয়কুমারীবর্ণনপুরঃসরং দেবীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭॥

দেব্যা অধিষ্ঠান সময়মাহ অর্দ্ধরাত্র ইতি। প্রত্যক্ষং দর্শনমিত্যনেন দেব্যা ভূরিভক্ত-বৎসলত্বং সূচিতম্। কৃতকৃত্যং দারিদ্র্যখণ্ডনেন সদ্গতিপ্রদানেন চেত্যর্থঃ॥ ৫৭॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭॥

দর্শন দিয়া নানাবিধ বর প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও কৃতার্থ করিয়া দারিদ্র্যসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিলেন॥ ৫৪—৫৫॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বর্জ্জনীয়াকুমারীর বিষয় বর্ণন পূর্ব্বক দেবীর মাহাত্ম্যকীর্ত্তন নামক সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

কথং রামেণ তচ্চীর্ণং ব্রতং দেব্যাঃ সুখপ্রদম্।
রাজ্যভ্রষ্টঃ কথং সোঽথ কথং সীতা হৃতা পুনঃ ॥ ১ ॥

ব্যাস উবাচ।

রাজা দশরথঃ শ্রীমানযোধ্যাধিপতিঃ পুরা।
সূর্য্যবংশবরশ্চাসীদ্দেবব্রাহ্মণপূজকঃ ॥ ২ ॥
চত্বারো জজ্ঞিরে তস্য পুত্রা লোকেষু বিশ্রুতাঃ।
রামলক্ষ্মণশত্রুঘ্না ভরতশ্চেতি নামতঃ ॥ ৩ ॥
রাজ্ঞঃ প্রিয়করাঃ সর্ব্বে সদৃশা গুণরূপতঃ।
কৌশল্যায়াঃ সুতো রামঃ কৈকেয্যা ভরতঃ স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥
সুমিত্রাতনয়ৌ জাতৌ যমলৌ দ্বৌ মনোহরৌ।
তে জাতা বৈ কিশোরাশ্চ ধনুর্ব্বাণধরাঃ কিল ॥ ৫ ॥

একোনসপ্ততিশ্লোকৈর্নবরাত্রপ্রসঙ্গতঃ।
রামায়ণকথা রাজ্ঞা পৃষ্টা ব্যাসেন চোচ্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে রাজ্যভ্রষ্টেন রামেণ নবরাত্রব্রতং কৃতং তেন তৎকল্যাণং জাতমিতি বর্ণিতং তৎপ্রশ্নবীজমুপলভ্য রাজা পৃচ্ছতি কথং রামেণ তচ্চীর্ণমিতি ॥ ১ ॥
সূর্য্যবংশে বর উৎকৃষ্টঃ ॥ ২—৫ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর! রামচন্দ্র কিরূপে সেই সুখপ্রদ দেবীব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? তাঁহার রাজ্যভ্রষ্ট হইবার কারণ কি? কিরূপে কোন্ ব্যক্তি সীতাকে হরণ করিয়াছিল? এই সকল বিষয় কীর্ত্তন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন ॥ ১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে অযোধ্যানগরে দশরথ নামে সূর্য্যবংশীয় এক সমৃদ্ধিশালী রাজা ছিলেন; তিনি সর্ব্বদাই দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিতেন ॥ ২ ॥ তাঁহার রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামক চারিটী লোকবিখ্যাত পুত্র উৎপন্ন হয়। ইঁহারা চারি জনেই রূপে ও গুণে তুল্য ছিলেন এবং চারি জনেই রাজার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতেন। তন্মধ্যে রামচন্দ্র কৌশল্যার পুত্র, ভরত কৈকেয়ীর পুত্র এবং সুভদর্শন লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন দুইজনই সুমিত্রার যমজ পুত্র ছিলেন। রাজপুত্র চতুষ্টয় কিশোর অবস্থায়

সূনবঃ কৃতসংস্কারা ভূপতেঃ সুখবৰ্দ্ধকাঃ।
কৌশিকেন তদাগত্য প্রার্থিতো রঘুনন্দনঃ ॥ ৬ ॥
রাঘবং মখরক্ষার্থং সূনুং ষোড়শবার্ষিকম্।
তস্মৈ সোঽথ দদৌ রামং কৌশিকায় সলক্ষ্মণম্ ॥ ৭ ॥
তৌ সমেত্য মুনিং মার্গে জগ্মতুশ্চারুদর্শনৌ।
তাটকা নিহতা মার্গে রাক্ষসী ঘোরদর্শনা ॥ ৮ ॥
রামেণৈকেন বাণেন মুনীনাং দুঃখদা সদা।
যজ্ঞরক্ষা কৃতা তত্র সুবাহুর্নিহতঃ শঠঃ ॥ ৯ ॥
মারীচোঽথ মৃতপ্রায়ো নিক্ষিপ্তো বাণবেগতঃ।
এবং কৃত্বা মহৎ কৰ্ম্ম যজ্ঞস্য পরিরক্ষণম্ ॥ ১০ ॥
গতাস্তে মিথিলাং সর্ব্বে রামলক্ষ্মণকৌশিকাঃ।
অহল্যা মোচিতা শাপান্নিষ্পাপা সা কৃতাবলা ॥ ১১ ॥
বিদেহনগরে তৌ তু জগ্মতুর্মুনিনা সহ।
বভঞ্জ শিবচাপঞ্চ জনকেন পণীকৃতম্ ॥ ১২ ॥

কৌশিকেন বিশ্বামিত্রেণ। রঘুনন্দনো দশরথঃ ॥ ৬—৯
মারীচসুবাহু দৈত্যৌ ॥ ১০—১২ ॥

ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিয়া শরশরাসন ধারণ পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥৩—৫॥ এইরূপে পুত্র সকল কৃতসংস্কার হইয়া রাজা দশরথের সুখ বর্দ্ধন করিতে লাগিল; অনন্তর, এক দিবস মহর্ষি বিশ্বামিত্র, অযোধ্যায় আগমন করিয়া রাজা দশরথের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, আমার যজ্ঞ রক্ষার নিমিত্ত রামচন্দ্রকে প্রদান করুন। রাজা মহর্ষির বাক্য উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া সেই ষোড়শবর্ষীয় পুত্র রাম ও লক্ষ্মণকে মুনির সহিত প্রেরণ করিলেন ॥ ৬—৭ ॥ চারুদর্শন রাম ও লক্ষ্মণ মুনির সহিত মিলিত হইয়া পথিমধ্যে গমন করিতে লাগিলেন, সেই মার্গে তাড়কা নাম্নী এক ঘোরদর্শনা রাক্ষসী বনমধ্যে বাস করিয়া সর্ব্বদাই মুনিগণকে দুঃখ দিত, রামচন্দ্র এই রাক্ষসীকে এক শরাঘাতেই নিহত করিলেন। অনন্তর, সুবাহুকে বধ করিয়া এবং মারীচ নামক নিশাচরকে বাণবেগে মৃতপ্রায় করত বহু দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা করিলেন। এইরূপে যজ্ঞরক্ষণ রূপ মহৎকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও মুনিবর কৌশিক তিনজনে মিলিত হইয়া মিথিলা যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে অহল্যাকে শাপ হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার পাপমোচন করিলেন ॥৮—১১॥ অনন্তর মুনির সহিত তাঁহারা দুইজনে বিদেহনগরে উপনীত হইলেন; এই সময় জনক রাজা, হরধনু ভঙ্গ করিলে সীতাকে প্রদান করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া-

উপযেমে ততঃ সীতাং জানকীঞ্চ রমাংশজাম্।
লক্ষ্মণায় দদৌ রাজা পুত্রীমেকাং তথোর্ম্মিলাম্ ॥ ১৩ ॥
কুশধ্বজসুতে কন্যে প্রাপতুর্ভ্রাতরাবুভৌ।
তথা ভরতশত্রুঘ্নৌ সুশীলৌ শুভলক্ষণৌ ॥ ১৪ ॥
এবং দারক্রিয়াস্তেষাং ভ্রাতৃণাং চাভবন্নৃপ!।
চতুর্ণাং মিথিলায়াস্তু যথাবিধি বিধানতঃ ॥ ১৫ ॥
রাজ্যযোগ্যং সুতং দৃষ্ট্বা রাজা দশরথস্তদা।
রাঘবায় ধুরং দাতুং মনশ্চক্রেঽগ্রজায় বৈ ॥ ১৬ ॥
সম্ভারং বিহিতং দৃষ্ট্বা কৈকেয়ী পূর্ব্বকল্পিতৌ।
বরৌ সম্প্রার্থয়ামাস ভর্ত্তারং বশবর্ত্তিনম্ ॥ ১৭ ॥
রাজ্যং সুতায় চৈকেন ভরতায় মহাত্মনে।
রামায় বনবাসঞ্চ চতুর্দ্দশ সমাস্তথা ॥ ১৮ ॥
রামস্তু বচনাত্তস্যাঃ সীতালক্ষ্মণসংযুতঃ।
জগাম দণ্ডকারণ্যং রাক্ষসৈরুপসেবিতম্ ॥ ১৯ ॥
রাজা দশরথঃ পুত্রবিরহেণ প্রপীড়িতঃ।
জহৌ প্রাণানমেয়াত্মা পূর্ব্বশাপমনুস্মরন্ ॥ ২০ ॥

উপযেমে বিবাহং কৃতবান্ স্বীকৃতবানিতি বা ॥ ১৩ ॥
কুশধ্বজো জনকবন্ধুঃ ॥ ১৪—১৫ ॥
ধুরং রাজ্যভারম্ ॥ ১৬—১৭ ॥

ছিলেন; রামচন্দ্র সেই শিবশরাসন ভগ্ন করিয়া লক্ষ্মীর অংশজাতা সীতাকে বিবাহ করিলেন। রাজা জনক, আপনার অন্য কন্যা উর্ম্মিলার সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ দিলেন ॥ ১২-১৩ ॥ সুশীল ও সুলক্ষণ সম্পন্ন ভরত ও শত্রুঘ্ন কুশধ্বজের মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি নামক কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করিলেন ॥ ১৪ ॥ রাজন্! এইরূপে মিথিলানগরীতে সেই চারি ভ্রাতার যথাবিধি বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল ॥ ১৫ ॥ রাজা দশরথ, তখন জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে রাজ্যভার গ্রহণের উপযুক্ত দর্শন করিয়া, তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার মানস করিলেন ॥১৬॥ কৈকেয়ী রামের রাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত সামগ্রীসম্ভার সংগৃহীত হইতেছে দেখিয়া আপনার বশবর্ত্তী স্বামীর নিকট পূর্ব্বকল্পিত বরদ্বয় প্রার্থনা করিলেন ॥১৭॥ একবরে নিজপুত্র মহাত্মা ভরতের রাজ্য এবং অন্যবরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস প্রার্থিত হইল ॥ ১৮ ॥ রামচন্দ্র, সেই কৈকেয়ীর বাক্যে সীতা এবং লক্ষ্মণের সহিত রাক্ষসপরিসেবিত দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন ॥ ১৯ ॥ মহাত্মা রাজা দশরথ পুত্র বিরহে পরিপীড়িত হইয়া অন্ধক মুনির শাপ

ভরতঃ পিতরং দৃষ্ট্বা মৃতং মাতৃকৃতেন বৈ।
রাজ্যমৃদ্ধং ন জগ্রাহ ভ্রাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ২১ ॥
পঞ্চবট্যাং বসন্রামো রাবণাবরজাং বনে।
শূর্পণখাং বিরূপাং বৈ চকারাতিস্মরাতুরাম্ ॥ ২২ ॥
খরাদয়স্তু তাং দৃষ্ট্বা ছিন্ননাসাং নিশাচরাঃ।
চক্রুঃ সংগ্রামমতুলং রামেণামিততেজসা ॥ ২৩ ॥
স জঘান খরাদীংশ্চ দৈত্যানতিবলান্বিতান্।
মুনীনাং হিতমন্বিচ্ছন্রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ২৪ ॥
গত্বা শূর্পণখা লঙ্কাং খরদূষণঘাতনম্।
দূষিতা কথয়ামাস রাবণায় চ রাঘবাৎ ॥ ২৫ ॥
সোঽপি শ্রুত্বা বিনাশং তং জাতঃ ক্রোধবশঃ খলঃ।
জগাম রথমারুহ্য মারীচস্যাশ্রমং তদা ॥ ২৬ ॥
কৃত্বা হেমমৃগং নেতুং প্রেষয়ামাস রাবণঃ।
সীতাপ্রলোভনার্থায় মায়াবিনমসম্ভবম্ ॥ ২৭ ॥
সোঽথ হেমমৃগো ভূত্বা সীতাদৃষ্টিপথং গতঃ।
মায়াবী চাতিচিত্রাঙ্গশ্চরন্ প্রবলমন্তিকে ॥ ২৮ ॥

একেন বরেণ ভরতায় রাজ্যং দ্বিতীয়েন বরেণার্থাদ্রামায় বনবাসং বব্রে ইত্যর্থঃ ॥১৮-২৬॥

স্মরণ পূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ২০ ॥ ভরত, নিজ মাতার নিমিত্ত পিতার মরণ দর্শন করিয়া, ভ্রাতা রামচন্দ্রের প্রিয় কামনায় সেই সুসমৃদ্ধ রাজ্য গ্রহণ করিলেন না ॥ ২১ ॥

রামচন্দ্র বন গমন করিয়া পঞ্চবটী নামক বিজন অরণ্যে বসতি করিলেন; অনন্তর, এক দিবস রাবণের কনিষ্ঠা ভগিনী শূর্পণখা কামাতুর হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলে কর্ণ ও নাসা চ্ছেদন পূর্ব্বক তাহাকে বিরূপ করিয়া দিলেন ॥ ২২ ॥ তাহার নাসাচ্ছেদ দর্শন করিয়া খরদূষণাদি রাক্ষস সকল বিপুল বিক্রমশালী রামচন্দ্রের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিল ॥২৩॥ সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র মুনিগণের হিত কামনা করিয়া বহুতর সৈন্যসমন্বিত খরাদি নিশাচরগণকে সসৈন্যে নিধন করিলেন ॥ ২৪ ॥ অনন্তর শূর্পণখা লঙ্কায় গমন পূর্ব্বক রাম হইতে আপনার নাসাচ্ছেদন এবং খরদূষণের নিধন বার্ত্তা রাবণকে নিবেদন করিল ॥ ২৫ ॥ ক্রূর-প্রকৃতি রাবণ, তাহাদের বিনাশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল এবং সত্বর রথে আরোহণ করিয়া মারীচের আশ্রমে গমন করিল ॥ ২৬ ॥ রাবণ, সীতাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার প্রলোভন জন্য সেই অদ্ভুত মায়াবী রাক্ষসকে হেমমৃগ রূপে পাঠাই

তং দৃষ্ট্বা জানকী প্রাহ রাঘবং দৈবনোদিতা।
চর্ম্মানয়স্ব কান্তেতি স্বাধীনপতিকা যথা॥ ২৯॥
অবিচার্য্যাথ রামোঽপি তত্র সংস্থাপ্য লক্ষ্মণম্।
সশরং ধনুরাদায় যযৌ মৃগপদানুগঃ॥ ৩০॥
সারঙ্গোঽপি হরিং দৃষ্ট্বা মায়াকোটিবিশারদঃ।
দৃশ্যাদৃশ্যো বভূবাথ জগাম চ বনান্তরম্॥ ৩১॥
গত্বা দূরতরং রামঃ ক্রোধাকৃষ্টধনুঃ পুনঃ।
জঘান চাতিতীক্ষ্ণেন শরেণ কৃত্রিমং মৃগম্॥ ৩২॥
মহতোঽতিবলাত্তেন চুক্রোশ ভৃশদুঃখিতঃ।
হা লক্ষ্মণ! হতোঽস্মীতি মায়াবী নশ্বরঃ খলঃ॥ ৩৩॥
স শব্দস্তুমুলস্তাবজ্জানক্যা সংশ্রুতস্তদা।
রাঘবস্যেতি সা মত্বা দীনা দেবরমব্রবীৎ॥ ৩৪॥
গচ্ছ লক্ষ্মণ! তূর্ণং ত্বং হতোঽসৌ রঘুনন্দনঃ।
ত্বামাহ্বয়তি সৌমিত্রে! সাহায্যং কুরু সত্বরম্॥ ৩৫॥

কৃত্বেতি। সীতাপ্রলোভনপ্রয়োজনায় তং হেমমৃগং কৃত্বা সীতাং নেতুমিত্যন্বয়ঃ। রামং দূরদেশং নেতুমিতি বা॥ ২৭—৩০॥
সারঙ্গো মৃগরূপঃ পশুঃ॥ ৩১—৩২॥
স মারীচো মৃগরূপস্তেন রামেণ নিহতোঽতিবলাচ্চুক্রোশ॥ ৩৩—৩৫॥

দিল॥ ২৭॥ মায়াবী মারীচ হেমমৃগের আকার ধারণ পূর্ব্বক জানকীর দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইল। অনন্তর, সেই চিত্রিতাঙ্গ কুরঙ্গ, সীতার সন্নিহিত স্থানে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল॥ ২৮॥ হেমমৃগের মনোহর তনুকান্তি অবলোকন করিয়া, সীতাদেবী দৈবকর্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বাধীনপতিকা কামিনীর ন্যায় রামচন্দ্রকে কহিলেন, প্রভো! এই হৈমমৃগের চর্ম্ম আনয়ন কর॥ ২৯॥ দৈবনির্ব্বন্ধ বশত রামচন্দ্রও বিচার না করিয়াই লক্ষ্মণকে তথায় রাখিয়া ধনুঃশর গ্রহণ পূর্ব্বক মৃগের অনুগমন করিলেন॥ ৩০॥ কোটি মায়া-বিশারদ কুরঙ্গও রামরূপী হরিকে দর্শন করিয়া কখন দৃশ্য এবং কখন অদৃশ্য হইয়া একবন হইতে বনান্তরে গমন করিতে লাগিল॥ ৩১॥ রামচন্দ্র যখন দেখিলেন যে, বহুদূর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি ক্রোধে শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরাসন দ্বারা সেই মায়ারূপী মৃগকে প্রহার করিলেন॥ ৩২॥ খলস্বভাব মায়াবী রাক্ষস অতি বেগে আহত ও অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া মৃত্যুকালে "হা লক্ষণ হত হইলাম" এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল॥ ৩৩॥ সেই উচ্চতর তুমুল চীৎকার শব্দ জানকীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি সেই স্বর রামচন্দ্রের

তত্রাহ লক্ষ্মণঃ সীতামম্ব ! রামবধাদপি।
নাহং গচ্ছেঽদ্য মুক্ত্বা ত্বামসহায়ামিহাশ্রমে ॥ ৩৬ ॥
আজ্ঞা মে রাঘবস্যাত্র তিষ্ঠেতি জনকাত্মজে ! ।
তদতিক্রমভীতোঽহং ন ত্যজামি তবান্তিকম্ ॥ ৩৭ ॥
হৃতং বৈ রাঘবং দৃষ্ট্বা বনে মায়াবিনা কিল।
ত্যক্ত্বা ত্বাং নাধিগচ্ছামি পদমেকং শুচিস্মিতে ! ॥ ৩৮ ॥
কুরু ধৈর্য্যং ন মন্যেঽদ্য রামং হন্তুং ক্ষমং ক্ষিতৌ।
নাহং ত্যক্ত্বা গমিষ্যামি বিলঙ্ঘ্য রামভাষিতম্ ॥ ৩৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

রুদতী স্বদতী প্রাহ তং তদা বিধিনোদিতা।
অক্রূরা বচনং ক্রূরং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্ ॥ ৪০ ॥

রামবধাদপীতি। রামবধে জাতেঽপি ত্বামসহায়ামাশ্রমে মুক্ত্বাহং ন গচ্ছে। আত্মনেপদমার্ষম্। কিং পুনঃ রামে জীবতি সতীত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

হৃতং বৈ ইতি। যদা বধে জাতেঽপি ন গমিষ্যামি তদা হৃতমেব দূরদেশং প্রতি মায়াবিনেতি জ্ঞাত্বা কথং গমিষ্যামীতি ভাবঃ। যদ্বা রাঘবসদৃশং পরাক্রমিণং মায়াবিনা কেনচিদ্দৈত্যেন দুষ্টোপদ্রবযুক্তে তাদৃশে দেশে ত্বাং ত্যক্ত্বা পদমেকমপি নাধিগচ্ছামি ন গমিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

রামং হন্তুং ক্ষিতৌ ক্ষমঃ সমর্থস্তং ন মন্যে নৈব তাদৃশোঽস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

মনে করিয়া দীনমনে দেবরকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি শীঘ্র যাও, রঘুনন্দন বুঝি হত হইলেন ঐ শ্রবণ কর, "সৌমিত্রে! শীঘ্র আসিয়া আমার সাহায্য কর" এই বলিয়া তিনি তোমাকে আহ্বান করিতেছেন ॥ ৩৪—৩৫ ॥ তখন লক্ষ্মণ উত্তর করিলেন, মাতঃ! আপনি এই আশ্রমে একাকিনী রহিয়াছেন, অতএব রামচন্দ্রের নিধন হইলেও আমি আপনাকে ছাড়িয়া এস্থান হইতে গমন করিতে পারিব না ॥ ৩৬ ॥ জনকনন্দিনি! রামচন্দ্র আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন যে তুমি এই স্থানে থাক, আমি যদি আপনার সন্নিধান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করি, তবে তাঁহার সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়, অতএব আমি সেই ভয়েই এই স্থান পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ৩৭ ॥ বিশেষতঃ আমার বোধ হইতেছে কোনও মায়াবী এই স্থান হইতে রামচন্দ্রকে লইয়া গিয়াছে, অতএব আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া একপাদও গমন করিতে পারিব না ॥৩৮॥ আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন, আমি বিবেচনা করি, এই অবনীতলে কোন ব্যক্তিই রামচন্দ্রকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহে; আমি রামের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আপনাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক এস্থান হইতে কোনমতেই গমন করিব না ॥ ৩৯ ॥

অহং জানামি সৌমিত্রে! সানুরাগঞ্চ মাং প্রতি।
প্রেরিতং ভরতেনৈব মদর্থমিহ সঙ্গতম্ ॥ ৪১ ॥
নাহং তথাবিধা নারী স্বৈরিণী কুহকাধম!।
মৃতে রামে পতিং ত্বাং ন কর্ত্তুমিচ্ছামি কামতঃ ॥ ৪২ ॥
নাগমিষ্যতি চেদ্রামো জীবিতং সংত্যজাম্যহম্।
বিনা তেন ন জীবামি বিধুরা দুঃখিতা ভৃশম্ ॥ ৪৩ ॥
গচ্ছ বা তিষ্ঠ সৌমিত্রে! ন জানেঽহং তবেপ্সিতম্।
ক গতং তেঽত্র সৌহার্দ্দং জ্যেষ্ঠে ধর্ম্মরতে কিল ॥ ৪৪ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যা লক্ষ্মণো দীনমানসঃ।
প্রোবাচ রুদ্ধকণ্ঠস্তু তাং তদা জনকাত্মজাম্ ॥ ৪৫ ॥
কিমাত্থ ক্ষিতিজে! বাক্যং ময়ি ক্রূরতরং কিল।
কিং বদস্যত্যনিষ্টং তে ভাবি জানে ধিয়া হ্যহম্* ॥ ৪৬ ॥

মদর্থং মৎপ্রাপ্ত্যর্থম্ ॥ ৪১ ॥
হে কুহক! হে অধম। স্বৈরিণী কুলটা ॥ ৪২—৪৫ ॥
কিং বদসীতি। এতাদৃশবদনেন তেঽত্যনিষ্টং ভবতীত্যাহং ধিয়া জানে জানামি ॥ ৪৬

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তখন সুদতী রাম-যুবতী ক্রূরস্বভাবা না হইলেও দৈবনির্ব্বন্ধ বশত রোদন করিতে করিতে নিষ্ঠুর বচনে নির্ম্মল-চিত্ত লক্ষ্মণকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪০ ॥ সুমিত্রা-নন্দন! তুমি যে আমার প্রতি অনুরাগী তাহা আমি জানি, তুমি ভরত-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত আমাদের সহিত এখানে মিলিত হইয়াছ, তাহাও আমি বিলক্ষণ অবগত আছি ॥৪১॥ রে মায়াবিন্ ক্ষত্রিয়াধম! আমি সেরূপ স্বেচ্ছাচারিণী রমণী নহি, রামচন্দ্র নিহত হইলে আমি কদাচই স্বেচ্ছাক্রমে তোমাকে পতি করিব না ॥ ৪২ ॥ যদি রামচন্দ্র, ফিরিয়া না আইসেন, তবে আমি নিশ্চয়ই জীবন বিসর্জ্জন করিব; আমি রামচন্দ্র ব্যতিরেকে অত্যন্ত শোকার্ত্তা ও দুঃখিতা হইয়া প্রাণ ধারণ করিতে কদাচই সমর্থ হইব না ॥ ৪৩ ॥ সৌমিত্রে! তুমি এখন যাও বা থাক, তাহাতে আর আমি কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না, যেহেতু তোমার মনে কি আছে তাহা আমি জানি না; কিন্তু, এইমাত্র বলিতে চাই যে ধর্ম্মনিরত জ্যেষ্ঠের প্রতি তোমার যে সৌহার্দ্দ্য ছিল তাহা এখন কোথায় গেল? ॥ ৪৪ ॥

* বিধিনা প্রেরিতা ব্রূষে ময়ি ত্বং দারুণং বচঃ। অকল্যাণমহং মন্যে ভ্রাতুর্মম চ তেঽনঘে॥
বাগ্বাণনোদিতো যামি ত্যক্ত্বা ত্বাং রঘুনন্দনম্। ন দোষোঽস্ত্যত্র বৈদেহি। ভবিতব্যং শুভাশুভে।
ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে॥

ইত্যুক্ত্বা নির্যযৌ বীরস্তাং ত্যক্ত্বা প্ররুদন্ ভৃশম্।
অগ্রজস্য পদং পশ্যন্ শোকার্ত্তঃ পৃথিবীপতে! ॥ ৪৭ ॥
গতেঽথ লক্ষ্মণে তত্র রাবণঃ কপটাকৃতিঃ।
ভিক্ষুবেষং ততঃ কৃত্বা প্রবিবেশ তদাশ্রমে ॥ ৪৮ ॥
জানকী তং যতিং মত্বা দত্ত্বার্ঘ্যং বন্যমাদরাৎ।
ভৈক্ষ্যং সমর্পয়ামাস রাবণায় দুরাত্মনে ॥ ৪৯ ॥
তাং পপ্রচ্ছ স দুষ্টাত্মা নম্রপূর্ব্বং মৃদুস্বরঃ।
কাসি পদ্মপলাসাক্ষি! বনে চৈকাকিনী প্রিয়ে! ॥ ৫০ ॥
পিতা কস্তেঽথ বামোরু! ভ্রাতা কঃ কঃ পতিস্তব।
মূঢ়েবৈকাকিনী চাত্র স্থিতাসি বরবর্ণিনী ॥ ৫১ ॥
নির্জ্জনে বিপিনে কিং ত্বং সৌধার্হা ত্বমসি প্রিয়ে!।
উটজে মুনিপত্নীব দেবকন্যাসমপ্রভা ॥ ৫২ ॥

অগ্রজস্য রামস্য পদং পদচিহ্নং ভূম্যাং পশ্যংস্তেন মার্গেণ যযাবিত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৫১
সৌধার্হা সৌধযুক্তমহাগৃহে বস্তুমর্হা ॥ ৫২ ॥

সীতাদেবীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ অত্যন্ত দুঃখিতচিত্ত হইলেন এবং অন্তর্বাষ্পে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া সীতাকে কহিলেন, অযোনিজে! আপনি আমাকে ক্রূরতর নিষ্ঠুর বাক্য কেন বলিতেছেন? এরূপ অযোগ্য বাক্য বলিতেছেন, বলিয়া আমি স্পষ্টই জানিতে পারিতেছি যে আপনার শীঘ্রই অতিশয় অনিষ্ট সংঘটন হইবে॥ ৪৫—৪৬ ॥ রাজন্! এই বলিয়া তেজস্বী লক্ষ্মণ সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় রোদন করিতে করিতে বহির্গত হইলেন এবং শোকার্ত্ত হইয়া অগ্রজের পাদচিহ্ন দর্শন করিয়া সেই মার্গে গমন করিতে লাগিলেন ॥৪৭॥ এদিকে লক্ষ্মণ গমন করিলে রাবণ, কপট ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিল ॥ ৪৮ ॥ জানকী দুরাত্মা রাবণকে যোগী মনে করিয়া আদর পূর্ব্বক অর্ঘ্য ও বন্যফল প্রদান করিলেন ॥ ৪৯ ॥ দুষ্টাত্মা রাবণ সীতাকে নম্রভাবে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, সুন্দরি! তোমার লোচন পদ্মপলাশের ন্যায় মনোহর, অতএব তোমাকে সামান্যা রমণী বলিয়া বোধ হইতেছে না, তুমি একাকিনী এই বিজন বনমধ্যে বাস করিতেছ, কেন? হে বামোরু! তোমার পিতা কে? এবং তোমার ভ্রাতা ও পতিই বা কে? তুমি বরবর্ণিনী হইয়া মুগ্ধবুদ্ধি রমণীর ন্যায় একাকিনী এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছ কেন? সুন্দরি! তুমি সুধাধবলিত গৃহে বাস করিবার উপযুক্ত; তুমি কি জন্য দেবকন্যার ন্যায় প্রভাজালে পরিশোভিত হইয়াও মুনিপত্নীর ন্যায় এই বিজন বিপিন মধ্যে পর্ণ কুটীরে বাস করিতেছ? ॥ ৫০—৫২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ বিদেহজা।
দিব্যং দিষ্ট্যা যতিং জ্ঞাত্বা মন্দোদর্য্যাঃ পতিং তদা ॥ ৫৩ ॥
রাজা দশরথঃ শ্রীমাংশ্চত্বারস্তস্য বৈ সুতাঃ।
তেষাং জ্যেষ্ঠঃ পতির্মেঽস্তি রামনামেতি বিশ্রুতঃ ॥ ৫৪ ॥
বিবাসিতোঽথ কৈকেয্যা কৃতে ভূপতিনা বনে।
চতুর্দ্দশ সমা রামো বসতেঽত্র সলক্ষ্মণঃ ॥ ৫৫ ॥
জনকস্য সুতা চাহং সীতানাম্নীতি বিশ্রুতা।
ভংক্ত্বা শৈবং ধনুঃ কামং রামেণাহং বিবাহিতা ॥ ৫৬ ॥
রামবাহুবলেনাত্র বসামো নির্ভয়া বনে।
কাঞ্চনং মৃগমালোক্য হন্তুং মে নির্গতঃ পতিঃ ॥ ৫৭ ॥
লক্ষ্মণোঽপি পুনঃ শ্রুত্বা রবং ভ্রাতুর্গতোঽধুনা।
তয়োর্বাহুবলাদত্র নির্ভয়াহং বসামি বৈ ॥ ৫৮ ॥
ময়েদং কথিতং সর্ব্বং বৃত্তান্তং বনবাসজম্।
তেঽত্রাগত্যার্হণাং তে বৈ করিষ্যন্তি যথাবিধি ॥ ৫৯ ॥
যতির্বিষ্ণুস্বরূপোঽসি তস্মাত্ত্বং পূজিতো ময়া।
আশ্রমো বিপিনে ঘোরে কৃতোঽস্তি রাক্ষসংকুলে ॥ ৬০ ॥

দিব্যং দিষ্ট্যেতি। মন্দোদর্য্যাঃ পতিং রাবণং দিষ্ট্যা প্রারব্ধবশেন যতিং দিব্যং জ্ঞাত্বা ॥ ৫৩—৫৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, জনকতনয়া মন্দোদরীপতি রাবণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্ভাগ্যবশে তাহাকে দিব্য যোগী মনে করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন॥৫৩॥ আপনি শুনিয়া থাকিবেন অযোধ্যানগরীতে দশরথ নামে সমৃদ্ধি সম্পন্ন এক রাজা আছেন। তাঁহার চারিপুত্র, তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যিনি রামনামে বিখ্যাত, তিনিই আমার পতি। রাজা কৈকেয়ীকে বর দিয়া ছিলেন, তাহা দ্বারাই রামচন্দ্র চতুর্দ্দশবর্ষ বনে নির্বাসিত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত এই বনে বাস করিতেছেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥ আমি জনক রাজার দুহিতা আমার নাম সীতা, রামচন্দ্র শিবশরাশন ভগ্ন করিয়া আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ৫৬ ॥ আমি রামচন্দ্রের বাহুবলেই এই বিজন বনে নির্ভয়ে বাস করিতেছি, কাঞ্চন মৃগ অবলোকন করিয়া আমার নিমিত্ত সেই মৃগকে মারিবার জন্য তিনি এখান হইতে নির্গত হইয়াছেন ॥৫৭॥ লক্ষণও তাঁহার স্বর শুনিয়া এখনি গমন করিলেন, যোগিবর! আমি সেই দুই জনের বাহুবলেই এই স্থানে বাস করিতেছি ॥ ৫৮ ॥ আমি আপনার নিকট বনবাসের বৃত্তান্ত সমস্তই

তস্মাত্বাং পরিপৃচ্ছামি সত্যং ব্রূহি মমাগ্রতঃ।
কোঽসি ত্রিদণ্ডিরূপেণ বিপিনে ত্বং সমাগতঃ॥ ৬১ ॥

রাবণ উবাচ।

লঙ্কেশোঽহং মরালাক্ষি! শ্রীমান্মন্দোদরীপতিঃ।
ত্বৎকৃতে তু কৃতং রূপং ময়েত্থং শোভনাকৃতে!॥ ৬২ ॥
আগতোঽহং বরারোহে ভগিন্যা প্রেরিতোঽত্র বৈ।
জনস্থানে হতৌ শ্রুত্বা ভ্রাতরৌ খরদূষণৌ॥ ৬৩ ॥
অঙ্গীকুরু নৃপং মাং ত্বং ত্যক্ত্বা তং মানুষং পতিম্।
হৃতরাজ্যং গতশ্রীকং নির্ধনং বনবাসিনম্॥ ৬৪ ॥
পট্টরাজ্ঞী ভব ত্বং মে মন্দোদর্য্যুপরি স্ফুটম্।
দাসোঽস্মি তব তন্বঙ্গি! স্বামিনী ভব ভামিনি!॥ ৬৫ ॥
জেতাহং লোকপালানাং পতামি তব পাদয়োঃ।
করং গৃহাণ মেঽদ্য ত্বং সনাথং কুরু জানকি!॥ ৬৬ ॥

(যতেঃ পরিচয়মিচ্ছন্তী প্রাহ যতিরিতি ॥ ৬০ ॥
তস্মাদিতি। তস্মাৎ রাক্ষসসঙ্কুলবিজনারণ্যে আশ্রমকরণাদ্ধেতোরিত্যর্থঃ। রাক্ষসানামীদৃশবেশেনাগমনসম্ভবাৎ পরিপৃচ্ছামীতিভাবঃ॥ ৬১ ॥
সীতাং বশীকর্ত্তুং রাবণঃ স্বীয়ৈশ্বর্য্যং প্রকটয়ন্নাহ লঙ্কেশোঽহমিতি)॥ ৬২ ॥

বলিলাম; এক্ষণে তাঁহারা আগমন করিয়া আপনার যথাবিধি পূজা করিবেন॥ ৫৯ ॥ যতি ব্যক্তি বিষ্ণু স্বরূপ, সেই হেতু আমি আপনার পূজা করিলাম। যোগিবর! এই রাক্ষসপরিসেবিত ঘোরতর অরণ্যমধ্যে আমাদিগের আশ্রম, এই নিমিত্ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমার নিকট সত্য করিয়া বলুন, ত্রিদণ্ডিরূপে এই বনমধ্যে আগমন করিলেন, অতএব আপনি কে?॥ ৬০—৬১ ॥

রাবণ কহিল, কুটিলনয়নে! আমি মন্দোদরীর স্বামী শ্রীমান্ লঙ্কেশ্বর, শোভনে! তোমার নিমিত্তই আমি এই যতিবেশ ধারণ করিয়াছি॥ ৬২ ॥ সুন্দরি! জনস্থানে খরদূষণ নামক ভ্রাতৃদ্বয় নিহত হইয়াছে বলিয়া ভগিনী কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি এখানে আগমন করিয়াছি॥ ৬৩ ॥ এক্ষণে তুমি হতরাজ্য শ্রীহীন, ধনহীন ও বনবাসী মানুষ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা কর। হে তন্বঙ্গি! আমি রাজাধিরাজ রাবণ, তুমি মন্দোদরীর উপরি পরিস্ফুটরূপে পট্টমহিষী হও, আমি তোমার দাস, তুমি এক্ষণে আমার স্বামিনী হও॥ ৬৪—৬৫ ॥ জনকনন্দিনি! আমি লোকপালগণের জেতা হইয়াও তোমার চরণকমলতলে নিপতিত হইতেছি তুমি আমার অঙ্গীকার করিয়া আমাকে কৃতার্থ ও চরিতার্থ

পিতা তে যাচিতঃ পূর্ব্বং ময়া বৈ ত্বৎকৃতেঽবলে ! ।
জনকো মামুবাচেত্থং পণবন্ধো ময়া কৃতঃ ॥ ৬৭ ॥
রুদ্রচাপভয়ান্নাহং সম্প্রাপ্তস্তু স্বয়ংবরে ।
মনো মে সংস্থিতং তাবন্নিমগ্নং বিরহাতুরম্ ॥ ৬৮ ॥
বনেঽত্র সংস্থিতাং শ্রুত্বা পূর্ব্বানুরাগমোহিতঃ ।
আগতোঽস্ম্যসিতাপাঙ্গি ! সফলং কুরু মে শ্রমম্ ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে রামায়ণবর্ণনং নাম অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

রুদ্রচাপভয়াদিতি। মমারাধ্যো যো রুদ্রস্তস্য চাপভঙ্গে ময়া কৃতে তস্যাবমানো ভবিষ্যতীতি হেতোর্ময়া স্বয়ংবরে নাগতং ন পুনর্মম বলং নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৬৮—৬৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

কর ॥ ৬৬ ॥ পূর্ব্বে আমি তোমার জনক জনকরাজের নিকট তোমার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি কহিয়াছিলেন যে, আমি ধনুর্ভঙ্গরূপ পণবন্ধন করিয়াছি। ভগবান্ রুদ্রদেব আমার গুরু, তাঁহার শরাশন ভগ্ন করিতে হইবে এই ভয়ে আমি তোমার স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইতে পারি নাই, কিন্তু তদবধিই আমার মন তোমার বিরহসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। হে অসিতাপাঙ্গি ! তুমি এই বনে অবস্থিতি করিতেছ ইহা শ্রবণ করিয়া সেই পূর্ব্বানুরাগে বিমোহিত হইয়া এখানে আগমন করিয়াছি, এক্ষণে তুমি আমার এই পরিশ্রম সফল কর ॥ ৬৭—৬৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে নবরাত্রব্রত প্রসঙ্গে রামায়ণবর্ণন নামক অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তদাকর্ণ্য বচো দুষ্টং জানকী ভয়বিহ্বলা।
বেপমানা স্থিরং কৃত্বা মনো বাচমুবাচ হ॥ ১॥
পৌলস্ত্য! কিমসদ্বাক্যং ত্বমাত্থ স্মরমোহিতঃ।
নাহং বৈ স্বৈরিণী কিন্তু জনকস্য কুলোদ্ভবা॥ ২॥
গচ্ছ লঙ্কাং দশাস্য! ত্বং রামস্ত্বাং বৈ হনিষ্যতি।
মৎকৃতে মরণং তত্র ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৩॥
ইত্যুক্ত্বা পর্ণশালায়াং গতা সা বহ্নিসন্নিধৌ।
গচ্ছ গচ্ছেতি বদতী রাবণঞ্চ লোকরাবণম্॥ ৪॥
সোঽথ কৃত্বা নিজং রূপং জগামোটজমন্তিকম্।
বলাজ্জগ্রাহ তাং বালাং রুদতীং ভয়বিহ্বলাম্॥ ৫॥
রামরামেতি ক্রন্দন্তীং লক্ষ্মণেতি মুহুর্মুহুঃ।
গৃহীত্বা নির্গতঃ পাপো রথমারোপ্য সত্বরঃ॥ ৬॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্যৈঃ সীতাহৃতেঃ পরম্।
রামঃ শোকং চকারেতি ভণ্যতে বিস্তরাদিহ।

রাবণবাক্যশ্রবণোত্তরং যজ্জাতং তদাহ তদাকর্ণ্যেতি॥ ১—৩॥
বহ্নিসন্নিধাবগ্নিহোত্রসম্বন্ধিগার্হপত্যসন্নিধৌ। লোকান্ দুঃখাদিনা রাবয়তি স লোকরাবণঃ॥ ৪॥

ব্যাস বলিলেন, জানকী সেই দুষ্টবাক্য শ্রবণানন্তর ভয়ে বিহ্বল ও কম্পমান হইয়া চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। পৌলস্ত্যকুল-তিলক! তুমি স্মরমোহিত হইয়া এরূপ অসদ্বাক্য কেন বলিতেছ? আমি জনকের কুলে উৎপন্ন হইয়াছি অতএব স্বেচ্ছাচারিণী নহি॥ ১—২॥ দশানন! তুমি সত্বর লঙ্কায় গমন কর, নতুবা রামচন্দ্র তোমার প্রাণ বিনাশ করিবেন, আমার নিমিত্ত তোমার মৃত্যু হইবে সন্দেহ নাই॥ ৩॥ এই বলিয়া সীতাদেবী, "যাও যাও" বলিতে বলিতে অগ্নিহোত্র গৃহস্থিত গার্হপত্য অগ্নি সন্নিধানে গমন করিলেন। যাঁহার দৌর্জ্জন্যজনিত ক্লেশ পরম্পরায় লোক সকল ত্রাহি ত্রাহি রবে চীৎকার করিতে থাকে, সেই দুষ্টবুদ্ধি রাবণ, স্বকীয় বেশ ধারণ পূর্ব্বক কুটীর নিকটে গমন করিয়া, ক্রন্দনশীলা বালা ও ভয়-বিহ্বলা জানকীয়ে ধারণ করিল॥ ৪—৫॥ সীতা

গচ্ছন্নরুণপুত্রেণ মার্গে রুদ্ধো জটায়ুষা ।
সংগ্রামোঽভূন্মহারৌদ্রস্তয়োস্তত্র বনান্তরে ॥ ৭ ॥
হত্বা তং তাং গৃহীত্বা চ গতোঽসৌ রাক্ষসাধিপঃ ।
লঙ্কায়াং ক্রন্দতী তাত ! কুররীব দুরাত্মনা ॥ ৮ ॥
অশোকবনিকায়াং সা স্থাপিতা রাক্ষসীযুতা ।
স্ববৃত্তান্নৈব চলিতা সামদানাদিভিঃ কিল ॥ ৯ ॥
রামোঽপি তং মৃগং হত্বা জগামাদায় নির্বৃতঃ ।
আয়ান্তং লক্ষ্মণং বীক্ষ্য কিং কৃতং তেঽনুজাসমম্ ॥ ১০ ॥
একাকিনীং প্রিয়াং হিত্বা কিমর্থং ত্বমিহাগতঃ ।
শ্রুত্বা স্বনস্তু পাপস্য রাঘবস্তুব্রবীদিদম্ ॥ ১১ ॥
সৌমিত্রিস্ত্বব্রবীদ্বাক্যং সীতাবাগ্‌বাণতাড়িতঃ ।
প্রভোঽত্রাহং সমায়াতঃ কালযোগান্ন সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥
তদা তৌ পর্ণশালায়াং গত্বা বীক্ষ্যাতিদুঃখিতৌ ।
জানক্যন্বেষণে যত্নমুভৌ কর্ত্তুং সমুদ্যতৌ ॥ ১৩ ॥

নিজং রাক্ষসরূপম্ ॥ ৫—৭ ॥
তং জটায়ুষং হত্বা তাং জানকীঞ্চ গৃহীত্বা গত ইত্যন্বয়ঃ । লঙ্কায়ামিত্যস্যোত্তরেণান্বয়ঃ । দুরাত্মনা লঙ্কায়ামশোকবনিকায়াং কুররীব ক্রন্দতী স্থাপিতেত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥
হে অনুজ লক্ষ্মণ ! অসমং বিষমম্ ॥ ১০ ॥

রাম রাম ও লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, পাপমতি রাবণ তাঁহাকে ধরিয়া সত্বর রথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে নির্গত হইল ॥ ৬ ॥ পথিমধ্যে অরুণপুত্র জটায়ুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সেই বনমধ্যে উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইল, দুষ্টবুদ্ধি রাক্ষসেশ্বর রাবণ তাহাকে বিনাশ করিল। সেই দুরাত্মা সীতারে গ্রহণ করিয়া লঙ্কায় গমন করিল। অনন্তর, সীতা কুররীর ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলে রাবণ তাঁহাকে রাক্ষসীগণে পরিবেষ্টিত করিয়া অশোক-বনমধ্যে রাখিয়া দিল। লঙ্কাপতি সীতাকে অনেক সান্ত্বনা প্রয়োগ পূর্ব্বক ঐশ্বর্য্য দানাদির প্রলোভন দেখাইল, কিন্তু তিনি কিছুতেই নিজ নির্ম্মল ও পবিত্র চরিত্র হইতে বিচলিত হইলেন না ॥ ৭—৯ ॥

এদিকে রামচন্দ্র, সেই মৃগকে বধ করিয়া গ্রহণপূর্ব্বক সুস্থির চিত্তে আগমন করিতেছেন, এমত সময়ে লক্ষ্মণকে আসিতে দেখিয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ ! তুমি কি বিষম কর্ম্ম করিয়াছ, তুমি পাপিষ্ঠ মায়াবীর স্বর শ্রবণ করিয়া একাকিনী প্রেয়সীরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক এখানে আগমন করিলে কেন ? লক্ষ্মণ কহিলেন, প্রভো ! আমি সীতাদেবীর বাক্যবাণে বিতাড়িত হইয়া দৈব বশতই এখানে আগমন করিয়াছি, সন্দেহ নাই ॥ ১০—১২ ॥ তখন

মার্গমাণৌ তু সম্প্রাপ্তৌ যত্রাসৌ পতিতঃ খগঃ।
জটায়ুঃ প্রাণশেষস্তু পতিতঃ পৃথিবীতলে ॥ ১৪ ॥
তেনোক্তং রাবণেনাদ্য হৃতাসৌ জনকাত্মজা।
ময়া নিরুদ্ধঃ পাপাত্মা পাতিতোঽহং মৃধে পুনঃ ॥ ১৫ ॥
ইত্যুক্ত্বাসৌ গতপ্রাণঃ সংস্কৃতো রাঘবেণ বৈ।
কৃত্বৌর্দ্ধদৈহিকং রামলক্ষ্মণৌ নির্গতৌ ততঃ ॥ ১৬ ॥
কবন্ধং ঘাতয়িত্বাসৌ শাপাচ্চামোচয়ৎপ্রভুঃ।
বচনাত্তস্য হরিণা সখ্যং চক্রেঽথ রাঘবঃ ॥ ১৭ ॥
হত্বা চ বালিনং বীরং কিষ্কিন্ধারাজ্যমুত্তমম্।
সুগ্রীবায় দদৌ রামঃ কৃতসখ্যায় কার্য্যতঃ ॥ ১৮ ॥
তত্রৈব বার্ষিকাম্মাসাংস্তস্থৌ লক্ষ্মণসংযুতঃ।
চিন্তয়ন্ জানকীং চিত্তে দশাননহৃতাং প্রিয়াম্ ॥ ১৯ ॥
লক্ষ্মণং প্রাহ রামস্তু সীতাবিরহপীড়িতঃ।
সৌমিত্রে! কৈকয়সুতা জাতা পূর্ণমনোরথা ॥ ২০ ॥

শ্রুত্বেতি। পাপস্য দুষ্টস্য মারীচেঃ স্বনং শ্রুত্বা প্রিয়ামেকাকিনীং হিত্বা কিমর্থং ত্বমিহাগত ইতীদং রাঘবোঽব্রবীৎ ॥ ১১—১৩ ॥
পাতিতস্তেনেতি শেষঃ ॥ ১৫—১৬ ॥
তস্য কবন্ধস্য। হরিণা বানরেণ সুগ্রীবেণ ॥ ১৭—২০ ॥

তাঁহারা দুইজনে পর্ণশালায় গমন করিয়া সীতাকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এবং জানকীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৩ ॥ রাম ও লক্ষ্মণ, সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে, প্রাণমাত্রাবশিষ্ট খগরাজ জটায়ু যেখানে পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত রহিয়াছেন, সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৪ ॥ জটায়ু কহিলেন, অদ্য লঙ্কেশ্বর রাবণ, সীতাদেবীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, আমি সেই পাপাত্মাকে রোধ করিয়াছিলাম তাহাতে সে আমার সহিত সংগ্রাম করিয়া অস্ত্রাঘাতে আমাকে অবনীতলে পাতিত করিয়াছে। এই বলিয়া পক্ষিরাজ প্রাণ পরিত্যাগ করিলে রামচন্দ্র তাঁহার দেহসৎকার ও ঔর্দ্ধদৈহিক কর্ম্ম সমাধা করিলেন, তদনন্তর উভয়েই সেই স্থান হইতে নির্গত হইলেন ॥ ১৫—১৬ ॥ অনন্তর, প্রভু রামচন্দ্র কবন্ধকে নিপাতিত করিয়া তাহাকে শাপ হইতে বিমোচিত করিলেন এবং তাহারই বাক্যে বানররাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতাবন্ধনে সম্বদ্ধ হইলেন ॥ ১৭ ॥ তৎপরে রামচন্দ্র কার্য্যবশত বালীকে বিনাশ করিয়া কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য নববন্ধু সুগ্রীবকে প্রদান করিলেন ॥ ১৮ ॥ অনন্তর, রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃত সীতার বিষয় নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে বর্ষা চারি মাস লক্ষ্মণের সহিত সেই স্থানেই অতিবাহিত করিলেন ॥ ১৯ ॥ রামচন্দ্র

ন প্রাপ্তা জানকী নূনং নাহং জীবামি তাং বিনা।
নাগমিষ্যাম্যযোধ্যায়াম্‌তে জনকনন্দিনীম্ ॥ ২১ ॥
গতং রাজ্যং বনে বাসো মৃতস্তাতো হৃতা প্রিয়া।
পীড়য়ন্মাং স দুষ্টাত্মা দৈবোঽগ্রে কিং করিষ্যতি ॥ ২২ ॥
দুর্জ্ঞেয়ং ভবিতব্যং হি প্রাণিনাং ভরতানুজ ! ।
আবয়োঃ কা গতিস্তাত ! ভবিষ্যতি সুদুঃখদা ॥ ২৩ ॥
প্রাপ্য জন্ম মনোর্ব্বংশে রাজপুত্রাবুভৌ কিল।
বনেঽতিদুঃখভোক্তারৌ জাতৌ পূর্ব্বকৃতেন চ ॥ ২৪ ॥
ত্যক্ত্বা ত্বমপি ভোগাংস্তু ময়া সহ বিনির্গতঃ।
দৈবযোগাচ্চ সৌমিত্রে ! ভুঙ্‌ক্ষ্ব দুঃখং দুরত্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥
ন কোঽপ্যস্মৎকুলে পূর্ব্বং মৎসমো দুঃখভাঙ্ নরঃ।
অকিঞ্চনোঽক্ষমঃ ক্লিষ্টো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ২৬ ॥
কিং করোম্যদ্য সৌমিত্রে ! মগ্নোঽস্মি দুঃখসাগরে।
ন চাস্তি তরণোপায়ো হ্যসহায়স্য মে কিল ॥ ২৭ ॥

(ন প্রাপ্তেতি। সীতায়ত্তজীবিতত্বাৎ তাং বিনা ন জীবামীতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥
গতমিতি। রাজ্যভ্রংশাদিনা কষ্টস্যাবশেষো ন রক্ষিতঃ। ন জানে অতঃপরং দৈবং কিং কষ্টাৎ কষ্টতরমস্মাকং পাতয়িষ্যতি যতঃ স দুষ্টাত্মেতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥
পূর্ব্বমস্য প্রতীকারো নাস্তীত্যাহ। দুর্জ্ঞেয়মিতি ॥ ২৩ ॥
সুখাভ্যস্তস্য দুঃখভোগঃ অতিশয়ক্লেশকর ইত্যাহ প্রাপ্য জন্মেতি ॥ ২৪—২৬ ॥

সীতার বিরহে একান্ত পরিপীড়িত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে ! কেকয়রাজ-তনয়ার মনোরথ এখন পরিপূর্ণ হইল ॥২০॥ জানকীরে আর পাওয়া যাইবে না, জানকী ব্যতিরেকে আমিও অযোধ্যায় গমন করিব না দেখ, জানকী ব্যতিরেকে আমি প্রাণ ধারণ করিতেও সমর্থ হইব না ॥ ২১ ॥ রাজ্য গেল, বনে বসতি হইল, পিতা প্রাণত্যাগ করিলেন, প্রিয়াকেও হারাইলাম ; দুষ্টাত্মা দৈব, এখন আমাকেত এইরূপ পীড়া দিতেছে, পরে সে কি করিবে, তাহা আমি এখন কিরূপে বলিব ? ॥ ২২ ॥ বৎস লক্ষ্মণ ! ভবিতব্য প্রাণিগণের অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় ইহার পর আমাদিগের যে কি হইবে তাহা আমি এখন বলিতে পারি না ॥ ২৩ ॥ দেখ, আমরা উভয়ে মনুর বংশে রাজপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াও পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবশে বনবাসের দুঃখভাগী হইলাম ॥ ২৪ ॥ লক্ষ্মণ ! তুমিও দৈবযোগে রাজভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার সহিত নির্গত হইয়াছ, এক্ষণে আমার সহিত দুস্তর দুঃখরাশি ভোগ করিতে থাক ॥ ২৫ ॥ আমাদের কুলে পূর্ব্বে আমার মত দুঃখভাগী কখনও কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই, কেবল আমাদিগের কুলের কথা কেন আমার ন্যায় ক্লেশযুক্ত, অক্ষম ও অকিঞ্চন

ন বিত্তং ন বলং বীর! ত্বমেকঃ সহচারকঃ।
কোপং কস্মিন্ করোম্যদ্য ভোগেঽস্মিন্ স্বকৃতেঽনুজ! ॥২৮॥
গতং হস্তগতং রাজ্যং ক্ষণাদিন্দ্রসভোপমম্।
বনে বাসস্তু সম্প্রাপ্তঃ কো বেদ বিধিনির্ম্মিতম্ ॥ ২৯ ॥
বালভাবাচ্চ বৈদেহী চলিতা চাবয়োঃ সহ।
নীতা দৈবেন দুষ্টেন শ্যামা দুঃখতরাং দশাম্ ॥ ৩০ ॥
লঙ্কেশস্য গৃহে শ্যামা কথং দুঃখং ভবিষ্যতে।
পতিব্রতা সুশীলা চ ময়ি প্রীতিযুতা ভৃশম্ ॥ ৩১ ॥
ন চ লক্ষ্মণ! বৈদেহী সা তস্য বশগা ভবেৎ।
স্বৈরিণীব বরারোহা কথং স্যাজ্জনকাত্মজা ॥ ৩২ ॥
ত্যজেৎ প্রাণান্নিয়ন্তৃত্বে মৈথিলী ভরতানুজ!।
ন রাবণস্য বশগা ভবেদিতি সুনিশ্চিতম্ ॥ ৩৩ ॥
মৃতা চেজ্জানকী বীর! প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যাম্যসংশয়ম্।
মৃতা চেদসিতাপাঙ্গী কিং মে দেহেন লক্ষ্মণ! ॥ ৩৪ ॥

অকিঞ্চনস্য মে নাস্তি কোঽপ্যুপায় ইত্যত আহ কিং করোমীতি ॥ ২৭—৩০ ॥)
কথং দুঃখং ভবিষ্যতীত্যনুভবিষ্যতীত্যর্থঃ। তন্ন বেদ্ম্যহমিতি শেষঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

ব্যক্তি কখন হয় নাই এবং হইবেও না ॥ ২৬ ॥ সৌমিত্রে! আমি দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইলাম, আমার সহায় নাই, অন্য কোন উপায়ও নাই, আমি এখন কি করিব? ॥২৭॥ আমার বল নাই, বিত্ত নাই, হে বীর! তুমিই কেবল আমার একমাত্র সহচর, ভাই! এই নিজকৃত কর্ম্মভোগে আমি কাহার উপর কোপ করিব ॥? ২৮॥ হায়! ইন্দ্রসভাসদৃশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হস্তগত রাজ্য ক্ষণকাল মধ্যে হারাইয়া বনবাস প্রাপ্ত হইলাম, লক্ষ্মণ! বিধি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম কোন্ ব্যক্তি অবগত হইতে পারে? ॥২৯॥ আহা! কোমলাঙ্গী বৈদেহী বালস্বভাববশে আমাদের সহিত বনে আসিল, দুর্দ্দান্ত দৈব সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মনোরমা কামিনীকে দুস্তর দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিল ॥ ৩০ ॥ সেই শ্যামা জনকনন্দিনী আমার প্রতি অত্যন্তই প্রীতিমতী, তিনি সততই সাধুচরিত্রা ও পতিব্রতা, অতএব লঙ্কেশ্বরের গৃহে কিরূপে দুঃখভোগে সমর্থ হইবেন? ॥ ৩১ ॥ লক্ষ্মণ! সীতাদেবী কখনই রাবণের বশবর্ত্তিনী হইবেন না, সেই বরবর্ণিনী পতিব্রতা জনকনন্দিনী কিরূপে স্বৈরিণীর ন্যায় আচরণ করিতে সমর্থ হইবেন? ॥ ৩২ ॥ লক্ষ্মণ! তুমি নিশ্চয় জানিও যে রাবণ আপনার প্রভুত্ব বলে যদি জনকজার প্রতি বল প্রয়োগ করে, তবে সীতা বরং প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন তথাপি তাহার বশবর্ত্তিনী হইবেন না ॥ ৩৩ ॥ লক্ষ্মণ! জানকী যদি জীবন বিসর্জ্জন করেন তবে আমি নিশ্চয়ই

এবং বিলপমানং তং রামং কমললোচনম্।
লক্ষ্মণঃ প্রাহ ধর্ম্মাত্মা সান্ত্বয়ন্মৃতয়া গিরা ॥ ৩৫ ॥
ধৈর্য্যং কুরু মহাবাহো! ত্যক্ত্বা কাতরতামিহ।
আনয়িষ্যামি বৈদেহীং হত্বা তং রাক্ষসাধমম্ ॥ ৩৬ ॥
আপদি সম্পদি তুল্যা ধৈর্যাদ্ভবন্তি তে ধীরাঃ।
অল্পধিয়স্তু নিমগ্নাঃ কষ্টে ভবন্তি বিভবেঽপি ॥ ৩৭ ॥
সংযোগো বিপ্রযোগশ্চ দৈবাধীনাবুভাবপি।
শোকস্তু কীদৃশস্তত্র দেহেঽনাত্মনি চ ক্বচিৎ ॥ ৩৮ ॥
রাজ্যাদ্যথা বনে বাসো বৈদেহ্যা হরণং যথা।
তথা কালে সমীচীনে সংযোগোঽপি ভবিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥
প্রাপ্তব্যং সুখদুঃখানাং ভোগান্নিবর্ত্তনং ক্বচিৎ।
নান্যথা জানকীজানে! তস্মাচ্ছোকং ত্যজাধুনা ॥ ৪০ ॥

নিয়ন্তৃত্বে রাবণেন নিয়ন্তৃত্বে স্বীকৃতে সতীত্যর্থঃ। নিয়ন্তৃত্বং স্বীকৃত্য যদি বলাৎকারং কুর্য্যাদিতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৩৩—৩৬ ॥

আপদি সম্পদি সত্যামিত্যর্থঃ। তুল্যাঃ সমচিত্তা ইত্যর্থঃ। নিমগ্নাঃ কষ্টে ইতি। অল্পধিয়স্তু বিভবেঽপি সতি কষ্টে নিমগ্না ভবন্তি ॥ ৩৭ ॥

(সংযোগাদের্দৈবাধীনত্বাৎ বৃথা শোকাদিকং মা কুরু ইত্যত আহ সংযোগ ইতি। অনাত্মনি দেহে শোকঃ কীদৃশঃ অকর্ত্তব্যঃ এব ইতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

রাজ্যাদিতি। সমীচীনে দৈবেন পুরুষকারেণ চানীতে সমুপস্থিতে বা কালে ইত্যর্থঃ। দৈবং পুরুষকারশ্চ কালশ্চ ফলহেতবঃ। ত্রয়মেতন্নরাণান্তু পিণ্ডিতং স্যাৎ ফলাবহমিতি বচনাৎ ॥ ৩৯ ॥

প্রাণ পরিত্যাগ করিব; কারণ, সেই অসিতাপাঙ্গী সীতাই যদি প্রাণ-পরিত্যাগ করিলেন, তবে আমার এই দেহে প্রয়োজন কি? ॥ ৩৪ ॥

কমললোচন রামচন্দ্র এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিলে ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া মধুর বচনে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ বীরবর! আপনি কাতরতা পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্যধারণ করুন, আমি সত্বরই সেই রাক্ষসাধম রাবণকে বিনাশ করিয়া সীতা-দেবীকে আনয়ন করিব ॥ ৩৬ ॥ ধীরগণ, ধৈর্য্যধারণ হেতু আপদে এবং সম্পদে অবিচলিত-চিত্তই থাকেন, স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ, সম্পদ্ সত্ত্বেও কষ্টে নিমগ্ন হয় ॥ ৩৭ ॥ সংযোগ ও বিয়োগ উভয়ই দৈবের অধীন; তবে এই অনাত্মা দেহের নিমিত্ত শোক করিবার প্রয়োজন কি? ॥৩৮॥ যেরূপে রাজ্য হইতে বনবাস হইয়াছে এবং যেরূপে সীতা বিয়োগ ঘটিয়াছে, সেইরূপ উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলেই আবার সীতার সহিত সংযোগ হইবে ॥ ৩৯ ॥ হে

বানরাঃ সন্তি ভূয়াংসো গমিষ্যন্তি চতুর্দ্দিশম্।
শুদ্ধিং জনকনন্দিন্যা আনয়িষ্যন্তি তে কিল ॥ ৪১ ॥
জ্ঞাত্বা মার্গস্থিতিং তত্র গত্বা কৃত্বা পরাক্রমম্।
হত্বা তং পাপকর্ম্মাণমানয়িষ্যামি মৈথিলীম্ ॥ ৪২ ॥
সসৈন্যং ভরতং বাপি সমাহূয় সহানুজম্।
হনিষ্যামো বয়ং শত্রুং কিং শোচসি বৃথাগ্রজ ! ॥ ৪৩ ॥
রঘুণৈকরথেনৈব জিতা সর্ব্বা দিশঃ পুরা।
তদ্বংশজঃ কথং শোকং কর্ত্তুমর্হসি রাঘব ! ॥ ৪৪ ॥
একোঽহং সকলাং জেতুং সমর্থোঽস্মি সুরাসুরান্।
কিংপুনঃ সসহায়ো বৈ রাবণং কুলপাংসনম্ ॥ ৪৫ ॥
জনকং বা সমানীয় সাহায্যে রঘুনন্দন ! ।
হনিষ্যামি দুরাচারং রাবণং সুরকণ্টকম্ ॥ ৪৬ ॥
সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
চক্রনেমিরিবৈকান্তং ন ভবেদ্রঘুনন্দন ! ॥ ৪৭ ॥

প্রাপ্তব্যমিতি। কচিৎ সুখদুঃখানাং বা নিবর্ত্তনমস্তি সুখদুঃখয়োশ্চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীলত্বাদিত্যর্থঃ। অতঃ শোকস্ত্যাজ্য ইতিভাবঃ ॥ ৪০—৪৩ ॥)

অধুনা রামমুত্তেজয়িতুমাহ রঘুণেতি ॥ ৪৪ ॥

একোঽহমিতি। ত্রিভুবনজয়সমর্থস্য মে রাবণস্তু তৃণবৎ প্রতিভাতি। অতঃশোকো ন কর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥

জানকীবল্লভ ! কোনও সময়ে সুখভোগ ও দুঃখভোগ অবশ্যই বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ; অতএব আপনি এক্ষণে শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৈর্য্য ধারণ করুন ॥ ৪০ ॥ বহুতর বানর আমাদের সহায় হইয়াছে, ইহারা চারিদিকে গমন করিয়া জনকনন্দিনীর সমাচার আনয়ন করিবে ॥ ৪১ ॥ প্রভো ! লঙ্কার গমনমার্গ অবগত হইয়া সেখানে গমন ও পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক পাপকর্ম্মা রাবণকে নিহত করিয়া মৈথিলীকে আনয়ন করিব ॥ ৪২ ॥ অথবা সৈন্য ও শত্রুঘ্ন সহিত ভরতকে আহ্বান করিয়া সকলে মিলিয়াই শত্রু সংহার করিব, তবে আপনি বৃথা শোক করিতেছেন কেন ? ॥ ৪৩ ॥ প্রভো ! আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ মহারাজ বীরবর রঘু, পূর্ব্বে একাকী দশ দিক্ জয় করিয়াছিলেন, আপনি সেই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে শোক করিতেছেন ? ॥ ৪৪ ॥ আমি একাকীই সুরাসুর সকলকেই পরাজয় করিতে সমর্থ, তবে যদি সহায় পাই তাহা হইলে রাক্ষসকুলকলঙ্ক রাবণকে যে সংহার করিব তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ॥ ৪৫ ॥ হে মহাবাহো ! আমরা সাহায্যের নিমিত্ত

মনোঽতিকাতরং যস্য সুখদুঃখসমুদ্ভবে।
স শোকসাগরে মগ্নো ন সুখী স্যাৎ কদাচন ॥ ৪৮ ॥
ইন্দ্রেণ ব্যসনং প্রাপ্তং পুরা বৈ রঘুনন্দন!।
নহুষঃ স্থাপিতো দেবৈঃ সর্ব্বৈর্মঘবতঃ পদে ॥ ৪৯ ॥
স্থিতঃ পঙ্কজমধ্যে চ বহুবর্ষগণানপি।
অজ্ঞাতবাসং মঘবা ভীতস্ত্যক্ত্বা নিজং পদম্ ॥ ৫০ ॥
পুনঃ প্রাপ্তং নিজস্থানং কালে বিপরিবর্ত্তিতে।
নহুষঃ পতিতো ভূমৌ শাপাদজগরাকৃতিঃ ॥ ৫১ ॥
ইন্দ্রানীং কাময়ানস্তু ব্রাহ্মণানবমন্য চ।
অগস্তিকোপাৎ সঞ্জাতঃ সর্পদেহো মহীপতিঃ ॥ ৫২ ॥
তস্মাচ্ছোকো ন কর্ত্তব্যো ব্যসনে সতি রাঘব!।
উদ্যমে চিত্তমাস্থায় স্থাতব্যং বৈ বিপশ্চিতা ॥ ৫৩ ॥
সর্ব্বজ্ঞোঽসি মহাভাগ! সমর্থোঽসি জগৎপতে!।
কিং প্রাকৃত ইবাত্যর্থং কুরুষে শোকমাত্মনি ॥ ৫৪ ॥

সুখদুঃখানামস্থিরত্বং বিজ্ঞায় দুঃখং ন কর্ত্তব্যমিত্যাহ সুখস্যানন্তরমিতি ॥ ৪৭—৪৯ ॥)
অজ্ঞাতবাসং কৃতবানিতি শেষঃ ॥ ৫০—৫৪ ॥

জনকরাজকে আনয়ন করিয়া সেই দুরাচার সুরকণ্টক রাবণকে নিহত করিব ॥ ৪৬ ॥ রঘুনন্দন! চক্রনেমির ন্যায় সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ উপস্থিত হইয়া থাকে, সুখ এবং দুঃখ একবারে কখনই হয় না। সুখ ও দুঃখে যাহার মন অত্যন্ত অভিভূত হয়, সেই ব্যক্তি শোকসাগরে নিমগ্ন হয় এবং সে কদাচই সুখী হইতে পারে না ॥ ৪৭—৪৮ ॥ দেখুন, পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত ব্যসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন দেবগণ একত্রিত হইয়া নহুষরাজকে ইন্দ্রত্ব পদে সংস্থাপিত করিলেন ॥ ৪৯ ॥ সেই সময় দেবরাজ ভীত হইয়া আপনার পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহুতর বৎসর অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥ কাল পরিবর্ত্তিত হইলে তিনি আপন পদ পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন, এবং নহুষরাজ ঋষিশাপে ভূমিতলে পতিত হইয়া অজগর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিলেন ॥ ৫১ ॥ মহীপতি নহুষ ইন্দ্রাণী দেবীকে কামনা এবং ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়া মহর্ষি অগস্তির কোপবশে ভুজঙ্গ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥ অতএব হে রাঘব! বিপদ উপস্থিত হইলে শোক করা কর্ত্তব্য নহে; বিপদ্‌কালে উদ্যমে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করা পণ্ডিতগণের একান্তই কর্ত্তব্য ॥ ৫৩ ॥ হে জগতীপতে! আপনি মহাভাগ, সর্ব্বজ্ঞ ও সকল কার্য্যেই সমর্থ; এক্ষণে প্রাকৃত জনের ন্যায় অতিশয় শোকে অভিভূত হইতেছেন কেন? ॥ ৫৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি লক্ষ্মণবাক্যেন বোধিতো রঘুনন্দনঃ।
ত্যক্ত্বা শোকং তথাত্যর্থং বভূব বিগতজ্বরঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে সীতাহরণরামশোকবর্ণনং নাম একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

অত্যর্থমতিশয়িতম্। (প্রতীকারশ্রবণাৎ ভবিষ্যে কালেঽপি সীতাসংযোগ স্মরণেন আত্যন্তিকসন্তাপস্য বিগমাৎ বিগতজ্বরত্বম্ ॥ ৫৫ ॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তখন রামচন্দ্র লক্ষ্মণের এইরূপ সান্ত্বনা বাক্যে সেই কঠোর-তর শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থিরচিত্ত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে সীতাহরণানন্তর রামের দুঃখ বর্ণন নামক ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

এবং তৌ সম্বিদং কৃত্বা যাবত্তূষ্ণীং বভূবতুঃ।
আজগাম তদাকাশান্নারদো ভগবানৃষিঃ ॥ ১ ॥
রণয়ন্মহতীং বীণাং স্বরগ্রামবিভূষিতাম্।
গায়ন্ বৃহদ্রথং সাম তদা তমুপতস্থিবান্ ॥ ২ ॥
দৃষ্ট্বা তং রাম উত্থায় দদাবথ বৃষং শুভম্।
আসনং চার্ঘ্যপাদ্যঞ্চ কৃতবানমিতদ্যুতিঃ ॥ ৩ ॥
পূজাং পরমিকাং কৃত্বা কৃতাঞ্জলিরুপস্থিতঃ।
উপবিষ্টঃ সমীপে তু কৃতাজ্ঞো মুনিনা হরিঃ ॥ ৪ ॥
উপবিষ্টং তদা রামং সানুজং দুঃখমানসম্।
পপ্রচ্ছ নারদঃ প্রীত্যা কুশলং মুনিসত্তমঃ ॥ ৫ ॥
কথং রাঘব! শোকার্ত্তো যথা বৈ প্রাকৃতো নরঃ।
হৃতাং সীতাঞ্চ জানামি রাবণেন দুরাত্মনা ॥ ৬ ॥

ত্রিষষ্টিশ্লোকবর্যোস্তু নারদো ব্রতমাহ হি।
রামশ্চকার তচ্চাপি সম্যগেতদিহোচ্যতে ॥

লক্ষ্মণভাষণানন্তরং জায়মানং কৃত্যমাহ। এবং তাবিতি। সম্বিদং বিচারম্ ॥ ১ ॥
তং রামমুপতস্থিবান্ ॥ ২ ॥
রামস্তং দৃষ্ট্বোত্থায় বৃষং শ্রেষ্ঠমাসনং দদৌ ॥ ৩—৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রাম ও লক্ষ্মণ এইরূপ বিচার করিয়া মৌনাবলম্বন করিলে ভগবান্ নারদঋষি, স্বরগ্রামসমন্বিত আপনার মহতীবীণা যোগে রণন্তর-সামবেদ গান করিতে করিতে আকাশমার্গ হইতে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ১—২ ॥ অমিততেজা রামচন্দ্র, তাঁহাকে দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সত্বর উত্তম আসন ও পাদ্য অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন এবং মুনিবর আজ্ঞা করিলে ভগবান্ তাঁহার সন্নিধানে উপবেশন করিলেন ॥ ৩—৪ ॥ রামচন্দ্র অনুজের সহিত দুঃখিতচিত্তে উপবেশন করিলে মুনিসত্তম নারদ প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রঘুনন্দন! আপনি প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় শোকার্ত্ত হইয়া রহিয়াছেন কেন? দুরাত্মা রাবণ যে সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছে তাহা আমি জানি। ত্রিদশভবনে অবস্থিতি করিতে

স্বরসদ্মগতশ্চাহং শ্রুতবাঞ্জনকাত্মজাম্।
পৌলস্ত্যেন হৃতাং মোহান্মরণং স্বমজানতা ॥ ৭ ॥
তব জন্ম চ কাকুৎস্থ! পৌলস্ত্যনিধনায় বৈ।
মৈথিলীহরণং জাতমেতদর্থং নরাধিপ! ॥ ৮ ॥
পূর্ব্বজন্মনি বৈদেহী মুনিপুত্রী তপস্বিনী।
রাবণেন বনে দৃষ্টা তপস্যন্তী শুচিস্মিতা ॥ ৯ ॥
প্রার্থিতা রাবণেনাসৌ ভব ভার্য্যেতি রাঘব!।
তিরস্কৃতস্তয়াসৌ বৈ জগ্রাহ কবরং বলাৎ ॥ ১০ ॥
শশাপ তৎক্ষণং রাম! রাবণং তাপসী ভৃশম্।
কুপিতা ত্যক্তুমিচ্ছন্তী দেহং সংস্পর্শদূষিতম্ ॥ ১১ ॥
দুরাত্মংস্তব নাশার্থং ভবিষ্যামি ধরাতলে।
অযোনিজা বরা নারী ত্যক্ত্বা দেহং জহাবপি ॥ ১২ ॥
সেয়ং রমাংশসম্ভূতা গৃহীতা তেন রক্ষসা।
বিনাশার্থং কুলস্যৈব ব্যালী স্রগিব সম্ভ্রমাৎ ॥ ১৩ ॥

কবরং কেশপাশম্ ॥ ১০ ॥
সংস্পর্শদূষিতং পরস্পর্শদূষিতং দেহং ত্যক্তুমিচ্ছন্তীত্যন্বয়ঃ ॥ ১১—১২ ॥
ব্যালী স্রগিবেতি। সম্ভ্রমাদ্ব্যালী স্রগিব স্রগ্‌বুদ্ধ্যা মালাবুদ্ধ্যা গৃহীতা ব্যালীব সর্পিণীবেত্যর্থঃ। রমায়াঃ শাপেন পূর্ব্বজন্মনি মুনিপুত্রীত্বং জাতং তৎকথা তু স্কান্দে প্রসিদ্ধা সৈব দ্বিতীয়জন্মনি সীতাভবৎ ॥ ১৩ ॥

করিতে শুনিলাম যে পুলস্ত্যকুলজ রাবণ আপনার মরণ না বুঝিয়া মোহবশে জানকীরে হরণ করিয়াছে। হে কাকুৎস্থকুলতিলক! পৌলস্ত্যকুলের নিধনের নিমিত্তই আপনার জন্মগ্রহণ হইয়াছে, অতএব তজ্জন্যই এক্ষণে এই জানকী হরণ সংঘটিত হইল ॥ ৫—৮ ॥ রাঘব! জানকীদেবী পূর্ব্বজন্মে মুনিতনয়া ও তপস্বিনী ছিলেন। তিনি তপোবনে তপস্যার অনুষ্ঠানে নিরত আছেন, এমত সময়ে রাবণ আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া প্রার্থনা করিল, শুচিস্মিতে! তুমি আমার ভার্য্যা হও। ইহা শুনিয়া তিনি রাবণকে তিরস্কার করিলে দুষ্টমতি দশানন বলপূর্ব্বক তাহার কবরীবন্ধন ধারণ করিল। তখন তাপসী অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং দুষ্টের স্পর্শে দূষিত দেহ পরিত্যাগে স্থিরনিশ্চয় হইয়া রাবণকে অভিশাপ দিলেন, দুরাত্মন্! আমি তোমার বিনাশের নিমিত্ত অযোনিজা রমণী হইয়া অবনীতলে জন্মগ্রহণ করিব। এই বলিয়া তিনি আপনার প্রাণ ত্যাগ করিলেন ॥ ৯—১২ ॥ হে পরন্তপ! রাক্ষসাধিপতি রাবণ নিজ কুল বিনাশের নিমিত্ত মালাভ্রমে তীক্ষ্ণবিষা সর্পিণী র

তব জন্ম চ কাকুৎস্থ ! তস্য নাশায় চামরৈঃ।
প্রার্থিতস্য হরেরংশাদজবংশেঽপ্যজন্মনঃ ॥ ১৪ ॥
কুরু ধৈর্য্যং মহাবাহো ! তত্র সা বর্ত্ততে বশা।
সতী ধর্ম্মরতা সীতা ত্বাং ধ্যায়ন্তী দিবানিশম্ ॥ ১৫ ॥
কামধেনুপয়ঃ পাত্রে কৃত্বা মঘবতা স্বয়ম্।
পানার্থং প্রেষিতং তস্যাঃ পীতং চৈবামৃতং তথা ॥ ১৬ ॥
সুরভীদুগ্ধপানাৎ সা ক্ষুৎতৃড়্দুঃখবিবর্জ্জিতা।
জাতা কমলপত্রাক্ষী বর্ত্ততে বীক্ষিতা ময়া ॥ ১৭ ॥
উপায়ং কথয়াম্যদ্য তস্য নাশায় রাঘব !।
ব্রতং কুরুষ্ব শ্রদ্ধাবানাশ্বিনে মাসি সাম্প্রতম্ ॥ ১৮ ॥
নবরাত্রোপবাসঞ্চ ভগবত্যাঃ প্রপূজনম্।
সর্ব্বসিদ্ধিকরং রাম ! জপহোমবিধানতঃ ॥ ১৯ ॥
মেধ্যৈশ্চ পশুভির্দেব্যা বলিং দত্ত্বা বিশংসিতৈঃ।
দশাংশং হবনং কৃত্বা সুশক্তস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ২০ ॥

অজো নাম রঘুপুত্রস্তস্য বংশে ॥ ১৪ ॥

যত এতাদৃশঃ পরমেশ্বরস্ত্বং সীতা চ পরমেশ্বর্য্যংশভূতা ততঃ কুরু ধৈর্য্যমিত্যাহ কুরু ধৈর্য্যমিতি। ত্বাং ধ্যায়ন্তীত্যনেন পাতিব্রত্যভঙ্গো ন জাত ইতি বোধিতম্ ॥ ১৫ ॥

উদরক্ষুধয়া পীড়িতা সতী রাবণস্য বশ্যা ভবিষ্যতীতি চেত্তত্রাহ। কামধেনুপয় ইতি ॥ ১৬—১৭ ॥

অস্ত্বেতত্তস্যাঃ পাতিব্রত্যং যদি সা প্রাপ্স্যতি তর্হি তদুপযোগায় নোচেন্মম কিং ফলং তস্যেতি চেত্তত্রাহ উপায়মিতি ॥ ১৮—১৯ ॥

স্যায় সেই রমার অংশভূতা সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছে ॥ ১৩ ॥ হে কাকুৎস্থ ! সেই দুর্দ্দান্ত রাবণের বিনাশের নিমিত্ত অমরগণ প্রার্থনা করিলে জন্ম, জরা ও মরণ বর্জ্জিত হরির অংশ হইতে অবনীধামে অজবংশে আপনার জন্ম হইয়াছে ॥ ১৪ ॥ হে মহাবাহো ! আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, সীতাদেবী দিবারাত্র আপনাকেই ধ্যান করিতেছেন ॥ ১৫ ॥ স্বয়ং দেব-রাজ ইন্দ্র তাঁহার পানের নিমিত্ত অমৃত ও কামধেনুর দুগ্ধ পাত্রে করিয়া নিত্য নিত্য প্রেরণ করেন, তিনি তাহাই পান করিয়া থাকেন। প্রভো ! সুরধেনুর পয়ঃপানে পদ্মপলাশাক্ষী সীতাদেবী ক্ষুধাতৃষ্ণাদি বর্জ্জিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, আমি নিত্যনিত্য তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেছি ॥ ১৬—১৭ ॥ রঘুনন্দন ! এখন তোমাকে আমি রাবণের নিধনোপায় বলিতেছি শ্রবণ কর। আপনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া এই আশ্বিনমাসেই ব্রতানুষ্ঠানে নিরত হউন ॥ ১৮ ॥ নবরাত্র উপবাস করিয়া ভগবতীর পূজা ও বিধিপূর্ব্বক জপ হোমাদির অনু-

বিষ্ণুনাচরিতং পূর্ব্বং মহাদেবেন ব্রহ্মণা।
তথা মঘবতা চীর্ণং স্বর্গমধ্যস্থিতেন বৈ ॥ ২১ ॥
সুখিনা রাম! কর্ত্তব্যং নবরাত্রব্রতং শুভম্।
বিশেষেণ চ কর্ত্তব্যং পুংসা কষ্টগতেন বৈ ॥ ২২ ॥
বিশ্বামিত্রেণ কাকুৎস্থ! কৃতমেতন্ন সংশয়ঃ।
ভৃগুণাথ বশিষ্ঠেন কশ্যপেন তথৈব চ ॥ ২৩ ॥
গুরুণা হৃতদারেণ কৃতমেতন্মহাব্রতম্।
তস্মাত্ত্বং কুরু রাজেন্দ্র! রাবণস্য বধায় চ ॥ ২৪ ॥
ইন্দ্রেণ বৃত্রনাশায় কৃতং ব্রতমনুত্তমম্।
ত্রিপুরস্য বিনাশায় শিবেনাপি পুরা কৃতম্ ॥ ২৫ ॥
হরিণা মধুনাশায় কৃতং মেরৌ মহামতে!।
বিধিবৎ কুরু কাকুৎস্থ! ব্রতমেতদতন্দ্রিতঃ ॥ ২৬ ॥

শ্রীরাম উবাচ।

কা দেবী কিম্প্রভাবা সা কুতো জাতা কিমাহ্বয়া।
ব্রতং কিং বিধিবৎ ব্রূহি সর্ব্বজ্ঞোঽসি দয়ানিধে! ॥ ২৭ ॥

বিশংগিতৈঃ শস্তৈঃ। দশাংশং হবনং জপদশাংশমিত্যর্থঃ ॥ ২০—২৫ ॥
মধুনাশায়েতি। যদ্যপি তস্মিন্ সময়ে ব্রতং কর্ত্তুমবকাশো ন জাতো নিদ্রোত্তরমব্যবহিতকালে এব যুদ্ধস্য জায়মানত্বাৎ তথাপি মম জয়ো ভবত্বহং ব্রতং করিষ্যামীতি তস্মিন্ সময়ে সঙ্কল্প্যানন্তরং কৃতমিত্যত্র তাৎপর্য্যাৎ ॥ ২৬—২৭ ॥

ষ্ঠান করিলে সর্ব্ব কামনাই পরিপূর্ণ হয় সন্দেহ নাই ॥ ১৯ ॥ রঘুকুলতিলক! পবিত্র ও প্রশস্ত পশুদ্বারা দেবীর বলি প্রদান ও জপ এবং জপের দশাংশ হোম করিলে নিশ্চয়ই সীতার সমুদ্ধারে সমর্থ হইবেন ॥২০॥ পূর্ব্বে বিষ্ণু, ত্রিলোচন ও পদ্মাসন, এবং স্বর্গস্থিত দেবরাজও এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ২১ ॥ অতএব হে রাঘব! সুখী ব্যক্তির বিশেষতঃ কষ্টসঙ্কটে নিপতিত পুরুষগণের এই কল্যাণকর ব্রতের অনুষ্ঠান করা একান্তই কর্ত্তব্য ॥ ২২ ॥ হে কাকুৎস্থ! বিশ্বামিত্র, ভৃগু, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ ইহাঁরা সকলেই এই ব্রতের আচরণ করিয়াছিলেন। সোম সুরগুরুর ভার্য্যা তারারে হরণ করিলে, তিনিও এই মহাব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় পত্নী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব রাজেন্দ্র! আপনিও রাবণ বধের নিমিত্ত এই ব্রতের আচরণ করুন ॥ ২৩—২৪ ॥ হে মহামতে! ইন্দ্র বৃত্রবিনাশের নিমিত্ত ত্রিলোচন ত্রিপুরবিনাশার্থ এবং নারায়ণ মধুকৈটভবিনাশের নিমিত্ত পূর্ব্বে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, অতএব আপনিও সমাহিতচিত্তে বিধিপূর্ব্বক এই ব্রতানুষ্ঠানে দৃঢ়সঙ্কল্প হউন ॥ ২৫—২৬ ॥

নারদ উবাচ।

শৃণু রাম! সদা নিত্যা শক্তিরাদ্যা সনাতনী।
সর্ব্বকামপ্রদা দেবী পূজিতা দুঃখনাশিনী ॥ ২৮ ॥
কারণং সর্ব্বজন্তূনাং ব্রহ্মাদীনাং রঘূদ্বহ!।
তস্যাঃ শক্তিং বিনা কোঽপি স্পন্দিতুং ন ক্ষমো ভবেৎ ॥২৯॥

প্রশ্নচতুষ্টয়স্য ক্রমেণোত্তরমাহ শৃণু রামেতি। হে রাম! যা নিত্যা কালত্রয়াবাধ্যা আদ্যা সর্ব্বাদিকারণভূতা ব্রহ্মরূপা যা চ সনাতন্যনাদিসিদ্ধা শক্তির্জ্জড়রূপা মায়াখ্যা বহ্নৌ বহ্নিশক্তিবদব্রহ্মণি স্থিতা। এতদুভয়াত্মকমায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মরূপং তত্ত্বং সা দেবী দেবীপদবাচ্যং ভবতি। যথা গজশরীরে প্রবিষ্টং চৈতন্যং গজনামকং ভবতি তথা জগৎকরণমায়াশরীরে প্রবিষ্টং প্রথমতশ্চৈতন্যং মুখ্যতয়া মায়াশক্তিপ্রকৃতিসংজ্ঞকং ভবতি অতএব সর্ব্বোৎকৃষ্টং প্রথমং দেবীতত্ত্বং ভবতি তদনন্তরং দেবীতত্ত্বমেব তত্তদ্গুণোপাধিষু প্রবিষ্টং ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিসংজ্ঞাং ভজতে তদেব পঞ্চতন্মাত্রাসু প্রবিষ্টং তথা মহাভূতেষু প্রবিষ্টং তত্তৎসংজ্ঞাং ভজতে ইতি দেবীরূপমেব সর্ব্বমিতি সর্ব্ববেদসিদ্ধান্তো জাগর্ত্তি ন পুনর্ব্বৈষ্ণবশৈবমতাপভ্রংশাঃ। কীদৃশী সা যা পূজিতা সতী দুঃখনাশিনী জননমরণাদিসর্ব্বসংসারদুঃখনাশিনী সর্ব্বকামপ্রদা ধর্ম্মকামার্থমোক্ষপ্রদা ভবতি। এতেন কা দেবীতি রামপ্রশ্নস্যোত্তরং দত্তং ভবতি। ইদং ভগবত্যাঃ স্বরূপং বৃহদারণ্যকে গার্গিব্রাহ্মণে স্পষ্টম্। তত্র হি পৃথিব্যাদিকং কস্মিন্নোতম্প্রোতং চেতি গার্গ্যা প্রথমে প্রশ্নে কৃতে যাজ্ঞবল্ক্যেন পরাকাশশব্দিতায়াং চিদম্বরশক্তৌ মায়ায়ামোতম্প্রোতং চেত্যুত্তরিতে পুনঃ সা চিদম্বরশক্তিঃ পরাকাশশব্দিতা মায়া কস্মিন্নোতা চ প্রোতা চেত্যভিপ্রায়েণ সা হোবাচ। যদূর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্যদিবো যদবাক্পৃথিব্যাং যদন্তরা দ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে কস্মিন্নেব তদোতং চ প্রোতং চেতি গার্গ্যা প্রশ্নে কৃতে ব্রহ্মণ্যেব সা শক্তিরোতা চ প্রোতা চেত্যভিপ্রায়েণ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সহোবাচ যদূর্দ্ধং গার্গি দিবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরাদ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চেত্যাক্ষতে। আকাশ এব তদোতং চ প্রোতং চেতি কস্মিন্নাকাশ ওতপ্রোতশ্চেতি সহোবাচ এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি! ব্রাহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থূলমনণ্বহ্রস্বমিত্যাদিনোত্তরং দত্তবান্। তেন চ গ্রন্থেনেদমেব ভগবতীস্বরূপং প্রতিপাদিতং ভবতি স্পষ্টীকৃতং চৈতন্মাভির্বৃহদারণ্যকটীকায়াং নীলকণ্ঠ্যামিতীহোপরম্যতে। অথ কিম্প্রভাবা সেতি পৃষ্টস্যোত্তরমাহ কারণমিতি। সর্ব্বজন্তূনামিতীদং সর্ব্বজড়াপ্রপঞ্চস্যোপলক্ষণম্। তথাচ সর্ব্বকর্ত্তৃত্বমেবাস্যাঃ প্রভাব ইত্যর্থঃ তথাচ শ্রুতিঃ। তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বমিতি। মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্। তয়োর্ব্বিভূতিলেশো বৈ জগদেতচ্চরাচরমিতি ॥ ২৮ ॥

অধুনা কুতো জাতেতি পৃষ্টস্যোত্তরমাহ তস্যাঃ শক্তিং বিনেতি। তস্যা ব্রহ্মরূপিণ্যা ভগবত্যাঃ সম্বিদঃ শক্তির্ম্মায়াখ্যা তাং বিনা কোঽপি প্রাণী স্পন্দিতুং চলিতুং ক্ষমঃ সমর্থো নৈব ভবেৎ ॥ ২৯ ॥

রাম কহিলেন, জ্ঞাননিধে! সেই দেবী কে? তাঁহার প্রভাব কিরূপ, কোথা হইতে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম কি, সেই ব্রতই বা কি প্রকার? আপনি করুণাবিতরণ পূর্ব্বক তৎসমস্তই বিস্তারিত রূপে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ২৭ ॥

নারদ কহিলেন, রাঘব! শ্রবণ করুন, সেই দেবী নিত্যা ও সনাতনী আদ্যাশক্তি, তাঁহার পূজা করিলে তিনি সকল দুঃখ দূর করিয়া সমস্ত কামনা সিদ্ধ করিয়া থাকেন ॥২৮ ॥

বিষ্ণোঃ পালনশক্তিঃ সা কর্ত্তৃশক্তিঃ পিতুর্ম্মম।
রুদ্রস্য নাশশক্তিঃ সা ত্বন্যা শক্তিঃ পরা শিবা ॥ ৩০ ॥
যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্তু সদসদ্ভুবনত্রয়ে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিস্তদুৎপত্তিঃ কুতো ভবেৎ ॥ ৩১ ॥
ন ব্রহ্মা ন যদা বিষ্ণুর্ন রুদ্রো ন দিবাকরঃ।
ন চেন্দ্রাদ্যাঃ সুরাঃ সর্ব্বে ন ধরা ন ধরাধরাঃ ॥ ৩২ ॥
তদা সা প্রকৃতিঃ পূর্ণা পুরুষেণ পরেণ বৈ।
সংযুতা বিহরত্যেব যুগাদৌ নির্গুণা শিবা ॥ ৩৩ ॥
সা ভূত্বা সগুণা পশ্চাৎ করোতি ভুবনত্রয়ম্।
পূর্ব্বং সংসৃজ্য ব্রহ্মাদীন্ দত্ত্বা শক্তীশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ৩৪ ॥
তাং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুর্জন্মসংসারবন্ধনাৎ।
সা বিদ্যা পরমা জ্ঞেয়া বেদাদ্যা বেদকারিণী ॥ ৩৫ ॥

কিঞ্চ বিষ্ণোরিতি। বিষ্ণ্বাদীনাং শক্তিত্রয়মপি সৈবেত্যর্থঃ। কা সা তত্রাহ অন্যা শক্তিরিতি। পরা শিবা যাত্বন্যা শক্তিঃ পরব্রহ্মশক্তিঃ সৈব বিষ্ণ্বাদিশক্তিত্রয়রূপিণীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

কিং বহুনা যচ্চ কিঞ্চিদিতি। যদেতাদৃশো যদীয়ায়াঃ শক্তের্ম্মহিমা তদা তাদৃশশক্তিমত্যা ব্রহ্মরূপিণ্যা ভগবত্যা উৎপত্তিঃ কুতো ভবেন্ন কুতোঽপীত্যর্থঃ। নহি সর্ব্বকারণস্যোৎপত্তিঃ কস্মাদপি সম্ভবত্যনবস্থাপাতাদিতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

সর্ব্বাদিত্বমেব বর্ণয়ন্নুৎপত্তিরাহিত্যং দ্রঢ়য়তি ন ব্রহ্মেতি ॥ ৩২ ॥

যদা সর্ব্বাভাবস্তদা সা প্রকৃতিঃ পূর্ণা পুরুষেণ পরচিদ্রূপেণ সংযুতা নির্গুণা সাম্যাবস্থা রূপা যুগাদৌ বিহরতি ॥ ৩৩ ॥

সা ভূত্বেতি। সৈব পশ্চাৎ সগুণা গুণত্রয়সম্ভিন্না ভূত্বা তত্তদ্‌গুণোপাধিভিঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মাদীন্ সংসৃজ্যোৎপাদয়িত্বা তেভ্যঃ শক্তীশ্চ দত্ত্বা ভুবনত্রয়ং করোতি ॥ ৩৪ ॥

তিনি ব্রহ্মাদি অখিল জীবগণের কারণ, তাঁহার শক্তি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি নড়িতে চড়িতেও সমর্থ হয় না ॥ ২৯ ॥ সেই পরাৎপরা শিবাদেবীই বিষ্ণুর পালনশক্তি, বিধাতার সৃষ্টিশক্তি, এবং মহেশ্বরের সংহারশক্তি ॥ ৩০ ॥ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে যে কোনও স্থানে যে কিছু নশ্বর ও নিত্য বস্তু বিদ্যমান আছে, তিনিই তৎসমুদায়ের শক্তি; অতএব তাঁহার উৎপত্তি আর কোথা হইতে হইবে? ॥ ৩১ ॥ তাঁহার উৎপত্তির কারণ ব্রহ্মা নহেন, বিষ্ণু নহেন, রুদ্র নহেন, সূর্য্য নহেন, ইন্দ্রাদি সুরগণ নহেন, ধরা নহেন, ধরাধরও নহেন, অতএব তিনিই নির্গুণা কৈবল্যরূপিণী পূর্ণা প্রকৃতি, তিনি প্রলয়কালে পরমপুরুষের সহিত মিলিত হইয়া বিহার করিয়া থাকেন ॥ ৩২—৩৩ ॥ তিনিই অবার সগুণা হইয়া প্রথমে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদির সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে সমস্ত শক্তি প্রদান পূর্ব্বক এই ভুবনত্রয়ের সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥ তিনিই পরমাবিদ্যা বেদাদ্যা ও বেদকারিণী, জীবগণ তাঁহার

অসংখ্যাতানি নামানি তস্যা ব্রহ্মাদিভিঃ কিল।
গুণকর্ম্মবিধানৈস্তু কল্পিতানি চ কিং ব্রুবে ॥ ৩৬ ॥
অকারাদিক্ষকারান্তৈঃ স্বরৈর্ব্বর্ণৈস্তু যোজিতৈঃ।
অসংখ্যেয়ানি নামানি ভবন্তি রঘুনন্দন! ॥ ৩৭ ॥

রাম উবাচ।

বিধিং মে ব্রূহি বিপ্রর্ষে! ব্রতস্যাস্য সমাসতঃ।
করোম্যদ্যৈব শ্রদ্ধাবান্ শ্রীদেব্যাঃ পূজনং তথা ॥ ৩৮ ॥

নারদ উবাচ।

পীঠং কৃত্বা সমে স্থানে সংস্থাপ্য জগদম্বিকাম্।
উপবাসান্নবৈব ত্বং কুরু রাম! বিধানতঃ ॥ ৩৯ ॥
আচার্য্যোঽহং ভবিষ্যামি কর্ম্মণ্যস্মিন্মহীপতে!।
দেবকার্য্যবিধানার্থমুৎসাহং প্রকরোম্যহম্ ॥ ৪০ ॥

তাং জ্ঞাত্বেতি। তাং ব্রহ্মরূপিণীং জ্ঞাত্বা নির্ব্বিকল্পচেতসা স্বাভেদেন সাক্ষাৎকৃত্য জন্তু-জীবো জন্মাদিরূপসংসাররূপবন্ধনান্মুচ্যতে। তথাচ শ্রুতিঃ ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতীতি। সা বিদ্যেতি। পরমা যা বিদ্যা নির্ব্বিকল্পবৃত্তিরূপা সা ভগবতী ব্রহ্মরূপিণী জ্ঞেয়া। ব্রহ্মণো বিদ্যাশরীরত্বাৎ। তদুক্তং শক্তিঃ শরীরমধিদৈবতমন্তরাত্মা জ্ঞানং ক্রিয়াঃ করণমাসনজাল-মিচ্ছা। ঐশ্বর্য্যমায়তনমাবরণানি চ ত্বাং কিন্তন্ন যন্তবসি দেবি! শশাঙ্কমৌলেঃ। এতাদৃশ্যা ভগবত্যাশ্চিদ্রূপিণ্যা উৎপত্তির্ম্মনসাপি ন সম্ভাব্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অথ কিমাহ্বয়েতি পৃষ্টস্যোত্তরমাহ। অসংখ্যাতানীতি। হে রাম! শ্রীভগবত্যা নামৈক-মস্তীতি চেন্ময়া বক্তব্যং কিন্তু যাবন্তঃ পদার্থাস্তে সর্ব্বে ভগবতীরূপাঃ। একৈব সর্ব্বত্র বর্ত্ততে তস্মাদুচ্যতে একেতিশ্রুতেঃ একোঽহং বহুস্যাং প্রজায়েয়েতিশ্রুতেঃ। তথাচ যাবন্তঃ পদার্থা-স্তেষাং গুণকর্ম্মভেদেন বিধানেন ব্রহ্মাদিভিরসংখ্যেয়ানি নামানি কল্পিতানি যদেখং রাম বর্ত্ততে তদেদং নাম ভবতীদং নেতি কথং ব্রুবে তস্মাৎ সর্ব্বাণি নামান্যস্যা এব ভবন্তীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়ত ইতি ॥ ৩৬ ॥

স্বরূপ জানিতে পারিলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মাদি-দেবগণ, গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে তাঁহার অসংখ্য নাম কল্পনা করিয়া থাকেন। তাহা আমি বর্ণন করিতে সমর্থ নহি ॥ ৩৬ ॥ হে রঘুনন্দন! বিবিধ স্বরবর্ণ সংযোজিত অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণ সমূহ দ্বারা তাঁহার অসংখ্য নাম বিরচিত হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

রাম কহিলেন, বিপ্রবর! আপনি সংক্ষেপে সেই ব্রতের বিধি সমস্ত আমাকে উপদেশ করুন, আমি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া অদ্যই দেবীর পূজা করিব ॥ ৩৮ ॥

নারদ বলিলেন, রাঘব! সমতল স্থানে পীঠ রচনা করিয়া তথায় জগদম্বিকার সংস্থাপন পুরঃসর বিধিপূর্ব্বক নয় দিন উপবাস করুন ॥ ৩৯ ॥ রাজন্! আমি এই কর্ম্মে আচার্য্য হইয়া দেবকার্য্য সাধনের নিমিত্ত উৎসাহ সহকারে ইহা সম্পাদন করিব ॥ ৪০ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং সত্যং মত্বা রামঃ প্রতাপবান্‌।
কারয়িত্বা শুভং পীঠং স্থাপয়িত্বাম্বিকাং শিবাম্‌ ॥ ৪১ ॥
বিধিবৎ পূজনং তস্যাশ্চকার ব্রতবান্‌ হরিঃ।
সম্প্রাপ্তে চাশ্বিনে মাসি তস্মিন্‌ গিরিবরে তদা ॥ ৪২ ॥
উপবাসপরো রামঃ কৃতবান্‌ ব্রতমুত্তমম্‌।
হোমঞ্চ বিধিবত্তত্র বলিদানঞ্চ পূজনম্‌ ॥ ৪৩ ॥
ভ্রাতরৌ চক্রতুঃ প্রেম্ণা ব্রতং নারদসম্মতম্‌।
অষ্টম্যাং মধ্যরাত্রে তু দেবী ভগবতী হি সা ॥ ৪৪ ॥
সিংহারূঢ়া দদৌ তত্র দর্শনম্প্রতিপূজিতা।
গিরিশৃঙ্গে স্থিতোবাচ রাঘবং সানুজং গিরা।
মেঘগম্ভীরয়া চেদং ভক্তিভাবেন তোষিতা ॥ ৪৫ ॥

দেব্যুবাচ।

রাম রাম মহাবাহো! তুষ্টাস্ম্যদ্য ব্রতেন তে।
প্রার্থয়স্ব বরং কামং যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৪৬ ॥
নারায়ণাংশসম্ভূতস্ত্বং বংশে মানবেঽনঘে।
রাবণস্য বধায়ৈব প্রার্থিতস্ত্বমরৈরসি ॥ ৪৭ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি অকারাদিক্ষকারান্তৈরিতি ॥ ৩৭—৪৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, অনন্তর সেই প্রতাপবান্‌ ভগবান্‌ হরি মুনিবরের সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সত্য মনে করিয়া আশ্বিনমাস উপস্থিত হইলে সেই গিরিশৃঙ্গের উপর সুশোভন পীঠ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় জগদম্বিকা শিবা দেবীকে সংস্থাপিত করিলেন এবং বিধিপূর্ব্বক সেই ব্রতের অনুষ্ঠান ও দেবীর পূজা করিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥ রঘুবর উপবাস করিয়া সেই মহা ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া, বিধিপূর্ব্বক হোম, বলিদান ও পূজা করিলেন ॥ ৪৩ ॥ ভ্রাতৃদ্বয় ভক্তিভাবে অষ্টমীর মহারাত্রে সেই নারদ সম্মত ব্রত সম্পূর্ণ করিলে তখন মহাদেবী ভগবতী পূজায় পরিতুষ্ট হইয়া সিংহোপরি আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন এবং গিরিশৃঙ্গে অবস্থিতি করিয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরে ও মধুর বচনে রাম লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন, রাম! আমি তোমার ব্রতানুষ্ঠানে পরিতুষ্ট হইলাম, যাহা তোমার মনের অভিলাষ তাহা এখন আমার নিকট প্রার্থনা কর ॥ ৪৪—৪৬ ॥ রাম! তুমি রাবণ বধের নিমিত্ত দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া মনুর নির্ম্মল ও পবিত্র বংশে নারায়ণের অংশে

পুরা মৎস্যতনুং কৃত্বা হত্বা ঘোরঞ্চ রাক্ষসম্।
ত্বয়া বৈ রক্ষিতা বেদাঃ সুরাণাং হিতমিচ্ছতা ॥ ৪৮ ॥
ভূত্বা কচ্ছপরূপস্তু ধৃতবান্ মন্দরং গিরিম্।
অকূপারং প্রমথ্যানং কৃত্বা দেবানপোষয়ৎ ॥ ৪৯ ॥
কোলরূপং পুরা কৃত্বা দশনাগ্রেণ মেদিনীম্।
ধৃতবানসি যদ্রাম! হিরণ্যাক্ষং জঘান চ ॥ ৫০ ॥
নারসিংহীং তনুং কৃত্বা হিরণ্যকশিপুং পুরা।
প্রহ্লাদং রাম! রক্ষিত্বা হতবানসি রাঘব! ॥ ৫১ ॥
বামনং বপুরাস্থায় পুরা চ্ছলিতবান্ বলিম্।
ভূত্বেন্দ্রস্যানুজঃ কামং দেবকার্য্যপ্রসাধকঃ ॥ ৫২ ॥
জমদগ্নিসুতস্ত্বং বৈ বিষ্ণোরংশেন সংগতঃ।
কৃত্বান্তং ক্ষত্রিয়াণাস্তু দানং ভূমেরদাদ্দ্বিজে ॥ ৫৩ ॥
তদেদানীং তু কাকুৎস্থ! জাতো দশরথাত্মজঃ।
প্রার্থিতস্তু সুরৈঃ সর্ব্বৈ রাবণেনাতিপীড়িতৈঃ ॥ ৫৪ ॥
কপয়স্তে সহায়া বৈ দেবাংশা বলবত্তরাঃ।
ভবিষ্যন্তি নরব্যাঘ্র! মচ্ছক্তিসংযুতা হ্যমী ॥ ৫৫ ॥

অকূপারঃ সমুদ্রঃ ॥ ৫০—৫৩ ॥

জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ॥ ৪৭ ॥ তুমিই পুরাকালে দেবতাগণের হিত কামনায় মৎস্যতনু পরিগ্রহ করিয়া ঘোরতর রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া বেদ সকলের রক্ষা করিয়াছ ॥ ৪৮ ॥ তুমিই কচ্ছপ-রূপে অবতীর্ণ হইয়া মন্দরগিরি ধারণপূর্ব্বক পয়োনিধি মন্থন করিয়া দেবতাদিগের পুষ্টিসাধন করিয়াছ ॥ ৪৯ ॥ রাম! তুমিই পুরাকালে বরাহাবতার হইয়া দশনাগ্রভাগে মেদিনীমণ্ডল ধারণ করিয়াছি এবং নারসিংহ তনু পরিগ্রহ পূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুর দেহ পর্ব্বত-খরতর-নখরাগ্র-কুলিশে বিদারণ করিয়া প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছ ॥ ৫০—৫১ ॥ রঘুনন্দন! তুমিই পুরাকালে বামনরূপ ধারণ পূর্ব্বক ইন্দ্রের অনুজরূপে বলিকে ছলনা করিয়া দেবতাগণের কার্য্য সাধন করিয়াছ ॥৫২॥ কৌশল্যানন্দন! তুমিই যমদগ্নির পুত্ররূপে বিপ্রবংশে অংশাবতার হইয়া ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূলরূপে সংহার পূর্ব্বক ভগবান্ কশ্যপ ঋষিকে অখিল ভূমণ্ডল প্রদান করিয়াছ ॥৫৩॥ সেইরূপ এক্ষণে তুমি রাবণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত সুরগণের প্রার্থনায় নির্ম্মল কাকুৎস্থকুলে দশরথের পুত্র হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ ॥ ৫৪ ॥ অতএব দেবতাদিগের অংশোৎপন্ন মদীয় শক্তি সমন্বিত অত্যন্ত বলশালী কপীন্দ্রগণ তোমার সহায় হইবে। তোমার

শেষাংশোঽপ্যনুজস্তেঽয়ং রাবণাত্মজনাশকঃ।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহঃ কর্ত্তব্যোঽত্র ত্বয়ানঘ! ॥ ৫৬ ॥
বসন্তে সেবনং কার্য্যং ত্বয়া তত্রাতিশ্রদ্ধয়া।
হত্বাথ রাবণং পাপং কুরু রাজ্যং যথাসুখম্ ॥ ৫৭ ॥
একাদশসহস্রাণি বর্ষাণি পৃথিবীতলে।
কৃত্বা রাজ্যং রঘুশ্রেষ্ঠ! গন্তাসি ত্রিদিবং পুনঃ ॥ ৫৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে দেবী রামস্তু প্রীতমানসঃ।
সমাপ্য তদ্‌ব্রতং চক্রে প্রয়াণং দশমীদিনে ॥ ৫৯ ॥
বিজয়াপূজনং কৃত্বা দত্ত্বা দানান্যনেকশঃ।
নারদায় প্রতস্থেঽসৌ সমুদ্রাভিমুখো হরিঃ ॥ ৬০ ॥
কপিপতিবলযুক্তঃ সানুজঃ শ্রীপতিশ্চ,
প্রকটপরমশক্ত্যা প্রেরিতঃ পূর্ণকামঃ।
উদধিতটগতোঽসৌ সেতুবন্ধং বিধায়া-
ত্যহনদমরশত্রুং রাবণং গীতকীর্ত্তিঃ ॥ ৬১ ॥
যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা দেব্যাশ্চরিতমুত্তমম্।
স ভুক্ত্বা বিপুলান্ ভোগান্ প্রাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥ ৬২ ॥

দ্বিজে দ্বিজাধিকরণে ॥ ৫৪—৫৮ ॥
ইত্যুক্ত্বেতি। ইতি বরং দত্ত্বেত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬২ ॥

অনুজ লক্ষ্মণ শেষনাগের অবতার, এই অতুল ভুজবলশালী পুরুষ, রাবণাত্মজ ইন্দ্রজিৎকে সংহার করিবে তাহাতে তুমি কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না ॥ ৫৫—৫৬॥ তুমি রাবণকে সংহার করিয়া বসন্তকালে শ্রদ্ধার সহিত আমার পূজা করিয়া যথাসুখে রাজত্ব করিতে থাকিবে ॥৫৭॥ রঘুবর! তুমি একাদশ সহস্র বৎসর এই পৃথিবীতলে রাজ্য করিয়া পুনর্ব্বার ত্রিদশ ভবনে গমন করিবে ॥ ৫৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলে রামচন্দ্র অত্যন্ত প্রীতচিত্ত হইলেন এবং সেই কল্যাণকর ব্রত সমাপন পূর্ব্বক দশমীদিনে বিজয়া-পূজা সমাধা এবং মহর্ষি নারদকে বহুবিধ বস্তু দান করিয়া সমুদ্রাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৯-৬০॥ রাজন্! এইরূপে প্রত্যক্ষীভূত মহাশক্তি মহাদেবী কর্ত্তৃক প্রেরিত ও পূর্ণকাম হইয়া কমলাপতি রামচন্দ্র অনুজের সহিত কপিসৈন্য সমভিব্যাহারে সিন্ধুতটে গমন করিয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক সুরশত্রু রাবণকে সংহার করিলেন। তাঁহার এই অতুল কীর্ত্তি ত্রৈলোক্য মণ্ডলের সর্ব্বত্রই

সন্ত্যন্যানি পুরাণানি বিস্তরাণি বহূনি চ।
শ্রীমদ্ভাগবতস্যাস্য ন তুল্যানীতি মে মতিঃ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণেঽষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
তৃতীয়স্কন্ধে রামায়ণবর্ণনং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

দেব্যা ভাগবতস্যাস্য তৃতীয়স্কন্ধবিস্তরম্। (১৮৭৬ ।) সার্দ্ধৈঃ ষড়ব্ধিশৈলেন্দুপদ্যৈর্ব্যাসো ব্যরীরচৎ ॥

ন তুল্যানীতি। তানি পুরাণান্যেকৈকগুণোপাধিব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিপ্রতিপাদকানীদন্তু দেবী-ভাগবতং তদ্‌গুণমূলভূতসাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপপরাশক্তিপ্রতিপাদকমতো ন তত্তুল্যানি তানি পুরাণানীতি ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥

শ্রীমচ্ছৈবকুলোৎপন্নরঙ্গনাথাত্মজঃ সুধীঃ।
শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসম্ভূতো নীলকণ্ঠোঽভিধানতঃ ॥ ১ ॥
দেবীভাগবতস্যাস্য ব্যাখ্যানরহিতস্য চ।
তিলকাখ্যাং মহাব্যাখ্যাং সম্যগ্‌ যঃ কৃতবান্ শুভাম্ ॥ ২ ॥
তৃতীয়স্কন্ধ এতাস্যাঃ সমাপ্তো ভূচ্ছুভার্থদঃ।
তেন তুষ্যতু সা দেবী সচ্চিদানন্দরূপিণী ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে তিলকাখ্যে ত্রিংশদধ্যায়ঃ
সমাপ্তঃ।

পরিকীর্ত্তিত হইতে লাগিল ॥৬১॥ যে মানব ভক্তি সমন্বিত চিত্তে দেবীর এই অত্যুত্তম চরিত কথা শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি বিপুল সুখসম্ভোগ প্রাপ্ত হইয়া অন্তকালে পরমপদ প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই ॥৬২॥ মহারাজ! অন্যান্য বহুতর পুরাণ বিদ্যমান আছে, কিন্তু কোনটিই এই শ্রীমদ্দেবীভাগ-বতের তুল্য নহে, ইহা আমার স্থির নিশ্চয় জানিবেন ॥ ৬৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত নারদের নবরাত্র ব্রত বর্ণন ও রাম-
চন্দ্রের তদনুষ্ঠান বর্ণন নামক ত্রিংশ অধ্যায়
সমাপ্ত ॥ * ॥

সমাপ্তশ্চায়ং তৃতীয়স্কন্ধঃ।

চতুর্থঃ স্কন্ধঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

বাসবেয়! মুনিশ্রেষ্ঠ! সর্ব্বজ্ঞাননিধেঽনঘ!।
প্রষ্টুমিচ্ছাম্যহং স্বামিন্নস্মাকং কুলবর্দ্ধন!॥ ১॥
শূরসেনসুতঃ শ্রীমান্ বসুদেবঃ প্রতাপবান্।
শ্রুতং ময়া হরির্যস্য পুত্রভাবমবাপ্তবান্॥ ২॥
দেবানামপি পূজ্যোঽভূন্নাম্না চানকদুন্দুভিঃ।
কারাগারে কথং বদ্ধঃ কংসস্য ধর্ম্মতৎপরঃ॥ ৩॥

গণেশায় নমঃ।

যদুন্মেষনিমেষাভ্যাং জগতঃ প্রলয়োদ্ভবৌ।
বন্দে তাং ভুবনেশানীং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্॥
অষ্টাধিকৈশ্চ চত্বারিংশদ্ভিঃ পদ্যৈরনুত্তরম্।
কৃষ্ণাবতারসম্প্রশ্নো রাজ্ঞা কৃত উদীর্য্যতে॥

পূর্ব্বাঽধ্যায়ান্তে রামাবতারপর্য্যন্তমবতারাঃ শ্রীভগবত্যধীনাস্তয়া যথা যথা প্রের্য্যন্তে তথা-তথা তে কুর্ব্বন্তীত্যুক্তং ন তু কৃষ্ণাবতারস্তদধীন উক্তঃ। তথা চ তস্যেশ্বরশক্তিযুক্তত্বে ন তস্য দুর্দ্দশা তদাশ্রিতানাং যাদবানাং পাণ্ডবানাং দুর্দ্দশা কিমিতি জাতেত্যভিপ্রায়েণ। কিঞ্চ জগতঃ কারণং শ্রীভুবনেশ্বরী ভগবতী মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণীতি সর্ব্ববেদসিদ্ধং তস্যাশ্চ বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যরাহিত্যেনোচ্চাবচসৃষ্টিকরণং কিংনিমিত্তমভবদিতি তন্নিমিত্তপরিচয়ার্থঞ্চ জনমে-জয়ঃ পৃচ্ছতি বাসবেয় মুনিশ্রেষ্ঠেতি। বাসব্যাঃ সুগন্ধায়াঃ অপত্যং বাসবেয়ঃ। স্ত্রীভ্যো ঢগিতি ঢক্। হে ব্যাস!॥ ১—৩॥

জনমেজয় কহিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞাননিধে! প্রভো! হে বিমলাত্মন্! মুনিবর! বাস-বেয়! আপনি নিয়তই অস্মৎকুলের কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন, আমি আপনাকে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করিতেছি॥ ১॥ মুনিবর! আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি যে, স্বয়ং ভগবান্ হরি যাঁহার পুত্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই প্রতাপবান্ আনকদুন্দুভি দেবগণেরও পূজনীয়, সেই শ্রীমান্ শূরসেন-তনয় বসুদেব, সতত ধর্ম্মনিরত থাকিয়াও কি

দেবক্যা ভার্য্যয়া সার্দ্ধং কিমাগঃ কৃতবানসৌ।
দেবক্যা বালষট্‌কস্য বিনাশশ্চ কৃতঃ পুনঃ ॥ ৪ ॥
তেন কংসেন কস্মাদ্বৈ যয়াতিকুলজেন চ।
কারাগারে কথং জন্ম বাসুদেবস্য বৈ হরেঃ ॥ ৫ ॥
গোকুলে চ কথং নীতো ভগবান্ সাত্বতাম্পতিঃ।
গতো জন্মান্তরং কস্মাৎ পিতরৌ নিগড়ে স্থিতৌ ॥ ৬ ॥
দেবকীবসুদেবৌ চ কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ।
কথং ন মোচিতৌ বদ্ধৌ পিতরৌ হরিণামুনা ॥ ৭ ॥
জগৎ কর্ত্তুং সমর্থেন স্থিতেন জনকোদরে।
প্রাক্তনং কিং তয়োঃ কর্ম্ম দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং মহাত্মভিঃ ॥ ৮ ॥
জন্ম বৈ বাসুদেবস্য যত্রাসীৎ পরমাত্মনঃ।
কে তে পুত্রাশ্চ কা বালা যা কংসেন বিপোথিতা ॥ ৯ ॥

আগোঽপরাধঃ। যেনাপরাধেন কারাগারে বদ্ধস্তাদৃশমাগঃ কিং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥
যযাতেঃ কুলমুত্তমমেব তদুদ্ভবেনাপি কংসেন কুলীনেনেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥
গতো জন্মান্তরমিতি। ক্ষত্রিয়বংশজঃ সন্ গোপালবংশজত্ববিশিষ্টং লোকদৃষ্ট্যা জন্মান্তরং কস্মাদ্গত ইত্যর্থঃ। পিতরাবিত্যস্যোত্তরত্রান্বয়ঃ ॥ ৬—৭ ॥
নমু প্রাক্তনকর্ম্মবশাত্তৌ বদ্ধৌ তত্র হরিঃ কিং করিষ্যতীতি চেত্তত্রাহ প্রাক্তনং কিমিতি। যত্র পরমাত্মনো জন্মাভবত্তত্র প্রাক্তনং কিমবশিষ্টম্। যন্মহাত্মভিরপি দুর্জ্ঞেয়ম্। ন হি তস্মিন্ সতি পরমেশ্বরস্য জন্ম স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

নিমিত্ত কংসের কারাগারে বদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ২—৩ ॥ দেবকী-ভার্য্যার সহিত তিনি কি অপরাধ করিয়াছিলেন? কি নিমিত্ত যযাতিকুলনন্দন কংসরাজ, দেবকীর ছয়টী শিশু পুত্রকে বিনাশ করিয়াছিলেন। কি নিমিত্তই বা হরি বসুদেবের পুত্র হইয়া কারাগারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? ॥ ৪—৫ ॥ কেনই বা সাত্বত কুলপতি ভগবান্ বাসুদেব গোকুলে নীত হইয়াছিলেন, ক্ষত্রবংশে উৎপন্ন হইয়া কেনই বা তিনি লোকমধ্যে গোপালকুলজ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন; অপ্রমিত তেজঃসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের জনকজননী বসুদেব ও দেবকী কি নিমিত্ত নিগড়-নিবদ্ধ হইয়াছিলেন, যিনি জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করিতে সমর্থ, সেই অপ্রমিত-প্রভাব হরি জননীর জঠরদেশে অবস্থিত হইয়াও কি নিমিত্ত নিগড়বদ্ধ পিতা মাতাকে কারাগার হইতে অবিলম্বে মুক্ত করিয়া দিলেন না। তাঁহারা যে মহাত্মাগণেরও দুর্জ্ঞেয় আপন আপন প্রাক্তন কর্ম্মফলে কারাবন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলা যাইতে পারে না, কারণ, পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ যেস্থানে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সেস্থানে কি আর প্রাক্তন কর্ম্মের ফলভোগ হইতে পারে? আর, বসুদেবের ঔরসে ও দেবকী গর্ভে সমুৎপন্ন হইয়া পরিশেষে যাহারা কংস কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল তাহারা পূর্ব্বজন্মে কে ছিল? ॥ ৬-৮ ॥

শিলায়াং নির্গতা ব্যোম্নি জাতা হ্যষ্টভুজা পুনঃ।
গার্হস্থ্যঞ্চ হরের্ব্রূহি বহুভার্য্যস্য চানঘ! ॥ ১০ ॥
কার্য্যাণি তত্র তান্যেব দেহত্যাগঞ্চ তস্য বৈ।
কিংবদন্ত্যা শ্রুতং যত্তন্মনো মোহয়তীব মে ॥ ১১ ॥
চরিতং বাসুদেবস্য ত্বমাখ্যাহি যথাতথম্।
নরনারায়ণৌ দেবৌ পুরাণাবৃষিসত্তমৌ ॥ ১২ ॥
ধর্ম্মপুত্রৌ মহাত্মানৌ তপশ্চেরতুরুত্তমম্।
যৌ মুনী বহুবর্ষাণি পুণ্যে বদরিকাশ্রমে ॥ ১৩ ॥
নিরাহারৌ জিতাত্মানৌ নিঃস্পৃহৌ জিতষড়্‌গুণৌ।
বিষ্ণোরংশৌ জগৎস্থেম্নে তপশ্চেরতুরুত্তমম্ ॥ ১৪ ॥
তয়োরংশাবতারৌ হি জিষ্ণুকৃষ্ণৌ মহাবলৌ।
প্রসিদ্ধৌ মুনিভিঃ প্রোক্তৌ সর্ব্বজ্ঞৈর্নারদাদিভিঃ ॥ ১৫ ॥

কিঞ্চ কে তে পুত্রা ইতি। শিলায়াং যে বিপোথিতা ইতি শেষঃ। তে কে পূর্ব্বজন্মান স্থিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৯—১০ ॥

কিংবদন্ত্যা জনশ্রুত্যা মনো মোহয়তীবেতি। ক্বচিদীশ্বরবচ্চরিতেন ক্বচিজ্জীববচ্চরিতেন কিময়মীশ্বরো বা জীবো বেতি মনসো মোহো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

কিঞ্চ নরনারায়ণাবিতি ॥ ১২—১৩ ॥

জিতষড়্‌গুণৌ জিতকামক্রোধাদিষট্‌কৌ। জগৎস্থেম্নে জগৎকল্যাণায় ॥ ১৪—১৫ ॥

যে বালিকা কংস কর্ত্তৃক শিলায় আহত ও তৎক্ষণাৎ অষ্টভুজা হইয়া আকাশপথে উত্থিত হইয়াছিলেন তিনিই বা কে? হে বিমলাত্মন্! যিনি বহুতর রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীহরি কিরূপে গৃহস্থ ধর্ম্মের আচরণ করিলেন; এবং তিনি সেই জন্মে যে যে কর্ম্ম করিয়া যেরূপে দেহত্যাগ করেন তৎসমুদায় আমার নিকট বর্ণন করুন। আমি কিংবদন্তীতে যাহা যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তৎসমুদয় যেন আমার মনকে মোহিত করিয়া আনিতেছে। ভগবন্! তাহাতে শুনিতেছি যে বাসুদেবের চরিত্র কখন ঈশ্বরের ন্যায় কখনও বা সামান্য জীবের ন্যায়, অতএব তিনি ঈশ্বর অথবা সামান্য মানব এইরূপ সংশয়বিজৃম্ভিত মোহে আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে আপনি বাসুদেবের চরিত যথার্থরূপে বর্ণন করিয়া আমার এই মোহ বিদূরিত করুন ॥ ৯—১১ ॥

হে ভগবন্! পূর্ব্বে, ধর্ম্মপুত্র মহাত্মা পুরাতন মুনি, ঋষিশ্রেষ্ঠ, নরনারায়ণ নামক দেবতা দ্বয় পবিত্র বদরিকাশ্রমে বহুবর্ষ ব্যাপিয়া অত্যুত্তম তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ১২—১৩ ॥ এই মুনিদ্বয় বিষ্ণুর অংশ, ইঁহারা জগতের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত, নিস্পৃহ, জিতেন্দ্রিয় ও নিরাহার হইয়া কামক্রোধাদি রিপুবর্গের পরাজয় পূর্ব্বক অত্যুত্তম তপস্যা করিয়াছিলেন ॥১৪॥ সর্ব্ব-

বিদ্যমানশরীরৌ তৌ কথং দেহান্তরং গতৌ।
নরনারায়ণৌ দেবৌ পুনঃ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ কথম্ ॥ ১৬ ॥
যৌ চক্রতুস্তপশ্চোগ্রং মুক্ত্যর্থং মুনিসত্তমৌ।
তৌ কথং প্রাপতুর্দেহৌ প্রাপ্তযোগৌ মহাতপৌ ॥ ১৭ ॥
শূদ্রঃ স্বধর্ম্মনিষ্ঠস্তু মৃতো বৈশ্যত্বমাপ্নুয়াৎ।
বৈশ্যঃ স্বধর্ম্মনিষ্ঠস্তু দেহান্তে ক্ষত্রিয়ো ভবেৎ ॥ ১৮ ॥
ক্ষত্রিয়স্তু শুভাচারো মৃতো বৈ ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
ব্রাহ্মণো নিঃস্পৃহঃ শান্তো ভবরোগাদ্বিমুচ্যতে ॥ ১৯ ॥
বিপরীতমিদং ভাতি নরনারায়ণৌ চ তৌ।
তপসা শোষিতাত্মানৌ ক্ষত্রিয়ৌ তৌ বভূবতুঃ ॥ ২০ ॥
কেন তৌ কর্ম্মণা শান্তৌ জাতৌ শাপেন বা পুনঃ।
ব্রাহ্মণৌ ক্ষত্রিয়ৌ জাতৌ কারণং তন্মুনে! বদ ॥ ২১ ॥

বিদ্যমানশরীরৌ তাবিতি। পূর্ব্বদেহং পরিত্যজ্যৈব দেহান্তরগমনং সম্ভবতি ন চ তদিহাস্তি। তথা চ কথং তয়োর্দ্দেহান্তরগমনমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥
কিঞ্চ যৌ চক্রতুরিতি। মুক্ত্যর্থং তপস্যতোর্দ্দেহান্তরগমনফলং বিরুদ্ধং কথমভূদিতিপ্রশ্নার্থঃ ॥ ১৭ ॥
যদ্যত্তপসা যদ্যদ্ফলং ভবতি তদাহ শূদ্র ইতি ॥ ১৮—১৯ ॥
এবং নিয়মে সতি নরনারায়ণয়োর্ব্রাহ্মণয়োর্জ্ঞানিনোর্ব্বিপরীতং ক্ষত্রিয়জন্মফলং কথমভূদিত্যাহ বিপরীতমিতি ॥ ২০ ॥
বিপরীতফলকারণং তর্কয়তি কেন তাবিতি ॥ ২১ ॥

জ্ঞানসম্পন্ন নারদাদি মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে, সুপ্রসিদ্ধ মহাবল অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ পূর্ব্বোক্ত পুরাতন মুনিদ্বয়ের অংশাবতার ॥১৫॥ সেই নরনারায়ণ দেবতাদ্বয় পূর্ব্বদেহ বিদ্যমান সত্বেও কিরূপে দেহান্তর গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুন হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিলেন? ॥ ১৬ ॥ আর যে মুনীন্দ্রযুগল মুক্তির নিমিত্ত উগ্রতর তপস্যা করিয়া যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিরূপে দেহ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন? ॥ ১৭ ॥ হে ব্রহ্মন্! আমরা শুনিয়াছি, স্বধর্ম্ম নিরত শূদ্র, দেহান্তে বৈশ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপ বৈশ্য সদাচারনিষ্ঠ হইলে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মিয়া থাকে এবং সদাচার সম্পন্ন ক্ষত্র, দেহ পরিহার পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া থাকে। আর ব্রাহ্মণ যদি নিঃস্পৃহ ও শান্তিপথাবলম্বী হয়েন তাহা হইলে ভবযন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৮—১৯ ॥ ভগবন্! সেই নরনারায়ণ, তপস্যা দ্বারা শরীর শোষণ করিয়াও যে ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন, এ বিষয় নিয়মের বিপরীত বলিয়াই আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে ॥ ২০ ॥ তাঁহারা যোগী হইলেও কি কর্ম্ম দ্বারা পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? অথবা তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়া শাপপ্রযুক্তই ক্ষত্রিয় হইয়া জন্মিয়াছিলেন?

যাদবানাং বিনাশশ্চ ব্রহ্মশাপাদিতি শ্রুতিঃ ।
কৃষ্ণস্যাপি হি গান্ধর্য্যাঃ শাপেনৈব কুলক্ষয়ঃ ॥ ২২ ॥
প্রদ্যুম্নহরণং চৈব শম্বরেণ কথং কৃতম্ ।
বর্ত্তমানে বাসুদেবে দেবদেবে জনার্দ্দনে ।
পুত্রস্য সূতিকাগেহাদ্ধরণঞ্চাতিদুর্ঘটম্ ॥ ২৩ ॥
দ্বারকাদুর্গমধ্যাদ্ বৈ হরিবেশ্মাদ্দুরত্যয়াৎ ।
ন জ্ঞাতং বাসুদেবেন তৎ কথং দিব্যচক্ষুষা ॥ ২৪ ॥
সন্দেহোঽয়ং মহান্ ব্রহ্মন্নিঃসন্দেহং কুরু প্রভো ! ।
যৎ পত্ন্যো বাসুদেবস্য দস্যুভির্লুণ্ঠিতা হৃতাঃ ॥ ২৫ ॥
স্বর্গতে দেবদেবে তু তৎ কথং মুনিসত্তম ! ।
সংশয়োঽন্যোঽস্তি মে ব্রহ্মংশ্চিত্তান্দোলনকারকঃ ॥ ২৬ ॥
বিষ্ণোরংশঃ সমুদ্ভূতঃ শৌরির্ভূভারহারকৃৎ ।
স কথং মথুরারাজ্যং ভয়াত্ত্যক্ত্বা জনার্দ্দনঃ ॥ ২৭ ॥

কিঞ্চ যাদবানামিতি । স কথং জাত ইতি বদেতি শেষঃ । কৃষ্ণস্যাপীতি । গান্ধার্য্যাঃ শাপেনেশ্বরস্যাপি কৃষ্ণস্য কুলক্ষয়ঃ কথং জাত ইত্যপি বদেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

বাসুদেবে বর্ত্তমানে পুত্রস্য হরণং কথং কৃতমিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৩ ॥

কিঞ্চ তেন কৃতং হরণং বাসুদেবেন দিব্যচক্ষুষা কথং ন জ্ঞাতম্ । যদর্থং মহামোহে নিমগ্ন ইত্যাহ ন জ্ঞাতমিতি ॥ ২৪ ॥

কিঞ্চ যৎ পত্ন্য ইতি ॥ ২৫ ॥

স্বর্গতে বৈকুণ্ঠং গতে ॥ ২৬ ॥

যাহাই হউক, হে মুনে ! আপনি আমার নিকট ইহার কারণ বর্ণন পূর্ব্বক সংশয় অপনোদন করুন ॥ ২১ ॥ আমি শুনিয়াছি যে ব্রহ্মশাপে যদুকুল ধ্বংস হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার হইলেও গান্ধারীর অভিশাপে তাঁহার কুলক্ষয় হইয়াছিল ॥ ২২ ॥ অসুররাজ শম্বর কি নিমিত্ত প্রদ্যুম্নকে হরণ করিয়াছিল, দেবদেব বাসুদেব জনার্দ্দন বিদ্যমান থাকিলেও সূতিকাগার হইতে পুত্রের হরণ অত্যন্ত দুর্ঘট বলিয়া মনে হয় ॥ ২৩ ॥ শম্বরাসুর দুরতিক্রম্য দ্বারকা মধ্যস্থিত হরির গৃহ হইতে প্রদ্যুম্নকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেও বাসুদেব দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইলেন না কেন ? ॥ ২৪ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! বাসুদেব দেহত্যাগ করিলে দস্যুগণ তাঁহার পত্নীগণকে যে লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছিল, এ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৫ ॥ হে মুনিসত্তম ! দেবদেব বাসুদেব স্বর্গগত হইলেই উক্ত ব্যাপার কেন সংঘটিত হইল, ব্রহ্মন্ ! ইহা ব্যতীত আমার আর একটী গুরুতর সংশয় আছে যাহা মানসপথে উদিত হইয়া চিত্তকে আলোড়িত করিতেছে ॥ ২৬ ॥ সাধো ! শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশ হইতে

দ্বারবত্যাং গতঃ সাধো ! সসৈন্যঃ সসুহৃদ্গণঃ।
অবতারো হরেঃ প্রোক্তো ভূভারহরণায় বৈ ॥ ২৮ ॥
পাপাত্মনাং বিনাশায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ।
তৎ কথং বাসুদেবেন চৌরাস্তে ন নিপাতিতাঃ ॥ ২৯ ॥
যৈর্হৃতা বাসুদেবস্য পত্ন্যঃ সংলুণ্ঠিতাশ্চ তাঃ।
স্তেনাস্তে কিং ন বিজ্ঞাতাঃ সর্ব্বজ্ঞেন সতা পুনঃ ॥ ৩০ ॥
ভীষ্মদ্রোণবধঃ কামং ভূভারহরণে মতঃ।
অবিতাশ্চ মহাত্মানঃ পাণ্ডবা ধর্ম্মতৎপরাঃ ॥ ৩১ ॥
কৃষ্ণভক্তাঃ সদাচারা যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ।
তে কৃত্বা রাজসূয়ঞ্চ যজ্ঞরাজং বিধানতঃ ॥ ৩২ ॥
দক্ষিণা বিবিধা দত্ত্বা ব্রহ্মণেভ্যোঽতিভাবতঃ।
পাণ্ডুপুত্রাস্তু দেবাংশা বাসুদেবাশ্রিতা মুনে ! ॥ ৩৩ ॥

কিঞ্চ বিষ্ণোরিতি ॥ ২৭—৩০ ॥

ভীষ্মদ্রোণাদয়ো ধর্ম্মাত্মানোঽপি ভূভারকারকা ইতি জ্ঞাত্বা তেষাং বধস্তস্য মত ইষ্টো জাতস্তথা সতি তেষাং স্তেনানাং কথং তেন বধো ন কৃত ইতি বদেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩১ ॥

কিঞ্চ কৃষ্ণভক্তা ইতি ॥ ৩২—৩৩ ॥

উৎপন্ন ; মুনিগণও কহিয়া থাকেন যে ভূভার হরণের নিমিত্ত ভগবান্ হরি অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ, জরাসন্ধের ভয়ে মথুরারাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সৈন্য ও সুহৃদ্গণের সহিত দ্বারবতী নগরীতে গমন করিয়াছিলেন। এ বিষয় আমার আশ্চর্য্য বলিয়াই বোধ হইতেছে। আর দেখুন যদি অমেয়াত্মা বাসুদেব, পৃথিবীর ভার হরণ, পাপাত্মাগণের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তবে যে সকল দুষ্ট তস্কর তাঁহার পত্নীগণের লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছিল ; তাহাদিগকে পূর্ব্বে তিনি বিনাশ করেন নাই কেন ? তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও কি সেই চৌরগণকে জানিতেন না ? ॥ ২৭—৩০ ॥ তিনি ধর্ম্মনিরত মহাত্মা পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অতি মহাত্মা ধর্ম্ম-পরায়ণ ভীষ্ম দ্রোণাদিকে ভূভার বিবেচনা করিয়া কিরূপে তাহাদের বধ সাধন করিয়া-ছিলেন, এ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় জন্মিয়া রহিয়াছে ॥ ৩১ ॥ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডু-পুত্রগণ সদাচার দেবাংশ সম্ভূত কৃষ্ণভক্ত, তাঁহারা ভক্তিভাবে বিধিপূর্ব্বক রাজসূয় মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ প্রকার দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক বাসুদেবের আশ্রিত হইয়াছিলেন, তথাপি হে মুনে ! তাঁহারা কিজন্য ঘোরতর দুঃখ পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের সুকৃতিরাশি কোথায় অপহৃত হইয়াছিল, মুনিবর ! তাহারা এমন কি ঘোরতর পাপ

ঘোরং দুঃখং কথং প্রাপ্তাঃ ক গতং সুকৃতঞ্চ তৎ ।
কিং তৎ পাপং মহারৌদ্রং যেন তে পীড়িতাঃ সদা ॥ ৩৪ ॥
দ্রৌপদী চ মহাভাগা বেদীমধ্যাৎ সমুত্থিতা ।
রমাংশজা চ সাধ্বী চ কৃষ্ণভক্তিযুতা তথা ॥ ৩৫ ॥
সা কথং দুঃখমতুলং প্রাপ ঘোরং পুনঃ পুনঃ ।
দুঃশাসনেন সা কেশে গৃহীতা পীড়িতা ভৃশম্ ॥ ৩৬ ॥
রজস্বলা সভায়াস্তু নীতা ভীতৈকবাসসা ।
বিরাটনগরে দাসী জাতা মৎস্যস্য সা পুনঃ ॥ ৩৭ ॥
ধর্ষিতা কীচকেনাথ রুদতী কুররী যথা ।
হৃতা জয়দ্রথেনাথ ক্রন্দমানাতিদুঃখিতা ॥ ৩৮ ॥
মোচিতা পাণ্ডবৈঃ পশ্চাদ্বলবদ্ভির্মহাত্মভিঃ ।
পূর্ব্বজন্মকৃতং কিং তদ্ পাতকং যেন পীড়িতাঃ ॥ ৩৯ ॥
দুঃখান্যনেকান্যাপ্তাস্তে কথয়াদ্য মহামতে ! ।
রাজসূয়ং ক্রতুবরং কৃত্বা তে মম পূর্ব্বজাঃ ॥ ৪০ ॥

ক গতং সুকৃতঞ্চ তদিতি । নমু পূর্ব্বমেবোক্তং রাজসূয়ঃ সাঙ্গো যজ্ঞো ন জাত ইতি তৎকথমত্র শঙ্কাতে ক গতং সুকৃতঞ্চ তদিতি চেন্ন । এতাদৃশবাসুদেবাদিসর্ব্বজ্ঞপুরুষসান্নিধ্যে কথং সাঙ্গো যজ্ঞো ন জাত ইত্যত্রৈব প্রশ্নতাৎপর্য্যাৎ । তদেবাহ কিং তৎ পাপমিতি । যেন পাপেন সাঙ্গো যজ্ঞো ন জাত ইতি কৃত্বা দুঃখেন পীড়িতাস্তৎ পাপং কিমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

কিঞ্চ দ্রৌপদীতি ॥ ৩৫—৩৯ ॥

কিঞ্চ রাজসূয়মিতি ॥ ৪০ ॥

করিয়াছিলেন, যদ্দ্বারা তাঁহাদিগকে নিরন্তরই ক্লেশরাশি ভোগ করিতে হইয়াছিল ॥৩২-৩৪॥ মহাভাগা দ্রৌপদী বেদিমধ্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি লক্ষ্মীর অংশজাতা, সাধ্বী ও কৃষ্ণভক্তিসমন্বিতা ; তিনিই বা কি নিমিত্ত অতুলনীয় ঘোরতর দুঃখ পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? হায় ! দ্রৌপদী দুঃশাসন কর্ত্তৃক কেশাকর্ষণে অতিশয় প্রপীড়িতা এবং রজস্বলা একবস্ত্রা ও ভীতা হইলেও সেই দুষ্ট কর্ত্তৃক রাজসভায় আনীতা হইয়াছিলেন, তিনি বিরাটনগরে মৎস্যরাজের দাসী, ও কুররীর ন্যায় রোদন করিলেও কীচক কর্ত্তৃক ধর্ষিতা ও অপমানিতা হইয়াছিলেন ; হায় ! সেই দ্রৌপদী অতিশয় দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিলেও জয়দ্রথ কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া পরিশেষে বলবান্ মহাত্মা পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক মোচিত হইয়াছিলেন ; মুনে ! পূর্ব্বজন্মে সেই পাণ্ডবগণ এমন কি পাপ করিয়াছিলেন যদ্দ্বারা তাহাদিগকে এরূপ ঘোরতর মহাক্লেশে পড়িতে হইয়াছিল ? ॥ ৩৫—৩৯ ॥ হে মহামতে ! আমার পূর্ব্বপুরুষগণ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও কি কারণে এবংবিধ অনেক প্রকার দুঃখ

দুঃখং মহত্তরং প্রাপ্তাঃ পূর্ব্বজন্মকৃতেন বৈ।
দেবাংশানাং কথং তেষাং সংশয়োঽয়ং মহান্ হি মে ॥ ৪১ ॥
সদাচারৈস্তু কৌন্তেয়ৈর্ভীষ্মদ্রোণাদয়ো হতাঃ।
ছলেন ধনলোভার্থং জানানৈর্নশ্বরং জগৎ ॥ ৪২ ॥
প্রেরিতা বাসুদেবেন পাপে ঘোরে মহাত্মনা।
কুলং ক্ষয়িতবন্তস্তে হরিণা পরমাত্মনা ॥ ৪৩ ॥
বরং ভিক্ষাটনং সাধোর্নীবারৈর্জীবনং বরম্।
যোধান্ হত্বা লোভেন শিল্পেন জীবনং বরম্ ॥ ৪৪ ॥
বিচ্ছিন্নস্তু ত্বয়া বংশো রক্ষিতো মুনিসত্তম!।
সমুৎপাদ্য সুতানাশু গোলকাংস্ত্রনাশনান্* ॥ ৪৫ ॥

মম পূর্ব্বজাঃ পূর্ব্বজন্মকৃতপাপেন দুঃখং প্রাপ্তা ইতি বক্তব্যং তদপি ন সম্ভবতি। দেবাংশানাং তেষাং পূর্ব্বজন্মাভাবাদ্ দেবানাঞ্চ পরমেশ্বরাধিকারিপুরুষত্বাৎ পাপসম্ভাবনাভাবস্তথা চ দেবাংশানাং তেষাং কথং দুঃখসম্ভব ইত্যয়ং সংশয়ো মে বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

কিঞ্চ সদাচারৈস্থিতি। নশ্বরং মিথ্যাজগজ্জানানৈর্জ্ঞানবদ্ভিঃ সদাচারৈঃ কথং হতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

কিঞ্চ প্রেরিতা ইতি। বাসুদেবেনেশ্বরেণ কথং পাপে প্রেরিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

লোভেন যোধান্ হত্বা ন বিনাশ্য ভিক্ষাটনাদিনা জীবনং বরম্। ন তু লোভেন যোধান্ হত্বা রাজ্যভোগো বর ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

কিঞ্চ বিচ্ছিন্নস্থিতি ॥ ৪৫ ॥

ভোগ করিয়াছিলেন তাহা আপনি আমার নিকট বর্ণন করুন ॥ ৪০ ॥ যদি বলেন তাঁহারা পূর্ব্বজন্মকৃতকর্ম্মবশে অতি মহত্তর দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সম্ভব হইতে পারে না; কারণ, তাঁহারা দেবাংশ, অতএব তাঁহাদের এরূপ দুঃখভোগ কিজন্য ঘটিয়াছিল, এতদ্বিষয়ে আমার মহৎ সংশয় রহিয়াছে ॥ ৪১ ॥ কুন্তীপুত্রগণ সদাচার সম্পন্ন হইয়া এবং এই জগতের নশ্বরতা জানিয়াও ধনলোভে কি নিমিত্ত ছলপূর্ব্বক ভীষ্মদ্রোণাদির বধ সাধন করিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥ তাঁহারা, পরমাত্মস্বরূপ মহাত্মা বাসুদেব হরি কর্ত্তৃক ঘোরতর পাপকার্য্যে প্রেরিত হইয়া আপনাদের কুলক্ষয় করিয়াছিলেন ইহাও আমার নিকট অতিশয় আশ্চর্য্য বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে ॥৪৩॥ হে সাধো! বরং ভিক্ষাটনও ভাল, বরং নীবার কণিকায় প্রাণ ধারণও ভাল, বরং শিল্পকর্ম্ম দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করাও ভাল তথাপি লোভবশে অন্যায় যুদ্ধে যোধগণের বধ সাধন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে ॥ ৪৪ ॥ হে মুনিসত্তম! আপনিই, অতুল পরাক্রমী গোলক পুত্র সকল † উৎপন্ন করিয়া এই বিচ্ছিন্ন বংশের রক্ষা

---

* মাতৃশাসনাৎ। ইতি বা পাঠঃ।

† পতি, মৃত হইলে সেই নারীর গর্ভে অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্রের নাম গোলক।

সোঽল্পেনৈব তু কালেন বিরাটতনয়াসুতঃ ।
তাপসস্য গলে সর্পং ন্যস্তবান্ কথমদ্ভুতম্ ॥ ৪৬ ॥
ন কোঽপি ব্রাহ্মণং দ্বেষ্টি ক্ষত্রিয়স্য কুলোদ্ভবঃ ।
তাপসং মৌনসংযুক্তং পিত্রা কিং তৎ কৃতং মুনে ! ॥ ৪৭ ॥
এতৈরন্যৈশ্চ সন্দেহৈর্বিকলং মে মনোঽধুনা ।
স্থিরং কুরু পিতঃ ! সাধো ! সর্ব্বজ্ঞোঽসি দয়ানিধে ! ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে জনমেজয়স্য সন্দেহকথনপুরঃসরং কৃষ্ণাবতারপ্রশ্নকথনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

ত্বাদৃশমহানুভাবাদুৎপন্নে বংশে জায়মানঃ সঃ বিরাটতনয়া উত্তরা তস্যাঃ সুতঃ পরিক্ষিৎ তাপসস্য গলে সর্পং কথং ন্যস্তবানিত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

করিয়াছিলেন ॥৪৫॥ আর সেই সংকুলসম্ভূত উত্তরাত্মজ মহানুভব পিতৃদেব, অকস্মাৎ কিজন্য তাপস ব্রাহ্মণের গলদেশে, মৃতসর্প বিন্যস্ত করিয়াছিলেন ? এই বিষয় আমার মহৎ আশ্চর্য্য বলিয়াই বোধ হইতেছে ॥ ৪৬ ॥ ক্ষত্রকুলোদ্ভব কোনও ব্যক্তি ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন না ; পিতৃদেব কি মৌনব্রতধারী তাপসের প্রতি সেইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন ? আপনি কি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন ? ॥ ৪৭ ॥ মুনিবর ! এই সকল এবং অন্যান্য বহুতর সন্দেহজালে জড়িত হইয়া আমার মন এক্ষণে অত্যন্ত বিকল ও ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, হে দয়ানিধে ! সাধো আপনি সর্ব্বজ্ঞ ; আপনি কৃপা করিয়া আমার এই চঞ্চল মানসের স্থিরতা সম্পাদন করুন ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে জনমেজয়ের প্রশ্ন নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এবং পৃষ্টঃ পুরাণজ্ঞো ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
পরিক্ষিতসুতং শান্তং ততো বৈ জনমেজয়ম্।
উবাচ সংশয়চ্ছেত্তৃ বাক্যং বাক্যবিশারদঃ॥ ১॥

ব্যাস উবাচ।

রাজন্! কিমেতদ্বক্তব্যং কর্ম্মণাং গহনা গতিঃ।
দুর্জ্ঞেয়া কিল দেবানাং মানবানাঞ্চ কা কথা॥ ২॥
যদা সমুত্থিতং চৈতদ্ব্রহ্মাণ্ডং ত্রিগুণাত্মকম্।
কর্ম্মণৈব সমুৎপত্তিঃ সর্ব্বেষাং নাত্র সংশয়ঃ॥ ৩॥
অনাদিনিধনা জীবাঃ কর্ম্মবীজসমুদ্ভবাঃ।
নানাযোনিষু জায়ন্তে ম্রিয়ন্তে চ পুনঃপুনঃ॥ ৪॥

ষষ্টিশ্লোকৈর্ব্বিচিত্রস্য প্রপঞ্চস্য চ কারণম্।
দেবাদীনাঞ্চ সর্ব্বেষাং কর্ম্মৈবেত্যেতদুচ্যতে॥

ইত্থং জনমেজয়েনানেকবিধান্ কৃতান্ প্রশ্নান্ শ্রুত্বা তেষাং সর্ব্বেষাং প্রশ্নানাং সমাধানং প্রপঞ্চস্য দেবাদীনাঞ্চ কর্ম্মাধীনত্বমিতি ব্যাস উবাচেতি শৌনকাদীন্ প্রতি সূত আহ এবং পৃষ্টঃ পুরাণজ্ঞ ইতি॥ ১॥

কিমুবাচ তদাহ রাজন্! কিমিতি। এতত্ত্বয়া পৃষ্টং কিং বক্তব্যং যতো দেবানামপি কর্ম্মণাং গহনা কষ্টা গতির্দুর্জ্ঞেয়া ভবতি। যদা দেবাদীনামপি কর্ম্মণৈবং গতিস্তদা মানবানাং কা কথা। তস্মাৎ কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ॥ ২॥

কর্ম্মাধীনত্বমেব সর্ব্বেষামাহ যদেতি। অত্র তদেতি শেষঃ॥ ৩॥

কর্ম্মবীজসমুদ্ভবাঃ কর্ম্মরূপকারণজন্যাঃ॥ ৪॥

সূত কহিলেন, অনন্তর সত্যবতীতনয় পুরাণবিদ্ বাক্যবিশারদ ব্যাসদেব, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পরীক্ষিৎপুত্র প্রশান্তচেতা জনমেজয়কে সংশয়চ্ছেদি বাক্য সকল বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১॥ রাজন্! এ বিষয়ে অধিক বক্তব্য আর কি আছে? আপনি জানিবেন এই সংসারে কর্ম্মের গতি সহজেই বোধগম্য হয় না; ইহার বিচিত্র গতি দেবতারাও হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহেন, মনুষ্যদিগের পক্ষে আর কি বলিব॥ ২॥ যখন এই ত্রিগুণাত্মক জগৎ উৎপন্ন হয়, তখন কর্ম্মের দ্বারাই সকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই॥ ৩॥ কর্ম্মরূপ বীজ হইতে উৎপন্ন জীব

কর্ম্মণা রহিতো দেহসংযোগো ন কদাচন ॥ ৫ ॥
শুভাশুভৈস্তথা মিশ্রৈঃ কর্ম্মভির্ব্বেষ্টিতং ত্বিদম্।
ত্রিবিধানি হি তান্যাহুর্বুধাস্তত্ত্ববিদশ্চ যে ॥ ৬ ॥
সঞ্চিতানি ভবিষ্যাণি প্রারব্ধানি তথা পুনঃ।
বর্ত্তমানানি দেহেঽস্মিংস্ত্রৈবিধ্যং কর্ম্মণাং কিল ॥ ৭ ॥
ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সর্ব্বেষাং তদ্বশত্বং নরাধিপ!।
সুখদুঃখজরামৃত্যুহর্ষশোকাদয়স্তথা ॥ ৮ ॥
কামক্রোধৌ চ লোভশ্চ সর্ব্বে দেহগতা গুণাঃ।
দৈবাধীনাশ্চ সর্ব্বেষাং প্রভবন্তি নরাধিপ! ॥ ৯ ॥

দেহসংযোগোঽয়ং ত্রিবিধকর্ম্মরহিতঃ কদাপি ন তিষ্ঠতি ॥ ৫ ॥

তত্র কর্ম্মাণি ত্রিবিধানি সন্তীত্যাহ শুভাশুভৈরিতি। শুভানি সাত্ত্বিকানি। অশুভানি তামসানি। মিশ্রাণি রাজসানি। তেষাং স্বরূপঞ্চ তৃতীয়স্কন্ধে সত্ত্বাদিগুণনিরূপণপ্রকরণে স্পষ্টীকৃতম্ ॥ ৬ ॥

তানি চ প্রত্যেকং ত্রিবিধানীত্যাহ সঞ্চিতানীতি এবং কর্ম্মণাং ত্রৈবিধ্যং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

যদ্যপি ব্রহ্মাদয় ঈশ্বরাঃ সন্তি তথাপি তে কর্ম্মণৈবেশ্বরা জাতা ইতি কর্ম্মবশ্যত্বং তেষামস্ত্যেবেত্যাহ ব্রহ্মাদীনামিতি। পূর্ব্বজন্মনি কশ্চিদ্বিদ্যমানো জীবঃ কর্ম্মোপাসনাতিশয়েন হিরণ্যগর্ভো ভবতি। সো বিভেৎ স নৈব রেমে ইতি বৃহদারণ্যকশ্রুতেঃ। কর্ম্মভির্বদ্ধ এবং স পূর্ব্বজন্মকৃতশ্রবণাদিসাধনসংস্কারবশাদেব হিরণ্যগর্ভজন্মনি জ্ঞানবাংশ্চ ভবতীত্যেতদপি বৃহদারণ্যক এবোক্তম্। কর্ম্মাধীনস্য তস্য হিরণ্যগর্ভস্যৈবাবতারা এতে ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ ইতি। হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ইত্যাদিশ্রুত্যোক্তম্। তথাচ কর্ম্মাধীনহিরণ্যগর্ভাংশত্বাদ্ব্রহ্মাদীনামপি কর্ম্মাধীনত্বং ভবত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

দৈবাধীনাঃ কর্ম্মাধীনা ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

সকলের আদি ও অন্ত নাই, ইহারা ঐ কর্ম্ম-বীজ দ্বারাই নানাবিধ যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ও পুনঃ পুনঃ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কারণ, কর্ম্মক্ষয় হইলে জীবকে কদাচই আর দেহের সহিত সংযুক্ত হইতে হয় না ॥ ৪—৫ ॥ জীবগণের কর্ম্ম শুভ, অশুভ ও মিশ্র, তন্মধ্যে সাত্ত্বিক কর্ম্ম শুভ, তামস কর্ম্ম অশুভ এবং রাজসিক কর্ম্ম মিশ্রিত, তত্ত্বদর্শি পণ্ডিতগণ জীবের কর্ম্ম এই তিন প্রকার বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ৬ ॥ উক্ত তিন প্রকার কর্ম্মের প্রত্যেকই আবার সঞ্চিত, ভবিষ্য ও প্রারব্ধভেদে তিন প্রকারে বিভক্ত; এই তিন প্রকার কর্ম্ম জীবদেহে নিয়তই বিদ্যমান থাকে ॥ ৭ ॥ হে নৃপতে! ব্রহ্মাদি সকলেই সেই কর্ম্মের বশীভূত। আর সুখ, দুঃখ, জরা, মৃত্যু, হর্ষ, শোকাদি এবং কাম, ক্রোধ ও লোভাদি দেহগত গুণ সকল কর্ম্মজনিত অদৃষ্টের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাদুর্ভূত হয় ॥ ৮—৯ ॥ অতএব রাগ দ্বেষাদি শারীরিক ধর্ম্ম সকল সমভাবেই

রাগদ্বেষাদয়ো ভাবাঃ সর্ব্বেঽপি প্রভবন্তি হি।
দেবানাং মানবানাঞ্চ তিরশ্চাঞ্চ তথা পুনঃ ॥ ১০ ॥
বিকারাঃ সর্ব্ব এবৈতে দেহেন সহ সঙ্গতাঃ।
পূর্ব্ববৈরানুযোগেন স্নেহযোগেন বা পুনঃ ॥ ১১ ॥
উৎপত্তিঃ সর্ব্বজন্তূনাং বিনা কর্ম্ম ন বিদ্যতে।
কর্ম্মণা ভ্রমতে সূর্য্যঃ শশাঙ্কঃ ক্ষয়রোগবান্ ॥ ১২ ॥
কপালী চ তথা রুদ্রঃ কর্ম্মণৈব ন সংশয়ঃ।
অনাদিনিধনঞ্চৈতৎ কারণং কর্ম্মসম্ভবে ॥ ১৩ ॥
তেনেহ শাশ্বতং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
নিত্যানিত্যবিচারেঽত্র নিমগ্না মুনয়ঃ সদা ॥ ১৪ ॥
ন জানন্তি কিমেতদ্বৈ নিত্যং বানিত্যমেব চ।
মায়ায়াং বিদ্যমানায়াং জগন্নিত্যং প্রতীয়তে ॥ ১৫ ॥

দেবানাং মানবানাঞ্চ তিরশ্চাং সর্ব্বেষামপি কর্ম্মাধীনত্বস্য তুল্যত্বাদিত্যাহ দেবানামিতি ॥ ১০ ॥

পূর্ব্ববৈরানুযোগেনেত্যর্দ্ধং পূর্ব্বান্বয়ি ॥ ১১ ॥

কর্ম্মাধীনত্বং নিগময়তি উৎপত্তিরিতি ॥ ১২ ॥

নন্থ কস্মাদেতাদৃশং দুর্ঘটং কর্ম্মোৎপন্নমিতি চেত্তত্রাহ অনাদিতি। বীজাঙ্কুরবদেতস্যানাদিত্বাদনাদিত্বম্। অনিধনত্বন্তু মোক্ষপর্য্যন্তাবস্থানাৎ। তদেতাদৃশকর্ম্মসম্ভবে সর্ব্বস্যোৎপত্তৌ কারণং ভবতীত্যর্থঃ। তেন কারণেন সর্ব্বং জগচ্ছাশ্বতং প্রবাহরূপেণ নিত্যং ভবতীত্যর্থঃ। তথাচ কৈবল্যশ্রুতিঃ। পুনশ্চ জন্মান্তরকর্ম্মযোগাৎ স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধ ইতি। কর্ম্মণ এব কারণত্বং দর্শয়তি। তথাচ নৈতাদৃশং কর্ম্ম কস্মাদপ্যুৎপন্নং ভবিতুমিত্যর্থঃ। অতএবাহুঃ ষড়স্মাকমনাদয় ইতি ॥ ১৩ ॥

ইত্থং কর্ম্মসদ্ভাবে আগমং প্রদর্শ্যার্থাপত্তিমপ্যাহ নিত্যানিত্যেতি। ইদং জগন্নিত্যং প্রলয়রহিতমাহোস্বিদনিত্যং প্রলয়সহিতং ভবতি ইতিবিচারে সদা মুনয়ো নিমগ্নাঃ ॥ ১৪ ॥

প্রভুত্ব করিয়া থাকে। দেব মানব ও তির্য্যগ্জাতির পূর্ব্ব বৈরানুযোগ জন্য ক্রোধ ঈর্ষা দ্বেষাদি এবং স্নেহযোগ জন্য দয়া দাক্ষিণ্যাদি সকলপ্রকার বিকারই দেহের সহিত কর্ম্মসূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ॥ ১০—১১ ॥ রাজন্! কর্ম্ম ব্যতিরেকে কোন জীবেরই উৎপত্তি হইতে পারে না। কর্ম্ম দ্বারাই সূর্য্যদেব, গগনমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, কর্ম্ম দ্বারাই নিশাকর, রাজযক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং রুদ্রদেব কর্ম্ম দ্বারাই কপাল মালা ধারণ করিয়াছেন। অতএব, এই কর্ম্মের আদিও নাই এবং মোক্ষের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত বিনাশও নাই, এই কর্ম্মকেই জগতের উৎপত্তি বিষয়ে একমাত্র কারণ বলিয়া জানিবে ॥১২-১৩॥ এই জন্যই স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই অখিল জগৎ নিত্য, কিন্তু মুনিগণ, ইহার

কার্য্যাভাবঃ কথং বাচ্যঃ কারণে সতি সর্ব্বথা ।
মায়া নিত্যা কারণঞ্চ সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা কিল ॥ ১৬ ॥
কর্ম্মবীজং ততো নিত্যং চিন্তনীয়ং সদা বুধৈঃ ।
ভ্রমত্যেব জগৎ সর্ব্বং রাজন্ ! কর্ম্মনিয়ন্ত্রিতম্ ॥ ১৭ ॥
নানাযোনিষু রাজেন্দ্র ! নানাধর্ম্মময়েষু চ ।
ইচ্ছয়া চ ভবেজ্জন্ম বিষ্ণোরমিততেজসঃ ॥ ১৮ ॥
যুগেযুগেষনেকাস্থ নীচযোনিষু তৎকথম্ ।
ত্যক্ত্বা বৈকুণ্ঠসংবাসং সুখভোগাননেকশঃ ।
বিন্মূত্রমন্দিরে বাসং স্বতন্ত্রঃ কোঽভিবাঞ্ছতি ॥ ১৯ ॥

কুতো নিমগ্নাস্তত্রাহ ন জানন্তীতি। যতো নিত্যং বানিত্যং বেত্তি ন জানন্তি অতো নিমগ্না ইত্যর্থঃ। নমু জগন্নশ্বরং ভাতি ততো নিত্যকোটিঃ কথমুত্থিতেতি চেদনুমিত্যোত্যাহ মায়ায়ামিতি। কারণস্থ নিত্যত্বে কার্য্যমপি সদৈব স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

তদেবাহ কার্য্যাভাব ইতি অতো হেতোর্নিত্যত্বকোটিঃ সমুত্থিতেত্যর্থঃ। নমু মায়ৈবা-নিত্যা স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ মায়া নিত্যেতি। মোক্ষপর্য্যন্তং নিত্যেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

তর্হি প্রত্যক্ষোপলভ্যমানস্য জগতো নশ্বরত্বস্য কা গতিরিতি চেত্তদন্যথাঽনুপপত্ত্যা কর্ম্ম-রূপবীজস্য সহকারিকারণস্যানিত্যত্বং কল্পনীয়মিত্যাহ কর্ম্মবীজমতোঽনিত্যমিতি। অনিত্যং কর্ম্মবীজং সহকারিকারণং বুদ্ধৌ চিন্তনীয়মিত্যর্থঃ। তস্মাজ্জগত উৎপত্তিপ্রলয়াস্যথানুপপ-ত্ত্যাপি কর্ম্মসদ্ভাবঃ সিদ্ধ ইতি ভাবঃ। তস্মিংশ্চানিত্যে কর্ম্মণি স্বীকৃতে যদা প্রারব্ধং কর্ম্মো-ত্তিষ্ঠতি তদা মায়া বিসৃজতি যদা প্রারব্ধং সর্ব্বপ্রাণিনাং নশ্যতি তদা কারণভূতায়া মায়ায়া নিত্যত্বেঽপি সহকারিকারণস্য কর্ম্মণোঽভাবাজ্জগতঃ প্রলয়ো ভবতীতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্ ॥১৭॥

যদি কর্ম্মনিয়ন্ত্রিতং জগন্ন স্যাত্তদেশ্বরাণাং কথমেতাদৃশী গতির্ভবেদিত্যাহ নানাযোনি-ষ্বিতি। ইচ্ছয়া যদি নানাযোনিষু অধর্ম্মময়েষু দেশেষু জন্ম ন স্যাত্তদা দেবাদীনাং কর্ম্মনিয়-ন্ত্রিতত্বং ন স্যান্ন চেচ্ছয়া কশ্চন দুঃখেষু পততি তস্মাদ্দেবাদীনামপি কর্ম্মনিয়ন্ত্রিতত্বমেবেতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

নিত্যানিত্য বিচারে সর্ব্বদা নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন ॥ ১৪ ॥ এই জগৎ নিত্য কি অনিত্য তাহা তাঁহারা বিশেষরূপে জানিতে পারেন না, যেখানে মায়া বিদ্যমান সেখানে জগৎ নিত্য বলিয়াই প্রতীত হয়; কারণ, যেখানে কারণ সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান, সেখানে কার্য্যাভাব কিরূপে বলা যাইতে পারে। মায়া নিত্য ও সর্ব্বদাই সকলের কারণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ১৫-১৬ ॥ অতএব রাজন্ ! বুধগণ, কর্ম্মবীজ নিত্য বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। হে নৃপ ! এই অখিল জগৎ কর্ম্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াই নিরন্তরই পরি-বর্ত্তিত হইতেছে ॥১৭॥ রাজেন্দ্র ! এই জগৎ অমিততেজা বিষ্ণুর ইচ্ছা দ্বারা নানাবিধ ধর্ম্মময় নানা যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতেছে ॥ ১৮ ॥ নৃপতে ! যদি অমিতপরাক্রমশালী বিষ্ণুর জন্ম ইচ্ছাক্রমেই হইয়া থাকে তবে কি জন্য তিনি অধর্ম্মময় নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? কি জন্যই বা ভগবান্ বিষ্ণু যুগে যুগে অনেকানেক নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন?

পুষ্পাবচয়লীলা চ জলকেলিঃ সুখাসনম্।
ত্যক্ত্বা গর্ভগৃহে বাসং কোঽভিবাঞ্ছতি বুদ্ধিমান্॥ ২০ ॥
তূলিকাং মৃদুসংযুক্তাং দিব্যাং শয্যাং বিনির্ম্মিতাম্।
ত্যক্ত্বাঽধোমুখবাসঞ্চ কোঽভিবাঞ্ছতি পণ্ডিতঃ॥ ২১ ॥
গীতং নৃত্যঞ্চ বাদ্যঞ্চ নানাভাবসমন্বিতম্।
মুক্ত্বা কো নরকে বাসং মনসাপি বিচিন্তয়েৎ॥ ২২ ॥
সিন্ধুজাদ্ভুতভাবানাং রসং ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজম্।
বিণ্মূত্ররসপানঞ্চ ক ইচ্ছেন্মতিমান্নরঃ॥ ২৩ ॥
গর্ভবাসাৎ পরো নাস্তি নরকো ভুবনত্রয়ে।
তদ্ভীতাশ্চ প্রকুর্ব্বন্তি মুনয়ো দুস্তরং তপঃ॥ ২৪ ॥
হিত্বা ভোগঞ্চ রাজ্যঞ্চ বনে যান্তি মনস্বিনঃ।
যদ্ভীতাস্তু বিমূঢ়াত্মা কস্তং সেবিতুমিচ্ছতি॥ ২৫ ॥
গর্ভে তুদন্তি কৃময়ো জঠরাগ্নিস্তপত্যধঃ।
বপাসংবেষ্টনং ক্রূরং কিং সুখং তত্র ভূপতে!॥ ২৬ ॥

ইচ্ছয়া:দেবাদীনাং নানাজন্মভোক্তৃত্বমিতি বক্তারমুপহসতি। যুগেযুগেষ্বিতি॥ ১৯—২১॥
অধোমুখবাসং বাল্যাবস্থায়াং গর্ভে বা॥ ২৫॥
যদ্ভীতাস্বিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ॥ ২৬॥

কোন্ স্বতন্ত্র ব্যক্তি বৈকুণ্ঠবাস এবং বিবিধ সুখসম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ঠা মূত্র পরিপূরিত মন্দির মধ্যে বাস করিতে বাসনা করিয়া থাকে?॥ ১৯॥ কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পুষ্পচয়ন, লীলাবিলাস, জলকেলি ও সুখাসন বিসর্জ্জন দিয়া গর্ভ গৃহে বাস করিতে অভিলাষ করিয়া থাকে॥ ২০॥ তুলিকাপূর্ণ, সুকোমল মনোরম দিব্য শয্যা পরিত্যাগ করিয়া কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি অধোমুখে গর্ভবাস করিতে অভিলাষী হয়?॥ ২১॥ হে নরেন্দ্র! নানাবিধ হাবভাব-পরিপূর্ণ নৃত্য গীত ও বাদ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন্ ব্যক্তি নরকে বাস করিতে মনে মনেও চিন্তা করিতে পারে?॥ ২২॥ রাজেন্দ্র! ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মীর অনুপম মনোরম অদ্ভুত ভাবের দুস্ত্যজ্য মোহনরস পরিবর্জ্জন পুরঃসর বিষ্ঠামূত্রের রসপান করিতে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে॥ ২৩॥ হে জনমেজয়! এই ভবনত্রয়ে গর্ভবাসের তুল্য নরক আর কিছুই নাই, ইহারই ভয়ে ভীত হইয়া মুনিগণ, দুশ্চর তপস্যা করিয়া থাকেন॥ ২৪॥ মনীষিগণ, যাহার ভয়ে ভীত হইয়া রাজ্য ও বিষয় সম্ভোগ পরিহার পূর্ব্বক বনগমন করেন, এমন মূঢ় ব্যক্তি কে আছে যে, সেই নরকের সেবা করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা পূর্ব্বক কামনা করিয়া থাকে॥ ২৫॥ দেখ, গর্ভবাসকালে ক্রিমিগণ দংশন করিতে এবং জঠরাগ্নি অধোভাগে তাপ দান করিতে থাকে, তাহাতে আবার গর্ভবেষ্টন মাংস দ্বারা নিয়তই নির্দ্দয়রূপে বদ্ধ

বরং কারাগৃহে বাসো বন্ধনং নিগড়ৈর্ব্বরম্।
অল্পমাত্রং ক্ষণং নৈব গর্ভবাসঃ কচিচ্ছুভঃ ॥ ২৭ ॥
গর্ভবাসে মহদ্দুখং দশমাসনিবাসনম্।
তথা নিঃসরণে দুঃখং যোনিযন্ত্রেঽতিদারুণে ॥ ২৮ ॥
বালভাবে তথা দুঃখং মূকাজ্ঞভাবসংযুতম্।
ক্ষুত্তৃষ্ণাবেদনাশক্তঃ পরতন্ত্রোঽতিকাতরঃ ॥ ২৯ ॥
ক্ষুধিতে রুদিতে বালে মাতা চিন্তাতুরা তদা।
ভেষজং পাতুমিচ্ছন্তী জ্ঞাত্বা ব্যাধিব্যথাং দৃঢ়াম্ ॥ ৩০ ॥
নানাবিধানি দুঃখানি বালভাবে ভবন্তি বৈ।
কিং সুখং বিবুধা দৃষ্ট্বা জন্ম বাঞ্ছন্তি চেচ্ছয়া ॥ ৩১ ॥
সংগ্রামমমরৈঃ সার্দ্ধং সুখং ত্যক্ত্বা নিরন্তরম্।
কর্ত্তুমিচ্ছেচ্চ কো মূঢ়ঃ শ্রমদং সুখনাশনম্ ॥ ৩২ ॥
সর্ব্বথৈব নৃপশ্রেষ্ঠ! সর্ব্বে ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ।
কৃতকর্ম্মবিপাকেন প্রাপ্নুবন্তি সুখাসুখে ॥ ৩৩ ॥
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।
দেহবদ্ভির্নৃভির্দেবৈস্তির্য্যগ্‌ভিশ্চ নৃপোত্তম! ॥ ৩৪ ॥

গর্ভবেষ্টনমাংসং বপা ॥ ২৭—৩৭ ॥

হইয়া থাকিতে হয়। রাজেন্দ্র! তাহাতে কিছুই ত সুখ দৃষ্ট হয় না॥ ২৬ ॥ কারাগৃহে নিবাস, ও নিগড় দ্বারা বন্ধনও বরং ভাল, তথাপি অল্পক্ষণমাত্রও গর্ভবাস শুভকর নহে॥২৭॥ প্রথমত দশমাস গর্ভবাসে এবং তৎপরে নিদারুণ যোনিযন্ত্র দিয়া নির্গমনকালেও জীবকে মহৎ দুঃখ অনুভব করিতে হয়॥ ২৮॥ বাল্যাবস্থায় বাক্যনিস্ফুরণের অভাব ও অজ্ঞানতা নিবন্ধন ক্ষুধা তৃষ্ণা জানাইতে অশক্ত, সুতরাং পরাধীন ও অতিশয় কাতর হইয়া জীবগণ দুঃখ প্রাপ্ত হয়॥২৯॥ আবার, বালক ক্ষুধিত হইয়া রোদন করিলে তৎশ্রবণে মাতা ও চিন্তাতুর হইয়া থাকেন। তখন তিনি বালকের ব্যাধির যাতনা অধিকতর জানিয়া ঔষধ পান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন॥ ৩০ ॥ এইরূপে বাল্যাবস্থাতেও নানাবিধ দুঃখ সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব দেবগণ কি সুখ দেখিয়া এই ঘোরতর দুঃখসঙ্কুল সংসারে স্বেচ্ছাক্রমে জন্মগ্রহণ করিতে বাঞ্ছা করিবেন॥ ৩১ ॥ হে নৃপ! নিরন্তর সন্তোষ সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন্ মূঢ় ব্যক্তি, অমরগণের সহিত শ্রমদায়ক ও সুখনাশক সংগ্রাম করিতে ইচ্ছা করেন।॥ ৩২ ॥ নৃপেন্দ্র! ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সকলেই কৃতকর্ম্মের বিপাক হেতু সর্ব্বতোভাবে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন॥ ৩৩॥ নৃপোত্তম! কি অমর কি নর কি তির্য্যগ্‌জাতি যে

তপসা দানযজ্ঞৈশ্চ মানবশ্চেন্দ্রতাং ব্রজেৎ।
ক্ষীণে পুণ্যেঽথ শক্রোঽপি পতত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
রামাবতারযোগেন দেবা বানরতাং গতাঃ।
তথা কৃষ্ণসহায়ার্থং গোপযাদবতাং গতাঃ ॥ ৩৬ ॥
এবং যুগে যুগে বিষ্ণুরবতারানেকশঃ।
করোতি ধর্ম্মরক্ষার্থং ব্রহ্মণা প্রেরিতো ভৃশম্ ॥ ৩৭ ॥
পুনঃপুনর্হরেরেবং নানাযোনিষু পার্থিব !।
অবতারা ভবন্ত্যন্যে রথচক্রবদদ্ভুতাঃ ॥ ৩৮ ॥
দৈত্যানাং হননং কর্ম্ম কর্ত্তব্যং হরিণা স্বয়ম্।
অংশাংশেন পৃথিব্যাং বৈ কৃত্বা জন্ম মহাত্মনা ॥ ৩৯ ॥
তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি কৃষ্ণজন্মকথাং শুভাম্।
স এব ভগবান্বিষ্ণুরবতীর্ণো যদোঃ কুলে ॥ ৪০ ॥
কশ্যপস্য মুনেরংশো বসুদেবঃ প্রতাপবান্।
গোবৃত্তিরভবদ্রাজন্ ! পূর্ব্বশাপানুভাবতঃ ॥ ৪১ ॥

রথচক্রবৎ পরিবর্ত্তনমিত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৪০ ॥
ইত্থং সর্ব্বপ্রপঞ্চস্য সামান্যতঃ কর্ম্মজন্যত্বমুপপাদিতম্। অয়ং ভাবঃ সচ্চিদানন্দরূপিণ্যা ভগবত্যা নিত্যতৃপ্তায়া জগৎকল্পনেন কিঞ্চিৎ ফলমস্তি। কিন্তু নানাকর্ম্মভির্ব্বদ্ধাঃ প্রাণিনো জগৎসর্জ্জনাভাবে বিষয়াভাবাদ্ভোগাসম্ভবে ন তথৈব বদ্ধাঃ স্যুরিতি তেষাং ভোগেন কর্ম্মক্ষয়ার্থং স্বপ্রয়োজনাভাবেঽপি কেবলং প্রাণিদয়ামবলম্ব্যৈব ভগবত্যা জগৎসর্জ্জনে প্রবৃত্তিঃ।

কোনও দেহধারী মাত্রকেই আপন আপন কৃতকর্ম্মের শুভাশুভ ফলভোগ অবশ্যই করিতে হইবে তাহাতে কিছুমাত্রই সন্দেহ নাই ॥ ৩৪ ॥ হে পার্থিব ! মনুষ্য তপস্যা দান ও যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু পুণ্য ক্ষীণ হইলে, ইন্দ্রও স্বস্থান হইতে নিপতিত হইয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥ দেখ, রামাবতার সময়ে দেবগণ, তাঁহার সাহায্য করিবার নিমিত্ত বানর হইয়া এবং কৃষ্ণাবতারে গোপ ও যাদব হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥ এইরূপে যুগে যুগে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু, ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত অনেকবার অবনিমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥ হে পৃথিবীন্দ্র ! এইরূপে ভগবান্ হরি রথচক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া নানাযোনিতে বহুবার অদ্ভুতরূপে পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥ অমেয়াত্মা হরি স্বয়ং অংশাংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্যসংহাররূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মসম্পাদন করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥ অতএব আমি আপনাকে সেই কল্যাণদায়িনী কৃষ্ণকথাই বলিব। সেই ভগবান্ বিষ্ণুই যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥ রাজন্ ! কশ্যপমুনির অংশোৎপন্ন প্রভাবসম্পন্ন বসুদেব পূর্ব্বশাপ হেতু জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক

কশ্যপস্য চ দ্বে পত্ন্যৌ শাপাদত্র মহীতলে ।
অদিতিঃ সুরসা চৈবমাসতুঃ পৃথিবীপতে ! ॥ ৪২ ॥
দেবকী রোহিণী চোভে ভগিন্যৌ ভরতর্ষভ ! ।
বরুণেন মহাঞ্ছাপো দত্তঃ কোপাদিতি শ্রুতম্ ॥ ৪৩ ॥

রাজোবাচ ।

কিং কৃতং কশ্যপেনাগো যেন শপ্তো মহানৃষিঃ ।
সভার্য্যঃ স কথং জাতস্তদ্বদস্ব মহামতে ! ॥ ৪৪ ॥
কথঞ্চ ভগবান্বিষ্ণুস্তত্র জাতোঽস্তি গোকুলে ।
বাসী বৈকুণ্ঠনিলয়ে রমাপতিরখণ্ডিতঃ ॥ ৪৫ ॥
নিদেশাৎ কস্য ভগবান্ বর্ত্ততে প্রভুরব্যয়ঃ ।
নারায়ণঃ সুরশ্রেষ্ঠো যুগাদিঃ সর্ব্বধারকঃ ॥ ৪৬ ॥

তত্র যথা যথা যস্য কর্ম্ম বর্ত্ততে তথা তথা তস্য ফলং দেয়মিতি ন ভগবত্যা বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যদোষ-প্রসক্তিঃ। ন চ প্রপঞ্চে সতি কর্ম্মোদ্ভবস্তস্মিন্ সতি তন্নিমিত্তঃ প্রপঞ্চ ইত্যন্যোন্যাশ্রয়ো বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যদোষপ্রসক্তিশ্চ তদবস্থৈবেতি চেন্ন, বীজাঙ্কুরবৎ কর্ম্মণাঃ প্রপঞ্চস্য চানাদিত্বাৎ। যদাহুঃ ষড়স্মাকমনাদয় ইতি। অতএব বৃহদারণ্যকে পূর্ব্বজন্মনি কৃতকর্ম্মোপাসনস্য যজমানস্য হিরণ্যগর্ভপদপ্রাপ্তৌ সত্যাং কর্ম্মবদ্ধত্বাদেবেশ্বরস্যাপি হিরণ্যগর্ভস্য ভয়ারত্যাদিকং সো বিভেৎ স নৈব রেমে ইত্যাদিনোক্তম্। অনন্তরং চ সো বেদাহং ব্রহ্মাস্মি ইত্যনেন তত্ত্বজ্ঞানমপ্যুক্তম্। যদা হিরণ্যগর্ভস্যাপি কর্ম্মবদ্ধত্বং তদা তদবতারেষু হরিব্রহ্মাদিষু তদবতারাবতারেষু রাম-কৃষ্ণাদিষু কর্ম্মবদ্ধত্বে কা কথেতি। অধুনা শাপাদিবিশেষকর্ম্মবদ্ধত্বং চ বদন্ পূর্ব্বপ্রশ্নানা-মুত্তরমপ্যাহ কশ্যপস্য মুনেরংশ ইতি। গোবৃত্তিঃ পশুপালবৃত্তিঃ ॥ ৪১ ॥

কশ্যপস্য ঋষেঃ পত্ন্যাবদিতিঃ সুরসা চেত্যেবং নাম্না বভূবতুস্তে বরুণশাপাদ্দেবকীরোহিণীচ জাতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥

যেন শপ্ত ইতি। যেনাগসাপরাধেন সভার্য্যঃ স ঋষিঃ কথং শপ্তো জাত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

গোকুলে বৈকুণ্ঠাপেক্ষয়াঽতিনিকৃষ্টে ॥ ৪৫ ॥

পশু পালন বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন ॥ ৪১ ॥ নৃপবর ! কশ্যপ ঋষির দুই পত্নী অদিতি ও সুরসা অভিশাপ বশে দেবকী ও রোহিণী দুই ভগিনীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হে ভরতর্ষভ ! আমরা এরূপ শুনিয়াছি যে জলাধিপতি বরুণ কোন সময়ে কোপ-ভরে তাঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪২—৪৩ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মহামতে ! মহর্ষি কশ্যপ কি অপরাধ করিয়াছিলেন যদ্দ্বারা তিনি ভার্য্যার সহিত পশুজীবী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠবাসী অখণ্ডিতাত্মা বিষ্ণুই বা কি জন্য গোকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা আমাকে বলুন ॥ ৪৪—৪৫ ॥ যিনি, ভগবান্ ও নারায়ণ, যিনি সুরশ্রেষ্ঠ ও নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ, যিনি সর্ব্বাধার ও অব্যয় সেই সর্ব্বযুগাদি, বৈকুণ্ঠবাসী হৃষীকেশ কি নিমিত্ত আপন ভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক নর-

স কথং সদনং ত্যক্ত্বা কর্ম্মবানিব মানুষে।
করোতি জননং কস্মাদত্র মে সংশয়ো মহান্॥ ৪৭॥
প্রাপ্য মানুষদেহন্তু করোতি চ বিড়ম্বনম্।
ভাবান্নানাবিধাংস্তত্র মানুষে দুষ্টজন্মনি॥ ৪৮॥
কামঃ ক্রোধোঽমর্ষশোকৌ বৈরং প্রীতিশ্চ কর্হিচিৎ।
সুখং দুঃখং ভয়ং নৃণাং দৈন্যমার্জবমেব চ॥ ৪৯॥
দুষ্কৃতং সুকৃতং চৈব বচনং হননং তথা।
পোষণং চলনং তাপো বিমর্শশ্চ বিকত্থনম্॥ ৫০॥
লোভো দম্ভস্তথা মোহঃ কপটং শোচনং তথা।
এতে চান্যে তথা ভাবা মানুষ্যে সম্ভবন্তি হি॥ ৫১॥
স কথং ভগবান্ বিষ্ণুস্ত্যক্ত্বা সুখমনশ্বরম্।
করোতি মানুষং জন্ম ভাবৈরেতৈরভিদ্রুতম্॥ ৫২॥
কিং সুখং মানুষং প্রাপ্য ভুবি জন্ম মুনীশ্বর!।
কিংনিমিত্তং হরিঃ সাক্ষাদ্গর্ভবাসং করোতি বৈ॥ ৫৩॥
গর্ভদুঃখং জন্মদুঃখং বালভাবে তথা পুনঃ।
যৌবনে কামজং দুঃখং গার্হস্থ্যেঽতিমহত্তরম্॥ ৫৪॥
দুঃখান্যেতান্যবাপ্নোতি মানুষে দ্বিজসত্তম!।
কথং স ভগবান্ বিষ্ণুরবতারান্ পুনঃপুনঃ॥ ৫৫॥

কস্য নিদেশাদাজ্ঞয়ৈতাদৃশো বর্ত্ততে ভবতীত্যর্থঃ॥ ৪৬—৪৮॥
দুষ্টত্বমেবোপপাদয়তি কামঃ ক্রোধ ইতি॥ ৪৯॥

লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষের কর্ম্ম করিয়াছিলেন এ বিষয়ে আমার মহান্ সন্দেহ রহিয়াছে॥৪৬-৪৭॥ তিনি মানবদেহ ধারণ করিয়া নানাবিধ বিড়ম্বনা ভোগ এবং নানাবিধ দুষ্টভাব অনুভব করিয়াছিলেন॥ ৪৮॥ কারণ, মনুষ্য জন্মে কখন কাম, ক্রোধ, অমর্ষ, শোক ও বৈর; কখন প্রীতি, কখন সুখ, কখন দুঃখ, কখনও মানুষতাসুলভ দৈন্য, সুকৃত দুষ্কৃত, বচন ও হনন, পোষণ ও চলন, তাপ, বিমর্শ ও শ্লাঘা লোভ, দম্ভ ও মোহ, কাপট্য ও অনুশোচনা এই সকল ও অন্যান্য নানাপ্রকার ভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে॥৪৯-৫১॥ অতএব সেই ভগবান্ বিষ্ণু, নিত্য সুখ পরিহার করিয়া কি নিমিত্ত এই সকল দুষ্টভাব পরিপ্লুত মানুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন॥ ৫২॥ হে মুনিবর! ভূতলে মানুষজন্ম গ্রহণে এমন কি সুখ আছে যে, সেই সাক্ষাৎ হরিও যাহার নিমিত্ত গর্ভবাস স্বীকার করিয়াছিলেন?॥৫৩॥ হে মুনীন্দ্র! যে মনুষ্যজন্মে গর্ভবাসে, উৎপত্তিকালে, বালভাবে ও যৌবনেও দুঃখ এবং গার্হস্থ্য আচরণেত দুঃখের

প্রাপ্য রামাবতারং হি হরিণা ব্রহ্মযোনিনা ।
দুঃখং মহত্তরং প্রাপ্তং বনবাসেঽতিদারুণে ॥ ৫৬ ॥
সীতাবিরহজং দুঃখং সংগ্রামশ্চ পুনঃপুনঃ ।
কান্তাত্যাগোঽপ্যনেনৈবমনুভূতো মহাত্মনা ॥ ৫৭ ॥
তথা কৃষ্ণাবতারেঽপি জন্ম রক্ষাগৃহে পুনঃ ।
গোকুলে গমনং চৈব গবাং চারণমিত্যুত ॥ ৫৮ ॥
কংসস্য হননং কষ্টাদ্দ্বারকাগমনং পুনঃ ।
নানাসংসারদুঃখানি ভুক্তবান্ ভগবান্ কথম্ ॥ ৫৯ ॥
স্বেচ্ছয়া কঃ প্রতীক্ষেত মুক্তো দুঃখানি জ্ঞানবান্ ।
সংশয়ং ছিন্ধি সর্ব্বজ্ঞ ! মম চিত্তপ্রশান্তয়ে ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
কর্ম্ম ফল প্রাধান্য কথনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

বচনং বিশ্বাসভাষণম্ । বিমর্শো বিচারঃ । বিকত্থনং বল্গনম্ ॥ ৫০—৫৬ ॥
এবমিদং সর্ব্বমনুভূতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥
রক্ষাগৃহে কারাগৃহে ॥ ৫৮—৫৯ ॥
নহ্যেতৎ স্বেচ্ছয়া কশ্চিৎ করোতি কিন্ত্বজ্ঞাদীনতয়ৈবেত্যাহ স্বেচ্ছয়েতি ॥ ৬০ ॥

ইতিশ্রীদেবীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

সীমা নাই, হে দ্বিজসত্তম ! তবে সেই ভগবান্ বিষ্ণু কি জন্য পুনঃ পুনঃ মানুষ জন্মে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ? ॥ ৫৪-৫৫ ॥ দেখুন, সেই ব্রহ্মসম্ভব হরি, রামাবতার প্রাপ্ত হইয়া নিদারুণ বনবাসে অতি মহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । সেই মহাত্মা, জনকাত্মজার বিরহজনিত দুঃখ ; পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম, প্রিয়তমা কান্তার বিয়োগ প্রভৃতি মহত্তর দুঃখকর বিষয় সকল অনুভব করিয়াছিলেন ॥ ৫৬—৫৭ ॥ এইরূপে কৃষ্ণাবতারে, কারাগৃহে জন্ম, গোকুলে গমন ও গোচারণ, কংসনাশ, অতি কষ্টে দ্বারকায় গমন প্রভৃতি নানাবিধ সংসার দুঃখ কেন ভোগ করিয়াছিলেন ॥ ৫৮—৫৯ ॥ হে ভগবন্ ! আপনি সমস্তই অবগত আছেন ; অতএব বলুন, কোন জ্ঞানবান্ মুক্ত ব্যক্তি দুঃখ লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, আপনি আমার চিত্ত শান্তির নিমিত্ত এই মহান্ সংশয় ছিন্ন করিয়া আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করুন ॥ ৬০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-
বতের চতুর্থস্কন্ধে কর্ম্মফল-প্রাধান্যবর্ণন নামক দ্বিতীয়
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

কারণানি বহূন্যত্রাপ্যবতারে হরেঃ কিল।
সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেবানামংশাবতরণেষ্বপি ॥ ১ ॥
বসুদেবাবতারস্য কারণং শৃণু তত্ত্বতঃ।
দেবক্যাশ্চৈব রোহিণ্যা অবতারস্য কারণম্* ॥ ২ ॥
একদা কশ্যপঃ শ্রীমান্ যজ্ঞার্থং ধেনুমাহরৎ।
যাচিতোঽয়ং বহুবিধং ন দদৌ ধেনুমুত্তমাম্† ॥ ৩ ॥
বরুণস্তু ততো গত্বা ব্রহ্মাণং জগতঃ প্রভুম্।
প্রণম্যোবাচ দীনাত্মা স্বদুঃখং বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৪ ॥
কিং করোমি মহাভাগ! মত্তোঽসৌ ন দদাতি গাম্।
শাপো ময়া বিসৃষ্টোঽস্মৈ গোপালো ভব মানুষে ॥ ৫ ॥

সার্দ্ধপঞ্চাধিকৈঃ পঞ্চাশদ্ভিঃ পদ্যৈরনন্তরম্।
অদিতেঃ শাপকথনং বিস্তরাদিহ বর্ণ্যতে॥

দেবকী কেন শাপেন জাতেতি রাজ্ঞা পৃষ্টে ব্যাস উবাচ কারণানীতি। মুখ্যং কারণং তু কর্ম্মেত্যুক্তমবান্তরকারণানি তু বহূনি সন্তীত্যর্থঃ। ন হরের্দ্দেবক্যা এব কিন্তু সর্ব্বেষাং দেবানামবতারেষ্বিত্যর্থঃ ॥ ১—২ ॥

ধেনুমিতি জাত্যেকবচনং উত্তরত্র ধেনব ইতি বচনাৎ। বরুণস্য সম্বন্ধিনীমাহরদাহৃতবান্। বরুণেন স্বধেন্বর্থে যাচমানোঽপি কশ্যপো ন দদাবিত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥

মত্ত উন্মত্তঃ অতো ময়া শাপো বিসৃষ্টঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! এই হরির অবতারে, এবং অখিল দেবগণের অংশাবতারে বহুতর কারণ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১ ॥ এক্ষণে আপনি বসুদেব, দেবকী ও রোহিণীর অবতারের কারণ বিশেষরূপে শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥ এক দিবস শ্রীমান্ কশ্যপ ঋষি যজ্ঞের নিমিত্ত বরুণদেবের কামধনু অপহরণ করিয়া আনেন; অনন্তর বরুণদেব ঐ ধেনুর নিমিত্ত বারংবার প্রার্থনা করিলেও তিনি তাঁহাকে ঐ উত্তমা ধেনু প্রদান করিলেন না ॥ ৩ ॥ তদনন্তর বরুণদেব, অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং জগৎপ্রভু বৃহ্মার নিকট গমন করিয়া বিনয় সহকারে আপন দুঃখ নিবেদন করিয়া কহিলেন ॥ ৪ ॥ মহাভাগ! মহর্ষি কশ্যপ

---

* শাপাত্তু বরুণস্য বৈ। ইতি বা পাঠঃ।

† একদা কশ্যপঃ শ্রীমান্ যজ্ঞার্থং বরুণস্য হ। জহার যাজ্ঞীয়া গাবঃ পয়োদাঃ সুরভি সমাঃ ॥
অদিতিঃ সুরভিশ্চৈব ভার্য্যে দ্বে তস্য সুপ্রিয়ে। তস্যাঃ প্রিয়ার্থং তেনাদ্য রক্ষিতা গাঃ পয়োযুতাঃ ॥
ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে।

ভার্য্যে দ্বে অপি তত্রৈব ভবেতাং চাতিদুঃখিতে।
যতো বৎসা রুদন্ত্যত্র মাতৃহীনাঃ সুদুঃখিতাঃ ॥ ৬ ॥
মৃতবৎসাদিতিস্তস্মাদ্ভবিষ্যতি ধরাতলে।
কারাগারনিবাসা চ তেনাপি বহুদুঃখিতা ॥ ৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য যাদোনাথস্য পদ্মভূঃ।
সমাহূয় মুনিং তত্র তমুবাচ প্রজাপতিঃ ॥ ৮ ॥
কস্মাত্ত্বয়া মহাভাগ! লোকপালস্য ধেনবঃ।
হৃতাঃ পুনর্ন দত্তাশ্চ কিমন্যায়ং করোষি বৈ ॥ ৯ ॥
জানন্ ন্যায়ং মহাভাগ! পরবিত্তাপহারণম্।
কৃতবান্ কথমন্যায়ং সর্ব্বজ্ঞোঽসি মহামতে! ॥ ১০ ॥
অহো লোভস্য মহিমা মহতোঽপি ন মুঞ্চতি।
লোভং নরকদং নূনং পাপাকরমসম্মতম্ ॥ ১১ ॥
কশ্যপোঽপি ন তং ত্যক্তুং সমর্থঃ কিং করোম্যহম্।
সর্ব্বদৈবাধিকস্তস্মাল্লোভো বৈ কলিতো ময়া ॥ ১২ ॥

তত্রৈব মানুষে এব। বৎসা রুদন্তি ত্বয়াদত্তানাং গবামিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥
তস্মাৎ তেন কারণেনেত্যর্থঃ। তেনাপি তেনৈব কারণেন ইতি শাপে দত্তেঽপি ন দদাতীত্যাশ্চর্য্যং ব্রহ্মাণং প্রত্যুক্তবানিতি ভাবঃ ॥ ৭—১০ ॥

এক্ষণে উন্মত্ত প্রায় তিনি কোন প্রকারেই আমাকে ধেনু প্রদান করিলেন না। আমি, মাতৃবিরহে অতিশয় দুঃখিত বৎসগণের রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে, এই বলিয়া শাপ প্রদান করিয়াছি যে, আপনি নরলোকে গোপাল হইয়া জন্মগ্রহণ করুন্ এবং আপনার ভার্য্যাদ্বয়, অতিশয় দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানে জন্মলাভ করুক" ॥ ৫—৬ ॥ হে ব্রহ্মন্! বৎসগণের সেই কষ্ট দর্শন করিয়া অতিশয় রোষভরে পুনর্ব্বার অদিতিকে কহিয়াছি যে তুমি, ধরাতলে মৃতবৎসা, কারাবাসিনী এবং বহুদুঃখভাগিনী হইবে ॥ ৭ ॥

জনমেজয়! পদ্মযোনি ব্রহ্মা, বরুণের সেই বচন শ্রবণ পূর্ব্বক মুনিবর কশ্যপকে আহ্বান করিয়া কহিলেন ॥ ৮ ॥ মহাভাগ! আপনি কি নিমিত্ত লোকপাল বরুণদেবের ধেনু সকল হরণ করিয়াছেন? কি নিমিত্তই বা ধেনু সকল পুনঃ প্রদান না করিয়া অন্যায় করিয়াছেন? ॥ ৯ ॥ ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও মতিমান্ হইয়া এবং ন্যায়ের তথ্য অবগত হইয়াও পরধন অপহরণ করিয়া কি জন্য অন্যায়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? ॥১০॥ অহো! লোভের কি অপূর্ব্ব মহিমা! মহৎ ব্যক্তিগণও লোভের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হয়েন না। লোভ,

ধন্যাস্তে মুনয়ঃ শান্তা জিতো যৈর্লোভ এব চ।
বৈখানসৈঃ শমপরৈঃ প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখৈঃ ॥ ১৩ ॥
সংসারে বলবাঞ্ছত্রুর্লোভোঽমেধ্যবরঃ সদা।
কশ্যপোঽপি দুরাচারঃ কৃতস্নেহো* দুরাত্মনা ॥ ১৪ ॥
ব্রহ্মাপি তং শশাপাথ কশ্যপং মুনিসত্তমম্।
মর্য্যাদা রক্ষণার্থং হি পৌত্রং পরমবল্লভম্ ॥ ১৫ ॥
অংশেন ত্বং পৃথিব্যাং বৈ প্রাপ্য জন্ম যদোঃ কুলে।
ভার্য্যাভ্যাং সংযুতস্তত্র গোপালত্বং করিষ্যসি ॥ ১৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং শপ্তঃ কশ্যপোঽসৌ বরুণেন চ ব্রহ্মণা।
অংশাবতরণার্থায় ভূভারহরণায় চ ॥ ১৭ ॥
তথা দিত্যাদিতিঃ শপ্তা শোকসন্তপ্তয়া ভৃশম্।
জাতাজাতা বিনশ্যেরংস্তব পুত্রাস্ত সপ্ত বৈ ॥ ১৮ ॥

অহো লোভস্যেতি। যো লোভো মহতোঽপীতি দ্বিতীয়াবহুবচনম্। তানপি ন মুঞ্চতী-ত্যর্থঃ। লোভং নরকদমিত্যস্যোত্তরত্র তমিত্যনেনান্বয়ঃ ॥ ১১—১৩ ॥

অমেধ্যবর ইতি চ্ছেদঃ যতো দুরাত্মনা কৃতস্নেহস্ততো দুরাচার ইত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৭ ॥

পাপের আকর, সজ্জনগণের অসম্মত এবং নিশ্চয়ই নরকপ্রদ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ মহর্ষি কশ্যপও এই লোভকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না, তবে আমি আর কি করিব? এক্ষণে সর্ব্বপ্রকার দৈব হইতেও লোভকে অধিকতর প্রভাববিশিষ্ট বলিয়া অবধারণ করিলাম ॥ ১২ ॥ যে সকল মহর্ষিগণ, শান্তিপরায়ণ প্রশান্তচেতা ও প্রতিগ্রহে পরাঙ্মুখ এবং বৈখানস বৃত্তি অবলম্বন করিয়া লোভকে পরাজিত করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য ॥১৩॥ সংসারে লোভই বলবান্ শত্রু, লোভের তুল্য অপবিত্র ও ঘৃণিত বস্তু সংসারে আর নাই; হায়! সেই লোভ, মহর্ষি কশ্যপকেও সামান্য স্নেহে বদ্ধ ও দুরাচার করিয়া তুলিল! ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই ॥ ১৪ ॥ অনন্তর, প্রজাপতি ব্রহ্মাও ন্যায় ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত পরমপ্রিয়তম আপন পৌত্র কশ্যপকে অভিশাপ প্রদান করিয়া কহিলেন, তুমি পৃথিবীতলে যদুকুলে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত মিলিত হইয়া গোপালন কার্য্য সম্পাদন করিবে ॥ ১৫-১৬ ॥

মহারাজ! অংশাবতার ও ভূভার হরণের নিমিত্ত ব্রহ্মা ও বরুণ, মহর্ষি কশ্যপকে এইরূপে অভিশাপ প্রদান করিলেন ॥ ১৭ ॥ আর দিতি, অত্যন্ত শোকসন্তপ্তা হইয়া অদিতিকে এই বলিয়া শাপ দিয়াছিলেন যে, তোমার সাতটী পুত্র জন্মিয়া জন্মিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥১৮॥

---

* কৃতস্তেন। ইতি বা পাঠঃ।

জনমেজয় উবাচ।

কস্মাদ্দিত্যা চ ভগিনী শপ্তেন্দ্রজননী মুনে!।
কারণং বদ শাপে চ শোকস্তু মুনিসত্তম!॥ ১৯॥

সূত উবাচ।

পারিক্ষিতেন পৃষ্টস্তু ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
রাজানং প্রত্যুবাচেদং কারণং সুসমাহিতঃ॥ ২০॥

ব্যাস উবাচ।

রাজন্! দক্ষসুতে দ্বে তু দিতিশ্চাদিতিরুত্তমে।
কশ্যপস্য প্রিয়ে ভার্য্যে বভূবতুরুরুক্রমে॥ ২১॥
অদিত্যা মঘবা পুত্ত্রো যদাভূদতিবীর্য্যবান্।
তদা তু তাদৃশং পুত্ত্রং চকমে দিতিরোজসা॥ ২২॥
পতিমাহাসিতাপাঙ্গী পুত্ত্রং মে দেহি মানদ!।
ইন্দ্রতুল্যবলং বীরং ধর্ম্মিষ্ঠং বীর্য্যবত্তমম্॥ ২৩॥
তামুবাচ মুনিঃ কান্তে! স্বস্থা ভব ময়োদিতে।
ব্রতান্তে ভবিতা তুভ্যং শতক্রতুসমঃ সুতঃ॥ ২৪॥

অদিতেঃ শাপান্তরমপ্যাহ তথেতি॥ ১৮॥
শোকস্থিতি। অস্মিন্বিষয়ে মম শোকো ভবতীত্যর্থঃ॥ ১৯—২৩

জনমেজয় কহিলেন, মুনিসত্তম! দিতি, ইন্দ্রজননী ভগিনী অদিতিকে কি কারণে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহার শাপের কারণ কি? তাহা আমাকে বলুন, এই বিষয় শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে শোকের উদয় হইতেছে॥ ১৯॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়, সত্যবতীতনয় ব্যাসদেবকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মহর্ষি সমাহিত হইয়া রাজাকে এইরূপে সেই সেই বিষয়ের কারণ কহিতে আরম্ভ করিলেন॥২০॥ রাজন্! দিতি ও অদিতি নামে প্রজাপতি দক্ষের দুইটী তনয়া ছিল; এই সুব্রতা কামিনী দুইটী মহর্ষি কশ্যপের প্রিয়তমা ভার্য্যা হন॥২১॥ অদিতির গর্ভে অতিশয় বীর্য্যবান্ দেবরাজ ইন্দ্র উৎপন্ন হইলে, দিতি আপনার সেইরূপ বীর্য্যবান্ ও তেজঃসম্পন্ন পুত্র কামনা করিলেন॥২২॥ সেই অসিতাপাঙ্গী দিতি পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, স্বামিন্! আপনি সকলের মানদান করিয়া থাকেন, অতএব প্রার্থনা করি আমাকে ইন্দ্রতুল্য বলশালী বীর, বীর, ধর্ম্মিষ্ঠ ও বীর্য্যবান্ পুত্র প্রদান করুন॥ ২৩॥ মহর্ষি কহিলেন, কান্তে! সুস্থ হও আমি তোমাকে যে ব্রতাচরণের কথা কহিতেছি, সেই ব্রত সমাপন হইলেই তুমি ইন্দ্র তুল্য

সা তথেতি প্রতিশ্রুত্য চকার ব্রতমুত্তমম্।
নিষিক্তং মুনিনা গর্ভং বিভ্রাণা সুমনোহরম্ ॥ ২৫ ॥
ভূমৌ চকার শয়নং পয়োব্রতপরায়ণা।
পবিত্রা ধারণাযুক্তা বভূব বরবর্ণিনী ॥ ॥ ২৬ ॥
এবঞ্জাতঃ সুসম্পূর্ণো যদা গর্ভোঽতিবীর্য্যবান্।
শুভ্রাংশুমতিদীপ্তাঙ্গীং দিতিং দৃষ্ট্বা তু দুঃখিতা* ॥ ২৭ ॥
মঘবৎসদৃশঃ পুত্রো ভবিষ্যতি মহাবলঃ।
দিত্যাস্তদা মম সুতস্তেজোহীনো ভবেৎ কিল ॥ ২৮ ॥
ইতিচিন্তাপরা পুত্রমিন্দ্রঞ্চোবাচ মানিনী।
শক্রস্তেঽদ্য সমুৎপন্নো দিতিগর্ভেঽতিবীর্য্যবান্ ॥ ২৯ ॥
উপায়ং কুরু নাশায় শত্রোরদ্য বিচিন্ত্য চ।
উৎপত্তিরেব হন্তব্যা দিত্যা গর্ভস্য শোভন ! ॥ ৩০ ॥
বীক্ষ্য তামসিতাপাঙ্গীং সপত্নীভাবমাস্থিতাম্।
দুনোতি হৃদয়ে চিন্তা সুখমর্ম্মবিনাশিনী ॥ ৩১ ॥

ময়োদিতং যদ্ব্রতং তস্যান্তে ইত্যর্থঃ। তস্যাঃ কিঞ্চিৎপুত্রজনকং ব্রতমুক্তমিতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ২৪—২৬ ॥

শুভ্রাশুং শ্বেতবর্ণাং গর্ভিণীস্বভাবত্বাচ্ছুক্লবর্ণস্তেত্যর্থঃ ॥ ২৭—৩১ ॥

পুত্র লাভ করিবে ॥ ২৪ ॥ আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, আমি তাহাই করিব এই বলিয়া দিতি সেই উত্তম ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, মহর্ষি কশ্যপ তাঁহার উদরে গর্ভ নিষেক করিলেন। দিতি সেই গর্ভ যথানিয়মে ধারণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ বরবর্ণিনী দিতি, নিয়মান্বিত ও পবিত্র থাকিয়া একান্তচিত্তে পয়োব্রতের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ভূমিতে শয়ন করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ এইরূপে সেই তেজঃসম্পন্ন গর্ভ যখন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তখন অদিতি, দিতিকে শ্বেতবর্ণা ও দীপ্তাঙ্গী দর্শন করিয়া দুঃখিত চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যখন দিতির ইন্দ্রতুল্য মহাবল পুত্র উৎপন্ন হইবে তখন আমারপুত্র তেজোহীন হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২৭—২৮॥ অভিমানিনী অদিতি, এইরূপ চিন্তান্বিতা হইয়া আপন পুত্র অমররাজকে কহিলেন, বৎস ! অতিশয় বীর্য্যবান্ তোমার এক শত্রু এক্ষণে দিতির গর্ভে বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ২৯ ॥ তুমি এখন হইতেই শত্রুবিনাশের নিমিত্ত উপায় চিন্তা কর। হে সুশোভন ! দিতির গর্ভ যাহাতে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই বিনাশ পায়, তদ্বিষয়ে তুমি যত্নবান্ হও ॥ ২৯—৩০॥ সপত্নীভাবে গর্ব্বিতা সেই অসিতাপাঙ্গী দিতিকে দর্শন করিয়া,

---

* বীক্ষ্য তামসিতাপাঙ্গীং সপত্নীং ভাবমাস্থিতাম্। অদিতিশ্চিন্তয়ামাস কিং করোমীতি দুঃখিতা ॥ ইতি বা পাঠঃ।

রাজযক্ষ্মেব সংবৃদ্ধো নষ্টো নৈব ভবেদ্রিপুঃ।
তস্মাদঙ্কুরিতং হন্যাদ্বুদ্ধিমানহিতং কিল ॥ ৩২ ॥
লোহশঙ্কুরিব ক্ষিপ্তো গর্ভো বৈ হৃদয়ে মম।
যেন কেনাপ্যুপায়েন পাতয়াদ্য শতক্রতো! ॥ ৩৩ ॥
সামদানবলেনাপি হিংসনীয়স্ত্বয়া সুত!।
দিত্যা গর্ভো মহাভাগ! মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

শ্রুত্বা মাতৃবচঃ শক্রো বিচিন্ত্য মনসা ততঃ।
জগামাপরমাতুঃ স সমীপমমরাধিপঃ ॥ ৩৫ ॥
ববন্দে বিনয়াৎ পাদৌ দিত্যাঃ পাপমতির্নৃপ!।
প্রোবাচ বিনয়েনাসৌ মধুরং বিষগর্ভিতম্ ॥ ৩৬ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

মাতস্ত্বং ব্রতযুক্তাসি ক্ষীণদেহাতিদুর্ব্বলা।
সেবার্থমিহ সম্প্রাপ্তঃ কিং কর্ত্তব্যং বদস্ব মে ॥ ৩৭ ॥
পাদসংবাহনং তেঽহং করিষ্যামি পতিব্রতে!।
গুরুশুশ্রূষণাৎ পুণ্যং লভতে গতিমক্ষয়াম্ ॥ ৩৮ ॥

অহিতং শক্রম্ ॥ ৩২—৩৩ ॥

(সামদানেতি। চেৎ যদি মম প্রিয়ং অভিলষসি তদা ত্বয়া দিত্যা গর্ভো হিংসনীয়ো বিনাশ্য ইত্যর্থঃ। দিতিগর্ভনাশনাৎ মে অন্যৎ কিমপি প্রিয়ং নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৩৪—৩৫ ॥

সুখনাশিনী ও মর্ম্মঘাতিনী চিন্তা আমার হৃদয়কে একান্ত পরিতাপিত করিতেছে ॥ ৩১ ॥ দেখ শক্র, রাজযক্ষ্মার ন্যায় বদ্ধমূল হইলে আর তাহাকে বিনাশ করা যায় না, অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, শত্রুকে অঙ্কুরিত অবস্থাতেই বিনাশ করিবেন ॥ ৩২ ॥ হে শতক্রতো! দিতির গর্ভ, লৌহ শঙ্কুর ন্যায় আমার হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তুমি যে কোন উপায়ে ইহার নিপাত সাধন কর ॥ ৩৩ ॥ মহাভাগ! যদি তুমি আমার প্রিয়কামনা করিয়া থাক, তবে সাম দানাদি অথবা বল দ্বারা দিতির গর্ভ বিনাশ করিয়া আমার সন্তাপিত চিত্তকে সুশীতল কর ॥ ৩৪ ॥

মহারাজ! অমররাজ ইন্দ্র, মাতার বচন শ্রবণানন্তর মনে মনে বহুবিধ চিন্তা করিয়া বিমাতার নিকটে গমন করিলেন ॥ ৩৫ ॥ সেই পাপমতি বিনয়ান্বিত হইয়া দিতির পাদ বন্দন পূর্ব্বক বিষগর্ভিত মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥ মাতঃ! আপনি ব্রতাচরণে ক্ষীণদেহ ও অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছেন, আমি আপনার সেবার নিমিত্ত আগমন

ন মে কিমপি ভেদোঽস্তি তবাদিত্যা শপে কিল।
ইত্যুক্ত্বা চরণৌ স্পৃষ্ট্বা সংবাহনপরোঽভবৎ ॥ ৩৯ ॥
সংবাহনসুখং প্রাপ্য নিদ্রামাপ সুলোচনা।
শ্রান্তা ব্রতকৃশা সুপ্তা বিশ্বস্তা পরমা সতী ॥ ৪০ ॥
তাং নিদ্রাবশমাপন্নাং বিলোক্য প্রাবিশত্তনুম্।
রূপং কৃত্বাতিসূক্ষ্মঞ্চ শস্ত্রপাণিঃ সমাহিতঃ ॥ ৪১ ॥
উদরং প্রবিশেশাশু তস্যা যোগবলেন বৈ।
গর্ভং চকর্ত্ত বজ্রেণ সপ্তধা পবিনায়কঃ ॥ ৪২ ॥
রুরোদ চ তদা বালো বজ্রেণাভিহতস্তথা।
মা রুদেতি শনৈর্ব্বাক্যমুবাচ মঘবানমুম্ ॥ ৪৩ ॥
শকলানি পুনঃ সপ্ত সপ্তধা কর্ত্তিতানি চ।
তদা চৈকোনপঞ্চাশন্মরুতশ্চাভবন্নৃপ ! ॥ ৪৪ ॥
তদা প্রবুদ্ধা সুদতী জ্ঞাত্বা গর্ভং তথাকৃতম্।
ইন্দ্রেণ চ্ছলরূপেণ চুকোপ ভৃশদুঃখিতা ॥ ৪৫ ॥

পাপে বিমাতৃগর্ভবিনাশরূপে মতির্যস্য। বিষগর্ভিতং দুষ্টাভিপ্রায়ত্বাৎ ॥ ৩৬—৩৮ ॥)
অদিত্যা মম মাত্রা সহ তব ভেদঃ কিমপি মে নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥
পবিনায়কঃ পবিধারকঃ ॥ ৪২ ॥
মঘবানমুমিতি। মঘবা বহুলমিতি সিদ্ধম্। অমুং বালম্ ॥ ৪৩ ॥

করিলাম, এক্ষণে কি করিব আজ্ঞা করুন ॥ ৩৭ ॥ হে পতিব্রতে ! আমি আপনার পদসেবা করিতে ইচ্ছা করি ; কারণ গুরুসেবা করিলে পুণ্য ও অক্ষয়গতি লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ মাতঃ ! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার অন্তঃকরণে অদিতি ও আপনাতে কিছুমাত্র ভেদ বুদ্ধি নাই। এই বলিয়া চরণস্পর্শন পূর্ব্বক পাদসংবাহন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৩৯॥ ব্রতপরিশ্রান্তা কৃশা সুলোচনা দিতি সংবাহনের সুখ প্রাপ্ত হইয়া এবং ইন্দ্র বচনে বিশ্বাস করিয়া, গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন ॥ ৪০॥ বজ্রপাণি ইন্দ্র, তাঁহাকে সুষুপ্তা দেখিয়া অত্যন্ত সূক্ষ্মরূপ ধারণ পূর্ব্বক সাবধানে যোগবলে তাঁহার উদর মধ্যে আশু প্রবেশ করিলেন এবং বজ্র দ্বারা ছেদন পূর্ব্বক তাঁহার গর্ভ সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥ উদরস্থ বালক বজ্রদ্বারা আহত হইয়া রোদন করিতে লাগিল, ইন্দ্র, কাঁদিও না কাঁদিও না বলিয়া বালককে বারংবার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বালক নিবৃত্ত হইল না দেখিয়া সেই সপ্ত খণ্ডের প্রত্যেককেই পুনর্ব্বার সপ্ত সপ্ত ভাগে বিভক্ত করিলেন। নৃপবর ! তাহা হইতেই ঊনপঞ্চাশৎ মরুদ্গণের উৎপত্তি হইল ॥ ৪৩—৪৪ ॥ সুদতী দিতি তখন জাগরিতা

ভগিনীকৃতং সা বুদ্ধ্বা শশাপ কুপিতা তদা।
অদিতিং মঘবন্তঞ্চ সত্যব্রতপরায়ণা॥ ৪৬ ॥
যথা মে কর্ত্তিতো গর্ভস্তব পুত্রেণ ছদ্মনা।
তথা তন্নাশমায়াতু রাজ্যং ত্রিভুবনস্য তু ॥ ৪৭ ॥
যথা গুপ্তেন পাপেন মম গর্ভো নিপাতিতঃ।
অদিত্যা পাপচারিণ্যা যথা মে ঘাতিতঃ সুতঃ ॥ ৪৮ ॥
তস্যাঃ পুত্রাস্তু নশ্যন্তু জাতা জাতাঃ পুনঃপুনঃ।
কারাগারে বসত্বেষা পুত্রশোকাতুরা ভৃশম্।
অন্যজন্মনি চাপ্যেবং মৃতাপত্যা ভবিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুৎসৃষ্টং তদা শ্রুত্বা শাপং মরীচিনন্দনঃ।
উবাচ প্রণয়োপেতো বচনং শময়ন্নিব ॥ ৫০ ॥
মা কোপং কুরু কল্যাণি! পুত্রস্তে বলবত্তরাঃ।
ভবিষ্যন্তি সুরাঃ সর্ব্বে মরুতো মঘবৎসখাঃ ॥ ৫১ ॥
শাপোঽয়ং তব বামোরু! ত্বষ্টাবিংশেঽথ দ্বাপরে।
অংশেন মানুষং জন্ম প্রাপ্য ভোক্ষ্যতি ভামিনী ॥ ৫২ ॥

সপ্তধেতি। সপ্তশকলেষু মধ্যে একৈকং শকলং সপ্তধা সপ্তধা কৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৯ ॥
মরীচিনন্দনঃ কশ্যপঃ ॥ ৫০ ॥
মঘবৎসখাঃ। রাজাহঃসখিভ্যষ্টজিতি টচ্‌সমাসান্তঃ ॥ ৫১—৫২ ॥

হইয়া জানিতে পারিলেন যে, কপটচারী ইন্দ্র তাঁহার গর্ভচ্ছেদ করিয়াছে, তাহাতে তিনি অতিশয় দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন ॥ ৪৫ ॥ এই সকল কার্য্য তাঁহার ভগিনীকৃত জানিয়া সত্যবাদিনী ব্রতপরায়ণা দিতি, অদিতি ও ইন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, তোমার পুত্র ছল পূর্ব্বক যেমন আমার গর্ভ কর্ত্তন করিয়াছে, তেমনি তাহার ত্রিভুবন রাজ্য বিনষ্ট হউক ॥ ৪৬—৪৭ ॥ আর পাপচারিণী অদিতি যেমন গোপনে আমার গর্ভ নিপাত করাইয়া আমার পুত্র নাশ করিয়াছে তেমনি তাহার পুত্র সকল পুনঃ পুনঃ জন্মিয়া জন্মিয়াই বিনাশ পাইবে, পুত্রশোকে একান্ত কাতরা হইয়া কারাগারে বসতি করিবে এবং জন্মান্তরেও মৃতবৎসা হইবে ॥ ৪৮—৪৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! মরীচিনন্দন মহর্ষি কশ্যপ, অভিশাপ বচন শ্রবণ পূর্ব্বক প্রণয়বচনে তাঁহার কোপ শান্তি করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ কল্যাণি! তুমি কোপ করিও না, তোমার পুত্র সকল অতিশয় বলবান্ এবং মরুৎ নামক দেবগণ হইয়া ইন্দ্রের

বরুণেনাপি দত্তোঽস্তি শাপঃ সন্তাপিতেন চ।
উভয়োঃ শাপযোগেন মানুষীয়ং ভবিষ্যতি ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

পতিনাশ্বাসিতা দেবী সন্তুষ্টা সা ভবত্তদা।
নোবাচ বিপ্রিয়ং কিঞ্চিত্ততঃ সা বরবর্ণিনী ॥ ৫৪ ॥
ইতি তে কথিতং রাজন্! পূর্ব্বশাপস্য কারণম্।
অদিতির্দ্দেবকী জাতা স্বাংশেন নৃপসত্তম! ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে অদিতিশাপকথনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ইয়মদিতিঃ ॥ ৫৩—৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

সখা হইবে ॥ ৫১ ॥ হে বামোরু! তোমার এই অভিশাপ বিফল হইবে না, অষ্টাবিংশমন্বন্তরে দ্বাপরযুগান্তে ইহার ফল ফলিবে; তখন ঈর্ষ্যাকলুষিতা কোপনা অদিতি অংশ দ্বারা মানুষ জন্ম প্রাপ্ত হইয়া ইহার ফলভোগ করিবে ॥ ৫২ ॥ বরুণও সন্তাপিত হইয়া ইহাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন, তোমাদের উভয়ের শাপযোগে এই অদিতি মানুষী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে ॥ ৫৩ ॥

মহারাজ! তখন বরবর্ণিনী দেবী দিতি, পতি কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া সন্তোষ লাভ করিলেন, তদনন্তর আর কিছু অপ্রিয় বাক্য বলিলেন না ॥ ৫৪ ॥ রাজন্! এই আমি তোমার নিকট পূর্ব্ব শাপের কারণ বর্ণন করিলাম। হে নৃপসত্তম! এইরূপে অদিতি আপন অংশ দ্বারা দেবকী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে দেবকী বসুদেবের পূর্ব্বশাপ বর্ণন নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

বিস্মিতোঽস্মি মহাভাগ! শ্রুত্বাখ্যানং মহামতে!
সংসারোঽয়ং পাপরূপঃ কথং মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ১ ॥
কশ্যপস্যাপি দায়াদস্ত্রিলোকীবিভবে সতি।
কৃতবানীদৃশং কর্ম্ম কো ন কুর্য্যাজ্জুগুপ্সিতম্ ॥ ২ ॥
গর্ভে প্রবিশ্য বালস্য হননং দারুণং কিল।
সেবামিষেণ মাতুশ্চ কৃত্বা শপথমদ্ভুতম্ ॥ ৩ ॥
শাস্তা ধর্ম্মস্য গোপ্তা চ ত্রিলোক্যাঃ পতিরপ্যুত।
কৃতবানীদৃশং কর্ম্ম কো ন কুর্য্যাদসাম্প্রতম্ ॥ ৪ ॥

অর্দ্ধাধিকৈর্দ্বিপঞ্চাশৎপদ্যৈরেণ নিরন্তরম্।
অধর্ম্মে চ স্থিতং সর্ব্বং জগদিত্যোতদীর্য্যতে।

পূর্ব্বাধ্যায়ে ইন্দ্রাদীনামপি মহতাং গর্ভহননাদ্যধর্ম্মচরণং দৃষ্ট্বা বিস্মিতো রাজা পৃচ্ছতি বিস্মিতোঽস্মীতি। অয়ং পাপরূপঃ সংসারঃ। অস্মাদ্বন্ধনাৎ সংসাররূপাম্মনুষ্যঃ কথং মুচ্যেত। নাস্মান্মোচনাশা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

কুত ইতি চেত্তত্রাহ কশ্যপস্যাপীতি। দায়াদঃ পুত্রঃ উত্তমকুলোৎপন্নোঽপীত্যর্থঃ। ত্রৈলোক্যাধিপত্যেঽপি জুগুপ্সিতং কর্ম্ম কৃতবাংস্তদান্যঃ কো ন কুর্য্যাজ্জুগুপ্সিতং নিন্দ্যং কর্ম্ম। সর্ব্বোঽপি কুর্য্যাদেব। ততশ্চ সংসারান্মোক্ষো দুর্লভ ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

কিং তজ্জুগুপ্সিতং কর্ম্ম কৃতবাংস্তত্রাহ গর্ভে প্রবিশ্যেতি। শপথং কৃত্বা হননং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥

রাজা কহিলেন, মহাভাগ! এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। হে মহামতে! আমি দেখিতেছি এই সংসারই পাপের স্বরূপ, তবে জীবগণ সংসারে আসিয়া কিরূপে মুক্তি লাভ করিবে তদ্বিষয়ের আশাত কিছুই করা যাইতে পারে না। ১ ॥ কারণ, যিনি পরম পবিত্র কশ্যপ ঋষির ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ত্রৈলোক্য যাঁহার বিভব, সেই দেবরাজ ইন্দ্রও যখন এরূপ গর্হিত কার্য্য করিলেন, তখন আর কোন্ ব্যক্তি জুগুপ্সিত কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইবে ॥ ২ ॥ সেবা করিবার ছলে গুরুতর শপথ করিয়া মাতার গর্ভে প্রবেশ পূর্ব্বক বালকের প্রাণ বিনাশ করা অতিশয় নিদারুণ কার্য্য সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥ যিনি, অখিলের শাসক ও ধর্ম্মের রক্ষক, যিনি ত্রিলোকের অধিপতি, যখন তিনিও এরূপ ঘৃণিত কর্ম্ম করিলেন, তবে আর কোন্ ব্যক্তি গর্হিত ও দূষিত কার্য্যে প্রবৃত্ত না

পিতামহা মে সংগ্রামে কুরুক্ষেত্রেঽতিদারুণম্।
কৃতবন্তস্তথাশ্চর্য্যং দুষ্টং কর্ম্ম জগদ্গুরো! ॥ ৫ ॥
ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো ধর্ম্মাংশোঽপি যুধিষ্ঠিরঃ।
সর্ব্বে বিরুদ্ধধর্ম্মেণ বাসুদেবেন নোদিতাঃ ॥ ৬ ॥
অসারতাং বিজানন্তঃ সংসারস্য সুমেধসঃ।
দেবাংশাশ্চ কথং চক্রুর্নিন্দিতং ধর্ম্মতৎপরাঃ ॥ ৭ ॥
কাস্থা ধর্ম্মস্য বিপ্রেন্দ্র! প্রমাণং কিং বিনিশ্চিতম্।
চলচিত্তোঽস্মি সংজাতঃ শ্রুত্বা চৈতৎ কথানকম্ ॥ ৮ ॥
আপ্তবাক্যং প্রমাণং চেদাপ্তঃ কঃ পরদেহবান্।
পুরুষো বিষয়াসক্তো রাগী ভবতি সর্ব্বথা ॥ ৯ ॥

ন কেবলং স এব কৃতবান্ কিন্ত্বন্যেঽপি ধর্ম্মাত্মানো মৎপিতামহাদয়োঽপি দুষ্টং কর্ম্ম গুরুজ্যেষ্ঠবধাদিকং কৃতবন্তস্তদেতদাশ্চর্য্যমিত্যাহ পিতামহা ম ইতি ॥ ৫ ॥

তথান্যেঽপীত্যাহ ভীষ্মো দ্রোণ ইতি। বাসুদেবেন বিরুদ্ধধর্ম্মেণ গুরুজ্যেষ্ঠবধাদিরূপেণ নোদিতাঃ প্রেরিতাঃ। ন হীশ্বরস্যাধর্ম্মে প্রেরকত্বং যুক্তম্ ॥ ৬ ॥

তদেবাহ অসারতামিতি। ন হি সংসারেঽসারতাং জানতাং তদাগ্রহেণাধর্ম্মাচরণং সাম্প্রতম্ ॥ ৭ ॥

এতাদৃশানাং যদেথমাচরণং তদা ধর্ম্মস্যাবস্থানে কা আস্থা কা শ্রদ্ধা ন কাপীত্যর্থঃ। কিঞ্চ প্রমাণভূতং বস্তু কিমস্তি বিনিশ্চিতম্। ন কিমপীত্যর্থঃ। ধর্ম্মস্যাচরণে এতে ধর্ম্মাত্মানঃ প্রমাণমিতি স্থিতম্। যদা ত্বেত এবাধর্ম্মাচরণবন্তস্তদা প্রমাণং কিমবশিষ্টং ন কিমপীত্যর্থঃ। ধর্ম্মস্যাচরণে এতাদৃশং কথানকং শ্রুত্বা চলচিত্তোঽস্মীত্যাহ চলচিত্তোঽস্মীতি ॥ ৮ ॥

কিঞ্চাগমোপ্যুচ্ছিন্নঃ। এতাদৃশাচরণবতামাপ্তত্বাভাবাদাপ্তবাক্যমাগম ইত্যস্য বিষয়াভাবাদিত্যাহ আপ্তবাক্যমিতি। আপ্তঃ কঃ ন কোঽপ্যস্তীত্যর্থঃ। যো যো হি পরদেহবান্নুৎকৃষ্টদেহবান্ দেহতাদাত্ম্যবানিত্যর্থঃ। স সর্ব্বোঽপি পুরুষো বিষয়াসক্তো রাগী সর্ব্বথা ভবতি। ততো নাপ্তোঽস্তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

হইবে॥ ৪ ॥ হে জগদ্গুরো! আমার পিতামহগণ কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামস্থলে অতিশয় নিদারুণ নিন্দিত কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়াছিলেন ইহাও অতি আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে॥ ৫ ॥ দেখুন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, কর্ণ অধিক কি ধর্ম্মের অংশাবতার যুধিষ্ঠিরও সেই নিন্দিত কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন; তাহারা সকলেই দেবাংশ, ধর্ম্মনিরত ও বুদ্ধিমান্ হইয়া এবং সংসারের অসারতা জানিয়াও বাসুদেব কর্ত্তৃক গুরুবধাদিরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মে প্রেরিত হইয়া কিরূপে ঘৃণিত কর্ম্মের আচরণ করিলেন? ॥ ৬—৭ ॥ হে বিপ্রকুলেন্দ্র! এতাদৃশ মহান্ ব্যক্তিগণের যখন ধর্ম্ম বিষয়ে এরূপ আচরণ, তখন ধর্ম্মের অবস্থিতি বিষয়ে আস্থা বা শ্রদ্ধা কি আছে? আর তদ্বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণই বা কি? হে মুনীন্দ্র! এই সকল আখ্যান শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত একান্তই বিচলিত হইয়াছে॥ ৮ ॥ যদি

রাগো দ্বেষো ভবেন্নূনমর্থনাশাদসংশয়ম্।
দ্বেষাদসত্যবচনং বক্তব্যং স্বার্থসিদ্ধয়ে॥ ১০॥
জরাসন্ধবিঘাতার্থং হরিণা সত্ত্বমূর্ত্তিনা।
ছলেন রচিতং রূপং ব্রাহ্মণস্য বিজানতা॥ ১১॥
তদাপ্তঃ কঃ প্রমাণং কিং সত্ত্বমূর্ত্তিরপীদৃশঃ।
অর্জ্জুনোঽপি তথৈবাত্র কার্য্যে যজ্ঞবিনির্ম্মিতে॥ ১২॥
কীদৃশোঽয়ং কৃতো যজ্ঞঃ কিমর্থং শমবর্জ্জিতঃ।
পরলোকপদার্থং বা যশসে বান্যথা কিল॥ ১৩॥
ধর্ম্মস্য প্রথমঃ পাদঃ সত্যমেতচ্ছ্রুতের্ব্বচঃ।
দ্বিতীয়স্তু তথা শৌচং দয়াপাদস্তৃতীয়কঃ॥ ১৪॥

তদেবাহ রাগদ্বেষ ইতি। যতঃ সর্ব্বস্য পুরুষস্যার্থনাশাদ্দ্বেষো ভবেদেবাসংশয়ম্। দ্বেষাচ্চ স্বার্থসিদ্ধয়ে অসত্যবচনং বক্তব্যমেবেতি নিয়মস্ততো নাপ্তোঽস্তীত্যর্থঃ। আপ্তো হি হিতকারী যথার্থবক্তা। যদা তু সর্ব্বে স্বহিতকারিণঃ স্বহিতার্থমনর্থমপ্যাচরন্তি তদাপ্তঃ ক তিষ্ঠতীত্যর্থঃ॥ ১০॥

আপ্তাসম্ভবমেবাহ জরাসন্ধেতি॥ ১১॥

অত্যন্তসাত্ত্বিকবিষ্ণোরপি স্বহিতার্থছলকর্ত্তৃত্বাদাপ্তস্যাভাবো যথা তথা অর্জ্জুনোঽপি যজ্ঞরূপে বিনির্ম্মিতে উৎপাদিতে কার্য্যে ছলকারী ভবতি তস্মাদাপ্তো নাস্তীত্যর্থঃ॥ ১২॥

কথমর্জ্জুনস্য ছলকারিত্বন্তদাহ কীদৃশোঽয়মিতি। যত্র শিশুপালবধাদিরূপোঽনর্থো জাতঃ স যজ্ঞঃ কীদৃশঃ। সাত্ত্বিকো বা রাজসো বা কৃতঃ। স চ শমবর্জ্জিতঃ কিমর্থং কৃতঃ নহি কিমত্র ছলং নাস্তীতি স চ পরলোকার্থে বা যশসে বান্যফলার্থং বা কৃতঃ স্যাদিত্যর্থঃ॥ ১৩॥

তদপি ফলং ন সম্ভবতীত্যাহ ধর্ম্মস্য প্রথমঃ পাদ ইতি॥ ১৪॥

আপ্তবাক্যেই ধর্ম্মবিষয়ের প্রমাণ কহেন তবে উৎকৃষ্ট-দেহধারী আপ্ত ব্যক্তিই বা কে আছেন? সমস্ত বিষয়াসক্ত পুরুষগণ সর্ব্বতোভাবে বিষয়ে অনুরাগী হইয়া থাকে অতএব তাহারা আপ্ত হইতে পারে না॥ ৯॥ আমি নিশ্চিত বুঝিয়াছি যে স্বার্থনাশ হইলেই রাগ ও দ্বেষ উৎপন্ন হয়, এবং স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সেই দ্বেষ হইতে অসত্য বাক্য সকল উক্ত হইয়া থাকে॥ ১০॥ সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ বধের নিমিত্ত জানিয়া শুনিয়াও ছলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করিয়াছিলেন॥ ১১॥ সাত্ত্বিকমূর্ত্তি বাসুদেবও যেরূপে স্বার্থসাধনার্থ ছল অবলম্বন করিলেন, অর্জ্জুনও সেইরূপ যজ্ঞকার্য্য সাধনের নিমিত্ত ছলাবলম্বী হইলেন, তবে আপ্তই বা কে? আর প্রমাণই বা কি?॥ ১২॥ যেখানে শিশুপাল-বধাদিরূপ অনর্থের উৎপত্তি সেই যজ্ঞই বা কিরূপ; এই যজ্ঞ কি জন্য শান্তিবিবর্জ্জিত হইল? ইহা পরলোক প্রাপ্তির নিমিত্ত বা যশের নিমিত্ত অথবা অন্য কোন অভিপ্রেত সাধনার্থ সম্পাদিত হইয়াছিল?॥ ১৩॥ পুরাণবিৎ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, "সত্য ধর্ম্মের প্রথম পাদ, শৌচ দ্বিতীয় পাদ, দয়া তৃতীয় পাদ এবং দান চতুর্থ পাদ ইহা শ্রুতিবাক্য;" এই

দানং পাদশ্চতুর্থশ্চ পুরাণজ্ঞা বদন্তি বৈ।
তৈর্ব্বিহীনঃ কথং ধর্ম্মস্তিষ্ঠেদিহ সুসম্মতঃ ॥ ১৫ ॥
ধর্ম্মহীনং কৃতং কর্ম্ম কথং তৎফলদং ভবেৎ।
ধর্ম্মে স্থিরা মতিঃ কাপি ন কস্যাপি প্রতীয়তে ॥ ১৬ ॥
ছলার্থঞ্চ যদা বিষ্ণুর্বামনোঽভূজ্জগৎপ্রভুঃ।
যেন বামনরূপেণ বঞ্চিতোঽসৌ বলির্নৃপঃ ॥ ১৭ ॥
বিহর্ত্তা শতযজ্ঞস্য বেদাজ্ঞাপরিপালকঃ।
ধর্ম্মিষ্ঠো দানশীলশ্চ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্থানাৎ প্রভ্রংশিতোঽকস্মাদ্বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১৮ ॥
জিতং কেন তয়োঃ কৃষ্ণ বলিনা বামনেন বা।
ছলকর্ম্মবিদা চায়ং সন্দেহোঽত্র মহান্মম ॥ ১৯ ॥
বঞ্চয়িত্বা বঞ্চিতেন সত্যং বদ দ্বিজোত্তম!।
পুরাণকর্ত্তা ত্বমসি ধর্ম্মজ্ঞশ্চ মহামতিঃ ॥ ২০ ॥

তৈঃ পাদৈঃ ॥ ১৫ ॥

ধর্ম্মহীনমিতি। তথাচ পাণ্ডবৈঃ সত্যদয়াবিবর্জ্জিতৈঃ কৃতং যজ্ঞরূপং কর্ম্ম কথং তৎফলদং ভবেন্ন কথমপীত্যর্থঃ। তস্মাৎ সোঽপি দাম্ভিকো যজ্ঞস্ততস্তৎকর্ত্তারঃ কথমাপ্তা ভবেয়ুরিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

কিঞ্চ ছলার্থঞ্চেতি। যদা বিষ্ণুরপি ছলার্থং বামনোঽভূত্তদাপ্তঃ কোঽবশিষ্ট ইতিভাবঃ। কিং বামনেন কৃতমিতিচেত্তত্রাহ যেনেতি ॥ ১৭—১৮ ॥

সম্বেতে ছলিনস্তত্র মম জাতামাশঙ্কাম্প্রথমং বদ পশ্চান্ময়া পৃষ্টস্যার্থস্যোত্তরং বদেত্যভিপ্রায়েণাহ জিতং কেনেতি হে কৃষ্ণ ব্যাস!। তয়োর্ম্মধ্যে বলিনা বা জিতং বামনেন বা জিতং চানয়োর্ম্মধ্যে ক উৎকৃষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ ১৯—২০ ॥

পাদবিহীন ধর্ম্ম, সকলের সুসম্মত হইয়া এই সংসারে উত্তমরূপে অবস্থিতি করিতে পারে না ॥ ১৪—১৫ ॥ পাণ্ডবগণ সত্য ও দয়াদি বর্জ্জিত হইয়া যজ্ঞ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন, অতএব তাহা কি প্রকারে ফলপ্রদ হইতে পারে? ধর্ম্মবিষয়ে যে কোথাও কাহারও মতি স্থির ছিল এমত প্রতীতি হয় না, অতএব তাঁহারা দম্ভপূর্ণ হইয়াই যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তবে তাঁহারা কিরূপে আপ্ত হইতে পারেন? ॥ ১৬ ॥ জগদ্বিভু বিষ্ণু ছল করিবার নিমিত্তই বামনাবতার হইয়াছিলেন, তদনুসারে ঐ বামনরূপে বলিরাজকে বঞ্চনা করিয়াছিলেন। হে মুনে! যখন ভগবান্ বিষ্ণুই এবংবিধ ছল অবলম্বন করিয়াছিলেন, তবে আর কোন্ ব্যক্তি আপ্ত হইবার নিমিত্ত অবশিষ্ট রহিলেন? ॥ ১৭ ॥ বলিরাজ শত যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্ত্তা, বেদাজ্ঞার প্রতিপালক, ধর্ম্মিষ্ঠ, দানশীল, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, জগৎপ্রভু বিষ্ণু

ব্যাস উবাচ।

জিতং বৈ বলিনা রাজন্! দত্তা যেন চ মেদিনী।
ত্রিবিক্রমোঽপি নাম্না যঃ প্রথিতো বামনোঽভবৎ ॥ ২১ ॥
ছলনার্থমিদং রাজন্! বামনত্বং নরাধিপ!।
সম্প্রাপ্তং হরিণা ভূয়ো দ্বারপালত্বমেবচ ॥ ২২ ॥
সত্যাদন্যতরং নাস্তি মূলং ধর্ম্মস্য পার্থিব!।
দুঃসাধ্যং দেহিনা রাজন্! সত্যং সর্ব্বাত্মনা কিল ॥ ২৩ ॥
মায়া বলবতী ভূপ! ত্রিগুণা বহুরূপিণী।
যয়েদং নির্ম্মিতং বিশ্বং গুণৈঃ শবলিতং ত্রিভিঃ ॥ ২৪ ॥
তস্মাচ্ছলবতা সত্যং কুতোঽবিঘ্নং ভবেন্নৃপ!।
মিশ্রেণ জনিতশ্চৈব স্থিতিরেষা সনাতনী ॥ ২৫ ॥

বলিরেব স্বসত্যান্ন চলিত ইতি স বিষ্ণোরধিক ইতি প্রতিভাতি। তথাচেশ্বরস্যাপ্যভজ-চ্ছলকর্ত্তৃত্বাচ্চেতি গূঢ়োঽভিসন্ধির্নৃপস্যেতি রাজবাক্যং শ্রুত্বা রাজাভিপ্রেতমেব ব্যাস আহ জিতং বৈ বলিনেতি। ভূমিং দাস্যামীতি প্রতিজ্ঞাতস্য সত্যস্য পরিপালনাৎ তদেবাহ দত্তেতি ॥ ২১—২২ ॥
সত্যং স্তৌতি। সত্যাদন্যতরদিতি ॥ ২৩—২৪ ॥

এরূপ বহুতর সদ্গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিকে কেন যে স্থানভ্রষ্ট করিলেন তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। হে দ্বৈপায়ন! এ বিষয়ে বঞ্চিত বলির জয় হইল? কি ছলকর্ম্মজ্ঞ বামন-দেবের জয় হইল? ইহার মধ্যে উৎকৃষ্ট কে? এই বিষয়ে আমার মহান্ সন্দেহ রহিয়াছে। দ্বিজোত্তম! আপনি পুরাণকর্ত্তা, ধর্ম্মজ্ঞ ও উদারচেতা, আপনি এ বিষয়ের যথার্থ তথ্য প্রকাশ করিয়া আমার সন্দেহ-দোলিত চিত্তবৃত্তির স্থৈর্য্য সম্পাদন করুন ॥ ১৮—২০ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বলিরাজ ভূমিদান করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়া-ছিলেন, তাহার প্রতিপালন পূর্ব্বক সত্য রক্ষা করেন বলিয়া বলিরাজেরই জয়লাভ হইয়াছিল। হে নরেন্দ্র! ত্রিবিক্রম যিনি বামন বলিয়া বিখ্যাত, তিনি ছলাবলম্বী হইয়া-ছিলেন বলিয়া বামনমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন; অর্থাৎ নিজ শরীর দ্বারাই ছলাবলম্বীর ক্ষুদ্রত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, হে পার্থিব! সত্যের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মূল ধর্ম্ম আর কিছুই নাই, আপনি দেখুন, সেই সত্যাপহারী হরি ছলের ফলে, বলির দ্বারপালত্ব লাভ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; অতএব, রাজন্! সর্ব্বতোভাবে সত্য রক্ষা, দেহিগণের পক্ষে দুঃসাধ্য জানিবে ॥ ২১—২৩॥ রাজন্! ত্রিগুণাত্মিকা বহুরূপিণী অঘটনঘটনাপটীয়সী মায়াই বলবতী, সেই মায়া আপনার বিমিশ্রিত গুণত্রয় দ্বারা এই বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন জানিবেন ॥ ২৪ ॥ অতএব ছলশালী ব্যক্তিগণ কিরূপে সত্যকে অক্ষুণ্ণরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, এই

বৈখানসাশ্চ মুনয়ো নিঃসঙ্গা নিষ্প্রতিগ্রহাঃ।
সত্যযুক্তা ভবন্ত্যত্র বীতরাগা গতশ্রমাঃ ॥ ২৬ ॥
দৃষ্টান্তদর্শনার্থায় নির্ম্মিতাস্তে চ তাদৃশাঃ।
অন্যৎ সর্ব্বং শবলিতং গুণৈরেভিস্ত্রিভির্নৃপ ! ॥ ২৭ ॥
নৈকং বাক্যং পুরাণেষু বেদেষু নৃপসত্তম ! ।
ধর্ম্মশাস্ত্রেষু চাঙ্গেষু সগুণৈরচিতেষ্বিহ ॥ ২৮ ॥
সগুণঃ সগুণং কুর্য্যান্নির্গুণো ন করোতি বৈ।
গুণাস্তে মিশ্রিতাঃ সর্ব্বে ন পৃথগ্‌ভাবসঙ্গতাঃ ॥ ২৯ ॥
নির্ব্যলীকে স্থিরে ধর্ম্মে মতিঃ কস্যাপি ন স্থিরা।
ভবোদ্ভবে মহারাজ ! মায়য়া মোহিতস্য বৈ ॥ ৩০ ॥

তস্মাদিতি। তথা মায়য়া চ্ছলবতা পুরুষেণ সত্যং কুতোঽবিদ্ধমনাশ্রিতং ভবেন্ন কুতোঽপীত্যর্থঃ। অবিদ্ধমিতি চ্ছেদঃ। মিশ্রেণেতি। প্রায়োঽয়ং জনো মিশ্রেণ রজোগুণেন জনিতো নির্ম্মিতঃ। তথাচৈতাদৃশস্য রজোগুণযুক্তস্য সত্যং দুর্লভমেব ভবতি ॥ ২৫ ॥

যদ্যপি রাজন্মায়য়া কলুষিতঃ সর্ব্বজনো ভবতি তথাপি তয়ৈব মায়য়া ছলরহিতা অপি প্রাণিনঃ সত্যপরিপালকা বৈখানসাদ্যা মুনয়ো দৃষ্টান্তপ্রদর্শনায় কল্পিতাস্তথাচ তাদৃশমায়াবিশিষ্টপরমেশ্বরস্য ভগবতীপদবাচ্যস্যাপ্তত্বং ভবিষ্যতি তস্যা বাচো বেদরূপায়া আপ্তবাক্যত্বং তস্য প্রামাণ্যং চ ভবিষ্যতীতি ন কাপি চিন্তাস্তীতি তাৎপর্য্যেণাহ বৈখানসাশ্চ মুনয় ইতি ॥ ২৬ ॥

অন্যদিতি। তাদৃশঋষিভ্যোঽন্যজ্জীবজাতমিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

নৈকং বাক্যমিতি। যতঃ সর্ব্বস্য জীবজাতস্য গুণমিশ্রিতত্বম্। তত এব তেষাং মতেনার্থস্য ভিন্নত্বাত্তদনুভবানুবাদিনাং পুরাণানাং স্মৃতীনাং বেদেষ্বপি তদনুভবানুবাদস্যার্থবাদভাগে সত্ত্বাদ্বেদবাক্যানাঞ্চ নৈকং বাক্যং কিন্তু ভিন্নং ভিন্নমেব প্রতিভাতীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

বিশ্ব মিশ্রগুণে অর্থাৎ রজোগুণ দ্বারা নির্ম্মিত ; অতএব রজোগুণাত্মক এই সংসারে অক্ষুণ্ণ নির্ম্মল সত্য দুর্লভ, রাজন্! ইহাকেই সনাতনী মর্য্যাদা অর্থাৎ বিধিনির্দ্দিষ্ট নিত্যকার্য্য বলিয়া জানিবেন ॥ ২৫ ॥ যদি বলেন, বৈখানস মুনিগণ নির্ম্মল সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন ; তাহা সত্য বটে, কিন্তু তাঁহারা নিঃসঙ্গ, নিষ্পরিগ্রহ, বিগতরাগ ও শ্রম রহিত ; এবং দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। উক্ত মুনিগণ ভিন্ন সমস্তই ত্রিগুণ-সমন্বিত, অতএব মুনিগণের সহিত অপরের তুলনা হইতে পারে না ॥ ২৬—২৭ ॥ হে নৃপসত্তম ! সগুণ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বিরচিত ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণাদি ও সাঙ্গবেদে একরূপ উক্তি হয় নাই, প্রণেতাগণের গুণের বিভিন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে ॥ ২৮ ॥ কারণ, সগুণ ব্যক্তি সগুণ কার্য্যই করিয়া থাকেন ; কিন্তু নির্গুণ ব্যক্তি সগুণ কার্য্য করেন না ; গুণ সকল মিশ্রিত হইলে কদাচ পৃথক্ ভাব অবলম্বন করে না, তাহারা যে যে গুণের সহিত পরস্পর মিশ্রিত হয়, সেই সেই গুণেরই ভাব প্রকাশ করিয়া

ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি তদাসক্তং মনস্তথা।
করোতি বিবিধান্ ভাবান্ গুণৈস্তৈঃ প্রেরিতং ভৃশম্ ॥ ৩১ ॥
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তাঃ প্রাণিনঃ স্থিরজঙ্গমাঃ।
সর্ব্বে মায়াবশা রাজন্! সানুক্রীড়তি তৈরিহ ॥ ৩২ ॥
সর্ব্বান্ বৈ মোহয়ত্যেষা বিকুর্ব্বত্যনিশং জগৎ।
অসত্যো জায়তে রাজন্! কার্য্যবান্ প্রথমং নরঃ ॥ ৩৩ ॥
ইন্দ্রিয়ার্থাংশ্চিন্তয়ানো ন প্রাপ্নোতি যদা নরঃ।
তদর্থং ছলমাদত্তে ছলাৎ পাপে প্রবর্ত্ততে ॥ ৩৪ ॥
কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ বৈরিণো বলবত্তরাঃ।
কৃতাকৃতং ন জানন্তি প্রাণিনস্তদ্বশঙ্গতাঃ ॥ ৩৫ ॥
বিভবে সত্যহঙ্কারঃ প্রবলঃ প্রভবত্যপি।
অহঙ্কারাদ্ভবেন্মোহো মোহান্মরণমেব চ ॥ ৩৬ ॥

তদেবাহ সগুণ ইতি ॥ ২৯—৩১ ॥

সানুক্রীড়তীতি। সা মায়া তৈঃ সহানুক্রীড়তীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

কার্য্যকারণভাবমাহ অসত্য ইতি। কার্য্যবান্ কার্য্যেচ্ছাবান্ পুরুষঃ প্রথমমসত্যো ভবত্য সত্যেনাপি কার্য্যং সম্পাদয়িষ্যামীত্যসত্যাভিসন্ধিমান্ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

বিভবে সতীতি। এতাদৃশাসত্যাদিস্বীকারেণাপি কার্য্যসিদ্ধৌ সত্যামহঙ্কারো ভবতি ততো মোহো মোহান্মরণং নাশো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

থাকে ॥২৯॥ মহারাজ! এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া সকলেই মায়ার দ্বারা মোহিত হয়; অতএব ছলাদিশূন্য নির্ম্মল ও অটল ধর্ম্মে কাহারও মতি স্থির থাকিতে পারে না ॥ ৩০ ॥ ইন্দ্রিয়গণ, বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ভোগমার্গে বিচরণ করাইয়া থাকে; মন সেই ইন্দ্রিয়গণেরই আসক্ত, অতএব গুণত্রয় দ্বারা অতিশয়িত রূপে প্রেরিত হইয়া নানাবিধ ভাবে বিচরণ করিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ রাজন্! ব্রহ্মা হইতে স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণিগণই মায়ার বশীভূত, সেই মায়া তাহাদিগকে লইয়া বিবিধ প্রকারে ক্রীড়া করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥ এই মায়াই সকলকে বিমোহিত করিতেছে এবং নিয়তই জগতের বিকৃতি সাধন করিতেছে। হে নরেন্দ্র! নরগণ প্রথমে কার্য্যবশে অসত্যের আশ্রয় করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ তাহারা যখন ইন্দ্রিয়ার্থ-ভোগ্যাদির চিন্তা করিয়া প্রাপ্ত না হয় তখন ছল অবলম্বন করিয়া থাকে এবং তজ্জন্য পাপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥৩৪॥ কাম, ক্রোধ ও লোভ ইহারা প্রাণিগণের অতিশয় বলবান্ শত্রু; জীবগণ ইহাদের বশীভূত হইয়া কার্য্যাকার্য্যের বিবেচনা করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩৫ ॥ বৈভব বিদ্যমান থাকিলে অহঙ্কার প্রবল হইয়া নিজ প্রভাব প্রকাশ করে; সেই অহঙ্কার হইতে মোহ এবং মোহ হইতে পরিশেষে মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

সঙ্কল্পা বহবস্তত্র বিকল্পাঃ প্রভবন্তি চ।
ঈর্ষ্যাসূয়া তথা দ্বেষঃ প্রাদুর্ভবতি চেতসি ॥ ৩৭ ॥
আশা তৃষ্ণা তথা দৈন্যং দম্ভোঽধর্ম্মমতিস্তথা।
প্রাণিনাং প্রভবন্ত্যেতে ভাবা মোহসমুদ্ভবাঃ ॥ ৩৮ ॥
যজ্ঞদানানি তীর্থানি ব্রতানি নিয়মাস্তথা।
অহঙ্কারাভিভূতস্তু করোতি পুরুষোঽন্বহম্ ॥ ৩৯ ॥
অহম্ভাবকৃতং সর্ব্বং প্রভবেদ্ বৈ ন শৌচবৎ*।
রাগলোভাৎ কৃতং কর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গং শুদ্ধিবর্জ্জিতম্ ॥ ৪০ ॥
প্রথমং দ্রব্যশুদ্ধিশ্চ দ্রষ্টব্যা বিবুধৈঃ কিল।
অদ্রোহেণার্জ্জিতং দ্রব্যং প্রশস্তং ধর্ম্মকর্ম্মণি ॥ ৪১ ॥
দ্রোহার্জ্জিতেন দ্রব্যেণ যৎ করোতি শুভং নরঃ।
বিপরীতং ভবেত্তত্তু ফলকালে নৃপোত্তম ! ॥ ৪২ ॥

অন্যান্যপি মোহকার্য্যাণ্যাহ সঙ্কল্পা ইতি ॥৩৭---৩৮ ॥

যেঽপি যজ্ঞাদিকর্ত্তারস্তেঽপি মায়াজন্যাহঙ্কারেণ যুক্তাঃ কুর্ব্বন্তীতি তে মায়াবশগা এবেত্যাহ যজ্ঞদানানীতি ॥ ৩৯ ॥

স চাহঙ্কারো মহাদুষ্ট ইতি বৈরাগ্যার্থমাহ অহম্ভাবকৃতমিতি। শৌচবচ্ছুদ্ধিবদেতার্থঃ। রাগলোভাদিতি। সর্ব্বাঙ্গমপি কর্ম্ম রাগলোভাৎ কৃতং শুদ্ধিবর্জ্জিতং ভবতি। ততোঽহঙ্কারবদ্রাগলোভাবপি ত্যাজ্যাবিতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

অতোঽহঙ্কারং রাগলোভৌ বিহায় প্রথমং দ্রব্যশুদ্ধির্দ্রষ্টব্যেত্যাহ প্রথমমিতি ॥ ৪১-৪২ ॥

সংসারে জীবগণের মনে বহুতর সংকল্প, বিকল্প, ঈর্ষা, অসূয়া ও দ্বেষাদি প্রাদুর্ভূত হয়, অনন্তর আশা, তৃষ্ণা, দৈন্য, দম্ভ ও বিপথগামিনী বুদ্ধি, এই সকল মোহ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া প্রাণিগণের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে থাকে ॥ ৩৭-৩৮ ॥ পুরুষগণ, অহঙ্কার দ্বারা অভিভূত হইয়াই দিন দিন যজ্ঞ, দান, তীর্থসেবা, ব্রত ও নিয়মাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥ এই সমস্ত যজ্ঞাদি অহঙ্কারভাব দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া শৌচাদির ন্যায় মালিন্য দূর করিতে সমর্থ হয় না। বিশেষতঃ রাগ বা লোভবশত কোনও কার্য্য করিলে তাহা সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ হয় না ॥ ৪০ ॥ অতএব যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে প্রথমে তাহার দ্রব্যশুদ্ধি দর্শন করাই বুধগণের কর্ত্তব্য। হিংসাদি না করিয়া যে দ্রব্য উপার্জ্জন করা যায়, সেই দ্রব্য ধর্ম্মকর্ম্মে প্রশস্ত ॥ ৪১ ॥ হে নৃপোত্তম ! নরগণ দ্রোহার্জ্জিত দ্রব্য দ্বারা শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহা ফলদান কালে বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে ॥৪২॥

---

* ভবেদ্ বৈ গজশৌচবৎ। ইতি বা পাঠঃ।

মনোঽতিনির্ম্মলং যস্য স সম্যক্ ফলভাগ্ভবেৎ।
তস্মিন্ বিকারযুক্তে তু ন যথার্থফলং লভেৎ ॥ ৪৩ ॥
কর্ত্তারঃ কর্ম্মণাং সর্ব্ব আচার্য্য-ঋত্বিজাদয়ঃ।
স্যুস্তে বিশুদ্ধমনসস্তদা পূর্ণং ভবেৎ ফলম্ ॥ ৪৪ ॥
দেশকালক্রিয়াদ্রব্যকর্ত্তৃণাং শুদ্ধতা যদি।
মন্ত্রাণাঞ্চ তদা পূর্ণং কর্ম্মণাং ফলমশ্নুতে ॥ ৪৫ ॥
শত্রূণাং নাশমুদ্দিশ্য স্ববৃদ্ধিং পরমাং তথা।
করোতি সুকৃতং তদ্বদ্বিপরীতং ভবেৎ কিল ॥ ৪৬ ॥
স্বার্থাসক্তঃ পুমান্নিত্যং ন জানাতি শুভাশুভম্।
দৈবাধীনঃ সদা কুর্য্যাৎ পাপমেব ন সৎকৃতম্ ॥ ৪৭ ॥
প্রাজাপত্যাঃ সুরাঃ সর্ব্বে হ্যসুরাশ্চ তদুদ্ভবাঃ।
সর্ব্বে তে স্বার্থনিরতাঃ পরস্পরবিরোধিনঃ ॥ ৪৮ ॥
সত্ত্বোদ্ভবাঃ সুরাঃ সর্ব্বেঽপ্যুক্তা বেদেষু মানুষাঃ।
রজোদ্ভবাস্তামসাস্তু তির্য্যঞ্চঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৪৯ ॥

মনঃশুদ্ধিফলমাহ মনোঽতিনির্ম্মলমিতি ॥ ৪৩ ॥
কর্ম্মশুদ্ধিমাহ কর্ত্তার ইতি ॥ ৪৪—৪৫ ॥
তচ্চ কর্ম্ম পরনাশায় ন কর্ত্তব্যমিত্যাহ শত্রূণামিতি ॥ ৪৬ ॥
স্বার্থমপি ন কর্ম্ম কুর্য্যাৎ কিন্তীশ্বরারাধনবুদ্ধ্যেবেত্যাহ স্বার্থাসক্ত ইতি। স্বার্থকরণে দোষমুক্তাবয়তি ন জানাতীতি। দৈবাধীনঃ প্রারব্ধাধীনঃ সৎকৃতং পুণ্যম্ ॥ ৪৭ ॥
পরস্পরেতি। যতঃ স্বার্থপরাস্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

যাহার মন অতিশয় নির্ম্মল সেই ব্যক্তিই সম্যক্ শুভফল লাভ করিয়া থাকে ; বিকৃতমনা ব্যক্তিগণ যথার্থ ফললাভে সমর্থ হয় না ॥ ৪৩ ॥ যদি কার্য্যকালে আচার্য্য ঋত্বিক্ প্রভৃতি কর্ম্মকর্ত্তাগণ বিশুদ্ধমনা হয়েন এবং যদি দেশ কাল ক্রিয়া দ্রব্য যজমান ও মন্ত্র এই সকল পরিশুদ্ধ হয়, তাহা হইলেই কর্ম্মের ফল সম্পূর্ণরূপে হইতে পারে ॥ ৪৪-৪৫ ॥ শত্রুবিনাশ এবং আপনার উন্নতির উদ্দেশে ক্রিয়া করিলে তাহা বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে ; অতএব পরবিনাশার্থ কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ৪৬ ॥ স্বার্থনিরত পুরুষগণ শুভাশুভ কর্ম্ম বিবেচনা করিতে সমর্থ হয় না, তাহারা দৈবের অধীন হইয়া পাপই করিয়া থাকে, পুণ্যকার্য্য করিতে ক্ষমবান হয় না ॥ ৪৭ ॥ সমস্ত সুরগণ ও অসুরগণ প্রজাপতি হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহারা সকলেই স্বার্থনিরত বলিয়াই পরস্পর বিরোধ করিয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥ বেদে উক্ত হইয়াছে যে, সুরগণ সত্ত্বগুণ হইতে, মানুষগণ রজোগুণ হইতে এবং তির্য্যগ্‌গণ তমোগুণ

সত্ত্বোদ্ভবানাং তৈর্বৈরং পরস্পরমনাবৃতম্।
তিরশ্চামত্র কিং চিত্রং জাতিবৈরসমুদ্ভবে ॥ ৫০ ॥
সদা দ্রোহপরা দেবাস্তপোবিঘ্নকরাস্তথা।
অসন্তুষ্টা দ্বেষপরাঃ পরস্পরবিরোধিনঃ ॥ ৫১ ॥
অহঙ্কারসমুদ্ভূতঃ সংসারোঽয়ং যতো নৃপ!।
রাগদ্বেষবিহীনস্তু স কথং জায়তে নৃপ! ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে জগতোঽধর্ম্মেস্থিতিবর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

মানুষা রজোদ্ভবা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৯—৫২ ॥

তস্মাদ্দেবাদিভির্ম্মম পূর্ব্বজাদিভিশ্চ কথং পাপং কৃতমিতিশঙ্কাবসর এব নাস্তি। মায়ান্তঃপাতিত্বাৎ সর্ব্বস্য জীবজাতস্য মায়াপ্রেরণয়ৈবাচরণাদতঃ সংসারনাশায় মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মরূপিণ্যেব ভগবত্যারাধ্যেতি ভাবঃ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ॥৪৯॥ রাজন্! যদি সত্ত্বসঞ্জাত সুরগণই পরস্পর নিয়তই বৈরিতা করেন, তবে তির্য্যগ্গণের যে জাতিবৈরিতা সংঘটিত হইবে তদ্বিষয়ে আর বিচিত্রতা কি? ॥ ৫০ ॥ যখন দেবগণ নিয়তই অসন্তুষ্ট, দ্বেষকলুষিত, পরস্পর বিরোধী এবং পরের তপোবিঘ্নকারক, তখন নিশ্চয়ই জানিবেন যে, এই সংসার অহঙ্কার হইতেই উৎপন্ন, অতএব কিরূপে তাহা রাগদ্বেষাদি পরিশূন্য হইতে পারিবে? ॥ ৫১—৫২ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে জগতের অধর্ম্মে অবস্থিতিবর্ণন নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

অথ কিং ৰহুনোক্তেন সংসারেঽস্মিন্নৃপোত্তম!।
ধর্ম্মাত্মা দ্রোহবুদ্ধিস্তু কশ্চিদ্ভবতি কর্হিচিৎ॥ ১॥
রাগদ্বেষাবৃতং বিশ্বং সর্ব্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
আদ্যে যুগেঽপি রাজেন্দ্র! কিমদ্য কলিদূষিতে॥ ২॥
দেবাঃ সের্ষ্যাশ্চ সদ্রোহাশ্ছলকর্ম্মরতাঃ সদা।
মানুষাণাং তিরশ্চাঞ্চ কা বার্ত্তা নৃপ! গণ্যতে॥ ৩॥
দ্রোহপরে দ্রোহপরো ভবেদিতি সমানতা।
অদ্রোহিণি তথা শান্তে বিদ্বেষঃ খলতা স্মৃতা॥ ৪॥
যঃ কশ্চিত্তাপসঃ শান্তো জপধ্যানপরায়ণঃ।
ভবেত্তস্য জপে বিঘ্নকর্ত্তা বৈ মঘবা পরম্॥ ৫॥

একাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্যৈশ্চ নিখিলং জগৎ।
মায়য়াবৃতমিত্যক্ত্বা নারায়ণকথোচ্যতে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে রাগদ্বেষবিহীনস্তু স কথং জায়তে নৃপেত্যুক্তং তদেব বিশদয়তি অথ কিমিতি। কশ্চিদিতি শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যর্থঃ॥ ১—৩॥

দেবাঃ সের্ষ্যা ইত্যুক্তং তত্রোদাহরণমাহ দ্রোহপরে ইতি। দ্রোহপরে জনে দ্রোহপরো ভবেদিতি সমানতা সাম্যতা সর্ব্বত্র বর্ত্ততে। অদ্রোহিণি শান্তে তু বিদ্বেষো যঃ সা খলতা দুষ্টতা সা কচিদেবাস্তি ন সর্ব্বত্রেত্যর্থঃ॥ ৪॥

ইন্দ্রো দেবরাজোঽপি সংস্তাং খলতাং স্বীকৃতবাংস্ততঃ পরং কিমবশিষ্টমিত্যাহ যঃ কশ্চিদিতি। তাপসো দ্রোহাভাববাংস্তস্মিঞ্জপবিঘ্নকর্ত্তৃতা খলতেন্দ্রস্য॥ ৫॥

দ্বৈপায়ন কহিলেন, হে নৃপসত্তম! বহুবাক্য ব্যয়ে প্রয়োজন কি, এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, এই সংসারে হিংসা দ্বেষাদিজনিত কলুষিত বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া থাকেন এরূপ ব্যক্তি অতি বিরল॥১॥ রাজেন্দ্র! সত্যযুগেও এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব, রাগদ্বেষাদি দ্বারা পরিবৃত ছিল, এখন কলুষিত কলিকাল উপস্থিত, এ সময়ে যে সংসার রাগদ্বেষাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে॥ ২॥ নৃপবর! দেবগণ যখন দ্বেষ ও ঈর্ষাসমন্বিত এবং প্রবঞ্চনা-পরায়ণ, তখন আর তির্য্যক্ ও মনুষ্যগণের কথা কি বলিব॥ ৩॥ হে পৃথিবীপতে! দ্রোহকারী জীবে দ্রোহপর হইবে এ বিষয়ে সামঞ্জস্য দৃষ্ট হইতেছে; কিন্তু হিংসাবর্জ্জিত শান্ত জীবে বিদ্বেষ করিলেই খলতা হইল॥ ৪॥ যে কোনও

সতাং সত্যযুগং সাক্ষাৎ সর্ব্বদৈবাসতাং কলিঃ।
মধ্যমো মধ্যমানাং তু ক্রিয়াযোগৌ যুগে স্মৃতৌ ॥ ৬ ॥
কশ্চিৎ কদাচিদ্ভবতি সত্যধর্ম্মানুবর্ত্তকঃ।
অন্যথান্যযুগানাং বৈ সর্ব্বে ধর্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ৭ ॥
বাসনাকারণং রাজন্! সর্ব্বত্র ধর্ম্মসংস্থিতৌ।
তস্যাং বৈ মলিনায়ান্তু ধর্ম্মোঽপি মলিনো ভবেৎ।
মলিনা বাসনা সত্যং বিনাশায়েতি সর্ব্বথা ॥ ৮ ॥

নন্বেবং চেৎ কথং ধর্ম্মস্থিতিঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ সতামিতি। সর্ব্বযুগেষু ত্রিবিধা নরাঃ সন্তি সাধবোঽসাধবো মধ্যমাশ্চ। তত্র সতাং সর্ব্বং যুগং সত্যযুগমেব। অসতাং সর্ব্বং যুগং কলিরেব। যস্মিন্ যুগে ক্রিয়াযোগৌ ব্যবস্থিতৌ স মধ্যমঃ কালো দ্বাপরত্রেতাত্মকো মধ্যমানাং ভবতি। তথাচ যে সাধবো মধ্যমাশ্চ তদাশ্রয়েণ ধর্ম্মঃ স্থাস্যতীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥
নন্বু তর্হি সাধবো নৈব সন্তীতি কথং পূর্ব্বমুক্তমিতি চেদ্বহবো ন সন্তীত্যভিপ্রায়েণেত্যাহ কশ্চিৎ কদাচিদিতি। অন্যথা বহবস্ত্বন্যযুগানাং যে ধর্ম্মাস্তৎপরায়ণাঃ সর্ব্বে ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥
নন্বু কিমিতি বহবস্তথা ভবন্তি সর্ব্বেঽপি সত্যভাজঃ সাধবঃ কুতো ন ভবন্তীতি চেত্তত্রাহ বাসনেতি। শুদ্ধবাসনানাং পুণ্যসাধ্যত্বাদল্পত্বম্। মলিনবাসনানাং স্বভাবত্বাদ্বহুত্বম্। তথাচ বাসনাবহুত্বাত্তাদৃশানামপি বহুত্বমিত্যর্থঃ। যদ্যপি বহুত্বং তেষাং তথাপি মলিনাবাসনাবিনাশায়ৈব ভবন্তীতি নিশ্চিত্য তাসামাচরণং কদাপি ন কুর্য্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

শান্ত তাপস জপপরায়ণ ও ধ্যাননিমগ্ন থাকিলে অমররাজ তাঁহার তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকেন অতএব ইন্দ্রের খলতা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৫ ॥ (রাজন্! সর্ব্বযুগেই সাধু, অসাধু ও মধ্যম এই তিন প্রকার মানব দৃষ্ট হইয়া থাকে, তন্মধ্যে যাঁহারা সাধু তাঁহাদের সর্ব্বদাই সত্যযুগ, যাহারা অসাধু তাহাদের সর্ব্বদাই কলিযুগ; আর যে যে যুগে ক্রিয়া ও যোগ ব্যবস্থিত সেই দ্বাপরাত্মক ও ত্রেতাত্মক যুগই সর্ব্বদা মধ্যমদিগের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে ॥ ৬ ॥) রাজন্! আপনি জানিবেন যে, কদাচিৎ কোনও ব্যক্তি সত্যধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাহা না হইলে, ভিন্ন ভিন্ন যুগের সকল ব্যক্তিই তত্তদ্যুগধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিত ॥ ৭ ॥ হে রাজেন্দ্র! ধর্ম্মস্থিতি বিষয়ে সর্ব্বত্রই বাসনাকে কারণ বলিয়া অবগতি করিবেন, সেই বাসনা মলিনা হইলে ধর্ম্মও মলিন হইয়া থাকে। আপনি জানিবেন যে, শুদ্ধ বাসনা পুণ্যসাধ্য বলিয়া তাহা অল্পই হয়, আর মলিনা বাসনা স্বভাবতই অধিকতর হইয়া থাকে। এই মলিনা বাসনাই জীবগণকে সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট করিয়া থাকে। অতএব ইহার আচরণ কদাচই কর্ত্তব্য নহে। (নৃপোত্তম! এই সকল বচনপরম্পরা দ্বারা কৃষ্ণ ও ইন্দ্রাদির ছল ও অধর্ম্মাচরণ এবং পাণ্ডবগণের অধর্ম্মশীলতার কারণ বুঝিয়া লইবেন; এক্ষণে, মুক্তির নিমিত্ত তপশ্চরণশীল নরনারায়ণের দেহান্তর প্রাপ্তি কথা শ্রবণ করুন ॥ ৮ ॥)

ব্রহ্মণো হৃদয়াজ্জাতঃ পুত্রো ধর্ম্ম ইতি স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণঃ সত্যসম্পন্নো বেদধর্ম্মরতঃ সদা ॥ ৯ ॥
দক্ষস্য দুহিতারো হি বৃতা দশ মহাত্মনা।
বিবাহবিধিনা সম্যঙ্মুনিনা গৃহধর্ম্মিণা ॥ ১০ ॥
তাস্বজীজনয়ৎ পুত্রান্ ধর্ম্মঃ সত্যবতাং বরঃ।
হরিং কৃষ্ণং নরঞ্চৈব তথা নারায়ণং নৃপ ! ॥ ১১ ॥
যোগাভ্যাসরতো নিত্যং হরিঃ কৃষ্ণো বভুব হ ॥ ১২ ॥
নরনারায়ণৌ চৈব চেরতুস্তপ উত্তমম্।
প্রালেয়াদ্রিং সমাগত্য তীর্থে বদরিকাশ্রমে ॥ ১৩ ॥
তপস্বিষু ধুরীণৌ তৌ পুরাণৌ মুনিসত্তমৌ।
গৃণন্তৌ তৎপরং ব্রহ্ম গঙ্গায়া বিপুলে তটে ॥ ১৪ ॥
হরেরংশৌ স্থিতৌ তত্র নরনারায়ণাবৃষী।
পূর্ণং বর্ষসহস্রন্তু চক্রাতে তপ উত্তমম্ ॥ ১৫ ॥
তাপিতঞ্চ জগৎ সর্ব্বং তপসা সচরাচরম্।
নরনারায়ণাভ্যাঞ্চ শক্রঃ ক্ষোভং তদা যযৌ ॥ ১৬ ॥

ইত্থমেতৎপর্য্যন্তং কিমর্থং শাপো জাতো দেবকীবসুদেবয়োঃ কথং কৃষ্ণেন্দ্রপ্রভৃতয়ো দেবাশ্ছলেনাধর্ম্মাচরণবন্তঃ পাণ্ডবাদয়শ্চ কথমধর্ম্মশীলা ইত্যস্যোত্তরং দত্তমধুনা নরনারায়ণয়োর্ম্মুক্ত্যর্থং তপঃ কুর্ব্বতোঃ কথং দেহান্তরপ্রাপ্তির্মনুষ্যদেহেনেতিপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ ব্রহ্মণো হৃদয়াদিতি ॥ ৯—১২ ॥

প্রালেয়াদ্রিং হিমালয়ম্ ॥ ১৩ ॥

তৎপরং ব্রহ্ম গায়ত্রীসংজ্ঞকমিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৬ ॥

ব্রহ্মার হৃদয় হইতে ধর্ম্মনামক এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ, সত্যসম্পন্ন এবং সর্ব্বদাই বেদধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন ॥ ৯ ॥ সেই মহাত্মা গৃহস্থ-ধর্ম্মাবলম্বী মুনিবর ধর্ম্ম, দক্ষপ্রজাপতির দশটি কন্যাকে যথাবিধি বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ সত্যনিষ্ঠগণের অগ্রগণ্য সেই ধর্ম্ম, তাঁহাদিগের গর্ভে হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ নামে চারিটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ তন্মধ্যে হরি ও কৃষ্ণ, নিয়তই যোগাভ্যাসে নিরত হইয়া রহিলেন ॥ ১২ ॥ নর এবং নারায়ণও হিমালয় পর্ব্বতে আগমন করিয়া বদরিকাশ্রম তীর্থে অত্যুত্তম তপস্যা আরম্ভ করিলেন ॥ ১৩ ॥ সেই তপস্বিপ্রধান পুরাণ-মুনিদ্বয় গঙ্গার সুপ্রশস্ত তটদেশে গায়ত্রীসংজ্ঞক পরব্রহ্ম মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ॥১৪॥ হরির অংশ হইতে সমুৎপন্ন নরনারায়ণ নামক ঋষিদ্বয় পূর্ণ সহস্রবৎসর সেই স্থানে উত্তম তপস্যা করিলেন ॥ ১৫ ॥ তাঁহাদের তপস্তেজে চরাচর অখিল জগৎ পরিতপ্ত হইয়া উঠিল। তখন দেবরাজ ইন্দ্রও

চিন্তাবিষ্টঃ সহস্রাক্ষো মনসা সমকল্পয়ৎ।
কিং কর্ত্তব্যং ধর্ম্মপুত্রৌ তাপসৌ ধ্যানসংযুতৌ ॥ ১৭ ॥
সিদ্ধার্থৌ স্বভৃশং শ্রেষ্ঠমাসনং সংগ্রহীষ্যতঃ।
বিঘ্নঃ কথং প্রকর্ত্তব্যস্তপো যেন ভবেন্ন হি ॥ ১৮ ॥
উৎপাদ্য কামং ক্রোধঞ্চ লোভং বাপ্যতিদারুণম্।
ইত্যুদ্দিশ্য সহস্রাক্ষঃ সমারুহ্য গজোত্তমম্ ॥ ১৯ ॥
বিঘ্নকামস্তু তরসা জগাম গন্ধমাদনম্।
গত্বা তত্রাশ্রমে পুণ্যে তাবপশ্যচ্ছতক্রতুঃ ॥ ২০ ॥
তপসা দীপ্তদেহৌ তু ভাস্করাবিব চোদিতৌ।
ব্রহ্মবিষ্ণূ কিমেতৌ বৈ প্রকটৌ বা বিভাবসূ।
ধর্ম্মপুত্রাবৃষীবেতৌ তপসা কিং করিষ্যতঃ ॥ ২১ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য তৌ দৃষ্ট্বা তদোবাচ শচীপতিঃ।
কিং বাং কার্য্যং মহাভাগৌ ব্রূতাং ধর্ম্মসুতৌ কিল ॥ ২২ ॥
দদামি বাং বরং শ্রেষ্ঠং দাতুং যাতোঽস্ম্যহং ঋষী।
অদেয়মপি দাস্যামি তুষ্টোঽস্মি তপসা কিল ॥ ২৩ ॥

কুতশ্চিন্তা কিঞ্চ কল্পিতবাংস্তদুভয়মপ্যাহ কিং কর্ত্তব্যমিতি ॥ ১৭ ॥
আসনং মমেতি শেষঃ। বিঘ্ন ইতি। কামং ক্রোধং বোৎপাদ্য যেন বিঘ্নেন তপো ন ভবেৎ স তাদৃশো বিঘ্নঃ কথং কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৮—২২ ॥

সংকুচিত হইয়া উঠিলেন ॥ ১৬ ॥ সহস্রলোচন চিন্তাবিষ্ট হইয়া মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিলেন যে, এই ধর্ম্মপুত্রদ্বয় তপোনিরত ও ধ্যানপরায়ণ হইয়াছেন, ইহাঁরা তপঃসিদ্ধ হইলে আমার এই অত্যুত্তম রাজাসন অধিকার করিতে পারিবেন, তবে এক্ষণে ইহাঁদের তপস্যা ভঙ্গের নিমিত্ত কি প্রকারে বিঘ্ন উৎপাদন করি ॥ ১৭—১৮ ॥ দেবরাজ, এই উদ্দেশে কাম, ক্রোধ, এবং অতি নিদারুণ লোভকে উৎপাদন করিয়া ঐরাবতে আরোহণ পূর্ব্বক বিঘ্নাচরণের নিমিত্ত গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করত সেই পুণ্যাশ্রমে উপস্থিত হইয়া সেই পুরাতন ঋষিদ্বয়কে দর্শন করিলেন ॥ ১৯—২০ ॥ তাঁহাদিগকে তপস্তেজে ভাস্করের ন্যায় দীপ্তিমান্ দর্শন করিয়া দেবরাজ বিবেচনা করিতে লাগিলেন ইহাঁরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু অথবা বিভাবসুই হইবেন ॥ ২১ ॥ ইহাঁরা ধর্ম্মপুত্র এবং ঋষি, ইহাঁরা তপস্যা দ্বারা কি করিবেন? এইরূপ চিন্তা করিয়া শচীনাথ তাঁহাদিগের সম্মুখে গমন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥ হে মহাভাগ ধর্ম্মতনয় ঋষিদ্বয়! আপনাদিগের কার্য্য বা প্রার্থনা কি বলুন, আমি আপনাদিগকে উত্তম বর প্রদান করিবার নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হইয়াছি;

ব্যাস উবাচ।

এবং পুনঃপুনঃ শক্রস্তাবুবাচ পুরঃস্থিতঃ।
নোচতুস্তাবৃষী ধ্যানসংস্থিতৌ দৃঢ়চেতসৌ ॥ ২৪ ॥
ততো বৈ মোহিনীং মায়াঞ্চকার ভয়দাং বৃষঃ।
বৃকান্ সিংহাংশ্চ ব্যাঘ্রাংশ্চ সমুৎপাদ্যাবিভীষয়ৎ ॥ ২৫ ॥
বর্ষং বাতং তথা বহ্নিং সমুৎপাদ্য পুনঃপুনঃ।
ভীষয়ামাস তৌ শক্রো মায়াং কৃত্বা বিমোহিনীম্ ॥ ২৬ ॥
ভয়তোঽপি বশং নীতৌ ন তৌ ধর্ম্মসুতৌ মুনী।
নরনারায়ণৌ দৃষ্ট্বা শক্রঃ স্বভুবনং গতঃ ॥ ২৭ ॥
বরদানে প্রলুব্ধৌ ন ন ভীতৌ বহ্নিবায়ুতঃ।
ব্যাঘ্রসিংহাদিভিঃ ক্রান্তৌ চলিতৌ নাশ্রমাৎ স্বকাৎ ॥ ২৮ ॥
ন তয়োর্ধ্যানভঙ্গং বৈ কর্ত্তুং কোঽপি ক্ষমোঽভবৎ।
ইন্দ্রোঽপি সদনং গত্বা চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ ॥ ২৯ ॥

দাতুং যাতো স্ম্যহং ঋষী। হে ঋষী তং বরং দাতুং যাতঃ প্রাপ্তোঽস্মীত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥
বৃষ ইন্দ্রঃ ॥ ২৫—২৭ ॥
নাশ্রমাৎ স্বকাদাশ্রমনিমিত্ততপসো ন চলিতাবিত্যর্থঃ ॥ ২৮—২৯ ॥

আমি আপনাদের তপস্থায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব আপনারা যাহা প্রার্থনা করিবেন, তাহা অদেয় হইলেও আমি প্রদান করিব ॥ ২৩ ॥

ব্যাস বলিলন, ইন্দ্র তাঁহাদের সন্মুখে অবস্থিতি করিয়া পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিতে লাগিলেন, কিন্তু ঋষিদ্বয় দৃঢ়চিত্ত ও ধ্যানমগ্ন ছিলেন, এজন্য কোন কথাই বলিলেন না, তদ্দর্শনে অমররাজ, অতিশয় ভয়প্রদা মোহিনী-মায়ার অবতারণা করিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥ তিনি সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক প্রভৃতি হিংস্রজন্তু সকল এবং বৃষ্টি বাত্যা ও বহ্নি প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ উৎপাদন পূর্ব্বক ভয় দেখাইতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ শক্র মোহিনী-মায়ার আবির্ভাব করিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারাও সেই ধর্ম্মপুত্র মুনিদ্বয়কে বশে আনিতে পারিলেন না ॥ ২৭ ॥ সেই নরনারায়ণ মুনিদ্বয়, বর গ্রহণে লুব্ধ, অথবা সিংহাদি বা বহ্নি পবনাদি দ্বারা ভীত হইলেন না দেখিয়া দেবরাজ নিজ ভবনে গমন করিলেন। অনন্তর ইন্দ্র গৃহে গমন পূর্ব্বক দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে যখন এই মুনিদ্বয় সিংহ-ব্যাঘ্রাদির দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও নিজ আসন হইতে বিচলিত হইলেন না, তখন কেহই ইহাদের ধ্যান ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইবে না। এই মুনিবরদ্বয়, ভয়লোভাদি দ্বারা বিচলিত হইলেন না, ইঁহারা আদিশক্তি মহাবিদ্যা সনাতনী, ত্রিলোকেশ্বরী-অদ্ভুত-

চলিতৌ ভয়লোভাভ্যাং নেমৌ মুনিবরোত্তমৌ।
চিন্তয়ন্তৌ মহাবিদ্যামাদিশক্তিং সনাতনীম্ ॥ ৩০ ॥
ঈশ্বরীং সর্ব্বলোকানাং পরাং প্রকৃতিমদ্ভুতাম্।
ধ্যায়তাং কঃ ক্ষমো লোকে বহুমায়াবিদপ্যুত ॥ ৩১ ॥
যন্মূলাঃ সকলা মায়া দেবাসুরকৃতাঃ কিল।
তে কথং বাধিতুং শক্তা ধ্যায়ন্তি গতকল্মষাঃ* ॥ ৩২ ॥
বাগ্‌বীজং কামবীজঞ্চ মায়াবীজং তথৈব চ।
চিত্তে যস্য ভবেত্তস্য বাধিতুং কোঽপি ন ক্ষমঃ ॥ ৩৩ ॥
মায়য়া মোহিতঃ শক্রো ভূয়স্তস্য প্রতিক্রিয়াম্।
কর্ত্তুং কামবসন্তৌ তু সমাহূয়াব্রবীদ্বচঃ ॥ ৩৪ ॥

কুতো ন চলিতৌ তত্র নিমিত্তমাহ চিন্তয়ন্তাবিতি। মহাবিদ্যাং শ্রীভুবনেশ্বরীং পরাং প্রকৃতিং সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণীম্। বিদ্ধি মে প্রকৃতিং পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগদিতিগীতোক্তাম্ ॥ ৩০ ॥

বহুমায়াবিৎ সোঽপীত্যর্থঃ। ধ্যায়তাং মনো বশয়িতুমিতিশেষঃ ॥ ৩১ ॥

যন্মূলা ইতি। যৎপরাশক্তিমূলাঃ সকলা দেবা সুরকৃতমায়া ভবন্তীতি তাং পরাং শক্তিমিতিপূর্ব্বেণান্বয়ঃ তে কথং বাধিতুমিতি। অন্যেন বাধিতুমিত্যর্থঃ। যে গতকল্মষা ধ্যায়ন্তি তে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩২ ॥

তৃতীয়স্কন্ধোক্তং ভুবনেশ্বরীমন্ত্রমাহ বাগ্বীজমিতি। বাধিতুং কোঽপি ন ক্ষম ইতি। তদুক্তং মুণ্ডমালায়াম্। পার্ব্বতীচরণদ্বন্দ্বভজনাৎ কিঙ্করো ভবেৎ। স্বর্গভোগশ্চ মোক্ষশ্চ শাক্তানাং ন ভবেৎ কিমু। শাক্তানাঞ্চৈব নিন্দাং যে কুর্ব্বন্তি হি নরাধমাঃ। তেষাং লোহিতপানং বৈ কুর্ব্বন্তি ভৈরবীগণাঃ। ভৈরবাশ্চৈব ভৈরব্যঃ সদা হিংসন্তি পামরান্। শাক্তান্ হিংসন্তি নিন্দন্তি গর্জ্জন্তি বহুজল্পকাঃ। ছিনত্তি তেষাং দেবেশী শিরাংসি হরবল্লভেতি ॥ ৩৩ ॥

রূপিণী পরমা প্রকৃতি শ্রীভুবনেশ্বরীর ধ্যান করিতেছেন, এক্ষণে বহুমায়া বিশারদ হইলেও এমন কে আছে যে ইঁহাদের ধ্যানভঙ্গ করিতে সমর্থ হয় ॥ ২৮—৩১ ॥ কারণ যে পরমা শক্তি দেবাসুরকৃত সকল মায়ার মূল, সেই যোগমায়া মহাশক্তির ধ্যানপরায়ণ হইয়া যাঁহারা পাপের হস্ত হইতে নির্মুক্ত রহিয়াছেন, এই ত্রিলোকে এমন কোন ব্যক্তি আছে যে, তাঁহাদের ধ্যান ভঙ্গ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩২ ॥ যাঁহারা সরস্বতীবীজ, কামবীজ, ও মায়াবীজ জপ করিয়া নিষ্পাপ ও বিশুদ্ধাত্মা হইয়াছেন, যাঁহাদের চিত্তক্ষেত্রে ভুবনেশ্বরীবীজ উপ্ত হইয়াছে তাঁহাদিগের বিঘ্ন আচরণ করিতে কে সমর্থ হইবে? ॥ ৩৩ ॥ মহারাজ! মায়ার কি প্রভাব দেখুন, শাক্তগণের অত্যাচারে কেহই সমর্থ হয় না, ইহা জানিয়াও দেবরাজ মায়ায় মোহিত হইয়া পুনর্ব্বার তৎপ্রতীকারার্থ মন্মথ ও বসন্তকে আহ্বান করিয়া

---

* তাঃ কথং বাধিতুং শক্তাস্তাং ধ্যায়ন্তমকল্মষম্। ইতি বা পাঠঃ।

মনোভব! বসন্তেন রত্যা যুক্তো ব্রজাধুনা।
অপ্সরোভিঃ সমাযুক্তস্তরসা গন্ধমাদনম্ ॥ ৩৫ ॥
নরনারায়ণৌ তত্র পুরাণাবৃষিসত্তমৌ।
কুরুতস্তপ একান্তে স্থিতৌ বদরিকাশ্রমে ॥ ৩৬ ॥
গত্বা তত্র সমীপে তু তয়োর্মন্মথ! মার্গণৈঃ।
চিত্তং কামাতুরং কার্য্যং কুরু কার্য্যং মমাধুনা ॥ ৩৭ ॥
মোহয়োচ্চাটয়ৈনৌ ত্বং বিশিখৈস্তাড়য়াশু চ।
বশীকুরু মহাভাগ! মুনী ধর্ম্মসুতাবপি ॥ ৩৮ ॥
কো হ্যস্মিন্ সর্ব্বসংসারে দেবো দৈত্যোঽথ মানবঃ।
যস্তে বাণবশং প্রাপ্তো ন যাতি ভৃশতাড়িতঃ ॥ ৩৯ ॥
ব্রহ্মাহং গিরিজানাথশ্চন্দ্রো বহ্নির্ব্বিমোহিতঃ।
গণনা কানয়োঃ কাম! ত্বদ্বাণানাং পরাক্রমে ॥ ৪০ ॥
বারাঙ্গনাগণোঽয়ন্তে সহায়ার্থং ময়েরিতঃ।
আগমিষ্যতি তত্রৈব রম্ভাদীনাং মনোরমঃ ॥ ৪১ ॥

প্রতিক্রিয়াং পরিহারম্ ॥ ৩৪—৩৬ ॥
হে মন্মথ মার্গণৈঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥
ন যাতীতি মোহমিতি শেষঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥
বারাঙ্গনানাং গণঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

কহিতে লাগিলেন, হে মনোভব! তুমি, এক্ষণে বসন্ত ও রতির সহিত মিলিত হইয়া অপ্সরাগণকে সঙ্গে লইয়া সত্বর গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন কর ॥ ৩৪—৩৫ ॥ সেই স্থানে নর-নারায়ণ নামে পুরাতন ঋষিদ্বয়, বদরিকাশ্রমে একান্তে অবস্থিত হইয়া তপস্যা করি-তেছেন ॥৩৬॥ হে মন্মথ! তুমি তাঁহাদের নিকট গমন পূর্ব্বক স্বীয় শায়ক প্রভাবে তাঁহাদের চিত্ত কামাতুর করিয়া আমার এই কার্য্য সম্পাদন কর ॥ ৩৭ ॥ তুমি স্বীয় শরাঘাতে তাঁহাদিগকে মোহিত ও উচ্চাটিত করিবে, কদাচ তাহাতে কুণ্ঠিত হইও না; হে মহাভাগ! এইরূপে তুমি সেই ধর্ম্মপুত্র মুনিদ্বয়কে বশীভূত কর ॥ ৩৮ ॥ কন্দর্প! এই অখিল সংসারে দেব দৈত্য বা মানবগণের মধ্যে এমন কে আছে যে বিতাড়িত হইয়া তোমার বাণের বশীভূত না হইয়াছে? ॥ ৩৯ ॥ ব্রহ্মা, আমি, গিরিজানাথ, চন্দ্র এবং বহ্নিও যখন তোমার বাণে বিমোহিত, তখন তোমার শায়ক যে সেই ঋষিদ্বয়ের প্রতি পরাক্রম প্রকাশে সমর্থ হইবে তদ্বিষয়ে আর কি বিচার করিতে হইবে? ॥ ৪০ ॥ তোমার সাহায্য করিবার নিমিত্ত এই বারাঙ্গনাগণকে তোমার সহিত প্রেরণ করিলাম, এই রম্ভাদি মনোরম অপ্সরা

একা তিলোত্তমা রম্ভা কার্য্যং সাধয়িতুং ক্ষমা।
ত্বমেবৈকঃ ক্ষমঃ কামং মিলিতৈঃ কস্তু সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥
কুরু কার্য্যং মহাভাগ! দদামি তব বাঞ্ছিতম্ ॥ ৪৩ ॥
প্রলোভিতৌ ময়াত্যর্থং বরদানৈস্তপস্বিনৌ।
স্থানান্ন চলিতৌ শান্তৌ বৃথায়ং মে গতঃ শ্রমঃ ॥ ৪৪ ॥
তথা বৈ মায়য়া কৃত্বা ভীষিতৌ তাপসৌ ভৃশম্।
তথাপি নোত্থিতৌ স্থানাদ্দেহরক্ষাপরৌ ন তৌ ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা শক্রং প্রাহ মনোভবঃ।
বাসবাদ্য করিষ্যামি কার্য্যং তে মনসেপ্সিতম্ ॥ ৪৬ ॥
যদি বিষ্ণুং মহেশং বা ব্রহ্মাণং বা দিবাকরম্।
ধ্যায়ন্তৌ তৌ তদাস্মাকং ভবিতারৌ বশৌ মুনী ॥ ৪৭ ॥
দেবীভক্তং বশীকর্ত্তুং নাহং শক্তঃ কথঞ্চন।
কামরাজং মহাবীজং চিন্তয়ন্তং মনস্থলম্ ॥ ৪৮ ॥

তব বাঞ্ছিতং তুভ্যং দদামীত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥
তৌ ন সামান্যাবিত্যাহ প্রলোভিতাবিতি ॥ ৪৪ ॥

সকলও সেই স্থানে গমন করিবে ॥ ৪১ ॥ তিলোত্তমা রম্ভা অথবা তুমি একাকীই কার্য্য সাধনে সমর্থ, তবে সকলে মিলিত হইয়া যে কার্য্য সাধন করিবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? ॥ ৪২ ॥ হে মহাভাগ! তুমি কার্য্য সাধন কর, আমি তোমাকে বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করিব ॥ ৪৩ ॥ মন্মথ! আমি তপস্বিদ্বয়কে বরদান করিব বলিয়া প্রলোভিত করিয়াছিলাম; কিন্তু, সেই প্রশান্তাত্মা তাপসযুগল, স্বকীয় নিশ্চিতার্থ হইতে বিচলিত হন নাই, তাহাতে আমার যত্ন ও পরিশ্রম সকলই বিফল হইয়া গিয়াছে ॥ ৪৪ ॥ আর আমি ঐ তাপসদ্বয়কে মায়া দ্বারা অত্যন্ত ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলাম, তথাপি তাঁহারা স্বস্থান হইতে উত্থিত হন নাই, অতএব বোধ হইতেছে তাঁহারা দেহ রক্ষায় যত্নবান্ নহেন ॥ ৪৫ ॥

ব্যাসদেব বলিলেন, কামদেব দেবরাজের বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন দেবেন্দ্র! অদ্য আমি আপনার অভিলষিত কার্য্য সম্পাদন করিব ॥ ৪৬ ॥ কিন্তু এক কথা এই যে, যদি সেই তাপসদ্বয় বিষ্ণু, মহেশ্বর, ব্রহ্মা বা দিবাকরের ধ্যানপরায়ণ হয়েন, তবে আমরা তাঁহাদিগকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইব ॥ ৪৭ ॥ নতুবা যে ব্যক্তি কামরাজ মহাবীজ-মন্ত্র চিন্তনে নিরত, আমি সেই দেবীভক্ত ব্যক্তিকে বশীভূত করিতে কদাচই সমর্থ হইব

তাং দেবীং চেন্মহাশক্তিং সংশ্রিতৌ ভক্তিভাবতঃ।
ন তদা মম বাণানাং গোচরৌ তাপসৌ কিল ॥ ৪৯ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

গচ্ছ ত্বঞ্চ মহাভাগ! সর্ব্বৈস্তত্র সমুদ্যতৈঃ।
কার্য্যং মমাতিদুঃসাধ্যং কর্ত্তা হিতমনুত্তমম্ ॥ ৫০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তেন সমাদিষ্টা যযুঃ সর্ব্বে সমুদ্যতাঃ।
যত্র তৌ ধর্ম্মপুত্রৌ দ্বৌ তেপাতে দুষ্করং তপঃ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে নরনারায়ণকথাবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

মায়য়া কৃত্বা ভয়মিতি শেষঃ ॥ ৪৫—৪৯ ॥

গচ্ছ ত্বঞ্চেতি। তৌ পরাশক্তিদেবীভক্তৌ বর্ত্তেতে তত্র সন্দেহো নাস্তি তথাপি ত্বং যত্নন্তু কুরু যদগ্রে ভবিষ্যতি তত্তবস্থিত্যর্থঃ। সর্ব্বৈঃ সমুদ্যতৈঃ সহেত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

না ॥ ৪৮ ॥ যদি তাপসদ্বয়, সেই মহাশক্তি মহাদেবীকে ভক্তিভাবে আশ্রয় করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা মদীয় শরের গোচরীভূত হইবেন না ॥ ৪৯ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, হে মহাভাগ! তুমি কার্য্যসাধনোদ্যত অনুচরগণের সহিত গমন কর, আমার এই দুঃসাধ্য হিতকর কার্য্যের সাধন কর্ত্তা তুমি ভিন্ন আর কেহই নাই ॥ ৫০ ॥

ব্যাস বলিলেন, এই রূপে ইন্দ্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাহারা সকলেই যেখানে সেই ধর্ম্মপুত্রদ্বয় নরনারায়ণ দুষ্কর তপস্যা করিতেছিলেন সেই স্থানে গমন করিল ॥ ৫১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে নরনারায়ণকথাবর্ণন
নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

প্রথমং তত্র সম্প্রাপ্তো বসন্তঃ পর্ব্বতোত্তমে।
পুষ্পিতাঃ পাদপাঃ সর্ব্বে দ্বিরেফালিবিরাজিতাঃ॥ ১॥
আম্রাশ্চ বকুলা রম্যাস্তিলকাঃ কিংশুকাঃ শুভাঃ।
সালাস্তালাস্তমালাশ্চ মধুকাঃ পুষ্পিতা বভুঃ॥ ২॥
বভূবুঃ কোকিলালাপা বৃক্ষাগ্রেষু মনোহরাঃ।
বল্ল্যোঽপি পুষ্পিতাঃ সর্ব্বা আলিলিঙ্গুর্নগোত্তমান্॥ ৩॥
প্রাণিনঃ স্বাসু ভার্য্যাসু প্রেমযুক্তাঃ স্মরাতুরাঃ।
বভূবুশ্চাতিমত্তাশ্চ ক্রীড়াসক্তাঃ পরস্পরম্॥ ৪॥
ববুর্মন্দাঃ সুগন্ধাশ্চ সুস্পর্শা দক্ষিণানিলাঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি মুনীনামপি চাভবন্॥ ৫॥

অর্দ্ধাধিকৈরষ্টপঞ্চাশদ্ভিঃ পদ্যৈর্নরাগ্রজঃ।
উর্ব্বশীং সম্যক্তে চেতি কথেয়ং সমুদীর্য্যতে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে বসন্তাগমনমুপবর্ণিতম্। তদনন্তরং জাতং বৃত্তমাহ প্রথমং তত্রেতি। তেন বসন্তাগমনেন পুষ্পিতাঃ পাদপা বৃক্ষাঃ বভুঃ শোভিতা ইত্যর্থঃ। দ্বিরেফালিবিরাজিতাঃ ভ্রমরপংক্তিবিরাজিতাঃ॥ ১—২॥
নগোত্তমান্ বৃহদ্বৃক্ষান্॥ ৩—৪॥
প্রমাথীনি বলবন্তি স্বাধীনানীত্যর্থঃ॥ ৫॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! প্রথমেই ঋতুরাজ বসন্ত সেই মনোহর পর্ব্বতোপরি আবির্ভূত হইলেন। তখন পাদপ সকল পুষ্পিত ও দ্বিরেফ মালায় পরিশোভিত হইয়া উঠিল॥ ১॥ মনোহর আম্র, বকুল, তিলক ও সুশোভন কিংশুক, সাল, তাল, তমাল ও মধুকাদি তরুরাজী, কুসুমমালায় বিরাজিত হইয়া অনুপম শোভা ধারণ করিল॥২॥ বৃক্ষের উপরিভাগে কোকিল-কুলের মধুর আলাপ শ্রুত হইতে লাগিল, লতাসকল পুষ্পিত হইয়া বনস্পতিগণকে আলিঙ্গন করিল॥৩॥ প্রাণিগণ স্মরাতুর হইয়া আপন আপন ভার্য্যায় প্রেমযুক্ত ও পরস্পর ক্রীড়াসক্ত হইয়া অতিশয় উন্মত্ত হইয়া উঠিল॥ ৪॥ মন্দ, সুগন্ধ ও সুখস্পর্শ দক্ষিণ পবন প্রবাহিত হইতে লাগিল, ইন্দ্রিয় সকল বলবান্ হইয়া আর মুনিগণের মানসের বশীভূত রহিল না॥ ৫॥ তখন মীনকেতন, রতির সহিত সম্মিলিত হইয়া পঞ্চবাণ ধারণ পূর্ব্বক সেই বদরিকা-

রতিযুক্তস্ততঃ কামঃ পূরয়ন্ পঞ্চমার্গণান্ ।
চকার ত্বরিতস্তত্র বাসং বদরিকাশ্রমে ॥ ৬ ॥
রম্ভাতিলোত্তমাদ্যাশ্চ গত্বা তত্র বরাশ্রমে ।
গানং চক্রুঃ সুগীতজ্ঞাঃ স্বরতানসমন্বিতম্ ॥ ৭ ॥
তচ্ছ্রুত্বা মধুরোদ্গীতং কোকিলানাঞ্চ কূজিতম্ ।
ভ্রমরালিবিরাবঞ্চ প্রবুদ্ধৌ তৌ মুনীশ্বরৌ ॥ ৮ ॥
ঋতুরাজমকালে তু দৃষ্ট্বা তৌ পুষ্পিতং বনম্ ।
জাতৌ চিন্তাপরৌ তত্র নরনারায়ণাবৃষী ॥ ৯ ॥
কিমদ্য শিশিরাপায়ঃ সংবৃত্তঃ সময়ং বিনা ।
প্রাণিনো বিহ্বলাঃ সর্ব্বে লক্ষ্যন্তেঽতিস্মরাতুরাঃ ॥ ১০ ॥
কালধর্ম্মবিপর্য্যাসঃ কথমদ্য দুরাসদঃ ।
নরং নারায়ণঃ প্রাহ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ॥ ১১ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

পশ্য ভ্রাতরিমে বৃক্ষাঃ পুষ্পিতাঃ প্রতিভান্তি বৈ ।
কোকিলালাপসংঘুষ্টা ভ্রমরালিবিরাজিতাঃ ॥ ১২ ॥

পূরয়ন্ পঞ্চমার্গণান্ পঞ্চবাণান্ পূর্ণান্ ব্যাপকান কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। পঞ্চবাণৈঃ সর্ব্বাংস্তাড়য়ন্নিতি ভাবঃ ॥ ৬—৭ ॥
ভ্রমরালির্ভ্রমরপংক্তিঃ ॥ ৮—১১ ॥
ইতি মনসি ঋতুকালবিপর্য্যাসং চিন্তয়িত্বা নারায়ণ উবাচ যত্তদাহ পশ্যেতি ॥ ১২ ॥

শ্রমে সত্বর গমনপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ সঙ্গীতনিপুণা রম্ভা ও তিলোত্তমাদি প্রধান প্রধান অপ্সরা সকল সেই মনোরম আশ্রমে গমন পূর্ব্বক স্বর.তান ও লয় সমন্বয়ে গান করিতে লাগিল ॥৭॥ সেই সুমধুর সঙ্গীত, কোকিলগণের মনোহর কূজন ও ভ্রমরগণের সুমধুর কলধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই মহর্ষিদ্বয় জাগরিত হইলেন ॥ ৮ ॥ নরনারায়ণ ঋষি-যুগল অকালে ঋতুরাজ বসন্তের উদয় ও বনপাদপগণের পুষ্পোদয় পরিদর্শন করিয়া চিন্তাপরায়ণ হইলেন ॥ ৯ ॥ নিয়ম ব্যতিরেকে এখন কিরূপে বসন্ত ঋতুর উদয় হইল ? দেখিতেছি, সকল প্রাণীই অতিশয় স্মরাতুর ও বিহ্বল হইয়া রহিয়াছে ॥ ১০ ॥ কাল-ধর্ম্মের বিপর্য্যয় অতিশয় দুর্ঘট, কিরূপে তাহা সংঘটিত হইল ? তদনন্তর নারায়ণ, বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে নরনামক ঋষিবরকে কহিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

ভ্রাতঃ ! দেখ এই বৃক্ষ সকল পুষ্পিত হইয়া পরিশোভিত হইতেছে, কোকি-লের কলধ্বনি সংঘোষিত হইতেছে, ভ্রমরসকল সুমধুরধ্বনি করিয়া ইতস্ততঃ বিহরণ

শিশিরং ভীমমাতঙ্গং দারয়ন্ স্বখরৈর্নখৈঃ।
বসন্তকেশরী প্রাপ্তঃ পলাশকুসুমৈর্মুনে! ॥ ১৩ ॥
রক্তাশোককরা তন্বী দেবর্ষে! কিংশুকাঙ্ঘ্রিকা।
নীলাশোককচা শ্যামা বিকাসিকমলাননা ॥ ১৪ ॥
নীলেন্দীবরনেত্রা সা বিল্ববৃক্ষফলস্তনী।
প্রোৎফুল্লকুন্দরদনা মঞ্জরীকর্ণশোভিতা ॥ ১৫ ॥
বন্ধুজীবাধরা শুভ্রা সিন্ধুবারনখাদ্ভুতা।
পুংস্কোকিলস্বরা পুণ্যা কদম্ববসনা শুভা ॥ ১৬ ॥
বর্হিবৃন্দকলাপা চ সারসস্বননূপুরা।
বাসন্তীবদ্ধরশনা মত্তহংসগতিস্তথা ॥ ১৭ ॥
পুত্রজীবাংশুকন্যস্তরোমরাজিবিরাজিতা।
বসন্তলক্ষ্মীঃ সম্প্রাপ্তা ব্রহ্মন্! বদরিকাশ্রমে ॥ ১৮ ॥

ভীমমাতঙ্গং শীতভয়প্রদানেন ভীমং ভয়ঙ্করং মাতঙ্গং গজং শিশিরঋতুরূপং পলাশকুসুমাত্মকৈঃ স্বস্য খরৈঃ কঠিনৈর্নখৈর্দারয়ন্ প্রাপ্তো বসন্তকেশরী বসন্তরূপঃ সিংহো বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ন কেবলং স্বয়মেব প্রাপ্তঃ কিন্তু লক্ষ্মীনৃসিংহবত্তস্য যা শক্তির্বসন্তলক্ষ্মীঃ সাপি প্রাপ্তেতি বদন্ বসন্তলক্ষ্মীং বর্ণয়তি রক্তাশোকেতি। রক্তো নবীনপল্লবযোগাৎ যোঽশোকোঽশোকবৃক্ষঃ স এব করৌ যস্যাঃ সা। কিংশুকঃ পুষ্পিতপলাশবৃক্ষঃ স এবাঙ্ঘ্রী চরণৌ যস্যাঃ। নীলো যোঽশোকো হরিতপল্লবযোগাৎ স এব কচাঃ কেশা যস্যাঃ ॥ ১৪ ॥

বিল্ববৃক্ষফলান্যেব স্তনৌ যস্যাঃ। মঞ্জর্য্য এব কর্ণৌ যস্যাঃ ॥ ১৫ ॥

সিন্ধুবারমেব নখানি যস্যাঃ ॥ ১৬ ॥

বর্হিবৃন্দো ময়ূরবৃন্দঃ স এব কলাপো ভূষণং যস্যাঃ। সারসঃ পুষ্করাহ্বস্তু সারস ইতি-কোষঃ। তস্য স্বন এব নূপুরে যস্যাঃ। বাসন্তী মাধবীলতা তদ্রূপা বদ্ধা রসনা কটিসূত্রং যয়া সা। চলন্তো যে মত্তা হংসাস্ত এব গতির্যস্যাঃ ॥ ১৭ ॥

করিতেছে ॥ ১২ ॥ ঐ দেখ, বসন্তকেশরী পলাশকুসুমরূপ স্বকীয় খরনখর দ্বারা শিশির-রূপ ভীষণ মাতঙ্গকে বিদারিত করিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥ হে ব্রহ্মন্! দেখ দেখ কেমন মনোহর সুষমাসম্পন্না বসন্তলক্ষ্মী বদরিকাশ্রমে উদিত হইয়াছেন; দেবর্ষে! রক্তাশোক ইঁহার করতল; কিংশুক কুসুম ইঁহার মনোহর চরণ; নীলাশোক ইঁহার শ্যামল কেশকলাপ; বিকসিত কমল ইঁহার বদন; নীল ইন্দীবর ইঁহার নয়ন; বিল্বফল ইঁহার মনোহর পয়োধর, প্রফুল্ল কুন্দ কুসুম ইঁহার দশন, মঞ্জরী ইঁহার মোহনকর্ণ, বন্ধুজীব ইঁহার অধর, সিন্ধুবার অদ্ভুত নখর; পুংস্কোকিল কলধ্বনি ইঁহার কণ্ঠস্বর; কদম্বকুসুম ইঁহার বসন; শিখিকুল ইঁহার ভূষণ; সারসস্বর ইঁহার নূপুরধ্বনি; কুসুমদাম ইঁহার চন্দ্রহার;

অকালে কিমিয়ং প্রাপ্তা বিস্ময়োঽয়ং মমাধুনা।
তপোবিঘ্নকরা নূনং দেবর্ষে! পরিচিন্তয় ॥ ১৯ ॥
শ্রূয়তে সুরনারীণাং গানং ধ্যানবিনাশনম্।
আবয়োস্তপিভঙ্গায় কৃতং মঘবতা কিল ॥ ২০ ॥
ঋতুরাড়ন্যথা কালে প্রীতিং সঞ্জনয়েৎ কথম্।
বিঘ্নোঽয়ং বিহিতো ভাতি ভীতেনাসুরশত্রুণা ॥ ২১ ॥
বাতাঃ সুগন্ধাঃ শীতাশ্চ সমায়ান্তি মনোহরাঃ।
নান্যৎ কারণমস্তীহ শতক্রতুকৃতিং বিনা ॥ ২২ ॥
ইতি ব্রুবতি বিপ্রাগ্র্যে দেবে নারায়ণে বিভৌ।
সর্ব্বে দৃষ্টিপথং প্রাপ্তা মন্মথপ্রমুখাস্তদা ॥ ২৩ ॥
দদর্শ ভগবান্ সর্ব্বান্নরো নারায়ণস্তথা।
বিস্ময়াবিষ্টমনসৌ বভূবতুরুভাবপি ॥ ২৪ ॥

কদম্ববৃক্ষাধো যে পুত্রজীবা বৃক্ষাস্ত এব কদম্ববৃক্ষরূপং যৎ পূর্ব্বোক্তমংশুকং বস্ত্রং তস্মিন্ ন্যস্তা ক্ষিপ্তা আচ্ছাদিতা যা রোমরাজী রোমপংক্তিস্তয়া বিরাজিতা। কদম্ববৃক্ষাণাং বস্ত্রত্ব-কল্পনা তদধঃস্থিতপুত্রজীবানাং রোমরাজিকল্পনেতি বোধ্যম্ ॥ ১৮—১৯ ॥

তপিভঙ্গায় তপিস্তপিক্রিয়া তপশ্চর্য্যেত্যর্থঃ। তস্যা ভঙ্গায় ॥ ২০ ॥

ঋতুরাড়িতি। অন্যথা মদ্ধৃক্কার্থাভাবেঽকালে সময়াভাবেঽপি ঋতুরাড়্বসন্তঃ কথং প্রীতিং জনয়েন্ন কথমপীত্যর্থঃ। অসুরশত্রুণেন্দ্রেণ ॥ ২১—২২ ॥

বিপ্রাগ্র্যে দ্বিজশ্রেষ্ঠে ॥ ২৩—২৬ ॥

প্রমত্তহংস গতিই ইঁহার গমন; কদম্বকেশর ইঁহার রোমরাজী; ঋষিবর! এই সকল দ্বারা বসন্তলক্ষ্মী কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছেন ॥ ১৪—১৮ ॥ ইনি অকালে উপ-নীত হইলেম কেন? এ বিষয়ে এখন আমার বিস্ময় জন্মিতেছে, তুমি চিন্তা করিয়া দেখ, ইনি নিশ্চিতই তপস্যার বিঘ্নকারিণী ॥১৯॥ ঐ শ্রবণ কর সুরকামিনীগণ, কেমন মনোমোহন ধ্যানবিনাশন গান করিতেছে, বোধ হইতেছে, আমাদিগের তপোভঙ্গ করিবার নিমিত্ত দেবরাজ এই সকল উপায় নিয়োজিত করিয়াছেন ॥ ২০ ॥ ঋতুরাজ অসময়ে প্রীতি জন্মাই-তেছেন কেন? ইহাতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে অসুরারি ইন্দ্র, আমাদের তপস্যায় ভীত হইয়া তপোভঙ্গের উপায় স্বরূপ এই সকল বিঘ্ন নিয়োজিত করিয়াছেন ॥ ২১ ॥ দেখ শীতল, সুগন্ধ ও মনোহর পবন প্রবাহিত হইতেছে, শতক্রতুর কার্য্য ব্যতিরেকে ইহাতে আর কোনও কারণ দৃষ্ট হয় না ॥ ২২ ॥

বিপ্রবর বিভু দেব নারায়ণ এই সকল বাক্য বলিতেছেন এমন সময়ে মন্মথাদি সকলেই তাঁহাদের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইলেন ॥ ২৩ ॥ ভগবান্ নর ও নারায়ণ উভয়েই তাহাদিগকে

মন্মথং মেনকাঞ্চৈব রম্ভাঞ্চৈব তিলোত্তমাম্।
পুষ্পগন্ধাং সুকেশীঞ্চ মহাশ্বেতাং মনোরমাম্॥ ২৫॥
প্রমদ্বরাং ঘৃতাচীঞ্চ গীতজ্ঞাং চারুহাসিনীম্।
চন্দ্রপ্রভাঞ্চ সোমাঞ্চ কোকিলালাপমণ্ডিতাম্॥ ২৬॥
বিদ্যুন্মালাম্বুজাক্ষীঞ্চ তথা কাঞ্চনমালিনীম্।
এতাশ্চান্যা বরারোহা দৃষ্টাস্তাভ্যাং তদান্তিকে॥ ২৭॥
তাসাং হ্যষ্টসহস্রাণি পঞ্চাশদধিকানি চ।
বীক্ষতৌ বিস্মিতৌ জাতৌ কামসৈন্যং সুবিস্তরম্॥ ২৮॥
প্রণম্যাগ্রে স্থিতাঃ সর্ব্বা দেববারাঙ্গনাস্তদা।
দিব্যাভরণভূষাঢ্যা দিব্যমাল্যোপশোভিতাঃ॥ ২৯॥
জগুশ্ছলেন তাঃ সর্ব্বাঃ পৃথিব্যামতিদুর্লভম্।
তত্তথাবস্থিতং দিব্যং মন্মথাদিবিবর্দ্ধনম্॥ ৩০॥
শুশ্রাব ভগবান্ বিষ্ণুর্নরো নারায়ণস্তদা।
শ্রুত্বা প্রোবাচ তাস্তত্র প্রীত্যা নারায়ণো মুনিঃ॥ ৩১॥
আস্যতাং সুখমত্রৈব করোম্যাতিথ্যমদ্ভুতম্।
ভবন্ত্যোঽতিথিধর্ম্মেণ প্রাপ্তাঃ স্বর্গাৎ সুমধ্যমাঃ॥ ৩২॥

বিদ্যুন্মালা চ সা চাম্বুজাক্ষী চেতি। কচিত্তু বিদ্যুন্মালাম্বুজাক্ষ্যৌ চেতি পাঠস্তদা স্ত্রী-দ্বয়ম্॥ ২৭—২৮॥
দেববারাঙ্গনা অপ্সরসঃ॥ ২৯॥

দর্শন করিয়া বিস্মিতচিত্ত হইলেন॥ ২৪॥ তাঁহারা মনোভব, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, পুষ্পগন্ধা, সুকেশী, মহাশ্বেতা, মনোরমা, প্রমদ্বরা, চারুহাসিনী সঙ্গীতজ্ঞা ঘৃতাচী, চন্দ্রপ্রভা, কোকিলভাষিণী সোমা, অম্বুজাক্ষী কাঞ্চনমালিনী বিদ্যুন্মালা, এই সকল ও অন্যান্য বরারোহা অপ্সরাগণকে সন্নিধানে দর্শন করিলেন॥ ২৫—২৭॥ অষ্টসহস্র পঞ্চাশৎ অপ্সরা-গণকে এবং কামের সুবিস্তর সৈন্য সকলকে দর্শন করিয়া মুনিদ্বয় বিস্মিত হইলেন॥ ২৮॥ তখন, দিব্যমালায় পরিশোভিতা, দিব্যাভরণা দেববারাঙ্গনাগণ মুনিদ্বয়কে প্রণাম করিয়া সম্মুখে অবস্থিতি করিতে লাগিল॥ ২৯॥ সেই অপ্সরা সকল, ক্ষিতিতলে দুর্লভ ও মন্মথ-বর্দ্ধন স্বর্গীয় সঙ্গীত আরম্ভ করিল॥ ৩০॥ ভগবান্ বিষ্ণুস্বরূপ নরনারায়ণ মুনিদ্বয় সেই সঙ্গীত শ্রবণানন্তর প্রীত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, হে শোভনমধ্যমা অপ্সরাগণ তোমরা স্বর্গ হইতে অতিথিধর্ম্মেই এইস্থানে আগমন করিয়াছ। তোমরা এইস্থানে সুখে অবস্থিতি কর, আমরা উত্তমরূপে তোমাদের আতিথ্য সম্পাদন করিব॥ ৩১—৩২॥

ব্যাস উবাচ।

সাভিমানস্তু সঞ্জাতস্তদা নারায়ণো মুনিঃ।
ইন্দ্রেণ প্রেষিতা নূনং তপোবিঘ্নচিকীর্ষয়া ॥ ৩৩ ॥
বরাক্যঃ কা ইমাঃ সর্ব্বাঃ সৃজাম্যদ্য নবাঃ কিল।
এতাভ্যো দিব্যরূপাশ্চ দর্শয়ামি তপোবলম্ ॥ ৩৪ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা করেণোরুং প্রতাড্য বৈ।
তরসোৎপাদয়ামাস নারীং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীম্ ॥ ৩৫ ॥
নারায়ণোরুসম্ভূতা হ্যুর্ব্বশীতি ততঃ শুভা।
দদৃশুস্তাঃ স্থিতাস্তত্র বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ৩৬ ॥
তাসাঞ্চ পরিচর্য্যার্থং তাবতীশ্চাতিসুন্দরীঃ।
প্রাদুশ্চকার তরসা তদা মুনিরসম্ভ্রমঃ ॥ ৩৭ ॥
গায়ন্ত্যশ্চ হসন্ত্যশ্চ নানোপায়নপাণয়ঃ।
প্রণেমুস্তা মুনী সর্ব্বাঃ স্থিতাঃ কৃত্বাঞ্জলিং পুরঃ ॥ ৩৮ ॥

যথা শাস্ত্রেণোক্তং তথাবস্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩৩ ॥

অভিমানস্বরূপমাহ বরাক্য ইতি ॥ ৩৪ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্যেতি। তরসা বেগেনোরুং করেণ প্রতাড্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীং নারীমুৎপাদয়ামাস ॥ ৩৫ ॥

নারায়ণেতি। হি যতো নারায়ণোরুসম্ভূতা ততস্তস্মাদ্ধেতোরুর্ব্বশীতি নাম্নাভবদিত্যর্থঃ। উরুমশ্নাত্যাশ্রয়ত্ত্যুৎপত্তিস্থানত্বেনেত্যুর্ব্বশীতি ব্যুৎপত্তেঃ। পৃষোদরাদিত্বাদ্‌হ্রস্বত্বম্। দদৃশুরিতি। তা ইন্দ্রেণ প্রেষিতাস্তামুর্ব্বশীং দদৃশুঃ দৃষ্ট্বা পরমং বিস্ময়ং যযুঃ প্রাপুঃ ॥ ৩৬ ॥

তাসাং চেতি। ইন্দ্রপ্রেষিতানাং স্ত্রীণাং পরিচর্য্যার্থং তাবতীঃ পঞ্চাশদধিকষোড়শসহস্রসংখ্যকা অতিসুন্দরীস্তাভ্যোঽপ্যতিসুন্দরীঃ ॥ ৩৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দেবরাজ ইন্দ্র তপস্যার বিঘ্ন করিবার বাসনায় নিশ্চয়ই সেই অপ্সরাগণকে প্রেরণ করিয়াছেন ইহা চিন্তা করিয়া, নরনারায়ণ মুনিদ্বয় অভিমানে পূর্ণ হইয়া মনে করিলেন যে, এই অপ্সরা সকল সামান্য-রূপসম্পন্ন ও জঘন্য আমি এক্ষণে ইহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর দিব্যরূপসম্পন্ন নূতন অপ্সরা-সৃষ্টি করিয়া আমার তপোবল প্রদর্শন করাইব ॥ ৩৩—৩৪ ॥ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া কর দ্বারা উরুতাড়ন পূর্ব্বক শীঘ্রই এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারী উৎপাদন করিলেন ॥ ৩৫ ॥ সেই শুভাননা মুনিবরের উরুস্থল হইতে উৎপন্ন হইল বলিয়া উর্ব্বশী নামে বিখ্যাত হইল। অনন্তর, তত্রস্থ অপ্সরা সকল তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল ॥ ৩৬ ॥

পরে নারায়ণ মুনি, ইন্দ্রপ্রেরিত রমণীগণের পরিচর্য্যার নিমিত্ত তাহাদের অপেক্ষা সুন্দরী তাবৎ সংখ্যক নারী সকল নিরুদ্বেগে সৃষ্টি করিলেন ॥ ৩৭ ॥ প্রাদুর্ভূত অপ্সরা সকল

তাং বীক্ষ্য বিভ্রমকরীং তপসো বিভূতিং
দেবাঙ্গনা হি মুমুহুঃ প্রবিমোহয়ন্ত্যঃ।
ঊচুশ্চ তৌ প্রমুদিতাননপদ্মশোভা
রোমোদ্গমোল্লসিতচারুনিজাঙ্গবল্ল্যঃ ॥ ৩৯ ॥
কুর্য্যুঃ কথং স্তুতিমহো তপসো মহত্ত্বং
ধৈর্য্যং তথৈব ভবতামভিবীক্ষ্য বালাঃ।
অস্মৎকটাক্ষবিষদিগ্ধশরেণ দগ্ধঃ
কো বা ন তত্র ভবতাং মনসো ব্যথা ন ॥ ৪০ ॥
জ্ঞাতৌ যুবাং নরহরেঃ পরমাংশভূতৌ
দেবৌ মুনী শমদমাদিনিধী সদৈব।
সেবানিমিত্তমিহ নো গমনং ন কামং
কার্য্যং হরেঃ শতমখস্য বিধাতুমেব ॥ ৪১ ॥

প্রণেমুরিতি। তা নারায়ণোৎপন্নাস্ত্রিয়োঽঞ্জলিং কৃত্বা পুরঃ স্থিতাস্তৌ মুনী নরনারায়ণৌ প্রণেমুরিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

তদনন্তরমিন্দ্রপ্রেষিতাঃ স্তুতিং চক্রুরিত্যাহ তাং বীক্ষ্যেতি। অন্যান্ প্রবিমোহয়ন্ত্যোঽপি দেবানাং বিভ্রমকরীং স্বস্যাপি মোহকরীং তপসো বিভূতিং দৃষ্ট্বা তৌ নরনারায়ণৌ প্রত্যূচুঃ। কথম্ভূতা রোমোদ্গমেন রোমাঞ্চোদ্গমেন চার্ব্ব্যঃ সুন্দরা নিজাঙ্গবল্ল্যো নিজাঙ্গলতা যাসাং তাঃ ॥ ৩৯ ॥

কুর্য্যুঃ কথমিতি। হে দেবৌ বয়ং বালা মূঢ়া ভবতাং তপসো মহত্ত্বং তথৈব ধৈর্য্যং মনসোঽপ্যবিষয়মভিবীক্ষ্য স্তুতিং কথং কুর্য্যুর্ন কথমপীত্যর্থঃ। অস্মৎকটাক্ষকজ্জলরূপবিষেণ দিগ্ধো যুক্তঃ শরস্তেন দগ্ধঃ কো বা পৃথিব্যাং ন ভবতি অপি তু সর্ব্বো ভবত্যেব। তত্র তস্মিন্ সত্যপি ভবতাং মনসো ব্যথা বিকারো নেতি পরমাশ্চর্য্যং ভবতামিতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

নানাবিধ উপহার দ্রব্য হস্তে করিয়া গান ও হাস্য করিতে করিতে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক মুনি দ্বয়ের অগ্রস্থিত হইয়া প্রণাম করিল ॥ ৩৮ ॥ ইন্দ্রপ্রেরিত দেবাঙ্গনাগণ অন্যের মোহনকারিণী হইলেও আপনাদের মানস-বিভ্রমকারিণী তপস্যার ফলসম্পত্তিস্বরূপিণী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী উর্ব্বশীরে দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইল এবং তাহাদের অঙ্গবল্লী সকল রোমাঞ্চজালে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; তখন তাহারা নিজ নিজ বদনকমলের পরমা শোভা বিস্তারিত করিয়া মুনিদ্বয়কে বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৯ ॥ হে দেবযুগল! আমরা বালা, আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই আপনাদিগের তপস্যার মহত্ত্ব ও আপনাদের ধৈর্য্য দর্শন করিয়া আমরা কিরূপে আপনাদের স্তুতি করিতে সমর্থ হইব? অহো! আমাদের কটাক্ষরূপ বিষদিগ্ধ শরে নির্দ্দগ্ধ হয় নাই, পৃথিবীতলে এমন ব্যক্তি দৃষ্ট হন না; কিন্তু, তাহাতে আপনাদিগের মনোবিকার কিছুই লক্ষিত হইল না; অতএব, আপনাদের মাহাত্ম্য অতিশয় আশ্চর্য্যজনক ॥ ৪০ ॥

ভাগ্যেন কেন যুবয়োঃ কিল দর্শনং নঃ
সম্পাদিতং ন বিদিতং খলু সঞ্চিতং তৎ।
চিত্তং ক্ষমং নিজজনে বিহিতং যুবাভ্যা-
মস্মদ্বিধে কিল কৃতাগসি তাপমুক্তম্॥
কুর্ব্বন্তি নৈব বিবুধাস্তপসো ব্যয়ং বৈ
শাপেন তুচ্ছফলদেন মহানুভাবাঃ॥ ৪২॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্থং নিশম্য বচনং সুরকামিনীনাং
তাবূচতুর্মুনিবরৌ বিনয়ানতানাম্।
প্রীতৌ প্রসন্নবদনৌ জিতকামলোভৌ
ধর্ম্মাত্মজৌ নিজতপোরুচিশোভিতাঙ্গৌ॥ ৪৩॥

অতএব যুবাং ন সাধারণৌ কিন্তু পরমেশ্বরস্যাংশভূতাবেবেত্যস্মাভির্জ্ঞাতাবিত্যাহঃ জ্ঞাতাবিতি। নরহরের্বিষ্ণোঃ। হে ভগবন্তৌ কপটেনাগতানামপ্যস্মাকং কো বা ভাগ্যোদয়ো জাতো যেন ভবদ্দর্শনমস্মাভির্লব্ধমিত্যাহুঃ সেবানিমিত্তমিতি। নোঽস্মাকং গমনমাগমনমিহ ভবৎসেবানিমিত্তং ন কিন্তু কামং যথেচ্ছং হরেরিন্দ্রস্য শতমখস্য কার্য্যং ভবত্তপোবিঘাতরূপং বিধাতুং কর্ত্তুমেব॥ ৪১॥

তাদৃশদুষ্টানামস্মাকং যুবয়োর্দর্শনং কেন ভাগ্যেন সম্পাদিতং তৎ সঞ্চিতং ভাগ্যং খলু ন বিদিতমস্মাভিঃ। কিঞ্চাস্মদ্বিধেঽস্মৎসদৃশে নিজজনে কৃতাগসি কৃতাপরাধে চিত্তং ক্ষমং শাপাদিকর্ত্তুং সমর্থমপি যুবাভ্যাং তাপমুক্তং সন্তাপরহিতং কৃতম্। অহোঽতিধন্যা ভবতাং ক্ষমেতি ভাবঃ। ইয়ঞ্চ রীতির্ভবদ্বিধানাং মহানুভাবানাং কেনাভিপ্রায়েণেতি তমভিপ্রায়মাহ। কুর্ব্বন্তীতি॥ ৪২—৪৩॥

আমরা জানিলাম আপনারা উভয়ে বিষ্ণুর অংশ স্বরূপ দেব ও মননশীল এবং শমদমাদিই আপনাদিগের নিধিস্বরূপ। আপনাদের সেবার নিমিত্ত আমাদের এখানে আগমন হয় নাই, আপনাদের তপস্যার বিঘ্নসম্পাদনরূপ দেবরাজ ইন্দ্রের কার্য্য সাধন উদ্দেশেই আমরা এখানে আগমন করিয়াছি॥ ৪১॥ আমরা এতাদৃশ দুর্জ্জন হইলেও আমাদের কোন্ সঞ্চিত ভাগ্যফল দ্বারা আপনাদিগের দর্শন লাভ হইল, তাহা আমরা অবগত নহি। আর আমাদের ন্যায় কৃতাপরাধ ব্যক্তির প্রতি শাপাদি প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াও নিজজন ভাবিয়া যে শাপাদি প্রদান না করিয়া মনস্তাপ বিদূরিত করিলেন, তাহাতে আপনাদের ক্ষমাগুণ অত্যন্ত প্রশংসনীয় হইল। আমরা জানিলাম মহানুভব বুধগণ তুচ্ছফলপ্রদ শাপাদি দ্বারা আপনাদিগের তপস্যার ব্যয় করেন না॥ ৪২॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! জিতকাম ও জিতলোভ সেই ধর্ম্মতনয় মহর্ষি দ্বয় বিনয়াবনত সুরকামিনীগণের এইরূপ বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া প্রীত ও প্রসন্নবদন হইলেন এবং

নরনারায়ণাবূচতুঃ।

ব্রুবন্তু বাঞ্ছিতান্ কামান্দদাবস্তুষ্টমানসৌ।
যান্তু স্বর্গং গৃহীত্বেমামুর্ব্বশীং চারুলোচনাম্ ॥ ৪৪ ॥
উপায়নমিয়ং বালা গচ্ছত্বদ্য মনোহরা।
দত্তাবাভ্যাং মঘবতঃ প্রীণনায়োরুসম্ভবা ॥ ৪৫ ॥
স্বস্ত্যস্তু সর্ব্বদেবেভ্যো যথেষ্টং প্রব্রজন্তু চ।
ন কস্যাপি তপোবিঘ্নং প্রকর্ত্তব্যমতঃপরম্ ॥ ৪৬ ॥

দেব্য উচুঃ।

ক্ব গচ্ছামো মহাভাগ! প্রাপ্তাস্তে পাদপঙ্কজম্।
নারায়ণ সুরশ্রেষ্ঠ! ভক্ত্যা পরময়া মুদা ॥ ৪৭ ॥
বাঞ্ছিতং চেদ্বরং নাথ! দদাসি মধুসূদন!।
তুষ্টঃ কমলপত্রাক্ষ! ব্রবীমো মনসেপ্সিতম্ ॥ ৪৮ ॥
পতিস্ত্বং ভব দেবেশ! বরমেনং পরন্তপ!।
ভবামঃ প্রীতিযুক্তাস্ত্বাং সেবিতুং জগদীশ্বর! ॥ ৪৯ ॥

(কামপ্রদানে হেতুগর্ভবিশেষণমাহ তুষ্টমানসাবীতি ॥ ৪৪ ॥)
ইয়ং বালা রাজানমিন্দ্রং প্রত্যুপায়নং গচ্ছতু। আবাভ্যাং নরনারায়ণাভ্যাম্ ॥ ৪৫—৪৯ ॥

আপন তপঃপ্রভায় প্রদীপ্তাঙ্গ হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন ॥ ৪৩ ॥ রমণীগণ! আমরা তোমাদের প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা অভিলষিত বর কামনা কর আমরা এখনি তাহা প্রদান করিতেছি। আর তোমরা এই চারুলোচনা উর্ব্বশীকে লইয়া স্বর্গ গমন কর। এই মনোরমা বালিকা উর্ব্বশী দেবরাজের উপহার স্বরূপ তোমাদের সহিত গমন করুক। আমরা অমররাজের প্রীতির নিমিত্ত উরুসম্ভবা এই উর্ব্বশীকে প্রদান করিলাম ॥ ৪৪—৪৫ ॥ এক্ষণে সমস্ত দেবগণের কল্যাণ হউক, তোমরা আপন আপন ইষ্ট স্থানে গমন কর, ইহার পর আর কাহারও তপস্যার বিঘ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইও না ॥ ৪৬ ॥

অপ্সরাগণ কহিল, হে নারায়ণ! হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমরা পরম ভক্তিযোগে আপনার পাদপঙ্কজ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি, আমরা এখন কোথায় যাইব? ॥ ৪৭ ॥ হে নাথ! হে মধুসূদন! হে কমললোচন! আপনি যদি সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের বাঞ্ছিত বর প্রদান করেন, তাহা হইলে আমাদের মনোরথ আপনার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৪৮ ॥ হে দেবেশ! আপনি জগতের পতি অতএব আপনি আমাদিগের পতি হউন, হে পরন্তপ! আমরা প্রসন্নচিত্তে আপনার সেবায় নিরতই নিযুক্ত থাকিব ॥ ৪৯ ॥

ত্বয়া চোৎপাদিতা নার্য্যঃ সন্ত্যন্যাশ্চারুলোচনাঃ।
উর্ব্বশ্যাদ্যাস্তথা যান্তু স্বর্গং বৈ ভবদাজ্ঞয়া॥ ৫০॥
স্ত্রীণাং ষোড়শসাহস্রং তিষ্ঠত্বত্র শতার্দ্ধকম্।
সেবাং তেঽত্র করিষ্যামো যুবয়োস্তাপসোত্তমৌ!॥ ৫১॥
বাঞ্ছিতং দেহি দেবেশ! সত্যবাগ্ ভব মাধব!।
আশাভঙ্গো হি নারীণাং হিংসনং পরিকীর্ত্তিতম্॥
কামার্ত্তানাঞ্চ মুনিভির্ধর্ম্মজ্ঞৈস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ৫২।
ভাগ্যযোগাদিহ প্রাপ্তাঃ স্বর্গাৎ প্রেমপরিপ্লুতাঃ।
ত্যক্তুং নার্হসি দেবেশ! সমর্থোঽসি জগৎপতে!॥ ৫৩॥

নারায়ণ উবাচ।

পূর্ণং বর্ষসহস্রন্তু তপস্তপ্তং ময়াত্র বৈ।
জিতেন্দ্রিয়েণ চার্ব্বঙ্গ্যঃ! কথং ভঙ্গং করোম্যতঃ॥ ৫৪॥
নেচ্ছা কামে সুখে কাচিৎ সুখধর্ম্মবিনাশকে।
পশূনামপি সাধর্ম্ম্যে রমেত মতিমান্ কথম্॥ ৫৫॥

ত্বয়া পঞ্চাশদধিকষোড়শসহস্রস্ত্রিয় উৎপাদিতাস্তাঃ স্বর্গং গচ্ছন্তু। তাবৎসংখ্যকা এব বয়মত্র স্থাস্যাম ইতি ভাবঃ॥ ৫০—৫১॥

আপনি যে সকল নারীর উৎপাদন করিয়াছেন, সেই চারুনেত্রা রমণীগণও এই স্থানে রহিয়াছে, এক্ষণে উর্ব্বশী প্রভৃতি এই পঞ্চাশদধিক ষোড়শসহস্র নারীগণ সকলেই আপনার আজ্ঞায় স্বর্গে গমন করুক॥ ৫০॥ আর, আমরা এই পঞ্চাশদধিক ষোড়শসহস্র রমণী এই স্থানে আপনাদের সেবায় নিযুক্ত থাকি॥ ৫১॥ হে মাধব! আপনি দেবগণের প্রভু অতএব আমাদের বাঞ্ছিত বর প্রদান করিয়া আপনি সত্যভাষী হউন। তত্ত্বদর্শী ধর্ম্মজ্ঞ মুনিগণ কহিয়াছেন যে, কামাতুরা নারীদিগের আশাভঙ্গ করিলে হিংসাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়॥ ৫২॥ আমরা ভাগ্যবশে স্বর্গ হইতে এখানে আগমন করিয়া প্রেমে পরিপ্লুত হইয়াছি। হে দেবেশ! আপনি জগতের স্বামী, আপনি সকল কার্য্যেই সমর্থ; অতএব, আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না॥ ৫৩॥

নারায়ণ কহিলেন, হে তন্বঙ্গী অপ্সরাগণ! আমি এই স্থানে পূর্ণ সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়া তপস্যা করিয়াছি, এক্ষণে কিরূপে বিষয়াসঙ্গে লিপ্ত হইয়া সেই তপস্যার ভঙ্গ করিতে পারি?॥৫৪॥ পরমানন্দ ও ধর্ম্মের বিনাশক বিষয়-সম্ভোগ সুখে আমার বাসনা হয় না। কারণ, কোন্ মতিমান্ ব্যক্তি, পশুর সমান বিষয়সম্ভোগধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে?॥ ৫৫॥

অপ্সরস ঊচুঃ।

শব্দাদীনাঞ্চ পঞ্চানাং মধ্যে স্পর্শসুখং বরম্।
আনন্দরসমূলং বৈ নান্যদস্তি সুখং কিল ॥ ৫৬ ॥
অতোঽস্মাকং মহারাজ! বচনং কুরু সর্ব্বথা।
নির্ভরং সুখমাসাদ্য চরস্ব গন্ধমাদনে ॥ ৫৭ ॥
যদি বাঞ্ছসি নাকং ত্বং নাধিকো গন্ধমাদনাৎ।
রমস্বাত্র শুভে স্থানে প্রাপ্য সর্ব্বাঃ সুরাঙ্গনাঃ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে উর্ব্বশীসম্ভবো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

(স্বর্গং প্রাপ্তুং যদি তপঃক্রিয়তে তদা অত্রৈব স্বর্গসুখমনুভব ইত্যত আহ যদি বাঞ্ছসীতি ॥ ৫৮ ॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥৬॥

অপ্সরাগণ কহিল, মুনিবর! শব্দাদি পঞ্চের মধ্যে স্পর্শ সুখই আনন্দরসমূলক ও উৎকৃষ্ট, ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট সুখ অন্য আর কিছুই নাই; অতএব আপনি আমাদের বচনানুসারে কার্য্য করিয়া আনন্দরস উপভোগ করুন। আপনি এই গন্ধমাদন পর্ব্বতে নিরতিশয় সুখলাভ করিয়া বিচরণ করুন ॥ ৫৬—৫৭ ॥ আপনি যদি স্বর্গ কামনা করেন, তবে জানিবেন যে, গন্ধমাদন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্বর্গ আর নাই। আপনি এই পরম মনোহর সুশোভন স্থানে সুরাঙ্গনাগণের সহিত পরম সুখে বিহার করিয়া পরমানন্দ রস অনুভব করুন ॥ ৫৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে উর্ব্বশীজন্মবর্ণন নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তাসাং ধর্ম্মপুত্রঃ প্রতাপবান্।
বিমর্শমকরোচ্চিত্তে কিং কর্ত্তব্যং ময়াধুনা ॥ ১ ॥
হাস্যোঽহং মুনিবৃন্দেষু ভবিষ্যাম্যদ্য সঙ্গমাৎ।
অহঙ্কারাদিদং প্রাপ্তং দুঃখং নাত্র বিচারণা।
মূলং ধর্ম্মবিনাশস্য প্রথমং যদহঙ্কৃতিঃ ॥ ২ ॥
মূলং সংসারবৃক্ষস্য যতঃ প্রোক্তো মহাত্মভিঃ।
দৃষ্ট্বা মৌনং সমাধায় ন স্থিতোঽহং সমাগতম্ ॥ ৩ ॥
বারাঙ্গনাগণং জুষ্টং তেনাসং দুঃখভাজনম্।
উৎপাদিতাস্তথা নার্য্যো ময়া ধর্ম্মব্যয়েন বৈ ॥ ৪ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশদ্ভিঃ পদ্যৈঃ সমনন্তরম্।
অহঙ্কারাবৃতং বিশ্বং বৈরাগ্যার্থমিহোচ্যতে ॥

রমস্বাত্র শুভে স্থানে প্রাপ্য সর্ব্বাঃ সুরাঙ্গনা ইত্যপ্সরসাং প্রার্থনাং শ্রুত্বা নারায়ণো বিচারং কৃতবানিত্যাহ ইত্যাকর্ণ্যেতি। বিমর্শং বিচারম্ ॥ ১ ॥

ইতি বিচারং কৃত্বা প্রথমত ইদং সঙ্কটং কস্মান্মূলাদুৎপন্নমিতি তন্মূলং শোধিতবানিত্যাহ অহঙ্কারাদিদং প্রাপ্তমিতি ॥ ২ ॥

নন্থ কুতো ধর্ম্মবিনাশস্য মূলমহঙ্কার ইতি চেত্তত্রাহ মূলমিতি। যতঃ সংসারবৃক্ষস্য মূলমহঙ্কারস্ততস্তস্মিন্ সংসারে যদ্‌যদ্ভবতি শুভং বাশুভং বা তস্য সর্ব্বস্য মূলমহঙ্কার এবেত্যর্থঃ। কা এতা বরাক্যোঽহমেতদপেক্ষয়াপ্যতিসুন্দরীরুৎপাদয়িষ্যামীত্যহঙ্কারস্বরূপং তু পূর্ব্বমুক্তমেবাত্রাহঙ্কারপদেন স্মারিতং পুনঃ স্বয়মেব বদতি দৃষ্ট্বেতি ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সুমহৎপ্রভাব-সম্পন্ন ধর্ম্মনন্দন নারায়ণ সেই অপ্সরাগণের এবংবিধ বচন শ্রবণ করিয়া নিজের কর্ত্তব্য বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ যদি আমি এক্ষণে বিষয়াসঙ্গে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে মুনিগণের মধ্যে অবশ্যই উপহাসাস্পদ হইব। আর অহঙ্কারই ধর্ম্মবিনাশের আদিম ও প্রধান মূল, অহঙ্কার হইতেই যে, এই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে তদ্বিষয়ের বিচারে আর প্রয়োজন নাই ॥ ২ ॥ মহাত্মা মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন যে অহঙ্কারই সংসারবৃক্ষের মূল। আমি বারাঙ্গনাগণকে দর্শন করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করি নাই, তাহাদের সহিত সম্ভাষণাদি করিয়াছি, তাহাতেই দুঃখভাজন হইলাম। অধিকন্তু ধর্ম্মব্যয় করিয়া নারীগণের উৎপাদন করিয়াছি। ইন্দ্রপ্রেরিত ঐ উত্তম ও মনোরম প্রমদাগণ কামাতুর হইয়া তপোধর্ষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। যদি অহঙ্কারবশে ইহাদিগকে উৎপাদিত না করিতাম তাহা হইলে আমার এই দুঃখপ্রসঙ্গ উপস্থিতই হইত না।

তাস্তু মাং বাধিতুং বৃত্তাঃ কামার্ত্তাঃ প্রমদোত্তমাঃ।
ঊর্ণনাভিরিবাদ্যাহং জালেন স্বকৃতেন বৈ।
বদ্ধোঽস্মি সুদৃঢ়েনাত্র কিং কর্ত্তব্যমতঃ পরম্॥ ৫॥
যদি চিন্তাং সমুৎসৃজ্য সন্ত্যজাম্যবলা ইমাঃ।
শপ্ত্বা ভ্রষ্টা ব্রজিষ্যন্তি সর্ব্বা ভগ্নমনোরথাঃ॥ ৬॥
মুক্তোঽহং সঞ্চরিষ্যামি বিজনে পরমন্তপঃ।
তস্মাৎ ক্রোধং সমুৎপাদ্য ত্যক্ষ্যামি সুন্দরীগণম্॥ ৭॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা মুনির্নারায়ণস্তদা।
বিমর্শমকরোচ্চিত্তে সুখোৎপাদনসাধনে॥ ৮॥
দ্বিতীয়োঽয়ং মহাশত্রুঃ ক্রোধঃ সন্তাপকারকঃ।
কামাদপ্যধিকো লোকে লোভাদপি চ দারুণঃ॥ ৯॥

বারাঙ্গনাগণং দ্রষ্টুমত্র সমাগতং দৃষ্ট্বাহং মৌনং সমাধায় ন স্থিতঃ কিন্তু তেন সাকং ভাষণাদিকং কৃতং তেনাহং দুঃখভাজনং জাতঃ। কিঞ্চ ধর্ম্মস্য তপসো ব্যয়োঽপি জাত-স্তপোবলাত্তাসামুৎপাদনেনেত্যাহ। উৎপাদিতা ইতি॥ ৪॥

তাসামুৎপত্ত্যৈব স্বর্গস্য নির্ব্বাহো জাত ইতি মত্বা তাঃ স্বর্গস্থা দেবাঙ্গনা মাং বাধিতুং প্রবৃত্তাঃ। যদ্যহঙ্কারমবলম্ব্য তা নোৎপাদিতাঃ স্যুস্তদায়ং প্রসঙ্গঃ কিমিত্যুপস্থিতঃ স্যাৎ। তস্মাদূর্ণনাভিরিব লূতাকীট ইব স্বকৃতেনৈব জালেনাহং বদ্ধ ইত্যর্থঃ। ইতি মনসি স্বাপরাধং বিনিশ্চিত্যাতঃপরং কিঙ্কর্ত্তব্যমিতি বিচারয়ামাসেত্যাহ কিং কর্ত্তব্য মিতঃ পরমিতি॥ ৫॥

তত একমুপায়ং বিচারিতবানিত্যাহ যদীতি। যদীমাস্ত্যজামি তর্হি শাপং দত্বা গমি-ষ্যন্তি॥ ৬॥

তথাপ্যাভির্মুক্তোঽহং তপঃ সঞ্চরিষ্যামীতি মহৎ ফলং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। ইতি বিচার্য্য তস্যৈব নিশ্চয়ঃ কৃত ইত্যাহ তস্মাৎ ক্রোধমিতি॥ ৭॥

ইতি নিশ্চিত্য মনসা পুনর্নারায়ণো বিমর্শমকরোদিত্যাহ বিমর্শমিতি॥ ৮॥

এক্ষণে আমি ঊর্ণনাভের ন্যায় নিজকৃত সুদৃঢ়জালে নিজেই নিবদ্ধ হইলাম; অতঃপর আমার কর্ত্তব্য কি?॥৩—৫॥ 'এই তপঃপরিপন্থিনী রমণীগণের পরিত্যাগে আবার চিন্তা কি' এই ভাবিয়া যদি এই অবলাগণকে পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে ইহারা ভগ্নমনোরথ হইয়া অভিশাপ মাত্র প্রদান পূর্ব্বক চলিয়া যাইবে তাহা হইলেই আশু বিষম বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া বিজন স্থানে উত্তম তপশ্চরণ করিতে সমর্থ হইব অতএব ক্রোধ উৎপাদন পূর্ব্বক এই সুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করি॥ ৬—৭॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! নারায়ণ মুনি সুখোৎপাদন সাধনার্থ ঐরূপ চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার মনে-মনে বিচার করিতে লাগিলেন॥ ৮॥ দ্বিতীয় মহাশত্রু ক্রোধ ত্রৈলোক্য মধ্যে

ক্রোধাভিভূতঃ কুরুতে হিংসাং প্রাণবিঘাতিনীম্।
দুঃখদাং সর্ব্বভূতানাং নরকারামদীর্ঘিকাম্॥ ১০॥
যথাগ্নির্ঘর্ষণাজ্জাতঃ পাদপং প্রদহেত্তথা।
দেহোৎপন্নস্তথা ক্রোধো দেহং দহতি দারুণঃ॥ ১১॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি সঞ্চিন্ত্যমানং তং ভ্রাতরং দীনমানসম্।
উবাচ বচনং তথ্যং নরো ধর্ম্মসুতোঽনুজঃ॥ ১২॥

নর উবাচ।

নারায়ণ মহাভাগ! কোপং যচ্ছ মহামতে!।
শান্তং ভাবং সমাশ্রিত্য নাশয়াহঙ্কৃতিং পরাম্॥ ১৩॥
পুরাহঙ্কারদোষেণ তপো নষ্টং কিলাবয়োঃ।
সংগ্রামশ্চাভবত্তাভ্যাং ভাবাভ্যামসুরেণ হ॥ ১৪॥
দিব্যবর্ষসহস্রন্তু প্রহ্লাদেন মহাদ্ভুতম্।
দুঃখং বহুতরং প্রাপ্তং তত্রাবাভ্যাং সুরোত্তম!॥ ১৫॥

কীদৃশো বিমর্শ ইত্যাহ দ্বিতীয়োঽয়মিতি। একোঽহঙ্কারশক্ররবলম্বিতস্তস্তেদং ফলং জাতম্ পুনর্দ্বিতীয়স্ত ক্রোধস্তাঽবলম্বে বহুদুঃখমেব ভবিষ্যতীত্যর্থঃ তস্ত দুষ্টত্বমেবাহ কামাদিতি॥ ৯॥

দীর্ঘিকাং নদীম্॥ ১০—১৩॥

অত্যন্ত সন্তাপদায়ক; ইহা কাম হইতেও অধিক বলবান্ এবং লোভ হইতেও অতিশয় নিদারুণ॥ ৯॥ জনগণ ক্রোধে অভিভূত হইয়া প্রাণ-বিনাশিনী হিংসা করিয়া থাকে; এই হিংসা, নরকের আরাম-ভূমির দীর্ঘিকারূপিণী এবং সর্ব্ব জীবের দুঃখপ্রদা॥ ১০॥ যেমন পাদপগণের পরস্পর সংঘর্ষণ হেতু অগ্নি উৎপন্ন হইয়া নিজ-উৎপত্তি কারণ পাদপগণকেই দহন করে, সেইরূপ দারুণ ক্রোধও দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়া দেহকেই দহন করিয়া থাকে॥ ১১॥

দ্বৈপায়ন কহিলেন, নর নামক কনিষ্ঠ ধর্ম্মতনয় ভ্রাতাকে চিন্তাতুর ও দীনমানস দর্শন করিয়া যথার্থ বাক্য বলিতে লাগিলেন॥ ১২॥ হে নারায়ণ! আপনি মহাভাগ ও মহামতি; অতএব ক্রোধভাব পরিহার করিয়া শান্তভাব অবলম্বনপূর্ব্বক দুর্দ্ধর্ষ অহঙ্কারের বিনাশ সাধন করুন॥ ১৩॥ আপনার কি স্মরণ নাই যে পূর্ব্বে অহঙ্কার দোষে আমাদের তপস্যা বিনষ্ট হইয়াছিল এবং দিব্য সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া অসুরেন্দ্র প্রহ্লাদের সহিত অতিশয় অদ্ভুত সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল। হে সুরোত্তম! তাহাতে আমরা বহুতর দুঃখ প্রাপ্ত

তস্মাৎ ক্রোধং পরিত্যজ্য শান্তো ভব মুনীশ্বর!।
শান্তত্বং তপসো মূলং মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা শান্তোঽভূদ্ধর্ম্মনন্দনঃ ॥ ১৭ ॥

জনমেজয় উবাচ।

সংশয়োঽয়ং মুনিশ্রেষ্ঠ! প্রহ্লাদেন মহাত্মনা।
বিষ্ণুভক্তেন শান্তেন কথং যুদ্ধং কৃতং পুরা ॥ ১৮ ॥
কৃতবন্তৌ কথং যুদ্ধং নরনারায়ণাবৃষী।
তাপসৌ ধর্ম্মপুত্রৌ দ্বৌ সুশান্তমনসাবুভৌ ॥ ১৯ ॥
সমাগমঃ কথং জাতস্তয়োর্দৈত্যসুতস্য চ।
সংগ্রামস্তু কথং তাভ্যাং কৃতস্তেন মহাত্মনা ॥ ২০ ॥
প্রহ্লাদোঽপ্যতিধর্ম্মাত্মা জ্ঞানবান্ বিষ্ণুতৎপরঃ।
নরনারায়ণৌ তদ্বত্তাপসৌ সত্যসংস্থিতৌ ॥ ২১ ॥
তেন তাভ্যাং সমুদ্ভূতং বৈরং যদি পরস্পরম্।
তদা তপসি ধর্ম্মে চ শ্রম এব হি কেবলম্।
ক্ব জপঃ ক্ব তপশ্চর্য্যা পুরা সত্যযুগেঽপি চ ॥ ২২ ॥

তাভ্যাং ভাবাভ্যামহঙ্কারক্রোধাভ্যাম্ ॥ ১৪—১৭ ॥

হইয়াছিলাম। অতএব, হে মুনীন্দ্র! আপনি ক্রোধভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তভাব অবলম্বন করুন; মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে, শান্তিই তপস্যার একমাত্র মূল ॥ ১৪—১৬ ॥ ব্যাস বলিলেন, রাজন্! নর ঋষির এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মনন্দন নারায়ণ শান্তভাব অবলম্বন করিলেন ॥ ১৭ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনীশ্বর! মহাত্মা প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্ত ও প্রশান্তচেতা, পুরাকালে তাঁহার সহিত কিরূপে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, নরনারায়ণ ঋষি দ্বয়ই বা কিরূপে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে আমার সাতিশয় সংশয় জন্মিল ॥ ১৮ ॥ এই ধর্ম্মপুত্রদ্বয় উভয়েই তাপস ও প্রশান্ত মানস, ইঁহাদের সহিত দৈত্যসুতের সমাগম কিরূপে সংঘটিত হইয়াছিল? সেই মহাত্মার সহিত ঋষিদ্বয় কিরূপে সংগ্রাম করিয়াছিলেন ॥ ১৯-২০ ॥ প্রহ্লাদও অতিশয় ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্ ও একান্ত বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন। নরনারায়ণও সত্ত্বগুণসম্পন্ন তাপস; অতএব, প্রহ্লাদের সহিত যদি নরনারায়ণের পরস্পর বৈরভাব সংঘটিত হইয়াছিল তবে পূর্ব্বে সত্যযুগেও তপস্যাধর্ম্মে কেবল শ্রম মাত্রই দৃষ্ট হইতেছে এবং জপ ও তপ সকলই

তাদৃশৈর্ন জিতং চিত্তং ক্রোধাহঙ্কারসংবৃতম্।
ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্য্যমহঙ্কারাঙ্কুরং বিনা ॥ ২৩ ॥
অহঙ্কারাৎ সমুৎপন্নাঃ কামক্রোধাদয়ঃ কিল।
বর্ষকোটিসহস্রন্তু তপঃ কৃত্বাতিদারুণম্।
অহঙ্কারাঙ্কুরে জাতে ব্যর্থং ভবতি সর্ব্বথা ॥ ২৪ ॥
যথা সূর্য্যোদয়ে জাতে তমোরূপং ন তিষ্ঠতি।
অহঙ্কারাঙ্কুরস্যাগ্রে তথা পুণ্যং ন তিষ্ঠতি ॥ ২৫ ॥
প্রহ্লাদোঽপি মহাভাগ! হরিণা সমযুধ্যত।
তদা ব্যর্থং কৃতং সর্ব্বং সুকৃতং কিল ভূতলে ॥ ২৬ ॥
নরনারায়ণৌ শান্তৌ বিহায় পরমং তপঃ।
কৃতবন্তৌ যদা যুদ্ধং ক শমঃ সুকৃতং পুনঃ ॥ ২৭ ॥
ঈদৃগ্‌ভ্যাং সত্ত্বযুক্তাভ্যামজেয়া যদ্যহঙ্কৃতিঃ।
মাদৃশানাঞ্চ কা বার্ত্তা মুনেঽহঙ্কারসংক্ষয়ে ॥ ২৮ ॥
অহঙ্কারপরিত্যক্তো কোঽপ্যস্তি ভুবনত্রয়ে।
ন ভূতো ভবিতা নৈব যস্ত্যক্তস্তেন সর্ব্বথা ॥ ২৯ ॥

কথমিতি। সোঽপি প্রহ্লাদঃ শান্তস্তাবপি নরনারায়ণৌ শান্তৌ তথা চ ক্রোধাহঙ্কারয়োরভাবাৎ কথং যুদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ১৮—২৮ ॥

কোঽপ্যস্তি ভুবনত্রয়ে। এতাদৃশা যদাহঙ্কারযুক্তাস্তদাহঙ্কারবিনির্মুক্তঃ কোঽপ্যস্তি ন কোঽপাত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

বৃথা বোধ হইতেছে ॥ ২১—২২ ॥ তাদৃশ তপস্বিগণও ক্রোধাবৃত ও অহঙ্কারাচ্ছন্ন চিত্তকে জয় করিতে পারিলেন না? কারণ, অহঙ্কারের অঙ্কুর ব্যতিরেকে ক্রোধ ও মাৎসর্য্য কখনই উদ্ভূত হইতে পারে না ॥২৩॥ অহঙ্কার হইতেই কামক্রোধাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোটি-সহস্র বৎসর নিদারুণ তপস্যা করিয়াও যদি অহঙ্কারের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তবে সেই সমস্ত তপই ব্যর্থ হইয়া যায় ॥ ২৪ ॥ যেমন সূর্য্যোদয় হইলে অন্ধকারের বিন্দুমাত্রও থাকিতে পারে না, সেইরূপ অহঙ্কারের অঙ্কুরের অগ্রভাগ উদিত হইলেই কিছুমাত্র পুণ্য অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৫ ॥ প্রহ্লাদও যদি ভগবান্ হরির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তবে ত! ভূতলে সুকৃত সমস্তই বিফল হইয়া গিয়াছে ॥ ২৬ ॥ শান্তচিত্ত নরনারায়ণ ঋষিদ্বয় পরম পদার্থ তপস্যা পরিত্যাগ করিয়া যখন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন শান্তি ও সুকৃতি কোথায়? ॥ ২৭ ॥ যখন এবম্ভূত সত্ত্বগুণসম্পন্ন ঋষিদ্বয়ের অহঙ্কার অজেয় হইল, তখন মাদৃশ অসার চিত্ত ব্যক্তিগণের অহঙ্কার বিনাশ বিষয়ে আর কি বক্তব্য আছে ॥২৮॥ এতাদৃশ

মুচ্যতে লোহনিগড়ৈর্ব্বদ্ধঃ কাষ্ঠময়ৈস্তথা।
অহঙ্কারনিবদ্ধস্তু ন কদাচিদ্বিমুচ্যতে ॥ ৩০ ॥
অহঙ্কারাবৃতং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
ভ্রমত্যেব হি সংসারে বিষ্ঠামূত্রপ্রদূষিতে * ॥ ৩১ ॥
ব্রহ্মজ্ঞানং কুতস্তাবৎ সংসারে মোহসংবৃতে।
মতং মীমাংসকানাং বৈ সম্মতং ভাতি সুব্রত! ॥ ৩২ ॥
মহান্তোঽপি সদা যুক্তাঃ কামক্রোধাদিভির্মুনে!।
মাদৃশানাং কলাবস্মিন্ কা কথা মুনিসত্তম! ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

কার্য্যং বৈ কারণাদ্ভিন্নং কথং ভবতি ভারত!।
কটকং কুণ্ডলঞ্চৈব সুবর্ণসদৃশং ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥

নিগড়ৈঃ শৃঙ্খলাভিঃ ॥ ৩০—৩১ ॥

মীমাংসকানামিতি। কর্ম্মৈব প্রধানং সর্ব্বৈঃ কর্ত্তব্যম্। ন তু ব্রহ্মজ্ঞানাদিকমস্তি সম্ভবতি বেতি মতম্ ॥ ৩২—৩৩ ॥

ইত্থং জনমেজয়েনাহঙ্কারময়ত্বং সর্ব্বস্যোক্তং তদেব ব্যাসঃ স্থাপয়তি কার্য্যমিতি। অহঙ্কারস্য সর্ব্বং কার্য্যং তৎকারণাদহঙ্কারাৎ কথং ভিন্নং ভবতি ন হি কটকং কুণ্ডলং বা সুবর্ণাদ্ভিন্নং ভবতি। কিন্তু সুবর্ণসদৃশং সুবর্ণমেব ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

মহান্ ব্যক্তিগণ যখন অহঙ্কার নির্ম্মুক্ত ছিলেন না, তখন ভুবনত্রয়ে অহঙ্কার পরিশূন্য আর কে হইতে পারে?। আমি নিশ্চিতই বুঝিতেছি এই বিশ্বমধ্যে অহঙ্কার নির্ম্মুক্ত ব্যক্তি হয় নাই এবং হইবেও না ॥ ২৯ ॥ লৌহময় নিগড় অথবা কাষ্ঠময় নিগড় হইতেও মুক্ত হইতে পারা যায়, কিন্তু একবার অহঙ্কার দ্বারা নিবদ্ধ হইলে আর কদাচিৎ তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় না ॥ ৩০ ॥ এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক অখিল জগৎ অহঙ্কারে আবৃত হইয়া বিষ্ঠামূত্রপ্রদূষিত এই সংসারে ভ্রমণ করিতেছে ॥ ৩১ ॥ অতএব এই মোহসংবৃত সংসারে ব্রহ্মজ্ঞান কোথায়? হে সুব্রত! মীমাংসকগণের কর্ম্ম প্রধান মতই সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে ॥ ৩২ ॥ মুনে! যখন প্রধান প্রধান জনগণও সতত কামক্রোধাদি দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকেন, তখন কলিযুগে মাদৃশ লঘুচিত্ত ব্যক্তিগণের আর কি কথা আছে? ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, হে ভারতকুলভূষণ! কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন, ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে, কটক ও কুণ্ডল উপাধিভেদে বিভিন্ন হইলেও উভয়েই নিজ কারণ সুবর্ণ

---

* জন্মমৃত্যুজরাময়ে। ইতি বা পাঠঃ।

অহঙ্কারোদ্ভবং সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্।
পটস্তন্তুবশঃ প্রোক্তস্তদ্বিযুক্তঃ কথং ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥
মায়াগুণৈস্ত্রিভিঃ সর্ব্বং রচিতং স্থিরজঙ্গমম্।
সতৃণং স্তম্বপর্যন্তং কা তত্র পরিদেবনা ॥ ৩৬ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রস্তে চাহঙ্কারমোহিতাঃ।
ভ্রমন্ত্যস্মিন্মহাগাধে সংসারে নৃপসত্তম ! ॥ ৩৭ ॥
বশিষ্ঠনারদাদ্যাশ্চ মুনয়ো জ্ঞানিনঃ পরে।
তেঽভিভূতাঃ সংসরন্তি সংসারেঽস্মিন্ পুনঃপুনঃ ॥ ৩৮ ॥
ন কোঽপ্যস্তি নৃপশ্রেষ্ঠ ! ত্রিষু লোকেষু দেহভৃৎ।
এভির্মায়াগুণৈর্মুক্তঃ শান্ত আত্মসুখে স্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥
কামক্রোধৌ তথা লোভো মোহোঽহঙ্কারসম্ভবঃ।
ন মুঞ্চন্তি নরং সর্ব্বং দেহবন্তং নৃপোত্তম ! ॥ ৪০ ॥
অধীত্য বেদশাস্ত্রাণি পুরাণানি বিচিন্ত্য চ।
কৃত্বা তীর্থাটনং দানং ধ্যানঞ্চৈব সুরার্চ্চনম্ ॥ ৪১ ॥

তদেবাহ অহংকারোদ্ভবমিতি। পট স্তন্তুবশস্তন্তুনতিরিক্তো যথা তথা তদ্বিযুক্তমহঙ্কার-বিযুক্তং কথং চরাচরং ভবেন্ন কথমপীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

যদ্যপ্যহঙ্কারাবৃতমেব সর্ব্বং ভবতি তথাপি মায়াগুণৈস্ত্রিভির্মহত্তত্ত্বাদিকৈঃ সর্ব্বং রচিতম্। তথাচ মায়াময়ত্বাৎ সর্ব্বং মিথ্যা ভবতীতি জ্ঞানিনাং কা পরিদেবনা খেদো ন কাপীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

পুনরহঙ্কারাবৃতত্বং স্থাপয়তি ব্রহ্মাবিষ্ণুরিতি ॥ ৩৭—৩৮ ॥

শান্তে পরমাত্মসুখে স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

সদৃশই হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ বস্ত্রের কারণ তন্তু, অতএব বস্ত্র যেরূপ তন্তু হইতে অভিন্ন, হইতে পারে না, সেইরূপ চরাচর-সহিত এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়া কিরূপে তাহা হইতে বিমুক্ত হইতে পারে ? ॥ ৩৫ ॥ ক্ষুদ্র তৃণ হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই অখিল জগৎ ত্রিবিধ মায়াগুণে বিরচিত, অতএব তাহা মিথ্যা হইলে জ্ঞানি-গণের তাহাতে পরিদেবনা কি আছে ? ॥ ৩৬ ॥ হে নৃপসত্তম ! ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইঁহারাও অহঙ্কারে মোহিত হইয়া এই অগাধ সংসার সমুদ্রে পরিভ্রমণ করিতেছেন ॥ ৩৭ ॥ বশিষ্ঠ নারদাদি মহাজ্ঞানী মুনিগণও এই সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও করিতে-ছেন ॥ ৩৮ ॥ হে রাজেন্দ্র ! এই ত্রৈলোক্যমণ্ডলে এমন কোনও দেহধারী ব্যক্তি নাই, যিনি মায়াগুণ হইতে একবারে মুক্ত এবং শান্ত ও পরমাত্ম-সুখে অবস্থিত হইতে পারেন ॥ ৩৯ ॥ হে নৃপোত্তম ! কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ এই সকলই অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন, ইহারা

করোতি বিষয়াক্তঃ সর্ব্বং কর্ম্ম চ চৌরবৎ।*
বিচারয়তি নো পূর্ব্বং কামমোহমদান্বিতঃ॥ ৪২॥
কৃতে যুগেঽপি ত্রেতায়াং দ্বাপরে কুরুনন্দন!।
বিদ্ধোঽত্রাস্তি চ ধর্ম্মোঽপি কা কথাদ্য কলৌ পুনঃ॥ ৪৩॥
স্পর্দ্ধা সদৈব সদ্রোহা লোভামর্ষৌ চ সর্ব্বদা।
এবংবিধোঽস্তি সংসারো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥ ৪৪॥
সাধবো বিরলা লোকে ভবন্তি গতমৎসরাঃ।
জিতক্রোধা জিতামর্ষা দৃষ্টান্তার্থং ব্যবস্থিতাঃ॥ ৪৫॥

রাজোবাচ।

তে ধন্যাঃ কৃতপুণ্যাস্তে মদমোহবিবর্জ্জিতাঃ।
জিতেন্দ্রিয়াঃ সদাচারা জিতং তৈর্ভুবনত্রয়ম্॥ ৪৬॥
দুনোমি পাতকং স্মৃত্বা পিতুর্মম মহাত্মনঃ।
কৃতস্তপস্বিনঃ কণ্ঠে মৃতসর্পো হ্যঘং বিনা॥ ৪৭॥

কৃত্বেতি। শাস্ত্রাণ্যপ্যধীত্য তীর্থাটনাদিকঞ্চ কৃত্বা যস্যাহঙ্কারস্ত যোগাদিবিষয়াসক্তঃ সন্ সর্ব্বং কর্ম্ম করোতি চৌরবদ্দাম্ভিকঃ স্বান্তস্থিতহৃদ্গুণাপহারকঃ॥ ৪১—৪২॥

বিদ্ধোত্রাস্তীতি। অত্র কৃতাদিষু যত্র কলৌ স্পর্দ্ধা দ্রোহলোভাদয়ঃ সন্তি তত্র কা কথেত্যর্থঃ॥ ৪৩॥

এবংবিধোঽস্তীতি। যথা ত্বয়া জ্ঞাতোঽহঙ্কারময়ঃ সংসারস্তথৈবাস্তি ন তত্র সন্দেহ ইত্যর্থঃ॥ ৪৪॥

তর্হি সাধবো নৈব সন্তীতি চেন্ন তথা বক্তব্যং শ্রীভগবত্যনুগ্রহবন্তোঽহঙ্কারাদিবাধারহিতা বিরলাঃ সন্ত্যেব বৈখানসাদয়ঃ পূর্ব্বমুক্তা দৃষ্টান্তদর্শনার্থমিত্যাহ সাধব ইতি॥ ৪৫—৪৬॥

শরীরিগণের মধ্যে কাহাকেও পরিত্যাগ করে না॥ ৪০॥ সমস্ত বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং পুরাণ সকলের আলোচনা, তীর্থপর্য্যটন, দান, ধ্যান এবং দেবার্চ্চনা করিয়াও মানবগণ বিষয়াসক্ত হইয়া চোরের ন্যায় সকল কর্ম্মই করিতে থাকে। তাহারা কামান্ধ, মোহান্ধ ও মদান্ধ হইয়া প্রথমে কিছুই বিচার করিতে সমর্থ হয় না॥ ৪১—৪২॥ হে কুরুনন্দন! এই সংসারে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর, এই তিন যুগেই ধর্ম্ম বিদ্ধ ও ক্ষত বিক্ষত হইয়াছেন, এখন কলিকালের কথা আর কি বলিব॥ ৩৩॥ এই কলিযুগে সর্ব্বদাই দ্রোহ, লোভ ও অমর্ষাদি বর্ত্তমান রহিয়াছে; অতএব এই কাল যে অতিশয় দূষিত হইবে তাহাতে আর কি কথা আছে?॥ ৪৪॥ এই কালে বিগতমৎসর, জিতক্রোধ জিতামর্ষ সাধু ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল, কেবল আদর্শ প্রদর্শনের নিমিত্ত কোন কোনও শান্তচিত্ত ব্যক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছেন॥৪৫॥

---

* কুঞ্জরশৌচবৎ। ইতি বা পাঠঃ।

অতস্তস্য মুনিশ্রেষ্ঠ! ভবিতা কিং মমাগ্রতঃ।
ন জানে বুদ্ধিসংমোহাৎ কিং বা কার্য্যং ভবিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥
মধু পশ্যতি মূঢ়াত্মা প্রপাতং নৈব পশ্যতি।
করোতি নিন্দিতং কর্ম্ম নরকান্ন বিভেতি চ ॥ ৪৯ ॥
কথং যুদ্ধং পুরা বৃত্তং বিস্তরাত্তদ্বদস্ব মে।
প্রহ্লাদেন যথাচোগ্রং নরনারায়ণস্য বৈ ॥ ৫০ ॥
প্রহ্লাদস্তু কথং যাতঃ পাতালাত্তদ্বদস্ব মে।
সারস্বতে মহাতীর্থে পুণ্যে বদরিকাশ্রমে ॥ ৫১ ॥
নরনারায়ণৌ শান্তৌ তাপসৌ মুনিসত্তমৌ।
কৃতবন্তৌ তথা যুদ্ধং হেতুনা কেন মানদ! ॥ ৫২ ॥

সর্ব্বপ্রপঞ্চস্যাহঙ্কারবাধাপীড়িতত্বোক্ত্যাহঙ্কারস্য চ মায়াজন্যত্বোক্ত্যা মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপভগবত্যা আরাধনয়াহঙ্কারাদিবাধারহিতো ভবতীতি মুনের্গূঢ়োঽভিসন্ধিঃ। হে মুনে এতাদৃশীং সংসারাবস্থাং দৃষ্ট্বা মৎপিত্রাদীনাঞ্চাচরণং মমাচরণঞ্চ দৃষ্ট্বা কথমস্মাকং গতির্ভবিষ্যতীতিভিয়া চিত্তেঽহং দুনোমি খেদং প্রাপ্নোমীত্যাহ দুনোমীতি ॥ ৪৭ ॥

মমাগ্রতো মৎসম্মুখম্ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

অস্ত্বেতদ্দুঃখকরং কিয়ানস্য খেদঃ কর্ত্তব্যঃ। প্রকৃতাং যুদ্ধকথাং বিস্তরাদ্বর্ণয়েত্যাহ কথং যুদ্ধমিতি ॥ ৫০—৫২ ॥

রাজা কহিলেন, মুনে! যাঁহারা মোহবর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয় ও সদাচারসম্পন্ন তাঁহারাই ধন্য ও পুণ্যবান্, তাঁহারাই ত্রিলোক জয় করিয়াছেন ॥ ৪৬ ॥ মুনিবর! আমার মহাত্মা পিতা বিনা অপরাধে তপস্বীর কণ্ঠদেশে মৃতসর্প সংযোজনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই পাপকার্য্য স্মরণ করিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত ও ক্লিষ্ট হইতেছি ॥৪৭॥ অতএব হে মুনে! আপনি বলুন আমি তাহার কি প্রতীকার করিতে পারি? ভগবন্! বুদ্ধিদোষে এ বিষয়ে যে কি সংঘটিত হইবে তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না ॥ ৪৮ ॥ মূঢ়াত্মা ব্যক্তিগণ মধুলোভে মধুই দর্শন করে, সম্মুখভাগে যে প্রাণসংহারক পর্ব্বত-প্রপাত রহিয়াছে তাহা তাহারা বুদ্ধিদোষে কখনই দেখিতে পায় না, এইরূপে লোক সকল নিন্দিত কর্ম্ম করিয়া থাকে, সম্মুখে যে ঘোরতর ভয়ঙ্কর নরক রহিয়াছে, তাহা তাহারা মোহবশত দেখিতে পায় না সুতরাং তাহাতে ভীতও হয় না ॥ ৪৯ ॥ সে যাহাহউক হে মুনীন্দ্র! পুরাকালে কিরূপে প্রহ্লাদের সহিত নরনারায়ণের ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল তাহা আপনি বিস্তারিতরূপে আমাকে বলুন ॥ ৫০ ॥ প্রহ্লাদ, পাতালতল হইতে সারস্বত মহাতীর্থে এবং পুণ্যাকর ও পবিত্র বদরিকাশ্রমে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন তাহা আপনি আমাকে বলুন ॥ ৫১ ॥ হে মুনে! প্রশান্ত-চেতা মুনিবর নরনারায়ণই বা কি হেতু প্রহ্লাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া-

বৈরং ভবতি বিত্তার্থং দারার্থং বা পরস্পরম্।
এষণারহিতৌ কস্মাচ্চক্রতুঃ প্রধনং মহৎ ॥ ৫৩ ॥
প্রহ্লাদোঽপি চ ধর্ম্মাত্মা জ্ঞাত্বা দেবৌ সনাতনৌ।
কৃতবান্ স কথং যুদ্ধং নরনারায়ণৌ মুনী ॥ ৫৪ ॥
এতদ্বিস্তরতো ব্রহ্মঞ্ছ্রোতুমিচ্ছামি কারণম্ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে বিশ্বস্য অহঙ্কারাবৃতত্ববর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

প্রধনং যুদ্ধম্ ॥ ৫৩—৫৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

ছিলেন ? ॥ ৫২ ॥ ধনসম্পত্তির নিমিত্ত অথবা বনিতার নিমিত্ত সাধারণতঃ পরস্পর বিবাদ হইয়া থাকে ; উক্ত মহর্ষিযুগল বাসনা-বিরহিত ছিলেন, তবে কি নিমিত্ত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ? ॥ ৫৩ ॥ আর প্রহ্লাদও ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি, তিনি জানিতেন যে নর-নারায়ণ মুনিদ্বয় সনাতন দেবতা, তবে তিনিই বা কেন তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ? হে ব্রহ্মন্ ! ইহার কারণ বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা জন্মিতেছে ॥ ৫৪—৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে অহঙ্কারাদি বর্ণন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টমোঽধ্যা

সূত উবাচ।

ইতি পৃষ্টস্তদা বিপ্রো রাজ্ঞা পারীক্ষিতেন বৈ।
উবাচ বিস্তরাৎ সর্ব্বং ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ॥ ১ ॥
জনমেজয়োঽপি ধর্ম্মাত্মা নির্ব্বেদং পরমং গতঃ।
পিতুর্দুশ্চরিতং মত্বা বৈরাটীতনয়স্য বৈ ॥ ২ ॥
তস্যৈবোদ্ধরণার্থায় চকার সততং মনঃ।
বিপ্রাবমানপাপেন যমলোকং গতস্য বৈ ॥ ৩ ॥
পুন্নামনরকাদ্‌যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং স্বকম্।
পুত্রেতি নাম সার্থং স্যাত্তেন তস্য মুনীশ্বরাঃ ॥ ৪ ॥
সর্পদষ্টং নৃপং শ্রুত্বা হর্ম্ম্যোপরি মৃতং তথা।
বিপ্রশাপাদৌত্তরেয়ং স্নানদানবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ সপ্তচত্বারিংশচ্ছ্লোকৈরতঃ পরম্।
প্রহ্লাদনারায়ণয়োঃ সমাগম উদীর্য্যতে ॥

রাজাপি কিঞ্চিদ্‌যৎ পৃষ্টবানিতি তদভিপ্রায়মাহ জনমেজয়োঽপীতি। বৈরাটী বিরাট-তনয়োত্তরা তস্যাঃ সুতঃ পরিক্ষিত্তস্য চিত্তং দুশ্চরিতং দুরাচারং মত্বেত্যর্থঃ ॥ ১—৩ ॥
তেন তস্যেতি। তেন পিতৃত্রাণেন তস্য পিতৃত্রাণকর্ত্তুঃ পুত্রেতি নাম সার্থকমন্বর্থকং স্যান্নান্যথেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥
ঔত্তরেয়মুত্তরায়া অপত্যম্। স্ত্রীভ্যো ঢগিতি ঢক্ ॥ ৫ ॥

সূত কহিলেন, তাপসবৃন্দ! পরীক্ষিত্তনয় জনমেজয় কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্যবতীপুত্র বিপ্রবর ব্যাসদেব, সেই সকল বিষয় বিস্তারিত রূপে বলিয়াছিলেন ॥ ১ ॥ ধর্ম্মাত্মা জনমেজয় সেই সকল শ্রবণ করিয়া নিজ পিতা উত্তরাতনয় পরীক্ষিতের দুশ্চরিত মনে করিয়া অত্যন্ত নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥২॥ তাঁহার পিতা, বিপ্রের অবমাননারূপ পাপাচরণ নিমিত্তই যমলোকে গমন করেন, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি সততই মনে মনে চিন্তা করিতেন ॥ ৩ ॥ ঋষিগণ! পুন্নামক নরক হইতে পিতাকে পরিত্রাণ করে বলিয়া আত্মজের "পুত্র" এই নাম হইয়াছে; অতএব, যে কোনও উপায়ে পিতার পরিত্রাণ করিলেই আত্মজের পুত্র এই নামের সার্থক হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ উত্তরাপুত্র নরপতি পরিক্ষিৎ বিপ্রশাপে, স্নানদান-বর্জ্জিত] হইয়া প্রাসাদের উপরিভাগে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন,

পিতুর্গতিং নিশম্যাসৌ নির্ব্বেদং গতবান্নৃপঃ।
পারিক্ষিতো মহাভাগঃ সন্তপ্তো ভয়বিহ্বলঃ ॥ ৬ ॥
পপ্রচ্ছাথ মুনিং ব্যাসং গৃহাগতমনিন্দিতং।
নরনারায়ণস্যেমাং কথাং পরমবিস্তৃতাম্ ॥ ৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

স যদা নিহতো রৌদ্রো হিরণ্যকশিপুর্নৃপ!।
অভিষিক্তস্তদারাজ্যে প্রহ্লাদো নাম তৎসুতঃ ॥ ৮ ॥
তস্মিন্ শাসতি দৈত্যেন্দ্রে দেবব্রাহ্মণপূজকে।
মখৈর্ভূম্যাং নৃপতয়োঽযজন্ত শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ॥ ৯ ॥
ব্রাহ্মণাশ্চ তপোধর্ম্মতীর্থযাত্রাশ্চ কুর্ব্বতে।
বৈশ্যাশ্চ স্বস্ববৃত্তিস্থাঃ শূদ্রাঃ শুশ্রূষণে রতাঃ ॥ ১০ ॥
নৃসিংহেন চ পাতালে স্থাপিতঃ সোঽথ দৈত্যরাট্।
রাজ্যং চকার তত্রৈব প্রজাপালনতৎপরঃ ॥ ১১ ॥
কদাচিদ্ভৃগুপুত্রোঽথ চ্যবনাখ্যো মহাতপাঃ।
জগাম নর্ম্মদাং স্নাতুং তীর্থং বৈ ব্যাহৃতীশ্বরম্ ॥ ১২ ॥

পিতুর্গতিমিতি। ইতিপূর্ব্বশ্লোকোক্তপ্রকারেণ পিতুর্দুর্গতিং শ্রুত্বেত্যর্থঃ। মহাভারতেঽপি পরিক্ষিদ্রাজস্য দুর্গতিরুক্তা। তদ্বচনঞ্চ অপৃচ্ছৎ স তদা রাজা মন্ত্রিণস্তান্ সুদুঃখিতঃ। উত্তঙ্কস্যৈব সান্নিধ্যে পিতুঃ স্বর্গগতিং প্রতীতি ॥ ৬—৭ ॥

তৎপ্রশ্নোত্তরং ব্যাসো যদুক্তবাংস্তদাহ স যদেতি ॥ ৮—১১ ॥

পিতার এইরূপ দুর্গতি শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিৎপুত্র মহাভাগ নরপতি জনমেজয় অত্যন্ত সন্তপ্ত ও ভয়বিহ্বল হইয়া নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৫—৬ ॥ অনন্তর ঋষিশ্রেষ্ঠ নির্ম্মলাত্মা ব্যাসদেব গৃহে আগমন করিলে তিনি তাঁহাকে নরনারায়ণের এই অত্যন্ত বিস্তৃত কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

ঋষিবর ব্যাসদেব জনমেজয়ের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, নৃপতে! যখন অতিশয় উগ্রবীর্য্য অসুররাজ হিরণ্যকশিপু নিহত হইল, তখন প্রহ্লাদ নামক তাঁহার পুত্র সেই রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন ॥ ৮ ॥ দেব ও ব্রাহ্মণ পূজক সেই দৈত্যবর যখন রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন, তখন অবনিতলস্থিত নরপতিগণ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া বিবিধ প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবতাগণের তৃপ্তিসাধন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৯ ॥ তাঁহার রাজত্বকালে ব্রাহ্মণগণ তপস্যা, ধর্ম্ম ও তীর্থযাত্রায় নিরত, বৈশ্যগণ বাণিজ্যাদি স্ব স্ব কার্য্যে আসক্ত এবং শূদ্রগণ, সেবায় নিবিষ্টচেতা হইল ॥ ১০ ॥ হরির অবতার নৃসিংহদেব, দৈত্যরাজ

রেবাং মহানদীং দৃষ্ট্বা ততস্তস্যামবাতরৎ।
উত্তরন্তং প্রজগ্রাহ নাগো বিষভয়ঙ্করঃ॥ ১৩॥
গৃহীতো ভয়ভীতস্তু পাতালে মুনিসত্তমঃ।
সস্মার মনসা বিষ্ণুং দেবদেবং জনার্দ্দনম্॥ ১৪॥
সংস্মৃতে পুণ্ডরীকাক্ষে নির্ব্বিষোঽভূন্মহোরগঃ।
ন প্রাপ চ্যবনো দুঃখং নীয়মানো রসাতলম্॥ ১৫॥
দ্বিজিহ্বেন মুনিস্ত্যক্তো নির্ব্বিণ্ণেনাতিশঙ্কিনা*।
মাং শপেত মুনিঃ ক্রুদ্ধস্তাপসোঽয়ং মহানিতি॥ ১৬॥
চচার নাগকন্যাভিঃ পূজিতো মুনিসত্তমঃ।
বিবেশাপ্যথ নাগানাং দানবানাং মহৎ পুরম্॥ ১৭॥
কদাচিদ্ভৃগুপুত্রং তং বিচরন্তং পুরোত্তমে।
দদর্শ দৈত্যরাজোঽসৌ প্রহ্লাদো ধর্ম্মবৎসলঃ॥ ১৮॥
দৃষ্ট্বা তং পূজয়ামাস মুনিং দৈত্যপতিস্তদা।
পপ্রচ্ছ কারণং কিং তে পাতালাগমনে বদ॥ ১৯॥

ব্যাহৃতীশ্বরং ব্যাহৃতীশ্বরসম্বন্ধিতীর্থম্॥ ১২॥

প্রহ্লাদকে পাতালতলে স্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ সেই স্থানেই প্রজাপালনে নিরত থাকিয়া রাজ্য করিতেন॥ ১১॥ কোনও সময়ে ভৃগুপুত্র মহাতপা চ্যবন মুনি নর্ম্মদা জলে স্নান করিবার নিমিত্ত ব্যাহৃতীশ্বর নামক তীর্থে গমন করিয়াছিলেন॥ ১২॥ সেই স্থানে মহা-নদী রেবা দর্শন করিয়া তাহাতে অবতরণ করিতেছেন এমন সময়ে এক ভয়ঙ্কর সর্প আসিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিল॥ ১৩॥ সেই মুনিসত্তম নাগ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া পাতালতলে নীত হইলে অতিশয় ভীত হইয়া ভগবান্ দেবদেব জনার্দ্দন বিষ্ণুকে মনে মনে স্মরণ করিয়া-ছিলেন॥ ১৪॥ পুণ্ডরীকাক্ষের স্মরণে সেই মহাসর্প নির্ব্বিষ হইয়াছিল, অতএব মুনিবর পাতালতলে নীয়মান হইলেও বিষজনিত কোন প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন না॥১৫॥ তখন সর্পরাজ মুনিবরের প্রভাব অবগত হইয়া, পাছে সেই তপস্বিবর তাহাকে শাপপ্রদান করেন এই ভয়ে অতিশয় শঙ্কিত ও নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল॥ ১৬॥ মুনিসত্তম চ্যবন নাগকন্যাগণের পূজিত হইয়া তথায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর এক সময়ে নাগগণের ও দানবগণের পরম মনোহর পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন॥১৭॥ ভৃগুনন্দন চ্যবন, কোনও সময়ে অন্তঃপুর মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন এমত সময়ে দৈত্যরাজ ধর্ম্মবৎসল

---

* নির্ব্বিষেণাতিশঙ্কিনা। ইতি বা পাঠঃ।

প্রেষিতোঽসি কিমিন্দ্রেণ সত্যং ব্রূহি দ্বিজোত্তম!।
দৈত্যবিদ্বেষযুক্তেন মম রাজ্যদিদৃক্ষয়া॥ ২০॥

চ্যবন উবাচ।

কিং মে মঘবতা রাজন্! যদহং প্রেষিতঃ পুনঃ।
দূতকার্য্যং প্রকুর্ব্বাণঃ প্রাপ্তবান্নগরে তব॥ ২১॥
বিদ্ধি মাং ভৃগুপুত্রং তং স্বনেত্রং ধর্ম্মতৎপরম্।
মা শঙ্কাং কুরু দৈতেন্দ্র! বাসবপ্রেষিতস্য বৈ॥ ২২॥
স্নানার্থং নর্ম্মদাং প্রাপ্তঃ পুণ্যতীর্থে নৃপোত্তম!।
নদ্যামেবাবতীর্ণোঽহং গৃহীতশ্চ মহাহিনা॥ ২৩॥
জাতোঽসৌ নির্ব্বিষঃ সর্পো বিষ্ণোঃ সংস্মরণাদিব।
মুক্তোঽহং তেন নাগেন প্রভবাৎ স্মরণস্য বৈ॥ ২৪॥
অত্রাগতেন রাজেন্দ্র! ময়াপ্তং তব দর্শনম্।
বিষ্ণুভক্তোঽসি দৈত্যেন্দ্র! তদ্ভক্তং মাং বিচিন্তয়॥ ২৫॥

তস্যাং স্নানার্থমবাতরৎ॥ ১৩—২০॥
কিং মে মঘবতেতি। যদহং প্রেষিতো দূতকার্য্যং কুর্ব্বাণস্তব নগরে প্রাপ্তবানিতি মঘবতেন্দ্রেণ মম কার্য্যং কিমস্তি ন কিমপীত্যর্থঃ॥ ২১॥
তর্হি কিমর্থমাগতস্তত্রাহ বিদ্ধীতি। স্বনেত্রং জ্ঞানচক্ষুষম্॥ ২২—২৪॥

প্রহ্লাদ তাঁহাকে অবলোকন করিলেন॥ ১৮॥ দৈত্যপতি, তাঁহাকে দর্শন করিয়া তখন তাঁহার পূজা করিলেন এবং পাতালে আসিবার কারণ কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ১৯॥ প্রহ্লাদ তাঁহাকে বলিলেন, দ্বিজোত্তম! আপনি কি ইন্দ্রকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন? তাহা সত্য বলুন, আমার বোধ হইতেছে যে, দৈত্যবিদ্বেষী ইন্দ্রই আপনাকে আমার রাজ্যদর্শন করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন॥ ২০॥

চ্যবন কহিলেন, রাজন্! ইন্দ্রের সহিত আমার কোনও কার্য্য ও সংস্রব নাই, তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তাঁহার দৌত্যকার্য্য করিবার নিমিত্ত আমি তোমার নগরীতে কেন আগমন করিব?॥ ২১॥ আপনি, আমাকে ধর্ম্মতৎপর জ্ঞাননেত্র ভৃগুনন্দন চ্যবন বলিয়া জানিবেন; হে দৈত্যেন্দ্র! ইন্দ্রের প্রেরিত মনে করিয়া কোনও আশঙ্কা করিবেন না॥ ২২॥ রাজেন্দ্র! আমি স্নান করিবার নিমিত্ত নর্ম্মদার পবিত্র তীর্থে গমন করিয়া নদীজলে অবতীর্ণ হইলে এক মহাসর্প আমাকে ধারণ করিল॥ ২৩॥ তখন আমি বিষ্ণুকে স্মরণ করিলাম, বিষ্ণুস্মরণে সর্প নির্ব্বিষ হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে॥ ২৪॥ রাজেন্দ্র! আমি এখানে আসিয়া আপনার দর্শন লাভ করিলাম আপনি বিষ্ণুভক্ত, আমাকেও সেই বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিবেন॥ ২৫॥

ব্যাস উবাচ।

তন্নিশম্য বচঃ শ্লক্ষ্ণং হিরণ্যকশিপোঃ সুতঃ।
পপ্রচ্ছ পরয়া প্রীত্যা তীর্থানি বিবিধানি চ ॥ ২৬ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

পৃথিব্যাং কানি তীর্থানি পুণ্যানি মুনিসত্তম!।
পাতালে চ তথাকাশে তানি নো বদ বিস্তরাৎ ॥ ২৭ ॥

চ্যবন উবাচ।

মনোবাক্কায়শুদ্ধানাং রাজংস্তীর্থং পদে পদে।
তথা মলিনচিত্তানাং গঙ্গাপি কীকটাধিকা ॥ ২৮ ॥
প্রথমং চেন্মনঃ শুদ্ধং জাতং পাপবিবর্জ্জিতম্।
তদা তীর্থানি সর্ব্বাণি পাবনানি ভবন্তি বৈ ॥ ২৯ ॥
গঙ্গাতীরে হি সর্ব্বত্র বসন্তি নগরাণি চ।
ব্রজাশ্চৈবাকরা গ্রামাঃ সর্ব্বে খেটাস্তথাপরে ॥ ৩০ ॥
নিষাদানাং নিবাসাশ্চ কৈবর্ত্তানাং তথাপরে।
হূণবঙ্গখসানাঞ্চ ম্লেচ্ছানাং দৈত্যসত্তম! ॥ ৩১ ॥
পিবন্তি সর্ব্বদা গাঙ্গ্যং জলং ব্রহ্মোপমং সদা।
স্নানং কুর্ব্বন্তি দৈত্যেন্দ্র! ত্রিকালং স্বেচ্ছয়া জনাঃ ॥ ৩২ ॥

তদুক্তমিতি। অয়ং শাক্তোঽপীতি সপ্তমস্কন্ধে বক্ষ্যতি ॥ ২৫ ॥
(তন্নিশম্যেতি। পরয়া প্রীত্যা ইত্যনেন প্রহ্লাদস্য পরমভাগবতত্বং বিষ্ণুভক্তত্বং প্রশান্তচিত্তত্বং শান্তরসত্বঞ্চ ব্যজ্যতে ॥ ২৬—২৭ ॥)

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! হিরণ্যকশিপুতনয় প্রহ্লাদ, তাঁহার মধুর বচন শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিসহকারে তাঁহাকে বিবিধ তীর্থের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৬ ॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, হে মুনিসত্তম! পৃথিবীতলে, পাতালে অথবা গগনমণ্ডলে কোন্ কোন্ তীর্থ পুণ্যপ্রদ, সেই সমস্ত আমার নিকট বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন ॥ ২৭ ॥

চ্যবন কহিলেন, রাজেন্দ্র! যাঁহাদের দেহ বাক্য ও মানস বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহাদের পদে পদেই তীর্থ; যাহারা মলিন চিত্ত, তাহাদের নিকট গঙ্গাও কীকটদেশের অপেক্ষা অধিক জুগুপ্সাজনক ও অধম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥ যদি প্রথমে মন পাপবর্জ্জিত ও বিশুদ্ধ হয়, তবে তাহার পক্ষে সকল তীর্থই পবিত্রকর হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ হে দৈত্যসত্তম! গঙ্গাতীরে বহুতর নগর, বসতি, ব্রজ বা গোষ্ঠ, আকর, গ্রাম, ক্ষুদ্রপল্লী, নিষাদনিবাস এবং কৈবর্ত্তনিবাস, হূণ, বঙ্গ, খস অধিক কি ম্লেচ্ছগণের বহুতর বাসস্থান রহি-

তত্রৈকোঽপি বিশুদ্ধাত্মা ন ভবত্যেব মারিষ।।
কিং ফলং তর্হি তীর্থস্য বিষয়োপহতাত্মনঃ॥ ৩৩॥
কারণং মন এবাত্র নান্যদ্রাজন্! বিচিন্তয়।
মনঃশুদ্ধিঃ প্রকর্ত্তব্যা সততং শুদ্ধিমিচ্ছতা॥ ৩৪॥
তীর্থবাসী মহাপাপী ভবেত্তত্রান্যবঞ্চনাৎ।
তত্রৈবাচরিতং পাপমানন্ত্যায় প্রকল্পতে॥ ৩৫॥
যথেন্দ্রবারুণং পক্বং মিষ্টং নৈবোপজায়তে।
ভাবদুষ্টস্তথা তীর্থে কোটিস্নাতো ন শুধ্যতি॥ ৩৬॥
প্রথমং মনসঃ শুদ্ধিঃ কর্ত্তব্যা শুভমিচ্ছতা।
শুদ্ধে মনসি দ্রব্যস্য শুদ্ধির্ভবতি নান্যথা॥ ৩৭॥
তথৈবাচারশুদ্ধিঃ স্যাত্ততস্তীর্থং প্রসিধ্যতি।
অন্যথা তু কৃতং সর্ব্বং ব্যর্থং ভবতি তৎক্ষণাৎ॥ ৩৮॥
"হীনবর্ণস্য সংসর্গং তীর্থে গত্বা সদা ত্যজেৎ"।
ভূতানুকম্পনং চৈব কর্ত্তব্যং কর্ম্মণা ধিয়া।
যদি পৃচ্ছসি রাজেন্দ্র! তীর্থং বক্ষ্যাম্যনুত্তমম্॥ ৩৯॥

কীকটাধিকা কীকটদেশাপেক্ষয়াধিকা॥ ২৮—৩৪॥
কোটিস্নাতঃ কোটিবারং স্নাত ইতি মধ্যমপদলোপী সমাসঃ॥ ৩৫—৩৬॥

য়াছে॥ ৩০—৩১॥ তৎতন্নিবাসিজনগণ, স্বেচ্ছাক্রমে সর্ব্বদাই ব্রহ্মোপম গঙ্গোদক পান করিতেছে এবং তজ্জলে স্নানাদি সম্পাদন করিতেছে॥ ৩২॥ হে রাজেন্দ্র! সেই সকলের মধ্যে কেহই বিশুদ্ধাত্মা হইতে পারে না, তবে দেখুন যাহাদের চিত্ত বিষয় দ্বারা আসক্ত সুতরাং যাহারা বিনষ্টচিত্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের আর তীর্থের ফল কি হইতে পারে?॥ ৩৩॥ তীর্থাদি ধর্ম্মকর্ম্ম বিষয়ে মনই প্রধান কারণ জানিবেন অন্য কিছুই নহে। যাঁহারা শুদ্ধি কামনা করেন, মনঃশুদ্ধি করাই তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য॥ ৩৪॥ তীর্থবাসী ব্যক্তিগণ, তীর্থ স্থানে অন্য ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া মহাপাপী হয়। তীর্থস্থানে পাপাচরণ করিলে তাহার আর ক্ষয় হয় না, সেই পাপ অনন্ত ও অক্ষয় হইয়া থাকে॥ ৩৫॥ যেমন ইন্দ্রবারুণ ফল পক্ব হইলেও মিষ্ট হয় না, সেইরূপ যাহাদের চিত্তভাব দূষিত, তাহারা কোটিবার তীর্থজলে স্নান করিলেও শুদ্ধ হয় না॥ ৩৬॥ যাঁহারা কল্যাণ কামনা করেন, অগ্রে মনঃশুদ্ধিই তাঁহাদের কর্ত্তব্য, মন শুদ্ধ হইলে তৎপরে দ্রব্যশুদ্ধি তদনন্তর আচারশুদ্ধি এবং তৎপরেই তীর্থভ্রমণ সিদ্ধ হইয়া থাকে; ইহার অন্যথা হইলে তৎক্ষণাৎ সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায়॥ ৩৭—৩৮॥ তীর্থে গমন করিয়া হীনবর্ণের সহিত সংসর্গ পরিহার করিয়া বুদ্ধি ও কর্ম্ম দ্বারা জীবগণের প্রতি অনু-

প্রথমং নৈমিষং পুণ্যং চক্রতীর্থঞ্চ পুষ্করম্ ।
অন্যেষাঞ্চৈব তীর্থানাং সংখ্যা নাস্তি মহীতলে ।
পাবনানি চ স্থানানি বহূনি নৃপসত্তম ! ॥ ৪০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা নৈমিষং গন্তুমুদ্যতঃ ।
নোদয়ামাস দৈত্যান্ বৈ হর্ষনির্ভরমানসঃ ॥ ৪১ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

উত্তিষ্ঠন্তু মহাভাগা গমিষ্যামোঽদ্য নৈমিষম্ ।
দ্রক্ষ্যামঃ পুণ্ডরীকাক্ষং পীতবাসসমচ্যুতম্ ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তা বিষ্ণুভক্তেন সর্ব্বে তে দানবাস্তদা ।
তেনৈব সহ পাতালান্নির্যযুঃ পরয়া মুদা ॥ ৪৩ ॥
তে সমেত্য চ দৈতেয়া দানবাশ্চ মহাবলাঃ ।
নৈমিষারণ্যমাসাদ্য স্নানং চক্রুর্মুদান্বিতাঃ ॥ ৪৪ ॥
প্রহ্লাদস্তত্র তীর্থেষু চরন্ দৈত্যৈঃ সমন্বিতঃ ।
সরস্বতীং মহাপুণ্যাং দদর্শ বিমলোদকাম্ ॥ ৪৫ ॥

(ইত্যুক্তেতি । দানবা বিষ্ণুভক্তেন প্রহ্লাদেন উক্তাঃ সন্তঃ পাতালান্নির্যযুর্নির্গতবন্তঃ । পরয়া মুদা ইত্যনেন প্রহ্লাদস্যানুচরা অপি বিষ্ণুভক্তাঃ সত্ত্বপ্রধানাশ্চ ইত্যপি ব্যজ্যতে ॥ ৩৭—৪৫ ॥)

কম্পা প্রকাশ কর্ত্তব্য। হে রাজেন্দ্র! আপনি পুণ্য তীর্থের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি অত্যুত্তম তীর্থ সকল আপনার নিকট কীর্ত্তন করিব শ্রবণ করুন ॥ ৩৯ ॥ হে নৃপ! পুণ্যপ্রদ নৈমিষারণ্যই প্রথম, তদনন্তর চক্রতীর্থ তৎপরেই পুষ্করতীর্থ; ইহা ভিন্ন পৃথিবী-তলে অন্যান্য বহুতর তীর্থ আছে, তাহাদের সংখ্যা নাই। নৃপোত্তম! ইহা ভিন্ন ভূমণ্ডলে বহুতর পবিত্র স্থানও বিদ্যমান আছে ॥ ৪০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ, তাঁহার সেই বচন শ্রবণ করিয়া নৈমিষ গমনে উদ্যত হইয়া হর্ষভরে দৈত্যগণকে কহিলেন, হে মহাভাগগণ! তোমরা সকলেই গাত্রোত্থান কর আমরা সকলে অদ্যই নৈমিষারণ্যে গমন করিয়া, পুণ্ডরীকাক্ষ, পীতবাসা অচ্যুতদেবকে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইব ॥ ৪১—৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া দানবগণ, মুদিতমানসে তাঁহার সহিত পাতালতল হইতে নির্গত হইল ॥ ৪৩ ॥ সেই মহাবল দৈত্য

তীর্থে তত্র নৃপশ্রেষ্ঠ ! প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ।
মনঃ প্রসন্নং সঞ্জাতং স্নাত্বা সারস্বতে জলে ॥ ৪৬ ॥
বিধিবত্তত্র দৈত্যেন্দ্রঃ স্নানদানাদিকং শুভে।
চকারাতিপ্রসন্নাত্মা তীর্থে পরমপাবনে ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে প্রহ্লাদস্য তীর্থসমাগমো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

(তীর্থে ইতি। তীর্থে প্রহ্লাদস্য মনসঃ প্রসন্নত্বকথনাদস্য মনঃশুদ্ধিঃ সূচিতা ॥৪৬-৪৭॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

ও দানবগণ মিলিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে তথায় গমন পূর্ব্বক স্নান করিয়াছিল ॥ ৪৪ ॥ প্রহ্লাদ সেই তীর্থে দৈত্যগণের সহিত বিচরণ করিতে করিতে মহাপুণ্যপ্রদা নির্ম্মলজলা সরস্বতী নদী দর্শন করিলেন ॥ ৪৫ ॥ হে নরেন্দ্র ! সরস্বতীর বিমল সলিলে স্নান করিয়া মহাত্মা প্রহ্লাদের মন প্রসন্ন হইল ॥ ৪৬ ॥ দৈত্যরাজ সুপ্রসন্ন হইয়া সেই কল্যাণপ্রদ পরমপবিত্র তীর্থে স্নানদানাদি কর্ম্ম সমাপন করিয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে চতুর্থস্কন্ধে প্রহ্লাদের তীর্থ-সমাগম নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

কুর্ব্বংস্তীর্থবিধিং তত্র হিরণ্যকশিপোঃ সুতঃ।
ন্যগ্রোধং সুমহচ্ছায়মপশ্যৎ পুরতস্তদা ॥ ১ ॥
দদর্শ বাণানপরান্নানাজাতীয়কাংস্তদা।
গৃধ্রপক্ষযুতাংস্তীব্রাঞ্শিলাধৌতান্মহোজ্জ্বলান্ ॥ ২ ॥
চিন্তয়ামাস মনসা কস্যেমে বিশিখাস্ত্বিহ।
ঋষীণামাশ্রমে পুণ্যে তীর্থে পরমপাবনে ॥ ৩ ॥
এবং চিন্তয়তানেন কৃষ্ণাজিনধরৌ মুনী।
সমুন্নতজটাভারৌ দৃষ্টৌ ধর্ম্মসুতৌ তদা ॥ ৪ ॥
তয়োরগ্রে ধৃতে শুভ্রে ধনুষী লক্ষণান্বিতে।
শার্ঙ্গমাজগবঞ্চৈব তথাক্ষয্যৌ মহেষুধী ॥ ৫ ॥
ধ্যানস্থৌ তৌ মহাভাগৌ নরনারায়ণাবৃষী।
দৃষ্ট্বা ধর্ম্মসুতৌ তত্র দৈত্যানামধিপস্তদা ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ পঞ্চপঞ্চাশদ্ভিঃ পদ্যৈরনন্তরম্।
প্রহ্লাদনারায়ণয়োর্যুদ্ধমেবানুবর্ণ্যতে ॥

প্রহ্লাদস্য সরস্বতীতীর্থপ্রাপ্ত্যুত্তরং জাতং বৃত্তমাহ কুর্ব্বংস্তীর্থবিধিমিতি ॥ ১ ॥
অপরানুৎকৃষ্টান্নানাজাতীয়কান্ ভল্লত্বাদিজাতিসম্ভিন্নান্ ॥ ২—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! হিরণ্যকশিপুতনয় সেই স্থানে বিধিপূর্ব্বক তীর্থক্রিয়া করিতে করিতে পুরোভাগে ছায়াপ্রধান একটী বটবৃক্ষ দর্শন করিলেন ॥১॥ অনন্তর, তথায় গৃধ্রপক্ষসমন্বিত, শাণিত, সুতীক্ষ্ণ, মহোজ্জ্বল বাণ সকল সুসজ্জিত রহিয়াছে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই পরম পবিত্র পুণ্যতীর্থরূপ ঋষিগণের আশ্রমে কাহার শর সকল সুরক্ষিত রহিয়াছে? ॥ ২—৩ ॥ প্রহ্লাদ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে কৃষ্ণাজিনধারী সমুন্নত-জটাজালে সুশোভিত ধর্ম্মতনয় মুনিযুগল নরনারায়ণকে এবং তাঁহাদের অগ্রভাগে শাস্ত্রোক্ত-লক্ষণান্বিত সুশোভিত, শার্ঙ্গ ও আজগব নামক ধনুর্দ্বয় ও অক্ষয় তূণীরযুগল অবস্থাপিত রহিয়াছে ইহা দেখিতে পাইলেন ॥ ৪—৫ ॥ ধর্ম্মপুত্র মহাভাগ নর নারায়ণ ঋষিদ্বয় ধ্যানস্থ ছিলেন, অসুরপালক প্রহ্লাদ তখন তাঁহাদিগকে

ক্রোধরক্তেক্ষণস্তৌ তু প্রোবাচাসুরপালকঃ।
কিং ভবদ্ভ্যাং সমারব্ধো দম্ভো ধর্ম্মবিনাশনঃ ॥ ৭ ॥
ন শ্রুতং নৈব দৃষ্টং হি সংসারেঽস্মিন্ কদাপি হি।
তপসশ্চরণং তীব্রং তথা চাপস্য ধারণম্ ॥ ৮ ॥
বিরোধোঽয়ং যুগে চাদ্যে কথং যুক্তং কলিপ্রিয়ম্।
ব্রাহ্মণস্য তপো যুক্তং তত্র কিং চাপধারণম্ ॥ ৯ ॥
ক্ব জটাধারণং দেহে কেমুধী চ বিড়ম্বনৌ।
ধর্ম্মস্যাচরণং যুক্তং যুবয়োর্দ্দিব্যভাবয়োঃ ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা নরঃ প্রোবাচ ভারত!।
কা তে চিন্তাত্র দৈত্যেন্দ্র! বৃথা তপসি চাবয়োঃ ॥ ১১ ॥
সামর্থ্যে সতি যঃ কুর্য্যাত্তৎ সম্পদ্যেত তস্য হি।
আবাং কার্য্যদ্বয়ে মন্দ! সমর্থৌ লোকবিশ্রুতৌ ॥ ১২ ॥
যুদ্ধে তপসি সামর্থ্যং ত্বং পুনঃ কিং করিষ্যসি।
গচ্ছ মার্গে যথাকামং কস্মাদত্র বিকত্থসে ॥ ১৩ ॥

আজগবং পিনাকঃ ॥ ৫—৮ ॥

বিরোধোঽয়মিতি। তপশ্চরণচাপধারণয়োর্ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ধর্ম্মত্বাদেকত্রাবস্থানে বিরোধ ইত্যর্থঃ। অস্ত্বেতৎ কলিপ্রিয়ং কলৌ যোগ্যমেতদনুষ্ঠানমস্মিন্নাদ্যে সত্যযুগে তু কথং যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৯—১১ ॥

দর্শন করিয়া ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া কহিতে লাগিলেন, তাপসদ্বয়! আপনাদিগের মানসে কি ধর্ম্মবিনাশক দম্ভ প্রবেশ করিয়াছে? আপনারা কখনও কি দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই যে, এই সংসারে সত্যযুগে তপশ্চরণ এবং উগ্রতর শরাসন ধারণ এ উভয়ের পরস্পর অত্যন্ত বিরোধ রহিয়াছে। ইহা কলিকালের উপযুক্ত, সত্যযুগে এ উভয়ের অনুষ্ঠান কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? তপশ্চরণই ব্রাহ্মণের উপযুক্ত ধর্ম্ম, তবে আপনারা চাপধারণ করিতেছেন কেন? ॥৬—৯॥ শিরোদেশে জটাভার ধারণই বা কোথায়? আর বিড়ম্বনাস্বরূপ তূণ ধারণই বা কোথায়? অতএব, আপনাদের দিব্যভাবসম্পন্ন হইয়া ধর্ম্মাচরণ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ১০ ॥

ব্যাস বলিলেন, হে ভরতভূষণ! মুনিবর নর প্রহ্লাদের এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দৈত্যেন্দ্র! আমাদের এই তপস্যা বিষয়ে তোমার বৃথা এত কি চিন্তা পড়িয়াছে? ॥১১॥ যাহার সামর্থ্য থাকে তাহার সমস্তই সম্পন্ন হয়; মন্দবুদ্ধে! আমরা এই উভয়

ব্রাহ্মং তেজো দুরারাধ্যং ন ত্বং বেদ বিমোহিতঃ।
বিপ্রচর্চ্চা ন কর্ত্তব্যা প্রাণিভিঃ সুখমীপ্সুভিঃ ॥ ১৪ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

তাপসৌ মন্দবুদ্ধী স্থো মৃষাবাং গর্ব্বমোহিতৌ।
ময়ি তিষ্ঠতি দৈত্যেন্দ্রে ধর্ম্মসেতুপ্রবর্ত্তকে ॥ ১৫ ॥
ন যুক্তমেতত্তীর্থেঽস্মিন্নধর্ম্মাচরণং পুনঃ।
কা শক্তিস্তব যুদ্ধেঽস্তি দর্শয়াদ্য তপোধন! ॥ ১৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

তদাকর্ণ্য বচস্তস্য নরস্তং প্রত্যুবাচ হ।
যুধ্যস্বাদ্য ময়া সার্দ্ধং যদি তে মতিরিদৃশী ॥ ১৭ ॥
অদ্য তে স্ফোটয়িষ্যামি মূর্দ্ধানমসুরাধম!।
যুদ্ধে শ্রদ্ধা ন তে পশ্চাদ্ভবিষ্যতি কদাচন ॥ ১৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

তন্নিশম্য বচস্তস্য দৈত্যেন্দ্রঃ কুপিতস্তদা।
প্রহ্লাদো বলবানত্র প্রতিজ্ঞামারুরোহ সঃ ॥ ১৯ ॥

বিরোধোঽয়মিত্যুক্তং তত্র কিমধিকারাভাবাদ্বা সামর্থ্যাভাবাদ্বা। নাদ্যঃ। উভয়োরপ্যুভয়ত্রাধিকারাৎ। ন দ্বিতীয়ো যত্র সামর্থ্যাভাবস্তত্র তথাস্তু নাত্র তথাস্তীত্যাহ সামর্থ্যে সতীতি ॥ ১২—১৯ ॥

কার্য্যেই উত্তমরূপে সমর্থ, ইহা ত্রিলোকেই বিখ্যাত আছে ॥ ১২ ॥ আমাদের যুদ্ধ ও তপস্যা এই উভয় কার্য্যেই সামর্থ্য আছে, তুমি এ বিষয়ে কি করিবে? এই পথ পরিষ্কৃত রহিয়াছে যথেচ্ছ গমন কর, এখানে কি নিমিত্ত শ্লাঘা প্রকাশ করিতেছ? ॥১৩॥ তুমি মূঢ়বুদ্ধি, সুদুর্লভ ব্রহ্মতেজ কিরূপে বিদিত হইতে পারিবে? তুমি জানিও যে যাঁহারা সুখলাভ করিতে অভিলাষ করেন, তাহাদের ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধীয় কোনও বিষয়ের বিচার করা কখনই কর্ত্তব্য নহে ॥১৪॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, তাপসদ্বয়! তোমরা মন্দবুদ্ধি এবং বৃথা গর্ব্বে বিমোহিত; ধর্ম্মসেতুর প্রবর্ত্তক দৈত্যরাজ আমি এই তীর্থে বিদ্যমান থাকিতে এখানে অধর্ম্মাচরণ যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। তপোধন! তোমার যুদ্ধ বিষয়ে কি শক্তি আছে, তাহা অদ্য আমাকে প্রদর্শন করাও ॥ ১৫—১৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! মুনিবর নর প্রহ্লাদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, যদি তোমার এইরূপ বুদ্ধিই ঘটিয়া থাকে তবে আমার সহিত অদ্য যুদ্ধ কর ॥১৭॥ রে অসুরাধম! অদ্য যুদ্ধ করিয়া আমি তোমার মস্তক বিদীর্ণ করিয়া ফেলিব, তাহা হইলে তোমার আর কখন যুদ্ধ করিতে অভিলাষ হইবে না ॥ ১৮ ॥

যেন কেনাপ্যুপায়েন জেষ্যামি তাবুভাবপি।
নরনারায়ণৌ দান্তাবৃষী তাপসমন্বিতৌ * ॥ ২০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বচনং দৈত্যঃ প্রতিগৃহ্য শরাসনম্।
আকৃষ্য তরসা চাপং জ্যাশব্দঞ্চ চকার হ ॥ ২১ ॥
নরোঽপি ধনুরাদায় শরাংস্তীব্রাঞ্ছিলাশিতান্।
মুমোচ বহুশঃ ক্রোধাৎ প্রহ্লাদোপরি পার্থিব ! ॥ ২২ ॥
তান্ দৈত্যরাজস্তপনীয়পুঙ্খৈ-
শ্চিচ্ছেদ বাণৈস্তরসা সমেত্য।
সমীক্ষ্য ছিন্নাংশ্চ নরঃ স্বসৃষ্টা-
নন্যান্ মুমোচাশু রুষান্বিতো বৈ ॥ ২৩ ॥
দৈত্যাধিপস্তানপি তীব্রবেগৈ-
শ্ছিত্ত্বা জঘানোরসি তং মুনীন্দ্রম্।
নরোঽপি তং পঞ্চভিরাশুগৈশ্চ
ক্রুদ্ধোঽহনদ্দৈত্যপতিং ভুজান্তে ॥ ২৪ ॥

(তপ্যাতে ইতি তাপস্তপস্তেন সমন্বিতৌ ॥ ২০—২২ ॥)
সমীক্ষ্যেতি। নরঃ স্বসৃষ্টান্ স্বেন ত্যক্তান্ বাণাংশ্ছিন্নান্ সমীক্ষ্যেত্যন্বয়ঃ ॥ ২৩—২৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! মহাবলশালী দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কুপিত হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে কোনও উপায়ে এই তপস্বী নরনারায়ণ ঋষি-দ্বয়কে যুদ্ধে পরাজিত করিব ॥ ১৯—২০ ॥ তদনন্তর দৈত্যরাজ শরাসন গ্রহণ করিয়া সত্বর আকর্ষণ পূর্ব্বক জ্যাশব্দ করিতে লাগিলেন। হে রাজেন্দ্র! তখন ঋষিবর নরও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধান্বিত হইয়া বহুতর শিলাশাণিত অস্ত্র সকল প্রহ্লাদের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ২১—২২ ॥ অনন্তর, দৈত্যপতি সত্বর হইয়া স্বর্ণপুঙ্খ শরনিকর দ্বারা নরনিক্ষিপ্ত বাণ সকল ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন, ঋষিবর নরও নিজনিক্ষিপ্ত শর সকল ছিন্ন হইল দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন এবং অন্যান্য বহুতর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥ তখন দৈত্যাধিপতি প্রহ্লাদ তীব্রবেগী শর দ্বারা সেই সমস্ত বাণ ছিন্ন করিয়া সেই মুনি-বরের উরঃস্থলে আঘাত করিলেন। নরও ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চবাণ দ্বারা দৈত্যরাজের বাহুযুগল

---

* তাপসমানিনৌ। ইতি বা পাঠঃ ॥

সেন্দ্রাঃ সুরাস্তত্র তয়োর্হি যুদ্ধং
দ্রষ্টুং বিমানৈর্গগনস্থিতাশ্চ।
নরস্য বীর্য্যং যুধি সংস্থিতস্য
তে তুষ্টুবুর্দ্দৈত্যপতেশ্চ ভূয়ঃ ॥ ২৫ ॥
ববর্ষ দৈত্যাধিপ আত্তচাপঃ
শিলীমুখানম্বুধরো যথাপঃ।
গিরৌ নরে চাতিরুষান্বিতোঽসৌ
নরস্তদা গ্লানিমবাপ রাজন্! ॥ ২৬ ॥
গ্লানিং গতং বীক্ষ্য নরং তদাসৌ
নারায়ণঃ ক্রোধযুতো বভূব।
আদায় শার্ঙ্গং ধনুরপ্রমেয়ং
মুমোচ বাণান্ কিল হেমপুঙ্খান্ ॥ ২৭ ॥
বভূব যুদ্ধং তুমুলং তয়োস্তু
জয়ৈষিণোঃ পার্থিব! দেবদৈত্যয়োঃ।
ববর্ষুরাকাশপথে স্থিতাস্তে
পুষ্পানি দিব্যানি প্রহৃষ্টচিত্তাঃ ॥ ২৮ ॥

(নরস্যেতি। তে দেবাঃ যুধি সংগ্রামভূমৌ সম্যক্‌প্রকারেণ স্থিতস্য নরস্য দৈত্যাধিপতেঃ প্রহ্লাদস্য চ বীর্য্যং ভূয়ঃ পুনঃ পুনঃ তুষ্টুবুঃ। স্বস্ববাণমোক্ষকালে বিপক্ষবাণচ্ছেদনকালে চ উভৌ প্রশংসিতবন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥)

অস্মিন্নেব সময়ে নারায়ণোঽপি ধনুরাদায় যুদ্ধার্থং প্রবৃত্ত ইত্যাহ আদায়েতি ॥ ২৭-২৮ ॥

বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৪ ॥ তাঁহাদের যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রাদি দেবতাগণ বিমানে আরোহণ করিয়া গগনমণ্ডলে অবস্থান করত কখন নর ঋষির কখন বা প্রহ্লাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ দৈত্যরাজ চাপ গ্রহণ করিয়া, মেঘ যেরূপ পর্ব্বত শৃঙ্গে বারি বর্ষণ করে সেইরূপ নরের উপর অতি রোষভরে নানাবিধ অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; মহারাজ! সেই সময় নরমুনি প্রহ্লাদের শরনিকর দ্বারা বিদ্ধ হইয়া অতিশয় গ্লানিযুক্ত হইলেন ॥ ২৬ ॥ তখন নারায়ণ নরকে ক্লান্ত দেখিয়া অতিশয় রুষ্ট হইলেন এবং অপ্রমেয় শার্ঙ্গ শরাসন ধারণ করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ শর সকল মোচন করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ হে পৃথিবীন্দ্র! তখন পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী নারায়ণ ও প্রহ্লাদের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, দেবগণ আকাশমার্গে অবস্থিতি করিয়া তাঁহাদের উপর হৃষ্টচিত্তে পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ

চুকোপ দৈত্যাধিপতির্হরৌ স
মুমোচ বাণানতিতীব্রবেগান্।
চিচ্ছেদ তান্ ধর্ম্মসুতঃ সুতীক্ষ্ণৈ-
র্ধনুর্ব্বিমুক্তৈর্ব্বিশিখৈস্তদাশু ॥ ২৯ ॥
ততো নারায়ণং বাণৈঃ প্রহ্লাদশ্চাতিকর্ষিতৈঃ।
ববর্ষ সুস্থিতং বীরং ধর্ম্মপুত্রং সনাতনম্ ॥ ৩০ ॥
নারায়ণোঽপি তং বেগান্মুক্তৈর্ব্বাণৈঃ শিলাশিতৈঃ।
তুতোদাতীব পুরতো দৈত্যানামধিপং স্থিতম্ ॥ ৩১ ॥
সন্নিপাতোঽম্বরে তত্র দিদৃক্ষূণাং বভূব হ।
দেবানাং দানবানাঞ্চ কুর্ব্বতাং জয়ঘোষণম্ ॥ ৩২ ॥
উভয়োঃ শরবর্ষেণ চ্ছাদিতে গগনে তদা।
দিবাপি রাত্রিসদৃশং বভূব তিমিরং মহৎ ॥ ৩৩ ॥
ঊচুঃ পরস্পরং দেবা দৈত্যাশ্চাতীব বিস্মিতাঃ।
অদৃষ্টপূর্ব্বং যুদ্ধং বৈ বর্ত্ততেঽদ্য সুদারুণম্ ॥ ৩৪ ॥
দেবর্ষয়োঽথ গন্ধর্ব্বা যক্ষকিন্নরপন্নগাঃ।
বিদ্যাধরাশ্চারণাশ্চ বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ৩৫ ॥
নারদঃ পর্ব্বতশ্চৈব প্রেক্ষণার্থং স্থিতৌ মুনী।
নারদঃ পর্ব্বতং প্রাহ নেদৃশং চাভবৎ পুরা ॥ ৩৬ ॥

হরৌ নারায়ণে ॥ ২৯—৩৫ ॥
নেদৃশমিত্যস্য তারকাসুরযুদ্ধমিত্যনেনান্বয়ঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

করিলেন ॥ ২৮ ॥ দৈত্যরাজ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অত্যন্ত তীব্রবেগে অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মপুত্র নারায়ণ ধনুর্নির্ম্মুক্ত সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত অস্ত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥২৯॥ তদনন্তর প্রহ্লাদ সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা, যুদ্ধে অটল সেই বীরবর ধর্ম্মপুত্র নারায়ণের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥ নারায়ণও শিলাশাণিত বাণ সকল বেগভরে নিক্ষেপ করিয়া পুরঃস্থিত দৈত্যপতিকে প্রপীড়িত ও অস্থির করিলেন ॥ ৩১ ॥ এই যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত অম্বরতলে দেব ও দৈত্যগণের মহতী জনতা উপস্থিত হইল, তাহারা মধ্যে মধ্যে উভয়ের জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥ উভয়ের শরবর্ষণে গগনতল আচ্ছাদিত হইলে দিবাভাগও রাত্রিসদৃশ অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। তখন দেবগণ ও দৈত্যগণ, অতিশয় বিস্ময়াম্বিত হইয়া পরস্পর কহি-

তারকাসুরযুদ্ধঞ্চ তথা বৃত্রাসুরস্য চ।
মধুকৈটভয়োর্যুদ্ধং হরিণা নেদৃশং কৃতম্ ॥ ৩৭ ॥
প্রহ্লাদঃ প্রবলঃ শূরো যস্মান্নারায়ণেন চ।
করোতি সদৃশং যুদ্ধং সিদ্ধেনাদ্ভুতকর্ম্মণা ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

দিনে দিনে তথা রাত্রৌ কৃত্বা কৃত্বা পুনঃপুনঃ।
চক্রতুঃ পরমং যুদ্ধং তৌ তদা দৈত্যতাপসৌ ॥ ৩৯ ॥
নারায়ণস্তু চিচ্ছেদ প্রহ্লাদস্য শরাসনম্।
তরসৈকেন বাণেন স চান্যদ্ধনুরাদদে ॥ ৪০ ॥
নারায়ণস্তু তরসা মুক্ত্বান্যঞ্চ শিলীমুখম্।
তদেব মধ্যতশ্চাপং চিচ্ছেদ লঘুহস্তকঃ ॥ ৪১ ॥
ছিন্নং ছিন্নং পুনর্দৈত্যো ধনুরন্যৎ সমাদদে।
নারায়ণস্তু চিচ্ছেদ বিশিখৈরাশু কোপিতঃ ॥ ৪২ ॥
ছিন্নে ধনুষি দৈত্যেন্দ্রঃ পরিঘং সুসমাদদে।
জঘান ধর্ম্মজং তূর্ণং বাহোর্ম্মধ্যেঽতিকোপনঃ ॥ ৪৩ ॥

(প্রহ্লাদস্য শূরত্বে কারণমাহ যস্মাদিতি ॥ ৩৮—৪২ ॥
ছিন্নে ধনুষি ইতি। ধনুর্যুদ্ধং পরিত্যজ্য পরিঘাদিভিরস্ত্রৈর্নারায়ণং জঘান ॥ ৪৩—৫০ ॥)

লেন, এরূপ সুদারুণ যুদ্ধ আমরা পূর্ব্বে কখনও দর্শন করি নাই ॥ ৩৩—৩৪ ॥ তখন দেবর্ষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, কিন্নরগণ, পন্নগগণ, বিদ্যাধরগণ ও চারণগণ, সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥ নারদ এবং পর্ব্বত ঋষিও এই যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। দেবর্ষি নারদ পর্ব্বতকে কহিলেন, পূর্ব্বে কখনই এরূপ যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই; তারকাসুরের ও বৃত্রাসুরের যুদ্ধ এবং হরির সহিত মধুকৈটভের যে যুদ্ধ হইয়াছিল সে সকল যুদ্ধও এরূপ নহে ॥ ৩৬—৩৭ ॥ বোধ হইতেছে প্রহ্লাদ অতিশয় বীর্য্যবান্; যেহেতু সিদ্ধপুরুষ অদ্ভুতকর্ম্মা নারায়ণের সহিত এ পর্য্যন্তও সদৃশ যুদ্ধই করিতেছে ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! তখন সেই দৈত্য ও তাপস নারায়ণ এই দুইজনে দিবসে দিবসে ও নিশায় নিশায় পুনঃ পুনঃ পরম ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তখন নারায়ণ একবাণে সত্বর প্রহ্লাদের শরাসন ছেদন করিয়া দিলেন প্রহ্লাদও অন্য ধনু গ্রহণ করিলেন; লঘুহস্ত নারায়ণ সত্বর শর নিক্ষেপ করিয়া সেই চাপ মধ্যভাগে ছেদন করিলেন; এইরূপে বারংবার শরাসন ছিন্ন করিলে প্রহ্লাদও পুনঃ পুনঃ তাহা গ্রহণ করিতে লাগিলেন, নারায়ণও অস্ত্র দ্বারা তাহা পুনঃ পুনঃ ছেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯—৪২ ॥ এইরূপে

তমায়ান্তং স বলবান্মার্গণৈর্নবভির্মুনিঃ।
চিচ্ছেদ পরিঘং ঘোরং দশভিস্তমতাড়য়ৎ ॥ ৪৪ ॥
গদামাদায় দৈত্যেন্দ্রঃ সর্ব্বায়সময়ীং দৃঢ়াম্।
জানুদেশে জঘানাশু দেবং নারায়ণং রুষা ॥ ৪৫ ॥
গদয়া চাপি গিরিবৎ সংস্থিতঃ স্থিরমানসঃ।
ধর্ম্মপুত্রোঽতিবলবান্মুমোচাশু শিলীমুখান্ ॥ ৪৬ ॥
গদাং চিচ্ছেদ ভগবাংস্তদা দৈত্যপতের্দৃঢ়াম্।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ প্রেক্ষকা গগনে স্থিতাঃ ॥ ৪৭ ॥
স তু শক্তিং সমাদায় প্রহ্লাদঃ পরবীরহা।
চিক্ষেপ তরসা ক্রুদ্ধো বলান্নারায়ণোরসি ॥ ৪৮ ॥
তামাপতন্তীং সংবীক্ষ্য বাণেনৈকেন লীলয়া।
সপ্তধা কৃতবানাশু সপ্তভিস্তং জঘান হ ॥ ৪৯ ॥
দিব্যবর্ষসহস্রন্তু তদ্যুদ্ধং পরমং তয়োঃ।
জাতং বিস্ময়দং রাজন্! সর্ব্বেষাং তত্র চাশ্রমে ॥ ৫০ ॥
তদাজগাম তরসা পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ।
প্রহ্লাদস্যাশ্রমং তত্র জগাদ চ গদাধরঃ।
চতুর্ভুজো রমাকান্তো রথাঙ্গগদপদ্মভৃৎ ॥ ৫১ ॥

আজগাম জগাদ চ প্রহ্লাদং প্রতি ভাষিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

সমস্ত ধনু ছিন্ন হইলে পর, দৈত্যরাজ পরিঘ ধারণ করিলেন এবং অতিশয় কুপিত হইয়া নারায়ণের বাহুর মধ্যে সত্বর নিক্ষেপ করিলেন। বলবীর্য্যবান্ ভগবান্ নারায়ণ সেই ঘোরতর পরিঘ আসিতেছে দেখিয়া সত্বর নয় বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহা ছিন্ন করিলেন এবং দশটী বাণ দ্বারা প্রহ্লাদকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪০—৪৪ ॥ অনন্তর, প্রহ্লাদ লৌহময়ী সুদৃঢ়া গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রোষভরে নারায়ণের জানুদেশ লক্ষ্য করিয়া সবেগে নিক্ষেপ করিলেন। অতিশয় বলবান্ ধর্ম্মনন্দন গদা দর্শনেও স্থিরমানস ও গিরির ন্যায় অচল ভাবে অবস্থিত থাকিয়া সত্বর শরজাল বর্ষণ দ্বারা দৈত্যপতির সেই দৃঢ় গদা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন গগনস্থিত দর্শকগণ অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন ॥ ৪৫—৪৭ ॥ তখন শত্রুবিনাশী প্রহ্লাদ, কুপিত হইয়া শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বর নারায়ণের উরঃস্থল লক্ষ্য করিয়া তীব্রবেগে নিক্ষেপ করিলেন। সেই শক্তি আসিতেছে দর্শন করিয়া নারায়ণ এক শর দ্বারা অবলীলায় তাহা সপ্তভাগে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সপ্ত শর দ্বারা সত্বর তাঁহাকে বিদ্ধ করি-

দৃষ্ট্বা তমাগতং তত্র হিরণ্যকশিপোঃ সুতঃ ।
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা প্রাঞ্জলিঃ প্রত্যুবাচ হ ॥ ৫২ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

দেবদেব ! জগন্নাথ ভক্তবৎসল মাধব ! ।
কথং ন জিতবানাজাবহমেতৌ তপস্বিনৌ ॥ ৫৩ ॥
সংগ্রামস্তু ময়া দেব ! কৃতঃ পূর্ণং শতং সমাঃ ।
সুরাণাং ন জিতৌ কস্মাদিতি মে বিস্ময়ো মহান্ ॥ ৫৪ ॥

বিষ্ণুরুবাচ ।

সিদ্ধাবিমৌ মদংশৌ চ বিস্ময়ঃ কোঽত্র মারিষ ! ।
তাপসৌ ন জিতাত্মানৌ নরনারায়ণৌ জিতৌ ॥ ৫৫ ॥
গচ্ছ ত্বং বিতলং রাজন্ ! কুরু ভক্তিং মমাচলাম্ ।
নাভ্যাং কুরু বিরোধং ত্বং তাপসাভ্যাং মহামতে ! ॥ ৫৬ ॥

(হিরণ্যকশিপোঃ সুতঃ প্রহ্লাদঃ । তং বিষ্ণুম্ ॥ ৫২—৫৩ ॥)
সুরাণাং সুরৈঃ সাকমিত্যর্থঃ । ময়া শতং সমাঃ । শতসংবৎসরং সংগ্রামঃ কৃত এতা-দৃশেন শূরেণ ময়া কস্মাদ্ধেতোর্ন জিতাবিতি মহান্বিস্ময়ঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥
(জিতাত্মানৌ তাপসৌ নরনারায়ণৌ ন জিতাবিত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৫—৫৬ ॥)

লেন ॥ ৪৮—৪৯ ॥ এইরূপে সেই আশ্রমে প্রহ্লাদ ও নারায়ণের দিব্য সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া সর্ব্বজীবের পরম বিস্ময়কর ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৫০ ॥ তখন পীতবাসা চতুর্ভুজ গদাধর সত্বর প্রহ্লাদের সন্নিধানে আগমন করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। হিরণ্যকশিপুপুত্র প্রহ্লাদ, চতুর্ভুজ রমাকান্ত, পদ্মধারী চক্রধর নারায়ণকে সেইখানে সমাগত দেখিয়া, পরম ভক্তিসহকারে প্রণাম পুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৫১—৫২ ॥

হে দেবদেব ! আপনি জগন্নাথ ও ভক্তবৎসল, হে মাধব ! আমি দিব্য পূর্ণ শতবর্ষ ধরিয়া সংগ্রাম করিলাম তথাপি এই তপস্বী দুই জনকে সমরে পরাজয় করিতে পারিলাম না কেন ? এ বিষয়ে আমার মহান্ বিস্ময় জন্মিয়াছে ॥ ৫৩—৫৪ ॥

বিষ্ণু বলিলেন, হে ক্ষমাশীল ! এই নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়, সিদ্ধ তাপস, জিতাত্মা এবং আমার অংশসম্ভূত; এজন্য তুমি ইহাঁদিগকে পরাজয় করিতে পার নাই, তাহাতে আর বিস্ময় কি আছে ? হে রাজেন্দ্র ! তুমি এক্ষণে পাতালে গমন কর এবং আমার প্রতি সেইরূপ অচলাভক্তি কর। হে মহামতে ! তাপস দ্বয়ের সহিত তুমি আর বিরোধ করিও না ॥ ৫৫-৫৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাজ্ঞপ্তো দৈত্যরাজো নির্যযাবসুরৈঃ সহ।
নরনারয়ণৌ ভূয়স্তপোযুক্তৌ বভূবতুঃ ॥ ৫৭ ॥*

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে নরনারায়ণাভ্যাং সহ প্রহ্লাদস্য সমরবর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

(দৈত্যরাজঃ প্রহ্লাদঃ অসুরৈঃ সহ নির্যযৌ নরনারায়ণাশ্রমাদিতি শেষঃ ॥ ৫৭ ॥)

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্‌! দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ বিষ্ণু কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া অসুরগণের সহিত তথা হইতে নির্গত হইলেন এবং নরনারায়ণ দ্বয় ও পুনর্ব্বার তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে প্রহ্লাদ ও নরনারায়ণের সংগ্রাম বর্ণন নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

---

* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে সার্দ্ধ পঞ্চপঞ্চাশৎ শ্লোকঃ।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

সন্দেহোঽয়ং মহানত্র পরাশর্য্য! কথানকে।
নরনারায়ণৌ শান্তৌ বৈষ্ণবাংশৌ তপোধনৌ ॥ ১ ॥
তীর্থাশ্রয়ৌ সত্ত্বযুক্তৌ বন্যাশনপরৌ সদা।
ধর্ম্মপুত্রৌ মহাত্মানৌ তাপসৌ সত্ত্বসংস্থিতৌ ॥ ২ ॥
কথং রাগসমাযুক্তৌ জাতৌ যুদ্ধে পরস্পরম্।
সংগ্রামং চক্রতুঃ কস্মাৎ ত্যক্ত্বা তপিমনুত্তমাম্ ॥ ৩ ॥
প্রহ্লাদেন সমং পূর্ণং দিব্যবর্ষশতং কিল।
হিত্বা শান্তিসুখং যুদ্ধং কৃতবন্তৌ কথং মুনী * ॥ ৪ ॥
কথং তৌ চক্রতুর্যুদ্ধং প্রহ্লাদেন সমং মুনী।
কথয়স্ব মহাভাগ! কারণং বিগ্রহস্য বৈ ॥ ৫ ॥

পঞ্চাশদ্ভিরথ শ্লোকৈর্হরয়ে ভৃগুণা পুনঃ।
শাপো দত্তো যতঃ কৃষ্ণো জাত ইত্যেতদীর্য্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়স্থকথাং শ্রুত্বাসম্ভাবিতমেতদিতি পুনঃ পুনর্বিমৃশ্য সংশয়বান্ পৃচ্ছতি জনমেজয়ঃ সন্দেহোঽয়মিতি ॥ ১—২ ॥

তপিং তপিক্রিয়াম্ ॥ ৩ ॥

বর্ষশতমিতি। অত্র তথোত্তরত্র যুদ্ধস্য শতসংবৎসরপরিমাণকত্বোক্ত্যা পূর্ব্বত্র দিব্যং সহস্রং ত্বিত্যত্র সহস্রশব্দোঽনেকপর্য্যায়ো বহূনামনুরোধস্য ন্যায্যত্বাৎ ॥ ৪—৫ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে পরাশরনন্দন! আপনার পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার মহান্ সংশয় জন্মিয়াছে। নরনারায়ণ দুইজন ধর্ম্মপুত্র, তপোধন, শান্ত, বিষ্ণুর অংশ, তীর্থাশ্রয়ী, সত্ত্বগুণসম্পন্ন, সতত বন্যফলমূলাহারী মহাত্মা তাপস ও সত্যনিষ্ঠ, হইয়া কি রূপে সংগ্রামে এরূপ অনুরাগবান্ হইয়াছিলেন? এবং কি হেতুই বা পরমকল্যাণকরী তপস্যা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ দিব্য সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রহ্লাদের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। কি জন্যই বা শান্তি সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এরূপ দুঃখকর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? ॥১—৪॥ হে মহাভাগ মুনিবর! কি নিমিত্ত তাঁহারা প্রহ্লাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন? আপনি সেই

---

* ঈদৃশৌ চেন্মনো জেতুং ন শক্তৌ মুনিসত্তমৌ। মাদৃশানাঞ্চ কা বার্ত্তা সমে গুণসমুত্থবে ॥
ন রাজ্যার্থে ন দ্রব্যার্থে ন নরাণাং সমাগমে। ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে।

কামিনী কনকং কার্য্যং কারণং বিগ্রহস্য বৈ।
যুদ্ধবুদ্ধিঃ কথং জাতা তয়োশ্চ তদ্বিরক্তয়োঃ ॥ ৬ ॥
তথাবিধং তপস্তপ্তং তাভ্যাঞ্চ কেন হেতুনা।
মোহার্থং সুখভোগার্থং স্বর্গার্থং বা পরন্তপ! ॥ ৭ ॥
কৃতমত্যুৎকটং তাভ্যাং তপঃ সর্ব্বফলপ্রদম্।
মুনিভ্যাং শান্তচিত্তাভ্যাং প্রাপ্তং কিং ফলমদ্ভুতম্ ॥ ৮ ॥
তপসা পীড়িতো দেহঃ সংগ্রামেণ পুনঃপুনঃ।
দিব্যবর্ষশতং পূর্ণং শ্রমেণ পরিপীড়িতৌ ॥ ৯ ॥
ন রাজ্যার্থে ধনে বাপি ন দারেষু গৃহেষু চ।
কিমর্থন্তু কৃতং যুদ্ধং তাভ্যাং তেন মহাত্মনা ॥ ১০ ॥
নিরীহঃ পুরুষঃ কস্মাৎ প্রকুর্য্যাদ্‌যুদ্ধমীদৃশম্।
দুঃখদং সর্ব্বথা দেহে জানন্ ধর্ম্মং সনাতনম্ ॥ ১১ ॥
সুবুদ্ধিঃ সুখদানীহ কর্ম্মাণি কুরুতে সদা।
ন দুঃখদানি ধর্ম্মজ্ঞ! স্থিতিরেষা সনাতনী ॥ ১২ ॥
ধর্ম্মপুত্রৌ হরেরংশৌ সর্ব্বজ্ঞৌ সর্ব্বভূষিতৌ।
কৃতবন্তৌ কথং যুদ্ধং দুঃখং ধর্ম্মবিনাশকম্ ॥ ১৩ ॥

(যুদ্ধবুদ্ধিরিতি। তদ্বিরক্তয়োঃ কামিনীকনকাদ্যনুরাগরহিতয়োঃ ॥ ৬—১০ ॥
নিরীহ ইতি। নিরীহঃ বিষয়বাসনাপরিহারাৎ তচ্চেষ্টারহিত ইত্যর্থঃ ॥ ১১—১৩ ॥)

বিগ্রহের কারণ আমার নিকট বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন ॥ ৫ ॥ কামিনী সুবর্ণ অথবা অন্য কোন বৈষয়িক কার্য্য বিগ্রহের কারণ হইয়া থাকে ; কিন্তু, নরনারায়ণ মুনিদ্বয় এ সমস্ত বিষয়েই বিরাগী, তাঁহাদের ঐ সকল বিষয়ে কোনও প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না, তবে তাঁহাদের যুদ্ধবুদ্ধি কেন জন্মিয়াছিল ? ॥ ৬ ॥ হে তপোধন ! তাঁহারা কেনই বা সেইরূপ তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ? হে মুনিবর ! তাঁহারা পরের মোহার্থ অথবা সুখভোগার্থ কিংবা স্বর্গলাভার্থ এই উৎকট সর্ব্বফলপ্রদ কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন ? আর এই শান্তচিত্ত মুনিদ্বয় তপস্যার কি অদ্ভুত ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? ॥ ৭—৮ ॥ তাঁহারা তপস্যায় শীর্ণ দেহ হইয়াও পূর্ণ দিব্য সহস্র বৎসর পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম করিয়া শ্রম দ্বারা পরিপীড়িত হইয়াছিলেন না কি ? ॥ ৯ ॥ তাঁহারা রাজ্যলাভার্থ বা ধনলাভার্থ অথবা বনিতালাভের নিমিত্ত অথবা কোনও গৃহকার্য্যের নিমিত্ত এরূপ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন নাই, তবে কি নিমিত্ত তাহারা সেই মহাত্মা প্রহ্লাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ? ॥ ১০ ॥ নিরীহ পুরুষ, ধর্ম্মকে সনাতন জানিয়াও কি নিমিত্ত এরূপ দেহদুঃখপ্রদ যুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে প্রবৃত্ত হইবেন ? ॥ ১১ ॥ হে ধর্ম্মজ্ঞ !

ত্যক্ত্বা তপঃসমাধিং তং সুখারামং মহৎফলম্।
সংযুগং দারুণং কৃষ্ণ! নৈব মূর্খোঽপি বাঞ্ছতি ॥ ১৪ ॥
শ্রুতো ময়া যযাতিস্তু চ্যুতঃ স্বর্গাৎ মহীপতিঃ।
অহঙ্কারভবাৎ পাপাৎ পাতিতঃ পৃথিবীতলে ॥ ১৫ ॥
যজ্ঞকৃদ্দানকর্ত্তা চ ধার্ম্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ।
শব্দোচ্চারণমাত্রেণ পাতিতো বজ্রপাণিনা ॥ ১৬ ॥
অহঙ্কারমৃতে যুদ্ধং ন ভবত্যেব নিশ্চয়ঃ।
কিং ফলং তস্য যুদ্ধস্য মুনেঃ পুণ্যবিনাশনম্ ॥ ১৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

রাজন্! সংসারমূলং হি ত্রিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
অহঙ্কারস্তু সর্ব্বজ্ঞৈর্মুনিভির্ধর্ম্মনিশ্চয়ৈঃ ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন! তত্রৈবং সতি কারণান্তরাভাবাদ্যদ্যুদ্ধং কৃতং তৎ কেবলমহঙ্কারেণৈব কৃতমিতি নিশ্চীয়তে তদপ্যতিদোষকরম্। অহঙ্কারেণ কৃতস্যাতিদোষাধায়কত্বাৎ॥১৪॥
কিং তত্র প্রমাণমিতি চেত্তত্রাহ শ্রুতো ময়েতি ॥ ১৫ ॥
কীদৃশোঽহঙ্কারস্তস্যেতি চেত্তত্রাহ শব্দোচ্চারণমাত্রেণেতি। ময়া জ্যোতিষ্টোমঃ কৃতো ময়াশ্বমেধঃ কৃত ইতি সাভিনিবেশং কর্ম্মণামভিলাষঃ কৃতস্তাদৃশশব্দোচ্চারণমাত্রেণৈবেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥
নন্থ তেন যযাতিনাহঙ্কারঃ কৃতোঽস্য নরনারায়ণাভ্যাং ত্বহঙ্কারো ন কৃত ইতি চেত্তত্রাহ অহঙ্কারমৃত ইতি। নিশ্চয় ইত্যত্র ইতীতিশেষঃ। কিঞ্চ কিম্ফলমিতি তপোবলেন কৃতে যুদ্ধে পুণ্যবিনাশস্য স্পষ্টত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

সুবুদ্ধি ব্যক্তি সততই সুখপ্রদ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহারা কখনই দুঃখপ্রদ কর্ম্ম করেন না, ইহাই সনাতনী সংসারমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ ১২ ॥ ধর্ম্মপুত্রদ্বয় হরির অংশ, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বসম্পদে বিভূষিত, তবে তাঁহারা দুঃখকর ও ধর্ম্মনাশক সংগ্রামে কেন প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? ॥ ১৩ ॥ হে মহর্ষে! ইহ সংসারে মূর্খ ব্যক্তিও তাদৃশ সুখ ও আরাম জনক এবং সর্ব্বফলপ্রদ তপস্যা ও সমাধি পরিত্যাগ করিয়া দারুণ দুঃখদায়ক যুদ্ধ কামনা করে না ॥১৪॥ আমি শুনিয়াছি মহীপতি যযাতি যজ্ঞ দান ও ধর্ম্মনিরত রাজা হইয়াও অহঙ্কারজনিত পাপ হেতুই স্বর্গ হইতে পরিচ্যুত হইয়া পৃথিবীতলে পতিত হইয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥ আমি অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্ত্তা ইত্যাদি অহঙ্কার সূচক শব্দোচ্চারণমাত্রই বজ্রপাণি ইন্দ্র তাহাকে পাতিত করিয়াছিলেন, অতএব অহঙ্কার ব্যতিরেকে যুদ্ধ সংঘটিত হয় না, ইহাই স্থিরনিশ্চয়। হে মুনে! মুনিগণের দেহবল নাই, সুতরাং তাঁহাদিগকে তপোবল দ্বারাই যুদ্ধ করিতে হয়; অতএব মুনিগণ যুদ্ধ করিলে তপোবিনাশ ব্যতিরেকে আর তাহাতে কি ফল ফলিতে পারে? ॥ ১৬—১৭ ॥

স কথং মুনিনা ত্যক্তুং যোগ্যো দেহভৃতা কিল।
কারণেন বিনা কার্য্যং ন ভবত্যেব নিশ্চয়ঃ ॥ ১৯ ॥
তপো দানং তথা যজ্ঞাঃ সাত্ত্বিকাৎ প্রভবন্তি তে।
রাজসাশ্চ মহাভাগ! তামসাৎ কলহস্তথা ॥ ২০ ॥
ক্রিয়া স্বল্পাপি রাজেন্দ্র! নাহঙ্কারং বিনা ক্বচিৎ।
শুভা বাপ্যশুভা বাপি প্রভবত্যপি নিশ্চয়ঃ ॥ ২১ ॥
অহঙ্কারাদ্‌বন্ধকারী নান্যোঽস্তি জগতীতলে।
তেনেদং রচিতং বিশ্বং কথং তদ্রহিতং ভবেৎ ॥ ২২ ॥
ব্রহ্মা রুদ্রস্তথা বিষ্ণুরহঙ্কারযুতাস্ত্বমী।
অন্যেষাং চৈব কা বার্ত্তা মুনীনাং বসুধাধিপ! ॥ ২৩ ॥
অহঙ্কারাবৃতং বিশ্বং ভ্রমতীদং চরাচরম্।
পুনর্জন্ম পুনর্মৃত্যুঃ সর্ব্বং কর্ম্মবশানুগম্ ॥ ২৪ ॥

ত্রিবিধঃ সাত্ত্বিকাদিভেদেন ॥ ১৮ ॥

কারণেন বিনেতি। কারণেনাহঙ্কারেণ বিনা রহিতং কার্য্যং জগদ্রূপং নৈব ভবতীতি নিশ্চয়স্তস্মাদ্রাজংস্তয়া যদ্বিনিশ্চিতমহঙ্কারমৃতে বুদ্ধং ন ভবত্যেব নিশ্চয় ইতি তৎ সম্যগেবেতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

যদ্‌যচ্চেষ্টিতং তৎ সর্ব্বমহঙ্কারেণৈবেত্যাহ তপো দানমিতি ॥ ২০ ॥

(ক্রিয়েতি। জগতোঽহঙ্কারকারণেনৈবানুস্যূতত্বাৎ স্বল্পাপি ক্রিয়া অহঙ্কারমৃতে ন ভবতীত্যর্থঃ। শুভা কল্যাণদায়িকা সাত্ত্বিকেতি ভাবঃ ॥ ২১—২৪ ॥)

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! ধর্ম্মে নিশ্চিতমতি সর্ব্বজ্ঞ মুনিগণ সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ অহঙ্কারকেই সংসারের কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥ অতএব, মুনিগণ দেহধারী হইয়া সেই অহঙ্কারকে কিরূপে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবেন। কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, ইহা স্থিরনিশ্চয় জানিবেন ॥ ১৯ ॥ হে মহাভাগ! সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে তপস্যা দান ও যজ্ঞ এবং রাজস বা তামস অহঙ্কার হইতে কলহের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥ হে রাজেন্দ্র! অহঙ্কার ব্যতিরেকে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের কোন স্থানে স্বল্প মাত্রও ক্রিয়া উৎপন্ন হয় না। শুভই হউক আর অশুভই হউক অহঙ্কার হইতেই তাহা উৎপন্ন হয় ইহাই স্থির নিশ্চয় জানিবেন ॥ ২১ ॥ এই জগতীতলে অহঙ্কার ব্যতিরেকে আর অন্য কোনও বন্ধনকারক বস্তু নাই। অহঙ্কার কর্ত্তৃক এই বিশ্ব বিরচিত হইয়াছে, অতএব ইহা কিরূপে অহঙ্কার-বিরহিত হইতে পারে? ॥ ২২ ॥ হে রাজন্! যখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র, ইহাঁরাও অহঙ্কারযুক্ত, তখন ইহাঁদের হইতে ভিন্ন সামান্য মুনিগণ যে অহঙ্কারযুক্ত হইবেন তদ্বিষয়ে আর কি কথা আছে? ॥ ২৩ ॥ অহঙ্কার কর্ত্তৃক আবৃত হইয়া এই চরাচর

দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাণাং সংসারেঽস্মিন্মহীপতে ! ।
রথাঙ্গবদসর্ব্বার্থং ভ্রমণং সর্ব্বদা স্মৃতম্ ॥ ২৫ ॥
বিষ্ণোরপ্যবতারাণাং সংখ্যাং জানাতি কঃ পুমান্ ।
বিততেঽস্মিংস্তু সংসার উত্তমাধমযোনিষু ॥ ২৬ ॥
নারায়ণো হরিঃ সাক্ষাৎ মাৎস্যং বপুরুপাশ্রিতঃ ।
কামঠং শৌকরঞ্চৈব নারসিংহঞ্চ বামনম্ ॥ ২৭ ॥
যুগে যুগে জগন্নাথো বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ ।
অবতারানসংখ্যাতান্ করোতি বিধিযন্ত্রিতঃ ॥ ২৮ ॥
বৈবস্বতে মহারাজ ! সপ্তমে ভগবান্ হরিঃ ।
মন্বন্তরেঽবতারান্ বৈ চক্রে তাঞ্ছৃণু তত্ত্বতঃ ॥ ২৯ ॥
ভৃগুশাপান্মহারাজ ! বিষ্ণুর্দ্দেববরঃ প্রভুঃ ।
অবতারাননেকাংস্তু কৃতবানখিলেশ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

রাজোবাচ ।

সন্দেহোঽয়ং মহাভাগ ! হৃদয়ে মম জায়তে ।
ভৃগুণা ভগবান্ বিষ্ণুঃ কথং শপ্তঃ পিতামহ ! ॥ ৩১ ॥
হরিণা চ মুনেস্তস্য বিপ্রিয়ং কিং কৃতং মুনে ! ।
যদ্রোষাদ্ভৃগুণা শপ্তো বিষ্ণুর্দ্দেবনমস্কৃতঃ ॥ ৩২ ॥

ভ্রমণং সর্ব্বদা স্মৃতমিতি। অহঙ্কারেণৈবেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥
বিষ্ণোরপ্যবতারাণামিতি। অহঙ্কারাভিনিবেশাদেব বিষ্ণোরবতারা যে জাতাস্তেষাং সংখ্যামিত্যর্থঃ ॥ ২৬—৩০ ॥

বিশ্ব পরিভ্রমণ করিতেছে। পুনর্জন্ম ও পুনর্মৃত্যু প্রভৃতি সমস্তই কর্ম্মবশেই নিষ্পন্ন হইতেছে ॥ ২৪ ॥ হে মহীন্দ্র ! দেবতা তির্য্যক্ ও মনুষ্যগণ এই সংসারে রথচক্রের ন্যায় সততই পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ২৫ ॥ এই সুবিস্তীর্ণ সংসারে উত্তম ও অধম যোনিতে ভগবান বিষ্ণুর অবতারের সংখ্যা যে কত হইতেছে তাহাই বা কে জানিতে পারে ? ॥২৬॥ সাক্ষাৎ নারায়ণ হরি, বিধিকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া মৎস্য, কূর্ম্ম, শূকর, নৃসিংহ ও বামন দেহ আশ্রয় করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥ বাসুদেব জগন্নাথ জনার্দ্দন যুগে যুগে অসংখ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥ মহারাজ ! বৈবস্বত নামক সপ্তম মন্বন্তরে, ভগবান্ হরির যে সকল অবতার হইয়াছিল তৎসমুদায় যথাতত্ত্ব শ্রবণ করুন ॥ ২৯ ॥ হে রাজেন্দ্র ! দেবতাপ্রবর অখিলেশ্বর বিভু বিষ্ণু, ভৃগু-শাপহেতু অনেক বার ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি ভৃগোঃ শাপস্য কারণম্।
পুরা কশ্যপদায়াদো হিরণ্যকশিপুর্নৃপঃ ॥ ৩৩ ॥
যদা তদাসুরৈঃ সার্দ্ধং কৃতং সখ্যং পরস্পরম্।
কৃতে সখ্যে জগৎ সর্ব্বং ব্যাকুলং সমজায়ত ॥ ৩৪ ॥
হতে তস্মিন্নৃপে রাজা প্রহ্লাদঃ সমজায়ত।
দেবান্ স পীড়য়ামাস প্রহ্লাদঃ শত্রুকর্ষণঃ ॥ ৩৫ ॥
সংগ্রামো হ্যভবদ্দেবানাঃ শক্রপ্রহ্লাদয়োস্তদা।
পূর্ণং বর্ষশতং রাজংল্লোকবিস্ময়কারকঃ ॥ ৩৬ ॥
দেবৈর্যুদ্ধং কৃতং চোগ্রং প্রহ্লাদস্তু পরাজিতঃ।
নির্ব্বেদং পরমং প্রাপ্তো জ্ঞাত্বা ধর্ম্মং সনাতনম্ ॥ ৩৭ ॥
বিরোচনসুতং রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপ্য বলিং নৃপ!।
জগাম স তপস্তপ্তুং পর্ব্বতে গন্ধমাদনে ॥ ৩৮ ॥
প্রাপ্য রাজ্যং বলিঃ শ্রীমান্ সুরৈর্ব্বৈরং চকার হ।
ততঃ পরস্পরং যুদ্ধং জাতং পরমদারুণম্ ॥ ৩৯ ॥

প্রশ্নবীজমুপলভ্য রাজোবাচ সন্দেহোঽয়মিতি ॥ ৩১—৩৩ ॥

রাজা কহিলেন, মহাভাগ! আমার হৃদয়ে আবার এক মহাসংশয় উৎপন্ন হইল, ভগবান্ ভৃগু বিষ্ণুকে কি হেতু অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন? ॥ ৩১ ॥ হে মুনে! ভগবান্ হরিই বা তাঁহার কি অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন, যদ্দ্বারা দেবতাগণের নমস্কৃত জনার্দ্দন বিষ্ণু ভৃগুকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন? ॥ ৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! ভৃগুর অভিশাপ প্রদানের কারণ কহিতেছি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে কশ্যপপুত্র রাজা হিরণ্যকশিপু যখন তখন সুরগণের সহিত সমর করিতেন। এইরূপ নিয়ত সংগ্রামে অখিল জগৎ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল ॥৩৩—৩৪॥ তদনন্তর দৈত্যপতি নৃসিংহকর্ত্তৃক নিহত হইলে শত্রুতাপন প্রহ্লাদ রাজা হইয়া পিতৃশত্রু দেবগণকে পরিপীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ তখন দেবরাজ ও দৈত্যরাজের শতবৎসর ব্যাপিয়া লোকবিস্ময়কর ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥ রাজন্! এই যুদ্ধে দেবতারাই উগ্রতর যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং প্রহ্লাদ পরাজিত হইয়াছিলেন। তখন প্রহ্লাদ অতিশয় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া সনাতন ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ জানিতে পারিয়া বিরোচনপুত্র বলিকে রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক তপস্যা করিবার নিমিত্ত গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৩৭—৩৮ ॥ বলিও রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া দেবগণের সহিত শত্রুতা করিতে লাগিল। অনন্তর, পরস্পর

ততঃ সুরৈর্জ্জিতা দৈত্যা ইন্দ্রেণামিততেজসা।
বিষ্ণুনা চ সহায়েন রাজ্যভ্রষ্টাঃ কৃতা নৃপ ! ॥ ৪০ ॥
ততঃ পরাজিতা দৈত্যাঃ কাব্যস্য শরণং গতাঃ।
কিং ত্বং ন কুরুষে ব্রহ্মন্ ! সাহায্যং নঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪১ ॥
স্থাতুং ন শক্নুমো হ্যত্র প্রবিশামো রসাতলম্।
যদি ত্বং ন সহায়োঽসি ত্রাতুং মন্ত্রবিদুত্তমঃ ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তঃ সোঽব্রবীদ্দৈত্যান্ কাব্যঃ কারুণিকো মুনিঃ।
মা ভৈষ্ট ধারয়িষ্যামি তেজসা স্বেন ভোঽসুরাঃ ॥ ৪৩ ॥
মন্ত্রৈস্তথৌষধীভিশ্চ সাহায্যং বঃ সদৈব হি।
করিষ্যামি কৃতোৎসাহা ভবন্তু বিগতজ্বরাঃ ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

ততস্তে নির্ভয়া জাতা দৈত্যাঃ কাব্যস্য সংশ্রয়াৎ।
দেবৈঃ শ্রুতস্তু বৃত্তান্তঃ সর্ব্বশ্চারমুখাৎ কিল ॥ ৪৫ ॥

যদেতি। অভবদিতিশেষঃ। সঙ্খ্যং যুদ্ধম্ ॥ ৩৭—৪৬ ॥

ঘোরতর সংগ্রাম চলিলে সুরগণ অসুরগণকে পরাজিত করিলেন ॥ ৩৯—৪০ ॥ হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর অমিততেজা ইন্দ্র বিষ্ণুর সাহায্যে দৈত্যগণকে রাজ্যভ্রষ্ট করিলে পরাজিত দৈত্যগণ কুলগুরু শুক্রাচার্য্যের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিল, ব্রহ্মন্ ! আপনি তপোবলসম্পন্ন ও প্রতাপবান্, আপনি দৈত্যকুলের সাহায্য করিতেছেন না কেন ? হে মন্ত্রবিদ্গণের অগ্রগণ্য ! আপনি আমাদের পরিত্রাণের নিমিত্ত যদি সহায়তা না করেন তবে আর আমরা অবনীতলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছি না, আমাদের শীঘ্রই রসাতলে প্রবেশ করিতে হইবে ॥ ৪১—৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দৈত্যগণ এইরূপ বলিলে পর পরম করুণাময় মুনিবর শুক্র তাহাদিগকে কহিলেন, দৈত্যগণ ! তোমরা ভয় করিও না, আমি স্বীয় তেজ দ্বারা তোমাদিগকে রক্ষা করিব এবং মন্ত্র ও ঔষধ দ্বারা তোমাদের সাহায্য করিব ; তোমরা উৎসাহান্বিত হও এবং মনের দুঃখ ও সন্তাপ দূর কর ॥ ৪৩—৪৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! তদনন্তর দৈত্যগণ শুক্রের আশ্রয় লাভ করিয়া নির্ভয় হইল। দেবগণ এই সমস্ত বৃত্তান্ত চারমুখে অবগত হইলেন এবং ইন্দ্রের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এই স্থির করিলেন যে, দৈত্যগণ শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রের প্রভাবে আমাদিগকে রাজ্যচ্যুত না করিতে

তত্র সংমন্ত্র্য তে দেবাঃ শক্রেণ চ পরস্পরম্।
মন্ত্রং চক্রুঃ সুসংবিগ্নাঃ কাব্যমন্ত্রপ্রভাবতঃ ॥ ৪৬ ॥
যোদ্ধুং গচ্ছামহে তূর্ণং যাবন্ন চ্যাবয়ন্তি বৈ।
প্রসহ্য হত্বা শিষ্টাংস্তু পাতালং প্রাপয়ামহে ॥ ৪৭ ॥
দৈত্যান্ জগ্মুস্ততো দেবাঃ সংক্রুদ্ধাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ।
জঘ্নুস্তান্ বিষ্ণুসহিতা দানবান্ হরিণোদিতাঃ ॥ ৪৮ ॥
বধ্যমানাস্তু তে দৈত্যাঃ সন্ত্রস্তা ভয়পীড়িতাঃ।
কাব্যস্য শরণং জগ্মূ রক্ষ রক্ষেতিচাব্রুবন্ ॥ ৪৯ ॥
তান্ শুক্রঃ পীড়িতান্ দৃষ্ট্বা দেবৈর্দৈত্যান্মহাবলান্।
মা ভৈষ্টেতি বচঃ প্রাহ মন্ত্রৌষধবলান্বিভুঃ।
দৃষ্ট্বা কাব্যং সুরাঃ সর্ব্বে ত্যক্ত্বা তান্ প্রযযুঃ কিল ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুং প্রতি ভৃগুশাপস্য প্রশ্নবীজকথনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

যাবন্ন চ্যাবয়ন্তি বৈ ইতি। যাবদ্দৈত্যা মন্ত্রবলেনাস্মান্ স্বস্থানাচ্চ্যাবয়ন্তি তাবদিত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৪৯ ॥
তান্ প্রযযুঃ কিলেতি। তান্দৈত্যানিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

করিতেই আমরা অতিসত্বর তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করি। এইরূপে সহসা আক্রমণ করত বিনাশ করিয়া অবশিষ্ট অসুরদিগকে পাতালতলে প্রবেশ করাইব ॥৪৫-৪৭॥ দেবগণ এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক রোষভরে দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন এবং ইন্দ্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বিষ্ণুর সহিত দৈত্যদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥৪৮॥ এইরূপে দেবগণ দৈত্যগণকে বধ করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া 'হে প্রভু রক্ষা করুন্ রক্ষা করুন্' এই বলিয়া শুক্রের শরণাগত হইল ॥ ৪৯ ॥ শুক্রাচার্য্য সেই মহাবল দৈত্যগণকে দেবগণ কর্ত্তৃক পরিপীড়িত দেখিয়া মন্ত্রৌষধ প্রভাবে 'ভয় নাই, ভয় নাই' এই বাক্য উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন। অনন্তর, দেবগণ শুক্রাচার্য্যকে দর্শন করিয়া অসুরগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুর প্রতি ভৃগুর শাপপ্রদানের প্রশ্নবীজ বর্ণন নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তথা গতেষু দেবেষু কাব্যস্তান্ প্রত্যুবাচ হ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বমুক্তং যচ্ছৃণুধ্বং দানবোত্তমাঃ॥ ১॥
বিষ্ণুর্দ্দৈত্যবধে যুক্তো হনিষ্যতি জনার্দ্দনঃ।
বারাহরূপমাস্থায় হিরণ্যাক্ষো যথা হতঃ॥ ২॥
যথা নৃসিংহরূপেণ হিরণ্যকশিপুর্হতঃ।
তথা সর্ব্বান্ কৃতোৎসাহো হনিষ্যতি ন চান্যথা॥ ৩॥
ন মে মন্ত্রবলং সম্যক্ প্রতিভাতি যথা হরিম্।
জেতুং যূয়ং সমর্থাঃ স্ম ময়া ত্রাতাঃ সুরানথ॥ ৪॥
তস্মাৎ কালং প্রতীক্ষধ্বং কিয়ন্তং দানবোত্তমাঃ।
অহমদ্য মহাদেবং মন্ত্রার্থং প্রব্রজামি বৈ॥ ৫॥

সপ্তাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্যৈঃ শুক্রঋষেরথ।
মন্ত্রলাভার্থগমনকথা সম্যগিহোচ্যতে॥

এবং কাব্যমন্ত্রসামর্থ্যবশাদ্দেবেষু গতেষু ততো দৈত্যানাহূয় কাব্য উবাচেত্যাহ তথা-গতেষ্বিতি॥ ১—২॥

ন চান্যথেত্যুক্তমিত্যর্থঃ॥ ৩॥

তস্মান্নৈতয়া বিদ্যমানয়া সামগ্র্যা তেষাং পরাজয়ো ভবিষ্যতীত্যভিপ্রায়েণাহ ন মে মন্ত্রবলমিতি। সুরানথ সুরানপি জেতুং সমর্থা ইত্যন্বয়ঃ॥ ৪—৮॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দেবগণ শুক্রাচার্য্যকে দর্শন করিয়া সমর পরিহার পূর্ব্বক প্রস্থান করিলে, শুক্রাচার্য্য দানবগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দনুজগণ! পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি শ্রবণ কর॥ ১॥ জনার্দ্দন বিষ্ণু দৈত্যবধে নিযুক্ত হইয়া সমস্ত দৈত্যগণকেই নিহত করিবেন। পূর্ব্বে তিনি বরাহরূপ ধারণ করিয়া অসুরবর হিরণ্যাক্ষকে যেরূপে সংহার করিয়াছিলেন, নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুকে যেরূপে নিহত করিয়াছিলেন; এক্ষণে, সেইরূপে উৎসাহান্বিত হইয়া সমস্ত দৈত্যগণকে নিহত করিবেন, সন্দেহ নাই॥ ২-৩॥ এক্ষণে, আমার মন্ত্রবল হরির নিকট সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হইবে না। আর আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিলে পর তবে তোমরা সুরগণকে জয় করিতে সমর্থ হইবে; অতএব, হে দানবোত্তমগণ! কিছুকাল প্রতীক্ষা কর আমি অদ্যই মন্ত্র প্রাপ্তির নিমিত্ত মহাদেবের নিকট গমন

প্রাপ্য মন্ত্রাম্মহাদেবাদাগমিষ্যামি সাম্প্রতম্।
যুষ্মভ্যং তান্ প্রদাস্যামি যথার্থন্দানবোত্তমাঃ ! ॥ ৬ ॥

দৈত্যা ঊচুঃ।

পরাজিতাঃ কথং স্থাতুং পৃথিব্যাং মুনিসত্তম !।
শক্তা ভবামোঽপ্যবলাস্তাবৎ কালং প্রতীক্ষিতুম্ ॥ ৭ ॥
নিহতা বলিনঃ সর্ব্বে কেচিচ্ছিষ্টাশ্চ দানবাঃ।
নাদ্য যুক্তাশ্চ সংগ্রামে স্থাতুমেবং সুখাবহাঃ* ॥ ৮ ॥

শুক্র উবাচ।

যাবদহং মন্ত্রবিদ্যামানয়িষ্যামি শঙ্করাৎ।
তাবত্তবদ্ভিঃ স্থাতব্যং তপোযুক্তৈঃ শমান্বিতৈঃ ॥ ৯ ॥
সামদানাদয়ঃ প্রোক্তা বিদ্বদ্ভিঃ সময়োচিতাঃ।
দেশং কালং বলং বীরৈর্জ্ঞাত্বা শক্তিবলং বুধৈঃ ॥ ১০ ॥
সেবাথ সময়ে কার্য্যা শত্রূণাং শুভকাম্যয়া।
স্বশক্ত্যুপচয়ে কালে হন্তব্যাস্তে মনীষিভিঃ ॥ ১১ ॥

ইতি দৈত্যবাক্যং শ্রুত্বা শুক্র আহ যাবদহমিতি ॥ ৯—১২ ॥

করিব ॥ ৪—৫ ॥ অনন্তর, আমি সেই স্থান হইতে মন্ত্র লাভ করিয়া সত্বরই প্রত্যাগমন করিতেছি। হে দানবোত্তমগণ ! আমি সেই মন্ত্রবলে তোমাদিগকে যথার্থরূপে রক্ষা করিব ॥ ৬ ॥

দৈত্যগণ কহিল, মুনিবর ! আমরা পরাজিত ও দুর্ব্বল হইয়াছি, এক্ষণে অবনীতে অবস্থান পূর্ব্বক তাবৎ কাল প্রতীক্ষা করিতে কিরূপে সমর্থ হইব ? ॥ ৭ ॥ আমাদের মধ্যে যাহারা বলশালী ছিলেন, তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছেন, আমরা এক্ষণে স্বল্পমাত্র দানব অবশিষ্ট আছি। এরূপ অবস্থায় আমাদিগের সমরে অবস্থান যুক্তিযুক্ত ও শুভকর বলিয়া বোধ হইতেছে না ॥ ৮ ॥

শুক্র কহিলেন, আমি মহাদেবের নিকট হইতে মন্ত্রবিদ্যা-গ্রহণ করিয়া যে পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন না করি, তাবৎকাল তোমরা শান্তিসমন্বিত ও তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া অবস্থিতি কর ॥ ৯ ॥ পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন যে, বীরগণ সাম দান ভেদ ও দণ্ড এই চারি প্রকার উপায়কে সময়ানুসারে দেশ, কাল, বল ও সামর্থ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবেন ॥ ১০ ॥ কল্যাণকামী ব্যক্তিগণ সময়ের গতি অনুসারে শত্রুগণেরও সেবা করিবে; কিন্তু, যখন দেখিবে যে, নিজ শক্তির সম্যক্ বৃদ্ধি হইয়াছে তখন শত্রুগণকে বিনাশ করিতে সচেষ্ট হইবে ॥ ১১ ॥

---

* নাদ্য যক্তস্ত সংগ্রামো দৃশ্যমেব সুখাবহম্। ইতি বা পাঠঃ।

তদদ্য বিনয়ং কৃত্বা সামপূর্ব্বং ছলেন বৈ।
তিষ্ঠধ্বং স্বনিকেতেষু মদাগমনকাঙ্ক্ষয়া ॥ ১২ ॥
প্রাপ্য মন্ত্রান্মহাদেবাদাগমিষ্যামি দানবাঃ।
যুধ্যামহে পুনর্দ্দেবান্মান্ত্রমাস্থায় বৈ বলম্ ॥ ১৩ ॥
ইত্যুক্ত্বাথ ভৃগুস্তেভ্যো জগাম কৃতনিশ্চয়ঃ।
মহাদেবং মহারাজ ! মন্ত্রার্থং মুনিসত্তমঃ ॥ ১৪ ॥
দানবাঃ প্রেষয়ামাসুঃ প্রহ্লাদং সুরসন্নিধৌ।
সত্যবাদিনমব্যগ্রং সুরাণাং প্রত্যয়প্রদম্ ॥ ১৫ ॥
প্রহ্লাদস্তু সুরান্ প্রাহ প্রশ্রয়াবনতো নৃপঃ।
অসুরৈঃ সহিতস্তত্র বচনং নম্রতাযুতম্ ॥ ১৬ ॥
ন্যস্তশস্ত্রা বয়ং সর্ব্বে নিঃসন্নাহাস্তথৈব চ।
দেবাস্তপশ্চরিষ্যামঃ সংবৃতা বল্কলৈর্যুতাঃ ॥ ১৭ ॥
প্রহ্লাদস্য বচঃ শ্রুত্বা সত্যাভিব্যাহৃতং তু তৎ।
ততো দেবা ন্যবর্ত্তন্ত বিজ্বরা মুদিতাশ্চ তে ॥ ১৮ ॥

মান্ত্রং মন্ত্রজন্যং বলমাস্থায়াশ্রিত্যেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥
ভৃগুর্ভৃগুপুত্রঃ শুক্র ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥
কাব্যে গতে দেবা আগত্যাস্মান্নাশয়িষ্যন্তীতি ভিয়া সামার্থং প্রহ্লাদং প্রেষয়ামাসুরিত্যাহ দানবা ইতি ॥ ১৫ ॥
নম্রতাযুতং নম্রমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥
নিঃসন্নাহা যুদ্ধার্থং নিরুদ্যোগাঃ অতো যুষ্মাভির্বৈরং বিহায় দয়া বিধেয়েত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

অতএব এক্ষণে বিনয়সহকারে ছল প্রকাশ পূর্ব্বক সাম অবলম্বন করিয়া আমার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া নিজ নিকেতনে অবস্থান কর ॥ ১২ ॥ হে দানবগণ ! আমি মহাদেবের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আগমন করিলে তখন মন্ত্রবলসমন্বিত হইয়া পুনর্ব্বার দেবগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিব ॥ ১৩ ॥

রাজন্ ! শুক্রাচার্য্য এই বলিয়া মন্ত্র আনয়নে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহাদেবের নিকট গমন করিলেন ॥ ১৪ ॥ এদিকে দানবগণ সন্ধি করিবার নিমিত্ত সত্যবাদী, সুস্থিরচিত্ত, বিশেষত সুরগণের বিশ্বাসপ্রদ প্রহ্লাদকে সুরগণের সন্নিধানে, প্রেরণ করিল ॥ ১৫ ॥ রাজবর প্রহ্লাদ অসুরগণের সহিত বিনয়াবনত হইয়া অতি বিনয়সহকারে দেবগণকে এইরূপ বাক্য বলিলেন ॥ ১৬ ॥ অমরগণ ! এক্ষণে আমরা সকলেই অস্ত্র ও বর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে আমরা বল্কল ধারণ পূর্ব্বক তপস্যার অনুষ্ঠান করিব ইহাই আমাদের ইচ্ছা ॥ ১৭ ॥ দেবগণ প্রহ্লাদের সেই সত্যবচন শ্রবণ করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং সংগ্রাম-

ন্যস্তশস্ত্রেষু দৈত্যেষু বিনিবৃত্তাস্তদা সুরাঃ।
বিশ্রব্ধাঃ স্বগৃহান্ গত্বা ক্রীড়াসক্তাঃ সুসংস্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥
দৈত্যা দম্ভং সমালম্ব্য তাপসাস্তপিসংযুতাঃ।
কশ্যপস্যাশ্রমে বাসং চক্রুঃ কাব্যাগমেচ্ছয়া ॥ ২০ ॥
কাব্যো গত্বাথ কৈলাসং মহাদেবং প্রণম্য চ।
উবাচ বিভুনা পৃষ্টঃ কিং তে কার্য্যমিতি প্রভুঃ ॥ ২১ ॥

শুক্র উবাচ।

মন্ত্রানিচ্ছাম্যহং দেব! যে ন সন্তি বৃহস্পতৌ।
পরাজয়ায় দেবানামসুরাণাং জয়ায় চ ॥ ২২ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য সর্ব্বজ্ঞঃ শঙ্করঃ শিবঃ।
চিন্তয়ামাস মনসা কিং কর্ত্তব্যমতঃ পরম্ ॥ ২৩ ॥
সুরেষু দ্রোহবুদ্ধ্যাসৌ মন্ত্রার্থমিহ সাম্প্রতম্।
প্রাপ্তঃ কাব্যো গুরুস্তেষাং দৈত্যানাং বিজয়ায় চ ॥ ২৪ ॥
রক্ষণীয়া ময়া দেবা ইতি সঞ্চিন্ত্য শঙ্করঃ।
দুষ্করং ব্রতমত্যুগ্রং তমুবাচ মহেশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥

সত্যমভিব্যাহৃতং ভাষণং প্রহ্লাদস্য তচ্ছ্রুত্বা দেবা ন্যবর্ত্তন্ত যুদ্ধাদিতি শেষঃ। মুদিতাশ্চাভবন্নিত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥
তপিসংযুতাঃ তপঃক্রিয়াযুক্তাঃ ॥ ২০—২১ ॥

জনিত দুঃখ সন্তাপ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আনন্দিত হইলেন ॥ ১৮ ॥ দৈত্যগণ, শস্ত্র পরিত্যাগ করিলে দেবগণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিশ্বস্তচিত্তে গৃহে গমন পূর্ব্বক সুস্থিরচিত্তে আমোদ প্রমোদে রত হইলেন ॥ ১৯ ॥ দৈত্যগণ ও দম্ভ অবলম্বন পূর্ব্বক তপোনিরত তাপস হইয়া কাব্যের আগমন আকাঙ্ক্ষায় কশ্যপের আশ্রমে বাস করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥ এদিকে, শুক্রাচার্য্য কৈলাসে গমন পূর্ব্বক মহাদেবকে প্রণাম করিলে মহেশ্বর তাঁহার আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন কাব্য কহিলেন, দেব! যে সকল মন্ত্র বৃহস্পতির নিকট নাই, আমি দেবগণের পরাজয় ও অসুরগণের জয়ের নিমিত্ত, সেই সকল মন্ত্র গ্রহণ করিতে কামনা করিতেছি ॥ ২১—২২ ॥

রাজন্! কল্যাণপ্রদ সর্ব্বজ্ঞ মহাদেব, তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া 'অতঃপর কি কর্ত্তব্য' মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, দৈত্যগুরু শুক্র সুরগণের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিবে এইরূপ বুদ্ধি করিয়া, অসুরগণের

পূর্ণং বর্ষসহস্রন্তু কণধূমমবাক্‌শিরাঃ ।
যদি পাস্যসি ভদ্রং তে ততো মন্ত্রানবাপ্স্যসি ॥ ২৬ ॥
ইত্যুক্তোঽসৌ প্রণম্যেশং বাঢমিত্যব্রবীদ্বচঃ ।
ব্রতং চরাম্যহং দেব ত্বয়াজ্ঞপ্তঃ সুরেশ্বর ! ॥ ২৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা শঙ্করং কাব্যশ্চকার ব্রতমুত্তমম্‌ ।
ধূমপানরতঃ শান্তো মন্ত্রার্থং কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ২৮ ॥
ততো দেবাঃ পরিজ্ঞায় কাব্যং ব্রতরতং তদা ।
দৈত্যান্‌ দম্ভরতাংশ্চৈব বভূবুর্ম্মন্ত্রতৎপরাঃ ॥ ২৯ ॥
বিচার্য্য মনসা সর্ব্বে সংগ্রামায়োদ্যতা নৃপ ! ।
যযুর্ধৃতায়ুধাস্তত্র যত্র তে দানবোত্তমাঃ ॥ ৩০ ॥
তানাগতান্‌ সমীক্ষ্যাথ সায়ুধান্দংশিতাংস্তথা ।
আসংস্তে ভয়সংবিগ্না দৈত্যা দেবান্‌ সমন্ততঃ ॥ ৩১ ॥

অসুরাণাং জয়ায় চেতি । প্রভুঃ শুক্রাচার্য্যা উবাচেতি শেষঃ ॥ ২২—২৫ ॥
অবাক্‌শিরাঃ সন্‌ কণধূমং যদি পাস্যসীত্যর্থঃ । এতদ্‌ব্রতং কঠিনময়ং ন করিষ্যতি ততো মন্ত্রানপি ন দাস্যামীতি ভাবঃ ॥ ২৬—২৮ ॥
মন্ত্রতৎপরা বিচারনিষ্ঠাঃ ॥ ২৯—৩১ ॥

বিজয়ের নিমিত্ত আমার নিকট মন্ত্রগ্রহণ মানসে আগমন করিয়াছে ॥২৩—২৪॥ কিন্তু, দেবগণকে রক্ষা করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য ; তিনি এইরূপ বিবেচনা করিয়া কাব্যকে এক দুষ্কর ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন যে, পূর্ণ সহস্র বৎসর ঊর্দ্ধপদ ও নিম্নশিরাঃ হইয়া যদি কণধূম (তুষের ধূম) পান করিতে পার তবে তোমার কামনা পূর্ণ হইবে এবং তদ্দ্বারা মন্ত্রলাভ করিতে পারিবে ॥ ২৫—২৬ ॥ শুক্রাচার্য্য এইরূপে উক্ত হইয়া মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া, সুরেশ্বর আপনি যেরূপ অনুমতি করিতেছেন আমি সেইরূপ ব্রতেরই অনুষ্ঠান করিব, এই বলিয়া তাহা স্বীকার করিলেন ॥ ২৭ ॥

রাজন্‌ ! শুক্রাচার্য্য মহাদেব নিকটে এইরূপ স্বীকার করত মন্ত্রজন্ত কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং শমগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক ধূমপানে নিরত হইয়া সেই কঠোরতর অত্যুত্তম ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥২৮॥ তদনন্তর দেবগণ শুক্রাচার্য্যকে ব্রতনিরত ও দৈত্যাদিগকে দম্ভযুক্ত জানিতে পারিয়া মন্ত্রণায় তৎপর হইলেন ॥২৯॥ হে নরেন্দ্র ! দেবগণ মনে মনে বিচার করিয়া, যেখানে দানবপ্রবরগণ অবস্থিতি করিতেছিল, অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সময়ে উদ্যত হইয়া সেই স্থানে গমন করিলেন ॥ ৩০ ॥ দৈত্যগণ, দেবগণকে আয়ুধ ও কবচ ধারণ পুরঃসর

উৎপেতুঃ সহসা তে বৈ সন্নদ্ধান্ ভয়কর্শিতাঃ।
অব্রুবন্ বচনং তথ্যং তে দেবান্ বলদর্পিতান্॥ ৩২॥
ন্যস্তশস্ত্রে ভয়বতি আচার্য্যে ব্রতমাস্থিতে।
দত্ত্বাভয়ং পুরা দেবাঃ সম্প্রাপ্তা নো জিঘাংশয়া॥ ৩৩॥
সত্যং বঃ ক্ব গতং দেবা ধর্ম্মশ্চ শ্রুতিনোদিতঃ।
ন্যস্তশস্ত্রা ন হন্তব্যা ভীতাশ্চ শরণং গতাঃ॥ ৩৪॥

দেবা ঊচুঃ।

ভবদ্ভিঃ প্রেষিতঃ কাব্যো মন্ত্রার্থং কুহকেন চ।
তপো জ্ঞাতং হি যুষ্মাকং তেন যুধ্যামহে ভৃশম্॥ ৩৫॥
সজ্জা ভবন্তু যুদ্ধায় সংরব্ধাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ।
শত্রুশ্ছিদ্রেণ হন্তব্য এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ॥ ৩৬॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং দৈত্যা বিচার্য্য চ পরস্পরম্।
পলায়নপরাঃ সর্ব্বে নির্গতা ভয়বিহ্বলাঃ॥ ৩৭॥

উৎপেতুর্দ্দেবান্ প্রত্যাজগ্মুঃ। সন্নদ্ধান্ শস্ত্রাস্ত্রৈর্যুক্তান্॥ ৩২॥
ন্যস্তশস্ত্রে ইতি। এতেষু পুরা প্রথমমভয়ং দত্ত্বা পুনর্জ্জিঘাংসযানোঽস্মান্ প্রাপ্তা ইদং কিমিত্যর্থঃ॥ ৩৩—৩৪॥

চারিদিক্ হইতে সমাগত দেখিয়া ভয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল॥ ৩১॥ তাহারা দেবগণকে সহসা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত দেখিয়া চমকিয়া উঠিল এবং ভয়ে কাতর হইয়া বলদর্পিত দেবগণকে নাতিগর্ভ বাক্য সকল বলিতে আরম্ভ করিল॥ ৩২॥ দেবগণ! আমরা অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছি, আমাদের আচার্য্যদেব ব্রতনিরত হইয়াছেন, আর আপনারা পূর্ব্বে আমাদিগকে অভয় প্রদান করিয়াছেন, তবে কি জন্য এক্ষণে আমাদিগকে নিধন করিবার নিমিত্ত সুসজ্জিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন॥ ৩৩॥ দেবগণ! আপনাদিগের সত্য ও শ্রুতি-বিহিত ধর্ম্ম কোথায় গেল? শ্রুতিতে উক্ত আছে যে ন্যস্তশস্ত্র, ভীত ও শরণাগত ব্যক্তিগণকে বিনাশ করিবে না। সেই ধর্ম্ম আপনারা পরিত্যাগ করিতেছেন কেন?॥ ৩৪॥

দেবগণ কহিলেন, তোমরা মন্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত শুক্রাচার্য্যকে ছল পূর্ব্বক প্রেরণ করিয়াছ, তোমাদিগের দুষ্টভাব সংযুক্ত তপস্যা আমরা জানিতে পারিয়াছি; অতএব এক্ষণে, আমরা তোমাদের সহিত নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিব॥ ৩৫॥ তোমরা এখন যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া সুসজ্জিত হও। দেখ, 'ছিদ্র পাইলেই শত্রুদিগকে নিহত করিবে' ইহাই সনাতন ধর্ম্ম॥ ৩৬॥

শরণং দানবা জগ্মুর্ভীতাস্তে কাব্যমাতরম্ ।
দৃষ্ট্বা তানতিসন্তপ্তানভয়ং চ দদাবথ ॥ ৩৮ ॥

কাব্যমাতোবাচ ।

ন ভেতব্যং ন ভেতব্যং ভয়ং ত্যজত দানবাঃ ।
মৎসন্নিধৌ বর্ত্তমানান্ ভীর্ভবিতুমর্হতি ॥ ৩৯ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং দৈত্যাঃ স্থিতাস্তত্র গতব্যথাঃ ।
নিরায়ুধা হ্যসম্ভ্রান্তাস্তত্রাশ্রমবরেঽসুরাঃ ॥ ৪০ ॥
দেবাস্তান্ বিদ্রুতান্ বীক্ষ্য দানবাংস্তে পদানুগাঃ ।
অভিজগ্মুঃ প্রসহ্যৈতানবিচার্য্য বলাবলম্ ॥ ৪১ ॥
তত্রাগতাঃ সুরাঃ সর্ব্বে হন্তুং দৈত্যান্ সমুদ্যতাঃ ।
বারিতাঃ কাব্যমাত্রাপি জঘ্নুস্তানাশ্রমস্থিতান্ ॥ ৪২ ॥
হন্যমানান্ সুরৈর্দৃষ্ট্বা কাব্যমাতাতিকোপিতা ।
উবাচ সর্ব্বান্ সনিদ্রাংস্তপসা বৈ করোম্যহম্ ॥ ৪৩ ॥
ইত্যুক্ত্বা প্রেরিতা নিদ্রা তানাগত্য পপাত চ ।
সেন্দ্রা নিদ্রাবশং যাতা দেবা মূকবদাস্থিতাঃ ॥ ৪৪ ॥

কুহকেন কপটেন তেন হেতুনা ভবতাং তপো দুষ্টভাবেন বর্ত্তত ইত্যস্মাভির্জ্ঞাতং তেন কারণেন দুষ্টান্ প্রতি দুষ্টা ভূত্বা যুধ্যামহে যুদ্ধং কুর্ম্ম ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫—৪০ ॥
পদং পদপদ্ধতিমনুলক্ষ্য লক্ষীকৃত্য গচ্ছন্তোঽভিজগ্মুঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দৈত্যগণ দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পরস্পর বিচার করিয়া সকলেই ভয়বিহ্বল হইল এবং সেই স্থান হইতে নির্গত হইয়া পলায়ন করিল ॥ ৩৭ ॥ দানবগণ ভীত হইয়া শুক্রমাতার শরণাপন্ন হইলে শুক্রজননী তাহাদিগকে ভয়ে অতিসন্তপ্ত দর্শন করিয়া অভয় প্রদান করিয়া কহিলেন, তোমাদের ভয় নাই ভয় নাই, দানবগণ ! তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর, তোমরা যখন আমার সন্নিধানে অবস্থান করিতেছ তখন আর ভয়ের বিষয় কিছুই নাই নির্ভয়ে এই স্থানে অবস্থান কর ॥ ৩৮-৩৯ ॥ অসুরগণ তাঁহার সেই বচন শ্রবণ করিয়া উদ্বেগবিহীন হইল এবং আয়ুধশূন্য হইয়াও সেই আশ্রমে ভয়সম্ভ্রম রহিত হইয়া বাস করিতে লাগিল ॥ ৪০ ॥ এদিকে, দেবগণ দানবদিগকে পলায়িত দেখিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং বলাবল না বুঝিয়া সেই আশ্রমে গমন পূর্ব্বক দৈত্যদিগকে হনন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন কাব্যজননী নিবারণ করিলেও দেবগণ তাহার বাক্য না শুনিয়া আশ্রমস্থিত দৈত্যদিগকে হনন করিতে লাগিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥ সুরগণ, অসুরগণকে নিহত করিতেছে দর্শন করিয়া শুক্রজননী অতিশয় রুষ্টা হইয়া

ইন্দ্রং নিদ্রাজিতং দৃষ্ট্বা দীনং বিষ্ণুরভাষত।
মাং ত্বং প্রবিশ ভদ্রং তে নয়ে ত্বাঞ্চ সুরোত্তম ! ॥ ৪৫ ॥
এবমুক্তস্ততো বিষ্ণুং প্রবিবেশ পুরন্দরঃ।
নির্ভয়ো গতনিদ্রশ্চ বভূব হরিরক্ষিতঃ ॥ ৪৬ ॥
রক্ষিতং হরিণা দৃষ্ট্বা শক্রং তত্র গতব্যথম্।
কাব্যমাতা ততঃ ক্রুদ্ধা বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৪৭ ॥
মঘবংস্ত্বাং ভক্ষয়ামি সবিষ্ণুং বৈ তপোবলাৎ।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানামীদৃশং মে তপোবলম্ ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তৌ তু তয়া দেবৌ বিষ্ণ্বিন্দ্রৌ যোগবিদ্যয়া।
অভিভূতৌ মহাত্মানৌ স্তব্ধৌ তৌ সম্বভূবতুঃ ॥ ৪৯ ॥
বিস্মিতাস্তু তদা দেবা দৃষ্ট্বা তাবভিবাধিতৌ।
চক্রুঃ কিলকিলাশব্দং ততস্তে দীনমানসাঃ ॥ ৫০ ॥
ক্রোশমানান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা বিষ্ণুং প্রাহ শচীপতিঃ।
বিশেষেণাভিভূতোঽস্মি ত্বত্তোঽহং মধুসূদন ! ॥ ৫১ ॥

সনিদ্রান্নিদ্রাযুক্তানিত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৪৪ ॥
হে ইন্দ্র মাং প্রবিশ ত্বামহমন্যত্র নয়ে প্রাপয়ামি ভদ্রং তেঽস্ত তবেত্যর্থঃ ॥ ৪৫—৪৮ ॥
যোগবিদ্যয়া তস্যা যোগজশক্ত্যা ॥ ৪৯—৫০ ॥

কহিলেন, আমি তপোবলে এক্ষণেই দেবগণকে নিদ্রাগত করিব ॥ ৪৩ ॥ তিনি এই বলিয়া নিদ্রাকে প্রেরণ করিলেন, নিদ্রা যাইয়া দেবদিগকে মোহিত করিয়া ভূমিতলে নিপাতিত করিল। তখন দেবগণ ইন্দ্রের সহিত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া মূকের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥ ভগবান্ বিষ্ণু, ইন্দ্রকে নিদ্রাদ্বারা পরিভূত ও দীন দর্শন করিয়া কহিলেন, সুরোত্তম ! তুমি আমাতে প্রবেশ কর; ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে, আমি তোমাকে অন্যত্র লইয়া যাইব ॥ ৪৫ ॥ ইন্দ্র এইরূপে উক্ত হইয়া বিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ করিলেন। তখন হরিকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া পুরন্দর বিগতনিদ্র ও নির্ভয় হইলেন ॥ ৪৬ ॥ দেবরাজ, হরিরক্ষিত ও বিগতব্যথ হইল দেখিয়া কাব্যমাতা ক্রুদ্ধা হইয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥ ইন্দ্র ! আমি আজ তপোবলে বিষ্ণুর সহিত তোমাকে ভক্ষণ করিব সমস্ত দেবগণ তাহা দর্শন করিবে। ইন্দ্র ! তুমি আমার তপোবল এইরূপই জানিবে ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! শুক্রমাতা এইরূপ কহিলে বিষ্ণু ও ইন্দ্র উভয়েই যোগবিদ্যায় অভিভূত ও স্তব্ধ হইয়া রহিলেন ॥ ৪৯ ॥ দেবগণ তাহাদিগকে অত্যন্ত অভিভূত ও পীড়িত

জহ্যেনাং তরসা বিষ্ণো! যাবন্নৌ ন দহেৎ প্রভো!।
তপসা দর্পিতাং দুষ্টাং মা বিচারয় মাধব! ॥ ৫২ ॥
ইত্যুক্তো ভগবান্ বিষ্ণুঃ শক্রেণ ব্যথিতেন চ।
চক্রং সস্মার তরসা ঘৃণাং ত্যক্ত্বাথ মাধবঃ ॥ ৫৩ ॥
স্মৃতমাত্রং তু সম্প্রাপ্তং চক্রং বিষ্ণুবশানুগম্।
দধার চ করে ক্রুদ্ধো বধার্থং শক্রনোদিতঃ ॥ ৫৪ ॥
গৃহীত্বা তৎ করে চক্রং শিরশ্চিচ্ছেদ রংহসা।
হতাং দৃষ্ট্বা তু তাং শক্রো মুদিতশ্চাভবত্তদা ॥ ৫৫ ॥
দেবাশ্চাতীবসন্তুষ্টা হরিং জয় জয়েতি চ।
তুষ্টুবুর্মুদিতাঃ সর্ব্বে সঞ্জাতা বিগতজ্বরাঃ ॥ ৫৬ ॥
ইন্দ্রাবিষ্ণু তু সঞ্জাতৌ তৎক্ষণাদ্বিগতব্যথৌ।
স্ত্রীবধাচ্ছঙ্কমানৌ তু ভৃগোঃ শাপং দুরত্যয়ম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে শুক্রাচার্য্যস্য মন্ত্রলাভার্থং মহাদেবসমীপগমনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

অভিভূতোঽশক্তঃ ॥ ৫১—৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং অত্যন্ত দীনমানস হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ শচীপতি, দেবগণকে আর্ত্তনাদ করিতে দেখিয়া বিষ্ণুকে কহিলেন, হে মধুসূদন! আমি আপনার অপেক্ষা বিশেষরূপে অভিভূত হইয়াছি ॥ ৫১ ॥ হে মাধব! আর বিচারের প্রয়োজন নাই এই তপোদর্পিতা দুষ্টা আমাদিগকে যাবৎ দগ্ধ না করে, তন্মধ্যেই সত্বর ইহাকে বিনাশ করুন ॥ ৫২ ॥ ভগবান্ বিষ্ণু, অতিপীড়িত শক্র কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া স্ত্রীবধজনিত ঘৃণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বর সুদর্শনকে স্মরণ করিলেন ॥ ৫৩ ॥ বিষ্ণুর বশীভূত চক্র স্মরণ মাত্রেই উপস্থিত হইল; তখন ইন্দ্রের প্রবর্ত্তনায় ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবান্ চক্র ধারণ করিলেন এবং গ্রহণানন্তর ক্রোধভরে সবেগে নিক্ষেপ করিয়া শুক্রমাতার শিরশ্ছেদ করিলেন। তদ্দর্শনে ইন্দ্র অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥ দেবগণ ও বিগতসন্তাপ, হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া জয় জয় শব্দে হরির স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥ ইন্দ্র ও বিষ্ণু তখন সমস্ত ক্লেশ হইতে মুক্ত হইলেন; কিন্তু, ভৃগুর নিদারুণ দুরতিক্রমণীয় শাপের কথা মনে করিয়া অত্যন্ত শঙ্কা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রলাভ জন্য মহাদেবসমীপগমন নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তং দৃষ্ট্বা স্ত্রীবধং ঘোরং চুক্রোধ ভগবান্ ভৃগুঃ।
বেপমানোঽতিদুঃখার্ত্তঃ প্রোবাচ মধুসূদনম্॥ ১॥

ভৃগুরুবাচ।

অকৃতং তে কৃতং বিষ্ণো! জানন্ পাপং মহামতে!।
বধোঽয়ং বিপ্রজাতায়া মনসা কর্ত্তুমক্ষমঃ॥ ২॥
আখ্যাতস্ত্বং সত্ত্বগুণঃ স্মৃতো ব্রহ্মা চ রাজসঃ।
তথাসৌ তামসঃ শম্ভুর্ব্বিপরীতং কথং স্মৃতম্॥ ৩॥
তামসস্ত্বং কথং জাতঃ কৃতং কর্ম্মাতিনিন্দিতম্।
অবধ্যা স্ত্রী ত্বয়া বিষ্ণো! হতা কস্মান্নিরাগসা॥ ৪॥
শপামি ত্বাং দুরাচারং কিমন্যৎ প্রকরোমি তে।
বিধুরোঽহং কৃতঃ পাপ! ত্বয়াহং শক্রকারণাৎ॥ ৫॥

একোনষষ্টিশ্লোকৈস্তু বিষ্ণোঃ শাপাদনন্তরম্।
প্রেষিতা শুক্রসেবার্থং জয়ন্তীতি নিগদ্যতে॥

ভৃগুপত্নীবধানন্তরং জাতং কৃত্যমাহ তং দৃষ্ট্বেতি॥ ১॥
অকৃতমিতি। তে ত্বয়া অকৃতমকার্য্যং কৃতমিত্যর্থঃ। বিপ্রজাতায়া বিপ্রকন্যায়া অয়ং বধে মনসাপি কর্ত্তুমক্ষমঃ স ত্বয়া সাক্ষাৎ কৃত ইত্যর্থঃ॥ ২॥
কথং স্মৃতং কথং জাতমিত্যর্থঃ॥ ৩—৫॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ জনমেজয়! অনন্তর ভগবান্ ভৃগু বিষ্ণুর স্ত্রীবধরূপ নিদারুণ পাপকার্য্য দর্শন করিয়া ক্রোধে কম্পান্বিত হইতে লাগিলেন এবং অতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়া মধুসূদনকে কহিলেন॥ ১॥ মধুসূদন! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান্ হইয়া এবং জানিয়া শুনিয়াও এই অকার্য্য করিলে; কি আশ্চর্য্য! এই বিপ্রকন্যার বধ একবার মনে ধারণ করিতেও সমর্থ হওয়া যায় না আর তুমি তাহা সাক্ষাৎ সম্পাদন করিলে॥ ২॥ দেব! মহর্ষিগণ তোমাকে সত্ত্বগুণসম্পন্ন, ব্রহ্মাকে রজোগুণযুক্ত এবং শম্ভুকে তমোগুণসম্পন্ন কহিয়া থাকেন, তবে এক্ষণে তাহার বিপরীত হইল কেন?॥ ৩॥ তুমি কিজন্য তমোগুণযুক্ত হইয়া অতি নিন্দিত কর্ম্ম করিলে? বিষ্ণু! স্ত্রীজাতি অবধ্যা ইহা লোক-প্রসিদ্ধ, তবে বিনা অপরাধে এই অবলা নারীকে কেন বিনাশ করিলে॥ ৪॥ তুমি অত্যন্ত নিন্দিত কার্য্যের

ন শপেঽহং তথা শক্রং শপে ত্বাং মধুসূদন ! ।
সদা ছলপরোঽসি ত্বং কীটযোনির্দুরাশয়ঃ ॥ ৬ ॥
যে চ ত্বাং সাত্ত্বিকং প্রাহুস্তে মূর্খা মুনয়ঃ কিল ।
তামসস্ত্বং দুরাচারঃ প্রত্যক্ষং মে জনার্দ্দন ! ॥ ৭ ॥
অবতারা মৃত্যুলোকে সন্তু মচ্ছাপসম্ভবাঃ ।
প্রায়ো গর্ভভবং দুঃখং ভুঙ্‌ক্ষ্ব পাপাজ্জনার্দ্দন ! ॥ ৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ততস্তেনাথ শাপেন নষ্টে ধর্ম্মে পুনঃপুনঃ ।
লোকস্য চ হিতার্থায় জায়তে মানুষেষ্বিহ ॥ ৯ ॥

রাজোবাচ ।

ভৃগুভার্য্যা হতা তত্র চক্রেণামিততেজসা ।
গার্হস্থ্যঞ্চ পুনস্তস্য কথং জাতং মহাত্মনঃ ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি শপ্ত্বা হরিং রোষাত্তদাদায়শিরস্ত্বরন্ ।
কায়ে সংযোজ্য তরসা ভৃগুঃ প্রোবাচ কার্য্যবিৎ ॥ ১১ ॥

কীটযোনিঃ কৃষ্ণসর্প ইত্যর্থঃ ॥ ৬—৮ ॥
যৎ পৃষ্টং ভৃগুশাপঃ কথং জাত ইতি সা কথাত্র সমাপিতা তদুপসংহরতি তত-স্তেনাথেতি । ধর্ম্মে নষ্টে সতীত্যর্থঃ ॥ ৯—১১ ॥

আচরণ করিয়াছ ; এক্ষণে আমি তোমার আর কি করিব ? তোমায় অভিশাপ প্রদান করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা হইতেছে । পাপিষ্ঠ ! তুমি ইন্দ্রের নিমিত্ত আমাকে অতিশয় দুঃখান্বিত ও কাতর করিয়াছ ? আমি ইন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করিব না, তুমি নিয়তই কপটভাব অবলম্বন এবং কৃষ্ণসর্পের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাক ; তুমি অত্যন্ত দুষ্টাশয়, আমি তোমাকেই অভিশাপ প্রদান করিব ॥৫—৬॥ জনার্দ্দন ! যে সকল মুনিগণ, তোমাকে সত্ত্বগুণ সম্পন্ন বলে তাহারা অতিশয় মূর্খ ; তুমি যে অতিশয় দুরাচার অদ্য আমি তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম ॥ ৭ ॥ বিষ্ণু ! তুমি আমার অভিশাপে মর্ত্ত্যলোকে বহুবার অবতীর্ণ হইয়া পাপ-কর্ম্মের ফলস্বরূপ প্রায়ই গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিবে সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥ রাজন্ ! ভগবান্ বিষ্ণু সেই শাপবশেই ধর্ম্মনষ্ট হইলে লোকের হিতের নিমিত্ত এই মনুষ্যলোকে পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর ! তেজঃ-পুঞ্জশালি চক্রদ্বারা ভৃগুভার্য্যা তথায় নিহত হইলে সেই মহাত্মার পুনর্ব্বার গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম কিরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল ? ॥ ১০ ॥

অদ্য ত্বাং বিষ্ণুনা দেবি! হতাং সঞ্জীবয়াম্যহম্।
যদি কৃৎস্নো ময়া ধর্ম্মো জ্ঞায়তে চরিতোঽপি বা ॥ ১২ ॥
তেন সত্যেন জীবেত যদি সত্যং ব্রবীম্যহম্।
পশ্যন্তু দেবতাঃ সর্ব্বা মম তেজো বলং মহৎ ॥ ১৩ ॥
অদ্ভিস্তাং প্রোক্ষ্য শীতাভির্জীবয়ামি তপোবলাৎ।
সত্যং শৌচং তথা বেদা যদি মে তপসো বলম্ ॥ ১৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

অদ্ভিঃ সম্প্রোক্ষিতা দেবী সদ্যঃ সঞ্জীবিতা তদা।
উত্থিতা পরমপ্রীতা ভৃগোর্ভার্য্যা শুচিস্মিতা ॥ ১৫ ॥
ততস্তাং সর্ব্বভূতানি দৃষ্ট্বা সুপ্তোত্থিতামিব।
সাধু সাধ্বিতি তং তাং তু তুষ্টুবুঃ সর্ব্বতো দিশম্ ॥ ১৬ ॥
এবং সঞ্জীবিতা তেন ভৃগুণা বরবর্ণিনী।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্দ্দেবাঃ সেন্দ্রা বিলোক্য তৎ ॥ ১৭ ॥

অদ্য ত্বামিতি বাক্যং বৌদ্ধস্ত্রীবিষয়ং প্রত্যক্ষায়াস্তু মৃতত্বাদিত্যুক্ত্বা মনসি সঙ্কল্পং করোতি যদীতি ॥ ১২ ॥

যদি সত্যমিতি। যদি চাহং সত্যং ব্রবীমি তেন সত্যেন তেন ধর্ম্মাচরণেন চেয়ং জীবেদিতি মনসি সঙ্কল্পং কৃত্বা দেবান্ বদতি পশ্যন্ত্বিতি ॥ ১৩—১৫ ॥

তং ভৃগুম্। তাং তৎপত্নীম্ ॥ ১৬—১৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! কার্য্যবিদ্ ভৃগু, রোষভরে হরিকে এইরূপে অভিশাপ প্রদান করিয়া পরে সেই ছিন্ন মস্তক গ্রহণ করত সত্বর দেহোপরি সংযোজন পূর্ব্বক কহিলেন ॥১১॥ দেবি! অদ্য বিষ্ণু তোমাকে নিহত করিয়াছেন, আমি তোমাকে এখনই জীবিত করিতেছি। যদি আমি সমস্ত ধর্ম্মই অবগত হইয়া থাকি, যদি আমি ধর্ম্মসমূহের আচরণ করিয়া থাকি, যদি আমি সততই সত্য কহিয়া থাকি, তবে সেই ধর্ম্মবলে তুমি জীবন লাভ কর। সমস্ত দেবতাগণ আমার তেজোবল দর্শন করুক। যদি আমার সত্য, বেদাধ্যয়ন ও বেদজ্ঞান থাকে, যদি আমার তপোবল থাকে, তবে তোমাকে অভিমন্ত্রিত শীতলজল দ্বারা প্রোক্ষিত করিয়া তপোবলে এইক্ষণেই জীবিত করিব ॥ ১২—১৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! ভৃগুকর্ত্তৃক বারিদ্বারা সম্প্রোক্ষিত হইয়া ভৃগুভার্য্যা তৎক্ষণাৎ জীবন লাভ করিয়া উত্থিত হইলেন এবং পরমপ্রীতি লাভ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে লাগিলেন ॥১৫॥ তখন সমস্ত জীবগণ তাঁহাকে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় দর্শন করিয়া ভৃগুকে ও তাঁহাকে চারিদিক্ হইতে সাধু সাধু বলিয়া স্তব করিয়াছিল ॥ ১৬ ॥ রাজন্! এইরূপে সেই বরবর্ণিনী ভৃগু হইতে জীবন লাভ করিলে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাহা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত

ইন্দ্রঃ সুরানথোবাচ মুনিনা জীবিতা সতী।
কাব্যস্তপ্ত্বা তপো ঘোরং কিং করিষ্যতি মন্ত্রবিৎ ॥ ১৮ ॥
ব্যাস উবাচ।
গতা নিদ্রা সুরেন্দ্রস্য দেহেঽক্ষেমমভূন্নৃপ !।
স্মৃত্বা কাব্যস্য বৃত্তান্তং মন্ত্রার্থমতিদারুণম্ ॥ ১৯ ॥
বিমৃশ্য মনসা শক্রো জয়ন্তীং স্বসুতাং তদা।
উবাচ কন্যাং চার্ব্বঙ্গীং স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ২০ ॥
গচ্ছ পুত্রি ! ময়া দত্তা কাব্যায় ত্বং তপস্বিনে।
সমারাধয় তন্বঙ্গি ! মৎকৃতে তং বশং কুরু ॥ ২১ ॥
উপচারৈর্মুনিং তৈস্তৈঃ সমারাধ্য মনঃপ্রিয়ৈঃ।
ভয়ং মে তরসা গত্বা হর তত্র বরাশ্রমে ॥ ২২ ॥
সা পিতুর্ব্বচনং শ্রুত্বা তত্রাগচ্ছন্মনোরমা।
তমপশ্যদ্বিশালাক্ষী পিবন্তং ধূমমাশ্রমে ॥ ২৩ ॥
তস্য দেহং সমালোক্য স্মৃত্বা বাক্যং পিতুস্তদা।
কদলীদলমাদায় বীজয়ামাস তং মুনিম্ ॥ ২৪ ॥

কিং করিষ্যতীতি। প্রথমতোঽস্মাৎ ক্রোধেনৈব গতস্ততো মাতৃবধং শ্রুত্বা দ্বিগুণিত-ক্রোধেন কিং করিষ্যতি ন জানে ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥
অক্ষেমমিতি চ্ছেদঃ। মন্ত্রার্থং মন্ত্রপ্রাপ্ত্যর্থমতিদারুণমধোমুখতয়া ধূমপানাদিকম্ ॥১৯-২১॥

হইলেন ॥ ১৭ ॥ তখন ইন্দ্র দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ ! এক্ষণে ত শুক্রজননী ভৃগুকর্তৃক জীবন লাভ করিল ; কিন্তু, শুক্রাচার্য্য ঘোরতর তপস্যা করিয়া মন্ত্রলাভ করিলে না জানি তিনি আমাদের কি অনিষ্ট সাধন করিবেন ॥ ১৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, নরেন্দ্র ! তখন দেবরাজের সেই নিদ্রারূপিণী মায়া বিগত হইলেও শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত সেই অতি দারুণ তপস্যা-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া তাঁহার দেহে অসুখের সঞ্চার হইয়াছিল ॥ ১৯ ॥ অনন্তর, সুরপতি মনে মনে বিবেচনা করিয়া নিজতনয়া তন্বঙ্গী জয়ন্তীকে সম্বোধন পূর্ব্বক সস্মিত বচনে কহিলেন ॥ ২০ ॥ তনয়ে ! আমি তোমাকে শুক্রাচার্য্যের সেবায় নিয়োজিত করিলাম, হে তন্বঙ্গি ! তথায় গমন করিয়া আমার কার্য্য সাধনের নিমিত্ত সেই তপশ্চারী শুক্রকে আরাধনা করিয়া বশীভূত কর। সেই উত্তম আশ্রমে সত্বর গমন করিয়া যে যে কার্য্য দ্বারা মুনির মন পরিতুষ্ট হইবে, সেই সেই প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান দ্বারা তুমি তাঁহার আরাধনা করিয়া আমার ভয় হরণ কর ॥২১—২২ ॥ সেই বিশালাক্ষী মনোরমা জয়ন্তী পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া তথায় গমন করিল এবং তথায় উপস্থিত হইয়া

নির্ম্মলং শীতলং বারি সমানীয় সুবাসিতম্।
পানায় কল্পয়ামাস ভক্ত্যা পরময়া লঘু॥ ২৫॥
ছায়াং বস্ত্রাতপত্রেণ ভাস্করে মধ্যগে সতি।
রচয়ামাস তন্বঙ্গী স্বয়ং ধর্ম্মে স্থিতা সতী॥ ২৬॥
ফলান্যানীয় দিব্যানি পকানি মধুরাণি চ।
মুমোচাগ্রে মুনেস্তস্য ভক্ষ্যার্থং বিহিতানি চ॥ ২৭॥
কুশাঃ প্রাদেশমাত্রা হি হরিতাঃ শুকসন্নিভাঃ।
দধারাগ্রেঽথ পুষ্পাণি নিত্যকর্ম্মসমৃদ্ধয়ে॥ ২৮॥
নিদ্রার্থং কল্পয়ামাস সংস্তরং পল্লবান্বিতম্।
তস্মিন্মুনৌ চাদরস্থা চকার ব্যজনং শনৈঃ॥ ২৯॥
হাবভাবাদিকং কিঞ্চিদ্বিকারজননঞ্চ তৎ।
ন চকার জয়ন্তী সা শাপভীতা মুনেস্তদা॥ ৩০॥
স্তুতিং চকার তন্বঙ্গী গীর্ভিস্তস্য মহাত্মনঃ।
সুভাষিণ্যনুকূলাভিঃ প্রীতিকর্ত্রীভিরপ্যুত॥ ৩১॥
প্রবুদ্ধে জলমাদায় দধারাচমনায় চ।
মনোঽনুকূলং সততং কুর্ব্বন্তী ব্যচরত্তদা॥ ৩২॥

তত্র গত্বা মে ভয়ং হরেত্যর্থঃ॥ ২২—৩৫॥

দেখিতে পাইল যে, শুক্রাচার্য্য আশ্রমে তপস্যায় নিরত থাকিয়া ধূমপান করিতেছেন॥ ২৩॥ শুক্রাচার্য্যের দেহ অবলোকন এবং পিতার বাক্য স্মরণ করিয়া জয়ন্তী কদলীদল আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন॥২৪॥ বুদ্ধিশালিনী জয়ন্তী অব্যগ্রা থাকিয়া নির্ম্মল, সুশীতল ও সুবাসিত বারি আনয়ন পূর্ব্বক পরম ভক্তি সহকারে তাঁহার পানের নিমিত্ত ধীরে ধীরে রাখিয়া দিতেন॥ ২৫॥ সেই সুন্দরী জয়ন্তী স্বয়ং ধর্ম্মে নিযুক্তা থাকিয়া এইরূপে শুক্রাচার্য্যের সেবা করিতে লাগিলেন। যখন মার্ত্তণ্ডদেব মস্তকোপরি গমন করিতেন তখন বস্ত্র দ্বারা তাঁহার মস্তকোপরি আতপত্র রচনা করিয়া ছায়া করিয়া দিতেন॥২৬॥ মুনির ভক্ষণের নিমিত্ত শাস্ত্রবিহিত দিব্য সুপক্ব ও সুমধুর ফল সকল আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিতেন॥ ২৭॥ তাঁহার নিত্যকর্ম্ম সমাধানের নিমিত্ত শুকশরীরবৎ হরিদ্বর্ণ প্রাদেশ প্রমাণ কুশ এবং পুষ্প সকল তাঁহার অগ্রে রাখিয়া দিতেন॥ ২৮॥ মুনির নিদ্রার নিমিত্ত কোমল পল্লব সকল দ্বারা শয্যা রচনা করিয়া রাখিতেন এবং সেই মুনির প্রতি ভক্তিসমন্বিতা হইয়া বীজন করিতেন॥ ২৯॥ জয়ন্তী মুনির অভিশাপ ভয়ে ভীত হইয়া কখন হাবভাবাদি

ইন্দ্রোঽপি সেবকাংস্তত্র প্রেষয়ামাস চাতুরঃ।
প্রবৃত্তিং জ্ঞাতুকামো বৈ মুনেস্তস্য জিতাত্মনঃ ॥ ৩৩ ॥
এবং বহূনি বর্ষাণি পরিচর্য্যাপরাভবৎ।
নির্ব্বিকারা জিতক্রোধা ব্রহ্মচর্য্যপরা সতী ॥ ৩৪ ॥
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু পরিতুষ্টো মহেশ্বরঃ।
বরেণ চ্ছন্দয়ামাস কাব্যং প্রীতমনা হরঃ ॥ ৩৫ ॥

ঈশ্বর উবাচ।

যচ্চ কিঞ্চিদপি ব্রহ্মন্! বিদ্যতে ভৃগুনন্দন!।
প্রতিপশ্যসি যৎ সর্ব্বং যচ্চ বাচ্যং ন কস্যচিৎ ॥ ৩৬ ॥
সর্ব্বাভিভাবকত্বেন ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ।
অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং প্রজেশশ্চ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৩৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং দত্ত্বা বরান্ শম্ভুস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
কাব্যস্তামথ সংবীক্ষ্য জয়ন্তীং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৩৮ ॥

যচ্চ কিঞ্চিদিতি। হে ব্রহ্মন্! যচ্চ কিঞ্চিদপি বস্তু বিদ্যতে লোকে যচ্চ ত্বং প্রতিপশ্যসি চক্ষুষা যচ্চ কস্যচিৎ কস্যাপি বাচ্যং বচনবিষয়ো ন তস্য সর্ব্বস্যাভিভাবকত্বেন যুক্তস্ত্বং ভবিষ্যসীত্যর্থঃ। সর্ব্বজেতা ভবিষ্যসীতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৩৬—৪২ ॥

মনোবিকারজনক কার্য্য কিছুই করিতেন না ॥৩০॥ সেই সুভাষিণী, কৃশাঙ্গী, প্রীতিকর ও অনুকূল বাক্য দ্বারা মহাত্মা শুক্রাচার্য্যের স্তুতি করিতেন ॥ ৩১ ॥ মুনিবর জাগরিত হইলে তাঁহার আচমনের নিমিত্ত জল লইয়া সম্মুখে ধারণ করিতেন। এইরূপে মুনির মনের অনুকূল আচরণ করিয়া জয়ন্তী সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥ ভয়াতুর ইন্দ্রও সেই জিতেন্দ্রিয় মুনির প্রবৃত্তি জানিবার নিমিত্ত তথায় সেবকগণকে প্রেরণ করিতেন ॥ ৩৩ ॥ এইরূপে ক্রোধবর্জ্জিতা ও ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণা ইন্দ্রতনয়া জয়ন্তী বহুকাল শুক্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্তা রহিলেন ॥ ৩৪ ॥ ক্রমে ক্রমে সহস্র বৎসর পরিপূর্ণ হইলে মহাদেব পরিতুষ্ট ও প্রীতমনা হইয়া বর প্রদানের নিমিত্ত শুক্রাচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

হে ব্রহ্মন্ ভৃগুনন্দন! এই বিশ্বসংসারে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, তুমি নেত্রদ্বারা যাহা কিছু দেখিতেছ এবং যাহা কাহারও বচনগোচর নহে তুমি সেই সকলেরই অভিভাবক হইয়া প্রভুত্ব করিবে ও সর্ব্বজেতা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তুমি সকল জীবগণেরই অবধ্য এবং প্রজাগণের ঈশ্বর ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩৬—৩৭ ॥

কাসি কস্যাসি সুশ্রোণি! ব্রূহি কিং তে চিকীর্ষিতম্।
কিমর্থমিহ সংপ্রাপ্তা কার্য্যং বদ বরোরু! মে ॥ ৩৯ ॥
কিং বাঞ্ছসি করোম্যদ্য দুষ্করং চেৎ সুলোচনে!।
প্রীতোঽস্মি ত্বৎকৃতেনাদ্য বরং বরয় সুব্রতে!* ॥ ৪০ ॥
ততঃ সা তু মুনিং প্রাহ জয়ন্তী মুদিতাননা।
চিকীর্ষিতং মে ভগবংস্তপসা জ্ঞাতুমর্হসি ॥ ৪১ ॥

কাব্য উবাচ।

জ্ঞাতং ময়া তথাপি ত্বং ব্রূহি যন্মনসেপ্সিতম্।
করোমি সর্ব্বথা ভদ্রং প্রীতোঽস্মি পরিচর্য্যয়া ॥ ৪২ ॥

জয়ন্ত্যুবাচ।

শক্রস্যাহং সুতা ব্রহ্মন্! পিত্রা তুভ্যং সমর্পিতা।
জয়ন্তী নামতশ্চাহং জয়ন্তাবরজা মুনে! ॥ ৪৩ ॥

জয়ন্তস্যাবরজা কনিষ্ঠভগিনী ॥ ৪৩—৪৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দেবদেব শম্ভু এইরূপ বর প্রদান পূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। তখন শুক্রাচার্য্য জয়ন্তীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন। হে সুশ্রোণি! তুমি কে? কাহার কন্যা? তোমার মনের অভিলাষ কি? কি নিমিত্ত তুমি এখানে আগমন করিয়াছ? হে বামোরু! তোমার কার্য্য কি তাহা বল ॥৩৮—৩৯॥ হে সুলোচনে! আমি তোমার কার্য্যে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি, তুমি আমার নিকট কি বাঞ্ছা করিতেছ? হে সুব্রতে! তুমি বর প্রার্থনা কর, অত্যন্ত দুষ্কর হইলেও তাহা আমি তোমাকে প্রদান করিব ॥ ৪০ ॥ ইহা শুনিয়া জয়ন্তীর মুখপদ্ম প্রফুল্লিত হইল, তখন সুব্রতা বালা বিনয় নম্রবচনে তপোধনকে কহিল, ভগবন্! আমার মনোরথ আপনি তপোবলে অবগত হউন ॥ ৪১ ॥

কাব্য কহিলেন, আমি তোমার মনোভাব জানিয়াছি, তথাপি তুমি বিশেষরূপে ব্যক্ত করিয়া বল, সর্ব্বথা তোমার মঙ্গল সম্পাদন করিব, আমি তোমার পরিচর্য্যায় অত্যন্ত প্রীত ও পরিতুষ্ট হইয়াছি ॥ ৪২ ॥

জয়ন্তী কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি ইন্দ্রের কন্যা জয়ন্তের কনিষ্ঠা ভগিনী; পিতা আমাকে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছেন, আমি আপনাতে সকামা হইয়াছি এক্ষণে আপনি আমার

---

* তপসা তব ভক্ত্যা চ মনো মে প্রবণীকৃতম্। বরং বরয় সুশ্রোণি! তুষ্টোঽস্মি প্রদদামি তে ॥
ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে।

সকামাস্মি ত্বয়ি বিভো! বাঞ্ছিতং কুরু মেঽধুনা।
রংস্যে ত্বয়া মহাভাগ! ধর্ম্মতঃ প্রীতিপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৪ ॥

শুক্র উবাচ।

ময়া সহ ত্বং সুশ্রোণি! দশ বর্ষাণি ভামিনি!।
সর্ব্বৈর্ভূতৈরদৃশ্যা চ রমস্বেহ যদৃচ্ছয়া ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবমুক্ত্বা গৃহং গত্বা জয়ন্ত্যাঃ পাণিমুদ্বহন্।
তয়া সহাবসদ্দেব্যা দশবর্ষাণি ভার্গবঃ ॥ ৪৬ ॥
অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং মায়য়া সংবৃতঃ প্রভুঃ।
দৈত্যাস্তমাগতং শ্রুত্বা কৃতার্থং মন্ত্রসংযুতম্ ॥ ৪৭ ॥
অভিজগ্মুর্গৃহে তস্য মুদিতাস্তে দিদৃক্ষবঃ।
নাপশ্যন্ রমমাণং তে জয়ন্ত্যা সহ সংযুতম্ ॥ ৪৮ ॥
তদা বিমনসঃ সর্ব্বে জাতা ভগ্নোদ্যমাশ্চ তে।
চিন্তাপরাতিদীনাশ্চ বীক্ষমাণাঃ পুনঃপুনঃ ॥ ৪৯ ॥
অদৃষ্ট্বা তং সুসংবৃতং প্রতিজগ্মুর্যথাগতম্।
স্বগৃহান্ দৈত্যবর্য্যাস্তে চিন্তাবিষ্টা ভয়াতুরাঃ ॥ ৫০ ॥

চিন্তাপরাশ্চ তেঽতিদীনাশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

বাঞ্ছা পূরণ করুন। হে মহাভাগ! আমি ধর্ম্মানুসারে প্রীতিপূর্ণ-হৃদয়ে আপনার সহিত রমণ করিব ইহাই আমার ইচ্ছা ॥ ৪৩—৪৪ ॥

শুক্রাচার্য্য কহিলেন, নিতম্বিনি! তুমি দশ বৎসর কাল সকল ভূতের অদৃশ্য হইয়া যদৃচ্ছায় আমার সহিত রমণ কর ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহারাজ! ভার্গব শ্রেষ্ঠ কাব্য এইরূপ কহিয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক জয়ন্তীর পাণি গ্রহণ করিলেন এবং মায়ায় সংবৃত ও জীবগণের অদৃশ্য থাকিয়া সেই দেবীর সহিত দশ বৎসর পর্য্যন্ত বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে শুক্রাচার্য্য মন্ত্রলাভ পূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া গৃহে আগত হইয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া দৈত্যগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তদীয় গৃহে অভিগমন করিল। কিন্তু, তিনি জয়ন্তীর সহিত রমণ করিতেছিলেন, অতএব অসুরগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না ॥ ৪৬—৪৮ ॥ তখন তাহারা অত্যন্ত বিমনা ও ভগ্নোদ্যম হইয়া, চিন্তান্বিত ও দীনভাবাপন্ন হইয়া পুনঃপুন তাহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥ মায়াসংবৃত শুক্রাচার্য্যকে দেখিতে না পাইয়া

রমমাণং তথা জ্ঞাত্বা শক্রঃ প্রোবাচ তং গুরুম্।
বৃহস্পতিং মহাভাগং কিং কর্ত্তব্যমিতঃপরম্॥ ৫১॥
গচ্ছাদ্য দানবান্ ব্রহ্মন্ মায়য়া ত্বং প্রলোভয়।
অস্মাকং কুরু কার্য্যং ত্বং বুদ্ধ্যা সঞ্চিন্ত্য মানদ!॥ ৫২॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং কাব্যং রমমাণং সুসংবৃতম্।
জ্ঞাত্বা তদ্রূপমাস্থায় দৈত্যান্ প্রতি যযৌ গুরুঃ॥ ৫৩॥
গত্বা তত্রাতিভক্ত্যাসৌ দানবান্ সমুপাহ্বয়ৎ।
আগতাস্তেঽসুরাঃ সর্ব্বে দদৃশুঃ কাব্যমগ্রতঃ॥ ৫৪॥
প্রণম্য সংস্থিতাঃ সর্ব্বে কাব্যং মত্বাতিমোহিতাঃ।
ন বিদুস্তে গুরোর্ম্মায়াং কাব্যরূপবিভাবিনীম্॥ ৫৫॥
তানুবাচ গুরুঃ কাব্যরূপঃ প্রচ্ছন্নমায়য়া।
স্বাগতং মম যাজ্যানাং প্রাপ্তোঽহং বো হিতায় বৈ॥ ৫৬॥
অহং বো বোধয়িষ্যামি বিদ্যাং প্রাপ্তামমায়য়া।
তপসা তোষিতঃ শম্ভুর্যুষ্মৎকল্যাণহেতবে॥ ৫৭॥

সুসংবৃতং মায়য়া আচ্ছন্নম্॥ ৫০—৫২॥
সুসংবৃতং মায়য়া আচ্ছন্নং তদ্রূপং শুক্রাচার্য্যরূপমাস্থায়াশ্রিত্যেত্যর্থঃ॥ ৫৩—৫৬॥

দৈত্যগণ চিন্তাবিষ্ট ও ভয়াতুর হইয়া আপন আপন ভবনে প্রত্যাগমন করিল॥ ৫০॥ এদিকে শুক্রাচার্য্যকে জয়ন্তীর সহিত ক্রীড়াসক্ত জানিয়া দেবরাজ মহাভাগ সুরগুরু বৃহস্পতিকে কহিলেন, গুরো! অতঃপর আমাদিগের কি করা কর্ত্তব্য তাহা করুন॥ ৫১॥ ব্রহ্মন্! আপনি অদ্য দানবগণের নিকট গমন করুন, হে মানদ! যাহাতে মান রক্ষা হয় তাহা করিবেন, আপনি দৈত্যগণকে মায়াজালে মুগ্ধ করিয়া বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক আমাদের কার্য্য করুন॥ ৫২॥ বৃহস্পতি ইন্দ্র বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং কাব্যকে মায়াসংবৃত ও জয়ন্তীর সহিত রমমাণ জানিয়া শুক্রাচার্য্যের রূপধারণ পূর্ব্বক দৈত্যদিগের নিকটে গমন করিলেন॥ ৫৩॥ সেইখানে গমন পূর্ব্বক বৃহস্পতি অতি আদরের সহিত দৈত্যদিগকে আহ্বান করিলেন। তখন অসুরগণ আগমন করিয়া শুক্রাচার্য্যকে সম্মুখে দেখিতে পাইল॥ ৫৪॥ তাহারা অতিশয় আহ্লাদে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে কাব্য মনে করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক অগ্রে অবস্থিত রহিল, কিন্তু তাহা যে কাব্যরূপধারিণী বৃহস্পতির মায়া তাহা তাহারা জানিতে পারিল না॥ ৫৫॥ তখন মায়ায় প্রচ্ছন্ন কাব্যরূপী সুরগুরু দৈত্যদিগকে কহিলেন, তোমাদিগের কুশল ত? আমি তোমাদের হিতের নিমিত্তই আগমন করিয়াছি॥ ৫৬॥ তোমাদের কল্যাণের নিমিত্ত আমি দুষ্কর তপস্যা দ্বারা শম্ভুকে সন্তুষ্ট করিয়া

তচ্ছ্রুত্বা প্রীতমনসো জাতাস্তে দানবোত্তমাঃ ।
কৃতকার্য্যং গুরুং মত্বা জহৃষুস্তে বিমোহিতাঃ ॥ ৫৮ ॥
প্রণেমুস্তে মুদা যুক্তা নিরাতঙ্কা গতব্যথাঃ ।
দেবেভ্যশ্চ ভয়ং ত্যক্ত্বা তস্থুঃ সর্ব্বে নিরাময়াঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুং প্রতি ভৃগুশাপকথনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

বিদ্যাং প্রাপ্তাং সদাশিবাদিত্যর্থাৎ ॥ ৫৭—৫৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

যে বিদ্যালাভ করিয়াছি, তাহা তোমাদিগকে নিষ্কপটে বুঝাইয়া দিব ॥ ৫৭ ॥ তাহা শুনিয়া দানবোত্তমগণ প্রীতমনা হইল এবং গুরু কৃতকার্য্য হইয়াছেন মনে করিয়া আহ্লাদে বিমোহিত হইল ॥ ৫৮ ॥ তাহারা হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, এবং নিরাতঙ্ক ও গতব্যথ হইয়া দেবগণ হইতে ভয়ের আশঙ্কা পরিহার পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দ মানসে বাস করিতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুর প্রতি ভৃগুশাপ কথন
নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ※ ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

কিং কৃতং গুরুণা পশ্চাদ্ভৃগুরূপেণ তিষ্ঠতা।
ছলেনৈব হি দৈত্যানাং পৌরোহিত্যেন ধীমতা ॥ ১ ॥
গুরুঃ সুরাণামনিশং সর্ব্ববিদ্যানিধিস্তথা।
সুতোঽঙ্গিরস এবাসৌ স কথং ছলকৃন্মুনিঃ ॥ ২ ॥
ধর্ম্মশাস্ত্রেষু সর্ব্বেষু সত্যং ধর্ম্মস্য কারণম্।
কথিতং মুনিভির্যেন পরমাত্মাপি লভ্যতে ॥ ৩ ॥
বাচস্পতিস্তথা মিথ্যাবক্তা চেদ্দানবান্ প্রতি।
কঃ সত্যবক্তা সংসারে ভবিষ্যতি গৃহাশ্রমী ॥ ৪ ॥
আহারাদধিকং ভোজ্যং ব্রহ্মাণ্ডবিভবেঽপি ন।
তদর্থং মুনয়ো মিথ্যা প্রবর্ত্তন্তে কথং মুনে! ॥ ৫ ॥

দ্বিষষ্টিশ্লোকবর্গোক্ত দেবানাং গুরুণা তথা।
শুক্ররূপেণ তে দৈত্যা বঞ্চিতা ইতি কথ্যতে॥

ইত্থং দেবগুরুণা শুক্রাচার্য্যরূপেণ দৈত্যেষু সন্তোষিতেষু তদনন্তরং জাতং বৃত্তং পৃচ্ছতি কিং কৃতমিতি। ভৃগুরূপেণ লক্ষণয়া ভৃগুপুত্ররূপেণেত্যর্থঃ। ছলেন কপটেন দৈত্যানাং সম্বন্ধিপৌরহিত্যেন যুক্তেনেতি শেষঃ ॥ ১ ॥

ইত্যেকং প্রশ্নং কৃত্বা দ্বিতীয়ং প্রশ্নমাহ গুরুঃ সুরাণামিতি। ন হি মুনেশ্ছলকর্ত্তৃত্বং যুক্তমিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

ধর্ম্মশাস্ত্রেম্বিতি। যেন সত্যেন পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম লভ্যতে প্রাপ্যতে। তথা চ শ্রুতিঃ। সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মেতি ॥ ৩—৪ ॥

রাজা কহিলেন, ঋষিবর! বুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি অসুরগৃহে শুক্ররূপে বাস করিয়া এবং ছল পূর্ব্বক দৈত্যগণের পৌরহিত্যে ব্রতী হইয়া কি করিয়াছিলেন? ॥ ১ ॥ মুনে! বৃহস্পতি সুরগণের গুরু, তিনি সর্ব্বদাই বেদাদির আলোচনা করিয়া থাকেন, বিশেষত তিনি অঙ্গিরা মহর্ষির পুত্র ও স্বয়ং মুনি; এবংবিধ গুণসম্পন্ন হইয়াও তিনি কিরূপে ছল অবলম্বন করিয়াছিলেন? ॥ ২ ॥ মুনিগণ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই কহিয়াছেন যে, সত্যই ধর্ম্মের কারণ এবং সত্য হইতেই পরমাত্মা লাভ হইয়া থাকে; তবে বৃহস্পতি যখন দৈত্যগণের নিকট মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তখন সংসারে কোন্ গৃহাশ্রমী সত্যবক্তা হইবে? মুনিবর! এ বিষয়ে আমি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না ॥ ৩—৪ ॥ যদি বলেন লোভে লোক

শব্দপ্রমাণমুচ্ছেদং শিষ্টাভাবে গতং ন কিম্।
ছলকর্ম্মপ্রবৃত্তে বাঽবিগীতত্বং গুরৌ কথম্॥ ৬॥
দেবাঃ সত্ত্বসমুদ্ভূতা রাজসা মানবাঃ স্মৃতাঃ।
তির্য্যঞ্চস্তামসাঃ প্রোক্তা উৎপত্তৌ মুনিভিঃ কিল॥ ৭॥
অমরাণাং গুরুঃ সাক্ষান্মিথ্যাবাদী স্বয়ং যদি।
তদা কঃ সত্যবক্তা স্যাদ্রাজসস্তামসঃ পুনঃ॥ ৮॥
ক স্থিতিস্তস্য ধর্ম্মস্য সন্দেহোঽয়ং মহান্ মম।
কা গতিঃ সর্ব্বজন্তূনাং মিথ্যাভূতে জগত্রয়ে॥ ৯॥
হরির্ব্রহ্মা শচীকান্তস্তথান্যে সুরসত্তমাঃ।
সর্ব্বে ছলবিধৌ দক্ষা মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা॥ ১০॥

নন্থ লোভার্থমসত্যবক্তা জাত ইতি চেত্তত্রাহ আহারাদধিকমিতি। অতিলোভেন বহুতরে ধনে সম্পাদিতেঽপি আহারাদধিকমন্নং কেঽপি ন ভোক্ষ্যন্তি। আহারপরিপূর্ত্তিপর্য্যন্তং তু প্রারব্ধং দাস্যত্যেবেতি জ্ঞাত্বা কিমর্থং ব্যর্থায়ুঃক্ষপণার্থং লোভং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ॥৫॥
কিঞ্চাবিগীতশিষ্টা হিতকারিণো হ্যাপ্তাস্তেষাং বাক্যং প্রমাণমিত্যাপ্তবাক্যমাগম ইত্যাস্যার্থঃ। তত্র মহতাং সর্ব্বেষামেবমাচরণে কাবিগীতত্বমনিন্দিতত্বং তিষ্ঠতি তদভাবে কাপ্তস্তদভাবে শব্দপ্রমাণমুচ্ছেদং নাশং প্রতি কথং ন গতমিত্যাহ শব্দপ্রমাণমিতি। অবিগীতত্বমিতি। অবিগীতত্বাভাবেঽনিন্দিতত্বাভাবে শিষ্টত্বস্যাপ্যভাবো যতোঽবিগীতত্বস্যৈব শিষ্টত্বাৎ॥৬॥

অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাও যথার্থ বলিয়া বোধ হইতেছে না; কারণ, এই অখিলব্রহ্মাণ্ডে যদি কাহারও ঐশ্বর্য্য হয় তথাপি তাহার আহার পূরণ ব্যতিরেকে আর কিছুই প্রয়োজন হয় না, অতএব সেই লোভ নিমিত্ত মুনিগণ কেন মিথ্যায় প্রবৃত্ত হইবেন?॥ ৫॥ মুনীশ্বর! পুরাতন শিষ্ট মুনিগণ যে শব্দ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, তাহার বাচকপদার্থ অবশ্যই আছে, এইরূপ বিশ্বাসে পণ্ডিতগণ প্রমাণের মধ্যে শিষ্টপ্রযুক্ত শব্দকে এক প্রমাণ বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকেন, এক্ষণে দেখিতেছি শিষ্ট ব্যক্তির অভাবে সেই শব্দ প্রমাণ উচ্ছিন্ন হইয়া গেল? কারণ, ছলকার্য্য-নিরত বৃহস্পতিতে গর্হিত কার্য্য বর্ত্তমান থাকায় তাহার আর শিষ্টত্ব কোথায়?॥ ৬॥ উৎপত্তি বিষয়ে মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে, দেবগণ সত্ত্বগুণ হইতে, মানবগণ রজোগুণ হইতে এবং তীর্য্যগ্‌গণ তমোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে॥ ৭॥ তবে, সেই সত্ত্বগুণাশ্রিত যিনি দেবগণের সাক্ষাৎ গুরু তিনিও যদি স্বয়ং মিথ্যাবাদী হইলেন তবে আর রাজস ও তামসগণের মধ্যে কে সত্যবাদী হইবে?॥ ৮॥ কি আশ্চর্য্য! যদি সমস্ত বিশ্বই মিথ্যায় আচ্ছন্ন হইল, তবে সনাতন ধর্ম্মের স্থান কোথায়? এবং সমস্ত জীবগণেরই বা কি গতি? মুনিবর! এ বিষয়ে আমার মহৎ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে॥ ৯॥ যখন ভগবান্ হরি, ব্রহ্মা ও শচীপতি, এবং অন্যান্য সুরসত্তমগণ সকলেই কাপট্য কর্ম্মে দক্ষ হইলেন, তবে স্বল্পসত্ত্ব ও স্বল্পবুদ্ধি মানবগণের পক্ষে আর কি কথা

কামক্রোধাভিসন্তপ্তা লোভোপহতচেতসঃ।
ছলে দক্ষাঃ সুরাঃ সর্ব্বে মুনয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ১১ ॥
বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ বিশ্বামিত্রো গুরুস্তথা।
এতে পাপরতাঃ কাত্র গতির্ধর্ম্মস্য মানদ ! ॥ ১২ ॥
ইন্দ্রোঽগ্নিশ্চন্দ্রমা বেধাঃ পরদারাভিলম্পটাঃ।
আর্য্যত্বং* ভুবনেষেযু স্থিতং কুত্র মুনে ! বদ ॥ ১৩ ॥
বচনং কস্য মন্তব্যমুপদেশধিয়াঽনঘ ! ।
সর্ব্বে লোভাভিভূতাস্তে দেবাশ্চ মুনয়স্তদা ॥ ১৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

কিং বিষ্ণুঃ কিং শিবো ব্রহ্মা মঘবা কিং বৃহস্পতিঃ।
দেহবান্ প্রভবত্যেব বিকারৈঃ সংযুতস্তদা ॥ ১৫ ॥
রাগী বিষ্ণুঃ শিবো রাগী ব্রহ্মাপি রাগসংযুতঃ।
রাগবান্ কিমকৃত্যং বৈ ন করোতি নরাধিপ !† ॥ ১৬ ॥

তদুচ্ছেদমেব দ্রঢ়য়তি দেবাঃ সত্ত্বসমুদ্ভূতা ইতি ॥ ৭—১২ ॥
আর্য্যত্বং শিষ্টত্বম্ ॥ ১৩—১৪ ॥
ইতি জনমেজয়বাক্যং শ্রুত্বা ব্যাসস্তদুক্তমেব স্থাপয়তি কিং বিষ্ণুরিতি। বিষ্ণুর্ব্বাস্তু ব্রহ্মা-বাস্তু যো যো দেহবান্ স পূর্ব্বোক্তদোষরূপবিকারৈর্যুক্ত এব ভবতি নান্যথেত্যন্বয়ঃ ॥১৫-১৬॥

আছে ? ॥১০॥ হে মানদ ! যখন সকল সুরগণ, বশিষ্ঠ, বামদেব, বিশ্বামিত্র ও বৃহস্পতি প্রভৃতি তপোধন মুনিগণও কামক্রোধে অভিভূত, লোভে বিনষ্টচিত্ত, ছলকর্ম্মে দক্ষ ও পাপে নিরত, তখন ধর্ম্মের আর কি গতি আছে ? ॥ ১১—১২ ॥ হায় ! যখন ইন্দ্র, অগ্নি, চন্দ্রমা, বিধাতা ইঁহারাও কামের উৎকট প্রলোভনে অভিভূত হইয়া পরদারাসক্ত, তখন এই অখিল ভুবন মধ্যে শিষ্টতা আর কোথায় থাকিবে ? ॥ ১৩ ॥ হে বিমলাত্মন্ ! যখন সমস্ত দেবগণ ও মুনিগণ লোভে অভিভূত হইলেন তবে আর কাহার বাক্য উপদেশ স্বরূপে গ্রহণ করিব ॥ ১৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! ইন্দ্রই হউন, বৃহস্পতিই হউন, ব্রহ্মাই হউন, বিষ্ণুই হউন অথবা মহাদেবই হউন যিনি দেহ ধারণ করিবেন, তাঁহাকেই পূর্ব্বোক্ত অহঙ্কার ও লোভাদি বিকারদোষে সংস্পৃষ্ট হইতে হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১৫ ॥ মহারাজ ! ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব

---

* আপ্তত্বং। ইতি বা পাঠঃ।
† দেহী দেহগুণৈর্যুক্তঃ কিং চিত্রং নৃপতেঽত্র বৈ। নির্গুণঃ পরমাত্মাসৌ বিদেহঃ পরমঃ পরঃ।
ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে।

রাগবানপি চাতুর্য্যাদ্বিদেহ ইব লক্ষ্যতে ।
সম্প্রাপ্তে সঙ্কটে সোঽপি গুণৈঃ সম্বাধ্যতে কিল ।
কারণাদ্রহিতং কার্য্যং কথং ভবিতুমর্হতি ॥ ১৭ ॥
ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সর্ব্বেষাং গুণা এব হি কারণম্ ।
পঞ্চবিংশৎসমুদ্ভূতা দেহাস্তেষাং ন চান্যথা ॥ ১৮ ॥
কালে মরণধর্ম্মাস্তে সন্দেহঃ কোঽত্র তে নৃপ ! ।
পরোপদেশে বিস্পষ্টং শিষ্টাঃ সর্ব্বে ভবন্তি চ ॥ ১৯ ॥
বিপ্লুতির্হি বিশেষেণ স্বকার্য্যে সমুপস্থিতে ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভদ্রোহাহঙ্কারমৎসরাঃ ॥ ২০ ॥
দেহবান্ কঃ পরিত্যক্তুমীশো ভবতি তান্ পুনঃ ।
সংসারোঽয়ং মহারাজ ! সদৈবৈবংবিধঃ স্মৃতঃ ॥ ২১ ॥
নান্যথা প্রভবত্যেব শুভাশুভময়ঃ কিল ।
কদাচিদ্ভগবান্বিষ্ণুস্তপশ্চরতি দারুণম্ ॥ ২২ ॥

চাতুর্য্যাদিতি । ধৌর্ত্ত্যাদিত্যর্থঃ । কথং ধৌর্ত্ত্যাদিতি জ্ঞাতমিতি চেত্তত্রাহ সম্প্রাপ্তে ইতি । সঙ্কটস্য প্রসঙ্গে তস্য ধৌর্ত্ত্যং বহির্নিঃসরতীত্যর্থঃ । দৃষ্টাশ্চৈবং বহুবিধাঃ পরোপদেশে চতুরাঃ স্বয়মেকান্তে কামিনীকজ্জলবিষদিগ্ধকটাক্ষশরেণ তাড়িতা মোহিতা জাতা এবেতি ভাবঃ । ইদং রাজন্নাশ্চর্য্যং কিন্তু স্বভাব এব সর্ব্বেষামিত্যাহ কারণাদ্রহিতমিতি । গুণত্রয়ং হি সর্ব্বেষাং কারণম্ । তস্য গুণত্রয়স্য প্রারব্ধবশত উপচয়াপচয়ে সতি ক্বচিৎ কদাচিৎ কস্যচিদপি বিষয়াচরণং ভবত্যেব নহি কারণাদ্রহিতং কার্য্যং কদাপি তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

পঞ্চবিংশৎসমুদ্ভূতা আর্ষপ্রয়োগঃ । পঞ্চবিংশতিতত্ত্বসমুদ্ভূতা ইত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥

ইহাঁরা সকলেই বিষয়ানুরাগী ; অতএব অনুরাগী ব্যক্তি কোন্ অকার্য্য সাধন করিতে না পারে ? ॥ ১৬ ॥ হে নরেন্দ্র ! অনুরাগী ব্যক্তি চাতুর্য্যবশে কেবল মুক্তের ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকেন ; কিন্তু, শঙ্কটস্থল উপস্থিত হইলে তখন স্বস্ব গুণ দ্বারা তাঁহার ধূর্ত্ততা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তখন তিনি গুণের বশীভূত কার্য্য করিয়া থাকেন । অতএব, তদ্বিষয়ে গুণত্রয়কেই কারণ বলিয়া জানিবেন যেহেতু কারণ ব্যতিরেকে কদাপি কার্য্যোৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে না ॥ ১৭ ॥ ব্রহ্মাদি দেবগণেরও গুণত্রয়ই কারণ ; যেহেতু তাঁহাদের দেহ সকলও প্রধান মহত্তত্ত্বাদি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে সন্দেহ নাই ॥ ১৮ ॥ নৃপবর ! ব্রহ্মাদিও মরণ ধর্ম্মশীল অতএব তাহাতে আর আপনার সন্দেহ কি ? আপনি জানিবেন যে, সকলেই পরের উপদেশ প্রদান সময়ে উত্তমরূপেই শিষ্টতা প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু স্বকার্য্য উপস্থিত হইলেই স্বভাবের বিপ্লব ঘটিয়া যায় ; তখন তাহার কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা অহঙ্কার ও মাৎসর্য্যাদি সকলেই উপস্থিত হইয়া কার্য্য করিতে থাকে ॥ ১৯—২০ ॥

কদাচিদ্বিবিধান্ যজ্ঞান্ বিতনোতি সুরাধিপঃ।
কদাচিত্তু রমারঙ্গরঞ্জিতঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ২৩ ॥
রমতে কিল বৈকুণ্ঠে তদ্বশস্তরুণো বিভুঃ।
কদাচিদ্দানবৈঃ সার্দ্ধং যুদ্ধং পরমদারুণম্ ॥ ২৪ ॥
করোতি করুণাসিন্ধুস্তদ্বাণপীড়িতো ভৃশম্।
কদাচিজ্জয়মাপ্নোতি দৈবাৎ সোঽপি পরাজয়ম্ ॥ ২৫ ॥
সুখদুঃখাভিভূতোঽসৌ ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
শেষে শেতে কদাচিদ্বৈ যোগনিদ্রাসমাবৃতঃ ॥ ২৬ ॥
কালে জাগর্ত্তি বিশ্বাত্মা স্বভাবপ্রতিবোধিতঃ।
শর্ব্বো ব্রহ্মা হরিশ্চৈত ইন্দ্রাদ্যা যে সুরাস্তথা ॥ ২৭ ॥
মুনয়শ্চ বিনির্ম্মাণৈঃ স্বায়ুষো বিচরন্তি হি।
নিশাবসানে সঞ্জাতে* জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ২৮ ॥
বর্ত্ততে নাত্র সন্দেহো নৃপ! কিঞ্চিৎ কদাপি চ।
স্বায়ুষোঽন্তে পদ্মজাদ্যাঃ ক্ষয়মিচ্ছন্তি পার্থিব! ॥ ২৯ ॥

বিপ্লুতিরিতি। স্বকার্য্যে প্রাপ্তে সর্ব্বেষাং বিপ্লুতিঃ স্বভাবচ্যুতির্ভবতীত্যর্থঃ। অনুপদমেবেতদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২০—২২ ॥
কালবশেন গুণব্যত্যয়মেব দেবাদিষু দর্শয়তি কদাচিদিতি। রমারঙ্গেণ রঞ্জিত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩—৩০ ॥

কোনও দেহবান্ ব্যক্তি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। মহারাজ! মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, এই সংসার সর্ব্বদাই এইরূপে চলিয়া আসিতেছে ॥ ২১ ॥ এই শুভাশুভময় সংসার কখনই অন্য ভাব প্রাপ্ত হয় না, ইহা একরূপেই চলিয়া আসিতেছে। দেখুন, ভগবান্ বিষ্ণু কখনও নিদারুণ তপশ্চরণ করিতেছেন; দেবরাজ ইন্দ্রও কখন বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আর দেখুন, পরমপ্রভু লীলাময় বিষ্ণু কখনও কমলার কমনীয় বিলাসরঙ্গতরঙ্গে রঞ্জিতচিত্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে বিহার করিয়া থাকেন, আবার কখনও করুণাসিন্ধু হইয়াও দুর্জ্জয় দানবগণের সহিত অতি দারুণ যুদ্ধ করিয়া তাহাদের শরজালে অতীব পীড়িত হইয়া থাকেন, কখন বা জয়লাভ করেন এবং কখনও বা দৈববশে পরাজিত হইয়া থাকেন; তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই সুখদুঃখের বশীভূত হন সন্দেহ নাই। মহারাজ! সেই নারায়ণ কখনও বিশ্বসংসারকে নিজ কুক্ষিমধ্যে রক্ষা করত যোগনিদ্রায় অভিভূত হইয়া শেষশয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন আবার যথাকালে প্রকৃতি দ্বারা প্রতিবোধিত হইয়া জাগরিত হইয়া থাকেন। রাজন্! অধিক কি বলিব এই বিশ্বসংসারে মহেশ্বর, ব্রহ্মা, হরি, ইন্দ্রাদি

---

* আত্মনা নীয়তে সর্ব্বম্। ইতি বা পাঠঃ।

প্রভবন্তি পুনর্ব্বিষ্ণুহরশক্রাদয়ঃ সুরাঃ।
তস্মাৎ কামাদিকান্ ভাবান্ দেহবান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ৩০ ॥
নাত্র তে বিস্ময়ঃ কার্য্যঃ কদাচিদপি পার্থিব!।
সংসারোঽয়ন্তু সন্দিগ্ধঃ কামক্রোধাদিভির্নৃপ! ॥ ৩১ ॥
দুর্ল্লভস্তদ্বিনির্ম্মুক্তঃ পুরুষঃ পরমার্থবিৎ।
যো বিভেতীহ সংসারে স দারান্ন করোত্যপি ॥ ৩২ ॥
বিমুক্তঃ সর্ব্বসঙ্গেভ্যো বিচরত্যবিশঙ্কিতঃ।
তস্মাদ্বৃহস্পতের্ভার্য্যা শশিনা লম্ভিতা পুনঃ ॥ ৩৩ ॥
গুরুণা লম্ভিতা ভার্য্যা তথা ভ্রাতুর্যবীয়সঃ।
এবং সংসারচক্রেঽস্মিন্রাগলোভাদিভির্বৃতঃ ॥ ৩৪ ॥
গার্হস্থ্যঞ্চ সমাস্থায় কথং মুক্তো ভবেন্নরঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন হিত্বা সংসারসারতাম্।
আরাধয়েন্মহেশানীং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ৩৫ ॥

সন্দিগ্ধঃ সম্যগ্দিগ্ধো যুক্তঃ ॥ ৩১—৩২ ॥
তস্মাদিতি। গুণত্রয়বদ্ধত্বাদিত্যর্থঃ লম্ভিতোপভুক্তেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥
ভ্রাতুর্যবীয়স ইতি। উতথ্যো জ্যেষ্ঠো বৃহস্পতির্মধ্যম আনর্ত্তঃ কনিষ্ঠস্তস্য ভার্য্যা গুরুণা লম্ভিতা ভুক্তেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥
গার্হস্থ্যং সংসারাসক্তিমিত্যর্থঃ। ন হি সংসারাসক্তঃ সন্ সংসারান্মুক্তো ভবেৎ তস্মাৎ সংসারাসক্তিং বিহায় সংসারনাশায়োদ্যোগঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। তথাচ যে সংসারাসক্তিরহি-

সুরগণ ও মুনিগণ সকলেই নিজ নিজ আয়ুর পরিমাণ কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া বিচরণ করিয়া থাকেন। প্রলয়কালের অবসান হইলে নষ্টপ্রায় এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয় তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ নাই। হে রাজন্! নিজ নিজ আয়ুর অবসানে ব্রহ্মাদি সকলেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই। ২২—২৯ ॥ আবার যথা সময়ে বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি সুরগণ দেহধারী হইয়া সেই সেই কামাদি ভাব সকল লাভ করিয়া থাকেন। হে পার্থিব! আপনি এ বিষয়ে বিস্মিত হইবেন না, এই সংসার, কাম ক্রোধাদি দ্বারা সংযুক্ত হইয়া নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে ॥৩০—৩১॥ রাজন্! এই সংসারে কামাদি-বিনির্মুক্ত পরমার্থবিৎ পুরুষ অত্যন্ত দুর্লভ। যে ব্যক্তি এই সংসারে ভীত হন, তিনি দারপরিগ্রহ করেন না, তাহাতে তিনি সর্ব্বপ্রকার বিষয়াসঙ্গ হইতে বিমুক্ত এবং শঙ্কাবিহীন হইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন। এই কারণেই চন্দ্রমা বৃহস্পতির ভার্য্যা হরণ করিয়াছিলেন, গুরুও আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছিলেন। এইরূপে এই সংসারচক্রে সমস্ত জীবই নিয়ত রাগ লোভাদি দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৩২—৩৪ ॥ রাজন্!

তন্মায়াগুণতশ্ছন্নং জগদেতচ্চরাচরম্।
ভ্রমত্যুন্মত্তবৎ সর্ব্বং মদিরামত্তবন্নৃপ! ॥ ৩৬ ॥
তস্যা আরাধনেনৈব গুণান্ সর্ব্বান্ বিমৃদ্য চ।
মুক্তিং ভজেত মতিমান্নান্যঃ পন্থাস্তিতঃ পরঃ ॥ ৩৭ ॥
আরাধিতা মহেশানী ন যাবৎ কুরুতে কৃপাম্।
তাবদ্ভবেৎ সুখং কস্মাৎ কোঽন্যোঽস্তি দয়য়া যুতঃ ॥ ৩৮ ॥
করুণাসাগরামেতাং ভজেত্তস্মাদমায়য়া।
যস্যাস্তু ভজনেনৈব জীবন্মুক্তত্বমশ্নুতে ॥ ৩৯ ॥
মানুষ্যং দুর্ল্লভং প্রাপ্য সেবিতা ন মহেশ্বরী।
নিঃশ্রেণিকাগ্রাৎ পতিতা অধ ইত্যেব বিদ্মহে ॥ ৪০ ॥

তাস্ত এবাপ্তা ইতি নাপ্তবাক্যপ্রমাণোচ্ছেদরূপং দূষণং তবেতি ভাবঃ। নমু সংসারাসক্তি-রাহিত্যং তেন সংসারনাশশ্চাত্যন্তাসম্ভাব্যেব স্বভাবভূতগুণানাং নাশাসম্ভবাদিতি চেৎ যস্যা গুণৈরয়ং বদ্ধস্তস্যা এবোপাসনয়া সর্ব্বং ভবিষ্যতীত্যাহ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেনেতি। হিত্বেতি বৈরাগ্যমবলম্ব্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৫—৩৬ ॥

বিমৃদ্যোপমৃদ্য নাশয়িত্বেত্যর্থঃ। নান্যঃ পন্থা ইতি। তথাচ শ্রুতিঃ। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে ঽয়নায়েতি ॥ ৩৭ ॥

কোঽন্যোঽস্তীতি। যা সর্ব্বকর্ত্রী সা যদি দয়াং ন করোতি তদা তদিচ্ছামুল্লঙ্ঘ্যান্যঃ কঃ সমর্থোঽস্তি সর্ব্বেষাং তদধীনত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৮—৩৯ ॥

সেবিতেতি যৈরিত্যর্থঃ। নিঃশ্রেণিকাগ্রাদিতি। নিঃশ্রেণিকা সোপানপংক্তিস্তস্যা অগ্রং প্রাপ্য তস্মাদধঃপতিতা ইত্যেব জানীমহ ইত্যর্থঃ। তদুক্তং আসাদ্য জন্ম মনুজেষু চিরা-দ্দুরাপং তত্রাপি পাটবমবাপ্য নিজেন্দ্রিয়াণাম্। নাভ্যর্চ্চয়ন্তি জগতাং জননিত্রি! যে ত্বাং নিঃশ্রেণিকাগ্রমধিরুহ্য পুনঃ পতন্তীতি ॥ ৪০ ॥

গার্হস্থ্য অবলম্বন করিলে নরগণ কোনরূপেই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে সংসারের সারতা চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক সচ্চিদানন্দরূপিণী মহেশানীর আরাধনা করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৫ ॥ এই চরাচার জগৎ তাঁহারই মায়াগুণে আচ্ছন্ন হইয়া মদিরামত্তের ন্যায় অথবা উন্মত্তের ন্যায় নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ৩৬ ॥ মতিমান্ ব্যক্তিরা তাহার আরাধনা দ্বারাই সকল গুণকে পদদলিত করিয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন; হে রাজেন্দ্র! ইহা ভিন্ন মুক্তিলাভের অন্য আর কিছুই পথ নাই ॥ ৩৭ ॥ মহেশানীর আরাধনা করিয়া যে পর্য্যন্ত তাঁহার করুণাকণা লাভ করিতে পারা না যায়, সে পর্য্যন্ত আর সুখ কোথায়? তিনি ভিন্ন অন্য আর কাহার প্রকৃত দয়া দৃষ্ট হয় না; অতএব বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া সেই করুণাময়ীর ভজনা করা উচিত; কারণ, তাহার আরাধনা করিলেই জীবন্মুক্ত হইতে পারা যায় ॥৩৮-৩৯॥ যে ব্যক্তি মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া মহেশ্বরীর সেবা না করিল, সে ব্যক্তি সোপান-

অহঙ্কারাবৃতং বিশ্বং গুণত্রয়সমন্বিতম্।
অসত্যেনাপি সম্বদ্ধং মুচ্যতে কথমন্যথা ॥ ৪১ ॥
হিত্বা সর্ব্বং ততঃ সর্ব্বৈঃ সংসেব্যা ভুবনেশ্বরী ॥ ৪২ ॥

রাজোবাচ।

কিং কৃতং গুরুণা তত্র কাব্যরূপধরেণ চ।
কদা শুক্রঃ সমায়াতস্তন্মে ব্রূহি পিতামহ! ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি যৎ কৃতং গুরুণা তদা।
কৃত্বা কাব্যস্বরূপঞ্চ প্রচ্ছন্নেন মহাত্মনা ॥ ৪৪ ॥
গুরুণা বোধিতা দৈত্যা মত্বা কাব্যং স্বকং গুরুম্।
বিশ্বাসং পরমং কৃত্বা বভূবুস্তন্ময়াস্তদা ॥ ৪৫ ॥
বিদ্যার্থং শরণং প্রাপ্তা ভৃগুং মত্বাতিমোহিতাঃ।
গুরুণা বিপ্রলব্ধাস্তে লোভাৎ কো বা ন মুহ্যতি ॥ ৪৬ ॥

অহঙ্কারাবৃতমিতি। যস্যা মায়াজন্যগুণত্রয়েণ তজ্জন্যাহঙ্কারেণ তজ্জন্যাসত্যাদিদোষেণ সম্বদ্ধং জগদ্ভবতি তস্যা মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণ্যা ভগবত্যা আরাধনেনৈব সর্ব্বং গলিতং নষ্টং ভবিষ্যতীতি সৈব সচ্চিদানন্দরূপিণী ভুবনেশ্বরী সর্ব্বৈরারাধ্যেতি ভাবঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

ইত্থং জনমেজয়স্য ধর্ম্মাত্মনো ধর্ম্মনাশসন্দর্শনক্ষুভিতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণস্য ভগবত্যারাধনাবলম্বেন স্বাস্থ্যমভিধায়াবস্থিতং মুনিং প্রতি তৎস্বাস্থ্যশ্রবণসমুদ্যদানন্দো জনমেজয়ঃ পুনঃ প্রকৃতামেব কথাং পৃচ্ছতি কিং কৃতমিতি। হে পিতামহ শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৩—৪৪ ॥

তন্ময়াস্তৎপরায়ণাঃ ॥ ৪৫ ॥

ভৃগুং ভৃগুপুত্রধিয়েত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রেণীর উপরিভাগ হইতে অধঃপতিত হইল, ইহাই আমি বিবেচনা করি ॥ ৪০ ॥ এই ত্রিগুণসমন্বিত বিশ্ব অহঙ্কারে আবৃত ও অসত্যে সম্বদ্ধ, অতএব সেই সর্ব্বেশ্বরীর আরাধনা ব্যতিরেকে আর কিরূপে মুক্তিলাভ হইতে পারে। রাজন্! সকল বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই ভুবনেশ্বরীর সেবা করাই সকলের একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৪১—৪২ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনে! কাব্যরূপধারী দেবগুরু তখন কি করিয়াছিলেন। শুক্রাচার্য্যই বা কত দিন পরে দৈত্যগণ সমীপে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! কাব্যবেশধারী মহাত্মা বৃহস্পতি প্রচ্ছন্নভাবে তখন কি করিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥৪৪॥ দেবগুরু বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলে দৈত্যগণ তাঁহাকেই আপনাদের গুরু কাব্য ভাবিয়া যথার্থরূপে বিশ্বাস করিয়া তৎপরায়ণ হইয়া

দশবর্ষাত্মকে কালে সংপূর্ণসময়ে তদা।
জয়ন্ত্যা সহ ক্রীড়িত্বা কাব্যো যাজ্যানচিন্তয়ৎ ॥ ৪৭ ॥
আশয়া মম মার্গং তে পশ্যন্তঃ সংস্থিতাঃ কিল।
গত্বা তান্ বৈ প্রপশ্যেঽহং যাজ্যানতিভয়াতুরান্ ॥ ৪৮ ॥
মা দেবেভ্যো ভয়ং তেষাং মদ্ভক্তানাং ভবেদিতি।
সঞ্চিন্ত্য বুদ্ধিমাস্থায় জয়ন্তীং প্রত্যুবাচ হ ॥ ৪৯ ॥
দেবানেবোপসংযান্তি পুত্রা মে চারুলোচনে!।
সময়স্তেঽদ্য সংপূর্ণো জাতোঽয়ং দশবার্ষিকঃ ॥ ৫০ ॥
তস্মাদগচ্ছাম্যহং দেবি! দ্রষ্টুং যাজ্যান্ সুমধ্যমে!।
পুনরেবাগমিষ্যামি তবান্তিকমনুদ্রুতঃ ॥ ৫১ ॥
তথেতি তমুবাচাথ জয়ন্তী ধর্ম্মবিত্তমা।
যথেষ্টং গচ্ছ ধর্ম্মজ্ঞ! ন তে ধর্ম্মং বিলোপয়ে ॥ ৫২ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং কাব্যো জগাম ত্বরিতস্ততঃ।
অপশ্যদ্দানবানাং স পার্শ্বে বাচস্পতিং তদা ॥ ৫৩ ॥

এতৎ পর্য্যন্তং গুরুবৃত্তান্তং বর্ণয়িত্বা কাব্যবৃত্তান্তং বর্ণয়তি দশবর্ষাত্মকে কালে ইতি ॥ ৪৭—৪৯ ॥
উপসংযান্তি শরণং গচ্ছন্তি ॥ ৫০—৫৩ ॥

তাঁহার আজ্ঞাবহ হইল ॥ ৪৫ ॥ বৃহস্পতি-মায়ায় মোহিত ও প্রতারিত দৈত্যগণ বিদ্যা প্রাপ্তির জন্য শুক্রাচার্য্য বোধে তাহার শরণাগত হইল; কারণ, এই সংসারে লোভবশে সকলেই মুগ্ধ হইয়া থাকে ॥৪৬॥ এদিকে যখন দশবর্ষ পরিপূর্ণ হইয়া আসিল, তখন দৈত্যগুরু জয়ন্তীর সহিত ক্রীড়া সমাপন পূর্ব্বক যজমানগণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥ তিনি ভাবিতে লাগিলেন, দৈত্যগণ আমার আগমনপথ নিরীক্ষণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে, আমি যাইয়া সেই ভয়াতুর অসুরগণকে অবলোকন করি ॥ ৪৮ ॥ তাহারা আমার ভক্ত; অতএব দেবগণ হইতে যাহাতে তাহাদের ভয় না হয় তাহা করা উচিত এইরূপ চিন্তা করিয়া জয়ন্তীকে কহিলেন, হে চারুলোচনে! আমার পুত্র সকল দেবগণের শরণ লউক, তোমার দশবর্ষ সময় অদ্য সম্পূর্ণ হইল, অতএব হে সুমধ্যমে! আমি এখন আমার যজমানগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি, পুনর্ব্বার শীঘ্রই তোমার নিকটে আগমন করিব ॥ ৪৯—৫১ ॥ পতিব্রতা জয়ন্তী তথাস্তু বলিয়া তাঁহার গমনে সম্মতি প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি যথেচ্ছ গমন করুন, আমি আপনার ধর্ম্ম বিলোপ করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ৫২ ॥ শুক্রাচার্য্য তাহার বচন শ্রবণ করিয়া সত্বর দানবগণ সমীপে উপস্থিত

ছদ্মরূপধরং সৌম্যং বোধয়ন্তং ছলেন তান্।
জৈনং ধর্ম্মং কৃতং স্বেন যজ্ঞনিন্দাপরং তথা ॥ ৫৪ ॥
ভো দেবরিপবঃ! সত্যং ব্রবীমি ভবতাং হিতম্।
অহিংসা পরমো ধর্ম্মোঽহন্তব্যা হ্যাততায়িনঃ ॥ ৫৫ ॥
দ্বিজৈর্ভোগরতৈর্ব্বেদে দর্শিতং হিংসনং পশোঃ।
জিহ্বাস্বাদপরৈঃ কামমহিংসৈব পরা মতা ॥ ৫৬ ॥
এবং বিধানি বাক্যানি বেদনিন্দাপরাণি চ।
ব্রুবাণং গুরুমাকর্ণ্য বিস্মিতোঽসৌ ভৃগোঃ সুতঃ ॥ ৫৭ ॥
চিন্তয়ামাস মনসা মম দ্বেষ্যো গুরুঃ কিল।
বঞ্চিতাঃ কিল ধূর্ত্তেন যাজ্যা মে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৮ ॥
ধিগ্লোভং পাপবীজং বৈ নরকদ্বারমূর্জ্জিতম্।
গুরুরপ্যনৃতং ব্রূতে প্রেরিতো যেন পাপ্মনা ॥ ৫৯ ॥
প্রমাণং বচনং যস্য সোঽপি পাষণ্ডধারকঃ।
গুরুঃ সুরাণাং সর্ব্বেষাং ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ৬০ ॥

স্বেন বৃহস্পতিনা কৃতং প্রণীতং জৈনং ধর্ম্মং জৈনশাস্ত্রং তান্ দৈত্যাংশ্ছলেন বোধয়ন্ত-মিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

বৃহস্পতিমতমাহ ভো দেবরিপব ইতি। আততায়িনোঽপি অহন্তব্যা ইতি চ্ছেদঃ। ন হন্তব্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, দানবগণের সন্নিধানে ছদ্মরূপধারী সৌম্যাকৃতি বৃহস্পতি বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি নিজপ্রণীত জৈনধর্ম্ম ছলপূর্ব্বক তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছেন এবং হিংসাদিদোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক যজ্ঞের নিন্দা করিতেছেন ॥ ৫৩—৫৪ ॥ তিনি কহিতেছেন, অহে দেববৈরিগণ! আমি তোমাদিগের হিতকর সত্য বাক্যই বলিতেছি। অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, অধিক কি আততায়িগণকেও বধ করা কর্ত্তব্য নয় ॥ ৫৫ ॥ তোমরা নিশ্চয়ই জানিবে, (ভোগনিরত দ্বিজগণ, নিজ নিজ রসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই, বেদে পশু-হিংসা-পথপ্রদর্শন করিয়াছেন,) কিন্তু অহিংসার তুল্য উৎকৃষ্ট পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই ॥ ৫৬ ॥

রাজন্! দেবগুরু বেদের নিন্দা করত এই সকল বাক্য বলিতেছেন শ্রবণ করিয়া ভৃগুপুত্র অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই গুরু নিশ্চয়ই আমার বিদ্বেষী॥ এই ধূর্ত্ত কর্ত্তৃক আমার যজমানগণ বঞ্চিত হইয়াছে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৫৭—৫৮ ॥ পাপের একমাত্র কারণস্বরূপ যে লোভ কর্ত্তৃক প্রেরিত

কিং কিং ন লভতে লোভান্মলিনীকৃতমানসঃ।
অন্যোঽপি গুরুরপ্যেবং জাতঃ পাষণ্ডপণ্ডিতঃ ॥ ৬১ ॥
শৈলূষবেষ্টিতং সর্ব্বং পরিগৃহ্য দ্বিজোত্তমঃ।
বঞ্চয়ত্যতিসংমূঢ়ান্ দৈত্যান্ যাজ্যান্ মমাপ্যসৌ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে দৈত্যবঞ্চনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

বেদোক্তাপি হিংসা ন কর্ত্তব্যেত্যাহ দ্বিজৈরিতি ॥ ৫৬—৬২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

হইয়া এই গুরুও মিথ্যা কহিতেছেন সেই পাপবীজ এবং নরকের দ্বার স্বরূপ লোভকে ধিক্ ॥ ৫৯ ॥ কি আশ্চর্য্য! যিনি সকল সুরগণের গুরু এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক, যাঁহার বচন প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া থাকে, তিনিও আজ পাষণ্ড মত ধারণ করিলেন? অহো! লোভের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! ॥ ৬০ ॥ লোভের বশীভূত হইয়া সুরগুরুও যখন পাষণ্ড পণ্ডিত হইলেন, তবে লোভবশে মলিনমানস মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ কি অকার্য্য না করিবে? ॥ ৬১ ॥ আজ এই সুরগুরু দ্বিজবর হইলেও নটের ন্যায় সমস্তই গ্রহণ করিয়া আমার মূঢ়বুদ্ধি যাজ্য দৈত্যগণকে বঞ্চনা করিতেছেন ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে সুরগুরুর দৈত্যবঞ্চনা নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা তানুবাচ হসন্নিব।
বঞ্চিতা মৎস্বরূপেণ দৈত্যাঃ কিং গুরুণা কিল ॥ ১ ॥
অহং কাব্যো গুরুশ্চায়ং দেবকার্য্যপ্রসাধকঃ।
অনেন বঞ্চিতা যূয়ং মদ্‌যাজ্যা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২ ॥
মা শ্রদ্ধধ্বং বচোঽস্যার্য্যা দাম্ভিকোঽয়ং মদাকৃতিঃ।
অনুগচ্ছত মাং যাজ্যাস্ত্যজতৈনং বৃহস্পতিম্ ॥ ৩ ॥
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য দৃষ্ট্বা তৌ সদৃশৌ পুনঃ।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ কাব্যোঽয়মিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ৪ ॥
স তান্ বীক্ষ্য সুসম্ভ্রান্তান্ গুরুর্ব্বাক্যমুবাচ হ।
গুরুর্ব্বো বঞ্চয়ত্যেব মদ্রূপোঽয়ং বৃহস্পতিঃ ॥ ৫ ॥
প্রাপ্তো বঞ্চয়িতুং যুষ্মান্ দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
মা বিশ্বাসং বচস্যস্য কুরুধ্বং দৈত্যসত্তমাঃ! ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ সপ্তপঞ্চাশদ্ভিঃ পদ্যৈরনন্তরম্।
দৈত্যানাং শুক্রসম্প্রাপ্তির্ব্বঞ্চিতানামিহোচ্যতে।

দৈত্যাধ্যয়নং বৃহস্পতিকর্ত্তৃকং শ্রুত্বা দৈত্যান্ প্রতি শুক্র উবাচেত্যাহ ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসেতি ॥ ১—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! শুক্রাচার্য্য মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া দৈত্যগণকে হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন, দৈত্যগণ! তোমরা মদীয়রূপধারী সুরগুরু বৃহস্পতি কর্ত্তৃক কি জন্য বঞ্চিত হইলে? ॥ ১ ॥ আমি শুক্রাচার্য্য, তোমরা আমার যাজ্য; ইনি দেব-কার্য্যসাধক সুরগুরু বৃহস্পতি, ইনি যে তোমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥২॥ এই দাম্ভিক আমার আকার ধারণ করিয়াছেন, তোমরা ইঁহার বাক্যে কদাচ শ্রদ্ধা করিও না; হে দৈত্যগণ! তোমরা আমার যাজ্য, অতএব আমার অনুবর্ত্তী হও; এই বৃহস্পতিকে পরিত্যাগ কর ॥ ৩ ॥ দৈত্যগণ, তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহাদের উভয়েরই তুল্য আকৃতি দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইল, এবং উপস্থিত ব্যক্তিকেই শুক্রাচার্য্য বলিয়া নিশ্চয় করিল ॥ ৪ ॥ তখন বৃহস্পতি তাহাদিগকে সরল-স্বভাবান্বিত ও মায়াবিমোহিত

প্রাপ্তা বিদ্যা ময়া শম্ভোর্যুষ্মানধ্যাপয়ামি তাম্।
দেবেভ্যো বিজয়ং নূনং করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥
ইতি শ্রুত্বা গুরোর্ব্বাক্যং কাব্যরূপধরস্য তে।
বিশ্বাসং পরমং জগ্মুঃ কাব্যোঽয়মিতি নিশ্চয়াৎ ॥ ৮ ॥
কাব্যেন বহুধা তত্র বোধিতাঃ কিল দানবাঃ।
বুবুধুর্ন গুরোর্ম্মায়ামোহিতাঃ কালপর্য্যয়াৎ ॥ ৯ ॥
এবং তে নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো ভার্গবমব্রুবন্।
অয়ং গুরুর্নো ধর্ম্মাত্মা বুদ্ধিদশ্চ হিতে রতঃ ॥ ১০ ॥
দশবর্ষাণি সততময়ং নঃ শাস্তি ভার্গবঃ।
গচ্ছ ত্বং কুহকো ভাসি নাস্মাকং গুরুরপ্যুত ॥ ১১ ॥
ইত্যুক্ত্বা ভার্গবং মূঢ়া নির্ভৎর্স্য চ পুনঃ পুনঃ।
জগৃহুস্তং গুরুং প্রীত্যা প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ ॥ ১২ ॥

স তানিতি। সুসংভ্রান্তান্মোহিতানস্মদ্রূপেণায়ং বৃহস্পতির্ব্বো যুষ্মান্ বঞ্চয়তি বঞ্চয়িষ্যতী ত্যর্থঃ ॥ ৫—৮ ॥

কাব্যেন বাস্তবিকেন। কালপর্য্যয়াৎ কালবৈপরীত্যেন গুরোর্বৃহস্পতের্ম্মায়য়া মোহিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৯—১১ ॥

অবলোকন করিয়া কহিলেন, ইনিই দেবগুরু বৃহস্পতি, এক্ষণে আমার রূপ ধারণ করিয়া তোমাদিগকে বঞ্চনা করাই ইঁহার অভিপ্রায় ॥ ৫ ॥ ইনি দেব-কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত তোমাদিগকে বঞ্চনা করিতে এই স্থানে আসিয়াছেন, হে অসুরপ্রবরগণ! তোমরা ইঁহার বাক্যে কথনও বিশ্বাস করিও না ॥ ৬ ॥ আমি শম্ভুর নিকট হইতে যে বিদ্যা লাভ করিয়াছি, তোমাদিগকে তাহাই অধ্যয়ন করাইতেছি। আমি, দেবগণের সহিত যুদ্ধে তোমাদিগকে বিজয়ী করিব,সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥ তখন কাব্যরূপধারী গুরুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক দৈত্যগণ "ইনিই কাব্য" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, তদ্বাক্যে সাতিশয় বিশ্বাস সংস্থাপন করিল ॥ ৮ ॥ যাহা হউক, তখন দানব-গুরু শুক্রাচার্য্য যদিও দানবদিগকে বিস্তর বুঝাইয়াছিলেন, তথাপি তাহারা বৃহস্পতির মায়ায় মোহিত হইয়া, বিপরীত কাল-বৈচিত্র্য-নিবন্ধন সে সকল কিছুই বুঝিল না ও তাহাতে কর্ণপাত করিল না ॥ ৯ ॥ তখন তাহারা স্থিরনিশ্চয় হইয়া মহাত্মা শুক্রাচার্য্যকে কহিল, ইনিই আমাদের বুদ্ধিপ্রদ ও হিতনিরত গুরু, ইনিই ধার্ম্মিক-চূড়ামণি ভার্গব, দশবৎসর কাল নিরতই আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন, তুমি আমাদের গুরু নহ, তোমাকে মায়াবী বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি এ স্থান হইতে চলিয়া যাও ॥ ১০—১১ ॥ মূঢ়বুদ্ধি দৈত্যগণ ভার্গবকে এই কথা বলিয়া এবং পুনঃ পুনঃ ভৎর্সনা করিয়া, শুক্ররূপী সুরগুরুকে প্রণাম ও অভিবাদন পূর্ব্বক প্রীতমনে তাঁহাকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিল ॥ ১২ ॥

কাব্যস্তু তন্ময়ান্ দৃষ্ট্বা চুকোপাথ শশাপ চ ।
দৈত্যান্ বিবোধিতান্মত্বা গুরুণা চাতিবঞ্চিতান্ ॥ ১৩ ॥
যস্মান্ময়া বোধিতা বৈ গৃহ্নীযুর্ন চ মে বচঃ ।
তস্মাৎ প্রনষ্টসংজ্ঞা বৈ পরাভবমবাপ্স্যথ ॥ ১৪ ॥
মদবজ্ঞাফলং কামং স্বল্পে কালে হ্যবাপ্স্যথ ।
তদাস্য কপটং সর্ব্বং পরিজ্ঞাতং ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বাসৌ জগামাশু ভার্গবঃ ক্রোধসংযুতঃ ।
বৃহস্পতির্মুদং প্রাপ্য তস্থৌ তত্র সমাহিতঃ ॥ ১৬ ॥
ততঃ শপ্তান্ গুরুর্জ্ঞাত্বা দৈত্যাংস্তান্ ভার্গবেণ হি ।
জগাম তরসা ত্যক্ত্বা স্বরূপং স্বং বিধায় চ ॥ ১৭ ॥
গত্বোবাচ তদা শক্রং কৃতং কার্য্যং ময়া ধ্রুবম্ ।
শপ্তাঃ শুক্রেণ তে দৈত্যা ময়া ত্যক্তাঃ পুনঃ কিল ॥ ১৮ ॥
নিরাধারা কৃতা নূনং যতধ্বং সুরসত্তমাঃ ।
সংগ্রামার্থং মহাভাগাঃ শাপদগ্ধা ময়া কৃতাঃ ॥ ১৯ ॥

তং গুরুং বৃহস্পতিং শুক্রাচার্য্যরূপেণ জগৃহুঃ ॥ ১২—১৬ ॥

এদিকে কাব্য, দৈত্যদিগকে সুরগুরুর একান্ত অনুবর্ত্তী দেখিয়া এবং বৃহস্পতিবাক্যে বিশ্বাস পূর্ব্বক বঞ্চিত হইয়াছে স্থির করিয়া, রোষভরে তাহাদিগকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, যখন আমি বুঝাইয়া দিলেও তোমরা আমার বাক্য গ্রহণ করিলে না, তখন তোমরা সংজ্ঞাহারা হইয়া পরাভব প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৩—১৪ ॥ তোমরা আমার প্রতি যে অবজ্ঞা করিলে, তাহার ফল অল্প কালেই প্রাপ্ত হইবে এবং তখন ঐ সুরগুরুর কপট ভাব সবিশেষ অনুভব করিতে পারিবে ॥ ১৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! এই কথা বলিয়া শুক্রাচার্য্য রোষাবেশে সত্বর চলিয়া গেলেন, বৃহস্পতি হৃষ্ট ও সুস্থিরচিত্ত হইয়া সেই স্থানে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥১৬॥ তদনন্তর, দৈত্যগণ ভার্গবশাপে অভিশপ্ত হইয়াছে জানিয়া, তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজরূপ ধারণ করিয়া সত্বরগমনে শক্র-সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, আমি এক্ষণে নিশ্চিতই কার্য্য সাধন করিয়াছি, কারণ, ভার্গব দৈত্যগণকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, এবং আমিও তাহাদিগকে এ সময়ে পরিত্যাগ করিয়াছি। তাহারা নিরাশ্রয় হইয়াছে, হে মহাভাগ সুরসত্তমগণ! আমি দৈত্যদিগকে শাপদগ্ধ করিয়াছি, তোমরা

ইতি শ্রুত্বা গুরোর্ব্বাক্যং মঘবা মুদমাপ্তবান্‌।
জহৃষুশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে প্রতিপূজ্য বৃহস্পতিম্‌ ॥ ২০ ॥
সংগ্রামায় মতিং চক্রুঃ সংবিচার্য্য মিথঃ পুনঃ।
নির্যযুর্ম্মিলিতাঃ সর্ব্বে দানবাভিমুখাঃ সুরাঃ ॥ ২১ ॥
সুরান্‌ সমুদ্যতান্‌ জ্ঞাত্বা কৃতোদ্‌যোগান্মহাবলান্‌।
অন্তর্হিতং গুরুং চৈব বভূবুশ্চিন্তয়ান্বিতাঃ ॥ ২২ ॥
পরস্পরমথোচুস্তে মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
সম্প্রসাদ্যো মহাত্মা চ যাতোঽসৌ রুষ্টমানসঃ ॥ ২৩ ॥
বঞ্চয়িত্বা গতঃ পাপো গুরুঃ কপটপণ্ডিতঃ।
ভ্রাতৃস্ত্রীলম্পটঃ প্রায়ো মলিনোঽন্তর্ব্বহিঃশুচিঃ ॥ ২৪ ॥
কিং কুর্ম্মঃ ক্ব চ গচ্ছামঃ কথং কাব্যং প্রকোপিতম্‌।
কুর্ব্বীমহি সহায়ার্থং প্রসন্নং হৃষ্টমানসম্‌ ॥ ২৫ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য তে সর্ব্বে মিলিতা ভয়কম্পিতাঃ।
প্রহ্লাদং পুরতঃ কৃত্বা জগ্মুস্তে ভার্গবং পুনঃ ॥ ২৬ ॥
প্রণেমুশ্চরণৌ তস্য মুনের্ম্মৌনভৃতস্তদা।
ভার্গবস্তানুবাচাথ রোষসংরক্তলোচনঃ ॥ ২৭ ॥

ততঃ শপ্তানিতি। ভার্গবেণ শপ্তান্দৈত্যান্‌ জ্ঞাত্বা ক্রুদ্ধোঽয়ং শুক্রো দৈত্যান্‌ শিবাৎ প্রাপ্তান্মন্ত্রান্নোপদেক্ষ্যতীতি কৃতকার্যোঽহমিতি মত্বা জগামেত্যর্থঃ ॥ ১৭—২৩ ॥
অন্তর্ম্মলিনঃ কপটী ॥ ২৪—২৭ ॥

এক্ষণে তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে সচেষ্ট হও ॥ ১৭—১৯ ॥ দেবরাজ দেবগুরুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং সমস্ত সুরগণ সন্তুষ্ট হইয়া বৃহস্পতির অর্চ্চনা পূর্ব্বক নির্জ্জনে পুনর্ব্বার মন্ত্রণা করিয়া সংগ্রামের নিমিত্ত উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সুরগণ মিলিত হইয়া সংগ্রাম জন্য অসুরগণের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন ॥২০—২১॥ মহাবলশালী অমরগণ, উদ্‌যোগ সহকারে সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়া আগমন করিতেছেন এবং গুরুদেব অন্তর্হিত হইয়াছেন জানিয়া, দৈত্যগণ একান্ত চিন্তান্বিত হইল ॥ ২২ ॥ তখন পরস্পর বলিল, অহো! আমরা সেই সুরগুরুর মায়ায় মোহিত হইয়াছি, মহাত্মা শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাকে প্রসন্ন করা আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ২৩ ॥ সেই পাপাশয় ভ্রাতৃ-ভার্য্যা-গামী, অন্তর্ম্মলিন, বহিঃশুচি ও কপট-পণ্ডিত সুরগুরু আমাদিগকে যথার্থই বঞ্চনা করিয়া এক্ষণে অন্তর্হিত হইয়াছেন ॥ ২৪ ॥ আমরা এক্ষণে কি করি? কোথায় যাই? কিরূপে সেই প্রকোপিত কাব্যকে আমাদিগের সাহায্যার্থ

ময়া প্রবোধিতা যূয়ং মোহিতা গুরুমায়য়া।
ন গৃহীতং বচো যোগ্যং তদা যাজ্যা হিতং শুচি ॥ ২৮ ॥
তদাবগণিতশ্চাহং ভবদ্ভিস্তদ্বশঙ্গতৈঃ।
প্রাপ্তং নূনং মদোন্মত্তৈর্ম্মমাবমানজং ফলম্ ॥ ২৯ ॥
তত্র গচ্ছত সদ্ভ্রষ্টা যত্রাসৌ কপটাকৃতিঃ।
বঞ্চকঃ সুরকার্য্যার্থী নাহং তদ্বদ্ধি বঞ্চকঃ ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং ব্রুবন্তং শুক্রং তু বাক্যং সন্দিগ্ধয়া গিরা।
প্রহ্লাদস্তং তদোবাচ গৃহীত্বা চরণৌ ততঃ ॥ ৩১ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

ভার্গবাদ্য সমায়াতান্ যাজ্যানস্মাংস্তথাতুরান্।
ত্যক্তুং নার্হসি সর্ব্বজ্ঞ! ত্বদ্ধিতাংস্তনয়ান্ হি নঃ ॥ ৩২ ॥
গতে ত্বয়ি তু মন্ত্রার্থং শৈলূষেণ দুরাত্মনা।
ত্বদ্বেশমধুরালাপৈর্ব্বয়ং তেন প্রবঞ্চিতাঃ ॥ ৩৩ ॥

হে যাজ্যাঃ ॥ ২৮—৩২ ॥

প্রসন্ন করি? ॥ ২৫ ॥ দৈত্যগণ এইরূপ চিন্তা করত সকলে মিলিত হইয়া ভয়-ব্যাকুলমানসে প্রহ্লাদকে অগ্রে লইয়া ভার্গব-সন্নিধানে গমন করিল ॥ ২৬ ॥ ভার্গব দৈত্যগণকে দর্শন করিয়া মৌনাবলম্বনে অবস্থিত রহিলেন; তাহারা তাঁহার পাদপদ্মে অভিবাদন করিলে শুক্রাচার্য্য ক্রোধে লোহিত-লোচন হইয়া, তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ যখন আমি তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেও তোমরা কপট গুরুর মায়ায় মোহিত হইয়া আমার পবিত্র হিতকর ও জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ কর নাই, প্রত্যুত তোমরা তাহার বশবর্ত্তী এবং মদে উন্মত্ত হইয়া আমায় অবজ্ঞা করিয়াছ, তখন তোমাদিগকে সেই ফল নিশ্চিতই প্রাপ্ত হইতে হইবে। তোমরা এখন কল্যাণ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছ, অর্থাৎ আপনারাই আপনাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছ; এক্ষণে যেখানে সেই কপটরূপী, সুরকার্য্যার্থী বঞ্চক পণ্ডিত আছেন, সেই খানেই গমন কর; জানিও, আমি তাঁহার ন্যায় বঞ্চক নহি ॥ ২৮—৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! শুক্রাচার্য্য এইরূপ সন্দিগ্ধ বাক্য বলিলে, প্রহ্লাদ তৎকালে তাঁহার চরণগ্রহণ পুরঃসর এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে গুরুদেব ভার্গব! আমরা অদ্য কাতরভাবে আপনার নিকটে আগমন করিয়াছি, হে সর্ব্বজ্ঞ! আমরা আপনার যাজ্য, হিতকর তনয়-তুল্য; অতএব, আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না ॥ ৩২ ॥ আপনি মন্ত্রলাভার্থে গমন করিলে,

অজ্ঞানকৃতদোষেণ নৈব কুপ্যতি শান্তিমান্।
সর্ব্বজ্ঞস্ত্বং বিজানাসি চিত্তং নঃ প্রবণং ত্বয়ি ॥ ৩৪ ॥
জ্ঞাত্বা নস্তপসা ভাবং ত্যজ কোপং মহামতে ! ।
ব্রুবন্তি মুনয়ঃ সর্ব্বে ক্ষণকোপা হি সাধবঃ ॥ ৩৫ ॥
জলং স্বভাবতঃ শীতং বহ্ন্যাতপসমাগমাৎ।
ভবত্যুষ্ণং বিয়োগাচ্চ শীতত্বমনুগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥
ক্রোধশ্চাণ্ডালরূপো বৈ ত্যক্তব্যঃ সর্ব্বথা বুধৈঃ।
তস্মাদ্রোষং পরিত্যজ্য প্রসাদং কুরু সুব্রত ! ॥ ৩৭ ॥
যদি ন ত্যজসি ক্রোধং ত্যজস্যস্মান সুদুঃখিতান্।
ত্বয়া ত্যক্তা মহাভাগ ! গমিষ্যামো রসাতলম্ ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

প্রহ্লাদস্য বচঃ শ্রুত্বা ভার্গবো জ্ঞানচক্ষুষা।
বিলোক্য সুমনা ভূত্বা তানুবাচ হসন্নিব ॥ ৩৯ ॥
ন ভেতব্যং ন গন্তব্যং দানবা বা রসাতলম্।
রক্ষয়িষ্যামি বো যজ্যান্মন্ত্রৈরবিতথৈঃ কিল ॥ ৪০ ॥

শৈলূষেণ ত্বদ্বেশধারিণা বৃহস্পতিনা ॥ ৩৩—৪২ ॥

সুযোগ পাইয়া সেই নটরূপী ত্বদ্বেশধারী দুরাত্মা বৃহস্পতি মধুরালাপ দ্বারা আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছে ॥ ৩৩ ॥ আপনাকে অধিক কি বলিব, প্রগাঢ়চিত্ত ব্যক্তিগণ অজ্ঞান-কৃত অপরাধে প্রকুপিত হন না; আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আমাদিগের চিত্ত যে আপনাতেই একান্ত আসক্ত, তাহা আপনি জানেন ॥ ৩৪ ॥ হে মহাবুদ্ধে ! আপনি তপোবলপ্রভাবে আমাদিগের মনোগত ভাব অবগত হইয়া কোপ পরিহার করুন; মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে, সাধুগণের কোপ চিরস্থায়ী নহে ॥ ৩৫ ॥ হে মুনে ! জল স্বভাবতই শীতল, বহ্নিদ্বারা তাপযোগে উহা উষ্ণ হয় বটে, কিন্তু ক্ষণকাল পরে তাপ অবগত হইলেই পুনর্ব্বার শীতল হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥ হে সুব্রত ! ক্রোধ চণ্ডাল তুল্য, অতএব বুধগণ তাহাকে পরি-ত্যাগ করিয়া থাকেন; আপনার নিকটে প্রার্থনা যে, আপনি আমাদিগের প্রতি কোপ পরিহার পূর্ব্বক প্রসন্ন হউন ॥ ৩৭ ॥ যদি আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ না করিয়া এরূপ ঘোর-দুঃখাভিভূত আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, হে মহাভাগ ! তাহা হইলে আপনাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আমরা রসাতলে প্রবেশ করিব ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! কাব্য, প্রহ্লাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্ঞাননেত্রে অবলোকন পূর্ব্বক প্রসন্নচিত্ত হইলেন এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ তোমাদিগকে

হিতং সত্যং ব্রবীম্যদ্য শৃণুধ্বং তত্তু নিশ্চয়ম্।
বচনং মম ধর্ম্মজ্ঞাঃ শ্রুতং যদ্‌ব্রহ্মণঃ পুরা ॥ ৪১ ॥
অবশ্যম্ভাবিনো ভাবাঃ প্রভবন্তি শুভাশুভাঃ।
দৈবং ন চান্যথা কর্ত্তুং ক্ষমঃ কোঽপি ধরাতলে ॥ ৪২ ॥
অদ্য মন্দবলা য়ূয়ং কালযোগাদসংশয়ম্।
দেবৈর্জ্জিতাঃ সকৃচ্চাপি পাতালং প্রতিপৎস্যথ ॥ ৪৩ ॥
প্রাপ্তঃ পর্য্যায়কালো ব ইতি ব্রহ্মাভ্যভাষত।
ভুক্তং রাজ্যং ভবদ্ভিশ্চ পূর্ণং সর্ব্বং সমৃদ্ধিমৎ ॥ ৪৪ ॥
যুগানি দশপূর্ণানি দেবানাক্রম্য মূর্দ্ধনি।
দৈবযোগাচ্চ যুষ্মাভির্ভুক্তং ত্রৈলোক্যমূর্জ্জিতম্ ॥ ৪৫ ॥
সাবর্ণিকে মনৌ রাজ্যং পুনস্তত্তু ভবিষ্যতি।
পৌত্রস্ত্রৈলোক্যবিজয়ী রাজ্যং প্রাপ্স্যতি তে বলিঃ ॥ ৪৬ ॥
যদা বামনরূপেণ হৃতং দেবেন বিষ্ণুনা।
তদৈব চ ভবৎপৌত্রঃ প্রোক্তো দেবেন জিষ্ণুনা ॥ ৪৭ ॥

অদ্যেতি। যদ্যপ্যহং মহাদেবাৎ প্রাপ্তমন্ত্রস্তথাপি ভবতাময়ং পরাজয়কালোঽস্তাতঃ কালযোগাদ্দেবৈর্জ্জিতাঃ সন্তঃ সকৃদেকবারং পাতালং প্রতিপৎস্যথ গমিষ্যথেত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥
তদেব স্পষ্টমাহ প্রাপ্তঃ পর্য্যায়কাল ইতি। ব্যত্যয়কাল ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥
মূর্দ্ধনি দেবানাক্রম্য তেষাং মস্তকে চরণং দত্ত্বেত্যর্থঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥

আর ভয় করিতে, বা রসাতলে প্রবেশ করিতে হইবে না। তোমরা আমার যাজ্য, আমি তোমাদিগকে অমোঘ মন্ত্র-প্রভাবে অবশ্যই রক্ষা করিব ॥ ৪০ ॥ হে ধর্ম্মজ্ঞগণ! ব্রহ্মা পুরাকালে যাহা কহিয়াছিলেন, তদনুযায়ী আমার এই সত্য, হিতকর ও নিশ্চিত বচন শ্রবণ কর ॥৪১॥ যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহা শুভই হউক আর অশুভই হউক অবশ্যই সংঘটিত হইবে। ধরাতলে কেহই দৈবের অন্যথা করিতে পারে না ॥ ৪২ ॥ তোমরা এখন কালযোগে নিশ্চিতই হীনবল হইয়াছ; অতএব, এক্ষণে তোমাদিগকে দেবগণের প্রভাবে পরাভূত হইয়া একবার পাতাল-তলে গমন করিতে হইবে॥ ৪৩॥ ব্রহ্মা বলিলেন যে, যখন তোমাদের ত্রৈলোক্য রাজ্য ভোগ করিবার পর্য্যায়কাল উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তোমরা সমৃদ্ধি-পরিপূর্ণ এই ত্রৈলোক্যের আধিপত্য-সুখ ভোগ করিয়াছ। তোমরা দৈববলে অমরবৃন্দকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের মস্তকে চরণ অর্পণ পুরঃসর পূর্ণ দশযুগ পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে ত্রিলোক সুখসম্ভোগ করিয়াছ ॥৪৪-৪৫॥ জানিও সাবর্ণিক মন্বন্তরে এই রাজ্য পুনর্ব্বার তোমাদের অধিকৃত হইবে। তখন বলিনামে তোমাদের বংশে ত্রৈলোক্যবিজয়ী প্রহ্লাদ-পৌত্র রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া বিশেষ খ্যাতাপন্ন হইবে ॥৪৬॥ বৈকুণ্ঠনাথ হরি যখন বামনরূপে বলির রাজ্য হরণ করিয়াছিলেন, তখন ভগবান্

হৃতং যেন বলে রাজ্যং দেববাঞ্ছার্থসিদ্ধয়ে।
ত্বমিন্দ্রো ভবিতা চাগ্রে স্থিতে সাবর্ণিকে মনৌ ॥ ৪৮ ॥

ভার্গব উবাচ।

ইত্যুক্তো হরিণা পৌত্রস্তব প্রহ্লাদ! সাম্প্রতম্।
অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং গুপ্তশ্চরতি ভীতবৎ ॥ ৪৯ ॥
একদা বাসবেনাসৌ বলির্গর্দ্দভরূপভাক্।
শূন্যে গৃহে স্থিতঃ কামং ভয়ভীতঃ শতক্রতোঃ ॥ ৫০ ॥
পৃষ্টশ্চ বহুধা তেন বাসবেন বলিস্তদা।
কিমর্থং গার্দ্দভং রূপং কৃতবান্ দৈত্যপুঙ্গব! ॥ ৫১ ॥
ভোক্তা ত্বং সর্ব্বলোকস্য দৈত্যানাঞ্চ প্রশাসিতা।
ন লজ্জা খররূপেণ তব রাক্ষসসত্তম!।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দৈত্যরাজো বলিস্তদা ॥ ৫২ ॥
প্রোবাচ বচনং শক্রং কোঽত্র শোকঃ শতক্রতো!।
যথা বিষ্ণুর্ম্মহাতেজা মৎস্যকচ্ছপতাং গতঃ ॥ ৫৩ ॥
তথাহং খররূপেণ সংস্থিতঃ কালযোগতঃ।
যথা ত্বং কমলে লীনঃ সংস্থিতো ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ৫৪ ॥

ইদং বামনরূপেণ হরিণাপি পূর্ব্বমুক্তমস্তীত্যাহ যদেতি। হৃতমিতি রাজ্যমিত্যর্থঃ ॥৪৭-৪৮॥

জনার্দ্দন বিষ্ণু, দৈত্যরাজ বলিকে বলিয়াছিলেন যে, আমি দেবগণের বাঞ্ছিতার্থসিদ্ধির নিমিত্ত ছলে তোমার রাজ্য হরণ করিলাম, আগামী সাবর্ণিক মন্বন্তর-কাল উপস্থিত হইলে, তুমিই ইন্দ্র হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪৭—৪৮ ॥

হে প্রহ্লাদ! ভগবান্ হরির বচনানুসারে তোমার পৌত্র বলি এক্ষণে সর্ব্ব ভূতগণের অদৃশ্য থাকিয়া অত্যন্ত ভীতের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৪৯ ॥ তিনি বাসব-ভয়ে ভীত হইয়া গর্দ্দভরূপ ধারণ পূর্ব্বক শূন্যগৃহে অবস্থিত আছেন। এমন সময়ে একদিন দেবরাজ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া নানাপ্রকারে তাঁহাকে রাসভদেহ ধারণের কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৫০—৫১॥ হে দৈত্যবর! তুমি সতত সর্ব্বলোক-সুখ-ভোগ করিতেছ, তুমি দৈত্যগণের শাসন-কর্ত্তা, হে দৈত্যসত্তম! সর্ব্বলোকের উপর তোমার অচল আধিপত্য, অতএব গর্দ্দভরূপ ধারণে তোমার লজ্জার আবির্ভাব হইতেছে না কেন? দৈত্যরাজ বলি তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন ॥ ৫২ ॥ হে শক্র! এ বিষয়ে শোক বা দুঃখ কি আছে? যখন মহাতেজা বিষ্ণুও মৎস্য কচ্ছপের রূপ ধারণ করিয়াছেন, তখন আমি যে কালবশে খরাকার ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছি, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আপনি ব্রহ্মহত্যার

পীড়িতশ্চ তথা হৃদ্য স্থিতোঽহং খররূপধৃক্ ।
দৈবাধীনস্ত কিং দুঃখং কিং সুখং পাকশাসন ! ।
কালং করোতি বৈ নূনং যদিচ্ছতি যথা তথা ॥ ৫৫ ॥

ভার্গব উবাচ ।

ইতি তৌ বলিদেবেশৌ কৃত্বা সংবিদমুত্তমাম্ ।
প্রবোধং প্রাপতুঃ কামং যথাস্থানঞ্চ জগ্মতুঃ ॥ ৫৬ ॥
ইত্যেতত্তে সমাখ্যাতা ময়া দৈববলিষ্ঠতা ।
দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
চতুর্থস্কন্ধে দৈত্যানাং শুক্রসম্প্রাপ্তিকথনং নাম
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পৌত্রস্তবেতি । বলিরিত্যর্থঃ । ইতি বামনবাক্যং তব পৌত্রো বলিঃ শ্রুত্বা ভীতবৎ সর্ব্ব-
ভূতানামদৃশ্যঃ সন্ গুপ্তশ্চরতীত্যর্থঃ ॥ ৪৯—৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পর যেরূপ মানসসরোবরে সরোজমধ্যে সংলীন হইয়া অবস্থিত ছিলেন, সেইরূপ আমিও অদ্য কাতর হইয়া গর্দ্দভরূপ ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছি। পাকশাসন ! দৈবাধীন ব্যক্তির দুঃখই বা কি এবং সুখই বা কি ? তাহার পক্ষে সকলই সমান ; কারণ, কাল যখন যেরূপ ইচ্ছা করে তখন তাহার প্রতি নিশ্চিতই সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে ॥ ৫৩—৫৫॥

ভার্গব বলিলেন, প্রহ্লাদ ! বলিও দেবরাজ পরস্পরে এইরূপ সংলাপ করিয়া উভয়ে প্রবোধ প্রাপ্ত হইলেন এবং উভয়ে যথেচ্ছ স্থানে গমন করিলেন ॥ ৫৬ ॥ অসুরসত্তম ! আমি দৈবের বলবত্তাবিষয়ক এই আখ্যানটী তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। তুমি জানিও সুর, অসুর ও নর সহিত এই নিখিল জগৎ দৈবেরই অধীন হইয়া রহিয়াছে ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে দৈত্যগণের শুক্রাচার্য্য
প্রাপ্তি নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা ভার্গবস্য মহাত্মনঃ।
প্রহ্লাদস্তু সুসংহৃষ্টো বভূব নৃপনন্দন!॥ ১ ॥
জ্ঞাত্বা দৈবং বলিষ্ঠঞ্চ প্রহ্লাদস্তানুবাচ হ।
কৃতেঽপি যুদ্ধে ন জয়ো ভবিষ্যতি কদাচন ॥ ২ ॥
তদা তে জয়িনঃ প্রোচুর্দ্দানবা মদগর্ব্বিতাঃ।
সংগ্রামস্তু প্রকর্ত্তব্যো দৈবং কিং ন বিদামহে ॥ ৩ ॥
নিরুদ্যমানাং দৈবং হি প্রধানমসুরাধিপ!।
কেন দৃষ্টং ক বা দৃষ্টং কীদৃশং কেন নির্ম্মিতম্ ॥ ৪ ॥
তস্মাদ্‌যুদ্ধং করিষ্যামো বলমাস্থায় সাম্প্রতম্।
ভবাগ্রে দৈত্যবর্য্য! ত্বং সর্ব্বজ্ঞোঽসি মহামতে!॥ ৫ ॥
ইত্যুক্তস্তৈস্তদা রাজন্! প্রহ্লাদঃ প্রবলারিহা।
সেনানীশ্চ তদা ভূত্বা দেবান্ যুদ্ধে সমাহ্বয়ৎ ॥ ৬ ॥

অৰ্দ্ধশ্লোকাধিকৈরেকসপ্ততিশ্লোকবর্য্যকৈঃ।
দেবদানবয়োর্যুদ্ধশান্তির্দ্দেব্যা কৃতোচ্যতে॥

যুদ্ধে যুষ্মাভিঃ কৃতেঽপি জয়ো ন ভবিষ্যতি কিন্তু পরাজয় এবেতি ভার্গববাক্যং শ্রুত্বা প্রহ্লাদো দৈত্যানুবাচেত্যাহ ইতি তস্যেতি ॥ ১—২ ॥
দৈবং কিমিতি। অনুকূলং প্রতিকূলং বেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, হে মহারাজ জনমেজয়! প্রহ্লাদ মহাত্মা ভার্গবের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন ॥ ১ ॥ তখন তিনি দৈবকে বলবান্ জানিয়া দৈত্যগণকে কহিলেন, ওহে দৈত্যগণ! সুরগণের সহিত সংগ্রাম করিলেও কদাচই আমাদের জয়লাভ হইবে না ॥ ২ ॥ তখন বিজয়ী মদগর্ব্বিত দানবগণ প্রহ্লাদকে কহিল, সংগ্রাম আমাদের একান্তই কর্ত্তব্য, দৈব কাহাকে বলে আমরা তাহা জানি না। হে অসুরেন্দ্র! যাহারা উদ্‌যোগবিহীন—অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য, দৈব তাহাদেরই প্রধান আশ্রয়; দৈব কি প্রকার, ইহাকে কে নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং কে বা তাহা কোথায় দর্শন করিয়াছে? যাহা হউক আমরা এক্ষণে বল অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। দৈত্যপ্রবর! আপনি অতিশয় বুদ্ধিশালী ও সর্ব্বজ্ঞ; এক্ষণে আমাদের প্রধান নায়ক হইয়া যুদ্ধ কার্য্য সম্পাদন করুন ॥৩—৫॥

তেঽপি তত্রাসুরান্ দৃষ্ট্বা সংগ্রামে সমুপস্থিতান্।
সর্ব্বে সংভৃতসম্ভারা দেবাস্তান্ সমযোধয়ন্ ॥ ৭ ॥
সংগ্রামস্তু তদা ঘোরঃ শক্রপ্রহ্লাদয়োর্ভবৎ।
পূর্ণং বর্ষশতং তত্র মুনীনাং বিস্ময়াবহঃ ॥ ৮ ॥
বর্ত্তমানে মহাযুদ্ধে শুক্রেণ প্রতিপালিতাঃ।
জয়মাপুস্তদা দৈত্যাঃ প্রহ্লাদপ্রমুখা নৃপ! ॥ ৯ ॥
তদৈবেন্দ্রো গুরোর্ব্বাক্যাৎ সর্ব্বদুঃখবিনাশিনীম্।
সস্মার মনসা দেবীং মুক্তিদাং পরমাং শিবাম্ ॥ ১০ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

জয় দেবি মহামায়ে শূলধারিণি চাম্বিকে।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মখড়্গহস্তেঽভয়প্রদে ॥ ১১ ॥
নমস্তে ভুবনেশানি শক্তিদর্শননায়িকে।
দশতত্ত্বাত্মিকে মাতর্মহাবিদ্যাস্বরূপিণি ॥ ১২ ॥

যত্ত্বয়োক্তং দৈবং প্রতিকূলং বর্ত্ততে জয়ো ন ভবিষ্যতীতি তদেতদ্ব্যসণং নিরুদ্যমানাং পৌরুষহীনানাং ভবতি পরাক্রমবতিস্তু পৌরুষমেব প্রধানতয়া মন্তব্যমদৃষ্টং তু ক বা বর্ত্ততে কিং দৃষ্টং বর্ত্ততে কেন বা নির্ম্মিতমিতি কেন দৃষ্টং নৈবাদৃষ্টমস্তীতি ভাবঃ ॥ ৪—৭ ॥

ভবৎ অভবদিত্যর্থঃ। আগমশাস্ত্রস্থানিত্যত্বাদড়াগমাভাবঃ ॥ ৮—১১ ॥

শক্তিদর্শননায়িকে ইতি। শৈবশাক্তসৌরগাণেশবৈষ্ণবনাস্তিকমতপ্রতিপাদকানি ষড় দর্শনানি সন্তি। তত্র শক্তিদর্শনস্য নায়িকা তন্মতস্য মুখ্যত্বেন প্রতিপাদ্যা শ্রীভুবনেশ্বরী দেবতা-

---

রাজন্! দৈত্যগণ এইরূপ কহিলে, প্রবল-বৈরি-বিনাশন প্রহ্লাদ দৈত্যকুলের সেনানী হইয়া দেবগণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন ॥ ৬ ॥ সুরগণ অসুরগণকে যুদ্ধে উপস্থিত দেখিয়া সকলে অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সুসজ্জিত হইয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৭॥ তখন প্রহ্লাদ ও পুরন্দরের পূর্ণ শতবর্ষব্যাপী ভীষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল, এই ভীষণ সংগ্রাম দর্শনে মুনিগণেরও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল ॥ ৮ ॥ হে রাজন্! উপস্থিত সেই নিদারুণ সংগ্রামে শুক্রাচার্য্যের অনুগত প্রহ্লাদপ্রমুখ দৈত্যগণের জয়লাভ হইল ॥ ৯ ॥ তখন ইন্দ্র সুরগুরুর বাক্যানুসারে সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী, মুক্তিপ্রদা পরাৎপরা কল্যাণদায়িনী ভুবনেশ্বরীকে মনে মনে স্মরণ করিয়া স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১০ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, হে মহামায়ে দেবি! হে শূলধারিণি অম্বিকে! আপনি নিখিল বিশ্বের অভয়প্রদান জন্য শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও কৃপাণ ধারণ করিয়া থাকেন। হে ভুবনেশানি! আপনাকে নমস্কার; আপনি শক্তির প্রাধান্য-প্রতিপাদক দর্শন-শাস্ত্রসকলের নায়িকা এবং শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবাদি মতে নানাবিধ তত্ত্বের ভিন্নতা থাকিলেও আপনি

মহাকুণ্ডলিনীরূপে সচ্চিদানন্দরূপিণি।
প্রাণাগ্নিহোত্রবিদ্যে তে নমো দীপশিখাত্মিকে ॥ ১৩ ॥
পঞ্চকোষান্তরগতে পুচ্ছব্রহ্মস্বরূপিণি।
আনন্দকলিকে মাতঃ! সর্ব্বোপনিষদর্চ্চিতে ॥ ১৪ ॥
মাতঃ! প্রসাদসুমুখি! ভব হীনসত্ত্বান্
ত্রায়স্ব নো জননি! দৈত্যপরাজিতান্ বৈ।
ত্বং দেবি! নঃ শরণদা ভুবনে প্রমাণা
শক্তাসি দুঃখশমনেঽখিলবীর্য্যযুক্তে! ॥ ১৫ ॥

ষ্টীতি তদেতৎ ষড়্দর্শনপূজায়াং স্পষ্টং তদভিপ্রায়েণোচ্যতে শক্তিদর্শননাম্নিকে ইতি। দশতত্ত্বাত্মিকে মাতরিতি শৈবশাক্তসৌরবৈষ্ণবতন্ত্রপুরাদিমতভেদেন তত্ত্বান্যনেকানি সন্তি। তত্র শক্তিদর্শনমতে শ্রীভুবনেশ্বর্য্যা দশ তত্ত্বানি সন্তি। কচিন্নব তত্ত্বান্যপি। তদুক্তং শারদায়াম্। নিবৃত্ত্যাদ্যাঃ কলাঃ পঞ্চ ততো বিন্দুঃ কলা পুনঃ। নাদঃ শক্তিঃ সদা পূর্ব্বঃ শিবশ্চ প্রকৃতের্ব্বিভুরিতি। তত্ত্বশব্দেন সর্ব্বপ্রপঞ্চস্য যত্রান্তর্ভাবস্তত্তত্ত্বমুচ্যতে। তথাচ তদভিপ্রায়েণোচ্যতে দশ তত্ত্বাত্মিকে মাতরিতি মহাবিন্দুস্বরূপিণি সিতশোণবিন্দুযুগলমিশ্রণাজ্জায়মানো মিশ্রবিন্দুর্মহাবিন্দুরিতি কামকলারহস্যে স্পষ্টম্। তদ্ব্যাখ্যায়াং চাস্মাভির্ব্বিশদীকৃতং তদ্প্রায়েণোচ্যতে মহাবিন্দুস্বরূপিণীতি। সাম্যাবস্থমায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মমহাবিন্দুস্তৎস্বরূপিণী ॥ ১২ ॥

প্রাণাগ্নিহোত্রবিদ্যে ত ইতি। প্রাণাগ্নিহোত্রপ্রপঞ্চযাগাখ্যৌ যৌ যাগৌ তয়োর্দ্বয়োরপি দেবতা ভুবনেশ্বরী। তদেতত্তন্ত্রেষু স্পষ্টং তদভিপ্রায়েণোচ্যতে প্রাণাগ্নিহোত্রবিদ্য ইতি। তদ্দেবতে ইত্যর্থঃ। নমো দীপশিখাত্মিকে ইতি। দীপশিখা বহ্নিশিখা তদাত্মিকে ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। তস্য মধ্যে বহ্নিশিখা অণীয়োর্দ্ধা ব্যবস্থিতা। নীলতোয়দমধ্যস্থা বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরেতি ॥ ১৩ ॥

পুচ্ছব্রহ্মস্বরূপিণীতি। ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি বাক্যোক্তানন্দময়কোশপুচ্ছভূতব্রহ্মরূপিণীত্যর্থঃ। সর্ব্বোপনিষদর্চিতে ইতি। সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণীতি শ্রুতেঃ॥১৪॥

হীনসত্ত্বান্ হীনপরাক্রমান্ ॥ ১৫ ॥

দশতত্ত্বাত্মিকা; হে মাতঃ! আপনিই মহাবিদ্যাস্বরূপিণী, আমি আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১২ ॥ হে মাতঃ! আপনি আধারপদ্মস্থিতা মহাকুণ্ডলিনী; আপনিই সচ্চিদানন্দস্বরূপিণী; আপনি প্রাণ ও অগ্নিহোত্র-যাগ-স্বরূপিণী, অর্থাৎ আপনিই উক্ত যাগদ্বয়ের অধিদেবতা; জলদোদয়ে যেরূপ বিদ্যুৎ প্রকাশ পায়, তাহার ন্যায় আপনি হৃদয়াকাশে সর্ব্বদাই বহ্নিশিখার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন; মাতঃ! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১৩ ॥ জননি! আপনিই অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোষে অবস্থিত রহিয়াছেন; আপনি আনন্দময় কোষে ব্রহ্মস্বরূপিণী; মাতঃ আপনি আনন্দকলিকা এবং পরাব্রহ্মবিদ্যারূপ-উপনিষৎ সকলের পরিপূজিতা; জননি! আপনাকে নমস্কার করি॥১৪॥ মাতঃ! আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমরা দৈত্যগণের নিকটে পরাজিত ও হীনতেজ হইয়াছি, আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। হে সর্ব্বশক্তিসম্পন্নে দেবি!

ধ্যায়ন্তি যেঽপি সুখিনো নিতরাং ভবন্তি
দুঃখান্বিতাবিগতশোকভয়াস্তথান্যে।
মোক্ষার্থিনো বিগতমানবিমুক্তসঙ্গাঃ
সংসারবারিধিজলং প্রতরন্তি সন্তঃ ॥ ১৬ ॥
ত্বং দেবি! বিশ্বজননি! প্রথিতপ্রভাবা
সংরক্ষণার্থমুদিতার্ত্তিহরপ্রতাপা।
সংহর্ত্তুমেতদখিলং কিল কালরূপা
কো বেত্তি তেঽস্য চরিতং ননু মন্দবুদ্ধিঃ ॥ ১৭ ॥
ব্রহ্মা হরশ্চ হরিদশ্বরথো হরিশ্চ
নাহং যমোঽথ বরুণোঽগ্নিসমীরণৌ চ।
জ্ঞাতুং ক্ষমা ন মুনয়োঽপি মহানুভাবা
যস্যাঃ প্রভাবমতুলং নিগমাগমাশ্চ ॥ ১৮ ॥

দুঃখান্বিতেতি। অন্যে যে ন ধ্যায়ন্তি তে দুঃখান্বিতাশ্চ তে অবিগতশোকভয়াশ্চেতি কর্ম্ম-ধারয়ঃ। তথা ভবন্তি মোক্ষার্থিনো যে ধ্যায়ন্তীত্যনুষঙ্গঃ ॥ ১৬ ॥

ত্বং দেবি বিশ্বেতি। আর্ত্তিহরঃ প্রতাপো যস্যাঃ। সত্ত্বগুণং বিনা রক্ষণাভাবস্তমোগুণং বিনা সংহারাভাবো মাতুস্তু পুত্রবিষয়ে সত্ত্বগুণ এবাস্তি তব তু জগজ্জনন্যা জগতো রক্ষণা-মারণাচ্চোভয়গুণবত্ত্বমস্তীতি তবৈতাদৃশবিলক্ষণচরিতং কো বেদ ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

মাভূন্মচ্চরিতং মন্দবুদ্ধীনাং বিষয়ঃ সুবুদ্ধীনাং তু বিষয়ঃ স্যাদিতিচেত্তত্রাহ ব্রহ্মা হরশ্চেতি। এতে মহান্তোঽপি ন জানন্তি তদেতদপেক্ষয়াধিকবুদ্ধিমন্তঃ কে সন্তি। তস্মাদেতদ্বিষয়ে সর্ব্ব এব মন্দবুদ্ধয় ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ যতো বাচো নিবর্ত্তন্ত ইতি ॥ ১৮ ॥

কেবল আপনিই এই ভুবনে আশ্রয়দায়িনী হইয়া আমাদিগের দুঃখ প্রশমনে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥ দেবি! যাঁহারা সতত আপনার ধ্যান করেন, তাঁহারাই প্রকৃত সুখী; আর যাঁহারা আপনার ধ্যান না করেন তাঁহাদের শোক ও ভয় বিদূরিত হয় না, সুতরাং তাঁহারা কেবল দুঃখভোগ করিয়া থাকেন। মোক্ষার্থী যে সকল ব্যক্তি নিয়ত আপনার ধ্যান ধারণা করেন, সেই সজ্জনগণ অভিমান-বিরহিত ও নিঃসঙ্গ হইয়া যে সংসার-বারিধির অপার পার সন্দর্শন করেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥ হে বিশ্ব-জননি দেবি! বিশ্ব রক্ষণের নিমিত্ত আপনার প্রভাব বিখ্যাত রহিয়াছে; বলিতে কি, আপনার প্রভাবে বিপন্নের পীড়া প্রশমিত হয়; আপনি এই অখিল সংসার-সংহার নিমিত্ত কাল-রূপিণী হইয়া রহিয়াছেন, হে অম্ব! মন্দমতি জনগণের মধ্যে কে আপনার আচরিত অবগত হইতে পারে? ॥ ১৭ ॥ দিবাকর, আমি, যম, বরুণ, হুতাশন, সমীরণ, মহানুভব মুনিগণ, আগম, নিগম, অধিক কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও আপনার অতুল প্রভাব অবগত হইতে সমর্থ নহে। মাতঃ! আমি আপনার চরণে নমস্কার করি ॥ ১৮ ॥ উমে! যাঁহারা আপনার প্রতি

ধন্যাস্ত এব তব ভক্তিপরা মহান্তঃ
সংসারদুঃখরহিতাঃ সুখসিন্ধুমগ্নাঃ।
যে ভক্তিভাবরহিতা ন কদাপি দুঃখা-
ম্ভোধিং জনিক্ষয়তরঙ্গমুমে! তরন্তি ॥ ১৯ ॥
যে বীজ্যমানাঃ সিতচামরৈশ্চ
ক্রীড়ন্তি ধন্যাঃ শিবিকাধিরূঢ়াঃ।
তৈঃ পূজিতা ত্বং কিল পূর্ব্বদেহে
নানোপহারৈরিতি চিন্তয়ামি ॥ ২০ ॥
যে পূজ্যমানা বরবারণস্থা
বিলাসিনীবৃন্দবিলাসযুক্তাঃ।
সামন্তকৈশ্চোপনতৈর্ব্রজন্তি
মন্যে হি তৈস্ত্বং কিল পূজিতাসি ॥ ২১ ॥
ব্যাস উবাচ।
এবং স্তুতা মঘবতা দেবী বিশ্বেশ্বরী তদা।
প্রাদুর্ব্বভূব তরসা সিংহারূঢ়া চতুর্ভুজা ॥ ২২ ॥

ধন্যা ইতি। যে ভক্তিরহিতাস্তে জনিক্ষয়তরঙ্গবন্তং দুঃখাম্ভোধিং হে উমে ন কদাপি তরন্তি ॥ ১৯—২৮ ॥

ভক্তিপরায়ণ, তাঁহারাই ধন্য, এবং তাঁহারাই মহান্, তাঁহারা সংসারদুঃখ বিরহিত হইয়া সতত সুখসমুদ্রে মগ্ন হইয়া থাকেন। আর যাহারা আপনার প্রতি ভক্তিবিহীন, তাহারা জন্মমৃত্যুস্বরূপ তরঙ্গসমন্বিত দুঃখসমুদ্র পার হইতে কদাচই সমর্থ হয় না ॥ ১৯ ॥ হে দেবি! যাঁহারা সতত শ্বেতচামর দ্বারা বীজ্যমান হইয়া থাকেন এবং যাঁহারা শিবিকারোহণে গমনাগমন করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মে নানাবিধ উপহারে আপনার পূজা করিয়াছিলেন, সুতরাং এ জন্মে তদনুরূপ ফল পাইয়াছেন ইহা আমি বিবেচনা করিয়া থাকি ॥ ২০ ॥ যাঁহারা মানবমণ্ডলে নিয়তই পূজ্য, যাঁহারা বরবারণারোহণে গমন করিয়া থাকেন, যাঁহারা বিলাসিনীগণের বিলাস-রসে নিমগ্ন হইয়া আনন্দ অনুভব করেন, যাঁহারা অধীনস্থ সামন্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিয়া থাকেন, হে দেবি! আমি বিবেচনা করিয়া থাকি যে, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে আপনার পূজা করিয়াছিলেন, তৎফলে ঐ সকল সুখসম্পত্তি লাভের অধিকারী হইয়াছেন ॥ ২১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দেবরাজ এইরূপে স্তব করিতেছেন এরূপ সময়ে দেবী সিংহারোহণে সত্বর প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহার ভুজচতুষ্টয় শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্মে সুশোভিত,

শঙ্খচক্রগদাপদ্মান্ বিভ্রতী চারুলোচনা।
রক্তাম্বরধরা দেবী দিব্যমাল্যবিভূষণা ॥ ২৩ ॥
তানুবাচ সুরান্ দেবী প্রসন্নবদনা গিরা।
ভয়ং ত্যজন্তু ভো দেবাঃ! শং বিধাস্যে কিলাধুনা ॥ ২৪ ॥
ইত্যুক্ত্বা সা তদা দেবী সিংহারূঢ়াতিসুন্দরী।
জগাম তরসা তত্র যত্র দৈত্যা মদান্বিতাঃ ॥ ২৫ ॥
প্রহ্লাদপ্রমুখাঃ সর্ব্বে দৃষ্ট্বা দেবীং পুরঃস্থিতাম্।
ঊচুঃ পরস্পরং ভীতাঃ কিংকর্ত্তব্যমিতস্তদা ॥ ২৬ ॥
দেবানাং রক্ষণার্থায় সম্প্রাপ্তা চণ্ডিকা কিল।
মহিষান্তকরী নূনং চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী ॥ ২৭ ॥
নিহনিষ্যতি নঃ সর্ব্বানম্বিকা নাত্র সংশয়ঃ।
বক্রদৃষ্ট্যা যয়া পূর্ব্বং নিহতৌ মধুকৈটভৌ ॥ ২৮ ॥
এবং চিন্তাতুরান্ বীক্ষ্য প্রহ্লাদস্তানুবাচ হ।
যোদ্ধব্যং নাথ গন্তব্যং পলায্য দানবোত্তমাঃ! ॥ ২৯ ॥
নমুচিস্তানুবাচাথ পলায়নপরানিহ।
হনিষ্যতি জগন্মাতা রুষিতা কিল হেতিভিঃ ॥ ৩০ ॥

ন যোদ্ধব্যং কিন্তু পলায্য গন্তব্যমিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

তদীয় লোচনত্রয় অতি মনোহর, তাঁহার পরিধান রক্তাম্বর এবং গলদেশ দিব্য মালায় বিভূষিত ॥ ২৩ ॥ দেবী প্রসন্নবদনে সুরগণকে কহিলেন, দেবগণ! তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর, এক্ষণে আমি তোমাদিগের মঙ্গল বিধান করিব ॥ ২৪ ॥ সেই দিব্য সুন্দরী সিংহারূঢ়া দেবী সুরগণকে উক্ত বাক্য বলিয়া যেখানে মদমত্ত অসুরগণ অবস্থিত করিতেছিল, সেই স্থানে গমন করিলেন ॥২৫॥ তখন প্রহ্লাদাদি অসুরগণ, দেবীকে পুরস্থিত অবলোকন করিয়া ভয়ভীত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল,এখন কি করা কর্ত্তব্য? এই চণ্ডিকা দেবগণের রক্ষণের নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছেন; ইনি মহিষাসুর ও চণ্ডমুণ্ডকে বিনাশ করিয়াছেন, ইনিই বক্র দৃষ্টি দ্বারা পূর্ব্বে মধুকৈটভকে সংহার করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই অম্বিকা আমাদিগের সকলকেই বিনাশ করিবেন, সন্দেহ নাই ॥ ২৬—২৮ ॥ প্রহ্লাদ দানবগণকে এইরূপ চিন্তাতুর অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে দানবগণ! এখন যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন করাই কর্ত্তব্য। তখন নমুচিনামক দৈত্য, পলায়নপর দানবদিগকে কহিল, তোমরা পলায়ন করিলে এই জগন্মাতা এখনি করধৃত অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা তোমাদিগকে বিনাশ করি-

তথা কুরু মহাভাগ ! যথা দুঃখং ন জায়তে।
ব্রজাম্যদ্যৈব পাতালং তাং স্তুত্বা তদনুজ্ঞয়া ॥ ৩১ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

স্তৌমি দেবীং মহামায়াং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীম্।
সর্ব্বেষাং জননীং শক্তিং ভক্তানামভয়ঙ্করীম্ ॥ ৩২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বিষ্ণুভক্তস্তু প্রহ্লাদঃ পরমার্থবিৎ।
তুষ্টাব জগতাং ধাত্রীং কৃতাঞ্জলিপুটস্তদা ॥ ৩৩ ॥
মালাসর্পবদাভাতি যস্যাং সর্ব্বং চরাচরম্।
সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপায়ৈ তস্যৈ হ্রীংমূর্ত্তয়ে নমঃ ॥ ৩৪ ॥
ত্বত্তঃ সর্ব্বমিদং বিশ্বং স্থাবরং জঙ্গমং তথা।
অন্যে নিমিত্তমাত্রাস্তে কর্ত্তারস্তব নির্ম্মিতাঃ ॥ ৩৫ ॥
নমো দেবি ! মহামায়ে ! সর্ব্বেষাং জননী স্মৃতা।
কো ভেদস্তব দেবেষু দৈত্যেষু স্বকৃতেষু চ ॥ ৩৬ ॥

দৈত্যান্ প্রত্যুক্ত্বা প্রহ্লাদং প্রত্যাহ মহাভাগেতি ॥ ৩১—৩৩ ॥
মালাসর্পবদিতি। মালায়াং যথা সর্পভ্রমস্তদ্বচ্চরাচরং যস্যাং ভাতি তস্যৈ সর্ব্বাধিষ্ঠানব্রহ্ম-রূপায়ৈ হ্রীঙ্কারমূর্ত্তয়ে শ্রীভুবনেশ্বর্য্যৈ নমোঽস্ত্বিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥
অন্যে ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

বেন ॥ ২৯—৩০ ॥ যাহা হউক, যাহাতে উভয়পক্ষ রক্ষা হয় তাহাই করা আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা ভুবনেশ্বরীকে স্তুতি করিয়া তদীয় অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক অদ্যই পাতালতলে গমন করিব স্থির করিয়াছি ॥ ৩১ ॥ তখন প্রহ্লাদ কহিলেন, আমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী, সর্ব্বজননী, ভক্তগণের অভয়দায়িনী মহামায়ার স্তব করিতেছি ॥ ৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, এই বলিয়া পরমার্থতত্ত্ববিৎ বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ কৃতাঞ্জলিপুটে দেবী জগদ্ধাত্রীর স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ মালা দর্শনে যেরূপ সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, তাহার ন্যায় যাঁহার আশ্রয়ে এই চরাচর শোভা পাইতেছে, যিনি এই অখিলের অধিষ্ঠানরূপা, সেই হ্রীংকারবীজমূর্ত্তি ভুবনেশ্বরীকে আমি নমস্কার করি ॥৩৪॥ হে দেবি ! আপনা হইতেই স্থাবর জঙ্গমাদি এই অখিল বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি নিমিত্ত কর্ত্তা মাত্র, বাস্তবিক, আপনি সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সৃষ্ট করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥ হে মহামায়ে ! আমি আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সকলের জননী, যখন সুর ও অসুরগণ সকলই আপনার সৃষ্ট, তখন আর আপনার দৃষ্টিতে দেবতা ও দৈত্যগণের বিভিন্নতা

মাতুঃ পুত্রেষু কো ভেদোঽপ্যশুভেষু শুভেষু চ।
তথৈব দেবেষস্মাসু ন কর্ত্তব্যস্ত্বয়াধুনা ॥ ৩৭ ॥
যাদৃশাস্তাদৃশা মাতঃ! সুতাস্তে দানবাঃ কিল।
যতস্ত্বং বিশ্বজননী পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩৮ ॥
তেঽপি স্বার্থপরা নূনং তথৈব বয়মপ্যুত।
নান্তরং দৈত্যসুরয়োর্ভ্বেদোঽয়ং মোহসম্ভবঃ ॥ ৩৯ ॥
ধনদারাদিভোগেষু বয়ং সক্তা দিবানিশম্।
তথৈব দেবা দেবেশি! কো ভেদোঽসুরদেবয়োঃ ॥ ৪০ ॥
তেঽপি কশ্যপদায়াদা বয়ং তৎসম্ভবাঃ কিল।
কুতো বিরোধসম্ভূতির্জ্জাতা মাতস্তবাধুনা ॥ ৪১ ॥
ন তথা বিহিতং মাতস্ত্বয়ি সর্ব্বসমুদ্ভবে!।
সাম্যতৈব ত্বয়া স্থাপ্যা দেবেষস্মাসু চৈব হি ॥ ৪২ ॥
গুণব্যতিকরাৎ সর্ব্বে সমুৎপন্নাঃ সুরাসুরাঃ।
গুণান্বিতা ভবেয়ুস্তে কথং দেহভৃতোঽমরাঃ ॥ ৪৩ ॥

সর্ব্বেষামিতি। দেবাদীনাং দৈত্যাদীনাং চেত্যর্থঃ। তদা স্বেন কৃতেষু দেবেষু দৈত্যেষু কো ভেদঃ। ভেদো নাপেক্ষিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৪১ ॥

ন তথেতি। হে সর্ব্বসমুদ্ভবে সর্ব্বকারণে ত্বয়ি ন তথা বিরোধকর্তৃত্বং বিহিতং শাস্ত্রেণে-ত্যর্থঃ। তর্হি কিং তত্রাহ সাম্যতৈবেতি ॥ ৪২—৪৩ ॥

কিরূপে সম্ভবে? ॥ ৩৬ ॥ যখন উত্তম ও অধম পুত্রগণের মধ্যে মাতার ভেদবুদ্ধি দৃষ্ট হয় না, তখন দেবগণকে ও আমাদিগকে ভিন্নভাবে দর্শন না করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা ॥ ৩৭ ॥ দেবি! আপনি অখিল পুরাণে বিশ্বজননী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, অতএব মাতঃ! দেবগণ আপনার যেরূপ পুত্র আমরাও সেইরূপ ॥৩৮॥ জননি! তাঁহারাও যেরূপ স্বার্থপর, আমাদেরও স্বার্থ সেই প্রকার; সুতরাং দৈত্য ও দেবগণের মধ্যে কোনও ভেদ নাই, তবে যদি কেহ ভেদবুদ্ধি করেন, তাহা ভ্রান্তিমূলক ॥—৩৯ ॥ দেবি! ধনদারাদি বিষয়ভোগে আমরা যেরূপ দিবারাত্রই আসক্ত, দেবগণও সেইরূপ; হে দেবেশি! তবে অসুরগণের সহিত দেবগণের কি ভেদ আছে? ॥ ৪০ ॥ মাতঃ! তাঁহারাও কশ্যপ মহর্ষির পুত্র, আমরাও তদাত্মজ, অতএব এবিষয়ে আপনার স্নেহের বৈলক্ষণ্য কিরূপে হইতে পারে? ॥৪১॥ হে বিশ্বজননি! আপনাতে সেরূপ বিরোধ বিধান কোথাও দৃষ্ট হয় না। অতএব আপনি দেবগণের ও অসুরগণের মধ্যে সাম্যভাব স্থাপন করুন ॥৪২॥ সুরগণ ও অসুরগণ, সকলেই গুণ-সমূহ-সংযোগে উৎপন্ন হই-য়াছেন, তবে অমরগণ দেহধারী হইয়া কিরূপে অধিক গুণান্বিত হইতে পারেন? ॥ ৪৩ ॥

কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ সর্ব্বদেহেষু সংস্থিতাঃ।
বর্ত্তন্তে সর্ব্বদা তস্মাৎ কোঽবিরোধী ভবেজ্জনঃ॥ ৪৪॥
ত্বয়া মিথো বিরোধোঽয়ং কল্পিতঃ কিল কৌতুকাৎ।
মন্যামহে বিভেদেন নূনং যুদ্ধদিদৃক্ষয়া॥ ৪৫॥
অন্যথা খলু ভ্রাতৃণাং বিরোধঃ কীদৃশোঽনঘে!।
ত্বঞ্চেন্নেচ্ছসি চামুণ্ডে! বীক্ষিতুং কলহং কিল॥ ৪৬॥
জানামি ধর্ম্মং ধর্ম্মজ্ঞে! বেদ্মি চাহং শতক্রতুম্।
তথাপি কলহোঽস্মাকং ভোগার্থং দেবি! সর্ব্বথা॥ ৪৭॥
একঃ কোঽপি ন শাস্তাস্তি সংসারে ত্বাং বিনাম্বিকে!।
স্পৃহাবতস্তু কঃ কর্ত্তুং ক্ষমতে বচনং বুধঃ॥ ৪৮॥
দেবাসুরৈরয়ং সিন্ধুর্ম্মথিতঃ সময়ে ক্বচিৎ।
বিষ্ণুনা বিহিতো ভেদঃ সুধারত্নচ্ছলেন বৈ*॥ ৪৯॥
ত্বয়াসৌ কল্পিতঃ শৌরিঃ পালকত্বে জগদ্গুরুঃ।
তেন লক্ষ্মীঃ স্বয়ং লোভাদ্‌গৃহীতামরসুন্দরী॥ ৫০॥
ঐরাবতস্তথেন্দ্রেণ পারিজাতোঽথ কামধুক্।
উচ্চৈঃশ্রবাঃ সুরৈঃ সর্ব্বং গৃহীতং বৈষ্ণবেচ্ছয়া॥ ৫১॥

কঃ অবিরোধীতি চ্ছেদঃ। তব গুণমহিমা এবায়ং বদ্বিরোধকর্ত্তৃত্বমিতি ভাবঃ॥৪৪—৫১॥

সকল দেহেই কাম, ক্রোধ ও লোভ প্রভৃতির অধিকার আছে, তবে কোন্ ব্যক্তি অবিরোধী হইয়া থাকিতে সমর্থ হয়? ॥৪৪॥ আমরা মনে করিতেছি, আপনিই কৌতুকবশে যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত আমাদের পরস্পর ভেদ ঘটাইয়া এই বিরোধ উপস্থিত করাইয়াছেন ॥৪৫॥ নতুবা হে চামুণ্ডে! যদি আমাদের কলহ দর্শন করিতে আপনার ইচ্ছা না হইবে, তবে আমরা ভ্রাতৃগণে পরস্পর বিরোধ করিব কেন? ॥ ৪৬ ॥ দেবি! ধর্ম্মও জানি, শতক্রতুকেও জানি, তথাপি বিষয়সম্ভোগার্থ আমাদের সর্ব্বদাই কলহ হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥ হে অম্বিকে! এই সংসারে তোমা ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও নিখিলশাসনকর্ত্তা দৃষ্ট হয় না। যাঁহারা স্পৃহাবান্ তাঁহাদের বাক্য প্রতিপালন করিতে কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি সমর্থ হইতে পারেন ॥৪৮॥ মাতঃ! কোনও সময়ে দেবতা ও অসুরগণে মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন, সেই সময় বিষ্ণু সুধা-রত্ন-বণ্টন-চ্ছলে দেব ও অসুর মধ্যে পরস্পর ভেদ ঘটাইয়া দিলেন ॥ ৪৯ ॥ মাতঃ! আপনি তাঁহাকেই জগদ্গুরু ও জগতের পালনকর্ত্তা করিয়াছেন। তিনি লোভবশতই

---

* সুধাং হৃত্বা ছলেন বৈ। ইতি বা পাঠঃ।

অনয়ং তাদৃশং কৃত্বা জাতা দেবাস্তু সাধবঃ।
অন্যায়িনঃ সুরা নূনং পশ্য ত্বং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥ ৫২ ॥
সংস্থাপিতাঃ সুরা নূনং বিষ্ণুনা বহুমানিনা।
নূনং দৈত্যাঃ পরাভুবন্ পশ্য ত্বং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥ ৫৩ ॥
ক ধর্ম্মঃ কীদৃশো ধর্ম্মঃ ক কার্য্যং ক চ সাধুতা।
কথয়ামি চ কস্যাগ্রে সিদ্ধং মৈমাংসিকং মতম্ ॥ ৫৪ ॥
তার্কিকা যুক্তিবাদজ্ঞা বিধিজ্ঞা বেদবাদকাঃ।
উক্ত্বা সকর্ত্তৃকং বিশ্বং বিবদন্তে জড়াত্মকাঃ ॥ ৫৫ ॥
কর্ত্তা ভবতি চেদস্মিন্ সংসারে বিততে কিল।
বিরোধঃ কীদৃশস্তত্র চৈককর্ম্মণি বৈ মিথঃ ॥ ৫৬ ॥
বেদে নৈকমতিঃ কস্মাৎ শাস্ত্রেম্বপি তথা পুনঃ।
নৈকবাক্যং বচন্তেষামপি বেদবিদাং পুনঃ ॥ ৫৭ ॥

সংস্থাপিতাঃ। স্বস্থানেম্বিতি শেষঃ ॥ ৫২—৫৩ ॥
মৈমাংসিকমিতি। নিরীশ্বরং মতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪—৫৫ ॥

অমরসুন্দরী লক্ষ্মীদেবীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবত, পারিজাত, কামধেনু, উচ্চৈঃশ্রবা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে বিষ্ণুর ইচ্ছায় সুরগণ অন্যান্য উত্তম উত্তম সামগ্রী সকল গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥৫১॥ কি আশ্চর্য্য! এতাদৃশ অনার্য্য কার্য্য করিয়াও দেবগণ সাধু হইলেন, বস্তুত দেবগণই অন্যায়কারী তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেবি! আপনি এ বিষয়ে যথার্থ ধর্ম্ম কি তাহা অবলোকন করুন ॥ ৫২ ॥ বহুমানী বিষ্ণু দেবতাদিগকে স্বপদে সংস্থাপিত এবং দৈত্যগণকে পরাভূত করিয়াছেন। হে দেবি! আপনি এ বিষয়ে ধর্ম্মলক্ষণ অবলোকন করুন ॥ ৫৩ ॥ ধর্ম্ম কোথায়? ধর্ম্ম কীদৃশ? ধর্ম্মের কার্য্যই বা কি? সাধুতাই বা কীদৃশ? আপনি বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখুন কাহাদের ধর্ম্মরক্ষা হইয়াছে? কাহাদের বা সাধুতা প্রকাশ পাইয়াছে, কাহাদের জয় বা পরাজয় হওয়া উচিত; কারণ এই সমুদায় বিবেচনা করিতে আপনি বিশেষরূপে সমর্থা। হায়! মীমাংসকদিগের সিদ্ধান্ত কাহার সম্মুখেই প্রকাশ করি? বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই জগৎ বিবাদের ক্ষেত্র; কারণ, তার্কিকগণ যুক্তিপথের পক্ষপাতী, বেদবাদী বিধিমার্গের অনুবর্ত্তী এই সকল স্থূলবুদ্ধিগণ এই সংসারকে একজনের কর্ত্তৃত্বে সৃষ্ট ও পালিত বলিয়া স্বীকার করে, ও পরস্পরে বিরোধ করিয়া থাকে ॥ ৫৪—৫৫ ॥ যদি এই অনন্ত সুবিস্তৃত সংসারে একজন কর্ত্তাই থাকিবে, তবে এক কার্য্যে পরস্পরের মতভেদ ও বিরোধ ঘটিবে কেন? বেদে কি জন্য ঐক্যমত দৃষ্ট হয় না এবং শাস্ত্রসকলেরও মত কি জন্য ভিন্ন ভিন্ন, বেদবিদ্‌গণের

যতঃ স্বার্থপরং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
নিঃস্পৃহঃ কোঽপি সংসারে ন ভবেন্ন ভবিষ্যতি ॥ ৫৮ ॥
শশিনাথ গুরোর্ভার্য্যা হৃতা জ্ঞাত্বা বলাদপি।
গৌতমস্য তথেন্দ্রেণ জানতা ধর্ম্মনিশ্চয়ম্ ॥ ৫৯ ॥
গুরুণানুজভার্য্যা চ ভুক্তা গর্ভবতী বলাৎ।
শপ্তো গর্ভগতো বালঃ কৃতশ্চান্ধস্তথা পুনঃ ॥ ৬০ ॥
বিষ্ণুনা চ শিরশ্ছিন্নং রাহোশ্চক্রেণ বৈ বলাৎ।
অপরাধং বিনা কামং তদা সত্ত্ববতাম্বিকে ! ॥ ৬১ ॥
পৌত্রো ধর্ম্মবতাং শূরঃ সত্যব্রতপরায়ণঃ।
যজ্বা দানপতিঃ শান্তঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বপূজকঃ ॥ ৬২ ॥
কৃত্বাথ বামনং রূপং হরিণা ছলবেদিনা।
বঞ্চিতোঽসৌ বলিঃ সর্ব্বং হৃতং রাজ্যং পুরা কিল ॥ ৬৩ ॥
তথাপি দেবান্ ধর্ম্মস্থান্ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
জয়ন্তি চাটুবাদাশ্চ ধর্ম্মবাদাঃ ক্ষয়ং গতাঃ ॥ ৬৪ ॥

ক্রোধেনাহ বেদে নৈকমতিরিতি ॥ ৫৬—৫৯ ॥

শপ্তো গর্ভগতো বাল ইতি। অয়ং ভাবঃ বৃহস্পতিনা কনিষ্ঠবন্ধোরানর্ত্তস্য কামিনী ভুক্তা। চকারাজ্জ্যেষ্ঠবন্ধোরুতথ্যস্য কামিনী মমতা নাম্নী গর্ভবতী বলাদ্ভুক্তা তত্র যদা তাং বলা মৈথুনার্থং জগ্রাহ তদা গর্ভস্থ বাল উবাচাত্র স্থলমতিসঙ্কুচিতং দ্বিতীয়ো গর্ভো ন স্থাস্য

অভিপ্রায়েরও অনৈক্য কি জন্য দেখা যায় ? ॥ ৫৬—৫৭ ॥ হে দেবি ! এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক অখিল জগৎ স্বার্থপর, এই কারণেই উক্ত প্রকার মত বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। এই সংসারে স্পৃহাহীন ব্যক্তি হয় নাই ও হইবে না ॥ ৫৮ ॥ দেখুন, নিশাকর জানিয়া শুনিয়াও বলপূর্ব্বক গুরুর ভার্য্যা হরণ করিলেন ; ইন্দ্র ধর্ম্মের তত্ত্ব নিশ্চয় জানিয়াও গৌতমের ভার্য্যা হরণ করিলেন ; দেবগুরু অনুজের ভার্য্যাতে বলপূর্ব্বক গমন করিলেন, এবং জ্যেষ্ঠের গর্ভিণী ভার্য্যাকে বলাৎকার করিয়া গর্ভগত বালককে শাপ দিয়া অন্ধ করিয়া রাখিলেন অধিক কি, সত্ত্বগুণাবলম্বী বিষ্ণু, বিনাপরাধে বলপূর্ব্বক রাহুর মস্তক ছেদন করিলেন। হে অম্বিকে ! ধার্ম্মিকগণের অগ্রগণ্য, সত্যব্রতপরায়ণ, যজ্ঞশীল, বদান্য, শান্ত, সর্ব্বজ্ঞ মদীয় পৌত্র বলি যিনি সকলেরই সম্মান রক্ষা করিয়া থাকেন ; ছলাবলম্বী হরি, বামনরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়া তদীয় সমস্ত রাজ্য হরণ করিয়া লইলেন। হায় ! তথাপি মনীষিগণ দেবতাদিগকে ধর্ম্মসংস্থাপনকর্ত্তা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, কি আশ্চর্য্য ! এই জগতে যাহারা চাটুকার তাহাদেরই জয়, আর যাহারা যথার্থ ধর্ম্মবাদী তাহাদের ক্ষয় ॥ ৫৯—৬৪ ।

এবং জ্ঞাত্বা জগন্মাতর্যথেচ্ছসি তথা কুরু।
শরণা দানবাঃ সর্ব্বে জহি বা রক্ষ বা পুনঃ ॥ ৬৫ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

সর্ব্বে গচ্ছত পাতালং তত্র বাসং যথেপ্সিতম্।
কুরুধ্বং দানবাঃ! সর্ব্বে নির্ভয়া গতমন্যবঃ ॥ ৬৬ ॥
কালঃ প্রতীক্ষ্যো যুষ্মাভিঃ কারণং স শুভেঽশুভে।
সুনির্ব্বেদপরাণাং হি সুখং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ৬৭ ॥
ত্রৈলোক্যস্য চ রাজ্যেঽপি ন সুখং লোভচেতসাম্।
কৃতেঽপি ন সুখং পূর্ণং সম্পৃহাণাং ফলৈরপি ॥ ৬৮ ॥
তস্মাত্ত্যক্ত্বা মহীমেতাং প্রয়াত্ত্বদ্য মহীতলম্।
মমাজ্ঞাং পুরতঃ কৃত্বা সর্ব্বে বিগতকল্মষাঃ ॥ ৬৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং দেব্যাস্তথেত্যুক্ত্বা রসাতলম্।
প্রণম্য দানবাঃ সর্ব্বে গতাঃ শক্ত্যাভিরক্ষিতাঃ ॥ ৭০ ॥

ততো মৈথুনং মা কুর্ব্বিতি। তদগণয়িত্বা তথৈব মৈথুনং কৃতবাংস্তদ্বীর্য্যং গর্ভস্থবালঃ পদাঘাতেন বহিশ্চিক্ষেপ। ততঃ ক্রুদ্ধো বৃহস্পতিস্ত্বমন্ধো ভবেতি গর্ভস্থবালকং শশাপেতি ভারতে ইয়ং কথা প্রসিদ্ধা ॥ ৬০—৬৭ ॥

হে দেবি! আপনি জগতের মাতা এই সকল বিবেচনা করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন। জানিবেন, দানবগণ সকলেই আপনার শরণাপন্ন, এক্ষণে তাহাদিগকে বধ কিংবা রক্ষা করা, যাহা ইচ্ছা হয় করুন ॥ ৬১—৬৪ ॥

দেবী কহিলেন, দানবগণ! তোমরা সকলে সমরজনিত ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ভয়ে পাতালপুরে গমন কর এবং তথায় যথেচ্ছ বাস করিতে থাক ॥ ৬৬ ॥ তোমরা এক্ষণে শুভ ও অশুভ প্রাপ্তির কারণস্বরূপ কালের প্রতীক্ষা কর; জানিও, যাহারা নির্ব্বেদপরায়ণ ও বিরাগী, তাহাদের সর্ব্বদাই সকল স্থানেই সুখ বিদ্যমান আছে ॥ ৬৭ ॥ যাহাদের মানস লোভাকৃষ্ট, তাহারা ত্রৈলোক্যরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না। অধিক কি সত্যযুগেও লোভপরায়ণ ব্যক্তিগণ ফলপ্রাপ্ত হইলেও সুখলাভ করিতে পারেন নাই ॥ ৬৮ ॥ অতএব তোমরা বিগতপাপ হইয়া আমার আজ্ঞা মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক মহীতল পরিত্যাগ করিয়া পাতালতলে গমন কর ॥ ৬৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, দানবগণ দেবীর বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ও তৎকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া পাতালতলে গমন করিল ॥ ৭০ ॥

অন্তর্দ্দধে ততো দেবী দেবাঃ স্বভবনং গতাঃ।
ত্যক্ত্বা বৈরং স্থিতাঃ সর্ব্বে তে তদা দেবদানবাঃ ॥ ৭১ ॥
এতদাখ্যানমখিলং যঃ শৃণোতি বদত্যথ।
সর্ব্বদুঃখবিনির্মুক্তঃ প্রয়াতি পদমুত্তমম্ ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে দেবদানবযুদ্ধশান্তিকথনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

কৃতেঽপি কৃতযুগেঽপি সম্পৃহাণাং কলেঃ প্রাপ্তৈরপি ন সুখমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৬৮—৭২॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

তদনন্তর দেবী অন্তর্ধান হইলেন এবং দেবগণও নিজ নিজ ভবনে গমন করিলেন। এই-রূপে দেব ও দানবগণ পরস্পর বৈরভাব পরিহার পুরঃসর অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৭১ ॥ মহারাজ! যে ব্যক্তি এই আখ্যান শ্রবণ বা পাঠ করে, সে সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে সুরাসুরসংগ্রামশান্তি নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

জন্মেজয় উবাচ।

ভৃগুশাপান্মুনিশ্রেষ্ঠ! হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
অবতারাঃ কথং জাতাঃ কস্মিন্মন্বন্তরে বিভো! ॥ ১ ॥
বিস্তরাদ্বদ ধর্ম্মজ্ঞ! অবতারকথাং হরেঃ।
পাপনাশকরীং ব্রহ্মন্! শুভাং সর্ব্বসুখাবহাম্ ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি অবতারান্ হরের্যথা।
যস্মিন্মন্বন্তরে জাতা যুগে যস্মিন্নরাধিপ! ॥ ৩ ॥
যেন রূপেণ যৎ কার্য্যং কৃতং নারায়ণেন বৈ।
তৎ সর্ব্বং নৃপ! বক্ষ্যামি সংক্ষেপেণ তবাধুনা ॥ ৪ ॥
ধর্ম্মস্যৈবাবতারোঽভূচ্চাক্ষুষে মনুসম্ভবে।
নরনারায়ণৌ ধর্ম্মপুত্রৌ খ্যাতৌ মহীতলে ॥ ৫ ॥
অথ বৈবস্বতাখ্যেঽস্মিন্ দ্বিতীয়ে তু যুগে পুনঃ।
দত্তাত্রেয়োঽবতারোঽত্রেঃ পুত্রত্বমগমদ্ধরিঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তবিংশতিশ্লোকৈশ্চ পরাশরাঃ পরেচ্ছয়া।
হরের্নানাবতারাস্তু জায়ন্ত ইতি কথ্যতে।

ভৃগুশাপং সোপস্করং শ্রুত্বানন্তরং তচ্ছাপেন বিষ্ণোরবতারাঃ কস্মিন্ কস্মিন্ যুগে কতি-জাতা ইতি পৃচ্ছতি ভৃগুশাপাদিতি ॥ ১—৪ ॥
চাক্ষুষে মনুসম্ভবে চাক্ষুষমন্বন্তরে ॥ ৫ ॥
অথেতি। দ্বিতীয়ে যুগে বৈবস্বতে মন্বন্তরে ইত্যর্থঃ। অত্রেঃ পুত্রত্বং হরিরগমৎ স দত্তা-ত্রেয়াবতার ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে বিভো! ভৃগু-শাপনিবন্ধন বিচিত্রকর্ম্মা হরি কোন্ মন্বন্তরে কোন্ অবতারে কি প্রকারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি পাপনাশিনী সর্ব্ব-সুখদায়িনী ও কল্যাণবিধায়িনী সেই হরির অবতার-কথা বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন ॥১-২॥

ব্যাস বলিলেন, হে নরেন্দ্র! যে যে মন্বন্তরে ও যে যে যুগে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া-ছিলেন, তৎ সমুদায় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ ভগবান্ নারায়ণ যে আকার ধারণ করিয়া যে যে কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি সংক্ষেপে তৎসমুদায় তোমার নিকটে বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ চাক্ষুষ মন্বন্তরে ধর্ম্মের অবতার প্রকাশিত হয়, তাহাতে নরনারায়ণ নামক ধর্ম্মপুত্রদ্বয় অবতীর্ণ হইয়া মহীতলে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ অনন্তর,

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রস্ত্রয়োঽমী দেবসত্তমাঃ।
পুত্রত্বমগমন্ ভূপ! তস্যাত্রের্ভার্য্যয়া বৃতাঃ ॥ ৭ ॥
অনসূয়াত্রিপত্নী চ সতীনামুত্তমা সতী।
যয়া সম্প্রার্থিতা দেবাঃ পুত্রত্বমগমংস্ত্রয়ঃ ॥ ৮ ॥
ব্রহ্মাভূৎ সোমরূপস্তু দত্তাত্রেয়ো হরিঃ স্বয়ম্।
দুর্ব্বাসা রুদ্ররূপোঽসৌ পুত্রত্বং তে প্রপেদিরে ॥ ৯ ॥
নৃসিংহস্যাবতারস্তু দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
চতুর্থে তু যুগে জাতো দ্বিধারূপো মনোহরঃ ॥ ১০ ॥
হিরণ্যকশিপোঃ সম্যগ্বধায় ভগবান্ হরিঃ।
চক্রে রূপং নারসিংহং দেবানাং বিস্ময়প্রদম্ ॥ ১১ ॥
বলের্নিয়মনার্থায় শ্রেষ্ঠে ত্রেতাযুগে তথা।
চকার রূপং ভগবান্ বামনং কশ্যপান্মুনেঃ ॥ ১২ ॥
ছলয়িত্বা মখে ভূপং রাজ্যং তস্য জহার হ।
পাতালে স্থাপয়ামাস বলিং বামনরূপধৃক্ ॥ ১৩ ॥

অত্রের্ভার্য্যয়া বৃতাঃ প্রার্থিতাঃ ॥ ৭ ॥
তদেবাহ অনসূয়েতি ॥ ৮—৯ ॥

বর্ত্তমান বৈবস্বত মনুর অধিকার কালে দ্বিতীয়যুগে ভগবান্ হরি, অত্রি ঋষির পুত্র হইয়া দত্তাত্রেয় নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ অত্রিপত্নী অনসূয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন প্রধান দেবতাকে সন্তান রূপে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তদনুসারে তাঁহারা ঋষিপত্নীর কামনা পূর্ণ করিতে তাঁহার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেন ॥ ৭ ॥ অনসূয়া, সতীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, অতএব তিনি প্রার্থনা করিবামাত্রই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁহার পুত্র হইতে স্বীকার করেন ॥ ৮ ॥ তন্মধ্যে ব্রহ্মা সোমরূপে; স্বয়ং হরি দত্তাত্রেয়রূপে এবং রুদ্রদেব দুর্ব্বাসারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ চতুর্থ যুগে ভগবান্ দেবতাদিগের কার্য্যসাধন নিমিত্ত মনোহর দ্বিরূপ, অর্থাৎ মৃগেন্দ্রমুখ ও অবশিষ্টাঙ্গ নরাকার, ধারণ করিয়া নৃসিংহরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ তিনি হিরণ্যকশিপুর বিনাশ নিমিত্তই দেবগণেরও বিস্ময়কর নরসিংহ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হন ॥ ১১ ॥ ভগবান্ হরি, বলির প্রভাব প্রশমিত করিবার নিমিত্ত যুগশ্রেষ্ঠ ত্রেতায় মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে বামনরূপ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥ সেই বামনরূপধারী হরি যজ্ঞস্থলে ছলপূর্ব্বক বলির রাজ্য হরণ করিয়া তাঁহাকে পাতালে সংস্থাপিত

যুগে চৈকোনবিংশেঽথ ত্রেতাখ্যে ভগবান্ হরিঃ।
জমদগ্নিসুতো জাতো রামো নাম মহাবলঃ ॥ ১৪ ॥
ক্ষত্রিয়ান্তকরঃ শ্রীমান্ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
দত্তবান্ মেদিনীং কৃৎস্নাং কশ্যপায় মহাত্মনে ॥ ১৫ ॥
যো বৈ পরশুরামাখ্যো হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
অবতারস্তু রাজেন্দ্র! কথিতঃ পাপনাশনঃ ॥ ১৬ ॥
ত্রেতাযুগে রঘোর্ব্বংশে* রামো দশরথাত্মজঃ।
নরনারায়ণাংশৌ দ্বৌ জাতৌ ভুবি মহাবলৌ ॥ ১৭ ॥
অষ্টাবিংশে যুগে শস্তৌ দ্বাপরেঽর্জ্জুনশৌরিণৌ।
ধরাভারাবতারার্থং জাতৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ ভুবি ॥ ১৮ ॥
কৃতবন্তৌ মহাযুদ্ধং কুরুক্ষেত্রেঽতিদারুণম্।
এবং যুগে যুগে রাজন্নবতারা হরেঃ কিল ॥ ১৯ ॥
ভবন্তি বহবঃ কামং প্রকৃতেরনুরূপতঃ।
প্রকৃতেরখিলং সর্ব্বং বশমেতজ্জগত্ত্রয়ম্ ॥ ২০ ॥
যথেচ্ছতি তথৈবেয়ং ভ্রাময়ত্যনিশং জগৎ।
পুরুষস্য প্রিয়ার্থং সা রচয়ত্যখিলং জগৎ ॥ ২১ ॥

দ্বিধারূপো মনুষ্যসিংহাত্মকঃ ॥ ১০—১৯ ॥

এতে সর্ব্বেঽপ্যবতারাঃ শ্রীভগবতীচ্ছয়ৈব জায়ন্তে তদধীনৈবৈতেষাং চেষ্টেত্যাঽ ভবন্তীতি ॥ ২০—২২ ॥

করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর ত্রেতানামক একোনবিংশ যুগে ভগবান্ হরি, জমদগ্নি ঋষির মহাবল পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পরশুরাম নামে বিখ্যাত হন ॥১৪॥ তিনি রূপবান্ সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন; তাঁহা হইতেই ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূলিত হয় এবং তিনি মহাত্মা কশ্যপ ঋষিকে অখিল অবনীরাজ্য সমর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥ রাজেন্দ্র! তিনিই অদ্ভুতকর্ম্মা হরির পরশুরাম নামক পাপ-বিনাশন অবতার ॥ ১৬ ॥ অনন্তর ভগবান্ হরি, ত্রেতাযুগে রঘুকুলে রামনামে দশরথ-পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তদনন্তর অষ্টাবিংশতি দ্বাপর যুগে নর-নারায়ণের অংশে মহাবল অর্জ্জুন ও কৃষ্ণরূপে অবনীতলে জন্মগ্রহণ করেন। এই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন, ভূমির ভার নাশের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়া কুরুক্ষেত্রে অতি নিদারুণ সংগ্রাম সমাধা করেন। রাজন্! এইরূপে যুগে যুগে হরির প্রকৃতির অনুরূপ বহুতর অবতার হইয়া থাকে। রাজেন্দ্র! এই অখিল জগত্ত্রয়, প্রকৃতির বশেই অবস্থিত রহিয়াছে জানিবে ॥১৭-২০॥

---

* চতুর্ব্বিংশে। ইতি বা পাঠঃ।

স্মৃষ্ট্বা পুরা হি ভগবান্ জগদেতচ্চরাচরম্।
সর্ব্বাদিঃ সর্ব্বগশ্চাসৌ দুর্জ্ঞেয়ঃ পরমোঽব্যয়ঃ ॥ ২২ ॥
নিরালম্বো নিরাকারো নিঃস্পৃহশ্চ পরাৎপরঃ।
উপাধিতস্ত্রিধা ভাতি যস্যাঃ সা প্রকৃতিঃ পরা ॥ ২৩ ॥
উৎপত্তিকালযোগাৎ সা ভিন্না ভাতি শিবা তদা।
সা বিশ্বং কুরুতে কামং সা পালয়তি কামদা।
কল্পান্তে সংহরত্যেব ত্রিরূপা বিশ্বমোহিনী ॥ ২৪ ॥
তয়া যুক্তোঽসৃজদ্‌ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ পাতি তয়ান্বিতঃ।
রুদ্রঃ সংহরতে কামং তয়া সংমিলিতঃ শিবঃ* ॥ ২৫ ॥

যস্যা মায়ারূপায়া উপাধিতস্ত্রিধা ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রভেদেন সাত্ত্বিকরাজসতামসভেদেন বা ভাতি পরমাত্মা সা মায়াপ্রকৃতিশব্দবাচ্যেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

নন্ু সা কিং ব্রহ্মণো ভিন্না নেত্যাহ উৎপত্তীতি। উৎপত্তিকালে যদা সা বহির্ম্মুখতাং প্রয়াতি তদা সা ভিন্না ভাতি। অন্তর্ম্মুখা তু ব্রহ্মাভিন্নৈব বর্ত্ততে ইতি ভাবঃ। সা বিশ্বমিতি ॥ ২৪—২৬ ॥

এই প্রকৃতি যেরূপ ইচ্ছা করিতেছেন, সেইরূপেই জগতকে নিরন্তরই ভ্রমণ করাইতেছেন। প্রকৃতি, পুরুষের প্রিয়-সাধনার্থই নিরন্তর এই অখিল জগৎ রচনা করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥ যে মায়ার উপাধি হইতে পরাৎপর, সর্ব্বাদি সর্ব্বগত দুর্জ্ঞেয় পরম অব্যয় নিরবলম্বন নিরাকার নিঃস্পৃহ ভগবান্, এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররূপে অথবা সাত্ত্বিক রাজস ও তামসরূপে প্রতিভাত হইয়া আছেন, সেই মায়াকেই পরমা প্রকৃতি বলিয়া জানিও ॥২২-২৩॥ সেই শিবা প্রকৃতি, উৎপত্তি ও কালযোগে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। সেই ত্রিরূপা বিশ্বমোহিনীই বিশ্বের সৃষ্টি ও পালন করিতেছেন, এবং কল্পান্তে সংহার করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥ রাজন্! এই প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইলেই ব্রহ্মা সৃষ্টি, বিষ্ণু পালন, এবং কল্যাণময় মহাদেব সংহার কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

---

* সা বধ্নাতি জগৎ কৃৎস্নং মায়াপাশেন মোহিতম্। অহং মমেতিপাশেন সুদৃঢ়েন নরাধিপ! ॥
যোগিনো মুক্তসঙ্গাশ্চ মুক্তিকামা মুমুক্ষবঃ। তামেব সমুপাসন্তে দেবীং বিশ্বেশ্বরীং শিবাম্ ॥
বিদ্যাবিদ্যেতি তস্যা বৈ দ্বে রূপে বিদ্ধি পার্থিব!। বিদ্যয়া মুচ্যতে জন্তুর্ব্বধ্যতে চান্যয়া পুনঃ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সর্ব্বে তস্যা বশানুগাঃ। অবতারান্ প্রকুর্ব্বন্তি যন্ত্রিতা ইব দামভিঃ ॥
কদাচিচ্চ সুখং ভুঙ্‌ক্তে বৈকুণ্ঠে ক্ষীরসাগরে। কদাচিৎ কুরুতে যুদ্ধং দানবৈর্ব্বলবত্তরৈঃ ॥
হরিঃ কদাচিৎ যজ্ঞান্ বৈ বিততান্ প্রকরোতি চ। কদাচিচ্চ তপস্তীব্রং তীর্থে চরতি সুব্রতঃ ॥
কদাচিচ্ছেতে শেষেঽসৌ যোগনিদ্রামুপাশ্রিতঃ। ন স্বতন্ত্রঃ কদাচিচ্চ ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥
তথা ব্রহ্মা তথা রুদ্রস্তথেন্দ্রো বরুণো যমঃ। কুবেরোঽগ্নিঃ সমীরশ্চ তথান্যে সুরসত্তমাঃ ॥
মুনয়ঃ সনকাদ্যাশ্চ বশিষ্ঠাদ্যাস্তথা পরে। সর্ব্বেঽস্যাবশগা নিত্যং পাঞ্চালীব নটস্য চ ॥
নসি প্রোতা যথা গাবঃ প্রচরন্তি বশানুগাঃ। তথৈব দেবতাঃ সর্ব্বে কালপাশনিয়ন্ত্রিতাঃ ॥
হর্ষশোকাদয়ো ভাবা নিদ্রাতন্দ্রালসাদয়ঃ। সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা রাজন্! দেহিনাং দেহসংযুতাঃ ॥
অমরা নির্জ্জরাঃ প্রোক্তা দেবাশ্চ গ্রন্থকারকৈঃ। অভিধানতশ্চার্থতো বা ন তে হি তাদৃশাঃ কচিৎ ॥

সা চৈবোৎপাদ্য কাকুৎস্থং পুরা বৈ নৃপসত্তমম্ ॥
কুত্রচিৎ স্থাপয়ামাস দানবানাং জয়ায় চ ॥ ২৬ ॥
এবমস্মিংশ্চ সংসারে সুখদুঃখান্বিতাঃ কিল।
ভবন্তি প্রাণিনঃ সর্ব্বে বিধিতন্ত্রনিয়ন্ত্রিতাঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে হরেরবতারকথনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

তিনিই পুরাকালে নৃপসত্তম কাকুৎস্থকে উৎপাদন করিয়া দানবগণকে জয় করিবার নিমিত্ত কোনও স্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥ মহারাজ! এইরূপে প্রাণিগণ এই সংসারে বিধিনিয়মে আবদ্ধ হইয়া কখন সুখী, কখন বা দুঃখী হইয়া বিচরণ করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুর অবতারবর্ণন নামকষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

উৎপত্তিস্থিতিনাশাখ্যা ভাবা যেষাং নিরন্তরম্। অমরান্তে কথং বাচ্যা নির্জ্জরাশ্চ পুনঃ কথম্ ॥
দুঃখাভিভূতা জায়ন্তে কালে যে বিবুধোত্তমাঃ। কথং দেবা প্রবক্তব্যা ব্যসনং ক্রীড়নং কথম্ ॥
ক্ষণাদুৎপত্তিনাশশ্চ দৃশ্যতেঽস্মিন্ন সংশয়ঃ। জলজানাঞ্চ কীটানাং মশকানাং তথা পুনঃ ॥
তদুপমানকথনে মাসায়ুষাং সমঃ স্মৃতঃ। ততো বর্ষায়ুষশ্চাপি শতবর্ষায়ুষস্ততঃ ॥
মনুষ্যা অমরা দেবাস্তস্মাদ্‌ব্রহ্মা পরঃ স্মৃতঃ। রুদ্রস্ততস্তথা বিষ্ণুঃ ক্রমশশ্চোত্তরোত্তরম্ ॥
নূনং দেহবতো নাশো মৃতস্যোৎপত্তিরেব চ। চক্রবৎ ভ্রমণং রাজন্! সর্ব্বেষাং নাত্র সংশয়ঃ ॥
মোহজালাবৃতো জন্তুর্মুচ্যতে ন কদাচন। মায়ায়াং বিদ্যমানায়াং মোহজালং ন নশ্যতি ॥
উৎপিৎসুকাল উৎপত্তিঃ সর্ব্বেষাং নৃপ জায়তে। তথৈব নাশঃ কল্পান্তে ব্রহ্মাদীনাং যথাক্রমম্ ॥
নিমিত্তং যত্তু যন্নাশে সংঘাতে পতিতং নৃপ!। নান্যথা তদ্‌ভবেন্নূনং বিধিনা নির্ম্মিতঞ্চ যৎ ॥
জন্ম মৃত্যুঃ সুখং দুঃখং নির্ম্মিতং জন্মসম্ভবে। তত্তথৈব ভবেৎ কামং নান্যথেতি বিনির্ণয়ঃ ॥
সর্ব্বেষাং সুখদৌ দেবৌ প্রত্যক্ষৌ শশিভাস্করৌ। ন নশ্যতি তয়োঃ পীড়া যৎ কচিদ্রাত্রসম্ভবা ॥
ভাস্করস্য সুতো মন্দঃ ক্ষয়ী চন্দ্রঃ কলঙ্কবান্। পশ্য রাজন্! বিধেস্তাভ্যাং দুর্ব্বারো মহতামপি ॥
বেদকর্ত্তা জগদ্ধাতা বুদ্ধিদস্তু চতুর্ভুজঃ। সোঽপি বিক্লবতাং প্রাপ্তো দৃষ্ট্বা পুত্রীং সরস্বতীম্ ॥
শিবস্যাপি মৃতা ভার্য্যা সতী দগ্ধা কলেবরম্। সোঽভবদ্দুঃখসন্তপ্তঃ কামার্ত্তশ্চ জনার্দ্দিহা ॥
কামার্ত্তো দগ্ধদেহস্তু কালিন্দ্যাং পতিতঃ শিবঃ। সাপি শ্যামজলা জাতা তন্নিদাঘবশান্নৃপ! ॥
কামার্ত্তোরমমাণস্তু নগ্নঃ সোপিভৃগোর্ব্বনম্। গতঃ শপ্তোঽথ ভৃগুণা দৃষ্ট্বা কামাতুরং ভৃশম্ ॥
পতত্বদ্যৈব তে লিঙ্গং নির্লজ্জাধম কামুক!। তরসা পতিতং তত্তু শিবস্য বচনান্মুনেঃ ॥
দুঃখিতোঽসৌ তপস্তপ্ত্বা শঙ্করো লোকশঙ্করঃ। উপযেমে গিরেঃ পুত্রীং পার্ব্বতীং চাতিসুন্দরীম্ ॥
বিষ্ণুঃ প্রাপ্য দেবকার্য্যং সঞ্জাতো বৃষভঃ কিল। পপৌ চামৃতবাপীঞ্চ দানবৈর্নির্ম্মিতাং মুদা।
ইন্দ্রোঽপি চ বৃষো ভূত্বা ককুৎস্থঃ নৃপসত্তমম্। ককুদি স্থাপয়ামাস দানবানাং জয়ায় বৈ ॥
কচিৎ পুস্তকেষু [illegible]

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

বারাঙ্গনাস্ত্বয়া খ্যাতা নরনারায়ণাশ্রমে।
একং নারায়ণং শান্তং কাময়ানাঃ স্মরাতুরাঃ॥ ১॥
শপ্তুকামস্তদা জাতো মুনির্নারায়ণশ্চ তাঃ।
নিবারিতো নরেণাথ ভ্রাত্রা ধর্ম্মবিদা মুনে!॥ ২॥
কিং কৃতং মুনিনা তেন ব্যসনে সমুপস্থিতে।
তাভিঃ সঙ্কল্পিতেনার্থকামার্থাভিভৃশং মুনে!॥ ৩॥
শক্রেণোৎপাদিতাভিশ্চ বহুপ্রার্থনয়া পুনঃ।
যাচিতেন বিবাহার্থং কিং কৃতং তেন জিষ্ণুনা॥ ৪॥
ইত্যেতচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি চরিতং তস্য মোক্ষদম্।
নারায়ণস্য মে ব্রূহি বিস্তরেণ পিতামহ!॥ ৫॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি যথা তস্য মহাত্মনঃ।
ধর্ম্মপুত্রস্য ধর্ম্মজ্ঞ! বিস্তরেণ বদামি তে॥ ৬॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্যৈরথ সুরাঙ্গনাঃ।
নারায়ণাশ্রমে প্রাপ্তাঃ কথা তাসামিহোচ্যতে॥

এতাবৎপর্য্যন্তং প্রাসঙ্গিকীং কথাং সমাপ্য প্রকৃতাং নারায়ণাশ্রমে প্রাপ্তানাং বারাঙ্গনানাং কথাং পৃচ্ছতি বারাঙ্গনা ইতি। বারাঙ্গনাভিঃ স্মরাতুরাভিঃ প্রার্থিতো নারায়ণ-

---

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর! আপনি কহিয়াছেন যে, নরনারায়ণের আশ্রমে স্বর্গবারাঙ্গনাগণ কামাতুর হইয়া শান্তচিত্ত একমাত্র নারায়ণকেই কামনা করিয়াছিল॥ ১॥ সেই সময় নারায়ণমুনি তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলে তদীয় ভ্রাতা নর ঋষি তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন॥২॥ এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই সঙ্কট সময় সমুপস্থিত হইলে নারায়ণমুনি কি করিয়াছিলেন? অমরনাথ ইন্দ্র যে সকল কামাভিলাষিণী সুরবারাঙ্গনাদিগকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা বহুবার পরিণয় প্রার্থনা জানাইলে সেই জিষ্ণু নারায়ণ ঋষি কি করিলেন?॥ ৩—৪॥ হে পিতামহ! সেই নারায়ণের এই সকল মোক্ষপ্রদ চরিত্র শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা জন্মিয়াছে, আপনি তাহা সবিস্তার বর্ণন করিয়া আমার অভিলাষ পরিপূরণ করুন॥ ৫॥

শপ্তুকামস্তু সংদৃষ্টো নরেণাথ যদা হরিঃ।
বারিতোঽসৌ সমাশ্বাস্য মুনির্নারায়ণস্তদা ॥ ৭ ॥
শান্তকোপস্তদোবাচ তাস্তপস্বী মহামুনিঃ।
স্মিতপূর্ব্বমিদং বাক্যং মধুরং ধর্ম্মনন্দনঃ ॥ ৮ ॥
অস্মিন্ জন্মনি চার্ব্বঙ্গ্যঃ কৃতসঙ্কল্পবানহম্।
আবাভ্যাং চ ন কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা দারসংগ্রহঃ ॥ ৯ ॥
তস্মাদ্গচ্ছন্তু ত্রিদিবং কৃপাং কৃত্বা মমোপরি।
ধর্ম্মজ্ঞা ন প্রকুর্ব্বন্তি ব্রতভঙ্গং পরস্য বৈ ॥ ১০ ॥
শৃঙ্গারেঽস্মিন্ রসে নূনং স্থায়ী ভাবো রতিঃ স্মৃতঃ।
কথং করোমি সম্বন্ধং তদভাবে সুলোচনাঃ ॥ ১১ ॥
কারণেন বিনা কার্য্যং ন ভবেদিতি নিশ্চয়ঃ।
কবিভিঃ কথিতং শাস্ত্রে স্থায়ী ভাবো রসঃ কিল ॥ ১২ ॥
ধন্যঃ সুচারুসর্ব্বাঙ্গঃ সভাগ্যোঽহং ধরাতলে।
প্রীতিপাত্রং যতো জাতো ভবতীনামকৃত্রিমম্ ॥ ১৩ ॥

স্তা বারাঙ্গনাঃ শপ্তুং প্রবৃত্তো নরেণ নিবারিত ইতি পূর্ব্বমুক্তং তদনন্তরং নারায়ণঃ কিং কৃত-বানিতি তদ্ব্রূহীতি সমুদায়ার্থঃ ॥ ১—৮ ॥
আবাভ্যাং নরনারায়ণাভ্যাম্ ॥ ৯—১০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সেই মহাত্মা ধর্ম্মপুত্রের আচরণ আমি তোমার নিকটে বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥ নারায়ণ হরি যখন শাপ প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন নরঋষি তদ্দর্শনে তাঁহাকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক নিবারণ করিলেন ॥ ৭ ॥ তখন মহামুনি তপোধন ধর্ম্মনন্দন নারায়ণ, আপনার রোষভাব পরিত্যাগ করিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক তাহাদিগকে মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ হে সুন্দরি-সকল! এই জন্মে আমরা তপশ্চরণের সংকল্প করিয়াছি, সুতরাং এ অবস্থায় আমাদের দারপরিগ্রহ করা কোনরূপেই কর্ত্তব্য নয়; অতএব, তোমরা আমাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ পুরঃসর স্বর্গে গমন কর। জানিও যাঁহারা ধর্ম্মজ্ঞ, তাঁহারা কদাচই অন্যের ব্রতভঙ্গ করিতে অভিলাষ করেন না ॥ ৯—১০ ॥ সুলোচনাগণ! শৃঙ্গাররসে রতিই স্থায়িভাব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, আমাদের এক্ষণে তাহার অভাব; অতএব আমরা কিরূপে সে সম্বন্ধ সংযোজনা করিতে পারি? ॥ ১১ ॥ কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, ইহাই স্থির নিশ্চয়। কবিগণ, শাস্ত্রে রসকেই স্থায়িভাব কহিয়াছেন ॥ ১২ ॥ যাহা হউক আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল নিশ্চয়ই সুশোভন, আমিই ধরাতলে ধন্য ও সৌভাগ্যবান্,

ভবতীভিঃ কৃপাং কৃত্বা রক্ষণীয়ং ব্রতং মম।
ভবিষ্যামি মহাভাগাঃ! পতিরপ্যন্যজন্মনি॥ ১৪॥
অষ্টাবিংশে বিশালাক্ষ্যো দ্বাপরেঽস্মিন্ ধরাতলে।
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং প্রভবিষ্যামি সর্ব্বথা॥ ১৫॥
তদা ভবত্যো মদ্দারাঃ প্রাপ্য জন্ম পৃথক্ পৃথক্।
ভূপতীনাং সুতা ভূত্বা পত্নীভাবং গমিষ্যথ॥ ১৬॥
ইত্যাশ্বাস্য হরিস্তাস্তু প্রতিশ্রুত্য পরিগ্রহম্।
ব্যসর্জয়ৎ স ভগবান্ জগ্মুশ্চ বিগতজ্বরাঃ॥ ১৭॥
এবং বিসর্জ্জিতাস্তেন গতাঃ স্বর্গং তদাঙ্গনাঃ।
শক্রায় কথয়ামাসুঃ কারণং সকলং পুনঃ॥ ১৮॥
আশ্রুত্য মঘবাংস্তাভ্যো বৃত্তান্তং তস্য বিস্তরাৎ।
তুষ্টাব তং মহাত্মানং নারীর্দৃষ্ট্বা তথোর্ব্বশীঃ॥ ১৯॥

ইন্দ্র উবাচ।

অহো ধৈর্য্যং মুনেঃ কামং তথৈব চ তপোবলম্।
যেনোর্ব্বশ্যঃ স্বতপসা তাদৃগ্রূপাঃ প্রকল্পিতাঃ॥ ২০॥

শৃঙ্গারেঽস্মিন্নিতি। অস্মিন্ শৃঙ্গাররসে স্থায়ী ভাবো রসস্তু রতিরেব। সা চ ময়া ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারণেন ত্যক্তা। ততো ভবতীনাং সম্বন্ধং কথং করোমি করিষ্যে ইত্যর্থঃ॥ ১১—১৮॥

নতুবা আমি তোমাদিগেরও অকৃত্রিম প্রণয়াস্পদ হইলাম কেন?॥ ১৩॥ তোমরা সৌভাগ্যবতী অতএব কৃপা করিয়া আমার ব্রতরক্ষা কর; আমার এই প্রার্থনা যে জন্মান্তরে আমি তোমাদের পতি হইতে পারি॥ ১৪॥ হে বিশালাক্ষি সুন্দরি সকল! অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত আমি ধরাতলে নিশ্চিতই অবতীর্ণ হইব; তখন তোমরাও প্রত্যেকেই পৃথিবীতলে রাজকন্যারূপে পৃথক্ পৃথক্ জন্মগ্রহণ করিয়া আমার পত্নীভাব প্রাপ্ত হইবে॥১৫—১৬॥ নারায়ণ এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। তাহারাও মনের উৎকণ্ঠা পরিহার করিয়া সুরপুরে গমন করিল এবং ইন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল॥১৭—১৮॥ সুরপতি সুরাঙ্গনাদিগের মুখে সেই ঋষিদ্বয়ের বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিয়া এবং নারায়ণ ঋষির উরুজাত উর্ব্বশীপ্রভৃতি সুন্দরীদিগকে দর্শন করিয়া মহাত্মা নারায়ণের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন॥ ১৯॥

ইন্দ্র কহিলেন, অহো! মুনির কি আশ্চর্য্য ধৈর্য্যশক্তি? কি চমৎকার তপঃপ্রভাব? আহা! তিনি আপনার তপোবলে উর্ব্বশী প্রভৃতি এই সকল অনুপম সুন্দরীদিগকে আপ-

ইতি স্তুত্বা প্রসন্নাত্মা বভূব সুররাট্ ততঃ।
নারায়ণোঽপি ধর্ম্মাত্মা তপস্যভিরতোঽভবৎ ॥ ২১ ॥
ইত্যেতৎ সর্ব্বমাখ্যাতং মুনের্ব্বৃত্তান্তমদ্ভুতম্।
নারায়ণস্য সকলং নরস্য চ মহামুনেঃ ॥ ২২ ॥
তৌ হি কৃষ্ণার্জ্জুনৌ বীরৌ ভূভারহরণায় চ।
জাতৌ তৌ ভরতশ্রেষ্ঠ! ভৃগোঃ শাপবশাদিহ ॥ ২৩ ॥

রাজোবাচ।

কৃষ্ণাবতারচরিতং বিস্তরেণ বদস্ব মে।
সন্দেহো মম চিত্তেঽস্তি তং নিবারয় মানদ! ॥ ২৪ ॥
যয়োঃ পুত্রত্বমাপন্নৌ হর্য্যনন্তৌ মহাবলৌ।
দেবকীবসুদেবৌ তৌ দুঃখভাজৌ কথং মুনে! ॥ ২৫ ॥
কংসেন নিগড়ে বদ্ধৌ পীড়িতৌ বহুবৎসরান্।
যয়োঃ পুত্রো হরিঃ সাক্ষাত্তপসা তোষিতোঽভবৎ ॥ ২৬ ॥
জাতোঽসৌ মথুরায়াস্তু গোকুলে স কথং গতঃ।
কংসং হত্বা দ্বারবত্যাং নিবাসং কৃতবান্ কথম্ ॥ ২৭ ॥

উর্ব্বশীরিতি বহুবচনেন উর্ব্বশীসদৃশত্বাৎ পঞ্চাশদধিকষোড়শসহস্রপরিমিতাস্তাসাং পরিচর্য্যার্থং যা উৎপাদিতাঃ পূর্ব্বমুক্তাস্তা গৃহ্যন্তে। তথাচ নারায়ণেনোৎপাদিতস্ত্রীভিঃ সহোর্ব্বশী স্বর্গং প্রতি প্রেষিতেতি ভাবঃ ॥ ১৯—২৭ ॥

নার উরুদেশ হইতে উৎপাদিত করিয়াছেন? ॥ ২০ ॥ সুররাজ এইরূপে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিয়া নিরুদ্বেগ হইলেন; এদিকে ধর্ম্মাত্মা নারায়ণও আপনার তপস্যায় অভিনিবিষ্ট হইলেন ॥২১॥ রাজেন্দ্র! এই আমি আপনার নিকট মহামুনি নরনারায়ণের সমস্ত অদ্ভুত বৃত্তান্ত সম্যক্প্রকারে কহিলাম ॥ ২২ ॥ হে ভরতভূষণ! সেই নরনারায়ণ ভৃগুর শাপ হেতু ভূভারহরণের নিমিত্ত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুননামক বীরদ্বয়রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

রাজা কহিলেন, হে মানদ মুনে! এক্ষণে কৃষ্ণাবতার চরিত বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিয়া আমার মনের সন্দেহ অপনয়ন করুন ॥ ২৪ ॥ মুনিবর! মহাবল হরি ও অনন্ত, যাঁহাদের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই বসুদেব ও দেবকী দুঃখভাজন হইলেন কেন? তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ ভগবান্ জনার্দ্দন যাঁহাদের পুত্র হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে বহুকাল কংসের কারাগারে নিগড়নিবদ্ধ হইয়া থাকিবার তাৎপর্য্য কি? ॥ ২৫—২৬ ॥ কৃষ্ণ, মথুরায় জন্মগ্রহণ করিয়া কিজন্য গোকুলে গমন করিলেন এবং কংসকে বধ করিয়া কিজন্য সমুদ্রমধ্যবর্ত্তিনী দ্বারকাবতী নগরীতেই বা বাস করিলেন? ॥ ২৭ ॥ তাঁহার জনক জননী ও

পিত্রাদিসেবিতং দেশং সমৃদ্ধং পাবনং কিল।
ত্যক্ত্বা দেশান্তরেঽনার্য্যে গতবান্ স কথং হরিঃ॥ ২৮॥
কুলঞ্চ দ্বিজশাপেন কথমুৎসাদিতং হরেঃ।
ভারাবতারণং কৃত্বা বাসুদেবঃ সনাতনঃ।
দেহং মুমোচ তরসা জগাম চ দিবং হরিঃ॥ ২৯॥
পাপিষ্ঠানাঞ্চ ভারেণ ব্যাকুলাভূচ্চ মেদিনী।
তে হতা বাসুদেবেন পার্থেনামিতকর্ম্মণা॥ ৩০॥
লুণ্ঠিতা যৈর্হরেঃ পত্ন্যস্তে কথং ন নিপাতিতাঃ॥ ৩১॥
ভীষ্মো দ্রোণস্তথা কর্ণো বাহ্লীকোঽপ্যথ পার্থিবঃ।
বৈরাটোঽথ বিকর্ণশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্থিবঃ॥ ৩২॥
সোমদত্তাদয়ঃ সর্ব্বে নিহতাঃ সমরে মুনে!।
তেষামুত্তারিতো ভারশ্চৌরাণাং ন হৃতঃ কথম্॥ ৩৩॥
কৃষ্ণপত্ন্যঃ কথং দুঃখং প্রাপ্তাঃ প্রান্তে পতিব্রতাঃ।
সন্দেহোঽয়ং মুনিশ্রেষ্ঠ! চিত্তে মে পরিবর্ত্ততে॥ ৩৪॥
বসুদেবস্তু ধর্ম্মাত্মা পুত্রদুঃখেন তাপিতঃ।
ত্যক্তবান্ স কথং প্রাণানপমৃত্যুং জগাম হ॥ ৩৫॥

আনার্য্যে শ্রেষ্ঠে॥ ২৮—৩২॥

আত্মীয়বর্গ লোকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন যে পবিত্র দেশে বাস করিতেন, তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য জঘন্য দেশান্তরে বসতির কারণ কি?॥২৮॥ কিজন্যই বা দ্বিজশাপে যদুপতির নিজ কুল উৎসাদিত হইল? কিরূপেই বা সনাতন বাসুদেব পৃথিবীর ভারাবতরণ করিয়া দেহ পরিত্যাগ পুরঃসর স্বর্গে গমন করিলেন? পাপিষ্ঠগণের ভারে বসুমতী ব্যাকুলা হইয়াছিলেন, সেই পাপিষ্ঠগণ অমিতকর্ম্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের করে নিহত হইয়াছিল, কিন্তু যাহারা হরির পত্নীদিগকে লুণ্ঠন করিয়াছিল, সেই দুষ্টদিগকে নিপাতিত না করিবার তাৎপর্য্য কি?॥ ২৯-৩১॥ ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, নরপতি বাহ্লীক, বিরাট; বিকর্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, রাজা সোমদত্ত প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গকে বিনষ্ট করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করা হইল, কিন্তু তস্করদিগকে বিনষ্ট করিয়া তাহাদের ভার হরণ করা না হইল কেন?॥৩২—৩৩॥ পতিব্রতা কৃষ্ণপত্নীগণ কিহেতু অবশেষে দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন? হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এ বিষয়ে আমার মানসে সন্দেহের আবির্ভাব হইয়াছে॥৩৪॥ ধর্ম্মাত্মা বসুদেব, পুত্র-দুঃখে তাপিত হইয়া কি নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন এবং কি কারণেই বা তাঁহার অপমৃত্যু ঘটিল?॥ ৩৫॥ হে মুনিসত্তম! পাণ্ডবগণ কৃষ্ণ-

পাণ্ডবা ধর্ম্মসংযুক্তাঃ কৃষ্ণে চ নিরতাঃ সদা।
তে কথং দুঃখভোক্তারো হ্যভবন্মুনিসত্তম ! ॥ ৩৬ ॥
দ্রৌপদী চ মহাভাগা কথং দুঃখস্ত ভাগিনী।
বেদীমধ্যাচ্চ সংজাতা লক্ষ্ম্যংশসম্ভবা কিল ॥ ৩৭ ॥
সভায়াঞ্চ সমানীতা রজোদোষসমন্বিতা।
বলাদ্দুঃশাসনেনাথ কেশগ্রহণকর্শিতা ॥ ৩৮ ॥
পীড়িতা সিন্ধুরাজ্ঞাথ বনমধ্যগতা সতী।
তথৈব কীচকেনাপি পীড়িতা রুদতী ভৃশম্ ॥ ৩৯ ॥
পুত্রাঃ পঞ্চৈব তস্যাস্তু নিহতা দ্রৌণিনা গৃহে।
সুভদ্রায়াঃ সুতো যুদ্ধে বাল এব নিপাতিতঃ ॥ ৪০ ॥
তথাচ দেবকীপুত্রাঃ ষট্ কংসেন নিষূদিতাঃ।
সমর্থেনাপি হরিণা দৈবং ন কৃতমন্যথা ॥ ৪১ ॥
যাদবানাং তথা শাপঃ প্রভাসে নিধনং পুনঃ।
কুলক্ষয়ে তথা তীব্রে তৎপত্নীনাঞ্চ লুণ্ঠনম্ * ॥ ৪২ ॥

চৌরাণাং ন হতঃ কথমিতি। এবং তাদৃশসামর্থ্যবতাং চৌরাণাং ভারঃ কথং ন হৃতঃ ॥ ৩৩—৪০ ॥

নিরত ও ধর্ম্মজ্ঞ ছিলেন, তবে তাঁহাদের এত দুঃখ ভোগ করিবার কারণ কি ? ॥ ৩৬ ॥ যে দ্রৌপদী লক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা এবং যজ্ঞ-বেদি-মধ্য হইতে সমুৎপন্না, তিনিই বা কিজন্য এত দূর দুঃখভাগিনী হইলেন ? ॥৩৭॥ সেই বালা রজস্বলা থাকিলেও দুঃশাসন তাঁহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক সভাস্থলে আনয়ন করিলেন কেন এবং কিহেতুই বা বনবাসকালে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ তাঁহাকে অত্যন্ত মর্ম্মপীড়া প্রদান করিয়াছিলেন ? সেই ভামিনী পাণ্ডবগেহিনী রোদন করিলেও কিহেতু কীচক তাঁহার উৎপীড়ন ও অবমাননা করিয়াছিল ? ॥ ৩৮—৩৯ ॥ কিহেতুই বা তাঁহার গৃহস্থিত পঞ্চপুত্রকে অশ্বত্থামা নিধন করিয়াছিলেন ? সুভদ্রার বালক পুত্রেরই বা যুদ্ধস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করিবার কারণ কি ? ॥ ৪০ ॥ কংসরাজ কেনই বা দেবকীর ষট্পুত্রকে নিহত করিয়াছিল ? কি জন্যই বা ভগবান্ হরি দৈবের অন্যথা করণে সমর্থ হইয়াও তাহা না করিলেন ? ॥ ৪১ ॥ কি আশ্চর্য্য ! যাদবগণের প্রতি ব্রহ্মশাপ, প্রভাসে তাঁহাদের নিধন, একবারে যদুকুলের ধ্বংস এবং তাঁহার পত্নীগণের লুণ্ঠন, এই সকল গুরুতর বিষয়েও কি তিনি দৈবকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন ? ॥৪২॥ যদি তিনি সকলের

---

* পিত্রোশ্চ নিধনে চৈব দৈবমেব পুরস্কৃতম্। ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে ॥

বিষ্ণুনা চেশ্বরেণাপি সাক্ষান্নারায়ণেন চ।
উগ্রসেনস্য সেবা বৈ দাসবৎ সততং কৃতা ॥ ৪৩ ॥
সন্দেহোঽয়ং মহাভাগ! তত্র নারায়ণে মুনৌ।
সর্ব্বজন্তুসমানত্বং ব্যবহারে নিরন্তরম্ ॥ ৪৪ ॥
হর্ষশোকাদয়ো ভাবাঃ সর্ব্বেষাং সদৃশাঃ কথম্।
ঈশ্বরস্য হরের্জাতা কথমপ্যন্যথা গতিঃ ॥ ৪৫ ॥
তস্মাদ্বিস্তরতো ব্রূহি কৃষ্ণস্য চরিতং মহৎ।
অলৌকিকেন হরিণা কৃতং কর্ম্ম মহীতলে ॥ ৪৬ ॥
হতা আয়ুঃক্ষয়ে দৈত্যাঃ ক্লেশেন মহতা পুনঃ।
কৈশ্বর্য্যশক্তিঃ প্রথিতা হরিণা মুনিসত্তম! ॥ ৪৭ ॥
রুক্মিণীহরণে নূনং গৃহীত্বাথ পলায়নম্।
কৃতং হি বাসুদেবেন চৌরবচ্চরিতং তদা ॥ ৪৮ ॥
মথুরামণ্ডলং ত্যক্ত্বা সমৃদ্ধং কুলসম্মতম্।
জরাসন্ধভয়াত্তেন দ্বারকাগমনং কৃতম্ ॥ ৪৯ ॥
তদা কেনাপি ন জ্ঞাতো ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
কিঞ্চিৎ প্রব্রূহি মে ব্রহ্মন্! কারণং ব্রজগোপনম্ ॥৫০ ॥

সমর্থেনেশ্বরেণ হরিণৈতেষাং দৈবমন্যথা কথং ন কৃতং নহীশ্বরস্য কিঞ্চিদ্দুর্ঘটমস্তীতি ভাবঃ ॥ ৪১—৪৩ ॥

ঈশ্বর এবং স্বয়ং নারায়ণ হইবেন তবে সর্ব্বদা উগ্রসেনের প্রতি দাসবৎ ব্যবহার করিলেন কেন? ॥ ৪৩ ॥ মহাভাগ! সেই নারায়ণ মুনির প্রতি এই সন্দেহ হয় যে, তাঁহার ব্যবহার নিরন্তরই সাধারণ জীবের ন্যায়, তাঁহার হর্ষ শোকাদি ভাব সকল কিজন্য সাধারণ লোকের তুল্য? যদি তিনি নারায়ণ হরি পরমেশ্বর, তবে কিহেতু তাঁহার ভাব ঐশ্বরিক না হইয়া সাধারণ জন্তর ন্যায় হইয়াছিল? ॥ ৪৪—৪৫ ॥ অতএব, লোকাতীতপ্রভাব হরি মহীতলে যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, আপনি তৎসমুদায় এবং তাঁহার দিব্য লীলাকাণ্ড বিশেষ বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করুন ॥৪৬॥ হে মুনিসত্তম! আয়ুঃক্ষয় হইলেই জীবের জীবন বিনষ্ট হইয়া থাকে, তবে অতিশয় কষ্ট স্বীকার করিয়া দৈত্যগণকে বধ করিয়া ঈশ্বর হরির কি ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে? ॥ ৪৭॥ রুক্মিণীহরণকালে ভগবান্ রুক্মিণীকে গ্রহণ করিয়া পলায়নপরায়ণ হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার চৌরের ন্যায় আচরণ করা হইয়াছিল সন্দেহ নাই ॥৪৮॥ জরাসন্ধের ভয়ে মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন, কুলসম্মত মথুরামণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার দ্বারকা নগরে পলায়ন করিবার উদ্দেশ্য কি? ॥ ৪৯॥ যখন তিনি এই সমস্ত কার্য্য করেন, তখন কি

এতে চান্যে চ বহবঃ সন্দেহা বাসবীসুত।
নাশয়াদ্য মহাভাগ! সর্ব্বজ্ঞোঽসি দ্বিজোত্তম! ॥ ৫১ ॥
গোপ্যস্তথৈকঃ সন্দেহো হৃদয়ান্ন নিবর্ত্ততে।
পাঞ্চাল্যাঃ পঞ্চভর্ত্তৃত্বং লোকে কিং ন জুগুপ্সিতম্ ॥ ৫২ ॥
সদাচারং প্রমাণং হি প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
পশুধর্ম্মঃ কথং তৈস্তু সমর্থৈরপি সংশ্রিতঃ ॥ ৫৩ ॥
ভীষ্মেণাপি কৃতং কিংবা দেবরূপেণ ভূতলে।
গোলকৌ তৌ সমুৎপাদ্য যত্তু বংশস্য রক্ষণম্ ॥ ৫৪ ॥
ধিগ্ধর্ম্মনির্ণয়ঃ কামং মুনিভিঃ পরিদর্শিতঃ।
যেন কেনাপ্যুপায়েন পুত্রোৎপাদনলক্ষণঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে জনমেজয়প্রশ্নকথনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

নরনারায়ণে পরমেশ্বরে মুনৌ সর্ব্বজন্তুসমানত্বং সর্ব্বজীবসমানত্বং কথমিতি সন্দেহঃ ॥৪৪ ৫৫॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

তাঁহাকে ঈশ্বর ভগবান্ হরি বলিয়া কেহ জানিতে পারে নাই? ব্রহ্মন্! যদি তিনি স্বয়ং ভগবান্ হইবেন তবে ব্রজে লুক্কায়িত থাকিলেন কেন? ইহাঁর কারণ কি তাহা আমার নিকটে বলুন ॥৫০॥ হে মুনে! এই সকল এবং অন্যান্য বহুতর সন্দেহ আমার অন্তরে নিরন্তর বিরাজিত রহিয়াছে, আপনি দ্বিজোত্তম সর্ব্বজ্ঞ ও মহাভাগ, আপনার নিকটে প্রার্থনা যে, আমার এই সকল সন্দেহ অপনয়ন করুন ॥ ৫১ ॥ তপোধন! আমার মনে আর একটী অতি গোপনীয় সন্দেহ বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা কিছুতেই অপনীত হইতেছে না। মুনিবর! পাঞ্চালীর যে পঞ্চস্বামী হইয়াছিল তাহা কি লোকসমাজে ঘৃণা কর ও লজ্জাজনক নহে? পণ্ডিতগণ সদাচারকেই ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; তবে, সেই পাণ্ডবগণ সম্যক্ প্রকারে ক্ষমতাপন্ন হইয়াও কেন পশুধর্ম্মের আচরণ করিয়াছিলেন? ॥ ৫২-৫৩॥ পৃথিবীতলে দেবরূপে অবস্থান করিয়া ভীষ্মই বা কি করিলেন? জিজ্ঞাসা করি গোলক পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিয়া বংশ রক্ষা করা কি তাঁহার সদৃশ কার্য্য হইয়াছে? ॥ ৫৪ ॥ মুনিগণ "যে কোনও উপায়েই হউক পুত্রোৎপাদন করিবে" এইরূপ ব্যবস্থা প্রদান পূর্ব্বক যে ধর্ম্ম নির্ণয় করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই ধর্ম্মনির্ণয়ে ধিক্! ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে জনমেজয়ের প্রশ্নকথন নামক
সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি কৃষ্ণস্য চরিতং মহৎ।
অবতারকারণঞ্চ দেব্যাশ্চরিতমদ্ভুতম্ ॥ ১ ॥
ধরৈকদা ভরাক্রান্তা রুদতী চাতিমর্শিতা।
গোরূপধারিণী দীনা ভীতাগচ্ছৎ ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ২
পৃষ্টা শক্রেণ কিন্তেঽদ্য বর্ত্ততে ভয়মিত্যথ।
কেন বৈ পীড়িতাসি ত্বং কিং তে দুঃখং বসুন্ধরে! ॥ ৩ ॥
তচ্ছ্রুত্বেলা তদোবাচ শৃণু দেবেশ! মেঽখিলম্।
দুঃখং পৃচ্ছসি যত্ত্বং মে ভারাক্রান্তাস্মি মানদ! ॥ ৪ ॥
জরাসন্ধো মহাপাপী মাগধেষু পতির্ম্মম।
শিশুপালস্তথা চৈদ্যঃ কাশীরাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫ ॥

ষষ্টিশ্লোকৈর্দুষ্টরাজভারাক্রান্তা তু মেদিনী।
ব্রহ্মাণং শরণং গত্বা স্বদুঃখং সা ন্যবেদয়ৎ ॥

কৃষ্ণাবতারং বর্ণয়েতি রাজবাক্যং শ্রুত্বা ব্যাস আহ শৃণু রাজন্নিতি। তত্র কৃষ্ণাবতারস্য কারণং নান্যদস্তি কিন্তু শ্রীসচ্চিদানন্দরূপিণ্যাঃ সকলজগন্নিয়ন্ত্র্যাঃ সৃষ্ট্যাদিপঞ্চকৃত্যবিধায়িন্যাঃ সকলান্তর্যামিন্যা ভগবত্যা লীলয়ৈব জগৎ স্রষ্টুং প্রবৃত্তায়াঃ প্রেরণৈব কারণমিত্যভিপ্রায়েণৈবাহ অবতারকারণঞ্চেতি। দেব্যাশ্চরিতং প্রেরণরূপম্ ॥ ১—৩ ॥
ইলা পৃথ্বী ॥ ৪—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! কৃষ্ণের সুবিস্তৃত চরিত্র ও অবতার কথা এবং দেবী ভুবনেশ্বরীর বিচিত্র চরিত্রাদির বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ কোনও সময়ে পৃথিবী দুষ্টরাজগণের ভারে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত পীড়িত ও ভীত হইয়াছিলেন। তখন তিনি গোরূপধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে দীনমনে দেবলোকে গমন করেন ॥ ২ ॥ দেবরাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বসুন্ধরে! এক্ষণে তোমার ভয়ের কারণ কি? কে তোমাকে পীড়িত করিয়াছে? তোমার কি দুঃখ ঘটিয়াছে? এ সমস্তই আমার নিকট বল? ॥ ৪ ॥ পৃথিবী ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মানদ! আপনি যখন আমার দুঃখের ও পীড়নের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন তখন আপনার নিকটে সমস্ত কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন, আমি এক্ষণে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়াছি ॥ ৪ ॥ ঘোরপাপী মগধরাজ জরাসন্ধ পৃথিবীতে রাজত্ব করিতেছে। এইরূপ চেদিপতি শিশুপাল, দুর্দান্ত

রুক্মী চ বলবান্ কংসো নরকশ্চ মহাবলঃ।
শাল্বঃ সৌভপতিঃ ক্রূরঃ কেশী ধেনুকবৎসকৌ ॥ ৬ ॥
সর্ব্বধর্ম্মবিহীনাশ্চ পরস্পরবিরোধিনঃ।
পাপাচারা মদোন্মত্তাঃ কালরূপাশ্চ পার্থিবাঃ ॥ ৭ ॥
তৈরহং পীড়িতা শক্র ! ভারাক্রান্তাক্ষমা বিভো !।
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি চিন্তা মে মহতী স্থিতা ॥ ৮ ॥
পীড়িতাহং বরাহেণ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
শক্র ! জানীহি হরিণা দুঃখাদ্দুঃখতরং গতা ॥ ৯ ॥
যতোঽহং দুষ্টদৈত্যেন কশ্যপস্যাত্মজেন বৈ।
হৃতাহং হিরণ্যাক্ষেণ মগ্না তস্মিন্মহার্ণবে ॥ ১০ ॥
তদা শূকররূপেণ বিষ্ণুনা নিহতোঽপ্যসৌ।
উদ্ধৃতাহং বরাহেণ স্থাপিতা হি স্থিরা কৃতা ॥ ১১ ॥
নোচেদ্রসাতলে স্বস্থা স্থিতা স্যাং সুখশায়িনী *।
ন শক্তাস্ম্যদ্য দেবেশ ! ভারং বোঢ়ুং দুরাত্মনাম্ ॥ ১২ ॥

(সৌভপতিরিতি শাল্বস্য বিশেষণম্। তথাচ মহাভারতে। শাল্বস্য নগরং সৌভং গতোঽহং ভরতর্ষভ ! ॥ ৬—৮ ॥)
পীড়িতাহং বরাহেণেতি। যদি বরাহেণাহং জলান্নোদ্ধৃতা স্যাত্তদা কিমিত্যেতাদৃশং দুঃখং মম ভবেত্তস্মাত্তেনৈবাহং পীড়িতেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

কাশীরাজ, রুক্মী, বলবান্ কংস, মহাবল নরক, সৌভপতি শাল্ব, ক্রূরমতি কেশী, ধেনুক ও বৎসক ইহারা সকলেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেবরাজ ! অধিক কি বলিব এই সমস্ত রাজগণই ধর্ম্মবিবর্জ্জিত, পরস্পর বিরোধী, মদোন্মত্ত ও পাপাচারে রত ; ইহারা কালস্বরূপ রাজা হইয়া আমাকে নিরন্তর পরিপীড়িত করিতেছে, আমি তাহাদের ভার বহনে অসমর্থ হইয়াছি, এখন কোথায় যাই কি করি এই মহতী চিন্তা আমার অন্তঃকরণে সমুদিত থাকিয়া আমাকে নিরন্তরই পীড়া প্রদান করিতেছে ॥ ৫—৮ ॥ হে বাসব ! বলিতে কি, প্রভাবশালী বরাহরূপী বিষ্ণুই আমার কষ্টের কারণ হইয়াছেন ; শক্র ! তাঁহার জন্যই আমি দুঃখের উপর দুঃখান্তরে নিপতিত হইয়াছি ; কারণ, যখন কশ্যপ-পুত্র দুষ্ট দৈত্য হিরণ্যাক্ষ আমাকে হরণ করিয়া মহার্ণবে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তখন বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে নিধন করিয়া আমাকে উদ্ধার করত স্থিরভাবে রক্ষা করেন ॥১০-১১॥ তিনি যদি সেই সময় আমাকে উদ্ধৃত না করিতেন, তাহা হইলে আমি রসাতলগর্ভে সুখে কালযাপন করিতাম। হে দেবেন্দ্র ! আমি এখন আর উক্ত দুরাত্মাদিগের ভার বহন

* অভবং কালত্রয়ং কিল। ইতি বা পাঠঃ।

অগ্রে দুষ্টঃ সমায়াতি হ্যষ্টাবিংশস্তথা কলিঃ।
তদাহং পীড়িতা শক্র! গন্তাস্ম্যাশু রসাতলম্॥ ১৩॥
তস্মাত্ত্বং দেবদেবেশ! দুঃখরূপার্ণবস্য চ।
পারদো ভব ভারং মে হর পাদৌ নমামি তে॥ ১৪॥

ইন্দ্র উবাচ।

ইলে! কিং তে করোম্যদ্য ব্রহ্মাণং শরণং ব্রজ।
অহং তত্র গমিষ্যামি স তে দুঃখং হরিষ্যতি॥ ১৫॥
তচ্ছ্রুত্বা ত্বরিতা পৃথ্বী ব্রহ্মলোকং গতা তদা।
শক্রোঽপি পৃষ্ঠতঃ প্রাপ্তঃ সর্ব্বদেবপুরঃসরঃ॥ ১৬॥
সুরভীমাগতাং তত্র দৃষ্ট্বোবাচ প্রজাপতিঃ।
মহীং জ্ঞাত্বা মহারাজ! ধ্যানেন সমুপস্থিতাম্॥ ১৭॥
কস্মাদ্রোদিষি কল্যাণি! কিং তে দুঃখং বদাধুনা।
পীড়িতাসি চ কেন ত্বং পাপাচারেণ ভূর্ব্বদ॥ ১৮॥

ধরোবাচ।

কলিরায়াতি দুষ্টোঽয়ং বিভেমি তদ্ভয়াদহম্।
পাপাচারাঃ প্রজাস্তত্র ভবিষ্যন্তি জগৎপতে!॥ ১৯॥

তদেবাহ যতোঽহমিতি॥ ১০—১৭॥
হে ভূর্হে ধরণি॥ ১৮॥

করিতে সমর্থ হইতেছি না॥ ১২॥ সুরেন্দ্র! শীঘ্রই সম্মুখে দুষ্ট অষ্টাবিংশ কলি আগমন করিতেছে, তাহার যেরূপ প্রভাব, তাহাতে বোধ হয় সেই সময় আমাকে উৎপীড়িত হইয়া রসাতলে গমন করিতে হইবে॥ ১৩॥ অতএব হে দেবেশ্বর! আমি আপনার চরণযুগলে প্রণিপাত করিতেছি, আপনি আমার ভারহরণ করিয়া এই অপার দুঃখসাগর হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন॥ ১৪॥

সুরপতি কহিলেন, পৃথিবি! আমি তোমার কি করিব, তুমি ব্রহ্মার নিকটে গমন করিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ কর; আমিও তথায় গমন করিতেছি, তাঁহা হইতেই তোমার দুঃখ দূরীভূত হইবে॥ ১৫॥ তখন, পৃথিবী ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন; এ দিকে ইন্দ্রও সমস্ত দেবগণের সহিত পৃথিবীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইলেন॥১৬॥ মহারাজ! পিতামহ ব্রহ্মা পৃথিবীকে সমাগতা দেখিয়া ধ্যানযোগে তাঁহার আগমনকারণ অবগত হইলেন এবং কহিলেন, কল্যাণি! তুমি কেন রোদন করিতেছ? তোমার এক্ষণে কি দুঃখ হইয়াছে? কোন দুরাচার তোমাকে প্রপীড়িত করিয়াছে বল॥ ১৭—১৮॥

রাজানশ্চ দুরাচারাঃ পরস্পরবিরোধিনঃ।
চৌরকর্ম্মরতাঃ সর্ব্বে রাক্ষসাঃ পূর্ব্ববৈরিণঃ ॥ ২০ ॥
তান্ হত্বা নৃপতীন্ ভারং হর মেঽদ্য পিতামহ!।
পীড়িতাস্মি মহারাজ! সৈন্যভারেণ ভূভৃতাম্ ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

নাহং শক্তস্তথা দেবি! ভারাবতরণে তব।
গচ্ছাবঃ সদনং বিষ্ণোর্দ্দেবদেবস্য চক্রিণঃ ॥ ২২ ॥
স তে ভারাপনোদং বৈ করিষ্যতি জনার্দ্দনঃ।
পূর্ব্বং ময়াপি তে কার্য্যং চিন্তিতং সুবিচার্য্য চ ॥ ২৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বেদকর্ত্তাসৌ পুরস্কৃত্য সুরাংশ্চ গাম্।
জগাম বিষ্ণুসদনং হংসারূঢ়শ্চতুর্ম্মুখঃ ॥ ২৪ ॥
তত্র গত্বা সুরশ্রেষ্ঠং দেবদেবং জনার্দ্দনম্।
তুষ্টাব বেদবাক্যৈশ্চ ভক্তিপ্রবণমানসঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি ব্রহ্মবাক্যং শ্রুত্বা ধরোবাচ কলিরায়াতীতি ॥ ১৯—২১ ॥
তথেতি ইন্দ্রবদিত্যর্থঃ ॥ ২২—২৬ ॥

পৃথিবী কহিলেন, হে জগতীপতে! দুষ্ট কলি সম্মুখেই আগমন করিতেছে, ইহার প্রভাবে প্রজা সকল ঘোর পাপাচারী হইবে, অতএব আমি কলিভয়ে একান্ত শঙ্কিত হইয়াছি ॥ ১৯ ॥ এই কলির প্রারম্ভে রাজরূপে অবতীর্ণ পূর্ব্ববৈরি অসুরগণ অতিশয় দুরাচার, পরস্পর বিরোধী ও চৌর-কর্ম্মকুশল হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥ পিতামহ! এক্ষণে এই দুর্বৃত্ত নৃপগণক নিহত করিয়া আমার ভার হরণ করুন; হে মহাপ্রভো! আমি সেই ভূপতিগণের সৈন্যভারে অত্যন্তই পীড়িত হইতেছি ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবি! ইন্দ্রের ন্যায় আমিও তোমার ভারাপনয়নে সমর্থ নহি, চল আমরা দুইজনে চক্রধারী বিষ্ণুর নিকটে গমন করি ॥ ২২ ॥ সেই জনার্দ্দনই তোমার ভারাপনয়ন করিবেন। আমি পূর্ব্ব হইতেই মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া তোমার কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া রাখিয়াছি ॥ ২৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, এই বলিয়া বেদকর্ত্তা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, পৃথিবী ও সুরগণকে অগ্রে করিয়া হংসবাহনে আরোহণ পূর্ব্বক বিষ্ণুসন্নিধানে গমন করিলেন এবং ভক্তিভাবে বেদবাক্য দ্বারা সেই দেবদেব জনার্দ্দনের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

সহস্রশীর্ষা ত্বমসি সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
ত্বং বেদপুরুষঃ পূর্ব্বং দেবদেবঃ সনাতনঃ ॥ ২৬ ॥
ভূতপূর্ব্বং ভবিষ্যচ্চ বর্ত্তমানঞ্চ যদ্বিভো!।
অমরত্বং ত্বয়া দত্তমস্মাকং চ রমাপতে! ॥ ২৭ ॥
এতাবান্মহিমা তেঽস্তি কো ন বেত্তি জগত্রয়ে।
ত্বং কর্ত্তাপ্যবিতা হন্তা ত্বং সর্ব্বগতিরীশ্বরঃ ॥ ২৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতীড়িতঃ প্রভুর্বিষ্ণুঃ প্রসন্নো গরুড়ধ্বজঃ।
দর্শনঞ্চ দদৌ তেভ্যো ব্রহ্মাদিভ্যোঽমলাশয়ঃ ॥ ২৯ ॥
প্রপচ্ছ স্বাগতং দেবান্ প্রসন্নবদনো হরিঃ।
ততস্ত্বাগমনে তেষাং কারণঞ্চ সবিস্তরম্ ॥ ৩০ ॥
তমুবাচাজজো নত্বা ধরাদুঃখঞ্চ সংস্মরন্।
ভারাবতরণং বিষ্ণো! কর্ত্তব্যং তে জনার্দ্দন! ॥ ৩১ ॥
ভুবি কৃত্বাবতারং ত্বং দ্বাপরান্তে সমাগতে।
হত্বা দুষ্টান্নৃপানুর্ব্ব্যা হর ভারং দয়ানিধে! ॥ ৩২ ॥

ভূতপূর্ব্বমিতি। পূর্ব্বং ভূতমিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥
কো ন বেত্তি কোঽপি ন বেত্তীত্যর্থঃ ॥ ২৮—২৯ ॥
কারণং পপ্রচ্ছেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, আপনি সহস্রশীর্ষা—অর্থাৎ অসংখ্যমস্তক, আপনি সহস্রাক্ষ,—অর্থাৎ অসংখ্যনেত্র আপনি সহস্রপাৎ অর্থাৎ—অসংখ্যচরণ এবং আপনি বেদপুরুষ দেবদেব ও সনাতন ॥২৬॥ হে বিভো! যাহা অতীত, যাহা ভবিষ্যৎ ও যাহা বর্ত্তমান সেই সমস্তই আপনি; হে রমাপতে! আপনিই আমাদিগকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥ আপনিই এই জগতের কর্ত্তা, পালয়িতা ও হন্তা এবং আপনিই জগতের এক মাত্র গতি ও ঈশ্বর; আপনাতে যে এই সমস্ত মহিমা বিদ্যমান আছে তাহা ত্রিভুবনে কে না অবগত আছে? ॥ ২৮ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহারাজ! ব্রহ্মা এইরূপে স্তব করিলে গরুড়ধ্বজ বিষ্ণু প্রসন্ন হইলেন এবং সেই ব্রহ্মাদি দেবগণের সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন প্রদান করিলেন ॥ ২৯ ॥ তদনন্তর, ভগবান্ তাঁহাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাদের আগমনের কারণ বিস্তারিত রূপে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৩০॥ তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ধরণীর সমস্ত দুঃখের কারণ স্মরণ পূর্ব্বক বলিলেন; হে প্রভো! এক্ষণে পৃথিবীর ভার হরণ করা আপনার কর্ত্তব্য ॥৩১॥

বিষ্ণুরুবাচ।

নাহং স্বতন্ত্র এবাত্র ন ব্রহ্মা ন শিবস্তথা।
নেন্দ্রোঽগ্নির্ন যমস্ত্বষ্টা ন সূর্য্যো বরুণস্তথা ॥ ৩৩ ॥
যোগমায়াবশে সর্ব্বমিদং স্থাবরজঙ্গমম্।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং গ্রথিতং গুণসূত্রতঃ ॥ ৩৪ ॥
যথা সা স্বেচ্ছয়া পূর্ব্বং কর্ত্তুমিচ্ছতি সুব্রত !।
তথা করোতি সুহিতা বয়ং সর্ব্বেঽপি তদ্বশাঃ ॥ ৩৫ ॥
যদ্যহং স্যাং স্বতন্ত্রো বৈ চিন্তয়ন্তু ধিয়া কিল।
কুতোঽভবং মৎস্যবপুঃ কচ্ছপো বা মহার্ণবে ॥ ৩৬ ॥
তির্য্যগ্‌যোনিষু কো ভোগঃ কা কীর্ত্তিঃ কিং সুখং পুনঃ।
কিং পুণ্যং কিং ফলং তত্র ক্ষুদ্রযোনিগতস্য মে ॥ ৩৭ ॥
কোলো বাথ নৃসিংহো বা বামনো বাভবং কুতঃ।
জমদগ্নিসুতঃ কস্মাৎ সম্ভবেয়ং পিতামহ ! ॥ ৩৮ ॥

তে স্বয়েত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৩ ॥
যোগমায়েতি। গুণত্রয়জনকসাম্যাবস্থামায়াস্তমূর্ত্তা যোগমায়েত্যুচ্যতে ॥ ৩৪—৩৫ ॥
যদ্যহমিতি। ন হি স্বতন্ত্রঃ কশ্চিৎ স্বেচ্ছয়া দুঃখাম্ভোধৌ নিমজ্জতি ॥ ৩৬ ॥
ননু ভোগাদ্যর্থং ত্বমবতারং গৃহীতবানিতি চেত্তত্রাহ তির্য্যগ্‌যোনিষ্বিতি ॥ ৩৭—৩৮ ॥

দয়ানিধে ! দ্বাপরযুগের শেষভাগ সমাগত হইলে আপনি ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্ট নরপতিগণকে সংহার করিয়া অবনীর ভার অপনয়ন করুন ॥ ৩২ ॥

বিষ্ণু বলিলেন, আমি এবিষয়ে স্বাধীন নহি ; কেবল আমি কেন ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ইন্দ্র, যম, বিশ্বকর্ম্মা, সূর্য্য ও বরুণ প্রভৃতি দেবগণের মধ্যেও কেহই স্বাধীন নহেন। এই অখিল স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ, যোগমায়ার বশে অবস্থিত এবং ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত সকলেই তাঁহারই গুণসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে ॥৩৩-৩৪॥ হে সুব্রত ! সেই হিতকারিণী ইচ্ছাময়ী আপনার ইচ্ছায় যাহা করিতে অভিলাষ করেন তাহাই করেন, আমরা সকলেই তাঁহার বশীভূত হইয়া আছি- বেন ॥৩৫॥ তোমরা মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি আমি স্বাধীন হইতাম, তাহা হইলে কিজন্য মহার্ণবে অবস্থিতি করিয়া মৎস্য ও কচ্ছপদেহ ধারণ করিব ? ব্রহ্মন্ ! তির্য্যগ্‌যোনিতে সম্পৎ-সম্ভোগ, কীর্ত্তি বা সুখ কি আছে ? ক্ষুদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমার কি পুণ্য বা ফলপ্রাপ্তি আছে ? আমি কেনই বা শূকর দেহধারী হই ? কেনই বা নৃসিংহদেহ ও বামনবপু ধারণ করি ? কেনই বা জমদগ্নির পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করি ? বিশেষত তাদৃশ মহাত্মা জমদগ্নির পুত্র এবং দ্বিজোত্তম হইয়াও কিজন্য নৃশংসের কার্য্য করি ? হায় ! আমি

নৃশংসং বা কথং কর্ম্ম কৃতবানস্মি ভূতলে।
ক্ষতজৈস্তু হ্রদান্ সর্ব্বান্ পূরয়েয়ং কথং পুনঃ ॥ ৩৯ ॥
তৎ কথং জমদগ্নেশ্চ পুত্রো ভূত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
ক্ষত্রিয়ান্ হতবানাজৌ নির্দ্দয়ো গর্ভগানপি ॥ ৪০ ॥
রামো ভূত্বাথ দেবেন্দ্র! প্রাবিশদ্দণ্ডকং বনম্।
পদাতিশ্চীরবাসাশ্চ জটাবল্কলবান্ পুনঃ ॥ ৪১ ॥
অসহায়ো হ্যপাথেয়ো ভীষণে নির্জ্জনে বনে।
কুর্ব্বন্নাখেটকং তত্র ব্যচরং বিগতত্রপঃ ॥ ৪২ ॥
ন জ্ঞাতবান্ মৃগং হৈমং মায়য়াপিহিতস্তদা।
উটজে জানকীং ত্যক্ত্বা নির্গতস্তৎপদানুগঃ ॥ ৪৩ ॥
লক্ষ্মণোঽপি চ তাং ত্যক্ত্বা নির্গতো মৎপদানুগঃ।
বারিতোপি ময়াত্যর্থং মোহিতঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ ॥ ৪৪ ॥
ভিক্ষুরূপং ততঃ কৃত্বা রাবণঃ কপটাকৃতিঃ।
জহার তরসা রক্ষো জানকীং শোককর্শিতাম্ ॥ ৪৫ ॥
দুঃখার্ত্তেন ময়া তত্র রুদিতং চ বনে বনে।
সুগ্রীবেণ চ মিত্রত্বং কৃতং কার্য্যবশান্ময়া ॥ ৪৬ ॥

ক্ষতজৈ রুধিরৈঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥
আখেটকং মৃগহননাদিরূপম্ ॥ ৪২—৪৬ ॥

নির্দ্দয় হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে অধিক কি গর্ভগত সন্তানদিগকেও সংহার করিয়াছি। আমি স্বাধীন হইলে কিজন্য এ সকল কঠোর ও বীভৎস কার্য্য করিব? ॥৩৬—৪০॥ হে দেবেন্দ্র! আরও দেখ, আমি রামাবতারে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া চীর, জটা ও বল্কল ধারণ পূর্ব্বক, অসহায় ও পাথেয়শূন্য হইয়া পদব্রজে ভীষণ নির্জ্জন বনে নির্লজ্জের ন্যায় পশু-হননাদিরূপ ব্যাধের কার্য্য করিয়া নিরন্তর পরিভ্রমণ করিয়াছি॥ ৪১—৪২ ॥ আমি মায়ায় মোহিত হইয়া সুবর্ণমৃগের স্বরূপ অবগত হইতে পারি নাই, সুতরাং পর্ণশালায় জানকীরে পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে নির্গমন পূর্ব্বক সেই মৃগ-পদবীর অনুসরণ করিয়াছি। আমি বহুবার নিবারণ করিলেও লক্ষ্মণ প্রাকৃতিক গুণে মোহিত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার অনুসরণ করিয়াছিল॥ ৪৩—৪৪ ॥ তখন কপটমূর্ত্তি রাক্ষসরাজ রাবণ, ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিয়া শোকসংক্ষীণা জনকতনয়াকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়াছিল ॥ ৪৫ ॥ আমি প্রিয়া-বিরহ-দুঃখে অতিশয় কাতর হইয়া বনে বনে রোদন করিয়া বেড়াইয়াছি এবং কার্য্যবশে বানররাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছি ॥ ৪৬ ॥

অন্যায়েন হতো বালী শাপাচ্চৈব নিবারিতঃ*।
সহায়ান্ বানরান্ কৃত্বা লঙ্কায়াং চলিতং পুনঃ ॥ ৪৭ ॥
বদ্ধোঽহং নাগপাশৈশ্চ লক্ষ্মণশ্চ মমানুজঃ।
বিসংজ্ঞৌ পতিতৌ দৃষ্ট্বা বানরা বিস্ময়ং গতাঃ ॥ ৪৮ ॥
গরুড়েন তদাগত্য মোচিতৌ ভ্রাতরৌ কিল।
চিন্তা মে মহতী জাতা দৈবং কিং বা করিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥
হৃতং রাজ্যং বনে বাসো মৃতস্তাতঃ প্রিয়া হৃতা।
যুদ্ধং কষ্টং দদাত্যেবমগ্রে কিং বা করিষ্যতি ॥ ৫০ ॥
প্রথমং তু মহাদুঃখমরাজ্যস্য বনাশ্রয়ঃ।
রাজপুত্র্যান্বিতস্যৈব ধনহীনস্য মে সুরাঃ! ॥ ৫১ ॥
বরাটিকাপি পিত্রা মে ন দত্তা বননির্গমে।
পদাতিরসহায়োঽহং ধনহীনশ্চ নির্গতঃ ॥ ৫২ ॥
চতুর্দ্দশৈব বর্ষাণি নীতানি চ তদা ময়া।
ক্ষাত্রং ধর্ম্মং পরিত্যজ্য ব্যাধবৃত্ত্যা মহাবনে ॥ ৫৩ ॥

(অন্যায়েন অধর্ম্মযুদ্ধেনেত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৪৯ ॥)
দদাত্যেবমিতি। দৈবমিত্যনুষঙ্গঃ দৈবং বিধির্দ্দদাতীত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫২ ॥

আমি অন্যায় পূর্ব্বক বানররাজ বালীকে নিহত করিয়া তাহাকে শাপ-বিমুক্ত করিয়াছি; তদনন্তর, বানরগণকে সহায় করিয়া লঙ্কায় গমন করিয়াছি ॥ ৪৭ ॥ যৎকালে অনুজ লক্ষ্মণ ও আমি, দুই জনেই নাগপাশে বদ্ধ ও চেতনা-বিহীন হইয়া নিপতিত হই, সে সময় বানরগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল ॥৪৮॥ অনন্তর, গরুড় আগমন করিয়া আমাদের ভ্রাতৃদ্বয়কে নাগপাশ হইতে মুক্ত করিল; তখন আমি এই চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, দৈব না জানি আমাদের অদৃষ্টে কি অমঙ্গল সংযোজনা করেন ॥৪৯॥ আমার রাজ্য হৃত হইল, বনে বসতি ঘটিল, পিতা পরলোক গত হইলেন, জানকী অপহৃতা হইল, এক্ষণে নিদারুণ যুদ্ধে অতিশয় ক্লেশ হইতেছে, না জানি দৈব ইহার পর আমায় আরও কি ঘোর কষ্টে নিপাতিত করেন? ॥ ৫০ ॥ হে সুরগণ! ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি আছে যে, আমি প্রথমেই রাজ্য-হীন ও ধনহীন হইয়া বন গমন পূর্ব্বক রাজপুত্রী সীতার সহিত নিবিড় বিপিনাশ্রয়ী হই ॥ ৫১ ॥ বন গমনকালে পিতা আমাকে একটি বরাটিকা ও (এক কড়া কড়ি) প্রদান করেন নাই, আমি ধনহীন ও অসহায় হইয়া পদব্রজে অযোধ্যা হইতে নির্গত হইয়া-

---

* পাপশ্চ ন, নিবারিতম্ ইতি বা পাঠান্তরম্।

দৈবাৎ যুদ্ধে জয়ঃ প্রাপ্তো নিহতোঽসৌ মহাসুরঃ।
আনীতা চ পুনঃ সীতা প্রাপ্তাযোধ্যা ময়া তথা ॥ ৫৪ ॥
বর্ষাণি কতিচিত্তত্র সুখং সংসারসম্ভবম্।
প্রাপ্তং রাজ্যঞ্চ সংপূর্ণং কোশলানধিতিষ্ঠতা ॥ ৫৫ ॥
পূরৈবং বর্ত্তমানেন প্রাপ্তরাজ্যেন বৈ তদা।
লোকাপবাদভীতেন ত্যক্তা সীতা বনে ময়া ॥ ৫৬ ॥
কান্তাবিরহজং দুঃখং পুনঃ প্রাপ্তং দুরাসদম্।
পাতালং সা গতা পশ্চাদ্ধরাং ভিত্ত্বা ধরাত্মজা ॥ ৫৭ ॥
এবং রামাবতারেঽপি দুঃখং প্রাপ্তং নিরন্তরম্।
পরতন্ত্রেণ মে নূনং স্বতন্ত্রঃ কো ভবেত্তদা ॥ ৫৮ ॥
পশ্চাৎ কালবশাৎ প্রাপ্তঃ স্বর্গো মে ভ্রাতৃভিঃ সহ।
পরতন্ত্রস্য কা বার্ত্তা বক্তব্যা বিবুধেন বৈ ॥ ৫৯ ॥

(দৈবমেব বলবদিতি প্রতিপাদয়িতুমাহ। চতুর্দ্দশৈব বর্ষাণীতি। স্বধর্ম্মপরিত্যাগো-ঽতিগর্হিতোঽপি দৈববশাদেব ময়া পরিগৃহীত ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৫৩—৫৭ ॥)
এবং রামাবতারে ইতি। ইয়ং কথা রামায়ণাদিষু প্রসিদ্ধাস্তীতি ন বিবিচ্য দর্শিতা ॥ ৫৮—৫৯ ॥

ছিলাম ॥ ৫২ ॥ আমি মহাবনে গমন করিয়া অগত্যা ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিত্যাগ করত ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বৎসর যাপন করিয়াছিলাম ॥৫৩॥ পরে, দৈবানুগ্রহেই সেই মহাসুর রাবণকে নিহত করিয়া যুদ্ধে জয়ী হই এবং সীতাকে পুনরায় অযোধ্যায় আনয়ন করি ॥৫৪॥ তথায় কোশল নিবাসী-প্রজাগণের শাসনকর্ত্তা হইয়া কতিপয় বৎসর সংসার-সম্ভূত সুখ অনুভব পূর্ব্বক পূর্ণ রাজ্য প্রাপ্ত হই ॥ ৫৫ ॥ পূর্ব্বে সীতাহরণাদি ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তৎপরেই রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটিল; তখন লোকগণ সীতার অপবাদ জল্পনা করিলে আমি ভীত হইয়া তাঁহারে বনবাসে বিসর্জ্জন দিলাম; সে সময় আমাকে পুনর্ব্বার পত্নী-বিরহ-জনিত দুস্তর দুঃখ ভোগ করিতে হইল। তদনন্তর ধরাত্মজা ধরাতল-ভেদ করিয়া পাতালতলে গমন করিলেন ॥ ৫৬—৫৭ ॥

দেবগণ! রামাবতারে আমিও যখন এইরূপে পরাধীন হইয়া নিরন্তর দুঃখ ভোগ করিয়াছি, তখন অপরে কে আর স্বাধীন আছে তাহা বল দেখি ॥ ৫৮ ॥ তদনন্তর, কালবশে ভ্রাতৃগণের সহিত আমার স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। যাহা হউক পরতন্ত্র ব্যক্তির কতদূর দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতেই বলিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৫৯ ॥ হে পদ্মাসন! তুমি

পরতন্ত্রোঽস্ম্যহং নূনং পদ্মযোনে ! নিশাময় ।
তথাত্বমপি রুদ্রশ্চ সর্ব্বে চান্যে সুরোত্তমাঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে ভারাক্রান্তায়াঃ পৃথিব্যাঃ সুরলোকগমনং নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

ন হ্যেতাদৃশীং বিড়ম্বনাং স্বতন্ত্রঃ কশ্চিৎ স্বেচ্ছয়া স্বস্য করোতি । তস্মাদনেকদৃষ্টৈরেবং বিধৈর্ব্বিজানীহি হে ব্রহ্মন্নহম্পরতন্ত্র এবেতি সমুদায়ার্থঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থস্কন্ধে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

আমার বাক্য শ্রবণ কর, আমি নিশ্চিতই পরাধীন, কেবল আমি কেন আমার ন্যায় তুমি ও রুদ্র এবং সমস্ত সুরোত্তম গণ সকলেই পরাধীন জানিও ॥ ৬০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে ভারপীড়িত পৃথিবীর স্বর্গগমন নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুঃ পুনরাহ প্রজাপতিম্।
যন্মায়ামোহিতঃ সর্ব্বস্তত্ত্বং জানাতি নো জনঃ* ॥ ১ ॥
বয়ং মায়াবৃতাঃ কামং ন স্মরামো জগদ্‌গুরুম্।
পরমং পুরুষং শান্তং সচ্চিদানন্দমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥
অহং বিষ্ণুরহং ব্রহ্মা শিবোঽহমিতি মোহিতাঃ।
ন জানীমো বয়ং ধাতঃ! পরং বস্তু† সনাতনম্ ॥ ৩ ॥
যন্মায়ামোহিতশ্চাহং সদা বর্ত্তে পরাত্মনঃ।
পরবান্ দারুপাঞ্চালী মায়িকস্য যথা বশে ॥ ৪ ॥

অর্দ্ধাধিকৈশ্চ ষট্‌চত্বারিংশৎপদ্যৈর্হবিভুজঃ।
বিষ্ণ্বাজ্ঞয়া পরাশক্তেঃ স্তুতিং চক্রুঃ সমাহিতাঃ ॥

ইত্যুক্তেতি। হে ব্রহ্মন্নহমীশ্বর ইতি ভ্রমস্তবাস্তি নাসৌ যুক্ত ইত্যাহ যন্মায়ামোহিত ইতি। যন্মায়ামোহিতো যদ্‌যস্মাৎ পরমাত্মনো যা মায়াশক্তিস্তয়া মোহিতঃ সর্ব্বো জনস্তত্ত্বং পরমাত্মতত্ত্বং ন জানাতি ॥ ১ ॥

তয়া মায়য়া বৃতা আচ্ছাদিতা বয়ম্ তস্মাত্তং জগদ্‌গুরুং জগজ্জনকং ন স্মরামো মায়া-ভ্রমণেন ভ্রান্তা এব স্ম ইত্যর্থঃ। ততশ্চেতরজীববদস্মাকং বিদ্যমানত্বান্নেশ্বরত্বমিতি ভাবঃ ॥২॥

তদেব ভ্রান্তত্বং স্বস্যাহ অহং বিষ্ণুরিতি ॥ ৩ ॥

যন্মায়েতি। যদ্‌যস্মাৎ কারণাদিত্যর্থঃ। পরবান্ পরাধীন ইত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ। যথা দারুপাঞ্চালী কাষ্ঠপুত্তলী মায়িকস্য বশে ভবতি তথাহং পরাধীনো বর্ত্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহারাজ! ভগবান্ বিষ্ণু পুনর্ব্বার প্রজাপতিকে কহিতে লাগিলেন, ব্রহ্মন্! সকলেই সেই ভগবতী মহামায়ার মায়ায় মোহিত হইয়া পরম তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না ॥ ১ ॥ আমরাও মায়ায় মোহিত বলিয়াই শান্ত, পরমপুরুষ, জগদ্‌গুরু, সচ্চিদানন্দ-ময় অব্যয় পরমাত্মাকে কোনমতেই জানিতে পারিতেছি না ॥ ২ ॥ বিধাতঃ! আমি বিষ্ণু, আমি ব্রহ্মা, আমি রুদ্র, এইরূপ গর্ব্বে মোহিত থাকিয়া আমরা সনাতন পরম বস্তু চিনিতে পারিতেছি না ॥ ৩ ॥ যেমন কাষ্ঠপুত্তলিকা ইন্দ্রজালিকের বশে থাকিয়া তাহার ইচ্ছানুসারে নৃত্যাদি করিয়া থাকে, আমিও সেইরূপ পরমাত্মার মায়ায় মোহিত হইয়া পরাধীনভাবে

---

* যদ্বশে চ বয়ং সর্ব্বে তত্ত্বং জানামি পদ্মজ!। ইতি বা পাঠঃ। † ব্রহ্ম। ইতি বা পাঠঃ ॥

ভবতাপি তথা দৃষ্টা বিভূতিস্তস্য চাদ্ভুতা।
কল্পাদৌ ভবযুক্তেন ময়াপি চ সুধার্ণবে ॥ ৫ ॥
মণিদ্বীপেঽথ মন্দারবিটপে রাসমণ্ডলে*।
সমাজে তত্র সা দৃষ্টা শ্রুতা ন বচসাপি চ ॥ ৬ ॥
তস্মাত্তাং পরমাং শক্তিং স্মরন্ত্বদ্য সুরাঃ শিবাম্।
সর্ব্বকামপ্রদাং মায়ামাদ্যাং শক্তিং পরাত্মনঃ ॥ ৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা হরিণা দেবা ব্রহ্মাদ্যা ভুবনেশ্বরীম্।
সস্মরুর্ম্মনসা দেবীং যোগমায়াং সনাতনীম্ ॥ ৮ ॥

ননু স পরমাত্মা ক্ব বর্ত্ততে কীদৃশশ্চাস্তীতি চেৎ স ব্যাপকঃ সর্ব্বত্রৈবাস্তি সচ্চিদানন্দ-রূপঃ। ন চক্ষুষা স দ্রষ্টুং শক্যো নির্গুণত্বান্নিরবয়বত্বাচ্চ। কথং তর্হি তস্য ধ্যানাদিকং কর্ত্তব্য-মিতি চেত্তস্য পরমাত্মনো যা মুখ্যা মূর্ত্তিস্তস্যা ধ্যানেনৈবেতি ব্রূমঃ। সা মূর্ত্তিঃ কথমস্তীতি চেত্ত-ত্রাহ ভবতাপীতি। বিভূতির্মূর্ত্তিরিত্যর্থঃ। তথাচ যা মণিদ্বীপে পূর্ব্বং ভবতা দৃষ্টা ভগবতী সৈব পরমাত্মনো মুখ্যমূর্ত্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

শ্রুতা ন বচসাপি চেতি। যাবৎ পর্য্যন্তং সা ন দৃষ্টা স্থিতা তাবৎ পর্য্যন্তং বচসাপি ন শ্রুতাতিরহস্যভূতেত্যর্থঃ। ভক্তানুগ্রহার্থং পরমাত্মনৈবাকারবিশেষো মায়াবিশিষ্টব্রহ্মণা সংগৃহীত ইতি তত্ত্বম্। মন্দারবিটপাঃ সন্ত্যস্মিন্নিতি ব্যুৎপত্ত্যা অর্শআদ্যজন্তো মন্দারবিটপ-শব্দঃ। রাসমণ্ডলে রাসঃ ক্রীড়াবিশেষস্তস্য মণ্ডলে স্থানে মণিদ্বীপ ইত্যর্থঃ। সমাজে সর্ব্ব-দেবতানামিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

তস্মাদিতি। যস্মাদহং নেশ্বরস্তস্মাত্তামিত্যর্থঃ। আদ্যাং শক্তিং পরাত্মন ইতি। অত্র কেবলমায়ায়া উপাস্যত্বকথনেঽপি তস্যা ব্রহ্মাশ্রয়ং বিহায়াবস্থানাসম্ভবাৎ কেবলায়া গ্রহণে-ঽপি মায়াবিশিষ্টব্রহ্মণ এব গ্রহণং ভবিষ্যতীত্যভিপ্রায়েণ ক্বচিৎ কেবলায়া উপাস্যত্বোক্তি-রিতি বোধ্যম্। স্পষ্টীকৃতং চৈতদস্মাভিঃ শক্তিতত্ত্ববিমর্শিন্যাম্। সর্ব্বথাপি ব্রহ্মোপাসনাশক্তি-সহিতব্রহ্মণ এব যথা তথা শক্ত্যুপাসনাপি ব্রহ্মবিশিষ্টশক্তেরেবেতি ন শক্ত্যুপাসনায়াং ব্রহ্মাংশ-ত্যাগ ইত্যসকৃদাবেদিতমেবাধস্তাৎ। মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মণ এব ভগবতীত্বাত্তস্য চ ভাগদ্বয়বত্ত্বাৎ ক্বচিদ্ব্রহ্মভাগমাদায় বর্ণনে ক্বচিৎ মায়াভাগমাদায় বর্ণনেঽপি দোষাভাবঃ। অতএব সর্ব্বত্র শ্রুতিপুরাণতন্ত্রাদিষু ক্বচিদ্ভগবত্যা ব্রহ্মরূপত্বেন বর্ণনং ক্বচিন্মায়ারূপত্বেন বর্ণনং সঙ্গচ্ছতে ॥ ৭ ॥

নিরন্তরই পরিভ্রমণ করিতেছি ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মন্! কল্পাদিতে মহেশ্বর তুমি ও আমি মন্দারবৃক্ষ-সুশোভিত রাসক্রীড়ার স্থানস্বরূপ মণিদ্বীপে দেবগণসমাজে পরমাত্মার সেই অনির্ব্বচনীয় মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলাম, আমি আর একবার ও সুধার্ণবমধ্যে ঐ অদ্ভুতমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাবৎ পর্য্যন্ত তাঁহাকে দর্শন না করিয়াছিলাম তাবৎ পর্য্যন্ত তাঁহার বিষয় কিছুই শুনিতে পাই নাই ॥ ৫—৬ ॥ অতএব, হে সুরগণ! অদ্য তোমরা পরমাত্মার আদ্যা শক্তি, শিবরূপিণী শক্তিকে স্মরণ কর তিনিই তোমাদের অভিলাষ পূরণ করিবেন ॥ ৭ ॥

---

* মন্দারবিটপ্যারাসমণ্ডলে। ইতি পাঠান্তরম্।

স্মৃতমাত্রা তদা দেবী প্রত্যক্ষং দর্শনং দদৌ।
পাশাঙ্কুশবরাভীতিধরা দেবী জপারুণা।
দৃষ্ট্বা প্রমুদিতা দেবাস্তস্টুবুস্তাং সুদর্শনাম্ ॥ ৯ ॥

দেবা ঊচুঃ।

ঊর্ণনাভাদ্‌যথা তন্তুর্ব্বিস্ফুলিঙ্গা বিভাবসোঃ।
তথা জগদ্‌যদেতস্যা নির্গতং তাং নতা বয়ম্ ॥ ১০ ॥
যন্মায়াশক্তিসংকৢপ্তং জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্।
তাং চিতং ভুবনাধীশাং স্মরামঃ করুণার্ণবাম্ ॥ ১১ ॥
যদজ্ঞানাদ্ভবোৎপত্তির্যজ্‌জ্ঞানাদ্ভবনাশনম্।
সংবিদ্রূপাঞ্চ তাং দেবীং স্মরামঃ সা প্রচোদয়াৎ ॥ ১২ ॥

ভুবনেশ্বরীং মণিদ্বীপে দৃষ্টাং পরমাত্মনো মূর্ত্তিম্ ॥ ৮ ॥

পাশাঙ্কুশেতি। আয়ুধক্রমস্তস্যাভিস্তৃতীয়স্কন্ধব্যাখ্যায়ামুক্তো বেদিতব্যঃ ॥ ৯ ॥

ঊর্ণনাভাদিতি। যথা ঊর্ণনাভাৎ কীটবিশেষাচ্চেতনাদনায়াসেন তন্তুর্জড়ো বিজাতীয় উৎপদ্যতে। যথা বা বিভাবসোরগ্নেরনায়াসেন সজাতীয়াঃ স্ফুলিঙ্গা উৎপদ্যন্তে। তথা যজ্জগচ্চেতনাচেতনাত্মকমনায়াসেন তস্যা ভগবত্যাঃ সকাশান্নির্গতং তাং শ্রীভুবনেশ্বরীং বয়ং নতাঃ স্ম ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বমিতি। যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সৌম্যভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তীতি চ ॥ ১০ ॥

যন্মায়েতি। যস্যা মায়াশক্ত্যা সংকৢপ্তং সর্ব্বং চরাচরং জগদ্ভবতি স্বয়ং তু নির্ব্বিকারৈব তাং চিতং চিদ্রূপাং ভুবনাধীশাং ভুবনেশ্বরীং করুণার্ণবাং স্মরামঃ। মায়াশক্ত্যেতি পদেন জগতো মিথ্যাত্বং বোধিতম্। মায়ায়া মিথ্যাত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ। ত্রয়মেতৎ স্বপ্নং সুষুপ্তং মায়ামাত্রং চিদেকরসো হ্যয়মাত্মেতি ॥ ১১ ॥

যজ্‌জ্ঞানাদিতি। যস্যা ভগবত্যা জ্ঞানাদ্ভবনাশনং রজ্জুজ্ঞানাৎ সর্পস্য নাশনমিব ভবতি। তাং সংবিদ্রূপাং দেবাং স্মরামঃ। সা স্মৃতা দেবী স্মরণে নিরন্তরমস্মাকং প্রচোদয়াৎ প্রেরয়তু ॥১২॥

মহারাজ! ভগবান্ হরি এইরূপ বলিলে ব্রহ্মাদি দেবগণ সেই সনাতনী যোগমায়া ভুবনেশ্বরী দেবীকে মনে মনে স্মরণ করিলেন ॥ ৮ ॥ স্মরণমাত্র রক্তজবার ন্যায় অরুণবর্ণা দেবী ভুবনেশ্বরী পাশ, অঙ্কুশ বর ও অভয় ধারণ পূর্ব্বক প্রত্যক্ষরূপে আবির্ভূত হইলেন। তখন দেবগণ দেবীকে দর্শন করিয়া তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৯ ॥

যেমন ঊর্ণনাভ হইতে তন্তু এবং বিশ্বাবসু হইতে বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ যাঁহা হইতে এই অখিল জগৎ নির্গত হইয়াছে, আমরা ভক্তিনম্রহৃদয়ে তাঁহাকে প্রণাম করি ॥ ১০ ॥ যাঁহার মায়াশক্তি প্রভাববশে এই চরাচর জগন্মণ্ডল বিরচিত হইয়াছে, সেই চিৎস্বরূপা করুণার্ণবরূপিণী ভুবনেশ্বরী দেবীকে আমরা নমস্কার করি ॥১১॥ যাঁহার স্বরূপতত্ত্ব

মহালক্ষ্ম্যৈ চ বিদ্মহে সর্ব্বশক্ত্যৈ চ ধীমহি।
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ॥ ১৩ ॥

মাতর্নমামি ভুবনার্ত্তিহরে! প্রসীদ
শং নো বিধেহি কুরু কার্য্যমিদং দয়ার্দ্রে!।
ভারং হরস্ব বিনিহত্য সুরারিবর্গং
মহ্যা মহেশ্বরি! সতাং কুরু শং ভবানি! ॥ ১৪ ॥

যদ্যম্বুজাক্ষি! দয়সে ন সুরান্ কদাচিৎ
কিং তে ক্ষমা রণমুখেঽসিশরৈঃ প্রহর্ত্তুম্।
এতত্ত্বয়ৈব গদিতং নন্থ যক্ষরূপং
ধৃত্বা তৃণং দহ হুতাশ! পদাভিলাপৈঃ ॥ ১৫ ॥

অথ দেব্যথর্ব্বশিরসি স্থিতাং গায়ত্রীং স্তোত্রপ্রসঙ্গেনাহ মহালক্ষ্ম্যৈ চ বিদ্মহে ইতি। অত্র পদদ্বয়ে চতুর্থী দ্বিতীয়ার্থেঽর্থস্তু স্পষ্ট এব ॥ ১৩ ॥

মহ্যাঃ পৃথিব্যা ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

যদ্যম্বুজাক্ষি কমলাক্ষি! যদি ত্বং কদাচিৎ সুরান্ দেবান্ ন দয়সে ন দয়াং করোষি তর্হি তে রণমুখেঽসিশরৈঃ প্রহর্ত্তুং ক্ষমাঃ কিং ন কথমপীত্যর্থঃ। এতত্তবানুগ্রহং বিনা ন ক্ষমাঃ কস্মিন্নপি কার্য্যে ইত্যেতত্ত্বয়ৈব গদিতং বোধিতম্। নন্থ নিশ্চয়েন। কেন গদিতমিত্যত আহ যক্ষরূপং ধৃত্বেতি। অনেন চ তলবকারোপনিষদুক্তকথা স্মারিতা। তত্র হি দেবাসুরসংগ্রামে পরমেশ্বরী প্রসাদাদেব দেবৈর্জয়ে লব্ধে তে তামগণয্যাস্মাকমেবায়ং জয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেত্যভিমানবন্তো বভূবুঃ। ততস্তেষামভিমানখণ্ডনপুরঃসরমনুগ্রহং কর্ত্তুং যক্ষরূপেণ ভগবতী প্রাদুর্ভূতা। ততঃ কিমিদং যক্ষরূপমস্তীতি পরীক্ষার্থং প্রথমমগ্নিগতঃ তমাগ্নিং যক্ষরূপা ভগবত্যুবাচ কোঽসীতি। তামগ্নিরাহ। অগ্নির্ব্বাহমস্মি জাতবেদা বা অহমস্মীতি। ততো যক্ষরূপিণী প্রোবাচ তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি। ততোঽগ্নিরুবাচ ইত্যপি হদং সর্ব্বং দহেয়ং পৃথিব্যামিতি। ততো যক্ষরূপং তস্মিংস্তৃণং নিদধৌ তস্যাগ্রে তৃণং স্থাপিতবৎ এতদ্দহেতি চ যক্ষরূপমুবাচ। তত্তৃণং দগ্ধুং জাতবেদাঃ সর্ব্বপ্রকারেণোদ্যোগং কৃতবাংস্তথাপি তত্তৃণং

জানিতে না পারিলেই এই জগৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে এবং যাঁহার স্বরূপ তত্ত্ব জ্ঞাত হইলেই এই অখিল জগৎ মিথ্যাভ্রমে বিনষ্ট হয়, সেই সম্বিৎস্বরূপিণী দেবীকে আমরা স্মরণ করি এবং তিনিও আমাদিগকে সেই স্মরণে ও ধ্যানে নিয়োগ করুন ॥ ১২ ॥ আমরা সেই মহালক্ষ্মীকে জানিতে বাসনা করি এবং সেই সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণীকে ধ্যান করি; সেই দেবী কৃপাপুরঃসর আমাদিগকে তাঁহার ধ্যানাদিবিষয়ে প্রেরণ করুন ॥ ১৩ ॥ হে নিখিল-দুঃখবিনাশিনি জননি! আমরা আপনাকে নমস্কার করিতেছি, আপনি প্রসন্ন হউন; হে করুণাময়ি! আপনি এই কার্য্য সম্পাদন করিয়া আমাদিগের কল্যাণ বিধান করুন; হে বিশ্বেশ্বরি! আপনি অসুরবর্গকে নিহত করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করত আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন ॥ ১৪ ॥ হে কমললোচনে! আপনি যদি সুরগণের প্রতি করুণা প্রকাশ না

কংসঃ কুজোঽথ যবনেন্দ্রসুতশ্চ কেশী
বার্হদ্রথো বকবকীখরশাল্বমুখ্যাঃ।
যেঽন্যে তথা নৃপতয়ো ভুবি সন্তি তাংস্ত্বং
হত্বা হরস্ব জগতো ভরমাশু মাতঃ! ॥ ১৬ ॥
যে বিষ্ণুনা ন নিহতাঃ কিল শঙ্করেণ
যে বা বিগৃহ্য জলজাক্ষি! পুরন্দরেণ।
তে তে মুখং সুখকরং সুসমীক্ষমাণাঃ
সংখ্যে শরৈর্ব্বিনিহতা নিজলীলয়া তে ॥ ১৭ ॥
শক্তিং বিনা হরিহরপ্রমুখাঃ সুরাশ্চ
নৈবেশ্বরা বিচলিতুং তব দেবদেবি!।
কিং ধারণাবিরহিতঃ প্রভুরপ্যনন্তো
ধর্ত্তুং ধরাঞ্চ রজনীশকলাবতংসে! ॥ ১৮ ॥

দগ্ধুং ন শশাকেত্যেবং প্রকারেণ বায়্বগ্ন্যোরপ্যভিমানখণ্ডনোত্তরং উমারূপধারণেন তেষামনুগ্রহঃ কৃত ইত্যুক্তম্। নহ্যেতত্ত্বদনুগ্রহং বিনা সম্ভবতি। তস্মাদস্মাসু তব দয়াস্ত্যেবেতি ভাবঃ। অক্ষরার্থস্তু যক্ষরূপং যজনীয়রূপম্। সর্ব্বোত্তমতেজোময়রূপং ধৃত্বা হে হুতাশ! তৃণং দহ ইত্যাদি পদাভিলাপৈঃ পদানামুচ্চারণৈর্গদিতমিত্যন্বয়ঃ। স্পষ্টীকৃতং চৈতদস্মাভিঃ কেনোপনিষদ্ভাষ্যটীকায়াং চন্দ্রিকাভিধানায়াম্॥ ১৫ ॥

কুজো ভৌমঃ। যবনেন্দ্রসুতঃ কালীয়যবনঃ। বকী পূতনা। খরঃ খরাসুরঃ ॥ ১৬ ॥

কিয়াংস্তবানুগ্রহোঽস্মাসু বর্ত্তত ইতি কিয়দ্বর্ণনীয়মিত্যাহ যে বিষ্ণুনা ন নিহতা ইতি। তে তে দৈত্যাস্তে তব সুখকরং মুখং সুসমীক্ষমাণাঃ সংখ্যে যুদ্ধে লীলয়া ত্বয়া শরৈর্ব্বিনিহতা ইত্যহো ভগবত্যা সামর্থ্যমস্মাসু চাব্যাজকরুণেতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

শক্তিং বিনেতি। হে দেবদেবি! হে রজনীশকলাবতংসে চন্দ্রখণ্ডমৌলে! সর্ব্বে সুরাস্তব শক্তিং বিনা চলিতুমপি নেশ্বরাঃ। নন্বনন্তো ধারণাযুক্তো ধরাং বিভর্ত্তি ন মচ্ছক্তিযুক্ত এব-

---

করেন, তবে তাহারা রণস্থলে অস্ত্রশস্ত্র-নিকর দ্বারা শত্রুগণকে প্রহার করিতে কদাচিৎ সমর্থ হয় না। দেবি! আপনি যক্ষরূপ ধারণ পূর্ব্বক "হে হুতাশন! তুমি এই তৃণ দহন কর" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাহা বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥ মাতঃ! কংস, ভৌম, কালযবন, কেশী, বৃহদ্রথতনয় জরাসন্ধ, বক, পূতনা, খর ও শাল্ব প্রভৃতি এবং অন্যান্য বহুতর পাপিষ্ঠ নরপতিগণ অবনিতলে অবস্থিতি করিতেছে, আপনি তাহাদিগকে সংহার করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করুন ॥ ১৬ ॥ হে কমললোচনে মাতঃ! যে সকল অসুরগণ ইন্দ্রের বিষ্ণুর ও মহেশ্বরের হস্তে নিহত হয় নাই, আপনি তাহাদিগকে অবলীলায় নিধন করিয়াছেন এবং তাহারা তৎকালে আপনার সুখকর আনন অবলোকন করিতে করিতে জীবনলীলা সংবরণ করিয়াছে ॥ ১৭ ॥ হে চন্দ্রশেখরে দেবি! হরিহর-ব্রহ্মাদি দেবতাগণ,

ইন্দ্র উবাচ।

বাচা বিনা বিধিরলং ভবতীহ বিশ্বং
কর্ত্তুং হরিঃ কিমু রমারহিতোঽথ পাতুম্।
সংহর্ত্তুমীশ উমযোজ্ঝিত ঈশ্বরঃ কিং
তে তাভিরেব সহিতাঃ প্রভবঃ প্রজেশাঃ ॥ ১৯ ॥

বিষ্ণুরুবাচ।

কর্ত্তুং প্রভুর্ন দ্রুহিণো ন কদাচনাহং
নাপীশ্বরস্তব কলারহিতস্ত্রিলোক্যাঃ ॥
কর্ত্তুং প্রভুস্ত্বমনঘেঽত্র তথা বিহর্ত্তুং
ত্বং বৈ সমস্তবিভবেশ্বরি! ভাসি নূনম্ ॥ ২০ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং স্তুতা তদা দেবী তানাহ বিবুধেশ্বরান্।
কিং তৎ কার্য্যং বদন্ত্বদ্য করোমি বিগতজ্বরাঃ ॥ ২১ ॥

মন্তেঽপি ইতি চেৎ সাধারণা কিং ত্বচ্ছক্তেরন্যাস্তি কিন্তু ত্বচ্ছক্তিরেবেত্যভিপ্রায়েণাহ কিং ধারণাবিরহিত ইতি ॥ ১৮ ॥

ইত্থং দেবসংঘস্তত্যুত্তরং পৃথগিন্দ্রঃ স্তৌতি বাচা বিনেতি। হে ভগবতি! বাচা সরস্বত্যা বিনা বিধির্ব্রহ্মা বিশ্বং কর্ত্তুমলং সমর্থো ভবতীহ কিমু ন কিমপীত্যর্থঃ। কিন্তু তে ত্রয়োঽপি প্রজেশাস্তাভিঃ সরস্বতীলক্ষ্মীগৌরীসংজ্ঞকাভিস্তব শক্তিভির্যুক্তা এব প্রভবঃ সমর্থা ইত্যর্থঃ ॥১৯॥

অথেন্দ্রস্তুত্যনন্তরং বিষ্ণুঃ স্তৌতি কর্ত্তুং প্রভুরিতি। জগৎ কর্ত্তুং প্রভুর্ন দ্রুহিণো ন কদাচিদহং নাপীশ্বরঃ শিবস্তব কলারহিতঃ সন্। কিঞ্চ ত্রিলোক্যাঃ প্রভুঽপি কর্ত্তুং ন

শক্তি ব্যতিরেকে পদমাত্র চলিতেও সমর্থ নহেন; দেবি! অধিক কথা কি, ধারণাশক্তি না থাকিলে নাগরাজ অনন্ত কখনও ক্ষণমাত্র ধরা-ধারণ করিতে সমর্থ হইতেন না ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, হে ভগবতি! সরস্বতী-ব্যতিরেকে ব্রহ্মা কি বিশ্বনির্ম্মাণে কখনও সমর্থ হইতেন, রমা-ব্যতিরেকে দেবদেব বিষ্ণু কি বিশ্বপালন করিতে পারিতেন, উমা-ব্যতিরেকে মহেশ্বর কি বিশ্ব-সংহারে সমর্থ হইতেন, কদাচই নহে; সেই প্রজাপ্রভু দেবতাত্রয়, আপনার অংশরূপা সরস্বতী প্রভৃতি শক্তিসমন্বিত হইয়াই বিশ্বকার্য্য পরিচালনে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

বিষ্ণু বলিলেন, বিমলে! আপনার শক্তিবিরহিত হইয়া বিধাতা কদাচই জগতের সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন না, আমিও জগৎপালন করিতে কদাচই সমর্থ হইতে পারি না এবং মহেশ্বরও বিশ্বসংহার করিতে সমর্থ হন না; অতএব, হে দেবি! আপনিই বিশ্ববৈভবের ঈশ্বরী থাকিয়া বিশ্বমধ্যে বিরাজিত রহিয়াছেন ॥ ২০ ॥

অসাধ্যমপি লোকেঽস্মিংস্তৎ করোমি সুরেপ্সিতম্।
শংসন্তু ভবতাং দুঃখং ধরায়াশ্চ সুরোত্তমাঃ! ॥ ২২ ॥

দেবা ঊচুঃ।

বসুধেয়ং ভরাক্রান্তা সম্প্রাপ্তা বিবুধান্ প্রতি।
রুদতী বেপমানা চ পীড়িতা দুষ্টভূভুজৈঃ ॥ ২৩ ॥
ভারাপহরণং চাস্যাঃ কর্ত্তব্যং ভুবনেশ্বরি!।
দেবানামীপ্সিতং কার্য্যমেতদেবাধুনা শিবে! ॥ ২৪ ॥
ঘাতিতস্তু পুরা মাতস্ত্বয়া মহিষরূপভৃৎ।
দানবোঽতিবলাক্রান্তস্তৎসহায়াশ্চ কোটিশঃ ॥ ২৫ ॥
তথা শুম্ভো নিশুম্ভশ্চ রক্তবীজস্তথাপরঃ।
চণ্ডমুণ্ডৌ মহাবীর্য্যৌ তথৈব ধূম্রলোচনঃ ॥ ২৬ ॥
দুর্ম্মুখো দুঃসহশ্চৈব করালশ্চাতিবীর্য্যবান্।
অন্যে চ বহবঃ ক্রূরাস্ত্বয়ৈব বিনিপাতিতাঃ ॥ ২৭ ॥
তথৈব চ সুরারীংশ্চ জহি সর্ব্বান্মহীশ্বরান্।
ভারং হর ধরায়াশ্চ দুর্দ্ধরং দুষ্টভূভুজাম্ ॥ ২৮ ॥

প্রভুরিতি পূর্ব্বানুষঙ্গেণ যোজনীয়ম্। তথা বিহর্ত্তুং নাশিতুমপি ন প্রভুঃ। কিন্তু হে সমস্ত-বিভবেশ্বরি! নূনং নিশ্চয়েন ত্বমেব ভাসি। সর্ব্বশক্ত্যাত্মনা সর্ব্বপ্রভুত্বেন সর্ব্বোৎকর্ষেণেতি ভাবঃ ॥ ২০—২৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দেবগণ এইরূপে ভুবনেশ্বরীর স্তব করিলে তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, হে সুরোত্তমগণ! তোমরা নিশ্চিন্ত হও; তোমাদের কি কার্য্য তাহা বল, জানিও ইহ লোকে অত্যন্ত অসাধ্য হইলেও যাহা সুরগণের অভিলষিত হইবে তাহা সম্পাদন করিব সন্দেহ নাই। এক্ষণে তোমাদিগের ও পৃথিবীর দুঃখের বিষয় বর্ণনা কর ॥ ২১—২২ ॥

দেবগণ কহিলেন, দুষ্ট নৃপতিগণ এই বসুধাকে অতিশয় পরিপীড়িত করিয়াছে, বসুন্ধরা এক্ষণে আর তাহাদের ভার বহন করিতে পারিতেছেন না, সেই জন্য রোদনপূর্ব্বক কাঁপিতে কাঁপিতে দেবগণের নিকট উপনীত হইয়াছেন ॥ ২৩ ॥ হে ভুবনেশ্বরি! এক্ষণে এই পৃথিবীর ভারাবতরণ করাই আপনার কর্ত্তব্য; শিবে! এক্ষণে এই কার্য্যই দেবতাদিগের অভীষ্ট জানিবেন ॥ ২৪ ॥ মাতঃ! আপনি পুরাকালে, মহিষরূপী অতি বলশালী দানবকে কোটি কোটি সহায়গণের সহিত দলিত করিয়াছেন। অধিক কি, শুম্ভ, নিশুম্ভ, রক্তবীজ, মহাবলশালী চণ্ডমুণ্ড, ধূম্রলোচন, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, অতি বীর্য্যবান্ করাল এবং অন্যান্য বহুতর

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তা সা তদা দেবী দেবানাহাম্বিকা শিবা ।
সম্প্রহস্যাসিতাপাঙ্গী মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ২৯ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ ।

ময়েদং চিন্তিতং পূর্ব্বমংশাবতরণং সুরাঃ ! ।
ভারাবতরণঞ্চৈব যথা স্যাদ্দুষ্টভূভুজাম্ ॥ ৩০ ॥
ময়া সর্ব্বে নিহন্তব্যা দৈত্যাংশা যে মহীভুজঃ ।
মাগধাদ্যা মহাভাগাঃ স্বশক্ত্যা মন্দতেজসঃ ॥ ৩১ ॥
ভবদ্ভিরপি স্বৈরংশৈরবতীর্য্য ধরাতলে ।
মচ্ছক্তিযুক্তৈঃ কর্ত্তব্যং ভারাবতরণং সুরাঃ ! ॥ ৩২ ॥
কশ্যপো ভার্য্যয়া সার্দ্ধং দিবিজানাং প্রজাপতিঃ* ।
যাদবানাং কুলে পূর্ব্বং ভবিতানকদুন্দুভিঃ ॥ ৩৩ ॥
তথৈব ভৃগুশাপাদ্বৈ ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ ।
অংশেন ভবিতা তত্র বসুদেবসুতো হরিঃ ॥ ৩৪ ॥

যদুক্তং ভবদ্ভিস্ত্বয়া পূর্ব্বে যথা নিপাতিতা দৈত্যাস্তথৈব তেঽপি নাশয়িতব্যা ইতি তৎ কিং নবীনমেতৎ কিন্তু সর্ব্বপ্রপঞ্চকৃত্যং সৃষ্ট্যাদিকং মদধীনমেব তস্মান্মদন্যঃ কো বা নাশয়িতা স্যাদেতেষামতো ময়ৈবৈতে নিহন্তব্যা ইত্যভিপ্রায়েণাহ ময়া সর্ব্বে ইতি ॥ ৩০—৩২ ॥

ক্রূরতর দানবদিগকে সংহার করিয়াছেন ॥ ২৫—২৭ ॥ এক্ষণে, সেইরূপে সুরবৈরি নৃপতিগণকে বিনাশ করিয়া সেই দুষ্ট ভূপতিগণের গুরুতর ভার হইতে পৃথিবীকে পরিত্রাণ করুন ॥ ২৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, দেবগণ দেবীকে এইরূপ বলিলে, কল্যাণরূপিণী অসিতাপাঙ্গী দেবী অম্বিকা হাস্য করিয়া জলদগম্ভীরস্বরে কহিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ সুরগণ ! যাহাতে অংশাবতার এবং দুষ্ট ভূপতিগণের ভার হরণ ঘটে, তাহা আমি পূর্ব্বেই চিন্তা করিয়াছি ॥ ৩০ ॥ মগধরাজ জরাসন্ধ প্রভৃতি মহৈশ্বর্য্যশালী যে সকল অসুরাংশসম্ভূত নরপতি প্রদীপ্ত হইয়াছে আমি সেই সকলকেই নিজ শক্তির দ্বারা হীনবল করিয়া বিনষ্ট করিব ॥৩১॥ হে সুরগণ ! তোমরাও আমার শক্তিসমন্বিত নিজ নিজ অংশে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া ভার হরণ করিবে ॥ ৩২ ॥ দেব প্রজাপতি মহর্ষি কশ্যপ প্রথমেই ভার্য্যার সহিত যদুকুলে আনকদুন্দুভি বসুদেব হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন ॥ ৩৩ ॥ অব্যয়াত্মা ভগবান্ বিষ্ণুও ভৃগুশাপ-

---

* কশ্যপোঽদিতি সংযুক্তঃ শাপাচ্চ যাদসাং পতেঃ । ইতি পাঠান্তরম্ ।

তদাহং প্রভবিষ্যামি যশোদায়াঞ্চ গোকুলে।
কার্য্যং সর্ব্বং করিষ্যামি সুরাণাং সুরসত্তমাঃ! ॥ ৩৫ ॥
কারাগারে গতং বিষ্ণুং* প্রাপয়িষ্যামি গোকুলে।
শেষঞ্চ দেবকীগর্ভাৎ প্রাপয়িষ্যামি রোহিণীম্ ॥ ৩৬ ॥
মচ্ছক্ত্যোপচিতৌ তৌ চ কর্ত্তারৌ দুষ্টসঙ্ক্ষয়ম্।
দুষ্টানাং ভূভুজাং কামং দ্বাপরান্তে সুনিশ্চিতম্ ॥ ৩৭ ॥
ইন্দ্রাংশোঽপ্যর্জ্জুনঃ সাক্ষাৎ করিষ্যতি বলক্ষয়ম্।
ধর্ম্মাংশোঽপি মহারাজো ভবিষ্যতি যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩৮ ॥
বায়ুংশো ভীমসেনশ্চ অশ্বিন্যংশৌ যমাবপি।
বসোরংশোঽথ গাঙ্গেয়ঃ করিষ্যতি বলক্ষয়ম্ ॥ ৩৯ ॥
ব্রজন্তু চ ভবন্তোঽদ্য ধরা ভবতু সুস্থিরা।
ভারাবতরণং নূনং করিষ্যামি সুরোত্তমাঃ! ॥ ৪০ ॥
কৃত্বা নিমিত্তমাত্রাংস্তান্ স্বশক্ত্যাহং ন সংশয়ঃ।
কুরুক্ষেত্রে করিষ্যামি ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ সঙ্ক্ষয়ম্ ॥ ৪১ ॥
অসূয়েৰ্ষ্যামতিস্তৃষ্ণা মমতাভিমতা স্পৃহা।
জিগীষা মদনো মোহো দোষৈর্নঙ্ক্ষ্যন্তি যাদবাঃ ॥ ৪২ ॥

মদবতারাৎ পূর্ব্বং প্রথমং যাদবানাং কুলে আনকদুন্দুভির্ব্বসুদেবো ভবিতা ভবন্বিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥
তথৈবেতি। স যথা শাপাদংশেন ভবিতা তথৈবেত্যর্থঃ ॥ ৩৪—৩৬ ॥
উপচিতৌ বর্দ্ধিতৌ। ভূভুজামিতি কিবন্তোঽয়ং শব্দঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥

বশতঃ বসুদেবের পুত্র হইয়া অংশে অবতীর্ণ হইবেন ॥ ৩৪ ॥ সুরগণ! সেই সময়ে আমিও গোকুলে যশোদার জঠরে জন্মগ্রহণ করিব এবং দেবগণের সকল কার্য্যই সম্পাদন করিব ॥ ৩৫ ॥ কারাগারগত বিষ্ণুকে গোকুলে এবং দেবকীর গর্ভ হইতে অনন্তদেবকে রোহিণীর গর্ভে প্রেরণ করিব ॥ ৩৬ ॥ তাঁহারা উভয়ে আমার শক্তি দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হইয়া দ্বাপরশেষে দুষ্ট নৃপতিগণকে সংহার করিবেন সন্দেহ নাই ॥৩৭॥ ইন্দ্রের অংশসম্ভূত অর্জ্জুনও সেই দুর্বৃত্ত রাজগণের বলসংক্ষয় করিবেন। তখন ধর্ম্মের অংশে মহারাজ যুধিষ্ঠির, বায়ুর অংশে ভীমসেন, অশ্বিনীযুগলের অংশে নকুল ও সহদেব এবং বসুর অংশে গঙ্গাপুত্র ভীষ্মদেব জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাদের বলসংক্ষয় করিবেন ॥ ৩৮—৩৯ ॥ সুরগণ! এখন তোমরা সুস্থির হইয়া গমন কর, ধরণীও সুস্থির হউক; তোমরা নিশ্চয় জানিও যে, আমি অবশ্যই বসুন্ধরার ভার হরণ করিব ॥ ৪০ ॥ আমি তাহাদিগকে নিমিত্তমাত্র করিয়া নিজ

---

* কারাগারে হরিং জাতম্। ইতি বা পাঠঃ।

ব্রাহ্মণস্য চ শাপেন বংশনাশো ভবিষ্যতি।
ভগবানপি শাপেন ত্যক্ষ্যত্যেতৎ কলেবরম্ ॥ ৪৩ ॥
ভবন্তোঽপি নিজাংশৈশ্চ সহায়াঃ শার্ঙ্গধন্বনঃ।
প্রভবন্তু সনারীকা মথুরায়াঞ্চ গোকুলে ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে দেবী যোগমায়া পরাত্মনঃ।
সধরা বৈ সুরাঃ সর্ব্বে জগ্মুঃ স্বান্যালয়ানি চ ॥ ৪৫ ॥
ধরাপি সুস্থিরা জাতা তস্যা বাক্যেন তোষিতা।
ঔষধিবীরুধোপেতা বভূব জনমেজয় ! ॥ ৪৬ ॥
প্রজাশ্চ সুখিনো জাতা দ্বিজাশ্চাপুর্ম্মহোদয়ম্।
সন্তুষ্টা মুনয়ঃ সর্ব্বে বভূবুর্দ্ধর্ম্মতৎপরাঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে ভগবতীস্তববর্ণনং নাম একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

যমৌ যমলৌ নকুলসহদেবাবিত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪৬ ॥
ভগবতীবচনেন দুষ্টনাশে বিশ্বস্তাঃ সন্তুষ্টা বভূবুরিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

শক্তিদ্বারা নিশ্চয়ই কুরুক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়গণের সংহার করিব ॥ ৪১ ॥ অসূয়া, ঈর্ষা, দুর্ম্মতি, তৃষ্ণা, মমতা, অভিমান, স্পৃহা, জয়েচ্ছা, মদন ও মোহ এই সকল দোষেই যাদবগণ নিধনপ্রাপ্ত হইবে ॥ ৪২ ॥ ব্রাহ্মণের অভিশাপেই যদুবংশ ধ্বংস হইবে। ভগবান্‌ও অভিশাপবশেই কলেবর পরিত্যাগ করিবেন ॥৪৩॥ এক্ষণে, তোমরাও স্ব স্ব অংশে অবতীর্ণ হইয়া ভগবানের সহায় জন্য সস্ত্রীক গোকুলে ও মথুরায় জন্মগ্রহণ কর ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, এই সকল কথা কহিয়া পরমাত্মার মায়াস্বরূপিণী ভুবনেশ্বরী দেবী অন্তর্হিত হইলেন, দেবগণ ও বসুন্ধরা আপন আপন আলয়ে প্রস্থান করিলেন। হে রাজন্ জনমেজয় ! তখন ধরাদেবী দেবীবাক্যে পরিতুষ্ট ও সুস্থির হইয়া নানাবিধ ওষধি ও বীরুধ সকল দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫—৪৬ ॥ সে সময়ে প্রজাগণ যেরূপ সুখী হইল, দ্বিজগণেরও যেরূপ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে থাকিল, মুনিগণও তদনুরূপ সন্তুষ্ট হইয়া ধর্ম্ম কর্ম্মে তৎপর হইলেন ॥ ৪৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে ভুবনেশ্বরীর স্তববর্ণন নামক একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

শৃণু ভারত! বক্ষ্যামি ভারাবতরণং তথা।
কুরুক্ষেত্রে প্রভাসে চ ক্ষপিতং যোগমায়য়া ॥ ১ ॥
যদুবংশে সমুৎপত্তির্বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
ভৃগুশাপপ্রতাপেন মহামায়াবলেন চ ॥ ২ ॥
ক্ষিতিভারসমুত্তারনিমিত্তমিতি মে মতিঃ।
মায়য়া বিহিতো যোগো বিষ্ণোর্জ্জন্ম ধরাতলে ॥ ৩ ॥
কিং চিত্রং নৃপ! দেবী সা ব্রহ্মবিষ্ণুসুরানপি।
নর্ত্তয়ত্যনিশং মায়া ত্রিগুণা ন পরান্ কিমু ॥ ৪ ॥

সার্দ্ধাষ্টাশীতিপদ্যেস্তু দেবীমাহাত্ম্যবর্ণনম্।
ক্রিয়তে বাসুদেবাদ্যাদ্যবতারকথোচ্যতে ॥

ইত্থং দেবাদিষ্বতারসঙ্কল্পং জাতমভিধায় পুনরবতারকথাং প্রবর্ত্তয়তি শৃণু ভারতেতি। প্রভাসে কুরুক্ষেত্রে চ যোগমায়য়া ক্ষপিতং নাশনং সৈন্যস্যেত্যর্থঃ। ক্ষপিতমিত্যত্র ভাবে ক্তঃ ॥ ১—২ ॥

যদ্যপ্যবতারে কারণদ্বয়মুক্তং তথাপি মুখ্যং কারণং মহামায়ৈচ্ছৈব শাপস্তু গৌণনিমিত্তত্বেন মায়য়ৈব বিহিত ইত্যাহ ক্ষিতিভারেতি। ক্ষিতিভারসমুত্তারনিমিত্তং যদ্ধরাতলে বিষ্ণোর্জ্জন্ম তদ্রূপোঽয়ং যোগঃ স মায়য়ৈব বিহিতো নান্যৎ কারণং তত্রেতি মে মতিঃ সিদ্ধান্তঃ ॥৩॥

নন্বু মায়া কিমেতাদৃশী সর্ব্বনিয়ন্ত্রী বর্ত্ততে যয়া বিষ্ণোরপি জন্মাপাদিতমিতি চেদ্বর্ত্তত এব সর্ব্বনিয়ন্ত্রীত্যাহ কিং চিত্রমিতি। যদা ব্রহ্মাদীনন্তর্যামিরূপেণ নর্ত্তয়তি তদা পরান্ জীবান্নর্ত্তয়তীতি কিমু বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, হে ভরতকুলভূষণ! আমি তোমার নিকটে পৃথিবীর ভারাবতরণ, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস তীর্থে সৈন্যগণের সংহার এবং ভৃগুশাপে অমিততেজা ভগবান্ হরি মহামায়ার প্রভাবে যেরূপে যদুকুলে জন্মগ্রহণ করেন, সে সমস্তই কহিতেছি; শ্রবণ কর ॥ ১—২ ॥ রাজন্! ভগবান্ বিষ্ণু যে ধরাতলে জন্মগ্রহণ করেন, আমার বিবেচনায় তাহা মায়াকৃত যোগ ভিন্ন আর কিছুই নহে; মহামায়াই ক্ষিতির ভারাবতরণ নিমিত্ত সেইরূপ করিয়াছিলেন ইহাই আমার স্থির সিদ্ধান্ত ॥ ৩ ॥ নৃপতে! যে ত্রিগুণা মায়াদেবী ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণকেও নিরন্তর নৃত্য করাইয়া থাকেন, তিনি যে অপরকে মোহিত

গর্ভবাসোদ্ভবং দুঃখং বিণ্মূত্রস্নায়ুসংযুতম্।
বিষ্ণোরাপাদিতং সম্যগ্ যয়া বিগতলীলয়া ॥ ৫ ॥
পুরা রামাবতারেঽপি নির্জ্জরা বানরাঃ কৃতাঃ।
বিদিতং তে যথা বিষ্ণুর্দুঃখপাশেন মোহিতঃ।
অহং মমেতিপাশেন সুদৃঢ়েন নরাধিপ! ॥ ৬ ॥
যোগিনো মুক্তসঙ্গাশ্চ ভক্তিকামা মুমুক্ষবঃ।
তামেব সমুপাসন্তে দেবীং বিশ্বেশ্বরীং শিবাম্ ॥ ৭ ॥
যদ্ভক্তিলেশলেশাংশলেশলেশলবাংশকম্।
লব্ধা মুক্তো ভবেজ্জন্তুস্তাং ন সেবেত কো জনঃ ॥ ৮ ॥
ভুবনেশীত্যেব বক্ত্রে দদাতি ভুবনত্রয়ম্।
মাং পাহীত্যস্য বচসো দেয়াভাবাদৃণান্বিতা ॥ ৯ ॥

যয়া বিগতলীলয়া প্রসিদ্ধলীলয়া যয়েত্যর্থঃ। দুঃখস্য বিণ্মূত্রস্নায়ুসংযুতত্বমেকদেহাশ্রিত-ত্বেন ॥ ৫ ॥

যথাবিষ্ণোর্জন্ম মানুষং মায়য়াপাদিতং তথা পুরা রামাবতারেঽপি নির্জ্জরা দেবা বানরাঃ কৃতাঃ। কিঞ্চ বিষ্ণুর্দেবো রামচন্দ্রো দুঃখপাশেন মোহিতঃ কৃত এতদুভয়মপি তে বিদিত-মস্ত্যেব ন তদ্বক্তব্যমস্তীত্যাহ পুরেতি। অহং মমেতি। পাশেন সুদৃঢ়েনেত্যেতদ্দুঃখপাশে-নেত্যনেনান্বেতি ॥ ৬ ॥

যতো মায়াধীনং সর্ব্বং তস্মাত্তাং মায়ামেব সর্ব্বযোগিনঃ সমুপাসত ইত্যাহ যোগিন ইতি। মুক্তসঙ্গাস্ত্যক্তসর্ব্বৈষণাঃ। ন কেবলং মুমুক্ষব এব ভগবতীং সমারাধয়ন্তি। কিং তর্হি ভুক্তি-কামা ভোগেচ্ছাবন্তোঽপীত্যর্থঃ। তদুক্তং যত্রাস্তি মোক্ষো ন হি তত্র ভোগো যত্রাস্তি ভোগো ন হি তত্র মোক্ষঃ। শ্রীসুন্দরীপাদযুগার্চ্চকানাং ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এবেতি। শিব-পুরাণেঽপি। ভোগমোক্ষপ্রদাত্রী চ শিবৈব পরিকীর্ত্তিতেতি ॥ ৭ ॥

নন্থ যোগিনোঽপ্যেনাং কিং সমারাধয়ন্তীতি চেৎ কিমেতত্তবাশ্চর্য্যং জাতমেতাদৃশীং কো ন সেবেতেত্যাহ যদ্ভক্তিলেশেতি ॥ ৮ ॥

ভুবনেশীতি। যঃ কশ্চন পুরুষো হে ভুবনেশি! মাং পাহীতি বিবক্ষয়া যাবদ্ভুবনেশীতি সম্বোধনান্তমুচ্চারয়তি তাবদেব ভুবনেশীতি নাম বক্ত্রে উচ্চারণকর্ত্রে উচ্চারণকাল এব

করিবেন তদ্বিষয়ে আর বিচিত্রতা কি? ॥ ৪ ॥ রাজন্! সেই মহামায়ার লীলা ত প্রসিদ্ধই আছে, অধিক কি তিনি বিষ্ণুকেও সম্যক্‌রূপে বিষ্ঠা মূত্র ও স্নায়ু-পরিপূরিত গর্ভে বাস করা-ইয়া দুঃখ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ পুরাকালে রাম-অবতারে তিনি দেবতাগণকে বানর করিয়াছিলেন; রাজন্! আমি আমার ইত্যাদিরূপ সুদৃঢ় মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু যে কি দুঃখভোগ করিয়াছিলেন, তাহা ত তুমি বিশেষরূপে অবগত আছ ॥ ৬ ॥ মুক্তসঙ্গ মুমুক্ষু যোগিগণ ভক্তিলাভের আশায় সেই শিবরূপিণী বিশ্বেশ্বরী দেবীকে উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥ রাজন্! যাঁহার ভক্তিলেশের কণামাত্র লাভ করিয়া জীবগণ মুক্তিপ্রাপ্ত হয়,

বিদ্যাবিদ্যেতি তস্যা দ্বে রূপে জানীহি পার্থিব ! ।
বিদ্যয়া মুচ্যতে জন্তুর্বধ্যতেঽবিদ্যয়া পুনঃ ॥ ১০ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সর্ব্বে তস্যা বশানুগাঃ ।
অবতারাঃ সর্ব্ব এব যন্ত্রিতা ইব দামভিঃ ॥ ১১ ॥
কদাচিচ্চ সুখং ভুঙ্‌ক্তে বৈকুণ্ঠে ক্ষীরসাগরে ।
কদাচিৎ কুরুতে যুদ্ধং দানবৈর্ব্বলবত্তরৈঃ ॥ ১২ ॥
হরিঃ কদাচিদ্‌যজ্ঞান্ বৈ বিততান্ প্রকরোতি চ ।
কদাচিচ্চ তপস্তীব্রং তীর্থে চরতি সুব্রত ! ॥ ১৩ ॥
কদাচিচ্ছয়নে শেতে যোগনিদ্রামুপাশ্রিতঃ ।
ন স্বতন্ত্রঃ কদাচিচ্চ ভগবান্মধুসূদনঃ ॥ ১৪ ॥
তথা ব্রহ্মা তথা রুদ্রস্তথেন্দ্রো বরুণো যমঃ ।
কুবেরোঽগ্নী রবীন্দূ চ তথান্যে সুরসত্তমাঃ ॥ ১৫ ॥

ভুবনত্রয়ং দদাতি পরমেশ্বরং করোতি। পশ্চাত্তেন পুরুষেণ মাং পাহীত্যুক্তে ত্রৈলোক্যাদধিকপদার্থস্য দেয়স্যাভাবাত্তস্য ভক্তস্য শিবা ঋণী ভবতি। এতাদৃশীং ভক্তকামদুঘাং ভক্তফলপ্রদানাতুরাং কো ন সেবেতেত্যন্তিপ্রায়ঃ ॥ ৯ ॥

নন্বেকস্যা এব বন্ধকত্বং মোচকত্বঞ্চ কথং সম্ভবতীতি চেদ্রূপভেদস্বীকারেণোভয়স্যাপি সম্ভবাদিত্যাহ বিদ্যাবিদ্যেতি। অবিদ্যায়ামন্তরে বর্ত্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানা ইতি শ্রুতেঃ সম্প্রাপ্য বিদ্যাং গুরুবক্ত্রগম্যামিতি শ্রুতেশ্চ ॥ ১০ ॥

যৈতাদৃশী তদধীনং সর্ব্বং বর্ত্তত ইত্যাহ ব্রহ্মাবিষ্ণুরিতি ॥ ১১—১৮ ॥

কোন্ ব্যক্তি তাঁহার সেবা না করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥ মনুষ্যের মধ্যে যদি কেহ ভুবনেশ্বরী এই নাম উচ্চারণ করে, তবে তিনি তাহাকে ত্রিভুবন প্রদান করিয়া থাকেন ; আর যদি কেহ "আমাকে রক্ষা করুন" এই বাক্য উচ্চারণ করে, তবে বিশ্বেশ্বরী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মধ্যে দেয় বস্তু দেখিতে না পাইয়া তাঁহার নিকট ঋণী হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই ॥৯॥ পার্থিব ! তাঁহার বিদ্যা ও অবিদ্যা এই দুই প্রকার রূপ জানিবে, জীবগণ ঐ বিদ্যা দ্বারা মুক্তি এবং অবিদ্যা দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥১০॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র এবং তাঁহাদের অবতারগণ রজ্জুবদ্ধের ন্যায় তাঁহার অধীনে অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ১১ ॥ ভগবান্ হরি কখনও বৈকুণ্ঠে কখনও ক্ষীরসমুদ্রে অবস্থান করিয়া সুখসম্ভোগ, কখনও বলবান্ দানবগণের সহিত যুদ্ধ, কোনও সময়ে বহুবিস্তৃত যজ্ঞের অনুষ্ঠান, কখনও তীব্রতর তপস্যাচরণ করিয়া থাকেন এবং কখনও বা যোগমায়ার আশ্রয়ে শয়ন করিয়া থাকেন, অতএব ভগবান্ মধুসূদন কখনও স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হন না ॥ ১২—১৪ ॥ রাজন্ ! বিষ্ণুর ন্যায় ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ, যম, কুবের, অগ্নি, রবি, চন্দ্র, অন্যান্য সুরসত্তমগণ, সনকাদি মুনিগণ ও বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ

মুনয়ঃ সনকাদ্যাশ্চ বশিষ্ঠাদ্যা স্তথাপরে।
সর্ব্বেঽস্যাবশগা নিত্যং পাঞ্চালীব নরস্য চ ॥ ১৬ ॥
নসিপ্রোতা যথা গাবো বিচরন্তি বশানুগাঃ।
তথৈব দেবতাঃ সর্ব্বাঃ কালপাশনিযন্ত্রিতাঃ ॥ ১৭ ॥
হর্ষশোকাদয়ো ভাবা নিদ্রাতন্দ্রালসাদয়ঃ।
সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা রাজন্ দেহিনাং দেহসংশ্রিতাঃ ॥ ১৮ ॥
অমরা নির্জ্জরাঃ প্রোক্তা দেবাশ্চ গ্রন্থকারকৈঃ।
অভিধানতশ্চার্থতো ন তে নূনং তাদৃশাঃ কচিৎ॥ ১৯ ॥
উৎপত্তিস্থিতিনাশাখ্যা ভাবা যেষাং নিরন্তরম্।
অমরাস্তে কথং বাচ্যা নির্জ্জরাশ্চ কথং পুনঃ ॥ ২০ ॥
কথং দুঃখাভিভূতা বা জায়ন্তে বিবুধোত্তমাঃ।
কথং দেবাশ্চ বক্তব্যা ব্যসনে ক্রীড়নং কথম্ ॥ ২১ ॥
ক্ষণাদুৎপত্তিনাশশ্চ দৃশ্যতেঽস্মিন্নসংশয়ঃ।
জলজানাঞ্চ কীটানাং মশকানাস্তথা পুনঃ ॥ ২২ ॥

অভিধানত ইতি। নির্জ্জরা দেবা অভিধানতো নাম্নৈবামরা ন ত্বর্থত ইত্যর্থঃ। প্রলয়-কালে মরণাৎ ॥ ১৯ ॥
তদেবাহ উৎপত্তীতি ॥ ২০ ॥
ষড়্ভাববিকারাণাং দেহধর্ম্মত্বাদমরত্বং চ যথা ন সম্ভবতি তথা দুঃখে সতি ক্রীড়ায়া অসম্ভবাদ্দেবত্বমপি ন সম্ভবতীত্যাহ কথং দেবাশ্চেতি। ক্রীড়ার্থকদিবুধাতোরেতদ্রূপম্ ॥২১॥
জলজানামিতি। যতো দেবা আয়ুষোঽন্তে মরাঃ স্মৃতাঃ। ম্রিয়ন্তে ইতি মরাঃ ॥ ২২ ॥

সকলেই নৃত্যপুত্তলীকার ন্যায় নিয়তই সেই ভুবনেশ্বরীর বশবর্ত্তী হইয়া থাকেন ॥১৫—১৬॥ নাসাবিদ্ধ বলীবর্দ্দ যেমন মানবের বশবর্ত্তী হইয়া বিচরণ করে, সেইরূপ সমস্ত দেবগণ, কালপাশে নিয়ন্ত্রিত হইয়া রহিয়াছেন ॥১৭॥ রাজেন্দ্র! হর্ষ, শোক, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলস্যাদি ভাব সকল, সর্ব্বদাই দেহিমাত্রের দেহ-গৃহ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ॥ ১৮ ॥ গ্রন্থকারগণ, দেবতাদিগকে অমর অর্থাৎ মরণ-ধর্ম্মবিহীন এবং নির্জ্জর অর্থাৎ জরাধর্ম্মবিহীন কহিয়াছেন, কিন্তু তাহা নামমাত্রেই প্রকাশ পাইয়া থাকে, বস্তুত অর্থগত তাহা কখনই হইতে পারে না; কারণ, যাহাদের উৎপত্তি স্থিতি ও বিনাশধর্ম্ম নিয়তই রহিয়াছে, তাহাদিগকে কিরূপে অমর অথবা নির্জ্জর বলা যাইতে পারে? দেবগণ দুঃখে অভিভূত হন কেন? কিরূপেই বা তাঁহারা দেবপদ বাচ্য হন; কারণ, বিপদ উপস্থিত হইলে কিরূপেক্রীড়া হইতে পারে? দৃষ্ট হয় যে, এই সংসারে জলজ কীট ও মশকগণ উৎপন্ন হইয়া ক্ষণমধ্যেই বিনষ্ট হইয়া থাকে, এইরূপ দেবগণও আয়ুঃশেষে মরণধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তবে দেবগণ ঐ সকল মরণধর্ম্ম

উপমা ন কথং চৈষামায়ুষোঽন্তে মরাঃ স্মৃতাঃ।
ততো বর্ষায়ুষশ্চাপি শতবর্ষায়ুষস্তথা ॥ ২৩ ॥
মনুষ্যা হ্যমরা দেবাস্তস্মাদ্‌ব্রহ্মা পরঃ স্মৃতঃ ॥ ২৪ ॥
রুদ্রস্তথা তথা বিষ্ণুঃ ক্রমশশ্চ ভবন্তি হি।
নশ্যন্তি ক্রমশশ্চৈব বর্দ্ধন্তি চোত্তরোত্তরম্ ॥ ২৫ ॥
নূনং দেহবতো নাশো মৃতস্যোৎপত্তিরেব চ।
চক্রবদ্‌ভ্রমণং রাজন্! সর্ব্বেষাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৬ ॥
মোহজালাবৃতো জন্তুর্মুচ্যতে ন কদাচন।
মায়ায়াং বিদ্যমানায়াং মোহজালং ন নশ্যতি ॥ ২৭ ॥
উৎপিৎসুকাল উৎপত্তিঃ সর্ব্বেষাং নৃপ! জায়তে।
তথৈব নাশঃ কল্পান্তে ব্রহ্মাদীনাং যথাক্রমম্ ॥ ২৮ ॥
নিমিত্তং যস্ত যন্নাশে স ঘাতয়তি তং নৃপ!।
নান্যথা তদ্ভবেন্নূনং বিধিনা নির্ম্মিতং তু যৎ ॥ ২৯ ॥

তস্মান্ ম্রিয়মাণানাং জলজকীটমশকানামুপমা কথমেষাং ন ভবতি ভবত্যেবেত্যর্থঃ। ততো বর্ষায়ুষশ্চাপীতি। ততো জন্মাদিষড়্‌ভাববিকারাদ্‌যথা মনুষ্যা বর্ষায়ুষঃ কেচিৎ কেচিচ্ছত-বর্ষায়ুষস্তথৈব দেবা অমরা অপি সন্তি যথা যস্ত তপশ্চর্য্যা। তস্মান্মনুষ্যামরসংঘাদ্‌ব্রহ্মা পরোধিকায়ুষ্যবান্ ॥ ২৩—২৪ ॥

তথা রুদ্রস্তথা বিষ্ণুরপ্যধিকায়ুষ্যবান্ পরন্ত সর্ব্বেঽপি ক্রমশো ভবন্ত্যৎপদ্যন্তে নশ্যন্তি চেতি ষড়্‌ভাববিকারবন্ত এব সর্ব্বে ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

তদেবাহ। নূনং দেহবন্ত ইতি ॥ ২৬—২৮ ॥

সর্ব্বেষাং জন্মনাশৌ মায়ৈব করোতি। তত্র যস্ত যথা কর্ম্ম তদনুরোধেন তস্ত নিমিত্তং কল্পয়িত্বা তেন নিমিত্তেন নাশয়তি তস্মাদ্‌যন্নাশে যো নিমিত্তং স তং ঘাতয়তি হন্তীত্যর্থঃ। স্বার্থে ণিচ্। তদ্‌যদ্ভগবতীজনিতবিধিনা নির্ম্মিতং তদন্যথা নৈব ভবেৎ ॥ ২৯ ॥

শীল জীবের উপমাস্থল না হইবেন কেন? কেনই বা তাঁহাদের "মর" এই নাম না হইবে? ॥ ১৯—২৩ ॥ জন্মাদি বিকারবান্ বলিয়া মনুষ্যগণের মধ্যে কেহ একবৎসর কেহ বা শতবৎসর কাল আয়ুলাভ করিয়া থাকে। আবার দেবগণ মনুষ্য হইতে, প্রজাপতি ব্রহ্মা দেবগণ হইতে, রুদ্রদেব ব্রহ্মা হইতে এবং বিষ্ণু রুদ্র হইতে অধিকতর আয়ুঃপ্রাপ্ত হন; এইরূপে ক্রমে ক্রমে সকলেই বিনষ্ট ও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন ॥২৪—২৫॥ যাহারা দেহধারণ করে, নিশ্চিতই তাহাদের বিনাশ হয়, যাহাদের মরণ হয় এবং তাহারা নিশ্চিতই উৎপন্ন হইয়া থাকে; রাজন্! এইরূপে এই সংসারে সকল জীবই চক্রের ন্যায় নিয়ত ভ্রমণ করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ২৬ ॥ জীবগণ মোহজালে আচ্ছন্ন, তাহারা কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারে না। যতক্ষণ মায়া বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত মোহজাল বিদূরিত হয়

জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখং বা সুখমেব বা।
তত্তথৈব ভবেৎ কামং নান্যথেহ বিনির্ণয়ঃ ॥ ৩০ ॥
সর্ব্বেষাং সুখদৌ দেবৌ প্রত্যক্ষৌ শশিভাস্করৌ।
ন নশ্যতি তয়োঃ পীড়া কচিত্তদ্বৈরিসম্ভবা ॥ ৩১ ॥
ভাস্করস্য সুতো মন্দঃ ক্ষয়ী চন্দ্রঃ কলঙ্কবান্।
পশ্য রাজন্ বিধেঃ সূত্রং দুর্ব্বারং মহতামপি ॥ ৩২ ॥
বেদকর্ত্তা জগদ্ধর্ত্তা বুদ্ধিদস্তু চতুর্মুখঃ।
সোঽপি বিক্লবতাং প্রাপ্তো দৃষ্ট্বা পুত্রীং সরস্বতীম্ ॥ ৩৩ ॥
শিবস্যাপি মৃতা ভার্য্যা সতী দগ্ধ্বা কলেবরম্।
সোঽভবদ্দুঃখসন্তপ্তঃ কামার্ত্তশ্চ জনার্ত্তিহা ॥ ৩৪ ॥
কামাগ্নিদগ্ধদেহস্তু কালিন্দ্যাং পতিতঃ শিবঃ।
সাপি শ্যামজলা জাতা তন্নিদাঘবশান্নৃপ ! ॥ ৩৫ ॥

তত্তথৈবেতি বিধিনির্ম্মিতপ্রকারেণৈবেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥
তদ্বৈরিসম্ভবা রাহুসম্ভবেত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৩ ॥
জনার্ত্তিহাপি কামার্ত্তো জাত এতাদৃশো মহামায়াপ্রভাব ইতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥
তন্নিদাঘবশাত্তৎসন্তাপবশাদিত্যর্থঃ। সন্তাপেনাপি শ্যামবর্ণত্বং কোপেন চাণ্ড্যা বদনং মসীবর্ণমভূত্তদেত্যাদৌ প্রসিদ্ধম্ ॥ ৩৫—৩৬ ॥

না ॥ ২৭ ॥ হে নৃপ ! সৃষ্টিকালে ব্রহ্মাদি সকল বস্তুরই যথাক্রমে উৎপত্তি এবং প্রলয়কালে বিনাশ হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥ তাহাতে যাহার নাশ বিষয়ে যে কারণ হয়, সে তাহাকে বিনাশ করিয়া থাকে। ভগবতীর ইচ্ছায় বিধাতা যাহা রচনা করেন তাহার আর অন্যথা হয় না ॥২৯॥ এই সংসারে ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত জানিবে যে, বিধির নিয়তি অনুসারে অখিল জীবগণের জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, দুঃখ অথবা সুখ, এই সমস্ত ব্যাপারই সম্পাদিত হইয়া থাকে, কখনই তাহার অন্যথা হয় না ॥ ৩০ ॥ দেখ, প্রত্যক্ষ দেবতা, চন্দ্র ও সূর্য্য সকলকেই সুখ প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহাঁদের বৈরিকৃত পীড়া কখনই বিনষ্ট হয় না ॥ ৩১ ॥ সূর্য্যের পুত্র নিয়তই অপকারী বলিয়া তাঁহার "মন্দ" এই নাম হইয়াছে, চন্দ্র, রাজযক্ষ্মা রোগগ্রস্ত ও কলঙ্কী; রাজন্ ! সামান্য ব্যক্তির সম্বন্ধে আর কি বলিব ? মহদ্ব্যক্তিগণের প্রতিও বিধি-নিয়তির এইরূপ প্রভাব দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা চতুরানন ব্রহ্মা, বেদকর্ত্তা ও বুদ্ধিপ্রদ; তিনিও নিজ-তনয়া সরস্বতীকে দর্শন করিয়া কামাতুর হইয়া-ছিলেন ॥ ৩৩ ॥ শিবভার্য্যা সতী প্রাণ পরিত্যাগ করিলে, মহাদেব নিখিল দুঃখবিনাশন হইলেও অত্যন্ত কামার্ত্ত হইয়া সাতিশয় দুঃখ সন্তপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥ সে সময়ে তিনি কামাগ্নি দ্বারা দগ্ধদেহ হইয়া কালিন্দীজলে নিপতিত হইলে তাঁহার সন্তাপে তাপিতা

কামার্ত্তো রমমাণস্তু নগ্নঃ সোঽপি ভৃগোর্ব্বনম্।
গতঃ প্রাপ্তোঽথ ভৃগুণা শপ্তঃ কামাতুরো ভৃশম্ ॥ ৩৬ ॥
পতত্বদ্যৈব তে লিঙ্গং নির্লজ্জেতি ভৃশং কিল।
পপৌ চামৃতবাপীঞ্চ দানবৈর্নির্ম্মিতাং মুদে ॥ ৩৭ ॥
ইন্দ্রোঽপি চ বৃষো ভূত্বা বাহনত্বং গতঃ ক্ষিতৌ।
আদ্যস্য সর্ব্বলোকস্য বিষ্ণোরেব বিবেকিনঃ ॥ ৩৮ ॥
সর্ব্বজ্ঞত্বং গতং কুত্র প্রভুশক্তিঃ কুতো গতা।
যদ্ধেমমৃগবিজ্ঞানং ন জ্ঞাতং হরিণা কিল ॥ ৩৯ ॥
রাজন্! মায়াবলং পশ্য রামো হি কামমোহিতঃ।
রামো বিরহসন্তপ্তো রুরোদ ভৃশমাতুরঃ ॥ ৪০ ॥
যোঽপৃচ্ছৎ পাদপান্ মূঢ়ঃ ক গতা জনকাত্মজা।
ভক্ষিতা বা হৃতা কেন রুদন্নুচ্চতরং ততঃ ॥ ৪১ ॥
লক্ষ্মণাহং মরিষ্যামি কান্তাবিরহদুঃখিতঃ।
ত্বং চাপি মমদুঃখেন মরিষ্যসি বনেঽনুজ! ॥ ৪২ ॥

হে নির্লজ্জ! তে লিঙ্গমদ্যৈব পতত্বিতি ভৃশং শপ্ত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। পপাবিতি। শিব ইবেত্যর্থঃ। ইয়ং কথা শিবপুরাণে স্পষ্টা ॥ ৩৭ ॥

হইয়া ঐ নদীও শ্যামবর্ণা হন ॥ ৩৫ ॥ রাজন! মহাদেব যৎকালে কামার্ত্ত ও নগ্ন হইয়া ভৃগুর বনে গমন পূর্ব্বক রমণ করিতে থাকেন, সেই সময় তপোধন ভৃগু তাঁহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, তুমি অতিশয় নির্লজ্জ, অতএব "এখনিই তোমার লিঙ্গ পতিত হউক" এই বলিয়া তাঁহার প্রতি দারুণ অভিসম্পাত করেন, তখন মহাদেব আনন্দ উপভোগের নিমিত্ত দানবগণের বিনির্ম্মিত অমৃতদীর্ঘিকা সলিল পান করিতে থাকেন ॥ ৩৬-৩৭ ॥ দেবরাজ ইন্দ্রও ক্ষিতিতলে বৃষ হইয়া ককুৎস্থের বাহন হইয়াছিলেন। অধিক কি, অখিল লোকের আদিভূত, বিবেকী ভগবান্ বিষ্ণুর সর্ব্বজ্ঞতাও প্রভু-শক্তিই বা কোথায় গেল? কি আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি হেমমৃগের বিষয় কিছুই অবগত হইতে পারিলেন না ॥ ৩৮—৩৯ ॥ রাজেন্দ্র! আপনি যোগমায়াবল অবলোকন করুন, রামচন্দ্র কামে মোহিত, এবং সীতার বিরহানলে সন্তপ্ত ও অত্যন্ত কাতর হইয়া অতিশয় রোদন করিয়াছিলেন। তিনি একান্ত বিমুগ্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে বৃক্ষগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, জনকাত্মজা সীতা কোথায় গেল? হিংস্র জন্তুগণ কি তাঁহাকে ভক্ষণ করিল? অথবা কোনও দুর্ব্বৃত্ত তাঁহাকে হরণ করিয়া লইল? ॥ ৪০—৪১ ॥ ভাই লক্ষ্মণ! আমি প্রিয়ার বিরহানলে দগ্ধ হইয়া এখনই প্রাণ পরিত্যাগ করিব, হায়! তাহা হইলে তুমিও আমার বিরহ-বহ্নিতে জীবন

আবয়োর্ম্মরণং জ্ঞাত্বা মাতা মম মরিষ্যতি।
শত্রুঘ্নোঽপ্যতিদুঃখার্ত্তঃ কথং জীবিতুমর্হতি ॥ ৪৩ ॥
সুমিত্রা জীবিতং জহ্যাৎ পুত্রব্যসনকর্শিতা।
পূর্ণকামাথ কৈকেয়ী ভবেৎ পুত্রসমন্বিতা ॥ ৪৪ ॥
হা সীতে! ক্ব গতাসি ত্বং মাং বিহায় স্মরাতুরম্।
এহ্যেহি মৃগশাবাক্ষি! মাং জীবয় কৃশোদরি! ॥ ৪৫ ॥
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি ত্বদধীনঞ্চ জীবিতম্।
সমাশ্বাসয় দীনং মাং প্রিয়ং জনকনন্দিনি! ॥ ৪৬ ॥
এবং বিলপতা তেন রামেণামিততেজসা।
বনে বনে চ ভ্রমতা নেক্ষিতা জনকাত্মজা ॥ ৪৭ ॥
শরণ্যঃ সর্ব্বলোকানাং রামঃ কমললোচনঃ।
শরণং বানরাণাং স গতো মায়াবিমোহিতঃ ॥ ৪৮ ॥
সহায়ান্ বানরান্ কৃত্বা ববন্ধ বরুণালয়ম্।
জঘান রাবণং বীরং কুম্ভকর্ণং মহোদরম্ ॥ ৪৯ ॥
আনীয় চ ততঃ সীতাং রামো দিব্যমকারয়ৎ।
সর্ব্বজ্ঞোঽপি হৃতাং মত্বা রাবণেন দুরাত্মনা ॥ ৫০ ॥

বিষ্ণোঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং যদ্যস্তি তর্হি তৎকুত্র গতমিত্যনেনান্বয়ঃ ॥ ৩৮—৫০ ॥

বিসর্জ্জন করিবে, আমাদের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে জননী জীবন বিসর্জ্জন করিবেন, শত্রুঘ্নও অতিশয় দুঃখে কাতর হইয়া জীবন ধারণে সমর্থ হইবে না, সুমিত্রা মাতাও পুত্র-মরণ-নিবন্ধন শোকানলে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন; তখন ভরতের সহিত কৈকেয়ীর মনোরথ পরিপূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪২—৪৪ ॥ হা সীতে! আমি কন্দর্পশরে পীড়িত হইতেছি তুমি আমাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোথায় গমন করিলে? হে মৃগলোচনে! হে কৃশোদরি! তুমি এস! সত্বর আমায় প্রাণদান কর ॥ ৪৫ ॥ আমি কি করি, কোথায় যাই, আমার জীবন তোমার অধীন, হে জনকনন্দিনি! আমি তোমার প্রিয়, এক্ষণে তোমার বিরহে অতিশয় দীন হইয়াছি, তুমি আসিয়া আমায় আশ্বাস প্রদান কর ॥ ৪৬ ॥ অলৌকিক প্রভাবসম্পন্ন রামচন্দ্র এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে বনে বনে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু জনকতনয়াকে দেখিতে পান নাই ॥ ৪৭ ॥ কি আশ্চর্য্য! যে কমললোচন রামচন্দ্র সকল লোকের শরণ্য, তিনি মায়ায় বিমোহিত হইয়া বানরগণেরও শরণাগত হইয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে সহায় করিয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক, মহোদর বীরবর কুম্ভকর্ণ ও রাবণকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৪৮—৪৯ ॥ তদনন্তর সীতাকে স্বসমীপে আনয়ন করিয়া

কিং ব্রবীমি মহারাজ! যোগমায়াবলং মহৎ।
যয়া বিশ্বমিদং সর্ব্বং ভ্রামিতং ভ্রমতে কিল ॥ ৫১ ॥
এবং নানাবতারেঽত্র বিষ্ণুঃ শাপবশং গতঃ।
করোতি বিবিধাশ্চেষ্টা দৈবাধীনঃ সদৈব হি ॥ ৫২ ॥
তবাহং কথয়িষ্যামি কৃষ্ণস্যাপি বিচেষ্টিতম্‌।
প্রভবং মানুষে লোকে দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৫৩ ॥
কালিন্দীপুলিনে রম্যে হ্যাসীন্মধুবনং পুরা।
লবণো মধুপুত্রস্তু তত্রাসীদ্দানবো বলী ॥ ৫৪ ॥
দ্বিজানাং দুঃখদঃ পাপো বরদানেন গর্ব্বিতঃ।
নিহতোঽসৌ মহাভাগ লক্ষ্মণস্যানুজেন বৈ ॥ ৫৫ ॥
শত্রুঘ্নেনাথ সংগ্রামে তং নিহত্য মহোৎকটম্‌।
বাসিতা মথুরা নাম পুরী পরমশোভিতা ॥ ৫৬ ॥
স তত্র পুষ্করাক্ষৌ দ্বৌ পুত্রৌ শত্রুনিসূদনঃ।
নিবেশ্য রাজ্যে মতিমান্‌ কালে প্রাপ্তে দিবং গতঃ ॥ ৫৭ ॥

ইত্থং সর্ব্বদেবানাং নানাবিধা দুর্দ্দশা মায়য়ৈব তত্তদনাদিকর্ম্মযোগেন কৃতেত্যাহ কিং ব্রবীমীতি। এতেনাদৌ অধ্যায়ারম্ভে মধ্যে বা জনমেজয়েন দেবাদীনামিত্থং দশা কিমিতি জাতা ইতি যচ্ছঙ্কিতং তস্য সর্ব্বস্যাপ্যুত্তরমিদমুক্তমিতি বেদিতব্যম্‌। তস্মাদেতাদৃশানেক-দুর্দ্দশাপ্রহাণা যাদিশক্তির্ম্মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণী ভগবতী সর্ব্বপ্রকারেণ সর্ব্বৈরারাধ্যেতি রহস্যম্‌ ॥ ৫১—৬০ ॥

স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও দুরাত্মা রাবণ সীতাকে হরণ করিয়াছে ইহা মনে করিয়া তাঁহাকে দিব্য করাইয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥ মহারাজ! যোগমায়ার বল অতি মহৎ, তাঁহার প্রভাবের কথা কি বলিব; এই অখিল বিশ্বমণ্ডল তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইয়া নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ৫১ ॥ এইরূপে নানা অবতারে ভগবান্‌ বিষ্ণু শাপের বশীভূত ও দৈবের অধীন হইয়া নিরন্তরই নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকেন ॥ ৫২ ॥ রাজন্‌! আমি এক্ষণে দেবগণের কার্য্য সাধনের নিমিত্ত কৃষ্ণের মনুষ্যলোকে উৎপত্তি এবং তাঁহার চরিত কথা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৫৩ ॥

পূর্ব্বকালে কালিন্দীর মনোহর পুলিনদেশে মধুবন নামে একটি স্থান ছিল, মধুপুত্র লবণ নামে এক মহাবল দানব সেই স্থানে বাস করিত ॥ ৫৪ ॥ সেই পাপাশয় বরলাভে গর্ব্বিত হইয়া দ্বিজদিগকে অতিশয় দুঃখ দান করিত। পরে লক্ষ্মণের অনুজ শত্রুঘ্ন সেই দুর্দ্দম্য দৈত্যকে সংগ্রামে দলিত করিয়া সেই স্থানে মথুরা নামে পরম মনোহর এক পুরী নির্ম্মাণ করেন ॥ ৫৫—৫৬ ॥ শত্রু-বিনাশন মতিমান্‌ শত্রুঘ্ন আপনার কমললোচন পুত্রদ্বয়কে সেই

সূর্য্যবংশক্ষয়ে তাং তু যাদবাঃ প্রতিপেদিরে ।
মথুরাং মুক্তিদাং রাজন্ ! যযাতিতনয়াঃ পুরা ॥ ৫৮ ॥
শূরসেনাভিধঃ শূরস্তত্রাভূন্মেদিনীপতিঃ ।
মাথুরান্ শূরসেনাংশ্চ বুভুজে বিষয়ান্নৃপ ! ॥ ৫৯ ॥
তত্রোৎপন্নঃ কশ্যপাংশঃ শাপাচ্চ বরুণস্য বৈ ।
বসুদেবোঽতিবিখ্যাতঃ শূরসেনসুতস্তদা ॥ ৬০ ॥
বৈশ্যবৃত্তিরতঃ সোঽভূন্মৃতে পিতরি মাধবঃ ।
উগ্রসেনো বভূবাথ কংসস্তস্যাত্মজো মহান্ ॥ ৬১ ॥
অদিতির্দ্দেবকী জাতা দেবকস্য সুতা তদা ।
শাপাদ্বৈ বরুণস্যাথ কশ্যপানুগতা কিল ॥ ৬২ ॥
দত্তা সা বসুদেবায় দেবকেন মহাত্মনা ।
বিবাহে রচিতে তত্র বাগভূদ্গগনে তদা ॥ ৬৩ ॥
কংস কংস মহাভাগ ! দেবকীগর্ভসম্ভবঃ ।
অষ্টমস্তু সুতঃ শ্রীমাংস্তব হন্তা ভবিষ্যতি ॥ ৬৪ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং কংসো বিস্মিতোঽভূন্মহাবলঃ ।
দেববাচং তু তাং মত্বা সত্যাং চিন্তামবাপ সঃ ॥ ৬৫ ॥

মাধবো লক্ষ্মীপতিঃ ॥ ৬১—৬৫ ॥

রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে স্বর্গে গমন করেন ॥ ৫৭ ॥ পরে, সূর্য্য-
বংশের ক্ষীণদশা ঘটিলে যযাতি-কুলোৎপন্ন যাদবগণ, সেই মুক্তিপ্রদা মথুরাপুরী অধিকার
করেন ॥ ৫৮ ॥ হে রাজেন্দ্র ! শূরসেন নামে শূরবর এক যাদব নৃপতি সেই স্থানে রাজা হইয়া
মথুরার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে থাকেন ॥ ৫৯ ॥ তথায় বরুণের অভিশাপে কশ্যপের অংশে
বসুদেব নামে বিখ্যাত শূরসেনের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৬০ ॥ তিনি বৈশ্যবৃত্তি অর্থাৎ
কৃষিকার্য্যাদিতে নিরত হন। পরে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইলে শ্রীমান্ উগ্রসেন মথুরার
আধিপত্য লাভ করেন ; কিছু দিন গত হইলে কংস নামে তাঁহার এক অতি তেজস্বী তনয়
উৎপন্ন হয় ॥ ৬১ ॥ এদিকে দেবক নৃপতির অদিতির অংশে দেবকী নামে একটী তনয়া জন্ম-
গ্রহণ করেন। তিনি বরুণের অভিশাপে কশ্যপের অনুগমন করিয়াছিলেন ॥ ৬২ ॥ মহাত্মা
দেবক নৃপতি নিজতনয়া দেবকীর সহিত বসুদেবের উদ্বাহ কার্য্য সম্পাদন করাইলেন ॥৬৩॥
এই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইলে কংসের প্রতি এই আকাশবাণী হয় যে, মহাভাগ কংস !
এই দেবকীর গর্ভজাত অষ্টম সন্তান তোমার জীবন-হন্তা হইবে ॥ ৬৪ ॥ মহাবল কংস সেই
আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইল এবং তাহা সত্য মনে করিয়া অত্যন্ত চিন্তানিরত

কিং করোমীতি সঞ্চিন্ত্য বিমর্শমকরোত্তদা।
নিহত্যৈনাং ন মে মৃত্যুর্ভবেদদ্যৈব সত্বরম্ ॥ ৬৬ ॥
উপায়ো নান্যথা চাস্মিন্ কার্য্যে মৃত্যুভয়াবহে।
ইয়ং পিতৃস্বসা পূজ্যা কথং হন্মীত্যচিন্তয়ৎ ॥ ৬৭ ॥
পুনর্ব্বিচারয়ামাস মরণং মেঽস্ত্যহো স্বসা।
পাপেনাপি প্রকর্ত্তব্যা দেহরক্ষা বিপশ্চিতা ॥ ৬৮ ॥
প্রায়শ্চিত্তেন পাপস্য শুদ্ধির্ভবতি সর্ব্বদা।
প্রাণরক্ষা প্রকর্ত্তব্যা বুধৈরপ্যেনসা তথা ॥ ৬৯ ॥
বিচিন্ত্য মনসা কংসঃ খড়্গমাদায় সত্বরঃ।
জগ্রাহ তাং বরারোহাং কেশেষ্বাকৃষ্য পাপকৃৎ ॥ ৭০ ॥
কোষাৎ খড়্গমুপাকৃষ্য হন্তুকামো দুরাশয়ঃ।
পশ্যতাং সর্ব্বলোকানাং নবোঢ়াং তাং চকর্ষ হ ॥ ৭১ ॥
হন্যমানাঞ্চ তাং দৃষ্ট্বা হাহাকারো মহানভূৎ।
বসুদেবানুগা বীরা যুদ্ধায়োদ্যতকার্ম্মুকাঃ ॥ ৭২ ॥

নিহত্যৈনাং স্থিতস্যেতি শেষঃ॥ ৬৬ ॥
ইত্থং বিমর্শং প্রথমতঃ কৃত্বা পুনর্ব্বিচারান্তরমকরোদিত্যাহ ইয়ং পিতৃস্বসেতি। মম পিতুঃ স্থানীয়াদ্দেবকাদুৎপন্না মম স্বসা ভগিন্যস্তীত্যর্থঃ। শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সাধুত্বম্ ॥ ৬৭ ॥

হইল ॥ ৬৫ ॥ তখন কংস কি করি এইরূপ চিন্তা করিয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিল। একবার মনে করিল, অদ্য সত্বরই ইহাঁকে বিনাশ করি, তাহা হইলে আর আমার মৃত্যু হইবে না; কারণ, এই ভয়াবহ মৃত্যুজনক কার্য্যের অন্য কোনও উপায়ও দেখিতেছি না। আবার মনে করিল, ইনি আমার পিতৃব্যকন্যা ভগিনী, সুতরাং পূজনীয়া, ইহাঁকেই বা কিরূপে বিনাশ করি? ॥ ৬৬—৬৭ ॥ অবশেষে এই সিদ্ধান্ত করিল যে, ইনি আমার পূজনীয়া ভগিনী হইলেও আমার মৃত্যুরূপিণী হইতেছেন, অতএব ইহাঁকে বিনাশ করিলে আমার পাপস্পর্শ হইতে পারে না; যেহেতু, পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, পাপকার্য্য দ্বারাও আপনার দেহ রক্ষা করা কর্ত্তব্য ॥ ৬৮ ॥ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সর্ব্বদাই পাপের শুদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব পাপকার্য্য সাধন করিয়াও আপনার প্রাণরক্ষা করা বুধগণের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৬৯ ॥ পাপাশয় কংস মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সত্বর খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক তাহার কেশ গ্রহণ করিল এবং বরারোহা দেবকীর বিনাশ-বাসনায় কোষ হইতে খড়্গ আকর্ষণ পূর্ব্বক সর্ব্ব লোকের সমক্ষে সেই নববিবাহিতা কামিনীকে আকর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৭০—৭১ ॥ কংসকে দেবকীসংহারে সমুদ্যত দেখিয়া সকলেই মহা-কোলাহল করিয়া উঠিল, তখন

মুঞ্চ মুঞ্চেতি প্রোচুস্তং তে তদাদ্ভুতসাহসাঃ।
কৃপয়া মোচয়ামাসুর্দ্দেবকীং দেবমাতরম্ ॥ ৭৩ ॥
তদ্‌যুদ্ধমভবদ্‌ঘোরং বীরাণাঞ্চ পরস্পরম্।
বসুদেবসহায়ানাং কংসেন চ মহাত্মনা ॥ ৭৪ ॥
বর্ত্তমানে তথা যুদ্ধে দারুণে লোমহর্ষণে।
কংসং নিবারয়ামাসুর্বৃদ্ধা যে যদুসত্তমাঃ ॥ ৭৫ ॥
পিতৃষ্বসেয়ং তে বীর! পূজনীয়া চ বালিশা।
ন হন্তব্যা ত্বয়া বীর! বিবাহোৎসবসঙ্গমে ॥ ৭৬ ॥
স্ত্রীহত্যা দুঃসহা বীর! কীর্ত্তিঘ্নী পাপকৃত্তমা।
ভূতভাষিতমাত্রেণ ন কর্ত্তব্যা বিজানতা ॥ ৭৭ ॥
অন্তর্হিতেন কেনাপি শত্রুণা তব চাস্য বা।
উদিতেতি কুতো ন স্যাদ্বাগনর্থকরী বিভো!* ॥ ৭৮ ॥
যশসস্তে বিঘাতায় বসুদেবগৃহস্য চ।
অরিণা রচিতা বাণী গুপ্তমায়াবিদা নৃপ! ॥ ৭৯ ॥

ইতি দ্বিতীয়বিচারোত্তরং তৃতীয়বিচারং পুনরকরোদিত্যাহ পুনরিতি। [illegible] স্বসা ভগিনীয়ং ভবতি ততোঽবশ্যং হন্তব্যেবেতি শেষঃ ॥ ৬৮—৭৬ ॥

ভূতভাষিতমাত্রেণাকাশবাণ্যেত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

তব শত্রুণাস্য বসুদেবস্য বা শত্রুণান্তর্হিতেনোদিতেতি কুতো ন স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

বসুদেব-বশবর্ত্তী বীরগণ, যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত শরাসন সংযোজিত করিল ॥ ৭২ ॥ সেই অদ্ভুত সাহসশালী বীরগণ, দেবকীকে পরিত্যাগ কর বলিয়া বারংবার কংসকে বলিতে লাগিল। পরে তাহারা করুণা করিয়া দেবমাতা দেবকীকে দুরাত্মা কংসের হস্ত হইতে ছাড়াইয়া লইল ॥ ৭৩ ॥ তখন মহাবল কংসের সহিত সেই বসুদেব-সহায় বীরগণের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল ॥ ৭৪ ॥ তখন নিদারুণ লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে দেখিয়া বৃদ্ধ যাদবগণ কংসকে নিবারণ করিয়া কহিল, ইনি দেবকী তোমার ভগিনী ইহাকে তোমার সম্মাননা করা উচিত, তুমি যে ইহাঁকে বিনাশ করিবে এই বালিকা তাহা একবারও ভাবে নাই; অতএব হে বীর! এই বিবাহের উৎসবকালে ইহাকে বধ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না ॥ ৭৫-৭৬ ॥ যোদ্ধৃপ্রবর! নারীহত্যায় যশোনাশ ও ঘোরতর পাপ হইয়া থাকে এবং তাহা মানবের পক্ষে একান্ত অসহনীয়। আর জ্ঞানী ব্যক্তির সামান্য আকাশবাণীর উপর বিশ্বাস করিয়া স্ত্রীহত্যা করা কখনই কর্ত্তব্য নয় ॥৭৭॥ হয়ত তোমার অথবা বসুদেবের

---

*বিভো! ন ভবেৎ কিংবা নূনং মায়াবিদা কিল! ইতি পাঠান্তরম্।

বিভেষি বীরস্ত্বং ভূত্বা ভূতভাষিতভাষয়া।
যশোমূলবিঘাতার্থমুপায়স্ত্বরিণা কৃতঃ ॥ ৮০ ॥
পিতৃষ্বসা ন হন্তব্যা বিবাহসময়ে পুনঃ।
ভবিতব্যং মহারাজ! ভবেচ্চ কথমন্যথা ॥ ৮১ ॥
এবং তৈর্ব্বোধ্যমানোঽসৌ নিবৃত্তো নাভবদ্যদা।
তদা তং বসুদেবোঽপি নীতিজ্ঞঃ প্রত্যভাষত ॥ ৮২ ॥
কংস! সত্যং ব্রবীম্যদ্য সত্যাধারং জগত্রয়ম্।
দাস্যামি দেবকীপুত্রানুৎপন্নাংস্তব সর্ব্বশঃ ॥ ৮৩ ॥
জাতং জাতং সুতং তুভ্যং ন দাস্যামি যদি প্রভো!।
কুম্ভীপাকে তদা ঘোরে পতন্তু মম পূর্ব্বজাঃ ॥ ৮৪ ॥
শ্রুত্বাথ বচনং সত্যং পৌরবা যে পুরঃ স্থিতাঃ।
ঊচুস্তে ত্বরিতাঃ কংসং সাধু সাধু পুনঃ পুনঃ ॥ ৮৫ ॥

বসুদেবস্য গৃহস্য বসুদেবপত্ন্যাঃ ॥ ৭৯—৮০ ॥
পিতৃষ্বসেতি। পিতৃস্থানীয়াদ্দেবকাদুৎপন্না তব স্বসা ভগিনীত্যর্থঃ। পিতৃব্যভগিনীতি ফলিতম্। মধ্যমপদলোপী সমাসঃ। ভবিতব্যমিতি। যদ্যেতৎপুত্রসকাশাত্তব বধো দৈবেন

কোনও শত্রু অন্তর্হিত থাকিয়া ঐ অনর্থকর বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে; তাহা না হইবার কোনও কারণ ত সম্ভব হইতে পারে না ॥ ৭৮ ॥ আমাদের বোধ হয় তোমার যশোনাশ ও বসুদেবের গৃহনাশের নিমিত্তই ইন্দ্রজালিক মায়াবিদ্যা-বিশারদ কোনও শত্রু এই আকাশবাণী রচনা করিয়া থাকিবে ॥ ৭৯ ॥ হে নৃপ! তুমি বীরবর হইয়াও ভূতবাক্যে ভয় করিতেছ? আমাদের নিশ্চয় বোধ হইতেছে তোমার যশোবৃক্ষের মূলোৎপাটন নিমিত্তই বৈরিগণ এইরূপ উপায় করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৮০ ॥ মহারাজ! ভবিতব্যের অন্যথা কখনই হয় না, অতএব বিবাহকালে এই পূজনীয়া ভগিনীকে হনন করা উচিত হইতেছে না? ॥ ৮১ ॥

রাজন্ জনমেজয়! যাদববৃদ্ধগণ এইরূপে বুঝাইয়া দিলেও যখন কংসরাজ নিবৃত্ত হইল না তখন নীতিশাস্ত্রজ্ঞ বসুদেব তাঁহাকে কহিলেন, কংস! এই ত্রিভুবন সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে, আমি সত্য করিয়া কহিতেছি, যে দেবকীগর্ভে আমার যতগুলি সন্তান উৎপন্ন হইবে, জাতমাত্র সেই সমস্তগুলিই আমি তোমাকে সমর্পণ করিব ॥ ৮২—৮৩ ॥ যে সকল পুত্র উৎপন্ন হইবে, জন্মিবামাত্র যদি তোমাকে সেই সমস্ত প্রদান না করি, তবে আমার পূর্ব্বপুরুষগণ কুম্ভীপাক-নরকে নিপতিত হইবেন ॥ ৮৪ ॥ সম্মুখস্থিত পুরুবংশীয়গণ, তাঁহার সত্য বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনঃ পুনঃ সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কংসরাজকে কহিলেন।

ন মিথ্যা ভাষতে কাপি বসুদেবো মহামনাঃ।
কেশং মুঞ্চ মহাভাগ ! স্ত্রীহত্যাপাতকং তথা ॥ ৮৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং প্রবোধিতঃ কংসো যদুবৃদ্ধৈর্ম্মহাত্মভিঃ।
ক্রোধং ত্যক্ত্বা স্থিতস্তত্র সত্যবাক্যানুমোদিতঃ ॥ ৮৭ ॥
ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্ব্বাদিত্রাণি চ সস্বনুঃ।
জয়শব্দস্তু সর্ব্বেষামুৎপন্নস্তত্র সংসদি ॥ ৮৮ ॥
প্রসাদ্য কংসং প্রতিমোচ্য দেবকীং
মহাযশাঃ শূরসুতস্তদানীম্।
জগাম গেহং স্বজনানুবৃত্তো
নবোঢ়য়া বীতভয়স্তরস্বী ॥ ৮৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে দেবকীপরিণয়কথনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

নিশ্চিতঃ স্যাত্তদাস্যা বধেন কিং ভবিষ্যতি কেনাপি প্রকারেণ তব বধো ভবিষ্যত্যেব নহি ভবিতব্যং কচিদন্যথা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৮১—৮৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

বসুদেব মহাশয় ব্যক্তি, ইনি কখনও মিথ্যা কথা কহেন না, অতএব হে মহাভাগ। এক্ষণে দেবকীর কেশকলাপ পরিত্যাগ করিয়া নারীহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হও ॥ ৮৫—৮৬ ॥

রাজন্! মহাত্মা যাদব-বৃদ্ধগণ কংসরাজকে এইরূপে বুঝাইয়া দিলে, তিনি বসুদেবের সত্যবাক্যের অনুমোদন করিয়া ক্রোধ পরিহার পূর্ব্বক অবস্থিত রহিলেন ॥ ৮৭ ॥ তখন দুন্দুভিধ্বনি ও বাদিত্রস্বনে সেই স্থান পরিপূরিত হইল, এবং সকলের ঘন ঘন জয়শব্দ সমুচ্চারিত হইতে লাগিল ॥ ৮৮ ॥ তখন শূরসেনসুত মহাযশা বসুদেব, এইরূপে কংসরাজকে প্রসন্ন করিয়া দেবকীকে মোচন করিলেন এবং স্বজনগণে পরিবৃত হইয়া নবোঢ়া বধূর সহিত নির্ভয়ে নিজ ভবনাভিমুখে সত্বর গমন করিলেন ॥ ৮৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে দেবকীপরিণয়কথন-নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

অথ কালে তু সম্প্রাপ্তে দেবকী দেবরূপিণী।
গর্ভং দধার বিধিবদ্বসুদেবেন সঙ্গতা ॥ ১ ॥
পূর্ণেঽথ দশমে মাসে সুষুবে সুতমুত্তমম্।
রূপাবয়বসম্পন্নং দেবকী প্রথমং যদা ॥ ২ ॥
তদাহ বসুদেবস্তাং সত্যবাক্যানুমোদিতঃ।
ভাবিত্বাচ্চ মহাভাগে! দেবকীং দেবমাতরম্ ॥ ৩ ॥
বরোরু! সময়ং মে ত্বং জানাসি স্বসুতার্পণে।
মোচিতা ত্বং মহাভাগে! শপথেন ময়া যদা ॥ ৪ ॥
ইমং পুত্রং সুকেশান্তে! দাস্যামি ভ্রাতৃসূনবে।
খলে কংসে বিনাশার্থং দৈবঃ কিং বা করিষ্যতি।
বিচিত্রকর্ম্মণাং পাকো দুর্জ্জেয়ো হ্যকৃতাত্মভিঃ ॥ ৫ ॥

অৰ্দ্ধাধিকৈশ্চতুষ্পকাশদ্ভিঃ শ্লোকৈরনন্তরম্।
দেবকীতনয়ান সপ্ত জঘানেতি কথোচ্যতে ॥

বিবাহোত্তরং গৃহাগমনে জাতেঽনন্তরং জাতং বৃত্তমাহ। অথেতি। বসুদেবেন সঙ্গতা মিথুনীভাবং প্রাপ্তা ॥ ১—৩ ॥

বরোরু সময়মিতি। হে মহাভাগে! ময়া শপথেন যদা ত্বং মোচিতা তদা ময়া কৃতং স্বসুতার্পণে সময়ং পণং জানাসীত্যন্বয়ঃ ॥ ৪ ॥

ততঃ কিমিতি চেত্তত্রাহ ইমং পুত্রমিতি। হে সুকেশান্তে! শোভনকেশান্তে! ততঃ পণসত্যতায়ৈ ইমং পুত্রং তে ভ্রাতৃসূনবে ত্বৎপিতৃভ্রাতুরুগ্রসেনস্য সূনবে পুত্রায় কংসায় দাস্যামীত্যর্থঃ। নম্বেতত্ত্বয়া দয়ালুনা কথং ক্রিয়ত ইতি চেত্তত্রাহ বিচিত্রকর্ম্মণামিতি ॥ ৫—৬॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! অনন্তর দেবরূপিণী দেবকী বসুদেবের সহিত যথানিয়মে সংমিলিত হইয়া গর্ভধারণ করেন ॥ ১ ॥ তদনন্তর দশমাস পরিপূর্ণ হইলে যে সময়ে দেবকীর সুরূপ ও শোভনাকৃতি প্রথম পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়, সেই সময়ে মহাভাগ বসুদেব, কংসের নিকট প্রতিশ্রুত সত্যবাক্য এবং ভবিতব্যতা স্মরণ করিয়া অদিতি-অংশজাতা দেবকীকে কহিলেন, হে সুন্দরি! আমি তোমার বিবাহকালে কংসের নিকটে "দেবকীগর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে জাত মাত্রই তোমাকে প্রদান করিব" এই বলিয়া শপথ করিয়া তোমাকে তাহার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছি তাহা তুমি অবগত আছ। এক্ষণে কংসের করে নিজপুত্র সমর্পণ করিবার সেই সময় সমুপস্থিত ॥ ২—৪ ॥ হে সুকেশি! এক্ষণে এই পুত্রকে তোমার ভ্রাতা

সর্ব্বেষাং কিল জীবানাং কালপাশানুবর্ত্তিনাম্।
ভোক্তব্যং স্বকৃতং কর্ম্ম শুভং বা যদি বাশুভম্।
প্রারব্ধং সর্ব্বথৈবাত্র জীবস্য বিধিনির্ম্মিতম্ ॥ ৬ ॥

দেবক্যুবাচ।

স্বামিন্! পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম ভোক্তব্যং সর্ব্বথা নৃভিঃ।
তীর্থৈস্তপোভির্দ্দানৈর্ব্বা কিং ন যাতি ক্ষয়ং হি তৎ ॥ ৭ ॥
লিখিতো ধর্ম্মশাস্ত্রেষু প্রায়শ্চিত্তবিধির্নৃপ!।
পূর্ব্বার্জ্জিতানাং পাপানাং বিনাশায় মহাত্মভিঃ ॥ ৮ ॥
ব্রহ্মহা হেমহারী চ সুরাপো গুরুতল্পগঃ।
দ্বাদশাব্দব্রতে চীর্ণে শুদ্ধিং যাতি যতস্ততঃ ॥ ৯ ॥
মন্বাদিভির্যথোদ্দিষ্টং প্রায়শ্চিত্তং বিধানতঃ।
তথা কৃত্বা নরঃ পাপান্মুচ্যতে বা ন বানদ! ॥ ১০ ॥
বিগীতবচনাস্তে কিং মুনয়স্তত্ত্বদর্শিনঃ।
যাজ্ঞবল্ক্যাদয়ঃ সর্ব্বে ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকাঃ ॥ ১১ ॥

প্রারব্ধকর্ম্মাধীনত্বান্ময়ৈতৎ ক্রিয়ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬ ॥

তত্র দৈবং দেবকী শঙ্কতে তীর্থৈরিতি। যথা তীর্থাদিসেবনৈরন্যৎ পাতকং নশ্যতি তথা প্রারব্ধমপি ন ক্ষয়ং যাতি কিমিত্যর্থঃ ॥ ৭—১০ ॥

যদি তদুক্তপ্রায়শ্চিত্তৈঃ প্রারব্ধং ন নশ্যতি তদা তে কিং বিগীতবচনা মিথ্যাবচনাঃ সন্তীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

কংসের করে প্রদান করিব। দেবি! জানিও কংস অত্যন্ত খল, তাহার নিকট, বিনাশের নিমিত্ত দৈব কি উপায় উদ্ভাবন করিবেন, বলিতে পারি না। হে মহাভাগে! এ বিষয়ে তোমার বা আমার কি ক্ষমতা আছে? কর্ম্মের পরিণাম অতিশয় বিচিত্র, সামান্য মানবগণ, তাহা অবগত হইতে পারে না ॥ ৫ ॥ জানিও, সমস্ত জীবগণই কালপাশের বশবর্ত্তী হইয়া নিজকৃত শুভ ও অশুভ কার্য্যের ফলভোগ করিয়া থাকে। জীবগণের প্রারব্ধ অর্থাৎ কর্ম্মাধীন ফলভোগ, বিধি-বিনির্ম্মিত জানিয়া এবিষয় অনুমোদন কর ॥ ৬ ॥

দেবকী কহিলেন, স্বামিন্! মানবগণকে অবশ্যই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। কিন্তু তা বলিয়া কি তীর্থবাস, তপস্যা অথবা দান দ্বারা সে পাপধ্বংস হয় না? ॥ ৭ ॥ মহাত্মা মহর্ষিগণ ধর্ম্মশাস্ত্রে পূর্ব্বার্জ্জিত পাপ বিনাশের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ব্রহ্মঘাতী সুবর্ণাপহারী, সুরাপায়ী ও গুরু-দারহারী প্রভৃতি পাতকীর দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে শুদ্ধিলাভ ঘটিয়া থাকে ॥ ৮—৯ ॥ মনু প্রভৃতি মুনিগণ যে প্রকারে প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়াছেন, যদি নরগণ তদনুসারে ক্রিয়ানুষ্ঠান করে তাহা পাপ

ভবিতব্যং ভবত্যেব যদ্যেবং নিশ্চয়ঃ প্রভো!।
আয়ুর্ব্বেদঃ স মিথ্যৈব মন্ত্রবাদাস্তথাখিলাঃ ॥ ১২ ॥
উদ্যমস্তু বৃথা সর্ব্বমেবং চেদ্দৈবনির্ম্মিতম্।
ভবিতব্যং ভবত্যেব প্রবৃত্তিস্তু নিরর্থিকা ॥ ১৩ ॥
অগ্নিষ্টোমাদিকং ব্যর্থং নিয়তং স্বর্গসাধনম্।
যদা তদা প্রমাণং হি বৃথৈব পরিভাষিতম্ ॥ ১৪ ॥
বিতথে তৎপ্রমাণে তু ধর্ম্মোচ্ছেদঃ কুতো নহি।
উদ্যমে চ কৃতে সিদ্ধিঃ প্রত্যক্ষেণৈব সাধ্যতে ॥ ১৫ ॥
তস্মাদত্র প্রকর্ত্তব্যঃ প্রপঞ্চশ্চিত্তকল্পিতঃ।
যথায়ং বালকঃ ক্ষেমং প্রাপ্নোতি মম পুত্রকঃ ॥ ১৬ ॥

যদি প্রারব্ধাধীনমেব সর্ব্বং তদা আয়ুর্ব্বেদমন্ত্রশাস্ত্রোক্তা উপায়া মিথ্যৈব স্যুঃ। প্রারব্ধানুকূলতাভাবে তৈঃ কার্য্যস্যাজায়মানত্বাৎ সতি চানুকূলে প্রারব্ধে তেনৈব কার্যসিদ্ধৌ তেষামুপযোগাভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

কিঞ্চৈবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ সর্ব্বং দৈবনির্ম্মিতং প্রারব্ধনির্ম্মিতং চেৎ সর্ব্বোঽপ্যুদ্যমো বৃথৈব স্যাদিত্যাহ উদ্যমস্ত্বিতি ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ প্রারব্ধপ্রাবল্যে স্বীক্রিয়মাণে প্রমাণং বেদরূপং পরমেশ্বরেণ বৃথৈব পরিভাষিতং স্যাৎ পূর্ব্বোক্তযুক্ত্যা প্রারব্ধপ্রাতিকূল্যে তেন বেদোক্তানুষ্ঠানেন ফলাজননাত্তদানুকূল্যে তেনৈব প্রজননাত্তস্যোপযোগাভাবাদিত্যাহ যদা তদেতি ॥ ১৪ ॥

যদা বেদস্য মিথ্যার্থবাদিত্বং তদা ধর্ম্মোচ্ছেদ এব কুতো ন স্যাদিত্যাহ বিতথে ইতি। তস্মাদুদ্যোগ এব প্রধানো যত উদ্যোগেনৈব সিদ্ধির্ঘটাদেঃ শস্যাদেশ্চ দৃশ্যতে। নহি কুলালাদয়ো হিত্বোদ্যোগং প্রারব্ধমেবাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তো ঘটাদিসিদ্ধিং প্রাপ্নুবন্তীত্যাহ উদ্যমে চ কৃত ইতি ॥ ১৫ ॥

তস্মাদিতি। যত উদ্যোগঃ প্রধানস্তস্মাদত্র চিত্তকল্পিতঃ কশ্চন প্রপঞ্চ উপায়ঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

হইতে মুক্ত হইবে কি না? ॥১০॥ যদি প্রায়শ্চিত্তকে শুদ্ধির কারণ বলিয়া স্বীকার করা না যায়, তাহা হইলে কি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক যাজ্ঞবল্ক্যাদি তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণের বাক্যকে মিথ্যা ও গর্হিত বলিতে হইবে? ॥১১॥ প্রভো! যাহা ভবিতব্য তাহা অবশ্যই হইবে, ইহা যদি নিশ্চিতই হয়, তবে সমস্ত আয়ুর্ব্বেদ ও মন্ত্রবাদ মিথ্যা হইয়া যায় ॥১২॥ যদি সমস্ত কার্য্যই দৈবসংঘটিত হয়, তবে কোনও উদ্যমে কোনও ফললাভ হয় না, সুতরাং সে সকলকেও বৃথা বলিয়া মানিতে হয়। আর যাহা ভবিতব্য তাহাই ঘটিবে যদি এ কথা স্বীকার করা যায়, তবে কর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং অগ্নিষ্টোমাদি স্বর্গসাধক যজ্ঞ সকল নিরর্থক হইয়া পড়ে। বিচার করিয়া দেখুন, যদি দৈবেরই প্রাবল্য স্বীকার করা যায়, তবে পরমেশ্বর-পরিভাষিত সমস্ত বেদই মিথ্যা হইয়া পড়ে, যদি বেদের প্রমাণ মিথ্যা হয়, তবে ধর্ম্মেরও উচ্ছেদ কেন না হইবে? যখন উদ্যম করিলেই ফল সিদ্ধি প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, তখন কার্য্য-সাধনার্থ বিচার পূর্ব্বক কোনও

মিথ্যা যদি প্রকর্ত্তব্যং বচনং শুভমিচ্ছতা ।
ন তত্র দূষণং কিঞ্চিৎ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ১৭ ॥

বসুদেব উবাচ ।

নিশাময় মহাভাগে ! সত্যমেতদ্‌ব্রবীমি তে ।
উদ্যমঃ খলু কর্ত্তব্যঃ ফলং দৈববশানুগম্‌ ॥ ১৮ ॥
ত্রিবিধানীহ কর্ম্মাণি সংসারেঽত্র পুরাবিদঃ ।
প্রবদন্তীহ জীবানাং পুরাণেষ্বাগমেষু চ ॥ ১৯ ॥
সঞ্চিতানি চ জীর্ণানি প্রারব্ধানি সুমধ্যমে ! ।
বর্ত্তমানানি বামোরু ! ত্রিবিধানীহ দেহিনাম্‌ ॥ ২০ ॥
শুভাশুভানি কর্ম্মাণি বীজভূতানি যানি চ ।
বহুজন্মসমুত্থানি কালে তিষ্ঠন্তি সর্ব্বথা ॥ ২১ ॥
পূর্ব্বদেহং পরিত্যজ্য জীবঃ কর্ম্মবশানুগঃ ।
স্বর্গং বা নরকং বাপি প্রাপ্নোতি স্বকৃতেন বৈ ॥ ২২ ॥

নন্বু ময়া মিথ্যা কথং কৃত্বা পুত্রঃ সংরক্ষণীয় ইতি চেত্তত্রাহ মিথ্যেতি। যদি শব্দোঽপ্যর্থকো নিপাতানামনেকার্থত্বাৎ। তথাচ শুভং জীবরক্ষণাদিরূপমিচ্ছতা পুরুষেণ মিথ্যাপি কর্ত্তব্য-মিত্যর্থঃ। জীবরক্ষণার্থমিথ্যাবদনেঽপি দোষাভাব ইতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

যদুক্তমুদ্যোগঃ প্রধান ইতি তন্ন সম্ভবতি। সর্ব্বসামগ্রীসমবধানেঽপি পুনস্তাৎপর্য্যাদর্শ-নাৎ। তস্মাদ্দৈবং প্রারব্ধমেব মুখ্যং ফলসিদ্ধিং প্রতি উদ্যোগস্তু সহায়ভূত এব সর্ব্বত্রৈবাত উদ্যমঃ খলু কর্ত্তব্য ইতি ॥ ১৮ ॥

যদুক্তং প্রায়শ্চিত্তাদিনা প্রারব্ধং নশ্যতি বা ন নশ্যতীতি তত্রাহ ত্রিবিধানীহেতি ॥১৯॥ সঞ্চিতানীতি। একা সঞ্চিতকোটিরেকা প্রারব্ধকোটিরেকা বর্ত্তমানকোটিরিত্যর্থঃ ॥ ২০ কর্ম্মণাং স্বীকারে ফলং জীবানামুচ্চাবচগতিরূপমস্তীত্যাহ বীজভূতানীতি ॥ ২১ ॥

উপায় অবলম্বন করা অবশ্যই কর্ত্তব্য। অতএব, যাহাতে আমার এই সদ্যোজাত শিশুর মঙ্গল হয় বিবেচনাপূর্ব্বক এইরূপ কোন সদুপায় স্থির করুন ॥ ১৩—১৬ ॥ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে কোন ব্যক্তি যদি জীবরক্ষণাদিরূপ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় কদাচিৎ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে তাহা দোষ বলিয়া গণ্য হয় না ॥ ১৭ ॥

বসুদেব কহিলেন, মহাভাগে ! আমি তোমাকে সত্যের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। উদ্যম, মনুষ্যগণের একান্ত কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু উহার ফল দৈবের বশবর্ত্তী জানিবে ॥ ১৮ ॥ পুরা-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ, পুরাণ ও আগম শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে, এই সংসারে জীবগণের কর্ম্ম তিন প্রকার, পুরাকৃত সঞ্চিত কর্ম্ম, প্রারব্ধ কর্ম্ম ও বর্ত্তমান কর্ম্ম ॥১৯-২০॥ বহুজন্মকৃত বীজ-স্বরূপ যে শুভাশুভ কর্ম্ম, তাহা সকল সময়েই অবস্থিত থাকে ; সেই কর্ম্মের বশানুবর্ত্তী

দিব্যং দেহঞ্চ সংপ্রাপ্য যাতনাদেহমর্থজম্।
ভুনক্তি বিবিধান্ ভোগান্ স্বর্গে বা নরকেঽথবা ॥ ২৩ ॥
ভোগান্তে চ যদোৎপত্তেঃ সময়স্তস্য জায়তে।
লিঙ্গদেহেন সহিতং জায়তে জীবসংজ্ঞিতম্ ॥ ২৪ ॥
তদৈব সঞ্চিতেভ্যশ্চ কর্ম্মভ্যঃ কর্ম্মভিঃ পুনঃ।
যোজয়ত্যেব তং কালং কর্ম্মাণি প্রাক্‌কৃতানি চ ॥ ২৫ ॥
দেহেনানেন ভাব্যানি শুভানি চাশুভানি চ।
প্রারব্ধানি চ জীবেন ভোক্তব্যানি সুলোচনে! ॥ ২৬ ॥
প্রায়শ্চিত্তেন নশ্যন্তি বর্ত্তমানানি ভামিনি!।
সঞ্চিতানি তথৈবাশু যথার্থং বিহিতেন চ ॥ ২৭ ॥
প্রারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাৎ সংক্ষয়ো নান্যথা ভবেৎ।
তেনায়ং তে কুমারো বৈ দেয়ঃ কংসায় সর্ব্বথা ॥ ২৮ ॥

তদেব বিশদয়তি পূর্ব্বদেহমিতি ॥ ২২—২৪ ॥

কর্ম্মভিরিতি। সঞ্চিতেভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ পৃথক্‌কৃতৈঃ পক্বৈঃ কর্ম্মভিরিত্যর্থঃ। তং কালং তস্মিঁল্লিঙ্গদেহাবির্ভাবকালে ইত্যর্থঃ। যোজয়ত্যর্থাৎ পরমেশ্বরঃ। অতঃ কর্ম্মণি প্রাক্‌কৃতানি সঞ্চিতানি ॥ ২৫ ॥

তথা দেহেনানেন ভাব্যানি বর্ত্তমানানি চেত্যর্থঃ। তথা প্রারব্ধানি চ জীবেন ত্রিবিধানি ভোক্তব্যান্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

প্রায়শ্চিত্তেন তু সর্ব্বাণি ন নশ্যন্তি কিন্তু কানিচিদেবেত্যাহ প্রায়শ্চিত্তেনেতি ॥ ২৭ ॥

প্রারব্ধানান্তু ভোগাদেব ক্ষয় ইত্যাহ প্রারব্ধেতি। তেনেতি। যতস্তস্য ভোগেনৈব ক্ষয়-স্তেন হেতুনা তৎপ্রারব্ধক্ষয়ায় কুমারঃ কংসায় সর্ব্বথা দেয় ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

হইয়াই জীবগণ পূর্ব্বদেহ পরিহারপূর্ব্বক স্বকীয় কার্য্য দ্বারা স্বর্গ বা নরকভোগ করিয়া থাকে ॥২১॥ জীবগণ আপন আপন শুভাশুভ কর্ম্মানুসারে পুণ্যজনিত দিব্যদেহ, অথবা পাপ-জাত যাতনাময় দেহ ধারণপূর্ব্বক স্বর্গে বা নরকে পুণ্যপাপজনিত বিবিধ প্রকার ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২২—২৩ ॥ ঐ কর্ম্মের ভোগান্তে আবার যখন তাহার দেহ ধারণের সময় উপস্থিত হয়। তখন লিঙ্গ দেহের সহিত জীব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। লিঙ্গদেহের আবির্ভাব কালে পরমেশ্বর জীবের সঞ্চিতকর্ম্ম সমূহ হইতে পৃথক্ পরিপক্ক কর্ম্ম-সমূহ ঐ জীবে যোজিত করিয়া থাকেন ॥ ২৪—২৫ ॥ অতএব, সঞ্চিত শুভাশুভ কর্ম্মসমূহ জীবদেহে নিরন্তর বর্ত্তমান থাকে। হে সুলোচনে! প্রারব্ধ কর্ম্মফল জীবগণকে অবশ্যই ভোগ করিতে হয় ॥ ২৬ ॥ হে ভামিনি! যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান দ্বারা জীবের বর্ত্তমান কর্ম্ম সকল বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রারব্ধ সকল ভোগ দ্বারাই ক্ষয় হয়, প্রায়শ্চিত্ত বা অন্য

ন মিথ্যাবচনং মেঽস্তি লোকনিন্দাভিদূষিতম্।
অনিত্যেঽস্মিংস্তু সংসারে ধর্ম্মসারে মহাত্মনাম্ ॥ ২৯ ॥
দৈবাধীনং হি সর্ব্বেষাং মরণং জননং তথা।
তস্মাচ্ছোকো ন কর্ত্তব্যো দেহিনা হি নিরর্থকঃ ॥ ৩০ ॥
সত্যং যস্য গতং কান্তে! বৃথা তস্যৈব জীবিতম্।
ইহ লোকো গতো যস্মাৎ পরলোকঃ কুতস্ততঃ ॥ ৩১ ॥
অতো দেহি সুতং সুভ্রু! কংসায় প্রদদাম্যহম্।
সত্যসংস্তরণাদ্দেবি শুভমগ্রে ভবিষ্যতি ॥ ৩২ ॥
কর্ত্তব্যং সুকৃতং পুম্ভিঃ সুখে দুঃখে সতি প্রিয়ে।
সত্যসংরক্ষণাদ্দেবি! শুভমেব ভবিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তবতি কান্তে সা দেবকী শোকসংযুতা।
দদৌ পুত্রং প্রসূতঞ্চ বেপমানা মনস্বিনী ॥ ৩৪ ॥

যত্ত্বয়োক্তং জীবরক্ষার্থং মিথ্যাপি বক্তব্যমিতি তৎ পরকীয়বিষয়ে জীবরক্ষার্থং বক্তব্যং ন স্বীয়জীবরক্ষার্থম্। অন্যথা স্বরক্ষার্থং সর্ব্বোঽপি মিথ্যা বদতীতি কোঽপি সত্যত্যাগেন দোষবান্ ন স্যাত্তস্মান্ন স্বকীয়বিষয়ে মম বচনং মিথ্যাস্ত্বীত্যাহ ন মিথ্যেতি। লোকনিন্দয়া ভ

কোন প্রকারে তাহার ক্ষয় হয় না; অতএব, কংসরাজকরে তোমার এই কুমারকে অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে ॥ ২৭—২৮ ॥ দেবি! এই সংসারে যাহাতে লোকনিন্দা বা মিথ্যা কথা প্রকাশিত হয় আমি কখনই তাহা করি নাই; অতএব, তুমি সত্য রক্ষা করিয়া কংসের হস্তে কুমারকে সমর্পণ কর। দেবকি! এই অসার সংসার মধ্যে ধর্ম্মই সার বস্তু মহাত্মাগণেরও জীবন মরণ দৈবের অধীন; অতএব, জীবগণের নিরর্থক শোক প্রকাশ কদাচই কর্ত্তব্য নহে ॥ ২৯—৩০ ॥ জীবনাধিকে! অধিক কি বলিব, জানিও যাহার সত্য বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহার জীবনই বৃথা। হে সুভ্রু! যাহার ইহ লোক বিনষ্ট হইল, তাহা হইতে আর পরলোকের কি কার্য্য সাধিত হইতে পারে বল? ॥ ৩১ ॥ অতএব, হে দেবি! বালকটীকে দাও আমি কংসের হস্তে ইহাকে সমর্পণ করিব। হে প্রিয়ে! সত্যে পার হইলে, পরে অবশ্যই আমাদের মঙ্গল হইবে ॥ ৩২ ॥ যেখানে জীবের সুখ দুঃখ নিশ্চিত রহিয়াছে, সেখানে সুকৃত-সাধনই কর্ত্তব্য। সত্য রক্ষা করিলে অবশ্যই শুভ ফলিবে সন্দেহ নাই ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, নিজকান্ত বসুদেব এই সকল বাক্য বলিলে শোকসমন্বিতা মনস্বিনী দেবকী কম্পিতকলেবরে সদ্যঃপ্রসূত সেই পুত্রটীকে বসুদেবের করে সমর্পণ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

বসুদেবোঽপি ধর্ম্মাত্মা আদায় স্বসুতং শিশুম্।
জগাম কংসসদনং মার্গে লোকৈরভিষ্টুতঃ ॥ ৩৫ ॥

লোকা ঊচুঃ।

পশ্যন্তু বসুদেবং ভো লোকা এবং মনস্বিনম্।
স্ববাক্যমনুরুধ্যৈব বালমাদায় যাত্যসৌ ॥ ৩৬ ॥
মৃত্যবে দাতুকামোঽদ্য সত্যবাগনসূয়কঃ।
সফলং জীবিতং চাস্য ধৈর্য্যং পশ্যন্তু চাদ্ভুতম্।
যঃ পুত্রং যাতি কংসায় দাতুং কালাত্মনেঽপি হি ॥ ৩৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি সংস্তূয়মানস্তু প্রাপ্তঃ কংসালয়ং নৃপ !।
দদাবস্মৈ কুমারং তং জাতমাত্রমমানুষম্ ॥ ৩৮ ॥
কংসোঽপি বিস্ময়ং প্রাপ্তো দৃষ্ট্বা ধৈর্য্যং মহাত্মনঃ।
গৃহীত্বা বালকং প্রাহ স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ৩৯ ॥

দূষিতং বচনমিত্যন্বয়ঃ। ইত্থং তস্যাঃ শঙ্কানিরাসং কৃত্বা তদনুমত্যর্থে তাং বোধয়তি অনিত্যে ইতি ॥ ২৯—৩৫ ॥

(লোকবাক্যমাহ। পশ্যন্ত্বিতি ॥ ৩৬ ॥

ধর্ম্মাত্মা বসুদেব সেই শিশু পুত্রটীকে গ্রহণ করিয়া কংসের ভবনে গমন করিতে লাগিলেন। পথমধ্যে সকল লোকে তাঁহার এরূপ অদ্ভুত কার্য্য দেখিয়া প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিল; হে জনগণ! বসুদেবের মনস্বিতা অবলোকন কর, ইনি নিজ সত্যবাক্য রক্ষার জন্য আপন শিশু পুত্রটীকে গ্রহণ করিয়া কংস নিকেতনে গমন করিতেছেন। এই সত্যবাদী অসূয়া-শূন্য পুরুষপ্রধান বসুদেব আপন পুত্রটীকে মৃত্যুর করাল কবলে সমর্পণ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। ইনি অদ্য কালস্বরূপ কংসের করে পুত্র প্রদান করিতে গমন করিতেছেন, তোমরা ইহাঁর অদ্ভুত ধৈর্য্য অবলোকন কর, অহো! এই মহাপুরুষের জীবনই সার্থক! ॥ ৩৫—৩৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, হে পৃথিবীন্দ্র! বসুদেব এইরূপে স্তূয়মান হইয়া কংসালয়ে উপনীত হইলেন এবং সদ্যঃপ্রসূত সেই দেবরূপী পুত্রটীকে কংসের নিকট সমর্পণ করিলেন ॥৩৮॥ তাঁহার এতাদৃশ ধৈর্য্য দর্শন করিয়া কংসরাজও বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি বালককে গ্রহণপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, হে শূরপুত্র! তুমি অদ্য আমাকে পুত্র সমর্পণ করিয়া ধন্য হইলে; পরন্তু এই আকাশবাণী হইয়াছে যে তোমার অষ্টম পুত্রই আমার মৃত্যু-স্বরূপ, তোমার এই প্রথম পুত্র আমার কালস্বরূপ নহে, অতএব আমি এই বালককে বিনাশ

ধন্যস্ত্বং শূরপুত্রাদ্য জ্ঞাতঃ পুত্রসমর্পণাৎ।
মম মৃত্যুর্ন চায়ং বৈ গিরা প্রোক্তস্তু চাষ্টমঃ ॥ ৪০ ॥
ন হন্তব্যো ময়া কামং বালোঽয়ং যাতু তে গৃহম্।
অষ্টমস্তু প্রদাতব্যস্ত্বয়া পুত্রো মহামতে! ॥ ৪১ ॥
ইত্যুক্ত্বা বসুদেবায় দদাবাশু খলঃ শিশুম্।
গচ্ছত্বয়ং গৃহে বালঃ ক্ষেমং ব্যাহৃতবান্নৃপ! ॥ ৪২ ॥
তমাদায় তদা শৌরির্জগাম স্বগৃহং মুদা।
কংসোঽপি সচিবানাহ বৃথা কিংঘাতয়ে শিশুম্ ॥ ৪৩ ॥
অষ্টমাদ্দেবকীপুত্রান্মম মৃত্যুরুদাহৃতঃ।
অতঃ কিং প্রথমং বালং হত্বা পাপং করোম্যহম্ ॥ ৪৪ ॥
সাধু সাধ্বিতি তেঽপ্যুক্ত্বা সংস্থিতা মন্ত্রিসত্তমাঃ।
বিসর্জ্জিতাস্তু কংসেন জগ্মুস্তে স্বগৃহান্ প্রতি ॥ ৪৫ ॥
গতেষু তেষু সম্প্রাপ্তো নারদো মুনিসত্তমঃ।
অভ্যুত্থানার্ঘ্যপাদ্যাদি চকারোগ্রসুতস্তদা ॥ ৪৬ ॥

মৃত্যবে কালস্বরূপায় ॥ ৩৭—৪১ ॥)
ক্ষেমং ব্যাহৃতবানিতি। অয়ং বালো গৃহং গচ্ছত্বিতি ক্ষেমং কল্যাণকরং বাক্যং নৃপঃ কংসো ব্যাহৃতবান্ কথিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৭ ॥

করিব না, এই বালক, তোমার গৃহে গমন করুক। মহামতে! যখন তোমার অষ্টম পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, তখন তুমি সেই পুত্র আমাকে অবশ্য প্রদান করিবে ॥৩৯-৪১॥ ক্রূরাত্মা কংস এই বলিয়া বসুদেব-করে সেই শিশু প্রত্যর্পণ করিল যে, রাজন্! এই পুত্রটী এক্ষণে নির্ব্বিঘ্নে গৃহে গমন করুক ॥৪২॥ কংসরাজ এই কথা বলিলে শূরপুত্র বসুদেব হৃষ্টচিত্তে পুত্রটীকে লইয়া আপন গৃহে চলিয়া গেলেন। তখন কংসরাজও স্বীয় সচিবগণকে কহিলেন, যখন আকাশবাণী হইয়াছে যে দেবকীর অষ্টম পুত্রই আমার মৃত্যুস্বরূপ হইবে, তখন এই শিশুটীকে কেন বৃথা বিনাশ করিব? প্রথম পুত্রটীকে বিনষ্ট করিয়া পাপগ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি? ॥৪৩-৪৪॥ মন্ত্রিগণ, কংসের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাধু সাধু বলিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কংসরাজ তাঁহাদিগকে বিদায় দিলে তাঁহারা আপন আপন ভবনে গমন করিলেন ॥ ৪৫ ॥ অনন্তর, মুনিসত্তম নারদ আসিয়া কংসসন্নিধানে উপনীত হইলেন। তখন উগ্রসেনতনয় কংসরাজ অভ্যুত্থান পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি প্রদান দ্বারা তাঁহার পূজা ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে সহসা আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মহর্ষি নারদ, ঈষৎ হাস্যে আদরপূর্ব্বক কংস! কংস বলিয়া বারংবার সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহা-

পপ্রচ্ছ কুশলং রাজা তত্রাগমনকারণম্।
নারদস্তং তদোবাচ স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ॥ ৪৭॥
কংস কংস মহাভাগ! গতোঽহং হেমপর্ব্বতম্।
তত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা মন্ত্রং চক্রুঃ সমাহিতাঃ॥ ৪৮॥
দেবক্যাং বসুদেবস্য ভার্য্যায়াং সুরসত্তমঃ।
বধার্থং তব বিষ্ণুশ্চ জন্ম চাত্র করিষ্যতি॥ ৪৯॥
তৎ কথং ন হতঃ পুত্রস্ত্বয়া নীতিং বিজানতা।

কংস উবাচ।

অষ্টমঞ্চ হনিষ্যেঽহং মৃত্যুং মে দেবভাষিতম্॥ ৫০॥

নারদ উবাচ।

ন জানাসি নৃপশ্রেষ্ঠ! রাজনীতিং শুভাশুভম্।
মায়াবলঞ্চ দেবানাং ন ত্বং বেৎসি বদামি কিম্॥ ৫১॥
রিপুরল্পোঽপি শূরেণ নোপেক্ষ্যঃ শুভমিচ্ছতা।
সংমেলনক্রিয়ায়াং তু সর্ব্বে তে হ্যষ্টমাঃ স্মৃতাঃ॥ ৫২॥
মূর্খত্বমরিসন্ত্যাগঃ কৃতোঽয়ং জানতা ত্বয়া।
ইত্যুক্ত্বাশু গতঃ শ্রীমান্নারদো দেবদর্শনঃ॥ ৫৩॥

হেমপর্ব্বতং সুমেরুম্॥ ৪৮—৫১॥

ভাগ! আমি ঘটনাক্রমে সুমেরু পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলাম; সেখানে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ মিলিত হইয়া এই মন্ত্রণা করিতেছিলেন যে, বসুদেবের ভার্য্যা দেবকীর গর্ভে সুরসত্তম বিষ্ণু কংস বধের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিবেন॥ ৪৬—৪৯॥ তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি নীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিশেষ দৈববাণীমর্ম্ম বিদিত আছ, তথাপি বসুদেবের পুত্রকে বিনাশ না করিবার কারণ কি? কংস কহিলেন, আমি আকাশবাণী অনুসারে অষ্টম পুত্রকেই হনন করিব॥ ৫০॥

নারদ কহিলেন, নৃপবর! বুঝিলাম তুমি শুভাশুভ মূলকর নীতির কিছুই অবগত নহ বিশেষতঃ দেবতাগণের মায়া কি প্রকার তাহা যখন তুমি জানলা, তখন তোমাকে আর কি বলিব?॥ ৫১॥ ফলকথা কল্যাণাকাঙ্ক্ষী শূরগণ অতি ক্ষুদ্র শত্রুকেও উপেক্ষা করেন না। তোমাকে অধিক আর কি বলিব অষ্টম শব্দের অর্থ উত্তমরূপে বুঝিতে পার নাই, প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টম পর্য্যন্ত যতগুলি সন্তান হইবে গণনাপ্রণালীতে সেই সকল গুলি অষ্টম হইতে পারে। শত্রুকে পরিহার করিতে নাই, ইহা তোমার

গতেঽথ নারদে কংসঃ সমাহূয়াথ বালকম্।
পাষাণে পোথয়ামাস সুখং প্রাপ চ মন্দধীঃ॥ ৫৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে দেবকীপুত্রসংহারো নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১॥

সংমেলনেতি। যদা তে চৈকত্রমিলিতাস্তদা সর্ব্বে পরস্পরাপেক্ষয়া অষ্টমা এবেত্যর্থঃ॥ ৫২—৫৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থস্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২১॥

অবিদিত নাই তবে কেন হস্তে পাইয়া সেই শত্রুকে ত্যাগ করিলে? ইহাতে তোমার মূর্খত্ব প্রকাশ বই আর কি হইতে পারে॥ ৫৩॥ এই বলিয়া শ্রীমান্ দেবপ্রতিম মহর্ষি নারদ সত্বর গমন করিলেন। তখন মন্দবুদ্ধি কংস বালককে পুনরায় আনয়ন ও পাষাণে নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহার প্রাণ বিনাশ করিয়া স্বস্থচিত্ত হইলেন॥ ৫৪॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে দেবকীপুত্র সংহার নামক একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

কিং কৃতং পাতকং তেন বালকেন পিতামহ!।
যো জাতমাত্রো নিহতস্তথা তেন দুরাত্মনা ॥ ১ ॥
নারদোঽপি মুনিশ্রেষ্ঠো জ্ঞানবান্ ধর্ম্মতৎপরঃ।
কথমেবংবিধং পাপং কৃতবান্ ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥ ২ ॥
কর্ত্তা কারয়িতা পাপে তুল্যপাপৌ স্মৃতৌ বুধৈঃ।
স কথং প্রেরয়ামাস মুনিঃ কংসং খলং তদা ॥ ৩ ॥
সংশয়োঽয়ং মহান্মেঽত্র ব্রূহি সর্ব্বং সবিস্তরম্।
যেন কর্ম্মবিপাকেন বালকো নিধনং গতঃ ॥ ৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

নারদঃ কৌতুকপ্রেক্ষী সর্ব্বদা কলহপ্রিয়ঃ।
দেবকার্য্যার্থমাগত্য সর্ব্বমেতচ্চকার হ ॥ ৫ ॥*
ন মিথ্যাভাষণে বুদ্ধির্মুনেস্তস্য কদাচন।
সত্যবক্তা সুরাণাং স কর্ত্তব্যে নিরতঃ শুচিঃ ॥ ৬ ॥

দ্বাধিকৈশ্চৈব পঞ্চাশৎপদ্যৈরথ ধরাতলে।
কেষামংশৈর্নৃপা জাতাস্তদেতৎ সম্যগুচ্যতে।

পূর্ব্বাধ্যায়কথাং শ্রুত্বা জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি কিং কৃতমিতি ॥ ১—১০ ॥

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পিতামহ! সেই বালক এমন কি পাপকর্ম্ম করিয়াছিল যে, জাতমাত্রই দুরাত্মা কংস তাহাকে বিনষ্ট করিল? ॥ ১ ॥ বিশেষতঃ মহর্ষি নারদ মুনিগণের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্গণের অগ্রগণ্য, নিয়ত ধর্ম্মনিরত ও জ্ঞানবান্ হইয়া এবংবিধ পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? ॥২॥ বুধগণ কহিয়া থাকেন যে, পাপকার্য্যের কর্ত্তা ও তাহার প্রবর্ত্তক উভয়েই তুল্য পাপভাগী, তবে মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ কিজন্য সেই খল কংসকে শিশুবধে প্রবর্ত্তিত করিলেন? ॥ ৩ ॥ এ বিষয়ে আমার ঘোর সন্দেহ জন্মিয়াছে, হে মুনীন্দ্র! যে কর্ম্মবিপাক নিবন্ধন সেই বালক নিধনপ্রাপ্ত হইল, তাহা আপনি সবিস্তার বর্ণন করুন ॥৪॥

ব্যাস বলিলেন, দেবর্ষি নারদ নিরন্তর কলহপ্রিয় সুতরাং সর্ব্বদাই কৌতুক দর্শন করিতে ভাল বাসেন; বিশেষতঃ তিনি দেবকার্য্য সাধনের নিমিত্তই কংসের নিকটে

এবং ষড়্‌বালকাস্তেন জাতা জাতা নিপাতিতাঃ।
ষড়্‌গর্ভা শাপযোগেন সম্ভূয় মরণং গতাঃ ॥ ৭ ॥
শৃণু রাজন্‌! প্রবক্ষ্যামি তেষাং শাপস্য কারণম্‌।
স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে পুত্রা মরীচেঃ ষণ্মহাবলাঃ ॥ ৮ ॥
ঊর্ণায়াং চৈব ভার্য্যায়ামাসন্‌ ধর্ম্মবিচক্ষণাঃ।
ব্রহ্মাণং জহসুর্ব্বীক্ষ্য সুতাং ভবিতুমুদ্যতম্‌ ॥ ৯ ॥
শশাপ তাংস্তদা ব্রহ্মা দৈত্যযোনিং বিশস্ত্বধঃ।
কালনেমিসুতা জাতাস্তে ষড়্‌গর্ভা বিশাম্পতে! ॥ ১০ ॥
অবতারে পরে তে তু হিরণ্যকশিপোঃ সুতাঃ।
জাতাস্তে জ্ঞানসংযুক্তাঃ পূর্ব্বশাপভয়ান্নৃপ! ॥ ১১ ॥
তস্মিন্‌ জন্মনি শান্তাশ্চ তপশ্চক্রুঃ সমাহিতাঃ।
তেষাং প্রীতোঽভবদ্‌ব্রহ্মা ষড়্‌গর্ভাণাং বরান্‌ দদৌ ॥ ১২ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

শপ্তা যূয়ং ময়া পূর্ব্বং ক্রোধযুক্তেন পুত্রকাঃ!।
তুষ্টোঽস্মি বো মহাভাগা ব্রুবন্তু বাঞ্ছিতং বরম্‌ ॥ ১৩॥

অবতারে পরে দ্বিতীয়ে জন্মনীত্যর্থঃ। জ্ঞানসংযুক্তা ইতি দৈত্যস্বভাবং ত্যক্ত্বা জ্ঞানযুক্তা জাতা ইত্যর্থঃ ॥ ১১—১৭ ॥

আগমন করিয়া এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ বাস্তবিক, তাঁহার কখনই মিথ্যা কথনে অভিপ্রায় নাই, তিনি সত্যবক্তা পবিত্রচেতা এবং দেবতাদিগের কার্য্যসাধনে সতত তৎপর ॥ ৬ ॥

যাহাহউক এইরূপে ক্রমশঃ দেবকীর ছয়টী পুত্র উৎপন্ন হইল; কংসরাজও জন্মিবামাত্র সেই ছয়টী বালককে ক্রমশঃ বিনাশ করিল। ষড়্গর্ভ নামক এই ছয়টী শিশু শাপ জন্যই জন্মিবামাত্র বিনষ্ট হয় ॥ ৭ ॥ রাজন্‌! তাঁহাদের শাপের কারণ কহিতেছি শ্রবণ কর। স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকার কালে মহর্ষি মরীচির ঊর্ণানাম্নী পত্নীর গর্ভে ধর্ম্মনিরত ছয়টী মহাবল পুত্র উৎপন্ন হয়। কোন সময় প্রজাপতি ব্রহ্মা কন্দর্পশরে বিমোহিত হইয়া আপন কন্যার সহিত রমণ করিতে উদ্যত হইলে উহারা তাঁহাকে দেখিয়া উপহাস করে, তাহাতে ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, তোমরা সত্বর অসুরযোনিতে জন্মগ্রহণ কর। রাজন্‌! তদনন্তর সেই ষড়্‌গর্ভ প্রথমে কালনেমির পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। দ্বিতীয় জন্মে তাহারা হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হয়। এবারে তাহারা পূর্ব্বের শাপভয়ে জ্ঞানবিচ্যুত হয় নাই ॥ ৮—১১ ॥ এই জন্মে তাহারা শান্ত ও সমাহিত

ব্যাস উবাচ।

তে তু শ্রুত্বা বচস্তস্য ব্রহ্মণঃ প্রীতমানসাঃ।
ব্রহ্মাণমব্রুবন্ কামং সর্ব্বে কার্য্যার্থতৎপরাঃ॥ ১৪॥

গর্ভা উচুঃ।

পিতামহাদ্য তুষ্টোঽসি দেহি নো বাঞ্ছিতং বরম্।
অবধ্যা দৈবতৈঃ সর্ব্বৈর্ম্মানবৈশ্চ মহোরগৈঃ।
গন্ধর্ব্বসিদ্ধপতিভির্ব্বধো মাভূৎ পিতামহ!॥ ১৫॥

ব্যাস উবাচ।

তানুবাচ ততো ব্রহ্মা সর্ব্বমেতদ্ভবিষ্যতি।
গচ্ছন্তু বো মহাভাগাঃ! সত্যমেব ন সংশয়ঃ॥ ১৬॥
দত্ত্বা বরং গতো ব্রহ্মা মুদিতাস্তে তদাভবন্।
হিরণ্যকশিপুঃ ক্রুদ্ধস্তানুবাচ কুরূদ্বহ!॥ ১৭॥
যস্মাদ্বিহায় মাং পুত্রাস্তোষিতো বৈ পিতামহঃ।
বরেণ প্রার্থিতোঽত্যর্থং বলবন্তো যতোঽভবন্॥ ১৮॥

বরেণ হেতুনেত্যর্থঃ॥ ১৮॥

হইয়া তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে ব্রহ্মা প্রীত হইয়া তাহাদিগকে বরপ্রদানে সমুদ্যত হইয়া কহিলেন, হে পুত্রগণ! আমি পূর্ব্বে ক্রুদ্ধ হইয়া তোমাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলাম, এক্ষণে আমি তোমাদের প্রতি অতিশয় প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর॥ ১২—১৩॥

ব্যাস বলিলেন, অনন্তর তাহারা সকলেই ব্রহ্মার বচন শ্রবণে স্বকার্য্যসাধনার্থে তৎপর হইল এবং প্রীতমনে প্রজাপতিকে কহিল, পিতামহ! আপনি অদ্য আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন এক্ষণে আমাদের বাঞ্ছিত বরপ্রদান করুন। হে পিতামহ! আমরা সমস্ত দেবতা, মানব, মহোরগ, গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধপতিগণের অবধ্য হই এই আমাদের প্রার্থনা॥১৪-১৫॥

তখন ব্রহ্মা বলিলেন, তোমরা যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই সিদ্ধ হইবে। মহাভাগগণ! তোমরা গমন কর, এই বর সত্য হইবে তাহাতে সংশয় নাই॥ ১৬॥ ব্রহ্মা এই বর প্রদান করিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে স্বধামে প্রতিগমন করিলেন। হিরণ্যকশিপুর পুত্রগণ ও অভিলষিত বর লাভ করিয়া আনন্দিত হইল। কুরুসত্তম! হিরণ্যকশিপু "পুত্রগণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পিতামহের সন্তোষ সাধন করিল" এই ভাবিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বলিল। তোমরা বরপ্রভাবে অত্যন্ত দর্পিত হইয়াছ, বিশেষতঃ তোমরা যখন আমার প্রতি স্নেহভাব পরিত্যাগ করিলে, তখন আমিও তোমাদিগকে পরিত্যাগ করি-

যুষ্মাভির্হাপিতঃ স্নেহস্ততো যুষ্মাংস্ত্যজাম্যহম্।
যূয়ং ব্রজন্তু পাতালে ষড়গর্ভা বিশ্রুতা ভুবি॥ ১৯॥
পাতালে নিদ্রয়াবিষ্টাস্তিষ্ঠন্তু বহুবৎসরান্।
ততস্তু দেবকীগর্ভে বর্ষে বর্ষে পুনঃপুনঃ॥ ২০॥
পিতা বঃ কালনেমিস্তু তত্র কংসো ভবিষ্যতি।
স এব জাতমাত্রান্ বো বধিষ্যতি সুদারুণঃ॥ ২১॥

ব্যাস উবাচ।

এবং শপ্তাস্তদা তেন গর্ভে জাতাঃ পুনঃ পুনঃ।
জঘান দেবকীপুত্রান্ ষড়্‌গর্ভাঞ্ছাপনোদিতঃ॥ ২২॥
শেষাংশঃ সপ্তমস্তত্র দেবকীগর্ভসংস্থিতঃ।
বিস্রংসিতশ্চ গর্ভোঽসৌ যোগেন যোগমায়য়া॥ ২৩॥
নীতশ্চ রোহিণীগর্ভে কৃত্বা সঙ্কর্ষণং বলাৎ।
পতিতঃ পঞ্চমে মাসি লোকে খ্যাতিং গতস্তদা॥ ২৪॥

যুষ্মাভির্হাপিত ইতি। যতো যুষ্মাভির্ময়ি স্নেহো হাপিতস্ত্যক্তো মদারাধনং বিহায় মচ্ছত্রোর্ব্রহ্মণো মহদারাধনং কুর্ব্বন্তিস্ততো যুষ্মান্ শত্রুভূতাংস্ত্যজামীত্যর্থঃ। যূয়মিতি। পাতালে ব্রজন্ত্বিত্যেকঃ শাপঃ। ভুবি ষড়্‌গর্ভা ভবতেতি দ্বিতীয়ঃ॥ ১৯॥

পূর্ব্বস্যৈব ব্যাখ্যানং পাতালে ইতি। ভুবি কস্য গর্ভে জন্মেতি চেত্তত্রাহ তত ইতি॥ ২০॥

পিতা ব ইতি। প্রাগ্‌জন্মস্থ ইত্যর্থঃ॥ ২১॥

জঘানেতি। ব্রহ্মণা দত্তমবধ্যত্বং তু হিরণ্যকশিপুশাপোত্তরং নক্ষত্ররূপেণ ব্যোমস্থান-রূপং পুরাণান্তরেষূক্তমিতি বোধ্যম্॥ ২২—২৩॥

পতিত ইতি গর্ভ ইতি শেষঃ॥ ২৪—২৭॥

লাম। এক্ষণে তোমরা পাতালে গমন কর, তোমরা ভূমিতলে ষড়্‌গর্ভ নামে বিখ্যাত হইবে॥ ১৭—১৯॥ আপাতত তোমরা পাতালে গিয়া নিরন্তর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া বহু সংবৎসর কাল অবস্থিতি করিতে থাক। তদনন্তর তোমরা যে সময়ে দেবকীর গর্ভে বর্ষে বর্ষে জন্মগ্রহণ করিবে, সেই সময়ে তোমাদের পূর্ব্ব পিতা কালনেমি কংসরূপে প্রাদুর্ভূত হইবে। সেই নৃশংসচেতা কংস তোমাদিগকে জাতমাত্রই বিনষ্ট করিবে॥ ২০—২১॥

ব্যাস বলিলেন, তাহারা এইরূপে অভিশপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিল এবং কংসও সেই শাপপ্রণোদিত হইয়া দেবকীর গর্ভোৎপন্ন পুত্রগণকে ভূমিষ্ঠমাত্রই বিনাশ করিল॥ ২২॥ দেবকীর সপ্তম গর্ভে অনন্তের আবির্ভাব হয়। যোগমায়া যোগবলে ঐ গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীগর্ভে স্থাপিত করেন। ফলতঃ তৎকালে দেবকীর গর্ভ পঞ্চম মাসে পতিত হইল, ইহাই লোকে প্রচারিত হইল॥ ২৩—২৪॥

কংসোঽপি জ্ঞাতবাংস্তত্র দেবকীগর্ভপাতনম্।
মুদং প্রাপ স দুষ্টাত্মা শ্রুত্বা বার্ত্তাং সুখাবহাম্॥ ২৫॥
অষ্টমে দেবকীগর্ভে ভগবান্ সাত্বতাম্পতিঃ।
উবাস দেবকার্য্যার্থং ভারাবতরণায় চ॥ ২৬॥

রাজোবাচ।

বসুদেবঃ কশ্যপাংশঃ শেষাংশশ্চ তদাভবৎ।
হরেরংশস্তথা প্রোক্তো ভবতা মুনিসত্তম!॥ ২৭॥
অন্যে চ যেঽংশা দেবানাং তত্র জাতাস্তু তান্ বদ।
ভারাবতরণার্থং বৈ ক্ষিতেঃ প্রার্থনয়ানঘ!॥ ২৮॥

ব্যাস উবাচ।

সুরাণামসুরাণাঞ্চ যে যেঽংশা ভুবি বিশ্রুতাঃ।
তানহং সম্প্রবক্ষ্যামি সংক্ষেপেণ শৃণুষ্ব তান্॥ ২৯॥
বসুদেবঃ কশ্যপাংশো দেবকী চ তথাদিতিঃ।
বলদেবস্ত্বনন্তাংশো বর্ত্তমানেষু তেষু চ॥ ৩০॥
যোঽসৌ ধর্ম্মসুতঃ শ্রীমান্ নারায়ণ ইতি শ্রুতঃ।
তস্যাংশো বাসুদেবস্তু বিদ্যমানে মুনৌ তদা॥ ৩১॥

বিষ্ণুশেষকশ্যপাবতারান্ রাজা শ্রুত্বা অন্যদেবাংশাবতারবুভুৎসয়া পৃচ্ছতি অন্যে চ যেঽংশা দেবানামিতি॥ ২৮—৩৩॥

কংসও জানিতে পারিল যে, দেবকীর গর্ভপাত হইয়াছে; এই সুখাবহ সংবাদ শ্রবণ করিয়া সেই দুষ্টাত্মার সন্তোষের সীমা রহিল না॥ ২৫॥ পরন্তু এদিকে ভক্তজনপ্রতিপালক ভগবান্‌ও ঐ সময় দেবগণের কার্য্যসাধন ও ভূভারাবতরণ নিমিত্ত দেবকীর অষ্টম গর্ভে বাস করিলেন॥ ২৬॥

রাজা কহিলেন, মুনিবর! আপনি কেবল কশ্যপের অংশ বসুদেব এবং পৃথিবীর প্রার্থনানুসারে ভারাবতারণার্থ ভগবান্ হরির ও অনন্তদেবের অংশাবতারের কথাই কীর্ত্তন করিয়াছেন; কিন্তু অপরাপর কোন অংশাবতারের বিষয় বর্ণনা করেন নাই; অতএব, এক্ষণে অন্যান্য দেবগণ যিনি যে রূপে নিজ নিজ অংশে আসিয়া পৃথিবীতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, আপনি তৎসমুদায় কীর্ত্তন করুন॥ ২৭—২৮॥

ব্যাস বলিলেন, সুর এবং অসুরগণের যে সমস্ত অংশ পৃথিবীতে যে নামে বিখ্যাত হইয়াছিল, আমি তদ্বিবরণ সংক্ষেপ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর॥২৯॥ বসুদেব কশ্যপের অংশ, দেবকী অদিতির, বলদেব অনন্তের অংশ, যিনি ধর্ম্মের পুত্র এবং শ্রীমান্ নারায়ণ ঋষি বলিয়া বিখ্যাত,

নরস্তস্যানুজো যস্তু তস্যাংশোঽর্জ্জুন এব চ ॥ ৩২ ॥
যুধিষ্ঠিরস্তু ধর্ম্মাংশো বাযুংশো ভীম ইত্যুত।
অশ্বিন্যংশৌ ততঃ প্রোক্তৌ মাদ্রীপুত্রৌ মহাবলৌ ॥ ৩৩ ॥
সূর্য্যাংশঃ কর্ণ আখ্যাতো ধর্ম্মাংশো বিদুরঃ স্মৃতঃ।
দ্রোণো বৃহস্পতেরংশস্তৎসুতস্তু শিবাংশজঃ ॥ ৩৪ ॥
সমুদ্রঃ শন্তনুঃ প্রোক্তো গঙ্গা ভার্য্যা মতা বুধৈঃ।
দেবকস্তু সমাখ্যাতো গন্ধর্ব্বপতিরাগমে ॥ ৩৫ ॥
বসুর্ভীষ্মো বিরাটস্তু মরুদ্গণ ইতি স্মৃতঃ।
অরিষ্টস্য সুতো হংসো ধৃতরাষ্ট্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৬ ॥
মরুদ্গণঃ কৃপঃ প্রোক্তঃ কৃতবর্ম্মা তথাপরঃ।
দুর্য্যোধনঃ কলেরংশঃ শকুনিং বিদ্ধি দ্বাপরম্ ॥ ৩৭ ॥
সোমপুত্রঃ সুবর্চ্চাখ্যঃ সোমপ্ররুরুদাহৃতঃ।
পাবকাংশো ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী রাক্ষসস্তথা ॥ ৩৮ ॥
সনৎকুমারস্যাংশস্তু প্রদ্যুম্নঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
দ্রুপদো বরুণস্যাংশো দ্রৌপদী চ রমাংশজা ॥ ৩৯ ॥

তৎসুতোঽশ্বত্থামা ॥ ৩৪ ॥
আগমে পুরাণশাস্ত্রেষু গন্ধর্ব্বপতিরাখ্যাত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥
হংসনামা অরিষ্টস্য অরিষ্টনেমিদৈত্যস্য সুতঃ পুত্রো ধৃতরাষ্ট্র ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥
তথাপর ইতি। মরুদ্গণ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥
সোমপ্ররুর্যাদবঃ ॥ ৩৮—৪৩ ॥

তিনি অদ্যাপি পূর্ব্ব শরীরে বিদ্যমান থাকিলেও বাসুদেব কৃষ্ণ তাঁহারই অংশ; যিনি নারায়ণের অনুজ নর নামে বিখ্যাত, অর্জ্জুন তাঁহার অংশ ॥ ৩০—৩২ ॥ এইরূপে ধর্ম্মের অংশ যুধিষ্ঠির; বায়ুর অংশ ভীমসেন; মহাবল মাদ্রীপুত্রযুগল অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের অংশ ॥ ৩৩ ॥ কুন্তীগর্ভজাত মহাবীর কর্ণ দিনপতি সূর্য্যদেবের অংশ এবং পরমতত্ত্বজ্ঞ মহাত্মা বিদুরকে সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ যমের অবতার বলিয়া জানিবে। কুরুপাণ্ডবাচার্য্য দ্রোণ মহাশয় বৃহস্পতির অংশ; তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামা রুদ্রদেবের অংশ ॥ ৩৪ ॥ সমুদ্রের অংশ শন্তনু; তাঁহার ভার্য্যা মানবরূপধারিণী গঙ্গা। পুরাণে কথিত আছে যে, দেবক নৃপতি গন্ধর্ব্বপতির অংশ ॥ ৩৫ ॥ কৌরব-পিতামহ শূরাগ্রগণ্য ভীষ্মদেব সাক্ষাৎ বসুর অবতার, মৎস্যপতি বিরাট মরুদ্গণের অংশ; দৈত্য অরিষ্টনেমিপুত্র হংসের অংশে ধৃতরাষ্ট্র সমুৎপন্ন হন; কৃপ ও কৃতবর্ম্মা মরুদ্গণের অংশ; দুর্য্যোধন কলির ও শকুনি দ্বাপরযুগের অংশ; সোমপুত্র

দ্রৌপদীতনয়াঃ পঞ্চ বিশ্বেদেবাংশজাঃ স্মৃতাঃ।
কুন্তিঃ সিদ্ধির্দ্ধৃতির্মাদ্রী মতির্গান্ধাররাজজা ॥ ৪০ ॥
কৃষ্ণপত্ন্যস্তথা সর্ব্বা দেববারাঙ্গনাঃ স্মৃতাঃ।
রাজানশ্চ তথা সর্ব্বে সুরাঃ শক্রপ্রণোদিতাঃ ॥ ৪১ ॥
হিরণ্যকশিপোরংশঃ শিশুপাল উদাহৃতঃ।
বিপ্রচিত্তির্জরাসন্ধঃ শল্যঃ প্রহ্লাদ ইত্যপি ॥ ৪২ ॥
কালনেমিস্তথা কংসঃ কেশী হয়শিরাস্তথা।
অরিষ্টো বলিপুত্রস্তু ককুদ্মী গোকুলে হতঃ ॥ ৪৩ ॥
অনুহ্রাদো ধৃষ্টকেতুর্ভগদত্তোঽথ বাস্কলঃ।
লম্বঃ প্রলম্বঃ সঞ্জাতঃ খরোঽসৌ ধেনুকোঽভবৎ ॥ ৪৪ ॥
বারাহশ্চ কিশোরশ্চ দৈত্যৌ পরমদারুণৌ।
মল্লৌ তাবেব সঞ্জাতৌ খ্যাতৌ চাণূরমুষ্টিকৌ ॥ ৪৫ ॥
দিতিপুত্রস্তথারিষ্টো গজঃ কুবলয়াভিধঃ।
বলিপুত্রী বকী খ্যাতা বকস্তদনুজঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৬ ॥
যমো রুদ্রস্তথা কামঃ ক্রোধশ্চৈব চতুর্থকঃ।
তেষামংশৈস্তু সঞ্জাতো দ্রোণপুত্রো মহাবলঃ ॥ ৪৭ ॥

অনুহ্রাদো দৈত্যঃ। লম্বো দৈত্যঃ ॥ ৪৪—৪৬ ॥
দ্রোণপুত্র ইতি। ন কেবলং পূর্ব্বমুক্তং শিবাংশজ এবেতি মন্তব্যং কিন্তু চতুর্ণাময়মংশ ইতি ভাবঃ ॥ ৪৭—৪৯ ॥

সুবর্চ্চাখ্য সোমপুত্র নামে বিশ্রুত হইয়াছিলেন ; ধৃষ্টদ্যুম্ন অগ্নি ও শিখণ্ডী রাক্ষসের অংশ ; প্রদ্যুম্ন সনৎকুমারের অংশ ; দ্রুপদ রাজা বরুণের অংশ ; দ্রৌপদী লক্ষ্মীর অংশ ; দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র বিশ্ব-দেবগণের অংশ ; কুন্তী সিদ্ধিরূপিণী ; মাদ্রী ধৃতিরূপিণী ; গান্ধারী মতিরূপিণী ; কৃষ্ণপত্নীগণ স্বর্গবারাঙ্গনা ; এইরূপে সমস্ত সুরগণ ইন্দ্রপ্রেরিত হইয়া স্বীয় স্বীয় অংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ৩৬—৪১ ॥ অসুরমধ্যে স্বয়ং হিরণ্যকশিপু শিশুপালরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিল ; ঐরূপ জরাসন্ধ বিপ্রচিত্তির, শল্য প্রহ্লাদের, কংস কালনেমির ও কেশী হয়শিরার অংশে সমুদ্ভূত। অরিষ্ট নামক গোরূপধারী যে অসুর গোকুলে কৃষ্ণ করে নিহত হয়, সে বলির পুত্র ॥৪২—৪৩॥ ধৃষ্টকেতু অনুহ্রাদের, ভগদত্ত বাস্কলের, প্রলম্ব লম্বের, ধেনুক খরের অংশে উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৪৪ ॥ বারাহ ও কিশোর নামে যে পরম দারুণ দৈত্যদ্বয় ছিল, চাণূর ও মুষ্টিক নামে মল্লদ্বয় ঐ উভয়ের অংশে সমুৎপন্ন ॥ ৪৫ ॥ কুবলয় নামক কংসমাতঙ্গ, অরিষ্ট নামক দিতিপুত্রের অংশোৎপন্ন। বকী বলির কন্যা, বক

অংশাবতরণে পূর্ব্বং দৈতেয়া রাক্ষসাস্তথা।
জাতাঃ সর্ব্বেঽসুরাংশাস্তে ক্ষিতিভারাবতারণে ॥ ৪৮ ॥
এতেষাং কথিতং রাজন্নংশাবতরণং নৃপ!।
সুরাণাং চাসুরাণাঞ্চ পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪৯ ॥
যদা ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ প্রার্থনার্থং হরিং গতাঃ।
হরিণা চ তদা দত্তৌ কেশৌ খলু সিতাসিতৌ ॥ ৫০ ॥
শ্যামবর্ণস্ততঃ কৃষ্ণঃ শ্বেতঃ সংকর্ষণস্তথা।
ভারাবতরণার্থং তৌ জাতৌ দেবাংশসম্ভবৌ ॥ ৫১ ॥
অংশাবতরণং চৈতচ্ছৃণোতি ভক্তিভাবতঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো মোদতে স্বজনৈর্বৃতঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে অংশাবতারবর্ণনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

সিতাসিতাবিতি। তথাচ কৃষ্ণঃ পূর্ব্বোক্তরীত্যা নারায়ণস্যাসিতকেশস্য চাবতারঃ বলরামস্তু শেষস্য সিতকেশস্য চাবতারঃ অর্জ্জুনস্তু নরস্যৈব ॥ ৫০—৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

তাহার অনুজ। দ্রোণপুত্র মহাবল অশ্বত্থামা যদিচ কেবল রুদ্রাংশ বলিয়া বিখ্যাত কিন্তু বাস্তবিক যম, রুদ্র, কাম ও ক্রোধ এই চারিটীর অংশেও উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥৪৬—৪৭ ॥ পৃথিবীর ভারাবতরণের নিমিত্ত অংশাবতারে যে যে দৈত্যগণ ও রাক্ষসগণ উৎপন্ন হইয়াছিল তাহারা সকলেই অসুরগণের অংশ। হে নৃপ! পুরাণে সুর ও অসুরগণের অংশাবতার যেরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে, আমি তোমার নিকট তৎসমুদায় বর্ণন করিলাম ॥ ৪৮—৪৯ ॥ ব্রহ্মাদি দেবগণ যখন প্রার্থনার উদ্দেশে বিষ্ণুর নিকট গমন করিয়াছিলেন, তখন হরি তাঁহাদিগকে একগাছি শ্বেতবর্ণ ও একগাছি কৃষ্ণবর্ণ এই দুই গাছি কেশ প্রদান করিয়াছিলেন; সেই শ্যামবর্ণ কেশ হইতে কৃষ্ণের এবং শুভ্রবর্ণ কেশ হইতে সঙ্কর্ষণ বলদেবের উৎপত্তি হয়, তাঁহারা ভূমির ভার হরণার্থ উভয়েই বিষ্ণুর অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫০—৫১ ॥ যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে এই অংশাবতার কথা শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্ববিধ পাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া স্বজনগণের সহিত প্রমোদে কালহরণ করিতে সমর্থ হয় সন্দেহ নাই ॥ ৫২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে অংশাবতারবর্ণন
নামক দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

হতেষু ষট্সু পুত্রেষু দেবক্যা ঔগ্রসেনিনা।
সপ্তমে পতিতে গর্ভে বচনান্নারদস্য চ ॥ ১ ॥
অষ্টমস্য চ গর্ভস্য রক্ষণার্থমতন্দ্রিতঃ।
প্রযত্নমকরোদ্রাজা মরণং স্বং বিচিন্তয়ন্ ॥ ২ ॥
সময়ে দেবকীগর্ভে প্রবেশমকরোদ্ধরিঃ।
অংশেন বসুদেবে তু সমাগত্য যথাক্রমম্ ॥ ৩ ॥
তদৈব যোগমায়া চ যশোদায়াং যথেচ্ছয়া।
প্রবেশমকরোদ্দেবী দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪ ॥
রোহিণ্যাস্তনয়ো রামো গোকুলে সমজায়ত।
যতঃ কংসভয়োদ্বিগ্না সংস্থিতা সা চ কামিনী ॥ ৫ ॥
কারাগারে ততঃ কংসো দেবকীং দেবসংস্তুতাম্।
স্থাপয়ামাস রক্ষার্থং সেবকান্ সমকল্পয়ৎ ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈর্দ্বিপঞ্চাশৎপদ্যৈর্জন্মনিরূপণম্।
বাসুদেবস্য তল্লীলাঃ কীর্ত্তন্তে চ ততঃ পরম্॥

হতেষু ষট্স্বিতি। ঔগ্রসেনিনা কংসেন। সপ্তমে চ গর্ভে পতিতে সতি ॥ ১ ॥
নারদস্য বচনান্মরণং স্বং বিচিন্তয়ন্নিত্যন্বয়ঃ ॥ ২ ॥
সময় ইতি। অবতারকালপ্রাপ্তিসময় ইত্যর্থঃ। অংশেন বসুদেবে তঙ্কিতান্নম্বারাগত্য তদনন্তরং যথাক্রমং বীর্য্যদ্বারা দেবকীগর্ভে প্রবেশমকরোদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥
যথেচ্ছয়া স্বেচ্ছয়া নতু পরেচ্ছয়েত্যর্থঃ। তস্যা ভগবত্যাঃ স্বতন্ত্রত্বাৎ ॥ ৪—৫ ॥
রক্ষার্থং তস্যা ইতি শেষঃ ॥ ৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, উগ্রসেনতনয় কংস দেবকীর ছয়টী পুত্রকে এইরূপে বিনাশ করিলে এবং সপ্তম গর্ভ পতিত হইলে পর যখন অষ্টম গর্ভের সঞ্চার হইল, তখন কংস নারদের বাক্যানুসারে আপনার মরণ চিন্তা করিয়া অতন্দ্রিতভাবে সেই গর্ভ রক্ষা করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত যত্ন করিতে লাগিলেন ॥১—২॥ এদিকে সেই সময় ভগবান্ হরি, অংশদ্বারা প্রথমতঃ বসুদেব-দেহ আশ্রয় করিয়া যথাক্রমে দেবকীর গর্ভে প্রবেশ করিলেন ॥৩॥ ঐ সময়েই দেবী যোগমায়া দেবগণের কার্য্য সাধন জন্য আপন ইচ্ছায় যশোদার গর্ভে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪ ॥ বসুদেবের রোহিণী নাম্নী কামিনী কংসভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া নন্দগোকুলে বাস করিতেছিলেন, অনন্তের অংশ বলরাম তাঁহার পুত্র হইয়া সেই স্থলেই জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৫ ॥ তদনন্তর কংস,

বসুদেবস্তু কামিন্যাঃ প্রেমতন্তুনিয়ন্ত্রিতঃ।
পুত্রোৎপত্তিঞ্চ সঞ্চিন্ত্য প্রবিষ্টঃ সহ ভার্য্যয়া ॥ ৭ ॥
দেবকীগর্ভগো বিষ্ণুর্দ্দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
সংস্তুতোঽমরসঙ্ঘৈশ্চ ব্যবর্দ্ধত যথাক্রমম্ ॥ ৮ ॥
সম্প্রাপ্তে দশমে তত্র মাসেঽথ শ্রাবণে শুভে।
প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুক্তে কৃষ্ণপক্ষেঽষ্টমীদিনে ॥ ৯ ॥
কংসস্তু দানবান্ সর্ব্বানুবাচ ভয়বিহ্বলঃ।
রক্ষণীয়া ভবদ্ভিশ্চ দেবকী গর্ভমন্দিরে ॥ ১০ ॥
অষ্টমো দেবকীগর্ভঃ শত্রুর্শ্মে প্রভবিষ্যতি।
রক্ষণীয়ঃ প্রযত্নেন মৃত্যুরূপঃ স বালকঃ ॥ ১১ ॥
হত্বৈনং বালকং দৈত্যাঃ সুখং স্বপ্স্যামি মন্দিরে।
নিবৃত্তিবর্জ্জিতে দুঃখে নাশিতে চাষ্টমে সুতে ॥ ১২ ॥
খড়্গপ্রাসধরাঃ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তু ধৃতকার্ম্মুকাঃ।
নিদ্রাতন্দ্রাবিহীনাশ্চ সর্ব্বত্র নিহিতেক্ষণাঃ ॥ ১৩ ॥

পুত্রোৎপত্তিঞ্চ সঞ্চিন্ত্যেতি। কামিন্যাঃ প্রেমতন্তুনিয়ন্ত্রিতো বদ্ধঃ। স্বস্য পুত্রোৎপত্তিং সঞ্চিন্ত্য স্বস্য পুত্রোৎপত্ত্যর্থং ভার্য্যয়া সহ কারাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ ৭—৮ ॥
প্রাজাপত্যর্ক্ষং রোহিণীনক্ষত্রম্ ॥ ৯ ॥
অষ্টমীদিনে তস্যাশ্চেষ্টয়া প্রসবকালমালক্ষ্য দানবান্ কংস উবাচেত্যাহ কংসস্থিতি॥১০-১১॥

দেবপূজ্যা দেবকীরে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার রক্ষণার্থ সেবক সকল নিযুক্ত করিয়া দিলেন ॥ ৬ ॥ বসুদেব আপন প্রিয়তমা কামিনীর প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইয়া এবং আপনার পুত্রোৎপত্তির বিষয় চিন্তা করিয়া ভার্য্যা দেবকীর সহিত কারাগারে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৭ ॥ এদিকে, দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত দেবকীর গর্ভাগারে প্রবিষ্ট দেবদেব বিষ্ণু দেবগণ কর্ত্তৃক নিরন্তর সংস্তুত হইয়া যথানিয়মে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ পরে, যখন দেবকী-গর্ভের দশম মাস পূর্ণ হইল, তখন সেই জগন্মঙ্গলজনক শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের রোহিণী-নক্ষত্রসমন্বিত অষ্টমী তিথির দিনে কংসরাজ অত্যন্ত ভয়বিহ্বল হইয়া অনুচর দানবগণকে কহিলেন, তোমরা সকলে কারাগৃহের অভ্যন্তরস্থিত দেবকীকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা কর ॥ ৯—১০ ॥ দেবকীর এই অষ্টম গর্ভই আমার পরম শত্রু হইবে; অতএব, আমার সেই মৃত্যুস্বরূপ বালককে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবে; অর্থাৎ বসুদেব বা দেবকী যেন কোন প্রকারে সেই বালককে স্থানান্তরিত করিতে না পারে। দৈত্যগণ! আমার সতত উদ্বেগ-কর ও অশেষ দুঃখদায়ক দেবকীর অষ্টম পুত্রকে বিনাশ করিতে পারিলেই আমি নির্ব্বিঘ্নে নিজ মন্দিরে নিদ্রা যাইতে পারিব ॥ ১১—১২ ॥ তোমরা সকলেই খড়্গ, প্রাস ও ধনুর্ধারণ করিয়া নিদ্রা তন্দ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকল দিকেই চক্ষু রাখিয়া অবস্থিতি কর ॥ ১৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাদিশ্যাসুরগণান্ কৃশোঽতিভয়বিহ্বলঃ।
মন্দিরং স্বং জগামাশু ন লেভে দানবঃ সুখম্ ॥ ১৪ ॥
নিশীথে দেবকী তত্র বসুদেবমুবাচ হ।
কিং করোমি মহারাজ! প্রসবাবসরো মম ॥ ১৫ ॥
বহবো রক্ষপালাশ্চ তিষ্ঠন্ত্যত্র ভয়ানকাঃ।
নন্দপত্ন্যা ময়া সার্দ্ধং কৃতোঽস্তি সময়ঃ পুরা ॥ ১৬ ॥
প্রেষণীয়স্ত্বয়া পুত্রো মন্দিরে মম মানিনি!।
পালয়িষ্যাম্যহং তত্র তবার্ত্তিমনসঃ কিল ॥ ১৭ ॥
অপত্যং তে প্রদাস্যামি কংসস্য প্রত্যয়ায় বৈ।
কিংকর্ত্তব্যং প্রভো! চাদ্য বিষমে সমুপস্থিতে* ॥ ১৮ ॥
ব্যত্যয়ং সন্ততেঃ শৌরে! কথং কর্ত্তুং ক্ষমো ভবেঃ।
দূরে তিষ্ঠস্ব কান্তাদ্য লজ্জা মেঽদ্য দুরত্যয়া।
পরাবৃত্ত্য মুখং স্বামিন্নন্যথা কিং করোম্যহম্ ॥ ১৯ ॥

অষ্টমে সুতে ইতি। কথম্ভূতে সুতে দুঃখরূপে ইত্যর্থঃ। কথম্ভূতে দুঃখে নিবৃত্তিবর্জ্জিতে অতিশয়িতদুঃখরূপে ইত্যর্থঃ ॥ ১২—১৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, অনন্তর সতত চিন্তাকৃশ কংসরাজ অসুরগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে সত্বরই নিজ মন্দিরে গমন করিলেন, কিন্তু কিছুতেই মনে সুখলাভ করিতে পারিলেন না ॥ ১৪ ॥ এখানে, দেবকী সেই কারাগারে নিশীথ সময়ে বসুদেবকে কহিলেন, মহারাজ! আমার প্রসবকাল উপস্থিত, এখানে বহুতর ভয়ঙ্কর রক্ষপাল নিযুক্ত রহিয়াছে, এখন আমি কি করিব? পূর্ব্বে নন্দপত্নী যশোদা আমার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া এইরূপ কহিয়াছিলেন, মানিনি! তোমার চিত্ত শোকতাপে জর্জ্জরিত হইয়াছে; অতএব, তুমি আমার আলয়ে নিজপুত্রটীকে প্রেরণ করিবে, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার লালন পালন করিব, বিশেষতঃ কংসের প্রত্যয়ের নিমিত্ত আমিও তোমাকে একটী অপত্য প্রদান করিব। হে নাথ! এক্ষণে বিষম শঙ্কট কাল উপস্থিত, এ সময় কর্ত্তব্য কি বলুন ॥ ১৫—১৮ ॥ ফলত এরূপ স্থলে আপনি কি করিয়াই বা অপত্যের পরিবর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবেন? যাহা হউক হে নাথ! এক্ষণে আমার দুষ্পরিহার্য্য লজ্জা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, অতএব আপনি মুখ ফিরাইয়া অবস্থিতি করুন, নচেৎ আমি কি করিব? আর অন্য উপায় নাই ॥ ১৯ ॥

---

* শোচমানাঞ্চ মাং বীক্ষ্য নন্দপত্নীত্যভাষত। ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে।

ইত্যুক্ত্বা তং মহাভাগং দেবকী দেবসংমতম্ ।
বালকং সুষুবে তত্র নিশীথে পরমাদ্ভুতম্ ॥ ২০ ॥
তং দৃষ্টা বিস্ময়ং প্রাপ দেবকী বালকং শুভম্ ।
পতিং প্রাহ মহাভাগা হর্ষোৎফুল্লকলেবরা ॥ ২১ ॥
পশ্য পুত্রমুখং কান্ত ! দুর্লভং হি তব প্রভো ! ।
অদ্যৈনং কালরূপোঽসৌ ঘাতয়িষ্যতি ভ্রাতৃজঃ ॥ ২২ ॥
বসুদেবস্তথেত্যুক্ত্বা তমাদায় করে সুতম্ ।
অপশ্যচ্চাননং তস্য সুতস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ ॥ ২৩ ॥
বীক্ষ্য পুত্রমুখং শৌরিশ্চিন্তাবিষ্টো বভূব হ ।
কিং করোমি কথং ন স্যাদ্দুঃখমস্য কৃতে মম ॥ ২৪ ॥
এবং চিন্তাতুরে তস্মিন্ বাগুবাচাশরীরিণী ।
বসুদেবং সমাভাষ্য গগনে বিশদাক্ষরা ॥ ২৫ ॥
বসুদেব ! গৃহীত্বৈনং গোকুলং নয় সত্বরঃ ।
রক্ষপালাস্তথা সর্ব্বে ময়া নিদ্রাবিমোহিতাঃ ॥ ২৬ ॥
বিবৃতানি কৃতান্যষ্ট কপাটানি চ শৃঙ্খলাঃ ।
মুক্ত্বৈনং নন্দগেহে ত্বং যোগমায়াং সমানয় ॥ ২৭ ॥

সন্ততের্ব্ব্যত্যয়ং ব্যত্যাসং কথং কর্ত্তুং ক্ষমো ভবেত্বমিতি শেষঃ। শৌরে ইতি সম্বোধনম্ । হে স্বামিন্ মুখং পরাবৃত্ত্য দূরে তিষ্ঠেত্যন্বয়ঃ ॥ ১৯—২৮ ॥

দেবকী, দেবপূজিত মহাভাগ বসুদেবকে এই বলিয়া নিশীথ সময়ে সেই কারাগার মধ্যেই অদ্ভুত এক পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন ॥ ২০ ॥ সেই শোভনদর্শন বালককে অবলোকন করিয়া মহাভাগা দেবকী বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং প্রফুল্লিতকলেবরে পতিকে কহিলেন। নাথ! তোমার সুদুর্লভ পুত্রের মুখ অবলোকন কর ; হায়! আমার পিতার ভ্রাতৃপুত্র কালরূপ কংস অদ্যই আমার এই শিশু সন্তানটীকে বিনাশ করিবে ॥ ২১—২২ ॥ বসুদেব, "কংসত তাহাই করিবে" এই বলিয়া পুত্রটীকে করে গ্রহণ পূর্ব্বক, সেই অদ্ভুতকর্ম্মা বালকের মুখকমল অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥ বসুদেব পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কি করি, কি করিলে আমাকে এই পুত্র বিনাশ জনিত দুঃখ ভোগ করিতে হইবে না ? ॥ ২৪ ॥ বসুদেব এইরূপ চিন্তাতুর হইয়াছেন এমন সময়ে তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া গগনপ্রদেশে স্পষ্টাক্ষরে আকাশবাণী হইল, "বসুদেব ! তুমি সত্বর এই বালককে গ্রহণ করিয়া গোকুলে গমন কর। রক্ষপাল সকলকে আমি মায়া-নিদ্রায় মোহিত করিয়াছি, দৃঢ় অষ্ট কপাট বিমুক্ত করিয়া রাখিয়াছি। তুমি শৃঙ্খল মোচন

শ্রুত্বৈবং বসুদেবস্তু তস্মিন্ কারাগৃহে গতঃ।
বিবৃতং দ্বারমালোক্য বভূব তরসা নৃপ! ॥ ২৮ ॥
তমাদায় যযাবাশু দ্বারপালৈরলক্ষিতঃ।
কালিন্দীতটমাসাদ্য পূরং দৃষ্ট্বা সুনিশ্চিতম্ ॥ ২৯ ॥
তদৈব কটিদঘ্নী সা বভূবাশু সরিদ্বরা।
যোগমায়াপ্রভাবেণ ততারানকদুন্দুভিঃ ॥ ৩০ ॥
গত্বা তু গোকুলং শৌরির্নিশীথে নির্জ্জনে পথি।
নন্দদ্বারে স্থিতঃ পশ্যন্ বিভূতিং পশুসংজ্ঞিতাম্ ॥ ৩১ ॥
তদৈব তত্র সংজাতা যশোদা গর্ভসম্ভবা।
যোগমায়াংশজা দেবী ত্রিগুণা দিব্যরূপিণী ॥ ৩২ ॥
জাতাং তাং বালিকাং দিব্যাং গৃহীত্বা করপঙ্কজে।
তত্রাগত্য দদৌ দেবী সৈরন্ধ্রীরূপধারিণী ॥ ৩৩ ॥

তমাদায় যযাবাশু ইতি। ননু "জাতং জাতং সুতং তুভ্যং ন দাস্যামি যদি প্রভো। কুম্ভীপাকে তদা ঘোরে পতন্তু মম পূর্ব্বজাঃ ॥" ইতি বসুদেবেন প্রতিজ্ঞাতত্বাৎ স্বসত্যতাপালনার্থং কংসায় পুত্রঃ কথং ন দত্ত ইতি চেন্ন স্বসত্যত্বপালনাপেক্ষয়া সত্যসঙ্কল্পস্যাকাশবাণীরূপেণ বদতো ভগবতো বচনপালনস্যাভ্যর্হিতত্বাৎ পিতৃণামুদ্ধারং তু ভগবান্ করিষ্যতীত্যাশয়াৎ ॥ ২৯ ॥

কটিদঘ্নী কটিপ্রমাণা। প্রমাণে দ্বয়সজ্দঘ্নচ্প্রত্যয়ঃ ॥ ৩০ ॥

পশুসংজ্ঞিতাং গবাং বিভূতিমিত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

তত্রাগত্যেতি। দেবকার্য্যার্থং সর্ব্বেশ্বরী দেবী সৈরন্ধ্রীরূপধারিণী সতী তাং বালাং জাতাং করপঙ্কজে গৃহীত্বা তত্র বসুদেবসমীপ আগত্য বসুদেবায় দদাবিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

করিয়া এই পুত্রকে নন্দগৃহে রাখিয়া তথা হইতে যোগমায়াকে আনয়ন কর ॥" ২৫—২৭ ॥ সেই কারাগৃহে অবস্থিত বসুদেব এই আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া, দ্বারদেশে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক দেখিলেন যে, দ্বার বিবৃত রহিয়াছে। রাজেন্দ্র! তখন তিনি সত্বর সেই পুত্রটীকে গ্রহণ পূর্ব্বক দ্বারপাল সকলের অলক্ষিতভাবে বহির্গত হইলেন, এবং যমুনাতটে গমন করিয়া, কলিন্দকন্যা তীব্র প্রবাহে বহিয়া যাইতেছেন ইহা দেখিয়া চিন্তাতুর হইলেন ॥ ২৮—২৯ ॥ কিন্তু, সেই সরিদ্বরা যমুনা তৎক্ষণাৎ কটিদেশপ্রমাণা হইলেন। তখন বসুদেব, যোগমায়ার প্রভাবে যমুনা পার হইয়া নির্জ্জন পথ দিয়া গমন পূর্ব্বক নিশীথ সময়ে গোকুলে উপস্থিত হইলেন এবং নন্দের দ্বারে অবস্থিত হইয়া তাঁহার গোমহিষাদি ঐশ্বর্য্য দেখিতে লাগিলেন ॥ ৩০—৩১ ॥ সেই সময়েই সেই স্থানে ত্রিগুণাত্মিকা, দিব্যরূপিণী মহাদেবী যোগমায়া স্বীয় অংশে যশোদাগর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৩২ ॥ তখন মহাদেবী যোগমায়া সৈরন্ধ্রীর রূপ ধারণ করিয়া সেই দিব্যরূপিণী বালিকাকে করকমলে গ্রহণ পূর্ব্বক সেই স্থানে আগমন

বসুদেবঃ সুতং দত্ত্বা সৈরন্ধ্রীকরপঙ্কজে।
তামাদায় যযৌ শীঘ্রং বালিকাং মুদিতাশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥
কারাগারে ততো গত্বা দেবক্যাঃ শয়নে সুতাম্।
নিক্ষিপ্য সংস্থিতঃ পার্শ্বে চিন্তাবিষ্টো ভয়াতুরঃ ॥ ৩৫ ॥
রুরোদ সুস্বরং কন্যা তদৈবাগতসংজ্ঞকাঃ।
উত্তস্থুঃ সেবকা রাজ্ঞঃ শ্রুত্বা তক্রন্দিতং নিশি ॥ ৩৬ ॥
তমূচুর্ভূপতিং গত্বা ত্বরিতাস্তেঽতিবিহ্বলাঃ।
দেবক্যাশ্চ সুতো জাতঃ শীঘ্রমেহি মহামতে! ॥ ৩৭ ॥
তদাকর্ণ্য বচস্তেষাং শীঘ্রং ভোজপতির্যযৌ।
প্রাবৃতং দ্বারমালোক্য বসুদেবমথাহ্বয়ৎ ॥ ৩৮ ॥

কংস উবাচ।

সুতমানয় দেবক্যা বসুদেব! মহামতে!।
মৃত্যুর্মে চাষ্টমো গর্ভস্তং নিহন্মি রিপুং হরিম্ ॥ ৩৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

শ্রুত্বা কংসবচঃ শৌরির্ভয়ত্রস্তবিলোচনঃ।
তামাদায় সুতাং পাণৌ দদৌ চাশু রুদন্নিব ॥ ৪০ ॥

বসুদেব ইতি। বসুদেবোঽপি সুতং সৈরন্ধ্রীকরপঙ্কজে দত্ত্বা তাং বালিকামাদায় যযাবিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৪—৪০ ॥

করিয়া বসুদেবহস্তে অর্পণ করিলেন। বসুদেবও পুত্রটীকে দেবীর করপঙ্কজে অর্পণ পূর্ব্বক বালিকাটীকে গ্রহণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে সত্বর গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩—৩৪ ॥ অনন্তর, কারাগারে গমন করিয়া দেবকীর শয্যায় সেই বালিকারে স্থাপন পূর্ব্বক ভয়াতুর ও চিন্তাবিষ্ট হইয়া দেবকীর পার্শ্বদেশে অবস্থিত রহিলেন ॥ ৩৫ ॥ পরন্তু শয়ন করাইবামাত্র সেই কন্যা সুস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিল; তখন রাজার রক্ষকগণ জাগরিত হইল এবং সেই রোদনধ্বনি শ্রবণ পূর্ব্বক ভয়ে অতিশয় বিহ্বল হইয়া সত্বর গমনে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, মহারাজ! শীঘ্র আসুন দেবকীর পুত্র জন্মিয়াছে ॥ ৩৬—৩৭ ॥ ভোজনৃপতি, তাহাদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর গমন করিলেন এবং দ্বার বিবৃত রহিয়াছে দর্শন করিয়া বসুদেবকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে মহামতে! আমার মৃত্যু স্বরূপ দেবকীর অষ্টম পুত্র আনয়ন কর, আমি সেই হরিসংজ্ঞক রিপুকে এখনি বিনাশ করিব ॥ ৩৮—৩৯॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বসুদেব কংসের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয়ে সন্ত্রস্তলোচন ও বিহ্বল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতেই যেন সেই বালিকাটীকে কংসকরে অর্পণ করিলেন ॥ ৪০ ॥

দৃষ্ট্বাথ দারিকাং রাজা বিস্ময়ং পরমং গতঃ।
দেববাণী বৃথা জাতা নারদস্য চ ভাষিতম্ ॥ ৪১ ॥
বসুদেবঃ কথং কুর্য্যাদনৃতং সঙ্কটে স্থিতঃ।
রক্ষপালাশ্চ মে সর্ব্বে সাবধানা ন সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥
কুতোঽত্র কন্যকা কামং ক্ব গতঃ স সুতঃ কিল।
সন্দেহোঽত্র ন কর্ত্তব্যঃ কালস্য বিষমা গতিঃ ॥ ৪৩ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য তাং বালাং গৃহীত্বা পাদয়োঃ খলঃ।
পোথয়ামাস পাষাণে নির্ঘৃণঃ কুলপাংসনঃ ॥ ৪৪ ॥
সা করান্নিঃসৃতা বালা যযাবাকাশমণ্ডলম্।
দিব্যরূপা তদা ভূত্বা তমুবাচ মৃদুস্বনা ॥ ৪৫ ॥
কিং ময়া হতয়া পাপ! জাতস্তে বলবান্ রিপুঃ।
হনিষ্যতি দুরারাধ্যঃ সর্ব্বথা ত্বাং নরাধমম্ ॥ ৪৬ ॥

(দৃষ্ট্বেতি। রাজা কংসঃ দারিকাং কন্যাং দৃষ্ট্বা পরমং বিস্ময়ং গতঃ। বিস্ময়স্য কারণমাহ দেববাণী বৃথা জাতেতি। "কংস কংস মহাভাগ! দেবকীগর্ভসম্ভবঃ। অষ্টমস্তু সুতঃ শ্রীমাংস্তব হন্তা ভবিষ্যতি ॥" ইতি দেববাক্যানুসারতঃ দেবক্যাঃ পুত্রোৎপত্তিং প্রতি স্থিরচিত্তস্য কংসস্য দারিকাদর্শনেন বিস্ময়ো জাত ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

বসুদেবং প্রতি সন্দিহানঃ কথয়তি বসুদেব ইতি। সঙ্কটে কারাগাররূপে ॥ ৪২—৪৪ ॥

সা করাদিতি। বালা বালিকারূপিণী সা যোগমায়া। করাৎ কংসহস্তাৎ ॥ ৪৫—৪৭ ॥

রাজা দেবকীর কন্যা-সন্তান দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন, এবং চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, দৈববাণী এবং নারদবাণী বৃথা হইল ॥৪১॥ বসুদেব এই সঙ্কট স্থানে অবস্থিত হইয়া সন্ততি-বিপর্য্যয়রূপ অন্যায় কার্য্য কিরূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে? বিশেষতঃ আমার এই রক্ষপালগণ সাবধানে অবস্থিতি করিতেছে সন্দেহ নাই ॥ ৪২ ॥ এই কন্যা এই স্থানে কিরূপে আসিল এবং সেই অষ্টমগর্ভসম্ভূত পুত্রই বা কোথায় গেল? এ বিষয়ে সন্দেহ কর্ত্তব্য নয় যেহেতু কালের গতি বিষম ॥ ৪৩ ॥ এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই নির্দ্দয়কুলপাংসন খল ভূপাল কংস বালিকারে পাদমূলে ধারণ করিয়া পাষাণতলে আহত করিবার নিমিত্ত, আকাশে উত্তোলন করিল, তখন সেই বালিকা তাহার করতল হইতে নিঃসৃত হইয়া আকাশমণ্ডলে গমন করিলেন এবং দিব্যরূপ ধারণ পূর্ব্বক মৃদুস্বরে কংসরাজকে কহিলেন, আমাকে বিনাশ করিয়া তোমার কি হইবে? তোমার বলবান্ রিপু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; রে নরাধম! সেই দুরারাধ্য পুরুষপ্রবর, তোকে নিশ্চয়ই নিহত করিবেন সন্দেহ নাই ॥ ৪৪—৪৬ ॥ এই বলিয়া সেই শিবরূপিণী কামগামিনী কন্যা গগনতলে গমন করিলেন। কংসও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গৃহে গমন করিল এবং ক্রোধে ও ভয়ে অধীর হইয়া বক ধেনুক বৎস প্রভৃতি দানবগণকে আনয়ন করিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল,

ইত্যুক্ত্বা সা গতা কন্যা গগনং কামগা শিবা।
কংসস্তু বিস্ময়াবিষ্টো গতো নিজগৃহং তদা ॥ ৪৭ ॥
আনায্য দানবান্ সর্ব্বানিদং বচনমব্রবীৎ।
বকধেনুকবৎসাদীন্ ক্রোধাবিষ্টো ভয়াতুরঃ ॥ ৪৮ ॥
গচ্ছন্তু দানবাঃ সর্ব্বে মম কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
জাতমাত্রাশ্চ হন্তব্যা বালকা যত্র কুত্রচিৎ ॥ ৪৯ ॥
পূতনৈষা ব্রজত্বদ্য বালঘ্নী নন্দগোকুলম্।
জাতমাত্রান্ বিনিঘ্নন্তী শিশূংস্তত্র মমাজ্ঞয়া ॥ ৫০ ॥
ধেনুকো বৎসকঃ কেশী প্রলম্বো বক এব চ।
সর্ব্বে তিষ্ঠন্তু তত্রৈব মম কার্য্যচিকীর্ষয়া ॥ ৫১ ॥
ইত্যাজ্ঞাপ্যাসুরান্ কংসো যযৌ নিজগৃহং খলঃ।
চিন্তাবিষ্টোঽতিদীনাত্মা চিন্তয়িত্বৈব তং পুনঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে কৃষ্ণজন্মকথনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

অতিবিস্ময়ান্বিতস্য ভীতস্য কংসস্য চেষ্টামাহ আনায্য দানবান্ সর্ব্বানিতি ॥ ৪৮—৫২ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

দানবগণ! তোমরা সকলেই আমার কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত গমন কর। তোমরা যে কোন স্থানে হউক বালক জন্মাইতে দেখিলেই হনন করিবে ॥ ৪৭—৪৯ ॥ এই বালকঘাতিনী পূতনা অদ্য নন্দের গোকুলে গমন করুক। আমার আজ্ঞায় প্রসূত শিশুমাত্রকেই বিনাশ করিবে ॥৫০॥ ধেনুক, বৎসক, কেশী প্রলম্ব ও বকাদি তোমরা সকলেই আমার কার্য্যসাধন করিবার নিমিত্ত সেই গোকুলেই অবস্থিতি করিতে থাক ॥ ৫১ ॥ খল ভূপাল কংস অসুরগণকে এইরূপ আজ্ঞা করিয়া নিজ গৃহে গমন পূর্ব্বক নিরন্তর সেই বিষয় চিন্তা করিয়া অতিশয় ভয়াতুর ও দীনভাবাপন্ন হইতে লাগিল ॥ ৫২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে কৃষ্ণজন্মনামক
ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

প্রাতর্নন্দগৃহে জাতঃ পুত্রজন্মমহোৎসবঃ।
কিংবদন্ত্যথ কংসেন শ্রুতা চারমুখাদপি॥ ১॥
জানাতি বসুদেবস্য দারাস্তত্র বসন্তি হি।
পশবো দাসবর্গশ্চ সর্ব্বে তে নন্দগোকুলে॥ ২॥
তেন শঙ্কাসমাবিষ্টো গোকুলং প্রতি ভারত!।
নারদেনাপি তৎ সর্ব্বং কথিতং কারণং পুরা॥ ৩॥
গোকুলে যে চ নন্দাদ্যাস্তৎপত্ন্যশ্চ সুরাংশজাঃ।
দেবকীবসুদেবাদ্যাঃ সর্ব্বে তে শত্রবঃ কিল॥ ৪॥
ইতি নারদবাক্যেন বোধিতোঽসৌ কুলাধমঃ।
জাতঃ কোপমনা রাজন্! কংসঃ পরমপাপকৃৎ॥ ৫॥

দ্বিষষ্টিশ্লোকবর্ষ্যেস্তু কাশ্চিৎ কৃষ্ণকথাঃ শুভাঃ।
কথ্যন্তে মোহিতাঃ সর্ব্বে মায়য়েতি বুভুৎসয়া॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে পূতনৈষা ব্রজভদ্র্য বালঘ্নী নন্দগোকুলমিত্যুক্তম্ তত্র গোকুলে কৃষ্ণাবির্ভাব-জ্ঞানং কংসস্য কথং জাতমিতি রাজ্ঞো মনসি শঙ্কা স্যাত্তন্নিরাসার্থং স্বয়মেব ব্যাস আহ প্রাত-রিতি। কিংবদন্তী জনশ্রুতিঃ সা শ্রুতা চারমুখাদপি পুত্রোৎসবঃ শ্রুত ইত্যর্থঃ॥ ১॥

দ্বিতীয়ং জ্ঞানকারণমাহ জানাতীতি॥ ২॥

তেন কারণেন কংসো গোকুলং প্রতি কৃষ্ণজন্মশঙ্কয়া সমাবিষ্টো যুক্তোঽভবদিত্যর্থঃ। তৃতীয়ং জ্ঞানকারণং প্রাহ নারদেনেতি। কারণং জ্ঞানকারণমিত্যর্থঃ॥ ৩—৫॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! এদিকে প্রাতঃকালে নন্দগৃহে পুত্রজন্মের মহোৎসব আরম্ভ হইল। তদনন্তর কংসরাজ, কিংবদন্তী ও চর দ্বারা অবগত হইলেন যে, নন্দ-গোকুলে পুত্রজন্ম জন্য ঘোরতর মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে; ইতিপূর্ব্বে তিনি জানিতেন যে, বসু-দেবের পত্নী, পশুগণ ও দাসগণ সকলেই গোকুলে নন্দগৃহে বাস করিতেছে॥ ১-২॥ রাজন্! এই সকল কারণ পরম্পরায় কংসরাজ গোকুলের প্রতি সন্দিহান হইয়াছিল। বিশেষতঃ দেবর্ষি নারদও পূর্ব্বে তাঁহাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন যে, নন্দাদি যে যে গোপগণ গোকুলে বসতি করেন, তাঁহারা ও তাঁহাদের পত্নী সকল এবং দেবকী ও বসুদেব প্রভৃতি সকলেই দেবতার অংশজাত, সুতরাং ইহাঁরা সমস্তই তাঁহার শত্রু॥ ৩—৪॥ নারদের এই সকল বাক্য দ্বারা প্রবোধিত হইয়া সেই পরম পাপাচারী কুলাধম কংস অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিল

পূতনা নিহতা তত্র কৃষ্ণেনামিততেজসা।
বকো বৎসাসুরশ্চাপি ধেনুকশ্চ মহাবলঃ ॥ ৬ ॥
প্রলম্বো নিহতস্তেন তথা গোবর্দ্ধনো ধৃতঃ।
শ্রুত্বৈতৎ কর্ম্ম কংসস্তু মেনে মরণমাত্মনঃ ॥ ৭ ॥
তথা বিনিহতঃ কেশী জ্ঞাত্বা কংসোঽতিদুর্ম্মনাঃ।
ধনুর্যাগমিষেণাশু তাবানেতুং প্রচক্রমে ॥ ৮ ॥
অক্রূরং প্রেষয়ামাস ক্রূরঃ পাপমতিস্তদা।
আনেতুং রামকৃষ্ণৌ চ বধায়ামিতবিক্রমৌ ॥ ৯ ॥
রথমারোপ্য গোপালৌ গোকুলাদ্‌গান্দিনীসুতঃ।
আগতো মথুরায়াস্তু কংসাদেশে স্থিতঃ কিল ॥ ১০ ॥
তাবাগত্য তদা তত্র ধনুর্ভঙ্গঞ্চ চক্রতুঃ।
হত্বাথ রজকং কামং গজং চাণূরমুষ্টিকম্‌ ॥ ১১ ॥
শলঞ্চ তোশলঞ্চৈব নিজঘান হরিস্তদা।
জঘান কংসং দেবেশঃ কেশেষ্বাকৃষ্য লীলয়া ॥ ১২ ॥
পিতরৌ মোচয়িত্বাথ গতদুঃখৌ চকার হ।
উগ্রসেনায় রাজ্যং তদ্দদাবরিনিষূদনঃ ॥ ১৩ ॥

ইত্থং গোকুলে কৃষ্ণাবির্ভাবজ্ঞানকারণং কংসস্তোপপাদ্য কৃষ্ণজন্মোত্তরং কৃষ্ণবৃত্তং কিঞ্চিদ্বর্ণয়তি পূতনেতি ॥ ৬—৯ ॥

এবং পূতনা, বক, বৎস, ধেনুক ও প্রলম্ব প্রভৃতি মহাবল পরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত দানবগণকে গোকুলে প্রেরণ করিয়াছিল। অমিতপরাক্রমশালী কৃষ্ণ, তাহাদিগের সকলকেই বিনাশ করিলেন, অপিচ তিনি গোপ ও মহিষাদির রক্ষার নিমিত্ত গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিলেন, এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কংস আপনার মরণ নিশ্চয় করিল ॥ ৫—৭ ॥ তাহার পর যখন শুনিল যে, কেশীদৈত্যও নিহত হইয়াছে, তখন অতিশয় দুর্ম্মনায়মান হইয়া ধনুর্যজ্ঞ ছল করিয়া বলরাম ও কৃষ্ণ উভয় ভ্রাতাকে মথুরায় আনয়ন করিবার নিমিত্ত উদ্‌যোগ করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥ অনন্তর, সেই পাপমতি কংস, অমিতবিক্রম রাম কৃষ্ণের বধের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে মথুরায় আনয়ন করিতে অক্রূরকে গোকুলে পাঠাইল ॥ ৯ ॥ গান্দিনী-তনয় অক্রূর কংসের আদেশানুসারে গোকুলে যাইয়া সেই গোপালযুগলকে রথে আরো-পিত করিয়া মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ১০ ॥ রাম ও কৃষ্ণ মথুরায় আসিয়া প্রথমেই ধনুর্ভঙ্গ করিলেন; তদনন্তর রজক, কুবলয়াপীড় হস্তী এবং চাণূর, মুষ্টিক, শল ও তোশল প্রভৃতি মল্লদিগকে সংহার করিয়া পরিশেষে সর্ব্বদেবেশ্বর হরি কংসকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক

বসুদেবস্তয়োস্তত্র মৌঞ্জীবন্ধনপূর্ব্বকম্।
কারয়ামাস বিধিবদ্ব্রতবন্ধং মহামনাঃ ॥ ১৪ ॥
উপনীতৌ তদা তৌ তু গতৌ সান্দীপনালয়ম্।
বিদ্যাঃ সর্ব্বাঃ সমভ্যস্য মথুরামাগতৌ পুনঃ ॥ ১৫ ॥
জাতৌ দ্বাদশবর্ষীয়ৌ কৃতবিদ্যৌ মহাবলৌ।
মথুরায়াং স্থিতৌ বীরৌ সুতাবানকদুন্দুভেঃ ॥ ১৬ ॥
মাগধস্তু জরাসন্ধো জামাতৃবধদুঃখিতঃ।
কৃত্বা সৈন্যসমাজং স মথুরামাগতঃ পুরীম্ ॥ ১৭ ॥
স সপ্তদশবারস্তু কৃষ্ণেন কৃতবুদ্ধিনা।
জিতঃ সংগ্রামমাসাদ্য মধুপুর্য্যাং নিবাসিনা ॥ ১৮ ॥
পশ্চাচ্চ প্রেরিতস্তেন স কালযবনাভিধঃ।
সর্ব্বম্লেচ্ছাধিপঃ শূরো যাদবানাং ভয়ঙ্করঃ ॥ ১৯ ॥
শ্রুত্বা যবনমায়ান্তং কৃষ্ণঃ সর্ব্বান্ যদূত্তমান্।
আনায্য চ তথা রামমুবাচ মধুসূদনঃ ॥ ২০ ॥

গান্দিনীসুতোঽক্রূরঃ ॥ ১০—১৩ ॥
জামাতৃবধঃ কংসবধঃ ॥ ১৭ ॥

অবলীলাক্রমে বিনাশ করিলেন ॥ ১১—১২ ॥ অরাতিনিষূদন কৃষ্ণ, জনক জননীরে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাদের মানসনিহিত দুঃখশল্যের উদ্ধার করিলেন এবং উগ্রসেনকে মথুরার রাজ্য প্রদান করিলেন ॥ ১৩ ॥ মহামনা বসুদেব সেই স্থানে মৌঞ্জীমেখলা বন্ধন পূর্ব্বক রাম ও কৃষ্ণের উপনয়ন প্রদান পুরঃসর ব্রতধারণ করাইলেন; তাঁহারা উপনীত হইয়া সান্দীপন মুনির পবিত্র নিকেতনে বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত উপনীত হইয়া সত্বর সমস্ত বিদ্যা অভ্যাস করিয়া পুনরায় মথুরায় আগমন করিলেন ॥ ১৪—১৫ ॥ আনকদুন্দুভির সেই তনয়দ্বয় মথুরায় অবস্থিতি করিতে করিতে যখন তাঁহাদের বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর হইল, তখন তাঁহারা সমস্ত বিষয়েই কৃতবিদ্য ও মহাবলশালী হইয়া উঠিলেন ॥ ১৬ ॥ ঐ সময় মগধরাজ জরাসন্ধ জামাতৃবধে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া অসংখ্য সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক মথুরায় আগমন করিলেন ॥ ১৭ ॥ মগধরাজ এইরূপে সপ্তদশবার মথুরানগর আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতবুদ্ধি মহামতি মধুপুরনিবাসী কৃষ্ণ, আপন বুদ্ধিকৌশলে সপ্তদশবারই তাহাকে পরাজিত করিলেন ॥ ১৮ ॥ অবশেষে, জরাসন্ধ যাদবগণের ভয়াবহ সমস্ত ম্লেচ্ছগণের অধিপতি শৌর্য্যসম্পন্ন কালযবনকে মথুরা আক্রমণের নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন ॥ ১৯ ॥ মধুসূদন কৃষ্ণ, কালযবন আগমন করিতেছে শুনিয়া সমস্ত যাদবসত্তম ও

ভয়ং নোঽত্র সমুৎপন্নং জরাসন্ধান্মহাবলাৎ।
কিং কর্ত্তব্যং মহাভাগা যবনঃ সমুপৈতি বৈ।
প্রাণত্রাণং প্রকর্ত্তব্যং ত্যক্ত্বা গেহং বলং ধনম্ ॥ ২১ ॥
সুখেন স্থীয়তে যত্র স দেশঃ খলু পৈতৃকঃ।
সদোদ্বেগকরঃ কামং কিং কর্ত্তব্যঃ কুলোচিতঃ ॥ ২২ ॥
শৈলসাগরসান্নিধ্যে স্থাতব্যং সুখমিচ্ছতা।
যত্র বৈরিভয়ং ন স্যাৎ স্থাতব্যং তত্র পণ্ডিতৈঃ ॥ ২৩ ॥
শেষশয্যাং সমাশ্রিত্য হরিঃ স্বপিতি সাগরে।
মন্যে শত্রুভয়াদ্ভীতঃ কৈলাসে ত্রিপুরার্দ্দনঃ ॥ ২৪ ॥
তস্মান্নাত্রৈব স্থাতব্যমস্মাভিঃ শত্রুতাপিতৈঃ।
দ্বারবত্যাং গমিষ্যামঃ সহিতাঃ সর্ব্ব এব বৈ ॥ ২৫ ॥
কথিতা গরুড়েনাদ্য রম্যা দ্বারবতী পুরী।
রৈবতাচলসান্নিধ্যে সিন্ধুকূলে মনোহরা ॥ ২৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তথ্যং সর্ব্বে যাদবপুঙ্গবাঃ।
গমনায় মতিং চক্রুঃ সকুটুম্বাঃ সবাহনাঃ ॥ ২৭ ॥

স সপ্তেতি। কৃষ্ণেন সংগ্রামং সপ্তদশবারমাসাদ্য কৃত্বা জরাসন্ধো মধুপুর্য্যাং নিবাসিনা কৃষ্ণেন জিত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৮—২৩ ॥

বলদেবকে আনাইয়া কহিতে লাগিলেন, হে মহাভাগগণ! সংপ্রতি আমাদিগের পরাক্রান্ত শত্রু জরাসন্ধ হইতে মহৎ ভয় উৎপন্ন হইতেছে, এক্ষণে কালযবন আগমন করিতেছে, অতএব কর্ত্তব্য কি? ফলতঃ ভবন, ধন ও সৈন্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাণত্রাণই কর্ত্তব্য ॥২০-২১॥ আপনারা জানিবেন যে স্থানে সুখে অবস্থিতি করিতে পারা যায় তাহাই পৈতৃক স্থান। যে স্থানে বসতি করিলে সর্ব্বদাই উদ্বেগ উপস্থিত হয়, সেই স্থান কুলোচিত হইলেও তাহাতে বসতি করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ২২ ॥ অতএব, সুখে অবস্থিতির ইচ্ছা থাকিলে শৈল ও সাগর সন্নিহিত প্রদেশে বাস করাই একান্ত কর্ত্তব্য জানিবেন। যেখানে বৈরিভয় নাই, পণ্ডিতগণ সেই স্থানেই অবস্থিতি করিবেন ॥ ২৩ ॥ দেখুন বৈরিভয়ে ভীত হইয়াই ভগবান্ হরি শেষশয্যা আশ্রয় করিয়া সাগরগর্ভে সুখে নিদ্রা যাইতেছেন; বোধ হয় ত্রিপুরারিও ঐ কারণেই কৈলাস পর্ব্বতে বসতি করিয়া রহিয়াছেন ॥ ২৪ ॥ আমরাও এই স্থানে শত্রুদ্বারা পরিতাপিত হইয়াছি; অতএব, এখানে আর বাস করা আমাদের যুক্তিসিদ্ধ নহে; আমরা সকলেই স্বজন ও ধনাদি সমস্তই সঙ্গে লইয়া দ্বারবতী নগরে গমন করিব ॥ ২৫ ॥ পক্ষিরাজ

শকটানি তথোষ্ট্রাশ্চ বাম্যশ্চ মহিষাস্তথা।
ধনপূর্ণানি কৃত্বা তে নির্যযুর্নগরাদ্বহিঃ ॥ ২৮ ॥
রামকৃষ্ণৌ পুরস্কৃত্য সর্ব্বে তে সপরিচ্ছদাঃ।
অগ্রে কৃত্বা প্রজাঃ সর্ব্বাশ্চেলুঃ সর্ব্বে যদূত্তমাঃ ॥ ২৯ ॥
কতিচিদ্দিবসৈঃ প্রাপুঃ পুরীং দ্বারবতীং কিল।
শিল্পিভিঃ কারয়ামাস জীর্ণোদ্ধারং হি মাধবঃ ॥ ৩০ ॥
সংস্থাপ্য যাদবাংস্তত্র তাবেতৌ বলকেশবৌ।
তরসা মথুরামেত্য সংস্থিতৌ নির্জ্জনাং পুরীম্ ॥ ৩১ ॥
তদা তত্রৈব সম্প্রাপ্তো বলবান্ যবনাধিপঃ।
জ্ঞাত্বৈনমাগতং কৃষ্ণো নির্যযৌ নগরাদ্বহিঃ ॥ ৩২ ॥
পদাতিরগ্রে তস্যাভূদ্যবনস্য জনার্দ্দনঃ।
পীতাম্বরধরঃ শ্রীমান্ প্রহসন্ মধুসূদনঃ ॥ ৩৩ ॥
তং দৃষ্ট্বা পুরতো যান্তং কৃষ্ণং কমললোচনম্।
যবনোঽপি পদাতিঃ সন্ পৃষ্ঠতোঽনুগতঃ খলঃ ॥ ৩৪ ॥

অতএব ক্ষীরাব্ধৌ কৈলাসে চ হরিহরৌ স্থিতাবিত্যাহ শেষেতি ॥ ২৪—৩৯ ॥

গরুড় আমাকে সেই দ্বারাবতীর বিষয় বিশেষরূপে জানাইয়াছে। ঐ মনোহারিণী নগরী রৈবতক নামক পর্ব্বতের সন্নিধানে সিন্ধুকূলে অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ২৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, প্রধান প্রধান যাদবগণ শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া সমস্ত স্বজন ও বাহনের সহিত সেই স্থানে গমন করিতে মানস করিলেন ॥ ২৭ ॥ তখন তাঁহাদের যে সকল উষ্ট্র, বড়বা ও মহিষাদি ছিল তাহা সংগ্রহ করিয়া এবং শকট সকল সমস্ত ধনরত্নাদিতে পরিপূর্ণ করিয়া নগর হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ২৮ ॥ রাম ও কৃষ্ণ অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন, পশ্চাৎ সমস্ত যাদবগণ ও প্রজাগণ দলে দলে গমন করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥ তাঁহারা কিয়দ্দিবস গমন করিয়া দ্বারবতী প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর, দ্বারকার যে যে স্থান জীর্ণ বা বিনষ্ট হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ শিল্পিগণ দ্বারা সেই সকল স্থানের সংস্কার করাইয়া লইলেন ॥ ৩০ ॥ বলদেব ও কেশব যাদবগণকে সেই স্থানে রাখিয়া আপনারা দুই জনে সত্বর মথুরায় আগমন করিয়া সেই জনশূন্য পুরীমধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥ এদিকে মহাবলশালী যবনরাজ সেই সময়েই মথুরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ যবনপতির আগমনের বিষয় জানিতে পারিয়া নগরের বহির্দ্দেশে নির্গত হইলেন ॥ ৩২ ॥ জনাসুর-দর্পহারী ভগবান্ মধুসূদন, পীতবসনে সুসজ্জিত হইয়া হাসিতে হাসিতে পদব্রজেই কালযবনের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৩ ॥ ক্রূরমতি যবনপতি, কমল-

প্রসুপ্তো যত্র রাজর্ষির্মুচুকুন্দো মহাবলঃ।
প্রযযৌ ভগবাংস্তত্র সকালযবনো হরিঃ ॥ ৩৫ ॥
তত্রৈবান্তর্দধে বিষ্ণুর্মুচুকুন্দং সমীক্ষ্য চ।
তত্রৈব যবনঃ প্রাপ্তঃ সুপ্তভূতমপশ্যত ॥ ৩৬ ॥
মত্বা তং বাসুদেবং স পাদেনাতাড়য়ন্নৃপম্।
প্রবুদ্ধঃ ক্রোধরক্তাক্ষস্তং দদাহ মহাবলঃ ॥ ৩৭ ॥
তং দগ্ধ্বা মুচুকুন্দোঽথ দদর্শ কমলেক্ষণম্।
বাসুদেবং সুদেবেশং প্রণম্য প্রস্থিতো বনম্ ॥ ৩৮ ॥
জগাম দ্বারকাং কৃষ্ণো বলদেবসমন্বিতঃ।
উগ্রসেনং নৃপং কৃত্বা বিজহার যথারুচি ॥ ৩৯ ॥
অহরদ্রুক্মিণীং কামং শিশুপালস্বয়ংবরাৎ।
রাক্ষসেন বিবাহেন চক্রে দারবিধিং হরিঃ ॥ ৪০ ॥
ততো জাম্ববতীং সত্যাং মিত্রবিন্দাঞ্চ ভামিনীম্।
কালিন্দীং লক্ষ্মণাং ভদ্রাং তথা নাগ্নজিতীং শুভাম্ ॥ ৪১ ॥

অহরদিতি। শিশুপালস্য স্বয়ংবরাদ্রুক্মিণীমহরৎ। তদনন্তরং রাক্ষসেন বিবাহেন দার-বিধিং চক্রে হরিরিত্যর্থঃ ॥ ৪০—৪৫ ॥

লোচন কৃষ্ণকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া ধরিবার নিমিত্ত পাদচারেই তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥ তখন ভগবান্ মধুসূদন যেখানে মহাবল রাজর্ষি মুচুকুন্দ প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন কালযবনকে লইয়া ক্রমে ক্রমে সেই স্থানে যাইয়া উপনীত হই-লেন ॥৩৫॥ কৃষ্ণ, মুচুকুন্দকে দেখিবামাত্র সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন; যবনরাজও তথায় উপস্থিত হইয়া সেই নিদ্রাভিভূত রাজর্ষিকে দেখিতে পাইল ॥ ৩৬ ॥ সেই ক্রূরমতি যবন, তাঁহাকে বাসুদেব মনে করিয়া তাঁহার অঙ্গোপরি পদাঘাত করিল। মহাবল নরপতি মুচুকুন্দ জাগরিত হইরা ক্রোধে লোহিতলোচন হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই পাপিষ্ঠ যবনকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন ॥৩৭॥ যবনকে দগ্ধ করিয়া নরপতি মুচুকুন্দ কমললোচন কৃষ্ণকে দর্শন করিলেন; তখন তিনি দেবপ্রবর বাসুদেবকে প্রণাম করিয়া বনে গমন করিলেন ॥৩৮॥ অনন্তর, শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত দ্বারকানগরে প্রতিগমন পূর্ব্বক উগ্রসেনকে রাজা করিয়া যথেচ্ছ বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ পরে কিছুকাল গত হইলে জনার্দ্দন শিশুপালের বিবাহোপলক্ষে বিদর্ভরাজভবনে যে স্বয়ংবর সভার আড়ম্বর হইয়াছিল তথা হইতে রুক্মিণীকে হরণ করিয়া রাক্ষসবিধি অনুসারে তাঁহাকে বিবাহ করিলেন ॥৪০॥ মহারাজ! তৎপরে তিনি, জাম্ববতী, সত্যভামা, মিত্রবিন্দা, কালিন্দী, লক্ষণা, ভদ্রা ও নাগ্নজিতী (নগ্নজিৎ নৃপতির কন্যা),

পৃথক্ পৃথক্ সমানীয়াপ্যুপযেমে জনার্দ্দনঃ।
অষ্টাবেব মহীপাল! পত্ন্যঃ পরমশোভনাঃ ॥ ৪২ ॥
প্রাসূত রুক্মিণী পুত্রং প্রদ্যুম্নং চারুদর্শনম্।
জাতকর্ম্মাদিকং তস্য চকার মধুসূদনঃ ॥ ৪৩ ॥
হৃতোঽসৌ সূতিকাগেহাচ্ছম্বরেণ বলীয়সা।
নীতশ্চ স্বপুরীং বালো মায়াবত্যৈ সমর্পিতঃ ॥ ৪৪ ॥
বাসুদেবো হৃতং দৃষ্ট্বা পুত্রং শোকসমন্বিতঃ।
জগাম শরণং দেবীং ভক্তিযুক্তেন চেতসা ॥ ৪৫ ॥
বৃত্রাসুরাদয়ো দৈত্যা লীলয়ৈব যয়া হতাঃ ॥ ৪৬ ॥
ততোঽসৌ যোগমায়ায়াশ্চকার পরমাং স্তুতিম্।
বচোভিঃ পরমোদারৈরক্ষরৈঃ সুস্বরৈঃ শুভৈঃ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

মাতর্ম্ময়াতিতপসা পরিতোষিতা ত্বং
প্রাগ্জন্মনি প্রচুরবস্তুভিরর্চ্চিতাসি।
ধর্ম্মাত্মজেন বদরীবনষণ্ডমধ্যে
কিং বিস্মৃতো জননি! তে ত্বয়ি ভক্তিভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

বৃত্রাসুরাদয় ইতি। যয়া বৃত্রাসুরাদয়োঽত্রাদিপদেন রক্তাসুরাদয়ো গৃহ্যন্তে তে দৈত্যাঃ লীলয়ৈব হতাস্তাং দেবীমিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥
মাতরিতি। ময়া নারায়ণসংজ্ঞকেন। হে জননি! স ভক্তিভাবস্তে ত্বয়া বিস্মৃতঃ কিম্ ॥৪৮॥

ইহাঁদিগকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আনয়ন করিয়া বিবাহ করিলেন; এই অষ্টনারীই শ্রীকৃষ্ণের পরমশোভনা মহিষী ছিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥ প্রথমে রুক্মিণী প্রিয়দর্শন প্রদ্যুম্ননামক পুত্রকে প্রসব করিলে, কৃষ্ণ তাঁহার জাতকর্ম্মাদি সমাপন করিলেন ॥ ৪৩ ॥ তদনন্তর, শম্বর নামক বলবান্ দানব সূতিকাগৃহ হইতে সেই শিশুপুত্রটীকে হরণ পূর্ব্বক আপন নগরীতে লইয়া গিয়া মায়াবতীর করে সমর্পণ করিল ॥ ৪৪ ॥ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ পুত্র অপহৃত হইয়াছে জানিয়া অত্যন্ত শোকাতুর হইলেন এবং ভক্তিযুক্ত মানসে ভগবতীর শরণাপন্ন হইলেন ॥ ৪৫ ॥ যিনি অবলীলায় বৃত্রাসুরাদি দৈত্যগণকে নিহত করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ পরম মহৎ অক্ষরসংযুক্ত কল্যাণদায়ক সুমধুর স্বরে সেই যোগমায়ার স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥

জননি! আমি পূর্ব্বজন্মে ধর্ম্মপুত্র হইয়া বদরীবনমধ্যে তপস্যা দ্বারা আপনাকে সন্তোষিত করিয়াছি এবং নানাবিধ উপহার দ্বারা অর্চ্চনা করিয়াছি; মাতঃ! আপনার প্রতি

সূতীগৃহাদপহৃতঃ কিমু বালকো মে
কেনাপি দুষ্টমনসাপ্যথ কৌতুকাদ্বা ।
মানাপহারকরণায় মমাদ্য নূনং
লজ্জা তবাম্ব ! খলু ভক্তজনস্য যুক্তা ॥ ৪৯ ॥
দুর্গো মহানতিতরাং নগরী সুগুপ্তা
তত্রাপি মেঽতিসদনং কিল মধ্যভাগে ।
অন্তঃপুরে চ পিহিতং ননু সূতিগেহং
বালো হৃতঃ খলু তথাপি মমৈব দোষাৎ ॥ ৫০ ॥
নাহং গতঃ পরপুরং ন চ যাদবাশ্চ
রক্ষাবতী চ নগরী কিল বীরবর্য্যৈঃ ।
মায়া তবৈব জননি ! প্রকটপ্রভাবা
মে বালকঃ পরিহৃতঃ কুহকেন কেন ॥ ৫১ ॥
নো বেদ্ম্যহং জননি ! তে চরিতং সুগুপ্তং
কো বেদ মন্দমতিরল্পবিদেব দেহী ।
ক্কাসৌ গতো মমভটৈর্ন চ বীক্ষিতো বা
হর্ত্তাম্বিকে জবনিকা তব কল্পিতেয়ম্ ॥ ৫২ ॥

দুষ্টমনসা শত্রুণা অথবা কেনচিৎ কৌতুকান্মানাপহারকরণায় মমাভিমানাপহারণং কর্ত্তুং সূতীগৃহাদপহৃত ইত্যর্থঃ। উভয়থাপি হে অম্ব ভক্তজনস্য লজ্জা তব যুক্তা অপেক্ষিতে-ত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥
মমৈব দোষাৎ প্রারব্ধরূপাদিত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

আমার যে ভক্তিভাব তাহা কি আপনি বিস্মৃত হইয়াছেন ? ॥ ৪৮ ॥ হে অম্ব ! কোনও দুরাশয় শত্রু কি সূতিকাগার হইতে আমার সেই শিশু-সন্তানকে হরণ করিয়াছে ? অথবা কৌতুক দেখিবার নিমিত্তই এরূপ কার্য্য করিয়াছে ? কিন্তু, আমার বোধ হয় নিশ্চয়ই কোন শত্রুপক্ষীয় ব্যক্তি আমাকে অবমানিত করিবার জন্যই বালকটীকে হরণ করিয়াছে ; যাহাই হউক হে মাতঃ ! আপনার ভক্তজনের এরূপ লজ্জা কখনই উপযুক্ত হয় না ॥ ৪৯ ॥ মাতঃ ! আমার এই দ্বারবতী অত্যন্ত সুরক্ষিতা, ইহাতে মহান্ দুর্গ সুনির্ম্মিত রহিয়াছে, তাহাতে আবার আমার ভবন ইহার মধ্যভাগে অবস্থিত, তন্মধ্যে আবার অন্তঃপুরে সূতিকাগৃহ, তথাপি অদৃষ্ট দোষেই আমার এই শিশু-সন্তান অপহৃত হইয়াছে বলিতে হইবে ॥ ৫০ ॥ জননি ! আমি শত্রুপুরীতেও গমন করি নাই, যাদবগণও তথায় গমন করে নাই, এই দ্বারবতী বীরবরগণে সুরক্ষিত, তবে কোন্ কুহকে আমার শিশু-সন্তান অপহৃত হইল ?

চিত্রং ন তেঽত্র পুরতো মম মাতৃগর্ভা-
ন্নীতস্ত্বয়ার্দ্ধসময়ে কিল মায়য়াসৌ।
যং রোহিণী হলধরং সুষুবে প্রসিদ্ধং
দূরে স্থিতা পতিপরা মিথুনং বিনাপি ॥ ৫৩ ॥
সৃষ্টিং করোষি জগতামনুপালনঞ্চ
নাশং তথৈব পুনরপ্যনিশং গুণৈস্ত্বম্।
কো বেদ তেঽম্ব চরিতং দুরিতান্তকারি
প্রায়েণ সর্ব্বমখিলং বিহিতং ত্বয়ৈতৎ ॥ ৫৪ ॥

নো বেদ্ম্যহমিতি। যদাহমেব সর্ব্বেশ্বরত্বেনাভিমতো ন বেদ্মি তে চরিতম্ তদাল্প-বিদেবাল্পজ্ঞ এব দেহী কো বেদ ন কোঽপীত্যর্থঃ। হর্ত্তা পুত্রহরণকর্ত্তা ভটৈর্ন চ বীক্ষিত ইত্যর্থঃ। ইয়ং তব কল্পিতা জবনিকা মায়ান্তর্দ্ধানপটো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

কেনাপি প্রকারেণান্যেন পুত্রো মম নীত ইতি নৈব প্রতিভাত্যথ পুত্রস্তু ন দৃশ্যতে তস্মাত্তবৈবেয়ং মায়েতি ভাবঃ। নম্বেতাদৃশী মায়া ময়া ক দর্শিতাস্তীতি চেদ্বলদেবজন্মসময় ইত্যাহ চিত্রমিতি। মম পুরতো মমৈবাগ্রদেশেঽর্দ্ধসময়ে দশমাসাত্মকজন্মসময়স্যার্দ্ধসময়ে পঞ্চমে মাসি মাতৃগর্ভাদ্দেবকীগর্ভাদসৌ পুত্রস্ত্বয়া নীতঃ। কোঽসাবিতি চেত্তত্রাহ যং রোহি-ণীতি। অসাবিত্যর্থঃ। নমু দেবক্যুদরান্ময়া নীতঃ পুত্রস্তদুদরে স্থাপিত ইতি কুতস্তস্যাঃ পত্যুঃ সকাশাদেব পুত্রো জাত ইত্যস্থিতি চেত্তত্রাহ মিথুনং বিনাপীতি। পত্যুর্ব্বসুদেবস্য কারাগৃহে স্থিতত্বেন তৎসংযোগাসম্ভবেন পুত্রস্য তন্মিথুনজন্যত্বাভাবাৎ। নমু ব্যভিচারেণৈব পুত্রো জাতোঽস্থিতি চেত্তত্রাহ পতিপরেতি। পতিব্রতেত্যর্থঃ। ততশ্চ ন ব্যভিচারসম্ভবঃ। তথা চান্যস্যা উদরাদ্গর্ভাপহরণকর্ত্ত্র্যাস্তব সূতীগৃহাৎ পুত্রাহরণে ন চিত্রং নাশ্চর্য্য-মিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

জননি! আমি জানিতে পারিলাম ইহা আপনারই মায়ার কার্য্য; দেবি! আপনার মায়ার এরূপ প্রভাব ত ত্রিলোকমধ্যে হইয়াই থাকে ॥৫১॥ জননি! যখন আমিই আপনার গুহ্যতম চরিত বিদিত নহি, তখন দেহাভিমানী ক্ষুদ্রমতি জীবের মধ্যে এমন কে আছে যে, আপনার চরিত্র জানিতে সমর্থ হইবে? আমার শিশু-সন্তানটি কোথায় গেল কে বা হরণ করিল, আমার রক্ষপালগণ কিছুই দেখিতে পাইল না; অম্বিকে! আমি জানিলাম ইহা আপনারই কল্পিত মায়াজবনিকামাত্র ॥ ৫২ ॥ জননি! আপনার পক্ষে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে; কারণ, পতিব্রতা রোহিণীদেবী দূরদেশে অবস্থিত এবং পুং-সংসর্গ বিবর্জ্জিতা হইলেও, আপনি আমার সমক্ষে পঞ্চম মাসেই আমার মাতৃগর্ভ হইতে পুত্রটীকে মায়াদ্বারা সঞ্চালিত করিয়া দিলে পর, বলদেবকে প্রসব করিয়াছিলেন, তাহাও প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৫৩ ॥ মাতঃ! আপনিই নিরন্তর গুণদ্বারা এই অখিল জগতের সৃষ্টি, পালন ও নিধন করিতেছেন; অম্ব! আপনার দুরিতহারি চরিত্র কে জানিতে পারে? মাতঃ! আপনি বাহুল্যরূপে

উৎপাদ্য পুত্রজননপ্রভবং প্রমোদং
দত্ত্বা পুনর্ব্বিরহজং কিল দুঃখভারম্।
ত্বং ক্রীড়সে সুললিতৈঃ খলু তৈর্ব্বিহারৈ-
র্নোচেৎ কথং মম সুতাপ্তিরতির্বৃথা স্যাৎ ॥ ৫৫ ॥
মাতাস্য রোদিতি ভৃশং কুররীব বালা
দুঃখং তনোতি মম সন্নিধিগা সদৈব।
কষ্টং ন বেৎসি ললিতেঽপ্রমিতপ্রভাবে
মাতস্ত্বমেব শরণং ভবপীড়িতানাম্ ॥ ৫৬ ॥
সীমা সুখস্য সুতজন্ম তদীয়নাশো
দুঃখস্য দেবি! ভবনে বিবুধা বদন্তি।
তৎ কিং করোমি জননি! প্রথমে প্রনষ্টে
পুত্রে মমাদ্য হৃদয়ং স্ফুটতীব মাতঃ! ॥ ৫৭ ॥
যজ্ঞং করোমি তব তুষ্টিকরং ব্রতং বা
দৈবঞ্চ পূজনমথাখিলদুঃখহা ত্বম্।
মাতঃ! সুতোঽত্র যদি জীবতি দর্শয়াশু
ত্বং বৈ ক্ষমা সকলশোকবিনাশনায় ॥ ৫৮ ॥

কিঞ্চ জগৎ সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্র্যাস্তবৈতাদৃশকরণে কিং চিত্রমিত্যভিপ্রায়েণাহ সৃষ্টিং করোষীতি ॥ ৫৪—৫৬ ॥

সীমেতি। লোকে সুতজন্ম সুখস্য সীমা ভবতি। ততো মে প্রথমে পুত্রে নষ্টে হৃদয়ং স্ফুটতীব দ্বিধা ভবতীবেত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

এই অখিলের অখিল কার্য্যই নির্ব্বাহিত করিতেছেন সন্দেহ নাই ॥ ৫৪ ॥ আপনিই প্রথমে লোকের পুত্রজন্ম জনিত প্রমোদ উৎপাদন করিয়া আবার পুত্র-বিরহ জনিত দুঃখভার প্রদানপূর্ব্বক সুললিত বিহার দ্বারা নিয়তই ক্রীড়া করিয়া থাকেন, নচেৎ আমার পুত্র-প্রাপ্তিজনিত প্রমোদ বৃথা হইবে কেন? ॥ ৫৫ ॥ ঐ বালকের জননী নিয়তই কুররীর ন্যায় রোদন করিতেছেন, তিনি নিরন্তরই আমার সন্নিধানে আসিয়া আপনার মনোবেদনা নিবেদন করিতেছেন; হে কৃপাময়ি! আপনি অপরিমিত-প্রভাবসম্পন্না হইয়াও কি আমার এই কষ্ট জানিতে পারিতেছেন না; ফলতঃ মাতঃ! আপনিই ভবপীড়িত জনের একমাত্র আশ্রয় তাহাতে আর সংশয় নাই ॥ ৫৬ ॥ দেবি! তত্ত্বজ্ঞ মুনিগণ বলেন যে, লোকের গৃহে পুত্রজন্মই সুখের সীমা এবং পুত্রবিনাশই দুঃখের চরম অবস্থা; অতএব, জননি! এ বিষয়ে আমি আর কি করিব; অধিক কি প্রথম পুত্র বিনষ্ট হওয়ায় এক্ষণে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে ॥ ৫৭ ॥ মাতঃ! আমি আপনার তুষ্টিকর যজ্ঞ, ব্রত ও পূজা প্রভৃতি

ব্যাস উবাচ।

এবং স্তুতা তদা দেবী কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
প্রত্যক্ষদর্শনা ভূত্বা তমুবাচ জগদ্গুরুম্ ॥ ৫৯ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

শোকং মা কুরু দেবেশ! শাপোঽয়ং তে পুরাতনঃ।
তস্য যোগেন পুত্রস্তে শম্বরেণ হৃতো বলাৎ ॥ ৬০ ॥
অতস্তে ষোড়শে বর্ষে হত্বা তং শম্বরং বলাৎ।
আগমিষ্যতি পুত্রস্তে মৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ ॥ ৬১ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে দেবী চণ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা।
ভগবানপি পুত্রস্য শোকং ত্যক্ত্বাভবৎ সুখী ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে প্রদ্যুম্নহরণং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

যজ্ঞং করোমীতি। অস্যাযজ্ঞং করিষ্যামীত্যর্থঃ। বর্ত্তমানসামীপ্যে লট্। পুত্রপ্রাপ্ত্যুত্তরং ত্বৎপ্রীত্যর্থং নানাযজ্ঞান্ ব্রতাদ্যনুষ্ঠানানি চ করিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৫৮—৬২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

সমস্ত দৈবকার্য্যের অনুষ্ঠান করিব আপনি আমার দুঃখ দূর করুন; জননি! যদি আমার পুত্র বাঁচিয়া থাকে তবে একবার আমাকে দেখান; মাতঃ! আপনি ব্যতিরেকে শোক সংহার করিতে আর কেহই সমর্থ নহে ॥ ৫৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, যিনি অবলীলায় ভূভার হরণাদি দেবগণেরও অসাধ্য কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া থাকেন, সেই জগদ্গুরু কৃষ্ণ এইরূপে দেবীর স্তব করিলে, তিনি প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন ॥৫৯॥ দেবেশ! আর শোক করিও না, পূর্ব্বে তোমার প্রতি এক অভিশাপ ছিল সেই হেতুই শম্বর নিজ আসুরিক মায়াপ্রভাবে তোমার পুত্র হরণ করিয়াছে ॥ ৬০ ॥ অতএব, তোমার পুত্রের যখন ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম হইবে তখন সে আমার প্রসাদে শম্বর দৈত্যকে বলপূর্ব্বক বিনাশ করিয়া আগমন করিবে সন্দেহ নাই ॥ ৬১ ॥

মহারাজ! চণ্ডবিক্রমা দেবী চণ্ডিকা এইরূপ আশ্বাসপ্রদ বাক্য বলিয়া অন্তর্হিত হইলে ভগবান্ কৃষ্ণও পুত্রশোক বিসর্জ্জন দিয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে প্রদ্যুম্নহরণ নামক
চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

সন্দেহো মে মুনিশ্রেষ্ঠ! জায়তে বচনাত্তব।
বৈষ্ণবাংশে ভগবতি দুঃখোৎপত্তিং বিলোক্য চ ॥ ১ ॥
নারায়ণাংশসম্ভূতো বাসুদেবঃ প্রতাপবান্।
কথং স সূতিকাগারাদ্ধৃতো বালো হরেরপি ॥ ২ ॥
সুগুপ্তনগরে রম্যে গুপ্তেঽথ সূতিকাগৃহে।
প্রবিশ্য তেন দৈত্যেন গৃহীতোঽসৌ কথং শিশুঃ ॥ ৩ ॥

অশীতিপদ্যবর্য্যৈস্ত কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্বং হরাদিষু।
প্রতিপাদ্য পরাশক্তেঃ সর্ব্বেশত্বমুদীর্য্যতে ॥

ইত্থং পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে শ্রীভগবতীপ্রসাদাৎ প্রদ্যুম্নপ্রাপ্তিং কৃষ্ণস্য শ্রুত্বা সংশয়াবিষ্টো রাজা পৃচ্ছতি সন্দেহো মে মুনিশ্রেষ্ঠেতি। নন্থ রাজ্ঞা প্রথমস্কন্ধারম্ভেঽপ্যেতাদৃশা এব প্রশ্নাঃ কৃতা মুনিনা চ মায়াধীনত্বাদ্‌ব্রহ্মাদিদেবানাং সম্ভবতি সর্ব্বমেতদিত্যুত্তরং দত্তম্। পুনর্দ্বিতীয়বারং তৃতীয়বারং তথৈব প্রশ্নো রাজ্ঞা কৃতো মুনিনা চ তথৈবোত্তরমভিহিতম্। পুনরত্র তথৈব প্রশ্নো রাজ্ঞা ক্রিয়তে মুনিনা চ তথৈবোত্তরমভিধীয়তে। তথা চৈতাদৃশপুনরুক্তের্দোষরূপায়াঃ কিং প্রয়োজনমিতিচেন্ন। সর্ব্বপ্রাণিজাতস্থাবাস্তরসৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃষু শ্রীভগবতীকল্পিতসত্ত্বাদ্যেকৈকগুণোপাধিষু শ্রীভগবত্যধীনেষু পরিচ্ছিন্নেষু অসর্ব্বজ্ঞত্বাসর্ব্বশক্তিমৎসু শ্রীভগবতীসৃষ্টসমষ্টিপ্রপঞ্চেঽবান্তরজীবব্যষ্টিসৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বশ্রবণাল্লোকানাং সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বশক্তিমত্ত্বসর্ব্বেশ্বরত্বভ্রমো বহুকালং প্রবৃত্তোঽস্তি তদুচ্ছেদায় পুনঃ পুনঃ সমানপ্রশ্নোত্তরয়োঃ সত্ত্বাৎ। নহি বহুকালবাসনাবাসিতান্তঃকরণস্য সকৃদুপদেশেন নির্ব্বাহোঽস্তি। রাজা তু পরাশক্তিপরমভক্তো লোকানাং তাদৃশবাসনামুচ্ছেদয়িতুং প্রবৃত্তো ন কথং পুনঃ পুনস্তাদৃক্ প্রশ্নান্ কুর্য্যাদিতি। নন্থ কৃষ্ণাবতারকথা খণ্ডিতৈবোক্তা। তথা রামাবতারকথাপি। সাপ্যনেকবারমুক্তেতি ন নিষ্প্রয়োজনমেতাদৃশং কথনং কচিদস্তীতিচেন্ন। তেষামসর্ব্বজ্ঞতাদিপ্রতিপাদনার্থং গ্রন্থস্য সত্ত্বেন তৎকথাকথনে আসক্ত্যভাববোধনার্থং তথা কথনাৎ। ন হ্যত্র রাজ্ঞো ব্যাসস্য বা কৃষ্ণরামাদিকথাবর্ণনে তাৎপর্য্যমস্তি কিন্তু শ্রীভগবতীগুণানুবর্ণনে এব তাৎপর্য্যম্। তস্যাশ্চ সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বোত্তমত্বঞ্চ প্রতিপাদয়িতুং প্রবৃত্তৌ তত্র যদি তদিতরত্র রামকৃষ্ণাদিষু তৎসর্ব্বজ্ঞত্বাদিকং স্যাত্তদা ভগবত্যাং স্থিতং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকমাকুলং ভবেৎ অতস্তেষামত্রৈব যৎকিঞ্চিৎ কথাপ্রদর্শনেনাসর্ব্বজ্ঞতাদিকং পরতন্ত্রত্বাদিকং তেষাং প্রতিপাদয়িতুং তথাকথনাৎ। তাৎপর্য্যন্তু শ্রোতৃবক্ত্রোস্তেষামসর্ব্বজ্ঞত্বাদিকং প্রতিপাদ্য সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বেশ্বরত্বং স্বতন্ত্রত্বং সর্ব্বোত্তমত্বঞ্চ শ্রীভগবত্যামেবাস্তীত্যত্রেতি ॥ ১ ॥

রাজা কহিলেন, মুনিবর! বিষ্ণুর অংশস্বরূপ ভগবান্ কৃষ্ণের দুঃখোৎপত্তির বিষয় শ্রবণ করিয়া আপনার কথায় আমার সংশয় জন্মাইতেছে ॥ ১ ॥ দেখুন, ভগবান্ বাসুদেব সাক্ষাৎ নারায়ণের অংশে সমুৎপন্ন, অতএব শম্বরাসুর সূতিকাগৃহ হইতে তাঁহারও পুত্রকে কিরূপে হরণ করিল? ॥ ২ ॥ একেত সুরম্য দ্বারকানগরী বিশেষরূপে সুরক্ষিত, তাহাতে আবার

ন জ্ঞাতো বাসুদেবেন চিত্রমেতন্মমাদ্ভুতম্।
জায়তে মহদাশ্চর্য্যং চিত্তে সত্যবতীসুত! ॥ ৪ ॥
ব্রূহি তৎ কারণং ব্রহ্মন্নজ্ঞাতং কেশবেন যৎ।
হরণং তত্র সংস্থেন শিশোর্ব্বা সূতিকাগৃহাৎ ॥ ৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

মায়া বলবতী রাজন্নরাণাং বুদ্ধিমোহিনী।
শাম্ভবী বিশ্রুতা লোকে কো বা মোহং ন গচ্ছতি ॥ ৬ ॥
মানুষং জন্ম সম্প্রাপ্য গুণাঃ সর্ব্বেঽপি মানুষাঃ।
ভবন্তি দেহজাঃ কামং ন দেবা নাসুরাস্তদা ॥ ৭ ॥
ক্ষুত্তৃড়্নিদ্রা ভয়ং তন্দ্রা ব্যামোহঃ শোকসংশয়ঃ।
হর্ষশ্চৈবাভিমানশ্চ জরা মরণমেব চ ॥ ৮ ॥
অজ্ঞানং গ্লানিরপ্রীতিরীর্ষ্যাসূয়া মদঃ শ্রমঃ।
এতে দেহভবা ভাবাঃ প্রভবন্তি নরাধিপ! ॥ ৯ ॥

নারায়ণাংশেতি। নারায়ণাংশসম্ভূতো যস্তস্য হরেরিত্যন্বয়ঃ ॥ ২—৫ ॥

এতৎপর্য্যন্তং কৃষ্ণস্যাসর্ব্বজ্ঞত্বং পরতন্ত্রত্বঞ্চ প্রতিপাদিতং শঙ্কিনা রাজ্ঞা ব্যাসস্তু তদেবাসর্ব্বজ্ঞত্বং পরতন্ত্রত্বঞ্চ তেষাং স্থাপয়তি মায়েতি ॥ ৬ ॥

ন দেবা নাসুরাস্তদেতি। তদা মানুষভাবপ্রাপ্তিকালে ন দেবা ন দেবস্বভাবাস্তিষ্ঠন্তি তথা নাসুরা দৈত্যস্বভাবাস্তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ ॥ ৭—৯ ॥

সূতিকাগৃহ তাহার মধ্যস্থিত, এরূপ স্থলে ঐ দৈত্য কিরূপে প্রবেশ করিয়া পুত্র হরণ করিল? ॥ ৩ ॥ হে সত্যবতীতনয়! বাসুদেব তাহা কেন জানিতে পারিলেন না এতদ্বিষয় আমার অদ্ভুত বোধ হইতেছে এবং মানস মধ্যে পরম আশ্চর্য্য রসের উদয় হইতেছে ॥ ৪ ॥ হে ব্রহ্মন্! কেশব দ্বারকায় উপস্থিত থাকিতেও কিরূপে সূতিকাগৃহ হইতে শিশু অপহৃত হইল এবং কি জন্য তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না; তাহার কারণ কীর্ত্তন করুন ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! নরগণের বুদ্ধিবিমোহিনী শাম্ভবী মায়াই এ বিষয়ের কারণ ইহা লোকে বিশ্রুত আছে; এই সংসারে এরূপ কোন্ ব্যক্তি আছে যে, মায়ায় মোহিত না হয়? ॥ ৬ ॥ জীবগণ যখন মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হয় তখন তাহাতে মানুষেরই গুণ সকল বর্ত্তমান থাকে, বস্তুতঃ দেবতা বা অসুরদিগের গুণ বা স্বভাব বিদ্যমান থাকে না ॥ ৭ ॥ হে নরাধিপ! মনুষ্য দেহধারণ করিলেই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ভয়, তন্দ্রা, ব্যামোহ শোক, সংশয়, হর্ষ, অভিমান, জরা, মরণ, অজ্ঞান, গ্লান, অপ্রীতি, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, মদ ও

যথা হেমমৃগং রামো ন বুবোধ পুরোগতম্।
জানক্যা হরণঞ্চৈব জটায়ুমরণং তথা ॥ ১০ ॥
অভিষেকদিনে রামো বনবাসং ন বেদ চ।
তথা ন জ্ঞাতবান্রামঃ স্বশোকান্মরণং পিতুঃ ॥ ১১ ॥
অজ্ঞবদ্বিচচারাসৌ পশ্যমানো বনে বনে।
জানকীং ন বিবেদাথ রাবণেন হৃতাং বলাৎ ॥ ১২ ॥
সহায়ান্ বানরান্ কৃত্বা হত্বা শক্রসুতং বলাৎ।
সাগরে সেতুবন্ধঞ্চ কৃত্বোত্তীর্য্য সরিৎপতিম্ ॥ ১৩ ॥
প্রেষয়ামাস সর্ব্বাসু দিক্ষু তান্ কপিকুঞ্জরান্।
সংগ্রামং কৃতবান্ ঘোরং দুঃখং প্রাপ রণাজিরে ॥ ১৪ ॥
বন্ধনং নাগপাশেন প্রাপ রামো মহাবলঃ।
গরুড়ান্মোক্ষণং পশ্চাদন্বভূদ্রঘুনন্দনঃ ॥ ১৫ ॥
অহনদ্রাবণং সংখ্যে কুম্ভকর্ণং মহাবলম্।
মেঘনাদং নিকুম্ভঞ্চ কুপিতো রঘুনন্দনঃ ॥ ১৬ ॥
অদূষ্যত্বঞ্চ জানক্যা ন বিবেদ জনার্দ্দনঃ।
দিব্যঞ্চ কারয়ামাস জ্বলিতেঽগ্নৌ প্রবেশনম্ ॥ ১৭ ॥

ন কেবলং কৃষ্ণাবতার এবাসর্ব্বজ্ঞত্বং পরতন্ত্রত্বঞ্চ কিন্তু রামাদ্যবতারেঽপীত্যাহ যথা হেমমৃগমিতি ॥ ১০—১৫ ॥

শ্রম এই সকল দেহজাত ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে ॥ ৮—৯ ॥ দেখুন রামচন্দ্র, নিশাচর মারীচ মায়াবলে হেমময় মৃগরূপ ধরিয়া দৃষ্টিগোচরে উপস্থিত হইলেও কিছুমাত্র জানিতে পারেন নাই; তাহার পর সীতাহরণ ও জটায়ুমরণ এবং অভিষেক দিবসে বনবাস গমন ও তাঁহার শোকে পিতৃমরণ এ সকলের কিছুই অবগত হইতে পারেন নাই ॥ ১০—১১ ॥ রাবণ যখন বলপূর্ব্বক জানকীহরণ করিল, তখন বা তৎপূর্ব্বে তিনি তাহা জানিতে পারেন নাই, কেবল বনে বনে অজ্ঞের ন্যায় অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন ॥ ১২ ॥ তৎপরে তিনি বানরগণকে সহায় এবং ইন্দ্রপুত্র বালিকে বিনাশ করিয়া সাগরে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক তাহা পার হইয়াছিলেন ॥১৩॥ তিনি সীতার অন্বেষণার্থ প্রধান প্রধান বানরগণকে সকল দিকেই প্রেরণ করিয়াছিলেন আর রণাঙ্গনে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া মহৎ দুঃখভোগ করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥ মহাবলশালী রঘুনন্দন রামচন্দ্র নাগপাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন পশ্চাৎ গরুড় আসিয়া তাঁহাকে মুক্ত করে ॥ ১৫ ॥ তদনন্তর তিনি কুপিত হইয়া কুম্ভকর্ণ নিকুম্ভ মেঘনাদ ও রাবণকে বিনাশ করেন ॥ ১৬ ॥ সেই জনার্দ্দন রামচন্দ্র সীতার নির্দ্দোষতা জানিতে না

লোকাপবাদাচ্চ পরং ততস্তত্যাজ তাং প্রিয়াম্‌।
অদূষ্যাং দূষিতাং মত্বা সীতাং দশরথাত্মজঃ ॥ ১৮ ॥
ন জ্ঞাতৌ স্বসুতৌ তেন রামেণ চ কুশীলবৌ।
মুনিনা কথিতৌ তৌ তু তস্য পুত্রৌ মহাবলৌ ॥ ১৯ ॥
পাতালগমনঞ্চৈব জানক্যা জ্ঞাতবান্ন চ।
রাঘবঃ কোপসংযুক্তো ভ্রাতরং হন্তুমুদ্যতঃ ॥ ২০ ॥
কালস্যাগমনঞ্চৈব ন বিবেদ খরান্তকঃ।
মানুষং দেহমাশ্রিত্য চক্রে মানুষচেষ্টিতম্‌।
তথৈব মানুষান্‌ ভাবান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২১ ॥
পূর্ব্বং কংসভয়াৎ প্রাপ্তো গোকুলে যদুনন্দনঃ।
জরাসন্ধভয়াৎ পশ্চাদ্দ্বারবত্যাং গতো হরিঃ ॥ ২২ ॥
অধর্ম্মং কৃতবান্‌ কৃষ্ণো রুক্মিণ্যা হরণঞ্চ যৎ।
শিশুপালবৃতায়াশ্চ জানন্‌ ধর্ম্মং সনাতনম্‌ ॥ ২৩ ॥

কুপিতো রঘুনন্দন ইতি। অনেন সাধনেনেত্থমগ্রে ভবিষ্যতীত্যজ্ঞাত্বৈব প্রারব্ধবশেনৈবেদং সর্ব্বমকরোদিতি ভাবঃ ॥ ১৬—২০ ॥

খরান্তকঃ খরদৈত্যনাশনো রামো মানুষং দেহমাশ্রিত্য প্রারব্ধকর্ম্মযোগান্মানুষচেষ্টিতং চক্রে ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

রামাবতারে দৃষ্টান্তভূতেঽজ্ঞত্বমসর্ব্বজ্ঞত্বং পরতন্ত্রত্বং চাচরণেন দর্শয়িত্বা দার্ষ্টান্তিকে কৃষ্ণাবতারে দর্শয়তি পূর্ব্বং কংসভয়াদিতি ॥ ২২ ॥

পারিয়া তাঁহাকে দিব্য করান এবং বিশেষ পরীক্ষার্থ অগ্নিতে প্রবেশ করাইয়াছিলেন ॥১৭॥ তদনন্তর দশরথতনয় রামচন্দ্র লোকাপবাদভয়ে অদূষিতা প্রেয়সী সীতাকে দূষিতা ভাবিয়া পরিত্যাগ করেন ॥ ১৮ ॥ অরণ্য মধ্যে কুশী লব নামে তাঁহার যে দুই পুত্র উৎপন্ন হয় তিনি জানিতে পারেন নাই। পরে মহর্ষি বাল্মীকি কহিয়া দিলে তবে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥ আরও দেখুন, রামচন্দ্র জানকীর পাতালগমনের বিষয় কিছুই জানিতে পারেন নাই। আর তিনি এক সময়ে কুপিত হইয়া ভ্রাতাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ॥ ২০ ॥ খরনিশাচর-নিপাতনকারী রাম কালপুরুষের আগমন অবগতি করিতে পারেন নাই; ফলতঃ তিনি মানুষদেহ ধারণ করিয়া মানুষের কার্য্যই করিয়াছিলেন। সেই রূপ যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণও মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া সমস্ত মনুষ্যের কার্য্যই করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে আর বিচারণা কি আছে? ॥ ২১ ॥ দেখুন, তিনি প্রথমেই কংসভয়ে গোকুলে গমন করিয়াছিলেন, তদনন্তর জরাসন্ধের ভয়ে দ্বারবতী নগরে পলায়ন করেন ॥ ২২ ॥ আর তিনি সনাতন ধর্ম্ম অবগত হইয়াও শিশুপাল-বৃত রুক্মিণীকে হরণ করিয়াছিলেন; এই

শুশোচ বালকং কৃষ্ণঃ শম্বরেণ হৃতং বলাৎ।
মুমোদ জানন্ পুত্রং তং হর্ষশোকযুতস্ততঃ॥ ২৪॥
সত্যভামাজ্ঞয়া যস্তু যুযুধে স্বর্গতঃ কিল।
ইন্দ্রেণ পাদপার্থস্তু স্ত্রীজিতত্বং প্রকাশয়ন্॥ ২৫॥
জহার কল্পবৃক্ষং যঃ পরাভূয় শতক্রতুম্।
মানিনীমানরক্ষার্থং হরিশ্চক্রধরঃ প্রভুঃ॥ ২৬॥
বদ্ধা বৃক্ষে হরিং সত্যা নারদায় দদৌ পতিম্।
দত্ত্বাথ কনকং কৃষ্ণং মোচয়ামাস ভামিনী॥ ২৭॥
দৃষ্ট্বা পুত্রান্ গুরুগুণান্ প্রদ্যুম্নপ্রমুখানথ।
কৃষ্ণং জাম্ববতী দীনা যযাচে সন্ততিং শুভাম্॥ ২৮॥
স যযৌ পর্ব্বতং কৃষ্ণস্তপসি কৃতনিশ্চয়ঃ।
উপমন্যুর্ম্মুনির্যত্র শিবভক্তঃ পরন্তপঃ॥ ২৯॥
উপমন্যুং গুরুং কৃত্বা দীক্ষাং পাশুপতীং হরিঃ।
জগ্রাহ পুত্রকামস্তু মুণ্ডী দণ্ডী বভূব হ॥ ৩০॥
উগ্রং তত্র তপস্তেপে মাসমেকং ফলাশনঃ।
জজাপ শিবমন্ত্রস্তু শিবধ্যানপরো হরিঃ॥ ৩১॥

ধর্ম্মং জানন্ সন্ শিশুপালেন বৃতায়া রুক্মিণ্যা ইত্যন্বয়ঃ। অনেন চাধর্ম্মনিষ্ঠত্বং কৃষ্ণস্য বোধিতম্॥ ২৩—২৪॥

কার্য্যে তাঁহার অত্যন্ত অধর্ম্ম হইয়াছিল॥ ২৩॥ শম্বর দৈত্য শিশুপুত্রটীকে হরণ করিলে তিনি শোক করিয়াছিলেন, পরে ভগবতীর নিকট তাহা জানিতে পারিয়া হর্ষযুক্ত হইয়াছিলেন; তবেই বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে যে, সাধারণ মনুষ্যের ন্যায় সম্পদ বিপদে তাঁহারও হর্ষ বিষাদ উপস্থিত হইত?॥ ২৪॥ তাহার পর, পারিজাত বৃক্ষের জন্য স্বর্গে গমন করিয়া সত্যভামার আজ্ঞায় ইন্দ্রের সহিত যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্ত্রীর বশীভূত তাহা স্পষ্টই প্রকাশ পাইয়াছে॥ ২৫॥ ঐ যুদ্ধে চক্রধর হরি দেবরাজকে পরাজিত করিয়া মানিনীর মান রক্ষার নিমিত্ত কল্পবৃক্ষ হরণ করিয়াছিলেন॥ ২৬॥ পরন্তু, সত্যভামা আবার হরিকে বৃক্ষে বন্ধন করিয়া নারদকে দান করেন, তৎপরে সেই ভামিনী কনকরাশি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে মোচিত করিয়াছিলেন॥ ২৭॥ বহুগুণসম্পন্ন প্রদ্যুম্নপ্রভৃতি রুক্মিণীপুত্রগণকে দর্শন করিয়া জাম্ববতী অতি দীনভাবে তাঁহার নিকট সুশোভন সন্ততির নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। কৃষ্ণ তাঁহার পুত্রের নিমিত্ত তপস্যায় কৃতনিশ্চয় হইয়া যেখানে শিবভক্ত উপমন্যু মুনি অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন॥ ২৮—২৯॥ সেই হরি

দ্বিতীয়ে তু জলাহারস্তিষ্ঠন্নেকপদো হরিঃ।
তৃতীয়ে বায়ুভক্ষস্তু পাদাঙ্গুষ্ঠাগ্রসংস্থিতঃ॥ ৩২॥
ষষ্ঠে তু ভগবান্ রুদ্রঃ প্রসন্নো ভক্তিভাবতঃ।
দর্শনঞ্চ দদৌ তত্র সোমঃ সোমকলাধরঃ॥ ৩৩॥
আজগাম বৃষারূঢ়ঃ সুরৈরিন্দ্রাদিভির্বৃতঃ।
ব্রহ্মবিষ্ণুযুতঃ সাক্ষাদ্‌যক্ষগন্ধর্ব্বসেবিতঃ॥ ৩৪॥
সম্বোধয়ন্ বাসুদেবং শঙ্করস্তমুবাচ হ।
তুষ্টোঽস্মি কৃষ্ণ! তপসা তবোগ্রেণ মহামতে!॥ ৩৫॥
দদামি বাঞ্ছিতান্ কামান্ ব্রূহি যাদবনন্দন!।
ময়ি দৃষ্টে কামপূরে কামশেষো ন সম্ভবেৎ॥ ৩৬॥

ব্যাস উবাচ।

তং দৃষ্ট্বা শঙ্করং তুষ্টং ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
পপাত পাদয়োস্তস্য দণ্ডবৎ প্রেমসংযুতঃ॥ ৩৭॥
স্তুতিং চকার দেবেশো মেঘগম্ভীরয়া গিরা।
স্থিতস্তু পুরতঃ শম্ভোর্ব্বাসুদেবঃ সনাতনঃ॥ ৩৮॥

স্বর্গতঃ স্বর্গে গত ইত্যর্থঃ। সার্ব্ববিভক্তিকস্তসির্ব্বা॥ ২৫—৩৭॥

পুত্রকামনায় উপমন্যুকে দীক্ষাগুরু নিরূপিত করিয়া পাশুপত মন্ত্র গ্রহণ ও মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক দণ্ডী হইয়াছিলেন॥ ৩০॥ তথায় প্রথম মাসে ফলমাত্র আহার করিয়া শিবের ধ্যান-পরায়ণ এবং শিবমন্ত্র জপে নিরত হইয়া উগ্রতর তপস্যা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মাসে জল-মাত্র পান করিয়া এক পদে অবস্থিত হন। তৃতীয় মাসে কেবলমাত্র বায়ু ভক্ষণ পূর্ব্বক পাদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগে অবস্থিত হইয়া তপস্যা করেন। ৩১—৩২॥ এইরূপে কিছুকাল গত হইলে ষষ্ঠ মাসে ইন্দুমৌলি ভগবান্ রুদ্রদেব তাঁহার ভক্তিভাবে প্রসন্ন হইয়া সেই স্থানে তাঁহাকে দর্শন দান করিলেন। মহাদেব বৃষে আরোহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সহিত, ইন্দ্রাদি দেবগণে পরিবৃত এবং যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক সেবিত হইয়া তথায় আগমন পূর্ব্বক বাসু-দেবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহামতে যদুনন্দন কৃষ্ণ! আমি তোমার উগ্র তপ-স্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, এক্ষণে তোমার বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর আমি এখনি তাহা প্রদান করিতেছি। আমি সমস্ত ভক্তবৃন্দের বাসনাপূরণকারী, আমার সাক্ষাৎলাভ হইলে এরূপ কি কামনা আছে যাহা পরিপূর্ণ না হয়॥ ৩৩—৩৬॥

ব্যাস বলিলেন, ভগবান্ দেবকীতনয় শঙ্করদেবকে প্রসন্ন দেখিয়া প্রেমাকুলিতচিত্তে তাঁহার পদতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন এবং সেই সুরেশ্বর সনাতন বাসুদেব শম্ভুর

কৃষ্ণ উবাচ।

দেবদেব জগন্নাথ সর্ব্বভূতার্ত্তিনাশন!।
বিশ্বযোনে সুরারিঘ্ন নমস্ত্রৈলোক্যকারক!॥ ৩৯॥
নীলকণ্ঠ নমস্তুভ্যং শূলিনে তে নমো নমঃ।
শৈলজাবল্লভায়াথ যজ্ঞঘ্নায় নমোঽস্তু তে॥ ৪০॥
ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং দর্শনাত্তব সুব্রত!।
জন্ম মে সফলং জাতং নত্বা তে পাদপঙ্কজম্॥ ৪১॥
বদ্ধোঽহং স্ত্রীময়ৈঃ পাশৈঃ সংসারেঽস্মিঞ্জগদ্গুরো!।
শরণং তেঽদ্য সম্প্রাপ্তো রক্ষণার্থং ত্রিলোচন!॥ ৪২॥
সম্প্রাপ্য মানুষং জন্ম খিন্নোঽহং দুঃখনাশন!।
ত্রাহি মাং শরণং প্রাপ্তং ভবভীতং ভবাধুনা॥ ৪৩॥
গর্ভবাসে মহদ্দুঃখং প্রাপ্তং মদনদাহক!।
জন্মতঃ কংসভয়জমসুভূতঞ্চ গোকুলে॥ ৪৪॥
জাতোঽহং নন্দগোপালো বল্লবাজ্ঞাকরস্তথা।
গোরজঃকীর্ণকেশস্তু ভ্রমন্ বৃন্দাবনে বনে॥ ৪৫॥

পুরতোঽগ্রে স্থিতস্য শম্ভোঃ স্তুতিং চকারেত্যন্বয়ঃ॥ ৩৮—৪২॥

পুরোভাগে অবস্থিত হইয়া মেঘ-গম্ভীর-স্বরে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন॥ ৩৭—৩৮॥ হে দেবদেব! হে জগন্নাথ! আপনিই অখিল জীবের দুর্গতি বিনাশ করেন, হে অসুর-নাশন! আপনিই এই বিশ্বের স্রষ্টা ও কারণস্বরূপ, অতএব আপনাকে নমস্কার করি॥৩৯॥ হে নীলকণ্ঠ! আপনাকে প্রণাম করি, হে শূলধারিন্! আপনাকে আমি পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিতেছি। হে শৈলজাবল্লভ! আপনিই দক্ষযজ্ঞ-বিনাশক, আমি আপনাকে নমস্কার করি॥৪০॥ আপনাকে দর্শন করিয়া আমি ধন্য ও কৃতকৃত্য হইলাম; হে সুব্রত! আপনার পাদপঙ্কজে প্রণাম করিয়া আমার জন্ম সফল হইল॥ ৪১॥ হে অখিলগুরো হে ত্রিলোচন! আমি কামিনীময় পাশ দ্বারা এই সংসারে সম্বদ্ধ হইয়াছি, এক্ষণে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত আপনার শরণাপন্ন হইলাম॥ ৪২॥ হে দুঃখবিনাশন! আমি মানুষ জন্ম প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত খিন্ন হইয়াছি; হে ভব! ভবভয়ে ভীত হইয়া আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম, এক্ষণে আপনি আমাকে পরিত্রাণ করুন॥ ৪৩॥ হে মদনদাহন! আমি গর্ভবাসে মহদ্দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহার পর, কংসভয়ে নন্দ গোকুলে যাইয়া নিরন্তর দুঃখভোগ করিয়াছি, তথায় গোপের আজ্ঞাকারী হইয়া গোচারণ করত নন্দের গোপাল হইয়া এবং গোধূলি দ্বারা

ম্লেচ্ছরাজভয়ত্রস্তো গতো দ্বারবতীং পুনঃ।
ত্যক্ত্বা পিত্র্যং শুভং দেশং মাথুরং দুর্লভং বিভো ॥ ৪৬ ॥
যযাতিশাপবন্ধেন তস্মৈ দত্তং ভয়াদ্বিভো ! ।
রাজ্যং সুপুষ্টমপি চ ধর্ম্মরক্ষাপরেণ চ ॥ ৪৭ ॥
উগ্রসেনস্য দাসত্বং কৃতং বৈ সর্ব্বদা ময়া।
রাজাসৌ যাদবানাং বৈ কৃতো নঃ পূর্ব্বজৈঃ কিল ॥ ৪৮ ॥
গার্হস্থ্যং দুঃখদং শম্ভো ! স্ত্রীবশ্যং ধর্ম্মখণ্ডনম্।
পারতন্ত্র্যং সদা বন্ধো মোক্ষবার্ত্তাত্র দুর্লভা ॥ ৪৯ ॥
রুক্মিণ্যাস্তনয়ান্ দৃষ্ট্বা ভার্য্যা জাম্ববতী মম।
প্রেরয়ামাস পুত্রার্থং তপসে মদনান্তক ! ॥ ৫০ ॥
সকামেন ময়া তপ্তং তপঃ পুত্রার্থমদ্য বৈ।
লজ্জা ভবতি দেবেশ ! প্রার্থনায়াঞ্জগদ্গুরো ! ॥ ৫১ ॥
কস্ত্বামারাধ্য দেবেশং মুক্তিদং ভক্তবৎসলম্।
প্রসন্নং যাচতে মূঢ়ঃ ফলং তুচ্ছং বিনাশি যৎ ॥ ৫২ ॥

দুঃখপ্রাপ্তেঃ কারণমাহ সম্প্রাপ্য মানুষং জন্মেতি ॥ ৪৩—৪৫ ॥
ম্লেচ্ছরাজভয়াৎ কালযবনভয়াৎত্রস্তঃ ॥ ৪৬ ॥
স্বরাজ্যাগ্রহণকারণমাহ। যযাতিশাপেতি। তস্মৈ উগ্রসেনায় ॥ ৪৭—৪৯ ॥
স্বতপস্যাগমনহেতুং কথয়তি রুক্মিণ্যাস্তনয়ান্ দৃষ্ট্বেতি ॥ ৫০—৫২ ॥

প্রকীর্ণকেশ হইয়া নিয়তই বৃন্দাবনের নিবিড়বনে পরিভ্রমণ করিয়াছি ॥ ৪৪—৪৫ ॥ হে বিভো ! আমি ম্লেচ্ছরাজ কালযবনের ভয়ে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া সুদুর্লভ পিতৃস্থান মথুরাপুরী পরিহার পূর্ব্বক দ্বারবতী নগরীতে গমন করিয়াছি ॥ ৪৬ ॥ হে প্রভো ! যযাতির অভিশাপ হেতু ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত উৎকৃষ্ট সুপুষ্ট রাজ্যও উগ্রসেনকে প্রদান করিয়াছি। আমার পূর্ব্বজগণ তাঁহাকেই যাদবগণের রাজা করিয়াছিলেন আমি তদনুসারে তাঁহাকে রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক নিয়তই তাঁহার দাসত্ব করিতেছি ॥ ৪৭—৪৮ ॥ হে শম্ভো ! গার্হস্থ্য-আশ্রম অতিশয় দুঃখপ্রদ, স্ত্রীবশ্য ও ধর্ম্মনাশক, তাহাতে সর্ব্বদাই পরাধীনতা, ভববন্ধনমোচনের বার্ত্তা তাহাতে অত্যন্তই দুর্লভ ॥ ৪৯ ॥ হে মদনান্তক ! জাম্ববতী নাম্নী আমার এক ভার্য্যা রুক্মিণীর তনয়গণকে দর্শন করিয়া সুশোভন সন্তান লাভের নিমিত্ত আমাকে তপস্যা করিতে প্রেরণ করিয়াছে ॥ ৫০ ॥ হে দেবেশ ! হে জগদ্গুরো ! আমি কামনা-পরবশ হইয়া এক্ষণে পুত্রের নিমিত্ত তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ; দেব ! এই পুত্র প্রার্থনায় আমার অত্যন্ত লজ্জা বোধ হইতেছে ॥ ৫১ ॥ আপনি ভক্তবৎসল, মুক্তিপ্রদ, সকল দেব-

সোঽহং মায়াবিমূঢ়াত্মা যাচে পুত্রসুখং বিভো ! ।
কামিন্যা প্রেরিতঃ শম্ভো ! মুক্তিদং ত্বাং জগৎপতে ! ॥ ৫৩ ॥
জানামি দুঃখদং শম্ভো ! সংসারং দুঃখসাধনম্ ।
অনিত্যং নাশধর্ম্মাণং তথাপি বিরতির্ন মে ॥ ৫৪ ॥
শাপান্নারায়ণাংশোঽহং জাতোঽস্মিন্ ক্ষিতিমণ্ডলে ।
ভোক্তুং বহুতরং দুঃখং মায়াপাশেন যন্ত্রিতঃ ॥ ৫৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তবন্তং গোবিন্দং প্রত্যুবাচ মহেশ্বরঃ ।
বহবস্তে ভবিষ্যন্তি পুত্ত্রাঃ শক্রনিসূদন ! ॥ ৫৬ ॥
স্ত্রীণাং ষোড়শসাহস্রং ভবিষ্যতি শতাধিকম্ ।
তাসু পুত্ত্রা দশ দশ ভবিষ্যন্তি মহাবলাঃ ॥ ৫৭ ॥
ইত্যুক্ত্বোপররামাশু শঙ্করঃ প্রিয়দর্শনঃ ।
উবাচ গিরিজা দেবী প্রণতং মধুসূদনম্ ॥ ৫৮ ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবাহো সংসারেঽস্মিন্নরাধিপ ! ।
গৃহস্থপ্রবরো লোকে ভবিষ্যতি ভবানিহ ॥ ৫৯ ॥

সোঽহমিতি। স মূঢ়োঽহং। মূঢ়ত্বে কারণমাহ যতঃ স্ত্রিয়া প্রেরিতো মুক্তিদং ত্বাং অকিঞ্চিৎকরং পুত্রসুখং প্রার্থয়ামি ॥ ৫৩—৫৫ ॥

পুত্রকামুকশ্রীকৃষ্ণং প্রতি মহাদেবস্য বরদানমাহ বহব ইতি ॥ ৫৬—৫৯ ॥

গণের ঈশ্বর ; আরাধনা দ্বারা আপনাকে প্রসন্ন করিয়া কোন্ মূঢ় ব্যক্তি বিনাশশীল তুচ্ছ ফলের প্রার্থনা করিয়া থাকে ? ॥ ৫২ ॥ হে জগতীপতে ! হে বিভো ! আপনাকে সাক্ষাৎ মুক্তিদাতা স্বরূপ জানিয়াও মায়ায় বিমোহিত হইয়া কামিনীর প্রলোভনায় মোক্ষতত্ত্ব বিসর্জ্জন দিয়া পুত্রসুখ প্রার্থনা করিতেছি ; অতএব আমার তুল্য মূঢ় ব্যক্তি আর কে আছে ? ॥ ৫৩ ॥ হে শঙ্কর ! সংসার দুঃখাগার, সংসার দুঃখের কারণ, সংসার অনিত্য, সংসার বিনাশ ধর্ম্মশীল, আমি এ সকলই জানি, তথাপি সংসারে আমার বিরতি নাই ॥ ৫৪ ॥ আমি নারায়ণের অংশরূপী হইয়াও শাপবশে মায়াপাশে নিয়ন্ত্রিত হইয়া বহুতর দুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্ত অবনীতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি ॥ ৫৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! শক্রঘাতন গোবিন্দ এইরূপ স্তব করিলে দেবদেব মহাদেব তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, কৃষ্ণ ! তোমার বহুসংখ্যক পুত্র হইবে ॥ ৫৬ ॥ তোমার শতাধিক ষোড়শ সহস্র রমণী হইবে ; সেই সকল রমণীর প্রত্যেকের গর্ভে দশ দশটি করিয়া মহাবল

ততো বর্ষশতান্তে তু দ্বিজশাপাৎ জনার্দ্দন!।
গান্ধার্য্যাশ্চ তথা শাপাৎ ভবিতা তে কুলক্ষয়ঃ॥ ৬০॥
পরস্পরং নিহত্যাজৌ পুত্ত্রাস্তে মদ্যমোহিতাঃ।
গমিষ্যন্তি ক্ষয়ং সর্ব্বে যাদবাশ্চ তথাপরে॥ ৬১॥
সানুজস্ত্বং তথা দেহং ত্যক্ত্বা যাস্যসি বৈ দিবম্।
শোকস্তত্র ন কর্ত্তব্যো ভবিতব্যং প্রতি প্রভো!॥ ৬২॥
অবশ্যম্ভাবিভাবানাং প্রতীকারো ন বিদ্যতে।
তত্র শোকো ন কর্ত্তব্যো নূনং মম মতং সদা॥ ৬৩॥
অষ্টাবক্রস্য শাপেন ভার্য্যাশ্চ মধুসূদন!।
চৌরেভ্যো গ্রহণং কৃষ্ণ! গমিষ্যন্তি মৃতে ত্বয়ি॥ ৬৪॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে শম্ভুঃ সোমঃ সসুরমণ্ডলঃ।
উপমন্যুং প্রণম্যাথ কৃষ্ণোঽপি দ্বারকাং যযৌ॥ ৬৫॥

যদুবংশধ্বংসকারণমাহ ততো বর্ষশতান্তে ইতি॥ ৬০॥
অপরে বৃষ্ণ্যন্ধকাদয়ঃ॥ ৬১—৬৪॥
সোমশ্চন্দ্রমৌলিশ্চন্দ্রমণ্ডলাধিষ্ঠাতা বা সোমমূর্ত্তিত্বাৎ॥ ৬৫॥

পরাক্রান্ত পুত্র উৎপন্ন হইবে সন্দেহ নাই॥ ৫৭॥ প্রিয়দর্শন শঙ্কর এই বলিয়া বিরত হইলে শ্রীকৃষ্ণ গিরিজার চরণে প্রণাম করিলেন; তখন, দেবী পার্ব্বতী বাসুদেবকে পুনঃ পুনঃ সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, হে মহাবাহো! কৃষ্ণ! হে নরশ্রেষ্ঠ! এই সংসারে তুমি সমস্ত গৃহস্থগণের আদর্শস্বরূপ হইবে, তদনন্তর শতবৎসর গত হইলে বিপ্রশাপে এবং গান্ধারীর অভিশাপে তোমার কুলক্ষয় হইবে॥ ৫৮—৬০॥ তোমার পুত্রগণ এবং অন্যান্য যাদবগণ মদিরাপানে বিমোহিত হইয়া যুদ্ধস্থলে পরস্পর প্রহার পূর্ব্বক বিনাশ প্রাপ্ত হইবে॥ ৬১॥ তাহার পর তুমি বলভদ্রের সহিত দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করিবে; হে বিভো তুমি সেই ভবিতব্য বিষয়ে কদাচই শোক করিও না॥ ৬২॥ তুমি জানিও যে অবশ্যম্ভাবি বিষয়ের প্রতিকার নাই, সুতরাং তদ্বিষয়ে শোক করা কর্ত্তব্য নহে, ইহাই আমার নিয়তমত জানিবে॥ ৬৩॥ মধুসূদন! মহর্ষি অষ্টাবক্রের অভিশাপে তোমার মরণান্তে তোমার ভার্য্যাগণ দুর্দ্দান্ত দস্যুগণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইবে সন্দেহ নাই॥ ৬৪॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দেবী পার্ব্বতী এই বাক্য বলিলে, শম্ভু সুরগণের সহিত অন্তর্হিত হইলেন, কৃষ্ণও উপমন্যুকে প্রণাম করিয়া দ্বারকায় গমন করিলেন॥ ৬৫॥ অতএব

তস্মাদ্‌ব্রহ্মাদয়ো রাজন্‌ ! সন্তি যদ্যপ্যধীশ্বরাঃ ।
তথাপি মায়াকল্লোলযোগসংক্ষুভিতান্তরাঃ ॥ ৬৬ ॥
তদধীনাঃ স্থিতাঃ সর্ব্বে কাষ্ঠপুত্তলিকোপমাঃ ॥ ৬৭ ॥
যথা যথা পূর্ব্বভবং কর্ম্ম তেষাং তথা তথা ।
প্রেরয়ত্যনিশং মায়া পরব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৬৮ ॥
ন বৈষম্যং ন নৈর্ঘৃণ্যং ভগবত্যাং কদাচন ।
কেবলং জীবমোক্ষার্থং যততে ভুবনেশ্বরী ॥ ৬৯ ॥
যদি সা নৈব সৃজ্যেত জগদেতচ্চরাচরম্‌ ।
তদা মায়াবিনাভূতং জড়ং স্যাদেব নিত্যশঃ ॥ ৭০ ॥

এতাবৎপর্য্যন্তং কৃষ্ণস্যাল্পজ্ঞত্বং পরতন্ত্রত্বং স্ত্রীজিতত্বমনীশ্বরত্বং মূঢ়ত্বং চোপপাদিতম্‌। তদেবমুপসংহরঞ্ছ্রীভগবত্যাঃ সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বোত্তমত্বং সর্ব্বেশ্বরত্বং সর্ব্বারাধ্যত্বঞ্চ শ্রুত্যাগম-সিদ্ধমুপসংহরতি তস্মাদিতি। যস্মাদ্ধেতোরেতাদৃশী বিড়ম্বনৈতাদৃশাবতারাণাং ভবতি তস্মাদ্‌যদ্যপি ব্রহ্মাদয়োঽস্মদপেক্ষয়াধীশ্বরাঃ পরমেশ্বরাঃ সন্তি। তথাপি ন সর্ব্বাপেক্ষয়া পরমেশ্বরাঃ কিন্তু মায়ায়াঃ কল্লোলান্তরঙ্গাস্তেষাং বেগেন ক্ষুভিতান্তরাঃ সন্তি ॥ ৬৬ ॥

যথা কাষ্ঠপুত্তলিকা পুরুষাধীনা তদ্বদুপমা যেষামেতাদৃশাস্তদধীনা মায়াধীনাঃ সন্তি। তস্মান্মুখ্যা সর্ব্বাপেক্ষয়া সর্ব্বেশ্বরী সৈবাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৬৭ ॥

সা চ ন স্বাতন্ত্র্যেণ জগৎ প্রেরয়তি কিন্তু প্রাক্তনকর্ম্মানুরোধেনান্যথোচ্চাবচপ্রাণি কর্তৃত্বেন বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে স্যাতামিত্যাহ যথা যথেতি। মায়া পরব্রহ্মস্বরূপিণীতিপদেন মায়া-বিশিষ্টব্রহ্মস্বরূপিণীতি স্পষ্টমেবোক্তম্‌ ॥ ৬৮ ॥

যস্মাদেবং তস্মান্ন বৈষম্যমিতি যদি তস্যাঃ স্বাতন্ত্র্যেণেচ্ছা নাস্তি তর্হি কিমর্থমন্যকর্ম্মানু-রুধ্য সা জগৎ করোতীতি চেত্তত্রাহ জীবমোক্ষার্থমিতি ॥ ৬৯ ॥

তদেবোপপাদয়তি। প্রলয়কালে জগন্মায়ায়াং লীনং তথৈব তিষ্ঠেন্নতু মুক্তং ভবেৎ তত্তৎকর্ম্মানুরোধেন। জগৎসর্জ্জনে তু কর্ম্মোপাসনাকরণেন শ্রবণমননাদিনা চাত্মসাক্ষাৎ-কারেণ জগন্মুক্তং ভবেত্তস্মাৎ কারুণ্যমবলম্ব্য স্বেচ্ছয়া বিহারেঽপি প্রাণিমোক্ষার্থং জগজ্জীবা-

---

হে রাজেন্দ্র ! যদিও ব্রহ্মাপ্রভৃতি দেবগণ জগতের অধীশ্বর বলিয়া বিশ্রুত হইয়া থাকেন, তথাপি তাঁহারা মায়াসিন্ধুর কল্লোলমালায় সংক্ষুভিত হইতেছেন। তাঁহারা কাষ্ঠপুত্তলি-কার ন্যায় মায়ার অধীন হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন সন্দেহ নাই ॥ ৬৬—৬৭ ॥ তাঁহাদের যেমন যেমন পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম, পরব্রহ্মরূপিণী মহামায়া তাঁহাদিগকে সেই সেই রূপেই প্রেরণ করিয়া থাকেন ॥ ৬৮ ॥ তাঁহার বৈষম্য বা নিষ্কারুণ্য নাই, সেই ভুবনেশ্বরী জীব-গণের মুক্তির নিমিত্তই নিরন্তর যত্ন করিয়া থাকেন ॥ ৬৯ ॥ যদি সেই ভুবনেশ্বরী এই চরাচর জগতের সৃষ্টি না করিতেন এবং কূটস্থ চৈতন্যরূপে জীবের অধিষ্ঠাত্রী না হইতেন তাহা হইলে, এই সমস্ত জগৎ জড়বৎ হইয়া তামসী মায়ায় বিলীন হইয়া যাইত সন্দেহ

তস্মাৎ কারুণ্যমাশ্রিত্য জগজ্জীবাদিকঞ্চ যৎ।
করোতি সততং দেবী প্রেরয়ত্যনিশঞ্চ তৎ॥ ৭১॥
তস্মাদ্ব্রহ্মাদিমোহেঽস্মিন্ কর্ত্তব্যঃ সংশয়ো ন হি।
মায়ান্তঃপাতিনঃ সর্ব্বে মায়াধীনাঃ সুরাসুরাঃ॥ ৭২॥
স্বতন্ত্রা সৈব দেবেশী স্বেচ্ছাচারবিহারিণী।
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্! সেবনীয়া মহেশ্বরী॥ ৭৩॥
নাতঃপরতরং কিঞ্চিদধিকং ভুবনত্রয়ে।
এতদ্ধি জন্মসাফল্যং পরাশক্তেঃ পদস্মৃতিঃ॥ ৭৪॥
মা ভূত্তত্র কুলে জন্ম যত্র দেবী ন দৈবতম্।
অহং দেবী ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্॥ ৭৫॥
ইত্যভেদেন তাং নিত্যাং চিন্তয়েজ্জগদম্বিকাম্।
জ্ঞাত্বা গুরুমুখাদেনাং বেদান্তশ্রবণাদিভিঃ॥ ৭৬॥
নিত্যমেকাগ্রমনসা ভাবয়েদাত্মরূপিণীম্।
মুক্তো ভবতি তেনাশু নান্যথা কর্ম্মকোটিভিঃ॥ ৭৭॥

দিকং করোতি কর্ম্মানুরোধেন তদেব প্রেরয়তি চেতি ভাবঃ। মায়াবিনাভূতং মায়ায়াং লীনমিত্যর্থঃ। জড়ং বুদ্ধিরহিতমিত্যর্থঃ॥ ৭০—৭১॥

তস্মাৎ হে রাজন্! ব্রহ্মাদীনাং কথং মোহো ভবতীত্যাদিপূর্ব্বোক্তঃ সংশয়স্ত্বয়া নৈব কর্ত্তব্য ইত্যাহ তস্মাদিতি। তত্র হেতুমাহ মায়ান্তঃপাতিন ইতি॥ ৭২॥

তর্হি স্বতন্ত্রঃ কোঽস্তীতি চেত্তত্রাহ স্বতন্ত্রা সৈব দেবেশীতি॥ ৭৩—৭৭॥

নাই॥ ৭০॥ অতএব, দেবী ভুবনেশ্বরী কারুণ্যবশতঃ এই জীবাদি জগৎ সমুদায় সৃষ্টি করিয়া প্রত্যেক জীবে অধিষ্ঠাত্রী থাকিয়া তাহাদিগের কর্ম্মানুসারে তাঁহাদিগকে পরিচালন করিতেছেন॥ ৭১॥ সেই হেতু ব্রহ্মাদিও যে মায়ায় মোহিত হইয়া রহিয়াছেন একথায় আর সন্দেহ নাই; কারণ, সুর ও অসুরাদি সমস্তই মায়ার অন্তর্গত ও মায়ার অধীন॥৭২॥ অতএব, হে রাজন্! ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, কেবল সেই মহাদেবী ভগবতীই আপন ইচ্ছাবশে বিহার ও বিচরণ করিয়া থাকেন, তিনি কাহারও অধীন নহেন; এজন্য সর্ব্বান্তঃকরণে মহেশ্বরীর সেবা করাই কর্ত্তব্য॥ ৭৩॥ এই ত্রিভুবনে তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর বা উৎকৃষ্ট বস্তু আর কিছুই নাই; অতএব সেই পরমশক্তির চরণ স্মরণ ব্যতিরেকে জন্মের সাফল্য লাভ হইতে পারে না॥ ৭৪॥ "সেই দেবী যে কুলের অভীষ্টদেবতা নহেন, সেই কুলে যেন জন্ম না হউক; আমিই সেই দেবী ভগবতী আমি অন্য নহি আমিই ব্রহ্ম আমি শোকভাগী নহি, এইরূপ অভেদ জ্ঞানে সেই নিত্যা জগদম্বিকার চিন্তা করিবে। প্রথমে গুরুমুখে তদনন্তর

শ্বেতাশ্বতরাদয়ঃ সর্ব্বে ঋষয়ো নির্ম্মলাশয়াঃ।
আত্মরূপাং হৃদা জ্ঞাত্বা বিমুক্তা ভববন্ধনাৎ॥ ৭৮॥
ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদয়স্তদ্বদ্গৌরীলক্ষ্ম্যাদয়স্তথা।
তামেব সমুপাসন্তে সচ্চিদানন্দরূপিণীম্॥ ৭৯॥
ইতি তে কথিতং রাজন্ যদ্যৎ পৃষ্টং ত্বয়ানঘ!।
প্রপঞ্চতাপত্রস্তেন কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ৮০॥
এতত্তে কথিতং রাজন্ময়াখ্যানমনুত্তমম্।
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং পুরাণং পরমাদ্ভুতম্॥ ৮১॥
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং পুরাণং বেদসম্মিতম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো দেবীলোকে মহীয়তে॥ ৮২॥

আত্মরূপাং হৃদা জ্ঞাত্বেতি। তথাচ শ্বেতাশ্বতরোপনিষদি তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি॥ ৭৮—৮১॥

দেবীলোকে পূর্ব্বোক্তে মণিদ্বীপে॥ ৮২॥

পুরাণং পঞ্চমমিতি। ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথেতি মহাপুরাণসংগ্রহবাক্যে পুরাণান্তরেষু পঞ্চমত্বেন গৃহীতমিত্যর্থঃ॥ ৮৩॥

শ্রীমচ্ছৈবকুলোৎপন্নো রঙ্গনাথাত্মজঃ সুধীঃ।
শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসম্ভূতো নীলকণ্ঠোঽভিধানতঃ॥ ১॥
দেবীভাগবতস্যাস্য ব্যাখ্যানরহিতস্য চ।
ব্যাখ্যাং যঃ কৃতবান্ সম্যক্তিলকাখ্যাং শুভার্থদাম্॥ ২॥

বেদান্তশ্রবণাদি দ্বারা ভগবতীকে জানিয়া প্রতিদিন একাগ্রমানসে সেই আত্মরূপিণীর ধ্যান করিলে অচিরকাল মধ্যে মুক্তিলাভ হইবে, অন্যথা কর্ম্মকোটি দ্বারাও মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই॥ ৭৫—৭৭॥ শ্বেতাশ্বতরাদি নির্ম্মলাশয় ঋষিগণ এই আত্মরূপিণীকে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন॥ ৭৮॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাগণ, এবং গৌরী ও লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীগণও সেই সচ্চিদানন্দরূপিণীর উপাসনা করিয়া থাকেন॥ ৭৯॥ হে বিমলাত্মন্ রাজেন্দ্র! সংসারভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে আমি তৎসমস্তই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে বাসনা কর?॥ ৮০॥ রাজন্! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্ববিধ পাপনাশক, পুণ্যকর, পরম অদ্ভুত পুরাণাখ্যান কীর্ত্তন করিলাম। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই বেদতুল্য ভাগবত পুরাণ কথা শ্রবণ করে, সে সর্ব্ববিধ পাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া দেবীলোকে গমন পূর্ব্বক মহামহিমায় কালযাপন করিয়া থাকে সন্দেহ নাই॥ ৮১—৮২॥

সূত উবাচ ।

এতন্ময়া শ্রুতং ব্যাসাৎ কথ্যমানং সবিস্তরম্ ।
পুরাণং পঞ্চমং নূনং শ্রীমদ্ভাগবতাভিধম্ ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
দেবীসর্ব্বেশত্বকথনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

অষ্টাধিকৈর্ব্বহ্নিবিধুভুবিবিষ্ণুরাভিধৈঃ (১৪১৮) । পদ্যৈশ্চতুর্থস্কন্ধোঽয়ং কথিতো ব্যাসনির্ম্মিতৈঃ ॥

চতুর্থস্কন্ধ এতস্যাঃ সমাপ্তোঽস্তচতুর্ভার্থদঃ ।
প্রীয়তাং তেন মে দেবী ভুবনেশী মহেশ্বরী ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীশৈবকুলোৎপন্নরঙ্গনাথাত্মজলক্ষ্মীগর্ভজনীলকণ্ঠবিরচিতে
ভাগবতব্যাখ্যানে তিলকাভিধে চতুর্থস্কন্ধে
পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! ব্যাসদেব এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক পঞ্চম পুরাণ পূর্ব্বে কীর্ত্তন করেন, আমি তাঁহার নিকট যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম আপনাদিগের নিকটও সেইরূপ বর্ণন করিলাম ॥ ৮৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে সর্ব্বদেব হইতে দেবীর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণন
নামক পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সমাপ্তশ্চায়ং চতুর্থস্কন্ধঃ ।

[illegible]

মহাপুরাণম্।

শৈব শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্ট বিরচিত তিলকাখ্য টীকা

টিপ্পনী-বঙ্গানুবাদ সমেতঞ্চ।

শ্রীযুক্ত রায় বরদাপ্রসাদ বস্থ বাহাদুরস্য প্রযত্নেন

শ্রীহরিচরণ বস্থনা

সম্পাদিতম্।

(দ্বিতীয়াংশঃ।)

কলিকাতা-রাজধান্যাং

পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট্ ৭১ নং ভবনস্থ শব্দকল্পদ্রুম-কার্য্যালয়াৎ

সম্পাদকেন বঙ্গাক্ষরৈঃ প্রকাশিতম্।

শকাব্দাঃ ১৮[illegible]

শ্রীমদ্দেবীভাগবতের সূচীপত্র

পঞ্চম স্কন্ধ।

[১—৩৫৫ পৃষ্ঠা। ৩৫ অধ্যায়।]

প্রথম অধ্যায়। ১—১১ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়। ১২—১৯ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায়। ২০—২৮ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ অধ্যায়। ২৯—৩৬ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম অধ্যায়। ৩৭—৪৫ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ অধ্যায়। ৪৬—৫৩ পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায়। ৫৪—৬৩ পৃষ্ঠা।

অষ্টম অধ্যায়। ৬৪—৭৫ পৃষ্ঠা।

নবম অধ্যায়। ৭৬—৮৬ পৃষ্ঠা।

দশম অধ্যায়। ৮৭—৯৬ পৃষ্ঠা।

একাদশ অধ্যায়। ৯৭—১০৭

দ্বাদশ অধ্যায়। ১০৮—১১৭ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়। ১১৮—১২৫ পৃষ্ঠা।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়। ১২৬—১৩৩ পৃষ্ঠা।

পঞ্চদশ অধ্যায়। ১৩৪—১৪৩ পৃষ্ঠা।

ষোড়শ অধ্যায়। ১৪৪—১৫৪ পৃষ্ঠা।

সপ্তদশ অধ্যায়। ১৫৫—১৬৩ পৃষ্ঠা।

অষ্টাদশ অধ্যায়। ১৬৪—১৭৪ পৃষ্ঠা।

একোনবিংশ অধ্যায়। ১৭৫—১৯০ পৃষ্ঠা।

বিংশ অধ্যায়। ১৯১—১৯৯ পৃষ্ঠা।

একবিংশ অধ্যায়। ২০০—২০৮ পৃষ্ঠা।

দ্বাবিংশ অধ্যায়। ২০৯—২২০ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। ২২১—২৩০ পৃষ্ঠা।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়। ২৩১—২৪০ পৃষ্ঠা।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়। ২৪১—২৫০ পৃষ্ঠা।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়। ২৫১—২৬১ পৃষ্ঠা।

সপ্তবিংশ অধ্যায়। ২৬২—২৭২ পৃষ্ঠা।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়। ২৭৩—২৮২ পৃষ্ঠা।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়। ২৮৩—২৯২ পৃষ্ঠা।

ত্রিংশ অধ্যায়। ২৯৩—৩০২। পৃষ্ঠা।

একত্রিংশ অধ্যায়। ৩০৩—৩১৪ পৃষ্ঠা।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়। ৩১৫—৩২৬ পৃষ্ঠা।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়। ৩২৭—৩৩৮ পৃষ্ঠা।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়। ৩৩৯—৩৪৬ পৃষ্ঠা।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়। ৩৪৭—৩৫৫ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ স্কন্ধ।

[৩৫৭—৬৭৪ পৃষ্ঠা। ৩১ অধ্যায়।]

প্রথম অধ্যায়। ৩৫৭—৩৬৭ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়। ৩৬৮—৩৭৬ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায়। ৩৭৭—৩৮৫ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ অধ্যায়। ৩৮৬—৩৯৫ পৃষ্ঠা।

সূচীপত্র।

দ্বাদশ অধ্যায়। ৪৭৩—৪৮৪ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়। ৪৮৫—৪৯৩ পৃষ্ঠা।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়। ৪৯৪—৫০৪ পৃষ্ঠা।

পঞ্চদশ অধ্যায়। ৫০৫—৫১৫ পৃষ্ঠা।

ষোড়শ অধ্যায়। ৫১৬—৫২৪ পৃষ্ঠা।

সপ্তদশ অধ্যায়। ৫২৫—৫৩৫ পৃষ্ঠা।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়। ৬০৭—৬১৬ পৃষ্ঠা।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়। ৬১৭—৬২৫ পৃষ্ঠা।

সপ্তবিংশ অধ্যায়। ৬২৬—৬৩৪ পৃষ্ঠা।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়। ৬৩৫—৬৪৩ পৃষ্ঠা।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়। ৬৪৪—৬৫৩ পৃষ্ঠা।

ত্রিংশ অধ্যায়। ৬৫৪—৬৬৩ পৃষ্ঠা।

একত্রিংশ অধ্যায়। ৬৬৪—৬৭৪ পৃষ্ঠা।

সপ্তম স্কন্ধ।

[৬৭৫—১০৭২ পৃষ্ঠা। ৪০ অধ্যায়।]

প্রথম অধ্যায়। ৬৭৫—৬৮১ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়। ৬৮২—৬৯১ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায়। ৬৯২—৭০২ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ অধ্যায়। ৭০৩—৭১২ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম অধ্যায়। ৭১৩—৭২২ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ অধ্যায়। ৭২৩—৭৩২ পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায়। ৭৩৩—৭৪০ পৃষ্ঠা।

অষ্টম অধ্যায়। ৭৪১—৭৫০ পৃষ্ঠা।

নবম অধ্যায়। ৭৫১—৭৬১ পৃষ্ঠা।

দশম অধ্যায়। ৭৬২—৭৭০ পৃষ্ঠা।

একাদশ অধ্যায়। ৭৭১—৭৭৮ পৃষ্ঠা।

দ্বাদশ অধ্যায়। ৭৭৯—৭৮৮ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়। ৭৮৯—৭৯৮ পৃষ্ঠা।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়। ৭৯৯—৮০৭ পৃষ্ঠা।

পঞ্চদশ অধ্যায়। ৮০৮—৮১৭ পৃষ্ঠা।

ষোড়শ অধ্যায়। ৮১৮—৮২৬ পৃষ্ঠা।

সপ্তদশ অধ্যায়। ৮২৭—৮৩৬ পৃষ্ঠা।

অষ্টাদশ অধ্যায়। ৮৩৭—৮৪৫ পৃষ্ঠা।

ঊনবিংশ অধ্যায়। ৮৪৬—৮৫৫ পৃষ্ঠা।

বিংশ অধ্যায়। ৮৫৬—৮৬৪ পৃষ্ঠা।

সূচীপত্র।

একবিংশ অধ্যায়। ৮৬৫—৮৬৯ পৃষ্ঠা।

দ্বাবিংশ অধ্যায়। ৮৭০—৮৭৯ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। ৮৮০—৮৮৭ পৃষ্ঠা।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়। ৮৮৮—৮৯৩ পৃষ্ঠা।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়। ৮৯৪—৯০৭ পৃষ্ঠা।

ষড়্‌বিংশ অধ্যায়। ৯০৮—৯১৯ পৃষ্ঠা।

সপ্তবিংশ অধ্যায়। ৯২০—৯২৭ পৃষ্ঠা।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়। ৯২৮—৯৪১ পৃষ্ঠা।

ঊনত্রিংশ অধ্যায়। ৯৪২—৯৫০ পৃষ্ঠা।

ত্রিংশ অধ্যায়। ৯৫১—৯৬৬ পৃষ্ঠা।

একত্রিংশ অধ্যায়। ৯৬৭—৯৮১ পৃষ্ঠা।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়। ৯৮২—৯৯৪ পৃষ্ঠা।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়। ৯৯৫—১০০৫ পৃষ্ঠা।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়। ১০০৬—১০১৬ পৃষ্ঠা।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়। ১০১৭—১০২৯ পৃষ্ঠা।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়। ১০৩০—১০৩৯ পৃষ্ঠা।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়। ১০৪০—১০৪৮ পৃষ্ঠা।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়। ১০৪৯—১০৫৬ পৃষ্ঠা।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়। ১০৫৭—১০৬৪ পৃষ্ঠা।

চত্বারিংশ অধ্যায়। ১০৬৫—১০৭২ পৃষ্ঠা।

অষ্টম স্কন্ধ।

[১০৭৩—১২৩৫ পৃষ্ঠা। ২৪ অধ্যায়।]

প্রথম অধ্যায়। ১০৭৩—১০৮২ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়। ১০৮৩—১০৮৯ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায়। ১০৯০— ১০৯৩ পৃষ্ঠা।

অধ্যায়। ১০৯৪—১০৯৮ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম অধ্যায়। ১০৯৯—১১০৫ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ অধ্যায়। ১১০৬—১১১০ পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায়। ১১১১—১১১৭

অষ্টম অধ্যায়। ১১১৮—১১২৬ পৃষ্ঠা।

নবম অধ্যায়। ১১২৭—১১৩৪ পৃষ্ঠা।

দশম অধ্যায়। ১১৩৫—১১৪২ পৃষ্ঠা।

একাদশ অধ্যায়। ১১৪৩—১১৫০ পৃষ্ঠা।

দ্বাদশ অধ্যায়। ১১৫১—১১৫৬ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়। ১১৫৭—১১৬২ পৃষ্ঠা।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়। ১১৬৩—১১৬৮ পৃষ্ঠা।

পঞ্চদশ অধ্যায়। ১১৬৯—১১৭৬ পৃষ্ঠা।

ষোড়শ অধ্যায়। ১১৭৭—১১৮৩ পৃষ্ঠা।

সপ্তদশ অধ্যায়। ১১৮৪—১১৮৮ পৃষ্ঠা।

অষ্টাদশ অধ্যায়। ১১৮৯—১১৯৪ পৃষ্ঠা।

ঊনবিংশ অধ্যায়। ১১৯৫—১২০০ পৃষ্ঠা।

বিংশ অধ্যায়। ১২০১—১২০৬ পৃষ্ঠা।

একবিংশ অধ্যায়। ১২০৭—১২১১ পৃষ্ঠা।

দ্বাবিংশ অধ্যায়। ১২১২—১২১৯ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। ১২২০—১২২৪ পৃষ্ঠা।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়। ১২২৫—১২৩৫ পৃষ্ঠা।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

ওঁ তৎসৎ

শ্রীমদ্দেবীভাগবতম্

পঞ্চমঃ স্কন্ধঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

ভবতা কথিতং সূত ! মহদাখ্যানমুত্তমম্।
কৃষ্ণস্য চরিতং দিব্যং সর্ব্বপাতকনাশনম্ ॥ ১ ॥
সন্দেহোঽত্র মহাভাগ ! বাসুদেবকথানকে।
জায়তে নঃ প্রোচ্যমানেঽবিস্তরেণ মহামতে ! ॥ ২ ॥
বনে গত্বা তপস্তপ্তং বাসুদেবেন দুষ্করম্।
বিষ্ণোরংশাবতারেণ শিবস্যারাধনং কৃতম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীগণেশায় নমঃ।

অজাং দুস্তরসংসারসমুদ্রপরিশোষিণীম্।
বন্দে সমন্দহসিতাং বালকোটিরবিপ্রভাম্ ॥
চতুর্ভিরধিকৈঃ পঞ্চাশদ্ভিঃ শ্লোকৈরথোত্তরম্।
বিষ্ণোরপেক্ষয়া রুদ্রঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যেব কীর্ত্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে ব্রহ্মাদীনাং শ্রীভগবত্যধীনত্বমল্পজ্ঞত্বং পরিচ্ছিন্নত্বঞ্চোপপাদ্য শ্রীভগবত্যাঃ শ্রুত্যাগমযুক্তিভিঃ স্বতন্ত্রত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বেশ্বরত্বং ব্যাপকত্বং সর্ব্বকারণত্বঞ্চোপপাদিতং তদুপপাদনপ্রসঙ্গে শিবস্য সশক্তিকস্য কৃষ্ণারাধ্যত্বং প্রতিপাদিতং তত্র ঋষয়ঃ সাশঙ্কাঃ পৃচ্ছন্তি ভবতা কথিতং সূতেতি ॥ ১ ॥ অবিস্তরেণ প্রোচ্যমানে নঃ সন্দেহো জায়ত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, সূত ! তুমি শ্রীকৃষ্ণের উপাখ্যান বিষয়ে তাঁহার অলৌকিক অদ্ভুত এবং সমস্ত পাপরাশির বিধ্বংসকর পবিত্র চরিত্রকথা বর্ণন করিয়াছ ॥ ১ ॥ পরন্তু হে মহাভাগ ! তুমি মহাপ্রাজ্ঞ হইয়াও বাসুদেব-বিষয়ক কথা সংক্ষেপে বর্ণনা করিলে, এজন্য আমাদিগের অন্তরে বিবিধ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২ ॥ প্রথমত, বিষ্ণুর অংশাবতার বাসু-

বরপ্রদানং দেব্যা চ পার্ব্বত্যা যৎ কৃতং পুনঃ।
জগন্মাতুশ্চ পূর্ণায়াঃ শ্রীদেব্যা অংশভূতয়া ॥ ৪ ॥
ঈশ্বরেণাপি কৃষ্ণেন কুতস্তৌ সংপ্রপূজিতৌ।
ন্যূনতা বা কিমস্ত্যস্য তদেবং সংশয়ো মম ॥ ৫ ॥

সূত উবাচ।

শৃণুধ্বং কারণং তত্র ময়া ব্যাসশ্রুতঞ্চ যৎ।
প্রব্রবীমি মহাভাগাঃ কথাং কৃষ্ণগুণান্বিতাম্ ॥ ৬ ॥
বৃত্তান্তং ব্যাসতঃ শ্রুত্বা বৈরাটীসুতজস্তদা।
পুনঃ পপ্রচ্ছ মেধাবী সন্দেহং পরমং গতঃ ॥ ৭ ॥

জনমেজয় উবাচ।

সম্যক্ সত্যবতীসূনো! শ্রুতং পরমকারণম্।
তথাপি মনসো বৃত্তিঃ সংশয়ং ন বিমুঞ্চতি ॥ ৮ ॥

তপস্তপ্তং পুত্রার্থং তস্মিংস্তপসি শিবস্যারাধনং সর্ব্বোত্তমত্ববুদ্ধ্যা কৃতমিদমেকম্ ॥ ৩ ॥ তথা পূর্ণায়া ব্যাপিকায়া জগন্মাতুরংশভূতয়া পার্ব্বত্যা যদ্বরপ্রদানং কৃতমিদং দ্বিতীয়ম্ ॥ ৪ ॥ তত্র ঈশ্বরেণাপীতি ঈশ্বরেণ কৃষ্ণেন স্বতোন্যূনতারহিতেন কুতস্তৌ শক্তিশিবৌ পূজিতৌ কিং প্রয়োজনং তস্য তয়োঃপূজনে তদেবং প্রকারেণ সংশয়ো মম ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ তত্র কৃষ্ণেন শিবপূজনে ইত্যর্থঃ। ব্যাসশ্রুতং ব্যাসাচ্ছ্রুতং কারণমিত্যর্থঃ ॥৬॥ যথা মাং প্রতি ভবদ্ভিঃ প্রশ্নঃ কৃত এবং ব্যাসং প্রত্যপি জনমেজয়েন প্রশ্নঃ কৃতস্তত্র তেন যদুত্তরং দত্তং তদেব ভবদ্ভিরুত্তরং বোধ্যমিত্যাহ বৃত্তান্তমিতি। পূর্ব্বোক্তং বৃত্তান্তম্ কৃষ্ণেন শিবশক্ত্যোরারাধনা কৃতেত্যেবং রূপং বৈরাটীসুতজো বৈরাটী বিরাটস্যাপত্যং কন্যোত্তরা তস্যাঃ সুতঃ পরীক্ষিত্তস্মাজ্জাতো জনমেজয় ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

দেব পুত্র কামনায় বনে গিয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া সশক্তি শিবের আরাধনাই সর্ব্বোত্তম জ্ঞানে তাঁহাদের আরাধনাতেই রত হয়েন ॥৩॥ দ্বিতীয়ত জগৎজননী পরাপ্রকৃতি শ্রীমদ্দেবীর অংশরূপা হইয়াও দেবী পার্ব্বতী ও মহাদেব বাসুদেবকে বরদান করেন ॥৪॥ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও কেন তাঁহাদের পূজা করিলেন? তবে কি শ্রীকৃষ্ণ, হর পার্ব্বতী অপেক্ষা হীনপ্রভাব ছিলেন? ইহাই আমাদিগের সংশয় ॥ ৫ ॥

সূত কহিলেন, মহাভাগ মহর্ষিগণ! শ্রীকৃষ্ণের শিব-আরাধনার কারণ যাহা ব্যাসদেবের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন, আমি আপনাদিগের নিকট সেই কৃষ্ণের গুণগাথা বর্ণন করিতেছি, ॥ ৬ ॥ পরীক্ষিৎ-তনয় মেধাবী জনমেজয় ব্যাসদেবের নিকট যখন এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন, তৎকালে তিনিও উক্ত বিষয়ে অতিশয় সন্দিহান হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণেনারাধিতঃ শম্ভুস্তপস্তপ্ত্বাতিদারুণম্।
বিস্ময়োঽয়ং মহাভাগ! দেবদেবেন বিষ্ণুনা ॥ ৯ ॥
যঃ সর্ব্বাত্মাপি সর্ব্বেশঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদঃ প্রভুঃ।
স কথং কৃতবান্ ঘোরং তপঃ প্রাকৃতবদ্ধরিঃ ॥ ১০ ॥
জগৎকর্ত্তুং ক্ষমঃ কৃষ্ণস্তথা পালয়িতুং ক্ষমঃ।
সংহর্ত্তুমপি কস্মাৎ স দারুণং তপ আচরৎ ॥ ১১ ॥

ব্যাস উবাচ।

সত্যমুক্তং ত্বয়া রাজন্! বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ।
ক্ষমঃ সর্ব্বেষু কার্য্যেষু দেবানাং দৈত্যসূদনঃ ॥ ১২ ॥
তথাপি মানুষং দেহমাশ্রিতঃ পরমেশ্বরঃ।
কৃতবান্ মানুষান্ ভাবান্ বর্ণাশ্রমসমাশ্রিতান্ ॥ ১৩ ॥
বৃদ্ধানাং পূজনঞ্চৈব গুরুপাদাভিবন্দনম্।
ব্রাহ্মণানাং তথা সেবা দেবতারাধনং তথা ॥ ১৪ ॥

পরমকারণমুৎকৃষ্টং কারণং মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপং শ্রীভগবতীপদবাচ্যমিত্যর্থঃ। তচ্ছ্রুত্বাপি মনোবৃত্তিঃ সংশয়ং ন বিমুঞ্চতি ॥ ৮ ॥ কোঽসৌ সংশয় ইতি চেত্তত্রাহ কৃষ্ণেনেতি ॥ ৯—১০ ॥ তপ আচরদিতি। সর্ব্বেশ্বরস্ত বিষ্ণোঃ শিবারাধনং নেদং যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ ব্যাসোঽঙ্গীকরোতি সত্যমিতি। দেবানাং কার্য্যেষু ক্ষমঃ সম ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ যদ্যপীত্থমস্তি তথাপি কারণদ্বয়সত্ত্বাত্তপশ্চর্য্যা শিবোদ্দেশেন তেন কৃতেত্যভিপ্রায়েণ কারণদ্বয়ে প্রথমং কারণমাহ তথাপীতি। মনুষ্যদেহাপেক্ষয়া শিবাদিদেবতাদেহানামুৎকৃষ্টত্বান্মনুষ্যদেহধারিভিঃ শ্রীরাম-

---

জনমেজয় বলিলেন, সত্যবতী-তনয়! আপনার নিকট পরম কারণ স্বরূপ ভগবতীর তত্ত্বকথা ভূরি ভূরি শ্রবণ করিয়াও আমার মনের সংশয় নিবৃত্ত হইতেছে না ॥৮॥ মহাভাগ! কৃষ্ণ স্বয়ং দেবাদিদেব বিষ্ণুর অবতার হইয়াও যে, অতি কঠোর তপোঽনুষ্ঠান পূর্ব্বক শম্ভুর আরাধনা করিয়াছিলেন, ইহাই আমার বিস্ময়ের বিষয় ॥ ৯ ॥ যিনি সকল জীবের আত্মা, জগতের একমাত্র অধীশ্বর এবং সমস্ত সিদ্ধি প্রদান করিতে সমর্থ, সেই প্রভু হরি প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় কিজন্য ঘোরতর তপস্যার অনুষ্ঠান করিলেন? ॥ ১০ ॥ যে শ্রীকৃষ্ণ স্থাবর জঙ্গমময় বিশ্বের সৃষ্টি, পালন বা সংহার সমস্তই করিতে সমর্থ; তিনি কেন কঠোর তপস্যাচরণ করিলেন? ॥ ১১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য, দানবনিসূদন বাসুদেব জনার্দ্দন দেবগণেরও সৃষ্টি ও পালনাদি সকল কার্য্যেই সমর্থ বটেন ॥ ১২ ॥ তথাপি সেই পরমেশ্বর মানব দেহ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়াই মনুষ্যগণের অবলম্বিত বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥ দেখ, বৃদ্ধদিগের পূজা, গুরুজনের পাদবন্দন, ব্রাহ্মণদিগের

শোকে শোকাভিযোগশ্চ হর্ষে হর্ষসমুন্নতিঃ।
দৈন্যং নানাপবাদাশ্চ স্ত্রীষু কামোপসেবনম্ ॥ ১৫ ॥
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভঃ কালে কালে ভবন্তি হি।
তথা গুণময়ে দেহে নির্গুণত্বং কথং ভবেৎ ॥ ১৬ ॥
সৌবলীশাপজাদ্দোষাত্তথা ব্রাহ্মণশাপজাৎ।
নিধনং যাদবানাস্তু কৃষ্ণদেহস্য মোচনম্ ॥ ১৭ ॥
হরণং লুণ্ঠনং তদ্বত্তৎপত্নীনাং নরাধিপ!।
অর্জ্জুনস্যাস্ত্রমোক্ষে চ ক্লীবত্বং তস্করেষু চ ॥ ১৮ ॥
অজ্ঞত্বং হরণে গেহাত্তৎ প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধয়োঃ।
এবং মানুষদেহেঽস্মিন্ মানুষং খলু চেষ্টিতম্ ॥ ১৯ ॥
বিষ্ণোরংশাবতারেঽস্মিন্ নারায়ণমুনেস্তথা।
অংশজে বাসুদেবেঽত্র কিং চিত্রং শিবসেবনে ॥ ২০ ॥

কৃষ্ণাদিভির্ধর্ম্মমার্গপ্রবর্ত্তকৈঃ শিবাদিপূজনে ন কৃতে বরিষ্ঠপক্ষপাতিত্বাৎ সর্ব্বেষাং কেঽপি শিবাদিপূজনং ন কুর্য্যুঃ। অতঃ কৃষ্ণাদিভিঃ শিবাদিপূজনং কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ১৩—১৫ ॥ গুণময়ে সত্ত্বাদিগুণনির্ম্মিতে গুণবৃত্তয়ো নিয়মেন ভবিষ্যন্ত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ মনুষ্যদেহসম্বন্ধাদজ্ঞত্বম-প্যতএবাগতমিত্যাহ সৌবলীশাপজাদিতি সৌবলী গান্ধারী। ব্রাহ্মণোঽষ্টাবক্রঃ ॥ ১৭—১৯ ॥ ইত্থং প্রাকৃতদৃষ্ট্যাপি শিবারাধকত্বং কৃষ্ণস্যোপপাদ্য পরমার্থদৃষ্ট্যা বিষ্ণোরপেক্ষয়া শিব এবোৎকৃষ্ট ইতি বিষ্ণোরপি শিবারাধকত্বমস্তি। কিংপুনস্তদবতারাণাং রামকৃষ্ণাদীনামিত্যভিপ্রায়েণ দ্বিতীয়ং কারণমাহ বিষ্ণোরংশাবতারে ইতি। বিষ্ণোরবতারো ধর্ম্মাত্মজো নারায়ণস্তদবতারঃ কৃষ্ণস্তস্মিন্ শিবসেবনে কিঞ্চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

সেবা, দেবগণের আরাধনা, শোক সময়ে শোকের উদয়, হর্ষের সময়ে হর্ষের উদয়, অপবাদ কি দীনতা প্রকাশ, অথবা স্ত্রীগণের সহিত রতিক্রীড়াদি, অধিক আর কি বলিব, ফলকথা এই যে, সময়ে সময়ে কাম, ক্রোধ বা লোভ প্রভৃতি এই সকল কার্য্য মানবমাত্রেই দেহ-ধর্ম্ম বশতই ঘটিয়া থাকে, অতএব শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রধান হইলেও গুণময় মানবদেহ ধারণ করিয়া তখন আর কিরূপে নির্গুণ-ভাব অবলম্বন করিবেন? ॥ ১৪—১৬ ॥

নরনাথ! সুবল-তনয়া গান্ধারীও ব্রাহ্মণের অভিসম্পাত-প্রভাবে যাদব-বংশ ধ্বংস হইলে, শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন। তাহার পর সেই আভীর জাতীয় দস্যুরা পথিমধ্যে তদীয় পত্নীগণকে হরণ ও ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিলে অর্জ্জুন দস্যুদিগকে নিবারণ করিতে না পারিয়া নির্বীর্য্য পুরুষের ন্যায় অশ্রু মোচন করিয়াছিলেন মাত্র। কামদেব ও অনিরুদ্ধ তাঁহার দ্বারকাপুরস্থ গৃহ হইতে অপহৃত হইলেও তিনি যে, কিছুই জানিতে পারেন নাই সেটা কেবল এই মানবদেহেরই ব্যবহার্য ধর্ম্ম মাত্র। বিশেষতঃ বিষ্ণুর অংশাবতার

স হি সর্ব্বেশ্বরো দেবো বিষ্ণোরপি চ কারণম্।
সুষুপ্তস্থাননাথঃ স বিষ্ণুনা চ প্রপূজিতঃ ॥ ২১ ॥
তদংশভূতাঃ কৃষ্ণাদ্যাস্তৈঃ কথং ন স পূজ্যতে।
অকারো ভগবান্ ব্রহ্মাপ্যুকারঃ স্যাদ্ধরিঃ স্বয়ম্ ॥ ২২ ॥
মকারো ভগবান্ রুদ্রোঽপ্যর্দ্ধমাত্রা মহেশ্বরী।
উত্তরোত্তরভাবেনাপ্যুত্তমত্বং স্মৃতং বুধৈঃ ॥ ২৩ ॥
অতঃ সর্ব্বেষু শাস্ত্রেষু দেবী সর্ব্বোত্তমা স্মৃতা।
অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ ॥ ২৪ ॥

শিবস্য বিষ্ণোরপেক্ষয়োৎকৃষ্টত্বং প্রতিপাদয়তি সহি সর্ব্বেশ্বর ইতি। যতঃ স শিবঃ সুষুপ্ত-স্থানং কারণদেহস্তস্য নাথোঽধিপতিস্তৎস্বরূপোঽতোলিঙ্গসূক্ষ্মদেহাভিমানিনস্তৎস্বরূপস্য বিষ্ণোরপি কারণং জনকঃ শিবঃ। কারণদেহস্যাজ্ঞানরূপস্য লিঙ্গদেহজনকত্বাৎ ॥ ২১ ॥

যতো বিষ্ণোরপি কারণং শিবো বিষ্ণুনা চ সর্ব্বদা পূজিতস্ততো হি তদংশভূতাস্তস্য বিষ্ণোরংশভূতা যে কৃষ্ণরামাদ্যাস্তৈঃ কথং ন স শিবঃ পূজ্যতে অপিতু সর্ব্বথা পূজ্যত এবে-ত্যর্থঃ। শিবস্য সুষুপ্তস্থাননাথত্বমুপপাদয়তি অকার ইতি। প্রণবে হি চত্বারো ভাগা অকারোকারমকারার্দ্ধমাত্রারূপাঃ দেহেঽপি চত্বারো ভাগাশ্চতুষ্পাদ্‌ব্রহ্মরূপাঃ স্থূলসূক্ষ্মকারণ-তুরীয়রূপাঃ তে চ ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রপরং ব্রহ্মপদবাচ্যাস্তাপনীয়াদিষু প্রসিদ্ধাস্তত্রাকারো ব্রহ্মবাচক উকারো বিষ্ণুবাচকো মকারো রুদ্রবাচকোঽর্দ্ধমাত্রা চিদ্রূপশ্রীদেবীবাচিকেত্যর্থঃ। তুরীয়ে-ঽপ্যস্যমুখ্যত্বাভিন্নমায়ায়াঃ সত্ত্বাংশায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপত্বং পূর্ব্বং দেব্যা উক্তং ন বিরুধ্যতে। তুরীয়স্য নিত্যত্বমপি মায়াবৈশিষ্ট্যেঽপি মায়াকার্য্যত্বস্যাভাবাদ্ বোধ্যম্। মায়ারহিতস্য তুরীয়াতীতমিতি নৃসিংহতাপন্যাং স্পষ্টম্ ॥ ২২ ॥

এতেষাং চতুর্ণাং ভাগানামুত্তরোত্তরভাবেন ব্রহ্মাপেক্ষয়া বিষ্ণুরুত্তমস্তদপেক্ষয়া রুদ্র-স্তদপেক্ষয়া চিদ্রূপা সম্বিদ্ভগবতী উত্তমেত্যেবং রীত্যা উত্তমত্বং বুধৈঃ স্মৃতমিত্যর্থঃ। তথাচ বিষ্ণোরপেক্ষয়োত্তরস্থানস্থিতরুদ্রস্যোত্তমত্বাদ্বিষ্ণুপূজ্যত্বমব্যাহতমিতিভাবঃ ॥ ২৩ ॥

নারায়ণ ঋষি, আবার তাঁহার অংশাবতার বাসুদেব অতএব এই বাসুদেব যে শিবের আরাধনা করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? ॥ ১৭—২০ ॥ সুষুপ্তির আধারভূত যে কারণ শরীর, সর্ব্বেশ্বর শিব সেই কারণ-দেহের অধিষ্ঠাতা স্বরূপ, সুতরাং তিনি বিষ্ণুরও জনক; অতএব স্বয়ং বিষ্ণুও সেই কারণেই তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥ রাম কৃষ্ণ প্রভৃতি অবতার সকল সেই বিষ্ণুর অংশ মাত্র, অতএব তাঁহারা কেন শিবের পূজা না করি-বেন? অকার ভগবান্ ব্রহ্মা, উকার সাক্ষাৎ হরি, আর মকার স্বয়ং ভগবান্ রুদ্র এবং অর্দ্ধমাত্রাই মহেশ্বরী অতএব বুধগণ ব্রহ্মা অপেক্ষা বিষ্ণুর, বিষ্ণু অপেক্ষা রুদ্রের, রুদ্র অপেক্ষা তুরীয়রূপিণী মহেশ্বরীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥ ২২—২৩ ॥ যে অর্দ্ধমাত্রা কিছুতেই উচ্চারিত হয়েন না, সেই নিত্যরূপা দেবী তাঁহার স্বরূপা, অতএব সকল শাস্ত্রেই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

বিষ্ণোরপ্যধিকো রুদ্রো বিষ্ণুস্তু ব্রহ্মণোঽধিকঃ।
তস্মান্ন সংশয়ঃ কার্য্যঃ কৃষ্ণেন শিবপূজনে ॥ ২৫ ॥
ইচ্ছয়া ব্রহ্মণো বক্ত্রাদ্বরদানার্থমুদ্ভবৌ।
মূলরুদ্রস্যাংশভূতো রুদ্রনামা দ্বিতীয়কঃ ॥ ২৬ ॥
সোঽপি পূজ্যোঽস্তি সর্ব্বেষাং মূলরুদ্রস্য কা কথা।
দেবীতত্ত্বস্য সান্নিধ্যাদুত্তমত্বং স্মৃতং শিবে ॥ ২৭ ॥
অবতারা হরেরেবং প্রভবন্তি যুগে যুগে।
যোগমায়াপ্রভাবেন নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৮ ॥

যা নেত্রপক্ষ্মপরিসঞ্চলনেন সম্য-
গ্বিশ্বং সৃজত্যবতি হন্তি নিগূঢ়ভাবা।
সৈষা করোতি সততং দ্রুহিণাচ্যুতেশা-
নানাবতারকলনে পরিভূয়মানান্ ॥ ২৯ ॥

যত এবমত আহ অত ইতি। যতঃ সর্ব্বাপেক্ষয়োত্তরস্থানস্থিতা চিদ্রূপা ভগবতী ততো ভগবত্যেব সর্ব্বশাস্ত্রেষূত্তমা স্মৃতেত্যর্থঃ। সা চ নিত্যা ত্রিকালাবাধ্যাঽস্তীত্যাহ অর্দ্ধমাত্রেতি ॥ ২৪ ॥

বিষ্ণোরপেক্ষয়া রুদ্রস্যোত্তমত্বমুপসংহরতি বিষ্ণোরপ্যধিক ইতি ॥ ২৫ ॥

নন্থ ব্রহ্মণ উৎপন্নস্য কথং বিষ্ণোরধিকত্বং তত্রাহ ইচ্ছয়েতি। ব্রহ্মণা সৃষ্ট্যর্থং শিবস্যারাধনা কৃতা। তন্মনোরথপূর্ত্ত্যর্থং স্বেচ্ছয়া স্বাংশেন শিবস্তস্মাদ্ব্রহ্মণো বক্ত্রাদ্বরদানার্থমুদ্ভবাবুৎপন্নো মূলরুদ্রাংশভূতো দ্বিতীয়ো রুদ্রঃ স ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

যঃ পুনর্মূলরুদ্রাংশভূতো ব্রহ্মণো ললাটাদুৎপন্নঃ সোঽপি সর্ব্বেষাং বিষ্ণ্বাদীনাং পূজ্যোঽস্তি তদা মূলরুদ্রঃ সর্ব্বেষাং পূজ্যোঽস্তীত্যত্র কা কথেত্যর্থঃ শিবস্যোত্তমত্বে হেত্বন্তরমুপপাদয়তি দেবীতত্ত্বস্যেতি। দেবীতত্ত্বং সম্বিত্তত্ত্বং তৎসান্নিধ্যং কারণদেহস্য তদভিমানিনো রুদ্রস্য বর্ত্ততে। বিষ্ণোর্লিঙ্গদেহাভিমানিনো লিঙ্গদেহস্য চ কারণদেহেন ব্যবধানাত্তদ্দ্বারা সান্নিধ্যমিতি বিষ্ণোরপেক্ষয়া রুদ্রস্যাধিক্যং নিঃসংশয়মিত্যর্থঃ। ইদং সর্ব্বং সূতসংহিতায়াং সৌরসংহিতায়াঞ্চ স্পষ্টম্। পরতত্ত্বপ্রকাশস্তু রুদ্রস্যৈব মহত্তরঃ। ন তথা সর্ব্বদেবানাং সান্নিধ্যাভাবহেতুত ইত্যাদি। বিষ্ণোস্তু তত্ত্বস্য সম্বন্ধো রুদ্রদ্বারক এব হীত্যাদিনা পুরাণান্তরেষু চ স্পষ্টমিতি বোধ্যম্ ॥ ২৭ ॥

ইত্থং বিষ্ণোরপেক্ষয়া শিবস্যোত্তমত্বং প্রতিপাদ্য পুনঃ সর্ব্বাপেক্ষয়া শ্রীদেব্যা উত্তমত্বং বর্ণয়তি অবতারা ইতি ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মা হইতে বিষ্ণু প্রধান, বিষ্ণু হইতে রুদ্র প্রধান, অতএব কৃষ্ণ যে শিব পূজা করিয়াছেন তাহাতে আর সংশয় করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ২৫ ॥ শিবের ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মাকে বরদান করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মার ললাট হইতে মূল রুদ্রের অংশ দ্বিতীয় রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥ মূল রুদ্রের কথা দূরে থাকুক, তিনিও সকলের পূজনীয়। রাজন্! পরমাত্মস্বরূপিণী দেবীর সন্নিকর্ষবশত শিবের উৎকর্ষ প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥ যোগমায়ার প্রভাবে

সূতীগৃহাদ্ ব্রজনমপ্যনয়া নিযুক্তং
সঙ্গোপিতশ্চ ভবনে পশুপালরাজ্ঞঃ।
সম্প্রাপিতশ্চ মথুরাং বিনিযোজিতশ্চ
শ্রীদ্বারকাপ্রণয়নে নমু ভীতচিত্তঃ ॥ ৩০ ॥
নির্ম্মায় ষোড়শসহস্রশতার্দ্ধকান্তা
নার্য্যোঽষ্টসম্মততরাঃ স্বকলাসমুত্থাঃ।
তাসাং বিলাসবশগস্তু বিধায় কামং
দাসীকৃতো হি ভগবাননয়াপ্যনন্তঃ ॥ ৩১ ॥
একাপি বন্ধনবিধৌ যুবতী সমর্থা
পুংসো যথা সুদৃঢ়লোহময়স্তু দাম।
কিং নাম ষোড়শসহস্রশতার্দ্ধকাশ্চ
তং স্বীকৃতং শুকমিবাতিনিবন্ধয়ন্তি ॥ ৩২ ॥

যা নেত্রেতি। নেত্রোন্মীলনেনেত্যর্থঃ। পরিভূয়মানান্ নানাবতারকলনে গ্রহণে দুঃখৈঃ পরিভবং প্রাপ্যমানানিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

সূতীগৃহাৎ প্রসবগৃহাদ্ ব্রজনং গোকুলং প্রতি কৃষ্ণস্যেত্যর্থঃ। পশুপালরাজ্ঞো নন্দস্য ভবনে সঙ্গোপিতো দৈত্যাদিভ্যো রক্ষিতঃ শ্রীকৃষ্ণোঽনয়ৈব। ভীতচিত্তঃ শ্রীকৃষ্ণো নমু নিশ্চয়েন শ্রীদ্বারকাপ্রণয়নেঽপ্যনয়ৈব দেব্যা বিনিযোজিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

নির্ম্মায়েতি। ষোড়শসহস্রাধিকাঃ শতার্দ্ধকাঃ পঞ্চাশৎসংখ্যকা নার্য্যোঽপি পঞ্চাশদধিক-ষোড়শসহস্রনার্য্যোঽপি রাজকন্যারূপাঃ স্বয়মেব ভগবতী নির্ম্মায় তথা স্বকলা স্বশক্তিস্তস্যাঃ সকাশাৎ সমুত্থা অষ্টসংখ্যকা নায়িকাঃ স্বয়মেব দেবী নির্ম্মায় তাসাং বিলাসবশগং কৃষ্ণং বিধায়ানয়া দেব্যা লোকাভিমতো ভগবান্ কৃষ্ণ আসাং স্ত্রীণাং দাসীকৃত ইত্যর্থঃ। সর্ব্ব-চেষ্টিতং শ্রীভগবতীকৃতমেবেতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

একাপীতি। লোহময়ং দাম শৃঙ্খলা। ইত্থং স্ত্রীবন্ধনেন হি কশ্চিৎ স্বতন্ত্রঃ পতেৎ। তস্মাৎ পরাম্বাপ্রেরিতস্তদধীন এব কৃষ্ণঃ সর্ব্বং করোতীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

যুগে যুগে বিষ্ণুর এইরূপ অনেক অবতার হইয়া থাকে এ বিষয়ে বিচার করিবার প্রয়োজন নাই ॥ ২৮ ॥ কেবল অচ্যুত নহেন, তিনি ব্রহ্মা ও মহাদেবকেও সতত নানা অবতারের জন্য ক্লেশ প্রদান করিতেছেন, অধিক কি তিনিই প্রচ্ছন্নভাবে নেত্র-নিমেষ মাত্রে সর্ব্বতোভাবে বিশ্বসংসারের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার করিতেছেন ॥ ২৯ ॥

যোগমায়াই কৃষ্ণকে সূতিকাগৃহ হইতে ব্রজপুরে পাঠাইয়া পশুপালপতি নন্দের গৃহে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন. পরে কংসের বধবাসনায় কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া যান, সেইখানে জরাসন্ধ হইতে ভীত হইলে আবার দ্বারবতীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥ অধিক কি তিনি, ষোড়শসহস্র পঞ্চাশৎ রমণী এবং নিজ অংশ হইতে প্রধানা অষ্টনায়িকা উৎপাদন করিয়া অনন্তের অবতার স্বরূপ ভগবান্ কৃষ্ণকে তাঁহাদিগের বিলাস-ভোগের বশীভূত সম্পূর্ণ

সাত্রাজিতীবশগতেন মুদান্বিতেন
প্রাপ্তং সুরেন্দ্রভবনং হরিণা তদানীম্।
কৃত্বা মৃধং মঘবতা বিহৃতস্তরূণা-
মীশঃ প্রিয়াসদনভূষণতাং য আপ ॥ ৩৩ ॥
যো ভীমজাং হি হৃতবাঞ্ছিশুপালকাদী-
ঞ্জিত্বা বিধিং নিখিলধর্ম্মকৃতং বিধিৎসুঃ।
জগ্রাহ তাং নিজবলেন চ ধর্ম্মপত্নীং
কোঽসৌ বিধিঃ পরকলত্রহৃতৌ বিজাতঃ ॥ ৩৪ ॥
অহঙ্কারবশঃ প্রাণী করোতি চ শুভাশুভম্।
বিমূঢ়ো মোহজালেন তৎকৃতেনাতিপাতিনা ॥ ৩৫ ॥

স্ত্রীসম্বন্ধাদনেকদুঃখানি কৃষ্ণেন প্রাপ্তানি তত্র কানিচিদ্বর্ণয়তি সাত্রাজিতীতি। সত্রাজিতস্যাপত্যং কন্যা সত্যভামা। তরূণামীশঃ পারিজাতো যস্তরুঃ প্রিয়াসদনভূষণতাং সত্যভামাগৃহালঙ্কারতাং প্রাপেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

কৃষ্ণস্যাধর্ম্মকারিত্বমুপপাদয়তি। যো ভীমজামিতি। নিখিলান্ ধর্ম্মান্ করোত্যুৎপাদয়তি যো বিধিস্তং রিধিৎসুঃ কর্ত্তুমিচ্ছুর্ধর্ম্মাত্মাপি ভীমজাং রুক্মিণীং শিশুপালেন বৃতাম্। তৎপত্নীত্বাহিশুপালাদীঞ্জিত্বা তাং রুক্মিণীমন্যপত্নীং স্বস্য ধর্ম্মপত্নীত্বেন জগ্রাহাসৌ পরকলত্রহৃতৌ যো বিধির্জাতঃ স কঃ ধর্ম্মো বাঽধর্ম্মো বেতি ভাবঃ। ন হ্যেতাদৃশাধর্ম্মাচরণে স্ত্রীজনিতদুঃখভোগে চ স্বতন্ত্রঃ কশ্চিৎপ্রবর্ত্তেত তস্মাচ্ছ্রীভগবত্যধীন এব সর্ব্বব্যবহারঃ কৃষ্ণরামাদীনামিতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

নন্ু কেন প্রকৃত্যংশেন বশীকৃতাঃ কৃষ্ণাদয়োঽন্যথা স্বদুঃখজনকমপ্যনিষ্টাচরণং কুর্ব্বন্তীতি চেত্তত্রাহ অহঙ্কারবশ ইতি। প্রকৃতিজন্যাহঙ্কারবশ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

দাস স্বরূপ করিয়াছিলেন ॥৩১॥ যুবতী একাকিনী হইলেও যখন সুদৃঢ় লৌহ শৃঙ্খলের ন্যায় মায়াজালে পুরুষকে বন্ধন করিয়া রাখিতে পারে ; তখন পঞ্চাশদধিক ষোড়শ সহস্র রমণী যে সেই কৃষ্ণকে পালিত শুকের ন্যায় সমস্ত কার্য্যে নিয়োগ করিবে তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? ॥ ৩২ ॥ শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার এরূপ বশীভূত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার অনুজ্ঞায় মহানন্দসহকারে পারিজাত পুষ্প আহরণ করিতে ইন্দ্রালয়ে গমন করেন। পরে সুরপতির সহিত সংগ্রাম করিয়া পারিজাত তরু হরণ পূর্ব্বক তাহা প্রিয়তমা সত্যভামার আলয়ে মহার্হ ভূষণ স্বরূপ করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥ দেখ, সেই শ্রীকৃষ্ণ নিখিল ধর্ম্মকার্য্যের বিধানাভিলাষে স্বীয় বাহুবলে শিশুপাল প্রভৃতিকে পরাজিত করিয়া ভীম-দুহিতা রুক্মিণীকে হরণ করিয়া তাঁহাকেই আবার স্বীয় ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করেন ; অতএব পরস্ত্রী গ্রহণ করিলে যে পাপ হয়, সে বিধি কোথায় রহিল ? ॥ ৩৪ ॥ অতএব দেখ, দেহ ধারণ মাত্রেই প্রাণিগণ একেবারে প্রকৃতি জন্য অহঙ্কারের দাস হইয়া পড়ে সুতরাং তখন সেই অধঃপাতনকারী ভীষণ মোহজালে বিমোহিত হইয়া শুভ বা অশুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥

অহঙ্কারাদ্ধি সঞ্জাতমিদং স্থাবরজঙ্গমম্ ।
মূলাদ্ধরিহরাদীনামুগ্রাৎ প্রকৃতিসম্ভবাৎ ॥ ৩৬ ॥
অহঙ্কারপরিত্যক্তো যদা ভবতি পদ্মজঃ ।
তদা বিমুক্তো ভবতি নো চেৎ সংসারকর্ম্মকৃৎ ॥ ৩৭ ॥
তন্মুক্তস্তু বিমুক্তো হি বদ্ধস্তদ্বশতাং গতঃ ।
ন নারী ন ধনং গেহং ন পুত্রা ন সহোদরাঃ ॥ ৩৮ ॥
বন্ধনং প্রাণিনাং রাজন্নহঙ্কারস্তু বন্ধকঃ ।
অহঙ্কর্ত্তা ময়া চেদং কৃতং কার্য্যং বলীয়সা ॥ ৩৯ ॥
করিষ্যামি করোম্যেবং স্বয়ং বধ্নাতি প্রাণভৃৎ ॥
কারণেন বিনা কার্য্যং ন সম্ভবতি কর্হিচিৎ ॥ ৪০ ॥
যথা ন দৃশ্যতে জাতো মৃৎপিণ্ডেন বিনা ঘটঃ ।
বিষ্ণুঃ পালয়িতা বিশ্বস্যাহঙ্কারসমন্বিতঃ ॥ ৪১ ॥
অন্যথা সর্ব্বদা চিন্তাম্বুধৌ মগ্নঃ কথং ভবেৎ ।
অহঙ্কারবিমুক্তস্তু যদা ভবতি মানবঃ ॥ ৪২ ॥

ন কেবলং প্রাণিচেষ্টা এবাহঙ্কারজন্যাঃ কিন্তু সর্ব্বঃ প্রপঞ্চোঽপীত্যাহ অহঙ্কারাদ্ধীতি। প্রকৃতিসম্ভবাদহঙ্কারাদিত্যর্থঃ। উগ্রাদগুথাকারিণঃ ॥ ৩৬—৩৯ ॥

নমু কুত এবমহঙ্কারস্য ব্যাপ্তিরিতি চেৎ কারণস্যাহঙ্কারস্য সর্ব্বপ্রপঞ্চরূপকার্য্যেঽনুগমাদিত্যাহ কারণেনেতি ॥ ৪০ ॥

দৃষ্টান্তমাহ যথেতি; বিষ্ণুরহঙ্কারেণ বশীকৃত ইত্যত্রার্থাপত্তিমপি প্রমাণয়তি বিষ্ণুরিতি ॥৪১॥

কথং ময়া জগৎ পালিতং স্যাদিতি চিন্তায়া আকারঃ। ৪২—৪৩ ॥

মূল প্রকৃতি হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও হর এবং প্রকৃতি সম্ভব তামস অহঙ্কার হইতে স্থাবর জঙ্গমময় বিশ্ব সংসার উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥ কমলযোনি পিতামহ যখন অহঙ্কার হইতে বিযুক্ত হয়েন তখনই বিমুক্ত থাকেন, তাহা না হইলে সংসার কার্য্য করেন ॥৩৭॥ অহঙ্কার পরিত্যাগ করিলেই জীব বিমুক্ত হয়েন তখন গৃহ, ধন, স্ত্রী, পুত্র এবং সহোদর কিছুরই বন্ধন থাকে না, কিন্তু অহঙ্কারে আবদ্ধ হইলেই জীব তাহার বশীভূত হইয়া পড়ে ॥ ৩৮ ॥ রাজন্! অহঙ্কার প্রাণিমাত্রেরই বন্ধনকারক, সুতরাং অহং বুদ্ধিতেই "আমি স্বীয় ক্ষমতায় এই কার্য্য করিয়াছি করিতেছি বা করিব" ইত্যাদি জ্ঞানে জীব স্বয়ংই আবদ্ধ হয়। মৃৎপিণ্ড ব্যতীত ঘট জন্মায় না; কারণ ভিন্ন কখনই কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না; সুতরাং বিষ্ণু অহঙ্কারে আবদ্ধ হইয়াই বিশ্ব সংসার পালন করিয়া থাকেন ॥ ৩৯—৪১ ॥ মানব মাত্রেই অহঙ্কারে আবদ্ধ হইয়াই সর্ব্বদা চিন্তা সাগরে নিমগ্ন থাকেন, কিন্তু যখন অহঙ্কার হইতে বিমুক্ত হয়েন, তখন আর চিন্তায় মগ্ন থাকিবেন কেন? ॥ ৪২ ॥ অহঙ্কার হইতে

অবতারপ্রবাহেষু কথং মজ্জেচ্ছুভাশয়ঃ।
মোহমূলমহঙ্কারঃ সংসারস্তৎসমুদ্ভবঃ ॥ ৪৩ ॥
অহঙ্কারবিহীনানাং ন মোহো ন চ সংসৃতিঃ।
ত্রিবিধঃ পুরুষঃ প্রোক্তঃ সাত্ত্বিকো রাজসস্তথা ॥ ৪৪ ॥
তামসস্তু মহারাজ! ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিষু।
ত্রিবিধস্ত্রিষু রাজেন্দ্র! কাহজেশাদিষু সর্ব্বদা ॥ ৪৫ ॥
অহঙ্কারঃ সদা প্রোক্তো মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
অহঙ্কারেণ তেনৈব বদ্ধা এতে ন সংশয়ঃ ॥ ৪৬ ॥
মায়াবিমোহিতা মন্দাঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
করোতি স্বেচ্ছয়া বিষ্ণুরবতারাননেকশঃ ॥ ৪৭ ॥
মন্দোঽপি দুঃখগহনে গর্ত্তবাসেঽতিসঙ্কটে।
ন করোতি মতিং বিদ্বান্ কথং কুর্য্যাৎ স চক্রভৃৎ ॥ ৪৮ ॥

অহঙ্কারস্য ত্রৈবিধ্যমাহ ত্রিবিধ ইতি ॥ ৪৪ ॥

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিদেহেষু বিদ্যমানঃ পুরুষোঽহঙ্কারঃ সাত্ত্বিকাদিভেদেন ত্রিবিধ ইত্যর্থঃ। ত্রিষু তেষু ত্রিবিধাহঙ্কারস্তিষ্ঠতীত্যাহ ত্রিবিধস্ত্রিষ্বিতি ॥ ৪৫—৪৬ ॥

নমু বিষ্ণোরহঙ্কারবশত্বেন জীববজ্জীবত্বমেব জাতমিতি লোকাস্তমীশ্বরমিতি বদন্তি তত্রাহ মায়াবিমোহিতা ইতি। মনীষিণোঽপি যে মায়ামোহিতা মন্দাস্তে বিষ্ণুঃ স্বেচ্ছয়াবতারান্ করোতীতি বদন্তি নত্বমোহিতাঃ। তে তু পরতন্ত্র এব বিষ্ণুরস্তীতি বদন্তীত্যর্থঃ ॥৪৭॥

তত্রার্থাপত্তিং প্রমাণয়তি, মন্দোঽপীতি। গর্ত্তবাসে মন্দোঽপি মতিং ন করোতি তদা চক্রভৃৎ স্বতন্ত্র ঈশ্বরশ্চেৎ কথং কুর্য্যাৎ করোতি চ তস্মান্নেশ্বরঃ স ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

মোহ জন্মায়, মোহ হইতে সংসার প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাহা না হইলে সেই মঙ্গলময় হরি নানা যোনিতে অবতীর্ণ হইবেন কেন? ॥ ৪৩ ॥ অহঙ্কারবিহীন পুরুষের মোহ হয় না, সুতরাং সংসারেও প্রবৃত্তি থাকে না) মহারাজ! অহঙ্কার; গুণপ্রভেদে ত্রিবিধ; সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। এই ত্রিবিধ অহঙ্কারই সৃষ্ট্যাদি কার্য্যানুসারে ক্রমে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহাদেবে বিরাজমান আছে।/রাজেন্দ্র! ইহা যে কেবল আমিই বলিতেছি তাহা নহে, প্রজাপতি, হরি এবং হর ইঁহাদের প্রত্যেকে যে, ত্রিবিধ অহঙ্কার সতত বর্ত্তমান রহিয়াছে, তত্ত্বজ্ঞানী মহর্ষিমাত্রেই সর্ব্বদা বলিয়া থাকেন; অতএব, সেই অহঙ্কার দ্বারাই ইঁহারা যে বদ্ধ তাহাতে আর সংশয় নাই ॥ ৪৪—৪৬ ॥ মন্দবুদ্ধি পণ্ডিতেরাও মায়ায় বিমোহিত হইয়া বলিয়া থাকেন যে, বিষ্ণু স্বীয় ইচ্ছায় নানা অবতার রূপে জন্মিয়া থাকেন, কিন্তু যখন মূর্খেরাও বহু ক্লেশকর অনতিপ্রশস্ত অতিশয় সঙ্কট গর্ভবাসে অভিলাষী হয়েন না, তখন চক্রধারী বিষ্ণু কেন গর্ভবাসে অভিলাষ করিবেন? ॥৪৭—৪৮॥ মধুসূদন কৌশল্যা ও দেবকীর বিষ্ঠা প্রভৃতি মলদূষিত গর্ভে নিজ ইচ্ছায় সহসা আগমন করিয়াছিলেন,

কৌশল্যাদেবকীগর্ভে বিষ্ঠামলসমাকুলে।
স্বেচ্ছয়া প্রবদন্ত্যদ্ধাগতো হি মধুসূদনঃ ॥ ৪৯ ॥
বৈকুণ্ঠসদনং ত্যক্ত্বা গর্ভবাসে সুখং নু কিম্।
চিন্তাকোটিসমুত্থানে দুঃখদে বিষসম্মিতে ॥ ৫০ ॥
তপস্তপ্ত্বা ক্রতূন্ কৃত্বা দত্ত্বা দানান্যনেকশঃ।
ন বাঞ্ছন্তি যতো লোকা গর্ভবাসং সুদুঃখদম্ ॥ ৫১ ॥
স কথং ভগবান্বিষ্ণুঃ স্ববশশ্চেজ্জনার্দ্দনঃ।
গর্ভবাসরুচির্ভূয়াদ্ভবেৎ স্ববশতা যদি ॥ ৫২ ॥
জানীহি ত্বং মহারাজ! যোগমায়াবশে জগৎ।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং দেবমানুষতির্য্যগম্ ॥ ৫৩ ॥
মায়াতন্ত্রীনিবদ্ধা যে ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ।
ভ্রমন্তি বদ্ধমায়ান্তি লীলয়া চোর্ণনাভিবৎ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণ অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে বিষ্ণ্বপেক্ষয়া রুদ্রস্য প্রাধান্যবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

বৈষ্ণবা বিষ্ণোর্গর্ভবাসগমনং স্বেচ্ছয়েতি বদন্তি। নতু পরেচ্ছয়েত্যাহ কৌশল্যেতি॥৪৯॥ তৎখণ্ডয়তি বৈকুণ্ঠেতি ॥ ৫০—৫২ ॥

তস্মাদ্বিষ্ণ্বাদয়ঃ পরাশক্তিবশা এব ন স্বতন্ত্রাঃ। ন কেবলং ত এব কিন্তু সর্ব্বপ্রপঞ্চো-প্যেবমেবেত্যাহ জানীহি ত্বমিতি ॥ ৫৩—৫৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

বৈষ্ণবেরা এই কথা বলিয়া থাকে। কিন্তু, ক্লেশকর বিষসম সেই গর্ভে শত শত চিন্তার উদয় হইয়া থাকে অতএব হরি বৈকুণ্ঠবাস ত্যাগ করিয়া গর্ভে বাস করিবেন, তাহাতে সুখ কি ? ॥ ৪৯—৫০ ॥ বিশেষত দেখা যাইতেছে যে লোক সকল সুদুঃসহ গর্ভবাস-ক্লেশ অতিক্রম করিবে বলিয়াই তপস্যা, যজ্ঞ এবং নানাবিধ দান করিয়া থাকে ॥ ৫১ ॥ ভগবান্ বিষ্ণু কি স্বাধীন ? যদি নিজে স্বাধীন হইতেন, তবে কখনই গর্ভবাসে কামনা করিতেন না ॥ ৫২ ॥ অতএব, মহারাজ! ইহা একপ্রকার স্থির জানিবেন যে দেব, মানুষ, তির্য্যক, অধিক কি ব্রহ্মা হইতে স্তম্বপর্য্যন্ত সমস্ত জগন্মণ্ডল সেই যোগমায়ার অধীন ॥ ৫৩ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং হর প্রভৃতি সকলেই তাঁহার মায়ারূপ তন্তু দ্বারা বদ্ধ; সুতরাং মায়াবদ্ধ হইয়াই ঊর্ণনাভির ন্যায় তাঁহারা ক্রীড়া বাসনায় নানা যোনিতে ভ্রমণ ও বন্ধন লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৫৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌দেবী-ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে বিষ্ণু অপেক্ষা রুদ্রের প্রাধান্যবর্ণন নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

যোগেশ্বর্য্যাঃ প্রভাবোঽয়ং কথিতশ্চাতিবিস্তরাৎ।
ব্রূহি তচ্চরিতং স্বামিন্! শ্রোতুং কৌতূহলং মম॥ ১॥
মহাদেবীপ্রভাবং বৈ শ্রোতুং কো নাভিবাঞ্ছতি।
যো জানাতি জগৎ সর্ব্বং তদুৎপন্নং চরাচরম্॥ ২॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি বিস্তরেণ মহামতে!।
শ্রদ্দধানায় শান্তায় ন ব্রূয়াৎ স তু মন্দধীঃ॥ ৩॥
পুরা যুদ্ধমভূদ্‌ঘোরং দেবদানবসেনয়োঃ।
পৃথিব্যাং পৃথিবীপাল! মহিষাখ্যে মহীপতৌ॥ ৪॥
মহিষো নাম রাজেন্দ্র! চকার তপ উত্তমম্।
গত্বা হেমগিরৌ চোগ্রং দেববিস্ময়কারকম্॥ ৫॥

পঞ্চাশদ্ভিরথ শ্লোকৈর্দেবীমাহাত্ম্যবর্ণনে।
জনমেজয়পৃষ্টা সা মহিষোৎপত্তিরুচ্যতে॥

পূর্ব্বস্কন্ধে শ্রীভগবত্যা এক সর্ব্বোত্তমত্বং সর্ব্বেশত্বং সর্ব্বশক্তিচক্রবর্ত্তিত্বং সর্ব্বব্যাপকত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বান্তর্যামিত্বং সকলকল্যাণগুণরত্নাকরত্বং শ্রুতিস্মৃতিযুক্তিভিরাগমানুভবেন চ শ্রুত্বা পরমপরাশক্তিভক্তো জনমেজয়ো রাজা পরাশক্তিকৃতাবতারাণামকলঙ্কমহিমানং শ্রোতুং পৃচ্ছতি যোগেশ্বর্য্যাঃ প্রভাবোঽয়মিতি॥ ১—৩॥

রাজা কহিলেন, প্রভো! আপনি মহামায়া যোগেশ্বরীর প্রভাব বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিলেন, এক্ষণে তাঁহার চরিত কথা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে, আপনি তাহা বর্ণন করুন॥ ১॥ সেই মহেশ্বরী হইতেই এই চরাচর অখিল জগৎ উৎপন্ন, ইহা জানিতে পারিয়া কোন্ ব্যক্তি সেই মহাদেবীর প্রভাব কথা শ্রবণ করিতে বাসনা না করিয়া থাকে॥ ২॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ আমি তোমার নিকট এই বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিব, শ্রদ্ধান্বিত ও শান্ত ব্যক্তির নিকট যে তাহা বর্ণনা না করে, তাহার অন্তঃকরণ অত্যন্তই হীন তাহাতে সন্দেহ নাই॥ ৩॥ নৃপতে! পুরাকালে পৃথিবীতলে মহিষাসুর মহীপতি হইলে দেব এবং দানব সেনার ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল॥ ৪॥ রাজেন্দ্র! আপন মনোরথ সিদ্ধির জন্য সেই মহিষ সুমেরু পর্ব্বতে

বর্ষাণামযুতং পূর্ণং চিন্তয়ন্ হৃদি দেবতাম্।
তস্য তুষ্টো মহারাজ! ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ৬ ॥
তত্রাগত্যাব্রবীদ্বাক্যং হংসারূঢ়শ্চতুর্ম্মুখঃ।
বরং বরয় ধর্ম্মাত্মন্! দদামি তব বাঞ্ছিতম্ ॥ ৭ ॥

মহিষ উবাচ।

অমরত্বং দেবদেব! বাঞ্ছামি দ্রুহিণ! প্রভো!।
যথা মৃত্যুভয়ং ন স্যাৎ তথা কুরু পিতামহ! ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

উৎপন্নস্য ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
সর্ব্বথা মরণোৎপত্তী সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং কিল ॥ ৯ ॥
নাশঃ কালেন সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং দৈত্যপুঙ্গব!।
মহামহীধরাণাঞ্চ সমুদ্রাণাঞ্চ সর্ব্বথা ॥ ১০ ॥
একং স্থানং পরিত্যজ্য মরণস্য মহীপতে!।
প্রব্রূহি তং বরং সাধো! যস্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ১১ ॥

কদা যুদ্ধমভূদিতি চেত্তত্রাহ পৃথিব্যামিতি। মহিষাখ্যে মহীপতৌ পৃথিব্যাং সতীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥
মহিষস্য দেবসেনয়া যুদ্ধে কস্মাৎ পরাক্রমো জাত ইতি চেত্তত্রাহ মহিষো নামেতি ॥৫-১০॥
একং মরণস্য স্থানং নিমিত্তং পরিত্যজ্য যো যথেচ্ছং বরস্তং বৃহীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

গমন করিয়া দেবতাদিগের বিস্ময়কর উৎকৃষ্ট ও কঠোরতর তপস্যা করিতে লাগিল ॥ ৫ ॥ মহারাজ! হৃদয়ে ইষ্ট দেবতার ধ্যান করিতে করিতে তাহার দশ সহস্র বৎসর সম্পূর্ণ হইলে, সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন ॥ ৬ ॥ চতুরানন হংসারোহণে সেই স্থানে আগমন করিয়া মহিষাসুরকে বলিলেন, ধর্ম্মাত্মন্! তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, প্রদান করিতেছি ॥ ৭ ॥

মহিষ কহিল, প্রভো কমলযোনে! আমি অমর হইতে বাসনা করি; অতএব হে দেবদেবপিতামহ! যাহাতে আমার মৃত্যু ভয় না থাকে, আপনি তাহা করুন ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, মহিষ! উৎপত্তি হইলে মরণ, মরণ হইলে আবার উৎপত্তি ইহাই জীবগণের সনাতন ধর্ম। অতএব জন্মিলেই মৃত্যু এবং মরিলেই জন্ম অবশ্যই হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥ দানবপতে! অধিক কি কালে মহাগিরি, মহাসাগর ও সমস্ত প্রাণিগণ সর্ব্বতোভাবে বিলীন হইবে ॥ ১০ ॥ মহীপাল! তুমি সাধু, অতএব অমরত্ব ব্যতিরেকে তোমার মানসে যাহা অভিলাষ হয় বল আমি তাহা প্রদান করিতেছি ॥ ১১ ॥

মহিষ উবাচ।

ন দেবাসুরমানবেভ্যো মরণং মে পিতামহ!।
পুরুষাচ্চ মে মৃত্যুর্যোষা মাং কা হনিষ্যতি॥ ১২॥
তস্মান্মে মরণং নূনং কামিন্যাঃ কুরু পদ্মজ!।
অবলা হন্ত মাং হন্তুং কথং শক্তা ভবিষ্যতি॥ ১৩॥

ব্রহ্মোবাচ।

যদা কদাপি দৈত্যেন্দ্র! নার্য্যাস্তে মরণং ধ্রুবম্।
ন নরেভ্যো মহাভাগ! মৃতিস্তে মহিষাসুর!॥ ১৪॥

ব্যাস উবাচ।

এবং দত্ত্বা বরং তস্মৈ যযৌ ব্রহ্মা নিজালয়ম্।
সোঽপি দৈত্যবরঃ প্রাপ নিজং স্থানং মুদান্বিতঃ॥ ১৫॥

রাজোবাচ।

মহিষঃ কস্য পুত্রোঽসৌ কথং জাতো মহাবলী।
কথং চ মাহিষং রূপং প্রাপ্তং তেন মহাত্মনা॥ ১৬॥

যোষা মাং কা হনিষ্যতি ন হি তস্যাঃ শক্তিরস্তি মাং হন্তুং তস্মাৎ পুরুষান্মৃত্যুর্মাস্তু যোষিতো মৃত্যুরস্তি চেদস্তু ন মম ততো ভয়মস্তীত্যর্থঃ॥ ১২—১৩॥

ন নরেভ্য ইতি পুংস্ত্ববিশিষ্টেভ্যো যৎকিঞ্চিৎপ্রাণিভ্য ইত্যর্থঃ। নরপদস্য সর্ব্বপ্রাণ্যুপলক্ষণার্থত্বাৎ॥ ১৪—১৫॥

মাহিষং রূপং মহিষাকারং রূপমিত্যর্থঃ। মহাত্মনেত্যনেনায়ং শিবাবতার ইতি কালিকাপুরাণে উক্তম্। সা কথা স্মারিতা। তত্র হি রম্ভাসুরতপস্তয়া প্রসন্নস্য শিবস্যাং-

---

মহিষ বলিল, পিতামহ! দেব, দানব এবং মনুষ্য জাতীয় পুরুষ হইতে আমার মৃত্যু না হয়, স্ত্রীলোককে আমি গণনা করি না, অবলাগণের মধ্যে কেহই আমাকে সংহার করিতে সক্ষম হইবে না॥ ১২॥ অতএব পদ্মযোনে! কামিনী হইতেই আমার মৃত্যু বিধান করুন; কামিনীগণের বল অতিশয় অল্প, অতএব তাহারা আমাকে কিরূপে সংহার করিতে সমর্থ হইবে?॥ ১৩॥

পিতামহ কহিলেন, দানবেন্দ্র! যে কোন সময়ে নারী হইতেই তোমার অবশ্যই মৃত্যু হইবে, কোন পুরুষ জাতি হইতে তোমার মৃত্যুভয় নাই। মহিষ! তুমি সৌভাগ্যশালী বলিয়াই এই বর লাভ করিলে॥ ১৪॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! ব্রহ্মা তাহাকে এইরূপ বর দিয়া স্বীয় আলয়ে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন, সেই দানবেন্দ্রও সহর্ষে স্বস্থানে প্রস্থান করিল॥ ১৫॥

রাজা বলিলেন, ভগবন্! মহাবল মহিষাসুর কাহার পুত্র? কিরূপে জন্ম গ্রহণ করিল? আর কেনই বা সে মহাত্মা হইয়াও মহিষ-দেহ লাভ করিল?॥ ১৬॥

ব্যাস উবাচ।

দনোঃ পুত্রৌ মহারাজ! বিখ্যাতৌ ক্ষিতিমণ্ডলে।
রম্ভশ্চৈব করম্ভশ্চ দ্বাবাস্তাং দানবোত্তমৌ ॥ ১৭ ॥
তাবপুত্রৌ মহারাজ! পুত্রার্থং তেপতুস্তপঃ।
বহূন্ বর্ষগণান্ কামং পুণ্যে পঞ্চনদে জলে ॥ ১৮ ॥
করম্ভস্তু জলে মগ্নশ্চকার পরমং তপঃ।
বৃক্ষং রসালবটং প্রাপ্য স রম্ভোঽগ্নিমসেবত ॥ ১৯ ॥
পঞ্চাগ্নিসাধনাসক্তঃ স রম্ভস্তু যদাভবৎ।
জ্ঞাত্বা শচীপতির্দুঃখমুদ্‌যযৌ দানবৌ প্রতি ॥ ২০ ॥
গত্বা পঞ্চনদে তত্র গ্রাহরূপং চকার হ।
বাসবস্তু করম্ভস্তং তদা জগ্রাহ পাদয়োঃ ॥ ২১ ॥
নিজঘান চ তং দুষ্টং করম্ভং বৃত্রসূদনঃ।
ভ্রাতরং নিহতং শ্রুত্বা রম্ভঃ কোপং পরঙ্গতঃ ॥ ২২ ॥
স্বশীর্ষং পাবকে হোতুমৈচ্ছচ্ছিত্বা করেণ হ।
কেশপাশে গৃহীত্বাশু বামেন ক্রোধসংযুতঃ ॥ ২৩ ॥
দক্ষিণেন করেণোগ্রং গৃহীত্বা খড়্গমুত্তমম্।
ছিনত্তি শীর্ষং তত্তাবদ্বহ্নিনা প্রতিবোধিতঃ ॥ ২৪ ॥

শোঽয়ং জন্মত্রয়ে তৎসুতো মহিষঃ। স চ তপসা মম দেবীসাযুজ্যঃ ভবত্বিতি বরং প্রার্থিতবানিত্যাদিকম্। আদিস্তষ্টাবুগ্রচণ্ডমূর্ত্ত্যা ত্বং নিহতঃ পুরা। দ্বিতীয়স্তষ্টৌ তু ভবান্ ভদ্রকাল্যা ময়া হতঃ। দুর্গারূপেণাধুনা ত্বাং হনিষ্যামি সহানুগমিত্যুক্তম্ ॥ ১৬—১৮ ॥

রসালবটো বটযক্ষিণীস্থানং যক্ষপুর্য্যামস্তীতি বটযক্ষিণীবিধানতন্ত্রেষু স্পষ্টম্ ॥ ১৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রম্ভ ও করম্ভ নামক দনুর দুই পুত্র হয়, ঐ শ্রেষ্ঠ দানবযুগল ভূমণ্ডলে বিখ্যাত ॥ ১৭ ॥ মহারাজ! তাহাদের পুত্র হয় নাই, সুতরাং অভিলষিত পুত্রকামনায় তাহারা পঞ্চনদের পবিত্র জলে গমনপূর্ব্বক বহুবর্ষ কাল পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যা করিতে লাগিল ॥ ১৮ ॥ ইহাদের মধ্যে করম্ভ, জলে নিমগ্ন হইয়া সুমহৎ তপস্যার অনুষ্ঠানে নিরত থাকিল, আর রম্ভ, যক্ষিণীর স্থান রসাল বটবৃক্ষ অবলম্বন পূর্ব্বক অগ্নির আরাধনা করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥ রম্ভ পঞ্চাগ্নি সাধনায় নিরত হইলে, শচীপতি এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া দুঃখিতচিত্তে দানবযুগলের উদ্দেশে গমন করিলেন ॥ ২০ ॥ বাসব পঞ্চনদে গমন করিয়া কুম্ভীররূপ ধারণ পূর্ব্বক করম্ভ দানবের পাদযুগল ধরিয়া তাহাকে বিনাশ করিলেন ॥ ২১ ॥ বৃত্রনিসূদন বাসব সেইরূপে দুষ্ট করম্ভকে নিহত করিলে, রম্ভ ভ্রাতার নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অতিশয় কুপিত হইল ॥ ২২ ॥ তখন রম্ভ ক্রোধে তৎক্ষণাৎ বামকরে কেশপাশ

উক্তশ্চ দৈত্য মূর্খোঽসি স্বশীর্ষং ছেত্তুমিচ্ছসি।
আত্মহত্যাতিদুঃসাধ্যা কথং ত্বং কর্ত্তুমুদ্যতঃ ॥ ২৫ ॥
বরং বরয় ভদ্রং তে যস্তে মনসি বর্ত্ততে।
মা ম্রিয়স্ব মৃতেনাদ্য কিন্তে কার্য্যং ভবিষ্যতি ॥ ২৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রম্ভঃ পাবকস্য সুভাষিতম্।
ততোঽব্রবীদ্বচো রম্ভস্ত্যক্ত্বা কেশকলাপকম্ ॥ ২৭ ॥
যদি তুষ্টোঽসি দেবেশ ! দেহি মে বাঞ্ছিতং বরম্।
ত্রৈলোক্যবিজয়ী পুত্রঃ স্যাম্মঃ পরবলার্দ্দনঃ ॥ ২৮ ॥
অজেয়ঃ সর্ব্বথা স স্যাদ্দেবদানবমানবৈঃ।
কামরূপী মহাবীর্য্যঃ সর্ব্বলোকাভিবন্দিতঃ ॥ ২৯ ॥
পাবকস্তং তথেত্যাহ ভবিষ্যতি তবেপ্সিতম্।
পুত্রস্তব মহাভাগ ! মরণাদ্বিরমাধুনা ॥ ৩০ ॥
যস্যাং চিত্তং তু রম্ভ ! ত্বং প্রমদায়াং করিষ্যসি।
তস্যাং পুত্রো মহাভাগ ! ভবিষ্যতি বলাধিকঃ ॥ ৩১ ॥

তত্র করম্ভো জলে মগ্নস্তপশ্চকার। রম্ভস্তু পঞ্চাগ্নিসাধনং চকার। স রম্ভস্থিতি। স প্রসিদ্ধো রম্ভ ইত্যর্থঃ ॥ ২০—২৮ ॥

সর্ব্বলোকাভিবন্দিত ইতি। শিবস্যাংশ ইত্যর্থঃ। কালিকাপুরাণে মহিষস্য শিবাংশত্বেবোক্তত্বাৎ। নম্বগ্নিং প্রতি শিবাংশো মম পুত্রো ভবত্বিতি প্রার্থনয়াপি কথং শিবাংশঃ

গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় মস্তক ছেদন করিয়া পাবকে হোম করিতে অভিলাষ করিল ॥ ২৩ ॥ পরে, দক্ষিণ করে সুতীক্ষ্ণ খড়্গ লইয়া যেমন মস্তক ছেদনে উদ্যত হইল, অমনি অগ্নি তাহাকে জ্ঞানদান পূর্ব্বক নিষেধ করিয়া বলিলেন, রে মূর্খ দানব ! তুমি স্বীয় মস্তক ছেদন করিতে অভিলাষ করিতেছ ? আত্মহত্যা অতি দুষ্কর্ম, কিছুতেই উহা হইতে উদ্ধারের উপায় নাই। অতএব এমন কার্য্যে কেন উদ্যত হইয়াছ ? ॥ ২৪—২৫ ॥ তুমি এখন মরিও না, মরিলে তোমার কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হইবে ? অতএব তোমার মনের অভিলষিত বর প্রার্থনা কর, মঙ্গল হইবে ॥ ২৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! পাবকের সেই মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া রম্ভ কেশকলাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিল, দেবেশ ! যদি তুষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে অভিলষিত বর প্রদান করুন ; যেন ত্রৈলোক্যবিজয়ী শত্রুবল বিনাশক আমার একটি পুত্র হয় ॥২৭-২৮॥ সেই পুত্র যেন সর্ব্বতোভাবে দেব দানব ও মানবের অজেয়, মহাবীর্য্যবান্ কামরূপী এবং সর্ব্ব জনের সম্মানিত হয় ॥ ২৯ ॥ পাবক বলিলেন, মহাভাগ ! তোমার বাঞ্ছিত পুত্রলাভ

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তো বহ্নিনা রম্ভো বচনং চিত্তরঞ্জনম্ ।
শ্রুত্বা প্রণম্য প্রযযৌ বহ্নিং তং দানবোত্তমঃ ॥ ৩২ ॥
যক্ষৈঃ পরিবৃতং স্থানং রমণীয়ং শ্রিয়ান্বিতম্ ।
দৃষ্ট্বা চক্রে তদা ভাবং মহিষ্যাং দানবোত্তমঃ ॥ ৩৩ ॥
মত্তায়াং রূপপূর্ণায়াং বিহায়ান্যাং চ যোষিতম্ ।
সা সমাগাচ্ছ তরসা কাময়ন্তী মুদান্বিতা ॥ ৩৪ ॥
রম্ভোঽপি গমনং চক্রে ভবিতব্যপ্রণোদিতঃ ।
সা তু গর্ভবতী জাতা মহিষী তস্য বীর্য্যতঃ ॥ ৩৫ ॥
তাং গৃহীত্বাথ পাতালং প্রবিবেশ মনোহরম্ ।
মহিষেভ্যশ্চ তাং রক্ষন্ প্রিয়ামনুমতাং কিল ॥ ৩৬ ॥
কদাচিন্ মহিষশ্চান্যঃ কামার্ত্তস্তামুপাদ্রবৎ ।
স্বয়মাগত্য তং হন্তুং দানবঃ সমুপাদ্রবৎ ॥ ৩৭ ॥
স্বরক্ষার্থং সমাগম্য মহিষং সমতাড়য়ৎ ।
সোঽপি তং নিজঘানাশু শৃঙ্গাভ্যাং কামমোহিতঃ ॥ ৩৮ ॥

পুত্রো ভবিষ্যতি নহ্যগ্ন্যধীনঃ শিবোঽস্তীতি চেন্ন । অগ্নির্বৈ রুদ্র ইতি শ্রুতেরগ্নেঃ শিবস্ত-রূপত্বাৎ স্বপ্রার্থনয়ৈব স্বাংশস্য জায়মানত্বাৎ ॥ ২৯—৩৪ ॥

হইবে, অতএব মরণ ব্যবসায় হইতে এখন বিরত হও ॥ ৩০ ॥ মহাভাগ রম্ভ ! তুমি যে প্রমদায় ইচ্ছা করিবে তাহাতেই তোমার অধিক বলবান্ পুত্র হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! সেই দানববর রম্ভ বহ্নির মনোরঞ্জন বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যক্ষগণে পরিবৃত শোভাময় রমণীয় স্থানে প্রস্থান করিল ; একটি সুদৃশ্য মত্ত মহিষী দানববরের নয়নপথে নিপতিত হইলে সে অন্য রমণী পরিত্যাগ করিয়া তাহাতেই রমণের অভিলাষ করিল। মহিষীও সহর্ষ হইয়া সমাগম বাসনায় অবিলম্বে তাহাকে কামনা করিল, রম্ভও ভবিতব্যের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে সঙ্গম করিলে মহিষী তাহার বীর্য্যে গর্ভবতী হইল ॥ ৩২—৩৫ ॥ দানবও মনোমত প্রিয়তমাকে মহিষগণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহাকে লইয়া মনোহর পাতালপুরে প্রবেশ করিল ॥ ৩৬ ॥

তদনন্তর কোন সময়ে অপর একটি মহিষ কাম পীড়িত হইয়া উক্ত মহিষীকে আক্রমণ করিলে দানবও স্বয়ং উপস্থিত হইয়া তাহার বিনাশে উদ্যত হইল ॥ ৩৭ ॥ দানব স্বীয় পত্নীর রক্ষার নিমিত্ত বেগে আসিয়া সেই মহিষকে আঘাত করিল। সেই কামমোহিত

তাড়িতস্তেনতীক্ষ্ণাভ্যাং শৃঙ্গাভ্যাং হৃদয়ে ভৃশম্।
ভূমৌ পপাত তরসা মমার চ বিমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৩৯ ॥
মৃতে ভর্ত্তরি সা দীনা ভয়ার্ত্তা বিক্রুতা ভৃশম্।
সা বেগাত্তং বটং প্রাপ্য যক্ষাণাং শরণং গতা ॥ ৪০ ॥
পৃষ্ঠতস্তু গতস্তত্র মহিষঃ কামপীড়িতঃ।
কাময়ানস্তু তাং কামী বলবীর্য্যমদোদ্ধতঃ ॥ ৪১ ॥
রুদতী সা ভৃশং দীনা দৃষ্টা যক্ষৈর্ভয়াতুরা।
ধাবমানঞ্চ তং বীক্ষ্য যক্ষাস্ত্রাতুং সমাযযুঃ ॥ ৪২ ॥
যুদ্ধং সমভবদ্ঘোরং যক্ষাণাং চ হয়ারিণা।
শরেণ তাড়িতস্তূর্ণং পপাত ধরণীতলে ॥ ৪৩ ॥
মৃতং রম্ভং সমানীয় যক্ষাস্তে পরমং প্রিয়ম্।
চিতায়াং রোপয়ামাসুস্তস্য দেহস্য শুদ্ধয়ে ॥ ৪৪ ॥
মহিষী সা পতিং দৃষ্ট্বা চিতায়াং রোপিতং তদা।
প্রবেষ্টুং সা মতিং চক্রে পতিনা সহ পাবকম্ ॥ ৪৫ ॥

ননু রাক্ষসস্যাপি নানাবিধসুন্দরীর্বিহায় পশুজাতীয়মহিষীগমনং কথং রুচিকরং জাতমিতিচেত্তত্রাহ ভবিতব্যেতি ॥ ৩৫—৩৯ ॥
ভর্ত্তরি রম্ভসংজ্ঞকে মৃতে সতীত্যর্থঃ ॥ ৪০—৪১ ॥
তং মহিষং তয়া সহ মৈথুনার্থং ধাবমানম্ ॥ ৪২ ॥
হয়ারিণা মহিষেণ । শরেণ যক্ষক্ষিপ্তশরেণ ॥ ৪৩ ॥

মহিষও তৎক্ষণাৎ শৃঙ্গ দ্বারা রম্ভকে আঘাত করিল ॥ ৩৮ ॥ মহিষ তীক্ষ্ণ বিষাণ যুগল দ্বারা তাহার হৃদয়ে এতাদৃশ নিদারুণ প্রহার করিল যে, রম্ভ তাহার আঘাতে সহসা ভূমিতলে পতিত হইয়া মূর্চ্ছিত এবং পরিশেষে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল ॥ ৩৯ ॥ স্বামীর মৃত্যু হইলে মহিষী কাতর হইয়া ভয়ে সত্বর পলায়ন করিল। সে ত্বরিত গমনে বটবৃক্ষের সন্নিহিত যক্ষগণের শরণাগত হইল ॥ ৪০ ॥ কিন্তু সেই কামাতুর মহিষ বলবীর্য্যমদে উদ্ধত হইয়া মহিষীকে কামনা করত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল ॥ ৪১ ॥ যক্ষেরা দেখিল যে মহিষী ভয়ে কাতর হইয়া দীনভাবে অত্যন্ত রোদন করিতেছে আর কামবৃত্তি চরিতার্থ করিবার বাসনায় মহিষ তাহার পশ্চাতে ধাবমান হইতেছে, তদ্দর্শনে যক্ষগণ মহিষীকে রক্ষা করিতে আসিল ॥ ৪২ ॥ মহিষের সহিত যক্ষদিগের ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল, মহিষ তাহাদের শরাহত হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইল ॥ ৪৩ ॥

রম্ভ, যক্ষদিগের পরম প্রিয়পাত্র ছিল, সুতরাং তাহারা তাহার দেহ শুদ্ধ করিবার বাসনায় তাহার মৃতদেহ লইয়া অনলসাৎ করিল। পতি, চিতায় আরোপিত হইলে মহিষী

বার্য্যমাণাপি যক্ষৈঃ সা প্রবিবেশ হুতাশনম্ ।
জ্বালামালাকুলং সাধ্বী পতিমাদায় বল্লভম্ ॥ ৪৬ ॥
মহিষস্তু চিতামধ্যাৎ সমুত্তস্থৌ মহাবলঃ ।
রম্ভোঽপ্যন্যদ্বপুঃ কৃত্বা নিঃসৃতঃ পুত্রবৎসলঃ ॥ ৪৭ ॥
রক্তবীজোঽপ্যসৌ জাতো মহিষোঽপি মহাবলঃ ।
অভিষিক্তস্তু রাজ্যেঽসৌ হয়ারিরসুরোত্তমৈঃ ॥ ৪৮ ॥
এবং স মহিষো জাতো রক্তবীজশ্চ বীর্য্যবান্ ।
অবধ্যস্তু সুরৈর্দ্দৈত্যৈর্মানবৈশ্চ নৃপোত্তম ! ॥ ৪৯ ॥
ইত্যেতৎ কথিতং রাজন্ ! জন্ম তস্য মহাত্মনঃ ।
বরপ্রদানঞ্চ তথা প্রোক্তং সর্ব্বং সবিস্তরম্ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে
মহিষাসুরোৎপত্তির্নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

পরমং প্রিয়ং যক্ষাণাং মিত্রবর্গান্তর্গতমিত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥

বার্য্যমাণাপীতি গর্ভিণ্যাঃ সতীগমনে নাধিকার ইতি বার্য্যমাণাপি পতিবিয়োগদুঃখ-মসহমানা গর্ভবত্যেব বিভাবসুং প্রবিবেশ ॥ ৪৬ ॥

তস্মিন্নেব সময়ে মহিষ্যাং মৃতায়াং চিতামধ্যাদ্গর্ভস্থিতো মহিষো বহিঃ সমুত্তস্থৌ নির্গতঃ। তস্মিন্নেব সময়ে মৃতো রম্ভোঽপি পুত্রবাৎসল্যাদ্রক্তবীজস্য রূপান্তরং কৃত্বা নির্গতঃ ॥ ৪৭ ॥

রক্তবীজোঽপ্যসৌ জাত ইতি। অসৌ রম্ভ এব চিতামধ্যাদ্রূপান্তরং কৃত্বা নির্গতো রক্তবীজো জাতঃ। মহিষাসুরোঽপি পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণৈবং জাত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮—৫০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২॥

তাহার সহিত পাবকে প্রবেশ করিতে বাসনা করিল ॥ ৪৫ ॥ যক্ষেরা নিবারণ করিলেও সেই সাধ্বী প্রিয়তম পতিকে লইয়া শিখা-সমাকুল হুতাশনে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৪৬ ॥ মহিষী মৃতা হইলে তখন মহাবল মহিষ, মাতৃগর্ভ পরিত্যাগ করিয়া চিতার মধ্যস্থল হইতে উত্থিত হইল, তখন রম্ভও পুত্রের প্রতি বাৎসল্য বশত রূপান্তর ধারণ পূর্ব্বক বহির্গত হইল ॥ ৪৭ ॥ রম্ভ রূপান্তর হইয়া রক্তবীজ নামে বিখ্যাত হইল। তদীয় পুত্র মহাবল দানব এইরূপে জন্ম লইয়া মহিষ নাম গ্রহণ করিলে প্রধান প্রধান দানবেরা মহিষকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিল ॥ ৪৮ ॥ নৃপবর ! মহাবীর্য্য রক্তবীজ এবং মহিষদানব এইরূপে জন্মপরিগ্রহ করিয়া দেবতা, দানব এবং মানবগণের অবধ্য হইয়াছিল ॥৪৯॥ রাজন্ ! এই আমি তোমার নিকট সেই মহাত্মা মহিষ দানবের জন্ম ও বরলাভ বৃত্তান্ত সমস্ত সবিস্তার বর্ণন করিলাম ॥ ৫০ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক দেবীভাগবত
মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে মহিষদানবের উৎপত্তিবর্ণন
নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

এবং স মহিষো নাম দানবো বরদর্পিতঃ।
প্রাপ্য রাজ্যং জগৎ সর্ব্বং বশে চক্রে মহাবলঃ ॥ ১ ॥
পৃথিবীং পালয়ামাস সাগরান্তাং ভুজার্জ্জিতাম্।
একচ্ছত্রাং নিরাতঙ্কাং বৈরিবর্গবিবর্জ্জিতাম্ ॥ ২ ॥
সেনানীশ্চিক্ষুরস্তস্য মহাবীর্য্যো মদোৎকটঃ।
ধনাধ্যক্ষস্তথা তাম্রঃ সেনাযুতসমাবৃতঃ ॥ ৩ ॥
অসিলোমা তথোদর্কো বিড়ালাখ্যশ্চ বাষ্কলঃ।
ত্রিনেত্রোঽথ তথা কালবন্ধকো বলদর্পিতঃ ॥ ৪ ॥
এতে সৈন্যযুতাঃ সর্ব্বে দানবা মেদিনীং তদা।
আবৃত্য সংস্থিতাঃ কামমৃদ্ধাং সাগরমেখলাম্ ॥ ৫ ॥
করদাশ্চ কৃতাঃ সর্ব্বে ভূমিপালাঃ পুরাতনাঃ।
নিহতা যে বলোদগ্রাঃ ক্ষাত্রধর্ম্মব্যবস্থিতাঃ ॥ ৬ ॥

ত্রিপঞ্চাশৎপদ্যৈকৈস্তু দেবেন্দ্রসমরোদ্যতঃ।
মহাসুরঃ স্বসৈন্যস্য সমুদ্যোগং চকার হ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে মহিষাসুরস্য বলাধিক্যকারণং তপস্যাদিকমুপপাদ্য তেন দেবেন্দ্রেণ সাকং কথং যুদ্ধং কৃতমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং যুদ্ধপ্রসঙ্গমুপপাদয়তি এবমিতি ॥ ১—২ ॥
সেনানীঃ সেনাপতিঃ। তাম্রো দৈত্যস্তু সেনাযুতসমাবৃতঃ। অত্রাযুতশব্দো বহ্বর্থকো বহুসেনাবৃতো ধনাধ্যক্ষো ভাণ্ডারগৃহাধিপতির্মহিষাসুরস্যাসীদিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥
অসিলোমাদয়োঽবান্তরসেনাপতয়ঃ ॥ ৪—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, সেই বরদর্পিত মহাবল মহিষাসুর রাজ্য লাভ করিয়া সমস্ত জগৎ স্বীয় বশে আনয়ন করিল ॥ ১ ॥ মহিষ যখন বাহুবলে সাগর পরিবৃত ভূমণ্ডল জয় করিয়া শাসন করিতে লাগিল, তৎকালে সেই রাজ্যে ছত্রধারী অন্য কোন রাজা অথবা বৈরী-দিগের গর্ব্ব এবং কোনও ভয়ের কারণ ছিল না ॥২॥ তখন অতীব বীর্য্যবান্ মদোদ্ধত চিক্ষুর তাহার সেনাপতি কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, আর তাম্র বহুসংখ্যক সেনায় সমাবৃত হইয়া ধন-রক্ষায় নিয়োজিত হইল ॥ ৩ ॥ অসিলোমা, বিড়াল, উদর্ক, বাষ্কল, ত্রিনেত্র এবং কালবন্ধক প্রভৃতি বলদর্পিত সেনানায়ক দানবেরা তৎকালে স্বীয় স্বীয় সেনায়, সাগর পরিবৃত-সমৃদ্ধি-শালী মেদিনীমণ্ডল আবৃত করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৪—৫ ॥

ব্রাহ্মণা বশগা জাতা যজ্ঞভাগসমর্পকাঃ ।
মহিষস্য মহারাজ ! নিখিলে ক্ষিতিমণ্ডলে ॥ ৭ ॥
একাতপত্রং তদ্রাজ্যং কৃত্বা স মহিষাসুরঃ ।
স্বর্গং জেতুং মনশ্চক্রে বরদানেন গর্ব্বিতঃ ॥ ৮ ॥
প্রণিধিং প্রেষয়ামাস হয়ারিস্তু শচীপতিম্ ।
স সন্দেশহরং শীঘ্রমাহূয়োবাচ দৈত্যরাট্ ॥ ৯ ॥
গচ্ছ বীর ! মহাবাহো ! দূতত্বং কুরু মেঽনঘ ! ।
ব্রূহি শক্রং দিবং গত্বা নিঃশঙ্কঃ সুরসন্নিধৌ ॥ ১০ ॥
মুঞ্চ স্বর্গং সহস্রাক্ষ ! যথেষ্টং গচ্ছ মাচিরম্ ।
সেবাং বা কুরু দেবেশ ! মহিষস্য মহাত্মনঃ ॥ ১১ ॥
স ত্বাং সংরক্ষয়েন্নূনং রাজা শরণমাগতম্ ।
তস্মাত্ত্বং শরণং যাহি মহিষস্য শচীপতে ! ॥ ১২ ॥
নোচেদ্বজ্রং গৃহাণাশু যুদ্ধায় বলসূদন ! ।
পূর্ব্বৈর্ব্বর্জ্জিতোঽসি চাস্মাকং জানামি তব পৌরুষম্ ॥ ১৩ ॥

যে বলোদগ্রা বলেন ক্রূরাঃ ক্ষাত্রধর্ম্মো যুদ্ধে চাপ্যপলায়নমিত্যাদিস্তস্মিন্ যেঽবস্থিতাস্তে নিহতা ইত্যর্থঃ । যে তু তদন্তে তে তু করদাঃ কৃতা ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

যজ্ঞভাগসমর্পকা যজ্ঞভাগং মহিষাসুরায় সমর্পয়ামাসুরিত্যর্থঃ । মহিষস্য ক্ষিতিমণ্ডলে এবং সর্ব্বে ব্রাহ্মণা বশগা জাতা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৭—৮ ॥

প্রণিধিমিতি । প্রসিদ্ধে ভূষিতে খ্যাতে প্রণিধির্না চরে পরে । ইতি মেদিনীকোষাৎ প্রণিধিমনুচরম্ । হয়ারির্ম্মহিষাসুরঃ শচীপতিং প্রতি প্রমত্তঃ প্রেষয়ামাসেত্যর্থঃ । কথং প্রেষয়ামাস তদাহ স সন্দেশেতি ॥ ৯—১২ ॥

রাজন্ ! যে সকল পরাক্রান্ত রাজা ক্ষাত্রধর্ম্ম অনুসারে পলায়ন না করিয়া যুদ্ধ করিল, মহিষ তাহাদিগকে নিহত করিল, আর তদবশিষ্ট পুরাতন মহীপালদিগকে করদ করিল । ক্ষিতিমণ্ডলের ব্রাহ্মণেরা মহিষের বশীভূত হইয়া তাহাকে যজ্ঞভাগ সমর্পণ করিলেন ॥৬-৭॥ একছত্র রাজ্য করিয়াও মহিষ বরলাভে গর্ব্বিত হইয়া স্বর্গ রাজ্য জয় করিতে মানস করিল ॥৮॥ তখন দানবরাজ মহিষ শচীপতি সন্নিধানে দূত প্রেরণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া সত্বর বার্ত্তাবাহককে আহ্বান করিয়া বলিল, তুমি সত্যনিষ্ঠ বীর অতএব তুমি আমার দৌত্যকার্য্য সম্পাদন কর ; তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে সুরালয়ে গিয়া সুরগণের সন্নিধানে ইন্দ্রকে বলিবে, সহস্রলোচন ! তুমি স্বর্গ ত্যাগ করিয়া যথাভিলষিত স্থানে প্রস্থান কর, আর বিলম্ব করিও না ; অথবা মহাত্মা মহিষের সেবা কর ॥ ৯—১১ ॥ তিনি রাজা সুতরাং তুমি শরণাগত হইলে অবশ্যই তোমাকে রক্ষা করিবেন ; অতএব শচীনাথ ! তুমি মহিষের আশ্রয় গ্রহণ

অহল্যাজার! বিজ্ঞাতং বলং তে সুরসত্তম!।
যুধ্যস্ব ব্রজ বা কামং যত্র তে রমতে মনঃ ॥ ১৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য শক্রঃ ক্রোধসমন্বিতঃ।
উবাচ তং নৃপশ্রেষ্ঠ! স্মিতপূর্ব্বং বচস্তদা ॥ ১৫ ॥
ন জানেঽহং সুমন্দাত্মন্! যতস্ত্বং মদদর্পিতঃ।
চিকিৎসাং সঙ্করিষ্যামি রোগস্যাস্য প্রভোস্তব ॥ ১৬ ॥
অতঃ পরং করিষ্যামি মূলস্যাস্য নিমূলনম্।
গচ্ছ দূত! তথা ব্রূহি তস্যাগ্রে মম ভাষিতম্ ॥ ১৭ ॥
শিষ্টৈর্দূতা ন হন্তব্যাস্তস্মাত্ত্বাং বিসৃজাম্যহম্।
যুদ্ধেচ্ছা চেৎ সমাগচ্ছ ত্বরিতো মহিষীসুত! ॥ ১৮ ॥

পূর্ব্বৈরিতি। অস্মাকং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বজৈস্ত্বং নিত্যং জিতোঽসি। তব পৌরুষং কিয়দ্বর্ত্ততে তদহং জানামীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

অহল্যাজারেতি। অহল্যাজারেত্যনেন স্ত্রীযোনিকুট্টনে এব তব পৌরুষং নান্যত্রেতি বোধিতম্। ব্রজ বেতি রাজ্যং ত্যক্ত্বেত্যর্থঃ। ইত্যেবং বাক্যং ব্রূহি শক্রং প্রতীতি দৈত্যরাড়ুবাচ। ততঃ স দূতোঽপি শক্রং প্রতি গত্বৈথমুবাচেত্যর্থাদ্বোধ্যমুত্তরশ্লোকানুরোধাৎ ॥ ১৪ ॥

তদা শক্রঃ কিমুবাচ দূতং প্রতি তদাহ তচ্ছ্রুত্বেতি ॥ ১৫ ॥

তব প্রভোঃ স্বামিনো মহিষাসুরস্যাস্য মদরূপরোগস্য চিকিৎসামৌষধং সংকরিষ্যামি ॥ ১৬—১৮ ॥

কর ॥ ১২ ॥ বলসূদন! যদি তাহা করিতে তোমার ইচ্ছা না হয়, তবে সত্বর যুদ্ধের জন্য বজ্র গ্রহণ কর; তুমি আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট পরাজিত হইয়াছিলে, অতএব আমি তোমার পৌরুষ অবগত আছি ॥ ১৩ ॥ সুরপতে! তুমি অহল্যার জার সুতরাং তোমার বল স্ত্রী-আকর্ষণেরই উপযুক্ত ইহা আমরা বেশ জানি; অতএব হয় যুদ্ধ কর না হয় রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার যেখানে বাসনা হয় সেই স্থানে প্রস্থান কর ॥ ১৪ ॥

নৃপবর! (দানবদূত সুরপতির নিকট উপস্থিত হইয়া মহিষাসুর কথিত বাক্য সকল বলিলে পর) শক্র তাহার বাক্যে কুপিত হইয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে বলিলেন ॥ ১৫ ॥ রে নির্ব্বোধ! তুই মদগর্ব্বে দর্পিত হইয়াছিস্ তাহা আমি জানিতাম না, অতএব তোর প্রভু মহিষাসুরের এই রোগের ঔষধ শীঘ্রই প্রদান করিতেছি ॥ ১৬ ॥ অধুনা ইহাকে সমূলে নির্ম্মূল করিব, নীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দূতকে নিহত করেন না, আমি সেই কারণেই তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম; অতএব দূত! আমি তোমার নিকট যাহা বলিতেছি দুরাত্মা মহিষের নিকট যাইয়া সে সমস্তই বলিও। মহিষীতনয়! যদি তোর যুদ্ধ বাসনা হইয়া থাকে, অচি-

হয়ারে ! ত্বদ্‌বলং জ্ঞাতং তৃণাদস্ত্বং জড়াকৃতিঃ।
শৃঙ্গয়োস্তে করিষ্যামি সুদৃঢ়ং চ শরাসনম্ ॥ ১৯ ॥
দর্পঃ শৃঙ্গবলাত্তেঽস্তি বিদিতং কারণং ময়া।
বিষাণে পরিচ্ছিত্বা তে সংহরিষ্যামি তদ্বলম্ ॥ ২০ ॥
যদ্‌বলেনাতিপূর্ণস্ত্বং জাতোঽসি বলদর্পিতঃ।
কুশলস্ত্বং তদাঘাতে ন যুদ্ধে মহিষাধম ! ॥ ২১ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তোঽসৌ সুরেন্দ্রেণ স দূতস্ত্বরিতো গতঃ।
জগাম মহিষং মত্তং প্রণম্য প্রত্যুবাচ হ ॥ ২২ ॥

দূত উবাচ।

রাজন্ ! দেবাধিপঃ কামং ন ত্বাং বিগণয়ত্যসৌ।
মন্যতে স্ববলং পূর্ণং দেবসৈন্যসমাবৃতঃ ॥ ২৩ ॥
যদুক্তং তেন মূর্খেণ কথমন্যদ্‌ব্রবীম্যহম্।
প্রিয়ং সত্যঞ্চ বক্তব্যং ভৃত্যেন পুরতঃ প্রভোঃ ॥ ২৪ ॥

তৃণাদ ইতি। তৃণভক্ষণ এব বলং নান্যত্রেতি ভাবঃ ॥ ১৯—২০ ॥
তদাঘাতে শৃঙ্গাভ্যামাঘাতে এব কুশলো ন যুদ্ধে ইত্যর্থঃ ॥ ২১—২৩ ॥
যদুক্তমিতি। যত্তেন মূর্খেণেন্দ্রেণোক্তং তস্মাদন্যদন্যথা কথং ব্রবীমি কথং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। কুত ইতি চেত্তত্রাহ প্রিয়ং সত্যমিতি। ইন্দ্রোক্তাদন্যস্য ভিন্নস্য কথনে সত্যবাধঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥

লয়ে আগমন কর ॥১৭—১৮॥ মহিষ ! তুই তৃণভক্ষক ও জড়াকৃতি সুতরাং তোর বল বিক্রম আমার অবিদিত নাই অতএব সংগ্রামে আসিলেই তোর শৃঙ্গ লইয়া সুদৃঢ় শরাসন প্রস্তুত করিব ॥ ১৯ ॥ তুই শৃঙ্গের বলেই দর্প করিতেছিস্, ইহা আমি বেশ বিদিত আছি, রে মহিষাধম ! তুই শৃঙ্গের দ্বারাই আঘাত করিতেই পটু যুদ্ধের বিষয় কিছুই অবগত নহিস্। অতএব তুই যে শৃঙ্গের বলেই পরিপূর্ণ হইয়া বলের দর্প করিতেছিস্ আমি সেই বিষাণদ্বয় ছেদন করিয়া তোর বলবীর্য্য সমস্তই বিনষ্ট করিব ॥ ২০—২১ ॥

ব্যাস বলিলেন ; দূত সুরপতির নিকট এইকথা শুনিয়া সত্বর তথা হইতে প্রস্থান করিল, পরে প্রমত্ত মহিষদানবের সন্নিহিত হইয়া প্রণাম করত বলিতে লাগিল ॥ ২২ ॥ রাজন্ ! দেবাধিপতি ইন্দ্র দেবসৈন্যে পরিবেষ্টিত থাকিয়া নিজেই পূর্ণবলে বলীয়ান্ বলিয়া মনে করিতেছেন। আপনাকে উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়াই গণনা করিতেছেন না ॥ ২৩ ॥ প্রভুর সম্মুখে ভৃত্যের প্রিয় অথচ সত্যকথা বলাই উচিত, সেই মূর্খ সুরপতি যাহা বলিয়াছে

প্রিয়ং সত্যঞ্চ বক্তব্যং প্রভোরগ্রে শুভেচ্ছুনা।
ইতি নীতির্ম্মহারাজ জাগর্ত্তি শুভকারিণী ॥ ২৫ ॥
কেবলং চেৎ প্রিয়ং ব্রূয়াং ন তে কার্য্যং ভবিষ্যতি।
পরুষঞ্চ ন বক্তব্যং কদাচিচ্ছুভমিচ্ছতা ॥ ২৬ ॥
যথারিপুমুখাদ্বাচঃ প্রসরন্তি বিষোপমাঃ।
তথা ভৃত্যমুখান্নাথ! নিঃসরন্তি কথং গিরঃ ॥ ২৭ ॥
যাদৃশানীহ বাক্যানি তেনোক্তানি মহীপতে!।
তাদৃশানি ন মে জিহ্বা বক্তুমর্হতি কর্হিচিৎ ॥ ২৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য হেতুগর্ভং তৃণাশনঃ।
ভৃশং কোপপরীতাত্মা বভূব মহিষাসুরঃ ॥ ২৯ ॥

তত্র নীতিশাস্ত্রং প্রমাণয়তি প্রিয়ং সত্যমিতি ॥ ২৫ ॥

কিঞ্চ। সত্যং হিত্বা দেবরাজেনানুক্তমপি কেবলং প্রিয়ং বাক্যং ত্বৎসন্তোষার্থং বক্তব্যম্। তথাপি তদা তব কার্য্যমিন্দ্রস্থানলাভো ন ভবিষ্যত্যাহ কেবলমিতি। নন্বু তর্হি মম কার্য্যার্থমিন্দ্রেণ যৎ পরুষং বাক্যমুক্তং তদেব বদেতি চেত্তত্রাহ পরুষঞ্চেতি। প্রভোরগ্রে শুভমিচ্ছতা পুরুষেণ পরুষং বাক্যমপি ন বক্তব্যং মর্য্যাদাভঙ্গপ্রসঙ্গাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

নন্বু ভবতু মমামর্য্যাদা তথাপি যত্তেনোক্তং পরুষং বাক্যং সত্যং তদেব বদেতি চেত্তত্রাহ যথা রিপুমুখাদিতি। কথং গির ইতি। অতিকঠোরা ময়া বক্তুমনর্হা অতিনীচা বাচস্তেনোক্তা ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

তদেব স্পষ্টমাহ যাদৃশানীহেতি ॥ ২৮—২৯ ॥

তাহা আমি আপনার নিকট কিরূপে বলিব ॥ ২৪ ॥ বিশেষতঃ মহারাজ! হিতাভিলাষী ভৃত্য প্রভু সন্নিধানে প্রিয় এবং সত্যবাক্য বলিবে এই মঙ্গল বিধায়িনী নীতি জাগরূক রহিয়াছে ॥ ২৫ ॥ যদি কেবল তৃপ্তিকর কথাই বলি, তাহা হইলে আপনার কার্য্য হইবে না, আবার শুভাভিলাষী ভৃত্যের কদাচিৎ পরুষ বাক্য বলাও উচিত নহে ॥ ২৬ ॥ নাথ! শত্রুর মুখ হইতে যেরূপ বিষসদৃশ পরুষ বাক্য সকল নিঃসৃত হইয়াছে, সেরূপ কঠোর বাক্য ভৃত্য মুখ হইতে কিরূপে বহির্গত হইবে? ॥ ২৭ ॥ মহীপতে! সুরপতি যাদৃশ বাক্য বলিয়াছেন, আমার জিহ্বা কখনই তাদৃশ বাক্য উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ২৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, বার্ত্তাবহের উক্তরূপ হেতুসমন্বিত বাক্য শ্রবণে তৃণভোজী মহিষদানব অতিশয় কুপিত হইয়া লাঙ্গূল পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করত মূত্র ত্যাগ করিতে লাগিল; তখন ক্রোধে নয়নযুগল লোহিত করিয়া দানবদিগকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিল, দানবগণ! সুরেন্দ্র, যুদ্ধের নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে, অতএব তোমরা সেনা সংগ্রহ

সমাহূয়াব্রবীদ্দৈত্যান্ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
লাঙ্গূলং পৃষ্ঠদেশে চ কৃত্বা মূত্রং পরিত্যজন্॥ ৩০ ॥
ভো ভো দৈত্যাঃ সুরেন্দ্রোঽসৌ যুদ্ধকামোঽস্তি সর্ব্বথা।
বলোদ্যোগং কুরুধ্বং বৈ জেতব্যোঽসৌ সুরাধমঃ॥ ৩১ ॥
মদগ্রে কো ভবেচ্ছূরঃ কোটিশশ্চেত্তথাবিধাঃ।
ন বিভেম্যেকতঃ কামং হনিষ্যাম্যদ্য সর্ব্বথা॥ ৩২ ॥
শূরঃ শান্তেষসৌ নূনং তপস্বিষু বলাধিকঃ।
বলকর্ত্তা হি কুহকো লম্পটঃ পরদারহৃৎ॥ ৩৩ ॥
অপ্সরোবলসম্মত্তস্তপোবিঘ্নকরঃ খলঃ।
ছিদ্রপ্রহরণঃ পাপো নিত্যং বিশ্বাসঘাতকঃ॥ ৩৪ ॥
নমুচির্নিহতো যেন কৃত্বা সন্ধিং দুরাত্মনা।
শপথান্ বিবিধানাদৌ কৃত্বা ভীতেন ছদ্মনা॥ ৩৫ ॥
বিষ্ণুস্তু কপটাচার্য্যঃ কুহকঃ শপথাকরঃ।
নানারূপধরঃ কামং বলকৃদ্দম্ভপণ্ডিতঃ॥ ৩৬॥
কৃত্বা কোলাকৃতিং যেন হিরণ্যাক্ষো নিপাতিতঃ।
হিরণ্যকশিপুর্যেন নৃসিংহেন চ ঘাতিতঃ॥ ৩৭ ॥

মূত্রং পরিত্যজন্মূত্রয়ন্নিত্যর্থঃ। বৃষভমহিষয়োরয়ং স্বভাবো দর্শিতঃ॥ ৩০—৩২॥
শান্তেষু সৌম্যেষসৌ শূরো ন মাদৃশেম্বিত্যর্থঃ। তথা তপস্বিষু তপঃকৃশেষু বলাধিকো ন মাদৃশেষু॥ ৩৩—৩৮॥

কর, সেই সুরাধমকে জয় করিতে হইবে॥ ৩০—৩১॥ আমা অপেক্ষা কে বীর আছে? যদি সুরেন্দ্রের ন্যায় কোটি কোটি বীর আইসে তবে তাহাদের মধ্যে আমি কাহাকেও ভয় করি না, দানবগণ! সেই সুরপতিকে আজ সর্ব্বতোভাবে নিহত করিব॥৩২॥ সেই ইন্দ্র কেবল শান্ত ও নিরীহ জন সন্নিধানেই শূর আর তপঃকৃশ তপস্বিগণের নিকটেই বলবান্ কিন্তু মাদৃশ জনের সমীপে তাহার কোন বিক্রম প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। সে লম্পট সুতরাং অন্যায় বল প্রয়োগ করিয়া ছল পাতিয়া পরদার হরণ করিয়া থাকে॥৩৩॥ সে অত্যন্ত খল, পাপপরায়ণ ও ছিদ্রান্বেষী; তাহা না হইলে অপ্সরাগণের সৌন্দর্য্যবলে মত্ত হইয়া তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করিবে কেন? সে নিতান্ত বিশ্বাসঘাতক বলিয়াই প্রথমতঃ ভীত হইয়া নানাবিধ শপথ করিয়া মহাত্মা নমুচির সহিত সন্ধি করিল, পরে অবসর পাইয়া সেই দুরাত্মা সন্ধি ভঙ্গ করিয়া কপটতা পূর্ব্বক তাহাকে নিপাত করিল॥ ৩৪—৩৫॥ পরন্তু বীর্য্যবান্ বিষ্ণু কপট ব্যবহারের আচার্য্য, শপথের আকর স্বরূপ এবং নিজের গর্ব্ব করিতেই পটু ও পণ্ডিত। সে মায়া দ্বারা ইচ্ছা অনুসারে নানা রূপ ধারণ করিয়া থাকে॥৩৬॥ এই

নাহং তদ্বশগো নূনং ভবেয়ং দনুনন্দনাঃ!।
বিশ্বাসং নৈব গচ্ছামি দেবানাং কুত্র কর্হিচিৎ ॥ ৩৮ ॥
কিং করিষ্যতি মে বিষ্ণুরিন্দ্রো বা বলবত্তরঃ।
রুদ্রো বাপি ন মে শক্তঃ প্রতিকর্ত্তুং রণাঙ্গণে ॥ ৩৯ ॥
ত্রিবিষ্টপং গ্রহীষ্যামি জিত্বেন্দ্রং বরুণং যমম্।
ধনদং পাবকঞ্চৈব চন্দ্রসূর্য্যৌ বিজিত্য চ ॥ ৪০ ॥
যজ্ঞভাগভুজঃ সর্ব্বে ভবিষ্যামোঽদ্য সোমপাঃ।
জিত্বা দেবসমূহঞ্চ বিহরিষ্যামি দানবৈঃ ॥ ৪১ ॥
ন মে ভয়ং সুরেভ্যশ্চ বরদানেন দানবাঃ!।
মরণং ন নরেভ্যশ্চ নারী কিং মে করিষ্যতি? ॥ ৪২ ॥
পাতালপর্ব্বতেভ্যশ্চ সমাহূয় বরান্ বরান্।
দানবান্ মম সৈন্যেশান্ কুর্ব্বন্তু ত্বরিতাশ্চরাঃ! ॥ ৪৩ ॥
একোঽহং সর্ব্বদেবেশান্ বিজেতুং দানবাঃ! ক্ষমঃ।
শোভার্থং বঃ সমাহূয় নয়ামি সুরসঙ্গমে ॥ ৪৪ ॥
শৃঙ্গাভ্যাঞ্চ ক্ষুরাভ্যাঞ্চ হনিষ্যেঽহং সুরান্ কিল।
ন মে ভয়ং সুরেভ্যশ্চ বরদানপ্রভাবতঃ ॥ ৪৫ ॥

প্রতিকর্ত্তুং বিপরীতং কর্ত্তুম্ ॥ ৩৯—৪২ ॥
হে চরাঃ দূতাস্তানাহূতান্দানবান্ সৈন্যেশান্ কুর্ব্বন্তু ভবন্তু ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

সকল কারণেই বিষ্ণু শূকরাকৃতি হইয়া হিরণ্যাক্ষকে এবং নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে সংহার করিয়াছিল ॥ ৩৭ ॥ দানবগণ! আমি কখনই সেই বিষ্ণুর বশীভূত হইব না। কারণ, আমি দেবতাদিগের কোন বাক্য কি কার্য্যে কদাচই বিশ্বাস করি না ॥ ৩৮ ॥ অতি বলবান্ রুদ্র যখন রণাঙ্গণে আমার প্রতিকূলাচরণ করিতে সমর্থ নহেন তখন ইন্দ্র অথবা বিষ্ণু আমার কি করিবে? ॥ ৩৯ ॥ আমি এক্ষণেই ইন্দ্র, বরুণ, যম, কুবের, পাবক, চন্দ্র এবং সূর্য্যকে পরাজয় করিয়া স্বর্গসাম্রাজ্য গ্রহণ করিব ॥ ৪০ ॥ দেবগণকে জয় করিয়া আমরা সকলেই যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ ও সোমপান করিয়া দানবগণের সহিত বিহার করিব ॥ ৪১ ॥ দানবগণ! বরলাভ বশত সুরগণ হইতে আমার কিঞ্চিন্মাত্রও ভয় নাই; বিশেষত পুরুষ হইতেও আমার মৃত্যু ভয় নাই কেবল স্ত্রী হইতেই আমার মরণ ভয়, কিন্তু স্ত্রীলোকে আমার কি করিতে পারিবে? ॥ ৪২ ॥ চরগণ! অবিলম্বে পাতাল ও পর্ব্বত হইতে প্রধান প্রধান দানবগণকে আহ্বান করিয়া আমার সেনাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করুক ॥৪৩॥ দানবগণ! আমি একাকীই সমস্ত প্রধান প্রধান দেবতাদিগকে পরাজয়

অবধ্যোঽহং সুরগণৈরসুরৈর্ম্মানবৈস্তথা।
তস্মাৎ সজ্জা ভবন্ত্বদ্য দেবলোকজয়ায় বৈ ॥ ৪৬ ॥
জিত্বা সুরালয়ং দৈত্যা বিহরিষ্যামি নন্দনে।
মন্দারকুসুমাপীড়া দেবযোষিৎসমন্বিতাঃ ॥ ৪৭ ॥
কামধেনুপয়োৎসিক্তাঃ সুধাপানপ্রমোদিতাঃ।
দেবগন্ধর্ব্বগীতাদিনৃত্যলাস্যসমন্বিতাঃ ॥ ৪৮ ॥
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা ঘৃতাচী চ তিলোত্তমা।
প্রমদ্বরা মহাসেনা মিশ্রকেশী মদোৎকটা ॥ ৪৯ ॥
বিপ্রচিত্তিপ্রভৃতয়ো নৃত্যগীতবিশারদাঃ!
রঞ্জয়িষ্যন্তি বঃ সর্ব্বান্নানাসবনিষেবণৈঃ ॥ ৫০ ॥
সর্ব্বে সজ্জা ভবন্ত্বদ্য রোচতাং গমনং দিবি ॥
সংগ্রামার্থং সুরৈঃ সার্দ্ধং কৃত্বা মঙ্গলমুত্তমম্ ॥ ৫১ ॥
রক্ষণার্থঞ্চ সর্ব্বেষাং ভার্গবং মুনিসত্তমম্।
সমাহূয় চ সম্পূজ্য স্থাপ্য যজ্ঞে গুরুং পরম্ ॥ ৫২ ॥

বো যুষ্মান্ শোভার্থং যুদ্ধশোভার্থং সমাহূয় নয়ামীত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৬ ॥
জিত্বেতি। যেন কারণেন সুরালয়ং জিত্বা নন্দনে বিহরিষ্যাম্যহং তৎ কুরুতেত্যর্থঃ। মদ্-যোগাদ্যূয়মপি সুখিনো ভবিষ্যথেত্যাহ মন্দারকুসুমাপীড়া ইতি ॥ ৪৭—৪৯ ॥
নানাসবাস্তনেকবিধা মদিরাঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

করিতে পারি, কেবল যুদ্ধ শোভার জন্যই তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া সুরগণের সংগ্রামে লইয়া যাইতেছি ॥ ৪৪ ॥ বরপ্রভাববশত সুরগণ হইতে আমার কোন ভয় নাই অতএব শৃঙ্গ ও খুর প্রহারেই তাহাদিগকে নিধন করিব ॥ ৪৫ ॥ সুর, অসুর অথবা মানব, সকলেরই আমি অবধ্য অতএব দেবলোক জয় করিবার নিমিত্ত তোমরা সুসজ্জিত হও ॥ ৪৬ ॥ দানবগণ! সুরালয় জয় করিয়া পারিজাত মালায় বিভূষিত হইয়া আমরা দেবাঙ্গনাগণের সহিত নন্দনকাননে বিহার করিব ॥৪৭॥ আমরা তখন কামধেনুর দুগ্ধ পান এবং সুধাপানে উল্লাসিত হইয়া দেব এবং গন্ধর্ব্বদিগের নৃত্য গীত এবং বাদ্য দর্শন ও শ্রবণ করিব ॥ ৪৮ ॥ উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী, তিলোত্তমা, প্রমদ্বরা, মহাসেনা, মিশ্রকেশী, মদোৎকটা, বিপ্রচিত্তি প্রভৃতি নৃত্যগীতবিশারদ স্বর্গবেশ্যারা নানাবিধ মদ্য নিষেবন দ্বারা তোমাদের সকলেরই চিত্ত-বিনোদন করিবে ॥ ৪৯—৫০ ॥ অতএব যদি তোমাদের ইচ্ছা থাকে, তবে তোমরা পবিত্র মাঙ্গল্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সুরগণের সহিত সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত এখনি সুসজ্জিত হও ॥ ৫১ ॥ আর দৈত্যগুরু মুনিসত্তম ভৃগুনন্দন পবিত্রাত্মা শুক্রাচার্য্যকে আহ্বানপূর্ব্বক

ব্যাস উবাচ।

ইতি সন্দিশ্য দৈত্যেন্দ্রান্ মহিষঃ পাপধীস্তদা।
জগাম ত্বরিতো রাজন্! ভবনং স্বং মুদান্বিতঃ॥ ৫৩॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে ভগবতীমাহাত্ম্যে দৈত্যসৈন্যোদ্যোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

যজ্ঞেঽস্মাকং বিজয়ার্থং কাম্যানুষ্ঠানরূপে যজ্ঞে ইত্যর্থঃ॥ ৫২—৫৩॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥৩॥

তাঁহার পূজা করিয়া সমস্ত দৈত্যগণের রক্ষার নিমিত্ত বিজয় কামনায় যজ্ঞ করিতে তাঁহাকে নিয়োজিত কর॥ ৫২॥ রাজন্! পাপবুদ্ধি মহিষ, তখন প্রধান প্রধান দানবদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া হৃষ্টচিত্তে স্বীয় আলয়ে প্রবেশ করিল॥ ৫৩॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক শ্রীদেবীভাগবত মহাপুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে দৈত্যসৈন্যের উদ্যোগ বর্ণন নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

গতে দূতে সুরেন্দ্রোঽপি সমাহূয় সুরানথ।
যমবায়ুধনাধ্যক্ষবরুণানিদমূচিবান্ ॥ ১ ॥
মহিষো নাম দৈত্যেন্দ্রো রম্ভপুত্রো মহাবলঃ।
বরদর্পমদোম্মত্তো মায়াশতবিচক্ষণঃ ॥ ২ ॥
তস্য দূতোঽদ্য সংপ্রাপ্তঃ প্রেষিতস্তেন ভো সুরাঃ!।
স্বর্গকামেন লুব্ধেন মামুবাচেদৃশং বচঃ ॥ ৩ ॥
ত্যজ দেবালয়ং শক্র! যথেচ্ছং ব্রজ বাসব!।
সেবাং বা কুরু দৈত্যস্য মহিষস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪ ॥
দয়াবান্ দানবেন্দ্রোঽসৌ স তে বৃত্তিং বিধাস্যতি।
নতেষু ভৃত্যভূতেষু ন কুপ্যতি কদাচন ॥ ৫ ॥
নোচেদ্ যুদ্ধায় দেবেশ! সেনোদ্যোগং কুরু স্বয়ম্।
গতে ময়ি স দৈত্যেন্দ্রস্ত্বরিতঃ সমুপেষ্যতি ॥ ৬ ॥

পঞ্চাশদ্ভিরথ শ্লোকৈর্ব্বিমর্শো দেবসংসদি।
বৃহস্পতিযুতৈর্দ্দেবৈঃ প্রারব্ধ ইতি কীর্ত্ত্যতে ॥

দূতগমনানন্তরং দেবলোকে জাতং বৃত্তমাহ গতে দূত ইতি ॥ ১—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দানবদূত প্রস্থান করিলে পর দেবরাজ ইন্দ্র, যম বায়ু বরুণ ও কুবের প্রভৃতি সুরগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন ॥ ১ ॥ দেবগণ! রম্ভপুত্র মহাবল মহিষ এখন দানবগণের রাজা, বিশেষতঃ সে শত শত মায়ায় বিচক্ষণ এবং বরদর্পে দর্পিত হইয়া রহিয়াছে ॥২॥ সুরগণ! মহিষ স্বর্গ কামনায় লোলুপ হইয়া দূত প্রেরণ করিয়াছে, তাহার দূত অদ্য মৎসন্নিধানে উপনীত হইয়া আমাকে এইরূপ বলিল, শক্র! সুরালয় পরিত্যাগ করিয়া তোমার যেখানে ইচ্ছা হয়, গমন কর, অথবা দানবপতি মহাত্মা মহিষাসুরের সেবায় তৎপর হও ॥ ৩-৪ ॥ বিপক্ষ, ভৃত্যের ন্যায় নত হইলে দানবপতি তাহার প্রতি কখন কুপিত হয়েন না, তুমি তাহার সেবায় প্রবৃত্ত হইলে বরং তিনি দয়াপরতন্ত্র হইয়া তোমার বৃত্তি বিধান করিয়া দিবেন ॥ ৫ ॥ দেবেশ! ইহা যদি তোমার অভিমত না হয় তবে যুদ্ধের নিমিত্ত স্বয়ং সেনা সংগ্রহ কর, এস্থান হইতে আমি প্রতিনিবৃত্ত হইলেই দানবপতি মহিষ অবিলম্বে

ইত্যুক্ত্বা স গতো দূতো দানবস্থ দুরাত্মনঃ।
কিং কর্ত্তব্যমতঃ কার্য্যং চিন্তয়ধ্বং সুরোত্তমাঃ! ॥ ৭ ॥
দুর্ব্বলোঽপি ন চোপেক্ষ্যঃ শত্রুর্ব্বলবতা সুরাঃ!।
বিশেষেণ সদোদ্যোগী বলবান্ বলদর্পিতঃ ॥ ৮ ॥
উদ্যমঃ কিল কর্ত্তব্যো যথাবুদ্ধি যথাবলম্।
দৈবাধীনো ভবেন্নূনং জয়ো বাথ পরাজয়ঃ ॥ ৯ ॥
সন্ধিযোগো ন চাত্রাস্তি খলে সন্ধির্নিরর্থকঃ।
সর্ব্বথা সাধুভিঃ কার্য্যং বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১০ ॥
যানমপ্যধুনা নৈব কর্ত্তব্যং সহসা পুনঃ ॥ ১১ ॥
প্রেক্ষকাঃ প্রেষণীয়াশ্চ শীঘ্রগাঃ সুপ্রবেশকাঃ।
ইঙ্গিতজ্ঞাশ্চ নিঃসঙ্গা নিঃস্পৃহাঃ সত্যবাদিনঃ ॥
সেনাভিযোগং প্রস্থানং বলসংখ্যা যথার্থতঃ।
বীরাণাঞ্চ পরিজ্ঞানং কৃত্বা যান্তু ত্বরান্বিতাঃ ॥ ১২ ॥

নতেষু নম্রেষু। (বৈরিণস্তস্যানুপেক্ষণীয়ত্বাৎ ইদানীমুদ্যমকরণে হেতুমাহ দুর্ব্বলোঽপীতি। বলবতাপি জিগীষুণা হীনবলোঽপি শত্রুর্নোপেক্ষ্যস্ততোঽপ্যসৌ নিত্যোদ্‌যোগী বলবাংশ্চ তত্র পুনঃ কিমু বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫—৯ ॥)

সন্ধিযোগো মৈত্রীযোগঃ যতো নিরর্থকঃ খলে সন্ধিযোগস্ততঃ সর্ব্বথা সাধুভির্ভবদ্ভিঃ পুনঃ পুনর্ব্বিচার্য্য কর্ত্তব্যমিত্যন্বয়ঃ ॥ ১০ ॥

যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইবেন ॥ ৬ ॥ দুষ্টপ্রকৃতি সেই দানবের দূত ইহা জ্ঞাপন করিয়া প্রস্থান করিয়াছে, অতএব সুরোত্তমগণ! এখন কি করা কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়েরই চিন্তা কর ॥ ৭ ॥ দেববৃন্দ! দেখ, স্বয়ং বলবান্ হইলেও শত্রুকে দুর্ব্বল বলিয়া উপেক্ষা করা বিধেয় নহে। বিশেষত যে শত্রু বলবান্ বাহুবলে দর্পিত এবং সর্ব্বদাই উদ্যমশীল তাহাকে ত কখনই উপেক্ষা করিবে না ॥ ৮ ॥ আপন আপন বল ও বুদ্ধি অনুসারে উদ্‌যোগ করা একান্ত কর্ত্তব্য, তদনন্তর জয় অথবা পরাজয়ই হউক তাহা নিতান্তই দৈবের অধীন। খলের সহিত সন্ধি করা নিরর্থক, সুতরাং ইহার সহিত সন্ধি করা কোনক্রমেই উচিত নহে, তোমরা সাধু, সেই দানব সকল অত্যন্ত খল, অতএব পুনঃ পুনঃ বিশেষরূপ বিচার করিয়া যাহা ভাল বিবেচনা হয় তাহাই কর ॥৯—১০॥ শত্রুর বলাবল না জানিয়া সহসা এখন যুদ্ধ যাত্রা করাও অনুচিত, অতএব যাহাদের শত্রুপক্ষীয় কাহারও সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই ও যাহারা অনায়াসে শত্রুদলে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের বলাবল বিদিত হইতে পারে এতাদৃশ ইঙ্গিতজ্ঞ সত্যবাদী নিস্পৃহ দ্রুতগামী চর সকল প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। তাহারা সেনার সংস্থান, তাহাদের গতি ও সংখ্যা যথার্থরূপে অবগত হইবে এবং তাহাদের কে কেমন বীর, তাহাদের

জ্ঞাত্বা দৈত্যপতেস্তস্য সৈন্যস্য চ বলাবলম্।
করিষ্যামি ততস্তূর্ণং যানং বা দুর্গসংগ্রহম্ ॥ ১৩ ॥
বিচার্য্য খলু কর্ত্তব্যং কার্য্যং বুদ্ধিমতা সদা।
সহসা বিহিতং কার্য্যং দুঃখদং সর্ব্বথা ভবেৎ ॥
তস্মাদ্বিমৃশ্য কর্ত্তব্যং সুখদং সর্ব্বথা বুধৈঃ ॥ ১৪ ॥
নাত্র ভেদবিধির্ন্যায্যো দানবেষু চ সর্ব্বথা।
একচিত্তেষু কার্য্যেঽস্মিংস্তস্মাচ্চারা ব্রজন্তু বৈ ॥ ১৫ ॥
জ্ঞাত্বা বলাবলং তেষাং পশ্চান্নীতির্বিচার্য্য চ।
বিধেয়া বিধিবত্তজ্‌জ্ঞৈস্তেষু কার্য্যপরেষু চ ॥ ১৬ ॥
অন্যথা বিহিতং কার্য্যং বিপরীতফলপ্রদম্।
সর্ব্বথা তদ্ভবেন্নূনমজ্ঞাতমৌষধং যথা ॥ ১৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য তৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রণিধিং কার্য্যবেদিনম্।
প্রেষয়ামাস দেবেন্দ্রঃ পরিজ্ঞানায় পার্থিব ! ॥ ১৮ ॥

নমু সন্ধিযোগাসম্ভবে যুদ্ধার্থং যানমেব তর্হি কর্ত্তব্যমিতি চেত্তত্রাপ্যধুনা পরবলাবেক্ষণাৎ পূর্ব্বং সময়ো নাস্তীত্যাহ যানমিতি। তর্হ্যধুনা কিং কর্ত্তব্যমিতি চেত্তত্র স্বাভিপ্রায়মাহ প্রেক্ষকা ইতি ॥ ১১—১৭ ॥
(তৈঃ সর্ব্বৈর্দেবৈঃসহ ইতীত্থং সঞ্চিন্ত্য বিষয়েঽত্র কার্য্যাকার্য্যং বিচার্য্য পরিজ্ঞানায় শত্রোর্ব্বলাবলাবগমনায় কার্য্যকুশলঃ চারঃ প্রেষিতবানিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥)

সংখ্যা কত, ইহারও তদন্ত করিয়া ত্বরায় প্রত্যাগমন করুক ॥ ১১—১২ ॥ প্রথমত সেই দানবপতির সৈন্যের বলাবল অবগত হইয়া তদনন্তর অবিলম্বে যুদ্ধ যাত্রা করিব অথবা দুর্গের আশ্রয় লইব ॥১৩॥ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির সর্ব্বদা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা উচিত, সহসা কোন কার্য্য করিলে ক্লেশদায়ক হইয়া থাকে,অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করিবেন, তাহাতে সকল বিষয়ই সুখদায়ক হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ দানবগণ সকলেই এক প্রাণ ও একচিত্ত, সুতরাং তাহাদের প্রতি ভেদ প্রয়োগ করা কোনমতে ন্যায়সঙ্গত নহে। অতএব আমাদের চরনিকর তথায় গমনপূর্ব্বক তাহাদের বলাবল বিদিত হইয়া আসিলে পর তাহাদের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বিচারপূর্ব্বক কার্য্যতৎপর দানবগণের প্রতি বিধিবৎ নীতি প্রয়োগ কর্ত্তব্য ॥১৫—১৬॥ নীতির বিপরীত কার্য্য বিহিত হইবে অজ্ঞাত ঔষধের ন্যায় তাহা সর্ব্বতোভাবে বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! সুরপতি দেবগণের সহিত এইরূপ পরামর্শ করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত হইবার বাসনায় কার্য্যকুশল দূত প্রেরণ করিলেন ॥ ১৮ ॥ দূতগণও সত্বর

দূতস্তু ত্বরিতো গত্বা সমাগম্য সুরাধিপম্।
নিবেদয়ামাস তদা সর্ব্বসৈন্যবলাবলম্॥ ১৯॥
জ্ঞাত্বা তদ্বলমুদ্যোগং তুরাষাড়তিবিস্মিতঃ॥ ২০॥
দেবানচোদয়ত্তূর্ণং সমাহূয় পুরোহিতম্॥
মন্ত্রং মন্ত্রবিদাং শ্রেষ্ঠং চকার ত্রিদশেশ্বরঃ॥ ২১॥
উবাচাঙ্গিরসশ্রেষ্ঠং সমাসীনং বরাসনে॥ ২২॥

ইন্দ্র উবাচ॥

ভো ভো দেবগুরো! বিদ্বন্! কিং কর্ত্তব্যং বদস্ব নঃ।
সর্ব্বজ্ঞোঽসি সমুৎপন্নে কার্য্যে ত্বং গতিরদ্য নঃ॥ ২৩॥
দানবো মহিষো নাম মহাবীর্য্যো মদান্বিতঃ।
যোদ্ধুকামঃ সমায়াতি বহুভির্দানবৈর্বৃতঃ॥ ২৪॥
তত্র প্রতিক্রিয়া কার্য্যা ত্বয়া মন্ত্রবিদাধুনা।
তেষাং শুক্রস্তথা ত্বং মে বিঘ্নহর্ত্তা সুসম্মতঃ॥ ২৫॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং প্রাহ তুরাসাহং বৃহস্পতিঃ।
বিচিন্ত্য মনসা কামং কার্য্যসাধনতৎপরঃ॥ ২৬॥

প্রণিধিং দূতম্॥ ১৯॥
(জ্ঞাত্বেতি। মহিষেণ মহান্ বলোদ্যোগঃ কৃতঃ। অতস্তচ্ছ্রবণাদিন্দ্রস্য বিস্ময় ইতি ভাবঃ॥ ২০॥)

দানবালয়ে গিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান লইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক সুরপতির নিকট সমস্ত দানবসৈন্যের বলাবল নিবেদন করিল॥১৯॥ তখন ইন্দ্র দানবসেনার উদ্যোগের বিষয় বিদিত হইয়া অতীব বিস্মিত হইলেন॥ ২০॥ তখন দেবতাদিগকে সত্বর যুদ্ধের উদ্যোগে নিয়োগ করিয়া, ত্রিদশনাথ মন্ত্রকুশল পুরোহিতকে আহ্বান করিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন॥ ২১॥ আঙ্গিরসশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি উত্তম আসনে আসীন হইলে সুরপতি জিজ্ঞাসা করিলেন,॥ ২২॥ দেবগুরো! এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি? তাহা আমাদিগকে বলুন। আপনি সর্ব্বজ্ঞ সুতরাং আপনার কোন বিষয় অবিদিত নাই, সম্প্রতি যে মহিষ নামক দানব অতীব পরাক্রমশালী ও মদগর্ব্বিত হইয়াছে। সে দানবদলে পরিবৃত হইয়া আমাদের সহিত সংগ্রাম লালসায় আগমন করিতেছে॥ ২৩॥ আপনি মন্ত্রবিশারদ, অতএব আপনি এখন ইহার প্রতিবিধান করুন, শুক্রাচার্য্য যেমন অসুরদিগের বিঘ্ন হরণ করেন, আপনিও আমাদের সেইরূপ বিঘ্নবিঘাতকর্ত্তা রহিয়াছেন ইহা আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি॥ ২৪॥

গুরুরুবাচ।

স্বস্থো ভব সুরেন্দ্র ! ত্বং ধৈর্য্যমালম্ব্য মারিষ ! ।
ব্যসনে চ সমুৎপন্নে ন ত্যাজ্যং ধৈর্য্যমাশু বৈ ॥ ২৭ ॥
জয়াজয়ৌ সুরাধ্যক্ষ ! দৈবাধীনৌ সদৈব হি ।
স্থাতব্যং ধৈর্য্যমালম্ব্য তস্মাদ্‌বুদ্ধিমতা সদা ॥ ২৮ ॥
ভবিতব্যং ভবত্যেব জানন্নেব শতক্রতো ! ।
উদ্যমঃ সর্ব্বথা কার্য্যো যথা পৌরুষমাত্মনঃ ॥ ২৯ ॥
মুনয়োঽপি হি মুক্ত্যর্থমুদ্যমৈকরতাঃ সদা ।
দৈবাধীনঞ্চ জানন্তো যোগধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ৩০ ॥
তস্মাৎ সদৈব কর্ত্তব্যো ব্যবহারোদিতোদ্যমঃ ।
সুখং ভবতু বা মা বা দৈবে কা পরিদেবনা ॥ ৩১ ॥
বিনা পুরুষকারেণ কদাচিৎ সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥
অন্ধবৎ পঙ্গুবৎ কামং ন তথা মুদমাবহেৎ ॥ ৩২ ॥
কৃতে পুরুষকারেঽপি যদি সিদ্ধির্ন জায়তে ।
ন তত্র দূষণং তস্য দৈবাধীনে শরীরিণি ॥ ৩৩ ॥

(মারিষ ! হে আর্য্য ! ব্যসনে বিপদি। ব্যসনং বিপদি ভ্রংশে দোষে কামজকোপজে ইতি কোষঃ। আশু তৎক্ষণমেব। ধৈর্য্যস্য সীমায়ামতিক্রান্তায়াং দোষাভাব ইতি ভাবঃ ॥২৬ ৩৩ ॥)

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! বৃহস্পতি বাসবের বাক্য শুনিয়া কার্য্যসাধন কামনায় মনে মনে অভিলষিত বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন ॥ ২৬ ॥ সুরেন্দ্র ! তুমি সকলের মাননীয় অতএব ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া প্রকৃতিস্থ হও, ব্যসন উপস্থিত হইলে সহসা ধৈর্য্য ত্যাগ করা বিধেয় নহে ॥ ২৭ ॥ সুরাধ্যক্ষ ! জয় বা পরাজয় সর্ব্বতোভাবে দৈবের অধীন সুতরাং বুদ্ধিমান্ লোকের সর্ব্বদাই ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকা উচিত ॥২৮॥ শতক্রতো ! যাহা হইবার, তাহা অবশ্যই হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিয়া স্বীয় পৌরুষের অনুরূপ উৎসাহ সততই করিবে ॥২৯॥ সমস্ত কার্য্য দৈবের আয়ত্ত ইহা অবগত হইয়া মুনিগণ মুক্তি লাভের আশায় একমাত্র উদ্‌যোগেই নিরত থাকিয়া যোগ ও ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন ॥ ৩০ ॥ অতএব ব্যবহার শাস্ত্রের অনুমোদিত উদ্যম করা অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাতে সুখ অথবা দুঃখই হউক, দৈব বিষয়ে পরিতাপ অকর্ত্তব্য ॥ ৩১ ॥ পুরুষকার ব্যতীত অন্ধ ও পঙ্গুর ন্যায় কদাচিৎ সিদ্ধিলাভ হয় বটে কিন্তু তাহাতে অত্যন্ত হৃষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য নহে ॥ ৩২ ॥ শরীরি মাত্রেই দৈবের অধীন অতএব পুরুষকার অবলম্বন করিলেও যদি কার্য্য সিদ্ধি না হয়

কার্যসিদ্ধির্ন সৈন্যেঽস্তি ন মন্ত্রে ন চ মন্ত্রণে।
ন রথে নায়ুধে নূনং দৈবাধীনা সুরাধিপ ! ॥ ৩৪ ॥
বলবান্‌ ক্লেশমাপ্নোতি নির্বলঃ সুখমশ্নুতে।
বুদ্ধিমান্‌ ক্ষুধিতঃ শেতে নির্বুদ্ধির্ভোগবান্‌ ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥
কাতরো জয়মাপ্নোতি শূরো যাতি পরাজয়ম্‌।
দৈবাধীনে তু সংসারে কামং কা পরিদেবনা ॥ ৩৬ ॥
উদ্যমে যো জয়েন্‌ নূনং ভবিতব্যং সুরাধিপ ! ।
দুঃখদে সুখদে বাপি তত্র তৌ ন বিচিন্তয়েৎ ॥ ৩৭ ॥
দুঃখে দুঃখাধিকান্‌ পশ্যেৎ সুখে পশ্যেৎ সুখাধিকান্‌।
আত্মানং হর্ষশোকাভ্যাং শত্রুভ্যামিব নার্পয়েৎ ॥ ৩৮ ॥
ধৈর্য্যমেবাবগন্তব্যং হর্ষশোকোদ্ভবে বুধৈঃ।
অধৈর্য্যাদ্‌যাদৃশং দুঃখং ন তু ধৈর্য্যেঽস্তি তাদৃশম্‌ ॥ ৩৯ ॥
দুর্ল্লভং সহনত্বং বৈ সময়ে সুখদুঃখয়োঃ।
হর্ষশোকোদ্ভবো যত্র ন ভবেদ্‌বুদ্ধিনিশ্চয়াৎ ॥ ৪০ ॥
কিং দুঃখং কস্য বা দুঃখং নির্গুণোঽহং সদাব্যয়ঃ ॥ ৪১ ॥

তৌ দুঃখসুখদৌ ॥ ৩৭ ॥
(নার্পয়েৎ হর্ষশোকাভ্যাং অভিভূতঃ সন্নিতি শেষঃ ॥ ৩৮ ॥)

তাহাতে পুরুষের কিছুই দোষ নাই ॥৩৩॥ সুরাধিপ! কি সৈন্য, কি মন্ত্র, কি মন্ত্রণা, কি রথ, কি আয়ুধ কিছুতেই কার্য্য সিদ্ধি হয় না, কেবল দৈবের দ্বারা নিশ্চয়ই কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ সংসার দৈবের অধীন সুতরাং বলবান্‌ ব্যক্তি দৈববলেই ক্লেশ পায়, দুর্ব্বল ব্যক্তিও সুখলাভ করে, বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিও ক্ষুধিত হইয়া শয়ন করিয়া থাকে, নির্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিও ভোগবান্‌ হয়, কাতর ব্যক্তিও জয়লাভ করে, শূর ব্যক্তিরও পরাজয় হয়, ইহাতে পরিতাপের বিষয় কি ? ॥৩৫—৩৬॥ সুরনাথ ! উদ্যমে সুখ অথবা দুঃখই হউক ভবিতব্য অবশ্যই তাহাতে নিয়োজিত করিবে অর্থাৎ সেই উদ্‌যোগ সুখদায়ক অথবা দুঃখদায়ক হইবে প্রথমত এরূপ বিবেচনা করিবে না ॥ ৩৭ ॥ লোক সকল দুঃখের সময়ে দুঃখের আধিক্যই অবলোকন করে, সুখের সময়ে সুখের আধিক্য দর্শন করে কিন্তু হর্ষ ও শোকে অভিভূত হইয়া শত্রুমুখে আত্ম সমর্পণ কর্ত্তব্য নহে ॥ ৩৮ ॥ অধৈর্য্য হইলে যেরূপ ক্লেশ হয় কিন্তু ধৈর্য্য অবলম্বন করিলে তাদৃশ ক্লেশ হয় না অতএব হর্ষ বা শোক উপস্থিত হইলে পণ্ডিতগণের অবশ্যই ধৈর্য্য অবলম্বন করা উচিত ॥ ৩৯ ॥ সুখ বা দুঃখের সময় তাহা সহ্য করা দুষ্কর অতএব বুদ্ধির নিশ্চয়তা বশত যাহাতে হর্ষ ও শোকের উদয় না হয় তাহাই কর্ত্তব্য ॥৪০॥ আমি নিরন্তর

চতুর্ব্বিংশাতিরিক্তোঽস্মি কিং মে দুঃখং সুখঞ্চ কিম্।
প্রাণস্য ক্ষুৎপিপাসে দ্বে মনসঃ শোকমূর্চ্ছনে ॥ ৪২ ॥
জরামৃত্যুশরীরস্য ষড়ূর্ম্মিরহিতঃ শিবঃ।
শোকমোহৌ শরীরস্য গুণৌ কিং মেঽত্র চিন্তনে ॥ ৪৩ ॥
শরীরং নাহমথবা তৎসম্বন্ধী ন চাপ্যহম্।
সপ্তৈকষোড়শাদিভ্যো বিভিন্নোঽহং সদা সুখী ॥ ৪৪ ॥
প্রকৃতির্বিকৃতির্নাহং কিং মে দুঃখং সদা পুনঃ।
ইতি মত্বা সুরেশ ! ত্বং মনসা ভব নির্ম্মমঃ ॥ ৪৫ ॥
উপায়ঃ প্রথমোঽয়ং তে দুঃখনাশে শতক্রতো !।
মমতা পরমং দুঃখং নির্ম্মমত্বং পরং সুখম্ ॥ ৪৬ ॥
সন্তোষাদপরং নাস্তি সুখস্থানং শচীপতে !।
অথবা যদি ন জ্ঞানং মমত্বনাশনে কিল ॥ ৪৭ ॥
ততো বিবেকঃ কর্ত্তব্যো ভবিতব্যে সুরাধিপ !।
প্রারব্ধকর্ম্মণাং নাশো নাভোগাল্লক্ষ্যতে কিল ॥ ৪৮ ॥
যদ্ভাবি তদ্ভবত্যেব কা চিন্তা সুখদুঃখয়োঃ।
সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সহায়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যা বা তব সত্তম ! ॥ ৪৯ ॥

সপ্তৈকষোড়শাদিভ্য ইতি। সপ্ত মহদাদ্যাঃ সপ্ত বিকৃতয়ঃ। একশব্দেন মূলপ্রকৃতিঃ। ষোড়শশব্দেন ষোড়শবিকারাঃ ॥ ৪৩ ॥

অব্যয় ও নির্গুণ, অতএব দুঃখ কাহার ? সে দুঃখই বা কি ? তখন এইরূপ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য ॥ ৪১ ॥

আমি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত সুতরাং আমার সুখই বা কি দুঃখই বা কি ? প্রাণের ধর্ম্ম ক্ষুধা আর পিপাসা, মনের ধর্ম্ম শোক ও মূর্চ্ছা, শরীরের ধর্ম্ম জরা ও মৃত্যু, এই ছয় ব্যাধিবিমুক্ত অতএব আমি শিব। শোক আর মোহ ইহারা শরীরের গুণ সুতরাং ইহাদের চিন্তায় আমার প্রয়োজন কি ? আমি শরীরের ধর্ম্ম, অথবা তৎসম্বন্ধীয় জীবও নহি, আমি মহদাদি সপ্ত বিকৃতি, প্রকৃতি এবং ষোড়শ বিকৃতি হইতে ভিন্ন সুতরাং আমি সর্ব্বদাই সুখী। আমি প্রকৃতি অথবা বিকৃতি নহি অতএব আমার সর্ব্বদা দুঃখ হইবে কেন ? সুরেশ ! তুমি মনে মনে এই চিন্তা করিয়া নির্ম্মম হও। শতক্রতো ! মমতাই পরম দুঃখের কারণ, আর নির্ম্মমতাই পরম সুখের মূল, সুতরাং নির্ম্মমতাই তোমার দুঃখ নাশের প্রধান উপায়। শচীপতে ! সন্তোষ হইতে সুখের বিষয় আর কিছুই নাই। অথবা মমতা নাশ বিষয়ে যদি তোমার জ্ঞান না হয় তাহা হইলে ভবিতব্য বিষয়ে বিবেক করা কর্ত্তব্য। সুরাধিপ ! ভোগ

সুখং ক্ষয়ায় পুণ্যস্য দুঃখং পাপস্য মারিষ ! ।
তস্মাৎ সুখক্ষয়ে হর্ষঃ কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা বুধৈঃ ॥ ৫০ ॥
অথবা মন্ত্রয়িত্বাদ্য কুরু যত্নং যথাবিধি ।
কৃতে যত্নে মহারাজ ! ভবিতব্যং ভবিষ্যতি ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে ইন্দ্রমন্ত্রণ বর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

তদেবাহ প্রকৃতির্ব্বিকৃতির্নাহমিতি ॥ ৪৪—৫১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

না হইলে কখন প্রারব্ধ কার্য্যের নাশ লক্ষিত হয় না ॥ ৪১—৪৮ ॥ সুরসত্তম ! তোমার বুদ্ধি-বলই সহায় হউক অথবা সমস্ত দেবতাই সহায় হউন, তোমার যাহা হইবার তাহা অবশ্যই ঘটিবে অতএব সুখ বা দুঃখে তোমার আর চিন্তা কি ? ॥ ৪৯ ॥ রাজন্ ! পুণ্যক্ষয়ের নিমিত্ত সুখ আর পাপক্ষয়ের নিমিত্ত দুঃখ হইয়া থাকে, অতএব সুখ ক্ষয় হইলে বুধগণের সর্ব্বতোভাবে হর্ষ প্রকাশ করা উচিত। মহারাজ ! অদ্য মন্ত্রণা করিয়া যথাবিধি যত্ন কর, যত্ন করিলেও যাহা ভবিতব্য তাহা হইবে ॥ ৫০—৫১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবী-ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে ইন্দ্রের মন্ত্রবর্ণন নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা সহস্রাক্ষঃ পুনরাহ বৃহস্পতিম্।
যুদ্ধোদ্যোগং করিষ্যামি হয়ারের্নাশনায় বৈ ॥ ১ ॥
নোদ্যমেন বিনা রাজ্যং ন সুখং ন চ বৈ যশঃ।
নিরুদ্যমং প্রশংসন্তি কাতরা ন চ সোদ্যমাঃ ॥ ২ ॥
যতীনাং ভূষণং জ্ঞানং সন্তোষো হি দ্বিজন্মনাম্।
উদ্যমঃ শত্রুহননং ভূষণং ভূতিমিচ্ছতাম্ ॥ ৩ ॥
উদ্যমেন হতস্ত্বাষ্ট্রো নমুচির্ব্বল এব চ।
তথৈনং নিহনিষ্যামি মহিষং মুনিসত্তম! ॥ ৪ ॥
বলং দেবগুরুস্ত্বং মে বজ্রমায়ুধমুত্তমম্।
সহায়স্তু হরির্নূনং তথোমাপতিরব্যয়ঃ ॥ ৫ ॥
রক্ষোঘ্নান্ পঠ মে সাধো! করোম্যদ্য সমুদ্যমম্।
স্বসৈন্যাভিনিবেশঞ্চ মহিষং প্রতি মানদ! ॥ ৬ ॥

সপ্তাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্যৈরথ মহামৃধে।
দেবৈঃ কৃতো দৈত্যসেনাপরাজয় উদীর্য্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে কৃতে যত্নে মহারাজ ভবিতব্যং ভবিষ্যতীতি বৃহস্পতিবাক্যং শ্রুত্বা দেবরাজ আহেত্যাহ ইতি শ্রুত্বেতি ॥ ১ ॥
সোদ্যমাঃ পরাক্রমিণো ন প্রশংসন্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥
তদেবাহ যতীনামিতি ॥ ৩—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সহস্রলোচন ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া বৃহস্পতিকে পুনরায় বলিলেন যে, মহিষাসুরের বিনাশের নিমিত্ত যুদ্ধের উদ্‌যোগ করিব। উদ্যম ব্যতীত রাজ্যলাভ, কি সুখ কি যশ কিছুই হয় না; যাহারা কাতর, তাহারাই নিরুদ্যমের প্রসংশা করে, আর যাহারা পরাক্রান্ত তাহারা উহার প্রসংশা করে না ॥ ১—২ ॥ যতিদিগের জ্ঞান ও দ্বিজগণের সন্তোষই পরম ভূষণ; কিন্তু, যাহারা ঐশ্বর্য্য অভিলাষী, উদ্যম এবং শত্রু সংহারক পরাক্রমই তাহাদিগের উত্তম ভূষণ ॥ ৩ ॥ মুনিসত্তম! আমি উদ্যম দ্বারা যেমন বৃত্র, নমুচি এবং বলাসুরকে বিনাশ করিয়াছি সেইরূপ উদমেই এই মহিষাসুরকে বিনাশ করিব ॥ ৪ ॥ আপনি দেবগণের গুরু সুতরাং আপনি এবং উত্তমায়ুধ বজ্র এই উভয়ই আমার উত্তম বল, আর

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তো দেবরাজেন বাচস্পতিরুবাচ হ।
সুরেন্দ্রং যুদ্ধসংরক্তং স্মিতপূর্ব্বং বচস্তদা ॥ ৭ ॥

বৃহস্পতিরুবাচ।

প্রেরয়ামি ন চাহং ত্বাং ন চ নিবারয়াম্যহম্।
সন্দিগ্ধেঽত্র জয়ে কামং যুধ্যতশ্চ পরাজয়ে ॥ ৮ ॥
ন তেঽত্র দূষণং কিঞ্চিদ্ভবিতব্যে শচীপতে!।
সুখং বা যদি বা দুঃখং বিহিতঞ্চ ভবিষ্যতি ॥ ৯ ॥
ন ময়া তৎ পরিজ্ঞাতং ভাবি দুঃখং সুখং তথা।
যদ্ভার্য্যাহরণে প্রাপ্তং পুরা বাসব! বেৎসি হি ॥ ১০ ॥
শশিনা মে হৃতা ভার্য্যা মিত্রেণামিত্রকর্ষণ!।
স্বাশ্রমস্থেন সম্প্রাপ্তং দুঃখং সর্ব্বসুখাপহম্ ॥ ১১ ॥

কেবলং রক্ষোঘ্নান্মন্ত্রান্ পঠ মৎকল্যাণার্থমন্যৎ সর্ব্বমহঙ্করিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৬—৭ ॥

যুধ্যতো জয়ে পরাজয়ে বা সন্দিগ্ধেন চ প্রেরয়ামীত্যন্বয়ঃ ॥ ৮—৯ ॥

ন ময়েতি। ভবতাং যুদ্ধে যদ্ভাবি দুঃখং সুখংবা তন্ময়া ন জ্ঞাতং তজ্জ্ঞানং মম নাস্তীত্যর্থঃ। নমু ত্বং ভাবি বেৎসীতি প্রসিদ্ধিঃ অতঃ কথমেবং বদসীতি চেত্তত্রাহ যদ্ভার্য্যাহরণে ইতি। যদি মম ভাবিজ্ঞানমস্তি তদা মম ভার্য্যায়াং শশিনা হৃতায়াং জায়মানং দুঃখং ময়া পূর্ব্বং জ্ঞাতমেব স্যাত্তদুপায়শ্চ ময়া কৃত এব স্যান্ন চ কৃতস্তস্মান্মম ভাবিজ্ঞানং নাস্তীত্যর্থঃ।

ইহাতে অব্যয় হরি এবং উমাপতি হর অবশ্যই আমার সহায় হইবেন ॥ ৫ ॥ গুরো! যাহাতে আমার মান রক্ষা হয় তাহা করুন; এক্ষণে আমার মঙ্গল কামনায় বিঘ্ন নাশক মন্ত্র পাঠ করুন, আমি মহিষদানবের উদ্দেশে স্বীয় সৈন্য সন্নিবেশপূর্ব্বক যুদ্ধের উদ্‌যোগ করিতেছি ॥৬॥

ব্যাস বলিলেন, বৃহস্পতি দেবরাজের বাক্য শ্রবণানন্তর ঈষৎ হাস্য করিয়া সুরেন্দ্রকে কহিলেন, দেবেন্দ্র! সত্বরই তুমি যুদ্ধে ব্যাপৃত হইবে তাহা একপ্রকার স্থির দেখিতেছি ॥৭॥ যুদ্ধ করিলে জয় অথবা পরাজয়ের নিশ্চয়তা নাই, অতএব এই সন্দিগ্ধ বিষয়ে তোমাকে আমি প্রেরণও করিব না অথবা নিবারণও করিব না ॥ ৮ ॥ শচীপতে! ভবিতব্য বিষয়ে তোমার কিছুমাত্র দোষ নাই, ইহাতে যদি সুখ বিহিত হইয়া থাকে তাহা হইলে সুখ হইবে আর যদি ইহাতে দুঃখ বিহিত হইয়া থাকে তাহা হইলে দুঃখ হইবে। বাসব! তোমাদিগের যুদ্ধে সুখ কি দুঃখ হইবে, সেই ভবিষ্যৎ বিষয় আমি জ্ঞাত নহি, কারণ পুরাকালে আমার ভার্য্যা যখন অপহৃতা হয় তখন আমি যে ক্লেশ অনুভব করিয়াছি তুমি তাহা অবগত আছ, অতএব আমার ভবিষ্যৎ জ্ঞান নাই তাহা থাকিলে দুঃখ পাইব কেন? ॥ ৯-১০ ॥ শত্রুনাশন! শশী শক্র হইয়া আমার ভার্য্যা হরণ করিলে তাহাতে আমার সকল সুখেরই বিনাশ হইল। আমি স্বীয় আশ্রমে

বুদ্ধিমান্ সর্ব্বলোকেষু বিদিতোঽহং সুরাধিপ ! ।
ক্ক মে গতা তদা বুদ্ধির্যদা ভার্য্যা হৃতা বলাৎ ॥ ১২ ॥
তস্মাদুপায়ঃ কর্ত্তব্যো বুদ্ধিমদ্ভিঃ সদা নরৈঃ ।
কার্য্যসিদ্ধিঃ সদা নূনং দৈবাধীনা সুরাধিপ ! ॥ ১৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং সত্যং গুরোঃ সার্দ্ধং শচীপতিঃ ।
ব্রহ্মাণং শরণং গত্বা নত্বা বচনমব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥
পিতামহ ! সুরাধ্যক্ষ ! দৈত্যো মহিষসংজ্ঞকঃ ।
গ্রহীতুকামঃ স্বর্গং মে বলোদ্যোগং করোত্যলম্ ॥ ১৫ ॥
অন্যে চ দানবাঃ সর্ব্বে তৎসৈন্যং সমুপস্থিতাঃ ।
যোদ্ধুকামা মহাবীর্য্যাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ১৬ ॥
তেনাহং ভীতভীতোঽস্মি ত্বৎসকাশমিহাগতঃ ।
সর্ব্বজ্ঞোঽসি মহাপ্রাজ্ঞ ! সাহায্যং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ ।

গচ্ছামঃ সর্ব্ব এবাদ্য কৈলাসং ত্বরিতা বয়ম্ ।
শঙ্করং পুরতঃ কৃত্বা বিষ্ণুঞ্চ বলিনাং বরম্ ॥ ১৮ ॥

নন্থ ভাবিজ্ঞানং তব বর্ত্তত এব তথাপি তৎপরিহারোঽবশ্যং ত্বয়া ন কৃত ইতি চেত্তদা ভাবিজ্ঞানং নিরর্থকমেব যদ্ভবিতব্যং তদ্ভবিষ্যতি । কুরু যুদ্ধং স্বং মম ভাবিজ্ঞানসমাচারস্তু ন প্রকৃতে উপযোগ ইতি গূঢ়োঽভিসন্ধিঃ ॥ ১০—১৬ ॥

অবস্থিত হইয়া অত্যন্তই দুঃখ পাইতে লাগিলাম॥১১॥ সুরনাথ ! আমি বুদ্ধিমান্ বলিয়া সকল লোকেই বিখ্যাত; কিন্তু যখন শশী বলপূর্ব্বক ভার্য্যা অপহরণ করিয়াছিল তখন আমার বুদ্ধি কোথায় গিয়াছিল ॥ ১২ ॥ সুরাধিপ ! আমার বোধ হয় কার্য্য সিদ্ধি সর্ব্বতোভাবে দৈবের আয়ত্ত তথাপি বুদ্ধিমান্ লোকের সর্ব্বদা উপায় অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য ॥ ১৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! শচীপতি গুরুর সেই সত্য বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করত পিতামহের শরণাগত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক বলিলেন ॥১৪॥ পিতামহ ! মহিষ দানব আমার স্বর্গরাজ্য গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়া অধিকতর বল সংগ্রহ করিতেছে ॥ ১৫ ॥ অন্যান্য দানবেরা সকলেই সংগ্রামে অভিলাষী হইয়া তাহার সৈন্যমধ্যে উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা সকলেই যুদ্ধবিশারদ ও অতীব বীর্য্যশালী ॥ ১৬॥ তাহাতে আমি অতিশয় ভীত হইয়া আপনার সন্নিধানে আগমন করিয়াছি । হে মহাপ্রাজ্ঞ ! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব আপনি আমাকে সাহায্য করুন ॥ ১৭ ॥

ততো যুদ্ধং প্রকর্ত্তব্যং সর্ব্বৈঃ সুরগণৈঃ সহ।
মিলিত্বা মন্ত্রমাধায় দেশং কালং বিচিন্ত্য চ ॥ ১৯ ॥
বলাবলমবিজ্ঞায় বিবেকমপহায় চ।
সাহসন্তু প্রকুর্ব্বাণো নরঃ পতনমৃচ্ছতি ॥ ২০ ॥

ব্যাস উবাচ।

তন্নিশম্য সহস্রাক্ষঃ কৈলাসং নির্জ্জগাম হ।
ব্রহ্মাণং পুরতঃ কৃত্বা লোকপালসমন্বিতঃ ॥ ২১ ॥
তুষ্টাব শঙ্করং গত্বা বেদমন্ত্রৈর্ম্মহেশ্বরম্।
প্রসন্নং পুরতঃ কৃত্বা যযৌ বিষ্ণুপুরং প্রতি ॥ ২২ ॥
স্তুত্বা তং দেবদেবেশং কার্য্যং প্রোবাচ চাত্মনঃ।
মহিষাত্তুভয়ং চোগ্রং বরদানমদোদ্ধতাৎ ॥ ২৩ ॥
তদাকর্ণ্য ভয়ং তস্য বিষ্ণুর্দ্দেবানুবাচ হ।
করিষ্যামো বয়ং যুদ্ধং হনিষ্যামস্তু দুর্জ্জয়ম্ ॥ ২৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তে নিশ্চয়ং কৃত্বা ব্রহ্মবিষ্ণুহরীশ্বরাঃ।
স্বানি স্বানি সমারুহ্য বাহনানি যযুঃ সুরাঃ ॥ ২৫ ॥

ভীতভীতোঽস্মীতি। ভীতাদপি ভীতোঽতিভীত ইত্যর্থঃ ॥ ১৭—২৪ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, আমরা সকলে অদ্যাই সত্বর হইয়া কৈলাসে যাইব, তথা হইতে শঙ্করকে সঙ্গে করিয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করিব ॥ ১৮ ॥ তথায় সমস্ত সুরগণ সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করণান্তর দেশ ও কাল বিবেচনা করিয়া যুদ্ধ করা উচিত কি না স্থির করা হইবে ॥ ১৯ ॥ কারণ, যে পুরুষ আপনার বলাবল বিদিত না হইয়া এবং বিচার না করিয়া কোনও কার্য্য করিতে সাহস করে সে স্বীয় অবনতিই লাভ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সহস্রলোচন ইন্দ্র এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া লোকপাল সমভিব্যাহারে কৈলাসাভিমুখে নির্গত হইলেন, ॥ ২১ ॥ অনন্তর শঙ্করের সন্নিধানে উপনীত হইয়া বেদ মন্ত্র দ্বারা তাঁহার স্তব করিলেন। মহেশ্বর প্রসন্ন হইলে তাঁহাকে অগ্রে লইয়া বিষ্ণুপুর বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন ॥ ২২ ॥ সুরপতি, দেবদেবেশ বিষ্ণুর স্তব করিয়া বলিলেন যে, মহিষদানব বরলাভ বশত অত্যন্ত উদ্ধত হইয়াছে; এজন্য এক্ষণে তাহা হইতে আমাদের অতিশয় ভয় উপস্থিত, আপনি তাহার প্রতিবিধান করুন ॥ ২৩ ॥ তখন বিষ্ণু তাহার ভয়ের বিবরণ অবগত হইয়া দেবতাদিগকে বলিলেন, আমরা সংগ্রাম করিয়া সেই দুর্জ্জয় অসুরকে সংহার করিব ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মা হংসসমারূঢ়ো বিষ্ণুর্গরুড়বাহনঃ।
শঙ্করো বৃষভারূঢ়ো বৃত্রহা গজসংস্থিতঃ ॥ ২৬ ॥
ময়ূরবাহনঃ স্কন্দো যমো মহিষবাহনঃ।
কৃত্বা সৈন্যসমাযোগং যাবত্তে নির্যযুঃ সুরাঃ ॥ ২৭ ॥
তাবদ্দৈত্যবলং প্রাপ্তং দৃপ্তং মহিষপালিতম্।
তত্রাভূত্তুমুলং যুদ্ধং দেবদানবসৈন্যয়োঃ ॥ ২৮ ॥
বাণৈঃ খড়্গৈস্তথা প্রাসৈর্মুষলৈশ্চ পরশ্বধৈঃ।
গদাভিঃ পট্টিশৈঃ শূলৈশ্চক্রৈশ্চ শক্তিতোমরৈঃ ॥ ২৯ ॥
মুদ্গরৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ হলৈশ্চৈবাতিদারুণৈঃ।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈরস্ত্রৈর্নিজঘ্নুস্তে পরস্পরম্ ॥ ৩০ ॥
সেনানীশ্চিক্ষুরস্তস্য গজারূঢ়ো মহাবলঃ।
মঘবন্তং পঞ্চভিস্তৈঃ সায়কৈঃ সমতাড়য়ৎ ॥ ৩১ ॥
তুরাষাড়পি তাংশ্ছিত্ত্বা বাণৈর্বাণাংস্ত্বরান্বিতঃ।
হৃদয়ে চার্দ্ধচন্দ্রেণ তাড়য়ামাস তং কৃতী ॥ ৩২ ॥
বাণাহতস্তু সেনানীঃ প্রাপ মূর্চ্ছাং গজোপরি।
করিণং বজ্রঘাতেন স জঘান করে ততঃ ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মবিষ্ণুহরীশ্বরা ইতি হরিরিন্দ্রঃ ঈশ্বরঃ শঙ্করঃ ॥ ২৫—৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও ইন্দ্র প্রভৃতি সুরগণ এইরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া স্বীয় স্বীয় বাহনে আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন ॥২৫॥ যৎকালে ব্রহ্মা হংসে, বিষ্ণু গরুড়ে, শঙ্কর বৃষে, দেবরাজ ঐরাবতে, স্কন্দ ময়ূরে এবং যম মহিষে আরূঢ় হইয়া সমস্ত দেব-সৈন্যের সমাযোগপূর্ব্বক নির্গত হইলেন, সেই সময়েই অস্ত্রশস্ত্র-সমন্বিত মহিষ-পালিত দানব-সেনাদল সম্মুখীন হইল; তখন দেব ও দানব সৈন্যের ঘোরতর তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল ॥২৬—২৮॥ বাণ, খড়্গ, প্রাস, মুষল, পরশু, গদা, পট্টিশ, শূল, চক্র, শক্তি, তোমর, মুদ্গর, ভিন্দিপাল, লাঙ্গল এবং অন্যান্য বিবিধ নিদারুণ অস্ত্র দ্বারা তাহারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল ॥ ২৯—৩০ ॥ তখন মহিষের সেনাপতি মহাবল চিক্ষুর অতি তীক্ষ্ণ পাঁচটী সায়ক দ্বারা বাসবকে তাড়িত করিল ॥ ৩১ ॥ লঘুহস্ত ইন্দ্রও সত্বর শর দ্বারা সেই সমস্ত সায়ক ছেদন করিয়া অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা তাহার হৃদয়ে প্রহার করিলেন ॥ ৩২ ॥ সেনাপতি শরাহত হইয়া গজপৃষ্ঠে মূর্চ্ছিত হইলে বাসব সেই হস্তীর শুণ্ডে বজ্র প্রহার করিলেন, তখন সেই নাগ তাঁহার বজ্রে সর্ব্বতোভাবে আহত ও ভগ্ন হইয়া স্বীয় সৈন্যমধ্যে পলায়ন করিল।

তদ্বজ্রাভিহতো নাগো ভগ্নঃ সৈন্যং জগাম হ।
দৃষ্ট্বা তং দৈত্যরাট্ ক্রুদ্ধো বিড়ালাখ্যমথাব্রবীৎ ॥ ৩৪ ॥
গচ্ছ বীর ! মহাবাহো ! জহীন্দ্রং মদগর্ব্বিতম্।
বরুণাদীন্ পরান্ দেবান্ হত্বাগচ্ছ মমান্তিকম্ ॥ ৩৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য বিড়ালাখ্যো মহাবলঃ।
আরুহ্য বারণং মত্তং জগাম ত্রিদশাধিপম্ ॥ ৩৬ ॥
বাসবস্তং সমায়ান্তং দৃষ্ট্বা ক্রোধসমন্বিতঃ।
জঘান বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈরাশীবিষসমপ্রভৈঃ ॥ ৩৭ ॥
স তু ছিত্ত্বা শরাংস্তূর্ণং স্বশরৈশ্চাপনিঃসৃতৈঃ।
পঞ্চাশদ্ভির্জঘানাশু বাসবঞ্চ শিলীমুখৈঃ ॥ ৩৮ ॥
তথেন্দ্রোঽপি চ তান্ বাণাংশ্ছিত্ত্বা কোপসমন্বিতঃ।
জঘান বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈরাশীবিষসমপ্রভৈঃ ॥ ৩৯ ॥
স তু ছিত্ত্বা শরাংস্তূর্ণং স্বশরৈশ্চাপনিঃসৃতৈঃ।
গদয়া তাড়য়ামাস গজং তস্য করোপরি ॥ ৪০ ॥
স্বকরে নিহতো নাগশ্চকারার্ত্তস্বরং মুহুঃ।
পরিবৃত্য জঘানাশু দৈত্যসৈন্যং ভয়াতুরঃ ॥ ৪১ ॥

স ইন্দ্রঃ। করে শুণ্ডাদণ্ডে ॥ ৩৩—৩৯ ॥

দানবপতি তদ্দর্শনে কুপিত হইয়া বিড়াল নামক দানবকে বলিল, বীর ! তুমি অতিশয় বলশালী, অতএব তুমি গিয়া অগ্রে মদগর্ব্বিত ইন্দ্রকে সংহার কর, পরে বরুণ প্রভৃতি অন্যান্য দেবগণকে নিপাত করিয়া আমার নিকট ফিরিয়া আইস ॥ ৩৩—৩৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! বিড়াল নামক মহাপরাক্রান্ত অসুর দানবপতির সেই বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক মত্তমাতঙ্গে আরোহণ করিয়া ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের নিকটে আগমন করিল ॥৩৬॥ বাসব তাহাকে আসিতে দেখিয়া সরোষে আশীবিষের ন্যায় প্রভাশালী ভয়ঙ্কর বিশিখ দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন ॥৩৭॥ পরন্তু সেও চাপনিঃসৃত শরসমূহ দ্বারা তাঁহার শর সকল অবিলম্বে ছেদন করিয়া পঞ্চাশৎ শিলীমুখ নিক্ষেপ করিয়া বাসবকে সত্বর প্রহার করিল ॥৩৮॥ ইন্দ্রও সেই সকল বাণ ছিন্ন করিয়া কোপসহকারে পুনরায় আশীবিষের ন্যায় তীক্ষ্ণ বিশিখ দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন এবং চাপনির্ম্মুক্ত নিজ শরনিকর দ্বারা তাহার বাণ সমূহকে খণ্ড খণ্ড করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার গজের শুণ্ডাদণ্ডে গদা প্রহার করিলেন ॥৩৯-৪০॥ গজ স্বীয়

দানবস্তু গজং বীক্ষ্য পরাবৃত্য গতং রণাৎ।
সমাবিশ্য রথে রম্যে জগামাশু সুরান্ রণে ॥ ৪২ ॥
তুরাষাড়পি তং বীক্ষ্য রথস্থং পুনরাগতম্।
অহনদ্বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈরাশীবিষসমপ্রভৈঃ ॥ ৪৩ ॥
সোঽপি ক্রুদ্ধশ্চকারোগ্রাং বাণবৃষ্টিং মহাবলঃ।
বভূব তুমুলং যুদ্ধং তয়োস্তত্র জয়ৈষিণোঃ ॥ ৪৪ ॥
ইন্দ্রস্তু বলিনং দৃষ্ট্বা কোপেনাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ।
জয়ন্তমগ্রতঃ কৃত্বা যুযুধে তেন সংযুতঃ ॥ ৪৫ ॥
জয়ন্তস্তু শিতৈর্ব্বাণৈস্তং জঘান স্তনান্তরে।
পঞ্চভিঃ প্রবলাকৃষ্টৈরসুরং মদগর্ব্বিতম্ ॥ ৪৬ ॥
স বাণাভিহতস্তাবন্নিপপাত রথোপরি।
অতিবাহ্য রথং সূতো নির্জ্জগাম রণাজিরাৎ ॥ ৪৭ ॥
তস্মিন্ বিনির্গতে দৈত্যে বিড়ালাখ্যেঽথ মূর্চ্ছিতে।
জয়শব্দো মহানাসীদ্দুন্দুভীনাঞ্চ নিঃস্বনঃ ॥ ৪৮ ॥
সুরাঃ প্রমুদিতাঃ সর্ব্বে তুষ্টুবুস্তং শচীপতিম্।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ৪৯ ॥

স তু ছিত্বেতি। স এবেন্দ্রশ্চাপনিঃসৃতৈঃ স্বশরৈস্তূর্ণং তস্য শরাংশ্ছিত্বা তস্য দৈত্যস্য গজং করোপরি শুণ্ডায়াং গদয়া তাড়য়ামাসেত্যন্বয়ঃ ॥ ৪০—৪৪ ॥
জয়ন্তং স্বপুত্রম্ ॥ ৪৫ ॥

করে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া আর্ত্তস্বরে বারংবার চীৎকার করিতে লাগিল, তখন সে ভয়াতুর হইয়া ফিরিয়া আসিতে আসিতে দানবসৈন্যগণকেই বিনাশ করিতে লাগিল ॥৪১॥ সেনাপতি বিড়ালাখ্য রণস্থল হইতে গজ পলায়ন করিল দেখিয়া রমণীয় রথে আরোহণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ যুদ্ধস্থলে সুরগণের সম্মুখীন হইল ॥ ৪২ ॥ সুরপতি রথারোহণে পুনর্ব্বার দানবকে আসিতে দেখিয়া আশীবিষ সদৃশ সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন ॥ ৪৩ ॥ সেই মহাবল দানবও কুপিত হইয়া ভয়ঙ্কর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল, তখন সেই জয়াভিলাষী বাসব ও দানবে তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল ॥ ৪৪ ॥ দানবকে বলবান্ দেখিয়া কোপে বাসবের ইন্দ্রিয় সকল আকুল হইল, তখন স্বীয় পুত্র জয়ন্তকে সঙ্গে লইয়া উভয়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪৫ ॥ জয়ন্ত পাঁচটী শাণিত বাণ সবলে আকর্ষণ করিয়া মদগর্ব্বিত দানবের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন ॥ ৪৬ ॥ দানব শরজালে অভিহত হইয়া রথের ক্রোড়ে নিপতিত হইল, তখন সারথি রথ লইয়া রণাঙ্গণ হইতে প্রস্থান করিল ॥ ৪৭ ॥ সেই বিড়াল নামক

চুকোপ মহিষঃ শ্রুত্বা জয়শব্দং সুরৈঃ কৃতম্।
প্রেষয়ামাস তত্রৈব তাম্রং পরমদাপহম্ ॥ ৫০ ॥
তাম্রস্তু বহুভিঃ সার্দ্ধং সমাগম্য রণাজিরে।
শরবৃষ্টিং চকারাশু তড়িত্বানিব সাগরে ॥ ৫১ ॥
বরুণঃ পাশমুদ্যম্য জগাম ত্বরিতস্তদা।
যমশ্চ মহিষারূঢ়ো দণ্ডমাদায় নির্যযৌ ॥ ৫২ ॥
তত্র যুদ্ধমভূদ্‌ঘোরং দেবদানবয়োর্ম্মিথঃ।
বাণৈঃ খড়্গৈশ্চ মুষলৈঃ শক্তিভিশ্চ পরশ্বধৈঃ ॥ ৫৩ ॥
দণ্ডেন নিহতস্তাম্রো যমহস্তোদ্যতেন চ।
ন চচাল মহাবাহুঃ সংগ্রামাঙ্গণতস্তদা ॥ ৫৪ ॥
চাপমাকৃষ্য বেগেন মুক্ত্বা তীব্রাঞ্ছিলীমুখান্।
ইন্দ্রাদীনহনতূর্ণং তাম্রস্তস্মিন্ রণাজিরে ॥ ৫৫ ॥
তেঽপি দেবাঃ শরৈর্দ্দিব্যৈর্নিশিতৈশ্চ শিলাশিতৈঃ।
নিজঘ্নুর্দ্দানবান্ ক্রুদ্ধাস্তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চুক্রুশুঃ ॥ ৫৬ ॥

(চুকোপেতি। পরমদাপহম্ শক্রগর্ব্ববিনাশসমর্থম্ ॥ ৫০ ॥
তাম্রস্ত্বিতি। বহুভিঃ সার্দ্ধমিত্যনেন তাম্রস্য ভূরিবীর্য্যবত্ত্বং সূচিতম্। তড়িত্বান্ মেঘ ইব। সাগর ইত্যনেন দেবসৈন্যানাং প্রাচুর্য্যমুক্তম্ ॥ ৫১ ॥)

দানব মূর্চ্ছিত হইয়া নির্গত হইলে দেবগণের দুন্দুভির নিঃস্বন এবং মহান্ জয়শব্দ হইতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥ সুরগণ হর্ষাবিষ্ট হইয়া শচীপতির স্তব করিতে লাগিল, গন্ধর্ব্বপতিগণ গান এবং অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥

রাজন্! মহিষ তখন সুরগণের উচ্চারিত জয় শব্দ শ্রবণে কুপিত হইয়া শক্রগর্ব্বহারী তাম্র নামক দানবকে সংগ্রামে প্রেরণ করিল ॥৫০॥ তাম্র রণস্থলে উপস্থিত এবং অনেকানেক প্রতিপক্ষ যোধগণের সম্মুখীন হইয়া মেঘের সাগরোপরি বারি বর্ষণের ন্যায় শর বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৫১ ॥ তখন বরুণ পাশ উদ্যত করিয়া গমন করিলেন এবং যমও মহিষে আরূঢ় হইয়া দণ্ড লইয়া ধাবিত হইলেন ॥ ৫২ ॥ বাণ, খড়্গ, মুষল, শক্তি, এবং পরশু দ্বারা দেব ও দানবের পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৫৩ ॥ যম হস্ত দ্বারা দণ্ড উদ্যত করিয়া তাম্রকে প্রহার করিলেন, মহাবাহু তাম্র যমদণ্ড দ্বারা তাড়িত হইয়াও তৎকালে রণস্থল হইতে বিচলিত হইল না ॥ ৫৪ ॥ বরং সে সবেগে চাপ আকর্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা রণাঙ্গনে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে সত্বর প্রহার করিল ॥৫৫॥ দেবতারাও কুপিত হইয়া শিলা-শাণিত নিশিত দিব্য শরসমূহ দ্বারা দানবদিগকে আঘাত করিয়া থাক থাক বলিয়া আক্রোশ

নিহতৈস্তৈঃ সুরৈর্দ্দৈত্যো মূর্চ্ছামাপ রণাঙ্গণে।
হাহাকারো মহানাসীদ্দৈত্যসৈন্যে ভয়াতুরে ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে দৈত্যসৈন্যপরাজয়ো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

সংগ্রামাঙ্গণতঃ সংগ্রামস্থলাৎ ॥ ৫৪—৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

প্রকাশ করিতে লাগিলেন ॥৫৬॥ সুরগণের সেই শরসমূহে আহত হইয়া দানব তাম্র রণস্থলে মূর্চ্ছিত হইল, তখন দানবসৈন্য ভয়াতুর হইয়া মহান্ হাহাকার শব্দ করিতে লাগিল ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্দেবীভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে মহিষাসুরের সৈন্যপরাজয়
নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।
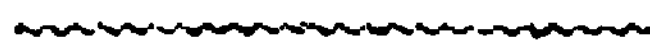
ব্যাস উবাচ।

তাম্রেঽথ মূর্চ্ছিতে দৈত্যে মহিষঃ ক্রোধসংযুতঃ।
সমুদ্যম্য গদাং গুর্ব্বীং দেবানুপজগাম হ ॥ ১ ॥
তিষ্ঠন্ত্বদ্য সুরাঃ সর্ব্বে হন্ম্যহং গদয়া কিল।
সর্ব্বে বলিভুজঃ কামং বলহীনাঃ সদৈব হি ॥ ২ ॥
ইত্যুক্ত্বাসৌ গজারূঢ়ং সম্প্রাপ্য মদগর্ব্বিতঃ।
জঘান গদয়া তূর্ণং বাহুমূলে মহাভুজঃ ॥ ৩ ॥
সোঽপি বজ্রেণ ঘোরেণ চিচ্ছেদাশু গদাঞ্চ তাম্।
প্রহর্ত্তুকামস্ত্বরিতো জগাম মহিষং প্রতি ॥ ৪ ॥
হয়ারিরপি কোপেন খড়্গমাদায় সুপ্রভম্।
যযাবিন্দ্রং মহাবীর্য্যং প্রহরিষ্যন্নিবান্তিকম্ ॥ ৫ ॥
বভূব চ তয়োর্যুদ্ধং সর্ব্বলোকভয়াবহম্।
আয়ুধৈর্ব্বিবিধৈস্তত্র মুনিবিস্ময়কারকম্ ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ পঞ্চপঞ্চাশদ্ভিঃ শ্লোকৈরনন্তরম্।
দেবৈর্দানবসৈন্যস্য যুদ্ধং জাতমুদীর্য্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে তাম্রে দৈত্যে মূর্চ্ছিতে সতি তদুত্তরং জাতং বৃত্তমাহ তাম্রে ইতি ॥ ১ ॥ বলিভুজঃ কাকাঃ ॥ ২—৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সেনাপতি তাম্র মূর্চ্ছিত হইলে পর মহিষ ক্রোধভরে গুরুতর গদা উদ্যত করত দেবগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া বলিল, দেবগণ! তোমরা কাকের ন্যায় সর্ব্বদাই বলহীন, অতএব থাক, এখনি তোমাদিগকে গদাঘাতে নিহত করিতেছি ॥ ১—২ ॥ মদগর্ব্বিত মহাবল মহিষ এই কথা বলিয়া ঐরাবতারূঢ় ইন্দ্রকে সম্মুখে পাইয়া গদা দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহার বাহুমূলে আঘাত করিল ॥ ৩ ॥ ইন্দ্রও অবিলম্বে ঘোরতর বজ্র প্রহারে সেই গদা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং তাহাকে প্রহার করিতে অভিলাষী হইয়া ত্বরায় তাহার সন্নিহিত হইলেন ॥ ৪ ॥ তখন মহিষও কোপবশত দীপ্তিশালী খড়্গ লইয়া মহাবীর্য্য ইন্দ্রকে প্রহার করিবার নিমিত্ত তাহার নিকটে গমন করিল ॥ ৫ ॥ পরে বিবিধ আয়ুধ বর্ষণ দ্বারা তাহাদের উভয়ের যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে সমস্ত লোকের ভয় ও মুনিগণের বিস্ময়

চকারাশু তদা দৈত্যো মায়াং মোহকরীং কিল।
শাম্বরীং সর্ব্বলোকঘ্নীং মুনীনামপি মোহিনীম্ ॥ ৭ ॥
কোটিশো মহিষাস্তত্র তদ্রূপাস্তৎপরাক্রমাঃ।
দদৃশুঃ সায়ুধাঃ সর্ব্বে নিঘ্নন্তো দেববাহিনীম্ ॥ ৮ ॥
মঘবা বিস্মিতস্তত্র দৃষ্ট্বা তাং দৈত্যনির্ম্মিতাম্।
বভূবাতিভয়োদ্বিগ্নো মায়াং মোহকরীং কিল ॥ ৯ ॥
বরুণোঽপি সুসন্ত্রস্তস্তথৈব ধননায়কঃ।
যমো হুতাশনঃ সূর্য্যঃ শীতরশ্মির্ভয়াতুরঃ ॥ ১০ ॥
পলায়নপরাঃ সর্ব্বে বভূবুর্ম্মোহিতাঃ সুরাঃ।
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং স্মরণং চক্রুরুদ্যতাঃ ॥ ১১ ॥
তত্রাজগ্মুশ্চ কাজেশাঃ স্মৃতমাত্রাঃ সুরোত্তমাঃ।
হংসতার্ক্ষ্যবৃষারূঢ়াস্ত্রাতুকামা বরায়ুধাঃ ॥ ১২ ॥
শৌরিস্তাং মোহিনীং দৃষ্ট্বা সুদর্শনমথোজ্জ্বলম্।
মুমোচ তত্তেজসৈব মায়া সা বিলয়ং গতা ॥ ১৩ ॥
বীক্ষ্য তান্মহিষস্তত্র সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণঃ।
যোদ্ধুকামঃ সমাদায় পরিঘং সমুপাদ্রবৎ ॥ ১৪ ॥

শাম্বরী লোকে সাবরীতি বদন্তি ॥ ৭—১১

তত্রাজগ্মুশ্চেতি। নন্থ পূর্ব্বং ব্রহ্মাদয়ো যুদ্ধার্থমাগতা ইত্যুক্তমেব পুনরত্রাজগ্মুরিতি কথমুচ্যত ইতি চেদুচ্যতে। আগতা এব ব্রহ্মাদয়ো দেবরাজস্য যুধ্যমানস্য পৃষ্ঠতো বহুদূর-

---

জম্মিল ॥ ৬ ॥ তখন সেই দানব, সমস্ত লোকের বিনাশকরী, অধিক কি মুনিগণেরও মোহকারিণী শাম্বরী মায়া বিস্তার করিল ॥ ৭ ॥ তখন রণস্থলে মহিষসদৃশ রূপবিশিষ্ট ও পরাক্রমশালী কোটি কোটি মহিষ দৃষ্ট হইতে লাগিল, তাহারা সকলেই আয়ুধ লইয়া দেবসেনা সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৮ ॥ সেই দানবকৃত মোহকরী মায়া দর্শনে বাসব বিস্মিত এবং অতিশয় ভয় বশত উদ্বিগ্ন হইলেন ॥ ৯ ॥ বরুণ, ধনপতি, যম, হুতাশন, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি দেবগণ ভয়ার্ত্ত হইয়া সকলেই পলায়ন করিলেন। তখন সুরবৃন্দ মায়াজালে বিমোহিত হইয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে মনে মনে স্মরণ করিতে লাগিলেন ॥১০—১১॥ স্মরণ করিবামাত্র সুরবর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর হংস, গরুড় ও বৃষভে আরোহণ করিয়া উত্তম উত্তম আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে পরিত্রাণ করিতে আসিলেন ॥ ১২ ॥ শৌরি সেই মোহিনী মায়া দর্শন করিয়া উজ্জ্বল সুদর্শনচক্র নিক্ষেপ করিলেন, সুদর্শনের তেজঃপ্রভাবেই সেই মায়া তিরোহিত হইল ॥ ১৩ ॥ মহিষ সৃষ্টিকারী ব্রহ্মা, পালনকর্ত্তা বিষ্ণু ও প্রলয়কারী মহেশ্বরকে তথায়

মহিষাখ্যো মহাবীরঃ সেনানীশ্চিক্ষুরস্তথা।
উগ্রাস্যশ্চোগ্রবীর্য্যশ্চ ভুদ্রুবুর্যুদ্ধকামুকাঃ ॥ ১৫ ॥
অসিলোমা ত্রিনেত্রশ্চ বাষ্কলোঽন্ধক এব চ।
এতে চান্যে চ বহবো যুদ্ধকামা বিনির্যযুঃ ॥ ১৬ ॥
সন্নদ্ধা ধৃতচাপাস্তে রথারূঢ়া মদোদ্ধতাঃ।
পরিবব্রুঃ সুরান্‌ সর্ব্বান্‌ বৃকা ইব সুবৎসকান্‌ ॥ ১৭ ॥
বাণবৃষ্টিং ততশ্চক্রুর্দ্দানবা মদগর্ব্বিতাঃ।
সুরাশ্চাপি তথা চক্রুঃ পরস্পরজিঘাংসবঃ ॥ ১৮ ॥
অন্ধকো হরিমাসাদ্য পঞ্চবাণাঞ্ছিলাশিতান্‌।
মুমোচ বিষসন্দিগ্ধান্‌ কর্ণাকৃষ্টান্‌ মহাবলান্‌ ॥ ১৯ ॥
বাসুদেবোঽপ্যসম্প্রাপ্তান্‌ বিশিখানাশুগৈস্তদা।
চিচ্ছেদ তান্‌ পুনঃ পঞ্চ মুমোচ রিপুনাশনঃ ॥ ২০ ॥
তয়োঃ পরস্পরং যুদ্ধং বভূব হরিদৈত্যয়োঃ।
বাণাসিচক্রমুসলৈর্গদাশক্তিপরশ্বধৈঃ ॥ ২১ ॥
মহেশান্ধকয়োর্যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্‌।
পঞ্চাশদ্দিনপর্য্যন্তং বভূব চ পরস্পরম্‌ ॥ ২২ ॥

দেশে স্থিতা যদেন্দ্রস্য সঙ্কটমুপস্থিতং তদা তেন স্মৃতা অগ্রে আগতা ইত্যত্র তাৎ-পর্য্যাৎ ॥১২—১৬ ॥
বৃকা ইব সুবৎসকান্‌। যথা বৃকাঃ সুবৎসান্‌ পরিবব্রুস্তথেত্যর্থঃ ॥ ১৭—২২ ॥

অবলোকন করিয়া যুদ্ধাভিলাষে পরিঘ লইয়া ধাবিত হইল॥ ১৪ ॥ তখন, সেনাপতি চিক্ষুর, উগ্রাস্য, উগ্রবীর্য্য, অসিলোমা, ত্রিনেত্র, বাস্কল, অন্ধক এবং অন্যান্য যোধগণ সকলেই যুদ্ধ বাসনায় বিনির্গত হইল॥ ১৫—১৬ ॥ সেই মদোদ্ধত দানবগণ বর্ম্মে পরিবৃত এবং ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক রথারূঢ় হইয়া, ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র সকল যেরূপ সুকুমার বৎস-দিগকে আক্রমণ করে, সেইরূপ সুরগণকে বেষ্টন করিল॥ ১৭ ॥ অনন্তর সেই মদগর্ব্বিত দানবগণ বাণবর্ষণ আরম্ভ করিল, দেবতারাও পরস্পর জিঘাংসু হইয়া সেইরূপ বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥১৮॥ সেনাপতি অন্ধক হরির সন্নিহিত হইয়া মহাবলে আকর্ণ আকর্ষণ করত বিষদিগ্ধ শিলাশাণিত পাঁচটী বাণ নিক্ষেপ করিল ॥ ১৯ ॥ তখন অরিনাশক বাসুদেবও স্বপ্রেরিত বাণ দ্বারা সেই সকল বিশিখ সম্মুখাগত হইতে না হইতেই তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়া পুনর্ব্বার পাঁচ বাণ পরিত্যাগ করিলেন ॥২০॥ তখন হরি ও দানবপক্ষ বাণ, অসি, চক্র, মুষল, গদা, শক্তি ও পরশু দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল॥ ২১ ॥ এদিকে মহেশ ও

ইন্দ্রবাস্কলয়োস্তদ্বন্মহিষাসুররুদ্রয়োঃ ।
যমত্রিনেত্রয়োস্তদ্বন্মহাহনুধনেশয়োঃ ।
অসিলোমবরুণয়োর্যুদ্ধং পরমদারুণম্ ॥ ২৩ ॥
গরুড়ং গদয়া দৈত্যো জঘান হরিবাহনম্ ।
স গদাপাতখিন্নাঙ্গো নিঃশ্বসন্নবতিষ্ঠত ॥ ২৪ ॥
শৌরিস্তং দক্ষিণেনাশু হস্তেন পরিসান্ত্বয়ন্ ।
স্থিরং চকার দেবেশো বৈনতেয়ং মহাবলম্ ॥ ২৫ ॥
সমাকৃষ্য ধনুঃ শার্ঙ্গং মুমোচ বিশিখান্ বহূন্ ।
অন্ধকোপরি কোপেন হন্তুকামো জনার্দ্দনঃ ॥ ২৬ ॥
দানবোঽপি চ তান্ বাণাংশ্চিচ্ছেদ স্বশরৈঃ শিতৈঃ ।
পঞ্চাশদ্ভির্হরিং কোপাজ্জঘান চ শিলাশিতৈঃ ॥ ২৭ ॥
বাসুদেবোঽপি তাংস্তূর্ণং বঞ্চয়িত্বা শরোত্তমান্ ।
চক্রং মুমোচ বেগেন সহস্রারং সুদর্শনম্ ॥ ২৮ ॥
ত্যক্তং সুদর্শনং দূরাৎ স্বচক্রেণ ন্যবারয়ৎ ।
ননাদ চ মহারাজ ! দেবান্ সম্মোহয়ন্নিব ॥ ২৯ ॥

মহিষাসুররুদ্রয়োরিত্যত্র তু রুদ্রো মহাদেবঃ। যমত্রিনেত্রয়োরিত্যত্র তু ত্রিনেত্রো দৈত্যঃ ॥ ২৩ ॥

(সেতি । গদাঘাতেন খিন্নান্যবসন্নান্যঙ্গানি যস্য সঃ । গরুড়স্যাপি মহাবীরস্যাবসন্নত্ববর্ণনা দৈত্যস্যাতিবীর্য্যবত্ত্বং সূচিতমিতি ভাবঃ । অবতিষ্ঠতেত্যত্র অড়াগমাভাব আর্ষঃ ॥২৪-৩০॥)

অন্ধকের পরস্পর পঞ্চাশৎ দিবস পর্য্যন্ত লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল ॥২২॥ এইরূপ বাস্কলের সহিত ইন্দ্রের, মহিষের সহিত রুদ্রের, ত্রিনেত্রের সহিত যমের, মহাহনুর সহিত ধনপতির এবং অসিলোমার সহিত বরুণের অতীব নিদারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ২৩ ॥ মহিষ হরিবাহন গরুড়কে গদাঘাত করিল, গরুড় গদার প্রহারে অতি কাতর হইয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে বসিয়া পড়িল ॥ ২৪ ॥ তখন দেবপতি শৌরি দক্ষিণহস্ত দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া সেই বিনতানন্দন মহাবল গরুড়কে সুস্থির করিলেন ॥ ২৫ ॥ জনার্দ্দন কোপবশত অন্ধককে সংহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া শার্ঙ্গধনু আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহার উপর বহুতর শর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৬ ॥ প্রথমত দানব আপনার শাণিত শরজালে তাঁহার সেই বাণ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিল। পরে কোপবশত শিলাশাণিত পঞ্চাশৎ শর দ্বারা হরিকে আঘাত করিল ॥ ২৭ ॥ বাসুদেবও অবিলম্বে সেই উত্তম উত্তম শর সকল বিফল করিয়া সহস্র অর সমন্বিত সুদর্শন চক্র সবেগে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ২৮ ॥ মহারাজ ! অন্ধক স্বীয় চক্র দ্বারা

দৃষ্ট্বা তু বিফলং জাতং চক্রং দেবস্য শার্ঙ্গিণঃ।
জগ্মুঃ শোকং সুরাঃ সর্ব্বে জহৃষুর্দ্দানবাস্তথা ॥ ৩০ ॥
বাসুদেবোঽপি তরসা দৃষ্ট্বা দেবাংশ্চ চাবৃতান্।
গদাং কৌমোদকীং ধৃত্বা দানবং সমুপাদ্রবৎ ॥ ৩১ ॥
তং জঘানাতিবেগেন মূর্দ্ধ্নি মায়াবিনং হরিঃ।
স গদাভিহতো ভূমৌ নিপপাতাতিমূর্চ্ছিতঃ ॥ ৩২ ॥
তং তথা পতিতং বীক্ষ্য হয়ারিরতিকোপনঃ।
আজগাম রমানাথং ত্রাসয়ন্নতিগর্জ্জিতৈঃ ॥ ৩৩ ॥
বাসুদেবোঽপি তং দৃষ্ট্বা সমায়ান্তং ক্রুধান্বিতম্।
চাপজ্যানিনদঞ্চোগ্রং চকার নন্দয়ন্ সুরান্ ॥ ৩৪ ॥
শরবৃষ্টিং চকারাশু ভগবান্ মহিষোপরি।
সোঽপি চিচ্ছেদ বাণৌঘৈস্তাংশ্চরান্ গগনেরিতান্ ॥ ৩৫ ॥
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্রাজন্! পরস্পরভয়াবহম্।
গদয়া তাড়য়ামাস কেশবো মস্তকোপরি ॥ ৩৬ ॥
স গদাভিহতো মূর্দ্ধ্নি পপাতোর্ব্ব্যাং সুমূর্চ্ছিতঃ।
হাহাকারো মহানাসীৎ সৈন্যে তস্য সুদারুণঃ ॥ ৩৭ ॥

(বাসুদেবোঽপীতি। কোঃ পৃথিব্যাঃ অরিঘাতনাদিনা পালকত্বাৎ মোদকো বিষ্ণুঃ। তস্যেয়মিত্যণ্ ততঃ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। কৌমোদকী বিষ্ণোরেব গদা ॥ ৩১—৪৩ ॥)

সুদর্শন চক্র নিবারণ করিয়া এরূপ গর্জ্জন করিল যে, তখন যেন তাহাতে সমস্ত সুরগণ মোহপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ২৯ ॥ শার্ঙ্গধর বাসুদেবের চক্র বিফল হইল, অবলোকন করিয়া সুরগণ শোকাকুল হইলেন এবং দানবগণ হর্ষ লাভ করিল ॥ ৩০ ॥ বাসুদেবও সুরগণকে শোকান্বিত দেখিয়া কৌমোদকী গদা ধারণ পূর্ব্বক দানবের অভিমুখে ধাবিত হইলেন ॥৩১॥ তখন হরি সেই মায়াবী দানবের মস্তকে গদা প্রহার করিলেন, তৎকালে সে গদাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল ॥ ৩২ ॥ অতি কোপনস্বভাব মহিষদানব অন্ধককে নিপতিত দেখিয়া গভীরগর্জ্জনে রমানাথকে ত্রাসিত করত আগমন করিল ॥৩৩॥ সে ক্রোধে অধীর হইয়া সমাগত হইলে বাসুদেব ইহাকে অবলোকন করিয়া ধনুর্জ্যার এতাদৃশ ভয়ঙ্কর শব্দ করিলেন যে, তাহাতে সুরগণের হর্ষের উদয় হইল ॥ ৩৪ ॥ তখন ভগবান্, মহিষের উপর বাণ বর্ষণ করিলেন, মহিষ শরনিকর দ্বারা আকাশ পথেই সেই সকল শর ছেদন করিল ॥ ৩৫ ॥ রাজন্! তখন তাঁহাদের পরস্পরের ভয়াবহ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কেশব গদা দ্বারা তাহার মস্তকের উপর আঘাত করিলেন ॥ ৩৬ ॥ সে গদা প্রহারে মস্তকে

স বিহায় ব্যথাং দৈত্যো মুহূর্ত্তাদুত্থিতঃ পুনঃ।
গৃহীত্বা পরিঘং শীর্ষে জঘান মধুসূদনম্ ॥ ৩৮ ॥
পরিঘেণাহতস্তেন মূর্চ্ছামাপ জনার্দ্দনঃ।
মূর্চ্ছিতং তমুবাহাশু জগাম গরুড়ো রণাৎ ॥ ৩৯ ॥
পরাবৃত্তে জগন্নাথে দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ।
ভয়ং প্রাপুঃ সুদুঃখার্ত্তাশ্চুক্রুশুশ্চ রণাজিরে ॥ ৪০ ॥
ক্রন্দমানান্ সুরান্ বীক্ষ্য শঙ্করঃ শূলভৃত্তদা।
মহিষং তরসাভ্যেত্য প্রাহরদ্রোষসংযুতঃ ॥ ৪১ ॥
সোঽপি শক্তিং মুমোচাথ শঙ্করস্যোরসি স্ফুটম্।
জগর্জ্জ স চ দুষ্টাত্মা বঞ্চয়িত্বা ত্রিশূলকম্ ॥ ৪২ ॥
শঙ্করোঽপি তদা পীড়াং ন প্রাপোরসি তাড়িতঃ।
তং জঘান ত্রিশূলেন কোপাদরুণলোচনঃ ॥ ৪৩ ॥
সংলগ্নং শঙ্করং দৃষ্ট্বা মহিষেণ দুরাত্মনা।
আজগাম হরিস্তাবৎ ত্যক্ত্বা মূর্চ্ছাং প্রহারজাম্ ॥ ৪৪ ॥
মহিষস্তু তদা বীক্ষ্য সম্প্রাপ্তৌ হরিশঙ্করৌ।
যুদ্ধকামৌ মহাবীর্যৌ চক্রশূলধরৌ বরৌ ॥
কোপযুক্তো বভূবাসৌ দৃষ্ট্বা তৌ সমুপাগতৌ ॥ ৪৫ ॥

(সংলগ্নং যোধনকর্ম্মণি ব্যাপারবন্তম্। পূর্ব্বং মহিষাসুরপ্রহারমূর্চ্ছিতং হরিং গৃহীত্বা গরুড়ঃ সমরাঙ্গনান্নির্গতঃ। ইদানীং হরিস্তাং প্রহারজাং মূর্চ্ছাং ত্যক্ত্বা রণাঙ্গনে পুনরায়াত ইতি ভাবঃ ॥ ৪৪—৪৭ ॥)

আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল, তখন তাহার সৈন্যমধ্যে নিদারুণ হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল ॥৩৭॥ সেই দানব মুহূর্ত্তমাত্রে ব্যথা পরিহার করিয়া উত্থিত হইল, তখন সে পুনর্ব্বার পরিঘ লইয়া মধুসূদনের মস্তকে প্রহার করিল ॥৩৮॥ সেই পরিঘ দ্বারা আহত হইয়া জনার্দ্দন মূর্চ্ছিত হইলেন, তখন গরুড় তাঁহাকে মূর্চ্ছিত অবস্থায় লইয়া তৎক্ষণাৎ রণস্থল হইতে প্রস্থান করিল ॥ ৩৯ ॥ জগন্নাথ পরাবৃত্ত হইলে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ ভীত ও সাতিশয় কাতর হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥ শঙ্কর দেবগণের রোদন শুনিয়া সরোষচিত্তে সত্বর মহিষের সন্নিহিত হইয়া তাহাকে শূল দ্বারা প্রহার করিলেন ॥ ৪১ ॥ দুষ্টস্বভাব মহিষও তাঁহার ত্রিশূল বিফল করিয়াই গর্জন করিল এবং শক্তি লইয়া শঙ্করের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিল ॥ ৪২ ॥ তখন শঙ্কর বক্ষে তাড়িত হইয়াও কিছুমাত্র ব্যথিত হইলেন না বরং কোপে আরক্তনয়ন হইয়া পুনর্ব্বার ত্রিশূল দ্বারা তাহাকে আঘাত করিলেন ॥ ৪৩ ॥ মহিষের সহিত

জগাম সম্মুখস্তাবৎ সংগ্রামার্থং মহাভুজঃ।
মাহিষং বপুরাস্থায় ধুন্বন্ পুচ্ছং সমুৎকটম্ ॥ ৪৬ ॥
চকার ভৈরবং নাদং ত্রাসয়ন্নমরানপি।
ধুন্বন্ শৃঙ্গে মহাকায়ো দারুণো জলদো যথা ॥ ৪৭ ॥
শৃঙ্গাভ্যাং পার্ব্বতান্ শৃঙ্গাংশ্চিক্ষেপ ভৃশমুৎকটান্ ॥ ৪৮ ॥
দৃষ্ট্বা তৌ তু মহাবীর্য্যৌ দানবং দেবসত্তমৌ।
চক্রতুর্ব্বাণবৃষ্টিঞ্চ দানবোপরি দারুণাম্ ॥ ৪৯ ॥
কুর্ব্বাণৌ বাণবৃষ্টিং তৌ দৃষ্ট্বা হরিহরৌ হরিঃ।
চিক্ষেপ গিরিশৃঙ্গং তু পুচ্ছেনাবৃত্য দারুণম্ ॥ ৫০ ॥
আপতন্তং গিরিং বীক্ষ্য ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
বিশিখৈঃ শতধা চক্রে চক্রেণাশু জঘান তম্ ॥ ৫১ ॥
হরিচক্রাহতঃ সংখ্যে মূর্চ্ছামাপ স দৈত্যরাট্।
উত্তস্থৌ চ ক্ষণান্নূনম্ মানুষং বপুরাস্থিতঃ ॥ ৫২ ॥
গদাপাণির্ম্মহাঘোরো দানবঃ পর্ব্বতোপমঃ।
মেঘনাদং ননাদোচ্চৈর্ভীষয়ন্নমরানপি ॥ ৫৩ ॥

পার্ব্বতান্ পর্ব্বতসম্বন্ধিনঃ ॥ ৪৮ ॥
দেবসত্তমৌ বিষ্ণুমহেশ্বরৌ ॥ ৪৯ ॥
হরিঃ হয়ারিরিত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫৩ ॥

শঙ্কর সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া হরি প্রহারজনিত মূর্চ্ছা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তথায় আগমন করিলেন ॥ ৪৪ ॥ মহাবীর্য্য দেববর চক্রধর হরি এবং শূলধারী শঙ্কর সংগ্রাম বাসনায় সমর স্থলে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া মহিষ সাতিশয় কুপিত হইল। তখন মহিষ-দেহ ধারণপূর্ব্বক বিশাল লাঙ্গূল ইতস্ততঃ সঞ্চালন করিতে করিতে সমর বাসনায় তাঁহাদের সম্মুখীন হইল ॥ ৪৫—৪৬ ॥ সেই মহাকায় ভয়ানক মহিষ শৃঙ্গদ্বয় কম্পিত করিয়া জলদের ন্যায় এরূপ গভীর গর্জ্জন করিল যে তাহাতে অমরগণও ত্রাসিত হইলেন ॥ ৪৭ ॥ সে শৃঙ্গযুগল দ্বারা বিশাল পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল নিরন্তর নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥ মহাবীর্য্য দেবসত্তম হরি ও হর, দানবকে দর্শন করিয়া নিদারুণ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥ হরি ও হর উভয়ে বাণবৃষ্টি করিলে মহিষ তদ্দর্শনে পুচ্ছ দ্বারা দারুণ গিরিশৃঙ্গ বেষ্টন করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৫০ ॥ গিরিশৃঙ্গ আপতিত হইতেছে দেখিয়া ভগবান্ হরি শরনিকর দ্বারা তাহা শত খণ্ড করিয়া তৎক্ষণাৎ চক্র দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন ॥ ৫১ ॥ হরির চক্রে আহত হইয়া দানবপতি রণস্থলে মূর্চ্ছিত হইল, কিন্তু ক্ষণমাত্রেই মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া

তচ্ছ্রুত্বা ভগবান্ বিষ্ণুঃ পাঞ্চজন্যং সমুজ্জ্বলম্ ।
পূরয়ামাস তরসা শব্দং কর্ত্তুং খরস্বরম্ ॥ ৫৪॥
তেন শব্দেন শঙ্খস্য ভয়ত্রস্তাশ্চ দানবাঃ ।
বভূবুর্ম্মুদিতা দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে সুরাসুরযুদ্ধকথনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

(তচ্ছ্রুত্বেতি । ভগবান্ বিষ্ণুস্তৎ দেবভয়জনকং অসুরকৃতং মেঘগম্ভীরনাদঃ শ্রুত্বা শব্দং কর্ত্তুং দেবানামানন্দায়েতি শেষঃ । গম্ভীরধ্বনিং পাঞ্চজন্যং পূরয়ামাস ॥ ৫৪—৫৫ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

উত্থিত হইল ॥ ৫২ ॥ তখন পর্ব্বত সদৃশ সেই ভয়ঙ্কর দানব হস্তে গদা লইয়া অমরদিগকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দে গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ৫৩ ॥ ভগবান্ বিষ্ণু সেই শব্দ শ্রবণমাত্র সমুজ্জ্বল পাঞ্চজন্য শঙ্খ লইয়া গম্ভীর ও ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥ শঙ্খের সেই শব্দ শুনিয়া দানবেরা ভয়ে চকিত হইল এবং তপোধন ঋষিগণ ও দেবগণ আনন্দিত হইলেন ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীদেবীভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে দেব দানবের সংগ্রাম-বর্ণন নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥ * ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

—০৩০০—

ব্যাস উবাচ।

অসুরান্ মহিষো দৃষ্ট্বা বিষণ্ণমনসস্তদা।
ত্যক্ত্বা তন্মাহিষং রূপং বভূব মৃগরাড়সৌ॥ ১॥
কৃত্বা নাদং মহাঘোরং বিস্তার্য্য চ মহাসটাম্।
পপাত সুরসেনায়াং ত্রাসয়ন্নখদর্শনৈঃ॥ ২॥
গরুড়ঞ্চ নখাঘাতৈঃ কৃত্বা রুধিরবিপ্লুতম্।
জঘান চ ভুজে বিষ্ণুং নখাঘাতেন কেশরী॥ ৩॥
বাসুদেবোঽপি তং দৃষ্ট্বা চক্রমুদ্যম্য বেগবান্।
হন্তুকামো হরিঃ কামমবাপাশু ক্রুধান্বিতঃ॥ ৪॥
যাবদ্ধয়রিপুং বেগাচ্চক্রেণাভিজঘান তম্।
তাবৎ সোঽতিবলঃ শৃঙ্গী শৃঙ্গাভ্যাং ন্যহনদ্ধরিম্॥ ৫॥

একোনষষ্টিশ্লোকৈস্তু পরাভূতাস্তু নির্জ্জরাঃ।
কৈলাসে গমনং চক্রুঃ শর্ম্মদং শঙ্করং প্রতি॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তেঽসুরান্ বিষণ্ণানবলোক্য মহিষো যচ্চকার তদাহ অসুরানিতি॥ ১—২॥
নখাঘাতেন ভুজে ভুজস্থলে বিষ্ণুং জঘানেত্যর্থঃ॥ ৩—৪॥
শৃঙ্গী শৃঙ্গাভ্যামিতি সিংহরূপং ত্যক্ত্বা শৃঙ্গী মহিষো ভূত্বা স্বশৃঙ্গাভ্যাং হরিং ন্যহনদবাতিতবানিত্যর্থঃ॥ ৫॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! মহিষ তখন দানবদিগকে বিষণ্ণ দেখিয়া মহিষরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিল এবং স্বকীয় বিশাল জটা বিস্তার করিয়া ঘোরতর গর্জ্জন করিতে করিতে সুরসেনা-মধ্যে পতিত হইল, তখন সুরগণ তাহার খরতর নখর দর্শনে অত্যন্ত ত্রস্ত হইলেন॥ ১—২॥ সেই সিংহরূপধারী মহিষাসুর প্রথমত গরুড়কে এরূপ নখাঘাত করিল যে, তাহার শরীর রুধির স্রাবে প্লাবিত হইয়া গেল তাহার পর সে বিষ্ণুর বাহুমূলে নখর দ্বারা প্রহার করিল॥ ৩॥ বাসুদেব হরিও সেই দানবকে অবলোকন করিবামাত্র ক্রোধে চক্র উদ্যত করিয়া সংহার কামনায় বেগে আক্রমণ করিলেন॥ ৪॥ যেমন হরি মহিষ দানবকে অতিশয় বেগে চক্র প্রহার করিলেন, সেই মহাবল দানবও তৎক্ষণাৎ সিংহরূপ পরিত্যাগ করিয়া মহিষরূপ ধারণ পূর্ব্বক শৃঙ্গ-যুগল দ্বারা হরিকে আঘাত করিল॥ ৫॥

বাসুদেবো বিষাণাভ্যাং তাড়িতোরসি বিহ্বলঃ।
পলায়নপরো বেগাজ্জগাম ভুবনং নিজম্ ॥ ৬ ॥
গতং দৃষ্ট্বা হরিং কামং শঙ্করোঽপি ভয়ান্বিতঃ।
অবধ্যং তং পরং মত্বা যযৌ কৈলাসপর্ব্বতম্ ॥ ৭ ॥
ব্রহ্মাপি চ নিজং ধাম ত্বরিতঃ প্রযযৌ ভয়াৎ।
মঘবা বজ্রমালম্ব্য তস্থাবাজৌ মহাবলঃ ॥ ৮ ॥
বরুণঃ শক্তিমালম্ব্য ধৈর্য্যমালম্ব্য সংস্থিতঃ।
যমোঽপি দণ্ডমাদায় যতঃ সমরতৎপরঃ ॥ ৯ ॥
ততো যক্ষাধিপঃ কামং বভূব রণতৎপরঃ।
পাবকঃ শক্তিমাদায় তত্রাভূদ্‌যুদ্ধমানসঃ ॥ ১০ ॥
নক্ষত্রাধিপতিঃ সূর্য্যঃ সমবেতৌ স্থিতাবুভৌ।
বীক্ষ্য তং দানবশ্রেষ্ঠং যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ৌ ॥ ১১ ॥
এতস্মিন্নন্তরে ক্রুদ্ধং দৈত্যসৈন্যং সমভ্যগাৎ।
বিসৃজন্ বাণজালানি ক্রূরাহিসদৃশানি চ ॥ ১২ ॥
কৃত্বা হি মাহিষং রূপং ভূপতিঃ সংস্থিতস্তদা।
দেবদানবযোধানাং নিনাদস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥

ভুবনং বৈকুণ্ঠম্ ॥ ৬ ॥ অবধ্যং পুরুষাণাম্ ॥ ৭ ॥
আজৌ যুদ্ধে ॥ ৮—৯ ॥ (যুদ্ধে মানসং মনো যস্য স তথা ॥ ১০ ॥)

বাসুদেব বিষাণ দ্বারা বক্ষঃস্থলে বিতাড়িত হইয়া বিহ্বলচিত্তে বেগে পলায়ন করিয়া স্বীয় আলয় বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন ॥ ৬ ॥ হরি প্রস্থান করিলে শঙ্করও তাহাকে নিতান্ত অবধ্য বিবেচনা করিয়া সভয়ে কৈলাসপর্ব্বতে গমন করিলেন ॥ ৭ ॥ ব্রহ্মাও ভয়বশত স্বীয় আলয়ের অভিমুখে সত্বর ধাবিত হইলেন কিন্তু মহাবল বাসব ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া সমরে স্থির থাকিলেন ॥ ৮ ॥ বরুণ শক্তি লইয়া ধৈর্য্য ধরিয়া সমর প্রতীক্ষায় রহিলেন। যমও দণ্ড গ্রহণ পূর্ব্বক সমরে তৎপর হইয়া রহিলেন ॥ ৯ ॥ এইরূপ যক্ষপতি কুবেরও সাতিশয় সংগ্রামে ব্যগ্র রহিলেন, পাবক শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় যুদ্ধাভিলাষে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। দানববর মহিষকে অবলোকন করিয়া নক্ষত্রপতি চন্দ্র এবং সূর্য্য উভয়ে একত্রে যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইয়া রহিলেন ॥ ১০—১১ ॥

মহারাজ! ইত্যবসরে দানবসৈন্য কুপিত হইয়া ক্রূরতর বিষধর তুল্য শরজাল বর্ষণ করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল ॥ ১২ ॥ তখন দানবরাজও মহিষরূপ ধারণ করিয়া তাহাদের

জ্যাঘাতশ্চ তলাঘাতো মেঘনাদসমোঽভবৎ।
সংগ্রামে সুমহাঘোরে দেবদানবসেনয়োঃ ॥ ১৪ ॥
শৃঙ্গাভ্যাং পার্ব্বতান্‌ শৃঙ্গাংশ্চিক্ষেপ চ মহাবলঃ।
জঘান সুরসঙ্ঘাংশ্চ দানবো মদগর্ব্বিতঃ ॥ ১৫ ॥
খুরঘাতৈস্তথা দেবান্‌ পুচ্ছস্য ভ্রমণেন চ।
স জঘান রুষাবিষ্টো মহিষঃ পরমাদ্ভুতঃ ॥ ১৬ ॥
ততো দেবাঃ সগন্ধর্ব্বা ভয়মাজগ্মুরুদ্যতাঃ।
মঘবা মহিষং দৃষ্ট্বা পলায়নপরোঽভবৎ ॥ ১৭ ॥
সঙ্গরং সম্পরিত্যজ্য গতে শক্রে শচীপতৌ।
যমো ধনাধিপঃ পাশী জগ্মুঃ সর্ব্বে ভয়াতুরাঃ ॥ ১৮ ॥
মহিষোঽতিজয়ং মত্বা জগাম স্বগৃহং ততঃ।
ঐরাবতং গজং প্রাপ্য ত্যক্তমিন্দ্রেণ গচ্ছতা ॥ ১৯ ॥
তথোচ্চৈঃশ্রবসং ভানোঃ কামধেনুং পয়স্বিনীম্‌।
স্বসৈন্যসংবৃতস্তূর্ণং স্বর্গং গন্তুং মনো দধে ॥ ২০ ॥
তরসা দেবসদনং গত্বা স মহিষাসুরঃ।
জগ্রাহ সুররাজ্যং বৈ ত্যক্তং দেবৈর্ভয়াতুরৈঃ ॥ ২১ ॥

নক্ষত্রাধিপতিশ্চন্দ্রঃ ॥ ১১—১৯ ॥
পয়স্বিনীং কামদুঘাং ত্যক্তাং প্রাপ্যেত্যন্বয়ঃ ॥ ২০—২৫ ॥

মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল; এই সময় দেব ও দানব যোদ্ধৃগণের তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল ॥ ১৩ ॥ দেব ও দানব সেনার ঘোরতর সংগ্রাম সময়ে মেঘনাদের ন্যায় জ্যাঘাতের ও করতলাঘাতের শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল ॥ ১৪ ॥ তখন মহাবল দানব মদগর্ব্বিত হইয়া শৃঙ্গ দ্বারা পর্ব্বতশৃঙ্গ সকল নিঃক্ষেপ করিয়া সুরগণকে সংহার করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥ সেই অতীব অদ্ভুত মহিষ রোষাবিষ্ট হইয়া কোন কোন দেবতাকে খুরপ্রহারে কাহাকেও পুচ্ছ ভ্রামণ দ্বারা নিপাত করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥ তখন দেব ও গন্ধর্ব্বগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন, এমন কি মহিষকে দেখিয়াই ইন্দ্র পলায়ন করিলেন ॥ ১৭ ॥ শচীপতি শক্র সংগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে যম, কুবের ও বরুণ ইহাঁরা সকলেই ভয়ার্ত্ত হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্র, ঐরাবত গজ এবং উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, সুতরাং মহিষ সেই হস্তী, হয় ও ভাস্করের কামদুঘা ধেনু গ্রহণ পূর্ব্বক আত্যন্তিক জয় হইল বিবেচনা করিয়া স্বীয় আলয়ে গমন করিল। অনন্তর ত্বরায় স্বসৈন্য পরিবৃত হইয়া স্বর্গধামে

ইন্দ্রাসনে তথা রম্যে দানবঃ সমুপাবিশৎ ।
দানবান্ স্থাপয়ামাস দেবানাং স্থানকেষু সঃ ॥ ২২ ॥
এবং বর্ষশতং পূর্ণং কৃত্বা যুদ্ধং সুদারুণম্ ।
অবাপৈন্দ্রং পদং কামং দানবো মদগর্ব্বিতঃ ॥ ২৩ ॥
নির্জ্জরা নির্গতা নাকাত্তেন সর্ব্বেঽতিপীড়িতাঃ।
এবং বহূনি বর্ষাণি বভ্রমুর্গিরিগহ্বরে ॥ ২৪ ॥
শ্রান্তাঃ সর্ব্বে তদা রাজন্ ! ব্রহ্মাণং শরণং যযুঃ ।
প্রজাপতিং জগন্নাথং রজোরূপং চতুর্ম্মুখম্ ॥ ২৫ ॥
পদ্মাসনং বেদগর্ভং সেবিতং মুনিভিঃ স্বজৈঃ ।
মরীচিপ্রমুখৈঃ শান্তৈর্ব্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ ॥ ২৬ ॥
কিন্নরৈঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈশ্চারণোরগপন্নগৈঃ ।
তুষ্টুবুর্ভয়ভীতাস্তে দেবদেবং জগদ্গুরুম্ ॥ ২৭ ॥

দেবা ঊচুঃ ।

ধাতঃ ! কিমেতদখিলার্ত্তিহরাম্বুজন্ম-
জন্মাভিবীক্ষ্য ন দয়াং কুরুষে সুরান্ যৎ ।
সংপীড়িতান্ রণজিতানসুরাধিপেন
স্থানচ্যুতান গিরিগুহাকৃতসন্নিবাসান্ ॥ ২৮ ॥

স্বজৈঃ স্বস্মাদ্‌ব্রহ্মণো জাতৈর্ম্মানসৈঃ পুত্রৈরিত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥

গমন করিতে বাসনা করিল ॥ ১৯—২০ ॥ মহিষ অবিলম্বে দেব সদনে গমন করিয়া ভয়াতুর দেবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সুররাজ্য গ্রহণ করিল ॥২১॥ পরে, দানবরাজ ইন্দ্রের রমণীয় আসনে উপবেশন করিয়া অপরাপর দানবদিগকে দেবগণের স্থানে স্থাপন করিল ॥ ২২ ॥

এইরূপে পূর্ণ শতবর্ষ সংগ্রাম করিয়া সেই মদগর্ব্বিত দানব অভিলষিত ইন্দ্রপদ লাভ করিল ॥ ২৩ ॥ সে অমরগণকে স্বর্গলোক হইতে নির্ব্বাসিত করিলে তাঁহারা সকলে নিপীড়িত হইয়া এইরূপে বহু বৎসর গিরিগহ্বরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ রাজন্ ! তখন দেবতারা শ্রান্ত হইয়া রজোমূর্ত্তি চতুর্ম্মুখ প্রজাপ্রতি ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন, তৎকালে বেদগর্ভ জগৎপতি কমলাসনে আসীন, বেদবেদাঙ্গের পারগামী শান্তচিত্ত স্বকীয় মানস সম্ভূত মরীচি প্রভৃতি মুনিগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ, কিন্নরগণ, চারণগণ, উরগগণ এবং পন্নগগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান ; এই সময়ে সেই ভয়ভীত দেবগণ দেবদেব, জগৎগুরু ব্রহ্মার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২৫—২৭ ॥

পুত্রান্ পিতা কিমপরাধশতৈঃ সমেতান্
সন্ত্যজ্য লোভরহিতঃ কুরুতেঽতিদুঃস্থান্।
যস্ত্বং সুরাংস্তব পদাম্বুজভক্তিযুক্তান্
দৈত্যার্দ্দিতাংশ্চ কৃপণান্ যদুপেক্ষসেঽদ্য ॥ ২৯ ॥
অমরভুবনরাজ্যং তেন ভুক্তং নিতান্তং
মখহবিরপি যোগ্যং ব্রাহ্মণৈরাদদাতি।
সুরতরুবরপুষ্পং সেবতেঽসৌ দুরাত্মা
জলনিধিনিধিভূতাং গামসৌ সেবতে তাম্ ॥ ৩০ ॥
কিংবা গৃণীমোঽসুরকার্য্যমদ্ভুতং
জানাসি দেবেশ! সুরারিচেষ্টিতম্।
জ্ঞানেন সর্ব্বং ত্বমশেষকার্য্যবিৎ
তস্মাৎ প্রভো! তে প্রণতাঃ স্ম পাদয়োঃ ॥ ৩১ ॥
যত্রাপি কুত্রাপি গতান্ সুরানসৌ
নানাচরিত্রৈঃ খলু পাপমানসঃ।
পীড়াং করোত্যেব স দুষ্টচেষ্টিত-
স্ত্রাতাসি দেবেশ! বিধেহি শং বিভো! ॥ ৩২ ॥

অম্বুজন্ম কমলং তস্মিংস্তস্মাদ্বা জন্ম যস্যেত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥
অতিদুঃস্থান্ দুষ্টস্থানস্থিতানিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥
জলনিধের্নির্গতাং নিধিভূতাং গাং কামধেনুম্ ॥ ৩০—৩২

দেবগণ বলিলেন, কমলযোনে! আপনি জগতের সমস্ত ক্লেশ নিবারণ করিয়া থাকেন, কিন্তু দানবপতির নিকট পরাজিত হইয়া আমরা স্থানচ্যুত হইয়াছি, অধিক কি আমরা গিরিগুহায় বাস করিয়া যাহার পর নাই ক্লেশ ভোগ করিতেছি, তথাপি আমাদিগের এই অবস্থা দর্শন করিয়াও কেন আপনার দয়া হইতেছে না? ॥ ২৮ ॥ ধাতঃ! পুত্র, শত অপরাধে অপরাধী হইলেও লোভ রহিত পিতা কি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় ক্লেশ দিয়া থাকেন? আমরা দানবগণ কর্ত্তৃক নিপীড়িত, বিশেষতঃ আপনার চরণকমলে একান্ত ভক্তিপরায়ণ তথাপি এই দীনগণকে আজ আপনি উপেক্ষা করিতেছেন? ॥ ২৯ ॥ সেই দুরাত্মা অমরগণের স্বর্গরাজ্য সর্ব্বতোভাবে উপভোগ করিতেছে; যজ্ঞীয় হবির যোগ্যভাগ ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছে; পারিজাত পুষ্প উপভোগ করিতেছে আর জলনিধির নিধিস্বরূপা কামধেনু লইয়া তাহাও ভোগ করিতেছে॥ ৩০ ॥ কিংবা অসুরগণের অদ্ভুত কার্য্যের বিষয় আর কি বলিব, দেবেশ! আপনি সুরশত্রুর সমস্ত চেষ্টিতই অবগত

নো চেদ্বয়ং দাবমহাগ্নিপীড়িতাঃ
কং শান্তিকর্ত্তারমনন্ততেজসম্।
যামঃ প্রজেশং শরণং সুরেষ্টং
ধাতারমাদ্যং পরিমুচ্য কং শিবম্ ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি স্তুত্বা সুরাঃ সর্ব্বে প্রণেমুস্তং প্রজাপতিম্।
বদ্ধাঞ্জলিপুটাঃ সর্ব্বে বিষণ্ণবদনা ভৃশম্ ॥ ৩৪ ॥
তাংস্তথা পীড়িতান্ দৃষ্ট্বা তদা লোকপিতামহঃ।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা সুখং সঞ্জনয়ন্নিব ॥ ৩৫ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

কিং করোমি সুরাঃ কামং দানবো বরদর্পিতঃ।
স্ত্রীবধ্যোঽসৌ ন পুংবধ্যো বিধেয়ং তত্র কিং পুনঃ ॥ ৩৬ ॥
ব্রজামোঽদ্য সুরাঃ সর্ব্বে কৈলাসং পর্ব্বতোত্তমম্।
শঙ্করং পুরতঃ কৃত্বা সর্ব্বকার্য্যবিশারদম্ ॥ ৩৭ ॥
ততো ব্রজামো বৈকুণ্ঠং যত্র দেবো জনার্দ্দনঃ।
মিলিত্বা দেবকার্য্যঞ্চ বিমৃশামো বিশেষতঃ ॥ ৩৮ ॥

শিবং মঙ্গলম্। কং ব্রহ্মাণং পরিমুচ্য তার্থঃ ॥ ৩৩—৩৮

আছেন; কারণ, আপনি জ্ঞান দ্বারা সমস্ত কার্য্যই বিদিত হইয়া থাকেন, অতএব প্রভো! আমরা আপনার পাদযুগলে প্রণত হইলাম ॥ ৩১ ॥ দানবপতির চরিত্র অপবিত্র, মন পাপে কলুষিত, অতএব সুরগণ যে কোন স্থানে গমন করিলেও সে নানাপ্রকারে ক্লেশ দিয়া থাকে, দেবেশ! আপনিই একমাত্র পরিত্রাতা অতএব বিভো! আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন ॥৩২॥ আপনি সুরগণের অভীষ্টপ্রদাতা, সকলের আদি, প্রজাপতি এবং বিধাতা, অতএব আপনি মঙ্গল বিধান না করিলে আমারা দারুণ দাবানলে পীড়িত হইয়া আপনাকে ত্যাগ করিয়া আর কোন্ অমিততেজা মঙ্গলময় শান্তিকর্ত্তার শরণাগত হইব? ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সমস্ত সুরগণ এইরূপে স্তব করিয়া নিতান্ত ম্লানবদনে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রজাপতিকে প্রণতি করিলেন ॥৩৪॥ লোক পিতামহ সেই সুরগণের তাদৃশ অবস্থাদর্শনে মধুর বাক্য দ্বারা সুখ উৎপাদন করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ সুরগণ! আমি কি করিব, দানব বরলাভ বশত নিতান্ত দর্পিত, সে স্ত্রীলোকের বধ্য, পুরুষের বধ্য নহে অতএব তাহার উপায় কি? ॥ ৩৬ ॥ অতএব সুরগণ! আমরা সকলে সমবেত হইয়া

ইত্যুক্ত্বা হংসমারুহ্য ব্রহ্মা কার্য্যসমুচ্চয়ে।
দেবাংশ্চ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা কৈলাসাভিমুখো যযৌ ॥ ৩৯ ॥
তাবচ্ছিবোঽপি তরসা জ্ঞাত্বা ধ্যানেন পদ্মজম্।
আগচ্ছন্তং সুরৈঃ সার্দ্ধং নির্গতঃ স্বগৃহাদ্বহিঃ ॥ ৪০ ॥
দৃষ্ট্বা পরস্পরং তৌ তু কৃত্বাভিবাদনৌ ভৃশম্।
প্রণতৌ চ সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সন্তুষ্টৌ সম্বভূবতুঃ ॥ ৪১ ॥
আসনানি পৃথগ্দত্ত্বা দেবেভ্যো গিরিজাপতিঃ।
উপবিষ্টেষু তেম্বেব নিষসাদাসনে স্বকে ॥ ৪২ ॥
কৃত্বা তু কুশলপ্রশ্নং ব্রহ্মাণং বৃষভধ্বজঃ।
পপ্রচ্ছ কারণং দেবান্ কৈলাসাগমনে বিভুঃ ॥ ৪৩ ॥

শিব উবাচ।

কিমত্রাগমনং ব্রহ্মন্! কৃতং দেবৈঃ সবাসবৈঃ।
ভবতা চ মহাভাগ! ব্রূহি তৎ কারণং কিল ॥ ৪৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

মহিষেণ সুরেশান! পীড়িতাঃ স্বর্নিবাসিনঃ।
ভ্রমন্তি গিরিদুর্গেষু ভয়ত্রস্তাঃ সবাসবাঃ ॥ ৪৫ ॥

(ইত্যুক্ত্বেতি। কার্য্যাণাং সমুচ্চয়ো বাহুল্যম্ তস্মিন্ ॥ ৩৯—৪৩ ॥
কিমত্রেতি। ভবতঃ সর্ব্বকার্য্যসমর্থস্যাগমনাৎ কেনাপি মহীয়সা কারণেন ভবিতব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪৪—৪৮ ॥)

পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাসে যাইব, তথা হইতে দেবকার্য্য বিশারদ শঙ্করকে অগ্রে লইয়া বৈকুণ্ঠে দেবদেব জনার্দ্দনের নিকট গমন করিব, সেখানে সকলে মিলিত হইয়া দেবকার্য্যের সাধন নিমিত্ত বিশেষ পরামর্শ করিব ॥ ৩৭—৩৮ ॥

এইরূপ কার্য্যকলাপের আদেশ করিয়া ব্রহ্মা দেবগণ সমভিব্যাহারে কৈলাস পর্ব্বতের অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৩৯ ॥ শিবও ধ্যানযোগে দেবগণের সহিত পদ্মযোনির আগমন বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া স্বীয় গৃহ হইতে, সত্বর বহির্গত হইয়া অগ্রসর হইলেন ॥ ৪০ ॥ পরে উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে শিব এবং ব্রহ্মা পরস্পরকে অভিবাদন করিয়া অত্যন্ত পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। তখন সুরগণ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন ॥ ৪১ ॥ দেবগণকে পৃথক্ পৃথক্ আসন প্রদান করিলে, তাঁহারা তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন পার্ব্বতীপতিও স্বীয় আসনে নিষন্ন হইলেন ॥ ৪২ ॥ বৃষধ্বজ ব্রহ্মাকে এবং দেবগণকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া কৈলাস আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪৩ ॥ 'ব্রহ্মন্! বাসব প্রভৃতি দেবগণ সমভিব্যাহারে

যজ্ঞভুগ্ মহিষো জাতস্তথান্যে সুরশত্রবঃ।
পীড়িতা লোকপালাশ্চ ত্বামদ্য শরণং গতাঃ ॥ ৪৬ ॥
ময়া তে ভবনং শম্ভো ! প্রাপিতাঃ কার্য্যগৌরবাৎ।
যদ্যুক্তং তদ্বিধৎস্বাদ্য সুরকার্য্যং সুরেশ্বর !।
ত্বয়ি ভারোঽস্তি সর্ব্বেষাং দেবানাং ভূতভাবন ! ॥ ৪৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা শঙ্করঃ প্রহসন্নিদম্।
বচনং শ্লক্ষ্ণয়া বাচা প্রোবাচ পদ্মজং প্রতি ॥ ৪৮ ॥

শিব উবাচ।

ভবতৈব কৃতং কার্য্যং বরদানাৎ পুরা বিভো !।
অনর্থদঞ্চ দেবানাং কিং কর্ত্তব্যমতঃ পরম্ ॥ ৪৯ ॥
ঈদৃশো বলবান্ শূরঃ সর্ব্বদেবভয়প্রদঃ।
কা সমর্থা বরা নারী তং হন্তুং মদদর্পিতম্ ॥ ৫০ ॥
ন মে ভার্য্যা ন তে ভার্য্যা সংগ্রামং গন্তুমর্হতি।
গত্বৈব তে মহাভাগে যুযুধাতে কথং পুনঃ ॥ ৫১ ॥

হে বিভো ব্রহ্মন্ ! পুরা পূর্ব্বমিদং কার্য্যমনর্থরূপং বরদানাদ্ভবতৈব কৃতম্। নৈতাদৃশো বরো দুষ্টেভ্যো দেয় ইতি ভাবঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥
মহাভাগে সরস্বতীপার্ব্বত্যৌ ॥ ৫১—৫৩ ॥

আপনি কি জন্য এখানে আসিয়াছেন ? মহাভাগ ! ইহার কারণ কি ? আপনি তাহা ব্যক্ত করুন ॥ ৪৪ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, দেবদেব ! মহিষ দানব স্বর্গবাসি দেবতাদিগকে নিপীড়িত করিতেছে সুতরাং সুরগণ বাসবের সহিত ভয়ে ত্রস্ত হইয়া গিরিগহ্বরে ভ্রমণ করিতেছেন ॥ ৪৫ ॥ মহিষ এবং অপরাপর দানবেরা যজ্ঞভাগ ভোগ করিতেছে অতএব লোকপালগণ পীড়িত হইয়া আজি আপনার শরণাগত হইয়াছেন ॥ ৪৬ ॥ শম্ভো ! কার্য্যের গুরুতানিবন্ধন আমি তাঁহাদিগকে আপনার ভবনে লইয়া আসিয়াছি ; অতএব সুরেশ্বর ! যাহাতে সুরকার্য্য যুক্তি অনুসারে সম্পাদিত হয় আপনি তাহার বিধান করুন, ভূতভাবন ! যেহেতু সমস্ত দেবগণের ভার আপনাতেই ন্যস্ত রহিয়াছে ॥ ৪৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! শঙ্কর এই কথা শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া মনোহর বাক্যে কমলযোনিকে বলিলেন ॥ ৪৮ ॥ বিভো ! বরদান বশত আপনিই পূর্ব্বে দেবগণের অনর্থকর কার্য্য করিয়াছেন, ইহার পর আর কর্ত্তব্য কি ? ॥৪৯॥ সে ঈদৃশ বলবান্ ও শূর যে

ইন্দ্রাণী চ মহাভাগা ন যুদ্ধকুশলাস্তি হি।
কান্যা হন্তুং সমর্থাস্তি তং পাপং মদদর্পিতম্॥ ৫২॥
মমেদং মতমদ্যৈব গত্বা দেবং জনার্দ্দনম্।
স্তুত্বা তং দেবকার্য্যায় প্রেরয়ামঃ সুসত্বরম্॥ ৫৩॥
সোঽতিবুদ্ধিমতাং শ্রেষ্ঠো বিষ্ণুঃ সর্ব্বার্থসাধনে।
মিলিত্বা বাসুদেবং বৈ কর্ত্তব্যং কার্য্যচিন্তনম্॥ ৫৪॥
প্রপঞ্চেন চ বুদ্ধ্যা স সংবিধাস্যতি সাধনম্॥ ৫৫॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি রুদ্রবচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মাদ্যাঃ সুরসত্তমাঃ।
উত্থিতাস্তে তথেত্যুক্ত্বা শিবেন সহ সত্বরাঃ॥ ৫৬॥
স্বকীয়ৈর্ব্বাহনৈঃ সর্ব্বে যযুর্ব্বিষ্ণুপুরং প্রতি।
মুদিতাঃ শকুনান্ দৃষ্ট্বা কার্য্যসিদ্ধিকরান্ শুভান্॥ ৫৭॥
ববুর্ব্বাতাঃ শুভাঃ শান্তাঃ সুগন্ধাঃ শুভশংসিনঃ।
পক্ষিণশ্চ শিবা বাচস্তত্রোচুঃ পথি সর্ব্বশঃ॥ ৫৮॥

(সোঽতীতি। বুদ্ধিমতাং শ্রেষ্ঠঃ অতস্তেন মিলিত্বেত্যর্থঃ॥ ৫৪॥)
প্রপঞ্চেন কপটেনাপীত্যথঃ॥ ৫৫—৫৭॥
শকুনানেবাহ ববুর্ব্বাতা ইতি॥ ৫৮॥

সমস্ত দেবগণেরও ভয় উৎপাদন করিয়াছে, অতএব কে এমন উত্তমা রমণী আছে যে, সেই মদগর্ব্বিত দানবকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে? ॥ ৫০॥ তোমার ভার্য্যা কি আমার ভার্য্যা সংগ্রামে যাইতে সমর্থা হইবেন না যদিও উভয় মহাভাগা সমরে যান, তাহা হইলে তাঁহারা কিরূপে যুদ্ধ করিবেন? ॥ ৫১॥ সৌভাগ্যশালিনী ইন্দ্রাণীও সমরে কুশল নহেন অতএব অন্য কোন্ রমণী সেই পাপবুদ্ধি মদগর্ব্বিত দানবকে নিপাত করিতে সমর্থ হইবে? ॥ ৫২॥ অতএব আমার অভিপ্রায় এই যে, অদ্যই জনার্দ্দনের সন্নিহিত হইয়া তাঁহার স্তব করিয়া দেবকার্য্যের নিমিত্ত সত্বর তাহাকে নিয়োজিত করি॥ ৫৩॥ বিষ্ণু বুদ্ধিমান্‌গণের মধ্যে অগ্রগণ্য অতএব সকল প্রয়োজন সম্পাদন বিষয়ে বাসুদেবের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য বিবেচনা করা কর্ত্তব্য॥ ৫৪॥ তিনি স্বীয় প্রখর বুদ্ধি দ্বারা কৌশলজাল উদ্ভাবন করিয়া কার্য্যসাধন করিবেন॥ ৫৫॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! ব্রহ্মাদি সুরসত্তমগণ রুদ্রের এই কথা শুনিয়া তাহাই হইবে, এই বলিয়া শিবের সহিত সত্বর উত্থিত হইলেন॥ ৫৬॥ তৎকালে কার্য্য সিদ্ধির সুনিমিত্ত সকল সন্দর্শনে হৃষ্টচিত্ত হইয়া নিজ নিজ বাহনে আরোহণ পূর্ব্বক বিষ্ণুপুরীর অভিমুখে প্রস্থান

নির্ম্মলঞ্চাভবদ্‌ব্যোম দিশশ্চ রিমলাস্তথা ।
গমনে তত্র দেবানাং সর্ব্বং শুভমিবাভবৎ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
পঞ্চমস্কন্ধে সুরাণাং কৈলাসগমনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

শুভমিব শুভমেবাভবৎ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

করিলেন ॥ ৫৭ ॥ তখন শীতস্পর্শ সুগন্ধি বায়ু অনুকূলভাবে মন্দ মন্দ বহিতে লাগিল, আর পক্ষিকুল পথের সর্ব্বত্রই মঙ্গল ধ্বনি করিতে লাগিল ॥ ৫৮ ॥ আকাশ নির্ম্মল, ও দিক্ সকল বিমল হইল অধিক কি, দেবতাদিগের গমন সময়ে সমস্তই যেন শুভকর হইয়া উঠিল ॥৫৯॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক দেবীভাগবত মহা-
পুরাণের পঞ্চমস্কন্ধে মহিষপীড়িত সুরগণের কৈলাসগমন
বর্ণন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তরসা তেঽথ সম্প্রাপ্য বৈকুণ্ঠং বিষ্ণুবল্লবম্।
দদৃশুঃ সর্ব্বশোভাঢ্যং দিব্যগেহবিরাজিতম্॥ ১॥
সরোবাপীসরিদ্ভিশ্চ সংযুতং সুখদং শুভম্।
হংসসারসচক্রাহ্বৈঃ কূজদ্ভিশ্চ বিরাজিতম্॥ ২॥
চম্পকাশোককহ্লারমন্দারবকুলাবৃতৈঃ।
মল্লিকাতিলকাম্রাতযুতৈঃ কুরবকাদিভিঃ॥ ৩॥
কোকিলারাবসন্নাদৈঃ শিখণ্ডৈর্নৃত্যরঞ্জিতৈঃ।
ভ্রমরারাবরম্যৈশ্চ দিব্যৈরুপবনৈর্যুতম্॥ ৪॥
সুনন্দনন্দনাদ্যৈশ্চ পার্ষদৈর্ভক্তিতৎপরৈঃ।
সংস্তুবদ্ভির্যুতং ভক্তৈরনন্যভববৃত্তিভিঃ॥ ৫॥
প্রাসাদৈরত্নখচিতৈঃ কাঞ্চনৈশ্চিত্রমণ্ডিতৈঃ।
অভ্রংলিহৈর্ব্বিরাজদ্ভিঃ সংযুতং শুভ্রসদ্মকৈঃ॥ ৬॥

ষট্‌সপ্ততিশ্লোকবর্ষ্যৈর্জ্জগদম্বাজ্বলন্মহঃ।
প্লাশসমিধো দগ্ধ্মুৎপন্নমিতি কীর্ত্ত্যতে॥

কৈলাসান্নির্গতা দেবা বৈকণ্ঠং দদৃশুরিত্যাহ তরসেতি। বিষ্ণুবল্লবং বিষ্ণুপালিতম্॥১—৬॥

ব্যাস বলিলেন, দেবগণ ত্বরায় বিষ্ণুপালিত বৈকুণ্ঠে উপনীত হইয়া তাহার অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে লাগিলেন; স্থানে স্থানে সুশোভন মনোহর গৃহ সকল বিরাজমান তাহার সম্মুখে সরোবর ও দীর্ঘিকা সকল কহ্লারপুষ্পে সুশোভিত; কোথাও নদী সকল প্রবাহিত, তাহাতে হংস, সারস ও চক্রবাকাদি জলচর পক্ষিগণ শ্রবণ মনোহর ধ্বনি করিতে করিতে বিচরণ করিতেছে। কোথাও বা রমণীয় উপবন, তাহাতে চম্পক, অশোক, মন্দার, বকুল, আম্রাতক, তিলক, কুরুবক ও মল্লিকা প্রভৃতি পুষ্পতরুগণ শোভমান তাহার স্থানে স্থানে কোকিল ও ভ্রমরগণ মনোহর ঝঙ্কার রব, এবং ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে॥ ১—৪॥ তাহার মধ্যস্থলে হরির গগণস্পর্শী কাঞ্চনময় প্রাসাদ, তাহার প্রকোষ্ঠ সকল মনোহর, স্থানে স্থানে রত্ন খচিত ও বিচিত্রচিত্রে অলঙ্কৃত। তাহার মধ্যে মণিময় আসনে বিষ্ণু আসীন; সুনন্দ ও নন্দন প্রভৃতি পারিষদ্‌গণ তাহার ঈদৃশ ভক্ত যে, তাহাদের চিত্তবৃত্তি অন্য কোথাও সংসক্ত হয় না, সুতরাং তাঁহারা একান্তচিত্তে তদ্ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহার

গায়দ্ভির্দেবগন্ধর্ব্বৈর্নৃত্যদ্ভিরপ্সরোগণৈঃ।
রঞ্জিতং কিন্নরৈঃ শশ্বদ্রক্তকণ্ঠৈর্মনোহরৈঃ ॥ ৭ ॥
মুনিভিশ্চ তথাশান্তৈর্ব্বেদপাঠকৃতাদরৈঃ।
স্তুবদ্ভিঃ শ্রুতিসূক্তৈশ্চ মণ্ডিতং সদনং হরেঃ ॥ ৮ ॥
তে চ বিষ্ণুগৃহং প্রাপ্য দ্বারপালৌ শুভাকৃতী।
বীক্ষ্যোচুর্জ্জয়বিজয়ৌ হেমযষ্টিধরৌ স্থিতৌ ॥ ৯ ॥
গচ্ছৈকোঽপ্যুভয়োর্ম্মধ্যে নিবেদয়তু সঙ্গতান্।
দ্বারস্থান্ ব্রহ্মরুদ্রাদীন্ বিষ্ণুদর্শনলালসান্ ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ।

বিজয়স্তদ্বচঃ শ্রুত্বা গত্বাথ বিষ্ণুসন্নিধৌ।
সর্ব্বান্ সমাগতান্ দেবান্ প্রণম্যোবাচ সত্বরঃ ॥ ১১ ॥

বিজয় উবাচ।

দেবদেব! মহারাজ! রমাকান্ত! সুরারিহন্!!
সমাগতাঃ সুরাঃ সর্ব্বে দ্বারি তিষ্ঠন্তি বৈ বিভো! ॥ ১২ ॥

(রক্তা রাগযুক্তা কণ্ঠা যেষাং তৈঃ ॥ ৭—৮ ॥) তে দেবা বিষ্ণুগৃহং প্রাপ্য দ্বারপালৌ জয়-বিজয়ৌ প্রত্যূচুঃ ॥ ৯ ॥ কিমূচুস্তদাহ গচ্ছৈকোঽপীতি। উভয়োর্ম্মধ্যে একো গত্বা সঙ্গতান্ দ্বারস্থানস্মান্নিবেদয়তু ॥ ১০ ॥

স্তব করিতেছে ॥ ৫—৬ ॥ সেখানে অপ্সরাগণ নৃত্য এবং দেব, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ মনোহর মধুরস্বরে সঙ্গীত করিতেছেন ॥ ৭ ॥ যাঁহারা বেদপাঠে আদর করেন, তাদৃশ শান্তস্বভাব মুনিগণ বেদসূক্ত পাঠ করিয়া তাঁহার স্তব করিতেছেন ॥ ৮ ॥ সুন্দরাকৃতি দ্বারপাল জয় ও বিজয় স্বর্ণযষ্টি ধারণ করিয়া দ্বারে দণ্ডায়মান, দেবতারা বিষ্ণুপুরের সন্নিহিত হইয়া তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া বলিলেন ॥ ৯ ॥ তোমাদের উভয়ের মধ্যে একজন বিষ্ণুর সমীপে গিয়া নিবেদন কর যে, ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি দেববৃন্দ মিলিত হইয়া আপনার দর্শন লালসায় দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১০ ॥

মহারাজ! বিজয় তাঁহাদের বাক্য শ্রবণে সত্বর বিষ্ণুসন্নিধানে গমন করিয়া প্রণাম করত সমস্ত দেবগণের আগমন বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিলেন ॥ ১১ ॥ মহারাজ! সমস্ত সুরশত্রু সংহার করেন বলিয়াই আপনি সমস্ত দেবতাবৃন্দের পরমারাধ্য দেবতা অতএব রমানাথ! এক্ষণে সমস্ত সুরগণ আগমন করিয়া আপনার দ্বারে অবস্থিতি করিতেছেন, বিভো! ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ, পাবক এবং যম প্রভৃতি সুরবর্গ আপনার দর্শন লালসায় বেদবাক্য দ্বারা আপনার স্তুতি করিতেছেন ॥ ১২—১৩ ॥

বিচিন্ত্য বুদ্ধ্যা যৎ সর্ব্বং মরণস্যাস্য কারণম্।
কুরু কার্য্যঞ্চ দেবানাং ভক্তবৎসল! ভূধর! ॥ ২৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

শ্রুত্বা তদ্বচনং বিষ্ণুস্তানুবাচ হসন্নিব।
যুদ্ধং কৃতং পুরাস্মাভিস্তথাপি ন মৃতো হ্যসৌ ॥ ২৭ ॥
অদ্য সর্ব্বসুরাণাং বৈ তেজোভী রূপসম্পদা।
উৎপন্না চেদ্বরারোহা সা হন্যাত্তং রণে বলাৎ ॥ ২৮ ॥
হয়ারিং বরদৃপ্তঞ্চ মায়াশতবিশারদম্।
হন্তুং যোগ্যা ভবেন্নারী শক্ত্যংশৈর্নির্ম্মিতা হি নঃ ॥ ২৯ ॥
প্রার্থয়ন্তু চ তেজোঽংশান্ স্ত্রিয়োঽস্মাকং তথা পুনঃ।
উৎপন্নৈস্তৈশ্চ তেজোঽংশৈস্তেজোরাশির্ভবেদ্‌যথা ॥ ৩০ ॥
আয়ুধানি বয়ং দদ্মঃ সর্ব্বে রুদ্রপুরোগমাঃ।
তস্যৈ সর্ব্বাণি দিব্যানি ত্রিশূলাদীনি যানি চ ॥ ৩১ ॥

অদ্য সর্ব্বেতি। তেজোভিঃ শক্ত্যংশৈ রূপং শ্বেতকৃষ্ণাদি। তেন যদি যুক্তা বরারোহা স্ত্রী উৎপন্না স্যাত্তদা সা তং দৈত্যং হন্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৮—২৯ ॥

নন্বস্মাকং শক্ত্যংশৈর্নির্ম্মিতা নারী কথং স্যান্নহ্যস্মাকং তৎসামর্থ্যমস্তি তত্রাহ প্রার্থয়ন্তু চেতি। যূয়মপি স্বতেজোঽংশান্ প্রার্থয়ন্তু। তথাস্মাকং স্ত্রিয়শ্চ তথা পুনঃ প্রার্থয়ন্তু সর্ব্বৈঃ স্ত্রীপুরুষৈরপি পরা শক্তিঃ প্রার্থনীয়েতি ভাবঃ। যয়া প্রার্থনয়োৎপন্নৈস্তেজোংশৈস্তেজোরাশিঃ স্ত্রী যথা ভবেত্তথা প্রার্থয়ন্ত্বিত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩১ ॥

করিতে পারিবে ॥ ২৫ ॥ অতএব হে ভক্তবৎসল! আপনিই ভুবনের রক্ষক, এক্ষণে বুদ্ধি দ্বারা বিশেষরূপে ইহার মৃত্যু কারণ বিবেচনা করিয়া যাহাতে দেবতাদিগের কার্য্য সিদ্ধি হয় তাহাই করুন ॥ ২৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বিষ্ণু তাঁহাদিগের বাক্য শুনিয়া যেন হাসিতে হাসিতেই তাঁহাদিগকে বলিলেন; আমরা পূর্ব্বে সংগ্রাম করিয়াছিলাম, কিন্তু এই অসুর তাহাতেও মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই ॥ ২৭ ॥ যদি এক্ষণে দেবগণের নিজ নিজ শক্তির অংশ ও রূপ হইতে কোন বরারোহা রমণী উৎপন্না হয়েন, তাহা হইলে সেই ললনা তাহাকে বলপূর্ব্বক বিনাশ করিবেন ॥ ২৮ ॥ আমাদিগের শক্তির অংশ সমূহ দ্বারা নারী নির্ম্মিত হইলেই তিনি শত শত মায়ায় বিশারদ বলদর্পিত মহিষকে সংহার করিতে পারিবেন ॥ ২৯ ॥ অতএব তোমরা আপন আপন স্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া তৈজস অংশের নিকট প্রার্থনা কর যে, উৎপন্ন তেজঃ সকল সমবেত হইয়া যেন নারীরূপ হয়েন ॥ ৩০ ॥ তখন রুদ্রাদি দেবতাবর্গের ত্রিশূল প্রভৃতি যে সকল দিব্য অস্ত্র আছে আমরা সকলেই সেই সমস্ত আয়ুধ তাঁহাকে

সর্ব্বায়ুধধরা নারী সর্ব্বতেজঃসমন্বিতা ।
হনিষ্যতি দুরাত্মানং তং পাপং মদগর্ব্বিতম্ ॥ ৩২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তবতি দেবেশে ব্রহ্মণো বদনাত্ততঃ ।
স্বয়মেবোদ্ভবৌ তেজোরাশিশ্চাতীব দুঃসহঃ ॥ ৩৩ ॥
রক্তবর্ণং শুভাকারং পদ্মরাগমণিপ্রভম্ ।
কিঞ্চিচ্ছীতং তথাচোষ্ণং মরীচিজালমণ্ডিতম্ ॥ ৩৪ ॥
নিঃসৃতং হরিণা দৃষ্টং হরেণ চ মহাত্মনা ।
বিস্মিতৌ তৌ মহারাজ ! বভূবতুরুরুক্রমৌ ॥ ৩৫ ॥
শঙ্করস্য শরীরাৎ তু নিঃসৃতং মহদদ্ভুতম্ ।
রৌপ্যবর্ণমভূত্তীব্রং দুর্দ্দর্শং দারুণং মহৎ ॥ ৩৬ ॥
ভয়ঙ্করঞ্চ দৈত্যানাং দেবানাং বিস্ময়প্রদম্ ।
ঘোররূপং গিরিপ্রখ্যং তমোগুণমিবাপরম্ ॥ ৩৭ ॥

এবংবিধা নারী সদা পরা শক্তিপ্রসাদাদ্ভবিষ্যতি তদৈনং হনিষ্যতীত্যাহ সর্ব্বায়ুধেতি ॥৩২॥
স্বয়মেবোদ্ভবাবিতি । ইত্থং পরা শক্তিঃ সর্ব্বৈর্ম্মিলিত্বা প্রার্থনীয়েতি সঙ্কল্পং যাবৎ কুর্ব্বন্তি তাবত্তাদৃশসঙ্কল্পে পরাশক্তিরিতি স্মরণমাত্রেণৈব ভক্তকামদুঘা ভগবতা পরাশক্তিরপ্রার্থিতাপি বৎসং প্রতি গৌরিব স্বয়মেব তত্তচ্ছক্ত্যংশরূপৈঃ পুরতঃ প্রাদুর্বভূবেত্যহো ভক্তবাৎসল্যং ভগবত্যা ইতি ভাবঃ । তদুক্তং চতুর্থস্কন্ধে । ভুবনেশীত্যেব বক্ত্রে দদাতি ভুবনত্রয়ম্ । মাং পাহীতি বচো বক্ত্রে দেয়াভাবাদৃণান্বিতেতি ব্যাখ্যাতঞ্চৈতদস্মাভিঃ পুরস্তাদেব ॥ ৩৩ ॥
অয়ঞ্চাবতারঃ পুরাণান্তরপ্রসিদ্ধে কাত্যায়নাশ্রমে কাত্যায়নশিষ্যং স্ত্রীরূপেণ মোহয়ন্তং মাহিষং দৃষ্ট্বা কাত্যায়নঃ স্ত্রী ত্বাং হনিষ্যতীতি সপ্তবানিতি তদাশ্রমে এব রূপধারণমিতি কালিকাপুরাণে স্পষ্টম্ । আশ্বিনকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাময়মবতারঃ । তচ্ছুক্লাষ্টম্যাং তদ্বধঃ । নবম্যাং পূজা দশম্যাং বিসর্জ্জনং কৃতং দেবৈরিতি চ তত্রোক্তম্ ॥ ৩৪—৩৭ ॥

প্রদান করিব ॥ ৩১ ॥ তাহার পর সেই নারী সমস্ত তেজঃপুঞ্জে পরিপূর্ণা হইয়া অখিল আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক মদগর্ব্বিত দুষ্টস্বভাব পাপিষ্ঠ অসুরকে বিনাশ করিবেন ॥ ৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, দেবেশ বিষ্ণু এই কথা বলিবামাত্র ব্রহ্মার মুখমণ্ডল হইতে অতীব দুঃসহ তেজোরাশি স্বতই প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ৩৩ ॥ ঐ তেজঃ পদ্মরাগ মণির ন্যায় রক্তবর্ণ, কিঞ্চিৎ শীতল অথচ উষ্ণ, সুন্দর-অবয়বসম্পন্ন এবং মরীচি মালায় মণ্ডিত ॥ ৩৪ ॥ মহারাজ ! বিপুলবিক্রম মহাত্মা হরি এবং হরও সেই নিঃসৃত তেজ দর্শনে বিস্মিত হইলেন ॥৩৫॥ তাহার পর শঙ্করের শরীর হইতে যে অত্যদ্ভুত বিপুল তেজঃ নিঃসৃত হইল ; তাহা রৌপ্যবর্ণ, ভয়ানক, দুঃসহ এবং অতি কষ্টেও দর্শন করা যায় না। উহা গিরিসদৃশ বিশাল ও

ন হি তৃপ্যাম্যহং ব্রহ্মন্! সুধাময়রসং পিবন্।
চরিতঞ্চ মহালক্ষ্ম্যাস্ত্বন্মুখাম্ভোজনিঃসৃতম্ ॥ ৫২ ॥

সূত উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা রাজ্ঞঃ সত্যবতীসুতঃ।
উবাচ মধুরং বাক্যং প্রীণয়ন্নিব ভূপতিম্ ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! মহাভাগ! বিস্তরেণ ব্রবীমি তে।
যথামতি কুরুশ্রেষ্ঠ! তস্যা দেহসমুদ্ভবম্ ॥ ৫৪ ॥
ন ব্রহ্মা ন হরিঃ সাক্ষান্ন রুদ্রো ন চ বাসবঃ।
যাথাতথ্যেন তদ্রূপং বক্তুমীশঃ কদাচন ॥ ৫৫ ॥
কথং জানাম্যহং দেব্যা যদ্রূপং যাদৃশং যতঃ।
বাচারম্ভণমাত্রং তদুৎপন্নেতি ব্রবীমি যৎ ॥ ৫৬ ॥
সা নিত্যা সর্ব্বদৈবাস্তে দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
নানারূপা ত্বেকরূপা জায়তে কার্য্যগৌরবাৎ ॥ ৫৭ ॥

চিত্রমাল্যাম্বরবিভূষণা। চিত্রানুলেপনা কান্তিরূপসৌভাগ্যশালিনীতি। এবঞ্চ রূপেণাপি ত্রিগুণাত্মত্বং সূচিতং স্বস্য চিত্রত্বাদেব চিত্রমাল্যাদিধারণম্ ॥ ৪৫—৫৪ ॥

ন ব্রহ্মা ন হরিরিতি। তথা চ শ্রুতিঃ। যস্যাঃ স্বরূপং ব্রহ্মাদয়ো ন বিজানন্তি তস্মা দুচ্যতেঽজ্ঞেয়েতি ॥ ৫৫—৫৮ ॥

তাহাও কীর্ত্তন করুন, আর দেবতারা তাঁহার অঙ্গে যে যে আভরণ ও আয়ুধ দিয়াছিলেন, আপনার মুখপঙ্কজ হইতে সেই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতে একান্ত বাসনা হয় ॥ ৫০—৫১ ॥ ব্রহ্মন্! আমি আপনার মুখ কমল হইতে বিনিঃসৃত মহালক্ষ্মীর চরিত্ররূপ সুধাময় রস পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ৫২ ॥

সূত বলিলেন, সত্যবতীতনয় বেদব্যাস রাজার সেই বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে মধুর বাক্যে প্রীত করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥ কুরুবর! আপনি অতি ভাগ্যবান্ তাহা না হইলে আপনার এরূপ প্রবৃত্তি হইবে কেন? অতএব আমার বুদ্ধি অনুসারে বিস্তার পূর্ব্বক তাঁহার দেহের উৎপত্তির বিষয় তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৫৪ ॥ সাক্ষাৎ রুদ্র, কি ব্রহ্মা, কি হরি, কি বাসব কদাচ যথাযোগ্য তাঁহার রূপ বর্ণন করিতে সক্ষম নহেন ॥৫৫॥ তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাক্যের আরম্ভ মাত্রেই তিনি উৎপন্ন হইলেন, অতএব দেবীর রূপ বা সাদৃশ্যের বিষয় আমি কিরূপে জানিব ॥ ৫৬ ॥ তিনি নিত্যা সুতরাং সর্ব্বদাই সৎস্বরূপা তিনি একরূপা হইয়াও দেবগণের গুরুতর কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত নানারূপ

যথা নটো রঙ্গগতো নানারূপো ভবত্যসৌ ।
একরূপস্বভাবোঽপি লোকরঞ্জনহেতবে ॥ ৫৮ ॥
তথৈষা দেবকার্য্যার্থমরূপাপি স্বলীলয়া ।
করোতি বহুরূপাণি নির্গুণা সগুণানি চ ॥ ৫৯ ॥
কার্য্যকর্ম্মানুসারেণ নামানি প্রভবন্তি হি ।
ধাত্বর্থগুণযুক্তানি গৌণানি সুবহূন্যপি ॥ ৬০ ॥
তদ্বৈ বুদ্ধ্যনুসারেণ প্রব্রবীমি নরাধিপ ! ।
যথা তেজঃসমুদ্ভূতং রূপং তস্যা মনোহরম্ ॥ ৬১ ॥
শঙ্করস্য চ যত্তেজস্তেন তন্মুখপঙ্কজম্ ।
শ্বেতবর্ণং শুভাকারমজায়ত মহত্তরম্ ॥ ৬২ ॥
কেশাস্তস্যাস্তথা স্নিগ্ধা যাম্যেন তেজসাভবন্ ।
বক্রাগ্রাশ্চাতিদীর্ঘা বৈ মেঘবর্ণা মনোহরাঃ ॥ ৬৩ ॥
নয়নত্রিতয়ং তস্যা জজ্ঞে পাবকতেজসা ।
কৃষ্ণং রক্তং তথা শ্বেতং বর্ণত্রয়বিভূষিতম্ ॥ ৬৪ ॥
বক্রে স্নিগ্ধে কৃষ্ণবর্ণে সন্ধ্যয়োস্তেজসা ভ্রুবৌ ।
জাতে দেব্যাঃ সুতেজস্কে কামস্য ধনুষীব তে ॥ ৬৫ ॥

স্বলীলয়েতি । তথা চ ব্যাসসূত্রম্ । লোকবত্তু লীলাকৈবল্যমিতি ॥ ৫৯ ॥

যথা তস্যাঃ কার্য্যানুসারেণ রূপভেদ এবং নানাকর্ম্মাচরণাৎ পাঠকপাচকবদ্ধাত্বর্থগুণযোগাদ্গৌণানি নামানি কালীতারাসুন্দরীভুবনেশ্বরীদুর্গেত্যাদিকানি প্রভবন্তীত্যর্থঃ । অনেন চানন্তরূপত্বমনন্তনামবত্ত্বঞ্চ বোধিতম্ । তদুক্তম্ । অসংখ্যেয়ানি নামানি তস্যা ব্রহ্মাদিভিঃ সুরৈঃ । গুণকর্ম্মবিধানাদ্যৈঃ কল্পিতানি চ কিং ব্রুবে ইতি ॥ ৬০—৬৪ ॥

ধারণ করেন ॥৫৭॥ স্বভাবত নটের রূপ এক হইলেও যেমন লোকরঞ্জনের নিমিত্ত রঙ্গস্থলে নানারূপে দর্শন দেয়, সেইরূপ এই নির্গুণা দেবী অরূপা হইয়াও দেবতাদিগের কার্য্য সম্পাদনের জন্য স্বীয় লীলায় সত্ত্বাদিগুণসমন্বিত নানাবিধ রূপ ধারণ করেন ॥ ৫৮—৫৯ ॥ কোথাও কার্য্য অনুসারে কোথাও কর্ম্মানুসারে ধাতুর অর্থ ও গুণযুক্ত মুখ্য ও গৌণ তাঁহার বহুবিধ নাম হইয়া থাকে ॥ ৬০ ॥ অতএব নরাধিপ ! তেজ হইতে যেরূপে তাঁহার মনোহর রূপ উদ্ভব হইয়াছিল, আমি আপন জ্ঞান অনুসারে আপনার নিকট তাহা বর্ণন করিতেছি ॥ ৬১ ॥ শঙ্করের তেজ হইতে তাঁহার সুবিপুল শ্বেতবর্ণ ও মনোহর মুখকমল উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৬২ ॥ তাঁহার সুচিক্কণ কেশ কলাপ যমের তেজ হইতে উৎপন্ন হয়, ঐ কেশজাল আজানুলম্বিত কুটিলাগ্র কৃষ্ণবর্ণ ও মনোহর ॥ ৬৩ ॥ তাঁহার নয়নত্রয় পাবকের তেজ হইতে

বায়োশ্চ তেজসা শস্তৌ শ্রবণৌ সম্বভূবতুঃ।
নাতিদীর্ঘৌ নাতিহ্রস্বৌ দোলাবিব মনোভুবঃ॥ ৬৬॥
তিলপুষ্পসমাকারা নাসিকা সুমনোহরা।
সঞ্জাতা স্নিগ্ধবর্ণা বৈ ধনদস্য চ তেজসা॥ ৬৭॥
দন্তাঃ শিখরিণঃ শ্লক্ষ্ণাঃ কুন্দাগ্রসদৃশাঃ সমাঃ।
সঞ্জাতাঃ সুপ্রভা রাজন্‌! প্রাজাপত্যেন তেজসা॥ ৬৮॥
অধরশ্চাতিরক্তোঽস্যাঃ সঞ্জাতোঽরুণতেজসা।
উত্তরোষ্ঠস্তথারম্যং কার্ত্তিকেয়স্য তেজসা॥ ৬৯॥
অষ্টাদশভুজাকারা বাহবো বিষ্ণুতেজসা।
বসূনাং তেজসাঙ্গুল্যো রক্তবর্ণাস্তথাভবন্‌॥ ৭০॥
সৌম্যেন তেজসা জাতং স্তনয়োর্যুগ্মমুত্তমম্‌।
ঐন্দ্রেণাস্যাস্তথা মধ্যং জাতং ত্রিবলিসংযুতম্‌॥ ৭১॥
জঙ্ঘোরূ বরুণস্যাথ তেজসা সম্বভূবতুঃ।
নিতম্বঃ স তু সঞ্জাতো বিপুলস্তেজসা ভুবঃ॥ ৭২॥
এবং নারী শুভাকারা সুরূপা সুস্বরা ভৃশম্‌।
সমুৎপন্না তথা রাজংস্তেজোরাশিসমুদ্ভবা॥ ৭৩॥

বক্রে স্নিগ্ধে ইতি দ্বিবচনং ভ্রুবোর্ব্বিশেষণম্‌॥ ৬৫—৬৭॥

সম্ভূত; ঐ সকলের তারা কৃষ্ণবর্ণ, মধ্যস্থল শ্বেতবর্ণ ও প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ॥৬৪॥ দেবীর কৃষ্ণবর্ণ ভ্রূযুগল উভয় সন্ধ্যার তেজ হইতে উৎপন্ন; ঐ ভ্রূযুগল সুস্নিগ্ধ, বক্র ও কামকার্ম্মুকের ন্যায় তেজস্কর॥ ৬৫॥ বায়ুর তেজ হইতে তাঁহার শ্রবণযুগল সম্ভূত হয়, উহা দীর্ঘ নহে, অতিশয় হ্রস্বও নহে, কামদেবের দোলার ন্যায় একান্ত মনোহর॥৬৬॥ ধনদের তেজ হইতে তাঁহার নাসিকা উৎপন্ন হয়, উহা তিল কুসুম সদৃশ, স্নিগ্ধবর্ণ ও অতিশয় মনোরম॥ ৬৭॥ রাজন্‌! তাঁহার সাগ্র দন্ত সকল দক্ষাদির তেজ হইতে উৎপন্ন হয়, উহা কুন্দ কুসুম সদৃশ, শ্রেণীবদ্ধ, মসৃণ ও দ্যুতিশালী॥ ৬৮॥ তাঁহার অতীব রক্তবর্ণ অধর, অরুণের তেজ হইতে এবং রমণীয় ওষ্ঠ কার্ত্তিকের তেজ হইতে সম্ভূত হয়॥ ৬৯॥ তাঁহার অষ্টাদশ বাহু বিষ্ণুর তেজ হইতে এবং রক্তবর্ণ অঙ্গুলিসকল বসুগণের তেজ হইতে উৎপন্ন॥ ৭০॥ তাঁহার উত্তম স্তনযুগল সোমের তেজ হইতে এবং ত্রিবলীযুক্ত মধ্যস্থল ইন্দ্রের তেজ হইতে সম্ভূত হয়॥ ৭১॥ তাঁহার জঙ্ঘা ও উরু যুগল বরুণের তেজ হইতে এবং বিপুল নিতম্ব পৃথিবীর তেজ হইতে উৎপন্ন হয়॥ ৭২॥

তাং দৃষ্ট্বা সুষ্ঠু সর্ব্বাঙ্গীং সুদতীং চারুলোচনাম্।
মুদং প্রাপুঃ সুরাঃ সর্ব্বে মহিষেণ প্রপীড়িতাঃ ॥ ৭৪ ॥
বিষ্ণুস্ত্বাহ সুরান্ সর্ব্বান্ ভূষণান্যায়ুধানি চ।
প্রযচ্ছন্তু শুভান্যস্যৈ দেবাঃ সর্ব্বাণি সাম্প্রতম্ ॥ ৭৫ ॥
স্বায়ুধেভ্যঃ সমুৎপাদ্য তেজোযুক্তানি সত্বরাঃ।
সমর্পয়ন্তু সর্ব্বেঽদ্য দেব্যৈ নানায়ুধানি বৈ ॥ ৭৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দেবীস্বরূপোদ্ভবনামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

শিখরিণঃ সাগ্রা দন্তাঃ প্রজাপত্যেন তেজসা দক্ষাদিতেজসা। তেন ব্রহ্মণস্তেজসা পাদাবিত্যনেনেন বিরোধঃ ॥ ৬৮—৭৬ ॥

• ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

রাজন্! এইরূপে দেবগণের তেজঃপুঞ্জ হইতে সেই নারী উৎপন্ন হইলেন, তাঁহার অঙ্গ সকল সুন্দর, রূপ অনুপম ও স্বর অতীব মধুর ॥ ৭৩ ॥ অধিক কি সেই চারুলোচনার সমস্ত অবয়বই মনোহর; মহিষাসুরপীড়িত সুরগণ সেই সুশোভনা দেবীকে নিরীক্ষণ করিয়া হর্ষলাভ করিলেন ॥ ৭৪ ॥ তৎকালে বিষ্ণু দেবতাদিগকে বলিলেন, দেবগণ! তোমরা ইহাঁকে শুভপ্রদ সমস্ত আয়ুধ ও আভরণ প্রদান কর ॥ ৭৫ ॥ তোমরা সকলেই অবিলম্বে আপন আপন আয়ুধ হইতে তেজঃসম্পন্ন নানাবিধ আয়ুধ উৎপাদন করিয়া দেবীকে সমর্পণ কর ॥ ৭৬ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে দেবীস্বরূপোদ্ভব নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

দেবা বিষ্ণুবচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বে প্রমুদিতাস্তদা ।
দদুশ্চ ভূষণান্যাশু বস্ত্রাণি স্বায়ুধানি চ ॥ ১ ॥
ক্ষীরোদশ্চাম্বরে দিব্যে রক্তে সূক্ষ্মে তথাজরে ।
নির্ম্মলঞ্চ তথা হারং প্রীতস্তস্যৈ সুমণ্ডিতম্ ॥ ২ ॥
দদৌ চূড়ামণিং দিব্যং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্ ।
কুণ্ডলে চ তথা শুভ্রে কটকানি ভুজেষু বৈ ॥ ৩ ॥
কেয়ূরান্ কঙ্কণান্ দিব্যান্নানারত্নবিরাজিতান্ ।
দদৌ তস্যৈ বিশ্বকর্ম্মা প্রসন্নেন্দ্রিয়মানসঃ ॥ ৪ ॥
নূপুরৌ সুস্বরৌ কান্তৌ নির্ম্মলৌ রত্নভূষিতৌ ।
দদৌ সূর্য্যপ্রতীকাশৌ ত্বষ্টা তস্যৈ সুপাদয়োঃ ॥ ৫ ॥

অৰ্দ্ধাধিকৈঃ সপ্তষষ্টিপদ্যৈরথ মহায়ুধৈঃ ।
অর্চ্চিতা নির্জ্জরৈর্দেবীকথেয়ং সম্যগুচ্যতে ॥

ইত্থং বিষ্ণুবাক্যশ্রবণানন্তরং যদ্দেবৈঃ কৃতং তদুচ্যতে দেবা ইতি ॥ ১ ॥

ক্ষীরোদশ্চাম্বরে ইতি। অস্মিন্ স্থলে সপ্তশতীপাঠব্যাখ্যাতারো নানাবিধমন্বয়ং কৃত্বা নানাবিধমর্থং কল্পয়ন্তি তে চ দেবীভাগবতোক্তার্থে ন বিরুদ্ধাঃ সন্তীত্যত্রোক্তার্থেন সপ্তশতীপাঠোক্তার্থেন চ যথা" ন বিরোধস্তথা ব্যাখ্যায়তে। ক্ষীরোদ ইত্যারভ্য দদাবিত্যন্তমেকং বাক্যম্। সপ্তশত্যামপি ক্ষীরোদশ্চামলং হারমজরে চ তথাম্বরে ইত্যন্তমেকং বাক্যম্। দত্তবানিত্যস্য পূর্ব্বশ্লোকস্থানুবৃত্তিঃ। তেনোভয়োরেকবাক্যতা। অনন্তরঞ্চ চূড়ামণিমিত্যারভ্য তেজোবন্তি চ সর্ব্বশ ইত্যন্তমেকং বাক্যম্। অত্র বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তা। সপ্তশত্যামপি চূড়ামণিমিত্যারভ্যাভেদ্যঞ্চ দংশনমিত্যন্তমেকং বাক্যম্। তত্রাপি বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তা। তেন তয়োর্বাক্যয়োরপ্যেকবাক্যতেতি। অম্লানপঙ্কজাং মালামিত্যারভ্য বরুণঃ সম্প্রযচ্ছতেত্যন্তমেকং বাক্যম্। বরুণঃ কর্ত্তা। সপ্তশত্যামপ্যম্লানপঙ্কজমিত্যারভ্য পঙ্কজঞ্চাতিশোভনমিত্যন্তমেকং বাক্যম্। তত্রাপি জলধিশব্দেন বরুণ এব কর্ত্তা গ্রাহ্যস্তেন তয়োরপ্যেকবাক্যতেতি। অক্ষরার্থস্তু ব্যাখ্যায়তে। ক্ষীরোদঃ সমুদ্রো বস্ত্রদ্বয়মেকং রত্নহারঞ্চ দদাবিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ব্যাস বলিলেন, দেবতাগণ বিষ্ণুর বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ ভূষণ, বস্ত্র এবং নিজ নিজ আয়ুধ প্রদান করিতে লাগিলেন ॥১॥ ক্ষীরোদসমুদ্র প্রীত হইয়া তাঁহাকে সুসজ্জিত বিমল হার এবং অজর সূক্ষ্ম রক্তবর্ণ দিব্য অম্বরযুগল দান করিলেন ॥ ২ ॥ বিশ্বকর্ম্মা প্রসন্নচিত্ত হইয়া তাঁহার মস্তকে কোটিসূর্য্যের ন্যায় প্রভাশালী দিব্য চূড়ামণি; কর্ণে শুভ্রবর্ণ কুণ্ডল; করে বলয়, কেয়ূর ও নানাবিধ রত্ন খচিত কঙ্কণ এবং সুন্দর পাদযুগলে সুস্বনান্বিত রত্নভূষিত বিমলকান্তি সূর্য্যতুল্য সমুজ্জ্বল নূপুর যুগল প্রদান করিলেন ॥ ৩—৫ ॥

তথা গ্রৈবেয়কং রম্যং দদৌ তস্যৈ মহার্ণবঃ ।
অঙ্গুলীয়করত্নানি তেজোবন্তি চ সর্ব্বশঃ ॥ ৬ ॥
অম্লানপঙ্কজাং মালাং গন্ধাঢ্যাং ভ্রমরানুগাম্ ।
তথৈব বৈজয়ন্তীঞ্চ বরুণঃ সম্প্রযচ্ছত ॥ ৭ ॥
হিমবানথ সন্তুষ্টো রত্নানি বিবিধানি চ ।
দদৌ চ বাহনং সিংহং কনকাভং মনোহরম্ ॥ ৮ ॥
ভূষণৈর্ভূষিতা দিব্যৈঃ সা ররাজ বরা শুভা ।
সিংহারূঢ়া বরারোহা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা ॥ ৯ ॥
বিষ্ণুশ্চক্রাৎ সমুৎপাদ্য দদাবস্যৈ রথাঙ্গকম্ ।
সহস্রারং সুদীপ্তঞ্চ দেবারিশিরসাং হরম্ ॥ ১০ ॥
স্বত্রিশূলাৎ সমুৎপাদ্য শঙ্করঃ শূলমুত্তমম্ ।
দদৌ দেব্যৈ সুরারীণাং কৃন্তনং ভয়নাশনম্ ॥ ১১ ॥
বরুণশ্চ প্রসন্নাত্মা দদৌ শঙ্খং সমুজ্জ্বলম্ ।
ঘোষবন্তং স্বশঙ্খাত্তু সমুৎপাদ্য সুমঙ্গলম্ ॥ ১২ ॥

চূড়ামণিং কুণ্ডলে কটকানি কেয়ূরান্ কঙ্কণানি বিশ্বকর্ম্মা দদৌ। নূপুরাবপি ত্বষ্টা বিশ্বকর্ম্মৈব দদৌ। গ্রৈবেয়কমঙ্গুলীয়করত্নান্যপি মহার্ণবো মহার্ণবসদৃশাগাধহৃদয়ো বিশ্বকর্ম্মৈব দদাবিত্যর্থঃ। সপ্তশত্যেকবাক্যত্বাৎ ॥ ৩—৬ ॥
বৈজয়ন্তীং মালামুরসি শিরসি অম্লানপঙ্কজাং মালাং বরুণো দদাবিত্যর্থঃ ॥ ৭—১২ ॥

মহার্ণব সদৃশ অগাধ বুদ্ধিশালী সেই সুরশিল্পী তাঁহাকে রমণীয় গ্রীবাভূষণ, এবং পরম জ্যোতির্ম্ময় রত্ন খচিত উত্তম উত্তম অঙ্গুরীয়ক সকল দান করিলেন ॥৬॥ যাহার কমল সকল কখনই ম্লান হয় না, গন্ধভরে অন্ধ হইয়া অলিকুল যাহার অনুগমন করিতেছে, বরুণ তাঁহাকে সেই কমলমালা তাঁহার শিরোদেশে এবং উরোদেশে বৈজয়ন্তী মালা অর্পণ করিলেন ॥ ৭ ॥ হিমবান্ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নানাবিধ রত্ন এবং বাহনের নিমিত্ত কনকবর্ণ মনোহর সিংহ প্রদান করিলেন ॥ ৮ ॥ তখন সেই বরারোহা সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না প্রধানা কল্যাণদায়িনী কামিনী দিব্যভূষণে ভূষিত হইয়া সিংহের উপর শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥ তৎকালে বিষ্ণুও আপনার চক্র হইতে অপর এক অসুর-শিরোহর সহস্রার তেজময় চক্র উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন ॥ ১০ ॥ শঙ্কর স্বীয় শূল হইতে দেবগণের ভয়নাশক ও অসুরঘাতক এক উত্তম শূল উৎপাদন করিয়া দেবীকে প্রদান করিলেন ॥ ১১ ॥ বরুণ প্রসন্নচিত্তে নিজ শঙ্খ হইতে মঙ্গলময় ঘোররব অতীব উজ্জ্বল শঙ্খ

হুতাশনস্তথা শক্তিং শতঘ্নীং সুমনোজবাম্‌।
প্রায়চ্ছত্তু প্রসন্নাত্মা তস্যৈ দৈত্যবিনাশিনীম্‌ ॥ ১৩ ॥
ইষুধিং ৰাণপূর্ণঞ্চ চাপঞ্চাদ্ভুতদর্শনম্‌।
মারুতো দত্তবাংস্তস্যৈ দুরাকর্ষং খরস্বরম্‌ ॥ ১৪ ॥
স্ববজ্রাদ্বজ্রমুৎপাদ্য দদাবিন্দ্রোঽতিদারুণম্‌।
ঘণ্টামৈরাবতাৎ তূর্ণং সুশব্দাঞ্চাতিসুন্দরাম্‌ ॥ ১৫ ॥
দদৌ দণ্ডং যমঃ কামং কালদণ্ডসমুদ্ভবম্‌।
যেনান্তং সর্ব্বভূতানামকরোৎ কাল আগতে ॥ ১৬ ॥
ব্রহ্মা কমণ্ডলুং দিব্যং গঙ্গাবারিপ্রপূরিতম্‌।
দদাবস্যৈ মুদা যুক্তো বরুণঃ পাশমেব চ ॥ ১৭ ॥
কালঃ খড়্গং তথা চর্ম্ম প্রাযচ্ছত্তু নরাধিপ ! ।
পরশুং বিশ্বকর্ম্মা চ তীক্ষ্ণমস্যৈ দদাবথ ॥ ১৮ ॥
ধনদস্তু সুরাপূর্ণং পানপাত্রং সুবর্ণজম্‌।
পঙ্কজং বরুণশ্চাদাদ্দেব্যৈ দিব্যং মনোহরম্‌ ॥ ১৯ ॥
গদাং কৌমোদকীং ত্বষ্টা ঘণ্টাশতনিনাদিনীম্‌।
অদাত্তস্যৈ প্রসন্নাত্মা সুরশত্রুবিনাশিনীম্‌ ॥ ২০ ॥

(হুতাশনস্তথেতি। শতঘ্নীনাম অয়োভারনির্ম্মিতায়ো গোলকনিক্ষেপকাস্ত্রবিশেষ ইতি "শতঘ্নীপরিরক্ষিতাম্‌" ইত্যত্র রামায়ণটীকায়াং রামানুজস্বামিপাদেন ব্যাখ্যাতম্‌ ॥১৩—১৭॥ কাল ইতি পরং শৃণাতীতি পরশুস্তং ॥ ১৮—১৯ ॥)

উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে দিলেন ॥ ১২ ॥ যে শতঘ্নী শক্তি যমের ন্যায় অতি বেগে দৈত্যদিগকে বিনাশ করে, হুতাশন হৃষ্টচিত্তে তাঁহাকে সেই শক্তি প্রদান করিলেন ॥ ১৩ ॥ যাহা অতিকষ্টে আকর্ষণ করা যায় এবং যাহার শব্দ অতিশয় কঠোর, তাদৃশ অদ্ভুতদর্শন চাপ এবং ৰাণপূর্ণ তূণ অমরপ্রবর মারুত তাঁহাকে প্রদান করিলেন ॥ ১৪ ॥ ইন্দ্র স্বীয় বজ্র হইতে অতি দারুণ বজ্র উৎপাদন করিয়া এবং ঐরাবত হইতে সুন্দর সুশব্দ ঘণ্টা লইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দিলেন ॥১৫॥ কালপূর্ণ হইলে যে দণ্ড দ্বারা সমস্ত ভূতের বিনাশ করেন, যম সেই কালদণ্ড হইতে মনোহর দণ্ড সৃজন করিয়া তাঁহাকে দান করিলেন ॥১৬॥ ব্রহ্মা হর্ষাবিষ্ট হইয়া গঙ্গাজল পূর্ণ দিব্য কমণ্ডলু এবং বরুণ পাশ প্রদান করিলেন ॥ ১৭ ॥ নরাধিপ ! কাল, খড়্গ ও চর্ম্ম, এবং বিশ্বকর্ম্মা তীক্ষ্ণ পরশু তাঁহাকে প্রদান করিলেন ॥ ১৮ ॥ ধনপতি সুবর্ণময় সুরাপূর্ণ পানপাত্র, এবং বরুণ দিব্য মনোহর পঙ্কজ অর্পণ করিলেন ॥ ১৯ ॥ যাহাতে শত শত ঘণ্টা দোদুল্যমান এবং যাহা সুরশত্রুগণকে সংহার করে, বিশ্বকর্ম্মা প্রীত হইয়া সেই কৌমদকী

অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি তথাভেদ্যঞ্চ দংশনম্।
দদৌ ত্বষ্টা জগন্মাত্রে নিজরশ্মীন্দিবাকরঃ ॥ ২১ ॥
সায়ুধাং ভূষণৈর্যুক্তাং দৃষ্ট্বা তে বিস্ময়ং গতাঃ।
তুষ্টুবুস্তাং সুরা দেবীং ত্রৈলোক্যমোহিনীং শিবাম্ ॥ ২২ ॥

দেবা ঊচুঃ।

নমঃ শিবায়ৈ কল্যাণ্যৈ শান্ত্যৈ পুষ্ট্যৈ নমো নমঃ।
ভগবত্যৈ নমো দেব্যৈ রুদ্রাণ্যৈ সততং নমঃ ॥ ২৩ ॥
কালরাত্র্যৈ তথাম্বায়ৈ ইন্দ্রাণ্যৈ তে নমো নমঃ।
সিদ্ধ্যৈ বুদ্ধ্যৈ তথা বৃদ্ধ্যৈ বৈষ্ণব্যৈ তে নমো নমঃ ॥ ২৪ ॥
পৃথিব্যাং যা স্থিতা পৃথ্ব্যা ন জ্ঞাতা পৃথিবীঞ্চ যা।
অন্তঃস্থিতা যময়তি বন্দে তামীশ্বরীং পরাম্ ॥ ২৫ ॥
মায়ায়াং যা স্থিতা জ্ঞাতা মায়ায়া ন চ তামজাম্।
অন্তঃস্থিতা প্রেরয়তি প্রেরয়িত্রীং নুমঃ শিবাম্ ॥ ২৬ ॥

ঘণ্টাশতনিনাদিনীমিতি গদায়া বিশেষণম্। অনেকঘণ্টাসম্বদ্ধা গদেত্যর্থঃ। ত্বষ্টা বিশ্বকর্ম্মা গদামস্ত্রাণি কবচঞ্চাদাদিত্যেকং বাক্যম্। সপ্তশতীপাঠানুরোধাৎ ॥ ২০—২৪ ॥

পৃথিব্যামিতি। পৃথিব্যাং যান্তঃস্থিতা পৃথিব্যা যা ন জ্ঞাতা অবিষয়ত্বাৎ। যা পৃথিবীং স্বকার্য্যে যময়তি নিয়ময়তি তাং পরাং দেবতামীশ্বরীমন্তর্য্যামিরূপিণীং বন্দে। তথা চান্তর্য্যামিব্রাহ্মণং যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা আন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ। যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি স ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃত ইতি ॥ ২৫ ॥

গদা, অভেদ্য কবচ এবং নানাবিধ অস্ত্র সকল তাঁহাকে দান করিলেন। দিবাকর জগন্মাতাকে স্বীয় রশ্মিরাশি প্রদান করিলেন ॥ ২০—২১ ॥ আয়ুধ ও অলঙ্কারে তাঁহাকে ভূষিত দেখিয়া সুরগণ বিস্মিত ভাবে সেই ত্রৈলোক্যমোহিনী শিবাদেবীর স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২২ ॥ দেবগণ কহিলেন, দেবী তুমি শিবা ও কল্যাণী তোমাকে নমস্কার করি, তুমি শান্তি ও পুষ্টি তোমাকে বার বার নমস্কার করি। তুমি দেবী ভগবতী ও রুদ্রাণী· আমরা তোমাকে সর্ব্বদাই নমস্কার করি ॥ ২৩ ॥ তুমি কালরাত্রি তুমি ইন্দ্রাণী তুমি অম্বা, তোমাকে বারম্বার প্রণাম করি, তুমি সিদ্ধি, তুমি বুদ্ধি, তুমি বৃদ্ধি, তুমি বৈষ্ণবী তোমাকে আমরা বার বার প্রণাম করি ॥ ২৪ ॥ যিনি পৃথিবীর অন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন, তথাপি পৃথিবী যাঁহাকে জানিতে পারিতেছেন না, অথচ পৃথিবীর অন্তরে থাকিয়া যিনি স্বীয় কার্য্য বলিয়া তাঁহাকে নিয়মিত করিতেছেন, সেই পরদেবতা ঈশ্বরীকে বন্দনা করি ॥ ২৫ ॥ যিনি মায়ার মধ্যে স্থিতি করিতেছেন, তথাচ মায়া যাঁহাকে অবগত নহেন, কিন্তু মায়ার অন্তর্ব্বর্ত্তিনী হইয়া যিনি সেই অজাকে কার্য্যে নিয়োগ করিতেছেন, সেই প্রেরয়িত্রী শিবাকে আমরা

কল্যাণং কুরু ভো মাতস্ত্রাহি নঃ শক্রতাপিতান্।
জহি পাপং হয়ারিং ত্বং তেজসা স্বেন মোহিতম্॥ ২৭॥
খলং মায়াবিনং ঘোরং স্ত্রীবধ্যং বরদর্পিতম্।
দুঃখদং সর্ব্বদেবানাং নানারূপধরং শঠম্॥ ২৮॥
ত্বমেকা সর্ব্বদেবানাং শরণং ভক্তবৎসলে!।
পীড়িতান্ দানবেনাদ্য ত্রাহি দেবি! নমোঽস্তু তে॥ ২৯॥

ব্যাস উবাচ।

এবং স্তুতা তদা দেবী সুরৈঃ সর্ব্বসুখপ্রদা।
তানুবাচ মহাদেবী স্মিতপূর্ব্বং শুভং বচঃ॥ ৩০॥

দেব্যুবাচ।

ভয়ং ত্যজন্তু গীর্ব্বাণা মহিষান্মন্দচেতসঃ।
হনিষ্যামি রণেঽদ্যৈব বরদৃপ্তং বিমোহিতম্॥ ৩১॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সা সুরান্দেবী জহাসাতীব সুস্বরম্।
চিত্রমেতচ্চ সংসারে ভ্রমমোহযুতং জগৎ॥ ৩২॥

মায়ায়ামিতি। যা মায়ায়াং স্থিতা যা মায়য়া ন চ জ্ঞাতা তামজাং মায়া যান্তঃস্থিতা প্রেরয়তি তাং প্রেরয়িত্রীং শিবাং নুম ইত্যর্থঃ। অত্র প্রত্যাহারন্যায়েন পৃথিবীন্যায়যোরন্তর্য্যামিস্বরূপত্বস্য ভগবত্যাঃ প্রতিপাদনেন সর্ব্বপ্রপঞ্চান্তর্য্যামিত্বং ভগবত্যাঃ প্রতিপাদিতং ভবতীতি বোধ্যম্॥ ২৬—২৮॥

ত্বমেকেতি। কার্য্যস্য দেবাদিপ্রপঞ্চস্য সর্ব্বকারণভূতশ্রীভগবত্যধীনত্বাদিতি ভাবঃ॥২৯-৩০॥

অদ্যৈবেতি। শীঘ্রমিত্যর্থঃ। কালিকাপুরাণে চতুর্দ্দশ্যামবতীর্ণয়া ভগবত্যাষ্টম্যাং কৃতবধস্য কীর্ত্তনাৎ॥ ৩১॥

নমস্কার করি॥ ২৬॥ মাতঃ! তুমি কল্যাণবিধান কর, আমরা শক্রকর্ত্তৃক নিপীড়িত হইয়াছি, অতএব আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে মোহিত করিয়া পাপ মহিষকে সংহার কর॥ ২৭॥ সে স্ত্রীবধ্য, খল, শঠ, ভয়ঙ্কর ও বরদর্পিত, এবং মায়া দ্বারা নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া সমস্ত দেবগণকে ক্লেশ দিয়া থাকে॥ ২৮॥ ভক্তবৎসলে! সমস্ত দেবগণের তুমিই একমাত্র আশ্রয় স্থান, দেবি! আমরা এই দানব কর্ত্তৃক প্রপীড়িত, অতএব তুমি আমাদিগকে এক্ষণে পরিত্রাণ কর, আমরা তোমাকে নমস্কার করি॥ ২৯॥

ব্যাস বলিলেন; দেবগণ দেবীর এইরূপ স্তব করিলে সমস্ত সুখদাত্রী মহাদেবী তখন হাসিতে হাসিতে তাঁহাদিগকে মঙ্গলময় বাক্যে বলিলেন,॥ ৩০॥ দেবগণ! মন্দমতি মহিষকে বিমোহিত করিয়া অদ্যই সমরস্থলে সংহার করিব॥ ৩১॥

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যাঃ সেন্দ্রাশ্চান্যে সুরাস্তথা।
কম্পযুক্তা ভয়ত্রস্তা বর্ত্তন্তে মহিষাৎ কিল ॥ ৩৩ ॥
অহো দৈববলং ঘোরং দুর্জ্জয়ং সুরসত্তমৈঃ।
কালঃ কর্ত্তাস্তি দুঃখানাং সুখানাং প্রভুরীশ্বরঃ ॥ ৩৪ ॥
সৃষ্টিপালনসংহারে সমর্থা অপি তে যদা।
মুহ্যন্তি ক্লেশসন্তপ্তা মহিষেণ প্রপীড়িতাঃ ॥ ৩৫ ॥
ইতি কৃত্বা স্মিতং দেবী সাট্টহাসং চকার হ।
উচ্চৈঃ শব্দং মহাঘোরং দানবানাং ভয়প্রদম্ ॥ ৩৬ ॥
চকম্পে বসুধা তত্র শ্রুত্বা তচ্ছব্দমদ্ভুতম্।
চেলুশ্চ পর্ব্বতাঃ সর্ব্বে চুক্ষোভাব্ধিশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৩৭ ॥
মেরুশ্চচাল শব্দেন দিশঃ সর্ব্বাঃ প্রপূরিতাঃ।
ভয়ং জগ্মুস্তদা শ্রুত্বা দানবাস্তং স্বনং মহৎ ॥ ৩৮ ॥
জয় পাহীতি দেবাস্তামূচুঃ পরমহর্ষিতাঃ।
মহিষোঽপি স্বনং শ্রুত্বা চুকোপ মদগর্ব্বিতঃ ॥ ৩৯ ॥

হাসকারণমাহ চিত্রমেতচ্চেতি। এতাদৃশা মহান্তোঽপি ব্রহ্মাদ্যাঃ কালবশান্ মহিষাসুরাদ্ভয়ং প্রাপ্তা ইত্যহো প্রারব্ধমতীব চিত্রমস্তীতি ভাবঃ ॥ ৩২—৩৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, দেবী দেবগণকে এই কথা বলিয়া সুমধুর স্বরে হাস্য করিলেন। রাজন্! জগৎ ভ্রম ও মোহে পরিপূর্ণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং ইন্দ্র প্রভৃতি অন্যান্য সুরগণ মহিষের ভয়ে ত্রস্ত হইয়া কম্পিত হইতেছেন, সংসারে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় ॥৩২-৩৩॥ কি আশ্চর্য্য !! দৈববল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং তাহা সুরসত্তমগণেরও দুরতিক্রমণীয়। রাজন্! কালই সুখের প্রভু এবং দুঃখের কর্ত্তা অতএব তিনিই ঈশ্বর ॥ ৩৪ ॥ কারণ, যাঁহারা সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিতে পারেন, তাঁহারাও মহিষ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া ক্লেশ সন্তাপে বিমোহিত হইলেন ॥ ৩৫ ॥ দেবী এইরূপ মনে করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া অতিশয় উচ্চৈঃশব্দে অট্ট অট্ট হাস্য করিতে লাগিলেন, সেই মহাঘোর শব্দে দানবদিগের ভয় উপস্থিত হইল ॥৩৬॥ সেই অদ্ভুত শব্দ শ্রবণে তখন বসুধা কম্পিত, পর্ব্বত সকল চঞ্চল এবং বীর্য্যবান্ অক্ষোভ্য সাগরও ক্ষুভিত হইল ॥ ৩৭ ॥ অধিক কি সেই শব্দে সমস্ত দিক্ পরিপূর্ণ এবং মেরুপর্ব্বতও চলিত হইল তখন দানবগণ সেই মহৎ শব্দ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ভীত হইল ॥ ৩৮ ॥

দেবতারা অতিশয় হর্ষচিত্ত হইয়া দেবীকে বলিলেন, দেবি! আপনার জয় হউক, আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। মদগর্ব্বিত মহিষও এই স্বর শ্রবণ করিয়া কুপিত

কিমেতদিতি তান্ দৈত্যান্ পপ্রচ্ছ স্বনশঙ্কিতঃ।
গচ্ছন্তু ত্বরিতা দূতা জ্ঞাতুং শব্দসমুদ্ভবম্ ॥ ৪০ ॥
কৃতঃ কেনায়মত্যুগ্রঃ শব্দঃ কর্ণব্যথাকরঃ।
দেবো বা দানবো বাপি যো ভবেৎ স্বনকারকঃ ॥ ৪১ ॥
গৃহীত্বা তং দুরাত্মানং মৎসমীপং নয়ন্ত্বিহ।
হনিষ্যামি দুরাচারং গর্জ্জন্তং স্ময়দুর্ম্মদম্ ॥ ৪২ ॥
ক্ষীণায়ুষ্যং মন্দমতিং নয়ামি যমসাদনম্ ॥ ৪৩ ॥
পরাজিতাঃ সুরাঃ কামং ন গর্জ্জন্তি ভয়াতুরাঃ।
নাসুরা মম বশ্যাস্তে কস্যেদং মূঢ়চেষ্টিতম্ ॥ ৪৪ ॥
ত্বরিতা মামুপায়ান্তু জ্ঞাত্বা শব্দস্য কারণম্।
অহং গত্বা হনিষ্যামি তং পাপং বিতথশ্রমম্ ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তাস্তেন তে দূতা দেবীং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীম্।
অষ্টাদশভুজাং দিব্যাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্ ॥ ৪৬ ॥

(কিমেতদিতিতানিতি। স্বনেনাস্য শঙ্কা জাতা; অতঃ কেনাপি মহতা কারণেন ভবিতব্যমিতি মত্বৈবাহ গচ্ছন্ত্বিতি ॥ ৪০—৪৪ ॥
ত্বরিতামামিতি। যস্মাদেবম্ভূতঃ শব্দ উত্থিতো নত্বন্যসাধারণবীর্য্যবান্ সঃ। অত আহ অহং গত্বেতি ॥ ৪৫—৪৬ ॥)

হইল ॥৩৯॥ মহিষ শব্দ শ্রবণে শঙ্কিত হইয়া দৈত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, দূতগণ! তোমরা শব্দ উৎপত্তির কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত অবিলম্বে গমন কর ॥ ৪০ ॥ কর্ণের ক্লেশকর এই ভয়ঙ্কর শব্দ কে করিল? দেব, দানব অথবা যে কেহই শব্দ করিয়া থাকুক তোমরা সেই দুরাত্মাকে লইয়া আমার নিকট আগমন করিবে, আমি অহঙ্কারে মত্ত গর্জ্জনকারী সেই দুরাচারকে সংহার করিব ॥ ৪১—৪২॥ সুরগণ পরাজিত হইয়া ভয়ার্ত্ত হইয়াছে অতএব তাহারা কখনও গর্জ্জন করে নাই, অসুরেরা আমার বশীভূত সুতরাং তাহারাও গর্জ্জন করে নাই, তবে এই মূঢ়ের ন্যায় কার্য্য কাহার? সেই মন্দমতির আয়ু ক্ষীণ হইয়াছে অতএব তাহাকে শমন সদনে পাঠাইতেছি ॥ ৪৩—৪৪ ॥ তোমরা অবিলম্বে শব্দের কারণ বিদিত হইয়া আমার নিকট আসিবে, পরে আমি গিয়া সেই বৃথাশব্দকারী পাপমতিকে সংহার করিব ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহিষের এই কথা শুনিবামাত্র দূত সকল দেবীসন্নিধানে গমন করিল এবং দেখিল, তাঁহার সমস্ত অঙ্গ সুন্দর, বাহু অষ্টাদশ, অবয়ব সকল নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত, শরীরে সমস্ত সুলক্ষণ দেদীপ্যমান ও হস্তে উত্তম অস্ত্র। সেই শুভপ্রদা মনোরমা দেবী

সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাং বরায়ুধধরাং শুভাম্।
দধতীঞ্চষকং হস্তে পিবন্তীঞ্চ মুহুর্ম্মধু॥ ৪৭॥
সংবীক্ষ্য ভয়ভীতাস্তে জগ্মুস্ত্রস্তাঃ সুশঙ্কিতাঃ।
সকাশে মহিষস্যাশু তমূচুঃ স্বনকারণম্॥ ৪৮॥
দৈত্যা ঊচুঃ।
দেবী দৈত্যেশ্বর! প্রৌঢ়া দৃশ্যতে কাচিদঙ্গনা।
সর্ব্বাঙ্গভূষণা নারী সর্ব্বরত্নোপশোভিতা।
ন মানুষী নাসুরী সা দিব্যরূপা মনোহরা॥ ৪৯॥
সিংহারূঢ়ায়ুধধরা চাষ্টাদশকরা বরা।
সংনাদং কুরুতে নারী লক্ষ্যতে মদগর্ব্বিতা॥ ৫০॥
সুরাপানরতা কামং জানীমো ন সভর্ত্তৃকা॥ ৫১॥
অন্তরিক্ষস্থিতা দেবাস্তাং স্তুবন্তি মুদান্বিতাঃ।
জয়েতি পাহি নশ্চেতি জহি শত্রুমিতি প্রভো!॥ ৫২॥
ন জানে কা বরারোহা কস্য বা সা পরিগ্রহঃ।
কিমর্থমাগতা চাত্র কিঞ্চিকীর্ষতি সুন্দরী॥ ৫৩॥

(সর্ব্বলক্ষণেতি। বরায়ুধধরামিত্যনেন সা যোদ্ধুকামেতি সূচিতম্॥ ৪৭॥
সংবীক্ষ্যেতি। অঘটঘটনরূপাং নারীং সংবীক্ষ্য ভয়ভীতা ইতিভাবঃ॥ ৪৮—৫১॥
অন্তরিক্ষস্থিতেতি। জহি শত্রুমিত্যত্র স্তোত্রবাক্যেন ভবান্নিব লক্ষ্যতে ইতি মন্যামহে॥ ৫২—৫৩॥)

হস্তে চষক ধারণ করিয়া বার বার মধুপান করিতেছেন, তাঁহার ঈদৃশ রূপ অবলোকন করিয়া ভীত হইয়া সশঙ্কিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করত মহিষাসুর সমীপে গমন করিয়া শব্দের কারণ বিজ্ঞাপন করিল॥ ৪৬—৪৮॥ দৈত্যগণ বলিল, দৈত্যেশ্বর! আমরা এক প্রৌঢ়া অপরিচিতা অঙ্গনা নয়নগোচর করিলাম, সেই দেবীর সমস্ত অঙ্গ অলঙ্কারে ভূষিত ও রত্নসকলে সুসজ্জিত; সেই নারী মানুষী অথবা আসুরী নহে, কিন্তু তাহার রূপ অলৌকিক ও মনোহর॥ ৪৯॥ সেই প্রধানা নারী সিংহের উপরি আরূঢ় হইয়া অষ্টাদশ করে আয়ুধ ধারণ করত গর্জ্জন করিতেছে, সে সুরাপানে রত সুতরাং তাহাকে মদগর্ব্বিতা বলিয়া বোধ হয়। আমাদিগের নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে তাহার স্বামী নাই॥ ৫০—৫১॥ দেবগণ অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করত সহর্ষে এই বলিয়া তাহার স্তব করিতেছে যে, তোমার জয় হউক তুমি শত্রু সংহার করিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর॥ ৫২॥ প্রভো! সেই বরারোহা সুন্দরী যে কে? কাহারই বা পত্নী, কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছে এবং তাঁহার অভিলাষ বা কি,

দ্রষ্টুং নৈব সমর্থাঃ স্ম তত্তেজঃপরিধর্ষিতাঃ।
শৃঙ্গারবীরহাস্যাঢ্যা রৌদ্রাদ্ভুতরসান্বিতা ॥ ৫৪ ॥
দৃষ্ট্বৈবৈবংবিধাং নারীমসম্ভাষ্য সমাগতাঃ।
বয়ং ত্বদাজ্ঞয়া রাজন্! কিং কর্ত্তব্যমতঃপরম্ ॥ ৫৫ ॥

মহিষ উবাচ।

গচ্ছ বীর! ময়াদিষ্টো মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ! বলান্বিতঃ।
সামাদিভিরুপায়ৈস্ত্বং সমানয় শুভাননাম্ ॥ ৫৬ ॥
নায়াতি যদি সা নারী ত্রিভিঃ সামাদিভিস্ত্বিহ।
অহত্বা তাং বরারোহাং ত্বমানয় মমান্তিকম্।
করোমি পট্টমহিষীং তামরালভ্রুবং মুদা ॥ ৫৭ ॥
প্রীতিযুক্তা সমায়াতি যদি সা মৃগলোচনা।
রসভঙ্গো যথা ন স্যাত্তথা কুরু মমেপ্সিতম্।
শ্রবণান্মোহিতোঽস্ম্যদ্য তস্যা রূপস্য সম্পদা ॥ ৫৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

মহিষস্য বচঃ শ্রুত্বা পেশলং মন্ত্রিসত্তমঃ।
জগাম তরসা কামং গজাশ্বরথসংযুতঃ ॥ ৫৯ ॥

অসংম্ভাষ্যেতি। স্ত্রীসম্ভাষণস্য বীরাণামশ্লাঘ্যত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৫৪—৫৬ ॥
অহত্বেতি। প্রাণো ন গৃহ্নতীত্যেবং শিক্ষয়িত্বানয়েত্যর্থঃ ॥ ৫৭—৫৯ ॥

আমরা তাহার কিছুমাত্র অবগত নহি ॥ ৫৩ ॥ শৃঙ্গার, বীর, হাস্য, রৌদ্র ও অদ্ভুত রস তাহাতে দেদীপ্যমান, অতএব আমরা তাহার তেজঃপ্রভাবে নিপীড়িত হইয়া তাহাকে দর্শন করিতেও সমর্থ হইলাম না ॥ ৫৪ ॥ মহারাজ! আপনার আদেশক্রমে ঈদৃশ নারীকে নয়ন-গোচর করিবামাত্র সম্বোধন না করিয়াই আমরা প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছি। এক্ষণে কি কর্ত্তব্য তাহা আদেশ করুন্ ॥ ৫৫ ॥

মহিষ বলিল, মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ বীর! আমার আজ্ঞায় তুমি সবলে গমন করিয়া সামাদি উপায় দ্বারা সেই চন্দ্রবদনাকে আমার নিকট আনয়ন কর ॥ ৫৬ ॥ সাম, দান, ভেদ এই তিন উপায়ে সেই নারী যদি এখানে না আইসে, তাহা হইলে বরারোহার যাহাতে জীবন না যায়, এরূপ দণ্ডবিধান করিয়া তাহাকে আমার সমীপে আনয়ন করিবে, আমি সেই কুটিল-কেশী রমণীকে হর্ষ সহকারে পাটরাণী করিব ॥৫৭॥ যদি সেই মৃগলোচনা প্রীতিসহকারে আগ-মন করে তাহা হইলে যাহাতে রসভঙ্গ না হয়, তদনুসারে আমার অভিলষিত সম্পাদন করিবে, আমি তাহার সৌন্দর্য্য সম্পদের বিষয় শ্রবণ করিয়া মোহিত হইয়াছি ॥ ৫৮ ॥

গত্বা দূরতরং স্থিত্বা তামুবাচ মনস্বিনীম্ ।
বিনয়াবনতঃ শ্লক্ষ্ণং মন্ত্রী মধুরয়া গিরা ॥ ৬০ ॥

প্রধান উবাচ ।

কাসি ত্বং মধুরালাপে ! কিমত্রাগমনং কৃতম্ ।
পৃচ্ছতি ত্বাং মহাভাগে ! মন্মুখেন মম প্রভুঃ ॥ ৬১ ॥
স জেতা সর্ব্বদেবানামবধ্যস্তু নরৈঃ কিল ।
ব্রহ্মণো বরদানেন গর্ব্বিতশ্চারুলোচনে ! ॥ ৬২ ॥
দৈত্যেশ্বরোঽসৌ বলবান্ কামরূপধরঃ সদা ।
শ্রুত্বা ত্বাং সমুপায়াতাং চারুবেষাং মনোহরাম্ ॥ ৬৩ ॥
দ্রষ্টুমিচ্ছতি রাজা মে মহিষো নাম পার্থিবঃ ।
মানুষং রূপমাদায় ত্বৎসমীপং সমেষ্যতি ॥ ৬৪ ॥
যথা রুচ্যেত চার্ব্বঙ্গি ! তথা মন্যামহে বয়ম্ ।
তর্হ্যেহি মৃগশাবাক্ষি ! সমীপং তস্য ধীমতঃ ॥ ৬৫ ॥
নোচেদিহানয়াম্যেনং রাজানং ভক্তিতৎপরম্ ।
তথা করোমি দেবেশি ! যথা তে মনসেপ্সিতম্ ॥ ৬৬ ॥

(গত্বেতি। পরকলত্রাণাম্ পরিচিতানামপি সমীপগমনস্যাযুক্তত্বাৎ দূরব্যবধানেন স্থিত্বেতিভাবঃ ॥ ৬০ ॥
কাসীতি। চারমুখা হি রাজানঃ অত আহ মন্মুখেনেতি ॥ ৬১—৬৬ ॥)

ব্যাস বলিলেন, মন্ত্রিসত্তম মহিষের বাক্য শ্রবণ করিয়া গজ, অশ্ব ও রথ সমভিব্যাহারে ত্বরায় অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিল ॥ ৫৯ ॥ মন্ত্রী, দেবী সন্নিধানে উপনীত হইয়া দূরতর স্থান হইতেই বিনয়াবনত ভাবে তাঁহাকে মধুর বাক্যে বলিতে লাগিল ॥ ৬০ ॥ মধুরালাপে ! তুমি কে ? তোমার এখানে আসিবার কারণ কি ? মহাভাগে ! আমার প্রভু মদীয় মুখ দ্বারা তোমাকে এইকথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥ ৬১ ॥ তিনি সমস্ত দেব ও নরের অবধ্য এবং সর্ব্বলোক বিজয়ী। চারুলোচনে ! সেই বলবান্ দৈত্যেশ্বর ব্রহ্মার বরদান নিবন্ধন গর্ব্বিত হইয়া সর্ব্বদাই স্বীয় ইচ্ছানুসারে রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। আমাদিগের রাজা মহিষ নামক পৃথিবীপতি তোমার মনোহর রূপ ও বেশের কথা শুনিয়া তোমাকে দেখিতে বাসনা করিয়াছেন ॥ ৬২ ॥ চার্ব্বঙ্গি ! তিনি মানুষরূপ ধারণ করিয়া তোমার নিকট আসিবেন ॥ ৬৩—৬৪ ॥ অথবা তোমার যেরূপ অভিলাষ হইবে আমরা তদনুরূপই কার্য্য করিব। অতএব মৃগলোচনে ! সেই ধীমান্ মহারাজের নিকট গমন কর ॥ ৬৫ ॥ যদি তুমি না যাও তাহা হইলে ভক্তিপরায়ণ রাজাকে তোমার নিকট আনয়ন করিব । সুরেশ্বরি ! তোমার

বশগোঽসৌ তবাত্যর্থং রূপসংশ্রবণাত্তব।
করভোরু ! বদাশু ত্বং সংবিধেয়ং ময়া তথা ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে অষ্টাদশসাহস্র্যাং বৈয়াসিক্যাং সংহিতায়াং নির্জ্জরাণামায়ুধৈর্দ্দেব্যর্চ্চনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

(বশগ ইতি। আশু তথা সংবিধেয় মিত্যন্বয়ঃ ॥ ৬৭ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে তিলকাখ্যটীকায়াং নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

রূপ লাবণ্যের বিষয় শ্রবণ করিয়া রাজা তোমার অতিশয় বশীভূত হইয়াছেন অতএব তোমার যেরূপ অভিলাষ হইবে আমি তাহাই করিব। অতএব, করভোরু ! তোমার যেরূপ অভিলাষ হয়, ব্যক্ত কর আমি সত্বরই তদনুরূপ কার্য্যবিধান করিব ॥ ৬৬—৬৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-দেবীভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে আয়ুধপ্রদানপূর্ব্বক দেবগণের দেবীপূজন নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রহস্য প্রমদোত্তমা।
তমুবাচ মহারাজ! মেঘগম্ভীরয়া গিরা॥ ১॥

দেব্যুবাচ।

মন্ত্রিবর্য্য! সুরাণাং বৈ জননীং বিদ্ধি মাং কিল।
মহালক্ষ্মীরিতি খ্যাতাং সর্ব্বদৈত্যনিসূদিনীম্॥ ২।
প্রার্থিতাহং সুরৈঃ সর্ব্বৈর্ম্মহিষস্য বধায় চ।
পীড়িতৈর্দ্দানবেন্দ্রেণ যজ্ঞভাগবহিষ্কৃতৈঃ॥ ৩॥
তস্মাদিহাগতাস্ম্যদ্য তদ্বধার্থকৃতোদ্যমা।
একাকিনী ন সৈন্যেন সংযুতা মন্ত্রিসত্তম!॥ ৪॥
যত্ত্বয়াহং সামপূর্ব্বং কৃত্বা স্বাগতমাদরাৎ।
উক্তা মধুরয়া বাচা তেন তুষ্টাস্মি তেঽনঘ!॥ ৫॥
নোচেদ্ধন্মি দৃশা ত্বাং বৈ কালাগ্নিসময়া কিল।
কস্য প্রীতিকরং ন স্যান্মাধুর্য্যবচনং খলু॥ ৬॥

ষট্ষষ্টিশ্লোকর্ব্বর্গৈস্তু দূতসংবাদকীর্ত্তনম্।
ক্রিয়তে যত্র দোষাস্তু দৈত্যানাং ভান্তি সর্ব্বতঃ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে দূতবাক্যং শ্রুত্বা দেবী যদাহ তদুচ্যতে ইতি তস্যেতি॥ ১—৫
কালাগ্নিসময়া তৎসদৃশয়া॥ ৬॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সেই প্রমদোত্তমা মহামায়া মহিষমন্ত্রীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীর বাক্যে তাহাকে বলিলেন, মন্ত্রিবর! আমাকে সুরগণের জননী বলিয়া জানিবে, আমার নাম মহালক্ষ্মী, আমিই সমস্ত দৈত্যগণকে সংহার করিয়া থাকি॥ ১—২॥ দানবপতি সুরগণকে নিপীড়িত করিয়া যজ্ঞভাগে বঞ্চিত করিয়াছে, সুতরাং তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া মহিষাসুরের বধের নিমিত্ত আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন॥ ৩॥ অতএব সচিবসত্তম! তাহার বধে উদ্যত হইয়া সৈন্য সমভিব্যাহারে না লইয়া আজ একাকিনীই এখানে আসিয়াছি॥ ৪॥ অনঘ! তুমি যে আমাকে সম্মান পূর্ব্বক সুমধুর বাক্যাবলী দ্বারা সাদরে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিলে, তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি॥ ৫॥ এরূপ ব্যবহার না করিলে কালাগ্নিসদৃশ দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে নিশ্চয়ই

গচ্ছ তং মহিষং পাপং বদ মদ্বচনাদিদম্।
গচ্ছ পাতালমধুনা জীবিতেচ্ছা যদস্তি তে ॥ ৭ ॥
নোচেৎ কৃতাগসং দুষ্টং হনিষ্যামি রণাঙ্গণে।
মদ্বাণক্ষুণ্ণদেহস্ত্বং গন্তাসি যমসাদনম্ ॥ ৮ ॥
দয়ালুত্বং মমেদং ত্বং বিদিত্বা গচ্ছ সত্বরম্।
হতে ত্বয়ি সুরা মূঢ়! স্বর্গং প্রাপ্স্যন্তি সত্বরম্ ॥ ৯ ॥
তস্মাদ্গচ্ছস্ব ত্যক্ত্বৈকো মেদিনীঞ্চ সসাগরাম্।
পাতালং তরসা মন্দ! যাবদ্বাণা ন মেঽপতন্ ॥ ১০ ॥
যুদ্ধেচ্ছা চেন্মনসি তে তর্হ্যেহি ত্বরিতোঽসুর!।
বীরৈর্ম্মহাবলৈঃ সর্ব্বৈর্নয়ামি যমসাদনম্ ॥ ১১ ॥
যুগে যুগে মহামূঢ়! হতাস্ত্বৎসদৃশাঃ কিল।
অসংখ্যাতাস্তথা ত্বাং বৈ হনিষ্যামি রণাঙ্গণে ॥ ১২ ॥
সাফল্যং কুরু শস্ত্রাণাং ধারণে তু শ্রমোঽন্যথা।
তদ্যুধ্যস্ব ময়া সার্দ্ধং সমরে স্মরপীড়িতঃ ॥ ১৩ ॥
মা গর্ব্বং কুরু দুষ্টাত্মন্! যস্মেঽস্তি ব্রহ্মণো বরঃ।
স্ত্রীবধ্যস্ত্বে ত্বয়া মূঢ়! পীড়িতাঃ সুরসত্তমাঃ ॥ ১৪ ॥

গচ্ছতমিতি। তং মহিষং প্রতি গচ্ছেত্যর্থঃ ॥ ৭—১৩ ॥

ভস্মসাৎ করিতাম; মন্ত্রিন্! মধুমাখা কথা কাহার না প্রীতিকর হয়? ॥ ৬ ॥ তুমি মহিষ সন্নিধানে গমন করিয়া আমি যাহা বলিব সেই বাক্যগুলি তাহাকে বলিবে যে, রে পাপ! যদি তোমার জীবনের বাসনা থাকে, তবে এখনি রসাতলে গমন কর ॥ ৭ ॥ ইহার অন্যথা করিলে সেই অপরাধী দুষ্টকে সমরাঙ্গণে সংহার করিব। অধিক কি, আমার শরজালে ক্ষত বিক্ষত কলেবর হইয়া শমনসদনে গমন করিতে হইবে ॥ ৮ ॥ মূঢ়! আমি তোমার প্রতি দয়ালুতা প্রকাশ করিয়াই কহিতেছি তুমি ইহা জানিয়া সত্বর পাতালগামী হও, আর সুরগণ অবিলম্বে স্বর্গরাজ্য গ্রহণ করুন ॥ ৯ ॥ রে মন্দ! যতক্ষণ না আমার বাণ সকল নিপতিত হইতেছে, তাহার পূর্ব্বেই তুমি একাকী সসাগর ভূমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া অচিরে পাতাল-মধ্যে প্রবেশ কর ॥ ১০ ॥ অসুরবর! তোমার মনে যদি যুদ্ধের বাসনা থাকে, তাহা হইলে মহাবল বীরগণ সমভিব্যাহারে ত্বরায় আগমন কর, আমি সকলকেই শমন সদনে প্রেরণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি ॥ ১১ ॥ মহামূঢ়! তোমার সদৃশ অসংখ্য অসুরকে যেমন যুগে যুগে নিহত করিয়াছি, সেইরূপ তোমাকেও সমরাঙ্গণে সংহার করিব ॥ ১২ ॥ রে কামার্ত্ত! তুমি আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া আমার শস্ত্রধারণের শ্রম সফল কর, নতুবা তাহা বিফল

কর্ত্তব্যং বচনং ধাতুস্তেনাহং ত্বামুপাগতা।
স্ত্রীরূপমতুলং কৃত্বা সত্যং হন্তুং কৃতাগসম্ ॥ ১৫ ॥
যথেচ্ছং গচ্ছ বা মূঢ়! পাতালং পন্নগাবৃতম্।
হিত্বা ভূসুরসদ্মাদ্য জীবিতেচ্ছা যদস্তি তে ॥ ১৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তঃ স ততো দেব্যা মন্ত্রিশ্রেষ্ঠো বলান্বিতঃ।
প্রত্যুবাচ নিশম্যাসৌ বচনং হেতুগর্ব্বিতম্ ॥ ১৭ ॥
দেবি! স্ত্রীসদৃশং বাক্যং ব্রূষে ত্বং মদগর্ব্বিতা।
ক্কাসৌ ক্ক ত্বং কথং যুদ্ধমসম্ভাব্যমিদং কিল ॥ ১৮ ॥
একাকিনী পুনর্ব্বালা প্রারব্ধযৌবনা মৃদুঃ।
মহিষোঽসৌ মহাকায়ো দুর্ব্বিভাব্যং হি সঙ্গতম্? ॥ ১৯ ॥
সৈন্যং বহুবিধং তস্য হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুলম্।
পদাতিগণসংবিদ্ধং নানায়ুধবিরাজিতম্ ॥ ২০ ॥
কঃ শ্রমঃ করিরাজস্য মালতীপুষ্পমর্দ্দনে।
মারণে তব বামোরু! মহিষস্য তথা রণে ॥ ২১ ॥

যদ্যস্মাদিত্যর্থঃ। স্ত্রীবধ্যত্বেঽবশিষ্টে সতীতি শেষঃ। তস্মিন্নবশিষ্টে সতি ব্রহ্মণো বরো বর্ত্তত ইত্যত্র গর্ব্বং মা কুর্ব্বিত্যর্থঃ। তর্হি কা স্ত্রী হনিষ্যতীতি চেদহমেব হনিষ্যামীত্যাহ ত্বয়েতি ॥ ১৪ ॥

কৃতাগসং ত্বাং হন্তুং সমুপাগতেত্যন্বয়ঃ ॥ ১৫—১৭ ॥

হইবে ॥ ১৩ ॥ রে মূঢ়! তুমি স্ত্রীবধ্য বলিয়া পূজ্যতম সুরগণকে নিপীড়িত করিয়াছ, কিন্তু দুষ্টাত্মন্! তুমি স্ত্রীলোকের বধ্য বলিয়া ব্রহ্মার এই বরের গর্ব্ব আর করিও না ॥১৪॥ বিধাতার বাক্য পালন করা কর্ত্তব্য এই বিবেচনায় আমি অতুলনীয় নিত্য স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া পাপিষ্ঠ বলিয়াই তোমাকে নিহত করিতে এখানে আসিয়াছি ॥ ১৫ ॥ রে মূঢ়! যদি তোমার জীবনের বাসনা থাকে, তাহা হইলে স্বর্গরাজ্য ত্যাগ করিয়া পন্নগাবৃত পাতালে অথবা যেখানে ইচ্ছা গমন কর ॥ ১৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, দেবীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বলসমন্বিত সচিব-প্রবর হেতুযুক্ত-বাক্যে প্রত্যুত্তর করিল, হে দেবি! তুমি মদগর্ব্বিতা হইয়া স্ত্রীসদৃশ বাক্যই বলিয়াছ, তুমি স্ত্রীলোক, দৈত্যপতি বীর; সুতরাং তোমাদের উভয়ে যুদ্ধ কি প্রকারে হইবে? ইহা আমার নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয় ॥১৭-১৮॥ তুমি কোমলাঙ্গী, নবযৌবনা বালা, বিশেষতঃ একাকিনী, আর মহিষ মহাকায়, সুতরাং তোমাদের সমর অসম্ভবনীয় ॥ ১৯ ॥ বিশেষতঃ

যদি ত্বাং পরুষং বাক্যং ব্রবীমি স্বল্পমপ্যহম্।
শৃঙ্গারে তদ্বিরুদ্ধং হি রসভঙ্গাদ্‌বিভেম্যহম্ ॥ ২২ ॥
রাজাস্মাকং সুররিপুর্ব্বর্ত্ততে ত্বয়ি ভক্তিমান্।
সাম্নৈবতু ময়া বাচ্যং দানযুক্তং তথা বচঃ ॥ ২৩ ॥
নোচেদ্ধন্ম্যহমদ্যৈব বাণেন ত্বাং মৃষাবদাম্।
মিথ্যাভিমানচতুরাং রূপযৌবনগর্ব্বিতাম্ ॥ ২৪ ॥
স্বামী মে মোহিতঃ শ্রুত্বা রূপং তে ভুবনাতিগম্।
তৎপ্রিয়ার্থং প্রিয়ং কামং বক্তব্যং ত্বয়ি যন্ময়া ॥ ২৫ ॥
রাজ্যং তব ধনং সর্ব্বং দাসস্তে মহিষঃ কিল।
কুরু ভাবং বিশালাক্ষি! ত্যক্ত্বা রোষং মৃতিপ্রদম্ ॥ ২৬ ॥
পতামি পাদয়োস্তেঽহং ভক্তিভাবেন ভামিনি!।
পট্টরাজ্ঞী মহারাজ্ঞো ভব শীঘ্রং শুচিস্মিতে! ॥ ২৭ ॥
ত্রৈলোক্যবিভবং সর্ব্বং প্রাপ্স্যসি ত্বমনাবিলম্।
সুখং সংসারজং সর্ব্বং মহিষস্য পরিগ্রহাৎ ॥ ২৮ ॥

স্ত্রীসদৃশমপ্রৌঢ়ম্ ॥ ১৮—২১ ॥
হি যতঃ শৃঙ্গারে পরুষং বাক্যং বিরুদ্ধং ভবতি। ততো রসভঙ্গাদ্‌বিভেমি ততো ন পরুষং বক্তুং শক্নোমীত্যর্থঃ ॥ ২২—২৮ ॥

তাঁহার হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধধারী অসংখ্য সৈন্য আছে ॥ ২০ ॥ অতএব হে বামোরু! করিরাজের যেমন মালতী পুষ্প মর্দ্দন করিতে কিছুমাত্র ক্লেশ বোধ হয় না, সেইরূপ তোমাকে সমরে বিনাশ করিতেও তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্রও শ্রম হইবে না। পরন্তু, যদি অল্পমাত্রও পরুষবাক্য তোমাকে বলি, তাহা হইলে উহা শৃঙ্গার রসের বিরুদ্ধ হয়, অতএব রস ভঙ্গের ভয়বশতঃ কোন কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিতেও সমর্থ হইলাম না ॥২১-২২॥ আমাদিগের রাজা সুরশত্রু বটে, তথাপি তোমার একান্ত ভক্ত হইয়াছেন, অতএব সাম অথবা দানযুক্ত বাক্য বলাই উচিত ॥ ২৩ ॥ তাহা না হইলে তুমি যেরূপ বৃথা অভিমান ও রূপ যৌবনের গর্ব্ব এবং চতুরতা প্রকাশ পূর্ব্বক মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিলে তাহাতে আমি বাণ দ্বারা এখনি তোমাকে নিহত করিতাম ॥ ২৪ ॥ তোমার ভুবনাতীত রূপ শুনিয়া আমার প্রভু মোহিত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার প্রিয়কামনায় তোমাকে যথেষ্ট-প্রিয়বাক্য বলাই আমার উচিত ॥ ২৫ ॥ বিশালনয়নে! রাজ্য ও সমস্ত ধনই তোমার, অধিক কি, মহিষও তোমার দাস হইবে, অতএব নিজের মরণপ্রদ রোষ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতি সদ্ভাব স্থাপন কর ॥ ২৬ ॥ শুচিস্মিতে! আমি তোমার পাদযুগলে পতিত হইতেছি, তুমি

দেব্যুবাচ।

শৃণু সচিব ! বক্ষ্যামি বাক্যানাং সারমুত্তমম্।
শাস্ত্রদৃষ্টেন মার্গেণ চাতুর্য্যমনুচিন্ত্য চ ॥ ২৯ ॥
মহিষস্য প্রধানস্ত্বং ময়া জ্ঞাতং ধিয়া কিল।
পশুবুদ্ধিস্বভাবোঽসি বচনাত্তব সাম্প্রতম্ ॥ ৩০ ॥
মন্ত্রিণস্ত্বাদৃশা যস্য স কথং বুদ্ধিমান্ ভবেৎ।
উভয়োঃ সদৃশো যোগঃ কৃতোঽয়ং বিধিনা কিল ॥ ৩১ ॥
যদুক্তং স্ত্রীস্বভাবাসি ত্বদ্বিচারয় মূঢ় ! কিম্।
পুমান্নাহং তৎস্বভাবাভবং স্ত্রীবেষধারিণী ॥ ৩২ ॥
যাচিতং মরণং পূর্ব্বং স্ত্রিয়া ত্বৎপ্রভুণা যথা।
তস্মান্মন্যেঽতিমূর্খোঽসৌ ন বীররসবিত্তমঃ ॥ ৩৩ ॥
কামিন্যা মরণং ক্লীবরতিদং শূরদুঃখদম্।
প্রার্থিতং প্রভুণা তেন মহিষেণাত্মবুদ্ধিনা ॥ ৩৪ ॥

সচিব এব সাচিবঃ ॥ ২৯—৩১ ॥

যদুক্তং স্ত্রীস্বভাবেতি। যত্ত্বয়োক্তং মূঢ়স্ত্রীস্বভাবাসীতি তত্র বিচারয় কিমহং পুমান্নাস্মি তৎস্বভাবা পুরুষস্বভাবা কিং পুমান্নাহং মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণ্যা মম পুংপ্রকৃত্যুভয়াত্মকত্বাৎ পুরুষস্বভাবত্বমস্ত্যেব। নন্থু কিমর্থং তর্হি স্ত্রীবেষো ধৃত ইতি চেদ্দেবৈর্ম্মহিষবধার্থং প্রার্থিতা স্ত্রীবেষাঽভবমিত্যাহ অভবং স্ত্রীবেষধারিণীতি ॥ ৩২ ॥

এখনি গিয়া মহারাজের পাটরাণী হও ॥ ২৭ ॥ ভামিনি ! তুমি মহিষের পত্নী হইলে ত্রৈলোক্যের যাবতীয় বিমল বিভব এবং সংসার জনিত অসীম সুখ এ সমস্তই প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২৮ ॥

দেবী বলিলেন, সচিব ! তোমার বাক্‌চাতুর্য্যের বিষয় চিন্তা করিয়া শাস্ত্রদৃষ্ট পথানুসারে তোমাকে সারগর্ভ উত্তম বাক্যই বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥ সম্প্রতি তোমার বাক্যানুসারে আমি বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করিয়া জানিলাম যে, তুমি মহিষের প্রধান কর্ম্মচারী পুরুষ, অতএব তোমার স্বভাব ও বুদ্ধি পশুসদৃশ ॥ ৩০ ॥ যাহার মন্ত্রী তোমার সদৃশ সে কিরূপে বুদ্ধিমান্ হইবে? তোমাদের উভয়ের এরূপ সদৃশ যোগ নিশ্চয়ই বিধাতা করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥ মূঢ় ! তুমি যে আমাকে স্ত্রীস্বভাব বলিলে, তাহা কি বিচার করিয়া দেখিয়াছ? যদিও আমি বস্তুত পুরুষ নহি, কিন্তু সেই পরম পুরুষস্বভাবা, কেবল স্ত্রীবেশধারিণী মাত্র ॥ ৩২ ॥ তোমার প্রভু পূর্ব্বে ব্রহ্মার নিকটে স্ত্রীলোক হইতে মরণ প্রার্থনা করিয়াছে, অতএব আমি বিবেচনা করি, সে অতিশয় মূর্খ এবং বীর রসের অনভিজ্ঞ ॥ ৩৩ ॥ কেননা, কামিনীর হস্তে মরণ বীরের ক্লেশদায়ক আর ক্লীবের সন্তোষজনক, দেখ তোমার প্রভু মহিষ আত্মবুদ্ধি

তস্মাৎ স্ত্রীরূপমাধায় কার্য্যং কর্ত্তুমুপাগতা।
কথং বিভেমি ত্বদ্বাক্যৈর্ধর্ম্মশাস্ত্রবিরোধকৈঃ ॥ ৩৫ ॥
বিপরীতং যদা দৈবং তৃণং বজ্রসমং ভবেৎ।
বিধিশ্চেৎ সুমুখঃ কামং কুলিশং তূলবত্তদা ॥ ৩৬ ॥
কিং সৈন্যৈরায়ুধৈঃ কিং বা প্রপঞ্চৈর্দুর্গসেবনৈঃ।
মরণং সাম্প্রতং যস্য তস্য সৈন্যৈস্তু কিং ফলম্ ॥ ৩৭ ॥
যদায়ং দেহসম্বন্ধো জীবস্য কালযোগতঃ।
তদৈব লিখিতং সর্ব্বং সুখং দুঃখং তথা মৃতিঃ ॥ ৩৮ ॥
যস্য যেন প্রকারেণ মরণং দৈবনির্ম্মিতম্।
তস্য তেনৈব জায়েত নান্যথেতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৯ ॥
ব্রহ্মাদীনাং যথাকালে নাশোৎপত্তী বিনির্ম্মিতে।
তথৈব ভবতঃ কামং কিমন্যেষাং বিচার্য্যতে ॥ ৪০ ॥
যে মৃত্যুধর্ম্মিণস্তেষাং বরদানেন দর্পিতাঃ।
মরিষ্যামো ন মন্যন্তে তে মূঢ়া মন্দচেতসঃ ॥ ৪১ ॥

তদেবাহ যাচিতমিতি ॥ ৩৩—৩৫ ॥
যদুক্তমেকাকিনীতি তত্রোত্তরমাহ বিপরীতমিতি ॥ ৩৬—৩৭ ॥
কিঞ্চ তব মহিষাসুরান্ মম মৃত্যুর্যদি কল্পিতঃ স্যাত্তর্হি স ভবিষ্যত্যেব। তত্রাহমেকাকিনী স্যামপি চেৎ কিং সৈন্যযুতা চেদপি কিমিত্যাহ যদায়মিতি ॥ ৩৮—৩৯ ॥
নন্বু মহিষাসুরস্য বরো র্দ্দত্তে ততস্তস্য মরণাভাবাৎ কথং তং হনিষ্যসি ত্বং তত্রাহ ব্রহ্মাদীনামিতি। মহিষাসুরবুদ্ধ্যাহ ভবত ইতি ॥ ৪০ ॥

অনুসারে কামিনীর হস্তেই মরণ প্রার্থনা করিয়াছে ॥ ৩৪ ॥ তন্নিমিত্তই আমি স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া কার্য্যসাধন করিতে আসিয়াছি, অতএব শাস্ত্রবিরোধি তোমার বাক্যে আমি ভয় করিব কেন ? ॥ ৩৫ ॥ যখন দৈব প্রতিকূল হয়েন, তৎকালে তৃণও কুলিশ সদৃশ হয়, আর বিধি অনুকূল হইলে সেই বজ্রও আবার তূলার ন্যায় কোমল হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥ বিপুল সৈন্য বা আয়ুধরাশি কিম্বা বহুবিস্তীর্ণ সুদৃঢ় দুর্গ আশ্রয় করিলেই বা কি ইহতে পারে ? মরণ যাহার নিকটবর্ত্তী, তাহার সৈন্যে কি ফলোদয় হইবে ? ॥ ৩৭ ॥ কালযোগে যখন এই জীবের দেহ সম্বন্ধ হয়, তখনই সুখ, দুঃখ ও মৃত্যু এ সমস্তই লিখিত হইয়া থাকে ॥৩৮॥ যাহার যে প্রকারে মরণ দৈবকর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার সেইরূপেই মৃত্যু হইবে, তাহার কখন অন্যথা হইবে না ইহাই স্থিরনিশ্চয় জানিবে ॥ ৩৯ ॥ ব্রহ্মাদি দেবগণের যেরূপ যথাকালে নাশ ও উৎপত্তি বিহিত হইয়াছে, তোমরাও অবশ্য সেইরূপ হইবে, অন্যের বিচারে প্রয়োজন কি ? ॥ ৪০ ॥ যাহারা মৃত্যু ধর্ম্মের একান্ত বশবর্ত্তী, তাহাদের

তস্মাদ্গচ্ছ নৃপং ব্রূহি বচনং মম সত্বরম্ ।
যদাজ্ঞাপয়তে ভূপস্তৎ কর্ত্তব্যং ত্বয়া কিল ॥ ৪২ ॥
মঘবা স্বর্গমাপ্নোতু দেবাঃ সন্তু হবির্ভুজঃ ।
যূয়ং প্রয়াত পাতালং যদি জীবিতুমিচ্ছথ ॥ ৪৩ ॥
অন্যথা চেন্মতির্ম্মন্দ ! মহিষস্য দুরাত্মনঃ ।
তদ্যুধ্যস্ব ময়া সার্দ্ধং মরণায় কৃতাদরঃ ॥ ৪৪ ॥
মন্যসে সঙ্গরে ভগ্না দেবা বিষ্ণুপুরোগমাঃ ।
দৈবং হি কারণং তত্র বরদানং প্রজাপতেঃ ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি দেব্যা বচঃ শ্রুত্বা চিন্তয়ামাস দানবঃ ।
কিং কর্ত্তব্যং ময়া যুদ্ধং গন্তব্যং বা নৃপং প্রতি ॥ ৪৬ ॥
বিবাহার্থমিহাজ্ঞপ্তো রাজ্ঞা কামাতুরেণ বৈ ।
তৎকথং বিরসং কৃত্বা গচ্ছেয়ং নৃপসন্নিধৌ ॥ ৪৭ ॥
ইয়ং বুদ্ধিঃ সমীচীনা যদ্‌ব্রজামি কলিং বিনা ।
যথাগতং তথা শীঘ্রং রাজ্ঞে সংবেদয়াম্যহম্ ॥ ৪৮ ॥

যে মৃত্যুধর্ম্মিণ ইতি। যে মৃত্যুধর্ম্মিণো দেবাস্তেষাং বরেণামৃতা ভবাম ইতি যে জানন্তি তে মূঢ়া ইত্যর্থঃ ॥ ৪১—৫১ ॥

বরদানে দর্পিত হইয়া যাহারা মনে করে যে, "আমরা মরিব না" তাহারা মূঢ় ও নিতান্ত মন্দবুদ্ধি ॥ ৪১ ॥ অতএব তুমি অবিলম্বে নৃপসন্নিধানে গিয়া আমার বাক্য বলিবে, পরে ভূপতি যাহা আজ্ঞা করিবেন, তুমি অবশ্যই তাহা করিবে ॥ ৪২ ॥ যদি জীবন রাখিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে তোমরা পাতালপুরে প্রবেশ কর, আর ইন্দ্র স্বর্গরাজ্য এবং দেবগণ যজ্ঞীয় হবি লাভ করুন ॥ ৪৩ ॥ যদি দুরাত্মা মহিষের অন্য মতি হয়, তবে মরণের নিমিত্ত সোৎসুক হইয়া আমার সহিত সংগ্রাম করুক ॥ ৪৪ ॥ যদি মনে কর যে, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ সমরে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছেন, তাহাতে তোমাদের কিছুমাত্র পুরুষার্থ নাই, কেবল প্রজাপতির বরদানই তাহার দৈব কারণ ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, দেবীর ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া দানব চিন্তা করিতে লাগিল ; যে আমার কি যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য ? অথবা মহিষের নিকট গমন করাই বিধেয় ? ॥ ৪৬ ॥ রাজা কামাতুর হইয়া বিবাহের নিমিত্ত আমাকে এই কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন, সেই কার্য্য বীরস করিয়া আমি কিরূপে রাজসন্নিধানে গমন করিব ? ॥ ৪৭ ॥ এখন যুদ্ধ না করিয়া রাজার নিকট যাওয়াই উচিত, অতএব যেরূপে আসিয়াছি সেইরূপ সত্বর গিয়া রাজাকে সমস্ত

স প্রমাণং পুনঃ কার্য্যে রাজা মতিমতাং বরঃ।
করিষ্যতি বিচার্য্যৈব সচিবৈর্নিপুণৈঃ সহ ॥ ৪৯ ॥
সহসা ন ময়া যুদ্ধং কর্ত্তব্যমনয়া সহ।
জয়ে পরাজয়ে বাপি ভূপতেরপ্রিয়ং ভবেৎ ॥ ৫০ ॥
যদি মাং সুন্দরী হন্যাদহং বা হন্মি তাং পুনঃ।
যেন কেনাপ্যুপায়েন স কুপ্যেৎ পার্থিবঃ কিল ॥ ৫১ ॥
তস্মাত্তত্রৈব গত্বাহং বোধয়িষ্যামি তং নৃপম্।
যথাদ্যাভিহিতং দেব্যা যথারুচি করোতু সঃ ॥ ৫২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য মেধাবী জগাম নৃপসন্নিধৌ।
প্রণম্য তমুবাচেদং কৃতাঞ্জলিরমাত্যজঃ ॥ ৫৩ ॥

মন্ত্র্যুবাচ।

রাজন্! দেবী বরারোহা সিংহস্যোপরিসংস্থিতা।
অষ্টাদশভুজা রম্যা বরায়ুধধরা পরা ॥ ৫৪ ॥
সা ময়োক্তা মহারাজ! মহিষং ভজ ভামিনি!।
মহিষী ভব রাজ্ঞস্ত্বং ত্রৈলোক্যাধিপতেঃ প্রিয়া ॥ ৫৫ ॥

দেব্যা ইত্যস্যাগ্রে তদনুস্বরমিতি শেষঃ ॥ ৫২—৫৭ ॥

বিষয় নিবেদন করিব ॥ ৪৮ ॥ রাজা অদ্বিতীয় বুদ্ধিমান্ বিশেষত আমার প্রভু অতএব তিনি নিপুণ সচিবগণের সহিত বিচার করিয়া এ বিষয়ে যাহা বিহিত হয়, তাহাই করিবেন ॥ ৪৯ ॥ অতএব ইহাঁর সহিত সহসা সংগ্রাম করা আমার উচিত নহে, কারণ জয় বা পরাজয় উভয়ই ভূপতির অপ্রিয় হইবে ॥৫০॥ যদি এই সুন্দরী আমাকে নিহত করে, অথবা আমিই ইহাঁকে নিহত করি, ফলত যে কোন রূপেই হউক রাজা অবশ্যই আমার প্রতি কুপিত হইবেন ॥ ৫১ ॥ অতএব দেবী এখন যাহা বলিলেন, আমি সেখানে গিয়া নৃপতিকে জানাইব পরে তাঁহার যাহা অভিরুচি হয়, করিবেন ॥ ৫২ ॥

ব্যাস বলিলেন. সেই মেধাবী মন্ত্রিতনয় এইরূপ চিন্তা করিয়া নৃপতি সন্নিধানে গমন করিল, পরে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাহাকে বলিতে লাগিল ॥ ৫৩ ॥ রাজন্! সেই বরারোহা ভুবনমোহিনী মনোরমা দেবী অষ্টাদশ করে উত্তম আয়ুধ ধারণ করিয়া সিংহের উপরি অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৫৪ ॥ মহারাজ! আমি তাঁহাকে বলিলাম "ভামিনি! তুমি মহিষাসুরের প্রতি অনুরাগিণী হও; তাহা হইলে ত্রৈলোক্যাধিপতি রাজার প্রিয়তমা মহিষী

পট্টরাজ্ঞী ত্বমেবাস্য ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ।
স তবাজ্ঞাকরো জাতো বশবর্ত্তী ভবিষ্যতি ॥ ৫৬ ॥
ত্রৈলোক্যবিভবং ভুক্ত্বা চিরকালং বরাননে!।
মহিষং পতিমাসাদ্য যোষিতাং সুভগা ভব ॥ ৫৭ ॥
ইতি মদ্বচনং শ্রুত্বা সা স্ময়াবেশমোহিতা।
মামুবাচ বিশালাক্ষী স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ৫৮ ॥
মহিষীগর্ভসম্ভূতং পশূনামধমং কিল।
বলিং দাস্যাম্যহং দেব্যৈ সুরাণাং হিতকাম্যয়া ॥ ৫৯ ॥
কা মূঢ়া কামিনী লোকে মহিষং বৈ পতিং ভজেৎ।
মাদৃশী মন্দবুদ্ধে! কিং পশুভাবং ভজেদিহ ॥ ৬০ ॥
মহিষী মহিষং নাথং সশৃঙ্গা শৃঙ্গসংযুতম্।
কুরুতে ক্রন্দমানা বৈ নাহং তৎসদৃশী শঠা ॥ ৬১ ॥
করিষ্যেঽহং মৃধে যুদ্ধং হনিষ্যে ত্বাং সুরাপ্রিয়ম্।
গচ্ছ বা দুষ্ট! পাতালং জীবিতেচ্ছা যদস্তি তে ॥ ৬২ ॥
পরুষং তু তয়া বাক্যমিত্যুক্তং নৃপ! মত্তয়া।
তচ্ছ্রুত্বাহং সমায়াতঃ প্রতিচিন্ত্য পুনঃ পুনঃ ॥ ৬৩ ॥

(ইতিমদিতি। স্ময়োঽত্রাভিমানগর্ব্বস্তেনমোহিতাচ্ছন্নজ্ঞানা সত্যুবাচ, নোচেৎ ত্রৈলোক্যাধিপতিং ত্বাদৃশং বক্তুং কঃ সমর্থো ভবেদিতি ভাবঃ ॥৫৮—৬০॥
মহিষীতি। ক্রন্দমানা আক্রন্দমানা রত্যাবেশবশেন শব্দায়মানেত্যর্থঃ ॥ ৬১—৬৪ ॥)

হইবে ॥ ৫৫ ॥ তুমিই তাঁহার পাটরাণী হইবে তাহাতে সংশয় নাই, তিনি তোমার বশবর্ত্তী আজ্ঞাকর দাস হইয়া জীবন যাপন করিবেন ॥ ৫৬ ॥ বরাননে! মহিষকে পতি করিলে ত্রৈলোক্যের যাবতীয় বিভব চিরকাল ভোগ করিয়া তুমি রমণীগণের মধ্যে সৌভাগ্যবতী হইবে ॥ ৫৭ ॥ আমার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়াও অহঙ্কারে বিমোহিত হইয়া সেই বিশালাক্ষী ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে আমাকে বলিল যে, সে মহিষীর গর্ব্ভসম্ভূত ও পশুর অধম; অতএব আমি সুরগণের হিতকামনায় তাহাকে দেবীর সম্মুখে বলিদান দিব॥৫৮-৫৯॥ ইহলোকে এমন মন্দবুদ্ধি কামিনী কে আছে যে, মহিষকে পতিরূপে বরণ করিবে? মন্দবুদ্ধে! মাদৃশ স্ত্রীলোক কি পশুভাব অভিলাষ করে? ॥ ৬০ ॥ মহিষী শৃঙ্গসংযুতা সুতরাং সে শৃঙ্গারমদে প্রমত্ত হইয়া অব্যক্ত শব্দ করিতে করিতে সশৃঙ্গ-মহিষকে পতি করিতে পারে, কিন্তু আমি তাহার সদৃশী বা মূঢ়স্বভাবা নহি যে, তাহাকে পতি করিব ॥ ৬১ ॥ দুষ্ট! সমরাঙ্গণে যুদ্ধ করিয়া সেই সুরগণের অপ্রিয়কারী অসুরকে সংহার করিব, যদি তাহার

রসভঙ্গং বিচিন্ত্যৈব ন যুদ্ধং তু ময়া কৃতম্‌।
আজ্ঞাং বিনা তবাত্যন্তং কথং কুর্য্যাং বৃথোদ্যমম্‌ ॥ ৬৪ ॥
সাতীব চ বলোন্মত্তা বর্ত্ততে ভূপ! ভামিনী।
ভবিতব্যং ন জানামি কিং বা ভাবি ভবিষ্যতি ॥ ৬৫ ॥
কার্য্যেঽস্মিংস্ত্বং প্রমাণং নো মন্ত্রোঽতীব দুরাসদঃ।
যুদ্ধং পলায়নং শ্রেয়ো ন জানেঽহং বিনিশ্চয়ম্‌ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দূতসংবাদকীর্ত্তনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

(সাতীবেতি। ভাবি ভবিতব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥
কার্য্য ইতি। ত্বমেব প্রমাণং কার্য্যনিয়ন্তেতি যাবৎ ॥ ৬৬ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

জীবনের ইচ্ছা থাকে তবে পাতালে পলায়ন করুক ॥ ৬২ ॥ রাজন্‌! সে মত্ত হইয়া এইরূপ কর্কশ বাক্য বলিলে, আমি তাহা শ্রবণ করিয়া প্রতিকার চিন্তা করিতে করিতে আপনার নিকট আসিয়াছি ॥৬৩॥ মহারাজ! রসভঙ্গ হইবার আশঙ্কায় আমি যুদ্ধ করি নাই, বিশেষত আপনার আজ্ঞাব্যতীত অধিকতর নিরর্থক উৎসাহ কিরূপে করিব? ॥ ৬৪ ॥ হে মহীপাল! সেই ভামিনী নিজবলমদে অতিশয় উন্মত্ত হইয়া রহিয়াছে, ভবিতব্যতা যে কি তাহা জানি না, অথবা যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে ॥ ৬৫ ॥ এ বিষয়ে আপনিই একমাত্র প্রভু; অতএব আপনি যাহা বলিবেন আমরা তাহাই করিব। কিন্তু ইহার মন্ত্রণা অতীব দুষ্কর; সুতরাং যুদ্ধ করা শ্রেয় অথবা পলায়ন করা শ্রেয় ইহার আমি কিছুই নিশ্চয় করিতে পারি নাই ॥ ৬৬ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে দূতসংবাদ নামক
দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা মহিষো মদবিহ্বলঃ ।
মন্ত্রিবৃদ্ধান্ সমাহূয় রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ১ ॥

রাজোবাচ ।

মন্ত্রিণঃ ! কিঞ্চ কর্ত্তব্যং বিশ্রব্ধং ব্রূত মা চিরম্ ।
আগতা দেববিহিতা মায়েয়ং শাম্বরীব কিম্ ॥ ২ ॥
কার্য্যেঽস্মিন্নিপুণা যূয়মুপায়েষু বিচক্ষণাঃ ।
সামাদিষু চ কর্ত্তব্যঃ কোঽত্র কস্যং ব্রুবন্তু চ ॥ ৩ ॥

মন্ত্রিণ ঊচুঃ ।

সত্যং সদৈব বক্তব্যং প্রিয়ঞ্চ নৃপসত্তম ! ।
কার্য্যং হিতকরং নূনং বিচার্য্য বিবুধৈঃ কিল ॥ ৪ ॥
সত্যঞ্চ হিতকৃদ্রাজন্ ! প্রিয়ঞ্চাহিতকৃদ্ভবেৎ ।
যথৌষধং নৃণাং লোকে হ্যপ্রিয়ং রোগনাশনম্ ॥ ৫ ॥

সপ্তমস্তিরোকবর্ণৈর্মহিষাহ্বরসংসদি ।
বিমৃশ্য তাম্রদূতস্য প্রেষিতশ্চেতি কীর্ত্ত্যতে ॥ ১

ইত্থং পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে মন্ত্রিবর্য্যভাষণমুপক্রম্য তদুত্তরং জাতং বৃত্তমাহ ইতি তস্যেতি ॥ ১ ॥
বিশ্রব্ধং নিশ্চিতম্ ॥ ২ ॥
সামাদিষূপায়েষু ক উপায় ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥
সত্যমিতি । বক্তব্যং হি দ্বিবিধং সত্যং প্রিয়ঞ্চেত্যর্থঃ । তয়োর্মধ্যে একং বিবুধৈর্হিতকরং বিচার্য্য কার্য্যং স্বীকার্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥
কিং তদ্ধিতকরং তৎ স্বয়মেবাহুঃ সত্যঞ্চেতি । প্রিয়ঞ্চাহিতকৃদিতি । সত্যমুচ্যতে চেদ্রাজ্ঞঃ ক্রোধো ভবিষ্যতীতি ভিয়া রাজ্ঞো হিতকরমপি সত্যং বাক্যং হিত্বা তন্মনোরঞ্জনায়াসত্যং

ব্যাস বলিলেন, মদমোহিত রাজা মহিষাসুর দূতের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে বৃদ্ধ মন্ত্রিদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন ॥ ১ ॥ মন্ত্রিবর্গ ! এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি ? আপনারা তাহা নিশ্চয় করিয়া সত্বর ব্যক্ত করুন ? এই দেবী শম্বরাসুরের মায়ার ন্যায় দেবগণকর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াই কি এখানে আসিয়াছে ? আপনারা সামাদি চতুর্ব্বিধ উপায়-প্রয়োগে বিচক্ষণ এবং উপস্থিত মন্ত্রণাকার্য্যেও নিপুণ ; অতএব, এক্ষণে সাম দান ভেদ ও দণ্ড এই উপায় চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন্ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, তাহা আমাকে বলুন ॥ ২—৩ ॥

সত্যস্য শ্রোতা মন্তা চ দুর্লভঃ পৃথিবীপতে!।
বক্তাপি দুর্লভঃ কামং বহবশ্চাটুভাষকাঃ ॥ ৬ ॥
কথং ব্রূমোঽত্র নৃপতে! বিচারে গহনে ত্বিহ।
শুভং বাপ্যশুভং বাপি কো বেত্তি ভুবনত্রয়ে ॥ ৭ ॥

রাজোবাচ।

স্বস্বমত্যনুসারেণ ব্রুবন্ত্বদ্য পৃথক্ পৃথক্।
যেষাং হি যাদৃশো ভাবস্তচ্ছ্রুত্বা চিন্তয়াম্যহম্ ॥ ৮ ॥
বহূনাং মতমাজ্ঞায় বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
যচ্ছ্রেয়স্তদ্ধি কর্ত্তব্যং কার্য্যং কার্য্যবিচক্ষণৈঃ ॥ ৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

তস্যৈবং বচনং শ্রুত্বা বিরূপাক্ষো মহাবলঃ।
উবাচ তরসা বাক্যং রঞ্জয়ন্ পৃথিবীপতিম্ ॥ ১০ ॥

বিরূপাক্ষ উবাচ।

রাজন্নারী বরাকীয়ং সা ব্রূতে মদগর্ব্বিতা।
বিভীষিকামাত্রমিদং জ্ঞাতব্যং বচনং ত্বয়া ॥ ১১ ॥

কার্য্যনাশকরঞ্চ যন্মিষ্টং ভক্ষব্যং তদেতদত্র প্রিয়পদবাচ্যং তচ্চাহিতকৃদেব ভবেৎ। তদ্ভিন্নমপ্রিয়ং সত্যং বাক্যং হিতকৃদিতি ভাবঃ। তত্র দৃষ্টান্তমাহ। যথৌষধমিতি ॥ ৫ ॥
চাটুভাষকাঃ মনোঽনুকূলবক্তারঃ ॥ ৬—১২ ॥

মন্ত্রিগণ বলিলেন, নৃপসত্তম! সত্য এবং প্রিয়কথা সর্ব্বদাই বলা উচিত, তাহার মধ্যে যাহা হিতকর, পণ্ডিতেরা বিচার করিয়া তাহাই স্বীকার করেন ॥ ৪ ॥ রাজন্! ইহলোকে ঔষধ যেমন মনুষ্যগণের অপ্রিয় হইলেও রোগ বিনাশ করে, সেইরূপ সত্যবাক্য অপ্রিয় হইলেও হিতকর কিন্তু কেবল মাত্র প্রিয়বাক্য অহিতকর হইয়া থাকে ॥৫॥ হে পৃথিবীপতে! সত্যবাক্য শ্রবণ ও অনুমোদন করে, এই উভয় প্রকার লোকই দুর্লভ; আর সত্যবক্তা ব্যক্তিও অত্যন্ত দুর্লভ; যেহেতু ইহলোকে চাটুবাদীই অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ৬ ॥ নরনাথ! শুভ বা অশুভ কি, এই ত্রিলোকমধ্যে তাহা কে বিদিত আছে? অতএব, এই দুরূহ বিচার বিষয়ের নির্ণয় আমরা কি প্রকারে বলিব ॥ ৭ ॥

রাজা বলিলেন, আপনারা স্বীয় বুদ্ধি-অনুসারে যাহার যেরূপ অভিপ্রায়, তাহা পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্ত করুন, সেই সমস্ত শ্রবণ করিয়া আমি বিবেচনা করিব ॥ ৮ ॥ কারণ, বহুলোকের মত সর্ব্বতোভাবে অবগত হইয়া বার বার বিচার করত যাহা শ্রেয়স্কর হয়, কার্য্যকুশল ব্যক্তিগণের সেই কার্য্যই কর্ত্তব্য জানিবেন ॥ ৯ ॥

কো বিভেতি স্ত্রিয়া বাক্যৈঃ কটুকৈ রণদুর্ম্মদৈঃ।
অনৃতং সাহসঞ্চেতি জানন্নারীবিচেষ্টিতম্॥ ১২॥
জিত্বা ত্রিভুবনং রাজন্নদ্য কান্তাভয়েন বৈ।
দীনত্বেঽপ্যযশো নূনং বীরস্য ভুবনে ভবেৎ॥ ১৩॥
তস্মাদ্ যাম্যহমেকাকী যুদ্ধায় চণ্ডিকাম্প্রতি।
হনিষ্যে তাং মহারাজ! নির্ভয়ো ভব সাম্প্রতম্॥ ১৪॥
সেনাবৃতোঽহং গত্বা তাং শস্ত্রাস্ত্রৈর্ব্বিবিধৈঃ কিল।
নিষূদয়ামি দুর্ম্মর্ষাং চণ্ডিকাং চণ্ডবিক্রমাম্॥ ১৫॥
বদ্ধা সর্পময়ৈঃ পাশৈরানয়িষ্যে তবান্তিকম্।
বশগা তু সদা তে স্যাৎ পশ্য রাজন্! বলং মম॥ ১৬॥

ব্যাস উবাচ।

বিরূপাক্ষবচঃ শ্রুত্বা দুর্দ্ধরো বাক্যমব্রবীৎ।
সত্যমুক্তং বচো রাজন্! বিরূপাক্ষেণ ধীমতা॥ ১৭॥

দীনত্বে স্বীকৃতে ইত্যর্থঃ॥ ১৩॥
যামি গচ্ছামীত্যর্থঃ॥ ১৪—১৮॥

ব্যাস বলিলেন, তাহার এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মহাবল বিরূপাক্ষ সত্বর হইয়া ভূপতির মনোরঞ্জনকর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল॥ ১০॥ রাজন্! আপনি নিশ্চয় জানিবেন সেই সামান্যা নারী মদগর্ব্বিত হইয়া যাহা বলিয়াছে, তাহা বিভীষিকা মাত্র॥ ১১॥ স্ত্রীলোকের চেষ্টা ও সাহস নিরর্থক ইহা ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছে, সুতরাং কোন্ ব্যক্তি স্ত্রীলোকের রণশ্লাঘাকর কটুবাক্যে ভয় করিয়া থাকে॥ ১২॥ রাজন্! আপনি বীরদর্পে ত্রিভুবন জয় করিয়া এখন অবলা কামিনীর ভয়ে হীনতা স্বীকার করিলে সংসারে আপনার অত্যন্তই অযশ হইবে॥১৩॥ অতএব, মহারাজ! আমি একাকীই চণ্ডিকার সহিত যুদ্ধ করিতে যাইব, এবং আমিই তাহাকে বধ করিব; আপনি এক্ষণে নির্ভয়ে অবস্থিতি করুন॥ ১৪॥ রাজন্! আপনি আমার পরাক্রম দর্শন করুন; (আমি সেনা সমভিব্যাহারে গমন করিয়া বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা সেই চণ্ডবিক্রমা দুর্দ্দমা চণ্ডিকাকে নিপাতিত করিব অথবা সর্পময় পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া তাহাকে আপনার নিকট আনিয়া দিব, তাহা হইলেই সেই নিরুপায়া নারী সর্ব্বদাই আপনার বশবর্ত্তিনী হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই)॥ ১৫—১৬॥

ব্যাস বলিলেন, বিরূপাক্ষের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া দুর্দ্ধর বলিল, রাজন্! বিরূপাক্ষ অতীব বুদ্ধিমান্, সুতরাং ইনি যাহা বলিয়াছেন তাহা যুক্তিসঙ্গত ও সত্য। রাজন্! আপনি বুদ্ধিমান্ সুতরাং আমারও যথার্থ বচন শ্রবণ করুন। আমি অনুমান দ্বারা সেই সুদতী রম-

মমাপি বচনং শ্লক্ষ্ণং শ্রোতব্যং ধীমতা ত্বয়া।
কামাতুরৈষা সুদতী লক্ষ্যতেঽপ্যনুমানতঃ ॥ ১৮ ॥
ভবত্যেবংবিধা কামং নায়িকা রূপগর্ব্বিতা।
ভীষয়িত্বা বরারোহা ত্বাং বশে কর্ত্তুমিচ্ছতি ॥
হাবোঽয়ং মানিনীনাং বৈ তং বেত্তি রসবিত্তমঃ ॥ ১৯ ॥
বক্রোক্তিরেষা কামিন্যাঃ প্রিয়ং প্রতি পরায়ণম্।
বেত্তি কোঽপি নরঃ কামং কামশাস্ত্রবিচক্ষণঃ ॥ ২০ ॥
যদুক্তং নাম বাণৈস্ত্বাং বধিষ্যে রণমূর্দ্ধনি।
হেতুগর্ভমিদং বাক্যং জ্ঞাতব্যং হেতুবিত্তমৈঃ ॥ ২১ ॥
বাণাস্তু মানিনীনাং বৈ কটাক্ষা এব বিশ্রুতাঃ।
পুষ্পাঞ্জলিময়াশ্চান্যে ব্যঙ্গ্যানি বচনানি চ ॥ ২২ ॥
কা শক্তিরন্যবাণানাং প্রেরণে ত্বয়ি পার্থিব!।
তাদৃশীনাং ন সা শক্তির্ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদিষু ॥ ২৩ ॥

হাবোঽয়মিতি। যো রসবিত্তমঃ। স যোঽয়ং মানিনীনাং হাবস্তং বেত্তি ॥ ১৯ ॥
বক্রোক্তিরিতি। কামিন্যা বক্রোক্তিঃ। প্রিয়ং প্রতি পুরুষং প্রতি পরায়ণং ভবতি। সুখাশ্রয়ভূতা ভবতি। স্ত্রিয়ো হৃদ্যং ন সর্ব্বে জানন্তি কিন্তু কোঽপি চতুরঃ। কামশাস্ত্রবিচক্ষণ এব জানাতীত্যাহ বেত্তীতি ॥ ২০ ॥
তর্হি ত্বমেব তৎ হৃদয়বেত্তাসি ততস্তদ্বাক্যার্থং বর্ণয়েতি চেত্তদাহ যদুক্তমিতি। হেতুগর্ভমিতি। কারণগর্ভং তাৎপর্য্যান্তরবিশিষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥
কিং তত্তাৎপর্য্যান্তরং তদাহ বাণাস্বিতি। ন প্রসিদ্ধা বাণা অত্র বিবক্ষিতাঃ। কিন্তু কটাক্ষাঃ। পুষ্পাঞ্জলিময়া ইতি। যথা কটাক্ষাঃ পূর্ব্বোক্তাভিপ্রায়াস্তথা পুষ্পাঞ্জলিময়া ব্যঙ্গবচনানি নর্ম্মোক্তয়শ্চ বাণা ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

নীকে কামাতুরা বলিয়া বোধ করি ॥ ১৭—১৮ ॥ কারণ, সেই নিতম্বিনী ভয় প্রদর্শন করিয়া আপনাকে বশীভূত করিতে বাসনা করিয়াছে; বস্তুত রূপগর্ব্বিতা নায়িকারা প্রায়ই কামাতুরা হইয়া এইরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে। মানিনীদিগের এরূপ ব্যবহারকে হাব বলিয়া থাকে, যাহারা অতিশয় রসজ্ঞ, তাঁহারাই ইহা জানিতে পারেন ॥ ১৯ ॥ কামিনীগণের এই বক্রোক্তিই প্রিয় পুরুষগণের আকর্ষণবিষয়ে প্রধান কারণ হইয়া থাকে; যে সকল ব্যক্তি কামশাস্ত্রে বিচক্ষণ, তন্মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি কেবল এই বিষয় উত্তমরূপে বিদিত হইতে পারেন ॥ ২০ ॥ রাজন্! সেই কামিনী বলিয়াছে, 'তোমাকে সম্মুখ সমরে বাণদ্বারা বধ করিব' ইহার তাৎপর্য্য পৃথক্; যে সকল বুধগণ হেতুবিদ্যায় নিপুণ, তাঁহারাই ইহা হেতুগর্ভ বলিয়া জানিতে পারেন ॥ ২১ ॥ দেখুন মানিনীদিগের অন্য কোন বাণ নাই, কেবল কটাক্ষবাণই প্রসিদ্ধ; আর অভিপ্রায়ব্যঞ্জক নর্ম্মার্থ বচনাবলিই পুষ্পময় দ্বিতীয় বাণ ॥ ২২ ॥

তয়োক্তং নেত্রবাণৈস্ত্বাং হনিষ্যে মন্দ ! পার্থিবম্।
বিপরীতং পরিজ্ঞাতং তেনারসবিদা কিল ॥ ২৪ ॥
পাতয়িষ্যামি শয্যায়াং রণমধ্যাং পতিং তব।
বিপরীতরতিক্রীড়াভাষণং জ্ঞেয়মেব তৎ ॥ ২৫ ॥
করিষ্যে বিগতপ্রাণং যদুক্তং বচনং তয়া।
বীর্য্যং প্রাণা ইতি প্রোক্তং তদ্বিহীনং ন চান্যথা ॥ ২৬ ॥
ব্যঙ্গ্যাধিক্যেন বাক্যেন বরয়ত্যুত্তমা নৃপ !।
তদ্বৈ বিচারতো জ্ঞেয়ং রসগ্রন্থবিচক্ষণৈঃ ॥ ২৭ ॥
ইতি জ্ঞাত্বা মহারাজ ! কর্ত্তব্যং রসসংযুতম্।
সামদানদ্বয়ং তস্যা নান্যোপায়োঽস্তি ভূপতে ! ॥ ২৮ ॥
রুষ্টা বা গর্ব্বিতা বাপি বশগা মানিনী ভবেৎ।
তাদৃশৈর্মধুরৈর্ব্বাক্যৈরানয়িষ্যে তবান্তিকম্ ॥ ২৯ ॥

নন্বু মুখ্যবাণাঃ কুতো নাত্র বিবক্ষিতা ইতি চেদসম্ভবান্ন তেঽত্র বিবক্ষিতা ইত্যাহ কা শক্তিরিতি। তাদৃশীনাং শৃঙ্গারবতীনাং স্ত্রীণামস্ত্রবাণানাং প্রেরণে কা শক্তিঃ কিং শব্দঃ ক্ষেপার্থঃ নৈব শক্তিরিত্যর্থঃ। যা শক্তির্ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদিষু নাস্তি তস্মাদ্যত্তয়োক্তং বাণৈস্ত্বাং বধিষ্যে ইতি তস্যায়মভিপ্রায় ইত্যাহ ॥ ২৩—২৪ ॥

যচ্চ তয়োক্তং তব পতিং মহিষাসুরং রণে শয্যায়াং রণরূপায়াং শয্যায়াং পাতয়িষ্যামীতি। তস্যায়মভিপ্রায় ইত্যাহ বিপরীতরতীতি ॥ ২৫ ॥

যচ্চ তয়োক্তং করিষ্যে বিগতপ্রাণমিতি তস্যায়মভিপ্রায় ইত্যাহ বীর্য্যং প্রাণা ইতি। তদ্বিহীনং বীর্য্যবিহীনং করিষ্যামীত্যেব তদ্বচনার্থঃ ॥ ২৬ ॥

হে পার্থিব ! আপনার উপর শায়কনিক্ষেপ করিতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরও শক্তি নাই, সুতরাং তাদৃশী শৃঙ্গারবতী অবলা কামিনীদিগের প্রকৃতবাণ-প্রেরণের সামর্থ্য কি ? ॥ ২৩ ॥ রাজন্ ! সেই রমণী বলিয়াছে, 'মন্দ ! তোমার রাজাকে নয়নবাণে নিহত করিব' ; কিন্তু দূতের রসজ্ঞান নাই সুতরাং সে বিপরীত জ্ঞান করিয়াছে সন্দেহ নাই ॥ ২৪ ॥ সেই কামনিপুণা কামিনী আরও ব্যক্ত করিয়াছে যে, তোমার পতিকে রণময়ী শয্যায় নিপাতিত করিব, ইহা নিশ্চয়ই বিপরীত রতিক্রীড়ার অভিপ্রায়ে কথিত হইয়াছে সন্দেহ নাই ॥ ২৫ ॥ সেই সুন্দরী বলিয়াছে যে, তাহার প্রাণ হরণ করিব ; রাজন্ ! এ বিষয়েও বিবেচনা করিয়া দেখুন বীর্য্যই প্রাণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ; অতএব, সেই রমণী আপনাকে বীর্য্যবিহীন করিবে এই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করিয়াছে, অন্য কোন অভিপ্রায় নাই ॥ ২৬ ॥ হে নৃপ ! উত্তমা অঙ্গনাগণ ব্যঙ্গ্যাধিক বাক্যেই প্রিয় ব্যক্তিকে বরণ করিয়া থাকে। আমি যাহা বলিলাম রসশাস্ত্রে নিপুণ পণ্ডিতগণ বিচার করিয়া ইহা জানিতে পারিবেন ॥ ২৭ ॥ মহারাজ !

কিং বহূক্তেন মে রাজন্! কর্ত্তব্যা বশবর্ত্তিনী।
গত্বা ময়াধুনৈবেয়ং কিঙ্করীব সদৈব তে ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্থং নিশম্য তদ্বাক্যং তাম্রস্তত্ত্ববিচক্ষণঃ।
উবাচ বচনং রাজন্! নিশাময় ময়োদিতম্ ॥ ৩১ ॥
হেতুমদ্ধর্ম্মসহিতং রসযুক্তং নয়ান্বিতম্ ॥ ৩২ ॥
নৈষা কামাতুরা বালা নানুরক্তা বিচক্ষণা।
ব্যঙ্গ্যানি নৈব বাক্যানি তয়োক্তানি তু মানদ! ॥ ৩৩ ॥
চিত্রমত্র মহাবাহো! যদেকা বরবর্ণিনী।
নিরালম্বা সমায়াতি চিত্ররূপা মনোহরা ॥ ৩৪ ॥*
অষ্টাদশভুজা নারী ন শ্রুতা ন চ বীক্ষিতা।
কেনাপি ত্রিষু লোকেষু পরাক্রমবতী শুভা ॥ ৩৫ ॥
আয়ুধান্যপি তাবন্তি ধৃতানি বলবন্তি চ।
বিপরীতমিদং মন্যে সর্ব্বং কালকৃতং নৃপ! ॥ ৩৬ ॥

এতাদৃশব্যঙ্গ্যাধিক্যেন নর্ম্মোক্ত্যাধিক্যেন বাক্যেন সাত্যুত্তমা কামিনী ত্বাং বরয়তীতি যন্ময়োচ্যতে তদ্ধি রসগ্রন্থবিচক্ষণৈঃ শৃঙ্গারশাস্ত্রনিপুণৈর্ব্বিচারতো জ্ঞেয়ং নিশ্চেতব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৭—৩৬ ॥

আপনি ইহা অবগত হইয়া সেই কামিনীর প্রতি সরস ব্যবহার করিবেন। ভূপতে! সাম ও দান ভিন্ন তাহাকে বাধ্য করিবার অন্য আর উপায় নাই ॥ ২৮ ॥ সেই মানিনী গর্ব্বিতাই হউক আর রুষ্টাই হউক ইহাতে অবশ্যই বশীভূতা হইবে। রাজন্! আমার অধিক বাক্য-ব্যয়ে প্রয়োজন নাই, আমি এখনি গিয়া তাদৃশ মধুর বাক্যে তাহাকে আপনার নিকট আনয়ন করিব; অধিক কি, তাহাকে কিঙ্করীর ন্যায় নিয়ত আপনার বশবর্ত্তিনী করিয়া দিব ॥ ২৯—৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, দুর্দ্ধরের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কার্য্যকুশল তাম্র বলিল, রাজন্! আমি হেতুসমন্বিত সরস এবং ধর্ম্মসম্মত নীতিবাক্য বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥৩১—৩২॥ হে মানদ! সেই বুদ্ধিমতী রমণী কামাতুরা বা আপনার প্রতি অনুরক্তা নহে এবং সেই রমণী আপনার প্রতি ব্যঙ্গ বাক্যও প্রয়োগ করে নাই ॥ ৩৩ ॥ মহারাজ! সেই বিচিত্ররূপা মনোহারিণী বরবর্ণিনী রমণী যে নিরাশ্রয়া এবং একাকিনী হইয়াও এখানে যুদ্ধবাসনায় আসিয়াছে ইহাই অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় ॥ ৩৪ ॥ রমণীগণ দ্বিভুজা হইয়া থাকে কিন্তু এই রমণী অষ্টাদশভুজা আবার এই অষ্টাদশ করের প্রত্যেক করেই উত্তম উত্তম অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া পরাক্রম

স্বপ্নানি দুর্নিমিত্তানি ময়া দৃষ্টানি বৈ নিশি।
তেন জানাম্যহং নূনং বৈশসং সমুপাগতম্ ॥ ৩৭ ॥
কৃষ্ণাম্বরধরা নারী রুদতী চ গৃহাঙ্গণে।
দৃষ্টা স্বপ্নেঽপ্যুষঃকালে চিন্তিতব্যস্তদত্যয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
বিকৃতাঃ পক্ষিণো রাত্রৌ রোরুবন্তি গৃহে গৃহে।
উৎপাতা বিবিধা রাজন্! প্রভবন্তি গৃহে গৃহে ॥ ৩৯ ॥
তেন জানাম্যহং নূনং কারণং কিঞ্চিদেব হি।
যত্ত্বাং প্রার্থয়তে বালা যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়া ॥ ৪০ ॥
নৈষাস্তি মানুষী নো বা গান্ধর্ব্বী ন তথাসুরী।
দেবৈঃ কৃতেয়ং জ্ঞাতব্যা মায়া মোহকরী বিভো! ॥ ৪১ ॥
কাতরত্বং ন কর্ত্তব্যং মমৈতন্মতমিত্যলম্।
কর্ত্তব্যং সর্ব্বথা যুদ্ধং যদ্ভাব্যং তদ্ভবিষ্যতি ॥ ৪২ ॥
কো বেদ দেবকর্ত্তব্যং শুভং বাপ্যশুভং তথা।
অবলম্ব্য ধিয়া ধৈর্য্যং স্থাতব্যং বৈ বিচক্ষণৈঃ ॥ ৪৩ ॥

তেন: স্বপ্নেন ॥ ৩৭ ॥

তদত্যয় ইতি তদত্যয়ো ধ্বংসো নিয়তং চিন্তিতব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৩৯ ॥

তেনেতি। তেন দুঃস্বপ্নাদিনা কিঞ্চিদশুভমেব কারণমস্মাকং মরণরূপমস্যা অবতারস্য জানামি অনুমিনোমীত্যর্থঃ। কিঞ্চ ত্বৎপ্রত্যক্ষতোঽপীদং নিশ্চীয়ত ইত্যাহ। যত্ত্বামিতি ॥৪০॥

প্রকাশে উদ্যতা। মহারাজ! এরূপ রমণী ত্রিলোক মধ্যে কখন দেখিও নাই বা কখন শুনিও নাই; অতএব, এই সমস্তই কালের বিপরীত কার্য্য বলিয়াই প্রতীতি হইতেছে ॥৩৫—৩৬॥ মহারাজ! আমি রাত্রিযোগে দুর্নিমিত্ত স্বপ্নসকল নিরীক্ষণ করিয়াছি তাহাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, নিকটে ঘোর বিপদ্ উপস্থিত ॥ ৩৭ ॥ আমি উষাকালে স্বপ্নে দেখিলাম যে, এক রমণী কৃষ্ণবসন পরিধান করিয়া গৃহাঙ্গণে রোদন করিতেছে, ইহাতে বোধ হয় আপনার অমঙ্গল উপস্থিত হইবে ॥ ৩৮ ॥ রাজন্! রাত্রিকালে পক্ষিসকল গৃহে গৃহে বিকট রবে চীৎকার করিতেছে এবং সকল গৃহেই বিবিধ উৎপাত প্রাদুর্ভূত হইতেছে, বিশেষত এই সময়ে এই বালা যুদ্ধের নিমিত্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞা হইয়া আপনাকে আহ্বান করিতেছে, ইহাতে অনুমান করি যে, ইহার অবশ্যই কোনও নিগূঢ় কারণ আছে ॥ ৩৯—৪০ ॥ বিভো! এই রমণী মানবী বা গন্ধর্ব্বকামিনী অথবা অসুরপত্নী নহে। কেবল আমাদের মোহ উৎপাদন করিবার নিমিত্তই দেবতারা এই মায়ারূপিণীকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥৪১॥ হে রাজেন্দ্র! কাতরতা অবলম্বন করা উচিত নহে, সর্ব্বতোভাবে যুদ্ধ করাই বিধেয়; যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে ইহাই আমার নিশ্চিত অভিপ্রায় ॥ ৪২ ॥ শুভই হউক আর অশুভই হউক,

জীবিতং মরণং পুংসাং দৈবাধীনং নরাধিপ!।
কোঽপি নৈবান্যথা কর্ত্তুং সমর্থো ভুবনত্রয়ে ॥ ৪৪ ॥

মহিষ উবাচ।

গচ্ছ তাম্র! মহাভাগ! যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।
তামানয় বরারোহাং জিত্বা ধর্ম্মেণ মানিনীম্ ॥ ৪৫ ॥
ন ভবেদ্বশগা নারী সংগ্রামে যদি সা তব।
হন্তব্যা নান্যথা কামং মাননীয়া প্রযত্নতঃ ॥ ৪৬ ॥
বীরস্ত্বমসি সর্ব্বজ্ঞ! কামশাস্ত্রবিশারদঃ।
যেন কেনাপ্যুপায়েন জেতব্যা বরবর্ণিনী ॥ ৪৭ ॥
ত্বরন্ বীর মহাবাহো! সৈন্যেন মহতা বৃতঃ।
তত্র গত্বা ত্বয়া জ্ঞেয়া বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৮ ॥
কিমর্থমাগতা চেয়ং জ্ঞাতব্যং তদ্ধি কারণম্।
কামাদ্বা বৈরভাবাচ্চ মায়া কন্যেয়মিত্যুত ॥ ৪৯ ॥
আদৌ তন্নিশ্চয়ং কৃত্বা জ্ঞাতব্যং তচ্চিকীর্ষিতম্।
পশ্চাদ্যুদ্ধং প্রকর্ত্তব্যং যথাযোগ্যং যথাবলম্ ॥ ৫০ ॥

নম্বনয়া কথং মম বধো ভবিষ্যতীতি অত্রাহ নৈবাস্তীতি। বিলক্ষণশক্তিমত্ত্বাত্তবিষ্যতী-ত্যর্থঃ ॥ ৪১—৪৫ ॥

দেবতাগণের কার্য্য কেহই বিদিত হইতে পারে না; অতএব বুদ্ধিমান্ পুরুষগণের বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া স্থির থাকাই উচিত ॥ ৪৩ ॥ নরাধিপ! পুরুষের জীবন বা মরণ দৈবাধীন, সুতরাং ত্রিভুবনে কেহই তাহা অন্যথা করিতে সমর্থ নহে ॥ ৪৪ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া মহিষাসুর বলিল, মহাভাগ তাম্র! তুমি যুদ্ধের নিমিত্ত কৃত-নিশ্চয় হইয়া সেই রমণীর নিকট গমন কর আর সেই বরারোহা মানিনীকে ধর্ম্মানুসারে জয় করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর ॥ ৪৫ ॥ যদি সেই নারী সংগ্রামে তোমার বশীভূতা না হয় তাহা হইলে তাহাকে সংহার করিবে, আর যদি বশবর্ত্তিনী হয় তবে বধ না করিয়া যত্ন সহকারে যথেষ্ট সম্মান করিবে ॥ ৪৬ ॥ হে সর্ব্বজ্ঞ! তুমি বীর অথচ কামশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অতএব, যে কোন উপায়েই হউক তুমি সেই বরবর্ণিনীকে জয় করিবে ॥ ৪৭ ॥ হে মহাবাহ বীরবর তাম্র! তুমি মহতী সেনার সহিত সেই স্থানে গমন করিয়া বার বার বিচার করিয়া তাহার মনোগত ভাব অবগত হইবে ॥ ৪৮ ॥ সেই রমণী কামভাবে বা বৈরভাবে অথবা অন্য কোন প্রয়োজনে আসিয়াছে? অথবা কাহারো মায়া? তুমি এই সকলের কারণ বিশেষরূপে বিদিত হইবে ॥ ৪৯ ॥ প্রথমত এই সকল বিষয়ের নিশ্চয় করিয়া তাহার চিকীর্ষিত বিষয়

কাতরত্বং ন কর্ত্তব্যং নির্দ্দয়ত্বং তথা ন চ।
যাদৃশং হি মনস্তস্যাঃ কর্ত্তব্যং তাদৃশং ত্বয়া ॥ ৫১ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্তাষিতং শ্রুত্বা তাম্রঃ কালবশঙ্গতঃ।
নির্গতঃ সৈন্যসংযুক্তঃ প্রণম্য মহিষং নৃপম্ ॥ ৫২ ॥
গচ্ছন্মার্গে দুরাত্মাসৌ শকুনান্ বীক্ষ্য দারুণান্।
বিস্ময়ঞ্চ ভয়ং প্রাপ যমমার্গপ্রদর্শকান্ ॥ ৫৩ ॥
স গত্বা তাং সমালোক্য দেবীং সিংহোপরিস্থিতাম্।
স্তূয়মানাং সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বায়ুধবিভূষিতাম্ ॥ ৫৪ ॥
তামুবাচ বিনীতঃ সন্ বাক্যং মধুরয়া গিরা।
সামভাবং সমাশ্রিত্য বিনয়াবনতঃ স্থিতঃ ॥ ৫৫ ॥
দেবি! দৈত্যেশ্বরঃ শৃঙ্গী ত্বদ্রূপগুণমোহিতঃ।
স্পৃহাং করোতি মহিষস্ত্বৎপাণিগ্রহণায় চ ॥ ৫৬ ॥
ভাবং কুরু বিশালাক্ষি! তস্মিন্নমরদুর্জ্জয়ে।
পতিং তং প্রাপ্য মৃদ্বঙ্গি! নন্দনে বিহরাদ্ভুতে ॥ ৫৭ ॥

হন্তব্যা নান্যথেতি। যদি সংগ্রামে ন বশগা তদা হন্তব্যা যদ্যন্যথা বশগা স্যাত্তদা ন হন্তব্যা কিন্তু কামং যথেষ্টং মাননীয়েত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৬—৫০ ॥

(ইতিকর্ত্তব্যতামাহ কাতরত্বমিতি। বীরাণামেকান্তানৌচিত্যাৎ কাতরত্বং তথা স্ত্রীণাং সৌকুমার্য্যাৎ অনুকম্পার্হত্বাচ্চ নির্দ্দয়ত্বঞ্চ নাবলম্বনীয়মিতি ভাবঃ ॥ ৫১—৫৭ ॥

জ্ঞাত হইবে, পশ্চাদ্ বল ও ক্ষমতা অনুসারে তাহার সহিত সংগ্রাম করিবে ॥ ৫০ ॥ দেখ কাতরতা প্রদর্শন করাও কর্ত্তব্য নহে আর নির্দ্দয় ব্যবহার করাও উচিত নহে, সেই রমণীর যাদৃশ অভিপ্রায় সেইরূপ ব্যবহার করা তোমার একান্তই বিধেয় ॥ ৫১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তাম্র কালের নিতান্ত বশীভূত হইয়া নরপতির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ মাত্র তাহাকে প্রণাম করিয়া সৈন্যসমভিব্যাহারে বহির্গত হইল ॥ ৫২ ॥ ঐ দুরাত্মা গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে যমমার্গের প্রদর্শক দারুণ দুর্নিমিত্ত সকল অবলোকন করিয়া বিস্মিত ও ভীত হইল ॥ ৫৩ ॥ সে ক্রমশঃ তথায় উপস্থিত হইয়া, সেই দেবী সমস্ত আয়ুধে বিভূষিত হইয়া সিংহের উপরি অবস্থিতি করিতেছেন এবং সমস্ত সুরবৃন্দ তাঁহার স্তুতি করিতেছেন ইহা দর্শন করিল ॥ ৫৪ ॥ তখন তাম্র বিনয়াবনত হইয়া প্রথমত সামভাব অবলম্বন পূর্ব্বক মধুর বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিল ॥ ৫৫ ॥ দেবি! দৈত্যেশ্বর মহিষ আপনার রূপ ও গুণে মোহিত হইয়া পাণিগ্রহণের নিমিত্ত অভিলাষী হইয়াছেন ॥৫৬॥ সুন্দরি! আপনি সেই সুরবিজয়ী মহিষাসুরের সহিত প্রীতিসংস্থাপন করুন; কোমলাঙ্গি!

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরং দেহং প্রাপ্য সর্ব্বসুখাস্পদম্।
সুখং সর্ব্বাত্মনা গ্রাহ্যং দুঃখং হেয়মিতি স্থিতিঃ ॥ ৫৮ ॥
করভোরু! কিমর্থং তে গৃহীতান্যায়ুধান্যলম্।
পুষ্পকন্দুকযোগ্যাস্তে করাঃ কমলকোমলাঃ ॥ ৫৯ ॥
ভ্রূচাপে বিদ্যমানেঽপি ধনুষা কিং প্রয়োজনম্।
কটাক্ষা বিশিখাঃ সন্তি কিং বাণৈর্নিষ্প্রয়োজনৈঃ ॥ ৬০ ॥
সংসারে দুঃখদং যুদ্ধং ন কর্ত্তব্যং বিজানতা।
লোভাসক্তাঃ প্রকুর্ব্বন্তি সংগ্রামঞ্চ পরস্পরম্ ॥ ৬১ ॥
পুষ্পৈরপি ন যোদ্ধব্যং কিং পুনর্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ভেদনং নিজগাত্রাণাং কস্য তজ্জায়তে মুদে ॥ ৬২ ॥
তস্মাত্ত্বমপি তন্বঙ্গি! প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি।
ভর্ত্তারং ভজ মে নাথং দেবদানবপূজিতম্ ॥ ৬৩ ॥
স তেঽত্র বাঞ্ছিতং সর্ব্বং করিষ্যতি মনোরথম্।
ত্বং পট্টমহিষী রাজ্ঞঃ সর্ব্বথা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৪ ॥

সুখভোগস্য সর্ব্বোপকরণসদ্ভাবেঽপি তত্রোদাসীনত্বং মূঢ়ত্বমেবেত্যাহ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরমিতি। সুখমনুভাব্যং দুঃখং হেয়ঞ্চ ত্যাজ্যমিত্যর্থঃ। ইতীত্থং স্থিতিঃ সনাতনী মর্য্যাদেত্যর্থঃ ॥ ৫৮—৬৪ ॥)

তাঁহাকে পতি লাভ করিয়া আপনি পরমানন্দে অলৌকিক নন্দনকাননে বিহার করুন ॥৫৭॥ দেখুন, সমস্ত সুখের আস্পদ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শরীর ধারণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে সুখ গ্রহণ করা এবং দুঃখ পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য এই রীতি চিরকালই প্রসিদ্ধ আছে ॥ ৫৮ ॥ করভোরু! আপনার কমলসদৃশ কোমলকর সকল পুষ্পনির্ম্মিত কন্দুক ক্রীড়ারই উপযুক্ত তবে কি কারণে আয়ুধ সকল গ্রহণ করিয়াছেন? ॥ ৫৯ ॥ আপনার যুগল ভ্রূচাপ বিদ্যমান থাকিতে সামান্য ধনুকে প্রয়োজন কি? কটাক্ষরূপ বাণ সকল বিদ্যমান থাকিতে সামান্য শর ধারণের আর কি প্রয়োজন আছে? ॥ ৬০ ॥ সংসারে যুদ্ধ অত্যন্ত ক্লেশদায়ক যাঁহারা ইহা অবগত আছেন তাঁহাদিগের যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে; লোভাসক্ত মানবেরাই পরস্পর সংগ্রাম করিয়া থাকে ॥ ৬১ ॥ নিশিত শরের কথা দূরে থাকুক পুষ্প দ্বারাও যুদ্ধ করা উচিত নহে। দেবি! বলুন দেখি নিজ গাত্র বিদ্ধ হইলে তাহাতে কোন্ ব্যক্তির সুখ হইয়া থাকে? ॥৬২॥ অতএব, হে কোমলাঙ্গি! আপনি প্রসন্নচিত্তে দেবতা ও দানবগণের পূজিত মহীপতি মহিষকে ভজনা করুন; তাহা হইলে তিনি আপনার অভিলষিত সমস্ত মনোরথ সম্পাদন করিবেন; অধিক কি, আপনি সর্ব্বতোভাবে রাজার পট্ট মহিষী হইবেন তাহাতে

বচনং কুরু মে দেবি! প্রাপ্স্যসে সুখমুত্তমম্।
সংগ্রামে জয়সন্দেহঃ কষ্টং প্রাপ্য ন সংশয়ঃ ॥ ৬৫ ॥
জানাসি রাজনীতিং ত্বং যথাবদ্বরবর্ণিনি!।
ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যসুখং পূর্ণং বর্ষাণামযুতাযুতম্ ॥ ৬৬ ॥
পুত্রস্তে ভবিতা কান্তঃ সোঽপি রাজা ভবিষ্যতি।
যৌবনে ক্রীড়য়িত্বান্তে বার্দ্ধক্যে সুখমাপ্স্যসি ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে দেবীসমীপে তাম্রাসুরগমনংনাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

কষ্টং প্রাপ্যাপি সংগ্রামে জয়সন্দেহ ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৬৫—৬৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

সন্দেহ নাই ॥ ৬৩—৬৪ ॥ দেবি! অত্যন্ত কষ্ট করিলেও সংগ্রামে জয়বিষয়ে সন্দেহ হয়, তাহাতে সংশয় নাই; অতএব, আমার অনুরোধ প্রতিপালন করুন, তাহা হইলে উত্তম সুখলাভ করিবেন ॥ ৬৫ ॥ সুন্দরি! আপনি রাজনীতির যথার্থ তাৎপর্য্য অবগত আছেন; অতএব, বহুসংখ্য বৎসর ধরিয়া সম্পূর্ণরূপে রাজ্যসুখ ভোগ করুন ॥ ৬৬ ॥ আর মহিষাসুরের পাণিগ্রহণ করিলে আপনার অতি মনোহর পুত্র হইবে এবং সেই পুত্রও রাজা হইতে পারিবে তাহা হইলে যৌবনকালে ক্রীড়া করিয়া আপনি বার্দ্ধক্যকালেও সুখলাভ করিবেন সন্দেহ নাই ॥ ৬৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে দেবীসমীপে তাম্রাসুরগমন-নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তন্নিশম্য বচস্তস্য তাম্রস্য জগদম্বিকা।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা হসন্তী তমুবাচ হ ॥ ১ ॥

দেব্যুবাচ।

গচ্ছ তাম্র! পতিং ব্রূহি মুমূর্ষুং মন্দচেতসম্।
মহিষং চাতিকামার্ত্তং মূঢ়ং জ্ঞানবিবর্জ্জিতম্ ॥ ২ ॥
যথা তে মহিষী মাতা প্রৌঢ়া যবসভক্ষিণী।
নাহং তথা শৃঙ্গবতী লম্বপুচ্ছা মহোদরী ॥ ৩ ॥
ন কাময়েঽহং দেবেশং নৈব বিষ্ণুং ন শঙ্করম্।
ধনদং বরুণং নৈব ব্রহ্মাণং ন চ পাবকম্ ॥ ৪ ॥
এতান্ দেবগণান্ হিত্বা পশুং কেন গুণেন বৈ।
বৃণোম্যহং বৃথা লোকে গর্হণা মে ভবেদিতি ॥ ৫ ॥

পঞ্চষষ্টিশ্লোকবর্ধ্যেস্তাম্রস্যাগমনোত্তরম্।
দৈত্যৌ চ প্রেষিতৌ তেন শ্রুতৌ বাস্কলদুর্মুখৌ ॥

তাম্রবাক্যশ্রবণোত্তরং জগদম্বিকা যদাহ তদুচ্যতে তন্নিশম্যেতি ॥ ১—২ ॥
যবসং তৃণম্। যথা ত্বং তথা ত্বজ্জাতীয়া নাহং যস্মামভিকাংক্ষসীতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥
কিঞ্চ ন কাময়েঽহমিতি ॥ ৪—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! জগদম্বিকা দুর্গা তাম্রের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করত মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরে তাহাকে কহিলেন ॥১॥ তাম্র! তোমার প্রভু অতিশয় কামাতুর ও মূঢ় তাহা না হইলে কার্য্যাকার্য্য-জ্ঞানরহিত হইবে কেন? চিত্তের বৈলক্ষণ্য-দর্শনে বোধ হয় যে, তাহার মুমূর্ষু কাল উপস্থিত হইয়াছে। তুমি গিয়া সেই মন্দমতি মহিষকে বলিবে যে, তোমার প্রৌঢ়া মাতা যেরূপ লম্বপুচ্ছা, শৃঙ্গবতী ও মহোদরী মহিষী আমি তজ্জাতীয়া নহি, সে যেরূপ তৃণাদি ভক্ষণ করে আমি তাহা করি না; অতএব, আমাকে বাসনা করা তাহার নিতান্তই অন্যায় হইতেছে ॥ ২—৩ ॥ দেবেশ বিষ্ণু, শঙ্কর, ব্রহ্মা, কুবের, বরুণ অথবা পাবক, ইহাদের মধ্যে আমি কাহাকেও অভিলাষ করি না। এই সকল দেবতাকে ত্যাগ করিয়া কোন্ গুণে পশুকে বরণ করিব। যদি বরণ করি, তবে লোকে আমার অতিশয়

নাহং পতিংবরা নারী বর্ত্ততে মে পতিঃ প্রভুঃ।
সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বসাক্ষী হ্যকর্ত্তা নিঃস্পৃহঃ স্থিরঃ ॥ ৬ ॥
নির্গুণো নির্ম্মমোঽনন্তো নিরালম্বো নিরাশ্রয়ঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বগঃ সাক্ষী পূর্ণঃ পূর্ণাশয়ঃ শিবঃ ॥ ৭ ॥
সর্ব্বাবাসঃ ক্ষমঃ শান্তঃ সর্ব্বদৃক্ সর্ব্বভাবনঃ।
তং ত্যক্ত্বা মহিষং মন্দং কথং সেবিতুমুৎসহে ॥ ৮ ॥
প্রবুধ্য যুধ্যতাং কামং করোমি যমবাহনম্।
অথবা মনুজানাং বৈ করিষ্যে জলবাহকম্ ॥ ৯ ॥
জীবিতেচ্ছাস্তি চেৎ পাপ! গচ্ছ পাতালমাশু বৈ।
সমস্তৈর্দানবৈর্যুক্তস্ত্বন্যথা হন্মি সঙ্গরে ॥ ১০ ॥
কামং সদৃশয়োর্যোগঃ সংসারে সুখদো ভবেৎ।
অন্যথা দুঃখদো ভূয়াদজ্ঞানাদ্‌যদি কল্পিতঃ ॥ ১১ ॥
মূর্খস্ত্বমসি যদ্‌ব্রূষে পতিং মে ভজ ভামিনি!।
ক্বাহং ক্ব মহিষঃ শৃঙ্গী সম্বন্ধঃ কীদৃশো দ্বয়োঃ ॥ ১২ ॥

নিঃস্পৃহঃ স্থির ইতি ভগবত্যা মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপত্বেন পুংপ্রকৃত্যুভয়াত্মকত্বাৎ স্বস্ত কেবলমায়াস্বরূপত্বাভিমানেনেয়মুক্তিরিতি বোধ্যম্ ॥ ৬—৮ ॥

প্রবুধ্যেতি। ইত্থং প্রবুধ্য যুধ্যতামিত্যর্থঃ। জলবাহকম্। জলবাহকত্বেন মহিষঃ প্রসিদ্ধোঽস্তীতি ভাবঃ ॥ ৯—১০ ॥

যত্ত্বয়োক্তং মহিষেণ সম্বন্ধে সুখং ভবিষ্যতীতি তত্রাহ কামং সদৃশয়োরিতি ॥ ১১ ॥

নিন্দা হইবে ॥ ৪—৫ ॥ বিশেষতঃ আমি আর পতির অভিলাষ করি না; কারণ, আমার পতি বর্ত্তমান। তিনি সকলের নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ; তিনি সমস্ত কার্য্যের কর্ত্তা হইলেও অকর্ত্তা; এবং তিনি অখিলের সাক্ষিস্বরূপ, নিস্পৃহ ও নিশ্চল নির্গুণ, নির্ম্মম, অনন্ত, নিরাশ্রয়, নিরালম্ব, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বগামী, পূর্ণ ও পূর্ণাশয় শিব ॥ ৬—৭ ॥ তিনি অখিলের আবাস স্বরূপ, সর্ব্ব কার্য্যেই সমর্থ, শান্ত সর্ব্বভাবন এবং সর্ব্বদৃক্ । আমি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে মন্দমতি মহিষকে সেবা করিতে যত্ন করিব ॥ ৮ ॥ সে এইরূপ বুঝিয়া যুদ্ধ করুক যে, আমি তাহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া যমের বাহন করিয়া দিব অথবা মানবদিগের জলবাহক করিব ॥ ৯ ॥ সেই পাষণ্ডের যদি জীবনের বাসনা থাকে তবে এখনি সমস্ত দানবগণ সমভিব্যাহারে পাতালে পলায়ন করুক, তাহা না হইলে আমি সমরে তাহাকে বধ করিব ॥ ১০ ॥ দেখ, পরস্পর সদৃশ বস্তুর সংযোগই সংসারে বিশেষ সুখদায়ক হইয়া থাকে; কিন্তু, যদি অজ্ঞানতাবশত তাহার বিপরীত ঘটনা হয় তাহা হইলে ক্লেশকর হইয়া উঠে সন্দেহ নাই ॥ ১১ ॥ তুমি এখনি বলিলে যে, হে ভামিনি! আপনি আমাদের পতির

ন বহূনাং জয়োঽপ্যস্তি নৈকস্য চ পরাজয়ঃ।
দৈবাধীনৌ সদা জ্ঞেয়ৌ যুদ্ধে জয়পরাজয়ৌ ॥ ২৭ ॥
উপায়বাদিনঃ প্রাহুর্দ্দৈবং কিং কেন বীক্ষিতম্।
অদৃষ্টমিতি যন্নাম প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ২৮ ॥
তৎসত্ত্বেঽপি প্রমাণং কিং কাতরাশাবলম্বনম্।
ন সমর্থজনানাং হি দৈবং কুত্রাপি লক্ষ্যতে ॥ ২৯ ॥
উদ্যমো দৈবমেতৌ হি শূরকাতরয়োর্ম্মতম্।
বিচিন্ত্যাদ্য ধিয়া সর্ব্বং কর্ত্তব্যং কার্য্যমাদরাৎ ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা হেতুগর্ভং মহাযশাঃ।
বিড়ালাখ্যো মহারাজমিত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৩১ ॥
রাজন্নেষা বিশালাক্ষী জ্ঞাতব্যা যত্নতঃ পুনঃ।
কিমর্থমিহ সংপ্রাপ্তা কুতঃ কস্য পরিগ্রহঃ ॥ ৩২ ।
মরণং তে পরিজ্ঞায় স্ত্রিয়াঃ সর্ব্বাত্মনা সুরৈঃ।
প্রেষিতা পদ্মপত্রাক্ষী সমুৎপাদ্য স্বতেজসা ॥ ৩৩ ॥

রাজন্নিতি। ইয়ং কস্য পত্নী কিমর্থমত্রাগতেতি প্রথমং জ্ঞাতব্যা ততঃ পশ্চাদ্বিচারঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

লোকেরও জয় হয় না, আবার একজনেরও পরাজয় হয় না; অতএব জয় ও পরাজয় নিতান্তই দৈবের অধীন জানিবে ॥ ২৭ ॥ যাঁহারা উপায়ের পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন দৈব আবার কি? বুধগণ যাহার নাম অদৃষ্ট বলিয়া থাকেন, সেই অদৃষ্টকে কেহ কি কখন দখিয়াছেন? অতএব জয়লাভের নিমিত্ত সমুচিত উপায় অবলম্বন করা একান্তই কর্ত্তব্য ॥ ২৮ ॥ যদি বল দৈব থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রমাণ কি? ইহা কেবল কাতর ব্যক্তির আশার অবলম্বন মাত্র, যাহারা স্বকার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ তাদৃশ ব্যক্তিরা দৈবকে আশ্রয় করিয়াছে, ইহা কুত্রাপিও দৃষ্ট হয় না ॥ ২৯ ॥ অতএব, উদ্যম শূরগণের অভিমত এবং দৈব কাতরগণের সম্মত, ইহাই নিশ্চয় অতএব আজ এই সকল বিষয় বুদ্ধি পূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া যত্ন সহকারে কার্য্য সম্পাদন করা কর্ত্তব্য ॥ ৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, নৃপতি মহিষাসুরের হেতুপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাযশা বিড়ালাক্ষ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল ॥ ৩১ ॥ রাজন্! এই বিশালনয়না বালা কাহার পত্নী এবং কোথা হইতে কি প্রয়োজনে এখানে আসিয়াছে অগ্রে এই সকল বিষয় যত্ন সহকারে অবগত হইয়া পশ্চাৎ ইহার বিচার করা কর্ত্তব্য ॥ ৩২ ॥ আমার বোধ হয় স্ত্রী হইতেই আপনার

তেঽপি চ্ছন্নাঃ স্থিতাঃ খেঽত্র সর্ব্বে যুদ্ধদিদৃক্ষবঃ।
সময়েঽস্যাঃ সহায়াস্তে ভবিষ্যন্তি যুযুৎসবঃ ॥ ৩৪ ॥
পুরতঃ কামিনীং কৃত্বা তে বৈ বিষ্ণুপুরোগমাঃ।
বধিষ্যন্তি চ নঃ সর্ব্বান্ সা ত্বাং যুদ্ধে হনিষ্যতি ॥ ৩৫ ॥
এতচ্চিকীর্ষিতং তেষাং ময়া জ্ঞাতং নরাধিপ!।
ভবিতব্যস্তু ন জ্ঞানং বর্ত্ততে মম সর্ব্বথা ॥ ৩৬ ॥
যোদ্ধব্যং ন ত্বয়াদ্যেতি নাহং বক্তুং ক্ষমঃ প্রভো!।
প্রমাণং ত্বং মহারাজ! কার্য্যেঽত্র দেবনির্ম্মিতে ॥ ৩৭ ॥
ত্বদর্থেঽস্মাভিরনিশং মর্ত্তব্যং কার্য্যগৌরবাৎ।
বিহর্ত্তব্যং ত্বয়া সার্দ্ধমেষ ধর্ম্মোঽনুজীবিনাম্ ॥ ৩৮ ॥
বিচারোঽত্র মহানস্তি যদেকা কামিনী নৃপ!।
যুদ্ধং প্রার্থয়তেঽস্মাভিঃ সসৈন্যৈর্বলদর্পিতৈঃ ॥ ৩৯ ॥

দুর্ম্মুখ উবাচ।

রাজন্! যুদ্ধে জয়ো নাদ্য ভবিতা বেদ্‌ম্যহং কিল।
পলায়নং ন কর্ত্তব্যং যশোহানিকরং নৃণাম্ ॥ ৪০ ॥

নন্থ তব মনসি কেয়মস্তীত্যাগতং তত্রাহ মরণস্তে ইতি। স্ত্রিয়াঃ সকাশাত্তে মরণং সুরৈঃ সর্ব্বাত্মনা পরিজ্ঞায়েত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৩—৪০ ॥

মরণ হইবে, সুরগণ এই বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া আন্তরিক যত্ন সহকারে স্বীয় তেজ হইতে এই কমলনয়না কামিনীকে উৎপাদন করিয়া পাঠাইয়াছে ॥৩৩॥ আর তাহারা সকলেই যুদ্ধ করিবার বাসনায় সংগ্রাম দর্শনের অভিলাষী হইয়া আকাশমণ্ডলে গোপনভাবে অবস্থিতি করিতেছে, যথা সময়ে সকলেই এই কামিনীর সহায় হইবে সন্দেহ নাই ॥৩৪॥ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ এই কামিনীকে সম্মুখে করিয়া আমাদিগের সকলকেই বধ করিবে আর সেই দেবী আপনাকে সংহার করিবে ॥৩৫॥ নরনাথ! ইহাই তাহাদের একান্ত বাসনা ইহা আমি পূর্ব্বেই বিদিত হইয়াছি, কিন্তু ভবিতব্য যে কি হইবে তাহা আমি বলিতে পারি না ॥৩৬॥ প্রভো! এক্ষণে আপনার যুদ্ধ করা উচিত নহে এ কথা বলিতে আমি সমর্থ নহি; অতএব, এই দেবকৃতকার্য্যে আপনার যাহা বিবেচনা হয় তাহাই করুন ॥ ৩৭ ॥ মহারাজের কার্য্যের গৌরব অনুসারে আমাদিগের জীবন বিসর্জ্জন করা কর্ত্তব্য, আর বিহারের সময় আপনকার সহিত বিহার করা কর্ত্তব্য, ইহাই অনুজীবিদিগের যথার্থ ধর্ম্ম ॥ ৩৮ ॥ কিন্তু, নৃপবর! সেই কামিনী একাকিনী হইলেও যখন বলদর্পিত-সেনাসমেত আমাদিগের সহিত সংগ্রাম প্রার্থনা করিতেছে তখন হইতে বিশেষরূপ বিচার করা অবশ্যই কর্ত্তব্য ॥ ৩৯ ॥

ইন্দ্রাদীনাং সংযুগেঽপি ন কৃতং যজ্জুগুপ্সিতম্।
একাকিনীং স্ত্রিয়ং প্রাপ্য কো হি কুর্য্যাৎ পলায়নম্॥ ৪১॥
তস্মাদ্‌যুদ্ধং প্রকর্ত্তব্যং মরণং বা রণে জয়ঃ।
যদ্ভাবি তদ্ভবত্যেব কাত্র চিন্তা বিপশ্চিতঃ॥ ৪২॥
মরণেঽত্র যশঃপ্রাপ্তির্জীবনে চ তথা সুখম্।
উভয়ং মনসা কৃত্বা কর্ত্তব্যং যুদ্ধমদ্য বৈ॥ ৪৩॥
পলায়নে যশোহানির্ম্মরণং চায়ুষঃ ক্ষয়ে।
তস্মাচ্ছোকো ন কর্ত্তব্যো জীবিতে মরণে বৃথা॥ ৪৪॥

ব্যাস উবাচ।

দুর্ম্মুখস্য বচঃ শ্রুত্বা বাষ্কলো বাক্যমব্রবীৎ।
প্রণতঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা রাজানং বাক্যকোবিদঃ॥ ৪৫॥

বাষ্কল উবাচ।

রাজংশ্চিন্তা ন কর্ত্তব্যা কার্য্যেঽস্মিন্ কাতরাপ্রিয়ে।
অহমেকো হনিষ্যামি চণ্ডীং চঞ্চললোচনাম্॥ ৪৬॥
উৎসাহস্তু প্রকর্ত্তব্যঃ স্থায়ী ভাবো রসস্য চ।
ভয়ানকো ভবেদ্বৈরী বীরস্য নৃপসত্তম!॥ ৪৭॥

(জুগুপ্সিতমতিগর্হিতত্বাদত্যন্তঘৃণাস্পদমিত্যর্থঃ॥ ৪১॥
যদ্ভাবীতি। বিপশ্চিতঃ বিশেষেণ বিচারয়ত ইত্যর্থঃ॥ ৪২—৪৬॥)

দুর্ম্মুখ বলিল, রাজন্! আমি নিশ্চয় জানি যে যুদ্ধে আমাদিগের জয় হইবে না, কিন্তু তাহা হইলেও পলায়ন করা উচিত নহে, কারণ ইহাতে পুরুষদিগের যশোহানি হয়॥ ৪০॥ বিশেষত ইন্দ্রাদি দেবতাগণের সমরেও আমরা যখন সেইরূপ জুগুপ্সিত কার্য্য করি নাই তখন অসহায়া স্ত্রীর সন্নিহিত হইয়া কোন্ ব্যক্তি পলায়ন করিবে?॥ ৪১॥ অতএব, সমরে জয় হউক অথবা মরণ হউক যুদ্ধ করা একান্তই কর্ত্তব্য; যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে, ইহা আলোচনা করিয়া আর চিন্তা করিবার বিষয় কি আছে?॥ ৪২॥ সমরে মরণ হইলে যশোলাভ আর জীবন থাকিলে সুখ, এই উভয় বিষয় মনে মনে স্থির করিয়া অদ্য যুদ্ধ করাই উচিত॥ ৪৩॥ আয়ুর ক্ষয় হইলেই মরণ হইবে আর পলায়ন করিলে যশের হানি হইবে, অতএব জীবন বা মরণ বিষয়ে বৃথা শোক করা বিধেয় নহে॥ ৪৪॥

ব্যাস বলিলেন, মহরাজ! দুর্ম্মুখের বাক্য শ্রবণ করিয়া বাক্যবিশারদ বাষ্কল প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রাজাকে বলিতে আরম্ভ করিল॥ ৪৫॥ রাজন্! আমি একাকী সেই চঞ্চললোচনা চণ্ডীকে নিহত করিব; মহারাজ! এই অপ্রিয়কার্য্যে কাতরভাবে চিন্তা

তস্মাত্ত্যক্ত্বা ভয়ং ভূপ ! করিষ্যে যুদ্ধমদ্ভুতম্।
নয়িষ্যামি নরেন্দ্রাহং চণ্ডিকাং যমসাদনম্ ॥ ৪৮ ॥
ন বিভেমি যমাদিন্দ্রাৎ কুবেরাদ্বরুণাদপি।
বায়োর্ব্বহ্নেস্তথা বিষ্ণোঃ শঙ্করাচ্ছশিনো রবেঃ ॥ ৪৯ ॥
একাকিনী তথা নারী কিং পুনর্ম্মদগর্ব্বিতা।
অহং তাং নিহনিষ্যামি বিশিখৈশ্চ শিলাশিতৈঃ ॥ ৫০ ॥
পশ্য বাহুবলং মেঽদ্য বিহরস্ব যথাসুখম্।
ভবতাত্র ন গন্তব্যং সংগ্রামেঽপ্যনয়া সমম্ ॥ ৫১ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং ব্রুবতি রাজেন্দ্রং বাস্কলে মদগর্ব্বিতে।
প্রণম্য নৃপতিং তত্র দুর্দ্ধরো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫২ ॥

দুর্দ্ধর উবাচ।

মহিষাহং বিজেষ্যামি দেবীং দেববিনির্ম্মিতাম্।
অষ্টাদশভুজাং রম্যাং কারণাচ্চ সমাগতাম্ ॥ ৫৩ ॥
রাজন্ ! ভীষয়িতুং ত্বাং বৈ মায়ৈষা নির্ম্মিতা সুরৈঃ।
বিভীষিকেয়ং বিজ্ঞায় ত্যজ মোহং মনোগতম্ ॥ ৫৪ ॥

রসস্য বীররসস্য স্থায়ী ভাবো নাম। বিভাবেনানুভাবেন ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা। রসতামেতি রত্যাদিঃ স্থায়ী ভাবঃ স চেতস ইত্যুক্তলক্ষণশ্চেতসশ্চমৎকারঃ। যদ্যপি রস এব

করিবার প্রয়োজন নাই ॥ ৪৬ ॥ হে নৃপসত্তম ! বীররসের স্থায়ীভাব উৎসাহ আর ভয়ানক তাহার বৈরী ; অতএব, এখন উৎসাহ অবলম্বন করা আমাদিগের একান্তই কর্ত্তব্য ॥ ৪৭ ॥ রাজন্ ! ভয় পরিত্যাগ করিয়া আমি ঘোরতর যুদ্ধ করিব, অধিক কি, আমি সমরে সেই চণ্ডিকাকে শমনসদনে প্রেরণ করিব সন্দেহ নাই ॥ ৪৮ ॥ কি যম, কি ইন্দ্র, কি কুবের, কি বায়ু, কি অগ্নি, কি বিষ্ণু, কি শঙ্কর, কি শশী, কি রবি আমি কাহাকেও ভয় করি না, সেই একাকিনী মদগর্ব্বিতা নারীর ত কথাই নাই ; আমি শিলাশাণিত শরনিকরে সেই অবলা ললনাকে নিহত করিব ॥ ৪৯—৫০ ॥ আপনি আজ আমার বাহুবল অবলোকন করিয়া সুখে বিহার করুন, তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আপনাকে সংগ্রামে গমন করিতে হইবে না ॥ ৫১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র ! বাস্কল মদগর্ব্বিত হইয়া মহীপতি মহিষকে এইরূপ বলিলে পর দুর্দ্ধর প্রণাম করিয়া তাহাকে বলিল ॥ ৫২ ॥ হে মহীন্দ্র ! দেব-নির্ম্মিতা অষ্টাদশভুজা রমণীয়া দেবী যে কোনও কার্য্যবশতই এখানে আগমন করুক, আমি তাহাকে পরাজয়

রাজনীতিরিয়ং রাজন্! মন্ত্রিকৃত্যং তথা শৃণু।
সাত্ত্বিকা রাজসাঃ কেচিৎ তামসাশ্চ তথাপরে ॥ ৫৫ ॥
মন্ত্রিণস্ত্রিবিধা লোকে ভবন্তি দানবাধিপ!।
সাত্ত্বিকাঃ প্রভুকার্য্যাণি সাধয়ন্তি স্বশক্তিভিঃ ॥ ৫৬ ॥
আত্মকৃত্যং প্রকুর্ব্বন্তি স্বামিকার্য্যাবিরোধতঃ।
একচিত্তা ধর্ম্মপরা মন্ত্রশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ৫৭ ॥
রাজসা ভিন্নচিত্তাশ্চ স্বকার্য্যনিরতাঃ সদা।
কদাচিৎ স্বামিকার্য্যং তে প্রকুর্ব্বন্তি যদৃচ্ছয়া ॥ ৫৮ ॥
তামসা লোভনিরতাঃ স্বকার্য্যনিরতাঃ সদা।
প্রভুকার্য্যং বিনাশ্যৈব স্বকার্য্যং সাধয়ন্তি তে ॥ ৫৯ ॥
সময়ে তে বিভিদ্যন্তে পরৈস্ত পরিবঞ্চিতাঃ।
স্বচ্ছিদ্রং শত্রুপক্ষীয়ান্নির্দ্দিশন্তি গৃহস্থিতাঃ ॥ ৬০ ॥
কার্য্যভেদকরা নিত্যং কোষগুপ্তাসিবৎ সদা।
সংগ্রামেঽথ সমুৎপন্নে ভীষয়ন্তি প্রভুং সদা ॥ ৬১ ॥

স্থায়ী ভাবো ন রসস্য সম্বন্ধী তথাপি রসস্যেতি ষষ্ঠী রাহোঃ শির ইতি বজ্জ্ঞেয়া। যদ্বা রসস্য চিত্তস্যেত্যর্থো বা। বৈরী বীররসস্য তু ভয়ানকো ভাবো বৈরীত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৬০ ॥

করিব ॥ ৫৩ ॥ রাজন্! আমার বোধ হয় অপনাকে ভয় দেখাইবার জন্যই সুরগণ এই মায়ারমণী নির্ম্মাণ করিয়াছেন; অতএব, ইহা বিভীষিকা জানিয়া আপনি মনোগত মোহ পরিত্যাগ করুন ॥ ৫৪ ॥ রাজন্! রাজনীতি এইরূপ, এক্ষণে মন্ত্রিগণের কার্য্যাদির বিষয় শ্রবণ করুন, দানবনাথ! ইহলোকে মন্ত্রী তিন প্রকার, কেহ সাত্ত্বিক, কেহ রাজসিক, কেহ বা তামসিক হইয়া থাকে। যে সকল মন্ত্রী সত্ত্বগুণপ্রধান, তাহারা স্বীয় শক্তি অনুসারে প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ৫৫—৫৬ ॥ সাত্ত্বিক মন্ত্রিগণ মন্ত্রশাস্ত্রবিশারদ এবং ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া একাগ্রচিত্তে প্রভুকার্য্যের হানি না করিয়া নিজের কার্য্য সম্পাদন করে ॥ ৫৭ ॥ আর যাহারা রাজস, তাহাদের চিত্ত অন্য প্রকার, তাহারা সর্ব্বদাই আত্মকার্য্যে নিরত থাকে, কখন কখন যদৃচ্ছাক্রমে প্রভুর কার্য্যও করিয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥ তামস মন্ত্রিগণ সর্ব্বদা লোভপরবশ হইয়া স্বীয়কার্য্যে নিরত হয়, অতএব তাহারা প্রভুর কার্য্য নষ্ট করিয়াও স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥ তাহারাই বিগ্রহাদির সময়ে শত্রুদত্ত উৎকোচাদি দ্বারা বঞ্চিত হইয়া ভেদ প্রাপ্ত হয়, সুতরাং গৃহে থাকিয়া স্বীয় ছিদ্র সকল শত্রুপক্ষীয় লোকদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া দেয় ॥ ৬০ ॥ তাহারা কোষে নিবদ্ধ অসির ন্যায় নিয়ত কার্য্য ভেদ করিয়া থাকে; অধিক কি, যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে

বিশ্বাসস্তু ন কর্ত্তব্যস্তেষাং রাজন্! কদাচন।
বিশ্বাসে কার্য্যহানিঃ স্যাৎ মন্ত্রহানিঃ সদৈব হি ॥ ৬২ ॥
খলাঃ কিং কিং ন কুর্ব্বন্তি বিশ্বস্তা লোভতৎপরাঃ।
তামসাঃ পাপনিরতা বুদ্ধিহীনাঃ শঠাস্তথা ॥ ৬৩ ॥
তস্মাৎ কার্য্যং করিষ্যামি গত্বাহং রণমস্তকে।
চিন্তা ত্বয়া ন কর্ত্তব্যা সর্ব্বথা নৃপসত্তম! ॥ ৬৪ ॥
গৃহীত্বা তাং দুরাচারামাগমিষ্যামি সত্বরঃ।
পশ্য মেঽদ্য বলং ধৈর্য্যং প্রভুকার্য্যং স্বশক্তিতঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে মহিষমন্ত্রণা নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ভীষয়ন্তি প্রভুং সদেতি। তস্মাত্বাং যে মন্ত্রিণো ভীষয়ন্তি তে শত্রুপক্ষীয়াস্তব নাশকরা ইতি ভাবঃ ॥ ৬১—৬৫ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

প্রভুকে সর্ব্বদাই ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকে ॥ ৬১ ॥ অতএব মহারাজ! তাহাদিগকে কদাচ বিশ্বাস করিবেন না, উহাদিগকে বিশ্বাস করিলে সর্ব্বদাই কার্য্যের হানি এবং মন্ত্রণার হানি হইয়া থাকে ॥ ৬২ ॥ যাহারা খল লোভতৎপর বুদ্ধিবিহীন শঠ ও সতত পাপকার্য্যে রত, সেই তামস মন্ত্রিগণ বিশ্বাসভাজন হইয়া কোন্ অকার্য্য না করিয়া থাকে? ॥ ৬৩ ॥ এজন্য হে নৃপসত্তম! আমি সমরে গিয়া আপনার কার্য্য সম্পাদন করিব সুতরাং আপনার কোন প্রকার চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই ॥ ৬৪ ॥ সেই দুষ্টচারিণী রমণীকে লইয়া অবিলম্বে আগমন করিব, আমি স্বীয় শক্তি ও বল অনুসারে আপনার কার্য্য করিব, অতএব আপনি স্থিরচিত্ত হইয়া আমার বল, ধৈর্য্য ও পরাক্রম অবলোকন করুন ॥ ৬৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে মহিষাসুরমন্ত্রণা-
নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তৌ মহাবাহূ দৈত্যৌ বাস্কলদুর্ম্মুখৌ।
জগ্মতুর্ম্মদদিগ্ধাঙ্গৌ সর্ব্বশস্ত্রাস্ত্রকোবিদৌ ॥ ১ ॥
তৌ গত্বা সমরে দেবীমূচতুর্ব্বচনং তদা।
দানবৌ চ মদোন্মত্তৌ মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ২ ॥
দেবি! দেবা জিতা যেন মহিষেণ মহাত্মনা।
বরয় ত্বং বরারোহে! সর্ব্বদৈত্যাধিপং নৃপম্ ॥ ৩ ॥
স কৃত্বা মানুষং রূপং সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্।
ভূষিতং ভূষণৈর্দ্দিব্যৈস্ত্বামেষ্যতি রহঃ কিল ॥ ৪ ॥
ত্রৈলোক্যবিভবং কামং ত্বমেষ্যসি শুচিস্মিতে!।
মহিষে পরমং ভাবং কুরু কান্তে মনোগতম্ ॥ ৫ ॥
কৃত্বা পতিং মহাবীরং সংসারসুখমদ্ভুতম্!
ত্বং প্রাপ্স্যসি পিকালাপে! যোষিতাং খলু বাঞ্ছিতম্ ॥ ৬ ॥

পঞ্চাশৎ-শ্লোকবর্য্যোস্তু যুদ্ধা বাস্কলদুর্ম্মুখৌ।
যমলোকং গতাবেতদুচ্যতেঽসুরনায়কৌ ॥

রাজাজ্ঞাং পূর্ব্বাধ্যায়ান্তোক্তাং পরিগৃহ্য বাস্কলদুর্ম্মুখৌ নির্গতাবিত্যাহ ইত্যুক্ত্বেতি ॥ ১-৫॥
সংসারসুখং বিষয়সুখম্ ॥ ৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! অনন্তর অস্ত্রশস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী মহাবাহু দানবশ্রেষ্ঠ বাস্কল ও দুর্ম্মুখ বীরমদে মত্ত হইয়া সংগ্রামাভিমুখে গমন করিল ॥ ১ ॥ সেই মদমত্ত দানবদ্বয় সমরাঙ্গণে গমন করিয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে দেবীকে বলিতে লাগিল ॥ ২ ॥ হে বরারোহে দেবি! যে মহাত্মা মহিষাসুর দেবতাদিগকে জয় করিয়াছেন, আপনি সমস্ত দৈত্যের অধিপতি সেই নরপতিকে বরণ করুন ॥৩॥ তিনি সমস্তলক্ষণসমন্বিত মানুষরূপ ধারণ পূর্ব্বক মনোহর অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া গোপনে আপনার নিকট আগমন করিবেন ॥ ৪ ॥ শুচিস্মিতে! আপনি সেই মনোহর মহিষাসুরে আপনার মনোগত পরম ভাব স্থাপন করুন তাহা হইলে এই ত্রৈলোক্যের সমস্ত বিভব ইচ্ছানুসারে লাভ করিতে পারিবেন ॥ ৫ ॥ অয়ি চারুভাষিণি! অধিক আর কি বলিব সেই মহাবীর মহিষাসুরকে পতিত্বে বরণ করিলে, রমণীগণ যে অতুল সংসারসুখ অভিলাষ করে, তাহা আপনিই প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৬ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

জাল্ম ! ত্বং কিং বিজানাসি নারীয়ং কামমোহিতা।
মন্দবুদ্ধির্বলাত্যর্থং ভজেয়ং মহিষং শঠম্ ॥ ৭ ॥
কুলশীলগুণৈস্তুল্যং তং ভজন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
অধিকং রূপচাতুর্য্যবুদ্ধিশীলক্ষমাদিভিঃ ॥ ৮ ॥
কা নু কামাতুরা নারী ভজেচ্চ পশুরূপিণম্।
পশূনামধমং নূনং মহিষং দেবরূপিণী ॥ ৯ ॥
গচ্ছতং মহিষং তূর্ণং ভূপং বাস্কলদুর্ম্মুখৌ !।
বদতং তদ্বচো দৈত্যং গজতুল্যং বিষাণিনম্ ॥ ১০ ॥
পাতালং গচ্ছ বাভ্যেত্য সংগ্রামং কুরু বা ময়া।
রণে জাতে সহস্রাক্ষো নির্ভয়ঃ স্যাদিতি ধ্রুবম্ ॥ ১১ ॥
হত্বাহং ত্বাং গমিষ্যামি নান্যথা গমনং মম।
ইত্থং জ্ঞাত্বা সুদুর্ব্বুদ্ধে ! যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ১২ ॥
মামনির্জ্জিত্য ভূভাগে ন স্থানং তে কদাচন।
ভবিষ্যতি চতুষ্পাদ ! দিবি বা গিরিকন্দরে ॥ ১৩ ॥

জাল্মেতি। হে জাল্ম ! ত্বং কামমোহিতা নারীয়ং ভবতি ইতি কিং মাং জানাসি। যদ্‌যস্মাত্তথাবিধাহং মহিষং শঠং ভজেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

কিন্তু কুলাঙ্গনাহমস্মি। তথা চ কুলাঙ্গনানামিদং বৃত্তমস্তীত্যাহ কুলশীলগুণৈস্তুল্যমিতি। রূপচাতুর্য্যবুদ্ধ্যাদিভিরধিকমিত্যর্থঃ। স্বস্মাদ্রূপচাতুর্য্যবুদ্ধ্যাদিভিরধিকমপীত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥

গচ্ছতমিতি লোট্‌মধ্যমপুরুষদ্বিবচনান্তং তথৈব বদতমিত্যপি ॥ ১০—১৩ ॥

বাস্কল ও দুর্ম্মুখের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবী কহিলেন, রে মূঢ় ! তুই কি আমাকে কামমোহিতা বিবেচনা করিয়াছিস্ ? আমার কি বুদ্ধি ও বল নাই যে আমি সেই শঠ মহিষকে পতিরূপে ভজনা করিব ? ॥ ৭ ॥ দেখ, যে ব্যক্তি কুল, শীল ও গুণে সমতুল্য অথবা যে ব্যক্তি রূপ, চতুরতা, বুদ্ধি, শীল ও ক্ষমাদিগুণে অধিক, কুলাঙ্গনাগণ তাহাকেই ভজনা করিয়া থাকে ॥ ৮ ॥ অতএব, কোন্ দেবরূপিণী নারী কামাতুরা হইয়া পশুদিগের মধ্যে অধম পশুরূপী মহিষকে ভজনা করিবে ? ॥ ৯ ॥ অসুরযুগল ! তোমরা অবিলম্বে গজতুল্যকলেবর এবং বিষাণধারী সেই ভূপতি মহিষের সন্নিধানে গমন কর এবং তাহাকে বল যে "তুমি পাতালে প্রবেশ কর অথবা আমার সহিত আসিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও ; যুদ্ধ উপস্থিত হইলে দেবরাজ অবশ্যই নির্ভয় হইবেন সন্দেহ নাই ॥ ১০—১১ ॥ সুদুর্ব্বুদ্ধে ! আমি তোমাকে সংহার করিয়া তবে যাইব, আমার আগমন কখন বিফল হইবার নহে, অতএব ইহা বিদিত হইয়া যাহা ইচ্ছা হয় তাহা কর ॥ ১২ ॥ রে পশু ! আমাকে জয়

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তৌ তৌ তয়া দৈত্যৌ কোপাকুলিতলোচনৌ।
ধনুর্ব্বাণধরৌ বীরৌ যুদ্ধকামৌ বভূবতুঃ॥ ১৪॥
কৃত্বা সুবিপুলং নাদং দেবী সা নির্ভয়া স্থিতা।
উভৌ চ চক্রতুস্তীব্রাং বাণবৃষ্টিং কুরূদ্বহ!॥ ১৫॥
ভগবত্যপি বাণৌঘান্মুমোচ দানবৌ প্রতি।
কৃত্বাতিমধুরং নাদং দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে॥ ১৬॥
তয়োস্তু বাস্কলস্তূর্ণং সম্মুখোঽভূদ্রণাঙ্গণে।
দুর্ম্মুখঃ প্রেক্ষকস্তত্র দেবীমভিমুখঃ স্থিতঃ॥ ১৭॥
তয়োর্যুদ্ধমভূদ্ঘোরং দেবীবাস্কলয়োস্তদা।
বাণাসিপরিঘাঘাতৈর্ভয়দং মন্দচেতসাম্॥ ১৮॥
ততঃ ক্রুদ্ধা জগন্মাতা দৃষ্ট্বা তং যুদ্ধদুর্ম্মদম্।
জঘান পঞ্চভির্বাণৈঃ কর্ণাকৃষ্টৈঃ শিলাশিতৈঃ॥ ১৯॥
দানবোঽপি শরান্দেব্যাশ্চিচ্ছেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
সপ্তভিস্তাড়য়ামাস দেবীং সিংহোপরিস্থিতাম্॥ ২০॥

(ইত্যুক্তাবিতি। যুদ্ধকামৌ সংগ্রামে কৃতনিশ্চয়াবিত্যর্থঃ॥ ১৪—১৮॥
তত ইতি। অস্য যুদ্ধদুর্ম্মদত্বং দেব্যাঃ ক্রোধকারণমিতি ভাবঃ॥ ১৯—২০॥

না করিয়া কি স্বর্গ, কি ভূভাগ, কি গিরিকন্দর কোথাও তোর স্থান হইবে না ইহা নিশ্চয়ই জানিবে"॥ ১৩॥

ব্যাস বলিলেন, দেবীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে সেই বীরবর দানবযুগল কোপে রক্তলোচন হইয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইল॥ ১৪॥ হে কুরুকুলধুরন্ধর! তখন সেই দেবী ঘোরতর গর্জ্জন করিয়া নির্ভয়ে তথায় অবস্থিত রহিলেন। তৎকালে সেই দানবযুগল ভয়ঙ্কর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল॥ ১৫॥ ভগবতীও দেবগণের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত মধুর শব্দ করিয়া দানব যুগলের উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন॥ ১৬॥ তাহাদের মধ্যে বাস্কল প্রথমে অবিলম্বে রণস্থলে তাঁহার সম্মুখীন হইল, পরন্তু দুর্ম্মুখ তৎকালে প্রেক্ষক হইয়া দেবীর অভিমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিল॥ ১৭॥ তখন সেই দেবী ও বাস্কলের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল, বাণ অসি ও পরিঘের আঘাতে সেই যুদ্ধ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণের ভীতিদায়ক হইল॥ ১৮॥ অনন্তর, জগন্মাতা যুদ্ধদুর্ম্মদ বাস্কলকে অবলোকন করিয়া ক্রোধ বশতঃ শিলাশাণিত পাঁচটি শর আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তাহাকে প্রহার করিলেন॥ ১৯॥ দানবও নিশিত শরনিকরে দেবীর শর সকল ছেদন করিয়া সাতটি বাণ দ্বারা সেই সিংহ-

সাপি তং দশভিস্তীক্ষ্ণৈঃ সুপীতৈঃ সায়কৈঃ খলম্।
জঘান তচ্ছরাংশ্ছিত্ত্বা জহাস চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ২১ ॥
অর্দ্ধচন্দ্রেণ বাণেন চিচ্ছেদ চ শরাসনম্।
বাষ্কলোঽপি গদাং গৃহ্য দেবীং হন্তুমুপাযয়ৌ ॥ ২২ ॥
আগচ্ছন্তং গদাপাণিং দানবং মদগর্ব্বিতম্।
চণ্ডিকা স্বগদাপাতৈঃ পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ২৩ ॥
বাষ্কলঃ পতিতো ভূমৌ মুহূর্ত্তাদুত্থিতঃ পুনঃ।
চিক্ষেপ চ গদাং সোঽপি চণ্ডিকাং চণ্ডবিক্রমঃ ॥ ২৪ ॥
তমাগচ্ছন্তমালোক্য দেবী শূলেন বক্ষসি।
জঘান বাষ্কলং ক্রুদ্ধা পপাত চ মমার সঃ ॥ ২৫ ॥
পতিতে বাষ্কলে সৈন্যং ভগ্নং তস্য দুরাত্মনঃ।
জয়েতি চ মুদা দেবাশ্চুক্রুশুর্গগনে স্থিতাঃ ॥ ২৬ ॥
তস্মিংশ্চ নিহতে দৈত্যে দুর্ম্মুখোঽতিবলান্বিতঃ।
আজগাম রণে দেবীং ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ২৭ ॥

(বাষ্কলবাণপ্রহারানন্তরং দেবীকৃত্যমাহ সাপীতি ॥ ২১—২২ ॥
দেব্যাঃ প্রহারকৌশলমাহ আগচ্ছন্তমিতি ॥ ২৩—২৪ ॥
তমিতি। নিক্ষিপ্তাং গদাং বিফলীকৃত্য তং জঘানেত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৭ ॥)

বাহিনীকে প্রহার করিল ॥২০॥ দেবীও তাহার শর সমূহ ছেদন করিয়া দশটি সুশাণিত তীক্ষ্ণ সায়ক দ্বারা সেই খলকে প্রহার করিলেন এবং মুহুর্মুহু হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ পুনর্ব্বার অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা তাহার শরাসন ছেদন করিয়া ফেলিলেন; তখন বাষ্কল গদা লইয়া দেবীকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল ॥ ২২ ॥ সেই মদগর্ব্বিত দানব হস্তে গদা লইয়া আগমন করিতেছে ইহা দেখিয়া চণ্ডিকা স্বীয় গদাপ্রহারে তাহাকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন ॥ ২৩ ॥ প্রচণ্ডপরাক্রম বাষ্কল ভূতলে পতিত হইয়া মুহূর্ত্তকাল মধ্যে পুনর্ব্বার উত্থিত হইল এবং দেবীর উপরে গদা নিক্ষেপ করিল ॥ ২৪ ॥ দেবী তাহাকে পুনর্ব্বার আসিতে দেখিয়া সক্রোধে শূল লইয়া তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ করিলেন, বাষ্কলও সেই প্রহারে পতিত হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করিল ॥ ২৫ ॥

বাষ্কল সমরে পতিত হইলে সেই দুরাত্মার সৈন্য সকল যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল, তৎকালে দেবগণ আনন্দিত হইয়া আকাশ হইতে জয় শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ সেই দৈত্য নিহত হইলে দুর্ম্মুখ কোপসংরক্তনেত্রে অধিক সৈন্যসমভি-

তিষ্ঠ তিষ্ঠাবলে ! সোঽপি ভাষমাণঃ পুনঃ পুনঃ।
ধনুর্ব্বাণধরঃ শ্রীমান্ রথস্থঃ কবচাবৃতঃ ॥ ২৮ ॥
তমাগচ্ছন্তমালোক্য দেবী শঙ্খমবাদয়ৎ।
কোপয়ন্তী দানবং তং জ্যাঘোষঞ্চ চকার হ ॥ ২৯ ॥
সোঽপি বাণান্মুমোচাশু তীক্ষ্ণানাশীবিষোপমান্।
স্ববাণৈস্তান্মহামায়া চিচ্ছেদ চ ননাদ চ ॥ ৩০ ॥
তয়োঃ পরস্পরং যুদ্ধং বভূব তুমুলং নৃপ !।
বাণশক্তিগদাঘাতৈর্মুসলৈস্তোমরৈস্তথা ॥ ৩১ ॥
রণভূমৌ তদা জাতা রুধিরৌঘবহা নদী।
পতিতানি তদা তীরে শিরাংসি প্রবভুস্তদা ॥ ৩২ ॥
যথা সন্তরণার্থায় যমকিঙ্করনায়কৈঃ।
তুম্বীফলানি নীতানি নবশিক্ষাপরৈর্মুদা ॥ ৩৩ ॥
রণভূমিস্তদা ঘোরা বভূবাতীব দুর্গমা।
শরীরৈঃ পতিতৈর্ভূমৌ খাদ্যমানৈর্বৃকাদিভিঃ ॥ ৩৪ ॥

তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভাষমাণ ইত্যর্থঃ ॥ ২৮—৩২ ॥
যথেতি। বৈতরণীসন্তরণায়েত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥

ব্যাহারে সংগ্রাম করিবার জন্য দেবীর নিকট আগমন করিল ॥ ২৭ ॥ "অবলে ! থাক থাক" এই কথা বার বার বলিতে বলিতে সর্ব্বাঙ্গ কবচ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক শ্রীমান্ দুর্মুখ রথারোহণে দেবীর সন্নিহিত হইল ॥ ২৮ ॥ দেবী তাহাকে আসিতে দেখিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন এবং সেই দানবকে কোপান্বিত করিবার নিমিত্ত জ্যাশব্দ করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ তখন, অসুর আশীবিষসদৃশ তীক্ষ্ণ বাণসমূহ মোচন করিল ; মহামায়া স্বীয় শরনিকরে তাহা ছিন্ন করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥ নরনাথ ! তৎকালে বাণ, শক্তি, গদা, মুষল ও তোমরাদি বর্ষণ দ্বারা তাহাদের উভয়ের পরস্পর তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল ॥ ৩১ ॥ তখন রণভূমিতে রুধিরপ্রবাহিণী নদী প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহার তীরে মস্তক সকল পতিত থাকায় বোধ হইতে লাগিল, যেন নূতন সন্তরণ শিক্ষায় প্রবৃত্ত যমকিঙ্করের দলপতিরা বৈতরণী নদীতে সন্তরণ করিবার নিমিত্ত আনন্দ হৃদয়ে তুম্বীফল সকল আনয়ন করিয়াছে ॥ ৩২—৩৩ ॥ তৎকালে ঘোরতর রণভূমি অতীব দুর্গম হইল। কোথাও শরীর সকল ভূতলে পতিত রহিয়াছে, বৃক প্রভৃতি জীব সকল তাহার মাংস ভক্ষণ করিতেছে ; কোথাও শৃগাল, কুক্কুর, কঙ্ক, কাক, অয়োমুখ, গৃধ্র, শ্যেন প্রভৃতি

গোমায়ুসারমেয়াশ্চ কাকাঃ কঙ্কা অয়োমুখাঃ।
গৃধ্রাঃ শ্যেনাশ্চ খাদন্তি শরীরাণি দুরাত্মনাম্ ॥ ৩৫ ॥
ববৌ বায়ুশ্চ দুর্গন্ধো মৃতানাং দেহসঙ্গতঃ।
অভূৎ কিলকিলাশব্দঃ খগানাং পলভক্ষিণাম্ ॥ ৩৬ ॥
তদা চুকোপ দুষ্টাত্মা দুর্মুখঃ কালমোহিতঃ।
দেবীমুবাচ গর্ব্বেণ কৃত্বা চোর্দ্ধং করং শুভম্ ॥ ৩৭ ॥
গচ্ছ চণ্ডি! হনিষ্যামি ত্বামদ্যৈব সুরালিশে!।
দৈত্যং বা ভজ বামোরু! মহিষং মদগর্ব্বিতম্ ॥ ৩৮ ॥

দেব্যুবাচ।

আসন্নমরণঃ কামং প্রলপস্যদ্য মোহিতঃ।
অদ্যৈব ত্বাং হনিষ্যামি যথায়ং বাষ্কলো হতঃ ॥ ৩৯ ॥
গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা মন্দ! মরণং যদি রোচতে।
হত্বা ত্বাং বৈ বধিষ্যামি বালিশং মহিষীসুতম্ ॥ ৪০ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যা দুর্মুখো মর্ত্তুমুদ্যতঃ।
মুমোচ বাণবৃষ্টিং তু চণ্ডিকাং প্রতি দারুণম্ ॥ ৪১ ॥
সাপি তাং তরসা ছিত্বা বাণবৃষ্টিং শিতৈঃ শরৈঃ।
জঘান দানবং ক্রুদ্ধা বৃত্রং বজ্রধরো যথা ॥ ৪২ ॥

গোমায়ুঃ শৃগালঃ সারমেয়ঃ শ্বা ॥ ৩৫—৪২ ॥

মাংসভোজী পশু ও পক্ষী সকল সেই দুরাত্মাদিগের শরীর ভক্ষণ করিতেছে ॥ ৩৪—৩৫ ॥ তৎকালে সমীরণ মৃতব্যক্তিগণের দেহসংস্পর্শে দুর্গন্ধ হইয়া বহিতে লাগিল এবং মাংসভোজী পক্ষিকুলের কিলকিলা শব্দ হইতে লাগিল ॥৩৬॥ তখন দুষ্টস্বভাব দুর্মুখ কাল কর্ত্তৃক বিমোহিত হইয়া ক্রোধে দক্ষিণ কর উত্তোলিত করিয়া সগর্ব্বে দেবীকে বলিতে লাগিল ॥৩৭॥ চণ্ডিকে! তোমার দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছে তুমি এক্ষণেই পলায়ন কর নতুবা তোমাকে সংহার করিব; আর যদি তাহা না হয় তবে তুমি মদগর্ব্বিত দৈত্যবর মহিষকে ভজনা কর ॥ ৩৮ ॥

দেবী বলিলেন, ওরে দুষ্ট! আজি তোর মৃত্যু নিকট উপস্থিত সুতরাং তুই মোহিত হইয়াই প্রলাপ বলিতেছিস্, অতএব বাষ্কলের ন্যায় তোকে অদ্যই সংহার করিব ॥ ৩৯ ॥ রে মন্দ! তুই পলায়ন কর্, অথবা যদি মরণের অভিলাষ থাকে তবে থাক, অগ্রে তোকে বধ করিয়া পরে মহিষীসুত মূঢ়মতি মহিষকে বিনাশ করিব ॥ ৪০ ॥

তয়োঃ পরস্পরং যুদ্ধং সঞ্জাতং চাতিকর্কশম্‌।
ভয়দং কাতরাণাঞ্চ শূরাণাং বলবর্দ্ধনম্‌॥ ৪৩॥
দেবী চিচ্ছেদ তরসা ধনুস্তস্য করে স্থিতম্‌।
তথৈব পঞ্চভির্ব্বাণৈর্ব্বভঞ্জ রথমুত্তমম্‌॥ ৪৪॥
রথে ভগ্নে মহাবাহুঃ পদাতির্দুর্মুখস্তদা।
গদাং গৃহীত্বা দুর্ধর্ষাং জগাম চণ্ডিকাং প্রতি॥ ৪৫॥
চকার স গদাঘাতং সিংহমৌলৌ মহাবলাৎ।
ন চচাল হরিঃ স্থানাত্তাড়িতোঽপি মহাবলঃ॥ ৪৬॥
অম্বিকা তং সমালোক্য গদাপাণিং পুরঃস্থিতম্‌।
খড়্গেন শিতধারেণ শিরশ্চিচ্ছেদ মৌলিমৎ॥ ৪৭॥
ছিন্নে চ মস্তকে ভূমৌ পপাত দুর্মুখো মৃতঃ।
জয়শব্দং তদা চক্রুর্মুদিতা নির্জ্জরা ভৃশম্‌॥ ৪৮॥
তুষ্টুবুস্তাং তদা দেবীং দুর্মুখে নিহতেঽমরাঃ।
পুষ্পবৃষ্টিং তথা চক্রুর্জ্জয়শব্দং নভঃস্থিতাঃ॥ ৪৯॥

(তয়োরিতি। অতিকর্কশং অতিকঠোরমত্যন্তভয়ঙ্করমিতি যাবৎ॥ ৪৩—৪৬॥)
মৌলিমৎ কিরীটবদিত্যর্থঃ॥ ৪৭—৪৯॥

দেবীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে দুর্মুখ মরণে উদ্যত হইয়াই চণ্ডিকার উপর নিদারুণ বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল॥ ৪১॥ দেবীও তৎক্ষণাৎ তাহার বাণজাল ছিন্ন করিয়া বৃত্রাসুরের প্রতি বজ্রধরের ন্যায় শাণিত শরনিকর দ্বারা সক্রোধে দানবকে বিদ্ধ করিলেন॥ ৪২॥ তাহাদিগের পরস্পর নিদারুণ সংগ্রাম সংঘটিত হইয়া উঠিল; রাজন্‌! ঐ যুদ্ধ দর্শনে কাতর জনের ভয় এবং শূরগণের উৎসাহ হইতে লাগিল॥ ৪৩॥ তখন দেবী অবিলম্বে তাহার করস্থিত ধনুক ছেদন করিলেন এবং পাঁচটি বাণ দ্বারা তাহার উত্তম রথ ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন॥ ৪৪॥ রথ ভগ্ন হইলে মহাবাহু দুর্মুখ দুর্দ্ধর্ষ গদা লইয়া পদসঞ্চারে দেবীর অভিমুখে ধাবিত হইল॥ ৪৫॥ সে সিংহের মস্তকে বিষম বল সহকারে গদা প্রহার করিল কিন্তু মহাবল সিংহ তাড়িত হইয়াও স্থান হইতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না॥৪৬॥ অসুরকে গদা হস্তে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া অম্বিকা শিতধার খড়্গ দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন॥৪৭॥ মস্তক ছিন্ন হইলে দুর্মুখ মৃত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইল, তখন অমরবৃন্দ আনন্দিত হইয়া ঘোরতর জয় শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন॥ ৪৮॥ দুর্মুখ নিহত হইলে অমরগণ নভঃস্থলে থাকিয়া দেবীর স্তব, পুষ্পবৃষ্টি এবং জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন॥৪৯॥

ঋষয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ সবিদ্যাধরকিন্নরাঃ।
জহৃষুস্তং হতং দৃষ্ট্বা দানবং রণমস্তকে ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে বাষ্কলদুর্ম্মুখবধো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

(দুঃখদায়কদানববিনাশেন হি ঋষ্যাদীনাং হর্ষো জাত ইতি ভাবঃ ॥ ৫০ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ, বিদ্যাধরগণ এবং কিন্নরগণ সমরাঙ্গণে সেই দানবকে নিহত দেখিয়া অতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন ॥ ৫০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে বাষ্কল ও দুর্মুখ বধ নামক
ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

দুর্ম্মুখং নিহতং শ্রুত্বা মহিষঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ।
উবাচ দানবান্ সর্ব্বান্ কিং জাতমিতি চাসকৃৎ ॥ ১ ॥
নিহতৌ দানবৌ শূরৌ রণে দুর্ম্মুখবাস্কলৌ ।
তন্ব্যা তৎপরমাশ্চর্য্যং পশ্যন্তু দৈবচেষ্টিতম্ ॥ ২ ॥
কালো হি বলবান্ কর্ত্তা সততং সুখদুঃখয়োঃ ।
নরাণাং পরতন্ত্রাণাং পুণ্যপাপানুযোগতঃ ॥ ৩ ॥
নিহতৌ দানবশ্রেষ্ঠৌ কিং কর্ত্তব্যমতঃপরম্ ।
ব্রুবন্তু মিলিতাঃ সর্ব্বে যদ্‌যুক্তং কার্য্যসঙ্কটে ॥ ৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

এবং ব্রুবতি রাজেন্দ্র ! মহিষেঽতিবলান্বিতে ।
চিক্ষুরাখ্যস্তু সেনানীস্তমুবাচ মহারথঃ ॥ ৫ ॥
রাজন্নহং হনিষ্যামি কা চিন্তা স্ত্রীবিহিংসনে ।
ইত্যুক্ত্বা স্ববলৈর্যুক্তঃ প্রযযৌ রথসংযুতঃ ॥ ৬ ॥

ষট্‌পঞ্চাশমহাপদ্যোর্দ্দৈত্যৌ তৌ তাম্রচিক্ষুরৌ ।
ম.হামৃধে হতৌ দেব্যা কথেয়ং সমুদীর্য্যতে ॥
দুর্ম্মুখবধোত্তরং জাতং বৃত্তমাহ দুর্ম্মুখমিতি ॥ ১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহিষাসুর দুর্ম্মুখের নিধন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অন্ধ হইল এবং দানবদিগকে "এ কি হইল ! এ কি হইল !" এইরূপ বাক্য বারংবার বলিতে লাগিল ॥ ১ । হায় ! সেই ক্ষীণাঙ্গী রমণী দানববীর দুর্ম্মুখ ও বাস্কলকে সমরে নিহত করিয়াছে, অসুরগণ ! এক্ষণে এই পরম আশ্চর্য্যকর দৈবকার্য্য অবলোকন কর ॥ ২ ॥ পুণ্য ও পাপে[র] যোগানুসারে মানবগণ পরাধীন, সুতরাং বলবান্ কাল তদনুসারেই তাহাদের সুখ ও দুঃখের বিধান করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ দুই জন প্রধান দানব নিহত হইয়াছে, অতঃপ[র] আমাদিগের কি করা উচিত ? এই বিষম বিপদ্‌কালে যাহা যুক্তিযুক্ত হয় তোমরা সকলে মিলিত হইয়া তাহাই বল ? ॥ ৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র ! সেই বলশালী মহিষ এই কথা বলিলে পর তাহার সেনাপতি মহারথ চিক্ষুরাখ্য তাহাকে বলিল ॥ ৫ ॥ রাজন্ ! একটী অবলার প্রাণ বিনাশের নিমিত্ত

দ্বিতীয়ং পার্ষ্ণিরক্ষস্তু কৃত্বা তাম্রং মহাবলম্।
মহতা সৈন্যঘোষেণ পূরয়ন্ গগনং দিশঃ ॥ ৭ ॥
তমাগচ্ছন্তমালোক্য দেবী ভগবতী শিবা।
চকার শঙ্খজ্যাঘোষং ঘণ্টানাদং মহাদ্ভুতম্ ॥ ৮ ॥
তত্রসুস্তেন শব্দেন তে চ সর্ব্বে সুরারয়ঃ।
কিমেতদিতি ভাষন্তো দুদ্রুবুর্ভয়কম্পিতাঃ ॥ ৯ ॥
চিক্ষুরাখ্যস্তু তান্ দৃষ্ট্বা পলায়নপরায়ণান্।
উবাচাতীব সংক্রুদ্ধঃ কিং ভয়ং বঃ সমাগতম্ ॥ ১০ ॥
অদ্যৈবাহং হনিষ্যামি বাণৈর্ব্বালাং মদোন্মতাম্।
তিষ্ঠন্ত্বত্র ভয়ং ত্যক্ত্বা দৈত্যাঃ সমরমূর্দ্ধনি ॥ ১১ ॥
ইত্যুক্ত্বা দানবশ্রেষ্ঠশ্চাপপাণির্ব্বলান্বিতঃ।
আগত্য সঙ্গরে দেবীমিত্যুবাচ গতব্যথঃ ॥ ১২ ॥
কিং গর্জ্জসি বিশালাক্ষি ! ভীষয়ন্ কাতরান্নরান্।
নাহং বিভেমি তন্বঙ্গি ! শ্রুত্বা তেঽদ্য বিচেষ্টিতম্ ॥ ১৩ ॥
স্ত্রীবধে দূষণং জ্ঞাত্বা তথৈবাকীর্ত্তিসম্ভবম্।
উপেক্ষাং কুরুতে চিত্তং মদীয়ং রামলোচনে ! ॥ ১৪ ॥

দৈবচেষ্টিতং প্রারব্ধচেষ্টিতমিত্যর্থঃ ॥ ২—১৫ ॥

আপনার কি চিন্তা ? আমিই তাহাকে নিহত করিব ; এই বলিয়া সে স্বীয় সেনাসমভিব্যাহারে রথারোহণে সমরাভিমুখে প্রস্থান করিল ॥ ৬ ॥ মহাবল তাম্র তাহার পার্ষ্ণি রক্ষক হইয়া সহচর হইল ; তখন তাহার মহাসৈন্যের কোলাহলে গগন ও দিক্ সকল পরিপূর্ণ হইল ॥৭॥ মঙ্গলদায়িনী দেবী ভগবতী তাহাকে আগমন করিতে দেখিয়া অতিশয় অদ্ভুত শঙ্খধ্বনি জ্যাশব্দ এবং ঘণ্টানাদ করিলেন ॥ ৮ ॥ সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া সমস্ত সুরারিগণ ভয়ে ত্রস্ত হইল এবং এ কি ! এই কথা বলিতে বলিতে ভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল ॥৯॥ তখন, চিক্ষুরাখ্য তাহাদিগকে পলায়মান দেখিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিল, দানবগণ ! এক্ষণে তোমাদিগের কি ভয় উপস্থিত হইয়াছে ? সমর মধ্যে শরনিকর দ্বারা এই মদোন্মত্তা কামিনীকে অদ্যই নিহত করিব, অতএব তোমরা ভয় পরিহার পূর্ব্বক সমরে স্থির হইয়া থাক ॥১০-১১॥ এই বলিয়া দানববর চিক্ষুর ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক সেনাসমভিব্যাহারে সমরে আগমন করিল এবং নিঃশঙ্ক হইয়া দেবীকে বলিল, হে বিশাললোচনে ! দুর্ব্বল নরদিগকে ভীত করিবার নিমিত্ত কি জন্য গর্জ্জন করিতেছ ? কৃশাঙ্গি ! তোমার কার্য্যকলাপ শ্রবণ করিয়াছি কিন্তু তাহাতে আমি ভীত নহি ॥ ১২—১৩ ॥ বামলোচনে ! স্ত্রীবধ করিলে দোষ

স্ত্রীণাং যুদ্ধং কটাক্ষৈশ্চ তথা হাবৈশ্চ সুন্দরি!।
ন শস্ত্রৈর্ব্বিহিতং কাপি ত্বাদৃশীনাং কদাচন ॥ ১৫ ॥
পুষ্পৈরপি ন যোদ্ধব্যং কিং পুনর্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
ভবাদৃশীনাং দেহেষু দুনোতি মালতীদলম্ ॥ ১৬ ॥
ধিগ্ জন্ম মানুষে লোকে ক্ষাত্রধর্ম্মানুজীবিনাম্।
লালিতোঽয়ং প্রিয়ো দেহঃ কৃন্তনীয়ঃ শিতৈঃ শরৈঃ ॥ ১৭ ॥
তৈলাভ্যঙ্গৈঃ পুষ্পবাতৈস্তথা মিষ্টান্নভোজনৈঃ।
পোষিতোঽয়ং প্রিয়ো দেহো ঘাতনীয়ঃ পরেষুভিঃ ॥ ১৮ ॥
দেহং ছিত্ত্বাসিধারাভির্ধনভৃজ্জায়তে নরঃ।
ধিগ্ধনং দুঃখদং পূর্ব্বং পশ্চাৎ কিং সুখদং ভবেৎ ॥ ১৯ ॥
ত্বমপ্যজ্ঞৈব বামোরু! যুদ্ধমাকাঙ্ক্ষসে যতঃ।
সুখং সম্ভোগজং ত্যক্ত্বা কং গুণং বেৎসি সঙ্গরে ॥ ২০ ॥
খড়্গপাতং গদাঘাতং ভেদনঞ্চ শিলীমুখৈঃ।
মরণান্তে তু সংস্কারো গোমায়ুমুখকর্ষণম্ ॥ ২১ ॥

দুনোতি খেদয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥
নমু যুদ্ধে ক্ষত্রিয়া যশঃ প্রাপ্নুবন্তি তদ্বদহমপি প্রাপ্স্যামীতি চেত্তেষামপি ধিক্কার এবাস্তী-ত্যাহ ধিগ্ জন্মেতি। যেষাং ধর্ম্মো লালিতোঽয়ং প্রিয়ো দেহঃ কৃন্তনীয় ইতি ॥ ১৭ ॥
তদেব স্পষ্টয়তি তৈলাভ্যঙ্গৈরিতি ॥ ১৮—২০ ॥

এবং অকীর্ত্তি হয় ইহা আমি জ্ঞাত আছি সুতরাং আমার চিত্ত স্ত্রীবধে উপেক্ষা করি-তেছে ॥ ১৪ ॥ সুন্দরি! কটাক্ষবিক্ষেপ ও হাব দ্বারাই স্ত্রীদিগের যুদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু তোমার ন্যায় স্ত্রীগণের শস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ কোন কালে কোথাও বিহিত হয় নাই ॥ ১৫ ॥ ভবাদৃশ সুন্দরী স্ত্রীগণের শরীরে মালতীদলও পীড়া প্রদান করে, অতএব নিশিত শরের কথা দূরে থাকুক পুষ্প দ্বারাও তোমাদের সহিত সংগ্রাম করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ১৬ ॥ যাহারা ক্ষাত্রধর্ম্ম অনুসারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে মনুষ্যলোকে তাহাদের জন্মগ্রহণে ধিক্। হায়! সযত্নে লালিত এই প্রিয় দেহ যে ধর্ম্ম দ্বারা শিত-শরনিকরে ছিন্ন হয়, কোন্ ব্যক্তি সেই ধর্ম্মের প্রশংসা করিতে পারেন? ॥ ১৭ ॥ মিষ্টান্নভোজন, তৈলমর্দ্দন এবং পুষ্প-গন্ধি বায়ুসেবন দ্বারা এই প্রিয় দেহ প্রতিপালিত হইয়াছে, অতএব ইহা কি কখন শত্রুর শর দ্বারা নষ্ট করা উচিত? ॥ ১৮ ॥ নরগণ অসির দ্বারা দেহ ছিন্ন করিয়া পরে ধনবান্ হয়; অতএব, প্রথমত যে ধন দুঃখের মূল সে কি পরে কখন সুখ দিতে সমর্থ হয়? যদি তাহাও হয় তথাপি সে ধনে ধিক্! ॥ ১৯ ॥ বামোরু! তোমাকে জ্ঞানহীনা বলিয়া বোধ হইতেছে,

তস্যৈব কবিভির্ধূর্ত্তৈঃ কৃতং চাতীব শংসনম্।
রণে মৃতানাং স্বঃপ্রাপ্তিরর্থবাদোঽস্তি কেবলঃ ॥ ২২ ॥
তস্মাদ্গচ্ছ বরারোহে ! যত্র তে রমতে মনঃ।
ভজ বা ভূপতিং নাথং হয়ারিং সুরমর্দ্দনম্ ॥ ২৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং ব্রুবাণং তং দৈত্যং প্রোবাচ জগদম্বিকা।
কিং মৃষা ভাষসে মূঢ় ! বুদ্ধিমানিব পণ্ডিতঃ ॥ ২৪ ॥
নীতিশাস্ত্রং ন জানাসি বিদ্যাং চান্বীক্ষিকীং তথা।
ন সেবিতাস্ত্বয়া বৃদ্ধা ন ধর্ম্মে মতিরস্তি তে ॥ ২৫ ॥
মূর্খসেবাপরো যস্মাত্তস্মাত্ত্বং মূর্খ এব হি।
রাজধর্ম্মং ন জানাসি কিং ব্রবীষি মমাগ্রতঃ ॥ ২৬ ॥
সংগ্রামে মহিষং হত্বা কৃত্বা রুধিরকর্দ্দমম্।
যশঃস্তম্ভং স্থিরং কৃত্বা গমিষ্যামি যথাসুখম্ ॥ ২৭ ॥
দেবানাং দুঃখদাতারং দানবং মদগর্ব্বিতম্।
হনিষ্যেঽহং দুরাচারং যুদ্ধং কুরু স্থিরো ভব ॥ ২৮ ॥

প্রত্যুত দুর্গুণা এব রণে সন্তীত্যাহ খড়্গাপাতমিতি ॥ ২১ ॥

যেহেতু সম্ভোগজনিত সুখ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধের অভিলাষ করিতেছ; সুন্দরি ! তুমি সমরে কি গুণ দেখিয়া এরূপ অভিলাষ করিতেছ ? ॥ ২০ ॥ যে যুদ্ধে খড়্গাপাত গদাঘাত ও শিলীমুখ অস্ত্র প্রহারে শরীর ছিন্ন ভিন্ন হয় আর যাহাতে মৃত্যু হইলে পর গোমায়ুগণ মুখ দ্বারা আকর্ষণ করিয়া সংস্কার করে তাহাতে কি গুণ দেখিতে পাইতেছ ? ॥২১॥ ধূর্ত্ত কবিগণই কেবল ইহার অতিশয় প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাহারা বলেন মৃত নরগণের স্বর্গলাভ হয়, সুন্দরি ! এই উক্তি কেবল স্তুতিবাদ মাত্র সন্দেহ নাই ॥ ২২ ॥ অতএব, বরারোহে ! তোমার যেখানে অভিলাষ হয় সেই স্থানে গমন কর অথবা সুরমর্দ্দন নৃপতি মহিষকে স্বামীরূপে ভজনা কর ॥ ২৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! চিক্ষুর দানব এইরূপ বলিলে পর জগদম্বিকা তাহাকে বলিলেন, রে মূঢ় ! বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতের ন্যায় কি বৃথা বাক্যব্যয় করিতেছিস্ ॥ ২৪ ॥ তুই নীতিশাস্ত্র অথবা আন্বীক্ষিকী বিদ্যা জানিস্ না, তুই বৃদ্ধগণের সেবাও করিস্ নাই, তোর ধর্ম্মেও মতি নাই, তুই মূর্খের সেবা করিয়া থাকিস্ সুতরাং তুইও নিতান্ত মূর্খ, তুই রাজধর্ম্ম জানিস্ না তথাপি আমার নিকটে কি বলিতেছিস্ ॥ ২৫—২৬ ॥ আমি সমরে মহিষাসুরকে নিহত করিব, তাহার রক্তে ধরণীকে কর্দ্দমযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা যশস্তম্ভ সুদৃঢ় করত সুখে

জীবিতেচ্ছাস্তি চেৎ মূঢ়! মহিষস্য তথা তব।
তদা গচ্ছন্তু পাতালং দানবাঃ সর্ব্ব এব তে ॥ ২৯ ॥
মুমূর্ষা যদি বশ্চিত্তে যুদ্ধং কুর্ব্বন্তু সত্বরাঃ।
সর্ব্বানেব বধিষ্যামি নিশ্চয়োঽয়ং মমাধুনা ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যা দানবো বলদর্পিতঃ।
মুমোচ বাণবৃষ্টিং তাং ঘনবৃষ্টিমিবাপরাম্ ॥ ৩১ ॥
চিচ্ছেদ তস্য সা বাণান্ স্ববাণৈর্নিশিতৈস্তদা।
জঘান তং তথাঘোরৈরাশীবিষসমৈঃ শরৈঃ ॥ ৩২ ॥
যুদ্ধং পরস্পরং তত্র বভূব বিস্ময়প্রদম্।
গদয়া পাতয়ামাস তং রথাজ্জগদম্বিকা ॥ ৩৩ ॥
মূর্চ্ছাং প্রাপ স দুষ্টাত্মা গদয়াভিহতো ভৃশম্।
মুহূর্ত্তদ্বয়মাত্রস্তু রথোপস্থ ইবাচলঃ ॥ ৩৪ ॥
তং তথা মূর্চ্ছিতং দৃষ্ট্বা তাম্রঃ পরবলার্দ্দনঃ।
আজগাম রণে যোদ্ধুং চণ্ডিকাং প্রতি চাপলাৎ ॥ ৩৫ ॥

নন্বেতর্হি দুর্গুণবতো রণস্য কিমর্থং কবিভিঃ প্রশংসনং কৃতমিতি চেদ্ধূর্ত্তকবিভিস্তৎকৃতমপ্রামাণিকমেবেত্যাহ তস্যৈবেতি ॥ ২২—৩২ ॥
রথাৎ চিক্ষুররথাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

স্বস্থানে গমন করিব ॥ ২৭ ॥ আমি দেবগণের ক্লেশদাতা দুরাচার মদগর্ব্বিত সেই দানবকে নিশ্চয়ই নিহত করিব তুই স্থির হইয়া যুদ্ধ কর ॥ ২৮ ॥ রে মূঢ়! তোর আর মহিষের যদি জীবন ধারণের ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সমস্ত দানবগণের সহিত মিলিত হইয়া পাতালে গমন কর্ ॥ ২৯ ॥ আর যদি তোদের চিত্তে মৃত্যুবাসনা থাকে তবে সত্বর যুদ্ধ কর্, আমি এখনি সকলকেই বধ করিব ইহাই আমার স্থির নিশ্চয় জানিবে ॥ ৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! দেবীর সেই বাক্য শ্রবণে বলদর্পিত দানব তৎক্ষণাৎ তাঁহার উপর দ্বিতীয় ঘনবৃষ্টির ন্যায় বাণবৃষ্টি করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥ তখন দেবী নিশিত শরনিকরে তাহার বাণ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া আশীবিষসদৃশ ঘোরতর শর দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন ॥৩২॥ তৎকালে তাহাদের পরস্পর সংগ্রাম জনসাধারণের বিস্ময়কর হইয়া উঠিল; ইত্যবসরে জগদম্বিকা গদা প্রহার দ্বারা রথ হইতে তাহাকে নিপাতিত করিলেন ॥ ৩৩ ॥ তখন, সেই দুষ্টস্বভাব গদা দ্বারা তাড়িত হইয়াও অচলের ন্যায় রথসমীপে দুই মুহূর্ত্ত মাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত রহিল ॥ ৩৪ ॥ শত্রুবিমর্দ্দন তাম্র তাহার তদবস্থা অবলোকন করিয়া

আগচ্ছন্তন্তু তং বীক্ষ্য হসন্তী প্রাহ চণ্ডিকা।
এহ্যেহি দানবশ্রেষ্ঠ! যমলোকং নয়াম্যহম্ ॥ ৩৬ ॥
কিং ভবদ্ভিঃ সমায়াতৈরবলৈশ্চ গতায়ুষৈঃ।
মহিষঃ কিং গৃহে মূঢ়ঃ করোতি জীবনোদ্যমম্ ॥ ৩৭ ॥
কিং ভবদ্ভির্হতৈর্মন্দৈর্মমাপি বিফলঃ শ্রমঃ।
অহতে মহিষে পাপে সুরশত্রৌ দুরাত্মনি ॥ ৩৮ ॥
তস্মাদ্‌যূয়ং গৃহং গত্বা মহিষং প্রেষয়ন্ত্বিহ।
পশ্যেন্মাং সোঽপি মন্দাত্মা যাদৃশীং তাদৃশীং স্থিতাম্ ॥ ৩৯ ॥
তাম্রস্তদ্বচনং শ্রুত্বা বাণবৃষ্টিং চকার হ।
চণ্ডিকাং প্রতি কোপেন কর্ণাকৃষ্টশরাসনঃ ॥ ৪০ ॥
ভগবত্যপি তাম্রাক্ষী সমাকৃষ্য শরাসনম্।
বাণান্মুমোচ তরসা হন্তুকামা সুরাহিতম্ ॥ ৪১ ॥
চিক্ষুরাখ্যোঽপি বলবান্ মূর্চ্ছাং ত্যক্ত্বোত্থিতঃ পুনঃ।
গৃহীত্বা সশরং চাপং তস্থৌ তৎ-সম্মুখঃ ক্ষণাৎ ॥ ৪২ ॥
চিক্ষুরাখ্যশ্চ তাম্রশ্চ দ্বাবপ্যতিবলোৎকটৌ।
যুযুধাতে মহাবীরৌ সহ দেব্যা রণাঙ্গণে ॥ ৪৩ ॥

রথোপস্থে রথসমীপে ॥ ৩৪—৩৬ ॥

চাপল্যবশত সংগ্রাম করিতে চণ্ডিকার নিকট আগমন করিল ॥ ৩৫ ॥ দেবী চণ্ডিকা তাহাকে আসিতে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, দানবশ্রেষ্ঠ! এস এস, তোমাকে এক্ষণেই যমলোকে প্রেরণ করিতেছি ॥ ৩৬ ॥ অথবা তোমাদের আসিবার প্রয়োজন কি? তোমরা এমনই দুর্ব্বল যে তোমাদের জীবন নাই বলিলেই হয়; সেই মূঢ় মহিষ কি এক্ষণে গৃহে থাকিয়া জীবনের উপায় করিতেছে? ॥ ৩৭ ॥ তোমরা নিতান্ত দুর্ব্বল সুতরাং তোমাদিগকে বিনাশ করিলে আমার ফল কি? সেই দুষ্টস্বভাব সুরশত্রু পাপমতি মহিষ নিহত না হইলে আমার সকল পরিশ্রমই বিফল হইবে ॥ ৩৮ ॥ অতএব, তোমরা গৃহে গিয়া তোমাদের রাজা মহিষকে এইস্থলে প্রেরণ কর; সেই দুষ্টস্বভাবও আমাকে যেরূপে দেখিতে বাসনা করে, আমিও সেই রূপেই অবস্থিতি করিতেছি ॥ ৩৯ ॥

তাম্র তাঁহার বাক্য শ্রবণে কুপিত হইয়া শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া চণ্ডিকার উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল ॥৪০॥ ভগবতীও ক্রোধে লোচন রক্তবর্ণ করিয়া শরাসন আকর্ষণ করিলেন এবং সুরশত্রুকে সংহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া সত্বর বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥৪১॥ ইত্যবসরে বলবান্ চিক্ষুরাখ্য মূর্চ্ছা ত্যাগ করিয়া উত্থিত হইল এবং ক্ষণমাত্রেই

কুপিতা চ মহামায়া ববর্ষ শরসন্ততিম্।
চকার দানবান্ সর্ব্বান্ বাণক্ষততনুচ্ছদান্ ॥ ৪৪ ॥
অসুরাঃ ক্রোধসংমূঢ়া বভূবুঃ শরতাড়িতাঃ।
চিক্ষিপুঃ শরজালানি দেবীং প্রতি রুষান্বিতাঃ ॥ ৪৫ ॥
বভুস্তে রাক্ষসাস্তত্র কিংশুকা ইব পুষ্পিণঃ।
শিলীমুখক্ষতাঃ সর্ব্বে বসন্তে চ বনে রণে ॥ ৪৬ ॥
বভূব তুমুলং যুদ্ধং তাম্রেণ সহ সংযুগে।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্দ্দেবা যে প্রেক্ষকাঃ স্থিতাঃ ॥ ৪৭ ॥
তাম্রো মুসলমাদায় লোহজং দারুণং দৃঢ়ম্।
জঘান মস্তকে সিংহং জহাস চ ননর্দ্দ চ ॥ ৪৮ ॥
নর্দ্দমানং তদা তস্তু দৃষ্ট্বা দেবী রুষান্বিতা।
খড়্গেন শিতধারেণ শিরশ্চিচ্ছেদ সত্বরা ॥ ৪৯ ॥
ছিন্নে শিরসি তাম্রস্তু বিশীর্ষো মুসলী বলী।
বভ্রাম ক্ষণমাত্রন্তু পপাত রণমস্তকে ॥ ৫০ ॥
পতিতং তাম্রমালোক্য চিক্ষুরাখ্যো মহাবলঃ।
খড়্গমাদায় তরসা দুদ্রাব চণ্ডিকাং প্রতি ॥ ৫১ ॥

কিং ভবদ্ভিরিতি। ভবদ্ভিরাগতৈঃ কিং ফলং ভবতাং পতিরেব কুতো নায়াতি। স মহিষো গৃহে স্থিত্বা কিং জীবনোদ্যমং করোতি ॥ ৩৭—৪৫ ॥

পুনর্ব্বার কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া দেবীর সম্মুখে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥ মহাবীর চিক্ষুরাখ্য ও তাম্র উভয়েই অতিশয় উগ্রভাবে দেবীর সহিত রণস্থলে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪৩ ॥ তখন মহামায়া কুপিত হইয়া অবিচ্ছেদে এরূপ শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, সেই শরনিকরে সমস্ত দানবদিগের বর্ম্ম সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল ॥ ৪৪ ॥ সেই শর-বিদ্ধ অসুরগণ কোপে একান্ত বিমোহিত হইয়া সরোষে দেবীর উপর বাণজাল নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥ বসন্তকালে পুষ্পিত কিংশুক যেমন বনস্থলে শোভা পায়, শিলীমুখ দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হইয়া দানবগণ রণস্থলে তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥ তখন তাম্রের সহিত ভগবতীর এরূপ তুমুল যুদ্ধ হইল যে, দর্শকভাবে অবস্থিত দেবতারাও সাতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥ ৪৭ ॥ তাম্র লৌহময় সুদৃঢ় দারুণ মুষল লইয়া সিংহের মস্তকে প্রহার করিয়া হাস্য ও গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥ তাহাকে গর্জ্জন করিতে দেখিয়া দেবী কুপিত হইয়া শিতধার-খড়্গ দ্বারা সত্বর তাহার মস্তক ছেদন করিলেন ॥ ৪৯ ॥ মস্তক ছিন্ন হইলে বলবান্ তাম্র মস্তকবিহীন হইয়াও ক্ষণকাল মুষল ধারণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়া রণস্থলে পতিত

ভগবত্যপি তং দৃষ্ট্বা খড়্গপাণিমুপাগতম্।
দানবং পঞ্চভির্ব্বাণৈর্জঘান তরসা রণে ॥ ৫২ ॥
একেন পাতিতং খড়্গং দ্বিতীয়েন তু তৎকরঃ।
কণ্ঠাচ্চ মস্তকং তস্য কৃন্তিতং চাপরৈঃ শরৈঃ ॥ ৫৩ ॥
এবং তৌ নিহতৌ ক্রূরৌ রাক্ষসৌ রণদুর্ম্মদৌ।
ভগ্নং সৈন্যং তয়োস্তূর্ণং দিক্ষু সন্ত্রস্তমানসম্ ॥ ৫৪ ॥
দেবাশ্চ মুদিতাঃ সর্ব্বে দৃষ্ট্বা তৌ নিহতৌ রণে।
পুষ্পবৃষ্টিং মুদা চক্রুর্জ্জয়শব্দং নভঃস্থিতাঃ ॥ ৫৫ ॥
ঋষয়ো দেবগন্ধর্ব্বা বৈতালাঃ সিদ্ধচারণাঃ।
ঊচুস্তে জয় দেবীতি চাম্বিকেতি পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে তাম্রচিক্ষুরাখ্যাসুরবধো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

বসন্তে কিংশুকা ইব রণে রাক্ষসা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৬—৫২ ॥
পঞ্চবাণানাং বিভাগমাহ একেনেতি। অপরৈঃ শরৈরবশিষ্টৈস্ত্রিভিরিত্যর্থঃ ॥ ৫৩—৫৬ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

হইল ॥ ৫০ ॥ মহাবল চিক্ষুরাখ্য তাম্রকে পতিত দেখিবামাত্র তৎক্ষণাৎ খড়্গ লইয়া চণ্ডিকার অভিমুখে ধাবিত হইল ॥ ৫১ ॥ চিক্ষুরাখ্য খড়্গপাণি হইয়া সমীপে আসিলে ভগবতী তদ্দর্শনে সত্বর পাঁচটী বাণ দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন ॥ ৫২ ॥ একটি শরে তাহার খড়্গ দ্বিতীয় শরে তাহার হস্ত পাতিত করিয়া অবশিষ্ট শর দ্বারা তাহার কণ্ঠ হইতে মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৩ ॥ রণদুর্ম্মদ ক্রূর সেই অসুর দ্বয় এইরূপে নিহত হইলে তাহাদের সৈন্যগণ ভীত হইয়া অবিলম্বে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল ॥ ৫৪ ॥ তখন দেবগণ সমরে তাহাদের পতন দর্শনে আনন্দিত হইলেন এবং আকাশ হইতে সহর্ষে পুষ্প বর্ষণ করত জয়-শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥ এদিকে ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, বেতালগণ, সিদ্ধগণ ও চারণগণ আনন্দিত হইয়া, অম্বিকে! তোমার জয় হউক দেবি! তোমার জয় হউক, এই বাক্য বারংবার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে তাম্র ও চিক্ষুরের বধবিষয়ক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পরলোকস্য সন্দেহো যদি তেঽস্তি কৃশোদরি ! ।
স্বর্গভোগপরা নিত্যং ভব ভামিনি ! ভূতলে ॥ ১৩ ॥
অনিত্যং যৌবনং দেহে জ্ঞাত্বেতি সুকৃতং চরেৎ ।
পরোপতাপনং কার্য্যং বর্জ্জনীয়ং সদা বুধৈঃ ॥ ১৪ ॥
অবিরোধেন কর্ত্তব্যং ধর্ম্মার্থকামসেবনম্‌ ।
তস্মাত্ত্বমপি কল্যাণি ! মতিং ধর্ম্মে সদা কুরু ॥ ১৫ ॥
অপরাধং বিনা দৈত্যান্‌ কস্মান্মারয়সেঽম্বিকে ! ।
দয়াধর্ম্মোঽস্য দেহোঽস্তি সত্যে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৬ ॥
তস্মাদ্দয়া তথা সত্যং রক্ষণীয়ং সদা বুধৈঃ ।
কারণং বদ সুশ্রোণি ! দানবানাং বধে তব ॥ ১৭ ॥

দেব্যুবাচ ।

ত্বয়া পৃষ্টং মহাবাহো ! কিমর্থমিহ চাগতা ।
তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি হননে চ প্রয়োজনম্‌ ॥ ১৮ ॥

ননু মম ন বৈদান্তিকমতং নাপি সৌগতং কিন্তু মীমাংসকমতম্‌। তথা চ তন্মতে পরলোকস্য সত্ত্বাৎ যুদ্ধং পরলোকপ্রাপ্ত্যর্থমাবশ্যকমিতি চেত্তত্রাহ পরলোকস্যেতি। তন্মতে স্বর্গসুখস্য সর্ব্বোত্তমত্বাত্তৎপ্রাপ্ত্যর্থং কর্ম্মাদিকং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ১৩—১৫ ॥

দয়াধর্ম্মোঽস্যেতি। অস্য পুরুষস্য দেহো দয়াধর্ম্মো দয়ৈব ধর্ম্মো যস্য স দয়াধর্ম্মস্তথাস্তি। অথ চাস্য পুরুষস্য প্রাণাঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতাঃ সত্যেনৈব প্রাণানাং রক্ষণাৎ ॥ ১৬ ॥

তাঁহারা এই বিনাশশীল সম্ভোগসুখকেই ত্যাগ করিয়া থাকেন ॥১০—১১॥ বরাননে ! যদি আপনি সুগতদিগের ন্যায় পরলোক নাই এই মতই স্বীকার করেন, তাহা হইলেও যুদ্ধ পরিত্যাগ করত ইহলোকে যৌবন লাভ করিয়া উত্তম উত্তম ভোগ্যবস্তু সকল উপভোগ করুন ॥ ১২ ॥ কৃশোদরি ! যদি আপনার পরলোকে সন্দেহ থাকে তাহা হইলেও যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনি এই ভূতলেই নিয়ত স্বর্গভোগের প্রতিপাদক কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করুন ॥ ১৩ ॥ কারণ, যৌবন অনিত্য ইহা অবগত হইয়া সততই পুণ্যকার্য্য করা এবং পরপীড়ন পরিত্যাগ করা বুধগণের একান্ত কর্ত্তব্য এবং এইরূপে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের পরস্পর অবিরোধভাবে তৎসমুদায়ের সেবা করা একান্তই বিধেয় ; অতএব, কল্যাণি ! আপনিও সর্ব্বদা ধর্ম্মে মতি করুন ॥ ১৪—১৫ ॥ হে অম্বিকে ! বিনা অপরাধে দৈত্যদিগকে কি নিমিত্ত সংহার করিতেছেন ? কারণ, এই পুরুষের দেহে দয়ারূপ ধর্ম্ম বিদ্যমান, আর প্রাণ সকলও সত্যে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ সত্য দ্বারা রক্ষণীয়, অতএব দয়া ও সত্য বুধগণের সততই রক্ষা করা উচিত। হে সুশ্রোণি ! দানবদিগের বধে তোমার প্রয়োজন কি, তাহা আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন ॥ ১৬—১৭ ॥

বিচরামি সদা দৈত্য ! সর্ব্বলোকেষু সর্ব্বদা ।
ন্যায়ান্যায়ৌ চ ভূতানাং পশ্যন্তী সাক্ষিরূপিণী ॥ ১৯ ॥
ন মে কদাপি ভোগেচ্ছা ন লোভো ন চ বৈরিতা ।
ধর্ম্মার্থং বিচরাম্যত্র সংসারে সাধুরক্ষণম্ ॥ ২০ ॥
ব্রতমেতত্তু নিয়তং পালয়ামি নিজং সদা ।
সাধুনাং রক্ষণং কার্য্যং হন্তব্যা যেঽপ্যসাধবঃ ॥ ২১ ॥
বেদসংরক্ষণং কার্য্যমবতারৈরনেকশঃ ।
যুগে যুগেঽতএবাহমবতারান্ বিভর্ম্মি চ ॥ ২২ ॥
মহিষস্তু দুরাচারো দেবান্ বৈ হন্তুমুদ্যতঃ ।
জ্ঞাত্বাহং তদ্বধার্থং ভো প্রাপ্তাস্মি রাক্ষসাধুনা ॥ ২৩ ॥
তং হনিষ্যে দুরাচারং সুরশত্রুং মহাবলম্ ।
গচ্ছ বা তিষ্ঠ কামং ত্বং সত্যমেতদুদাহৃতম্ ॥ ২৪ ॥
ব্রূহি বা তং দুরাত্মানং রাজানং মহিষীসুতম্ ।
কিমন্যান্ প্রেষয়স্যত্র স্বয়ং যুদ্ধং কুরুষ্ব হ ॥ ২৫ ॥

তস্মাদ্দয়া সত্যঞ্চ রক্ষণীয়মিত্যাহ তস্মাদিতি ॥ ১৭—১৮ ॥
যতঃ সাক্ষিরূপিণী তত ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥
সাধুরক্ষণমিত্যেতদুত্তরান্বয়ি ॥ ২০—২৮ ॥

দেবী কহিলেন, মহাবাহো ! তুমি জিজ্ঞাসা করিলে যে, আমার এখানে আসিবার প্রয়োজন কি ? বীরবর ! আমার এস্থলে আসিবার এবং দৈত্যসংহারের কি প্রয়োজন তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১৮ ॥ দৈত্যবর ! আমি সাক্ষিরূপিণী হইয়া জীবগণের ন্যায় ও অন্যায় সর্ব্বদা দর্শন পূর্ব্বক সমস্ত লোক মধ্যে নিয়ত বিচরণ করিয়া থাকি ॥ ১৯ ॥ আমার কখন ভোগ ইচ্ছা নাই, অথবা কোন বিষয়ে লোভ নাই এবং কাহারও সহিত বৈরিতাও নাই, কেবল ধর্ম্মের রক্ষার নিমিত্ত এই সংসারে বিচরণ করিয়া থাকি । সাধুদিগের রক্ষা করাই আমার ব্রত ইহা আমি সততই পালন করিয়া থাকি । সাধুগণের রক্ষা এবং অসাধু-গণের বিনাশই আমার কার্য্য জানিবে ॥ ২০—২১ ॥ যুগে যুগে অনেক অবতার হইয়া বেদের রক্ষা করিতে হয়, অতএব যুগে যুগে আমিই অবতীর্ণ হইয়া থাকি ॥ ২২ ॥ এক্ষণে দুরাচার মহিষ দেবগণকে বিনাশ করিতে উদ্যত, ইহা অবগত হইয়া তাহার বধের নিমিত্ত এস্থানে আসিয়াছি ॥ ২৩ ॥ সেই দুরাচার সুরশত্রু মহাবল মহিষাসুরকে নিহত করিব তোমাকে এই সত্য কথা বলিলাম, ইহাতে তোমার ইচ্ছা হয় থাক অথবা চলিয়া যাও ॥২৪॥ অথবা সেই দুষ্টস্বভাব রাজা মহিষাসুরকে বল যে, অন্য অসুরদিগকে কি নিমিত্ত পাঠাই-

সন্ধিং চেৎ কর্ত্তুমিচ্ছাস্তি রাজ্ঞস্তব ময়া সহ।
সর্ব্বে গচ্ছন্তু পাতালং বৈরং ত্যক্ত্বা যথাসুখম্॥ ২৬॥
দেবদ্রব্যন্তু যৎ কিঞ্চিদ্ধৃতং জিত্বা রণে সুরান্।
তদ্দত্ত্বা যান্তু পাতালং প্রহ্লাদো যত্র তিষ্ঠতি॥ ২৭॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং দেব্যা অসিলোমা পুরঃ স্থিতঃ।
বিড়ালাখ্যং মহাবীরং পপ্রচ্ছ প্রীতিপূর্ব্বকম্॥ ২৮॥

অসিলোমোবাচ।

শ্রুতং তেঽদ্য বিড়ালাখ্য! ভবান্যা কথিতঞ্চ যৎ।
এবং গতে কিং কর্ত্তব্যো বিগ্রহঃ সন্ধিরেব বা॥ ২৯॥

বিড়ালাখ্য উবাচ।

ন সন্ধিকামোঽস্তি নৃপোঽভিমানী
যুদ্ধে চ মৃত্যুং নিয়তং হি জানন্।
দৃষ্ট্বা হতান্ প্রেরয়তে তথাস্মান্
দৈবং হি কোঽতিক্রমিতুং সমর্থঃ॥ ৩০॥

এবং গতে এবং প্রাপ্তে ইত্যর্থঃ॥ ২৯॥
(মহিষাসুরস্তু কদাপি সন্ধিং ন চিকীর্ষতীত্যভিপ্রায়েণাহ ন সন্ধিকামোঽস্তীতি। সন্ধ্যাকরণে কারণমাহ অভিমানীতি। অভিমানিনাং কদাপি ন্যূনতাস্বীকারো নাস্তীতিভাবঃ॥৩০॥)

তেছ? তুমি স্বয়ং আসিয়া যুদ্ধ কর॥ ২৫॥ তোমার রাজার যদি আমার সহিত সন্ধি করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে দেবগণের সহিত শত্রুতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলে মিলিয়া যথাসুখে পাতাল-তলে গমন করুক॥ ২৬॥ রণে সুরগণকে জয় করিয়া যাহা কিছু দেবদ্রব্য হরণ করিয়াছে, তৎসমুদায় দেবগণকে প্রত্যর্পণ করিয়া পাতালের যে স্থানে প্রহ্লাদ বাস করিতেছেন সেই স্থলে প্রবেশ করুক॥ ২৭॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! অসিলোমা দেবীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সম্মুখস্থিত মহাবীর বিড়ালাখ্য অসুরকে প্রীতিসহকারে জিজ্ঞাসা করিল॥ ২৮॥ বিড়ালাখ্য! দেবী যাহা এক্ষণে বলিলেন তাহা ত শ্রবণ করিলে? এ অবস্থায় সন্ধি করা কর্ত্তব্য অথবা বিগ্রহ করা উচিত?॥ ২৯॥

বিড়ালাখ্য বলিল, যুদ্ধে অবশ্যই মৃত্যু হইবে ইহা জানিয়াও রাজা স্বীয় স্বাভাবিক অভিমান বশে সন্ধি করিতে সম্মত নহেন, তিনি প্রতি দিন দানবগণের মৃত্যু দর্শন করিয়াও পুনর্ব্বার আমাদিগকে রণে প্রেরণ করিয়াছেন, অতএব দৈবকে অতিক্রম করিতে কোন্

"দুঃসাধ্য এবাস্তিহ সেবকানাং
ধর্ম্মঃ সদা মানবিবর্জ্জিতানাম্ ।
আজ্ঞাপরাণাং বশবর্ত্তিকানাং
পাঞ্চালিকানামিব সূত্রভেদাৎ ॥"
গত্বা কথং তস্য পুরস্ত্বয়া চ
ময়াপি বক্তব্যমিদং কঠোরম্ ।
গচ্ছন্তু পাতালমিতশ্চ সর্ব্বে
দত্ত্বাথ রত্নানি ধনং সুরাণাম্ ॥ ৩১ ॥
প্রিয়ং হি বক্তব্যমসত্যমেব
ন চ প্রিয়ং স্যাদ্ধিতকৃত্তু ভাষিতম্ ।
সত্যং প্রিয়ং নো ভবতীহ কামং
মৌনং ততো বুদ্ধিমতাং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
ন ফল্গুবাক্যৈঃ প্রতিবোধনীয়ো
রাজা তু বীরৈরিতি নীতিশাস্ত্রম্ ॥ ৩২ ॥
ন নূনং তত্র গন্তব্যং হিতং বা বক্তুমাদরাৎ ।
প্রষ্টুং বাপি গতে রাজা কোপযুক্তো ভবিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

কিং তৎ কঠোরং বাক্যং তদাহ গচ্ছন্ত্বিতি ॥ ৩১ ॥
এতাদৃশফল্গুবাক্যৈ রাজা কদাপি ন বোধনীয়ো বীরৈরেতাদৃশং নীতিশাস্ত্রমপ্যস্তীত্যাহ ন ফল্গুবাক্যৈরিতি ॥ ৩২—৩৪ ॥

ব্যক্তি সমর্থ হইয়া থাকে ? ॥ ৩০ ॥ সূত্রের তারতম্যানুসারে নৃত্যকারী পুত্তলিকা যেমন নর্ত্তকের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে সেইরূপ সেবকেরাও প্রভুর বশবর্ত্তী ও আজ্ঞাধীন, সুতরাং নিয়ত মানাদি পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের কার্য্য করিতে হয় ; অতএব, সংসারে সেবকের ধর্ম্ম অতিশয় দুঃসাধ্য। আপনি সুরগণকে ধন রত্ন দান করিয়া এখান হইতে সকল অসুর-গণের সহিত পাতালে গমন করুন আমরা উভয়ে তাঁহার নিকটে গিয়া এই কঠোরবাক্য কিরূপে বলিব ? ॥৩১॥ দেখ, অসত্য বাক্যই প্রিয় হইয়া থাকে বস্তুত যাহা হিতকর তাহা কখনই প্রিয় হয় না, সত্য অথচ প্রিয় এরূপ বাক্য সংসারে অতিশয় দুর্লভ ; অতএব, এরূপ স্থলে বুদ্ধিবান্ ব্যক্তির মৌনাবলম্বন করিয়া থাকাই উচিত ; আর বিশেষত অসার বাক্য দ্বারা রাজাকে প্রতিবোধিত করা বীরগণের কর্ত্তব্য নহে, ইহাই নীতিশাস্ত্রের সার মর্ম্ম ॥ ৩২ ॥ অতএব, রাজাকে সাদরে হিত কথা বলিতে বা হিত কথা জিজ্ঞাসা করিতে আমাদের সেখানে গমন করা কখনই উচিত নহে ; কারণ, তাহা করিলে রাজা কুপিত

ইতি সঞ্চিন্ত্য কর্ত্তব্যং যুদ্ধং প্রাণস্য সংশয়ে।
স্বামিকার্য্যং পরং মত্বা মরণং তৃণবত্তথা ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য তৌ বীরৌ সংস্থিতৌ যুদ্ধতৎপরৌ।
ধনুর্ব্বাণধরৌ তত্র সন্নদ্ধৌ রথসঙ্গতৌ ॥ ৩৫ ॥
প্রথমস্তু বিড়ালাখ্যঃ সপ্ত ৰাণান্ মুমোচ হ।
অসিলোমা স্থিতো দূরে প্রেক্ষকঃ পরমাস্ত্রবিৎ ॥ ৩৬ ॥
চিচ্ছেদ তাংস্তথাপ্রাপ্তানম্বিকা স্বশরৈঃ শরান্।
বিড়ালাখ্যং ত্রিভির্ব্বাণৈর্জঘান চ শিলাশিতৈঃ ॥ ৩৭ ॥
প্রাপ্য ৰাণব্যথাং দৈত্যঃ পপাত সমরাঙ্গণে।
মূর্চ্ছিতোঽথ মমারাশু দানবো দৈবযোগতঃ ॥ ৩৮ ॥
বিড়ালাখ্যং হতং দৃষ্ট্বা রণে শক্তিশরোৎকরৈঃ।
অসিলোমা ধনুষ্পাণিঃ সংস্থিতো যুদ্ধতৎপরঃ ॥ ৩৯ ॥
ঊর্দ্ধং সব্যং করং কৃত্বা তামুবাচ মিতং বচঃ।
দেবি! জানামি মরণং দানবানাং দুরাত্মনাম্ ॥ ৪০ ॥

(ইতীতি। বরং মরণং তথাপি ন প্রভুসকাশে সন্ধিসংস্থাপনার্থগমনমিত্যেতৎ সঞ্চিন্ত্য মনসি বিচার্য্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

প্রথমমিতি। পরমাস্ত্রবিদপি প্রেক্ষকঃ একস্যোপরি বহূনাং সম্পতনস্য যুদ্ধধর্ম্মবিরুদ্ধত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৬—৪০ ॥

হইবেন সন্দেহ নাই ॥৩৩॥ অতএব, এরূপ জীবন সংশয় স্থলেও প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করা অবশ্যই কর্ত্তব্য এইরূপ বিবেচনা এবং মরণকে তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া যুদ্ধ করাই একান্ত শ্রেয়স্কর ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! এইরূপ ভাবনার পর সেই বীরদ্বয় বর্ম্ম-পরিধান, ধনুর্ব্বাণ ধারণ ও রথারোহণ করিয়া সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥৩৫॥ প্রথমত বিড়ালাখ্য সাতটি ৰাণ পরিত্যাগ করিল, তৎকালে পরমাস্ত্রবেত্তা অসিলোমা দর্শক হইয়া দূরে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥৩৬॥ সেই ৰাণ আসিবামাত্র অম্বিকা স্বীয় শরনিকরে খণ্ড খণ্ড করিয়া শিলাশাণিত তিনটি ৰাণ দ্বারা বিড়ালাখ্যকে প্রহার করিলেন ॥ ৩৭ ॥ দৈত্য বিড়ালাখ্য ৰাণবেদনায় মূর্চ্ছিত হইয়া রণস্থলে পতিত হইল এবং ক্ষণকাল পরেই দৈবযোগ বশত মৃত্যুমুখে পতিত হইল ॥ ৩৮ ॥ শক্তির শরনিকরে বিড়ালাখ্য সমরে নিহত হইল দর্শন করিয়া অসিলোমা ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধের নিমিত্ত

তথাপি যুদ্ধং কর্ত্তব্যং পরাধীনেন বৈ ময়া।
মহিষো মন্দবুদ্ধিশ্চ ন জানাতি প্রিয়াপ্রিয়ে ॥ ৪১ ॥
তদগ্রে নৈব বক্তব্যং হিতং চৈবাপ্রিয়ং ময়া।
মর্ত্তব্যং বীরধর্ম্মেণ শুভং বাপ্যশুভং ভবেৎ ॥ ৪২ ॥
দৈবমেব পরং মন্যে ধিক্ পৌরুষমনর্থকম্।
পতন্তি দানবাস্তূর্ণং তব বাণহতা ভুবি ॥ ৪৩ ॥
ইত্যুক্ত্বা শরবৃষ্টিং স চকার দানবোত্তমঃ।
দেবী চিচ্ছেদ তান্ বাণৈরপ্রাপ্তাংস্তু নিজান্তিকে ॥ ৪৪ ॥
অন্যৈর্ব্বিব্যাধ তং তূর্ণমসিলোমানমাশুগৈঃ।
বীক্ষিতামরসংঘৈশ্চ কোপপূর্ণাননা তদা ॥ ৪৫ ॥
শুশুভে দানবঃ কামং বাণৈর্ব্বিদ্ধতনুঃ কিল।
স্রবদ্রুধিরধারঃ স প্রফুল্লঃ কিংশুকো যথা ॥ ৪৬ ॥
অসিলোমা গদাং গুর্ব্বীং লৌহীমুদ্যম্য বেগতঃ।
দুদ্রাব চণ্ডিকাং কোপাৎ সিংহং মূর্দ্ধ্নি জঘান হ ॥ ৪৭ ॥

তথাপীতি। ত্বয়া সহ সন্ধিঃ কর্ত্তব্য ইত্যেৎ মম নিশ্চয়ঃ পরন্তু মহিষো নির্ব্বুদ্ধিঃ স তু প্রিয়াপ্রিয়ে শুভাশুভে নজানাতি ॥ ৪১—৪২ ॥
দৈবস্য পরত্বে দৃষ্টান্তং দর্শয়তি পতন্তীতি। তব অবলায়া ইতি ভাবঃ ॥ ৪৩—৪৭ ॥

অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৩৯ ॥ তখন, বীরবর বামকর ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া দেবীকে সংক্ষেপে বলিতে লাগিল যে, দেবি! দুষ্টস্বভাব দানবদিগের মৃত্যু হইবে তাহা আমি জানি; ইহা জানিয়াও আমাকে সমরে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে, কারণ আমি পরাধীন; আর মহিষাসুর নিতান্ত মন্দবুদ্ধি, সুতরাং কি প্রিয় ও কি অপ্রিয় সে তাহা জানে না ॥৪০-৪১॥ তাহার নিকটে হিতকর অপ্রিয়বাক্য কখনই বলিব না, বরং শুভই হউক আর অশুভই হউক আমি বীরধর্ম্ম অনুসারে যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিব ॥ ৪২ ॥ দানবগণ তোমার বাণপ্রহারে আহত হইয়া অবিলম্বে ভূতলে পতিত হইতেছে, ইহা দেখিয়া আমি দৈবকেই প্রধান জ্ঞান করি, পৌরুষকারে কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, সুতরাং পৌরুষে ধিক্ ॥ ৪৩ ॥ এই বলিয়া সেই দানবশ্রেষ্ঠ অসিলোমা বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল, তখন দেবীও সেই শর সকল নিকটে আসিতে না আসিতেই শরনিকর দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিলেন এবং ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া অন্য শরসমূহ দ্বারা তাহাকে ত্বরায় বিদ্ধ করিলেন দেবগণ ঊর্দ্ধে থাকিয়া তাঁহার এই সমস্ত কার্য্য দেখিতে লাগিলেন ॥ ৪৪—৪৫ ॥ বাণের প্রহারে শরীর ক্ষতবিক্ষত হওয়ায় দেহ হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল, সুতরাং সেই দানব প্রফুল্ল কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা

সিংহোঽপি নখরাঘাতৈস্তং দদার ভুজান্তরে।
অগণয্য গদাঘাতং কৃতং তেন বলীয়সা ॥ ৪৮॥
উৎপত্য তরসা দৈত্যো গদাপাণিঃ সুদারুণঃ।
সিংহমূর্দ্ধ্নি সমারুহ্য জঘান গদয়াম্বিকাম্‌ ॥ ৪৯ ॥
কৃতং তেন প্রহারন্তু বঞ্চয়িত্বা বিশাম্পতে!।
খড়্গেন শিতধারেণ শিরশ্চিচ্ছেদ কণ্ঠতঃ ॥ ৫০ ॥
ছিন্নে শিরসি দৈত্যেন্দ্রঃ পপাত তরসা ক্ষিতৌ।
হাহাকারো মহানাসীৎ সৈন্যে তস্য দুরাত্মনঃ ॥ ৫১ ॥
জয় দেবীতি দেবাস্তাং তুষ্টুবুর্জ্জগদম্বিকাম্‌।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্জ্জগুশ্চ নৃপ! কিন্নরাঃ ॥ ৫২ ॥
নিহতৌ দানবৌ বীক্ষ্য পতিতৌ চ রণাঙ্গণে।
নিহতাঃ সৈনিকাঃ সর্ব্বে তত্র কেসরিণা বলাৎ ॥ ৫৩ ॥
ভক্ষিতাশ্চ তথা কেচিন্নিঃশেষং তদ্রণং কৃতম্‌।
ভগ্নাঃ কেচিদ্গতা মন্দা মহিষং প্রতি দুঃখিতাঃ ॥ ৫৪ ॥

কৃতমিতি। বঞ্চয়িত্বা ব্যর্থং কৃত্বেতি যাবৎ ॥ ৫০—৫৩ ॥
ভগ্না ইতি। মন্দানামেব রণে ভগ্নত্বং নতু বীরাণামিতি ভাবঃ ॥ ৫৪ ॥)

পাইতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥ তখন অসিলোমা লৌহময় গুরুভার গদা উদ্যত করিয়া চণ্ডিকার অভিমুখে বেগে ধাবিত হইল এবং কোপ বশত সিংহের মস্তকে আঘাত করিল ॥ ৪৭ ॥ প্রবল অসুরকৃত সেই গদাঘাত অগ্রাহ্য করিয়া সিংহ নখাঘাতে তাহার বাহু বিদারণ করিল ॥ ৪৮ ॥ অনন্তর সেই নিদারুণ দৈত্য গদা হস্তে লম্ফ দিয়া সিংহের স্কন্ধে আরূঢ় হইয়া অম্বিকাকে মহাবেগে প্রহার করিল ॥ ৪৯ ॥ মহারাজ! তখন দেবী অসুরকৃত প্রহার ব্যর্থ করিয়া শিতধার খড়্গ দ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিলেন ॥ ৫০ ॥ মস্তক ছিন্ন হইলে দৈত্যপতি বেগে ক্ষিতিতলে পতিত হইল, তদ্দর্শনে সেই দুরাত্মার সৈন্যমধ্যে মহান্‌ হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল ॥ ৫১ ॥ এদিকে দেবীর জয় হউক, এই কথা বলিয়া দেবতাগণ সেই জগদম্বিকার স্তব করিতে লাগিলেন; দেবদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল এবং গন্ধর্ব্বগণ মহানন্দে সংগীত আরম্ভ করিলেন ॥ ৫২ ॥ দানব দ্বয় নিহত হইয়া সমরস্থলে পতিত হইলে, কেশরী তাহা অবলোকন করিয়া বলসহকারে অবশিষ্ট সৈন্যমধ্যে কতকগুলিকে নিহত করিয়া এবং কতকগুলিকে ভক্ষণ করিয়া সেই রণস্থল শূন্য করিয়া ফেলিল। তন্মধ্যে কেহ কেহ পলায়িত হইয়া দুঃখিতচিত্তে মহিষাসুরের নিকট প্রস্থান করিল ॥ ৫৩—৫৪ ॥

চুক্রুশূ রুরুদুশ্চৈব ত্রাহি ত্রাহীতি ভাষণৈঃ।
অসিলোমবিড়ালাখ্যৌ নিহতৌ নৃপসত্তম! ॥ ৫৫ ॥
অন্যে যে সৈনিকা রাজন্! সিংহেন ভক্ষিতাশ্চ তে।
এবং ব্রুবন্তো রাজানং তদা চক্রুশ্চ বৈশসম্ ॥ ৫৬ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেষাং মহিষো দুর্ম্মনাস্তদা।
বভূব চিন্তাকুলিতো বিমনা দুঃখসংযুতঃ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে বিড়ালাখ্যাসিলোমকথনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

হতশেষা দৈত্যা রাজানং প্রতি গত্বা কিমূচুস্তদাহ অসিলোমেতি ॥ ৫৫—৫৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

পলায়িত সৈন্যগণ রক্ষা কর রক্ষা কর বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল এবং রোদন করিতে করিতে বলিল, নৃপসত্তম! অসিলোমা এবং বিড়ালাখ্য নিহত হইয়াছে এবং অন্যান্য যে সকল সৈনিক ছিল তাহাদিগকে সিংহ ভক্ষণ করিয়াছে। তাহারা মহিষরাজকে এই কথা বলিয়া তাহাকে অতিশয় দুঃখ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল ॥ ৫৫—৫৬ ॥ মহিষাসুর তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনোদুঃখে বিমনা হইল, তখন অন্যমনস্ক হইয়া ব্যাকুলভাবে চিন্তা করিতে লাগিল ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে বিড়ালাখ্য এবং অসিলোমার বধ বিষয়ক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা ক্রোধযুক্তো নরাধিপঃ।
দারুকং প্রাহ তরসা রথমানয় মেঽদ্ভুতম্ ॥ ১ ॥
সহস্রখরসংযুক্তং পতাকাধ্বজভূষিতম্।
আয়ুধৈঃ সংযুতং শুভ্রং সুচক্রং চারুকূবরম্ ॥ ২ ॥
সূতোঽপি রথমানীয় তমুবাচ ত্বরান্বিতঃ।
রাজন্! রথোঽয়মানীতো দ্বারি তিষ্ঠতি ভূষিতঃ।
সর্ব্বায়ুধসমাযুক্তো বরাস্তরণসংযুতঃ ॥ ৩ ॥
আনীতং তং রথং জ্ঞাত্বা দানবেন্দ্রো মহাবলঃ।
মানুষং দেহমাস্থায় সংগ্রামে গন্তুমুদ্যতঃ ॥ ৪ ॥
বিচার্য্য মনসা চেতি দেবী মাং প্রেক্ষ্য দুর্ম্মুখম্।
শৃঙ্গিণং মহিষং নূনং বিমনা সা ভবিষ্যতি ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ পঞ্চষষ্টিপদ্যৈরথ সবিস্তরম্।
মহিষ-সুরসম্বাদো দেব্যা জাত উদীর্য্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে হতশেষা দৈত্যাস্ত্রাহি ত্রাহীতি ভাষণৈ রাজানং প্রতি গত্বা রুরুদুরিত্যুক্তং তদুত্তরং জাতং বৃত্তমাহ তেষামিতি ॥ ১—৪ ॥

মহিষদেহং ত্যক্ত্বা মানুষদেহধারণে কারণমাহ বিচার্য্যেতি। মাং শৃঙ্গিণং মহিষং দৃষ্ট্বা দেবী বিমনা ভবিষ্যতীতি মনসা বিচার্য্যেত্যন্বয়ঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তাহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া নরপতি মহিষ সকোপে দারুক নামক সারথিকে বলিল, আমার সেই অদ্ভুত রথ শীঘ্র আনয়ন কর। রাজন্! ধ্বজ-পতাকায় সুশোভিত, বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, সুন্দর চক্রবিশিষ্ট ও সুচারু যুগন্ধরে অলঙ্কৃত সেই রথ, উত্তম উত্তম সহস্র অশ্বতরে বহন করিয়া থাকে ॥ ১—২ ॥ সারথিও সত্বর সেই রথ আনয়ন করিয়া তাহাকে বলিল, রাজন্! আপনার সেই সুশোভন রথ উত্তম আস্তরণ ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া দ্বারদেশে আনিয়া রক্ষা করিয়াছি ॥ ৩ ॥ মহাবল অসুরপতি রথ আনীত হইয়াছে, অবগত হইয়া 'আমাকে শৃঙ্গযুক্ত মহিষ ও আমার কুৎসিত মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া দেবী নিশ্চয়ই বিমনা হইবেন' মনে মনে এইরূপ বিচার

নারীণাঞ্চ প্রিয়ং রূপং তথা চাতুর্য্যমিত্যপি।
তস্মাদ্রূপঞ্চ চাতুর্য্যং কৃত্বা যাস্যামি তাং প্রতি ॥ ৬ ॥
যথা মাং বীক্ষ্য সা বালা প্রেমযুক্তা ভবিষ্যতি।
মমাপি চ তদৈব স্যাৎ সুখং নান্যস্বরূপতঃ ॥ ৭ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা দানবেন্দ্রো মহাবলঃ।
ত্যক্ত্বা তন্মাহিষং রূপং বভূব পুরুষঃ শুভঃ ॥ ৮ ॥
সর্ব্বায়ুধধরঃ শ্রীমাংশ্চারুভূষণভূষিতঃ।
দিব্যাম্বরধরঃ কান্তঃ পুষ্পবাণ ইবাপরঃ ॥ ৯ ॥
রথোপবিষ্টঃ কেয়ূরস্রগ্বী বাণধনুর্দ্ধরঃ।
সেনাপরিবৃতো দেবীং জগাম মদগর্ব্বিতঃ ॥ ১০ ॥
মনোজ্ঞং রূপমাস্থায় মানিনীনাং মনোহরম্।
তমাগতং সমালোক্য দৈত্যানামধিপং তদা ॥ ১১ ॥
বহুভিঃ সংবৃতং বীরৈর্দ্দেবী শঙ্খমবাদয়ৎ ॥ ১২ ॥
স শঙ্খনিনদং শ্রুত্বা জনবিস্ময়কারকম্।
সমীপমেত্য দেব্যাস্তু তামুবাচ হসন্নিব ॥ ১৩ ॥

তমেব বিচারমাহ নারীণামিতি ॥ ৬ ॥

কিঞ্চ মমাপি মহিষদেহস্য নাস্যাং বিজাতীয়ায়াং সুখং স্যাদ্বিষয়সুখস্য সজাতীয় এব বিদ্যমানত্বাৎ। তস্মাত্তস্যাঃ প্রীত্যর্থং মদর্থঞ্চ মনুষ্যরূপমেব ময়া ধার্য্যমিত্যাহ মমাপীতি ॥৭—৮॥

করিয়া মনুষ্যদেহ ধারণ পূর্ব্বক সমরে যাইতে উদ্যত হইল ॥ ৪—৫ ॥ সৌন্দর্য্য ও চাতুর্য্য রমণীদিগের প্রিয়; অতএব, রূপ ও চাতুর্য্য অবলম্বন করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিব ॥৬॥ কারণ, সেই বালা আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া যাহাতে আমার প্রতি প্রণয়পরায়ণ হইবে, তাহাতেই আমার সুখ হইবে অন্য কোনও রূপেই সুখলাভ হইবে না ॥ ৭ ॥

মহাবল দানবরাজ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া মহিষরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুন্দর মনুষ্য রূপ ধারণ করিল ॥ ৮ ॥ সেই দৈত্যপতি কেয়ূর ও অঙ্গদাদি মনোহর অলঙ্কার ও দিব্য বস্ত্র পরিধান এবং গলদেশে পুষ্পমাল্য ধারণ পূর্ব্বক দ্বিতীয় কন্দর্পের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল; তখন, সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক সেনাগণ সমভিব্যাহারে মদগর্ব্বে উৎফুল্ল হইয়া দেবীর নিকট গমন করিল ॥ ৯—১০ ॥ দানবগণের অধিপতি মহিষাসুর মানিনীগণের অতি মনোহর সুন্দররূপ ধারণ করিয়া এবং বহু বীরগণে পরিবৃত হইয়া আগমন করিয়াছে দেবী ভগবতী ইহা অবলোকন করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ১১—১২ ॥ তখন, সেই অসুররাজ সর্ব্বজনের বিস্ময়কর শঙ্খনিনাদ

দেবি ! সংসারচক্রেঽস্মিন্‌ বর্ত্তমানো জনঃ কিল।
নরো বাথ তথা নারী সুখং বাঞ্ছতি সর্ব্বথা ॥ ১৪ ॥
সুখং সংযোগজং নৃণাং নাসংযোগে ভবেদিহ।
সংযোগো বহুধা ভিন্নস্তান্‌ ব্রবীমি শৃণুষ্ব হ ॥ ১৫ ॥
ভেদান্‌ সুপ্রীতিহেতূত্থান্‌ স্বভাবোত্থাননেকশঃ।
তত্র প্রীতিভবানাদৌ কথয়ামি যথামতি ॥ ১৬ ॥
মাতাপিত্রোস্তু পুত্রেণ সংযোগস্তূত্তমঃ স্মৃতঃ।
ভ্রাতুর্ভ্রাত্রা তথা যোগঃ কারণান্মধ্যমো মতঃ ॥ ১৭ ॥

পুষ্পবাণো মদনঃ ॥ ৯—১৪ ॥

সংযোগজং পদার্থসম্বন্ধজন্যমিত্যর্থঃ। অসংযোগে পদার্থসম্বন্ধাভাবে সুখস্তু নৈব ভবতীত্যর্থঃ। তানিতি। সংযোগস্য তান্‌ ভেদান্‌ ব্রবীমীত্যন্বয়ঃ ॥ ১৫ ॥

ভেদানাং ত্রৈবিধ্যমাহ সুপ্রীতীতি। কেচিৎ সংযোগাঃ প্রীত্যুত্থাঃ প্রীতিঃ প্রেম তদ্ধেতুকা এব। নান্যৎ কারণান্তরং লোভাদিকং বিদ্যতে। যথা মাতাপিত্রোঃ পুত্রেণ সংযোগঃ প্রেমনিমিত্ত এব তাদৃশসংযোগস্য সুখজনকত্বমক্ষতমেব তাদৃশাঃ কেচিৎ সংযোগা ইত্যর্থঃ। তথা কেচিদ্ধেতূত্থা লোভাদিরূপহেতুজন্যাঃ। যথা ভ্রাতুঃ সংযোগঃ। স চ মামুপকরিষ্যতীতি লোভমূলক এব। তস্মাত্তাদৃশাঃ সংযোগহেতূত্থা ইত্যুচ্যন্তে। তথা স্বভাবোত্থা স্বভাবেন প্রসঙ্গেনৈব জায়মানাঃ কেচিৎ সংযোগাঃ। যথা পান্থানাম্‌। ন হি তেষাং সংযোগে প্রীতির্ব্বা লোভো বা কারণং সম্ভবতি কিন্তু স্বভাব এব তথা চ তাদৃশাঃ সংযোগাঃ স্বভাবোত্থা ইত্যুচ্যন্তে ইত্যর্থঃ। তত্র প্রীত্যুত্থানামুদাহরণমাহ তত্র প্রীতিভবানিতি ॥ ১৬ ॥

মাতাপিত্রোঃ পুত্রেণ সংযোগঃ প্রীতিজন্যঃ প্রথমঃ। স চ তাদৃশপ্রীতিজন্যঃ সংযোগ উত্তম এবোত্তমসুখজনকত্বাৎ! পুত্ররূপপ্রিয়পদার্থদর্শনমাত্রেণৈব তত্র নিরতিশয়সুখস্যোদ্ভবাৎ। হেতূত্থানামুদাহরণমাহ ভ্রাতুর্ভ্রাত্রেতি। কারণাদিতি। ভ্রাতুর্ভ্রাত্রা যঃ সংযোগঃ স উপকারমূলকঃ সুখজনকো ন দর্শনমাত্রেণ যথা পিতাপুত্রয়োঃ। স চ সংযোগো মধ্যমঃ। ভ্রাত্রোপকারে কৃতে তৎসংযোগস্য পূর্ব্বাপেক্ষয়াল্পসুখজনকত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রবণ করিয়া দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে বলিল ॥১৩॥ দেবি! এই সংসারচক্রে যে সমস্ত লোক বিদ্যমান, তাহারা নর বা নারী হউক সকলে সততই সুখ অভিলাষ করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ সেই সুখ ইহ সংসারে নরগণের পরস্পর সংমিলনেই উৎপন্ন হয়, সংমিলনের অভাব হইলে কদাচই তাহা উৎপন্ন হয় না ; দেবি! সেই সংমিলনও নানাবিধ সুতরাং আমি তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১৫ ॥ সংমিলন প্রীতিহেতুক ও স্বভাবহেতুক ভেদে অনেক প্রকার, তাহাদের মধ্যে প্রীতিসম্ভব সংযোগের বিষয় আপন বুদ্ধি অনুসারে অগ্রেই বলিতেছি ॥ ১৬ ॥ পিতা মাতার পুত্রের সহিত যে সংমিলন হইয়া থাকে তাহা প্রীতিনিবন্ধনজাত সুতরাং ইহাই উত্তম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, আর ভ্রাতার সহিত ভ্রাতার যে মিলন, তাহা উপকারিবশত হয় বলিয়া উহাকে মধ্যম বলিতে হইবে ; ফলতঃ যে মিলন উত্তম সুখ প্রদান করে তাহাই উত্তম বলিয়া প্রতিপাদিত

উত্তমস্য সুখস্যৈব দাতৃত্বাদুত্তমঃ স্মৃতঃ।
তস্মাদল্পসুখস্যৈব প্রদাতৃত্বাচ্চ মধ্যমঃ ॥ ১৮ ॥
নাবিকানান্তু সংযোগঃ স্মৃতঃ স্বাভাবিকো বুধৈঃ।
বিবিধাবৃতচিত্তানাং প্রসঙ্গপরিবর্ত্তিনাম্ ॥ ১৯ ॥
অত্যল্পসুখদাতৃত্বাৎ কনিষ্ঠোঽয়ং স্মৃতো বুধৈঃ।
অত্যুত্তমস্তু সংযোগঃ সংসারে সুখদঃ সদা ॥ ২০ ॥
নারীপুরুষয়োঃ কান্তে! সমানবয়সোঃ সদা।
সংযোগো যঃ সমাখ্যাতঃ স এবাত্যুত্তমঃ স্মৃতঃ ॥ ২১ ॥
অত্যুত্তমসুখস্যৈব দাতৃত্বাৎ স তথাবিধঃ।
চাতুর্য্যরূপবেশাদ্যৈঃ কুলশীলগুণৈস্তথা ॥ ২২ ॥

অনয়োঃ সংযোগয়োঃ কুতো মধ্যমোত্তমত্বং তদাহ উত্তমস্য সুখস্যেতি। বহুসুখদাতৃত্বাদুত্তমত্বমিত্যর্থঃ। তস্মাদল্পসুখস্যৈবেতি। তস্মাৎ পূর্ব্বসুখাপেক্ষয়াল্পসুখপ্রদাতৃত্বান্মধ্যমত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

স্বভাবোত্থসংযোগস্য স্বরূপং তৎকনিষ্ঠত্বঞ্চাহ নাবিকানামিতি। নাবাচরন্তি তে নাবিকাঃ পথিস্থা ইত্যর্থঃ। তেষাং বিবিধাবৃতচিত্তানামনেকদেশেষনেককার্য্যার্থং ব্যাকুলচিত্তানাং প্রসঙ্গপরিবর্ত্তিনাং কার্য্যান্তরপ্রসঙ্গেনৈকত্র মিলিতানাং যঃ সংযোগঃ স স্বাভাবিক ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

স ত্বত্যল্পসুখদাতৃত্বাৎ কনিষ্ঠ ইত্যাহ অত্যল্পেতি। সন্ত্যেতে যোগাস্ত্রিবিধাঃ অল্পমধ্যমোত্তমসুখপ্রদত্বাত্রিপ্রকারাস্তথাপি ন তেষত্যুত্তমসুখদাতৃত্বাদত্যুত্তমঃ সংযোগোঽস্তি। স তু ভিন্ন এব তেভ্যোঽস্তীত্যাহ অত্যুত্তমস্তু সংযোগ ইতি। যঃ সোঽত্যুত্তমঃ সংযোগঃ স এব সংসারেঽত্যুত্তমসুখপ্রদ ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

স কোঽসাবিতি চেত্তত্রাহ নারীপুরুষয়োরিতি ॥ ২১ ॥

কুতস্তস্যাত্যুত্তমত্বং তত্রাহ অত্যুত্তমসুখস্যৈবেতি। তথাবিধোঽত্যুত্তম ইত্যর্থঃ। চাতুর্য্যরূপেতি ॥ ২২ ॥

হইয়া থাকে, আর যাহা তদপেক্ষায় অল্প সুখ প্রদান করে তাহাই মধ্যম বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে ॥ ১৭—১৮ ॥ আর দেখ, নাবিকগণ নানা দেশে নানা প্রকার কার্য্যের নিমিত্ত ব্যাকুল হৃদয় হইয়া প্রসঙ্গাধীন কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হয়, অতএব ইহাদের যে পরস্পর সংযোগ পণ্ডিতেরা তাহাকে স্বাভাবিক সংযোগ বলিয়া থাকেন ॥১৯॥ এই সংমিলন অত্যল্প সুখ দেয় বলিয়া বুধগণ ইহার নিকৃষ্টত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন ; ফলতঃ ইহ সংসারে যাহা অত্যুত্তম মিলন তাহাই প্রকৃত সুখপ্রদ তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥ কান্তে! সমানবয়স্ক স্ত্রীপুরুষগণের যে নিরন্তর সংযোগ হয়, তাহাকেই অত্যুত্তম বলিয়া জানিবে, কারণ এই মিলনই অত্যুত্তম সুখ প্রদান করে বলিয়া ইহাকে অত্যুত্তম সংমিলন কহে ; অত্যুত্তম মিলন হইলে কুল, শীল, গুণ, রূপ, চাতুর্য্য ও বেশ সকল বিষয়েই স্ত্রী বা পুরুষ পরস্পরের

পরস্পরসমুৎকর্ষঃ কথ্যতে হি পরস্পরম্।
তং চেৎ করোষি সংযোগং বীরেণ চ ময়া সহ ॥ ২৩ ॥
অত্যুত্তমসুখস্যৈব প্রাপ্তিঃ স্যাত্তে ন সংশয়ঃ।
নানাবিধানি রূপাণি করোমি স্বেচ্ছয়া প্রিয়ে! ॥ ২৪ ॥
ইন্দ্রাদয়ঃ সুরাঃ সর্ব্বে সংগ্রামে বিজিতা ময়া।
রত্নানি যানি দিব্যানি ভবনেঽস্মিন্মমাধুনা ॥ ২৫ ॥
ভুঙ্ক্ষ্ব ত্বং তানি সর্ব্বাণি যথেষ্টং দেহি বা যথা।
পট্টরাজ্ঞী ভবাদ্য ত্বং দাসোঽস্মি তব সুন্দরি! ॥ ২৬ ॥
বৈরং ত্যজেঽহং দেবৈস্তু তব বাক্যান্ন সংশয়ঃ।
যথা ত্বং সুখমাপ্নোষি তথাহং করবাণি বৈ ॥ ২৭ ॥
আজ্ঞাপয় বিশালাক্ষি! তথাহং প্রকরোম্যথ।
চিত্তং মে তব রূপেণ মোহিতং চারুভাষিণি! ॥ ২৮ ॥
আতুরোঽস্মি বরারোহে! প্রাপ্তস্তে শরণং কিল।
প্রপন্নং পাহি রম্ভোরু! কামবাণৈঃ প্রপীড়িতম্।
ধর্ম্মাণামুত্তমো ধর্ম্মঃ শরণাগতরক্ষণম্ ॥ ২৯ ॥

চাতুর্য্যাদিভিঃ পরস্পরসমুৎকর্ষোঽন্যোন্যসমুৎকর্ষো হি যতঃ পরস্পরং কথ্যতে স্ত্রীচাতুর্য্যাদিগুণৈঃ পুরুষং বর্ণয়ন্তি পুরুষশ্চাতুর্য্যাদিগুণৈস্ত্রিয়ং বর্ণয়তি। তস্মাৎ সোঽত্যুত্তম এবাত্র সংযোগ ইত্যর্থঃ। এতাবৎপর্য্যন্তং সংযোগস্বরূপবিভাগকথনস্য প্রয়োজনমাহ তঞ্চেদিতি ॥ ২৩ ॥

কথং বীরস্ত্বং তবেতি চেত্তত্রাহ নানাবিধানীতি ॥ ২৪—২৯ ॥

উৎকর্ষের বিষয় পরস্পর বর্ণন করিয়া থাকে; অতএব, প্রিয়ে! তুমি যদি আমার সহিত সেইরূপ সংযোগ কর, তবে তোমার অত্যুত্তম সুখপ্রাপ্তি হইবে তাহাতে আর সংশয় নাই; বিশেষত আমি নিজের ইচ্ছানুসারে নানাবিধ রূপ ধারণ করিব, তাহাতে তোমার কোনও চিন্তা নাই ॥ ২১—২৪ ॥ আমি ইন্দ্রাদি সুরগণকে সমরে পরাজয় করিয়া যে সকল দিব্য রত্ন আহরণ করিয়াছি, তাহা আমার ভবনে বিদ্যমান রহিয়াছে, তুমি আমার পট্টমহিষী হইয়া সেই সকল রত্ন ইচ্ছানুসারে দান বা উপভোগ কর। সুন্দরি! আমি তোমার দাস, সুতরাং তোমার বাক্যানুসারে দেবগণের সহিত শত্রুতা পরিত্যাগ করিব, সন্দেহ নাই। অধিক কি, তুমি যাহাতে সুখবোধ করিবে, আমি তাহাই করিব ॥ ২৫—২৭ ॥ হে চারুভাষিণি! হে বিশাললোচনে! তোমার রূপে আমার চিত্ত মোহিত হইয়াছে; অতএব, তুমি যেরূপ আজ্ঞা করিবে আমি তদনুরূপ কার্য্যই করিব ॥ ২৮ ॥ নিতম্বিনি!

ত্বদীয়োঽস্ম্যসিতাপাঙ্গি ! সেবকোঽহং কৃশোদরি !।
মরণান্তং বচঃ সত্যং নান্যথা প্রকরোম্যহম্ ॥ ৩০ ॥
পাদৌ নতোঽস্মি তন্বঙ্গি ! ত্যক্ত্বা নানায়ুধানি তে।
দয়াং কুরু বিশালাক্ষি ! তপ্তোঽস্মি কামমার্গণৈঃ ॥ ৩১ ॥
জন্মপ্রভৃতি চার্ব্বঙ্গি ! দৈন্যং নাচরিতং ময়া।
ব্রহ্মাদীনীশ্বরান্ প্রাপ্য ত্বয়ি তদ্বিদধাম্যহম্ ॥ ৩২ ॥
চরিতং মম জানন্তি রণে ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ।
সোঽপ্যহং তব দাসোঽস্মি মন্মুখং পশ্য ভামিনি ! ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি ব্রুবাণং তং দৈত্যং দেবী ভগবতী হি সা।
প্রহস্য সস্মিতং বাক্যমুবাচ বরবর্ণিনী ॥ ৩৪ ॥

দেব্যুবাচ।

নাহং পুরুষমিচ্ছামি পরমং পুরুষং বিনা।
তস্য চেচ্ছাস্ম্যহং দৈত্য ! সৃজামি সকলং জগৎ ॥ ৩৫ ॥

মরণান্তমিতি। তে বচো মরণান্তং মরণপর্য্যন্তমন্যথা ন করোমি ন করিষ্যামি সত্যমেতজ্জানীহীত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩৪ ॥

নাহং পুরুষমিচ্ছামীতি। অত্র ভগবত্যা মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপত্বাৎ পুংপ্রকৃত্যুভয়াত্মকত্বেঽপি স্বস্য প্রকৃতিরূপত্বাভিমানমাশ্রিত্য ভগবত্যেদমুচ্যতেঽলঙ্কারার্থমিতি বোধ্যম্।

আমি আতুর হইয়া তোমার শরণ লইলাম, রম্ভোরু ! আমি কামবাণে প্রপীড়িত হইয়া বিপন্ন হইয়াছি অতএব তুমি আমাকে রক্ষা কর। দেখ, শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা করা সকল ধর্ম্ম অপেক্ষা উত্তম ধর্ম্ম ॥ ২৯ ॥ হে অসিতাপাঙ্গি ! আমি তোমার সেবক হইয়া কালযাপন করিব, আমি প্রাণান্তেও তোমার বাক্য অন্যথা করিব না, ইহা সত্য জানিবে ॥ ৩০ ॥ এক্ষণে আমি সমস্ত আয়ুধ পরিত্যাগ করিয়া তোমার পাদযুগলে পতিত হইতেছি, বিশালনয়নে ! আমি কামবাণে একান্ত কাতর হইয়াছি, অতএব তুমি আমার প্রতি দয়া কর ॥৩১॥ সুন্দরি ! আমি জন্মাবধি ব্রহ্মাদি সুরগণের নিকটে কদাপি দীনতা স্বীকার করি নাই, কিন্তু অদ্য তোমার নিকটে স্বীকার করিলাম ॥ ৩২ ॥ আর সেই ব্রহ্মাদি দেবগণও সংগ্রামস্থলে আমার চরিত অবগত আছেন, আমি তাঁহাদের সকলকেই পরাজয় করিয়াছি ; কিন্তু মানিনি ! আমি এরূপ পরাক্রমশালী হইলেও অদ্য তোমার দাস হইলাম। তুমি আমার মুখ চাহিয়া আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ কর ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! দৈত্যপতি মহিষাসুর এইরূপ বলিলে সেই বরবর্ণিনী ভগবতী দেবী উচ্চ হাস্য করিয়া সস্মিত বাক্যে বলিলেন ॥৩৪॥ আমি পরম পুরুষ ব্যতীত অন্য কোন

স মাং পশ্যতি বিশ্বাত্মা তস্যাহং প্রকৃতিঃ শিবা।
তৎসান্নিধ্যবশাদেব চৈতন্যং ময়ি শাশ্বতম্‌ ॥ ৩৬ ॥
জড়াহং তস্য সংযোগাৎ প্রভবামি সচেতনা।
অয়স্কান্তস্য সান্নিধ্যাদয়সশ্চেতনা যথা ॥ ৩৭ ॥
ন গ্রাম্যসুখবাঞ্ছা মে কদাচিদপি জায়তে।
মূর্খস্ত্বমসি মন্দাত্মন্‌! যৎ স্ত্রীসঙ্গং চিকীর্ষসি ॥ ৩৮ ॥
নরস্য বন্ধনার্থায় শৃঙ্খলা স্ত্রী প্রকীর্ত্তিতা।
লোহবদ্ধোঽপি মুচ্যেত স্ত্রীবদ্ধো নৈব মুচ্যতে ॥ ৩৯ ॥
কিমিচ্ছসি চ মন্দাত্মন্‌! মূত্রাগারস্য সেবনম্‌।
শমং কুরু সুখায় ত্বং শমাৎ সুখমবাপ্স্যসি ॥ ৪০ ॥
নারীসঙ্গে মহদ্দুঃখং জানন্‌ কিং ত্বং বিমুহ্যসি।
ত্যজ বৈরং সুরৈঃ সার্দ্ধং যথেষ্টং বিচরাবনৌ ॥ ৪১ ॥

ইচ্ছাস্ম্যহমিতি। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি শ্রুত্যুক্ত-বলশব্দোদিতেত্যর্থঃ। ইচ্ছা শক্তিরুমাকুমারীতি শিবসূত্রোদিতা চেত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

চৈতন্যং প্রতিবিম্বরূপমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

তস্য প্রতিবিম্বস্য সংযোগাদহং জড়াপি সচেতনাস্মীত্যর্থঃ। নম্বন্যসম্বন্ধাৎ কথমন্যস্য চেতনত্বমিতি চেত্তদ্দৃষ্টান্তবশাৎ সম্ভবতীত্যাহ অয়স্কান্তস্যেতি। তথা চ নাহং প্রাকৃতাঙ্গনাস্মি যন্মাং ত্বমিত্থং ভাষসে কিন্তু সর্ব্বৈশ্বর্য্যহমস্মীতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

ননু তথাপি তব গ্রাম্যসুখেচ্ছাস্তি বা ন বেতি চেত্তত্রাহ ন গ্রাম্যেতি। মম সর্ব্বেশ্বরত্বান্ন কাচিৎ পীড়াস্তীতি ভাবঃ। যচ্চাহং পণ্ডিত ইতি মদগ্রে স্বচাতুর্য্যং দর্শয়সি তত্র ন ত্বং পণ্ডিতঃ কিন্তু মূর্খ এবাসীত্যাহ মূর্খস্ত্বমসীতি। তত্র হেতুমাহ যৎ স্ত্রীসঙ্গমিতি ॥ ৩৮ ॥

পুরুষকে ইচ্ছা করি না। দৈত্য! আমি তাঁহার ইচ্ছাশক্তি সুতরাং আমিই সকল জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥ ৩৫ ॥ আমি তাঁহার শিবা প্রকৃতি সেই বিশ্বাত্মা আমাকে দর্শন করিতে-ছেন। তাঁহার সান্নিধ্য বশতই শাশ্বত চৈতন্য বিশ্বরূপে আমাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥৩৬॥ অয়-স্কান্তের সান্নিধ্য বশত লৌহ যেমন সচেষ্ট হয়, আমি স্বভাবত জড় হইলেও উক্ত চৈতন্যের সংযোগবশত সচেতনা হইয়া কার্য্য করি ॥৩৭॥ আমার কখনও গ্রাম্যসুখে অভিলাষ হয় না; মন্দাত্মন্‌! যখন তুমি স্ত্রীসঙ্গ বাসনা করিতেছ তখন তুমি নিতান্ত মূর্খ সন্দেহ নাই। কারণ, স্ত্রীজাতি মানবগণের বন্ধনের নিমিত্ত শৃঙ্খল স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়; লৌহবদ্ধ মানবও কদাপি মুক্তিলাভ করিতে পারে কিন্তু স্ত্রীবদ্ধ মানব কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারে না ॥ ৩৮-৩৯ ॥ রে মূর্খ! তুমি মূত্রাগারের সেবা করিতে অভিলাষ করিয়াছ, সুখের নিমিত্ত শান্তি অবলম্বন কর শান্তি হইতেই সুখলাভ করিবে ॥ ৪০ ॥ নারীসঙ্গমে মহৎদুঃখ জন্মায়, তুমি ইহা জানিয়াও কেন মোহিত হইতেছ? তুমি সুরগণের সহিত শত্রুতা পরিত্যাগ করিয়া

পাতালং গচ্ছ বা কামং জীবিতেচ্ছা যদস্তি তে।
অথবা কুরু সংগ্রামং বলবত্যস্মি সাম্প্রতম্ ॥ ৪২ ॥
প্রেষিতাহং সুরৈঃ সর্ব্বৈস্তব নাশায় দানব!।
সত্যং ব্রবীমি যেনাদ্য ত্বয়া বচনসৌহৃদম্ ॥ ৪৩ ॥
দর্শিতং তেন তুষ্টাস্মি জীবন্ গচ্ছ যথাসুখম্।
সতাং সপ্তপদী মৈত্রী তেন মুঞ্চামি জীবিতম্ ॥ ৪৪ ॥
মরণেচ্ছাস্তি চেদ্‌যুদ্ধং কুরু বীর! যথাসুখম্।
হনিষ্যামি মহাবাহো! ত্বামহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা দানবঃ কামমোহিতঃ।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা মধুরং বচনন্ততঃ ॥ ৪৬ ॥
বিভেম্যহং বরারোহে! ত্বাং প্রহর্ত্তুং বরাননে!।
কোমলাং চারুসর্ব্বাঙ্গীং নারীং নরবিমোহিনীম্ ॥ ৪৭ ॥

তস্য দুষ্টত্বমাহ নরস্যেতি ॥ ৩৯—৪২ ॥
এতাদৃশং মৃদু বচনং ন ত্বদ্বয়ান্বয়োচ্যতে কিন্তু ত্বয়া বচনসৌহৃদমেতাবৎপর্য্যন্তং দর্শিতং তদ্বশাদিত্যাহ সত্যং ব্রবীমীতি ॥ ৪৩ ॥
অতো জীবন্ সন্ গচ্ছ যথাসুখং ন যুদ্ধং কুর্ব্বিতি ভাবঃ ॥ ৪৪—৪৬ ॥

ইচ্ছানুসারে অবনীমণ্ডলে বিচরণ কর ॥ ৪১ ॥ অথবা যদি তোর জীবন ধারণের ইচ্ছা থাকে তবে পাতালে গমন কর, না হয় আমার সহিত সংগ্রাম কর; কিন্তু আমি তোমা হইতে অধিক বলবতী তাহা তুমি জানিও ॥৪২॥ দানব! তোমার বিনাশের নিমিত্ত সুরগণ মিলিত হইয়া আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তোমাকে ইহা সত্যই বলিতেছি, কারণ সৌহৃদ্য-বচন প্রয়োগ করায় আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব জীবিত অবস্থায় তুমি সুখে প্রস্থান কর। দেখ, সাতবার মাত্র বাক্য আলাপ হইলেই সাধুদিগের মৈত্রীসংস্থাপন হয়, আমাদের তাহা হইয়াছে সুতরাং তোমার সহিত আমার মিত্রতা জন্মিয়াছে, অতএব আমি তোমার আর জীবন গ্রহণ করিব না ॥ ৪৩—৪৪ ॥ বীরবর! তোমার যদি মরণে ইচ্ছা থাকে, তবে সুখে সংগ্রাম কর। মহাবাহো! আমি তোমাকে সংহার করিব, তাহাতে সংশয় নাই ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দানব ভগবতীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে কাম-মোহিত হইয়া মনোহর মধুর স্বরে বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪৬ ॥ বরারোহে! তোমার সমস্ত অবয়ব মনোহর ও কোমল, এরূপ ললনা নিরীক্ষণ করিলে নরমাত্রেই মোহিত হয়, অতএব চারুবদনে!

জিত্বা হরিহরাদীংশ্চ লোকপালাংশ্চ সর্ব্বশঃ।
কিং ত্বয়া সহ যুদ্ধং মে যুক্তং কমললোচনে! ॥ ৪৮ ॥
রোচতে যদি চার্ব্বঙ্গি! বিবাহং কুরু মাং ভজ।
নোচেদ্গচ্ছ যথেষ্টং তে দেশং যস্মাৎ সমাগতা ॥ ৪৯ ॥
নাহং ত্বাং প্রহরিষ্যামি যতো মৈত্রী কৃতা ত্বয়া।
হিতমুক্তং শুভং বাক্যং তস্মাদ্গচ্ছ যথাসুখম্ ॥ ৫০ ॥
কা শোভা মে ভবেদন্তে হত্বা ত্বাং চারুলোচনাম্।
স্ত্রীহত্যা বালহত্যা চ ব্রহ্মহত্যা দুরত্যয়া ॥ ৫১ ॥
গৃহীত্বা ত্বাং গৃহং নূনং গচ্ছাম্যদ্য বরাননে!।
তথাপি মে ফলং ন স্যাদ্বলাদ্ভোগসুখং কুতঃ ॥ ৫২ ॥
প্রব্রবীমি সুকেশি! ত্বাং বিনয়াবনতো যতঃ।
পুরুষস্য সুখং ন স্যাদৃতে কান্তামুখাম্বুজাৎ ॥ ৫৩ ॥

ত্বয়া বারংবারং যুদ্ধং কুর্ব্বিত্যুচ্যতে তত্র ন তে যুদ্ধাদহং বিভেমি কিন্তু কোমলাঙ্গী কথং হন্তব্যেতি ভয়াদিত্যাহ বিভেম্যহমিতি ॥ ৪৭—৫০ ॥

কেবলং শোভাভাব এব ন কিন্তু স্ত্রীহত্যাপি তব হননে ভবিষ্যতীত্যাহ স্ত্রীহত্যেতি ॥৫১॥

বলাৎকারেণ ত্বাং নেষ্যামীত্যপি সামর্থ্যং ময়ি বর্ত্ততে তথাপি তত্র বলাৎকারেণ ভোগে সুখাসম্ভবান্ন তৎ ক্রিয়ত ইত্যাহ গৃহীত্বা ত্বামিতি ॥ ৫২ ॥

যত ইতি। যতঃ পুরুষস্য সুখং কান্তামুখাম্বুজাদৃতে ন স্যাৎ ॥ ৫৩ ॥

তোমাকে প্রহার করিতে আমার অত্যন্ত আশঙ্কা জন্মিতেছে ॥ ৪৭ ॥ কমললোচনে! আমি হরিহর প্রভৃতি দেবতাবর্গ ও সমস্ত লোকপালদিগকে পরাজয় করিয়াছি অতএব তোমার সহিত আমার যুদ্ধ করা কি উচিত হয়? ॥ ৪৮ ॥ সুন্দরি! যদি তোমার অভিলাষ হয় তবে বিবাহ করিয়া আমাকে ভজনা কর, না হয় তুমি যে স্থান হইতে আসিয়াছ, সেই অভীষ্ট প্রদেশে প্রস্থান কর ॥ ৪৯ ॥ তুমি আমার সহিত মিত্রতা করিয়াছ তন্নিমিত্ত তোমাকে প্রহার করিতে আমি ইচ্ছা করি না, তোমাকে হিত অথচ মঙ্গল বাক্য বলিলাম অতএব তুমি সুখে প্রস্থান কর ॥ ৫০ ॥ বরাননে! তুমি সুলোচনা ললনা, তোমাকে নিহত করিয়া অবশেষে আমার কি প্রশংসা লাভ হইবে? অয়ি কৃশোদরি! স্ত্রীহত্যা, বালকহত্যা ও ব্রহ্ম-হত্যার ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয় ॥ ৫১ ॥ আমি তোমাকে হত্যা না করিয়া গ্রহণ করিয়া নিশ্চয়ই গৃহে লইয়া যাইব। কিন্তু বলপ্রয়োগে কুত্রাপি সুখ হয় না, সুতরাং তাহা-তেও আমার ফললাভ হইবে না ॥ ৫২ ॥ সুকেশি! আমি বিনয়বশত অবনত হইয়া তোমাকে বলিতেছি যে, কামিনীর মুখপঙ্কজ ব্যতীত পুরুষের সুখ হয় না, সেইরূপ পুরু-ষের মুখকমল ভিন্ন নারীগণের সুখ লাভ হয় না। কারণ উভয়ের সুসংযোগ হইলেই সুখের

তত্তথৈব হি নারীণাং ন স্যাচ্চ পুরুষং বিনা।
সংযোগে সুখসম্ভূতির্ব্বিয়োগে দুঃখসম্ভবঃ ॥ ৫৪ ॥
কান্তাসি রূপসম্পন্না সর্ব্বাভরণভূষিতা।
চাতুর্য্যং ত্বয়ি কিং নাস্তি যতো মাং ন ভজস্যহো ! ॥ ৫৫ ॥
তবোপদিষ্টং কেনেদং ভোগানাং পরিবর্জ্জনম্।
বঞ্চিতাসি প্রিয়ালাপে ! বৈরিণা কেনচিত্ত্বিহ ॥ ৫৬ ॥
মুঞ্চাগ্রহমিমং কান্তে ! কুরু কার্য্যং সুশোভনম্।
সুখং তব মমাপি স্যাদ্বিবাহে বিহিতে কিল ॥ ৫৭ ॥
বিষ্ণুর্লক্ষ্ম্যা সহাভাতি সাবিত্র্যা চ সহাত্মভূঃ।
রুদ্রো ভাতি চ পার্ব্বত্যা শচ্যা শতমখস্তথা ॥ ৫৮ ॥
কা নারী পতিহীনা চ সুখং প্রাপ্নোতি শাশ্বতম্।
যেন ত্বমসিতাপাঙ্গি ! ন করোষি পতিং শুভম্ ॥ ৫৯ ॥
কামঃ কাদ্য গতঃ কান্তে ! যস্ত্বাং বাণৈঃ সুকোমলৈঃ।
মাদনৈঃ পঞ্চভিঃ কামং ন তাড়য়তি মন্দধীঃ ॥ ৬০ ॥

---

* তস্মাত্তথৈব নারীণামপি পুরুষং বিনা ন স্যাৎ তুল্যন্যায়ত্বাদুভয়োরিত্যর্থঃ। সংযোগে ইতি। ইদং কিং ন জানাসীতি শেষঃ ॥ ৫৪ ॥

কান্তাসীতি। ইদং পুরুষসঙ্গবিষয়ং চাতুর্য্যং তব কিং নাস্তীত্যর্থঃ। কান্তায়া ইদং চাতুর্য্যমবশ্যমপেক্ষিতমিতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥

ননু বিষয়ো ন কর্ত্তব্য ইতি মাং প্রতি কেচিদুক্তমন্তীত্যত আহ তবোপদিষ্টমিতি ॥ ৫৬—৫৭ ॥

পরাকাষ্ঠা হয়, আর বিয়োগ হইলেই ক্লেশ হইয়া থাকে ॥ ৫৩—৫৪ ॥ তুমি সমস্ত আভরণে বিভূষিতা হইয়াছ বটে, কিন্তু তোমাতে চাতুর্য্য লক্ষিত হইতেছে না; যেহেতু তুমি আমাকে ভজনা করিতেছ না ॥ ৫৫ ॥ তোমাকে ভোগ পরিত্যাগ করিতে কি কেহ উপদেশ দিয়াছে ? অয়ি ! মধুরভাষিণি ! যদি তাহা হয় তবে কোনও শত্রু তোমাকে এ বিষয়ে বঞ্চনা করিয়াছে সন্দেহ নাই ॥ ৫৬ ॥ কান্তে ! তুমি এই আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া সুশোভন বিবাহ কার্য্য সম্পাদন কর, তাহা হইলে আমাদের উভয়েরই পরম সুখ লাভ হইবে ॥৫৭॥ বিশেষত বিষ্ণু কমলার সহিত, ব্রহ্মা সাবিত্রীর সহিত, রুদ্র পার্ব্বতীর সহিত ও ইন্দ্র শচীর সহিত যেমন শোভা পাইয়া থাকেন, আমিও তোমার সহিত সেইরূপ শোভা পাইব সন্দেহ নাই ॥ ৫৮ ॥ পতিবিহীনা কোন্ নারী নিরন্তর সুখলাভ করিতে পারে ? যাহাতে তুমি অত্যুত্তম পতি প্রাপ্ত হইয়াও স্বীকার করিতেছ না ? ॥ ৫৯ ॥ হে কান্তে ! মন্দবুদ্ধি কাম এখন কোথায় গিয়াছে ? সে উন্মাদকর সুকোমল পঞ্চবাণ দ্বারা তোমাকে নিতান্ত নিপীড়িত করিতেছে

মন্যেঽহমিব কামোঽপি দয়াবাংস্ত্বয়ি সুন্দরি!।
অবলেতি চ মন্বানো ন প্রেরয়তি মার্গণান্॥ ৬১॥
মনোভবস্য বৈরং বা কিমপ্যস্তি ময়া সহ।
তেন চ ত্বয্যরালাক্ষি! ন মুঞ্চতি শিলীমুখান্॥ ৬২॥
অথবা মেঽহিতৈর্দ্দেবৈর্বারিতোঽসৌ ঋষধ্বজঃ।
সুখবিধ্বংসিভিস্তেন ত্বয়ি ন প্রহরত্যপি॥ ৬৩॥
ত্যক্ত্বা মাং মৃগশাবাক্ষি! পশ্চাত্তাপং করিষ্যসি।
মন্দোদরীব তন্বঙ্গি! পরিত্যজ্য শুভং নৃপম্॥ ৬৪॥
অনুকূলং পতিং পশ্চাৎ সা চকার শঠং পতিম্।
কামার্ত্তা চ যদা জাতা মোহেন ব্যাকুলান্তরা॥ ৬৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে দেবীমহিষাসুরসংবাদো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

শচ্যা শতমখস্তথেতি। তথাহমপি ত্বয়া শোভাং প্রাপ্স্যামীতি শেষঃ॥ ৫৮—৬২॥
অথবা মেঽহিতৈরিতি। মে মমাহিতৈঃ শক্রভিদেবৈর্ম্মম সুখবিধ্বংসিভিরয়ং ঋষধ্বজো বারিতঃ কিমিত্যর্থঃ। তেন কারণেনাসৌ ত্বয়ি ন প্রহরতীত্যর্থঃ॥ ৬৩॥
মন্দোদরীব পশ্চাত্তাপমিত্যন্বয়ঃ॥ ৬৪॥
সা তন্বঙ্গী অনুকূলং পতিং পরিত্যজ্য পশ্চাচ্ছঠং পতিং চকার। কদা যদা কামার্ত্তা জাতা পশ্চাৎ পূর্ব্বপত্যলাভেন পশ্চাত্তাপং প্রাপ্তা তদেত্যর্থঃ॥ ৬৫॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

না কেন?॥৬০॥ সুন্দরি! আমি বোধ করি মদন আমার ন্যায় তোমার প্রতি সদয় হইয়াই এবং অবলা মনে করিয়াই বাণ প্রয়োগ করিতেছে না॥ ৬১॥ কুটিলনয়নে! বোধ হয় মনোভবের আমার সহিত কোনও শত্রুতা আছে, তাহাতেই তোমার উপর শায়কসকল মোচন করিতেছে না॥ ৬২॥ অথবা আমার সুখঘাতক বৈরী দেবতারা মকরকেতনকে নিবারণ করিয়া থাকিবে, সেই কারণেই কাম তোমাকে প্রহার করিতেছে না॥৬৩॥ কৃশাঙ্গি! মন্দোদরী যেমন সুন্দর অনুকূল নরপতি পতিকে পরিত্যাগ করিয়া যখন কামার্ত্ত হইল তখন মোহে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া পশ্চাৎ একজন শঠকে পতি করিয়া অনুতাপ করিয়াছিল, হে মৃগশাবক্ষি! আমাকে পরিত্যাগ করিলে তোমাকেও সেইরূপ পশ্চাৎ অনুতাপ করিতে হইবে সন্দেহ নাই॥ ৬৪—৬৫॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে মহিষাসুর ও দেবীর কথোপ-কথন নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত॥ ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য দেবী পপ্রচ্ছ দানবম্।
কা সা মন্দোদরী নারী কোঽসৌ ত্যক্তো নৃপস্তয়া ॥ ১ ॥
শঠঃ কো বা নৃপঃ পশ্চাত্তন্মে ব্রূহি কথানকম্।
বিস্তরেণ যথাপ্রাপ্তং দুঃখং বনিতয়া পুনঃ ॥ ২ ॥

মহিষ উবাচ।

সিংহলো নাম দেশোঽস্তি বিখ্যাতঃ পৃথিবীতলে।
ঘনপাদপসংযুক্তো ধানধান্যসমৃদ্ধিমান্ ॥ ৩ ॥
চন্দ্রসেনাভিধস্তত্র রাজা ধর্ম্মপরায়ণঃ।
ন্যায়দণ্ডধরঃ শান্তঃ প্রজাপালনতৎপরঃ ॥ ৪ ॥
সত্যবাদী মৃদুঃ শূরস্তিতিক্ষুর্নীতিসাগরঃ।
শাস্ত্রবিৎ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞো ধনুর্ব্বেদেঽতিনিষ্ঠিতঃ ॥ ৫ ॥

একষষ্টিশ্লোকবর্গৈর্মন্দোদর্য্যাঃ কথানকম্।
দেবীবোধায় দৈত্যেন কথ্যতে চেতি কথ্যতে।

মন্দোদরীদৃষ্টান্তং শ্রুত্বা লীলাবশাদ্দেবী পৃচ্ছতীত্যাহ ইতি শ্রুত্বেতি বনিতয়া মন্দোদর্য্যা ॥ ২—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! অনন্তর দেবী মহিষাসুরের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই মন্দোদরী নারী কে? আর সে যাঁহাকে পূর্ব্বে পরিত্যাগ করিয়াছিল সেই রাজাই বা কে? এবং পশ্চাৎ যে শঠ নৃপতিকে পতিত্বে স্বীকার করিয়াছিল সেই নরপতিই বা কে? আর সেই বনিতা পশ্চাৎ কিরূপে দুঃখ অনুভব করিয়াছিল? তৎসমুদয় আমার নিকট বিস্তার করিয়া কীর্ত্তন কর ॥ ১—২ ॥

দেবীর এই কথা শ্রবণ করিয়া মহিষাসুর বলিতে আরম্ভ করিল। দেবি! এই পৃথিবী-মণ্ডলে সিংহলদেশ অতি প্রসিদ্ধ স্থান, সেই স্থান বিবিধ-তরুরাজি-সুশোভিত এবং ধনধান্য-সমৃদ্ধিশালী; চন্দ্রসেন নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ রাজা সেই স্থানে বাস করিতেন, তিনি শান্ত, সত্যবাদী, বীরবর, দয়ালু, ধৈর্য্যশালী, ক্ষমাবান্, নীতিশাস্ত্রে সাগরের ন্যায় গভীর জ্ঞান-সম্পন্ন, শাস্ত্রবিৎ, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ এবং ধনুর্ব্বেদে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন; তিনি প্রজাপালনে

তস্য ভার্য্যা বরারোহা সুন্দরী সুভগা শুভা।
সদাচারাতিসুমুখী পতিভক্তিপরায়ণা ॥ ৬ ॥
নাম্না গুণবতী কান্তা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা।
সুষুবে প্রথমে গর্ভে পুত্রীং সা চাতিসুন্দরীম্ ॥ ৭ ॥
পিতা চাতীব সন্তুষ্টঃ পুত্রীং প্রাপ্য মনোরমাম্।
মন্দোদরীতি নামাস্যাঃ পিতা চক্রে মুদান্বিতঃ ॥ ৮ ॥
ইন্দোঃ কলেব চাত্যর্থং ববৃধে সা দিনে দিনে।
দশবর্ষা যদা জাতা কন্যা চাতিমনোহরা ॥ ৯ ॥
বরার্থং নৃপতিশ্চিন্তামবাপ চ দিনে দিনে।
মদ্রদেশাধিপঃ শূরঃ সুধন্বা নাম পার্থিবঃ ॥ ১০ ॥
তস্য পুত্রোঽতিমেধাবী কম্বুগ্রীবোঽতিবিশ্রুতঃ।
ব্রাহ্মণৈঃ কথিতো রাজ্ঞে স যুক্তোঽস্যা বরঃ শুভঃ ॥ ১১ ॥
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নঃ সর্ব্ববিদ্যার্থপারগঃ।
রাজ্ঞা পৃষ্টা তদা রাজ্ঞী নাম্না গুণবতী প্রিয়া ॥ ১২ ॥
কম্বুগ্রীবায় কন্যাং স্বাং দাস্যামি বরবর্ণিনীম্।
সা তু পত্যুর্বচঃ শ্রুত্বা পুত্রীং পপ্রচ্ছ সাদরম্ ॥ ১৩ ॥

(অতিনিষ্ঠাজাতাস্যেতি। ইতচ্। ধনুর্ব্বেদেঽতি নিষ্ঠিতঃ ধনুর্ব্বেদতত্ত্বজ্ঞ ইত্যর্থঃ ॥ ৫-৯ ॥

তৎপর হইয়া ন্যায়ানুসারে দণ্ডবিধান করিতেন ॥ ৩—৫ ॥ মনোহর-রূপসৌন্দর্য্যশালিনী গুণবতীনাম্নী তাঁহার এক নিতম্বিনী ভার্য্যা ছিল। তিনি পতির প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া নিয়ত সদাচারে রত থাকিতেন। সেই সর্ব্বলক্ষণসমন্বিতা কান্তা প্রথম গর্ভেই এক সুন্দরী কন্যা প্রসব করিলেন ॥ ৬—৭ ॥ পিতা চন্দ্রসেন-ভূপতি মনোরমা কন্যা লাভ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং পরম আনন্দে সেই কন্যার মন্দোদরী এই নাম রক্ষা করিলেন ॥ ৮ ॥ সেই কন্যা ইন্দুকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যখন কন্যার বয়স দশ বৎসর পূর্ণ হইল, তখন সেই কন্যা অতিশয় মনোহারিণী হইয়া উঠিল ॥ ৯ ॥ নরপতি কন্যাকে দর্শন করিয়া তাহার বরের নিমিত্ত প্রতিদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ব্রাহ্মণগণ রাজাকে বলিলেন যে, মদ্রদেশাধিপতি মহাবীর সুধন্বা রাজার অতিমেধাবী কম্বুগ্রীব নামে একপুত্র আছে, ঐ কুমার সমস্ত রাজলক্ষণে বিভূষিত এবং সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী, সুতরাং সেই রাজপুত্রই এই কন্যার উপযুক্ত ও সুশোভন বর হইবে। তখন, রাজা স্বীয় প্রেয়সী গুণবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি এই বরবর্ণিনী কন্যা

বিবাহং তে পিতা কর্ত্তুং কম্বুগ্রীবেণ বাঞ্ছতি।
তচ্ছ্রুত্বা মাতরং প্রাহ বাক্যং মন্দোদরী তদা ॥ ১৪ ॥
নাহং পতিং করিষ্যামি নেচ্ছা মেঽস্তি পরিগ্রহে।
কৌমারং ব্রতমাস্থায় কালং নেষ্যামি সর্ব্বথা ॥ ১৫ ॥
স্বাতন্ত্র্যেণ চরিষ্যামি তপস্তীব্রং সদৈব হি।
পারতন্ত্র্যং পরং দুঃখং মাতঃ! সংসারসাগরে ॥ ১৬ ॥
স্বাতন্ত্র্যান্মোক্ষ ইত্যাহুঃ পণ্ডিতাঃ শাস্ত্রকোবিদাঃ।
তস্মান্মুক্তা ভবিষ্যামি পত্যা মে ন প্রয়োজনম্ ॥ ১৭ ॥
বিবাহে বর্ত্তমানে তু পাবকস্য চ সন্নিধৌ।
বক্তব্যং বচনং সম্যক্ তদধীনাস্মি সর্ব্বদা ॥ ১৮ ॥
শ্বশ্রূদেবরবর্গাণাং দাসীত্বং শ্বশুরালয়ে।
পতিচিত্তানুবর্ত্তিত্বং দুঃখাদ্দুখতরং স্মৃতম্ ॥ ১৯ ॥
কদাচিৎ পতিরন্যাং বা কামিনীঞ্চ ভজেদ্যদি।
তদা মহত্তরং দুঃখং সপত্নীসম্ভবং ভবেৎ।
তদের্ষ্যা জায়তে পত্যৌ ক্লেশশ্চাপি ভবেদথ ॥ ২০ ॥

দশমে কন্যকা প্রোক্তা তত ঊর্দ্ধং রজস্বলেতি বচনাৎ কন্যায়া দশমে বর্ষে এব রাজ্ঞশ্চিন্তামাহ বরার্থমিতি ॥ ১০—১৪ ॥

কম্বুগ্রীবকে সম্প্রদান করিব। রাজমহিষী পতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ কন্যা মন্দোদরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমার পিতা মদ্ররাজপুত্র কম্বুগ্রীবের সহিত তোমার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। মন্দোদরীও জননীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিল ॥ ১০—১৪ ॥ জননি! বিবাহে আমার ইচ্ছা নাই, আমি পতিগ্রহণ করিব না, আমি সর্ব্বতোভাবে কৌমারব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক কালযাপন করিব ॥ ১৫ ॥ মাতঃ! এই সংসার-সাগরে পরাধীনতা অপেক্ষা নিরতিশয় দুঃখকর বিষয় আর নাই এজন্য আমি স্বাধীনভাবে সর্ব্বদা কঠোর তপস্যা করিব বাসনা করিয়াছি ॥ ১৬ ॥ শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে পারিলেই মোক্ষ হয়; অতএব, আমি তাহাতেই মুক্ত হইব, পতিতে আমার প্রয়োজন নাই ॥ ১৭ ॥ বিবাহ সময়ে অগ্নিসমীপে বলিতে হয় যে, আমি সর্ব্বতোভাবে নিয়তই তোমার অধীন থাকিব; আর দেখুন শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া শ্বশ্রূ ও দেবরবর্গের দাসী হইয়া কালযাপন করিতে হয়; বিশেষতঃ পতির সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইয়া তাহার চিত্তের অনুবর্ত্তন করিতে হয়, ইহা দুঃখ অপেক্ষাও দুঃখতর ॥১৮—১৯॥ আর

সংসারে ক সুখং মাতর্নারীণাঞ্চ বিশেষতঃ।
স্বভাবাৎ পরতন্ত্রাণাং সংসারে স্বপ্নধর্ম্মিণি ॥ ২১ ॥
শ্রুতং ময়া পুরা মাতরুত্তানচরণাত্মজঃ।
উত্তমঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞো ধ্রুবাদবরজো নৃপঃ ॥ ২২ ॥
পত্নীং ধর্ম্মপরাং সাধ্বীং পতিভক্তিপরায়ণাম্।
অপরাধং বিনা কান্তাং ত্যক্তবান্ বিপিনে প্রিয়াম্ ॥ ২৩ ॥
এবংবিধানি দুঃখানি বিদ্যমানে তু ভর্ত্তরি।
কালযোগান্মৃতে তস্মিন্নারী স্যাদ্দুঃখভাজনম্ ॥ ২৪ ॥
বৈধব্যং পরমং দুঃখং শোকসন্তাপকারকম্।
পরোষিতপতিত্বেঽপি দুঃখং স্যাদধিকং গৃহে ॥ ২৫ ॥
মদনাগ্নিবিদগ্ধায়াঃ কিং সুখং পতিসঙ্গজম্।
তস্মাৎ পতির্ন কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথেতি মতির্মম ॥ ২৬ ॥
এবং প্রোক্তা তদা মাতা পতিং প্রাহ নৃপাত্মজা।
ন চ বাঞ্ছতি ভর্ত্তারং কৌমারব্রতধারিণী ॥ ২৭ ॥

কৌমারং ব্রতমাস্থায় কালং নেষ্যামীতি। বিবাহমকৃত্বা চিরকালং কুমারী সতী কালং যাপয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১৫—২১ ॥)
উত্তানচরণো হ্যুত্তানপাদঃ ॥ ২২—২৪ ॥

যদি কখনও পতি অন্য কামিনীকে বিবাহ করেন তাহা হইলে তৎকালীন সপত্নীজনিত মহত্তর দুঃখ উপস্থিত হয়। মাতঃ! তৎকালে পতির প্রতি ঈর্ষ্যা উপস্থিত হয় তজ্জন্য অশেষ ক্লেশভোগ করিতে হয় ॥ ২০ ॥ অতএব, স্বপ্নসদৃশ এই সংসারে কি সুখ আছে? বিশেষতঃ ইহাতে স্বভাবত-পরাধীন নারীদিগের ত কোনও সুখ নাই ॥২১॥ জননি! আমি শ্রবণ করিয়াছি যে, পুরাকালে উত্তানপাদতনয় ধর্ম্মজ্ঞ উত্তম, ধ্রুব অপেক্ষা কনিষ্ঠ হইলেও রাজা হইয়াছিলেন ॥ ২২ ॥ আর উত্তানপাদ নৃপতি পতিভক্তিপরায়ণা প্রিয়তমা কান্তাকে বিনা অপরাধে বিপিনে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥ স্বামী বিদ্যমান থাকিলে রমণীদিগকে এইরূপ বিবিধ দুঃখ অনুভব করিতে হয়, আর যদি কালবশত পতি পরলোক গত হয় তাহা হইলে স্ত্রীজাতি অশেষ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে; যেহেতু বৈধব্য দশা রমণীগণের একমাত্র দুঃখ শোক ও সন্তাপের কারণ; আর পতি বিদেশগত হইলেও নারীগণের দেহ মদনানলে দগ্ধ হয়, ইহাতে তাহাদের গৃহে অধিক দুঃখ হইয়া থাকে; অতএব, পতির কি জীবিতাবস্থায় কি মৃতাবস্থায় কোন সময়েও পতিলাভে সুখ নাই, এজন্য আমার বিবেচনায় পতিস্বীকার করা কখনই কর্ত্তব্য নহে ॥ ২৪—২৬ ॥

ব্রতজাপ্যপরা নিত্যং সংসারাদ্বিমুখী সদা।
ন কাঙ্ক্ষতি পতিং কর্ত্তুং বহুদোষবিচক্ষণা॥ ২৮॥
ভার্য্যায়া ভাষিতং শ্রুত্বা তথৈব সংস্থিতো নৃপঃ।
বিবাহো ন কৃতঃ পুত্র্যা জ্ঞাত্বা ভাববিবর্জ্জিতাম্॥ ২৯॥
বর্ত্তমানা গৃহেষ্বেবং পিত্রা মাত্রা চ রক্ষিতা।
যৌবনস্যাঙ্কুরা জাতা নারীণাং কামদীপকাঃ॥ ৩০॥
তথাপি সা বয়স্যাভিঃ প্রেরিতাপি পুনঃ পুনঃ।
চকমে ন পতিং কর্ত্তুং জ্ঞানার্থপদভাষিণী॥ ৩১॥
একদোদ্যানদেশে সা বিহর্ত্তুং বহুপাদপে।
জগাম সুমুখী প্রেম্ণা সৈরন্ধ্রীগণসেবিতা॥ ৩২॥
রেমে কৃশোদরী তত্রাপশ্যৎ কুসুমিতা লতাঃ।
পুষ্পাণি চিন্বতী রম্যা বয়স্যাভিঃ সমাবৃতা॥ ৩৩॥
কোসলাধিপতিস্তত্র মার্গে দৈববশাত্তদা।
আজগাম মহাবীরো বীরসেনোঽতিবিশ্রুতঃ॥ ৩৪॥

পরোষিতে দেশান্তরগতে ইত্যর্থঃ॥ ২৫—৩১॥

মাতা, কন্যার এই কথা শুনিয়া তখন পতিকে বলিলেন; মন্দোদরী কৌমারব্রত অবলম্বন করিবে, তাহার বিবাহ করিতে অভিলাষ নাই॥ ২৭॥ সে পতিগ্রহণে নানাবিধ দোষ প্রদর্শন করিয়া সংসারে নিয়ত বিমুখ হইয়া ব্রত ও জপের অনুষ্ঠান করত সর্ব্বদা একাকিনী কালযাপন করিবে, সে পতিগ্রহণ করিতে আকাঙ্ক্ষা করে না॥ ২৮॥ রাজা ভার্য্যার কথা শুনিয়া কন্যার বিবাহে অনুরাগ নাই ইহা অবগত হইলেন এবং তাহার বিবাহ না দিয়া তদবস্থাতেই কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন॥২৯॥ এইরূপে কন্যা, পিতা মাতা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া গৃহে বাস করিতে লাগিলেন; এই সময়ে সেই রাজতনয়ার কামিনীগণের কামোদ্দীপক যৌবনাঙ্কুরের উদয় হইল॥ ৩০॥ রাজকন্যার বয়স্যাগণ পতি পরিগ্রহের নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিলেও সেই বালা নানাবিধ জ্ঞানপূর্ণ বাক্য বলিয়া পতিগ্রহণে অভিলাষ প্রকাশ করিলেন না॥ ৩১॥

একদা সেই সুমুখী প্রীতিবশত সৈরন্ধ্রীগণ সমভিব্যাহারে বিবিধ-পাদপ-পরিশোভিত উদ্যানে বিহার করিতে গমন করিলেন॥ ৩২॥ সেই কৃশোদরী তথায় বয়স্যাগণের সহিত নানাবিধ কুসুম চয়ন ও রমণীয় পুষ্পিত লতা সকল দর্শন করিয়া ক্রীড়া করিতে লাগিলেন॥ ৩৩॥ এই সময় কোশলাধিপতি মহাবীর বীরসেন নামক অতি প্রসিদ্ধ রাজা

একাকী রথমারূঢ়ঃ কতিচিৎসেবকৈর্বৃতঃ।
সৈন্যঞ্চ পৃষ্ঠতস্তস্য সমায়াতি শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৩৫ ॥
দৃষ্টস্তস্যা বয়স্যাভি দূ্রতঃ পার্থিবস্তদা ॥ ৩৬ ॥
মন্দোদর্য্যৈ তথা প্রোক্তং সমায়াতি নরঃ পথি।
রথারূঢ়ো মহাবাহু রূপবান্ মদনোঽপরঃ ॥ ৩৭ ॥
মন্যেঽহং নৃপতিঃ কশ্চিৎ প্রাপ্তো ভাগ্যবশাদিহ।
এবং ব্রুবত্যাং তত্রাসৌ কোসলেন্দ্রঃ সমাগতঃ ॥ ৩৮ ॥
দৃষ্ট্বা তামসিতাপাঙ্গীং বিস্ময়ং প্রাপ ভূপতিঃ।
উত্তীর্য্য স রথাত্তূর্ণং পপ্রচ্ছ পরিচারিকাম্ ॥ ৩৯ ॥
কেয়ং বালা বিশালাক্ষী কস্য পুত্রী বদাশু মে।
এবং পৃষ্টা তু সৈরন্ধ্রী তমুবাচ শুচিস্মিতা ॥ ৪০ ॥
প্রথমং ব্রূহি মে বীর! পৃচ্ছামি ত্বাং সুলোচন!।
কোঽসি ত্বং কিমিহায়াতঃ কিং কার্য্যং বদ সাম্প্রতম্ ॥ ৪১ ॥
ইতি পৃষ্টস্তু সৈরন্ধ্র্যা তামুবাচ মহীপতিঃ ॥ ৪২ ॥

(মন্দোদরীসমীপে কোসলাধিপতিসমাগমপ্রসঙ্গমাহ একদেতি ॥ ৩২—৩৭ ॥

দৈববশত সেই পথে আগমন করিলেন ॥ ৩৪ ॥ তাহার সৈন্য সকল পশ্চাতে মন্দ গমনে আসিতেছিল; কেবলমাত্র তিনি একাকী কতিপয়মাত্র সেবক সমভিব্যাহারে রথারূঢ় হইয়া সেই উদ্যানের নিকটে উপস্থিত হইলেন ॥৩৫॥ তখন তাহার বয়স্যা দূর হইতে সেই রাজাকে নয়নগোচর করিয়া মন্দোদরীকে বলিল, সখি! দ্বিতীয় মদনের ন্যায় রূপবান্ মহাবাহু এক জন পুরুষ রথে আরোহণ করিয়া পথে আগমন করিতেছেন ॥ ৩৬—৩৭ ॥ আমি বোধ করি কোন রাজা আমাদের ভাগ্যবশত এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। এই কথা বলিতে বলিতেই কোশলপতি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৮ ॥ সেই নরপতি অসিতাপাঙ্গী রাজনন্দিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৯ ॥ ভদ্রে! এই বিশালনয়না বালা কে এবং কাহার কন্যা? তুমি আমাকে ইহা শীঘ্র বল। শুচিস্মিতা সৈরন্ধ্রী এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাকে বলিল ॥৪০॥ হে সুলোচন! বীর! আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি প্রথমে বলুন; আপনি কে? কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছেন? আপনার প্রয়োজন কি? ॥ ৪১ ॥ সৈরন্ধ্রী ইহা জিজ্ঞাসা করিলে মহীপতি তাঁহাকে বলিলেন, ভূতলে কোশল নামক অতি সুন্দর পরম বিস্ময়কর এক দেশ আছে আমি সেই দেশের অধিপতি আমার নাম বীরসেন, আমার

কোসলো নাম দেশোঽস্তি পৃথিব্যাং পরমাদ্ভুতঃ।
তস্য পালয়িতা চাহং বীরসেনাভিধঃ প্রিয়ে! ॥ ৪৩ ॥
বাহিনী পৃষ্ঠতঃ কামং সমায়াতি চতুর্ব্বিধা।
মার্গভ্রমাদিহ প্রাপ্তং বিদ্ধি মাং কোসলাধিপম্ ॥ ৪৪ ॥

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।

চন্দ্রসেনসুতা রাজন্! নাম্না মন্দোদরী কিল।
উদ্যানে রন্তুকামেয়ং প্রাপ্তা কমললোচনা ॥ ৪৫ ॥
শ্রুত্বা তদ্ভাষিতং রাজা প্রত্যুবাচ প্রসাধিকাম্।
সৈরন্ধ্রি! চতুরাসি ত্বং রাজপুত্রীং প্রবোধয় ॥ ৪৬ ॥
ককুৎস্থবংশজশ্চাহং রাজাস্মি চারুলোচনে!।
গান্ধর্ব্বেণ বিবাহেন পতিং মাং কুরু কামিনি! ॥ ৪৭ ॥
ন মে ভার্য্যাস্তি সুশ্রোণি! বয়সোদ্ভূতযৌবনাম্।
বাঞ্ছামি রূপসম্পন্নাং সুকুলাং কামিনীং কিল ॥ ৪৮ ॥
অথবা তে পিতা মহ্যং বিধিনা দাতুমর্হতি।
অনুকূলপতিশ্চাহং ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৯ ॥

মহিষ উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য সৈরন্ধ্রী প্রাহ তাং তদা।
প্রহস্য মধুরং বাক্যং কামশাস্ত্রবিশারদা ॥ ৫০ ॥

এবং ব্রুবত্যামিতি। তাসাং মধ্যে একস্যাং ব্রুবত্যামিত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৪৫ ॥)

চতুর্ব্বিধ বাহিনী ইচ্ছানুসারে পশ্চাৎ আসিতেছে। আমি পথভ্রমে এখানে উপস্থিত হইয়াছি, আমাকে কোশলদেশের অধিপতি বলিয়া জানিবে ॥ ৪২—৪৪ ॥

সৈরন্ধ্রী বলিল, রাজন্! এই কমলনয়না চন্দ্রসেন রাজার দুহিতা ইহার নাম মন্দোদরী। ইনি ক্রীড়া করিবার বাসনায় এই উদ্যানে আগমন করিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥ রাজা সৈরন্ধ্রীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে বলিলেন, সৈরন্ধ্রি! তোমাকে চতুরা বলিয়া বোধ হইতেছে, অতএব আমি যাহা বলিতেছি তাহা তুমি রাজপুত্রীকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও ॥ ৪৬ ॥ চারুলোচনে! আমি ককুৎস্থবংশসম্ভূত রাজা; কামিনি! গান্ধর্ব্ব বিবাহ বিধি দ্বারা আমাকে পতিত্বে বরণ কর ॥ ৪৭ ॥ নিতম্বিনি! আমার অন্য আর ভার্য্যা নাই, তুমি রূপবতী কামিনী, সদ্বংশসম্ভূতা ও বয়সানুসারে প্রাপ্তযৌবনা, সুতরাং আমি তোমাকে লাভ করিতে বাসনা করি ॥ ৪৮ ॥ অথবা তোমার পিতা আমাকে বিধিপূর্ব্বক প্রদান করিতেও পারেন, তাহা হইলে আমি তোমার অনুকূল পতি হইব সন্দেহ নাই ॥ ৪৯ ॥

মন্দোদরি! নৃপঃ প্রাপ্তঃ সূর্য্যবংশসমুদ্ভবঃ।
রূপবান্ বলবান্ কান্তো বয়সা ত্বৎসমঃ পুনঃ।
প্রীতিমান্নৃপতির্জ্জাতস্ত্বয়ি সুন্দরি! সর্ব্বথা॥ ৫১॥
পিতাপি তে বিশালাক্ষি! পরিতপ্যতি সর্ব্বথা।
বিবাহকালং তে জ্ঞাত্বা ত্বাঞ্চ বৈরাগ্যসংযুতাম্॥ ৫২॥
ইত্যাহাস্মান্ স নৃপতির্ব্বিনিঃশ্বস্য পুনঃ পুনঃ।
পুত্রীং প্রবোধয়ন্ত্বেতাং সৈরন্ধ্র্যঃ সেবনে রতাঃ॥ ৫৩॥
বক্তুং শক্তা বয়ং ন ত্বাং হঠধর্ম্মরতাং পুনঃ।
ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্মোঽব্রবীৎ মুনিঃ॥ ৫৪॥
ভর্ত্তারং সেবমানা বৈ নারী স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ।
তস্মাৎ কুরু বিশালাক্ষি! বিবাহং বিধিপূর্ব্বকম্॥ ৫৫॥

মন্দোদর্য্যুবাচ।

নাহং পতিং করিষ্যামি চরিষ্যে তপমদ্ভুতম্।
নিবারয় নৃপং বালে! কিং মাং পশ্যতি নিস্ত্রপঃ॥ ৫৬॥

সৈরন্ধ্র্যুবাচ।

দুর্জ্জয়ো দেবি! কামোঽসৌ কালস্তু দুরতিক্রমঃ।
তস্মাৎ মে বচনং পথ্যং কর্ত্তুমর্হসি সুন্দরি!॥ ৫৭॥

প্রসাধিকাং কুট্টিনীমিত্যর্থঃ॥ ৪৬—৫৫॥

মহিষ বলিল, দেবি! তাঁহার এই কথা শুনিয়া কামশাস্ত্রে সুপণ্ডিত সেই সৈরন্ধ্রী হাসিতে হাসিতে মধুর বাক্যে রাজকন্যাকে বলিল॥ ৫০॥ মন্দোদরি! কমনীয়কান্তি সূর্য্যবংশীয় এক নরপতি আসিয়াছেন, তিনি রূপবান্ বলবান্ এবং তোমার সমান-বয়স্ক; সুন্দরি! সেই নৃপতি তোমার প্রতি সর্ব্বতোভাবে প্রীতিপরায়ণ হইয়াছেন॥ ৫১॥ বিশাললোচনে! তোমার বিবাহকাল উপস্থিত তথাপি তুমি বিবাহ করিলে না বরং তদ্বিষয়ে তোমার একান্তই বৈরাগ্য; তোমার পিতা ইহা অবগত হইয়া নিরন্তর পরিতাপ করিতেছেন॥ ৫২॥ দেখ, তোমার পিতা বার বার নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, সৈরন্ধ্রীগণ! তোমরা ইহার সেবায় নিরত থাকিয়া ইহাকে প্রবোধিত কর॥ ৫৩॥ কিন্তু, তুমি হঠধর্ম্মে নিরত হইয়াছ সুতরাং আমরা তোমাকে কিছুই বলিতে পারি না; মুনিগণ বলিয়াছেন যে, স্বামীর শুশ্রূষা করাই স্ত্রীদিগের পরম ধর্ম্ম॥ ৫৪॥ বিশালনয়নে! স্বামীর সেবা করিলে নারীগণ স্বর্গলাভ করেন; অতএব তুমি বিধিপূর্ব্বক বিবাহ কর॥ ৫৫॥

অন্যথা ব্যসনং নূনমাপতেদিতি নিশ্চয়ঃ।
ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা কন্যোবাচাথ তাং সখীম্ ॥ ৫৮ ॥
যদ্যদ্ভবেত্তদ্ভবতু দৈবযোগাদসংশয়ম্।
ন বিবাহং করিষ্যেঽহং সর্ব্বথা পরিচারিকে ! ॥ ৫৯ ॥

মহিষ উবাচ।

ইতি তস্যাস্তু নির্ব্বন্ধং জ্ঞাত্বা প্রাহ নৃপং পুনঃ।
গচ্ছ রাজন্ ! যথাকামং নেয়মিচ্ছতি সৎপতিম্ ॥ ৬০ ॥
নৃপস্তু তদ্বচঃ শ্রুত্বা নির্গতঃ সহ সেনয়া।
কোসলান্ বিমনা ভূত্বা কামিনীং প্রতি নিস্পৃহঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে মন্দোদর্য্যুপাখ্যানং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

তপস্তু তপসা সহেতি দ্বিরূপকোষঃ ॥ ৫৬—৬১ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পঞ্চমস্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

মন্দোদরী বলিলেন, আমি বিবাহ না করিয়া অদ্ভুত তপস্যার অনুষ্ঠান করিব ; বালে ! তুমি নরপতিকে নিবারণ কর, উনি নির্লজ্জ হইয়া কেন আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন ॥৫৬॥

সৈরন্ধ্রী বলিল, দেবি ! কাম একান্ত দুর্জ্জয়, কালও দুরতিক্রমণীয় ; অতএব, সুন্দরি ! আমার বাক্য পথ্য স্বরূপ জানিয়া প্রতিপালন কর ॥ ৫৭ ॥ আর যদি ইহার অন্যথা কর তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার বিপদ্ উপস্থিত হইবে। মন্দোদরী সৈরন্ধ্রির ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া তাহাকে বলিল, পরিচারিকে ! দৈবযোগে যাহা হইবার তাহাই হইবে তাহাতে সংশয় নাই, তথাপি এক্ষণে আমি কিছুতেই বিবাহ করিব না ॥ ৫৮—৫৯ ॥

মহিস বলিল, সৈরন্ধ্রী তাহার এইরূপ নির্ব্বন্ধ জানিয়া নরপতিকে বলিল, রাজন্ ! এই কামিনী সৎপতি লাভ করিতে ইচ্ছা করেন না আপনি যথা ইচ্ছা তথায় প্রস্থান করুন্ ॥ ৬০ ॥ নৃপতি তাহার কথা শুনিয়া কামিনীর প্রতি স্পৃহাশূন্য হইলেন এবং বিমনা হইয়া সেনার সহিত কোশলদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে মন্দোদরীর উপাখ্যান বর্ণন নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

মহিষ উবাচ।

তস্যাস্তু ভগিনী কন্যা নাম্না চেন্দুমতী শুভা।
বিবাহযোগ্যা সঞ্জাতা সুরূপাবরজা যদা ॥ ১ ॥
তস্যা বিবাহঃ সংবৃত্তঃ সংজাতশ্চ স্বয়ংবরঃ।
রাজানো বহুদেশীয়াঃ সঙ্গতাস্তত্র মণ্ডপে ॥ ২ ॥
তয়া বৃতো নৃপঃ কশ্চিদ্বলবান্ রূপসংযুতঃ।
কুলশীলসমাযুক্তঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতঃ ॥ ৩ ॥
তদা কামাতুরা জাতা বিটং বীক্ষ্য নৃপস্তু সা।
চকমে দৈবযোগাত্তু শঠং চাতুর্য্যভূষিতম্ ॥ ৪ ॥
পিতরং প্রাহ তন্বঙ্গী বিবাহং কুরু মে পিতঃ!।
ইচ্ছা মেঽদ্য সমুদ্ভূতা দৃষ্ট্বা মদ্রাধিপং ত্বিহ ॥ ৫ ॥
চন্দ্রসেনোঽপি তচ্ছ্রুত্বা পুত্র্যা যদ্ভাষিতং রহঃ।
প্রসন্নেনৈব মনসা তৎকার্য্যে তৎপরোঽভবৎ ॥ ৬ ॥

সপ্ততিশ্লোকবর্য্যৈস্তু মন্দোদর্য্যাঃ কথানকম্।
সমাপ্য মহিষস্যাপি বধ এবাত্র কথ্যতে ॥

তস্মিন্ রাজনি গতেঽনন্তরং জাতং বৃত্তমাহ তস্যাস্তু ভগিনীতি। তস্যা মন্দোদর্য্যাঃ ॥১-৩॥
বিটং ধূর্ত্তং সা মন্দোদরী ॥ ৪ ॥
মদ্রাধিপং মদ্ররাজম্ ॥ ৫ ॥
তৎপরস্তদুদ্যোগবান্ ॥ ৬ ॥

মহিষ বলিল, দেবি! সেই মন্দোদরীর ইন্দুমতী নামে সুলক্ষণা অবিবাহিতা এক ভগিনী ছিল। কালক্রমে সে বিবাহযোগ্যা হইলে, তাহার বিবাহ জন্য স্বয়ংবর সভা প্রস্তুত হইল। অনন্তর, সেই সভামণ্ডপে নানাদিগ্‌দেশীয় নৃপতিগণ উপস্থিত হইলে সেই কন্যা তাঁহাদের মধ্যে কুলশীলসম্পন্ন সর্ব্বসুলক্ষণসংযুক্ত বলশালী ও রূপবান্ এক নরপতিকে যখন বরণ করিল তখন মন্দোদরী দৈবের অনির্ব্বচনীয় প্রভাব বশত ধূর্ত্ত চাতুর্য্যময় ও শঠ মদ্রপতিকে নিরীক্ষণ করিয়া কামাতুর হইল এবং তাহাকেই বিবাহ করিতে অভিলাষ করিল ॥ ১—৪ ॥ তখন সেই কৃশাঙ্গী তাহার পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, পিতঃ! এই সভায় মদ্ররাজকে নয়নগোচর করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছে, অতএব আপনি এক্ষণে আমার বিবাহকার্য্য সম্পাদন করুন ॥ ৫ ॥ নিজনন্দিনী নির্জ্জনে এইরূপ বলিলে পর রাজা

তমাহূয় নৃপং গেহে বিবাহবিধিনা দদৌ ।
কন্যাং মন্দোদরীং তস্মৈ পারিবর্হং তথা বহু ॥ ৭ ॥
চারুদেষ্ণোঽপি তাং প্রাপ্য সুন্দরীং মুদিতোঽভবৎ ।
জগাম স্বগৃহং তুষ্টো রাজাপি সহিতঃ স্ত্রিয়া ॥ ৮ ॥
রেমে নৃপতিশার্দ্দূলঃ কামিন্যা বহুবাসরান্ ।
কদাচিদ্দাসপত্ন্যা স রমমাণো রহঃ কিল ॥ ৯ ॥
সৈরন্ধ্র্যা কথিতং তস্যৈ তয়া দৃষ্টঃ পতিস্তথা ।
উপালম্ভং দদৌ তস্মৈ স্মিতপূর্ব্বং রুষান্বিতা ॥ ১০ ॥
কদাচিদপি সামান্যাং রহো রূপবতীং নৃপঃ ।
ক্রীড়য়ন্ লালয়ন্ দৃষ্টঃ খেদং প্রাপ তদৈব সা ॥ ১১ ॥
ন জ্ঞাতোঽয়ং শঠঃ পূর্ব্বং যদা দৃষ্টঃ স্বয়ংবরে ।
কিং কৃতং তু ময়া মোহাদ্বঞ্চিতাহং নৃপেণ হ ॥ ১২ ॥
কিং করোম্যদ্য সন্তাপং নির্লজ্জে নির্ঘৃণে শঠে ।
কা প্রীতিরীদৃশে পত্যৌ ধিগদ্য মম জীবিতম্ ॥ ১৩ ॥

তং মদ্রাধিপম্ ॥ ৭ ॥
চারুদেষ্ণো রাজা মদ্রাধিপস্তাং প্রাপ্য তয়া স্ত্রিয়া সহিত ইত্যর্থঃ ॥ ৮—১৭ ॥

চন্দ্রসেন তাহা শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় প্রসন্নচিত্ত হইয়া কন্যার বিবাহ বিষয়ে তৎপর হইলেন ॥ ৬ ॥ তিনি মদ্রপতিকে গৃহে আহ্বান করিয়া বিবাহ কার্য্যের নিয়ম অনুসারে মন্দোদরী কন্যাকে প্রচুর ধন যৌতুকের সহিত তাহাকে সম্প্রদান করিলেন ॥ ৭ ॥ মদ্রপতি চারুদেষ্ণ সেই সুন্দরীকে লাভ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে স্ত্রীসমভিব্যাহারে স্বীয় আলয়ে প্রস্থান করিলেন ॥ ৮ ॥ সেই নৃপবর কামিনীর সহিত বহু দিবস ক্রীড়া করিলেন, পরে কোন সময়ে তিনি দাসপত্নীর সহিত নির্জ্জনে ক্রীড়ায় আসক্ত হইলে এক পরিচারিকা এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া মন্দোদরীর নিকটে প্রকাশ করিল,মন্দোদরীও পতির তদবস্থা অবলোকনে কুপিত হইয়া ঈষৎ হাস্যবদনে তিরস্কার করিল ॥৯—১০॥ অনন্তর, একদা রাজা কোনও সামান্যা রূপবতী রমণীর সমভিব্যাহারে পুনরায় ইচ্ছানুসারে ক্রীড়ায় নিমগ্ন হইয়া আমোদ করিতেছেন, এমন সময়ে মন্দোদরী তাহা দর্শন করিল এবং অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল ॥ ১১ ॥ পূর্ব্বে যখন স্বয়ংবরে ইহাকে দর্শন করি তখন শঠ বলিয়া জানিতে পারি নাই, এই রাজা আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে ; হায় ! আমি মোহবশত কি অন্যায় কার্য্যই করিয়াছি ॥ ১২ ॥ এই রাজা শঠ এবং ইহার কিছুমাত্র ঘৃণা ও লজ্জা নাই সুতরাং ইহার নিমিত্ত এখন কোনও সন্তাপ করা বৃথা ; ঈদৃশ পতির প্রতি কিরূপে প্রীতি হইতে পারে ;

অদ্যপ্রভৃতি সংসারে সুখং ত্যক্তং ময়া খলু।
পতিসম্ভোগজং সর্ব্বং সন্তোষোঽদ্য ময়া কৃতঃ ॥ ১৪ ॥
অকর্ত্তব্যং* কৃতং কার্য্যং তজ্জাতং দুঃখদং মম।
দেহত্যাগঃ ক্রিয়তে চেদ্ধত্যাতীব দুরত্যয়া ॥ ১৫ ॥
পিতৃগেহং ব্রজাম্যাশু তত্রাপি ন সুখং ভবেৎ।
হাস্যযোগ্যা সখীনাস্তু ভবেয়ং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥
তস্মাদত্রৈব সংবাসো বৈরাগ্যযুতয়া ময়া।
কর্ত্তব্যঃ কালযোগেন ত্যক্ত্বা কামসুখং পুনঃ ॥ ১৭ ॥

মহিষ উবাচ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য সা নারী দুঃখশোকপরায়ণা।
স্থিতা পতিগৃহং ত্যক্ত্বা সুখং সংসারজং ততঃ ॥ ১৮ ॥
তস্মাত্ত্বমপি কল্যাণি! মামনাদৃত্য ভূপতিম্।
অন্যং কাপুরুষং মন্দং কামার্ত্তা সংশ্রয়িষ্যসি ॥ ১৯ ॥

পতিগৃহং পতিশয়নাগারমিত্যর্থঃ। সংসারজং সুখঞ্চ হিত্বেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥
তস্মাদিতি। মন্দোদরীবত্ত্বমপীত্যর্থঃ। কাপুরুষং কুৎসিতপুরুষম্ ॥ ১৯—২০ ॥

অতএব, এখন আমার জীবন ধারণে ধিক্ ॥ ১৩ ॥ অদ্য হইতে আমি পতি সম্ভোগজনিত সংসারের সমস্ত সুখই পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র সন্তোষ অবলম্বন করিলাম ॥ ১৪ ॥ আমি অকর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছি সুতরাং তাহা এক্ষণে আমার অত্যন্ত দুঃখদায়ক হইয়াছে; যদি এক্ষণে আমি দেহত্যাগ করি, তাহা হইলে আত্মহত্যা পাপ আমাকে কখনই পরিত্যাগ করিবে না অবশ্যই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে ॥ ১৫ ॥ আর যদি পিতৃগৃহে গমন করি তবে সেখানেও আমার সুখ হইবে না; কারণ, সখীগণ আমার এইরূপ অবস্থা অবলোকন করিয়া নিয়তই উপহাস করিবে সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥ অতএব, কামসুখ পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক কালের কুটিলতাবশত এই স্থানে বসতি করাই আমার একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ১৭ ॥

মহিষ বলিল, দেবি! সেই নারী শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া স্বামীর শয়নগৃহ এবং সাংসারিক সুখ একবারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥১৮॥ অতএব, হে কল্যাণি! আমি রাজা তথাপি তুমি আমাকে অনাদর করিতেছ; কিন্তু, পরিশেষে তুমিও এই মন্দোদরীর ন্যায় কামার্ত্ত হইয়া অন্য কোন মূর্খ কাপুরুষকে

* অজ্ঞানাৎ বৎ। ইতি পাঠান্তরম্।

বচনং কুরু মে তথ্যং নারীণাং পরমং হিতম্ ।
অকৃত্বা পরমং শোকং লপ্স্যসে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥

দেব্যুবাচ ।

মন্দাত্মন্ ! গচ্ছ পাতালং যুদ্ধং বা কুরু সাম্প্রতম্ ।
হত্বা ত্বামসুরান্ সর্ব্বান্ গমিষ্যামি যথাসুখম্ ॥ ২১ ॥
যদা যদা হি সাধূনাং দুঃখং ভবতি দানব ! ।
তদা তেষাঞ্চ রক্ষার্থং দেহং সন্ধারয়াম্যহম্ ॥ ২২ ॥
অরূপায়াশ্চ মে রূপমজন্মায়াশ্চ জন্ম চ ।
সুরাণাং রক্ষণার্থায় বিদ্ধি দৈত্য ! বিনিশ্চিতম্ ॥ ২৩ ॥
সত্যং ব্রবীমি জানীহি প্রার্থিতাহং সুরৈঃ কিল ।
ত্বদ্বধার্থং হয়ারে ! ত্বাং হত্বা স্থাস্যামি নিশ্চলা ॥ ২৪ ॥
তস্মাদ্‌যুধ্যস্ব বা গচ্ছ পাতালমসুরালয়ম্ ।
সর্ব্বথা ত্বাং হনিষ্যামি সত্যমেতদ্‌ব্রবীম্যহম্ ॥ ২৫ ॥

ইত্থং বিনোদার্থং মন্দোদরীকথা ভগবত্যা পৃষ্টা সা শ্রুতাধুনা বিনোদং বিহায় যথার্থং ভাষণমাহ মন্দাত্মন্নিতি। অহং ন প্রাকৃতাস্মি কিন্তু সর্ব্বেশ্বরী। কিমর্থং তর্হি অত্রাগতাসীতি চেত্তত্রাহ যদা যদেতি ॥ ২১—২২ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি অরূপায়া ইতি। অজন্মায়াশ্চেত্যত্র ডাবুভাভ্যামন্যতরস্যামিতি ডাপ্ ॥ ২৩—৩০ ॥

আশ্রয় করিবে সন্দেহ নাই ॥ ১৯ ॥ এক্ষণে, তুমি নারীগণের পরম হিতকর ও পথ্য স্বরূপ আমার এই বাক্য প্রতিপালন কর, তাহা না করিলে অবশেষে পরম শোক প্রাপ্ত হইবে তাহাতে সংশয় নাই ॥ ২০ ॥

মহিষাসুরের এই সকল বাক্য শুনিয়া দেবী বলিলেন, রে মন্দাত্মন্ ! তুমি পাতালে পলায়ন কর অথবা এখনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, আমি তোমাকে এবং সমস্ত অসুরগণকে নিহত করিয়া যথাসুখে গমন করিব॥ ২১ ॥ দানব ! যে যে সময়ে সাধুদিগের ক্লেশ উপস্থিত হয়, তৎকালে তাহাদের রক্ষার নিমিত্ত আমি দেহ ধারণ করিয়া থাকি ॥ ২২ ॥ দৈত্যবর ! আমার রূপ নাই এবং জন্মও নাই কেবল সুরগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই সময়ে সময়ে রূপধারণ ও জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি তুমি ইহা নিশ্চয় জানিবে॥ ২৩॥ রে দুরাচার মহিষ ! তোমার বধের নিমিত্ত সুরগণ আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন সেই জন্য আমি তোমাকে সংহার করিয়া স্থির হইব ; মহিষ ! আমি যাহা বলিলাম সে সমস্তই সত্য বলিয়া জানিবে ॥২৪॥ এক্ষণে তুমি অসুরালয় পাতালে পলায়ন কর অথবা যুদ্ধ কর আমি তোমাকে সর্ব্ব প্রকারে সংহার করিব ইহা আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিলাম ॥ ২৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তঃ স তয়া দেব্যা ধনুরাদায় দানবঃ।
যুদ্ধকামঃ স্থিতস্তত্র সংগ্রামাঙ্গণভূমিষু ॥ ২৬ ॥
মুমোচ তরসা বাণান্ কর্ণাকৃষ্টাঞ্ছিলাশিতান্।
দেবী চিচ্ছেদ তান্ বাণৈঃ ক্রোধান্মুক্তৈরয়োমুখৈঃ ॥ ২৭ ॥
তয়োঃ পরস্পরং যুদ্ধং সম্বভূব ভয়প্রদম্।
দেবানাং দানবানাঞ্চ পরস্পরজয়ৈষিণাম্ ॥ ২৮ ॥
মধ্যে দুর্দ্ধর আগত্য মুমোচ চ শিলীমুখান্।
দেবীং প্রতি বিষাসক্তান্ কোপয়ন্নতিদারুণান্ ॥ ২৯ ॥
ততো ভগবতী ক্রুদ্ধা তং জঘান শিতৈঃ শরৈঃ।
দুর্দ্ধরস্তু পপাতোর্ব্ব্যাং গতাসুর্গিরিশৃঙ্গবৎ ॥ ৩০ ॥
তং তথা নিহতং দৃষ্ট্বা ত্রিনেত্রঃ পরমাস্ত্রবিৎ।
আগত্য সপ্তভির্বাণৈর্জঘান পরমেশ্বরীম্ ॥ ৩১ ॥
অনাগতাংস্তু চিচ্ছেদ দেবী তান্ বিশিখৈঃ শরান্।
ত্রিশূলেন ত্রিনেত্রস্তু জঘান জগদম্বিকা ॥ ৩২ ॥

ত্রিনেত্রো দৈত্যঃ ॥ ৩১—৩৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! দেবীর এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক দানব কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ অভিলাষে সেই রণভূমিতে অবস্থিত হইল এবং আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া শিলাশাণিত শর সকল সবেগে পরিত্যাগ করিতে লাগিল। দেবীও কোপে অয়োমুখ শরসমূহ পরিত্যাগ করিয়া তাহার শায়ক সকল খণ্ড খণ্ড করিলেন ॥ ২৬—২৭ ॥ তখন তাঁহাদের পরস্পর এরূপ তুমুল সংগ্রাম হইতে লাগিল যে, পরস্পর জয়াভিলাষী দেব ও দানবগণের তাহাতে ভয় জন্মাইতে লাগিল ॥২৮॥ ঘোরতর সংগ্রাম হইতেছে ইত্যবসরে দুর্দ্ধর সংগ্রাম স্থলে উপস্থিত হইল এবং দেবীকে প্রকুপিত করিয়া বিষলিপ্ত সুদারুণ শিলীমুখ শর সকল তাঁহার উপর পরিত্যাগ করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥ তখন ভগবতী কুপিত হইয়া শাণিত শর দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন। দুর্দ্ধর সেই প্রহারে গতাসু হইয়া গিরিশৃঙ্গের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল ॥৩০॥ তখন মহাস্ত্রবিৎ ত্রিনেত্র তাহাকে নিহত দেখিয়া সমরে উপস্থিত হইল এবং সাতটি শায়ক দ্বারা পরমেশ্বরীকে প্রহার করিল ॥৩১॥ সেই শর আসিতে না আসিতেই দেবী বিশিখ দ্বারা তাহা ছেদন করিলেন অধিকন্তু জগদম্বিকা ত্রিশূল দ্বারা সেই ত্রিনেত্রকে নিহত করিলেন ॥ ৩২ ॥ এইরূপে ত্রিনেত্র নিহত হইলে অন্ধক তদ্দর্শনে সত্বর হইয়া সমরস্থলে আগমন করিল এবং লৌহময় গদা লইয়া সিংহের মস্তকে বেগে প্রহার করিল ॥ ৩৩ ॥ সিংহও নখা-

অন্ধকস্ত্বাজগামাশু হতং দৃষ্ট্বা ত্রিলোচনম্।
গদয়া লোহময্যাশু সিংহং বিব্যাধ মস্তকে ॥ ৩৩ ॥
সিংহস্তু নখঘাতেন তং হত্বা বলবত্তরম্।
চখাদ তরসা মাংসমন্ধকস্য রুষান্বিতঃ ॥ ৩৪ ॥
তান্ রণে নিহতান্ বীক্ষ্য দানবো বিস্ময়ং গতঃ।
চিক্ষেপ তরসা বাণানতিতীক্ষ্ণাঞ্ছিলাশিতান্ ॥ ৩৫ ॥
দ্বিধা চক্রে শরান্ দেবী তানপ্রাপ্তাঞ্ছিলীমুখৈঃ।
গদয়া তাড়য়ামাস দৈত্যং বক্ষসি চাম্বিকা ॥ ৩৬ ॥
স গদাভিহতো মূর্চ্ছামবাপামরবাধকঃ।
বিষহ্য পীড়াং পাপাত্মা পুনরাগত্য সত্বরঃ ॥ ৩৭ ॥
জঘান গদয়া সিংহং মূর্দ্ধ্নি ক্রোধসমন্বিতঃ।
সিংহোঽপি নখঘাতেন তং দদার মহাসুরম্ ॥ ৩৮ ॥
বিহায় পৌরুষং রূপং সোঽপি সিংহো বভূব হ।
নখৈর্বিদারয়ামাস দেবীসিংহং মদোৎকটম্ ॥ ৩৯ ॥
তঞ্চ কেশরিণং বীক্ষ্য দেবী ক্রুদ্ধা হ্যয়োমুখৈঃ।
শরৈরবাকিরত্তীক্ষ্ণৈঃ ক্রূরৈরাশীবিষৈরিব ॥ ৪০ ॥
ত্যক্ত্বাসৌ হরিরূপন্তু গজো ভূত্বা মদস্রবঃ।
শৈলশৃঙ্গং করে কৃত্বা চিক্ষেপ চণ্ডিকাং প্রতি ॥ ৪১ ॥

দানবো বিস্ময়ং গতঃ স চ মহিষাসুরঃ ॥ ৩৫ ॥
দৈত্যং বক্ষসীতি। মহিষাসুরমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৪০ ॥

ঘাতে অতিশয়-বলশালী সেই অন্ধককে নিহত করিয়া অত্যন্ত ক্রোধ বশত তাহার মাংসভক্ষণ করিতে লাগিল ॥৩৪ এই সমস্ত অসুরগণ সমরে নিহত হইলে মহিষাসুর তদ্দর্শনে বিস্মিত হইয়া শিলাশাণিত সুতীক্ষ্ণ শর সকল বেগে নিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥ দেবী অম্বিকা তাঁহার সায়ক সকল আসিতে না আসিতেই শিলীমুখ দ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়া গদা দ্বারা দৈত্যের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিলেন ॥ ৩৬ ॥ সেই অমরপীড়ক দুরাত্মা মহিষাসুর গদাঘাতে মূর্চ্ছিত হইল কিন্তু পরক্ষণেই প্রহার বেদনা সহ্য করত পুনর্ব্বার আগমন করিয়া মহাক্রোধে গদা দ্বারা সিংহের মস্তকে প্রহার করিল, সিংহও নখাঘাতে সেই মহাসুরকে বিদীর্ণ করিল ॥ ৩৭—৩৮ ॥ তখন মহিষাসুরও পুরুষরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহরূপ ধারণ করিয়া নখর দ্বারা দেবীর মদোৎকট সিংহকে ক্ষত বিক্ষত করিল ॥ ৩৯ ॥ মহিষাসুর সিংহরূপ

আগচ্ছন্তং গিরেঃ শৃঙ্গং দেবী বাণৈঃ শিলাশিতৈঃ।
চকার তিলশঃ খণ্ডান্ জহাস জগদম্বিকা ॥ ৪২ ॥
উৎপত্য চ তদা সিংহস্তস্য মূর্দ্ধ্নি ব্যবস্থিতঃ।
নখৈর্বিদারয়ামাস মহিষং গজরূপিণম্ ॥ ৪৩ ॥
বিহায় গজরূপঞ্চ বভূবাষ্টাপদী তথা।
হন্তুকামো হরিং কোপাদ্দারুণো বলবত্তরঃ ॥ ৪৪ ॥
তং বীক্ষ্য শরভং দেবী খড়্গেন চ রুষান্বিতা।
উত্তমাঙ্গে জঘানাশু সোঽপি তাং প্রাহরত্তদা ॥ ৪৫ ॥
তয়োঃ পরস্পরং যুদ্ধং বভূবাতিভয়প্রদম্।
মাহিষং রূপমাস্থায় শৃঙ্গাভ্যাং প্রাহরত্তদা ॥ ৪৬ ॥
পুচ্ছপ্রভ্রমণেনাশু শৃঙ্গাঘাতৈর্মহাসুরঃ।
তাড়য়ামাস তন্বঙ্গীং ঘোররূপো ভয়ানকঃ ॥ ৪৭ ॥
পুচ্ছেন পর্ব্বতশৃঙ্গান্ গৃহীত্বা ভ্রাময়ন্ বলাৎ।
প্রেষয়ামাস পাপাত্মা প্রহসন্ পরয়া মুদা ॥ ৪৮ ॥

করে কৃত্বেতি। শুণ্ডায়াং গৃহীত্বেত্যর্থঃ ॥ ৪১—৪৩ ॥
অষ্টাপদীতি। অষ্টাপদী চন্দ্রমল্লা শরভে কর্কটে পুমানিতি মেদিনীকোষাদষ্টাপদী শরভঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥

ধারণ করিলে দেবী তদ্দর্শনে কুপিত হইয়া ক্রূর আশীবিষ সদৃশ সুতীক্ষ্ণ শর সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥ তখন মহিষাসুর সিংহরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মদস্রাবী প্রমত্ত গজরূপ ধারণ করিয়া শুণ্ড দ্বারা গিরিশৃঙ্গ ধারণ করত দেবীর উপর নিক্ষেপ করিল ॥ ৪১ ॥ দেবী জগদম্বিকা গিরিশৃঙ্গ আসিতেছে দর্শন করিয়া শিলাশাণিত শরনিকরে তাহা তিল তিল প্রমাণ খণ্ড খণ্ড করত হাস্য করিতে লাগিলেন ॥৪২॥ এদিকে সিংহ লম্ফপ্রদানে তাহার মস্তকে উৎপতিত হইয়া গজরূপী মহিষাসুরকে নখর দ্বারা বিদীর্ণ করিল ॥ ৪৩ ॥ তখন সে সিংহকে সংহার করিবার বাসনায় গজরূপ পরিত্যাগ করিয়া সিংহ অপেক্ষা অধিকতর বলবান্ ভয়ঙ্কর শরভরূপ ধারণ করিল ॥ ৪৪ ॥ দেবী সেই শরভকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্রোধে কুপিত হইয়া খড়্গ দ্বারা তাহার মস্তকে প্রহার করিলেন, তখন শরভও তৎক্ষণাৎ দেবীকে প্রহার করিল ॥ ৪৫ ॥ এই সময় তাহাদের পরস্পরের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল; তখন মহিষাসুর মহিষরূপ ধারণ করিয়া শৃঙ্গ দ্বারা ভগবতীকে প্রহার করিল ॥ ৪৬ ॥ সেই ঘোররূপ ভয়ানক অসুর পুচ্ছ ভ্রমণ ও বিষাণদ্বয়ের আঘাত করিয়া সেই কৃশাঙ্গী দেবীকে প্রহার করিতে লাগিল ॥ ৪৭ ॥ সেই দুর্দ্ধর্ষ অসুর লাঙ্গুলদ্বারা পর্ব্বতশিখর সকল গ্রহণ

তামুবাচ বলোন্মত্তস্তিষ্ঠ দেবি ! রণাঙ্গণে ।
অদ্যাহং ত্বাং হনিষ্যামি রূপযৌবনভূষিতাম্ ॥ ৪৯ ॥
মূর্খাসি মদমত্তাদ্য যন্ময়া সহ সঙ্গরম্ ।
করোষি মোহিতাতীব মৃষা বলবতী খরা ॥ ৫০ ॥
হত্বা ত্বাং নিহনিষ্যামি দেবান্ কপটপণ্ডিতান্ ।
যে নারীং পুরতঃ কৃত্বা জেতুমিচ্ছন্তি মাং শঠাঃ ॥ ৫১ ॥

দেব্যুবাচ ।

মা গর্ব্বং কুরু মন্দাত্মংস্তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণাঙ্গণে ।
করিষ্যামি নিরাতঙ্কান্ হত্বা ত্বাং সুরসত্তমান্ ॥ ৫২ ॥
পীত্বাদ্য মাধবীং মিষ্টাং শাতয়ামি রণেঽধম ! ।
দেবানাং দুঃখদং পাপং মুনীনাং ভয়কারকম্ ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা চষকং হৈমং গৃহীত্বা সুরয়া যুতম্ ।
পপৌ পুনঃ পুনঃ ক্রোধাদ্ধন্তুকামা মহাসুরম্ ॥ ৫৪ ॥

তয়োর্দেব্যষ্টাপদিনোঃ । পুনস্তদ্রূপং বিহায় মাহিষং রূপমাস্থায় শৃঙ্গাভ্যাং প্রাহরৎ ॥৪৬-৫২॥
মাধবীং সুরাম্ ॥ ৫৩ ॥

পূর্ব্বক সবলে ঘূর্ণিত করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তখন পাপাত্মা বলোন্মত্ততা বশত নিরতিশয় হর্ষে হাস্য করিয়া দেবীকে বলিতে লাগিল, দেবি ! রণস্থলে স্থির হইয়া থাক, রূপ ও যৌবনের সহিত অদ্যাই তোমাকে সমরে নিহত করিব ॥ ৪৮—৪৯ ॥ তুমি মদমত্তা হইয়া আমার সহিত সমর করিতেছ ; তোমার কোন জ্ঞান নাই ; তুমি একান্ত মোহের বশীভূত হইয়াছ ; তুমি আপনাকে অতিশয় বলবতী ভাবিয়া যে অভিমান করিতেছ তাহা মিথ্যা জানিও ॥ ৫০ ॥ যে শঠেরা নারীকে সম্মুখে রাখিয়া আমাকে জয় করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, অগ্রে তোমাকে নিহত করিয়া পশ্চাৎ সেই কপটপণ্ডিত দেবগণকে সংহার করিব ॥ ৫১ ॥

দেবী কহিলেন, রে দুরাত্মন্ ! গর্ব্ব করিও না রণাঙ্গণে স্থির হইয়া থাক, অদ্য আমি তোমাকে বিনাশ করিয়া সেই সুরসত্তমদিগকে নির্ভয় করিব ॥ ৫২ ॥ রে অধম ! তুই পাপিষ্ঠ ; তুই দেবতাগণকে দুঃখ দিয়া থাকিস্ ও মুনিগণকে ভয় দেখাইয়া থাকিস্ ; আমি সুমিষ্ট মাধবী সুরা পান করিয়া তোকে সমরাঙ্গণে নিহত করিব, সন্দেহ নাই ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! দেবী এই কথা বলিয়া কোপবশত মহিষাসুরকে সংহার করিতে অভিলাষিণী হইয়া সুরাপূর্ণ হৈম চষক গ্রহণ করত বারংবার সুরাপান করিতে

পীত্বা দ্রাক্ষাসবং মিষ্টং শূলমাদায় সত্বরা।
দুদ্রাব দানবং দেবী হর্ষয়ন্‌ দেবতাগণান্‌ ॥ ৫৫ ॥
দেবাস্তাং তুষ্টুবুঃ প্রেম্ণা চক্রুঃ কুসুমবর্ষণম্‌।
জয় জীবেতি তে প্রোচুর্দুন্দুভীনাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ ॥ ৫৬ ॥
ঋষয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ পিশাচোরগচারণাঃ।
কিন্নরাঃ প্রেক্ষ্য সংগ্রামং মুদিতা গগনে স্থিতাঃ ॥ ৫৭ ॥
সোঽপি নানাবিধান্‌ দেহান্‌ কৃত্বা কৃত্বা পুনঃ পুনঃ।
মায়াময়ান্‌ জঘানাজৌ দেবীং কপটপণ্ডিতঃ ॥ ৫৮ ॥
চণ্ডিকাপি চ তং পাপং ত্রিশূলেন বলাদ্ধৃদি।
তাড়য়ামাস তীক্ষ্ণেন ক্রোধাদরুণলোচনা ॥ ৫৯ ॥
তাড়িতোঽসৌ পপাতোর্ব্ব্যাং মূর্চ্ছামাপ মুহূর্ত্তকম্‌।
পুনরুত্থায় চামুণ্ডাং পদ্ভ্যাং বেগাদতাড়য়ৎ ॥ ৬০ ॥
বিনিহত্য পদাঘাতৈর্জহাস চ মুহুর্ম্মুহুঃ।
ররাব দারুণং শব্দং দেবানাং ভয়কারকম্‌ ॥ ৬১ ॥
ততো দেবী সহস্রারং সুনাভং চক্রমুত্তমম্‌।
করে কৃত্বা জগাদোচ্চৈঃ সংস্থিতং মহিষাসুরম্‌ ॥ ৬২ ॥

হন্তুকামা মহাসুরমিত্যন্বয়মভিপ্রায়ঃ। মহিষাসুরস্য কালিকাপুরাণোক্তরীত্যা শিবাংশত্বাত্তস্য চ বুদ্ধিপুরঃসরং হননাযোগ্যত্বাদেবং মদিরাং পীত্বা তদ্বধার্থং দেব্যা মদান্ধত্বং স্বীকৃতমিতি ॥ ৫৪ ॥

লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥ অনন্তর, সুমিষ্ট দ্রাক্ষারস পান করিয়া দেবী শূল লইয়া দানবের প্রতি ধাবিত হইলেন তদ্দর্শনে দেবতাগণ অতিশয় হর্ষলাভ করিলেন ॥ ৫৫ ॥ পরন্তু প্রীতিবশত তাঁহারা দেবীর উপর পুষ্পবর্ষণ করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন এবং "জয় জীব" এই বলিয়া দুন্দুভি শব্দে তাঁহার জয় ঘোষণা করিলেন ॥ ৫৬ ॥ ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ, পিশাচগণ, উরগগণ এবং কিন্নরগণ গগনমণ্ডল হইতে সংগ্রাম দর্শন করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলেন ॥ ৫৭ ॥ এদিকে সেই কপটপণ্ডিত মহিষাসুর বারংবার মায়াময় নানাবিধ দেহ ধারণ করিয়া দেবীকে পুনঃ পুনঃ প্রহার করিতে লাগিল ॥ ৫৮ ॥ তখন চণ্ডিকা ক্রোধে অরুণলোচন হইয়া সুতীক্ষ্ণ শূল দ্বারা সেই পাপমতি মহিষাসুরের হৃদয়ে বলপূর্ব্বক প্রহার করিলেন ॥ ৫৯ ॥ অসুর শূলাঘাতের বেদনায় মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল, কিন্তু মুহূর্ত্তকাল মধ্যে পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়া চণ্ডিকাকে সবেগে পদদ্বয় দ্বারা আঘাত করিল ॥ ৬০ ॥ সেই মহাসুর দেবীকে পদ দ্বারা প্রহার করিয়া বার বার হাস্য করত এরূপ ভয়ঙ্কর চীৎকার

পশ্য চক্রং মদান্ধাদ্য তব কণ্ঠনিকৃন্তনম্।
ক্ষণমাত্রং স্থিরো ভূত্বা যমলোকং ব্রজাধুনা ॥ ৬৩ ॥
ইত্যুক্ত্বা দারুণং চক্রং মুমোচ জগদম্বিকা।
শিরশ্ছিন্নং রথাঙ্গেন দানবস্য তদা রণে ॥ ৬৪ ॥
সুস্রাব রুধিরং চোষ্ণং কণ্ঠনালাদ্গিরের্যথা।
গৈরিকাদ্যরুণং প্রৌঢ়ং প্রবাহমিব নৈর্ঝরম্ ॥ ৬৫ ॥
কবন্ধস্তস্য দৈত্যস্য ভ্রমন্ বৈ পতিতঃ ক্ষিতৌ।
জয়শব্দশ্চ দেবানাং বভূব সুখবর্দ্ধনঃ ॥ ৬৬ ॥
সিংহস্তুতিবলস্তত্র পলায়নপরানথ।
দানবান্ ভক্ষয়ামাস ক্ষুধার্ত্ত ইব সঙ্গরে ॥ ৬৭ ॥
মৃতে চ মহিষে ক্রূরে দানবা ভয়পীড়িতাঃ।
মৃতশেষাশ্চ যে কেচিৎ পাতালং তে যযুর্নৃপ ! ॥ ৬৮ ॥
আনন্দং পরমং জগ্মুর্দ্দেবাস্তস্মিন্নিপাতিতে।
মুনয়ো মানবাশ্চৈব যে চান্যে সাধবঃ ক্ষিতৌ ॥ ৬৯ ॥

(পীত্বেতি। দেবতাগণান্ হর্ষয়ন্ দেবীত্যত্র পুংলিঙ্গনির্দ্দেশ আর্ষঃ। দ্রবণে পুংতুল্যপ্রকৃতিমত্ত্বাৎ পুংস্ত্বনির্দ্দেশো বা ॥ ৫৫—৬৩ ॥
ইত্যুক্ত্বেতি। রথাঙ্গেন চক্রেণ ॥ ৬৪—৬৫ ॥
কবন্ধ ইতি। কবন্ধো মস্তকশূন্যদেহ ইত্যর্থঃ। কবন্ধোঽস্ত্রী ক্রিয়াযুক্তমপমূর্দ্ধকলেবরম্। ইত্যমরকোষঃ ॥ ৬৬—৬৯ ॥)

শব্দ করিল যে, সেই শব্দে দেবতাগণ অত্যন্ত ভীত হইলেন ॥ ৬১ ॥ তখন দেবী সুনাভ সহস্রার উত্তম চক্র করে ধারণ করিয়া সম্মুখস্থিত অসুরকে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন ॥ ৬২ ॥ রে মূঢ় ! দেখ, এই চক্র আজ তোর কণ্ঠচ্ছেদন করিবে ; ক্ষণকাল মাত্র স্থির হইয়া থাক, এখনি তোকে যমলোকে প্রেরণ করিতেছি ॥ ৬৩ ॥ জগদম্বিকা এই কথা বলিয়াই সেই নিদারুণ চক্র পরিত্যাগ করিলেন। তখনই সেই চক্র রণস্থলে দানবের মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিল ॥ ৬৪ ॥ গৈরিকাদি দ্বারা অরুণবর্ণ বিশাল নির্ঝর প্রবাহ যেমন পর্ব্বত হইতে বহির্গত হয় সেইরূপ তাহার কণ্ঠনাল হইতে উষ্ণ রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল ॥ ৬৫ ॥ সেই অসুরের মস্তকশূন্য দেহ ক্ষণকাল ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া ক্ষিতিতলে পতিত হইলে দেবতাদিগের আনন্দবর্দ্ধন জয়শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল ॥ ৬৬ ॥ অতিশয় বলশালী সিংহ রণস্থলে পলায়মান দানবদিগকে ক্ষুধার্ত্তের ন্যায় ভক্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৬৭ ॥ রাজন্ ! ক্রূরপ্রকৃতি মহিষাসুর নিহত হইলে মৃতাবশিষ্ট যে সকল দানব ছিল, তাহারা ভীত হইয়া পাতালে পলায়ন করিল ॥ ৬৮ ॥ সেই পাপমতি অসুর নিপাতিত হইলে, দেবগণ

চণ্ডিকাপি রণং ত্যক্ত্বা শুভে দেশেঽথ সংস্থিতা।
দেবাস্তত্রাযযুঃ শীঘ্রং স্তোতুকামাঃ সুখপ্রদম্ ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে মহিষাসুরবধো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

নন্থ মহিষবধো মার্কণ্ডেয়পুরাণেঽন্যথোক্তো দেবীভাগবতে চান্যথোক্তস্তচ্চাযুক্তম্। পুরাকল্পে যথাবৃত্তং প্রতিকল্পং তথৈব চ। প্রবর্ত্ততে স্বয়ং দেবী দৈত্যানাং নাশনায় বৈ॥ তথৈব জায়তে যুদ্ধং তথৈব ত্রিদশাগম ইতি রামবৃত্তান্তবর্ণনে কালিকাপুরাণাদিতি চেন্ন। তত্র বচনে প্রায়শ ইত্যধ্যাহারেণ দোষাভাবাৎ। অতএব হরিবংশাদিষূৎপত্তিক্রম-ভেদোঽপি ন দোষাধায়ক ইতি ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

ঋষিগণ মানবগণ এবং ক্ষিতিতলে অন্যান্য যে যে সাধুলোক ছিলেন, তাঁহারা সকলেই নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ৬৯ ॥ ভগবতী চণ্ডিকাও সমর পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর, দেবগণ সুখপ্রদা দেবীর স্তব করিতে অভিলাষী হইয়া তথায় আগমন করিলেন ॥ ৭০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে মহিষাসুরবধনামক
অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

অথ প্রমুদিতাঃ সর্ব্বে দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ।
মহিষং নিহতং দৃষ্ট্বা তুষ্টুবুর্জ্জগদম্বিকাম্ ॥ ১ ॥

দেবা ঊচুঃ।

ব্রহ্মা সৃজত্যবতি বিষ্ণুরিদং মহেশঃ
শক্ত্যা তবৈব হরতে ননু চান্তকালে।
ঈশা ন তেঽপি চ ভবন্তি তয়া বিহীনা-
স্তস্মাত্ত্বমেব জগতঃ স্থিতিনাশকর্ত্রী ॥ ২ ॥

অর্দ্ধাধিকৈস্ত্রিচত্বারিংশৎস্বপদ্যৈরনন্তরম্।
দেবৈঃ কৃতা মহাদেব্যাঃ স্তুতিরিত্যেতদুচ্যতে ॥

স্তোতুকামা দেবা আগত্য কিং চক্রুস্তদুচ্যতে অথেতি ॥ ১ ॥
তত্র প্রথমতঃ সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্তৃত্বেন সর্ব্বেশ্বরত্বং ভগবত্যাঃ সহেতুকং বর্ণয়ন্তি ব্রহ্মেতি। হে ভগবতি! যস্মাদ্‌ব্রহ্মা তবৈব শক্ত্যা যুক্তো জগৎ সৃজতি। তথা বিষ্ণুরিদং জগদবতি পালয়তি। তথান্তকালে প্রলয়কালে তবৈব শক্ত্যা যুক্তো মহেশঃ শিবো জগৎ সংহরতে। যস্মাচ্চ তয়া শক্ত্যা বিহীনাস্তে ব্রহ্মাদয়ো জগৎসৃষ্টিস্থিতিনাশেষু নেশা ন সমর্থাস্তস্মাদন্বয়-ব্যতিরেকাত্ত্বমেব জগতঃ স্থিতিনাশকর্ত্রী। ইদং সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বস্যাপ্যুপলক্ষণম্। ত্বমেব সর্ব্বেশ্বরীতি ভাবঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। কাসি ত্বং মহাদেবি! সাব্রবীদহং ব্রহ্মরূপিণী মত্তঃ প্রকৃতি-পুরুষাত্মকং জগৎ। মায়া বা এষা নারসিংহী সর্ব্বমিদং সৃজতি সর্ব্বমিদং রক্ষতি সর্ব্বমিদং সংহরতীত্যাদিঃ। সূতসংহিতায়াঞ্চ। যস্ত ব্রহ্মত্বমাপন্নঃ শিবো যো মুনিসত্তমাঃ। সা তস্যাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ ॥ যস্ত বিষ্ণুত্বমাপন্নঃ শিবো যো মুনিসত্তমাঃ। সা তস্যাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ ॥ যস্ত রুদ্রত্বমাপন্নঃ শিবো যো মুনিসত্তমাঃ। সা তস্যাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ ॥ ইতি ॥ ২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! অনন্তর ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ মহিষাসুরের নিধনদর্শনে আনন্দিত হইয়া জগদম্বিকার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ ভগবতি! আপনারই শক্তিবলে ব্রহ্মা জগতের সৃষ্টি, বিষ্ণু জগতের পালন এবং মহেশ্বর প্রলয়কালে জগতের সংহার করিয়া থাকেন, কিন্তু ত্বদীয়শক্তি-বিহীন হইলে তাঁহারা আর এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারে সমর্থ হয়েন না; অতএব, দেবি! আপনিই এই অখিল জগতের স্থিতিনাশের এক মাত্র

কীর্ত্তির্মতিঃ স্মৃতিগতী করুণা দয়া ত্বং
শ্রদ্ধা ধৃতিশ্চ বসুধা কমলাজপা চ।
পুষ্টিঃ কলাথ বিজয়া গিরিজা জয়া ত্বং
তুষ্টিঃ প্রমা ত্বমসি বুদ্ধিরুমা রমা চ ॥ ৩ ॥
বিদ্যা ক্ষমা জগতি কান্তিরপীহ মেধা
সর্ব্বং ত্বমেব বিদিতা ভুবনত্রয়েঽস্মিন্।
আভির্বিনা তব তু শক্তিভিরাশু কর্ত্তুং
কো বা ক্ষমঃ সকললোকনিবাসভূমে! ॥ ৪ ॥
ত্বং ধারণা ননু ন চেদসি কূর্ম্মনাগৌ
ধর্ত্তুং ক্ষমৌ কথমিলামপি তৌ ভবেতাম্।
পৃথ্বী ন চেত্ত্বমসি বা গগনে কথং স্থা-
স্যত্যেতদম্ব! নিখিলং বহুভারযুক্তম্ ॥ ৫ ॥

যস্মাত্ত্বং মহাকারণস্বরূপা তস্মাৎ সর্ব্বকার্য্যরূপাপি জাতৈব। কার্য্যস্য কারণানন্যত্বাদিতি বদন্ মুখ্যানি রূপাণি বিভূতিস্থানাপন্নান্যুপাসনার্থমনুবদতি কীর্ত্তিরিতি। স্মৃতিগতীতি দ্বন্দ্বঃ। অজপাজপামন্ত্ররূপেত্যর্থঃ। গিরিজা রুদ্রশক্তিঃ। উমা ঈশ্বরশক্তিঃ ॥ ৩ ॥

কিং পুনরেতাবৎস্বরূপৈবাহমস্মীতি চেত্তত্রাহ সর্ব্বং ত্বমেব বিদিতেতি। সর্ব্বকারণরূপায়াস্তব কার্য্যমাত্রস্বরূপত্বাৎ সর্ব্বাত্মকত্বমস্ত্যেবেত্যর্থঃ। ননু তদৈতচ্ছক্তিস্বরূপত্বমেব প্রথমতঃ কিমিতি প্রতিপাদিতমিতি চেদাভির্ব্বিনা ব্যবহারস্যাসম্ভবাদাসাং মুখ্যত্বেনোপাসকানাং বিভূতিস্বরূপদর্শনার্থং প্রতিপাদিতমিত্যভিপ্রায়েণাহ আভির্ব্বিনেতি। কর্ত্তুং ব্যবহারমিত্যর্থঃ। সকললোকনিবাসভূমে ইতি দেবীসম্বোধনম্। সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপিণীত্যর্থঃ ॥৪॥

অধুনা ধারণশক্তিরূপাং বিভূতিং বর্ণয়তি ত্বং ধারণা ননু চেদিতি। হে ভগবতি! ত্বং ধারণশক্তিরূপা ননু নিশ্চয়েন ন চেদসি তদা কূর্ম্মনাগাবিলাং পৃথ্বীং ধর্ত্তুং কথং ক্ষমৌ ভবেতাং ন কথমপীত্যর্থঃ। তথা ত্বং পৃথ্বী ন চেদসি তদৈতজ্জগদ্বহুভারযুক্তং গগনেঽন্তরীক্ষে কথং স্থাস্যতি। ন কথমপীত্যর্থঃ। তথা চ সর্ব্বাধারশক্তিরূপা ত্বমসীতি ভাবঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। অহং রুদ্রেভির্ব্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুতবিশ্বদেবৈঃ। অহং মিত্রাবরুণো ভা বিভর্মীত্যাদিঃ ॥ ৫ ॥

প্রধান কারণ সন্দেহ নাই ॥ ২ ॥ দেবি! আপনি সমস্ত জগতের কারণস্বরূপা সুতরাং সমস্তই আপনাতে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই বিশ্বসংসারে কীর্ত্তি, মতি, স্মৃতি, গতি, করুণা, দয়া, শ্রদ্ধা, ধৃতি, বসুধা, কমলা, মন্ত্ররূপা অজপা, পুষ্টি, কলা, বিজয়া, জয়া, তুষ্টি, প্রমা, বুদ্ধি, রমা, বিদ্যা, ক্ষমা, কান্তি মেধা, অধিক কি রুদ্রশক্তি গিরিজা ও ঈশ্বরশক্তি উমা প্রভৃতি যেসকল শক্তি বিদ্যমান আছেন সে সমস্তই আপনি ইহা ত্রিভুবনে কাহারো অবিদিত নাই; আপনার এই সকল শক্তি ব্যতিরেকে কেহ কোনও কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩—৪ ॥ ভগবতি! যদি আপনি ধারণাশক্তি না হইতেন তাহা হইলে কূর্ম্ম ও

যে বা স্তুবন্তি মনুজা অমরান্ বিমূঢ়া
মায়াগুণৈস্তব চতুর্ম্মুখবিষ্ণুরুদ্রান্।
শুভ্রাংশুবহ্নিযমবায়ুগণেশমুখ্যান্
কিং ত্বামৃতে জননি! তে প্রভবন্তি কার্য্যে ॥ ৬ ॥
যে জুহ্বতি প্রবিততেঽল্পধিয়োঽম্ব! যজ্ঞে
বহ্নৌ সুরান্ সমধিকৃত্য হবিঃ সমৃদ্ধম্।
স্বাহা ন চেৎ ত্বমসি তে কথমাপুরদ্ধা
ত্বামেব কিং ন হি যজন্তি ততো হি মূঢ়াঃ ॥ ৭ ॥

ইত্থং সর্ব্বেশ্বর্য্যাং ত্বয়ি সত্যাং যেঽন্যেঽন্যদেবতা উপাসতে তে তব মায়াগুণৈর্ব্বিমূঢ়া এব ইত্যাহ যে বা স্তুবন্তীতি। বা শব্দস্ত্বর্থকঃ। যে তু মনুজা অমরাংশ্চতুর্ম্মুখবিষ্ণুরুদ্রাংস্তথা শুভ্রাংশুশ্চন্দ্রস্তৎপ্রভৃতীন্ স্তুবন্তি। তে তব মায়াগুণৈর্ব্বিমূঢ়া এব মোহিতা এব। ন স্বোপাস্য-দেবতাং কল্যাণদায়িনীং মুখ্যত্বেনারাধ্যাং জানন্তীতি ভাবঃ। কিং ত্বাং শক্তিরূপামৃতে বিনায় কার্য্যে কার্য্যবিষয়ে তে দেবাঃ প্রভবন্তি সমর্থা ভবন্তি। যতো মূঢ়ৈরারাধ্যন্তে কিন্তু নৈব ভবন্তি ত্বচ্ছক্তিযুক্তা এব তে ভক্তকার্য্যং কর্ত্তুং ক্ষমাস্ততস্ত্বামেব কুতো ন ভজন্তীতি ভাবঃ। তদুক্তং শিবপুরাণে উমাসংহিতায়াম্। যে ন স্তুবন্তি দেবেশীং সর্ব্বকারণকারণাম্। মায়াগুণৈর্ম্মোহিতাঃ স্যুর্হতভাগ্যা ন সংশয় ইতি ॥ ৬ ॥

এবমন্যদেবতোপাসকোপহাসং কৃত্বা শ্রোত্রিয়োপহাসমাহ যে জুহ্বতি প্রবিতত ইতি। হে ভগবতি! অথানন্তরং যে প্রবিততে বিস্তৃতে যজ্ঞে সুরানিন্দ্রাদীন্ দেবান্ সমধিকৃত্যোদ্দিশ্য সমৃদ্ধং বিপুলং হবির্জুহ্বতি তেঽপি অল্পধিয় এব। যতস্তস্মিন্ যজ্ঞে ত্বং স্বাহারূপা ন চেদসি ন প্রযুজ্যসে চেত্তদা তে দেবা অদ্ধা সাক্ষাত্তদ্ধুতং হবিরাপুঃ কিং নৈব প্রাপ্নুয়ুঃ। ততস্ত্বদধীন-মেব তেষাং জীবিতমিতি। ততস্ত্বমাদ্ধেতোস্ত্বামেব মূঢ়াঃ কিং ন যজন্তি কুতো ন যজন্তী-ত্যর্থঃ। যতো ন যজন্তি ততোঽল্পধিয় এব তে ইতি ভাবঃ। তথাচ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ললিতো-পাখ্যানে। অশ্রুতাসঃ শ্রুতাসশ্চ যজ্বানো যেঽপ্যযজ্বনঃ। স্বর্য্যন্তো নাপেক্ষন্তে ইন্দ্র-মগ্নিঞ্চ যে বিদুঃ। সিকতা ইব সংযন্তি রশ্মিভিঃ সমুদীরিতাঃ। অস্মাল্লোকাদমুষ্মাচ্চেত্যাহ চারণ্যকশ্রুতিরিতি। কাঠকেঽপি। প্লবা হ্যেতে দৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্মেতি ॥ ৭ ॥

অনন্তদেব কিরূপে পৃথিবী ধারণ করিতে সমর্থ হইতেন? জননি! আপনি যদি পৃথিবী না হইতেন তবে এই বহুভারপূর্ণ নিখিল জগৎ কি কখন অন্তরীক্ষে থাকিতে পারিত? ॥ ৫ ॥ জননি! যে সকল মানব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, চন্দ্র, অগ্নি, যম, বায়ু ও গণেশ প্রভৃতি দেবতাগণকে স্তব করে, তাহারা নিশ্চয়ই আপনার মায়াবলে মোহিত। দেবি! সেই দেবতারা কি আপনার শক্তি ব্যতিরেকে কোনও কার্য্য করিতে সমর্থ হইতে পারেন? ॥ ৬ ॥ মাতঃ! যাহারা বিস্তৃত যজ্ঞে দেবগণের উদ্দেশে বিপুল হবিঃ আহুতি দেয় তাহারা একান্ত অল্পবুদ্ধি, কারণ যদি আপনি স্বাহা না হইতেন তবে দেবতাগণ কি

ভোগপ্রদাসি ভবতীহ চরাচরাণাং
স্বাংশৈর্দদাসি খলু জীবনমেব নিত্যম্‌।
স্বীয়ান্‌ সুরান্‌ জননি! পোষয়সীহ যদ্বৎ
তদ্বৎ পরানপি চ পালয়সীতি হেতোঃ॥ ৮॥
মাতঃ! স্বয়ং বিরচিতান্‌ বিপিনে বিনোদাদ্‌-
বন্ধ্যান্‌ পলাশরহিতাংশ্চ কটূংশ্চ বৃক্ষান্‌।
নোচ্ছেদয়ন্তি পুরুষা নিপুণাঃ কথঞ্চিৎ
তস্মাত্ত্বমপ্যতিতরাং পরিপাসি দৈত্যান্‌॥ ৯॥

নন্বু তেষাং দেবানাং ভোগপ্রদত্বাল্লোকাস্তানেব ভজন্তীতি চেত্তত্রাহ ভোগপ্রদাসীতি। হে ভগবতি ভবতি! ত্বমেব চরাচরাণাং ভোগপ্রদাসি। যতঃ স্বাংশৈঃ সপ্তপ্রকৃতিবিকৃতিরূপৈঃ ষোড়শবিকারৈশ্চ নিত্যং প্রাণিনাং জীবনং প্রাণনং দদাসি প্রারব্ধকর্ম্মভোগার্থম্‌। নহি তদ্বিরহিতানাং জীবহীনানাং প্রারব্ধভোগঃ সম্ভবতি। তস্মাৎ প্রারব্ধকর্ম্মভোগানুসারেণ জীবনদাতৃত্বাত্ত্বমেব ভোগপ্রদাসীত্যর্থঃ। তত্র হেতুমপ্যাহ স্বীয়ানিতি। যথা স্বীয়ান্‌ সুরান্‌ পোষয়সি। ইহ প্রপঞ্চে তদ্বৎ পরান্‌ সুরানপি ভোগজীবিতদানেনাপি পালয়সীতি হেতোস্ত্বমেব ভোগপ্রদাসীত্যর্থঃ। ন হি পূর্ব্বোক্তদেবানাং ভোগপ্রদত্বে তে দেবাঃ স্বশত্রুভ্যো দৈত্যেভ্যোঽপি ভোগং দদতীতি যুজ্যতে। দৈত্যভোগপ্রণাশার্থমেব তেষামুদ্‌যোগাত্তস্মাত্তদ্দেবেভ্যো ব্যতিরিক্তা ত্বমেব ভোগপ্রদাসীতি ভাবঃ॥ ৮॥

নন্বু দুষ্টান্‌ দৈত্যান্‌ কিমিত্যহং পালয়ামীতি চেত্তত্রাহ মাতঃ স্বয়মিতি। হে ভগবতি! মাতর্যস্মাৎ কারণাদ্বিপিনেঽরণ্যে বিনোদাল্লীলয়া বন্ধ্যানফলান্‌ পলাশরহিতান্‌ পত্ররহিতান্‌ কটূংশ্চ বৃক্ষান্‌ স্বয়ং বিরচিতানুৎপাদিতান্নিপুণাঃ পণ্ডিতাঃ পুরুষা নোচ্ছেদয়ন্তি কথঞ্চিৎ কথমপি। তস্মাত্ত্বমপি তদ্বদেব তেষাং নিকৃষ্টকর্ম্মভিস্তানুৎপাদ্য দৈত্যান্‌ নোচ্ছেদয়সি কিন্তু পালয়স্যেবেত্যর্থঃ। তদুক্তং বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতমিতি॥ ৯॥

তৎক্ষণাৎ সেই হুত হবিঃ প্রাপ্ত হইতে পারিতেন? দেবি! সেই সকল লোকেরা আপনার পূজা করে না বলিয়া তাহারা নিশ্চয়ই মূঢ় তাহাতে সন্দেহ নাই॥ ৭॥ জননি! আপনি প্রকৃতির সপ্ত বিকৃতি ও ষোড়শ বিকার এই ত্রয়োবিংশ তত্ত্বরূপ স্বীয় অংশ দ্বারা প্রাণিপুঞ্জের প্রারব্ধ কর্ম্মভোগের নিমিত্ত জীবন দান করিতেছেন; আর আপনার অনুগত সুরগণকে এই জগতে যেমন পোষণ করিতেছেন সেইরূপ অসুরদিগকেও কর্ম্মানুসারে ভোগ ও জীবন দান দ্বারা পালন করিতেছেন; অতএব, ভগবতি! আপনিই এই চরাচর লোকের ভোগপ্রদান করিতেছেন তাহাতে আর সংশয় কি আছে?॥ ৮॥ মাতঃ! চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত উদ্যানে মনোহর বৃক্ষ সকল রোপণ করিলেও যদি স্বভাবগুণে কাহার ফল কাহার বা পত্র না হয় অথবা কোনও তরুর রস কটু হয়, তথাপি বিজ্ঞ পুরুষেরা কদাচ তাহা স্বয়ং ছেদন করেন না; দেবি! আপনিও সেইরূপ নিকৃষ্ট কর্ম্মানুসারে

যত্ত্বং তু হংসি রণমূর্দ্ধ্নি শরৈররাতীন্
দেবাঙ্গনাসুরতকেলিমতীন্ বিদিত্বা ।
দেহান্তরেঽপি করুণারসমাদদানা
তত্তে চরিত্রমিদমীপ্সিতপূরণায় ॥ ১০ ॥
চিত্রং ত্বমী যদসুভী রহিতা ন সন্তি
ত্বচ্চিন্তিতেন দনুজাঃ প্রথিতপ্রভাবাঃ ।
যেষাং কৃতে জননি ! দেহনিবন্ধনং তে
ক্রীড়ারসস্তব ন চান্যতরোঽত্র হেতুঃ ॥ ১১ ॥

নন্বেবং চেত্তেষামুচ্ছেদোঽনুচিত এবেতি কথং ময়া তে নিরন্তরং হন্যন্তে ইতি চেত্তত্রাহ যত্ত্বং তু হংসীতি। হে ভগবতি ! ত্বং করুণারসমাদদানৈব দেহান্তরেঽপি স্বর্গাদিষ্বপি দেবাঙ্গনানাং সুরতরূপাসু কেলিষু ক্রীড়াসু মতির্যেষামরাতীনাং শত্রূণাং তানরাতীন্ শরৈ রণমূর্দ্ধ্নি হংসি যত্তত্তে চরিত্রমিদমনুচিতং ন। কিন্তু ঈপ্সিতপূরণায় তেষাং মনোরথপূরণায়ৈব ন দ্বেষার্থমিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। যদ্যহং দেবানাং ভোগেচ্ছুন্ দৈত্যান্ন হনিষ্যামি তদা তেষাং কথং তদ্ভোগসিদ্ধিঃ। নহি তে তামসপ্রকৃতয়ো যাগাদিভিঃ স্বর্গং গমিষ্যন্তি। ন চ তদ্বিনা তৎ সুখং প্রাপ্স্যন্তি তস্মাদেতান্ মচ্ছস্ত্রপূতান্ কৃত্বা স্বর্গং প্রাপয়িষ্যামীতি মনীষয়া তেষাং কল্যাণার্থমেব বধো নান্যপ্রয়োজন ইতি। তদুক্তম্। লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে। তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োরিতি ॥ ১০ ॥

নমু স্বর্গসুখার্থমেব যদি তানহং হন্মি তর্হি তাবন্মাত্রং কার্য্যং মমেচ্ছয়াপি ভবিতুমর্হতি মমেচ্ছয়ৈব সর্ব্বসৃষ্টের্জ্জাতত্বাত্তথাচ কিমর্থং দৈত্যবধফলককার্য্যার্থমবতারগ্রহণমিতি চেত্তত্রাহ চিত্রং ত্বমিতি। হে জননি ! যেষাং কৃতে যেষাং দৈত্যানামর্থে তে তব দেহনিবন্ধনং দেহগ্রহণং ভবতি। তে দনুজা দৈত্যাস্ত্বচ্চিন্তিতেন ত্বদিচ্ছয়া অসুভিঃ প্রাণৈ রহিতা ন সন্তীতি যত্তচ্চিত্রমেবাশ্চর্য্যমেব ত্বদিচ্ছয়ৈব তেষাং মরণং স্বর্গপ্রাপ্তিশ্চানায়াসেনৈবাপেক্ষিতা। নমু তদর্থমবতারাপেক্ষাস্তি। তদেতৎ কুতো ন জ্ঞাতমিত্যাশ্চর্য্যমেবাস্মাকং ভাতি। তর্হি মমাবতারগ্রহণে কো হেতুর্ভবদ্ভির্যোজিত ইতি চেৎ ক্রীড়ারস এবাত্র হেতুর্নান্যতরঃ। স্বার্থে তরপ্। নান্য ইত্যর্থঃ। অবতারং গৃহীত্বা নানালীলাঃ কর্ত্তব্যাস্তল্লীলাকীর্ত্তনেন শ্রবণেন চ ভক্তিবৃদ্ধিঃ পবিত্রতা চ ভবিষ্যতীতি ক্রীড়ারস এবাত্র হেতুরিতি ভাবঃ। তদুক্তং শিবপুরাণে উমাসংহিতায়াম্। যদিচ্ছাবৈভবং সর্ব্বং তস্যা দেহগ্রহঃ স্মৃতঃ। লীলয়া সাপি ভক্তানাং গুণবর্ণনহেতবে ॥ সাপি লীলাপীত্যর্থঃ। দেহগ্রহোঽবতারঃ ॥ ১১ ॥

দৈত্যগণকে উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে আপনিই প্রতিপালন করিতেছেন ॥৯॥ ভগবতি ! আপনার হৃদয় এতদূর করুণা-রসে আকৃষ্ট যে, দেবাঙ্গনাসুরতাভিলাষী তামসপ্রকৃতি দৈত্যগণ যাগাদি দ্বারা স্বর্গলাভ করিতে পারিবে না অতএব তাহারা আমার শরে প্রাণত্যাগ করিলে দেহাবসানে স্বর্গলোকে গিয়া দেবাঙ্গনার সহিত সুরত ক্রীড়ায় রত হইবে, আপনি এই অভিপ্রায়েই সেই শত্রুদিগকে শরনিকরে সমরে সংহার করিয়াছেন ; অতএব, আপনার এই ব্যবহার উহাদের মনোরথ সম্পাদন নিমিত্ত বস্তুত বধের নিমিত্ত নহে ॥ ১০ ॥ জননি ! আপনি যাহাদের বিনাশ বাসনায় শরীর ধারণ করিয়াছেন, আপনার সঙ্কল্প মাত্রেই যে

প্রাপ্তে কলাবহহ দুষ্টতরে চ কালে
ন ত্বাং ভজন্তি মনুজা ননু বঞ্চিতাস্তে।
ধূর্ত্তৈঃ পুরাণচতুরৈর্হরিশঙ্করাণাং
সেবাপরাশ্চ বিহিতাস্তব নির্ম্মিতানাম্ ॥ ১২ ॥
জ্ঞাত্বা সুরাংস্তব বশানসুরার্দ্দিতাংশ্চ
যে বৈ ভজন্তি ভুবি ভাবযুতা বিভগ্নান্।
ধৃত্বা করে সুবিমলং খলু দীপকং তে
কূপে পতন্তি মনুজা বিজলেঽতিঘোরে ॥ ১৩ ॥
বিদ্যা ত্বমেব সুখদাসুখদাপ্যবিদ্যা
মাতস্ত্বমেব জননার্ত্তিহরা নরাণাম্।
মোক্ষার্থিভিস্তু কলিতা কিল মন্দধীভি-
র্নারাধিতা জননি ! ভোগপরৈস্তথাজ্ঞৈঃ ॥ ১৪ ॥

এবমেতাদৃশবৈভবাং ত্বাং জনা ন ভজন্তি যতো ধূর্ত্তৈস্তে বঞ্চিতা ইতি জনানাক্রোশতি প্রাপ্তে কলাবিতি। দুষ্টে কলৌ প্রাপ্তে সতি সাধনান্তররহিতত্বাতিপাপিনোঽপি স্মরণমাত্রেণ চতুর্ব্বিধপুরুষার্থদাং ত্বাং ভগবতীং যে ন ভজন্তি তে ধূর্ত্তৈঃ পুরাণচতুরৈর্ননু নিশ্চয়েন বঞ্চিতাঃ। বঞ্চয়িত্বা চ তব নির্ম্মিতানাং ত্বয়োৎপাদিতানাং হরিশঙ্করাদীনাং সেবাপরাশ্চ বিহিতা ইত্যহহাহো লোকস্য ভাগ্যমিত্থমস্তীতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

পুনরপি জনানাক্রোশতি জ্ঞাত্বেতি। তব বশাংস্ত্বদধীনানসুরার্দ্দিতান্ দৈত্যপীড়িতান্ বিভগ্নান্ খণ্ডিতাভিমানান্ এতাদৃশান্ দেবান্ জ্ঞাত্বাপি যে ভজন্তীত্যন্বয়ঃ। দীপকং দীপমিত্যর্থঃ। অন্যোঽর্থঃ স্পষ্টঃ। তদুক্তমুমাসংহিতায়াম্। ন ভজন্তি মহাদেবীং করুণারসসাগরাম্। অন্ধকূপে পতন্ত্যেতে ঘোরে সংসাররূপিণীতি ॥ ১৩ ॥

ননু তর্হি কৈরহমারাধিতাস্মীতি চেত্তত্রাহঃ বিদ্যা ত্বমেবেতি। অসুখদা অবিদ্যাপি হে মাতস্ত্বমেব নরাণাং জনার্ত্তিহরাপি ত্বমেব সর্ব্বস্বরূপা ত্বমেবাসীত্যর্থঃ। সৈতাদৃশী ত্বং মোক্ষার্থিভির্মুনিভিঃ কলিতাসি আরাধিতাসি। অজ্ঞৈর্নারাধিতাসীত্যার্থিকার্থকথনম্ ॥১৪॥

সেই বিখ্যাতপ্রভাব অসুরগণের প্রাণ বিয়োগ হইল না ইহা অতীব আশ্চর্য্য ! বোধ হয়, আপনার দেহ ধারণের লীলা করা ভিন্ন অন্য কোনও কারণ নাই ॥ ১১ ॥ দেবি ! এই ঘোর কলিযুগে যে সকল মানব আপনাকে ভজনা না করিয়া অন্যান্য দেবগণকে ভজনা করে, পুরাণচতুর ধূর্ত্তেরা নিশ্চয়ই তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়া, আপনার নির্ম্মিত হরিহরাদির সেবাপরায়ণ করিয়াছে ; হায় ! ইহাতে সেই জনগণের কি দুর্ভাগ্যই সংঘটিত হইয়াছে ॥ ১২ ॥ দেবি ! অসুরনিপীড়িত এই সুরগণ আপনার অধীন ইহা জানিয়াও যে সকল মানব অনুরাগপরায়ণ হইয়া ভূতলে সেই দেবগণের পূজা করে, তাহারা নিশ্চয়ই সুবিমল দীপ করে ধারণ করিয়াও নিবিড় অন্ধকারাচ্ছন্ন নির্জ্জল কূপমধ্যে নিপতিত হয় ॥ ১৩ ॥ মাতঃ ! আপনিই চিৎস্বরূপিণী বিদ্যা, সুতরাং সুখ অর্থাৎ মুক্তি প্রদান করেন ; আপনিই

ব্রহ্মা হরশ্চ হরিরপ্যনিশং শরণ্যং
পাদাম্বুজং তব ভজন্তি সুরাস্তথান্যে।
তদ্বৈ ন যেঽল্পমতয়ো মনসা ভজন্তি
ভ্রান্তাঃ পতন্তি সততং ভবসাগরে তে ॥ ১৫ ॥
চণ্ডি ! ত্বদঙ্ঘ্রিজলজোত্থরজঃপ্রসাদে-.
র্ব্রহ্মা করোতি সকলং ভুবনং ভবাদৌ।
শৌরিশ্চ পাতি খলু সংহরতে হরস্ত্ব
ত্বাং সেবতে ন মনুজস্ত্বিহ দুর্ভগোঽসৌ ॥ ১৬ ॥
বাগ্দেবতা ত্বমসি দেবি ! সুরাসুরাণাং
বক্তুং ন তেঽমরবরাঃ প্রভবন্তি শক্তাঃ।
ত্বং চেন্মুখে বসসি নৈব যদৈব তেষাং
যস্মাদ্‌ব্রুবন্তি মনুজা ন হি তদ্বিহীনাঃ ॥ ১৭ ॥

তর্হি যে মাং ন ভজন্তি তেষাং কা গতির্ভবতীতি চেত্তত্রাহ ব্রহ্মা হরশ্চেতি ॥ ১৫ ॥

পুনর্জনানাক্রোশতি চণ্ডীতি। চড়ি কোপ ইতি ধাতোশ্চণ্ডীতি রূপং নিষ্পন্নম্। সকল-জগদ্ভয়ঙ্করং ব্রহ্মমায়াবিশিষ্টং চণ্ডীপদবাচ্যম্। ব্রহ্মণো ভয়ঙ্করত্বঞ্চ ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবত ইতি শ্রুতৌ। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতমিতি শ্রুতৌ কম্পনাদিত্যধিকরণে চ বর্ণিতম্। তদঙ্ঘ্রিজলজং তবাঙ্ঘ্রিকমলং তস্মাদুত্থিতং রজঃ পঞ্চমহাভূতরূপং অন্যঃ স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ১৬ ॥

ইয়ং যা যথাকথঞ্চিদস্মাভিঃ স্তুতিঃ ক্রিয়তে সা সতী বাসতী বেতি ন বয়ং বিদ্মো যতো বাগ্দেবতয়া ত্বয়া যথা মুখে স্থিতয়া প্রের্য্যতে তথা কুর্ম্ম ইত্যাহ বাগ্দেবতেতি। হে দেবি ! সুরাসুরাণাং বাগ্দেবতা ত্বমসি। কুত ইতি চেদ্‌যস্মাত্তেষাং মুখে যদৈব যদাপি ত্বং চেন্নৈব বসসি বাসং নৈব করোষি। তদা তেঽমরবরা উপলক্ষণতয়া দৈত্যা অপি বক্তুং শক্তা নৈব প্রভবন্তি তস্মাদিত্যর্থঃ। ক্কেয়ং ব্যাপ্তির্গৃহীতেতি চেদ্‌যস্মান্মনুজাস্তদ্বিহীনা বাগ্দেবতা-বিহীনা মূকা মুখে সত্যপি নৈব ব্রুবন্তি বদন্তি তস্মাত্তত্র গৃহীতা ব্যাপ্তিরিতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥

অবিদ্যা অর্থাৎ মায়া সুতরাং অসুখ অর্থাৎ সংসারক্লেশ প্রদান করেন ; দেবি ! যাহারা আপনার অর্চ্চনা করে আপনি সেই নরগণের জন্মক্লেশ হরণ করিয়া থাকেন, মোক্ষাভিলাষী মুনিগণই আপনার আরাধনা করেন আর ভোগপরায়ণ মন্দমতি অজ্ঞ ব্যক্তিরাই আপনার আরাধনায় বিরত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ অধিক কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও অপরাপর দেবগণ সর্ব্বদা আপনার আরাধ্য চরণকমলের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ; কিন্তু, যে সকল অল্পবুদ্ধি ভ্রান্ত মানবেরা মনে মনে আপনার চরণ ধ্যান করে না, তাহারাই নিয়ত এই ভবসাগরে পতিত হয় ॥ ১৫ ॥ চণ্ডিকে ! আপনার চরণ-কমল হইতে উত্থিত রজোরাশির প্রসাদেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি, পালন ও সংহার করিতেছেন ; অতএব, দেবি ! যে সকল মনুষ্য আপনার সেবা করে না তাহারা নিতান্তই ভাগ্যহীন সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥ জগদম্বিকে ! আপনিই সুর ও অসুরদিগের বাগ্দেবতা, সুতরাং আপনি যদি

শপ্তো হরিস্তু ভৃগুণা কুপিতেন কামং
মীনো বভূব কমঠঃ খলু শূকরস্তু।
পশ্চান্নৃসিংহ ইতি যশ্ছলকৃদ্ধরায়াং
তান্ সেবতাং জননি! মৃত্যুভয়ং ন কিং স্যাৎ॥ ১৮॥
শম্ভোঃ পপাত ভুবি লিঙ্গমিদং প্রসিদ্ধং
শাপেন তেন চ ভৃগোর্বিপিনে গতস্য।
তং যে নরা ভুবি ভজন্তি কপালিনস্তু
তেষাং সুখং কথমিহাপি পরত্র মাতঃ!॥ ১৯॥
যোঽভূদ্গজাননগণাধিপতির্মহেশাৎ
তং যে ভজন্তি মনুজা বিতথপ্রপন্নাঃ।
জানন্তি তে ন সকলার্থফলপ্রদাত্রীং
ত্বাং দেবি! বিশ্বজননীং সুখসেবনীয়াম্॥ ২০॥

অধুনা দেবতাসু প্রত্যেকং দোষং দর্শয়ংস্তদ্ভক্তানুপহসতি শপ্তো হরিরিতি। হে জননি! কুপিতেন ভৃগুণা হরিঃ শপ্তস্তু শপ্ত এব কামং যথেচ্ছং মীনো বভূব। তথা কমঠঃ কূর্ম্মঃ। তথা শূকরস্তু বরাহোঽপি। পশ্চাদনন্তরং নৃসিংহ ইতি এবং প্রকারেণ যশ্ছলকৃদ্বামনোঽপি বভূবেতি পরাধীনা যেঽবতারাস্তান্ সেবতাং পুরুষাণাং মৃতিভয়ং কিং ন স্যাদপি তু স্যাদেব। যে শাপদগ্ধাঃ স্বস্য কল্যাণং কর্ত্তুং ন শক্নুবন্তি তৈঃ পরস্য কল্যাণং কথং ক্রিয়তে ইতি ভাবঃ॥ ১৮॥

শম্ভোঃ পপাতেতি। যস্য শম্ভোঃ সতীবিয়োগাদরণ্যগতস্য ভৃগোঃ শাপাল্লিঙ্গং পতিতমিদং পুরাণাদিষু প্রসিদ্ধম্। স্বলিঙ্গপালনেঽপি যো ন সমর্থস্তং শিবং যে ভজন্তি তেষামিহ পরত্র বা কথং সুখং ভূয়ান্ন কথমপীত্যর্থঃ॥ ১৯॥

যোঽভূদ্গজাননেতি। হে মাতঃ! মহেশাচ্ছিবাদভূৎ কোঽসৌ গজাননশ্চাসৌ গণাধিপশ্চ তং শিবপুত্রং যে ভজন্তি তে নরা বিতথপ্রপন্না অকল্যাণকরে দেবে কল্যাণকরত্ব-

---

তাঁহাদের মুখমণ্ডলে বিরাজ না করিতেন তাহা হইলে তাঁহারা কোন প্রকারে কিছুই উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইত না; অতএব, দেবি! মনুষ্যেরা ত্বদ্বিহীন হইয়াও কিরূপে কথা কহিতে সমর্থ হইবে?॥ ১৭॥ জননি! প্রকুপিত ভৃগুমুনির অভিশাপ বশতই হরি ধরাতলে মীন, কূর্ম্ম, শূকর, নৃসিংহ ও বঞ্চনাতৎপর বামন প্রভৃতির রূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার পরাধীনত্ব স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে; যাহারা সেই পরাধীন অবতারগণের সেবা করে, তাহাদের কি জন্য মৃত্যুভয় না হইবে?॥ ১৮॥ মাতঃ! সতীর বিয়োগবশত মহাদেব অরণ্যমধ্যস্থ ঋষিগণের আশ্রমে গমন করিলে ভৃগুমুনির শাপে তাঁহার লিঙ্গ ভূতলে পতিত হয়, ইহা ত সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে; অতএব যিনি স্বীয় লিঙ্গ রক্ষা করিতেও সমর্থ নন, বিশেষত যিনি অস্পৃশ্য নরকপাল প্রভৃতি ধারণ করেন, সেই শম্ভুকে যে মানবেরা ভজনা করে তাহাদের ইহকালে ও পরকালে কিরূপে

চিত্রং ত্বয়ারিজনতাপি দয়ার্দ্রভাবা-
দ্ধত্বা রণে শিতশরৈর্গমিতা দ্যুলোকম্।
নোচেৎ স্বকর্ম্মনিচিতে নিরয়ে নিতান্তং
দুঃখাতিদুঃখগতিমাপদমাপতেৎ সা ॥ ২১ ॥
ব্রহ্মা হরশ্চ হরিরপ্যত গর্ব্বভাবাৎ
জানন্তি তেঽপি বিবুধা ন তব প্রভাবম্।
কেঽন্যে ভবন্তি মনুজা বিদিতুং সমর্থাঃ
সম্মোহিতাস্তব গুণৈরমিতপ্রভাবৈঃ ॥ ২২ ॥

দেববুদ্ধিমাপন্না ভ্রান্তা এব। শিবারাধনে ন তু কল্যাণং নৈব জায়তে। কুতঃ পুনস্তৎ-পুরুষারাধনেনেতি ভাবঃ। কিমর্থমেতাদৃশং ভবতীতি চেত্তত্রাহ জানন্তি তেনেতি। সুখ-সেবনীয়াং স্মরণমাত্রেণাপি চতুর্ব্বিধপুরুষার্থদাং বিশ্বমাতরং ন জানন্তীতি হেতোঃ ন হি তাদৃশজ্ঞানে সতি উৎকৃষ্টপক্ষপাতং বিহায় নিকৃষ্টপক্ষপাতং কশ্চিৎ করোতি। তস্মাত্তে মূঢ়-ত্বাত্তথা কুর্ব্বন্তীতি ভাবঃ। তদুক্তং শিবপুরাণে উমাসংহিতায়াম্। গঙ্গাং বিহায় তৃপ্ত্যর্থং মরুবারি যথা ব্রজেৎ। বিহায় দেবীং তদ্ভিন্নং তথা দেবান্তরং ব্রজেদিতি। যস্যাঃ স্মরণ-মাত্রেণ পুরুষার্থচতুষ্টয়ম্। অনায়াসেন লভতে কস্ত্যজেত্তাং নরোত্তম ইতি সূতসংহিতায়া-মপি। করুণাসাগরামেতাং যঃ পূজয়তি শাঙ্করীম্। কিং ন সিদ্ধ্যতি তস্যেষ্টং তস্যা এব প্রসাদত ইতি ॥ ২০ ॥

শ্রীদেবীং সন্তোষয়িতুং কাঞ্চিচ্চমৎকারবার্ত্তাং কুর্ব্বন্তি চিত্রমিতি। হে দেবি! চিত্রময়-মেকো বিলক্ষণশ্চমৎকার ইত্যর্থঃ। কোঽসাবিতি চেচ্ছৃণু ত্বয়ারিজনতাপি শত্রুসমূহোঽপি দয়ার্দ্রভাবান্নিশিতশরৈ রণে হত্বা দ্যুলোকং স্বর্গলোকং গমিতা প্রাপিতেতি। ন হি দয়ায়াং সত্যাং দয়াবিষয়স্য বধঃ সম্ভবতি। ন চ শত্রুবিষয়ে কস্যাপি দয়োদ্ভবো ভবতি। তস্মাদিদ-মুভয়মপি বিদ্যমানমাশ্চর্য্যমেব। ননু কিমর্থং ময়া তেষাং দৈত্যানামুপরি আশ্চর্য্যকারণ-ভূতা দয়া সম্পাদিতেতি চেত্তত্রাহ নোচেৎ স্বকর্ম্মেতি। স্বস্যাসুরসমূহস্য যত্তামসং কর্ম্ম তেন নিচিতে সম্পাদিতে নিরয়ে নরকে নিতান্তমত্যন্তং যথা স্যাত্তথা দুঃখাপেক্ষয়াপ্যতিদুঃখস্য গতিপ্রাপ্তিস্তদ্রূপামাপদং নোচেৎ যদি দয়া ন ক্রিয়তে চেত্তদাপতেৎ প্রাপ্নুয়াৎ সারিজনতেতি হেতোরিত্যর্থঃ। অসুরযোনিষ্বপি যদেতাদৃশী দয়া তদা ভক্তেষু কিয়তী স্যাদিতি ন বিস্ম ইতি গূঢ়োঽভিসন্ধিঃ। নিরতিশয়দয়াবত্ত্বমনেন বর্ণিতম্ ॥ ২১ ॥

ননু বীরাণাং পরাক্রমবর্ণন এব সন্তোষো ভবতি ততো ভবদ্ভির্মম পরাক্রমঃ কুতো ন বর্ণ্যতে তত্রাহ ব্রহ্মা হরশ্চেতি। গর্ব্বভাবাদহঙ্কারাবৃতত্বাত্তাদৃশাঃ পরিচ্ছিন্না ব্রহ্মাদয়োঽপি

সুখ লাভ হইবে? ॥ ১৯ ॥ দেবি! যে গণাধিপতি গজানন পূর্ব্বোক্ত মহেশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, যে মানবেরা সেই গণপতিকে অর্চ্চনা করে তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত; বিশেষত তাহারা নিশ্চয়ই চতুর্ব্বর্গ প্রদানে সমর্থা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জননীস্বরূপ সুখারাধ্যা আপনাকে অবগত নহে ॥ ২০ ॥ দেবি! আপনি দয়ার্দ্রতাবশতই অরিসমূহকে শিত শর-নিকর দ্বারা সমরে নিহত করিয়া স্বর্গলোকে প্রেরণ করিয়াছেন, যদি তাহা না করিতেন তবে তাহারা নিশ্চয়ই স্বীয় কর্ম্মফলে নরকে অধিকতর আপদে পতিত হইত সন্দেহ

ক্লিশ্যন্তি তেঽপি মুনয়স্তব দুর্ব্বিভাব্যং
পাদাম্বুজং ন হি ভজন্তি বিমূঢ়চিত্তাঃ।
সূর্য্যাগ্নিসেবনপরাঃ পরমার্থতত্ত্বং
জ্ঞাতং ন তৈঃ শ্রুতিশতৈরপি বেদসারম্ ॥ ২৩ ॥
মন্যে গুণাস্তব ভুবি প্রথিতপ্রভাবাঃ
কুর্ব্বন্তি যে হি বিমুখাননু ভক্তিভাবাৎ।
লোকান্ স্ববুদ্ধিরচিতৈর্বিবিধাগমৈশ্চ
বিষ্ণ্বীশভাস্করগণেশপরান্ বিধায় ॥ ২৪ ॥

তব প্রভাবং ন জানন্তি যদা তদা তবামিতপ্রভাবৈরতুলপ্রভাবৈর্গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ সম্মোহিতাঃ কেঽন্যে অস্মদাদয়ঃ। প্রভাবং বিদিতুং সমর্থা ভবন্তি ন কেঽপীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। যস্যাঃ স্বরূপং ব্রহ্মাদয়ো ন বিজানন্তি তস্মাদুচ্যতেঽজ্ঞেয়েতি ॥ ২২ ॥

নন্ু যথা মৎপ্রভাবস্তথা মৎস্বরূপমপি কেনাপি ন জ্ঞায়তে চেৎ কথমুচ্যতে ভগবত্যারাধনাৎ মুক্তো ভবতীতি। ন হি প্রভাবস্বরূপজ্ঞানং বিনারাধনং সম্ভবতীতি চেত্তত্রাহ ক্লিশ্যন্তি তেঽপীতি। হে মাতঃ! যে মুনয়স্তব রূপং দুর্ব্বিভাব্যমিতি মত্বা তব পাদাম্বুজং ন হি ভজন্তি। অথ চ দৃশ্যমানসূর্য্যাগ্নিসেবনপরা অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মনিষ্ণাতা ভবন্তি তে বিমূঢ়চিত্তাঃ। ক্লিশ্যন্ত্যেব ক্লেশং প্রাপ্নুবন্ত্যেব। যতঃ শ্রুতিশতৈঃ সর্ব্ববেদৈরপি প্রতিপাদিতমত এব বেদসারং পরমার্থতত্ত্বং তৈর্ন জ্ঞাতং তত ইত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। নহি ব্রহ্মরূপিণ্যা ভগবত্যা রূপং কেনচিদুপলভ্যতে স্পষ্টতয়া। কিন্ত্বস্তীত্যেবোপলব্ধব্যন্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ। অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতীতি শ্রুত্যুক্তরীত্যা তথা নেতি নেতীতি প্রতিপাদিতরীত্যা চ নিষেধাবধিভূতা কাচিদস্তি ভগবতীতি সত্তামাত্রোপলব্ধ্যৈব তদারাধনস্য সম্ভবাৎ। তত্র ক্লেশং মত্বা যে তাং সচ্চিদানন্দরূপিণীং ন ভজন্তি তে ক্লিশ্যন্তীতি যুক্তমেবেতি। তথা শ্রুতিঃ। যো বা এতদক্ষরমবিদিত্বা গার্গি অস্মিন্লোকে জুহোতি দদাতি তপস্তপ্যতি বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবানেবাস্য লোকো ভবতীতি ॥ ২৩ ॥

নন্ু তর্হি সর্ব্বোৎকৃষ্টাং সুলভাং সর্ব্বফলদাং মমোপাসনাং কিমিতি মূঢ়াঃ পরিত্যজন্তি ব্যর্থমিতি চেত্তত্রাহ মন্যে ইতি। হে মাতস্তব গুণাঃ সত্ত্বাদয়ো হি স্ববুদ্ধিরচিতৈঃ পুরুষবুদ্ধিরচিতৈর্ব্বিবিধাগমৈর্নানাতন্ত্রৈর্ম্মোহকৈর্হেতুভির্লোকান্ বিষ্ণ্বীশভাস্করগণেশদেবতাপরান্ তত্তৎ প্রাণিপ্রারব্ধবশেন তত্তদ্দেবতোপাসকান্ বিধায় তব ভক্তিভাবাৎ বিমুখান্ কুর্ব্বন্তীতি মন্যেঽহং তত্তস্মাদ্ধেতোস্তবোপাসনাং পরিত্যজন্তি স্বভাব ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

নাই ॥ ২১ ॥ ব্রহ্মা হরি ও হর এবং অন্যান্য দেবগণও আপনার প্রভাব জানিতে সমর্থ নহেন, তখন আপনার অমিতপ্রভাব-সত্ত্বাদিগুণে মোহিত সামান্য মনুষ্যগণ কিরূপে ত্বদীয় প্রভাব বিদিত হইতে সমর্থ হইবে? ॥ ২২ ॥ মাতঃ! যাঁহারা চিন্তার অগোচর আপনার পদাম্বুজ অর্চনা করে না অথচ দৃশ্যমান সূর্য্য ও অনলের সেবায় নিরত হয়, তাহারা শত শত শ্রুতি দ্বারা প্রতিপাদিত বেদের সার পরমতত্ত্ব অবগত না হইয়াই বিমোহিত চিত্তে কেবল ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে ॥ ২৩ ॥ জননি! আমি বিবেচনা করি যে, আপনার সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের প্রভাব ভূমণ্ডলে প্রথিত রহিয়াছে সেই গুণসকল পুরুষবুদ্ধি

কুর্ব্বন্তি যে তব পদাদ্বিমুখান্নরাগ্র্যান্
স্বোক্তাগমৈর্হরিহরার্চ্চনভক্তিযোগৈঃ।
তেষাং ন কুপ্যসি দয়াং কুরুষেঽম্বিকে! ত্বং
তান্মোহমন্ত্রনিপুণান্ প্রথয়স্যলঞ্চ ॥ ২৫ ॥
তুর্য্যে যুগে ভবতি চাতি বলং গুণস্য
তুর্য্যস্য তেন মথিতান্যসদাগমানি ॥
ত্বাং গোপয়ন্তি নিপুণাঃ কবয়ঃ কলৌ বৈ
তৎকল্পিতান্ সুরগণানপি সংস্তবন্তি ॥ ২৬ ॥

নমু মদ্‌গুণৈরেব তেষাং বুদ্ধির্ব্বিপরীতা ময়ৈবং কৃতেতি ভবতা কথং জ্ঞায়ত ইতি তত্রোচ্যতে কুর্ব্বন্তি যে তবেতি। হেঽম্বিকে মাতর্যে পুরুষাঃ স্বোক্তাগমৈঃ পুরুষপ্রণীতাগমৈঃ কথম্ভূতৈর্হরিহরার্চ্চনভক্তিযোগৈর্হরিহরার্চ্চনভক্তিপ্রতিপাদকৈস্তাদৃশাগমৈস্তদুপদেশৈরিত্যর্থঃ। নরাগ্র্যান্ ব্রাহ্মণান্ তব পদাদ্বিমুখান্ কুর্ব্বন্তি তেষাং সম্বন্ধসামান্যে ষষ্ঠী তান্ন কুপ্যসীত্যর্থঃ। কিঞ্চ। তেষু দয়াঞ্চ কুরুষে। কিঞ্চ। তান্মোহমন্ত্রনিপুণান্ বশ্যাকর্ষণাদিমন্ত্রনিষ্ণাতানলং পূর্ণং প্রথয়সি বিস্তারয়সি। ধনাদিনা বংশবৃদ্ধ্যাদিনা চেত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ যদি ত্বদন্যদেবতোপাসনা তবেষ্টা নাস্তি তর্হি তদ্দেবোপাসকানাং তদ্দেবতামন্ত্রাগমোপদেষ্টৃণাঞ্চ কল্যাণং কথং করোষি নাশযোগ্যা হি তে। করোষি চ কল্যাণং যৎকিঞ্চিৎ ক্ষুল্লকফলপ্রদানেন। তস্মাদপি তবাভিমতমেবেতি জ্ঞায়তে। তস্মাত্ত্বয়ৈব স্বগুণৈঃ প্রারব্ধবশাত্তেষাং বিপরীতা বুদ্ধিঃ কৃতেতি নিশ্চীয়ত ইতি ॥ ২৫ ॥

নমু যদ্যহমেব স্বগুণৈস্তেষাং বিপরীতবুদ্ধিং করোমি তর্হি সত্যযুগেঽপি তথাবিধাঃ কুতো ন সন্তি সর্ব্বে মদারাধকা এব কুতঃ সন্তীতি চেত্তত্রাহ তুর্য্যে যুগে ইতি। তুর্য্যে সত্যযুগে তুর্য্যগুণস্যাতিশুদ্ধসত্ত্বগুণস্য মিশ্রিতস্য গুণত্রয়াপেক্ষয়া তুর্য্যত্বাৎ। তস্য তুর্য্যগুণস্যাতিবলং প্রাবল্যং ভবতি। তেন হেতুনা সত্যযুগেঽসদাগমান্যসচ্ছাস্ত্রাণি মথিতান্যুন্মথিতানি ভবন্তি। কলৌ তু তুর্য্যগুণস্যাভাবাদ্‌গুণত্রয়স্যাতিপ্রবলত্বাৎ কবয়ো নিপুণা কবিত্বাভিমানিনস্ত্বাং গোপয়ন্তি নোপাসতে মন্দভাগ্যত্বাদথ চ ত্বৎকল্পিতান্ হরিব্রহ্মাদীন্ সুরান্ সংস্তবন্তি ভজন্তে ইত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ সত্যযুগে সর্ব্বে উত্তমপ্রারব্ধবন্তঃ পুণ্যজনাঃ সন্তি ততস্ত্বয়া তস্মিন্

বিরচিত নানাবিধ মোহকর তন্ত্রাদি শাস্ত্র দ্বারা লোক সকলকে বিষ্ণু মহেশ্বর সূর্য্য ও গণেশ প্রভৃতি দেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত করিয়া আপনার ভক্তিভাব হইতে বিমুখ করিয়া দেয় ॥ ২৪ ॥ অম্বিকে! যাঁহারা হরি-হরাদির অর্চ্চনাবিষয়ক ভক্তিযোগ প্রতিপাদিত আগম শাস্ত্র দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে আপনার চরণকমল হইতে বিমুখ করে, আপনি তাহাদের প্রতি কুপিত হন না, প্রত্যুত বশ্যাকর্ষণাদি মোহমন্ত্রনিপুণ সেই মানবদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিখ্যাত করিয়া তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥ সত্যযুগে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণই অধিকতর বলবান্ ছিল, তাহাতেই অসৎ শাস্ত্র সকলের প্রভাব সঙ্কুচিত ছিল; কিন্তু, কলিকালে তাহার অভাব বশত অবিশুদ্ধ গুণের প্রাধান্য হইয়াছে সুতরাং পণ্ডিতাভিমানী

ধ্যায়ন্তি মুক্তিফলদাং ভুবি যোগসিদ্ধাং
বিদ্যাং পরাঞ্চ মুনয়োঽতিবিশুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে নাপ্নুবন্তি জননীজঠরে তু দুঃখং
ধন্যাস্ত এব মনুজাস্ত্বয়ি যে বিলীনাঃ ॥ ২৭ ॥
চিচ্ছক্তিরস্তি পরমাত্মনি তেন সোঽপি
ব্যক্তো জগৎসু বিদিতো ভবকৃত্যকর্ত্তা।
কোঽন্যস্ত্বয়া বিরহিতঃ প্রভবত্যমুষ্মিন্
কর্ত্তুং বিহর্ত্তুমপি সঞ্চলিতুং স্বশক্ত্যা ॥ ২৮ ॥

যুগে সুখদায়কঃ সত্ত্বগুণ এব স্থাপিতস্তদনুগুণা স্বোপাসনা স্থাপিতা। কলিযুগে তু দুষ্টপ্রারব্ধত্বাত্তে দুঃখদায়কা গুণাস্ত্বয়া স্থাপিতাস্তদ্‌গুণানুরোধেন চ স্বাতিরিক্তদেবানামল্পফলদানাচ্চোপাসনা স্থাপিতেতি তস্মিন্ যুগে সর্ব্বে ত্বদারাধকাঃ সন্তি নান্যদেবতারাধকা ইতি ॥২৬॥

অস্ত্বিয়ং পামরাণাং কথা ত্বদুপাসকাস্তু ধন্যা এবেত্যাহ ধ্যায়ন্তীতি। তদুক্তমুমাসংহিতায়াম্। তে ধন্যাঃ কৃতকৃত্যাঃ স্যুর্ধন্যা তেষাং প্রসূঃ কুলম্। যেষাং চিত্তং ভবেল্লীনং শ্রীদেব্যাং পরসংবিদীতি ॥ ২৭ ॥

অধুনা মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণ্যা ভগবত্যাঃ পুংপ্রকৃত্যাত্মকত্বাৎ কেবলপ্রকৃতিরূপত্বেনাপি তাং বর্ণয়তি চিচ্ছক্তিরিতি। চিচ্ছক্তিশব্দেন চৈতন্যমুচ্যতে। তদুক্তং সংক্ষেপশারীরকে। চিচ্ছক্তিঃ পরমেশ্বরস্য বিমলা চৈতন্যমেবোচ্যত ইতি। হে মাতঃ! সা চিচ্ছক্তিঃ পরমাত্মন্যস্তি তেন কারণেন সোঽপি পরমাত্মা ব্যক্তো নামরূপাত্মকো ভবতি তথা জগৎসু বিদিতঃ প্রসিদ্ধস্তথা ভবকৃত্যকর্ত্তা প্রপঞ্চসৃষ্টিস্থিতিসংহৃতিকর্ত্তা ভবতি। কঃ পুরুষোঽস্মাৎ পরমাত্মনোঽন্যস্ত্বদ্বিরহিতঃ স্বশক্ত্যৈবামুষ্মিন্ প্রপঞ্চে কর্ত্তুং বিহর্ত্তুং তথা সঞ্চলিতুং প্রভবতি ন কোঽপীত্যর্থঃ। যদ্যস্তি তর্হি তত্রাপি ত্বং শক্তিরূপা ভবস্যেব। এতাদৃশী ত্বং সকলকারণা মহনীয়েতি ভাবঃ। তদুক্তং দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায়াম্। শক্ত্যা বিনা শিবে সূক্ষ্মে নাম ধাম ন বিদ্যত ইতি ॥ ২৮ ॥

নিপুণ মানবেরা আপনার উপাসনা না করিয়া আপনারই কল্পিত হরি হরাদি দেবতাগণের অর্চ্চনা করিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥ হে মাতঃ! আপনি চিৎস্বরূপিণী ব্রহ্মবিদ্যা; আপনিই যোগসিদ্ধ হইলে ভক্তলোকদিগকে মুক্তিফল প্রদান করেন, এজন্য বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রধান মুনিগণ আপনারই ধ্যান করিয়া থাকেন, পরন্তু যে সকল মানব আপনাতে বিলীন হইয়াছে তাহারাই ধন্য, অধিক কি তাহাদিগের আর জননী-জঠরে দুঃখ ভোগ করিতে হয় না ॥২৭॥ জননি! আপনি চিৎশক্তি রূপে পরমাত্মায় বিরাজ করেন, এজন্য পরমাত্মাও এই জগন্মণ্ডলে বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়া জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা বলিয়া বিদিত হন। দেবি! আপনার শক্তিবিহীন হইয়া কোন্ পুরুষ স্বশক্তি অনুসারে এই জগৎপ্রপঞ্চে কর্ম্ম করিতে বিহার করিতে অথবা বিচরণ করিতে সমর্থ হয়? ॥ ২৮ ॥ ভগবতি! আপনা হইতেই

তত্ত্বানি চিদ্বিরহিতানি জগদ্বিধাতুং
কিং বা ক্ষমাণি জগদম্ব ! যতো জড়ানি।
কিং চেন্দ্রিয়াণি গুণকর্ম্মযুতানি সন্তি
দেবি ! ত্বয়া বিরহিতানি ফলং প্রদাতুম্ ॥ ২৯ ॥
দেবা মখেষ্বপি হুতং মুনিভিঃ স্বভাগং
গৃহ্নীয়ুরম্ব ! বিধিবৎ প্রতিপাদিতং কিম্।
স্বাহা ন চেত্ত্বমসি তত্র নিমিত্তভূতা
তস্মাত্ত্বমেব ননু পালয়সীব বিশ্বম্ ॥ ৩০ ॥
সর্ব্বং ত্বয়েদমখিলং বিহিতং ভবাদৌ
ত্বং পাসি বৈ হরিহরপ্রমুখান্ দিগীশান্।
কালেঽৎসি বিশ্বমপি তে চরিতং ভবাদ্যং
জানন্তি নৈব মনুজাঃ ক নু মন্দভাগ্যাঃ ॥ ৩১ ॥

ননু মা ভূচ্চিচ্ছক্তিস্তত্ত্বান্যেব চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যানি মহদাদীনি জগৎ করিষ্যন্তীতি চেত্তত্রাহ তত্ত্বানীতি। চিদ্বিরহিতানি চিচ্ছক্তিবিরহিতানীত্যর্থঃ। তান্যপি জড়ত্বান্ন জগৎ কর্ত্তুং প্রদাতুং বা সমর্থানীত্যর্থস্তথৈবেন্দ্রিয়াণ্যপীতি সম্পিণ্ডিতোঽর্থঃ ॥ ২৯ ॥

অস্মাকং দেবানান্তু সর্ব্বভাবেন ত্বমেব পালয়িত্র্যসীত্যাহ দেবা মখেষ্বপীতি। হেঽম্ব ! ত্বং চেৎ স্বাহারূপা তত্র যজ্ঞেষু নিমিত্তভূতা সাধনভূতা নাসি তর্হি মুনিভির্ব্বিধিবৎ প্রতিপাদিতং মখেষু হুতং স্বভাগং কিং দেবা গৃহ্নীয়ুর্ন গৃহ্নীয়ুরিত্যর্থঃ। যস্মাদেবং তস্মাত্ত্বমেব দেবান্ পালয়সি দেবেষু পালিতেষু দেবপালিতং বিশ্বং ত্বয়ৈব পালিতং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

হে ভগবতি ! বয়ং স্তুতিং কর্ত্তুং প্রবৃত্তা এব কেবলং ন স্তুতিং কর্ত্তুং যোগ্যাস্তব সকলকারণায়া মনোবাচামগোচরত্বাত্তব চরিতস্য ব্রহ্মাদিবুদ্ধীনামপ্যবিষয়ত্বাদিত্যাহ সর্ব্বং ত্বয়েদমিতি। মনুজা ইত্যুপলক্ষণং দেবানাম্ ॥ ৩১ ॥

এই বিশ্ব সংসার বিরচিত হইয়াছে, সুতরাং আপনিই বিশ্বজননী। মহাদাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব জড় সুতরাং ত্বদীয় চিৎশক্তিবিরহিত হইয়া তাহারা জগৎ নির্ম্মাণে কিরূপে সমর্থ হইতে পারে ? দেবি ! গুণকর্ম্মবিশিষ্ট যে সকল ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে তাহারাও ত্বদীয় শক্তিবিহীন হইয়া সংসারের কার্য্যবিধান বা ফল দান করিতে কদাচই সমর্থ হয় না ॥ ২৯ ॥ মাতঃ ! আপনি যদি স্বাহারূপ হইয়া যজ্ঞের নিমিত্তভূতা না হইতেন তাহা হইলে দেবগণ কি মুনিগণ কর্ত্তৃক যথাবিধি প্রতিপাদিত যজ্ঞে আহুত হবির স্ব স্ব ভাগ গ্রহণ করিতে পারিতেন ? অতএব, দেবি ! আপনিই এই বিশ্ব সংসারের পালন করিতেছেন সন্দেহ নাই ॥৩০॥ ভগবতি ! ভবসংসারের প্রথমে আপনিই এই অখিল জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন ; হরিহর প্রভৃতি দেবতা ও দিক্‌পতিদিগকে আপনিই রক্ষা করিতেছেন ; আপনিই অন্তকালে এই বিশ্ব সংসারের সংহার করিয়া থাকেন ; অতএব, ভবানি ! আপনার চরিত্র

হত্বাসুরং মহিষরূপধরং মহোগ্রং
মাতস্ত্বয়া সুরগণঃ কিল রক্ষিতোঽয়ম্।
কাং তে স্তুতিং জননি! মন্দধিয়ো বিদামো
বেদা গতিং তব যথার্থতয়া ন জগ্মুঃ ॥ ৩২ ॥
কার্য্যং কৃতং জগতি নো যদসৌ দুরাত্মা
বৈরী হতো ভুবনকণ্টকদুর্ব্বিভাব্যঃ।
কীর্ত্তিঃ কৃতা ননু জগৎসু কৃপা বিধেয়া-
প্যস্মাংশ্চ পাহি জননি! প্রথিতপ্রভাবে! ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং স্তুতা সুরৈর্দেবী তানুবাচ মৃদুস্বরা।
অন্যৎ কার্য্যঞ্চ দুঃসাধ্যং ব্রুবন্তু সুরসত্তমাঃ ॥ ৩৪ ॥
যদা যদা হি দেবানাং কার্য্যং স্যাদতিদুর্ঘটম্।
স্মর্ত্তব্যাহং তদা শীঘ্রং নাশয়িষ্যামি চাপদম্ ॥ ৩৫ ॥

ন কেবলং ব্রহ্মাদয় এব ত্বাং জানন্তীতি কিন্তু বেদা অপি তব গতিং যথার্থতয়া ন জানন্তি। তদা কাং তে স্তুতিং কর্ত্তুং বয়ং জানীম ইত্যাহ হত্বাসুরমিতি। যথার্থতয়া যাথাতথ্যেন ন জগ্মুঃ ন প্রাপুঃ। তথাচ শ্রুতিঃ যতো বাচো নিবর্ত্তন্ত ইতি ॥ ৩২ ॥
অধুনাবতারং গৃহীত্বা দেব্যা কৃতমুপকারং বর্ণয়ন্তি কার্য্যং কৃতমিতি। ভুবনকণ্টকশ্চাসৌ দুর্ব্বিভাব্যশ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। কৃপা বিধেয়া জগৎসু হে জননি! প্রথিতপ্রভাবা ত্বমস্মাংশ্চ পাহীত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৩—৩৭ ॥

দেবতারাও বিদিত নহেন, মন্দভাগ্য মানবগণ কিরূপে তাহা অবগত হইবে ॥ ৩১ ॥ মাতঃ! মহিষরূপধারী ভয়ঙ্কর অসুরকে বিনষ্ট করিয়া আপনি এই সুরগণকে রক্ষা করিয়াছেন; জননি! বেদ সকলও আপনার গতি যথার্থরূপে অবগত হইতে পারেন নাই, আমরা মন্দবুদ্ধি হইয়া আপনার কি স্তুতি করিব ॥ ৩২ ॥ জননি! আপনি আমাদিগের বৈরী অভাবনীয় ভুবনকণ্টক দুষ্ট দানবকে দলন করিয়া আমাদের কার্য্যসাধন করিয়াছেন, তাহাতেই আপনার কীর্ত্তি জগতে বিস্তীর্ণ হইয়াছে; অতএব, হে বিদিতপ্রভাবে! আপনিই জগন্মাতা, কৃপা বিতরণ করিয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! দেবতারা এইরূপ স্তব করিলে পর, দেবী তাঁহাদিগকে মৃদুস্বরে বলিলেন, সুরসত্তমগণ! তোমাদের অপর দুঃসাধ্য কার্য্য কি আছে তাহা বল? ॥ ৩৪ ॥ যখন তোমাদিগের অতি দুর্ঘট কোনও কার্য্য উপস্থিত হইবে তখনই আমাকে স্মরণ করিবে আমি অবিলম্বে সেই আপদ বিনাশ করিব ॥ ৩৫ ॥

দেবা ঊচুঃ।

সর্ব্বং কৃতং ত্বয়া দেবি! কার্য্যং নঃ খলু সাম্প্রতম্।
যদয়ং নিহতঃ শত্রুরস্মাকং মহিষাসুরঃ ॥ ৩৬ ॥
স্মরিষ্যামো যথা তেঽম্ব! সদৈব পদপঙ্কজম্।
তথা কুরু জগন্মাতর্ভক্তিং ত্বয্যপ্যচঞ্চলাম্ ॥ ৩৭ ॥
অপরাধসহস্রাণি মাতৈব সহতে সদা।
ইতি জ্ঞাত্বা জগদ্‌যোনিং ন ভজন্তে কুতো জনাঃ ॥ ৩৮ ॥
দ্বৌ সুপর্ণৌ তু দেহেঽস্মিংস্তয়োঃ সখ্যং নিরন্তরম্।
নান্যঃ সখা তৃতীয়োঽস্তি যোঽপরাধং সহেত হি ॥ ৩৯ ॥
তস্মাজ্জীবঃ সখায়ং ত্বাং হিত্বা কিং নু করিষ্যতি।
পাপাত্মা মন্দভাগ্যোঽসৌ সুরমানুষযোনিষু ॥ ৪০ ॥

অপরাধসহস্রেতি। সর্ব্বনিজজনেষু সৎস্বপি পুত্রাপরাধং নির্ব্ব্যাজবৃত্ত্যা মাতৈব সহতে নান্য ইতি জ্ঞাত্বা সর্ব্বজগদ্‌যোনিং মাতরং সর্ব্বজগতো দেবীং কুতো জনা ন ভজন্তে কুতঃ স্বকল্যাণাৎ প্রচ্যবন্তে ইতি জনানাক্রোশতি। তথা চ ব্যাসসূত্রম্। যোনিশ্চ গীয়ত ইতি ॥ ৩৮ ॥

ন কেবলং ভগবত্যা জগদ্‌যোনিত্বং কিন্তু সর্ব্বজীবসখিত্বমপ্যস্তীতি কন্তুং দ্বাসুপর্ণেতি শ্রুতিমর্থতঃ পঠতি। দ্বৌ সুপর্ণাবিতি। অস্মিন্ দেহরূপে বৃক্ষে দ্বৌ সুপর্ণৌ পক্ষিসদৃশৌ দ্বৌ জীবপরমাত্মানৌ স্তঃ। তয়োর্নিরন্তরং সখ্যমস্তি কদাপ্যুভয়োর্বিয়োগাভাবাৎ এবং রীত্যানয়োস্তৃতীয়ঃ সখা নৈবাস্তি। য এতস্য জীবস্যাপরাধং সহেত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

যস্মাদেবং তস্মাজ্জীবঃ স্বসখায়ং পরমেশ্বরীং ভগবতীং পরসম্বিদং হিত্বা কিং নু করিষ্যতি স্বকল্যাণং নহি শক্নুতঃ কল্যাণং সম্ভবতি। ন বা গত্যন্তরমস্তীত্যর্থঃ। তস্মাদিয়মেব ভগবতী পিতৃমাতৃসখিস্থানা সর্ব্বৈর্জীবৈরারাধ্যেতি ভাবঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়েতি ॥ ৪০—৪১ ॥

দেবগণ কহিলেন, দেবি! আপনি সম্প্রতি যে আমাদিগের শত্রু মহিষাসুরকে নিহত করিয়াছেন, ইহাতেই সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করা হইয়াছে ॥ ৩৬ ॥ এক্ষণে যাহাতে আপনার চরণ পঙ্কজ সর্ব্বদা স্মরণ করিতে পারি এবং যাহাতে আপনার প্রতি অচল ভক্তি থাকে আপনি তাহাই করুন্ ॥ ৩৭ ॥ জননীই পুত্রের সহস্র সহস্র অপরাধ সহ্য করেন, মানবেরা ইহা অবগত হইয়াও কি নিমিত্ত জগন্মাতার অর্চ্চনা করে না তাহা বলিতে পারি না ॥ ৩৮ ॥ এই দেহে জীবাত্মা ও পরমাত্মা রূপ দুইটী বিহঙ্গম নিয়তই বাস করিতেছে; তাহাদের উভয়ের এমনই সখ্যভাব যে কখন তাহার বিচ্ছেদ হয় না; কিন্তু, উহাদের অপরাধ সহ্য করে এরূপ আর তৃতীয় সখা কেহই নাই ॥ ৩৯ ॥ অতএব, যে জীব সখাস্বরূপ আপনাকে পরিত্যাগ করে সে অপর আর কি করিবে, সে কখনই কল্যাণ লাভ করিতে পারে না? সেই পাপাত্মা সুর ও মনুষ্যগণের মধ্যে মন্দভাগ্য সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥

প্রাপ্য দেহং সুদুষ্প্রাপং ন স্মরেত্ত্বাং নরাধমঃ।
মনসা কর্ম্মণা বাচা ব্রূমঃ সত্যং পুনঃ পুনঃ ॥ ৪১ ॥
সুখে বাপ্যথবা দুঃখে ত্বং নঃ শরণমদ্ভুতম্।
পাহি নঃ সততং দেবি! সর্ব্বৈস্তব বরায়ুধৈঃ।
অন্যথা শরণং নাস্তি তৎপদাম্বুজরেণুতঃ ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং স্তুতা সুরৈর্দ্দেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্দ্দেবাস্তাং বীক্ষ্য নির্গতাম্ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে দেব্যাঃ স্তুতিবর্ণনং নাম একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

(স্বেষাং কার্য্যমাহ পাহীতি। তৎপদাম্বুজরেণুতোঽন্যথেত্যন্বয়ঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

যে ব্যক্তি দুর্লভ দেহ লাভ করিয়া বাক্য মন ও কর্ম্ম দ্বারা আপনাকে বার বার স্মরণ না করে সে নিশ্চয়ই নরাধম, ইহা আমরা পুনঃ পুনঃ সত্যই বলিলাম ॥ ৪১ ॥ দেবি! সুখের সময়েই হউক আর দুঃখের সময়েই হউক আপনিই আমাদিগের রক্ষাকর্ত্রী; অতএব, আপনিই উত্তম উত্তম অস্ত্র দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন। দেবি! আপনার চরণ-রেণু ব্যতিরেকে আমাদিগের রক্ষার আর অন্য উপায় নাই ॥ ৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, জনমেজয়! দেবগণ এইরূপে ভগবতীর স্তব করিলে পর দেবী ভগবতী সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন, দেবগণও দেবীর অন্তর্দ্ধান দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥ ৪৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে দেবীর স্তুতিবিষয়ক
একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

অথাদ্ভুতং বীক্ষ্য মুনে! প্রভাবং
দেব্যা জগচ্ছান্তিকরং বরঞ্চ।
ন তৃপ্তিরস্তি দ্বিজবর্য্য! শৃণ্বতঃ
কথামৃতং তে মুখপদ্মজাতম্ ॥ ১ ॥
অন্তর্হিতায়াঞ্চ তদা ভবান্যাং
চক্রুশ্চ কিং দেবপুরোগমাস্তে।
দেব্যাশ্চরিত্রং পরমং পবিত্রং
দুরাপমেবাল্পপুণ্যৈর্নরাণাম্* ॥ ২ ॥
কস্তৃপ্তিমাপ্নোতি তথামৃতেন
ভিন্নোঽল্পভাগ্যাৎ পটুকর্ণরন্ধ্রঃ।
পীতেন যেনামরতাং প্রয়াতি
ধিক্ তান্ নরান্ যে ন পিবন্তি সারম্ ॥ ৩ ॥

পঞ্চাশস্তিরথ শ্লোকৈরন্তর্দ্ধানোত্তরন্তু যৎ।
অভূদ্‌বৃত্তং জগৎক্ষেম তদত্রৈবোপবর্ণ্যতে ॥

শ্রীদেব্যা অন্তর্দ্ধানোত্তরং জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি অথেতি। অদ্ভুতপ্রভাবং বীক্ষ্য তৎকথামৃতং শৃণ্বতো মে তৃপ্তির্নাস্তীত্যন্বয়ঃ ॥ ১ ॥
নরাণাং মধ্যেঽল্পপুণ্যৈরিত্যন্বয়ঃ ॥ ২ ॥

জনমেজয় বলিলেন, ঋষিবর! ভগবতীর এই পরম পবিত্র জগতের হিতকর অদ্ভুত চরিত্রের বিষয় অবগত হইলাম; কিন্তু, আপনার মুখকমল-বিনির্গত কথামৃত শ্রবণ করিয়া এক্ষণেও আমার তৃপ্তি লাভ হইতেছে না ॥ ১ ॥ মুনিবর! ভবানী অন্তর্হিতা হইলে সেই প্রধান প্রধান দেবগণ তৎকালে কি করিলেন তাহা আপনি বলুন। ভগবন্! যে সকল জীবের পুণ্যবল অল্প, তাহারা কখনই দেবীর এই পরম পবিত্র চরিত্র অবগত হইতে সমর্থ হয় না ॥ ২ ॥ মুনে! অল্পভাগ্য মানবের কথা দূরে থাকুক যাঁহার কর্ণকুহর কথামৃত শ্রবণে নিপুণ, সেই মহাত্মাও কি দেবীর চরিতামৃত পানে পরিতৃপ্ত হইতে পারেন? যে বাক্যামৃত

* অল্পগুণৈর্নরাণাম্। ইতি বা পাঠঃ।

লীলাচরিত্রং জগদম্বিকায়া
রক্ষান্বিতং দেবমহামুনীনাম্।
সংসারবার্দ্ধেস্তরণং নরাণাং
কথং কৃতজ্ঞা হি পরিত্যজেয়ুঃ ॥ ৪ ॥
মুক্তাশ্চ যে চৈব মুমুক্ষবশ্চ
সংসারিণো রোগযুতাশ্চ কেচিৎ।
তেষাং সদা শ্রোত্রপুটৈশ্চ পেয়ং
সর্ব্বার্থদং বেদবিদো বদন্তি ॥ ৫ ॥
তথাবিশেষেণ মুনে! নৃপাণাং
ধর্ম্মার্থকামেষু সদা রতানাম্।
মুক্তাশ্চ যস্মাৎ খলু তৎ পিবন্তি
কথং ন পেয়ং রহিতৈশ্চ তেভ্যঃ ॥ ৬ ॥
যৈঃ পূজিতা পূর্ব্বভবে ভবানী
সৎকুন্দপুষ্পৈরথ চম্পকৈশ্চ।
বৈল্বৈর্দলৈস্তে ভুবি ভোগযুক্তা
নৃপা ভবন্তীত্যনুমেয়মেবম্ ॥ ৭ ॥

তদ্দুরাপমেব শ্রদ্ধেতি.শেষঃ। তচ্ছ্রুত্বা অল্পভাগ্যাদ্ভিন্নঃ কস্তৃপ্তিমাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥৩—৫॥
তেভ্যো মুক্তেভ্যো রহিতৈরিত্যন্বয়ঃ ॥ ৬ ॥

পান করিলে মানব অমরত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই সর্ব্ব সার বাক্যামৃত যাহারা পান করে না, তাহাদিগকে ধিক্! ॥ ৩ ॥ জগদম্বিকার লীলাচরিত্র দেব ও মহামুনিগণের রক্ষাকর ও নরদিগের সংসারসাগরের তরণীস্বরূপ; অতএব, কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাহা কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পারে? ॥৪॥ বেদবিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, দেবীর চরিত্র সমস্ত অভিলষিতই প্রদান করিতে সমর্থ, অতএব কি মুক্ত, কি মুমুক্ষু, কি সংসারী, কি রোগী, সকলেরই শ্রবণ-পুট দ্বারা নিয়ত উহা পান করা কর্ত্তব্য ॥ ৫ ॥ বিশেষত ধর্ম্ম, অর্থ ও কামভোগে নিরত নৃপ-গণেরও এই চরিতামৃত পান করা কর্ত্তব্য। মুনে! মুক্ত ব্যক্তিগণও যখন দেবীর চরিতামৃত পান করেন, তখন তদ্ভিন্ন অন্যান্য সামান্য ব্যক্তিগণের যে তাহা পান করা কর্ত্তব্য তাহাতে আর সন্দেহ কি? ॥ ৬ ॥ মুনিবর! ভোগী রাজগণকে ও দুঃখী দরিদ্রগণকে অবলোকন করিয়া এইরূপ অনুমান করিতে হইবে যে, যাঁহারা পূর্ব্ব জন্মে সুন্দর কুন্দপুষ্প, চম্পকপুষ্প ও বিল্বদল দ্বারা ভবানীর পূজা করিয়াছেন, তাঁহারাই ভূলোকে রাজা হইয়া ভোগসুখ

যে ভক্তিহীনাঃ সমবাপ্য দেহং
তং মানুষং ভারতভূমিভাগে।
যৈর্নার্চ্চিতা তে ধনধান্যহীনা
রোগান্বিতাঃ সন্ততিবর্জ্জিতাশ্চ ॥ ৮ ॥
ভ্রমন্তি নিত্যং কিল দাসভূতা
আজ্ঞাকরাঃ কেবলভারবাহাঃ।
দিবানিশং স্বার্থপরাঃ কদাপি
নৈবাপ্নুবন্ত্যোদরপূর্ত্তিমাত্রম্ ॥ ৯ ॥
অন্ধাশ্চ মূকা বধিরাশ্চ খঞ্জাঃ
কুষ্ঠান্বিতা যে ভুবি দুঃখভাজঃ।
তত্রানুমানং কবিভির্বিধেয়ং
নারাধিতা তৈঃ সততং ভবানী ॥ ১০ ॥
যে রাজভোগান্বিতঋদ্ধিপূর্ণাঃ
সংসেব্যমানা বহুভির্মনুষ্যৈঃ।
দৃশ্যন্তি যে বা বিভবৈঃ সমেতা-
স্তৈঃ পূজিতাম্বেত্যনুমেয়মেব ॥ ১১ ॥
তস্মাৎ সত্যবতীসূনো! দেব্যাশ্চরিতমুত্তমম্।
কথয়স্ব কৃপাং কৃত্বা দয়াবানসি সাম্প্রতম্ ॥ ১২ ॥

ইত্যেবমনুমেয়মিত্যন্বয়ঃ ॥ ৭—৮ ॥
উদরমেবোদরং তৎপূর্ত্তিমাত্রমপি নৈবাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৯—১০ ॥

অনুভব করিতেছেন ॥ ৭ ॥ আর যাহারা ভারতভূমিভাগে দুষ্প্রাপ্য মানুষদেহ ধারণ করিয়া ভক্তিহীনতা বশত তাঁহার অর্চ্চনা করে নাই, তাহারাই রোগান্বিত, ধন ধান্য ও সম্পত্তি লাভে বঞ্চিত ও সন্ততিবর্জ্জিত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥ অধিক কি, তাহারা কেবল ভারবাহী আজ্ঞাকারী দাস হইয়া নিরন্তর ভ্রমণ করে, কিন্তু দিবারাত্র স্বার্থের অনুসন্ধান করিয়াও উদর পূর্ত্তিমাত্র দ্রব্যলাভে সমর্থ হয় না ॥ ৯ ॥ অন্ধ, মূক, বধির, খঞ্জ ও কুষ্ঠরোগী প্রভৃতি যাহারা ভূলোকে দুঃখভোগ করিতেছে, তাহাদিগকে দর্শন করিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করিবেন যে, ইহারা কখনই ভবানীর আরাধনা করে নাই ॥ ১০ ॥ যাঁহারা সমৃদ্ধিশালী ও অনেক অনুচর দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সেবিত হইয়া রাজযোগ্য ভোগ্য উপভোগ করিতেছেন, যাঁহারা বিভববান্ দৃষ্ট হইতেছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই জগদম্বিকার চরণকমলের

হত্বা তং মহিষং পাপং স্তুতা সম্পূজিতা সুরৈঃ।
ক গতা সা মহালক্ষ্মীঃ সর্ব্বতেজঃসমুদ্ভবা ॥ ১৩ ॥
কথিতং তে মহাভাগ! গতান্তর্দ্ধানমাশু সা।
স্বর্গে বা মৃত্যুলোকে বা সংস্থিতা ভুবনেশ্বরী ॥ ১৪ ॥
লয়ং গতা বা তত্রৈব বৈকুণ্ঠে বা সমাশ্রিতা।
অথবা হেমশৈলে সা তত্ত্বতো মে বদাধুনা ॥ ১৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

পূর্ব্বং ময়া তে কথিতং মণিদ্বীপং মনোহরম্।
ক্রীড়াস্থানং সদা দেব্যা বল্লভং পরমং স্মৃতম্ ॥ ১৬ ॥
যত্র ব্রহ্মা হরিঃ স্থাণুঃ স্ত্রীভাবং তে প্রপেদিরে।
পুরুষত্বং পুনঃ প্রাপ্য স্বানি কার্য্যাণি চক্রিরে ॥ ১৭ ॥
যঃ সুধাসিন্ধুমধ্যেঽস্তি দ্বীপঃ পরমশোভনঃ।
নানারূপৈঃ সদা তত্র বিহারং কুরুতেঽম্বিকা ॥ ১৮ ॥

ভগবত্যা আরাধনাদৈহিকং পারলৌকিকং সুখং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপঞ্চ সিদ্ধ্যতীতি প্রকরণার্থঃ ॥ ১১—১৩ ॥

কথিতমিতি। তে ত্বয়ান্তর্দ্ধানং গতেত্যুক্তং তত্রান্তর্দ্ধানোত্তরং সা ভুবনেশ্বরী স্বর্গে বা মৃত্যুলোকে বা ক সংস্থিতেতি বদেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

লয়ং গতেতি। তস্মিন্নেব স্থলে লয়ং গতা স্থূলশরীরস্থভূম্যাদিক্রমেণ স্বাত্মনি লীনা বেত্যর্থঃ। হেমশৈলে সুমেরৌ বা ॥ ১৫—১৮ ॥

পূজা করিয়াছিলেন ইহা অনুমান করিতে হইবে ॥ ১১ ॥ অতএব, হে সত্যবতীতনয়! আপনি দয়ালু সুতরাং এক্ষণে কৃপা করিয়া আমার নিকট দেবীর অনুত্তম চরিত্রগাথা বর্ণন করুন ॥ ১২ ॥ মুনিবর! সমস্ত দেবগণের তেজঃপুঞ্জ হইতে সমুৎপন্না সেই মহালক্ষ্মী পাপিষ্ঠ মহিষাসুরকে নিহত করিয়া এবং সুরগণ কর্ত্তৃক পূজিত ও সংস্তুত হইয়া কোথায় গমন করিলেন ॥ ১৩ ॥ মহাভাগ! আপনি বলিয়াছেন যে তিনি অন্তর্দ্ধান করিলেন, এক্ষণে জানিতে ইচ্ছা করি সেই ভুবনেশ্বরী অন্তর্হিত হইয়া স্বর্গলোকে অথবা মৃত্যুলোকে অবস্থিতি করিতেছেন? তিনি সেই স্থানেই লয় পাইলেন কিংবা বৈকুণ্ঠ আশ্রয় করিলেন অথবা সুমেরু পর্ব্বতে গমন করিলেন। মুনিবর! আপনি এই সমস্ত বিবরণ যথাযথ রূপে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন্ ॥ ১৪—১৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! আমি পূর্ব্বেই আপনার সমীপে মনোহর মণিদ্বীপের বিষয় বর্ণন করিয়াছি, ঐ দ্বীপ দেবী ভগবতীর ক্রীড়াস্থান ও পরম প্রিয় ॥ ১৬ ॥ এই স্থানেই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহাদেব স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হয়েন, পরে পুনরায় পুরুষত্ব লাভ করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হন ॥ ১৭ ॥ ঐ স্থান পরম সুশোভন ও সুধাসিন্ধুর মধ্যদেশে অবস্থিত, অম্বিকা

স্তুতা সম্পূজিতা দেবৈঃ সা তত্রৈব গতা শিবা।
যত্র সংক্রীড়তে নিত্যং মায়াশক্তিঃ সনাতনী ॥ ১৯ ॥
দেবাস্তাং নির্গতাং বীক্ষ্য দেবীং সর্ব্বেশ্বরীং তথা।
রবিবংশোদ্ভবং চক্রুর্ভূমিপালং মহাবলম্ ॥ ২০ ॥
অযোধ্যাধিপতিং বীরং শত্রুঘ্নং নাম পার্থিবম্।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নং মহিষস্যাসনে শুভে ॥ ২১ ॥
দত্ত্বা রাজ্যং তদা তস্মৈ দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ।
স্বকীয়ৈর্ব্বাহনৈঃ সর্ব্বে জগ্মুঃ স্বান্যালয়ানি তে ॥ ২২ ॥
গতেষু তেষু দেবেষু পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে!।
ধর্ম্মরাজ্যং বভূবাথ প্রজাশ্চ সুখিতাস্তথা ॥ ২৩ ॥
পর্জ্জন্যঃ কালবর্ষী চ ধরা ধান্যগণাবৃতা।
পাদপাঃ ফলপুষ্পাঢ্যা বভূবুঃ সুখদাঃ সদা ॥ ২৪ ॥
গাবশ্চ ক্ষীরসম্পন্না ঘটোধ্ন্যঃ কামদা নৃণাম্।
নদ্যঃ সুমার্গগাঃ স্বচ্ছাঃ শীতোদাঃ খগসংযুতাঃ ॥ ২৫ ॥

মায়াশক্তিঃ। মায়াশক্তিবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণী ভগবতী শ্রীভুবনেশ্বরী যত্র মণিদ্বীপে বর্ত্ততে তত্র তদংশভূতা সা গতেত্যর্থঃ ॥ ১৯—২৪ ॥

দেবী নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া সর্ব্বদা সেই স্থানে বিহার করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥ পরব্রহ্ম-স্বরূপিণী সনাতনী ভগবতী ভুবনেশ্বরী যে স্থানে নিয়ত ক্রীড়া করেন, দেবতারা পূজা ও স্তব করিলে পর তদংশসম্ভূতা এই শিবা দেবীও সেই মণিদ্বীপে গমন করিলেন ॥ ১৯ ॥ সেই সর্ব্বেশ্বরী দেবী অন্তর্হিত হইলে, দেবগণ সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন সূর্য্যবংশীয় অযোধ্যাপতি মহাবল বীরপ্রবর শত্রুঘ্ন-নামক নরপতিকে মহিষাসুরের সিংহাসনে অধিরোপিত করিয়া সাম্রাজ্যের অধীশ্বর করিলেন ॥ ২০—২১ ॥ ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ তাঁহাকে রাজ্য দান করিয়া নিজ নিজ বাহনে আরোহণ পূর্ব্বক আপন আপন আলয়ে গমন করিলেন ॥ ২২ ॥

মহারাজ! দেবগণ গমন করিলে পৃথিবীতলে ধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন হইতে লাগিল; তাহাতে প্রজাগণ সুখস্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥ তৎকালে পর্জ্জন্য দেব যথাসময়ে বর্ষণ করায় ধরামণ্ডলধনধান্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; পাদপ সকল ফলপুষ্পে পরিপূর্ণ হইয়া সতত সকলের সুখদায়ক হইল ॥২৪॥ ঘটের ন্যায় উধঃসম্পন্ন গাভীগণ এরূপ দুগ্ধবতী হইল যে মনুষ্যেরা ইচ্ছানুসারে দোহন করিতে লাগিল; নদী সকল স্বচ্ছ ও শীতল জলে পূর্ণ হইয়া সুপথে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং তাহার চতুর্দ্দিকে খগকুল বিরাজ করিতে

ব্রাহ্মণা বেদবন্তশ্চ যজ্ঞকর্ম্মরতাস্তথা।
ক্ষত্রিয়া ধর্ম্মসংযুক্তা দানাধ্যয়নতৎপরাঃ ॥ ২৬ ॥
শস্ত্রবিদ্যারতা নিত্যং প্রজারক্ষণতৎপরাঃ।
ন্যায়দণ্ডধরাঃ সর্ব্বে রাজানঃ শমসংযুতাঃ ॥ ২৭ ॥
অবিরোধস্তু ভূতানাং সর্ব্বেষাং সমভূব হ।
আকরা ধনদা নৃণাং ব্রজা গোযূথসংযুতাঃ ॥ ২৮ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ নৃপসত্তম!।
দেবীভক্তিপরাঃ সর্ব্বে সম্বভূবুর্ধরাতলে ॥ ২৯ ॥
সর্ব্বত্র যজ্ঞযূপাশ্চ মণ্ডপাশ্চ মনোহরাঃ।
মখৈঃ পূর্ণা ধরাশ্চাসন্ ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ কৃতৈঃ ॥ ৩০ ॥
পতিব্রতধরা নার্য্যঃ সুশীলাঃ সত্যসংযুতাঃ।
পিতৃভক্তিপরাঃ পুত্রা আসন্ ধর্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ৩১ ॥
ন পাষণ্ড্যং ন বাধর্ম্মঃ কুত্রাপি পৃথিবীতলে।
বেদবাদাঃ শাস্ত্রবাদা নান্যে বাদাস্তথাভবন্ ॥ ৩২ ॥
কলহো নৈব কেষাঞ্চিন্ন দৈন্যং নাশুভা মতিঃ।
সর্ব্বত্র সুখিনো লোকাঃ কালে চ মরণং তথা ॥ ৩৩ ॥

ঘটবদূধো যাসাং তা ঘটোধ্ন্যঃ ঊধসোঽনঙিত্যনঙাদেশে বহুব্রীহেরূধসো ঙীষিতি ঙীষ্ ॥ ২৫—২৯ ॥

লাগিল ॥২৫॥ ব্রাহ্মণগণ বেদতত্ত্বপরায়ণ হইয়া যজ্ঞ কর্ম্মে নিরত হইলেন এবং ক্ষত্রিয় সকল আপন ধর্ম্মে অভিনিবিষ্ট হইয়া দান ও অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইল ॥ ২৬ ॥ নৃপগণ ন্যায়দণ্ড ধারণ করিয়া প্রজারক্ষণে তৎপর হইলেন; রাজন্! এই সময় রাজগণ নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রে রত থাকিলেও সকলেই শান্তিপরায়ণ হইলেন। এইরূপে জীববর্গের আর পরস্পর বিরোধ ঘটিল না; আকর সকল মানবগণকে প্রচুর পরিমাণে ধনদান করিতে লাগিল; গোচারণ স্থান সকল গোযূথে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ২৭-২৮ ॥ হে নৃপসত্তম! সেই সময় ধরাতলস্থ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই দেবীর প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইলেন ॥ ২৯ ॥ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ এত অধিক পরিমাণে যজ্ঞ করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে পৃথিবীর সকল স্থানেই মনোহর যজ্ঞযূপ এবং যজ্ঞমণ্ডপ বিরাজমান হইতে লাগিল ॥ ৩০ ॥ নারী সকল সুশীল ও সত্যপরায়ণ হইয়া পতিব্রতা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল; পুত্রগণ ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া পিতার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইল ॥৩১॥ পৃথিবীর সকল স্থান হইতেই নাস্তিকতা বা অধর্ম্মের অনুষ্ঠান একেবারে তিরোহিত হইল; শুষ্ক তর্কবিতর্ক রহিত হইয়া কেবল বেদানুযায়ী শাস্ত্রের বাদানুবাদ

সুহৃদাং ন বিয়োগশ্চ নাপদশ্চ কদাচন।
নানাবৃষ্টির্ন দুর্ভিক্ষং ন মারী দুঃখদা নৃণাম্।
ন রোগো ন চ মাৎসর্য্যং ন বিরোধঃ পরস্পরম্ ॥ ৩৪ ॥
সর্ব্বত্র সুখসম্পন্না নরা নার্য্যঃ সুখান্বিতাঃ।
ক্রীড়ন্তি মানবাঃ সর্ব্বে স্বর্গে দেবগণা ইব ॥ ৩৫ ॥
ন চৌরা নৈব পাষণ্ডা বঞ্চকা দম্ভকাস্তথা।
পিশুনা লম্পটাঃ স্তব্ধা ন বভূবুস্তদা নৃপ! ॥ ৩৬ ॥
ন বেদদ্বেষিণঃ পাপা মানবাঃ পৃথিবীপতে!।
সর্ব্বধর্ম্মরতা নিত্যং দ্বিজসেবাপরায়ণাঃ ॥ ৩৭ ॥
ত্রিধাত্বাৎ স্মৃতিধর্ম্মস্য ত্রিবিধা ব্রাহ্মণাস্ততঃ।
সাত্ত্বিকা রাজসাশ্চৈব তামসাশ্চ তথাপরে ॥ ৩৮ ॥
সর্ব্বে বেদবিদো দক্ষাঃ সাত্ত্বিকাঃ সত্যবৃত্তয়ঃ।
প্রতিগ্রহবিহীনাশ্চ দয়াদমপরায়ণাঃ ॥ ৩৯ ॥
যজ্ঞাংস্তে সাত্ত্বিকৈরন্নৈঃ কুর্ব্বাণা ধর্ম্মতৎপরাঃ।
পুরোডাশবিধানৈশ্চ পশুভির্ন কদাচন ॥ ৪০ ॥

ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ কৃতৈর্মখৈর্ধরাঃ পৃথিব্যঃ পূর্ণা আসন্নিত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩৩ ॥
(মারয়তীতি মারী রোগাদিনা বাহুল্যেন জনসংক্ষয়ঃ। মৎসরোঽন্যশুভদ্বেষস্তস্য ভাবো মাৎসর্য্যম্ ॥ ৩৪—৪০ ॥

হইতে লাগিল ॥ ৩২ ॥ কোনও ব্যক্তির কাহারও সহিত কলহে মতি রহিল না; দীনতা বা অশুভ কার্য্যে মতি রহিত হওয়ায় লোক সকল সর্ব্বত্রই সুখে বিরাজ করিতে লাগিল; তখন, অকালমৃত্যু না থাকায় কদাপি কাহারও সুহৃদ্গণের সহিত বিয়োগ ও আপদ সংঘটিত হইল না; অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ অথবা মানবদিগের ক্লেশদায়ক মারীভয় রহিল না; অধিক কি কোনও জীবের রোগ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইত না; পরস্পর বিরোধ কি মাৎসর্য্যভাব তিরোহিত হইল ॥ ৩৩—৩৪ ॥ রাজন্! স্বর্গস্থ দেবগণের ন্যায় নর কি নারী সকলেই সর্ব্বত্র পরম সুখে ক্রীড়াসুখ অনুভব করিতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥ অধিক কি, সে সময়ে চৌর, পাষণ্ড, বঞ্চক, দাম্ভিক, খল, লম্পট, জড়, বেদবিদ্বেষী পাপপরায়ণ মানব কেহই ছিল না; পৃথিবীপতে! সেই সময় সমস্ত মানবগণই ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বদা দ্বিজগণের সেবায় তৎপর রহিল ॥ ৩৬—৩৭ ॥ স্মৃতি ধর্ম্মের ত্রিবিধত্ব নিবন্ধন ব্রাহ্মণ সকলও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামাসিকভেদে ত্রিবিধ; সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ সকল বেদবিদ্ দক্ষ ও সত্য ব্যবহারে নিরত; তাহারা দয়াবান্ দান্ত এবং কাহারও নিকট হইতে কোনও বস্তু গ্রহণ করেন না ॥৩৮—৩৯॥ তাঁহারা ধর্ম্মতৎপর হইয়া সাত্ত্বিক অন্নদ্বারা পুরোড়াশ বিধানে যজ্ঞ করেন,

দানমধ্যয়নঞ্চৈব যজনস্তু তৃতীয়কম্।
ত্রিকর্ম্মরসিকাস্তে চ সাত্ত্বিকা ব্রাহ্মণা নৃপ ॥ ৪১ ॥
রাজসা বেদবিদ্বাংসঃ ক্ষত্রিয়াণাং পুরোহিতাঃ।
ষট্‌কর্ম্মনিরতাঃ সর্ব্বে বিধিবন্মাংসভক্ষকাঃ ॥ ৪২ ॥
যজনং যাজনং দানং তথৈব চ প্রতিগ্রহঃ।
অধ্যয়নস্তু বেদানাং তথৈবাধ্যাপনস্তু ষট্‌ ॥ ৪৩ ॥
তামসাঃ ক্রোধসংযুক্তা রাগদ্বেষপরাঃ পুনঃ।
রাজ্ঞাং কর্ম্মকরা নিত্যং কিঞ্চিদধ্যয়নে রতাঃ ॥ ৪৪ ॥
মহিষে নিহতে সর্ব্বে সুখিনো বেদতৎপরাঃ।
বভূবুর্ব্রতনিষ্ণাতা দানধর্ম্মপরাস্তথা ॥ ৪৫ ॥
ক্ষত্রিয়াঃ পালনে যুক্তা বৈশ্যা বণিজবৃত্তয়ঃ।
কৃষিবাণিজ্যগোরক্ষাকুসীদবৃত্তয়ঃ পরে ॥ ৪৬ ॥
এবং প্রমুদিতো লোকো মহিষে বিনিপাতিতে ॥ ৪৭ ॥
অনুদ্বেগঃ প্রজানাং বৈ সম্বভূব ধনাগমঃ।
বহুক্ষীরাঃ শুভা গাবো নদ্যশ্চৈব বহূদকাঃ ॥ ৪৮ ॥

সাত্ত্বিকা ব্রাহ্মণাস্তু ত্রিকর্ম্মনিরতা ইত্যাহ দানমিতি ॥ ৪১ ॥
রাজসিকাস্তু ষট্‌কর্ম্মনিরতা ইত্যাহ রাজসা ইতি ॥ ৪২ ॥
কানি তানি ষট্‌ কর্ম্মাণি ইত্যাহ যজনমিতি ॥ ৪৩—৪৮ ॥

কিন্তু কখন পশুগণ দ্বারা যজ্ঞ করেন না ॥ ৪০ ॥ নরপাল! যাঁহারা সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ, তাঁহারা দান অধ্যয়ন ও যজন এই তিন কার্য্যে নিরত ॥ ৪১ ॥ রাজসিক ব্রাহ্মণেরা বেদবিদ্‌ এবং ক্ষত্রিয়গণের পৌরহিত্য করিয়া বিধিপূর্ব্বক মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকেন; তাঁহারা যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ, অধ্যয়ন এবং বেদের অধ্যাপন এই ষট্‌কর্ম্মে নিরত ॥ ৪২—৪৩ ॥ তামস ব্রাহ্মণেরা, ক্রোধ, রাগ, ও দ্বেষের পরায়ণ হয়েন, তাহারা কিঞ্চিন্মাত্র বেদ অধ্যয়ন করিয়া নিরন্তর রাজাদিগের কর্ম্ম করিয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥

মহারাজ! মহিষাসুর নিহত হইলে সকল ব্রাহ্মণই বেদ শাস্ত্রানুসারী ও ব্রতপরায়ণ হইয়া দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥৪৫॥ ক্ষত্রিয়গণ প্রজাপালন, বৈশ্যগণ বণিগ্‌-বৃত্তি এবং অপর জাতিরা কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ও কুসীদ ব্যবহার করিতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥ ফলতঃ মহিষাসুর নিপাতিত হইলে মানবমণ্ডল এইরূপে সন্তুষ্টচিত্ত হইয়াছিল ॥ ৪৭ ॥ তখন প্রজাগণ নিরুদ্বেগ হইয়া ধনসঞ্চয় করিতে লাগিল; গাভী সকল সুলক্ষণান্বিত ও বহুদুগ্ধ-বতী হইল; নদী সকল জলপূর্ণ, বৃক্ষ সকল প্রচুর ফলে শোভিত ও মানবগণ রোগশূন্য

বৃক্ষা বহুফলাশ্চাসন্ মানবা রোগবর্জ্জিতাঃ ।
নাধয়ো নেতয়ঃ কাপি প্রজানাং দুঃখদায়কাঃ ॥ ৪৯ ॥
ন নিধনমুপযান্তি প্রাণিনস্তেঽপ্যকালে
সকলবিভবযুক্তা রোগহীনাঃ সদৈব ।
নিগমবিহিতধর্ম্মে তৎপরাশ্চণ্ডিকায়া-
শ্চরণসরসিজানাং সেবনে দক্ষচিত্তাঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে জগৎ-ক্ষেমবর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

নাধয় ইতি । পুংস্যাধির্মানসী ব্যথা ইত্যমরঃ । নেতয় ইতি । অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ । প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতে ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

হইল ; ফলতঃ তৎকালে কোনও লোকের মানসিক ক্লেশ এবং বহুকষ্টদায়ক অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শলভ, মূষিক, খগ ও রাজবিদ্রোহ কিছুই বর্ত্তমান ছিল না ॥ ৪৮—৪৯ ॥ রাজন্ ! সেই সময়ে প্রাণিবর্গ আর অকালে কালকবলে নিপতিত হইত না, প্রত্যুত নিরন্তর নীরোগ হইয়া সকল বিভবের অধিকারী হইতে লাগিল ; বিশেষত সকলেই নিগমবিহিত ধর্ম্মে তৎপর হইয়া চণ্ডিকার চরণকমল সেবায় একাগ্রচিত্ত হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিল ॥ ৫০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে জগদ্মঙ্গল বর্ণন নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি দেব্যাশ্চরিতমুত্তমম্।
সুখদং সর্ব্বজন্তূনাং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ১ ॥
যথা শুম্ভো নিশুম্ভশ্চ ভ্রাতরৌ বলবত্তরৌ।
বভূবতুর্মহাবীরাববধ্যৌ পুরুষৈঃ কিল ॥ ২ ॥
বহুসেনাবৃতৌ শূরৌ দেবানাং দুঃখদৌ সদা।
দুরাচারৌ মদোৎসিক্তৌ বহুদানবসংযুতৌ ॥ ৩ ॥
হতাবম্বিকয়া তৌ তু সংগ্রামেঽতীবদারুণে।
দেবানাঞ্চ হিতার্থায় সর্ব্বৈঃ পরিচরৈঃ সহ ॥ ৪ ॥
চণ্ডমুণ্ডৌ মহাবাহূ রক্তবীজোঽতিদারুণঃ।
ধূম্রলোচননামা চ নিহতাস্তে রণাঙ্গণে ॥ ৫ ॥
তান্নিহত্য সুরাণাং সা জহার ভয়মুত্তমম্।
স্তুতা সম্পূজিতা দেবৈর্গিরৌ হেমাচলে শুভে ॥

একাধিকৈঃ ষষ্টিপদ্যৈঃ শুম্ভাসুরকথোচ্যতে।
ষষ্ঠীনাচ্চামরাদীনাং চ্যবনং সম্যগীর্য্যতে ॥

দেব্যাশ্চরিত্রমেকমুক্ত্বা পুনরপি দেব্যাশ্চরিত্রং দ্বিতীয়ং ব্যাসঃ কথয়তি শৃণু রাজন্নিতি ॥ ১—৩ ॥
পরিচরৈঃ সেবকৈঃ সহ হতাবিত্যন্বয়ঃ ॥ ৪—৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! যাহা শ্রবণ করিলে প্রাণিপুঞ্জের সমস্ত পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া সুখলাভ হয় দেবীর সেই পরম পবিত্র চরিত্র বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ১ ॥ পূর্ব্বকালে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে অসুরপ্রবর মহাবীর দুই ভ্রাতা ছিল, তাহারা অতিশয় বীর্য্যবান্ ও পুরুষের একান্ত অবধ্য ॥ ২ ॥ এই দুরাচার অসুর দ্বয় অসংখ্য দানবদলে পরিবৃত হওয়ায় অত্যন্ত মদোন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল সুতরাং অসীম সৈন্যদল সমভিব্যাহারে সুরগণকে সর্ব্বদাই ক্লেশ প্রদান করিত ॥ ৩ ॥ তখন, অম্বিকাদেবী দেবগণের হিত কামনায় অতীব নিদারুণ সংগ্রামে, সমস্ত অনুচরের সহিত সেই শুম্ভ ও নিশুম্ভকে নিহত করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ রণস্থলে তাহাদের প্রধান সহচর মহাবাহু চণ্ড মুণ্ড, অতীব ভয়ঙ্কর রক্তবীজ ও ধূম্রলোচনকেও নিপাতিত করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ দেবী সেই সকল দানবগণকে বিনষ্ট

রাজোবাচ।

কাবেতাবসুরাবাদৌ কথং তৌ বলিনাং বরৌ।
কেন সংস্থাপিতৌ চেহ স্ত্রীবধ্যত্বং কুতো গতৌ ॥ ৭ ॥
তপসা বরদানেন কস্ত জাতৌ মহাবলৌ।
কথঞ্চ নিহতৌ সর্ব্বং কথয়স্ব সবিস্তরম্ ॥ ৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! কথাং দিব্যাং সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্।
দেব্যাশ্চরিতসংযুক্তাং সর্ব্বার্থফলদাং শুভাম্ ॥ ৯ ॥
পুরা শুম্ভনিশুম্ভৌ দ্বাবসুরৌ ভূমিমণ্ডলে।
পাতালতশ্চ সম্প্রাপ্তৌ ভ্রাতরৌ শুভদর্শনৌ ॥ ১০ ॥
তৌ প্রাপ্তযৌবনৌ চৈব চেরতুস্তপ উত্তমম্।
অন্নোদকং পরিত্যজ্য পুষ্করে লোকপাবনে ॥ ১১ ॥
বর্ষাণামযুতং যাবদ্‌যোগবিদ্যাপরায়ণৌ।
একত্রৈবাসনং কৃত্বা তেপাতে পরমং তপঃ ॥ ১২ ॥

হেমাচলে শুভে ইত্যন্তং সূত্ররূপেণ চরিত্রমুক্তং তদ্ব্যাখ্যানায় রাজা পৃচ্ছতি কাবেতা-বিতি ॥ ৭—১২ ॥

করিলে সুরগণের ভয় অন্তর্হিত হইয়াছিল; তখন সুরগণ সুশোভন সুমেরু পর্ব্বতে গমন করিয়া তাঁহার স্তব ও পূজা করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥

জনমেজয় শুম্ভ ও নিশুম্ভের কথা শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মুনিবর! এই অসুর দ্বয় কে? তাহারা কিরূপে অদ্বিতীয় বলবান্ হইল? কোন্ ব্যক্তি ইহাদিগকে এখানে সংস্থাপন করেন? কি কারণে ইহারা স্ত্রীবধ্য হইল? কাহার তপস্যা ও বরপ্রভাবে ইহারা মহাবলশালী হইল? কি নিমিত্তই বা দেবী ভগবতী ইহাদিগকে নিহত করিলেন? আপনি এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকট সবিস্তার বর্ণন করুন ॥ ৭—৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! দেবীর পবিত্র-চরিত্রসমন্বিত মনোহর উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন; এই মঙ্গলময় পবিত্র কথা সকল শ্রবণ করিলে সমস্ত পাপরাশি ধ্বংস হয় এবং সমস্ত অভিলষিত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥ পূর্ব্বকালে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই ভ্রাতা পাতাল হইতে ভূমণ্ডলে আগমন করিয়াছিল ॥ ১০ ॥ অনন্তর এই অসুর দ্বয় যৌবনকাল প্রাপ্ত হইলে ভুবন মধ্যে পরমপাবন পুষ্করতীর্থে অন্ন ও জল পরিত্যাগ করিয়া উৎকট তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥ তাহারা যোগবিদ্যায় এতাদৃশ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল যে, এক স্থানেই একাসনে অযুতবর্ষকাল দুশ্চর তপশ্চর্য্যা করিল ॥ ১২ ॥

তয়োস্তুষ্টোঽভবদ্‌ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ।
তত্রাগতশ্চ ভগবানারুহ্য বরটাপতিম্ ॥ ১৩ ॥
তাবুভৌ চ জগৎস্রষ্টা দৃষ্ট্বা ধ্যানপরৌ স্থিতৌ।
উত্তিষ্ঠতং মহাভাগৌ! তুষ্টোঽহং তপসা কিল ॥ ১৪ ॥
বাঞ্ছিতং বাং বরং কামং দদামি ব্রুবতামিহ।
কামদোঽহং সমায়াতো দৃষ্ট্বা বাং তপসো বলম্ ॥ ১৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য প্রবুদ্ধৌ তৌ সমাহিতৌ।
প্রদক্ষিণক্রিয়াং কৃত্বা প্রণামং চক্রতুস্তদা ॥ ১৬ ॥
দণ্ডবৎ প্রণিপাতঞ্চ কৃত্বা তৌ দুর্ব্বলাকৃতী।
ঊচতুর্মধুরাং বাচং দীনৌ গদ্গদয়া গিরা ॥ ১৭ ॥
দেবদেব! দয়াসিন্ধো! ভক্তানামভয়প্রদ!।
অমরত্বঞ্চ নৌ ব্রহ্মন্! দেহি তুষ্টোঽসি চেদ্বিভো! ॥ ১৮ ॥
মরণাদপরং কিঞ্চিদ্ভয়ং নাস্তি ধরাতলে।
তস্মাদ্ভয়াচ্চ সন্ত্রস্তৌ যুষ্মাকং শরণং গতৌ ॥ ১৯ ॥

বরটাপতিং হংসম্ ॥ ১৩—১৪ ॥
তপসো বলমিতি। ইতি ব্রহ্মোবাচেতি শেষঃ ॥ ১৫—২০ ॥

তখন লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা তাহাদের তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া হংসপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক সেই স্থানে আগমন করিলেন ॥ ১৩ ॥ বিধাতা তাহাদিগকে ধ্যানে নিমগ্ন দেখিয়া বলিলেন, আমি তোমাদের তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি, অতএব তোমরা উত্থিত হও ॥ ১৪ ॥ আমি সর্ব্ব লোকের মনস্কামনা পূরণ করিয়া থাকি, এক্ষণে তোমাদের তপোবল দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া এখানে আগমন করিয়াছি, তোমরা আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর আমি তাহা তোমাদিগকে প্রদান করিতেছি ॥ ১৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! শুম্ভ ও নিশুম্ভ পিতামহের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ধ্যান হইতে নিবৃত্ত হইল এবং সমাহিতচিত্তে তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিল ॥ ১৬ ॥ তপস্যার ক্লেশ বশত ক্ষীণকলেবর দীন অসুর দ্বয় দণ্ডের ন্যায় প্রণিপাত করিয়া গদ্গদ স্বরে মধুর বাক্যে বলিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥ ব্রহ্মন্! আপনি ভক্তগণের অভয়প্রদ, দেবগণেরও দেবতা, বিশেষত দয়ার সাগর; আপনি ইচ্ছানুসারে সমস্তই করিতে পারেন; অতএব, যদি আপনি আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, তবে আমাদিগকে অমরবর প্রদান করুন ॥ ১৮ ॥ ধরাতলে মরণ ভিন্ন গুরুতর অন্য ভয় আর কিছুই নাই, অতএব আমরা সেই

ত্রাহি ত্বং দেবদেবেশ! জগৎকর্ত্তঃ! ক্ষমানিধে!।
পরিস্ফোটয় বিশ্বাত্মন্! সদ্যো মরণজং ভয়ম্॥ ২০॥
ব্রহ্মোবাচ।
কিমিদং প্রার্থনীয়ং বো বিপরীতন্তু সর্ব্বথা।
অদেয়ং সর্ব্বথা সর্ব্বৈঃ সর্ব্বেভ্যো ভুবনত্রয়ে॥ ২১॥
জাতস্য হি ধ্রুবং মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
মর্য্যাদা বিহিতা লোকে পূর্ব্বং বিশ্বকৃতা কিল॥ ২২॥
মর্ত্তব্যং সর্ব্বথা সর্ব্বৈঃ প্রাণিভির্নাত্র সংশয়ঃ।
অন্যং প্রার্থয়তং কামং দদামি যচ্চ বাঞ্ছিতম্॥ ২৩॥
ব্যাস উবাচ।
তদাকর্ণ্য বচস্তস্য সুবিমৃশ্য চ দানবৌ।
উচতুঃ প্রণিপত্যাথ ব্রহ্মাণং পুরতঃ স্থিতম্॥ ২৪॥
পুরুষৈরমরাদ্যৈশ্চ মানবৈর্মৃগপক্ষিভিঃ।
অবধ্যত্বং কৃপাসিন্ধো! দেহি নৌ বাঞ্ছিতং বরম্॥ ২৫॥

বো যুষ্মাকমিদং প্রার্থনীয়ং সর্ব্বথা বিপরীতং কিং বিপরীতমেব কথমিত্যর্থঃ। বিপরীতত্বমেবাহ। অদেয়মিতি॥ ২১—২৭॥

মহাভয়ে ভীত হইয়াই আপনার শরণাগত হইয়াছি॥ ১৯॥ হে বিশ্বাত্মন্! আপনি ক্ষমাগুণের আধার, দেবতাগণেরও ঈশ্বর, বিশেষত জগতের নির্ম্মাতা; অতএব, মরণজনিত ভয় নিবারণ করিয়া আমাদিগকে অভয় প্রদান করুন॥ ২০॥

ব্রহ্মা বলিলেন, তোমাদের ইহাই কি প্রার্থনীয়? ইহাত সর্ব্বতোভাবে বিপরীত বলিয়া বোধ হইতেছে; কারণ, ইহা ত্রিভুবন মধ্যে কেহই কাহাকে প্রদান করিতে সমর্থ নহে॥ ২১॥ জন্মিলে অবশ্যই মৃত্যু আছে এবং মৃত্যু হইলে নিশ্চয়ই জন্ম হইবে, এই নিয়ম বিশ্বনিয়ন্তা পূর্ব্বকালে ইহলোকে স্থাপন করিয়াছেন॥ ২২॥ অতএব, সকল প্রাণী অবশ্যই মরিবে তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই, এজন্য তোমরা অন্য কোনও মনোবাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর, আমি তাহা প্রদান করিতেছি॥ ২৩॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! দানবদ্বয় ব্রহ্মার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক সম্মুখস্থিত প্রজাপতিকে প্রণাম করিয়া বলিল॥ ২৪॥ দয়াময়! অমর হইতে মানব ও মৃগ পক্ষী পর্য্যন্ত যত পুরুষ আছে আমরা তাহাদের সকলেরই অবধ্য হইব ইহাই আমাদের অভিলষিত অতএব আপনি আমাদিগকে এই বর প্রদান করুন॥ ২৫॥

নারী বলবতী কাস্তি যা নৌ নাশং করিষ্যতি।
ন বিভীবঃ স্ত্রিয়াঃ কামং ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ॥ ২৬ ॥
অবধ্যৌ ভ্রাতরৌ স্যাতাং নরেভ্যঃ পঙ্কজোদ্ভব!।
ভয়ং ন স্ত্রীজনেভ্যশ্চ স্বভাবাদবলা হি সা ॥ ২৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা তয়োর্বাক্যং প্রদদৌ বাঞ্ছিতং বরম্।
ব্রহ্মা প্রসন্নমনসা জগামাথ স্বমালয়ম্ ॥ ২৮ ॥
গতেঽথ ভবনে তস্মিন্ দানবৌ স্বগৃহং গতৌ।
ভৃগুং পুরোহিতং কৃত্বা চক্রতুঃ পূজনং তদা ॥ ২৯ ॥
শুভেঽদিনে সুনক্ষত্রে জাতরূপময়ং শুভম্।
কৃত্বা সিংহাসনং দিব্যং রাজ্যার্থং প্রদদৌ মুনিঃ ॥ ৩০ ॥
শুম্ভায় জ্যেষ্ঠভূতায় দদৌ রাজ্যাসনং শুভম্।
সেবনার্থং তদৈবাশু সম্প্রাপ্তা দানবোত্তমাঃ ॥ ৩১ ॥
চণ্ডমুণ্ডৌ মহাবীরৌ ভ্রাতরৌ বলদর্পিতৌ।
সম্প্রাপ্তৌ সৈন্যসংযুক্তৌ রথবাজিগজান্বিতৌ ॥ ৩২ ॥

(ইতি শ্রুত্বেতি। অমরত্বব্যতিরিক্তবরপ্রদানেন ব্রহ্মণঃ প্রসন্নমনস্ত্বমিতি বোদ্ধব্যম্ ॥২৮-৩১॥ প্রবলদৈত্যানামেকত্র সম্মেলনং বক্তুমাহ চণ্ডমুণ্ডাবিতি। ন কেবলং তৌ এব দ্বৌ পরন্তু সৈন্যসংযুক্তাবিতি ॥ ৩২—৩৩ ॥)

আমাদিগকে বিনাশ করিতে পারে এরূপ বলবতী নারী কে আছে? আমরা সচরাচর ত্রৈলোক্য মধ্যে স্ত্রীলোক হইতে কখনও ভয় করি না ॥ ২৬ ॥ কমলযোনে! আমরা দুই ভ্রাতা পুরুষের অবধ্য হইব, স্ত্রীলোক স্বভাবত অবলা, অতএব স্ত্রীজাতি হইতে আমাদের কোনও ভয়ের কারণ নাই ॥ ২৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তাঁহাদের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতামহ ব্রহ্মা, প্রসন্ন-হৃদয়ে উঁহাদিগের অভিলষিত বর প্রদান করিয়া স্বীয় আলয়ে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ২৮ ॥ ব্রহ্মা স্বভবনে গমন করিলে দানবযুগলও গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইল। তখন তাহারা দৈত্যগুরু ভৃগুমুনিকে পুরোহিত করিয়া তাঁহার পূজা করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥ মুনিবর্য্য ভৃগু শুভদিনে শুভনক্ষত্রে স্বর্ণময় সুন্দর মনোহর সিংহাসন নির্ম্মাণ করাইয়া রাজ্যের নিমিত্ত প্রদান করিলেন ॥৩০॥ শুম্ভ জ্যেষ্ঠ বলিয়া তাহাকেই রাজ্যাসন প্রদান করিলেন। তখন অসুরবর্য শুম্ভের সেবা করিবার বাসনায় প্রধান প্রধান বলশালী অসুরগণ অবিলম্বে তাহার নিকট উপস্থিত হইল ॥ ৩১ ॥ বলদর্পিত মহাবীর চণ্ড মুণ্ড নামক দুই ভ্রাতা, রথ অশ্ব ও গজ-

ধূম্রলোচননামা চ তদ্রূপশ্চণ্ডবিক্রমঃ।
শুম্ভঞ্চ ভূপতিং শ্রুত্বা তদাগাদ্‌বলসংযুতঃ॥ ৩৩॥
রক্তবীজস্তথা শূরো বরদানবলাধিকঃ।
অক্ষৌহিণীভ্যাং সংযুক্তস্তত্রৈবাগত্য সঙ্গতঃ॥ ৩৪॥
তস্যৈকং কারণং রাজন্! সংগ্রামে যুধ্যতঃ সদা।
দেহাদ্রুধিরসম্পাতস্তস্য শস্ত্রাহতস্য চ॥ ৩৫॥
জায়তে চ যদা ভূমাবুৎপদ্যন্তে হ্যনেকশঃ।
তাদৃশাঃ পুরুষাঃ ক্রূরা বহবঃ শস্ত্রপাণয়ঃ॥ ৩৬॥
সম্ভবন্তি তদাকারাস্তদ্রূপাস্তৎপরাক্রমাঃ।
যুদ্ধং পুনস্তে কুর্ব্বন্তি পুরুষা রক্তসম্ভবাঃ॥ ৩৭॥
অতঃ সোঽপি মহাবীর্য্যঃ সংগ্রামেঽতীব দুর্জ্জয়ঃ।
অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং রক্তবীজো মহাসুরঃ॥ ৩৮॥
অন্যে চ বহবঃ শূরাশ্চতুরঙ্গসমন্বিতাঃ।
শুম্ভঞ্চ নৃপতিং মত্বা বভূবুস্তস্য সেবকাঃ॥ ৩৯॥
অসংখ্যাতা তদা জাতা সেনা শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।
পৃথিব্যাঃ সকলং রাজ্যং গৃহীতং বলবত্তয়া॥ ৪০॥

সঙ্গতঃ স্থিতঃ॥ ৩৪—৪৪॥

সমাকুল সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইল॥ ৩২॥ সেইরূপ প্রচণ্ড পরাক্রমশালী ধূম্রলোচন নামে অসুর, শুম্ভ রাজা হইয়াছে শ্রবণ করিয়া, স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে তাহার সমীপে আগমন করিল॥ ৩৩॥ এই সময় বরপ্রাপ্তি নিবন্ধন অধিকতর বলশালী মহাবীর রক্তবীজ নামক অসুরও দুই অক্ষৌহিণী সেনা সঙ্গে লইয়া তাহার সহিত মিলিত হইল॥ ৩৪॥ রাজন্! এই রক্তবীজের দুর্জ্জয়তার একটী প্রধান কারণ ছিল তাহা শ্রবণ করুন; এই অসুর শস্ত্র দ্বারা আহত হইলে ইহার শরীর হইতে ভূতলে যখন রুধির বিন্দু পতিত হয় তখনই তাদৃশ ক্রূরস্বভাব শস্ত্রপাণি অসংখ্য অসুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই রুধির হইতে উৎপন্ন অসুরগণ তাহার ন্যায় আকৃতি সম্পন্ন ও পরাক্রমশালী হয় এবং উৎপন্ন হইবামাত্র পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিয়া থাকে॥ ৩৫-৩৭॥ এই কারণেই সেই মহাবীর্য্য মহাসুর রক্তবীজ সংগ্রামে নিতান্ত অজেয় ও সমস্ত প্রাণিপুঞ্জের অবধ্য হইয়াছে॥ ৩৮॥ অন্যান্য অসুরগণও তৎকালে শুম্ভকে নৃপতি জানিয়া চতুরঙ্গ সেনা সমভিব্যাহারে তথায় আসিয়া তাহার ভৃত্য হইল॥ ৩৯॥ তখন শুম্ভ ও নিশুম্ভের সেনা অগণিত হইয়া উঠিল, সুতরাং

সেনাযোগং তদা কৃত্বা নিশুম্ভঃ পরবীরহা।
জগাম তরসা স্বর্গে শচীপতিজয়ায় চ ॥ ৪১ ॥
চকারাসৌ মহাযুদ্ধং লোকপালৈঃ সমন্ততঃ।
বৃত্রহা বজ্রপাতেন তাড়য়ামাস বক্ষসি ॥ ৪২ ॥
স বজ্রাভিহতো ভূমৌ পপাত দানবানুজঃ।
ভগ্নং বলং তদা তস্য নিশুম্ভস্য মহাত্মনঃ ॥ ৪৩ ॥
ভ্রাতরং মূর্চ্ছিতং শ্রুত্বা শুম্ভঃ পরবলার্দ্দনঃ।
তত্রাগত্য সুরান্ সর্ব্বাংস্তাড়য়ামাস শায়কৈঃ ॥ ৪৪ ॥
কৃতং যুদ্ধং মহত্তেন শুম্ভেনাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
নির্জ্জিতাস্তু সুরাঃ সর্ব্বে সেন্দ্রাঃ পালাশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ৪৫ ॥
ঐন্দ্রং পদং তদা তেন গৃহীতং বলবত্তয়া।
কল্পপাদপসংযুক্তং কামধেনুসমন্বিতম্ ॥ ৪৬ ॥
ত্রৈলোক্যং যজ্ঞভাগাশ্চ হৃতাস্তেন মহাত্মনা।
নন্দনঞ্চ বনং প্রাপ্য মুদিতোঽভূন্মহাসুরঃ ॥ ৪৭ ॥

পালা দিক্‌পালা ইন্দ্রসহিতাঃ ॥ ৪৫ ॥
(ঐন্দ্রমিতি। ঐন্দ্রং পদং স্বর্গরাজ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥
ত্রৈলোক্যমিতি। মহাত্মনা মহাকায়সত্ত্বাদিসম্পন্নেনেত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৫০ ॥

ধরাতলে যত রাজ্য ছিল, তাহারা বলপূর্ব্বক সকলই গ্রহণ করিল ॥ ৪০ ॥ এই সময় শক্র-হন্তা নিশুম্ভ শচীপতিকে পরাজয় করিবার অভিলাষে বহুতর সেনা সমভিব্যাহারে অবিলম্বে স্বর্গে গমন করিল ॥ ৪১ ॥ নিশুম্ভ, লোকপালগণের সহিত চতুর্দ্দিকে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিতে লাগিল, সেই সংগ্রাম সময়ে শচীপতি ইন্দ্র তাহার বক্ষঃস্থলে বজ্র প্রহার করিলেন ॥ ৪২ ॥ সেই দানবরাজানুজ বজ্র প্রহারে আহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল ; তখন তাহার সৈন্যগণ রণে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪৩ ॥ শক্রবল-সংহারক শুম্ভ ভ্রাতার মূর্চ্ছাসংবাদ শ্রবণ করিবামাত্র সংগ্রামস্থলে উপস্থিত হইয়া শায়ক নিকরে সমস্ত সুরগণকে প্রহার করিতে লাগিল ॥ ৪৪ ॥ অক্লিষ্টকর্ম্মা শুম্ভ এইরূপ মহা ঘোরতর সংগ্রাম করিল যে, তাহাতে ইন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ এবং দিক্‌পালগণ পরাজিত হইলেন ॥ ৪৫ ॥ তখন, কল্পপাদপ ও কামধেনু প্রভৃতি ইন্দ্রের যে সকল উৎকৃষ্ট বস্তুর উপর আধিপত্য ছিল, শুম্ভ বলপূর্ব্বক তৎসমুদয়ই গ্রহণ করিল ॥ ৪৬ ॥ অধিক কি, সেই মহাত্মা অসুর ত্রৈলোক্য রাজ্য এবং যাবতীয় যজ্ঞভাগ হরণ করিল, অসুরপ্রবর নন্দনকানন প্রাপ্ত হইয়া যৎপরো-নাস্তি আনন্দ লাভ করত সুধা পানে পরম সুখানুভব করিতে লাগিল। তখন দানবর

সুধায়াশ্চৈব পানেন সুখমাপ মহাসুরঃ ।
কুবেরং স চ নির্জ্জিত্য তস্য রাজ্যং চকার হ ॥ ৪৮ ॥
অধিকারং তথা ভানোঃ শশিনশ্চ চকার হ ।
যমঞ্চৈব বিনির্জ্জিত্য জগ্রাহ তৎপদস্তথা ॥ ৪৯ ॥
বরুণস্য তথা রাজ্যং চকার বহ্নিকর্ম্ম চ ।
বায়োঃ কার্য্যং নিশুম্ভশ্চ চকার স্ববলান্বিতঃ ॥ ৫০ ॥
ততো দেবা বিনির্ধূতা হৃতরাজ্যা হৃতশ্রিয়ঃ ।
সন্ত্যজ্য নন্দনং সর্ব্বে নির্যযুর্গিরিগহ্বরে ॥ ৫১ ॥
হৃতাধিকারাস্তে সর্ব্বে বভ্রমুর্বিজনে বনে ।
নিরালম্বা নিরাধারা নিস্তেজস্কা নিরায়ুধাঃ ॥ ৫২ ॥
বিচেরুরমরাঃ সর্ব্বে পর্ব্বতানাং গুহাসু চ ।
উদ্যানেষু চ শূন্যেষু নদীনাং গহ্বরেষু চ ॥ ৫৩ ॥
ন প্রাপুস্তে সুখং কাপি স্থানভ্রষ্টা বিচেতসঃ ।
লোকপালা মহারাজ ! দৈবাধীনং সুখং কিল ॥ ৫৪ ॥
বলবন্তো মহাভাগা বহুজ্ঞা ধনসংযুতাঃ ।
কালে দুঃখং তথা দৈন্যমাপ্নুবন্তি নরাধিপ ! ॥ ৫৫ ॥

তত ইতি। বিনির্ধূতা ধর্ষিতা দূরীকৃতাশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥
বৃক্ষ্যাদ্যাবলম্বনরহিতাঃ। নিরাধারা আশ্রয়স্থানশূন্যা ইত্যর্থঃ। অপ্রাপ্তযজ্ঞভাগাদিত্বাৎ নিস্তেজস্কা ইত্যর্থঃ ॥ ৫২—৫৬ ॥

কুবেরকে রণে পরাজয় করিয়া তাঁহার রাজ্যগ্রহণ পূর্ব্বক শাসন করিতে লাগিল ॥ ৪৭—৪৮ ॥ চন্দ্র, সূর্য্য এবং যমকে পরাজিত করিয়া তাহাদের পদ অধিকার করিল ॥ ৪৯ ॥ নিশুম্ভ স্বীয় বলে পরিবৃত হইয়া বরুণের অনলের ও বায়ুর রাজ্য হরণ করিয়া তাঁহাদের কার্য্য করিতে লাগিল ॥ ৫০ ॥ তখন রাজ্যভ্রষ্ট ও শ্রীভ্রষ্ট হওয়ায় দেবতাগণ সন্ত্রস্ত হইয়া নন্দনকানন পরিত্যাগ পূর্ব্বক গিরিগহ্বরে পলায়ন করিলেন ॥ ৫১ ॥ অধিকার সমস্ত হৃত হইলে, তাঁহারা সকলে আয়ুধবিহীন তেজোহীন, আলয়বিহীন ও স্থানভ্রষ্ট হইয়া নির্জ্জন বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥

মহারাজ ! লোকপাল অমরবর্গ ব্যাকুল হৃদয়ে জনশূন্য উদ্যানে পর্ব্বতগুহা এবং নদী প্রভৃতি স্থানে বিচরণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্থানভ্রষ্ট হইয়া কুত্রাপি সুখলাভ করিতে পারিলেন না ; কারণ সুখ একান্তই দৈবায়ত্ত ॥ ৫৩—৫৪ ॥ নরনাথ ! যাহাদের প্রচুর জ্ঞান, বল ও ধন আছে তাদৃশ মহাভাগ পুরুষেরাও কালে দুঃখ ও দরিদ্রতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৫ ॥

চিত্রমেতন্মহারাজ ! কালস্যৈব বিচেষ্টিতম্ ।
যঃ করোতি নরং তাবদ্রাজানং ভিক্ষুকং ততঃ ॥ ৫৬ ॥
দাতারং যাচকঞ্চৈব বলবন্তং তথাবলম্ ।
পণ্ডিতং বিকলং কামং শূরঞ্চাতীব কাতরম্ ॥ ৫৭ ॥
মখানাঞ্চ শতং কৃত্বা প্রাপ্যেন্দ্রাসনমুত্তমম্ ।
পুনর্দুঃখং পরং প্রাপ্তং কালস্য গতিরীদৃশী ॥ ৫৮ ॥
কালঃ করোতি ধর্ম্মিষ্ঠং পুরুষং জ্ঞানসংযুতম্ ।
তমেবাতীব পাপিষ্ঠং জ্ঞানলেশবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৫৯ ॥
ন বিস্ময়োঽত্র কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা কালচেষ্টিতে ।
ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদীনামপীদৃক্কষ্টচেষ্টিতম্ ॥ ৬০ ॥
বিষ্ণুর্জননমাপ্নোতি শূকরাদিষু যোনিষু ।
হরঃ কপালী সঞ্জাতঃ কালেনৈব বলীয়সা ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে শুম্ভনিশুম্ভস্বর্গবিজয়ো নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

পণ্ডিতমিতি। বিকলং ব্যাকুলত্বাদ্বোধহীনমিত্যর্থঃ ॥ ৫৭—৬১ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১॥

মহারাজ ! কালের কি বিচিত্র গতি ? কাল, রাজাকে ভিক্ষুক, দাতাকে যাচক, বলবান্‌কে দুর্ব্বল, পণ্ডিতকে মূর্খ ও শূরকে অতীব কাতর করিয়া থাকে ॥ ৫৬-৫৭ ॥ মহারাজ ! বাসব শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া উত্তম ইন্দ্রাসন প্রাপ্ত হইয়াও পুনর্ব্বার নিরতিশয় দুঃখলাভ করিলেন সুতরাং কালের গতি এইরূপই জানিবেন ॥ ৫৮ ॥ কালই যে পুরুষকে জ্ঞানরত্ন প্রদান করিয়া ধর্ম্মিষ্ঠ করে, আবার তাহাকেই জ্ঞানরত্ন হইতে বঞ্চিত করিয়া পাপিষ্ঠ করিয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥ ভগবান্ বিষ্ণু বলবান্ কালের বশবর্ত্তী হইয়া শূকর প্রভৃতি নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং মহাদেবও অস্পৃশ্য নরকপাল ধারণ করেন ; যখন ব্রহ্মা বিষ্ণু হর প্রভৃতিকেও ঈদৃশ কষ্টকর কার্য্য করিতে হয় তখন কালের এই সকল কার্য্যে কোনরূপে বিস্ময়প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ৬০—৬১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌-ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে শুম্ভ ও নিশুম্ভের স্বর্গবিজয় নামক একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

পরাজিতাঃ সুরাঃ সর্ব্বে রাজ্যং শুম্ভঃ শশাস হ।
এবং বর্ষসহস্রন্তু জগাম নৃপসত্তম!॥ ১॥
ভ্রষ্টরাজ্যাস্ততো দেবাশ্চিন্তামাপুঃ সুদুস্তরাম্।
গুরুং দুঃখাতুরাস্তে তু পপ্রচ্ছুরিদমাদৃতাঃ॥ ২॥
কিং কর্ত্তব্যং গুরো! ব্রূহি সর্ব্বজ্ঞ! ত্বং মহামুনিঃ।
উপায়োঽস্তি মহাভাগ! দুঃখস্য বিনিবৃত্তয়ে॥ ৩॥
উপচারপরা নূনং বেদমন্ত্রাঃ সহস্রশঃ।
বাঞ্ছিতার্থকরা নূনং সূত্রৈঃ সংলক্ষিতাঃ কিল॥ ৪॥
ইষ্টয়ো বিবিধাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বকামফলপ্রদাঃ।
তাঃ কুরুষ্ব মুনে! নূনং ত্বং জানাসি চ তৎক্রিয়াঃ॥ ৫॥
বিধিঃ শত্রুবিনাশায় যথোদ্দিষ্টঃ সদাগমে।
তং কুরুষ্বাদ্য বিধিবদ্‌যথা নো দুঃখসংক্ষয়ঃ॥ ৬॥

সপ্তাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্যৈরথ সুরৈঃ স্তুতা।
প্রাদুর্ভূতা পরা দেবী দেবকার্য্যার্থমুচ্যতে॥
দেবপরাজয়োত্তরং জাতং বৃত্তমাহ পরাজিতা ইতি॥ ১॥
গুরুং বৃহস্পতিম্॥ ২—৬॥

ব্যাস বলিলেন, নৃপসত্তম! সমস্ত সুরগণ পরাজিত হইলে পর শুম্ভ তাঁহাদের সমস্ত রাজ্য শাসন করিতে লাগিল, এইরূপে সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল॥ ১॥ পরন্তু দেবগণ রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া অতীব দুস্তর চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইলেন, অবশেষে দুঃখে একান্ত কাতর হইয়া আদর সহকারে নিজগুরু বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন॥২॥ গুরো! আপনি মুনিগণের অগ্রগণ্য; বিশেষত সর্ব্বজ্ঞ অতএব এক্ষণে আমাদিগের কর্ত্তব্য কি? হে মহাভাগ! উপস্থিত মহাদুঃখ নিবারণের যদি কোন উপায় থাকে তবে তাহা আপনি বলুন॥৩॥ সহস্র সহস্র বেদমন্ত্র আছে কিন্তু তৎসমস্তই যথাবিধি অনুষ্ঠান সাপেক্ষ, যদি তাঁহারা সূত্র দ্বারা সর্ব্বতোভাবে লক্ষিত হন তবে অবশ্যই বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন॥ ৪॥ মুনিবর! সমস্ত অভিলষিত কার্য্য প্রদান করে ঈদৃশ বিবিধ যজ্ঞের বিষয় বেদে উক্ত হইয়াছে, আপনি নিশ্চয়ই সেই সকল কার্য্য বিদিত আছেন, অতএব সেই সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন॥ ৫॥

ভবেদাঙ্গিরসাদ্যেষ তথা ত্বং কর্ত্তুমর্হসি।
দানবানাং বিনাশায় অভিচারং যথামতি ॥ ৭ ॥

বৃহস্পতিরুবাচ।

সর্ব্বে মন্ত্রাশ্চ বেদোক্তা দৈবাধীনফলাশ্চ তে।
ন স্বতন্ত্রাঃ সুরাধীশ! তথৈকান্তফলপ্রদাঃ ॥ ৮ ॥
মন্ত্রাণাং দেবতা যূয়ং তে তু দুঃখৈকভাজনম্।
জাতাঃ স্ম কালযোগেন কিং করোমি প্রসাধনম্ ॥ ৯ ॥
ইন্দ্রাগ্নিবরুণাদীনাং যজনং যজ্ঞকর্ম্মসু।
তে যূয়ং বিপদং প্রাপ্তাঃ করিষ্যন্তি কিমিষ্টয়ঃ ॥ ১০ ॥
অবশ্যম্ভাবিভাবানাং প্রতীকারো ন বিদ্যতে।
উপায়স্ত্বথ কর্ত্তব্য ইতি শিষ্টানুশাসনম্ ॥ ১১ ॥
দৈবং হি বলবৎ কেচিৎ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
উপায়বাদিনো দৈবং প্রবদন্তি নিরর্থকম্ ॥ ১২ ॥

হে আঙ্গিরস! অঙ্গিরোগোত্রোদ্ভব! ॥ ৭ ॥
একান্তফলপ্রদাঃ নিয়মেন ফলপ্রদাঃ ॥ ৮—৯ ॥
তদা ইষ্টয়ঃ কিং করিষ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ১০—১১ ॥
নমু দৈবমেব প্রবলং চেদুপায়ঃ কিমিতি কর্ত্তব্য ইতি চেত্তত্রাহ দৈবমিতি ॥ ১২ ॥

বেদে শত্রু বিনাশের নিমিত্ত যেরূপ বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে আপনি সেই বিধি অনুসারে কার্য্য সম্পাদন করুন; আঙ্গিরস! যাহাতে আমাদিগের আশু ক্লেশ নাশ হয় আপনি দানবদিগের বিনাশের নিমিত্ত জ্ঞানানুসারে সেইরূপে অভিচার ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করুন ॥ ৬—৭ ॥

বৃহস্পতি বলিলেন, সুরাধিপ! বেদোক্ত সমস্ত মন্ত্র দৈবের অধীন হইয়াই ফল প্রদান করেন, বস্তুত তাঁহারা একান্তফলপ্রদ নহেন, কেবল নিয়মের বাধ্য হইয়া ফলপ্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৮ ॥ তোমরাই মন্ত্র সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, কিন্তু কালযোগে এক্ষণে তোমরাই এক মাত্র দুঃখের ভাজন হইয়াছ, অতএব আমি তাহাতে কি উপায় করিব ॥ ৯ ॥ দেখ, যজ্ঞকার্য্যে ইন্দ্র, অগ্নি ও বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণের যজন হইয়া থাকে, কিন্তু তোমরাই সকলে মহাবিপদে পতিত হইয়াছ সুতরাং যজ্ঞ সকল আর কি করিবে? ॥ ১০ ॥ অতএব, যে সকল কার্য্য অবশ্যম্ভাবি তাহার প্রতিকার নাই; কিন্তু শিষ্টগণ অনুশাসন করিয়াছেন যে, এরূপ স্থলে উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য ॥ ১১ ॥ কোন কোন পণ্ডিতেরা বলেন যে, দৈবই বলবান্ কিন্তু উপায়বাদিরা কহিয়া থাকেন যে, দৈব অনর্থক, উপায় বা পুরুষার্থ

দৈবঞ্চৈবাপ্যুপায়শ্চ দ্বাবেবাভিমতৌ নৃণাম্।
কেবলং দৈবমাশ্রিত্য ন স্থাতব্যং কদাচন ॥ ১৩ ॥
উপায়ঃ সর্ব্বথা কার্য্যো বিচার্য্য স্বধিয়া পুনঃ।
তস্মাদ্ব্রবীমি বঃ সর্ব্বান্ সংবিচার্য্য পুনঃ পুনঃ ॥ ১৪ ॥
পুরা ভগবতী তুষ্টা জঘান মহিষাসুরম্।
যুষ্মাভিস্তু স্তুতা দেবী বরদানং দদাবথ ॥ ১৫ ॥
আপদং নাশয়িষ্যামি সংস্মৃতা বঃ সদৈব হি।
যদা যদা বো দেবেশা আপদো দৈবসম্ভবাঃ ॥ ১৬ ॥
প্রভবন্তি তদা কামং স্মর্ত্তব্যাহং সুরৈঃ সদা।
স্মৃতাহং নাশয়িষ্যামি যুষ্মাকং পরমাপদঃ ॥ ১৭ ॥
তস্মাদ্ধিমাচলে গত্বা পর্ব্বতে সুমনোহরে।
আরাধনং চণ্ডিকায়াঃ কুরুধ্বং প্রেমপূর্ব্বকম্ ॥ ১৮ ॥
মায়াবীজবিধানজ্ঞাস্তৎপুরশ্চরণে রতাঃ।
জানাম্যহং যোগবলাৎ প্রসন্না সা ভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥

সিদ্ধান্তত্বয়মস্তীত্যাহ দৈবং চৈবাপ্যুপায়শ্চেতি ॥ ১৩—১৮ ॥

অনুষ্ঠানে মুখ্যো মন্ত্রঃ কো বাস্তীতি চেত্তত্রাহ মায়াবীজেতি। স চ মায়াবিশিষ্টব্রহ্মণো বাচকঃ। হ্রীঙ্কার উভয়াত্মক ইতি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণাৎ। তথা চ মায়াবিশিষ্টব্রহ্মবাচকভুবনেশ্বরী-

---

দ্বারা সকল কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে ॥ ১২ ॥ কিন্তু, হে সুররাজ! জীবগণের দৈব ও উপায় এই উভয়বিধই অবলম্বন করা উচিত সুতরাং কেবল দৈবকে আশ্রয় করিয়া থাকা কদাচ কর্ত্তব্য নহে ॥ ১৩ ॥ অতএব, স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে বারংবার বিচার করিয়া সর্ব্বতোভাবে উপায় করা কর্ত্তব্য। দেবগণ! আমি পুনঃ পুনঃ বিশেষ বিবেচনা করিয়া তোমাদিগকে বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১৪ ॥ পূর্ব্বকালে ভগবতী প্রসন্ন হইয়া মহিষাসুরকে বধ করিয়াছিলেন; তৎকালে তোমরা সকলে দেবীর স্তব করিলে তিনি তোমাদিগকে বর দান করিয়াছিলেন যে, তোমরা স্মরণ করিবামাত্র আমি সকল সময়েই তোমাদিগের আপদ্ বিনষ্ট করিব; দেবতাগণ! যে যে সময়ে তোমাদিগের দৈবজনিত কোন বিপদ উপস্থিত হইবে, তখনই তোমরা অবশ্যই আমাকে নিরন্তর স্মরণ করিবে। তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে পরম বিপদসাগর হইতে উদ্ধার করিব ॥ ১৫—১৭ ॥ অতএব, তোমরা পরম পবিত্র অতি মনোহর হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়া প্রীতিসহকারে পরমারাধ্যা চণ্ডিকাদেবীর আরাধনা কর ॥ ১৮ ॥ তোমরা মায়াবীজের বিধান বিদিত হইয়া তাঁহার পুরশ্চরণে প্রবৃত্ত হও; আমি যোগবলে জানিতে পারিতেছি যে তিনি তোমাদিগের প্রতি প্রসন্ন

দুঃখস্যান্তোঽদ্য যুষ্মাকং দৃশ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥
তস্মিন্ শৈলে সদা দেবী তিষ্ঠতীতি ময়া শ্রুতম্।
স্তুতা সংপূজিতা সদ্যো বাঞ্ছিতার্থান্ প্রদাস্যতি ॥ ২১ ॥
নিশ্চয়ং পরমং কৃত্বা গচ্ছধ্বং বো হিমালয়ম্।
সুরাঃ সর্ব্বাণি কার্য্যাণি সা বঃ কামং বিধাস্যতি ॥ ২২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা দেবাস্তে প্রযযুর্গিরিম্।
হিমালয়ং মহারাজ! দেবীধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ২৩ ॥
মায়াবীজং হৃদা নিত্যং জপন্তঃ সর্ব্ব এব হি।
নমশ্চক্রুর্মহামায়াং ভক্তানামভয়প্রদাম্।
তুষ্টুবুঃ স্তোত্রমন্ত্রৈশ্চ ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ ॥ ২৪ ॥

নমো দেবি বিশ্বেশ্বরি! প্রাণনাথে!
সদানন্দরূপে সুরানন্দদে! তে।
নমো দানবান্তপ্রদে! মানবানা-
মনেকার্থদে ভক্তিগম্যস্বরূপে! ॥ ২৫ ॥

মন্ত্রেণ সা মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণী ভুবনেশ্বরী দেবতারাধ্যেত্যর্থঃ। তৎপুরশ্চরণে মায়াবীজপুরশ্চরণে রতাঃ আসক্তা ইত্যর্থঃ। তৎসংখ্যা চ শারদায়াম্। প্রজপেন্মন্ত্রবিন্মন্ত্রং দ্বাত্রিংশল্লক্ষমানতঃ। ত্রিঃস্বাদ্বনুক্তেজ্জু হুয়াদিষ্টদ্রব্যৈর্দশাংশত ইতি। দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায়ান্তু। রবিলক্ষং জপেদ্বিদ্যামিতি দ্বাদশলক্ষাত্মকং পুরশ্চরণমুক্তম্। হালাস্যমাহাত্ম্যে তু। একলক্ষজপেনৈব সালোক্যং স্যাদ্দ্বিলক্ষতঃ। সামীপ্যং চৈব সাযুজ্যং চতুর্লক্ষজপাৎ স্মৃতে ॥ ইত্যনেন লক্ষচতুষ্টয়াত্মকমপি পুরশ্চরণমভিহিতম্ ॥ ১৯—২৩ ॥

মহামায়াং মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণীং ভুবনেশ্বরীমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

তে তুভ্যমিত্যর্থঃ। সদানন্দরূপে ব্রহ্মরূপে ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

হইবেন ॥ ১৯ ॥ আমি দেখিতেছি যে অদ্যই তোমাদিগের বিপদের অবসান হইবে তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। আমি শুনিয়াছি যে, সেই হিমাচলে দেবী সর্ব্বদাই অবস্থিতি করেন; তাঁহার পূজা ও স্তব করিলেই তিনি তোমাদিগকে অবশ্যই অভিলষিত বর প্রদান করিবেন ॥ ২০—২১ ॥ অতএব, তোমরা সকলে স্থিরনিশ্চয় হইয়া সেই হিমালয়ে গমন কর। সুরগণ! তিনি তোমাদিগের সমস্ত কার্য্য অবশ্যই সম্পাদন করিয়া উপস্থিত বিপদের অপনয়ন করিবেন ॥ ২২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন এবং তাঁহারা সকলেই ভগবতীর আরাধনায় নিমগ্ন হইয়া ভক্তি সহকারে

ন তে নামসংখ্যাং ন তে রূপমীদৃক্
তথা কোঽপি বেদাদিদেবাদিরূপে।।
ত্বমেবাসি সর্ব্বেষু শক্তিস্বরূপা
প্রজাসৃষ্টিসংহারকালে সদৈব ॥ ২৬ ॥
স্মৃতিস্ত্বং ধৃতিস্ত্বং ত্বমেবাসি বুদ্ধি-
র্জরা পুষ্টিতুষ্টী ধৃতিঃ কান্তিশান্তী।
সুবিদ্যা সুলক্ষ্মীর্গতিঃ কীর্ত্তিমেধে
ত্বমেবাসি বিশ্বস্য বীজং পুরাণম্ ॥ ২৭ ॥
যদা যৈঃ স্বরূপৈঃ করোষীহ কার্য্যং
সুরাণাঞ্চ তেভ্যো নমামোঽদ্য শান্ত্যৈ।
ক্ষমা যোগনিদ্রা দয়া ত্বং বিবক্ষা
স্থিতা সর্ব্বভূতেষু শস্তৈঃ স্বরূপৈঃ ॥ ২৮ ॥

আদিদেবো হিরণ্যগর্ভস্তদাদয়ো যে দেবাস্তৎস্বরূপে। হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ইতি শ্রুতেঃ ॥ ২৬ ॥

কান্তিশান্তীতি দ্বন্দ্বঃ। তথা কীর্ত্তিমেধে ইত্যত্রাপি। বিশ্বস্য বীজং মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপমব্যক্তম্ ॥ ২৭ ॥

তেভ্যো রূপেভ্য ইত্যর্থঃ। শান্ত্যৈ কল্যাণার্থমিত্যর্থঃ। তান্যেব রূপাণ্যাহ ক্ষমা যোগনিদ্রেতি ॥ ২৮ ॥

নিরন্তর হৃদয় মধ্যে মায়াবীজ জপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভক্তগণের অভয়দায়িনী ব্রহ্মরূপিণী মহামায়াকে প্রণাম করিয়া পরম ভক্তিসহকারে স্তোত্রমন্ত্র দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২৩—২৪ ॥

দেবি! আপনি বিশ্বেশ্বরী এবং বিশ্বজননী সুতরাং জীবনেরও ঈশ্বরী; আপনি সদানন্দস্বরূপিণী সুতরাং আপনি সুরগণেরও আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন অতএব, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি দানবদিগকে দলন করিয়াছেন; আপনিই মানবদিগের অভীষ্ট প্রদান করেন; আপনার স্বরূপ ভক্তি দ্বারাই অবগত হওয়া যায়, অতএব দেবি! আমরা আপনাকে নমস্কার করি ॥২৫॥ হে সর্ব্বদেবস্বরূপে! কেহই আপনার রূপের নিশ্চয় করিতে পারেন না এবং আপনার নামেরও কেহ সংখ্যা করিতে পারেন না; প্রাণিগণের সৃজন ও সংহার কালে অধিক কি, সমস্ত কার্য্যেই আপনি নিয়তই শক্তিস্বরূপে অবস্থিতি করিয়া থাকেন; দেবি! আপনিই স্মৃতি, ধৃতি, বুদ্ধি, জরা, পুষ্টি, তুষ্টি, আধাররূপা, কান্তি, শান্তি, সুবিদ্যা, সুলক্ষ্মী, গতি, কীর্ত্তি ও মেধা এবং আপনিই বিশ্বের অব্যক্ত বীজস্বরূপা ॥২৬—২৭॥ আপনি যে সময়ে যে সকল রূপ দ্বারা ইহলোকে, সুরগণের কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া

কৃতং কার্য্যমাদৌ ত্বয়া যৎ সুরাণাং
হতোঽসৌ মহারির্মদান্ধো হয়ারিঃ।
দয়া তে সদা সর্ব্বদেবেষু দেবি!
প্রসিদ্ধা পুরাণেষু বেদেষু গীতা॥ ২৯॥
কিমত্রাস্তি চিত্রং যদম্বা সুতং স্বং
মুদা পালয়েৎ পোষয়েৎ সম্যগেব।
যতস্ত্বং জনিত্রী সুরাণাং সহায়া
কুরুষ্বৈকচিত্তেন কার্য্যং সমগ্রম্॥ ৩০॥
ন বা তে গুণানামিয়ত্তা স্বরূপং
বয়ং দেবি! জানীমহে বিশ্ববন্দ্যে!।
কৃপাপাত্রমিত্যেব মত্বা তথাস্মান্
ভয়েভ্যঃ সদা পাহি পাতুং সমর্থে!॥ ৩১॥

কৃতং কার্য্যমিতি। যদ্যস্মাৎ কারণাত্ত্বয়া যৎ কার্য্যমাদৌ কৃতং কিং তৎ সুরাণাং মহারিঃ শত্রুর্হয়ারির্মহিষাসুরস্ত্বয়া হত ইতি তস্মাৎ কারণাৎ সর্ব্বদেবেষু তে দয়া সদা প্রসিদ্ধা। সা দয়া বেদেষু পুরাণেষু চ গীতা বর্ণিতেত্যর্থঃ॥ ২৯॥

ইয়ং যা দয়া ত্বয়া কৃতাত্র কিং চিত্রম্। মাতুঃ স্বভাব এবায়ং যৎ পুত্রেষু দয়া কর্ত্তব্যেত্যাহ কিমত্রাস্তীতি। যতস্ত্বং সুরাণাং জনিত্রী সহায়া চাসি তত একচিত্তেনাস্মাকং সমগ্রং সর্ব্বং কার্য্যং কুরুষ ন পুনর্মহিষবধঃ কৃত ইতি তাবন্মাত্রেণ সন্তোষং কুর্ব্বিত্যর্থঃ॥ ৩০॥

এতেষাং স্তুতিভক্তিশ্রদ্ধাদিকং দৃষ্ট্বাহং কার্য্যং করিষ্যামীত্যাশাং মা কুরু অস্মাকং তজ্জ্ঞানাভাবাদিত্যাহ ন বা তে ইতি। তে গুণানামিয়ত্তাং তথা তব স্বরূপঞ্চ ন জানীমহে বয়ং যেন স্তুতিং কর্ত্তুং সমর্থা ভবেম। তর্হি কিমর্থং ময়ানুগ্রহঃ কর্ত্তব্য ইতি চেত্তত্রাহ কৃপাপাত্রমিতি॥ ৩১॥

থাকেন, আমরা এক্ষণে শান্তি কামনায় সেই সেই রূপকে নমস্কার করি; আপনিই ক্ষমা, আপনিই যোগনিদ্রা আপনিই দয়া এবং আপনিই নানাবিধ প্রশস্ত স্বরূপে সকল জীবেই বিরাজ করিয়া থাকেন॥ ২৮॥ দেবি! আপনি মদান্ধ মহাশত্রু মহিষাসুরকে বিনাশ করিয়া সুরগণের কার্য্য পূর্ব্বেই সম্পাদন করিয়াছেন। অতএব, দেবি! আপনার দয়া সমস্ত দেবতাগণে সর্ব্বদাই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে, অধিক কি আপনার সেই দয়া পুরাণ ও বেদেও বর্ণিত হইয়াছে॥ ২৯॥ আপনি সুরগণের জনয়িত্রী সুতরাং মাতা যে স্বীয় পুত্রগণকে আনন্দ সহকারে নিয়ত পালন ও পোষণ করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? বিশেষত আপনি দেবগণের সহায়, অতএব আপনি একচিত্ত হইয়া সমস্ত কার্য্যই সম্পাদন করুন॥ ৩০॥ দেবি! আপনার গুণের ইয়ত্তা অথবা আপনার স্বরূপ আমরা জ্ঞাত নহি। দেবি! বিশ্ব-

বিনা বাণপাতৈর্বিনা মুষ্টিঘাতৈ-
র্বিনা শূলখড়্গৈর্বিনা শক্তিদণ্ডৈঃ।
রিপূন্ হন্তুমেবাসি শক্তা বিনোদাৎ
তথাপীহ লোকোপকারায় লীলা ॥ ৩২ ॥
ইদং শাশ্বতং নৈব জানন্তি মূঢ়া
ন কার্য্যং বিনা কারণং সম্ভবেদ্বা।
বয়ং তর্কয়ামোঽনুমানং প্রমাণং
ত্বমেবাসি কর্ত্তাস্য বিশ্বস্য চেতি ॥ ৩৩ ॥
অজঃ সৃষ্টিকর্ত্তা মুকুন্দোঽবিতায়ং
হরো নাশকৃদ্বৈ পুরাণে প্রসিদ্ধঃ।
ন কিং ত্বৎপ্রসূতাস্ত্রয়স্তে যুগাদৌ
ত্বমেবাসি সর্ব্বস্য তেনৈব মাতা ॥ ৩৪ ॥

নন্বত্র মহান্ শ্রমো ভবতি ততো নাহমেতৎ কার্য্যং করিষ্যামীতি চেত্তত্রাহ বিনা বাণ-পাতৈরিতি। অনায়াসেনৈবেচ্ছামাত্রেণৈব সকলজগৎসর্জ্জনবদ্রিপূন্ হন্তুং ত্বং শক্তা সমর্থাসি। কিমর্থং তর্হি ময়া দৈত্যনাশার্থমবতারা ধৃতা ইতি চেল্লোকৈরবতারচেষ্টাবর্ণনং কর্ত্তব্যন্তেন চ তস্য কল্যাণং ভবিতব্যমিতি লোকোপকারায়ৈবাবতারলীলা ইত্যাহ তথাপীতি ॥ ৩২ ॥

নন্বিদং বাক্যং যো জগৎকর্ত্তাস্তি তং প্রতি বক্তব্যঃ নাহং তথাবিধাস্মীতি চেত্তত্রাহ ইদং শাশ্বতমিতি। মূঢ়া লোকা অপি ইদং জগচ্ছাশ্বতং নৈব জানন্তি জননমরণাদিপরিণাম-বত্ত্বাৎ। তথা জগতঃ কার্য্যত্বমুৎপত্ত্যাশ্রয়ত্বাৎ সিদ্ধং তচ্চ কার্য্যং কারণং বিনা নৈব সম্ভবেৎ। বা নিশ্চয়েন। তচ্চ কারণং ন কেবল আত্মা নির্ব্বিকারত্বাৎ। ন কেবলং জড়ম্। তস্য নানাবিধনিয়তভোগবজ্জগজ্জনকত্বাসম্ভবাৎ। অতোঽন্যথানুপপত্তিরূপানুমানেন মায়াবিশিষ্ট-চেতনব্রহ্মরূপিণী ত্বমেব জগৎকারণমিতি বয়ং কল্পয়াম ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

নন্বহং জগৎকর্ত্রী চেৎ কথং ব্রহ্মাদয়ঃ সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তার ইতি প্রসিদ্ধমিতি চেত্তত্রাহ অজঃ সৃষ্টিকর্ত্তেতি। অবিতেতি ছেদঃ সত্যং তে জগৎকর্ত্তারঃ পরন্তু তে দেহবত্ত্বাদুৎপত্তিমন্ত এব।

সংসারের সমস্ত লোকই আপনাকে পূজা করিয়া থাকে। আপনি বিপদে রক্ষা করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ সুতরাং আমাদিগকে কৃপাপাত্র বিবেচনা করিয়া এই উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করুন ॥ ৩১ ॥ আপনি বাণপাত, মুষ্টি প্রহার, শূল, খড়্গ, শক্তি, দণ্ড বা অন্যান্য শস্ত্রের প্রহার ব্যতীত অনায়াসেই ইচ্ছামত রিপু সংহার করিতে পারেন, তথাপি কেবল বিনোদ ও লোক সকলের উপকারের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়া যুদ্ধাদি দ্বারা লীলা করিয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥ জনন মরণাদি পরিণাম বশত মূঢ় লোকেরাও জানে যে এই জগৎ নিত্য নহে, কারণ ব্যতীত কখন কার্য্য হইতে পারে না ইহাও তাহারা অবগত আছে; অতএব আপনিই এই বিশ্বসংসারের কারণ, আমরা অনুমান প্রমাণ দ্বারা ইহাই কল্পনা করিয়া থাকি ॥ ৩৩ ॥ ব্রহ্মা

ত্রিভিস্ত্বং পুরারাধিতা দেবি! দত্তা
ত্বয়া শক্তিরুগ্রা চ তেভ্যঃ সমগ্রা।
ত্বয়া সংযুতাস্তে প্রকুর্ব্বন্তি কামং
জগৎপালনোৎপত্তিসংহারমেব ॥ ৩৫ ॥
তে কিং ন মন্দমতয়ো যতয়ো বিমূঢ়া-
স্ত্বাং যেন বিশ্বজননীং সমুপাশ্রয়ন্তি।
বিদ্যাং পরাং সকলকামফলপ্রদাং তাং
মুক্তিপ্রদাং বিবুধবৃন্দসুবন্দিতাঙ্ঘ্রিম্ ॥ ৩৬ ॥
যে বৈষ্ণবাঃ পাশুপতাশ্চ সৌরা
দম্ভাস্ত এব প্রতিভান্তি নূনম্।
ধ্যায়ন্তি ন ত্বাং কমলাঞ্চ লজ্জাং
কান্তিং স্থিতিং কীর্ত্তিমথাপি পুষ্টিম্ ॥ ৩৭ ॥

তথা চ তেষামপি কার্য্যত্বাত্তত্রাপি কারণাপেক্ষায়াং ত্বমেব সর্ব্বকারণং পর্য্যবস্যসীতি ভাবঃ। তথা চ শ্রুতির্মৈত্রায়ণীয়ানাম্ তমো বা ইদমেবাসতৎপরে স্যাত্তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রয়াতি যদেতদ্রজ ইত্যারভ্য ব্রহ্মাদীনাং মায়াবিশিষ্টব্রহ্মণ এবোৎপত্তিঃ প্রতিপাদিতেতি ॥ ৩৪ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি ত্রিভিস্ত্বমিতি ॥ ৩৫ ॥

ইত্থং যা ত্বং সর্ব্বেশ্বরী ত্বাং যে ন ভজন্তি তে মূঢ়া এবেত্যাহ তে কিং নেতি। যতয়স্তেঽপীত্যর্থঃ। তথা যে বৈষ্ণবাদয়স্তেঽপি দম্ভা দাম্ভিকা এব মূঢ়া এবেত্যাহ যে বৈষ্ণবা ইতি ॥ ৩৬—৩৭ ॥

সৃষ্টিকর্ত্তা, বিষ্ণু পালনকর্ত্তা ও মহাদেব সংহারকর্ত্তা বলিয়া পুরাণে প্রসিদ্ধ; আপনি এই তিন জনকে যুগাদিতে প্রসব করিয়াছেন, অতএব সেই কারণেই আপনি সকলেরই জননী সন্দেহ নাই ॥ ৩৪ ॥ দেবি! পূর্ব্বে এই তিন দেবতাই আপনার আরাধনা করেন, তখন আপনি প্রসন্না হইয়া সমস্ত উৎকৃষ্ট শক্তি তাঁহাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন; তাঁহারা আপনার শক্তি সংযুক্ত হইয়াই সুচারুরূপে জগতের সৃষ্টি পালন ও সংহার করিতেছেন ॥ ৩৫ ॥ দেববৃন্দ যাঁহার চরণ বন্দনা করেন, যাঁহার অর্চ্চনা করিলে সকল অভীষ্ট ফললাভ হয়, যাহারা সেই মুক্তিদাত্রী বিশ্বজননী চিৎস্বরূপিণীর অর্চ্চনা করে না, তাহারা যতি হইলেও কি মন্দমতি মূঢ় নহে? ॥ ৩৬ ॥ যাহারা কমলা, লজ্জা, কান্তি, স্থিতি, কীর্ত্তি, পুষ্টি স্বরূপা আপনাকে ধ্যান করে না, সেই সৌর, পাশুপত ও বৈষ্ণব সকল নিশ্চয়ই দাম্ভিক বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে ॥৩৭॥ জননি! অসুরবর্গ ও হরি হর প্রভৃতি প্রধান

হরিহরাদিভিরপ্যথ সেবিতা
ত্বমিহ দেববরৈরসুরৈস্তথা।
ভুবি ভজন্তি ন যেঽল্পধিয়ো নরা
জননি ! তে বিধিনা খলু বঞ্চিতাঃ ॥ ৩৮ ॥
জলধিজাপদপঙ্কজরঞ্জনং
জতুরসেন করোতি হরিঃ স্বয়ম্।
ত্রিনয়নোঽপি ধরাধরজাঙ্ঘ্রি-প-
ঙ্কজপরাগনিষেবণতৎপরঃ ॥ ৩৯ ॥
কিমপরস্য নরস্য কথানকৈ-
স্তব পদাব্জযুগং ন ভজন্তি কে।
বিগতরাগগৃহাশ্চ দয়াং ক্ষমাং
কৃতধিয়ো মুনয়োঽপি ভজন্তি তে ॥ ৪০ ॥
দেবি ! ত্বদঙ্ঘ্রিভজনে ন জনা রতা যে
সংসারকূপপতিতাঃ পতিতাঃ কিলামী।
তে কুষ্ঠগুল্মশির-আধিযুতা ভবন্তি
দারিদ্র্যদৈন্যসহিতা রহিতাঃ সুখৌঘৈঃ ॥ ৪১ ॥

নমু কিমিতি তে মূঢ়া ইতি চেত্তে বৈষ্ণবাদ্যা যান্ বিষ্ণ্বাদিদেবান্ ভজন্তি তে দেবা অপি যাং দেবতাং পরাশক্তিং ভজন্তি তামভজন্তস্তে কথং ন মূঢ়া ইত্যাহ। হরিহরাদিভিরপীতি। ন হি রাজসেবকসেবনকর্ত্তা রাজানং ভজতি মুখ্যত্বেন। ন তে কেবলং মূঢ়া অপি তু বিধিনা বঞ্চিতা অপীত্যাহ বিধিনেতি ॥ ৩৮ ॥

কথং হরিহরাদয়ো ভজন্তীতি তৎস্বরূপমাহ জলধিজেতি। জলধিজা রমা। জতু লাক্ষা স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৩৯ ॥

এতাদৃশা ব্রহ্মাদয়ো মহান্তোঽপি যদা ত্বাং ভজন্তি তদা পরস্য কা কথেত্যাহ কিমপরস্যেতি। যে ত্যক্তৈষণা জ্ঞানিনস্তেঽপি ত্বদংশভূতাং দয়াং ক্ষমাঞ্চ ভজন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

প্রধান দেবগণও ইহলোকে আপনার সেবা করেন ; অতএব, যে সকল সামান্য-বুদ্ধি মানব ভূতলে আপনার অর্চ্চনা করে না, বিধাতা নিশ্চয়ই তাহাদিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥ দেবি ! হরি জতুরস দ্বারা কমলার চরণকমল স্বয়ং রঞ্জিত করেন, ত্রিলোচনও পার্ব্বতীর চরণকমলের পরাগ সেবন করিতে একান্ত উৎসুক ; কমলা ও পার্ব্বতী আপনার অংশ মাত্র, সুতরাং ইহাদের সেবা করিলে আপনারই সেবা হইয়া থাকে। অন্য অন্য নরের কথা দূরে থাকুক যাঁহারা সদসৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে পারেন এবং যাহারা বিষয়ানুরাগ ও গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছেন তাদৃশ মুনিগণও আপনার অংশরূপা ক্ষমা ও দয়ার সেবা

যে কাষ্ঠভারবহনে যবস্যাবহারে
কার্য্যে ভবন্তি নিপুণা ধনদারহীনাঃ।
জানীমহেঽল্পমতিভির্ভবদঙ্ঘ্রিসেবা
পূর্ব্বে ভবে জননি! তৈর্ন কৃতা কদাপি ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং স্তুতা সুরৈঃ সর্ব্বৈরম্বিকা করুণান্বিতা।
প্রাদুর্ব্বভূব তরসা রূপযৌবনসংযুতা ॥ ৪৩ ॥
দিব্যাম্বরধরা দেবী দিব্যভূষণভূষিতা।
দিব্যমাল্যসমাযুক্তা দিব্যচন্দনচর্চ্চিতা ॥ ৪৪ ॥
জগন্মোহনলাবণ্যা সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা।
অদ্বিতীয়স্বরূপা সা দেবানাং দর্শনং গতা ॥ ৪৫ ॥
জাহ্নব্যাং স্নাতুকামা সা নির্গতা গিরিগহ্বরাৎ।
দিব্যরূপধরা দেবী বিশ্বমোহনমোহিনী ॥ ৪৬ ॥
দেবান্ স্তুতিপরানাহ মেঘগম্ভীরয়া গিরা।
প্রেমপূর্ব্বং স্মিতং কৃত্বা কোকিলামঞ্জুবাদিনী ॥ ৪৭ ॥

যে ত্বাং ন ভজন্তি তেষাং গতিরীদৃশী ভবতীত্যাহ দেবি! তদঙ্ঘ্রীতি। ভজনে ন রতা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪১ ॥
যবসং তৃণং তস্যাবহারো ভক্ষণম্। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৪২—৪৬ ॥

করিতেছেন; অতএব, আপনার চরণ-সরোজের কে না সেবা করিয়া থাকে? ॥৩৯—৪০॥ দেবি! যে সকল মনুষ্য আপনার চরণকমল-সেবার অনুরক্ত নহে, তাহারা সুখপরম্পরায় বঞ্চিত হইয়া সংসাররূপ ঘোরতর কূপে নিপতিত হয়; অধিক কি সেই পতিত মানবেরা কুষ্ঠ, গুল্ম, শিরঃপীড়া দৈন্য দারিদ্র্য প্রভৃতি মহাক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৪১ ॥ জননি! যে সকল লোক ধন ও বনিতাবিহীন হইয়া কাষ্ঠ ভার বহন, তৃণাহরণ প্রভৃতি কার্য্যে নৈপুণ্য প্রকাশ করে সেই অল্পবুদ্ধি মানবেরা পূর্ব্ব জন্মে কখনই আপনার পদপঙ্কজের সেবা করে নাই, ইহা আমরা বিলক্ষণরূপে জানিতে পারিতেছি ॥ ৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সমস্ত সুরগণ এইরূপ স্তব করিবামাত্র রূপযৌবনসম্পন্না অম্বিকা দেবী করুণাবশত তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন ॥ ৪৩ ॥ সেই অলৌকিক রূপ লাবণ্যবতী সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্না ভগবতী দিব্য বস্ত্র ভূষণ মাল্য ও চন্দনাদি দ্বারা বিভূষিত হইয়া দেবগণের দর্শনপথে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৪—৪৫ ॥ বিশ্ব-বিমোহন কন্দর্পও যাহাতে মোহিত হন, ঈদৃশ মনোহর দিব্যরূপ ধারণ করিয়া দেবী গঙ্গায় স্নান করিবার

দেব্যুবাচ।

ভো ভো সুরবরাঃ কাত্র ভবদ্ভিঃ স্তূয়তে ভৃশম্।
কিমর্থং ব্রূত বঃ কার্য্যং চিন্তাবিষ্টাঃ কুতঃ পুনঃ ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা ভাষিতং তস্যা মোহিতা রূপসম্পদা।
প্রেমপূর্ব্বং হৃদুৎসাহাস্তামূচুঃ সুরসত্তমাঃ ॥ ৪৯ ॥

দেবা ঊচুঃ।

দেবি! ত্বমত্বাং বিশ্বেশি! প্রণতাঃ স্ম কৃপার্ণবে!।
পাহি নঃ সর্ব্বদুঃখেভ্যো সংবিগ্নান্দৈত্যতাপিতান্ ॥ ৫০ ॥
পুরা ত্বয়া মহাদেবি! নিহত্যাসুরকণ্টকম্।
মহিষং নো বরো দত্তঃ স্মর্ত্তব্যাহং সদাপদি ॥ ৫১ ॥
স্মরণাদ্দৈত্যজাং পীড়াং নাশয়িষ্যাম্যসংশয়ম্।
তেন ত্বং সংস্মৃতা দেবি! নূনমস্মাভিরিত্যপি ॥ ৫২ ॥
অদ্য শুম্ভনিশুম্ভৌ দ্বাবসুরৌ ঘোরদর্শনৌ।
উৎপন্নৌ বিঘ্নকর্ত্তারাবহন্তৌ পুরুষৈঃ কিল ॥ ৫৩ ॥

(প্রাদুর্ভাবাদ্যনন্তরং দেবীকৃত্যমাহ দেবানিতি ॥ ৪৭—৫৩ ॥

বাসনায় গিরিগহ্বর হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৪৬ ॥ কোকিলের ন্যায় মধুরভাষিণী সেই দেবী প্রীতিসহকারে ঈষৎ হাস্য করিয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে স্তুতিপরায়ণ দেবগণকে বলিলেন ॥ ৪৭ ॥ হে সুরসত্তমগণ! তোমরা নিরন্তর এস্থানে কাহার স্তব করিতেছ? তোমাদের প্রয়োজনই বা কি? তোমরা এরূপ চিন্তাকুলই বা কেন? এক্ষণে এই সমুদয় সবিস্তার প্রকাশ করিয়া আমাকে বল ॥ ৪৮ ॥ মহারাজ! সুরগণ প্রথমে তাঁহার রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইলেন, পরে তদীয় মধুর বাক্য শ্রবণে উৎসাহিত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

দেবি! আপনি এই বিশ্বসংসারের ঈশ্বরী বিশেষত কৃপার সাগর, অতএব আপনাকে প্রণাম করিয়া স্তব করিতেছি, দেবি! আমরা দৈত্যগণের উপদ্রবে তাপিত হইয়া অতিশয় ভীত হইয়াছি, অতএব আপনি আমাদিগকে সমস্ত দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ৫০ ॥ ভগবতি! আপনি পূর্ব্বে অখিলের কণ্টক স্বরূপ মহিষাসুরকে নিহত করিয়া আমাদিগকে বর দিয়াছেন যে, আপদ্কাল উপস্থিত হইলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিও ॥ ৫১ ॥ স্মরণ করিবামাত্র আমি তোমাদের দৈত্যকৃত সমস্ত ক্লেশ বিনাশ করিব, তাহাতে সংশয় নাই; দেবি! আমরা সেই কারণেই এক্ষণে আপনাকে স্মরণ করিয়াছি ॥ ৫২ ॥ অধুনা শুম্ভ

রক্তবীজশ্চ বলবাংশ্চণ্ডমুণ্ডৌ তথাসুরৌ।
এতৈরন্যৈশ্চ দেবানাং হৃতং রাজ্যং মহাবলৈঃ ॥ ৫৪ ॥
গতিরন্যা ন চাস্মাকং ত্বমেবাসি মহাবলে!।
কুরু কার্য্যং সুরাণাং বৈ দুঃখিতানাং সুমধ্যমে! ॥ ৫৫ ॥
দেবাস্ত্বদঙ্ঘ্রিভজনে নিরতাঃ সদৈব
তে দানবৈরতিবলৈর্বিপদং সুনীতাঃ।
তান্ দেবি! দুঃখরহিতান্ কুরু ভক্তিযুক্তান্।
মাতস্ত্বমেব শরণং ভব দুঃখিতানাম্ ॥ ৫৬ ॥
সকলভুবনরক্ষা দেবি! কার্য্যা ত্বয়াদ্য
স্বকৃতমিতি বিদিত্বা বিশ্বমেতদ্ যুগাদৌ।
জননি! জগতি পীড়াং দানবা দর্পযুক্তাঃ
স্ববলমদসমেতাস্তে প্রকুর্ব্বন্তি মাতঃ! ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে দেবীস্তুতিবর্ণনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ন কেবলং শুম্ভনিশুম্ভৌ অপিতু অন্যেঽপি সন্তীত্যত আহ রক্তবীজ ইতি ॥ ৫৪-৫৭ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ও নিশুম্ভ নামে ঘোরদর্শন অসুরদ্বয় উৎপন্ন হইয়া বিষম উপদ্রব করিতেছে, কিন্তু ঐ অসুরদ্বয় পুরুষের নিতান্তই অবধ্য ॥ ৫৩ ॥ বলবান্ রক্তবীজ এবং চণ্ড মুণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য অসুরগণও মিলিত হইয়া দেবগণের সমস্ত রাজ্য হরণ করিয়াছে ॥ ৫৪ ॥ আপনিই আমাদের একমাত্র গতি, আপনি ভিন্ন আমাদিগের আর অন্য উপায় নাই; অতএব, সুমধ্যমে! আপনি এই একান্ত সন্তাপিত দেবগণের কার্য্য সম্পাদন করুন ॥ ৫৫ ॥ দেবি! আপনার চরণকমলের সেবায় দেবগণ নিয়তই নিরত রহিয়াছে, তথাপি অতি বলবান্ দানবেরা তাহাদিগকেই বিপদে পাতিত করিতেছে; মাতঃ! আপনি দুঃখিতদিগের রক্ষাকর্ত্রী, অতএব ভক্তিপরায়ণ দেবগণকে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ৫৬ ॥ জননি! দানবগণ স্বীয় বলমদে গর্ব্বিত হইয়া জগতীতলে নানা উপদ্রব করিতেছে, আপনি যুগাদি সময়ে এই বিশ্ব সংসারের স্বয়ং সৃষ্টি করিয়াছেন. ইহা বিদিত হইয়া এক্ষণে সকল ভুবনের রক্ষা করা আপনার একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে দেবগণকর্ত্তৃক দেবীর স্তুতিবর্ণন নামক দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

এবং স্তুতা তদা দেবী দেবৈঃ শক্রনিপীড়িতৈঃ।
স্বশরীরাৎ পরং রূপং প্রাদুর্ভূতং চকার হ ॥ ১ ॥
পার্ব্বত্যাস্তু শরীরাদ্বৈ নিঃসৃতা চাম্বিকা যদা।
কৌশিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু পঠ্যতে ॥ ২ ॥
নিঃসৃতায়াস্তু তস্যাং সা পার্ব্বতী তনুব্যত্যয়াৎ।
কৃষ্ণরূপাথ সঞ্জাতা কালিকা সা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৩ ॥
মসীবর্ণা মহাঘোরা দৈত্যানাং ভয়বর্দ্ধিনী।
কালরাত্রীতি সা প্রোক্তা সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥ ৪ ॥

অর্দ্ধাধিকৈশ্চ ষট্ষষ্টিশ্লোকৈরথ সুরৈঃ স্তুতা।
কৌশিকীতি গিরৌ তত্র প্রাদুর্ভূতেতি চোচ্যতে ॥

দেববাক্যশ্রবণোত্তরং পার্ব্বতী যৎ কৃত্যং চকার তদাহ এবং স্তুতেতি ॥ ১ ॥

কৌশিকীতি। কোশান্নির্গতা কৌশিকী। তদুক্তম্। শরীরকোশাদ্যত্তস্যাঃ পার্ব্বত্যা নিঃসৃতাম্বিকা। কৌশিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়ত ইতি। পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুত্বম্। তদুক্তং বৈকৃতিকরহস্যে। গৌরীদেহসমুদ্ভূতা যা সত্ত্বৈকগুণাশ্রয়া। সাক্ষাৎ সরস্বতী প্রোক্তা শুম্ভাসুরনিবর্হিণী। দধৌ চাষ্টভুজা বাণমুসলে শূলচক্রভৃৎ। শঙ্খং ঘণ্টাং লাঙ্গলঞ্চ কার্ম্মুকং বসুধাধিপ!। এষা সম্পূজিতা ভক্ত্যা সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রযচ্ছতীতি ॥ ২ ॥

নিঃসৃতায়ামিতি। পার্ব্বত্যাস্তনুব্যত্যয়াচ্ছরীরপরিণামাৎ তস্যাং কৌশিক্যাং নিঃসৃতায়াং নির্গতায়াং সত্যাং সা সৈব পার্ব্বতী অথানন্তরং কৃষ্ণরূপা সঞ্জাতা তদা সা কৃষ্ণবর্ণত্বাৎ কালিকেতি প্রকীর্ত্তিতেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তস্যা ধ্যানমাহ মসীবর্ণেতি। ইয়মেব কালরাত্রিরিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! শক্রসন্তাপিত সুরগণ এইরূপ স্তব করিলে পর দেবী স্বীয় শরীর হইতে এক পরম রূপের সৃষ্টি করিলেন ॥ ১ ॥ অম্বিকা দেবী পার্ব্বতীর শরীর কোশ হইতে নিঃসৃত হইলেন বলিয়া সমস্ত লোকে কৌশিকী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন ॥ ২ ॥ পার্ব্বতীশরীর হইতে কৌশিকী নিঃসৃত হইলে সেই পার্ব্বতী শরীরের পরিণাম বশত কৃষ্ণবর্ণা হইয়া কালিকা নামে অভিহিত হইলেন ॥ ৩ ॥ তাঁহার সেই ভয়ঙ্কর কৃষ্ণবর্ণ মূর্ত্তি দর্শন করিলে দৈত্যগণেরও ভয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রাজন্! এই দেবীই ইহ ভুবনে সর্ব্ব-

অম্বিকায়াঃ পরং রূপং বিররাজ মনোহরম্।
সর্ব্বভূষণসংযুক্তং লাবণ্যগুণসংযুতম্॥ ৫ ॥
ততোঽম্বিকা তদা দেবানিত্যুবাচ হ সস্মিতা।
তিষ্ঠন্তু নির্ভয়া যূয়ং হনিষ্যামি রিপূনিহ ॥ ৬ ॥
কার্য্যং বঃ সর্ব্বথা কার্য্যং বিহরিষ্যাম্যহং রণে।
নিশুম্ভাদীন্ বধিষ্যামি যুষ্মাকং সুখহেতবে ॥ ৭ ॥
ইত্যুক্ত্বা সা তদা দেবী সিংহারূঢ়া মদোৎকটা।
কালিকাং পার্শ্বতঃ কৃত্বা জগাম নগরে রিপোঃ ॥ ৮ ॥
সা গত্বোপবনে তস্থাবম্বিকা কালিকান্বিতা।
জগাবথ কলং তত্র জগন্মোহনমোহনম্ ॥ ৯ ॥
শ্রুত্বা তন্মধুরং গানং মোহমীয়ুঃ খগা মৃগাঃ।
মুদঞ্চ পরমাং প্রাপুরমরা গগনে স্থিতাঃ ॥ ১০ ॥
তস্মিন্নবসরে তত্র দানবৌ শুম্ভসেবকৌ।
চণ্ডমুণ্ডাভিধৌ ঘোরৌ রমমাণৌ যদৃচ্ছয়া ॥ ১১ ॥

অম্বিকায়া ইতি। যস্যাঃ শরীরাৎ কৌশিক্যুৎপন্না তস্যাঃ পার্ব্বত্যা ইত্যর্থঃ॥ ৫ ॥
ততোঽম্বিকা পার্ব্বতীত্যর্থঃ ॥ ৬—৭ ॥
কালিকাং স্বশরীরান্নির্গতাং কৌশিকীমিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

মনোরথ-পূর্ণকারিণী কালরাত্রি নামে বিখ্যাত হইলেন ॥ ৪ ॥ তখন অম্বিকার নানাবিধ অলঙ্কারে সুসজ্জিত সেই মনোহর লাবণ্যময় রূপ সুশোভিত হইতে লাগিল ॥ ৫ ॥ অনন্তর, অম্বিকা দেবী ঈষৎ হাস্য করিয়া দেবগণকে বলিলেন, তোমরা নির্ভয় হইয়া অবস্থান কর, আমি তোমাদিগের শত্রুগণকে এখনিই সংহার করিব ॥ ৬ ॥ তোমাদের কার্য্য সম্পাদন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, অতএব তোমাদিগের সুখ সাধনের নিমিত্ত সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া নিশুম্ভ প্রভৃতি অসুরগণকে বধ করিব সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥

দেবী ভগবতী এই কথা বলিয়া মদগর্ব্বে উদ্ধত হইয়া সিংহ পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক কালিকাকে সঙ্গে লইয়া দেবশত্রু শুম্ভের নগরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৮ ॥ অম্বিকা কালিকা-সমভিব্যাহারে সেই নগরের উপবনে গমন করিয়া জগতের মোহকর কন্দর্পও যাহা শ্রবণ করিলে মোহিত হয়েন এমন মনোহর মধুর স্বরে গান করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥ অধিক কি, সেই মধুর গান শ্রবণ করিয়া পশুপক্ষিগণও মোহিত হইল; তখন দেবগণ গগনমণ্ডলে থাকিয়া নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

ইত্যবসরে শুম্ভের অনুচর চণ্ডমুণ্ড নামক ভয়ঙ্কর অসুর দ্বয় ক্রীড়া করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে আগমন করিয়া দেখিল যে, সেই মনোহর রূপবতী অম্বিকা দেবী

আগতৌ দদৃশাতে তু তাং তদা দিব্যরূপিণীম্ ।
অম্বিকাং গানসংযুক্তাং কালিকাং পুরতঃ স্থিতাম্ ॥ ১২ ॥
দৃষ্ট্বা তাং দিব্যরূপাঞ্চ দানবৌ বিস্ময়ান্বিতৌ ।
জগ্মতুস্তরসা পার্শ্বং শুম্ভস্য নৃপসত্তম ! ॥ ১৩ ॥
তৌ গত্বা তং সমাসীনং দৈত্যানামধিপং গৃহে ।
ঊচতুর্মধুরাং বাণীং প্রণম্য শিরসা নৃপম্ ॥ ১৪ ॥
রাজন্ ! হিমালয়াৎ কামং কামিনী কামমোহিনী ।
সম্প্রাপ্তা সিংহমারূঢ়া সর্ব্বলক্ষণসংযুতা ॥ ১৫ ॥
নেদৃশী দেবলোকেঽস্তি ন গন্ধর্ব্বপুরে তথা ।
ন দৃষ্টা ন শ্রুতা ক্বাপি পৃথিব্যাং প্রমদোত্তমা ॥ ১৬ ॥
গানঞ্চ তাদৃশং রাজন্ ! করোতি জনরঞ্জনম্ ।
মৃগাস্তিষ্ঠন্তি তৎপার্শ্বে মধুরস্বরমোহিতাঃ ॥ ১৭ ॥
জ্ঞায়তাং কস্য পুত্রীয়ং কিমর্থমিহ চাগতা ।
গৃহ্যতাং রাজশার্দ্দূল ! তব যোগ্যাস্তি কামিনী ॥ ১৮ ॥
জ্ঞাত্বানয় গৃহে ভার্য্যাং কুরু কল্যাণলোচনাম্ ।
নিশ্চিতং নাস্তি সংসারে নারী ত্বেবংবিধা কিল ॥ ১৯ ॥

জগন্মোহনস্য কামস্যাপি মোহনং মোহকারকম্ । কলং মধুরং,জগৌ ॥ ৯—১৮ ॥

গান করিতেছেন, আর কালিকা দেবী তাঁহার সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছেন ॥ ১১—১২ ॥ নৃপসত্তম ! চণ্ডমুণ্ড ভগবতীর সেই অলৌকিক রূপলাবণ্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া অবিলম্বে শুম্ভের সমীপে গমন করিল ॥ ১৩ ॥ তাহারা গৃহমধ্যে সমাসীন দৈত্যপতির নিকটে গমন করিয়া অবনত মস্তকে তাহাকে প্রণাম করিয়া মধুর বাক্যে বলিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥ রাজন্ ! হিমালয় হইতে যদৃচ্ছাক্রমে এক কামিনী সিংহে আরোহণ করিয়া এই স্থানে আসিয়াছেন, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল সমস্ত সুলক্ষণে বিরাজমান, এমন কি সেই রূপ দর্শনে কামও বিমোহিত হয়েন ॥ ১৫ ॥ মহারাজ ! এমন সুন্দরী রমণী দেবলোকে, গন্ধর্ব্ব লোকে অথবা ভূলোকে বিদ্যমান নাই ; এরূপ প্রমদা আমরা কোথাও দেখি নাই এবং কুত্রাপি শুনিও নাই ॥ ১৬ ॥ মহারাজ ! সেই রমণী এরূপ লোকরঞ্জন মনোহর সঙ্গীত করিতেছে যে, মৃগ সকলও সেই মধুর স্বরে বিমোহিত হইয়া তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে ॥ ১৭ ॥ রাজেন্দ্র ! এই রমণী আপনার যোগ্যা অতএব এই কামিনী কাহার কন্যা, কি কারণেই বা এখানে আসিয়াছে, অগ্রে ইহা বিদিত হইয়া পরে ইহাকে গ্রহণ করুন ॥১৮॥ আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন যে, এরূপ রূপবতী নারী সংসারে আর কেহই নাই ; অতএব,

দেবানাং সর্ব্বরত্নানি গৃহীতানি ত্বয়া নৃপ!।
কস্মান্নেমাং বরারোহাং প্রগৃহ্লাসি নৃপোত্তম! ॥ ২০ ॥
ইন্দ্রস্যৈরাবতঃ শ্রীমান্ পারিজাততরুস্তথা।
গৃহীতোঽশ্বঃ সপ্তমুখস্ত্বয়া নৃপ! বলাৎ কিল ॥ ২১ ॥
বিমানং বৈধসং দিব্যং মরালধ্বজসংযুতম্।
ত্বয়াত্তং রত্নভূতং তদ্বলেন নৃপ! চাদ্ভুতম্ ॥ ২২ ॥
কুবেরস্য নিধিঃ পদ্মস্ত্বয়া রাজন্! সমাহৃতঃ।
ছত্রং জলপতেঃ শুভ্রং গৃহীতং তত্ত্বয়া বলাৎ ॥ ২৩ ॥
পাশশ্চাপি নিশুম্ভেন ভ্রাত্রা তব নৃপোত্তম!।
গৃহীতোঽস্তি হঠাৎ কামং বরুণস্য জিতস্য চ ॥ ২৪ ॥
অম্লানপঙ্কজাং তুভ্যং মালাং জলনিধির্দদৌ।
ভয়াত্তব মহারাজ! রত্নানি বিবিধানি চ ॥ ২৫ ॥
মৃত্যোঃ শক্তির্যমস্যাপি দণ্ডঃ পরমদারুণঃ।
ত্বয়া জিত্বা হৃতঃ কামং কিমন্যদ্বর্ণ্যতে নৃপ! ॥ ২৬ ॥
কামধেনুর্গৃহীতাদ্য বর্ত্ততে সাগরোদ্ভবা।
মেনকাদ্যা বশে রাজংস্তব তিষ্ঠন্তি চাপ্সরাঃ ॥ ২৭ ॥

সংসারে নিশ্চিতং নাস্তীত্যন্বয়ঃ ॥ ১৯—২১ ॥
বৈধসং ব্রহ্মণঃ সম্বন্ধীত্যর্থঃ। মরালো হংসঃ। ত্বয়া আত্তং গৃহীতমিত্যর্থঃ ॥ ২২—২৭ ॥

আপনি সেই সুলোচনাকে গৃহে আনয়ন করিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করুন ॥ ১৯ ॥ নরপাল! আপনি দেবতাগণের সমস্ত রত্নই গ্রহণ করিয়াছেন, তবে কি কারণে এই রমণীরত্ন গ্রহণ করিতেছেন না? ॥২০॥ রাজন্! আপনি ইন্দ্রের পরম সুন্দর ঐরাবত হস্তী, পারিজাত তরু, সপ্তাস্য উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব প্রভৃতি রত্ন সকল বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ২১ ॥ নৃপবর! মরালধ্বজ-চিহ্নিত বিধাতার রত্নস্বরূপ দিব্য বিমান আপনি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ২২ ॥ কুবেরের পদ্মনিধি ও জলপতি বরুণের শুভ্র ছত্র আপনি বলসহকারে গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥ নৃপোত্তম! বরুণ বিজিত হইলে আপনার ভ্রাতা নিশুম্ভ বলপূর্ব্বক তাহার পাশাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥ মহারাজ! সমুদ্র ভয়বশত আপনাকে নানাবিধ রত্ন এবং যাহার কমল কখনও ম্লান হয় না তাদৃশ কমলমালা প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন ॥২৫॥ নৃপবর! অধিক আর কি বলিব আপনি মৃত্যুকে জয় করিয়া তাহার শক্তি এবং যমকে পরাজয় করিয়া তাহার সেই নিদারুণ দণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥ রাজন্! যে কামধেনু সাগর হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, আপনি তাহাকে আনিয়াছেন; সেই কামধেনু

এবং সর্ব্বাণি রত্নানি ত্বয়াত্তানি বলাদপি।
কস্মান্ন গৃহ্যতে কান্তারত্নমেষা বরাঙ্গনা ॥ ২৮ ॥
সর্ব্বাণি তে গৃহস্থানি রত্নানি বিশদান্যথ।
অনয়া সম্ভবিষ্যন্তি রত্নভূতানি ভূপতে! ॥ ২৯ ॥
ত্রিষু লোকেষু দৈত্যেন্দ্র! নেদৃশী বর্ত্ততে প্রিয়া।
তস্মাত্তামানয়াশু ত্বং কুরু ভার্য্যাং মনোহরাম্ ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা তয়োর্বাক্যং মধুরং মধুরাক্ষরম্।
প্রসন্নবদনঃ প্রাহ সুগ্রীবং সন্নিধৌ স্থিতম্ ॥ ৩১ ॥
গচ্ছ সুগ্রীব! দূতত্বং কুরু কার্য্যং বিচক্ষণ!।
বক্তব্যঞ্চ তথা তত্র যথাভ্যেতি কৃশোদরী ॥ ৩২ ॥
উপায়ৌ দ্বৌ প্রযোক্তব্যৌ কান্তাসু সুবিচক্ষণৈঃ।
সামদানাবিতি প্রাহুঃ শৃঙ্গাররসকোবিদাঃ ॥ ৩৩ ॥
ভেদে প্রযুজ্যমানেঽপি রসাভাসস্তু জায়তে।
নিগ্রহে রসভঙ্গঃ স্যাত্তস্মাত্তৌ দূষিতৌ বুধৈঃ ॥ ৩৪ ॥

ত্বয়াত্তানি ত্বয়া গৃহীতানি। কান্তারত্নং স্ত্রীরত্নম্ ॥ ২৮—৩৩ ॥

অদ্যাপি আপনার নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে; অধিক কি, মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাগণও আপনার বশীভূত হইয়া রহিয়াছে ॥ ২৭ ॥ এইরূপে আপনি পরাক্রম প্রকাশ করিয়া সমস্ত রত্নই আহরণ করিয়াছেন। এই বরাঙ্গনা ও রমণীরত্ন অতএব ইহাকে কি নিমিত্ত গ্রহণ করিতেছেন না? ॥ ২৮ ॥ ভূপতে! আপনার গৃহে যে সকল রত্ন আছে, তাহারা এই রমণী-রত্ন দ্বারা বিশদ হইয়া যথার্থ রত্নস্বরূপতা লাভ করিবে সন্দেহ নাই ॥ ২৯ ॥ হে দৈত্যেন্দ্র! ত্রিলোক মধ্যে এমন প্রিয়তমা ললনা আর নাই অতএব আপনি এই মনোহরা রমণীকে সত্বর আনয়ন করিয়া তাহাকে উপভোগ করুন ॥ ৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দৈত্যাধিরাজ শুম্ভ চণ্ডমুণ্ডের এইরূপ কোমলাক্ষর মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া সমীপস্থিত সুগ্রীবকে বলিল, সুগ্রীব! তুমি সকল কার্য্যে বিচক্ষণ, অতএব এক্ষণে আমার দৌত্যকার্য্য সম্পাদন কর। যাহাতে সেই কৃশোদরী আমার নিকট আগমন করে, তুমি তাহার নিকট সেইরূপেই বাক্য বিন্যাস করিবে ॥ ৩১—৩২ ॥ শৃঙ্গাররসে বিচক্ষণ সুধীগণ কহিয়া থাকেন যে, কামিনীগণের নিকট সাম ও দান এই উভয়বিধ উপায় প্রয়োগ করাই কর্ত্তব্য ॥ ৩৩ ॥ কারণ, ভেদ প্রয়োগ করিলে অবশ্য কপটতার প্রয়োজন হয়, সুতরাং কপট ব্যবহারে রসাভাস হয় এবং নিগ্রহ করিলে রসভঙ্গ হয়, অতএব পণ্ডিতগণ এই দুই

সামদানমুখৈর্বাক্যৈঃ শ্লক্ষ্ণৈর্নর্ম্মযুতৈস্তথা।
কা ন যাতি বশে দূত! কামিনী কামপীড়িতা॥ ৩৫॥

ব্যাস উবাচ।

সুগ্রীবস্তু বচঃ শ্রুত্বা শুম্ভোক্তং সুপ্রিয়ং পটু।
জগাম তরসা তত্র যত্রাস্তে জগদম্বিকা॥ ৩৬॥
সোঽপশ্যৎ সুমুখীং কান্তাং সিংহস্যোপরি সংস্থিতাম্‌।
প্রণম্য মধুরং বাক্যমুবাচ জগদম্বিকাম্‌॥ ৩৭॥

দূত উবাচ।

বরোরু! ত্রিদশারাতিঃ শুম্ভঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ।
ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শূরঃ সর্ব্বজিদ্রাজতে নৃপঃ॥ ৩৮॥
তেনাহং প্রেষিতঃ কামং ত্বৎসকাশং মহাত্মনা।
ত্বদ্রূপশ্রবণাসক্তচিত্তেনাতিবিদূয়তা॥ ৩৯॥
বচনং তস্য তন্বঙ্গি! শৃণু প্রেমপুরঃসরম্‌।
প্রণিপত্য যথা প্রাহ দৈত্যানামধিপস্ত্বয়ি॥ ৪০॥
দেবা ময়া জিতাঃ সর্ব্বে ত্রৈলোক্যাধিপতিস্ত্বহম্‌।
যজ্ঞভাগানহং কান্তে! গৃহ্লামীহ স্থিতঃ সদা॥ ৪১॥

রসাভাসঃ। ভেদে কপটস্যাবশ্যং জায়মানত্বাৎ কপটং বিনা ভেদাসম্ভবাৎ সতি তস্মিন্‌ কপটে রসাভাস এব ভবতীত্যর্থঃ। নিগ্রহে দণ্ডে॥ ৩৪—৪৩॥

উপায়কেই দূষিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন॥ ৩৪॥ দূতবর! সাম ও দান সমন্বিত মধুর-বাক্য প্রয়োগ করিলে কোন্‌ কামিনী কামবাণে পরিপীড়িতা হইয়া বশীভূত না হইয়া থাকে?॥ ৩৫॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সুগ্রীব শুম্ভের চাতুর্য্যময় মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে জগন্মাতা অম্বিকার সন্নিধানে প্রস্থান করিল॥ ৩৬॥ অনন্তর, সে সিংহবাহনা সুবদনা কান্তা জগদম্বিকাকে অবলোকন করিয়া প্রণতি পূর্ব্বক মধুর বাক্যে বলিতে লাগিল॥ ৩৭॥ সুন্দরি! মহারাজ সুরশক্র শুম্ভ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও বীরপুরুষ; সেই নরপাল সকলকে পরাজয় করত ত্রৈলোক্যের আধিপত্য লাভ করিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতেছেন॥ ৩৮॥ সেই মহাত্মা আপনার রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া আপনার প্রতি সাতিশয় আসক্ত হইয়াছেন সুতরাং তিনি অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া আপনার নিকটে স্বাভিলাষ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন॥ ৩৯॥ কৃশাঙ্গি! সেই দৈত্যপতি প্রণত হইয়া আপনাকে যাহা বলিয়াছেন, আপনি তাঁহার সেই প্রেমময় বাক্য শ্রবণ করুন॥ ৪০॥

হৃতসারা কৃতা নূনং দ্যৌর্ময়া রত্নবর্জ্জিতা।
যানি রত্নানি দেবানাং তানি চাহৃতবানহম্ ॥ ৪২ ॥
ভোক্তাহং সর্ব্বরত্নানাং ত্রিষু লোকেষু ভামিনি!।
বশানুগাঃ সুরাঃ সর্ব্বে মম দৈত্যাশ্চ মানবাঃ ॥ ৪৩ ॥
ত্বদ্‌গুণৈঃ কর্ণমাগত্য প্রবিশ্য হৃদয়ান্তরম্।
ত্বদধীনঃ কৃতঃ কামং কিঙ্করোঽস্মি করোমি কিম্ ॥ ৪৪ ॥
ত্বমাজ্ঞাপয় রম্ভোরু! তৎ করোমি বশানুগঃ।
দাসোঽহং তব চার্ব্বঙ্গি! রক্ষ মাং কামবাণতঃ ॥ ৪৫ ॥
ভজ মাং ত্বং মরালাক্ষি! তবাধীনং স্মরাকুলম্।
ত্রৈলোক্যস্বামিনী ভূত্বা ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভোগাননুত্তমান্ ॥ ৪৬ ॥
তব চাজ্ঞাকরঃ কান্তে! ভবামি মরণাবধি।
অবধ্যোঽস্মি বরারোহে! সদেবাসুরমানুষৈঃ ॥ ৪৭ ॥
সদা সৌভাগ্যসংযুক্তা ভবিষ্যসি বরাননে!।
যত্র তে রমতে চিত্তং তত্র ক্রীড়স্ব সুন্দরি! ॥ ৪৮ ॥

(ত্রিলোকৈশ্বর্য্যং তবাধীনং তৎ মাং প্রার্থয়সে কিমিত্যত আহ তদ্‌গুণৈরিতি। কর্ণমাগত্য হৃদয়ান্তরং প্রবিশ্য চ ত্বদ্‌গুণৈস্ত্বদধীনঃ কৃত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৪—৫২ ॥)

কান্তে! আমি সমস্ত দেবতাগণকে পরাজিত করিয়া ত্রৈলোক্যের অধিপতি হইয়াছি; বিশেষত আমি গৃহে থাকিয়াই নিয়ত যাবদীয় যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করিতেছি ॥ ৪১ ॥ দেবগণের যে সকল ধন রত্ন ছিল আমি তৎসমস্ত হরণ করিয়া আনিয়াছি সুতরাং রত্নরাশি হৃত হওয়ায় অমর ভুবন নিশ্চয়ই সারবিহীন হইয়াছে ॥ ৪২ ॥ সুন্দরি! ত্রিলোক মধ্যে যে সমস্ত ধন রত্ন আছে, তৎসমুদয়ই আমি ভোগ করিতেছি; অধিক কি, সমস্ত সুর, অসুর ও মানবগণ আমার একান্ত অনুগত হইয়া কালযাপন করিতেছে ॥ ৪৩ ॥ কিন্তু, তোমার গুণগ্রাম আমার কর্ণকুহর দ্বারা হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে নিতান্তই তোমার অধীন করিয়াছে সুতরাং আমি তোমার কিঙ্কর স্বরূপ হইয়াছি; অতএব এক্ষণে আমি কি করিব? সুন্দরি! তুমি যাহা আজ্ঞা করিবে, আমি তোমার বশবর্ত্তী হইয়া তাহাই সম্পাদন করিব। সুন্দরি! আমি তোমার দাস, অতএব আমাকে কামবাণ হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৪৪—৪৫ ॥ মরালনয়নে! আমি তোমার নিতান্ত অধীন বিশেষত কামশরে সাতিশয় আকুল হইয়াছি; অতএব তুমি আমাকে ভজনা কর তাহা হইলে তুমি ত্রৈলোক্যের অধীশ্বরী হইয়া অনুপম ভোগ্যবস্তু সকল উপভোগ করিবে ॥ ৪৬ ॥ নিতম্বিনি! তুমি আমার মৃত্যুর আশঙ্কা করিও না; কারণ, আমাকে দেবতা অসুর ও মানবের অবধ্য বলিয়া জানিবে। আমি চিরদিন তোমার আজ্ঞাকারী দাস হইয়া

ইতি তস্য বচশ্চিত্তে বিমৃশ্য মদমন্থরে !।
বক্তব্যং যদ্ভবেৎ প্রেম্ণা তদ্ব্রূহি মধুরং বচঃ।
শুম্ভায় চঞ্চলাপাঙ্গি ! তদ্ব্রবীম্যহমাশু বৈ ॥ ৪৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

তদ্দূতবচনং শ্রুত্বা স্মিতং কৃত্বা সুপেশলম্।
তং প্রাহ মধুরাং বাচং দেবী দেবার্থসাধিকা ॥ ৫০ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

জানাম্যহং নিশুম্ভঞ্চ শুম্ভঞ্চাতিবলং নৃপম্।
জেতারং সর্ব্বদেবানাং হন্তারঞ্চৈব বিদ্বিষাম্ ॥ ৫১ ॥
রাশিং সর্ব্বগুণানাঞ্চ ভোক্তারং সর্ব্বসম্পদাম্।
দাতারঞ্চাতিশূরঞ্চ সুন্দরং মন্মথাকৃতিম্ ॥ ৫২ ॥
দ্বাত্রিংশল্লক্ষণৈর্যুক্তমবধ্যং সুরমানুষৈঃ।
জ্ঞাত্বা সমাগতাস্ম্যত্র দ্রষ্টুকামা মহাসুরম্ ॥ ৫৩ ॥
রত্নং কনকমায়াতি স্বংশোভাধিকবৃদ্ধয়ে।
তত্রাহং স্বপতিং দ্রষ্টুং দূরাদেবাগতাস্মি বৈ ॥ ৫৪ ॥

দ্বাত্রিংশল্লক্ষণানি কাশীখণ্ডে একাদশাধ্যায়ে। পঞ্চসূক্ষ্মঃ পঞ্চদীর্ঘঃ সপ্তরক্তঃ ষড়ুন্নতঃ। ত্রিপৃথুর্লঘুগম্ভীরো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণান্বিতি। ত্রিলঘুস্ত্রিগম্ভীর ইত্যর্থঃ। এতদ্ব্যাখ্যাপি তত্রৈব স্পষ্টা। তানি মহাভারতে চ প্রসিদ্ধানি ॥ ৫৩ ॥

থাকিব ॥ ৪৭ ॥ বরাননে ! আমার বাক্য প্রতিপালন করিলে তুমি সৌভাগ্যবতী হইবে ; সুন্দরি ! তুমি যেখানে অভিলাষ করিবে সেই খানেই বিহার করিয়া বেড়াইবে ॥ ৪৮ ॥ দেবি ! সেই দৈত্যপতির এই সমস্ত বাক্য মনে মনে বিবেচনা করিয়া যাহা আপনার বক্তব্য হয় আপনি প্রীতিসহকারে তাদৃশ মধুর বাক্য প্রয়োগ করুন ; চঞ্চলাপাঙ্গি ! আমি সত্বর গিয়া সেই সমস্ত মহারাজ শুম্ভকে নিবেদন করিতেছি ॥ ৪৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দেবকার্য্য-তৎপরা ভগবতী দূতের সেই সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করত মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ দূত ! শুম্ভ ও নিশুম্ভকে আমি বিশেষরূপে জানি। সেই অসুররাজ শুম্ভ অতি বলবান্, সে সমস্ত দেবতাগণকে পরাজয় করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে সে সর্ব্বগুণের আকর, অতীব শূর, দাতা এবং রতিপতির ন্যায় সুন্দর ; সেই দৈত্যবর দ্বাত্রিংশৎ সুলক্ষণে ভূষিত বিশেষত সুর ও মানুষের অবধ্য। দূতবর ! ইহা বিদিত হইয়াই আমি সেই মহাসুর শুম্ভকে দর্শন করিতে এখানে আসিয়াছি ॥ ৫১—৫৩ ॥ দেখ, রত্ন স্বীয় শোভার অধিকতর বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত

দৃষ্টা ময়া সুরাঃ সর্ব্বে মানবা ভুবি মানদাঃ।
গন্ধর্ব্বা রাক্ষসাশ্চান্যে যে চাতিপ্রিয়দর্শনাঃ ॥ ৫৫ ॥
সর্ব্বে শুম্ভভয়াদ্ভীতা বেপমানা বিচেতসঃ।
শ্রুত্বা শুম্ভগুণানত্র প্রাপ্তাস্ম্যদ্য দিদৃক্ষয়া ॥ ৫৬ ॥
গচ্ছ দূত মহাভাগ! ব্রূহি শুম্ভং মহাবলম্।
নির্জ্জনে শ্লক্ষ্ণয়া বাচা বচনং বচনান্মম ॥ ৫৭ ॥
ত্বাং জ্ঞাত্বা বলিনাং শ্রেষ্ঠং সুন্দরাণাঞ্চ সুন্দরম্।
দাতারং গুণিনং শূরং সর্ব্ববিদ্যাবিশারদম্ ॥ ৫৮ ॥
জেতারং সর্ব্বদেবানাং দক্ষং চোগ্রং কুলোদ্ভবম্।
ভোক্তারং সর্ব্বরত্নানাং স্বাধীনং স্ববলোন্নতম্ ॥ ৫৯ ॥
পতিকামাস্ম্যহং সত্যং তব যোগ্যা নরাধিপ!।
স্বেচ্ছয়া নগরে তেঽত্র সমায়াতা মহামতে! ॥ ৬০ ॥
মমাস্তি কারণং কিঞ্চিদ্বিবাহে রাক্ষসোত্তম!।
বালভাবাদ্ব্রতং কিঞ্চিৎ কৃতং রাজন্! ময়া পুরা ॥ ৬১ ॥

স্বস্থ শোভায়া অধিকবৃদ্ধ্যর্থম্ ॥ ৫৪—৬০ ॥
(শুম্ভস্যৈতাদৃশগুণবত্তাপি ন মম বিবাহকারণমিত্যত আহ মমাস্তীতি। ব্রতং নিয়মঃ ॥ ৬১—৬৩ ॥

যেমন স্বর্ণের নিকট আসিয়া মিলিত হয়, সেইরূপ আমিও স্বীয় পতিকে দর্শন করিবার নিমিত্ত দূর হইতে এখানে আসিয়াছি ॥ ৫৪ ॥ আমি সমস্ত দেবতা, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ভূতলস্থ বিখ্যাত মানব প্রভৃতি অত্যন্ত প্রিয়দর্শন সমস্ত জনগণকে অবলোকন করিয়া জানিতে পারিলাম যে, তাহারা সকলেই শুম্ভভয়ে ভীত ও বিচেতনপ্রায় হইয়া কম্পিত হইতেছে। অতএব, শুম্ভের এই সমস্ত গুণগ্রাম শ্রবণ করিয়া তাহার দর্শন লালসায় অধুনা এখানে আসিয়াছি ॥ ৫৫-৫৬ ॥ দূত! তুমি অতি সৌভাগ্যবান্ এক্ষণে তুমি শুম্ভ সন্নিধানে গমন করিয়া নির্জ্জনে সেই মহাসুর শুম্ভকে আমার বাক্যানুসারে মধুর বাক্যে বলিবে যে, তুমি বলবানের অগ্রগণ্য, সুন্দর অপেক্ষাও সুন্দর, সমস্ত বিদ্যায় বিশারদ, শূর, গুণী, দাতা, দক্ষ, সৎকুল-সম্ভূত, তেজস্বী এবং দেবগণের বিজেতা বিশেষত স্বীয় বাহুবলে উন্নত ও স্বাধীন হইয়া সমস্ত রত্ন উপভোগ করিতেছ। অতএব, হে নরনাথ! আমি তোমার এই সমস্ত গুণ অবগত হইয়া সত্য সত্যই পতিপ্রাপ্তির অভিলাষে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তোমার নগরে আসিয়াছি। মহাত্মন্! আমিই তোমার যোগ্যা রমণী ॥ ৫৭—৬০ ॥ দৈত্যবর! আমার বিবাহে কিঞ্চিন্মাত্র প্রতিবন্ধক আছে। পূর্ব্বকালে বিরলে বয়স্যাগণের সহিত ক্রীড়া করিতে

ক্রীড়ন্ত্যা চ বয়স্যাভিঃ সহৈকান্তে যদৃচ্ছয়া।
স্বদেহবলদর্পেণ সখীনাং পুরতো রহঃ ॥ ৬২ ॥
মৎসমানবলঃ শূরো রণে মাং জেষ্যতি স্ফুটম্।
তং বরিষ্যাম্যহং কামং জ্ঞাত্বা তস্য বলাবলম্ ॥ ৬৩ ॥
জহসুর্বচনং শ্রুত্বা সখ্যো বিস্মিতমানসাঃ।
কিমেতয়া কৃতং ক্রূরং ব্রতমদ্ভুতমাশু বৈ ॥ ৬৪ ॥
তস্মাত্ত্বমপি রাজেন্দ্র! জ্ঞাত্বা মে হীদৃশং বলম্।
জিত্বা মাং স্ববলেনাত্র বাঞ্ছিতং কুরু চাত্মনঃ ॥ ৬৫ ॥
ত্বং বা তবানুজো ভ্রাতা সমেত্য সমরাঙ্গণে।
জিত্বা মাং সমরেণাত্র বিবাহং কুরু সুন্দর! ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে কৌশিকীপ্রাদুর্ভাবো নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

কিমিতি। ক্রূরং কঠোরতরমিত্যর্থঃ ॥ ৬৪—৬৬ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

করিতে যদৃচ্ছাক্রমে শৈশব স্বভাববশত এবং স্বীয় শরীরের বলে দর্পিত হইয়া সখীদিগের সমক্ষে এক প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আমার সদৃশ বলশালী কোন বীরপুরুষ যদি আমাকে রণে পরাজয় করিতে পারে তাহা হইলে আমি তাহার বলাবল অবগত হইয়া অবশ্যই তাহাকে বরণ করিব ॥ ৬১—৬৩ ॥ সখীগণ আমার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে হাস্য করিয়াছিল এবং বিস্মিত মানসে বলিয়াছিল যে, এই বালিকা কি জন্য সহসা এরূপ অদ্ভুত কঠোর প্রতিজ্ঞা করিল ॥ ৬৪ ॥ অতএব, রাজেন্দ্র! তুমিও আমার ঈদৃশ বল অবগত হইয়া স্বীয় পরাক্রমে আমাকে পরাজয় করিয়া আপনার অভিলষিত সম্পাদন কর ॥ ৬৫ ॥ হে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর! তুমি অথবা তোমার অনুজ ভ্রাতা সমর স্থলে আগমন করিয়া আমাকে পরাজয় করিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পাদন কর ॥ ৬৬ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে কৌশিকীপ্রাদুর্ভাববর্ণন নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

দেব্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা স দূতঃ প্রাহ বিস্মিতঃ।
কিং ব্রূষে রুচিরাপাঙ্গি! স্ত্রীস্বভাবাদ্ধি সাহসাৎ ॥ ১ ॥
ইন্দ্রাদ্যা নির্জ্জিতা যেন দেবা দৈত্যাস্তথাপরে।
তং কথং সমরে দেবি! জেতুমিচ্ছসি ভামিনি! ॥ ২ ॥
ত্রৈলোক্যে তাদৃশো নাস্তি যঃ শুম্ভং সমরে জয়েৎ।
কা ত্বং কমলপত্রাক্ষি! তস্যাগ্রে যুধি সাম্প্রতম্ ॥ ৩ ॥
অবিচার্য্য ন বক্তব্যং বচনং কাপি সুন্দরি!।
বলং স্বপরয়োর্জ্ঞাত্বা বক্তব্যং সময়োচিতম্ ॥ ৪ ॥
ত্রৈলোক্যাধিপতিঃ শুম্ভস্তব রূপেণ মোহিতঃ।
ত্বাঞ্চ প্রার্থয়তে রাজা কুরু তস্যেপ্সিতং প্রিয়ে! ॥ ৫

অর্দ্ধাধিকৈঃ ষষ্টিপদ্যৈর্দূতসংবাদকীর্ত্তনম্।
ম্রিয়তে যত্র দৈত্যানাং কামার্থং মরণং স্মৃতম্।
তস্মাৎ পরস্ত্রিয়ং নৈব কাময়েম্মতিমান্নরঃ।
ইতি দর্শয়িতুং কামবর্ণনং সম্যগীর্য্যতে।

দেবীবাক্যশ্রবণোত্তরং দূতো যদাহ তদ্ব্রবীতি দেব্যা ইতি ॥ ১—২ ॥
যুধি সাম্প্রতং যুদ্ধে যোগ্যেত্যর্থঃ ॥ ৩—৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দেবীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া দূত সবিস্ময়ে বলিল, সুন্দরি! তুমি স্ত্রীলোকের স্বভাব বশত বিশেষ বিবেচনা না করিয়া এ কি বলিতেছ? ॥ ১ ॥ দেবি! তুমি বৃথা অভিমানে গর্ব্বিতা; যে শুম্ভ, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও অপরাপর অনেক দৈত্যগণকে পরাজয় করিয়াছেন, তুমি তাহাকে কিরূপে সমরে জয় করিতে ইচ্ছা করিতেছ? ॥ ২ ॥ কমলনয়নে! তুমিত দৈত্যরাজ শুম্ভের সম্মুখ সংগ্রামে অতি তুচ্ছ পদার্থ বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে, শুম্ভকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারে এই ত্রিলোক মধ্যে এমন কোন বীরই নাই ॥ ৩ ॥ সুন্দরি! বিবেচনা না করিয়া কুত্রাপি কোনও বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নহে; আপনার ও পরের বল বিদিত হইয়া সময়-অনুসারে বাক্য বলাই কর্ত্তব্য ॥ ৪ ॥ ত্রৈলোক্যের অধিপতি রাজা শুম্ভ তোমার রূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়া তোমাকে প্রার্থনা করিতেছেন, অতএব তুমি প্রণয়িনী হইয়া তাঁহার অভিলষিত সম্পাদন কর ॥ ৫ ॥

ত্যক্ত্বা মূর্খস্বভাবং ত্বং সম্মান্য বচনং মম।
ভজ শুম্ভং নিশুম্ভং বা হিতমেতদ্ব্রবীমি তে ॥ ৬ ॥
শৃঙ্গারঃ সর্ব্বথা সর্ব্বৈঃ প্রাণিভিঃ পরয়া মুদা।
সেবনীয়ো বুদ্ধিমদ্ভির্নবানামুত্তমো যতঃ ॥ ৭ ॥
নাগমিষ্যসি চেদ্বালে! স ক্রুদ্ধঃ পৃথিবীপতিঃ।
অন্যানাজ্ঞাকরান্ প্রেষ্য বলাম্নেষ্যতি সাম্প্রতম্ ॥ ৮ ॥
কেশেষ্বাকৃষ্য তে নূনং দানবা বলদর্পিতাঃ।
ত্বাং নয়িষ্যন্তি বামোরু! তরসা শুম্ভসন্নিধৌ ॥ ৯ ॥
স্বলজ্জাং রক্ষ তন্বঙ্গি! সাহসং সর্ব্বথা ত্যজ।
মানিতা গচ্ছ তৎপার্শ্বে মানপাত্রং যতোঽসি বৈ ॥ ১০ ॥
ক যুদ্ধং নিশিতৈর্ব্বাণৈঃ ক সুখং রতিসঙ্গজম্।
সারাসারং পরিচ্ছিদ্য কুরু মে বচনং পটু ॥ ১১ ॥
ভজ শুম্ভং নিশুম্ভং বা লব্ধাসি পরমং শুভম্ ॥ ১২ ॥

দেব্যুবাচ।

সত্যং দূত! মহাভাগ! প্রবক্তুং নিপুণো হ্যসি।
নিশুম্ভশুম্ভৌ জানামি বলবন্তাবিতি ধ্রুবম্ ॥ ১৩ ॥

তে তব কেশেষু অথবা তে দৈত্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৯—১৩ ॥

তুমি এক্ষণে মূর্খস্বভাব পরিত্যাগ করিয়া শুম্ভ অথবা নিশুম্ভকে ভজনা কর, দেখ আমি তোমাকে হিতবাক্যই বলিতেছি অতএব আমার বাক্য প্রতিপালন কর ॥৬॥ নববিধ রসের মধ্যে শৃঙ্গার রস সর্ব্বোত্তম, অতএব পরম আনন্দ সহকারে সেই শৃঙ্গার রস সেবন করা সমস্ত বুদ্ধিমান্ প্রাণিগণের একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৭ ॥ আর দেখ, যদি তুমি বালিকা-স্বভাব বশতঃ শুম্ভের সমীপে গমন না কর তাহা হইলে সেই পৃথিবীপতি কুপিত হইয়া আজ্ঞাকর কিঙ্করগণকে প্রেরণ করিয়া এখনই তোমাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইবেন ॥ ৮ ॥ সুন্দরি! সেই বলদর্পিত দানবেরা তোমার কেশাকর্ষণ করিয়া অবিলম্বে শুম্ভ সন্নিধানে লইয়া যাইবে সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥ কৃশাঙ্গি! তুমি সর্ব্বতোভাবে সাহস পরিত্যাগ করিয়া নিজের মান রক্ষা কর। তুমি সম্মানের পাত্র অতএব সম্মানিত হইয়াই তাঁহার নিকট গমন কর ॥ ১০ ॥ দেখ নিশিত শরনিকর দ্বারা দেহনিকৃন্তনকর যুদ্ধ আর রতি-জনিত সুখ এই উভয়ের কত অন্তর? ইহারা পরস্পর অতিশয় বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়; অতএব সারাসার বিবেচনা করিয়া আমার এই হিতকর বাক্য প্রতিপালন কর। শুম্ভ অথবা নিশুম্ভকে ভজনা করিলে তুমি নিরতিশয় সুখলাভ করিবে সন্দেহ নাই ॥ ১১—১২ ॥

প্রতিজ্ঞা মে কৃতা বাল্যাদন্যথা সা কথং ভবেৎ।
তস্মাদ্‌ব্রূহি নিশুম্ভঞ্চ শুম্ভং বা বলবত্তরম্ ॥ ১৪ ॥
বিনা যুদ্ধং ন মে ভর্ত্তা ভবিতা কোঽপি সৌষ্ঠবাৎ।
জিত্বা মাং তরসা কামং করং গৃহ্লাতু সাম্প্রতম্ ॥ ১৫ ॥
যুদ্ধেচ্ছয়া সমায়াতাং বিদ্ধি মামবলাং নৃপ!।
যুদ্ধং দেহি সমর্থোঽসি বীরধর্ম্মং সমাচর ॥ ১৬ ॥
বিভেষি মম শূলাচ্চেদ্গচ্ছ পাতালমাচিরম্।
ত্রিদিবঞ্চ ধরাং ত্যক্ত্বা জীবিতেচ্ছা যদস্তি তে ॥ ১৭ ॥
ইতি দূত! বদাশু ত্বং গত্বা স্বপতিমাদরাৎ।
স বিচার্য্য যথাযুক্তং করিষ্যতি মহাবলঃ ॥ ১৮ ॥
সংসারে দূতধর্ম্মোঽয়ং যৎ সত্যং ভাষণং কিল।
শত্রৌ পত্যৌ চ ধর্ম্মজ্ঞ! তথা ত্বং কুরু মাচিরম্ ॥ ১৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

অথ তদ্বচনং শ্রুত্বা নীতিমদ্‌বলসংযুতম্।
হেতুযুক্তং প্রগল্‌ভঞ্চ বিস্মিতঃ প্রযযৌ তদা ॥ ২০ ॥

(যো মাং জয়তি সংগ্রামে সমে ভর্ত্তা ভবেদিতি মে প্রতিজ্ঞা ইতি বক্তুমাহ প্রতিজ্ঞেত্যাদি ॥ ১৪—২১ ॥)

দেবী বলিলেন, দূত! তুমি অতিশয় ভাগ্যশালী সুতরাং সত্য বলিতে বেশ নিপুণ; শুম্ভ ও নিশুম্ভকে আমি বলবান্ বলিয়া বিশেষরূপে অবগত আছি ॥১৩॥ তথাপি বালস্বভাববশত আমি পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহার অন্যথা কিরূপে হইবে? অতএব তুমি, অতিশয়-বলশালী সেই শুম্ভ বা নিশুম্ভকে বলিবে যে, যুদ্ধ না করিয়া সৌন্দর্য্য বশত কেহই আমার স্বামী হইতে পারিবে না সুতরাং তুমিও অবিলম্বে আমাকে জয় করিয়া স্বেচ্ছানুসারে আমার পাণিগ্রহণ কর ॥ ১৪-১৫ ॥ আমি অবলা হইলেও যুদ্ধবাসনায় এখানে আসিয়াছি ইহা নিশ্চয় জানিবে; অতএব, যদি সমর্থ হও তবে যুদ্ধ দান করিয়া বীরধর্ম্মের আচরণ কর ॥ ১৬ ॥ আর যদি আমার শূল দর্শনে তোমার ভয় হইয়া থাকে অথবা যদি তোমার জীবনের ইচ্ছা থাকে তবে স্বর্গ ও ধরাতল পরিত্যাগ করিয়া অচিরে পাতালে গমন কর ॥ ১৭ ॥ দূত! তুমি এখনি স্বীয় প্রভুর সন্নিধানে গমন করিয়া আদর সহকারে আমার এই সমস্ত বাক্য বলিবে, অনন্তর সেই মহাবল দানবপতি বিচার করিয়া যাহা উচিত বোধ হয় তাহাই করিবেন ॥১৮॥ ধর্ম্মজ্ঞ! এই সংসারে শত্রু বা স্বামির নিকট সত্য বাক্য বলাই দূতের ধর্ম্ম সন্দেহ নাই, অতএব তুমি প্রভুর নিকটে সত্বর গমন করিয়া সত্য বাক্যই বলিবে ॥ ১৯ ॥

গত্বা দৈত্যপতিং দূতো বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
প্রণম্য পাদয়োঃ প্রহ্বঃ প্রত্যুবাচ নৃপঞ্চ তম্।
রাজনীতিকরং বাক্যং মৃদুপূর্ব্বং প্রিয়ং বচঃ॥ ২১॥

দূত উবাচ।

সত্যং প্রিয়ঞ্চ বক্তব্যং তেন চিন্তাপরো হ্যহম্।
সত্যং প্রিয়ঞ্চ রাজেন্দ্র! বচনং দুর্লভং কিল।
অপ্রিয়ং বদতাং কামং রাজা কুপ্যতি সর্ব্বথা॥ ২২॥
সাক্ষাৎ কুতঃ সমায়াতা কস্য বা কিং বলাবলা।
ন জ্ঞানগোচরং কিঞ্চিৎ কিং ব্রবীমি বিচেষ্টিতম্॥ ২৩॥
যুদ্ধকামা ময়া দৃষ্টা গর্ব্বিতা কটুভাষিণী।
তয়া যৎ কথিতং সম্যক্ তচ্ছৃণুষ্ব মহামতে!॥ ২৪॥

সত্যং প্রিয়ঞ্চ বক্তব্যমিতি। প্রভোরগ্রে সত্যং প্রিয়ঞ্চ বাক্যং বক্তব্যমিতি হি নীতিশাস্ত্রং বর্ত্ততে। তেন হেতুনা হে রাজন্নহং চিন্তাপরোঽস্মীত্যর্থঃ। কুতশ্চিন্তাপর ইতি চেত্তত্রাহ সত্যং প্রিয়ঞ্চেতি। যদি সত্যমুচ্যতে তর্হি তৎকর্ণকঠোরত্বাদপ্রিয়মেব ভবতি যদি তু যথা মনোরঞ্জনং ভবতি তথা বক্তব্যং তর্হি কার্য্যহানিঃ। অতো হি সত্যপ্রিয়াত্মকং বাক্যং দুর্লভমিত্যর্থঃ। অথ রাজকার্য্যানুরোধেন সত্যমেব বক্তব্যং তদা তস্য কর্ণকঠোরত্বাদ্রাজা সর্ব্বথা কুপ্যতীত্যর্থঃ। এতাদৃশমতিকঠোরং বক্তুমযোগ্যতয়োদাহৃতমিতি ভাবঃ॥ ২২॥

অবলা কিং বলেত্যন্বয়ঃ। ইদং কিঞ্চিদপি জ্ঞানগোচরং ন ভবতি। ময়া কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ॥ ২৩—২৪॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! তখন সেই দূত দেবীর নীতিসম্মত হেতুযুক্ত বলমদগর্ব্বিত প্রগল্‌ভ বাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইয়া প্রস্থান করিল॥ ২০॥ অনন্তর দৈত্যপতির সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাহার চরণ যুগলে প্রণিপাত করিল এবং পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া বিনীত ভাবে নীতিসংযুক্ত কোমল প্রিয় বাক্য বলিতে লাগিল॥ ২১॥

রাজেন্দ্র! প্রভুর নিকট সত্য এবং প্রিয়বাক্য বলাই উচিত কিন্তু সত্য এবং প্রিয়বাক্য নিতান্ত দুর্লভ; পক্ষান্তরে কর্ণ-কঠোর অপ্রিয়বাক্য বলিলে রাজা নিতান্তই কুপিত হইয়া থাকেন, এই নিমিত্ত এক্ষণে আমি অতিশয় চিন্তান্বিত হইয়াছি॥ ২২॥ রাজেন্দ্র! সেই রমণী অবলা কি বলবতী, তিনি কোথা হইতে এই স্থানে আসিয়াছেন এবং তিনি কাহার রমণী এ সমস্ত বিষয় আমি কিছু মাত্র জানিতে পারি নাই, অতএব তাহার ব্যবহারের বিষয় কিরূপে বলিব?॥ ২৩॥ তবে সেই কটুভাষিণী রমণীকে দর্শন করিয়া এই মাত্র বুঝিলাম যে, তিনি অতিশয় গর্ব্বিতা ও সংগ্রাম বাসনায় এই স্থানে আসিয়াছেন। রাজন্! আপনি অতিশয় বুদ্ধিমান্‌ অতএব সেই রমণী আপনাকে যাহা বলিয়াছেন,

মযা বাল্যাৎ প্রতিজ্ঞেয়ং কৃতা পূর্ব্বং বিনোদতঃ।
সখীনাং পুরতঃ কামং বিবাহং প্রতি সর্ব্বথা ॥ ২৫ ॥
যো মাং যুদ্ধে জয়েদদ্ধা দর্পঞ্চ বিধুনোতি বৈ।
তং বরিষ্যাম্যহং কামং পতিং সমবলং কিল ॥ ২৬ ॥
ন মে প্রতিজ্ঞা মিথ্যা সা কর্ত্তব্যা নৃপসত্তম!।
তস্মাদ্যুধ্যস্ব ধর্ম্মজ্ঞ! জিত্বা মাং স্ববশং কুরু ॥ ২৭ ॥
তয়েতি ব্যাহৃতং বাক্যং শ্রুত্বাহং সমুপাগতঃ।
যথেচ্ছসি মহারাজ! তথা কুরু তব প্রিয়ম্ ॥ ২৮ ॥
সা যুদ্ধার্থং কৃতমতিঃ সায়ুধা সিংহগামিনী।
নিশ্চলা বর্ত্ততে ভূপ! যদ্যোগ্যং তদ্বিধীয়তাম্ ॥ ২৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য সুগ্রীবস্য নরাধিপঃ।
পপ্রচ্ছ ভ্রাতরং শূরং সমীপস্থং মহাবলম্ ॥ ৩০ ॥

শুম্ভ উবাচ।

ভ্রাতঃ! কিমত্র কর্ত্তব্যং ব্রূহি সত্যং মহামতে!।
নার্য্যেকা যোদ্ধুকামাস্তি সমাহ্বয়তি সাম্প্রতম্ ॥ ৩১ ॥

(দেবীবাক্যমাহ মযেতি ॥ ২৫ ॥)

তাহা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহাই করুন ॥ ২৪ ॥ সেই রমণী বলিল যে, আমি পূর্ব্বে বাল-স্বভাববশত ক্রীড়া করিতে করিতে সখীগণের সমক্ষে বিবাহ বিষয়ে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, যে কোনও বীর আমাকে সর্ব্বতোভাবে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া সহসা আমার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবে, আমি সেই সমবল ব্যক্তিকে অবশ্যই পতিত্বে বরণ করিব ॥ ২৫—২৬ ॥ হে নৃপসত্তম! আপনি ত ধার্ম্মিকবর অতএব আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা করা আপনার উচিত নহে; সংগ্রাম করিয়া আমাকে আপনার বশে আনয়ন করুন্ ॥ ২৭ ॥ মহারাজ! তাহার কথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়াই আমি প্রত্যাগত হইলাম, এক্ষণে আপনার যাহা প্রিয় হয়, ইচ্ছানুসারে তাহাই করুন ॥ ২৮ ॥ সেই রমণী যুদ্ধের নিমিত্ত কৃত-নিশ্চয় হইয়া নানাবিধ আয়ুধ ধারণ পূর্ব্বক সিংহপৃষ্ঠে নিশ্চলভাবে অবস্থিতি করিতেছেন এক্ষণে এই বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য তাহাই বিধান করুন ॥ ২৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহরাজ! নরপতি শুম্ভ সুগ্রীবের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সমীপস্থ বীরবর স্বীয় ভ্রাতা নিশুম্ভকে জিজ্ঞাসা করিল ॥ ৩০ ॥ ভ্রাতঃ! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান্।

অহং গচ্ছামি সংগ্রামে ত্বং বা গচ্ছ বলান্বিতঃ।
যদ্রোচতে নিশুম্ভাদ্য তৎ কর্ত্তব্যং ময়া কিল ॥ ৩২ ॥

নিশুম্ভ উবাচ।

ন ময়া ন ত্বয়া বীর! গন্তব্যং রণমূর্দ্ধনি।
প্রেষয়স্ব মহারাজ! ত্বরিতং ধূম্রলোচনম্ ॥ ৩৩ ॥
স গত্বা তাং রণে জিত্বা গৃহীত্বা চারুলোচনাম্।
আগমিষ্যতি শুম্ভাত্র বিবাহঃ সংবিধীয়তাম্ ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

তন্নিশম্য বচস্তস্য শুম্ভো ভ্রাতুঃ কনীয়সঃ।
কোপাৎ সম্প্রেষয়ামাস পার্শ্বস্থং ধূম্রলোচনম্ ॥ ৩৫ ॥

শুম্ভ উবাচ।

ধূম্রলোচন! গচ্ছাশু সৈন্যেন মহতাবৃতঃ।
গৃহীত্বানয় তাং মুগ্ধাং স্ববীর্য্যমদমোহিতাম্ ॥ ৩৬ ॥
দেবো বা দানবো বাপি মনুষ্যো বা মহাবলঃ।
তৎপার্ষ্ণিগ্রাহতাং প্রাপ্তো হন্তব্যস্তরসা ত্বয়া ॥ ৩৭ ॥

যদ্রোচতে তবেতি শেষঃ ॥ ৩২—৩৮ ॥

অতএব এ বিষয়ে কি করা উচিত তাহা সত্য করিয়া বল। একাকিনী রমণী যুদ্ধের অভিলাষ করিয়া সম্প্রতি আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে, অতএব আমি সংগ্রামে যাইব, অথবা তুমি সেনাগণ সঙ্গে লইয়া যুদ্ধে গমন করিবে, ইহাতে তোমার যাহা অভিরুচি হইবে আমি তাহাই করিব ॥ ৩১—৩২ ॥

নিশুম্ভ বলিল, মহারাজ! সংগ্রামস্থলে আপনার বা আমার যাওয়া উচিত নহে, অতএব ধূম্রলোচনকে অবিলম্বে সমরে প্রেরণ করুন ॥ ৩৩ ॥ এই বীর তথায় গমন করিয়া সেই চারুলোচনা ললনাকে রণে জয় করত এখানে আনয়ন করুক তাহা হইলেই আপনি তাহাকে বিবাহ করিবেন ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, শুম্ভ কনিষ্ঠ ভ্রাতার কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কোপবশত পার্শ্বস্থিত ধূম্রলোচনকে যুদ্ধের নিমিত্ত প্রেরণ করিল ॥ ৩৫ ॥ শুম্ভ বলিল, ধূম্রলোচন! তুমি প্রভূত সেনায় পরিবৃত হইয়া এখনিই রণে গমন কর এবং বীর্য্যমদে গর্ব্বিতা সেই মুগ্ধা রমণীকে লইয়া আইস ॥ ৩৬ ॥ আর যদি দেব দানব অথবা মনুষ্যের মধ্যে কোনও মহাবল ব্যক্তি তাহার পৃষ্ঠরক্ষক হয় তাহা হইলে তুমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে সংহার করিবে ॥ ৩৭ ॥ তাহার

তৎপার্শ্ববর্ত্তিনীং কালীং হত্বা সংগৃহ্যতাং পুনঃ।
শীঘ্রমত্র সমাগচ্ছ কৃত্বা কার্য্যমনুত্তমম্ ॥ ৩৮ ॥
রক্ষণীয়া ত্বয়া সাধ্বী মুঞ্চতা মৃদুমার্গণান্।
যত্নেন মহতা বীর! মৃদুদেহা কৃশোদরী ॥ ৩৯ ॥
তৎসহায়াশ্চ হন্তব্যা যে রণে শস্ত্রপাণয়ঃ।
সর্ব্বথা সা ন হন্তব্যা রক্ষণীয়া প্রযত্নতঃ ॥ ৪০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাদিষ্টস্তদা রাজ্ঞা তরসা ধূম্রলোচনঃ।
প্রণম্য শুম্ভং সৈন্যেন বৃতঃ শীঘ্রং যযৌ রণে ॥ ৪১ ॥
অসাধূনাং সহস্রাণাং ষষ্ট্যা তেষাং বৃতস্তথা।
স দদর্শ ততো দেবীং রম্যোপবনসংস্থিতাম্ ॥ ৪২ ॥
দৃষ্ট্বা তাং মৃগশাবাক্ষীং বিনয়েন সমন্বিতঃ।
উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণং হেতুমদ্রসভূষিতম্ ॥ ৪৩ ॥
শৃণু দেবি! মহাভাগে! শুম্ভস্ত্বদ্বিরহাতুরঃ।
দূতং প্রেষিতবান্ পার্শ্বে তব নীতিবিশারদঃ ॥ ৪৪ ॥

রক্ষণীয়া ন হন্তব্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥

অসাধূনাং দৈত্যানামিত্যর্থঃ। তদুক্তম্। বৃতঃ ষষ্ট্যা সহস্রাণামসুরাণাং দ্রুতং যযাবিতি মার্কণ্ডেয়পুরাণে। ষষ্টিসহস্রাসুরৈঃ সহিত ইত্যর্থঃ। রম্যোপবনসংস্থিতাং দদর্শেত্যন্বয়ঃ ॥ ৪২—৪৪ ॥

পার্শ্ববর্ত্তিনী কালীকে নিহত করিয়া তাহাকে গ্রহণ করিবে। বীরবর! তুমি এই সমস্ত মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া সত্বর এখানে প্রতিনিবৃত্ত হইবে ॥ ৩৮ ॥ সেই কৃশাঙ্গী সাধ্বীর শরীর অতিশয় কোমল; অতএব যাহাতে সেই রমণী বিনষ্ট না হয় তুমি অতিশয় যত্ন সহকারে সেইরূপে কোমল শরনিকর পরিত্যাগ করিবে ॥ ৩৯ ॥ কিন্তু, যাহারা শস্ত্রধারণ করিয়া তাহার সহায় হইবে তাহাদিগকে সংহার করিবে; ফলত সেই কামিনীকে কোনরূপে নিহত না করিয়া বরং তাহাকে সযত্নে রক্ষা করিবে ॥ ৪০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! ধূম্রলোচন রাজার এইরূপ আদেশ পাইবামাত্র দৈত্যপতি শুম্ভকে প্রণাম করিয়া ষষ্টিসহস্র দানব সৈন্য সমভিব্যাহারে সত্বর সংগ্রামে প্রস্থান করিল এবং সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, দেবী রমণীয় উপবনে উপবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৪১—৪২ ॥ তখন ধূম্রলোচন সেই মৃগনয়নাকে নয়ন-গোচর করিয়া বিনয় সহকারে হেতুপূর্ণ মধুর সরস বাক্যে বলিতে লাগিল॥৪৩॥ দেবি! তুমি অতি সৌভাগ্যবতী

রসভঙ্গভয়োদ্বিগ্নঃ সামপূর্ব্বং ত্বয়ি স্বয়ম্।
তেনাগত্য বচঃ প্রোক্তং বিপরীতং বরাননে! ॥ ৪৫ ॥
বচসা তেন মে ভর্ত্তা চিন্তাবিষ্টমনা নৃপঃ।
বভূব রসমার্গজ্ঞে! শুম্ভঃ কামবিমোহিতঃ ॥ ৪৬ ॥
দূতেন তেন ন জ্ঞাতং হেতুগর্ভং বচস্তব।
যো মাং জয়তি সংগ্রামে যদুক্তং কঠিনং বচঃ ॥ ৪৭ ॥
ন জ্ঞাতস্তেন সংগ্রামো দ্বিবিধঃ খলু মানিনি!।
রতিজোঽথোৎসাহজশ্চ পাত্রভেদে বিবক্ষিতঃ ॥ ৪৮ ॥
রতিজস্ত্বয়ি বামোরু! শত্রোরুৎসাহজঃ স্মৃতঃ।
সুখদঃ প্রথমঃ কান্তে! দুঃখদশ্চারিজঃ স্মৃতঃ ॥ ৪৯ ॥
জানাম্যহং বরারোহে! ভবত্যা মানসং কিল।
রতিসংগ্রামভাবস্তে হৃদয়ে পরিবর্ত্ততে ॥ ৫০ ॥
ইতি তজ্জ্ঞং বিদিত্বা মাং ত্বৎসকাশং নরাধিপঃ।
প্রেষয়ামাস শুম্ভোঽদ্য বলেন মহতাবৃতম্ ॥ ৫১ ॥

তেন দূতেন বচস্ত্বদুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥
যদুক্তং ত্বয়া কঠিনং গূঢ়তাৎপর্য্যং বচো বাক্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥
ন জ্ঞাত ইতি। তবাভিপ্রেতঃ সংগ্রামস্তেন মূঢ়েন ন জ্ঞাত ইত্যর্থঃ। কোঽসৌ দ্বিবিধঃ সংগ্রামস্তদাহ রতিজোঽথোৎসাহজশ্চেতি ॥৪৮ ॥
পাত্রভেদমাহ রতিজস্ত্বয়ীতি ॥ ৪৯ ॥
ইদং তবাভিপ্রেতমহং জানামি ন তু পূর্ব্বং প্রেষিতো মূঢ়ো দূত ইত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

কারণ দৈত্যপতি শুম্ভ তোমার বিরহে কাতর হইয়াছেন, সেই নীতি বিশারদ রাজা রসভঙ্গের ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া তোমার নিকট প্রীতিবাক্য বলিয়া স্বয়ংই দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু, বরাননে! সেই দূত গিয়া রাজার নিকট সমস্ত বিপরীত বাক্য বলিয়াছে ॥ ৪৪—৪৫ ॥ রসজ্ঞে! তাহাতে কামাতুর মদীয় প্রভু মহারাজ শুম্ভ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছেন ॥ ৪৬ ॥ সেই দূত তোমার বাক্যের গূঢ় তাৎপর্য্য অবগত হইতে পারে নাই। মানিনি! "যে ব্যক্তি সংগ্রামে আমাকে জয় করিবে" তোমার এই কঠোর বাক্যের তাৎপর্য্য গূঢ়; সে মূঢ় বলিয়াই তোমার অভিপ্রেত সংগ্রামের অর্থ অগবত হইতে পারে নাই। বামোরু! রতিজনিত ও উৎসাহজনিত সংগ্রাম পাত্রভেদে দুই প্রকার, রতিজনিত সংগ্রাম তোমাতেই শোভা পায় আর উৎসাহজনিত সংগ্রাম শত্রুর প্রতি প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এই উভয়বিধ সংগ্রাম মধ্যে রতিজনিত সংগ্রাম সুখদায়ক আর শত্রুজনিত সংগ্রাম ক্লেশদায়ক জানিবে ॥ ৪৭—৪৯ ॥ নিতম্বিনি! তোমার মানসিক ভাব আমি

চতুরাসি মহাভাগে ! শৃণু মে বচনং মৃদু ।
ভজ শুম্ভং ত্রিলোকেশং দেবদর্পনিবর্হণম্ ॥ ৫২ ॥
পট্টরাজ্ঞী প্রিয়া ভূত্বা ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগাননুত্তমান্ ।
জেষ্যতি ত্বাং মহাবাহুঃ শুম্ভঃ কামবলার্থবিৎ ॥ ৫৩ ॥
বিচিত্রান্ কুরু হাবাংস্ত্বং সোঽপি ভাবান্ করিষ্যতি ।
ভবিষ্যতি কালিকেয়ং তত্র বৈ নর্ম্মসাক্ষিণী ॥ ৫৪ ॥
এবং সঙ্গরযোগেন পতির্মে পরমার্থবিৎ ।
জিত্বা ত্বাং সুখশয্যায়াং পরিশ্রান্তাং করিষ্যতি ॥ ৫৫ ॥
রক্তদেহাং নখাঘাতৈর্দন্তৈশ্চ খণ্ডিতাধরাম্ ।
স্বেদক্লিন্নাং প্রভগ্নাং ত্বাং সংবিধাস্যতি ভূপতিঃ ॥ ৫৬ ॥
ভবিতা মানসঃ কামো রতিসংগ্রামজস্তব ।
দর্শনাদ্বশ এবাস্তে শুম্ভঃ সর্ব্বাত্মনা প্রিয়ে ! ॥ ৫৭ ॥
বচনং কুরু মে পথ্যং হিতকৃচ্চাপি পেশলম্ ।
ভজ শুম্ভং গণাধ্যক্ষং মাননীয়াতিমানিনী ॥ ৫৮ ॥

ত্বং চতুরাসি অতো মে মম বচনং শৃণ্বিত্যাহ চতুরাসীতি ॥ ৫২—৫৯ ॥

বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, তোমার হৃদয়ে রতিজনিত সংগ্রামভাবই দেদীপ্যমান রহিয়াছে ॥ ৫০ ॥ নরপতি শুম্ভ অদ্য এই বিষয়ে আমাকে বিশেষজ্ঞ জানিয়া বিপুল সৈন্য সমভিব্যাহারে আমাকেই তোমার নিকটে পাঠাইয়াছেন ॥ ৫১ ॥ ভাগ্যবতি ! তুমি চতুরা, অতএব আমার বাক্যের তাৎপর্য্য অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে, এক্ষণে আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ কর। দেখ, শুম্ভ দেবগণের দর্প দলন করিয়া ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর হইয়াছেন, তুমি তাঁহাকে বিবাহ কর ॥ ৫২ ॥ তাহা হইলে তুমি তাঁহার প্রিয়তমা পাটরাণী হইয়া অনুত্তম ভোগ উপভোগ করিবে। আর সেই মহাবাহু শুম্ভ কামরণের প্রকৃত অর্থ অবগত আছেন সুতরাং তিনি তোমাকে অনায়াসেই জয় করিবেন ॥ ৫৩ ॥ তুমি বিচিত্র হাব ও মনোগত ভাব প্রদর্শন করিলে তিনিও ভাব প্রকাশ করিবেন। আর সেই কালিকা তোমার নর্ম্মক্রীড়ায় সহচরী হইয়া সেই স্থানেই বাস করিবেন ॥ ৫৪ ॥ কামশাস্ত্রবিৎ দৈত্যপতি শুম্ভের সহিত রতিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তিনি তোমাকে জয় করিয়া সুখশয্যায় পরিশ্রান্ত করিবেন; তিনি তোমার শরীর নখাঘাতে শোণিতসিক্ত এবং অধর দন্ত দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবেন, তখন তুমি ঘর্ম্মাক্ত-কলেবর হইয়া তাঁহার নিকট রণে ভঙ্গ দিবে ॥ ৫৫—৫৬ ॥ তোমার মানসিক রতিজনিত সংগ্রাম-লালসা এই-রূপে পূর্ণ হইবে। প্রণয়িণি ! তোমার দর্শন মাত্রই শুম্ভ সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার বশীভূত

মন্দভাগ্যাশ্চ তে নূনং শস্ত্রযুদ্ধপ্রিয়াশ্চ যে।
ন তদর্হাসি কান্তে! ত্বং সদা সুরতবল্লভে! ॥ ৫৯ ॥
অশোকং কুরু রাজানং পাদঘাতবিকাশিতম্।
বকুলং সীধুসেকেন তথা কুরুবকং কুরু ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে ধূম্রলোচনসংবাদো নাম চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

সীধুসেকেন স্বমুখমদিরাসেকেন বকুলবৃক্ষং তথা কুরুবকবৃক্ষং বিকাশিতমিব রাজানং পাদঘাতেন বিকাশিতম্ বিকসিতমশোকমশোকবৃক্ষং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। পাদঘাতেনাশোকবৃক্ষস্য সীধুসেকেন বকুলকুরুবকয়োর্বৃদ্ধের্লোকপ্রসিদ্ধত্বাৎ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

হইবেন ॥ ৫৭ ॥ অতএব, তুমি আমার হিতকর মনোহর বাক্য প্রতিপালন কর। তুমি অতিশয় মানিনী সুতরাং শুম্ভকে বিবাহ করিলে সকলের মাননীয়া হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫৮ ॥ যাহারা শস্ত্র যুদ্ধকে প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করে তাহাদের ভাগ্য নিতান্ত মন্দ সন্দেহ নাই। কান্তে! সুরতই তোমার সতত প্রিয়, সুতরাং শস্ত্রাদি দ্বারা সংগ্রাম করা তোমার উপযুক্ত নহে ॥ ৫৯ ॥ (দেবি! অধিক আর কি বলিব, বকুল ও কুরুবক তরু মুখমদিরা দ্বারা উৎসিক্ত হইলে যেমন বিকসিত হয় এবং অশোক বৃক্ষ স্ত্রীলোকের পদ-প্রহারে যেমন বিকসিত হইয়া থাকে তুমিও সেইরূপ মুখমদিরাসেচন ও পদাঘাত দ্বারা রাজার অন্তঃকরণ প্রফুল্লিত করিয়া তাহাকে শোকশূন্য কর ॥ ৬০ ॥)

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে ধূম্রলোচনসংবাদ বর্ণন নামক চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বিররামাসৌ বচনং ধূম্রলোচনঃ।
প্রত্যুবাচ তদা কালী প্রহস্য ললিতং বচঃ ॥ ১ ॥
বিদূষকোঽসি জাল্ম ! ত্বং শৈলূষ ইব ভাষসে।
বৃথা মনোরথাংশ্চিত্তে করোষি মধুরং বদন্ ॥ ২ ॥
বলবান্ বলসংযুক্তঃ প্রেষিতোঽসি দুরাত্মনা।
কুরু যুদ্ধং বৃথা বাদং মুঞ্চ মূঢ়মতেঽধুনা ॥ ৩ ॥
হত্বা শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ ত্বাঞ্চান্যাংস্তদ্বলাধিপান্।
দেবী ক্রুদ্ধা শরাঘাতৈর্ব্রজিষ্যতি নিজালয়ম্ ॥ ৪ ॥
কাসৌ মন্দমতিঃ শুম্ভঃ ক বা বিশ্ববিমোহিনী।
অযুক্তঃ খলু সংসারে বিবাহবিধিরেতয়োঃ ॥ ৫ ॥
সিংহী কিং ত্বতিকামার্ত্তা জম্বুকং কুরুতে পতিম্।
করিণী গর্দ্দভং বাপি গবয়ং সুরভিঃ কিমু ॥ ৬ ॥

ষষ্টিশ্লোকৈর্ম্মহাদেব্যা হতোঽসৌ ধূম্রলোচনঃ।
বিচারঃ শুম্ভসদসি জাত ইত্যপি কীর্ত্ত্যতে ॥

ধূম্রলোচনবাক্যবিরামোত্তরং জাতং বৃত্তমাহ ইত্যুক্ত্বা বিররামেতি ॥ ১ ॥
বিদূষকোঽসীতি। বিদূষকশ্চাটুবটৌ পরনিন্দাকরেঽপি চেতি মেদিনী। শৈলূষো নটঃ ॥ ২—৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, জনমেজয় ! ধূম্রলোচন এই বলিয়া বিরত হইলে, কালিকা দেবী উৎকট হাস্য করিয়া সুললিত বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥ রে মূঢ় ! তুই চাটু বাক্যে নিপুণ বলিয়াই নটের ন্যায় বাক্য-বিন্যাস করিতেছিস্; তুই মনে করিয়াছিস্ যে মধুর বাক্য বলিলেই মনোরথ পূর্ণ হইবে কিন্তু তাহা নিতান্তই অসম্ভব ॥২॥ মূঢ়মতে ! তুই বলবান্ বিশেষত সেই দুরাত্মার অনুমতি অনুসারে প্রচুর সৈন্য সঙ্গে করিয়া এখানে আসিয়াছিস্, এখন বৃথা বাক্য-ব্যয় পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ কর্ ॥৩॥ এই দেবী কুপিত হইয়া তোকে শুম্ভ ও নিশুম্ভকে এবং অন্যান্য সেনাপতিদিগকে শরনিকরে সংহার করিয়া পরে স্বীয় আলয়ে গমন করিবেন ॥৪॥ দেখ্, শুম্ভ মন্দমতি আর এই দেবী বিশ্ববিমোহিনী সুতরাং এ উভয়ের অন্তর অধিকতর; অতএব, এই সংসারে ইহাদের পরস্পর বিবাহ বিধি নিতান্তই অযোগ্য ॥ ৫ ॥ মূঢ় ! তুই বুঝিয়া দেখ্, সিংহী যদিও অতিশয় কামাতুরা হয় তথাপি সে কি কখন সামান্য

গচ্ছ শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ বদ সত্যং বচো মম।
কুরু যুদ্ধং ন চেদ্যাহি পাতালং তরসাধুনা ॥ ৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

কালিকায়া বচঃ শ্রুত্বা স দৈত্যো ধূম্রলোচনঃ।
তামুবাচ মহাভাগ ! ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ৮ ॥
দুর্দ্দর্শে ! ত্বাং নিহত্যাজৌ সিংহঞ্চ মদগর্ব্বিতম্।
গৃহীত্বৈনাং গমিষ্যামি রাজানং প্রত্যহং কিল ॥ ৯ ॥
রসভঙ্গভয়াৎ কালি ! বিভেমি ত্বিহ সাম্প্রতম্।
নোচেত্ত্বাং নিশিতৈর্ব্বাণৈর্হন্ম্যদ্য কলহপ্রিয়ে ! ॥ ১০ ॥

কালিকোবাচ।

কিং বিকত্থসি মন্দাত্মন্নায়ং ধর্ম্মো ধনুষ্মতাম্।
স্বশক্ত্যা মুঞ্চ বিশিখান্ গন্তাসি যমসংসদি ॥ ১১ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং দৈত্যঃ সংগৃহ্য কার্ম্মুকং দৃঢ়ম্।
কালিকাং তাং শরাসারৈর্ব্বর্ষাতিশিলাশিতৈঃ ॥ ১২ ॥

আজৌ যুদ্ধে। এনাং সুন্দরীমম্বিকাম্। অহং রাজানং প্রতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৯ ॥
তর্হি কার্য্যং কুতো ন করোষি চেত্তত্রাহ রসভঙ্গেতি ॥ ১০ ॥

শৃগালকে, করিণী কি গর্দ্দভকে অথবা সুরভি কি গবয়কে পতি করিয়া থাকে ? ॥ ৬ ॥ তুই এক্ষণে সত্বর শুম্ভ ও নিশুম্ভের সন্নিধানে গমন করিয়া আমার এই সত্য বাক্য বল্ যে, সে এখনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউক নতুবা অবিলম্বে পাতালে পলায়ন করিয়া আপনার প্রাণ রক্ষা করুক ॥ ৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহাভাগ ! সেই দানব ধূম্রলোচন কালিকার বাক্য শ্রবণে অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া আরক্তলোচনে তাঁহাকে বলিতে লাগিল ॥ ৮ ॥ কুৎসিতাঙ্গি ! আজি তোমাকে এবং এই মদগর্ব্বিত সিংহকে সমরে নিহত করিয়া এই সুন্দরীকে রাজার নিকট লইয়া যাইব ॥ ৯ ॥ কালি ! কেবল রসভঙ্গের ভয়ে এখনও এই কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিতেছি না। কলহপ্রিয়ে ! যদি তাহা না হইত তাহা হইলে নিশিত শরসমূহ দ্বারা এখনিই তোমাকে নিহত করিতাম সন্দেহ নাই ॥ ১০ ॥

কালিকা ধূম্রলোচনের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মূঢ় ! তুই কি মিছা আত্মশ্লাঘা করিতেছিস্, ইহা ধনুর্দ্ধারী বীরদিগের ধর্ম্ম নহে, তুই এক্ষণে স্বীয় শক্তি অনুসারে বাণ সকল মোচন কর্, আমি এখনিই তোকে শমন-সভায় প্রেরণ করিতেছি ॥ ১১ ॥

দেবাস্তু প্রেক্ষকাস্তত্র বিমানবরসংস্থিতাঃ।
তাং স্তুবন্তো জয়েত্যুচুর্দেবীং শক্রপুরোগমাঃ ॥ ১৩ ॥
তয়োঃ পরস্পরং যুদ্ধং প্রবৃত্তঞ্চাতিদারুণম্।
বাণখড়্গগদাশক্তিমুসলাদিভিরুৎকটম্ ॥ ১৪ ॥
কালিকা বাণপাতৈস্তু হত্বা পূর্ব্বং খরানথ।
বভঞ্জ তদ্রথং ব্যূঢ়ং জহাস চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ১৫ ॥
স চান্যং রথমারূঢ়ঃ কোপেন প্রজ্বলন্নিব।
বাণবৃষ্টিং চকারোগ্রাং কালিকোপরি ভারত ! ॥ ১৬ ॥
সাপি চিচ্ছেদ তরসা তস্য বাণানসঙ্গতান্।
মুমোচান্যানুগ্রবেগান্ দানবোপরি কালিকা ॥ ১৭ ॥
তৈর্বাণৈর্নিহতাস্তস্য পার্ষ্ণিগ্রাহাঃ সহস্রশঃ।
বভঞ্জ চ রথং বেগাৎ সূতং হত্বা খরানপি ॥ ১৮ ॥
চিচ্ছেদ তদ্ধনুঃ সদ্যো বাণৈরুরগসন্নিভৈঃ।
মুদং চক্রে সুরাণাং সা শঙ্খনাদং তথাকরোৎ ॥ ১৯ ॥

নায়ং ধর্ম্মো মুখেন বল্‌গনরূপঃ ॥ ১১—১৪ ॥
খরান্ রথবাহান্ রাসভান্ ॥ ১৫—২১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র ! দেবীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে দানব ধূম্রলোচন সুদৃঢ় কার্ম্মুক গ্রহণ করিয়া কালিকার উপর শাণিত শায়ক সকল বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ১২ ॥ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ উত্তম উত্তম বিমানে অধিষ্ঠিত হইয়া যুদ্ধ দর্শন এবং জয় হউক বলিয়া দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ তখন বাণ, খড়্গ, গদা, শক্তি ও মুষল প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্র বর্ষণ দ্বারা তাহাদের পরস্পর ঘোরতর নিদারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ১৪ ॥ কালিকা শর প্রহার দ্বারা প্রথমত তাহার রথবাহক খর সকলকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন, পরে তাহার বিশাল রথ ভগ্ন করিয়া বারংবার হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ হে ভারত ! তখন ধূম্রলোচন অন্য রথে আরোহণ করত কোপে প্রজ্বলিত হইয়াই যেন কালিকার উপর ঘোরতর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥ কালিকা দেবীও তাহার বাণ সকল আসিতে না আসিতেই তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং দানবের উপর অন্য বাণ সকল সবেগে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১৭ ॥ সেই শরনিকরে তাহার সহস্র সহস্র পার্শ্বরক্ষক নিহত হইল; অধিক কি, তিনি সেই সকল শর দ্বারা তাহার বাহক খর ও সারথিকে নিহত করিয়া রথ ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১৮ ॥ সর্পসদৃশ বেগশালী শরজালে তাহার ধনুক ছিন্ন করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন, তদ্দর্শনে দেবতাগণ আনন্দ

বিরথঃ পরিঘং গৃহ্য সর্ব্বলোহময়ং দৃঢ়ম্।
আজগাম রথোপস্থং কুপিতো ধূম্রলোচনঃ ॥ ২০ ॥
বাচা নির্ভৎর্সয়ন্ কালীং করালঃ কালসন্নিভঃ।
অদ্যৈব ত্বাং হনিষ্যামি কুরূপে! পিঙ্গলোচনে! ॥ ২১ ॥
ইত্যুক্ত্বা সহসাগত্য পরিঘং ক্ষিপতে যদা।
হুঙ্কারেণৈব তং ভস্ম চকার তরসাম্বিকা ॥ ২২ ॥
দৃষ্ট্বা ভস্মীকৃতং দৈত্যং সৈনিকা ভয়বিহ্বলাঃ।
চক্রুঃ পলায়নং সদ্যো হা তাতেত্যব্রুবন্ পথি ॥ ২৩ ॥
দেবাস্তং নিহতং দৃষ্ট্বা দানবং ধূম্রলোচনম্।
মুমুচুঃ পুষ্পবৃষ্টিং তে মুদিতা গগনে স্থিতাঃ ॥ ২৪ ॥
রণভূমিস্তদা রাজন্! দারুণা সমপদ্যত।
নিহতৈর্দানবৈরশ্বৈঃ খরৈশ্চ বারণৈস্তথা ॥ ২৫ ॥
গৃধ্রাঃ কাকা বটাঃ শ্যেনা বরফা জম্বুকাস্তথা।
ননৃতুশ্চ ক্রুশুঃ প্রেতান্ পতিতান্রণভূমিষু ॥ ২৬ ॥

যদেতি। যদা যস্মিন্ কালে ক্ষিপতে ত্যজতি তস্মিন্নেব কালে সাম্বিকা যস্যাঃ শরীরাৎ কৌশিকী নির্গতা সা সুন্দরী অম্বিকা হুঙ্কারেণৈব হুঙ্কারোচ্চারণেনৈব তং ভস্ম চকার। কাষ্ঠং ভস্ম চকারেতিবৎ প্রয়োগঃ। তথা চাম্বিকয়া স হুঙ্কারেণ নাশিতো ন তু কালিকয়া। তদুক্তং মার্কণ্ডেয়পুরাণে হুঙ্কারেণৈব তং ভস্ম সা চকারাম্বিকা তত ইতি ॥ ২২ ॥

পথি হাতাতেত্যব্রুবন্নিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৩—২৪ ॥

নিহতৈর্নির্গতপ্রাণৈর্দ্দানবাদিভির্দারুণা ভয়ঙ্করী সমপদ্যতেত্যন্বয়ঃ ॥ ২৫ ॥

লাভ করিলেন ॥ ১৯ ॥ ধূম্রলোচন বিরথ হইবামাত্র কুপিত হইয়া লৌহময় সুদৃঢ় পরিঘ লইয়া রথ সমীপে উপনীত হইল ॥ ২০ ॥ তখন কালসদৃশ ভয়ঙ্কর দানব দেবীকে ভৎর্সনা করিয়া বলিল, কুৎসিতাঙ্গি পিঙ্গললোচনে কালি! আমি এখনিই তোমাকে নিহত করিব ॥ ২১ ॥ এই বলিয়া সহসা তাঁহার নিকট গিয়া যখন পরিঘ নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইল, তখনই অম্বিকা দেবী হুঙ্কার শব্দ দ্বারা তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিলেন ॥ ২২ ॥ ধূম্রলোচন ভস্মসাৎ হইল দেখিয়া তাহার সৈন্যগণ ভয়বিহ্বল হইয়া পথিমধ্যে হা তাত! হা তাত! বলিয়া রোদন করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিল ॥ ২৩ ॥ দেবগণ ধূম্রলোচনকে নিহত দেখিয়া প্রফুল্ল অন্তঃকরণে গগনমণ্ডল হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ মহারাজ! সেই সময় কোন স্থানে নিহত দানবগণ, কোন স্থানে অশ্ব, কোন স্থানে বারণ ও কোন স্থানে খর সকল পতিত থাকায় রণভূমি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তিধারণ করিল ॥২৫॥ গৃধ্র, কাক, শ্যেন, বটবরফাদি পিশাচ ও জম্বুক প্রভৃতি মাংসলোলুপ জীবগণ, রণস্থলে

অম্বিকা তদ্রণস্থানং ত্যক্ত্বা দূরং স্থলান্তরে।
গত্বা চকার চাপ্যুগ্রং শঙ্খনাদং ভয়প্রদম্ ॥ ২৭ ॥
তং শ্রুত্বা দরশব্দন্তু শুম্ভঃ সদ্মনি সংস্থিতঃ।
দৃষ্ট্বাথ দানবান্ ভগ্নানাগতান্ রুধিরোক্ষিতান্ ॥ ২৮ ॥
ছিন্নপাদকরাক্ষাংশ্চ মঞ্চকারোপিতানপি।
ভগ্নপৃষ্ঠকটিগ্রীবান্ ক্রন্দমানাননেকশঃ ॥ ২৯ ॥
বীক্ষ্য শুম্ভো নিশুম্ভশ্চ ক গতো ধূম্রলোচনঃ।
কথং ভগ্নাঃ সমায়াতা নানীতা কিং বরাননা ॥ ৩০ ॥
সৈন্যং কুত্র গতং মন্দাঃ কথয়ন্তু যথোচিতম্।
কস্যায়ং শঙ্খনাদোঽদ্য শ্রূয়তে ভয়বর্দ্ধনঃ ॥ ৩১ ॥

গণা ঊচুঃ।

বলঞ্চ পাতিতং সর্ব্বং নিহতো ধূম্রলোচনঃ।
কৃতং কালিকয়া কর্ম্ম রণভূমাবমানুষম্ ॥ ৩২ ॥

বটা বরফাঃ বটবরফশব্দেন পিশাচবিশেষাঃ। তদুক্তং শূলিনীমন্ত্রবিধানে সহস্রং প্রজপেন্মন্ত্রং শূলিন্যা যং স্পৃশন্নরঃ। বটাশ্চ বরফাশ্চৈব ন স্পৃশন্তি কদাচনেতি। চুক্রুশুঃ কোলাহলং চক্রুঃ। রণভূমিষু প্রেতান্ পতিতান্ দৃষ্ট্বেতি শেষঃ ॥ ২৬—৩৩ ॥

পতিত প্রেতদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া নৃত্য ও বিকট কোলাহল শব্দ করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥ তখন, অম্বিকা দেবী সেই রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া দূরবর্ত্তী স্থানে গমন পূর্ব্বক এরূপ ভীতিপ্রদ প্রচণ্ড শঙ্খধ্বনি করিলেন যে, শুম্ভ স্বীয় আলয়ে বসিয়াও সেই ভয়জনক শঙ্খ নিনাদ শুনিতে পাইল। পরক্ষণেই দেখিল যে, দানব সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া রোদন করিতে করিতে রণস্থল হইতে আগমন করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কেহ সর্ব্বাঙ্গে রুধিরধারায় আপ্লাবিত, কাহারও পদ ছিন্ন, কাহারও বাহু ছিন্ন, কেহ বা নয়ন-বিহীন, কাহারও বা পৃষ্ঠ ভগ্ন, কাহারও কটি ভগ্ন, কাহারও গ্রীবা ভগ্ন, কেহ বা খট্টায় শায়িত। শুম্ভ ও নিশুম্ভ ইহাদিগকে অবলোকন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ধূম্রলোচন এক্ষণে কোথায়? তোমরা কি জন্য রণে ভঙ্গ দিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলে এবং কি জন্যই বা সেই সুবদনা রমণীকে আনয়ন কর নাই? ॥ ২৭—৩০ ॥ অন্যান্য সৈন্য সকল কোথায়? আর এই যে ভয়বর্দ্ধন শঙ্খের শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে, এই শঙ্খধ্বনি কাহার? রে মূঢ়-গণ! তোরা এই সকল বিষয়ের যথার্থ বৃত্তান্ত শীঘ্রই ব্যক্ত কর্ ॥ ৩১ ॥

সৈন্য সকল শুম্ভের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল, রাজন্! কালিকা দেবী ধূম্র-লোচনকে নিহত এবং সমস্ত সৈন্যগণকে সংহার করিয়া রণস্থলে অলৌকিক কার্য্য

শঙ্খনাদোঽম্বিকায়াস্তু গগনং ব্যাপ্য রাজতে।
হর্ষদঃ সুরসঙ্ঘানাং দানবানাঞ্চ শোককৃৎ ॥ ৩৩ ॥
যদা নিপাতিতাঃ সর্ব্বে তেন কেশরিণা বিভো!।
রথা ভগ্না হয়াশ্চৈব বাণপাতৈর্বিনাশিতাঃ ॥ ৩৪ ॥
গগনস্থাঃ সুরাশ্চক্রুঃ পুষ্পবৃষ্টিং মুদান্বিতাঃ।
দৃষ্ট্বা ভগ্নং বলং সর্ব্বং পাতিতং ধূম্রলোচনম্ ॥ ৩৫ ॥
নিশ্চয়স্তু কৃতোঽস্মাভির্জয়ো নৈব ভবেদিতি।
বিচারং কুরু রাজেন্দ্র! মন্ত্রিভির্মন্ত্রবিত্তমৈঃ ॥ ৩৬ ॥
বিস্ময়োঽয়ং মহারাজ! যদেকা জগদম্বিকা।
ভবদ্ভিঃ সহ যুদ্ধায় সংস্থিতা সৈন্যবর্জ্জিতা ॥ ৩৭ ॥
নির্ভয়ৈকাকিনী বালা সিংহারূঢ়া মদোৎকটা।
চিত্রমেতন্মহারাজ! ভাসতেঽদ্ভুতমঞ্জসা ॥ ৩৮ ॥
সন্ধির্বা বিগ্রহো বাদ্য স্থানং নির্যাণমেব চ।
মন্ত্রয়িত্বা মহারাজ! কুরু কার্য্যং যথারুচি ॥ ৩৯ ॥

যদা সর্ব্বে তেন কেশরিণা নিপাতিতাঃ। যদা চ রথা ভগ্না বাণপাতৈর্হয়াশ্চ বিনাশিতাস্তদা গগনস্থা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

ভগ্নং বলং ধূম্রলোচনং পাতিতঞ্চ দৃষ্ট্বাস্মাভির্জয়ো নৈব ভবেত্তবেতি নিশ্চয়ঃ কৃত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৫—৩৮ ॥

করিয়াছেন ॥ ৩২ ॥ মহারাজ! যে শঙ্খের শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া দানবগণের অন্তরে ভীতিসঞ্চার ও দেবগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া গগনমণ্ডলে প্রতিধ্বনিত হইতেছে ইহা অম্বিকার শঙ্খনিনাদ জানিবেন ॥ ৩৩ ॥ প্রভো! দেবী অজস্র বাণ বর্ষণ করিয়া যে সময় দানববর ধূম্রলোচনের রথ সকল ভগ্ন এবং অশ্বগণকে নিহত করিয়া তাহাকেও বিনাশ করিলেন, সেই কেশরী যখন সমস্ত সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে লাগিল, যখন ধূম্রলোচন রণ-শয্যায় শায়িত হইল, যখন সমস্ত সৈন্য ভগ্ন হইল, তখন সুরগণ এই সমস্ত অবলোকন করিয়া হর্ষ সহকারে গগনমণ্ডল হইতে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৩৪—৩৫ ॥ রাজন্! আমাদিগের জয়লাভ হইবে না আমরা এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছি অতএব এক্ষণে আপনি মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রিগণের সহিত বিচার করিয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করুন ॥ ৩৬ ॥ মহারাজ! জগদম্বিকা সৈন্যের সহায়তা না লইয়াও আপনাদিগের সহিত সংগ্রাম করিবার বাসনায় যে একাকিনী অপেক্ষা করিতেছেন, ইহাই আমাদিগের বিস্ময়ের বিষয় ॥ ৩৭ ॥ মহারাজ! মদগর্ব্বে গর্ব্বিতা সেই বালা নির্ভয় হইয়া একাকিনী সিংহপৃষ্ঠে বিরাজমান রহিয়াছেন। রাজেন্দ্র! এ সমস্তই আমাদিগের অদ্ভুত বলিয়াই বিবেচনা হইতেছে ॥ ৩৮ ॥ মহারাজ!

তৎসন্নিধৌ বলং নাস্তি তথাপি শত্রুতাপন ! ।
পার্ষ্ণিগ্রাহাঃ সুরাঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি কিলাপদি ॥ ৪০ ॥
সময়ে তৎসমীপস্থৌ জ্ঞাতৌ চ হরিশঙ্করৌ।
লোকপালাঃ সমীপেঽদ্য বর্ত্তন্তে গগনে স্থিতাঃ ॥ ৪১ ॥
রক্ষোগণাশ্চ গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরা মানুষাস্তথা।
তৎসহায়াশ্চ মন্তব্যাঃ সময়ে সুরতাপন ! ॥ ৪২ ॥
অস্মাকমনুমানেন জ্ঞায়তে সর্ব্বথেদৃশম্।
অম্বিকায়াঃ সহায়াশা তৎকার্য্যাশা ন কাচন ॥ ৪৩ ॥
একা নাশয়িতুং শক্তা জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্।
কা কথা দানবানাস্তু সর্ব্বেষামিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
ইতি জ্ঞাত্বা মহাভাগ ! যথা রুচি তথা কুরু।
হিতং সত্যং মিতং বাক্যং বক্তব্যমনুযায়িভিঃ ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তেষাং শুম্ভঃ পরবলার্দ্দনঃ।
কনীয়াংসং সমানীয় পপ্রচ্ছ রহসি স্থিতঃ ॥ ৪৬ ॥

সন্ধির্মৈত্রী। নিগ্রহঃ শত্রুত্বম্। স্থানমুদাসীনতয়াবস্থানম্। নির্যাণং পলায়নম্ ॥৩৯—৪০॥
সময়ে ইতি। তাবপি হরিশঙ্করৌ সময়ে সহায়ৌ ভবিষ্যত ইতি শেষঃ ॥ ৪১ ॥
রক্ষোগণাঃ ভূতগণাঃ ॥ ৪২ ॥

সন্ধি, বিগ্রহ, পলায়ন বা উদাসীন ভাবে অবস্থিতি, ইহার মধ্যে আপনার যাহাতে অভিলাষ হয়, মন্ত্রণা করিয়া সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন ॥ ৩৯ ॥ হে শত্রুসন্তাপন ! আমাদের বোধ হয় সেই দেবীর নিকট এক্ষণে সৈন্য নাই সত্য, কিন্তু আপদ্‌কালে সমস্ত সুরবর্গ তাঁহার পার্শ্বরক্ষক হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥ যথাসময়ে হরি ও হর উভয়েই তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইবেন, এক্ষণে লোকপালগণ গগনমণ্ডল আশ্রয় করিয়া তাহার সমীপেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন ॥ ৪১ ॥ সুরতাপন ! আপনি জানিবেন যে, গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও মানুষগণ সকলেই যথাসময়ে নিশ্চয়ই তাঁহার সহায় হইবে ॥ ৪২ ॥ মহারাজ ! আমরা অনুমান দ্বারা এইরূপই বিবেচনা করিতেছি, বস্তুত সেই অম্বিকা কাহারও কোন সাহায্যের প্রত্যাশা রাখেন না, কিংবা কেহ তাহার কার্য্য করিবে সে আশাও করেন না ॥ ৪৩ ॥ আপনি নিশ্চয় জানিবেন, তিনি একাকিনীই চরাচরের সহিত সমস্ত জগন্মণ্ডল বিনাশ করিতে পারেন, তাহাতে সমস্ত দানবগণের কথা আর কি বলিব ॥ ৪৪ ॥ হে মহাভাগ ! এই সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত

ভ্রাতঃ! কালিকয়াদ্যৈব নিহতো ধূম্রলোচনঃ।
বলঞ্চ শাতিতং সর্ব্বং গণা ভগ্নাঃ সমাগতাঃ ॥ ৪৭ ॥
অম্বিকা শঙ্খনাদং বৈ করোতি মদগর্ব্বিতা।
জ্ঞানিনাঞ্চৈব দুর্জ্জ্ঞেয়া গতিঃ কালস্য সর্ব্বথা ॥ ৪৮ ॥
তৃণং বজ্রায়তে নূনং বজ্রঞ্চৈব তৃণায়তে।
বলবান্ বলহীনঃ স্যাদ্দৈবস্য গতিরীদৃশী ॥ ৪৯ ॥
পৃচ্ছামি ত্বাং মহাভাগ! কিং কর্ত্তব্যমতঃ পরম্।
অভোগ্যা চাম্বিকা নূনং কারণাদত্র বাগতা ॥ ৫০ ॥
যুক্তং পলায়নং বীর! যুদ্ধং বা বদ সত্বরম্।
লঘুং জ্যেষ্ঠং বিজানামি ত্বামহং কার্য্যসঙ্কটে ॥ ৫১ ॥

নিশুম্ভ উবাচ।

ন বা পলায়নং যুক্তং ন দুর্গগ্রহণং তথা।
যুদ্ধমেব পরং শ্রেয়ঃ সর্ব্বথৈবানয়ানঘ! ॥ ৫২ ॥

বস্তুতস্তস্যাঃ সহায়াপেক্ষৈব নাস্তীত্যাহ অম্বিকায়া ইতি ॥ ৪৩—৪৯ ॥
অভোগ্যেতি অস্মাৎ কারণাৎ পরাভবরূপাদত্র সমাগতাম্বিকা নূনমভোগ্যা ন সেবনীয়েতি যুক্তং পলায়নং বা যুক্তং যুদ্ধং বা যুক্তমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৫০—৫৩ ॥

হইয়া আপনার যেরূপ অভিরুচি হয় তাহাই করুন; হিত অথচ পরিমিত সত্য বাক্য বলাই ভৃত্যগণের উচিত, এই নিমিত্তই আপনাকে এই সকল কথা বলিলাম ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! পরবলবিমর্দ্দন শুম্ভ, তাহাদিগের বাক্য শ্রবণে কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া বলিল ॥ ৪৬ ॥ ভ্রাতঃ! একাকিনী কালিকা আজ ধূম্রলোচনকে সংহার করিয়া সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট করিয়াছে, অবশিষ্ট সৈন্যগণ ভঙ্গ দিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে ॥৪৭॥ এক্ষণে অম্বিকা মদগর্ব্বিত হইয়া শঙ্খধ্বনি করিতেছে। ভ্রাতঃ! কালের গতি জ্ঞানিগণেরও নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় ॥ ৪৮ ॥ দেখ, কালের গতিবশত তৃণ কোথাও বজ্রসদৃশ, বজ্র কোথাও তৃণতুল্য এবং বলবান্ও বলহীন হইয়া থাকে, অতএব দৈবের গতি এইরূপই জানিবে ॥ ৪৯ ॥ মহাভাগ! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, ইহার পর আমাদের কর্ত্তব্য কি? এই পরাভবের পর সেই সমাগত অম্বিকাকে উপভোগ করা উচিত, অথবা এখান হইতে পলায়ন করা বিধেয়, কিংবা যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য? তুমি তাহা সত্বর বল। তুমি কনিষ্ঠ হইলেও সঙ্কটস্থলে আমি তোমাকে জ্যেষ্ঠ বলিয়াই জ্ঞান করিয়া থাকি ॥ ৫০—৫১ ॥

নিশুম্ভ শুম্ভের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিল, হে অনঘ! পলায়ন কিংবা দুর্গের আশ্রয় গ্রহণ করা যুক্তি সঙ্গত নহে, ইহার সহিত যুদ্ধ করাই সর্ব্ব প্রকারে শ্রেয়স্কর জানিবেন ॥৫২॥

সসৈন্যোঽহং গমিষ্যামি রণে তু প্রবরাশ্রিতঃ ।
হত্বা তামাগমিষ্যামি তরসা ত্ববলামিমাম্ ॥ ৫৩ ॥
অথবা বলবদ্দৈবাদন্যথা চেদ্ভবিষ্যতি ।
মৃতে ময়ি ত্বয়া কার্য্যং বিমৃশ্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৪ ॥
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা শুম্ভঃ প্রোবাচ চানুজম্ ।
তিষ্ঠ ত্বং চণ্ডমুণ্ডৌ দ্বৌ গচ্ছেতাং বলসংযুতৌ ॥ ৫৫ ॥
শশকগ্রহণায়াত্র ন যুক্তং গজমোচনম্ ।
চণ্ডমুণ্ডৌ মহাবীরৌ তাং হন্তুং সর্ব্বথা ক্ষমৌ ॥ ৫৬ ॥
ইত্যুক্ত্বা ভ্রাতরং শুম্ভঃ সম্ভাষ্য চ মহাবলৌ ।
উবাচ বচনং রাজা চণ্ডমুণ্ডৌ পুরঃস্থিতৌ ॥ ৫৭ ॥
গচ্ছতাং চণ্ডমুণ্ডৌ দ্বৌ স্বসৈন্যপরিবারিতৌ ।
হন্তুং তামবলাং শীঘ্রং নির্লজ্জাং মদগর্ব্বিতাম্ ॥ ৫৮ ॥
গৃহীত্বাথ নিহত্যাজৌ কালিকাং পিঙ্গলোচনাম্ ।
আগম্যতাং মহাভাগৌ কৃত্বা কার্য্যং মহত্তরম্ ॥ ৫৯ ॥

অন্যথেতি । বলবদ্দৈবাদহমেব মরিষ্যামি চেদিত্যর্থঃ । তদেতি শেষঃ । মৃতে ময়ীত্যত্রান্বয়ঃ ॥ ৫৪—৫৭ ॥
তামবলাং কালিকাং হন্তুমিত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

আমি প্রধান প্রধান যোদ্ধা এবং সৈন্য সমভিব্যাহারে সমরে গিয়া সেই অবলাকে সংহার করিয়া অবিলম্বে প্রতি নিবৃত্ত হইব ॥ ৫৩ ॥ অথবা যদি দৈবের অতিশয় প্রবলতা বশত ইহার অন্যথা হয়, তবে আমি মৃত হইলে আপনি বারংবার বিবেচনা করিয়া যাহা কর্ত্তব্য হয় তাহাই করিবেন ॥ ৫৪ ॥

শুম্ভ কনিষ্ঠ ভ্রাতার ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া তাহাকে বলিল, তুমি অপেক্ষা কর, এখন সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া চণ্ড ও মুণ্ড উভয়েই গমন করুক ॥ ৫৫ ॥ দেখ, শশক গ্রহণ করিবার নিমিত্ত গজেন্দ্র প্রেরণ উচিত নহে ; ইহা অতি সামান্য বিষয়, মহাবীর চণ্ড ও মুণ্ড তাহাকে সংহার করিতে সর্ব্বতোভাবে সমর্থ হইবে ॥ ৫৬ ॥ রাজা শুম্ভ ভ্রাতাকে এই কথা বলিয়া সম্মুখস্থিত মহাবীর চণ্ড মুণ্ডকে বলিল ॥ ৫৭ ॥ চণ্ড ! মুণ্ড ! তোমরা মদগর্ব্বিতা লজ্জাহীনা সেই অবলা ললনাকে সংহার করিবার নিমিত্ত স্বীয় সেনায় পরিবৃত হইয়া সত্বর গমন কর ॥ ৫৮ ॥ বীরযুগল ! সেই পিঙ্গলনয়না কালিকাকে সংগ্রাম স্থলে বিনাশ করিয়া এবং সেই অম্বিকাকে গ্রহণ করিয়া এই মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করত শীঘ্র আগমন কর ॥ ৫৯ ॥

সা নায়াতি গৃহীতাপি গর্ব্বিতা চাম্বিকা যদি।
তদা বাণৈর্মহাতীক্ষ্ণৈর্হন্তব্যাহবমণ্ডিতা ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে ধূম্রলোচনবধো নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

গৃহীত্বেতি। কালিকাং নিহত্যাথ তামম্বিকাং গৃহীত্বেত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

আর যদি সেই গর্ব্বিত অম্বিকা গৃহীত হইলেও না আইসে তবে সুতীক্ষ্ণ সায়ক সমূহ দ্বারা রণভূষণরূপ সেই দুর্গাকেও নিহত করিবে ॥ ৬০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে ধূম্রলোচন বধ নামক
পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাজ্ঞপ্তৌ তদা বীরৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাবলৌ।
জগ্মতুস্তরসৈবাজৌ সৈন্যেন মহতান্বিতৌ ॥ ১ ॥
দৃষ্ট্বা তত্র স্থিতাং দেবীং দেবানাং হিতকারিণীম্।
ঊচতুস্তৌ মহাবীর্য্যৌ তদা সামান্বিতং বচঃ ॥ ২ ॥
বালে! ত্বং কিং ন জানাসি শুম্ভং সুরবলার্দ্দনম্।
নিশুম্ভঞ্চ মহাবীর্য্যং তুরাষাড়্বিজয়োদ্ধতম্ ॥ ৩ ॥
ত্বমেকাসি বরারোহে! কালিকাসিংহসংযুতা।
জেতুমিচ্ছসি দুর্বুদ্ধে! শুম্ভং সর্ব্ববলান্বিতম্ ॥ ৪ ॥
মতিদঃ কোঽপি তে নাস্তি নারী বাপি নরোঽপি বা
দেবাস্ত্বাং প্রেরয়ন্ত্যেব বিনাশায় তবৈব তে ॥ ৫ ॥
বিমৃশ্য কুরু তন্বঙ্গি! কার্য্যং স্বপরয়োর্বলম্।
অষ্টাদশভুজত্বাত্ত্বং গর্ব্বঞ্চ কুরুষে মৃষা ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ পঞ্চষষ্টিপদ্যৈরথ ভয়ঙ্করম্।
যুদ্ধং সমভবদ্ঘোরং শ্রীদেব্যাশ্চণ্ডমুণ্ডয়োঃ ॥

চণ্ডমুণ্ডাজ্ঞানন্তরং জাতং বৃত্তমাহ ইত্যাজ্ঞপ্তাবিতি ॥ ১—২ ॥
তুরাষাড়িন্দ্রস্তস্য বিজয়েনোদ্ধতমুন্মত্তম্ ॥ ৩—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তখন মহাবীর চণ্ড ও মুণ্ড শুম্ভের এই আদেশ পাইবামাত্র মহতী সেনা সমভিব্যাহারে সত্বর সমরে প্রস্থান করিল ॥ ১ ॥ সেই নিরতিশয় বলবান্ দানবদ্বয় সমরস্থলে দেবগণের হিতকারিণী দেবীকে দর্শন করিয়া সামসমন্বিত বাক্যে তাঁহাকে বলিতে লাগিল ॥ ২ ॥ বালে! তুমি কি জান না যে মহাবল পরাক্রান্ত অসুররাজ শুম্ভ ও নিশুম্ভ সমস্ত সুরসৈন্যগণকে নিপীড়িত করিয়াছেন এবং সুরপতি ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়া বিজয়মদে অত্যন্ত উন্মত্ত হইয়াছেন? ॥ ৩ ॥ নিতম্বিনি! তোমার দুর্বুদ্ধি ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই, নতুবা কি জন্য তুমি একাকিনী, কেবলমাত্র কালিকা ও সিংহকে সহায় করিয়া সমস্ত সেনার সহিত শুম্ভকে পরাজয় করিতে ইচ্ছা করিতেছ ॥ ৪ ॥ আমার বোধ হয় তোমাকে সুবুদ্ধি প্রদান করে এমন নারী বা নর কেহই নাই? দেবতারা তোমার

কিং ভুজৈর্ব্বহুভির্ব্যর্থৈরায়ুধৈঃ কিং শ্রমপ্রদৈঃ।
শুম্ভস্যাগ্রে সুরাণাং বৈ জেতুঃ সমরশালিনঃ ॥ ৭ ॥
ঐরাবতকরচ্ছেত্তুর্দ্দন্তিদারণকারিণঃ।
জয়িনঃ সুরসঙ্ঘানাং কার্য্যং কুরু মনোগতম্ ॥ ৮ ॥
বৃথা গর্ব্বায়সে কান্তে! কুরু মে বচনং প্রিয়ম্।
হিতং তব বিশালাক্ষি! সুখদং দুঃখনাশনম্ ॥ ৯ ॥
দুঃখদানি চ কার্য্যাণি ত্যাজ্যানি দূরতো বুধৈঃ।
সুখদানি চ সেব্যানি শাস্ত্রতত্ত্ববিশারদৈঃ ॥ ১০ ॥
চতুরাসি পিকালাপে! পশ্য শুম্ভবলং মহৎ।
প্রত্যক্ষং সুরসঙ্ঘানাং মর্দ্দনেন মহোদয়ম্ ॥ ১১ ॥
প্রত্যক্ষঞ্চ পরিত্যজ্য বৃথৈবানুমিতিঃ কিল।
সন্দেহসহিতে কার্য্যে ন বিপশ্চিৎ প্রবর্ত্ততে ॥ ১২ ॥

স্বপরয়োর্ব্বলং বিমৃশ্য বিচার্য্য কার্য্যং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ৬—১১ ॥
বৃথৈবানুমিতিঃ। দেববলমপি মহোদয়ং বলত্বাদ্দৈত্যবলবদিত্যনুমিতিঃ বৃথৈব তত্র দৈত্যসম্বন্ধিত্বস্যোপাধিত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১২—১৩ ॥

বিনাশের নিমিত্তই তোমাকে রণস্থলে প্রেরণ করিতেছে সন্দেহ নাই ॥ ৫ ॥ কৃশাঙ্গি! আপনার ও পরের বলাবল বিচার করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, আর যদি আপনার অষ্টাদশ বাহু দ্বারা নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারিব, মনে মনে এইরূপ গর্ব্ব করিয়া থাক তাহা নিতান্তই নিষ্ফল জানিবে ॥৬॥ কারণ, সেই সুরবিজয়ী শুম্ভ যখন সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, তখন তোমার বাহু সকল আর আয়ুধ সকলই বা তাহার কি করিবে? ঐ সকল কেবল বহনের পরিশ্রম জনক মাত্র হইবে, বস্তুত তাহা দ্বারা কোনও ফললাভের প্রত্যাশা করিও না ॥ ৭ ॥ যে বীরবর ঐরাবতের কর ছেদন করিয়াছেন, যিনি দন্তির দন্ত সকল উৎপাটিত করিয়াছেন এবং যিনি সমস্ত সুরবৃন্দকে পরাজয় করিয়াছেন, তুমি সেই শুম্ভের অভিলষিত কার্য্য সম্পন্ন কর ॥ ৮ ॥ কান্তে! তুমি বৃথা গর্ব্বিতার ন্যায় ব্যবহার করিতেছ। বিশালনয়নে! আমার প্রিয়বাক্য প্রতিপালন কর, আমার এই হিতবাক্য শুনিলে তোমার ক্লেশ তিরোহিত হইয়া সুখোদয় হইবে তাহাতে আর সংশয় কি? ॥ ৯ ॥ যে সকল কার্য্য করিলে ক্লেশ হয়, শাস্ত্রতত্ত্ব-বিশারদ পণ্ডিতগণ সে কার্য্য কখনই করেন না, প্রত্যুত তাঁহারা সুখদায়ক কার্য্য নিয়তই করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥ মধুরভাষিণি! তুমি চতুরা, অতএব শুম্ভ সুরবৃন্দকে নিপীড়িত করিয়া আর সুমহৎ বলের কতদূর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন তাহা তুমি প্রত্যক্ষ দর্শন কর ॥ ১১ ॥ আর, যদি তুমি দেবতাদিগের সৈন্যকে মহত্তর বলিয়া অনুমান করিয়া থাক তাহা মিথ্যা;

শক্রুঃ সুরাণাং পরমঃ শুম্ভঃ সমরদুর্জ্জয়ঃ ।
তস্মাত্ত্বাং প্রেরয়ন্ত্যত্র দেবা দৈত্যেশপীড়িতাঃ ॥ ১৩ ॥
তস্মাত্তদ্বচনৈঃ স্নিগ্ধৈর্বঞ্চিতাসি শুচিস্মিতে ! ।
দুঃখায় তব দেবানাং শিক্ষা স্বার্থস্য সাধিকা ॥ ১৪ ॥
কার্য্যমিত্রং পরিক্ষিপ্য ধর্ম্মমিত্রং সমাশ্রয়েৎ ।
দেবাঃ স্বার্থপরাঃ কামং ত্বামহং সত্যমব্রবম্ ॥ ১৫ ॥
ভজ শুম্ভং সুরেশানজেতারং ভুবনেশ্বরম্ ।
চতুরং সুন্দরং শূরং কামশাস্ত্রবিশারদম্ ॥ ১৬ ॥
ঐশ্বর্য্যং সর্ব্বলোকানাং প্রাপ্স্যসে শুম্ভশাসনাৎ ।
নিশ্চয়ং পরমং কৃত্বা ভর্ত্তারং ভজ শোভনম্ ॥ ১৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা চণ্ডস্য জগদম্বিকা ।
মেঘগম্ভীরনিনদং জগর্জ্জ পুনরব্রবীৎ ॥ ১৮ ॥

তব দুঃখায় দেবানাং শিক্ষা ভবতি স্বার্থস্য চ সাধিকা ভবতীদং কথং ত্বয়া ন জ্ঞাতমিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৯ ॥

কারণ, পণ্ডিতগণ প্রত্যক্ষ প্রমাণ পরিত্যাগ করিয়া কখনই সন্দেহযুক্ত অনুমান কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না ॥ ১২ ॥ সমর-দুর্জ্জয় শুম্ভ সুরগণের পরম শত্রু সুতরাং দানবপতির নিকট দেবতারা নিপীড়িত হইয়াই তোমাকে এই স্থানে পাঠাইয়াছে ॥ ১৩ ॥ শুচিস্মিতে ! তুমি এই কারণেই দেবতাদিগের মধুর বাক্যে বঞ্চিত হইয়াছ, দেবতারা স্বীয় স্বার্থ সাধন করিতে অভিলাষী হইয়া তোমাকে ক্লেশ দিবার নিমিত্তই এইরূপ উপদেশ দিয়াছে ॥ ১৪ ॥ কার্য্যবশত যে মিত্র হয় তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম-নিবন্ধন যে মিত্র হয় তাহাকেই আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। দেখ, আমি তোমাকে নিশ্চয়ই বলিতেছি যে, দেবতারা নিতান্তই স্বার্থপর ; তাহারা নিজ কার্য্যের সাধন জন্যই তোমার পরম মিত্র হইয়াছে ॥ ১৫ ॥ শুম্ভ সুরপতিকে জয় করিয়া ত্রিভুবনের অধীশ্বর হইয়াছেন, বিশেষত, তিনি শূর, সুন্দর, চতুর ও কামশাস্ত্রে বিশারদ অতএব এক্ষণে তুমি তাহাকেই ভজনা কর ॥ ১৬ ॥ দেখ, ত্রিলোক মধ্যে যে সমস্ত ঐশ্বর্য্য আছে, শুম্ভের শাসনবশত তৎসমুদয়ই তুমি লাভ করিবে অতএব তুমি স্থির নিশ্চয় করিয়া সেই সুশোভন ভর্ত্তা শুম্ভকেই ভজনা কর ॥ ১৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! জগদম্বিকা সেই চণ্ডের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরে গর্জ্জন করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন ॥১৮॥ রে জাল্ম ! তুই কি মিথ্যা বঞ্চনা

গচ্ছ জাল্ম ! মৃষা কিং ত্বং ভাষসে বঞ্চকং বচঃ।
ত্যক্ত্বা হরিহরাদীংশ্চ শুম্ভং কস্মাদ্ভজে পতিম্ ॥ ১৯ ॥
ন মে কশ্চিৎ পতিঃ কার্য্যো ন কার্য্যং পতিনা সহ।
স্বামিনী সর্ব্বভূতানামহমেব নিশাময় ॥ ২০ ॥
শুম্ভা মে বহবো দৃষ্টা নিশুম্ভাশ্চ সহস্রশঃ।
ঘাতিতাশ্চ ময়া পূর্ব্বং শতশো দৈত্যদানবাঃ ॥ ২১ ॥
মমাগ্রে দেববৃন্দানি বিনষ্টানি যুগে যুগে।
নাশং যাস্যন্তি দৈত্যানাং যূথানি পুনরদ্য বৈ ॥ ২২ ॥
কাল এবাগতোঽস্ত্যত্র দৈত্যসংহারকারকঃ।
বৃথা ত্বং কুরুষে যত্নং রক্ষণায়াত্মসন্ততেঃ ॥ ২৩ ॥
কুরু যুদ্ধং বীরধর্ম্মরক্ষায়ৈ ত্বং মহামতে ! ।
মরণং ভাবি দুস্ত্যাজ্যং যশো রক্ষ্যং মহাত্মভিঃ ॥ ২৪ ॥
কিন্তে কার্য্যং নিশুম্ভেন শুম্ভেন চ দুরাত্মনা।
বীরধর্ম্মং পরং প্রাপ্য গচ্ছ স্বর্গং সুরালয়ম্ ॥ ২৫ ॥
শুম্ভো নিশুম্ভশ্চৈবান্যে যে চাত্র তব বান্ধবাঃ।
সর্ব্বে তবানুগাঃ পশ্চাদাগমিষ্যন্তি সাম্প্রতম্ ॥ ২৬ ॥

বস্তুতঃ পত্যপেক্ষা মম নাস্তীত্যাহ ন মে ইতি। স্বামিনী সর্ব্বেশ্বরীত্যর্থঃ ॥ ২০—২৬ ॥

বাক্য প্রয়োগ করিতেছিস্ ? তুই এখনিই প্রস্থান কর্। হরিহর প্রভৃতি দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমি শুম্ভকে কিজন্য পতি করিব ॥১৯॥ রে মূর্খ ! পতির সহিত আমার কোন কার্য্যই নাই সুতরাং কাহাকেও পতি করিবার প্রয়োজন নাই; আমিই সমস্ত প্রাণিপুঞ্জের স্বামিনী হইয়া এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডস্থিত জীবসমূহ প্রতিপালন করিয়া থাকি ইহাই অবধারণ কর্ ॥২০॥ আমি পূর্ব্বে সহস্র সহস্র নিশুম্ভ ও শুম্ভকে দর্শন এবং বিনাশ করিয়াছি এবং শত শত দৈত্য দানবকে শমন সদনে প্রেরণ করিয়াছি ॥২১॥ আমার সম্মুখে যুগে যুগে কত শত দেবতা বিনষ্ট হইয়াছে, অদ্য আবার এই দানবগণ সকল পুনরায় ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে ॥ ২২ ॥ এক্ষণে দৈত্যগণের সংহারক কাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তুই স্বীয় দলবলের রক্ষার নিমিত্ত আর বৃথা কেন যত্ন করিতেছিস ॥২৩॥ তোকে নির্বুদ্ধি বলিয়া বোধ হইতেছে না, অতএব বীরধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্তই এক্ষণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ। মরণ অবশ্যই হইবে কেহ কখনই তাহা হইতে পরিত্রাণ পাইবে না অতএব মহাত্মগণের যশোরক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ॥ ২৪ ॥ দুরাত্মা শুম্ভ এবং নিশুম্ভে তোর প্রয়োজন কি ? এক্ষণে শ্রেষ্ঠ

ক্রমশঃ সর্ব্বদৈত্যানাং করিষ্যাম্যদ্য সঙ্ক্ষয়ম্ ।
বিষাদং ত্যজ মন্দাত্মন্ ! কুরু যুদ্ধং বিশাম্পতে ! ॥ ২৭ ॥
ত্বামহং নিহনিষ্যামি ভ্রাতরং তব সাম্প্রতম্ ।
ততঃ শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ রক্তবীজং মদোৎকটম্ ॥ ২৮ ॥
অন্যাংশ্চ দানবান্ সর্ব্বান্ হত্বাহং সমরাঙ্গণে ।
গমিষ্যামি যথাস্থানং তিষ্ঠ বা গচ্ছ বা দ্রুতম্ ॥ ২৯ ॥
গৃহাণাস্ত্রং বৃথাপুষ্ট ! কুরু যুদ্ধং ময়াধুনা ।
কিং জল্পসি মৃষা বাক্যং সর্ব্বথা কাতরপ্রিয়ম্ ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তয়েত্থং প্রেরিতৌ দৈত্যৌ চণ্ডমুণ্ডৌ ক্রুধান্বিতৌ ।
জ্যাশব্দং তরসা ঘোরং চক্রতুর্ব্বলদর্পিতৌ ॥ ৩১ ॥
সাপি শঙ্খস্বনং চক্রে পূরয়ন্তী দিশো দশ ।
সিংহোঽপি কুপিতস্তাবন্নাদং সমকরোদ্বলী ॥ ৩২ ॥
তেন নাদেন শক্রাদ্যা জহৃষুরমরাস্তদা ।
মুনয়ো যক্ষগন্ধর্ব্বাঃ সিদ্ধাঃ সাধ্যাশ্চ কিন্নরাঃ ॥ ৩৩ ॥

(ক্রমশ ইতি। বিশাম্পতে ইতি চণ্ডস্য সম্বোধনম্। দ্বৌ বিশৌ বৈশ্যমনুজাবিত্যমরকোষাৎ বিশো মনুষ্যাঃ পদাত্যাদয় ইতি যাবৎ। তেষাং পতিরিত্যলুক্‌সমাসঃ। সেনাপতিরিত্যর্থঃ ॥ ২৭—৩৫ ॥)

বীরধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া স্বর্গে গমন কর্ ॥ ২৫ ॥ শুম্ভ, নিশুম্ভ ও তোর অন্যান্য বান্ধব সকল তোর অনুগামী হইয়া সকলেই এই স্থানে অবিলম্বেই আসিবে সন্দেহ নাই ॥ ২৬ ॥ মূঢ় ! আজ আমি ক্রমশই সমস্ত দানবগণের ক্ষয় সাধন করিব ; অতএব তুই বিষাদ পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ ॥ ২৭ ॥ আমি এখনি তোকে এবং তোর ভ্রাতাকে নিহত করিব, পরে মদমত্ত রক্তবীজ নিশুম্ভ ও শুম্ভ এবং অন্যান্য দানবদিগকে সমর স্থলে সংহার করিয়া অভীষ্ট স্থানে গমন করিব ; এক্ষণে তোর ইচ্ছা হয় থাক্ নতুবা অবিলম্বে পলায়ন কর্ ॥ ২৮—২৯ ॥ তুই বৃথা পুষ্ট হইয়াছিস্, যেহেতু যুদ্ধ করিতে ভীত হইতেছিস্ এক্ষণে কাতরগণের প্রিয় নিষ্ফল বাক্য প্রয়োগ করিয়া কি হইবে, আমার বাক্যানুসারে ঐ সকল বৃথা বাক্য পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হ ॥৩০॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! বলদর্পিত চণ্ড ও মুণ্ড দেবীর ঈদৃশ বাক্যে উৎসাহিত ও কুপিত হইয়া অতিবেগে ঘোরতর জ্যাশব্দ করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥ তখন, দেবীও এরূপ শঙ্খধ্বনি করিলেন যে, সেই শব্দে দশদিক্ পরিপূর্ণ হইল ; ইত্যবসরে বলবান্ সিংহও কুপিত হইয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিল ॥ ৩২ ॥ সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া শক্র প্রভৃতি সুরগণ,

যুদ্ধং পরস্পরং তত্র জাতং কাতরভীতিদম্।
চণ্ডিকাচণ্ডয়োস্তীব্রং বাণখড়্গগদাদিভিঃ ॥ ৩৪ ॥
চণ্ডমুক্তাঙ্করান্ দেবী চিচ্ছেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
মুমোচ পুনরুগ্রা সা চণ্ডিকা পন্নগানিব ॥ ৩৫ ॥
গগনং ছাদিতং তত্র সংগ্রামে বিশিখৈস্তদা।
শলভৈরিব মেঘান্তে কর্ষকাণাং ভয়প্রদৈঃ ॥ ৩৬ ॥
মুণ্ডোঽপি সৈনিকৈঃ সার্দ্ধং পপাত তরসা রণে।
মুমোচ বাণবৃষ্টিং বৈ ক্রুদ্ধঃ পরমদারুণঃ ॥ ৩৭ ॥
বাণজালং মহদ্দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধা তত্রাম্বিকা ভৃশম্।
কোপেন বদনং তস্যা বভূব ঘনসন্নিভম্ ॥ ৩৮ ॥
কদলীপুষ্পনেত্রঞ্চ ভৃকুটীকুটিলং তদা।
নিষ্ক্রান্তা চ তদা কালী ললাটফলকাদ্দ্রুতম্ ॥ ৩৯ ॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরা ক্রূরা গজচর্ম্মোত্তরীয়কা।
মুণ্ডমালাধরা ঘোরা শুষ্কবাপীসমোদরা ॥ ৪০ ॥

কর্ষকাণাং ক্ষেত্রকর্ষকাণাং ভয়প্রদৈর্ধান্যাদিভক্ষণেন ভয়দায়কৈঃ শলভৈরিব ॥৩৬-৩৭॥
ঘনসন্নিভং কৃষ্ণবর্ণম্ ॥ ৩৮ ॥
ললাটফলকাদম্বিকায়া ললাটদেশাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

মুনিগণ, যক্ষগণ, সিদ্ধগণ, সাধ্যগণ ও কিন্নরগণ আনন্দিত হইলেন ॥ ৩৩ ॥ তখন বাণ, খড়্গ ও গদা দ্বারা চণ্ডিকা ও চণ্ডের পরস্পর কাতর জনের ভয়াবহ ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ৩৪ ॥ চণ্ডিকা দেবী উগ্রমূর্ত্তি হইয়া নিশিত শরনিকরে চণ্ড-পরিত্যক্ত শর সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া তৎক্ষণাৎ সর্পসদৃশ অন্যান্য শর সকল তাহার উপর পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৩৫ ॥ তখন, কৃষকগণের ভয়াবহ শলভ যেমন মেঘমণ্ডল আচ্ছন্ন করে সেইরূপ রণস্থলে পরস্পরের পরিত্যক্ত শরজালে গগণমণ্ডল আচ্ছাদিত হইল ॥ ৩৬ ॥ ইত্যবসরে অতীব ভয়ঙ্কর মুণ্ড ও সেনা সমভিব্যাহারে সমরে উপস্থিত হইল এবং ক্রোধে অধীর হইয়া বাণবর্ষণ করিতে লাগিল ॥৩৭॥ সেই সুমহৎ শরজাল দর্শন করিয়া অম্বিকা সাতিশয় কুপিত হইলেন; তখন কোপবশত তাঁহার বদনমণ্ডল ভ্রুকুটী দ্বারা কুটিল ও কৃষ্ণবর্ণ এবং নয়ন কদলী-পুষ্পের ন্যায় লোহিতবর্ণ হইয়া উঠিল; এই সময়ে তাঁহার ললাটফলক হইতে সহসা কালী নিষ্ক্রান্ত হইলেন ॥ ৩৮-৩৯ ॥ সেই ক্রূরপ্রকৃতি ঘোরাকৃতি দেবীর পরিধান বস্ত্র ব্যাঘ্রাজিনরচিত, উত্তরীয় বস্ত্র গজচর্ম্ম নির্ম্মিত, জঘন বিশাল, উদর শুষ্ক বাপীর ন্যায় গভীর, বদন বিস্তীর্ণ, জিহ্বা লোল, গলে মুণ্ডমালা, হস্তে খড়্গ, পাশ ও খট্টাঙ্গ, অধিক

খড়্গপাশধরাতীবভীষণা ভয়দায়িনী।
খট্বাঙ্গধারিণী রৌদ্রা কালরাত্রিরিবাপরা ॥ ৪১ ॥
বিস্তীর্ণবদনা জিহ্বাং চালয়ন্তী মুহুর্মুহুঃ।
বিস্তারজঘনা বেগাজ্জঘানাসুরসৈনিকান্ ॥ ৪২ ॥
করে কৃত্বা মহাবীরাংস্তরসা সা রুষান্বিতা।
মুখে চিক্ষেপ দৈতেয়ান্ পিপেষ দশনৈঃ শনৈঃ ॥ ৪৩ ॥
গজান্ ঘণ্টান্বিতান্ হস্তে গৃহীত্বা নিদধৌ মুখে।
সারোহান্ ভক্ষয়িত্বাজৌ সাট্টহাসং চকার হ ॥ ৪৪ ॥
তথৈব তুরগানুষ্ট্রাংস্তথা সারথিভিঃ সহ।
নিক্ষিপ্য বক্ত্রে দশনৈশ্চর্ব্বয়ত্যতিভৈরবম্ ॥ ৪৫ ॥
হন্যমানং বলং প্রেক্ষ্য চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ।
ছাদয়ামাসতুর্দ্দেবীং বাণাসারৈরনন্তরৈঃ ॥ ৪৬ ॥
চণ্ডশ্চণ্ডকরচ্ছায়ং চক্রং চক্রধরায়ুধম্।
চিক্ষেপ তরসা দেবীং ননাদ চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৪৭ ॥

শুষ্কা নির্জ্জলা যা বাপী গম্ভীরা তয়া সমমন্তর্গতগর্ত্তবহূদরং যস্যাঃ। অতিক্ষুধিতেতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৪০—৪৪ ॥
অতিভৈরবং যথা স্যাত্তথা চর্ব্বয়তি বর্ত্তমানসামীপ্যে ভূতে লট্। চচর্ব্বেত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥
অনন্তরৈর্ব্যবধানরহিতৈঃ ॥ ৪৬ ॥

কি তাহার মূর্ত্তি কালরাত্রির ন্যায় অতীব রৌদ্র; সেই দেবী বার বার জিহ্বা সঞ্চালন করত অতীব ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জনগণের ভীতি প্রদান করিতে লাগিলেন এবং মহাবেগে অসুরসৈন্য মধ্যে পতিত হইয়া তাহাদিগকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪০—৪২ ॥ তিনি রোষপরবশ হইয়া বেগে মহাবীর দানবদিগকে হস্তে লইয়া মুখমধ্যে নিক্ষেপ করত দন্ত দ্বারা ক্রমে ক্রমে চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥ তিনি রণস্থলে বাহুবলে ঘণ্টার সহিত গজ সকল গ্রহণ করিয়া মুখবিবরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, এবং আরোহীর সহিত তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া অট্ট অট্ট হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥ এইরূপে তুরগ, উষ্ট্র এবং সারথির সহিত রথ সকল বদন মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দশন দ্বারা ভয়ঙ্কর রূপে চর্ব্বণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥

মহারাজ! তখন মহাসুর চণ্ড ও মুণ্ড সৈন্যবল বিনষ্ট হইতেছে দর্শন করিয়া নিরন্তর বাণ বর্ষণ করত দেবীকে সমাচ্ছন্ন করিল ॥ ৪৬ ॥ চণ্ড সূর্য্যসদৃশ প্রভাময় সুদর্শন সম চক্র লইয়া দেবীর অভিমুখে সবলে নিক্ষেপ করিয়া বারংবার গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥৪৭॥ কালী

নদন্তং বীক্ষ্য তং কালী রথাঙ্গঞ্চ রবিপ্রভম্।
বাণেনৈকেন চিচ্ছেদ সুপ্রভং তৎ সুদর্শনম্॥ ৪৮॥
তং জঘান শরৈস্তীক্ষ্ণৈশ্চণ্ডং চণ্ডী শিলাশিতৈঃ।
মূর্চ্ছিতোঽসৌ পপাতোর্ব্ব্যাং দেবীবাণার্দ্দিতো ভৃশম্॥ ৪৯॥
পতিতং ভ্রাতরং বীক্ষ্য মুণ্ডো দুঃখার্দ্দিতস্তদা।
চকার শরবৃষ্টিঞ্চ কালিকোপরি কোপতঃ॥ ৫০॥
চণ্ডিকা মুণ্ডনির্মুক্তাং শরবৃষ্টিং সুদারুণাম্।
ঈষিকাস্ত্রৈর্বলান্মুক্তৈশ্চকার তিলশঃ ক্ষণাৎ॥ ৫১॥
অর্দ্ধচন্দ্রেণ বাণেন তাড়য়ামাস তং পুনঃ।
পতিতোঽসৌ মহাবীর্য্যো মেদিন্যাং মদবর্জ্জিতঃ॥ ৫২॥
হাহাকারো মহানাসীদ্দানবানাং বলে তদা।
জহর্ষুরমরাঃ সর্ব্বে গগনস্থা গতব্যথাঃ॥ ৫৩॥
বিহায় মূর্চ্ছাং চণ্ডস্তু সংগৃহ্য মহতীং গদাম্।
তরসা তাড়য়ামাস কালিকাং দক্ষিণে ভুজে॥ ৫৪॥
বঞ্চয়িত্বা গদাঘাতং তং ববন্ধ মহাসুরম্।
তরসা বাণপাশেন মন্ত্রমুক্তেন কালিকা॥ ৫৫॥

চণ্ডকরচ্ছায়ং সূর্য্যসদৃশম্। চক্রধরো বিষ্ণুস্তদায়ুধং সুদর্শনম্। লক্ষণয়া তদ্বদিত্যর্থঃ॥ ৪৭—৫০॥
মন্ত্রৈরভিমন্ত্রিতা ঈষিকাঃ শলাকাঃ ঈষিকাস্ত্রম্॥ ৫১-৫৫॥

তাহাকে গর্জ্জন করিতে এবং রবির ন্যায় দ্যুতিময় চক্রকে আসিতে দেখিয়া একটি মাত্র বাণ দ্বারা সেই সুদর্শন-তুল্য সুপ্রভ চক্র ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং শিলাশাণিত তীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা তাহাকে প্রহার করিলেন, তখন বীরবর চণ্ড দেবীর শরজালে নিতান্ত নিপীড়িত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল॥ ৪৮—৪৯॥ মহাবল মুণ্ড ভ্রাতাকে পতিত দেখিয়া দুঃখে সাতিশয় কাতর হইল কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রকুপিত হইয়া দেবীর উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিল॥ ৫০॥ তখন, চণ্ডিকা বলসহকারে ঈষিকাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া মুণ্ডমুক্ত সুদারুণ শর সকল ক্ষণমাত্রেই তিল তিল করিয়া ফেলিলেন এবং অর্দ্ধ চন্দ্র বাণ দ্বারা তাহাকে পুনরায় প্রহার করিলেন। তখন মহাবল অসুর মদগর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীতলে পতিত হইল॥ ৫১—৫২॥ মুণ্ড পতিত হইবামাত্র দানবসেনামধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল, গগনতলস্থ সুরগণ এই শব্দ শ্রবণ করিয়া নিরতিশয় হর্ষলাভ করিলেন॥৫৩॥ এই সময়ে চণ্ড মূর্চ্ছা পরিহার করিয়া গুর্ব্বী গদা গ্রহণ করত কালিকার দক্ষিণ ভুজে

উত্থিতস্তু তদা মুণ্ডো বদ্ধং দৃষ্ট্বানুজং বলাৎ।
আজগাম সুসন্নদ্ধঃ শক্তিং কৃত্বা করে দৃঢ়াম্ ॥ ৫৬ ॥
আগচ্ছন্তং তদা কালী দানবং বীক্ষ্য সত্বরম্।
ববন্ধ তরসা তস্য দ্বিতীয়ং ভ্রাতরং ভৃশম্ ॥ ৫৭ ॥
গৃহীত্বা তৌ মহাবীর্য্যৌ চণ্ডমুণ্ডৌ শশাবিব।
কুর্ব্বন্তী বিপুলং হাসমাজগামাম্বিকাং প্রতি ॥ ৫৮ ॥
আগত্য তামথোবাচ গৃহাণেমৌ পশূ প্রিয়ে।
রণযজ্ঞার্থমানীতৌ দানবৌ রণদুর্জ্জয়ৌ ॥ ৫৯ ॥
তাবানীতৌ তদা বীক্ষ্য চণ্ডিকা তৌ বৃকাবিব।
অম্বিকা কালিকাং প্রাহ মাধুরীসংযুতং বচঃ ॥ ৬০ ॥
বধং মা কুরু মা মুঞ্চ চতুরাসি রণপ্রিয়ে!।
দেবানাং কার্য্যসংসিদ্ধিঃ কর্ত্তব্যা তরসা ত্বয়া ॥ ৬১ ॥

(উত্থিত ইতি। মূর্চ্ছাপগমেন প্রাপ্তচৈতন্য ইত্যর্থঃ। সুসন্নদ্ধঃ সুষ্ঠু বদ্ধসন্নাহ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

দ্বিতীয়ং ভ্রাতরং মুণ্ডম্ ॥ ৫৭ ॥

গৃহীত্বেতি। মহাবীর্য্যয়োরপি তয়োঃ শশয়োরিব গ্রহণাৎ কালিকায়া উগ্রবীর্য্যত্বং গম্যতে ॥ ৫৮ ॥)

যজ্ঞে পশুবধস্যাপেক্ষিতত্বাদ্রণযজ্ঞে ত্বদুদ্দেশেনেমৌ পশূ ময়ানীতাবিত্যাহ। রণযজ্ঞার্থমিতি ॥ ৫৯—৬০ ॥

বধং মা কুর্ব্বিতি। বধং হিংসাং মা কুরু তর্হি কিং মোচনীয়ৌ তত্রাহ মা মুঞ্চেতি। তর্হি বদ্ধা স্থাপনীয়ৌ তত্রাহ চতুরাসীতি। হে রণপ্রিয়ে! চতুরাসি ত্বং মদ্বাক্যয়োরর্থং বিচার্য্য দেবানাং কার্য্যসিদ্ধিস্তরসা কর্ত্তব্যা ত্বয়েত্যর্থঃ। রণে যজ্ঞবুদ্ধ্যানয়োঃ পশুবুদ্ধ্যা চ হননে

সবেগে প্রহার করিল ॥ ৫৪ ॥ কালিকা গদাঘাত বিফল করিয়া তৎক্ষণাৎ মন্ত্রপূত পাশাস্ত্র দ্বারা সেই মহাসুরকে বন্ধন করিলেন ॥ ৫৫ ॥ পরন্তু মুণ্ড উত্থিত হইয়াই অনুজ চণ্ডের বন্ধন অবস্থা অবলোকন করিল তখন সে বর্ম্ম দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া সুদৃঢ় শক্তি করে লইয়া আগমন করিল ॥ ৫৬ ॥ সেই দানবকে আসিতে দেখিবামাত্র কালী অবিলম্বে দ্বিতীয় ভ্রাতা মুণ্ডকেও দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলেন ॥ ৫৭ ॥ তখন কালী সেই মহাবল চণ্ড ও মুণ্ডকে শশকের ন্যায় গ্রহণ করিয়া বিপুল হাস্য করিতে করিতে অম্বিকার নিকটে আগমন করিলেন ॥ ৫৮ ॥ কালিকা অম্বিকার সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, আমি রণযজ্ঞের নিমিত্ত রণদুর্জ্জয় দানবরূপ এই প্রশস্ত পশুদ্বয় আনয়ন করিয়াছি, আপনি ইহাদিগকে গ্রহণ করুন ॥ ৫৯ ॥ বৃকযুগলের ন্যায় সেই দানব দ্বয় আনীত হইয়াছে দেখিয়া

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা কালিকা প্রাহ তাং পুনঃ।
যুদ্ধযজ্ঞেঽতিবিখ্যাতে খড়্গযূপে প্রতিষ্ঠিতে॥ ৬২॥
আলম্ভঞ্চ করিষ্যামি যথা হিংসা ন জায়তে।
ইত্যুক্ত্বা সা তদা দেবী খড়্গেন শিরসী তয়োঃ।
চকর্ত্ত তরসা কালী পপৌ চ রুধিরং মুদা॥ ৬৩॥
এবং দৈত্যৌ হতৌ দৃষ্ট্বা মুদিতোবাচ চাম্বিকা।
কৃতং কার্য্যং সুরাণাং তে দদাম্যদ্য বরং শুভম্‌॥ ৬৪॥

যাগীয়হিংসায়া হিংসাত্বাভাবাদ্বধোঽপি ন ভবিষ্যতি মোচনমপি ন ভবিষ্যতি। দেবানাং কার্য্যসিদ্ধিশ্চ ভবিষ্যতীতি তদভিপ্রায় ইতি॥ ৬১॥

কালিকা দেবীং প্রাহেত্যাহ ইতি তস্যা ইতি॥ ৬২॥

মহৎকার্য্যে দেব্যর্থং বলিদানং কর্ত্তব্যমিতি দেব্যভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা কালিকয়াগ্রে মহাদৈত্য-বধাদিমহাকার্য্যসিদ্ধ্যর্থং পশুবুদ্ধ্যা শ্রীদেব্যগ্রে তৌ হতাবিতি গূঢ়োঽভিসন্ধিঃ॥ ৬৩॥

অত্র যদাম্বিকাশব্দেন কৌশিকীমাতা গৃহ্যতে তদাম্বিকায়া ললাটফলকান্নিঃসৃতায়াঃ কাল্যাশ্চণ্ডমুণ্ডৌ নিহত্যাগতায়া অম্বিকয়ৈব চামুণ্ডেতি নামকরণং কৃতমিত্যর্থঃ সম্পদ্যতে। যদি তু অম্বিকাশব্দেন কৌশিক্যেব গৃহ্যতে তদা কৌশিকীললাটফলকান্নিঃসৃতায়াঃ কাল্যাশ্চণ্ডমুণ্ডৌ নিহত্যাগতায়াঃ কৌশিক্যৈব চামুণ্ডেতি নামকরণং কৃতমিত্যর্থঃ সম্পদ্যতে। মার্কণ্ডেয়পুরাণেপ্যুভয়পক্ষৌ সম্ভবতঃ। প্রাঞ্চস্তু দ্বিতীয়পক্ষমেব সপ্তশতীব্যাখ্যায়াং সমাশ্রয়ন্তি। পরন্ত্বম্বিকাশব্দস্য কৌশিকীজনন্যাং শক্তেঃ পূর্ব্বমুভয়পুরাণয়োরুক্তত্বাৎ সৈবাত্র গ্রাহ্যা যুক্তত্বাদিতি প্রথমপক্ষ এব জ্যায়ানিতি মম প্রতিভাতি॥ ৬৪॥

অম্বিকা কালিকাকে মধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন॥ ৬০॥ রণপ্রিয়ে! তুমি সুচতুরা অতএব ইহাদিগকে হিংসা করিও না, এবং পরিত্যাগও করিও না; কিন্তু মদীয় বাক্যের তাৎপর্য্য বিচার করিয়া যাহাতে দেবগণের কার্য্য সর্ব্বতোভাবে সুসিদ্ধ হয়, তাহা তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য জানিবে॥ ৬১॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! অম্বিকার ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া কালিকা তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন, দেবি! অতি বিখ্যাত এই যুদ্ধযজ্ঞে খড়্গরূপ যূপ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, ইহাদিগকে তাহাতেই এরূপে বধ করিব যে, তাহাতে হিংসা হইবে না, অর্থাৎ যজ্ঞস্থলে বধ করিলে সে হিংসা হিংসামধ্যে গণ্য হয় না অতএব রণযজ্ঞে পশু বিবেচনা করিয়া দেবগণের কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত ইহাদিগকে বলি দিব এই কথা বলিয়াই সেই কালিকা দেবী খড়্গ প্রহারে তাহাদের শিরশ্ছেদন করিয়া তৎক্ষণাৎ আনন্দ সহকারে রুধির পান করিতে লাগিলেন॥ ৬২-৬৩॥ এইরূপে দানব দ্বয় নিহত হইল দেখিয়া অম্বিকা দেবী প্রীতিসহকারে বলিলেন; কালিকে! তুমি সুরগণের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছ এজন্য আজি তোমাকে

চণ্ডমুণ্ডৌ হতৌ যস্মাত্তস্মাত্তে নাম কালিকে!।
চামুণ্ডেতি সুবিখ্যাতং ভবিষ্যতি ধরাতলে ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে চণ্ডমুণ্ডবধো নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

চামুণ্ডেতি। পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

একটি উত্তম বরদান করিতেছি ॥৬৪॥ কালিকে! তুমি চণ্ড মুণ্ডকে নিহত করিয়াছ সুতরাং এই ধরাতলে তোমার নাম চামুণ্ডা বলিয়া বিখ্যাত হইবে ॥ ৬৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে চণ্ডমুণ্ড বধ নামক
ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

হতৌ তৌ দানবৌ দৃষ্ট্বা হতশেষাশ্চ সৈনিকাঃ।
পলায়নং ততঃ কৃত্বা জগ্মুঃ সর্ব্বে নৃপং প্রতি ॥ ১ ॥
ভিন্নাঙ্গা বিশিখৈঃ কেচিৎ কেচিচ্ছিন্নকরাস্তথা।
রুধিরস্রাবদেহাশ্চ রুদন্তোঽভিযযুঃ পুরে ॥ ২ ॥
গত্বা দৈত্যপতিং সর্ব্বে চক্রুর্ব্বুম্বারবং মুহুঃ।
রক্ষ রক্ষ মহারাজ! ভক্ষয়ত্যদ্য কালিকা ॥ ৩ ॥
তয়া হতৌ মহাবীরৌ চণ্ডমুণ্ডৌ সুরার্দ্দনৌ।
ভক্ষিতাঃ সৈনিকাঃ সর্ব্বে বয়ং ভগ্না ভয়াতুরাঃ ॥ ৪ ॥
ভীতিদঞ্চ রণস্থানং কৃতং কালিকয়া প্রভো!।
পাতিতৈর্গজবীরাশ্বৈর্দ্দাসেরকপদাতিভিঃ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈস্ত্রিষষ্ট্যাঙ্কপদ্যৈরথ সবিস্তরম্।
রক্তবীজাহ্বয়স্যাত্র যুদ্ধং সম্যগিহোচ্যতে ॥

চণ্ডমুণ্ডবধোত্তরং জাতং বৃত্তমাহ হতৌ তাবিতি ॥ ১—২ ॥

বুম্বারবমিতি। হস্তমুখসংযোগেন ক্রিয়মাণঃ শব্দো বুম্বারবঃ। কস্মিংশ্চিদনর্থে সম্প্রাপ্তে এব তং শব্দং লোকাঃ কুর্ব্বন্তি ॥ ৩—৪ ॥

দাসেরকপদাতিভিরিতি। দাসেরকস্তু করভে দাসীপুত্রে চ ধীবরে ইতি মেদিনী। দাসেরকাশ্চ পদাতয়শ্চেতি দ্বন্দ্বঃ কর্ম্মধারয়ো বা। দাসেরকা উষ্ট্রা বা ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! চণ্ডমুণ্ড নিহত হইলে হতাবশিষ্ট সৈনিকেরা পলায়ন করিয়া দৈত্যপতি শুম্ভের নিকট গমন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১ ॥ তাহাদের মধ্যে শর প্রহারে কাহারও অঙ্গ সকল ক্ষত বিক্ষত, কাহারও বাহু বিছিন্ন এবং কাহারও দেহ রুধির ধারায় পরিপ্লুত হইয়াছিল; তাহারা ঈদৃশ অবস্থায় রোদন করিতে করিতে নগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল ॥২॥ তাহারা দানবপতির সন্নিধানে উপনীত হইয়া মুহুর্ম্মুহুঃ বুম্বারব (করমুখ-সংযোগে বিপদ-সূচক শব্দ) করিতে করিতে তাঁহাকে বলিল, মহারাজ! অদ্য কালিকা সমস্তই ভক্ষণ করিতেছে, অতএব আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন রক্ষা করুন ॥ ৩ ॥ সেই কালী সুরগণের নিপীড়নকারী মহাবীর চণ্ড মুণ্ডকে নিহত করিয়াছেন এবং প্রায় সমস্ত সৈনিককেই ভক্ষণ করিয়াছেন, আমরা তদ্দর্শনে ভয়ে কাতর হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া আসিয়াছি ॥ ৪ ॥ প্রভো! কালিকা সেই রণস্থানকে হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র, বীর ও

শোণিতৌঘবহা কুল্যা কৃতা মাংসাতিকর্দ্দমা।
কেশশৈবলিনী ভগ্নরথচক্রবিরাজিতা ॥ ৬ ॥
ছিন্নবাহ্বাদিমৎস্যাঢ্যা শীর্ষতুম্বীফলান্বিতা।
ভয়দা কাতরাণাং বৈ সুরানাং মোদবর্দ্ধিনী ॥ ৭ ॥
কুলং রক্ষ মহারাজ! পাতালং গচ্ছ সত্বরম্।
ক্রুদ্ধা দেবী ক্ষয়ং সদ্যঃ করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥
সিংহোঽপি ভক্ষয়ত্যাজৌ দানবান্ দনুজেশ্বর!।
তথৈব কালিকা দেবী হন্তি বাণৈরনেকধা ॥ ৯ ॥
তস্মাত্ত্বমপি রাজেন্দ্র! মরণায় মৃষা মতিম্।
করোষি সহিতো ভ্রাত্রা নিশুম্ভেন কৃতাশয়ঃ ॥ ১০ ॥
কিং করিষ্যতি নার্য্যেষা ক্রূরা কুলবিনাশিনী।
যস্যা হেতোর্মহারাজ! হন্তুমিচ্ছসি বান্ধবান্ ॥ ১১ ॥
দৈবাধীনৌ মহারাজ! লোকে জয়পরাজয়ৌ।
অল্পার্থায় মহদ্দুঃখং বুদ্ধিমান্ন প্রকল্পয়েৎ ॥ ১২ ॥

কুল্যা নদী। শোণিতমেব জলং তস্য প্রাপিকা মাংসমেবাতিশয়িতঃ কর্দ্দমো যস্যাম্। কেশরূপশৈবালবতী। ভগ্না রথাস্তেষাং চক্রৈরাবর্ত্তস্থানাপন্নৈর্ব্বিরাজিতা ॥ ৬ ॥
ছিন্না যে বাহুপাদাস্ত এব মৎস্যাস্তৈর্যুক্তা। শীর্ষাণ্যেব তুম্বীফলানি তদ্‌যুক্তা ॥ ৭-১০ ॥

পদাতিগণের পতিত শরীর দ্বারা ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছেন ॥ ৫ ॥ সেই সংগ্রামস্থলে শোণিত ধারা প্রবাহিত হইয়া একটী নদী হইয়াছে, সৈন্যগণের মাংসরাশিই সেই নদীর প্রচুর পঙ্ক; কেশকলাপ শৈবল; ভগ্নরথচক্রই আবর্ত্ত; ছিন্ন বাহু ও চরণ সকলই মৎস্য-কুল এবং মস্তক সকল তুম্বী ফল; রাজন্! এক্ষণে এই নদী দর্শনে কাতর দৈত্যগণের ভয়সঞ্চার এবং দেবগণের আনন্দবর্দ্ধন হইতেছে ॥ ৬—৭ ॥ মহারাজ! অবিলম্বে পাতালে পলায়ন করিয়া কুল রক্ষা করুন। দেবী কুপিত হইয়া সদ্যই দানবকুলের ক্ষয় সাধন করিবেন সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥ দনুজেশ্বর! অধিক আর কি বলিব সেই সিংহও সমরস্থলে দানবদিগকে ভক্ষণ করিতেছে আর কালিকা দেবী শরসমূহে অসংখ্য দানবদিগকে নিহত করিতেছেন ॥ ৯ ॥ অতএব, রাজেন্দ্র! আপনি মনে মনে কি আশা করিয়াছেন আমাদের বোধ হয় আপনি সহোদর নিশুম্ভের সহিত নিরর্থক মরিবার নিমিত্ত বাসনা করিতে-ছেন ॥ ১০ ॥ আর যদি আপনার জয় হয় তাহা হইলে আপনি যাহার নিমিত্ত বান্ধব-দিগকে সংহার করিতে বাসনা করিয়াছেন, সেই ক্রূরপ্রকৃতি কুলবিনাশিনী নারী আপনার কি মঙ্গলসাধন করিবে? ॥ ১১ ॥ মহারাজ! ইহলোকে জয় ও পরাজয় দৈবের

চিত্রং পশ্য বিধেঃ কর্ম্ম যদধীনং জগৎ প্রভো !।
নিহতা রাক্ষসাঃ সর্ব্বে স্ত্রিয়া পশ্যৈকয়ানয়া ॥ ১৩॥
জেতা ত্বং লোকপালানাং সৈন্যযুক্তো হি সাম্প্রতম্।
একা প্রার্থয়তে বালা যুদ্ধায়েতি সুসম্ভ্রমঃ ॥ ১৪ ॥
পুরা ত্বয়া তপস্তপ্তং পুষ্করে দেবতায়নে।
বরদানায় সম্প্রাপ্তো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥ ১৫ ॥
ধাত্রোক্তস্ত্বং মহারাজ ! বরং বরয় সুব্রত !।
তদা ত্বয়ামরত্বঞ্চ প্রার্থিতং ব্রহ্মণঃ কিল ॥ ১৬ ॥
দৈবদৈত্যমনুষ্যেভ্যো ন ভবেন্মরণং মম।
সর্পকিন্নরযক্ষেভ্যঃ পুংলিঙ্গবাচকাদপি ॥ ১৭ ॥
তস্মাত্ত্বাং হন্তুকামৈষা প্রাপ্তা যোষিদ্বরা প্রভো !।
যুদ্ধং মা কুরু রাজেন্দ্র ! বিচার্য্যৈবং ধিয়াধুনা ॥ ১৮ ॥
দেবী হ্যেষা মহামায়া প্রকৃতিঃ পরমা মতা।
কল্পান্তকালে রাজেন্দ্র ! সর্ব্বসংহারকারিণী ॥ ১৯ ॥

কিং করিষ্যতীতি। কিমনয়া ফলমিত্যর্থঃ ॥ ১১—১৩ ॥

অধীন, সুতরাং বুদ্ধিমান্ মানবগণ সামান্য প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত মহৎ দুঃখজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না ॥ ১২ ॥ প্রভো ! এই জগন্মণ্ডল যাহার অধীন, সেই বিধির বিচিত্র কার্য্য অবলোকন করুন ; কি আশ্চর্য্য ! সেই একমাত্র স্ত্রী সমস্ত দানবদিগকেই নিহত করিল ॥১৩॥ মহারাজ ! আপনি সৈন্যগণের সহিত লোকপালদিগকেও পরাজয় করিয়াছেন কিন্তু অধুনা এই বালা একাকিনী হইয়াও আপনাকে যুদ্ধের নিমিত্ত আহ্বান করিতেছে, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় ॥ ১৪ ॥ মহরাজ ! আপনি পুরাকালে দেবতাদিগের বসতি স্থান পরম পবিত্র পুষ্করতীর্থে তপস্যা করিয়াছিলেন, সর্ব্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা বরদান করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া আপনাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলেন, তখন আপনি ব্রহ্মার নিকট অমর বর প্রার্থনা করেন ॥ ১৫—১৬ ॥ কিন্তু, ব্রহ্মা অমরবর দানে অস্বীকৃত হইলে আপনি তাঁহার নিকট হইতে দেব, দানব, মনুষ্য, নাগ, কিন্নর, যক্ষ প্রভৃতি কোনও পুরুষ হইতে মৃত্যু হইবে না, এই বর গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥ প্রভো ! সেই জন্যই বোধ হয় আপনাকে সংহার করিবার বাসনায় এই ললনা আগমন করিয়াছেন। দানবেন্দ্র ! আপনি মনোযোগ পূর্ব্বক এইরূপ বিচার করিয়া অধুনা এই যুদ্ধ হইতে বিরত হউন ॥ ১৮ ॥ রাজেন্দ্র ! এই দেবীই মহামায়া পরমাপ্রকৃতি ; সুতরাং ইনিই

উৎপাদয়িত্রী লোকানাং দেবানামীশ্বরী শুভা।
ত্রিগুণা তামসী দেবী সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা ॥ ২০ ॥
অজয্যা চাক্ষয়া নিত্যা সর্ব্বজ্ঞা চ সদোদিতা।
বেদমাতা চ গায়ত্রী সন্ধ্যা সর্ব্বসুরালয়া ॥ ২১ ॥
নির্গুণা সগুণা সিদ্ধা সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাব্যয়া।
আনন্দানন্দদা গৌরী দেবানামভয়প্রদা ॥ ২২ ॥
এবং জ্ঞাত্বা মহারাজ। বৈরভাবং ত্যজানয়া।
শরণং ব্রজ রাজেন্দ্র। দেবী ত্বাং পালয়িষ্যতি ॥ ২৩ ॥
আজ্ঞাকরো ভবৈতস্যাঃ সঞ্জীবয় নিজং কুলম্।
হতশেষাশ্চ যে দৈত্যাস্তে ভবন্তু চিরায়ুষঃ ॥ ২৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা শুম্ভঃ সুরবলার্দ্দনঃ।
উবাচ বচনং তথ্যং বীরবর্য্যগুণান্বিতম্ ॥ ২৫ ॥

সুসম্ভ্রম আশ্চর্য্যম্ ॥ ১৪—২০ ॥
(অজয্যা অজেয়া। সদোদিতা নিরন্তরং প্রকাশমানা। সর্ব্বসুরালয়া সর্ব্বেষাং সুরাণাং আশ্রয়স্বরূপেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥
নির্গুণেতি। সংবিদ্রূপায়া অস্যাঃ সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিতত্বাৎ নির্গুণত্বম্ ব্রহ্মাণ্ডাদিসৃষ্টি-কর্তৃত্বাৎ সগুণত্বং বোধ্যম্ ॥ ২২—২৪ ॥
বীরবর্য্যগুণান্বিতং বীরবর্য্যাণাং গুণৈর্দ্দুরাপরাঙ্মুখত্বাদিভিরুপেতমিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥)

কল্পান্ত সময়ে সমস্ত জগৎ সংহার করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥ এই শুভদায়িনী দেবী সমস্ত লোক ও দেবগণকে উৎপন্ন করিয়াছেন, ইনিই সকলের অধীশ্বরী অর্থাৎ রক্ষাকর্ত্রী এবং ইনিই তামসী অর্থাৎ সংহারকর্ত্রী ; বস্তুত এই দেবীই ত্রিগুণা ও সর্ব্বশক্তি-সমন্বিতা ॥ ২০ ॥ এই দেবীই অজেয়া, অক্ষয়া, নিত্যা, সন্ধ্যাস্বরূপা এবং সুরগণের আশ্রয়স্বরূপা ; ইনিই বেদমাতা গায়ত্রীরূপা ; অধিক কি, ইনিই নিয়ত প্রকাশমান হইয়া সকল বিষয়ই জীব-গণের জ্ঞানগোচর করিতেছেন ॥ ২১ ॥ এই অব্যয়া নির্গুণা হইয়াও কখন সগুণা হইয়া থাকেন, ইনিই স্বয়ং সিদ্ধস্বরূপা অথচ আরাধিত হইয়া সমস্তলোককে সিদ্ধি প্রদান করেন ; ইনিই আনন্দময়ী হইয়া ভক্তবৃন্দকে আনন্দ দান করেন ; অধিক কি বলিব এই গৌরীই দেবতাবৃন্দের অভয়দায়িনী সন্দেহ নাই ॥ ২২ ॥ মহারাজ ! আপনি এই সমস্ত বিদিত হইয়া ইঁহার সহিত বৈরভাব পরিত্যাগ করুন ; রাজেন্দ্র ! আপনি ইঁহার শরণাগত হউন, তাহা হইলে দেবী আপনাকে অবশ্যই রক্ষা করিবেন ॥ ২৩ ॥ আপনি ইঁহার আজ্ঞাকারী হইয়া আপনার কুল রক্ষা করুন, তাহা হইলেই হতাবশিষ্ট দানবেরা চিরজীবন লাভ করিতে পারিবে ॥ ২৪ ॥

শুম্ভ উবাচ।

মৌনং কুর্ব্বন্তু ভো মন্দা যূয়ং ভগ্না রণাজিরাৎ।
শীঘ্রং গচ্ছত পাতালং জীবিতাশা বলীয়সী॥ ২৬॥
দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্বং কা চিন্তাত্র জয়ে মম।
দেবাস্তথৈব ব্রহ্মাদ্যা দৈবাধীনা বয়ং যথা॥ ২৭॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রোঽয়ং যমোঽগ্নির্ব্বরুণস্তথা।
সূর্য্যশ্চন্দ্রস্তথা শক্রঃ সর্ব্বে দৈববশাঃ কিল॥ ২৮॥
কা চিন্তা তর্হি মে মন্দা যদ্ভাবি তদ্ভবিষ্যতি।
উদ্যমস্তাদৃশো ভূয়াদ্‌যাদৃশী ভবিতব্যতা॥ ২৯॥
সর্ব্বথৈবং বিচার্য্যৈব ন শোচন্তি বুধাঃ ক্বচিৎ।
স্বধর্ম্মং ন ত্যজন্তীহ জ্ঞানিনো মরণাদ্ভয়াৎ॥ ৩০॥
সুখং দুঃখং তথৈবায়ুর্জীবিতং মরণং নৃণাম্।
কালে ভবতি সম্প্রাপ্তে সর্ব্বথা দৈবনির্ম্মিতম্॥ ৩১॥
ব্রহ্মা পততি কালে স্বে বিষ্ণুশ্চ পার্ব্বতীপতিঃ।
নাশং গচ্ছন্ত্যায়ুষোঽন্তে সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ॥ ৩২॥

জীবিতাশা যুষ্মাকং বলীয়স্যস্তীত্যর্থঃ॥ ২৬॥
মম দৈবাধীনত্বনিশ্চয়াৎ সা নাস্তীত্যাহ দৈবাধীনমিতি॥ ২৭—৩২॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সুরবল-বিমর্দ্দন শুম্ভ তাহাদের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বীরোচিত বাক্যে যথার্থ কথা বলিতে আরম্ভ করিল॥ ২৫॥ শুম্ভ বলিল, রে মূর্খগণ! তোরা নীরব হইয়া থাক, তোদের জীবিতাশা বলবতী বলিয়াই রণস্থল হইতে পলাইয়া আসিয়াছিস্, অতএব তোরা অবিলম্বে পাতালে গমন কর্॥ ২৬॥ এই জগৎ দৈবের অধীন সুতরাং জয় বিষয়ে আমার চিন্তা কি? ব্রহ্মাদি দেবতাবৃন্দও যেরূপ দৈবের অধীন আমরাও সেইরূপ দৈবের অধীন হইয়া রহিয়াছি॥ ২৭॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, যম, অগ্নি, বরুণ, সূর্য্য, চন্দ্র এবং শক্র, সকলেই দৈবের নিতান্তই বশীভূত॥ ২৮॥ রে মূর্খগণ! যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে, যেরূপ ভবিতব্যতা ইহ লোকে সেইরূপই উদ্যম হইয়া থাকে, সুতরাং সে বিষয়ে আমার চিন্তার প্রয়োজন কি?॥ ২৯॥ বুধগণ এইরূপ বিচার করিয়াই কখন শোক করেন না, বিশেষতঃ জ্ঞানিগণ মরণ-ভয়বশতঃ ইহ লোকে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত হয়েন না॥ ৩০॥ জীবগণের সুখ, দুঃখ, আয়ু, জীবন্ ও মরণ, কাল প্রাপ্ত হইলেই দৈবকর্ত্তৃক বিহিত হইয়া থাকে॥ ৩১॥ দেখ, স্বীয় কালের অবসান হইলে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও

তথাহমপি কালস্য বশগঃ সর্ব্বথাধুনা।
নাশং জয়ং বা গন্তাস্মি স্বধর্ম্মপরিপালনাৎ ॥ ৩৩ ॥
আহূতোঽপ্যনয়া কামং যুদ্ধায়াবলয়া কিল।
কথং পলায়নপরো জীবেয়ং শরদাং শতম্ ॥ ৩৪ ॥
করিষ্যাম্যদ্য সংগ্রামং যদ্ভাবি তদ্ভবত্বিহ।
জয়ো বা মরণং বাপি স্বীকরোমি যথা তথা ॥ ৩৫ ॥
দৈবং মিথ্যেতি বিদ্বাংসো বদন্ত্যুদ্যমবাদিনঃ।
যুক্তিযুক্তং বচস্তেষাং যে জানন্ত্যভিভাষিতম্ ॥ ৩৬ ॥
উদ্যমেন বিনা কামং ন সিধ্যন্তি মনোরথাঃ।
কাতরা এব জল্পন্তি যদ্ভাব্যং তদ্ভবিষ্যতি ॥ ৩৭ ॥
অদৃষ্টং বলবন্মূঢ়াঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
প্রমাণং তস্য সত্ত্বে কিমদৃশ্যং দৃশ্যতে কথম্ ॥ ৩৮ ॥

• ইত্থং কালবশত্বে সর্ব্বেষাং সমানে যথা তে যুধ্যন্তি তথাহমপীত্যাহ তথাহমপীতি ॥৩৩-৩৫॥

দৈবাধীনত্বপক্ষেঽপীদমুত্তরং ময়া দত্তম্। উদ্যমাধীনত্বপক্ষে তু সর্ব্বথা যোদ্ধব্যমিত্যেবাশয়াতীত্যাহ দৈবং মিথ্যেতি। তেষাং বচো যুক্তিযুক্তং ইত্থং যেঽভিভাষিতং শাস্ত্রং জানন্তি তে বদন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

তত্র যুক্তিমাহ উদ্যমেন বিনেতি। তদ্ভবিষ্যতীতি অত্রেতি শেষঃ ॥ ৩৭ ॥

তস্য সত্ত্বে কিমিতি। তস্যাদৃষ্টস্য সত্ত্বে কিং প্রমাণং ন প্রমাণমস্তীত্যর্থঃ। অদৃশ্যমদৃষ্টং কথং দৃশ্যতে তস্মাদদৃশ্যত্বাভাবান্ন প্রত্যক্ষং প্রমাণমদৃষ্টসত্ত্বে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

পার্ব্বতীপতি মহাদেবেরও পতন হয়, আয়ুর অবসানে বাসব প্রভৃতি সমস্ত দেবতারাও বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥ সেইরূপ আমিও সর্ব্বতোভাবেই কালের বশবর্ত্তী সুতরাং এক্ষণে স্বধর্ম্ম পালন করিয়া জয় অথবা বিনাশ লাভ করিব তাহাতে সন্দেহ কি ? ॥ ৩৩ ॥ এই অবলা ইচ্ছানুসারে আমাকে যুদ্ধের নিমিত্ত আহ্বান করিতেছে অতএব আমি পলায়ন করিয়া কিরূপে শত শত বৎসর জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব ? ॥ ৩৪ ॥ আমি আজ সংগ্রাম করিব, যাহা হইবার তাহাই হউক ; ইহাতে জয়ই হউক অথবা মরণই হউক উভয়ই আমি স্বীকার করিব ॥ ৩৫ ॥ উদ্যমবাদী পণ্ডিতগণ দৈবকে মিথ্যা বলিয়া থাকেন যাঁহারা তাঁহাদের বাক্যের সার মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন তাঁহারাই তাঁহাদের বাক্য যুক্তিযুক্ত বলিয়া জানিতে পারেন ॥ ৩৬ ॥ উদ্যম ব্যতীত মনোরথ কখনই সিদ্ধ হয় না, কাতর ব্যক্তিরাই যাহা হইবার তাহাই হইবে এইরূপ কল্পনা করিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥ মন্দবুদ্ধি মানবেরাই অদৃষ্টকে বলবান্ বলিয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাহা বলেন না ; অদৃষ্ট আছে কি না তাহার কোনও প্রমাণ নাই বস্তুতঃ যে অদৃষ্ট অদৃশ্য তাহা কিরূপে দৃশ্য হইবে ? ॥ ৩৮ ॥

অদৃষ্টং ক্বাপি দৃষ্টং স্যাদেষা মূর্খবিভীষিকা।
অবলম্বং বিনৈবৈষা দুঃখে চিত্তস্য ধারণা ॥ ৩৯ ॥
চক্রী সমীপে সংবিষ্টা সংস্থিতা পিষ্টকারিণী।
উদ্যমেন বিনা পিষ্টং ন ভবত্যেব সর্ব্বথা ॥ ৪০ ॥
উদ্যমে চ কৃতে কার্য্যং সিদ্ধিং যাত্যেব সর্ব্বথা।
কদাচিত্তস্য ন্যূনত্বে কার্য্যং নৈব ভবেদপি ॥ ৪১ ॥
দেশং কালঞ্চ বিজ্ঞায় স্ববলং শত্রুজং বলম্।
কৃতং কার্য্যং ভবত্যেব বৃহস্পতিবচো যথা ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ ॥

ইতি নিশ্চিত্য দৈত্যেন্দ্রো রক্তবীজং মহাসুরম্।
প্রেষয়ামাস সংগ্রামে সৈন্যেন মহতা বৃতম্ ॥ ৪৩

তস্মাদদৃষ্টাভাবাদবলম্বং বিনৈষাশ্রয়ং বিনৈবৈষা চিত্তস্য ধারণা স্থাপনা দুঃখে দুঃখ-বিষয়ে ॥ ৩৯ ॥

চক্রীতি। বর্ত্তুলং পাষাণদ্বয়ং পিষ্টসাধনং চক্রীপদবাচ্যং। লোকে চকীতি বদন্তি ॥৪০॥

ননূদ্যমে কৃতেঽপি কচিৎ কার্য্যং ন ভবতি তস্মাদুদ্যোগোঽপ্যকিঞ্চিৎকরঃ। কিন্তু দৈবমেব প্রধানমিতি চেত্তত্রাহ কদাচিদিতি। কার্য্যানুরূপোদ্যোগে ভবত্যেব কার্য্যম্। কার্য্য-বাহুল্যে উদ্যোগন্যূনতায়াং ন কার্য্যং ভবতীতি ন তন্নির্ব্বাহার্থমদৃষ্টাপেক্ষাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

প্রত্যক্ষপ্রমাণাভাবেঽপ্যাগমস্যাদৃষ্টবিষয়ে প্রামাণ্যমস্ত্যেবেতি চেদ্ যে বেদপ্রামাণ্য-বাদিনস্তান্ প্রতীদং বক্তব্যম্। ন বয়ং তাদৃশাঃ। কিন্তু প্রত্যক্ষমেকে চার্ব্বাকা ইতি নাস্তিকমতাবলম্বিন ইত্যাহ দেশং কালঞ্চেতি। দেশকালাবপ্যুদ্যোগস্য সামগ্রীভূতে কল্প্যেতে ইতি ভাবঃ। কো ভবতামাচার্য্য ইতি চেত্তত্রাহ বৃহস্পতীতি। বার্হস্পত্যং শাস্ত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥

অদৃষ্ট কি কোথাও দৃষ্ট হইয়াছে? ইহা মূর্খদিগের বিভীষিকা মাত্র; সুতরাং ইহা অজ্ঞগণের দুঃখাবস্থায় অবলম্বন ব্যতিরেকে চিত্তধারণের উপায় মাত্র, সন্দেহ নাই ॥ ৩৯ ॥ পেষণী চক্রী (জাঁতা) সমীপে উপবিষ্ট থাকিলেও কোন বস্তু পুরুষের উদ্যম ব্যতীত কোনরূপে পিষ্ট হয় না ॥ ৪০ ॥ অতএব, কার্য্যানুরূপ উদ্যম করিলে সেই কার্য্য অবশ্যই সিদ্ধ হইয়া থাকে, কার্য্য অপেক্ষা যদি উদ্যম অল্প হয়, তবে সে কার্য্য কখনই সম্পন্ন হয় না ॥ ৪১ ॥ দেশ, কাল এবং শত্রুর ও নিজের বল বিশেষরূপে বিদিত হইয়া কার্য্য করিলে তাহা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে এই কথা বৃহস্পতি বলিয়াছেন ॥ ৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহরাজ! শুম্ভ এইরূপ নিশ্চয় করিয়া প্রচুর সৈন্য সমভিব্যাহারে মহাসুর রক্তবীজকে সংগ্রামস্থলে প্রেরণ করিবার জন্য তাহাকে বলিল, রক্তবীজ! তুমি

শুম্ভ উবাচ।

রক্তবীজ! মহাবাহো গচ্ছ ত্বং সমরাঙ্গণে।
কুরু যুদ্ধং মহাভাগ! যথা তে বলমাহিতম্ ॥ ৪৪ ॥

রক্তবীজ উবাচ।

মহারাজ! ন তে কার্য্যা চিন্তা স্বল্পতরাপি বা।
অহমেনাং হনিষ্যামি করিষ্যামি বশে তব ॥ ৪৫ ॥
পশ্য মে যুদ্ধচাতুর্য্যং কেয়ং বালা সুরপ্রিয়া।
দাসীং তেঽহং করিষ্যামি জিত্বেমাং সমরে বলাৎ ॥ ৪৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাভাষ্য কুরুশ্রেষ্ঠ! রক্তবীজো মহাসুরঃ।
জগাম রথমারুহ্য স্বসৈন্যপরিবারিতঃ ॥ ৪৭ ॥
হস্ত্যশ্বরথপাদাতিবৃন্দৈশ্চ পরিবেষ্টিতঃ।
নির্জ্জগাম রথারূঢ়ো দেবীং শৈলোপরিস্থিতাম্ ॥ ৪৮ ॥
তমাগতং সমালোক্য দেবী শঙ্খমবাদয়ৎ।
ভয়দং সর্ব্বদৈত্যানাং দেবানাং মোদবর্দ্ধনম্ ॥ ৪৯ ॥
শ্রুত্বা শঙ্খস্বনং চোগ্রং রক্তবীজোঽতিবেগবান্।
গত্বা সমীপে চামুণ্ডাং বভাষে বচনং মৃদু ॥ ৫০ ॥

অয়ং রক্তবীজো মহিষাসুরস্যোৎপত্তিসময়ে চিতামধ্যান্নির্গতো দেহান্তরেণ রম্ভাসুর এবেতি পূর্ব্বমুক্তম্ ॥ ৪৪—৪৭ ॥

অতিশয় বলবান্, অতএব তুমিই সমরস্থলে গমন কর। মহাভাগ! সেখানে গিয়া তোমার যেরূপ বল তদনুসারে যুদ্ধ করিবে ॥ ৪৩—৪৪ ॥

রক্তবীজ বলিল, মহারাজ! আপনি এ বিষয়ে স্বল্পমাত্রও চিন্তা করিবেন না আমি নিশ্চয়ই তাহাকে সংহার করিব অথবা আপনার বশীভূত করিয়া দিব ॥ ৪৫ ॥ আমার যুদ্ধ চাতুর্য্য আপনি অবলোকন করুন, সেই সুরপ্রিয়া বালা অতি সামান্য, আমি ইহাকে বল সহকারে এখনিই জয় করিয়া আপনার দাসী করিয়া দিব ॥ ৪৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, কুরুশ্রেষ্ঠ! মহাসুর রক্তবীজ এই কথা বলিয়া স্বীয় সৈন্য সমূহে পরিবৃত হইয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক রণে প্রস্থান করিল ॥ ৪৭ ॥ হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি এই চতুরঙ্গিণী সেনায় পরিবেষ্টিত হইয়া রথে আরোহণ করিয়া শৈলোপরি অবস্থিতা দেবীর উদ্দেশে নগর হইতে নির্গত হইল ॥ ৪৮ ॥ অনন্তর, দেবী তাহাকে সমাগত দেখিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন, সেই শব্দে দানবদিগের ভয় সঞ্চার এবং দেবতাগণের আনন্দ বৃদ্ধি হইতে

রক্তবীজ উবাচ।

বালে! কিং মাং ভীষয়সি মত্বা ত্বং কাতরং কিল।
শঙ্খনাদেন তন্বঙ্গি! বেৎসি কিং ধূম্রলোচনম্ ॥ ৫১ ॥
রক্তবীজোঽস্মি নাম্নাহং ত্বৎসকাশমিহাগতঃ।
যুদ্ধেচ্ছা চেৎ পিকালাপে! সজ্জা ভব ভয়ং ন মে ॥ ৫২ ॥
পশ্যাদ্য মে বলং কান্তে! দৃষ্টা যে কাতরাস্ত্বয়া।
নাহং পংক্তিগতস্তেষাং কুরু যুদ্ধং যথেচ্ছসি ॥ ৫৩ ॥
বৃদ্ধাশ্চ সেবিতাঃ পূর্ব্বং নীতিশাস্ত্রং শ্রুতং ত্বয়া।
পঠিতঞ্চার্থবিজ্ঞানং বিদ্বদ্গোষ্ঠী কৃতাথ বা ॥ ৫৪ ॥
সাহিত্যতন্ত্রবিজ্ঞানং চেদস্তি তব সুন্দরি!।
শৃণু মে বচনং পথ্যং তথ্যং প্রমিতিবৃংহিতম্ ॥ ৫৫ ॥
রসানাঞ্চ নবানাং বৈ দ্বাবেব মুখ্যতাং গতৌ।
শৃঙ্গারকঃ শান্তিরসো বিদ্বজ্জনসভাসু চ।
তয়োঃ শৃঙ্গার এবাদৌ নৃপভাবে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৫৬ ॥

শৈলোপরিস্থিতামিতি। যদ্যপি দেবী শুম্ভস্তোপবনে স্থিতেতি পূর্ব্বমুক্তং তথাপি চণ্ডমুণ্ডবধানন্তরং সর্ব্বদৈত্যানাং বধে বিস্তীর্ণস্থলস্যাপেক্ষিতত্বাল্লোকাসঙ্কুলিতে বিস্তীর্ণে দেশে হিমালয়ে গতবতী ভগবতীতি বা শৈলোপর্য্যেব তস্তোপবনমাসীদিতি বা বোধ্যম্ ॥ ৪৮-৫৩॥
পরন্তু যৎকিঞ্চিৎ ময়োচ্যতে তচ্ছুত্বা পশ্চাদ্যুদ্ধং কুর্ব্বিত্যাহ বৃদ্ধাশ্চেতি। সর্ব্বেষাং বাক্যানাং চেদস্তীত্যনেনান্বয়ঃ ॥ ৫৪—৫৫ ॥

লাগিল ॥ ৪৯ ॥ রক্তবীজ সেই শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করিবামাত্র অতিবেগে চামুণ্ডা সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে কোমলভাবে বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৫০ ॥

বালে! আমাকে কাতর বিবেচনা করিয়া শঙ্খনিনাদ দ্বারা কি ভয় প্রদর্শন করিতেছ? কৃশাঙ্গি! আমাকে কি ধূম্রলোচন বলিয়া বিবেচনা করিতেছ? ॥ ৫১ ॥ মধুরভাষিণি! আমার নাম রক্তবীজ, আমি তোমার উদ্দেশে এই স্থানে আসিয়াছি, যদি তোমার যুদ্ধ বাসনা থাকে, তবে সজ্জিত হও আমার তাহাতে কিছুমাত্র ভয় নাই ॥ ৫২ ॥ কান্তে! যাহারা যুদ্ধে কাতর, তুমি তাহাদিগকেই দর্শন করিয়াছ, আমি সেই শ্রেণীর অন্তর্গত নহি; অতএব তোমার যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ যুদ্ধ কর তাহা হইলেই আমার বল প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে ॥ ৫৩ ॥ সুন্দরি! তুমি যদি পূর্ব্বে বৃদ্ধগণের সেবা করিয়া থাক, নীতিশাস্ত্র শ্রবণ করিয়া থাক, অর্থ বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিয়া থাক, পণ্ডিত সভায় মিলিত হইয়া থাক অথবা সাহিত্য ও তন্ত্র বিষয়ে যদি তোমার বিজ্ঞান থাকে, তবে প্রমাণ সহ সত্য অথচ পথ্য মদীয় এই বাক্য শ্রবণ কর ॥ ৫৪—৫৫ ॥ নববিধ রসের মধ্যে বিদ্বজ্জনের সভায় শৃঙ্গার ও শান্তি এই উভয়বিধ

বিষ্ণুর্লক্ষ্ম্যা সহাস্তে বৈ সাবিত্র্যা চতুরাননঃ।
শচ্যেন্দ্রঃ শৈলসুতয়া শঙ্করঃ সহ শেরতে ॥ ৫৭ ॥
বল্ল্যা বৃক্ষো মৃগো মৃগ্যা কপোত্যা চ কপোতকঃ।
এবং সর্ব্বে প্রাণভৃতঃ সংযোগরসিকা ভৃশম্ ॥ ৫৮ ॥
অপ্রাপ্তভোগবিভবা যে চান্যে কাতরা নরাঃ।
ভবন্তি যতয়স্তে বৈ মূঢ়া দৈবেন বঞ্চিতাঃ ॥ ৫৯ ॥
অসংসাররসজ্ঞাস্তে বঞ্চিতা বঞ্চনাপরৈঃ।
মধুরালাপনিপুণৈ রতাঃ শান্তিরসে হি তে ॥ ৬০ ॥
ক জ্ঞানং ক চ বৈরাগ্যং বর্ত্তমানে মনোভবে।
লোভে ক্রোধে চ দুর্দ্ধর্ষে মোহে মতিবিনাশকে ॥ ৬১ ॥
তস্মাত্ত্বমপি কল্যাণি! কুরু কান্তং মনোহরম্।
শুম্ভং সুরাণাং জেতারং নিশুম্ভং বা মহাবলম্ ॥ ৬২ ॥

রসানামিতি। বিদ্বৎসভাসু শৃঙ্গাররসঃ শান্তিরসশ্চেতি দ্বাবেব মুখ্যত্বেন গণিতৌ নৃপভাবে সংসারাসক্তিরূপে নৃপস্বভাবে ইত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

অস্মিন্ রসে কে সক্তা ইতি চেত্তত্রাহ বিষ্ণুর্লক্ষ্ম্যা ইতি ॥ ৫৭—৫৮ ॥

শান্তিরসে কে সক্তা ইতি চেদ্ধতভাগ্যা ইত্যাহ অপ্রাপ্তভোগবিভবা ইতি। যে কুত্রাপ্যুপযোগিনো ন সন্ত্যন্ধপঙ্গুমূঢ়াদয়স্তে শান্তিরসে নিমগ্না ইত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥

কিঞ্চ জ্ঞানং ভবতি চেৎ সাপি শান্তিঃ শান্তিরসোঽস্তু তদেব তু সর্ব্বথা দুর্ল্লভমিত্যাহ ক জ্ঞানমিতি ॥ ৬১—৬২ ॥

রসই প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, পরন্তু ঐ উভয় রসের মধ্যে শৃঙ্গার রসই প্রথমত রাজভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ ৫৬ ॥ অধিক কি, এই রসে আসক্ত হইয়া বিষ্ণু কমলার সহিত, চতুরানন সাবিত্রীর সহিত, ইন্দ্র শচীর সহিত এবং শঙ্কর উমার সহিত বাস করিতেছেন ॥ ৫৭ ॥ আর দেখ বৃক্ষ লতার সহিত, মৃগ মৃগীর সহিত ও কপোত কপোতীর সহিত মিলিত হয় এইরূপে সমস্ত প্রাণিপুঞ্জই সংযোগ-রসে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥ যাহারা পীড়াবশত কাতর হইয়াই ভোগ বিভব উপভোগ করিতে পারে না, সেই মূঢ় মানবেরাই দৈব বিড়ম্বনায় বঞ্চিত হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥ যাহারা সংসার রস বিদিত নহে, তাহারাই প্রতারকদিগের মধুর বাক্য-কৌশলে বঞ্চিত হইয়া শান্তিরসে নিরত হয় ॥ ৬০ ॥ বুদ্ধি-বিনাশক মোহ, দুর্ব্বার ক্রোধ, লোভ এবং কামের উদয় হইলে জ্ঞান অথবা বৈরাগ্য কোথায় স্থান পাইয়া থাকে? ॥ ৬১ ॥ অতএব, কল্যাণি! তুমি সুরবিজয়ী মনোহর শুম্ভ অথবা মহাবল নিশুম্ভকে পতিত্বে বরণ কর ॥ ৬২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা রক্তবীজোঽসৌ বিররাম পুরঃস্থিতঃ।
শ্রুত্বা জহাস চামুণ্ডা কালিকা চাম্বিকা তথা॥ ৬৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে রক্তবীজসমরাগমনং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭॥

চামুণ্ডা ললাটান্নিঃসৃতা কালিকা কোশান্নির্গতা অম্বিকা তয়োর্জননী॥ ৬৩॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রক্তবীজ দেবীর অগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া এই সমস্ত কথা বলিয়া বিরত হইলে কালিকা, অম্বিকাও চামুণ্ডা তাহা শ্রবণ করিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন॥ ৬৩॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে রক্তবীজের সংগ্রাম গমন নামক সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

কৃত্বা হাস্যং ততো দেবী তমুবাচ বিশাম্পতে ! ।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা যুক্তিযুক্তমিদং বচঃ ॥ ১ ॥
পূর্ব্বমেব ময়া প্রোক্তং মন্দাত্মন্ ! কিং বিকত্থসে।
দূতস্যাগ্রে যথাযোগ্যং বচনং হিতসংযুতম্ ॥ ২ ॥
সদৃশো মম রূপেণ বলেন বিভবেন চ।
ত্রিলোক্যাং যদি কোঽপি স্যাত্তং পতিং প্রবৃণোম্যহম্ ॥ ৩ ॥
ব্রূহি শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ প্রতিজ্ঞা মে পুরা কৃতা।
তস্মাদ্‌যুধ্যস্ব জিত্বা মাং বিবাহং বিধিবৎ কুরু ॥ ৪ ॥
ত্বং বৈ তদাজ্ঞয়া প্রাপ্তস্তস্য কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
সংগ্রামং কুরু পাতালং গচ্ছ বা পতিনা সহ ॥ ৫ ॥

ত্রিষষ্টিশ্লোকবর্গৈোক্ত রক্তবীজাসুরেণ হ।
দেব্যা সহ মহাযুদ্ধমভূদিতি চ বর্ণ্যতে ॥

রক্তবীজবাক্যং শ্রুত্বা দেবী যদাহ তদুচ্যতে কৃত্বা হাস্যমিতি ॥ ১ ॥
পূর্ব্বমেবেতি। হে মন্দাত্মন্ ! পূর্ব্বং প্রেষিতস্য দূতস্যাগ্রে যথাযোগ্যং হিতসংযুতং বচনং ময়া পূর্ব্বমেব প্রোক্তং পুনস্ত্বং কিমর্থং বিকত্থস ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২ ॥
তৎকিমুক্তমিতি চেত্তদাহ সদৃশো মমেতি। প্রবৃণোমি বর্ত্তমানসামীপ্যে ভবিষ্যতি লট্ বরিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, নরপতে ! দেবী রক্তবীজের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া হাস্য করত মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে তাহাকে এইরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ মন্দাত্মন্ ! আমি পূর্ব্বেই দূতের নিকট যথোচিত বাক্য বলিয়াছি, অতএব কেন আর এক্ষণে অনর্থক শ্লাঘা করিতেছ ? ॥২॥ ত্রিভুবন মধ্যে যদি কোনও পুরুষ, রূপ, বল ও বিভবে আমার সদৃশ থাকেন তাহা হইলে আমি তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিব ॥ ৩ ॥ তুমি শুম্ভ ও নিশুম্ভের নিকটে গমন করিয়া তাহাদিগকে জানাইবে যে, আমি পূর্ব্বেই এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অতএব আমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া বিধিপূর্ব্বক বিবাহ কর ॥ ৪ ॥ তুমি দৈত্যপতি শুম্ভের আদেশানুসারে তাহার কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্তই এস্থানে আসিয়াছ, অতএব হয় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও নতুবা তোমাদের প্রভুর সহিত পাতালে পলায়ন কর ॥ ৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং দেব্যাঃ স দৈত্যোঽমর্ষপূরিতঃ।
মুমোচ তরসা বাণান্ সিংহস্যোপরি দারুণান্ ॥ ৬ ॥
অম্বিকা তাঞ্ছরান্ বীক্ষ্য গগনে পন্নগোপমান্।
চিচ্ছেদ সায়কৈস্তীক্ষ্ণৈর্লঘুহস্ততয়া ক্ষণাৎ ॥ ৭ ॥
অন্যৈর্জঘান বিশিখৈ রক্তবীজং মহাসুরম্।
অম্বিকা চাপনির্ম্মুক্তৈঃ কর্ণাকৃষ্টৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ৮ ॥
দেবীবাণহতঃ পাপো মূর্চ্ছামাপ রথোপরি।
পতিতে রক্তবীজে তু হাহাকারো মহানভূৎ ॥ ৯ ॥
সৈনিকাশ্চুক্রুশুঃ সর্ব্বে হতাঃ স্ম ইতি চাব্রুবন্ ॥ ১০ ॥
ততো বুম্বারবং শ্রুত্বা শুম্ভঃ পরমদারুণম্।
উদ্‌যোগং সর্ব্বসৈন্যানাং দৈত্যানামাদিদেশ হ ॥ ১১ ॥

শুম্ভ উবাচ।

নির্যান্তু দানবাঃ সর্ব্বে কাম্বোজাঃ স্ববলৈর্বৃতাঃ।
অন্যেঽপ্যতিবলাঃ শূরাঃ কালকেয়া বিশেষতঃ ॥ ১২ ॥

ইতি প্রতিজ্ঞেত্যর্থঃ ॥ ৪—৭ ॥
অন্যৈরিতি স্থূলাগ্রৈরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! দেবীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই দানব কোপে পরিপূর্ণ হইল এবং অবিলম্বে সিংহের উপর নিদারুণ শর সকল মোচন করিতে লাগিল ॥৬॥ তখন, অম্বিকা আকাশ মার্গে সর্প সদৃশ সেই শরজাল দর্শন করিয়া লঘুহস্ততা-প্রযুক্ত তীক্ষ্ণ সায়ক সমূহ দ্বারা ক্ষণমাত্রেই সেই শর সকল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং স্বীয় শরাসন আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক শিলাশাণিত অপর বিশিখ সকল পরিত্যাগ করিয়া মহাসুর রক্তবীজকে প্রহার করিলেন ॥ ৭—৮ ॥ তখন, সেই পাপিষ্ঠ দেবীর শরাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া রথের উপর পতিত হইল। রক্তবীজ নিপতিত হইলে তাহার সৈন্যগণের মধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল এবং হায় হায়! আমরা হত হইলাম এই বলিয়া সৈন্যগণ ক্রন্দন করিতে লাগিল ॥৯—১০॥ অনন্তর, অসুররাজ শম্ভু নিদারুণ বুম্বারব (করমুখ-সংযোগে বিপদসূচক আর্ত্তনাদ) শ্রবণ করিয়া সমস্ত দানব-সেনাদিগকে রণসজ্জায় সজ্জিত হইতে আদেশ করিল ॥ ১১ ॥ শুম্ভ বলিল, অদ্য সমস্ত দানব, কাম্বোজগণ ও অন্যান্য সেনাপতিগণ স্বীয় স্বীয় সেনায় পরিবৃত হইয়া যুদ্ধে গমন করুক; বিশেষত কালকেয়গণ শূর ও অতিশয় বলবান্, অতএব তাহারাও সেনা সমভিব্যাহারে সমরে গমন করুক ॥ ১২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যাজ্ঞপ্তং বলং সর্ব্বং শুম্ভেন চ চতুর্ব্বিধম্ ।
নির্জ্জগাম মদাবিষ্টং দেবীসমরমণ্ডলে ॥ ১৩ ॥
তমাগতং সমালোক্য চণ্ডিকা দানবং বলম্ ।
ঘণ্টানাদং চকারাশু ভীষণং ভয়দং মুহুঃ ॥ ১৪ ॥
জ্যাস্বনং শঙ্খনাদঞ্চ চকার জগদম্বিকা ।
তেন নাদেন সা জাতা কালী বিস্তারিতাননা ॥ ১৫ ॥
শ্রুত্বা তন্নিনদং ঘোরং সিংহো দেব্যাশ্চ বাহনম্ ।
জগর্জ্জ সোঽপি বলবান্ জনয়ন্ ভয়মদ্ভুতম্ ॥ ১৬ ॥
তন্নিনাদমুপশ্রুত্য দানবাঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ ।
সর্ব্বে চিক্ষিপুরস্ত্রাণি দেবীং প্রতি মহাবলাঃ ॥ ১৭ ॥
তস্মিন্নেবায়তে যুদ্ধে দারুণে লোমহর্ষণে ।
ব্রহ্মাদীনাঞ্চ দেবানাং শক্তয়শ্চণ্ডিকাং যযুঃ ॥ ১৮ ॥
যস্য দেবস্য যদ্রূপং যথাভূষণবাহনম্ ।
তাদৃগ্রূপাস্তদা দেব্যঃ প্রযযুঃ সমরাঙ্গণে ॥ ১৯ ॥

তেন চ রক্তং ন নির্গতং মূর্চ্ছা চ জাতেত্যুভয়ং যুক্তমেব ॥ ৯—১৪ ॥

কালী বিস্তারিতাননা সতী তেন নাদেন যুক্তা জাতা। তথা তেষাং নাদং স্বমুখেনাকরোদিত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৭ ॥

আয়তে বিস্তীর্ণে ॥ ১৮—১৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! শুম্ভের আজ্ঞা পাইবামাত্র হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও রথী এই চতুরঙ্গিণী সেনা মদমত্ত হইয়া দেবীর সংগ্রাম স্থলে গমন করিতে লাগিল ॥১৩॥ চণ্ডিকাদেবী দানবসৈন্তগণকে সমীপে সমাগত দেখিয়া অবিলম্বে বারংবার ভীষণ ও ভয়প্রদ ঘণ্টাধ্বনি করিতে লাগিলেন ॥১৪॥ জগদম্বিকাও জ্যাশব্দ এবং শঙ্খনিনাদ করিলেন ; তৎকালে কালীও স্বীয় বদন বিস্তারিত করিয়া সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে তদনুরূপ ঘোরতর শব্দ করিলেন ॥ ১৫ ॥ দেবীর বাহন বলবান্ সিংহও ঘোরতর সেই নিনাদ শ্রবণগোচর করিয়া এমন গর্জ্জন করিল যে, তাহাতে দানবদিগের অদ্ভুত ভীতির সঞ্চার হইতে লাগিল ॥ ১৬ ॥ তখন, মহাবল দানবেরা সেই নিনাদ শ্রবণ করিয়া কোপবশত অধীর হইয়া দেবীর উপর বাণ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১৭ ॥ সেই লোমহর্ষণ বিস্ময়কর নিদারুণ যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ব্রহ্মাদি দেবতাগণের শক্তি সকল চণ্ডিকাদেবীর নিকট আগমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ যে যে দেবতার যেমন রূপ যেরূপ ভূষণ ও যেমন বাহন সেই সেই দেবতার শক্তি সকল সেইরূপ

ব্রহ্মাণী বরটারূঢ়া সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুঃ।
আগতা ব্রহ্মণঃ শক্তির্ব্রহ্মাণীতি প্রতিশ্রুতা ॥ ২০ ॥
বৈষ্ণবী গরুড়ারূঢ়া শঙ্খচক্রগদাধরা।
পদ্মহস্তা সমায়াতা পীতাম্বরবিভূষিতা ॥ ২১ ॥
শাঙ্করী তু বৃষারূঢ়া ত্রিশূলবরধারিণী।
অর্দ্ধচন্দ্রধরা দেবী তথাহিবলয়া শিবা ॥ ২২ ॥
কৌমারী শিখিসংরূঢ়া শক্তিহস্তা বরাননা।
যুদ্ধকামা সমায়াতা কার্ত্তিকেয়স্বরূপিণী ॥ ২৩ ॥
ইন্দ্রাণী সুষ্ঠু বদনা সুশ্বেতগজবাহনা।
বজ্রহস্তাতিভূষাঢ্যা সংগ্রামাভিমুখী যযৌ ॥ ২৪ ॥
বারাহী শূকরাকারা প্রৌঢ়প্রেতাসনা মতা*।
নারসিংহী নৃসিংহস্য বিভ্রতী সদৃশং বপুঃ ॥ ২৫ ॥
যাম্যা চ মহিষারূঢ়া দণ্ডহস্তা ভয়প্রদা।
সমায়াতাথ সংগ্রামে যমরূপা শুচিস্মিতা ॥ ২৬ ॥

বরটো হংসঃ ॥ ২০—২২ ॥
শিখিসংরূঢ়া ময়ূরারূঢ়েত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৬ ॥

রূপ ধারণ করিয়া তদনুযায়ী বাহনে আরূঢ় ও সেইরূপ ভূষণে ভূষিত হইয়া সমরে আগমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥ ব্রহ্মাণী নামে বিখ্যাত ব্রহ্মার শক্তি হংসপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলু লইয়া আগমন করিলেন ॥ ২০ ॥ পীতবসনা বৈষ্ণবী গরুড়ে আরূঢ় হইয়া শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম হস্তে ধারণ করিয়া আগত হইলেন ॥ ২১ ॥ শিবরমণী শাঙ্করীদেবী বৃষপৃষ্ঠে আরূঢ় হইয়া এবং ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র, করে অহি বলয় ও ত্রিশূল ধারণ করিয়া আগমন করিলেন ॥ ২২ ॥ চারুবদনা কৌমারী দেবী কার্ত্তিকেয়-সদৃশ রূপ ধারণ পূর্ব্বক ময়ূরের উপর আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে শক্তিহস্তে রণস্থলে আগমন করিলেন ॥ ২৩ ॥ সুমুখী ইন্দ্রাণী অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল বিবিধ ভূষণে ভূষিত করিয়া ঐরাবতে আরোহণ পূর্ব্বক করে বজ্র ধারণ করত যুদ্ধের অভিলাষে রণস্থলে আগমন করিলেন ॥ ২৪ ॥ শূকররূপিণী বারাহী অত্যুন্নত প্রেতাসনে আসীন হইয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। নারসিংহী নৃসিংহের অনুরূপ দেহ ধারণ করিয়া তথায় সমাগত হইলেন ॥ ২৫ ॥ যমের শক্তি যম সদৃশ ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়া মহিষের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক ঈষৎ

---

* পৃষ্ঠপ্রোথা সটাকৃতা। ইতি বা পাঠঃ।

তথৈব বারুণী শক্তিঃ কৌবেরী চ মদোৎকটা।
এবংবিধাস্তথাকারা যযুঃ স্বস্ববলৈর্বৃতাঃ ॥ ২৭ ॥
আগতাস্তাঃ সমালোক্য দেবী মুদমবাপ চ।
স্বস্থা মুমুদিরে দেবা দৈত্যাশ্চ ভয়মাযযুঃ ॥ ২৮ ॥
তাভিঃ পরিবৃতস্তত্র শঙ্করো লোকশঙ্করঃ।
সমাগম্য চ সংগ্রামে চণ্ডিকামিত্যুবাচ হ ॥ ২৯ ॥
হন্যন্তামসুরাঃ শীঘ্রং দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে।
নিশুম্ভশ্চৈব শুম্ভশ্চ যে চান্যে দানবাঃ স্থিতাঃ ॥ ৩০ ॥
হত্বা দৈত্যবলং সর্ব্বং কৃত্বা চ নির্ভয়ং জগৎ।
স্থানি স্থানি চ ধিষ্ণ্যানি সমাগচ্ছন্তু শক্তয়ঃ ॥ ৩১ ॥
দেবা যজ্ঞভুজঃ সন্তু ব্রাহ্মণা যজনে রতাঃ।
প্রাণিনঃ সন্তু সন্তুষ্টাঃ সর্ব্বে স্থাবরজঙ্গমাঃ ॥ ৩২ ॥
শমং যান্তু তথোৎপাতা ঈতয়শ্চ তথা পুনঃ।
ঘনাঃ কালে প্রবর্ষন্তু কৃষির্বহুফলা তথা ॥ ৩৩ ॥

তথাকারাঃ যস্য দেবস্য যা শক্তিস্তস্য দেবস্য য আকারস্তথাকারো যাসাং তা ইত্যর্থঃ ॥ ২৭—২৯ ॥
যে চান্যে দানবাঃ স্থিতাস্তেঽপি হন্যন্তামিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥
দৈত্যবলঞ্চ সর্ব্বং হত্বেত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৩ ॥

হাস্য করিতে করিতে করে দণ্ডধারণ করিয়া সমরস্থলে আগমন করিলেন ॥ ২৬ ॥ এইরূপে মদোন্মত্তা কৌবেরী শক্তি, বারুণী শক্তি এবং অন্যান্য সকল শক্তিই তদনুযায়ী রূপ বাহন ও ভূষণে সজ্জিত এবং নিজ নিজ সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া সমরে আগমন করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ দেবী তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া আনন্দিত হইলেন, দেবতাগণও স্বস্থচিত্ত হইয়া অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; কিন্তু দানবগণ তদ্দর্শনে সাতিশয় ভীত হইল ॥২৮॥ অখিল লোকের মঙ্গলকারক শঙ্কর তৎকালে সেই শক্তিগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া সমরস্থলে উপস্থিত হইয়া চণ্ডিকাদেবীকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ শুম্ভ, নিশুম্ভ ও অন্যান্য যে সকল দানবগণ এই সময়ে সমাগত হইয়াছে, দেবতাগণের কার্য্য সাধনের নিমিত্ত সেই অসুরদিগকে সত্বর সংহার কর ॥ ৩০ ॥ সমস্ত দানবকুল বিনাশ করিয়া জগৎকে ভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া শক্তিগণ আপন আপন আলয়ে প্রতিগমন করুন ॥৩১॥ দেবতাগণ যজ্ঞভোজী, ব্রাহ্মণেরা যজন কার্য্যে নিরত, আর স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিপুঞ্জ পরম সন্তুষ্ট হউক ॥ ৩২ ॥ উৎপাত ও অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ঈতি সকল

ব্যাস উবাচ।

এবং ব্রুবতি দেবেশে শঙ্করে লোকশঙ্করে।
চণ্ডিকায়াঃ শরীরাত্তু নির্গতা শক্তিরদ্ভুতা ॥ ৩৪ ॥
ভীষণাতিপ্রচণ্ডা চ শিবাশতনিনাদিনী।
ঘোররূপাথ পঞ্চাস্যমিত্যুবাচ স্মিতাননা ॥ ৩৫ ॥
দেবদেব! ব্রজাশু ত্বং দৈত্যানামধিপং প্রতি।
দূতত্বং কুরু কামারে! ব্রূহি শুম্ভং স্মরাকুলম্ ॥ ৩৬ ॥
নিশুম্ভঞ্চ মদোৎসিক্তং বচনান্মম শঙ্কর!।
মুক্ত্বা ত্রিবিষ্টপং যাত যূয়ং পাতালমাশু বৈ ॥ ৩৭ ॥
দেবাঃ স্বর্গে সুখং যান্তু তুরাষাট্ স্বাসনং শুভম্।
প্রাপ্নোতু ত্রিদিবং স্থানং যজ্ঞভাগাংশ্চ দেবতাঃ ॥ ৩৮ ॥
জীবিতেচ্ছা চ যুষ্মাকং যদি স্যাত্তু মহত্তরা।
তর্হি গচ্ছত পাতালং তরসা যত্র দানবাঃ ॥ ৩৯ ॥

অতিবিশিষ্টতেজসঃ কৌশিক্যাঃ সবিধে স্বয়ং গন্তুমশক্তস্তা দেবশক্তীরীশানো দেব্যো দর্শয়িত্বা কৌশিক্যাঃ স্বশক্তেঃ পার্ব্বত্যাঃ সকাশাৎ প্রাদুর্ভূতত্বেন ধৃষ্টতয়া ঈশান এব তথোক্তবানিতি ভাবঃ। স্বস্তা অপি সহায়প্রদর্শনেনেবক্রষ্টা ভগবতী তস্তোত্তরং নাহ কিন্তু তস্যাঃ সকাশাদুৎপন্না কাচিচ্ছক্তিরিত্যাহ চণ্ডিকায়াঃ শরীরাদ্বিতি ॥ ৩৪ ॥
শিবাশতনিনাদিনী শতশব্দোঽনন্তবাচী। শিবানাং শতেন নিনাদিনীতি বিগ্রহঃ। নিনদদনন্তশিবাবৃতেত্যর্থঃ ॥ ৩৫—৩৯ ॥

প্রশমিত হউক, মেঘ সকল নিয়মিত সময়ে বারিবর্ষণ করুক এবং কৃষিকার্য্যে প্রচুর শস্য সকল উৎপন্ন হউক ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সর্ব্বলোকের মঙ্গলদায়ক দেবেশ শঙ্কর এইরূপ বলিলে পর চণ্ডিকাদেবীর শরীর হইতে এক অত্যদ্ভুত শক্তি নির্গত হইলেন; তাঁহার আকৃতি অতিশয় ভীষণ ও প্রচণ্ড; তাঁহার চতুর্দ্দিকে শত শত শিবা ঘোরতর ভীষণশব্দ করিতে লাগিল; তখন সেই ঘোররূপা শক্তি ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে পঞ্চাননকে বলিলেন ॥ ৩৪—৩৫ ॥ দেবদেব! আপনি দৈত্যদিগের অধিপতি শুম্ভের নিকট অবিলম্বে গমন করুন; হে কামনাশন! আপনি আমার দৌত্যকার্য্যে নিরত হউন; শঙ্কর! মদীয় বাক্যানুসারে মদগর্ব্বিত কামাতুর দৈত্যপতি শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বলুন যে, তোমরা অমররাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এখনিই পাতালে প্রবেশ কর ॥ ৩৬—৩৭ ॥ দেবতারা স্বর্গে গিয়া সুখে বাস করুন; বাসব স্বীয় সুশোভন আসন লাভ করুন; আর অধিক কি বলিব, দেবতাগণ স্বর্গ স্থান ও আপন আপন যজ্ঞভাগ লাভ করুন্ ॥ ৩৮ ॥ আর যদি তোমাদের জীবনের নিতান্ত বাসনা থাকে,

অথবা বলমাস্থায় যুদ্ধেচ্ছা মরণায় চেৎ।
তদাগচ্ছন্তু তৃপ্যন্তু মচ্ছিবাঃ পিশিতেন বঃ ॥ ৪০ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যাঃ শূলপাণিস্ত্বরান্বিতঃ।
গত্বাহ দৈত্যরাজানং শুম্ভং সদসি সংস্থিতম্ ॥ ৪১ ॥

শিব উবাচ।

রাজন্! দূতোঽহমম্বায়াস্ত্রিপুরান্তকরো হরঃ।
ত্বৎসকাশমিহায়াতো হিতং কর্ত্তুং তবাখিলম্ ॥ ৪২ ॥
ত্যক্ত্বা স্বর্গং তথা ভূমিং যূয়ং গচ্ছত সত্বরম্।
পাতালং যত্র প্রহ্লাদো বলিশ্চ বলিনাংবরঃ ॥ ৪৩ ॥
অথবা মরণেচ্ছা চেত্তর্হ্যাগচ্ছত সত্বরম্।
সংগ্রামে বো হনিষ্যামি সর্ব্বানেবাহমাশু বৈ
ইত্যুবাচ মহারাজ্ঞী যুষ্মৎকল্যাণহেতবে ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি দৈত্যবরান্ দেবীবাক্যমমৃতসন্নিভম্।
হিতকৃচ্ছ্রাবয়িত্বা স প্রত্যায়াতশ্চ শূলভৃৎ ॥ ৪৫ ॥

মচ্ছিবাঃ। যা ময়া সহ নিনদন্ত্যঃ প্রাদুর্ভূতাঃ। পিশিতং মাংসম্ ॥ ৪০—৪৩ ॥
ইত্যুবাচ মহারাজ্ঞীতি। ত্যক্ত্বা স্বর্গমিত্যারভ্যাশু বৈ এতৎপর্য্যন্তমিতিশব্দার্থঃ ॥ ৪৪ ॥

তবে যেখানে দানবগণ বসতি করিয়া আছে তোমারা সত্বর সেই পাতালপুরে প্রবেশ কর ;' ॥ ৩৯ ॥ নতুবা যদি মরণের নিমিত্ত তোমাদের সসৈন্যে সংগ্রাম করিবার বাসনা হইয়া থাকে, তবে সত্বর রণস্থলে আগমন কর, তোমাদিগের মাংস খাইয়া আমার শিবাগণ পরিতৃপ্ত হউক ॥ ৪০ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তাঁহার ঈদৃশ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া শূলপাণি সত্বর সভাসীন দানবরাজ শুম্ভের সন্নিধানে গমন করিয়া বলিলেন ॥ ৪১ ॥ রাজন্! আমি ত্রিপুরাসুরের অন্তক স্বয়ং হর, এক্ষণে অম্বিকাদেবীর দূত হইয়া তোমার সমস্ত বিষয়ে হিত সাধন করিবার নিমিত্তই তোমার নিকট আগমন করিয়াছি ॥ ৪২ ॥ বীরবর বলি ও প্রহ্লাদ যে স্থানে বাস করিতেছেন, তোমরা স্বর্গরাজ্য ও মর্ত্ত্যরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অবিলম্বে সেই পাতালপুরে গমন কর ॥৪৩॥ অথবা যদি মৃত্যু বাসনা হইয়া থাকে তবে যুদ্ধে আগমন কর; তাহা হইলে আমি তোমাদের সকলকেই এখনি সমরে সংহার করিব।

যয়াসৌ প্রেরিতঃ শম্ভুর্দূতত্বে দানবান্ প্রতি।
শিবদূতীতি বিখ্যাতা জাতা ত্রিভুবনেঽখিলে ॥ ৪৬ ॥
তেঽপি শ্রুত্বা বচো দেব্যাঃ শঙ্করোক্তন্তু দুষ্করম্।
যুদ্ধায় নির্যযুঃ শীঘ্রং দংশিতাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৪৭ ॥
তরসা রণমাগত্য চণ্ডিকাং প্রতি দানবাঃ।
নির্জ্জঘ্নুশ্চ শরৈস্তীক্ষ্ণৈঃ কর্ণাকৃষ্টৈঃ শিলাশিতৈঃ ॥ ৪৮ ॥
কালিকা শূলপাতৈস্তান্ গদাশক্তিবিদারিতান্।
কুর্ব্বন্তী ব্যচরত্তত্র ভক্ষয়ন্তী চ দানবান্ ॥ ৪৯ ॥
কমণ্ডলুজলাক্ষেপগতপ্রাণান্মহাবলান্।
ব্রহ্মাণী চাকরোত্তত্র দানবান্ সমরাঙ্গণে ॥ ৫০ ॥
মাহেশ্বরী বৃষারূঢ়া ত্রিশূলেনাতিরংহসা।
জঘান দানবান্ সংখ্যে পাতয়ামাস ভূতলে ॥ ৫১ ॥
বৈষ্ণবী চক্রপাতেন গদাপাতেন দানবান্।
গতপ্রাণাংশ্চকারাশু চোত্তমাঙ্গবিবর্জ্জিতান্ ॥ ৫২ ॥

দেবীবাক্যং দেব্যা বাক্যং হিতকৃদমৃতসন্নিভং শ্রাবয়িত্বা শূলভৃচ্ছিবঃ প্রত্যায়াত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥
যয়েতি। কৌশিকীত উদ্ভূতয়েত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৫২ ॥

রাজন্! তোমাদিগের কল্যাণ কামনায় মহারাজ্ঞী অম্বিকা দেবী এই সকল কথা বলিয়া আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সেই শূলধারী শঙ্কর দেবীর অমৃতময় হিতকর সেই বাক্য প্রধান প্রধান দানবদিগকে শুনাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ॥৪৫॥ যে শক্তি শম্ভুকে দূত করিয়া দানবদিগের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন, সমস্ত ত্রিভুবনে তিনি শিবদূতী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন ॥ ৪৬ ॥ তখন, দৈত্যগণ দেবীর সেই দুষ্কর বাক্য শঙ্কর-মুখে শ্রবণ করিয়া কবচ-বন্ধন ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক যুদ্ধবাসনায় সত্বর নির্গত হইল ॥৪৭॥ দানবেরা বেগে রণস্থলে আসিয়া আকর্ণ আকৃষ্ট শিলাশাণিত তীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা চণ্ডিকাকে প্রহার করিতে লাগিল ॥৪৮॥ তখন, কালিকাদেবী কাহাকেও শূলাঘাতে, কাহাকেও শক্তিপ্রহারে, কাহাকেও গদাঘাতে বিদীর্ণ করিয়া তাহাদিগকে ভক্ষণ করত রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥ ব্রহ্মাণী সমরাঙ্গণে মহাবল দানবগণের শরীরে কমণ্ডলুর সলিলসেচন করিয়া তাহাদিগের প্রাণ বিনষ্ট করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ মাহেশ্বরী বৃষে আরূঢ় হইয়া অতিবেগে ত্রিশূলদ্বারা দানবদিগকে প্রহার করিয়া ভূতলে পাতিত করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥ বৈষ্ণবী

ঐন্দ্রী বজ্রপ্রহারেণ পাতয়ামাস ভূতলে ।
ঐরাবতকরাঘাতপীড়িতান্ দৈত্যপুঙ্গবান্ ॥ ৫৩ ॥
বারাহী তুণ্ডঘাতেন দংষ্ট্রাগ্রপাতনেন চ ।
জঘান ক্রোধসংযুক্তা শতশো দৈত্যদানবান্ ॥ ৫৪ ॥
নারসিংহী নখৈস্তীব্রৈর্দারিতান্ দৈত্যপুঙ্গবান্ ।
ভক্ষয়ন্তী চচারাজৌ ননাদ চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৫৫ ॥
শিবদূতী সাট্টহাসৈঃ পাতয়ামাস ভূতলে ।
তাংশ্চখাদাথ চামুণ্ডা কালিকা চ ত্বরান্বিতা ॥ ৫৬ ॥
শিখিসংস্থা চ কৌমারী কর্ণাকৃষ্টৈঃ শিলাশিতৈঃ ।
নিজঘান রণে শত্রূন্ দেবানাঞ্চ হিতায় বৈ ॥ ৫৭ ॥
বারুণী পাশসম্বদ্ধান্ দৈত্যান্ সমরমস্তকে ।
পাতয়ামাস তৎপৃষ্ঠে মূর্চ্ছিতান্ গতচেতনান্ ॥ ৫৮ ॥
এবং মাতৃগণেনাজাবতিবীর্য্যপরাক্রমম্ ।
মর্দ্দিতং দানবং সৈন্যং পলায়নপরং হ্যভূৎ ॥ ৫৯ ॥
বুম্বারবস্তু সুমহানভূত্তত্র বলার্ণবে ।
পুষ্পবৃষ্টিং তদা দেবাশ্চক্রুর্দ্দেব্যা গণোপরি ॥ ৬০ ॥

(ঐন্দ্রীতি । শক্তিবাহনানামপি যুদ্ধকার্য্যকরত্বমাহ ঐরাবতেতি ॥ ৫৩—৫৬ ॥
ন হ্যেতাদৃশঃ সংহারব্যাপারো নিরর্থক অত আহ দেবানাঞ্চ হিতায়েতি ॥ ৫৭ ॥
তৎপৃষ্ঠে তস্য রণস্থলস্য পৃষ্ঠে ইত্যর্থঃ ॥ ৫৮—৬০ ॥

গদাঘাতে বহুতর দৈত্যের প্রাণ বিনাশ এবং চক্র প্রহারে বহুতর দৈত্যের মস্তক ছিন্ন করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥ ইন্দ্রাণী ঐরাবতের কর প্রহারে নিপীড়িত প্রধান প্রধান দানবগণের উপর বজ্রপ্রহার করিয়া তাহাদিগকে ধরণীতলে পাতিত করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥ বারাহী রোষপরবশ হইয়া দশনাগ্রভাগ ও তুণ্ড প্রহারে শত শত দৈত্য দানবদিগকে শমন সদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥ নারসিংহী তীক্ষ্ণ নখর দ্বারা দানব পুঙ্গবদিগকে বিদীর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিতে করিতে সমরস্থলে বিচরণ এবং বারংবার ঘোরতর শব্দ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥ শিবদূতী অট্ট অট্ট হাস্য দ্বারা দানবগণকে যেমন ভূতলে পাতিত করিলেন, অমনি কালিকা ও চণ্ডিকা অবিলম্বে তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥ দেবতাগণের হিত কামনায় সেই সময়ে কৌমারী ময়ূরে আরোহণ করিয়া শিলাশাণিত শর সকল আকর্ণ আকর্ষণ করত শত্রু সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥ বারুণী শক্তি সম্মুখ সংগ্রামে দৈত্যগণকে পাশদ্বারা আবদ্ধ করিয়া পাতিত করিতে লাগিলেন তাহাতে তাহারা চেতনশূন্য হইয়া ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতে লাগিল ॥ ৫৮ ॥

রথাঙ্গাহতদেহাত্তু বহু সুস্রাব শোণিতম্।
বজ্রাহতগিরেঃ শৃঙ্গান্নির্ঝর্য্যা ইব গৈরিকাঃ ॥ ৭ ॥
যত্র যত্র যদা ভূমৌ পতন্তি রক্তবিন্দবঃ।
সমুত্তস্থুস্তদাকারাঃ পুরুষাশ্চ সহস্রশঃ ॥ ৮ ॥
ঐন্দ্রী তমসুরং ঘোরং বজ্রেণাভিজঘান চ।
রক্তবীজং ক্রুধাবিষ্টা নিঃসসার চ শোণিতম্ ॥ ৯ ॥
ততস্তৎক্ষতজাজ্জাতা রক্তবীজা হ্যনেকশঃ।
তদ্বীর্য্যাশ্চ তদাকারাঃ সায়ুধা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ ॥ ১০ ॥
ব্রহ্মাণী ব্রহ্মদণ্ডেন কুপিতা হ্যহনদ্ভৃশম্।
মাহেশ্বরী ত্রিশূলেন দারয়ামাস দানবম্ ॥ ১১ ॥
নারসিংহী নখাঘাতৈস্তং বিব্যাধ মহাসুরম্।
অহনৎ তুণ্ডঘাতেন ক্রুদ্ধা তং রাক্ষসাধমম্ ॥ ১২ ॥
কৌমারী চ তথা শক্ত্যা বক্ষ্যস্থেনমতাড়য়ৎ।
সোঽপি ক্রুদ্ধঃ শরাসারৈর্ব্বিভেদ নিশিতৈশ্চ তাঃ ॥ ১৩ ॥

শিবাদ্বরং লব্ধবানিত্যাহ অত্যদ্ভুততরমিতি। তদ্বরদানমত্যদ্ভুততরং নৈতৎ সদৃশমন্যত্র কাপি দৃষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ১—৯ ॥
ক্ষতজাক্রুধিরাৎ ॥ ১০—১১ ॥

চক্র প্রহারে আহত হইলে, বজ্রাহত গিরিশৃঙ্গ হইতে যেমন গৈরিকের নির্ঝরিণী নির্গত হয়, সেইরূপ তাহার দেহ হইতে শোণিতধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল ॥ ৭ ॥ তৎকালে তাহার রক্তবিন্দু সকল ভূতলের যেস্থানে পতিত হইল, সেই স্থানেই তদাকার সহস্র সহস্র পুরুষ তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন হইল ॥ ৮ ॥ ইন্দ্রাণী ক্রোধাবিষ্ট হইয়া সেই ভয়ঙ্কর রক্তবীজ অসুরকে বজ্র দ্বারা প্রহার করিলেন, তখন তাহার সেই দেহ হইতে শোণিতধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল ॥ ৯ ॥ রক্ত পতিত হইবামাত্র তাহার ন্যায় বীর্য্যবান্ রূপসম্পন্ন আয়ুধধারি যুদ্ধদুর্ম্মদ অনেক রক্তবীজ সেই রুধির হইতে জন্ম গ্রহণ করিতে লাগিল ॥ ১০ ॥ তখন ব্রহ্মাণী কুপিত হইয়া ব্রহ্মদণ্ড দ্বারা তাহাকে অধিকতর বলসহকারে প্রহার করিলেন; মাহেশ্বরী শূলপ্রহার করিয়া দানবকে বিদীর্ণ করিলেন ॥ ১১ ॥ নারসিংহী নখরের আঘাত দ্বারা সেই মহাসুরকে বিদ্ধ করিলেন; বারাহী ক্রুদ্ধ হইয়া তুণ্ডাঘাত দ্বারা সেই দানবাধমকে আহত করিলেন ॥ ১২ ॥ সেইরূপ কৌমারীও ইহার বক্ষঃস্থলে শক্তিপ্রহার করিলেন; তখন দানবপ্রবর ক্রুদ্ধ হইয়া নিশিত শরনিকর বর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের সকলকেই বিদ্ধ করিতে

গদাশক্তিপ্রহারৈস্তু মাতৃঃ সর্ব্বাঃ পৃথক্ পৃথক্।
শক্তয়স্তং শরাঘাতৈর্ব্বিবিধুস্তৎপ্রকোপিতাঃ ॥ ১৪ ॥
তস্য শস্ত্রাণি চিচ্ছেদ চণ্ডিকা স্বশরৈঃ শিতৈঃ।
জঘানান্যৈশ্চ বিশিখৈস্তং দেবী কুপিতা ভৃশম্ ॥ ১৫ ॥
তস্য দেহাচ্চ সুস্রাব রুধিরং বহুধা তু যৎ।
তস্মাত্তৎসদৃশাঃ শূরাঃ প্রাদুরাসন্ সহস্রশঃ ॥ ১৬ ॥
রক্তবীজৈর্জ্জগদ্ব্যাপ্তং রুধিরৌঘসমুদ্ভবৈঃ।
সন্নদ্ধৈঃ সায়ুধৈঃ কামং কুর্ব্বদ্ভির্যুদ্ধমদ্ভুতম্ ॥ ১৭ ॥
প্রহরতশ্চ তান্ দৃষ্ট্বা রক্তবীজাননেকশঃ।
ভয়ভীতাঃ সুরাস্ত্রেসুর্বিষণ্ণাঃ শোককর্শিতাঃ ॥ ১৮ ॥
কথমদ্য ক্ষয়ং দৈত্যা গমিষ্যন্তি সহস্রশঃ।
মহাকায়া মহাবীর্য্যা দানবা রক্তসম্ভবাঃ ॥ ১৯ ॥
একৈব চণ্ডিকাত্রাস্তি তথা কালী চ মাতরঃ।
এতাভির্দ্দানবাঃ সর্ব্বে জেতব্যাঃ কষ্টমেব তৎ ॥ ২০ ॥

তুণ্ডঘাতেন বারাহী দেব্যাহনৎ ॥ ১২—২০ ॥

লাগিল ॥ ১৩ ॥ সেই মহাসুর গদা শক্তি প্রভৃতি অস্ত্র প্রহারে সমস্ত মাতৃগণকে পৃথক্ পৃথক্-রূপে বিদ্ধ করিল, তখন শক্তিগণও তৎকর্ত্তৃক প্রকোপিত হইয়া শরপ্রহার দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ চণ্ডিকাদেবী কুপিত হইয়া আপনার শিত শরনিকর দ্বারা তাহার শস্ত্রজাল খণ্ড খণ্ড করিয়া অপর বিশিখ সমূহে তাহাকে নিদারুণ প্রহার করিলেন ॥ ১৫ ॥ মহারাজ! এইরূপ গুরুতর প্রহারে তাহার দেহ হইতে যেমন অধিকতর রুধিরস্রাব হইল, অমনিই রক্তবীজ সদৃশ সহস্র সহস্র অসুর সেই রুধির হইতে প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ১৬ ॥ এমন কি, সেই শোণিতপ্রবাহ হইতে যে সকল রক্তবীজ উৎপন্ন হইল, তাহাদিগের দ্বারাই জগন্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তখন তাহারাও সকলেই কবচ দ্বারা আবৃতাঙ্গ হইয়া আয়ুধ সকল গ্রহণ করিয়া অতীব অদ্ভুত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥ যখন বহুসংখ্যক রক্তবীজ হইয়া দেবীকে প্রহার করিতে লাগিল, তখন দেবতারা তদ্দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া শোকে কাতর হইলেন এবং বিষণ্ণবদনে পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে, এই শোণিতসম্ভূত মহাকায় সহস্র সহস্র দানব দৃষ্ট হইতেছে, ইহারা সকলেই মহাবীর্য্য-শালী অতএব ইহারা এক্ষণে কি প্রকারে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥১৮—১৯॥ মাতৃগণ, কালিকা ও একাকিনী চণ্ডিকা এই সমর স্থলে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, ইঁহারা এই সমস্ত দানবগণকে

নিশুম্ভো বাথ শুম্ভো বা সহসা বলসংবৃতঃ।
আগমিষ্যতি সংগ্রামে ততোঽনর্থো মহান্ ভবেৎ ॥ ২১ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং দেবা ভয়োদ্বিগ্নাশ্চিন্তামাপুর্মহত্তরাম্।
যদা তদাম্বিকা প্রাহ কালীং কমললোচনাম্ ॥ ২২ ॥
চামুণ্ডে! কুরু বিস্তীর্ণং বদনং ত্বরিতা ভৃশম্।
মচ্ছস্ত্রপাতসম্ভূতং রুধিরং পিব সত্বরা ॥ ২৩ ॥
ভক্ষয়ন্তী চর রণে দানবানদ্য কামতঃ।
হনিষ্যামি শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্গদাসিমুসলৈস্তথা ॥ ২৪ ॥
তথা কুরু বিশালাক্ষি! পানং তদ্রুধিরস্য চ।
বিন্দুমাত্রং যথা ভূম্যাং ন পতেদপি সাম্প্রতম্ ॥ ২৫ ॥
ভক্ষ্যমাণাস্তদা দৈত্যা ন চোৎপৎস্যন্তি চাপরে।
এবমেষাং ক্ষয়ো নূনং ভবিষ্যতি ন চান্যথা ॥ ২৬ ॥

আগমিষ্যতীতি। আগমিষ্যতি চেদিত্যর্থঃ ॥ ২১—২৩ ॥

দানবান্ ভক্ষয়ন্তী রণে চর ব্রজেত্যর্থঃ। অহং দৈত্যান্ হনিষ্যামি ত্বং তান্ হতান্ ভক্ষয়েত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

কিঞ্চ তথেতি তদ্রুধিরস্য পানমপি তথা কুরু যথা ভূম্যাং বিন্দুমাত্রমপি লেশমাত্রমপি সাম্প্রতং ন পতেদিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

কিমনেন ভবিষ্যতীতি চেত্তত্রাহ ভক্ষ্যমাণা ইতি ॥ ২৬ ॥

জয় করিবেন, তাহা অতীব কষ্টকর সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥ আর যদি এই সময় শুম্ভ অথবা নিশুম্ভ সেনাসমভিব্যাহারে সহসা যুদ্ধে আগমন করে, তাহা হইলে মহান্ অনর্থ উপস্থিত হইবে তাহাতে আর সংশয় নাই ॥ ২১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! দেবতারা ভয়বশত এইরূপ উদ্বিগ্ন হইয়া যখন অতিশয় চিন্তায় আবিষ্ট হইলেন, তখন অম্বিকা দেবী কমলনয়না কালীকে কহিলেন ॥২২॥ চামুণ্ডে! তুমি সত্বর মুখ ব্যাদান কর, আমি যখন অস্ত্র দ্বারা রক্তবীজকে প্রহার করিব, তখন তাহা হইতে যেমন রক্তবিন্দু নিঃসৃত হইবে, তুমি অমনি সত্বর তাহা পান করিবে ॥ ২৩ ॥ আমি সুতীক্ষ্ণ শায়কসমূহ, গদা, অসি ও মুষল প্রহারে রক্তসম্ভূত দানবদিগকে এখনিই হনন করিব, তুমি সেই দানবগণকে ইচ্ছানুসারে ভক্ষণ করিয়া এই রণস্থলে বিচরণ করিতে থাক ॥ ২৪ ॥ বিশাললোচনে! অধিক আর কি বলিব, তুমি তাহার রুধিরধারা এরূপে পান করিবে যে, বিন্দুমাত্রও যেন ভূতলে পতিত না হয় ॥২৫॥ তাহা হইলেই, এই দানবেরা ভক্ষিত হইলে পুনরায় আর অপর দানব উৎপন্ন হইতে পারিবে না, সুতরাং এইরূপেই ইহারা

ঘাতয়িষ্যাম্যহং দৈত্যং ত্বং ভক্ষয় চ সত্বরা ।
পিবন্তী ক্ষতজং সর্ব্বং যতমানারিসংক্ষয়ে ॥ ২৭ ॥
ইত্থং দৈত্যক্ষয়ং কৃত্বা দত্ত্বা রাজ্যং সুরালয়ম্ ।
ইন্দ্রায় সুস্থিরং সর্ব্বং গমিষ্যামো যথাসুখম্ ॥ ২৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তাম্বিকয়া দেবী চামুণ্ডা চণ্ডবিক্রমা ।
পপৌ চ ক্ষতজং সর্ব্বং রক্তবীজশরীরজম্ ॥ ২৯ ॥
অম্বিকা তং জঘানাশু খড়্গেন মুসলেন চ ।
চখাদ দেহশকলাংশ্চামুণ্ডা তান্ কৃশোদরী ॥ ৩০ ॥
সোঽপি ক্রুদ্ধো গদাঘাতৈশ্চামুণ্ডাং সমতাড়য়ৎ ।
তথাপি সা পপাবাশু ক্ষতজং তমভক্ষয়ৎ ॥ ৩১ ॥
যেঽন্যে রুধিরজাঃ ক্রূরা রক্তবীজা মহাবলাঃ ।
তেঽপি নিপাতিতাঃ সর্ব্বে ভক্ষিতা গতশোণিতাঃ ॥ ৩২ ॥
কৃত্রিমা ভক্ষিতাঃ সর্ব্বে যস্তু স্বাভাবিকোঽসুরঃ ।
সোঽপি প্রপাতিতো হত্বা খড়্গেনাতিবিখণ্ডিতঃ ॥ ৩৩ ॥

ঘাতয়িষ্যাম্যহমিতি । পূর্ব্বানুবাদং কৃত্বাগ্রে কর্ত্তব্যমাহ ঘাতয়িষ্যামীতি ॥ ২৭—৩৩ ॥

অবশ্যই ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে ; ইহার অন্যথা হইলে কখনই ইহারা বিনষ্ট হইবে না ॥ ২৬ ॥ আমি রক্তবীজকে প্রহার করিতে আরম্ভ করি এবং তুমি শত্রু-সংক্ষয়ে যত্নপর হইয়া অবিলম্বেই সমস্ত রুধির পান কর ॥ ২৭ ॥ চামুণ্ডে ! এইরূপে দৈত্যদল নির্ম্মূল করিয়া সুরপতিকে নিষ্কণ্টক স্বর্গরাজ্য প্রদান পূর্ব্বক পরিশেষে সুস্থির হইয়া আমরা সকলেই সুখে প্রস্থান করিব ॥ ২৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! চণ্ডবিক্রমা চামুণ্ডাদেবী অম্বিকার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র রক্তবীজের দেহ নিঃসৃত শোণিতধারা পান করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ অম্বিকা দেবী মুষল ও খড়্গ দ্বারা তাহার শরীর খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন এবং সেই কৃশোদরী চামুণ্ডাও তৎক্ষণাৎ সেই সকল খণ্ডিত দেহ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥ তখন, রক্তবীজও কুপিত হইয়া গদাঘাতে চামুণ্ডাকে প্রহার করিতে লাগিল, চামুণ্ডা এইরূপে গুরুতর আহত হইলেও রুধিরধারা পান করিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল ভক্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥ মহারাজ ! যে সকল ক্রূরপ্রকৃতি মহাবল দানব রক্তবীজের রুধির হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, কালিকাদেবী তাহাদিগের রুধির পান করিলেন এবং অম্বিকা

রক্তবীজে হতে রৌদ্রে যে চান্যে দানবা রণে।
পলায়নং ততঃ কৃত্বা গতাস্তে ভয়কম্পিতাঃ ॥ ৩৪ ॥
হাহেতি বিরুবন্তস্তে শুম্ভং প্রোচুঃ সুবিহ্বলাঃ।
রুধিরারক্তদেহাশ্চ বিগতাস্ত্রা বিচেতসঃ ॥ ৩৫ ॥
রাজন্নম্বিকয়া রক্তবীজোঽসৌ বিনিপাতিতঃ।
চামুণ্ডা তস্য দেহাত্তু পপৌ সর্ব্বঞ্চ শোণিতম্ ॥ ৩৬ ॥
যে চান্যে দানবাঃ শূরা বাহনেনাতিরংহসা।
সিংহেন নিহতাঃ সর্ব্বে কাল্যা চ ভক্ষিতাঃ পরে ॥ ৩৭ ॥
বয়ং ত্বাং কথিতুং রাজন্নাগতা যুদ্ধচেষ্টিতম্।
চরিতঞ্চ তথা দেব্যাঃ সংগ্রামে পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৩৮ ॥
অজেয়েয়ং মহারাজ! সর্ব্বথা দৈত্যদানবৈঃ।
গন্ধর্ব্বাসুরযক্ষৈশ্চ পন্নগোরগরাক্ষসৈঃ ॥ ৩৯ ॥
অন্যাস্তত্রাগতা দেব্য ইন্দ্রাণীপ্রমুখা ভৃশম্।
যুধ্যমানা মহারাজ! বাহনৈরায়ুধৈর্যুতাঃ ॥ ৪০ ॥

(রক্তবীজবধানন্তরং বৃত্তমাহ রক্তবীজে ইতি ॥ ৩৪ ॥
হাহেতীতি। বিচেতসঃ ভয়েন বিগতজ্ঞানা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫—৪০ ॥

তাহাদিগকে নিপাতিত করিলেন ॥ ৩২ এইরূপে শোণিতসম্ভূত দানবগণ ভক্ষিত হইলে পর যে প্রকৃত রক্তবীজ, অম্বিকাদেবী তাহাকেও খড়্গ দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া নিপাতিত করিলেন ॥ ৩৩ ॥ তখন, সেই মহাসুর রক্তবীজ সমরে দেবীর হস্তে নিহত হইলে অন্যান্য দানবগণ ভয়ে কম্পিত-কলেবর হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥ অস্ত্রশস্ত্রবিহীন বিচেতনপ্রায় রুধিরাক্ত-কলেবর সেই সৈন্য সকল অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া, হায় কি হইল! কি হইল!! এইরূপ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে দৈত্যপতি শুম্ভকে বলিতে লাগিল ॥ ৩৫ ॥ রাজেন্দ্র! অম্বিকাদেবী রক্তবীজকে বিনাশ করিয়াছেন এবং চামুণ্ডা তাহার সমস্ত রক্তই পান করিয়াছেন ॥ ৩৬ ॥ প্রচণ্ড বেগশালী দেবীর বাহন সিংহ অন্যান্য শৌর্য্যশালী দানবগণকে নিহত করিয়াছে এবং কালী অবশিষ্ট সৈন্য সমূহকে ভক্ষণ করিয়াছেন ॥৩৭ ॥ দানবেন্দ্র! যুদ্ধের এই সমস্ত বৃত্তান্ত এবং চণ্ডিকাদেবীর সমরাঙ্গণের সেই অদ্ভুত চরিত্র বলিবার নিমিত্তই আমরা পলায়ন করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি ॥ ৩৮ ॥ মহারাজ! আমাদের বিবেচনায়, কি দৈত্য, কি দানব, কি গন্ধর্ব্ব, কি অসুর, কি যক্ষ, কি পন্নগ, কি চারণ, কি রাক্ষস, কি উরগ কেহই এই রমণীকে জয় করিতে পারিবেন না ॥ ৩৯ ॥ রাজেন্দ্র! ইন্দ্রাণী প্রভৃতি অপর শক্তি সকল সেই সমরস্থলে আগমন করিয়াছেন, তাঁহারা

তাভিঃ সর্ব্বং হতং সৈন্যং দানবানাং বরায়ুধৈঃ ।
রক্তবীজোঽপি রাজেন্দ্র ! তরসা বিনিপাতিতঃ ॥ ৪১ ॥
একাপি দুঃসহা দেবী কিং পুনস্তাভিরন্বিতা ।
সিংহোঽপি হন্তি সংগ্রামে রাক্ষসানমিতপ্রভঃ ॥ ৪২ ॥
অতো বিচার্য্য সচিবৈর্যদ্‌যুক্তং তদ্বিধীয়তাম্ ।
ন বৈরমনয়া যুক্তং সন্ধিরেব সুখপ্রদঃ ॥ ৪৩ ॥
আশ্চর্য্যমেতদখিলং যন্নারী হন্তি রাক্ষসান্ ।
রক্তবীজোঽপি নিহতঃ পীতং তস্যাপি শোণিতম্ ॥ ৪৪ ॥
অন্যে নিপাতিতা দৈত্যাঃ সংগ্রামেঽম্বিকয়া নৃপ ! ।
চামুণ্ডয়া চ মাংসং বৈ ভক্ষিতং সকলং রণে ॥ ৪৫ ॥
বরং পাতালগমনং তস্যাঃ সেবাথবা বরা ।
ন তু যুদ্ধং মহারাজ ! কার্য্যমম্বিকয়া সহ ॥ ৪৬ ॥

তাভিঃ ইন্দ্রাণীপ্রমুখাভিঃ ॥ ৪১ ॥
অপ্রতিহতপ্রভাবা সা দেবী ইদানীং দেবশক্তিভির্মিলিতা অতিশয়েনাসহনীয়া জাতেতি বক্তুমাহ একাপীতি ॥ ৪২—৪৫ ॥
অধুনা কর্ত্তব্যমকর্ত্তব্যঞ্চাহ বরং পাতালগমনমিত্যাদি ॥ ৪৬—৫০ ॥)

নিজ নিজ বাহনে আরোহণ করিয়া নানাবিধ আয়ুধ দ্বারা যুদ্ধ করিতেছেন ॥ ৪০ ॥ দানবেন্দ্র ! অধিক আর কি বলিব, তাহারা সকলে একত্র মিলিত হইয়াই উত্তম উত্তম আয়ুধ দ্বারা সমস্ত দানব-সৈন্য এবং সেই রক্তবীজকেও অবিলম্বেই নিপাতিত করিয়াছেন ॥৪১॥ সেই অমিতপ্রভাব সিংহও সমরে অনেক দানবদিগকে নিহত করিয়াছে। রাজন্ ! কেবলমাত্র সেই দেবীকেই সহ্য করা সুকঠিন, তাহাতে আবার তিনি এক্ষণে দেবশক্তিগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন ॥৪২॥ অতএব, সচিববর্গের সহিত বিচার করিয়া যাহা যুক্তিসঙ্গত হয় তাহাই করুন। আমাদের বিবেচনায় ইঁহার সহিত শত্রুতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ধি করাই আপনার পক্ষে একান্তই শ্রেয়স্কর ॥ ৪৩ ॥ মহারাজ ! বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, সেই রমণী সমস্ত দানবকে সংহার করিয়া অবশেষে রক্তবীজের সমস্ত শোণিত পান করিয়া তাহাকেও বিনাশ করিল, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে ? ॥ ৪৪ ॥ রাজন্ ! অম্বিকা দেবী অপরাপর সমস্ত দৈত্যদিগকেই রণস্থলে বিনষ্ট করিয়াছেন এবং চামুণ্ডা তাহাদের শোণিত ও মাংস সমস্তই ভক্ষণ করিয়াছে ॥ ৪৫ ॥ মহারাজ ! এই সকল দেখিয়া বিবেচনা হয়, অম্বিকাদেবীর সেবা অথবা পাতালপুরে পলায়ন এই উভয়বিধ কার্য্যই আমাদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর ; পরন্তু, তাঁহার সহিত যুদ্ধ করা কখনই উচিত বলিয়া বোধ হয় না ॥ ৪৬ ॥

ন নারী প্রাকৃতা হ্যেষা দেবকার্য্যার্থসাধিনী।
মায়েয়ং প্রবলা দেবী ক্ষপয়ন্তীয়মুত্থিতা* ॥ ৪৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তেষাং বচস্তথ্যং শ্রুত্বা কালবিমোহিতঃ।
মুমূর্ষুঃ প্রত্যুবাচেদং শুম্ভঃ প্রস্ফুরিতাধরঃ ॥ ৪৮ ॥

শুম্ভ উবাচ।

যূয়ং গচ্ছত পাতালং শরণং বা ভয়াতুরাঃ।
হনিষ্যাম্যহমদ্যৈব তাঞ্চ তাশ্চ সমুদ্যতঃ ॥ ৪৯ ॥
জিত্বা সর্ব্বান্ সুরানাজৌ কৃত্বা রাজ্যং সুপুষ্কলম্।
কথং নারীভয়োদ্বিগ্নঃ পাতালং প্রবিশাম্যহম্ ॥ ৫০ ॥
নিহত্য পার্ষদান্ সর্ব্বান্ রক্তবীজমুখান্ রণে।
প্রাণত্রাণায় গচ্ছামি হিত্বা কিং বিপুলং যশঃ ॥ ৫১ ॥
মরণং ত্বনিবার্য্যং বৈ প্রাণিনাং কালকল্পিতম্।
তস্তয়ং জন্মনোপাত্তং ত্যজেৎ কো দুর্লভং যশঃ† ॥ ৫২ ॥

তান্ স্বীয়ান্ সর্ব্বান্নিহত্য বিপুলং যশো যুদ্ধমরণঞ্চ হিত্বা স্বপ্রাণত্রাণায় গচ্ছামি গমিষ্যামি কিমিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

ইনি সামান্য নারী নহেন নিশ্চয়ই মহামায়া হইবেন; কেবল দেবতাদিগের প্রয়োজন সম্পাদনের নিমিত্তই আবির্ভূত হইয়া অসুরকুল ক্ষয় করিতেছেন ॥ ৪৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! দৈত্যপতি শুম্ভ কালের মায়ায় বিমোহিত হইয়া মুমূর্ষু হইয়াছিল সুতরাং তাহাদের ঈদৃশ প্রকৃত বাক্য শুনিয়াও ক্রোধে কম্পিতাধর হইয়া এইরূপ প্রত্যুত্তর করিল ॥ ৪৮ ॥ তোমরা ভয়াতুর হইয়া চণ্ডিকার শরণাগত হও অথবা পাতালপুরে পলায়ন কর, আমি কিন্তু উদ্‌যোগী হইয়া তাহাকে এখনিই সংহার করিব ॥ ৪৯ ॥ সমস্ত সুরবর্গকে সমরে জয় করিয়া বিপুল সাম্রাজ্য ভোগ করিয়াছি, এক্ষণে কি একটী সামান্য নারীর ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া পাতালে প্রবেশ করিব ॥ ৫০ ॥ আমার পারিষদ রক্তবীজাদি প্রধান প্রধান বীরদিগকে সমরে সংহার করিলাম, বিশেষত আমার সেই বিপুল যশ পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে আপনার প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত কিরূপে পলায়ন করিব ॥৫১॥ দেখ, কালকর্ত্তৃক কল্পিত প্রাণিগণের মৃত্যু অনিবার্য্য; জন্মগ্রহণ মাত্রেই জীবের মরণ ভয় উপস্থিত হইয়া

* ক্ষয়ায় সমুপস্থিতা। ইতি বা পাঠঃ।
† তস্তস্মাৎ জন্মতঃ প্রাপ্তং ত্যজেয়ং দুর্লভং যশঃ। ইতি বা পাঠঃ।

নিশুম্ভাহং গমিষ্যামি রথারূঢ়ো রণাজিরে ।
হত্বা তামাগমিষ্যামি নাগমিষ্যামি চান্যথা ॥ ৫৩ ॥
ত্বন্তু সেনাযুতো বীর ! পার্ষ্ণিগ্রাহো ভবস্ব মে ।
তরসা তাং শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্নারীং নয় যমালয়ে ॥ ৫৪ ॥

নিশুম্ভ উবাচ ।

অহমদ্য হনিষ্যামি গত্বা দুষ্টাঞ্চ কালিকাম্ ।
আগমিষ্যাম্যহং শীঘ্রং গৃহীত্বা তামথাম্বিকাম্ ॥ ৫৫ ॥
মা চিন্তাং কুরু রাজেন্দ্র ! বরাকায়াস্তু কারণে ।
কৈষা বালা ক্ক মে বাহুবীর্য্যং বিশ্ববশঙ্করম্ ॥ ৫৬ ॥
ত্যক্ত্বার্ত্তিং বিপুলাং ভ্রাতর্ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগাননুত্তমান্ ।
আনয়িষ্যাম্যহং কামং মানিনীং মানসংযুতাম্ ॥ ৫৭ ॥
ময়ি তিষ্ঠতি তে রাজন্ ! ন যুক্তং গমনং রণে ।
গত্বাহমানয়িষ্যামি তবার্থে বৈ জয়শ্রিয়ম্ ॥ ৫৮ ॥

মরণং স্থিতি। প্রাণিনাং কালকল্পিতং মরণমনিবার্য্যমেব যদা জন্ম গৃহীতং তদৈব তন্নয়মুপাত্তং ততস্তদ্ভয়াদ্দুর্লভং যশঃ কস্ত্যজেৎ কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ৫২—৫৮ ॥

থাকে ; তবে কোন্ ব্যক্তি মৃত্যুভয়ে দুর্লভ যশোরাশি পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় ? ॥ ৫২ ॥ নিশুম্ভ ! আমি রথে আরোহণ করিয়া এখনিই সমরে গমন করিব এবং যুদ্ধে তাহাকে নিহত করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইব ; পরন্তু যদি তাহাকে সংগ্রামে বিনাশ করিতে না পারি তাহা হইলে আর ফিরিয়া আসিব না ॥ ৫৩ ॥ বীরবর ! তুমি সেনা সমভিব্যাহারে সমরে আমার পার্ষ্ণি-রক্ষক হও এবং অতিবেগে তীক্ষ্ণ সায়কসমূহ প্রহার করিয়া সেই নারীকে শমনসদনে প্রেরণ কর ॥ ৫৪ ॥

নিশুম্ভ বলিল, আমি অদ্য সমরে গিয়া অগ্রে সেই দুষ্টা কালিকাকে নিহত করিব অব-শেষে সেই অম্বিকাকে লইয়া অবিলম্বেই আগমন করিব ॥ ৫৫ ॥ রাজেন্দ্র ! মদীয় বাহুবীর্য্যে বিশ্বসংসার বশীভূত হইয়াছে সুতরাং আমার নিকটে সেই বালা অতি সামান্যা ; অতএব আপনি সেই তুচ্ছ রমণীর নিমিত্ত বৃথা চিন্তা করিবেন না ॥ ৫৬ ॥ ভ্রাতঃ ! সেই মানিনী রমণীকে আমি যথেষ্ট সম্মান সহকারে আনয়ন করিব, আপনি দুরূহ মানসিক ব্যথা পরিত্যাগ করিয়া অনুত্তম ভোগ উপভোগ করুন ॥ ৫৭ ॥ রাজন্ ! আমি থাকিতে আপনার সমরে যাওয়া উচিত নহে আমি যুদ্ধে গিয়া এখনই আপনার নিমিত্ত জয়লক্ষ্মী আনয়ন করিব ॥ ৫৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ভ্রাতরং জ্যেষ্ঠং কনীয়ান্ বলগর্ব্বিতঃ।
রথমাস্থায় বিপুলং সন্নদ্ধঃ স্ববলাবৃতঃ॥ ৫৯॥
জগাম তরসা তূর্ণং সঙ্গরে কৃতমঙ্গলঃ।
সংস্তুতো বন্দিসূতৈশ্চ সায়ুধঃ সপরিষ্করঃ॥ ৬০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে রক্তবীজবধো নাম ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৯॥

(ইত্যুক্ত্বেতি। কনীয়ান্ নিশুম্ভঃ। জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরং শুম্ভম্। সন্নদ্ধঃ কবচাবৃতঃ॥৫৯-৬০॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৯॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! কনিষ্ঠ সহোদর নিশুম্ভ নিজ বাহুবলে গর্ব্বিত হইয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা শুম্ভকে এইরূপ বলিয়া কবচ দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করিল এবং নানাবিধ আয়ুধ প্রভৃতি যুদ্ধোপযোগী বিবিধ দ্রব্যে সুসজ্জিত হইয়া বিশাল রথে আরোহণ পূর্ব্বক অবিলম্বে যুদ্ধে গমন করিল। তৎকালে বন্দী ও সূতগণ তাহার স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল এবং নানাবিধ মঙ্গল্য কার্য্য হইতে লাগিল॥ ৫৯—৬০॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে রক্তবীজবধবর্ণন নামক ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

নিশুম্ভো নিশ্চয়ং কৃত্বা মরণায় জয়ায় বা।
সোদ্যমঃ সবলঃ শূরো রণে দেবীমুপাযযৌ ॥ ১ ॥
তমাজগাম শুম্ভোঽপি স্ববলেন সমাবৃতঃ।
প্রেক্ষকোঽভূদ্রণে রাজা সংগ্রামরসপণ্ডিতঃ ॥ ২ ॥
গগনে সংস্থিতা দেবাস্তদাভ্রপটলাবৃতাঃ।
দিদৃক্ষবস্তু সংগ্রামং সেন্দ্রা যক্ষগণাস্তথা ॥ ৩ ॥
নিশুম্ভোঽথ রণে গত্বা ধনুরাদায় শার্ঙ্গকম্।
চকার শরবৃষ্টিং স ভীষয়ন্ জগদম্বিকাম্ ॥ ৪ ॥
মুঞ্চন্তং শরজালানি নিশুম্ভং চণ্ডিকা রণে।
বীক্ষ্যাদায় ধনুঃশ্রেষ্ঠং জহাস সুস্বরং মুহুঃ ॥ ৫ ॥
উবাচ কালিকাং দেবী পশ্য মূর্খত্বমেতয়োঃ।
মরণায়াগতৌ কালি! মৎসমীপমিহাধুনা ॥ ৬ ॥

চতুঃষষ্টিমহাপদ্মৈর্নিশুম্ভবধ উচ্যতে।
যত্র দেব্যা দানবানাং পরাক্রম উদীর্য্যতে ॥

নিশুম্ভেন যুদ্ধার্থং কৃতনিশ্চয়ানন্তরং জাতং বৃত্তমাহ নিশুম্ভ ইতি ॥ ১—২ ॥
অভ্রপটলাবৃতা ইত্যনেন দেব্যুপরিচ্ছায়ার্থমভ্রপটলমাগতমিতি বোধিতম্ ॥ ৩—৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তখন সেই পরাক্রমশালী নিশুম্ভ, যুদ্ধে হয় জয় না হয় মৃত্যু হইবে, ইহা স্থির করিয়া অতিশয় উৎসাহের সহিত সমস্ত সেনা সমভিব্যাহারে দেবীর সহিত সংগ্রাম করিতে গমন করিল ॥ ১ ॥ এদিকে দৈত্যপতি শুম্ভও নিজ সৈন্যদলে পরিবৃত হইয়া নিশুম্ভের পশ্চাতে আগমন করিল; শুম্ভ ধর্ম্মযুদ্ধে সুপণ্ডিত ছিল এজন্য তখন স্বয়ং সমর না করিয়া কেবল তাঁহাদের যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিল ॥ ২ ॥ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ও যক্ষগণ সেই ঘোরতর সমর দর্শন করিতে ইচ্ছা করত মেঘমালায় আচ্ছন্ন হইয়া গগনমণ্ডলে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৩ ॥ অনন্তর, নিশুম্ভ রণস্থলে উপস্থিত হইয়া শৃঙ্গ-বিনির্ম্মিত দৃঢ় ধনু গ্রহণ করত জগদম্বিকাকে ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক শরবর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥ চণ্ডিকা নিশুম্ভকে শ্রেষ্ঠতম ধনুক লইয়া শরজাল মোচন করিতে অবলোকন করিয়া মৃদু মধুস্বরে বারংবার হাস্য করিতে লাগিলেন এবং কালিকাকে কহিলেন; কালি!

দৃষ্ট্বা দৈত্যবধং ঘোরং রক্তবীজাত্যয়ং তথা।
জয়াশাং কুরুতস্ত্বেতৌ মোহিতৌ মম মায়য়া ॥ ৭ ॥
আশা বলবতী হ্যেষা ন জহাতি নরং ক্বচিৎ।
ভগ্নং হৃতবলং নষ্টং গতপক্ষং বিচেতনম্ ॥ ৮ ॥
আশাপাশনিবদ্ধৌ দ্বৌ যুদ্ধায় সমুপাগতৌ।
নিহন্তব্যৌ ময়া কালি! রণে শুম্ভনিশুম্ভকৌ ॥ ৯ ॥
আসন্নমরণাবেতৌ সম্প্রাপ্তৌ দৈবমোহিতৌ।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং হনিষ্যাম্যহমদ্য তৌ ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা কালিকাং চণ্ডী কর্ণাকৃষ্টশরোৎকরৈঃ।
ছাদয়ামাস তরসা নিশুম্ভং পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ১১ ॥
দানবোঽপি শরাংস্তস্যাশ্চিচ্ছেদ নিশিতৈঃ শরৈঃ।
তয়োঃ পরস্পরং যুদ্ধং বভূবাতিভয়ানকম্ ॥ ১২ ॥
কেশরী কেশজালানি ধুন্বানঃ সৈন্যসাগরম্।
গাহয়ামাস বলবান্ সরসীং বারণো যথা ॥ ১৩ ॥

রক্তবীজস্যাত্যয়ো ধ্বংসঃ। মম মায়য়া মোহিতাবিত্যনেন স্বস্য ব্রহ্মত্বম্। স্বমায়াশক্তেরতিশয়িতো মহিমাস্তীতি চ বোধিতম্ ॥ ৭—১২ ॥

ইহাদের মূর্খতা দেখ; ইহারা মৃত্যু বাসনা করিয়াই এক্ষণে আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে ॥৫—৬॥ ইহারা আমার মায়ায় এমনই মোহিত যে, দানবদিগের এই ঘোরতর সংক্ষয় এবং রক্তবীজেরও নিধন দেখিয়া এখনও জয়াশা করিতেছে ॥ ৭ ॥ আশা এমনই বলবতী যে, সে কদাপি মানবকে পরিত্যাগ করে না; কি আশ্চর্য্য! স্বপক্ষীয় বলের মধ্যে কতক ভগ্ন, কতক নষ্ট, কতক চেতনাশূন্য ও কতক বলহীন হইয়াছে, ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াও ইহারা জয়াশারূপ পাশ দ্বারা বদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। কালি! অদ্য সমরে আমি নিশ্চয়ই এই নিশুম্ভ ও শুম্ভকে সংহার করিব ॥ ৮—৯ ॥ ইহাদের মৃত্যু নিকটবর্ত্তী সুতরাং ইহারা দৈব মায়ায় মোহিত হইয়াই আমার নিকটে উপস্থিত হইয়াছে; অতএব, অদ্য সমস্ত দেবগণের সমক্ষেই আমি ইহাদিগকে নিহত করিব ॥ ১০ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! চণ্ডী কালিকাকে এই কথা বলিয়াই সহসা আকর্ণ আকৃষ্ট শরনিকর দ্বারা পুরোবর্ত্তী নিশুম্ভকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ১১ ॥ নিশুম্ভও তৎক্ষণাৎ শাণিত শরনিকরে তাঁহার সেই শরজাল ছিন্ন করিয়া ফেলিল; তখন এইরূপে তাহাদের পরস্পর অতি ভয়ানক যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ১২ ॥ এই সময়ে ভগবতীর সিংহ

নখৈর্দন্তপ্রহারৈস্তু দানবান্ পুরতঃ স্থিতান্।
চখাদ চ বিশীর্ণাঙ্গান্ গজানিব মদোৎকটান্॥ ১৪॥
এবং বিমথ্যমানে তু সৈন্যে কেশরিণা তদা।
অভ্যধাবন্নিশুম্ভোঽথ বিকৃষ্টবরকার্ম্মুকঃ॥ ১৫॥
অন্যেঽপি ক্রুদ্ধা দৈত্যেন্দ্রা দেবীং হন্তুমুপাযযুঃ।
সন্দষ্টদন্তবসনা রক্তনেত্রা হ্যনেকশঃ॥ ১৬॥
তত্রাজগাম তরসা শুম্ভঃ সৈন্যসমাবৃতঃ।
নিহত্য কালিকাং কোপাদ্‌গ্রহীতুং জগদম্বিকাম্॥ ১৭॥
তত্রাগত্য দদর্শাজাবম্বিকাঞ্চ পুরঃস্থিতাম্।
রৌদ্ররসযুতাং কান্তাং শৃঙ্গাররসসংযুতাম্॥ ১৮॥
তাং বীক্ষ্য বিপুলাপাঙ্গীং ত্রৈলোক্যবরসুন্দরীম্।
সুরক্তনয়নাং রম্যাং ক্রোধরক্তেক্ষণাং তথা॥ ১৯॥
বিবাহেচ্ছাং পরিত্যজ্য জয়াশাং দূরতস্তথা।
মরণে নিশ্চয়ং কৃত্বা তস্থাবাহিতকার্ম্মুকঃ॥ ২০॥

গাহয়ামাস প্রবিবেশ ইত্যর্থঃ॥ ১৩—২৫॥

কেশরজাল কম্পিত করিতে করিতে, বলবান্ হস্তী যেমন সরোবর মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ সেই সৈন্যসাগর মধ্যে অবগাহন করিল॥ ১৩॥ তৎকালে যে যে দানব তাহার সম্মুখে পড়িতে লাগিল অমনি সে নখ ও দন্ত প্রহারে তাহাদের অঙ্গ সকল বিদীর্ণ করিয়া মদমত্ত গজ সমূহের ন্যায় তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল॥ ১৪॥ সেই কেশরী এইরূপে সৈন্য বিমর্দ্দন করিলে পর নিশুম্ভ উৎকৃষ্ট কার্ম্মুক আকর্ষণ করিয়া ধাবিত হইল॥ ১৫॥ তখন অন্যান্য শত শত দানবপতিরাও ক্রোধে রক্তনেত্র হইয়া দশন দ্বারা অধর দংশন করত দেবীকে নিহত করিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিল॥ ১৬॥ এদিকে, শুম্ভ কালিকাকে নিহত করিয়া জগদম্বিকাকে গ্রহণ করিবার বাসনায় সেনা সমভিব্যাহারে অতিবেগে তথায় আগমন করিল॥ ১৭॥ শুম্ভ রণস্থলে আসিয়া দেখিল যে, জগদম্বিকা সম্মুখেই বিরাজ করিতেছেন; তিনি শৃঙ্গার-রসোচিত কমনীয় কান্তি ধারণ করিলেও রৌদ্ররসে পরিপূর্ণা হইয়া রহিয়াছেন॥ ১৮॥ সেই ত্রিভুবনসুন্দরী দীর্ঘাপাঙ্গী ভগবতীর নয়নযুগল স্বাভাবিক রক্তবর্ণ হইলেও সেই সময়ে কোপবশত অধিকতর লোহিত হইয়াছিল॥ ১৯॥ শুম্ভ তাঁহার ঈদৃশ রূপলাবণ্য অবলোকন করিয়াও বিবাহবাসনা এবং জয়কামনা দূরে পরিত্যাগ করিল এবং মরণে স্থিরনিশ্চয় হইয়া কার্ম্মুক ধারণ করত অবস্থিতি করিতে লাগিল॥ ২০॥

তং তথা* দানবং দেবী স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ।
বভাষে শৃণ্বতাং তেষাং দৈত্যানাং রণমস্তকে ॥ ২১ ॥
গচ্ছধ্বং পামরা যূয়ং পাতালং বা জলার্ণবম্।
জীবিতাশাং স্থিরাং কৃত্বা ত্যক্ত্বাত্রৈবায়ুধানি চ ॥ ২২ ॥
অথবা মচ্ছরাঘাতহতপ্রাণা রণাজিরে।
প্রাপ্য স্বর্গসুখং সর্ব্বে ক্রীড়ন্তু বিগতজ্বরাঃ ॥ ২৩ ॥
কাতরত্বঞ্চ শূরত্বং ন ভবত্যেব সর্ব্বথা।
দদাম্যভয়দানং বৈ যান্তু সর্ব্বে যথাসুখম্ ॥ ২৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্যা নিশুম্ভো মদগর্ব্বিতঃ।
নিশিতং খড়্গমাদায় চর্ম্ম চৈবাষ্টচন্দ্রকম্ ॥ ২৫ ॥
ধাবমানস্তু তরসাসিনা সিংহং মদোৎকটম্।
জঘানাতিবলান্মূর্দ্ধ্নি ভ্রাময়ন্ জগদম্বিকাম্ ॥ ২৬ ॥
ততো দেবী স্বগদয়া বঞ্চয়িত্বাসিপাতনম্।
তাড়য়ামাস তং বাহোর্ম্মূলে পরশুনা তদা ॥ ২৭ ॥
খড়্গেন নিহতঃ সোঽপি বাহুমূলে মহামদঃ।
সংস্তভ্য বেদনাং ভূয়ো জঘান চণ্ডিকাং তদা ॥ ২৮ ॥

ধাবমান ইতি। অসিনা মূর্দ্ধ্নি সিংহং জঘান জগদম্বিকাঞ্চ জঘানেত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৮ ॥

তখন, দেবী সমরস্থলে দানবকে সেইরূপে অবস্থিত অবলোকন করিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে সমস্ত দানবদিগের শ্রবণগোচরে বলিতে লাগিলেন ॥২১॥ রে পামরগণ! যদি তোদের জীবনের বাসনা থাকে তবে এই স্থানেই অস্ত্র শস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিয়া পাতালে অথবা সাগর মধ্যে পলায়ন কর্ ॥ ২২ ॥ অথবা আমার সায়ক প্রহারে রণস্থলে বিনষ্ট হইয়া স্বর্গ সুখ লাভ করত নির্ভয়ে ক্রীড়ারস অনুভব কর্ ॥ ২৩ ॥ এক সময়ে একাধারে কোনও প্রকারে কাতরতা ও বীরত্ব প্রকাশ পায় না; অতএব, আমি সকলকেই অভয় দান করিতেছি, এক্ষণে যে স্থানে সুখ হয়, সেই স্থানেই গমন কর্ ॥ ২৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সেই মদগর্ব্বিত নিশুম্ভ দেবীর ঈদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া নিশিত খড়্গ ও অষ্টচন্দ্রক-শোভিত চর্ম্ম লইয়া ধাবিত হইল এবং প্রথমত অসি দ্বারা মদমত্ত সিংহের মস্তকে সবেগে প্রহার করিল, পরে সেই অসি অতীব-বলসহকারে ঘূর্ণিত করিয়া

---

* তং দৃষ্ট্বা। ইতি বা পাঠঃ।

সাপি ঘণ্টাস্বনং ঘোরং চকার ভয়দং নৃণাম্ ।
পপৌ পুনঃ পুনঃ পানং নিশুম্ভং হন্তুমিচ্ছতি ॥ ২৯ ॥
এবং পরস্পরং যুদ্ধং বভূবাতিভয়প্রদম্ ।
দেবানাং দানবানাঞ্চ পরস্পরজয়ৈষিণাম্ ॥ ৩০ ॥
পলাদাঃ পক্ষিণঃ ক্রূরাঃ সারমেয়াশ্চ জম্বুকাঃ ।
ননৃতুশ্চাতিসন্তুষ্টা গৃধ্রাঃ কঙ্কাশ্চ বায়সাঃ ॥ ৩১ ॥
রণভূর্ভাতি ভূয়িষ্ঠপতিতাসুরবর্ম্মকৈঃ ।
রুধিরস্রাবসংযুক্তৈর্গজাশ্বদেহসঙ্কুলা ॥ ৩২ ॥
পতিতান্ দানবান্ দৃষ্ট্বা নিশুম্ভোঽতিরুষান্বিতঃ ।
প্রযযৌ চণ্ডিকাং তূর্ণং গদামাদায় দারুণাম্ ॥ ৩৩ ॥
সিংহং জঘান গদয়া মস্তকে মদগর্ব্বিতঃ ।
প্রহৃত্য চ স্মিতং কৃত্বা পুনর্দেবীমতাড়য়ৎ ॥ ৩৪ ॥
সাপি তং কুপিতাতীব নিশুম্ভং পুরতঃস্থিতম্ ।
প্রহরন্তং সমীক্ষ্যাথ দেবী বচনমব্রবীৎ ॥ ৩৫ ॥

নিশুম্ভং হন্তুমিচ্ছতি যা সেত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥
পলাদা মাংসাশিনঃ । সারমেয়াঃ শ্বানঃ ॥ ৩১ ॥
অসুরবর্ম্মকৈরসুরশরীরৈঃ । গজাশ্বদেহসঙ্কুলা রণভূরিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩২—৩৫ ॥

জগদম্বিকার উপর নিক্ষেপ করিল ॥২৫—২৬॥ তখন দেবী আপন গদা দ্বারা অসির আঘাত নিবারণ করিয়া পরশু দ্বারা তাহার বাহুমূলে প্রহার করিলেন ॥২৭॥ বীরবর নিশুম্ভ বাহুমূলে আহত হইলেও সেই বেদনা সহ্য করিয়া পুনরায় চণ্ডিকাকে খড়্গ দ্বারা প্রহার করিল ॥২৮॥ তখন দেবী এমন ঘোরতর ঘণ্টাধ্বনি করিলেন যে, তাহাতে সমস্ত দৈত্যগণের ভীতির সঞ্চার হইল। অনন্তর, তিনি নিশুম্ভকে সংহার করিতে ইচ্ছুক হইয়া সেই সময় বার বার মধুপান করিলেন ॥২৯॥ মহারাজ! এইরূপে পরস্পর জয়াভিলাষী দেব ও দানবদিগের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥৩০॥ তখন মাংসভক্ষক ক্রূরপ্রকৃতি সারমেয়, জম্বুক, গৃধ্র, কঙ্ক ও বায়স প্রভৃতি পক্ষিকুল অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া রণস্থলে নৃত্য করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥ অসংখ্য দানব, গজ ও অশ্বের দেহ সকল রুধির ধারায় অভিষিক্ত হইয়া সমরাঙ্গণে পতিত হওয়ায় রণভূমি অতিশয় ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল ॥ ৩২ ॥ তখন নিশুম্ভ দানবদিগকে পতিত দেখিয়া সাতিশয় রোষপরবশ হইল এবং নিদারুণ গদা লইয়া তৎক্ষণাৎ চণ্ডিকার নিকট ধাবমান হইল ॥ ৩৩ ॥ সেই মদগর্ব্বিত অসুর প্রথমত সিংহের মস্তকে গদা প্রহার করিয়া হাস্য করিল এবং পুনরায় সেই গদা দ্বারা দেবীকে প্রহার করিল ॥ ৩৪ ॥ দেবীও পুরোবর্ত্তী

দেব্যুবাচ।

তিষ্ঠ মন্দমতে! তাবদ্‌যাবৎ খড়্গমিদং তব।
গ্রীবায়াং প্রেরয়াম্যস্মাদ্গন্তাসি যমসাদনম্॥ ৩৬॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তরসা দেবী কৃপাণেন সমাহিতা।
চিচ্ছেদ মস্তকং তস্য নিশুম্ভস্যাথ চণ্ডিকা॥ ৩৭॥
স চ্ছিন্নমস্তকো দেব্যা কবন্ধোঽতীবদারুণঃ।
বভ্রাম চ গদাপাণিস্ত্রাসয়ন্ দেবতাগণান্॥ ৩৮॥
দেবী তস্য শিতৈর্বাণৈশ্চিচ্ছেদ চরণৌ করৌ।
পপাতোর্ব্ব্যাং ততঃ পাপী গতাসুঃ পর্ব্বতোপমঃ॥ ৩৯॥
তস্মিন্নিপতিতে দৈত্যে নিশুম্ভে ভীমবিক্রমে।
হাহাকারো মহানাসীত্তৎসৈন্যে ভয়কম্পিতে॥ ৪০॥
ত্যক্ত্বায়ুধানি সর্ব্বাণি সৈনিকাঃ ক্ষতজাপ্লুতাঃ।
জগ্মুর্ব্বুম্বারবং সর্ব্বে কুর্ব্বাণা রাজমন্দিরম্॥ ৪১॥
তানাগতান্ স সম্প্রেক্ষ্য শুম্ভঃ শক্রনিসূদনঃ।
পপ্রচ্ছ ক্ক নিশুম্ভোঽসৌ কথং ভগ্নাঃ পলায়িতাঃ॥ ৪২॥

ততো যমসাদনং গন্তাসীত্যর্থঃ॥ ৩৬—৪৫॥

নিশুম্ভকে প্রহার করিতে দেখিয়া অতীব কুপিত হইয়া বলিলেন॥ ৩৫॥ মন্দমতে! যে পর্য্যন্ত আমি এই খড়্গ দ্বারা তোমার গ্রীবাদেশ ছেদন না করিতেছি তাবৎকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, এক্ষণে শীঘ্রই তুমি ছিন্নস্কন্ধ হইয়া শমন-সদনে গমন করিবে॥ ৩৬॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! চণ্ডিকা দেবী এই কথা বলিয়াই অতীব সাবধানে কৃপাণ দ্বারা তৎক্ষণাৎ সেই নিশুম্ভের মস্তক ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন॥ ৩৭॥ দেবীর প্রহারে মস্তক ছিন্ন হইলে সেই অতীব দারুণ কবন্ধ গদা হস্তে করিয়া প্রচণ্ড বেগে ভ্রমণ করিতে লাগিল; তখন দেবগণ তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া অতিশয় ভীত হইলেন॥ ৩৮॥ অনন্তর, দেবী শাণিত শরসমূহ দ্বারা সেই কবন্ধের হস্ত ও পদ ছেদন করিয়া ফেলিলেন; তখন সেই পাপিষ্ঠ জীবন-বিহীন হইয়া পর্ব্বতের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল॥ ৩৯॥ সেই ভীমপরাক্রম দানব নিশুম্ভ নিপতিত হইলে তাহার ভয়কম্পিত সৈন্যমধ্যে মহান্ হাহাকার শব্দ সমুত্থিত হইল॥ ৪০॥ তখন সৈনিকগণ রুধিরধারায় প্লাবিত হইয়া সমস্ত আয়ুধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতে করিতে অসুররাজ শুম্ভের সন্নিধানে পলায়ন করিল॥ ৪১॥ সেই শক্রনিসূদন শুম্ভ তাহাদিগকে

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজ্ঞস্তে প্রোচুঃ প্রণতা ভৃশম্।
রাজংস্তে নিহতো ভ্রাতা শেতে সমরমূৰ্দ্ধনি ॥ ৪৩ ॥
তয়া নিপাতিতাঃ শূরা যে চ তেঽপ্যনুজানুগাঃ।
বয়ং ত্বাং কথিতুং সর্ব্বং বৃত্তান্তং সমুপাগতাঃ ॥ ৪৪ ॥
নিশুম্ভো নিহতস্তত্র তয়া চণ্ডিকয়াধুনা।
ন হি যুদ্ধস্য কালোঽদ্য তব রাজন্! রণাঙ্গণে ॥ ৪৫ ॥
দেবকার্য্যং সমুদ্দিশ্য কাপীয়ং পরমাঙ্গনা।
হন্তুং দৈত্যকুলং নূনং প্রাপ্তেতি পরিচিন্তয় ॥ ৪৬ ॥
নৈষা প্রাকৃতযোষৈব দেবী শক্তিরনুত্তমা।
অচিন্ত্যচরিতা কাপি দুর্জ্ঞেয়া দৈবতৈরপি ॥ ৪৭ ॥
নানারূপধরাতীব মায়ামূলবিশারদা।
বিচিত্রভূষণা দেবী সর্ব্বায়ুধধরা শুভা ॥ ৪৮ ॥
গহনা গূঢ়চরিতা কালরাত্রিরিবাপরা।
অপারপারগা পূর্ণা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা ॥ ৪৯ ॥

পরমাঙ্গনা সর্ব্বকারণভূতা সংবিদ্রূপিণী শ্রীভগবত্যস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৫০ ॥

সমাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল; সৈন্যগণ! এক্ষণে নিশুম্ভ কোথায়? তোমরা কি নিমিত্ত রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া আসিলে? ॥ ৪২ ॥

সেই সৈন্যগণ দৈত্যপতি শুম্ভের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণানন্তর প্রণাম করিয়া বলিল; রাজন্! আপনার ভ্রাতা নিশুম্ভ নিহত হইয়া রণভূমিতে শয়ন করিয়াছেন ॥ ৪৩ ॥ মহারাজ! যে সকল দানববীর আপনার অনুজের অনুগামী হইয়াছিল, দেবী তাহাদিগকেও বিনষ্ট করিয়াছেন; কেবল আমরাই আপনাকে সেই বৃত্তান্ত বলিবার নিমিত্তই এখানে আসিয়াছি ॥ ৪৪ ॥ রাজন্! সম্প্রতি দেবীর শস্ত্রপ্রহারে নিশুম্ভ নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে আপনার সেই সংগ্রামস্থলে যাইবার উপযুক্ত সময় নহে ইহাই আমাদিগের বোধ হইতেছে ॥ ৪৫ ॥ দেবকার্য্যের উপলক্ষ করিয়া অখিলের কারণরূপিণী কোনও উৎকৃষ্টা রমণী দানবকুল সংহার করিতে আসিয়াছেন ইহা আপনি নিশ্চয় জানিবেন ॥ ৪৬ ॥ এই দেবী কখনই সামান্যা রমণী নহেন; ইনি নিশ্চয়ই পরমাশক্তি ইঁহার চরিত্র চিন্তার অগোচর; অধিক কি, এই অনুত্তমা শক্তিকে দেবতারাও কদাপি জানিতে সমর্থ হয়েন না ॥ ৪৭ ॥ যত প্রকার মায়া আছে এই দেবী, বিশেষ রূপে সে সমস্তের মূল বিদিত আছেন, সুতরাং সেই মায়াবলে এক্ষণে নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়াছেন; এই মঙ্গলময়ী দেবী বিচিত্র ভূষণে ভূষিত হইয়া সমস্ত আয়ুধ ধারণ করিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥ ইঁহাকে দেখিলেই

অন্তরিক্ষস্থিতা দেবাস্তাং স্তুবন্ত্যকুতোভয়াঃ।
দেবকার্য্যঞ্চ কুর্ব্বাণাং শ্রীদেবীং পরমাদ্ভুতাম্ ॥ ৫০ ॥
পলায়নং পরো ধর্ম্মঃ সর্ব্বথা দেহরক্ষণম্।
রক্ষিতে কিল দেহেঽস্মিন্ কালেঽস্মৎসুখতাঙ্গতে।
সংগ্রামে বিজয়ো রাজন্! ভবিতা তে ন সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥
কালঃ করোতি বলিনং সময়ে নির্ব্বলং কচিৎ।
তং পুনঃ সবলং কৃত্বা জয়ায়োপদধাতি হি ॥ ৫২ ॥
দাতারং যাচকং কালঃ করোতি সময়ে কচিৎ।
ভিক্ষুকং ধনদাতারং করোতি সময়ান্তরে ॥ ৫৩ ॥
বিষ্ণুঃ কালবশে নূনং ব্রহ্মা বা পার্ব্বতীপতিঃ।
ইন্দ্রাদ্যা নির্জরাঃ সর্ব্বে কাল এব প্রভুঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৪ ॥
তস্মাৎ কালং প্রতীক্ষস্ব বিপরীতং তবাধুনা।
সংমুখো দেবতানাঞ্চ দৈত্যানাং নাশহেতুকঃ ॥ ৫৫ ॥
একৈব চ গতির্নাস্তি কালস্য কিল ভূপতে!।
নানারূপধরাপ্যস্তি জ্ঞাতব্যং তস্য চেষ্টিতম্ ॥ ৫৬ ॥

ততশ্চাধুনেদং কর্ত্তব্যমিত্যাহ পলায়নং পরো ধর্ম্ম ইতি। কালেঽস্মৎসুখতাং গতেঽনুকূলে আগতে ইত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫৮ ॥

অপর কালরাত্রির ন্যায় ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হয়; ইহাঁর চরিত্র অবগত হওয়া অতীব সুকঠিন; সর্ব্ব সুলক্ষণে ভূষিতা এই পূর্ণাপ্রকৃতি দুরূহ কার্য্যের পরপারেও যাইতে সমর্থ হয়েন ॥ ৪৯ ॥ অধিক কি বলিব, অদ্ভুতস্বভাবা সেই দেবী দেবকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন আর দেবগণ অন্তরীক্ষে থাকিয়া অকুতোভয়ে তাঁহার স্তব করিতেছেন ॥ ৫০ ॥ মহারাজ! এখন পলায়ন করিয়া শরীর রক্ষা করাই প্রধান ধর্ম্ম; কারণ, এই দেহ রক্ষিত হইলে পুনর্ব্বার কাল যখন আমাদিগের অনুকূল হইবে তখন আপনারও সমরে জয় লাভ হইবে, তাহাতে সংশয় কি? ॥ ৫১ ॥ দেখুন, কাল কোন সময়ে বলবান্‌কে দুর্ব্বল করে, আবার সময়ান্তরে তাহাকেই সবল করিয়া বিজয়ের নিমিত্ত সমুদ্যত করে ॥ ৫২ ॥ কাল কোন সময়ে দাতাকে ভিক্ষুক আবার সময়ান্তরে সেই ভিক্ষুককে ধনদাতা করিয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥ অধিক কি, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ ও ইন্দ্রাদি দেববৃন্দ সকলেই কালের বশীভূত; সুতরাং কালই স্বয়ং সকল বিষয়েরই প্রভু হয় ॥ ৫৪ ॥ অতএব, মহারাজ! আপনি কালের প্রতীক্ষা করুন, এক্ষণে কাল দেবগণের অনুকূল এবং আপনার প্রতিকূল; এই জন্যই সেই কাল এক্ষণে দৈত্যদিগকে নাশ করিতেছে ॥ ৫৫ ॥ কিন্তু, ভূপতে! কালের গতি

কদাচিৎ সম্ভবো নৃণাং কদাচিৎ প্রলয়স্তথা।
উৎপত্তিহেতুঃ কালোঽন্যঃ ক্ষয়হেতুস্তথাপরঃ ॥ ৫৭ ॥
প্রত্যক্ষং তে মহারাজ! দেবাঃ সর্ব্বে সবাসবাঃ।
করদাস্তে কৃতাঃ পূর্ব্বং কালেন সম্মুখেন চ ॥ ৫৮ ॥
তেনৈব বিমুখেনাদ্য বলিনোঽবলয়াসুরাঃ।
নিহতা নিতরাং কালঃ করোতি চ শুভাশুভম্ ॥ ৫৯ ॥
নৈবাত্র কারণং কালী নৈব দেবাঃ সনাতনাঃ ॥ ৬০ ॥
যথা তে রোচতে রাজংস্তথা কুরু বিমৃশ্য চ।
কালোঽয়ং নাত্র হেতুস্তে* দানবানাং তথা পুনঃ ॥ ৬১ ॥
ত্বদগ্রতো গতঃ শক্রো ভগ্নঃ সখ্যে নিরায়ুধঃ।
তথা বিষ্ণুস্তথারুদ্রো বরুণো ধনদো যমঃ ॥ ৬২ ॥
তথা ত্বমপি রাজেন্দ্র! বীক্ষ্য কালবশং জগৎ।
পাতালং গচ্ছ তরসা জীবন্ ভদ্রমবাপ্স্যসি ॥ ৬৩ ॥

অবলয়েতি চ্ছেদঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥
ইত্থং জ্ঞাত্বা যদিচ্ছসি তৎ কুর্ব্বিত্যাহ যথা তে ইতি। নাত্র হেতুরিতি। হেতুঃ সুখহেতুরনুকূলো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৬১—৬৩ ॥

কথনই একরূপ নহে, বস্তুত তাহার কার্য্য নানারূপ হইয়া থাকে ইহা আপনি নিশ্চয় জানিবেন ॥ ৫৬ ॥ কাল কদাচিৎ মনুষ্যগণের উৎপত্তি করে, কখন বা তাহাদের প্রলয় করিয়া থাকে। মহারাজ! উৎপত্তির কাল এক, আর ক্ষয়ের কাল এক ইহা ত আপনার প্রত্যক্ষই হইয়াছে। দেখুন, যখন কাল আপনার অনুকূল ছিল, তখন আপনি ইন্দ্রাদি সমস্ত দেববর্গকে করদ করিয়াছিলেন, এখন সেই কালই আপনার প্রতিকূল হইয়াছে সুতরাং একটী সামান্য অবলা নারীও বলবান্ অসুরদিগকে নিহত করিতেছে; অতএব, কাল নিয়তই শুভ বা অশুভ করিতেছে, সনাতন দেববর্গ অথবা সেই কালী ইহার কারণ নহে ॥ ৫৭—৬০ ॥ রাজন্! বর্ত্তমান কাল আপনার এবং দানবদিগের অনুকূল নহে, অতএব আপনি ইহা বিদিত হইয়া যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন্ ॥ ৬১ ॥ দেখুন, পূর্ব্বে ইন্দ্র, বিষ্ণু, রুদ্র, বরুণ, যম প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবগণও আয়ুধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রণে ভঙ্গ দিয়া আপনার সম্মুখ হইতে পলায়ন করিয়াছিল সেইরূপে আপনিও এক্ষণে জগৎকে কালের বশবর্ত্তী জানিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া সত্বর পাতালে গমন করুন। কারণ, জীবিত

* নাশহেতুস্তে। ইতি বা পাঠঃ॥

মৃতে ত্বয়ি মহারাজ ! শত্রবস্তে মুদান্বিতাঃ।
মঙ্গলানি প্রগায়ন্তো বিচরিষ্যন্তি সর্ব্বতঃ ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
পঞ্চমস্কন্ধে নিশুম্ভবধো নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

(জীবতি ভদ্রং মৃতে কিং স্যাদিত্যাহ মৃতে ত্বয়ীতি ॥ ৬৪ ॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

থাকিলে পরে সমস্ত সুখই প্রাপ্ত হইবেন, আর আপনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে আপনার সেই শত্রুকুল আনন্দিত হইয়া মঙ্গল-সূচক গান করত সর্ব্বত্রই নির্ভয়ে বিচরণ করিতে থাকিবে ॥ ৬২—৬৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে নিশুম্ভ বধ নামক
ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা শুম্ভো দৈত্যপতিস্তদা।
উবাচ সৈনিকানাশু কোপাকুলিতলোচনঃ ॥ ১ ॥

শুম্ভ উবাচ।

জাল্মাঃ! কিং ব্রুত দুর্ব্বাচ্যং কৃত্বা জীবিতুমুৎসহে।
নিহত্য সচিবান্ ভ্রাতৃন্নির্লজ্জো বিচরামি কিম্ ॥ ২ ॥
কালঃ কর্ত্তা শুভানাং বাশুভানাং বলবত্তরঃ।
কা চিন্তা মম দুর্ব্বারে তস্মিন্নীশেঽপ্যরূপকে ॥ ৩ ॥
যদ্ভবতি তদ্ভবতু যৎ করোতি করোতু তৎ।
ন মে চিন্তাস্তি কুত্রাপি মরণাজ্জীবনাত্তথা ॥ ৪ ॥
স কালোঽপ্যন্যথা কর্ত্তুং ভাবিতো নেশতে কচিৎ।
ন বর্ষতি চ পর্জ্জন্যঃ শ্রাবণে মাসি সর্ব্বথা ॥ ৫ ॥

একোনসপ্ততিশ্লোকৈঃ শুম্ভাসুরবধাশ্রিতা।
কথা প্রারভ্যতে দেব্যা জগতো মঙ্গলং কৃতম্ ॥

নিশুম্ভবধানন্তরং জাতং কৃত্যমাহ ইতি তেষামিতি ॥ ১ ॥

দুর্ব্বাচ্যং কর্ম্ম কৃত্বাহং জীবিতুমুৎসহে কিমিত্যর্থঃ। দুর্ব্বাচ্যং কর্ম্ম স্বয়মেবাহ নিহত্যেতি। বিচরামি কিং বিচরিষ্যামি কিমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

কিঞ্চ মম যদি মরণকালঃ সমাগতঃ স্যাত্তদা কুত্রাপি ময়া গতে স কিং মাং ত্যক্ষ্যতীতি বদন্ কালস্য মহিমানমাহ কালঃ কর্ত্তেতি। অরূপকে রূপরহিতে তস্মিন্নীশে সতীত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! দানবপতি শুম্ভ সেই সৈন্যগণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে ক্রোধে ইতস্তত নয়ন সঞ্চালন করত অবিলম্বেই তাহাদিগকে বলিতে লাগিল ॥ ১ ॥ মূঢ়গণ! তোরা কি বলিতেছিস্? আমি কি এই অকথনীয় ঘৃণিত কার্য্য করিয়া জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতে পারি? বল দেখি আমি সচিববর্গ ও ভ্রাতৃগণকে নিহত করিয়া এক্ষণে নির্লজ্জ হইয়া কিরূপে বিচরণ করিতে সমর্থ হইব? ॥ ২ ॥ কালই শুভ বা অশুভ কার্য্যকলাপের প্রধান কর্ত্তা; অতএব সেই রূপবিহীন কালই যদি শুভ বা অশুভ করিবার অলঙ্ঘনীয় প্রভু হইল তবে আর আমার চিন্তা করিয়া ফল কি? ॥ ৩ ॥ যাহা হইবার তাহা হউক্ যাহা করিবার তাহা করুক্; আমার মরণ বা জীবন, কোন বিষয়েই চিন্তা নাই ॥ ৪ ॥ বিশেষত সেই

কদাচিন্মার্গশীর্ষে বা পৌষে মাঘেঽথ ফাল্গুনে।
অকালে বর্ষতীবাশু তস্মান্মুখ্যো ন চাস্ত্যয়ম্ ॥ ৬ ॥
কালো নিমিত্তমাত্রস্তু দৈবং হি বলবত্তরম্।
দৈবেন নির্ম্মিতং সর্ব্বং নান্যথা ভবতীত্যদঃ ॥ ৭ ॥
দৈবমেব পরং মন্যে ধিক্ পৌরুষমনর্থকম্।
জেতা যঃ সর্ব্বদেবানাং নিশুম্ভোঽপ্যনয়া হতঃ ॥ ৮ ॥
রক্তবীজো মহাশূরঃ সোঽপি নাশং গতো যদা।
তদাহং কীর্ত্তিমুৎসৃজ্য জীবিতাশাং করোমি কিম্ ॥ ৯ ॥
প্রাপ্তে কালে স্বয়ং ব্রহ্মা পরার্দ্ধদ্বয়সম্মিতে।
নিধনং যাতি তরসা জগৎকর্ত্তা স্বয়ং প্রভুঃ ॥ ১০ ॥

নমু কালস্তৈবারাধনং কর্ত্তব্যং তেন স ন বাধিষ্যত ইতি চেত্তত্রাহ স কালোঽপীতি। ভাবিত আরাধিতোঽপি দৈবাপেক্ষয়ান্যথা কর্ত্তুং কচিৎ কচিদপি নেশতে ন সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ। তস্মাৎ কালাপেক্ষয়াপি দৈবমেব মুখ্যমিতি ভাবঃ। কালস্যৈব মুখ্যত্বে তত্তৎকালিকং কার্য্যং তত্তৎকালে কুতো ন স্যাত্তস্মান্ন কালো মুখ্য ইত্যাহ ন বর্ষতি চেতি ॥ ৫—৬ ॥

কস্তর্হি মুখ্য ইতি চেত্তত্রাহ কালো নিমিত্তমাত্রস্ত্বিতি ॥ ৭ ॥

নমু ত্বয়া পূর্ব্বং জৈনমতমাশ্রিত্য প্রত্যক্ষমেকে চার্ব্বাকা ইতি বার্হস্পত্যশাস্ত্রাবলম্বনেন দৈবং বেদসিদ্ধং খণ্ডয়িত্বা পৌরুষমেব কার্য্যসাধকং সাধিতমধুনা তু কথং দৈবং কার্য্যসাধকমুচ্যত ইতি চেত্তত্রাহ দৈবমেব পরমিতি। পৌরুষে সত্যপি কার্য্যস্যাজাতত্বাদনর্থকং কার্য্যসাধকং পৌরুষং ধিগিত্যর্থঃ। অনেককার্য্যকারণভাবপ্রতিবধ্যপ্রতিবন্ধকভাবকল্পনাপেক্ষয়া বেদপ্রমাণসিদ্ধং দৈবমেব পরং মুখ্যং কার্য্যসাধকং মন্যে ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ সর্ব্বস্য দৈবাধীনত্বাৎ যদ্ভবিষ্যতি তদ্ভবতু। ময়া যোদ্ধব্যমেবেতি ভাবঃ। কিঞ্চ লোকদৃষ্ট্যাপ্যধুনা জীবিতাশাকিঞ্চিৎকরেত্যাহ জেতেতি ॥ ৮ ॥

কাল আরাধিত হইলেও মরণের অথবা জীবনের অন্যথা করিতে কদাপি সমর্থ হয় না। দেখ, পর্জ্জন্যদেব বর্ষাকালে বর্ষণ করিলেও কখন কখন শ্রাবণ মাসে বর্ষণ করে না আবার কখন কখন অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ অথবা ফাল্গুন প্রভৃতি অকালেও অতিশয় বর্ষণ করিয়া থাকে; অতএব, স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, কালের মুখ্যতা নাই ॥ ৫-৬ ॥ ফলত কাল কেবল নিমিত্ত মাত্র আর দৈবই কাল অপেক্ষা বলবত্তর; সুতরাং দৈবই সমস্ত বিশ্ব সংসার নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ইহা কোনও প্রকারে অন্যথা হইবার নহে ॥ ৭ ॥ আমি দৈবকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করি; নিরর্থক পুরুষকারকে ধিক্! কারণ, যে নিশুম্ভ সমস্ত দেবতাবর্গকেও জয় করিয়াছে অদ্য তাহাকেই এই সামান্য রমণী নিহত করিল ॥ ৮ ॥ হায়! সেই মহাবীর রক্তবীজও যখন নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছে, তখন আমি কীর্ত্তি বিসর্জ্জন দিয়া কিরূপে জীবনের আশা করিব ॥ ৯ ॥ যিনি স্বয়ং বিশ্বসংসার নির্ম্মাণ করিয়া-

চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিবসে কিল।
পতন্তি ভবনাৎ পঞ্চ নব চেন্দ্রাস্তথা পুনঃ ॥ ১১ ॥
তথৈব দ্বিগুণে বিষ্ণুর্মরণায়োপকল্পতে।
তথৈব দ্বিগুণে কালে শঙ্করঃ শান্তিমেতি চ ॥ ১২ ॥
কা চিন্তা মরণে মূঢ়া নিশ্চলে দৈবনির্ম্মিতে।
মহীমহীধরাণাঞ্চ নাশঃ সূর্য্যশশাঙ্কয়োঃ ॥ ১৩ ॥
জাতস্য হি ধ্রুবং মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
অধ্রুবেঽস্মিন্ শরীরে তু রক্ষণীয়ং যশঃ স্থিরম্ ॥ ১৪ ॥
রথো মে কল্প্যতাং শীঘ্রং গমিষ্যামি রণাজিরে।
জয়ো বা মরণং বাপি ভবত্বদ্যৈব দৈবতঃ ॥ ১৫ ॥
ইত্যুক্ত্বা সৈনিকান্ শুম্ভো রথমাস্থায় সত্বরঃ।
প্রযযাবম্বিকা যত্র সংস্থিতা তুহিনাচলে ॥ ১৬ ॥
সৈন্যং প্রচলিতং তস্য সঙ্গে তত্র চতুর্ব্বিধম্।
হস্ত্যশ্বরথপাদাতসংযুতং সায়ুধং বহু ॥ ১৭ ॥
তত্র গত্বাচলে শুম্ভঃ সংস্থিতাং জগদম্বিকাম্।
ত্রৈলোক্যমোহিনীং কান্তামপশ্যৎ সিংহবাহিনীম্ ॥ ১৮ ॥

করোমি কিং করিষ্যামি কিমিত্যর্থঃ ॥ ৯—১৫ ॥

ছেন, সেই ব্রহ্মাও নিজ আয়ুর শেষকাল উপস্থিত হইলেই তৎক্ষণাৎ নিধনপ্রাপ্ত হয়েন ॥১০॥ দেখ, ব্রহ্মার এক দিনে চারি সহস্র যুগ হইয়া থাকে এবং সেই এক দিনেই চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পতন হয়; এইরূপ ইহার দ্বিগুণ সময় অতিবাহিত হইলেই বিষ্ণুর পরমায়ুর পরিশেষ হইয়া থাকে এবং তাহার দ্বিগুণ কাল বিগত হইলে মহেশ্বরও শান্তিলাভ করিয়া থাকেন ॥১১-১২॥ এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবী, পর্ব্বত, চন্দ্র ও সূর্য্য সকলেরই বিনাশ হইবে বিশেষত দৈব সকলের মরণ স্থিরতর করিয়া রাখিয়াছেন; অতএব মূঢ়গণ! সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই ॥ ১৩ ॥ জীব জন্মিলে অবশ্যই তাহার মৃত্যু হইবে আর জীবের মরণ হইলেও তাহার পুনর্ব্বার জন্ম হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই; অতএব, এই নশ্বর শরীর হইতে স্থিরতর যশ রক্ষা করাই মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ১৪ ॥ আমার রথ সজ্জিত কর অদ্য দৈববশত যুদ্ধে জয়ই হউক অথবা মরণই হউক, আমি শীঘ্রই রণস্থলে গমন করিব ॥ ১৫ ॥

অনন্তর, শুম্ভ সৈনিকদিগকে এই কথা বলিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক হিমালয় পর্ব্বতে যে স্থানে অম্বিকা বিরাজ করিতেছেন সেই স্থানে গমন করিল ॥ ১৬ ॥ তথন হস্তী, অশ্ব

সর্ব্বাভরণভূষাঢ্যাং সর্ব্বলক্ষণসংযুতাম্।
স্তূয়মানাং সুরৈঃ খস্থৈর্গন্ধর্ব্বযক্ষকিন্নরৈঃ ॥ ১৯ ॥
পুষ্পৈশ্চ পূজ্যমানাঞ্চ মন্দারপাদপোদ্ভবৈঃ।
কুর্ব্বাণাং শঙ্খনিনদং ঘণ্টানাদং মনোহরম্ ॥ ২০ ॥
দৃষ্ট্বা তাং মোহমগমচ্ছুম্ভঃ কামবিমোহিতঃ।
পঞ্চবাণাহতঃ কামং মনসা সমচিন্তয়ৎ ॥ ২১ ॥
অহো রূপমিদং সম্যগহো চাতুর্য্যমদ্ভুতম্।
সৌকুমার্য্যঞ্চ ধৈর্য্যঞ্চ পরস্পরবিরোধি যৎ* ॥ ২২ ॥
সুকুমারাতিতন্বঙ্গী সদ্যঃ প্রকটযৌবনা।
চিত্রমেতদসৌ বালা কামভাববিবর্জ্জিতা ॥ ২৩ ॥
কামকান্তাসমা রূপে সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতা।
অম্বিকেয়ং কিমেতত্তু হন্তি সর্ব্বান্মহাবলান্ ॥ ২৪ ॥

তুহিনাচলে হিমাচলে। নিশুম্ভযুদ্ধসময়ে যুদ্ধং বিহায় গৃহং গতঃ পুনঃ প্রযযৌ গতবানি-ত্যর্থঃ ॥ ১৬—২১ ॥

ধৈর্য্যং যুদ্ধধৈর্য্যম্ ॥ ২২—২৩ ॥

কামকান্তা রতিস্তত্সমা। রূপেণ রতিসদৃশীত্যর্থঃ। অতিলাবণ্যবতী শৃঙ্গারং নিজকর্ম্ম বিহায় সর্ব্বান্মহাবলান্ হন্তি বীরকর্ম্ম করোতি কিমেতদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

রথ ও পদাতি-সঙ্কুল চতুর্ব্বিধ অসংখ্য সৈন্য আয়ুধ ধারণ করিয়া তাহার সহিত গমন করিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥ শুম্ভ সেই হিমাচলে গিয়া জগদম্বিকাকে দেখিল, তিনি হিমাচলের এক প্রদেশে সিংহের উপরে অধিষ্ঠিত হইয়া ত্রিভুবন-মোহিনী কান্তি ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নানাবিধ অলঙ্কারে সুসজ্জিত; সমস্ত শরীরে সুন্দর লক্ষণ সকল দেদীপ্যমান; আকাশস্থিত দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও কিন্নরগণ পারিজাত পুষ্পরাশি দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া স্তব করিতেছেন এবং সেই দেবী জয়সূচক মনোহর ঘণ্টানাদ ও শঙ্খধ্বনি করিতেছেন ॥ ১৮—২০ ॥ শুম্ভ তাঁহাকে দর্শন করিয়াই কামবশত বিমো-হিতপ্রায় হইল এবং কন্দর্পশরে বিদ্ধ হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল ॥ ২১ ॥ অহো! ইহার অতীব আশ্চর্য্য রূপ লাবণ্য !! ইহার চাতুর্য্যও অদ্ভুত ও বিস্ময়কর !! কি আশ্চর্য্য ! সুকুমারতা ও সমর-সহিষ্ণুতা পরস্পর বিরোধি হইলেও ইহাতে উভয়ই বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ২২ ॥ ইহার শরীর অতিশয় কোমল এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল কৃশ, আবার সম্প্রতি নূতন যৌবনের উদয় হইয়াছে, তথাপি এই বালার কিছুমাত্র কামভাব নাই, ইহা অতিশয়

---

* পরস্পরবিমোহি যৎ।, ইতি বা পাঠঃ।

উপায়ঃ কোঽত্র কর্ত্তব্যো যেন মে বশগা ভবেৎ।
ন মন্ত্রা বা মরালাক্ষীসাধনে সন্নিধৌ মম ॥ ২৫ ॥
সর্ব্বমন্ত্রময়ী হ্যেষা মোহিনী মদগর্ব্বিতা।
সুন্দরীয়ং কথং মে স্যাদ্বশগা বরবর্ণিনী ॥ ২৬ ॥
পাতালগমনং মেঽদ্য ন যুক্তং সমরাঙ্গণাৎ।
সামদানবিভেদৈশ্চ নেয়ং সাধ্যা মহাবলা ॥ ২৭ ॥
কিং কর্ত্তব্যং ক গন্তব্যং বিষমে সমুপস্থিতে।
মরণং নোত্তমং চাত্র স্ত্রীকৃতস্তু যশোঽপহৃৎ ॥ ২৮ ॥
মরণং ঋষিভিঃ প্রোক্তং সঙ্গরে মঙ্গলাস্পদম্।
যত্তৎ সমানবলয়োর্যোধয়োর্যুধ্যতোঃ কিল ॥ ২৯ ॥
প্রাপ্তেয়ং দৈবরচিতা নারী নরশতোত্তমা।
নাশায়াস্মৎকুলস্যেহ সর্ব্বথাতিবলাবলা ॥ ৩০ ॥

মম সন্নিধৌ মরালাক্ষী হংসলোচনা তস্যাঃ সাধনে বশীকারে সমর্থা মন্ত্রা অপি ন সন্তী-ত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

কিঞ্চ সর্ব্বমন্ত্রময়ীয়মস্তীতি ন কশ্চিন্মন্ত্র এনাং বশীকুর্য্যাদিত্যভিপ্রায়েণাহ সর্ব্বমন্ত্র-ময়ীতি। হি যতঃ সর্ব্বমোহিনী ততঃ সর্ব্বমন্ত্রময়ীত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥

বিষমে সঙ্কটে। অত্র স্ত্রীকৃতং স্ত্রীহস্তেন কৃতং জাতং মরণঞ্চ মরণমপি নোত্তমং যত-স্তদ্‌যশোঽপহৃৎ যশোহারকমেব তত ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি মরণমিতি ॥ ২৯ ॥

অবলেতি চ্ছেদঃ ॥ ৩০ ॥

আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই ॥ ২৩ ॥ কামকামিনীর ন্যায় অতিশয় সুন্দরী ও সমস্ত সুলক্ষণে ভূষিতা হইয়াও প্রমোদাদি পরিত্যাগ করিয়া এই অম্বিকা সেই মহাবল অসুরদিগকে সংহার করিতেছে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই ॥ ২৪ ॥ যাহা হউক এখন যাহাতে এই রমণী আমার বশীভূতা হয়, সেই উপায় অবলম্বন করাই আমার কর্ত্তব্য ; এই মরালনয়নাকে বশীকরণ করিবার মন্ত্র সকলও আমার নিকটে নাই ॥২৫॥ অথবা মৎসন্নিধানে মন্ত্র থাকিলেই বা কি হইবে এই মদগর্ব্বিতা বালা সমস্ত-মন্ত্রস্বরূপা সুতরাং সেই বলে সমস্ত লোককেই বিমোহিত করিতেছে অতএব এই বরবর্ণিনী সুন্দরী কিরূপে আমার বশীভূত হইবে ? ॥২৬॥ সাম, দান ও ভেদ দ্বারা এই বীরাঙ্গনা আয়ত্ত হইবার নহে ; আর এক্ষণে সমরস্থল হইতে পালাইয়া পাতালে গমন করাও যুক্তিযুক্ত নহে ; অতএব এক্ষণে আমার বিষম সময় উপস্থিত, এখন কর্ত্তব্য কি ? যাই বা কোথায় ? আর যদি সমর করিলে এই স্ত্রীর হস্তে মৃত্যু হয় তবে সে মৃত্যুও উত্তম নহে বরং তাহাতে যশের হানিই হইবে ॥ ২৭—২৮ ॥ কারণ, বীরগণ

বৃথা কিং সামবাক্যানি ময়া যোজ্যানি সাম্প্রতম্।
হননায়াগতা হ্যেষা কিংনু সাম্না প্রসীদতি ॥ ৩১ ॥
ন দানৈশ্চালিতুং যোগ্যা নানাশস্ত্রবিভূষিতা।
ভেদস্তু বিফলঃ কামং সর্ব্বদেববশানুগা ॥ ৩২ ॥
তস্মাত্তু মরণং শ্রেয়ো ন সংগ্রামে পলায়নম্।
জয়ো বা মরণং বাদ্য ভবত্যেবং যথাবিধি ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা শুম্ভঃ সত্বাশ্রিতোঽভবৎ।
যুদ্ধায় সুস্থিরো ভূত্বা তামুবাচ পুরঃস্থিতাম্ ॥ ৩৪ ॥
দেবি! যুধ্যস্ব কান্তেঽদ্য বৃথায়ং তে পরিশ্রমঃ।
মূর্খাসি কিল নারীণাং নায়ং ধর্ম্মঃ কদাচন ॥ ৩৫ ॥

বৃথেতি। সাম্প্রতমস্মিন্ কালে কিং যোজ্যানি কিমর্থং যোজ্যানি নায়ং কালঃ সামবাক্যানামিতি ভাবঃ। তদেবাহ হননায়েতি ॥ ৩১ ॥

ন দানৈরিতি। যতো নানাশস্ত্রবিভূষিতা সর্ব্বসাধনসম্পাদনে সমর্থা ততো যৎকিঞ্চিদ্ধনদানৈর্ন চালয়িতুং যোগ্যাস্তীত্যর্থঃ। ভেদস্থিতি। যতঃ সর্ব্বে দেবা অস্যা বশা অনুগাঃ সেবকাশ্চ সন্তি ততো ভেদোঽপ্যত্র বিফল ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

যথাবিধি যথাদৈবম্ ॥ ৩৩ ॥

সত্বাশ্রিতো ধৈর্য্যাশ্রিতঃ ॥ ৩৪—৩৬ ॥

সম্মুখ সমরে সমবলের সহিত পরস্পর যুদ্ধ করিয়া যে মৃত্যুলাভ করে, ঋষিরা সেই মরণকেই মঙ্গলাস্পদ বলিয়াছেন ॥ ২৯ ॥ দেবতাবৃন্দ এই রমণীকে শত নর অপেক্ষাও বলবতী করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছে, সুতরাং এ নাম মাত্র অবলা কার্য্যত ইহার বলের সীমা নাই; অতএব এই নারী আমাদিগের কুলক্ষয় করিবার নিমিত্তই এখানে আসিয়াছে সন্দেহ নাই ॥ ৩০ ॥ অধুনা সামবাক্য সকল প্রয়োগ করিয়াই বা কি ফল হইবে? কারণ, এই নারী আমাদিগকে সংহার করিতেই আসিয়াছে, অতএব এ কি সাম বাক্যে প্রসন্ন হইবে? ॥ ৩১ ॥ এই রমণী যখন নানাবিধ অস্ত্র ও শস্ত্রে সুসজ্জিত রহিয়াছে, তখন ইহাকে দান দ্বারা বশীভূত করা কখনই সম্ভবপর নহে আর সমস্ত দেবতাবৃন্দ যখন ইহার বশবর্ত্তী তখন ভেদ অবশ্যই বিফল হইবে ॥ ৩২ ॥ অতএব, পলায়ন না করিয়া সমরে মৃত্যুলাভই শ্রেয়স্কর, অদ্য দৈববশে জয়ই হউক অথবা মরণই হউক, তাহাতে আমার চিন্তার বিষয় কিছুই নাই ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! শুম্ভ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া বল প্রকাশে উদ্যত হইল এবং যুদ্ধের নিমিত্ত স্থিরনিশ্চয় হইয়া পুরোবর্ত্তিনী দেবীকে বলিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

নারীণাং লোচনে বাণা ভ্রুবাবেব শরাসনম্ ।
হাবভাবস্তু শস্ত্রাণি পুমাঁল্লক্ষ্যং বিচক্ষণঃ ॥ ৩৬ ॥
সন্নাহশ্চাঙ্গরাগোঽত্র রথশ্চাপি মনোরথঃ ।
মন্দপ্রজল্পিতং ভেরীশব্দো নান্যঃ কদাচন ॥ ৩৭ ॥
অন্যাস্ত্রধারণং স্ত্রীণাং বিড়ম্বনমসংশয়ম্ ।
লজ্জৈব ভূষণং কান্তে ! ন চ ধার্ষ্ট্যং কদাচন ॥ ৩৮ ॥
যুধ্যমানা বরা নারী কর্কশেবাভিদৃশ্যতে ।
স্তনৌ সঙ্গোপনীয়ৌ বা ধনুষঃ কর্ষণে কথম্ ॥ ৩৯ ॥
ক মন্দগমনং কুত্র গদামাদায় ধাবনম্ ।
বুদ্ধিদা কালিকা তেঽত্র চামুণ্ডা পরনায়িকা ॥ ৪০ ॥
চণ্ডিকা মন্ত্রমধ্যস্থা লালনেঽসুস্বরা শিবা ।
বাহনং মৃগরাড়াস্তে সর্ব্বসত্ত্বভয়ঙ্করঃ ॥ ৪১ ॥

সন্নাহঃ কবচম্ । অঙ্গরাগো হরিচন্দনাদিঃ ॥ ৩৭—৩৯ ॥
চামুণ্ডা পরনায়িকা পরোঽন্যো নায়কো যস্যাঃ সা পরনায়িকা চতুরা ন পরনায়িকা অচতুরেত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥
মন্ত্রমধ্যস্থা মন্ত্রদাত্রী লালনেঽপি অসুস্বরা কঠোরস্বরা ন হ্যেতাদৃশয়া লালনং সম্ভবতীত্যর্থঃ । অত এনাং বিহায় মন্নিকটে আগচ্ছেতি ভাবঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

দেবি ! তুমি যুদ্ধ কর তাহাতে ক্ষতি নাই ; কিন্তু কোমলাঙ্গি ! তোমার এই পরিশ্রম বিফল হইতেছে। তোমার কোন জ্ঞান নাই, কারণ যাহা নারীদিগের ধর্ম্ম নহে তুমি তাহারই আচরণ করিতেছ ॥ ৩৫ ॥ দেখ, রমণীদিগের লোচন যুগলই বাণ ; ভ্রূযুগলই শরাসন ; হাব ভাব সকল শস্ত্রজাল এবং শৃঙ্গাররসবিচক্ষণ পুরুষই লক্ষ্যস্থানীয় ॥ ৩৬ ॥ তাঁহাদের অঙ্গরাগই যুদ্ধের কবচ ; মনোরথই রথ ; মৃদু মধুর বাক্যালাপই ভেরী শব্দ ; ইহা ভিন্ন কামিনীদিগের অন্য যুদ্ধসজ্জা আর কখন নাই ॥৩৭॥ অতএব, কান্তে ! স্ত্রীগণের অন্য অস্ত্র ধারণ করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র সংশয় নাই ; কামিনীগণের লজ্জাই ভূষণ কিন্তু ধৃষ্টতা কখনই তাহাদের ভূষা হইতে পারে না ॥৩৮॥ পরম সুন্দরী নারীও যদি সমরে নিরত হয়েন, তবে তিনও কর্কশের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকেন ; বিশেষত তুমি যখন কার্ম্মুক আকর্ষণ করিবে তখন তোমার স্তন-যুগল কি প্রকারে সংগোপন করিবে ? যখন গদা লইয়া ধাবমান হইবে তখন তোমার মন্থর গতি কোথায় থাকিবে ? সুন্দরি ! তোমার পরামর্শ দাত্রী কালিকা এবং অচতুরা চামুণ্ডা ॥ ৩৯-৪০ ॥ চণ্ডিকা তোমার মন্ত্রণাদায়িনী তাহার স্বর অতিশয় কর্কশ অতএব সে কিরূপে তোমাকে লালন পালন করিবে ? ইহা ব্যতীত সমস্ত প্রাণিপুঞ্জের ভয়ঙ্কর মৃগরাজ

বীণানাদং পরিত্যজ্য ঘণ্টানাদং করোষি যৎ।
রূপযৌবনয়োঃ সর্ব্বং বিরোধি বরবর্ণিনি ! ॥ ৪২ ॥
যদি তে সঙ্গরেচ্ছাস্তি কুরূপা ভব ভামিনি ! ।
লম্বোষ্ঠী কুনখী ক্রুরা ধ্বাঙ্ক্ষবর্ণা বিলোচনা ॥ ৪৩ ॥
লম্বপাদা কুদন্তী চ মার্জ্জারনয়নাকৃতিঃ।
ঈদৃশং রূপমাস্থায় তিষ্ঠ যুদ্ধে স্থিরা ভব ॥ ৪৪ ॥
কর্কশং বচনং ব্রূহি ততো যুদ্ধং করোম্যহম্ ॥ ৪৫ ॥
ঈদৃশীং সুদতীং দৃষ্ট্বা ন মে পাণিঃ প্রসীদতি।
হন্তুং ত্বাং মৃগশাবাক্ষি ! কামকান্তোপমে ! মৃধে ! ॥ ৪৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি ব্রুবাণং কামার্ত্তং বীক্ষ্য তং জগদম্বিকা।
স্মিতপূর্ব্বমিদং বাক্যমুবাচ ভরতোত্তম ! ॥ ৪৭ ॥

দেব্যুবাচ।

কিং বিষীদসি মন্দাত্মন্ ! কামবাণবিমোহিত ! ।
প্রেক্ষিকাহং স্থিতা মূঢ় ! কুরু কালিকয়া মৃধম্ ॥ ৪৮ ॥

বিলোচনাক্ষা (বিকৃতনয়না বা) ॥ ৪৩—৪৫ ॥
কামকান্তা রতিঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥

আবার তোমার বাহন ; অতএব কান্তে ! তুমি এই সকল পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট আগমন কর ॥ ৪১ ॥ বরবর্ণিনি ! বীণাধ্বনি পরিত্যাগ করিয়া তুমি যে ঘণ্টাধ্বনি করিতেছ, ইহা তোমার রূপ ও যৌবনের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ ॥৪২॥ অভিমানিনি ! যদি তোমার সমর বাসনা হইয়া থাকে, তবে তুমি কুৎসিত রূপ ধারণ কর। তোমার আকৃতি ক্রূর; বর্ণ কাকের ন্যায় কৃষ্ণ, ওষ্ঠ লম্বমান, পদযুগল দীর্ঘ, নখ সকল কুৎসিত, দশন সকল বিকট, নয়নযুগল বিড়ালের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ হউক। দেবি ! তুমি ঈদৃশ কুৎসিত রূপ ধারণ করিয়া স্থিরভাবে সমরে অবস্থিতি কর ॥ ৪৩—৪৪ ॥ মৃগলোচনে ! তুমি আমাকে অগ্রে কর্কশ বাক্য বল, তাহার পর আমি যুদ্ধ করিব তোমাকে রতির ন্যায় সুন্দরী দেখিয়া আমার হস্ত সমরাঙ্গণে তোমাকে প্রহার করিতে অগ্রসর হইতেছে না ॥ ৪৫—৪৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, ভরতোত্তম ! শুম্ভ এইরূপ বাক্য বলিলে পর জগদম্বিকা তাহাকে কামার্ত্ত অবলোকন করিয়া ঈষৎ হাস্য করত এই কথা বলিলেন ॥ ৪৭ ॥ রে মন্দাত্মন্ ! কামবাণে বিমোহিত হইয়া কেন বিষণ্ণ হইতেছিস্ ; মূঢ় ! যদি আমাকে প্রহার

চামুণ্ডয়া বা কুর্ব্বেতে তব যোগ্যে রণাঙ্গণে।
প্রহরস্ব যথাকামং নাহং ত্বাং যোদ্ধুমুৎসহে ॥ ৪৯ ॥
ইত্যুক্ত্বা কালিকাং প্রাহ দেবী মধুরয়া গিরা।
জহ্যেনং কালিকে! ক্রূরে কুরূপপ্রিয়মাহবে ॥ ৫০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা কালিকা কালপ্রেরিতা কালরূপিণী।
গদাং প্রগৃহ্য তরসা তস্থাবাজৌ কৃতোদ্যমা ॥ ৫১ ॥
তয়োঃ পরস্পরং যুদ্ধং বভূবাতিভয়ানকম্।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং মুনীনাঞ্চ মহাত্মনাম্ ॥ ৫২ ॥
গদামুদ্যম্য শুম্ভোঽথ জঘান কালিকাং রণে।
কালিকা দৈত্যরাজানং গদয়া হ্যহনদ্ভৃশম্ ॥ ৫৩ ॥
বভঞ্জাস্য রথং চণ্ডী গদয়া কনকোজ্জ্বলম্।
খরান্ হত্বা জঘানাশু দারুকং দারুণস্বনা ॥ ৫৪ ॥

প্রেক্ষিকাহমিতি। যদি ময়ি প্রহারং কর্ত্তুং তব হস্তো ন প্রসীদতি তর্হি যথা ত্বং যুদ্ধার্থং কুরূপাং লম্বোষ্ঠীমিত্যাদিলক্ষণাং প্রার্থয়সি তথা কালিকেয়মস্তি তয়ৈব যুদ্ধং কুরু। অহং কেবলং প্রেক্ষিকাস্মি ভবামি। ততো ন ময়ি প্রহারাপেক্ষেত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥
অথবা চামুণ্ডয়া ললাটাদুদ্ভূতয়া কুরু যুদ্ধম্। এতে কালিকাচামুণ্ডে তব রণাঙ্গণে যোগ্যে ভবত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৯—৫৩ ॥

করিতে তোর হস্ত অগ্রসর না হয় তবে এই কুরূপা কালিকার সহিত অথবা চামুণ্ডার সহিত যুদ্ধ কর, ইহারাই সমরাঙ্গণে তোর উপযুক্ত, সুতরাং ইহারাই তোর সহিত সমর করিবে, আমি কেবল দর্শক হইয়া রহিলাম। তোর যেরূপ ইচ্ছা হয় প্রহার কর্ কিন্তু আমি তোর সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ৪৮—৪৯ ॥ দেবী ভগবতী তাহাকে এই কথা বলিয়া কালিকাকে মধুর বাক্যে বলিলেন, কালিকে! তোমার অবয়ব ক্রূর, এই শুম্ভও সমরে কুরূপ অত্যন্ত ভাল বাসে, অতএব তুমিই ইহাকে সংহার কর ॥ ৫০ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সেই কালরূপিণী কালিকা, দেবীর এই অনুজ্ঞা প্রাপ্তি মাত্রেই অবিলম্বে গদা লইয়া কাল-প্রেরিতার ন্যায় সমরে উদ্যত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥ তখন মহাত্মা মুনিগণও দেবগণের সমক্ষে তাহাদের পরস্পর অতিশয় ভয়ানক যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৫২ ॥ প্রথমত শুম্ভ গদা উদ্যত করিয়া সমর স্থলে সেই কালিকাকে প্রহার করিল; অনন্তর কালিকাও দৈত্যরাজকে গদা দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত করিলেন ॥ ৫৩ ॥ পরে অতিশয় কোপান্বিত হইয়া ঘোরতর চীৎকার করত সেই গদাঘাতে

স পদাতির্গদাং গুর্ব্বীং সমাদায় ক্রুধান্বিতঃ ।
কালিকাভুজয়োর্মধ্যে প্রহসন্নহনত্তদা ॥ ৫৫ ॥
বঞ্চয়িত্বা গদাপাতং খড়্গমাদায় সত্বরা ।
চিচ্ছেদাস্য ভুজং সব্যং সায়ুধং চন্দনার্চ্চিতম্ ॥ ৫৬ ॥
স ছিন্নবাহুর্বিরথো গদাপাণিঃ পরিপ্লুতঃ ।
রুধিরেণ সমাগম্য কালিকামহনত্তদা ॥ ৫৭ ॥
কালী চ করবালেন ভুজং তস্যাথ দক্ষিণম্ ।
চিচ্ছেদ প্রহসন্তী সা সগদং কিল সাঙ্গদম্ ॥ ৫৮ ॥
কর্ত্তুং পাদপ্রহারং স কুপিতঃ প্রযযৌ জবাৎ ।
কালী চিচ্ছেদ চরণৌ খড়্গেনাস্য ত্বরান্বিতা ॥ ৫৯ ॥
সচ্ছিন্নকরপাদোঽপি তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি চাব্রুবন্ ।
ধাবমানো যয়াবাশু কালিকাং ভীষয়ন্নিব ॥ ৬০ ॥
তমাগচ্ছন্তমালোক্য কালিকা কমলোপমম্ ।
চকর্ত্ত মস্তকং কণ্ঠাদ্রুধিরৌঘবহং ভৃশম্ ॥ ৬১ ॥

দারুকং সারথিম্ ॥ ৫৪ ॥
(স ইতি । পদাতিঃ ভগ্নরথত্বাৎ পাদচারীত্যর্থঃ ॥ ৫৫—৬৫ ॥)

তাহার কনকমণ্ডিত উজ্জ্বল রথ তৎক্ষণাৎ ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন এবং তদনন্তর তাহার রথবাহক খর সকল সংহার করিয়া সারথিকেও শমন সদনে প্রেরণ করিলেন ॥ ৫৪ ॥ তখন শুম্ভ গুরুভার মহতী গদা গ্রহণ করত পাদচারী হইয়া রোষাবেশে কালিকার হৃদয় মধ্যে প্রহার করিয়া হাস্য করিতে লাগিল ॥ ৫৫ ॥ ইত্যবসরে কালিকা তাহার গদাঘাত বিফল করিয়া অবিলম্বে খড়্গ গ্রহণ করিলেন এবং অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত চন্দন চর্চ্চিত তাহার বাম বাহু ছেদন করিলেন ॥ ৫৬ ॥ তখন বাম ভুজ ছিন্ন হওয়ায় তাহার সমস্ত শরীর রুধির ধারায় পরিপ্লুত হইল তথাপি সে গদা হস্তে আগমন করিয়া কালিকাকে প্রহার করিল ॥ ৫৭ ॥ কালিকাও হাসিতে হাসিতে করবাল দ্বারা অঙ্গদ ও গদার সহিত তাহার দক্ষিণ ভুজ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৮ ॥ তখন শুম্ভ কুপিত হইয়া পাদপ্রহার করিবার নিমিত্ত বেগে ধাবিত হইল, কালীও সত্বর হইয়া খড়্গ দ্বারা তাঁহার চরণযুগল ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫৯ ॥ হস্ত ও পদ ছিন্ন হইলেও সেই দৈত্য "থাক্ থাক্" বলিয়া কালিকাকে ভীতি প্রদর্শন করিয়াই যেন অবিলম্বে ধাবমান হইয়া তৎসন্নিধানে আগমন করিল ॥ ৬০ ॥ কালিকা তাহাকে আসিতে দেখিয়া তাহার মস্তক কণ্ঠ হইতে কমলের ন্যায় কর্ত্তন করিয়া

ছিন্নেঽসৌ মস্তকে ভূমৌ পপাত গিরিসন্নিভঃ।
প্রাণা বিনির্যযুস্তস্য দেহাদুৎক্রম্য সত্বরম্ ॥ ৬২ ॥
গতাসুং পতিতং দৈত্যং দৃষ্ট্বা দেবাঃ সবাসবাঃ।
তুষ্টুবুস্তাং তদা দেবীং চামুণ্ডাং কালিকান্তথা ॥ ৬৩ ॥
ববুর্ব্বাতাঃ শিবাস্তত্র দিশশ্চ বিমলা ভৃশম্।
বভূবুশ্চাগ্নয়ো হোমে প্রদক্ষিণশিখাঃ শুভাঃ ॥ ৬৪ ॥
হতশেষাশ্চ যে দৈত্যাঃ প্রণম্য জগদম্বিকাম্।
ত্যক্তায়ুধানি তে সর্ব্বে পাতালং প্রযযুর্নৃপ! ॥ ৬৫ ॥
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং দেব্যাশ্চরিতমুত্তমম্।
শুম্ভাদীনাং বধশ্চৈব সুরাণাং রক্ষণং তথা ॥ ৬৬ ॥
এতদাখ্যানকং সর্ব্বং পঠন্তি ভুবি মানবাঃ।
শৃণ্বন্তি চ সদা ভক্ত্যা তে কৃতার্থা ভবন্তি হি ॥ ৬৭ ॥
অপুত্রো লভতে পুত্রান্নির্দ্ধনশ্চ ধনং বহু।
রোগী চ মুচ্যতে রোগাৎ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৮ ॥

অত্র দেবস্তুত্যুত্তরং ভগবত্যা বরদানং তস্যাশ্চান্তর্ধানমনুক্তমপি মার্কণ্ডেয়পুরাণাদবসেয়ম্ ॥ ৬৩—৬৮ ॥

ফেলিলেন; তখন তাহা হইতে অনর্গল রুধিরধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥৬১॥ মহারাজ! শুম্ভের মস্তক ছিন্ন হইলে পর্ব্বতের ন্যায় তাহা ভূতলে পতিত হইল; এবং তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইয়া চলিয়া গেল ॥ ৬২ ॥ ইন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দ সেই দানবকে গতাসু হইয়া পতিত হইতে অবলোকন করিয়া সেই দেবী ভগবতীর, চামুণ্ডার ও কালিকার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥ তৎকালে সমীরণ সুখস্পর্শ হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল, দিক্ সকল অতীব নির্ম্মল হইল এবং হুতাশন হোমকালে প্রদক্ষিণশিখ হইয়া শুভশংসী হইল ॥ ৬৪ ॥ এদিকে তৎকালে যে সকল দৈত্য হতাবশিষ্ট ছিল তাহারা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক জগদম্বিকাকে প্রণাম করিয়া সকলেই পাতালে প্রস্থান করিল ॥ ৬৫ ॥ মহারাজ! শুম্ভ প্রভৃতি অসুরগণের নিধন করিয়া দেবী যেরূপে সুরগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, আমি আনুপূর্ব্বিক সেই পবিত্র চরিত্র তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৬৬ ॥ ভূতলে যে সকল মানব ভক্তিপূর্ব্বক এই উপাখ্যান আদ্যোপান্ত পাঠ বা নিয়ত শ্রবণ করে, তাহাদের সমস্ত অভিলাষই পূর্ণ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৬৭ ॥ রাজন্! যাহার পুত্র নাই, সে পুত্র লাভ করে; যাহার ধন নাই, সে প্রচুর ধন লাভ করে; রোগী রোগ হইতে মুক্ত হয়; অধিক কি, যে ব্যক্তি দেবীর এই সমস্ত মাহাত্ম্য

শক্রতো ন ভয়ং তস্য য ইদং চরিতং শুভম্।
শৃণোতি পঠতে নিত্যং মুক্তিমাপ্নোষতে নরঃ ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে শুম্ভবধো নাম একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

(শক্রত ইতি। চরিতং দেব্যা ইতি শেষঃ। ন কেবলং নশ্বরং পুত্রাদিকং শাশ্বতপদমপি লভতে অত আহ মুক্তিমানিতি ॥ ৬৯ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রবণ করেন তিনি সকল কামনাই লাভ করিতে পারেন ॥ ৬৮ ॥ মহারাজ! যে মানব এই পবিত্র চরিত্র নিত্য পাঠ করে অথবা শ্রবণ করে, তাহারা শত্রু হইতে কখনই ভয়প্রাপ্ত হয় না, অধিকন্তু মৃত্যুর পর মুক্তি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৬৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌-
ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে শুম্ভবধ বর্ণন নামক
একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

মহিমা বর্ণিতঃ সম্যক্ চণ্ডিকায়াস্ত্বয়া মুনে ! ।
কেন চারাধিতা পূর্ব্বং চরিত্রত্রয়যোগতঃ ॥ ১ ॥
প্রসন্না কস্য বরদা কেন প্রাপ্তং ফলং মহৎ ।
আরাধ্য কামদাং দেবীং কথয়স্ব কৃপানিধে ! ॥ ২ ॥
উপাসনাবিধিং ব্রহ্মংস্তথা পূজাবিধিং বদ ।
বিস্তরেণ মহাভাগ ! হোমস্য চ বিধিং পুনঃ ॥ ৩ ॥

ত্রিষষ্টিশ্লোকবর্য্যেস্তু চরিত্রত্রয়সেবকৌ ।
রাজবৈশ্যৌ প্রসিদ্ধৌ যৌ তয়োর্বার্ত্তা তু কথ্যতে ॥

অত্র পূর্ব্বাধ্যায়ে চরিত্রত্রয়পাঠস্য তচ্ছ্রবণস্য চ সর্ব্বকামপ্রদত্বং মোক্ষপ্রদত্বঞ্চাভিহিতম্। তত্র চরিত্রত্রয়পাঠেন শ্রবণেন বা কস্য সিদ্ধির্জ্জাতেতি ভক্তিমান্ রাজা পৃচ্ছতি মহিমা বর্ণিতঃ সম্যগিতি। কেন চারাধিতেতি। নমু ভগবত্যাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ সর্ব্বে দেবর্ষয়ঃ সর্ব্বে রাজর্ষয়ঃ সর্ব্বে ব্রহ্মর্ষয়ো গৌরীলক্ষ্ম্যাদিমহাদেব্যশ্চ কিং বহুনা প্রাণিজাতং সর্ব্বমারাধকমস্তি। সুখমাত্রং ভগবত্যারাধনেনৈব ভবতীতি তদারাধনফলং মোক্ষকামমুনিভিরারাধনান্মোক্ষফলঞ্চ পূর্ব্বমুক্তমেবেতি চেত্তত্রাহ চরিত্রত্রয়যোগত ইতি। সত্যম্। পূর্ব্বমুক্তং তথাপি ভগবত্যারাধনমনেকমন্ত্রজপধ্যানসমাধিপূজাস্তোত্রপাঠৈরনেকবিধং ভবতি। তত্র চরিত্রত্রয়স্য ক্রমাচ্চরিত্রত্রয়পাঠেন শ্রবণের বা কস্য সিদ্ধির্জাতেতি বিশেষেণ চরিত্রত্রয়মাত্রপাঠশ্রবণফলং কস্য জাতমিতি ময়া পৃচ্ছ্যত ইতি ভাবঃ। চরিত্রত্রয়যোগতঃ কেনারাধিতেত্যন্বয়ঃ ॥ ১ ॥

কেন প্রাপ্তং ফলমিতি। অত্রাপি চরিত্রত্রয়যোগত ইত্যনুষঞ্জনীয়ম্ ॥ ২ ॥

কিঞ্চোপাসনাবিধিমপি ব্রূহীত্যাহ উপাসনেতি ॥ ৩—৪ ॥

জনমেজয় বলিলেন, মুনিবর ! আপনি সর্ব্বতোভাবে চণ্ডিকার মহিমাই বর্ণন করিয়াছেন ; কিন্তু মধুকৈটভ-নাশাদি চরিত্র ত্রয় পাঠ ও শ্রবণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি পূর্ব্বে তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন ? কোন্ ব্যক্তি সেই অভীষ্টপ্রদায়িনী দেবীর উপাসনা করিয়া মহৎ ফল লাভ করিয়াছেন ? কোন্ সময়ে তিনি কাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া বরদান করিয়াছিলেন ? কৃপানিধে ! আপনি কৃপা করিয়া সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করুন ॥ ১—২ ॥ ব্রহ্মন্ ! আপনি সেই মহাদেবীর উপাসনা বিধি, পূজা প্রণালী ও হোমবিধি সবিস্তারে কীর্ত্তন করুন ॥ ৩ ॥

সূত উবাচ।

ইতি ভূপবচঃ শ্রুত্বা প্রীতঃ সত্যবতীসুতঃ।
প্রত্যুবাচ নৃপং কৃষ্ণো মহামায়াপ্রপূজনম্ ॥ ৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

স্বারোচিষেঽন্তরে পূর্ব্বং সুরথো নাম পার্থিবঃ।
বভূব পরমোদারঃ প্রজাপালনতৎপরঃ ॥ ৫ ॥
সত্যবাদী কর্ম্মপরো ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজকঃ।
গুরুভক্তিরতো নিত্যং স্বদারগমনে রতঃ ॥ ৬ ॥
দানশীলোঽবিরোধী চ ধনুর্ব্বেদৈকপারগঃ।
এবং পালয়তো রাজ্যং ম্লেচ্ছাঃ পর্ব্বতবাসিনঃ ॥ ৭ ॥
বলাচ্ছত্রুত্বমাপন্নাঃ সৈন্যং কৃত্বা চতুর্ব্বিধম্।
হস্ত্যশ্বরথপাদাতিসহিতাস্তে মদোৎকটাঃ ॥ ৮ ॥

স্বারোচিষেঽন্তরে ইতি। স্বারোচিষাধিকারোপলক্ষিতে দ্বিতীয়মন্বন্তরে ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বমিতি কথাকালাপেক্ষয়া ॥ ৫—৬ ॥

অবিরোধীতি চ্ছেদঃ। কস্যাপি ন শত্রুরিত্যর্থঃ। ম্লেচ্ছাঃ পর্ব্বতবাসিনঃ ইতি। যদ্যপি ধ্রুবস্য পৌত্রো নন্দিরুন্নামকো মুখ্যত্বেন যুদ্ধার্থমাগত ইতি প্রকৃতিখণ্ডে উক্তং তথাপি তেন স্বসহায়ার্থং ম্লেচ্ছা আনীতা ইতি বোধ্যম্। অতএব তেষাং শত্রুত্বাভাবেঽপি সাহায্যার্থমাগতত্বাদ্বলাচ্ছত্রুত্বমাপন্না ইত্যুক্তম্ ॥ ৭ ॥

বলাচ্ছত্রুত্বমিতি। অনেনাকৃতেঽপি শত্রুত্বে ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! সত্যবতী-তনয় কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভূপতি জনমেজয়ের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে পরমপ্রীত হইয়া তাঁহাকে মহামায়া ভগবতীর পূজার বিধি বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! পূর্ব্বকালে স্বারোচিষ মন্বন্তরে অতীব উদারপ্রকৃতি ও প্রজাপালন-পরায়ণ সুরথ নামে এক নরপতি ছিলেন ॥ ৫ ॥ তিনি সত্যবাদী কার্য্যদক্ষ ও গুরুর প্রতি ভক্তিমান্ ছিলেন; তিনি নিয়ত দ্বিজগণের সেবা করিতেন এবং নিজ ধর্ম্মপত্নী ভিন্ন কখনও অন্য কোন রমণীর সহিত সহবাস করিতেন না; তিনি দাতার অগ্রগণ্য ও ধনুর্ব্বিদ্যায় অতি নিপুণ ছিলেন; তিনি কাহারও সহিত বিরোধ করিতেন না; রাজন্! সেই সুরথ নৃপতি এইরূপে নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য পালন করিতেছেন, ইত্যবসরে পর্ব্বতবাসী ম্লেচ্ছগণ তাঁহার শত্রু হইয়া উঠিল। এই মদমত্ত কোলানগরবিধ্বংসী ম্লেচ্ছগণ যুদ্ধনীতির অনুসরণ না করিয়া কেবল বল পূর্ব্বক সমস্ত পৃথিবী গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতি এই চতুর্ব্বিধ সেনা সমভিব্যাহারে সুরথ নৃপতির রাজ্যগ্রহণ

কোলাবিধ্বংসিনঃ প্রাপ্তাঃ পৃথ্বীগ্রহণতৎপরাঃ।
সুরথঃ সৈন্যমাদায় সম্মুখঃ সমপদ্যত ॥ ৯ ॥
যুদ্ধং সমভবদ্‌ঘোরং তস্য তৈরতিদারুণৈঃ।
ম্লেচ্ছানাস্তু বলং স্বল্পং রাজ্ঞস্তদ্‌বলমদ্ভুতম্ ॥ ১০ ॥
তথাপি তৈর্জিতো যুদ্ধে দৈবাদ্রাজা পরাজিতঃ।
ভগ্নশ্চ স্বপুরং প্রাপ্তঃ সুরক্ষং দুর্গমণ্ডিতম্ ॥ ১১ ॥
চিন্তয়ামাস মেধাবী রাজা নীতিবিচক্ষণঃ।
প্রধানান্বিমনা দৃষ্ট্বা শত্রুপক্ষসমাশ্রিতান্ ॥ ১২ ॥
স্থানং গৃহীত্বা বিপুলং পরিখাদুর্গমণ্ডিতম্।
কালপ্রতীক্ষা কর্ত্তব্যা কিংবা যুদ্ধং বরং মতম্ ॥ ১৩ ॥
মন্ত্রিণঃ শত্রুবশগা মন্ত্রযোগ্যা ন তে কিল।
কিং করোমীতি মনসা ভূপতিঃ সমচিন্তয়ৎ ॥ ১৪ ॥

কোলাবিধ্বংসিন ইতি। কোলাশব্দো নামৈকদেশেন নামগ্রহণমিতি ন্যায়াৎ কোলাহলবাচকঃ। তথাচ কোলাহলেনান্যায়েনৈব শত্রুরাজাবিধ্বংসনশীলা ন তু যুদ্ধনীত্যবলম্বিন ইত্যর্থঃ। তথাপ্যে রাজ্ঞা তে জিতা এব স্যুরিতি ভাবঃ। যদ্বা কোলাশব্দেন রাজ্ঞো নগরীতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে দুর্গোপাখ্যানে উক্তম্। তস্যাঃ কোলানগর্য্যা বিধ্বংসিন ইতি বা ॥ ৯—১০ ॥

পরাজিত ইতি। দৈবযোগাদন্যায়িনাং যুদ্ধপ্রসঙ্গে ন্যায়বান্ রাজা কথমন্যায়ং কুর্য্যাদিতি পরাজিত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

বিমনাঃ সন্ প্রধানান্ দৃষ্ট্বেত্যন্বয়ঃ ॥ ১২ ॥

চিন্তামেবাহ স্থানং গৃহীত্বেতি ॥ ১৩—১৪ ॥

করিবার নিমিত্ত আগমন করিল। সুরথ রাজাও স্বীয় সৈন্য সঙ্গে লইয়া তাহাদের সম্মুখীন হইলেন ॥ ৬—৯ ॥ তখন, সেই সুদারুণ ম্লেচ্ছদিগের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হইল; মহারাজ! তৎকালোচিত ম্লেচ্ছদিগের সৈন্যবল সামান্যমাত্র আর সুরথ রাজের সৈন্যবল অধিকতর ছিল তথাপি ম্লেচ্ছগণ দৈববশত যুদ্ধে জয়লাভ করিল; তখন রাজা রণে পরাজিত হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত স্বীয় নগরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ॥ ১০—১১ ॥ সেই নীতিবিশারদ রাজা মন্ত্রিদিগকে শত্রুপক্ষাশ্রিত দেখিয়া অত্যন্ত বিমনা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে পরিখাবেষ্টিত প্রাকার পরিবৃত বিপুল স্থানে আশ্রয় লইয়া সময় প্রতীক্ষা করা কর্ত্তব্য, অথবা যুদ্ধ করা শ্রেয়স্কর? ॥ ১২—১৩ ॥ ভূপতি মনে মনে আরও চিন্তাকরিলেন যে, এক্ষণে মন্ত্রিগণ শত্রুর বশীভূত সুতরাং তাহাদের সহিত মন্ত্রণা করা কখনই উচিত নহে; অতএব এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি? ॥ ১৪ ॥

কদাচিত্তে গৃহীত্বা মাং পাপাচারাঃ পরাশ্রিতাঃ।
শক্রভ্যোঽথ প্রদাস্যন্তি তদা কিংবা ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥
পাপবুদ্ধিষু বিশ্বাসো ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
কিং ন তে বৈ প্রকুর্ব্বন্তি যে লোভবশগা নরাঃ ॥ ১৬ ॥
ভ্রাতরং পিতরং মিত্রং সুহৃদং বান্ধবং তথা।
গুরুং পূজ্যং দ্বিজং দ্বেষ্টি লোভাবিষ্টঃ সদা নরঃ ॥ ১৭ ॥
তস্মান্ময়া ন কর্ত্তব্যো বিশ্বাসঃ সর্ব্বথাধুনা।
মন্ত্রিবর্গেঽতিপাপিষ্ঠে শত্রুপক্ষসমাশ্রিতে ॥ ১৮ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা রাজা পরমদুর্ম্মনাঃ।
একাকী হয়মারুহ্য নির্জ্জগাম পুরাত্ততঃ ॥ ১৯ ॥
অসহায়োঽথ নির্গত্য গহনং বনমাশ্রিতঃ।
চিন্তয়ামাস মেধাবী ক গন্তব্যং ময়া পুনঃ ॥ ২০ ॥
যোজনত্রয়মাত্রে তু মুনেরাশ্রমমুত্তমম্।
জ্ঞাত্বা জগাম ভূপালস্তাপসস্য সুমেধসঃ ॥ ২১ ॥

(মন্ত্রিণাং মন্ত্রণাযোগ্যত্বং স্পষ্টীকর্ত্তুমাহ কদাচিত্তে ইতি ॥ ১৫—২০ ॥)
সুমেধসস্তাপসস্য তন্নামকস্য মুনেরিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

তাহারা যখন বিপক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তখন বিপরীত কার্য্য করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইবে না ; এই পাপিষ্ঠ মন্ত্রিগণ যদি কোনও সময়ে আমাকে গ্রহণ করিয়া শত্রুর হস্তে সমর্পণ করে, তখন আমার কি উপায় হইবে ? ॥ ১৫ ॥ যে সকল মনুষ্য লোভের বশীভূত, তাহাদের অকার্য্য কিছুই নাই ; অতএব সেই পাপবুদ্ধিদিগকে কদাচ বিশ্বাস করা উচিত নহে ॥ ১৬ ॥ লোকে লোভপরতন্ত্র হইয়া পিতা, ভ্রাতা, মিত্র, সুহৃদ্, বান্ধব গুরু এবং পূজ্য দ্বিজগণকেও সর্ব্বদা দ্বেষ করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ মন্ত্রিবর্গ যখন বিপক্ষের সহিত মিলিত হইয়াছে তখন ইহারা যে পাপিষ্ঠ তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ; অধুনা ইহাদের উপর আর কদাচ বিশ্বাস করা উচিত নহে ॥ ১৮ ॥ রাজা মনে মনে এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়া অতীব বিমনা হইলেন, কিন্তু উপায় না দেখিয়া ঘোটকে আরোহণ পূর্ব্বক একাকী সেই পুরী হইতে নির্গত হইলেন ॥ ১৯ ॥ সেই সহায়বিহীন মেধাবী রাজা নগর হইতে বহির্গত হইয়া গহনবনে প্রবেশ করত চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এখন আমি কোথায় যাইব ॥ ২০ ॥ অনন্তর, সেই স্থান হইতে তিন যোজন অন্তরে তাপস-প্রবর সুমেধা ঋষির পবিত্র আশ্রম বিদ্যমান আছে ইহা বিদিত হইয়া সেই আশ্রমেই

বহুবৃক্ষসমাযুক্তং নদীপুলিনসংশ্রিতম্ ।
নির্বৈরশ্বাপদাকীর্ণং কোকিলারাবমণ্ডিতম্ ॥ ২২ ॥
শিষ্যাধ্যয়নশব্দাঢ্যং মৃগযূথশতাবৃতম্ ।
নীবারান্নসুপক্বাঢ্যং সুপুষ্পফলপাদপম্ ॥ ২৩ ॥
হোমধূমসুগন্ধেন প্রীতিদং প্রাণিনাং সদা ।
বেদধ্বনিসমাক্রান্তং স্বর্গাদপি মনোহরম্ ॥ ২৪ ॥
দৃষ্ট্বা তমাশ্রমং রাজা বভূবাসৌ মুদান্বিতঃ ।
ভয়ং ত্যক্ত্বা মতিং চক্রে বিশ্রামায় দ্বিজাশ্রমে ॥ ২৫ ॥
আসজ্য পাদপেঽশ্বন্তু জগাম বিনয়ান্বিতঃ ।
দৃষ্ট্বা তং মুনিমাসীনং শালচ্ছায়াসু সংশ্রিতম্ ॥ ২৬ ॥
মৃগাজিনাসনং শান্তং তপসাতিকৃশং ঋজুম্ ।
অধ্যাপয়ন্তং শিষ্যাংশ্চ বেদশাস্ত্রার্থদর্শিনম্ ॥ ২৭ ॥
রহিতং ক্রোধলোভাদ্যৈর্দ্বন্দ্বাতীতং বিমৎসরম্ ।
আত্মজ্ঞানরতং সত্যবাদিনং শমসংযুতম্ ॥ ২৮ ॥

(বহুবৃক্ষসমাযুক্তমিত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ শ্লোকৈরাশ্রমং বিশিনষ্টি ॥ ২২—২৫ ॥)
শালচ্ছায়াসু শালবৃক্ষচ্ছায়াসু ॥ ২৬—২৯ ॥

গমন করিলেন ॥ ২১ ॥ মহারাজ ! এই আশ্রমের শোভার পরিসীমা ছিল না, ইহা নদীতীরে সংস্থাপিত, ইহার স্থানে স্থানে নানাবিধ তরুরাজি বিরাজমান, কোকিল সকল তদুপরি মনোহর রব করিতেছিল ; স্থানে স্থানে হিংস্র জন্তুগণ বিচরণ করিতেছে কিন্তু তাহাদের পরস্পর বৈরভাব নাই ; কোথাও শত শত মৃগকুল দলে দলে বিচরণ করিতেছে ; কোথাও পাদপরাজি কুসুমিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে ; কোথাও বৃক্ষ সকল ফলভরে অবনত হইয়া রহিয়াছে ; কোথাও সুপক্ব নীবার সকল সংস্থাপিত ; কোথাও শিষ্যগণের অধ্যয়ন-ধ্বনি ; কোথাও অতি মনোহর বেদধ্বনি হইতেছে ; কোথাও হোমধূমের সুগন্ধ নিরতই প্রাণিপুঞ্জের প্রীতিবর্দ্ধন করিতেছে ; ফলত সেই তপোবন নিরীক্ষণ করিলে স্বর্গ অপেক্ষাও অধিকতর মনোহর বলিয়া বোধ হয় ॥ ২২—২৪ ॥ নৃপতি সুরথ ঈদৃশ আশ্রম অবলোকন করিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং ভয় পরিত্যাগ করিয়া দ্বিজবরের এই আশ্রমে বিশ্রাম করিতে মানস করিলেন ॥ ২৫ ॥ তদনন্তর রাজা বৃক্ষমূলে অশ্ব বন্ধন করিয়া বিনীতভাবে সেই ঋষির সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন যে, মুনিবর শালবৃক্ষের নিবিড় ছায়ায় মৃগচর্ম্মে আসীন হইয়া রহিয়াছেন, তপস্যার ক্লেশবশত তাঁহার শরীর কৃশ অথচ সরল ; তিনি শীত বা উষ্ণে অনভিভূত ; তাঁহার ক্রোধ লোভ ও মোহ প্রভৃতি কোন

তং বীক্ষ্য ভূপতির্ভূমৌ পপাত দণ্ডবত্তদা।
তদগ্রেঽশ্রুজলাপূর্ণনয়নঃ প্রেমসংযুতঃ॥ ২৯॥
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভদ্রন্তে তমুবাচ তদা মুনিঃ।
শিষ্যো দদৌ বৃষীং তস্মৈ গুরুণা নোদিতস্তদা॥ ৩০॥
উত্থায় নৃপতিস্তস্যাং সমাসীনস্তদাজ্ঞয়া।
অর্ঘ্যপাদ্যার্হণং চক্রে সুমেধা বিধিপূর্ব্বকম্॥ ৩১॥
পপ্রচ্ছাত্র কুতঃ প্রাপ্তঃ কস্ত্বং চিন্তাপরঃ কথম্।
কথয়স্ব যথাকামং সংবৃতং কারণং ত্বিহ॥ ৩২॥
কিমাগমনকৃত্যং তে ব্রূহি কার্য্যং মনোগতম্।
করিষ্যে বাঞ্ছিতং কামমসাধ্যমপি যত্তব॥ ৩৩॥

রাজোবাচ।

সুরথো নাম রাজাহং শত্রুভিশ্চ পরাজিতঃ।
ত্যক্ত্বা রাজ্যং গৃহং ভার্য্যামহং তে শরণং গতঃ॥ ৩৪॥

বৃষীমাসনম্॥ ৩০—৩৫॥

রিপুই নাই সুতরাং শান্ত, সত্যবাদী এবং মৎসর বিহীন; বিশেষত আত্মজ্ঞানে নিরত হইয়া অন্তরেন্দ্রিয় নিগ্রহ করিয়াছেন; সেই বেদশাস্ত্রার্থপারদর্শী মুনিবর তৎকালে শিষ্যদিগকে বেদ সকল অধ্যয়ন করাইতেছিলেন॥ ২৬—২৮॥ নরপতি তাঁহাকে অবলোকন করিয়া নয়নজলে পরিপূর্ণ হইলেন এবং ভক্তি সহকারে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন॥ ২৯॥ তখন মুনিবর তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিলেন; বৎস! উঠ উঠ, তোমার মঙ্গল ত?। অনন্তর গুরুর নির্দেশ অনুসারে একটী শিষ্য তাঁহাকে কুশাসন প্রদান করিলেন॥ ৩০॥ নরপতি গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে সেই আসনে আসীন হইলেন; তখন মুনিবর সুমেধা বিধি পূর্ব্বক পাদ্য ও অর্ঘ্য দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; তুমি কে? কি নিমিত্ত এখানে আসিয়াছ? কি কারণে চিন্তায় নিমগ্ন? এই সকলের কারণ সংবৃত রহিয়াছে অতএব এই সমস্ত আমার নিকট ব্যক্ত করিয়া বল॥ ৩১—৩২॥ তোমার আগমনের উদ্দেশ্য কি? তোমার মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বল; যদি উহা আমার অসাধ্যও হয়, তথাপি আমি তোমার বাঞ্ছিত কার্য্য সম্পাদন করিব সন্দেহ নাই॥ ৩৩॥

রাজা বলিলেন; মুনিবর! আমি সুরথ নামে রাজা; শত্রুর নিকট পরাজিত হইয়া রাজ্য গৃহ ও ভার্য্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনার শরণাগত হইয়াছি॥ ৩৪॥ ব্রহ্মন্! আপনি

যদাজ্ঞাপয়সে ব্রহ্মংস্তদহং ভক্তিতৎপরঃ।
করিষ্যামি ন মে ত্রাতা ত্বদন্যঃ পৃথিবীতলে ॥ ৩৫ ॥
শত্রুভ্যো মে ভয়ং ঘোরং প্রাপ্তোঽস্ম্যদ্য তবান্তিকম্।
ত্রায়স্ব মুনিশার্দ্দূল! শরণাগতবৎসল! ॥ ৩৬ ॥

ঋষিরুবাচ।

নির্ভয়ং বস রাজেন্দ্র! নাত্র তে শত্রবঃ কিল।
আগমিষ্যন্তি বলিনো নিশ্চয়ং তপসো বলাৎ ॥ ৩৭ ॥
নাত্র হিংসা প্রকর্ত্তব্যা বনবৃত্ত্যা নৃপোত্তম!।
কর্ত্তব্যং জীবনং শস্তৈর্নীবারফলমূলকৈঃ ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা নির্ভয়ঃ স নৃপস্তদা।
উবাসাশ্রম এবাসৌ ফলমূলাশনঃ শুচিঃ ॥ ৩৯ ॥
কদাচিৎ স নৃপস্তত্র বৃক্ষচ্ছায়াং সমাশ্রিতঃ।
চিন্তয়ামাস চিন্তার্ত্তো গৃহ এব গতাশয়ঃ ॥ ৪০ ॥

শত্রুভ্যো মে ভয়ং ঘোরং বর্ত্তত ইত্যেকং বাক্যম্। প্রাপ্তোঽস্ম্যদ্য তবান্তিকং মাং ত্রায়স্বেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৬—৩৯ ॥
গৃহে গতাশয়ো গতচিত্তঃ ॥ ৪০—৪৩ ॥

যাহা আজ্ঞা করিবেন আমি ভক্তি সহকারে তাহা সম্পাদন করিব; আপনি ভিন্ন পৃথিবী-তলে আমার পরিত্রাণ-কর্ত্তা আর কেহই নাই ॥ ৩৫ ॥ এক্ষণে শত্রু হইতে আমার ঘোরতর ভয় উপস্থিত; আমি সেই জন্যই আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। মুনিবর! আপনি শরণাগত বৎসল এজন্য আমি আপনার শরণাগত, আপনি আমাকে বিপদ হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ৩৬ ॥

মহর্ষি বলিলেন, রাজেন্দ্র! তুমি এই স্থানে নির্ভয়ে বাস কর; তোমার শত্রুগণ বলবান্ হইলেও তপোবল প্রভাবে তাহারা এখানে আসিতে পারিবে না ॥ ৩৭ ॥ নৃপোত্তম! এখানে হিংসা করিতে পারিবে না, কেবল বনবৃত্তি অনুসারে নীবার, ফল ও মূল প্রভৃতি প্রশস্ত খাদ্য দ্রব্য দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! নরপতি সুরথ তাঁহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ফল মূল ভক্ষণ করত পবিত্র ভাবে নির্ভয়ে সেই আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ কোনও সময়ে আশ্রমের বৃক্ষচ্ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে নিজ গৃহের কথা

রাজ্যং মে শত্রুভিঃ প্রাপ্তং ম্লেচ্ছৈঃ পাপরতৈঃ সদা।
সম্পীড়িতাঃ স্যুর্লোকাস্তৈর্দুরাচারৈর্গতত্রপৈঃ ॥ ৪১ ॥
গজাশ্চ তুরগাঃ সর্ব্বে দুর্ব্বলা ভক্ষ্যবর্জ্জিতাঃ।
জাতাঃ স্যুর্নাত্র সন্দেহঃ শত্রুণা পরিপীড়িতাঃ ॥ ৪২ ॥
সেবকা মম সর্ব্বে তে শত্রূণাং বশবর্ত্তিনঃ।
দুঃখিতা এব জাতাঃ স্যুঃ পালিতা যে ময়া পুরা ॥ ৪৩ ॥
ধনং মে সুদুরাচারৈরসদ্ব্যয়পরৈঃ পরৈঃ।
দ্যূতাসবভুজিষ্যাদিস্থানে স্বাৎ প্রাপিতং কিল ॥ ৪৪ ॥
কোশক্ষয়ং করিষ্যন্তি ব্যসনৈঃ পাপবুদ্ধয়ঃ।
ন পাত্রদাননিপুণা ম্লেচ্ছাস্তে মন্ত্রিণোঽপি মে ॥ ৪৫ ॥
ইতি চিন্তাপরো রাজা বৃক্ষমূলস্থিতো যদা।
তদাজগাম বৈশ্যস্তু কশ্চিদার্ত্তিপরস্তথা ॥ ৪৬ ॥
নৃপেণ পুরতো দৃষ্টঃ পার্শ্বে তত্রোপবেশিতঃ।
পপ্রচ্ছ তং নৃপঃ কোঽসি কুত এবাগতো বনম্ ॥ ৪৭ ॥

ভুজিষ্যা বেশ্যা ॥ ৪৪ ॥
ম্লেচ্ছাঃ পাপবুদ্ধয়ো মন্ত্রিণোঽপি মে পাপবুদ্ধয় এব ॥ ৪৫—৪৬ ॥
কোঽসি কা জাতিস্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

মনে উদয় হইবামাত্র ভাবিতে লাগিলেন যে, আমার শত্রুগণ রাজ্য লাভ করিয়াছে সত্য কিন্তু তাহারা দুরাচার, ম্লেচ্ছ ও লজ্জাবিহীন বিশেষত সর্ব্বদাই পাপকার্য্যে রত ; অতএব, তাহারা প্রজাগণকে নিরতই নিপীড়িত করিতেছে সন্দেহ নাই ॥ ৪০—৪১ ॥ আমার হস্তী ও অশ্ব সকল এক্ষণে নিয়মিতরূপে আহার পাইতেছে না অতএব তাহারা দুর্ব্বল হইয়া শত্রুর নিকট নিতান্ত কষ্ট পাইতেছে ॥ ৪২ ॥ আমি যে সকল সেবকদিগকে পূর্ব্বে পালন করিয়াছি, এখন তাহারা সকলেই শত্রুর বশবর্ত্তী হইয়া দুঃখ ভোগ করিতেছে সংশয় নাই ॥ ৪৩ ॥ সেই দুরাচার শত্রুগণ অসৎকার্য্যে ধন ব্যয় করিয়া থাকে, সুতরাং আমার সঞ্চিত ধন তাহারা দ্যূতক্রীড়া মদ্য ও বেশ্যার নিমিত্ত ব্যয় করিয়া অবশ্যই ক্ষয় করিতেছে ॥ ৪৪ ॥ সেই ম্লেচ্ছগণের এবং মদীয় মন্ত্রিবর্গের পাপকার্য্যে সততই মতি ; তাহারা দানের পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া দান করিতে জানে না সুতরাং সমস্ত কোষ ব্যসন দ্বারাই ক্ষয় করিয়া ফেলিবে সন্দেহ নাই ॥ ৪৫ ॥ বৃক্ষমূলে থাকিয়া রাজা যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, তখন কোন এক বৈশ্য কাতর হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল ॥ ৪৬ ॥ নরপতি তাহাকে সম্মুখে দেখিবামাত্র আপনার পার্শ্বে উপবেশন করাইলেন ; অনন্তর, সেই

কোঽসি কস্মাচ্চ দীনোঽসি হরিতঃ শোকপীড়িতঃ।
ব্রূহি সত্যং মহাভাগ! মৈত্রী সাপ্তপদী মতা॥ ৪৮॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজ্ঞস্তমুবাচ বিশোত্তমঃ।
উপবিশ্য স্থিরো ভূত্বা মত্বা সাধুসমাগমম্॥ ৪৯॥

বৈশ্য উবাচ।

মিত্রাহং বৈশ্যজাতীয়ঃ সমাধির্নাম বিশ্রুতঃ।
ধনবান্ ধর্ম্মনিপুণঃ সত্যবাগনসূয়কঃ॥ ৫০॥
পুত্রদারৈর্নিরস্তোঽহং ধনলুব্ধৈরসাধুভিঃ।
কৃপণেতি মিষং কৃত্বা ত্যক্ত্বা মায়াং সুদুস্ত্যজাম্॥ ৫১॥
স্বজনেন চ সন্ত্যক্তঃ প্রাপ্তোঽস্মি বনমাশু বৈ।
কোঽসি ত্বং ভাগ্যবান্ ভাসি কথয়স্ব প্রিয়াধুনা॥ ৫২॥

কুতঃ কস্মাদ্দেশাদিত্যর্থঃ। কোঽসি কিং নাম তে ইত্যর্থঃ। কস্মাৎ কারণাদিত্যর্থঃ॥ ৪৮—৫৩॥

বৈশ্যবর উপবিষ্ট হইলে রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; মহাভাগ! তুমি কোন্ জাতীয়? কোন্ দেশ হইতে এই বনে আগমন করিয়াছ? ॥৪৭॥ তোমার নাম কি? কি কারণে তুমি শোকে কাতর হইয়া ম্লান ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছ? মহাভাগ! পরস্পর সাতটি কথা কহিলেই মিত্রতা হইয়া থাকে, তদনুসারে আমি তোমার মিত্র; অতএব ঐ সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকট সত্য করিয়া বল॥ ৪৮॥

ব্যাস বলিলেন, বৈশ্যবর রাজার এই বাক্য শুনিয়া শ্রম অপনয়ন পূর্ব্বক স্থিরভাবে উপবিষ্ট হইয়া সাধুর সহিত সমাগম হইল ইহা বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন॥ ৪৯॥ মিত্র! আমি বৈশ্য জাতীয়, আমার নাম সমাধি, আমি ধনবান্ ছিলাম, কখন কাহারও প্রতি অসূয়া করিতাম না, সদা সত্য বাক্য বলিয়া ধর্ম্মকার্য্যে নিরত থাকিতাম॥ ৫০॥ আমার স্ত্রী ও পুত্রগণ ধনলোলুপ এবং অসাধু সুতরাং তাহারা অতীব দুস্ত্যজ্য মায়া ত্যাগ করিয়া "ইনি কৃপণ" এই ছল অবলম্বন পূর্ব্বক গৃহ হইতে আমাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে॥ ৫১॥ আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আমি এখন বনমধ্যে আগমন করিয়াছি। আপনি ভাগ্যবানের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছেন; অতএব, প্রিয়বর! অনুগ্রহ করিয়া এক্ষণে আমার নিকট আপনার পরিচয় ব্যক্ত করুন॥ ৫২॥

রাজোবাচ।

সুরথো নাম রাজাহং দস্যুভিঃ পীড়িতোঽভবম্।
প্রাপ্তোঽস্মি গতরাজ্যোঽত্র মন্ত্রিভিঃ পরিবঞ্চিতঃ॥ ৫৩॥
দিষ্ট্যা ত্বমত্র মিত্রং মে মিলিতোঽসি বিশোত্তম!।
সুখেন বিহরিষ্যাবো বনেঽত্র শুভপাদপে॥ ৫৪॥
শোকং ত্যজ মহাবুদ্ধে! স্বস্থো ভব বিশোত্তম!।
অত্রৈব চ যথাকামং সুখং তিষ্ঠ ময়া সহ॥ ৫৫॥

বৈশ্য উবাচ।

কুটুম্বং মে নিরালম্বং ময়া হীনং সুদুঃখিতম্।
ভবিষ্যতি চ চিন্তার্ত্তং ব্যাধিশোকোপতাপিতম্॥ ৫৬॥
ভার্য্যাদেহে সুখং নো বা পুত্রদেহে ন বা সুখম্।
ইতি চিন্তাতুরং চেতো ন মে শাম্যতি ভূমিপ!॥ ৫৭॥
কদা দ্রক্ষ্যে সুতং ভার্য্যাং গৃহং স্বজনমেব চ।
স্বস্থং ন মম্মনো রাজন্! গৃহচিন্তাকুলং ভৃশম্॥ ৫৮॥

(দিষ্ট্যা ভাগ্যেন॥ ৫৪—৫৫॥
নিরালম্বং আশ্রয়সহায়াদিরহিতমিত্যর্থঃ॥ ৫৬—৫৯॥)

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপতি তাহাকে বলিলেন, আমি সুরথ নামক রাজা, সম্প্রতি দস্যুগণের নিকট নিপীড়িত হইয়াছি, তাহার উপর আবার মন্ত্রিগণ আমাকে বঞ্চনা করিয়াছে, সুতরাং রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া এই তপোবনে উপস্থিত হইয়াছি॥ ৫৩॥ বিশোত্তম! সৌভাগ্যবশতই আজ তুমি আমার পরম মিত্ররূপে উপস্থিত হইয়াছ। আমরা উভয়ে মনোহর পাদপ মণ্ডিত এই বনমধ্যে পরম সুখে বিহার করিব॥ ৫৪॥ হে মহাবুদ্ধে! এক্ষণে শোক পরিত্যাগ করিয়া সুস্থচিত্ত হও এবং ইচ্ছানুসারে আমার সহিত এই স্থানেই পরম সুখে বাস কর॥ ৫৫॥

বৈশ্য বলিলেন, রাজন্! মদীয় বান্ধববর্গ আমার অভাবে নিরাশ্রয় হইয়া অতিশয় দুঃখিত হইবে, বিশেষত ব্যাধি ও শোক বশত সন্তাপিত হইয়া তাহাদের চিন্তার অবধি থাকিবে না॥ ৫৬॥ রাজন্! এক্ষণে আমার ভার্য্যা এবং পুত্র সুখে অথবা দুঃখে কাল কালযাপন করিতেছে এইরূপ চিন্তায় কাতর হইয়া আমার হৃদয় শান্তি লাভ করিতে পারিতেছে না॥ ৫৭॥ রাজেন্দ্র! পুত্র, কলত্র, স্বজন, বন্ধু বান্ধব এবং গৃহ এই সকল আমি পুনর্ব্বার কবে দর্শন করিব, আমার মন সর্ব্বদাই এইরূপ গৃহ চিন্তায় আকুল হইয়াছে,

রাজোবাচ।

যৈর্নিরস্তোঽসি পুত্রাদ্যৈরসদ্বৃত্তৈঃ স্ববালিশৈঃ।
তান্ দৃষ্ট্বা কিং সুখং তেঽদ্য ভবিষ্যতি মহামতে! ॥ ৫৯ ॥
হিতকারী বরঃ শত্রুর্দুঃখদাঃ সুহৃদঃ কুতঃ।
তস্মাৎ স্থিরং মনঃ কৃত্বা বিহরস্ব ময়া সহ ॥ ৬০ ॥

বৈশ্য উবাচ।

মনো মে ন স্থিরং রাজন্! ভবত্যদ্য সুদুঃখিতম্।
চিন্তয়াত্র কুটুম্বস্য দুস্ত্যজস্য দুরাত্মভিঃ ॥ ৬১ ॥

রাজোবাচ।

মমাপি রাজ্যজং দুঃখং দুনোতি কিল মানসম্।
পৃচ্ছাবোঽদ্য মুনিং শান্তং শোকনাশনমৌষধম্ ॥ ৬২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি কৃত্বা মতিং তৌ তু রাজা বৈশ্যশ্চ জগ্মতুঃ।
মুনিং তৌ বিনয়োপেতৌ প্রষ্টুং শোকস্য কারণম্ ॥ ৬৩ ॥

যে দুঃখদাস্তে সুহৃদঃ কুতঃ নৈব সুহৃদ ইত্যর্থঃ ॥ ৬০—৬৩ ॥

কিছুতেই সুস্থ হইতেছে না ॥ ৫৮ ॥ রাজা বলিলেন, মহামতে! তোমার অসদাচার মূর্খপুত্র ও কপটাচারী আত্মীয় স্বজন তোমাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে, অতএব ঈদৃশ পুত্র প্রভৃতি আত্মীয়বর্গকে অবলোকন করিয়া তোমার কি সুখ লাভ হইবে? ॥ ৫৯ ॥ শত্রুগণ যদি হিত অনুষ্ঠান করে, তবে সে শত্রুও ভাল; কিন্তু যাহারা ক্লেশ দিয়া থাকে, তাহারা আবার কিরূপে সুহৃদ্ হইতে পারে? অতএব তুমি মনঃস্থির করিয়া আমার সহিত পরম সুখে বিহার করিতে থাক ॥ ৬০ ॥

বৈশ্য বলিলেন, রাজন্! দুরাত্মাগণও যে কুটুম্ববর্গকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না আজ আমার মন সেই কুটুম্ববর্গের জন্য নিতান্তই দুঃখিত হইতেছে, কিছুতেই স্থির হইতেছে না ॥ ৬১ ॥

রাজা বলিলেন, আমারও রাজ্যের নিমিত্ত এইরূপ দুঃখ উপস্থিত হইয়া নিরন্তর চিত্ত সন্তাপিত করিতেছে; অতএব আইস আমরা উভয়েই আজ মুনিবরকে এই শোক বিনাশের ঔষধের বিষয় জিজ্ঞাসা করি ॥ ৬২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সুরথরাজ ও বৈশ্যবর এইরূপ স্থির করিয়া শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার বাসনায় অতি বিনীতভাবে মুনিবর নিকট গমন করিলেন ॥ ৬৩ ॥ অনন্তর,

গত্বা তং প্রণিপত্যাহ রাজা ঋষিমনুত্তমম্।
আসীনং সম্যগাসীনঃ শান্তং শান্তিমুপাগতঃ॥ ৬৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে সুরথবনগমনো নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩২॥

---

* (নাস্তি উত্তমো যস্মাদিতি বাক্যেন অনুত্তমং সর্ব্বথাসাধুমিত্যর্থঃ॥ ৬৪॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩২॥

রাজা তাঁহার সন্নিহিত হইয়া প্রণিপাত পুরঃসর আসনে উপবিষ্ট হইয়া সুখাসীন প্রশান্তচিত্ত মুনিবরকে প্রশান্তভাবে বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৬৪॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে সুরথবনগমন নামক
দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

রাজোবাচ ।

মুনে ! বৈশ্যোঽয়মধুনা বনে মে মিত্রতাং গতঃ ।
পুত্রদারৈর্নিরস্তোঽয়ং প্রাপ্তোঽত্র মম সঙ্গমম্ ॥ ১ ॥
কুটুম্ববিরহেণাসৌ দুঃখিতোঽতীবদুর্ম্মনাঃ ।
ন শান্তিমুপযাত্যেব তথাহমপি সাম্প্রতম্ ।
গতরাজ্যোঽস্মি দুঃখেন শোকার্ত্তোঽস্মি মহামতে ! ॥ ২ ॥
নিষ্কারণঞ্চ মে চিন্তা হৃদয়ান্ন নিবর্ত্ততে ।
হয়া মে দুর্ব্বলাঃ স্যুঃ কিং গজাঃ শত্রুবশং গতাঃ ॥ ৩ ॥
ভৃত্যবর্গস্তথা দুঃখী জাতঃ স্যাত্তু ময়া বিনা ।
কোশক্ষয়ং করিষ্যন্তি রিপবোঽতিবলাৎ ক্ষণাৎ ।
ইত্যেবং চিন্তয়ানস্য ন মে নিদ্রা তনৌ সুখম্ ॥ ৪ ॥
জানামীদং জগন্মিথ্যা স্বপ্নবৎ সর্ব্বমেব হি ।
জানতোঽপি মনো ভ্রান্তং ন স্থিরং ভবতি প্রভো ! ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ পঞ্চষষ্টিপদ্যৈর্মাহাত্ম্যমুচ্যতে ।
শ্রীমদ্ভুবনসুন্দর্য্যা রাজ্ঞে পৃষ্টবতেঽধুনা ।
মুনিং প্রতি রাজা গত্বা কিং চকার তদাহ মুনে বৈশ্যোঽয়মিতি ॥ ১—৬ ॥

সুরথ বলিলেন, মুনিবর ! এই বৈশ্যের পুত্র ও কলত্র একত্রে মিলিত হইয়া ইহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে, এজন্য ইনি স্বীয় আলয় পরিত্যাগ করিয়া সম্প্রতি এই তপোবনে উপস্থিত হইয়াছেন ; ইনি এক্ষণে আমার সহিত সম্মিলিত হওয়ায় আমার পরম মিত্র হইয়াছেন ॥ ১ ॥ ঋষিবর ! ইনি আত্মীয় স্বজনের বিরহে নিতান্ত বিমনা হইয়া অতিশয় ক্লেশ অনুভব করিতেছেন, কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না । মহামতে! ইহার ন্যায় আমিও এক্ষণে অপহৃত রাজ্যজন্য দুঃখ ও শোকে অতিশয় কাতর হইয়াছি, এই অকারণ চিন্তা কিছুতেই আমার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইতেছে না। আমার হস্তী ও অশ্ব সকল শত্রুর অধীন হইয়া কি এক্ষণে দুর্ব্বল হইয়াছে ? আমার অদর্শনে ভৃত্যবর্গ কি অতিশয় ক্লেশভোগ করিতেছে ? রিপু সকল ক্ষণকাল মধ্যে বলসহকারে সকল ধন অপব্যয় করিয়া কোষ ক্ষয় করিবে ; ঋষিবর ! এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমার শরীরে কোনও সুখ নাই অধিক কি এই ভাবনায় আমার নিদ্রা পর্য্যন্তও হইতেছে না ॥ ২—৪ ॥ প্রভো !

কোঽহং কেঽশ্বা গজাঃ কেঽমী ন তে যে হি সহোদরাঃ।
ন পুত্রা ন চ মিত্রাণি যেষাং দুঃখং দুনোতি মাম্ ॥ ৬ ॥
ভ্রমোঽয়মিতি জানামি তথাপি মম মানসঃ।
মোহো নৈবাপসরতি কিং তৎ কারণমদ্ভুতম্ ॥ ৭ ॥
স্বামিংস্ত্বমসি সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বসংশয়নাশকৃৎ।
কারণং ব্রূহি মোহস্য মমাস্য চ দয়ানিধে! ॥ ৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি পৃষ্টস্তদা রাজ্ঞা সুমেধা মুনিসত্তমঃ।
তমুবাচ পরং জ্ঞানং শোকমোহবিনাশনম্ ॥ ৯ ॥

ঋষিরুবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
মহামায়েতি বিখ্যাতা সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ ॥ ১০ ॥

মানসো মোহো নৈবাপসরতি তৎ কারণং কিমিত্যর্থঃ ॥ ৭—৯ ॥

কারণং বন্ধমোক্ষয়োরিতি। বন্ধমোক্ষয়োঃ কারণে কথিতে তদন্তর্গতস্য মোহস্যাপি তদেব কারণমিত্যর্থাৎ কথিতং ভবতীতি ভাবঃ। মহামায়েতি। গুণত্রয়সাম্যাবস্থাত্মিকা মূলপ্রকৃতির্বা মহামায়েতি ব্যাখ্যাতা সা সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং বন্ধমোক্ষয়োঃ কারণমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

যদিও আমি জানি যে এই অখিল জগৎসংসার স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা তথাপি আমার মন এমন ভ্রান্ত যে কিছুতেই স্থির হইতেছে না ॥ ৫ ॥ আমি কে? অশ্ব বা গজের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? বস্তুত তাহারা আমার সহোদর, পুত্র বা মিত্র নহে, তথাপি তাহাদের দুঃখে আমার অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যথিত হইতেছে ॥ ৬ ॥ ঋষিবর! এই সকলই ভ্রমের কার্য্য ইহা আমি জানি, তথাপি আমার মানস হইতে মোহ তিরোহিত হইতেছে না, ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়!! অতএব ইহার কারণ কি? ॥ ৭ ॥ স্বামিন্! আপনার কোন বিষয়ই অগোচর নাই আপনি সমস্ত বিষয়ের সংশয় ছেদন করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ; অতএব দয়ানিধে! কৃপা করিয়া আপনি আমার এবং এই বৈশ্যের মোহের কারণ বলুন ॥ ৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সুরথরাজা মুনিসত্তম সুমেধাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যাহাতে শোক ও মোহ তিরোহিত হয়, তাদৃশ পরম জ্ঞানজনক বাক্য তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

ঋষি বলিলেন, রাজন্! বন্ধন ও মোক্ষের কারণের বিষয় আপনাকে বলিতেছি, আপনি মনোনিবেশ পূর্ব্বক তৎসমুদয় শ্রবণ করুন। দেখুন, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাই মূলপ্রকৃতি; তিনিই মহামায়া নামে বিখ্যাত হয়েন; সেই মহামায়াই ইহলোকে

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথেশানস্তুরাষাড় বরুণোঽনিলঃ ।
সর্ব্বে দেবা মনুষ্যাশ্চ গন্ধর্ব্বোরগরাক্ষসাঃ ॥ ১১ ॥
বৃক্ষাশ্চ বিবিধা বল্ল্যঃ পশবো মৃগপক্ষিণঃ ।
মায়াধীনাশ্চ তে সর্ব্বে ভাজনং বন্ধমোক্ষয়োঃ ॥ ১২ ॥
তয়া সৃষ্টমিদং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ।
তদ্বশে বর্ত্ততে নূনং মোহজালেন যন্ত্রিতম্ ॥ ১৩ ॥
ত্বং কিয়ান্মানুষেষ্বেকঃ ক্ষত্রিয়ো রজসাবিলঃ ।
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি মোহয়ত্যনিশং হি সা ॥ ১৪ ॥
ব্রহ্মেশবাসুদেবাদ্যা জ্ঞানে সত্যপি শেষতঃ ।
তেঽপি রাগবশাল্লোকে ভ্রমন্তি পরিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মাদয়োঽপি তদধীনাঃ সন্তীত্যাহ ব্রহ্মা বিষ্ণুরিতি ॥ ১১ ॥

মায়াধীনাশ্চেতি। ন হ্যেতে ব্রহ্মণি মায়াং বিনা কশ্চিৎ পদার্থো ভাসতে। ততো মায়াধীনমেব সর্ব্বমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

নতু কর্ত্রধীনং কার্য্যং ভবিতুমর্হতি ন তু মায়াধীনমিতি চেৎ সৈব কর্ত্র্যস্তি নান্যঃ কর্ত্তাস্তীত্যাহ তয়েতি ॥ ১৩ ॥

যদৈবং সর্ব্বং মায়ামোহজালেন যন্ত্রিতম্। তদা ত্বং পামরঃ কথমহং মোহজালেন যন্ত্রিত ইতি কিমাশ্চর্য্যং করোষীত্যাহ ত্বং কিয়ানিতি। নতু মম ব্রহ্মজ্ঞানং বর্ত্ততে ততঃ কুতো ন মোহো নষ্ট ইতি চেত্তত্রাহ জ্ঞানিনামপীতি। তদুক্তং মার্কণ্ডেয়পুরাণে। জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতীতি ॥ ১৪ ॥

নতু কেষাং জ্ঞানিনাং তয়া চিত্তানি মোহিতানীতি চেত্তত্রাহ ব্রহ্মেশেতি। নতু ব্রহ্মজ্ঞানেন তেষাং মায়াকার্য্যস্য মোহস্য কুতো ন নাশসম্ভব ইতি চেত্তত্রাহ শেষত ইতি। প্রারব্ধকর্ম্মভোগপর্য্যন্তং মায়াশেষস্য বিদ্যমানত্বাত্তস্মাচ্ছেষাদেব মোহঃ সম্ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ১৫ ॥

সমস্ত প্রাণিপুঞ্জের বন্ধন ও মুক্তির কারণ ॥ ১০ ॥ অধিক কি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, বরুণ, বায়ু ও অন্যান্য সমস্ত দেবগণ, গন্ধর্ব্ববর্গ, নাগগণ, রাক্ষসগণ, মনুষ্যগণ, মৃগগণ, পশু পক্ষী বৃক্ষ ও নানা জাতি লতা প্রভৃতি সকলেই এই মায়ার অধীন হইয়া বন্ধন ও মুক্তিলাভ করিতেছেন ॥ ১১—১২ ॥ এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ তাঁহারই সৃষ্ট পদার্থ। যাবতীয় জীব নিবহ মোহজালে নিবদ্ধ হইয়া তাঁহারই বশীভূত হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৩ ॥ মহারাজ! আপনি ক্ষত্রিয় সুতরাং আপনার চিত্ত রজোগুণ দ্বারা কলুষিত হইয়া রহিয়াছে; দেখুন, যিনি মায়াবলে জ্ঞানিগণের মনকেও নিরন্তর মুগ্ধ করিয়া থাকেন তাঁহার নিকট আপনি ত অতিসামান্য মনুষ্য; অধিক কি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের অসীম জ্ঞান থাকিলেও তাঁহারা মায়াবলে বিষয়ানুরাগবশত সর্ব্বতোভাবে মোহিত হইয়া ত্রিভুবন মধ্যে ভ্রমণ করিয়া

পুরা সত্যযুগে রাজন্! বিষ্ণুর্নারায়ণঃ স্বয়ম্।
শ্বেতদ্বীপং সমাসাদ্য চকার বিপুলং তপঃ॥ ১৬॥
বর্ষাণামযুতং যাবদ্ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসক্তয়ে।
অনশ্বরসুখায়াসৌ চিন্তয়ানস্ততঃপরম্॥ ১৭॥
একস্মিন্নির্জ্জনে দেশে ব্রহ্মাপি পরমাদ্ভুতে।
স্থিতস্তপসি রাজেন্দ্র! মোহস্য বিনিবৃত্তয়ে॥ ১৮॥
কদাচিদ্বাসুদেবোঽসৌ স্থলান্তরমতির্হরিঃ।
তস্মাদ্দেশাৎ সমুত্থায় জগামান্যদিদৃক্ষয়া॥ ১৯॥
চতুর্ম্মুখোঽপি রাজেন্দ্র! তথৈব নিঃসৃতঃ স্থলাৎ।
মিলিতৌ মার্গমধ্যে তু চতুর্ম্মুখচতুর্ভুজৌ॥ ২০॥
অন্যোঽন্যং পৃষ্টবন্তৌ তৌ কস্ত্বং কস্ত্বমিতি স্ম হ।
ব্রহ্মা প্রোবাচ তং দেবং কর্ত্তাহং জগতঃ কিল॥ ২১॥
বিষ্ণুস্তমাহ ভো মূর্খ! জগৎকর্ত্তাহমচ্যুতঃ।
ত্বং কিয়ান্ বলহীনোঽসি রজোগুণসমাশ্রিতঃ॥ ২২॥

নম্নু ব্রহ্মাদীনাং মোহঃ কদা দৃষ্ট ইতি চেদ্বহুবারং দৃষ্টোঽস্তি তত্রৈকমুদাহরণমুচ্যত ইত্যাহ পুরা সত্যযুগে ইতি॥ ১৬॥

ব্রহ্মবিদ্যাপ্রসক্তয়ে তস্যাঃ স্থিরতায়ৈ ইত্যর্থঃ। অনশ্বরসুখায় নিত্যানন্দস্যাখণ্ডিত-প্রাপ্ত্যর্থং জীবন্মুক্তিদশাসিদ্ধ্যর্থমিতি যাবৎ॥ ১৭—২০॥

কস্ত্বং কস্ত্বমিতি পিতৃপুত্রত্বজ্ঞানমেব প্রথমতো মোহেন নষ্টম্। ইদমেব প্রথমং মোহ-স্বরূপমিতি ভাবঃ। দ্বিতীয়ং মোহমাহ ব্রহ্মা প্রোবাচেতি॥ ২১—২২॥

থাকেন॥ ১৪—১৫॥ রাজন্! পূর্ব্বে সত্যযুগে নারায়ণ বিষ্ণু শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়া স্বয়ং বিপুল তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন॥ ১৬॥ তিনি অখণ্ড নিত্যানন্দ লাভ করিবার বাসনায় ব্রহ্মবিদ্যার স্থিরতার নিমিত্ত দশ সহস্র বৎসর ধ্যানযোগে অতিবাহিত করিয়াছিলেন॥ ১৭॥ রাজেন্দ্র! ব্রহ্মাও এক নির্জ্জন পরম অদ্ভুত স্থানে মোহ ক্ষয় করিবার নিমিত্ত সেই আদ্যাশক্তির তপস্যায় নিরত হইয়াছিলেন॥ ১৮॥ কোন সময়ে এই বাসুদেব হরি অন্য স্থানে যাইতে মানস করিলেন; তখন তিনি সেই স্থান হইতে উত্থিত হইয়া অন্য স্থান দর্শন করিবার অভিলাষে গমন করিলেন॥ ১৯॥ এদিকে ব্রহ্মাও বিষ্ণুর ন্যায় তাঁহার পূর্ব্ব স্থান হইতে বহির্গত হইলেন। অনন্তর, পথিমধ্যে তাহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা পরস্পরকে তুমি কে তুমি কে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন প্রজাপতি বলিলেন, আমি জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মা॥ ২০—২১॥ বিষ্ণু ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া বলিলেন, রে মূর্খ! আমি অচ্যুত বিষ্ণু সুতরাং আমিই জগতের কর্ত্তা। তোমাতে রজো-

সত্ত্বাশ্রিতং হি মাং বিদ্ধি বাসুদেবং সনাতনম্।
ময়া ত্বং রক্ষিতোঽদ্যৈব কৃত্বা যুদ্ধং সুদারুণম্ ॥ ২৩ ॥
শরণং মে সমায়াতো দানবাভ্যাং প্রপীড়িতঃ।
ময়া তৌ নিহতৌ কামং দানবৌ মধুকৈটভৌ ॥ ২৪ ॥
কথং গর্ব্বায়সে মন্দ! মোহোঽয়ং ত্যজ সাম্প্রতম্।
ন মত্তোঽপ্যধিকঃ কশ্চিৎ সংসারেঽস্মিন্ প্রসারিতে ॥ ২৫ ॥

ঋষিরুবাচ।

এবং বিবদমানৌ তৌ ব্রহ্মবিষ্ণূ পরস্পরম্।
স্ফুরদোষ্ঠৌ বেপমানৌ লোহিতাক্ষৌ বভূবতুঃ ॥ ২৬ ॥
প্রাদুর্ব্বভূব সহসা তয়োর্ব্বিবদমানয়োঃ।
মধ্যে লিঙ্গং সুধাশ্বেতং বিপুলং দীর্ঘমদ্ভুতম্ ॥ ২৭ ॥
আকাশে তরসা তত্র বাগুবাচাশরীরিণী।
তৌ সম্বোধ্য মহাভাগৌ বিবদন্তৌ পরস্পরম্ ॥ ২৮ ॥
ব্রহ্মন্! বিষ্ণো! বিবাদং মা কুরুতাং বাং পরস্পরম্।
লিঙ্গাস্যাস্য পরং পারমধস্তাদুপরি ধ্রুবম্ ॥ ২৯ ॥

অদ্যৈবেতি। সমীপকালে ইত্যর্থঃ। ন ত্বদ্যৈব বর্ষাণামযুতং তপশ্চরণাৎ ॥ ২৩ ॥ দানবাভ্যাং মধুকৈটভাভ্যাম্ ॥ ২৪—৩১ ॥

গুণের আধিক্য থাকায় তুমি আমা অপেক্ষা বলহীন ॥ ২২ ॥ তুমি আমাকে সত্ত্বগুণ-প্রধান সনাতন বাসুদেব বলিয়া জানিও। তোমার কি স্মরণ নাই এই মাত্র সুদারুণ যুদ্ধ করিয়া আমি তোমাকে রক্ষা করিয়াছি। তুমি যখন মধু ও কৈটভ নামক দানব দ্বয়ের নিকট নিপীড়িত হইয়া আমার শরণাগত হইলে, আমি তখনি তাহাদিগকে নিহত করিলাম ॥ ২৩—২৪ ॥ তুমি এক্ষণে কিরূপে গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছ? মন্দাত্মন্! তুমি এখনি এই মোহ পরিত্যাগ কর। আমি অধিক কি বলিব এই সুবিস্তীর্ণ বিশ্বসংসারে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অন্য কেহই নাই ॥ ২৫ ॥

ঋষি বলিলেন, রাজন্! ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পরস্পর এইরূপে বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদের শরীর কম্পিত ও লোচন লোহিতবর্ণ হইল এবং ওষ্ঠাধর প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল ॥ ২৬ ॥ তখন সেই বিবদমান দেবযুগলের মধ্যে সহসা সুধাসদৃশ শ্বেতবর্ণ বিশাল ও দীর্ঘাকার একটী অদ্ভুত লিঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ২৭ ॥ তৎকালে অশরীরিণী বাণী আকাশে উদ্ভূত হইয়া সেই পরস্পর বিবদমান মহাভাগ ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া বলিল ॥ ২৮ ॥ ব্রহ্মন্! বিষ্ণো! আপনারা উভয়ে বিবাদ করিতেছেন কেন? এই লিঙ্গের উপরেই হউক

যো যাতি যুবয়োর্মধ্যে স শ্রেষ্ঠো বাং সদৈব হি।
একঃ প্রয়াতু পাতালমাকাশমপরোঽধুনা ॥ ৩০ ॥
প্রমাণং মে বচঃ কার্য্যং ত্যক্ত্বা বাদং নিরর্থকম্।
মধ্যস্থঃ সর্ব্বদা কার্য্যো বিবাদেঽস্মিন্ দ্বয়োরিহ ॥ ৩১ ॥

ঋষিরুবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং দিব্যং সজ্জীভূতৌ কৃতোদ্যমৌ।
জগ্মতুর্মাতুমগ্রস্থং লিঙ্গমদ্ভুতদর্শনম্ ॥ ৩২ ॥
পাতালমগমদ্বিষ্ণুর্ব্রহ্মাপ্যাকাশমেব চ।
পরিমাতুং মহালিঙ্গং স্বমহত্ত্ববিবৃদ্ধয়ে ॥ ৩৩ ॥
বিষ্ণুর্গত্বা কিয়দ্দেশং শ্রান্তঃ সর্ব্বাত্মনা যতঃ।
ন প্রাপান্তং স লিঙ্গস্য পরিবৃত্য যযৌ স্থলম্ ॥ ৩৪ ॥
ব্রহ্মাগচ্ছত্ততশ্চোর্দ্ধং পতিতং কেতকীদলম্।
শিবস্য মস্তকাৎ প্রাপ্য পরাবৃত্তো মুদাবৃতঃ ॥ ৩৫ ॥
আগত্য তরসা ব্রহ্মা বিষ্ণবে কেতকীদলম্।
দর্শয়িত্বা চ বিতথমুবাচ মদমোহিতঃ ॥ ৩৬ ॥

মাতুং পরিচ্ছেত্তুম্ ॥ ৩২—৩৪ ॥
শিবস্য মস্তকাৎ পতিতমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
বিতথমনৃতম্ ॥ ৩৬—৩৯ ॥

অথবা অধোভাগেই হউক, যে ইহার পরপারে যাইতে পারিবে, তিনিই আপনাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই; অতএব এক জন পাতালে গমন করুন ও একজন আকাশে গমন করুন ॥ ২৯—৩০ ॥ আপনাদিগের এই বিবাদ সময়ে এক জন মধ্যস্থ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, অতএব আপনারা অনর্থক বিবাদ পরিত্যাগ করিয়া আমার বাক্য প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করুন্ ॥ ৩১ ॥

ঋষি বলিলেন, মহারাজ! সেই দিব্যবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা উভয়ে সুসজ্জিত ও উৎসাহিত হইয়া সেই সম্মুখস্থিত অদ্ভুত লিঙ্গের পরিমাণ করিতে গমন করিলেন ॥৩২॥ আপন আপন মহত্ব বৃদ্ধির বাসনায় লিঙ্গের পরিমাণ করিতে বিষ্ণু পাতালে এবং ব্রহ্মা আকাশে গমন করিলেন ॥ ৩৩ ॥ বিষ্ণু কিয়ৎ দেশ যাইয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, এবং যখন সর্ব্ব প্রকারে যত্ন করিয়াও লিঙ্গের অন্ত পাইলেন না, তখন প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৪ ॥ এদিকে, ব্রহ্মা আকাশ পথে যাইতেছেন ইত্যবসরে শিবের মস্তক হইতে পতিত একটী কেতকীদল প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি যার পর নাই আনন্দিত হইয়া তাহা গ্রহণ করত প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মা মদমোহিত হইয়া অবিলম্বে

লিঙ্গস্য মস্তকাদেতদ্‌গৃহীতং কেতকীদলম্।
অভিজ্ঞানায় চানীতং তব চিত্তপ্রশান্তয়ে ॥ ৩৭ ॥
শ্রুত্বা তদ্‌ব্রহ্মণো বাক্যং দৃষ্ট্বা চ কেতকীদলম্।
হরিস্তং প্রত্যুবাচেদং সাক্ষী কঃ কথয়াধুনা ॥ ৩৮ ॥
যথার্থবাদী মেধাবী সদাচারঃ শুচিঃ সমঃ।
সাক্ষী ভবতি সর্ব্বত্র বিবাদে সমুপস্থিতে ॥ ৩৯ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

দূরদেশাৎ সমায়াতি সাক্ষী কঃ সময়েঽধুনা।
যৎ সত্যং তদ্বচঃ সেয়ং কেতকী কথয়িষ্যতি ॥ ৪০ ॥
ইত্যুক্ত্বা প্রেরিতা তত্র ব্রহ্মণা কেতকী স্ফুটম্।
বচনং প্রাহ তরসা শার্ঙ্গিণং প্রত্যবোধয়ৎ ॥ ৪১ ॥
শিবমূর্দ্ধ্নি স্থিতাং ব্রহ্মা গৃহীত্বা মাং সমাগতঃ।
সন্দেহোঽত্র ন কর্ত্তব্যস্ত্বয়া বিষ্ণো! কদাচন ॥ ৪২ ॥
মম বাক্যং প্রমাণং হি ব্রহ্মা পারং গতোঽস্য হ।
গৃহীত্বা মাং সমায়াতঃ শিবভক্তৈঃ সমর্পিতাম্ ॥ ৪৩ ॥

দূরদেশাদিতি। অস্মিন্ সময়ে দূরদেশাৎ যস্মিন্ স্থলে শিবমস্তকং দৃষ্টং তস্মাদ্দেশাৎ কঃ সাক্ষী সমায়াতি ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ৪০—৪২ ॥
'অস্য শিবলিঙ্গমস্তকস্য ॥ ৪৩ ॥

প্রত্যাগত হইয়া বিষ্ণুকে উহা প্রদর্শন করাইয়া মিথ্যাবাক্যে বলিলেন ॥ ৩৬ ॥ বিষ্ণো! লিঙ্গের মস্তক হইতে এই কেতকীদল গৃহীত হইয়াছে, ইহা কেবল অভিজ্ঞান ও তোমার চিত্তশান্তির নিমিত্ত আনয়ন করিয়াছি ॥ ৩৭ ॥ বিষ্ণু ব্রহ্মার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ ও কেতকীদল দর্শন করিয়া তাঁহাকে বলিলেন ; ব্রহ্মন্! এখন এবিষয়ে তোমার সাক্ষী কে আছে? ॥ ৩৮ ॥ যাঁহার বাক্য সত্য, যাঁহার সকলের প্রতিই সমভাব, যিনি মেধাবী শুচি ও সদাচার, বিবাদ উপস্থিত হইলে সেই ব্যক্তিই সাক্ষী হইতে পারেন ॥ ৩৯ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, এ সময়ে সেই দূরদেশ হইতে কোন্ সাক্ষী এস্থানে আসিবে? অতএব যাহা সত্য, এই কেতকীই তাহা বলিবে ॥৪০॥ এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা কেতকীকে ইহা বলিতে সবিশেষ অনুরোধ করিলেন, কেতকীও তাঁহার নির্দেশ অনুসারে সত্বর বিষ্ণুর প্রবোধের জন্য বলিল ॥৪১॥ বিষ্ণো! আমি মহাদেবের মস্তকে ছিলাম, ব্রহ্মা আমাকে তথা হইতে লইয়া এই স্থানে আনয়ন করিয়াছেন, অতএব এ বিষয়ে আপনার কদাচ সন্দেহ করা উচিত নহে ॥৪২॥ শিবভক্তি-পরায়ণ কোনও ব্যক্তি আমাকে তাঁহার মস্তকে সমর্পণ করিয়াছিলেন,

কেতক্যা বচনং শ্রুত্বা হরিরাহ স্ময়ন্নিব।
মহাদেবঃ প্রমাণং মে যদ্যসৌ বচনং বদেৎ ॥ ৪৪ ॥

ঋষিরুবাচ।

তদাকর্ণ্য হরের্ব্বাক্যং মহাদেবঃ সনাতনঃ।
কুপিতঃ কেতকীং প্রাহ মিথ্যাবাদিনি! মা বদ ॥ ৪৫ ॥
গচ্ছতো মধ্যতঃ প্রাপ্তা পতিতা মস্তকান্মম।
মিথ্যাভিভাষিণী ত্যক্তা ময়া ত্বং সর্ব্বদৈব হি ॥ ৪৬ ॥
ব্রহ্মা লজ্জাপরো ভূত্বা ননাম মধুসূদনম্।
শিবেন কেতকী ত্যক্তা তদ্দিনাৎ কুসুমেষু বৈ ॥ ৪৭ ॥
এবং মায়াবলং বিদ্ধি জ্ঞানিনামপি মোহদম্।
অন্যেষাং প্রাণিনাং রাজন্! কা বার্ত্তা বিভ্রমং প্রতি ॥ ৪৮ ॥
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং সর্ব্বদৈব রমাপতিঃ।
দৈত্যান্ বঞ্চয়তে চাশু ত্যক্ত্বা পাপভয়ং হরিঃ ॥ ৪৯ ॥

(কেতকীবাক্যমাকর্ণ্যাশ্রদ্দধানো হরির্বিস্মিতঃ সন্নাহ মহাদেবঃ প্রমাণং মে ইতি ॥৪৪-৫১॥)

ব্রহ্মাও আমাকে পাইয়া লইয়া আসিয়াছেন, অতএব ব্রহ্মা যে ইহার শেষ সীমায় গিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই এবিষয়ে আমার বাক্যই প্রমাণ বলিয়া জানিবেন ॥ ৪৩ ॥ বিষ্ণু কেতকীর এই বাক্য শুনিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন; আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না, যদি মহাদেব স্বয়ং এই কথা বলেন, তবেই ইহা প্রমাণ হইতে পারে ॥ ৪৪ ॥

ঋষি কহিলেন, রাজন্! সনাতন মহাদেব হরির বাক্য শ্রবণ গোচর করিয়া কুপিত হইয়া কেতকীকে বলিলেন; মিথ্যাবাদিনি! তুমি এরূপ মিথ্যা কথা বলিও না ॥৪৫॥ আমার মস্তক হইতে তুমি পতিত হইয়াছিলে, ব্রহ্মা যাইতে যাইতে পথি মধ্যে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন; অতএব তুমি যখন মিথ্যা কথা কহিয়াছ তখন আমি তোমাকে কখনই গ্রহণ করিব না, অদ্য হইতে তুমি আমার পরিত্যক্তা হইলে ॥ ৪৬ ॥ তখন ব্রহ্মা নিতান্ত লজ্জিত হইয়া মধুসূদনকে প্রণাম করিলেন; মহাদেবও সেই দিন হইতে কুসুম মধ্যে কেতকীকে পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৪৭ ॥

মহারাজ! মায়াবলকে এইরূপ প্রবল বলিয়া জানিবেন; কারণ, যখন তিনি বিরিঞ্চি বিষ্ণু প্রভৃতি জ্ঞানিগণকেও মোহিত করিয়া থাকেন তখন অন্যান্য সামান্য প্রাণিগণের মোহের কথা আর কি বলিব ॥ ৪৮ ॥ দেখুন, রমাপতি বিষ্ণু মোহবশে পাপভয় পরিত্যাগ করিয়া দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদাই দৈত্যদিগকে বঞ্চনা করিতেছেন ॥ ৪৯ ॥

অবতারকরো দেবো নানাযোনিষু মাধবঃ।
ত্যক্ত্বানন্দসুখং দৈত্যযুদ্ধৈর্বাকরোদ্বিভুঃ ॥ ৫০ ॥
নূনং মায়াবলং চৈতন্মাধবেঽপি জগদ্‌গুরৌ।
সর্ব্বজ্ঞে দেবকার্য্যাংশে কা বার্ত্তান্যস্য ভূপতে ! ॥ ৫১ ॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি পরমা প্রকৃতিঃ কিল।
বলাদাকৃষ্য মোহায় প্রযচ্ছতি মহীপতে ! ॥ ৫২ ॥
যয়া ব্যাপ্তমিদং সর্ব্বং ভগবত্যা চরাচরম্।
মোহদা জ্ঞানদা সৈব বন্ধমোক্ষপ্রদা সদা ॥ ৫৩ ॥

রাজোবাচ।

ভগবন্ ! ব্রূহি মে তস্যাঃ স্বরূপং বলমুত্তমম্।
উৎপত্তিকারণং বাপি স্থানং পরমকঞ্চ যৎ ॥ ৫৪ ॥

ঋষিরুবাচ।

ন চোৎপত্তিরনাদিত্বান্নৃপ ! তস্যাঃ কদাচন।
নিত্যৈব সা পরা দেবী কারণানাঞ্চ কারণম্ ॥ ৫৫ ॥

তস্মাদিত্যেবং নিদর্শনাৎ জ্ঞানিনোঽপি মোহিতা এব মহামায়য়েত্যাহ জ্ঞানিনামপীতি॥৫২॥
ন কেবলং মোহকর্ত্রী কিন্তু জ্ঞানদা বন্ধমোক্ষদাপি সৈবেত্যাহ যয়েতি। আত্মনো নির্ব্বিকারস্যৈকবিধত্বাত্তদতিরিক্তস্য সর্ব্বস্য বেদ্যজাতস্য মায়াময়ত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥
ইত্থং পরাশক্তের্মহিমানং শ্রুত্বা রাজা পৃচ্ছতি ভগবন্নিতি। তস্যা মে স্বরূপং রূপং ব্রূহি তথা বলং ব্রূহি তস্যা উৎপত্তেঃ কারণং তৎস্থানঞ্চ ব্রূহীত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥
তত্র তৃতীয়প্রশ্নসমাধানমাহ ন চোৎপত্তিরিতি। তত্র হেতুমাহ অনাদিত্বাদিতি। তথা-চোৎপত্তেরভাবাদুৎপত্তিকারণস্যাভাব ইত্যর্থঃ। নিত্যৈবেতি। আমোক্ষপর্য্যন্তং বিদ্যমান-

---

অধিক কি তিনি সকল বিষয়ের প্রভু হইলেও আনন্দসুখ পরিহার পূর্ব্বক নানা যোনিতে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্য দিগের সহিত সংগ্রাম করিতেছেন ॥ ৫০ ॥ ভূপতে ! বিষ্ণু সর্ব্বজ্ঞ এবং জগতের গুরু বিশেষত দেবগণের সৃষ্টি কার্য্যের একমাত্র অধীশ্বর ; অতএব যখন তাঁহার উপরই মায়ার এত বল, তখন অপর প্রাণিগণ যে মায়ামোহিত হইবে সেবিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি ? ॥ ৫১ ॥ মহারাজ ! সেই পরমাপ্রকৃতি, জ্ঞানিদিগেরও চিত্ত বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মোহসাগরে নিমগ্ন করিয়া থাকেন ॥ ৫২ ॥ সেই ভগবতী এই সচরাচর বিশ্ব সংসারে ব্যাপ্ত থাকিয়া মোহ প্রদান পূর্ব্বক বন্ধন করিতেছেন, আবার তিনিই জ্ঞান দিয়া মুক্তি প্রদান করিতেছেন ॥ ৫৩ ॥

রাজা বলিলেন ; ব্রহ্মন্ ! তাঁহার স্বরূপ কি প্রকার ? উত্তম বলই বা কিরূপ ? উৎপত্তির কারণ কি ? এবং তাঁহার পরম স্থানই বা কোথায় ? আপনি এই সমস্ত বিষয় আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন ॥ ৫৪ ॥

বর্ত্ততে সর্ব্বভূতেষু শক্তিঃ সর্ব্বাত্মনা নৃপ।
শববচ্ছক্তিহীনস্তু প্রাণী ভবতি সর্ব্বথা ॥ ৫৬ ॥
চিচ্ছক্তিঃ সর্ব্বভূতেষু রূপং তস্যাস্তদেব হি।
আবির্ভাবতিরোভাবৌ দেবানাং কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥ ৫৭ ॥
যদা স্তুবন্তি তাং দেবা মনুজাশ্চ বিশাম্পতে।
প্রাদুর্ভবতি ভূতানাং দুঃখনাশায় চাম্বিকা ॥ ৫৮ ॥
নানারূপধরা দেবী নানাশক্তিসমন্বিতা।
আবির্ভবতি কার্য্যার্থং স্বেচ্ছয়া পরমেশ্বরী ॥ ৫৯ ॥
দৈবাধীনা ন সা দেবী যথা সর্ব্বে সুরা নৃপ।
ন কালবশগা নিত্যং পুরুষার্থপ্রবর্ত্তিনী ॥ ৬০ ॥

ত্বাদিত্যর্থঃ। বলমাহ কারণানাঞ্চ কারণং নিরতিশয়পরাক্রমবতী সর্ব্বজনকত্বরূপমেব বলমস্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

স্থানমাহ বর্ত্ততে ইতি। সর্ব্বপদার্থেষু শক্তের্বিদ্যমানত্বাৎ সর্ব্বমস্যাঃ স্থানং ভবতি সর্ব্বব্যাপিনীত্যর্থঃ। তত্র ব্যতিরেকমাহ শববদিতি ॥ ৫৬ ॥

রূপমাহ চিচ্ছক্তিরিতি। যত ইয়ং সর্ব্বব্যাপকস্য চিতো ব্রহ্মণ ইয়ং শক্তিস্ততোঽস্যা রূপং তদেব ব্রহ্মৈব ন চান্যৎ। নহ্যগ্নিশক্তেরগ্নিভিন্নং রূপং দৃশ্যতে কিন্ত্বগ্নিরেব। তদ্বদিয়মপি ব্রহ্মাভিন্নত্বাৎ ব্রহ্মরূপৈবেত্যর্থঃ। তথাচ মায়োপাসনায়াং মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপমেবোপাস্যম্ তদেব ভগবতীরূপমিতি ফলিতম্। স্ফুটীকৃতং চৈতদস্মাভিঃ সপ্তশত্যাঙ্গষট্কব্যাখ্যানে উপোদ্ঘাতে চ। ননু দেবৈঃ স্তুতা সতী উৎপন্নেতি ব্যবহারঃ কিমভিপ্রায়ক ইতি চেদাবির্ভাবতিরোভাবমূলক ইত্যাহ আবির্ভাবেতি ॥ ৫৭—৫৯ ॥

ন কালেতি। দৈবস্য কালস্য চ তস্যাঃ সকাশাদেবোৎপন্নত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

ঋষি কহিলেন; নরপাল! তিনি অনাদি অতএব তাঁহার কখন উৎপত্তিও নাই, সেই পরমাপ্রকৃতি নিত্যা এবং তিনি নিয়তই সমস্ত কারণেরও কারণ হইয়া থাকেন, অতএব তাঁহার তুল্য বলবতী আর কে হইতে পারে? ॥ ৫৫ ॥ রাজন্! তিনি শক্তিরূপে সমস্ত পদার্থ মধ্যেই সর্ব্বতোভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন; সুতরাং জীব শক্তিবিহীন হইলে শবের ন্যায় নিষ্পন্দ হইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥ এই চরাচর বিশ্বমণ্ডলে যে সকল পদার্থ বিদ্যমান আছে তৎ সমস্তই চিৎ স্বরূপ ব্রহ্ম সুতরাং তদীয় শক্তিও সকল প্রাণীতে বিরাজ করিতেছে; অতএব এই শক্তির রূপও ব্রহ্ম তাহাতে সন্দেহ নাই; যেহেতু অগ্নিশক্তির অগ্নি ভিন্ন আর অন্যরূপ দৃষ্ট হয় না। তবে কেবল দেবগণের কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্তই সময়ে সময়ে তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে ॥ ৫৭ ॥ রাজন্! দেবগণ ও মানবগণ যখন তাঁহার স্তব করেন তখনই অম্বিকা প্রাণিপুঞ্জের ক্লেশ নিবারণ করিবার জন্য প্রাদুর্ভূত হয়েন ॥ ৫৮ ॥ সেই পরমেশ্বরী দেবী বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া নানা প্রকার শক্তিগণ সমভিব্যাহারে স্বীয় ইচ্ছানুসারেই দেব-কার্য্যের নিমিত্ত আবির্ভূত হয়েন ॥ ৫৯ ॥

অকর্ত্তা পুরুষো দ্রষ্টা দৃশ্যং সর্ব্বমিদং জগৎ ।
দৃশ্যস্য জননী সৈব দেবী সদসদাত্মিকা ॥ ৬১ ॥
পুরুষং রঞ্জয়ত্যেকা কৃত্বা ব্রহ্মাণ্ডনাটকম্ ।
রঞ্জিতে পুরুষে সর্ব্বং সংহরত্যতিরংহসা ॥ ৬২ ॥
তয়া নিমিত্তভূতাস্তে ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ।
কল্পিতাঃ স্বস্বকার্য্যেষু প্রেরিতা লীলয়া ত্বমী ॥ ৬৩ ॥
স্বাংশং তেষু সমারোপ্য কৃতাস্তে বলবত্তরাঃ ।
দত্তাশ্চ শক্তয়স্তেভ্যো গীর্লক্ষ্মীর্গিরিজা তথা ॥ ৬৪ ॥
তে তাং ধ্যায়ন্তি দেবেশাঃ পূজয়ন্তি পরাং মুদা ।
জ্ঞাত্বা সর্ব্বেশ্বরীং শক্তিং সৃষ্টিস্থিতিবিনাশিনীম্ ॥ ৬৫ ॥

অকর্ত্তেতি। অকর্ত্তা আত্মা দ্রষ্টা তদতিরিক্তং সর্ব্বং দৃশ্যং তস্য সর্ব্বস্য জননী তস্মাৎ স্বতন্ত্রেত্যর্থঃ। সদসদাত্মিকা। সৎ কারণমসৎ কার্য্যং তদাত্মিকা অস্যাঃ পুরুষরঞ্জনার্থায়া-স্মরঞ্জনার্থায়ৈব স্বেচ্ছয়া জগৎকারণত্বং ন তু পরাধীনতয়েত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

যদা রঞ্জনাদুপরতা তদেয়মেব সংহরতীত্যাহ রঞ্জিতে ইতি ॥ ৬২ ॥

নমু ব্রহ্মাদয়ঃ সৃষ্টিস্থিতিসংহৃতিকর্ত্তার ইতি লোকে প্রবাদঃ কথমিতি চেদজ্ঞানমূলক ইত্যাহ তয়েতি। কল্পিতা ইতি। রাজাজ্ঞয়া প্রধানস্য ব্যবহারবদত্রাপি ভগবত্যাঃ শক্ত্যা তেষাং ব্যবহার ইতি ভগবত্যেব সৃষ্ট্যাদিকর্ত্রীতি ভাবঃ ॥ ৬৩—৬৪ ॥

অত এব তে ব্রহ্মাদয়ো দেবাস্তাং ধ্যায়ন্তীত্যাহ তে তামিতি ॥ ৬৫ ॥

নৃপবর! কাল ও দৈব তাঁহা হইতেই উৎপন্ন সুতরাং তিনি দেবগণের ন্যায় দৈবের অধীন অথবা কালেরও বশীভূতা নহেন বস্তুত তিনি পুরুষার্থ অনুসারে জীবগণকে নিয়ত কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন ॥৬০ ॥ পুরুষ কার্য্য করেন না, কেবল সকলের সাক্ষীরূপে বিদ্যমান থাকেন। এই সমস্ত জগৎ দৃশ্য ; সেই দেবী এই অখিলের কার্য্য ও কারণ স্বরূপা সুতরাং তিনিই এই সমস্ত দৃশ্যমান বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ৬১ ॥ তিনি একাকিনীই এই ব্রহ্মাণ্ডনাটক প্রকটিত করিয়া পুরুষকে রঞ্জিত করেন এবং পুরুষ রঞ্জিত হইলেই অতি সত্বরে পুনর্ব্বার উহার সংহার করিয়া থাকেন ॥ ৬২ ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্ত্তা ইহা লোকপ্রবাদ মাত্র বস্তুত তাঁহারা সৃষ্টি স্থিতি সংহারের নিমিত্ত মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবতী লীলার জন্য ইহাদিগকে কল্পনা করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৬৩ ॥ ভগবতী স্বীয় অংশ সমর্পণ করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে স্বীয় শক্তি সরস্বতী লক্ষ্মী ও গিরিনন্দিনী দান করিয়া তাঁহাদিগকে বলবত্তর করিয়াছেন ॥ ৬৪ ॥ সেই সুরবরগণ মহাশক্তিকে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকারিণী জানিয়া

এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্।
মম বুদ্ধ্যনুসারেণ নান্তং জানামি ভূপতে!॥ ৬৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
পঞ্চমস্কন্ধে মহামায়ামাহাত্ম্যকথনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৩॥

নান্তং জানামীতি। তথাচ শ্রুতিঃ যস্যা অন্তো ন বিদ্যতে তস্মাদুচ্যতেঽনন্তেতি। মা
স্বরূপং তন্মহিমা চ নৃসিংহোত্তরতাপনীয়ে মায়া চ তমোরূপানুভূতেরিত্যাদিগ্রন্থে ন বিশেষ
স্পষ্টীকৃতস্তদ্ভাষ্যে চ ব্যাখ্যাতস্তত এবাবধার্য্যঃ॥ ৬৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৩॥

আনন্দে তাঁহার ধ্যান ও পূজা করিয়া থাকেন॥ ৬৫॥ ভূপতে! আমার জ্ঞান ও বুদ্ধি
অনুসারে দেবীর পবিত্র মাহাত্ম্য আনুপূর্ব্বিক তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ফলত
ইহার অন্ত আমি জানিতে পারি নাই॥ ৬৬॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে দেবীমাহাত্ম্যবর্ণন নামক
ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥*॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

ভগবন্! ব্রূহি মে সম্যক্ তস্যা আরাধনে বিধিম্।
পূজাবিধিঞ্চ মন্ত্রাংশ্চ তথা হোমবিধিং বদ ॥ ১ ॥

ঋষিরুবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি তস্যাঃ পূজাবিধিং শুভম্।
কামদং মোক্ষদং নৃণাং জ্ঞানদং দুঃখনাশনম্ ॥ ২ ॥
আদৌ স্নানবিধিং কৃত্বা শুচিঃ শুক্লাম্বরো নরঃ।
আচম্য প্রয়তঃ কৃত্বা শুভমায়তনং নিজম্ ॥ ৩ ॥
তুতোঽবলিপ্তভূম্যাস্তু সংস্থাপ্যাসনমুত্তমম্।
তত্রোপবিশ্য বিধিবত্ত্রিরাচম্য মুদান্বিতঃ ॥ ৪ ॥
পূজাদ্রব্যং সুসংস্থাপ্য যথাশক্ত্যনুসারতঃ।
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা ভূতশুদ্ধিং বিধায় চ ॥ ৫ ॥

চতুর্ভিরধিকৈশ্চত্বারিংশৎপদ্যৈঃ সমর্চ্চনম্।
পরাম্বায়াঃ পৃষ্টবতে রাজ্ঞে প্রোবাচ তাপসঃ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে ভগবতীস্বরূপং মহত্বঞ্চ তস্যাঃ সর্ব্বোত্তরং শ্রুত্বা তৎপূজনাদিকং বুভুৎসু রাজা পৃচ্ছতি ভগবন্নিতি ॥ ১ ॥
পূজাবিধেঃ ফলমাহ কামদমিতি ॥ ২ ॥
স্নানবিধিং বৈদিকং তান্ত্রিকঞ্চ কৃত্বার্থাদ্বৈদিকসন্ধ্যাং মন্ত্রসন্ধ্যাঞ্চ কৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥

রাজা বলিলেন ; ভগবন্! আপনি সেই ভগবতীর আরাধনা বিধি, পূজা বিধি, হোম বিধি এবং মন্ত্র প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের বিবরণ আমাকে বিস্তার করিয়া বলুন ॥ ১ ॥

ঋষি বলিলেন ; রাজন্! আমি সেই দেবীর পূজা বিধি কীর্ত্তন করিতেছি ; শ্রবণ করুন ; বিধি পূর্ব্বক ভগবতীর পূজা করিলে, মানবদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি, দুঃখ বিনাশ, জ্ঞানলাভ, মোক্ষপ্রাপ্তি প্রভৃতি সমস্ত মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥ মানবগণ প্রথমত স্নান করিয়া পরে শুক্লাম্বর ধারণ পূর্ব্বক বৈদিক সন্ধ্যা এবং তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবে ; তাহার পর প্রয়ত চিত্তে আচমন করিয়া স্বকীয় শুভ স্থান নির্ব্বাচন করিয়া লইবে ॥ ৩ ॥ তদনন্তর সেই স্থান গোময়াদি দ্বারা লেপন করিয়া তাহাতে পবিত্র আসন আস্তৃত করিবে। তৎপরে প্রীতচিত্তে সেই আসনে উপবেশন করিয়া বিধিপূর্ব্বক তিনবার আচমন করিবে ॥ ৪ ॥

কুর্য্যাৎ প্রাণপ্রতিষ্ঠান্তু সম্ভারং প্রোক্ষ্য মন্ত্রতঃ ॥
কালজ্ঞানং ততঃ কৃত্বা ন্যাসং কুর্য্যাদ্‌যথাবিধি ॥ ৬ ॥
শুভে তাম্রময়ে পাত্রে চন্দনেন সিতেন চ।
ষট্‌কোণং বিলিখেদ্‌যন্ত্রং চাষ্টকোণং ততো বহিঃ ॥ ৭ ॥
নবাক্ষরস্য মন্ত্রস্য বীজানি বিলিখেত্ততঃ।
কৃত্বা যন্ত্রপ্রতিষ্ঠাঞ্চ বেদোক্তাং সংবিধায় চ ॥ ৮ ॥
অর্চ্চাং বা ধাতবীং কুর্য্যাৎ পূজামন্ত্রৈঃ শিবোদিতৈঃ।
পূজনং পৃথিবীপাল ! ভগবত্যাঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৯ ॥

ভূতশুদ্ধিং বিধায় চেতি। ভুবং জলে জলং বহ্নৌ বহ্নিং বায়ৌ নভস্যমুং বিলাপ্য খমহঙ্কারে মহত্তত্ত্বেঽপ্যহঙ্কৃতিম্। মহান্তং প্রকৃতৌ মায়ামাত্মনি প্রবিলাপয়েদিত্যাদি শরীরোৎপত্তিপর্য্যন্তং বিধায়েত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

প্রাণপ্রতিষ্ঠাং ত্বিতি। তু শব্দশ্চার্থত্বেন মাতৃকান্যাসান্তং কর্ম্ম কৃত্বেত্যর্থঃ। মন্ত্রতঃ জপ্যমানমন্ত্রস্যাস্ত্রমন্ত্রেণেত্যর্থঃ। কেবলং ফড়িতিমন্ত্রেণ বা। কালজ্ঞানং অদ্যেত্যাদি-সঙ্কল্পবিধিস্তং কৃত্বা। ন্যাসং মাতৃকান্যাসাদিনিজমন্ত্রন্যাসান্তং কৃত্বা নিজদেহে ধর্ম্মাদিভিঃ পীঠং কল্পয়িত্বা তত্রান্তরপূজাং কৃত্বা বাহ্যপূজামারভেদিত্যানুক্রমপার্থাদ্‌বোধ্যম্ ॥ ৬ ॥

বাহ্যপূজায়াং যন্ত্রমাহ শুভে ইতি। চকারেণাষ্টগন্ধেন বা। অষ্টকোণমষ্টপত্রং চকারাদ্ভূপুরমপি বিলিখেদিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

নবাক্ষরমন্ত্রস্যেতি দেব্যগ্রপত্রমারভ্যাষ্টপত্রেষষ্টাবক্ষরাণি লিখিত্বা নবমমক্ষরং মধ্যে কর্ণিকায়াং দেব্যগ্রে লিখেদিত্যর্থঃ। কৃত্বেতি প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণেত্যর্থঃ। বেদোক্তাং বেদমন্ত্রেণ বেত্যর্থঃ। তত্র মধ্যে আধারশক্ত্যাদিপীঠমন্ত্রান্তং সংপূজ্য দেবীমাবাহ্য তাং মূলমন্ত্রেণাসনাদ্যুপচারৈঃ পূজয়িত্বা ষট্‌কোণেষু ষড়ঙ্গানি মন্ত্রস্য পূজয়েৎ। তত্র ক্রমস্তু শারদায়ামুক্তঃ। অগ্নিনৈঋ‌ত্যবায়ব্যমধ্যে দিক্ষ্বঙ্গপূজনমিতি নবস্বক্ষরেষু শৈলপুত্র্যাদ্যা নবদুর্গাঃ পূজয়েৎ। ভূপুরেম্বিন্দ্রাদীন্ বজ্রাদীংশ্চ পূজয়েদিতি যন্ত্রপূজাপ্রকারঃ ॥ ৮ ॥

তাহার পর স্বশক্তি অনুসারে পূজা-দ্রব্য সংগ্রহ পূর্ব্বক যথাযোগ্য স্থানে সংস্থাপন করিয়া প্রাণায়াম করত ভূতশুদ্ধি হইতে মাতৃকান্যাস পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিবে ॥ ৫ ॥ অনন্তর, মাস তিথি ইত্যাদির উল্লেখ পূর্ব্বক সংকল্প করিয়া যথাবিধি মাতৃকা ন্যাসাদি মন্ত্র ন্যাস পর্য্যন্ত করিবে ; পরে নিজ দেহে পীঠ কল্পনা করিয়া অন্তর্যাগ করিয়া বাহ্য পূজা করিবে ; তাহার পর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করত পূজার সামগ্রী সকল অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা অথবা ফট্‌কার দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া বিধি অনুসারে উৎসর্গ করিবে ॥ ৬ ॥ পরে তাম্রময় শুভ পাত্রে শ্বেতচন্দন অথবা অষ্টবিধ গন্ধ দ্বারা ষট্‌কোণ যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তাহার বাহিরে অষ্টপত্র এবং ভূপুর যন্ত্রও লিখিত করিবে ॥ ৭ ॥ তাহার প্রত্যেক দলে নবাক্ষর মন্ত্রের এক একটী বীজ অক্ষর লিখিয়া নবম অক্ষরটি কর্ণিকামধ্যে লিখিবে। তাহার পর প্রাণপ্রতিষ্ঠার মন্ত্রদ্বারা অথবা বেদমন্ত্র দ্বারা যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া কর্ণিকা-মধ্যে আধারশক্তি হইতে পীঠমন্ত্র পর্য্যন্ত পূজা করিবে। তাহার পর দেবীকে আবাহন করিয়া মূল মন্ত্র দ্বারা আসনাদি

কৃত্বা বা বিধিবৎ পূজামাগমোক্তাং সমাহিতঃ।
জপেন্নবাক্ষরং মন্ত্রং সততং ধ্যানপূর্ব্বকম্ ॥ ১০ ॥
হোমং দশাংশতঃ কুর্য্যাদ্দশাংশেন চ তর্পণম্।
ভোজনং ব্রাহ্মণানাঞ্চ তদ্দশাংশেন কারয়েৎ ॥ ১১ ॥
চরিত্রত্রয়পাঠঞ্চ নিত্যং কুর্য্যাদ্বিসর্জ্জয়েৎ।
নবরাত্রব্রতঞ্চৈব বিধেয়ং বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১২ ॥
আশ্বিনে চ তথা চৈত্রে শুক্লে পক্ষে নরাধিপ!।
নবরাত্রোপবাসো বৈ কর্ত্তব্যঃ শুভমিচ্ছতা ॥ ১৩ ॥

যন্ত্রাভাবে প্রতিমাং বা ভগবত্যা ধাতুনির্ম্মিতাং কুর্য্যাদিত্যাহ অর্চ্চাং বেতি। প্রতিমাং বেত্যর্থঃ। ধাতবীং স্থবর্ণাদিধাতুনির্ম্মিতাং শিবোদিতৈঃ যামলাদিতন্ত্রোক্তৈঃ। তে চ মন্ত্রাঃ প্রপঞ্চসারবিবরণে স্পষ্টাঃ। মূলমন্ত্রেণ বা পূজা কর্ত্তব্যা। পূজামুপসংহরতি পূজনমিতি ॥ ৯ ॥

কৃত্বা বেতি। বা শব্দেন বৈদিকমন্ত্রৈর্বা পূজাং কৃত্বেত্যর্থঃ। জপেদিতি পূজনান্তরং ঋষ্যাদিন্যাসপূর্ব্বকং ধ্যাত্বা জপেদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

তত্র জপো দ্বিবিধঃ। নিত্যঃ পৌরশ্চরণিকশ্চেতি। তত্র নিত্যজপে নিত্যহোমবিধিস্তন্ত্রান্তরোক্ত উপসংহর্ত্তব্যঃ। নৈমিত্তিকে তু পুরশ্চরণে দশাংশমিত্যাহ হোমদশাংশত ইতি। হোমদ্রব্যন্তু তত্তৎকল্পোক্তমেব ॥ ১১ ॥

ইত্থং জপং সমাপ্য দেব্যগ্রে চরিত্রত্রয়পাঠং কুর্য্যাদিত্যাহ চরিত্রত্রয়মিতি। পাঠে চরিত্রত্রয়ন্তু যদ্যপি দেবীভাগবতেঽস্মিন্ স্কন্ধে চরিত্রদ্বয়ং প্রথমস্কন্ধে প্রথমচরিত্রমস্তি তথা বামনপুরাণেঽপ্যস্তি তথাপি মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্তমেব সংক্ষিপ্তত্বাৎ গ্রাহ্যম্। স চ পাঠো নিত্যঃ। ততঃ পাঠানন্তরং দেবীং বিসর্জ্জয়েদিত্যর্থঃ। অথাবশ্যং কর্ত্তব্যং নিত্যং নবরাত্রব্রতমাহ নবরাত্রব্রতঞ্চৈবেতি ॥ ১২ ॥

তৎকালমাহ আশ্বিনে ইতি ॥ ১৩ ॥

যথাযোগ্য উপচারে অর্চ্চনা করিয়া ষট্‌কোণে ষড়ঙ্গ পূজা এবং ভূপুরে ইন্দ্রাদি ও বজ্রাদির পূজা করত যন্ত্রপূজা সমাপন করিবে ॥ ৮ ॥ মহারাজ! পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রের অভাবে ভগবতীর ধাতুময়ী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া শিবোক্ত তন্ত্র বিহিত পূজা মন্ত্র দ্বারা যন্ত্র সহকারে তাঁহার পূজা করিবে ॥ ৯ ॥ অথবা বৈদিক মন্ত্র দ্বারা সমাহিত চিত্তে তাঁহার যথাবিধি পূজা করিয়া তদনন্তর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া নবাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে ॥ ১০ ॥ জপ দুই প্রকার নিত্য ও পৌরশ্চরণিক; নিত্য জপের নিত্য হোম হইয়া থাকে, আর নৈমিত্তিক পুরশ্চরণ জপের দশাংশ হোম, হোমের দশাংশ অভিষেক, অভিষেকের দশাংশ তর্পণ ও তর্পণের দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয় ॥ ১১ ॥ মহারাজ! এইরূপে জপ সমাপন পূর্ব্বক নিত্যই দেবীর চরিত্রত্রয় মূলক চণ্ডীপাঠ করিয়া তদনন্তর দেবীকে বিসর্জ্জন করিবে। নরনাথ! মানবগণের শাস্ত্রবিধি অনুসারে নবরাত্র ব্রত করা অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ১২ ॥ যাহারা মঙ্গল কামনা করেন তাঁহাদের আশ্বিন এবং চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষে নবরাত্র ব্রতের উপবাস

হোমঃ সুবিপুলঃ কার্য্যো জপ্যমন্ত্রৈঃ সুপায়সৈঃ।
শর্করাঘৃতমিশ্রৈশ্চ মধুযুক্তৈঃ সুসংস্কৃতৈঃ॥ ১৪॥
ছাগমাংসেন বা কার্য্যো বিল্বপত্রৈস্তথা শুভৈঃ।
হয়ারিকুসুমৈ রক্তৈস্তিলৈর্ব্বা শর্করাযুতৈঃ॥ ১৫॥
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাঞ্চ বিশেষতঃ।
কর্ত্তব্যং পূজনং দেব্যা ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনম্॥ ১৬॥
নির্ধনো ধনমাপ্নোতি রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যতে।
অপুত্রো লভতে পুত্রাঞ্শুভাংশ্চ বশবর্ত্তিনঃ॥ ১৭॥
রাজ্যভ্রষ্টো নৃপো রাজ্যং প্রাপ্নোতি সার্ব্বভৌমিকম্।
শত্রুভিঃ পীড়িতো হন্তি রিপূনার্য্যাপ্রসাদতঃ॥ ১৮॥
বিদ্যার্থী পূজনং যস্তু করোতি নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
অনবদ্যাং শুভাং বিদ্যাং বিন্দতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৯॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা ভক্তিসংযুতঃ।
পূজয়েজ্জগতাং ধাত্রীং স সর্ব্বসুখভাগ্‌ভবেৎ॥ ২০॥

জপ্যমন্ত্রৈর্যস্ত মন্ত্রস্ত জপঃ ক্রিয়তে তন্মন্ত্রৈঃ। অনেকমন্ত্রাপেক্ষয়া বহুবচনম্। সুসংস্কৃতৈরিত্যন্তমেকমেব পায়সং দ্রব্যম্। আহুতিবাহুল্যাপেক্ষয়া বহুবচনম্॥ ১৪॥
ছাগমাংসেন বেতি। ইদং ক্ষত্রিয়পরম্। কালিকাপুরাণাদিষু বৈদিকস্ত ব্রাহ্মণস্ত তত্রাধিকারাযুক্তত্বাৎ॥ ১৫॥
অষ্টম্যাদিতিথিষু তু বিশেষপূজাপি নিয়মেন কর্ত্তব্যেত্যাহ অষ্টম্যামিতি॥ ১৬—২২॥

করা নিতান্ত বিধেয়॥ ১৩॥ যে মন্ত্র জপ করিবে সেই মন্ত্র দ্বারা সুসংস্কৃত পায়সে ঘৃত, মধু ও শর্করা মিশ্রিত করিয়া বহুসংখ্য হোম করা কর্ত্তব্য॥ ১৪॥ অথবা ছাগ মাংস কিংবা পবিত্র বিল্বপত্র, রক্ত করবীর পুষ্প অথবা শর্করা মিশ্রিত তিল দ্বারা হোম করিবে॥ ১৫॥ প্রতি তিথিতেই পূজার-বিধি ব্যবস্থা থাকিলেও অষ্টমী, নবমী, ও চতুর্দ্দশীতে দেবীর পূজা করিয়া বিপ্রগণকে ভোজন করান কর্ত্তব্য॥১৬॥ নরনাথ! এইরূপে মহাদেবীর পূজা করিলে নির্ধন মানব ধন লাভ করে, রোগী রোগ হইতে মুক্ত হয় এবং অপুত্র ব্যক্তি বশবর্ত্তী ও গুণবান্ পুত্র সকল লাভ করিয়া থাকে॥ ১৭॥ রাজা রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া দেবীর পূজা করিলে সার্ব্বভৌম রাজ্য প্রাপ্ত হয় এবং পূর্ব্বে যে সকল শত্রুর নিকট পরাভূত হইয়াছিল, মহামায়ার প্রসাদে তাহাদিগকেও সংহার করিতে পারে॥ ১৮॥ বিদ্যাভিলাষী ব্যক্তিগণ যদি ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া তাঁহার পূজা করে, তবে অনবিদ্যা মঙ্গলপ্রদা বিদ্যা লাভ করিতে পারে তাহাতে সংশয় নাই॥ ১৯॥ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র, যে কেহই হউক ভক্তিপরায়ণ হইয়া

নবরাত্রব্রতং কুর্য্যান্নরনারীগণশ্চ যঃ।
বাঞ্ছিতং ফলমাপ্নোতি সর্ব্বদা ভক্তিতৎপরঃ ॥ ২১ ॥
আশ্বিনে শুক্লপক্ষে তু নবরাত্রব্রতং শুভম্।
করোতি ভাবসংযুক্তঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ২২ ॥
বিধিবন্মণ্ডলং কৃত্বা পূজাস্থানং প্রকল্পয়েৎ।
কলশং স্থাপয়েত্তত্র বেদমন্ত্রবিধানতঃ ॥ ২৩ ॥
যন্ত্রং সুরুচিরং কৃত্বা স্থাপয়েৎ কলশোপরি।
বাপয়িত্বা যবাংশ্চারূন্ পার্শ্বতঃ পরিবর্ত্তিতান্ ॥ ২৪ ॥
কুশোপরি বিতানঞ্চ পুষ্পমালাসমাবৃতম্।
ধূপদীপসুসংযুক্তং কর্ত্তব্যং চণ্ডিকাগৃহম্ ॥ ২৫ ॥
ত্রিকালং তত্র কর্ত্তব্যা পূজা শক্ত্যনুসারতঃ।
বিত্তশাঠ্যং ন কর্ত্তব্যং চণ্ডিকায়াশ্চ পূজনে ॥ ২৬ ॥
ধূপৈর্দীপৈঃ সুনৈবেদ্যৈঃ ফলপুষ্পৈরনেকশঃ।
গীতবাদ্যৈঃ স্তোত্রপাঠৈর্বেদপারায়ণৈস্তথা ॥ ২৭ ॥

নবরাত্রবিধিমাহ বিধিবদিতি। মণ্ডলং ক্ষেত্রমৃত্তিকয়া চতুরস্রমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥
যন্ত্রং পূর্ব্বোক্তং পার্শ্বতঃ কলশস্য সমন্ততো মূলমন্ত্রেণ যবান্ বিকিরেদিত্যর্থঃ ॥ ২৪—২৭ ॥

জগদ্ধাত্রীর অর্চ্চনা করিলে সমস্ত সুখের অধিকারী হইতে পারে॥ ২০ ॥ নিয়ত ভক্তিতৎপর হইয়া নর বা নারীগণের মধ্যে যে কেহ নবরাত্র ব্রত করেন, তিনি আপনার অভিলষিত লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥ যিনি আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে তদ্গত চিত্ত হইয়া পবিত্র নবরাত্র ব্রত করেন, তিনি সমস্ত কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হয়েন ॥ ২২ ॥ মহারাজ! এক্ষণে নবরাত্র ব্রতের বিধি কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। যথাবিধি অনুসারে চতুরস্র মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া পূজা স্থান রচনা করিবে তৎপরে বেদের মন্ত্রও বিধানমতে তাহার উপর কলশ স্থাপন করিবে ॥ ২৩ ॥ পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে সুন্দর যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি কলশ রাখিবে এবং কলশের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া সুচারু যব সকল বিকীর্ণ করিবে ॥ ২৪ ॥ পূজা স্থানের উপরিভাগ চন্দ্রাতপ এবং পুষ্পমালা দ্বারা সুশোভিত করিয়া চণ্ডিকার গৃহমধ্যে ধূপ ও দীপ প্রদান করিবে ॥ ২৫ ॥ মহারাজ! নিজ শক্তি অনুসারে সেই পূজাগৃহে ভগবতী দেবীর প্রাতঃকালে মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যাকালে পূজা করা বিধেয়, ফলত কোনও রূপে বিত্তের শঠতা বা কৃপণতা করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ২৬ ॥ তথায় ধূপ, দীপ, মনোহর নৈবেদ্য, পুষ্প এবং নানাবিধ ফল উপহার দিয়া তাঁহার পূজা সম্পাদন করিবে; বিশেষত স্তোত্র পাঠ, বেদপারায়ণ, গীতবাদ্য এবং নানাবিধ বাদিত্র দ্বারা উৎসব করা বিধেয়। অধিকন্ত চন্দন,

উৎসবস্তত্র কর্ত্তব্যো নানাবাদিত্রসংযুতৈঃ।
কন্যকানাং পূজনঞ্চ বিধেয়ং বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৮ ॥
চন্দনৈর্ভূষণৈর্বস্ত্রৈর্ভক্ষ্যৈশ্চ বিবিধৈস্তথা।
সুগন্ধতৈলমাল্যৈশ্চ মনসো রুচিকারকৈঃ ॥ ২৯ ॥
এবং সম্পূজনং কৃত্বা হোমং মন্ত্রবিধানতঃ।
অষ্টম্যাং বা নবম্যাং বা কারয়েদ্বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৩০ ॥
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাৎ পারণং দশমীদিনে।
কর্ত্তব্যং শক্তিতো দানং দেয়ং ভক্তিপরৈর্নৃপৈঃ ॥ ৩১ ॥
এবং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা নবরাত্রব্রতং নরঃ।
নারী বা সধবা ভক্ত্যা বিধবা বা পতিব্রতা ॥ ৩২ ॥
ইহ লোকে সুখং ভোগান্ প্রাপ্নোতি মনসেপ্সিতান্।
দেহান্তে পরমং স্থানং প্রাপ্নোতি ব্রততৎপরঃ ॥ ৩৩ ॥
জন্মান্তরেঽম্বিকাভক্তির্ভবত্যব্যভিচারিণী।
জন্মোত্তমকুলে প্রাপ্য সদাচারো ভবেদ্ধি সঃ ॥ ৩৪ ॥
নবরাত্রব্রতং প্রোক্তং ব্রতানামুত্তমং ব্রতম্।
আরাধনং শিবায়াস্তু সর্ব্বসৌখ্যকরং পরম্ ॥ ৩৫ ॥

কন্যকাবিধিস্তন্মন্ত্রাশ্চ তৃতীয়স্কন্ধে উক্তাঃ ॥ ২৮—২৯ ॥
হোমং পূর্ব্বোক্তদ্রব্যৈঃ ॥ ৩০—৩২ ॥

ভূষণ, বস্ত্র, নানাবিধ খাদ্য, সুগন্ধি তৈল এবং মনোহর মাল্য দ্বারা যথাবিধি কুমারী দিগের পূজা করা বিধেয় ॥ ২৭—২৯ ॥ এইরূপে তাঁহার পূজা কার্য্য সম্পাদন করিয়া অষ্টমী বা নবমী তিথিতে পূর্ব্বোক্ত হোমদ্রব্য দ্বারা মন্ত্র বিধানমতে হোম করাইবে ॥ ৩০ ॥ অবশেষে বিধি পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া দশমীর দিনে স্বয়ং পারণ করিবে পরে ভক্তিপর হইয়া স্বশক্তি অনুসারে দ্বিজগণকে বিবিধ বস্তু দান করিবে ॥ ৩১ ॥

মহারাজ! এইরূপে ভক্তিসহকারে যে কোন পুরুষ অথবা যে কোন পতিব্রতা সধবা বা বিধবা নারী উক্ত বিধি অনুসারে নবরাত্র ব্রত অনুষ্ঠান করে তাহারা ইহলোকে মনের অভিলষিত ভোগ্যবস্তু সকল ভোগ করিয়া অসীম সুখ লাভ করিয়া থাকে এবং দেহের অবসান হইলে পরম স্থান প্রাপ্ত হয় ॥ ৩২—৩৩ ॥ আর যদি কোনও কারণ বশত জন্মগ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে জন্মান্তরে সেই নর উত্তম কুলে জন্মলাভ করিয়া সদাচার সম্পন্ন হয়েন এবং অম্বিকার প্রতি তাহার অচলা ভক্তি হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ মহারাজ! আমি আপনাকে এই নবরাত্র ব্রতের বিধি বলিলাম, ইহা সকল ব্রত অপেক্ষা উত্তম; ইহাতে

অনেন বিধিনা রাজন্! সমারাধয় চণ্ডিকাম্।
জিত্বা রিপূনখণ্ডিতং রাজ্যং প্রাপ্স্যস্যনুত্তমম্ ॥ ৩৬ ॥
সুখঞ্চ পরমং ভূপ! দেহেঽস্মিন্ স্বগৃহে পুনঃ।
পুত্রদারান্ সমাসাদ্য লপ্স্যসে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
বৈশ্যোত্তম! ত্বমেবাদ্য সমারাধয় কামদাম্।
দেবীং বিশ্বেশ্বরীং মায়াং সৃষ্টিসংহারকারিণীম্ ॥ ৩৮ ॥
স্বজনানাঞ্চ মান্যস্ত্বং ভবিষ্যসি গৃহে গতঃ।
সুখং সাংসারিকং প্রাপ্য যথাভিলষিতং পুনঃ ॥ ৩৯ ॥
দেবীলোকে শুভে বাসো ভবিতা তে ন সংশয়ঃ।
নারাধিতা ভগবতী যৈস্তে নরকভাগিনঃ ॥ ৪০ ॥
ইহ লোকেঽতিদুঃখার্ত্তা নানারোগৈঃ প্রপীড়িতাঃ।
ভবন্তি মানবা রাজন্! শত্রুভিশ্চ পরাজিতাঃ ॥ ৪১ ॥
নিষ্কলত্রা হ্যপুত্রাশ্চ তৃষ্ণার্ত্তাঃ স্তব্ধবুদ্ধয়ঃ।
বিল্বীদলৈঃ করবীরৈঃ শতপত্রৈশ্চ চম্পকৈঃ ॥ ৪২ ॥

পরমং স্থানং মণিদ্বীপং দেবীলোকম্ ॥ ৩৩—৩৯ ॥

মহামায়া শিবার আরাধনা বশত পরম সুখ লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ রাজন্! আপনি এই বিধি অনুসারে চণ্ডিকার সর্ব্বতোভাবে আরাধনা করুন, তাহা হইলে তাঁহার প্রসাদে সমস্ত শত্রুবর্গ পরাজয় করিয়া অখণ্ডিত অত্যুত্তম রাজ্যপ্রাপ্ত হইবেন এবং স্বীয় আলয়ে পুত্র ও দারার সহিত মিলিত হইয়া এই দেহেই পুনরায় পরম সুখ লাভ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই ॥ ৩৭ ॥

বৈশ্যবর! যিনি ইচ্ছা মাত্রে সৃষ্টি ও সংহার করিতেছেন, যাঁহার অর্চ্চনা করিলে সমস্ত অভিলাষ পূর্ণ হয়, তুমিও সেই বিশ্বেশ্বরী মহামায়ার আরাধনা কর ॥ ৩৮ ॥ তাহা হইলে তুমি গৃহে গমন করিয়া অভিলষিত সাংসারিক সুখ সকল প্রাপ্ত হইয়া আত্মীয় স্বজনদিগের মান্য হইবে এবং অবশেষে মৃত্যুর পর পবিত্র দেবীলোকে বাস স্থান প্রাপ্ত হইবে সংশয় নাই। কারণ, যাহারা ভগবতীর আরাধনা করে না, তাহারাই নরকে গমন করে, অধিকন্তু ইহ-লোকে নানাবিধ রোগে বারংবার পীড়িত হইয়া নিরন্তর ক্লেশ ভোগ করিতে থাকে। দেবী-পূজায় বিরত মানবেরাই শত্রু সন্নিধানে পরাভূত; স্ত্রী পুত্র বিহীন; জড়বুদ্ধি এবং তৃষ্ণায় কাতর হইয়া ক্লেশ ভোগ করে। আর যাহারা বিল্বদল, করবীর, শতপত্র ও চম্পককুসুম দ্বারা জগদ্ধাত্রীর অর্চ্চনা করে, সেই পুণ্যবান্ দেবীভক্তিপরায়ণ মানবেরাই সাতিশয় বিলাসী

অর্চ্চিতা জগতাং ধাত্রী যৈস্তেঽত্তীববিলাসিনঃ ।
ভবন্তি কৃতপুণ্যাস্তে শক্তিভক্তিপরায়ণাঃ ॥ ৪৩ ॥
ধনবিভবসুখাঢ্যা মানবা মানবন্তঃ
সকলগুণগণানাং ভাজনং ভারতীশাঃ ।
নিগমপঠিতমন্ত্রৈঃ পূজিতা যৈর্ভবানী
নৃপতিতিলকমুখ্যাস্তে ভবন্তীহ লোকে ॥ ৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে পূজাবিধিবর্ণনং নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

দেবীলোকে মণিদ্বীপে ॥ ৪০—৪৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে পঞ্চমস্কন্ধে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

হইয়া থাকে ॥ ৩৯—৪৩ ॥ মহারাজ ! অধিক আর কি বলিব, যাঁহারা নিগম শাস্ত্রের অনু-মোদিত মন্ত্র দ্বারা ভবানীর পূজা করিয়াছে, সেই সকল মানবেরাই ইহলোকে ধন ও বিভব সুখে পরিপূর্ণ হইয়া সংসারে সম্মান ভাজন হয়েন, ফলত তাঁহারা সমস্ত গুণগ্রামের একমাত্র আশ্রয় হইয়া ইহলোকে নৃপবরগণের অগ্রগণ্য হইয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে ভগবতীর পূজাবিধি বর্ণন নামক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা দুঃখিতৌ বৈশ্যপার্থিবৌ।
প্রণিপত্য মুনিং প্রীত্যা প্রশ্রয়াবনতৌ ভৃশম্ ॥ ১ ॥
হর্ষেণোৎফুল্লনয়নাবূচতুর্বাক্যকোবিদৌ।
কৃতাঞ্জলিপুটৌ শান্তৌ ভক্তিপ্রবণচেতসৌ ॥ ২ ॥
ভগবন্! পাবিতাবদ্য শান্তৌ দীনৌ শুচান্বিতৌ।
তব সূক্তসরস্বত্যা গঙ্গয়েব ভগীরথঃ ॥ ৩ ॥
সাধবঃ সন্তবন্তীহ পরোপকৃতিতৎপরাঃ।
অকৃত্রিমগুণারামাঃ সুখদাঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ৪ ॥
পূর্ব্বপুণ্যপ্রসঙ্গেন প্রাপ্তোঽয়মাশ্রমঃ শুভঃ।
তবাবাভ্যাং মহাভাগ! মহাদুঃখবিনাশকঃ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈশ্চতুঃপঞ্চাশৎপদ্যৈরথ ভূপতিঃ।
বৈশ্যশ্চ দেব্যাঃ প্রত্যক্ষং দর্শনং প্রাপতুর্শম্ ॥

দেবীপূজাবিধিং রাজা বৈশ্যশ্চ শ্রুত্বা মন্ত্রোপদেশার্থমুভৌ প্রার্থয়েতে ইত্যাহ ইতি তস্যেতি ॥ ১—৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রাজা সুরথ এবং বৈশ্যবর সমাধি সাতিশয় মনোদুঃখে কাল অতিবাহিত করিতেছিলেন, কিন্তু এক্ষণে মুনির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই প্রীত হইলেন এবং অত্যন্ত বিনয়সহকারে মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ॥১॥ তৎকালে তাঁহাদের অন্তঃকরণ ভক্তিরসে অভিষিক্ত এবং নয়নযুগল হর্ষভরে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; তখন বাক্যবিশারদ শান্তস্বভাব বৈশ্য এবং রাজা উভয়েই কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ ভগবন্! আমরা দীন ও শোকান্বিত হইয়া প্রশান্তভাবে আপনার আশ্রমে ছিলাম কিন্তু ভগীরথ যেমন গঙ্গা দ্বারা দেশ পবিত্র করিয়াছিলেন, সেইরূপ আজ আপনিও আমাদিগকে পরম-পাবন বাক্যাবলি দ্বারা পবিত্র করিলেন ॥ ৩ ॥ অকৃত্রিম গুণগ্রামে বিভূষিত সাধু সকল পরের উপকারে নিরত হইয়া সমস্ত দেহিগণের যাহাতে সুখ সম্পাদন হয়, তাহাই করিয়া থাকেন ॥ ৪ ॥ মহাভাগ! আমরা নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্যবশত আপনার এই পবিত্র আশ্রম প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং সেই জন্যই আজ

ভবন্তি মানবা ভূমৌ বহবঃ স্বার্থতৎপরাঃ।
পরার্থসাধনে দক্ষাঃ কেচিৎ কাপি ভবাদৃশাঃ ॥ ৬ ॥
দুঃখিতোঽহং মুনিশ্রেষ্ঠ! বৈশ্যোঽয়ং চাতিদুঃখিতঃ।
উভৌ সংসারসন্তপ্তৌ তবাশ্রমপদে মুদা ॥ ৭ ॥
দর্শনাদেব হে বিদ্বন্! গতং দুঃখমিহাবয়োঃ।
দেহজং মানসং বাক্যশ্রবণাদেব সাম্প্রতম্ ॥ ৮ ॥
ধন্যাবাবাং কৃতকৃত্যৌ জাতৌ সূক্তিসুধারসাৎ।
পাবিতৌ ভবতা ব্রহ্মন্! কৃপয়া করুণার্ণব! ॥ ৯ ॥
গৃহাণাস্মৎকরৌ সাধো! নয় পারং ভবার্ণবে।
মগ্নৌ শ্রান্তাবিতি জ্ঞাত্বা মন্ত্রদানেন সাম্প্রতম্ ॥ ১০ ॥
তপঃ কৃত্বাতিবিপুলং সমারাধ্য সুখপ্রদাম্।
সম্প্রাপ্য দর্শনং ভূয়ো যাস্যাবো নিজমন্দিরম্ ॥ ১১ ॥
বদনাত্তব সংপ্রাপ্য দেবীমন্ত্রং নবাক্ষরম্।
স্মরণঞ্চ করিষ্যাবো নিরাহারৌ ধৃতব্রতৌ ॥ ১২ ॥

ভবার্ণবে মগ্নাবিত্যর্থঃ। মন্ত্রদানেন পারং নয়েত্যন্বয়ঃ ॥ ১০ ॥

আমাদিগের নিরতিশয় ক্লেশের অবসান হইল ॥ ৫ ॥ এই ভূমণ্ডলে স্বার্থসাধনে তৎপর বহুতর মানবই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, কিন্তু পরের হিতসাধন করিতে সমর্থ এরূপ ভবাদৃশ ব্যক্তি কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ৬ ॥ মুনিবর! আমি ত দুঃখী, আবার আমা অপেক্ষাও এই বৈশ্য অধিকতর দুঃখী; আমরা উভয়েই সংসার সন্তাপে তাপিত হইয়া শান্তিলাভ জন্য প্রফুল্ল মানসে আপনার আশ্রমে আগমন করিয়াছি এবং এই স্থানে আসিয়া আপনার দর্শনলাভ মাত্রই আমাদিগের দৈহিক দুঃখ বিদূরিত হইয়াছিল, কিন্তু অধুনা আপনার মনোহর বাক্য শ্রবণে আমাদের মানসিক সমস্ত ক্লেশও অন্তর্হিত হইল ॥৭-৮॥ ব্রহ্মন্! আপনার সুধাসদৃশ বাক্যরসে অভিষিক্ত হইয়া আমরা ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইলাম; হে করুণাসাগর! অধিক আর কি বলিব, আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে আজ পবিত্র করিলেন ॥৯॥ সাধো! আমরা ভবসাগরে নিমগ্ন হইয়া অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছি আপনি ইহা বিদিত হইয়া অধুনা মন্ত্রদান করত আমাদিগের কর ধারণ পূর্ব্বক সংসার সাগরের পরপারে লইয়া চলুন ॥ ১০ ॥ মুনিবর! অগ্রে আমরা অতীব বিপুল তপস্যা করিয়া সুখদাত্রী ভগবতীর আরাধনা করিব, পরে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া তদনন্তর স্বীয় আলয়ে গমন করিব ॥ ১১ ॥ এক্ষণে আপনার বদনমণ্ডল হইতে দেবীর নবাক্ষর মন্ত্র লাভ করিয়া নবরাত্র ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক নিরাহার থাকিয়া উঁহার স্মরণ করিব ॥ ১২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি সঞ্চোদিতস্তাভ্যাং সুমেধা মুনিসত্তমঃ।
দদৌ মন্ত্রং শুভং তাভ্যাং ধ্যানবীজপুরঃসরম্ ॥ ১৩ ॥
তৌ চ প্রাপ্য মুনের্মন্ত্রং সংমন্ত্র্য গুরুদৈবতৌ।
জগ্মতুর্বৈশ্যরাজানৌ নদীতীরমনুত্তমম্ ॥ ১৪ ॥
একান্তে বিজনে স্থানে কৃত্বাসনপরিগ্রহম্।
উপবিষ্টৌ স্থিরপ্রজ্ঞৌ তাবতীবকৃশোদরৌ ॥ ১৫ ॥
মন্ত্রজাপ্যরতৌ শান্তৌ চরিত্রত্রয়পাঠকৌ।
নিন্যতুর্মাসমেকন্তু তত্র ধ্যানপরায়ণৌ ॥ ১৬ ॥
তয়োর্মাসব্রতেনৈব জাতা প্রীতিরনুত্তমা।
পাদাম্বুজে ভবান্যাস্তু স্থিরা বুদ্ধিস্তথাপ্যলম্ ॥ ১৭ ॥
কদাচিৎ পাদয়োর্গত্বা মুনেস্তস্য মহাত্মনঃ।
কৃতপ্রণামাবাগত্য তস্থতুশ্চ কুশাসনে ॥ ১৮ ॥
নান্যকার্য্যপরৌ ক্বাপি বভূবতুঃ কদাচন।
দেবীধ্যানপরৌ নিত্যং জপমন্ত্ররতৌ সদা ॥ ১৯ ॥

মন্ত্রং গৃহীত্বা কিং করিষ্যত ইতি চেত্তত্রাহ। তপঃ কৃত্বেতি সুখপ্রদাং ভগবতীং সমারাধ্যেত্যর্থঃ। ততো দর্শনং তস্যাঃ প্রাপ্য নিজমন্দিরং যাস্যাব ইত্যর্থঃ ॥ ১১—১৩ ॥

গুরুদৈবতৌ মন্ত্রস্য ঋষিচ্ছন্দো দৈবতং বীজশক্তয়শ্চার্থাৎ প্রাপ্যেত্যর্থঃ। অনন্তরং মুনিং সংমন্ত্র্য তদনুজ্ঞাং গৃহীত্বা জগ্মতুরিত্যন্বয়ঃ ॥ ১৪—১৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! বৈশ্য এবং রাজা এইরূপ প্রার্থনা করিলে পর মুনিসত্তম সুমেধা তাহাদিগকে ধ্যান ও বীজ সহিত সেই মঙ্গলদায়ক মন্ত্র প্রদান করিলেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর, সেই বৈশ্য ও রাজা মুনির নিকট মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ, বীজ, শক্তি ও দেবতা প্রাপ্ত হইয়া তৎপরে গুরুকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া পবিত্র নদীতীরে গমন করিলেন ॥১৪॥ অতিশয় কৃশোদর স্থিরবুদ্ধি বৈশ্য এবং রাজা তথায় একান্তে বিজন স্থানে আসন পরিগ্রহ করিয়া তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ১৫ ॥ সেই শান্তচিত্ত বৈশ্য ও রাজা দেবীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া তাঁহার মন্ত্র জপ ও চরিত্র ত্রয় পাঠ করিতে করিতে সেই স্থানে এক মাস অতিবাহিত করিলেন ॥১৬॥ এই একমাস মাত্র ব্রত অনুষ্ঠানেই তাহাদের ভবানীর চরণকমলে অতিশয় অনুরাগ জন্মিল অধিকন্তু তাঁহাদের মতি অতিশয় সুস্থির হইল ॥ ১৭ ॥ তাহারা এই সময় অন্য কোন কার্য্যে রত হইতেন না, কেবল প্রতি দিন এক একবার মহাত্মা মুনিবরের পদপঙ্কজ সন্নিধানে গমন ও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নিজ নিজ কুশাসনে

এবং জাতে তদা পূর্ণে তত্র সংবৎসরে নৃপ ! ।
বভূবতুঃ ফলাহারং ত্যক্ত্বা পর্ণাশনৌ নৃপ ! ॥ ২০ ॥
বর্ষমেকং তপস্তত্র চক্রতুর্বৈশ্যপার্থিবৌ ।
শুষ্কপর্ণাশনৌ দান্তৌ জপধ্যানপরায়ণৌ ॥ ২১ ॥
পূর্ণে বর্ষদ্বয়ে জাতে কদাচিদ্দর্শনঞ্চ তৌ ।
প্রাপতুঃ স্বপ্নমধ্যে তু ভগবত্যা মনোহরম্ ॥ ২২ ॥
রক্তাম্বরধরাং দেবীং চারুভূষণভূষিতাম্ ।
কদাচিন্নৃপতিঃ স্বপ্নেঽপ্যপশ্যজ্জগদম্বিকাম্ ॥ ২৩ ॥
বীক্ষ্য স্বপ্নে চ তৌ দেবীং প্রীতিযুক্তৌ বভূবতুঃ ।
জলাহারৈস্তৃতীয়ে তু স্থিতৌ সংবৎসরে তু তৌ ॥ ২৪ ॥
এবং বর্ষত্রয়ং কৃত্বা ততস্তৌ বৈশ্যপার্থিবৌ ।
চক্রতুস্তৌ তদা চিন্তাং চিত্তে দর্শনলালসৌ ॥ ২৫ ॥
প্রত্যক্ষদর্শনং দেব্যা ন প্রাপ্তং শান্তিদং নৃণাম্ ।
দেহত্যাগং করিষ্যাবো দুঃখিতৌ ভৃশমাতুরৌ ॥ ২৬ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা রাজা কুণ্ডং চকার হ ।
ত্রিকোণং সুস্থিরং সৌম্যং হস্তমাত্রপ্রমাণতঃ ॥ ২৭ ॥

দিনমধ্যে শুরোর্দর্শনং প্রাহমিতি নিয়মান্তাবস্মাত্রকাল এব জপধ্যানবিরামো নাস্ত কালে ইত্যভিপ্রায়েণাহ কদাচিদিতি ॥ ১৮—২৪ ॥

উপবিষ্ট হইতেন এবং দেবীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া সর্ব্বদা মন্ত্র জপ কার্য্যে নিরত থাকিতেন ॥ ১৮—১৯ ॥ রাজন্ ! এইরূপে সংবৎসর পূর্ণ হইলে তখন তাঁহারা ফলাহার পরিত্যাগ করিয়া পর্ণ ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২০ ॥ এবং এইরূপে তাহারা উভয়েই জপ ও ধ্যানে নিরত হইয়া শুষ্ক পর্ণ ভক্ষণ করত এক বৎসর কাল তথায় তপস্তা করিলেন ॥ ২১ ॥ মহারাজ ! এই দুই বৎসর পরিপূর্ণ হইলে তাঁহারা কদাচিৎ স্বপ্নযোগে ভগবতীর মনোহর দর্শন লাভ করিলেন ॥২২॥ সেই নরপতি ও বৈশ্য কদাচিৎ মনোহর ভূষণে ভূষিতা রক্তবসনা অম্বিকাদেবীকে স্বপ্নযোগে অবলোকন করিয়া যার পর নাই প্রীতিলাভ করিলেন, অনন্তর তৃতীয় বৎসরে কেবল জলাহার দ্বারা তপস্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২৩—২৪ ॥ এইরূপ তিন-বৎসর তপশ্চর্য্যা করিয়াও যখন প্রত্যক্ষ দর্শন পাইলেন না, তখন বৈশ্য ও ভূপতি দেবীর দর্শন লালসায় মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যাহাতে মানবগণের পরম শ্রেয়োলাভ হয়, আমরা তাঁহার সেই প্রত্যক্ষ দর্শন পাইলাম না, অতএব আমরা নিরতিশয় দুঃখে কাতর হইয়া প্রাণত্যাগ করিব ॥ ২৫—২৬ ॥ রাজা মনে মনে এইরূপ চিন্তা

সংস্থাপ্য পাবকং রাজা তথা বৈশ্যোঽতিভক্তিমান্।
জুহাবাসৌ নিজং মাংসং ছিত্ত্বা ছিত্ত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ২৮ ॥
তথা বৈশ্যোঽপি দীপ্তেঽগ্নৌ স্বমাংসং প্রাক্ষিপত্তদা।
রুধিরেণ বলিঞ্চাস্যৈ দদতুস্তৌ কৃতোদ্যমৌ ॥ ২৯ ॥
তদা ভগবতী দত্ত্বা প্রত্যক্ষং দর্শনং তয়োঃ।
প্রাহ প্রীতিভরোদ্ভ্রান্তৌ দৃষ্ট্বা তৌ দুঃখিতৌ ভৃশম্ ॥ ৩০ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

বরং বরয় ভো রাজন্! যত্তে মনসি বাঞ্ছিতম্।
তুষ্টাহং তপসা তেঽদ্য ভক্তোঽসি ত্বং মতো মম ॥ ৩১ ॥
বৈশ্যং প্রাহ তদা দেবী প্রসন্নাহং মহামতে!।
কিং তেঽভীষ্টং দদাম্যদ্য প্রার্থয়াশু মনোগতম্ ॥ ৩২ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা তামুবাচ মুদান্বিতঃ।
দেহি মেঽদ্য নিজং রাজ্যং হতশত্রুবলং বলাৎ ॥ ৩৩ ॥

দর্শনলালসৌ প্রত্যক্ষদর্শনলালসৌ ॥ ২৫—২৮ ॥

করিয়া একহস্ত পরিমাণ সুন্দর সুদৃঢ় একটি ত্রিকোণ কুণ্ড প্রস্তুত করিলেন ॥ ২৭ ॥ এবং তাহাতে বহ্নি সংস্থাপন করিয়া অতীব ভক্তিসহকারে নিজ গাত্র হইতে পুনঃ পুনঃ মাংস ছেদন করত হোম করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥ তখন বৈশ্যও সেইরূপে বহ্নি সংস্থাপন করিয়া প্রদীপ্ত হুতাশনে স্বীয় মাংস নিক্ষেপ করিতে লাগিল। মহারাজ! এইরূপে তাঁহারা উভয়েই উৎসাহিত হইয়া দেবীকে রুধিরের বলিপ্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥ তখন ভগবতী তাহাদিগকে অতীব দুঃখিত ও ভক্তিরসে উৎদ্ভ্রান্তচিত্ত অবলোকন করিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন প্রদান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

রাজন্! তুমি আমার পরম ভক্ত ও প্রিয়; আমি তোমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি, অতএব তোমার মনে যাহা ইচ্ছা হয় তাহা প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে সেই বরই প্রদান করিতেছি ॥ ৩১ ॥ অনন্তর তিনি বৈশ্যকেও বলিলেন; মহামতে! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, অতএব তোমার মনোগত কি তাহা অবিলম্বে প্রার্থনা কর, আমি তোমায় অভীষ্ট বর এখনি প্রদান করিতেছি ॥ ৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রাজা সুরথ দেবীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন; দেবি! বলপূর্ব্বক শত্রুবল নিহত করিয়া অদ্যই নিজ রাজ্য প্রাপ্ত হই;

তমুবাচ তদা দেবী গচ্ছ রাজন্নিজং গৃহম্।
শত্রবঃ ক্ষীণসত্ত্বাস্তে গমিষ্যন্তি পরাজিতাঃ ॥ ৩৪ ॥
মন্ত্রিণস্তে সমাগম্য তে পতিষ্যন্তি পাদয়োঃ।
কুরু রাজ্যং মহাভাগ! নগরে স্বং যথাসুখম্ ॥ ৩৫ ॥
কৃত্বা রাজ্যং সুবিপুলং বর্ষাণামযুতং নৃপ!।
দেহান্তে জন্ম সম্প্রাপ্য সূর্য্যাচ্চ ভবিতা মনুঃ ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

বৈশ্যস্তামপ্যুবাচেদং কৃতাঞ্জলিপুটঃ শুচিঃ।
ন মে গৃহেণ কার্য্যং বৈ ন পুত্রেণ ধনেন বা ॥ ৩৭ ॥
সর্ব্বং বন্ধকরং মাতঃ! স্বপ্নবন্নশ্বরং স্ফুটম্।
জ্ঞানং মে দেহি বিশদং মোক্ষদং বন্ধনাশনম্ ॥ ৩৮ ॥
অসারেঽস্মিংশ্চ সংসারে মূঢ়া মজ্জন্তি পামরাঃ।
পণ্ডিতাঃ সন্তরন্তীহ তস্মান্নেচ্ছন্তি সংস্থিতিম্ ॥ ৩৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

তদাকর্ণ্য মহামায়া বৈশ্যং প্রাহ পুরঃস্থিতম্।
বৈশ্যবর্য্য! তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪০ ॥

রুধিরেণেতি। অয়ং মাংসহোমো বলিদানং স্বগাত্ররুধিরেণ চেতি দ্বয়ং ব্রাহ্মণাতিরিক্ত-বিষয়মিতি কালিকাপুরাণাদিষু স্পষ্টম্ ॥ ২৯—৩৫ ॥

আমাকে এই বর প্রদান করুন ॥ ৩৩ ॥ তখন দেবী তাঁহাকে বলিলেন, রাজন্! তুমি স্বীয় আলয়ে গমন কর, তোমার শত্রু সকল ক্ষীণবল হইয়া অবশ্যই পরাজিত হইবে ॥৩৪॥ মহাভাগ! তোমার মন্ত্রিগণ সমাগত হইয়া স্বদীয় চরণে নিপতিত হইয়া তোমার বশীভূত হইবে অতএব তুমি স্বীয় নগরে গমন করিয়া সুখে রাজ্য পালন কর ॥ ৩৫ ॥ রাজন্! এইরূপে তুমি অযুত বর্ষ কাল সুবিশাল রাজ্য শাসন করিয়া পরে দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সূর্য্য হইতে জন্মলাভ করিয়া সাবর্ণি নামক মনু হইবে ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সেই পবিত্রস্বভাব বৈশ্যও কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন, দেবি! গৃহ পুত্র বা ধনে আমার কোনও প্রয়োজন নাই ॥ ৩৭ ॥ জননি! গৃহ, ধন ও পুত্র এই সমস্ত সংসারের বন্ধন স্বরূপ এবং স্বপ্নের ন্যায় অতীব নশ্বর; অতএব যাহাতে সংসার বন্ধন ছিন্ন হইয়া মুক্তিলাভ হয়, তাদৃশ বিশদ জ্ঞান আমাকে প্রদান করুন ॥ ৩৮ ॥ জ্ঞান-বিহীন মূঢ় পামরেরাই এই অসার সংসার সাগরে নিমগ্ন হয়, পণ্ডিতেরা কখনই সংসার ইচ্ছা করেন না, অতএব তাঁহারাই ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

ইতি দত্ত্বা বরং তাভ্যাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৪১ ॥
অদর্শনং গতায়াস্তু রাজা তং মুনিসত্তমম্ ।
প্রণম্য হয়মারুহ্য গমনায় মনো দধে ॥ ৪২ ॥
তদৈব তস্য সচিবাস্তত্রাগত্য নৃপং প্রজাঃ ।
প্রণেমুর্বিনয়োপেতাস্তস্থুঃ প্রাঞ্জলিস্থিতাঃ ॥ ৪৩ ॥
রাজংস্তে শত্রবঃ সর্ব্বে পাপাচ্চ নিহতা রণে ।
রাজ্যং নিষ্কণ্টকং ভূপ ! কুরুষ্ব পুরমাস্থিতঃ ॥ ৪৪ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা নত্বা তং মুনিসত্তমম্ ।
আপৃচ্ছ্য নির্যয়ৌ তত্র মন্ত্রিভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৪৫ ॥
সংপ্রাপ্য চ নিজং রাজ্যং দারান্ স্বজনবান্ধবান্ ।
বুভুজে পৃথিবীং সর্ব্বাং ততঃ সাগরমেখলাম্ ॥ ৪৬ ॥
বৈশ্যোঽপি জ্ঞানমাসাদ্য মুক্তসঙ্গঃ সমস্ততঃ ।
কালাতিবাহনং তত্র মুক্তবন্ধশ্চকার হ ।
তীর্থেষু বিচরন্ গায়ন্ ভগবত্যা গুণানথ ॥ ৪৭ ॥

সূর্য্যাজ্জন্ম সম্প্রাপ্য সাবর্ণির্মনুর্ভবিতেত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৪৩ ॥
নিহতা রণে ইতি । অস্মাভির্যুদ্ধং কৃত্বা তে রণে নিহতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহামায়া সম্মুখস্থিত বৈশ্যকে বলিলেন, বৈশ্যবর ! তোমার জ্ঞানলাভ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥ দেবী তাঁহাদিগকে এইরূপ বর দিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৪১ ॥ দেবী অন্তর্হিত হইলে পর রাজা সেই মুনিসত্তমকে প্রণাম করিয়া অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক গৃহে যাইবার মানস করিলেন ॥ ৪২ ॥ সেই সময়ে তাঁহার সচিববৃন্দ এবং প্রজাবর্গ সন্নিধানে আগমন করিয়া বিনীতভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল ॥৪৩॥ রাজন্ ! আপনার শত্রুবর্গ অতিশয় পাপাচরণ করিয়াছিল এজন্য তাহারা সকলেই সমরে নিহত হইয়াছে, এক্ষণে আপনি নগরে অবস্থিতি করিয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য শাসন করুন ॥ ৪৪ ॥ রাজা মন্ত্রিবর্গের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণানন্তর সেই মুনিবরকে প্রণাম করিয়া অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক মন্ত্রিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া নিজ নগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন॥৪৫॥ অবশেষে নিজ রাজ্য, দারা, আত্মীয় ও বান্ধবদিগকে প্রাপ্ত হইয়া সাগর দ্বারা পরিবৃত সমস্ত ভূমণ্ডল ভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥ এদিকে বৈশ্যও জ্ঞানলাভ করিবামাত্র সর্ব্বতোভাবে আসঙ্গবিহীন হইয়া সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইলেন । অনন্তর, সেই জীবন্মুক্ত বৈশ্যবর নিরন্তর তীর্থে তীর্থে বিচরণ ও দেবীর গুণ গান করিতে করিতে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

এতত্তে কথিতং দেব্যাশ্চরিতং পরমাদ্ভুতম্।
আরাধনফলপ্রাপ্তির্যথাবদ্ভূপবৈশ্যয়োঃ ॥ ৪৮ ॥
দৈত্যানাং হননং প্রোক্তং প্রাদুর্ভাবস্তথা শুভঃ।
এবংপ্রভাবা সা দেবী ভক্তানামভয়প্রদা ॥ ৪৯ ॥
যঃ শৃণোতি নরো নিত্যমেতদাখ্যানমুত্তমম্।
স প্রাপ্নোতি নরঃ সত্যং সংসারসুখমদ্ভুতম্ ॥ ৫০ ॥
জ্ঞানদং মোক্ষদঞ্চৈব কীর্ত্তিদং সুখদং তথা।
পাবনং শ্রবণান্নূনমেতদাখ্যানমদ্ভুতম্ ॥ ৫১ ॥
অখিলার্থপ্রদং নৃণাং সর্ব্বধর্ম্মসমাবৃতম্।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং কারণং পরমং মতম্ ॥ ৫২ ॥
সূত উবাচ।
জনমেজয়েন রাজ্ঞাসৌ পৃষ্টঃ সত্যবতীসুতঃ।
উবাচ সংহিতাং দিব্যাং ব্যাসঃ সর্ব্বার্থতত্ত্ববিৎ ॥ ৫৩ ॥

আরাধনেতি। চরিত্রত্রয়েণারাধনেনেত্যর্থঃ ॥ ৪৮—৫২ ॥
সংহিতাং সংহিতৈকদেশং পঞ্চমস্কন্ধমিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥
তদেবাহ চরিতকণ্ডিকায়াম্বিতি ॥ ৫৪ ॥

শ্রীমচ্ছৈবকুলোৎপন্নো রঙ্গনাথাত্মজঃ সুধীঃ।
শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসম্ভূতো নীলকণ্ঠোঽভিধানতঃ ॥

মহারাজ! আমি আপনার নিকট দেবীর এই পরম অদ্ভুত চরিত্র, ভূপতি ও বৈশ্যের দেবী আরাধনার ফলপ্রাপ্তি, দানবদিগের সংহার এবং তাঁহার কল্যাণজনক আবির্ভাবের সমস্তই বিবরণ যথাবৎ কীর্ত্তন করিলাম; রাজন্! আপনি সেই ভক্তগণের অভয়দায়িনী দেবীর প্রভাব এই প্রকার জানিবেন ॥৪৮—৪৯॥ যে মানব দেবী ভগবতীর এই পবিত্র উপাখ্যান নিয়ত শ্রবণ করে, সেই নরবর সংসারের অদ্ভুত পবিত্র সুখপ্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥৫০॥ এই অদ্ভুত আখ্যান শ্রবণ করিলে মানবগণ, জ্ঞান, মুক্তি, কীর্ত্তি, সুখ ও পবিত্রতা লাভ করিতে সমর্থ হয় সন্দেহ নাই ॥৫১॥ এই উপাখ্যানে সমস্ত ধর্ম্মের তত্ত্ব নিহিত থাকায় ইহা ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষের পরম কারণ; ফলত ইহা মানবদিগের অখিল অভীষ্টই প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৫২ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! রাজা জনমেজয়, সত্যবতীতনয় ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলে সর্ব্বতত্ত্ববিদ্ সেই মহর্ষি এই দিব্য সংহিতা তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥ পরম কারুণিক ভগবান্ বেদব্যাস শুম্ভাদি দানবগণের বধসংঘটিত চণ্ডিকার চরিত্র এইরূপেই

চরিতং চণ্ডিকায়াস্তু শুম্ভদৈত্যবধাশ্রিতম্ ।
কথয়ামাস ভগবান্ কৃষ্ণঃ কারুণিকো মুনিঃ ।
ইতি বঃ কথিতঃ সারঃ পুরাণানাং মুনীশ্বরাঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং পঞ্চমস্কন্ধে
সুরথসমাধিবরলাভকথনং নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ব্যোমাঙ্কাত্রিদ্বিসংখ্যাতৈঃ (২০৯০) শ্লোকৈর্ব্যাসেন ধীমতা । দেবীভাগবতস্যাস্য পঞ্চমস্কন্ধ ঈরিতঃ ॥

দেবীভাগবতস্যাস্য ব্যাখ্যানরহিতস্য চ ।
তিলকাখ্যাং মহাব্যাখ্যাং সম্যগ্ যঃ কৃতবান্ হ্রাম্ ॥
পঞ্চমস্কন্ধ এতস্যাঃ সমাপ্তোঽভূচ্ছুভার্থদঃ ।
প্রীয়তাং তেন মে দেবী ভুবনেশী মহেশ্বরী ॥

ইতি শ্রীশৈবকুলোৎপন্নরঙ্গনাথাত্মজশ্রীলক্ষ্মীগর্ভজনীলকণ্ঠকৃতে
দেবীভাগবতব্যাখ্যানে তিলকাভিধে পঞ্চমস্কন্ধে
পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

বর্ণন করিয়াছিলেন। মুনিবরগণ! আমিও আপনাদের নিকটে এই পুরাণের সারসংগ্রহ প্রকাশ করিলাম ॥ ৫৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে সুরথ ও সমাধির বরপ্রাপ্তি নামক
পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সমাপ্তশ্চায়ং পঞ্চমস্কন্ধঃ ॥

ষষ্ঠঃ স্কন্ধঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

সূত সূত মহাভাগ! মিষ্টং তে বচনামৃতম্।
ন তৃপ্তাঃ স্মো বয়ং পীত্বা দ্বৈপায়নকৃতং শুভম্॥ ১॥
পুনস্ত্বাং প্রষ্টুমিচ্ছামঃ কথাং পৌরাণিকীং শুভাম্।
বেদেঽপি কথিতাং রম্যাং প্রসিদ্ধাং পাপনাশিনীম্॥ ২॥
বৃত্রাসুর ইতি খ্যাতো বীর্য্যবাংস্ত্বষ্টুরাত্মজঃ।
স কথং নিহতঃ সংখ্যে বাসবেন মহাত্মনা॥ ৩॥

দয়ান্দোলিতদীর্ঘাক্ষীং শৃঙ্গাররসবারিধিম্।
কুলীনাং কলয়ে কাঞ্চিৎ কামিনীং কামমঞ্জরীম্॥
ষষ্টিশ্লোকৈর্বৃত্রদৈত্যবধো দেব্যা কথং কৃতঃ।
ইত্যাশঙ্ক্য কথা তস্য বিস্তরেণোপবর্ণ্যতে॥

তত্র প্রথমতঃ স্বভক্তিপ্রদর্শনেন শ্রোতারো মুনয়ো বক্তারং সূতমুৎসাহয়ন্তি সূত সূতেতি। দ্বিরুক্তিরাদরার্থা। দ্বৈপায়নেতি। দ্বৈপায়নেন কৃতমুৎপাদিতং ত্বন্মুখাম্নিঃসৃতমিত্যর্থঃ॥ ১॥

বেদেঽপীতি। বহ্বৃচব্রাহ্মণেঽপীত্যর্থঃ॥ ২॥

সংখ্যে যুদ্ধে॥ ৩॥

নৈমিষারণ্যনিবাসী ঋষিগণ সূতকে সাদরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মহাভাগ! তোমার মুখসুধাকর হইতে বিনিঃসৃত মহর্ষি দ্বৈপায়ন কথিত কল্যাণকর বচনামৃত আমাদের অত্যন্ত মিষ্ট বোধ হইতেছে, এজন্য আমরা তাহা পান করিয়াও পর্য্যাপ্তরূপে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না॥ ১॥ সূত! যাহা প্রসিদ্ধ, পাপনাশন ও মনোহর এবং বেদেও যাহা কথিত হইয়াছে, আমরা সেই শুভকর পুরাণ কথা পুনর্ব্বার তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবার বাসনা করিতেছি॥ ২॥ বৃত্রাসুর নামে বিখ্যাত অতিশয় বীর্য্যবান্ বিশ্বকর্ম্মার এক পুত্র ছিল; ইন্দ্র মহাত্মা হইলেও তাহাকে যুদ্ধে কিরূপে বিনাশ করিলেন॥ ৩॥

ত্বষ্টা বৈ সুরপক্ষীয়স্তৎপুত্রো বলবত্তরঃ।
শক্রেণ ঘাতিতঃ কস্মাদ্‌ব্রহ্মযোনির্মহাবলঃ ॥ ৪ ॥
দেবাঃ সত্ত্বগুণোৎপন্না মানুষা রাজসাঃ স্মৃতাঃ।
তির্য্যঞ্চস্তামসাঃ প্রোক্তাঃ পুরাণাগমবাদিভিঃ ॥ ৫ ॥
বিরোধোঽত্র মহান্ ভাতি নূনং শতমখেন হ।
ছলেন বলবান্ বৃত্রঃ শক্রেণ বিনিপাতিতঃ ॥ ৬ ॥
বিষ্ণুঃ প্রেরয়িতা তত্র স তু সত্ত্বধরঃ পরঃ।
প্রবিষ্টঃ পবিমধ্যে স ছদ্মনা ভগবান্ প্রভুঃ ॥ ৭ ॥
সন্ধিং বিধায় স হ্যেবং মন্ত্রিতোঽসৌ মহাবলঃ।
হরিভ্যাং সত্যমুৎসৃজ্য জলফেনেন শাতিতঃ ॥ ৮ ॥
কৃতমিন্দ্রেণ হরিণা কিমেতৎ সূত! সাহসম্।
মহান্তোঽপি চ মোহেন বঞ্চিতাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মযোনির্ব্রাহ্মণঃ ॥ ৪ ॥
সাত্ত্বিকানাং দেবানামেতৎ ক্রূরং কর্ম্মানুচিতমিত্যাহ দেবা ইতি ॥ ৫ ॥
ইত্থং দেবানাং সাত্ত্বিকত্বে সতি ক্রূরকর্ম্মকরণে মহান্ বিরোধ ইত্যাহ বিরোধোঽত্রেতি। ছলেনেতি। ন হি সাত্ত্বিকেষু ছলসম্ভবস্তস্য রজোগুণাদুৎপত্তেরিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥
কিঞ্চ সাত্ত্বিকত্বেন্দ্রস্য প্রেরয়িতা বিষ্ণুস্তু মহাসাত্ত্বিকত্বেন কথং প্রেরিতঃ। ক্রূরকর্ম্মণি স্বয়মপি কপটেন বজ্রমধ্যে কথং প্রবিষ্ট ইত্যাহ বিষ্ণুরিতি। পবির্বজ্রম্ ॥ ৭ ॥
কিঞ্চ বিশ্বাসঘাতোঽপ্যনুচিতঃ কথং কৃত ইত্যাহ সন্ধিমিতি। সন্ধির্মৈত্রী। সত্যং সত্যবাক্যং নাহং হনিষ্যামীত্যেবং রূপম্। শাতিতো নাশিতঃ ॥ ৮—৯ ॥

বিশ্বকর্ম্মা দেবপক্ষীয় ব্যক্তি, তাঁহার পুত্র বীর্য্যবান্ ও মহাবল এবং ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন, সুতরাং ইন্দ্র সুরগণের রাজা হইয়াও তাঁহাকে কি জন্য বিনাশ করিলেন? ॥ ৪ ॥ পুরাণজ্ঞ ও আগমবাদী পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, দেবগণ সত্ত্বগুণ হইতে, মনুষ্যগণ রজোগুণ হইতে এবং সমস্ত তির্য্যগ্‌জাতি তমোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৫ ॥ কিন্তু বৃত্র বিনাশে তাহার মহৎ বিরোধ দৃষ্ট হয়, যেহেতু ইন্দ্র শতযজ্ঞকারী সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইলেও ছল দ্বারা বলবান্ বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ আর, সত্ত্বগুণধারী বিষ্ণুই তাঁহাকে এই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করেন এবং সেই ভগবান্ প্রভু বিষ্ণুই বৃত্র বধের নিমিত্ত ছলপূর্ব্বক বজ্রমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥ মহাবল বৃত্র সন্ধি সংস্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত ছিল, কিন্তু ইন্দ্র ও বিষ্ণু সত্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া জলফেন দ্বারা তাহাকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥ সূত! ইন্দ্র এবং বিষ্ণু সত্য পরিত্যাগেও এরূপ সাহস করিলেন ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়! যাহাই হউক বুঝিলাম, মহৎ মহৎ ব্যক্তিগণও মোহ দ্বারা

অন্যায়বর্ত্তিনোঽত্যর্থং ভবন্তি সুরসত্তমাঃ।
সদাচারেণ যুক্তেন দেবাঃ শিষ্টত্বমাগতাঃ ॥ ১০ ॥
এবংবিশিষ্টধর্ম্মেণ শিষ্টত্বং কীদৃশং পুনঃ।
হত্বা বৃত্রন্তু বিশ্বস্তং শক্রেণ ছদ্মনা পুনঃ।
প্রাপ্তং পাপফলং নো বা ব্রহ্মহত্যাসমুদ্ভবম্ ॥ ১১ ॥
কিঞ্চ ত্বয়া পুরা প্রোক্তং বৃত্রাসুরবধঃ কৃতঃ।
শ্রীদেব্যা ইতি তচ্চাপি চিত্তং মোহয়তীহ নঃ ॥ ১২ ॥

সূত উবাচ।

শৃণ্বন্তু মুনয়ো বৃত্তং বৃত্রাসুরবধাশ্রয়ম্।
যথেন্দ্রেণ চ সম্প্রাপ্তং দুঃখং হত্যাসমুদ্ভবম্ ॥ ১৩ ॥
এবমেব পুরা পৃষ্টো ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
পারীক্ষিতেন রাজ্ঞাপি স যদাহ চ তদ্ব্রবে ॥ ১৪ ॥

সদাচারেতি। যুক্তেন শাস্ত্রানুমতেন সদাচারেণ দেবাঃ শিষ্টত্বমাগতাঃ প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ॥১০॥

এবমিতি। এবং বিশিষ্টৈনেতাদৃশেন ধর্ম্মেণাচারেণ তেষাং দেবানাং কীদৃশং পুনঃ শিষ্টত্বং ন কথমপীত্যর্থঃ। কিঞ্চৈতাদৃশব্রহ্মবধ্যায়াঃ ফলং তেনেন্দ্রেণ প্রাপ্তমথবা নেত্যয়মপি প্রশ্নোঽস্তীত্যাহ প্রাপ্তমিতি ॥ ১১ ॥

প্রশ্নান্তরমপ্যাহ কিঞ্চেতি। যত্ত্বয়া পুরা চতুর্থস্কন্ধে প্রোক্তং শ্রীদেব্যা বৃত্রাসুরবধঃ কৃত ইতি তচ্চাপি তদুক্তমপি নোঽস্মান্মোহয়তি বৃত্রাসুরবধঃ কিং দেব্যা কৃত আহোস্বিদিন্দ্রেণ কৃত ইত্যবিবেকমুৎপাদয়তীত্যর্থঃ। তদুক্তং চতুর্থস্কন্ধে চতুর্বিংশাধ্যায়ে। বৃত্রাসুরাদয়ো দৈত্যা লীলয়ৈব যয়া হতা ইতি তথাদিত্যপুরাণেঽপি। যা জঘ্নে মহিষং দৈত্যং ক্রূরং বৃত্রাসুরং তথা। সাদ্যরক্তাসুরং হত্বা স্বারাজ্যং তে প্রদাস্যতীতি ॥ ১২ ॥

ইত্যনেকান্মুনিপ্রশ্নান্ শ্রুত্বা সূত আহ শৃণ্বিতি ॥ ১৩ ॥

স যদাহেতি। স ব্যাসস্তং রাজানং যদাহ তদেবাহং ব্রুবে কথয়ামীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

বঞ্চিত হইয়া পাপবুদ্ধি হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥ প্রধান প্রধান দেবগণ অত্যন্ত অন্যায়কারী; কেবল শাস্ত্রানুমত সদাচার দ্বারাই তাঁহারা শিষ্ট বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥ এরূপ সদাচারমাত্র দ্বারা কিরূপ শিষ্টতা হয়? তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না, ফলতঃ এরূপ শিষ্টতা শিষ্টতাই নহে। সে যাহা হউক ইন্দ্র ছল দ্বারা বিশ্বস্তচিত্ত বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়া, ব্রহ্মহত্যাজনিত কোনও ফল পাইয়াছিলেন কি না? ॥ ১১ ॥ সূত! তুমি পূর্ব্বে কহিয়াছ যে, দেবী ভগবতী বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইন্দ্রই বৃত্রাসুর নাশক ইহা সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ; অতএব কোন্ বিষয়টী যথার্থ তাহা স্থির করিতে না পারিয়া এক্ষণে আমাদের মন মোহিত হইয়া আসিতেছে ॥ ১২ ॥

সূত কহিলেন, মুনিগণ! বৃত্রাসুর বধ ঘটিত বৃত্তান্ত এবং দেবরাজ যেরূপে ব্রহ্মহত্যা জনিত দুঃখভোগ করিয়াছিলেন তাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ১৩ ॥ পরীক্ষিত-পুত্র মহা-

জনমেজয় উবাচ।

কথং বৃত্রাসুরঃ পূর্ব্বং হতো মঘবতা মুনে!।
সহায়ং বিষ্ণুমাসাদ্য ছদ্মনা সাত্ত্বিকেন হ ॥ ১৫ ॥
কথঞ্চ দেব্যা নিহতো দৈত্যোঽসৌ কেন হেতুনা।
কথমেকবধো দ্বাভ্যাং কৃতঃ স্যান্মুনিপুঙ্গব! ॥ ১৬ ॥
তদেতচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি পরং কৌতূহলং হি মে।
মহতাং চরিতং শৃণ্বন্ কো বিরজ্যেত মানবঃ ॥ ১৭ ॥
কথয়াম্বাবৈভবং ত্বং বৃত্রাসুরবধাশ্রিতম্ ॥ ১৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ধন্যোঽসি রাজংস্তব বুদ্ধিরীদৃশী
জাতা পুরাণশ্রবণেঽতিসাদরা।
পীত্বামৃতং দেববরাস্তু সর্ব্বথা
পানে বিতৃষ্ণাঃ প্রভবন্তি বৈ পুনঃ ॥ ১৯ ॥

রাজপ্রশ্নমাহ কথমিতি। বিষ্ণুসহায়মাসাদ্য বৃত্রাসুরঃ পূর্ব্বং কথং কেন প্রকারেণ মঘবতা হত ইত্যেকঃ প্রশ্নঃ ॥ ১৫ ॥

দ্বিতীয়ং প্রশ্নমাহ কথং চেতি। যো মঘবতা নিহত ইত্যুক্তঃ স কথং দেব্যা নিহতঃ। কেন চ হেতুনা কারণেন দেব্যা নিহত ইতি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ। কথমেকবধ ইতি। দ্বাভ্যাং সমর্থাভ্যামেকস্য বধঃ কথং কৃত ইত্যাশ্চর্য্যং প্রতিভাতীত্যর্থঃ। যদ্যপি দ্বাভ্যামেকস্য বধো নাশ্চর্য্যভূতস্তথাপি শ্রুতাবিন্দ্রেণ কৃত ইত্যুক্তম্। পুরাণেষু তু দেবীকৃত ইত্যুচ্যত ইত্যাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৬—১৮ ॥

পীত্বামৃতমিতি। অমৃতং পীত্বা তৎস্বাদং জানন্তোঽপি দেববরাঃ পানে সুধাপানে বিতৃষ্ণা ভবন্তি। ত্বং ত্বেতাবৎপর্য্যন্তং শ্রুত্বাপি ন বিতৃষ্ণো ভবসীতি ধন্যোঽসীতি ভাবঃ ॥১৯॥

রাজা জনমেজয় পূর্ব্বে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সত্যবতী-তনয় ব্যাসদেব যাহা কহিয়াছিলেন, আমি সেই কথাই আপনাদের নিকট বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ১৪ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর! পূর্ব্বে সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন সুরপতি ইন্দ্র, বিষ্ণুকে সহায় করিয়া বৃত্রাসুরকে কিরূপে নিহত করেন? আর শ্রীদেবীই বা কি নিমিত্ত কি প্রকারে ঐ দৈত্যবরকে বিনাশ করিয়াছিলেন? মুনীন্দ্র! দুই ব্যক্তি, একজনকে বধ করিলেন, ইহা কিরূপে সম্ভব হয়, ইহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার মানসে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে। কোন্ মানব মহৎ ব্যক্তিগণের চরিত কথা শ্রবণ করিতে বিরক্ত হইয়া থাকে? আপনি শক্তিরূপিণী জগজ্জননীর বৃত্রাসুর বধ ঘটিত বৈভব কথা বর্ণন করিয়া আমার শ্রবণ ও মনকে চরিতার্থ করুন ॥ ১৫—১৮ ॥

দিনে দিনে তেঽধিকভক্তিভাবঃ
কথাসু রাজন্! মহনীয়কীর্ত্তেঃ।
শ্রোতা যদৈকপ্রবণঃ শৃণোতি
বক্তা তদা প্রীতমনা ব্রবীতি ॥ ২০ ॥
যুদ্ধং পুরা বাসববৃত্রয়োর্যদ্-
বেদে প্রসিদ্ধঞ্চ তথা পুরাণে।
দুঃখং সুরেন্দ্রেণ তথৈব লব্ধং
হত্বা রিপুং ত্বাষ্ট্রমপাপমেব ॥ ২১ ॥
চিত্রং কিমত্র নৃপতে! হরিবজ্রভৃদ্ভ্যাং
যচ্ছদ্মনা বিনিহতস্ত্রিশিরোঽথ বৃত্রঃ।
মায়াবলেন মুনয়োঽপি বিমোহিতাস্তে
চক্রুশ্চ নিন্দ্যমনিশং কিল পাপভীতাঃ ॥ ২২ ॥

তদেবাহ দিনে দিনে ত ইতি। ইদমেব শ্রোতুর্যুক্তম্। তদৈব বক্তাপি বক্তুং প্রসীদতীত্যাহ শ্রোতেতি ॥ ২০ ॥

যুদ্ধমিতি। বেদে বহ্বৃচব্রাহ্মণে। তথৈব লব্ধম্। যথা কর্ম্ম দুর্ঘটং কৃতং তথৈব দুঃখমপি লব্ধমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

যত্ত্বয়োক্তং সাত্ত্বিকেন বাসবেন ক্রূরকর্ম্ম কথং কৃতমিতি তত্রাহ চিত্রং কিমত্রেতি। যে মুনয়ো দেহদুঃখং প্রত্যক্ষমনুভবন্তো ত এব পাপাদ্ভীতাস্তেঽপি মায়ামোহিতাঃ সন্তো নিন্দ্যকর্ম্ম চক্রুর্বহবঃ। তদা নিত্যং দুঃখাসংস্পৃষ্টং স্বর্গসুখং মদান্ধা দেবা অনুভবন্তঃ কথং ন মায়য়া মোহিতাঃ। তথাচ মায়য়া মোহিতত্বাদিন্দ্রহরিভ্যাং ছদ্মনা বিনিহতস্ত্রিশিরা অগ্রে বক্ষ্যমাণো

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সুরসত্তমগণ অমৃত পান করিয়া তৎপানেও বিতৃষ্ণ হইয়া থাকেন, কিন্তু আপনি এতাবৎ পর্য্যন্ত পুরাণকথা শ্রবণ করিয়াও বিতৃষ্ণ হইলেন না, বরং পুরাণ শ্রবণে আপনার আদর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, আপনার বুদ্ধি পুরাণ-পীযুষ রসে নিমগ্ন হইয়াছে, অতএব হে রাজেন্দ্র! আপনি ধন্য! ॥ ১৯ ॥ নৃপবর! বসুধাতলে আপনার কীর্ত্তি প্রশংসনীয় হইয়াছে, পুরাণ কথায় আপনার ভক্তিভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, সুতরাং আমিও আপনার নিকট পুরাণ কথা কীর্ত্তন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিতেছি, যেহেতু শ্রোতা যদি এক মনে তদ্গত চিত্ত হইয়া কথা শ্রবণ করে তাহা হইলে বক্তাও আনন্দিত হইয়া যত্নপূর্ব্বক কথা কহিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥ হে পৃথিবীন্দ্র! পূর্ব্বকালে বৃত্র ও বাসবের যে যুদ্ধ হইয়াছিল এবং ইন্দ্র বিশ্বকর্ম্মার পুত্রকে বধ করিয়া যে দুঃখ পাইয়াছিলেন তৎকথা বেদে ও পুরাণে প্রসিদ্ধরূপে বর্ণিত আছে ॥ ২১ ॥ রাজন্! মায়াবলে মোহিত মুনিগণ পাপকে ভয় করিয়াও নিন্দিত কর্ম্ম

বিষ্ণুঃ সদৈব কপটেন জঘান দৈত্যান্
সত্ত্বাত্মমূর্ত্তিরপি মোহমবাপ্য কামম্।
কোঽন্যোঽস্তি তাং ভগবতীং মনসাপি জেতুং
শক্তঃ সমস্তজনমোহকরীং ভবানীম্ ॥ ২৩ ॥
মৎস্যাদিযোনিষু সহস্রযুগেষু সদ্যঃ
সাক্ষাদ্ভবত্যপি যয়া বিনিযোজিতোঽত্র।
নারায়ণো নরসখো ভগবাননন্তঃ
কার্য্যং করোতি বিহিতাবিহিতং কদাচিৎ ॥ ২৪ ॥
দেহং ধনং গৃহমিদং স্বজনা মদীয়ং
পুত্রাঃ কলত্রমিতি মোহমুপেত্য সর্ব্বঃ।
পুণ্যং করোত্যথ চ পাপচয়ং করোতি
মায়াগুণৈরতিবলৈর্বিকলীকৃতো যৎ ॥ ২৫ ॥

ব্রাহ্মণস্তথা বৃত্রো দৈত্যো বিনিহতোঽত্র কিঞ্চিত্রং ন কিমপীত্যর্থঃ। মায়ামোহিতাঃ সর্ব্বে কুর্ব্বন্তীতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

তৎ কিং বিষ্ণুরপি মায়াবশ এবেতি চেদস্ত্যেবেত্যাহ বিষ্ণুঃ সদৈবেতি। কপটেনেতি। নৈতন্মায়ামোহিতত্বাভাবে সম্ভবতীতি ভাবঃ। যদা বিষ্ণুরপি মায়াং জেতুমসমর্থস্তদা তদন্যঃ কঃ সমর্থঃ স্যাদিত্যাহ কোঽন্যোঽস্তীতি ॥ ২৩ ॥

তদেব মায়ামোহিতত্বং সর্ব্বেষাং বিশদয়তি মৎস্যাদীতি। যয়া বিনিয়োজিত ইতি। মায়য়েতিশেষঃ ॥ ২৪ ॥

যদ্যস্মান্মায়াগুণৈর্বিকলীকৃতো মোহিত ইত্যর্থঃ। অদ্বৈতে ব্রহ্মণি দ্বৈতস্য মায়াকল্পিতত্বান্মায়াধীনং সর্ব্বেষাং হিতাহিতকর্তৃত্বমুক্তং যুক্তমেব ॥ ২৫ ॥

করিয়া থাকেন, তবে বিষ্ণু ও বজ্রী যে ছল দ্বারা ত্রিশিরা ও বৃত্রকে নিহত করিবেন তাহাতে আর বিচিত্রতা কি ? ॥ ২২ ॥ বিষ্ণু সত্ত্বমূর্ত্তি হইলেও যখন মায়ায় মোহিত হইয়া সর্ব্বদাই কপটপটুতা প্রদর্শন পূর্ব্বক দৈত্যগণকে নিহত করিয়া থাকেন ; তখন কোন্ ব্যক্তি সেই সর্ব্বজন মোহকারিণী মায়ারূপিণী ভগবতী ভবানীকে মানস দ্বারাও জয় করিতে সমর্থ হয় ? ॥ ২৩॥ হে নৃপ ! এই মায়ার নিয়োগবশেই ভগবান্ অনন্তস্বরূপ নরসখা নারায়ণ, সহস্র সহস্র যুগে মৎস্যাদি যোনিতে এই সংসার মধ্যে প্রাদুর্ভূত হইয়া কখন বিহিত এবং কখন অবিহিত কর্ম্মও করিয়া থাকেন ॥২৪॥ দেবমানবাদি সমস্ত জীবগণ মায়া দ্বারা বিকল ও বিহ্বল হয় বলিয়াই দেহ, ধন, গৃহ, পুত্র, কলত্র ও স্বজন এই সমস্তই আমার, এইরূপ মোহপ্রাপ্ত হইয়া কখন পুণ্য এবং কখন পাপ কর্ম্ম করিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥ মহারাজ ! এই

ন জাতু মোহং ক্ষপিতুং নরঃ ক্ষমঃ
কশ্চিদ্ভবেদ্ভূপ ! পরাবরার্থবিৎ।
বিমোহিতস্তৈস্ত্রিভিরেব মূলতো
বশীকৃতাত্মা জগতীতলে ভৃশম্ ॥ ২৬ ॥
অথ তৌ মায়য়া বিষ্ণুবাসবৌ মোহিতৌ ভৃশম্।
জঘ্নতুশ্ছদ্মনা বৃত্রং স্বার্থসাধনতৎপরৌ ॥ ২৭ ॥
তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি বৃত্তান্তমবনীপতে !।
কারণং পূর্ব্ববৈরস্য বৃত্রবাসবয়োর্মিথঃ ॥ ২৮ ॥
ত্বষ্টা প্রজাপতির্হ্যাসীদ্দেবশ্রেষ্ঠো মহাতপাঃ।
দেবানাং কার্য্যকর্ত্তা চ নিপুণো ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ ॥ ২৯ ॥
স পুত্রং বৈ ত্রিশিরসমিন্দ্রদ্বেষাৎ কিলাসৃজৎ।
বিশ্বরূপেতি বিখ্যাতং নাম্না রূপেণ মোহনম্ ॥ ৩০ ॥
ত্রিভিঃ স বদনৈঃ শ্রেষ্ঠৈর্ব্যরোচত মনোহরৈঃ।
ত্রিভির্ভিন্নানি কার্য্যাণি মুখৈঃ সমকরোন্মুনিঃ ॥ ৩১ ॥
বেদানেকেন সোঽধীতে সুরাং চৈকেন সোঽপিবৎ।
তৃতীয়েন দিশঃ সর্ব্বা যুগপচ্চ নিরীক্ষতে ॥ ৩২ ॥

পরাবরার্থবিৎ। পরোঽর্থঃ কারণম্। অবরোঽর্থঃ কার্য্যং তয়োর্বিদপীত্যর্থঃ। মূলত আদিতঃ ॥ ২৬ ॥
যত এবমত আহ অথেতি ॥ ২৭ ॥
প্রশ্নসমাধানমুপসংহৃত্য কথারম্ভং প্রতিজানীতে। তদহমিতি ॥ ২৮—৩৩ ॥

জগতীতলে কোনও কার্য্য ও কারণবিদ্ ব্যক্তি মোহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে কখনই সমর্থ হন না, তাঁহারা আদি হইতেই ত্রিবিধ মায়া গুণ দ্বারাই বিমোহিত হইয়া তাঁহারই বশীভূত হইয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥ অতএব সেই বিষ্ণু ও বাসব উভয়েই মায়া দ্বারা বিমোহিত ও স্বার্থসাধনে তৎপর হইয়া ছলপূর্ব্বক বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥ রাজন্ ! আমি এই বৃত্তান্ত এবং বৃত্র ও বাসবের পরস্পর বৈরিতার কারণ আপনাকে বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ২৮ ॥ দেবপ্রবর, বিশ্বকর্ম্মা, প্রজাপতি, মহাতপস্বী ব্রাহ্মণপ্রিয় এবং দেবতাদিগের নিপুণ শিল্পকর্ত্তা ছিলেন ॥ ২৯ ॥ তিনি ইন্দ্রের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ পরম রূপবান্ ত্রিশিরস্ক বিশ্বরূপ নামক এক পুত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥ সেই পুত্রের পরম সুন্দর ও মনোহর তিনটি আনন ছিল। বিশ্বরূপ এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মুখ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তন্মধ্যে একটি দ্বারা বেদ অধ্যয়ন, আর একটি

ত্রিশিরা ভোগমুৎসৃজ্য তপশ্চক্রে সুদুষ্করম্।
তপস্বী স মৃদুর্দান্তো ধর্ম্মমেব সমাশ্রিতঃ ॥ ৩৩ ॥
পঞ্চাগ্নিসাধনং কালে পাদপাগ্রে নিবেশনম্।
জলমধ্যে নিবাসঞ্চ হেমন্তে শিশিরে তথা ॥ ৩৪ ॥
নিরাহারো জিতাত্মাসৌ ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
তপশ্চচার মেধাবী দুষ্করং মন্দবুদ্ধিভিঃ ॥ ৩৫ ॥
তঞ্চ দৃষ্ট্বা তপস্যন্তং খেদমাপ শচীপতিঃ।
বিষাদমগমত্তত্র শক্রোঽয়ং মা স্ম ভূদিতি ॥ ৩৬ ॥
দৃষ্ট্বা তস্য তপোবীর্য্যং সত্যঞ্চামিততেজসঃ।
চিন্তাঞ্চ মহতীং প্রাপ হ্যনিশং পাকশাসনঃ ॥ ৩৭ ॥
বিবর্দ্ধমানস্ত্রিশিরা মাময়ং শাতয়িষ্যতি।
নোপেক্ষ্যঃ সর্ব্বথা শত্রুর্বর্দ্ধমানবলো বুধৈঃ ॥ ৩৮ ॥
তস্মাদুপায়ঃ কর্ত্তব্যস্তপোনাশায় সাম্প্রতম্।
কামস্তু তপসাং শত্রুঃ কামান্নশ্যতি বৈ তপঃ।
তথৈবাদ্য প্রকর্ত্তব্যং ভোগাসক্তো ভবেদ্‌যথা ॥ ৩৯ ॥

পাদপাগ্রে পাদয়োর্নিবেশনং তথাচাধোমুখতা ফলিতা ॥ ৩৪—৩৭ ॥
শাতয়িষ্যতি নাশয়িষ্যতি ॥ ৩৮—৪২ ॥

দ্বারা সুরাপান ও অপরটি দ্বারা সমস্ত দিক্ দর্শন করিতেন ॥৩১—৩২॥ মুনিবর ত্রিশিরা, মৃদু, দান্ত ও ধর্ম্মশীল হইয়া বিষয়বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ তিনি গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নি-সাধন ও পাদপের উপরে পাদবন্ধন পূর্ব্বক অধোমুখ হইয়া অবস্থান এবং হেমন্তে শিশির মধ্যে ও শীতকালে বারিমধ্যে বাস করিতেন ; এইরূপে আহার পরিত্যাগ ও আত্মজয় করিয়া সমস্ত বিষয়াসক্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের দুষ্কর কঠোরতর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪—৩৫ ॥ শচীপতি তাঁহাকে এইরূপ তপস্যা করিতে দেখিয়া অতিশয় খেদ ও বিষাদপ্রাপ্ত হইলেন এবং যাহাতে ইন্দ্রপদ লাভ করিতে না পারে সেইরূপ বাসনা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥ পাকশাসন ইন্দ্র সেই অমিততেজা তপস্বীর তপোবীর্য্য এবং স্থিরানুরাগ দর্শন করিয়া সততই অত্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥ এই ত্রিশিরা দিন দিন তপোবলে বলীয়ান্ হইতেছে, অতএব এ আমাকে বিনাশ করিতে পারিবে। যে শত্রুর বল দিন দিন বর্দ্ধিত হয় বুধগণ কদাচই তাহাকে উপেক্ষা করিবেন না ॥৩৮॥ অতএব এক্ষণে ইহার তপস্যা বিনাশের উপায় করা আমার একান্তই কর্ত্তব্য, এইরূপ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, কামই

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা বুদ্ধিমান্ বলমর্দ্দনঃ।
আজ্ঞাপয়ৎ সোঽপ্সরসস্ত্বষ্টৃপুত্রপ্রলোভনে॥ ৪০॥
উর্ব্বশীং মেনকাং রম্ভাং ঘৃতাচীঞ্চ তিলোত্তমাম্।
সমাহূয়াব্রবীচ্ছক্রস্তাস্তদা রূপগর্ব্বিতাঃ॥ ৪১॥
প্রিয়ং কুরুধ্বং মে সর্ব্বাঃ কার্য্যেঽদ্য সমুপস্থিতে।
যত্তো মেঽদ্য মহাঞ্ছক্রস্তপস্তপতি দুর্জ্জয়ঃ॥ ৪২॥
কার্য্যং কুরুত গচ্ছধ্বং প্রলোভয়ত মা চিরম্।
শৃঙ্গারবেশৈর্বিবিধৈর্হাবৈর্দেহসমুদ্ভবৈঃ॥ ৪৩॥
প্রলোভয়ত ভদ্রং বঃ শময়ধ্বং জ্বরং মম।
অস্বস্থোঽহং মহাভাগাস্তস্য জ্ঞাত্বা তপোবলম্॥ ৪৪॥
বলবানাসনং মেঽদ্য গ্রহীষ্যত্যবিলম্বিতঃ।
ভয়ং মে সমুপায়াতং ক্ষিপ্রং নাশয়তাবলাঃ॥ ৪৫॥
উপকুর্ব্বন্তু সহিতাঃ কার্য্যেঽদ্য সমুপস্থিতে॥ ৪৬॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং নার্য্য ঊচুস্তং প্রণতাঃ পুরঃ।
মা ভয়ং কুরু দেবেশ! যতিষ্যামঃ প্রলোভনে॥ ৪৭॥

যত্ত ইতি। সংযত্ত ইত্যর্থঃ॥ ৪৩—৪১॥

তপস্যার শত্রু, কাম হইতেই তপস্যার বিনাশ হইয়া থাকে; অতএব এক্ষণে সে যাহাতে ভোগাসক্ত হয়, আমার তাহাই করা কর্ত্তব্য॥ ৩৯॥ বুদ্ধিমান্ ইন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিয়া বিশ্বকর্ম্মার পুত্র ত্রিশিরাকে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা, ঘৃতাচী ও তিলোত্তমা প্রভৃতি রূপগর্ব্বিত অপ্সরাদিগকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন॥ ৪০-৪১॥ অপ্সরাগণ! এক্ষণে আমার একটী গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে, তোমরা এই বিষয়ে আমার প্রিয় কার্য্য সাধন কর। এক্ষণে আমার এক দুর্জ্জয় মহান শত্রু সংযত হইয়া তপস্যা করিতেছে॥৪২॥ তোমরা বিলম্ব না করিয়া সত্বর গমন পূর্ব্বক কার্য্যসাধনে যত্ন কর, তোমরা শৃঙ্গার বেশ ধারণ পূর্ব্বক দেহ সমুদ্ভব হাব ভাবাদি বিবিধ চেষ্টায় তাহাকে প্রলোভিত করিবে॥ ৪৩॥ তোমাদের মঙ্গল হউক, তোমরা তাহাকে প্রলোভিত করিয়া আমার হৃদয়ের জ্বর প্রশমিত কর। অপ্সরাগণ! অধিক আর কি বলিব, আমি তাহার তপোবল অবগত হইয়া কিছুতেই স্বাস্থ্যলাভ করিতে পারিতেছি না॥ ৪৪॥ অবলাগণ! সেই বলবান্ তপস্বী অবিলম্বেই আমার আসন গ্রহণ করিবে, আমার এই ভয় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব তোমরা সত্বর সেই ভয় বিনাশ কর। এক্ষণে এই কার্য্য উপস্থিত, তোমরা সকলে মিলিত হইয়া আমার উপকার সাধন কর॥ ৪৫—৪৬॥

যথা ন স্যাস্তয়ং তস্মাত্তথা কার্য্যং মহাদ্যুতে!।
নৃত্যগীতবিহারৈশ্চ মুনেস্তস্য প্রলোভনে ॥ ৪৮ ॥
কটাক্ষৈরঙ্গভেদৈশ্চ মোহয়িত্বা মুনিং বিভো!।
লোলুপং বশমস্মাকং করিষ্যামো নিয়ন্ত্রিতম্ ॥ ৪৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাভাষ্য হরিং নার্য্যো যযুস্ত্রিশিরসোঽন্তিকম্।
কুর্ব্বন্ত্যো বিবিধান্ ভাবান্ কামশাস্ত্রোচিতানপি ॥ ৫০ ॥
গায়ন্ত্যস্তালভেদৈস্তা নৃত্যন্ত্যঃ পুরতো মুনেঃ।
তং প্রলোভয়িতুং চক্রুর্নানাভাবান্ বরাঙ্গনাঃ ॥ ৫১ ॥
নাপশ্যৎ স তপোরাশিরঙ্গনানাং বিড়ম্বনম্।
ইন্দ্রিয়াণি বশে কৃত্বা মূকান্ধবধিরঃ স্থিতঃ ॥ ৫২ ॥
দিনানি কতিচিত্তস্থুর্নার্য্যস্তস্যাশ্রমে বরে।
কুর্ব্বন্ত্যো গাননৃত্যাদিপ্রপঞ্চানতিমোহদান্ ॥ ৫৩ ॥
ন চচাল যদা কামং ধ্যানাচ্চ ত্রিশিরা মুনিঃ।
পরাবৃত্ত্য তদা দেব্যঃ পুনঃ শক্রমুপস্থিতাঃ ॥ ৫৪ ॥

মূকান্ধবধির ইব স্থিতঃ ॥ ৫২—৫৭ ॥

অপ্সরাগণ তাঁহার সেই বচন শ্রবণ করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক কহিল, দেবেশ্বর! আপনি ভয় করিবেন না? আমরা সেই তপস্বীর প্রলোভনের নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন করিব ॥ ৪৭ ॥ হে মহাদ্যুতে! সেই মুনির প্রলোভনের নিমিত্ত নৃত্য, গীত ও বিহারাদি করিয়া যাহাতে আপনার ভয় দূরীভূত হয়, আমরা তাহাই করিব ॥ ৪৮ ॥ দেবরাজ! আমরা ঐ মুনিকে কটাক্ষ ও অঙ্গভঙ্গি দ্বারা মোহিত করিয়া চলচিত্ত ও নিয়ন্ত্রিত করতঃ আমাদের বশে আনয়ন করিব ॥ ৪৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! অপ্সরাগণ, দেবরাজকে এই বলিয়া ত্রিশিরার নিকট গমন করিল এবং কামশাস্ত্রোক্ত বিবিধ প্রকার হাব ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল ॥ ৫০ ॥ তাহারা মুনির সম্মুখে কখন গান এবং কখনও ভিন্ন ভিন্ন তাল সমন্বয়ে নৃত্য করিতে লাগিল। ফলত সেই দেববারাঙ্গনাগণ সেই মুনিকে প্রলোভিত করিবার নিমিত্ত নানাবিধ হাব ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল ॥ ৫১ ॥ কিন্তু তপঃপ্রভাব সম্পন্ন সেই মহর্ষি ত্রিশিরা অঙ্গনাগণের রঙ্গভঙ্গরূপ বিড়ম্বনা অবলোকনও করিলেন না, পরন্তু তিনি ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া মূক, অন্ধ ও বধিরের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥৫২॥ অঙ্গনাগণ মুনির সেই মনোহর আশ্রমে অতিশয় মনোমোহনকর সংগীত ও নৃত্যাদি বিবিধ কামকলা প্রসারিত করিয়া

কৃতাঞ্জলিপুটাঃ সর্ব্বা দেবরাজমথাব্রুবন্।
শ্রান্তা দীনা ভয়ত্রস্তা বিবর্ণবদনা ভৃশম্ ॥ ৫৫ ॥
দেবদেব মহারাজ! যত্নশ্চ পরমঃ কৃতঃ।
ন স শক্যো দুরাধর্ষো ধৈর্য্যাচ্চালয়িতুং বিভো! ॥ ৫৬ ॥
উপায়োঽন্যঃ প্রকর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা পাকশাসন!।
নাস্মাকং বলমেতস্মিংস্তাপসে বিজিতেন্দ্রিয়ে ॥ ৫৭ ॥
দিষ্ট্যা বয়ং ন শপ্তাঃ স্ম যদনেন মহাত্মনা।
মুনিনা বহ্নিতুল্যেন তপসা দ্যোতিতেন হি ॥ ৫৮ ॥
বিসৃজ্যাপ্সরসঃ শক্রশ্চিন্তয়ামাস মন্দধীঃ।
তস্যৈব চ বধোপায়ং পাপবুদ্ধিরসাম্প্রতম্ ॥ ৫৯ ॥
বিসৃজ্য লোকলজ্জাং স তথা পাপভয়ং ভৃশম্।
চকার পাপবুদ্ধিস্তু তদ্‌বধায় মহীপতে! ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে
বিশ্বরূপতপশ্চর্য্যাবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দিষ্ট্যেতি। অস্মদ্ভাগ্যেনেত্যর্থঃ। ন শপ্তা ইতি যত্তদ্দিষ্ট্যেত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৮—৬০ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

কিয়দ্দিন অবস্থিতি করিল ॥ ৫৩ ॥ কিন্তু যখন সেই ত্রিশিরা মুনি কিছুতেই ধ্যান হইতে বিচলিত হইলেন না, তখন অপ্সরাগণ শ্রান্ত, দীনভাবাপন্ন ও প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইন্দ্র সন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং সকলেই ভয়ত্রস্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, মহারাজ! আমরা অত্যন্ত যত্ন করিলাম, কিন্তু কিছুতেই সেই দুর্দ্ধর্ষ মুনিবরের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে পারিলাম না ॥ ৫৪—৫৬ ॥ পাকশাসন! এক্ষণে আপনি অন্য উপায় করুন, সেই জিতেন্দ্রিয় তাপসের ধৈর্য্যচ্যুতি করিতে আমাদের সামর্থ্য হইল না। আমাদের ভাগ্যবলেই বহ্নির ন্যায় তপঃপ্রভাব সম্পন্ন সেই মহাত্মা মুনিবর আমাদিগকে শাপ প্রদান করেন নাই ॥ ৫৭—৫৮ ॥ অনন্তর অপ্সরাগণকে বিদায় দিয়া মন্দবুদ্ধি পাপমতি পুরন্দর অতিশয় অন্যায্য হইলেও সেই মুনিবরের বধোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সেই অমররাজ, লোক লজ্জা ও পাপভয় বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহার বধের নিমিত্ত অতিনিন্দিত পাপবুদ্ধিই স্থিরতর করিলেন ॥ ৫৯—৬০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌-
ভাগবতের ষষ্ঠমস্কন্ধে ত্রিশিরার তপস্যা বর্ণন
নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

অথ স লোভমুপেত্য সুরাধিপঃ
সমধিগম্য গজাসনসংস্থিতঃ।
ত্রিশিরসং প্রতি দুষ্টমতিস্তদা
মুনিমপশ্যদমেয়পরাক্রমম্॥ ১॥
তমভিবীক্ষ্য দৃঢ়াসনসংস্থিতং
জিতগিরং সুসমাধিবশঙ্গতম্।
রবিবিভাবসুসন্নিভমোজসা
সুরপতিঃ পরমাপদমভ্যগাৎ॥ ২॥
কথমসৌ বিনিহন্তুমহো ময়া
মুনিরপাপমতিঃ কিল সংমতঃ।
রিপুরয়ং সুসমিদ্ধতপোবলঃ
কথমুপেক্ষ্য ইহাসনকামুকঃ॥ ৩॥

ত্রিপঞ্চাশৎপদ্যবর্যৈস্ত্রিশিরোবধবর্ণনম্।
কৃত্বা বৃত্রাসুরোৎপত্তির্বিস্তরেণোপবর্ণ্যতে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে পাপবুদ্ধিং তদ্বধায় চকারেত্যুক্তং তদনন্তরং জাতং বৃত্তমাহ অথেতি। স ইন্দ্রঃ লোভমুপেত্য প্রাপ্য ত্রিশিরসং প্রতি সমধিগম্য গত্বা তং মুনিমপশ্যদিত্যন্বয়ঃ॥ ১॥
পরমাপদং খেদম্॥ ২॥
আসনকামুকঃ মদীয়াসনেচ্ছাবান্ কথমুপেক্ষ্য ইত্যর্থঃ॥ ৩—৪॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! অনন্তর অতিলুব্ধ সুরপতি ত্রিশিরার বধসাধনে সঙ্কল্প করিয়া ঐরাবতে আরোহণ পূর্ব্বক সেই অমিত পরাক্রম মুনিবরের সন্নিধানে গমন করত দর্শন করিলেন যে, সেই মুনিবর বাক্যসংযত করত সুদৃঢ় আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া একাগ্রচিত্তে সমাধি অবলম্বন করিয়া রহিয়াছেন; তৎকালে তাঁহার শরীর হইতে এরূপ তেজ বহির্গত হইতেছিল যে তাহাকে সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ইন্দ্র ত্রিশিরাকে এইরূপ দর্শন করিয়া অত্যন্ত খেদ ও বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন॥ ১—২॥ তখন তিনি ভাবিলেন, এই নির্ম্মলমানস মুনিবর প্রদীপ্ত তপোবল সম্পন্ন, আমি ইহাকেই বিনাশ করিবার জন্য অভিলাষ করিয়াছি ইহা অতিশয় ধর্ম্মবিরুদ্ধ; কিন্তু হায়! ইনি আমার সিংহাসন

ইতি বিচিন্ত্য পবিং পরমায়ুধং
প্রতি মুমোচ মুনিং তপসি স্থিতম্।
শশিদিবাকরসন্নিভমাশুগং
ত্রিশিরসং সুরসঙ্ঘপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ৪ ॥
তদভিঘাতহতঃ স ধরাতলে
কিল পপাত মমার চ তাপসঃ।
শিখরিণঃ শিখরং কুলিশার্দ্দিতং
নিপতিতং ভুবি বাদ্ভুতদর্শনম্ ॥ ৫ ॥
তং নিহত্য মুদমাপ সুরেশ-
শ্চুক্রুশুশ্চ মুনয়স্তু সংস্থিতাঃ।
হা হতেতি ভৃশমার্ত্তনিঃস্বনাঃ
কিং কৃতং শতমখেন পাপিনা ॥ ৬ ॥
বিনাপরাধং তপসাং নিধির্হতঃ
শচীপতিঃ পাপমতির্দুরাত্মা।
ফলং কিলায়ং তরসা কৃতস্য
প্রাপ্নোতু পাপী হননোদ্ভবস্য ॥ ৭ ॥
তং নিহত্য তরসা সুররাজো
নির্জ্জগাম নিজমন্দিরমাশু।
স হতোঽপি বিররাজ মহাত্মা
জীবমান ইব তেজসাং নিধিঃ ॥ ৮ ॥

বাদ্ভুতদর্শনমিত্যত্র বশব্দ ইবার্থকো ভুবি নিপতিতমিবেত্যেবং যোজ্যঃ ॥ ৫—৭ ॥

গ্রহণে অভিলাষী হইয়াছেন, অতএব কিরূপে এরূপ শত্রুকে উপেক্ষা করি ॥ ৩ ॥ দেবরাজ এইরূপ ভাবিয়া স্বয়ং সেই তপস্যায় অবস্থিত, শশধর ও দিনকরের তুল্য দীপ্যমান মুনিবর ত্রিশিরার প্রতি শীঘ্রগামী স্বীয় অমোঘ অস্ত্র বজ্র নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪ ॥ তখন পর্ব্বতের সুবিশাল শিখরদেশ বজ্রদ্বারা আহত হইয়া যেরূপ ভূমিতলে পতিত হয়, সেইরূপ তপস্বিপ্রবর ত্রিশিরাও কুলিশাহত হইয়া অবনিতলে পতিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণ ত্যাগ করিলেন ॥ ৫ ॥ ইন্দ্র তাঁহাকে বিনাশ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, কিন্তু তত্রাস্থিত মুনিগণ হা হতোঽস্মি, হায়! কি হইল এই বলিয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল; হায়! পাপমতি শতক্রতু আজ কি দুষ্কর্ম্মই করিল। হায়! দুরাত্মা

তং দৃষ্ট্বা পতিতং ভূমৌ জীবন্তমিব বৃত্রহা।
চিন্তামাপাতিখিন্নাঙ্গঃ কিং বা জীবেদয়ং পুনঃ ॥ ৯ ॥
বিমৃশ্য মনসাতীব তক্ষাণং পুরতঃ স্থিতম্।
মঘবা বীক্ষ্য তং প্রাহ স্বকার্য্যসদৃশং বচঃ ॥ ১০ ॥
তক্ষংশ্ছিন্ধি শিরাংস্যস্য কুরুষ্ব বচনং মম।
মা জীবতু মহাতেজা ভাতি জীবন্নিব স্বয়ম্।
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য তক্ষোবাচ বিগর্হয়ন্ ॥ ১১ ॥

তক্ষোবাচ।

মহাস্কন্ধো ভৃশং ভাতি পরশুর্ন তরিষ্যতি।
ততো নাহং করিষ্যামি কার্য্যমেতদ্বিগর্হিতম্ ॥ ১২ ॥
ত্বয়া বৈ নিন্দিতং কর্ম্ম কৃতং সদ্ভির্বিগর্হিতম্।
অহং বিভেমি পাপাদ্বৈ মৃতস্যৈব চ মারণে ॥ ১৩ ॥

স হতোঽপীতি। হতো মৃতোঽপি জীবমান ইব জীববদিব বিররাজ। যতস্তেজসাং নিধিরিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥
কিংবেতি। কিং মূর্চ্ছাং প্রাপ্তোঽয়ং পুনর্জীবেদিত্যর্থঃ ॥ ৯—১১ ॥

পাপমতি শচীপতি বিনা অপরাধে এই তপোনিধি মুনিবরকে নিহত করিল? অতএব এই পাপাত্মা মুনি-হত্যাজনিত পাপের ফল শীঘ্রই প্রাপ্ত হউক ॥ ৬—৭ ॥ অনন্তর সুররাজ ইন্দ্র তাঁহাকে নিহত করিয়া সত্বর নিজ আলয়ে গমন করিলেন; এদিকে সেই মহাত্মা তপোনিধি হত হইয়াও স্বশরীর প্রভায় জীবিতের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ তখন বৃত্র-বিনাশন ইন্দ্র তাঁহাকে জীবিতের ন্যায় পতিত থাকিতে দেখিয়া "ইনি পুনর্ব্বার জীবিত হইতেও পারেন" এইরূপ চিন্তা করত অতিশয় বিষণ্ণ হইতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥ পরে মনে মনে নানাবিধ চিন্তা করিতে করিতে সম্মুখস্থিত কাষ্ঠচ্ছেদক তক্ষাকে স্বার্থসাধনের অনুরূপ বাক্যে বলিতে লাগিলেন, শিল্পিবর! তুমি ইঁহার মস্তক সকল ছেদন করিয়া আমার বচন প্রতিপালন কর, এই মহাতেজা মহর্ষি জীবিতের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছেন, অতএব তুমি ইঁহার মস্তক ছেদন করিলে ইনি আর জীবিত হইতে পারিবেন না। তখন তক্ষা ইন্দ্রবাক্য শ্রবণ করিয়া সেই কার্য্যের নিন্দা করত তাঁহাকে কহিলেন ॥ ১০—১১ ॥

দেবরাজ! এই মুনির কণ্ঠ অতীব স্থূল সুতরাং অচ্ছেদ্য; আমার এই পরশু ইহা কর্ত্তন করিতে সমর্থ হইবে না। বিশেষত আমি এই বিগর্হিত কার্য্য করিতে পারিব না ॥ ১২ ॥ আপনি সজ্জনগণের বিগর্হিত অত্যন্ত অধর্ম্মকর কার্য্য করিয়াছেন; কিন্তু আমি পাপে ভয় করি সুতরাং এই মৃত মুনির অঙ্গে পুনর্ব্বার আঘাত করিতে পারিব না ॥ ১৩ ॥ এই মুনি

মৃতোঽয়ং মুনিরস্ত্যেব শিরসঃ কৃন্তনেন কিম্।
ভয়ং কিন্তেঽত্র সঞ্জাতং পাকশাসন! কথ্যতাম্॥ ১৪॥

ইন্দ্র উবাচ।

সজীব ইব দেহোঽয়মাভাতি বিশদাকৃতিঃ।
তস্মাদ্বিভেমি মা জীবেৎ মুনিঃ শত্রুরয়ং মম॥ ১৫॥

তক্ষোবাচ।

নাত্র কিং ত্রপসে বিদ্বন্! ক্রূরেণানেন কর্ম্মণা।
ঋষিপুত্রমিমং হত্বা ব্রহ্মহত্যাভয়ং ন কিম্॥ ১৬॥

ইন্দ্র উবাচ।

প্রায়শ্চিত্তং করিষ্যামি পশ্চাৎ পাপক্ষয়ায় বৈ।
শত্রুস্তু সর্ব্বথা বধ্যশ্ছলেনাপি মহামতে!॥ ১৭॥

তক্ষোবাচ।

ত্বং লোভাভিহতঃ পাপং করোষি মঘবন্নিহ।
তং বিনাহং কথং পাপং করোমি বদ মে বিভো!॥ ১৮॥

মহাস্কন্ধ ইতি। স্কন্ধঃ কণ্ঠো মহাগজবদচ্ছেদ্যো ভাতি। অত্র মম পরশুশ্ছেদনাস্ত্রং ন তরিষ্যতি কার্য্যং কর্ত্তুং সমর্থো ন ভবিষ্যতীত্যর্থঃ॥ ১২—১৭॥

মৃত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন, ইঁহার শিরশ্ছেদনে প্রয়োজন কি? পাকশাসন! এ বিষয়ে আপনার ভয়ের কারণ কি আছে তাহা বলুন॥ ১৪॥

ইন্দ্র কহিলেন, শিল্পিবর! এই মুনি আমার পরম শত্রু, ইহার দেহ এখনও সজীবের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট বোধ হইতেছে, অতএব এই মুনিবর পাছে জীবিত হন, আমি সেই জন্যই ভয় করিতেছি॥ ১৫॥

তক্ষা কহিল, আপনি সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ হইয়াও এই নৃশংস কর্ম্ম করিতে কি লজ্জা বোধ করিতেছেন না? বিশেষত এই ঋষিপুত্রকে হনন করিয়া আপনি কি ব্রহ্মহত্যার ভয় করিতেছেন না?॥ ১৬॥

ইন্দ্র কহিলেন, আমি পাপক্ষয়ের নিমিত্ত পরে প্রায়শ্চিত্ত করিব, কিন্তু এক্ষণে এই শত্রুকে বধ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। মহামতে! নীতিবিশারদ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, ছল করিয়াও সর্ব্বপ্রকারে শত্রুর বধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য॥ ১৭॥

তখন তক্ষা ইন্দ্রের এই কথা শুনিয়া বলিল, মঘবন্! আপনি লোভ পরতন্ত্র হইয়াই এই পাপকার্য্য করিতেছেন; কিন্তু বিভো! আমার লোভের কারণ কিছুই নাই, অতএব তাহা ব্যতিরেকে আমি কিরূপে এরূপ পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি?॥ ১৮॥

ইন্দ্র উবাচ।

মখেষু খলু ভাগং তে করিষ্যামি সদৈব হি।
শিরঃ পশোস্তু তে ভাগং যজ্ঞে দাস্যন্তি মানবাঃ ॥ ১৯ ॥
শুল্কেনানেন ছিন্ধি ত্বং শিরাংস্যস্য কুরু প্রিয়ম্ ॥ ২০ ॥

ব্যাস উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা মহেন্দ্রস্য বচস্তক্ষা মুদান্বিতঃ।
কুঠারেণ শিরাংস্যস্য চকর্ত্ত সুদৃঢ়েন হি ॥ ২১ ॥
ছিন্নানি ত্রীণি শীর্ষাণি পতিতানি যদা ভুবি।
তেভ্যস্তু পক্ষিণঃ ক্ষিপ্রং বিনিষ্পেতুঃ সহস্রশঃ ॥ ২২ ॥
কলবিঙ্কাস্তিত্তিরয়স্তথৈব চ কপিঞ্জলাঃ।
পৃথক্ পৃথগ্বিনিষ্পেতুর্মুখতস্তরসা তদা ॥ ২৩ ॥
যেন বেদানধীতে স্ম সোমঞ্চ পিবতে তথা।
তস্মাদ্বক্ত্রাৎ কিলোৎপেতুঃ সদ্য এব কপিঞ্জলাঃ ॥ ২৪ ॥
যেন সর্ব্বা দিশঃ কামং পিবন্নিব নিরীক্ষতে।
তস্মাত্তু তিত্তিরাস্তত্র নিঃসৃতাস্তিগ্মতেজসঃ ॥ ২৫ ॥

তং বিনেতি। লোভবিষয়কবস্তুপ্রাপ্তিং বিনেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

পশোর্যচ্ছিরোঽস্তি স তে ভাগো ভবিষ্যতি অমন্ত্রকমপি তং ভাগং গৃহীত্বা সন্তুষ্টো ভবেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

শুল্কেন মৌল্যেন ॥ ২০—২৪ ॥

যেন মুখেন সর্ব্বা দিশঃ পিবন্নিব ভক্ষয়ন্নিবেক্ষতে তস্মাদন্নাদনান্মুখাত্তিত্তিরা নিঃসৃতা ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। যৎ সোমপানমাসীৎ স কপিঞ্জলোঽভবদ্‌যৎ সুরাপানং স কলবিঙ্কো যদন্নাদনং স তিত্তিরিরিতি ॥ ২৫ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, তক্ষন্! আমি যজ্ঞস্থলে তোমার ভাগ কল্পনা করিয়া দিব, মানবগণ যজ্ঞে প্রদত্ত পশুর মস্তক সর্ব্বদাই তোমাকে প্রদান করিবে, এক্ষণে তুমি এই নিয়মে ইহার মস্তক ছেদন করিয়া আমার প্রিয়কার্য্য সাধন কর ॥ ১৯—২০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সেই তক্ষা ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইল এবং সুদৃঢ় কুঠার দ্বারা সেই মুনির মস্তক সকল ছেদন করিয়া ফেলিল ॥ ২১ ॥ মহারাজ! তাঁহার মস্তকত্রয় ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইলে তাহা হইতে সহস্র সহস্র পক্ষি সবেগে নির্গত হইতে লাগিল ॥২২॥ কলবিঙ্ক, তিত্তিরি ও কপিঞ্জল এই তিন প্রকার পক্ষিপুঞ্জ পৃথক্ পৃথক্ মুখ হইতে পৃথক্ পৃথক্ রূপে শীঘ্রই নির্গত হইতে লাগিল ॥ ২৩ ॥ নৃপবর! সেই তীব্রতেজা মুনিবর যে মুখ দ্বারা বেদাধ্যয়ন ও সোমপান করিতেন তাহা হইতে কপিঞ্জল পক্ষী সকল

যৎ সুরাপস্তু তদ্বক্ত্রং তস্মাত্তু চটকাঃ কিল।
বিনিষ্পেতুস্ত্রিশিরস এবং তে বিহগা নৃপ ! ॥ ২৬ ॥
এবং বিনিঃসৃতান্ দৃষ্ট্বা তেভ্যঃ শক্রস্তদাশুজান্।
মুমোদ মনসা রাজন্ ! জগাম ত্রিদিবং পুনঃ ॥ ২৭ ॥
গতে শক্রে তু তক্ষাপি স্বগৃহং তরসা যযৌ।
যজ্ঞভাগং পরং লব্ধ্বা মুদমাপ মহীপতে ! ॥ ২৮ ॥
ইন্দ্রোঽথ স্বগৃহং গত্বা হত্বা শত্রুং মহাবলম্।
মেনে কৃতার্থমাত্মানং ব্রহ্মহত্যামচিন্তয়ন্ ॥ ২৯ ॥
তং শ্রুত্বা নিহতং ত্বষ্টা পুত্রং পরমধার্ম্মিকম্।
চুকোপাতীব মনসা বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৩০ ॥
অনাগসং মুনিং যস্মাৎ পুত্রং নিহতবান্ মম।
তস্মাদুৎপাদয়িষ্যামি তদ্বধার্থং সুতং পুনঃ ॥ ৩১ ॥
সুরাঃ পশ্যন্তু মে বীর্য্যং তপসশ্চ বলং তথা।
জানাতু সর্ব্বং পাপাত্মা স্বকৃতস্য ফলং মহৎ ॥ ৩২ ॥
ইত্যুক্ত্বাগ্নিং জুহাবাথ মন্ত্রৈরাথর্ব্বণোদিতৈঃ।
পুত্রস্যোৎপাদনার্থায় ত্বষ্টা ক্রোধসমাকুলঃ ॥ ৩৩ ॥

চটকাঃ কলবিঙ্কাঃ ॥ ২৬ ॥
মুমোদেতি। ত্রিশিরা মৃত ইতি নিশ্চয়েন ॥ ২৭—৩৩ ॥

যে মুখ দ্বারা দিক্ সকল পান করিবার ন্যায় দর্শন করিতেন তাহা হইতে তিত্তিরি পক্ষী সকল এবং যাহা দ্বারা সুরা পান করিতেন তাহা হইতে কলবিঙ্ক পক্ষী সকল নির্গত হইতে লাগিল ॥ ২৪—২৬ ॥ দেবরাজ পক্ষিগণকে তাহার মুখবিবর হইতে নির্গত হইতে দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্বর্গে গমন করিলেন ॥ ২৭ ॥ মহারাজ ! ইন্দ্র নিজ নগরে গমন করিলে তক্ষাও সত্বর নিজ গৃহে গমন করিল এবং যজ্ঞভাগ লাভ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইল ॥ ২৮ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র শত্রু বিনাশ পূর্ব্বক স্বগৃহে গমন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ব্রহ্মহত্যার বিষয় কিছুই চিন্তা করিলেন না ॥ ২৯ ॥

অনন্তর, বিশ্বকর্ম্মা শুনিলেন যে, তাঁহার পরম ধার্ম্মিক পুত্র নিহত হইয়াছে, তখন তিনি মনে মনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিলেন যে, ইন্দ্র যখন আমার গুণবান্ ও তপস্যা-নিরত পুত্রকে নিরপরাধে বিনাশ করিয়াছে তখন আমি তাহার বিনাশের নিমিত্ত পুনর্ব্বার অন্য পুত্রের সৃষ্টি করিব ॥ ৩০—৩১ ॥ সুরগণ আমার বীর্য্য ও তপোবল দর্শন করুক এবং সেই পাপাত্মা ইন্দ্রও স্বকৃত কুকার্য্যের মহৎ ফল অনুভব করুক ॥ ৩২ ॥

কৃতে হোমেঽষ্টরাত্রন্তু সন্দীপ্তাচ্চ বিভাবসোঃ।
প্রাদুর্ব্বভূব তরসা পুরুষঃ পাবকোপমঃ ॥ ৩৪ ॥
তং দৃষ্ট্বাগ্রে সুতং ত্বষ্টা তেজোবলসমন্বিতম্।
বেগাৎ প্রকটিতং বহ্নের্দীপ্যমানমিবানলম্ ॥ ৩৫ ॥
উবাচ বচনং ত্বষ্টা সুতং বীক্ষ্য পুরঃস্থিতম্।
ইন্দ্রশত্রো বিবর্দ্ধস্ব প্রতাপাত্তপসো মম ॥ ৩৬ ॥
ইত্যুক্তে বচনে ত্বষ্ট্রা ক্রোধপ্রজ্বলিতেন চ।
সোঽবর্দ্ধত দিবং স্তব্ধ্বা বৈশ্বানরসমদ্যুতিঃ ॥ ৩৭ ॥
জাতঃ স পর্ব্বতাকারঃ কালমৃত্যুসমঃ স্বরাট্।
কিং করোমীতি তং প্রাহ পিতরং পরমাতুরম্ ॥ ৩৮ ॥
কুরু মে নামকং নাথ! কার্য্যং কথয় সুব্রত!।
চিন্তাতুরোঽসি কস্মাত্ত্বং ব্রূহি মে শোককারণম্ ॥ ৩৯ ॥
নাশয়াম্যদ্য তে শোকমিতি মে ব্রতমাহিতম্।
তেন জাতেন কিং ভূয়ঃ পিতা ভবতি দুঃখিতঃ ॥ ৪০ ॥

অষ্টরাত্রমভিচারহোমে কৃতে সতীত্যর্থঃ ॥ ৩৪—৩৮ ॥
নামকং মম নামকরণং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥
তেন পুত্রেণ জাতেন কিং ফলম্ ন কিমপি। যস্য পুত্রস্য পিতা দুঃখিতো ভবতি ॥৪০-৪১॥

বিশ্বকর্ম্মা এই বলিয়া ক্রোধে অত্যন্ত আকুল হইলেন এবং অথর্ব্ববেদোক্ত বিধান দ্বারা পুত্র উৎপাদনের নিমিত্ত অনলে হোম করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ অষ্ট রাত্র হোম করিলে পর সেই প্রদীপ্ত অনল হইতে দ্বিতীয় পাবকের ন্যায় দীপ্তিমান্ এক পুরুষ সত্বর আবির্ভূত হইল ॥ ৩৪ ॥ বিশ্বকর্ম্মা অনল হইতে বহির্ভূত তেজ ও বল সমন্বিত দীপ্যমান অনলের ন্যায় সেই পুত্রকে সম্মুখে দর্শন করিয়া কহিলেন, ইন্দ্রশত্রো! তুমি আমার তপোবল দ্বারা বিবর্দ্ধিত হও ॥ ৩৫—৩৬ ॥ বিশ্বকর্ম্মা ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া এই বাক্য বলিলে পর অনলতুল্য দীপ্তিশালী সেই পুত্র আকাশমণ্ডল স্তব্ধ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥ ক্ষণকাল মধ্যে সেই পুরুষ কালান্তক শমন সদৃশ পর্ব্বতাকৃতি হইয়া ঈশ্বরের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিল এবং অত্যন্ত কাতর নিজ জনক বিশ্বকর্ম্মাকে কহিল, প্রভো! আপনি আমার নামকরণ করুন, তাত! আমি আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিব? আপনি কি জন্য চিন্তাতুর ও শোকাতুর হইয়াছেন তাহার কারণ সকল ব্যক্ত করিয়া বলুন ॥ ৩৮-৩৯ ॥ আমি আপনার শোক বিনাশ করিব ইহাই অদ্য আমার নিশ্চিত ব্রত হইল; পিতঃ! যে পুত্র পিতার দুঃখ মোচনে সমর্থ না হয়, সেই পুত্র জন্মিলেই বা কি ফল? ॥ ৪০ ॥ পিতঃ!

পিবামি সাগরং সদ্যশ্চূর্ণয়ামি ধরাধরান্।
উদ্যন্তং বারয়াম্যদ্য তরণিং তিগ্মতেজসম্ ॥ ৪১ ॥
হন্মীন্দ্রং সসুরং সদ্যো যমং বা দেবতান্তরম্।
ক্ষিপামি সাগরে সর্ব্বান্ সমুৎপাট্য চ মেদিনীম্ ॥ ৪২ ॥
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য ত্বষ্টা পুত্রস্য পেশলম্।
প্রত্যুবাচাতিমুদিতস্তং সুতং পর্ব্বতোপমম্ ॥ ৪৩ ॥
বৃজিনাত্ত্রাতুমধুনা যস্মাচ্ছক্তোঽসি পুত্রক!।
তস্মাৎ বৃত্র ইতি খ্যাতং তব নাম ভবিষ্যতি ॥ ৪৪ ॥
ভ্রাতা তব মহাভাগ! ত্রিশিরা নাম তাপসঃ।
ত্রীণি তস্য চ শীর্ষাণি হ্যভবন্ বীর্য্যবন্তি চ ॥ ৪৫ ॥
বেদবেদাঙ্গতত্ত্বজ্ঞো সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
সংস্থিতস্তপসি প্রায়স্ত্রিলোকীবিস্ময়প্রদে ॥ ৪৬ ॥
শক্রেণ তু হতঃ সোঽদ্য বজ্রঘাতেন সাম্প্রতম্।
বিনাপরাধং সহসা ছিন্নানি মস্তকানি চ ॥ ৪৭ ॥
তস্মাত্ত্বং পুরুষব্যাঘ্র! জহি শক্রং কৃতাগসম্।
ব্রহ্মহত্যাযুতং পাপং নিস্ত্রপং দুর্মতিং শঠম্ ॥ ৪৮ ॥

হন্মীন্দ্রমিতি। ইন্দ্রং হন্মি হনিষ্যামি যমং বাঽন্যদ্বা দেবতান্তরং হন্মি হনিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥
বৃজিনাত্ত্রায়ত ইতি বৃত্রঃ পৃষোদরাদিত্বাজ্জিনশব্দস্য তকারাদেশঃ ॥ ৪৪—৪৮ ॥

আমি এক্ষণে সমস্ত সাগর পান করিব, অথবা সমস্ত পর্ব্বত চূর্ণ করিয়া ফেলিব, অথবা উদয়শীল তিগ্মতেজা তরণিকে নিবারণ করিয়া রাখিব কিংবা সমস্ত সুরগণের সহিত বাসবকে, যমকে বা অন্য যে কোনও দেবতাকে বিনাশ করিব অথবা মেদিনীকে উৎপাটন করিয়া সমস্ত জীবগণকে সাগর জলে নিক্ষেপ করিব ॥ ৪১—৪২ ॥

মহারাজ! বিশ্বকর্ম্মা সেই পুত্রের এইরূপ মনোহর মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্তে সেই পর্ব্বতোপম পুত্রকে কহিলেন, পুত্র! তুমি এক্ষণে বৃজিন অর্থাৎ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ এই হেতু তুমি বৃত্র নামে বিখ্যাত হইবে ॥ ৪৩—৪৪ ॥ মহাভাগ! তোমার ভ্রাতা ত্রিশিরা নামে তাপস ছিলেন, তাহার তিনটি মস্তকই বীর্য্যবান্ অর্থাৎ উত্তম কর্ম্মক্ষম ছিল ॥ ৪৫ ॥ সে বেদ ও বেদাঙ্গ শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ এবং সর্ব্ব বিদ্যায় বিশারদ হইয়া নিয়তই ত্রিলোকের বিস্ময়প্রদ তপস্যায় নিরত থাকিত ॥ ৪৬ ॥ ইন্দ্র আমার সেই গুণবান্ পুত্রকে বজ্র দ্বারা বিনাশ করিয়াছে, সেই পাপাত্মা বিনা অপরাধে তাহার তিনটি মস্তকই ছেদন

ইত্যুক্ত্বা চ তদা ত্বষ্টা পুত্রশোকসমাকুলঃ।
আয়ুধানি চ দিব্যানি চকার বিবিধানি চ ॥ ৪৯ ॥
দদাবস্মৈ সহস্রাক্ষবধায় প্রবলানি চ।
খড়্গশূলগদাশক্তিতোমরপ্রমুখানি বৈ ॥ ৫০ ॥
শার্ঙ্গন্ধনুস্তথা বাণং পরিঘং পট্টিশং তথা।
চক্রং দিব্যং সহস্রারং সুদর্শনসমপ্রভম্ ॥ ৫১ ॥
তূণীরৌ চাক্ষয়ৌ দিব্যৌ কবচঞ্চাতিসুন্দরম্।
রথং মেঘপ্রতীকাশং দৃঢ়ং ভারসহং জবম্ ॥ ৫২ ॥
যুদ্ধোপকরণং সর্ব্বং কৃত্বা পুত্রায় পার্থিব!।
দত্ত্বাসৌ প্রেরয়ামাস ত্বষ্টা ক্রোধসমন্বিতঃ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে বৃত্রোৎপত্তিকথনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

চকার উৎপাদিতবান্ ॥ ৪৯—৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

করিয়াছে ॥ ৪৭ ॥ অতএব, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি সেই কৃতাপরাধ ব্রহ্মহত্যা-পাপযুক্ত, পাপস্বরূপ, নির্লজ্জ, শঠ ও দুষ্টমতি সুরপতিকে সংহার কর ॥ ৪৮ ॥

মহারাজ! পুত্রশোকে ব্যাকুল বিশ্বকর্ম্মা এইরূপ বলিয়া বিবিধ প্রকার দিব্য আয়ুধ সকল উৎপাদন করিলেন ॥ ৪৯ ॥ তিনি ইন্দ্র বধের নিমিত্ত বিশেষ কার্য্যক্ষম উত্তম উত্তম খড়্গ, শূল, গদা, শক্তি, তোমরাদি এবং শার্ঙ্গ ধনুক, বাণ, পরিঘ, পট্টিশ, সুদর্শন সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট দিব্য চক্র, দিব্য অক্ষয় তূণীর দ্বয়, সুন্দর কবচ, মেঘপ্রভ সুদৃঢ় ভারসহ বায়ুবেগী রথ, এই সমস্ত নির্ম্মাণ করিয়া পুত্রকে প্রদান করিলেন ॥ ৫০—৫২ ॥ মহারাজ! ক্রোধ-সমন্বিত শিল্পিপ্রবর বিশ্বকর্ম্মা এইরূপে যুদ্ধের সমগ্র উপকরণ প্রস্তুত করিয়া তৎসমুদয় নিজ পুত্র বৃত্রাসুরকে প্রদান পূর্ব্বক ইন্দ্র বধের নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৫৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে বৃত্রাসুরের উৎপত্তি নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

কৃতস্বস্ত্যয়নো বৃত্রো ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ।
নির্জ্জগাম রথারূঢ়ো হন্তুং শক্রং মহাবলঃ ॥ ১ ॥
তদৈব রাক্ষসাঃ ক্রূরাঃ পুরা দেবপরাজিতাঃ।
সমাজগ্মুশ্চ সেবার্থং বৃত্রং জ্ঞাত্বা মহাবলম্ ॥ ২ ॥
ইন্দ্রদূতাস্তু তং দৃষ্ট্বা যুদ্ধায় তু সমাগতম্।
বেগাদাগত্য বৃত্তান্তং শশংসুস্তস্য চেষ্টিতম্ ॥ ৩ ॥

দূতা ঊচুঃ।

স্বামিন্! শীঘ্রমিহায়াতি বৃত্রো নাম রিপুস্তব।
বলবান্ স্যন্দনে রূঢ়স্ত্বষ্ট্রা চোৎপাদিতঃ কিল ॥ ৪ ॥
অভিচারেণ নাশার্থং তব ক্রোধান্বিতেন বৈ।
পুত্রাঘাতাভিতপ্তেন দুঃসহো রাক্ষসৈর্যুতঃ ॥ ৫ ॥
যত্নং কুরু মহাভাগ! শীঘ্রমায়াতি সাম্প্রতম্।
মেরুমন্দরসঙ্কাশো ঘোরশব্দোঽতিদারুণঃ ॥ ৬ ॥

ষষ্টিশ্লোকৈর্দেবসেনাপরাজয়কথোত্তরম্।
পিত্রাজ্ঞয়া তপস্যার্থং বৃত্রো গত উদীর্য্যতে॥

ত্বষ্টুঃ প্রেরণোত্তরং জাতং বৃত্তমাহ কৃতস্বস্ত্যয়ন ইতি ॥ ১—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! মহাবল বৃত্র, বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করাইয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক দেবরাজ ইন্দ্রকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত নির্গত হইল ॥ ১ ॥ পূর্ব্বে দেবগণ যে সকল দানবদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহারা বৃত্রাসুরকে বলবান্ জানিয়া তাহার সেবা ও সাহায্যের নিমিত্ত তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২ ॥ ইন্দ্রের দূত সকল তাহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত সমুদ্যত দেখিয়া বেগে আগমন পূর্ব্বক দেবরাজকে তাহার কার্য্য ও অন্যান্য সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিল ॥ ৩॥ প্রভো! বিশ্বকর্ম্মা পুত্র-বিনাশে সন্তপ্ত ও ক্রোধান্বিত হইয়া আপনার বিনাশের নিমিত্ত অভিচার কর্ম্ম দ্বারা যে পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন সেই দুঃসহ বৃত্র নামক অসুর আপনার বলবান্ শত্রু, সে এক্ষণে রথে আরোহণ পূর্ব্বক অসুরগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধের নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করি-

এতস্মিন্নন্তরে তত্র ভীতা দেবগণা ভৃশম্।
আগত্যোচুঃ সুরপতিং শৃণ্বন্তং দূতভাষিতম্ ॥ ৭ ॥

গণা ঊচুঃ।

মঘবন্! দুর্নিমিত্তানি ভবন্তি ত্রিদশালয়ে।
বহূনি ভয়শংসীনি পক্ষিণাং বিরুতানি চ ॥ ৮ ॥
কাকা গৃধ্রাস্তথা শ্যেনাঃ কঙ্কাদ্যা দারুণাঃ খগাঃ।
রুদন্তি বিকৃতৈঃ শব্দৈরুৎকারৈর্ভবনোপরি ॥ ৯ ॥
চীচীকূচীতি নিনদান্ কুর্ব্বন্তি বিহগা ভৃশম্।
বাহনানাঞ্চ নেত্রেভ্যো জলধারাঃ পতন্ত্যধঃ ॥ ১০ ॥
শ্রূয়তেহতিমহাঞ্ছব্দো রুদতীনাং নিশাসু চ।
রাক্ষসীনাং মহাভাগ! ভবনোপরি দারুণঃ ॥ ১১ ॥
প্রপতন্তি ধ্বজাস্তূর্ণং বিনা বাতেন মানদ!।
প্রভবন্তি মহোৎপাতা দিবি ভূম্যন্তরিক্ষজাঃ ॥ ১২ ॥
কৃষ্ণাম্বরধরা নার্য্যো ভ্রমন্তি চ গৃহে গৃহে।
যান্তু যান্তু গৃহাৎ তূর্ণং ব্রুবন্ত্যো বিকৃতাননাঃ ॥ ১৩ ॥

তব নাশার্থমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৫—১১ ॥

তেছে ॥ ৪—৫ ॥ হে মহাভাগ! এই শত্রু মেরুমন্দর প্রমাণ ও অতিশয় দারুণ, সে এক্ষণে ঘোরতর শব্দ করিয়া সত্বর আগমন করিতেছে, আপনি বিশেষরূপে যত্নবান্ হউন ॥ ৬ ॥

মহারাজ! দেবরাজ দূতগণের বচন শ্রবণ করিতেছেন এমন সময়ে দেবতাগণ, ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া আগমন করত বলিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ সুরপতি! অদ্য দেবগণের ভবনে বহুতর অমঙ্গল লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে, পক্ষিগণ যেরূপে ধ্বনি করিতেছে তাহাতে শীঘ্রই যে অনিষ্টাপাত হইবে তাহা জানা যাইতেছে ॥ ৮ ॥ কাক, গৃধ্র, শ্যেন ও কঙ্ক প্রভৃতি নিদারুণ পক্ষিসকল, ভবনের উপরিভাগে বিকৃত ও উচ্চতর শব্দে রোদন করিতেছে ॥ ৯ ॥ অন্যান্য পক্ষিগণ সর্ব্বদাই চীচী কূচী প্রভৃতি শব্দ করিতেছে, বাহনগণের লোচন হইতে অশ্রুধারা নিপতিত হইতেছে ॥ ১০ ॥ মহাভাগ! অধিক আর কি বলিব, রাত্রিকালে ভবনের উপরিভাগে রোরুদ্যমানা রাক্ষসীগণের ভয়ঙ্কর দারুণ শব্দ শ্রুত হইতেছে ॥ ১১ ॥ হে মানদ! বিনা বাতেই রথস্থিত ধ্বজা সকল ভগ্ন হইয়া নিপতিত হইতেছে, এইরূপে স্বর্গমধ্যে ভূমিজাত ও অন্তরীক্ষজাত উৎপাত সকল প্রাদুর্ভূত হইতেছে ॥ ১২ ॥ দেবরাজ! এক্ষণে সুরপুরে বিকৃতাননা অঙ্গনাগণ কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহে গৃহে ভ্রমণ পূর্ব্বক "গৃহ হইতে

রাত্রৌ স্বপ্নেষু কান্তানাং সুপ্তানাং নিজমন্দিরে।
কেশান্ লুনন্তি রাক্ষস্যো ভীষয়ন্ত্যো ভৃশাতুরাঃ ॥ ১৪ ॥
এবংবিধানি দেবেশ ! ভূকম্পোল্কাদয়স্তথা।
গোমায়বো রুদন্তি স্ম নিশায়াং ভবনাঙ্গনে ॥ ১৫ ॥
সরটানাঞ্চ জালানি প্রভবন্তি গৃহে গৃহে।
অঙ্গপ্রস্ফুরণাদীনি দুর্নিমিত্তানি সর্ব্বশঃ ॥ ১৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা চিন্তামাপ সুরেশ্বরঃ।
বৃহস্পতিং সমাহূয় পপ্রচ্ছ চ মনোগতম্ ॥ ১৭ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

ব্রহ্মন্ ! কিমুত ঘোরাণি নিমিত্তানি ভবন্তি বৈ।
বাতাশ্চ দারুণা বান্তি প্রপতন্ত্যলকাঃ খতঃ ॥ ১৮ ॥
সর্ব্বজ্ঞোঽসি মহাভাগ! সমর্থো বিঘ্ননাশনে।
বুদ্ধিমাঞ্ছাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞো দেবতানাং গুরুস্তথা ॥ ১৯ ॥
কুরু শান্তিং বিধানজ্ঞ ! শত্রুক্ষয়বিধায়িনীম্।
যথা মে ন ভবেদ্দুঃখং তথা কার্য্যং বিধীয়তাম্ ॥ ২০ ॥

দিবি উৎপাতা ভবন্তি ভূম্যন্তরিক্ষজাশ্চোৎপাতা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥১২—১৭ ॥

শীঘ্রই যাও, শীঘ্রই যাও" এই বাক্য সর্ব্বদাই বলিতেছে ॥ ১৩ ॥ সুরকামিনীগণ রাত্রিকালে আপন আপন মন্দির মধ্যে নিদ্রিত থাকিলেও স্বপ্নযোগে দর্শন করিতেছে যে, ভয়ঙ্করী রাক্ষসী সকল আগমন করিয়া তাহাদের কেশকলাপ ছিন্ন করিয়া তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন করিতেছে ॥ ১৪ ॥ হে দেবেন্দ্র ! এইরূপ অশুভ লক্ষণ সকল এবং ভূমিকম্প ও উল্কাপাতাদি উৎপাত সকল সংঘটিত হইতেছে। অধিক কি রাত্রিকালে শৃগাল সকল ভবনের অঙ্গন মধ্যে আগমন করিয়া ঘোরতর হৃদয়বিক্ষোভক দারুণ শব্দে রোদন করিতেছে ॥১৫॥ বহুতর কৃকলাস গৃহে গৃহে সর্ব্বদাই ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে এবং বিশেষ বিশেষ অঙ্গ স্ফুরণাদি অমঙ্গল লক্ষণ সকল সর্ব্বদাই প্রকাশ পাইতেছে ॥ ১৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! তাঁহাদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবরাজ অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন এবং সুরগুরু বৃহস্পতিকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥১৭॥ ব্রহ্মন্ ! ঘোরতর দুর্নিমিত্ত সকল প্রকাশ পাইতেছে, নিদারুণ সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে এবং আকাশ হইতে কেশরাশি নিপতিত হইতেছে এ সকল কি ? । হে মহাভাগ ! আপনি বুদ্ধিমান্ শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ দেবতাদিগের গুরু বিশেষতঃ সর্ব্বজ্ঞ ও বিঘ্ন বিনাশনের সমস্ত বিধানই অবগত

বৃহস্পতিরুবাচ।

কিং করোমি সহস্রাক্ষ! ত্বয়াদ্য দুষ্কৃতং কৃতম্।
অনাগসং মুনিং হত্বা কিংফলং সমুপার্জ্জিতম্ ॥ ২১ ॥
অত্যুগ্রপুণ্যপাপানাং ফলং ভবতি সত্বরম্।
বিচার্য্য খলু কর্ত্তব্যং কার্য্যং তদ্ভূতিমিচ্ছতা ॥ ২২ ॥
পরোপতাপনং কর্ম্ম ন কর্ত্তব্যং কদাচন।
ন সুখং বিন্দতে প্রাণী পরপীড়াপরায়ণঃ ॥ ২৩ ॥
মোহাল্লোভাদ্‌ব্রহ্মহত্যা কৃতা শক্র! ত্বয়াধুনা।
তস্য পাপস্য সহসা ফলমেতদুপাগতম্ ॥ ২৪ ॥
অবধ্যঃ সর্ব্বদেবানাং জাতোঽসৌ বৃত্রসংজ্ঞকঃ।
হন্তুং ত্বাং স সমায়াতি দানবৈর্বহুভির্বৃতঃ ॥ ২৫ ॥
আয়ুধানি চ সর্ব্বাণি বজ্রতুল্যানি বাসব!।
ত্বষ্ট্রা দত্তানি দিব্যানি গৃহীত্বা সমুপস্থিতঃ ॥ ২৬ ॥
সমাগচ্ছতি দুর্দ্ধর্ষো রথারূঢ়ঃ প্রতাপবান্।
দেবেন্দ্র প্রলয়ং কুর্ব্বন্নাস্য মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥ ২৭ ॥

অলকাঃ কেশাঃ খতঃ আকাশতঃ পতন্তি ॥ ১৮—২১ ॥
অত্যুগ্রেতি। যতঃ ত্বরং ফলং ভবতি ততো বিচার্য্য কর্ত্তব্যমিত্যন্বয়ঃ ॥ ২২—২৬ ॥

আছেন! অতএব আপনি শত্রুবিনাশিনী শান্তির অনুষ্ঠান করুন, অধিক কি বলিব যাহাতে আমাদিগের দুঃখ না হয়, আপনি সেইরূপ কার্য্যের বিধান করুন ॥ ১৮—২০ ॥

বৃহস্পতি বলিলেন, সহস্রলোচন! আমি কি করিব তুমি ইতিপূর্ব্বে অতিশয় পাপ কর্ম্ম করিয়াছ; সেই নিরপরাধ মুনিবরকে নিহত করিয়া তুমি অতি কুৎসিত ফল উপার্জ্জন করিয়াছ ॥২১॥ অতিশয় উগ্রতর পাপ ও পুণ্যের ফল সত্বরই ফলিয়া থাকে, অতএব কল্যাণ-কামুক জনগণের বিচার করিয়াই কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ॥ ২২ ॥ যাহাতে অপরের অতিশয় সন্তাপ হয় এরূপ কর্ম্ম কখনই কর্ত্তব্য নহে। যে সকল প্রাণী পরপীড়ায় নিরত তাহারা কখনই সুখলাভ করিতে পারে না ॥ ২৩ ॥ শক্র! তুমি এক্ষণে মোহবশে ও লোভবশে ব্রহ্মহত্যা করিয়াছ, সেই পাপের এই ফল সহসা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৪ ॥ সুররাজ! এই বৃত্রনামক অসুর, সমস্ত দেবগণের অবধ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে; সেই প্রতাপবান্ দুর্দ্ধর্ষ অসুরবর বহুতর দানবগণে পরিবৃত হইয়া এবং বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রদত্ত বজ্রতুল্য দিব্য অস্ত্র সকল গ্রহণ করিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক তোমাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত প্রলয়-কাল উপস্থিত করিয়াই যেন আগমন করিতেছে। এই ত্রিলোকমধ্যে তাহাকে বিনাশ

কোলাহলস্তদা জাতস্তথা ব্রুবতি বাক্‌পতৌ।
গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরা যক্ষা মুনয়শ্চ তপোধনাঃ ॥ ২৮ ॥
সদনানি বিহায়ৈবামরাঃ সর্ব্বে পলায়িতাঃ।
তদ্দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং শক্রশ্চিন্তাপরায়ণঃ ॥ ২৯ ॥
আজ্ঞাপয়ামাস তদা সেনোদ্‌যোগায় সেবকান্।
আনয়ধ্বং বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ চ দিবাকরান্।
পূষণঞ্চ ভগং বায়ুং কুবেরং বরুণং যমম্ ॥ ৩০ ॥
বিমানেষু সমারুহ্য সায়ুধাঃ সুরসত্তমাঃ।
সমাগচ্ছন্তু তরসা শক্ররায়াতি সাম্প্রতম্ ॥ ৩১ ॥
ইত্যাজ্ঞাপ্য সুরপতিঃ সমারুহ্য গজোত্তমম্।
বৃহস্পতিং পুরোধায় নির্গতো নিজমন্দিরাৎ ॥ ৩২ ॥
তথৈব ত্রিদশাঃ সর্ব্বে স্বং স্বং বাহনমাস্থিতাঃ।
যুদ্ধায় কৃতসঙ্কল্পা নির্যযুঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৩৩ ॥
বৃত্রোঽথ দানবৈর্যুক্তঃ সংপ্রাপ্তো মানসোত্তরম্।
পর্ব্বতং দেবতাবাসং রম্যং পাদপশোভিতম্ ॥ ৩৪ ॥

দেবেন্দ্রেতি। হে দেবেন্দ্র! প্রলয়ং কুর্ব্বন্নাগচ্ছতি। অস্য মৃত্যুর্নৈব ভবিষ্যতি। তাদৃশ-পরাক্রমবতঃ পুরুষস্যাভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

করিতে পারে এরূপ কেহই নাই, অতএব ইহার মৃত্যুও হইবে না ॥ ২৫—২৭ ॥ বৃহস্পতি এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে এক মহান্ কোলাহল শব্দ উত্থিত হইল। এই সময় গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ, মুনিগণ ও অন্যান্য অমরগণ সকলেই আপন আপন গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। দেবরাজ সুরগণকে পলায়নপর দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেনা সকলের উদ্যোগের নিমিত্ত সেবকগণকে আজ্ঞা প্রদান করিয়া কহিলেন যে, তোমরা বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীদ্বয়, আদিত্যগণ, পূষা, ভগ, বায়ু, কুবের, বরুণ ও যম প্রভৃতি সুরগণকে আনয়ন কর। শক্র উপস্থিতপ্রায় হই-য়াছে অতএব সেই সুরবরগণ স্বস্ব বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সত্বর এখানে আগমন করুক ॥ ২৮—৩১ ॥

অমররাজ এইরূপ আজ্ঞা করিয়া গজরাজে আরোহণ পূর্ব্বক সুরগুরুকে অগ্রে করিয়া আপন মন্দির হইতে নির্গত হইলেন ॥ ৩২ ॥ সেইরূপ ত্রিদশগণও সকলেই নিজ নিজ বাহনে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতসংকল্প হইয়া আপন আপন অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক নির্গত হইলেন ॥ ৩৩ ॥ এদিকে বৃত্রাসুর ও দানবগণে পরিবৃত হইয়া মানস সরোবরের উত্তরস্থিত,

ইন্দ্রোঽপ্যাগত্য সংগ্রামং চকার মানসোত্তরে।
পর্ব্বতে দেবতাযুক্তো বাচস্পতিপুরঃসরঃ ॥ ৩৫ ॥
তত্রাভূদ্দারুণং যুদ্ধং বৃত্রবাসবয়োস্তদা।
গদাসিপরিঘৈঃ পাশৈর্বাণৈঃ শক্তিপরশ্বধৈঃ ॥ ৩৬ ॥
মানুষেণ প্রমাণেন সংগ্রামঃ শরদাং শতম্।
বভূব ভয়দো নৃণামৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ৩৭ ॥
বরুণঃ প্রথমং ভগ্নস্ততো বায়ুগণঃ কিল।
যমো বিভাবসুঃ শক্রঃ সর্ব্বে তে নির্গতা রণাৎ ॥ ৩৮ ॥
পলায়নপরান্ দৃষ্ট্বা দেবানিন্দ্রপুরোগমান্।
বৃত্রোঽপি পিতরং প্রাগাদাশ্রমস্থং মুদান্বিতম্ ॥ ৩৯ ॥
প্রণম্য প্রাহ ত্বষ্টারং পিতঃ! কার্য্যং ময়া কৃতম্।
দেবা বিনির্জ্জিতাঃ সর্ব্বে সেন্দ্রাঃ সমরসংস্থিতাঃ ॥ ৪০ ॥
বিদ্রুতাস্তে গতাঃ স্থানং যথা সিংহাৎ মৃগা গজাঃ ॥ ৪১ ॥
ইন্দ্রঃ পদাতিরগমন্ময়ানীতো গজোত্তমঃ।
ঐরাবতোঽয়ং ভগবন্! গৃহাণ দ্বিরদোত্তমম্ ॥ ৪২ ॥

গন্ধর্ব্বা ইত্যস্ত পলায়িতা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২৮—৩৬ ॥
মানুষেণেতি। মনুষ্যাণাং শতবর্ষপরিমিতকালপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ। বভূবেতি। অস্য সংগ্রাম ইত্যনেনান্বয়ঃ ॥ ৩৭—৪০ ॥

তরুরাজিতে পরিশোভিত সুরম্য পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজন্! ঐ মনোহর স্থানই দেবতাদিগের নিবাস স্থল ছিল ॥ ৩৪ ॥ ইন্দ্রও বৃহস্পতিকে অগ্রে করিয়া সুরগণের সহিত মানসের উত্তরস্থিত সেই পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া সংগ্রাম করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৫ ॥ সেই স্থানে বৃত্র ও বাসবের গদা, অসি, পরিঘ, পাশ, বাণ, শক্তি ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা নিদারুণ যুদ্ধ হইতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥ নিয়তাত্মা ঋষিগণের ও মনুষ্যগণের ভয়প্রদ ঘোরতর সেই সংগ্রাম মনুষ্য পরিমাণের একশত বৎসর ব্যাপিয়া নিয়তই হইয়াছিল ॥ ৩৭ ॥ তদনন্তর প্রথমে বরুণ, পরে বায়ুগণ, তৎপরে যম, বিভাবসু ও ইন্দ্র, এইরূপে ক্রমশ সকলেই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন ॥ ৩৮ ॥ তখন বৃত্রাসুর ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণকে পলায়নপর দেখিয়া আশ্রমস্থিত হৃষ্টচিত্ত পিতার নিকট গমন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কহিল, পিতঃ! আমি আপনার আজ্ঞানুসারে কার্য্য সাধন করিয়াছি, ইন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত দেবগণকেই সংগ্রামস্থলে পরাজিত করিয়াছি। সিংহের নিকট হইতে মৃগ ও গজগণ যেরূপে পলায়ন করে সেইরূপে তাহারা সকলেই স্ব স্ব স্থানে পলায়ন করি-

ন হতাস্তে ময়া তস্মাদযুক্তং ভীতমারণম্।
আজ্ঞাপয় পুনস্তাত! কিং করোমি তবেপ্সিতম্॥ ৪৩॥
নির্জ্জরা নির্গতাঃ সর্ব্বে ভয়ভীতাঃ শ্রমাতুরাঃ।
ইন্দ্রোঽপ্যৈরাবতং ত্যক্ত্বা ভয়ভীতঃ পলায়িতঃ॥ ৪৪॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি পুত্ত্রবচঃ শ্রুত্বা ত্বষ্টা প্রাহ মুদান্বিতঃ।
পুত্ত্রবানদ্য জাতোঽস্মি সফলং মম জীবিতম্॥ ৪৫॥
ত্বয়াহং পাবিতঃ পুত্ত্র! গতো মে মানসো জ্বরঃ।
নিশ্চলং মে মনো জাতং দৃষ্ট্বা বীর্য্যং তবাদ্ভুতম্॥ ৪৬॥
শৃণু বক্ষ্যাম্যহং পুত্ত্র! হিতং তেঽদ্য নিশাময়।
তপঃ কুরু মহাভাগ! সাবধানঃ স্থিরাসনঃ॥ ৪৭॥
বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ কেষাঞ্চিৎ পাকশাসনঃ।
শক্রস্তে ছলকর্ত্তাস্তি নানাভেদবিশারদঃ॥ ৪৮॥
তপসা প্রাপ্যতে লক্ষ্মীস্তপসা রাজ্যমুত্তমম্।
তপসা বলবৃদ্ধিঃ স্যাৎ সংগ্রামে বিজয়স্তথা॥ ৪৯॥

মৃগাঃ গজাঃ যথা সিংহাদ্ক্রুতা ইত্যর্থঃ॥ ৪১—৪২॥
(কথং শত্রূন্ হতবানিত্যপেক্ষায়ামাহ ন হতাস্ত ইতি॥ ৪৩—৪৫॥
ত্বয়েতি। অরশ্চাত্রশক্রভিঃ পরাজিতে প্রতীকারকরণাভাবাৎ চিরস্থিতো মানসঃ সন্তাপঃ॥ ৪৬—৪৮॥
তপসো মাহাত্ম্যমাহ তপসেতি॥ ৪৯॥

য়াছে॥ ৩৯—৪১॥ দেবরাজের গজরাজ কাড়িয়া লইয়াছি সে পদত্রজেই পলায়ন করিয়াছে। ভগবন্! আমি এই গজবর ঐরাবতকে আনয়ন করিয়াছি আপনি গ্রহণ করুন॥ ৪২॥ পিত! ভীতজনকে বধ করা অনুচিত, এই হেতু আমি তাহাদিগকে বিনাশ করি নাই। এক্ষণে আপনি আজ্ঞা করুন পুনর্ব্বার আপনার কি অভীষ্ট সাধন করিব॥ ৪৩॥ সমস্ত দেবগণই ভয়ে ভীত ও শ্রমাতুর হইয়া সংগ্রাম স্থল হইতে নির্গত হইয়াছে, অধিক কি ইন্দ্রও ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া ঐরাবত পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছে॥ ৪৪॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! বিশ্বকর্ম্মা পুত্ত্রের সেই বচন শ্রবণানন্তর হৃষ্ট-চিত্তে কহিলেন, অদ্য আমি যথার্থই পুত্ত্রবান্ হইলাম এবং আমার জীবন সফল হইল॥ ৪৫॥ পুত্ত্র! অদ্য তুমি আমাকে পবিত্র করিলে; এক্ষণে আমার চিন্তাজ্বর প্রশমিত হইল; তোমার অদ্ভুত বীর্য্য দর্শনে আমার মনও সুস্থির হইল॥৪৬॥ বৎস! আমি এখন যাহা কহিতেছি মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা শ্রবণ কর। হে মহাভাগ! তুমি সাবধান হইয়া স্থিরাসনে উপবেশন পূর্ব্বক তপস্যা

আরাধ্য দ্রুহিণং দেবং লব্ধ্বা বরমনুত্তমম্।
জহি শক্রং দুরাচারং ব্রহ্মহত্যাসমাবৃতম্ ॥ ৫০ ॥
সাবধানঃ স্থিরো ভূত্বা ধাতারং ভজ শঙ্করম্।
বাঞ্ছিতং স বরং দদ্যাৎ সন্তুষ্টশ্চতুরাননঃ ॥ ৫১ ॥
তোষয়িত্বা বিশ্বযোনিং ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্।
অবিনাশিত্বমাসাদ্য জহি শক্রং কৃতাগসম্ ॥ ৫২ ॥
বৈরং মনসি মে পুত্র! বর্ত্ততে সুতঘাতজম্।
ন শান্তিমনুগচ্ছামি ন স্বপামি সুখেন হ ॥ ৫৩ ॥
তাপসো মে হতঃ পুত্রো নিরাগাঃ পাপ্মনা যতঃ।
ন বিন্দামি সুখং বৃত্র! ত্বং মামুদ্ধর দুঃখিতম্ ॥ ৫৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

তদাকর্ণ্য পিতুর্বাক্যং বৃত্রঃ ক্রোধযুতস্তদা।
আজ্ঞামাদায় চ পিতুর্জগাম তপসে মুদা ॥ ৫৫ ॥
গন্ধমাদনমাসাদ্য পুণ্যাং দেবধুনীং শুভাম্।
স্নাত্বা কুশাসনং কৃত্বা সংস্থিতশ্চ স্থিরাসনঃ ॥ ৫৬ ॥

অরাধ্যেতি। সঃ ইন্দ্র এব ব্রহ্মহত্যাসমাবৃতত্বাৎ সুসাধ্য ইতি ভাবঃ ॥ ৫০ ॥
বাঞ্ছিতমিতি। শঙ্করং কল্যাণদায়কমিত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫৩ ॥
তাপস ইতি। নিরাগা নিরাপরাধ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪—৫৬ ॥

কর ॥৪৭॥ তুমি কাহাকেও কদাচই বিশ্বাস করিও না; কারণ, ছলান্বেষণকারী ভেদবিশারদ ইন্দ্র তোমার প্রধান শত্রু বিদ্যমান রহিয়াছে ॥৪৮॥ পুত্র! তপস্যা সাধারণ বস্তু নহে, তপস্যা দ্বারা লক্ষ্মীলাভ, উত্তম রাজ্যলাভ, বলবৃদ্ধি এবং সংগ্রামে বিজয়লাভ হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥ অতএব তুমি হিরণ্যগর্ভের আরাধনা করিয়া উত্তম বর লাভানন্তর ব্রহ্মহত্যা-পাপ-সমন্বিত দুরাচার ইন্দ্রকে সংহার কর ॥ ৫০ ॥ সাবধান ও সুস্থির হইয়া কল্যাণপ্রদ বিধাতার ভজনা কর, তাহা হইলেই সেই চতুরানন সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে বাঞ্ছিত বর প্রদান করিবেন ॥৫১॥ তুমি প্রথমে অপ্রমিতপ্রভাবসম্পন্ন বিশ্বযোনি বিধাতার সন্তোষসাধন পূর্ব্বক অমরত্ব লাভ করিয়া পরে সেই কৃতাপরাধ শত্রুকে সংহার কর ॥৫২॥ হে পুত্র! পুত্রহত্যাজনিত বৈরভাব আমার মনোমধ্যে নিরতই বিদ্যমান রহিয়াছে, এজন্য আমি সুখে নিদ্রা যাইতে পারিতেছি না এবং কোনরূপেই আমার শান্তিলাভ হইতেছে না ॥ ৫৩ ॥ পাপিষ্ঠ পুরন্দর আমার তপস্বী পুত্রকে সংহার করিয়াছে; হে বৃত্র! আমি তোমাকে আর কি জানাইব, আমি দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি এক্ষণে তুমি আমার উদ্ধার সাধন কর ॥ ৫৪ ॥

ত্যক্ত্বান্নং বারিপানঞ্চ যোগাভ্যাসপরায়ণঃ।
ধ্যায়ন্ বিশ্বসৃজং চিত্তে সোপবিষ্টঃ স্থিরাসনে॥ ৫৭॥
মঘবা তং তপস্যন্তং জ্ঞাত্বা চিন্তাতুরো হ্যভূৎ।
গন্ধর্ব্বান্ প্রেষয়ামাস বিঘ্নার্থং পাকশাসনঃ॥ ৫৮॥
যক্ষাংশ্চ পন্নগান্ সর্পান্ কিন্নরানমিতৌজসঃ।
বিদ্যাধরানপ্সরসো দেবদূতাননেকশঃ॥ ৫৯॥
উপায়াস্তৈঃ কৃতাঃ সম্যক্ তপোবিঘ্নায় মায়িভিঃ।
ন চচাল ততো ধ্যানাত্ত্বাষ্ট্রঃ পরমতাপসঃ॥ ৬০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে
দেবসেনাপরাজয়ানন্তরং বৃত্রস্য তপস্যার্থগমনং নাম
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

অতিকঠোরং তপঃ কৃতবানিত্যত আহ ত্যক্ত্বান্নং বারিপানঞ্চেতি॥ ৫৭—৬০॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩৩॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বৃত্রাসুর পিতার সেই বচন শ্রবণে ক্রোধান্বিত হইল এবং তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক তপস্যার অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত হৃষ্টচিত্তে গমন করিল॥৫৫॥ অনন্তর সে গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক কল্যাণদায়িনী পুণ্যপ্রদা মন্দাকিনীতে স্নান করিয়া তপস্যা করিবার নিমিত্ত স্থিরাসন রচনা করিয়া কুশাসনে উপবিষ্ট হইল॥ ৫৬॥ ক্রমে অন্ন ভোজন ও বারি পান পরিত্যাগ পূর্ব্বক যোগাভ্যাসে নিরত থাকিয়া স্থিরাসনে উপবেশন পূর্ব্বক নিরন্তর বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতির ধ্যান করিতে লাগিল॥ ৫৭॥ এদিকে দেবরাজ বৃত্রাসুরকে তপস্যানিরত অবগত হইয়া অত্যন্ত চিন্তাতুর হইলেন এবং তাহার তপস্যার বিঘ্ন করিবার নিমিত্ত অমিতপ্রভাব গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, পন্নগ, কিন্নর, বিদ্যাধর, অপ্সরা ও অন্যান্য দেবদূতগণকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন॥ ৫৮—৫৯॥ সেই মায়াবী গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি দেবযোনি সকল তপস্যার বিঘ্ন সাধন করিবার নিমিত্ত বিবিধ উপায়ে নানাপ্রকার চেষ্টা ও যত্ন করিতে লাগিল, কিন্তু পরম তপস্বী ত্বষ্টৃপুত্র বৃত্র আপনার ধ্যানযোগ হইতে কোনরূপেই বিচলিত হইল না॥ ৬০॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে দেবসেনার পরাজয়ানন্তর বৃত্রের তপস্যায় গমন নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

নির্গতাস্তে পরাবৃত্তাস্তপোবিঘ্নকরাঃ সুরাঃ।
নিরাশাঃ কার্য্যসংসিদ্ধৌ তং দৃষ্ট্বা দৃঢ়চেতসম্ ॥ ১ ॥
জাতে বর্ষশতে পূর্ণে ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
তত্রাজগাম তরসা হংসারূঢ়শ্চতুর্ম্মুখঃ ॥ ২ ॥
আগত্য তমুবাচেদং ত্বষ্টৃপুত্র! সুখী ভব।
ত্যক্ত্বা ধ্যানং বরং ব্রূহি দদামি তব বাঞ্ছিতম্ ॥ ৩ ॥
তপসা তেঽদ্য তুষ্টোঽস্মি ত্বাং দৃষ্ট্বা চাতিকর্শিতম্।
বরং বরয় ভদ্রন্তে মনোঽভিলষিতং তব ॥ ৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

বৃত্রস্তদাতিবিশদাং পুরতো নিশম্য
বাচং সুধাসমরসাং জগদেককর্ত্তুঃ।
সন্ত্যজ্য যোগকলনাং সহসোদতিষ্ঠৎ
সঞ্জাতহর্ষনয়নাশ্রুকলাকলাপঃ ॥ ৫ ॥

দ্বিষষ্টিশ্লোকবধ্যোস্তু বৃত্রেণ বরগর্ব্বিতঃ।
দেবাঃ সর্ব্বে পরাভূতাঃ শঙ্করং শরণং যযুঃ ॥

তপোবিঘ্নকরগন্ধর্ব্বগমনোত্তরং বৃত্তমাহ নির্গতা ইতি ॥ ১—৪ ॥
যোগকলনাং ধ্যানবিধিম্ ॥ ৫—৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বৃত্রাসুরকে দৃঢ়চিত্ত দর্শন করিয়া তপস্যার বিঘ্নকারী সুরগণ কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে নিরাশ হইলেন এবং তথা হইতে নির্গত হইয়া পুনরায় স্ব স্ব স্থানে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ॥ ১ ॥ অনন্তর শত বৎসর পূর্ণ হইলে লোকপিতামহ চতুরানন ব্রহ্মা হংসে আরোহণ পূর্ব্বক সেই স্থানে আগমন করিয়া কহিলেন, বৃত্র! তুমি সুখী হও, এক্ষণে ধ্যান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বর প্রার্থনা কর আমি তোমাকে অভিলষিত বর প্রদান করিতেছি ॥ ২—৩ ॥ বৎস! তপস্যা দ্বারা তোমার দেহ অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়াছে, তোমার এই উৎকট তপস্যা দর্শন করিয়া আমি এক্ষণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমার কল্যাণ হউক, এক্ষণে মনোমত বর প্রার্থনা কর ॥ ৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! বৃত্রাসুর পুরোভাগে জগৎকর্ত্তা ব্রহ্মার অতিশয় স্পষ্টাক্ষর সমন্বিত সুধাতুল্য সরস বাক্যাবলি শ্রবণ করিয়া যোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে

পাদৌ প্রণম্য শিরসা প্রণয়াদ্বিধাতু-
র্বদ্ধাঞ্জলিঃ পুরত এব সমাসসাদ।
প্রোবাচ তং সুবরদং তপসা প্রসন্নং
প্রেমণাতিগদ্গদগিরা বিনয়েন নম্রঃ ॥ ৬ ॥
প্রাপ্তং ময়া সকলদেবপদং প্রভোঽদ্য
যদ্দর্শনং তব সুদুর্লভমাশু জাতম্।
বাঞ্ছাস্তি নাথ! মনসি প্রবণে দুরাপা
তাং প্রব্রবীমি কমলাসন! বেৎসি ভাবম্ ॥ ৭ ॥
মৃত্যুশ্চ মা ভবতু মে কিল লোহকাষ্ঠ-
শুষ্কার্দ্রবংশনিচয়ৈরপরৈশ্চ শস্ত্রৈঃ।
বৃদ্ধিং প্রয়াতু মম বীর্য্যমতীব যুদ্ধে
যস্মাদ্ভবামি সবলৈরমরৈরজেয়ঃ ॥ ৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্থং সংপ্রার্থিতো ব্রহ্মা তমাহ প্রহসন্নিব।
উত্তিষ্ঠ গচ্ছ ভদ্রন্তে বাঞ্ছিতং সফলং সদা ॥ ৯ ॥

বেৎসি ভাবমিতি। যদ্যপি ত্বং মম ভাবমভিপ্রায়ং সর্ব্বজ্ঞত্বাদ্বেৎসি তথাপীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥
বংশনিচয়ৈঃ বংশা বেণবস্তেষাং কাষ্ঠত্বেঽপি পৃথগুপাদানং গোবলীবর্দ্দন্যায়েন ॥ ৮-১৩ ॥

করিতে সহসা দণ্ডায়মান হইল ॥ ৫ ॥ তখন, ব্রহ্মার সম্মুখে গমন করিয়া প্রণয় সহকারে অবনত মস্তকে তাঁহার পদযুগলে প্রণাম করিল এবং বিনয়নম্র ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সেই তপঃপ্রসন্ন বরপ্রদ ব্রহ্মাকে গদগদ বাক্যে কহিতে লাগিল ॥ ৬ ॥ প্রভো! আপনার সুদুর্লভ দর্শন লাভ করাতেই অদ্য আমার সমস্ত দেবপদই লাভ হইল; কমলাসন! আমার মানসে এক দুষ্পূরণীয় বাসনা নিহিত রহিয়াছে, আপনি সর্ব্বজ্ঞ সকলই জানিতে পারিতেছেন, তথাপি আমি তাহা কহিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৭ ॥ হে নাথ! লৌহ, কাষ্ঠ, শুষ্ক ও আর্দ্রবস্তু সকল এবং বংশও অন্যান্য শস্ত্রসমূহ দ্বারা যেন আমার মৃত্যু না হয় এবং যুদ্ধে যেন আমার বীর্য্য অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; কারণ, তাহা হইলেই আমি সসৈন্য সমস্ত অমরগণেরই অজেয় হইব ॥ ৮॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! বৃত্রাসুর ব্রহ্মার নিকট এই প্রকার বর প্রার্থনা করিলে কমলাসন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, বৎস! গাত্রোত্থান করিয়া অভিলষিত স্থানে গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তোমার এই মনোরথ সর্ব্বদাই

ন শুষ্কেণ ন চার্দ্রেণ ন পাষাণেন দারুণা।
ভবিষ্যতি চ তে মৃত্যুরিতি সত্যং ব্রবীম্যহম্ ॥ ১০ ॥
ইতি দত্ত্বা বরং ব্রহ্মা জগাম ভুবনং পরম্।
বৃত্রস্তু তং বরং লব্ধ্বা মুদিতঃ স্বগৃহং যযৌ ॥ ১১ ॥
শশংস পিতুরগ্রে তদ্বরদানং মহামতিঃ।
ত্বষ্টা তু মুদিতঃ প্রাপ্তং পুত্রং প্রাপ্তবরং তদা ॥ ১২ ॥
স্বস্তি তেঽস্তু মহাভাগ! জহি শক্রং রিপুং মম।
হত্বাগচ্ছ ত্রিশিরসো হন্তারং পাপসংযুতম্ ॥ ১৩ ॥
ভব ত্বং ত্রিদশাধীশঃ সংপ্রাপ্য বিজয়ং রণে।
মমাধিং ছিন্ধি বিপুলং পুত্রনাশসমুদ্ভবম্ ॥ ১৪ ॥
জীবতো বাক্যকরণাৎ ক্ষয়াহে ভূরিভোজনাৎ।
গয়ায়াং পিণ্ডদানাচ্চ ত্রিভিঃ পুত্রস্য পুত্রতা ॥ ১৫ ॥
তস্মাৎ পুত্র! মমাত্যর্থং দুঃখং নাশিতুমর্হসি।
ত্রিশিরা মম চিত্তাত্তু নাপসর্পতি কর্হিচিৎ ॥ ১৬ ॥
সুশীলঃ সত্যবাদী চ তাপসো বেদবিত্তমঃ।
অপরাধং বিনা তেন নিহতঃ পাপবুদ্ধিনা ॥ ১৭ ॥

ত্রিশিরসো হন্তারমিন্দ্রম্ ॥ ১৪—১৬ ॥
পাপবুদ্ধিনেতি। ইতি পুত্রং প্রাহেতি শেষঃ ॥ ১৭—২৩ ॥

সফল হইবে। শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তু দ্বারা অথবা পাষাণ বা অন্যান্য কাষ্ঠাদি দ্বারা তোমার মৃত্যু হইবে না, ইহা আমি তোমার নিকট সত্য কহিলাম ॥ ৯—১০ ॥ প্রজাপতি বৃত্রকে এইরূপ বর প্রদান করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। বৃত্রও বরলাভে প্রফুল্লিত হইয়া নিজ গৃহে গমন করিল ॥ ১১ ॥ মহামতি বৃত্র পিতার অগ্রে এই বরদান বার্ত্তা নিবেদন করিল, বিশ্বকর্ম্মাও পুত্রের বরদান বার্ত্তা শ্রবণে হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন ॥১২॥ মহাভাগ! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি আমার পরম বৈরি শতক্রতুকে বিনাশ কর। সেই ত্রিশিরার বিনাশকারী পাপাত্মা পুরন্দরকে বিনাশ করিয়া পুনর্ব্বার এখানে আগমন কর ॥ ১৩ ॥ তুমি সংগ্রামে বিজয় লাভ কর এবং ত্রিদশগণের অধীশ্বর হইয়া আমার পুত্রনাশ জনিত অতিশয় মনোব্যথা বিদূরিত কর ॥ ১৪ ॥ পিতা যখন জীবিত থাকেন তখন তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন, মৃত দিবসে (শ্রাদ্ধ দিবসে) ভূরি ভোজন-দান এবং গয়ায় পিণ্ড দান এই তিনটি কার্য্য দ্বারাই পুত্রের পুত্রত্ব হইয়া থাকে। অতএব হে পুত্র! তুমি আমার বাক্য রক্ষা করিয়া আমার দুঃখ বিনাশ করিতে যত্নবান্ হও। তুমি নিশ্চয় জানিও যে, ত্রিশিরা

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা বৃত্রঃ পরমদুর্জ্জয়ঃ।
রথমারুহ্য তরসা নির্জগাম পিতুর্গৃহাৎ ॥ ১৮ ॥
রণদুন্দুভিনির্ঘোষং শঙ্খনাদং মহাবলম্।
কারয়িত্বা প্রয়াণং স চকার মদগর্ব্বিতঃ ॥ ১৯ ॥
নির্যযৌ নয়সংযুক্তঃ সেবকানিতি সংবদন্।
হত্বা শক্রং গ্রহীষ্যামি সুররাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ২০ ॥
ইত্যুক্ত্বা নির্জগামাশু স্বসৈন্যপরিবারিতঃ।
মহতা সৈন্যনাদেন ভীষয়ন্নমরাবতীম্ ॥ ২১ ॥
তমাগচ্ছন্তমাজ্ঞায় তুরাষাড়পি সত্বরঃ।
সেনোদ্যোগং ভয়ত্রস্তঃ কারয়ামাস ভারত ! ॥ ২২ ॥
সর্ব্বানাহূয় তরসা লোকপালানরিন্দমঃ।
যুদ্ধার্থং প্রেরয়ন্ সর্ব্বান্ ব্যরোচত মহাদ্যুতিঃ ॥ ২৩ ॥
গৃধ্রব্যূহং ততঃ কৃত্বা সংস্থিতঃ পাকশাসনঃ।
তত্রাজগাম বেগাত্তু বৃত্রঃ পরবলার্দ্দনঃ ॥ ২৪ ॥

গৃধ্রব্যূহং গৃধ্রপক্ষ্যাকারসেনানিবেশম্ ॥ ২৪—২৮ ॥

আমার মানসক্ষেত্র হইতে কখনই অপসারিত হইতেছে না ॥১৫—১৬॥ সেই ত্রিশিরা সুশীল, সত্যবাদী, তপস্বী এবং বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য ছিল। হায়! আমার সেই গুণবান্ প্রিয়পুত্রকে পাপবুদ্ধি পুরন্দর বিনা অপরাধেই বিনাশ করিয়াছে ॥ ১৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সেই অতিশয় দুর্জ্জয় বৃত্রাসুর তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক সত্বর পিতৃগৃহ হইতে নির্গত হইল ॥১৮॥ সেই মদগর্ব্বিত অসুর যখন আপনার মহতী সেনা সমভিব্যাহারে রণোদ্দেশে গমন করিল, তখন রণ-দুন্দুভির নির্ঘোষ ও শঙ্খনাদ হইতে লাগিল। সেই নীতিসম্পন্ন বৃত্র প্রয়াণকালে আপনার সেনা সমূহকে বলিতে লাগিল, আজ সুররাজকে বিনাশ করিয়া অকণ্টক অমররাজ্য গ্রহণ করিব ॥১৯-২০॥ রাজন্! অসুররাজ এই বলিয়া সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া সুমহান্ সেনা নিনাদে অমরাবতীর ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক সত্বর নির্গত হইল ॥২১॥ হে ভারত! দেবরাজ তাহাকে সমাগত জানিয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া সত্বর সেনাগণের উদ্যোগ করিতে কহিলেন এবং শীঘ্রই সমস্ত লোকপালগণকে আহ্বান ও যুদ্ধের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ২২—২৩ ॥ সেই মহাদ্যুতি শত্রুতাপন পাকশাসন পুরন্দর গৃধ্রব্যূহ (গৃধ্র পক্ষীর ন্যায় সেনানিবেশ) রচনা করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, এদিকে শত্রু-বিনাশন

দেবদানবয়োস্তাবৎ সংগ্রামস্তুমুলোঽভবৎ।
বৃত্রবাসবয়োঃ সংখ্যে মনসা বিজয়ৈষিণোঃ ॥ ২৫ ॥
এবং পরস্পরং যুদ্ধে সংদীপ্তে ভয়দে ভৃশম্।
আকূতং দেবতাঃ প্রাপুর্দৈত্যাশ্চ পরমাং মুদম্ ॥ ২৬ ॥
তোমরৈর্ভিন্দিপালৈশ্চ খড়্গৈঃ পরশুপট্টিশৈঃ।
জঘ্নুঃ পরস্পরং দেবদৈত্যাঃ স্বস্ববরায়ুধৈঃ ॥ ২৭ ॥
এবং যুদ্ধে বর্ত্তমানে দারুণে লোমহর্ষণে।
শক্রং জগ্রাহ সহসা বৃত্রঃ ক্রোধসমন্বিতঃ ॥ ২৮ ॥
অপাবৃত্য মুখে ক্ষিপ্ত্বা স্থিতো বৃত্রঃ শতক্রতুম্।
মুদিতোঽভূন্মহারাজ ! পূর্ব্ববৈরমনুস্মরন্ ॥ ২৯ ॥
শক্রে গ্রস্তেঽথ বৃত্রেণ সম্ভ্রান্তা নির্জ্জরাস্তদা।
চুক্রুশুঃ পরমার্ত্তাস্তে হা শক্রেতি মুহুর্মুহুঃ ॥ ৩০ ॥
অপাবৃতং মুখে শক্রং জ্ঞাত্বা সর্ব্বে দিবৌকসঃ।
বৃহস্পতিং প্রণম্যোচুর্দীনা ব্যথিতচেতসঃ ॥ ৩১ ॥
কিং কর্ত্তব্যং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! ত্বমস্মাকং গুরুঃ পরঃ।
শক্রো গ্রস্তস্তু বৃত্রেণ রক্ষিতো দেবতান্তরৈঃ ॥ ৩২ ॥

অপাবৃত্য কবচবস্ত্রাদ্যাবরণরহিতং কৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩৩ ॥

বৃত্রাসুর সবেগে আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল ॥ ২৪ ॥ অতঃপর দেব ও দানবগণের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল, পরস্পর বিজয়াভিলাষী বৃত্র ও বাসব ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ এইরূপে সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধানল অত্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলে দেবতাগণ বিমর্ষ ও দৈত্যগণ হর্ষপ্রাপ্ত হইল ॥ ২৬ ॥ দেব ও দৈত্যগণ, তোমর, ভিন্দিপাল, খড়্গ, পরশু, পট্টিশ প্রভৃতি স্বস্ব অস্ত্র দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল ॥ ২৭ ॥ এইরূপে অতি নিদারুণ লোমহর্ষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ক্রোধ সমন্বিত বৃত্র ইন্দ্রকে সহসা গ্রহণ করিল এবং কবচ ও বস্ত্রাদি আবরণ বিরহিত করিয়া মুখে নিক্ষেপ পূর্ব্বক গ্রাস করিয়া পূর্ব্ব বৈরিতা স্মরণ পূর্ব্বক অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥২৮—২৯॥ বৃত্রাসুর ইন্দ্রকে গ্রাস করিয়া ফেলিলে অমরগণ অত্যন্ত সন্ত্রস্ত ও কাতর হইয়া হা ইন্দ্র ! হা ইন্দ্র ! বলিয়া মুহুর্মুহুঃ চীৎকার করিতে লাগিলেন ॥৩০॥ দেবতাগণ, দেবরাজকে কবচাদি-বিরহিত ও বৃত্রমুখে অবস্থিত জানিয়া দীন ও ব্যথিতমনা হইয়া বৃহস্পতিকে প্রণাম পুরঃসর কহিতে লাগিলেন, হে দ্বিজেন্দ্র ! আপনি আমাদিগের পরম গুরু, এক্ষণে কর্ত্তব্য কি ? দেবগণ

বিনা শক্রেণ কিং কুর্ম্মঃ সর্ব্বে হীনপরাক্রমাঃ।
অভিচারং কুরু বিভো! সত্বরঃ শক্রমুক্তয়ে ॥ ৩৩ ॥

বৃহস্পতিরুবাচ।

কিং কর্ত্তব্যং সুরাঃ ক্ষিপ্তো মুখমধ্যেঽস্তি বাসবঃ।
বৃত্রেণোৎসাদিতো জীবন্নস্তি কোষ্ঠান্তরে রিপোঃ ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

দেবাশ্চিন্তাতুরাঃ সর্ব্বে তুরাসাহং তথাকৃতম্।
দৃষ্ট্বা বিমৃশ্য তরসা চক্রুর্যত্নং বিমুক্তয়ে ॥ ৩৫ ॥
অসৃজন্ত মহাসত্ত্বাং জৃম্ভিকাং রিপুনাশিনীম্।
ততো বিজৃম্ভমাণঃ স ব্যাবৃতাস্যো বভূব হ ॥ ৩৬ ॥
বিজৃম্ভমাণস্য ততো বৃত্রস্যাস্যাদবাপতৎ।
স্বান্যঙ্গান্যপি সংক্ষিপ্য নিষ্ক্রান্তো বলসূদনঃ ॥ ৩৭ ॥
ততঃ প্রভৃতিলোকেষু জৃম্ভিকা প্রাণিসংস্থিতা।
জহৃষুশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে শক্রং দৃষ্ট্বা বিনির্গতম্ ॥ ৩৮ ॥
ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তয়োর্লোকভয়প্রদম্।
বর্ষাণামযুতং যাবদ্দারুণং লোমহর্ষণম্ ॥ ৩৯ ॥

জীবন্নস্তীতি। জীবতো নিষ্কাসনোপায়ঃ প্রথমতঃ কর্ত্তব্যস্তদনন্তরমভিচারচিকীর্ষেতি বৃহস্পতেরভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৪—৪৬ ॥

ইন্দ্রকে রক্ষা করিলেও বৃত্রাসুর তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছে। আমরা সকলেই হীনপরাক্রম, অতএব ইন্দ্র ব্যতিরেকে আমরা কি করিব; হে বিভো! আপনি ইন্দ্রের মুক্তির নিমিত্ত সত্বর অভিচার ক্রিয়া সম্পাদন করুন ॥ ৩১—৩৩ ॥

বৃহস্পতি কহিলেন, সুরগণ! দেবরাজ বৃত্রমুখে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছেন, বৃত্র তাঁহাকে অবসন্ন করিয়াছে, কিন্তু তিনি জীবিত থাকিয়া ঐ রিপুর কোষ্ঠ মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছেন, অতএব জীবিতাবস্থায় নিষ্ক্রামণ চেষ্টাই কর্ত্তব্য ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দেবরাজকে তদবস্থ দর্শন করিয়া অমরগণ অত্যন্ত চিন্তাতুর হইলেন এবং সত্বর ইন্দ্রের মুক্তির জন্য বিশেষরূপে বিবেচনা পূর্ব্বক যত্ন করিতে লাগিলেন ॥৩৫॥ অনন্তর, তাঁহারা মহাসত্ত্বসম্পন্না বৈরিবিনাশিনী জৃম্ভিকার সৃষ্টি করিলেন। তখন বৃত্রাসুর জৃম্ভণ করিলে তাহার আনন বিবৃত হইল। বলবিনাশন ইন্দ্র এই অবকাশে স্বকীয় অঙ্গ সকল সঙ্কুচিত করিয়া বিজৃম্ভমাণ বৃত্রের বদন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিপতিত হইলেন ॥৩৬-৩৭॥ মহারাজ! তদবধিই জৃম্ভিকা লোকমধ্যে প্রাণিদেহে সংস্থিত হইয়া রহিয়াছে।

একতশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে যুদ্ধায় সমুপস্থিতাঃ।
একতো বলবাংস্ত্বাষ্ট্রঃ সংগ্রামে সমবর্ত্তত ॥ ৪০ ॥
যদা ব্যবর্দ্ধত রণে বৃত্রো বরমদাবৃতঃ।
পরাজিতস্তদা শক্রস্তেজসা তস্য ধর্ষিতঃ ॥ ৪১ ॥
বিব্যথে মঘবা যুদ্ধে ততঃ প্রাপ্য পরাজয়ম্।
বিষাদমগমন্‌দেবা দৃষ্ট্বা শক্রং পরাজিতম্ ॥ ৪২ ॥
জগ্মুস্ত্যক্ত্বা রণং সর্ব্বে দেবা ইন্দ্রপুরোগমাঃ।
গৃহীতং দেবসদনং বৃত্রেণাগত্য রংহসা ॥ ৪৩ ॥
দেবোদ্যানানি সর্ব্বাণি ভুঙ্‌ক্তেঽসৌ দানবো বলাৎ।
ঐরাবতোঽপি দৈত্যেন গৃহীতোঽসৌ গজোত্তমঃ ॥ ৪৪ ॥
বিমানানি চ সর্ব্বাণি গৃহীতানি বিশাম্পতে!।
উচ্চৈঃশ্রবা হয়বরো জাতস্তস্য বশে তদা ॥ ৪৫ ॥
কামধেনুঃ পারিজাতো গণশ্চাপ্সরসাং তথা।
গৃহীতং রত্নমাত্রন্তু তেন ত্বষ্টৃসুতেন হ ॥ ৪৬ ॥
স্থানভ্রষ্টাঃ সুরাঃ সর্ব্বে গিরিদুর্গেষু সংস্থিতাঃ।
দুঃখমাপুঃ পরিভ্রষ্টা যজ্ঞভাগাৎ সুরালয়াৎ ॥ ৪৭ ॥

যজ্ঞভাগাৎ সুরালয়াচ্চ পরিভ্রষ্টা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৫৪ ॥

তদনন্তর দেবগণ ইন্দ্রকে নির্গত হইতে দেখিয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন ॥৩৮॥ এইরূপে ইন্দ্র নির্গত হইলে পুনর্ব্বার বৃত্র ও বাসবের অযুতবর্ষ ব্যাপী নিদারুণ লোমহর্ষণ ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল ॥৩৯॥ এক দিকে সুরগণ সকলেই যুদ্ধের নিমিত্ত উপস্থিত হইলেন, অপর দিকে বিপুল-বিক্রম ত্বষ্টৃনন্দন বৃত্র সংগ্রাম করিতে লাগিল ॥ ৪০ ॥ বৃত্রাসুর যখন বরমদে মত্ত হইয়া রণে বর্দ্ধিত হইল তখন ইন্দ্র তাঁহার তেজে ধর্ষিত হইয়া পরাজিত হইলেন ॥ ৪১ ॥ অনন্তর দেব-রাজ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, দেবগণও তাঁহাকে পরাজিত দেখিয়া অত্যন্ত বিষাদপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪২ ॥ তখন ইন্দ্রপ্রভৃতি সমস্ত দেবগণ রণ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন বৃত্রাসুরও সত্বর আগমন করিয়া ত্রিদশালয় অধিকার করিল ॥ ৪৩ ॥ সেই দানবপ্রবর বলপূর্ব্বক সমস্ত দেবোদ্যান ভোগ করিতে লাগিল এবং গজরাজ ঐরাবতকেও গ্রহণ করিল ॥৪৪॥ রাজন্! সেই ত্বষ্টৃতনয় বৃত্র সমস্ত বিমান ও হয়বর উচ্চৈঃশ্রবা, কামধেনু, পারিজাত, অপ্সরাগণ প্রভৃতি সমস্ত স্বর্গরত্ন গ্রহণ করিল ॥৪৫—৪৬॥ এদিকে সুরগণ সকলেই স্থানভ্রষ্ট হইয়া গিরিদুর্গে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যজ্ঞভাগে বঞ্চিত ও সুরালয়

বৃত্রঃ সুরপদং প্রাপ্য বভূব মদগর্ব্বিতঃ।
ত্বষ্টাতীব সুখং প্রাপ্য মুমোদ সুতসংযুতঃ ॥ ৪৮ ॥
অমন্ত্রয়ন্ হিতং দেবা মুনিভিঃ সহ ভারত!।
কিং কর্ত্তব্যমিতি প্রাপ্তে বিচিন্ত্য ভয়মোহিতাঃ ॥ ৪৯ ॥
জগ্মুঃ কৈলাসমচলং সুরাঃ শক্রসমন্বিতাঃ।
মহাদেবং প্রণম্যোচুঃ প্রহ্বাঃ প্রাঞ্জলয়ো ভৃশম্ ॥ ৫০ ॥
দেবদব! মহাদেব কৃপাসিন্ধো মহেশ্বর!।
রক্ষাস্মান্ ভয়ভীতাংস্তু বৃত্রেণাতিপরাজিতান্ ॥ ৫১ ॥
গৃহীতং দেবসদনং তেন দেব বলীয়সা।
কিং কর্ত্তব্যমতঃ শম্ভো! ব্রূহি সত্যং শিবাদ্য নঃ ॥ ৫২ ॥
কিং কুর্ম্মঃ ক চ গচ্ছামঃ স্থানভ্রষ্টা মহেশ্বর!।
দুঃখস্য নাধিগচ্ছামো বিনাশোপায়মীশ্বর! ॥ ৫৩ ॥
সাহায্যং কুরু ভূতেশ! ব্যথিতাঃ স্ম কৃপানিধে!।
বৃত্রং জহি মদোৎসিক্তং বরদানবলাদ্বিভো! ॥ ৫৪ ॥

(সুরস্য দেবরাজস্য পদং ইন্দ্রত্বমিত্যর্থঃ সুরাণাং পদং স্থানং স্বর্গরাজ্যমিতি বা ॥৪৮-৫৪॥)

হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া অত্যন্ত ক্লেশভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥ বৃত্রাসুর সুররাজ্য প্রাপ্ত হইয়া মদগর্ব্বে গর্ব্বিত হইল; বিশ্বকর্ম্মাও তৎকালে অত্যন্ত সুখী হইয়া পুত্রের সহিত আমোদ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥ হে ভারত! তদনন্তর দেবগণ মুনিগণের সহিত মিলিত হইয়া আপনাদিগের হিতকর বিষয়ের মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন; কিন্তু, তখন কি করা কর্ত্তব্য এই বিষয় চিন্তা করিয়াই তাঁহারা ভয়ে বিমোহিত হইলেন ॥ ৪৯ ॥ অনন্তর, সুরগণ ইন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া কৈলাসাচলে মহাদেব সমীপে গমন করিলেন এবং অত্যন্ত বিনীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত করত কহিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

হে দেবদেব মহাদেব! আপনি মহেশ্বর এবং করুণা রসের অপার সমুদ্র স্বরূপ, আমরা বৃত্রাসুরকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছি আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥৫১॥ শম্ভো! আপনি সকলের মঙ্গলবিধান করেন, অতএব সেই বলবান্ দানব স্বর্গরাজ্য কাড়িয়া লইয়াছে, এক্ষণে আমাদের কি কর্ত্তব্য তাহা আপনি সত্য করিয়া বলুন ॥ ৫২ ॥ হে মহেশ! আমরা স্থানভ্রষ্ট হইয়া কি করি কোথায় যাই, আমরা ত দুঃখ বিনাশের উপায় কিছুই দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৫৩ ॥ হে ভূতভাবন! আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছি আপনি আমাদিগের সাহায্য করুন; দয়াময়! বরদান বলে সেই বৃত্রাসুর মদমত্ত হইয়াছে আপনি তাহাকে বিনাশ করুন ॥ ৫৪ ॥

শিব উবাচ।

ব্রহ্মাণং পুরতঃ কৃত্বা বয়ং সর্ব্বে হরেঃ ক্ষয়ম্।
গত্বা সমেত্য তং বিষ্ণুং চিন্তয়ামো বধোদ্যমম্॥ ৫৫ ॥
স শক্তশ্চ ছলজ্ঞশ্চ বলবান্ বুদ্ধিমত্তরঃ।
শরণ্যশ্চ দয়াব্ধিশ্চ বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ॥ ৫৬ ॥
বিনা তং দেবদেবেশং নার্থসিদ্ধির্ভবিষ্যতি।
তস্মাত্তত্র চ গন্তব্যং সর্ব্বকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে॥ ৫৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য তে সর্ব্বে ব্রহ্মা শক্রঃ সশঙ্করঃ।
জগ্মুর্বিষ্ণোঃ ক্ষয়ং দেবাঃ শরণ্যং ভক্তবৎসলম্॥ ৫৮ ॥
গত্বা বিষ্ণুপদং দেবাস্তুষ্টুবুঃ পরমেশ্বরম্।
হরিং পুরুষসূক্তেন বেদোক্তেন জগদ্‌গুরুম্॥ ৫৯ ॥
প্রত্যক্ষোঽভূজ্জগন্নাথস্তেষাং স কমলাপতিঃ।
সংমান্য চ সুরান্ সর্ব্বানিত্যুবাচ পুরঃস্থিতঃ॥ ৬০ ॥
কিমাগতাঃ স্ম লোকেশা হরব্রহ্মসমন্বিতাঃ।
কারণং কথয়ধ্বং বঃ সর্ব্বেষাং সুরসত্তমাঃ ! ॥ ৬১ ॥

হরেঃ ক্ষয়ং স্থানম্॥ ৫৫—৫৭ ॥
ক্ষয়ং স্থানম্। ভক্তবৎসলত্বস্ত চেতনত্বারোপেণ॥ ৫৮—৬১ ॥

শঙ্কর কহিলেন, দেবগণ! আমরা ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া হরিগৃহে গমন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত সেই দুর্বৃত্ত বৃত্রের বধোপায় চিন্তা করিব॥ ৫৫॥ জনার্দ্দন বাসুদেব সকল কার্য্যেই সমর্থ, বলবান্, ছলজ্ঞ, অতিশয় বুদ্ধিমান্, দয়ানিধি এবং সর্ব্বজনের শরণ্য; সেই দেবদেব ব্যতিরেকে কার্য্যসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই; অতএব সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত আমাদের সকলেরই সেই স্থানে গমন করা কর্ত্তব্য॥ ৫৬—৫৭॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! ইন্দ্রাদি দেবতাগণ শঙ্কর ও ব্রহ্মার সহিত এইরূপ স্থির করিয়া সকলেই সেই সর্ব্বজন-শরণ্য ভক্তবৎসল হরির আলয়ে গমন করিলেন এবং জগদ্‌গুরু পরমেশ্বর হরিকে বেদোক্ত পুরুষ-সূক্ত দ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন॥৫৮—৫৯॥ তখন, সেই কমলাপতি জগৎপ্রভু জনার্দ্দন তাঁহাদের প্রত্যক্ষ হইলেন এবং সুরগণের সম্মাননা পূর্ব্বক তাহাদের সম্মুখে অবস্থিত হইয়া কহিতে লাগিলেন॥ ৬০॥ লোকেশগণ! তোমরা শঙ্কর ও ব্রহ্মার সহিত কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছ; সুরসত্তমগণ! তোমাদের আগমনের কারণ কি তাহা আমার নিকট বল॥ ৬১॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা হরের্ব্বাক্যং নোচুর্দেবা রমাপতিম্।
চিন্তাবিষ্টাঃ স্থিতাঃ প্রায়ঃ সর্ব্বে প্রাঞ্জলয়স্তথা ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে বৃত্রপরাভূতদেবানাং শঙ্করাদিশরণগ্রহণবর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

(ইতীতি। দেবাঃ বিষ্ণোর্বাক্যমাকর্ণ্যাপি ন তং কিমপি উক্তবন্তঃ পরন্তু কিং ব্রূম ইতি চিন্তয়া আবিষ্টাঃ কৃতাঞ্জলিপুটাঃ স্থিতা এব ॥ ৬২ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! দেবগণ হরির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই রমাপতিকে কিছুই বলিতে পারিলেন না, পরন্তু প্রায় সকলেই চিন্তান্বিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত রহিলেন ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে বৃত্রকর্ত্তৃক দেবপরাজয় নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তথা চিন্তাতুরান্ বীক্ষ্য সর্ব্বান্ সর্ব্বার্থতত্ত্ববিৎ।
প্রাহ প্রেমভরোদ্‌ভ্রান্তান্ মাধবো মেদিনীপতে ! ॥ ১ ॥

বিষ্ণুরুবাচ।

কিং মৌনমাশ্রিতা যূয়ং ব্রুবন্তু কারণং স্বরাঃ ! ।
সদসদ্বাপি যচ্ছ্রুত্বা যতিষ্যে তন্নিবারণে ॥ ২ ॥

দেবা ঊচুঃ।

কিমজ্ঞাতং তব বিভো ! ত্রিষু লোকেষু বর্ত্ততে।
সর্ব্বং বেদ ভবান্ কার্য্যং কিং পৃচ্ছসি পুনঃ পুনঃ ॥ ৩ ॥
ত্বয়া পূর্ব্বং বলির্ব্বদ্ধঃ শক্রো দেবাধিপঃ কৃতঃ।
বামনং বপুরাস্থায় ক্রান্তং ত্রিভুবনং পদৈঃ ॥ ৪ ॥
অমৃতং ত্বাহৃতং বিষ্ণো ! দৈত্যাশ্চ বিনিপাতিতাঃ।
ত্বং প্রভুঃ সর্ব্বদেবানাং সর্ব্বাপদ্বিনিবারণে ॥ ৫ ॥

একোনষষ্টিশ্লোকৈস্তু দেবাঃ সর্ব্বে সবাসবাঃ।
দেবীং স্তুত্বা বরং প্রাপুরিতি সম্যগিহোচ্যতে ॥

মৌনমাশ্রিতেষু দেবেষনন্তরং জাতং বৃত্তমাহ তথেতি ॥ ১ ॥
সদসদ্বাপীতি। সৎ কারণং বা অস্তু অসৎ কারণং বাস্তু তদ্‌ব্রুবন্ত্বিত্যর্থঃ ॥ ২—৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র ! সর্ব্বার্থতত্ত্বজ্ঞ লক্ষ্মীপতি নারায়ণ দেবগণকে চিন্তাতুর ও একান্ত অনুগত অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ সুরগণ ! তোমরা মৌনভাব অবলম্বন করিয়া রহিলে কেন ? তোমরা আমার নিকট কি জন্য আসিয়াছ তাহা ভাল অথবা মন্দ হউক শীঘ্র বল ; কারণ, আমি তাহা শ্রবণ করিলে তদনন্তর তোমাদের ক্লেশ নিবারণের নিমিত্ত যত্ন করিতে পারিব ॥ ২ ॥

দেবগণ কহিলেন, প্রভো ! ত্রিভুবন মধ্যে আপনার কি অবিদিত আছে, আপনি সকল কার্য্যই জানেন, তবে কি নিমিত্ত আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? ॥ ৩ ॥ পূর্ব্বে আপনি বামনরূপ ধারণ করিয়া তিনটি পদ দ্বারা ত্রিভুবন আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং বলিরাজকে বদ্ধ করিয়া ইন্দ্রকে দেবাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ বিভো ! আপনিই দৈত্যদিগকে বিমোহিত করিয়া অমৃত আহরণ করিয়াছিলেন এবং

বিষ্ণুরুবাচ।

ন ভেতব্যং সুরবরা বেদ্ম্যুপায়ং সুসংমতম্।
তদ্বধায় প্রবক্ষ্যামি যেন সৌখ্যং ভবিষ্যতি* ॥ ৬ ॥
অবশ্যং করণীয়ং মে ভবতাং হিতমাত্মনা।
বুদ্ধ্যা বলেন চার্থেন যেন কেন চ্ছলেন বা ॥ ৭ ॥
উপায়াঃ খলু চত্বারঃ কথিতাস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
সামাদয়ঃ সুহৃৎস্বেব দুর্হৃদেষু বিশেষতঃ ॥ ৮ ॥
ব্রহ্মণাস্য বরো দত্তস্তপসারাধিতেন চ।
দুর্জ্জয়ত্বঞ্চ সম্প্রাপ্তং বরদানপ্রভাবতঃ ॥ ৯ ॥
অজেয়ঃ সর্ব্বভূতানাং ত্বষ্ট্রা সমুপপাদিতঃ।
ততো বলেন বৃদ্ধিং স প্রাপ্তঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥ ১০ ॥
দুঃসাধ্যোঽসৌ সুরাঃ! শক্রুর্বিনা সাম প্রতারণম্ ॥
প্রলোভ্য বশমানেয়ো হন্তব্যস্তু ততঃ পরম্ ॥ ১১ ॥

সামাদয়ঃ সামদানভেদদণ্ডাঃ। তে সর্ব্বে যথাযোগ্যং কেচিৎ সুহৃৎসু কেচিদ্দুর্হৃদেষু বিশেষতঃ কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৮—১০ ॥

বিনা সাম্নেতি। সাম বিনা প্রতারণং বিনা যতো ব্রহ্মদত্তবরেণাসৌ দৃপ্তস্তস্মাদ্ভেদ-দণ্ডয়োরত্রাসম্ভবাৎ সাম প্রতারণং বিনা দুঃসাধ্যোঽয়মিত্যর্থঃ ॥ ১১—১২ ॥

আপনিই তাহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছিলেন; অতএব, হে দেব! আপনিই দেবতাদিগের সর্ব্বপ্রকার বিপদ নিবারণে একমাত্র প্রভু রহিয়াছেন ॥ ৫ ॥

বিষ্ণু দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, সুরগণ! ভয় নাই যাহাতে সেই দৈত্য-বর বিনষ্ট হয় আমি তাহার একটী সর্ব্বসম্মত উপায় বিদিত আছি, এক্ষণে তাহা তোমাদের নিকট বলিতেছি শ্রবণ কর। দেবগণ! ইহা দ্বারাই তোমাদের সুখলাভ হইবে সন্দেহ নাই ॥৬॥ দেখ, বুদ্ধি বল অর্থ বা ছল দ্বারা অথবা অন্য যে কোনও প্রকারে হউক তোমাদিগের হিত-সাধন করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৭ ॥ তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ মিত্রগণের বিশেষতঃ শত্রুগণের প্রতি প্রয়োগ করিবার জন্য সাম দান ভেদ ও দণ্ড এই চারিপ্রকার উপায় নির্দ্ধারিত করিয়াছেন ॥৮॥ তপস্যা দ্বারা আরাধিত হইয়াই ব্রহ্মা তাহাকে বরপ্রদান করিয়াছেন এবং সেই বরপ্রভাবেই সে দুর্জ্জয় হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৯ ॥ বিশেষত বিশ্বকর্ম্মা যজ্ঞাগ্নি হইতে তাহাকে উৎপাদন করিয়াছে, অতএব এই সমস্ত কারণ জন্যই সেই পরপুরঞ্জয় বৃত্রাসুর অতিশয় বলবান্ হইয়া সমস্ত জীবগণের একান্ত অজেয় হইয়াছে ॥ ১০ ॥ সুরগণ! অগ্রে সামপ্রয়োগ

* যথাসৌ ন ভবিষ্যতি। ইতি বা পাঠঃ।

গচ্ছধ্বং সর্ষিগন্ধর্ব্বা যত্রাসৌ বলবত্তরঃ।
সাম তস্য প্রযুঞ্জধ্বং তত এনং বিজেষ্যথ ॥ ১২ ॥
সঙ্গম্য শপথান্ কৃত্বা বিশ্বাস্য সময়েন হি।
মিত্রত্বঞ্চ সমাধায় হন্তব্যঃ প্রবলো রিপুঃ ॥ ১৩ ॥
অদৃশ্যঃ সম্প্রবেক্ষ্যামি বজ্রমস্য বরায়ুধম্।
সাহায্যঞ্চ করিষ্যামি শক্রস্যাহং সুরোত্তমাঃ! ॥ ১৪ ॥
সময়ঞ্চ প্রতীক্ষধ্বং সর্ব্বথৈবায়ুষঃ ক্ষয়ে।
মরণং বিবুধাস্তস্য নান্যথা সম্ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥
গচ্ছধ্বমৃষিভিঃ সার্দ্ধং গন্ধর্ব্বাঃ কপটাবৃতাঃ।
ইন্দ্রেণ সহ মিত্রত্বং কুরুধ্বং বাক্যদানতঃ।
যথা স যাতি বিশ্বাসং তথা কার্য্যং প্রতারণম্ ॥ ১৬ ॥
গুপ্তোঽহং সম্প্রবেক্ষ্যামি পবিং সঞ্ছাদিতং দৃঢ়ম্।
বিশ্বস্তং মঘবা শত্রুং হনিষ্যতি ন চান্যথা ॥ ১৭ ॥

সঙ্গম্যেতি। তত্র সঙ্গম্য গত্বা যথা স বক্ষ্যতি সময়ং সঙ্কেতম্। তেন সঙ্কেতেন শপথান্ কৃত্বা তং বিশ্বাস্য তেন মিত্রত্বঞ্চ সমাধায় হন্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

অহন্তু কিং করিষ্যামি তত্রাহ অদৃশ্য ইতি ॥ ১৪ ॥

অত্র ত্বরা ন কর্ত্তব্যা। আয়ুষঃ ক্ষয় এব মরণং ভবতি নান্যথা। আয়ুস্তু তস্যাদ্যাপি বর্ত্ততে ইত্যাহ সময়ং চেতি। সময়ং কালম্। ইন্দ্রেণ সহ বৃত্রাসুরস্য মিত্রত্বমিত্যর্থঃ ॥১৫-১৬॥

তদনন্তর প্রতারণা ব্যতিরেকে ঐ শত্রুকে জয় করা দুঃসাধ্য; অতএব প্রথমে প্রলোভন দেখাইয়া স্ববশে আনয়ন করত তৎপরে তাহার বিনাশ করাই কর্ত্তব্য ॥১১॥ এক্ষণে, যেখানে সেই বলবান্ শত্রু বৃত্রাসুর বাস করিতেছে অগ্রে সেই স্থানে গন্ধর্ব্বগণ ঋষিগণের সহিত গমন করিয়া তাহার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করুক, তদনন্তর তাহাকে পরাজয় করিবে ॥১২॥ তথায় গমন করিলে পর সে যাহা কহিবে সেই নিয়মে শপথ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়া অগ্রে বিশ্বাস উৎপাদন এবং তদনন্তর বন্ধুত্ব সংস্থাপন করিবে, পরে যথাসময়ে সেই প্রবল রিপুকে বিনাশ করিবে ॥ ১৩ ॥ সুরগণ! আমিও ইন্দ্রের উৎকৃষ্ট আয়ুধ বজ্রমধ্যে অদৃশ্যভাবে প্রবেশ করিয়া যথাসময়ে তাঁহার সাহায্য করিব ॥ ১৪ ॥ দেখ, তোমরা সময় প্রতীক্ষা কর সম্পূর্ণরূপে তাহার আয়ুর কাল শেষ হউক, নচেৎ কোনরূপেই ইহার মৃত্যু হইবে না ॥১৫॥ এক্ষণে, গন্ধর্ব্বগণ ঋষিগণের সহিত সেই অসুরের নিকট গমন করিয়া কপটতা পূর্ব্বক কেবল মাত্র বাক্য দ্বারা ইন্দ্রের সহিত মিত্রত্ব সংস্থাপন করুক, তৎপরে যখন তাহার বিশ্বাস উৎপন্ন হইবে তখনই প্রতারণা করা কর্ত্তব্য ॥ ১৬ ॥ আমি সুদৃঢ় আচ্ছাদিত বজ্রমধ্যে গুপ্তভাবে প্রবিষ্ট হইব, ইন্দ্র যখন তাহাকে বিশ্বস্ত জানিতে পারিবেন তখনই সেই বজ্র-

বিশ্বাসস্য কৃতে পাপং কৃত্বা শক্রস্তু পৃষ্ঠতঃ ।
মৎসহায়োঽথ বজ্রেণ শাতয়িষ্যতি পাপিনম্ ॥ ১৮ ॥
ন দোষোঽত্র শঠে শত্রৌ শাঠ্যমেব প্রকুর্ব্বতঃ ।
নান্যথা বলবান্ বধ্যঃ শূরধর্ম্মেণ জায়তে ॥ ১৯ ॥
বামনং রূপমাধায় ময়ায়ং বঞ্চিতো বলিঃ ।
কৃত্বা চ মোহিনীবেশং দৈত্যাঃ সর্ব্বেঽপি বঞ্চিতাঃ ॥ ২০ ॥
ভবন্তঃ সহিতাঃ সর্ব্বে দেবীং ভগবতীং শিবাম্ ।
গচ্ছধ্বং শরণং ভাবৈঃ স্তোত্রমন্ত্রৈঃ সুরোত্তমাঃ ! ॥ ২১ ॥
সাহায্যং সা যোগমায়া ভবতাং সংবিধাস্যতি ॥ ২২ ॥

ন চান্যথেতি । এতদুক্তপ্রকারাদন্যঃ প্রকারস্তস্য মরণে নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

নমু বাসবো বিশ্বাসঘাতং ন কুর্য্যাত্তদা কথমস্মাকং কার্য্যং ভবিষ্যতি তত্রাহ বিশ্বাসস্যেতি । ময়া বোধিত ইতি শেষঃ ॥ ১৮ ॥

কিঞ্চাত্র দুষ্টশত্রুবিষয়ে স দোষোঽপি নাস্তীত্যাহ ন দোষ ইতি । শঠং প্রতি শঠং কুর্য্যাদিতি ন্যায়াদিত্যর্থঃ । কিঞ্চ যদি পাপভিয়া শাঠ্যং ন ক্রিয়তে তদান্যপ্রকারেণ শূরধর্ম্মেণায়ং বধ্যো নৈব ভবতীত্যাহ নান্যথেতি ॥ ১৯ ॥

ময়াপ্যেবং বহুবিধং কপটং সঙ্কটে প্রাপ্তে কৃতমিত্যাহ বামনমিতি ॥ ২০ ॥

কিঞ্চায়ং সর্ব্বোঽপি সত্যো বা মিথ্যা বা প্রকারস্তদৈব সিদ্ধেদ্‌যদি পরমেশ্বর্য্যা জগদম্বায়াঃ প্রসাদঃ স্যাত্তস্মাৎ সৈব মুখ্যত্বেনারাধনীয়েত্যাহ ভবন্ত ইতি । ভগবতীং ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ । জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনেতি শ্লোকোক্তষড়্‌ভগরূপৈশ্বর্য্যবতীম্ । যদ্বা । ভগং মায়া সমাখ্যাতা যোনিঃ সর্ব্বস্য সা যতঃ । তদ্বতীতি তদীশানী নাম্না ভগবতী স্মৃতেতি শিবপুরাণান্তর্গতোমাসংহিতোক্তেঃ । সর্ব্বকারণত্বাদ্‌ যোনিস্থানাপন্না যা মায়াশক্তিস্তস্যাঃ স্বামিনীত্বাত্তদ্বতী যা সচ্চিদানন্দরূপিণী দেবী সা ভগবতীপদেনোচ্যতে । তাং ভগবতীং শিবাং মঙ্গলরূপাং তদ্দাত্রীং বা । যদ্বা শিবামেতামুমামেনাং জড়শক্তিং তথৈব চেতি সূতসংহিতোক্তরীত্যা সংবিদ্রূপামিতি বা ॥ ২১—২২ ॥

প্রহারে তাহাকে বিনাশ করিবেন অন্যথা কোনরূপেই তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবেন না ॥ ১৭ ॥ দেবরাজ, বিশ্বাসঘাত-জনিত পাপকে এখন পশ্চাতে রাখিয়া আমার সাহায্যে সেই পাপাত্মা অসুরকে বজ্র দ্বারা বিনাশ করিবেন ॥ ১৮ ॥ দেখ, শঠ শত্রুর প্রতি শঠতাচরণ দোষের নিমিত্ত হয় না ; বিশেষতঃ শঠতা ব্যতিরেকে কেবলমাত্র বীরধর্ম্ম দ্বারা বলবান্ শত্রুকে কদাচই বধ করা যায় না ॥ ১৯ ॥ পূর্ব্বে আমিও বামনরূপ ধারণ করিয়া বলিকে এবং মোহিনীবেশে সমস্ত দৈত্যদিগকে বঞ্চিত করিয়াছি ; অতএব, বলবান্ শঠ শত্রুর প্রতি শঠতাচরণ কদাপি দোষের বিষয় নহে ইহা জানিবে ॥ ২০ ॥

দেবগণ ! এক্ষণে, তোমরা সকলে একত্র মিলিত হইয়া স্তোত্র মন্ত্রাদি দ্বারা দেবী ভগবতীর আরাধনা করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও ; তাহা হইলে, সেই যোগমায়া তোমাদিগের

বন্দামহে সদা দেবীং সাত্ত্বিকীং প্রকৃতিং পরাম্।
সিদ্ধিদাং কামদাং কাম্যাং দুরাপামকৃতাত্মভিঃ ॥ ২৩ ॥
ইন্দ্রোঽপি তাং সমারাধ্য হনিষ্যতি রিপুং রণে।
মোহিনী সা মহামায়া মোহয়িষ্যতি দানবম্ ॥ ২৪ ॥
মোহিতো মায়য়া বৃত্রঃ সুখসাধ্যো ভবিষ্যতি।
প্রসন্নায়াং পরাম্বায়াং সর্ব্বং সাধ্যং ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥
নোচেন্মনোরথাবাপ্তির্ন কস্যাপি ভবিষ্যতি।
অন্তর্য্যামিস্বরূপা সা সর্ব্বকারণকারণা ॥ ২৬ ॥
তস্মাত্তাং বিশ্বজননীং প্রকৃতিং পরমাদৃতাঃ।
ভজধ্বং সাত্ত্বিকৈর্ভাবৈঃ শত্রুনাশায় সত্তমাঃ ! ॥ ২৭ ॥

কিঞ্চ নিরন্তরমস্মাভিঃ সর্ব্বৈঃ সৈবারাধ্যতে ততোঽস্মিন্ সঙ্কটে তাং বিহায় কমন্যং শরণং ব্রজেমেত্যভিপ্রায়েণাহ বন্দামহে ইতি। সাত্ত্বিকীং শুদ্ধসত্ত্বাত্মকমায়োপাধিবিশিষ্টাং প্রকৃতিম্। প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাদিতি ব্রহ্মসূত্রপ্রতিপাদ্যাং সর্ব্বকারণাং চিদ্রূপাং ভগবতীমিত্যর্থঃ। দেবীং স্বপ্রকাশাম্। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি শ্রুতেঃ। সিদ্ধিদাং মোক্ষদাং কামদামৈহিকপারলৌকিককামদাম্। কাম্যাং সর্ব্বৈরভিলষণীয়াম্ ॥ ২৩ ॥

নন্থ তদারাধনে কিং সা সাক্ষাদ্ধনিষ্যতি নেত্যাহ মোহিনীতি ॥ ২৪ ॥

নন্থ তয়া মোহিতোঽপি ন স মরিষ্যতি শস্ত্রাদিনা তস্য মৃতেরভাবাদিতি চেত্তত্রাহ প্রসন্নায়ামিতি। সর্ব্বং যথা স শস্ত্রাদিরহিতোপায়েন মরিষ্যতি তথা তৎ সর্ব্বং সাধ্যং ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥

তদপ্রসন্নতায়ান্তু সর্ব্বং দুর্ল্লভমেবেত্যাহ নোচেদিতি। নন্থ সর্ব্বোত্তমা সা কিমর্থমস্মদর্থং ক্লেশমাশ্রয়িষ্যতীতি চেত্তত্রাহ অন্তর্য্যামীতি। সর্ব্বদা তয়ান্তর্যামিরূপিণ্যা সর্ব্বে ক্লেশা আশ্রিতা এব সন্তি। ন তে নবীনা আশ্রিতা ইত্যর্থঃ। যদ্বা নন্থ সর্ব্বোত্তমা কিমর্থমস্মাক-

---

সাহায্য বিধান করিবেন ॥ ২১—২২ ॥ দেবগণ ! যিনি স্বয়ং কামনাস্বরূপিণী হইয়া ভক্তগণের সমস্ত কামনা পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন, যাঁহার আরাধনায় সমস্ত কার্য্যই সিদ্ধ হয়, পূতাত্মা যোগিগণ ব্যতিরেকে যাঁহাকে কেহই লাভ করিতে পারে না, আমরাও সেই সত্ত্বগুণস্বরূপিণী প্রকৃতিরূপিণী পরাৎপরা দেবীকে বন্দনা করিয়া থাকি ॥ ২৩ ॥ অতএব, ইন্দ্রও তাঁহার আরাধনা করিয়া নিশ্চয়ই রণে শত্রু সংহার করিতে সমর্থ হইবেন ; কারণ, সেই মোহজননী মহামায়া পূজিতা হইয়া সেই দানবকে বিমোহিত করিবেন ॥ ২৪ ॥ বৃত্রাসুর মায়ায় মোহিত হইলে ইন্দ্র তাহাকে সহজেই বধ করিতে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই ; অধিক কি, সেই পরাৎপরা অম্বিকা প্রসন্না থাকিলে সমস্তই সিদ্ধ হইবে ॥ ২৫ ॥ তিনি অন্তর্যামি-স্বরূপিণী এবং সকল কারণের কারণ, তাঁহার আরাধনা ব্যতিরেকে কাহারও মনোরথ সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই ॥ ২৬ ॥ অতএব, হে সুরসত্তমগণ ! শত্রু বিনাশের নিমিত্ত পরম আদরের

পুরা ময়াপি সংগ্রামং কৃত্বা পরমদারুণম্ ।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি নিহতৌ মধুকৈটভৌ ॥ ২৮ ॥
স্তুতা ময়া তদাত্যর্থং প্রসন্না প্রকৃতিঃ পরা ॥ ২৯ ॥
মোহিতৌ তৌ তদা দৈত্যৌ ছলনে চ ময়া হতৌ ।
বিপ্রলব্ধৌ মহাবাহূ দানবৌ মদগর্ব্বিতৌ ॥ ৩০ ॥
তথা কুরুধ্বং প্রকৃতের্ভজনং ভাবসংযুতাঃ ।
সর্ব্বথা কার্য্যসিদ্ধিং সা করিষ্যতি সুরোত্তমাঃ ! ॥ ৩১ ॥
এবং তে দত্তমতয়ো বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ।
জগ্মুস্তে মেরুশিখরং মন্দারদ্রুমমণ্ডিতম্ ॥ ৩২ ॥
একান্তে সংস্থিতা দেবাঃ কৃত্বা ধ্যানং জপং তপঃ ।
তুষ্টুবুর্জ্জগতাং ধাত্রীং সৃষ্টিসংহারকারিণীম্ ।
ভক্তকামদুঘামম্বাং সংসারক্লেশনাশিনীম্ ॥ ৩৩ ॥

মুপায়ং বক্ষ্যতীতি চেত্তত্রাহ অন্তর্যামীতি। সর্ব্বোত্তমায়া এব তস্যাঃ অন্তর্যামিরূপত্বাদ্যদ্ যচ্চেষ্টিতং তৎ সর্ব্বং তৎপ্রেরণয়ৈব ভবতীতি সা প্রার্থিতা সতী যথা কার্য্যং ভবিষ্যতি তথৈব প্রেরয়িষ্যতীতি ভাবঃ। সর্ব্বেষাং কারণং মায়া তস্যা অপি কারণা বিবর্ত্তাধিষ্ঠান-রূপা। যদ্যপি মায়ায়া অনাদিত্বং তথাপি তদ্বৃত্তেরুৎপন্নত্বাত্তদভিপ্রায়েণেয়মুক্তিরিতি বোধ্যম্ ॥ ২৬—৩৩ ॥

সহিত সাত্ত্বিকভাবে সেই বিশ্বজননী প্রকৃতিদেবীর আরাধনা কর ॥ ২৭ ॥ দেখ, পূর্ব্বকালে আমি পঞ্চ সহস্র বৎসর অতি নিদারুণ সংগ্রাম করিয়া মধুকৈটভ নামক অসুর দ্বয়কে সংহার করিয়াছিলাম। তখন আমি সেই মহামায়া পরাপ্রকৃতির স্তুতি করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি প্রসন্ন হইয়া ঐ অসুর দ্বয়কে বিমোহিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ মদগর্ব্বিত মহাবাহু অসুর দ্বয় প্রতারিত হয়, সেই হেতুই আমি ছলপূর্ব্বক সেই ভয়ঙ্কর দৈত্যদ্বয়কে সংহার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম ॥ ২৮—৩০ ॥ অতএব, সুরগণ ! তোমরাও ভক্তিভাবে সেইরূপে পরাপ্রকৃতির আরাধনা কর, তাহা হইলে তিনি সম্পূর্ণরূপে তোমাদের কার্য্য-সিদ্ধি করিবেন ॥ ৩১ ॥

মহারাজ ! প্রভাবশালী বিষ্ণু দেবতাদিগকে এইরূপ বুদ্ধি প্রদান করিলে পর তাঁহারা মন্দারতরু-পরিশোভিত সুমেরু শিখরে গমন করিলেন এবং একান্তে অবস্থিত থাকিয়া জপ ও তপস্যায় নিরত এবং ধ্যানপরায়ণ হইয়া সেই সৃষ্টি স্থিতি সংহারকারিণী ভক্তগণের অভীষ্টপ্রদায়িনী সংসারক্লেশনাশিনী জগজ্জননী জগদ্ধাত্রীর স্তব করিতে আরম্ভ করি-লেন ॥ ৩২—৩৩ ॥

দেবা উচুঃ।

দেবি! প্রসীদ পরিপাহি সুরান্ প্রতপ্তান্
বৃত্রাসুরেণ সমরে পরিপীড়িতাংশ্চ।
দীনার্ত্তিনাশনপরে পরমার্থতত্ত্বে
প্রাপ্তাংস্ত্বদঙ্ঘ্রিকমলং শরণং সদৈব ॥ ৩৪ ॥
ত্বং সর্ব্ববিশ্বজননী পরিপালয়াস্মান্
পুত্রানিবাতিপতিতান্রিপুসঙ্কটেঽস্মিন্।
মাতর্ন তেঽস্ত্যবিদিতং ভুবনত্রয়েঽপি
কস্মাদুপেক্ষসি সুরানসুরপ্রতপ্তান্ ॥ ৩৫ ॥
ত্রৈলোক্যমেতদখিলং বিহিতং ত্বয়ৈব
ব্রহ্মা হরিঃ পশুপতিস্তব বাসনোত্থাঃ।
কুর্ব্বন্তি কার্য্যমখিলং স্ববশা ন তে তে
ভ্রূভঙ্গচালনবশাদ্বিহরন্তি কামম্ ॥ ৩৬ ॥
মাতা সুতান্ পরিভবাৎ পরিপাতি দীনা-
ন্রীতিস্ত্বয়ৈব রচিতা প্রকটাপরাধান্।
কস্মান্ন পালয়সি দেবি! বিনাপরাধা-
নস্মাংস্ত্বদঙ্ঘ্রিশরণান্ করুণারসাব্ধে! ॥ ৩৭ ॥

প্রতপ্তান্ সংসারতাপেন। পরমার্থং সত্যং যত্তত্ত্বং ব্রহ্মরূপং তৎস্বরূপে হে ভগবতি! ত্বদঙ্ঘ্রিকমলং শরণমাশ্রয়ং প্রাপ্তানিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৪ ॥
উপেক্ষসীতি পরস্মৈপদমার্ষম্ ॥ ৩৫ ॥
অস্মিন্ সঙ্কটে ব্রহ্মাদয়ঃ কিমিতি ন প্রার্থ্যন্তে তত্রাহ ত্রৈলোক্যমিতি। অস্বতন্ত্রপ্রার্থনয়া কিং ফলং ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥

হে পরব্রহ্মস্বরূপিণি দেবি! আপনি দীন দুঃখী প্রাণিগণের আধিব্যাধি বিনাশ করিয়া থাকেন এজন্য আমরা আপনার চরণকমলে শরণ গ্রহণ করিলাম। ভগবতি! আমরা বৃত্রাসুর কর্ত্তৃক সমরে পরাজিত হইয়া অতিশয় সন্তপ্ত ও পরিপীড়িত হইয়াছি, আপনি এক্ষণে আমাদের প্রতি প্রসন্না হউন এবং আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ৩৪ ॥ আপনি অখিল বিশ্বের জননী, আমরাও এই শত্রুসঙ্কটে পতিত হইয়াছি, অতএব এক্ষণে আমাদিগকে পুত্রের ন্যায় রক্ষা করুন। মাতঃ! ত্রিভুবনে আপনার ত কিছুই অবিদিত নাই, আমরা অসুরগণের প্রতাপানলে অত্যন্ত সন্তপ্ত, অতএব আপনি আমাদিগকে কি জন্য উপেক্ষা করিতেছেন? ॥৩৫॥ জননি! আপনিই এই ত্রিলোকমণ্ডলের সৃষ্টিস্থিতি ও সংহার

নূনং মদঙ্ঘ্রিভজনাপ্তপদাঃ কিলৈতে
ভক্তিং বিহায় বিভবে সুখভোগলুব্ধাঃ।
নেমে কটাক্ষবিষয়া ইতি চেন্ন চৈষা
রীতিঃ সুতে জননকর্ত্তরি চাপি দৃষ্টা ॥ ৩৮ ॥
দোষো ন নোঽত্র জননি! প্রতিভাতি চিত্তে
যত্তে বিহায় ভজনং বিভবে নিমগ্নাঃ।
মোহস্ত্বয়া বিরচিতঃ প্রভবত্যসৌ ন-
স্তস্মাৎ স্বভাবকরুণে! দয়সে কথং ন ॥ ৩৯ ॥

কিঞ্চাস্মৎপ্রার্থনয়ৈব বয়ং ত্বয়া পালনীয়া ইতি ন কিন্তু স্বকল্পিতরীতিপরিপালনার্থমপি বয়ং ত্বয়া রক্ষণীয়া ইত্যাহ মাতা সুতানিতি। মাতা পরিভবাৎ সুতান্ পালয়তীতি রীতির্ম্মর্য্যাদা ত্বয়ৈব যুগাদৌ রচিতা। অজ্ঞেষু পশুষপি দর্শনাৎ। বয়ন্তু নিরপরাধা এব। ততঃ হে করুণারসাব্ধে! কুতোঽস্মান্ সুতান্মাতৃভূতা সতী ন পালয়সীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

নম্থ যূয়ং সাপরাধা মদত্তলক্ষ্মীমদান্ধাঃ সন্তো ন মাং ভজথেতি ততো মন্নেত্রকটাক্ষবিষয়া ন ভবথেতি চেত্তত্রাহ নূনমিতি। মমাঙ্ঘ্রিভজনেনাপ্তং পদমিন্দ্রাদিস্থানং যৈস্তে যূয়ং বিভবে সতি স্থানপ্রাপ্তৌ সত্যাং সুখস্য ভোগে লুব্ধা আসক্তাঃ। ন চৈবেতি। অস্ত্বেবং রীতিরন্যত্র। সুতে সুতবিষয়ে জননকর্ত্তরি জনন্যাঞ্চ নৈষা রীতিঃ কুত্রাপি দৃষ্টা। পুত্রাপরাধাঃ সর্ব্বেঽপি মাত্রা সোঢ়ব্যা এবেতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

কিঞ্চ নায়ং দোষোঽস্মাকং ত্বয়া মোহেনাচ্ছাদিতং সর্ব্বং যথা যথা যস্মিন্ কার্য্যে প্রেরয়সি তথা কুর্ম্ম ইত্যাহ দোষো ন ন ইতি। ততো নিরপরাধিষু দয়াবশ্যং বিধেয়েতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

করিতেছেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর আপনারই ইচ্ছামাত্রে উৎপন্ন হইয়া অখিল কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। জননি! তাঁহারা স্বাধীন নহেন, আপনারই ভ্রূভঙ্গি দ্বারা পরিচালিত হইয়া যথেচ্ছায় বিহার করিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥ নানাবিধ অপরাধে অপরাধী হইলেও মাতা সুদীন তনয়গণকে ক্লেশ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন, জননি! আপনিই এই রীতির রচনা করিয়াছেন, তবে দয়াময়ি! কি কারণে নিরপরাধ এবং আপনার চরণকমলে শরণাগত জানিয়াও আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন না ॥ ৩৭ ॥ দেবি! যদি আপনি মনে করেন যে, ইহারা যখন মদনুগ্রহলব্ধ ঐশ্বর্য্যভোগ করে, তখন তাহাতেই একান্ত আসক্ত থাকিয়া আমার প্রতি ভক্তি করিতে একবারেই ভুলিয়া যায়, অতএব এক্ষণে ইহারা আমার করুণা-কটাক্ষের বিষয়ীভূত হইতে পারে না, ইহা সত্য বটে; কিন্তু মাতঃ! পুত্রের প্রতি জননীর এরূপ ভাব কোথাও লক্ষিত হয় না, অতএব আমরা নিয়তই আপনার করুণাকণার পাত্র তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৩৮ ॥ আর এক কথা, আপনার আরাধনা পরিত্যাগ করিয়া আমরা যে ঐশ্বর্য্যভোগে নিমগ্ন হই, সে বিষয়ে আমাদের কোনও দোষ আছে বলিয়া বোধ

পূর্ব্বং ত্বয়া জননি ! দৈত্যপতির্ব্বলিষ্ঠো
ব্যাপাদিতো মহিষরূপধরঃ কিলাজৌ।
অস্মৎকৃতে সকললোকভয়াবহোঽসৌ
বৃত্রং কথং ন ভয়দং বিধুনোষি মাতঃ ! ॥ ৪০ ॥
শুম্ভস্তথাতিবলবাননুজো নিশুম্ভ-
স্তৌ ভ্রাতরৌ তদনুগা নিহতা হতৌ চ।
বৃত্রং তথা জহি খলং প্রবলং দয়ার্দ্রে !
মত্তং বিমোহয় তথা ন ভবেদ্‌যথাসৌ ॥ ৪১ ॥
ত্বং পালয়াদ্য বিবুধানসুরেণ মাতঃ !
সন্তাপিতানতিতরাং ভয়বিহ্বলাংশ্চ।
নান্যোঽস্তি কোঽপি ভুবনেষু সুরার্ত্তিহন্তা
যঃ ক্লেশজালমখিলং নিদহেৎ স্বশক্ত্যা ॥ ৪২ ॥

কিঞ্চ বয়মপরাধিনো নাধুনৈব কিন্তু পূর্ব্বমপি স্থিতাস্তত্র পূর্ব্বং যথাস্মদপরাধানবিগণয্য যথা মহিষাদ্যা দৈত্যা হতাস্তথাধুনাপি বৃত্রং কুতো ন নাশয়সীত্যাহ পূর্ব্বং ত্বয়েতি। বিধুনোষি নাশয়সি ॥ ৪০—৪১ ॥

ত্বদন্যঃ কোঽপ্যস্মান্‌ রক্ষেদিত্যাশা মনসাপি ন ত্বয়া কর্ত্তব্যেত্যাহ ত্বং পালয়াদ্যেতি। স্বশক্ত্যাস্মাকং ক্লেশজালং নির্দ্দহেদেতাদৃশো নৈবাস্তীত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং ক্লেশনাশকা বয়ং দেবাঃ অস্মৎক্লেশস্য নিবারকঃ কোঽন্যঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

হয় না ; কারণ, আপনি যে মোহরচনা করিয়া রাখিয়াছেন সেই মোহ নিজ প্রভাব প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখে। জননি ! আপনি স্বভাবতই করুণাময়ী অতএব ইহা জানিয়াও কি জন্য আমাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতেছেন না ॥ ৩৯ ॥ দেবি ! আপনি পূর্ব্বকালে আমাদের নিমিত্তই সকল লোকের ভয়াবহ বলবান্‌ দৈত্যপতি মহিষাসুরকে সম্মুখ সংগ্রামে বিনাশ করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে কি নিমিত্ত এই ভয়াবহ বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিতেছেন না ? ॥ ৪০ ॥ আপনি, অতিশয় বলশালী শুম্ভ ও তদনুজ নিশুম্ভ নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে সংহার করিয়াছেন এবং তাহাদিগের অনুগামী অপরাপর দৈত্যগণকেও নিহত করিয়াছেন ; করুণাময়ি ! এক্ষণে সেইরূপে খল ও প্রবল বৃত্রাসুরকে বিনাশ করুন। মাতঃ ! যাহাতে সে আর কিছুমাত্র প্রভাব প্রকাশ করিতে না পারে আপনি সেইরূপে এই মদমত্ত অসুরকে বিমোহিত করুন ॥৪১॥ আমরা অসুরগণের প্রভাবে অত্যন্ত সন্তাপিত ও তাহাদের ভয়ে অতিশয় বিহ্বল হইয়াছি, আপনি আমাদিগকে রক্ষা করুন ; কারণ, আপনি ব্যতিরেকে ত্রিলোকমধ্যে নিজ শক্তি দ্বারা দেবতাদিগের ক্লেশজাল হরণ করিতে

বৃত্রে দয়া তব যদি প্রথিতা তথাপি
জহ্যেনমাশু জনদুঃখকরং খলঞ্চ।
পাপাৎ সমুদ্ধর ভবানি! শরৈঃ পুনানা
নো চেৎ প্রযাস্যতি তমো ননু দুষ্টবুদ্ধিঃ ॥ ৪৩ ॥
তে প্রাপিতাঃ সুরবনং বিবুধারয়ো যে
হত্বা রণেঽপি বিশিখৈঃ কিল পাবিতাস্তে।
ত্রাতা ন কিং নিরয়পাতভয়াদ্দয়ার্দ্রে!
যচ্ছত্রবোঽপি ন হি কিং বিনিহংসি বৃত্রম্ ॥ ৪৪ ॥
জানীমহে রিপুরসৌ তব সেবকো ন
প্রায়েণ পীড়য়তি নঃ কিল পাপবুদ্ধিঃ।
যস্তাবকস্ত্বিহ ভবেদমরানসৌ কিং
ত্বৎপাদপঙ্কজরতান্ননু পীড়য়েদ্বা ॥ ৪৫ ॥

ননু যথা ভবতাং মাতাস্মি তথা দৈত্যানামপি ভবামি ততশ্চ কথং ময়া জনন্যা তে হন্তব্যা ইতি চেত্তত্রাহ বৃত্রে দয়েতি। দুষ্টবুদ্ধির্দুরাচারঃ। স যদি ত্বয়া ন হন্যতে তদা স্বপাপাত্তমো নরকং প্রযাস্যতি ততস্তৎকল্যাণার্থমেব তং জহীতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

ননু মচ্ছস্ত্রপূতাঃ কে স্বর্গং গতা ইতি চেত্তত্রাহ তে প্রাপিতা ইতি। সুরবনং নন্দনং যে যে ত্বয়া হতাঃ শত্রবো ভবন্তি তে তে সর্ব্বেঽপি ন প্রাপিতাঃ কিম্ অপিতু প্রাপিতা এব। তথা নরকপাতভয়ান্ন ত্রাতাঃ কিম্ অপিতু ত্রাতা এব ততো বৃত্রং কিং কুতো ন বিনিহংসীত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

ননু স মম ভক্তোঽস্তি ততঃ কথং হন্তব্য ইতি চেৎ স তব ভক্তো নৈবাস্তি যদি তব ভক্তঃ স্যাত্তদা ত্বৎপাদাব্জভজনরতানস্মান্ কথং পীড়য়েদিত্যাহ জানীমহে ইতি। তব ভক্তস্তু সর্ব্বত্র দেবীবুদ্ধিমাশ্রিতো ভবতি। ন চ তথাবিধঃ কিঞ্চিৎ পীড়য়তি। যতোঽয়ং পীড়য়তি তস্মান্ন তব ভক্ত ইতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

পারে এরূপ আর কেহই নাই॥৪২॥ মাতঃ! যদিও আপনি বৃত্রের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি সেই জনগণের দুঃখদায়ক ও ক্রূরস্বভাব অসুরকে শীঘ্র বিনাশ করুন। ভবানি! আপনার শরনিকর দ্বারা পবিত্র করিয়া তাহাকে পাপ হইতে উদ্ধার করুন, নচেৎ সেই দুষ্টবুদ্ধি নিশ্চয়ই ঘোর নরকে প্রবেশ করিবে; অতএব তাহারই কল্যাণার্থ তাহাকে বধ করা আপনার একান্ত কর্ত্তব্য॥ ৪৩॥ পূর্ব্বে যাহারা দেবগণের শত্রু ছিল আপনি তাহাদিগকে সংগ্রাম স্থলে অস্ত্র দ্বারা পবিত্র করিয়া সর্গস্থ নন্দনকাননে প্রেরণ করিয়াছেন; করুণাময়ি! তাহারা শত্রু হইলেও আপনি তাহাদিগকে কি নরক ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন নাই? তবে কি নিমিত্ত এখনও বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিতেছেন না॥ ৪৪ ॥ আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি ঐ অসুর আপনার শত্রু পরন্তু সেবক নহে; কারণ,

কূর্ম্মঃ কথং জননি! পূজনমদ্য তেঽম্ব!
পুষ্পাদিকং তব বিনির্ম্মিতমেব যস্মাৎ।
মন্ত্রা বয়ঞ্চ সকলং পরশক্তিরূপং
তস্মাদ্ভবানি! চরণে প্রণতাঃ স্ম নূনম্॥ ৪৬॥
ধন্যাস্ত এব মনুজা হি ভজন্তি ভক্ত্যা
পাদাম্বুজং তব ভবাব্ধিজলেষু পোতম্।
যং যোগিনোঽপি মনসা সততং স্মরন্তি
মোক্ষার্থিনো বিগতরাগবিকারমোহাঃ॥ ৪৭॥
যে যাজ্ঞিকাঃ সকলবেদবিদোঽপি নূনম্
ত্বাং সংস্মরন্তি সততং কিল হোমকালে।
স্বাহান্তু তৃপ্তিজননীঞ্চ মখে সুরাণাং
ভূয়ঃ স্বধাং পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতুম্॥ ৪৮॥

অথ তব পূজয়া তব সন্তোষ উৎপাদনীয় ইতি চেদস্মাকং নিকটে কঃ পদার্থঃ পূজাযোগ্যোঽস্তি যেন ত্বং সন্তুষ্যসি। যোঽস্তি সত্ত্বদ্রূপস্তবৈবাস্তি ততো নাস্মাকং পূজাযোগ্যতা। কিন্তু কেবলং নমস্কারেণৈব সন্তুষ্টা ভবেত্যভিপ্রায়েণাহ কূর্ম্মঃ কথমিতি মন্ত্রা বয়ং পূজাকর্ত্তারঃ চকারাদন্যদপি পূজাযোগ্যং গ্রাহ্যম্। তৎ সর্ব্বং পরশক্তিরূপমিত্যর্থঃ॥ ৪৬॥
অথ ভগবত্যুপাসকানাং ধন্যতাং বর্ণয়তি ধন্যাস্ত এবেতি। পোতং নৌকাম্॥ ৪৭॥
যে যাজ্ঞিকা ইতি। স্বাহাস্বধোচ্চারণকর্ত্তারস্তেঽপি ধন্যা ইত্যর্থঃ॥ ৪৮॥

ঐ পাপবুদ্ধি আমাদিগকে নিয়তই পীড়াদান করিতেছে; জননি! যাহারা আপনার চরণারবিন্দ সেবায় নিরন্তর নিরত, যে ব্যক্তি সেই দেবগণকে পীড়াপ্রদান করে সে ব্যক্তি কিরূপে আপনার ভক্ত হইতে পারে?॥ ৪৫॥ মাতঃ! আমরা আপনার পূজা কিরূপে সম্পাদন করিব? পুষ্পাদি যাহা কিছু পূজার দ্রব্য দৃষ্ট হয়, আপনিই ত তৎসমুদয়ের নির্ম্মাণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ আমরা এবং মন্ত্র প্রভৃতি যাহা কিছু পূজার যোগ্য পদার্থ, তৎসমুদায়ই আপনার শক্তিস্বরূপ; অতএব, হে ভবানি! আমরা কেবলমাত্র প্রণিপাত দ্বারাই আপনার পূজা করিতেছি, আপনি প্রসন্না হউন॥ ৪৬॥ যাঁহারা ভবাম্বুধির পোত স্বরূপ আপনার চরণারবিন্দ ভক্তিভাবে ভজনা করে সেই মানবগণই ধন্য; দেবি! যে যোগিগণ বিষয়ানুরাগ, বিকার ও মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষ কামনা করেন, তাঁহারাও আপনার সেই চরণসরোজ সতত স্মরণ করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন॥ ৪৭॥ যাঁহারা সকল বেদের তত্ত্বজ্ঞ যাজ্ঞিক তাঁহারাও যজ্ঞের আহুতিকালে দেবগণের তৃপ্তিজননী স্বাহারূপিণী এবং পিতৃগণের পরম তৃপ্তিকারিণী স্বধাস্বরূপিণী আপনাকে নিয়তই চিন্তা করিয়া

মেধাসি কান্তিরসি শান্তিরপি প্রসিদ্ধা
বুদ্ধিস্ত্বমেব বিশদার্থকরী নরাণাম্।
সর্ব্বং ত্বমেব বিভবং ভুবনত্রয়েঽস্মিন্
কৃত্বা দদাসি ভজতাং কৃপয়া সদৈব ॥ ৪৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং স্তুতা সুরৈর্দ্দেবী প্রত্যক্ষা সাভবত্তদা।
চারুরূপধরা তন্বী সর্ব্বাভরণভূষিতা ॥ ৫০ ॥
পাশাঙ্কুশবরাভীতিলসদ্বাহুচতুষ্টয়া।
রণৎকিঙ্কিণিকাজালরশনাবদ্ধসৎকটিঃ ॥ ৫১ ॥
কলকণ্ঠীরবা কান্তা ক্বণৎকঙ্কণনূপুরা।
চন্দ্রখণ্ডসমাবদ্ধরত্নমৌলিবিরাজিতা ॥ ৫২ ॥
মন্দস্মিতারবিন্দাস্যা নেত্রত্রয়বিভূষিতা।
পারিজাতপ্রসূনাচ্ছনালবর্ণসমপ্রভা ॥ ৫৩ ॥

বিভবমিতি। মেধাদিকং সর্ব্বং বিভবমৈশ্বর্য্যং কৃত্বোৎপাদ্য ভজতাং কৃপয়া তেভ্যো দদাসি তদৈবেত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥

পাশাঙ্কুশবরাভীতিভির্লসদ্‌যুক্তং বাহুচতুষ্টয়ং যস্যাঃ সা। তত্রাভীতিরভয়মুদ্রা। তত্রায়ুধ-ক্রমস্তু দশপটল্যামুক্তঃ। দক্ষেঙ্কুশাভয়ে প্রোক্তে বামে পাশমথেষ্টদমিতি। রণচ্ছব্দায়মানং যৎ কিঙ্কিণিকানাং ক্ষুদ্রঘণ্টিকানাং জালং তদ্‌যুক্তরসনয়া কাঞ্চ্যা.বদ্ধা সৎকটির্যস্যাঃ সা ॥৫১॥

কলকণ্ঠী কোকিলা তদ্বৎ মধুরো রবঃ শব্দো যস্যাঃ কান্তা দীপ্তা ক্বণন্তঃ শব্দায়মানাঃ কঙ্কণনূপুরা যস্যাঃ সা। চন্দ্রখণ্ডেনার্দ্ধচন্দ্রেণ সমাবদ্ধো রত্নমৌলী রত্নমুকুটস্তেন বিরা-জিতা ॥৫২॥

মন্দস্মিতমীষদ্ধাস্যং তেন যুক্তমরবিন্দসদৃশমাস্যমাননং যস্যাঃ। পারিজাতবৃক্ষস্য যৎ প্রসূনং

থাকেন ॥ ৪৮ ॥ মাতঃ! আপনিই মেধা, আপনিই কান্তি, আপনিই শান্তি আপনিই পুরুষ-গণের বিশদার্থকারিণী প্রসিদ্ধা বুদ্ধি এবং আপনিই ত্রিভুবনের অখিল ঐশ্বর্য্য স্বরূপা; দেবি! যাঁহারা আপনার ভজনা করে, আপনি দয়াপূর্ব্বক কোনও রূপে তাঁহাদিগকে ঐ বিভব প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! দেবগণ এইরূপে স্তব করিলে পর দেবী ভগবতী সমস্ত আভ-রণে বিভূষিতা হইয়া মনোহর রূপ ধারণ করত তাহাদের সম্মুখে আবির্ভূতা হইলেন ॥ ৫০ ॥ তাঁহার বাহুচতুষ্টয়, পাশ, অঙ্কুশ এবং বরদান ভঙ্গিমা ও অভয়মুদ্রায় পরিশোভিত, সুচারু কটিতট রসনাদামবদ্ধ কিঙ্কিণী সমূহের কলধ্বনিতে সুশোভিত এবং চরণযুগল কঙ্কণস্থ নূপুর শব্দে রঞ্জিত। তাঁহার সুমধুর স্বর অতীব কমনীয়, ললাটতট সুধাংশুখণ্ড পরিশোভিত

কুর্ম্মঃ কথং জননি ! পূজনমদ্য তেঽম্ব !
পুষ্পাদিকং তব বিনির্ম্মিতমেব যস্মাৎ।
মন্ত্রা বয়ঞ্চ সকলং পরশক্তিরূপং
তস্মাদ্ভবানি ! চরণে প্রণতাঃ স্ম নূনম্ ॥ ৪৬ ॥
ধন্যাস্ত এব মনুজা হি ভজন্তি ভক্ত্যা
পাদাম্বুজং তব ভবাব্ধিজলেষু পোতম্।
যং যোগিনোঽপি মনসা সততং স্মরন্তি
মোক্ষার্থিনো বিগতরাগবিকারমোহাঃ ॥ ৪৭ ॥
যে যাজ্ঞিকাঃ সকলবেদবিদোঽপি নূনম্
ত্বাং সংস্মরন্তি সততং কিল হোমকালে।
স্বাহান্তু তৃপ্তিজননীঞ্চ মখে সুরাণাং
ভূয়ঃ স্বধাং পিতৃগণস্য চ তৃপ্তিহেতুম্ ॥ ৪৮ ॥

অথ তব পূজয়া তব সন্তোষ উৎপাদনীয় ইতি চেদস্মাকং নিকটে কঃ পদার্থঃ পূজা-যোগ্যোঽস্তি যেন ত্বং সন্তুষ্যসি। যোঽস্তি সত্ত্বরূপত্বৈবাস্তি ততো নাস্মাকং পূজাযোগ্যতা। কিন্তু কেবলং নমস্কারেণৈব সন্তুষ্টা ভবেত্যভিপ্রায়েণাহ কুর্ম্মঃ কথমিতি মন্ত্রা বয়ং পূজা-কর্ত্তারঃ চকারাদন্যদপি পূজাযোগ্যং গ্রাহ্যম্। তৎ সর্ব্বং পরশক্তিরূপমিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥
অথ ভগবত্যুপাসকানাং ধন্যতাং বর্ণয়তি ধন্যাস্ত এবেতি। পোতং নৌকাম্ ॥ ৪৭ ॥
যে যাজ্ঞিকা ইতি। স্বাহাস্বধোচ্চারণকর্ত্তারস্তেঽপি ধন্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

ঐ পাপবুদ্ধি আমাদিগকে নিয়তই পীড়াদান করিতেছে; জননি! যাহারা আপনার চরণারবিন্দ সেবায় নিরন্তর নিরত, যে ব্যক্তি সেই দেবগণকে পীড়াপ্রদান করে সে ব্যক্তি কিরূপে আপনার ভক্ত হইতে পারে? ॥ ৪৫ ॥ মাতঃ! আমরা আপনার পূজা কিরূপে সম্পাদন করিব? পুষ্পাদি যাহা কিছু পূজার দ্রব্য দৃষ্ট হয়, আপনিই ত তৎসমুদয়ের নির্ম্মাণ করিয়াছেন, বিশেষতঃ আমরা এবং মন্ত্র প্রভৃতি যাহা কিছু পূজার যোগ্য পদার্থ, তৎ-সমুদায়ই আপনার শক্তিস্বরূপ; অতএব, হে ভবানি! আমরা কেবলমাত্র প্রণিপাত দ্বারাই আপনার পূজা করিতেছি, আপনি প্রসন্না হউন ॥ ৪৬ ॥ যাহারা ভবাম্বুধির পোত স্বরূপ আপনার চরণারবিন্দ ভক্তিভাবে ভজনা করে সেই মানবগণই ধন্য; দেবি! যে যোগিগণ বিষয়ানুরাগ, বিকার ও মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মোক্ষ কামনা করেন, তাঁহারাও আপনার সেই চরণসরোজ সতত স্মরণ করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥ যাহারা সকল বেদের তত্ত্বজ্ঞ যাজ্ঞিক তাঁহারাও যজ্ঞের আহুতিকালে দেবগণের তৃপ্তিজননী স্বাহা-রূপিণী এবং পিতৃগণের পরম তৃপ্তিকারিণী স্বধাস্বরূপিণী আপনাকে নিয়তই চিন্তা করিয়া

মেধাসি কান্তিরসি শান্তিরপি প্রসিদ্ধা
বুদ্ধিস্ত্বমেব বিশদার্থকরী নরাণাম্।
সর্ব্বং ত্বমেব বিভবং ভুবনত্রয়েঽস্মিন্
কৃত্বা দদাসি ভজতাং কৃপয়া সদৈব ॥ ৪৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং স্তুতা সুরৈর্দ্দেবী প্রত্যক্ষা সাত্তবত্তদা।
চারুরূপধরা তন্বী সর্ব্বাভরণভূষিতা ॥ ৫০ ॥
পাশাঙ্কুশবরাভীতিলসদ্বাহুচতুষ্টয়া।
রণৎকিঙ্কিণিকাজালরশনাবদ্ধসৎকটিঃ ॥ ৫১ ॥
কলকণ্ঠীরবা কান্তা ক্বণৎকঙ্কণনূপুরা।
চন্দ্রখণ্ডসমাবদ্ধরত্নমৌলিবিরাজিতা ॥ ৫২ ॥
মন্দস্মিতারবিন্দাস্যা নেত্রত্রয়বিভূষিতা।
পারিজাতপ্রসূনাচ্ছনালবর্ণসমপ্রভা ॥ ৫৩ ॥

বিভবমিতি। মেধাদিকং সর্ব্বং বিভবমৈশ্বর্য্যং কৃত্বোৎপাদ্য ভজতাং কৃপয়া তেভ্যো দদাসি তদৈবেত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥

পাশাঙ্কুশবরাভীতিভির্লসদ্যুক্তং বাহুচতুষ্টয়ং যস্যাঃ সা। তত্রাভীতিরভয়মুদ্রা। তত্রায়ুধক্রমস্তু দশপটল্যামুক্তঃ। দক্ষেঽঙ্কুশাভয়ে প্রোক্তে বামে পাশমথেষ্টদমিতি। রণচ্ছব্দায়মানং যৎ কিঙ্কিণিকানাং ক্ষুদ্রঘণ্টিকানাং জালং তদ্যুক্তরসনয়া কাঞ্চ্যা বদ্ধা সৎকটির্যস্যাঃ সা ॥৫১॥

কলকণ্ঠী কোকিলা তদ্বৎ মধুরো রবঃ শব্দো যস্যাঃ কান্তা দীপ্তা ক্বণন্তঃ শব্দায়মানাঃ কঙ্কণনূপুরা যস্যাঃ সা। চন্দ্রখণ্ডেনার্দ্ধচন্দ্রেণ সমাবদ্ধো যুক্তমৌলী রত্নমুকুটস্তেন বিরাজিতা ॥৫২॥

মন্দস্মিতমীষদ্ধাস্যং [illegible] তদ্যুক্ত যৎ প্রসূনং [illegible]

থাকেন ॥ ৪৮ ॥ [illegible]

গণের বিশদার্থকারিণী [illegible]

দেবি ! [illegible]

[illegible]

রক্তাম্বরপরিধানা রক্তচন্দনচর্চ্চিতা।
প্রসাদসুমুখী দেবী করুণারসসাগরা ॥ ৫৪ ॥
সর্ব্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যা সর্ব্বদ্বৈতারণিঃ পরা।
সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বকর্ত্রী চ সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপিণী ॥ ৫৫ ॥
সর্ব্ববেদান্তসংসিদ্ধা সচ্চিদানন্দরূপিণী।
প্রণেমুস্তাং সমালোক্য সুরা দেবীং পুরঃস্থিতাম্ ॥ ৫৬ ॥
তানাহ প্রণতানম্বা কিং বঃ কার্য্যং ব্রুবন্তু মাম্ ॥ ৫৭ ॥

দেবা ঊচুঃ।

মোহয়ৈনং রিপুং বৃত্রং দেবানামতিদুঃখদম্।
যথা বিশ্বসতে দেবান্ তথা কুরু বিমোহিতম্।
আয়ুধে চ বলং দেহি হতঃ স্যাৎ যেন বা রিপুঃ ॥ ৫৮ ॥

পুষ্পং তস্য যদচ্ছং নালং তস্য যো বর্ণো রক্তস্তেন সমা প্রভা যস্যাঃ সা রক্তবর্ণেত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

প্রসাদেন প্রসন্নতরা সুমুখী ॥ ৫৪ ॥

সর্ব্বশৃঙ্গারযুক্তবেশেনাঢ্যা যুক্তা শৃঙ্গারমূর্ত্তিরিত্যর্থঃ। সর্ব্বং যদ্দ্বৈতমাত্মাতিরিক্তং পদার্থজাতং তস্যারণিরুৎপাদিকা। অতএব সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বকর্ত্রী চ তথা সর্ব্ববিবর্ত্তাধিষ্ঠানং ব্রহ্ম তদ্রূপিণী চ ॥ ৫৫ ॥

সর্ব্বেবেদান্তা উপনিষদ্ভাগাস্তৈঃ সংসিদ্ধা তদেকপ্রতিপাদ্যেত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

বো যৎ কার্য্যং তন্মাং ব্রুবন্ত্বিত্যন্বয়ঃ। ব্রুধাতোর্দ্বিকর্ম্মকত্বাৎ ॥ ৫৭ ॥

ও শিরোদেশ সমুজ্জ্বল রত্নমুকুটে বিরাজিত ছিল ॥ ৫১—৫২ ॥ তাঁহার মুখারবিন্দ মন্দ মন্দ স্মিতশোভায় এবং ইন্দীবর সদৃশ নয়নত্রয়ের পরম শোভায় বিভূষিত, তাহার অঙ্গকান্তি পারিজাত কুসুমসদৃশ মনোরম রক্তবর্ণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল রক্তচন্দনে রঞ্জিত এবং পরিধান বসনও রক্তবর্ণ ছিল ইহাতে তৎকালে তাহাকে সমস্ত শৃঙ্গারবেশধারিণী বলিয়া বোধ হইতেছিল। মহারাজ! অখিল ব্রহ্মাণ্ডের-জননী, সর্ব্বজ্ঞা, সর্ব্বকর্ত্রী ও অখিলের অধিষ্ঠান-রূপিণী, বেদান্তমতসিদ্ধা, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপিণী, সুপ্রসন্না দয়াময়ী মহাদেবী ভগবতী ভুবনেশ্বরী এইরূপে দেবতাগণের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সুরগণ তাঁহাকে সম্মুখস্থিত দর্শন করিয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। তখন, সেই জগদম্বিকাও প্রণত দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ! তোমরা কি জন্য আমার স্তব করিতেছ তাহা আমাকে বল ॥ ৫৩—৫৭ ॥

দেবগণ কহিলেন, ভগবতি! বৃত্রাসুর দেবগণকে অতিশয় দুঃখ প্রদান করিতেছে, আপনি সেই সুরশত্রুকে বিমোহিত করুন। দেবি! যাহাতে সে দেবগণকে বিশ্বাস করে আপনি তাহাকে সেইরূপে বিমোহিত করুন এবং যাহাতে সেই পরম শত্রু বিনষ্ট হয় আমাদের অস্ত্রে সেইরূপ বল প্রদান করুন ॥ ৫৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

তথেত্যুক্ত্বা ভগবতী তত্রৈবান্তরধীয়ত।
স্বানি স্বানি নিকেতানি জগ্মুর্দ্দেবা মুদান্বিতাঃ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে দেবীস্তুতিবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

যথা দেবান্ বিশ্বসতে দেবেষু যথা বিশ্বসেত্তথা বিমোহিতং কুর্ব্বিত্যর্থঃ। কিঞ্চায়ুধেঽপি বলং দেহি যেন বলেন রিপুর্হতঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৮—৫৭ ॥

ইতি মদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! অনন্তর দেবী ভগবতী তথাস্তু বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিতা হইলেন, দেবগণও আনন্দিত হইয়া আপন আপন নিকেতনে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে দেবগণ কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তুতি বর্ণন নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

এবং প্রাপ্তবরা দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
জগ্মুঃ সর্ব্বে চ সংমন্ত্র্য বৃত্রস্যাশ্রমমুত্তমম্ ॥ ১ ॥
দদৃশুস্তত্র তং বৃত্রং জ্বলন্তমিব তেজসা।
ধক্ষন্তমিব লোকাংস্ত্রীন্ গ্রসন্তমিব চামরান্ ॥ ২ ॥
ঋষয়োঽথ ততোঽভ্যেত্য বৃত্রমূচুঃ প্রিয়ং বচঃ।
দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থং সামযুক্তং রসাত্মকম্ ॥ ৩ ॥

ঋষয় উচুঃ।

বৃত্র বৃত্র মহাভাগ সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর।
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈতৎ সকলং ব্রহ্মাণ্ডমখিলং কিল ॥ ৪ ॥
শক্রেণ তব বৈরং যত্তত্তু সৌখ্যবিঘাতকম্।
যুবয়োর্দুঃখদং কামং চিন্তাবৃদ্ধিকরং পরম্ ॥ ৫ ॥

অষ্টষষ্টিশ্লোকবর্গৈর্বৃত্রদৈত্যবধাশ্রিতা।
কথা প্রারভ্যতে যত্র দেব্যাস্তু মহিমা স্মৃতঃ ॥

দেব্যন্তর্দ্ধানানন্তরং জাতং বৃত্তান্তমাহ এবং প্রাপ্তেতি ॥ ১—২ ॥
বিষ্ণুনা পূর্ব্বমুক্তং প্রথমতঃ সাম্না বিশ্বাসঃ কারয়িতব্যস্ততো বিশ্বস্তো হন্তব্য ইতি তৎসামার্থং ঋষয়স্তং বৃত্রং প্রত্যাগত্যোচুরিত্যাহ ঋষয়োঽথেতি ॥ ৩—৪ ॥
সৌখ্যবিঘাতকং স্বশত্রোর্নাশচিন্তয়া দগ্ধচিত্তত্বাৎ। তদেবোপপাদয়তি যুবয়োরিতি ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! অনন্তর তপঃপ্রভাবসম্পন্ন ঋষি সকল ও দেবগণ দেবী ভগবতীর নিকট হইতে এইরূপ বরলাভ করত সকলে একত্র মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিলেন এবং তদনন্তর বৃত্রাসুরের উত্তম আশ্রমে গমন করিয়া দেখিলেন যে, বৃত্রাসুর নিজতেজে প্রজ্বলিত হইয়া ত্রিভুবন দাহন করিবার নিমিত্ত ও অমরগণকে গ্রাস করিবার নিমিত্তই যেন উপবিষ্ট রহিয়াছে ॥ ১—২ ॥ তখন, ঋষিগণ তাহার নিকটে গমন করিয়া দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত সামযুক্ত রসাত্মক প্রিয়বাক্যে তাহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩ ॥

হে মহাভাগ বৃত্র! অখিলের সকল লোকই তোমাকে ভয় করিয়া থাকে, তুমি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল স্থলেই আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছ, কিন্তু ইন্দ্রের সহিত তোমার যে শত্রুতা আছে তাহাতে তোমার সুখের ব্যাঘাত হইতেছে সন্দেহ নাই। এক্ষণে এই বৈর

ন ত্বং স্বপিষি সন্তুষ্টো ন চাপি মঘবা তথা।
সুখং স্বপিতি চিন্তার্ত্তো যুবয়োর্বৈরিজং ভয়ম্ ॥ ৬ ॥
যুবয়োর্যুধ্যতঃ কালো ব্যতীতস্তু মহানিহ।
পীড্যন্তে চ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সদেবাসুরমানবাঃ ॥ ৭ ॥
সংসারেঽত্র সুখং গ্রাহ্যং দুঃখং হেয়মিতি স্থিতিঃ।
ন সুখং কৃতবৈরস্য ভবতীতি বিনির্ণয়ঃ ॥ ৮ ॥
সংগ্রামরসিকাঃ শূরাঃ প্রশংসন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
যুদ্ধং শৃঙ্গারচতুরা ইন্দ্রিয়ার্থবিঘাতকম্।
পুষ্পৈরপি ন যোদ্ধব্যং কিংপুনর্নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৯ ॥
যুদ্ধে বিজয়সন্দেহো নিশ্চয়ং বাণতাড়নম্।
দৈবাধীনমিদং বিশ্বং তথা জয়পরাজয়ৌ।
দৈবাধীনাবিতি জ্ঞাত্বা ন যোদ্ধব্যং কদাচন ॥ ১০ ॥

যদ্যস্মাৎ কারণাদ্বয়োঃ পরস্পরং বৈরিজন্যং ভয়ং ভবতি তস্মাদিত্যর্থঃ ॥ ৬—৭ ॥
স্থিতির্মর্য্যাদা ॥ ৮ ॥
সংগ্রামরসিকা যুদ্ধং প্রশংসন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। পণ্ডিতাঃ শৃঙ্গাচতুরাস্তু যুদ্ধং ন প্রশংসন্তি তত্তদিন্দ্রিয়ার্থবিঘাতকং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥
বিজয়ার্থং যুদ্ধং চেত্তত্রাপি সন্দেহ এবেত্যাহ যুদ্ধ ইতি। বাণতাড়নং তজ্জন্যং দুঃখং তু নিশ্চিতমেব ভবতি ন তত্র সন্দেহ ইত্যর্থঃ। কুতো বিজয়সন্দেহ ইতি চেত্তত্রাহ দৈবাধীনমিতি ॥ ১০—১২ ॥

তামাদের উভয়েরই অত্যন্ত চিন্তা-বৃদ্ধিকর এজন্য অতীব দুঃখপ্রদ হইয়াছে ॥ ৪-৫ ॥ তুমিও তুষ্ট হইয়া নিদ্রা যাইতে সমর্থ হও না, ইন্দ্রও সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন না, যেহেতু তামাদের উভয়েরই মানসে বৈরিজাত ভয় জাগরূক রহিয়াছে ॥ ৬ ॥ আর দেখ, বহুকাল তীত হইল তোমাদিগের যুদ্ধ অবসান হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপি দেব অসুর ও মানব প্রভৃতি প্রজাবর্গ সকলেই পীড়া পাইতেছে ॥ ৭ ॥ এই সংসারে সুখই জীবগণের গ্রাহ্য এবং :খ পরিত্যাজ্য ইহাই সনাতনী মর্য্যাদা জানিও; পরন্তু যে ব্যক্তি শত্রুতা করে তাহার দাচই সুখ হয় না ইহা পণ্ডিতগণ নিশ্চিতরূপে নির্ণয় করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৮ ॥ সংগ্রাম-সিক শূরগণই যুদ্ধের প্রশংসা করেন, কিন্তু শান্তিপরায়ণ শৃঙ্গারচতুর পণ্ডিতগণ কদাচই ন্দ্রিয়সুখ-বিনাশক যুদ্ধের প্রশংসা করেন না বরং তাহারা বলেন শাণিত শরাদির কথা দূরে াক্ সামান্য পুষ্পাদি দ্বারাও যুদ্ধ করিবে না ॥৯॥ আর দেখ, যুদ্ধে বিজয়লাভ বিষয়ে সন্দেহ য়, কিন্তু বাণতাড়ন নিশ্চিতই হইয়া থাকে। দৈত্যরাজ! এই অখিল বিশ্বই দৈবের অধীন, তএব জয়পরাজয় ও দৈবের অধীন জানিয়া যুদ্ধ করা কদাচই কর্ত্তব্য নহে ॥ ১০ ॥ উপযুক্ত

কালেঽথ ভোজনং স্নানং শয্যায়াং শয়নং তথা।
পরিচর্য্যা পরা ভার্য্যা সংসারে সুখসাধনম্ ॥ ১১ ॥
কিং সুখং যুধ্যতঃ সংখ্যে বাণবৃষ্টিভয়ঙ্করে।
খড়্গপাতাতিরৌদ্রে চ তথারাতিসুখপ্রদে ॥ ১২ ॥
সংগ্রামে মরণাৎ স্বর্গসুখপ্রাপ্তিরিতি স্ফুটম্।
প্রলোভনপরং বাক্যং নোদনার্থং নিরর্থকম্ ॥ ১৩ ॥
ছিত্ত্বা দেহং ব্যথাং প্রাপ্য শৃগালকরটাদিভিঃ।
পশ্চাৎ স্বর্গসুখাবাপ্তিং কো বা বাঞ্ছতি মন্দধীঃ ॥ ১৪ ॥
সখ্যং ভবতু তে বৃত্র! শক্রেণ সহ নিত্যদা।
অবাপ্স্যসি সুখং ত্বঞ্চ শক্রশ্চাপি নিরন্তরম্ ॥ ১৫ ॥
বয়ঞ্চ তাপসাঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বাশ্চ নিজাশ্রমে।
সুখবাসং গমিষ্যামঃ শান্তে বৈরেঽধুনৈব বাম্ ॥ ১৬ ॥
সংগ্রামে যুবয়োর্বীর! বর্ত্তমানে দিবানিশম্।
পীড্যন্তে মুনয়ঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বাঃ কিন্নরা নরাঃ ॥ ১৭ ॥

অরাতেঃ সুখপ্রদে স্বমরণাৎ সংগ্রামমরণাৎ স্বর্গো ভবত্যেব সুনিশ্চিতমিতি বচনাৎ স্বর্গফলার্থং যুদ্ধমুক্তমিতি চেত্তত্রাহ সংগ্রাম ইতি। যুদ্ধে নোদনার্থং প্রেরণার্থমর্থবাদঃ স ন তু তত্র তাৎপর্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ছিত্ত্বেতি। কো নাম পুরুষো বাণব্যথাং প্রাপ্য শৃগালকরটাদিভিঃ দেহং ছিত্ত্বা পশ্চাৎ স্বর্গসুখাবাপ্তিং বাঞ্ছতি ন কোঽপীতি ভাবঃ। যদ্বা শৃগালকরটাদিভির্দেহং ভক্ষয়িত্বেতি শেষঃ ॥ ১৪ ॥

যত এবং ততঃ সখ্যং ভবত্বিতি ॥ ১৫—১৭ ॥

কালে স্নান, ভোজন উত্তম শয্যায় শয়ন এবং সেবানিরতা পতিব্রতা ভার্য্যা এই কয়েকটিকেই সংসার-সুখের সাধন বলিয়া জানিবে ॥ ১১ ॥ আর যুদ্ধে কেবল ভয়ঙ্কর বাণবৃষ্টি ও উগ্রতর খড়্গপাত হইয়া থাকে অতএব তাহাতে কি সুখ আছে বরং তাহাতে শত্রুরই সুখ হইয়া থাকে। যদি বল মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে, সংগ্রামে মরণ হইলে স্বর্গলাভ হয় তাহা কেবল প্রলোভনপর প্রবর্ত্তক বাক্য মাত্র বস্তুত তাহাতে কিছুমাত্র ফল নাই ॥ ১২—১৩ ॥ আর যদিও দেহ ছেদ করিয়া বেদনা পাইয়া এবং শৃগাল কাকাদিকে স্বশরীরমাংস ভোজন করাইয়া শেষে সুখলাভই হয়, তবে বুদ্ধিমানের কথা দূরে থাক্ কোন্ মন্দবুদ্ধি তাহা বাসনা করিয়া থাকে? ॥ ১৪ ॥ অতএব, হে বৃত্র! ইন্দ্রের সহিত তোমার নিত্যকাল সখ্য হউক, তাহাতে তুমি এবং ইন্দ্র উভয়েই নিত্য সুখ লাভ করিতে পারিবে ॥ ১৫ ॥ বিশেষত যদি তোমাদের শত্রুতা এখনিই শান্ত হইয়া যায় তবে আমরা সমস্ত তাপসগণ ও গন্ধর্ব্বগণ

সর্ব্বেষাং শান্তিকামানাং সখ্যমিচ্ছামহে বয়ম্ ।
মুনয়স্ত্বঞ্চ শক্রশ্চ প্রাপ্নুবস্তু সুখং কিল ॥ ১৮ ॥
মধ্যস্থাশ্চ বয়ং বৃত্র ! যুবয়োঃ সখ্যকারণে ।
শপথং কারয়িত্বাত্র যোজয়ামো মিথঃ প্রিয়ম্ ॥ ১৯ ॥
শক্রস্তু শপথান্ কৃত্বা যথোক্তাংশ্চ তবাগ্রতঃ ।
চিত্তং তে প্রীতিসংযুক্তং করিষ্যতি তু সাম্প্রতম্ ॥ ২০ ॥
সত্যাধারা ধরা নূনং সত্যেন চ দিবাকরঃ ।
তপত্যয়ং যথাকালং বায়ুঃ সত্যেন বাত্যথ ॥ ২১ ॥
উদন্বানপি মর্য্যাদাং সত্যেনৈব ন মুঞ্চতি ।
তস্মাৎ সত্যেন সখ্যং বাং ভবত্বদ্য যথাসুখম্ ॥ ২২ ॥
একত্র শয়নং ক্রীড়া জলকেলিঃ সুখাসনম্ ।
যুবাভ্যাং সর্ব্বথা কার্য্যং কর্ত্তব্যং সখ্যমেত্য চ ॥ ২৩ ॥

সর্ব্বেষাং শান্তিকামানাং সৌখ্যায়েতি শেষঃ ॥ ১৮ ॥

নমু ভবন্তোঽপি তৎপক্ষীয়াস্ততো ভবতৎসু কো বিশ্বাসস্তত্রাহ শপথমিতি ॥ ১৯ ॥ তদেব বিশদয়তি শক্রস্থিতি ॥ ২০—২১ ॥

স মূলো হ বা এষ পরিশুষ্যতি যোঽনৃতমভিবদতীতি প্রশ্নোপনিষদি শ্রুতেঃ। সত্যভয়ং সর্ব্বেষামস্তীতি ভাবঃ। ততঃ কিং তত্রাহ তস্মাদিতি ॥ ২২—২৫ ॥

আপন আপন আশ্রমে সুখে বাস করিতে পারিব সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥ হে বীর ! তোমাদের সংগ্রাম নিয়তই বিদ্যমান থাকায় মুনিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, কিন্নরগণ ও নরগণ সকলে দিবা-রাত্রই পীড়া প্রাপ্ত হইতেছে ॥ ১৭ ॥ আমরা অরণ্য নিবাসী মুনি, সমস্ত শান্তিকাম জন-গণের সুখের নিমিত্তই তোমাদের বন্ধুত্ব কামনা করি। তোমার ও ইন্দ্রের এবং সমস্ত জীবগণের সুখলাভ হউক ইহা আমাদের একান্ত বাসনা ॥ ১৮ ॥ বৃত্র ! তোমাদের সম্মিলনে আমরা মধ্যস্থ, আমরা এ বিষয়ে শপথ করাইয়া পরস্পরের প্রিয়কার্য্যে উভয়কেই নিয়োজিত করিব ॥ ১৯ ॥ তুমি যেরূপ বলিবে এক্ষণে ইন্দ্র তোমার সমক্ষে সেইরূপ শপথ করিয়া তোমার চিত্তের প্রীতি উৎপাদন করিবেন ॥ ২০ ॥ তুমি নিশ্চয় জানিও যে সত্যের উপরই বসুন্ধরা প্রতিষ্ঠিত, সত্য হেতুই দিবাকর উদিত হইতেছেন, সত্য হেতুই সমীরণ সদাকাল প্রবহমান রহিয়াছেন এবং সত্য হেতুই অপার পয়োনিধি স্বকীয় বেলারূপ মর্য্যাদা কখনই অতিক্রম করেন না ; অতএব, এক্ষণে সত্য দ্বারাই তোমাদের বন্ধুত্ব যথাসুখে সম্পাদিত হউক ॥ ২১—২২ ॥ তোমরা মিত্রতাপাশে পরস্পর বদ্ধ হইয়া একত্র শয়ন, একত্র ক্রীড়ন, একত্র জলকেলি এবং একত্র সুখে উপবেশন্ করিতে থাক ॥ ২৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

মহর্ষিবচনং শ্রুত্বা তানুবাচ মহামতিঃ।
অবশ্যং ভগবন্তো মে মাননীয়াস্তপস্বিনঃ ॥ ২৪ ॥
ভবন্তো মুনয়ঃ ক্বাপি ন মিথ্যাবাদিনো ভৃশম্।
সদাচারাঃ সুশান্তাশ্চ ন বিদুশ্ছলকারণম্ ॥ ২৫ ॥
কৃতবৈরে শঠে স্তব্ধে কামুকে চ গতত্বিষি।
নির্লজ্জে নৈব কর্ত্তব্যং সখ্যং মতিমতা সদা ॥ ২৬ ॥
নির্লজ্জোঽয়ং দুরাচারো ব্রহ্মহা লম্পটঃ শঠঃ।
ন বিশ্বাসস্তু কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথৈবেদৃশে জনে ॥ ২৭ ॥
ভবন্তো নিপুণাঃ সর্ব্বে ন দ্রোহমতয়ঃ সদা।
অনভিজ্ঞাস্তু শাস্তত্বাচ্চিত্তানামতিবাদিনাম্ ॥ ২৮ ॥

মুনয় ঊচুঃ।

জন্তুঃ কৃতস্য ভোক্তা বৈ শুভস্য ত্বশুভস্য চ।
দ্রোহং কৃত্বা কুতঃ শান্তিমাপ্নুয়ান্নষ্টচেতনঃ ॥ ২৯ ॥

যূয়ং সাধবশ্ছলকারণং ছলঞ্চ ন বিদুরতঃ সখ্যার্থং ভবদ্ভিঃ প্রার্থ্যতে। তথাপি নায়ং সখ্যযোগ্য ইতি নীতিশাস্ত্রবচনমাহ কৃতবৈরে ইতি। কৃতবৈরে শত্রৌ শঠে কপটবতি স্তব্ধে বুদ্ধিরহিতে কামুকে বিষয়িণি গতত্বিষি অপগতকীর্ত্তৌ নির্লজ্জে চ সখ্যং ন কর্ত্তব্যমিতি নীতিরিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

এতেষাং মধ্যে কোঽসৌ বাসব ইতি চেত্তত্রাহ নির্লজ্জোঽয়মিতি। সর্ব্বদুর্গুণবানিতি-ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

যূয়ং সাধবোঽতিবাদিনাং কপটিনাং চেতসামনভিজ্ঞা অতো ভবদ্ভিঃ প্রার্থ্যতে। পরন্তু দুষ্টমধ্যস্থতা ভবদ্ভির্ন স্বীকার্য্যেত্যভিপ্রায়েণাহ অনভিজ্ঞা ইতি ॥ ২৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! মহামতি বৃত্র মহর্ষিগণের বচন শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিল, ঋষিগণ! আপনারা জ্ঞানাদিসম্পন্ন ও তপস্বী অতএব আমার মাননীয় ॥ ২৪ ॥ আপনারা মুনি সুতরাং কুত্রাপি মিথ্যা কহেন না; আপনারা সদাচার ও শান্ত সুতরাং ছলের কারণ অবগত নহেন ॥ ২৫ ॥ শঠ, লম্পট, বুদ্ধিবিরহিত, কীর্ত্তিশূন্য ও নির্লজ্জ, এই সকল ব্যক্তির সহিত বিশেষত শত্রুর সহিত সখ্য সংস্থাপন করা বুদ্ধিমান্‌গণের কর্ত্তব্য নয় ॥ ২৬ ॥ এই দুরাচার ইন্দ্র নির্লজ্জ, শঠ ও লম্পট এবং ব্রহ্মঘাতক অতএব ঈদৃশ ব্যক্তির প্রতি বিশ্বাস করা কদাচই কর্ত্তব্য নয় ॥ ২৭ ॥ আপনারা সাধু ও সর্ব্বসদ্‌গুণসম্পন্ন সুতরাং আপনাদিগের মতি পরের অনিষ্ট চিন্তায় প্রধাবিত হয় না; আপনাদিগের চিত্ত শান্ত বলিয়াই আপনারা কপটচারিগণের মন বুঝিতে পারেন না, অতএব দুষ্ট জনের মধ্যস্থ হওয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্য নয় ॥ ২৮ ॥

বিশ্বাসঘাতকর্ত্তারো নরকং যান্তি নিশ্চয়ম্।
দুঃখঞ্চ সমবাপ্নোতি নূনং বিশ্বাসঘাতকঃ ॥ ৩০ ॥
নিষ্কৃতির্ব্রহ্মহন্তৃণাং সুরাপানাঞ্চ নিষ্কৃতিঃ।
বিশ্বাসঘাতিনাং নৈব মিত্রদ্রোহকৃতামপি ॥ ৩১ ॥
সময়ং ব্রূহি সর্ব্বজ্ঞ! যথা তে চেতসি ধ্রুবম্।
তেনৈব সময়েনাদ্য সন্ধিঃ স্যাতুভয়োঃ কিল ॥ ৩২ ॥

বৃত্র উবাচ।

ন শুষ্কেণ ন চার্দ্রেণ নাশ্মনা ন চ দারুণা।
ন বজ্রেণ মহাভাগ! ন দিবা নিশি নৈব চ ॥ ৩৩ ॥
বধ্যো ভবেয়ং বিপ্রেন্দ্রাঃ! শক্রস্য সহ দৈবতৈঃ।
এবং মে রোচতে সন্ধিঃ শক্রেণ সহ নান্যথা ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

ঋষয়স্তং তদা প্রাহুর্বাঢ়মিত্যেব চাদৃতাঃ।
সময়ং শ্রাবয়ামাসুস্তত্রানীয় সুরেশ্বরম্ ॥ ৩৫ ॥

মুনয়স্তু যদ্যেতাদৃশং শপথং কৃত্বা বিশ্বাসঘাতং করিষ্যতি তর্হি তস্য স ফলং ভোক্ষ্যতী-ত্যভিপ্রায়েণাহুঃ জন্তুঃ কৃতস্যেতি ॥ ২৯—৩০ ॥

ব্রহ্মহন্তৃণাং তথা সুরাপানাঞ্চ নিষ্কৃতিরস্তীত্যর্থঃ। অতঃ সর্ব্বথাস্মদ্বচনাত্ত্বয়া সখ্যং কর্ত্তব্য-মিতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

সময়মিতি। পরন্তু তত্র সময়ং সঙ্কেতমেতাদৃশং ভবদ্ভিঃ স্বীক্রিয়তে চেন্ময়া সখ্যং ক্রিয়ত ইত্যেবং রূপং ব্রূহি। তেনৈব সময়েন শপথোত্তরমুভয়োঃ সন্ধির্মৈত্রী স্যাদিত্যর্থঃ ॥৩২—৩৩॥

মুনিগণ কহিলেন, রাজন্! জন্তুগণ নিশ্চয়ই নিজকৃত পাপ পুণ্যের ফলভোগ করিয়া থাকে, তবে নষ্টবুদ্ধি ব্যক্তিগণ দ্রোহাচরণ করিয়া কিরূপে শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবে? ॥ ২৯ ॥ বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিগণ নিশ্চিতই নরক প্রাপ্ত হয় এবং নিরন্তরই দুঃখভোগ করে সন্দেহ নাই ॥ ৩০ ॥ বরং ব্রহ্মঘাতক ও সুরাপায়ীর নিষ্কৃতি আছে, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক ও মিত্রদ্রোহী ব্যক্তির কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই, ইহাদিগকে অবশ্যই নরকভোগ করিতে হইবে ॥ ৩১ ॥ অতএব, হে সর্ব্বজ্ঞ! তোমার মনে যাহা নিশ্চিত আছে সেই নিয়ম প্রকাশ করিয়া বল, তদ্দ্বারাই তোমাদের উভয়ের সন্ধি সংস্থাপিত হইবে ॥ ৩২ ॥

বৃত্র বলিল, হে মহাভাগ মুনিগণ! ইন্দ্র সমস্ত দেবগণের সহিত শুষ্ক বা আর্দ্র বস্তু দ্বারা অথবা কাষ্ঠ, প্রস্তর এবং বজ্র দ্বারা নিশায় অথবা দিবাভাগে আমার বধ সাধন না করে, আমি এই নিয়মে তাহার সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিতে পারি, নচেৎ অন্য কোনও প্রকারে তাহা করিতে পারি না ॥ ৩৩—৩৪ ॥

ইন্দ্রোঽপি শপথাংস্তত্র চকার বিগতজ্বরঃ।
সাক্ষিণং পাবকং কৃত্বা মুনীনাং সন্নিধৌ কিল ॥ ৩৬ ॥
বৃত্রস্তু বচনৈস্তস্য বিশ্বাসমগমত্তদা।
বভূব মিত্রবচ্ছক্রে সহচর্য্যাপরায়ণঃ ॥ ৩৭ ॥
কদাচিন্নন্দনে চোভৌ কদাচিদ্গন্ধমাদনে।
কদাচিদুদধেস্তীরে মোদমানৌ বিচেরতুঃ ॥ ৩৮ ॥
এবং কৃতে চ সন্ধানে বৃত্রঃ প্রমুদিতোঽভবৎ।
শক্রোঽপি বধকামস্তু তদুপায়ানচিন্তয়ৎ ॥ ৩৯ ॥
রন্ধ্রান্বেষী সমুদ্বিগ্নস্তদাসীন্মঘবা ভৃশম্।
এবং চিন্তয়তস্তস্য কালঃ সমভিবর্ত্তত ॥ ৪০ ॥
বিশ্বাসং পরমং প্রাপ বৃত্রঃ শক্রেঽতিদারুণে।
এবং কতিচিদব্দানি গতানি সময়ে কৃতে ॥ ৪১ ॥
বৃত্রস্য মরণোপায়ান্ মনসীন্দ্রোঽপ্যচিন্তয়ৎ ॥ ৪২ ॥
ত্বষ্টৈকদা সুতং প্রাহ বিশ্বস্তং পাকশাসনে।
পুত্র বৃত্র মহাভাগ! শৃণু মে বচনং হিতম্ ॥ ৪৩ ॥

এবমিতি। এবং সময়ঃ। শপথেন ক্রিয়েত চেন্মে মম সন্ধী রোচত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪—৩৯ ॥
রন্ধ্রান্বেষী সঙ্কেতাতিরিক্তমরণোপায়ো রন্ধ্রং তদন্বেষী ॥ ৪০—৪৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! ঋষিগণ তখন তাহার সেই বাক্য আদর পূর্ব্বক স্বীকার করিলেন এবং সুররাজকে সেই স্থানে আনয়ন করিয়া সন্ধির নিয়ম শ্রবণ করাইলেন ॥ ৩৫ ॥ ইন্দ্রও তথায় মুনিগণের সমক্ষে অগ্নি সাক্ষী করিয়া শপথ করিলেন এবং চিন্তারূপ বিষম জ্বর হইতে বিমুক্ত হইলেন ॥ ৩৬ ॥ বৃত্র তখন ইন্দ্রের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন পূর্ব্বক একত্র বিহার করিতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥ তাহারা উভয়ে মিলিত হইয়া কখন নন্দনবনে, কখন গন্ধমাদনে, কখন বা তোয়ধি-তীরে আমোদ অনুভব করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল॥৩৮॥ উভয়ের এইরূপে সন্ধিবন্ধন পূর্ব্বক মিলন হইলে অসুররাজ বৃত্র অত্যন্ত আনন্দিত হইল, কিন্তু দেবরাজ তাহার বধ কামনায় তদ্বিষয়ক উপায় সকল চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ ইন্দ্র অত্যন্ত উদ্বিগ্ন চিত্তে তাহার ছিদ্রান্বেষণ করিতে করিতে কিছুকাল অতিবাহিত করিলেন ॥ ৪০ ॥ এইরূপে সন্ধি সংস্থাপন করিবার পর কয়েক বৎসর গত হইল, তখন সরলচিত্ত বৃত্রাসুর অতিদারুণ ইন্দ্রের প্রতি অতিশয় বিশ্বাস করিতে লাগিল, কিন্তু ইন্দ্র মনে মনে তাহার মরণোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥

ন বিশ্বাসস্তু কর্ত্তব্যঃ কৃতবৈরে কথঞ্চন।
মঘবা কৃতবৈরস্তে সদাসূয়াপরঃ পরৈঃ ॥ ৪৪ ॥
লোভোন্মত্তো দ্বেষরতঃ পরদুঃখোৎসবান্বিতঃ।
পরদারলম্পটঃ স পাপবুদ্ধিঃ প্রতারকঃ।
রন্ধ্রান্বেষী দ্রোহপরো মায়াবী মদগর্ব্বিতঃ ॥ ৪৫ ॥
যঃ প্রবিশ্যোদরে মাতুর্গর্ভচ্ছেদং চকার হ।
সপ্তকৃত্বঃ সপ্তকৃত্বঃ ক্রন্দমানমনাতুরঃ ॥ ৪৬ ॥
তস্মাৎ পুত্র! ন কর্ত্তব্যো বিশ্বাসস্তু কথঞ্চন।
কৃতপাপস্য কা লজ্জা পুনঃ পুত্র! প্রকুর্ব্বতঃ ॥ ৪৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং প্রবোধিতঃ পিত্রা বচনৈর্হেতুসংযুতৈঃ।
ন বুবোধ তদা বৃত্র! আসন্নমরণঃ কিল ॥ ৪৮ ॥
স কদাচিৎ সমুদ্রান্তে তমপশ্যন্মহাসুরম্।
সন্ধ্যাকাল উপাবৃত্তে মুহূর্ত্তেঽতীবদারুণে ॥ ৪৯ ॥

সপ্তকৃত্বঃ সপ্তকৃত্ব ইতি। সপ্তকৃত্বো যথা স্যাত্তথা প্রথমং গর্ভচ্ছেদং চকার পশ্চাদেকৈক-মবয়বং সপ্তকৃত্বশ্চকার তেন চৈকোনপঞ্চাশন্মরুতো নিষ্পন্না ইতি পুরাণান্তরে স্পষ্টম্। অনা-তুরো মনসি পাপভয়রহিতঃ ॥ ৪৬—৪৮ ॥

কদাচিদিতি। স বাসবঃ ॥ ৪৯ ॥

এক দিন বিশ্বকর্ম্মা, নিজ সন্তান বৃত্রাসুরকে পাকশাসনের প্রতি বিশ্বস্তচিত্ত জানিতে পারিয়া বলিলেন, বৎস বৃত্র! তুমি আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ কর ॥ ৪৩ ॥ দেখ, যাহার সহিত একবার শত্রুতা ঘটিয়াছে, তাহার প্রতি বিশ্বাস করা কদাচ কর্ত্তব্য নয়। ইন্দ্র তোমার পরম শত্রু সে সর্ব্বদাই তোমার অনিষ্ট চিন্তা করিয়া থাকে, অতএব তাহাকে আর বিশ্বাস করিও না ॥ ৪৪ ॥ সেই ইন্দ্র সর্ব্বদাই লোভনিরত, দ্বেষরত, পরদুঃখে উৎসবান্বিত, পরদার-লম্পট, পাপবুদ্ধি, প্রতারক, ছিদ্রান্বেষী, হিংসক, মায়াবী ও মদগর্ব্বিত; বৎস! অধিক আর কি বলিব, সেই পাপিষ্ঠ অবলীলাক্রমে পাপভয় পরিত্যাগ করিয়া মাতার উদরে প্রবেশ করত তাঁহার গর্ভস্থিত রোরুদ্যমান বালককে প্রথমে সপ্তভাগ তৎপরে সেই সপ্তভাগের প্রত্যেককে পুনর্ব্বার সপ্তভাগ এইরূপে উনপঞ্চাশৎ ভাগে ছেদ করিয়াছে; অতএব, হে পুত্র! তাহার প্রতি বিশ্বাস করা কদাচই কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত তাঁহার পুনর্ব্বার পাপকার্য্য করিতেই বা কি লজ্জা আছে ॥ ৪৫—৪৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! বৃত্রাসুরের মরণকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল বলিয়াই সে পিতৃকর্ত্তৃক হেতুযুক্ত বাক্য দ্বারা এইরূপে প্রবোধিত হইলেও তাহা শুভকর বলিয়া বুঝিতে

ততঃ সচিন্ত্য মঘবা বরদানং মহাত্মনাম্*।
সন্ধ্যেয়ং বর্ত্ততে রৌদ্রা ন রাত্রির্দ্দিবসো ন চ ॥ ৫০ ॥
হন্তব্যোঽয়ং ময়া চাদ্য বলেনৈব ন সংশয়ঃ।
একাকী বিজনে চাত্র সম্প্রাপ্তঃ সময়োচিতঃ ॥ ৫১ ॥
এবং বিচার্য্য মনসা সস্মার হরিমব্যয়ম্।
তত্রাজগাম ভগবানদৃশ্যঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৫২ ॥
বজ্রমধ্যে প্রবিশ্যাসৌ সংস্থিতো ভগবান্ হরিঃ।
ইন্দ্রো বুদ্ধিং চকারাশু তদা বৃত্রবধং প্রতি ॥ ৫৩ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা কথং হন্যাং রিপুং রণে।
অজেয়ং সর্ব্বথা সর্ব্বদেবৈশ্চ দানবৈস্তথা ॥ ৫৪ ॥
যদি বৃত্রং ন হন্ম্যদ্য বঞ্চয়িত্বা মহাবলম্।
ন শ্রেয়ো মম নূনং স্যাৎ সর্ব্বথা রিপুরক্ষণাৎ ॥ ৫৫ ॥
অপাং ফেনং তদাপশ্যৎ সমুদ্রে পর্ব্বতোপমম্।
নায়ং শুষ্কো ন চার্দ্রোঽয়ং ন চ শস্ত্রমিদং তথা ॥ ৫৬ ॥

বরদানমিতি। দিবা নিশি চ মরণং নাস্তীয়ন্তু সন্ধ্যা ভবত্যস্যাং মারণেন বরদানং মিথ্যা ন ভবতীত্যর্থঃ। মহাত্মনাং ব্রহ্মাদীনাং বরদানমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৫০-৫৩ ॥
কথং হন্যামিতি। মনসা সঞ্চিন্ত্যেত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৪ ॥
নন্থ সঙ্কটেন মারণাপেক্ষয়া ন হন্তব্য এবেতি চেত্তত্রাহ যদি বৃত্রমিতি ॥ ৫৫—৫৭ ॥

পারিল না ॥ ৪৮ ॥ অনন্তর, একদিন সন্ধ্যাকালে অতি দারুণ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে ইন্দ্র সেই মহাসুর বৃত্রকে দেখিতে পাইয়া ব্রহ্মার বরদান বিষয়ে চিন্তা করিলেন যে, এক্ষণে এই ভয়ঙ্করী সন্ধ্যা উপস্থিত হইয়াছে এখন দিবাও নয় রাত্রিও নয় আর এই দৈত্যও একাকী নির্জ্জনে যথাকালে উপস্থিত হইয়াছে অতএব এই সময়েই বলপূর্ব্বক ইহার বধ সাধন করা কর্ত্তব্য তাহাতে আর সংশয় নাই ॥ ৪৯-৫১ ॥ ইন্দ্র মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া অব্যয়াত্মা হরিকে স্মরণ করিলেন। ভগবান্ পুরুষোত্তম হরিও সেই স্থানে অদৃশ্যভাবে আগমন করিয়া বজ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিলেন, তখন ইন্দ্র শীঘ্রই বৃত্রাসুরের বধের নিমিত্ত স্থিরচিত্ত হইলেন; কিন্তু, চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, দেব দানবগণের সর্ব্বথা অজেয় এই রিপুকে রণমধ্যে কিরূপে বধ করিব আর যদি এই মহাবল অসুরকে বঞ্চনা করিয়া অদ্যই বধ না করি তবে এই দুরন্ত রিপু বর্ত্তমান থাকিলে আমার কিছুতেই মঙ্গল নাই ॥ ৫২—৫৫ ॥ ইন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সাগরবারির পর্ব্বত প্রমাণ ফেন দর্শন করিলেন।

---

* মহাত্মনঃ। ইতি বা পাঠঃ।

অপাং ফেনং তদা শক্রো জগ্রাহ কিল লীলয়া।
পরাং শক্তিঞ্চ সস্মার ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥ ৫৭ ॥
স্মৃতমাত্রা তদা দেবী স্বাংশং ফেনে ন্যধাপয়ৎ।
বজ্রং তদাবৃতং তত্র চকার হরিসংযুতম্ ॥ ৫৮ ॥
ফেনাবৃতং পবিং তত্র শক্রশ্চিক্ষেপ তং প্রতি।
সহসা নিপপাতাশু বজ্রাহত ইবাচলঃ ॥ ৫৯ ॥
বাসবস্তু প্রহৃষ্টাত্মা বভূব নিহতে তদা।
ঋষয়শ্চ মহেন্দ্রং তমস্তুবন্ বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥ ৬০ ॥
হতশত্রুঃ প্রহৃষ্টাত্মা বাসবঃ সহ দৈবতৈঃ।
দেবীং সংপূজয়ামাস যৎপ্রসাদাদ্ধতো রিপুঃ ॥ ৬১ ॥
প্রসাদয়ামাস তদা স্তোত্রৈর্নানাবিধৈরপি।
দেবোদ্যানে পরাশক্তেঃ প্রাসাদমকরোদ্ধরিঃ ॥ ৬২ ॥
পদ্মরাগময়ীং মূর্ত্তিং স্থাপয়ামাস বাসবঃ।
ত্রিকালং মহতীং পূজাং চক্রুঃ সর্ব্বেঽপি নির্জরাঃ ॥ ৬৩ ॥

স্বাংশং পরাশক্ত্যংশং যেন স দৈত্যো নজ্ক্ষ্যতি তথাংশং দেবী তস্মিন্ ফেনে ন্যধাপয়ৎ স্থাপিতবতীত্যর্থঃ। তেন চাতিকোমলোঽপি ফেনপিণ্ডো বজ্রাদপ্যধিকো জাত ইতি ভাবঃ। তদাবৃতং ফেনাবৃতম্ ॥ ৫৮—৬১ ॥

দেবোদ্যানে নন্দনবনে হরিরিন্দ্রঃ। পরাশক্তেঃ প্রসাদং মহান্তমকরোদিত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥

তস্মিন্ প্রাসাদে পদ্মরাগমণেররুণবর্ণরত্নস্য নির্ম্মিতাং শ্রীভুবনেশ্বর্য্যা মূর্ত্তিং পূর্ব্বং যথা দর্শনং জাতং তথা কৃত্বা স্থাপয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

তখন তাহাকে শুষ্কও নয় আর্দ্রও নয় এবং শস্ত্রও নয় ইহা ভাবিয়া অবলীলায় তাহাই গ্রহণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ পরম ভক্তিসহকারে পরাশক্তি ভুবনেশ্বরীকে স্মরণ করিলেন ॥ ৫৬—৫৭ ॥ ভগবতী স্মরণমাত্র স্বীয় অংশ ফেন মধ্যে সংস্থাপন করিলেন। এদিকে নারায়ণাধিষ্ঠিত বজ্রও সেই ফেনপিণ্ড দ্বারা আবৃত হইল ॥ ৫৮ ॥ তখন ইন্দ্র সেই ফেনাবৃত বজ্র বৃত্রের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ বৃত্রাসুর সেই বজ্র দ্বারা আহত হইয়া অচলের ন্যায় নিপতিত হইল ॥ ৫৯ ॥ বৃত্রাসুর নিহত হইলে ইন্দ্র অতিশয় হৃষ্টচিত্ত হইলেন, ঋষিগণও বিবিধ স্তব দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ অনন্তর, যাহার অনুগ্রহে শত্রু নিহত হইল দেবরাজ দেবগণের সহিত সেই দেবীর পূজা করিলেন এবং নানাবিধ স্তোত্র দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করাইলেন। পরে, নন্দনকাননে পরমাশক্তির পদ্মরাগময়ী মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন ; মহারাজ ! তদবধি সকল দেবই ত্রিসন্ধ্যায় দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন এবং তদবধিই শ্রীদেবী দেবগণের কুলদেবতা হইলেন। সেই সময় ইন্দ্র ত্রিভুবন

তদাপ্রভৃতি দেবানাং শ্রীদেবী কুলদৈবতম্।
বিষ্ণুং ত্রিভুবনশ্রেষ্ঠং পূজয়ামাস বাসবঃ ॥ ৬৪ ॥
ততো হতে মহাবীর্য্যে বৃত্রে দেবভয়ঙ্করে।
প্রববৌ চ শিবো বায়ুর্জহৃষুর্দেবতাস্তথা ॥ ৬৫ ॥
হতে তস্মিন্ সগন্ধর্ব্বা যক্ষরাক্ষসকিন্নরাঃ ॥ ৬৬ ॥
ইত্থং বৃত্রঃ পরাশক্তিপ্রবেশযুতফেনতঃ।
তয়া কৃতবিমোহাচ্চ শক্রেণ সহসা হতঃ ॥ ৬৭ ॥
ততো বৃত্রনিহন্ত্রীতি দেবী লোকেষু গীয়তে।
শক্রেণ নিহতত্বাচ্চ শক্রেণ হত উচ্যতে ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে বৃত্রবধো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

তদাপ্রভৃতি তস্মাৎ কালাদারভ্য শ্রীদেবী ভুবনেশ্বরী দেবানাং কুলদৈবতং বংশপরম্পরোপাস্যমিষ্টদৈবতমভূদিত্যর্থঃ ॥ ৬৪—৬৬ ॥

ইত্থমিতি। ইত্থং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ যতো বৃত্রনামকো দৈত্যঃ পরাশক্তেঃ প্রবেশঃ সঞ্চরণং তদ্যুক্তফেনত ফেণপিণ্ডেন করণেন শক্রেণ সহসা হতস্তস্মাৎ কিঞ্চ তয়া পরাশক্ত্যা কৃতো যো দৈত্যস্য মোহো দেবমৈত্রীকরণে অবিবেকস্তস্মাচ্চেত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥

ততো বৃত্রেতি। ততস্তস্মাৎ কারণাদ্দেবী বৃত্রাসুরনিহন্ত্রীতি লোকেষু গীয়তে। তথা মধুকৈটভবধো বিষ্ণুনা কৃতোঽপি দেবীপ্রসাদমন্তরা তস্যা জায়মানত্বাদ্দেবীকৃত ইত্যুচ্যতে তদ্বদিতি ভাবঃ ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুরও পূজা করিলেন ॥ ৬১—৬৪ ॥ অনন্তর মহাবীর্য্য ভয়ঙ্কর বৃত্রাসুর নিহত হইলে মৃদুমন্দ শুভকর বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, দেবগণ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস ও কিন্নরগণ মহানন্দে বিচরণ করিতে লাগিল ॥ ৬৫—৬৬ ॥ মহারাজ! বৃত্রাসুর ভগবতীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়াছিল এবং সেই পরাশক্তি ফেনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়াই ইন্দ্র সেই অসুরকে সহসা নিহত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং এই কারণেই দেবী ভুবনেশ্বরী "বৃত্রনিহন্ত্রী" বলিয়া ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত হইয়াছেন; কিন্তু, ইন্দ্র তাহাকে বাহ্যদৃষ্টে ফেন দ্বারা বিনাশ করিয়াছিলেন বলিয়া ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে ইহাই লোকে কহিয়া থাকে ॥৬৭—৬৮॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে বৃত্রবধ নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

অথ তং পতিতং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুর্ব্বিষ্ণুপুরীং যযৌ।
মনসা শঙ্কমানস্তু তস্য হত্যাকৃতং ভয়ম্॥ ১॥
ইন্দ্রোঽপি ভয়সন্ত্রস্তো যযাবিন্দ্রপুরীং ততঃ।
মুনয়ো ভয়সংবিগ্না হ্যভবন্নিহতে রিপৌ॥ ২॥
কিমস্মাভিঃ কৃতং পাপং যদসৌ বঞ্চিতঃ কিল।
মুনিশব্দো বৃথা জাতঃ সুরেশস্য চ সঙ্গমাৎ॥ ৩॥
অস্মাকং বচনাদ্বৃত্রো বিশ্বাসমগমৎ কিল।
বিশ্বাসঘাতিনঃ সঙ্গাৎ বয়ং বিশ্বাসঘাতকাঃ॥ ৪॥
ধিগিয়ং মমতা পাপমূলমেবমনর্থকৃৎ।
যদস্মাভিশ্ছলং কৃত্বা শপথৈর্ব্বঞ্চিতোঽসুরঃ॥ ৫॥
মন্ত্রকৃদ্বুদ্ধিদাতা চ প্রেরকঃ পাপকারিণাম্।
পাপভাক্ স ভবেন্নূনং পক্ষকর্ত্তা তথৈব চ॥ ৬॥

অর্দ্ধোনয়া ত্রিষষ্ট্যা তু যুতৈঃ পদ্যৈরনন্তরম্।
গুপ্তবাসো বাসবস্য নহুষস্যাভিষেচনম্॥

বৃত্রবধানন্তরং জাতং বৃত্তমাহ অথ তমিতি॥ ১—৭॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! অনন্তর দেবদেব বিষ্ণু বৃত্রাসুরকে নিপতিত দেখিয়া মনে মনে তাহার হত্যাজনিত ভয়ের আশঙ্কা করিতে করিতে বৈকুণ্ঠপুরে গমন করিলেন॥ ১॥ এদিকে ইন্দ্রও পরম শত্রু বৃত্রাসুর নিহত হইলে পাপভয়ে ভীত হইয়া অমরপুরে প্রস্থান করিলেন। তখন মুনিগণ ভয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমরা বৃত্রাসুরকে বঞ্চিত করিয়া কি পাপ কর্ম্মই করিয়াছি, হায়! দেবরাজের সঙ্গদোষে আজ আমাদের মুনি নাম বৃথা হইল॥২—৩॥ বৃত্র আমাদের বচনেই ইন্দ্রকে বিশ্বাস করিয়াছিল, অতএব বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গদোষে আজ আমরাও বিশ্বাসঘাতক হইলাম॥ ৪॥ মমতাই সমস্ত অনর্থের মূল; অতএব, সেই মমতাকে ধিক্! কারণ, মমতাপাশে বদ্ধ হইয়াই আমরা ছল পূর্ব্বক শপথ দ্বারা বৃত্রকে বঞ্চিত করিয়াছি॥ ৫॥ স্বয়ং পাপকার্য্য না করিয়াও যাহারা পাপকার্য্য করিতে অন্যের সহিত মন্ত্রণা করে বা তদ্বিষয়ে বুদ্ধি প্রদান করে বা তৎকার্য্য

বিষ্ণুনাপি কৃতং পাপং যৎ সাহায্যমবাপ্তবান্‌।
বজ্রং প্রবিশ্য যেনাসৌ পাতিতঃ সত্ত্বমূর্ত্তিনা ॥ ৭ ॥
নূনং স্বার্থপরঃ প্রাণী ন পাপাৎ ত্রাসমশ্নুতে।
হরিণা হরিসঙ্গেন সর্ব্বথা দুষ্কৃতং কৃতম্‌ ॥ ৮ ॥
দ্বাবেব স্তঃ পদার্থানাং দ্বাবেব নিধনং গতৌ।
প্রথমশ্চ তুরীয়শ্চ যৌ ত্রিলোক্যাস্তু দুর্লভৌ ॥ ৯ ॥
অর্থকামৌ প্রশস্তৌ দ্বৌ সর্ব্বেষাং সংমতৌ প্রিয়ৌ।
ধর্ম্মধর্ম্মেতিবাগ্বাদো দম্ভোঽয়ং মহতামপি ॥ ১০ ॥
মুনয়োঽপি মনস্তাপমেবং কৃত্বা পুনঃ পুনঃ।
জগ্মুঃ স্বানাশ্রমানেব বিমনস্কা হতোদ্যমাঃ ॥ ১১ ॥
ত্বষ্টা তু নিহতং শ্রুত্বা পুত্রমিন্দ্রেণ ভারত!।
রুরোদ দুঃখসন্তপ্তো নির্ব্বেদমগমৎ পুনঃ ॥ ১২ ॥

হরিণা বিষ্ণুনা হরিসঙ্গেনেন্দ্রসঙ্গেন ॥ ৮ ॥

দ্বাবেব স্ত ইতি। পদার্থানাং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপাণাং মধ্যে দ্বাবেব পদার্থৌ বক্ষ্যমাণৌ বিদ্যমানৌ স্তঃ। দ্বাবেব চ নিধনং নাশং গতৌ। নন্থ কৌ তৌ নিধনং গতৌ তত্রাহ প্রথমশ্চ তুরীয়শ্চেতি। ধর্ম্মমোক্ষাবিত্যর্থঃ। যৌ ত্রিলোক্যাং দুর্লভৌ তৌ ধর্ম্মমোক্ষৌ সর্ব্বথাস্মিন্‌ সময়ে উচ্ছিন্নাবিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

কৌ বিদ্যমানৌ স্তস্তত্রাহ অর্থকামাবিতি। সর্ব্বেঽর্থকামপরায়ণা জাতা ইত্যর্থঃ। নন্থ ন ধর্ম্মোঽদ্যাপ্যুচ্ছিন্নো যতো লোকে ধর্ম্মঃ কর্ত্তব্যোঽয়ং ধর্ম্মোঽয়ং ধর্ম্ম ইতি বদন্তীতি চেত্তত্রাহ

করিতে প্রেরণ করে অথবা যে কোনও প্রকারে তাহার পক্ষ আশ্রয় করে তাহারাও নিশ্চয়ই পাপভাগী হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥ বিষ্ণু সত্ত্বপ্রধান হইলেও তিনি যখন বজ্রে প্রবেশ পূর্ব্বক ইন্দ্রের সাহায্য করিয়া বৃত্রকে বিনাশ করিয়াছেন, তখন তিনিও পাপভাগী হইয়াছেন সন্দেহ নাই ॥৭॥ যখন ভগবান বিষ্ণুও ইন্দ্রের সহিত সম্মিলিত হইয়া এরূপ পাপাচরণ করিলেন তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে লোকে স্বার্থপর হইলে পাপ হইতে আর ভয়প্রাপ্ত হয় না ॥৮॥ বোধ হয় এক্ষণে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চারিটি পদার্থের মধ্যে ত্রিভুবনদুর্লভ প্রথম ও চতুর্থ অর্থাৎ ধর্ম্ম ও মোক্ষ একেবারেই বিনষ্ট হইয়াছে এবং অর্থ ও কামই প্রশস্ত বলিয়া প্রিয় হইয়াছে, তবে ধর্ম্ম ধর্ম্ম এই বাক্যটী কেবল বাক্যমাত্র, তাহা এক্ষণে মহৎ পণ্ডিতদিগেরও দম্ভের কারণ হইয়াছে; ফলত নিষ্ঠাপরতন্ত্র হইয়া ভক্তিভাবে কেহই আর ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছে না ॥ ৯—১০ ॥ রাজন্‌! মুনিগণ পুনঃ পুনঃ এইরূপে মনস্তাপ করিয়া বিমনা হইলেন এবং হতোদ্যম হইয়া নিজ নিজ আশ্রমে গমন করিলেন ॥১১॥ এদিকে, বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রকর্ত্তৃক নিজ পুত্র নিহত হইয়াছে ইহা শ্রবণ করিয়া শোক-

যত্রাসৌ পতিতস্তত্র গত্বা বীক্ষ্য তথাগতম্ ।
সংস্কারং কারয়ামাস বিধিবৎ পারলৌকিকম্ ॥ ১৩ ॥
স্নাত্বাস্য সলিলং দত্ত্বা কৃত্বা চৈবৌর্দ্ধদেহিকম্ ।
শশাপেন্দ্রং স শোকার্ত্তঃ পাপিষ্ঠং মিত্রঘাতকম্ ॥ ১৪ ॥
যথা মে নিহতঃ পুত্ত্রঃ প্রলোভ্য শপথৈর্ভৃশম্ ।
তথেন্দ্রোঽপি মহদ্দুঃখং প্রাপ্নোতু বিধিনির্ম্মিতম্ ॥ ১৫ ॥
ইতি শপ্ত্বা সুরেশানং ত্বষ্টা তাপসমন্বিতঃ ।
মেরোঃ শিখরমাস্থায় তপস্তেপে সুদুষ্করম্ ॥ ১৬ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

হত্বা ত্বাষ্ট্রং সুরেশোঽথ কামবস্থামবাপ্তবান্ ।
সুখং বা দুঃখমেবাগ্রে তন্মে ব্রূহি পিতামহ ! ॥ ১৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

কিং পৃচ্ছসি মহাভাগ ! সন্দেহঃ কীদৃশস্তব ।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ॥ ১৮ ॥

ধর্ম্মধর্ম্মেতি বাগ্বাদো বাচা কেবলং ভাষণমেবোর্ব্বরিতং ন ধর্ম্মস্বরূপং কুত্রাপি দৃশ্যত ইত্যর্থঃ। নহু স বাগ্বাদঃ কিমর্থমিতি চেদ্দম্ভার্থমিত্যাহ দম্ভোঽয়মিতি। লোকৈর্ধার্ম্মিকা এতে রামকৃষ্ণপণ্ডিতা ইত্যেবং বক্তব্যমেতদর্থমিত্যর্থঃ ॥ ১০—২০ ॥

সন্তপ্ত হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে অত্যন্ত নির্ব্বেদপ্রাপ্ত হইলেন ॥১২॥ অনন্তর, বৃত্র যেখানে নিপতিত ছিল তিনি তথায় গমনপূর্ব্বক তাহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হৃদয়ে তাহার দাহাদি সংস্কার ও পারলৌকিক ক্রিয়া যথাবিধি সম্পাদন করিলেন এবং স্নানান্তে তাহার তর্পণ ও ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া অত্যন্ত শোকার্ত্ত হৃদয়ে মিত্রঘাতী পাপিষ্ঠ ইন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, ইন্দ্র যেমন আমার পুত্ত্রকে শপথ দ্বারা প্রলোভিত করিয়া নিহত করিল, সেইরূপ সেও বিধিপ্রদত্ত অতি গুরুতর দুঃখ প্রাপ্ত হউক ॥ ১৩—১৫ ॥ রাজন্! পুত্ত্রশোক-সন্তপ্ত বিশ্বকর্ম্মা সুরেশ্বরকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়া মেরুপর্ব্বতের শিখরদেশ আশ্রয় করত দুষ্কর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

জনমেজয় কহিলেন, পিতামহ! সুররাজ ত্বষ্টৃতনয় বৃত্রকে বিনাশ করিয়া সুখ অথবা দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা অগ্রে আপনি আমাকে বলুন ॥ ১৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! আপনি কি জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আপনার সন্দেহই বা কি প্রকার? আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, জীবগণকে নিজকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল

বলিষ্ঠৈর্দুর্ব্বলৈর্ব্বাপি স্বল্পং বা বহু বা কৃতম্‌।
সর্ব্বথৈব হি ভোক্তব্যং সদেবাসুরমানুষৈঃ ॥ ১৯ ॥
শক্রায়েত্থং মতির্দ্দত্তা হরিণা বৃত্রঘাতিনে।
প্রবিষ্টোঽথ পবিং বিষ্ণুঃ সহায়ং প্রত্যপদ্যত ॥ ২০ ॥
ন চাপদি সহায়োঽভূদ্বাসুদেবঃ কথঞ্চন।
সময়ে স্বজনঃ সর্ব্বঃ সংসারেঽস্মিন্নরাধিপ !।
দৈবে বিমুখতাং প্রাপ্তে ন কোঽপ্যস্তি সহায়বান্‌ ॥ ২১ ॥
পিতা মাতা তথা ভার্য্যা ভ্রাতা বাথ সহোদরঃ।
সেবকো বাপি মিত্রং বা পুত্রশ্চৈব তথৌরসঃ ॥ ২২ ॥
প্রতিকূলে গতে দৈবে ন কোঽপ্যেতি সহায়তাম্‌।
ভোক্তা পাপস্য পুণ্যস্য কর্ত্তা ভবতি সর্ব্বথা ॥ ২৩ ॥
বৃত্রং হত্বা গতাঃ সর্ব্বে নিস্তেজস্কঃ শচীপতিঃ।
শেপুস্তং ত্রিদশাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মহেত্যব্রুবন্‌ শনৈঃ ॥ ২৪ ॥
কো নাম শপথান্‌ কৃত্বা সত্যং দত্ত্বা বচঃ পুনঃ।
জিঘাংসতি সুবিশ্বস্তং মুনিং মিত্রত্বমাগতম্‌ ॥ ২৫ ॥

নমু যো বিষ্ণুঃ পূর্ব্বং বজ্রং প্রবিশ্য সহায়ো জাতঃ স কথমিন্দ্রস্য তদনন্তরং সঙ্কটে সহায়ো ন জাতস্তত্রাহ ন চাপদীতি। দৈবেঽনুকূলে সর্ব্বে সহায়া ভবন্তি প্রতিকূলে তু ন কোঽপি কস্যাস্তীত্যর্থঃ। তদেবাহ দৈবে ইতি ॥ ২১—২৩ ॥

দৈবে প্রতিকূলে যে তদীয়াঃ স্থিতাস্ত এব তমিন্দ্রং শেপুরিত্যাহ শেপুরিতি। কিঞ্চায়ং ব্রহ্মহেতি শনৈঃ পরস্পরং নিন্দাং চক্রুরিত্যাহ ব্রহ্মহেতি ॥ ২৪ ॥

অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে ॥১৮॥ বলিষ্ঠই হউক বা দুর্ব্বলই হউক আর দেবতা অসুর বা মনুষ্যাদি যে কেহই হউক সকলেই নিজকৃত পাপপুণ্যের, অল্প বা অধিক পরিমাণে কৃত হইলেও সর্ব্বতোভাবে তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে ॥ ১৯ ॥ ইন্দ্র যখন বৃত্রকে মারিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন বিষ্ণু তখনই তাহাকে বুদ্ধিপ্রদান এবং বজ্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার সাহায্য করিয়াছিলেন ; কিন্তু বিপদের সময় বিষ্ণু কোনও রূপে ইন্দ্রের সহায়তা করেন নাই। অতএব, হে নরেন্দ্র ! এই সংসারে সকল ব্যক্তিই সময়ে স্বজন হইয়া থাকে, কিন্তু দৈব প্রতিকূল হইলে কাহাকেও আর সহায়বান্‌ দেখিতে পাওয়া যায় না ॥২০—২১॥ অধিক কি, দৈব প্রতিকূল হইলে পিতা, মাতা, ভার্য্যা বা সহোদর, সেবক, মিত্র বা ঔরস-পুত্র কেহই সাহায্য লাভ করিতে সমর্থ হয় না ; ফলতঃ যে ব্যক্তি পাপ বা পুণ্য করে সেই তাহা ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২২—২৩ ॥ বৃত্র নিহত হইলে পর সকলেই স্ব স্ব স্থানে গমন

দেবগোষ্ঠ্যাং সুরোদ্যানে গন্ধর্ব্বাণাং সমাগমে।
সর্ব্বত্রৈব কথা তস্য বিস্তারমগমৎ কিল ॥ ২৬ ॥
কিং কৃতং দুষ্কৃতং কর্ম্ম শক্রেণাদ্য জিঘাংসতা।
বৃত্রং ছলেন বিশ্বস্তং মুনিভিশ্চ প্রতারিতম্ ॥ ২৭ ॥
বেদপ্রমাণমুৎসৃজ্য স্বীকৃতং সৌগতং মতম্।
যদয়ং নিহতঃ শক্রুর্ব্বঞ্চয়িত্বাতিসাহসাৎ ॥ ২৮ ॥
কো নাম বচনং দত্ত্বা বিপরীতমথাচরেৎ।
বিনা শক্রং হরিং বাপি যথায়ং বিনিপাতিতঃ ॥ ২৯ ॥
এবংবিধাঃ কথাশ্চান্যাঃ সমাজেষ্বভবন্ ভৃশম্।
শুশ্রাবেন্দ্রোঽপি বিবিধাঃ স্বকীর্ত্তের্হানিকারিকাঃ ॥ ৩০ ॥
যস্য কীর্ত্তির্হতা লোকে ধিক্ তস্যৈব কুজীবিতম্।
যং দৃষ্ট্বা পথি গচ্ছন্তং শক্রঃ স্মেরমুখো ভবেৎ ॥ ৩১ ॥
ইন্দ্রদ্যুম্নোঽপি রাজর্ষিঃ পতিতঃ কীর্ত্তিসঙ্ক্ষয়াৎ।
স্বর্গাদকৃতপাপোঽসৌ পাপকৃৎ কিং ন পাত্যতে ॥ ৩২ ॥

কিঞ্চ সর্ব্বত্র তত্তৎস্থলেষু নানাবিধা বার্ত্তাশ্চাভবন্নিত্যাহ কো নামেতি ॥ ২৫ ॥
দেবগোষ্ঠ্যাং দেবস্থানে ॥ ২৬—২৮ ॥
যথায়ং বিনিপাতিতস্তথা বিপরীতং কর্ম্ম হরিং শক্রং বিনা কো নামাচরেৎ ইত্যন্বয়ঃ। ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩১ ॥

করিলেন, কিন্তু ব্রহ্মহত্যা-পাপপ্রভাবে শচীপতি অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িলেন, তখন সকল দেবতাই তাঁহাকে ব্রহ্মঘাতক বলিয়া নিন্দা করিতে লাগিলেন॥২৪॥ তাঁহারা আরও কহিতে লাগিলেন যে, কোন ব্যক্তি শপথ এবং সত্য করিয়া বিশ্বস্ত মিত্রভাবপ্রাপ্ত মুনিবরকে হনন করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে ॥২৫॥ মহারাজ! তৎকালে দেবগণের গোষ্ঠীমধ্যে, সুরোদ্যানে, গন্ধর্ব্বগণের সম্মিলনে, ফলত সর্ব্বস্থলেই এই কথার প্রসঙ্গ হইতে লাগিল যে, ইন্দ্র বিশ্বস্ত বৃত্রকে মুনিগণ দ্বারা প্রতারিত করিয়া ছলপূর্ব্বক স্বয়ং নিহত করত কি দুষ্কর্ম্মই করিয়াছেন ॥ ২৬—২৭ ॥ তিনি বেদের সনাতন প্রমাণ পরিত্যাগ করিয়া অবলীলায় বৃত্রকে নিহত করত সৌগত অর্থাৎ বৌদ্ধ মত অবলম্বন করিয়াছেন ॥২৮॥ যেরূপে বৃত্রকে নিহত করা হইল সেই রূপে বাক্য দিয়া, বিষ্ণু ও বাসব ব্যতিরেকে আর কে তাহার বিপরীতাচরণ করিতে পারে ॥২৯॥ তৎকালে এই প্রকার নানা কথা নানা সমাজে বহুল পরিমাণে প্রচারিত হইতে লাগিল এদিকে ইন্দ্রও নিজকীর্ত্তির হানিকর এই সকল কথা কর্ণগোচর করিলেন ॥ ৩০ ॥ মহারাজ! লোকমধ্যে যাহার কীর্ত্তি বিনষ্ট হইল, তাহার সেই নিন্দিত জীবনে ধিক্! হায়!

স্বল্পেঽপরাধেঽপি নৃপো যযাতিঃ পতিতঃ কিল।
নৃপঃ কর্কটতাং প্রাপ্তো যুগানষ্টাদশৈব তু ॥ ৩৩ ॥
ভৃগুপত্নীশিরশ্ছেদাদ্ভগবান্ হরিরচ্যুতঃ।
ব্রহ্মশাপাৎ পশোর্যোনৌ স জাতো মকরাদিষু ॥ ৩৪ ॥
বিষ্ণুশ্চ বামনো ভূত্বা যাচনার্থং বলের্গৃহে।
গতঃ কিমপরং দুঃখং প্রাপ্নোতি দুষ্কৃতী নরঃ ॥ ৩৫ ॥
রামোঽপি বনবাসেষু সীতাবিরহজং বহু।
দুঃখঞ্চ প্রাপ্তবান্ ঘোরং ভৃগুশাপেন ভারত ! ॥ ৩৬ ॥
তথেন্দ্রোঽপি ব্রহ্মহত্যাকৃতং প্রাপ্য মহদ্ভয়ম্।
ন স্বাস্থ্যং প্রাপ গেহেঽসৌ সর্ব্বসিদ্ধিসমন্বিতে ॥ ৩৭ ॥
পৌলোমী তং প্রভাহীনং দৃষ্ট্বা প্রোবাচ বাসবম্।
নিঃশ্বসন্তং ভয়ত্রস্তং নষ্টসঙ্গং বিচেতনম্ ॥ ৩৮ ॥
কিং প্রভোঽদ্য ভয়ার্ত্তোঽসি মৃতস্তে দারুণো রিপুঃ।
কা চিন্তা বর্ত্ততে কান্ত ! তব শত্রুনিষূদন ! ॥ ৩৯ ॥

ইন্দ্রদ্যুম্নোঽপীতি। পুণ্যবানপি কীর্ত্তিসংক্ষয়াৎ পতিতঃ কিং পুনর্মাদৃশঃ পাপীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥
ইদং কথাদ্বয়ং মহাভারতে প্রসিদ্ধম্ ॥ ৩৩ ॥

বিনষ্টকীর্ত্তি মানবকে পথিমধ্যে গমন করিতে দেখিলে শত্রুগণও হাস্যমুখ হইয়া থাকে ॥৩১॥ যখন রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন নিষ্পাপ হইলেও কীর্ত্তিসংক্ষয়হেতু স্বর্গ হইতে পতিত হইয়াছিলেন, তখন পাপাচারী ব্যক্তিগণ কেন না পাতিত হইবে ? ॥ ৩২ ॥ নরপতি যযাতি অত্যল্প অপরাধেও স্বর্গ হইতে নিপতিত হইয়া অষ্টাদশ যুগ কর্কটযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥ অধিক কি ভগবান্ অচ্যুত স্বয়ং হরি, ভৃগুপত্নীর শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন বলিয়াই ব্রহ্মশাপে বরাহ মকরাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৪ ॥ তিনি সর্ব্বব্যাপী হইলেও ক্ষুদ্র বামনরূপ ধারণ করত যাচ্ঞা করিবার নিমিত্ত বলির গৃহে গমন করিয়াছিলেন। অতএব, দুষ্কৃতকারী পুরুষগণ ইহা অপেক্ষা আর কি অধিকতর দুঃখ প্রাপ্ত হইবে ? ॥ ৩৫ ॥ হে ভরতভূষণ। রামচন্দ্রও ভৃগুর অভিশাপে বনবাসে সীতার বিরহে বহু ঘোরতর দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥ সেইরূপ ইন্দ্রও ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপগ্রস্ত হইয়া এরূপ ভীত হইলেন যে, সর্ব্ববিধ ঐশ্বর্য্যসমন্বিত গৃহেও তাঁহার স্বাস্থ্যলাভ ঘটিয়া উঠিল না ॥ ৩৭ ॥ তখন পুলোমনন্দিনী শচী পুরন্দরকে প্রভাহীন, জ্ঞানহীন, বিচেতনপ্রায় ও ভয়সন্ত্রস্ত দর্শন করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রভো ! এক্ষণে আপনার নিদারুণ রিপু বিনষ্ট হইয়াছে

কস্মাচ্ছোচসি লোকেশ ! নিঃশ্বসন্ প্রাকৃতো যথা।
নান্যোঽস্তি বলবাঞ্ছত্রুর্যেন চিন্তাপরো ভবান্ ॥ ৪০ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

নারাতির্বলবান্ মেঽস্তি ন শান্তির্ন সুখং তথা।
ব্রহ্মহত্যাভয়াদ্রাজ্ঞি ! বিভেমি সততং গৃহে ॥ ৪১ ॥
নন্দনং ন সুখাকারং নামৃতং ন গৃহং বনম্।
গন্ধর্ব্বাণাং তথা গেয়ং নৃত্যমপ্সরসাং পুনঃ ॥ ৪২ ॥
ন ত্বং সুখকরা নারী নানা চ সুরযোষিতঃ।
ন তথা কামধেনুশ্চ দেববৃক্ষঃ সুখপ্রদঃ ॥ ৪৩ ॥
কিঙ্করোমি ক্ব গচ্ছামি ক্ব শর্ম্ম মম জায়তে।
ইতি চিন্তাপরঃ কান্তে ! ন লভে সুখমাত্মনি ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস উবাচ ॥

ইত্যুক্ত্বা বচনং শক্রঃ প্রিয়াং পরমকাতরাম্।
নির্জগাম গৃহান্মন্দো মানসং সর উত্তমম্ ॥ ৪৫ ॥

ভৃগুপত্নীতি। ইয়ঞ্চ কথাত্রৈব চতুর্থস্কন্ধে প্রসিদ্ধা ॥ ৩৪—৪৬ ॥

তথাপি আপনি ভয়ার্ত্ত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস বিসর্জ্জন করিতেছেন কেন ? নাথ ! আপনি শত্রুসংহার করিলেন তথাপি কি হেতু চিন্তাতুর হইয়াছেন ? আপনি লোকপাল হইয়া প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুশোচনা করিতেছেন কেন ? আপনার আয়ত্ত অন্য বলবান্ শত্রু দেখিতে পাইতেছি না, তবে কি জন্য আপনি এরূপ চিন্তাতুর হইলেন ? ॥ ৩৮—৪০ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, দেবি ! আমার আর অন্য বলবান্ শত্রু নাই সত্য কিন্তু, তথাপি আমার সুখও নাই শান্তিও নাই। আমি গৃহে থাকিয়া কেবল ব্রহ্মহত্যা ভয়ে সততই ভীত হইতেছি ॥ ৪১ ॥ দেবি ! নন্দনকানন, অলকাভবন, অমৃতবন, গন্ধর্ব্বগণের মনোরম সঙ্গীত ও অপ্সরাগণের মনোহর নৃত্য এ সমস্তই আমার সুখদায়ক হইতেছে না ॥ ৪২ ॥ অধিক কি, তোমার ন্যায় ত্রিভুবনসুন্দরী নারী ও অন্যান্য সুরসুন্দরীগণ এবং কামধেনু, মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন প্রভৃতি দেবতরুগণও আমার সুখপ্রদ হইতেছে না ; এক্ষণে আমি কি করিব কোথায় যাইব, কোথায় গেলে আমার সুখ হইবে, প্রিয়ে ! এইরূপ চিন্তাতুর হইয়াই আমি নিজে নিজে সুখলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ৪৩—৪৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! মূঢ় ইন্দ্র পরমকাতরা প্রিয়া শচীকে এইরূপ বাক্য বলিয়া গৃহ হইতে নির্গত হইলেন এবং পরম মনোহর মানস সরোবরে গমন করিলেন ॥ ৪৫ ॥

পদ্মনালে প্রবিষ্টোঽহসৌ ভয়ার্ত্তঃ শোককর্ষিতঃ।
ন প্রজ্ঞায়ত দেবেন্দ্রস্ত্বভিভূতশ্চ কল্মষৈঃ ॥ ৪৬ ॥
প্রতিচ্ছন্নো বসত্যপ্সু চেষ্টমান ইবোরগঃ।
অসহায়স্তুরাষাড়্চিন্তার্ত্তো বিকলেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৪৭ ॥
ততঃ প্রনষ্টে দেবেন্দ্রে ব্রহ্মহত্যাভয়ার্দ্দিতে।
সুরাশ্চিন্তাতুরাশ্চাসন্নুৎপাতাশ্চাভবন্নথ ॥ ৪৮ ॥
ঋষয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বা ভয়ার্ত্তাশ্চাভবন্ ভৃশম্।
অরাজকং জগৎ সর্ব্বমভিভূতমুপদ্রবৈঃ ॥ ৪৯ ॥
অবর্ষণং তদা জাতং পৃথিবী ক্ষীণবৈভবা।
বিচ্ছিন্নস্রোতসো নদ্যঃ সরাংস্যনুদকানি বৈ ॥ ৫০ ॥
এবন্ত্বরাজকে জাতে দেবতা মুনয়স্তথা।
বিচার্য্য নহুষং চক্রুঃ শক্রং সর্ব্বে দিবৌকসঃ ॥ ৫১ ॥
সম্প্রাপ্য নহুষো রাজা ধর্ম্মিষ্ঠোঽপি রজোবলাৎ।
বভূব বিষয়াসক্তঃ পঞ্চবাণশরাহতঃ ॥ ৫২ ॥

তুরাষাড়িন্দ্রঃ ঐং অগচ্ছৎ ॥ ৪৭—৪৮ ॥
(ঋষিপ্রভৃতীনাং ভয়কারণমাহ। অরাজকমিতি ॥ ৪৯—৫২ ॥

দেবরাজ তথায় ভয়ে ও শোকে ক্ষীণদেহ হইয়া পদ্মনালে প্রবেশ করিয়া রহিলেন, কিন্তু তিনি ঘোরতর পাপে অভিভূত হইয়াছিলেন বলিয়াই তৎকালে তাহাকে কেহই জানিতে পারিল না ॥ ৪৬ ॥ তিনি উরগের ন্যায় আহার বিহারশীল চিন্তার্ত্ত অসহায় ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া সেই জলমধ্যে লুক্কায়িতভাবে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

অনন্তর, দেবরাজ ব্রহ্মহত্যা ভয়ে পরিপীড়িত হইয়া প্রস্থান করিলে, সুরগণ অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন কারণ তৎকালে সর্ব্বত্রই বহুবিধ উৎপাত ঘটিতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥ ঋষিগণ, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণ অত্যন্ত ভয়ার্ত্ত হইলেন কারণ অখিল জগৎ অরাজক হইয়া বিবিধ উপদ্রবে অভিভূত হইতে লাগিল ॥৪৯॥ তখন অনাবৃষ্টি নিবন্ধন পৃথিবীতে স্বল্প শস্য, নদীতে অত্যল্প জল ও সরোবর সকল সলিলহীন হইল ॥ ৫০ ॥ এইরূপ অরাজকতা উপস্থিত হইলে স্বর্গবাসী সমস্ত দেবগণ ও ঋষিগণ বিচার করিয়া নহুষরাজকে ইন্দ্রত্ব পদে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৫১ ॥ মহারাজ! নহুষ, ধার্ম্মিক হইলেও রজোগুণপ্রভাবে কামশরে সমাহত হইয়া অত্যন্ত বিষয়াসক্ত হইলেন ॥ ৫২ ॥ তৎকালে সেই নরপতি অপ্সরাগণে পরিবৃত হইয়া দেবোদ্যানে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি ইন্দ্রপত্নী শচীর গুণমাধুরী শ্রবণ করিয়া তাহাকে লাভ

অপ্সরোভির্ব্বৃতঃ ক্রীড়ন্ দেবোদ্যানেষু ভারত!।
শক্রপত্নীগুণান্ শ্রুত্বা চকমে তাং স পার্থিবঃ ॥ ৫৩ ॥
ঋষীনাহ কিমিন্দ্রাণী নোপগচ্ছতি মাং কিল।
ভবদ্ভিশ্চামরৈঃ সর্ব্বৈঃ কৃতোঽহং বাসবস্ত্বিহ ॥ ৫৪ ॥
প্রেষয়ধ্বং সুরাঃ কামং সেবার্থং মম বৈ শচীম্।
প্রিয়ঞ্চেন্মম কর্ত্তব্যং সর্ব্বথা মুনয়োঽমরাঃ ॥ ৫৫ ॥
অহমিন্দ্রোঽদ্য দেবানাং লোকানাঞ্চ তথেশ্বরঃ।
আগচ্ছতু শচী মহ্যং ক্ষিপ্রমদ্য নিবেশনম্ ॥ ৫৬ ॥
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা দেবা দেবর্ষয়স্তথা।
গত্বা চিন্তাতুরাঃ প্রোচুঃ পৌলোমীং প্রণতাস্ততঃ ॥ ৫৭ ॥
ইন্দ্রপত্নি! দুরাচারো নহুষস্ত্বামিহেচ্ছতি।
কুপিতোঽস্মানুবাচেদং প্রেষয়ধ্বং শচীমিহ ॥ ৫৮ ॥
কিঙ্কুর্ম্মস্তদধীনাঃ স্ম যেনেন্দ্রোঽয়ং কৃতঃ কিল ॥ ৫৯ ॥
তচ্ছ্রুত্বা দুর্ম্মনা দেবী বৃহস্পতিমুবাচ হ।
রক্ষ মাং নহুষাদ্ব্রহ্মংস্তবাস্মি শরণং গতা ॥ ৬০ ॥

রজোগুণকার্য্যমাহ অপ্সরোভির্বৃত ইতি ॥ ৫৩—৫৭ ॥
দুর্দ্দুষ্টঃ পরস্ত্রীকামনারূপঃ আচারো যস্য সঃ ॥ ৫৮—৬১

করিতে অভিলাষ করিলেন ॥৫৩॥ অতঃপর, তিনি ঋষিগণকে কহিলেন, আপনারা ও দেবগণ সকলে মিলিত হইয়া আমাকে ইন্দ্রত্ব পদে বরণ করিলেন, কিন্তু অদ্যাবধি ইন্দ্রাণী আমার নিকট আগমন করিতেছেন না কেন? ॥ ৫৪ ॥ আমার প্রিয়ানুষ্ঠান করা যদি আপনাদিগের কর্ত্তব্য হয়, তবে সত্বর আমার সেবার নিমিত্ত শচীকে প্রেরণ করুন ॥ ৫৫ ॥ আমি এক্ষণে ইন্দ্র এজন্য দেবগণের ও অখিল লোকের ঈশ্বর হইয়াছি; অতএব অদ্যই সত্বর ইন্দ্রাণী আমার ভবনে আগমন করুক ॥ ৫৬ ॥

দেবগণ ও দেবর্ষিগণ নহুষের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তাতুর হইলেন এবং শচীর নিকট গমন করিয়া অবনত মস্তকে কহিতে লাগিলেন; ইন্দ্রপত্নি! দুরাচার নহুষ আপনাকে কামনা করিতেছে, সে কুপিত হইয়া আমাদিগকে বলিল শচীকে এখানে শীঘ্র প্রেরণ কর; দেবি! আমরা তাহাকে ইন্দ্র করিয়া তাহারই অধীন হইয়াছি, অতএব এক্ষণে আমরা কি করিব ॥ ৫৭—৫৯ ॥ ইন্দ্রপত্নী শচী তাঁহাদিগের সেই বচন শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুর্মনা হইলেন এবং বৃহস্পতিকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি আপনার শরণাগত হইলাম,

বৃহস্পতিরুবাচ।

ন ভেতব্যং ত্বয়া দেবি! নহুষাৎ পাপমোহিতাৎ।
ন ত্বাং দাস্যাম্যহং বৎসে! ত্যক্ত্বা ধর্ম্মং সনাতনম্॥ ৬১॥
শরণাগতমার্ত্তঞ্চ যো দদাতি নরাধমঃ।
স এব নরকং যাতি যাবদাভূতসংপ্লবম্।
স্বস্থা ভব পৃথুশ্রোণি! ন ত্যক্ষ্যে ত্বাং কদাচন॥ ৬২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে ইন্দ্রস্য গুপ্তবাসকথনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

ত্বৎপ্রদানে দোষমাহ শরণাগতমিতি॥ ৬২॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

আমাকে দুরাচার নহুষের হস্ত হইতে রক্ষা করুন॥ ৬০॥ তখন বৃহস্পতি কহিলেন, দেবি! পাপমোহিত নহুষ হইতে তুমি ভয় করিওনা; বৎসে! সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমি তোমাকে নহুষের হস্তে প্রদান করিব না॥ ৬১॥ যে নরাধম শরণাগত কাতর ব্যক্তিকে পরহস্তে পরিত্যাগ করে সে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত দুর্ব্বিপাক নরকভোগ করে সন্দেহ নাই; নিতম্বিনি! তুমি সুস্থ হও আমি তোমাকে কদাচই পরিত্যাগ করিব না॥ ৬২॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে ইন্দ্রের গুপ্তবাস কথন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

—০০৩০৩০—

ব্যাস উবাচ ।

নহুষস্ত্বথ তাং শ্রুত্বা গুরোস্তু শরণং গতাম্ ।
চুক্রোধ স্মরবাণার্ত্তস্তমাঙ্গিরসমাশু বৈ ॥ ১ ॥
দেবানাহাঙ্গিরাসূনুর্হন্তব্যোঽয়ং ময়া কিল ।
ইতীন্দ্রাণীং গৃহে মূঢ়ো রক্ষতীতি ময়া শ্রুতম্ ॥ ২ ॥
ইতি তং কুপিতং দৃষ্ট্বা দেবাঃ সর্ষিপুরোগমাঃ ।
অব্রুবন্নহুষং ঘোরং সামপূর্ব্বং বচস্তদা ॥ ৩ ॥
ক্রোধং সংহর রাজেন্দ্র ! ত্যজ পাপমতিং প্রভো ! ।
নিন্দন্তি ধর্ম্মশাস্ত্রেষু পরদারাভিমর্শনম্ ॥ ৪ ॥
শক্রপত্নী সদা সাধ্বী জীবমানে পতৌ পুনঃ ।
কথমন্যং পতিং কুর্য্যাৎ সুভগাতিপতিব্রতা ॥ ৫ ॥
ত্রিলোকীশস্ত্বমধুনা শাস্তা ধর্ম্মস্য বৈ বিভো ! ।
ত্বাদৃশোঽধর্ম্মমাতিষ্ঠেত্তদা নশ্যেৎ প্রজা ধ্রুবম্ ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈকসপ্তত্যা শ্লোকানাং নহুষে নৃপে ।
শচ্যাসক্তমতৌ সা তু দেবীচিন্তাং চকার হ ।
দেবীপ্রসাদতশ্চেন্দ্রং দদর্শ চ শচী ততঃ ॥

বৃহস্পতিনাভয়ে দত্তে তদুত্তরং জাতং বৃত্তমাহ নহুষ ইতি। আঙ্গিরসং বৃহস্পতিম্ ॥ ১ ॥
ইতীত্যস্যাহেত্যনেনান্বয়ঃ। কুতো হন্তব্য ইত্যত্র হেতুমাহ গৃহে মূঢ়স্তাং রক্ষতীতি।
ইতি হেতোরিতি শেষঃ ॥ ২—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! ইন্দ্রপত্নী দেবগুরুর শরণাপন্ন হইয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া নহুষরাজ বৃহস্পতির প্রতি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন এবং দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ ! আমি শুনিয়াছি সেই মূঢ় অঙ্গিরার পুত্রই ইন্দ্রাণীকে আপন গৃহে রক্ষা করিয়াছে, অতএব আমি তাহাকে শীঘ্রই নিহত করিব ॥ ১—২ ॥ দেবগণ ও ঋষিগণ তখন তাহাকে এইরূপে প্রকুপিত দেখিয়া সেই ভীষণমূর্ত্তি নহুষকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক কহিলেন ॥৩॥ রাজেন্দ্র ! আপনি ক্রোধ পরিহার করুন ; প্রভো ! এক্ষণে এ পাপমতি পরিত্যাগ করুন ; দেখুন, ঋষিগণ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই পরদার গমনকে গুরুতর পাপ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ আপনি বিবেচনা করুন পুলোমনন্দিনী সতত্তই সাধ্বী সুশীলা ও পতিব্রতা ; পতিবিদ্যমানে কিরূপে পুনর্ব্বার অন্যপতি গ্রহণ করিবেন ? ॥ ৫ ॥ প্রভো ! আপনি এক্ষণে ত্রিভুবনের

সর্ব্বথা প্রভুণা কার্য্যং শিষ্টাচারস্য রক্ষণম্।
বারমুখ্যাশ্চ শতশো বর্ত্তন্তেঽত্র শচীসমাঃ ॥ ৭ ॥
রতিস্তু কারণং প্রোক্তং শৃঙ্গারস্য মহাত্মভিঃ।
রসহানির্ব্বলাৎকারে কৃতে সতি তু জায়তে ॥ ৮ ॥
উভয়োঃ সদৃশং প্রেম যদি পার্থিবসত্তম!।
তদা বৈ সুখসম্পত্তিরুভয়োরুপজায়তে ॥ ৯ ॥
তস্মাদ্ভাবমিমং মুঞ্চ পরদারাভিমর্শনে।
সদ্ভাবং কুরু দেবেন্দ্রপদং প্রাপ্তোঽস্যনুত্তমম্ ॥ ১০ ॥
ঋদ্ধিক্ষয়স্তু পাপেন পুণ্যেনাতিবিবর্দ্ধনম্।
তস্মাৎ পাপং পরিত্যজ্য সম্মতিং কুরু পার্থিব! ॥ ১১ ॥

নহুষ উবাচ।

গৌতমস্য যদা ভুক্তা দারাঃ শক্রেণ দেবতাঃ!।
বাচস্পতেস্তু সোমেন ক যূয়ং সংস্থিতাস্তদা ॥ ১২ ॥

প্রজা ধ্রুবমিতি। যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জন ইতি ন্যায়াত্বং দেবরাজোঽপি সন্ পরদারলম্পটশ্চেৎ সর্ব্বেঽপি পরদারলম্পটা ভবেয়ুরিত্যর্থঃ ॥ ৬—১১ ॥

দেবতা ইতি সম্বোধনান্তম্। সোমেন চন্দ্রেণ তু বাচস্পতের্গুরোর্দ্দারা ভুক্তা ইত্যন্বয়ঃ। তদা যূয়ং ধর্ম্মজ্ঞাঃ ক স্থিতাস্তস্মিন্ সময়ে তয়োরুপদেশঃ কিমিতি ভবদ্ভির্ন কৃত ইতি ভাবঃ ॥ ১২—১৩ ॥

অধিপতি সুতরাং ধর্ম্মের রক্ষক হইয়াছেন; অতএব, আপনার সদৃশ ব্যক্তি যদি অধর্ম্মাচরণ করেন তাহা হইলে সমস্ত প্রজাই বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৬ ॥ সর্ব্বদা শিষ্টাচারের রক্ষা করাই প্রভুগণের একান্ত কর্ত্তব্য। আর দেখুন, এই স্বর্গলেকে শচীর সমান সুন্দরী অনেক বারনারী বিদ্যমান আছে আপনি তাহাদের দ্বারা ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করুন ॥ ৭ ॥ মহাত্মাগণ পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগকেই শৃঙ্গাররসের কারণ কহিয়া থাকেন, অতএব বলাৎকার দ্বারা রসের হানিই হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥ হে পার্থিবোত্তম! যদি উভয়ের প্রেম সদৃশ হয় তবেই তাহাতে উভয়েরই সুখ সম্পত্তির উৎপত্তি হইতে পারে। রাজন্! আপনি এক্ষণে ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন অতএব এই পরদারাভিমর্শণরূপ কলুষিত ভাব পরিহার করিয়া সাধু ভাবের উদয় করুন ॥ ৯—১০ ॥ পাপ দ্বারা সমৃদ্ধি বিনাশ পায় এবং পুণ্যদ্বারা সমৃদ্ধির অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া থাকে; অতএব হে পার্থিব! আপনি কলুষভাব পরিত্যাগ করিয়া চিত্তকে সৎপথে আনয়ন করুন ॥ ১১ ॥

নহুষ কহিলেন, দেবগণ! ইন্দ্র যখন গৌতমের দার হরণ করে, চন্দ্র যখন বৃহস্পতির পত্নী তারাকে হরণ করে, তখন তোমরা কোথায় ছিলে? দেখ, পরকে উপদেশ প্রদান

পরোপদেশে কুশলাঃ প্রভবন্তি নরাঃ কিল।
কর্ত্তা চৈবোপদেষ্টা চ দুর্ল্লভঃ পুরুষো ভবেৎ ॥ ১৩ ॥
মামাগচ্ছতু সা দেবী হিতং স্যাদদ্ভুতং হি বঃ।
এতস্যাঃ পরমং দেবাঃ! সুখমেবং ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥
অন্যথা ন হি তুষ্যেঽহং সত্যমেতদ্‌ব্রবীমি বঃ।
বিনয়াদ্বা বলাদ্বাপি তামাশু প্রাপয়ন্ত্বিহ ॥ ১৫ ॥
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা দেবাশ্চ মুনয়স্তথা।
তমূচুশ্চাতিসন্ত্রস্তা নহুষং মদনাতুরম্ ॥ ১৬ ॥
ইন্দ্রাণীমানয়িষ্যামঃ সামপূর্ব্বং তবান্তিকম্।
ইত্যুক্ত্বা তে তদা জগ্মুর্বৃহস্পতিনিকেতনম্ ॥ ১৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

তে গত্বাঙ্গিরসঃ পুত্রং প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সুরাঃ।
জানীমঃ শরণং প্রাপ্তামিন্দ্রাণীং তব বেশ্মনি ॥ ১৮ ॥
সা দেয়া নহুষায়াদ্য বাসবোঽসৌ কৃতো যতঃ।
বৃণোত্বিয়ং বরারোহা পতিত্বে বরবর্ণিনী ॥ ১৯ ॥

এতস্যা ইন্দ্রাণ্যাঃ সুখমিত্যন্বয়ঃ ॥ ১৪—১৭ ॥
অঙ্গিরসঃ পুত্রং বৃহস্পতিম্ ॥ ১৮—২১ ॥

করিতে অনেকেই কুশল ও সমর্থ হয় কিন্তু স্বয়ং কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া পরের প্রতি সেইরূপ উপদেশ প্রদান করিতে পারে এরূপ পুরুষ অত্যন্ত দুর্লভ ॥ ১২—১৩ ॥ দেবগণ! সেই গুণবতী দেবী আমার নিকট আগমন করুক ইহাতে তোমাদের পরম হিত সাধন হইবে এবং সেই দেবীরও পরম সুখলাভ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১৪ ॥ আমি তোমাদিগকে সত্য করিয়া বলিতেছি অন্য কোনও প্রকারে আমি সন্তুষ্ট হইব না; বিনয়েই হউক বা বলেই হউক তোমরা সত্বর ইন্দ্রাণীকে এখানে আনয়ন কর ॥ ১৫ ।

তখন দেবগণ ও মুনিগণ মদনবাণে প্রপীড়িত নহুষরাজের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং তাহাকে কহিলেন, "আমরা কোমলভাবে সম্মত করিয়া ইন্দ্রাণীকে আপনার নিকট আনয়ন করিব।" তাঁহারা নহুষকে এই বলিয়া বৃহস্পতির নিকেতনে গমন করিলেন ॥ ১৬—১৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! দেবগণ বৃহস্পতির ভবনে গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, গুরো! ইন্দ্রাণী আপনার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা আমরা অবগত আছি। অদ্য তাঁহাকে নহুষরাজকে প্রদান করিতে হইবে, যেহেতু আমরা সকলে মিলিয়াই

বৃহস্পতিঃ সুরানাহ তচ্ছ্রুত্বা দারুণং বচঃ।
নাহং ত্যক্ষ্যে তু পৌলোমীং সতীঞ্চ শরণাগতাম্ ॥ ২০ ॥

দেবা ঊচুঃ।

উপায়োঽন্যঃ প্রকর্ত্তব্যো যেন সোঽদ্য প্রসীদতি।
অন্যথা কোপসংযুক্তো দুরারাধ্যো ভবিষ্যতি ॥ ২১ ॥

গুরুরুবাচ।

তত্র গত্বা শচী ভূপং প্রলোভ্য বচসা ভৃশম্।
করোতু সময়ং বালা পতিং জ্ঞাত্বা মৃতং ভজে ॥ ২২ ॥
ইন্দ্রে জীবতি মে কান্তে কথমন্যং করোম্যহম্।
অন্বেষণার্থং গন্তব্যং ময়া তস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৩ ॥
ইতি সা সময়ং কৃত্বা বঞ্চয়িত্বা চ ভূপতিম্।
ভর্ত্তুরানয়নে যত্নং করোতু মম বাক্যতঃ ॥ ২৪ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য তে সর্ব্বে বৃহস্পতিপুরোগমাঃ।
নহুষং সহিতা জগ্মুরিন্দ্রপত্ন্যা দিবৌকসঃ ॥ ২৫ ॥

কোঽসাবুপায়ঃ কর্ত্তব্য ইতি চেত্তমুপায়ং স্বয়মেবাহ তত্র গত্বেতি। পতিমিন্দ্রং মৃতং জ্ঞাত্বা ভজে ভজিষ্যে। বর্ত্তমানসামীপ্যে ভবিষ্যতি লট্। ইতি সময়ং করোত্বিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

মে মৎস্বামিনীন্দ্রে ইত্যন্বয়ঃ। নমু পতির্মৃত ইতি জ্ঞানং কথং ভবিষ্যতীতি চেন্ময়ান্বেষণার্থং গন্তব্যং তদা ভবিষ্যতীত্যাশয়েনাহ অন্বেষণার্থমিতি ॥ ২৩—২৪ ॥

ইন্দ্রপত্ন্যা সহিতা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২৫ ॥

তাঁহাকে ইন্দ্রত্বপদে বরণ করিয়াছি। গুরো! এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বরবর্ণিনী এক্ষণে তাঁহাকে বরণ করুন ॥ ১৮—১৯ ॥

বৃহস্পতি দেবগণের সেই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, দেবগণ! এই পতিব্রতা সতী এক্ষণে আমার শরণাগত হইয়াছেন অতএব আমি কদাচই ইহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না ॥ ২০ ॥

দেবগণ কহিলেন, গুরো! আপনি যদি শচীকে পরিত্যাগ না করেন তবে এক্ষণে যাহাতে নহুষরাজ প্রসন্ন হন এরূপ কোনও উপায় করুন নতুবা তিনি কুপিত হইলে কিছুতেই তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে পারা যাইবে না ॥ ২১ ॥ বৃহস্পতি কহিলেন, দেবগণ! শচী এক্ষণে তথায় গমন পূর্ব্বক নহুষ নৃপতিকে বাক্য দ্বারা প্রলোভিত করিয়া এইরূপ নিয়ম করুক যে, "পতির বিনাশ অবগত হইলে তৎপরে আপনাকে ভজনা করিব" ॥ ২২ ॥ আমার পতি ইন্দ্র জীবিত থাকিতে কিরূপে অন্য পতি গ্রহণ করিব? অতএব এক্ষণে আমি সেই মহাত্মার অনুসন্ধানার্থ গমন করিব ॥ ২৩ ॥ শচী আমার বাক্যানুসারে এইরূপ নিয়ম বন্ধন পূর্ব্বক

তানাগতান্ সমীক্ষ্যাহ তদা কৃত্রিমবাসবঃ।
জহর্ষ চ মুদা যুক্তস্তাং বীক্ষ্য মুদিতোঽব্রবীৎ ॥ ২৬ ॥
অদ্যাস্মি বাসবঃ কান্তে! ভজ মাং চারুলোচনে!।
পতিত্বে সর্ব্বলোকস্য পূজ্যোঽহং বিহিতঃ সুরৈঃ ॥ ২৭ ॥
ইত্যুক্তা সা নৃপং প্রাহ বেপমানা ত্রপাযুতা।
বরমিচ্ছাম্যহং রাজংস্ত্বত্তঃ প্রাপ্তুং সুরেশ্বর! ॥ ২৮ ॥
কিঞ্চিৎ কালং প্রতীক্ষস্ব যাবৎ কুর্ব্বে বিনির্ণয়ম্।
ইন্দ্রোঽস্তীতি ন বাস্তীতি সন্দেহো মে হৃদি স্থিতঃ ॥ ২৯ ॥
ততস্ত্বাং সমুপস্থাস্যে কৃত্বা নিশ্চয়মাত্মনি।
তাবৎ ক্ষমস্ব রাজেন্দ্র! সত্যমেতদ্ব্রবীমি তে।
ন হি বিজ্ঞায়তে শক্রো নষ্টঃ কিং বা ক বা গতঃ ॥ ৩০ ॥
এবমুক্তঃ স ইন্দ্রাণ্যা নহুষঃ প্রীতিমানভূৎ।
ব্যসর্জ্জয়ৎ স তাং দেবীং তথেত্যুক্ত্বা মুদান্বিতঃ ॥ ৩১ ॥

কৃত্রিমবাসবো নহুষঃ ॥ ২৬—২৮ ॥
মে হৃদি স্থিতঃ সন্দেহস্তস্য নির্ণয়ং যাবৎ কুর্ব্বে ইত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩১ ॥

সেই ভূপতিকে বঞ্চনা করিয়া পতির আনয়নের নিমিত্ত যত্ন করুক ॥ ২৪ ॥ মহারাজ! অনন্তর বৃহস্পতি প্রভৃতি সকল দেবগণই এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া ইন্দ্রাণীর সহিত নহুষের নিকট গমন করিলেন ॥ ২৫ ॥ তখন কৃত্রিম বাসব নহুষ, তাঁহাদিগকে আগত দেখিয়া হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া আনন্দসহকারে ইন্দ্রাণীকে অবলোকন করিয়া কহিতে লাগিলেন, কান্তে! অদ্য আমি যথার্থই বাসব হইলাম, হে চারুলোচনে! তুমি আমাকে পতিরূপে ভজনা কর, দেখ সুরগণ এক্ষণে আমাকে সর্ব্বলোকেরই আরাধ্য করিয়াছেন ॥ ২৬—২৭ ॥

নহুষ এইরূপ বলিলে পর শচীদেবী অতিশয় লজ্জিত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে নৃপতিকে কহিলেন, সুরেশ্বর! আমি আপনার নিকট হইতে একটি বরলাভ করিবার বাসনা করিতেছি। 'ইন্দ্র জীবিত আছেন কি না' আমি যে পর্য্যন্ত, ইহার নির্ণয় করিতে না পারি আপনি সেই কিঞ্চিৎকালমাত্র প্রতীক্ষা করুন। তিনি আছেন কি নাই এইরূপ সন্দেহ আমার হৃদয়ে অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ২৮—২৯ ॥ রাজেন্দ্র! যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি এ বিষয়ের কোনও স্থিরতা সম্পাদন করিতে না পারি আপনি সেই পর্য্যন্ত আমাকে ক্ষমা করুন; আমি আপন মনে ইহার নিশ্চয় করিয়া তদনন্তর আপনাকে ভজনা করিব ইহা সত্য বলিতেছি জানিবেন, ফলত শক্র এক্ষণে নষ্ট হইলেন কি স্থানান্তরে গমন করিলেন তাহার কিছুই জানা যাইতেছে না ॥৩০॥ শচীদেবী এইরূপ বলিলে পর নহুষ অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাহাই হউক এই বলিয়া আনন্দিতচিত্তে তাঁহাকে বিদায় দিলেন ॥ ৩১ ॥

সা বিসৃষ্টা নৃপেণাশু গত্বা প্রাহ সুরান্‌ সতী।
ইন্দ্রস্যাগমনে যত্নং কুরুতাদ্য কৃতোদ্যমাঃ ॥ ৩২ ॥
শ্রুত্বা তদ্বচনং দেবা ইন্দ্রাণ্যা রসবচ্ছুচি।
মন্ত্রয়ামাসুরেকাগ্রাঃ শক্রার্থং নৃপসত্তম ! ॥ ৩৩ ॥
তে গত্বা বৈষ্ণবং ধাম তুষ্টুবুঃ পরমেশ্বরম্‌।
আদিদেবং জগন্নাথং শরণাগতবৎসলম্‌ ॥ ৩৪ ॥
ঊচুশ্চৈবং সমুদ্বিগ্না বাক্যং বাক্যবিশারদাঃ।
দেবদেবঃ সুরপতির্ব্রহ্মহত্যাপ্রপীড়িতঃ ॥ ৩৫ ॥
অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং ক্বাপি তিষ্ঠতি বাসবঃ।
ত্বদ্ধিয়া নিহতে বিপ্রে ব্রহ্মহত্যাবৃতঃ প্রভো ! ॥ ৩৬ ॥
ত্বং গতিস্তস্য ভগবন্নস্মাকঞ্চ তথৈব হি।
ত্রাহি নঃ পরমাপন্নান্মোক্ষং তস্য বিনির্দ্দিশ ॥ ৩৭ ॥
দেবানাং বচনং শ্রুত্বা কাতরং বিষ্ণুরব্রবীৎ।
যজতামশ্বমেধেন শক্রঃ পাপনিবৃত্তয়ে ॥ ৩৮ ॥
পুণ্যেন হয়মেধেন পাবিতঃ পাকশাসনঃ।
পুনরেষ্যতি দেবানামিন্দ্রত্বমকুতোভয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

(সা বিসৃষ্টেতি। ইন্দ্রস্যাগমনার্থং সত্বরং যতনীয়ত্বাদাশুগমনং বোধ্যম্‌ ॥ ৩২—৩৯ ॥)

পতিব্রতা শচী তাঁহার নিকট হইতে বিদায় প্রাপ্ত হইয়া সত্বর গমন পূর্ব্বক সুরগণকে কহিলেন, আপনারা ইন্দ্রের আনয়নের নিমিত্ত উদ্যোগ ও বিশেষরূপ যত্ন করুন ॥ ৩২ ॥ রাজেন্দ্র ! দেবগণ ইন্দ্রাণীর সেই শ্রবণ-মনোহর পবিত্র বাক্য শ্রবণ করিয়া একাগ্রচিত্তে ইন্দ্রের আনয়ন নিমিত্ত মন্ত্রণা করিলেন ॥ ৩৩ ॥ অনন্তর, তাঁহারা বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া, শরণাগতবৎসল আদিদেব জগন্নাথ পরমেশ্বর বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ বাক্যবিশারদ দেবগণ সমুদ্বিগ্নচিত্তে বিষ্ণুকে কহিলেন, প্রভো ! দেবদেব সুরপতি বাসব ব্রহ্মহত্যা পাপে প্রপীড়িত, এক্ষণে তিনি সমস্ত ভূতগণের অদৃশ্য হইয়া কোন স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। প্রভো ! তিনি আপনারই বুদ্ধিকৌশলে বিপ্রবর বৃত্রকে বিনাশ করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপে অভিভূত হইয়াছেন ॥ ৩৫—৩৬ ॥ হে বিভো ! আপনিই তাঁহার এবং আমাদিগের একমাত্র গতি, আমরা এক্ষণে পরম আপদে পতিত হইয়াছি আপনি এই বিপদ মোচনের এবং ইন্দ্রের মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করুন ॥ ৩৭ ॥

দেবগণের সেই কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু বলিলেন, ইন্দ্র পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন ॥ ৩৮ ॥ তাহা হইলে ইন্দ্র এই পাপবিনাশক যজ্ঞ দ্বারা

হয়মেধেন সন্তুষ্টা দেবী শ্রীজগদম্বিকা।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি নাশয়িষ্যত্যসংশয়ম্ ॥ ৪০ ॥
যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ পাপজালং বিনশ্যতি।
কিং পুনর্বাজিমেধেন তৎপ্রীত্যর্থং কৃতেন চ ॥ ৪১ ॥
ইন্দ্রাণী কুরুতাং নিত্যং ভগবত্যাঃ প্রপূজনম্।
আরাধনং শিবায়াস্তু সুখকারি ভবিষ্যতি ॥ ৪২ ॥
নহুষোঽপি জগন্মাতুর্মায়য়া মোহিতঃ কিল।
বিনাশং স্বকৃতেনাশু গমিষ্যত্যেনসা সুরাঃ ! ॥ ৪৩ ॥
পাবিতশ্চাশ্বমেধেন তুরাষাড়পি বৈভবম্।
প্রাপ্স্যত্যচিরকালেন স্বমাসনমনুত্তমম্ ॥ ৪৪ ॥
তে তু শ্রুত্বা শুভাং বাণীং বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
জগ্মুস্তং দেশমনিশং যত্রাস্তে পাকশাসনঃ ॥ ৪৫ ॥
তমাশ্বাস্য সুরাঃ শক্রং বৃহস্পতিপুরোগমাঃ।
কারয়ামাসুরখিলং হয়মেধং মহাক্রতুম্ ॥ ৪৬ ॥

হয়মেধঃ কিং দেবতোদ্দেশেন কর্ত্তব্যস্তত্রাহ হয়মেধেন সন্তুষ্টেতি। শ্রীদেবীপ্রীত্যর্থমশ্বমেধঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

কৈমুতিকন্যায়েনাহ যস্যাঃ স্মরণমাত্রেণেতি ॥ ৪১ ॥

ইতীন্দ্রকর্ত্তব্যমুক্ত্বা শচীকর্ত্তব্যমাহ ইন্দ্রাণীতি। কুরুতান্নিত্যমিতি ॥ ৪২ ॥

এনসা পাপেন ॥ ৪৩—৪৪ ॥

জগ্মুস্তং দেশমিতি পূর্ব্বং দেবৈর্জ্ঞাত এব দেশো নহুষভয়াৎ প্রকটীকৃতোঽথবা তস্মিন্ সময়ে বহুতরং শোধং কৃত্বা তং দেশং জগ্মুরিতিবার্থঃ কর্ত্তব্যঃ ॥ ৪৫—৪৭ ॥

পবিত্র হইয়া অকুতোভয়ে পুনর্ব্বার ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই ॥ ৩৯ ॥ বিশেষত অশ্বমেধযজ্ঞ করিলে জগদম্বিকা দেবী সন্তুষ্ট হইয়া তাহার ব্রহ্মহত্যাদি সমস্ত পাপ বিনষ্ট করিবেন নিশ্চয় জানিবে ॥৪০॥ দেখ, যাঁহার স্মরণ মাত্রেই পাপরাশি বিনষ্ট হয়, অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা যদি তাঁহার প্রীতিসাধন করা হয় তাহা হইলে তদ্দ্বারা যে ঘোরতর পাপও বিনষ্ট হইবে তাহাতে আর সংশয় কি ? ॥ ৪১ ॥ আর ইন্দ্রাণী নিত্য নিত্য ভগবতীর পূজা করুক তাহা হইলে সেই মঙ্গলময়ীর আরাধনা দ্বারা অবশ্যই সুখলাভ হইবে ॥ ৪২ ॥ বিশেষতঃ নহুষও সেই জগন্মাতার মায়ায় মোহিত হইয়া নিজকৃত পাপ দ্বারা অতি শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৪৩ ॥ আর শতক্রতুও অশ্বমেধ দ্বারা পবিত্র হইয়া অচিরেই স্বীয় আসনরূপ পরমবৈভব প্রাপ্ত হইবেন ॥৪৪॥ রাজন্ ! অমরগণ অমিততেজা বিষ্ণুর কল্যাণদায়িনী মনোহারিণী সেই বাণী শ্রবণ করিয়া যেখানে পাকশাসন অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন ॥ ৪৫ ॥ বৃহস্পতি প্রভৃতি সুরগণ, দুর্দ্দশাপন্ন দেবেন্দ্রকে আশ্বাসিত করিয়া

বিভজ্য ব্রহ্মহত্যাস্তু বৃক্ষেষু চ নদীষু চ।
পর্ব্বতেষু পৃথিব্যাঞ্চ স্ত্রীষু চৈবাক্ষিপদ্বিভুঃ ॥ ৪৭ ॥
তাং বিসৃজ্য চ ভূতেষু বিপাপঃ পাকশাসনঃ।
বিজ্বরঃ সমভূদ্ভূয়ঃ কালাকাঙ্ক্ষী স্থিতো জলে ॥ ৪৮ ॥
অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং পদ্মনালে ব্যতিষ্ঠত ॥ ৪৯ ॥
দেবাস্তু নির্গতাঃ স্থানে কৃত্বা কার্য্যং তদদ্ভুতম্।
পৌলোমী তু গুরুম্প্রাহ দুঃখিতা বিরহাকুলা ॥ ৫০ ॥
কৃতযজ্ঞোঽপি মে ভর্ত্তা কিমদৃশ্যঃ পুরন্দরঃ।
কথং দ্রক্ষ্যে প্রিয়ং স্বামিংস্তমুপায়ং বদস্ব মে ॥ ৫১ ॥
বৃহস্পতিরুবাচ।
ত্বমারাধয় পৌলোমি! দেবীং ভগবতীং শিবাম্।
দর্শয়িষ্যতি তে নাথং দেবী বিগতকল্মষম্ ॥ ৫২ ॥

কালাকাঙ্ক্ষী উদয়কালং প্রতীক্ষমাণো নহুষভয়াদ্যস্মিন্ স্থলেঽশ্বমেধঃ কৃতস্তৎ স্থলং পরিত্যজ্য দেবানামপ্যগোচরে ক্বচিজ্জলে পদ্মনালে কস্মিংশ্চিদ্ব্যতিষ্ঠত স্থিতবানিত্যর্থঃ। অতএব স বাসব ইন্দ্রাণ্যা ন জ্ঞাত ইতি বক্ষ্যমাণগ্রন্থেন ন বিরোধঃ। অন্যথা দেবৈর্জ্ঞাতত্বাদিন্দ্রাণ্যা জ্ঞাত এবেতি তদ্বিরোধঃ স্যাদেবেতি ॥ ৪৮—৪৯ ॥
স্থানে স্বস্থানে দেবা গতা ইত্যর্থঃ॥ ৫০ ॥
কিমদৃশ্য ইতি। যজ্ঞকালে প্রকটো জাতঃ পুনঃ কথমদৃশ্যো জাত ইত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫২ ॥

সম্পূর্ণরূপে মহাযজ্ঞ অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করাইলেন ॥ ৪৬ ॥ তখন দেবপ্রভু ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপকে বিভাগ করিয়া বৃক্ষ, নদী ও পর্ব্বত সমূহে, স্ত্রীসকলে এবং পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৭ ॥ এইরূপে ভূত সমূহে ব্রহ্মহত্যা পাপ বিসর্জ্জন করিয়া পাকশাসন পুনর্ব্বার বিগতপাপ ও বিজ্বর হইয়া কালের আগমন প্রতীক্ষায় সেই জলমধ্যেই সর্ব্বভূতের অদৃশ্য হইয়া পদ্মনালে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮—৪৯ ॥ দেবগণ, সেই অদ্ভুত কার্য্য সমাধান পূর্ব্বক সেই স্থান হইতে নির্গত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। তখন বিরহাকুলা পুলোমনন্দিনী অতিশয় দুঃখিত হইয়া দেবগুরু বৃহস্পতিকে বলিলেন, প্রভো! আমার স্বামী পুরন্দর অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াও কি নিমিত্ত অদৃশ্য রহিয়াছেন? আমি তাঁহাকে কিরূপে দেখিতে পাইব আপনি আমাকে তাহার উপায় বলুন ॥ ৫০—৫১ ॥

বৃহস্পতি কহিলেন, দেবি! তুমি কল্যাণময়ী ভগবতীর আরাধনা কর, তাহা হইলে তিনিই তোমার পতিকে নিষ্পাপ করিয়া তোমাকে দেখাইবেন ॥ ৫২ ॥ সেই জগদ্ধাত্রী

আরাধিতা জগদ্ধাত্রী নহুষং বারয়িষ্যতি ।
মোহয়িত্বা নৃপং স্থানাৎ পাতয়িষ্যতি চাম্বিকা ॥ ৫৩ ॥
ইত্যুক্তা সা তদা তেন পুলোমতনয়া নৃপ ! ।
জগ্রাহ মন্ত্রং বিধিবদ্‌গুরোর্দ্দেব্যাঃ সসাধনম্ ॥ ৫৪ ॥
বিদ্যাং প্রাপ্য গুরোর্দ্দেবী দেবীং শ্রীভুবনেশ্বরীম্ ।
সম্যগারাধয়ামাস বলিপুষ্পার্চ্চনৈঃ শুভৈঃ ॥ ৫৫ ॥
ত্যক্তান্যভোগসম্ভারা তাপসীবেশধারিণী ।
চকার পূজনং দেব্যাঃ প্রিয়দর্শনলালসা ॥ ৫৬ ॥
কালেন কিয়তা তুষ্টা প্রত্যক্ষং দর্শনং দদৌ ।
সৌম্যরূপধরা দেবী বরদা হংসবাহিনী ॥ ৫৭ ॥

কেবলং দর্শনেনাপি কিং ফলম্ যদি তস্য রাজ্যপ্রাপ্তির্ন স্যাত্তস্মাত্তস্য রাজ্যপ্রাপ্ত্যুপায়মপি বদেত্যভিপ্রায়ং শচ্যা জানন্নাহ আরাধিতেতি। পাতয়িষ্যতীতি। তত ইন্দ্রস্য রাজ্যপ্রাপ্তির্ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

পুলোমতনয়া শচী গুরোঃ সকাশাৎ সসাধনং মন্ত্রং সিদ্ধিসাধনসহিতং মন্ত্রং বিধিবদ্দীক্ষয়োক্তবিধিনা জগ্রাহেত্যর্থঃ। সাধনন্তু ঋষ্যাদিন্যাসাদিপুরশ্চরণান্তং মন্ত্রং কল্পোক্তং গ্রাহ্যম্ ॥ ৫৪ ॥

কোঽসৌ মন্ত্রো গৃহীত ইতি চেত্তত্রাহ বিদ্যামিতি। শ্রীভুবনেশ্বরীং মহাবিদ্যাং প্রাপ্যেত্যন্বয়ঃ। হৃল্লেখাত্মকশ্রীভুবনেশ্বরীমন্ত্রং প্রাপ্যেত্যর্থঃ। অয়ঞ্চ মন্ত্রঃ সর্ব্বমন্ত্রোত্তমোত্তমঃ। মুখ্যত্বেন মায়াবাশষ্টব্রহ্মপ্রতিপাদকত্বাদতএবৈতন্মন্ত্রস্যৈব মায়াবীজশক্তিবীজপ্রকৃতিবীজদেবাপ্রণবেত্যাদয়ঃ সংজ্ঞাঃ। স্পষ্টীকৃতং চৈতদ্বিস্তরেণ সপ্রমাণমস্মাভিঃ শক্তিতত্ত্ববিমর্শিন্যাম্। মন্ত্রশাস্ত্রবিদাং বৈদিকানামুপনিষত্তাগবিদাঞ্চ স্পষ্টমেবৈতৎ ॥ ৫৫ ॥

ত্যক্তেতি। পুরশ্চরণোক্তব্রতপরা ভূত্বেত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

হংসবাহিনীত্যনেন ভুবনেশ্বর্য্যা হংসো বাহনমস্তীতি বোধিতম্ ॥ ৫৭ ॥

অম্বিকার আরাধনা করিলে তিনিই নহুষ নৃপতিকে অন্যায় কার্য্য হইতে বিরত করিবেন এবং তিনিই তাহাকে মায়াজালে বিমোহিত করিয়া স্বর্গপদ হইতে নিপাতিত করিবেন ॥ ৫৩ ॥ রাজন্ ! বৃহস্পতি এইরূপ বলিলে পর পুলোমতনয়া তাহার নিকট হইতে দেবীর সিদ্ধিসাধন-সমন্বিত মন্ত্র গ্রহণ করিলেন ॥ ৫৪ ॥ শচীদেবী গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র লাভ করিয়া, বলি ও পুষ্পপ্রভৃতি উপহারসামগ্রী দ্বারা শ্রীদেবী ভুবনেশ্বরীর সম্যক্‌রূপে আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥৫৫॥ ইন্দ্রাণী পতির দর্শনলালসায় সম্ভোগ্য বস্তু সমূহ পরিহার ও তাপসীর বেশ ধারণ করিয়া দেবীর পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥ কিছুকাল গত হইলে সেই দেবী পরিতুষ্টা হইয়া প্রশান্ত মূর্ত্তিতে হংসপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক ইন্দ্রাণীকে বরপ্রদান করিবার নিমিত্ত তাহার সমক্ষে আবির্ভূতা হইলেন ॥৫৭॥ তৎকালে তাঁহার অঙ্গকান্তি কোটি

কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশা চন্দ্রকোটিসুশীতলা।
বিদ্যুৎকোটিসমানাভা চতুর্ব্বেদসমন্বিতা ॥ ৫৮ ॥
পাশাঙ্কুশাভয়বরান্ দধতী নিজবাহুভিঃ।
আপাদলম্বিনীং স্বচ্ছাং মুক্তামালাঞ্চ বিভ্রতী ॥ ৫৯ ॥
প্রসন্নস্মেরবদনা লোচনত্রয়ভূষিতা।
আব্রহ্মকীটজননী করুণামৃতসাগরা ॥ ৬০ ॥
অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডনায়িকা পরমেশ্বরী।
সৌম্যানন্তরসৈর্যুক্তস্তনদ্বয়বিরাজিতা ॥ ৬১ ॥
সর্ব্বেশ্বরী চ সর্ব্বজ্ঞা কূটস্থাক্ষররূপিণী।
তামুবাচ প্রসন্না সা শক্রপত্নীং কৃতোদ্যমাম্।
মেঘগম্ভীরশব্দেন মুদমাদদতী ভৃশম্ ॥ ৬২ ॥

দেব্যুবাচ।

বরং বরয় সুশ্রোণি ! বাঞ্ছিতং শক্রবল্লভে ! ।
দদাম্যদ্য প্রসন্নাস্মি পূজিতা সুভৃশং ত্বয়া ॥ ৬৩ ॥

কোটিসূর্য্যেত্যাদিনা তেজোবত্ত্বাতিশয়ো দ্যোতিতঃ। চতুর্ব্বেদসমন্বিতেতি। চতুর্দিক্ষু বিদ্যমানৈশ্চতুর্ভির্বেদৈঃ স্তুতিং কুর্ব্বাণ্ডৈঃ সমন্বিতা বেদচতুষ্টয়প্রতিপাদ্যেতি তেন বোধিতম্ ॥৫৮॥

পাশাঙ্কুশেতি। আয়ুধধ্যানং পূর্ব্বমুক্তং ন বিস্মর্ত্তব্যম্। আয়ুধার্থস্তু শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যৈঃ প্রপঞ্চসারে ভুবনেশ্বরীপটলে উক্তঃ। ধাতূ দ্বৌ স্তো রক্ষণব্যাপকার্থাবিত্যাদিগ্রন্থেন সতত এবাবগন্তব্যো নেহ বিতন্যতে। আপাদেতিমুক্তাফলানাং বৈজয়ন্তীমালেত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥ সৌম্যানন্তেতি। সৌম্যাঃ শান্তিদান্ত্যাদয়ো যেঽনন্তরসা মোক্ষদায়কাস্তৈর্যুক্তং পরিপূর্ণং স্তনদ্বয়ং তেন বিরাজিতা অতিপুষ্টস্তনয়োরুৎপ্রেক্ষেয়ম্ ॥ ৬১ ॥

কূটস্থাক্ষরং ব্রহ্ম তদ্রূপিণী ॥ ৬২—৬৩ ॥

কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত হইলেও কোটি কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল ; তাঁহার লাবণ্যছটা কোটি কোটি স্থির সৌদামিনীর ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং মূর্ত্তিমান্ বেদচতুষ্টয় চারি দিকে তাঁহার স্তব করিতে লাগিল ॥ ৫৮ ॥ তাঁহার বাহুচতুষ্টয় পাশ অঙ্কুশ বর ও অভয়দান ভঙ্গিমায় পরিশোভিত, এবং তিনি কণ্ঠদেশ হইতে পদতল পর্য্যন্ত প্রলম্বিনী নির্ম্মল মুক্তামালা ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৫৯ ॥ তাঁহার মুখমণ্ডলে ঈষৎ হাস্য ও প্রসন্নতা বিরাজ করিতেছিল ; সেই করুণাময়ী ত্রিনয়নী কীট অবধি ব্রহ্মপর্য্যন্ত জীবগণের জননী ॥ ৬০ ॥ তাঁহার স্থূলতর স্তন যুগল শান্তি প্রভৃতি অনন্ত পীযূষরসে পরিপূর্ণ ; তিনি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বরী, সর্ব্বেশ্বরী ও পরমেশ্বরী, সর্ব্বজ্ঞান সম্পন্না, কূটস্থিতা অক্ষরসাক্ষিচৈতন্যরূপিণী ; সেই ভুবনেশ্বরী দেবী আরাধন-তৎপরা অমরেশ্বরী শচীকে মেঘগম্ভীর স্বরে তদীয় আনন্দজনক বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৬১—৬২ ॥ শক্রবল্লভে !

বরদাহং সমায়াতা দর্শনং সহজং ন মে ।
অনেককোটিজন্মোত্থপুণ্যপুঞ্জৈর্হি লভ্যতে ॥ ৬৪ ॥
ইত্যুক্তা সা তদা দেবীং তামাহ প্রণতা পুরঃ ।
শক্রপত্নী ভগবতীং প্রসন্নাং পরমেশ্বরীম্ ॥ ৬৫ ॥
বাঞ্ছামি দর্শনং মাতঃ ! পত্যুঃ পরমদুর্লভম্ ।
নহুষাদ্ভয়নাশঞ্চ স্বপদপ্রাপণং তথা ॥ ৬৬ ॥

দেব্যুবাচ ।

গচ্ছ ত্বমনয়া দূত্যা সার্দ্ধং শ্রীমানসং সরঃ ।
যত্র মে মূর্ত্তিরচলা বিশ্বকামাভিধা মতা ॥ ৬৭ ॥
তত্র পশ্যসি শক্রং ত্বং দুঃখিতং ভয়বিহ্বলম্ ।
মোহয়িষ্যামি রাজানং কালেন কিয়তা পুনঃ ॥ ৬৮
স্বস্থা ভব বিশালাক্ষি ! করোমি তব চেপ্সিতম্ ।
ভ্রংশয়িষ্যামি ভূপালং মোহিতং ত্রিদশাসনাৎ ॥ ৬৯ ॥

শক্রপত্নীমুৎসাহয়তি বরদাহং সমায়াতেতি। অনেককোটীতি। তদুক্তমুমাসংহিতায়াং শিবপুরাণে। বক্তুং শক্যং ন তৎ পুণ্যং যেন দেবী প্রদৃশ্যত ইতি ॥ ৬৪ ॥

ইত্যুক্তেতি। দেব্যা উক্তা সা শক্রপত্নী পুরোঽগ্রদেশে প্রণতা সতী তাং দেবীং ভগবতীমাহেত্যন্বয়ঃ ॥ ৬৫—৬৯ ॥

তোমার বাঞ্ছিত বর বরণ কর, আমি তোমার পূজায় অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি, হে সুশ্রোণি ! আমি বর প্রদান করিতে তোমার নিকট আগমন করিয়াছি ; আমার দর্শনলাভ সহজে হয় না, কোটি কোটি জন্মার্জ্জিত পুণ্যপুঞ্জ দ্বারা আমার দর্শন লাভ হয় ॥ ৬৩—৬৪ ॥ তখন দেবীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শক্রপত্নী শচীদেবী সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পুরঃসর সেই প্রসন্না পরমেশ্বরী ভগবতীকে কহিতে লাগিলেন, মাতঃ ! আমি আপনার নিকট হইতে পরম দুর্লভ পতির দর্শন এবং নহুষ নৃপতি হইতে ভয় বিনাশ ও ইন্দ্রের পুনর্ব্বার পদপ্রাপ্তি কামনা করিতেছি ॥ ৬৫—৬৬ ॥

দেবী কহিলেন, সুরেশ্বরি ! তুমি আমার এই দূতীর সহিত মানস সরোবরে গমন কর, সেই স্থানে বিশ্বকামা নামক আমার অচলামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে ॥৬৭॥ শতক্রতু সেই স্থানে মহাদুঃখিত ও ভয়ে বিহ্বল হইয়া অবস্থিতি করিতেছে তুমি দেখিতে পাইবে। আর কিছুকাল মধ্যেই আমি নহুষরাজকে মায়ায় মোহিত করিব ॥৬৮॥ বিশালাক্ষি ! তুমি সুস্থির হও আমি তোমার মনোরথ পরিপূর্ণ করিব, আমি শীঘ্রই সেই ভূপতিকে মোহিত করিয়া সুরসিংহাসন হইতে প্রভ্রংশিত করিব ॥ ৬৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

দেবীদূতী তাং গৃহীত্বা শক্রপত্নীং ত্বরান্বিতা।
প্রাপয়ামাস সান্নিধ্যং স্বপত্যুঃ পরমেশ্বরীম্ ॥ ৭০ ॥
সা দৃষ্ট্বা তং পতিং বালা সুরেশং গুপ্তসংস্থিতম্।
মুদিতাভূদ্বরং বীক্ষ্য বহুকালাভিবাঞ্ছিতম্ ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে শচ্যা ইন্দ্রদর্শনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

তাং শক্রপত্নীং সা দেব্যা দত্তা দূতী গৃহীত্বা স্বপত্যুঃ সান্নিধ্যং প্রাপয়ামাসেত্যন্বয়ঃ। অত্র স্বশব্দেন শচী বিবক্ষিতা পরমেশ্বরীমিতি শক্রপত্নীবিশেষণম্ ॥ ৭০—৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, ভগবতীর দূতী সুরেশ্বরী শক্রপত্নীকে সঙ্গে লইয়া সত্বর তাঁহার পতি ইন্দ্রের সন্নিধানে উপস্থিত করিয়া দিলেন। তখন বালা পুলোমজা গুপ্তভাবে অবস্থিত চিরবাঞ্ছিত স্বীয় কান্ত সুরপতিকে দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন॥ ৭০—৭১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে ইন্দ্রপত্নী কর্ত্তৃক ভগবতীর স্তুতি ও ইন্দ্র-দর্শনবর্ণন নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তাং বীক্ষ্য বিপুলাপাঙ্গীং রহঃ শোকসমন্বিতাম্।
আখণ্ডলঃ প্রিয়াং ভার্য্যাং বিস্মিতশ্চাব্রবীত্তদা ॥ ১ ॥
কথমত্রাগতা কান্তে! কথং জ্ঞাতস্ত্বয়া হ্যহম্।
দুর্জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বভূতানাং সংস্থিতোঽস্মি শুভাননে! ॥ ২ ॥

শচ্যুবাচ।

দেবদেব্যাঃ প্রসাদেন জ্ঞাতোঽস্যদ্য ভবানিহ।
পুনস্তস্যাঃ প্রসাদেন প্রাপ্তাস্মি ত্বাং দিবস্পতে! ॥ ৩ ॥
নহুষো নাম রাজর্ষিঃ স্থাপিতো ভবদাসনে।
ত্রিদশৈর্মুনিভিশ্চৈব স মাং বাধতি নিত্যশঃ ॥ ৪ ॥
পতিং মাং কুরু চার্ব্বঙ্গি! তুরাসাহং সুরাধিপম্।
এবং বদতি মাং পাপ্মা কিঙ্করোমি বলার্দ্দন! ॥ ৫ ॥

সপ্তষষ্টিশ্লোকবর্য্যৈর্জ্জগদম্বাপ্রসাদতঃ।
নহুষস্যাপ্যধঃপাতো বিস্তরেণোপবর্ণ্যতে ॥

ইন্দ্রদর্শনে শচ্যা কৃতে সতি তদুত্তরং জাতং বৃত্তমাহ। তাং বীক্ষ্যেতি ॥ ১—২ ॥
প্রাপ্তাস্মীতি। তস্যা এব প্রসাদেন তব দর্শনমধুনা জাতং পুনস্তস্যা এব প্রসাদেন ত্বাং প্রাপ্তাস্মি প্রাপ্স্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥
(মাং বাধতি মম মনঃপীড়াং করোতীত্যর্থঃ। পরস্মৈপদমার্ষম্ ॥ ৪—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দেবরাজ তখন প্রিয়ভার্য্যা বিশালনয়না শোকান্বিতা শচীকে নির্জ্জনে দর্শন করিয়া বিস্মিতচিত্তে কহিলেন, কান্তে! আমি সমস্ত জীবগণের দুর্জ্ঞেয় হইয়া এই বিজন স্থানে একাকী বাস করিতেছি, শুভাননে! তুমি তাহা কিরূপে জানিতে পারিলে? এবং কিরূপেই বা এখানে আগমন করিলে? ॥১-২॥ শচী কহিলেন, সুরেশ্বর! আমি দেবী ভগবতীর চরণপ্রসাদে আপনার অবস্থিতির স্থান জানিতে পারিয়াছি এবং তাঁহারই প্রসাদে আমি আপনাকে প্রাপ্ত হইব ॥ ৩ ॥ দেবগণ ও মুনিগণ মিলিত হইয়া নহুষ নামক নৃপতিকে আপনার সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়াছেন, সে কহিয়া থাকে "সুশোভনে! আমি সুরপতির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছি, অতএব তুমি এক্ষণে আমাকে পতিরূপে ভজনা কর" এইরূপে সে নিরন্তরই আমাকে নিপীড়িত করিতেছে, ॥ ৪ ॥ হে বলবিনাশন! সেই পাপাত্মা আমাকে এইরূপ বলিতেছে তাহাতে

ইন্দ্র উবাচ।

কালাকাঙ্ক্ষী বরারোহে! সংস্থিতোঽস্মি যদৃচ্ছয়া।
তথা ত্বমপি কল্যাণি! সুস্থিরং স্বমনঃ কুরু ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ ॥

ইত্যুক্তা তেন সা দেবী পতিনাতিপ্রশংসিনা।
নিঃশ্বসন্ত্যাহ তং শক্রং বেপমানাতিদুঃখিতা ॥ ৭ ॥
কথন্তিষ্ঠে মহাভাগ! পাপাত্মা মাং বশানুগাম্।
করিষ্যতি মদোন্মত্তো বরদানেন গর্ব্বিতঃ ॥ ৮ ॥
দেবাশ্চ মুনয়ঃ সর্ব্বে মামূচুস্তস্তয়াকুলাঃ।
তং ভজস্ব বরারোহে! দেবরাজং স্মরাতুরম্ ॥ ৯ ॥
বৃহস্পতিস্তু শক্রঘ্ন! বাড়বো বলবর্জ্জিতঃ।
কথং মাং রক্ষিতুং শক্তো ভবেদ্দেবানুগঃ সদা ॥ ১০ ॥
তস্মাচ্চিন্তাস্তি মহতী নার্য্যহং বশবর্ত্তিনী।
অনাথা কিং করিষ্যামি বিপরীতে বিধৌ বিভো! ॥ ১১ ॥

কালাকাঙ্ক্ষীতি। মম পদপ্রাপ্তৌ কালোঽপি হেতুঃ। দৈবং পুরুষকারশ্চ কালশ্চ ফলহেতবঃ। ত্রয়মেতন্মনুষ্যাণাং পিণ্ডিতং স্যাৎ ফলাবহমিতিবচনাৎ। অতোঽহং কালং প্রতীক্ষে ইতি ভাবঃ ॥ ৬—৭ ॥

কথমিতি। বরদানেন গর্ব্বিতঃ পাপাত্মা অতো বলাৎ স মম ধর্ম্মং নাশয়িষ্যতীতি ভাবঃ। রক্ষকশ্চ নাস্তীত্যত আহ দেবাশ্চেত্যাদি ॥ ৮—১৩ ॥)

আমি অবলা হইয়া তাহার কি করিতে পারি ॥ ৫ ॥ ইন্দ্র কহিলেন, বরবর্ণিনি! আমি কালের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া এইস্থানে অবস্থিতি করিতেছি, কল্যাণি! তুমিও আপন মন সুস্থির করিয়া কালের প্রতীক্ষায় তথায় অবস্থিতি করিতে থাক ॥ ৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! মতিমান্ ইন্দ্র এই বাক্য বলিলে পর শচীদেবী অতিশয় দুঃখিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, মহাভাগ! আমি কিরূপে সেখানে অবস্থিতি করিতে পারিব, সেই পাপাত্মা মদোন্মত্ত ও বরদানে গর্ব্বিত হইয়া আমারে বলপূর্ব্বক বশবর্ত্তিনী করিবে ॥ ৭—৮ ॥ দেবগণ ও মুনিগণ তাহার ভয়ে ব্যাকুল হইয়া আমারে কহিয়া থাকেন, শোভনে! সুরপতি এক্ষণে তোমার নিমিত্ত স্মরশরে অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন অতএব তুমি তাঁহাকে ভজনা কর ॥ ৯ ॥ হে পরন্তপ! বিপ্রবর বৃহস্পতি বলহীন ও দেবগণের বশবর্ত্তী হইয়া আমাকে কি প্রকারে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ১০ ॥ প্রভো! ইহাতে মহতী চিন্তার বিষয় রহিয়াছে, দেখুন আমি অনাথা অবলা নারী, অতএব সর্ব্বদাই পুরুষের বশবর্ত্তিনী, বিধাতা এক্ষণে প্রতিকূল

নার্য্যস্ম্যহং ন কুলটা ত্বচ্চিত্তাতিপতিব্রতা ।
নাস্তি মে শরণং তত্র যো মাং রক্ষতি দুঃখিতাম্ ॥ ১২ ।

ইন্দ্র উবাচ ।

উপায়ং প্রব্রবীম্যদ্য তং কুরুষ্ব বরাননে ! ।
শীলং তে দুঃস্থিতে কালে পরিত্রাতং ভবিষ্যতি ॥ ১৩ ॥
পরেণ রক্ষিতা নারী ন ভবেচ্চ পতিব্রতা ।
উপায়ৈঃ কোটিভিঃ কামভিন্নচিত্তাতিচঞ্চলা ॥ ১৪ ॥
শীলমেব হি নারীণাং সদা রক্ষতি পাপতঃ ।
তস্মাত্ত্বং শীলমাস্থায় স্থিরা ভব শুচিস্মিতে ! ॥ ১৫ ।
যদা ত্বাং নহুষো রাজা বলাদাকর্ষয়েৎ খলঃ ।
তদা ত্বং সময়ং কৃত্বা গুপ্তং বঞ্চয় ভূপতিম্ ।
একান্তে তৎসমীপে ত্বং গত্বা বদ মদালসে ! ॥ ১৬ ॥
ঋষিযানেন দিব্যেন মামুপৈহি জগৎপতে ! ।
এবং তব বশে প্রীতা ভবিষ্যামীতি মে ব্রতম্ ॥ ১৭ ॥

পরেণেতি। কামেন ভিন্নং সম্ভিন্নং চিত্তং যস্যাঃ সাতিচঞ্চলা নারী কোটিভিরুপায়ৈঃ পরেণান্যেন রক্ষিতা পতিব্রতা নৈব ভবেদিত্যন্বয়ঃ ॥ ১৪ ॥

কিন্তু তত্রাহ শীলমেবেতি। তস্যাঃ শীলং স্বভাবো বাসনাত্মকস্তাং রক্ষতীত্যর্থঃ। শীলং সদ্বাসনামাস্থায় ॥ ১৫ ॥

নহুষবাধাপরিহারোপায়মাহ। যদা ত্বামিতি। খলো দুষ্টঃ ॥ ১৬—১৯ ॥

হইয়াছেন তাহাতে আমি কিরূপে ধর্ম্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইব ॥ ১১ ॥ আমি পতিব্রতা কুলটা নহি, আমার চিত্ত তোমাতেই একান্ত আসক্ত ; তথায় আমার আশ্রয় স্থান কেহই নাই, আমি সেখানে দুঃখ পাইলে কে আমায় রক্ষা করিবে ? ॥ ১২ ॥ ইন্দ্র কহিলেন, বরাননে ! আমি এক্ষণে তোমাকে এক উপায় বলিয়া দিতেছি, তাহা অবলম্বন করিলে দুঃখের সময় তোমার সুচরিত্র রক্ষিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১৩ ॥ নারীজাতি পরকর্ত্তৃক কোটি কোটি উপায় দ্বারা রক্ষিত হইলেও তাহারা পতিব্রতা হইতে পারে না, যেহেতু কাম তাহাদের চঞ্চল মানস ভেদ করিয়া অসৎপথে চালিত করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ নারীগণের সচ্চরিত্রতাই তাহাদিগকে পাপ হইতে পরিরক্ষিত করে ; অতএব, হে শুচিস্মিতে ! তুমি সৎশীলতা অবলম্বন পূর্ব্বক স্থির হইয়া অবস্থিতি করিবে ॥ ১৫ ॥ যদি সেই দুর্ম্মতি খল নৃপতি নহুষ তোমাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করে তবে তুমি সময় অবধারণ করিয়া গুপ্তভাবে তাহাকে বঞ্চনা করিও। হে মদালসে ! তুমি নির্জ্জনে তাহার সন্নিধানে গমন করিয়া কহিবে, জগৎপতে ! আপনি ঋষিবাহিত দিব্য যানে আরোহণ করিয়া আমার নিকট

ইতি তং বদ সুশ্রোণি ! তদা তু পরিমোহিতঃ।
কামান্ধঃ স মুনীন্ যানে যোজয়িষ্যতি পার্থিবঃ ॥ ১৮ ॥
অবশ্যং তাপসো ভূপং শাপদগ্ধং করিষ্যতি।
সাহায্যং জগদম্বা তে করিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥
জগদম্বা পদস্মর্তুঃ সঙ্কটং ন কদাচন।
যদি জায়েত তচ্চাপি জ্ঞেয়ং তৎস্বস্তয়ে কিল ॥ ২০ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন মণিদ্বীপাধিবাসিনীম্।
ভজ ত্বং ভুবনেশানীং গুরুবাক্যানুসারতঃ ॥ ২১ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যখ্যাতা শচী তেন জগাম নহুষং প্রতি।
তথেত্যুক্ত্বাতিবিশ্বস্তা ভাবিকার্য্যে কৃতোদ্যমা ॥ ২২ ॥
নহুষস্তাং সমালোক্য মুদিতো বাক্যমব্রবীৎ।
স্বাগতং সত্যবচনে ! ত্বদধীনোঽস্মি কামিনি ! ॥ ২৩ ॥

যদি জায়েতেতি। যদি কদাচিৎ দুঃখং জায়েত তদা জ্ঞেয়ং তদ্দুঃখং মম স্বস্তয়ে কল্যাণায় ভবতি। অগ্রে মহৎকল্যাণং ভবতীতি জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ২০—২১ ॥

তথেত্যুক্তেতি। যথেন্দ্রেণোক্তং তথৈবোক্ত্বা স্থিতেতি শেষঃ। ইতি শব্দ এবার্থকঃ। তথৈবোক্তেতি পাঠঃ সুগমঃ ॥ ২২—২৭ ॥

আগমন করুন, তাহা হইলেই আমি পরিতুষ্ট হইয়া প্রীতমনে আপনার বশবর্ত্তিনী হইব, ইহাই আমার নিশ্চিত ব্রত জানিবেন। সুশ্রোণি ! তুমি এইরূপ বলিলে পর সেই নৃপতি কামে অন্ধ ও মোহিত হইয়া মুনিগণকে যান বাহনে নিয়োজিত করিবে ॥ ১৬—১৮ ॥ তখন তাপসগণ ক্রুদ্ধ হইয়া শাপাগ্নি দ্বারা অবশ্যই সেই ভূপতিকে দগ্ধ করিবেন এবং ভগবতী জগদম্বিকা তোমার সাহায্য করিবেন সন্দেহ নাই ॥ ১৯ ॥ যে ব্যক্তি জগদম্বিকার চরণপদ্ম স্মরণ করে তাহার কদাচই সঙ্কট উপস্থিত হয় না, যদি কখনও সংঘটিত হয়, তবে তাহা সেই ব্যক্তির মঙ্গলের নিমিত্তই জানিবে ॥ ২০ ॥ অতএব তুমি গুরুবাক্যের অনুবর্ত্তিনী থাকিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে সেই মণিদ্বীপ-নিবাসিনী জগৎজননী ভুবনেশানীর ভজনা কর ॥ ২১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! ইন্দ্রবাক্য শ্রবণ করিয়া শচীদেবী তাহাই হউক এই বলিয়া বিশ্বস্তচিত্তে ভাবিকার্য্যে উদ্‌যোগিনী হইয়া নহুষের নিকট গমন করিলেন ॥ ২২ ॥ নহুষ শচীদেবীকে সন্দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কহিলেন, সত্যভাষিণি ! তোমার কুশল ত ? কামিনি ! আমি তোমার অধীন হইলাম ; তুমি আমার বাক্য প্রতিপালন করিয়াছ অতএব সত্য করিতেছি আমি তোমার দাস হইলাম। হে মিতভাষিণি ! যখন তুমি আমার

দাসোঽহং তব সত্যেন পালিতং বচনং ত্বয়া।
যদাগতা সমীপে মে তুষ্টোঽস্মি মিতভাষিণি ! ॥ ২৪ ॥
ন চ ব্রীড়া ত্বয়া কার্য্যা ভক্তং মাং ভজ সুস্মিতে ! ।
কার্য্যং বদ বিশালাক্ষি ! করিষ্যামি তব প্রিয়ম্ ॥ ২৫ ॥

শচ্যুবাচ ॥

সর্ব্বং কৃতং ত্বয়া কার্য্যং মম কৃত্রিমবাসব ! ।
মনোরথোঽস্তি মে দেব ! শৃণু চিত্তেঽধুনা বিভো ! ॥ ২৬ ॥
বাঞ্ছিতং কুরু কল্যাণ ! ত্বদ্বশাহমতঃপরম্ ।
ব্রবীমি মানসোৎসাহং ত্বং তং কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ২৭ ॥

নহুষ উবাচ।

কার্য্যং ত্বং ব্রূহি চন্দ্রাস্যে ! করোমি তব বাঞ্ছিতম্ ।
অলভ্যমপি দাস্যামি তুভ্যং সুভ্রু ! বদস্ব মাম্ ॥ ২৮ ॥

শচ্যুবাচ।

কথং ব্রবীমি রাজেন্দ্র ! প্রত্যয়ো নাস্তি মে তব।
শপথং কুরু রাজেন্দ্র ! যৎকরোমি প্রিয়ং তব ॥ ২৯ ॥

তব যৎ প্রিয়ং তৎ করোমি করিষ্যামীত্যেবং শপথং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ২৮—৩০ ॥

সমীপে আগমন করিয়াছ তখন আমি তোমার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥ ২৩—২৪ ॥ হে শুচিস্মিতে ! তুমি লজ্জা করিও না আমি তোমার ভক্ত, তুমি আমাকে ভজনা কর। বিশালাক্ষি ! তোমার কোন্ প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হইবে বল, আমি এখনি তাহা সম্পাদন করিতেছি ॥ ২৫ ॥ শচী কহিলেন, প্রভো বাসব ! আপনি সকল কার্য্যই সম্পাদন করিয়াছেন, এক্ষণে আমার অন্তরে এক মনোরথ বিদ্যমান আছে ; আপনি আমার সেই অভীষ্ট মনোরথ সম্পাদন করুন, তৎপরেই আমি আপনার বশবর্ত্তিনী হইব। হে কল্যাণময় ! এক্ষণে আমি মনের অভিলাষ প্রকাশ করিতেছি,আপনি তাহা সম্পাদন করুন ॥২৬-২৭॥ নহুষ কহিলেন, চন্দ্রাননি ! তোমার কার্য্য কি বল আমি তোমার অভিলষিত সম্পাদন করিব, হে সুভ্রু ! তুমি বল, তাহা যদি অলভ্যও হয় তথাপি আমি তাহা তোমাকে প্রদান করিব ॥ ২৮ ॥ শচী কহিলেন, রাজেন্দ্র ! আপনাতে আমার প্রত্যয় হয় না, আমার প্রিয় সাধন করিবেন বলিয়া আপনি শপথ করুন ; রাজন্ ! পৃথিবীতলে সত্যবাদী রাজা দুর্লভ, আপনি সত্যপাশে নিয়ন্ত্রিত হইলে তাহা জানিয়া পশ্চাৎ আমার মনোরথ ব্যক্ত করিব। ভূপতে ! আপনি আমার বাঞ্ছিত সম্পাদন করিলে আমি নিয়তই আপনার বশবর্ত্তিনী

রাজানঃ সত্যবচসো দুর্লভা এব ভূতলে।
পশ্চাদ্‌ব্রবীম্যহং রাজন্‌ জ্ঞাত্বা সত্যেন যন্ত্রিতম্ ॥ ৩০ ॥
কৃতে চেদ্বাঞ্ছিতে ভূপ! সদা তে বশবর্ত্তিনী।
ভবিষ্যামি সুরাবাড়্‌ বৈ সত্যমেতদ্বচো মম ॥ ৩১ ॥

নহুষ উবাচ।

অবশ্যমেব কর্ত্তব্যং বচনং তব সুন্দরি!।
শপামি সুকৃতেনাহং যজ্ঞদানকৃতেন বৈ ॥ ৩২ ॥

শচ্যুবাচ।

ইন্দ্রস্য হরয়ো বাহা গজশ্চৈব রথস্তথা।
গরুড়ো বাসুদেবস্য যমস্য মহিষস্তথা ॥ ৩৩ ॥
বৃষভঃ শঙ্করস্যাপি ব্রহ্মণো বরটাপতিঃ।
ময়ূরঃ কার্ত্তিকেয়স্য গজাস্যস্য তু মূষকঃ ॥ ৩৪ ॥
ইচ্ছাম্যহমপূর্ব্বং বৈ বাহনং তে সুরাধিপ!।
যন্ন বিষ্ণোর্ন রুদ্রস্য নাসুরাণাং ন রক্ষসাম্ ॥ ৩৫ ॥
বহন্তু ত্বাং মহারাজ! মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৩৬ ॥
সর্ব্বে শিবিকয়া রাজন্নেতদ্ধি মম বাঞ্ছিতম্।
সর্ব্বদেবাধিকং ত্বাং বৈ জানামি বসুধাধিপ!।
তেন তে তেজসো বৃদ্ধিং বাঞ্ছাম্যহমতন্দ্রিতা ॥ ৩৭ ॥

যে বাঞ্ছিতে কৃতে সতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৩১—৩৩ ॥
বরটাপতির্হংসঃ ॥ ৩৪—৩৬ ॥

হইব, ইহা সত্য করিয়াই আমি আপনার নিকট বলিতেছি ॥ ২৯—৩১ ॥ নহুষ কহিলেন, সুন্দরি! আমি আমার যজ্ঞ ও দানাদি দ্বারা অর্জ্জিত সমস্ত পুণ্যপুঞ্জের শপথ করিয়া বলিতেছি, তোমার বাক্য অবশ্যই সম্পাদন করিব ॥ ৩২ ॥

শচী কহিলেন, ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব ঐরাবত গজ ও রথ, বাসুদেবের খগপতি, যমের মহিষ, শঙ্করের বৃষভ, ব্রহ্মার রাজহংস, ষড়াননের ময়ূর, গজাননের মূষক বাহন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু হে সুরাধিপ! আমি তোমার অপূর্ব্ব বাহন দেখিতে বাসনা করিতেছি। যাহা বিষ্ণুরও নয়, রুদ্রেরও নয়, অসুরগণেরও নয়, রাক্ষসেরও নয়, মহারাজ! সেই ধৃতব্রত মুনিগণ আপনার বাহন হউন ॥ ৩৩—৩৬ ॥ রাজন্! মুনিগণ আপনাকে শিবিকা দ্বারা স্কন্ধে বহন করুন ইহাই আমার মনোবাঞ্ছিত জানিবেন। হে বসুধাধিপ!

ব্যাস উবাচ ।

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রহস্য জ্ঞানদুর্ব্বলঃ ।
মোহিতস্তু মহাদেব্যা কৃতমোহেন তৎক্ষণম্ ॥ ৩৮ ॥
উবাচ বচনং ভূপঃ সংস্তুবন্ বাসবপ্রিয়াম্ ॥ ৩৯ ॥

নহুষ উবাচ ।

সত্যমুক্তং ত্বয়া তন্বি ! বাহনং রুচিরং মম ।
করিষ্যামি সুকেশান্তে ! বচনং তব সর্ব্বথা ॥ ৪০ ॥
নহ্যল্পবীর্য্যো ভবতি যো বাহান্ কুরুতে মুনীন্ ।
অহমারুহ্য যানেন ত্বামেষ্যামি শুচিস্মিতে ! ॥ ৪১ ॥
সপ্তর্ষয়ো মাং বক্ষ্যন্তি সর্ব্বে দেবর্ষয়স্তথা ।
সমর্থং ত্রিষু লোকেষু জ্ঞাত্বা মাং তপসাধিকম্ ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা তাং সুসন্তুষ্টো বিসসর্জ্জ হরিপ্রিয়াম্ ।
মুনীনাহূয় সর্ব্বাংস্তানিত্যুবাচ স্মরান্বিতঃ ॥ ৪৩ ॥

সর্ব্বাধিকস্য তব সর্ব্বোত্তমং ঋষিবাহনমেবোচিতমিত্যাহ সর্ব্বদেবাধিকং ত্বামিতি ॥ ৩৭ ॥

মহাদেব্যা বরদানসময়ে যদুক্তং নহুষং মোহয়িষ্যামীতি তন্মোহনমস্মিন্ সময়ে কৃতমিত্যাহ মোহিতস্ত্বিতি । মহাদেব্যা কৃতেনোৎপাদিতেন মোহেনেত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৪০ ॥

নহ্যল্পেতি । হি যতো যো মুনীন্ বাহান্ কুরুতে সোঽল্পবীর্য্যো ন ভবতি । তস্মাত্তেন বাহনেন তেজসো বৃদ্ধির্ভবিষ্যতীতি যত্ত্বয়োক্তং তৎসত্যমেবেতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

আমি আপনাকে সমস্ত দেবতাগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি, তদ্দ্বারা আপনার আরও তেজোবৃদ্ধি হউক, ইহাই আমি একান্ত মানসে কামনা করিতেছি ॥ ৩৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! শচীর সেই বচন শ্রবণ করিয়া জ্ঞানদুর্ব্বল নহুষ হাস্য করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ দেবীকৃত মোহ দ্বারা মোহিত হইয়া বাসব-প্রিয়ার প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন, তন্বঙ্গি ! তুমি সত্যই আমার উত্তম বাহনের বিষয় বলিয়াছ, সুকেশি ! সত্বরই আমি তোমার বাক্যানুসারে কার্য্য সম্পাদন করিব ॥ ৩৮—৪০ ॥ চারুহাসিনি ! যে ব্যক্তি অল্পবীর্য্য সে কদাচই মুনিগণকে বাহন করিতে সমর্থ হয় না, আমি মুনিগণকে বাহন করিয়া যানারোহণে তোমার নিকট আগমন করিব তাহাতে আমার অতুল বীর্য্য প্রকাশ পাইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪১ ॥ সপ্তর্ষিগণ ও সমস্ত দেবর্ষিগণ আমাকে ত্রিলোক মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সমর্থ ও তপস্যা দ্বারা শ্রেষ্ঠ জানিয়া বহন করিবেন তাহাতে আর সংশয় কি ? ॥ ৪২ ॥

নহুষ উবাচ।

অহমিন্দ্রোঽদ্য ভো বিপ্রাঃ সর্ব্বশক্তিসমন্বিতঃ।
কার্য্যমত্র প্রকুর্ব্বন্তু ভবন্তো বিগতস্ময়াঃ ॥ ৪৪ ॥
ইন্দ্রাসনং ময়া প্রাপ্তং নেন্দ্রাণী মামুপৈতি চ।
আকারিতা চ মাং ব্রূতে প্রেমপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ৪৫ ॥
মুনিযানেন দেবেন্দ্র! মামুপৈহি সুরাধিপ!।
দেবদেব! মহারাজ! মৎপ্রিয়ং কুরু মানদ! ॥ ৪৬ ॥
এতৎ কার্য্যং মুনিশ্রেষ্ঠা মমাত্যন্তং দুরাসদম্।
ভবদ্ভিস্তু প্রকর্ত্তব্যং সর্ব্বথৈব দয়ালুভিঃ ॥ ৪৭ ॥
মনো দহতি মে কামঃ শক্রপত্ন্যাং প্রবর্ত্তিতম্।
ভবন্তঃ শরণং মেঽদ্য কুরুধ্বং কার্য্যমদ্ভুতম্ ॥ ৪৮ ॥
অগস্তিপ্রমুখাস্তস্য শ্রুত্বা বাক্যমসৎকরম্।
অঙ্গীচক্রুশ্চ ভাবিত্বাৎ কৃপয়া পরমর্ষয়ঃ ॥ ৪৯ ॥
অঙ্গীকৃতেঽথ তদ্বাক্যে মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
মুদং প্রাপ নৃপঃ কামঃ পৌলোমীকৃতমানসঃ ॥ ৫০ ॥

যদাহমনেন যানেনাগমিষ্যামি তদা মাং সন্তর্পয় এবং বক্ষ্যন্তীত্যাহ সন্তর্পয় ইতি ॥ ৪২—৫১ ।'

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! তখন নরপতি নহুষ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এই বলিয়া ইন্দ্রাণীকে বিদায় দিলেন এবং কামাকুলিত চিত্তে সমস্ত মুনিগণকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন, ভো বিপ্রবর্গ! আমি এক্ষণে সর্ব্বশক্তি সমন্বিত দেবরাজ ইন্দ্র হইয়াছি, আপনারা সকলে বিস্মিত না হইয়া আমার কার্য্যসাধন করুন ॥ ৪৩—৪৪ ॥ আমি ইন্দ্রাসন প্রাপ্ত হইয়াছি, কিন্তু ইন্দ্রাণী আমার সন্নিধানে আগমন করিতেছেন না; তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আমার অভিলাষ জানাইলে তিনি প্রণয়পূর্ব্বক এই বাক্য বলিয়াছেন যে, হে দেবেন্দ্র! হে মানদ! আপনি মুনিবাহ্য যানে আরোহণ পূর্ব্বক আমার নিকট আগমন করিয়া আমার প্রিয়কার্য্য সাধন করুন ॥ ৪৫—৪৬ ॥ মহর্ষিগণ! এই কার্য্য সম্পাদন করা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর, তথাপি আপনারা দয়া করিয়া আমার এই কার্য্যটি সর্ব্বতোভাবে সাধন করুন ॥ ৪৭ ॥ আমার মন শক্রপত্নীতে একান্ত আসক্ত হইয়া স্মর-শরানলে নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে, এক্ষণে আপনারা আমার আশ্রয় স্থান হইয়া এই অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করুন ॥ ৪৮ ॥ অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ তাঁহার সেই অসৎ ও অবমাননাকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও অবশ্যম্ভাবি-দৈববশে করুণার্দ্রচিত্তে তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন ॥ ৪৯ ॥ নহুষের

আরুহ্য শিবিকাং রম্যাং সংস্থিতস্ত্বরয়ান্বিতঃ।
বাহান্ কৃত্বা মুনীন্ দিব্যান্ সর্পসর্পেতিচাব্রবীৎ ॥ ৫১ ॥
কামার্ত্তঃ সোঽস্পৃশন্ মূঢ়ঃ পাদেন মুনিমস্তকম্।
অগস্তিং তাপসশ্রেষ্ঠং লোপামুদ্রাপতিং তদা ॥ ৫২ ॥
বাতাপিভক্ষকর্ত্তারং সমুদ্রস্যাপি শোষকম্।
কশয়া তাড়য়ামাস পঞ্চবাণশরাহতঃ।
ইন্দ্রাণীহৃতচিত্তোঽসৌ সর্পেতি প্রব্রুবন্ মুনিম্ ॥ ৫৩ ॥
তং শশাপ মুনিঃ ক্রুদ্ধঃ কশাঘাতমনুস্মরন্।
সর্পো ভব দুরাচার! বনে ঘোরবপুর্মহান্ ॥ ৫৪ ॥
বহুবর্ষসহস্রাণি যত্র ক্লেশো মহান্ ভবেৎ।
বিচরিষ্যসি বীর্য্যেণ পুনঃ স্বর্গমবাপ্স্যসি ॥ ৫৫ ॥
দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরং নাম তব মোক্ষো ভবিষ্যতি।
প্রশ্নানামুত্তরং শ্রুত্বা ধর্ম্মপুত্রমুখাত্ততঃ ॥ ৫৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং শপ্তঃ স রাজর্ষিঃ স্তুত্বা তং মুনিসত্তমম্।
স্বর্গাৎ পপাত সহসা সর্পরূপধরোঽভবৎ ॥ ৫৭ ॥

মুনিমস্তকং পাদেনাস্পৃশৎ। অগস্তিঞ্চ কশয়া তাড়য়ামাসেত্যন্বয়ঃ ॥ ৫২—৫৬ ॥

মানস ইন্দ্রাণীতে একান্ত আসক্ত হইয়াছিল, তত্বদর্শী ঋষিগণ সেই বাক্য অঙ্গীকার করিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং সত্বর মনোরম শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক মুনিগণকে বাহন করিয়া গমন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, সর্প সর্প (চল্ চল্), তখন সেই নহুষরাজ অত্যন্ত কামার্ত্ত হইয়া পদ দ্বারা মুনি মস্তক স্পর্শ করিল এবং কাম-শরে আহত হইয়া; যিনি বাতাপি নামক রাক্ষসকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন, যিনি সমুদ্রকেও শোষণ করিয়াছিলেন, সেই লোপামুদ্রাপতি তাপসশ্রেষ্ঠ মুনিবর অগস্ত্যকে সর্প সর্প (চল্ চল্) বলিয়া কশাদ্বারা বারংবার আঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৫০—৫৩ ॥ তখন সেই মুনিবর কশাঘাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ করিলেন যে, রে দুরাচার! তুই সর্প সর্প বলিয়া কষাঘাত করিতেছিস্ অতএব তুই ঘোরবনে বৃহৎকায় সর্প হইয়া অবস্থিতি করিতে থাক্। নিজ বীর্য্যবশে বিচরণ করিয়া বহু সহস্র বৎসর অতীত হইলে যখন বহুতর ক্লেশভোগ হইবে তখন পুনর্ব্বার স্বর্গ প্রাপ্ত হইবি ॥ ৫৪—৫৫ ॥ তুই যখন যুধিষ্ঠির নামক নরপতির দর্শন লাভ করিবি সেই সময় সেই ধর্ম্মপুত্রের মুখ হইতে প্রশ্ন সকলের উত্তর শ্রবণ করিয়া শাপ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবি ॥ ৫৬ ॥

বৃহস্পতিস্ততো গত্বা তরসা মানসং প্রতি।
ইন্দ্রায় সর্ব্ববৃত্তান্তং কথয়ামাস বিস্তরাৎ ॥ ৫৮ ॥
তচ্ছ্রুত্বা মঘবা রাজ্ঞঃ স্বর্গাৎ প্রচ্যবনাদিকম্।
মুদিতোঽভূন্মহারাজ! স্থিতস্তত্রৈব বাসবঃ ॥ ৫৯ ॥
দেবাশ্চ মুনয়ো দৃষ্ট্বা নহুষং পতিতং ভুবি।
জগ্মুঃ সর্ব্বেঽপি তত্রৈব যত্রেন্দ্রঃ সরসি স্থিতঃ ॥ ৬০ ॥
তমাশ্বাস্য সুরাঃ সর্ব্বে মুনিভিঃ সহিতাস্তদা।
স্বর্গে সমানয়ামাসুর্মানপূর্ব্বং শচীপতিম্ ॥ ৬১ ॥
সমাগতং ততঃ শক্রং সর্ব্বে তে মুনয়ঃ সুরাঃ।
স্থাপয়িত্বাসনে পশ্চাদভিষেকং দধুঃ শিবম্ ॥ ৬২ ॥
ইন্দ্রোঽপি স্বাসনং প্রাপ্য শচ্যা সহ সুরালয়ে।
চিক্রীড় নন্দনে রম্যে কাননে প্রেমযুক্তয়া ॥ ৬৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবমিন্দ্রেণ সম্প্রাপ্তং দুঃখং পরমদারুণম্ ॥ ৬৪ ॥

তং মুনিসত্তমমগস্তিং স্তুত্বা স্তোত্রেণ সন্তোষ্যেত্যর্থঃ ॥ ৫৭—৬৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! এইরূপে অভিসম্পাত প্রাপ্ত হইয়া রাজর্ষি নহুষ সেই মুনিসত্তমের স্তব করিতে করিতে সহসা স্বর্গ হইতে পতিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ সর্পের আকার ধারণ করিলেন ॥ ৫৭ ॥ অনন্তর দেবগুরু বৃহস্পতি সত্বর মানস সরোবরে গমন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে এই সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তারপূর্ব্বক জানাইলেন ॥ ৫৮ ॥ সুরপতি, নহুষ নৃপতির স্বর্গচ্যুতি প্রভৃতি বৃত্তান্ত সকল শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং হৃষ্টচিত্তে সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥৫৯॥ দেবগণ ও মুনিগণ নহুষের পৃথিবী-পতন দর্শন করিয়া সকলেই যে স্থানে ইন্দ্র অবস্থিতি করিতেছিলেন সেই মানস সরোবরে গমন করিলেন ॥ ৬০ ॥ তখন মুনিগণ ও সুরগণ সকলে মিলিত হইয়া শচীপতিকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক সম্মানিত করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গে আনয়ন করিলেন ॥ ৬১ ॥ পরে সমস্ত দেবগণ ও ঋষিগণ সমাগত শক্রকে স্বর্গের সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া তৎপরে সর্ব্বমঙ্গলময়ী অভিষেকক্রিয়া সম্পাদন করিলেন ॥ ৬২ ॥ ইন্দ্রও স্বকীয় সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া প্রণয়িনী শচীর সহিত সুরালয়ে মনোরম নন্দনবনে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! কামরূপ মহর্ষি অসুরেশ্বর বিশ্বরূপকে নিহত করিয়া ইন্দ্র এইরূপে পরম দারুণ দুঃখভোগ করিয়া তদনন্তর দেবীর প্রসাদে পুনর্ব্বার স্বীয় আসন পুনঃ

হত্বাসুরং কামরূপং বিশ্বরূপং মহামুনিম্।
পুনর্দেব্যাঃ প্রসাদেন স্বস্থানং প্রাপ্তবান্নৃপ! ॥ ৬৫ ॥
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং বৃত্রাসুরবধাশ্রয়ম্।
যৎপৃষ্টোঽহং ত্বয়া রাজন্! কথানকমনুত্তমম্ ॥ ৬৬ ॥
যাদৃশং কুরুতে কর্ম্ম তাদৃশং ফলমাপ্নুয়াৎ।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে নহুষস্যাধঃপাতবর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

তথা চ যথেন্দ্রেণ দুষ্টং কর্ম্ম কৃতং তথা তেন তস্য ফলমপি ভুক্তমেবেতি ভাবঃ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৬৪—৬৫ ॥ রাজেন্দ্র! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এই আমি সেই বৃত্রাসুর বধ বৃত্তান্তস্বরূপ অত্যুত্তম উপাখ্যান আপনার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৬৬ ॥ হে কুরুকুলভূষণ! আপনি জানিবেন যে, জীবগণ যেরূপ কর্ম্ম করে সেইরূপই ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কৃতকর্ম্ম শুভই হউক আর অশুভই হউক অবশ্যই তাহার ফল ভোগ করিতে হইবে সন্দেহ নাই, তদনুসারে ইন্দ্রও ব্রহ্মহত্যারূপ স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়াছিলেন ॥ ৬৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যাফলপ্রাপ্তি ও নহুষের স্বর্গচ্যুতিবর্ণননামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

কথিতং চরিতং ব্রহ্মন্! শক্রস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
স্থানভ্রংশস্তথা দুঃখপ্রাপ্তিরুক্তা বিশেষতঃ॥ ১॥
যত্র দেবাধিদেব্যাশ্চ মহিমাতীব বর্ণিতঃ।
সন্দেহোঽত্র মমাপ্যস্তি যচ্ছক্রোঽপি মহাতপাঃ॥ ২॥
দেবাধিপত্যমাসাদ্য দুঃখহং দুঃখমন্বভূৎ।
মখানান্তু শতং কৃত্বা প্রাপ্তং স্থানমনুত্তমম্॥ ৩॥
দেবেশত্বঞ্চ সংপ্রাপ্য ভ্রষ্টঃ স্থানাদসৌ কথম্।
এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব কারণং করুণানিধে!॥ ৪॥

একাধিকৈস্ত চত্বারিংশৎ পদ্যৈস্ত্রিবিধস্য হ।
কর্ম্মণো রূপকথনং কৃষ্ণবর্ণেন তু বর্ণ্যতে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভমিত্যুক্তম্। তত্রেন্দ্রেণ শতাশ্বমেধাত্মকং সর্ব্বোত্তমং শুভকর্ম্মৈবাচরিতং কিমিতি তস্যাকল্যাণং জাতমিতি পৃচ্ছতি কথিতং চরিতমিতি। অদ্ভুতকর্ম্মণঃ অদ্ভুতং ব্রহ্মবধ্যারূপং কর্ম্ম যস্য তস্য শক্রস্যেত্যন্বয়ঃ। তস্য কর্ম্মণঃ ফলমপি স্থানভ্রংশো দুঃখপ্রাপ্তিশ্চোক্তা॥ ১॥

পরন্তু তত্র সন্দেহো বর্ত্তত ইত্যাহ সন্দেহোঽত্রেতি। কোঽসৌ তদাহ যচ্ছক্রোঽপীতি॥ ২॥

দুঃখহং দুঃখহন্তৃ দেবাধিপত্যমিন্দ্রত্বং প্রাপ্যাপি দুঃখমন্বভূদিত্যর্থঃ। তদেব স্পষ্টয়তি মখানামিতি॥ ৩॥

যস্মাদেবম্বিধঃ সন্দেহো ভবতি তস্মাত্তস্য নাশকং কিমর্থং দুঃখমভূত্তস্য চ কারণমেতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব কথয়॥ ৪॥

জনমেজয় কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি অদ্ভুতকর্ম্মা ইন্দ্রের অদ্ভুত চরিত্র ও তাঁহার স্থানভ্রংশ ও দুঃখপ্রাপ্তি বিশেষরূপে বর্ণন এবং তৎপ্রসঙ্গে দেবাধিদেবী ভুবনেশ্বরীর মহিমাও বিশদরূপে কীর্ত্তন করিলেন, কিন্তু এতদ্বিষয়ে আমার মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে যে, ইন্দ্র মহাতপা ছিলেন, তিনি দুঃখনাশক দেবাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়াও দুঃখ অনুভব করিলেন কেন? তিনি শত অশ্বমেধের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবাধিপত্য এবং অত্যুত্তম স্থান প্রাপ্ত হইয়াও কি নিমিত্ত সেই স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইলেন? হে করুণানিধে! আপনি করুণা বিতরণ পূর্ব্বক আমার নিকট এই সকলের কারণ কীর্ত্তন করুন॥ ১—৪॥

সর্ব্বজ্ঞোঽসি মুনিশ্রেষ্ঠ ! পুরাণানাং প্রবর্ত্তকঃ।
নাবাচ্যং মহতাং কিঞ্চিচ্ছিষ্যে চ শ্রদ্ধয়ান্বিতে।
তস্মাৎ কুরু মহাভাগ ! মৎসন্দেহাপনোদনম্ ॥ ৫ ॥

সূত উবাচ।

ইতি পৃষ্টঃ স রাজ্ঞা বৈ তদা সত্যবতীসুতঃ।
তমাহাতিপ্রসন্নাত্মা যথানুক্রমমুত্তরম্ ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

নিবোধ নৃপতিশ্রেষ্ঠ ! কারণং পরমাদ্ভুতম্।
কর্ম্মণস্তু ত্রিধা প্রোক্তা গতিস্তত্ত্ববিদাম্বরৈঃ ॥ ৭ ॥
সঞ্চিতং বর্ত্তমানঞ্চ প্রারব্ধমিতিভেদতঃ ॥ ৮ ॥
সাত্ত্বিকং রাজসং কর্ম্ম তামসং ত্রিবিধং পুনঃ ॥ ৯ ॥
অনেকজন্মসংজাতং প্রাক্তনং সঞ্চিতং স্মৃতম্।
শুভং বাপ্যশুভং ভূপ ! সঞ্চিতং বহুকালিকম্।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং সুকৃতং দুষ্কৃতং তথা ॥ ১০ ॥

সন্দেহাপনোদনমিতি। অয়ং ভাবঃ শতাশ্বমেধানাং ফলং স্বর্গঃ ন চ স স্বর্গো মধ্যে এব শতাশ্বমেধকর্ম্মজন্যপুণ্যানাশসম্ভবো নষ্টো ভবিতুমর্হতি দৃঢ়তরকারণস্য বিদ্যমানত্বাৎ। ননু মধ্যে ততোঽপি দৃঢ়তরস্য কারণস্য ব্রহ্মবধ্যারূপস্য জাতত্বাত্তস্য ফলং দুঃখং মধ্যে এব জাতমিতি চেদেতাদৃশপুণ্যকর্ত্তুর্দুষ্টে কর্ম্মণি ব্রহ্মবধ্যারূপে এব কথং প্রবৃত্তিরিতি সন্দেহো জাগরূক এবেতি ॥ ৫—৬ ॥

তত্র প্রথমতঃ কর্ম্মত্রৈবিধ্যং বর্ণয়তি কর্ম্মণস্ত্বিতি। ত্রৈবিধ্যমেবাহ সঞ্চিতং বর্ত্তমানঞ্চেতি ॥ ৭—৯ ॥

তত্র সঞ্চিতস্বরূপমাহ অনেকেতি। তদপি সঞ্চিতং ত্রিবিধমস্তীত্যাহ সাত্ত্বিকমিতি। ননু তৎ সঞ্চিতং কর্ম্ম বহুকালব্যবধানেন নষ্টমেব জাতং স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ অবশ্যমিতি। ন তু তন্নষ্টং কিন্তু নিজরূপেণ স্থিতমস্তি তৎসুকৃতদুষ্কৃতাত্মকং কালান্তরেঽবশ্যমেব ভোক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

আপনি সর্ব্বজ্ঞ, মুনিশ্রেষ্ঠ ও পুরাণ সমূহের প্রবর্ত্তক, আমি আপনার শ্রদ্ধান্বিত শিষ্য, এবম্ভূত প্রিয় শিষ্যের নিকট মহদ্ ব্যক্তিদিগের অবাচ্য কিছুই নাই; অতএব মহাভাগ ! আপনি কৃপা করিয়া আমার এই সমস্ত সংশয়ের অপনোদন করুন ॥ ৫ ॥

সূত কহিলেন, জনমেজয়, সত্যবতী পুত্র ব্যাসদেবকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অত্যন্ত প্রসন্নমনে যথাক্রমে উত্তর বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, নৃপবর ! আপনি তাহার অদ্ভুত কারণ সকল শ্রবণ করুন; তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিগণ কহিয়া থাকেন যে, কর্ম্মের গতি সঞ্চিত, বর্ত্তমান ও প্রারব্ধভেদে তিন প্রকার;

জন্মজন্মনি জীবানাং সঞ্চিতানাঞ্চ কর্ম্মণাম্।
নিঃশেষস্তু ক্ষয়ো নাভূৎ কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ১১ ॥
ক্রিয়মাণঞ্চ যৎ কর্ম্ম বর্ত্তমানং তদুচ্যতে।
দেহং প্রাপ্য শুভং বাপি হ্যশুভং বা সমাচরেৎ ॥ ১২ ॥
সঞ্চিতানাং পুনর্মধ্যাৎ সমাহৃত্য কিয়ান্ কিল।
দেহারম্ভে চ সময়ে কালঃ প্রেরয়তীব তৎ ॥ ১৩ ॥
প্রারব্ধং কর্ম্ম বিজ্ঞেয়ং ভোগাত্তস্য ক্ষয়ঃ স্মৃতঃ।
প্রাণিভিঃ খলু ভোক্তব্যং প্রারব্ধং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥
পুরাকৃতানি রাজেন্দ্র! হ্যশুভানি শুভানি চ।
অবশ্যমেব কর্ম্মাণি ভোক্তব্যানীতিনিশ্চয়ঃ।
দেবৈর্মনুষ্যৈরসুরৈর্যক্ষগন্ধর্ব্বকিন্নরৈঃ ॥ ১৫ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি জন্মজন্মনীতি ॥ ১১ ॥

সঞ্চিতস্বরূপমুপপাদ্য বর্ত্তমানস্বরূপমাহ ক্রিয়মাণমিতি। তস্যৈব বিশেষেণ স্বরূপমাহ দেহং প্রাপ্যেতি। অস্মিন্ দেহে অধুনা যৎ ক্রিয়তে তদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

প্রারব্ধস্বরূপমাহ সঞ্চিতানামিতি। সঞ্চিতানাং কর্ম্মণাং মধ্যাৎ কানিচিত্তৎকানি কর্ম্মাণি সমাহৃত্য কিয়ান্ কালো দেহারম্ভসময়ে তদারম্ভাবচ্ছিন্নে কালে তানি কর্ম্মাণি প্রেরয়তি ফলদানার্থং প্রারব্ধং কর্ম্মবিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

তস্য প্রারব্ধকর্ম্মণো ভোগাদেব ক্ষয় ইত্যাহ ভোগাদিতি ॥ ১৪ ॥

এবং ক্রমেণ সর্ব্বাণি সঞ্চিতানি ভোক্তব্যানীত্যাহ পুরাকৃতানীতি ॥ ১৫ ॥

ইহার প্রত্যেকে আরাব তিন তিন প্রকার জানিবেন, যথা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক; অনেক জন্মজনিত প্রাক্তন কর্ম্মকে সঞ্চিত কহে, ভূপতে! সঞ্চিত কর্ম্ম শুভই হউক আর অশুভই হউক এবং বহুকালিকই বা হউক প্রাণিগণকে অবশ্যই সেই সুকৃত বা দুষ্কৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে ॥ ৬—১০ ॥ জীবগণের জন্মজন্মকৃত সঞ্চিত কর্ম্মফল ভোগ ব্যতিরেকে শত কোটি কল্পেও নিঃশেষ রূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না ॥ ১১ ॥ যে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করিয়াছে এখনও তাহার শেষ হয় নাই, তাহাকেই বর্ত্তমান কর্ম্ম কহে; জীবগণ দেহ ধারণ করিয়া শুভই হউক আর অশুভই হউক এই বর্ত্তমান কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥ দেহারম্ভ সময়ে কাল, পূর্ব্বোক্ত সঞ্চিত কর্ম্ম সমূহের মধ্য হইতে কিয়দংশ আহরণ করিয়া ভোগের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়া থাকে তাহাকেই প্রারব্ধ কর্ম্ম কহে; ফলভোগ দ্বারা তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে। প্রাণিগণকে অবশ্যই এই প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করিতে হয় ॥ ১৩—১৪ ॥ মহারাজ! দেবতাই হউক আর মনুষ্যই হউক, অসুরই হউক বা যক্ষই হউক, গন্ধর্ব্বই হউক আর কিন্নরই হউক, পুরাকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল

কর্ম্মৈব হি মহারাজ! দেহারম্ভস্য কারণম্।
কর্ম্মক্ষয়ে জন্মনাশঃ প্রাণিনাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৬ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্র ইন্দ্রাদ্যাশ্চ সুরাস্তথা।
দানবা যক্ষগন্ধর্ব্বা সর্ব্বে কর্ম্মবশাঃ কিল ॥ ১৭ ॥
অন্যথা দেহসম্বন্ধঃ কথং ভবতি ভূপতে!।
কারণং যস্তু ভোগস্য দেহিনঃ সুখদুঃখয়োঃ ॥ ১৮ ॥
তস্মাদনেকজন্মোত্থসঞ্চিতানাঞ্চ কর্ম্মণাম্।
মধ্যে বেগঃ সমায়াতি কস্যচিৎ কালপাকতঃ ॥ ১৯ ॥
তৎপ্রারব্ধবশাৎ পুণ্যং করোতি চ যথা তথা।
পাপং করোতি মনুজস্তথা দেবাদয়োঽপি চ ॥ ২০ ॥

কৈর্ভোক্তব্যানি তত্রাহ দেবৈরিতি। সঞ্চিতকর্ম্মাভাবে দেহারম্ভ এব ন স্যাত্তস্মাদ্দেবাদীনাং দেহপ্রাপ্ত্যা সঞ্চিতং কর্ম্ম তেষামপ্যনুমীয়ত ইত্যভিপ্রায়েণ কর্ম্মদেহয়োঃ কার্য্যকারণভাব উচ্যতে কর্ম্মৈব হি মহারাজেতি। তথা চ বৃহদারণ্যকে শ্রুতিঃ। তদেব সক্তঃসহ কর্ম্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষিক্তমস্যেতি। কৈবল্যোপনিষদি। পুনশ্চ জন্মান্তরকর্ম্মযোগাৎ স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধ ইতি ॥ ১৬ ॥

এবং কর্ম্মণো দেহকারণত্বং প্রসাধ্য ব্রহ্মাদীনামপি দেহবত্বাৎ কর্ম্মাধীনত্বমস্তীত্যাহ ব্রহ্মেতি ॥ ১৭ ॥

তত্র প্রমাণমাহ অন্যথেতি ॥ ১৮ ॥

কারণং যস্থিত্যস্যার্দ্ধস্য পূর্ব্বেণ দেহসম্বন্ধ ইত্যনেনান্বয়ঃ। দেহিনঃ সুখদুঃখয়োর্ভোগস্য কারণং যস্তু দেহসম্বন্ধঃ সোঽন্যথা ব্রহ্মাদীনাং কর্ম্মাধীনত্বেন কথং স্যাদিতি বিশিষ্টোঽন্বয়ঃ। ইত্থং কর্ম্মণাং ত্রৈবিধ্যমুপপাদ্য যত্রাজ্ঞা পৃষ্টং দেবেশত্বঞ্চ সম্প্রাপ্য ভ্রষ্টঃ স্থানাদসৌ কথমিতি তৎসমাধানমাহ তস্মাদিতি। কর্ম্মণাং মধ্যে কস্যচিৎ কর্ম্মণঃ কালেন পরিপাকবশাদ্বেগঃ সমায়াতীত্যন্বয়ঃ ॥ ১৯ ॥

তৎপ্রারব্ধেতি। যস্য বেগঃ সমায়াতি তদেব প্রারব্ধং তৎপ্রারব্ধবশাদ্ যথা পুণ্যং করোতি তথা পাপমপি করোতীত্যন্বয়ঃ। তথা চ যথা পুণ্যেন প্রারব্ধেন পুণ্যকর্ম্মকৃত্বৈন্দ্রং পদং লব্ধম্। তথা পাপেন প্রারব্ধেন ব্রহ্মহত্যাং কৃত্বা স্থানভ্রংশোঽপীন্দ্রস্য জাত ইতি ন শঙ্কাবসর ইতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে ইহাই স্থিরনিশ্চয় জানিবেন ॥ ১৫॥ পুরাকৃত কর্ম্মই সকলের দেহারম্ভের কারণ হইয়া থাকে, কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই প্রাণিগণের জন্মনাশ হয় তাহাতে সংশয় নাই ॥ ১৬ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র ও সুরগণ এবং দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব্বাদি সকলেই কর্ম্মের বশবর্ত্তী, হে নৃপ! তদ্ব্যতিরেকে দেহিগণের সুখদুঃখ ভোগের কারণস্বরূপ দেহসম্বন্ধ কিরূপে সংঘটিত হইতে পারে? ॥ ১৭—১৮ ॥ অতএব, রাজেন্দ্র! কালের পরিপাক বশত অনেক জন্মজনিত সঞ্চিত কর্ম্ম সমূহের মধ্যে কোনও কর্ম্মের বেগ উপস্থিত হয়; যাহার বেগ উপস্থিত হয় তাহাই প্রারব্ধ, সেই প্রারব্ধ বশে মনুষ্য এবং দেবাদি সকলেই

তথা নারায়ণো রাজন্নরশ্চ ধর্ম্মজাবুভৌ।
জাতৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ কামমংশৌ নারায়ণস্য তৌ ॥ ২১ ॥
পুরাণপীঠিকেয়ং বৈ মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥ ২২ ॥
দেবাংশঃ স তু বিজ্ঞেয়ো যো ভবেদ্বিভবাধিকঃ।
নাঋষিঃ কুরুতে কাব্যং নারুদ্রো রুদ্রমর্চ্চতে।
নাদেবাংশো দদাত্যন্নং নাবিষ্ণুঃ পৃথিবীপতিঃ ॥ ২৩ ॥
ইন্দ্রাদগ্নের্যমাদ্বিষ্ণোর্ধনদাদিতি ভূপতে!।
প্রভুত্বঞ্চ প্রভাবঞ্চ কোপঞ্চৈব পরাক্রমম্ ॥ ২৪ ॥
আদায় ক্রিয়তে নূনং শরীরমিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ২৫ ॥
যঃ কশ্চিদ্ বলবান্ লোকে ভাগ্যবানথ ভোগবান্।
বিদ্যাবান্ দানবান্ বাপি স দেবাংশঃ প্রপঠ্যতে ॥ ২৬ ॥
তথৈবৈতে সমাখ্যাতাঃ পাণ্ডবাঃ পৃথিবীপতে!।
দেবাংশো বাসুদেবোঽপি নারায়ণসমদ্যুতিঃ ॥ ২৭ ॥

ন কেবলমিন্দ্র এব কর্ম্মবশগ ইত্যাশ্চর্য্যং কর্ত্তব্যং কিন্তু নারায়ণাদয়ঃ সর্ব্বেঽপি কর্ম্মবশগা ইত্যাহ তথা নারায়ণ ইতি। ধর্ম্মজাবিতি। দেবাংশয়োরপি কর্ম্মাধীনত্বমস্ত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

নারায়ণাংশাবিত্যত্র কিং প্রমাণং তত্রাহ পুরাণপীঠিকেয়মিতি। পুরাণক্রম এবাত্র প্রমাণমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

তত্রৈব প্রমাণান্তরং বচনমাহ দেবাংশ ইতি। অর্চ্চতে ইত্যার্ষঃ প্রয়োগঃ ॥ ২৩—২৭ ॥

যেরূপ পুণ্য করে সেইরূপ পাপকর্ম্মও করিয়া থাকে, ইহাতে আপনি জানিবেন যে, ইন্দ্র পুণ্যবশত যেমন দেবাধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন সেইরূপ পাপ প্রারব্ধ দ্বারা ব্রহ্মহত্যা করিয়া স্বীয়পদ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন ইহাতে আর সন্দেহের বিষয় কি আছে?। রাজেন্দ্র! কেবল ইন্দ্রই কর্ম্মের বশীভূত নহেন, ধর্ম্মপুত্র নর এবং নারায়ণও কর্ম্মবশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে নর ও নারায়ণের অংশে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ উভয়েই কর্ম্মবশে নারায়ণের অংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মুনিগণ ইহাকেই পুরাণ সমূহের পীঠিকা বা ভিত্তিরূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১৯—২২ ॥ যিনি অতুল ঐশ্বর্য্যবান্ তাঁহাকে দেবাংশ বলিয়া জানিবেন, যিনি মুনি নহেন তিনি জ্ঞানপ্রতিপাদক শাস্ত্র প্রণয়ন করেন না, যিনি রুদ্র নহেন তিনি রুদ্রের অর্চ্চনা করেন না; যিনি দেবাংশ নহেন, তিনি অন্নদান করেন না; যিনি বিষ্ণুর অংশ নহেন তিনি পৃথিবীপতি হয়েন না ॥২৩॥ হে পৃথিবীন্দ্র! ইন্দ্র, অগ্নি, যম বিষ্ণু এবং ধনদ হইতে প্রভুত্ব, প্রভাব, কোপ ও পরাক্রম গ্রহণ পূর্ব্বক জীবগণের শরীর নির্ম্মাণ হয় ইহাই স্থিরনিশ্চয় জানিবেন ॥২৪—২৫॥ লোকমধ্যে যে কোনও ব্যক্তি বলবান্,

শরীরং প্রাণিনাং নূনং ভাজনং সুখদুঃখয়োঃ।
শরীরী প্রাপ্নুয়াৎ কামং সুখং দুঃখমনন্তরম্ ॥ ২৮ ॥
দেহী নাস্তি বশঃ কোঽপি দৈবাধীনঃ সদৈব হি।
জননং মরণং দুঃখং সুখং প্রাপ্নোতি চাবশঃ ॥ ২৯ ॥
পাণ্ডবাস্তে বনে জাতাঃ প্রাপ্তাস্তু স্বগৃহং পুনঃ।
স্ববাহুবলতঃ পশ্চাদ্রাজসূয়ং ক্রতূত্তমম্ ॥ ৩০ ॥
বনবাসং পুনঃ প্রাপ্তা বহুদুঃখকরং পরম্।
অর্জ্জুনেন তপস্তপ্তং দুষ্করং হ্যজিতেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ৩১ ॥
সন্তুষ্টৈস্তু সুরৈর্দত্তং বরদানং পুনঃ শুভম্।
নরদেহকৃতং পুণ্যং ক্ব গতং বনবাসজম্ ॥ ৩২ ॥
নরদেহে তপস্তপ্তং চোগ্রং বদরিকাশ্রমে।
নার্জ্জুনস্য শরীরে তৎ ফলদং সংবভূব হ ॥ ৩৩ ॥

ইত্থং দেবানাং কর্ম্মবশত্বমুপপাদ্য সর্ব্বপ্রাণিনাং কর্ম্মবশত্বমুপপাদয়তি। শরীরীতি ॥ ২৮—২৯ ॥
দেবাধীনত্বে নিদর্শনং পাণ্ডবানামাহ পাণ্ডবা ইতি। স্ববাহুবলেন রাজসূয়ঃ ক্রতূত্তমস্তৈঃ কৃত ইতি শেষঃ ॥ ৩০—৩১ ॥
ক্ব গতমিতি। এতাদৃশপুণ্যকর্ম্মবন্তোঽপি দৈবাধীনত্বাদ্ দুঃখং প্রাপ্তা ইতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

ভাগ্যবান্, ভোগবান্, বিদ্যাবান্ অথবা দানশীল, সেই ব্যক্তি দেবাংশ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন ॥২৬॥ হে বসুধাধিপ! সেইরূপ পাণ্ডবগণকে এবং নারায়ণের তুল্যপ্রভাশালী বাসুদেবকেও দেবাংশ বলিয়া জানিবেন ॥২৭॥ রাজন্! আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, প্রাণিগণের শরীর সুখদুঃখ ভোগের আয়তন এই শরীরধারী জীবগণ সততই সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখভোগ করিয়া আসিতেছে ॥ ২৮ ॥ কোনও দেহী (জীবাত্মা) স্বাধীন নহে, সর্ব্বদাই দৈবের অধীন; সে আত্মবশে না থাকিয়া দৈববশেই জন্ম, মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

রাজন্! দৈব যে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ তদ্বিষয়ের নিদর্শন দর্শন করুন; পাণ্ডবগণ প্রথমে বনে জন্মগ্রহণ করিয়া তৎপরে নিজ গৃহে গমন করিয়াছিলেন; অনন্তর নিজ বাহুবলে রাজসূয় মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন, তৎপরে পুনর্ব্বার বিপুলতর কঠোর দুঃখকর বনবাস প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর অর্জ্জুন দুষ্কর তপশ্চরণ করিলে অজিতেন্দ্রিয় দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কল্যাণকর বর প্রদান করিলেন। তথাপি তিনি দুঃখের কঠোর কর হইতে পরিত্রাণ পাইলেন না, নরদেহকৃত বনবাসজনিত পুণ্য কোথায় চলিয়া গেল। তিনি পুরাকালে পূর্ব্বজন্মে নর নামক ধর্ম্মপুত্র হইয়া বদরিকাশ্রমে যে উগ্রতর তপস্যা করিয়াছিলেন এক্ষণে অর্জ্জুন

প্রাণিনাং দেহসম্বন্ধে গহনা কর্ম্মণো গতিঃ।
দুর্জ্ঞেয়া সর্ব্বথা দেবৈর্মানবানাস্তু কা কথা ॥ ৩৪ ॥
বাসুদেবোঽপি সঞ্জাতঃ কারাগারেঽতিসঙ্কটে।
নীতোঽসৌ বসুদেবেন নন্দগোপস্য গোকুলম্ ॥ ৩৫ ॥
একাদশৈব বর্ষাণি সংস্থিতস্তত্র ভারত!।
পুনঃ স মথুরাং গত্বা জঘানোগ্রসুতং বলাৎ ॥ ৩৬ ॥
মোচয়ামাস পিতরৌ বন্ধনাদ্ভৃশদুঃখিতৌ।
উগ্রসেনঞ্চ রাজানং চকার মথুরাপুরে ॥ ৩৭ ॥
জগাম দ্বারবত্যাং স ম্লেচ্ছরাজভয়াৎ পুনঃ।
সর্ব্বং ভাবিবশাৎ কৃষ্ণঃ কৃতবান্ পৌরুষং মহৎ ॥ ৩৮ ॥
কৃত্বা কার্য্যাণ্যনেকানি দ্বারবত্যাং জনার্দ্দনঃ।
দেহং ত্যক্ত্বা প্রভাসে তু সকুটুম্বো দিবং গতঃ ॥ ৩৯ ॥
পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ সুহৃদো ভ্রাতরো জাময়স্তথা।
প্রভাসে যাদবাঃ সর্ব্বে বিপ্রশাপাৎ ক্ষয়ং গতাঃ ॥ ৪০ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি নরদেহ ইতি। ফলদং ন সম্বভূবেত্যর্থঃ। যতো ন তাদৃশপুণ্যানুরূপং ফলং দৃশ্যতেঽর্জ্জুনস্যেতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥
তস্মাদাহ প্রাণিনামিতি ॥ ৩৪ ॥
বাসুদেবস্যাপি কর্ম্মাধীনত্বমাহ বাসুদেবোঽপীতি ॥ ৩৫—৪০ ॥

দেহে তাহা ফলপ্রদ হইল না ? ॥ ৩০—৩৩ ॥ প্রাণিগণের দেহ সম্বন্ধে কর্ম্মের গতি অতিশয় দুর্জ্ঞের, দেবগণও যেখানে তাহা জানিতে পারেন না, সেখানে মানবগণের সম্বন্ধে আর কি বক্তব্য আছে ॥ ৩৪ ॥ ভগবান্ বাসুদেবও অতিশয় সঙ্কট স্থল কারাগারে জন্মগ্রহণ করিয়া পরিশেষে বসুদেব কর্ত্তৃক নন্দগোপের গোকুলে নীত হইয়া তথায় একাদশ বৎসর অবস্থিতি ও পুনর্ব্বার মথুরায় গমন করিয়া বলপূর্ব্বক উগ্রসেন তনয় কংসকে হনন করিয়াছিলেন ॥ ৩৫—৩৬ ॥ অনন্তর তিনি অত্যন্ত দুঃখিত পিতা মাতাকে বন্ধন হইতে মোচন এবং উগ্রসেনকে মথুরাপুরে নরপতি করিয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥ তদনন্তর তিনি ম্লেচ্ছরাজ কালযবনের ভয়ে দ্বারকাপুরী গমন করেন, এইরূপে জনার্দ্দন কৃষ্ণ দৈববশে দ্বারবতী নগরীতে অনেক কার্য্যসাধন করিয়া মহৎ পুরুষার্থ সাধনানন্তর কুটুম্বগণের সহিত প্রভাস তীর্থে দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৩৮—৩৯ ॥ প্রভাসতীর্থে বিপ্রশাপে যাদবগণ সকলেই পুত্র, পৌত্র, সুহৃদ, ভ্রাতা ভগিনী ও কুলকামিনীগণের সহিত নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥ রাজন্! এই আমি আপনার নিকট কর্ম্মের গহন গতির

এবং তে কথিতা রাজন্ ! কর্ম্মণো গহনা গতিঃ ॥
বাসুদেবোঽপি ব্যাধস্য বাণেন নিধনং গতঃ ॥ ৪১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে
কর্ম্মস্বরূপবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

(বাসুদেবস্যাপি কর্ম্মফলভাগিত্বমাহ বাসুদেবোঽপীতি । ব্যাধস্য নীচজনস্যেতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, অধিক আর কি বলিব, এই কর্ম্মবশেই স্বয়ং বাসুদেবও ব্যাধের বাণে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে কর্ম্মস্বরূপবর্ণন নামক
দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

ভারাবতরণার্থায় কথিতং জন্ম কৃষ্ণয়োঃ।
সংশয়োঽয়ং দ্বিজশ্রেষ্ঠ! হৃদয়ে মম তিষ্ঠতি ॥ ১
পৃথিবী গোস্বরূপেণ ব্রহ্মাণং শরণং গতা।
দ্বাপরান্তেঽতিদীনার্ত্তা গুরুভারপ্রপীড়িতা ॥ ২ ॥
বেধসা প্রার্থিতো বিষ্ণুঃ কমলাপতিরীশ্বরঃ।
ভূভারোত্তরণার্থায় সাধূনাং রক্ষণায় চ ॥ ৩ ॥
ভগবন্! ভারতে খণ্ডে দেবৈঃ সহ জনার্দ্দন!।
অবতারং গৃহাণাশু বসুদেবগৃহে বিভো! ॥ ৪ ॥
এবং সম্প্রার্থিতো ধাত্রা ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
বভূব সহ রামেণ ভূভারোত্তারণায় বৈ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ পঞ্চষষ্টিশ্লোকৈর্ধর্ম্মা যুগোদ্ভবাঃ।
কথান্তে যত্র সদসদ্ধর্ম্মস্থ চ বিনির্ণয়ঃ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে বাসুদেবকথাং শ্রুত্বা তত্র সন্দিহানো রাজা পৃচ্ছতি ভারাবতারেতি। কৃষ্ণয়োরিতি। অর্জ্জুনস্যাপি হরেরংশত্বাভিপ্রায়েণাহ কৃষ্ণত্বব্যবহারো বলরামস্য বা হরেঃ শ্বেতকেশোদ্ভবত্বাৎ কৃষ্ণত্বব্যবহারঃ। তথা চ কৃষ্ণয়োরিত্যস্য কৃষ্ণার্জ্জুনয়োরিত্যর্থঃ। কৃষ্ণ-বলরাময়োরিত্যর্থো বা। সংশয় উক্তবিষয় ইতি ॥ ১ ॥
অবতারকথাং সঙ্ক্ষেপেণ বর্ণয়তি। পৃথিবীতি ॥ ২—৫ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে দ্বিজেন্দ্র! আপনি বলিলেন যে পৃথিবীর ভার হরণের নিমিত্তই রাম ও কৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; এই বিষয়ে আমার হৃদয়ে মহৎ সংশয় উপস্থিত হই-য়াছে তাহা আপনি শ্রবণ করুন। দ্বাপরযুগের অবসান সময়ে পৃথিবী গুরুভারে আক্রান্তা ও কাতরা হইয়া গোরূপ ধারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মার শরণাগত হইয়াছিলেন ॥ ১—২ ॥ তখন ব্রহ্মা পৃথিবীর সহিত ভূভার অবতারণ ও সাধুগণের রক্ষণের নিমিত্ত কমলাপতি প্রভু বিষ্ণুর নিকট গমন পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়া বলিলেন; বিভো! আপনি ধরাতলে বসুদেবের আলয়ে অবতাররূপে শীঘ্রই জন্মগ্রহণ করুন ॥ ৩—৪ ॥ বিধাতা এইরূপে প্রার্থনা করিলে ভগবান্ ভূভার হরণের নিমিত্ত বলরামের সহিত দেবকীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

কিয়ানুত্তারিতো ভারো হত্বা দুষ্টাননেকশঃ।
জ্ঞাত্বা সর্ব্বান্ দুরাচারান্ পাপবুদ্ধিনৃপানিহ ॥ ৬ ॥
হতো ভীষ্মো হতো দ্রোণো বিরাটো দ্রুপদস্তথা।
বাহ্লীকঃ সোমদত্তশ্চ কর্ণো বৈকর্ত্তনস্তথা ॥ ৭ ॥
যৈর্লুণ্ঠিতং ধনং সর্ব্বং হৃতাশ্চ হরিযোষিতঃ।
কথং ন নাশিতা দুষ্টা যে স্থিতাঃ পৃথিবীতলে ॥ ৮ ॥
আভীরাশ্চ শকা ম্লেচ্ছা নিষাদাঃ কোটিশস্তথা।
ভারাবতরণং কিন্তৎ কৃতং কৃষ্ণেন ধীমতা ॥ ৯ ॥
সন্দেহোঽয়ং মহাভাগ! ন নিবর্ত্ততি চিত্ততঃ।
কলাবস্মিন্ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ পশ্যতঃ পাপনিশ্চয়াঃ ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ।

রাজন্! যস্মিন্ যুগে যাদৃক্ প্রজা ভবতি কালতঃ।
নান্যথা তদ্ভবেন্নূনং যুগধর্ম্মোঽত্র কারণম্ ॥ ১১ ॥

কিয়ানিতি দুষ্টান্ সর্ব্বান্ জ্ঞাত্বা তাংশ্চ হত্বা ভারঃ কিয়াদুত্তারিতো কিমপীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥
নমু ভীষ্মাদীন্নিহত্য ভার উত্তারিত এব নেতি কথমুচ্যতে তত্রাহ হতো ভীষ্ম ইতি। এতে একৈকশ এব হতা ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥
তর্হ্যবশিষ্টাঃ কে তত্রাহ যৈর্লুষ্ঠিতং ধনামতি। এতে সর্ব্বে দুষ্টা অবশিষ্টা এবেত্যর্থঃ ॥৮॥
ভারাবতরণমিতি। ভারাবতারপ্রতিজ্ঞাং কৃত্বাবতারো গৃহীতস্তত্র সর্ব্বদুষ্টানামবশিষ্টত্বাদবতারং গৃহীত্বা ভারাবতারণং কিং কৃতং ন কিমপীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥
পশ্যতঃ রামকৃষ্ণৌ কথং ন তাঃ প্রজা নাশিতবন্তাবিতি শেষঃ ॥ ১০ ॥
সমাধত্তে রাজন্নিতি। অয়ং ভাবঃ। দুষ্টাচারা দ্বিবিধাঃ পুরুষাঃ একে যুগধর্ম্মেণ দুষ্টাচারাঃ পরে বেদধর্ম্মোচ্ছেদার্থমবতীর্ণা দৈত্যা দুরাচারাঃ। তত্রাবতারং গৃহীত্বা যে বেদধর্ম্মোচ্ছেদকং

তিনি এই অবনীতলে অনেক অনেক স্বভাবত দুষ্ট ব্যক্তিগণকে এবং অনেক অনেক নরপতিগণকে পাপবুদ্ধি ও দুরাচার জানিয়া তাহাদিগকে হনন করিয়া কিয়ৎপরিমাণে পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ তাহাতে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিরাট, দ্রুপদ, বাহ্লীক, সোমদত্ত ও সূর্য্যপুত্র কর্ণও নিহত হইয়াছিলেন ॥ ৭ ॥ কিন্তু যাহারা ধন লুণ্ঠন করিল, হরির রমণীগণকে হরণ করিল, সেই সমস্ত কোটি কোটি আভীর, শক, ম্লেচ্ছ ও নিষাদগণ পৃথিবীতলে অবশিষ্ট রহিয়া গেল, ধীমান্ কৃষ্ণ যদি তাহাদিগকেই বিনাশ না করিলেন, তবে তাঁহার ভূভারহরণ করা কিরূপে সমাধা হইল ॥ ৮—৯ ॥ মহাভাগ! কলিকালে সকল প্রজাকেই পাপনিরত দর্শন করিয়া এই মহাসংশয় আমার চিত্তক্ষেত্র হইতে কোনরূপেই অপনীত হইতেছে না ॥ ১০ ॥

যে ধর্ম্মরসিকা জীবাস্তে বৈ সত্যযুগেঽভবন্।
ধর্ম্মার্থরসিকা যে তু তে বৈ ত্রেতা যুগেঽভবন্॥ ১২ ॥
ধর্ম্মার্থকামরসিকা দ্বাপরে চাভবন্ যুগে।
অর্থকামপরাঃ সর্ব্বে কলাবস্মিন্ ভবন্তি হি॥ ১৩ ॥
যুগধর্ম্মস্তু রাজেন্দ্র! ন যাতি ব্যত্যয়ং পুনঃ।
কালঃ কর্ত্তাস্তি ধর্ম্মস্য হ্যধর্ম্মস্য চ বৈ পুনঃ॥ ১৪ ॥

রাজোবাচ।

যে তু সত্যযুগে জীবা ভবন্তি ধর্ম্মতৎপরাঃ।
কুত্র তেঽদ্য মহাভাগ! তিষ্ঠন্তি পুণ্যভাগিনঃ॥ ১৫ ॥
ত্রেতা যুগে দ্বাপরে বা যে দানব্রতকারকাঃ।
বর্ত্তন্তে মুনয়ঃ শ্রেষ্ঠ! কুত্র ব্রূহি পিতামহ!॥ ১৬ ॥

কর্তুং ক্ষত্রিয়গৃহেঽবতীর্ণা দৈত্যকুলে বা যেঽবতীর্ণা দৈত্যাস্ত এব নাশিতা নমু কালস্বভাবেন দুরাচারাস্তেন নাশিতাস্তেষাং নাশনে সর্ব্বেঽপি কলিস্বভাবদুষ্টাঃ সন্তীতি সর্ব্বেষাং মারণপ্রসঙ্গেন প্রজোচ্ছেদ এব স্যাদিতি। নান্যথা ভবেদিতি। ন তা নাশয়িতুং শক্যন্তে ইত্যর্থঃ॥ ১১ ॥

তানেব যুগধর্ম্মানুপপাদয়তি যে ধর্ম্মরসিকা ইতি॥ ১২—১৪ ॥

প্রসঙ্গাগতমাহ বৈরাগ্যার্থং যে তু সত্যযুগে ইতি॥ ১৫—২১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! কালবশে যে যুগে যেরূপ স্বভাবাদি বিশিষ্ট প্রজা জন্মিয়া থাকে, তাহার অন্যথাভাব কখনই হয় না, যুগধর্ম্মকেই এ বিষয়ের বিশেষ কারণ বলিয়া জানিবেন; তবে যুগধর্ম্ম অনুসারে যাহারা দুষ্ট বা দুরাচার, তাহাদিগের সকলকেই বিনাশ করিলে অখিল প্রজারই একবারে উচ্ছেদ হইয়া যায়, তাহাতে সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় রূপ সনাতন জগৎ প্রবাহ বিনষ্ট হয়, এই হেতুই ভগবান্ কৃষ্ণ পৃথিবীর ভারস্বরূপ দানব ও দুরাচার ক্ষত্রিয়বর্গকেই বিনাশ করিয়াছিলেন॥ ১১ ॥ রাজন্! যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি তাঁহারা সত্যযুগে, যাঁহারা ধর্ম্ম ও অর্থ পরায়ণ তাঁহারা ত্রেতাযুগে, যাঁহারা ধর্ম্ম ও অর্থ কামপরায়ণ তাঁহারা দ্বাপরযুগে, যাঁহারা অর্থ ও কামপরায়ণ, তাঁহারাই এই কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন॥ ১২-১৩ ॥ মহারাজ! আপনি জানিবেন যে যুগধর্ম্মের ব্যত্যয় কখনই হয় না; এবং কাল, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কর্ত্তা নিরন্তরই বিদ্যমান আছেন॥ ১৪ ॥

রাজা কহিলেন, মহাভাগ! সত্যযুগে যে সকল ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা ব্যক্তিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই পুণ্যশালী মনুষ্যগণ এক্ষণে কোথায় আছেন? পিতামহ! যাঁহারা ত্রেতায় বা দ্বাপরযুগে দানব্রত পরায়ণ ছিলেন সেই মুনিগণই বা এক্ষণে কোথায় আছেন? এবং এই বর্ত্তমান কলিযুগে যে সকল নির্দ্দয় ও নির্লজ্জ মনুষ্য বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই

কলাবদ্য দুরাচারা যেঽত্র সন্তি গতত্রপাঃ।
আদ্যে যুগে ক যাস্যন্তি পাপিষ্ঠা দেবনিন্দকাঃ ॥ ১৭ ॥
এতৎ সর্ব্বং সমাচক্ষ্ব বিস্তরেণ মহামতে!।
সর্ব্বথা শ্রোতুকামোঽস্মি যদেতদ্ধর্ম্মনির্ণয়ম্ ॥ ১৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

যে বৈ কৃতযুগে রাজন্! সম্ভবন্তীহ মানবাঃ।
কৃত্বা তে পুণ্যকর্ম্মাণি দেবলোকান্ ব্রজন্তি বৈ ॥ ১৯ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ নৃপসত্তম!।
স্বধর্ম্মনিরতা যান্তি লোকান্ কর্ম্মজিতান্ কিল ॥ ২০ ॥
সত্যং দয়া তথা দানং স্বদারগমনং তথা।
অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু সমতা সর্ব্বজন্তুষু ॥ ২১ ॥
এতৎ সাধারণং ধর্ম্মং কৃত্বা সত্যযুগে পুনঃ।
স্বর্গং যান্তীতরে বর্ণা ধর্ম্মতো রজকাদয়ঃ ॥ ২২ ॥
তথা ত্রেতা যুগে রাজন্! দ্বাপরেঽথ যুগে তথা ॥
কলাবস্মিন্ যুগে পাপা নরকং যান্তি মানবাঃ ॥ ২৩ ॥
তাবত্তিষ্ঠন্তি তে তত্র যাবৎ স্যাৎ যুগপর্য্যয়ঃ।
পুনশ্চ মানুষে লোকে ভবন্তি ভুবি মানবাঃ ॥ ২৪ ॥

তদ্যুগস্থা রজকাদয়ো নীচা অপি ধর্ম্মতঃ স্বধর্ম্মাচরণাৎ স্বর্গং যান্তীত্যন্বয়ঃ ॥ ২২ ॥
কলাবস্মিন্নিতি। অস্মিন্ কলৌ যে পাপাচারাস্তে নরকং যান্তীত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৭ ॥

পাপিষ্ঠ দেব ও গুরুনিন্দকগণ সত্যযুগের সময় কোথায় যাইবে? ॥ ১৫—১৭ ॥ হে মহামতে! আমি এই সকল ধর্ম্মনির্ণয়ের বিষয় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছি আপনি করুণা করিয়া এই সকলের গূঢ়তত্ত্ব বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন ॥ ১৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! যে সকল মনুষ্য সত্যযুগে এই অবনীতলে জন্মগ্রহণ করে তাঁহারা পুণ্যজনক কর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠান দ্বারা দেবলোকে গমন করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥ হে নৃপসত্তম! বিপ্রবর্গ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ আপন আপন ধর্ম্মকার্য্যে নিরত থাকিয়া স্ব স্ব কর্ম্মার্জ্জিত লোকে গমন করে ॥ ২০ ॥ সত্য, দয়া, দান, স্বদারগমন, অহিংসা এবং সমস্ত জীবের প্রতি সমভাবে দয়া এই সকল সাধারণ ধর্ম্মের আচরণ করিয়া সেই ধর্ম্মবলে রজকাদি নীচবর্ণ সকলও স্বর্গে গমন করিয়া থাকে ॥ ২১—২২ ॥ সেইরূপ ত্রেতা ও দ্বাপরযুগেও স্ব স্ব ধর্ম্মার্জ্জিত পুণ্যবলে মানবগণ স্বর্গে গমন করে কিন্তু এই কলিযুগে পাপাসক্ত মনুষ্যগণ নরকে গমন করিয়া যুগের বিপর্য্যয়কাল পর্য্যন্ত সেই ঘোর নরকে

গ্রামে গ্রামে পরাম্বায়াঃ প্রাসাদকরণোৎসুকাঃ।
স্বকর্ম্মনিরতাঃ সর্ব্বে সত্যশৌচদয়ান্বিতাঃ ॥ ৩৮ ॥
ত্রয্যুক্তকর্ম্মনিরতাস্তত্ত্বজ্ঞানবিশারদাঃ।
অভবন্ ক্ষত্রিয়াস্তত্র প্রজাভরণতৎপরাঃ ॥ ৩৯ ॥
বৈশ্যাস্তু কৃষিবাণিজ্যগোসেবানিরতাস্তথা।
শূদ্রাঃ সেবাপরাস্তত্র পুণ্যে সত্যযুগে নৃপ ! ॥ ৪০ ॥
পরাম্বাপূজনাসক্তাঃ সর্ব্বে বর্ণাঃ পরে যুগে।
তথা ত্রেতাযুগে কিঞ্চিন্ ন্যূনা ধর্ম্মস্য সংস্থিতিঃ ॥ ৪১ ॥
দ্বাপরে চ বিশেষেণ ন্যূনা সত্যযুগস্থিতিঃ।
পূর্ব্বং যে রাক্ষসা রাজংস্তে কলৌ ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪২ ॥
পাষণ্ডনিরতাঃ প্রায়ো ভবন্তি জনবঞ্চকাঃ।
অসত্যবাদিনঃ সর্ব্বে বেদধর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৪৩ ॥
দাম্ভিকা লোকচতুরা মানিনো বেদবর্জ্জিতাঃ।
শূদ্রসেবাপরাঃ কেচিন্নানাধর্ম্মপ্রবর্ত্তকাঃ ॥ ৪৪ ॥

গায়ত্র্যাসক্তাঃ। প্রণবসক্তাশ্চেত্যর্থঃ। মায়াবীজং ভুবনেশ্বরীমন্ত্রস্তস্যৈকজাপিনো মুখ্যত্বেন জপশীলাঃ ॥ ৩৭—৪০ ॥

পরাম্বাপূজনেতি। পরে যুগে সত্যে সর্ব্বেঽপি বর্ণাঃ পরাম্বাপূজনাসক্তা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥৪১॥

প্রসঙ্গেনাবান্তরং কলৌ কঞ্চিদ্বিশেষমাহ পূর্ব্বং যে রাক্ষসা ইতি। তেঽপি কলিযুগে ধর্ম্মনাশার্থং ব্রাহ্মণা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৭ ॥

গায়ত্রী ও প্রণবমন্ত্রে এবং গায়ত্রী ধ্যানে আসক্ত থাকিয়া একমাত্র মায়াবীজ মন্ত্র জপ করিতেন ॥ ৩৬—৩৭ ॥ বিপ্রগণ সকলেই নিজ নিজ গ্রামে মহামায়া অম্বিকার মন্দির নির্ম্মাণে উৎসুক হইয়া সত্য, শৌচ ও দয়াযুক্তমানসে আপন আপন কর্ম্মে নিরত থাকিতেন ॥ ৩৮ ॥ তত্ত্বজ্ঞানে নিপুণ ক্ষত্রিয়গণ সতত্তই ত্রয়ীবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক প্রজা প্রতিপালনে তৎপর থাকিতেন ॥ ৩৯ ॥ বৈশ্যগণ কৃষি বাণিজ্য ও গোসেবায় অনুরক্ত এবং শূদ্রগণও নিয়তই ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের সেবায় নিরত থাকিত ॥৪০॥ এইরূপে সত্যযুগে সকল বর্ণই পরমাশক্তি অম্বিকাদেবীর পূজায় অনুরক্ত থাকিত কিন্তু ত্রেতাযুগে উক্ত ধর্ম্মের মর্য্যাদা কিয়ৎ পরিমাণে ন্যূন হইয়াছিল, এইরূপে দ্বাপরযুগে সত্যযুগের ধর্ম্মমর্য্যাদা বিশেষরূপেই ন্যূনতা প্রাপ্ত হইয়াছে। হে ভরতভূষণ ! পূর্ব্বে যাহারা রাক্ষস ছিল, তাহারা কলির ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে ; তাহারা সকলেই পাষণ্ডমতানুসারী, জনবঞ্চক, অসত্যবাদী, বেদবিরহিত, বৈদিকধর্ম্ম বর্জ্জিত, দাম্ভিক, ব্যবহার চতুর, অভিমানী ও শূদ্রসেবাপরায়ণ, তন্মধ্যে

বেদনিন্দাকরাঃ ক্রূরা ধর্ম্মভ্রষ্টাতিবাচুকাঃ ।
যথা যথা কলির্বৃদ্ধিং যাতি রাজংস্তথা তথা ॥ ৪৫ ॥
ধর্ম্মস্য সত্যমূলস্য ক্ষয়ঃ সর্ব্বাত্মনা ভবেৎ ।
তথৈব ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ ধর্ম্মবর্জ্জিতাঃ ॥ ৪৬ ॥
অসত্যবাদিনঃ পাপাস্তথা বর্ণেতরাঃ কলৌ ।
শূদ্রধর্ম্মরতা বিপ্রাঃ প্রতিগ্রহপরায়ণাঃ ।
ভবিষ্যন্তি কলৌ রাজন্ ! যুগে বৃদ্ধিং গতে কিল ॥ ৪৭ ॥
কামচারাঃ স্ত্রিয়ঃ কামলোভমোহসমন্বিতাঃ ।
পাপা মিথ্যাভিবাদিন্যঃ সদা ক্লেশরতা নৃপ ! ॥ ৪৮ ॥
স্বভর্তৃবঞ্চকা নিত্যং ধর্ম্মভাষণপণ্ডিতাঃ ।
ভবন্ত্যেবংবিধা নার্য্যঃ পাপিষ্ঠাশ্চ কলৌ যুগে ॥ ৪৯ ॥
আহারশুদ্ধ্যা নৃপতে ! চিত্তশুদ্ধিস্তু জায়তে ।
শুদ্ধে চিত্তে প্রকাশঃ স্যাদ্ধর্ম্মস্য নৃপসত্তম ! ॥ ৫০ ॥
বৃত্তসঙ্করদোষেণ জায়তে ধর্ম্মসঙ্করঃ ।
ধর্ম্মস্য সঙ্করে জাতে নূনং স্যাদ্বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৫১ ॥

কামচারা যথেষ্টাচারবত্যঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥
নমু যদি ধর্ম্মঃ শ্রেষ্ঠস্তর্হি কিমিতি কলৌ ধর্ম্মং নাচরন্তি তত্রাহ আহারশুদ্ধ্যেতি । শুদ্ধে চিত্ত ইতি । আহারশুদ্ধ্যা সত্ত্বশুদ্ধিস্তৎশুদ্ধৌ ধর্ম্মপ্রকাশস্তথা চ কলাবাহারশুদ্ধ্যাদ্যভাবান্ন ধর্ম্মবুদ্ধির্জায়ত ইত্যর্থঃ। তথা চ ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ। আহারশুদ্ধ্যা সত্ত্বশুদ্ধিস্তচ্ছুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিরিতি ॥৫০॥

কতকগুলি লোক সনাতন ধর্ম্মের অমর্য্যাদা খ্যাপন করিয়া বিবিধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বেদনিন্দাপরায়ণ, ক্রূর, ধর্ম্মভ্রষ্ট ও বাচাল হইয়া উঠে। রাজন্! কলির যেমন বৃদ্ধি হইতে থাকে, সত্যমূলকধর্ম্মেরও সেইরূপ সর্ব্বতোভাবে ক্ষয় হয়; এবং সেই পরিমাণেই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ধর্ম্মবর্জ্জিত হয়। কলিযুগ বৃদ্ধি পাইলে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণগণ, অসত্যবাদী ও পাপাচার এবং বিপ্রবর্গ শূদ্রধর্ম্মে নিরত ও প্রতিগ্রহপরায়ণ হইয়া থাকে ॥ ৪১—৪৭ ॥ রাজেন্দ্র! কলিযুগের নারীগণ, কাম, লোভ ও মোহসমন্বিত হইয়া অত্যন্ত প্রবলা, স্বেচ্ছাচারিণী, পাপাচারিণী ও মিথ্যাবাদিনী হইয়া লোকসমাজের অশেষ ক্লেশকরী হয় এবং আপনাদিগকে ধর্ম্মভাষণে পরম পণ্ডিত মনে করিয়া উপদেশ প্রদানে তৎপর ও নিজ পতির বঞ্চনাতে প্রবৃত্ত সুতরাং অতিশয় পাপিষ্ঠ হইয়া উঠে ॥ ৪৮—৪৯ ॥ হে নৃপসত্তম! আহারশুদ্ধি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, চিত্ত শুদ্ধ হইলে তাহাতে ধর্ম্ম পরিস্ফুট রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের আচারের সঙ্করদোষ

এবং কলিযুগে ভূপ ! সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতে।
স্ববর্ণধর্ম্মবার্ত্তৈষা ন কুত্রাপ্যুপলভ্যতে ॥ ৫২ ॥
মহান্তোঽপি চ ধর্ম্মজ্ঞা অধর্ম্মং কুর্ব্বতে নৃপ ! ।
কলিস্বভাব এবৈষঃ পরিহার্য্যো ন কেনচিৎ ॥ ৫৩ ॥
তস্মাদত্র মনুষ্যাণাং স্বভাবাৎ পাপকারিণাম্।
নিষ্কৃতির্ন হি রাজেন্দ্র ! সামান্যোপায়তো ভবেৎ ॥ ৫৪ ॥

জনমেজয় উবাচ।

ভগবন্ ! সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ! সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ! ।
কলাবধর্ম্মবহুলে নরাণাং কা গতির্ভবেৎ ॥ ৫৫ ॥
যদ্যস্তি তদুপায়শ্চেদ্দয়য়া তং বদস্ব মে ॥ ৫৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

এক এব মহারাজ ! তত্রোপায়োঽস্তি নাপরঃ।
সর্ব্বদোষনিরাসার্থং ধ্যায়েদ্দেবীপদাম্বুজম্ ॥ ৫৭ ॥

ধর্ম্মবুদ্ধ্যভাবে কো দোষস্তত্রাহ বৃত্তসঙ্করেতি। বৃত্তং বর্ণাশ্রমাচারস্তৎসঙ্করদোষেণ ধর্ম্মসঙ্করো ভবতীত্যর্থঃ। ব্রাহ্মণাচরণং শূদ্রেণ শূদ্রাচরণং ব্রাহ্মণেন কৃতং চেদ্ধর্ম্মসঙ্করো ভবত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৫১—৫৪ ॥
পাপনিষ্কৃত্যুপায়ং রাজা পৃচ্ছতি ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞেতি ॥ ৫৫—৫৬ ॥
দেবীপদাম্বুজং মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণ্যা দেব্যাঃ পদাম্বুজমিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

(মিশ্রণদোষ) দ্বারাই ধর্ম্মসঙ্করদোষের উৎপত্তি হয়। ধর্ম্মসঙ্কর উপস্থিত হইলেই বর্ণসঙ্কর দোষের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥ এইরূপে কলিযুগে ক্রমে ক্রমে সকল ধর্ম্ম বিলোপিত হইলে স্ববর্ণ ধর্ম্মের বার্ত্তা আর কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় না। নৃপবর ! এই যুগে ধর্ম্মজ্ঞ মহান্ ব্যক্তিগণও অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; কলির স্বভাবই এইরূপ, ইহা পরিত্যাগ করিতে কেহই সমর্থ হয় না ॥ ৫২—৫৩ ॥ অতএব রাজেন্দ্র ! এই কালে মানবগণ নৈসর্গিক নিয়মানুসারেই পাপকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে এই কারণে সামান্য উপায় দ্বারা তাহাদিগের নিষ্কৃতি সাধিত হইতে পারে না ॥ ৫৪ ॥

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, এই অধর্ম্মবহুল কলিযুগে নরগণের গতি কিরূপে হইবে ? যদি কোনও উপায় থাকে তবে আপনি কৃপা করিয়া তাহা আমাকে বলুন ॥ ৫৫—৫৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! কলিকলুষ হইতে নিস্তার পাইবার নিমিত্ত একমাত্র উপায় বিদ্যমান আছে, অপর আর কিছুই নাই; জীবগণ সমস্ত পাপ ও দোষের নিরাকরণ নিমিত্ত

ন সন্ত্যঘানি তাবন্তি যাবতী শক্তিরস্তি হি।
নাম্নি দেব্যাঃ পাপদাহে তস্মাদ্ভীতিঃ কুতো নৃপ! ॥ ৫৮ ॥
অবশেনাপি যন্নাম লীলয়োচ্চারিতং যদি।
কিং কিং দদাতি তজ্জ্ঞাতুং সমর্থা ন হরাদয়ঃ ॥ ৫৯ ॥
প্রায়শ্চিত্তন্তু পাপানাং শ্রীদেবীনামসংস্মৃতিঃ।
তস্মাৎ কলিভয়াদ্রাজন্! পুণ্যক্ষেত্রে বসন্নরঃ।
নিরন্তরং পরাম্বায়া নাম সংস্মরণং চরেৎ ॥ ৬০ ॥
ছিত্ত্বা ভিত্ত্বা চ ভূতানি হত্বা সর্ব্বমিদং জগৎ।
দেবীং নমতি ভক্ত্যা যো ন স পাপৈর্বিলিপ্যতে ॥ ৬১ ॥
রহস্যং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং ময়া রাজন্নুদীরিতম্।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ ভজ দেবীপদাম্বুজম্ ॥ ৬২ ॥
অজপাং নাম গায়ত্রীং জপন্তি নিখিলা জনাঃ।
মহিমানং ন জানন্তি মায়য়া বৈভবং মহৎ ॥ ৬৩ ॥

ন সন্ত্যঘানীতি। দেব্যা নাম্নি পাপদাহে পাপদাহবিষয়ে যাবতী শক্তিরস্তি তাবন্ত্যঘানি পাপানি নৈব সন্তীত্যর্থঃ। যস্মাদেবং তস্মাৎ কলিযুগাদ্ভীতির্ভয়ং কুতো ভবতি। কলিযুগ-ভয়ে ন কিঞ্চিৎ কারণমস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৮—৫৯ ॥

নামস্মরণং চরেৎ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৬০—৬২ ॥

ইদানীং সর্ব্বে প্রাণিনঃ পরাশক্তিমন্ত্রজপাখ্যং নিরন্তরং জপন্তি জন্মন আরভ্য মরণ-পর্য্যন্তম্। তথাপ্যয়ং মন্ত্রোঽস্তীতি মায়াকৃতমোহেন ন জানন্তি ততো ন মুক্তা ভবন্তী-ত্যাহ মায়য়া বৈভবমিতি। জনানাক্রোশতি অজপাং নাম গায়ত্রীমিতি। তদুক্তমজপাং নাম গায়ত্রীং জীবো জপতি নিত্যশঃ। অজপাং জপতো নিত্যং পুনর্জন্ম ন বিদ্যত ইতি অজপামন্ত্রবিধানন্তু দক্ষিণামূর্ত্তিসহিতায়াং স্পষ্টম্ ॥ ৬৩ ॥

মহাদেবীর চরণকমল ধ্যান করিবে ॥ ৫৭ ॥ হে নরেন্দ্র! মহাদেবীর পাপদাহক নামে যে পরিমাণ শক্তি আছে, এই অখিল সংসারে সেই পরিমাণ পাপ নাই, অতএব তাহাতে আর ভয়ের কারণ কোথায়? ॥ ৫৮ ॥ সেই নাম অজ্ঞানে অবলীলায় উচ্চারিত হইলেও যে কি কি অনির্ব্বচনীয় ফলপ্রদান করে তাহা হরি হর প্রভৃতিরও জানিবারও সামর্থ্য নাই ॥৫৯॥ রাজন্! শ্রীদেবীর নাম স্মরণই পাপরাশির প্রায়শ্চিত্ত, অতএব কলিভয়ার্ত্ত মানবগণ পুণ্য-ক্ষেত্রে বাস করিয়া নিরন্তরই পরমাদেবীর নাম স্মরণ করিবে ॥৬০॥ এই অখিল জগতীস্থিত জীবগণের ছেদ, ভেদ ও বিনাশ করিয়াও যে ব্যক্তি দেবীকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করে সেই মানব পাপসমূহ দ্বারা পরিলিপ্ত হয় না ॥ ৬১ ॥ রাজন্! আমি সমস্ত শাস্ত্রেরই গূঢ় তত্ত্ব পরিকীর্ত্তন করিলাম, এই সকল বিষয় সম্পূর্ণরূপে বিবেচনা করিয়া আপনি নিয়তই দেবীর

গায়ত্রীং ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে জপন্তি হৃদয়ান্তরে।
মহিমানং ন জানন্তি মায়ায়া বৈভবং মহৎ ॥ ৬৪ ॥
এতৎ সর্ব্বং সমাখ্যাতং যৎ পৃষ্টং তত্ত্বয়া নৃপ!।
যুগধর্ম্মব্যবস্থায়াং কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে সদসদ্‌ধর্ম্মনির্ণয়ো নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

যথাজপাং সর্ব্বে জপন্তি তথৈব গায়ত্রীমপি সর্ব্বে ব্রাহ্মণা জপন্তি তথাপি তস্যা মহিমানং ন জানন্তি ততো ন মুক্তা ভবন্তীত্যাহ গায়ত্রীমিতি। গায়ত্রীমহিমা তু সর্ব্বত্রৈব প্রসিদ্ধঃ। উপপাদিতশ্চাস্মাভির্বৃহদারণ্যকটীকায়াং সপ্তমাধ্যায় ইতি ॥ ৬৪—৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

পাদপদ্ম ভজনা করুন ॥ ৬২ ॥ অখিল জীবগণ অজপা নামক গায়ত্রী নিরন্তরই জপ করিতেছে, কিন্তু তাহারা তাহার মহিমা জানে না, রাজন্‌! তাহাতে মায়ার মহৎ বৈভবই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণ হৃদয়াভ্যন্তরে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিতেছেন কিন্তু তাঁহার মহিমা অবগত নহেন; নৃপবর! তাহাতেও মায়ার মহৎ প্রভাবমাত্রই প্রতিভাত হয় ॥ ৬৩—৬৪ ॥ রাজন্‌! আপনি যুগধর্ম্মের ব্যবস্থা বিষয়ে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তৎসমস্তই কীর্ত্তন করিলাম এক্ষণে আপনি আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ করেন? ॥ ৬৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে সদসৎ ধর্ম্মনির্ণয় নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

তীর্থানি ভুবি পুণ্যানি ব্রূহি মে মুনিসত্তম!।
গম্যানি মানবৈর্দেবৈঃ ক্ষেত্রাণি সরিতস্তথা॥ ১॥
ফলঞ্চ যাদৃশং যত্র তীর্থেষু স্নানদানতঃ।
বিধিস্তু তীর্থযাত্রায়াং নিয়মাংশ্চ বিশেষতঃ॥ ২॥

ব্যাস উবাচ*।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি তীর্থানি বিবিধানি চ।
যেষু তীর্থেষু দেবীনাং প্রশস্তান্যায়নানি চ॥ ৩॥
নদীনাং জাহ্নবী শ্রেষ্ঠা যমুনা চ সরস্বতী।
নর্ম্মদা গণ্ডকী সিন্ধুর্গোমতী তমসা তথা॥ ৪॥
কাবেরী চন্দ্রভাগা চ পুণ্যা বেত্রবতী শুভা।
চর্ম্মণ্বতী চ সরযূস্তাপী সাভ্রমতী তথা॥ ৫॥

চতুঃসপ্ততিপদ্যৈস্তু তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গতঃ।
আড়ীবকং মহাযুদ্ধং বিস্তরেণোপবর্ণ্যতে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে তস্মাৎ কলিভয়াদ্রাজন্ পুণ্যক্ষেত্রে বসন্নরঃ। নিরন্তরং পরাম্বায়া নাম-সংস্মরণং চরেদিত্যুক্তম্। তত্র কানি তানি পুণ্যক্ষেত্রাণীতি রাজা পৃচ্ছতি তীর্থানি ভুবীতি॥ ১॥

বিশেষতো ব্রূহীত্যন্বয়ঃ॥ ২॥

যেষু তীর্থেষু দেবীনাং ললিতাদেবীনাং প্রশস্তান্যায়নানি স্থানানি বিদ্যন্তে তানীত্যর্থঃ। অয়নমেবায়নম্॥ ৩॥

তমসা নদী॥ ৪—৬॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর! পৃথিবীতলে দেবতা ও মানবগণের গমন যোগ্য পবিত্র ক্ষেত্র ও নদী প্রভৃতি যে সকল পুণ্যতীর্থ বিদ্যমান আছে আপনি সেই সকলের নাম, সেই সকল তীর্থাদিতে স্নানদানাদি করিলে যেরূপ ফল হয় এবং সেই সকল তীর্থযাত্রার বিধি নিয়ম কিরূপ তৎসমুদয় বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন॥ ১—২॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! নানাবিধ তীর্থের বিষয় এবং যে সকল তীর্থে দেবীগণের প্রশস্ত আয়তন সকল বিদ্যমান আছে তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন॥ ৩॥ নদী সকলের মধ্যে জাহ্নবী, যমুনা, সরস্বতী, নর্ম্মদা, গণ্ডকী, সিন্ধু, গোমতী, তমসা, কাবেরী, চন্দ্রভাগা, বেত্রবতী, চর্ম্মণ্বতী, সরযূ, তাপী এবং সাভ্রমতী এই সকল নদীই

এতাশ্চ কথিতা রাজন্নন্যাশ্চ শতশঃ পুনঃ।
তাসাং সমুদ্রগাঃ পুণ্যাঃ স্বল্পপুণ্যা হ্যনব্ধিগাঃ ॥ ৬ ॥
সমুদ্রগাণাং তাঃ পুণ্যাঃ সর্ব্বদোঘবহাস্তু যাঃ।
মাসদ্বয়ং শ্রাবণাদৌ তাশ্চ সর্ব্বা রজস্বলাঃ ॥ ৭ ॥
ভবন্তি বৃষ্টিযোগেন গ্রাম্যবারিবহাস্তথা।
পুষ্করঞ্চ কুরুক্ষেত্রং ধর্ম্মারণ্যং সুপাবনম্ ॥ ৮ ॥
প্রভাসঞ্চ প্রয়াগঞ্চ নৈমিষারণ্যমেব চ।
বিশ্রুতঞ্চার্ব্বুদারণ্যং শৈলাশ্চ পাবনাস্তথা ॥ ৯ ॥
শ্রীশৈলশ্চ সুমেরুশ্চ পর্ব্বতো গন্ধমাদনঃ।
সরাংসি চৈব পুণ্যানি মানসং সর্ব্ববিশ্রুতম্ ॥ ১০ ॥
তথা বিন্দুসরঃ শ্রেষ্ঠমচ্ছোদং নাম পাবনম্।
আশ্রমাস্তু তথা পুণ্যা মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ১১ ॥
বিশ্রুতস্তু সদা পুণ্যো খ্যাতো বদরিকাশ্রমঃ।
নরনারায়ণৌ যত্র তেপাতে তৌ মুনী তপঃ ॥ ১২ ॥

সর্ব্বদোঘবহাস্তু যা ইতি। অসমুদ্রগাভ্যঃ সমুদ্রগাঃ শ্রেষ্ঠাঃ। সমুদ্রগাস্বপি সর্ব্বদা জলবহাঃ শ্রেষ্ঠাঃ। তাঃ সর্ব্বদাজলবহাঃ শ্রাবণাদৌ শ্রাবণভাদ্রপদয়োরাদৌ মাসদ্বয়ং সর্ব্বা রজস্বলাঃ প্রোক্তা ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

গ্রাম্যবারিবহা ইতি। গ্রামোপযোগিজলবহাঃ। ন সমুদ্রগামিন্য ইত্যর্থঃ। ক্ষেত্রাণ্যাহ পুষ্করমিতি ॥ ৮—৯ ॥

শৈলানাহ শ্রীশৈলশ্চেতি। সরোবরাণ্যাহ সরাংসীতি ॥ ১০—১৪ ॥

প্রধান ও পবিত্র ॥ ৪—৫ ॥ ইহা ভিন্ন অন্যান্য শত শত নদী অবনীতলে বিদ্যমান আছে; তাহাদের মধ্যে যে সকল নদী সমুদ্রগর্ভে পতিত হইয়াছে সেই সকলই অধিকতর পবিত্র এবং যে সকল নদী সমুদ্র পর্য্যন্ত গমন করে নাই তাহারা তদপেক্ষা অল্প পবিত্র ॥ ৬ ॥ আর সমুদ্রগামিনী নদীগণের মধ্যে যে সকল সর্ব্বদাই প্রবল প্রবাহে প্রবাহিত হয় তাহাদিগকে অধিকতর পবিত্র বলিয়া জানিবেন, কিন্তু শ্রাবণ ও ভাদ্র এই দুই মাসে সেই সমস্ত নদীই রজস্বলা হইয়া থাকে; আর এই সময়ে কতকগুলি সরিৎ বৃষ্টিযোগে প্রবাহিত হইয়া গ্রামোপযোগী জলমাত্র বহন করিয়া থাকে। রাজন্! পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, সুপবিত্র ধর্ম্মারণ্য, প্রভাস, প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য ও অর্ব্বুদারণ্য এই সকল ক্ষেত্রই পুণ্যপ্রদ ও বিখ্যাত। মহারাজ! পর্ব্বত সমূহের মধ্যে শ্রীশৈল, সুমেরু ও গন্ধমাদন এই সকলই পবিত্র; পুণ্যপ্রদ সরোবর সমূহের মধ্যে পরম পবিত্র সর্ব্বত্র বিখ্যাত মানস, বিন্দুসরোবর ও অচ্ছোদই প্রধানরূপে গণ্য হইয়া থাকে।

বামনাশ্রম আখ্যাতঃ শতযূপাশ্রমস্তথা।
যেন যত্র তপস্তপ্তং তস্য নাম্নাতিবিশ্রুতঃ ॥ ১৩ ॥
এবং পুণ্যানি স্থানানি হ্যসংখ্যাতানি ভূতলে।
মুনিভিঃ পরিগীতানি পাবনানি মহীপতে! ॥ ১৪ ॥
এষু স্থানেষু সর্ব্বত্র দেবীস্থানানি ভূপতে!।
দর্শনাৎ পাপহারীণি বসন্তি নিয়মেন চ।
কথয়িষ্যামি তান্যগ্রে প্রসঙ্গেন চ কানিচিৎ ॥ ১৫ ॥
তীর্থানি নৃপ! দানানি ব্রতানি চ মখাস্তথা।
তপাংসি পুণ্যকর্ম্মাণি সাপেক্ষাণি মহীপতে! ॥ ১৬ ॥
দ্রব্যশুদ্ধিং ক্রিয়াশুদ্ধিং মনঃশুদ্ধিমপেক্ষ্য চ।
পাবনানি হি তীর্থানি তপাংসি চ ব্রতানি চ ॥ ১৭ ॥
কদাচিদ্দ্রব্যশুদ্ধিঃ স্যাৎ ক্রিয়াশুদ্ধিঃ কদাচন।
দুর্লভা মনসঃ শুদ্ধিঃ সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা নৃপ! ॥ ১৮ ॥

এষ্বিতি। সর্ব্বেষ্বেষু স্থানেষু দেবীস্থানানি সন্তীত্যর্থঃ। অগ্রে সপ্তমস্কন্ধে কানিচিদ্দেবীস্থানানি কথয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

তীর্থাদিষু নিয়মানাহ তীর্থানীতি। হে নৃপ! তীর্থানি দানানি ব্রতানি মখাস্তপাংসি সর্ব্বাণি দ্রব্যশুদ্ধিক্রিয়াশুদ্ধিমনঃশুদ্ধিসাপেক্ষাণি তদপেক্ষয়া ফলদানি ভবন্তি ন স্বত ইত্যর্থঃ। অতস্তীর্থাদিষু বসন্ শুদ্ধিত্রয়ং সম্পাদয়েদিতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ১৬—১৭ ॥

তত্র দ্রব্যশুদ্ধিঃ ক্রিয়াশুদ্ধিঃ কদাচিৎ সিধ্যেৎ মনঃশুদ্ধিস্তু সর্ব্বথা দুঃসাধ্যেত্যাহ কদাচিদিতি ॥ ১৮—২২ ॥

উদরাত্মা মুনিগণের সকল আশ্রমই পুণ্যজনক, তন্মধ্যে সতত পুণ্যপ্রদ বদরিকাশ্রম সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত; এই স্থানে নরনারায়ণ নামক পুরাতন মুনিদ্বয় তপশ্চরণ করিয়াছিলেন ॥ ৭—১২ ॥ আর বামনাশ্রম ও শতযূপাশ্রমও বিশেষরূপে বিখ্যাত। এইরূপে যিনি যেস্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন তাঁহার নামানুসারে সেই আশ্রম বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥ মহারাজ! মুনিগণ, পৃথিবীতলে এইরূপে অসংখ্য অসংখ্য পরম পাবন পুণ্যস্থান সকল কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১৪ ॥ এই পুণ্যস্থান সকলের মধ্যেই সর্ব্বত্র দেবীর স্থান বিদ্যমান আছে, সেই সকল স্থান দর্শন করিলে পাপরাশি বিনষ্ট হয়; সেইস্থানে দেবীর ভক্তগণ নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক বাস করিয়া থাকেন। আমি সেই সকল স্থানের মধ্যে কতকগুলির বিষয় প্রসঙ্গক্রমে পরে কীর্ত্তন করিব ॥ ১৫ ॥ নৃপবর! তীর্থ, দান, ব্রত, যজ্ঞ, তপস্যা ও পুণ্যকর্ম্ম সকল পরস্পর সাপেক্ষ ॥ ১৬ ॥ দ্রব্যশুদ্ধি, ক্রিয়াশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা করিয়া তীর্থ, তপস্যা ও ব্রত সকল পুণ্যপ্রদ হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ দ্রব্যশুদ্ধি ও ক্রিয়াশুদ্ধি কাহারও কদাচিৎ হইতে

মনস্তু চঞ্চলং রাজন্নেকবিষয়াশ্রিতম্।
কথং শুদ্ধং ভবেদ্রাজন্! নানাভাবসমাশ্রিতম্॥ ১৯॥
কামক্রোধৌ তথা লোভো হ্যহঙ্কারো মদস্তথা।
সর্ব্ববিঘ্নকরা হ্যেতে তপস্তীর্থব্রতেষু চ॥ ২০॥
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
স্বধর্ম্মপালনং রাজন্! সর্ব্বতীর্থফলপ্রদম্॥ ২১॥
নিত্যকর্ম্মপরিত্যাগান্ মার্গে সংসর্গদোষতঃ।
ব্যর্থং তীর্থাধিগমনং পাপমেবাবশিষ্যতে॥ ২২॥
ক্ষালয়ন্তি হি তীর্থানি সর্ব্বথা দেহজং মলম্।
মানসং ক্ষালিতুং তানি ন সমর্থানি বৈ নৃপ!॥ ২৩॥
শক্তানি যদি চেত্তানি গঙ্গাতীরনিবাসিনঃ।
মুনয়ো দ্রোহসংযুক্তাঃ কথং স্যুর্ভাবিতেশ্বরাঃ॥ ২৪॥
বশিষ্ঠসদৃশাঃ প্রহ্বা বিশ্বামিত্রাদয়ঃ কিল।
রাগদ্বেষরতাঃ সর্ব্বে কামক্রোধাকুলাঃ সদা॥ ২৫॥
চিত্তশুদ্ধিময়ং তীর্থং গঙ্গাদিভ্যোঽতিপাবনম্॥ ২৬॥

দেহজং মলমিতি। তীর্থানি দেহমলমেব ক্ষালয়ন্তি ন তু মানসং মলমিত্যর্থঃ॥২৩—২৬॥

পারে, কিন্তু সকলের পক্ষে সর্ব্বদা চিত্তশুদ্ধি একান্তই দুর্লভ॥ ১৮॥ নৃপবর! মন সর্ব্বদাই নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন বিষয় আশ্রয় করিয়া থাকে, সুতরাং সর্ব্বদাই চঞ্চল অতএব নানা ভাব-সম্পন্ন মানসের বিশুদ্ধতা কিরূপে সহজে সম্পন্ন হইতে পারে?॥ ১৯॥ কাম, ক্রোধ, লোভ, অহঙ্কার ও মদ ইহারা তপস্যা, তীর্থ ও ব্রতাদিতে সকল প্রকার বিঘ্ন সংঘটন করিয়া থাকে॥ ২০॥ মহারাজ! অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও স্বধর্ম্মপালন এই সকলগুলিই সমস্ত তীর্থেরই ফল প্রদান করে॥ ২১॥ তীর্থযাত্রাকালে পথিমধ্যে নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ ও সংসর্গদোষহেতু তীর্থাভিগমন ব্যর্থ হইয়া উহা কেবল পাপমাত্রেই পরিণত হইয়া থাকে॥॥ ২২॥ আর তীর্থসলিল কেবল দেহমলই ক্ষালন করিতে পারে, কিন্তু কদাচ মানসিক মল প্রক্ষালন করিতে সমর্থ হয় না॥ ২৩॥ যদি তীর্থবারিতে মানস মল প্রক্ষালন হইতে পারিত, তবে কি জন্য গঙ্গাতীরনিবাসী মুনিগণ ঈশ্বরপরায়ণ হইয়াও পরস্পর হিংসাদ্রোহে নিরত হইবেন॥ ২৪॥ বশিষ্ঠ সদৃশ নম্রশীল মুনিগণ এবং বিশ্বমিত্রাদি ঋষিগণও সর্ব্বদাই রাগ দ্বেষ নিরত ও কাম ক্রোধে অধীর হইয়া থাকেন॥ ২৫॥ অতএব চিত্তশুদ্ধি রূপ তীর্থ গঙ্গাদি তীর্থ হইতেও পবিত্রতা সম্পাদন

যদি স্যাদ্দৈবযোগেন ক্ষালয়ত্যান্তরং মলম্।
বিশেষেণ তু সৎসঙ্গো জ্ঞাননিষ্ঠস্য ভূপতে!॥ ২৭॥
ন বেদা ন চ শাস্ত্রাণি ন ব্রতানি তপাংসি ন।
ন মখা ন চ দানানি চিত্তশুদ্ধেস্তু কারণম্॥ ২৮॥
বশিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ পুত্রো বেদবিদ্যাবিশারদঃ।
রাগদ্বেষান্বিতঃ কামং গঙ্গাতীরসমাশ্রিতঃ॥ ২৯॥
আড়ীবকং মহাযুদ্ধং বিশ্বামিত্রবশিষ্ঠয়োঃ।
জাতং নিরর্থকং দ্বেষাদ্দেবানাং বিস্ময়প্রদম্॥ ৩০॥
বিশ্বামিত্রো বকস্তত্র জাতঃ পরমতাপসঃ।
শপ্তঃ স তু বশিষ্ঠেন হরিশ্চন্দ্রস্য কারণাৎ॥ ৩১॥
কৌশিকেন বশিষ্ঠোঽপি শপ্তাড়ীদেহভাক্ কৃতঃ।
শাপাদাড়ীবকৌ জাতৌ তৌ মুনী বিশদপ্রভৌ॥ ৩২॥

ননু যদি তীর্থাদিসেবনান্ন চিত্তশুদ্ধিস্তর্হি সা কস্মাদ্ভবতি তত্রাহ যদি স্যাদিতি। হে ভূপতে! যদি দৈবযোগেন জ্ঞাননিষ্ঠস্য সৎসঙ্গো বিশেষেণ নিরন্তরং স্যাত্তদা স এব সৎসঙ্গঃ আন্তরং মলং মানসং মলং ক্ষালয়তি নান্য ইত্যর্থঃ। যদি দৈবযোগেনেত্যনেন সৎসঙ্গস্যাতিদুর্লভত্বং বোধিতম্॥ ২৭—২৮॥

তথাচ কলিভয়ার্দ্দিতস্তৃতীয়চতুর্থস্কন্ধয়োঃ প্রতিপাদিতাং দ্রব্যশুদ্ধিং ক্রিয়াশুদ্ধিঞ্চ সম্পাদ্য পুণ্যক্ষেত্রে বসন্ জ্ঞাননিষ্ঠসৎসমাগমেন শাস্ত্রশ্রবণাদিনা মানসীং শুদ্ধিং বৈরাগ্যাদিনা সম্পাদ্য দেবীনামানি গৃহ্লন্ শ্রীদেবীসমারাধনপরো ভবেদিতি সর্ব্বপ্রকরণার্থঃ। অত্র দ্রব্যক্রিয়াচিত্তশুদ্ধীনাং মধ্যে সর্ব্বেষাং ব্রতনিয়মানামন্তর্ভাবমভিপ্রেত্য রাজ্ঞা পৃষ্টা অপি তীর্থব্রতনিয়মা নোক্তা ইতি বোধ্যম্। তত্র চিত্তশুদ্ধিরতিদুর্লভেতি দর্শয়িতুং বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রয়োঃ কথাং প্রস্তৌতি বশিষ্ঠো ব্রহ্মণ ইতি। গঙ্গাতীরস্থিতোঽপি রাগদ্বেষান্বিতশ্চিত্তশুদ্ধিরহিত ইত্যর্থঃ। এতাদৃশানাং মহতামপি যতো ন চিত্তশুদ্ধিস্ততঃ সা দুর্লভৈবেতি ভাবঃ॥ ২৯॥

রাগদ্বেষান্বিতত্বে কিং প্রমাণমিতি চেদ্ যুদ্ধমেব প্রমাণমিত্যাহ আড়ীবকমিতি। আড়িশ্চ বকশ্চ যোদ্ধারৌ যস্মিন্ যুদ্ধে তদ্যুদ্ধমাড়ীবকম্। আড়িঃ শরারিঃ। শরারিরাটিরাড়িশ্চেতি কোশঃ। আড়ীবকমিত্যত্রান্যেষামপীতি পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘঃ॥ ৩০—৩১॥

করিয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই॥২৬॥ রাজন্! ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, যদি দৈবযোগে জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির বিশেষরূপ সৎসঙ্গ সংঘটিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার মনোমালিন্য প্রক্ষালিত হইতে পারে॥২৭॥ রাজেন্দ্র! বেদ বা শাস্ত্র, ব্রত বা তপস্যা, যজ্ঞ বা দান ইহাদের মধ্যে কোনটিও চিত্তশুদ্ধির কারণ হইতে পারে না॥ ২৮॥ দেখুন, ব্রহ্মার পুত্র বশিষ্ঠ, বেদবিদ্যাবিশারদ ও গঙ্গাবাসী হইয়াও রাগ দ্বেষাদির বশীভূত হইয়াছিলেন॥ ২৯॥ বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠের নিরর্থক বিদ্বেষবশত দেবতাগণেরও বিস্ময়কর আড়ীবক নামক ঘোরতর মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল॥ ৩০॥ তাহাতে পরম তাপস বিশ্বামিত্র রাজা হরি-

নিবাসং প্রাপতুস্তীরে সরসো মানসস্য চ।
চক্রতুর্দারুণং যুদ্ধং নখচঞ্চুপ্রতাড়নৈঃ ॥ ৩৩ ॥
বর্ষাণামযুতং যাবত্তাবৃষী রোষসংযুতৌ।
যুযুধাতে মদোন্মত্তৌ সিংহাবিব পরস্পরম্ ॥ ৩৪ ॥

রাজোবাচ।

কথং তৌ মুনিশার্দ্দূলৌ তাপসৌ ধর্ম্মতৎপরৌ।
পরস্পরং বৈরপরৌ সঞ্জাতৌ কেন হেতুনা ॥ ৩৫ ॥
শাপং পরস্পরং কেন কারণেন মহামতী।
দত্তবন্তৌ মিথঃ ক্লেশকারকং দুঃখদং নৃণাম্ ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

হরিশ্চন্দ্রো নৃপশ্রেষ্ঠস্ত্রিশঙ্কুতনয়ঃ পুরা।
বভূব রবিবংশীয়ো রামচন্দ্রস্য পূর্ব্বজঃ ॥ ৩৭ ॥
অনপত্যঃ স রাজর্ষির্বরুণায় মহাক্রতুম্।
প্রতিজজ্ঞে পুত্রকামো নরমেধং দুরাসদম্ ॥ ৩৮ ॥
বরুণস্তস্য সন্তুষ্টো যজ্ঞস্য নিয়মে কৃতে।
দধার গর্ভং রাজ্ঞস্তু ভার্য্যা পরমসুন্দরী ॥ ৩৯ ॥

প্রতিজজ্ঞ ইতি। মম পুত্রো ভবতু তেন পুত্রেণ নরমেধং মহাক্রতুং হে বরুণ! ত্বৎ-প্রীত্যর্থং করিষ্যামীতি প্রতিজ্ঞাং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥
দধার গর্ভমিতি। তেন বরুণসন্তোষেণেতি শেষঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥

শ্চন্দ্রের কারণে বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বকরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৩১ ॥ বশিষ্ঠ ঋষিও বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া শরারি নামক বিহঙ্গদেহ ধারণ করিয়াছিলেন। এইরূপে সেই প্রভাবশালী ঋষিদ্বয় আড়ীবকরূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক মানস সরোবরের তীরদেশে বসতি করিয়ছিলেন এবং অত্যন্ত ক্রোধভরে মদোন্মত্ত সিংহের ন্যায় নখ চঞ্চু ও চরণপ্রহার দ্বারা অযুত বৎসর ব্যাপিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৩২—৩৪ ॥

রাজা কহিলেন, মুনিবর! কি কারণে সেই মহর্ষিদ্বয়, ধর্ম্মতৎপর তাপস হইয়াও পরস্পর শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? ॥ ৩৫ ॥ তাঁহারা উভয়েই বুদ্ধিমান্ অতএব শাপকে মনুষ্যের দুঃখকর জানিয়াও কি কারণে পরস্পরকে ক্লেশকর অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছিলেন? ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, নৃপবর! পূর্ব্বকালে ত্রিশঙ্কু তনয় হরিশ্চন্দ্র সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি নৃপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং রামচন্দ্রের পূর্ব্বকালীন ছিলেন ॥ ৩৭ ॥ সেই রাজর্ষি অনপত্য ছিলেন বলিয়া বরুণের নিকট এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, "হে জলাধিপতে! যদি

রাজা বভূব সন্তুষ্টো দৃষ্ট্বা ভার্য্যাং সদোহদাম্ ।
চকার বিধিবৎ কর্ম্ম গর্ভসংস্কারকারকম্ ॥ ৪০ ॥
সুষুবে তনয়ং নারী সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্ ।
মুদং প্রাপ নৃপস্তত্র পুত্রে জাতে বিশাম্পতে ! ॥ ৪১ ॥
কৃতবান্ জাতকর্ম্মাদি সংস্কারবিধিমুত্তমম্ ।
দদৌ হিরণ্যং গা দোগ্ধ্রীর্ব্রাহ্মণেভ্যো বিশেষতঃ ॥ ৪২ ॥
জন্মোৎসবেঽতিসংবৃত্তে গেহে বৈ যাদসাম্পতিঃ ।
আজগাম মহারাজ ! বিপ্রবেশধরস্তথা ॥ ৪৩ ॥
পূজিতঃ পার্থিবেনাথ দত্ত্বা বিধিবদাসনম্ ।
কার্য্যে পৃষ্টেঽব্রবীদ্বাক্যং বরুণোঽস্মীতি ভূপতিম্ ॥ ৪৪ ॥
কুরু যজ্ঞং সুতং কৃত্বা পশুং পরমপাবনম্ ।
সত্যবাগ্ ভব রাজেন্দ্র ! সঙ্কল্পস্তু ত্বয়া কৃতঃ ॥ ৪৫ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা বিহ্বলোঽতিব্যথাকুলঃ ।
সংস্তভ্যাধিং নৃপঃ প্রাহ বরুণং স কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৪৬ ॥

দোগ্ধ্রীর্দুগ্ধবতীঃ ॥ ৪২ ॥
যাদসাং পতির্বরুণঃ ॥ ৪৩—৪৬ ॥

আমার পুত্র হয় তবে আমি আপনার প্রীতির নিমিত্ত সেই পুত্র দ্বারা দুষ্কর নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব" ॥ ৩৮ ॥ এইরূপে যজ্ঞের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিলে পর বরুণ তাঁহার প্রতি পরিতুষ্ট হইলেন। অনন্তর রাজার পরমসুন্দরী ভার্য্যা অচিরকাল মধ্যেই গর্ভধারণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥ রাজা ভার্য্যাকে গর্ভবতী দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার গর্ভসংস্কারের নিমিত্ত যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিলেন ॥ ৪০ ॥ রাজন্ ! অনন্তর রাজপত্নী সর্ব্বলক্ষণসম্পন্ন পুত্র প্রসব করিলে রাজা হরিশ্চন্দ্র অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বিধিপূর্ব্বক জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করাইলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে বহুতর হিরণ্য ও দুগ্ধবতী গাভী সকল দান করিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥ এইরূপে রাজগৃহে যথা সময়ে বাহুল্যরূপে পুত্রজন্মের উৎসব আরম্ভ হইলে পর জলাধিপতি বরুণ বিপ্রবেশ ধারণপূর্ব্বক রাজভবনে আগমন করিলেন ॥ ৪৩ ॥ রাজাও তাঁহার বিধিবৎ পূজা করিয়া আসন প্রদানপূর্ব্বক কার্য্যজিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্ ! আমি জলাধিপতি বরুণ, আপনি পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আমি স্বীয় পুত্রকে পশুরূপে বলিদান করিয়া পরমপবিত্র নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব ; তদনুসারে এক্ষণে তৎসমুদয় কার্য্য সম্পাদন করিয়া সত্যবাদী হউন ॥ ৪৪—৪৫ ॥ রাজা তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিহ্বল ও মর্ম্মাহত হইলেন,

স্বামিন্! করোমি তং যজ্ঞং সর্ব্বথা বিধিপূর্ব্বকম্।
ময়া তে যৎ প্রতিজ্ঞাতং ভবামি সত্যবাগহম্ ॥ ৪৭ ॥
পূর্ণে মাসে বিশুধ্যেত ধর্ম্মপত্নী সুরোত্তম!।
বিশুদ্ধায়ান্তু ভার্য্যায়াং কর্ত্তব্যঃ সপশুর্মখঃ ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তে বচনে রাজ্ঞা বরুণঃ স্বগৃহং গতঃ।
রাজা বভূব সন্তুষ্টঃ কিঞ্চিচ্চিন্তাতুরস্তথা ॥ ৪৯ ॥
পূর্ণে মাসি পুনঃ পাশী পরীক্ষার্থং নৃপালয়ে।
আজগাম দ্বিজো ভূত্বা সুবেশঃ সুষ্ঠুভাষকঃ ॥ ৫০ ॥
কৃতার্হণং সুখাসীনং ভূপতিস্তং সুরোত্তমম্।
উবাচ বিনয়োপেতো হেতুগর্ভং বচস্তদা ॥ ৫১ ॥
অসংস্কৃতং সুতং স্বামিন্! যূপে বধ্নামি তং কথম্।
সংস্কৃত্য ক্ষত্রিয়ং কৃত্বা যজেঽহং যজ্ঞমুত্তমম্ ॥ ৫২ ॥
দয়সে যদি দেব! ত্বং জ্ঞাত্বা দীনং স্বসেবকম্।
অসংস্কৃতস্য বালস্য নাধিকারোঽস্তি কুত্রচিৎ ॥ ৫৩ ॥

ভবামি ভবিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৫৬ ॥

এবং কিয়ৎক্ষণ পরে মানসিক দুঃখ সংবরণ করিয়া অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক বরুণদেবকে কহিতে লাগিলেন, প্রভো! আমি আপনার নিকট পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তদনুসারে সেই যজ্ঞ বিধিপূর্ব্বক সম্পাদন করিয়া আপনার নিকট সত্যবাদী হইব ॥৪৬—৪৭॥ কিন্তু, হে সুরসত্তম! একমাস পরিপূর্ণ হইলে আমার ধর্ম্মপত্নী সূতিকাশৌচ হইতে বিশুদ্ধ হইবেন, তদন্তর আমার ভার্য্যা বিশুদ্ধা হইলে আমি সেই নরমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিব ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বরুণ হরিশ্চন্দ্র নৃপতির সেই বচন শ্রবণ করিয়া নিজগৃহে প্রস্থান করিলেন, রাজাও তাঁহার গমনে সন্তুষ্ট হইলেন পরন্তু পুত্রের বিনাশ শঙ্কায় কিঞ্চিৎ চিন্তাতুর হইলেন ॥ ৪৯ ॥ অনন্তর, এক মাস পরিপূর্ণ হইলে পাশধর প্রিয়বাদী পরম পবিত্র বিপ্রের বেশধারণ পূর্ব্বক নৃপতিকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার পার্থিবালয়ে আগমন করিলেন ॥ ৫০ ॥ তখন রাজা তাঁহার পূজা করিয়া আসন প্রদান করিলেন এবং বিনয় সহকারে হেতুগর্ভ বচনে বলিলেন, প্রভো! আমার পুত্র এক্ষণে অসংস্কৃত রহিয়াছে তাহাকে কিরূপে যূপকাষ্ঠে বন্ধন করিব? অতএব তাহাকে সংস্কার দ্বারা ক্ষত্রিয় করিয়া তদনন্তর সেই উত্তম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব ॥ ৫১—৫২ ॥ দেব! যদি আমাকে দীন ও

বরুণ উবাচ।

প্রতারয়সি রাজেন্দ্র! কৃত্বা সময়মগ্রতঃ।
দুস্ত্যাজস্তব জানামি সুতস্নেহো হ্যপুত্রিণঃ॥ ৫৪॥
গৃহং ব্রজামি ভূপাল! বচনাত্তব কোমলাৎ।
কিয়ৎ কালং প্রতীক্ষ্যাহমাগমিষ্যামি তে গৃহম্॥ ৫৫॥
ভবিতব্যং ত্বয়া তাত! তদা সত্যবচোন্বিতম্।
অন্যথা ত্বয়ি মুঞ্চামি কোপং শাপসমন্বিতম্॥ ৫৬॥

রাজোবাচ।

সমাবর্ত্তনকর্ম্মান্তে সর্ব্বথা যাদসাম্পতে!।
কৃত্বা পুত্রং পশুং যজ্ঞে যজিষ্যে বিধিপূর্ব্বকম্॥ ৫৭॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজ্ঞো বরুণঃ প্রীতমানসঃ।
তথেত্যুক্ত্বা যযৌ তূর্ণং নৃপস্তু সুস্থিতোঽভবৎ॥ ৫৮॥
রোহিতাখ্য ইতি খ্যাতঃ সুতস্তস্য বিবৃদ্ধিমান্।
সঞ্জাতশ্চতুরঃ সর্ব্ববিদ্যানাঞ্চ বিশারদঃ॥ ৫৯॥

(সমাবর্ত্তনেতি। বেদাধ্যয়নান্তরং গার্হস্থাধিকারপ্রয়োজকঃ কর্ম্মবিশেষঃ সমাবর্ত্তনম্॥ ৫৭—৬৪॥)

আপনার সেবক জানিয়া আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করেন তবে আমি কৃতার্থ হই; দেখুন, অসংস্কৃত বালকের কোনও বিষয়ে অধিকার নাই, সুতরাং আপনি কিছুকাল অপেক্ষা করুন॥ ৫৩॥

বরুণ বলিলেন, রাজন্! তুমি আমাকে প্রতারণা করিয়া পর পর সময় নির্দ্ধারণ করিতেছ; আমি বুঝিলাম, তুমি অপুত্র ছিলে বলিয়া এক্ষণে তোমার পুত্রস্নেহ অপরিত্যাজ্য হইয়া উঠিয়াছে॥৫৪॥ যাহা হউক, ভূপাল! তোমার কাতরবচনে আমি এক্ষণে গৃহে গমন করিতেছি কিন্তু কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার তোমার গৃহে আগমন করিব॥ ৫৫॥ বৎস! তখন যেন তোমার বাক্য সত্য হয় আর যদি ইহার অন্যথা হয় তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই তোমার উপর শাপসমন্বিত কোপ-পাবক নিক্ষেপ করিব॥ ৫৬॥

রাজা কহিলেন, হে জলাধিপতে! সমাবর্ত্তন কর্ম্ম সমাপনান্তে আমি স্বপুত্রকে পশু করিয়া বিধিপূর্ব্বক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব সন্দেহ নাই॥ ৫৭॥

ব্যাস বলিলেন, বরুণ রাজার বচন শ্রবণ করিয়া প্রীতিপূর্ণ মানসে তথাস্তু বলিয়া সত্বর গমন করিলেন, তখন রাজাও সুস্থির হইলেন॥ ৫৮॥ এদিকে হরিশ্চন্দ্র রাজার পুত্র রোহিতাখ্য নামে বিখ্যাত হইল এবং বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমে ক্রমে চতুর ও সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদ

যজ্ঞস্য কারণং তেন জ্ঞাতং সর্ব্বং সবিস্তরম্।
ভয়ভীতস্ততঃ সোঽভূতি মত্বা মরণমাত্মনঃ ॥ ৬০ ॥
কৃত্বা পলায়নং বীরো গতোঽসৌ গিরিগহ্বরে।
অগম্যে নৃপতেঃ কামং স্থিতস্তত্র ভয়াতুরঃ ॥ ৬১ ॥
প্রাপ্তে কালেঽথ বরুণো যজ্ঞার্থী নৃপতের্গৃহম্।
গত্বা তমাহ ভূপালং কুরু যজ্ঞং বিশাম্পতে ! ॥ ৬২॥
প্রম্লানবদনো রাজা তমাহ ব্যথিতেন্দ্রিয়ঃ।
কিং করোমি গতঃ ক্বাপি সুতো মে সুরসত্তম ! ॥ ৬৩ ॥
শ্রুত্বা তদ্বচনং রাজ্ঞঃ কুপিতো যাদসাম্পতিঃ।
শশাপ তং নৃপং কোপাদসত্যবাদিনং ভৃশম্ ॥ ৬৪ ॥
জলোদরাভিধো ব্যাধির্দেহে ভবতু তে নৃপ !।
যতঃ প্রতারিতশ্চাহং কৃত্বা কপটপণ্ডিত ! ॥ ৬৫ ॥
ইতি শপ্ত্বা যযৌ ধাম স্বকং পাশধরস্তদা।
রাজা চিন্তাতুরস্তস্থৌ ভবনে ব্যাধিপীড়িতঃ ॥ ৬৬ ॥
যদাতিব্যাধিতো রাজা রোগেণ শাপজেন হ।
তদা শুশ্রাব পুত্রোঽপি পিতরং ব্যাধিপীড়িতম্ ॥ ৬৭ ॥

কৃত্বেতি। সময়মিতি শেষঃ ॥ ৬৫—৬৯ ॥

হইয়া উঠিল ॥ ৫৯ ॥ সেই বালক ক্রমে ক্রমে যজ্ঞের কারণ সমস্ত সবিস্তার অবগত হইয়া আত্মমরণ নিশ্চয় করত ভয়ে ভীত হইল এবং সত্বর নৃপতির নিকট হইতে পলায়ন করিয়া অগম্য গিরিগহ্বরে ভীতমানসে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৬০—৬১ ॥ অনন্তর যথা কাল উপস্থিত হইলে বরুণ যজ্ঞার্থী হইয়া রাজভবনে গমন পূর্ব্বক ভূপতিকে কহিলেন, রাজন্! এক্ষণে নিয়মিত সময় উপস্থিত, অতএব নিজ সংকল্পিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন ॥ ৬২ ॥ তখন রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং অতি ম্লানবদনে কহিলেন, সুরসত্তম! এক্ষণে আমি কি করিব, আমার পুত্র প্রাণভয়ে কোথায় পলায়ন করিয়াছে ॥ ৬৩ ॥ বরুণ রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় কুপিত হইলেন এবং অভিশাপ দিলেন যে, অসত্যবাদিন্! তুমি কপট-পণ্ডিত, সেই জন্য আমাকে বারংবার প্রতারণা করিতেছ অতএব তোমার দেহে জলোদর নামক ব্যাধি উৎপন্ন হউক ॥ ৬৪—৬৫ ॥ পাশধারী বরুণ এইরূপ অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক নিজগৃহে গমন করিলেন রাজাও ব্যাধিপীড়িত এবং চিন্তাতুর হইয়া নিজগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥ যখন

পান্থিকঃ প্রাহ পুত্রং হি পিতা তে ভৃশদুঃখিতঃ ।
জলোদরবিকারেণ শাপজেন নৃপাত্মজ ! ॥ ৬৮ ॥
বিনষ্টং জীবিতং তেঽদ্য বৃথা জাতস্য দুর্ম্মতে ! ।
যৎ ত্যক্ত্বা পিতরং দুঃস্থং প্রাপ্তোঽসি গিরিগহ্বরম্ ॥ ৬৯ ॥
কিমনেন শরীরেণ প্রাপ্তং তে জন্মনঃ ফলম্ ।
দেহদং দুঃখিতং কৃত্বা স্থিতোঽস্যত্র সুতাধম ! ॥ ৭০ ॥
প্রাণাস্ত্যাজ্যাঃ পিতুঃ কার্য্যে সৎপুত্রেণেতি নিশ্চয়ঃ ।
ত্বদর্থে দুঃখিতো রাজা ক্রন্দতি ব্যাধিপীড়িতঃ ॥ ৭১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তদাকর্ণ্য বচস্তথ্যং পান্থিকাদ্ধর্ম্মসংযুতম্ ।
যদা চক্রে মনো গন্তুং দ্রষ্টুস্তাতং ব্যথাতুরম্ ॥ ৭২ ॥
তদা বিপ্রবপুর্ভূত্বা বাসবস্তমুপাগমৎ ।
রহঃ প্রাহ হিতং বাক্যং দয়াবানিব ভারত ! ॥ ৭৩ ॥

দেহদং পিতরমিত্যর্থঃ ॥ ৭০—৭৩ ॥

রাজা হরিশ্চন্দ্র অভিশাপ জনিত রোগে অত্যন্ত পীড়িত হইতে লাগিলেন, তখন তাঁহার পুত্র রোহিত শুনিতে পাইল যে, তাহার পিতা জলোদর রোগে অতিশয় পরিপীড়িত হইতেছেন ॥ ৬৭ ॥ কোনদিবস এক পথিক তাঁহাকে কহিল, নৃপনন্দন ! তোমার পিতা শাপজনিত জলোদর রোগে অতিশয় পীড়িত ও দুঃখিত হইয়াছেন ; তোমার নিশ্চয়ই দুর্ম্মতি ঘটিয়াছে, তুমি বৃথাই জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তোমার জীবন বৃথাই বিনষ্ট হইল যেহেতু তুমি অতি দুঃখিত পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া এখনও গিরিগহ্বরে অবস্থিতি করিতেছ ॥ ৬৮—৬৯॥ তুমি নিশ্চয়ই কুপুত্র ; তোমার এই শরীরে প্রয়োজন কি ? তোমার জন্ম লাভের ফল কি হইল ? যাহা হইতে এই শরীর উৎপন্ন হইয়াছে তুমি সেই পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া এই নির্জ্জন গিরিগহ্বরে অবস্থিত রহিয়াছ ? ॥ ৭০ ॥ তুমি নিশ্চয় জানিও যে, পিতার কার্য্যে প্রাণ পরিত্যাগ করাই সৎপুত্রের কার্য্য, অতএব এক্ষণে অধিক আর কি বলিব তোমার পিতা রাজা হরিশ্চন্দ্র ব্যাধিপীড়িত হইয়া তোমার নিমিত্ত দুঃখে নিরন্তর রোদন করিতেছেন ॥ ৭১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! নৃপনন্দন রোহিত পথিকের মুখে ধর্ম্মসঙ্গত সেই বচন শ্রবণ করিয়া যখন ব্যাধিপীড়িত ও দুঃখিত পিতাকে দেখিবার নিমিত্ত তৎসমীপে গমন করিতে মানস করিল, তখন ইন্দ্র বিপ্রবেশ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং

মূর্খোঽসি রাজপুত্র ! ত্বং গমনায় মতিং বৃথা।
করোষি পিতরং ত্বদ্য ন জানাসি ব্যথাযুতম্ ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে আড়ীবকমহাযুদ্ধ-কারণকীর্ত্তনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

(ন জানাসীতি। পিতৃপক্ষীয়াৎ কস্মাদপি কাপি পিতৃপীড়াবার্ত্তা ন প্রাপ্তেতি ভাবঃ ॥ ৭৪ ॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

নির্জ্জনে দয়াবানের ন্যায় হিতবাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ৭২—৭৩ ॥ রাজপুত্র ! তুমি মূর্খ, তুমি এখন এখানে থাকিয়া তোমার পিতা ব্যথিত হইয়াছেন কি না তাহা নিশ্চয়রূপে জানিতেছ না, তবে বৃথা কেন সেই স্থানে গমন করিবার বাসনা করিতেছ ? ॥ ৭৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে আড়ীবকযুদ্ধের কারণ কথন
নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

ইন্দ্র উবাচ।

সাহসং কৃতবান্ রাজা পূর্ব্বং যৎ কথিতো মখঃ।
বরুণায় প্রতিজ্ঞাতঃ পুত্রং কৃত্বা পশুং প্রিয়ম্ ॥ ১ ॥
গতে ত্বয়ি পিতা পুত্রং বদ্ধা যূপেঽঘৃণঃ পুনঃ।
পশুং কৃত্বা মহাবুদ্ধে ! বধিষ্যতি ব্যথাতুরঃ ॥ ২ ॥
ইত্থং নিষিদ্ধস্তৎপুত্রঃ শক্রেণামিততেজসা।
স্থিতস্তত্রৈব মায়েশীমায়য়া মোহিতো ভৃশম্ ॥ ৩ ॥
যদা পুনঃ পুনঃ শ্রুত্বা পিতরং রোগপীড়িতম্।
গমনায় মতিং চক্রে তদেন্দ্রঃ প্রত্যষেধয়ৎ ॥ ৪ ॥
হরিশ্চন্দ্রোঽতিদুঃখার্ত্তঃ পপ্রচ্ছ গুরুমন্তিকে।
স্থিতং বশিষ্ঠমেকান্তে সর্ব্বজ্ঞং হিততৎপরম্ ॥ ৫ ॥

চতুর্ভিরধিকৈঃ পঞ্চাশদ্ভিঃ পদ্যৈরনন্তরম্।
শুনঃশেপকথান্তে চ যুদ্ধমাড়ীবকং স্মৃতম্ ॥

পিতুর্গৃহে গম্যতে চেৎ পিতা তব নরমেধং ত্বৎপশুকং করিষ্যতি তস্মান্মা গমস্তত্রেত্য-ভিপ্রায়েণ পিতুর্বৃত্তান্তমিন্দ্রো বোধয়তি সাহসমিতি। প্রিয়ং পুত্রং পশুং কৃত্বা কথিতো বেদেষূক্তো মখো নরমেধো বরুণায় পূর্ব্বং প্রতিজ্ঞাত ইতি যত্তদ্রাজা সাহসং কৃতবানি-ত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

ততঃ কিং তত্রাহ গতে ত্বয়ীতি। অঘৃণ ইতি ছেদঃ। ব্যথাতুরঃ পীড়িতঃ ॥ ২ ॥

স্থিতস্তত্রৈবেতি। পিতৃগৃহং ন গত ইত্যর্থঃ। মায়েশী মায়াস্বামিনী ভগবতী ব্রহ্মচিদ্রূ-পিণী তস্যা মায়য়া মোহিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩—৬ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, নৃপনন্দন ! পূর্ব্বে রাজা হরিশ্চন্দ্র বরুণের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত প্রিয় পুত্রকে পশু করিয়া নরমেধ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন। তাঁহার এরূপ প্রতিজ্ঞা করা অত্যন্ত সাহসের কার্য্যই হইয়াছে ॥ ১ ॥ নৃপনন্দন ! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান্ তুমি কি বুঝিতেছ না যে, তুমি তথায় গমন করিলে তোমার ব্যাধি-পীড়িত কাতর পিতা এক্ষণে নির্দ্দয় হইয়া তোমাকে পশু করত যূপে বন্ধনপূর্ব্বক বধ করিবে ॥ ২ ॥ অমিততেজা ইন্দ্র তাহাকে এইরূপে নিষেধ করিলে সেই রাজপুত্র মহামায়ার মায়াবশে মোহিত হইয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৩ ॥ মহারাজ ! এইরূপে যখনই সে পুনঃ পুনঃ তাহার পিতাকে অতিশয় পীড়িত শ্রবণ করিয়া তৎসমীপে গমন করিতে মানস করিল তখনই ইন্দ্র তথায় আসিয়া তাহাকে নিষেধ করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥

রাজোবাচ।

ভগবন্‌! কিং করোম্যদ্য কাতরোঽস্মি ব্যথাকুলঃ।
ত্রাহি মাং দুঃখমনসং মহাব্যাধিভয়াতুরম্‌॥ ৬॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

শৃণু রাজন্নুপায়োঽস্তি রোগনাশং প্রতি স্ফুটঃ।
ত্রয়োদশবিধাঃ পুত্রাঃ কথিতা ধর্ম্মসংগ্রহে॥ ৭॥
তস্মাৎ ক্রীতং সুতং কৃত্বা যজস্ব মখমুত্তমম্‌।
দ্রব্যং দত্ত্বা যথোদ্দিষ্টমানয়স্ব দ্বিজোত্তমম্‌॥ ৮॥
এবং কৃতে মখে ভূপ! রোগনাশো ভবিষ্যতি।
বরুণোঽপি প্রসন্নাত্মা ভবিষ্যতি যথাসুখম্‌॥ ৯॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা রাজা প্রোবাচ মন্ত্রিণম্‌।
অন্বেষয় মহাবুদ্ধে! বিষয়েষ্বতিযত্নতঃ॥ ১০॥
কদাচিৎ কোঽপি লোভার্থী দদাতি স্বসুতং পিতা।
সমানয় ধনং দত্ত্বা যাবৎ প্রার্থয়তেঽপ্যসৌ॥ ১১॥

ত্রয়োদশবিধা ইতি। ঔরসক্ষেত্রজদত্রিমকৃত্রিমক্রীতাদয়ো মনুস্মৃতিপ্রসিদ্ধাঃ। ধর্ম্মসংগ্রহে ধর্ম্মশাস্ত্রে॥ ৭—৯॥
বিষয়েষু দেশেষু॥ ১০॥

এদিকে, রাজা হরিশ্চন্দ্র সাতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ ও হিতসাধক কুলগুরু বশিষ্ঠদেবকে সন্নিহিত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্‌! এক্ষণে আমি কি করিব, আমি ব্যাধির যাতনায় আকুল ও কাতর এবং এই মহাব্যাধির ভয়ে অত্যন্ত আতুর ও দুঃখিত হইয়াছি, আপনি এক্ষণে আমাকে সদুপদেশ প্রদান করিয়া পরিত্রাণ করুন॥ ৫—৬॥

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাজন্‌! আপনার রোগ বিনাশের নিমিত্ত উত্তম উপায় রহিয়াছে; দেখুন, ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত আছে যে, ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্রিম, কৃত্রিম ও ক্রীতাদিভেদে পুত্র ত্রয়োদশ প্রকার; অতএব, আপনি যথাবিহিত মূল্য প্রদান পূর্ব্বক একটী উত্তম ব্রাহ্মণ-শিশু ক্রয় করুন এবং তদ্দ্বারা সেই উত্তম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন॥ ৭—৮॥ মহারাজ! এইরূপ করিলে পর বরুণ প্রসন্ন হইয়া সুখী হইবেন এবং তাহা হইলে আপনার রোগও অবশ্যই বিনষ্ট হইবে॥ ৯॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রাজা হরিশ্চন্দ্র বশিষ্ঠের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রীকে কহিলেন, মন্ত্রিবর! তোমার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ অতএব তুমিই পরম যত্নসহকারে আমার

সর্ব্বথৈব সমানেয়ো যজ্ঞার্থে দ্বিজবালকঃ।
ন কার্য্যা কৃপণা বুদ্ধিস্ত্বয়া মৎকার্য্যহেতবে ॥ ১২ ॥
প্রার্থনীয়স্ত্বয়া পুত্রঃ কস্যচিদ্দ্বিজবাদিনঃ।
দ্রব্যেণ দেহি যজ্ঞার্থং কর্ত্তব্যোঽসৌ পশুঃ কিল ॥ ১৩ ॥
ইতি সঞ্চোদিতস্তেন সচিবঃ কার্য্যহেতবে।
অন্বেষয়ামাস পুরে গ্রামে গ্রামে গৃহে গৃহে ॥ ১৪ ॥
এবমন্বেষতস্তস্য বিষয়ে কশ্চিদাতুরঃ।
নির্দ্ধনস্ত্রিসুতশ্চাসীদজীগর্ত্তেতি নামতঃ ॥ ১৫ ॥
তস্য পুত্রং শুনঃশেপং মধ্যমং মন্ত্রিসত্তমঃ।
আনয়ামাস দত্ত্বার্থং প্রার্থিতং যদ্ধনং তদা ॥ ১৬ ॥
সমানীয় শুনঃশেপং সচিবঃ কার্য্যতৎপরঃ।
রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস পশুযোগ্যং দ্বিজাত্মজম্ ॥ ১৭ ॥
রাজাতিমুদিতস্তেন বিপ্রানানীয় সর্ব্বতঃ।
কারয়ামাস সম্ভারান্ যজ্ঞার্থং বেদবিত্তমান্ ॥ ১৮ ॥

অসৌ পিতা যাবদ্ধনং প্রার্থয়তে তাবদস্মৈ দেয়মিতি ভাবঃ ॥ ১১—১২ ॥
দ্বিজবাদিনঃ ব্রাহ্মণস্যেত্যর্থঃ। প্রার্থনাস্বরূপমাহ দ্রব্যেণ দেহীতি। ইতি প্রার্থনীয় ইতি শেষঃ ॥ ১৩—২২ ॥

রাজ্যমধ্যে একটী ব্রাহ্মণ-সন্তানের অন্বেষণ কর ॥ ১০ ॥ যদি কদাচিৎ কোনও দরিদ্র ব্রাহ্মণ অর্থলোভে আপন পুত্রকে প্রদান করেন, তবে তিনি যত অর্থ প্রার্থনা করিবেন তৎসমস্তই প্রদান করিয়া তাঁহার পুত্রকে আনয়ন কর ॥ ১১ ॥ মন্ত্রিবর! তুমি যেরূপে পার যজ্ঞের নিমিত্ত দ্বিজ বালককে অবশ্যই আনয়ন করিবে, ফলত আমার কার্য্য সাধনের নিমিত্ত কথাচই কৃপণতা বা আলস্য করিও না ॥ ১২ ॥ তুমি কোনও ব্রাহ্মণকে এইরূপে প্রার্থনা করিবে যে, অর্থ গ্রহণ করিয়া যজ্ঞের নিমিত্ত আপনার পুত্রকে প্রদান করুন, আমরা এই বালককে যজ্ঞে পশুরূপে বলি দিয়া আহুতি প্রদান করিব ॥ ১৩ ॥ মন্ত্রী নৃপতি কর্ত্তৃক এইরূপে যজ্ঞকার্য্যের নিমিত্ত আদিষ্ট হইয়া নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ও গৃহে গৃহে ব্রাহ্মণ-শিশুর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ এইরূপে অন্বেষণ করিতে করিতে অবগত হইলেন যে, তাঁহার অধিকারে অজীগর্ত্ত নামক এক আতুর দরিদ্র ব্রাহ্মণের তিনটি পুত্র আছে ॥ ১৫ ॥ অনন্তর, মন্ত্রিবর সেই ব্রাহ্মণকে প্রার্থিত ধন প্রদান করিয়া তাঁহার শুনঃশেপ নামক মধ্যম পুত্রকে ক্রয় করিয়া আনয়ন করিলেন ॥ ১৬ ॥ কার্য্যকুশল সচিব শুনঃশেপকে রাজার নিকট আনয়ন করিয়া "এই দ্বিজপুত্র পশুযোগ্য" এই বলিয়া সমর্পণ করিলেন ॥১৭॥

প্রারব্ধে তু মখে তত্র বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
বদ্ধং দৃষ্ট্বা শুনঃশেপং নিষিষেধ নৃপং তদা ॥ ১৯ ॥
রাজন্‌! মা সাহসং কার্ষীর্মুঞ্চৈনং দ্বিজবালকম্‌।
প্রার্থয়াম্যহমায়ুষ্মন্‌! সুখং তেঽদ্য ভবিষ্যতি ॥ ২০ ॥
ক্রন্দত্যয়ং শুনঃশেপঃ করুণা মাং দুনোত্যপি।
দয়াবান্‌ ভব রাজেন্দ্র! কুরু মে বচনং নৃপ! ॥ ২১ ॥
পরদেহস্য রক্ষায়ৈ স্বদেহং যে দয়াপরাঃ।
দদতি ক্ষত্রিয়াঃ পূর্ব্বং স্বর্গকামাঃ শুচিব্রতাঃ ॥ ২২ ॥
ত্বং স্বদেহস্য রক্ষার্থং হংসি দ্বিজসুতং বলাৎ।
পাপং মা কুরু রাজেন্দ্র! দয়াবান্‌ ভব বালকে ॥ ২৩ ॥
সর্ব্বেষাং সদৃশী প্রীতির্দেহে বেৎসি স্বয়ং নৃপ!।
মুঞ্চৈনং বালকং তস্মাৎ প্রমাণং যদি মে বচঃ ॥ ২৪ ॥

ত্বং দ্বিজসুতং স্বদেহস্য রক্ষার্থং হংসীদমনুচিতমিতি ভাবঃ ॥ ২৩—২৫ ॥

তখন রাজা অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত উত্তম উত্তম বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন পূর্ব্বক সমস্ত যজ্ঞের সামগ্রী সম্ভার আহরণ করিলেন ॥ ১৮॥ যখন যজ্ঞ আরব্ধ হইল সেই সময় মহামুনি বিশ্বামিত্র শুনঃশেপকে বদ্ধ দেখিয়া রাজাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন ; মহারাজ! ইহাকে বলিদান করিতে সাহস করিবেন না, এই দ্বিজ বালককে পরিত্যাগ করুন, আয়ুষ্মন্‌! আমি অদ্য আপনার নিকট এই বিষয় প্রার্থনা করিতেছি আপনি ইহা করিলে পর তাহাতে আপনার অবশ্যই মঙ্গল হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১৯—২০ ॥ রাজেন্দ্র! এই শুনঃশেপ ক্রন্দন করিতেছে, তাহাতে আমার মনে অত্যন্ত করুণা উদিত হইয়া আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিতেছে। রাজেন্দ্র! আপনি আমার বচন শ্রবণে দয়া করিয়া এই দ্বিজবালককে ছাড়িয়া দিউন্‌ ॥২১॥ দেখুন, পূর্ব্বে শুদ্ধশীল ক্ষত্রিয় রাজগণ স্বর্গ কামনা করিয়া পরদেহের রক্ষার নিমিত্ত নিজ দেহ প্রদান করিতেন, আর আপনি এক্ষণে নিজ দেহ রক্ষার নিমিত্ত বলপূর্ব্বক দ্বিজপুত্রকে বিনাশ করিতেছেন, ইহা কতদূর পাপকর কার্য্য হইতেছে তাহা আপনিই বিচার করিয়া দেখুন, ফলত এরূপ পাপাচরণ করিবেন না আপনি এই বালকের প্রতি দয়াবান্‌ হউন্‌ ॥ ২২—২৩ ॥ মহারাজ! সকল ব্যক্তিরই আপন আপন দেহে প্রমান সমান প্রীতি বিদ্যমান তাহা আপনি স্বয়ংই অনুভব করিতেছেন, অতএব এক্ষণে যদি আমার বাক্য প্রমাণ বলিয়া মনে করেন তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণ বালককে পরিত্যাগ করুন ॥ ২৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

অনাদৃত্য চ তদ্বাক্যং রাজা দুঃখাতুরো ভৃশম্।
ন মুমোচ মুনিস্তস্মৈ চুকোপাতীব তাপসঃ ॥ ২৫ ॥
উপদেশং দদৌ তস্মৈ শুনঃশেপায় কৌশিকঃ।
মন্ত্রং পাশধরস্যাথ দয়াবান্ বেদবিত্তমঃ ॥ ২৬ ॥
শুনঃশেপোঽপি তং মন্ত্রমসকৃদ্বধকর্শিতঃ।
প্লুতস্বরেণ চুক্রোশ সংস্মরন্ বরুণং ভৃশম্ ॥ ২৭ ॥
স্তুবন্তং মুনিপুত্রং তং জ্ঞাত্বা বৈ যাদসাম্পতিঃ।
তত্রাগত্য শুনঃশেপং মুমোচ করুণার্ণবঃ ॥ ২৮ ॥
রোগহীনং নৃপং কৃত্বা বরুণং স্বগৃহং যযৌ।
বিশ্বামিত্রস্তু তং পুত্রং কৃতবান্মোচিতং মৃতেঃ ॥ ২৯ ॥
ন কৃতং বচনং রাজ্ঞা কৌশিকস্য মহাত্মনঃ।
রোষং দধার মনসা রাজোপরি স গাধিজঃ ॥ ৩০ ॥
একস্মিন্ সময়ে রাজা হয়ারূঢ়ো বনং গতঃ।
শূকরং হন্তুকামস্তু মধ্যাহ্নে কৌশিকীতটে ॥ ৩১ ॥

পাশধরস্য বরুণস্য ॥ ২৬ ॥
প্লুতস্বরেণাক্রোশেন জল্পাপেত্যর্থঃ ॥ ২৭—২৮ ॥
মৃতের্মরণান্মোচিতং মুক্তং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ২৯
গাধিজো বিশ্বামিত্রঃ ॥ ৩০—৩১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রাজা হরিশ্চন্দ্র ব্যাধি দ্বারা অতিশয় দুঃখাতুর ছিলেন বলিয়াই তৎকালে তাঁহার বাক্যে অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই দ্বিজ বালককে পরিত্যাগ করিলেন না, তাহাতে পরম তপস্বী বিশ্বামিত্রও রাজার প্রতি অতিশয় কুপিত হইলেন ॥ ২৫ ॥ তখন বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র শুনঃশেপের প্রতি করুণা প্রকাশ করিয়া তাহাকে বরুণ মন্ত্রের উপদেশ করিলেন ॥ ২৬ ॥ শুনঃশেপও প্রাণভয়ে অতি কাতর হইয়া বরুণকে স্মরণ করত প্লুতস্বরে সেই মন্ত্র বারংবার উচ্চারণ করিতে লাগিল ॥২৭॥ করুণার্ণব বরুণ, দ্বিজপুত্র স্তব করিতেছে ইহা জানিয়া সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক শুনঃশেপের বন্ধন মুক্ত করিয়া দিলেন এবং রাজাকে রোগহীন করিয়া নিজালয়ে গমন করিলেন। এইরূপে মহর্ষি বিশ্বামিত্র সেই মুনিকুমারকে মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ করিয়া পরম আনন্দিত হইলেন ॥ ২৮—২৯ ॥ রাজা হরিশ্চন্দ্র মহাত্মা বিশ্বামিত্রের বচন পালন করেন নাই বলিয়া তদবধি গাধিপুত্র মনে মনে সেই রাজার প্রতি রুষ্ট হইয়া রহিলেন ॥ ৩০ ॥

বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশেন বিশ্বামিত্রেণ বঞ্চিতঃ।
সর্ব্বস্বং প্রার্থিতং তস্য গৃহীতং রাজ্যমদ্ভুতম্ ॥ ৩২ ॥
পীড়িতোঽসৌ হরিশ্চন্দ্রো যজমানো যতো ভৃশম্।
বশিষ্ঠঃ কৌশিকং প্রাহ বনে প্রাপ্তং যদৃচ্ছয়া ॥ ৩৩ ॥
ক্ষত্রিয়াধম দুর্ব্বুদ্ধে! বৃথা ব্রাহ্মণবেশভৃৎ।
বকধর্ম্ম বৃথা কিং ত্বং গর্ব্বং বহসি দাম্ভিক! ॥ ৩৪ ॥
কস্মাত্ত্বয়া নৃপশ্রেষ্ঠো যজমানো মমাপ্যসৌ।
অপরাধং বিনা জাল্ম! গমিতো দুঃখমদ্ভুতম্।
বকধ্যানপরো যস্মাত্তস্মাত্ত্বং বৈ বকো ভব ॥ ৩৫ ॥
ইতি শপ্তো বশিষ্ঠেন কৌশিকঃ প্রাহ তং পুনঃ।
ত্বমপ্যাড়ির্ভবায়ুষ্মন্! বকোঽহং যাবদেব হি ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং পরস্পরং দত্ত্বা শাপং তৌ ক্রোধপীড়িতৌ।
অণ্ডজৌ তরসা জাতৌ সরস্যাড়ীবকৌ মুনী ॥ ৩৭ ॥

রাজ্যমদ্ভুতমিতি। ইয়ং কথা বিস্তরেণ সপ্তমস্কন্ধে বক্ষ্যতে ॥ ৩২—৩৪ ॥
জাল্ম মূর্খ ॥ ৩৫—৩৭ ॥

এক দিন হরিশ্চন্দ্র অশ্বারোহণে বনগমন করিয়া মধ্যাহ্নকালে কৌশিকী নদীর তট প্রদেশে এক শূকরকে নিহত করিতে বাসনা করিলে বিশ্বামিত্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়া প্রার্থনাপূর্ব্বক তাঁহার সর্ব্বস্ব ও সমস্ত রাজ্য গ্রহণ করিলেন ॥ ৩১—৩২ ॥ আপনার যজমান রাজা হরিশ্চন্দ্র অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিলেন দেখিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ মনে মনে দুঃখিত ও ব্যথিত হইয়া রহিলেন এবং একদিন যদৃচ্ছাক্রমে বনমধ্যে বিশ্বামিত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে কহিলেন, রে দুর্ব্বুদ্ধি ক্ষত্রিয় কুলাধম! তুই বৃথা ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়াছিস্ তোর ধর্ম্ম বকের ন্যায়, তুই দাম্ভিক, তুই বৃথা গর্ব্ব করিয়া থাকিস্। আমার যজমান রাজশ্রেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্র, তাহার কোনও অপরাধ নাই, রে মূঢ়! তথাপি তুই তাঁহাকে কি জন্য এত কষ্ট দান করিতেছিস্। তুই বকের ন্যায় ধ্যানপরায়ণ অতএব বক হইয়া জন্মগ্রহণ কর ॥ ৩৩—৩৫ ॥ বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া তাঁহাকেও কহিলেন, বশিষ্ঠ! আমি যতকাল পর্য্যন্ত বক হইয়া থাকিব তুমিও ততদিন আড়ি অর্থাৎ শরালি নামক পক্ষী হইয়া অবস্থিতি করিতে থাক ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সেই ক্রোধাকুল মুনিদ্বয় এইরূপে পরস্পর পরস্পরকে শাপ প্রদান করিয়া উভয়েই সরোবরে শরারি ও বক পক্ষী হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন ॥৩৭॥ বক-

একস্মিন্ পাদপে নীড়ং কৃত্বাসৌ বকরূপভাক্।
বিশ্বামিত্রঃ স্থিতস্তত্র দিব্যে সরসি মানসে ॥ ৩৮ ॥
অন্যস্মিন্ পাদপে কৃত্বা বশিষ্ঠো নীড়মুত্তমম্ ॥
আড়ীরূপধরস্তস্থাবন্যোন্যং দ্বেষতৎপরৌ ॥ ৩৯ ॥
দিনে দিনে তৌ সংগ্রামং চক্রতুঃ ক্রোধসংযুতৌ।
দুঃখদং সর্ব্বলোকানাং ক্রন্দমানাবুভৌ ভৃশম্ ॥ ৪০ ॥
চঞ্চুপক্ষপ্রহারৈস্তু নখাঘাতৈঃ পরস্পরম্।
জঘ্নতু রুধিরক্লিন্নৌ পুষ্পিতাবিব কিংশুকৌ ॥ ৪১ ॥
এবং বহূনি বর্ষাণি পক্ষিরূপধরৌ মুনী।
স্থিতৌ তত্র মহারাজ! শাপপাশেন যন্ত্রিতৌ ॥ ৪২ ॥

রাজোবাচ।

কথং মুক্তৌ মুনিশ্রেষ্ঠৌ শাপাদ্বশিষ্ঠকৌশিকৌ।
তন্মমাচক্ষ্ব বিপ্রর্ষে! পরং কৌতূহলং হি মে ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

যুধ্যমানাবুভৌ দৃষ্ট্বা ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
তত্রাজগামানিমিষৈর্বৃতঃ সর্ব্বৈর্দয়াপরৈঃ ॥ ৪৪ ॥

নীড়ং পক্ষিগৃহম্ ॥ ৩৮—৪৩

রূপধারী বিশ্বামিত্র মানস সরোবরে একটী বৃক্ষোপরি নীড় নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ বশিষ্ঠও আড়িরূপ ধারণ করিয়া অন্যতর বৃক্ষে কুলায় রচনা করত বসতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই ঋষিদ্বয় পরস্পর বিদ্বেষবিশিষ্ট হইয়া কালযাপন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ সেই পক্ষীদ্বয় ক্রুদ্ধ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে অতি ঘোরতর সর্ব্বলোকের পীড়াকর কঠোর চীৎকার করিয়া প্রতি দিন সংগ্রাম করিতে লাগিল ॥৪০॥ তাহারা পরস্পর চঞ্চু ও পক্ষ প্রহার এবং নখাঘাত দ্বারা ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরাপ্লুত হইয়া পুষ্পিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় প্রকাশমান হইল ॥ ৪১ ॥ পক্ষিরূপধারী ঋষিদ্বয় অভিশাপে অভিযন্ত্রিত হইয়া এইরূপে পরস্পর যুদ্ধ করিতে করিতে সেই স্থানে বহুশত বৎসর অতিবাহিত করিল ॥ ৪২ ॥

জনমেজয় কহিলেন, বিপ্রবর! সেই বশিষ্ঠ ও কৌশিক নামক ঋষিদ্বয় কিরূপে শাপ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন তাহা আমাকে বলুন, ঋষিবর! এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত কৌতূহল উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, লোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদিগের উভয়কে যুদ্ধনিরত দর্শন করিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত দেবতাগণের সহিত সেই স্থানে আগমন করিলেন ॥ ৪৪ ॥ পদ্মাসন, তাঁহা-

তাবাশ্বাস্য জগৎকর্ত্তা যুধ্যতোর্ব্বিনিবার্য্য চ।
শাপং সম্মোচয়ামাস তয়োঃ ক্ষিপ্তং পরস্পরম্ ॥ ৪৫ ॥
ততো জগ্মুঃ সুরাঃ সর্ব্বে স্বানি ধিষ্ণ্যানি পদ্মভূঃ।
সত্যলোকং জগামাশু হংসারূঢ়ঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪৬ ॥
বিশ্বামিত্রোঽপ্যগাত্তূর্ণং বশিষ্ঠঃ স্বাশ্রমং গতঃ।
মিথঃ স্নেহং ততঃ কৃত্বা প্রজাপত্যুপদেশতঃ ॥ ৪৭ ॥
মৈত্রাবরুণিনাপ্যেবং কৃতং যুদ্ধমকারণম্।
কৌশিকেন সমং ভূপ ! দুঃখদঞ্চ পরস্পরম্ ॥ ৪৮ ॥
কো নাম মানবো লোকে দেবো বা দানবোঽপি বা।
অহঙ্কারজয়ং কৃত্বা সর্ব্বদা সুখভাগ্ ভবেৎ ॥ ৪৯ ॥
তস্মাদ্রাজংশ্চিত্তশুদ্ধির্মহতামপি দুর্ল্লভা।
যত্নেন সাধনীয়া সা তদ্বিহীনং নিরর্থকম্ ॥ ৫০ ॥
তীর্থং দানং তপঃ সত্যং যৎকিঞ্চিদ্ধর্ম্মসাধনম্ ॥ ৫১ ॥
"শ্রদ্ধাত্র ত্রিবিধা প্রোক্তা সাত্ত্বিকী রাজসী তথা।
তামসী সর্ব্বদেহেষু দেহিনাং ধর্ম্মকর্ম্মসু ॥ ১ ॥

অনিমিষৈর্দ্দেবগণৈঃ ॥ ৪৪—৪৭ ॥
মৈত্রাবরুণিনা শাস্ত্রেন বশিষ্ঠেনাপীত্যর্থঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥
চিত্তশুদ্ধেদৌর্লভ্যদর্শনার্থমিয়ং কথা দৃষ্টান্তার্থং গৃহীতা তামুপসংহরতি তস্মাদ্রাজন্নিতি।
নিরর্থকমিত্যস্যোত্তরত্রান্বয়ঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

দিগকে যুদ্ধ হইতে নিবারিত ও আশ্বাসিত করিয়া পরস্পর-প্রদত্ত শাপ হইতে পরস্পরকে মোচন করিয়া দিলেন ॥ ৪৫ ॥ অনন্তর, সুরগণ নিজ নিজ আলয়ে এবং প্রভাবশালী পদ্মাসন হংস আরোহণে সত্যলোকে গমন করিলেন ॥ ৪৬ ॥ তৎপরে মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র, প্রজাপতির উপদেশানুসারে পরস্পর প্রণয় ও স্নেহবন্ধন সম্পাদন করিয়া আপন আপন আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ৪৭ ॥ রাজন্ ! আপনি দেখুন যে, এক্ষণে মিত্রাবরুণ তনয় মহর্ষি বশিষ্ঠও বিশ্বামিত্রের সহিত অকারণে দুঃখপ্রদ যুদ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥ অতএব এই অখিল মধ্যে কোন্ মানব, দানব বা দেবতা অহঙ্কার জয় করিয়া সর্ব্বদা সুখভাগী হইতে পারেন ? ॥ ৪৯ ॥ অতএব হে পার্থিব ! চিত্তের শুদ্ধি মহদ্ ব্যক্তিদিগেরও দুর্লভ ; পরম যত্ন-সহকারে তাহার সাধন করিতে হয়। চিত্তশুদ্ধিবিহীন মানবগণের তীর্থ, দান, তপস্যা, সত্য এবং অন্য যাহা কিছু ধর্ম্মসাধন তৎসমস্তই নিরর্থক জানিবেন ॥ ৫০—৫১ ॥ "রাজন্ ! দেহিগণের ধর্ম্মকর্ম্ম বিষয়ে সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসীভেদে তিন প্রকার শ্রদ্ধা কথিত

সাত্ত্বিকী দুর্লভা লোকে যথোক্তফলদা সদা।
তদর্দ্ধফলদা প্রোক্তা রাজসী বিধিসংযুতা ॥ ২ ॥
তামসী ত্বফলা রাজন্! ন তু কীর্ত্তিকরী পুনঃ।
কামক্রোধাভিভূতানাং জনানাং নৃপসত্তম! ॥ ৩ ॥"
বাসনারহিতং কৃত্বা তচ্চিত্তং শ্রবণাদিনা।
তীর্থাদিষু বসেন্নিত্যং দেবীপূজনতৎপরঃ ॥ ৫২ ॥
দেবীনামানি বচসা গৃহ্ণংস্তস্যা গুণান্ স্তবন্।
ধ্যায়ংস্তস্যাঃ পদাম্ভোজং কলিদোষভয়ান্বিতঃ ॥ ৫৩ ॥
এবন্তু কুর্ব্বতস্তস্য ন কদাচিৎ কলের্ভয়ম্।
অনায়াসেন সংসারান্মুচ্যতে পাতকী জনঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে শুনঃশেপকথানন্তরমাড়ীবকযুদ্ধবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

এতাদৃশী দুর্লভা চিত্তশুদ্ধিঃ কথং সাধনীয়েতি চেত্তত্রাহ বাসনারহিতমিতি। সৎসঙ্গং পূর্ব্বোক্তং কৃত্বা বেদান্তশ্রবণাদিনা চিত্তং বাসনারহিতং যদা ভবতি তদা তচ্ছুদ্ধমিতি কথ্যতে তথা কৃত্বা তীর্থাদিষু বসেদিত্যর্থঃ। কিং কুর্ব্বন্ বসেত্তত্রাহ দেবীপূজনতৎপর ইতি ॥ ৫২—৫৩ ॥

এবংকুর্ব্বতঃ কিং ফলং ভবতি তত্রাহ এবং ত্বিতি। মুচ্যতে শ্রীভগবত্যনুগ্রহেণ জ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণেত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

হইয়াছে, তন্মধ্যে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা সম্পূর্ণ ফলপ্রদা এবং লোকমধ্যে প্রায়ই দুর্ল্লভ। বিধি-বিহিত রাজসী শ্রদ্ধা তাহার অর্দ্ধফল প্রদান করিয়া থাকে এবং তামসী শ্রদ্ধা নিষ্ফলা ও অকীর্ত্তিকরী; কামক্রোধাভিভূত ব্যক্তিগণেরই তামসী শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে ॥ ১—৩ ॥" অতএব রাজন্! সৎসঙ্গ অবলম্বন পূর্ব্বক বেদান্ত শ্রবণাদি দ্বারা চিত্তকে বাসনা-বিরহিত করিয়া দেবীর পূজায় একান্ত নিরত হইয়া তীর্থাদি স্থলে বাস করিবে ॥ ৫২ ॥ কলিদোষ জন্য ভয়াতুর নরগণ দেবীর নাম গ্রহণ, গুণস্তুতি এবং তাঁহার চরণ সরোজের ধ্যান করিয়া কাল হরণ করিবে ॥ ৫৩ ॥ এইরূপ করিলে জীবগণের আর কদাচিৎ কলিভয় থাকিতে পারিবে না এবং পাতকী জনগণ অনায়াসে সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে সন্দেহ নাই ॥ ৫৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে শুনঃশেপকথানন্তর আড়ীবকযুদ্ধ বর্ণন নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

মৈত্রাবরুণিরিত্যুক্তং নাম তস্য মুনেঃ কথম্ ।
বশিষ্ঠস্য মহাভাগ ! ব্রহ্মণস্তনুজস্য হ ॥ ১ ॥
কিমসৌ কর্ম্মতো নাম প্রাপ্তবান্ গুণতস্তথা ।
ব্রূহি মে বদতাং শ্রেষ্ঠ ! কারণং তস্য নামজম্ ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

নিবোধ নৃপতিশ্রেষ্ঠ ! বশিষ্ঠো ব্রহ্মণঃ সুতঃ ।
নিমিশাপাত্তনুং ত্যক্ত্বা পুনর্জাতো মহাদ্যুতিঃ ॥ ৩ ॥
মিত্রাবরুণয়োর্যস্মাত্তস্মাত্তন্নামবিশ্রুতম্ ।
মৈত্রাবরুণিরিত্যস্মিন্ লোকে সর্ব্বত্র পার্থিব ! ॥ ৪ ॥

রাজোবাচ ।

কস্মাচ্ছপ্তঃ স ধর্ম্মাত্মা রাজ্ঞা ব্রহ্মাত্মজো মুনিঃ ।
চিত্রমেতন্মুনিং লগ্নো রাজ্ঞঃ শাপোঽতিদারুণঃ ॥ ৫ ॥

একোনসপ্ততিশ্লোকৈর্ব্বশিষ্ঠস্য তু শাপতঃ ।
মৈত্রাবরুণিতা জাতা সা কথা প্রোচ্যতেঽধুনা ॥

বশিষ্ঠস্য পূর্ব্বাধ্যায়ে মৈত্রাবরুণিরিতি নামোক্তং তত্র কেন প্রবৃত্তিনিমিত্তেন তন্নাম জাতমিতি রাজা পৃচ্ছতি মৈত্রাবরুণিরিত্যুক্তমিতি । যদি মিত্রাবরুণয়োরপত্যমিত্যর্থঃ তর্হি ব্রহ্মণস্তনুজস্য তন্নাম কথং জাতমিত্যর্থঃ । তস্মাৎ কিমসাবিতি । অসৌ বশিষ্ঠঃ কিং তয়োর্মিত্রাবরুণয়োঃ কর্ম্মতস্তন্নামপ্রাপ্তবানথবা গুণত ইত্যর্থঃ ॥ ১—৩ ॥

যস্মান্মিত্রাবরুণয়োরপত্যমিতি শেষস্তস্মাদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৪ ॥

চিত্রমেতদিতি । রাজ্ঞঃ শাপো মুনিং লগ্নঃ প্রাপ্ত এতদপ্যাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্ ! মহর্ষি বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানসপুত্র তবে আপনি কি কারণে তাঁহার মৈত্রাবরুণি এই নাম কীর্ত্তন করিলেন ॥ ১ ॥ তিনি কর্ম্মদ্বারা অথবা অন্য কোনও গুণদ্বারা এই নাম প্রাপ্ত হইলেন ; হে বক্তৃপ্রবর ! আপনি আমাকে তাঁহার ঐ নামের কারণ বিশেষ করিয়া বলুন ॥ ২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র ! প্রভাবশালী বশিষ্ঠ ব্রহ্মার পুত্র ইহা সত্য কিন্তু তিনি নরপতি নিমির শাপে তনু ত্যাগ করিয়া মিত্রাবরুণ হইতে জন্মলাভ করেন বলিয়া লোকমধ্যে সর্ব্বত্রই মৈত্রাবরুণি নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ৩—৪ ॥

অনাগসং মুনিং রাজা কিমসৌ শপ্তবান্মুনে ! ।
কারণং বদ ধর্ম্মজ্ঞ ! তস্য শাপস্য মূলতঃ ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

কারণন্তু ময়া প্রোক্তং তব পূর্ব্বং বিনিশ্চিতম্ ।
সংসারোঽয়ং ত্রিভির্ব্যাপ্তো রাজন্মায়াগুণৈঃ কিল ॥ ৭ ॥
ধর্ম্মং করোতু ভূপালশ্চরন্তু তাপসাস্তপঃ ।
সর্ব্বেষান্তু গুণৈর্বিদ্ধং নোজ্জ্বলং তদ্ভবেদিহ ॥ ৮ ॥
কামক্রোধাভিভূতাশ্চ রাজানো মুনয়স্তথা ।
লোভাহঙ্কারসংযুক্তাশ্চরন্তি দুশ্চরং তপঃ ॥ ৯ ॥
যজন্তি ক্ষত্রিয়া রাজন্রজোগুণসমাবৃতাঃ ।
ব্রাহ্মণাস্তু তথা রাজন্ ! ন কোঽপি সত্ত্বসংযুতঃ ॥ ১০ ॥

কিমসৌ কিমর্থমিত্যর্থঃ । মূলত আদিতঃ ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বমিতি । তৃতীয়চতুর্থস্কন্ধয়োরিত্যর্থঃ । মায়াগুণৈরিতি । মায়াময়ঃ সর্ব্বঃ প্রপঞ্চো মায়ায়াস্ত্রিভির্গুণৈঃ সর্ব্বদা ব্যাপ্তঃ । তে চ গুণাঃ সর্ব্বদোপচয়াপচয়বিশিষ্টাঃ । তথাচ যদা সত্ত্বগুণোপচয়স্তদা নীচা অপ্যুত্তমং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি । যদা রজস্তমোগুণোপচয়স্তদা মহান্তোঽপি নীচং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীতি মহান্তং প্রতি কথং শাপো দত্ত ইত্যাশ্চর্য্যং ন কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি ধর্ম্মং করোত্বিতি । নন্বু তে সর্ব্বে ধর্ম্মকর্ত্তারঃ সাত্ত্বিকাঃ প্রতিভান্তি তত্রাহ সর্ব্বেষাংত্বিতি । নোজ্জ্বলং ন সাত্ত্বিকং তদ্ধর্ম্মাদিকমিত্যর্থঃ ॥ ৮—১০ ॥

রাজা কহিলেন ভগবন্ ! ব্রহ্মার পুত্র ধর্ম্মাত্মা সেই মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ কি কারণে নিমিরাজ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইলেন ? সেই ক্ষত্রিয় নৃপতির নিদারুণ অভিশাপ মুনিকেও ভোগ করিতে হইল ! এই বিষয়টী আমার আশ্চর্য্য বলিয়াই বোধ হইতেছে ॥ ৫ ॥ হে ধর্ম্মজ্ঞ ! সেই রাজা নিরপরাধ মুনিবরকে কি কারণে শাপ প্রদান করিলেন ? তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার একান্ত কৌতূহল হইতেছে অতএব আপনি সেই শাপের কারণ বর্ণন করুন ॥ ৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! পূর্ব্বেই আমি আপনাকে এই সকলের কারণ বিশেষরূপে বলিয়াছি । এই সংসার সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ তিনটি মায়ার গুণদ্বারা পরিব্যাপ্ত ॥ ৭ ॥ রাজগণ ধর্ম্মাচরণই করুন আর তাপস সকল তপশ্চরণই করুন, তাঁহাদের সেই সমস্ত ধর্ম্মাদি মায়া গুণদ্বারা অনুবিদ্ধ হইয়া ঔজ্জ্বল্যলাভ করিতে পারে না ॥ ৮ ॥ ভূপালগণ ও মুনিগণ, কাম ক্রোধে অভিভূত এবং লোভ ও অহঙ্কারে সংযুক্ত হইয়া দুষ্কর তপস্যার আচরণ করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥ রাজন্ ! ক্ষত্রিয়গণ, অথবা ব্রাহ্মণগণ সকলেই রজোগুণ সংযুক্ত হইয়া যাগাদি করিয়া থাকেন, ফলত তাঁহাদের মধ্যে কেহই সত্ত্বগুণ সম্পন্ন হইয়া কার্য্যের অনুষ্ঠানাদি করেন না ॥ ১০ ॥ নিমিরাজ ঋষিকর্ত্তৃক এবং ঋষিরাজ নিমি কর্ত্তৃক

ঋষিণাসৌ নিমিঃ শপ্তস্তেন শপ্তো মুনিঃ পুনঃ।
দুঃখাদ্দুঃখতরং প্রাপ্তাবুভাবপি বিধের্ব্বলাৎ ॥ ১১ ॥
দ্রব্যশুদ্ধিঃ ক্রিয়াশুদ্ধির্ম্মনসঃ শুদ্ধিরুজ্জ্বলা।
দুর্লভা প্রাণিনাং ভূপ ! সংসারে ত্রিগুণাত্মকে ॥ ১২ ॥
পরাশক্তিপ্রভাবোঽয়ং নোল্লঙ্ঘ্যঃ কেনচিৎ কচিৎ।
যস্যানুগ্রহমিচ্ছেৎ সা মোচয়ত্যেব তং ক্ষণাৎ ॥ ১৩ ॥
মহান্তোঽপি ন মুচ্যন্তে হরিব্রহ্মহরাদয়ঃ।
পামরা অপি মুচ্যন্তে যথা সত্যব্রতাদয়ঃ ॥ ১৪ ॥
তস্যাস্তু হৃদয়ং কোঽপি ন বেত্তি ভুবনত্রয়ে।
তথাপি ভক্তবশ্যেয়ং ভবত্যেব সুনিশ্চিতম্‌ ॥ ১৫ ॥
তস্মাত্তদ্ভক্তিরাস্থেয়া দোষনির্ম্মূলনায় চ।
রাগদম্ভাদিযুক্তা চেৎ সা ভক্তির্নাশিনী ভবেৎ ॥ ১৬ ॥

বিধের্ব্বলাৎ প্রারব্ধপ্রেরিততমোগুণবলাদিত্যর্থঃ ॥ ১১—১২ ॥

নন্বেতাদৃশা মহান্তঃ কিমিতি গুণত্রয়বেগদমনং নাচরন্তি তত্রাহ পরাশক্তিপ্রভাবোঽয়মিতি। তর্হি কোঽপি মুক্তো ন স্যাদিতি চেত্তত্রাহ যস্যানুগ্রহমিতি ॥ ১৩ ॥

বন্ধমোক্ষাদিকং সর্ব্বন্তদিচ্ছয়া ভবতীত্যাহ মহান্তোঽপীতি। অদ্যাপি তে স্বসেবার্থং ব্রহ্মাদয়ো মহান্তোঽপি স্থাপিতাঃ ন মোচিতাঃ। অথ চ পামরা অপি সত্যব্রতাদয়স্তৃতীয়স্কন্ধোক্তপ্রকারেণ মোচিতাঃ। অত্র মহারাজ্ঞ্যাঃ পরাশক্তেরিচ্ছৈব কারণং নান্যদিত্যর্থঃ ॥১৪॥

নন্থ তর্হি স্বতন্ত্রায়াস্তস্যাঃ পরমেশ্বর্য্যা মনসি কিমস্তি তত্রাহ তস্যাস্ত্বিতি। তর্হি কিং কর্ত্তব্যমিতি চেত্তত্বয়ং মাকার্ষীর্যতো ভক্তবশ্যা ভগবতীতি নিশ্চিতং ভবতি ততো ন কিঞ্চিত্তয়মস্তীত্যভিপ্রায়েণাহ তথাপীতি ॥ ১৫ ॥

যস্মাদেবং তস্মাদিতি। দোষনির্ম্মূলনায় গুণত্রয়োচ্ছেদায়েত্যর্থঃ। পরন্তু সা ভক্তির্নির্ব্ব্যাজা চেৎ কল্যাণকরী নোচেদনর্থকরীত্যাহ রাগদম্ভাদীতি। ইদং নির্ব্ব্যাজভক্তেরাব-

---

অভিশপ্ত হইয়া উভয়েই প্রারব্ধ প্রেরিত তমোগুণবলে দুঃখ হইতেও কঠোরতর দুঃখ পাইয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ মহারাজ ! এই ত্রিগুণাত্মক সংসারে প্রাণিগণের পক্ষে দ্রব্যশুদ্ধি, ক্রিয়াশুদ্ধি ও নির্ম্মলরূপে চিত্তশুদ্ধি একান্তই দুর্লভ ॥১২॥ রাজন্‌ ! ইহাকেই পরমাশক্তি জগদম্বিকার প্রভাব বলিয়াই জানিবেন। কোনও ব্যক্তি ইহা উলঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না, পরন্তু তিনি যাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিবার অভিলাষ করেন তাহাকে ক্ষণ মধ্যেই সেই গুণবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥ অধিক কি, হরি হর ও বিরিঞ্চি প্রভৃতি মহান্‌ দেবতাগণও তাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন মুক্ত হইতে পারেন না, কিন্তু তাঁহার অনুগ্রহ হইলে সত্যব্রত প্রভৃতির স্থায় পামরগণও মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ১৪ ॥ তাঁহার হৃদয়ে যাহা আছে তাহা ত্রিভুবন মধ্যে কেহই অবগত হইতে পারে না, পরন্তু তিনি যে ভক্তের বশীভূত হইয়া থাকেন ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ১৫ ॥ অতএব দোষের উন্মূলন নিমিত্ত

ইক্ষ্বাকুকুলসম্ভূতো নিমির্নাম নরাধিপঃ।
রূপবান্ গুণসম্পন্নো ধর্ম্মজ্ঞো লোকরঞ্জকঃ ॥ ১৭ ॥
সত্যবাদী দানপরো যাজকো জ্ঞানবান্ শুচিঃ।
দ্বাদশস্তনয়ো ধীমান্ প্রজাপালনতৎপরঃ ॥ ১৮ ॥
পুরং নিবেশয়ামাস গৌতমাশ্রমসন্নিধৌ।
জয়ন্তপুরসংজ্ঞন্তু ব্রাহ্মণানাং হিতায় সঃ ॥ ১৯ ॥
বুদ্ধিস্তস্য সমুৎপন্না যজেয়মিতি রাজসী।
যজ্ঞেন বহুকালেন দক্ষিণাসংযুতেন চ ॥ ২০ ॥
ইক্ষ্বাকুং পিতরং দৃষ্ট্বা যজ্ঞকার্য্যায় পার্থিব !।
কারয়ামাস সম্ভারং যথোদ্দিষ্টং মহাত্মভিঃ ॥ ২১ ॥
ভৃগুমঙ্গিরসঞ্চৈব বামদেবঞ্চ গৌতমম্।
বশিষ্ঠঞ্চ পুলস্ত্যঞ্চ ঋচীকং পুলহং ক্রতুম্ ॥ ২২ ॥
মুনীনামন্ত্রয়ামাস সর্ব্বজ্ঞান্ বেদপারগান্।
যজ্ঞবিদ্যাপ্রবীণাংশ্চ তাপসান্ বেদবিত্তমান্ ॥ ২৩ ॥

শুকত্বদ্যোতনার্থং বিভীষিকামাত্রম্। বস্তুতস্তু সহেলং বা সলীলং বা যস্যাঃ স্মরণমাত্রতঃ। সিদ্ধয়োঽষ্টৌ করস্থাঃ স্যুরন্তে মুক্তিশ্চ শাশ্বতীত্যাদি বচনৈর্যথা কথঞ্চিদপি দেব্যা ভক্তিঃ সিদ্ধিদায়িনীতি বোধ্যম্ ॥ ১৩ ॥

অথ কথাং প্রস্তৌতি। ইক্ষ্বাকিতি ॥ ১৭ ॥

ইক্ষ্বাকোর্দ্বাদশস্তনয়ো নিমিঃ ॥ ১৮ ॥

ব্রাহ্মণানামুপকারায় জয়ন্তপুরসংজ্ঞকং নিবেশয়ামাসেত্যন্বয়ঃ ॥ ১৯—২০ ॥

ইক্ষ্বাকুং পিতরং দৃষ্ট্বা তদনুজ্ঞামাদায়েতি শেষঃ ॥ ২১—২৩ ॥

সাত্ত্বিকী ভক্তি অবলম্বন করা একান্তই কর্ত্তব্য, কিন্তু রাগদম্ভাদি সংযুক্ত ভক্তি মানবগণের অনিষ্টকর হইয়া থাকে এজন্য তাহা পরিত্যাগ করা অত্যন্ত শ্রেয়স্কর সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥

মহারাজ ! ইক্ষ্বাকুর দ্বাদশ পুত্র নিমি নামক নরপতি, রূপবান্, গুণসম্পন্ন, ধর্ম্মজ্ঞ, লোকরঞ্জন, সত্যবাদী, দানশীল, যাজক, শুদ্ধাচার, প্রজাপালনতৎপর, ধীমান্ ও জ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন ॥ ১৭—১৮ ॥ সেই মহাত্মা, ব্রাহ্মণগণের হিতের নিমিত্ত গৌতমের আশ্রম সন্নিধানে জয়ন্তপুর নামক এক নগর সংস্থাপন করেন ॥ ১৯ ॥ কিছুকাল গত হইলে তাঁহার এইরূপ রাজসী বুদ্ধি উৎপন্ন হইল যে, আমি "বিপুল দক্ষিণান্বিত বহুকাল ব্যাপী একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব" ॥ ২০ ॥ অনন্তর, নিজ জনক ইক্ষ্বাকুর অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক যজ্ঞ কার্য্যের নিমিত্ত মহাত্মা ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক কথিত সামগ্রীসম্ভারের আয়োজন করাইলেন ॥ ২১ ॥ ভৃগু, অঙ্গিরা, বামদেব, গৌতম, বশিষ্ঠ, পুলস্ত্য, ঋচীক, পুলহ, ক্রতু প্রভৃতি বেদপারগ,

রাজা সংভৃতসম্ভারঃ সংপূজ্য গুরুমাত্মনঃ।
বশিষ্ঠং প্রাহ ধর্ম্মজ্ঞো বিনয়েন সমন্বিতঃ॥ ২৪॥
যজেয়ং মুনিশার্দ্দূল! যাজয়স্ব কৃপানিধে!।
গুরুস্ত্বং সর্ব্ববেত্তাসি কার্য্যং মে কুরু সাম্প্রতম্॥ ২৫॥
যজ্ঞোপকরণং সর্ব্বং সমানীতং সুসংস্কৃতম্।
পঞ্চবর্ষসহস্রস্তু দীক্ষাং কর্ত্তুং মতিশ্চ মে॥ ২৬॥
অস্মিন্ যজ্ঞে সমারাধ্যা দেবী শ্রীজগদম্বিকা।
তৎপ্রীত্যর্থমহং যজ্ঞং করোমি বিধিপূর্ব্বকম্॥ ২৭॥
তচ্ছ্রুত্বাসৌ নিমের্ব্বাক্যং বশিষ্ঠঃ প্রাহ ভূপতিম্।
ইন্দ্রেণাহং বৃতঃ পূর্ব্বং যজ্ঞার্থং নৃপসত্তম!॥ ২৮॥
পরাশক্তিমখং কর্ত্তুমুদ্যুক্তঃ পাকশাসনঃ।
স দীক্ষাং গমিতো দেবঃ পঞ্চবর্ষশতাত্মিকাম্॥ ২৯॥

কিং দেবতোদ্দেশেন যজ্ঞ ইতি চেত্তত্রাহ অস্মিন্ যজ্ঞে ইতি। শ্রীদেবীপ্রীত্যর্থং যজ্ঞঃ ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ॥ ২৭—২৮॥

ইন্দ্রোঽপি দেবীমখং কর্ত্তুমুদ্যুক্তো ময়া দীক্ষাং গমিতঃ প্রাপিতোঽস্তি। তথা চ মধ্যে আগমনং মম ন সম্ভবতি ত্বং তদ্‌যজ্ঞসমাপ্ত্যুত্তরং প্রারম্ভং কুর্ব্বিত্যর্থঃ॥ ২৯॥

যজ্ঞবিদ্যা-বিশরাদ সর্ব্বজ্ঞ তাপস মুনিগণকে আমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন করিলেন॥ ২২—২৩॥ অনন্তর, সেই ধার্ম্মিক নরপতি নিমি যজ্ঞের সমস্ত সামগ্রী সম্ভার সংগ্রহ করিয়া নিজগুরু বশিষ্ঠ দেবের পূজা করত তাঁহাকে বিনয়নম্র বচনে কহিলেন॥ ২৪॥ মুনিবর! আমি যাগ করিব, আপনি কৃপা করিয়া আমার যাজনক্রিয়া সম্পাদন করুন, আপনি গুরু সুতরাং আমার সমস্তই অবগত আছেন অতএব এক্ষণে আমার এই যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করুন॥ ২৫॥ যজ্ঞের সমস্ত উপকরণই আনীত ও সুসংস্কৃত হইয়াছে। গুরো! আমি পঞ্চ সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া যজ্ঞে দীক্ষিত হইব ইহাই আমার সঙ্কল্প জানিবেন॥ ২৬॥ এই যজ্ঞে জগদম্বিকা দেবীর আরাধনা করিব, তাঁহার প্রীতির নিমিত্তই আমি বিধিপূর্ব্বক এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেছি॥ ২৭॥

বশিষ্ঠ নিমি নৃপতির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নৃপোত্তম! দেবরাজ ইন্দ্র আমাকে পূর্ব্বেই যজ্ঞের নিমিত্ত বরণ করিয়াছেন। এক্ষণে পাকশাসন পরাশক্তির প্রীতির নিমিত্ত যজ্ঞ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, আমিও পঞ্চশত বৎসরের নিমিত্ত তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়াছি; অতএব হে পার্থিব! আপনাকে, যাবৎ ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপন না হয় তাবৎ কাল প্রতীক্ষা করিতে হইবে; ইন্দ্রের যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে তাহার সমস্ত কার্য্য

তস্মাত্ত্বমন্তরং তাবৎ প্রতিপালয় পার্থিব!।
ইন্দ্রযজ্ঞে সমাপ্তেঽত্র কৃত্বা কার্য্যং দিবস্পতেঃ।
আগমিষ্যাম্যহং রাজংস্তাবত্ত্বং প্রতিপালয় ॥ ৩০ ॥

রাজোবাচ।

ময়া নিমন্ত্রিতাশ্চান্যে মুনয়ো যজ্ঞকারণাৎ।
সম্ভারাঃ সংভৃতাঃ সর্ব্বে পালয়ামি কথং গুরো!॥ ৩১ ॥
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে ব্রহ্মন্! গুরুস্ত্বং বেদবিত্তমঃ।
কথং ত্যক্ত্বাদ্য মে কার্য্যমুদ্যতো গন্তুমাশু বৈ ॥ ৩২ ॥
ন তে যুক্তং দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যদুৎসৃজ্য মখং মম।
গন্তাসি ধনলোভেন লোভাকুলিতচেতনঃ ॥ ৩৩ ॥
নিবারিতোঽপি রাজ্ঞা স জগামেন্দ্রমখং গুরুঃ।
রাজাপি বিমনা ভূত্বা গৌতমং প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ৩৪ ॥
ইয়াজ হিমবৎ পার্শ্বে সাগরস্য সমীপতঃ।
দক্ষিণা বহুলা দত্তা বিপ্রেভ্যো মখকর্ম্মণি ॥ ৩৫ ॥
নিমিনা পঞ্চসাহস্রী দীক্ষা তত্র কৃতা নৃপ!।
ঋত্বিজঃ পূজিতাঃ কামং ধনৈর্গোভির্মুদা যুতাঃ ॥ ৩৬ ॥

প্রতিপালয় কালমিতি শেষঃ ॥ ৩০ ॥
পালয়ামি কথং কথং পালয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৮ ॥

সমাধা করিয়া তৎপরে আমি এই স্থানে আগমন করিব, অতএব মহারাজ! আপনি তৎকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন ॥ ২৮—৩০ ॥

রাজা কহিলেন, মুনিবর! আমি যজ্ঞের নিমিত্ত অন্যান্য মুনিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, এবং সমস্ত সামগ্রী সম্ভার আহরণ করিয়াছি তবে কিরূপে এক্ষণে প্রতীক্ষা করিতে পারি ॥ ৩১ ॥ ব্রহ্মন্! আপনি বেদজ্ঞগণের অগ্রগণ্য ও ইক্ষ্বাকুবংশীয়ের কুলগুরু হইয়া এক্ষণে কিরূপে আমার কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র সত্বর গমনে উদ্যত হইয়াছেন ॥ ৩২ ॥ হে দ্বিজোত্তম! আপনি ধনের নিদারুণ লোভে জ্ঞানশূন্য হইয়া আমার যজ্ঞ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিতেছেন, ইহা আপনার উচিত কার্য্য হইতেছে না ॥ ৩৩ ॥ রাজন্! নিমিরাজ এইরূপে নিবারণ করিলেও বশিষ্ঠ-ঋষি ইন্দ্রযজ্ঞে গমন করিলেন, রাজাও বিমনা হইয়া গৌতম ঋষিকে যজ্ঞ কার্য্যে বরণ করিলেন ॥ ৩৪ ॥ তখন তিনি হিমাচলের পার্শ্বদেশে সাগর সন্নিধানে যজ্ঞারম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বহুতর দক্ষিণা প্রদান করিলেন ॥ ৩৫ ॥ এই যজ্ঞে নিমিরাজ পঞ্চসহস্র বৎসর পর্য্যন্ত দীক্ষিত হইয়াছিলেন

শক্রযজ্ঞে সমাপ্তে তু পঞ্চবর্ষশতাত্মকে।
আজগাম বশিষ্ঠস্তু রাজ্ঞঃ সত্রদিদৃক্ষয়া ॥ ৩৭ ॥
আগত্য সংস্থিতস্তত্র দর্শনার্থং নৃপস্য চ।
তদা রাজা প্রসুপ্তস্তু নিদ্রয়াপহৃতো ভৃশম্ ॥ ৩৮ ॥
নাসৌ প্রবোধিতো ভৃত্যৈর্নাগতস্তু মুনিং নৃপঃ।
বশিষ্ঠস্য ততো মন্যুঃ প্রাদুর্ভূতোঽবমানতঃ ॥ ৩৯ ॥
অদর্শনান্নিমেস্তত্র চুকোপ মুনিসত্তমঃ।
শাপঞ্চ দত্তবাংস্তস্মৈ রাজ্ঞে মন্যুবশং গতঃ ॥ ৪০ ॥
যস্মাত্ত্বং মাং গুরুং ত্যক্ত্বা কৃত্বান্যং গুরুমাত্মনঃ।
দীক্ষিতোঽসি বলান্মন্দ! মামবজ্ঞায় পার্থিব! ॥ ৪১ ॥
বারিতোঽপি ময়া তস্মাদ্বিদেহস্ত্বং ভবিষ্যসি।
পতত্বিদং শরীরং তে বিদেহো ভব ভূপতে! ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তদ্ব্যাহৃতং শ্রুত্বা রাজ্ঞস্তু পরিচারকাঃ।
সদ্যঃ প্রবোধয়ামাসুর্নিমাহুঃ প্রকোপিতম্ ॥ ৪৩ ॥

(নাসাবিতি। মুনিং নাগতঃ ন প্রাপ্তঃ মুনিসন্নিধৌ নায়াত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪৪

এবং ইহাতে ঋত্বিকগণ পর্য্যাপ্ত ধন ও গোধন দ্বারা পরিপূজিত হইয়া অত্যন্ত হৃষ্ট ও পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর, দেবরাজের পঞ্চ শতবৎসরব্যাপী যজ্ঞ সমাপিত হইলে বশিষ্ঠঋষি নিমিরাজের যজ্ঞ দর্শনার্থ আগমন করিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। রাজা তখন নিদ্রায় একান্ত অভিভূত ছিলেন, এজন্য ভৃত্যগণ তৎকালে রাজাকে জাগরিত করিতে পারিল না সুতরাং রাজাও ঋষির নিকট আগমন করিলেন না এজন্য অবমাননা বোধে মহর্ষি বশিষ্ঠের অন্তঃকরণে ক্রোধানল উদ্দীপিত হইল ॥ ৩৭—৩৯ ॥ তিনি রাজার অদর্শনে প্রকুপিত হইলেন এবং অতিশয় ক্রোধের বশীভূত হইয়া নিমিরাজকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, তুমি অত্যন্ত মন্দমতি রাজা, আমি চিরগুরু থাকিতে বিশেষত আমি তোমাকে নিবারণ করিলেও তুমি যখন আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে বরণ করত বলপূর্ব্বক দীক্ষিত হইয়াছ, তখন তুমি বিদেহ (দেহ হীন) হও। রাজন্! তোমার এই শরীর অদ্যই নিপতিত হউক অর্থাৎ তুমি বিদেহ হও ॥ ৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজার পরিচারকগণ, বশিষ্ঠের অভিশাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজাকে তৎক্ষণাৎ জাগরিত করিল এবং বশিষ্ঠ ঋষি আপনার সাক্ষাৎ না পাইয়া অত্যন্ত প্রকুপিত

কুপিতং তং সমাগত্য রাজা বিগতকল্মষঃ ।
উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণং হেতুগর্ভঞ্চ যুক্তিমৎ ॥ ৪৪ ॥
মম দোষো ন ধর্ম্মজ্ঞ ! গতস্ত্বং তৃষ্ণয়াকুলঃ ।
হিত্বা মাং যজমানং বৈ প্রার্থিতোঽপি ময়া ভৃশম্ ॥ ৪৫ ॥
ন লজ্জসে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! কৃত্বা কর্ম্ম জুগুপ্সিতম্ ।
সন্তোষং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! জানন্ ধর্ম্মস্য নিশ্চয়ম্ ॥ ৪৬ ॥
পুত্রোঽসি ব্রহ্মণঃ সাক্ষাদ্বেদবেদাঙ্গবিত্তমঃ ।
ন বেৎসি বিপ্রধর্ম্মস্য গতিং সূক্ষ্মাং দুরত্যয়াম্ ॥ ৪৭ ॥
আত্মদোষং ময়ি জ্ঞাত্বা মৃষা মাং শপ্তুমিচ্ছসি ।
ত্যাজ্যস্তু সুজনৈঃ ক্রোধো চাণ্ডালাদধিকো যতঃ ॥ ৪৮ ॥
বৃথা ক্রোধপরীতেন ময়ি শাপঃ প্রপাতিতঃ ।
তবাপি চ পতত্বদ্য দেহোঽয়ং ক্রোধসংযুতঃ ॥ ৪৯ ॥
এবং শপ্তো মুনী রাজ্ঞা রাজা চ মুনিনা তথা ।
পরস্পরং প্রাপ্য শাপং দুঃখিতৌ তৌ বভূবতুঃ ॥ ৫০ ॥

তৃষ্ণয়া ধনলোভেন আকুলঃ কর্ত্তব্যজ্ঞানবিরহিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥
কিয়ন্তস্তব দোষা এতেনৈবাবগচ্ছ ইত্যত আহ সন্তোষমিতি ॥ ৪৬—৫২ ॥)

হইয়াছেন, এই বিষয় নিবেদন করিল ॥ ৪৩ ॥ পাপবিহীন নিমিরাজ প্রকুপিত বশিষ্ঠ সন্নিধানে আগমন করিয়া বিনম্রভাবে হেতুগর্ভ ও যুক্তিসঙ্গত বচনে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪৪ ॥ হে ধর্ম্মজ্ঞ ! আমি আপনার যজমান, আমি বারংবার প্রার্থনা করিলেও আপনি লোভের তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করত অন্যত্র গমন করিয়াছেন, অতএব ইহাতে আমার কিছুই দোষ নাই ॥ ৪৫ ॥ আপনি দ্বিজবরগণের অগ্রগণ্য হইয়া এবং সন্তোষকে ব্রাহ্মণগণের সারধর্ম্ম জানিয়াও ঈদৃশ জুগুপ্সিত কর্ম্ম করত লজ্জিত হইতেছেন না ॥ ৪৬ ॥ আপনি ব্রহ্মার পুত্র এবং বেদ-বেদাঙ্গ পারগ হইয়াও দুষ্পরিহর ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি অবগত নহেন ॥ ৪৭ ॥ আপনি আপনার নিজের দোষ আমার উপর আরোপিত করিয়া আমাকে অভিশাপ দিবার নিমিত্ত বৃথা অভিলাষ করিতেছেন। ক্রোধ চণ্ডাল অপেক্ষাও অধিকতর দূষণীয়, অতএব তাহা পরিত্যাগ করা সুজনগণের একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৪৮ ॥ আপনি যখন অকারণ ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া আমার উপর অভিসম্পাত করিলেন, তখন আমিও একণে অভিশাপ দিতেছি যে আপনার এই ক্রোধযুক্ত দেহ নিপতিত হউক ॥ ৪৯ ॥ মহারাজ ! এইরূপে রাজা মুনিবরকে এবং মুনিবর রাজাকে অভিশাপ প্রদান করিয়া উভয়েই অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ॥ ৫০ ॥ তখন বশিষ্ঠ অত্যন্ত

বশিষ্ঠস্ত্বতিচিন্তার্ত্তো ব্রহ্মাণং শরণং গতঃ।
নিবেদয়ামাস তথা শাপং ভূপকৃতং মহৎ॥ ৫১ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

রাজ্ঞা শপ্তোঽস্মি দেহোঽয়ং পতত্বদ্য ভবেতি বৈ।
কিং করোমি পিতঃ! প্রাপ্তং কষ্টং কায়প্রপাতজম্॥ ৫২ ॥
অন্যদেহসমুৎপত্তৌ জনকং বদ সাম্প্রতম্।
তথা মে দেহসংযোগঃ পূর্ব্ববৎ সমপদ্যতাম্॥ ৫৩ ॥
যাদৃশং জ্ঞানমেতস্মিন্ দেহে তত্রাস্তু তৎ পিতঃ!।
সমর্থোঽসি মহারাজ! প্রসাদং কর্ত্তুমর্হসি॥ ৫৪ ॥
বশিষ্ঠস্য বচঃ শ্রুত্বা ব্রহ্মা প্রোবাচ তং সুতম্।
মিত্রাবরুণয়োস্তেজস্ত্বং প্রবিশ্য স্থিরো ভব॥ ৫৫ ॥
তস্মাদযোনিজঃ কালে ভবিতা ত্বং ন সংশয়ঃ।
পুনর্দ্দেহং সমাসাদ্য ধর্ম্মযুক্তো ভবিষ্যসি॥ ৫৬ ॥
ভূতাত্মা বেদবিৎ কামং সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বপূজিতঃ॥ ৫৭ ॥

হে পিতর্মে জনকং বদ কস্তোদরে ময়া জন্ম গ্রাহ্যম্। কিঞ্চ তথা মে ইতি। তথা তদ্বদেব মে দেহসংযোগঃ পূর্ব্ববৎ সমপদ্যতাং প্রাপ্নুয়াৎ। যদাকারোঽয়ং দেহস্তদাকার এব দ্বিতীয়ো দেহো ভবত্বিত্যর্থঃ॥ ৫৩ ॥

তথা যাদৃশং জ্ঞানমস্মিন্দেহেঽস্তি তাদৃশমেব তস্মিন্ দেহেঽপ্যস্ত্বিত্যর্থঃ॥ ৫৪—৫৮ ॥

চিন্তাকুল হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলেন এবং নিমি প্রদত্ত মহৎ শাপের বিষয় নিবেদন করিয়া কহিলেন, পিতঃ! "অদ্য তোমার এই দেহ পতিত হউক" এই বলিয়া নিমিরাজ আমাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, এক্ষণে দেহপাত জনিত মহৎকষ্ট উপস্থিত হইল, অতএব আমি কি করিব?॥ ৫১—৫২ ॥ পিতঃ! কোন্ ব্যক্তি হইতে জন্মগ্রহণ করিব, তাহা আপনি আমাকে বলুন এবং যাহাতে আমি পূর্ব্বের ন্যায় দেহ প্রাপ্ত হই তাহারও উপায় করুন॥ ৫৩ ॥ আর আমার এই দেহে যেরূপ জ্ঞান রহিয়াছে, সেই দেহেও যাহাতে সেইরূপ জ্ঞান থাকে, আপনি প্রসন্ন হইয়া স্বকীয় অসীম প্রভাবদ্বারা সেইরূপ করুন, কারণ আপনি তাহা সম্পাদন করিতে সম্পূর্ণ রূপেই সমর্থ আছেন॥ ৫৪ ॥

রাজন্! বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা আপনার সেই প্রিয় পুত্রকে কহিলেন, তুমি মিত্রাবরুণের তেজে প্রবেশ করিয়া সুস্থির চিত্তে অবস্থিতি কর; তাহাতে তুমি যথাকালে অযোনিজ দেহ লাভ করিয়া পুনর্ব্বার ধর্ম্মযুক্ত, সত্যনিষ্ঠ, বেদজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ ও সকলের পূজিত হইবে ইহাতে কোনও সংশয় নাই॥ ৫৫—৫৭ ॥ ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে পর মহর্ষি

এবমুক্তস্তদা পিত্রা প্রযযৌ বরুণালয়ম্।
কৃত্বা প্রদক্ষিণং প্রীত্যা প্রণম্য চ পিতামহম্॥ ৫৮॥
বিবেশ স তয়োর্দ্দেহে মিত্রাবরুণয়োঃ কিল।
জীবাংশেন বশিষ্ঠোঽথ ত্যক্ত্বা দেহমনুত্তমম্॥ ৫৯॥
কদাচিত্তূর্ব্বশী রাজন্নাগতা বরুণালয়ম্।
যদৃচ্ছয়া বরারোহা সখীগণসমাবৃতা॥ ৬০॥
দৃষ্ট্বা তামপ্সরাং দিব্যাং রূপযৌবনসংযুতাম্।
জাতৌ কামাতুরৌ দেবৌ তদা তামূচতুর্নৃপ!॥ ৬১॥
বিবশৌ চারুসর্ব্বাঙ্গীং দেবকন্যাং মনোরমাম্।
আবাং ত্বমনবদ্যাঙ্গি! বরয়স্ব সমাকুলৌ॥ ৬২॥
বিহরস্ব যথাকামং স্থানেঽস্মিন্ বরবর্ণিনি!।
তথোক্তা সা ততো দেবী তাভ্যাং তত্র স্থিতা বশা॥ ৬৩॥
কৃত্বা ভাবং স্থিরং দেবী মিত্রাবরুণয়োর্গৃহে।
সা গৃহীত্বা তয়োর্ভাবং সংস্থিতা চারুদর্শনা॥ ৬৪॥

জীবাংশেন লিঙ্গদেহেন বিবেশেত্যন্বয়ঃ॥ ৫৯—৬০॥
দেবৌ মিত্রাবরুণৌ॥ ৬১—৬৭॥

বশিষ্ঠ, পিতামহকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া বরুণালয়ে গমন করিলেন॥ ৫৮॥ অনন্তর, তিনি আপনার অত্যুত্তম দেহ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম দেহরূপ স্বীয় জীবাংশ দ্বারা মিত্রা-বরুণের দেহে প্রবেশ করিলেন॥ ৫৯॥ তদনন্তর কোনও সময়ে পরম-রূপলাবণ্যবতী উর্ব্বশী স্বীয় সখীগণে পরিবৃত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে বরুণালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ৬০॥ মিত্রাবরুণ নামক দেবতাদ্বয় রূপ-যৌবনসম্পন্না সেই অপ্সরাকে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত কামাতুর হইলেন, এবং মন্মথশরে বিমোহিত ও বিবশ হইয়া সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মনোরমা দেবকন্যা উর্ব্বশীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বরবর্ণিনি! আমরা তোমাকে দর্শন করিয়া মন্মথশরে একান্ত আকুল হইয়াছি; সুন্দরি! তুমি আমাদিগকে বরণ করিয়া এই স্থানে যথেচ্ছাক্রমে বিহার করিতে থাক। তাঁহারা এইরূপ বলিলে পর উর্ব্বশী দেবী তখন তাঁহাদিগের প্রতি অনুরাগিণী ও তাঁহাদের বশবর্ত্তিনী হইয়া সেই মিত্রাবরুণের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন॥৬১-৬৩॥ উর্ব্বশী তাঁহাদের প্রতি পরম অনুরাগের সহিত তথায় অবস্থিতি করিলে তাঁহাদের বীর্য্য এক অনাবৃত কুম্ভমধ্যে পতিত হইল, তাহাতে অতিশয় মনোহর দুই ঋষিকুমার জন্মগ্রহণ করিলেন, তন্মধ্যে অগস্তি প্রথম এবং বশিষ্ঠ দ্বিতীয় হইলেন, এইরূপে মিত্রাবরুণের বীর্য্য হইতে ঋষিসত্তম তাপস দ্বয়ের উৎপত্তি হইল॥৬৪-৬৬॥

তয়োস্তু পতিতং বীর্য্যং কুম্ভে দৈবাদনাবৃতে।
তস্মাজ্জাতৌ মুনী রাজন্! বাবেবাতিমনোহরৌ ॥ ৬৫ ॥
অগস্তিঃ প্রথমস্তত্র বশিষ্ঠশ্চাপরস্তথা।
মিত্রাবরুণয়োর্বীর্য্যাত্তাপসাবৃষিসত্তমৌ ॥ ৬৬ ॥
প্রথমস্তু বনং প্রাপ্তো বাল এব মহাতপাঃ।
ইক্ষ্বাকুস্তু বশিষ্ঠং তং বালং বব্রে পুরোহিতম্ ॥ ৬৭ ॥
বংশস্যাস্য সুখার্থং বৈ পালয়ামাস পার্থিব!।
বিশেষেণ মুনিং জ্ঞাত্বা প্রীত্যা যুক্তো বভূব হ ॥ ৬৮ ॥
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং বশিষ্ঠস্য চ কারণম্।
শাপাদ্দেহান্তরপ্রাপ্তির্মিত্রাবরুণয়োঃ কুলে ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে বশিষ্ঠস্য মৈত্রাবরুণতো জন্মগ্রহণবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

অস্য বংশস্য সুখার্থং পালয়ামাসেতি রাজানং প্রতি ব্যাসোক্তিঃ ॥৬৮—৬৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

প্রথম অগস্তি বাল্যকালেই মহান্ তপস্বী হইয়া বনে গমন করিলেন এবং রাজশ্রেষ্ঠ ইক্ষ্বাকু বালক বশিষ্ঠকে পৌরহিত্যে বরণ করিলেন ॥ ৬৭ ॥ রাজন্! নৃপতিপ্রবর ইক্ষ্বাকু, তাঁহাদিগের বংশের কল্যাণের নিমিত্তই তাঁহাকে পালন করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ তিনি তাঁহাকে বশিষ্ঠমুনি জানিয়া তাঁহার প্রতি প্রীতিমান্ হইয়াছিলেন ॥ ৬৮ ॥ জনমেজয়! এই আমি তোমাকে নিমিশাপে বশিষ্ঠের দেহান্তর প্রাপ্তির এবং মিত্রাবরুণের কুলে তাঁহার উৎপত্তির বিবরণ সমস্তই বর্ণন করিলাম ॥ ৬৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে বশিষ্ঠের মিত্রাবরুণ হইতে জন্মগ্রহণ বর্ণন নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

দেহপ্রাপ্তির্বশিষ্ঠস্য কথিতা ভবতা কিল।
নিমিঃ কথং পুনর্দেহং প্রাপ্তবানিতি মে বদ ॥ ১ ॥

ব্যাস উবাচ।

বশিষ্ঠেন চ সংপ্রাপ্তঃ পুনর্দেহো নরাধিপ!।
নিমিনা ন তথা প্রাপ্তো দেহঃ শাপাদনন্তরম্ ॥ ২ ॥
যদা শপ্তো বশিষ্ঠেন তদা তে ব্রাহ্মণাঃ ক্রতৌ।
ঋত্বিজো যে বৃতা রাজ্ঞা তে সর্ব্বে সমচিন্তয়ন্ ॥ ৩।
কিং কর্ত্তব্যমহোঽস্মাভিঃ শাপদগ্ধো মহীপতিঃ।
অস্মিন্ যজ্ঞে ত্বসম্পূর্ণে দীক্ষাযুক্তশ্চ ধার্ম্মিকঃ ॥ ৪ ॥
কিং কর্ত্তব্যং কার্য্যমেতদ্বিপরীতমভূৎ কিল।
অবশ্যং ভাবিভাবত্বাদশক্তাঃ স্ম নিবারণে ॥ ৫ ॥

ত্রিষষ্টিশ্লোকবর্গৈস্তু নিমের্দেহান্তরে গতিম্।
প্রোক্ত্বা রাজ্ঞাং হৈহয়ানাং কথা প্রারভ্যতেঽধুনা ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে বশিষ্ঠদেহপ্রাপ্তিকথাং শ্রুত্বা নিমের্দেহান্তরপ্রাপ্তিং পৃচ্ছতি দেহপ্রাপ্তিরিতি ॥ ১ ॥

ন তথেতি বশিষ্ঠবৎ স্থূলদেহো ন প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তর্হি কীদৃশং দেহং প্রাপ্তবানিতি চেত্তত্র কথা প্রস্তূয়তে যদেতি ॥ ৩ ॥

অস্মিন্ যজ্ঞে ত্বসংপূর্ণ ইতি। অদ্যাপি যজ্ঞো ন সংপূর্ণো দীক্ষাযুক্তশ্চ রাজা মধ্যে এবাধুনা মরিষ্যতি ততশ্চ কিং কর্ত্তব্যমিতি চিন্তাং চক্রুরিত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর! আপনি মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের দেহান্তর প্রাপ্তির বিষয় বর্ণন করিলেন, কিন্তু নিমিরাজ কিরূপে পুনর্ব্বার দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা বর্ণন করেন নাই, এক্ষণে সেই বিষয় কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন ॥ ১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! বশিষ্ঠ ঋষিই পুনর্ব্বার দেহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু নিমিরাজ বশিষ্ঠ শাপের পর আর পূর্ব্ব দেহ প্রাপ্ত হন নাই ॥২॥ যখন বশিষ্ঠ ঋষি তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন তখন যজ্ঞকার্য্যে নিযুক্ত ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণগণ চিন্তা করিয়াছিলেন যে, কি আশ্চর্য্য! এই যজ্ঞ সম্পূর্ণ না হইতে হইতেই দীক্ষিত ধার্ম্মিক মহীপতি নিমি শাপগ্রস্ত

মন্ত্রৈর্বহুবিধৈর্দেহং তদা তস্য মহাত্মনঃ।
রক্ষিতং ধারয়ামাসুঃ কিঞ্চিচ্ছ্বসনসংযুতম্॥ ৬॥
গন্ধৈর্মাল্যৈশ্চ বিবিধৈঃ পূজ্যমানং মুহুর্মুহুঃ।
মন্ত্রশক্ত্যা প্রতিষ্টভ্য নির্ব্বিকারং সুপূজিতম্॥ ৭॥
সমাপ্তে চ ক্রতৌ তত্র দেবাঃ সর্ব্বে সমাগতাঃ।
ঋত্বিগ্‌ভিস্তু স্তুতাঃ সর্ব্বে সুপ্রীতাশ্চাভবন্ নৃপ!॥ ৮॥
বিজ্ঞপ্তা মুনিভিঃ স্তোত্রৈর্নির্ব্বিণ্ণাত্মানমব্রুবন্।
প্রসন্নাঃ স্ম মহীপাল! বরং বরয় সুব্রত!॥ ৯॥
যজ্ঞেনানেন রাজর্ষে! বরং জন্ম বিধীয়তে।
দেবদেহং নৃদেহং বা যত্তে মনসি বাঞ্ছিতম্॥ ১০॥
দৃপ্তঃ কামং পুরোধাস্তে মৃত্যুলোকে যথাসুখম্।
এবমুক্তো নিমেরাত্মা সন্তুষ্টস্তানুবাচ হ॥ ১১॥

তদনন্তরং মন্ত্রশক্ত্যা তস্য লিঙ্গদেহং তস্মিন্নেব দেহে যজ্ঞসমাপ্তিপর্য্যন্তং স্তম্ভয়ামাসুরিত্যাহ মন্ত্রৈর্বহুবিধৈরিতি। কিঞ্চিচ্ছ্বসনেতি। যথা শ্বাসোচ্ছ্বাসসংযুক্তং কিঞ্চিৎ স্যাত্তথেত্যর্থঃ॥ ৬—৭॥

দেবা যজ্ঞে হবিষা সন্তুষ্টা ইন্দ্রাদয়ঃ॥ ৮॥

বিজ্ঞপ্তা ইতি। এতাদৃশী রাজ্ঞোঽবস্থা জাতেতি মুনিভির্বোধিতা ইত্যর্থঃ। তে বিজ্ঞপ্তা দেবা নির্ব্বিণ্ণাত্মানং খিন্নাত্মানং রাজানমব্রুবন্নিত্যর্থঃ॥ ৯॥

যজ্ঞেনানেনাপূর্ব্বে কৃতে সতি দিব্যং জন্ম বিধীয়তে প্রাপ্যতে ইত্যর্থঃ। অতো দেবদেহং নৃদেহং বা যত্তে মনসি বাঞ্ছিতং ভবতি তং দেহং বরয়েত্যর্থঃ॥ ১০॥

দৃপ্ত ইতি যথা তে পুরোধা উপাধ্যায়ো বশিষ্ঠস্বচ্ছাপাৎ পূর্ব্বদেহং ত্যক্ত্বা যথাসুখং মৃত্যুলোকে এব তদ্দেহসদৃশদ্বিতীয়দেহধারণং কৃত্বা দৃপ্তো গর্ব্বিতস্তিষ্ঠতি তথা তবাপেক্ষিতং

হইলেন; এই কার্য্য বিপরীত হইয়া উঠিল, আমরা কি করিব, যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা অবশ্যই ঘটিবে, অতএব আমরা কি করিয়া ইহার নিবারণ করিব॥৩—৫॥ তখন তাঁহারা সেই মহাত্মার কিঞ্চিৎ নিশ্বাস-সমন্বিত দেহকে বহুবিধ মন্ত্র দ্বারা রক্ষা করিলেন এবং মাল্য গন্ধাদি দ্বারা মুহুর্মুহুঃ পূজা করিয়া বিবিধ যত্নে মন্ত্রশক্তি দ্বারা স্তম্ভিত ও বিকারবিহীন করিয়া রাজাকে উক্ত দেহ ধারণ করাইলেন॥৬—৭॥ অনন্তর সেই যজ্ঞ সমাপিত হইলে ঋষিগণ দেবতাগণের স্তব করিতে লাগিলেন, তাহাতে দেবগণ প্রীত ও সন্তুষ্ট হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন॥ ৮॥ তখন মুনিগণ নৃপতির সমস্ত অবস্থা জানাইলে দেবগণ দুঃখিত নৃপতিকে কহিলেন, হে সুব্রত! আমরা আপনার যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রসন্ন হইয়াছি এক্ষণে আপনি আমাদিগের নিকট বর গ্রহণ করুন॥ ৯॥ নৃপবর! এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান ফলে আপনার উৎকৃষ্ট জন্ম হওয়া উচিত অতএব আপনি দেবদেহ অথবা নরদেহ যাহা অভিলাষ

ন দেহে মম বাঞ্ছাস্তি সর্ব্বদৈব বিনশ্বরে ।
বাসো মে সর্ব্বসত্ত্বানাং দৃষ্টাবস্তু সুরোত্তমাঃ ! ॥ ১২ ॥
নেত্রেষু সর্ব্বভূতানাং বায়ুভূতশ্চরাম্যহম্ ।
এবমুক্তাঃ সুরাস্তত্র নিমেরাত্মানমব্রুবন্ ॥ ১৩ ॥
প্রার্থয় ত্বং মহারাজ ! দেবীং সর্ব্বেশ্বরীং শিবাম্ ।
মখেনানেন সন্তুষ্টা সা তেঽভীষ্টং বিধাস্যতি ॥ ১৪ ॥
স দেবৈরেবমুক্তস্তু প্রার্থয়ামাস দেবতাম্ ।
স্তোত্রৈর্নানাবিধৈর্দিব্যৈর্ভক্ত্যা গদ্গদয়া গিরা ॥ ১৫ ॥
প্রসন্না সা তদা দেবী প্রত্যক্ষং দর্শনং দদৌ ।
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং রূপং লাবণ্যদীপিতম্ ॥ ১৬ ॥

চেত্তদপি বরয়েত্যর্থঃ । নিমেরাত্মেতি । অনেন চ রাজ্ঞা বশিষ্ঠশাপেন দেহাভিমানং ত্যক্ত্বা গন্তুকামো ব্রাহ্মণৈর্মন্ত্রবলেন স্তম্ভিতস্তদ্দেহাভিমানং ত্যক্ত্বা লিঙ্গাত্মাভিমানেন স্থিত ইতি বোধিতম্ ॥ ১১ ॥

সর্ব্বসত্ত্বানাং সর্ব্বজীবানাং দৃষ্টৌ মম বাসো ভবত্বিত্যর্থঃ ॥ ১২—১৩ ॥

এতত্ত্বয়া প্রার্থিতং দাতুমস্মাকং শক্তির্নাস্তি পরতন্ত্রাণাং যস্মিন্ যস্মিন্ কার্য্যে বয়ং ভগবত্যা নিযুক্তাস্তদেব কর্ত্তুং শক্নুমো যদি তব তথেচ্ছাস্তি তর্হি ভগবতীমেব প্রার্থয়েত্যাহঃ প্রার্থয় ত্বমিতি ॥ ১৪ ॥

দেবতাং সচ্চিদানন্দরূপিণীং ভগবতীম্ ॥ ১৫ ॥

রূপমিতি । তৃতীয়স্কন্ধোক্তপ্রকারকম্ ॥ ১৬—১৭ ॥

করেন তাহাই প্রার্থনা করুন ॥ ১০ ॥ অথবা আপনার পুরোহিত যেমন পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎসদৃশ দ্বিতীয় দেহ ধারণপূর্ব্বক গর্ব্বিত হইয়া মৃত্যুলোকে অবস্থিতি করিতেছেন, আপনার ইচ্ছা হইলে তদ্রূপও প্রার্থনা করিতে পারেন। মহারাজ ! দেবগণ এইরূপ বলিলে পর নিমিরাজের আত্মা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে কহিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

সুরসত্তমগণ ! যে দেহ সর্ব্বদাই বিনষ্ট হইয়া থাকে তাহাতে আমার অভিলাষ নাই, অতএব সমস্ত জীবগণের নেত্রযুগলের উপরিভাগে আমার বসতি হউক ॥ ১২ ॥ আমি অখিল প্রাণিগণের নেত্রোপরি বায়ুরূপে বিচরণ করিব ইহাই আমার প্রার্থনা। নিমিরাজ এইরূপ কহিলে পর সুরগণ নিমির আত্মাকে কহিলেন, মহারাজ ! আপনি শিবরূপিণী সর্ব্বেশ্বরী দেবীর নিকট প্রার্থনা করুন, তিনি এই যজ্ঞ দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়াছেন, অতএব অবশ্যই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি করিবেন ॥ ১৩—১৪ ॥ নিমিরাজ দেবগণের সেই বচন শ্রবণ করিয়া ভক্তিভাবে গদ্গদ বাক্যে নানাবিধ স্তোত্র দ্বারা দেবীর নিকট প্রার্থনা করিলেন ॥ ১৫ ॥ তখন দেবী প্রসন্ন হইয়া তাঁহার প্রত্যক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; তাঁহার কোটি সূর্য্য সদৃশ জ্যোতিঃ ও রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া সকলেই আনন্দিত ও

দৃষ্ট্বা প্রমুদিতাঃ সর্ব্বে কৃতকৃত্যাশ্চ চেতসি।
প্রসন্নায়াং দেবতায়াং রাজা বব্রে বরং নৃপ! ॥ ১৭ ॥
জ্ঞানং তদ্বিমলং দেহি যেন মোক্ষো ভবেদপি।
নেত্রেষু সর্ব্বভূতানাং নিবাসো মে ভবেদিতি ॥ ১৮ ॥
ততঃ প্রসন্না দেবেশী প্রোবাচ জগদম্বিকা।
জ্ঞানং তে বিমলং ভূয়াৎ প্রারব্ধস্যাবশেষতঃ ॥ ১৯ ॥
নেত্রেষু সর্ব্বভূতানাং নিবাসোঽপি ভবিষ্যতি।
নিমিষং যান্তি চক্ষুংসি ত্বৎকৃতেনৈব দেহিনাম্‌ ॥ ২০ ॥
তব বাসাৎ সনিমিষা মানবাঃ পশবস্তথা।
পতঙ্গাশ্চ ভবিষ্যন্তি পুনশ্চানিমিষাঃ সুরাঃ ॥ ২১ ॥
ইতি দত্ত্বা বরং তস্মৈ তদা শ্রীপরদেবতা।
আমন্ত্র্য চ মুনীন্‌ সর্ব্বাংস্তত্রৈবান্তর্হিতাভবৎ ॥ ২২ ॥
অন্তর্হিতায়াং দেব্যাস্তু মুনয়স্তত্র সংস্থিতাঃ।
বিচিন্ত্য বিধিবৎ সর্ব্বে নিমের্দেহং সমাহরন্‌ ॥ ২৩ ॥

রাজ্ঞা প্রথমং জ্ঞানং যাচিতমিত্যাহ জ্ঞানং তদিতি। কিঞ্চ যাবৎ প্রারব্ধং কর্ম্ম ন ভুক্তং তাবন্নেত্রেষু বাসো ভবত্বিতি দ্বিতীয়ং বরং বব্রে ইত্যাহ নেত্রেষ্বিতি ॥ ১৮—১৯ ॥

নিবাসো বায়ুরূপেণেত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

সনিমিষা নেত্রনিমীলনবন্ত ইত্যর্থঃ। নিমীলনাদের্বায়ুকার্য্যত্বাদিতি ভাবঃ। পুনশ্চানিমিষা ইতি। যে সনিমিষাস্ত এবানিমিষা অপি ভবিষ্যন্তি। তব বায়ুরূপস্য নিবাসাদিত্যর্থঃ। অনিমিষা উন্মীলনবন্ত ইত্যর্থঃ। ন কেবলং মানবা এব এতাদৃশাঃ কিন্তু ন সুরা অপি ইত্যাহ। সুরা ইতি ॥ ২১—২২ ॥

প্রফুল্লিত হইয়া মনে মনে আপনাদিগকে কৃতকৃত্য বোধ করিতে লাগিলেন। তখন রাজা ভগবতী দেবীকে প্রসন্ন জানিয়া তাহার নিকট এই বর প্রার্থনা করিলেন যে, দেবি! যদ্দারা মোক্ষলাভ হয়, আমাকে সেই বিমল তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করুন, আর যাহাতে সমস্ত জীবগণের নেত্রোপরি আমার বসতি হয় আপনি তাহাও করুন ॥১৬—১৮॥ অনন্তর সুপ্রসন্না সুরেশ্বরী জগদম্বিকা দেবী কহিলেন, নৃপবর! প্রারব্ধ কার্য্যের অবসানে তোমার বিমল জ্ঞানলাভ এবং সমস্ত জীবগণের নেত্রোপরি বায়ুরূপে বসতি হইবে, তোমার অধিষ্ঠান হেতুই দেহিগণের নেত্রযুগল নিমেষবিশিষ্ট হইবে ॥ ১৯—২০ ॥ তোমার নিবাস হেতুই মানবগণ, পশুগণ ও পতঙ্গগণের নেত্রোপরি নিমেষ হইবে, কিন্তু অমরগণ অনিমিষ থাকিবেন ॥ ২১ ॥ পরমেশ্বরী ভগবতী তাঁহাকে এইরূপ বরপ্রদান পূর্ব্বক সমস্ত মুনিগণকে সম্ভাষণ করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥২২॥ দেবী অন্তর্হিত হইলে তত্রস্থিত মুনিগণ বহুতর চিন্তা করিয়া

অরণিং তত্র সংস্থাপ্য মমন্থুর্মন্ত্রবত্তদা।
মন্ত্রহোমৈর্মহাত্মানঃ পুত্রহেতোর্নিমেরথ ॥ ২৪ ॥
অরণ্যাং মথ্যমানায়াং পুত্রঃ প্রাদুরভূত্তদা।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নঃ সাক্ষান্নিমিরিবাপরঃ ॥ ২৫ ॥
অরণ্যামথনাজ্জাতস্তস্মান্মিথিরিতি স্মৃতঃ।
যেনায়ং জনকাজ্জাতস্তেনাসৌ জনকোঽভবৎ ॥ ২৬ ॥
বিদেহস্তু নিমির্জাতো যস্মাত্তস্মাত্তদন্বয়ে।
সমুদ্ভূতাস্তু রাজানো বিদেহা ইতি কীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৭ ॥
এবং নিমিসুতো রাজা প্রথিতো জনকোঽভবৎ।
নগরী নির্ম্মিতা তেন গঙ্গাতীরে মনোহরা ॥ ২৮ ॥
মিথিলেতি সুবিখ্যাতা গোপুরাট্টালসংযুতা।
ধনধান্যসমাযুক্তা হট্টশালাবিরাজিতা ॥ ২৯ ॥
বংশেঽস্মিন্ যেঽপি রাজানস্তে সর্ব্বে জনকাস্তথা।
বিখ্যাতা জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে বিদেহাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ৩০ ॥
এতত্তে কথিতং রাজন্নিমেরাখ্যানমুত্তমম্।
শাপাদ্ যস্য বিদেহত্বং বিস্তরাদুদিতং ময়া ॥ ৩১ ॥

সমাহরন্ মন্থনার্থং গৃহীতবন্তঃ ॥ ২৩—২৫

বিধিপূর্ব্বক মথন করিবার নিমিত্ত নিমির দেহ গ্রহণ করিলেন ॥ ২৩ ॥ মহাত্মা মুনিগণ নিমির পুত্রের নিমিত্ত হোম করিয়া তৎপরে তাঁহার দেহে অরণি (মন্থন কাষ্ঠ) সংস্থাপন পূর্ব্বক মন্ত্র উচ্চারণ করত মন্থন করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ এইরূপে অরণি মথিত হইলে পর সর্ব্বসুলক্ষণ সম্পন্ন সাক্ষাৎ দ্বিতীয় নিমির ন্যায় একটি পুত্র উৎপন্ন হইল ॥ ২৫ ॥ এই পুত্র অরণির মন্থন দ্বারা জন্মগ্রহণ করিলেন বলিয়া মিথি নামে এবং জনকের অঙ্গ হইতে জন্মিলেন বলিয়া জনক নামে অভিহিত হইলেন ॥ ২৬ ॥ রাজন্! নিমিরাজ বশিষ্ঠ-শাপে বিদেহ অর্থাৎ দেহহীন হইয়াছিলেন বলিয়া তদ্বংশ-সম্ভূত সকলেই বিদেহ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥ এইরূপে নিমির পুত্র জনকরাজ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তিনি গঙ্গাতীরে মনোরমা এক নগরী নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার নামানুসারে ঐ নগরী মিথিলা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে। জনকরাজ এই নগরী, দুর্গ তোরণ হট্টশালা ও বহুতর অট্টালিকায় পরিশোভিত করিয়া ধনধান্যাদি দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন ॥ ২৮-২৯ ॥ মহারাজ! এই বংশের রাজগণ সকলেই জনক বলিয়া বিখ্যাত এবং সকলেই জ্ঞানসম্পন্ন ও বিদেহ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥ রাজন্! শাপবশে যাঁহার বিদেহত্ব প্রাপ্তি হইয়াছিল,

রাজোবাচ।

ভগবন্! ভবতা প্রোক্তং নিমিশাপস্য কারণম্।
শ্রুত্বা সন্দেহমাপন্নং মনো মেঽতীব চঞ্চলম্॥ ৩২॥
বশিষ্ঠো ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠো রাজ্ঞশ্চৈব পুরোহিতঃ।
পুত্রঃ পঙ্কজযোনেস্তু রাজ্ঞা শপ্তঃ কথং মুনিঃ॥ ৩৩॥
গুরুঞ্চ ব্রাহ্মণং জ্ঞাত্বা নিমিনা ন কৃতা ক্ষমা।
যজ্ঞকর্ম্ম শুভং কৃত্বা কথং ক্রোধমুপাগতঃ॥ ৩৪॥
জ্ঞাত্বা ধর্ম্মস্য বিজ্ঞানং কথমিক্ষ্বাকুসম্ভবঃ।
ক্রোধস্য বশমাপন্নঃ শপ্তবান্ ব্রাহ্মণং গুরুম্॥ ৩৫॥

ব্যাস উবাচ।

ক্ষমাতিদুর্লভা রাজন্! প্রাণিভিরজিতাত্মভিঃ।
ক্ষমাবান্ দুর্লভো লোকে সুসমর্থো বিশেষতঃ॥ ৩৬॥
সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগী মুনির্ভবতু তাপসঃ।
নিদ্রাক্ষুধোর্বিজেতা চ যোগাভ্যাসে সুনিষ্ঠিতঃ॥ ৩৭॥
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভো হ্যহঙ্কারশ্চতুর্থকঃ।
দুর্জ্জেয়া দেহমধ্যস্থা রিপবস্তেন সর্ব্বথা॥ ৩৮॥

মিথিরিতি। পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুত্বম্। অনেন কারণেন জনকনামাভবদিত্যর্থঃ॥২৬-৩১॥

আমি সেই নিমিরাজের অত্যুত্তম এই উপাখ্যান আপনার নিকট বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলাম॥ ৩১॥

রাজা কহিলেন, ভগবন্! আপনি নিমিশাপের কারণ কীর্ত্তন করিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার মন অত্যন্ত সংশয়াপন্ন ও অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিল॥ ৩২॥ বশিষ্ঠ ঋষি, ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠ ও ব্রহ্মার পুত্র, বিশেষত তিনি রাজার পুরোহিত ছিলেন; অতএব তিনি কি নিমিত্ত রাজা কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইলেন॥ ৩৩॥ নিমিরাজ তাঁহাকে গুরু ও ব্রাহ্মণ জানিয়াও ক্ষমা করিলেন না কেন? তিনি ঈদৃশ মঙ্গলজনক যজ্ঞকর্ম্ম করিয়াও কি জন্য ক্রোধপরবশ হইলেন?॥ ৩৪॥ তিনি ইক্ষ্বাকুবংশে উৎপন্ন এবং ধর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হইয়াও কি কারণে ক্রোধের বশীভূত হইয়া নিজ গুরু ব্রাহ্মণকে অভিশাপ প্রদান করিলেন॥ ৩৫॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র! অজিতেন্দ্রিয় প্রাণিগণের পক্ষে ক্ষমা অতিশয় দুর্লভ, বিশেষত সমর্থ থাকিয়া ক্ষমাবান্ এরূপ ব্যক্তি ত্রিলোক মধ্যে অতিশয় দুর্লভ॥ ৩৬॥ যিনি সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুধা ও নিদ্রা জয় করত সর্ব্বদা যোগাভ্যাসে নিরত থাকেন সেই তপোধন

ন ভূতপূর্ব্বঃ সংসারে ন চৈব বর্ত্ততেঽধুনা।
ভবিতা ন পুমান্ কশ্চিদ্ যো জয়েত রিপূনিমান্ ॥ ৩৯ ॥
ন স্বর্গে ন চ ভূলোকে ব্রহ্মলোকে হরেঃ পদে।
কৈলাসে নেদৃশঃ কশ্চিদ্ যো জয়েত রিপূনিমান্ ॥ ৪০ ॥
মুনয়ো ব্রহ্মপুত্ত্রাশ্চ তথান্যে তাপসোত্তমাঃ।
তেঽপি গুণত্রয়াবিদ্ধাঃ কিংপুনর্ম্মানবা ভুবি ॥ ৪১ ॥
কপিলঃ সাঙ্খ্যবেত্তা চ যোগাভ্যাসরতঃ শুচিঃ ॥
তেনাপি দৈবযোগাদ্ধি প্রদগ্ধাঃ সগরাত্মজাঃ ॥ ৪২ ॥
তস্মাদ্রাজন্নহঙ্কারাৎ সঞ্জাতং ভুবনত্রয়ম্।
কার্য্যকারণভাবাত্তু তদ্বিযুক্তং কথং ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥
ব্রহ্মা গুণত্রয়াবিষ্টো বিষ্ণুশ্চৈবাথ শঙ্করঃ।
প্রভবন্তি শরীরেষু তেষাং ভাবাঃ পৃথক্পৃথক্ ॥ ৪৪ ॥
মানবানাঞ্চ কা বার্ত্তা সত্ত্বৈকান্তব্যবস্থিতৌ।
গুণানাং সঙ্করো রাজন্! সর্ব্বত্র সমবস্থিতঃ ॥ ৪৫ ॥

তেনাপি পুরুষেণ দেহমধ্যস্থা এতে রিপবো দুর্জ্জেয়া ইত্যর্থঃ। জেতুমশক্যা ইতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৩৮—৪৪ ॥

সত্ত্বৈকান্তব্যবস্থিতৌ সত্ত্বস্য নিরন্তরমবস্থিতাবিত্যর্থঃ। সর্ব্বত্র দেবাদিসর্ব্বপ্রাণিমাত্রদেহেষ্বিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

মুনিই কাম ক্রোধ লোভ ও অহঙ্কার প্রভৃতি দেহ মধ্যস্থিত রিপুগণকে সর্ব্বতোভাবে জয় করিতে পারেন না ॥ ৩৭—৩৮ ॥ যিনি এই রিপুগণকে জয় করিতে পারেন এই অখিল সংসার মধ্যে এরূপ পুরুষ পূর্ব্বে কেহই ছিলেন না, এক্ষণেও বিদ্যমান নাই এবং পরেও জন্মগ্রহণ করিবেন না ॥ ৩৯ ॥ যিনি এই রিপুনিচয়কে পরাজিত করিতে পারেন এরূপ কোনও পুরুষ ভূতলে বা স্বর্গে, ব্রহ্মলোকে বা বৈকুণ্ঠে, অধিক কি, কৈলাসেও বিদ্যমান নাই ॥ ৪০ ॥ যখন ব্রহ্মার পুত্র মহর্ষিগণ এবং অন্যান্য তাপসোত্তম ঋষিগণ সকলেই সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ দ্বারা পরিবিদ্ধ, তখন ভূতলস্থিত সামান্য মানবগণের কথা আর কি বলিব ॥ ৪১ ॥ দেখুন, কপিল ঋষি সাংখ্যবেত্তা যোগাভ্যাসনিরত ও পবিত্রাত্মা ছিলেন তিনিও দৈবযোগে ক্রোধপরবশ হইয়া সগর নৃপতির পুত্রগণকে দগ্ধ করিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥ রাজন্! অহঙ্কার হইতে এই ত্রিভুবন উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব অখিল সংসার ও অহঙ্কার পরস্পরে কার্য্যকারণভাবে সম্বদ্ধ, তবে এই সংসারোৎপন্ন জীব কিরূপে সেই অহঙ্কার হইতে বিযুক্ত হইতে পারে? ॥ ৪৩ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ইঁহারাও গুণত্রয় দ্বারা আবিষ্ট, তাঁহাদের শরীরেও পৃথক্ পৃথক্ ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥ তবে মানবগণের

কদাচিৎ সত্ত্ববৃদ্ধিঃ স্যাৎ কদাচিদ্রজসঃ কিল।
কদাচিত্তমসো বৃদ্ধিঃ সমভাবঃ কদাচন ॥ ৪৬ ॥
নির্গুণঃ পরমাত্মাসৌ নির্লেপঃ পরমোঽব্যয়ঃ।
অলক্ষ্যঃ সর্ব্বসত্ত্বানামপ্রমেয়ঃ সনাতনঃ ॥ ৪৭ ॥
তথৈব পরমা শক্তির্নির্গুণা ব্রহ্মসংস্থিতা।
দুর্জ্ঞেয়া চাল্পমতিভিঃ সর্ব্বভূতব্যবস্থিতিঃ ॥ ৪৮ ॥
পরাত্মনস্তথা শক্তেস্তয়োরৈক্যং সদৈব হি।
অভিন্নং তদ্বপুর্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে সর্ব্বদোষতঃ ॥ ৪৯ ॥
তজ্জ্ঞানাদেব মোক্ষঃ স্যাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ।
যো বেদ স বিমুক্তোঽস্মিন্ সংসারে ত্রিগুণাত্মকে ॥ ৫০ ॥

সমভাবঃ সাম্যাবস্থা ন কস্থাপীত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

একং পরমাত্মানমেকাং মায়াঞ্চ হিত্বা সর্ব্বে গুণত্রয়েণ বদ্ধা ইত্যাহ নির্গুণ ইতি ॥৪৭-৪৮॥

তয়োরৈক্যমিতি। চন্দ্রচন্দ্রিকয়োরিব বহ্নিদাহকতয়োরিবেতি ভাবঃ। ন হি শক্তিমতঃ শক্তিঃ কচিৎ পৃথগুপলভ্যত ইতি। সা চ শক্তির্যদান্তর্মুখা তিষ্ঠতি তদা ব্রহ্মাভেদেন ভাসতে। যদা পুনর্বহির্মুখা তিষ্ঠতি তদা চৈতন্যাৎ পৃথগ্ভাসতে তথা চাভিন্নং তদ্বপুরিত্যনেনান্তর্মুখশক্তিবিশিষ্টমভিন্নব্রহ্মমায়ারূপমুক্তং ভবতি তদ্বপুর্জ্ঞাত্বা সর্ব্বদোষাদবিদ্যারূপাদ্গুণত্রয়াদিরূপান্মুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

অয়মেব সর্ব্ববেদসিদ্ধান্ত ইত্যাহ তজ্জ্ঞানাদেবেতি। তথা চ শ্রুতিঃ। তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি শ্বেতাশ্বতরে। তদুক্তমুমাসংহিতায়াম্। মায়ান্ত প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়াবি ব্রহ্ম শাশ্বতম্। অভিন্নং তদ্বপুর্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে ভববন্ধনাদিতি। অন্তর্মুখা শক্তিরেব বিদ্যেতি শৈবাগমাচ্চ ॥ ৫০ ॥

দেহে যে সত্ত্বগুণের একান্ত অবস্থিতি সংঘটিত হইবে না তদ্বিষয়ে আর বক্তব্য কি আছে? কারণ, সংমিশ্রিত গুণত্রয়ই সর্ব্বত্র অবস্থিত হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥ অতএব, কখনও সত্ত্বগুণের কখনও রজোগুণের এবং কখনও তমোগুণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং কখনও বা ইহাদের সমভাবে অবস্থিতি হইয়া থাকে ॥৪৬॥ রাজেন্দ্র! কেবল সেই সনাতন পরম পুরুষই অব্যয় ও নির্লেপ এবং সর্ব্বভূতের অপ্রমেয় ও অলক্ষ্য; সেই পরাৎপর পরমাত্মাই নির্গুণ; আর, যিনি সকল জীবেই অবস্থান করিতেছেন, যিনি অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের দুর্জ্ঞেয়া সেই ব্রহ্মরূপিণী পরমাশক্তিকেও নির্গুণা জানিবেন ॥৪৭-৪৮॥ পরমাত্মা ও পরমাশক্তির ঐক্য সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে; তাঁহাদের মূর্ত্তি অভিন্ন, যখন এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তখনই জীবগণ সর্ব্বপ্রকার দোষ হইতেই মুক্ত হইয়া থাকে ॥৪৯॥ "সেই জ্ঞান হইতেই মোক্ষলাভ হয়" বেদান্তশাস্ত্রে ইহা ডিণ্ডিমশব্দের ন্যায় বিঘোষিত হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি তাহা বিদিত হয় সে এই ত্রিগুণাত্মক সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে সন্দেহ নাই ॥৫০॥ মহারাজ! জ্ঞান দুই প্রকার তন্মধ্যে শাব্দিক

জ্ঞানন্তু দ্বিবিধং প্রোক্তং শাব্দিকং প্রথমং স্মৃতম্।
বেদশাস্ত্রার্থবিজ্ঞানাত্তস্তবেদ্ বুদ্ধিযোগতঃ ॥ ৫১ ॥
বিকল্পাস্তত্র বহবো ভবন্তি মতিকল্পিতাঃ।
"কুতর্ককল্পিতাঃ কেচিৎ সুতর্ককল্পিতাঃ পরে।
বিতর্কৈর্বিভ্রমোৎপত্তির্বিভ্রমাদ্ বুদ্ধিভ্রংশতা।
বুদ্ধিভ্রংশাজ্‌জ্ঞাননাশঃ প্রাণিনাম্পরিকীর্ত্তিতঃ ॥"
অনুভবাখ্যং দ্বিতীয়ং জ্ঞানন্তদ্দুর্লভং নৃপ ! ॥ ৫২ ॥
তত্তদা প্রাপ্যতে তস্য বেত্তুঃ সঙ্গো যদা ভবেৎ।
শব্দজ্ঞানান্ন কার্য্যস্য সিদ্ধির্ভবতি ভারত ! ॥ ৫৩ ॥
তস্মান্নানুভবজ্ঞানং সম্ভবত্যতিমানুষম্।
অন্তর্গতং তমশ্ছেত্তুং শাব্দবোধো হি ন ক্ষমঃ।
যথা ন নশ্যতি তমঃ কৃতয়া দীপবার্ত্তয়া ॥ ৫৪ ॥
তৎ কর্ম্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে।
আয়াসায়াপরং কর্ম্ম বিদ্যান্যা শিল্পনৈপুণম্ ॥ ৫৫ ॥

শাব্দিকমিতি শব্দশ্রবণমাত্রেণ জায়মানং পরোক্ষমিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥
তত্র মতিকল্পিতা বিতর্কাঃ সংশয়বিপর্য্যাসাদিরূপা বহবো জায়ন্ত ইতি ন তজ্জ্ঞানং মোক্ষদায়কমিত্যর্থঃ। অনুভবাখ্যমিতি। অপরোক্ষমিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥
তত্তদেতি। তদপরোক্ষজ্ঞানং যদা বেত্তুরনুভবিতুঃ সঙ্গো ভবেত্তদৈব ভবেদিত্যর্থঃ ॥৫৩॥

জ্ঞান প্রথম, বেদশাস্ত্রার্থ বিজ্ঞান হইতে বুদ্ধিযোগ দ্বারা সেই জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥ তাহাতে মানবগণের মতিকল্পিত বহুতর বিতর্ক দৃষ্ট হয়। "তন্মধ্যে কতকগুলি কুতর্ক দ্বারা কল্পিত ও কতকগুলি সুতর্ক কল্পিত। এই বিতর্ক দ্বারা প্রাণিগণের ভ্রমের উৎপত্তি, ভ্রমদ্বারা বুদ্ধিভ্রংশ ও বুদ্ধিভ্রংশ দ্বারা জ্ঞাননাশ হয়।" রাজন্ ! দ্বিতীয় জ্ঞানের নাম অনুভব বা অপরোক্ষ জ্ঞান, সেই জ্ঞান প্রাণিগণের পক্ষে অত্যন্তই দুর্লভ জানিবেন ॥ ৫২ ॥ যখন অনুভবকর্ত্তা সদ্গুরুর সহিত সঙ্গ সংঘটিত হয় তখনই সেই জ্ঞান লাভ হইতে পারে। ফলত শব্দ জ্ঞান হইতে কার্য্যসিদ্ধি হয় না অতএব তাহা হইতে অলৌকিক অনুভব জ্ঞানের (অপরোক্ষের) উৎপত্তিও হইতে পারে না, এজন্য সেই জ্ঞানের নিমিত্ত মহৎ আয়াসের প্রয়োজন। রাজন্ ! যেমন প্রদীপ প্রজ্বলিত না করিয়া তাহার কথা মাত্রেই অন্ধকার বিনষ্ট হয় না, সেইরূপ শাব্দবোধমাত্র অন্তরের অন্ধকার নাশ করিতে কদাচই সমর্থ হয় না ॥ ৫৩-৫৪ ॥ যাহা বন্ধনের নিমিত্ত হয় না তাহাকেই যথার্থ কর্ম্ম এবং যাহাতে মুক্তি লাভ হয় তাহাকেই যথার্থ বিদ্যা বলা যাইতে পারে। ফলত অপর কর্ম্ম সকল কেবল

শীলং পরহিতত্বঞ্চ কোপাভাবঃ ক্ষমা ধৃতিঃ।
সন্তোষশ্চেতি বিদ্যায়াঃ পরিপাকোজ্জ্বলং ফলম্ ॥ ৫৬ ॥
বিদ্যয়া তপসা বাপি যোগাভ্যাসেন ভূপতে ! ।
বিনা কামাদিশত্রূণাং নৈব নাশঃ কদাচন ॥ ৫৭ ॥
"মনস্তু চঞ্চলং রাজন্ ! স্বভাবাদতিদুর্গ্রহম্।
তদ্বশঃ সর্ব্বথা প্রাণী ত্রিবিধো ভুবনত্রয়ে ॥"
কামক্রোধাদয়ো ভাবাশ্চিত্তজাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
তে তদা ন ভবন্ত্যেব যদা বৈ নির্জ্জিতং মনঃ ॥ ৫৮ ॥
তস্মাত্তু নিমিনা রাজন্ন ক্ষমা বিহিতা মুনৌ।
যথা যযাতিনা পূর্ব্বং কৃতা শুক্রে কৃতাগসি ॥ ৫৯ ॥
ভৃগুপুত্রেণ শপ্তোঽপি যযাতির্নৃপসত্তমঃ।
ন শশাপ মুনিং ক্রোধাজ্জরাং রাজা গৃহীতবান্ ॥ ৬০ ॥
কশ্চিৎ সৌম্যো ভবেৎ কশ্চিৎ ক্রূরো ভবতি পার্থিবঃ।
স্বভাবভেদান্নৃপতে ! কস্য দোষোঽত্র কল্প্যতে ॥ ৬১ ॥

সম্ভবত্যতিমানুষমিতি সহজতয়া ন সম্ভবতি কিন্তু মহতায়াসেনেতি ভাবঃ ॥৫৪—৫৬ ॥
ইদমেতাবৎপর্য্যন্তমপ্রকৃতং কিমর্থমুক্তং তত্রাহ বিদ্যয়েতি ॥ ৫৭ ॥
কামাদিশত্রুনাশসাধনমুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥
তথা চ নিমেস্তাদৃশসাধনাভাবেন মনোজয়াভাবাৎ ক্রোধাদেঃ সম্ভবান্নিমিনা মুনৌ ক্ষমা ন বিহিতেত্যর্থঃ। কৃতা ক্ষমেতিশেষঃ। যথা যযাতিনা পূর্ব্বং শুক্রে কৃতাগসি ক্ষমা কৃতা তথা নিমিনা ন কৃতেত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

আয়াসের নিমিত্ত এবং অপর বিদ্যা কেবল শিল্পনৈপুণ্য মাত্র হইয়া থাকে ॥৫৫॥ শীলতা, পরোপকার, অক্রোধ, ক্ষমা, ধৈর্য্য ও সন্তোষ এ সকলই বিদ্যাবল্লীর পরিপক্ক উজ্জ্বল ও উত্তম ফল ॥ ৫৬ ॥ রাজন্! বিদ্যা, তপস্যা ও যোগাভ্যাস ব্যতিরেকে কদাচই কামাদি শত্রু সকলের বিনাশ হয় না ॥ ৫৭ ॥ "জীবগণের মন স্বভাবতই চঞ্চল ও অবশ, প্রাণিগণ সর্ব্বতোভাবে মনের বশীভূত, অতএব তাহারা উত্তম, মধ্যম ও অধম হইয়া এই সংসার মধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে।" কাম ক্রোধাদি ভাব সকল মন হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে, যখন মনকে পরাজিত করিতে পারা যায় তখন আর সেই সকল ভাব উৎপন্ন হইতে পারে না ॥৫৮॥ রাজন্! এই জন্যই পূর্ব্বে শুক্রাচার্য্য অপরাধ করিলে যযাতি যেমন তাহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, নিমিরাজ বশিষ্ঠ ঋষির প্রতি সেরূপ ক্ষমা করিতে সমর্থ হন নাই ॥ ৫৯ ॥ নৃপসত্তম যযাতি ভৃগুনন্দন শুক্রাচার্য্য কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া ক্রোধবশে মুনিবরকে প্রতিশাপ প্রদান না করিয়া আপনিই জরা গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥৬০॥

হৈহয়া ভার্গবান্ পূর্ব্বং ধনলোভাৎ পুরোহিতান্।
ব্রাহ্মণান্ মূলতঃ সর্ব্বাংশ্চিচ্ছিদুঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ ॥ ৬২ ॥
গর্ভানকর্ত্তয়ন্ তেষাং ক্ষত্রিয়াঃ কুপিতা ভৃশম্।
পাতকং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা ব্রহ্মহত্যাসমুদ্ভবম্ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে নিমের্দেহান্তরগতিবর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

সংক্ষেপতস্তাং কথামাহ ভৃগুপুত্রেণেতি ॥ ৬০—৬১ ॥

কশ্চিৎ সৌম্য ইত্যত্র যযাতিদৃষ্টান্তঃ কশ্চিৎ ক্রূর ইত্যত্র হৈহয়দৃষ্টান্ত ইত্যাহ হৈহয়া ইতি ॥ ৬২ ॥

পাতকং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা তদগণয়িত্বেত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

হে নরাধিপ! স্বভাববশে কোনও রাজা শান্তভাবসম্পন্ন এবং কোনও রাজা ক্রূরস্বভাব হইয়া থাকেন, অতএব এ বিষয়ে কাহার দোষ কল্পনা করা যাইতে পারে? ॥ ৬১ ॥ দেখুন, পূর্ব্বকালে হৈহয়গণ ধনলোভের বশীভূত ও ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া ভৃগুবংশীয় পুরোহিত ব্রাহ্মণগণকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়াছিল ॥ ৬২ ॥ অধিক কি, সেই ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মহত্যা পাপকে লক্ষ্য না করিয়া অতিশয় ক্রোধবশত সেই ব্রাহ্মণগণের গর্ভস্থ বালকগণকেও ছেদন করিয়াছিল ॥৬৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশ সহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে নিমির দেহান্তরগতি ও হৈহয়কথারম্ভ নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

কুলে কস্য সমুৎপন্নাঃ ক্ষত্রিয়া হৈহয়াশ্চ যে।
ব্রহ্মহত্যামনাদৃত্য নিজঘ্নুর্ভার্গবাংশ্চ যে ॥ ১ ॥
বৈরস্য কারণং তেষাং কিং মে ব্রূহি পিতামহ!।
নিমিত্তেন বিনা ক্রোধং কথং কুর্ব্বন্তি সত্তমাঃ ॥ ২ ॥
বৈরং পুরোহিতৈঃ সার্দ্ধং কস্মাত্তেষামজায়ত।
নাল্পহেতোর্হি তদ্বৈরং ক্ষত্রিয়াণাং ভবিষ্যতি ॥ ৩ ॥
অন্যথা ব্রাহ্মণান্ পূজ্যান্ কথং জঘ্নুরনাগসঃ।
বাহুজা বলবন্তোঽপি পাপভীতাঃ কথং ন তে ॥ ৪ ॥
স্বল্পেঽপরাধে কো হন্যাৎ বাড়বান্ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ।
সন্দেহো মে মুনিশ্রেষ্ঠ! কারণং বক্তুমর্হসি ॥ ৫ ॥

একাধিকৈস্ত পঞ্চাশৎপদ্যৈরথ তু হৈহয়ৈঃ।
ভার্গবা নিহতা লোভাদ্ ব্রাহ্মণা ইতি কথ্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে হৈহয়া ভার্গবান্ পূর্ব্বং ধনলোভাৎ পুরোহিতানিতি শ্রুত্বা রাজা পৃচ্ছতি কুলে কস্যেতি ॥

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! হৈহয় নামক যে ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মহত্যায় অনাদর প্রদর্শন পূর্ব্বক ভার্গবগণকে নিহত করিয়াছিলেন, তাঁহারা কাহার বংশে জন্মগ্রহণ করেন? ॥ ১ ॥ পিতামহ! সজ্জনগণ গুরুতর কারণ ব্যতিরেকে কখনও ক্রোধ করেন না, অতএব আপনি তাঁহাদিগের ক্রোধের কারণ কি তাহা বলুন ॥ ২ ॥ পুরোহিতগণের সহিত তাঁহাদের শত্রুতা সংঘটন কেন হইল? আমার বোধ হইতেছে, সামান্য কারণে ক্ষত্রিয়গণের এ শত্রুতা সংঘটিত হয় নাই ॥ ৩ ॥ তাহা না হইলে তাঁহারা নিরপরাধ পূজনীয় ব্রাহ্মণগণকে কি জন্য বিনাশ করিবেন? ক্ষত্রিয়গণ বলবান্ হইলেও তাঁহারা পাপ হইতে ভীত হইলেন না কেন? ॥৪॥ মুনিবর! কোন্ ক্ষত্রপ্রবর সামান্য অপরাধেই পরমপূজ্য বিপ্রবর্গকে বিনাশ করিয়া থাকেন? অতএব হে মুনীন্দ্র! আমার এই বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, আপনি তাহার কারণ বর্ণন করুন ॥ ৫ ॥

সূত উবাচ।

ইতি পৃষ্টস্তদা তেন রাজ্ঞা সত্যবতীসুতঃ।
উবাচ পরমপ্রীতঃ কথাং সংস্মৃত্য চেতসা ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু পারিক্ষিতে! বার্ত্তাং ক্ষত্রিয়াণাং পুরাতনীম্।
আশ্চর্য্যকারিণীং সম্যগ্বিদিতাঞ্চ পুরা ময়া ॥ ৭ ॥
কার্ত্তবীর্য্যেতি নাম্নাভূদ্ধৈহয়ঃ পৃথিবীপতিঃ।
সহস্রবাহুর্ব্বলবানর্জ্জুনো ধর্ম্মতৎপরঃ ॥ ৮ ॥
দত্তাত্রেয়স্য শিষ্যোঽভূদবতারো হরেরিব।
সিদ্ধঃ সর্ব্বার্থদঃ শাক্তো ভৃগূণাং যাজ্য এব সঃ ॥ ৯ ॥
যজ্বা পরমধর্ম্মিষ্ঠঃ সদা দানপরায়ণঃ।
দদৌ বিত্তং ভৃগুভ্যোঽসৌ কৃত্বা যজ্ঞাননেকশঃ ॥ ১০ ॥
ধনিনস্তে দ্বিজা জাতা ভৃগবো নৃপদানতঃ।
হয়রত্নসমৃদ্ধ্যাঢ্যাঃ সঞ্জাতাঃ প্রথিতা ভুবি ॥ ১১ ॥
স্বর্যাতে নৃপশার্দ্দূলে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনে পুনঃ।
হৈহয়া নির্ধনা জাতাঃ কালেন মহতা নৃপ! ॥ ১২ ॥

অন্যথা মহৎকারণাভাবে। বাহুজাঃ ক্ষত্রিয়াঃ ॥ ৪—৬ ॥
পারিক্ষিতে ইতি সম্বোধনমার্ষঃ প্রয়োগঃ ॥ ৭—৮ ॥
হরেরিব হরেরেবেত্যর্থঃ। নিপাতানামনেকার্থত্বাৎ। শাক্তঃ পরাশক্তেরুপাসকঃ ॥৯-১৫॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! জনমেজয় সত্যবতীতনয় ব্যাসদেবকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি অতিশয় প্রীত হইলেন এবং মনে মনে হৈহয় বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া সেই উপাখ্যান বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬ ॥ তিনি বলিলেন, পরিক্ষিত্তনয়! যাহা আমি পূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপ অবগত হইয়াছি ক্ষত্রিয়দিগের সেই অত্যাশ্চর্য্য পুরাতন উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৭ ॥ পূর্ব্বকালে হৈহয়বংশজাত সহস্রবাহু, বলবান্ ধর্ম্মতৎপর কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন নামক এক নরপতি ছিলেন। তিনি হরির অবতার, মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের শিষ্য এবং পরমাশক্তির উপাসক ছিলেন; তিনি যোগসিদ্ধ বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত এবং অতিশয় দানশক্তিসম্পন্ন; পরন্তু এই নৃপবর ভৃগুবংশীয় ব্রাহ্মণগণের যজমান ছিলেন ॥ ৮—৯ ॥ তিনি যাগশীল পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং সর্ব্বদাই দানপরায়ণ ছিলেন, তদনুসারে অনেকবার যজ্ঞ করিয়া ভার্গবগণকে বহুতর ধন দান করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ কার্ত্তবীর্য্যের দানপ্রভাবে সেই বিপ্রগণ বহুতর অশ্ব ও রত্নাদি বিবিধ সমৃদ্ধি দ্বারা পৃথিবীতলে ধনশালী বলিয়া

ধনকার্য্যং সমুৎপন্নং হৈহয়ানাং কদাচন।
যাচিষ্ণবোঽভিজগ্মুস্তান্ ভৃগূংস্তে হৈহয়া নৃপ! ॥ ১৩ ॥
বিনয়ং ক্ষত্রিয়াঃ কৃত্বাপ্যযাচন্ত ধনং বহু।
ন দদুস্তেঽতিলোভার্ত্তা নাস্তিনাস্তীতিবাদিনঃ ॥ ১৪ ॥
ভূমৌ চ নিদধুঃ কেচিদ্ভৃগবো ধনমুত্তমম্।
দদুঃ কেচিদ্দ্বিজাতিভ্যো জ্ঞাত্বা ক্ষত্রিয়তো ভয়ম্ ॥ ১৫ ॥
কৃত্বা স্থানান্তরে দ্রব্যং ব্রাহ্মণা ভয়বিহ্বলাঃ।
ত্যক্ত্বাশ্রমান্ যযুঃ সর্ব্বে ভৃগবস্তৃষ্ণয়ান্বিতাঃ ॥ ১৬ ॥
যাজ্যাংশ্চ দুঃখিতান্ দৃষ্ট্বা ন দদুর্লোভমোহিতাঃ।
পলায়িত্বা গতাঃ সর্ব্বে গিরিদুর্গাণ্যুপাশ্রিতাঃ ॥ ১৭ ॥
ততস্তে হৈহয়াস্তাত! দুঃখিতাঃ কার্য্যগৌরবাৎ।
ভৃগূণামাশ্রমাঞ্জগ্মুর্দ্রব্যার্থং ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ ॥ ১৮ ॥
ভৃগূংস্তু নির্গতান্ বীক্ষ্য শূন্যাংস্ত্যক্ত্বা গৃহানথ।
চখনুর্ভূতলং তত্র দ্রব্যার্থং হৈহয়া ভৃশম্ ॥ ১৯ ॥

আশ্রমান্ গৃহাণি যযুঃ। পর্ব্বতাদিষিতার্থঃ ॥ ১৬ ॥
যাজ্যান্ যজমানান্ ॥ ১৭—১৯ ॥

বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥১১॥ হে ক্ষিতীন্দ্র! নৃপতিশ্রেষ্ঠ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন স্বর্গ গমন করিলে পর কালের দুরতিক্রমণীয় প্রভাবে হৈহয়গণ একেবারে নির্ধন হইয়া পড়িলেন ॥ ১২ ॥ অনন্তর কোনও সময়ে হৈহয়গণের বহুতঙ্ক ধনসম্পাদ্য কোনও কার্য্য উপস্থিত হইলে তাঁহারা ভার্গবগণের নিকট গমন পূর্ব্বক বিনয়সহকারে বিপুল অর্থ প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু বিপ্রগণ, অতিশয় লোভার্ত্ত হইয়া 'নাই নাই' এই বলিয়া কিছুতেই তাঁহাদিগকে অর্থ প্রদান করিলেন না ॥ ১৩-১৪ ॥ পরন্তু ক্ষত্রিয়গণ বলপূর্ব্বক ধন গ্রহণ করিবে এই আশঙ্কায় কেহ কেহ উত্তম উত্তম বহুমূল্য ধনসমূহ ভূমিমধ্যে স্থাপন করিলেন, কেহ কেহ বা দ্বিজগণকে দান করিলেন ॥১৫॥ ধন-লোভান্বিত ভার্গবগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া স্ব স্ব দ্রব্য সকল এইরূপে স্থানান্তরিত করিয়া আপন আপন নিকেতন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পর্ব্বতাদিতে পলায়ন করিলেন ॥১৬॥ লোভমুগ্ধ বিপ্রগণ যজমানদিগকে দুঃখিত দেখিয়াও ধন প্রদান করিলেন না, কিন্তু ভয়ে পলায়নপূর্ব্বক সকলেই গিরিদুর্গ আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥১৭॥ তদনন্তর ক্ষত্রিয়প্রবর হৈহয়গণ দুঃখিত হইয়া মহৎকার্য্যের অনুরোধে অর্থ গ্রহণের নিমিত্ত ভার্গবদিগের আশ্রমে গমন করিয়া দেখিলেন ভার্গবগণ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন

খনতাধিগতং বিত্তং কেনচিদ্ভৃগুবেশ্মনি।
দদৃশুঃ ক্ষত্রিয়াঃ সর্ব্বে তদ্বিত্তং শ্রমকর্শিতাঃ ॥ ২০ ॥
যত্র তত্র সমুৎপন্নং ভূরি দ্রব্যং মহীতলাৎ।
তদা তে পার্শ্বভাগস্থব্রাহ্মণানাং গৃহাণ্যপি ॥ ২১ ॥
নির্ভিদ্য হৈহয়া দ্রব্যং দদৃশুর্ধনলিপ্সয়া।
ব্রাহ্মণাশ্চ ক্রুশুঃ সর্ব্বে ভীতাশ্চ শরণং গতাঃ ॥ ২২ ॥
অতিচিন্বৎসু বিপ্রাণাং ভবনান্নিঃসৃতং বহু।
নিজঘ্নুস্তাংচ্ছরৈঃ কোপাদ্বাড়বাংচ্ছরণাগতান্ ॥ ২৩ ॥
যযুস্তে গিরিদুর্গাংশ্চ যত্র বৈ ভৃগবঃ স্থিতাঃ।
আ গর্ভাদনুকৃন্তন্তশ্চেরুশ্চৈব মহীমিমাম্ ॥ ২৪ ॥
প্রাপ্তান্ প্রাপ্তান্ ভৃগূন্ সর্ব্বান্নিজঘ্নুর্নিশিতৈঃ শরৈঃ।
আবালবৃদ্ধানপরানবমন্য চ পাতকম্ ॥ ২৫ ॥

খনতা খননকর্ত্রা কেনচিৎ পুরুষেণ ॥ ২০ ॥
যত্র তত্রেতি। অন্যেষপি স্থলেষু খননাদুৎপন্নং ভূরি দ্রব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥
নির্ভিদ্য খনিত্বেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥
অতিচিন্বৎসু অতিশয়েনান্বেষণং কুর্ব্বৎসু। নিজঘ্নুরিতি। যুষ্মাকং নিকটে দ্রব্যে সতি নাস্তি দ্রব্যমিতি ভবদ্ভিঃ কথমুক্তমিত্যপরাধেনেত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৫ ॥

করিয়াছেন এবং তাঁহাদের গৃহ সকল শূন্য হইয়া রহিয়াছে। তখন তাঁহারা ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত সেই সকল গৃহ খনন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কেহ কেহ ভার্গবগণের গৃহ হইতে অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। অনন্তর ক্ষত্রিয় সকল ধনপ্রাপ্তির আশায় এইরূপে পরিশ্রম করিয়া যখন ভূমিতল হইতে ভূরি ভূরি ধনপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, তখন পার্শ্বস্থিত অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের গৃহ সকলও খনন ও বিদারণ করিয়া ধন অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন ব্রাহ্মণগণ নিরুপায় হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে ভয়ে সকলেই তাঁহাদের শরণাপন্ন হইলেন ॥ ১৮—২২ ॥ ক্ষত্রিয়গণ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিয়া বিপ্রগণের ভবন হইতে বহুতর অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহারা, মিথ্যাকথন অপরাধ হেতু ক্রুদ্ধ হইয়া শরণাগত সেই ব্রাহ্মণদিগকে শর দ্বারা নিহত করিলেন ॥ ২৩ ॥ মহারাজ! তৎকালে হৈহয়গণ এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, যেখানে ভার্গব সকল অবস্থিতি করিতেছিলেন, ক্ষত্রিয়গণও সেই স্থানে গমন করিলেন এবং ব্রাহ্মণপত্নীগণের গর্ভস্থ শিশু পর্য্যন্ত বিদারণ করত অবনীতলে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ হৈহয়গণ ভার্গবদিগের মধ্যে কি বালক কি যুবা, কি বৃদ্ধ যাহাকেই দেখিতে লাগিলেন, ব্রহ্মহত্যা পাতক অগ্রাহ্য করিয়া তৎক্ষণাৎ সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা তাঁহাদিগের প্রাণ সংহার করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ এইরূপে ভার্গবগণ সমূলে

এবমুৎপাট্যমানেষু ভার্গবেষু যতস্ততঃ।
হন্যুর্গর্ভাংশ্চ নারীণাং গৃহীত্বা হৈহয়া ভৃশম্ ॥ ২৬ ॥
রুরুদুস্তাঃ স্ত্রিয়ঃ কামং কুরর্য্য ইব দুঃখিতাঃ।
গর্ভাশ্চ কৃন্তিতা যাসাং ক্ষত্রিয়ৈঃ পাপনিশ্চয়ৈঃ ॥ ২৭ ॥
অন্যেঽপ্যাহুশ্চ তান্ দৃপ্তান্ মুনয়স্তীর্থবাসিনঃ।
মুঞ্চন্তু ক্ষত্রিয়াঃ ক্রোধং ব্রাহ্মণেষু ভয়াবহম্ ॥ ২৮ ॥
অযুক্তমেতদারব্ধং ভবদ্ভিঃ কর্ম্ম গর্হিতম্।
যদ্গর্ভান্ ভৃগুপত্নীনাং নিহন্যুঃ ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ ॥ ২৯ ॥
অত্যুগ্রপুণ্যপাপানামিহৈব ফলমাপ্নুয়াৎ।
তস্মাজ্জুগুপ্সিতং কর্ম্ম ত্যক্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা ॥ ৩০ ॥
তানাহুর্হৈহয়াঃ ক্রুদ্ধা মুনীনথ দয়াপরান্।
ভবন্তঃ সাধবঃ সর্ব্বে নার্থজ্ঞাঃ পাপকর্ম্মণাম্ ॥ ৩১ ॥
এভির্হৃতং ধনং সর্ব্বং পূর্ব্বজানাং মহাত্মনাম্।
বঞ্চয়িত্বা ছলাভিজ্ঞৈর্মার্গে পাটচ্চরৈরিব ॥ ৩২ ॥
এতে প্রতারকা দম্ভাস্তাদৃশা বকবৃত্তয়ঃ।
উৎপন্নে চ মহাকার্য্যে প্রার্থিতা বিনয়েন তে ॥ ৩৩ ॥

এবমুৎপাট্যমানেষু নাশ্যমানেষু ব্রাহ্মণেষু পশ্চাদ্গর্ভান্ হন্যুরিত্যর্থঃ ॥ ২৬—৩০ ॥
পাপকারিণামর্থজ্ঞা অভিপ্রায়জ্ঞা ভবন্তো নেত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥
পাটচ্চরৈশ্চোরৈরিবেত্যর্থঃ ॥ ৩২—৩৩ ॥

বিনষ্ট হইলে হৈহয়গণ তাঁহাদিগের গর্ভিণী রমণীগণকে ধরিয়া তাহাদের গর্ভ বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥২৬॥ পাপবুদ্ধি ক্ষত্রিয়গণ গর্ভ ঘাতন করিলে অবলাগণ দুঃখে কুররীর ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিল ॥ ২৭ ॥ তখন তীর্থবাসী অন্যান্য মুনিগণ, সেই হৈহয়গণকে ক্রোধে উদ্দীপ্ত দেখিয়া কহিলেন, হে ক্ষত্রিয় সকল! তোমরা ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যে ভয়াবহ ক্রোধ করিতেছ তাহা পরিত্যাগ কর ॥ ২৮ ॥ তোমরা ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ হইয়াও ভার্গবপত্নীগণের গর্ভঘাতন করিতেছ ইহাতে তোমরা অত্যন্ত অযুক্ত ও অত্যন্ত গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ সন্দেহ নাই ॥ ২৯ ॥ তোমরা জানিও যে, জীবগণ অতিশয় উগ্রতর পাপ ও পুণ্য কর্ম্মের ফল ইহ লোকেই প্রাপ্ত হয়, অতএব কল্যাণ-কামুক জনগণের অত্যন্ত জঘন্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করা একান্তই কর্ত্তব্য ॥ ৩০ ॥

অনন্তর পরম ক্রুদ্ধ হৈহয়গণ, করুণান্বিত তপোধনগণকে কহিলেন, আপনারা সকলেই সাধু, অতএব পাপকর্ম্মের যথার্থ অর্থ অবগত নহেন ॥ ৩১ ॥ এই ছলাভিজ্ঞ ভার্গবগণ, আমা-

ন দদুঃ প্রার্থিতং বিপ্রাঃ পাদবৃদ্ধ্যাপি যাচিতাঃ।
নাস্তীতিবাদিনস্তব্ধা দুঃখিতান্ বীক্ষ্য যাজ্যকান্॥ ৩৪ ॥
ধনং প্রাপ্তং কার্ত্তবীর্য্যাদ্রক্ষিতং কেন হেতুনা।
ন কৃতাঃ ক্রতবঃ কিং তৈর্দ্দানঞ্চার্থিষু ভূরিশঃ॥ ৩৫ ॥
ন সঞ্চিতব্যং বিপ্রৈস্তু ধনং কাপি কদাচন।
যষ্টব্যং বিধিবদ্দেয়ং ভোক্তব্যঞ্চ যথাসুখম্॥ ৩৬ ॥
দ্রব্যে চৌরভয়ং প্রোক্তং তথা রাজভয়ং দ্বিজাঃ!।
বহ্নের্ভয়ং মহাঘোরং তথা ধূর্ত্তভয়ং মহৎ॥ ৩৭ ॥
যেন কেনাপ্যুপায়েন ধনং ত্যজতি রক্ষকম্।
অথবাসৌ মৃতো যাতি দ্রব্যং ত্যক্ত্বা হ্যসদ্গতিম্॥ ৩৮ ॥
পাদবৃদ্ধ্যা তথাস্মাভিঃ প্রার্থিতং বিনয়ান্বিতৈঃ।
তথাপি লোভসন্দিগ্ধৈর্ন দত্তং নঃ পুরোহিতৈঃ॥ ৩৯ ॥

পাদবৃদ্ধ্যাপীতি। একমুদ্রিকায়াঃ সপাদমুদ্রিকাং দাস্যাম ইতি পাদবৃদ্ধ্যেত্যর্থঃ। যাজ্যকান্ স্বার্থে কপ্রত্যয়ঃ যাজ্যানিত্যর্থঃ॥ ৩৪—৩৯ ॥

দিগের উদারাত্মা পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে প্রবঞ্চনা করিয়া পথিমধ্যে চৌরগণের ন্যায় সমস্ত ধন অপহরণ করিয়াছেন॥৩২॥ ইহারা প্রতারক ও দাম্ভিক এবং বকের ন্যায় ধর্ম্মশীল। দেখুন, আমাদের মহৎকার্য্য উপস্থিত হওয়ায় আমরা পাদপরিমাণে বৃদ্ধিদান (সিকি সুদ) অঙ্গীকার করিয়াও বিনয় পূর্ব্বক অর্থ প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তথাপি ইঁহারা তাহা প্রদান করিলেন না, পরন্তু যজমানদিগকে অতিশয় দুঃখিত দেখিয়াও ইঁহারা নাই নাই এই বলিয়াই স্তব্ধ হইয়া রহিলেন॥ ৩৩—৩৪ ॥ ইঁহারা কার্ত্তবীর্য্য হইতেই ধনলাভ করিয়াছেন সত্য কিন্তু কি জন্য সেই ধন রক্ষা করিয়াছেন? তদ্দ্বারা যজ্ঞ করেন নাই কেন? কিজন্যই বা যাচকগণকে প্রচুর পরিমাণে দান করেন নাই?॥৩৫॥ বিপ্রগণের কখন কোথাও ধন সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য নহে, বিধিপূর্ব্বক দান এবং যথাসুখে ভোগ করাই কর্ত্তব্য॥ ৩৬॥ দ্বিজগণ! ধনে চৌরভয় রাজভয় এবং ঘোরতর বহ্নিভয় বিশেষত ভয়ানক ধূর্ত্তভয় বিদ্যমান রহিয়াছে। ধনের এইরূপ ধর্ম্মই জানিবেন যে, ধন যে কোনও উপায়ে হউক নিজ রক্ষককে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। আরও দেখুন, ধনরক্ষক ব্যক্তি যখন মরিয়া যায়, তখন তাহাকে অবশ্যই উহা পরিত্যাগ করিতে হয়। যদি ধনবান্ প্রাণ পরিত্যাগের পূর্ব্বে উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা সদ্গতি সাধক যাগাদির অনুষ্ঠান করে তবে অবশ্যই সদ্গতি লাভে সমর্থ হয়, কিন্তু তাহা না করিলে সেই ব্যক্তি বিফল ধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসদ্গতি লাভ করিয়া থাকে সন্দেহ নাই॥ ৩৭—৩৮॥ আমরা পাদ-পরিমাণে কুসীদ প্রদান করিতে স্বীকার করিয়া বিনয় সহকারে মহৎকার্য্যের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলাম তথাপি লোভে সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া আমা-

দানং ভোগস্তথা নাশো ধনস্য গতিরীদৃশী।
দানভোগৌ কৃতীনাঞ্চ নাশঃ পাপাত্মনাং কিল ॥ ৪০ ॥
ন দাতা ন চ যো ভোক্তা কৃপণো গুপ্তিতৎপরঃ।
রাজ্ঞাসৌ সর্ব্বথা দণ্ড্যো বঞ্চকো দুঃখভাঙ্ নরঃ ॥ ৪১ ॥
তস্মাদ্‌বয়ং গুরূনেতান্ বঞ্চকান্ ব্রাহ্মণাধমান্।
হন্তুং সমুদ্যতাঃ সর্ব্বে ন ক্রোদ্ধব্যং মহাত্মভিঃ ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা হেতুমদ্বাক্যং তানাশ্বাস্য মুনীনথ।
বিচেরুশ্চ বিচিন্বানা ভৃগুদারাননেকশঃ ॥ ৪৩ ॥
ভয়ার্ত্তা ভৃগুপত্ন্যস্তু হিমবন্তং ধরাধরম্।
প্রপেদিরে রুদন্ত্যশ্চ বেপমানাঃ কৃশা ভৃশম্ ॥ ৪৪ ॥
এবং তে হৈহয়ৈর্বিপ্রাঃ পীড়িতা ধনকামুকৈঃ।
নিহতাশ্চ যথাকামং সংরব্ধৈঃ পাপকর্ম্মভিঃ ॥ ৪৫ ॥
লোভ এব মনুষ্যাণাং দেহসংস্থো মহারিপুঃ।
সর্ব্বদুঃখাকরঃ প্রোক্তো দুঃখদঃ প্রাণনাশকঃ ॥ ৪৬ ॥

(ইদানীং ধনানাং পরিণতিমাহ দানমিতি। কৃতীনাং পুণ্যধিয়াং চতুরাণামিত্যর্থঃ। পাপাত্মনাং দুর্ব্বুদ্ধীনাং মূঢ়ানামিতি যাবৎ ॥ ৪০—৪২ ॥
বিচেরুশ্চেতি। বিচিন্বানা অন্বিষ্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥
ভয়ার্ত্তা ইতি। কৃশা আহারকৃচ্ছ্রভয়োদ্বেগশ্রান্তিভ্য ইতি ভাবঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥)

দের পুরোহিতগণ আমাদিগকে তাহা প্রদান করিলেন না ॥ ৩৯ ॥ মহর্ষিগণ! দান, ভোগ ও বিনাশ, ধনের এই তিন প্রকার গতি; তন্মধ্যে কৃতিগণ দান ও ভোগদ্বারা অর্থের সাফল্য সম্পাদন করিয়া থাকেন আর পাপাত্মাদিগের ধন কেবল বৃথাই বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৪০ ॥ যে ব্যক্তি দাতাও নয় ভোক্তাও নয়, কেবল ধনরক্ষণে তৎপর ও কৃপণ, নরপতিগণ সেই দুঃখভাগী আত্মবঞ্চক ব্যক্তিগণের সর্ব্বতোভাবে দণ্ডবিধান করিবেন ॥ ৪১ ॥ আমরা সেই কারণেই গুরু হইলেও এই বঞ্চক ব্রাহ্মণাধমগণকে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি; মহর্ষিগণ! আপনারা মহাত্মা অতএব এই সমস্ত অবগত হইয়া ইহাতে ক্রোধ করিবেন না ॥ ৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, হৈহয়গণ মুনিগণকে এইরূপ হেতুসমন্বিত বাক্যে আশ্বাসিত করিয়া ভার্গবপত্নীগণের অন্বেষণ করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥৪৩॥ ভার্গবপত্নীগণ ভয়ে কাতর, ও অত্যন্ত কৃশাঙ্গী হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ও রোদন করিতে করিতে হিমাচলে পলায়নপূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥ এইরূপে সেই বিপ্রগণ, অর্থলোলুপ ক্রোধোদ্দীপ্ত পাপবুদ্ধি হৈহয়গণ কর্ত্তৃক যথেচ্ছরূপে নিপীড়িত হইয়া নিহত হইতে লাগিলেন ॥৪৫॥ রাজন্!

সর্ব্বপাপস্য মূলং হি সর্ব্বদা তৃষ্ণয়ান্বিতঃ।
বিরোধকৃৎ ত্রিবর্ণানাং সর্ব্বার্ত্তেঃ কারণং তথা॥ ৪৭॥
লোভাৎ ত্যজন্তি ধর্ম্মং বৈ কুলধর্ম্মং তথৈব হি।
মাতরং ভ্রাতরং হন্তি পিতরং বান্ধবস্তথা॥ ৪৮॥
গুরুং মিত্রং তথা ভামং পুত্রঞ্চ ভগিনীং তথা।
লোভাবিষ্টো ন কিং কুর্য্যাদকৃত্যং পাপমোহিতঃ॥ ৪৯॥
ক্রোধাৎ কামাদহঙ্কারাল্লোভ এব মহারিপুঃ।
প্রাণাংস্ত্যজতি লোভেন কিং পুনঃ স্বাদনাবৃতম্॥ ৫০॥
"পূর্ব্বজাস্তে মহারাজ! ধর্ম্মজ্ঞাঃ সৎপথে স্থিতাঃ।
পাণ্ডবা কৌরবাশ্চৈব লোভেন নিধনং গতাঃ॥ ১॥
যত্র ভীষ্মশ্চ দ্রোণশ্চ কৃপঃ কর্ণশ্চ বাহ্লিকঃ।
ভীমসেনো ধর্ম্মপুত্রস্তথৈবার্জ্জুনকেশবৌ॥ ২॥
তথাপি যুদ্ধমত্যুগ্রং কৃতং তৈশ্চ পরস্পরম্।
কুটুম্বকদনং ভূরি কৃতং লোভাতুরৈরিহ॥ ৩॥

কথং হৈহয়ৈর্ধার্ম্মিকৈঃ শ্বশুরবো হিংসিতা ইতি যৎ পৃষ্টং রাজ্ঞা তৎসমাধানমাহ লোভ এবেত্যাদিনা॥ ৪৬—৪৯॥

পুরাতন মুনিগণ কহিয়াছেন লোভই মনুষ্যদিগের দেহান্তঃস্থিত মহান্ শত্রু; লোভই সকল দুঃখের আকর; লোভই সকল পাপের মূল; লোভই সমস্ত দুঃখের কারণ; লোভ দ্বারাই প্রাণ বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা; লোভ হেতুই ব্রাহ্মণাদিবর্ণ মধ্যে সততই বিরোধ উপস্থিত হয় এবং লোভ দ্বারাই মানবগণ বিষয়তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়া থাকে॥ ৪৬—৪৭॥ মনুষ্যগণ লোভ হেতুই ধর্ম্ম কর্ম্ম ও কুলক্রমাগত আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করে এবং লোভ হেতুই পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, গুরু, মিত্র, পুত্র, ভগিনী ও ভগ্নীপতি প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়া থাকে; ফলত লোভাবিষ্ট ব্যক্তি পাপে বিমোহিত হইলে তাহার কিছুই অকার্য্য থাকে না॥ ৪৮—৪৯॥ ক্রোধ, কাম ও অহঙ্কার হইতেও লোভ প্রবলতম মহান্ শত্রু; রাজন্! লোভ দ্বারা জীবগণ প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করে, ইহাতে লোভের অনিষ্টকারিত্ব বিষয়ে বলিবার আর কি অবশিষ্ট রহিল?॥ ৫০॥ "মহারাজ! আপনার পূর্ব্বপুরুষ পাণ্ডব ও কৌরবগণ, ধার্ম্মিক ও সৎপথাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু কেবল লোভবশেই তাঁহারা নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন॥ দেখুন, যেখানে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, বাহ্লিক, ভীমসেন, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন এবং কেশব এই সকল মহাত্মা ব্যক্তিগণ ছিলেন সেখানেও লোভ হেতু পরস্পর অতিশয় ঘোরতর যুদ্ধ এবং কুটুম্ব বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল। তাহাতে ভীষ্ম, দ্রোণ এবং পাণ্ডব-

হতো দ্রোণো হতো ভীষ্মস্তথৈব পাণ্ডবাত্মজাঃ।
ভ্রাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ সর্ব্বে বৈ নিহতা রণে॥ ৪॥"
তস্মাল্লোভাভিভূতস্তু কিং ন কুর্য্যান্নরঃ কিল।
হৈহয়ৈর্নিহতাঃ সর্ব্বে ভৃগবঃ পাপবুদ্ধিভিঃ॥ ৫১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে হৈহয়ভার্গববৃত্তান্তবর্ণনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

তথা ক্রোধাৎ কামাদহঙ্কারাৎ কিং ন কুর্য্যাদিত্যন্বয়ঃ॥ ৫০—৫১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

দিগের পুত্রগণ, ভ্রাতৃগণ ও পিতৃগণ সকলেই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন॥ ১—৪॥" অতএব লোভে অভিভূত মানবগণ কি অকার্য্য না করিয়া থাকে? রাজন্! সেই লোভ হেতুই পাপবুদ্ধি হৈহয়গণ ভৃগুবংশীয়দিগকে নিহত করিয়াছিলেন॥ ৫১॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে হৈহয়ভার্গববৃত্তান্তবর্ণন নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

জনমেজয় উবাচ।

কথং তাশ্চ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বা ভৃগূণাং দুঃখসাগরাৎ।
মুক্তা বংশঃ পুনস্তেষাং ব্রাহ্মণানাং স্থিরোঽভবৎ ॥ ১ ॥
হৈহয়ৈঃ কিং কৃতং কার্য্যং হত্বা তান্ ব্রাহ্মণানপি।
ক্ষত্রিয়ৈর্লোভসংযুক্তৈঃ পাপাচারৈর্বদস্ব তম্ ॥ ২ ॥
ন তৃপ্তিরস্তি মে ব্রহ্মন্! পিবতস্তে কথামৃতম্।
পাবনং সুখদং নৃণাং পরলোকে ফলপ্রদম্ ॥ ৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি কথাং পাপপ্রণাশিনীম্।
যথা স্ত্রিয়স্তু তা মুক্তা দুঃখাত্তস্মাদ্দুরত্যয়াৎ ॥ ৪ ॥
ভৃগুপত্ন্যো যদা রাজন্! হিমবন্তং গিরিং গতাঃ।
ভয়ত্রস্তাতিভগ্নাশা হৈহয়ৈঃ পীড়িতা ভৃশম্ ॥ ৫ ॥

একোনসপ্ততিশ্লোকৈঃ শ্রীদেবীকৃপয়া ততঃ।
ভৃগুবংশস্থিতিং প্রোচ্য হৈহয়োৎপত্তিরুচ্যতে ॥

ভৃগূণাং পত্ন্যো গিরিদুর্গাদিষু গতা ইতি পূর্ব্বাধ্যায়ে উক্তং তদুত্তরং জাতং বৃত্তং রাজা পৃচ্ছতি কথন্তাশ্চেতি। কথং মুক্তা ইত্যন্বয়ঃ। কিঞ্চ তেষাং ব্রাহ্মণানামনন্তরং বংশঃ কথং স্থিরোঽভবৎ প্রচলিত ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

কিঞ্চ হৈহয়ৈরপ্যনন্তরং কিং কৃতমিতি পৃচ্ছতি হৈহয়ৈরিতি ॥ ২—৭ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর! সেই ভার্গবরমণীগণ কিরূপে এই অপার দুঃখসাগর হইতে নিস্তার পাইলেন এবং কিরূপেই বা সেই ব্রাহ্মণদিগের বংশ পুনর্ব্বার পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইল ॥ ১ ॥ সেই পাপাচার ক্ষত্রিয়াধম লোভাক্রান্ত হৈহয়গণ ব্রাহ্মণদিগকে বিনাশ করিবার পরই বা কি কার্য্য করিয়াছিল, আপনি এই সমস্ত বিষয় বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন ॥ ২ ॥ তপোনিধে! মানবগণের ইহলোকে সুখপ্রদ এবং পর-লোকে পুণ্যফলপ্রদ অতিপবিত্র ভবদীয় বচনামৃত শ্রবণাঞ্জলিপুটে পান করিয়া আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! ভৃগুপত্নীগণ যেরূপে সেই কঠোরতর দুস্তর দুঃখসাগর হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, আমি আপনার নিকট সেই পাপনাশক পবিত্র উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন ॥৪॥ হৈহয়গণ ভার্গবরমণীগণকে নিদারুণরূপে নিপীড়িত করিলে পর,

গৌরীং তত্র তু সংস্থাপ্য মৃন্ময়ীং সরিতস্তটে।
উপোষণপরাশ্চক্রুর্নিশ্চয়ং মরণং প্রতি ॥ ৬ ॥
স্বপ্নে গত্বা তদা দেবী প্রাহ তাঃ প্রমদোত্তমাঃ।
যুষ্মাসু মধ্যে কস্যাশ্চিদূরুবিতা চোরুজঃ পুমান্ ॥ ৭ ॥
মদংশঃ শক্তিসংভিন্নঃ স বঃ কার্য্যং বিধাস্যতি।
ইত্যাদিশ্য পরাম্বা সা পশ্চাদন্তর্হিতাভবৎ ॥ ৮ ॥
জাগৃতাস্তু ততঃ সর্ব্বা মুদমাপুর্বরাঙ্গনাঃ।
কাচিত্তাসাং ভয়োদ্বিগ্না কামিনী চতুরা ভৃশম্ ॥ ৯ ॥
দধার চোরুণৈকেন গর্ভং সা কুলবৃদ্ধয়ে।
পলায়নপরা দৃষ্টা ক্ষত্রিয়ৈর্ব্রাহ্মণী যদা ॥ ১০ ॥
বিহ্বলা তেজসা যুক্তা তদা তে তুক্রুবুর্ভৃশম্।
গৃহ্যতাং বধ্যতাং নারী সগর্ভা যাতি সত্বরা ॥ ১১ ॥
ইতি ব্রুবন্তঃ সংপ্রাপ্তাঃ কামিনীং খড়্গপাণয়ঃ।
সা ভয়ার্ত্তা তু তান্ দৃষ্ট্বা রুরোদ সমুপাগতান্ ॥ ১২ ॥

যো যুষ্মাসু মধ্যে কস্যাশ্চিৎ স্ত্রিয়ঃ উরুং ভিত্ত্বা পুমান্ ভবিষ্যতি স মদংশো ভবতীতি ভগবতী প্রাহেত্যাহ মদংশ ইতি। শক্তিসংভিন্নো মচ্ছক্তিযুক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥
দধারেতি। ইয়মপি শক্তিস্তস্যাঃ শ্রীভগবত্যনুগ্রহাদেব লব্ধেতি বোধ্যম্ ॥ ১০—১৫ ॥

তাঁহারা ভয়-বিহ্বল ও হতাশ হইয়া যখন হিমাচলে গমন করিলেন, তখন তাঁহারা সকলেই সেই পর্ব্বতে সুরতরঙ্গিণীর তটদেশে মৃণ্ময়ী গৌরীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার পূজা করিলেন এবং মরণ নিমিত্ত মনে মনে নিশ্চয় করিয়া উপবাস করিয়া রহিলেন ॥৫—৬॥ অনন্তর জগদম্বিকা দেবী সেই ধর্ম্মপরায়ণ প্রমদাগণের সমীপে স্বপ্নযোগে আবির্ভূত হইয়া কহিলেন যে, তোমাদের মধ্যে কাহারও উরু হইতে আমার অংশ-সম্ভূত একটী সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, সেই পুরুষ তোমাদের সকল কার্য্যেরই প্রতিবিধান করিবে; দেবী ভগবতী এই আদেশ করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন ॥৭-৮॥ অনন্তর সেই বরাঙ্গনাগণ জাগরিতা হইয়া অত্যন্ত হর্ষান্বিত হইলেন; তাঁহাদের মধ্যে একটি অতি-চতুরা কামিনী ক্ষত্রিয়গণের ভয়ে উদ্বিগ্না হইয়া কুলবৃদ্ধির নিমিত্ত এক উরুর মধ্যে গর্ভধারণ করিলেন। অনন্তর তাঁহার দেহ তেজে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল তখন তিনি ভয়ে বিহ্বল হইয়া পলায়নপর হইলেন। ক্ষত্রিয়গণ সেই ব্রাহ্মণীকে দর্শন করিয়া অতিবেগে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল এবং কহিতে লাগিল, দেখ এই গর্ভবতী ভার্গবরমণী সত্বর পলায়ন করিতেছে, উহাকে ধর এবং উহার প্রাণ বিনাশ কর ॥ ৯-১১ ॥ তাহারা সকলেই এই বলিয়া খড়্গাধারণপূর্ব্বক তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল; তখন সেই

গর্ভস্থ রক্ষণার্থং সা চুক্রোশাতিভয়াতুরা।
রুদতীং মাতরং শ্রুত্বা দীনাং ত্রাণবিবর্জ্জিতাম্ ॥ ১৩ ॥
নিরাধারাং ক্রন্দমানাং ক্ষত্রিয়ৈর্ভৃশতাপিতাম্।
গৃহীতামিব সিংহেন সগর্ভাং হরিণীং তথা ॥ ১৪ ॥
সাশ্রুনেত্রাং বেপমানাং সংক্রুধ্য বালকস্তদা।
ভিত্ত্বোরুং নির্জ্জগামাশু গর্ভঃ সূর্য্য ইবাপরঃ ॥ ১৫ ॥
মুষ্ণন্ দৃষ্টীঃ ক্ষত্রিয়াণাং তেজসা বালকঃ শুভঃ।
দর্শনাদ্বালকস্যাশু সর্ব্বে জাতা বিলোচনাঃ ॥ ১৬ ॥
বভ্রমুর্গিরিদুর্গেষু জন্মান্ধা ইব ক্ষত্রিয়াঃ।
চিন্তিতং মনসা সর্ব্বৈঃ কিমেতদিতি সাম্প্রতম্ ॥ ১৭ ॥
সর্ব্বে চক্ষুর্বিহীনা যজ্জাতাঃ স্ম বালদর্শনাৎ।
ব্রাহ্মণ্যাস্তু প্রভাবোঽয়ং সতীব্রতবলং মহৎ ॥ ১৮ ॥
ক্ষণাদ্বামোঘসঙ্কল্পাঃ কিং করিষ্যন্তি দুঃখিতাঃ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা নেত্রহীনা নিরাশ্রয়াঃ ॥ ১৯ ॥

মুষ্ণন্নপহরন্ পরাশক্ত্যংশত্বাৎ বিলোচনা অন্ধাঃ ॥ ১৬ ॥
সাম্প্রতমস্মিন্ কালে কিমেতদিত্যর্থঃ ॥ ১৭—১৯ ॥

কামিনী তাহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া ভয়ে রোদন করিতে লাগিলেন ॥১২॥ তিনি ভয়াতুর হইয়া গর্ভ রক্ষার নিমিত্ত যখন চীৎকার করিতে লাগিলেন তখন গর্ভস্থিত বালক, নিরাশ্রয় দীনা কাতরা অশ্রুনয়না ও ভয়ে কম্পমানা জননীকে রক্ষকবিহীন ও অতিশয় ক্ষত্রিয়পীড়িত অবলোকন করিয়া এবং কেশরী কর্ত্তৃক আক্রান্ত গর্ভবতী হরিণীর ন্যায় ক্রন্দন করিতেছেন শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে জননীর উরুদেশ বিদীর্ণ করিয়া দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় সত্বর বিনির্গত হইলেন ॥ ১৩-১৫ ॥ সেই সুশোভন বালক স্বকীয় তেজে ক্ষত্রিয়গণের দর্শন-শক্তি বিলোপ করিলেন; তখন হৈহয়গণ সেই বালককে দর্শন করিয়া সকলেই তৎক্ষণাৎ অন্ধ হইল ॥ ১৬ ॥ অনন্তর তাহারা জন্মান্ধের ন্যায় গিরিগহ্বরে বিচরণ করিতে লাগিল এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল যে, আমাদিগের একি দৈব-দুর্বিপাক উপস্থিত হইল ॥ ১৭ ॥ বালককে দর্শন করিবামাত্র আমরা সকলেই অন্ধ হইলাম, অহো! ইহা ব্রাহ্মণীর প্রভাব এবং তাঁহার সতীত্ব ব্রতের মহৎ ফল তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ১৮ ॥ আমরা ভৃগুরমণীগণকে নিপীড়িত করিয়াছি তাহাতে তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন; এক্ষণে না জানি এই সত্যসংকল্পা নারীগণ আমাদের আরও কি অনিষ্ট করেন? সেই বিভ্রান্তচিত্ত নেত্রবিহীন ও নিরাশ্রয় ক্ষত্রিয়গণ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই

ব্রাহ্মণীং শরণং জগ্মুর্হৈহয়া গতচেতসঃ।
প্রণেমুস্তাং ভয়ত্রস্তাং কৃতাঞ্জলিপুটাশ্চ তে ॥ ২০ ॥
ঊচুশ্চৈনাং ভয়োদ্বিগ্নাং দৃষ্ট্যর্থং ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ।
প্রসীদ সুভগে মাতঃ! সেবকাস্তে বয়ং কিল ॥ ২১ ॥
কৃতাপরাধা রম্ভোরু! ক্ষত্রিয়াঃ পাপবুদ্ধয়ঃ।
দর্শনাত্তব তন্বঙ্গি! জাতাঃ সর্ব্বে বিলোচনাঃ ॥ ২২ ॥
মুখন্তে নৈব পশ্যামো জন্মান্ধা ইব ভামিনি!।
অদ্ভুতং তে তপোবীর্য্যং কিং কুর্ম্মঃ পাপকারিণঃ ॥ ২৩ ॥
শরণং তে প্রপন্নাঃ স্ম দেহি চক্ষূংষি মানদে!।
অন্ধত্বং মরণাদুগ্রং কৃপাং কর্ত্তুং ত্বমর্হসি ॥ ২৪ ॥
পুনর্দ্দৃষ্টিপ্রদানেন সেবকান্ ক্ষত্রিয়ান্ কুরু।
উপরম্য চ গচ্ছেম সহিতাঃ পাপকর্ম্মণঃ ॥ ২৫ ॥
অতঃপরং ন কর্ত্তব্যমীদৃশং কর্ম্ম কর্হিচিৎ।
ভার্গবানাস্তু সর্ব্বেষাং সেবকাঃ স্ম বয়ং কিল ॥ ২৬ ॥

(ব্রাহ্মণীমিতি। গতচেতসঃ অকস্মাদন্ধত্বপাতাৎ নষ্টবুদ্ধয় ইত্যর্থঃ ॥ ২০-২১ ॥
বিলোচনা অন্ধা ইত্যর্থঃ ॥ ২২-২৪ ॥
উপরম্যেতি। উপরম্য বিরম্যেত্যর্থঃ। সহিতা মিলিতা ইত্যর্থঃ। নেত্রে লব্ধে একেনাপি ভবতীনাং পীড়াকরণায় ন স্থাতব্যমিতি ভাবঃ ॥ ২৫-৩০ ॥)

ব্রাহ্মণীর শরণাগত হইল। সেই রমণীও পুনর্ব্বার তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া অতিশয় ভীতা হইলেন কিন্তু তাহারা সেই সত্যব্রতা কামিনীরে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া আপনাদিগের দৃষ্টি প্রাপ্তির নিমিত্ত বলিতে লাগিল, মাতঃ! আমরা আপনার সেবক আপনি প্রসন্ন হউন ॥ ১৯—২১ ॥ কল্যাণি। আমরা পাপিষ্ঠ ক্ষত্রিয়; জননি! আমরা আপনার কতই অপরাধ করিয়াছি; সুন্দরি! আমরা আপনার দর্শন মাত্রেই অন্ধ হইয়াছি ॥ ২২ ॥ কোপনে! আমরা জন্মান্ধের ন্যায় আপনার মুখকমল দর্শন করিতে পাইতেছি না; জননি! আপনার তপোবীর্য্য অদ্ভুত, আমরা পাপকারী অতএব কোনমতেই এ বিষয়ের প্রতীকারে সমর্থ হইব না এজন্য এক্ষণে কেবল আপনারই শরণাপন্ন হইলাম, আপনি আমাদিগকে চক্ষুঃপ্রদান করিয়া আমাদিগের মান রক্ষা করুন; মাতঃ! অন্ধত্ব মরণ অপেক্ষাও উগ্রতর, অতএব আপনি আমাদিগের প্রতি কৃপা প্রকাশ করুন ॥২৩-২৪॥ আপনি পুনর্ব্বার দৃষ্টিশক্তি প্রদান করিয়া ক্ষত্রিয়গণকে অনুগ্রহ দ্বারা ক্রীতদাস করুন, আমরা দৃষ্টিশক্তি পাইলেই সকলে এই পাপকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া গৃহে গমন করিব ॥২৫॥ অতঃপর আর আমরা ঈদৃশ গর্হিত কর্ম্ম কদাচই করিব না, অদ্যাবধি আমরা সমস্ত ভার্গবগণের সেবক হইয়া রহিলাম ॥ ২৬ ॥

অজ্ঞানাদ্ যৎ কৃতং পাপং ক্ষন্তব্যং তত্ত্বয়াধুনা।
বৈরং নাতঃপরং কাপি ভৃগুভিঃ ক্ষত্রিয়ৈঃ সহ।
কর্ত্তব্যং শপথৈঃ সম্যগ্বর্ত্তিতব্যন্তু হৈহয়ৈঃ ॥ ২৭ ॥
সপুত্ত্রা ভব সুশ্রোণি ! প্রণতাঃ স্ম বয়ঞ্চ তে।
প্রসাদং কুরু কল্যাণি ! ন দ্বিষ্যাম কদাচন ॥ ২৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা ব্রাহ্মণী বিস্ময়ান্বিতা।
তানাহ প্রণতান্ দুঃস্থানাশ্বাস্য গতলোচনান্ ॥ ২৯ ॥
গৃহীতা ন ময়া দৃষ্টির্যুষ্মাকং ক্ষত্রিয়াঃ কিল।
নাহং রুষান্বিতা সত্যং কারণং শৃণুতাদ্য যৎ ॥ ৩০ ॥
অয়ঞ্চ ভার্গবো নূনমূরুজঃ কুপিতোঽদ্য বঃ।
চক্ষূংষি তেন যুষ্মাকং স্তম্ভিতানি রুষাবতা ॥ ৩১ ॥
স্ববন্ধূন্নিহতান্ জ্ঞাত্বা গর্ভস্থানপি ক্ষত্রিয়ৈঃ।
অনাগসো ধর্ম্মপরাংস্তাপসান্ ধনকাম্যয়া ॥ ৩২ ॥
গর্ভানপি যদা যূয়ং ভৃগূনঘ্নংস্তু পুত্ত্রকাঃ।
তদায়মূরুণা গর্ভো ময়া বর্ষশতং ধৃতঃ ॥ ৩৩ ॥

রুষেতি। বাচা ইতিবদ্ধলন্তাট্টাপ্ ॥ ৩১—৩২ ॥

আমরা অজ্ঞানবশতঃ যে সমস্ত পাপকার্য্য করিয়াছি, আপনি তৎসমুদয় ক্ষমা করুন। আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি অতঃপর ভার্গবগণের সহিত আর ক্ষত্রিয়গণের কোনও শত্রুতা রহিল না ॥ ২৭ ॥ নিতম্বিনি ! আপনি পুত্রের সহিত সুখে কালযাপন করুন, আমরা আপনার নিকট নিয়তই প্রণত রহিলাম। কল্যাণি ! আপনি প্রসন্ন হউন আমরা আর কদাচই বিদ্বেষ ভাব অবলম্বন করিব না ॥ ২৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! ব্রাহ্মণরমণী তাহাদিগের সেই বচন শ্রবণ করিয়া বিস্ময়ান্বিত-চিত্তে সেই দুর্দ্দশান্বিত প্রণত অন্ধ ক্ষত্রিয়গণকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, ক্ষত্রিয়-গণ ! আমি তোমাদের দৃষ্টি হরণ করি নাই অথবা আমি তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্টও হই নাই, তোমরা এখন ইহার যথার্থ কারন শ্রবণ কর ॥২৯—৩০॥ এই উরুজাত ভৃগুকুলোৎপন্ন সন্তান তোমাদের প্রতি অত্যন্ত প্রকুপিত হইয়াছে, সেই হেতু এই বালক রোষভরে তোমাদের নেত্র সকল স্তম্ভিত করিয়াছে ॥ ৩১ ॥ তোমরা ধন কামনায় এই বালকের পরম আত্মীয় নিরপরাধ ধর্ম্মতৎপর তাপসগণকে এবং গর্ভস্থিত ভার্গবগণকে নিহত করিয়াছ তাহা এই

ষড়ঙ্গশ্চাখিলো বেদো গৃহীতোঽনেন চাঞ্জসা।
গর্ভস্থেনাপি বালেন ভৃগুবংশবিবৃদ্ধয়ে ॥ ৩৪ ॥
সোঽপি পিতৃবধামূনং ক্রোধাদ্ধো* হন্তুমিচ্ছতি ॥ ৩৫ ॥
ভগবত্যাঃ প্রসাদেন জাতোঽয়ং মম বালকঃ।
তেজসা যস্য দিব্যেন চক্ষূংষি মুষিতানি বঃ ॥ ৩৬॥
তস্মাদৌর্ব্বং সুতং মেঽদ্য যাচধ্বং বিনয়ান্বিতাঃ।
প্রণিপাতেন তুষ্টোঽসৌ দৃষ্টিং বঃ প্রতিমোক্ষ্যতি ॥ ৩৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যা হৈহয়াস্তুষ্টুবুশ্চ তম্।
প্রণেমুর্বিনয়োপেতা উরুজং মুনিসত্তমম্ ॥ ৩৮ ॥
স সন্তুষ্টো বভূবাথ তানুবাচ বিচক্ষুষঃ।
গচ্ছধ্বং স্বগৃহান্ ভূপা মমাখ্যানকৃতং বচঃ ॥ ৩৯ ॥

অয়ন্নিতি পুরুষব্যত্যয় আর্ষঃ। ভৃগূণাং ন্বথ পুত্রকা ইতি পাঠঃ পুস্তকান্তরে। হে পুত্রকা হে রাজানঃ ॥ ৩৩ ॥

গর্ভস্থেনানেনেত্যর্থঃ ॥ ৩৪—৩৫ ॥

কুতঃ প্রতাপোঽয়ং বালকস্যেতি চেত্তত্রাহ ভগবত্যা ইতি ॥ ৩৬ ॥

ঔর্ব্বমূরুভবম্ ॥ ৩৭—৩৮ ॥

মমাখ্যানকৃতং বচঃ মমাখ্যানেন কৃতং লব্ধমিদং বক্ষ্যমাণং বচনমিত্যর্থঃ। তদ্বৈরাগ্যার্থে পঠধ্বমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

শিশু জানিতে পারিয়াছে ॥ ৩২ ॥ বৎসগণ! যখন তোমরা ভৃগুবংশীয় গর্ভস্থ বালকগণকেও বিনাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলে তখন আমি উরুদেশমধ্যে এই শিশুটীকে শতবৎসর ধারণ করিয়াছিলাম ॥ ৩৩ ॥ এই বালক গর্ভস্থ হইয়াও ভৃগুবংশের বৃদ্ধির নিমিত্ত অত্যল্প সময়ের মধ্যেই ষড়ঙ্গ সমস্ত বেদই অধ্যয়ন করিয়াছে ॥ ৩৪ ॥ এক্ষণে সেই এই ভৃগুসন্তান পিতৃবধ-ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া তোমাদিগের বিনাশের নিমিত্ত উদ্যত হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥ যাহার দিব্য তেজে তোমাদের দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হইয়াছে, সেই এই আমার পুত্রটি ভগবতী ভুবনেশ্বরীর প্রসাদেই উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব এই বালককে সামান্য বলিয়া বিবেচনা করিও না ॥৩৬॥ এক্ষণে তোমরা বিনয়ান্বিত হইয়া আমার এই ঔর্ব্ব (উরুজাত) পুত্রের নিকট যাচ্ঞা কর, এই সন্তান প্রণিপাত দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া তোমাদিগকে দৃষ্টিপ্রদান করিবে ॥ ৩৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! হৈহয়গণ ব্রাহ্মণীর সেই বাক্য শ্রবণানন্তর ভার্গব সন্তানকে স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিনয়ান্বিত হইয়া উরুজাত সেই মুনিসত্তমকে প্রণাম

* ক্রোধেদ্ধঃ ইতি বা পাঠঃ।

অবশ্যম্ভাবিভাবাস্তে ভবন্তি দেবনির্ম্মিতাঃ ।
নাত্র শোকস্তু কর্ত্তব্যঃ পুরুষেণ বিজানতা ॥ ৪০ ॥
পূর্ব্ববদৃষয়ঃ* সর্ব্বে প্রাপ্নুবন্তু যথাসুখম্ ।
ব্রজন্তু বিগতক্রোধা ভবনানি যথাসুখম্ ॥ ৪১ ॥
ইতি তেন সমাদিষ্টা হৈহয়াঃ প্রাপ্তলোচনাঃ ।
ঔর্ব্বমামন্ত্র্য জগ্মুস্তে সদনানি যথারুচি ॥ ৪২ ॥
ব্রাহ্মণী তং সুতং দিব্যং গৃহীত্বা স্বাশ্রমং গতা ।
পালয়ামাস ভূপাল ! তেজস্বিনমতন্দ্রিতা ॥ ৪৩ ॥
এবন্তে কথিতং রাজন্ ! ভৃগূণাস্তু বিনাশনম্ ।
লোভাবিষ্টৈঃ ক্ষত্রিয়ৈশ্চ যৎ কৃতং পাতকং কিল ॥ ৪৪ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

শ্রুতং ময়া মহৎ কর্ম্ম ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ দারুণম্ ।
কারণং লোভ এবাত্র দুঃখদশ্চোভয়োস্তু সঃ ॥ ৪৫ ॥

কিং তদ্বচনং তদাহ অবশ্যম্ভাবিভাবা ইতি ॥ ৪০—৪২
(হৈহয়গমনান্তরজাতবৃত্তমাহ ব্রাহ্মণীতি ॥ ৪৩-৪৪ ॥

করিলেন ॥ ৩৮ ॥ তখন ঔর্ব্ব ঋষি সন্তুষ্ট হইয়া সেই নেত্রবিহীন হৈহয়গণকে কহিলেন, তোমরা নিজ নিজ গৃহে গমন কর। ভূপালগণ ! তোমরা আমার এই উপাখ্যান-লক্ষ্য বক্ষ্যমাণ বচন পাঠ করিও ॥ ৩৯ ॥ যাহা দৈবনির্ম্মিত ও অবশ্যম্ভাবী তাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে, ইহা অবগত হইয়া কাহারও এই বিষয়ে শোক করা উচিত নয় ॥ ৪০ ॥ তোমরা পূর্ব্বের ন্যায় দৃষ্টিলাভ করিয়া ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাসুখে স্ব স্ব গৃহে গমন কর। অদ্যাবধি ঋষিগণও পূর্ব্বের ন্যায় সুখলাভ করুন ॥ ৪১ ॥ মহর্ষি ঔর্ব্ব এইরূপ আদেশ করিলে হৈহয়গণ লোচন লাভ করিয়া যথেচ্ছাক্রমে নিজ নিজ নিকেতনে গমন করিল ॥ ৪২ ॥ এদিকে ব্রাহ্মণীও সেই তেজস্বী দিব্য পুত্রকে গ্রহণ করিয়া স্বীয় আশ্রমে গমন করত সাবধানে তাহাকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥ রাজন্ ! এই আমি আপনার নিকট ভার্গবগণের বিনাশ বৃত্তান্ত এবং লোভাবিষ্ট ক্ষত্রিয়গণ যেরূপে পাপকর্ম্ম করিয়াছিল তৎসমুদয় বর্ণন করিলাম ॥ ৪৪ ॥

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন ! আমি ক্ষত্রিয়গণের অতিশয় নিদারুণ কর্ম্মের বিষয় শ্রবণ করিয়া জানিলাম যে, এ বিষয়ে লোভই একমাত্র কারণ এবং লোভ হইতেই উভয়

---

* পূর্ব্ববদ্দৃষ্টয়ঃ ইতি বা পাঠঃ ।

কিঞ্চিৎ প্রষ্টুমিহেচ্ছামি সংশয়ং বাসবীসুত ! ।
হৈহয়াস্তে কথং নাম্না খ্যাতা ভুবি নৃপাত্মজাঃ ॥ ৪৬ ॥
যদোস্তু যাদবাঃ কামং ভরতাদ্ভারতাস্তথা।
হৈহয়ঃ কোঽপি রাজাভূত্তেষাং বংশে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৪৭ ॥
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কারণং করুণানিধে ! ।
হৈহয়াস্তে কথং জাতাঃ ক্ষত্রিয়াঃ কেন কর্ম্মণা ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

হৈহয়ানাং সমুৎপত্তিং শৃণু ভূপ ! সবিস্তরাম্।
পুরাতনীং সুপুণ্যাঞ্চ কথাং পাপপ্রণাশিনীম্ ॥ ৪৯ ॥
কস্মিংশ্চিৎ সময়ে ভূপ ! সূর্য্যপুত্রঃ সুশোভনঃ।
রেবন্তেতি চ বিখ্যাতো রূপবানমিতপ্রভঃ ॥ ৫০ ॥
উচ্চৈঃশ্রবসমারুহ্য হয়রত্নং মনোহরম্।
জগাম বিষ্ণুসদনং বৈকুণ্ঠং ভাস্করাত্মজঃ ॥ ৫১ ॥
ভগবদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষী হয়ারূঢ়ো যদাগতঃ।
হয়স্থস্তু তদা দৃষ্টো লক্ষ্ম্যাসৌ রবিনন্দনঃ ॥ ৫২ ॥

ইদানীং জনমেজয়ঃ হৈহয়ানাং ভার্গবনাশনে কারণং নিশ্চিত্যাহ কারণমিত্যাদি ॥ ৪৫-৫১ ॥
বৈকুণ্ঠগমনে কারণমাহ। ভগবদ্দর্শনেতি ॥ ৫২-৫৪ ॥)

পক্ষের এরূপ দুঃখ ঘটিয়াছে ॥ ৪৫ ॥ মুনীন্দ্র ! আমি এই বিষয়ে আপনাকে কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিতেছি, সেই রাজপুত্রগণ পৃথিবীতলে হৈহয় নামে বিখ্যাত হইলেন কেন ? ॥ ৪৬ ॥ ক্ষত্রগণের মধ্যে কতকগুলি যদুবংশসমুদ্ভূত বলিয়া যাদব এবং কতকগুলি ভরত হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া ভারত এই নামে বিখ্যাত হইয়াছেন ; কিন্তু ইঁহাদের বংশে হৈহয় নামে কোন্ রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন অথবা এই ক্ষত্রিয়গণ অন্য কোন কর্ম্ম দ্বারা হৈহয় নামে বিখ্যাত হইলেন, আমি তাহার কারণ শ্রবণ করিতে একান্ত অভিলাষ করিতেছি আপনি কৃপা করিয়া তাহা বর্ণন করুন ॥ ৪৭—৪৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, ভূপতে ! আমি আপনার নিকট হৈহয়দিগের উৎপত্তির কথা সবিস্তার বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন, এই পুরাতনী কথা শ্রবণ করিলে পাপরাশি ধ্বংস হইয়া পুণ্যের উদয় হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥ রাজন্ ! কোনও সময়ে অপরিমিত-প্রভাসম্পন্ন রূপবান্ ও সুশোভন রেবন্ত নামক সূর্য্যপুত্র, মনোহর অশ্বরত্ন উচ্চৈঃশ্রবায় আরোহণ করিয়া বিষ্ণুনিকেতন বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৫০—৫১ ॥ তিনি যখন ভগবানের দর্শনা-

রমা বীক্ষ্য হয়ং দিব্যং ভ্রাতরং সাগরোদ্ভবম্।
রূপেণ বিস্মিতা তস্য তস্থৌ স্তম্ভিতলোচনা॥ ৫৩॥
ভগবানপি তং দৃষ্ট্বা হয়ারূঢ়ং মনোহরম্।
আগচ্ছন্তং রমাং বিষ্ণুঃ পপ্রচ্ছ প্রণয়াৎ প্রভুঃ॥ ৫৪॥
কোঽয়মায়াতি চার্ব্বঙ্গি! হয়ারূঢ় ইবাপরঃ।
স্মরতেজস্তনুঃ কান্তে! মোহয়ন্ ভুবনত্রয়ম্॥ ৫৫॥
প্রেক্ষমাণা তদা লক্ষ্মীস্তচ্চিত্তা দৈবযোগতঃ।
নোবাচ বচনং কিঞ্চিৎ পৃষ্টাপি চ পুনঃপুনঃ॥ ৫৬॥

ব্যাস উবাচ।

অশ্বাসক্তমতিং বীক্ষ্য কামিনীমতিমোহিতাম্।
পশ্যন্তীং পরমপ্রেম্ণা চঞ্চলাক্ষীঞ্চ চঞ্চলাম্॥ ৫৭॥
তামাহ ভগবান্ ক্রুদ্ধঃ কিং পশ্যসি সুলোচনে!।
মোহিতা চ হরিং দৃষ্ট্বা পৃষ্টা নৈবাভিভাষসে॥ ৫৮॥
সর্ব্বত্র রমসে যস্মাদ্রমা তস্মাদ্ভবিষ্যসি।
চঞ্চলত্বাচ্চলেত্যেবং সর্ব্বথৈব ন সংশয়ঃ॥ ৫৯॥

স্মরতেজস্তনুঃ স্মরবত্তেজো যস্যাঃ সা তনুর্যস্যেত্যর্থঃ। স্মরস্তে তনুজঃ কান্তে ইতি পাঠোঽন্যত্র পুস্তকে॥ ৫৫—৫৭॥
হরিমশ্বং দৃষ্ট্বা॥ ৫৮—৬০॥

কাঙ্ক্ষী হইয়া অশ্বারোহণে গমন করেন, তখন লক্ষ্মীদেবী ঐ রবিনন্দনকে দেখিতে পাইলেন॥ ৫২॥ ক্ষীরাব্ধিতনয়া রমাদেবী সাগরসমুদ্ভূত সহোদর অশ্ববরের মনোহর রূপ অবলোকন পূর্ব্বক বিস্মিত হইয়া স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিলেন॥ ৫৩॥ নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ ভগবান্ বিষ্ণু, মনোহর রূপসম্পন্ন রেবন্তকে অশ্বারোহণে আসিতে দেখিয়া প্রণয়বশে লক্ষ্মীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুন্দরি! দ্বিতীয় মনোভবের ন্যায় কোন্ পুরুষপ্রবর ত্রিভুবন মোহিত করিয়া অশ্বারোহণে আগমন করিতেছেন॥৫৪—৫৫॥ তখন লক্ষ্মীদেবী দৈবযোগবশতঃ একমনে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এজন্য ভগবান্ পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি কোনও উত্তর প্রদান করিলেন না॥ ৫৬॥

চঞ্চলাদেবী লক্ষ্মী অশ্বের প্রতি একান্ত আসক্তচিত্ত ও অত্যন্ত মোহিত হইয়া পরম প্রেমবশে স্থিরনেত্রে অবলোকন করিতেছেন ভগবান্ ইহা দর্শন করিয়া কুপিত হইলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন, সুলোচনে কি দেখিতেছ? তুমি অশ্ব দর্শনে এমনি মোহিত হইয়াছ যে, আমি জিজ্ঞাসা করিলেও কথা কহিতেছ না॥ ৫৭—৫৮॥ তুমি সর্ব্বত্র রমণ

প্রাকৃতা চ যথা নারী নূনং ভবতি চঞ্চলা।
যথা ত্বমপি কল্যাণি! স্থিরা নৈব কদাচন ॥ ৬০ ॥
ত্বং হয়ং মৎসমীপস্থা সমীক্ষ্য যদি মোহিতা।
বড়বা ভব বামোরু! মর্ত্ত্যলোকেঽতিদারুণে ॥ ৬১ ॥
ইতিশপ্তা রমা দেবী হরিণা দৈবযোগতঃ।
রুরোদ বেপমানা সা ভয়ভীতাতিদুঃখিতা ॥ ৬২ ॥
তমুবাচ রমানাথং শঙ্কিতা চারুহাসিনী।
প্রণম্য শিরসা দেবং স্বপতিং বিনয়ান্বিতা ॥ ৬৩ ॥
দেবদেব! জগন্নাথ! করুণাকর! কেশব!।
স্বল্পেঽপরাধে গোবিন্দ! কস্মাচ্ছাপং দদাসি মে ॥ ৬৪ ॥
ন কদাচিন্ময়া দৃষ্টঃ ক্রোধস্তে হীদৃশঃ প্রভো!।
ক্ব গতস্তে ময়ি স্নেহঃ সহজো ন তু নশ্বরঃ ॥ ৬৫ ॥
বজ্রপাতস্তু শত্রৌ বৈ কর্ত্তব্যো ন সুহৃজ্জনে।
সদাহং বরযোগ্যা তে শাপযোগ্যা কথং কৃতা ॥ ৬৬ ॥

(অতিদারুণে অতিশয়দুঃখসঙ্কুলে ইত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥
বেপমানা কম্পিতেত্যর্থঃ ॥ ৬২-৬৩ ॥
স্বল্পে নিজসোদরহয়দর্শনরূপে সামান্যে ইত্যর্থঃ ॥ ৬৪-৬৬ ॥

করিয়া থাক এজন্য রমা নামে এবং তোমার মন অত্যন্ত চঞ্চল বলিয়া চঞ্চলা নামে বিখ্যাত হইবে ॥ ৫৯ ॥ কল্যাণি! প্রাকৃত নারীগণ যেমন চঞ্চলা তুমিও সেইরূপ চঞ্চলা হইবে কোথাও কদাচিৎ স্থির হইয়া থাকিতে পারিবে না ॥ ৬০ ॥ তুমি আমার সমীপে অবস্থিত হইয়াও যখন অশ্বদর্শনে বিমোহিত হইয়াছ তখন তুমি নিদারুণ ক্লেশসংকুল মর্ত্ত্যলোকে ঘোটকী হইয়া জন্মগ্রহণ কর ॥ ৬১ ॥ রমাদেবী দৈবযোগে হরিকর্ত্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া ভয়ে ও দুঃখে কম্পমানা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥ তখন চারুহাসিনী রমাদেবী শঙ্কিত ও বিনয়ান্বিত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক নিজ কান্ত নারায়ণকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥ দেবদেব! গোবিন্দ! আপনি জগতের নাথ ও দয়ার সাগর, হে কেশব! স্বল্প অপরাধেই কিহেতু আমাকে এরূপ শাপ প্রদান করিলেন? ॥৬৪॥ প্রভো! আমি আপনার এরূপ ক্রোধ পূর্ব্বে কখনও দর্শন করি নাই; হায়! আমার প্রতি আপনার যে অবিনশ্বর সহজ স্নেহ ছিল তাহা এক্ষণে কোথায় গেল? ॥ ৬৫ ॥ নাথ! বজ্রপাত স্বজনের প্রতি না করিয়া শত্রুর প্রতি করাই উচিত। আমি সর্ব্বদাই আপনার বর দানের যোগ্য-

প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামি গোবিন্দ ! পশ্যতোঽদ্য তবাগ্রতঃ।
কথং জীবে ত্বয়া হীনা বিরহানলতাপিতা ॥ ৬৭ ॥
প্রসাদং কুরু দেবেশ ! শাপাদস্মাৎ সুদারুণাৎ।
কদা মুক্তা সমীপং তে প্রাপ্নোমি সুখদং বিভো ! ॥ ৬৮ ॥

হরিরুবাচ।

যদা তে ভবিতা পুত্রঃ পৃথিব্যাং মৎসমঃ প্রিয়ে !।
তদা মাং প্রাপ্য তন্বঙ্গি ! সুখিতা ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে ভৃগুবংশস্থিতিবর্ণনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

স্বল্পাপরাধেন কঠোরতরশাপদানাৎ নির্ব্বিণ্ণচিত্তা সুদুঃখিতা চ প্রাহ প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যামীতি ॥ ৬৭-৬৯ ॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

পাত্র, এক্ষণে আপনি আমাকে শাপের যোগ্য করিলেন কেন ? ॥ ৬৬ ॥ গোবিন্দ ! আমি আপনার সমক্ষেই প্রাণ পরিত্যাগ করিব ; আমি আপনার বিরহানলে সন্তাপিত হইয়া কখনই জীবন ধারণ করিতে পারিব না ॥ ৬৭ ॥ বিভো ! প্রসন্ন হইয়া বলুন, আমি এই সুদারুণ শাপ হইতে মুক্ত হইয়া কবে আবার অতিশয় সুখকর আপনার সম্মিলন প্রাপ্ত হইব ? ॥ ৬৮ ॥

ভগবান্ কহিলেন, প্রিয়ে ! যখন মর্ত্ত্যলোকে আমার সদৃশ তোমার পুত্র হইবে, তখন তুমি পুনর্ব্বার আমাকে প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৬৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে ভৃগুবংশস্থিতিবর্ণন নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

ইতি শপ্তা ভগবতা সিন্ধুজা কোপযোগতঃ।
কথং সা বড়বা জাতা রেবন্তেন চ কিং কৃতম্ ॥ ১ ॥
কস্মিন্ দেশেঽব্ধিজা দেবী বড়বা রূপধারিণী।
সংস্থিতৈকাকিনী বালা পরোষিৎপতিকা যথা ॥ ২ ॥
কালং কিয়ন্তমায়ুষ্মন্! বিযুক্তা পতিনা রমা।
সংস্থিতা বিজনেঽরণ্যে কিং কৃতঞ্চ তয়া পুনঃ ॥ ৩ ॥
সমাগমং কদা প্রাপ্তা বাসুদেবস্য সিন্ধুজা।
পুত্রঃ কথং তয়া প্রাপ্তো নারায়ণবিযুক্তয়া ॥ ৪ ॥
এতদ্বৃত্তান্তমার্য্যেশ! কথয়স্ব সবিস্তরম্।
শ্রোতুকামোঽস্মি বিপ্রেন্দ্র! কথাখ্যানমনুত্তমম্ ॥ ৫ ॥

সূত উবাচ।

ইতি পৃষ্টস্তদা ব্যাসঃ পরীক্ষিত্তনয়েন বৈ।
কথয়ামাস ভো বিপ্রাঃ! কথামেতাং সুবিস্তরাম্ ॥ ৬ ॥

দ্বিষষ্টিশ্লোকবর্য্যৈস্তু হৈহয়স্য কথোচ্যতে।
ভগবত্যাঃ প্রসাদেন বংশোঽয়মিতি কীর্ত্যতে ॥
ভগবতা লক্ষ্ম্যাং শপ্তায়ামনন্তরং কিং বৃত্তং জাতমিতি পৃচ্ছতি ইতি শপ্তেতি ॥১—৬ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর! ভগবান্ বিষ্ণু কোপবশত সিন্ধুতনয়াকে এইরূপ অভি-শাপ প্রদান করিলে পর, তিনি কিরূপে বড়বা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং রেবন্তই বা তৎকালে কি করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥ ক্ষীরোদনন্দিনী লক্ষ্মীদেবী কোন্ দেশে বড়বারূপ ধারণ করিয়া প্রোষিতপতিকা বালার ন্যায় একাকিনী কিরূপে অবস্থিতি করিয়া-ছিলেন? ॥ ২ ॥ মুনিবর! সেই কমলাদেবী পতিবিরহিতা হইয়া কতকাল কোন্ বিজনবনে অবস্থিতি করিলেন এবং তৎকালে তিনি কি করিয়াছিলেন ॥ ৩ ॥ আর কোন সময়ে পুনর্ব্বার বাসুদেবের সহিত তাঁহার সংমিলন হইয়াছিল; তিনি নারায়ণের সহিত বিযুক্ত হইয়া বাস করিয়াছিলেন, তবে কিরূপে পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ॥ ৪ ॥ হে আর্য্যপ্রবর! আপনি এই বৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণন করুন, এই অত্যুত্তম উপাখ্যান শ্রবণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ জন্মিয়াছে ॥ ৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি কথাং পৌরাণিকীং শুভাম্।
পাবনীং সুখদাং কর্ণে বিশদাক্ষরসংযুতাম্ ॥ ৭ ॥
রেবন্তস্তু রমাং দৃষ্ট্বা শপ্তাং দেবেন কামিনীম্।
ভয়ার্ত্তঃ প্রযযৌ দূরাৎ প্রণম্য জগতাং পতিম্ ॥ ৮ ॥
পিতুঃ সকাশং ত্বরিতো বীক্ষ্য কোপং জগৎপতেঃ।
নিবেদয়ামাস কথাং ভাস্করায় স শাপজাম্ ॥ ৯ ॥
দুঃখিতা সা রমা দেবী প্রণম্য জগদীশ্বরম্।
আজ্ঞপ্তা মানুষং লোকং প্রাপ্তা কমললোচনা ॥ ১০ ॥
সূর্য্যপত্ন্যা তপস্তপ্তং যত্র পূর্ব্বং সুদারুণম্।
তত্রৈব সা যযাবাশু বড়বারূপধারিণী ॥ ১১ ॥
কালিন্দীতমসাসঙ্গে সুপর্ণাক্ষস্য চোত্তরে।
সর্ব্বকামপ্রদে স্থানে সুরম্যবনমণ্ডিতে ॥ ১২ ॥

কর্ণে কর্ণয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৭—৯ ॥
রেবন্তকথাং সমাপ্য রমায়াঃ কথামাহ দুঃখিতেতি ॥ ১০ ॥
সূর্য্যপত্ন্যা ছায়য়া ॥ ১১ ॥
তদেব স্থলমাহ কালিন্দীতমসেতি। তমসানাম্নী নদী ॥ ১২—১৬ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! জনমেজয় বেদব্যাসকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে পর দ্বৈপায়ন মুনি এই উপাখ্যান সবিস্তার বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৬ ॥ ব্যাস বলিলেন, রাজন্! যাহা দ্বারা জনগণ পবিত্র হইয়া কল্যাণ লাভ করে, আমি আপনার নিকট সেই বিশদাক্ষর-সমন্বিত শ্রুতি-মধুর পৌরাণিক পুরাতন কথা বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন ॥৭॥ ভাস্করতনয় রেবন্ত, দেবদেব বাসুদেব কমলাদেবীকে অভিশাপ প্রদান করিলেন দেখিয়া ভয়ার্ত্ত হইলেন এবং জগৎপতি জনার্দ্দনকে প্রণাম করিয়া দূরে প্রস্থান করিলেন ॥ ৮ ॥ তিনি জগৎপতি বিষ্ণুর কোপ দর্শন করিয়া সত্বর পিতার নিকটে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কমলার প্রতি নারায়ণের শাপপ্রদান বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন ॥ ৯ ॥ এদিকে কমললোচনা কমলাদেবী অভিশাপানন্তর নারায়ণের নিকট হইতে আজ্ঞা লইয়া দুঃখিত-চিত্তে তাঁহার চরণে প্রণিপাতপূর্ব্বক মনুষ্যলোকে গমন করিলেন ॥ ১০ ॥ পূর্ব্বে সূর্য্যপত্নী যে স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন, কমলাদেবী বড়বারূপ ধারণপূর্ব্বক সেই স্থানেই গমন করিলেন ॥ ১১ ॥ এই স্থান মনোহর বনসমূহে বিভূষিত এবং সর্ব্বকামপ্রদ সুপর্ণাক্ষ পর্ব্বতের উত্তরদেশে কালিন্দী ও তমসার সঙ্গম স্থলে অবস্থিত হইয়া শোভা পাইতে-

তত্র স্থিতা মহাদেবং শঙ্করং বাঞ্ছিতপ্রদম্।
দধ্যৌ চৈকেন মনসা শূলিনং চন্দ্রশেখরম্॥ ১৩॥
পঞ্চাননং দশভুজং গৌরীদেহার্দ্ধধারিণম্।
কর্পূরগৌরদেহাভং নীলকণ্ঠং ত্রিলোচনম্॥ ১৪॥
ব্যাঘ্রাজিনধরং দেবং গজচর্ম্মোত্তরীয়কম্।
কপালমালাকলিতং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্॥ ১৫॥
সাগরস্য সুতা কৃত্বা হয়ীরূপং মনোহরম্।
তস্মিংস্তীর্থে রমা দেবী চকার দুশ্চরং তপঃ॥ ১৬॥
ধ্যায়মানা পরং দেবং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতা।
দিব্যং বর্ষসহস্রন্তু গতং তত্র মহীপতে!॥ ১৭॥
ততস্তুষ্টো মহাদেবো বৃষারূঢ়স্ত্রিলোচনঃ।
প্রত্যক্ষোঽভূন্ মহেশানঃ পার্ব্বতীসহিতঃ প্রভুঃ॥ ১৮॥
তত্রেত্য সগণঃ শম্ভুস্তামাহ হরিবল্লভাম্।
তপস্যন্তীং মহাভাগামশ্বিনীরূপধারিণীম্॥ ১৯॥

পরং দেবং মহাদেবম্॥ ১৭—১৮॥
অশ্বিনী বড়বা॥ ১৯—২২॥

ছিল॥ ১২॥ রমাদেবী সেই স্থানে অবস্থান করিয়া একান্ত মানসে বাঞ্ছিতপ্রদ কল্যাণদায়ক মহাদেবকে এইরূপে ধ্যান করিতে লাগিলেন যে, মহাদেব করতলে ত্রিশূল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তাঁহার ললাটতটে মনোরম সুশীতল সোমকলা সুশোভিত হইতেছে, তাঁহার পাঁচটী বদনে তিন তিনটী করিয়া লোচন বিদ্যমান রহিয়াছে কণ্ঠদেশ নীলবর্ণে রঞ্জিত তাঁহার দশটী বাহু, কলেবর কর্পূর তুল্য গৌর, পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম, গজচর্ম্ম উত্তরীয় ও নাগগণ তাঁহার উপবীত, তিনি গৌরীদেহের অর্দ্ধভাগ ধারণ করিয়াছেন, তাঁহার গলদেশে কপালমালা শোভা বিস্তার করিতেছে॥১৩—১৫॥ সিন্ধুসুতা লক্ষ্মী মনোহর বড়বার রূপ ধারণপূর্ব্বক সেই তীর্থে কঠোরতর তপস্যা করিতে লাগিলেন॥ ১৬॥ রাজন্! তিনি বৈরাগ্য আশ্রয়পূর্ব্বক পরমদেব মহাদেবের ধ্যান করিতে করিতে সেই স্থানে দিব্য সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিলেন॥ ১৭॥ তদনন্তর পরম প্রভু দেবদেব ত্রিলোচন মহেশ্বর বৃষভবাহনে আরোহণ করিয়া পার্ব্বতীর সহিত সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কমলাদেবীকে প্রত্যক্ষরূপে দর্শন প্রদান করিলেন॥ ১৮॥ মহাদেব সগণের সহিত সেই স্থানে আগমন করিয়া অশ্বরূপধারিণী তপস্বিনী সেই হরিবল্লভা কমলাকে কহিলেন, কল্যাণি! আপনি সমস্ত জগতের জননী এবং আপনার পতি সমস্তলোকের বিধাতা ও সর্ব্বার্থ

কিং তপস্যসি কল্যাণি! জগন্মাতর্বদস্ব মে।
সর্ব্বার্থদঃ পতিস্তেঽস্তি সর্ব্বলোকবিধায়কঃ ॥ ২০ ॥
হরিং ত্যক্ত্বাদ্য মাং কস্মাৎ স্তৌষি দেবি! জগৎপতিম্।
বাসুদেবং জগন্নাথং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥ ২১ ॥
বেদোক্তং বচনং কার্য্যং নারীণাং দেবতা পতিঃ।
নান্যস্মিন্ সর্ব্বথা ভাবঃ কর্ত্তব্যঃ কর্হিচিৎ ক্বচিৎ ॥ ২২ ॥
পতিশুশ্রূষণং স্ত্রীণাং ধর্ম্ম এব সনাতনঃ।
যাদৃশস্তাদৃশঃ সেব্যঃ সর্ব্বথা শুভকাম্যয়া ॥ ২৩ ॥
নারায়ণস্তু সর্ব্বেষাং সেব্যো যোগ্যঃ সদৈব হি।
তন্ত্যক্ত্বা দেবদেবেশং কিং মাং ধ্যায়সি সিন্ধুজে! ॥ ২৪ ॥

লক্ষ্মীরুবাচ।

আশুতোষ! মহেশান! শপ্তাহং পতিনা শিব!।
মাং সমুদ্ধর দেবেশ! শাপাদস্মাদ্দয়ানিধে! ॥ ২৫ ॥
তদোক্তং হরিণা শম্ভো! শাপানুগ্রহকারণম্।
বিজ্ঞপ্তেন ময়া কামং দয়াযুক্তেন বিষ্ণুনা ॥ ২৬ ॥

যাদৃশস্তাদৃশ ইতি। যাদৃশোঽস্তি সাধুর্বাসাধুর্বা তাদৃশঃ সেব্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥
আশুতোষ! শীঘ্রং প্রসাদকর! ॥ ২৫ ॥
তদোক্তমিতি। যদা শাপো দত্তস্তদা ময়া প্রার্থিতেন বিষ্ণুনোক্তমিত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৮ ॥

প্রদান করিতে সমর্থ, তিনি বিদ্যমান থাকিতে আপনি তপস্যা করিতেছেন ইহার কারণ কি? ॥ ১৯—২০ ॥ দেবি! আপনি জগৎপালক জগন্নাথ ভোগমোক্ষপ্রদ বাসুদেব শ্রীহরিকে পরিত্যাগ করিয়া কি নিমিত্ত আমার স্তব করিতেছেন? ॥ ২১ ॥ দেবি! বেদোক্ত বচন অনুসারেই কার্য্য করা কর্ত্তব্য, বেদে উক্ত হইয়াছে যে, পতিই নারীগণের দেবতা, অতএব কখন কোনও মতে অন্যের প্রতি সর্ব্বতোভাবে মনের ভাববন্ধন করা কর্ত্তব্য নয় ॥২২॥ পতি শুশ্রূষাই নারীদিগের সনাতন ধর্ম্ম, পতি সাধুই হউন আর অসাধুই হউন, মঙ্গলেচ্ছুক রমণীগণ সর্ব্বতোভাবে তাহারই সেবা করিবে ॥২৩॥ সিন্ধুতনয়ে! আপনার পতি নারায়ণ সকলেরই সেবনীয়, সকল অর্থ প্রদানেই সমর্থ। আপনি সেই দেবদেব গোলোক-পতিকে পরিত্যাগ করিয়া কি জন্য আমার আরাধনা করিতেছেন? ॥ ২৪ ॥

লক্ষ্মী কহিলেন, হে দেবদেব! হে কল্যাণালয়! আপনি সেবকের প্রতি শীঘ্রই সন্তুষ্ট হন, ইহা আমি জানি। আমার পতি আমাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন, দয়ানিধে! আপনি

যদা তে ভবিতা পুত্রস্তদা শাপস্য মোক্ষণম্।
ভবিষ্যতি চ বৈকুণ্ঠবাসস্তে কমলালয়ে! ॥ ২৭ ॥
ইত্যুক্তাহং তপস্তপ্তু মাগতাস্মি তপোবনে।
আরাধিতো ময়া দেব! ত্বং সর্ব্বার্থপ্রদায়কঃ ॥ ২৮ ॥
পতিসঙ্গং বিনা পুত্রং দেবদেব! লভে কথম্।
স তু তিষ্ঠতি বৈকুণ্ঠে ত্যক্ত্বা বামামনাগসম্ ॥ ২৯॥
বরং মে দেহি দেবেশ! যদি তুষ্টোঽসি শঙ্কর!।
তব তস্য দ্বিধা ভাবো নাস্তি নূনং কদাচন ॥ ৩০ ॥
ময়ৈতদ্গিরিজাকান্ত! জ্ঞাতং পত্যুঃ পুরো হর!।
যস্ত্বং সোঽসৌ পুনর্যোঽসৌ স ত্বং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৩১ ॥
একত্বঞ্চ ময়া জ্ঞাত্বা ময়া তে স্মরণং কৃতম্।
অন্যথা মম দোষস্ত্বামাশ্রয়ন্ত্যা ভবেচ্ছিব! ॥ ৩২ ॥

বামাং স্ত্রিয়মনাগসমনপরাধিনীম্ ॥ ২৯—৩০ ॥
যস্ত্বং সোঽসৌ বিষ্ণুঃ যোঽসৌ বিষ্ণুঃ স ত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥
অন্যথা যুবয়োঃ শিববিষ্ণ্বোর্ভেদসত্ত্বে ॥ ৩২ ॥

আমাকে দয়া করিয়া এই অভিশাপ হইতে উদ্ধার করুন ॥ ২৫ ॥ শম্ভো! আমি যখন তাঁহাকে বিনয় বচনে মনোদুঃখ জানাইলাম, তখন তিনি অনুগ্রহ করিয়া করুণান্বিতচিত্তে শাপ মোচনের কারণ কহিয়া দিলেন যে, কমলে! যখন তোমার পুত্র জন্মিবে তখনই শাপ মোচন হইয়া পুনর্ব্বার তোমার বৈকুণ্ঠবাস হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২৬—২৭ ॥ তিনি আমাকে এইরূপ বলিলে পর আমি তপশ্চরণের নিমিত্ত এই তপোবনে আগমন পূর্ব্বক ভগবান্ ভবানীপতি আপনাকে সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বার্থপ্রদ জানিয়া আপনার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি ॥ ২৮ ॥ দেবেন্দ্র! পতিসঙ্গ ব্যতিরেকে কিরূপে পুত্র লাভ করিব; আমি নিরপরাধিনী হইলেও তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে বাস করিতেছেন। হে মহেশ্বর! আপনি সকল লোকের মঙ্গল বিধান করেন, যদি আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আমাকে বরপ্রদান করুন। প্রভো! আমি নিশ্চয় জানি যে, আপনাতে ও তাঁহাতে কিছুমাত্র বিভিন্ন ভাব নাই ॥ ৩০ ॥ গিরিজাকান্ত! আমি ইহা স্বীয় পতির নিকট হইতেই অবগত হইয়াছি। হে হর! আপনি যে, তিনিও সে; আবার তিনি যে, আপনিও সে; ইহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই ॥ ৩১ ॥ মঙ্গলময়! আমি আপনাদিগের উভয়ের অভেদ ভাব অবগত হইয়াই আপনার ধ্যান করিয়াছি; তাহা না হইলে আপনার আশ্রয় করিয়া আমার দোষ হইতে পারিত সন্দেহ নাই ॥ ৩২ ॥

শিব উবাচ ।

কথং জ্ঞাতস্ত্বয়া দেবি ! মম তস্য চ সুন্দরি ! ।
ঐক্যভাবো হরেনূর্নং সত্যং মে বদ সিন্ধুজে ! ॥ ৩৩ ॥
একত্বঞ্চ ন জানন্তি দেবাশ্চ মুনয়স্তথা ।
জ্ঞানিনো বেদতত্ত্বজ্ঞাঃ কুতর্কোপহতাঃ কিল ॥ ৩৪ ॥
মদ্ভক্তা বাসুদেবস্য নিন্দকা বহবস্তথা ।
বিষ্ণুভক্তাস্তু বহবো মম নিন্দাপরায়ণাঃ ॥ ৩৫ ॥
ভবন্তি কালভেদেন কলৌ দেবি ! বিশেষতঃ ।
কথং জ্ঞাতস্ত্বয়া ভদ্রে ! দুর্জ্ঞেয়োঽদ্য কৃতাত্মভিঃ ।
সর্ব্বথা ত্বৈক্যভাবস্তু হরের্মম চ দুর্লভঃ ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি সা শম্ভুনা পৃষ্টা তুষ্টেন হরিবল্লভা ।
বৃত্তান্তং তস্য বিজ্ঞাতং প্রবক্তুমুপচক্রমে ॥ ৩৭ ॥
শিবং প্রতি রমা তত্র প্রসন্নবদনা ভৃশম্ ॥ ৩৮ ॥

(মম মধুসূদনস্য চৈক্যভাবো দেবাদিভির্ন জ্ঞায়তে স্বল্পবুদ্ধির্নারী ত্বং কেন রূপেণ জানাসীত্যত আহ কথমিত্যাদি ॥ ৩৩—৩৪ ॥

ভেদজ্ঞৌ কিং কুরুত ইত্যাহ মদ্ভক্তা ইতি। বাসুদেবস্য মযাপি ব্যাপনশীলস্য। মম মহেশস্য সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্নস্যেতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

বিশেষেণ ভেদজ্ঞানস্য কালমাহ কলাবিতি ॥ ৩৬—৩৮ ॥

শঙ্কর বলিলেন, দেবি সিন্ধুতনয়ে ! আমার এবং সেই হরির ঐক্যভাব তুমি কি প্রকারে জানিতে পারিলে, তাহা আমার নিকট সত্য করিয়া বল ॥ ৩৩ ॥ দেবগণ, মুনিগণ এবং বেদতত্ত্বজ্ঞ মহর্ষিগণ কুতর্ক দ্বারা হতবুদ্ধি হইয়াই আমাদের উভয়ের অভেদ ভাব অবগত হইতে পারেন না ॥ ৩৪ ॥ তুমি প্রায়ই দেখিতে পাইবে যে, আমার ভক্তবৃন্দের মধ্যে বহুতর ব্যক্তিই বাসুদেবের এবং বিষ্ণুভক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকেই আমার নিন্দা করিয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ বিশেষত কলিকালে কালমাহাত্ম্য বশে ইহা অতি বাহুল্য-রূপেই ঘটিয়া থাকে। সে যাহা হউক, কল্যাণি ! উদারাত্মা ব্যক্তিগণেরও দুর্জ্ঞেয় সেই বিষয় তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে, ফলতঃ হরির ও আমার একতা অবগত হওয়া একান্তই দুর্লভ জানিবে ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! আশুতোষ সন্তুষ্ট হইয়া এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে পর হরি-বল্লভা কমলা প্রসন্নবদনে জিজ্ঞাসিত বিষয়ের সার বৃত্তান্ত মহাদেব সন্নিধানে বলিতে আরম্ভ

লক্ষ্মীরুবাচ।

একদা দেবদেবেশ! বিষ্ণুর্ধ্যানপরো রহঃ।
দৃষ্টো ময়া তপঃ কুর্ব্বন্ পদ্মাসনগতো যদা ॥ ৩৯ ॥
তদাহং বিস্মিতা দেবং তমপৃচ্ছং পতিং কিল।
প্রবুদ্ধং সুপ্রসন্নঞ্চ জ্ঞাত্বা বিনয়পূর্ব্বকম্ ॥ ৪০ ॥
দেবদেব জগন্নাথ! যদাহং নির্গতার্ণবাৎ।
মথ্যমানাৎ সুরৈর্দৈত্যৈঃ সর্ব্বৈর্ব্রহ্মাদিভিঃ প্রভো! ॥ ৪১ ॥
বীক্ষিতাশ্চ ময়া সর্ব্বে পতিকামনয়া তদা।
বৃতস্ত্বং সর্ব্বদেবেভ্যঃ শ্রেষ্ঠোঽসীতিবিনিশ্চয়াৎ ॥ ৪২ ॥
ত্বং কং ধ্যায়সি সর্ব্বেশ! সংশয়োঽয়ং মহান্মম।
প্রিয়োঽসি কৈটভারে! মে কথয়স্ব মনোগতম্ ॥ ৪৩ ॥

বিষ্ণুরুবাচ।

শৃণু কান্তে! প্রবক্ষ্যামি যং ধ্যায়ামি সুরোত্তমম্।
আশুতোষং মহেশানং গিরিজাবল্লভং হৃদি ॥ ৪৪ ॥

একদেতি। পদ্মাসনগতঃ যোগসাধনানামাসানাং মধ্যে বদ্ধপদ্মাসনস্য কায়সংস্থান-বিশেষস্যোৎকর্ষাৎ তদাসনমবলম্ব্য স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥
তদাহমিতি। সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্নস্যাপ্যন্যদেবারাধনাৎ বিস্মিতত্বম্ ॥ ৪০—৪৫ ॥

করিলেন ॥ ৩৭—৩৮ ॥ লক্ষ্মী বলিলেন, দেবদেব! একদিন ভগবান্ বিষ্ণু, নির্জ্জনে পদ্মাসন গ্রহণ করিয়া তপস্যা করিতে করিতে ধ্যানপরায়ণ রহিয়াছেন দেখিতে পাইয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। অনন্তর যখন ধ্যান পরিত্যাগ করিয়া সুপ্রসন্ন চিত্তে অবস্থিত রহিয়াছেন জানিতে পারিলাম তখন আমি তাঁহাকে বিনয়পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম ॥ ৩৯—৪০ ॥ হে দেবদেব! আপনিই ত জগতের অধিনাথ এবং অখিলব্রহ্মাণ্ডের প্রভু, এক্ষণে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি যে, ব্রহ্মাদি দেবগণ ও অসুরগণ মিলিত হইয়া মহার্ণব মন্থন করিলে যখন আমি তাহা হইতে নির্গত হইলাম, তখন আমি পতি কামনায় সকলকেই নিরীক্ষণ করিয়াছিলাম, কিন্তু নাথ! আপনি সমস্ত দেবতা হইতেই শ্রেষ্ঠতম ইহা স্থিরনিশ্চয় করিয়াই আপনাকে বরণ করিয়াছিলাম; হে সর্ব্বেশ! এক্ষণে আপনি আবার কাহার ধ্যান করিতেছেন? ইহাতে আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত হইল; ভগবন্! আপনি আমার একান্ত প্রিয়, এক্ষণে আমার নিকট আপনার মনোগত ভাব প্রকাশ করিয়া বলুন ॥ ৪১—৪৩ ॥

বিষ্ণু বলিলেন, কান্তে! আমি যাহাকে ধ্যান করিতেছি তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর। আমি সেই আশুতোষ মহেশ্বর সুরসত্তম গিরিজাবল্লভকে হৃদয়াম্বুজে ধ্যান

কদাচিদ্দেবদেবো মাং ধ্যায়ত্যমিতবিক্রমঃ।
ধ্যায়াম্যহঞ্চ দেবেশং শঙ্করং ত্রিপুরান্তকম্ ॥ ৪৫ ॥
শিবস্যাহং প্রিয়ঃ প্রাণঃ শঙ্করস্তু তথা মম।
উভয়োরন্তরং নাস্তি মিথঃ সংসক্তচেতসোঃ ॥ ৪৬ ॥
নরকং যান্তি তে নূনং যে দ্বিষন্তি মহেশ্বরম্।
ভক্তা মম বিশালাক্ষি ! সত্যমেতদ্ব্রবীম্যহম্ ॥ ৪৭ ॥
ইত্যুক্তং দেবদেবেন বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
একান্তে কিল পৃষ্টেন ময়া শৈলসুতাপ্রিয় ! ॥ ৪৮ ॥
তস্মাত্ত্বাং বল্লভং বিষ্ণোর্জ্জ্ঞাত্বা ধ্যাতবতী হ্যহম্।
তথা কুরু মহেশান ! যথা মে প্রিয়সঙ্গমঃ ॥ ৪৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি শ্রিয়ো বচঃ শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ মহেশ্বরঃ।
তামাশ্বাস্য প্রিয়ৈর্বাক্যৈর্যথার্থং বাক্যকোবিদঃ ॥ ৫০ ॥
স্বস্থা ভব পৃথুশ্রোণি ! তুষ্টোঽহং তপসা তব।
সমাগমস্তে পতিনা ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥

শিবস্যেতি। মিথঃ পরস্পরং গূঢ়ভাবেন বা সংসক্তং চেত আত্মা যয়োঃ ॥ ৪৬—৫০ ॥
আশ্বাসবচনমাহ। স্বস্থা ভবেতি ॥ ৫১—৫৬ ॥)

করিতেছি ॥ ৪৪ ॥ সেই অমিতপ্রভাব দেবদেব মহাদেব কখনও আমাকে ধ্যান করেন এবং কখন বা আমিও সেই সুরেশ্বর ত্রিপুরান্তক শঙ্করের ধ্যান করিয়া থাকি ॥ ৪৫ ॥ আমি শিবের প্রাণতুল্য প্রিয় এবং শঙ্কর আমারও সেইরূপ প্রিয়, আমাদের উভয়ের চিত্ত গূঢ়-ভাবে পরস্পর সংসক্ত, অতএব আমাদের কিছুমাত্রই প্রভেদ নাই॥ ৪৬ ॥ হে বিশালাক্ষি ! যে সকল ব্যক্তি আমার ভক্ত হইয়া শিবের প্রতি বিদ্বেষ করে, তাহারা নিশ্চয়ই নরকগামী হয়, ইহা আমি তোমাকে সত্য করিয়া কহিলাম ॥ ৪৭ ॥ মহেশ্বর ! আমি একান্তে জিজ্ঞাসা করিলে সেই দেবদেব পরম প্রভু বিষ্ণু আমাকে এইরূপ বলিয়াছিলেন এই জন্যই আপ-নাকে তাঁহার বল্লভ জানিয়া আমি আপনার ধ্যান করিয়াছি। হে মহেশ ! যাহাতে আমার প্রিয়সমাগম হয় আপনি তাহার উপায় বিধান করুন ॥ ৪৮—৪৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! বাক্যবিশারদ মহাদেব লক্ষ্মীর সেই বচন শ্রবণ করিয়া প্রিয়বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, নিতম্বিনি ! তুমি সুস্থ হও, আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি, পতির সহিত তোমার শীঘ্রই সম্মিলন হইবে ইহাতে সংশয়

অত্রৈব হয়রূপেণ ভগবান্ জগদীশ্বরঃ।
আগমিষ্যতি তে কামং পূর্ণং কর্ত্তুং ময়েরিতঃ ॥ ৫২ ॥
তথাহং প্রেরয়িষ্যামি তং দেবং মধুসূদনম্।
যথাসৌ হয়রূপেণ ত্বামেষ্যতি মদাতুরঃ ॥ ৫৩ ॥
পুত্ত্রস্তে ভবিতা সুভ্রু ! নারায়ণসমঃ ক্ষিতৌ।
ভবিষ্যতি স ভূপালঃ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ ॥ ৫৪ ॥
সুতং প্রাপ্য মহাভাগে ! ত্বং তেন পতিনা সহ।
গন্তাসি দিবি বৈকুণ্ঠং প্রিয়া তস্য ভবিষ্যসি ॥ ৫৫ ॥
একবীরেতি নাম্নাসৌ খ্যাতিং যাস্যতি তে সুতঃ।
তস্মাত্তু হৈহয়ো বংশো ভুবি বিস্তারমেষ্যতি ॥ ৫৬ ॥
পরন্তু বিস্মৃতাসি ত্বং হৃদিস্থাং পরমেশ্বরীম্।
মদান্ধা মত্তচিত্তা চ তেন তে ফলমীদৃশম্ ॥ ৫৭ ॥
অতস্তদ্দোষশান্ত্যর্থং হৃদিস্থাং পরদেবতাম্।
শরণং যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন জলধেঃ সুতে ! ।
অন্যথা তব চিত্তস্তু কথং গচ্ছেদ্ধয়োত্তমে ॥ ৫৮ ॥

পরন্ত্বেতৎকার্য্যসিদ্ধ্যর্থমহমেকং রহস্যং বদামি তচ্ছৃণ্বিত্যাহ পরন্তু বিস্মৃতাসি ত্বমিতি ॥ ৫৭ ॥
অন্যথেতি। যদি সচ্চিদানন্দরূপিণ্যাং ভগবত্যাং তব চিত্তমাসক্তং স্যাত্তর্হি হয়োত্তমে সূর্য্যাস্যাশ্বে কথং চিত্তং গতং স্যাত্তস্মাদ্ভগবত্যাং তব চিত্তস্যাসক্তির্নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৮—৬০ ॥

নাই ॥ ৫০—৫১ ॥ আমি ভগবান্ জগৎপতিকে প্রেরণ করিলে পর তিনি তোমার কামনা পূরণ করিবার নিমিত্ত অশ্বরূপ ধারণপূর্ব্বক এই স্থানে আগমন করিবেন ॥ ৫২ ॥ আমি সেই দেবদেব মধুসূদনকে এরূপে প্রেরণ করিব যে, তিনি অশ্বরূপ ধারণপূর্ব্বক মদাতুর হইয়া আপনার নিকট আগমন করিবেন ॥ ৫৩ ॥ হে সুভ্রু ! তাহাতে তোমার নারায়ণের সমান একটী পুত্র হইবে এবং সে ক্ষিতিতলে রাজা হইয়া সর্ব্বলোকের পূজনীয় হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫৪ ॥ মহাভাগে ! তুমি পুত্র প্রাপ্ত হইলে পর নারায়ণের সহিত বৈকুণ্ঠ-লোকে গমন এবং তাঁহার প্রিয়া হইয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করিবে ॥ ৫৫ ॥ তোমার সেই পুত্র একবীর নামে বিখ্যাত এবং তাহা হইতেই পৃথিবীতলে হৈহয় বংশ বিস্তা-রিত হইবে ॥ ৫৬ ॥ কমলে ! তুমি ঐশ্বর্য্যমদে অন্ধ ও মত্তচিত্ত হইয়া হৃদিস্থিত পরমে-শ্বরীকে বিস্মৃত হইয়াছ, সেই হেতুই তুমি এইরূপ ফলপ্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ৫৭ ॥ অতএব সেই দোষ প্রশমনের নিমিত্ত হৃদয়স্থিতা পরদেবতার সর্ব্বতোভাবে শরণ গ্রহণ কর। দেবি ! যদি তোমার চিত্ত আনন্দরূপিণী ভগবতীর প্রতি সমাসক্ত থাকিত তাহা হইলে কদাচই তোমার

ব্যাস উবাচ।

ইতি দত্ত্বা বরং দেব্যৈ ভগবান্ শৈলজাপতিঃ।
অন্তর্দ্ধানং গতঃ সাক্ষাদুময়া সহিতঃ শিবঃ॥ ৫৯॥
সাপি তত্রৈব চার্ব্বঙ্গী সংস্থিতা কমলাসনা॥ ৬০॥
ধ্যায়ন্তী চরণাম্ভোজং দেব্যাঃ পরমশোভনম্।
দেবাসুরশিরোরত্ননিঘৃষ্টনখমণ্ডলম্॥ ৬১॥
প্রেমগদ্‌গদয়া বাচা তুষ্টাব চ মুহুর্মুহুঃ।
প্রতীক্ষমাণা ভর্ত্তারং হয়রূপধরং হরিম্॥ ৬২॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে হৈহয়বংশোৎপত্তিকথনং নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

নিঘৃষ্টনখমণ্ডলং চরণাম্ভোজমিত্যর্থঃ॥ ৬১—৬২॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮॥

চিত্ত উচ্চৈঃশ্রবার প্রতি প্রধাবিত হইত না॥ ৫৮॥ ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! পার্ব্বতীপতি ভগবান্ মহাদেব কমলাদেবীকে এইরূপ বরদান করিয়া উমার সহিত লক্ষ্মীর সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন॥ ৫৯॥ চারুসর্ব্বাঙ্গী কমলাদেবীও সেই স্থানেই থাকিয়া যাঁহার নখমণ্ডল সুরাসুরগণের শিরোরত্ন দ্বারা সর্ব্বদাই সংঘর্ষিত হইয়া থাকে অম্বিকার সেই চরণপদ্ম স্মরণ করিতে লাগিলেন এবং হয়রূপধারী নিজ বল্লভ হরির প্রতীক্ষায় প্রেম-গদ্গদ বাক্যে মুহুর্মুহু মহাদেবীর স্তব করিতে লাগিলেন॥ ৬০—৬২॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে হৈহয়বংশোপত্তিকথন নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

তস্যৈ দত্ত্বা বরং শম্ভুঃ কৈলাসং ত্বরিতো যযৌ ।
রম্যং দেবগণৈর্জুষ্টমপ্সরোভিশ্চ মণ্ডিতম্ ॥ ১ ॥
তত্র গত্বা চিত্ররূপং গণং কার্য্যবিশারদম্ ।
প্রেষয়ামাস বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ২ ॥

শিব উবাচ ।

চিত্ররূপ ! হরিং গত্বা ব্রূহি ত্বং বচনান্মম ।
যথাসৌ দুঃখিতাং পত্নীং বিশোকাঞ্চ করিষ্যতি ॥ ৩ ॥
ইত্যুক্তশ্চিত্ররূপোঽথ নির্জগাম ত্বরান্বিতঃ ।
বৈকুণ্ঠং পরমং স্থানং বৈষ্ণবৈশ্চ গণৈর্বৃতম্ ॥ ৪ ॥
নানা দ্রুমগণাকীর্ণং বাপীশতবিরাজিতম্ ।
সংঘুষ্টং হংসকারণ্ডময়ূরশুককোকিলৈঃ ॥ ৫ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্যৈরথ হরেরজাৎ ।
অশ্বিগ্ন্যামভবৎ পুত্র ইতি সম্যগিহোচ্যতে ॥

শম্ভুবরদানোত্তরং জাতং বৃত্তং ব্যাস আহ তস্যৈ দত্ত্বেতি ॥ ১—৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দেবদেব শঙ্কর, কমলারে বরদান করিয়া অপ্সরোগণে বিভূষিত এবং সুরসমূহ কর্ত্তৃক পরিষেবিত মনোহর কৈলাসাচলে সত্বর গমন পূর্ব্বক চিত্ররূপ নামক কার্য্যবিশারদ এক গণবরকে লক্ষ্মীর কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত বৈকুণ্ঠধামে পাঠাইয়া দিলেন। যাইবার সময় তাহাকে বলিয়া দিলেন চিত্ররূপ ! তুমি হরির নিকট যাইয়া যাহাতে তিনি দুঃখবিধুরা নিজকান্তা সমুদ্রদুহিতার বিরহশোকশল্য সমুদ্ধার করেন, আমার বাক্যানুসারে তুমি তাঁহাকে সেইরূপ করিয়া বলিবে ॥১—৩॥ মহাদেবের এইরূপ আদেশ পাইয়া চিত্ররূপ অবিলম্বে কৈলাস হইতে নির্গত হইয়া বৈষ্ণবগণ-সমূহে পরিবৃত পরমধাম বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিল। সেই স্থানটী বিবিধ দিব্য পাদপগণে সমাকীর্ণ; শতশত মনোহারিণী দীর্ঘিকা-শ্রেণী দ্বারা সুশোভিত; হংস, কারণ্ডব, ময়ুর, শুক ও কোকিল প্রভৃতি নানাবিধ বিহঙ্গম-গণের শ্রবণ-সুখকর কণ্ঠরবে নিনাদিত এবং পতাকাবলি দ্বারা অলঙ্কৃত প্রাসাদসমূহে বিমণ্ডিত; নৃত্য গীতাদি বহুবিধ মনোহর কলাকলাপে পরিপূর্ণ; উহাতে নয়নরঞ্জন বকুল, অশোক, তিলক, চম্পক প্রভৃতি তরুরাজিবিরাজিত এবং মনোহর মন্দারতরু,

উচ্চপ্রাসাদসংযুক্তং পতাকাভিরলঙ্কৃতম্।
নৃত্যগীতকলাপূর্ণং মন্দারদ্রুমসংযুতম্ ॥ ৬ ॥
বকুলাশোকতিলকচম্পকালিবিমণ্ডিতম্।
কূজিতৈর্বিহগানাস্তু কর্ণাহ্লাদকরৈর্যুতম্ ॥ ৭ ॥
সংবীক্ষ্য ভবনং বিষ্ণোর্দ্বাঃস্থৌ প্রাহ প্রণম্য চ।
জয়বিজয়নামানৌ বেত্রপাণী স্থিতাবুভৌ ॥ ৮ ॥

চিত্ররূপ উবাচ।

ভো নিবেদয়তাং শীঘ্রং হরয়ে পরমাত্মনে।
দূতং প্রাপ্তং হরস্যাত্র প্রেরিতং শূলপাণিনা ॥ ৯ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য জয়ঃ পরমবুদ্ধিমান্।
গত্বা হরিং প্রণম্যাহ কৃতাঞ্জলিপুটঃ পুরঃ ॥ ১০ ॥
দেবদেব রমাকান্ত! করুণাকর কেশব!।
দ্বারি তিষ্ঠতি দূতোঽত্র শঙ্করস্য সমাগতঃ ॥ ১১ ॥
আজ্ঞাপয় প্রবেষ্টব্যো ন বেতি গরুড়ধ্বজ!।
চিত্ররূপধরোঽপ্যস্তি ন জানে কার্য্যগৌরবম্ ॥ ১২ ॥
ইত্যাকর্ণ্য হরিঃ প্রাহ জয়ং প্রজ্ঞাতকারণঃ।
প্রবেশয়াত্র রুদ্রস্য ভৃত্যং সময়সংস্থিতম্ ॥ ১৩ ॥

চম্পকালিশ্চম্পকপঙ্ক্তিঃ ॥ ৭—১২ ॥
প্রজ্ঞাতকারণঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ ॥ ১৩—১৪ ॥

দিগন্তব্যাপী স্বকীয় পুষ্পগন্ধ বিস্তার পূর্ব্বক পরম শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে ॥ ৪—৭ ॥ চিত্ররূপ বিষ্ণুর নয়ন-মনোহর সুশোভন ভবন দর্শন করিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান জয় বিজয় নামক বেত্রপাণি পুরুষদ্বয়কে প্রণাম করিয়া কহিল; অহে! তোমরা সত্বর যাইয়া পরমাত্মা হরিকে নিবেদন কর যে, ভগবান্ শূলপাণির প্রেরিত একজন দূত এখানে আসিয়া এক্ষণে দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছে ॥ ৮—৯ ॥ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম বুদ্ধিমান্ জয়, হরির সম্মুখে আসিয়া প্রণতি পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, হে করুণাকর কেশব! হে দেবদেব রমাকান্ত! ভবানীপতির চিত্ররূপ নামক দূতপ্রবর এখানে উপস্থিত হইয়া দ্বারদেশে অবস্থিত রহিয়াছে; কার্য্যগৌরব অবগত নহি, তাহাকে আপনার নিকট আনয়ন করিব কি না, আজ্ঞা করুন ॥১০—১২॥ জয়ের কথা শ্রবণমাত্র অন্তর্যামী হরি, অন্তরে কারণ জানিয়া কহিলেন, জয়! তুমি সেই সমাগত রুদ্রদূতকে ভবনমধ্যে আনয়ন কর ॥ ১৩ ॥

ইত্যাকর্ণ্য জয়স্তূর্ণং গত্বা তং পরমাদ্ভুতম্।
এহীত্যাকারয়ামাস জয়ঃ শঙ্করসেবকম্॥ ১৪॥
প্রবেশিতো জয়েনাথ চিত্ররূপস্তথাকৃতিঃ।
প্রণম্য দণ্ডবদ্বিষ্ণুং কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ॥ ১৫॥
দৃষ্ট্বা তং বিস্ময়ং প্রাপ ভগবান্ গরুড়ধ্বজঃ।
চিত্ররূপধরং শম্ভোঃ সেবকং বিনয়ান্বিতম্॥ ১৬॥
পপ্রচ্ছ তং স্মিতং কৃত্বা চিত্ররূপং রমাপতিঃ।
কুশলং দেবদেবস্য সকুটুম্বস্য চানঘ!॥ ১৭॥
কস্মাত্ত্বং প্রেষিতোঽস্যত্র ব্রূহি কার্য্যং হরস্য কিম্।
অথবা দেবতানাঞ্চ কিঞ্চিৎ কার্য্যং সমুত্থিতম্॥ ১৮॥

দূত উবাচ।

কিমজ্ঞাতং তবাস্তীহ সংসারে গরুড়ধ্বজ!।
বর্ত্তমানং ত্রিকালজ্ঞ! যদহং প্রব্রবীমি বৈ॥ ১৯॥
প্রেষিতোঽস্মি ভবেনাত্র বিজ্ঞপ্তুং ত্বাং জনার্দ্দন!।
হরস্য বচনাদ্বাক্যং প্রব্রবীমি ত্বয়ি প্রভো!॥ ২০॥

(প্রবেশিত ইতি। তথাকৃতিশ্চিত্ররূপাকৃতিরিত্যর্থঃ। কৃতাঞ্জলিপুটঃ কৃতোঽঞ্জলিপুটো যেনেতিবিগ্রহঃ॥ ১৫॥
দৃষ্ট্বেতি। শিবমহিমা সেবকেঽপি প্রতিফলিতঃ অতশ্চিত্ররূপস্য চিত্ররূপধরত্বম্। অতস্তং দৃষ্ট্বা ভগবতোঽপি বিস্ময় ইতি ভাবঃ॥ ১৬—২৪॥)

তাহা শুনিয়া জয় সেই রমণীয়মূর্ত্তি শিবসেবককে আহ্বান পূর্ব্বক জনার্দ্দনসন্নিধানে প্রবেশ করাইল। বিচিত্রাকৃতি চিত্ররূপ নারায়ণকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত রহিল। ভগবান্ বিহগেন্দ্রবাহন নারায়ণ সেই চিত্ররূপধারী বিনয়ান্বিত শিবসেবককে দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন॥ ১৪-১৬॥ অনন্তর কমলাপতি ঈষৎ হাস্য করিয়া চিত্ররূপকে জিজ্ঞাসলেন বিমলমতে! পরিজনের সহিত দেবদেব মহাদেবের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল ত? তোমাকে কি নিমিত্ত এখানে পাঠাইয়াছেন? মহেশ্বরের কার্য্য কি বল; অথবা যদি দেবগণের কোনও কার্য্য উপস্থিত হইয়া থাকে তাহাও আমাকে বল॥ ১৭-১৮॥

দূত কহিল, অন্তর্যামিন্! যখন, ইহ সংসারে আপনার কোন বিষয়ই অবিদিত নাই, তখন উপস্থিত বিষয় আমি যাহা বলিব তাহা কি আপনার অপরিজ্ঞাত আছে? হে ত্রিকালজ্ঞ! তথাপি ভগবান্ ভবানীপতি আপনাকে যে বিষয় বিদিত করিবার নিমিত্ত আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহার বচনানুসারে আমি তাহা আপনার নিকট নিবেদন করি-

তেনোক্তমেতদ্দেবেশ ! ভার্য্যা তে কমলালয়া ।
তপস্তপতি কালিন্দীতমসাসঙ্গমে বিভো ! ॥ ২১ ॥
হয়ীরূপধরা দেবী সর্ব্বার্থসিদ্ধিদায়িনী ।
ধ্যাতুং যোগ্যামরগণৈর্ম্মানবৈর্যক্ষকিন্নরৈঃ ॥ ২২ ॥
বিনা তয়া নরঃ কোঽপি সুখভাগী ভবেদ্ভুবি ।
তাং ত্যক্ত্বা পুণ্ডরীকাক্ষ ! প্রাপ্নোষি কিং সুখং হরে ! ॥ ২৩ ॥
দুর্ব্বলোঽপি স্ত্রিয়ং পাতি নির্ধনোঽপি জগৎপতে ! ।
বিনাপরাধঞ্চ বিভো ! কিং ত্যক্তা জগদীশ্বরী ॥ ২৪ ॥
দুঃখং প্রাপ্নোতি সংসারে যস্য ভার্য্যা জগদ্‌গুরো ! ।
ধিক্ তস্য জীবিতং লোকে নিন্দিতং ত্বরিমণ্ডলে ॥ ২৫ ॥
সকামা রিপবস্তেঽদ্য দৃষ্ট্বা তাং দুঃস্থিতাং ভৃশম্ ।
ত্বাং বিযুক্তঞ্চ রময়া হসিষ্যন্তি দিবানিশম্ ॥ ২৬ ॥
রমাং রময় দেবেশ! ত্বত্তুৎসঙ্গগতাং কুরু ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নাং সুশীলাঞ্চ সুরূপিণীম্ ॥ ২৭ ॥

অরিমণ্ডলে শত্রুমণ্ডলে নিন্দিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥
দুঃস্থিতাং দুঃখিতামিত্যর্থঃ । রময়া বিযুক্তং ত্বামিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৬—২৭ ॥

তেছি ॥১৯-২০॥ তিনি কহিয়াছেন, হে বিভো ! দেবী কমলালয়া আপনার প্রেয়সী ভার্য্যা ; সেই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী সিন্ধুনন্দিনী যক্ষ, কিন্নর, নর ও অমরগণের ধ্যানযোগ্যা হইয়াও বড়বারূপ ধারণপূর্ব্বক কলিন্দকন্যা যমুনা ও তমসার সঙ্গমস্থলে কঠোরতর তপস্যা করিতেছেন ॥ ২১—২২ ॥ সেই সর্ব্বার্থদায়িনী লোকজননী ব্যতিরেকে এই ত্রিলোক মধ্যে কোন্ পুরুষ সুখভাগী হইতে পারে ? হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনি কি সুখ প্রাপ্ত হইতেছেন ? ॥ ২৩ ॥ বিভো ! নির্ধন বা দুর্ব্বল ব্যক্তিও আপনার ভার্য্যার প্রতিপালন করিয়া থাকে, আপনি জগতীপতি হইয়াও বিনা অপরাধে সেই জগদারাধ্যা ভার্য্যারে পরিত্যাগ করিতেছেন কেন ? ॥২৪॥ জগদ্‌গুরো ! আপনাকে আমি কি উপদেশ প্রদান করিব ? এই সংসারে যাহার ভার্য্যা দুঃখপ্রাপ্ত হয়, সে ব্যক্তি অরাতিমণ্ডলে অতিশয় নিন্দিত হয়, বিভো ! তাহার তাদৃশ জীবনেই ধিক্ !! হে লোকনাথ ! তাঁহাকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিয়া এখন আপনার রিপুগণের কামনা পরিপূর্ণ হইয়াছে । "দেবি ! কেশব তোমারে পরিত্যাগ করিয়াছেন ; অতএব এক্ষণে আমাদের সহিত তুমি সুখে কালহরণ কর" এই বলিয়া শত্রুগণ দিবারাত্র আপনাকে উপহাস করিতেছে ॥ ২৫-২৬ ॥ অতএব হে সুরেশ্বর ! আপনি রমাদেবীর মনোরঞ্জন করুন, সেই সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না নিরুপমা রূপবতী

সুখিতো ভব তাং প্রাপ্য বল্লভাঞ্চারুহাসিনীম্।
কান্তাবিরহজং দুঃখং স্মরাম্যহমনাতুরঃ ॥ ২৮ ॥
মম ভার্য্যা মৃতা বিষ্ণো! দক্ষযজ্ঞে সতী যদা।
তদাহং দুঃসহং দুঃখং ভুক্তবানম্বুজেক্ষণ! ॥ ২৯ ॥
সংসারেঽস্মিন্নরঃ কোঽপি মা ভূন্মৎসদৃশোঽপরঃ।
মনসাকরবং শোকং তস্যা বিরহপীড়িতঃ ॥ ৩০ ॥
কালেন মহতা প্রাপ্তা ময়া গিরিসুতা পুনঃ।
তপস্তপ্ত্বাতিদুঃসাধ্যং যা দগ্ধা তু ক্রুধাধ্বরে ॥ ৩১ ॥
হরে! কিং সুখমাপন্নং ত্বয়া সংত্যজ্য কামিনীম্।
একাকী তিষ্ঠতা কালং সহস্রবৎসরাত্মকম্ ॥ ৩২ ॥
গত্বাশ্বাস্য মহাভাগাং সমানয় নিজালয়ম্।
মা ভূৎ কোঽপীহ সংসারে বিমুক্তো রময়া তয়া ॥ ৩৩ ॥
কৃত্বা তুরগরূপং ত্বং ভজতাৎ কমলালয়াম্।
উৎপাদ্য পুত্রমায়ুষ্মংস্তামানয় শুচিস্মিতাম্ ॥ ৩৪ ॥

স্মরাম্যহমিতি শিবোক্তিঃ ॥ ২৮—৩৭ ॥

সুশীলা কমলাকে পুনরায় আপনার ক্রোড়গতা করুন॥২৭॥ দেব! আপনি সেই চারুহাসিনী বল্লভারে গ্রহণ করিয়া সুখী হউন। ভগবান্ শঙ্কর আরও বলিলেন যে, আমি এক্ষণে যদিও বিরহাতুর নহি, তথাপি জগদম্বিকার সেই বিরহ দুঃখ স্মরণ করিয়া অত্যন্ত কষ্ট অনুভব করিয়া থাকি ॥ ২৮ ॥ হে কমললোচন! আমার প্রিয়তমা ভার্য্যা সতীদেবী যখন দক্ষালয়ে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, তখন আমি দুঃসহ দুঃখ অনুভব করিয়াছি, কেশব! এই সংসারে অন্য কোনও ব্যক্তির যেন তেমন দুঃখ না হয়!! তাঁহার বিরহে আমার যে শোক ও মনঃ-পীড়া হইয়াছিল তাহা আমি এখন কেবল মনে মনেই স্মরণ করিয়া থাকি; কাহারও নিকটে প্রকাশ করি না ॥ ২৯-৩০ ॥ যিনি দক্ষযজ্ঞে মদীয় নিন্দাজনিত প্রদীপ্ত রোষানলে দগ্ধ হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন; আমি অতিশয় দুশ্চরতর তপস্যা করিয়া বহুকালের পর সেই দেবীকে পুনরায় গিরিজারূপে প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৩১ ॥ মুরারে! প্রণয়িনী ভার্য্যারে পরিত্যাগ করিয়া সহস্র সংবৎসর একাকী থাকিয়া আপনি কি সুখ প্রাপ্ত হইতেছেন? ॥৩২॥ আপনি সেই সৌভাগ্যবতী সুদতী যুবতীরে আশ্বাসিত করিয়া নিজ নিকেতনে আনয়ন করুন; ভগবন্! সেই ভবভাবন ভবানীপতি শেষে আপনাকে এই কথা বলিয়া দিয়াছেন যে, কংসারে! সংসারে যেন কোনও ব্যক্তি সেই পরমা দেবী রমা ব্যতিরেকে মুহূর্ত্তমাত্রও অবস্থিত না হয়; আয়ুষ্মন্! আপনি- তুরঙ্গরূপ ধারণপূর্ব্বক সেই কমলারে ভজনা করুন।

ব্যাস উবাচ।

হরিরাকর্ণ্য তদ্বাক্যং চিত্ররূপস্য ভারত ! ।
তথেত্যুক্ত্বা তু তং দূতং প্রেষয়ামাস শঙ্করম্ ॥ ৩৫ ॥
গতে দূতেঽথ ভগবান্ বৈকুণ্ঠাৎ কামসংযুতঃ ।
জগাম ধৃত্বা তত্রাশু বাজিরূপং মনোহরম্ ॥ ৩৬ ॥
যত্র সা বড়বারূপং কৃত্বা তপতি সিন্ধুজা ।
বিষ্ণুস্তং দেশমাসাদ্য তামপশ্যদ্ধয়ীং স্থিতাম্ ॥ ৩৭ ॥
সাপি তং বীক্ষ্য গোবিন্দং হয়রূপধরং পতিম্ ।
জ্ঞাত্বা বীক্ষ্য স্থিতা সাধ্বী বিস্মিতা সাশ্রুলোচনা ॥ ৩৮ ॥
তয়োস্তু সঙ্গমস্তত্র প্রবৃত্তো মন্মথার্ত্তয়োঃ ।
কালিন্দীতমসাসঙ্গে পাবনে লোকবিশ্রুতে ॥ ৩৯ ॥
সগর্ভা সা তদা জাতা বড়বা হরিবল্লভা ।
সুষুবে সুন্দরং বালং তত্রৈব চ গুণোত্তরম্ ॥ ৪০ ॥

(সাপিতমিতি। শাপাত্তবৈবৈতদেব দুঃখমিতি সংস্মৃত্য সাশ্রুনেত্রিভাবঃ। স্বয়ং দুঃখ-মোচনায়াগমনাৎ বিস্ময়কারণমিতি বোদ্ধব্যম্ ॥ ৩৮ ॥
তয়োরিতি। তয়োর্ভগবতো লক্ষ্যাশ্চ সঙ্গমেনৈব তত্তীর্থস্য পাবনত্বং লোকবিশ্রুতত্বঞ্চেতি বোদ্ধব্যম্ ॥ ৩৯—৪০ ॥)

তদনন্তর সেই শুচিস্মিতা জায়ার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে নিজালয়ে আনয়ন করুন্ ॥ ৩৩-৩৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, হে ভরতকুলভূষণ ! ভগবান্ হরি সেই চিত্ররূপের বচন আকর্ণন করিয়া "ভগবান্ ভূতপতি যাহা বলিয়াছেন আমি তাহাই করিব" এই বলিয়া সেই দূতকে শঙ্কর সন্নিধানে প্রতিপ্রেরণ করিলেন ॥ ৩৬ ॥ দূত গমন করিলে পর ভগবান্ মনোহর তুরঙ্গরূপ ধারণ পূর্ব্বক সকামান্তঃকরণে তৎক্ষণাৎ বৈকুণ্ঠ হইতে যেখানে কমলাদেবী বড়বারূপিণী হইয়া তপশ্চরণ করিতেছিলেন সেই স্থানে যাত্রা করিলেন। তথায় আসিয়াই দেখিলেন যে, বিমলাদেবী অশ্বিনীর রূপ ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥ সেই সাধ্বীও অশ্বরূপ-ধারী নিজ কান্ত গোবিন্দকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র চিনিতে পারিয়া আর অন্যত্র পলায়ন করিলেন না ; বস্তুতঃ তাঁহাকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত মনে সেই স্থলেই অবস্থিত রহিলেন ; কিন্তু মনোদুঃখে তাঁহার বিশাল নেত্রযুগল হইতে অবিরল অশ্রুধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল ॥৩৮॥ অনন্তর, সেই কালিন্দী ও তমসার লোকবিখ্যাত সঙ্গম স্থলে তাঁহাদের উভয়ের পরস্পর সঙ্গম সংঘটিত হইল ॥ ৩৯ ॥ তখন বড়বারূপিণী হরিবল্লভা গর্ভবতী হইয়া যথাকালে সেই স্থানেই রূপসম্পন্ন গুণবান্ এক পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৪০ ॥ তখন ভগবান্

তামাহ ভগবান্ বাক্যং প্রহস্য সময়াশ্রিতম্।
ত্যজাদ্য বাড়বং দেহং পূর্ব্বদেহা ভবাধুনা ॥ ৪১ ॥
গমিষ্যাবঃ স্ববৈকুণ্ঠমাবাং কৃত্বা নিজং বপুঃ।
তিষ্ঠত্বত্র কুমারোঽয়ং ত্বয়া জাতঃ সুলোচনে! ॥ ৪২ ॥

লক্ষ্মীরুবাচ।

স্বদেহসম্ভবং পুত্রং কথং হিত্বা ব্রজাম্যহম্।
স্নেহঃ সুদুস্ত্যজঃ কামং স্বাত্মজস্য সুরর্ষভ! ॥ ৪৩ ॥
কা গতিঃ স্যাদমেয়াত্মন্! বালস্যাস্য নদীতটে।
অনাথস্যাসমর্থস্য বিজনেঽল্পতনোরিহ ॥ ৪৪ ॥
অনাশ্রয়ং সুতং ত্যক্ত্বা কথং গন্তুং মনো মম।
সমর্থং সদয়ং স্বামিন্! ভবেদম্বুজলোচন! ॥ ৪৫ ॥
দিব্যদেহৌ ততো জাতৌ লক্ষ্মীনারায়ণাবুভৌ।
বিমানবরসংবিষ্টৌ স্তূয়মানৌ সুরৈর্দিবি ॥ ৪৬ ॥
গন্তুকামং পতিং প্রাহ কমলা কমলাপতিম্।
গৃহাণেমং সুতং নাথ! নাহং শক্তাস্মি হাপিতুম্ ॥ ৪৭ ॥

বড়বায়া ইদং বাড়বম্ ॥ ৪১—৪৪ ॥
সদয়ং মম মনঃ সুতং ত্যক্ত্বা গন্তুং কথং সমর্থং ভবেদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৫—৪৭ ॥

হাস্য করিয়া তাঁহাকে সময়োচিত বাক্যে কহিলেন, প্রিয়ে! এক্ষণে বড়বাদেহ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদেহ গ্রহণ কর ॥ ৪১ ॥ সুলোচনে! আমরা উভয়ে আপন আপন দেহ ধারণ পূর্ব্বক নিজ নিকেতন বৈকুণ্ঠধামে গমন করি, আর তোমার প্রসূত এই সন্তান এই স্থানেই অবস্থান করুক ॥ ৪২ ॥ লক্ষ্মী কহিলেন, নাথ! স্বীয় জঠরজাত সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে গমন করিব। সুরেশ্বর! আত্মজাত সন্তানের স্নেহ অত্যন্তই দুস্ত্যজ্য জানিবেন ॥৪৩॥ মহাত্মন্! এই বালক অত্যন্ত শিশু অতিশয় ক্ষুদ্র তনু; সুতরাং আত্ম রক্ষণে নিতান্তই অসমর্থ,. ইহাকে নদীতটে পরিত্যাগ করিলে এ অনাথ হইবে তখন ইহার কি গতি হইবে? ॥ ৪৪ ॥ হে কমললোচন! স্বামিন্! স্নেহরসে আমার মন পরিপ্লুত; নিরাশ্রয় শিশু সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে কিরূপে সমর্থ হইব? ॥ ৪৫ ॥

অনন্তর লক্ষ্মী ও নারায়ণ পূর্ব্ববৎ দিব্য দেহ ধারণ পূর্ব্বক উত্তম বিমানে আরোহণ করিলে পর দেবতাগণ তাঁহাদিগের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥ নারায়ণ গমন করিতে অভিলাষ করিলে কমলা কহিলেন, নাথ! আপনি এই পুত্রকে গ্রহণ করুন, আমি ইহাকে

প্রাণপ্রিয়োঽস্তি মে পুত্রঃ কান্ত্যা ত্বৎসদৃশঃ প্রভো!।
গৃহীত্বৈনং গমিষ্যাবো বৈকুণ্ঠং মধুসূদন! ॥ ৪৮ ॥

হরিরুবাচ।

মা বিষাদং প্রিয়ে! কর্ত্তুং ত্বমর্হসি বরাননে!।
তিষ্ঠত্বয়ং সুখেনাত্র রক্ষা মে বিহিতা ত্বিহ ॥ ৪৯ ॥
কার্য্যং কিমপি বামোরু! বর্ত্ততে মহদদ্ভুতম্।
নিবোধ কথয়াম্যদ্য সুতস্যাত্র বিমোচনে ॥ ৫০ ॥
তুর্ব্বসুর্নাম বিখ্যাতো যযাতিতনুজো ভুবি।
হরিবর্ম্মেতি পিত্রাস্য কৃতং নাম সুবিশ্রুতম্ ॥ ৫১ ॥
স রাজা পুত্রকামোঽদ্য তপস্তপতি পাবনে।
তীর্থে বর্ষশতং জাতং তস্য বৈ কুর্ব্বতস্তপঃ ॥ ৫২ ॥
তস্যার্থে নির্ম্মিতঃ পুত্রো ময়ায়ং কমলালয়ে!।
তত্র গত্বা নৃপং সুভ্রু! প্রেরয়িষ্যামি সাম্প্রতম্ ॥ ৫৩ ॥
তস্মৈ দাস্যাম্যহং পুত্রং পুত্রকামায় কামিনি!।
গৃহীত্বা স্বগৃহং রাজা প্রাপয়িষ্যতি বালকম্ ॥ ৫৪ ॥

(প্রাণেতি। প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়ঃ প্রাণতুল্যঃ প্রিয়ো বা ॥ ৪৮—৪৯ ॥
তত্র পুত্ররক্ষণে কারণমাহ কার্য্যং কিমপীত্যাদি ॥ ৫০—৫১ ॥

পরিত্যাগ করিয়া যাইতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ৪৭ ॥ প্রভো! মধুসূদন! এই পুত্র আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, দেখুন এ দেহকান্তিতে অবিকল আপনার সদৃশ; অতএব আমরা এই তনয়কে গ্রহণ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিব ॥ ৪৮ ॥ হরি কাহিলেন, প্রিয়ে! তুমি বিষন্ন হইও না, এই বালক এই স্থানে সুখে অবস্থিতি করুক, আমি ইহার রক্ষার নিমিত্ত উপায় বিধান করিয়াছি ॥ ৪৯ ॥ হে বামোরু! এই অবনীতলে কোনও এক সুমহৎ অদ্ভুত কার্য্য আছে; তাহা তোমার এই পুত্র দ্বারা সম্পন্ন হইবে; সেই নিমিত্ত আমি ইহাকে এখানে পরিত্যাগ করিতেছি; এক্ষণে তোমার নিকট সেই বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥৫০॥ তুর্ব্বসু নামে বিখ্যাত যযাতি নৃপতির এক পুত্র আছে; তাহার পিতা আবার উহার নাম হরিবর্ম্মা রাখিয়াছিল। সে সেই নামেই সুবিখ্যাত হইয়াছে ॥ ৫১ ॥ সেই রাজা এক্ষণে পুত্র প্রাপ্তির কামনায় পবিত্র তীর্থে শত বৎসর হইল তপস্যা করিতেছে। কমলে! তাহার নিমিত্তই আমি এই পুত্র উৎপাদিত করিয়াছি। হে সুভ্রু! আমি এখনিই তথায় যাইয়া সেই নরপতিকে প্রেরণ করিব ॥ ৫২—৫৩ ॥ বরাননে! সেই পুত্রপ্রার্থী রাজাকে আমি এই পুত্র প্রদান করিব; সে এই বালককে লইয়া গৃহে প্রতিগমন করিবে ॥ ৫৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাশ্বাস্য প্রিয়াং পদ্মাং কৃত্বা রক্ষাঞ্চ বালকে।
বিমানবরমারুহ্য প্রযযৌ প্রিয়য়া সহ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে হরেরশ্বিন্যাং পুত্রজননং নাম একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

হেতুগর্ভবিশেষণেন তপঃ কারণমাহ পুত্রকাম ইতি ॥ ৫২ ॥
তস্যেতি। নির্ম্মিত উৎপাদিত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৩—৫৪ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! ভগবান্ এইরূপে পদ্মালয়া প্রিয়ারে আশ্বাসিত করিয়া বালককে সেই স্থানে রাখিয়া উত্তম বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক কমলার সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে অশ্বিনীতে হৈহয়োৎপত্তি কথন নামক একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

সংশয়োঽয়ং মহানত্র জাতমাত্রঃ শিশুস্তথা।
মুক্তঃ কেন গৃহীতোঽসাবেকাকী বিজনে বনে ॥ ১ ॥
কা গতিস্তস্য বালস্য জাতা সত্যবতীসুত!।
ব্যাঘ্রসিংহাদিভির্হিংস্রৈর্গৃহীতো নাতিবালকঃ ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ।

লক্ষ্মীনারায়ণৌ তস্মাৎ স্থানাচ্চ চলিতৌ যদা।
তদৈব তত্র চম্পাখ্যঃ প্রাপ্তো বিদ্যাধরঃ কিল! ॥ ৩ ॥
বিমানবরমারূঢ়ঃ কামিন্যা সহিতো নৃপ!।
মদনালসয়া কামং ক্রীড়মানো যদৃচ্ছয়া ॥ ৪ ॥
বিলোক্য তং শিশুং ভূমাবেকাকিনমনুত্তমম্।
দেবপুত্রপ্রতীকাশং রমমাণং যথাসুখম্ ॥ ৫ ॥
বিমানাত্তরসোত্তীর্য্য চম্পকস্তাং শিশুং জবাৎ।
জগ্রাহ চ মুদং প্রাপ নিধিং প্রাপ্য যথাধনঃ ॥ ৬ ॥

চতুর্ভিরধিকৈঃ পঞ্চাশস্তিঃ পদ্যৈঃ সুতস্য হ।
হরেঃ কথানকংসম্যগ্‌হয়ীজাতস্য চোচ্যতে ॥

সুতমরণ্যে তক্ত্বা নারায়ণে গতে সতি সংশয়িতো রাজা পৃচ্ছতি সংশয়োঽয়মিতি ॥ ১ ॥
নাতিবালক ইতি। অতিবালকো ব্যাঘ্রাদিভিঃ কথং ন ভক্ষিত ইত্যর্থঃ ॥ ২—৮ ॥

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! এই বিষয়ে আমার মহৎ সংশয় উপস্থিত হইল; লক্ষ্মী ও নারায়ণ সেই সদ্যোজাত অসহায় শিশু সন্তানকে তাদৃশভাবে বিজন বনে পরিত্যাগ করিলে, পরে কে তাহাকে গ্রহণ করিল? আহা! সেই সদ্যঃপ্রসূত বালকের কি গতি হইল? সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুগণ কি তাহাকে ভক্ষণ করিল না? ॥ ১—২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! লক্ষ্মী ও নারায়ণ সেই স্থান হইতে গমন করিবামাত্র চম্পক নামক বিদ্যাধর মনোহর বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক মদনালসা নাম্নী কামিনীর সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩—৪ ॥ দেবপুত্রের ন্যায় কমনীয়কান্তি পরম সুন্দর সেই শিশুটিকে ভূমিতলে একাকী যথাসুখে ক্রীড়া করিতে দেখিয়া চম্পক সত্বর বিমান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাহাকে গ্রহণ করিল। নির্ধন ব্যক্তি নিধি

গৃহীত্বা চম্পকঃ প্রাদাদ্দেব্যৈ তং মদনোপমম্।
মদনালসায়ৈ তং বালং জাতমাত্রং মনোহরম্ ॥ ৭ ॥
সা গৃহীত্বা শিশুং প্রেম্ণা সরোমাঞ্চা সবিস্ময়া।
মুখং চুচুম্ব বালস্য কৃত্বা তু হৃদয়ে ভৃশম্ ॥ ৮ ॥
আলিঙ্গিতশ্চুম্বিতশ্চ তয়াসৌ প্রীতিপূর্ব্বকম্।
উৎসঙ্গে চ কৃতস্তন্ব্যা পুত্রভাবেন ভারত ! ॥ ৯ ॥
কৃত্বাঙ্কে তৌ সমারূঢ়ৌ বিমানং দম্পতী মুদা।
পতিং পপ্রচ্ছ চার্ব্বঙ্গী প্রহস্য মদনালসা ॥ ১০ ॥
কস্যায়ং বালকঃ কান্ত ! ত্যক্তঃ কেন চ কাননে।
পুত্ত্রোঽয়ং মম দেবেন দত্তস্ত্র্যম্বকপাণিনা ॥ ১১ ॥

চম্পক উবাচ।

প্রিয়ে ! গত্বাদ্য পৃচ্ছেয়ং শক্রং সর্ব্বজ্ঞমাশু বৈ।
দেবো বা দানবো বাপি গন্ধর্ব্বো বা শিশুঃ কিল ॥ ১২ ॥
তেনাজ্ঞপ্তঃ করিষ্যামি পুত্ত্রং প্রাপ্তং বনাদমুম্।
অদৃষ্ট্বা নৈব কর্ত্তব্যং কার্য্যং কিঞ্চিন্ময়া ধ্রুবম্ ॥ ১৩ ॥

তন্ব্যা কৃশাঙ্গ্যা। ৯—১০ ॥
ত্র্যম্বকপাণিনা ত্র্যম্বকং ধনুস্তৎপাণৌ যস্য তেন শিবেন ॥ ১১—১২ ॥
অমুং পুত্রং করিষ্যামি বেদমন্ত্রেণেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

পাইয়া যেরূপ আহ্লাদিত হয় মনোহর পুত্রলাভে বিদ্যাধরও তদ্রূপ আনন্দিত হইল ॥৫-৬॥ চম্পক সেই সদ্যোজাত মনোহর মন্মথোপম শিশুটিকে গ্রহণ করিয়া মদনালসা দেবীকে প্রদান করিল ॥ ৭ ॥ মদনালসা শিশুটিকে গ্রহণ করিয়া বিস্মিত ও রোমাঞ্চিত হইল এবং হৃদয়ে ধারণ করিয়া বারংবার মুখচুম্বন করিতে লাগিল ॥ ৮ ॥ হে ভারত ! মদনালসা শিশু-টিকে পুত্রভাবে ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া পরম প্রীতিপ্রাপ্ত হইল। তৎপরে উভয়ে বালকটিকে লইয়া পরমানন্দে বিমানে আরোহণ করিল। অনন্তর তন্বঙ্গী মদনালসা হাস্য করিয়া পতিকে জিজ্ঞাসা করিল, নাথ ! এই বালকটি কাহার ? ইহাকে বনমধ্যে কে পরিত্যাগ করিয়া গেল ? বোধ হয় দেবদেব পিণাকপাণি আমাকে এই পুত্রটি প্রদান করিলেন ॥ ৯—১১ ॥

চম্পক বলিল ! এই শিশুটি দেব, দানব কি গন্ধর্ব্বের সন্তান তাহা আমি সেই সর্ব্বজ্ঞ শচীপতি ইন্দ্রকে এখনি গিয়া জিজ্ঞাসা করিব ॥১২॥ তিনি আজ্ঞা করিলে পর বনপ্রাপ্ত এই শিশুটিকে বেদমন্ত্রে সংস্কৃত করাইয়া পুত্রত্বে গ্রহণ করিব। বিশেষ না জানিয়া এক্ষণে হঠাৎ

ইত্যুক্ত্বা তাং গৃহীত্বা তং বিমানেনাথ চম্পকঃ।
যযৌ শক্রপুরং তূর্ণং হর্ষেণোৎফুল্ললোচনঃ ॥ ১৪ ॥
প্রণম্য পাদয়োঃ প্রীত্যা চম্পকস্তু শচীপতিম্।
নিবেদ্য বালকং প্রাহ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ ॥ ১৫ ॥
দেবদেব ! ময়া লব্ধস্তীর্থে পরমপাবনে।
কালিন্দীতমসাসঙ্গে বালকোঽয়ং সুরপ্রভঃ ॥ ১৬ ॥
কস্যায়ং বালকঃ কান্তঃ কথং ত্যক্তঃ শচীপতে !।
আজ্ঞা চেত্তব দেবেশ ! কুর্ব্বেঽহং বালকং সুতম্ ॥ ১৭ ॥
অতীবসুন্দরো বালঃ প্রিয়ায়া বল্লভঃ সুতঃ।
কৃত্রিমস্তু সুতঃ প্রোক্তো ধর্ম্মশাস্ত্রেষু সর্ব্বথা ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

পুত্রোঽয়ং বাসুদেবস্য বাজিরূপধরস্য হ।
হৈহয়োঽয়ং মহাভাগ ! লক্ষ্ম্যাং জাতঃ পরন্তপঃ ॥ ১৯ ॥
উৎপাদিতো ভগবতা কার্য্যার্থং কিল বালকঃ।
দাতুং নৃপতয়ে নূনং যযাতিতনয়ায় চ ॥ ২০ ॥

তাং ভার্য্যামিত্যুক্ত্বা তঞ্চ বালকং গৃহীত্বেত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৫ ॥
কালিন্দীতমসাসঙ্গে তয়োঃ সঙ্গমে ॥ ১৬—১৭ ॥
কৃত্রিমস্তু সুত ইতি। তথা চ মনুঃ সদৃশন্তু প্রকুর্য্যাদ্ যং গুণদোষবিচক্ষণঃ। পুত্রং পুত্রগুণৈর্যুক্তং স বিজ্ঞেয়শ্চ কৃত্রিম ইতি ॥ ১৮—২২ ॥

কোনওকার্য্য করা আমার কর্ত্তব্য হয় না ॥ ১৩ ॥ চম্পক নিজকান্তা মদনালসাকে এইরূপ বলিয়া বালকটিকে গ্রহণ পূর্ব্বক হর্ষোৎফুল্ললোচনে সত্বর ইন্দ্রপুরে গমন করিল ॥১৪॥ চম্পক প্রীতিপূর্ব্বক শচীপতির পদতলে প্রণাম করিয়া বালকের বিবরণ বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া কহিল, দেবেন্দ্র ! আমি কালিন্দী ও তমসার সঙ্গমরূপ পরম পবিত্র তীর্থস্থলে এই মনোভবনিভ শিশুটিকে প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রভো ! শচীকান্ত ! এই পুত্রটি কাহার ? আর ইহাকে পরিত্যাগ করিলই বা কেন ? যদি আপনার অনুমতি হয় তবে আমি এই শিশুটিকে পুত্ররূপে গ্রহণ করি ॥ ১৫—১৭ ॥ এই বালক অত্যন্ত সুন্দর এবং আমার প্রিয়ার অত্যন্ত বল্লভ, ধর্ম্মশাস্ত্রেও কৃত্রিম পুত্রের বিধি উক্ত হইয়াছে, অতএব আমার একান্ত বাসনা যে, এই শিশুটিকে বেদমন্ত্রে সংস্কৃত করাইয়া পুত্ররূপে গ্রহণ করি ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, মহাভাগ ! ভগবান্ বাসুদেব অশ্বরূপ ধারণপূর্ব্বক অশ্বরূপা কমলার গর্ভে ইহাকে উৎপাদন করিয়াছেন। তিনি যযাতিতনয় তুর্ব্বসুকে এই শত্রুসংহারক্ষম

হরিণা প্রেরিতঃ সোঽদ্য রাজা পরমধার্ম্মিকঃ।
আগমিষ্যতি পুত্রার্থং তীর্থে তস্মিন্ মনোরমে ॥ ২১ ॥
তাবত্ত্বং গচ্ছ তত্রৈব গৃহীত্বা বালকং শুভম্।
যাবন্ন যাতি নৃপতির্গৃহীতুং হরিণেরিতঃ ॥ ২২ ॥
গত্বা তত্র বিমুঞ্চৈনং বিলম্বং মা কৃথা বর! ।*
অদৃষ্ট্বা বালকং রাজা দুঃখিতশ্চ ভবিষ্যতি ॥ ২৩ ॥
তস্মাচ্চম্পক! মুঞ্চৈনং রাজা প্রাপ্নোতু পুত্রকম্।
একবীরেতি নাম্নায়ং খ্যাতঃ স্যাৎ পৃথিবীতলে ॥ ২৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা চম্পকস্ত্বরয়ান্বিতঃ।
জগাম পুত্রমাদায় স্থলে তস্মিন্মহীপতে! ॥ ২৫ ॥
মুমোচ বালকং তত্র যত্র পূর্ব্বং স্থিতো হ্যভূৎ।
আরুহ্য স্ববিমানন্তু যযৌ স্বাশ্রমমণ্ডলম্ ॥ ২৬ ॥
তদৈব কমলাকান্তো লক্ষ্ম্যা সহ জগদ্গুরুঃ।
বিমানবরমারূঢ়ো জগাম নৃপতিং প্রতি ॥ ২৭ ॥

বরেতিসম্বোধনম্। ২৩ ॥
একবীরেতি। ইদং দ্বিতীয়ং নাম। একবীরেতি বাহুলকাৎ সাধু ॥ ২৪—২৭ ॥

বালকটিকে প্রদান করিয়া কার্য্যবিশেষের সাধন করিবেন ॥ ১৯—২০ ॥ সেই পরম ধার্ম্মিক রাজা হরিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অদ্যই পুত্রের নিমিত্ত সেই মনোহর পবিত্র তীর্থে আগমন করিবেন ॥ ২১ ॥ যাবৎ তিনি দেবদেব বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সেখানে না আইসেন তাহার পূর্ব্বেই তুমি অবিলম্বে তথায় যাইয়া এই রমণীয় মূর্ত্তি শিশুটীকে সেই স্থানে রাখিয়া দাও, হে বিদ্যাধরপ্রবর! তুমি আর মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করিও না। রাজা বালককে দেখিতে না পাইলে নিতান্তই দুঃখিত হইবেন; অতএব চম্পক! তুমি এই বালকের মায়া পরিত্যাগ কর; রাজা এই পুত্রটিকে গ্রহণ করুন। তুমি জানিও এই শিশুটি পৃথিবীতলে একবীর নামে বিখ্যাত হইবে ॥ ২২-২৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চম্পক পুত্রটিকে লইয়া তৎক্ষণাৎ তথায় যাইয়া তাহাকে পূর্ব্বোল্লিখিত স্থলে রাখিয়া দিয়া বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক নিজালয়ে গমন করিল ॥ ২৫—২৭ ॥ সেই সময়ে ত্রৈলোক্যনাথ কমলাকান্ত প্রভাজালে

---

* অনঘ ইতি বা পাঠঃ।

দৃষ্টস্তদা তেন নৃপেণ বিষ্ণুঃ
সমুত্তরংস্তত্র বিমানমুখ্যাৎ ।
জহর্ষ রাজা হরিদর্শনেন
পপাত ভূমৌ খলু দণ্ডবচ্চ ॥ ২৮ ॥
উত্তিষ্ঠ বৎসেতি হরিঃ পতন্ত-
মাশ্বাসয়দ্ভূমিগতং স্বভক্তম্ ।
সোঽপ্যুৎসুকো বাসুদেবং পুরঃস্থং
তুষ্টাব ভক্ত্যা মুখরীকৃতোঽথ ॥ ২৯ ॥
দেবাধিদেবাখিললোকনাথ !
কৃপানিধে ! লোকগুরো ! রমেশ ! ।
মন্দস্য মে তে কিল দর্শনং যৎ
সুদুর্লভং যোগিজনৈরলভ্যম্ ॥ ৩০ ॥
যে নিঃস্পৃহাস্তে বিষয়ৈরপেতা-
স্তেষাং ত্বদীয়ং খলু দর্শনং স্যাৎ ।
আশাপরোঽহং ভগবন্ননন্ত !
যোগ্যো ন তে দর্শনে দেবদেব ! ॥ ৩১ ॥

(জহর্ষেতি । দরিদ্রস্য নিধিপ্রাপ্ত্যেব হরিদর্শনেন রাজ্ঞো হর্ষ ইতি ভাবঃ ॥ ২৮—২৯ ॥
কৃপানিধিত্বে কারণমাহ মন্দস্য মে ইত্যাদি ॥ ৩০ ॥
যে ইতি । আশাপরস্তৃষ্ণাতুরঃ বিষয়াসক্তচেতা ইতি যাবৎ ॥ ৩১ ॥

সমুজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করিয়া নৃপতির নিকট গমন করিলেন ॥ ২৭ ॥ ভগবান্ বিমান হইতে অবতরণ করিতেছেন এমন সময়ে নৃপতিবর তুর্ব্বসু তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন এবং ভূমিতলে নিপতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন ॥ ২৮ ॥ উঠ বৎস ! মনোমালিন্য দূর কর এই বলিয়া নারায়ণ সেই ভূমিপতিত নিজভক্ত নৃপতিকে আশ্বাসিত করিলেন, রাজাও সমুৎসুক ও ভক্তিসমন্বিত চিত্তে সম্মুখস্থিত বাসুদেবকে স্তব করিবার নিমিত্ত বাক্যবিন্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৯ ॥ হে রমেশ ! আপনি দেবতাদিগের অধিদেবতা, অখিললোক-মণ্ডলের নাথ, করুণার সিন্ধু এবং সকল লোকের উপদেষ্টা ; প্রভো ! আপনার দর্শন যোগিজনেরও একান্ত দুর্লভ, আমি অত্যন্ত মন্দমতি হইয়াও আপনার সেই দর্শন লাভ করিলাম, প্রভো ! ইহা দ্বারা আপনার অপার করুণাই প্রকাশ পাইতেছে ॥ ৩০ ॥ ভগবন্ ! অনন্ত ! যাঁহারা নিঃস্পৃহ ও বিষয় হইতে বিরত তাঁহারাই আপনার দর্শন লাভের অধিকারী, দেবাদিদেব ! আমি আশাজালে বদ্ধ, আমি আপনার

ইতি স্তুতস্তেন নৃপেণ বিষ্ণু-
স্তমাহ বাক্যেন সুধাময়েন।
বৃণীষ রাজন্! মনসেপ্সিতং তে
দদামি তুষ্টস্তপসা তবেতি ॥ ৩২ ॥
ততো নৃপস্তং প্রণিপত্য পাদয়োঃ
প্রোবাচ বিষ্ণুং পুরতঃ স্থিতঞ্চ।
তপস্তু তপ্তং হি ময়া সুতার্থে
পুত্রং দদস্বাত্মসমং মুরারে! ॥ ৩৩ ॥
শ্রুত্বা নৃপপ্রার্থিতমাদিদেব
স্তমাহ রাজানমমোঘবাক্যম্।
যযাতিসূনো! ব্রজ তত্র তীর্থে
কলিন্দকন্যাতমসাপ্রসঙ্গে ॥ ৩৪ ॥
ময়াদ্য পুত্রস্তু যথেপ্সিতস্তে
তত্রৈব মুক্তোঽস্ত্যমিতপ্রভাবঃ।
লক্ষ্ম্যা প্রসূতো মম বীর্য্যজশ্চ
কৃতস্তবার্থেঽথ গৃহাণ রাজন্! ॥ ৩৫ ॥

ইতীতি। সুধাময়েন মনসিসঞ্জাতপ্রসাদাদিতি ভাবঃ। ৩২ ॥
তত ইতি। আত্মসমং তথাত্মতুল্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥
শ্রুত্বেতি। কলিন্দকন্যাতমসাপ্রসঙ্গে ইতি। কলিন্দপর্ব্বতস্য কন্যা যমুনাতমসা চ নদী তয়োঃ প্রসঙ্গে সঙ্গমস্থলে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪—৩৬ ॥)

দর্শন লাভে সম্পূর্ণই অযোগ্য সন্দেহ নাই ॥ ৩১ ॥ নৃপতিশ্রেষ্ঠ তুর্ব্বসু এইরূপে স্তব করিলে পর ভগবান্ বিষ্ণু অমৃতায়মান বাক্যে কহিলেন, রাজন্! আমি তোমার তপশ্চর্য্যায় পরিতুষ্ট হইয়াছি, তোমার মনের অভিলষিত বর প্রার্থনা কর আমি এখনই তাহা প্রদান করিতেছি ॥ ৩২ ॥ তদনন্তর, নরপতি পুরস্থিত পরাৎপর বিষ্ণুর চরণে পুনরায় প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, মুরারে! আমি পুত্র প্রাপ্তির নিমিত্ত তপস্যা করিয়াছি। আমাকে আত্মতুল্য পুত্র প্রদান করুন ॥৩৩॥ আদিদেব নারায়ণ নৃপতির প্রার্থনা শুনিয়া তাঁহাকে অমোঘ বাক্যে বলিলেন, যযাতিনন্দন! তুমি, যমুনা ও তমসার সঙ্গম তীর্থে গমন কর। অদ্য আমি সেই স্থানে তোমার নিমিত্তই তোমার মনোমত অমিতপ্রভাব একটি পুত্র রাখিয়া আসিয়াছি ত্বরায় যাইয়া গ্রহণ কর। রাজন্! সেই তনয় আমার ঔরসে কমলাদেবীর জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ॥ ৩৪—৩৫ ॥ রাজা হরির সেই সুমধুর বিমল বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট

শ্রুত্বা হরের্বাক্যমতীব মৃষ্টং
সন্তুষ্টচিত্তঃ প্রবভূব রাজা ।
হরিস্তু দত্ত্বেতি বরং জগাম
বৈকুণ্ঠলোকং রময়া যুতশ্চ ॥ ৩৬ ॥

গতে হরৌ সোঽথ যযাতিসূনু-
র্যযাবনুদ্‌ঘাতরথেন রাজা ।
প্রেমান্বিতস্তত্র সুতোঽস্তি যত্র
বচো নিশম্যেতি জনার্দ্দনস্য ॥ ৩৭ ॥

স তত্র গত্বাতিমনোহরং তং
দদর্শ বালং ভুবি খেলমানম্ ।
মুখে নিবেশ্যৈককরেণ কৃত্বা
শ্লক্ষ্ণং পদাঙ্গুষ্ঠমনন্যসত্ত্বঃ ॥ ৩৮ ॥

তং বীক্ষ্য পুত্রং মদনস্বরূপং
নারায়ণাংশং কমলাপ্রসূতম্ ।
হরিপ্রভাবং হরিবর্ম্মনামা
হর্ষপ্রফুল্লাননপঙ্কজোঽভূৎ ॥ ৩৯ ॥

গৃহ্নন্ সুবেগাৎ করপঙ্কজাভ্যাং
বভূব প্রেমার্ণবমগ্নদেহঃ ।
মূর্দ্ধন্যুপাঘ্রায় মুদান্বিতোঽসৌ
ননন্দ রাজা সুতমালিলিঙ্গ ॥ ৪০ ॥

অনুদ্‌ঘাতরথেন অপ্রতিহতগতিমতা রথেনেত্যর্থঃ। নিশম্যেতি। জনার্দ্দনস্যেতি ইতি পূর্ব্বোক্তপ্রকারকম্ ॥ ৩৭—৪০ ॥

হইলেন। তখন ভগবান্ বিষ্ণুও তাঁহাকে বরপ্রদান করিয়া রমার সহিত বৈকুণ্ঠলোকে গমন করিলেন ॥ ৩৬ ॥

যযাতিপুত্র রাজা তুর্ব্বসু জনার্দ্দনের সেই বাক্য শ্রবণানন্তর প্রেমপূরিত চিত্তে এক অপ্রতিহতগতি রথে আরোহণপূর্ব্বক যেখানে সেই পুত্রটি অবস্থিতি করিতেছিল, সেই স্থানে গমন করিলেন ॥ ৩৭ ॥ অসামান্যপ্রভাবসম্পন্ন নরপতি তথায় যাইয়াই দেখিলেন যে, সেই পরমসুন্দর মনোহর শিশু একটি সুকোমল কর দ্বারা চরণাঙ্গুষ্ঠ ধারণপূর্ব্বক স্বীয় মুখে সন্নিবেশিত করিয়া আহ্লাদে ভূতলে খেলা করিতেছে ॥ ৩৮ ॥ পুত্রটি নারায়ণাংশে

মুখং সমীক্ষ্যাতিমনোহরং ত-
মুবাচ নেত্রাম্বুনিরুদ্ধকণ্ঠঃ।
দত্তোঽসি দেবেন জনার্দ্দনেন
মাং ত্রাহি পুত্রাবমদুঃখভীতেঃ* ॥ ৪১ ॥
তপ্তং ময়া পুত্র! তপস্তবার্থে
সুদুষ্করং বর্ষশতঞ্চ পূর্ণম্।
তেনৈব তুষ্টেন রমাপ্রিয়েণ
দত্তোঽসি সংসারসুখোদয়ায় ॥ ৪২ ॥
মাতা রমা ত্বাং তনুজং মদর্থে
ত্যক্ত্বা গতা সা হরিণা সমেতা।
ধন্যা তু সা যা প্রহসন্তমঙ্কে
কৃত্বা সুতং ত্বাং মুদিতাননা স্যাৎ ॥ ৪৩ ॥
ত্বমেব সংসারসমুদ্রনৌকা-
রূপঃ কৃতঃ পুত্র! লক্ষ্মীধবেন।
ইত্যেবমুক্ত্বা নৃপতিঃ সুতং তং
মুদা সমাদায় যযৌ গৃহায় ॥ ৪৪ ॥

নেত্রাম্বুনাশ্রুজলেনাবরুদ্ধকণ্ঠঃ। অবমদুঃখং নীচদুঃখং নরকপাতজন্যং তদ্ভীতে রিত্যর্থঃ ॥ ৪১—৪৩ ॥

কমলার উদরজাত; সুতরাং নারায়ণ তুল্য প্রভাবসম্পন্ন, সেই মদন-মনোহর তনয়কে অবলোকন করিয়া লোকবিশ্রুত নরেশ্বর হরিবর্ম্মার মুখকমল হর্ষভরে প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল ॥ ৩৯ ॥ রাজা করাম্বুজ যুগলে পুত্রটিকে গ্রহণ করিয়া প্রেমার্ণবে নিমগ্ন হইলেন এবং হর্ষভরে মস্তকের আঘ্রাণ লইয়া অত্যন্ত আনন্দিত-মানসে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥ বালকের মনোহর মুখকমল অবলোকন করিয়া আনন্দ-বাষ্পভরে নৃপতির কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল। তখন তিনি শিশুটিকে সম্বোধন করিয়া গদ্‌গদ বাক্যে কহিলেন, পুত্র! নারায়ণ পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে তোমা হেন পুত্ররত্ন প্রদান করিয়াছেন; তুমি আমাকে পুন্নামনরকপাত জন্য ভয় হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৪১ ॥ পুত্র! আমি তোমার নিমিত্ত সম্পূর্ণ শত বৎসর সুদুশ্চর তপশ্চর্য্যা করিয়াছি, তদ্দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়াই কমলাপতি আমার সংসার সুখের নিমিত্ত তোমাকে প্রদান করিয়াছেন ॥ ৪২ ॥ তোমার জননী রমাদেবী

---

* পুন্নাম দুঃখাচ্চ ভীতঃ। ইতি পাঠান্তরম্।

পুরীসমীপে নৃপমাগতং ত-
মাকর্ণ্য সর্ব্বে সচিবাস্তু রাজ্ঞঃ।
যযুঃ সমীপং নৃপতেশ্চ লোকাঃ
সোপায়নাস্তে সপুরোহিতাশ্চ ॥ ৪৫ ॥
বন্দীজনা গায়নকাশ্চ সূতাঃ
সমাযযুঃ সম্মুখমাশু রাজ্ঞঃ।
নৃপঃ পুরং প্রাপ্য পুরঃ সমাগতং
জনং সমাশ্বাস্য বাক্যৈশ্চ দৃষ্ট্যা।
স পূজিতঃ পৌরজনেন রাজা-
বিবেশ পুত্রেণ যুতো নগর্য্যাম্ ॥ ৪৬ ॥
মার্গেষু লাজৈঃ কুসুমৈঃ সমন্তাদ্-
বিকীর্য্যমাণো নৃপতির্জগাম।
গৃহং সমৃদ্ধং সচিবৈঃ সমেতঃ
সুতং সমাদায় মুদা করাভ্যাম্ ॥ ৪৭ ॥

(লক্ষীধবেনেতি। ধবো ভর্ত্তা লক্ষ্যা ভর্ত্রা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥
পুরীতি। সোপায়নাঃ উপহারদ্রব্যৈঃ সহিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥)
গায়নকাঃ গায়কাঃ ॥ ৪৬ ॥
(মার্গেষ্বিতি। লাজৈঃ খদিকাভিরিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

আমার নিমিত্ত স্বকীয় অঙ্গজাত সন্তান পরিত্যাগ করিয়া হরির সহিত গমন করিয়াছেন। পুত্র! তোমাকে ক্রোড়ে লইয়া তোমার হাস্য বিকসিত মুখপঙ্কজ দর্শনে যাঁহার বদনমণ্ডল প্রফুল্লিত হয় সেই জননীই ধন্যা ॥ ৪৩ ॥ হৃদয়নন্দন! দেবাধিদেব রমাপতি তোমায় আমার সংসার সাগর-পারের তরণীস্বরূপ করিয়াছেন; এই বলিয়া রাজা সেই পুত্রটিকে গ্রহণ পূর্ব্বক আনন্দিতমনে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন ॥৪৪॥ নগরী-সন্নিধানে নরপতি নগরীতে প্রত্যাগত হইতেছেন শুনিয়া রাজার সচিব ও পুরবাসী প্রজা সকল পুরোহিত সমভি-ব্যাহারে উপহার সামগ্রীসম্ভার সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট গমন করিল ॥৪৫॥ তখন বন্দীগণ গায়ক ও সূতগণ রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল। নরপতি পুরীপ্রাপ্ত হইয়া সমাগত লোক সকলের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত ও সুমধুর সম্ভাষণ দ্বারা আশ্বাসিত করিলেন; তদনন্তর পৌরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া পুত্রের সহিত নগরীতে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৬ ॥ রাজা যখন রাজমার্গে গমন করিতে লাগিলেন, তখন পৌরগণ তাঁহার উপরি কুসুম ও লাজ বর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর, নরপতি করযুগল দ্বারা পুত্রকে গ্রহণ করিয়া সচিবগণের সহিত স্বকীয় সমৃদ্ধিসম্পন্ন গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৭ ॥

রাজ্ঞ্যৈ দদৌ চাথ সুতং মনোজ্ঞং
সদ্যঃপ্রসূতঞ্চ মনোভবাভম্।
রাজ্ঞী গৃহীত্বাভিনবং তনূজং
পপ্রচ্ছ রাজানমনিন্দিতা সা ॥ ৪৮ ॥
রাজন্! কুতশ্চৈষ সুতঃ সুজন্মা
প্রাপ্তস্ত্বয়া মন্মথতুল্যরূপঃ।
কেনৈষ দত্তঃ কথয়াশু কান্ত!
চেতো মদীয়ং প্রহৃতং সুতেন ॥ ৪৯ ॥
নৃপস্তদোবাচ মুদান্বিতোঽসৌ
প্রিয়ে! রমেশেন সুতো হি মহ্যম্।
লোলাক্ষি! দত্তঃ কমলাসমুত্থো
জনার্দ্দনাংশোঽয়মহীনসত্ত্বঃ ॥ ৫০ ॥
সা তং গৃহীত্বা মুদমাপ রাজ্ঞী
রাজা চকারোৎসবমদ্ভুতঞ্চ।
দদৌ চ দানং কিল যাচকেভ্যো
গীতানি বাদ্যানি বহূনি নেদুঃ ॥ ৫১ ॥

রাজ্ঞ্যৈ ইতি। মনোভবাভং কামতুল্যকান্তিমিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥
রাজন্নিতি। সুজন্মা আকৃতিদর্শনাৎ শুদ্ধান্বয়প্রতীতেরিতি ভাবঃ ॥ ৪৯ ॥
নৃপেতি। কমলাসমুত্থো লক্ষ্মীগর্ভাজ্জাত ইত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫২ ॥

তদনন্তর, তুর্ব্বসু সেই সদ্যঃপ্রসূত মনোভবতুল্য মনোহর পুত্রটিকে স্বীয় মহিষীর করে সমর্পণ করিলেন। মনোরমা রাজপত্নী অভিনব সন্তানটিকে গ্রহণ করিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! এই মন্মথমূর্ত্তি সুজাত পুত্রটি কোথায় পাইলেন? কে আপনাকে এই সন্তান প্রদান করিল? নাথ! আপনি শীঘ্র বলুন; এই শিশুটি আমার মন হরণ করিল ॥৪৮—৪৯॥ তখন নরপতি আনন্দিত হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে! কৃপানিধি কমলাপতি আমাকে এই পুত্র প্রদান করিয়াছেন, হে চপলনয়নে! এই সন্তান নারায়ণের অংশে কমলালয়ার গর্ভসম্ভূত; দেবি! এই সন্তানে বল, বীর্য্য, ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্যাদি সমস্ত গুণই বিদ্যমান আছে সন্দেহ নাই ॥ ৫০ ॥ তখন, মহিষী সেই শিশু সন্তানকে গ্রহণ করিয়া অপরিমেয় আনন্দলাভ করিলেন। অনন্তর, রাজা তুর্ব্বসু রাজভবনে অদ্ভুত উৎসব আরম্ভ করিলেন। যাচকগণকে দান করিতে লাগিলেন; রাজভবনে নানাবিধ গীত ও বাদ্যধ্বনি

কৃত্বোৎসবং ভূপতিরাত্মজস্য
নামৈকবীরেতি চকার বিশ্রুতম্।
সুখঞ্চ সম্প্রাপ্য মুদান্বিতোঽসৌ
ননন্দ দেবাধিপতুল্যবীর্য্যঃ ॥ ৫২ ॥
পুত্রং হরে রূপগুণানুরূপং
সম্প্রাপ্য বংশস্য ঋণাচ্চ মুক্তঃ ॥ ৫৩ ॥
ইতিসকলসুরাণামীশ্বরেণার্পিতং তং
সকলগুণগণাঢ্যং পুত্রমাসাদ্য রাজা।
বিবিধসুখবিনোদৈর্ভার্য্যয়া সেব্যমানো
ব্যহরত নিজগেহে শক্রতুল্যপ্রতাপঃ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে হরের্হয়ীজাতসুতস্য কথাবর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

বংশস্য ঋণাৎ পিতৃণামৃণাদিতি যাবৎ ॥ ৫৩—৫৪ ॥)

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

সমুত্থিত হইতে লাগিল ॥ ৫১ ॥ ভূপতি তুর্ব্বসু পুত্রোপলক্ষে উৎসব করিয়া একবীর বলিয়া তাহার নাম রাখিয়া দিলেন। ইন্দ্রতুল্য বীর্য্যবান্ সেই নরপতি ভগবান্ হরির তুল্য রূপ ও গুণান্বিত পুত্র প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইলেন এবং বংশের ঋণদায় হইতে মুক্ত হইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥ ৫২—৫৩ ॥ রাজন্! শক্রতুল্য পরাক্রমশালী সেই নরপতি এইরূপে সমস্ত সুরগণের অধিপতি নারায়ণ-প্রদত্ত সর্ব্ব গুণালঙ্কৃত পুত্র প্রাপ্ত হইয়া প্রিয়তমা কর্ত্তৃক সুখসেবিত এবং তাঁহার সহিত বিবিধ বিনোদ ও রাজভোগে নিরন্তর নিরত হইয়া নিজ নিকেতনে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে হরির অশ্বিনীগর্ভজাতসুতকথাবর্ণন-নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

জাতকর্ম্মাদিসংস্কারাংশ্চকার নৃপতিস্তদা।
দিনে দিনে জগামাশু বৃদ্ধিং বালঃ সুলালিতঃ॥ ১॥
নৃপঃ সংসারজং প্রাপ্য সুখং পুত্রসমুদ্ভবম্।
ঋণত্রয়বিমোক্ষঞ্চ মেনে তেন মহাত্মনা॥ ২॥
ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং তস্য কৃত্বা মাসি যথাবিধি।
তৃতীয়েঽথ তথা বর্ষে চূড়াকরণমুত্তমম্॥ ৩॥
চকার ব্রাহ্মণান্ দ্রব্যৈঃ সংপূজ্য বিবিধৈর্ধনৈঃ।
গোভিশ্চ বিবিধৈর্দানৈর্যাচকানিতরানপি॥ ৪॥
বর্ষে চৈকাদশে তস্য মৌঞ্জীবন্ধনকর্ম্ম বৈ।
কারয়িত্বা ধনুর্ব্বেদমধ্যাপয়ত পার্থিবঃ॥ ৫॥

অর্দ্ধাধিকৈকষষ্ট্যা তু শ্লোকানামভিবেচনে।
একবীরস্য চ কৃতেঽনন্তরং বৃত্তমুচ্যতে॥

রাজ্ঞঃ পুত্রপ্রাপ্ত্যনন্তরং জাতং বৃত্তমাহ জাতকর্ম্মাদীতি॥ ১॥
মেনে মানিতবান্॥ ২॥
ষষ্ঠে মাসীত্যন্বয়ঃ॥ ৩॥
যাচকানিতরানপি মূকান্ধাদীন্ সংপূজ্য চূড়াকরণং চকারেত্যন্বয়ঃ॥ ৪—১১॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সেই অবসরে নরপতি তুর্ব্বসু পুত্রের জাতকর্ম্মাদি সংস্কার করাইলেন। ক্রমে বালকটি লালিত পালিত হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল॥ ১॥ রাজা সেই পুত্রজনিত সংসার সুখ প্রাপ্ত হইয়া, "এই উদারাত্মা পুত্রদ্বারা আমি পিতৃঋণ ঋষিঋণ ও দেবঋণ হইতে মুক্ত হইলাম" মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিতে লাগিলেন॥২॥ অনন্তর ষষ্ঠমাসে বিধিপূর্ব্বক তাহার অন্নপ্রাশন এবং তৃতীয়বর্ষে চূড়াকরণ ক্রিয়া সুশৃঙ্খল-রূপে সম্পন্ন করিলেন। সেই সকল ক্রিয়াতে রাজা ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ দ্রব্য, ধন ও গোদান এবং অন্যান্য যাচকগণকেও নানাবিধ দ্রব্য প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিলেন॥ ৩-৪॥ একাদশ বর্ষে তাহার মৌঞ্জীবন্ধন প্রভৃতি উপনয়ন কর্ম্ম সমাধান পূর্ব্বক ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়নে নিযুক্ত করিলেন॥ ৫॥ তদনন্তর, পুত্র বেদাধ্যয়নে পারদর্শী এবং রাজধর্ম্মে বিশারদ হইল

অধীতবেদং পুত্রং তং রাজধর্ম্মবিশারদম্ ।
দৃষ্ট্বা তস্যাভিষেকায় মতিং চক্রে জনাধিপঃ ॥ ৬ ॥
পুষ্যার্কযোগসংযুক্তে দিবসে নৃপসত্তমঃ ।
কারয়ামাস সম্ভারানভিষেকার্থমাদরাৎ ॥ ৭ ॥
দ্বিজানাহূয় বেদজ্ঞান্ সর্ব্বশাস্ত্রবিচক্ষণান্ ।
অভিষেকং চকারাসৌ বিধিবৎ স্বাত্মজস্য হ ॥ ৮ ॥
জলমানীয় তীর্থেভ্যঃ সাগরেভ্যশ্চ পার্থিবঃ ।
স্বয়ং চকার বিধিবদভিষেকং শুভে দিনে ॥ ৯ ॥
ধনং দত্ত্বাথ বিপ্রেভ্যো রাজ্যং পুত্রে নিবেশ্য সঃ ।
জগাম বনমেবাশু স্বর্গকামঃ স ভূপতিঃ ॥ ১০ ॥
একবীরং নৃপং কৃত্বা সংমান্য সচিবানথ ।
ভার্য্যয়া সহ ভূপালঃ প্রবিবেশ বনং বশী ॥ ১১ ॥
মৈনাকশিখরে রাজা কৃত্বা তার্তীয়মাশ্রমম্ ।
নিত্যং পত্রফলাহারশ্চিন্তয়ামাস পার্ব্বতীম্ ॥ ১২ ॥
এবং স নৃপতিঃ কৃত্বা দিষ্টান্তে সহ ভার্য্যয়া ।
মৃতোঽসৌ বাসবং লোকং গতঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ॥ ১৩ ॥

পার্ব্বতীং ভগবতীং চিন্তয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥
দিষ্টান্তে প্রারব্ধকর্ম্মসমাপ্তাবিত্যর্থঃ ॥ ১৩—১৮ ॥

দেখিয়া রাজা তাহার অভিষেকের নিমিত্ত অভিলাষ করিলেন ॥৬॥ নৃপতিসত্তম তুর্ব্বসু আদর পূর্ব্বক পুষ্যা ও অর্ক যোগযুক্ত দিবসে অভিষেকের নিমিত্ত দ্রব্য সম্ভার সকল আহরণ করাইলেন ॥ ৭ ॥ তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুনিপুণ বেদজ্ঞ বিপ্রগণকে আনাইয়া যথাবিধি আত্মজের অভিষেক ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৮ ॥ তীর্থ ও সাগরসমূহ হইতে সলিল আনয়ন পূর্ব্বক শুভদিনে রাজা স্বয়ংই পুত্রের অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন ॥ ৯ ॥ অভিষেক সমাপ্তির অনতিবিলম্বেই সেই নরপতি বিপ্রগণকে ভূরি ভূরি ধনদান পূর্ব্বক পুত্রের প্রতি রাজ্যভার বিন্যস্ত করিয়া স্বর্গপ্রাপ্তির কামনায় বন গমন করিলেন ॥ ১০ ॥ নরপতি তুর্ব্বসু একবীরকে রাজাসনে বসাইয়া সচিবগণের সম্মাননা পূর্ব্বক সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ভার্য্যার সহিত বন-প্রবেশ করিলেন ॥ ১১ ॥ অনন্তর, তিনি মৈনাক পর্ব্বতের শিখরদেশে তৃতীয়াশ্রম (বানপ্রস্থ ধর্ম্ম) অবলম্বন পূর্ব্বক প্রতিদিন পত্র ও ফলমাত্র আহারী হইয়া পার্ব্বতীকে ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ এইরূপে তাঁহার প্রারব্ধ কর্ম্মের অবসান হইলে, তিনি ভার্য্যার সহিত

ইন্দ্রলোকং পিতা প্রাপ্ত ইতি শ্রুত্বাথ হৈহয়ঃ।
চকার বেদনির্দ্দিষ্টং কর্ম্ম চৈবৌর্দ্ধদেহিকম্ ॥ ১৪ ॥
কৃত্বোত্তরাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ পিতুঃ পার্থিবনন্দনঃ।
রাজ্যঞ্চকার মেধাবী পিত্রা দত্তং সুসম্মতম্ ॥ ১৫ ॥
একবীরোঽথ ধর্ম্মজ্ঞঃ প্রাপ্য রাজ্যমনুত্তমম্।
বুভুজে বিবিধান্ ভোগান্ সচিবৈশ্চ সুমানিতঃ ॥ ১৬ ॥
একস্মিন্ দিবসে রাজা মন্ত্রিপুত্রৈঃ সমন্বিতঃ।
জগাম জাহ্নবীতীরে হয়ারূঢ়ঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৭ ॥
সম্পশ্যন্ পাদপান্ রম্যান্ কোকিলালাপসংযুতান্।
পুষ্পিতান্ ফলসংযুক্তান্ ষট্‌পদালিবিরাজিতান্ ॥ ১৮ ॥
মুনীনামাশ্রমান্ দিব্যান্ বেদধ্বনিনিনাদিতান্।
হোমধূমাবৃতাকাশান্ মৃগশাবসমাবৃতান্ ॥ ১৯ ॥
কেদারান্ শালিসংপক্কান্ গোপিকাভিঃ সুরক্ষিতান্।
প্রফুল্লপঙ্কজারামান্মিকুঞ্জাংশ্চ মনোরমান্ ॥ ২০ ॥

হোমধূমেনাবৃত আকাশো যেষু তে আশ্রমা ইত্যর্থঃ ॥ ১৯—২৩ ॥

পঞ্চত্ব লাভ করিয়া পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইলেন। রাজা স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছেন শ্রবণ করিয়া একবীর হৈহয় তাঁহার বেদনির্দ্দিষ্ট ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন ॥১৩—১৪॥ পার্থিবনন্দন মতিমান্ হৈহয়, পিতার উত্তরোত্তর ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক পিতৃদত্ত নিষ্কণ্টক রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ ধর্ম্মাত্মা রাজা একবীর রাজ্য লাভানন্তর সচিবগণের সুসম্মত থাকিয়া বিবিধ উত্তম উত্তম ভোগ্য দ্রব্য সম্ভোগ করিতে লাগিলেন ॥১৬॥ সেই প্রতাপবান্ নরপতি এক দিবস অশ্বারোহণ পূর্ব্বক মন্ত্রিপুত্রগণের সহিত জাহ্নবীতীরে গমন করিলেন ॥ ১৭ ॥ তথায় বিচরণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, কোকিলগণের মনোহর কাকলী সম্বলিত, মধুপাবলির সুললিত কলগুঞ্জন-গুঞ্জিত ফলপুষ্প পরিশোভিত পাদপশ্রেণী রমণীয় শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে ; তাহার অদূরবর্ত্তী মুনিদিগের দিব্য আশ্রম সকলের মধ্যে কোন স্থানে মৃগশাবকনিচয় বিচরণ করিতেছে, কোথাও বা সুমধুর বেদধ্বনি উদ্‌ঘোষিত হইতেছে। উহার উপরিস্থিত আকাশে উত্থিত হোমধূমপটল কৃষ্ণচন্দ্রাতপের অনুকরণ করিতেছে। সুপক্ক শালিধান্য সকল ক্ষেত্র সমূহের শোভা বিস্তার করিতেছে ; গোপিকাগণ প্রফুল্লিত মানসে তাহা রক্ষা করিতেছে ; প্রফুল্ল কমলবিমণ্ডিত আরাম ও মনোরম নিকুঞ্জ সকল দর্শকমণ্ডলীর চিত্তাকর্ষণ করিতেছে ; প্রিয়াল, চম্পক, পনস, বকুল, তিলক, কদম্ব ও মন্দারাদি তরুরাজি পুষ্পফলে সুশোভিত হইয়া

প্রেক্ষমাণঃ প্রিয়ালাংস্তু চম্পকান্ পনসদ্রুমান্।
বকুলাংস্তিলকান্নীপান্ মন্দারাংশ্চ প্রফুল্লিতান্ ॥ ২১ ॥
শালাংস্তালতমালাংশ্চ জম্বুচূতকদম্বকান্।
স গচ্ছন্ জাহ্নবীতোয়ে প্রফুল্লং শতপত্রকম্।
পঙ্কজং চাতিগন্ধাঢ্যমপশ্যদবনীপতিঃ ॥ ২২ ॥
দক্ষিণে জলজস্যাথ পার্শ্বে কমললোচনাম্ ॥ ২৩ ॥
কনকাভাং সুকেশীঞ্চ কম্বুগ্রীবাং কৃশোদরীম্।
বিম্বোষ্ঠীং সুন্দরীং কিঞ্চিৎসমুদ্যৎস্তনপয়োধরাম্ ॥ ২৪ ॥
সুনাসাং চারুসর্ব্বাঙ্গীমপশ্যৎ কন্যকাং নৃপঃ।
রুদতীং* তাং †সখীং ত্যক্ত্বা বিহ্বলাং দুঃখপীড়িতাম্ ॥ ২৫ ॥
সাশ্রুনেত্রাং ক্রন্দমানাং বিজনে কুররীমিব।
সংবীক্ষ্য রাজা পপ্রচ্ছ কন্যকাং শোককারণম্ ॥ ২৬ ॥
সুনসে! ব্রূহি কাসি ত্বং কস্য পুত্রী শুভাননে!।
গন্ধর্ব্বী দেবকন্যাথ কথং রোদিষি সুন্দরি! ॥ ২৭ ॥
কথমেকাকিনী বালে! ত্যক্তা কেন পিকস্বরে!।
পতিস্তে ক্ব গতঃ কান্তে! পিতা বা ব্রূহি সাম্প্রতম্ ॥ ২৮ ॥

কিঞ্চিৎসমুদ্যৎস্তনপয়োধরাং অঙ্কুরিতযৌবনামিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥
তাং সখীং বক্ষ্যমাণাম্ ॥ ২৫—২৮ ॥

জনগণের অন্তঃকরণ হরণ করিতেছে, কোন দিকে শাল, তমাল, জম্বু, চূত, কেলি কদম্ব প্রভৃতি নানাজাতি মহিরুহনিচয় বিরাজিত রহিয়াছে। অনন্তর অবনীপতি, জাহ্নবী জলে গমন করিয়া দেখিলেন, প্রফুল্লিত মনোহর শতদল কমলসকল মনোহর গন্ধ বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতেছে ॥১৮-২২॥ সেই জলজ সমূহের দক্ষিণ পার্শ্বে তিনি এক কমললোচনা কন্যা অবলোকন করিলেন। তাহার অঙ্গপ্রভা কনকের ন্যায়, সুশোভিত কেশকলাপ আকুঞ্চিত ও দীর্ঘ, গ্রীবাদেশ কম্বুতুল্য, উদর কৃশ, ওষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায় মনোহর, অঙ্গ সকল সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন ও সুগঠিত, পয়োধর ঈষৎ উত্থিত হইয়াছে, নাসিকা মনোহর এবং সর্ব্বাঙ্গ অতিশয় সুচারু সেই মুকুলিত যৌবনা কামিনী, স্বীয় সখী বিরহজনিত দুঃখে কাতর ও বিহ্বল হইয়া বিজনে কুররীর ন্যায় ক্রন্দন করিতেছে দেখিয়া রাজা তাহাকে শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন ॥ ২৩—২৭ ॥ কোকিলকণ্ঠি! তুমি বালা, তোমাকে একাকিনী

---

* রুদতীমিত্যেব পাঠশ্চ কচিদ্ দৃশ্যতে। † হা! সখীত্যক্তা ইতি চ পাঠঃ কচিৎ।

কিং তে দুঃখমরালভ্রু ! কথয়াদ্য মমান্তিকে।
করোমি দুঃখনাশন্তে সর্ব্বথৈব কৃশোদরি ! ॥ ২৯ ॥
ন রাজ্যে মম তন্বঙ্গি ! পীড়াং কোঽপি করোত্যলম্।
ন ভয়ং চৌরজং কান্তে ! ন রাক্ষসভয়ং তথা ॥ ৩০ ॥
ময়ি শাসতি ভূপালে নোৎপাতা দারুণা ভুবি।
ভয়ং ন ব্যাঘ্রসিংহেভ্যো ন ভয়ং কস্যচিদ্ভবেৎ ॥ ৩১ ॥
বদ বামোরু ! কস্মাত্ত্বং বিলাপং জাহ্নবীতটে।
করোষি ত্রাণহীনাত্র কিং তে দুঃখং বদস্ব মে ॥ ৩২ ॥
হন্ম্যহং দুঃখমত্যুগ্রং প্রাণিনাং পৃথিবীতলে।
দৈবঞ্চ মানুষং কান্তে ! ব্রতমেতন্মমাদ্ভুতম্।
বিশাললোচনে ! ব্রূহি করোমি তব চিন্তিতম্ ॥ ৩৩ ॥
ইত্যুক্তে বচনে রাজ্ঞা শ্রুত্বোবাচ মৃদুস্বনা।
শৃণু রাজেন্দ্র ! বক্ষ্যামি মম শোকস্য কারণম্ ॥ ৩৪ ॥

অরালভ্রু কুটিলভ্রু ইতি তস্যাঃ সম্বোধনম্ ॥ ২৯—৩২ ॥
দৈবঞ্চ মানুষং দৈবং মানুষমুভয়মপীত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥

কে ছাড়িয়া দিল, হে প্রিয়দর্শনে ! এক্ষণে তোমার পতি অথবা পিতা কোথায় গেল তাহা তুমি আমাকে বল ॥২৮॥ কুটিলনয়নে ! তোমার দুঃখ কি তাহা এক্ষণে আমার নিকট বল, কৃশোদরি ! আমি সর্ব্বতোভাবে তোমার দুঃখ নাশ করিব সন্দেহ নাই ॥ ২৯ ॥ হে চারু-সর্ব্বাঙ্গি ! আমার রাজ্যে কোনও ব্যক্তি কাহাকেও পীড়া দেয় না, সুদর্শনে ! আমার রাজ্যে চৌরভয় বা রাক্ষসভয় কিছুই নাই; আমার শাসন সময়ে ভূতলে দারুণ উৎপাত এবং সিংহভয় বা ব্যাঘ্রভয় প্রভৃতি কোনও প্রকার ভয়ের সম্ভাবনা নাই ॥ ৩০—৩১ ॥ বামোরু ! তুমি জাহ্নবীর বিজন তটে রক্ষকহীনা একাকিনী বিলাপ করিতেছ, তোমার দুঃখ কি তাহা আমার নিকট বল ॥ ৩২ ॥ বিমলে ! আমি অবনীতলে প্রাণিগণের দৈব কিংবা মনুষ্যজাত উভয়বিধ দুঃখ অতিশয় উগ্রতর হইলেও তাহা দূরীকৃত করিতে পারি, ইহাই আমার প্রধান ব্রত ; হে আয়তনেত্রে ! তোমার মনের অভিলাষ কি বল, আমি এখনি তাহা সম্পাদন করিতেছি ॥ ৩৩ ॥

রাজা এইরূপ বলিলে পর, সেই মনোরমা কামিনী মৃদুস্বরে কহিতে লাগিল, রাজন্ ! আমার শোকের কারণ কহিতেছি শ্রবণ করুন ॥৩৪॥ ভূপতে ! প্রাণিগণের বিপত্তি উপস্থিত

---

* রোদিষি চ পাঠঃ।

বিপত্তিরহিতঃ প্রাণী কথং রুদতি ভূপতে!।
প্রব্রবীমি মহাবাহো। যদর্থং রুদতী ত্বহম্॥ ৩৫॥
তব রাজ্যাদন্যদেশে রাজা পরমধার্ম্মিকঃ।
রভ্যো নাম মহারাজ! সন্তানরহিতো ভৃশম্॥ ৩৬॥
তস্য ভার্য্যা সুবিখ্যাতা রুক্মরেখেতিনামতঃ॥ ৩৭॥
সুরূপা চতুরা সাধ্বী সর্ব্বলক্ষণসংযুতা।
অপুত্রা দুঃখিতা কান্তমিত্যুবাচ পুনঃপুনঃ॥ ৩৮॥
কিং জীবিতেন মে নাথ! ধিগ্ বৃথা জীবিতং মম।
বন্ধ্যায়াঃ সুখহীনায়া হ্যপুত্রায়া ধরাতলে॥ ৩৯॥
ইত্যেবং ভার্য্যয়া ভূপঃ প্রেরিতো মখমুত্তমম্।
চকার ব্রাহ্মণাংস্তজ্জ্ঞানাহূয় বিধিবত্তদা॥ ৪০॥
পুত্রকামো ধনং ভূরি দদাবথ যথোদিতম্।
হূয়মানে ঘৃতেঽত্যর্থং পাবকাদতিসুপ্রভাৎ।
আবির্ব্বভূব চার্ব্বঙ্গী কন্যকা শুভলক্ষণা॥ ৪১॥

বিপত্তিরহিত ইতি। বিপত্তিহীনঃ কথং রুদতি নৈব রোদিতীত্যর্থঃ। রুদতীত্যার্ষম্। তস্মাদ্রোদনেন বিপত্ত্যনুমানং কুর্ব্বিত্যর্থঃ॥ ৩৫॥

(সন্তানরহিতো ভৃশমিতি। ভৃশমত্যর্থং সন্তানৈরহিতঃ কদাচিদপ্যস্য সন্তানং নজাতমিত্যর্থঃ॥ ৩৬—৩৯॥

ইতীতি। তজ্জ্ঞান্ মখসাধনক্রিয়াভিজ্ঞানিত্যর্থঃ॥ ৪০॥

পুত্রকামেতি। হূয়মানস্য পাবকস্য সুপ্রভত্বং সিদ্ধিসূচকমিতি ভাবঃ॥ ৪১॥

না হইলে তাহারা নিরর্থক রোদন করিবে কেন? হে মহাবাহো! আমি যে নিমিত্ত রোদন করিতেছি তাহা এক্ষণে বলিতেছি॥ ৩৫॥ মহারাজ! আপনার দেশ হইতে অন্যতর দেশে রভ্য নামক পরম ধার্ম্মিক এক রাজা প্রথমে নিঃসন্তান থাকেন। রুক্মরেখা নাম্নী তাঁহার পরম সুন্দরী একমাত্র ভার্য্যা; তিনি চতুরা সাধ্বী এবং সর্ব্বসুলক্ষণ সম্পন্না। কিন্তু পুত্রহীনা ছিলেন বলিয়া তিনি সেই দুঃখে দুঃখিত হইয়া নিজকান্ত রৈভ্যরাজকে কাতর স্বরে কহিলেন, নাথ! আমি পুত্রহীনা বন্ধ্যা সেই জন্য আমার মনে কিছুমাত্রই সুখ নাই। ধরাতলে আমার জীবনই বৃথা, এ জীবনে আর প্রয়োজন কি?॥৩৬-৩৯॥ রাজমহিষী সুদুঃখিত চিত্তে এইরূপ বলিলে পর, রাজা তখন, বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণকে আনাইয়া বিধি অনুসারে উত্তম যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন॥ ৪০॥ তিনি পুত্র প্রাপ্তির কামনায় শাস্ত্রোক্ত ভূরি ভূরি দ্রব্য প্রদান করিলেন। যখন, ভূরি ভূরি ঘৃতরাশি আহুতি দেওয়া হইতে লাগিল, তখন সেই প্রদীপ্ত পাবক

বিম্বোষ্ঠী সুদতী সুভ্রূঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননা।
কনকাভা সুকেশান্তা রক্তপাণিতলা মৃদুঃ ॥ ৪২ ॥
সুরক্তনয়না তন্বী রক্তপাদতলা ভৃশম্।
হুতাশনাৎ সমুদ্ভূতা হোত্রা সা স্বীকৃতা তদা ॥ ৪৩ ॥
হোতা প্রোবাচ রাজানং গৃহীত্বা তাং সুমধ্যমাম্।
রাজন্! পুত্রীং গৃহাণেমাং সর্ব্বলক্ষণসংযুতাম্ ॥ ৪৪ ॥
একাবলীব সম্ভূতা হূয়মানাদ্ধুতাশনাৎ।
নাম্না চৈকাবলী লোকে খ্যাতা পুত্রী ভবিষ্যতি ॥ ৪৫ ॥
সুখিতো ভব ভূপাল! পুত্র্যা পুত্রসমানয়া।
সন্তোষং কুরু রাজেন্দ্র! দত্তা দেবেন বিষ্ণুনা ॥ ৪৬ ॥
হোতুর্ব্বাক্যং নৃপঃ শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা তাং কন্যকাং শুভাম্।
জগ্রাহ পরমপ্রীতো হোত্রা দত্তাং সুসম্মতাম্ ॥ ৪৭ ॥
গৃহীত্বা নৃপতিস্তাস্তু দদৌ পত্ন্যৈ বরাননাম্।
আভাষ্য রুক্মরেখায়ৈ গৃহাণ সুভগে! সুতাম্ ॥ ৪৮ ॥

শুভলক্ষণান্যাহ বিম্বোষ্ঠীত্যাদি। মৃদুঃকোমলেত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৪ ॥)
একাবলীব মুক্তামালেব ॥ ৪৫ ॥
(সুখিতেতি। সঞ্জাতং সুখমস্যেতি তারকাদিত্বাৎ ইতচ্ ॥ ৪৬ ॥
হোতুরিতি। সুসম্মতাং যজ্ঞীয়াগ্নিজাতত্বাৎ সুপবিত্রাং সুলক্ষণাঞ্চেত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৪৮ ॥)

হইতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী শুভলক্ষণা এক কন্যা আবির্ভূত হইল ॥ ৪১ ॥ সেই কন্যার দন্তগুলি একান্ত মনোহর, ভ্রূযুগল অত্যন্ত শোভমান, বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর, অঙ্গপ্রভা কনকতুল্য কমনীয়, কেশকলাপ সূক্ষ্ম ও আকুঞ্চিত, ওষ্ঠ বিম্বফলের ন্যায়; পাণিতল ও পদতল রক্তবর্ণ নয়নযুগল সুলোহিত-কমলদল তুল্য এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল অত্যন্ত কোমল। হুতাশন হইতে উদ্ভূত হইলে হোতা সেই সুমধ্যমা ক্ষীণাঙ্গী কন্যাকে করযুগলে গ্রহণ করিয়া রাজাকে কহিলেন, রাজন্! এই সর্ব্বসুলক্ষণা তনয়াকে গ্রহণ কর ॥ ৪২—৪৪ ॥ হোমকালে হুতাশন হইতে একাবলী মালার ন্যায় উৎপন্ন হইয়াছে, অতএব এই কন্যা জগতীতলে একাবলী নামে বিখ্যাত হইবে ॥ ৪৫ ॥ হে পৃথিবীপাল! এই পুত্রসদৃশী সুলক্ষণা কন্যা গ্রহণ করিয়া আপনি সুখী হউন, রাজেন্দ্র! দেবদেব বিষ্ণু আপনাকে এই কন্যারত্ন প্রদান করিয়াছেন; ইহাতে আপনি সন্তোষ লাভ করুন ॥ ৪৬ ॥ নৃপতি হোতৃবাক্য শ্রবণে সেই সুশোভনা কন্যা দর্শন করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লিতচিত্তে তাঁহার হস্ত হইতে সেই মনোজ্ঞ তনয়াকে গ্রহণ করিলেন ॥ ৪৭ ॥ অনন্তর, সেই বরাননা কন্যাকে

সা তাং কমলপত্রাক্ষীং প্রাপ্য কন্যাং মনোরমাম্।
জহর্ষ মুদিতা রাজ্ঞী পুত্রং প্রাপ্য যথাসুখম্ ॥ ৪৯ ॥
চকার মঙ্গলং কর্ম্ম জাতকর্ম্মাদিকং শুভম্।
পুত্রজন্মসমুত্থং যত্তৎ সর্ব্বং বিধিবত্ততঃ ॥ ৫০ ॥
সমাপ্য চ মখং রাজা দ্বিজেভ্যো দক্ষিণাং শুভাম্।
দত্ত্বা বিসৃজ্য বিপ্রেন্দ্রান্ মুদং প্রাপ মহীপতিঃ ॥ ৫১ ॥
দিনে দিনেঽসিতাপাঙ্গী পুত্রবৃদ্ধ্যা ভৃশং ববৌ।
মুদঞ্চ পরমাং প্রাপ নৃপভার্য্যা সুতান্বিতা ॥ ৫২ ॥
উৎসবস্তদ্দিনে তস্য প্রবৃত্তঃ সুতজন্মজঃ।
পুত্রী পুত্রসমাত্যর্থং বভূব বল্লভা কিল ॥ ৫৩ ॥
রাজ্ঞো মন্ত্রিসুতা চাহং সুবুদ্ধে! মন্মথাকৃতে!।
যশোবতী চ মে নাম সমানং বয় আবয়োঃ ॥ ৫৪ ॥

হে সুভগে সুতাং গৃহাণেত্যেবমাভাষ্যেত্যর্থঃ ॥ ৪৯—৫১ ॥
পুত্রবৃদ্ধ্যা পুত্রবর্দ্ধনসমানবর্দ্ধনেনেত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥
পুত্রীং সুতস্থানীয়াং মত্বা সুতজন্মনি জায়মান উৎসবঃ তস্য রাজ্ঞো গৃহে তদ্দিনে সংপ্রবৃত্তঃ ॥ ৫৩ ॥
সুবুদ্ধে মন্মথাকৃতে ইতি রাজ্ঞঃ সম্বোধনম্। তেন চ ত্বয়ি মমাসক্তির্বর্ত্ততে ইতি যশোবত্যা বোধিতম্ ॥ ৫৪ ॥

লইয়া নিজপত্নী দেবী রুক্মরেখার নিকট যাইয়া কহিলেন, সুভগে! এই কন্যাকে গ্রহণ কর ॥ ৪৮ ॥ রাজ্ঞী রুক্মরেখা সেই কমলনয়না মনোরমা তনয়ারে পাইয়া পুত্রপ্রাপ্তির ন্যায় সুখানুভব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥ অনন্তর রাজা কন্যার জাতকর্ম্মাদি মঙ্গলকর কর্ম্ম সকল এবং পুত্র জন্মের ন্যায় যাবতীয় ক্রিয়া কলাপ সম্পাদন করিলেন ॥ ৫০ ॥ নরপতি স্বীয় যজ্ঞ সমাপন করিয়া দ্বিজগণকে বহুতর দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক বিদায় দিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন ॥ ৫১ ॥ সেই অসিতাপাঙ্গী কন্যা পুত্রনির্ব্বিশেষে লালিতা ও প্রতিপালিতা হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। নৃপতি-ভার্য্যা রুক্মরেখা সেই তনয়াকে লাভ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইলেন। সেই দিনেই পুত্র-জন্মোৎসবের ন্যায় উৎসব আরম্ভ হইল, সেই কন্যা পুত্রের ন্যায় অত্যন্ত বল্লভা হইয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৫২—৫৩ ॥ হে মন্মথমূর্ত্তে! আপনি রাজা ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান্, আমি আপনার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিব, শ্রবণ করুন। আমি সেই রাজার মন্ত্রিতনয়া, আমার নাম যশোবতী; সেই একাবলীর আর আমার সমানরূপ এবং সমান বয়স, অতএব রাজা ক্রীড়ার নিমিত্ত

বয়স্যাহং কৃতা রাজ্ঞা ক্রীড়নায় তয়া সহ।
সদা সহচরী জাতা প্রেমযুক্তা দিবানিশম্ ॥ ৫৫ ॥
একাবলী গন্ধবন্তি যত্র পদ্মানি পশ্যতি।
তত্র সা রমতে বালা নান্যত্র সুখমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৬ ॥
সুদূরে জাহ্নবীতীরে ভবন্তি কমলান্যপি।
রমমাণা তত্র যাতা মৎসমেতা সখীযুতা ॥ ৫৭ ॥
ময়া নিবেদিতং রাজন্! পুত্রী তে কমলাকরান্।
প্রেক্ষমাণাতিদূরে সা প্রয়াতি নির্জ্জনে বনে ॥ ৫৮ ॥
নিষেধিতাথ পিত্রাসৌ গৃহে কৃত্বা জলাশয়ান্।
কমলান্ বাপয়িত্বাথ পুষ্পিতান্ ভ্রমরাবৃতান্ ॥ ৫৯ ॥
তথাপি নির্যযৌ বালা কমলাসক্তচেতনা।
তদা রাজ্ঞা রক্ষপালাঃ প্রেরিতাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৬০ ॥

আবয়োঃ রাজকন্যায়াঃ মম চেত্যর্থঃ। বয়স্যা সখী ॥ ৫৫ ॥
একাবল্যাঃ স্বভাবমাহ গন্ধবন্তীতি ॥ ৫৬—৫৭ ॥
তস্যাস্তৎকর্ম্ম জাহ্নবীতীরদূরদেশস্থকমলগ্রহণরূপং ময়া রাজ্ঞে নিবেদিতং কথং নিবেদিতং তত্রাহ রাজন্নিতি ॥ ৫৮ ॥
নির্জ্জনে বনে তথাচ কস্মিংশ্চিদ্দিবসে ব্যাঘ্রাদিভিরুপক্রান্তা স্যাদিতি ভাবঃ। ইত্থং ময়া নিবেদিতে সতি গৃহে জলাশয়ান্ কৃত্বা তত্র পুষ্পিতান্ ভ্রমরাবৃতান্ কমলান্ পুংস্ত্বমার্ষম্।

আমাকে তাঁহার বয়স্যা সখী করিয়া দিয়াছেন। আমি দিবারাত্রই তাঁহার প্রিয়তমা সহচরী হইয়া সময় যাপন করিয়া থাকি ॥৫৪-৫৫॥ একাবলী যেখানে গন্ধযুক্ত পদ্ম দর্শন করেন সেই স্থানেই থাকিতে ও ক্রীড়া করিতে ভাল বাসেন; অন্য কোথাও তাঁহার সুখলাভ হয় না। দূরস্থিত জাহ্নবীতীরে বহুতর কমল জন্মিয়া থাকে, একাবলী আমার ও অন্যান্য সখী-গণের সহিত আমোদে তথায় গমন করিয়া থাকেন ॥ ৫৬—৫৭ ॥ আমি এক দিন রাজাকে বলিয়া দিলাম, রাজন্! আপনার একাবলী প্রতি দিন নির্জ্জন দূর বনে কমল-সরোবর দেখিতে গমন করেন ॥ ৫৮ ॥ অনন্তর রাজা তাঁহাকে নিষেধ করিয়া দিলেন এবং আপন ভবন মধ্যে জলাশয় নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বহুতর নলিনী আনিয়া রোপিত করিলেন। ক্রমে তাহাতে কমল সকল প্রস্ফুটিত হইলে, তখন, ভ্রমর সকল আসিয়া তাহাতে মধুপান করিতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥ তথাপি তিনি কমল লাভ লালসায় বহির্গত হইতে লাগিলেন; তখন, রাজা তাঁহার সহিত শস্ত্রধারী রক্ষক সকল প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ সেই কৃশাঙ্গী নৃপনন্দিনী রক্ষকগণে পরিবৃত হইয়া আমার ও অন্যান্য সখীগণের সহিত ক্রীড়ায়

এবং রক্ষাযুতা তন্বী মৎসমেতা সখীযুতা ।
ক্রীড়ার্থং জাহ্নবীতোয়ে নিত্যমায়াতি যাতি চ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে একবীরস্য রাজ্যাভিষেকাদিবর্ণনং নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

বাপয়িত্বা রোপয়িত্বাসৌ কন্যা পিত্রাথ জাহ্নবীতীরং গন্তুং নিবারিতা তথাপীত্যুত্তরশ্লোকে-নান্বয়ঃ ॥ ৫৯—৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

নিমিত্ত জাহ্নবীর জলে প্রতিদিনই আগমন করেন, আবার ক্রীড়া সাঙ্গ হইলেই গৃহে প্রতিগমন করিয়া থাকেন ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে একবীরের রাজ্যাভিষেক ও একাবলীর জন্মকথনবর্ণন নামক একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

যশোবত্যুবাচ।

প্রাতরুত্থায় তন্বঙ্গী চলিতা চ সখীযুতা।
চামরৈর্বীজ্যমানা সা রক্ষিতা বহুরক্ষিভিঃ ॥ ১ ॥
সায়ুধৈশ্চাতিসন্নদ্ধৈঃ সহিতা বরবর্ণিনী।
ক্রীড়ার্থমত্র রাজেন্দ্র! সম্প্রাপ্তা নলিনীং শুভাম্ ॥ ২ ॥
অহমপ্যনয়া সার্দ্ধং গঙ্গাতীরে সমাগতা।
অপ্সরোভিঃ সমেতা চ কমলৈঃ ক্রীড়মানয়া ॥ ৩ ॥
একাবলী তথা চাহং জাতে ক্রীড়াপরে যদা।
সহসৈব তদায়াতো দানবো বলসংযুতঃ ॥ ৪ ॥
কালকেতুরিতিখ্যাতো রাক্ষসৈর্বহুভির্যুতঃ।
পরিঘাসিগদাচাপবাণতোমরপাণিভিঃ ॥ ৫ ॥
দৃষ্টা চৈকাবলী তেন রূপযৌবনশালিনী।
দ্বিতীয়া কামপত্নীব ক্রীড়মানা স্বপঙ্কজৈঃ ॥ ৬ ॥

পঞ্চষষ্টিশ্লোকবর্ষৈরেকাবল্যাঃ কথানকম্।
যশোবতী প্রাহ রাজ্ঞে ইতি সম্যগিহোচ্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়োক্তবৃত্তোত্তরং যশোবতীবৃত্তং কথয়তি প্রাতরুত্থায়েতি ॥ ১—৬ ॥

যশোবতী কহিল, রাজেন্দ্র! এক দিন একাবলী প্রাতঃকালে উঠিয়া সখীগণের সহিত গঙ্গাতীরে গমন করিতে লাগিলেন; সহচরীগণ তাহাকে চামর ব্যজন করিতে লাগিল; রক্ষিগণ বদ্ধসন্নাহ হইয়া নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিল। ক্রমে তিনি ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত এই স্থানে সুশোভিত কমলসমূহের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥১-২॥ আমিও তাঁহার সহিত কমল লইয়া খেলিতে খেলিতে গঙ্গাতীরে আসিলাম এবং দুই জনেই অপ্সরাগণের সহিত কমল লইয়া ক্রীড়া করিতে আরম্ভ করিলাম ॥৩॥ যখন আমরা উভয়ে ক্রীড়ায় একান্ত আসক্ত হইয়াছি, তখন, কালকেতু নামে বিখ্যাত এক বলবান্ দানব পরিঘ, অসি, গদা, চাপ, বাণ এবং তোমর প্রভৃতি অস্ত্রধারী বহুতর রাক্ষসগণের সহিত সহসা আসিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইল ॥১-৫॥ একাবলী উত্তম উত্তম পঙ্কজ লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন, এমন সময় কালকেতু তাঁহাকে তাদৃশ রূপযৌবনসম্পন্না মন্মথের রতির ন্যায় অবলোকন

ময়োক্তৈকাবলী রাজন্! কোঽয়ং দৈত্যঃ সমাগতঃ।
গচ্ছাবো রক্ষপালানাং মধ্যে পঙ্কজলোচনে! ॥ ৭ ॥
বিমৃশ্যৈবং সখী চাহং ত্বরয়ৈব গতে ভয়াৎ।
মধ্যে বৈ সৈনিকানাস্তু সায়ুধানাং নৃপাত্মজ! ॥ ৮ ॥
কালকেতুস্তু তাং দৃষ্ট্বা মোহিনীং মদনাতুরঃ।
গদাং গুর্ব্বীং গৃহীত্বা তু ধাবমানঃ সমাগতঃ ॥ ৯ ॥
রক্ষকান্ দূরতঃ কৃত্বা জগ্রাহাম্বুজলোচনাম্।
ত্রস্তাং বেপথুসংযুক্তাং ক্রন্দমানাং কৃশোদরীম্ ॥ ১০ ॥
ত্যজৈনাং মাং গৃহাণেতি ময়া চোক্তোঽপি দানবঃ।
ন মাং জগ্রাহ কামার্ত্তস্তাং গৃহীত্বা বিনিঃসৃতঃ ॥ ১১ ॥
তিষ্ঠতিষ্ঠেতিভাষন্তো রক্ষকাস্তং মহাবলম্।
প্রতিষিধ্য তু সংগ্রামং চক্রুর্বিস্ময়কারকম্ ॥ ১২ ॥
তস্যাপি রাক্ষসাঃ ক্রূরাঃ সর্ব্বতঃ শস্ত্রপাণয়ঃ।
যুযুধু রক্ষকৈঃ সার্দ্ধং স্বামিকার্য্যে কৃতোদ্যমাঃ ॥ ১৩ ॥

রক্ষপালানাং মধ্যে গচ্ছাব ইতি ময়া তদৈকাবল্যুক্তা ॥ ৭ ॥
তদনন্তরং তয়ৈবং বিমৃশ্যাহং সা সখী একাবলী চোভে সৈনিকানাং মধ্যে দৈত্যভয়াত্ত্বরয়ৈব গতে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৮—১০ ॥
এনামেকাবলীং ত্যজ মাং গৃহাণ ইতি ময়োক্তোঽপীত্যর্থঃ ॥ ১১—১৯ ॥

করিল ॥ ৬ ॥ রাজন্! আমি তখন একাবলীকে বলিলাম, দেখ, এ কে একজন দৈত্য আসিয়া উপস্থিত হইল; অম্বুজেক্ষণে! এক্ষণে চল আমরা রক্ষকদিগের মধ্যস্থলে গিয়া প্রবেশ করি ॥ ৭ ॥ নৃপনন্দন! তখন, সখী ও আমি দুই জনে এইরূপ পরামর্শ করিয়া ভয়ে তৎক্ষণাৎ অস্ত্রধারী সৈনিকগণের মধ্যভাগে গমন করিলাম ॥ ৮ ॥ কালকেতু সেই মনোমোহিনী তরুণী কামিনীকে অবলোকন মাত্র মন্মথশরে প্রপীড়িত হইয়া গুর্ব্বী গদা গ্রহণপূর্ব্বক দ্রুতবেগে আমাদিগের সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং রক্ষকদিগকে দূর করিয়া দিয়া সেই পঙ্কজলোচনা কৃশোদরী সখীরে গ্রহণ করিল। তখন, সেই বালা ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে ক্রন্দন করিতে লাগিল ॥ ৯—১০ ॥ তদ্দর্শনে আমি সেই দানবকে কহিলাম, ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে গ্রহণ কর। সেই কামার্ত্ত দানব আমাকে গ্রহণ না করিয়া সখীরেই লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল ॥ ১১ ॥ রক্ষকগণ "থাক্ থাক্ কন্যা লইয়া পলাইস্ না তোরে বিলক্ষণ শিক্ষা দিতেছি" এই বলিয়া সেই মহাবল দানবকে ফিরাইয়া তাহার সহিত ঘোরতর বিস্ময়জনক সংগ্রাম প্রবৃত্ত হইল। তাহার সমস্ত-

সংগ্রামস্তু তদা জাতঃ কালকেতোস্তথা রণে।
নিহত্য রক্ষকান্ সর্ব্বান্ গৃহীত্বৈনাং মহাবলঃ।
যুক্তো রাক্ষসসৈন্যেন নির্জ্জগাম পুরম্প্রতি ॥ ১৪ ॥
বীক্ষ্য তাং রুদতীং বালাং গৃহীতাং দানবেন তু।
পৃষ্ঠতোঽহং গতা তত্র যত্র নীতা সখী মম ॥ ১৫ ॥
বিক্রোশন্তী যথা সা মাম্পশ্যেদিতি পদানুগা।
সাপি মামাগতাং বীক্ষ্য কিঞ্চিৎস্বস্থাভবত্তদা ॥ ১৬ ॥
গতাহং তৎসমীপে তু তামাভাষ্য পুনঃ পুনঃ ॥ ১৭ ॥
সা মাম্প্রাপ্যাতিদুঃখার্ত্তা স্তম্ভস্বেদসমাকুলা।
কণ্ঠে গৃহীত্বা মাং ভূপ! রুরোদ ভৃশদুঃখিতা ॥ ১৮ ॥
স মামাহ কালকেতুঃ প্রীতিপূর্ব্বমিদং বচঃ।
সমাশ্বাসয় ভীতাং ত্বং সখীং চঞ্চললোচনাম্ ॥ ১৯ ॥
প্রাপ্তং মমাদ্য নগরং দেবলোকসমম্প্রিয়ে!।
দাসোঽস্মি তব রত্যা হি কস্মাৎ ক্রন্দসি কাতরা ॥ ২০ ॥

রত্যা ক্রীড়য়াহং তব দাসোঽস্মি কস্মাৎ ক্রন্দসি রোদিষীতি সখীং কথয়েত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ২০ ॥

ব্যাহারী শস্ত্রধারী ক্রূরতর রাক্ষসসেনা সকল স্বামীকার্য্য সাধনের নিমিত্ত উৎসাহ সহকারে রক্ষকগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১২—১৩ ॥ মহাবল কালকেতু পরে স্বয়ংও সেই ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া রক্ষকগণকে রণস্থলে নিহত করিয়া সখীরে গ্রহণপূর্ব্বক রাক্ষসসৈন্যগণের সহিত নিজ নগরে গমন করিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥ সেই বালা দানবকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া ভয়ে রোদন করিতেছে দেখিয়া আমিও সখীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম ॥ ১৫ ॥ যাহাতে তিনি আমাকে দেখিতে পান এরূপ স্থান দিয়া চীৎকার স্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিতে লাগিলাম, সখীও আমাকে দেখিতে পাইয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন ॥ ১৬ ॥ আমি পুনঃ পুনঃ ডাকিতে ডাকিতে তাঁহার সমীপে গমন করিলাম, সখী অতিশয় দুঃখে কাতর হইয়াছিলেন, আমাকে নিকটে দেখিয়া স্তম্ভিত ও স্বেদ জলে আপ্লুত হইয়া আমার কণ্ঠদেশ ধারণপূর্ব্বক অধিকতর দুঃখিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১৭—১৮ ॥ তখন কালকেতু আমার প্রতি প্রীতিপ্রকাশপূর্ব্বক বলিল, তোমার এই চঞ্চললোচনা সখী অত্যন্ত ভীত হইয়াছেন তুমি ইঁহাকে আশ্বাসিত কর ॥ ১৯ ॥ "প্রিয়ে! আমার নগরী দেবলোকের তুল্য; তাহাতে তুমি এখনি গমন করিতে পারিবে। আর অদ্য হইতে আমি তোমার প্রণয়সংবদ্ধ হইয়া ক্রীতদাস হইলাম, তুমি কাতর হইয়া

কথয়ৈনাং সখীং তেঽদ্য স্বস্থা ভব সুলোচনে ! ।
ইত্যুক্ত্বা মাং সখীপার্শ্বে সমারোপ্য রথোত্তমে ॥ ২১ ॥
জগাম তরসা দুষ্টঃ পুরে স্বস্য মনোহরে ।
সৈন্যেন মহতা যুক্তঃ প্রফুল্লবদনাম্বুজঃ ॥ ২২ ॥
একাবলীং তথা মাঞ্চ সংস্থাপ্য ধবলে গৃহে ।
রাক্ষসান্ গৃহরক্ষার্থং কল্পয়ামাস কোটিশঃ ॥ ২৩ ॥
দ্বিতীয়ে দিবসে সোঽথ মামুবাচ রহো নৃপ ! ।
প্রবোধয় সখীং বালাং শোচন্তীং বিরহাতুরাম্ ॥ ২৪ ॥
পত্নী মে ভব সুশ্রোণি ! সুখং ভুঙ্ক্ষ্ব যথেপ্সিতম্ ।
রাজ্যং ত্বদীয়ং চন্দ্রাস্যে ! সেবকোঽহং সদা তব ॥ ২৫ ॥
পুনরুক্তং ময়া বাক্যং শ্রুত্বা তদ্ভাষিতং খরম্ ।
নাহং ক্ষমাপ্রিয়ং বক্তুং ত্বমেনাং কথয় প্রভো ! ॥ ২৬ ॥
ইত্যুক্তে বচনে দুষ্টো মদনক্ষতমানসঃ ।
উবাচ বিনয়াদেনাং সখীং ক্ষামোদরীং প্রিয়াম্ ॥ ২৭ ॥

হে সুলোচনে ! স্বস্থা ভবেত্যপি কথয়েত্যন্বয়ঃ ॥ ২১—২৫ ॥
অপ্রিয়মিতি চ্ছেদঃ ॥ ২৬ ॥
ইত্যুক্তে ইতি । ইতি ময়া বচনে উক্তে সতীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

কাঁদিও না স্বস্থ হও" হে সুলোচনে ! আমার এই বাক্যে আশ্বাসিত করিয়া তোমার প্রিয়সখীকে বল, এই বলিয়া সেই দুষ্ট আমাদিগকে সেই মনোরম রথে উত্তোলনপূর্ব্বক নিজ পার্শ্বে বসাইয়া মহতী সেনা সমভিব্যাহারে প্রফুল্লবদনে স্বকীয় মনোহর পুরে সত্বর গমন করিল ॥ ২০—২২ ॥ অনন্তর, উভয় সখীকেই সুধাধবলিত মনোহর গৃহে সংস্থাপিত করিয়া আমাদিগের রক্ষার নিমিত্ত কোটি কোটি রাক্ষস নিযুক্ত করিয়া দিল ॥ ২৩ ॥ দ্বিতীয় দিবসে সেই দৈত্য আমাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিল, তোমার সখী পিতা মাতার বিরহে একান্ত কাতর হইয়া শোক করিতেছেন, তুমি ইঁহাকে বুঝাইয়া সুস্থ কর ॥২৪॥ "হে সুশ্রোণি ! তুমি আমার পত্নী হইয়া যথাভিলাষ সুখসম্ভোগ কর। চন্দ্রাননে ! এই রাজ্য তোমার, আমি তোমার নিরন্তর দাস" আমার এই সমস্ত বাক্য দ্বারা তোমার সখীকে বুঝাইয়া বল ॥ ২৫ ॥ আমি তাহার সেই অশ্রাব্য কর্কশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলাম, প্রভো ! আমি ইহাকে অপ্রিয় বাক্য বলিতে পারিব না, তুমি স্বয়ংই ইঁহাকে বুঝাইয়া বল ॥ ২৬ ॥ আমি এইরূপ বলিলে পর সেই দুষ্ট দানব মন্মথশরে বিক্ষতচিত্ত হইয়া সেই কৃশোদরী প্রিয়সখীরে বিনয় বচনে বলিতে লাগিল ; অয়ি প্রিয়ে ! তুমি অদ্য আমার প্রতি বশীকরণ মন্ত্র প্রয়োগ

কৃশোদরি ! ত্বয়া মন্ত্রো নিক্ষিপ্তোঽস্তি মমোপরি।
তেন মে হৃদয়ং কান্তে ! হৃতং তে বশতাং গতম্ ॥ ২৮ ॥
তেনাহং তব দাসোঽদ্য কৃতোঽস্মীতি বিনিশ্চয়ঃ।
ভজ মাং কামবাণেন পীড়িতং বিবশং ভৃশম্ ॥ ২৯ ॥
যৌবনং যাতি রম্ভোরু ! চঞ্চলং দুর্লভং তথা।
সফলং কুরু কল্যাণি ! পতিং মাং পরিরভ্য চ ॥ ৩০ ॥

একাবল্যুবাচ।

পিত্রাহং কল্পিতা পূর্ব্বং দাতুং রাজসুতায় বৈ।
হৈহয়স্তু মহাভাগ ! স ময়া মনসা বৃতঃ ॥ ৩১ ॥
কথমন্যং ভজে কান্তং ত্যক্ত্বা ধর্ম্মং সনাতনম্।
কন্যাধর্ম্মং বিহায়াদ্য বেৎসি শাস্ত্রবিনিশ্চয়ম্ ॥ ৩২ ॥
যস্মৈ দদ্যাৎ পিতা কামং কন্যা তং পতিমাপ্নুয়াৎ।
পরতন্ত্রা সদা কন্যা ন স্বাতন্ত্র্যং কদাচন ॥ ৩৩ ॥
ইত্যুক্তোঽপি তয়া পাপী বিররাম ন মোহিতঃ।
ন মুমোচ বিশালাক্ষীং মাঞ্চ পার্শ্বস্থিতাং তথা ॥ ৩৪ ॥

মন্ত্রো বশীকরণ ইত্যর্থঃ। অনেন চ ত্বয্যহমত্যন্তং মোহিতোঽস্মীতি বোধ্যতে ॥২৮-৩০॥
রাজসুতায় দাতুং পিত্রা কল্পিতেত্যর্থঃ। ময়া চ মনসা হৈহয় এব বৃত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১-৩৫ ॥

করিয়াছ, কান্তে ! সেই কারণেই আমার হৃদয় তোমার একান্ত বশীভূত হইয়াছে ; তাহাতেই আমাকে তোমার দাসত্বে বদ্ধ করিয়াছে, আমিও তোমার দাস হইলাম ইহাই স্থিরনিশ্চয় জানিবে ; প্রেয়সি ! এক্ষণে আমি মন্মথশরে একান্ত পীড়িত ও বিবশ হইয়া পড়িয়াছি ; অতএব, কৃশোদরি ! তুমি এক্ষণে আমাকে ভজনা কর ॥ ২৭—২৯ ॥ হে রম্ভোরু ! যৌবন অত্যন্ত দুর্লভ ও চঞ্চল বস্তু ; কল্যাণি ! তুমি এক্ষণে আমাকে পতিভাবে আলিঙ্গন করিয়া তাহার সাফল্য সম্পাদন কর ॥ ৩০ ॥

একাবলী বলিলেন, মহাভাগ ! প্রথমে পিতা আমাকে এক রাজপুত্রকে প্রদান করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন, আমিও সেই হৈহয় নামক নৃপবরকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি ॥ ৩১ ॥ আপনিও ত শাস্ত্রনিশ্চয় অবগত আছেন, এক্ষণে আমি সনাতন ধর্ম্ম এবং কন্যাধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে অন্য পতিকে আলিঙ্গন করিব ? ॥ ৩২ ॥ পিতা যাঁহাকে প্রদান করেন, কন্যা তাঁহাকেই পতিরূপে গ্রহণ করে, কন্যা সকল সর্ব্বদাই পরতন্ত্রা ; তাহারা কখনই স্বতন্ত্রতা লাভ করিতে পারে না ॥ ৩৩ ॥ একাবলী এইরূপ বলিলেও সেই পাপিষ্ঠ দৈত্য কামশরে বিমোহিত হইয়া ক্ষান্ত হইল না এবং সেই বিশালাক্ষী সখীকে ও

পাতালবিবরে তস্য পুরং পরমসঙ্কটে ।
রাক্ষসৈ রক্ষিতং দুর্গং মণ্ডিতং পরিখাবৃতম্ ॥ ৩৫ ।
তত্র তিষ্ঠতি দুঃখার্ত্তা সখী মে প্রাণবল্লভা ।
তেনাহং বিরহেণাত্র রারটীমি সুদুঃখিতা ॥ ৩৬ ॥

একবীর উবাচ ।

কথং ত্বমত্র সম্প্রাপ্তা পুরাত্তস্য দুরাত্মনঃ ।
বিস্ময়ো মে মহানত্র তত্ত্বং ব্রূহি বরাননে ! ॥ ৩৭ ॥
ত্বয়া চ কথিতং বাক্যং সন্দিগ্ধং ভাতি ভামিনি ! ।
হৈহয়ার্থে কল্পিতা সা পিত্রেতি মম সাম্প্রতম্ ॥ ৩৮ ॥
হৈহয়ো নাম রাজাহং নান্যোঽস্তি পৃথিবীপতিঃ ।
মদর্থে কথিতা সা কিং সখী তব সুলোচনা ॥ ৩৯ ॥
এতন্মে সংশয়ং সুভ্রু ! ছেত্তুমর্হসি ভামিনি ! ।
অহং তামানয়িষ্যামি তং হত্বা রাক্ষসাধমম্ ॥ ৪০ ॥

রারটীমি বল্‌গনাং করোমীত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

সাম্প্রতমস্মিন্ কালে ॥ ৩৮ ॥

হৈহয় ইতি। যদ্যপি হয্যা অপত্যমিত্যর্থে স্ত্রীভ্যোঢগিতিঢকি হায়েয় ইত্যেব রূপং সিধ্যতি তথাপি পৃষোদরাদিত্বাদ্ধৈহয়পদস্য সাধুত্বং বোধ্যম্। যদ্বা হেশব্দেন নামৈকদেশেন নামগ্রহণমিতি ন্যায়াদ্ধেষাশব্দস্য গ্রহণম্। তথাচ হেশব্দেন হেষাশব্দেন তং শব্দং কুর্ব্বন্ হয়তি গচ্ছতীতি হেহয়োঽশ্বস্তস্যায়ং হৈহয় ইতি। যদ্বা হে ভক্ত ইত্যুচ্চার্য্য হয়তি গচ্ছতীতি হেহয়োবিষ্ণুস্তস্যায়ং হৈহয় ইতি ব্যুৎপত্ত্যা সাধুত্বং বোধ্যম্। মদর্থে কথিতা সা কিমিতি। যদি মদর্থে সা কথিতা তর্হি মমৈব সা স্ত্রী সঙ্কটে পতিতেত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী আমাকেও ছাড়িয়া দিল না ॥ ৩৪ ॥ তাঁহার পুর পাতালবিবর মধ্যে অতিশয় শঙ্কট স্থানে অধিষ্ঠিত ; নিরন্তর রাক্ষসসমূহে তাহা রক্ষা করিতেছে, উহাতে পরিখা দ্বারা পরিবৃত মনোহর দুর্গ বিনির্ম্মিত আছে ॥ ৩৫ ॥ আমার প্রাণবল্লভা প্রিয়সখী সেই স্থানেই দুঃখিতচিত্তে অবস্থিতি করিতেছেন, আমি এই স্থানে তাঁহার বিরহদুঃখে একান্ত কাতর ও অস্থির হইয়া বেড়াইতেছি ॥ ৩৬ ॥

একবীর কহিলেন, বরাননে ! তুমি সেই দুরাত্মার পুর হইতে এই স্থানে কিরূপে আগমন করিলে ? এ বিষয়ে আমার মহান্ বিস্ময় জন্মিয়াছে। তুমি আমার নিকট সত্বর ইহার কারণ বল ॥৩৭॥ ভামিনি ! তুমি যাহা কহিতেছ তাহাতে আমার সংশয় জন্মিতেছে ; তোমার প্রিয়সখীর পিতা তাঁহাকে হৈহয়ের হস্তে সমর্পণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, আমারই নাম হৈহয়, আমিই হৈহয় নামক রাজা ; এক্ষণে অবনীতলে

স্থানং দর্শয় মে তস্য যদি জানাসি সুব্রতে!।
রাজ্ঞে নিবেদিতং কিং বা তৎপিত্রে চাতিদুঃখিতা ॥ ৪১ ॥
যস্যৈষা বল্লভা পুত্রী ন কিং জানাতি তাং হৃতাম্।
নোদ্যমঃ কিং কৃতস্তেন ততো মোচনহেতবে ॥ ৪২ ॥
বন্দীকৃতাং সুতাং জ্ঞাত্বা কথং তিষ্ঠতি সুস্থিরঃ।
অসমর্থো নৃপঃ কিংবা কারণং ব্রূহি সত্বরম্ ॥ ৪৩ ॥
ত্বয়া মেঽপহৃতং চেতো গুণানুক্ত্বা হ্যমানুষান্।
সখ্যাঃ পঙ্কজপত্রাক্ষি! কৃতঃ কামবশো ভৃশম্ ॥ ৪৪ ॥
কদা পশ্যামি তাং কান্তাং মোচয়িত্বাতিসঙ্কটাৎ।
ইতি মে হৃদয়ঞ্চাদ্য করোত্যতিমনোরথম্ ॥ ৪৫ ॥
ব্রূহি মে গমনোপায়ং পুরে তস্যাতিদুর্গমে।
কথং ত্বমাগতা তস্মাৎ সঙ্কটাদত্র তদ্বদ ॥ ৪৬ ॥

ইদং বর্তমানং রাজ্ঞে নিবেদিতং কিংবা নেতি বদেতি শেষঃ ॥ ৪১—৪৯ ॥

হৈহয় নামক অন্য কোনও রাজা বিদ্যমান নাই, তোমার সেই সুলোচনা প্রিয়সখী কি আমার নিমিত্তই কল্পিত হইয়াছেন? ভামিনি! তুমি আমার এই সংশয়জাল ছিন্ন কর, আমি সেই রাক্ষসাধমকে সংহার করিয়া এখনিই তোমার প্রিয়সখীকে আনয়ন করিব তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৩৮—৪০ ॥ সুব্রতে! যদি তোমার জানা থাকে তবে আমাকে শীঘ্রই সেই স্থান দেখাইয়া দাও। তিনি যে এত দুঃখ পাইতেছেন তাহা কি তাঁহার পিতাকে কেহ নিবেদন করিয়াছে? ইনি যাঁহার প্রিয়তমা পুত্রী, তাঁহার সেই বল্লভা কন্যা অপহৃত হইয়াছে তাহা কি তিনি জানিতে পারিয়াছেন? আর সেই রাক্ষসাধমের হস্ত হইতে তাঁহার মোচনের নিমিত্ত কি কোনও প্রকার উদ্যোগ করিয়াছেন? ॥৪১-৪২॥ নিজকন্যা বন্দীকৃত হইয়াছে জানিতে পারিয়াও সেই নরপতি কি প্রকারে সুস্থির হইয়া রহিয়াছেন? অথবা সেই রাজা কি তাঁহার মোচনে অসমর্থ? তুমি সত্বর এই সমস্ত বিষয়ের কারণ বল ॥ ৪৩ ॥ হে সরোজাক্ষি! তুমি তোমার প্রিয়সখীর অলৌকিক গুণ সকল কীর্ত্তন করিয়া আমার মন হরণ করিয়াছ এবং আমাকে মনোভবের নিতান্ত বশীভূত করিয়াছ ॥ ৪৪ ॥ হায়! কখন্ আমি সেই মনোরমা কান্তাকে অতিশয় সঙ্কট হইতে পরিমুক্ত করিয়া প্রীতিপ্রফুল্লিতনেত্রে অবলোকন করিব!! প্রিয়সখি! আমার হৃদয় এইরূপ উচ্চতর মনোরথে আরোহণ করিয়াছে ॥ ৪৫ ॥ হে সুভাষিণি! কি উপায়ে আমি সেই অতিশয় দুর্গম পুরীতে গমন করিতে পারিব? তুমিই বা কিরূপে সেই সঙ্কট স্থান হইতে এখানে আগমন করিলে তাহা আমাকে বল ॥ ৪৬ ॥

যশোবত্যুবাচ।

বালভাবান্ময়া মন্ত্রো ভগবত্যা বিশাম্পতে!।
প্রাপ্তোঽস্তি ব্রাহ্মণাৎ সিদ্ধাৎ সবীজধ্যানপূর্ব্বকঃ ॥ ৪৭ ॥
তত্রাবস্থিতয়া রাজন্! ময়া চিত্তে বিচারিতম্।
আরাধয়ামি সততং চণ্ডিকাং চণ্ডবিক্রমাম্ ॥ ৪৮ ॥
সা দেবী সেবিতা কামং বন্ধমোক্ষং করিষ্যতি।
ভক্তানুকম্পিনী শক্তিঃ সমর্থা সর্ব্বসাধনে ॥ ৪৯ ॥
যা বিশ্বং সৃজতে শক্ত্যা পালয়ত্যেব সা পুনঃ।
কল্পান্তে সংহরত্যেব নিরাকারা নিরাশ্রয়া ॥ ৫০ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা দেবীং বিশ্বেশ্বরীং শিবাম্।
ধ্যাত্বা রক্তাম্বরাং সৌম্যাং সুরক্তনয়নাং হৃদি।
সংস্মৃত্য মনসা রূপং মন্ত্রজাপ্যপরাভবম্ ॥ ৫১ ॥
উপাসিতা ময়া দেবী মাসমেকং সমাধিনা।
স্বপ্নে মম সমায়াতা ভক্তিভাবেন তোষিতা ॥ ৫২ ॥
মামাহামৃতয়া বাচা কিং সুপ্তাসীতি চণ্ডিকা।
উত্তিষ্ঠ যাহি তরসা গঙ্গাতীরং মনোহরম্ ॥ ৫৩ ॥

(যেতি। নিরাশ্রয়া অন্তৎ কিমপ্যাশ্রয়মকুর্ব্বত্যেব কস্যাপি সাহায্যমগৃহীত্বৈবেত্যর্থঃ। নিজয়া শক্ত্যেতি ভাবঃ ॥ ৫০ ॥
ধ্যাত্বেতি। মন্ত্রজাপ্যপরা মন্ত্রজপনশীলেত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫২ ॥
মামিতি। তরসা বেগেনেত্যর্থঃ ॥ ৫৩—৫৪ ॥)

যশোবতী বলিল, রাজন্! আমি বাল্যকালে এক সিদ্ধ ব্রাহ্মণের নিকট বীজ ও ধ্যানের সহিত ভগবতীর মন্ত্রলাভ করিয়াছি, সেই স্থানে অবস্থিত হইয়া মনে মনে বিচার করিলাম যে, এক্ষণে আমি সর্ব্বদাই সেই চণ্ডবিক্রমা সদ্যো-মনোরথপ্রদায়িনী চণ্ডিকার আরাধনা করিব ॥ ৪৭—৪৮ ॥ ভক্তের প্রতি অনুকম্পাবতী সেই সর্ব্বার্থসাধিনী শক্তির আরাধনা করিলে অবশ্যই তিনি আমার প্রিয়সখীর বন্ধন মোচন করিবেন ॥ ৪৯ ॥ সেই দেবী ভগবতী স্বরূপতঃ নিরাকারা হইয়াও এবং কাহারও আশ্রয় গ্রহণ না করিয়াও কেবল নিজশক্তি দ্বারাই এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও পালন এবং কল্পান্তকালে সংহার করিয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই কল্যাণরূপিণী সুরক্তবসনা ও লোহিতলোচনা বিশ্বেশ্বরী দেবীর ধ্যান এবং মনে মনে তাঁহার রূপ স্মরণ করিয়া মন্ত্র জপ করিতে লাগিলাম ॥ ৫১ ॥ আমি একমাস মাত্র সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক দেবীর উপাসনা করিলে চণ্ডিকাদেবী আমার ভক্তিভাবে স্বপ্নযোগে আবির্ভূত হইয়া অমৃতময় বাক্যে আমাকে কহিলেন, তুমি নিদ্রিত

আগমিষ্যতি তত্রাসৌ হৈহয়ো নৃপপুঙ্গবঃ।
একবীরো মহাবাহুঃ সর্ব্বশত্রুবিমর্দ্দনঃ ॥ ৫৪ ॥
দত্তাত্রেয়েণ মন্মন্ত্রো মহাবিদ্যাভিধঃ পরঃ।
দত্তোঽস্মৈ সোঽপি সততং মামুপাস্তেঽতিভক্তিতঃ ॥ ৫৫ ॥
ময্যাসক্তমতির্নিত্যং মম পূজাপরায়ণঃ।
মামেব সর্ব্বভূতেষু ধ্যায়ন্নাস্তে চ মৎপরঃ ॥ ৫৬ ॥
স তে দুঃখবিনাশং বৈ করিষ্যতি মহামতিঃ।
মাসুতো বিহরংস্তত্র তব ত্রাতা ভবিষ্যতি ॥ ৫৭ ॥
হত্বা তং রাক্ষসং ঘোরং মোচয়িষ্যতি মানিনীম্।
একাবলীমেকবীরঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৫৮ ॥
পশ্চাৎ স বৈ পতিঃ কার্য্যস্ত্বয়া রাজসুতঃ শুভঃ।
ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে দেবী প্রবুদ্ধাহং তদৈব হি ॥ ৫৯ ॥
কথিতং স্বপ্নবৃত্তান্তং দেব্যাশ্চারাধনং তথা।
প্রসন্নবদনা জাতা শ্রুত্বা সা কমলেক্ষণা ॥ ৬০ ॥

মহাবিদ্যাভিধঃ শ্রীবিদ্যামন্ত্র ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫—৫৬ ॥
মামেব সর্ব্বভূতেষ্বিতি। সর্ব্বং মদাত্মকং পশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥
মাসুতো লক্ষ্মীসুত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৮—৬২ ॥

রহিয়াছ, উঠ সত্বর সেই মনোহর গঙ্গাতীরে গমন কর ॥৫২-৫৩॥ সেই শত্রুনিসূদন মহাবাহু একবীর নৃপতিশ্রেষ্ঠ হৈহয় সেই স্থানে আগমন করিবেন ॥৫৪॥ মহামুনীশ্বর দত্তাত্রেয় তাঁহাকে মহাবিদ্যা নামক মদীয় মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন, রাজাও সেই মন্ত্র দ্বারা সততই ভক্তিভাবে আমার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন ॥ ৫৫ ॥ তাঁহার মন আমাতেই নিত্য আসক্ত এবং নিয়ত আমারই পূজায় নিরত থাকে। অধিক কি, সেই রাজা মৎপরায়ণ হইয়া সর্ব্ব জীবের অন্তর্যামিরূপে আমাকেই ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥ সেই মহাবুদ্ধি রমাপুত্র গঙ্গাতটে বিহারার্থ আগমন করিয়া তোমাদের দুঃখ বিনাশ করিবেন। সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ রাজা একবীর ঘোর সমরে রাক্ষসগণকে নিধন করিয়া একাবলীর উদ্ধার সাধন করিবেন ॥৫৭-৫৮॥ অবশেষে তিনি আমাকে বলিয়া দিলেন যে, তদনন্তর সেই সর্ব্বসুলক্ষণ সম্পন্ন সুশোভন রাজপুত্রকে পতিত্বে বরণ করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য, এই বলিয়া তিনি অন্তর্ধান করিলেন আমিও তৎক্ষণাৎ জাগিয়া উঠিলাম ॥ ৫৯ ॥ তদনন্তর, কমলনয়না প্রিয়সখীকে সেই স্বপ্ন বৃত্তান্ত এবং দেবীর আরাধনার বিষয় নিবেদন করিলাম; শুনিয়া তাঁহার বদনকমল প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল। সেই শুচিস্মিতা একাবলী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া

বিশেষেণ চ সন্তুষ্টা মামুবাচ শুচিস্মিতা।
গচ্ছ তত্র ত্বরাযুক্তা কুরু কার্য্যং মম প্রিয়ে ! ॥ ৬১ ॥
সত্যবাক্যা ভগবতী সা বাং মোক্ষং বিধাস্যতি ॥ ৬২ ॥
ইত্যাজ্ঞপ্তা তয়া চাহং সখ্যা বৈ প্রেমযুক্তয়া।
মত্বাপসরণং যুক্তং তস্মাৎ স্থানাত্তদা নৃপ ! ॥ ৬৩ ॥
চলিতাহং ততঃ শীঘ্রং মহাদেবীপ্রসাদতঃ।
মার্গজ্ঞানং শীঘ্রগতির্ময়া প্রাপ্তা নৃপাত্মজ ! ॥ ৬৪ ॥
ইত্যেতৎ কথিতং সর্ব্বং কারণং মম দুঃখজম্।
কস্ত্বং কস্য সুতশ্চেতি বদ বীর ! যথা তথা ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে যশোবত্যা হৈহয়ায় একাবলীসংবাদবর্ণনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

তস্মাজ্জায়মানাৎ স্বপ্নাদপসরণং গমনং যুক্তমিতি মত্বেত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥
মহাদেবীপ্রসাদতো মার্গজ্ঞানং শীঘ্রগতিশ্চ ময়া প্রাপ্তেত্যন্বয়ঃ ॥ ৬৪ ॥
কস্ত্বং কস্যেতি। যদ্যপি হৈহয়ো নাম রাজাহং নান্যোঽস্তি পৃথিবীপতিরিত্যনেন রাজবাক্যেন সন্দেহস্য নিবৃত্তত্বাং কস্ত্বমিতিপ্রশ্নো ন যুক্তস্তথাপি একাবলীলোভার্থমিদং রাজ্ঞোক্তং বা মুখ্যত্বেন স রাজায়মেবাস্তীতি তত্ত্বশাদুক্তমিতি সন্দেহাবিষ্টা যশোবতী পুনঃ পৃচ্ছতি কস্ত্বং কস্যেতি। যথা তথা সত্যং বদেত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

আমাকে বিশেষ করিয়া বলিলেন, প্রিয়সখি ! কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত তুমি অবিলম্বে গমন কর ॥৬০—৬১॥ সেই সত্যভাষিণী ভগবতী অম্বিকাদেবী আমাদিগকে বন্ধন হইতে মোচন করিবেন। রাজন্ ! আমার সেই প্রণয়িনী প্রিয়সখী আমাকে এইরূপ আদেশ করিলে পর সেই স্বপ্নহেতু আমি ঐ স্থান হইতে নির্গমন করা উচিত বিবেচনায় সত্বর নিষ্ক্রান্ত হইলাম। নৃপনন্দন ! মহাদেবীর প্রসাদে আমি পথজ্ঞান ও দ্রুতগতি প্রাপ্ত হইলাম ॥ ৬২—৬৪ ॥ এই আমি আপনার নিকট নিজ দুঃখের কারণ বর্ণন করিলাম, হে বীর ! আপনি কে ? কাহার পুত্র ? তাহা আপনি আমাকে সত্য করিয়া বলুন ॥ ৬৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে হৈহয়ের নিকট একাবলীর হরণবৃত্তান্ত বর্ণন নামক দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তস্যাস্তু বচনং শ্রুত্বা রমাপুত্রঃ প্রতাপবান্।
প্রফুল্লবদনাম্ভোজস্তামুবাচ বিশাম্পতে! ॥ ১ ॥

রাজোবাচ।

রম্ভোরু! যত্ত্বয়া পৃষ্টো বৃত্তান্তো বিশদাক্ষরঃ।
হৈহয়োঽহং চৈকবীরনাম্না সিন্ধুসুতাসুতঃ ॥ ২ ॥
মনো মে যত্ত্বয়া নূনং পরতন্ত্রং কৃতং কিল।
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি বিরহেণাতিপীড়িতঃ ॥ ৩ ॥
প্রথমং রূপমাখ্যাতং সর্ব্বলোকাতিগং ত্বয়া।
তেন মে বিহ্বলং জাতং কামবাণাহতং মনঃ ॥ ৪ ॥
ততস্ত্বয়া* গুণাঃ প্রোক্তাস্তৈস্তু চিত্তং হৃতং পুনঃ।
যত্ত্বয়োক্তং পুনর্বাক্যং তেন মে বিস্ময়োঽভবৎ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈশ্চ ষট্‌ষষ্টিশ্লোকৈর্হৈহয়ভূভৃতা।
কালকেতোর্মহাযুদ্ধং জাতমিত্যেতদুচ্যতে ॥

যশোবতী বাক্যং শ্রুত্বা রাজোবাচেত্যাহ তস্যাস্থিতি ॥ ১ ॥
ত্বয়া যঃ পৃষ্টো বৃত্তান্তো মদ্বিষয়কস্তং শৃণ্বিতি শেষঃ ॥ ২—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সেই প্রতাপান্বিত কমলাপুত্র হৈহয় যশোবতীর সেই বাক্য শ্রবণে প্রফুল্লিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১ ॥ রম্ভোরু! তুমি যে সুললিত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে তাহা আমি কহিতেছি শ্রবণ কর। আমি সিন্ধুসুতা লক্ষ্মীর তনয় হৈহয়, আমি অবনীতলে একবীর নামে বিখ্যাত হইয়াছি ॥ ২ ॥ এক্ষণে তুমি আমার মন পরাধীন করিয়া দিলে, আমি তোমার প্রিয়সখীর বিরহে অতিশয় পীড়িত হইয়া এক্ষণে কি করিব? কোথায় যাইব? ॥ ৩ ॥ তুমি প্রথমে তাঁহার অলৌকিক রূপ বর্ণন করিয়াছ তাহাতেই আমার মন মন্মথশরে আহত হইয়া বিহ্বল হইয়াছে ॥ ৪ ॥ তদনন্তর আবার তুমি তাঁহার গুণ বর্ণনা করিলে তাহাতে আমার মন একেবারে বিমোহিত হইয়াছে। অনন্তর, যখন তুমি পুনর্ব্বার রাক্ষস সন্নিধানে কথিত তাঁহার বাক্য আমার নিকট কীর্ত্তন

---

* তস্যাঃ। ইতি বা পাঠঃ।

একাবল্যা বচঃ প্রোক্তং দানবাগ্রে ময়া বৃতঃ।
হৈহয়স্তং বিনা নান্যং বৃণোমীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৬ ॥
তেন বাক্যেন তন্বঙ্গি! ভৃত্যোঽহমধুনা কৃতঃ।
ত্বয়া তস্যাঃ সুকেশান্তে ব্রূহি কিং করবাণি বাম্ ॥ ৭ ॥
স্থানং তস্য ন জানামি রাক্ষসস্য দুরাত্মনঃ।
গতির্মে নাস্তি গমনে পুরে তস্মিন্ সুলোচনে! ॥ ৮॥
বদ মাং ত্বং বিশালাক্ষি! তত্র প্রাপয়িতুং ক্ষমা।
প্রাপয়াশু সখী তে সা যত্র তিষ্ঠতি সুন্দরী ॥ ৯ ॥
হত্বা তং রাক্ষসং ক্রূরং মোচয়িষ্যামি সাম্প্রতম্।
বিবশাং শোকসন্তপ্তাং রাজপুত্রীং তব প্রিয়াম্ ॥ ১০ ॥
বিমুক্তদুঃখাং কৃত্বাশু প্রাপয়িষ্যামি তে পুরম্।
পিত্রে চাস্যাঃ প্রদাস্যামি কন্যামেকাবলীমহম্ ॥ ১১ ॥
পশ্চাদ্বিবাহং কর্ত্তাসৌ রাজা পুত্র্যাঃ পরন্তপঃ।
এবং তে মনসঃ কামো মম চাপি প্রিয়ংবদে! ॥ ১২ ॥

কিং তদ্বাক্যং তদাহ একাবল্যা বচ ইতি। ময়া হৈহয়ো বৃতস্তং হৈহয়ং বিনান্যং ন বৃণোমীতি নিশ্চয় ইতি দানবাগ্রে বচ একাবল্যা প্রোক্তমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৬ ॥

তেন বাক্যেনেতি। শ্রাবিতেনেতি শেষঃ। বাং যুবয়োঃ ॥ ৭—৮ ॥

বদ মামিতি। উপায়মিতি শেষঃ। প্রাপয়িতুং ক্ষমেতি যতস্তস্মাৎ স্থলাত্বমাগতাসি ততস্তদুপায়াভিজ্ঞাসীত্যর্থঃ ॥ ৯—১৩ ॥

করিলে, তখন আমার মানসে অতিশয় বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল ॥ ৫ ॥ তোমার প্রিয়সখী একাবলী দুষ্ট দানবের সম্মুখে বলিয়াছিলেন যে, "আমি অগ্রে হৈহয়রাজকে বরণ করিয়াছি, তিনি ভিন্ন অন্য কাহাকেও বরণ করিব না ইহাই আমার স্থির নিশ্চয়।" সুন্দরি! তুমি আমার নিকট এই বাক্য বলিয়া এক্ষণে আমাকে তাঁহার ভৃত্য করিয়া দিলে। সুকেশি! এক্ষণে আমি তোমাদের কি কার্য্য সাধন করিব তাহা তুমি আমার নিকট বল ॥ ৬—৭ ॥ আমি সেই দুরাত্মা রাক্ষসের বসতি স্থান অবগত নহি, আমি কখনও তাহার পুরীমধ্যে গমন করি নাই, সুলোচনে! তুমি আমাকে সেই স্থানে যাইবার উপায় বলিয়া দাও; কারণ, তুমিই আমাকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে সমর্থ হইবে। অতএব যেখানে তোমার সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সখী অবস্থিতি করিতেছেন তুমি শীঘ্র সেই স্থানে আমাকে লইয়া চল ॥৮—৯॥ তোমার প্রিয়সখী রাজনন্দিনী অত্যন্ত শোকসন্তপ্তা হইয়াছেন আমি সেই ক্রূরাচার রাক্ষসকে নিহত করিয়া শীঘ্রই তাঁহাকে বিমুক্ত করিব সন্দেহ নাই ॥ ১০ ॥ কল্যাণি! আমি তোমার প্রিয়সখীকে মুক্ত করিয়া তোমাদের নগরীতে লইয়া যাইব এবং তাঁহাকে তাঁহার পিতার

ভবিষ্যতি সসম্পূর্ণঃ সাধনেন তবাধুনা।
দর্শয়াশু পুরং তস্য পশ্য মে ত্বং পরাক্রমম্ ॥ ১৩ ॥
যথা হন্মি দুরাচারং পরদারাপহারকম্।
তথা কুরু প্রিয়ং কর্ত্তুং শক্তাসি বরবর্ণিনি।।
মার্গং দর্শয় তস্যাদ্য পুরস্য দুর্গমস্য চ ॥ ১৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

তন্নিশম্য প্রিয়ং বাক্যং মুদিতা চ যশোবতী।
তমুবাচ রমাপুত্রং গমনোপায়মাদরাৎ ॥ ১৫ ॥
মন্ত্রং গৃহাণ রাজেন্দ্র! ভগবত্যাস্তু সিদ্ধিদম্।
দর্শয়িষ্যামি তস্যাদ্য পুরং রাক্ষসপালিতম্ ॥ ১৬ ॥
সজ্জো ভব মহাভাগ! গমনায় ময়া সহ।
সৈন্যেন মহতা যুক্তস্তত্র যুদ্ধং ভবিষ্যতি ॥ ১৭ ॥
কালকেতুর্মহাবীরো রাক্ষসৈর্ব্বলিভির্বৃতঃ।
তস্মান্মন্ত্রং গৃহীত্বা ত্বং ব্রজ তত্র ময়া সহ ॥ ১৮ ॥

যথা হন্মি হনিষ্যামি তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ। ইত্যেতৎ প্রিয়ং কর্ত্তুং ত্বং শক্তাসি তব দেবী-ভক্তিযুক্তত্বাৎ ॥ ১৪—১৯ ॥

করে সমর্পণ করিব ॥১১॥ তদনন্তর ঐ শত্রুনাশন রাজা আপনার কন্যার বিবাহকার্য্য সম্পাদন করিবেন, বোধ করি ইহাই তোমার মনের অভিলাষ, প্রিয়ংবদে! আমারও সেইরূপ বাসনা জানিবে ॥ ১২ ॥ বরবর্ণিনি! এক্ষণে তোমার উদ্যমের দ্বারাই সেই মনোরথ সম্পূর্ণ হইবে, তুমি সত্বর আমাকে তাহার পুরী দেখাইয়া আমার পরাক্রম দর্শন কর ॥ ১৩ ॥ চন্দ্রাননে! তুমি আমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে; যাহাতে আমি সেই দুরাচার পরদারাপহারক রাক্ষসকে বিনাশ করিতে সমর্থ হই তুমি সেইরূপ কার্য্য-বিধান কর। এক্ষণে তুমি সেই রাক্ষসের দুর্গম পুরীর পথ দেখাইয়া দাও ॥ ১৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! যশোবতী রাজপুত্রের সেই প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং আদরপূর্ব্বক সেই কমলাপুত্র হৈহয়রাজকে রাক্ষসপুরে গমন করিবার উপায় বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ১৫ ॥ রাজেন্দ্র! আপনি ভগবতীর সিদ্ধিপ্রদ মন্ত্র গ্রহণ করুন, তাহা হইলে অদ্য আমি আপনাকে তাহার সেই রাক্ষস-রক্ষিত পুরী দেখাইয়া দিব ॥ ১৬ ॥ রাজন্! আমার সহিত গমন করিবার নিমিত্ত আপনি আপনার মহতী সেনা সমভিব্যাহারে সুসজ্জিত হউন; কারণ, সেই স্থানে যাইলেই আপনাকে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে ॥ ১৭ ॥ কালকেতু স্বয়ং মহাবীর এবং বলবিক্রমশালী রাক্ষসগণে

দর্শয়িষ্যামি তে মার্গং পুরস্তস্য দুরাত্মনঃ।
হত্বা তং পাপকর্ম্মাণং মোচয়াশু সখীং মম ॥ ১৯ ॥
শ্রুত্বা তদ্বচনং বীরো মন্ত্রং জগ্রাহ সত্বরঃ।
দত্তাত্রেয়াদ্দৈবযোগাৎ প্রাপ্তাজ্জ্ঞানিবরাচ্ছুভাৎ ॥ ২০ ॥
যোগেশ্বরীমহামন্ত্রং ত্রিলোকীতিলকাভিধম্।
তেন সর্ব্বজ্ঞতা জাতা সর্ব্বান্তশ্চারিতা তথা ॥ ২১ ॥
তয়া সহ জগামাশু পুরং তস্য সুদুর্গমম্।
রক্ষিতং রাক্ষসৈর্ঘোরৈঃ পাতালমিব পন্নগৈঃ ॥ ২২ ॥
যশোবত্যা চ সৈন্যেন মহতা সংযুতো নৃপঃ ॥ ২৩ ॥
তমায়ান্তং সমালোক্য দূতাস্তস্য ভয়াতুরাঃ।
ক্রোশন্তোঽভিযযুঃ পার্শ্বং কালকেতোস্তরস্বিনঃ ॥ ২৪ ॥
তমূচুঃ সহসা গত্বা রাক্ষসং কামমোহিতম্।
একাবলীসমীপস্থং কুর্ব্বন্তং বিনয়ান্ বহূন্ ॥ ২৫ ॥

দত্তাত্রেয়াদ্দৈবযোগাৎ প্রাপ্তাদিতি। দৈবযোগাৎ কাকতালীয়ন্যায়েন প্রাপ্তাদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

যোগেশ্বরীমহামন্ত্রমিতি। ত্রিলোক্যাস্তিলকবদ্ভূষণভূতত্বাত্ত্রিলোকীতিলক ইত্যভিধা যস্য সঃ। তথাবিধং মন্ত্রং হ্রীং গৌরিরুদ্রদয়িতে যোগেশ্বরি হুং ফট্ স্বাহেত্যেতদ্রূপং যোগেশ্বরীমন্ত্রং জগ্রাহেত্যর্থঃ। অয়ং মন্ত্রো গৌরীতন্ত্রাদিষু প্রসিদ্ধঃ। ন্যাসাদিকং শারদাতিলকটীকায়ামুক্তং নবমপটলে ঘটার্গলযন্ত্রবিধানে। সর্ব্বান্তশ্চারিতেতি। তেন মন্ত্রপ্রভাবেন পৃথিব্যাদিভূতভেদনশক্তিশ্চ জাতেত্যর্থঃ ॥ ২১-২৬ ॥

পরিবৃত, অতএব আপনি ভগবতীর মন্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক আমার সহিত গমন করুন ॥ ১৮ ॥ আমি আপনাকে সেই দুরাত্মার পুরমার্গ দেখাইয়া দিব, আপনি সেই পাপাচারী রাক্ষসাধমকে নিহত করিয়া আমার প্রিয়সখীর উদ্ধার সাধন করুন ॥ ১৯ ॥ হৈহয় একবীর যশোবতীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাণিগণের হিতকর জ্ঞানিপ্রবর দৈবযোগে সমাগত মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের নিকট হইতে ত্রিলোকীতিলক নামক যোগেশ্বরীর মহামন্ত্র গ্রহণ করিলেন। তখন নৃপবর সেই মন্ত্রপ্রভাবে সকল বিষয় জানিবার এবং অপ্রতিহত প্রভাবে সর্ব্বত্র গমন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ২০—২১॥ অনন্তর হৈহয়রাজ যশোবতীর সহিত মহতী সেনাসমূহে পরিবৃত হইয়া পন্নগগণে পরিবেষ্টিত পাতালপুরীর ন্যায় ঘোরতর রাক্ষস সৈন্যে পরিরক্ষিত সেই রাক্ষসের দুর্গম পুরীতে সত্বর গমন করিলেন ॥২২-২৩॥ তখন রাক্ষসরাজের দূতগণ রাজাকে আগমন করিতে দেখিয়া ভয়াতুর হইল এবং চীৎকার করিতে করিতে ক্ষিপ্রকারী কালকেতুর নিকট গমন করিল ॥ ২৪ ॥ কালকেতু কামশরে বিমোহিত হইয়া একাবলীর

দূতা ঊচুঃ।

রাজন্! যশোবতী নারী কামিন্যাঃ সহচারিণী।
আয়াতি সহ সৈন্যেন রাজপুত্রেণ সংযুতা ॥ ২৬ ॥
জয়ন্তো বা মহারাজ! কার্ত্তিকেয়োঽথ বা নু কিম্।
আগচ্ছতি বলোন্মত্তো বাহিনীসহিতঃ কিল ॥ ২৭ ॥
সংযত্তো ভব রাজেন্দ্র! সংগ্রামঃ সমুপস্থিতঃ।
দেবপুত্রেণ যুধ্যস্ব ত্যজ বা কমলেক্ষণাম্ ॥ ২৮ ॥
ইতো দূরেঽস্তি সৈন্যং তদ্‌যোজনত্রয়মাত্রতঃ।
সজ্জো ভব মহীপাল! দুন্দুভিং ঘোষয়াশু বৈ ॥ ২৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা রাক্ষসঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
রাক্ষসান্ প্রেরয়ামাস সায়ুধান্ সবলান্ বহূন্।
গচ্ছধ্বং রাক্ষসাঃ সর্ব্বে সম্মুখাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ ॥ ৩০ ॥
তানাজ্ঞাপ্য কালকেতুঃ পপ্রচ্ছ প্রণয়ান্বিতঃ।
একাবলীং সমীপস্থাং বিবশাং ভৃশদুঃখিতাম্ ॥ ৩১ ॥

জয়ন্তো বেতি। ইন্দ্রপুত্র ইত্যর্থঃ ॥ ২৭—৩২ ॥

সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক বহুবিধ বিনয় বাক্য বলিতেছিল, দূতগণ সেই সময়ে সহসা গমন করিয়া তাহাকে বলিল, রাজন্! এই কামিনীর সহচারিণী যশোবতী এক জন সসৈন্য রাজকুমারের সহিত এই স্থানে আগমন করিতেছেন ॥ ২৫—২৬ ॥ মহারাজ! সেই রাজপুত্র ইন্দ্রকুমার জয়ন্তই হউন অথবা কার্ত্তিকেয়ই হউন তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতেছি না। যাহাহউক তিনি স্বীয় বাহিনীর সহিত বলোন্মত্ত হইয়া আগমন করিতেছেন ॥ ২৭ ॥ রাজেন্দ্র! সংগ্রাম উপস্থিত, এখন আপনি সম্যক্ রূপে যত্নবান্ হইয়া দেবপুত্রের সহিত যুদ্ধ করুন অথবা এই কমলেক্ষণা কামিনীরে পরিত্যাগ করুন ॥ ২৮ ॥ রাজন্! এই স্থান হইতে তিন যোজনমাত্র দূরে সৈন্যসমূহ অবস্থিতি করিতেছে, এই সময় আপনি সজ্জিত হউন, সত্বর দুন্দুভি ঘোষ দ্বারা যুদ্ধ ঘোষণা করুন ॥ ২৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দূতগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ কালকেতু ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া বহুতর বলবান্ শস্ত্রধারী রাক্ষসকে প্রেরণ করিল এবং তাহাদিগকে কহিল; রাক্ষসগণ! তোমরা শস্ত্রপাণি হইয়া সত্বর তাহাদের সম্মুখীন হও ॥৩০॥ কালকেতু তাহাদিগকে এইরূপ আজ্ঞা করিয়া সমীপস্থিত অত্যন্ত দুঃখিত একাবলীকে প্রণয় বচনে

কোঽয়মায়াতি তন্বঙ্গি! পিতা তে বাপরঃ পুমান্।
ত্বদর্থে সৈন্যসংযুক্তো ব্রূহি সত্যং কৃশোদরি! ॥ ৩২ ॥
পিতা তে যদি সম্প্রাপ্তো নেতুং ত্বাং বিরহাতুরঃ।
জ্ঞাত্বা তে পিতরং সম্যক্ সংগ্রামং ন করোম্যহম্ ॥ ৩৩ ॥
আনয়িত্বা গৃহে পূজাং রত্নৈর্বস্ত্রৈর্হয়ৈঃ শুভৈঃ।
করোমি তস্য চাতিথ্যং গৃহে প্রাপ্তস্য সর্ব্বথা ॥ ৩৪ ॥
অন্যশ্চেদ্ যদি সম্প্রাপ্তস্তং হন্মি নিশিতৈঃ শরৈঃ।
আনীতঃ কিল কালেন মরণায় মহাত্মনা ॥ ৩৫ ॥
তস্মাদ্বদ বিশালাক্ষি! কোঽয়মায়াতি মন্দধীঃ।
অজ্ঞাত্বা মাং দুরাধর্ষং কালরূপং মহাবলম্ ॥ ৩৬ ॥

একাবল্যুবাচ।

ন জানেঽহং মহাভাগ! কোঽয়মায়াতি সত্বরঃ।
ন মেঽস্তি বিদিতঃ কোঽপি স্থিতায়াস্তব বন্ধনে ॥ ৩৭ ॥

(একাবলীং প্রতি প্রেয়স্ত্বং প্রকটয়তি পিতা তে যদীত্যাদিনা ॥ ৩৩—৩৪ ॥
ইদানীং স্বস্য দুর্দ্ধর্ষত্বং বিবৃণোতি। অন্যশ্চেদিত্যাদিনা ॥ ৩৫—৩৬ ॥
অজ্ঞানে কারণমাহ স্থিতায়াস্তবেতি ॥ ৩৭—৩৮ ॥)

জিজ্ঞাসা করিল ॥৩১॥ কৃশোদরি! এ কে আসিতেছে? তোমার পিতা অথবা অন্য কোনও পুরুষ তোমার মুক্তির নিমিত্ত সৈন্যগণের সহিত আগমন করিতেছে, তাহা তুমি সত্য করিয়া আমার নিকট বল ॥ ৩২ ॥ যদি তোমার বিরহে কাতর হইয়া তোমাকে লইবার নিমিত্ত তোমার পিতা আসিয়া থাকেন আর তাহা যদি আমি সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারি, তবে আমি তাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব না বরং তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করিয়া উত্তম উত্তম অশ্ব, রত্ন ও বস্ত্রাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিব; ফলতঃ গৃহে আগত হইলে যথাবিধি তাঁহার আতিথ্য সৎকার করিব ॥ ৩৩—৩৪ ॥ আর যদি অন্য কোনও ব্যক্তি আসিয়া থাকে, তবে শাণিত শরনিকর দ্বারা তাহার প্রাণ সংহার করিব তাহাতে সন্দেহ নাই। তুমি নিশ্চয় জানিও অন্য যে কেহ তোমার উদ্ধার নিমিত্ত আগমন করিতেছে, তাহার মরণের নিমিত্ত সর্ব্বসংহারক কাল তাহাকে আমার নিকট আনিয়া উপস্থিত করিতেছেন ॥ ৩৫ ॥ অতএব, হে বিশালাক্ষি! আমাকে মহাবল ও দুর্দ্ধর্ষ কালরূপ জানিতে না পারিয়া কোন্ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি আগমন করিতেছে তাহা তুমি আমাকে বল ॥ ৩৬ ॥

একাবলী বলিল, মহাভাগ! এ কোন্ ব্যক্তি দ্রুতবেগে এখানে আগমন করিতেছে তাহা আমি জানি না; মহারাজ! আমি আপনার বন্ধনমধ্যে থাকিয়া তাহা কিরূপে বিদিত

নায়ং পিতা মে ন ভ্রাতা কোঽপ্যন্যোঽস্তি মহাবলঃ।
কিমর্থমিহ চায়াতি নাহং বেদ বিনিশ্চয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

দৈত্য উবাচ।

এবং বদন্ত্যমী দূতা বয়স্যা তে যশোবতী।
সমানীয় চ তং বীরমাগতেতি কৃতোদ্যমা ॥ ৩৯ ॥
ক্ক গতা সা সখী কান্তে! বিদগ্ধা কার্য্যনিশ্চয়ে।
নান্যঃ কোঽপি মমারাতির্যো মে প্রতিবলো ভবেৎ ॥ ৪০ ॥

ব্যাস উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে দূতাস্তত্রান্যে বৈ সমাগতাঃ।
তে হোচুস্ত্বরিতা ভীতাঃ কালকেতুং গৃহে স্থিতম্ ॥ ৪১ ॥
কিং স্বস্থোঽসি মহারাজ! সমীপে সৈন্যমাগতম্।
নির্গচ্ছ নগরাত্তূর্ণং সৈন্যেন মহতাবৃতঃ ॥ ৪২ ॥
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা কালকেতুর্মহাবলঃ।
রথমারুহ্য ত্বরিতো নির্যযৌ স্বপুরাদ্বহিঃ ॥ ৪৩ ॥

এবং বদন্ত্যমীতি। তে যশোবতী বয়স্যা সখী তং বীরং সমানীয় কৃতোদ্যমাস্তে তিষ্ঠতী-ত্যেবমমী দূতা বদন্তীত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৯ ॥
তথা চ সা সখী ত্বয়ৈব প্রেষিতা স্যাৎ সা ক্ক ত্বয়া প্রেষিতেতি বদেত্যাহ ক্ক গতেতি। ত্বৎকৃত এবায়ং শত্রুরস্তি নান্য ইত্যাহ নান্য ইতি ॥ ৪০—৪১ ॥

হইতে পারিব? ॥ ৩৭ ॥ তবে এ ব্যক্তি আমার পিতা অথবা আমার ভ্রাতা নহে অন্য কোনও মহাবল ব্যক্তি হইবেন তিনি কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিতেছেন তাহা আমি নিশ্চিত রূপে অবগত নহি ॥ ৩৮ ॥

দৈত্য বলিল, আমারই দূতগণ এইরূপ বলিতেছে যে, তোমার বয়স্যা যশোবতী সেই বীরকে সঙ্গে লইয়া অতিশয় উদ্যমের সহিত এই স্থানে আগমন করিতেছেন ॥ ৩৯ ॥ সুদক্ষ কার্য্যনিপুণ তোমার সেই প্রিয়সখী এক্ষণে কোথায় গিয়াছে? কমলনয়নে! আমার প্রতিপক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয় এই ত্রিভুবন মধ্যে আমার এরূপ শত্রু কেহই নাই ॥ ৪০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! এই সময়ে অন্য অন্য দূতগণ ভীত ও ত্বরান্বিত হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং গৃহাবস্থিত কালকেতুকে কহিতে লাগিল, মহারাজ! নগর সমীপে সৈন্যসমূহ সমাগত হইয়াছে আপনি এখনও কি জন্য নিশ্চিন্ত ও সুস্থির হইয়া গৃহে বসিয়া রহিয়াছেন? সত্বর মহতী সেনা সঙ্গে লইয়া নগরী হইতে নির্গত হউন ॥ ৪১—৪২ ॥ তখন

একবীরোঽপি সহসা হয়ারূঢ়ঃ প্রতাপবান্ ।
আগতস্তত্র কামিন্যা বিরহেণ সমাকুলঃ ॥ ৪৪ ॥
যুদ্ধং তয়োরভূত্তত্র বৃত্রবাসবয়োরিব ।
শস্ত্রাস্ত্রৈর্বহুধা মুক্তৈরাদীপিতদিগন্তরম্ ॥ ৪৫ ॥
বর্ত্তমানে তদা যুদ্ধে কাতরাণাং ভয়াবহে ।
গদয়া তাড়য়ামাস দৈত্যং সিন্ধুসুতাসুতঃ ॥ ৪৬ ॥
স গতাসুঃ পপাতোর্ব্ব্যাং বজ্রাহত ইবাচলঃ ।
পলায়িত্বা গতাঃ সর্ব্বে রাক্ষসা ভয়পীড়িতাঃ ॥ ৪৭ ॥
যশোবতী ততো গত্বা বেগাদেকাবলীং তদা ।
উবাচ মধুরাং বাণীং বিস্মিতাং মুদিতা ভৃশম্ ॥ ৪৮ ॥
এহ্যালি ! নৃপপুত্রেণ দানবোঽসৌ নিপাতিতঃ ।
একবীরেণ ধীরেণ যুদ্ধং কৃত্বা সুদারুণম্ ॥ ৪৯ ॥
স্কন্ধাবারেঽপ্যসৌ রাজা তিষ্ঠত্যদ্য শ্রমাতুরঃ ।
দর্শনং কাঙ্ক্ষমাণস্তে শ্রুতরূপগুণস্তব ॥ ৫০ ॥

স্কন্ধাবারে গ্রামপ্রান্তভাগে। স্কন্ধাবারঃ পুরান্তঃ স্যাদিতিকোশঃ। স্কন্ধাবারঃ সেনা বা। স্কন্ধাবারস্ত কটক ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ ॥ ৫০ ॥

মহাবল কালকেতু তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক সত্বর নিজ নগরী হইতে বহির্গত হইল ॥ ৪৩॥ এদিকে মনোরমা কামিনীর বিরহ-বিধুর হৈহয় নৃপতিও অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক সহসা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৪ ॥ তখন সেই স্থানে উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল, উভয়েই পরস্পরের উপর সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র শস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তাহাতে দিঙ্মণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ॥ ৪৫ ॥ যখন ভীরু-গণের ভয়ঙ্কর ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল, তখন সিন্ধুজাপুত্র হৈহয় ভয়ঙ্কর গদা দ্বারা দৈত্যরাজকে আঘাত করিলেন ॥৪৬॥ অনন্তর, সেই দৈত্যপতি বজ্রাহত পর্ব্বতের ন্যায় ভূমি-তলে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল তখন সমস্ত রাক্ষসগণ ভীত হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিল ॥ ৪৭ ॥ তদনন্তর, যশোবতী অত্যন্ত আহ্লাদিত চিত্তে অতিবেগে একাবলীর নিকট গমন করিয়া বিস্ময়ান্বিত প্রিয়সখীকে মধুর বচনে বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪৮ ॥ সখি ! সখি ! এস ! এস ! নৃপতিপুত্র বীরবর একবীর নিদারুণ যুদ্ধ করিয়া দৈত্যপতিকে নিহত করিয়াছেন ॥ ৪৯ ॥ সেই রাজা এক্ষণে শ্রমাতুর হইয়া সৈন্যমধ্যে অবস্থিতি করিতে-ছেন। তিনি পূর্ব্বে আমার নিকট হইতে তোমার সমস্ত রূপ গুণ শ্রবণ করিয়াছেন এবং

পশ্য তং কুটিলাপাঙ্গি! মনোভবসমং নৃপম্।
কথিতা ত্বং ময়া পূর্ব্বং তস্যাগ্রে জাহ্নবীতটে ॥ ৫১ ॥
পূর্ণানুরাগঃ সংজাতস্তেনাসৌ বিরহাতুরঃ।
বাঞ্ছতি ত্বাং চারুরূপাং দ্রষ্টুং নৃপতিনন্দনঃ ॥ ৫২ ॥
সা তস্যা বচনং শ্রুত্বা গমনায় মনো দধে।
লজ্জমানা ভৃশং ভীত্যা কৌমারপ্রাপ্তয়া তয়া ॥ ৫৩ ॥
কথং তস্য মুখং দ্রক্ষ্যে কুমারী হ্যবশা ভৃশম্।
স মাং গৃহ্লাতি কামার্ত্ত ইতি চিন্তাকুলা সতী ॥ ৫৪ ॥
যশোবত্যা যুতা তত্র নরযানস্থিতা যযৌ।
স্কন্ধাবারেঽতিমলিনা মলিনাম্বরধারিণী ॥ ৫৫ ॥
তামাগতাং বিশালাক্ষীং দৃষ্ট্বা রাজসুতোঽব্রবীৎ।
দর্শনং দেহি তন্বঙ্গি! তৃষিতে নয়নে মম ॥ ৫৬ ॥

কথিতেতি। তস্যাগ্রে ত্বং ময়া কথিতা তেন হেতুনাসৌ ত্বয়ি পূর্ণানুরাগঃ পরিপূর্ণপ্রেমা জাত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৫১—৫২ ॥
কৌমারপ্রাপ্তয়েতি। কৌমারেণ বয়সা প্রাপ্তা যা ভীতিস্তয়া ভীত্যা লজ্জমানেত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৩ ॥
কৌমারাৎ কথং ভীত্যুদ্ভবস্তদাহ কথং তস্যেতি। বলাৎকারেণ মাং গ্রহীষ্যতীতি হেতোরিত্যর্থঃ। তদেবাহ স মাং গৃহ্লাতীতি। গ্রহীষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫৪—৫৭ ॥

তজ্জন্য এক্ষণে তিনি তোমার দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন ॥ ৫০ ॥ অয়ি! কুটিলনয়নে! এক্ষণে তুমি সেই মনোভব তুল্য মহীপালকে অবলোকন করিয়া নয়ন ও মন চরিতার্থ কর। আমি পূর্ব্বে জাহ্নবীতটে তাঁহার নিকট তোমার রূপ গুণাদি বর্ণন করিলে তোমার প্রতি তাঁহার অনুরাগ জন্মিয়াছে, তন্নিমিত্ত এক্ষণে তিনি বিরহাতুর হইয়া তোমার মনোহর রূপ দর্শনে বাসনা করিতেছেন ॥ ৫১—৫২ ॥ একাবলী প্রিয়সখীর বাক্য শ্রবণে তাঁহার নিকট গমন করিবার নিমিত্ত মনে মনে নিশ্চয় করিলেন, কিন্তু কুমারীসুলভ ভয়ে ভীত ও লজ্জিত হইতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥ তিনি ভাবিলেন, আমি কুমারী, কিরূপে সেই নৃপনন্দনের বদন দর্শন করিব, হয় ত তিনি কামার্ত্ত হইয়া আমাকে ধারণ করিবেন, এইরূপ চিন্তায় আকুল হইয়া সেই মলিনমূর্ত্তি ও মলিনাম্বরধারিণী নৃপনন্দিনী একাবলী যশোবতীর সহিত নরযানে আরোহণ করিয়া স্কন্ধাবারে গমন করিলেন ॥৫৪-৫৫॥ সেই বিশালাক্ষী রাজতনয়াকে আগমন করিতে দেখিয়া রাজপুত্র বলিলেন, সুন্দরি! আমার নয়ন দ্বয় তোমাকে দেখিবার জন্য তৃষিত হইয়াছে, তুমি আমাকে দর্শন দিয়া আমার

কামাতুরঞ্চ তং বীক্ষ্য তাঞ্চ লজ্জাভরাবৃতাম্।
নীতিজ্ঞা শিষ্টমার্গজ্ঞা তমুবাচ যশোবতী ॥ ৫৭ ॥
রাজপুত্র! পিতাপ্যস্যাস্ত্বামেনাং দাতুমিচ্ছতি।
এষাপি ত্বদ্বশা নূনং ভবিতা সঙ্গমস্তব ॥ ৫৮ ॥
কালং প্রতীক্ষ্য রাজেন্দ্র! নয়েনাং পিতুরন্তিকম্।
স বিবাহবিধিং কৃত্বা দাস্যতীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৫৯ ॥
স তস্যা বচনং তথ্যং মত্বা সৈন্যসমন্বিতঃ।
সমেতঃ কামিনীভ্যাস্তু যযৌ তৎপিতুরাশ্রমম্ ॥ ৬০ ॥
রাজপুত্রীং তথায়াতাং শ্রুত্বা প্রেমসমন্বিতঃ।
প্রযযৌ সম্মুখস্তূর্ণং সচিবৈঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ৬১ ॥
বহুভির্দিবসৈর্দৃষ্টা পুত্রী সা মলিনাম্বরা।
যশোবত্যা তু বৃত্তান্তঃ কথিতো বিস্তরাৎ পুনঃ ॥ ৬২ ॥
একবীরং মিলিত্বাসৌ গৃহমানীয় চাদরাৎ।
পুণ্যেঽহ্নি কারয়ামাস বিবাহং বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৬৩ ॥

ভবিতেতি। বিবাহোত্তরং সঙ্গমো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫৮—৬৩ ॥

নয়ন ও মন চরিতার্থ কর ॥ ৫৬ ॥ নৃপতিপুত্রকে কামাতুর এবং রাজকুমারীকে অত্যন্ত লজ্জাতুর দর্শন করিয়া শিষ্টাচারবেদিনী নীতিজ্ঞানসম্পন্না যশোবতী রাজপুত্রকে বলিলেন, নৃপনন্দন! প্রিয়সখীর পিতা ইঁহাকে আপনার করে সম্প্রদান করিবেন বলিয়া বাসনা করিয়াছেন, ইনিও আপনার বশবর্ত্তিনী, অতএব ইঁহার সহিত আপনার সম্মিলন অবশ্যই হইবে। রাজেন্দ্র! আপনি কাল প্রতীক্ষা করুন, ইঁহাকে ইঁহার পিতার নিকটে লইয়া চলুন, তিনিই ইঁহার বিবাহ-বিধি সম্পন্ন করিয়া ইঁহাকে আপনাকে সম্প্রদান করিবেন, ইহা স্থির নিশ্চয় জানিবেন ॥ ৫৭—৫৯ ॥ রাজা তাহার বাক্য যথার্থ ও অবিতথ জানিয়া সৈন্য সমভিব্যাহারে সেই দুইটি কামিনীকে সঙ্গে করিয়া একাবলীর পিতার আলয়ে গমন করিলেন ॥ ৬০ ॥ একাবলীর পিতা নিজপুত্রী আসিতেছে শ্রবণ করিয়া প্রেমে পুলকিত হইলেন এবং সচিবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সত্বর তাহার সম্মুখে গমন করিলেন ॥ ৬১ ॥ রাজা বহু দিবসের পর মলিনবসনা তনয়াকে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন; অনন্তর যশোবতী রাজার নিকট সেই সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণন করিল ॥ ৬২ ॥ তখন রাজা সচিবগণের সহিত মিলিত হইয়া আদরপূর্ব্বক একবীরকে গৃহে লইয়া আসিলেন এবং শুভদিনে বিধিপূর্ব্বক তাঁহার সহিত একাবলীর বিবাহ কার্য্য সম্পা-

পারিবর্হং ততো দত্ত্বা সম্পূজ্য বিধিবত্তদা।
পুত্রীং বিসর্জ্জয়ামাস যশোবত্যা সমন্বিতাম্॥ ৬৪॥
এবং বিবাহে সংবৃত্তে রমাপুত্রো মুদান্বিতঃ।
গৃহং প্রাপ্য বহূন্ ভোগান্ বুভুজে প্রিয়য়া সমম্॥ ৬৫॥
বভূব তস্যাং পুত্রস্তু কৃতবীর্য্যাভিধঃ কিল।
তৎসুতঃ কার্ত্তবীর্য্যস্তু বংশোঽয়ং কথিতো ময়া॥ ৬৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে হৈহয়কালকেতোর্যুদ্ধবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩॥

যশোবত্যা সমন্বিতামিতি। তস্মৈ যশোবত্যপি দত্তেত্যর্থঃ॥ ৬৪—৬৬॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৩॥

দন করিলেন॥ ৬৩॥ তদনন্তর বসন, ভূষণ, রত্ন, অলঙ্কার ও গৃহোপকরণ প্রভৃতি বহুতর সামগ্রীসম্ভার প্রদান এবং বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়া তনয়ারে হৈহয়ের সহিত প্রেরণ করিলেন। রাজমন্ত্রীও নৃপনন্দনের সহিত নিজ নন্দিনী যশোবতীর পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত পাঠাইয়া দিলেন॥ ৬৪॥ এইরূপে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর সিন্ধুজাপুত্র অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া গৃহে গমনপূর্ব্বক প্রিয়ার সহিত বিবিধ প্রকার সুখ সম্ভোগে নিরত হইলেন॥ ৬৫॥ অনন্তর, একাবলীর গর্ভে হৈহয়রাজের কৃতবীর্য্য নামক এক পুত্র উৎপন্ন হইল, এই কৃতবীর্য্যের পুত্র কার্ত্তবীর্য্য নামে বিখ্যাত। মহারাজ! এই আমি আপনার নিকট হৈহয়বংশের উৎপত্তি বিবরণ কীর্ত্তন করিলাম॥ ৬৬॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশ সহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে হৈহয়ের সহিত কালকেতুর যুদ্ধ বর্ণন নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

ভগবংস্ত্বন্মুখাম্ভোজাচ্চ্যুতং দিব্যকথারসম্।
ন তৃপ্তিমধিগচ্ছামি পিবংস্তু সুধয়া সমম্ ॥ ১ ॥
বিচিত্রমিদমাখ্যানং কথিতং ভবতা মম।
হৈহয়ানাং সমুৎপত্তির্বিস্তরাদ্বিস্ময়প্রদা ॥ ২ ॥
পরং কৌতূহলং মেঽত্র যদ্বিষ্ণুঃ কমলাপতিঃ।
দেবদেবো জগন্নাথঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারকঃ ॥ ৩ ॥
সোঽপ্যশ্বভাবমাপন্নো ভগবান্ হরিরচ্যুতঃ।
পরতন্ত্রঃ কথং জাতঃ স্বতন্ত্রঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ৪ ॥
এতন্মে সংশয়ং ব্রহ্মন্! ছেত্তুমর্হসি সাম্প্রতম্।
সর্ব্বজ্ঞস্ত্বং মুনিশ্রেষ্ঠ! ব্রূহি বৃত্তান্তমদ্ভুতম্ ॥ ৫ ॥

একষষ্টিশ্লোকবর্গোঽজ্ঞানিপ্রারব্ধবেগতঃ।
বিক্ষেপশক্তিকার্য্যং তু তিষ্ঠত্যেবেতি চোচ্যতে॥

হৈহয়কথাং শ্রুত্বা সংশয়িতো রাজা পৃচ্ছতি ভগবংস্ত্বমুখাম্ভোজাদিত্যাদিনা ॥ ১—২ ॥
কোঽসৌ বিস্ময়স্তমাহ পরং কৌতূহলং মেঽত্রেতি ॥ ৩—৫ ॥

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্! আপনার মুখপদ্ম হইতে ক্ষরিত সুধাসদৃশ দিব্যকথারূপ সুমধুর রস পান করিয়া আমার তৃপ্তিলাভ হইতেছে না ॥ ১ ॥ আপনি আমার নিকট হৈহয়বংশের উৎপত্তির বিচিত্র ও বিস্ময়প্রদ উপাখ্যান বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিয়াছেন, কিন্তু হে মুনিবর! সেই বিষয়ে আমার হৃদয়ে এক পরম কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে। দেখুন, কমলাপতি ভগবান্ বিষ্ণু, দেবতাগণেরও দেবতা, অখিল জগতের অধিনাথ এবং সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা; তথাপি সেই পুরুষোত্তম ভগবান্ হরিও অশ্বরূপ ধারণ করিলেন। তিনি অচ্যুত ও স্বতন্ত্র হইয়াও কি জন্য পরতন্ত্র হইলেন? আপনি এক্ষণে আমার হৃদয়গত এই সংশয় ছেদন করুন। মুনিবর! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, অতএব এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন ॥ ৩—৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি সন্দেহস্যাস্য নির্ণয়ম্।
যথা শ্রুতং ময়া পূর্ব্বং নারদাৎ মুনিসত্তমাৎ ॥ ৬ ॥
ব্রহ্মণো মানসঃ পুত্রো নারদো নাম তাপসঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বগঃ শান্তঃ সর্ব্বলোকপ্রিয়ঃ কবিঃ ॥ ৭ ॥
স চৈকদা মুনিশ্রেষ্ঠো বিচরন্ পৃথিবীমিমাম্।
বাদয়ন্ মহতীং বীণাং স্বরতানসমন্বিতাম্ ॥ ৮ ॥
বৃহদ্রথন্তরাদীনাং সাম্নাং ভেদাননেকশঃ।
গায়ন্ গায়ত্রমমৃতং সংপ্রাপ্তোঽথ মমাশ্রমম্ ॥ ৯ ॥
শম্যাপ্রাসং মহাতীর্থং সরস্বত্যাঃ সুপাবনম্।
নিবাসং মুনিমুখ্যানাং শর্ম্মদং জ্ঞানদং তথা ॥ ১০ ॥

অয়ং ভাবঃ। বিষ্ণ্বাদয়ঃ কিং জ্ঞানিন উতাজ্ঞানিনঃ। যদি জ্ঞানিনস্তদা তেষাং মায়ায়া অবিবেকস্য চ নাশাৎ কথমেতদবিবেকজন্যং হয়রূপধারণাদিকমাচরণম্। অথ যদ্যজ্ঞানিনস্তর্হি সংসারে কেঽপি জ্ঞানিনো ন সন্তীতি বিবেকোপদেশপ্রতিপাদকং শাস্ত্রং কর্ম্মোপাসনাপ্রতিপাদকং শাস্ত্রঞ্চ ব্যর্থং স্যাৎ। তদ্ধি চিত্তশুদ্ধিসম্পাদনদ্বারা জ্ঞানে উপযুজ্যতে যদি তু জ্ঞানমেব দুর্লভং তদা তদুপযোগার্থং তদাচরণস্যানর্থক্যমেবেতি শৃণু রাজন্নিতি। অত্র সমাধানকর্ত্তুরয়মভিপ্রায়ঃ। বিষ্ণ্বাদয়ো মহান্তো জ্ঞানিন এব পরন্তু মায়ায়াঃ শক্তিদ্বয়মস্তি একমাবরণশক্ত্যাত্মকং রূপমপরং বিক্ষেপশক্ত্যাত্মকং রূপম্ তত্র জ্ঞানেন তেষামাবরণশক্তিরূপে নষ্টেঽপি বিক্ষেপশক্তিরূপং যাবৎকালপর্য্যন্তং প্রারব্ধকর্ম্মণা দেহস্তিষ্ঠতি তাবৎকালপর্য্যন্তং তিষ্ঠত্যেব। তথাচ তেষাং জ্ঞানিত্বেঽপি প্রারব্ধকর্ম্মপ্রেরিতবিক্ষেপশক্ত্যা হয়রূপধারণাদিকং পরতন্ত্রতাদিকঞ্চ সর্ব্বং সম্ভবত্যেবেতি ন জ্ঞানিপুরুষোচ্ছেদো ন বা কর্ম্মোপাসনাজ্ঞানকাণ্ডানাং বৈয়র্থ্যম্। তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে ইতি শ্রুত্যা তদাবরণশক্তিনাশমাত্রেণ জীবন্মুক্তের্বিদেহমোক্ষস্য চ সম্ভবাদিতি। এতদর্থোপষ্টম্ভার্থমেবায়ং সর্ব্বোঽপি স্কন্ধসমাপ্তিপর্য্যন্তো গ্রন্থো বেদিতব্যঃ। তদুক্তং বারাহে। জ্ঞানেনাবরণে নষ্টে বিক্ষেপস্ত্ববশিষ্যত ইতি ॥ ৬—৯ ॥

নিবাসং স্থানভূতম্ ॥ ১০—১২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! আমি পূর্ব্বে মুনিসত্তম নারদের নিকট হইতে এই সন্দেহের নিরাকরণ বিষয়ে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম; এক্ষণে আমি আপনার নিকট সেইরূপ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন্ ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মার মানসপুত্র মহর্ষি নারদ তপোবলে সর্ব্বত্রগামী, সর্ব্বজ্ঞ, শান্তপ্রকৃতি, সর্ব্বলোকের প্রিয় ও কবি ছিলেন তিনি এক সময়ে স্বরতান-সমন্বিত বীণাবাদন করিতে করিতে এই মেদিনীমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একদিন বৃহৎ-রথন্তরাদি সামবেদের অনেকানেক বিশেষ বিষয় এবং মোক্ষপ্রদা অমৃতস্যন্দিনী গায়ত্রী গান করিতে করিতে আমার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥৭—৯॥ রাজন্! সরস্বতী

তমাগতমহং প্রেক্ষ্য ব্রহ্মপুত্রং মহাদ্যুতিম্ ।
অভ্যুত্থানাদিকং সর্ব্বং কৃতবানর্চ্চনাদিকম্ ॥ ১১ ॥
অর্ঘ্যপাদ্যবিধিং কৃত্বা তস্যাসনস্থিতস্য চ ।
উপবিষ্টঃ সমীপেঽহং মুনেরমিততেজসঃ ॥ ১২ ॥
দৃষ্ট্বা বিশ্রমিণং শান্তং নারদং জ্ঞানপারদম্ ।
তমপৃচ্ছমহং রাজন্ ! যৎপৃষ্টোঽহং ত্বয়াধুনা ॥ ১৩ ॥
অসারেঽস্মিংস্তু সংসারে প্রাণিনাং কিং সুখং মুনে ! ।
ন পশ্যামি বিনিশ্চিত্য কদাচিৎ কুত্রচিৎ ক্বচিৎ ॥ ১৪ ॥
দ্বীপে জাতো জনন্যাহং সন্ত্যক্তস্তৎক্ষণাদপি ।
অনাশ্রয়ো বনে বৃদ্ধিং প্রাপ্তঃ কর্ম্মানুসারতঃ ॥ ১৫ ॥
তপস্তপ্তং ময়া চোগ্রং পর্ব্বতে বহুবার্ষিকম্ ।
পুত্রকামেণ দেবর্ষে ! শঙ্করঃ সমুপাসিতঃ ॥ ১৬ ॥

তমপৃচ্ছমহমিতি । ত্বয়া যঃ প্রশ্নঃ কৃতস্তত্র মমাপ্যজ্ঞানং পূর্ব্বং স্থিতমিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥
কুত্রচিৎ ক্বচিদিতি । তথাচ সুখাভাবে কিমর্থং মহান্তোঽপি সংসারমোহিতাঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তীতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥
নমু সংসারে সুখং নাস্তীতি ত্বয়া কথং নিশ্চিতমিতি চেৎ স্বানুভবেনৈত্যাহ দ্বীপে জাত ইতি ॥ ১৫—১৬ ॥

নদীতটে শম্যাপ্রাস নামে জ্ঞানপ্রদ, সুখদ অতিপবিত্র এক মহাতীর্থ আছে, তথায় অনেক মহর্ষি বাস করেন সেই স্থানেই আমার আশ্রম ছিল ॥ ১০ ॥ তখন আমি সেই তেজঃপুঞ্জ-কলেবর পিতামহপুত্র ঋষিবর নারদকে সমাগত দেখিয়া অভ্যুত্থান করিলাম এবং বিধি-পূর্ব্বক পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিলাম ॥ ১১ ॥ অনন্তর, সেই অমিততেজা মুনি আসনে উপবেশন করিলে পর আমিও তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট হইলাম ॥ ১২ ॥ তদনন্তর সেই জ্ঞানপ্রদ নারদকে বিশ্রান্ত ও শান্ত দেখিয়া, তুমি এক্ষণে আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাহাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলাম ॥ ১৩ ॥ মুনিবর ! এই অসার সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া প্রাণিদিগের কি সুখ আছে, আমি ত নিশ্চয় করিয়া কখনও কোনও স্থলে কোনও বিষয়ে তাহা দেখিতে পাই না, তথাপি মহৎলোকেরাও কি জন্য সংসারে মোহিত হইয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে ? ॥ ১৪ ॥ দেখুন, দ্বীপমধ্যে আমার জন্ম হয়, জন্মমাত্রই জননী আমাকে পরিত্যাগ করেন, আমি বনমধ্যে নিরাশ্রয় হইয়া কর্ম্মানু-সারে বৃদ্ধি পাইতে লাগিলাম ॥ ১৫ ॥ অনন্তর পুত্রপ্রাপ্তির কামনা করিয়া পর্ব্বতে অবস্থিত হইয়া বহু বৎসর দেবদেব মহাদেবের উগ্রতর তপস্যা করিলাম । তাহাতে জ্ঞানি-গণের অগ্রগণ্য শুককে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে আদি হইতে সমস্ত বেদের সারভাগ

ততো ময়া শুকঃ প্রাপ্তঃ পুত্রো জ্ঞানবতাংবরঃ।
পাঠিতস্তু ময়া সম্যগ্বেদানাং সার আদিতঃ ॥ ১৭ ॥
স ত্যক্ত্বা মাং গতঃ কাপি রুদন্তং বিরহাতুরম্।
লোকাল্লোকান্তরং সাধো! বচনাত্তব বোধিতঃ ॥ ১৮ ॥
ততোঽহং পুত্রসন্তপ্তস্ত্যক্ত্বা মেরুং মহাগিরিম্।
মাতরং মনসা কৃত্বা সম্প্রাপ্তঃ কুরুজাঙ্গলম্ ॥ ১৯ ॥
পুত্রস্নেহাদতিতরাং কৃশাঙ্গঃ শোকসংযুতঃ।
জানন্মিথ্যেতি সংসারং মায়াপাশনিয়ন্ত্রিতঃ ॥ ২০ ॥
ততো রাজ্ঞা বৃতাং জ্ঞাত্বা মাতরং বাসবীং শুভাম্।
স্থিতোঽহত্রৈবাশ্রমং কৃত্বা সরস্বত্যাস্তটে শুভে ॥ ২১ ॥
শন্তনুঃ স্বর্গতিং প্রাপ্তো বিধুরা জননী স্থিতা।
পুত্রদ্বয়যুতা সাধ্বী ভীষ্মেণ প্রতিপালিতা ॥ ২২ ॥
চিত্রাঙ্গদঃ কৃতো রাজা গঙ্গাপুত্রেণ ধীমতা।
কালেন সোঽপি মে ভ্রাতা মৃতঃ কামসমদ্যুতিঃ ॥ ২৩ ॥

বেদানাং সারঃ শ্রীদেবীভাগবতম্। আদিতঃ প্রথমতঃ আরভ্যেত ইত্যর্থঃ ॥ ১৭—১৮ ॥
কৃত্বা চিন্তয়িত্বেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥
মিথ্যেতি জানন্নপি মায়াপাশেন নিয়ন্ত্রিতো বদ্ধঃ ॥ ২০ ॥
রাজ্ঞা শন্তনুনা ॥ ২১—২২ ॥
গঙ্গাপুত্রেণ ভীষ্মেণ ॥ ২৩—২৫ ॥

সম্যকরূপে পাঠ করাইলাম ॥ ১৬—১৭ ॥ দেবর্ষে! আমার সেই পুত্র আপনারই বাক্যে জ্ঞানপ্রাপ্ত হইলে, আমি তাহার বিরহে অতিশয় কাতর হইয়া রোদন করিলেও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে লোকান্তরে চলিয়া গেল ॥ ১৮ ॥ তদনন্তর পুত্র-শোকে একান্ত সন্তপ্ত হইয়া মহাগিরি মেরুকে পরিত্যাগ করিলাম, তখন আমি পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর এবং পুত্রস্নেহে অত্যন্ত কৃশাঙ্গ হইয়া এই সংসার মিথ্যা জানিয়াও মায়াপাশে নিয়ন্ত্রিত হইয়া মাতাকে স্মরণ করত কুরুজাঙ্গল প্রদেশে উপস্থিত হইলাম ॥ ১৯—২০ ॥ তদনন্তর রাজা শান্তনু, কল্যাণিনী জননীরে বিবাহ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া এই সরস্বতীর পবিত্র তটে আশ্রম নির্ম্মাণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলাম ॥২১॥ শান্তনুরাজ পরলোক গমন করিলে সাধ্বী জননী দুইটি পুত্রের সহিত অবস্থিতি করিলেন, তৎকালে ভীষ্ম তাঁহা-দের প্রতিপালন করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥ ধীমান্ গঙ্গাপুত্র চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যপদে

ততঃ সত্যবতী মাতা নিমগ্না শোকসাগরে ।
চিত্রাঙ্গদং মৃতং পুত্রং রুরোদ ভৃশমাতুরা ॥ ২৪ ॥
সংপ্রাপ্তোঽহং মহাভাগ ! জ্ঞাত্বা তাং দুঃখিতাং সতীম্ ।
আশ্বাসিতা ময়াত্যর্থং ভীষ্মেণ চ মহাত্মনা ॥ ২৫ ॥
বিচিত্রবীর্য্যস্তুপরো বীর্য্যবান্ পৃথিবীপতিঃ ।
কৃতো ভীষ্মেণ ভ্রাতা বৈ স্ত্রীরাজ্যবিমুখেন হ ॥ ২৬ ॥
কাশিরাজসুতে রম্যে বিজিত্য পৃথিবীপতীন্ ।
ভীষ্মেণানীয় স্ববলাৎ কন্যকে দ্বে সমর্পিতে ॥ ২৭ ॥
সত্যবত্যৈ শুভে কালে বিবাহঃ পরিকল্পিতঃ ।
ভ্রাতুর্বিচিত্রবীর্য্যস্য তদাহং সুখিতোঽভবম্ ॥ ২৮ ॥
পুনঃ সোঽপি মৃতো ভ্রাতা যক্ষ্মণা পীড়িতো ভৃশম্ ।
অনপত্যো যুবা ধন্বী মাতা মে দুঃখিতাভবৎ ॥ ২৯ ॥
কাশিরাজসুতে দ্বে তু মৃতং দৃষ্ট্বা পতিং তদা ।
পতিব্রতাধর্ম্মপরে ভগিন্যৌ সম্বভূবতুঃ ॥ ৩০ ॥

স্ত্রীরাজ্যবিমুখেনেতি । স্ত্রীবিমুখেন রাজ্যবিমুখেন চ ভীষ্মেণেত্যর্থঃ ॥ ২৬—৩০ ॥

সংস্থাপিত করিলেন, কিছুকাল পরেই সেই কামতুল্য কমনীয়কান্তি ভ্রাতা কালগ্রাসে নিপতিত হইল ॥ ২৩ ॥ মাতা সত্যবতী এইরূপে পুত্রশোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া পুত্র চিত্রাঙ্গদের নিমিত্ত অত্যন্ত কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ মহারাজ ! তৎকালে আমি জননীকে দুঃখিতা জানিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। অনন্তর, আমি এবং মহাত্মা ভীষ্ম, তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া আশ্বাসিত করিলাম ॥ ২৫ ॥ ভীষ্মদেব দারপরিগ্রহ ও রাজ্যপালনে বিমুখ ছিলেন বলিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীর্য্যবান্ বিচিত্রবীর্য্যকে রাজ্যপ্রদান করিলেন ॥ ২৬ ॥ রাজন্ ! ভীষ্ম নিজ বীর্য্যে রাজগণকে পরাজিত করিয়া কাশিরাজের দুইটি কন্যা আনয়নপূর্ব্বক বিচিত্রবীর্য্যকে প্রদান করিবার নিমিত্ত সত্যবতীকে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর, শুভদিনে শুভলগ্নে ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ হইলে পর তখন আমি সুখী হইয়া স্বাস্থ্যলাভ করিলাম ॥ ২৭—২৮ ॥ তদনন্তর, যক্ষ্মারোগে পরিপীড়িত হইয়া সেই অপুত্রক যুবা ধনুর্দ্ধর ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যও প্রাণপরিত্যাগ করিল, তাহাতে মাতা সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া পড়িলেন ॥ ২৯ ॥ পতিকে মৃত দেখিয়া কাশিরাজের তনয়া সেই দুই ভগিনীই পাতিব্রত্য ধর্ম্মরক্ষণে তৎপর হইয়া অত্যন্ত দুঃখিতা ও রোদনশীলা শ্বশ্রূ সতীদেবীকে কহিলেন, আমরা দুইজনেই হুতাশনে পতির

তে ঊচতুঃ সতীং শ্বশ্রূং রুদতীং ভৃশদুঃখিতাম্।
পতিনা সহ গামিন্যৌ ভবিষ্যাবো হুতাশনে॥ ৩১॥
পুত্রেণ সহ তে শ্বশ্রু! স্বর্গে গত্বাথ নন্দনে।
সুখেন বিহরিষ্যাবঃ পতিনা সহ সংযুতে॥ ৩২॥
নিবারিতে তদা মাত্রা বধ্বৌ তস্মান্মহোদ্যমাৎ।
স্নেহভাবং সমাশ্রিত্য ভীষ্মস্য বচনাত্তদা॥ ৩৩॥
গাঙ্গেয়েন চ মাত্রা মে সংমন্ত্র্য চ পরস্পরম্।
কৃত্বৌর্দ্ধদেহিকং সর্ব্বং সংস্মৃতোঽহং গজাহ্বয়ে॥ ৩৪॥
স্মৃতমাত্রস্তু মাত্রা বৈ জ্ঞাত্বা ভাবং মনোগতম্।
তরসৈবাগতশ্চাহং নগরং নাগসাহ্বয়ম্॥ ৩৫॥
প্রণম্য মাতরং মূর্দ্ধ্না সংস্থিতোঽথ কৃতাঞ্জলিঃ।
তামব্রবং সুতপ্তাঙ্গীং পুত্রশোকেন কর্শিতাম্॥ ৩৬॥
মাতস্ত্বয়া কিমাহূতো মনসাহং তপস্বিনি!।
আজ্ঞাপয় মহৎকার্য্যে দাসোঽস্মি করবাণি কিম্॥ ৩৭॥
ত্বং মে তীর্থং পরং মাতর্দেবশ্চ প্রথিতঃ পরঃ।
আগতশ্চিন্তিতশ্চাত্র ব্রূহি কৃত্যং তব প্রিয়ম্॥ ৩৮॥

তে কাশিরাজসুতে ঊচতুঃ॥ ৩১॥
শ্বশ্রু ইতি সম্বোধনং সংযুতে মিলিতে সপত্ন্যৌ॥ ৩২—৪১॥

সহগামিনী হইব॥ ৩০—৩১॥ দেবি! আমরা আপনার পুত্রের সহিত স্বর্গে গমন পূর্ব্বক, দুই ভগিনী মিলিয়া তাঁহার সহিত নন্দনবনে বিহার করিব॥ ৩২॥ জননী স্নেহভাব আশ্রয় করিয়া ভীষ্মের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক বধূদ্বয়কে এই মহোদ্যম হইতে নিবারিত করিলেন॥ ৩৩॥ বিচিত্রবীর্য্যের সমস্ত ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে পর ভীষ্মের সহিত মন্ত্রণা করিয়া জননী হস্তিনানগরে আমারে স্মরণ করিলেন॥ ৩৪॥ স্মৃতিমাত্রই জননীর মনোগত ভাব অবগত হইয়া আমি সত্বর হস্তিনানগরে আগমন করিলাম এবং অবনত মস্তকে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া সেই পুত্রশোকানলে সন্তপ্ত মাতাকে কহিলাম, জননি! আমারে মনে মনে আহ্বান করিলেন কেন? আপনি এক্ষণে অতিশয় দুঃখিতা হইয়াছেন দেখিতেছি, আমি আপনার দাস, আজ্ঞা করুন আপনার কোন কর্ম্ম সম্পাদন করিব॥ ৩৫—৩৭॥ মাতঃ! আপনিই আমার পরম তীর্থ এবং আপনিই আমার পরম দেবতা; আমি এখানে উপস্থিত হইয়া অতিশয় উৎকণ্ঠিত রহিয়াছি, কোন্ কার্য্য আপনার প্রিয়, তাহা আপনি আমাকে বলুন॥ ৩৮॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বাহং স্থিতস্তত্র মাতুরগ্রে যদা মুনে ! ।
তদা সা মামুবাচেদং পশ্যন্তী ভীষ্মমন্তিকে ॥ ৩৯ ॥
পুত্র ! তেঽদ্য মৃতো ভ্রাতা পীড়িতো রাজযক্ষ্মণা ।
তেনাহং দুঃখিতা জাতা বংশচ্ছেদভয়াদিহ ॥ ৪০ ॥
তস্মাত্ত্বমদ্য মেধাবিন্ময়াহূতঃ সমাধিনা ।
গাঙ্গেয়স্য মতেনাত্র পারাশর্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪১ ॥
কুলং স্থাপয় নষ্টং ত্বং শন্তনোর্নামকারণাৎ ।
রক্ষ মাং দুঃখতঃ কৃষ্ণ ! বংশচ্ছেদোদ্ভবাদ্দ্রুতম্ ॥ ৪২ ॥
কাশিরাজসুতে ভার্য্যে ভ্রাতুস্তব যবীযসঃ ।
সাধ্ব্যৌ বিচিত্রবীর্য্যস্য রূপযৌবনভূষিতে ॥ ৪৩ ॥
তাভ্যাং সঙ্গম্য মেধাবিন্ ! পুত্রোৎপাদনকং কুরু ।
রক্ষস্ব ভারতং বংশং নাত্র দোষোঽস্তি কর্হিচিৎ ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি মাতুর্বচঃ শ্রুত্বা জাতশ্চিন্তাতুরো হ্যহম্ ।
লজ্জয়াকুলচিত্তস্তামব্রবং বিনয়ানতঃ ॥ ৪৫ ॥

(কৃষ্ণ ! হে ব্যাস ! ॥ ৪২—৪৯ ॥)

ব্যাস বলিলেন, মুনিবর ! আমি এই বলিয়া যখন মাতার অগ্রে অবস্থিত রহিলাম, তখন তিনি সমীপস্থ ভীষ্ম পানে চাহিয়া আমাকে কহিতে লাগিলেন, পুত্র ! তোমার ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্য রাজযক্ষ্মা রোগে পরিপীড়িত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, সেই হেতু বংশচ্ছেদ ভয়ে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রহিয়াছি ॥ ৩৯—৪০ ॥ মেধাবিন্ ! সেই প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত গঙ্গাপুত্রের অনুমতি লইয়া অদ্য আমি তোমাকে সমাধিযোগে আহ্বান করিয়াছি ॥ ৪১ ॥ হে পরাশরনন্দন ! শান্তনুর নামের নিমিত্ত তুমি বিনষ্টপ্রায় বংশ পুনর্ব্বার স্থাপন কর। ব্যাসদেব ! তুমি সত্বর আমাকে বংশোচ্ছেদজনিত দুঃখ হইতে রক্ষা কর ॥৪২॥ রূপযৌবনসম্পন্না সাধুশীলা কাশিরাজের দুই তনয়া, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের ভার্য্যা ; হে মহামতে ! তুমি তাহাদের সহিত সঙ্গম করিয়া পুত্রোৎপাদন-পূর্ব্বক ভারতবংশ রক্ষা কর, ইহাতে তোমার কিছুমাত্রই দোষস্পর্শ হইবে না ॥ ৪৩—৪৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, দেবর্ষে ! মাতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি অত্যন্ত চিন্তিত হইলাম এবং লজ্জাকুলিতচিত্তে সবিনয়ে তাঁহাকে কহিলাম মাতঃ ! পরদার স্পর্শ করা

মাতঃ ! পাপাধিকং কর্ম্ম পরদারাভিমর্শনম্।
জ্ঞাত্বা ধর্ম্মপথং সম্যক্করোমি কথমাদরাৎ ॥ ৪৬ ॥
তথা যবীয়সো ভ্রাতুর্বধূঃ কন্যা প্রকীর্ত্তিতা।
ব্যভিচারং কথং কুর্য্যামধীত্য নিগমানহম্ ॥ ৪৭ ॥
অন্যায়েন ন কর্ত্তব্যং সর্ব্বথা কুলরক্ষণম্।
ন তরন্তি হি সংসারাৎ পিতরঃ পাপকারিণঃ ॥ ৪৮ ॥
লোকানামুপদেষ্টা যঃ পুরাণানাং প্রবর্ত্তকঃ।
স কথং কুৎসিতং কর্ম্ম জ্ঞাত্বা কুর্য্যাৎ মহাদ্ভুতম্ ॥ ৪৯ ॥
পুনরুক্তো হ্যহং মাত্রা রুদত্যা ভৃশমন্তিকে।
পুত্রশোকাতিতপ্তা যা বংশরক্ষণকাম্যয়া ॥ ৫০ ॥
পারাশর্য্য ! ন তে দোষো বচনান্মম পুত্রক !।
গুরূণাং বচনং তথ্যং সদোষমপি মানবৈঃ ॥ ৫১ ॥
কর্ত্তব্যমবিচার্য্যৈব শিষ্টাচারপ্রমাণতঃ।
বচনং কুরু মে পুত্র ! ন তে দোষোঽস্তি মানদ ! ॥ ৫২ ॥

যা পুত্রশোকাতিতপ্তা তয়া মাত্রেত্যন্বয়ঃ ॥ ৫০—৫৮ ॥

অতিশয় পাপকর কর্ম্ম; আমি ধর্ম্মের পন্থা সম্যক্‌রূপে অবগত থাকিয়া কিরূপে এই কার্য্য আদরপূর্ব্বক সম্পাদন করিব ? ॥ ৪৫—৪৬ ॥ আরও দেখুন, মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা কন্যার সমান, আমি সমস্ত বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া কিরূপে এইরূপ ব্যভিচাররূ কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ হইব ? ॥ ৪৭ ॥ অন্যায় কর্ম্মে কুল রক্ষা করা কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু পাপকারির পিতৃগণ কখনই সংসারসাগর পার হইতে সমর্থ হয়েন না ॥ ৪৮ ॥ যে ব্যক্তি লোকসকলের উপদেষ্টা এবং পুরাণ সমূহের প্রবর্ত্তক; সে ব্যক্তি সমস্ত জানিয়া শুনিয়া কিরূপে এই অত্যন্ত অদ্ভুত কুৎসিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে ? ॥ ৪৯ ॥ মাতা পুত্রশোকে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়াছিলেন, এ জন্য তিনি কুলরক্ষণকামনায় রোদন করিতে করিতে আমার নিকটে আসিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, পারাশর ! তুমি আমার বচনের অনুবর্ত্তী হইয়া এই কার্য্য করিলে ইহাতে তোমার কিছু-মাত্রই দোষ ঘটিবে না। পুত্র ! গুরুগণের যুক্তিযুক্ত বাক্য সদোষ হইলেও বিচার না করি-য়াই শিষ্টাচার প্রমাণে সেই কার্য্য সম্পাদন করা মানবগণের পক্ষে একান্তই কর্ত্তব্য। অতএব হে পুত্র ! তুমি আমার বচন প্রতিপালন করিয়া আমার সম্মান রক্ষা কর, তাহাতে তোমার কিছুমাত্রই দোষ হইবে না ॥৫০—৫২॥ পুত্র ! তুমি বিশেষরূপ বিবেচনা

পুত্রস্য জননং কৃত্বা সুখিনীং কুরু মাতরম্ ।
বিশেষেণ তু সন্তপ্তাং মগ্নাং শোকার্ণবে সুত ! ॥ ৫৩ ॥
ইতি তাং ব্রুবতীং শ্রুত্বা তদা সুরনদীসুতঃ ।
মামুবাচ বিশেষজ্ঞঃ সূক্ষ্মধর্ম্মস্য নির্ণয়ে ॥ ৫৪ ॥
দ্বৈপায়ন ! বিচারোঽত্র ন কর্ত্তব্যস্ত্বয়ানঘ ! ।
মাতুর্বচনমাদায় বিহরস্ব যথাসুখম্ ॥ ৫৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা মাতুশ্চ প্রার্থনং তথা ।
নিঃশঙ্কোঽহং তদা জাতঃ কার্য্যে তস্মিন্ জুগুপ্সিতে ॥ ৫৬ ॥
অম্বিকায়াং প্রবৃত্তোঽহমৃতুমত্যাং মুদা নিশি ।
ময়ি বিমানসায়াস্তু তাপসে কুৎসিতে ভৃশম্ ॥ ৫৭ ॥
শপ্তা ময়া সা সুশ্রোণী প্রসঙ্গে প্রথমে তদা ।
অন্ধস্তে ভবিতা পুত্রো যতো নেত্রে নিমীলিতে ॥ ৫৮ ॥
দ্বিতীয়েঽহ্নি মুনিশ্রেষ্ঠ ! পৃষ্টো মাত্রা রহঃ পুনঃ ।
ভবিষ্যতি সুতঃ পুত্র ! কাশিরাজসুতোদরে ॥ ৫৯ ॥

ভবিষ্যতি সুতঃ পুত্রেতি । হে পুত্র ! সুতো ভবিষ্যতি কিমিত্যর্থঃ । রাত্রৌ গর্ভধারণ মনয়া কৃতং নবেতি প্রশ্নার্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥

করিয়া দেখ তোমার জননী অত্যন্ত সন্তপ্ত ও শোকার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছেন, অতএব কুল পুত্র উৎপাদন করিয়া তাঁহাকে সুখিনী করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৫৩ ॥ জননী আমাকে এইরূপ বলিতেছেন শ্রবণ করিয়া, সূক্ষ্মধর্ম্মের নির্ণয় বিষয়ে বিশেষজ্ঞ গঙ্গানন্দন ভীষ্ম আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, দ্বৈপায়ন ! তুমি সর্ব্বতোভাবেই নিষ্পাপ অতএব এবিষয়ের বিচার করা তোমার কর্ত্তব্য নয়, তুমি মাতার বাক্য প্রতিপালন করিয়া যথাসুখে বিহার কর ॥ ৫৪—৫৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! তাঁহার এই বাক্য এবং মাতার প্রার্থনা শুনিয়া আমি নিঃশঙ্ক চিত্তে সেই অত্যন্ত ঘৃণাকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম ॥ ৫৬ ॥ অম্বিকা ঋতুস্নান করিলে আমি রজনীযোগে আনন্দসহকারে তাহার সহবাসে প্রবৃত্ত হইলাম, কিন্তু সেই যুবতী আমার কুৎসিত তাপসরূপ অবলোকন করিয়া আমার প্রতি অনুরাগিণী হইল না, তখন আমি সেই নিতম্বিনীকে অভিশাপ দিলাম, যেহেতু তুমি আমার সহিত প্রথম সহবাসেই নেত্রযুগ নিমীলিত করিলে, অতএব তোমার পুত্র অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে ॥ ৫৭—৫৮ ॥ মুনিবর ! দ্বিতীয় দিবসে মাতা আমাকে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন,

ময়োক্তা জননী তত্র ব্রীড়ানম্রমুখেন হ।
বিনেত্রো ভবিতা পুত্রো মাতঃ! শাপান্মমৈব হি ॥ ৬০ ॥
তয়া নির্ভৎর্সিতস্তত্র কঠোরবচসা মুনে!।
কথং পুত্র! ত্বয়া শপ্তা পুত্রস্তেঽন্ধো ভবিষ্যতি ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে বিক্ষেপশক্তিবর্ণনং নাম চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

কথং পুত্রেতি। হে পুত্র ব্যাস! তে পুত্রোঽন্ধো ভবিষ্যতীতি কথং ত্বয়া শাপো দত্তো নেদমুচিতং কৃতমিতি ভাবঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

দ্বৈপায়ন! কাশিরাজ তনয়ার উদরে পুত্র উৎপন্ন হইবে ত? তখন আমি লজ্জাবনত মুখে কহিলাম, মাতঃ! আমারই অভিশাপে সেই পুত্র জন্মান্ধ হইবে ॥ ৫৯—৬০ ॥ মুনিবর! তখন জননী আমাকে কঠোর বচনে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, পুত্র! অম্বিকার পুত্র অন্ধ হইবে এই বলিয়া তুমি কি জন্য তাহাকে অভিশাপ প্রদান করিলে? ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে ব্যাস নারদসংবাদে বিক্ষেপশক্তিবর্ণন নামক চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

বাসবী চকিতা জাতা শ্রুত্বা মে বাক্যমীদৃশম্।
দাশেয়ী মামুবাচেদং পুত্রার্থে ভৃশমাতুরা ॥ ১ ॥
অম্বালিকা বধূর্ধন্যা কাশিরাজসুতা সুত!।
ভার্য্যা বিচিত্রবীর্য্যস্য বিধবা শোকসংযুতা ॥ ২ ॥
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না রূপযৌবনশালিনী।
তস্যাং জনয় সঙ্গং ত্বং কৃত্বা পুত্রং সুসম্মতম্ ॥ ৩ ॥
নান্ধো রাজ্যাধিকারী স্যাত্তস্মাৎ পুত্রং মনোহরম্।
উৎপাদয় রাজপুত্র্যাং বচনান্মম মানদ! ॥ ৪ ॥
ইত্যুক্তোঽহং তদা মাত্রা স্থিতস্তত্র গজাহ্বয়ে।
যাবদৃতুমতী জাতা কাশিরাজসুতা মুনে! ॥ ৫ ॥
একান্তে শয়নাগারে প্রাপ্তা সা মম সন্নিধৌ।
লজ্জমানা সুকেশান্তা শ্বশ্রূবচনাত্তদা ॥ ৬ ॥

ত্রিষষ্টিশ্লোকবর্গৈস্তু স্বমোহমুপপাদয়ন্।
ব্যাসো জ্ঞানিবরাণাঞ্চ মোহে পৃচ্ছতি কারণম্ ॥

পুনরপি ব্যাসঃ স্বমোহং স্বদুঃখমুপপাদয়তি [বাসবী চকিতেতি।] দাশেয়ী দাশা দাশপত্নী তস্যাঃ কন্যা সত্যবতী। স্ত্রীভ্যোঢগিতি ঢক্। যদ্যপি সা মৎস্যোদরে জাতা তথাপি সা দাশেন কন্যাত্বেন স্বীকৃতেতি তৎপত্ন্যা অপি সা কন্যা জাতেতি সত্যবতী দাশেয়ী ॥ ১—২ ॥
সঙ্গং তস্যাং কৃত্বা পুত্রং জনয়েত্যর্থঃ ॥ ৩—৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! আমার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মাতা চকিতা হইয়া উঠিলেন, এবং পুত্রের নিমিত্ত অত্যন্ত আতুরা হইয়া আমারে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥১॥ পুত্র! তোমার ভ্রাতৃভার্য্যা বিধবা ও শোকসংযুক্তা কাশিরাজতনয়া অম্বালিকা সর্ব্বসুলক্ষণ-সম্পন্না, রূপযৌবনশালিনী ও সমস্ত গুণে বিভূষিতা, তুমি তাহার সহিত সহবাস করিয়া শিষ্ট-জনের সুসম্মত উত্তম পুত্র উৎপাদন কর ॥২-৩॥ জন্মান্ধ ব্যক্তি রাজ্যাধিকারী হয় না, অতএব তুমি আমার বাক্যে রাজতনয়াতে একটি মনোহর পুত্র উৎপাদন করিয়া আমার সম্মান রক্ষা কর ॥ ৪ ॥ মুনিবর! তৎকালে আমি মাতার সেই বাক্য শুনিয়া যাবৎ কাশিরাজসুতা অম্বালিকা ঋতুমতী না হইলেন তাবৎ হস্তিনায় অবস্থিতি করিতে লাগিলাম ॥ ৫ ॥ অনন্তর

দৃষ্ট্বা মাং জটিলং দান্তং তাপসং রসবর্জিতম্।
সা স্বেদবদনা জাতা পাণ্ডুরা বিমনা ভৃশম্ ॥ ৭ ॥
কুপিতোঽহং তদা দৃষ্ট্বা কামিনীং নিশি সঙ্গতাম্।
বেপমানাং স্থিতাং পার্শ্বে হ্যব্রবন্তামহং রুষা ॥ ৮ ॥
দৃষ্ট্বা মাং যদি গর্ব্বেণ পাণ্ডুবর্ণা সমাবৃতা।
অতস্তে তনয়ঃ পাণ্ডুর্ভবিষ্যতি সুমধ্যমে! ॥ ৯ ॥
ইত্যুক্ত্বা নিশি তত্রৈব স্থিতোঽম্বালিকয়া যুতঃ।
ভুক্ত্বা তাং নিশি নির্যাতঃ স্থানমাপৃচ্ছ্য মাতরম্ ॥ ১০ ॥
ততস্তাভ্যাং সুতৌ কালে প্রসূতাবন্ধপাণ্ডুরৌ।
ধৃতরাষ্ট্রশ্চ পাণ্ডুশ্চ প্রথিতৌ সম্বভূবতুঃ ॥ ১১ ॥
মাতা মে বিমনা জাতা তাদৃশৌ বীক্ষ্য তৌ সুতৌ।
ততঃ সংবৎসরস্যান্তে মামাহূয় তদাব্রবীৎ ॥ ১২ ॥
দ্বৈপায়নসুতৌ জাতৌ রাজ্যযোগ্যৌ ন তাদৃশৌ।
অন্যং মনোহরং পুত্রং সমুৎপাদয় মে প্রিয়ম্ ॥ ১৩ ॥

রুষেতি। কামাতুরে ময়ি প্রীত্যকরণাদ্রোষসম্ভব ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮ ॥
মামনমুরূপং দৃষ্ট্বা গর্ব্বেণ স্বসৌন্দর্য্যাভিমানেন যদি যতত্ত্বং পাণ্ডুবর্ণা জাতা তত ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥
তাং ভুক্ত্বা নির্যাত ইত্যর্থঃ ॥ ১০—১৪ ॥

যথাকালে কুটিলকেশা রাজসুতা শ্বশ্রূর আদেশে নির্জ্জনে শয়নাগারে আমার সন্নিধানে আসিয়া অত্যন্ত লজ্জান্বিতা হইলেন। আমাকে জটিল, তাপস ও রসবর্জ্জিত অবলোকন করিয়া তাঁহার আননে স্বেদ জালের উৎপত্তি হইল, দেহ পাণ্ডুবর্ণ হইল এবং মানস বিরস হইয়া উঠিল ॥ ৬—৭ ॥ আমি রজনীযোগে পার্শ্বদেশে অবস্থিত সেই কামিনীকে কম্পান্বিতা ও পাণ্ডুবর্ণা অবলোকন করিয়া ক্রোধভরে কহিলাম, সুমধ্যমে! তুমি যখন আমাকে দেখিয়া নিজ সৌন্দর্য্য গর্ব্বে পাণ্ডুবর্ণ হইলে, তখন তোমার পুত্র পাণ্ডুবর্ণ হইবে ॥ ৮—৯ ॥ এই বলিয়া সেই স্থানে অম্বালিকার সহিত রাত্রিযাপন করিলাম। এইরূপে সেই কামিনীর সহিত রতিসম্ভোগ করিয়া মাতার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ স্থানে গমন করিলাম ॥ ১০ ॥ তদনন্তর, সেই দুই রাজতনয়া যথাকালে অন্ধ এবং পাণ্ডুবর্ণ দুই তনয় প্রসব করিল। অম্বিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্র নামে এবং অম্বালিকাপুত্র পাণ্ডুবর্ণ বলিয়া পাণ্ডু নামে বিখ্যাত হইল ॥ ১১ ॥ মাতা সেই সুতদ্বয়কে তাদৃশ অবলোকন করিয়া বিমনা হইলেন, তদনন্তর সংবৎসর পরে আমারে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, দ্বৈপায়ন! এই দুই পুত্র তাদৃশ রাজযোগ্য হইল না, অতএব আমার প্রিয় ও মনোহর অন্য আর একটি

তথেতি সা ময়া প্রোক্তা মুদিতা জননী তদা।
অম্বিকাং প্রার্থয়ামাস সুতার্থে কাল আগতে ॥ ১৪ ॥
পুত্রি! ব্যাসং সমালিঙ্গ্য পুত্রমুৎপাদয়াদ্ভুতম্।
কুরু বংশস্য কর্ত্তারং রাজ্যযোগ্যং বরাননে! ॥ ১৫ ॥
বধূর্লজ্জান্বিতা কিঞ্চিন্নোবাচ বচনং তদা।
গতোঽহং শয়নাগারে মাতুস্তদ্বচনান্নিশি ॥ ১৬ ॥
দাসী বিচিত্রবীর্য্যস্য রূপযৌবনসংযুতা।
প্রেষিতাম্বিকয়া তত্র বিচিত্রাভরণাম্বরা ॥ ১৭ ॥
চন্দনারক্তদেহা সা পুষ্পমালাবিভূষিতা।
আয়াতা হাবসংযুক্তা সুকেশী হংসগামিনী ॥ ১৮ ॥
পর্য্যঙ্কে মাং সমাবেশ্য সংস্থিতা প্রেমসংযুতা।
প্রসন্নোঽহং তদা তস্যা বিলাসেনাভবং মুনে! ॥ ১৯ ॥
রাত্রৌ সংক্রীড়িতং প্রেম্ণা তয়া সহ ময়া ভৃশম্।
বরো দত্তঃ পুনস্তস্যৈ প্রসন্নেন তু নারদ! ॥ ২০ ॥
সুভগে! ভবিতা পুত্রঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতঃ।
সুরূপঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যবাদী শমে রতঃ ॥ ২১ ॥

(পুত্রীতি। বংশস্য কর্ত্তারং রাজযোগ্যমিত্যনেন "বারমেকং ত্বয়া ব্যাসমনাদৃত্য অন্ধঃ অতএব রাজ্যস্যাযোগ্যঃ পুত্রো লব্ধঃ। অধুনা অবহিতা সতী ব্যাসস্য প্রীতিমুৎপাদ্য অদ্ভুতমত্যর্থসুন্দরং রাজযোগ্যং পুত্রং লভস্ব" ইত্যুপদেশোঽম্বিকায়ৈ দত্তো ব্যাসজনন্যেতি ভাবঃ ॥ ১৫—২১ ॥)

পুত্র উৎপাদন কর ॥ ১২—১৩ ॥ আমি তাঁহার কথায় সম্মতি প্রকাশ করিলে পর তিনি আনন্দিতা হইয়া যথাকালে অম্বিকাকে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, পুত্রি! ব্যাসকে আলিঙ্গন করিয়াঅদ্ভুত গুণসম্পন্ন কুরুরাজবংশের যোগ্য কুলরক্ষক এক পুত্র উৎপাদন কর ॥১৪-১৫॥ বধূ লজ্জান্বিতা হইয়া তখন কিছুই বলিল না। আমি মাতার আদেশ অনুসারে রাত্রিযোগে যখন শয়নাগারে গমন করিলাম, তখন অম্বিকা রূপযৌবনসম্পন্না বিচিত্রবীর্য্যের এক দাসীকে বিবিধ বসন ভূষণে বিভূষিত করিয়া আমার সন্নিধানে পাঠাইয়া দিল ॥ ১৬—১৭ ॥ সেই হংসগামিনী সুকেশী দাসী রক্তচন্দন ও পুষ্পমালায় বিভূষিত হইয়া হাবভাব সহকারে আগমনপূর্ব্বক আমাকে পল্যঙ্কে বসাইয়া স্বয়ং প্রেমরসে পরিপ্লুত হইয়া উপবেশন করিল। মুনিবর! আমি তাহার ভাব ও বিলাসে প্রসন্ন হইয়া রাত্রিযোগে প্রেমান্বিত চিত্তে তাহার সহিত বিবিধ প্রকারে ক্রীড়া করিলাম, পরিশেষে প্রসন্নমনে তাহাকে বর দিয়া কহিলাম, সুভগে! আমার ঔরসে তোমার সর্ব্বসুলক্ষণসংযুক্ত সুরূপ, সমস্ত ধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞ, শান্ত ও

স তদা বিদুরো জাতস্ত্রয়ঃ পুত্রা ময়াভবন্।
মায়া বৃদ্ধিং গতা সাধো! পরক্ষেত্রোদ্ভবে মম ॥ ২২ ॥
বিস্মৃতঃ শুকসম্বন্ধী বিরহঃ শোককারণম্।
দৃষ্ট্বা ত্রীন্ স্বসুতান্ কামং বীর্য্যকান্ বীরসম্মতান্ ॥ ২৩ ॥
মায়া বলবতী ব্রহ্মন্! দুস্ত্যজা হ্যকৃতাত্মভিঃ।
অরূপা চ নিরালম্বা জ্ঞানিনামপি মোহিনী ॥ ২৪ ॥
মাতরি স্নেহসম্বন্ধং তথা পুত্রেষু সংবৃতম্।
ন মে চিত্তং বনে শান্তিমগামুনিবরোত্তম! ॥ ২৫ ॥
দোলারূঢ়ং মনো জাতং কদাচিদ্ধস্তিনাপুরে।
পুনঃ সরস্বতীতীরে ন চৈকত্র ব্যবস্থিতিঃ ॥ ২৬ ॥
কদাচিচ্চিন্তয়ন্ জ্ঞানং মানসে প্রতিভাতি বৈ।
কেঽমী পুত্রাঃ ক মোহোঽয়ং ন শ্রাদ্ধার্হা মৃতস্য মে ॥ ২৭ ॥

ময়া হেতুনা ত্রয়ঃ পুত্রা অভবন্নিত্যর্থঃ। মায়াবৃদ্ধিং গতেতি। পরক্ষেত্রোদ্ভবে পুত্রেঽন্যস্ত্রীষু জায়মানে পুত্রে মম মায়া বৃদ্ধিং গতেত্যর্থঃ। মম পুত্রা এতে ইতি ভাবো জাত ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

তদেবাহ বিস্মৃত ইতি ॥ ২৩—২৪ ॥

তয়া মায়য়া কিং কৃতং তদাহ মাতরি স্নেহেতি। সংবৃতমাসক্তম্ এতাদৃশং মম চিত্তং মায়য়া মোহিতং বনে শান্তিং নাগাৎ ন প্রাপ্তবদিত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥

নন্থ তব বিবেকাভাবান্মায়ামোহিতত্বং যুক্তমেবেতি চেদ্বিবেকোঽপ্যতিনির্ম্মলোঽস্তি। তথাপি মায়ামোহিতত্বমতীবাত্যাশ্চর্য্যমিত্যাহ কদাচিদিতি। চিন্তয়ন্বিচারয়ন্ স্থিতোঽহং যদা-

---

সত্যবাদী একটি পুত্র উৎপন্ন হইবে ॥১৮-২১॥ অনন্তর যথাকালে তাহার বিদুর নামে একটি পুত্র উৎপন্ন হইল। এইরূপে আমা হইতে তিন পুত্রের উৎপত্তি হইলে 'ইহারা আমার পুত্র' এই ভাবিয়া আমার মানসে মায়ার বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তখন আমি সেই তিন পুত্রকে বীর্য্যবান্ ও বীর সম্মত দর্শন করিয়া আমার শোকের একমাত্র কারণ শুকবিরহ বিস্মৃত হইলাম ॥ ২২—২৩ ॥ হে দ্বিজেন্দ্র! মায়া অত্যন্তই বলবতী এবং অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিদিগের একান্তই দুস্ত্যজ্য; এই মায়া আকার ও অবলম্বনশূন্য হইলেও সে জ্ঞানিদিগকেও মোহিত করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥ মাতার স্নেহে আবদ্ধ এবং পুত্রের প্রতি আসক্ত হইয়া আমার মন বনেও শান্তিলাভ করিতে পারিল না। মুনিবর! তখন আমার চিত্ত দোলারূঢ়ের ন্যায় নিরন্তর আন্দোলিত হইতে লাগিল, তাহাতে আমি কখন হস্তিনায় কখন সরস্বতীর তটদেশে বাস করিতে লাগিলাম এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারিলাম না ॥২৫-২৬॥ কখন কখন বিচারদ্বারা এইরূপ জ্ঞান আমার মানসে প্রতিভাত হইতে লাগিল যে এই পুত্রগণ কাহার?

ব্যভিচারোদ্ভবাঃ কিং মে সুখদাঃ স্যুঃ সুতাঃ কিল ।
মায়া বলবতী মোহং বিতনোতি হি মানসে ॥ ২৮ ॥
জানন্মোহান্ধকূপেঽস্মিন্ পতিতোঽহং মৃষা মুনে ! ।
ইত্যকুর্ব্বং রহস্তাপং কদাচিৎ সুসমাহিতঃ ॥ ২৯ ॥
রাজ্যং প্রাপ ততঃ পাণ্ডুর্বলবান্ ভীষ্মসম্মতঃ ।
তদা মম মনো জাতং প্রসন্নং সুতকারণাৎ ॥ ৩০ ॥
কুন্তী মাদ্রী সুরূপে দ্বে ভার্য্যে তস্য বভূবতুঃ ।
শূরসেনসুতা কুন্তী মদ্ররাজসুতাপরা ॥ ৩১ ॥
স শাপং দ্বিজতঃ প্রাপ্য কামিনীদ্বয়সংযুতঃ ।
পাণ্ডুর্নির্ব্বেদমাপন্নস্ত্যক্ত্বা রাজ্যং বনং গতঃ ॥ ৩২ ॥
তদা মামাবিশচ্ছোকঃ শ্রুত্বা পুত্রং বনে স্থিতম্ ।
গতোঽহং তত্র যত্রাসৌ ভার্য্যাভ্যাং সহ সংস্থিতঃ ॥ ৩৩ ॥

তদা কদাচিন্মম মানসে ইত্যর্থঃ। কেঽমীতি। অমী পুত্রাঃ কে মে মৃতস্য শ্রাদ্ধার্হা অপি ন। শ্রাদ্ধকারিণোঽপি ন ভবন্তি তথা সতি তেষয়ং মোহঃ ক নিরর্থকস্তেষু মোহ ইতি জানমিত্যর্থঃ ॥ ২৭—২৮ ॥

তথাচ জ্ঞানিনোঽপি মে মায়াবিমোহো ন গচ্ছতি দুঃখাদিকং চ জায়ত ইতি দর্শিতম্ ॥ ২৯ ॥

যদা পাণ্ডুর্নৃপো রাজ্যং প্রাপ তদা মম মনঃ প্রসন্নং জাতমিত্যর্থঃ। ইয়মপি মায়ৈব ॥ ৩০-৩১ ॥

স শাপমিতি। স্ত্রীসম্ভোগে কৃতে সতি তব মরণং ভবিষ্যতীত্যেবং রূপম্ ॥ ৩২ ॥

তদা মামিতি। ইয়মপি মায়েবেতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

এই স্নেহ, মোহ মাত্র অন্য আর কিছুই নহে, আমি মরিলে ত ইহারা আমার শ্রদ্ধাধিকারী হইবে না। এই পুত্রগণ ব্যভিচার দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, ইহারা আমাকে কি সুখ দান করিবে। মুনিবর! এইরূপে বলবতী মায়াই আমার মানসে মোহ বিস্তার করিতেছে ॥২৭-২৮॥ এই সংসার মিথ্যা জানিয়াও আমি মোহান্ধকূপে পতিত হইলাম, আমি কখন কখন নির্জ্জনে সমাহিত চিত্তে এই বিষয় চিন্তা করিয়া পরিতাপ করিয়াছিলাম ॥ ২৯ ॥ তদনন্তর ভীষ্মের অভিমতে বলবীর্য্যসমন্বিত পাণ্ডু রাজ্যপ্রাপ্ত হইল, তখনও পুত্রের সমৃদ্ধি দর্শনে আমার মন প্রসন্ন হইল, মুনিবর! ইহাও সেই মায়ার কার্য্য ॥ ৩০ ॥ শূরসেন রাজার তনয়া কুন্তী এবং মদ্ররাজদুহিতা মাদ্রী এই দুইটি সুরূপা কামিনী পাণ্ডুর ভার্য্যা হইল ॥ ৩১ ॥ স্ত্রীসঙ্গ করিলে তোমার মৃত্যু হইবে, এইরূপ বিপ্রশাপে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডু, রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুই ভার্য্যার সহিত বনগমন করিল ॥ ৩২ ॥ তখন সেই পুত্র পাণ্ডুকে বনস্থিত শুনিয়া আমার হৃদয়ে শোকাবেশ হইল, তখন আমি ভার্য্যা দ্বয়ের সহিত অবস্থিত সেই

তমাশ্বাস্য বনে পাণ্ডুং পুনঃ প্রাপ্তো গজাহ্বয়ে ।
ধৃতরাষ্ট্রং সমাভাষ্য হ্যগমং ব্রহ্মজাতটে ॥ ৩৪ ॥
ক্ষেত্রজান্ পঞ্চ পুত্রান্ স সমুৎপাদ্য বনাশ্রমে ।
ধর্ম্মতো বায়ুতঃ শক্রাদশ্বিভ্যাং পঞ্চ পাণ্ডবান্ ॥ ৩৫ ॥
যুধিষ্ঠিরো ভীমসেনস্তথৈবার্জ্জুন ইত্যপি ॥ ৩৬ ॥
কুন্তীপুত্রাঃ সমাখ্যাতা ধর্ম্মানিলসুরেশজাঃ ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ মদ্ররাজসুতাসুতৌ ॥ ৩৭ ॥
কদাচিত্তু রহো মাদ্রীং সমালিঙ্গ্য মহীপতিঃ ।
মৃতঃ শাপাত্তু মুনিভিঃ সংস্কৃতো হুতভুঙ্‌মুখে ॥ ৩৮ ॥
মাদ্রী তত্র সতী ভূত্বা প্রবিষ্টা পতিনা সহ ।
স্থিতা পুত্রযুতা কুন্তী জ্বলিতে জাতবেদসি ॥ ৩৯ ॥
মুনয়ঃ সুতসংযুক্তাং শূরসেনসুতাং তদা ।
দুঃখিতাং পতিহীনাং তামানিন্যুর্গজসাহ্বয়ে ॥ ৪০ ॥
সমর্পিতাথ ভীষ্মায় বিদুরায় মহাত্মনে ।
শ্রুত্বাহং সুখদুঃখাভ্যাং পীড়িতস্তু পরাত্মভিঃ ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মজাতটে সরস্বতীতটে ॥ ৩৪-৩৭ ॥
পতিনা সহাগ্নিং প্রবিষ্টেত্যর্থঃ ॥ ৩৮-৪০ ॥

পাণ্ডুর নিকট গমন ও তাহাকে আশ্বাসিত করিয়া পুনর্ব্বার হস্তিনায় গমন করিলাম এবং ধৃতরাষ্ট্রের সহিত কথোপকথন করিয়া সরস্বতীর তটদেশে উপস্থিত হইলাম ॥৩৩-৩৪॥ পাণ্ডু বনাশ্রমে অবস্থিত হইয়া তথায় ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীদ্বয় দ্বারা পাঁচটি ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করাইল ॥৩৫॥ কুন্তী হইতে যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও অর্জ্জুন নামে তিনটি পুত্র যথাক্রমে ধর্ম্ম, অনিল ও ইন্দ্রের ঔরসে এবং মাদ্রী হইতে নকুল ও সহদেব অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের ঔরসে উৎপন্ন হইল ॥৩৬-৩৭॥ অনন্তর কোনও সময়ে পাণ্ডু নির্জ্জন-স্থিতা রূপলাবণ্যবতী মাদ্রীরে আলিঙ্গন করিয়া শাপহেতু মৃত্যুমুখে নিপতিত হইল। তখন তত্রস্থিত মুনিগণ অনলে তাহার দেহ সৎকার করিলেন। চিতানল প্রজ্বলিত হইলে পতিব্রতা মাদ্রী পতির সহিত তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া সহমৃতা হইল। কুন্তী পুত্রগণের প্রতিপালনের নিমিত্ত নিবারিত হইয়া চিতানলে প্রবেশ করিল না ॥ ৩৮—৩৯ ॥ মুনিগণ শূরসেনসুতা সপুত্রা পতিহীনা ও সুদুঃখিতা কুন্তীকে সঙ্গে লইয়া হস্তিনায় গমন পূর্ব্বক মহাত্মা ভীষ্ম ও বিদুরকে সমর্পণ করিলেন। তাহা শুনিয়া আমার মন পরদেহের নিমিত্ত সুখদুঃখে নিপীড়িত হইতে

ভীষ্মেণ পালিতাঃ পুত্রাঃ পাণ্ডোরিতি বিচিন্ত্য তে ।
বিদুরেণ তথা প্রীত্যা ধৃতরাষ্ট্রেণ ধীমতা ॥ ৪২ ॥
দুর্য্যোধনাদয়স্তস্য পুত্রা যে ক্রূরমানসাঃ ।
একত্র স্থিতিমাপন্না বিরোধং চক্রুরদ্ভুতম্ ॥ ৪৩ ॥
দ্রোণাচার্য্যস্তু সম্প্রাপ্তস্তত্র ভীষ্মেণ মানিতঃ ।
অধ্যাপনায় পুত্রাণাং পুরে তস্মিন্নিবাসিতঃ ॥ ৪৪ ॥
কর্ণঃ কুন্ত্যা পরিত্যক্তো জাতমাত্রঃ শিশুর্যদা ।
সূতেন পালিতো নদ্যাং প্রাপ্তশ্চাধিরথেন হ ॥ ৪৫ ॥
দুর্য্যোধনপ্রিয়শ্চাভূৎ কর্ণঃ শূরতমস্তথা ।
পরস্পরং বিরোধোঽভূদ্ভীমদুর্য্যোধনাদিষু ॥ ৪৬ ॥
ধৃতরাষ্ট্রস্তু সঞ্চিন্ত্য ক্লেশং পুত্রেষু তেষু চ ।
নিবাসং কল্পয়ামাস পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্ ।
বিরোধশমনায়ৈব নগরে বারণাবতে ॥ ৪৭ ॥
দুর্য্যোধনেন তত্রৈব দ্রোহাজ্জতুগৃহাণি বৈ ।
কারিতানি চ দিব্যানি প্রেষ্য মিত্রং পুরোচনম্ ॥ ৪৮ ॥

পরাত্মভিঃ পরদেহৈঃ পীড়িত ইয়মপি মায়েত্যর্থঃ । ভীষ্মেণেতি । ভীষ্মেণ বিদুরেণ ধৃতরাষ্ট্রেণ তে পাণ্ডোঃ পুত্রাঃ পালিতা ইতি বিচিন্ত্য দুর্য্যোধনাদয়স্তস্য ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রা বিরোধং চক্রুরিত্যন্বয়ঃ ॥ ৪১-৪৮ ॥

লাগিল ॥ ৪০—৪১ ॥ মতিমান্ ভীষ্ম বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরাদিকে পরম প্রিয়তম পাণ্ডুর পুত্র মনে করিয়া পরমপ্রীতিসহকারে তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥ দুর্য্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্রের ক্রূরমনা নিষ্ঠুর পুত্রগণ একত্র হইয়া পঞ্চ পাণ্ডুপুত্রের সহিত অদ্ভুতরূপ বিরোধ করিতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥ দ্রোণাচার্য্য দৈববশে তথায় উপস্থিত হইলে ভীষ্ম তাঁহার সম্মান করিয়া কুরুপুত্রগণের অধ্যাপনার নিমিত্ত হস্তিনানগরে তাঁহাকে বাস করাইলেন ॥ ৪৪ ॥ কর্ণ কুন্তীর কানীন পুত্র, জন্মিবামাত্রই কুন্তী তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। অধিরথ নামক সূত তাহাকে নদীতে প্রাপ্ত হইয়া প্রতিপালন করিয়াছিল ॥ ৪৫ ॥ কর্ণ শূরগণের অগ্রগণ্য বলিয়া দুর্য্যোধনের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। ক্রমে ভীম ও দুর্য্যোধনাদির মধ্যে পরস্পর বিরোধ ঘটিয়া উঠিল ॥ ৪৬ ॥ ধৃতরাষ্ট্র সেই সমস্ত পুত্রগণের ক্লেশ চিন্তা করিয়া বিরোধ শান্তির নিমিত্ত বারণাবত নগরে পাণ্ডবগণের নিবাস স্থান নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন ॥ ৪৭ ॥ দুর্য্যোধন বিদ্বেষ বুদ্ধির বশীভূত হইয়া নিজ সুহৃদ্

শ্রুত্বা জতুগৃহে দগ্ধান্ পাণ্ডবান্ পৃথয়া যুতান্।
পৌত্রভাবান্ মুনিশ্রেষ্ঠ ! মগ্নোঽহং ব্যসনার্ণবে ॥ ৪৯ ॥
শোকাতুরো ভৃশং শূন্যে বনে পশ্যন্নহর্নিশম্।
দৃষ্টা ময়ৈকচক্রায়াং পাণ্ডবা দুঃখকর্শিতাঃ ॥ ৫০ ॥
ততস্তুষ্টমনাশ্চাহং জাতঃ পার্থান্ বিলোক্য চ।
প্রেরিতাস্তে ময়া তূর্ণং দ্রুপদস্য পুরং প্রতি ॥ ৫১ ॥
তে গতাস্তত্র দুঃখার্ত্তা বিপ্রবেশধরাঃ কৃশাঃ।
মৃগচর্ম্মপরীধানাঃ সভায়াং সংস্থিতাস্তদা ॥ ৫২ ॥
কৃত্বা পরাক্রমং জিষ্ণুঃ স জিত্বা দ্রুপদাত্মজাম্।
চক্রুর্বিবাহং মানিন্যাঃ পঞ্চৈব মাতৃবাক্যতঃ ॥ ৫৩ ॥
দৃষ্ট্বা বিবাহং তেষান্তু মুদিতোঽহং ভৃশং তদা।
ততো নাগাহ্বয়ে প্রাপ্তাঃ পাঞ্চালীসহিতা মুনে ! ॥ ৫৪ ॥
নিবাসং খাণ্ডবপ্রস্থং ধৃতরাষ্ট্রেণ কল্পিতম্।
পাণ্ডবানাং দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! বসুদেবসুতেন বৈ ॥ ৫৫ ॥

মগ্নোঽহমিতি। ইয়মপি মায়ৈবেত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥
বনে পশ্যন্নন্বিষ্যন্নিত্যর্থঃ ॥ ৫০-৫৯ ॥

পুরোচনকে প্রেরণ করিয়া মনোহর জতুগৃহ নির্ম্মাণ করাইল ॥ ৪৮ ॥ মুনিবর ! পৃথার সহিত পঞ্চ পাণ্ডব জতুগৃহে দগ্ধ হইয়াছে শুনিয়া পৌত্রভাববশত আমি দুঃখার্ণবে নিমগ্ন হইলাম। অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া নির্জ্জন বনে দিবারাত্র অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে একচক্রা নগরীতে দুঃখদুঃখে অত্যন্ত কৃশ ও পরিপীড়িত পাণ্ডবগণকে দেখিতে পাইলাম ॥৪৯-৫০॥ আমি তাহাদের দর্শনলাভে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে দ্রুপদরাজের পুরীতে সত্বর প্রেরণ করিলাম, তাহারা দুঃখে কাতর হইয়া মৃগচর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক বিপ্রবেশে গিয়া রাজসভায় বিনীতভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥৫১—৫২॥ অর্জ্জুন পরাক্রম প্রকাশপূর্ব্বক লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রুপদরাজতনয়া কৃষ্ণারে লাভ করিলে মাতার আদেশে পঞ্চ পাণ্ডুপুত্রই সেই মানিনী রাজকন্যারে বিবাহ করিল ॥ ৫৩ ॥ মুনিবর ! আমি তখন তাহাদের বিবাহ হইল দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। অনন্তর পাণ্ডবগণ পাঞ্চালীর সহিত পুনর্ব্বার হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইল ॥৫৪॥ তখন ধৃতরাষ্ট্র খাণ্ডবপ্রস্থে পাণ্ডবদিগের বাসস্থান অবধারিত করিল। তদনন্তর বসুদেবপুত্র বিষ্ণু জিষ্ণুর সহিত মিলিত হইয়া পাবকের তৃপ্তিসাধন করিলেন, তৎপরেই পাণ্ডবগণ রাজসূয়যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিল দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম ॥৫৫-৫৬॥

তর্পিতঃ পাবকস্তত্র বিষ্ণুনা সহ জিষ্ণুনা ।
রাজসূয়ঃ কৃতো যজ্ঞস্তদাহং মুদিতোঽভবম্ ॥ ৫৬ ॥
দৃষ্ট্বাথ বিভবং তেষাং তথা ময়কৃতাং সভাম্ ।
দুর্য্যোধনোঽতিসন্তপ্তো দুরোদরমথাকরোৎ ॥ ৫৭ ॥
দুর্দ্যূতবেদী শকুনিরনক্ষজ্ঞশ্চ ধর্ম্মজঃ ।
হৃতং রাজ্যং ধনং সর্ব্বং যাজ্ঞসেনী চ ক্লেশিতা ॥ ৫৮ ॥
বনে দ্বাদশবর্ষাণি পাণ্ডবাস্তে বিবাসিতাঃ ।
পাঞ্চালীসহিতাস্তেন দুঃখং মে জনিতং ভৃশম্ ॥ ৫৯ ॥
এবং নারদ ! সংসারে সুখদুঃখাত্মকে ভৃশম্ ।
নিমগ্নোঽহং ভ্রমেণৈব জানন্ ধর্ম্মং সনাতনম্ ॥ ৬০ ॥
কোঽহং কস্য সুতাস্তেঽমী কা মাতা কিং সুখং পুনঃ ।
যেন মে হৃদয়ং মোহাদ্ভ্রমতীতি দিবানিশম্ ॥ ৬১ ॥
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি সন্তোষং নাধিগচ্ছতি ।
দোলারূঢ়ং মনো মেঽত্র চঞ্চলং ন স্থিরং ভবেৎ ॥ ৬২ ॥

জানন্ধর্ম্মং সনাতনমিতি । ব্রহ্মবিদ্যাং তৎসাধনং চ সর্ব্বং জানন্নিত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥
(কোঽহমিতি । অহং কঃ, জীবে ত্যক্তদেহে সতি কঞ্চিদপ্যস্ত সম্বন্ধং ন পশ্যামি তথা মাতৃপুত্রাদিভিঃ সহ ন কশ্চিদপি সম্বন্ধো মে ন প্রতিভাতীতি ভাবঃ ॥ ৬১ ॥)

পাণ্ডবদিগের বিভব এবং শিল্পিরাজময়কৃত সভা দর্শন করিয়া দুর্য্যোধন অত্যন্ত সন্তপ্ত হইল এবং অনর্থকর দ্যূতক্রীড়ার আয়োজন করিল ॥ ৫৭ ॥ শকুনি ছলদ্যূতে অত্যন্ত অভিজ্ঞ, ধর্ম্মপুত্র অক্ষক্রীড়ায় সুনিপুণ ছিলনা, অতএব দুর্য্যোধন শকুনি দ্বারা দ্যূতক্রীড়া করাইয়া ধর্ম্মরাজের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইল এবং দ্রুপদতনয়া যাজ্ঞসেনীকে রাজসভায় অত্যন্ত অপমানিত করিয়া অতিশয় ক্লেশ প্রদান করিল ॥ ৫৮ ॥ অনন্তর পাঞ্চালীর সহিত পাণ্ডবগণ দ্বাদশ বৎসর বনবাসে গমন করিল তাহাতে আমার অত্যন্তই দুঃখ হইল ॥ ৫৯ ॥ মুনিবর ! আমি সনাতন ধর্ম্ম অবগত হইয়াও ভ্রমবশে এইরূপ সুখদুঃখাত্মক সংসার-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি ॥ ৬০ ॥ আমি কে ? সেই সকল পুত্রই বা কাহার ? মাতাই বা কে ? সুখই বা কি প্রকার ? এই সকল ভাবিয়া আমার মানস দিবারাত্র ভ্রমণ করিতেছে ॥ ৬১ ॥ মুনিবর ! আমি কি করিব ? কোথায় যাইব ? কিছুতেই আমার সন্তোষ লাভ হইতেছে না, আমার মন যেন দোলায় আরূঢ় হইয়া আন্দোলিত হইতেছে কদাচই স্থির হইতেছে না ॥ ৬২ ॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! আপনি সর্ব্বজ্ঞ অতএব আপনি আমার সন্দেহ

সর্ব্বজ্ঞোঽসি মুনিশ্রেষ্ঠ ! সন্দেহং মে নিবর্ত্তয়।
তথা কুরু যথাহং স্যাং সুখিতো বিগতজ্বরঃ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে
ব্যাসস্য নারদসন্নিধৌ জ্ঞানিনামপি মোহকারণজিজ্ঞাসা নাম
পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

জ্ঞানিনোঽপি মম কথমনেকেষু পূর্ব্বোক্তেষু স্থলেষু মায়ামোহসুখদুঃখাদিকং চ জাতমিত্যর্থঃ। মোহাদীনামনেকেষু দর্শনার্থমেবৈতাবৎপর্য্যন্তং প্রসিদ্ধকথায়া উপন্যাসঃ ॥ ৬২-৬৩ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

নিবারণ করুন, যাহাতে আমার মানসজ্বর বিদূরিত হয় এবং যাহাতে আমি সুখী হইতে পারি আপনি তাহাই করুন ॥ ৬৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে নারদসন্নিধানে ব্যাসদেবের মোহের কারণ
জিজ্ঞাসা বর্ণন নামক পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইতি মে বচনং শ্রুত্বা নারদঃ পরমার্থবিৎ।
মামাহ চ স্মিতং কৃত্বা পৃচ্ছন্তং মোহকারণম্ ॥ ১ ॥

নারদ উবাচ।

পারাশর্য্য পুরাণজ্ঞ! কিং পৃচ্ছসি সুনিশ্চয়ম্।
সংসারেঽস্মিন্ বিনা মোহং কোঽপি নাস্তি শরীরবান্ ॥ ২ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রঃ সনকঃ কপিলস্তথা।
মায়য়া বেষ্টিতাঃ সর্ব্বে ভ্রমন্তি ভববর্ত্মনি ॥ ৩ ॥

সপ্তাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্যৈরথ তু নারদঃ।
স্বমোহস্যৈব মাহাত্ম্যং নিজগাদেতি চোচ্যতে ॥

ইতি মে ইতি। ইতি মে পূর্ব্বোক্তবাক্যং শ্রুত্বা মাং নারদ আহেত্যন্বয়ঃ ॥ ১ ॥

সংসারেঽস্মিন্নিতি। অয়ং ভাবঃ জ্ঞানিনোঽপি মম কথং মায়ামোহদুঃখাদিকং জায়ত ইতি ত্বয়া পৃষ্টং তত্র নায়ং জ্ঞানমহিমা যেন বিক্ষেপরূপসংসারোচ্ছেদো ভবেৎ। কিন্তু মায়ায়াঃ শক্তিদ্বয়মস্তি। একাবরণশক্তিরপরা বিক্ষেপরূপা তত্র জ্ঞানে সত্যাবরণরূপ-শক্তের্নাশেঽপি বিক্ষেপশক্তিঃ প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়পর্য্যন্তং তথৈব তিষ্ঠতি তয়া চ পূর্ব্ববদেব কদাচিন্মোহাদিকং জায়তে। তস্মাৎ কথং মম বিচারবতোঽপি মোহাদিকমিতি নাশ্চর্য্যং কিন্তু দেহবতঃ স্বভাব এবায়মিতি ॥ ২ ॥

ন কেবলং জীবানামেব মোহাদিকং জায়তে ইতি মন্তব্যং কিন্ত্বীশ্বরাণামপীত্যাহ ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্র ইতি। তেষাং মোহঃ প্রথমস্কন্ধমারভ্য বহুষু স্থলেষু পূর্ব্বমুপপাদিত এব। মায়য়া বেষ্টিতা ইতি বেষ্টিতত্বাৎ জ্ঞানিনামপি তেষাং বিক্ষেপশক্তির্বর্ত্তত এব। অতএব তে ভববর্ত্মনি ভ্রমন্তি নীচমৎস্যাদিযোনিষু। যতো দেবাদীনামপীদৃশী দশা ততো মনুষ্যাণাং কিং বিচার্য্যমিতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! আমি এইরূপে মোহের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমার্থ তত্ত্ববিৎ মহর্ষি নারদ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, পরাশরতনয়! তুমি সমস্ত পুরাণই অবগত আছ, তবে তুমি আমাকে মোহের নিশ্চিত কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? এই সংসারে মোহ ব্যতিরেকে কোনও শরীরধারী জীব নাই। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্রাদি দেবগণ সনক ও কপিলাদি ঋষিগণ ইঁহারা সকলেই মায়া দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সংসারমার্গে পরিভ্রমণ করিতেছেন ॥১—৩॥ লোকে আমাকে জ্ঞানী

জ্ঞানিনং মাং জনো বেত্তি ভ্রান্তোঽহং সর্ব্বলোকবৎ।
শৃণু মে পূর্ব্ববৃত্তান্তং প্রব্রবীমি সুনিশ্চিতম্ ॥ ৪ ॥
দুঃখং ময়া যথাপূর্ব্বমনুভূতং মহত্তরম্।
স্বকৃতেন চ মোহেন ভার্য্যার্থে বাসবীসুত ! ॥ ৫ ॥
একদা পর্ব্বতশ্চাহং দেবলোকান্মহীতলম্।
প্রাপ্তৌ বিলোকনার্থায় ভারতং খণ্ডমুত্তমম্ ॥ ৬ ॥
ভ্রমন্তৌ সহিতাবুর্ব্ব্যাং পশ্যন্তৌ তীর্থমণ্ডলম্।
পাবনানি চ স্থানানি মুনীনামাশ্রমান্ শুভান্ ॥ ৭ ॥
শপথং দেবলোকাত্তু কৃত্বা পূর্ব্বং পরস্পরম্।
চলিতৌ সময়ং চেমং সম্মন্ত্র্য নিশ্চয়েন বৈ ॥ ৮ ॥
চিত্তবৃত্তিস্তু বক্তব্যা যাদৃশী যস্য জায়তে।
শুভা বাপ্যশুভা বাপি ন গোপ্তব্যা কদাচন ॥ ৯ ॥
ভোজনেচ্ছা ধনেচ্ছাপি রতীচ্ছা বা ভবেদপি।
যাদৃশী যস্য চিত্তে তু কথনীয়া পরস্পরম্ ॥ ১০ ॥

কিঞ্চ হে ব্যাস ! মাং জনো জ্ঞানিনং বেত্তি তত্রাহমপি জ্ঞানী সন্নপি সর্ব্বলোকবৎ-পামরজনবদ্ভ্রান্ত এব কস্মাদিতি চেচ্ছৃণু মম লোকাতীতাং দুর্দশামিত্যাহ শৃণ্বিতি ॥ ৪—৫ ॥

পর্ব্বতশ্চাহং পর্ব্বতনামা মম ভাগিনেয়ো মুনিরহঞ্চেত্যর্থঃ। নহু ব্রহ্মপুত্রস্য নারদস্য কথং পর্ব্বতো ভাগিনেয় ইতি চেৎ সপ্তমস্কন্ধে দক্ষান্নারদস্য দ্বিতীয়জন্মনো বক্ষ্যমাণত্বেন দ্বিতীয়জন্মস্থোঽয়ং ভাগিনেয় ইত্যভিপ্রায়েণাস্যা উক্তেঃ সত্বাৎ ॥ ৬—৮ ॥

চিত্তবৃত্তিস্তু বক্তব্যেতি। নানাবিধং বস্তু দৃষ্ট্বা যস্য যাদৃশী জায়েত চিত্তবৃত্তিঃ সা তেন বক্তব্যেত্যর্থঃ। অয়মেবোভাভ্যাং সঙ্কেতঃ কৃতঃ ॥ ৯—১০ ॥

বলিয়া জানে বটে কিন্তু আমিও সাধারণ প্রাকৃত জনগণের ন্যায় ভ্রান্ত, আমার মায়ামোহের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সুনিশ্চিতরূপে কহিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ হে বাসবীনন্দন ! আমি পূর্ব্বে ভার্য্যার নিমিত্ত স্বকৃত মোহদ্বারা মহত্তরদুঃখ অনুভব করিয়াছি, একদিন আমি এবং পর্ব্বত নামক দেবর্ষি উভয়ে মিলিত হইয়া ভারত নামে বিখ্যাত অত্যুত্তম ভূমিখণ্ড দর্শন করিবার নিমিত্ত দেবলোক হইতে মর্ত্ত্যলোকে উপস্থিত হইলাম ॥৫-৬॥ উভয়ে মিলিত হইয়া মেদিনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে করিতে তীর্থ ও পরমপবিত্র স্থান এবং মুনিগণের মনোহর আশ্রম সকল দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম ॥ ৭ ॥ ভ্রমণে বাহির হইবার পূর্ব্বেই দেবলোকে আমরা মন্ত্রণা করিয়া নিশ্চয় পূর্ব্বক পরস্পর নিয়ম বন্ধন করিয়াছিলাম যে, ভূমণ্ডলে ভ্রমণকালে যাঁহার যেরূপ চিত্তবৃত্তির উদয় হইবে ভালই হউক আর মন্দই হউক তিনি তাহা কদাচই গোপন করিবেন না ॥ ৮—৯॥ ভোজনের ইচ্ছা ধনলাভের ইচ্ছা অথবা

ইত্যাবাং সময়ং কৃত্বা স্বর্গান্মর্ত্যলোকমাগতৌ।
একচিত্তৌ মুনীভূতৌ বিচরন্তৌ যথেচ্ছয়া॥ ১১॥
এবং ভ্রমন্তৌ লোকেঽস্মিন্ গ্রীষ্মান্তে সমুপাগতে।
সঞ্জয়স্য পুরং রম্যং সম্প্রাপ্তৌ নৃপতেঃ পুনঃ॥ ১২॥
তেন সংপূজিতৌ ভক্ত্যা রাজ্ঞা সম্মানিতৌ ভৃশম্।
স্থিতৌ তত্র গৃহে তস্য চাতুর্মাস্যং মহাত্মনঃ॥ ১৩॥
বার্ষিকাশ্চতুরো মাসা দুর্গমাঃ পথি সর্ব্বদা।
তস্মাদেকত্র বিবুধৈঃ স্থাতব্যমিতি নিশ্চয়ঃ॥ ১৪॥
অষ্টৌ মাসাংস্তু প্রবসেৎ সদা কার্য্যবশাদ্দ্বিজঃ।
বর্ষাকালে ন গন্তব্যং প্রবাসে সুখমিচ্ছতা॥ ১৫॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা সঞ্জয়স্য গৃহে তদা।
সংস্থিতৌ মানিতৌ রাজ্ঞা কৃতাতিথ্যৌ মহাত্মনা॥ ১৬॥
দময়ন্তীতি বিখ্যাতা তস্য পুত্রী মহীপতেঃ।
আজ্ঞপ্তা পরিচর্য্যার্থং সুদতী সুন্দরী ভৃশম্॥ ১৭॥

(ইতীতি। সময়ো নিয়মস্তমিত্যর্থঃ। মুনীনামাচারাদিমন্তাবিত্যর্থঃ॥ ১১—১৩।
তত্র চতুর্মাসমবস্থানে কারণমাহ বার্ষিকা ইতি॥ ১৪—১৬॥
নিজ মোহস্য কারণং প্রকটয়তি দময়ন্তীতি॥ ১৭—১৮॥

রমণেচ্ছাই হউক যাঁহার মনে যেরূপ ভাবের উদয় হইবে তিনি তাহা প্রকাশ করিয়া বলি-বেন॥ ১০॥ আমরা উভয়ে এইরূপ নিয়ম করিয়া একান্তচিত্তে মুনির আচরণে অবস্থিত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে ভূলোক ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলাম॥ ১১॥ এইরূপে ভূলোকমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে গ্রীষ্মের অবসানে বর্ষাকাল সমাগত হইলে আমরা সঞ্জয়নামক নরপতির মনোহর পুরমধ্যে উপস্থিত হইলাম॥ ১২॥ রাজা ভক্তিসহকারে আমাদের অধিকতর সম্মাননা করিয়া পূজা করিলেন। তদবধি আমরা চারি মাস সেই মহাত্মার গৃহে অবস্থিতি করিলাম॥ ১৩॥ বর্ষার চারি মাস পথ সকল সততই অত্যন্ত দুর্গম থাকে অতএব ঐ সময় একস্থানেই অবস্থিতি করা বিজ্ঞগণের কর্ত্তব্য। দ্বিজগণ অষ্টমাস কাল কার্য্যবশে সর্ব্বদাই প্রবাস করিবেন, সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ বর্ষাকালে প্রবাস গমন করিবেন না। এই সমস্ত চিন্তা করিয়া আমরা দুইজনে তখন সঞ্জয়রাজের গৃহে অবস্থিতি করিলাম, সেই উদারাত্মা রাজা সম্মানপূর্ব্বক আমাদের আতিথ্য সৎকার করিতে লাগিলেন॥ ১৪—১৬॥ সেই মহীপতির দময়ন্তী নামে সুদতী ও পরমরূপবতী একটি কন্যা ছিল, রাজা তাহাকে

বিবেকজ্ঞা বিশালাক্ষী রাজপুত্রী কৃতোদ্যমা।
সেবনং সর্ব্বকালে চ ব্যদধাদুভয়োরপি ॥ ১৮ ॥
স্নানার্থমুদকং কালে ভোজনং মৃষ্টমায়তম্।
মুখবাসং তথাচান্যদ্ যদিষ্টং তদ্দদাতি সা ॥ ১৯ ॥
মনোভিলষিতান্ কামানুভয়োরপি কন্যকা।
ব্যজনাসনশয্যাদীন্ বাঞ্ছিতান্যপ্যকল্পয়ৎ ॥ ২০ ॥
এবং সংসেব্যমানৌ তু স্থিতৌ রাজ্ঞো গৃহে কিল।
বেদাধ্যয়নসংশীলাবাবাং বেদব্রতে রতৌ ॥ ২১ ॥
অহং বীণাং করে কৃত্বা সাধয়িত্বা স্বরোত্তমম্।
গায়ত্রং সামসুস্বাদমগাং কর্ণরসায়নম্ ॥ ২২ ॥
রাজপুত্রী তু তচ্ছ্রুত্বা সামগানং মনোহরম্।
বভূব ময়ি রাগাঢ্যা প্রীতিযুক্তা বিশারদা ॥ ২৩ ॥
দিনে দিনেঽনুরাগোঽস্যা ময়ি বৃদ্ধিং গতঃ পরঃ।
মমাপি প্রীতিযুক্তায়াং মনো জাতং স্পৃহাপরম্ ॥ ২৪ ॥

সেবাপ্রকারমাহ স্নানার্থমিতি ॥ ১৯—২১ ॥
অহমিতি। কর্ণরসায়নম্। অতীবশ্রুতিসুখকরমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥
বভূবেতি। রাগাঢ্যা অতিশয়েনানুরাগবতীত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥

আমাদের পরিচর্য্যার নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়া দিলেন। সেই বিশালনয়না বিবেকবতী রাজপুত্রী সবিশেষ উদ্যমশীলা; সে দিবারাত্র আমাদের উভয়েরই সেবা করিতে লাগিল ॥ ১৭—১৮ ॥ যথাকালে স্নানের নিমিত্ত জল, পরিষ্কৃত অত্যুত্তম ভোজন, মুখবাস প্রভৃতি যাহা কিছু ইষ্ট বস্তু, সে তৎসমস্তই প্রদান করিতে লাগিল ॥ ১৯ ॥ সেই রাজকন্যা ব্যজন, আসন ও শয্যা প্রভৃতি যাহা কিছু বাঞ্ছিতদ্রব্য, তৎসমস্তই আমাদের নিমিত্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিত ॥ ২০ ॥ এইরূপে রাজকন্যা আমাদের সেবা করিতে লাগিল, আমরাও বেদ অধ্যয়ন এবং বেদোক্ত ব্রতকার্য্যে নিরত হইয়া থাকিলাম ॥ ২১ ॥ দ্বৈপায়ন! আমি তখন করে বীণা ধারণ করিয়া উত্তম উত্তম স্বর যোজনপূর্ব্বক কর্ণরসায়ন মনোহর সামগায়ত্র গান করিতে লাগিলাম; গীতিরসজ্ঞা রাজতনয়া সেই মনোমোহন সামগান শ্রবণ করিয়া আমাতে অনুরাগিণী ও প্রীতিমতী হইতে লাগিল ॥ ২২—২৩ ॥ আমার প্রতি রাজকন্যার অনুরাগ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, সে আমার প্রতি প্রীতিযুক্ত হইয়াছে দেখিয়া সেই রাজকন্যাতে আমারও স্পৃহা জন্মিতে লাগিল। এইরূপে রাজতনয়া আমাতে রতিরসান্বিতা হইয়া আমার ও পর্ব্বতের ভোজনাদি বিষয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রভেদ

মম তস্য চ সা কন্যা ভোজনাদিষু কর্হিচিৎ ।
অকরোদন্তরং কিঞ্চিৎ সেবাভেদং রসান্বিতা ॥ ২৫ ॥
স্নানায়োষ্ণজলং মহ্যং পর্ব্বতায় চ শীতলম্ ।
দধি মহ্যং তথা তক্রং পর্ব্বতায়াপ্যকল্পয়ৎ ॥ ২৬ ॥
শয়নাস্তরণং শুভ্রং মদর্থে পর্য্যকল্পয়ৎ ।
প্রীত্যা পরময়া যদ্বৎ পর্ব্বতায় ন তাদৃশম্ ॥ ২৭ ॥
বিলোকয়তি মাং প্রেম্ণা সুন্দরী ন চ পর্ব্বতম্ ।
ততোঽস্যাস্তাদৃশং দৃষ্ট্বা পর্ব্বতঃ প্রেমকারণম্ ॥ ২৮ ॥
মনসা চিন্তয়ামাস কিমেতদিতি বিস্মিতঃ ।
পপ্রচ্ছ মাং রহঃ সম্যগ্ ব্রূহি নারদ ! সর্ব্বথা ॥ ২৯ ॥
রাজপুত্রী ত্বয়ি প্রেম করোতি মুদিতা ভৃশম্ ।
দদাতি ভক্ষ্যভোজ্যানি স্নেহযুক্তা সমন্ততঃ ॥ ৩০ ॥
ন তথা ময়ি ভেদোঽত্র সন্দেহং জনয়ত্যসৌ ।
মন্যতে ত্বাং পতিং কর্ত্তুং সর্ব্বথা সঞ্জয়াত্মজা ॥ ৩১ ॥

মমেতি । তস্য পর্ব্বতস্য । সেবাভেদে কারণমাহ যতঃ সা ময়ি রসান্বিতা ময়ি প্রেমবতীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥
সেবাভেদং বিবৃণোতি স্নানায়েতি ॥ ২৬—৩৭)

করিয়া সেবার বৈলক্ষণ্য করিতে লাগিল ॥ ২৪—২৫ ॥ স্নানের নিমিত্ত আমাকে উষ্ণ বারি, পর্ব্বতকে শীতল জল, ভোজনের নিমিত্ত আমাকে উত্তম দধি, পর্ব্বতকে তক্র (ঘোল), শয়নের নিমিত্ত আমাকে সুবিমল শুভ্র শয্যা পর্ব্বতকে মলিন আস্তরণ প্রদান করিতে লাগিল, এইরূপে রাজকন্যা পরমপ্রীতি সহকারে আমার সেবা করিতে লাগিল, কিন্তু পর্ব্বতের সেরূপ পরিচর্য্যা করিল না ॥ ২৬-২৭ ॥ সেই সুন্দরী আমাকে প্রেমপরিপূর্ণলোচনে অবলোকন করিতে লাগিল, কিন্তু পর্ব্বতকে সেরূপ দেখিল না। পর্ব্বত, রাজকন্যার এইরূপ প্রেমকারণ দর্শনে বিস্মিত হইয়া একি হইল বলিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল। অনন্তর আমাকে নির্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিল, নারদ ! তুমি সম্যক্‌রূপে সমস্ত বিবরণ আমাকে বল। রাজপুত্রী প্রীতিমতী হইয়া তোমাতে অত্যন্ত প্রেম প্রকাশ করিয়া থাকে, সে স্নেহসমন্বিত চিত্তে তোমাকে সম্যক্‌রূপে ভক্ষ্যভোজ্য প্রদান করে, কিন্তু আমার প্রতি সেরূপ করে না, এইরূপ সেবার প্রভেদ দেখিয়া আমার মনে সন্দেহ হইতেছে। বোধ হয় সঞ্জয়রাজতনয়া তোমাকে পতি করিবার নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে কামনা করিয়া থাকে, তোমারও মনের ভাব সেইরূপ, ইহা আমি লক্ষণ দ্বারা জানিতে পারিয়াছি, যেহেতু নয়ন ও আননের বিকার দ্বারা অন্তর্গত প্রীতির অনুমান করিতে পারা যায়। যাহা

তবাপি তাদৃশং ভাবং জানামি লক্ষণৈরহম্।
নেত্রবক্ত্রবিকারৈশ্চ জ্ঞায়তে প্রীতিকারণম্ ॥ ৩২ ॥
সত্যং বদ ন তে মিথ্যা বক্তব্যং বচনং মুনে! ।
স্বর্গতঃ সময়ং কৃত্বা চলিতৌ সংস্মরাধুনা ॥ ৩৩ ॥

নারদ উবাচ।

পৃষ্টোঽহং পর্ব্বতেনেদং কারণন্তু হঠাদ্ যদা।
তদাহং হ্রীসমাক্রান্তঃ সঞ্জাতশ্চাব্রবং পুনঃ ॥ ৩৪ ॥
পর্ব্বতৈষা বিশালাক্ষী পতিং মাং কর্ত্তুমুদ্যতা।
মমাপি মানসো ভাবো বর্ত্ততেঽস্যাং বিশেষতঃ ॥ ৩৫ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং সত্যং পর্ব্বতঃ কোপসংযুতঃ।
মামুবাচ মুনির্বাক্যং ধিগ্‌ধিগিতি পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৬ ॥
প্রথমং শপথান্ কৃত্বা বঞ্চিতোঽহং ত্বয়া যতঃ।
ভব বানরবক্ত্রস্ত্বং শাপাচ্চ মম মিত্রধ্রুক্! ॥ ৩৭ ॥
ইতি শপ্তস্ত তেনাহং কুপিতেন মহাত্মনা।
সহসা হ্যভবং ক্রূরঃ শাখামৃগমুখস্তদা ॥ ৩৮ ॥
ময়াপি ন কৃতা তস্মিন্ ক্ষমা তু ভগিনীসুতে।
সোঽপি শপ্তোঽতিকোপাদ্‌বৈ মা স্বর্গে তে গতিঃ কিল ॥৩৯॥

শাখামৃগো মর্কটঃ ॥ ৩৮—৪০ ॥

হউক মুনিবর! তুমি আমাকে সত্য করিয়া বল, কদাচই মিথ্যা বলিও না, আমরা স্বর্গ হইতে নির্গত হইবার পূর্ব্বেই যে নিয়ম করিয়াছি তাহা তুমি এক্ষণে স্মরণ কর ॥ ২৮-৩৩ ॥

নারদ কহিলেন, পর্ব্বত যখন হঠাৎ আমাকে এইরূপে কারণ জিজ্ঞাসা করিল, তখন আমি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কহিলাম, পর্ব্বত! এই বিশালাক্ষী রাজপুত্রী আমাকে পতি করিতে উদ্যত হইয়াছে, আমারও মানস-ভাব রাজকন্যাতে বিশেষরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে ॥ ৩৪—৩৫ ॥ পর্ব্বত আমার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কুপিত হইল এবং ধিক্ নারদ! ধিক্ নারদ! এই বাক্য পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥ তুমি প্রথমে বহুতর শপথ করিয়া পরে আমাকে বঞ্চনা করিয়াছ, অতএব হে মিত্রদ্রোহিন্! আমার শাপে তোমার বানরের ন্যায় মুখ হউক ॥৩৭॥ মহাত্মা পর্ব্বত কুপিত হইয়া এইরূপ অভিশাপ দিলে, আমার মুখ তৎক্ষণাৎ বানরের ন্যায় কুটিল ও বিকৃতাকার হইল ॥ ৩৮ ॥ আমিও ভগিনীপুত্র বলিয়া তাহাকে ক্ষমা করিলাম না, কোপান্বিত হইয়া অভিশাপ দিলাম যে,

স্বল্পেঽপরাধে যস্মাম্মাং শপ্তবানসি পর্ব্বত ।।
তস্মাত্তবাপি মন্দাত্মন্ ! মর্ত্ত্যলোকে স্থিতিঃ কিল ॥ ৪০ ॥
পর্ব্বতস্তু গতস্তস্মান্নগরাদ্বিমনা ভৃশম্ ।
অহং বানরবক্ত্রস্তু সঞ্জাতস্তৎক্ষণাদপি ॥ ৪১ ॥
দৃষ্ট্বা মাং বানরং ক্রূরং রাজপুত্রী বিলক্ষণা ।
বিমনাতীব সঞ্জাতা বীণাশ্রবণলালসা ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ততঃ কিমভবদ্ ব্রহ্মন্ ! কথং শাপান্নিবর্ত্তিতঃ ।
মানুষাস্যঃ পুনর্জাতো ভবান্ ব্রূহি যথাবিধি ॥ ৪৩ ॥
পর্ব্বতঃ ক্ব গতো ভূয়ঃ সঙ্গমো যুবয়োরভূৎ ।
কদা কুত্র কথং সর্ব্বং বিস্তরেণ বদস্ব হ ॥ ৪৪ ॥

নারদ উবাচ ।

কিং ব্রবীমি মহাভাগ ! মায়ায়াশ্চরিতং মহৎ ।
দুঃখিতোঽহং ভৃশং তত্র পর্ব্বতে রুষিতে গতে ॥ ৪৫ ॥

(অহমিতি । তৎক্ষণাৎ পর্ব্বতস্য শাপপ্রভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥
দৃষ্ট্বেতি ক্রূরং ক্রূরস্বভাবমিত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৭ ॥

তোমার স্বর্গলোকে গতি হইবে না। পর্ব্বত ! অল্প অপরাধেই তুমি আমাকে এরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়াছ, ইহাতে দেখিতেছি তোমার বুদ্ধি অত্যন্ত হীন ; যাহা হউক সেইকালে মর্ত্ত্যলোকে তোমার অবস্থিতি হইবে ॥ ৩৯—৪০ ॥

অনন্তর, পর্ব্বত অত্যন্ত বিমনা হইয়া সেই নগর হইতে বহির্গত হইল। আমারও তৎক্ষণাৎ মর্কটের ন্যায় মুখ হইল। আমার বানরের ন্যায় কুটিল মুখ নিরীক্ষণ করিয়া রাজকন্যা বিমনা হইল, তাহার আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্লতা দেখিলাম না, কিন্তু বীণা শ্রবণের লালসা পূর্ব্বের ন্যায়ই দৃষ্ট হইতে লাগিল ॥ ৪১—৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মুনিবর ! তার পর কি হইল ? কিরূপে আপনি শাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার মানুষের ন্যায় মুখ লাভ করিলেন ? পর্ব্বতঋষিই বা কোথায় গেলেন ? কিরূপে কখন্ কোন্ স্থানে আপনাদের পুনর্ব্বার মিলন হইল ? এই সমস্ত বিবরণ আপনি বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করুন ॥ ৪৩—৪৪ ॥

নারদ কহিলেন, মহাভাগ ! আমি মায়ার মহৎ চরিত্র আর কি বলিব ? পর্ব্বত কুপিত হইয়া গমন করিলে পর আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, রাজকন্যা পুনর্ব্বার আমার অধিকতর সেবা করিতে লাগিল। পর্ব্বত গমন করিলেও আমি সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে

পুনঃ সেবাপরাত্যর্থং রাজপুত্রী মমাভবৎ।
গতেঽথ পর্ব্বতে কামং স্থিতস্তত্রৈব সদ্মনি ॥ ৪৬ ॥
অহং দুঃখান্বিতো দীনস্তথা বানরবন্মুখঃ।
বিশেষেণ তু চিন্তার্ত্তঃ কিং মে স্যাদিতি চিন্তয়ন্ ॥ ৪৭ ॥
সঞ্জয়োঽথ সুতাং দৃষ্ট্বা কিঞ্চিৎপ্রকটযৌবনাম্।
বিবাহার্থে রাজসুতানপৃচ্ছৎ সচিবং তদা ॥ ৪৮ ॥
বিবাহকালঃ সম্প্রাপ্তঃ সুতায়া মম সাম্প্রতম্।
যোগ্যং বরং মম ব্রূহি রাজপুত্রং সুসম্মতম্ ॥ ৪৯ ॥
রূপৌদার্য্যগুণৈর্যুক্তং শূরং সুকুলসম্ভবম্।
বিবাহং বিধিবৎ পুত্র্যাঃ করোমি কিল সাম্প্রতম্ ॥ ৫০ ॥
প্রধানস্ত্বব্রবীদ্রাজন্! রাজপুত্রা হ্যনেকশঃ।
বর্ত্তন্তে ভুবি পুত্র্যাস্তে যোগ্যাঃ সর্ব্বগুণান্বিতাঃ ॥ ৫১ ॥
যস্মিন্নুচিন্তে রাজেন্দ্র! তমাহূয় নৃপাত্মজম্।
দেহি কন্যাং ধনং ভূরি হস্ত্যশ্বরথসংযুতম্ ॥ ৫২ ॥

নারদ উবাচ।

পিতুশ্চিকীর্ষিতং জ্ঞাত্বা দময়ন্তী তদা নৃপম্।
ধাত্র্যা মুখেন বাক্যজ্ঞা তমুবাচ রহঃস্থিতম্ ॥ ৫৩ ॥

কিঞ্চিৎপ্রকটযৌবনামাবির্ভূতপ্রথমযৌবনামিত্যর্থঃ রাজসুতান্ বরযোগ্যানিতি শেষঃ॥৪৮॥ পিতুরিতি। চিকীর্ষিতং বিবাহরূপক্রিয়াভিলাষমিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥)

লাগিলাম। বানরের ন্যায় মুখ হইল বলিয়া আমি অত্যন্ত দীন ও দুঃখিত হইলাম এবং অতঃপর আমার কি হইবে এই ভাবিয়া আমি বিশেষরূপ চিন্তায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলাম ॥ ৪৫—৪৭ ॥

অনন্তর রাজা সঞ্জয়, নিজতনয়া দময়ন্তীর যৌবনকুসুম ঈষৎ বিকসিত হইল দেখিয়া তাহার বিবাহের নিমিত্ত প্রধান মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তনয়ার বিবাহ কাল উপস্থিত হইল, এক্ষণে তাহার বিধিপূর্ব্বক বিবাহ দিব, মনোমত বরের যোগ্য রূপ, গুণ ও ঔদার্য্যযুক্ত ধীর ও বীর এবং সৎকুলজাত রাজপুত্র কে আছে তাহা তুমি আমাকে বিশেষ করিয়া বল ॥ ৪৮—৫০ ॥

মন্ত্রী কহিলেন, রাজন্! সর্ব্ববিধ গুণসম্পন্ন আপনার তনয়ার বরযোগ্য অনেক রাজপুত্র পৃথিবীতলে বিদ্যমান রহিয়াছেন, যে রাজপুত্র আপনার অভিমত হয় তাঁহাকেই আহ্বান করিয়া হস্তী, অশ্ব, রথ ও ধনরত্নাদির সহিত কন্যা প্রদান করুন ॥ ৫১—৫২ ॥

ধাত্র্যুবাচ।

দময়ন্তী মহারাজ! পুত্রী তে মামথাব্রবীৎ।
পিতরং ব্রূহি ধাত্রেয়ি! বচনান্মে সুখান্বিতম্ ॥ ৫৪ ॥
ময়া বৃতোঽথ মেধাবী নারদো মহতীযুতঃ।
নাদমোহিতয়া কামং নান্যঃ কোঽপি প্রিয়ো মম ॥ ৫৫ ॥
কুরু মে বাঞ্ছিতং তাত! বিবাহং মুনিনা সহ।
নান্যং বরিষ্যে ধর্ম্মজ্ঞ! নারদস্তু পতিং বিনা ॥ ৫৬ ॥
মগ্নাহং নাদসিন্ধৌ বৈ নক্রহীনে রসাত্মকে।
অক্ষরে সুখসম্পূর্ণে তিমিঙ্গিলবিবর্জ্জিতে ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে নারদস্য স্বীয়মায়ামোহবর্ণনং নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

তিমিঙ্গিলবিবর্জিতে সুখবিঘাতকপদার্থরহিতে নাদসিন্ধাবিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৬॥

তদনন্তর দময়ন্তী পিতার অভিপ্রায় অবগত হইয়া আপন অভিলাষ ধাত্রীর মুখ দ্বারা নরপতিকে নিবেদন করিল। ধাত্রী যাইয়া কহিল, মহারাজ! আপনার পুত্রী দময়ন্তী আমাকে কহিয়াছেন যে, ধাত্রি! আমার পিতা যখন সুস্থচিত্তে উপবিষ্ট থাকিবেন তখন তুমি তাঁহাকে নির্জ্জনে আমার বাক্য নিবেদন করিয়া কহিবে যে, আমি বীণার নাদরূপ মোহনে বিমোহিত হইয়া মহতীনাম্নী বীণা বাদনে বিশারদ মেধাবী নারদ মহর্ষিকে বরণ করিয়াছি, অন্য কোনও ব্যক্তি আমার প্রিয় হইবেন না ॥ ৫৩—৫৫ ॥ তাত! নারদের সহিত আমার বিবাহ দিয়া আমার-মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন; হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি নারদ ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিব না। পিতঃ! আমি নক্র তিমিঙ্গিলাদি সুখবিঘাতক পদার্থ বিবর্জিত লবণবিহীন, সুমধুর, আনন্দরসাত্মক, সুখপরিপূর্ণ নাদসিন্ধুমধ্যে নিমগ্ন হইয়াছি, অন্য কিছুতেই আমার মন পরিতুষ্ট হইবে না ॥ ৫৬—৫৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে নারদের নিজ মোহ বর্ণন নামক ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

তৎ পুত্র্যা বচনং শ্রুত্বা রাজা ধাত্রীমুখাত্ততঃ।
ভার্য্যাং প্রোবাচ কৈকেয়ীং সমীপস্থাং সুলোচনাম্ ॥ ১ ॥

রাজোবাচ।

যদুক্তং বচনং কান্তে! ধাত্র্যা তত্তু ত্বয়া শ্রুতম্।
বৃতোঽয়ং নারদঃ কামং মুনির্বানরবক্ত্রভাক্ ॥ ২ ॥
কিমিদং চিন্তিতং পুত্র্যা বুদ্ধিহীনবিচেষ্টিতম্।
কথমস্মৈ ময়া দেয়া কন্যা হরিমুখায় সা ॥ ৩ ॥
কাসৌ ভিক্ষুঃ কুরূপঃ ক্ব দময়ন্তী মমাত্মজা।
বিপরীতমিদং কার্য্যং ন বিধেয়ং কদাচন ॥ ৪ ॥
তামেকান্তে সুকেশান্তে! নিবারয় হঠাৎ সুতাম্।
যুক্ত্যা মুনিরতাং মুগ্ধাং শাস্ত্রবৃদ্ধানুসারয়া ॥ ৫ ॥

ষট্পঞ্চাশৎপদ্যবর্দ্ধ্যৈর্বিবাহো নারদস্য হ।
প্রোচ্যতে যত্র মোহস্ত মহিমাতীব বর্ণ্যতে।

পূর্ব্বাধ্যায়ে দময়ন্তী স্বাভিপ্রায়ং ধাত্র্যৈ প্রোবাচেত্যুক্তং তদুত্তরং জাতং বৃত্তমাহ তৎ পুত্র্যা বচনমিতি ॥ ১ ॥

বুদ্ধিহীনং যথা স্যাত্তথা বিচেষ্টিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥

হে সুকেশান্তে! শাস্ত্রবৃদ্ধানুসারয়া যুক্ত্যা মুনিরতাং মুগ্ধাং নিবারয়েত্যন্বয়ঃ ॥ ৫—৯ ॥

নারদ কহিলেন, রাজা ধাত্রীর মুখে তনয়ার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সমীপস্থিতা সুলোচনা কৈকেয়ী নাম্নী মহিষীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, কান্তে! ধাত্রী যাহা বলিল তাহা তুমি শ্রবণ করিলে? দময়ন্তী সেই বানরবদন নারদমুনিকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছে ॥ ১—২ ॥ দময়ন্তী কি ভাবিয়া ইহা স্থির করিয়াছে, যাহা হউক ইহা অত্যন্ত বুদ্ধিহীনের কার্য্যই হইয়াছে সন্দেহ নাই; তাঁহার বদন মর্কটের ন্যায়, আমি তাঁহাকে কি রূপে সেই ভুবনধন্যা কন্যারত্ন প্রদান করিব? ॥ ৩ ॥ কুরূপ ও ভিক্ষুক নারদ মুনিই বা কোথায় আর নয়নানন্দদায়িনী মদীয়নন্দিনী দময়ন্তীই বা কোথায়? এই কার্য্য সম্পূর্ণই বিপরীত, ইহা কদাচই কর্ত্তব্য নহে ॥ ৪ ॥ সুকেশি! তুমি নির্জ্জনে ডাকিয়া শাস্ত্রীয় এবং বৃদ্ধজন সম্মত যুক্তি দ্বারা তাহাকে এই হঠকারিতার কার্য্য হইতে নিবারিত কর ॥৫॥ পতির

ইতি ভর্তৃবচঃ শ্রুত্বা জননী তামথাব্রবীৎ ।
ক তে রূপং মুনিঃ কাসৌ বানরাস্যোঽধনঃ পুনঃ ॥ ৬ ॥
কথং মোহমবাপ্তাসি ভিক্ষুকে চতুরা পুনঃ ।
লতা কোমলদেহা ত্বং ভস্মরূক্ষতনুস্ত্বয়ম্ ॥ ৭ ॥
বার্ত্তা বানরবক্ত্রেণ কথং যুক্তা তবানঘে ।।
কা প্রীতিঃ কুৎসিতে পুংসি ভবিষ্যতি শুচিস্মিতে ! ॥ ৮ ॥
বরস্তে রাজপুত্ত্রোঽস্তু মা কুরু ত্বং বৃথা হঠম্ ।
পিতা তে দুঃখমাপ্নোতি শ্রুত্বা ধাত্রীমুখাদ্বচঃ ॥ ৯ ॥
লগ্নাং বুবূলবৃক্ষেণ কোমলাং মালতীলতাম্ ।
দৃষ্ট্বা কস্য মনঃ খেদং চতুরস্য ন গচ্ছতি ॥ ১০ ॥
দাসেরকায় তাম্বূলীদলানি কোমলানি কঃ ।
দদাতি ভক্ষণার্থায় মূর্খোঽপি ধরণীতলে ॥ ১১ ॥
বীক্ষ্য ত্বাং করসংলগ্নাং নারদস্য সমীপতঃ ।
বিবাহে বর্ত্তমানে তু কস্য চেতো ন দহ্যতি ॥ ১২ ॥

বুবূলবৃক্ষঃ কণ্টকবৃক্ষঃ ॥ ১০ ॥
দাসেরকায় দাস্যাঃ পুত্রো দাসেরঃ। ক্ষুদ্রাভ্যো বেতি পক্ষে ঢ্রক্ স এব দাসেরকঃ। উষ্ট্রো বা ॥ ১১—১২ ॥

বাক্য শ্রবণ করিয়া দময়ন্তীর জননী তাহাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহিতে লাগিল, বৎসে! তোমার এই ভুবনমোহন রূপই বা কোথায়? আর ধনহীন মর্কটমুখ নারদমুনিই বা কোথায়? ॥ ৬ ॥ তুমি সুচতুরা, তবে সেই ভিক্ষুকের প্রতি তোমার এরূপ মোহভাব কি জন্য হইল; বৎসে! দেখ তুমি রাজকন্যা তোমার দেহ অতি সুকোমল লতার ন্যায়, আর তিনি সর্ব্বদাই ভস্মরাশি মাখিয়া থাকেন, তাহাতে সেই মুনির দেহ অত্যন্ত রূক্ষ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥ বিমলে! তুমি সেই মর্কটমুখ মুনির সহিত কিরূপে বাক্যালাপ করিবে? তুমি কি জন্য কুৎসিত পুরুষের প্রতি অনুরাগিণী হইতেছ? তাহাতে তোমার কি প্রীতিলাভ হইবে ॥৮॥ উত্তম সুপুরুষ রাজপুত্রের সহিত তোমার বিবাহ হইবে, তুমি এরূপ হঠকারিতার কার্য্য কদাচই করিও না, তোমার পিতা ধাত্রীর মুখে এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন ॥ ৯ ॥ কোমলাঙ্গি! তুমিই মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখ, কণ্টকীবৃক্ষে কোমল মালতীলতা লগ্ন হইতে দেখিলে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির অন্তঃকরণে দুঃখের উদয় না হয়? এই অবনীতলে মূর্খব্যক্তিও কণ্টকলম্পট উষ্ট্রকে কোমল তাম্বূলীদল ভক্ষণের নিমিত্ত কদাচই প্রদান করে না ॥ ১০—১১ ॥ যখন তোমার বিবাহকাল উপস্থিত হইবে, তখন তুমি

কুমুখেন সমং বার্ত্তা ন রুচিং জনয়ত্যতঃ।
আ মরণাৎ কথং কালঃ ক্ষপিতব্যস্ত্বয়ামুনা ॥ ১৩ ॥
নারদ উবাচ।
ইতি মাতুর্ব্বচঃ শ্রুত্বা দময়ন্তী ভৃশাতুরা।
মাতরং প্রাহ তন্বঙ্গী ময়ি সা কৃতনিশ্চয়া ॥ ১৪ ॥
কিং মুখেন চ রূপেণ মূর্খস্য চ ধনেন কিম্।
কিং রাজ্যেনাবিদগ্ধস্য রসমার্গাবিদোঽস্য চ ॥ ১৫ ॥
হরিণ্যোঽপি বনে ধন্যা যা নাদেন বিমোহিতাঃ।
গাতুঃ প্রাণান্ প্রযচ্ছন্তি ধিঙ্মূর্খান্ মানুষান্ ভুবি ॥ ১৬ ॥
নারদো বেত্তি যাং বিদ্যাং মাতঃ! সপ্তস্বরাত্মিকাম্।
তৃতীয়ঃ কোঽপি নো বেদ শিবাদন্যঃ পুমান্ কিল ॥ ১৭ ॥
মূর্খেণ সহ সংবাসো মরণং তৎ ক্ষণেক্ষণে।
রূপবান্ ধনবাংস্ত্যাজ্যো গুণহীনো নরঃ সদা ॥ ১৮ ॥
ধিঙ্মৈত্রী মূর্খভূপালে বৃথাগর্ব্বসমন্বিতে।
গুণজ্ঞে ভিক্ষুকে শ্রেষ্ঠা বচনাৎ সুখদায়িনী ॥ ১৯ ॥

অমুনা নারদেন ॥ ১৩—১৪ ॥
অস্য রসমার্গাবিদোঽবিদগ্ধস্য-মূর্খস্য মুখেন রূপেণ ধনেন কিং ফলমিত্যর্থঃ ॥ ১৫—২১ ॥

নারদের নিকট গমন করিয়া তাহার করলগ্ন হইলে তোমাকে দেখিয়া কাহার মন দুঃখানলে দগ্ধ না হইবে ? ॥ ১২ ॥ কুমুখ ব্যক্তির সহিত কথোপকথন করিতে কাহারও রুচি হয় না, তুমি উহার সহিত মরণকাল পর্য্যন্ত কিরূপে কালযাপন করিবে ॥ ১৩ ॥

নারদ কহিলেন, মাতার এইরূপ বাক্য শুনিয়া আমাতেই একান্ত কৃতনিশ্চয়া সেই সুকুমারী দময়ন্তী অত্যন্ত কাতর হইয়া মাতাকে কহিতে লাগিল ॥ ১৪ ॥ জননি ! যে ব্যক্তি রসমার্গের পথিক ও যে ব্যক্তি রসজ্ঞ নহে তাহার মুখ এবং রূপ দ্বারাই বা কি হইতে পারে ? সেই নৈপুণ্যবিহীন মূর্খব্যক্তির ধন ও রাজ্য দ্বারাই বা কি হইবে ॥ ১৫ ॥ বনচারিণী হরিণীগণ নাদ রসে বিমোহিত হইয়া গায়কগণকে প্রাণ পর্য্যন্তও প্রদান করিয়া থাকে অতএব তাহারাও ধন্য ; কিন্তু অরসজ্ঞ মূর্খ মানবদিগকে ধিক্ ॥ ১৬॥ মাতঃ ! নারদ ঋষি যে সপ্তস্বরাত্মিকা সঙ্গীতবিদ্যা জানেন, স্বয়ং আশুতোষ ব্যতিরেকে অন্য কোনও তৃতীয় পুরুষ তাহা অবগত নহেন ॥ ১৭ ॥ মূর্খ ব্যক্তির সহিত সহবাস করিলে ক্ষণে ক্ষণে মরণ আসিয়া উপস্থিত হয়। গুণহীন ব্যক্তি ধনবান্ বা পরম রূপবান্ হইলেও তাহাকে সর্ব্বদা পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃকর সন্দেহ নাই ॥ ১৮ ॥ বৃথা মদগর্ব্বে পরিস্ফীত মূর্খ মহীপালগণের

স্বরজ্ঞো গ্রামবিৎ কামং মূর্চ্ছনাজ্ঞানভেদভাক্।
দুর্লভঃ পুরুষশ্চাষ্টরসজ্ঞো দুর্বলোঽপি বৈ ॥ ২০ ॥
যথা নয়তি কৈলাসং গঙ্গা চৈব সরস্বতী।
তথা নয়তি কৈলাসং স্বরজ্ঞানবিশারদঃ ॥ ২১ ॥
স্বরমানন্তু যো বেদ স দেবো মানুষোঽপি সন্।
সপ্তভেদং ন যো বেদ স পশুঃ সুররাড়পি ॥ ২২ ॥
মূর্চ্ছনা তানমার্গস্তু শ্রুত্বামোদং ন যাতি যঃ।
স পশুঃ সর্ব্বথা জ্ঞেয়ো হরিণাঃ পশবো ন হি ॥ ২৩ ॥
বরং বিষধরঃ সর্পঃ শ্রুত্বা নাদং মনোহরম্।
অশ্রোত্রোঽপি মুদং যাতি ধিক্ সকর্ণাংশ্চ মানবান্ ॥ ২৪ ॥
বালোঽপি সুস্বরং গেয়ং শ্রুত্বা মুদিতমানসঃ।
জায়তে কিন্তু যে বৃদ্ধা ন জানন্তি ধিগস্তু তান্ ॥ ২৫ ॥

সপ্তভেদং ষড়্জাদিসপ্তভেদসহিতং গানমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥
হরিণাঃ পশবো ন হি তেষাং গানলুব্ধত্বস্য সত্বাৎ ॥ ২৩ ॥
সকর্ণাংশ্চেতি। যতো মুদং ন যান্তীতি শেষঃ ॥ ২৪—২৫ ॥

মিত্রতাতে ধিক্; গুণজ্ঞ ব্যক্তি ভিক্ষুক হইলেও তাঁহার সহিত মিত্রতাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ; যেহেতু তাহাতে অন্য কথা দূরে থাকুক, তাঁহার সহিত বাক্যালাপেই পরম সুখ লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৯ ॥ ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সপ্তবিধ স্বরজ্ঞ গ্রামজ্ঞ অর্থাৎ স্বরসমূহের আরোহ অবরোহরূপ ক্রমজ্ঞ ও যাহাতে স্বর-সমূহ মূর্চ্ছিত হইয়া রাগত্ব প্রাপ্ত হয় সেই গ্রামসম্ভব মূর্চ্ছনাবিৎ, এবং অষ্টবিধ রসজ্ঞ ব্যক্তি দুর্ব্বল হইলেও এই অবনীতলে তিনি অত্যন্তই দুর্লভ তাহাতে আর সংশয় কি? ॥২০॥ যেমন গঙ্গা ও সরস্বতী স্বীয় মাহাত্ম্যে কৈলাসধাম প্রদান করেন, সেইরূপ স্বরজ্ঞানবিশারদ ব্যক্তিও কৈলাসলোকে লইয়া গিয়া থাকেন তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥২১॥ যে ব্যক্তি স্বরগান অবগত আছেন, তিনি মনুষ্য হইয়াও দেবতা স্বরূপ; যে ব্যক্তি স্বরের ষড়্জাদি সপ্তভেদ না জানে সে সুররাজ হইলেও পশু তুল্য। যে ব্যক্তি মূর্চ্ছনা ও সপ্তবিধ স্বর হইতে সমুত্থিত ও মূর্চ্ছনাদি সংমিশ্রিত তান শ্রবণে প্রমোদিত না হয়, তাহাকেই পশু বলিয়া জানিবেন, হরিণগণকে পশু বলিয়া বিবেচনা করিবেন না, যেহেতু তাহারা সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া থাকে ॥ ২২—২৩ ॥ বিষধর সর্পগণ কর্ণবিহীন হইয়াও চক্ষুর্দ্বারা মনোহর স্বরনাদ শুনিয়া প্রমোদিত হয়, তাহাদিগকেও বরং প্রশংসা করা যায়, কিন্তু যাহারা নাদস্বর শ্রবণে প্রমোদিত না হয় সেই কর্ণবান্ মানবগণকে ধিক্ ॥ ২৪ ॥ সুস্বর

পিতা মে কিং ন জানাতি নারদস্য গুণান্ বহূন্।
দ্বিতীয়ঃ সামগো নাস্তি ত্রিষু লোকেষু তৎসমঃ ॥ ২৬ ॥
তস্মাদসৌ ময়া নূনং বৃতঃ পূর্ব্বং সমাগমাৎ।
পশ্চাচ্ছাপবশাজ্জাতো বানরাস্যো গুণাকরঃ ॥ ২৭ ॥
কিন্নরা ন প্রিয়াঃ কস্য ভবন্তি তুরগাননাঃ।
গানবিদ্যাসমাযুক্তাঃ কিং মুখেন বরেণ হ ॥ ২৮ ॥
পিতরং ব্রূহি মে মাতর্ব্রতোঽয়ং মুনিসত্তমঃ।
তস্মাত্ত্বমাগ্রহং ত্যক্ত্বা দেহি তস্মৈ চ মাং মুদা ॥ ২৯ ॥

নারদ উবাচ।

ইতি পুত্র্যা বচঃ শ্রুত্বা রাজ্ঞী রাজ্ঞে ন্যবেদয়ৎ।
আগ্রহং সুন্দরী জ্ঞাত্বা সুতায়া নারদে মুনে! ॥ ৩০ ॥
বিবাহং কুরু রাজেন্দ্র! দময়ন্ত্যাঃ শুভে দিনে।
মুনিনা স চ সর্ব্বজ্ঞো বৃতোঽসৌ মনসানয়া ॥ ৩১ ॥

(নারদস্য গুণং বর্ণয়তি দ্বিতীয় ইতি ॥ ২৬—২৭ ॥
কিং বিকৃতাঙ্গেন গুণবত্ত্বেব প্রিয়ত্বে কারণমিতি দৃষ্টান্তেন প্রদর্শয়ন্নাহ কিন্নরা নেতি ॥ ২৮ ॥
আগ্রহং ত্যক্ত্বা অঙ্গত্রেতি শেষঃ ॥ ২৯—৩২ ॥)

সঙ্গীত শ্রবণে বালকগণও প্রফুল্লিত হয়, কিন্তু যে বৃদ্ধগণ সেই সঙ্গীতরস অবগত নহে তাহাদিগকে শতবার ধিক্ ॥ ২৫ ॥ পিতা কি নারদ মহর্ষির বহুতর গুণগণ অবগত নহেন; এই ত্রিলোক মধ্যে তাঁহার তুল্য সামগায়ক আর কে আছে? ॥ ২৬ ॥ সেই নিমিত্তই আমি তাঁহাকে পূর্ব্বেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তার পর অভিশাপ বশে সেই গুণাকর মুনিবরের বানরের ন্যায় আনন হইয়াছে ॥ ২৭ ॥ সঙ্গীতবিদ্যা-বিশারদ কিন্নরগণের আনন তুরঙ্গমের ন্যায় হইলেও তাঁহারা কাহার না প্রিয় হইয়া থাকেন। তাঁহাদের উত্তম আননে প্রয়োজন কি? তাঁহারা মনোমোহন সুমধুর সঙ্গীতস্বরে দেবতাদিগকেও মোহিত করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥ জননি! আপনি অনুগ্রহ করিয়া পিতাকে কহিবেন যে আমি পূর্ব্বেই সেই মুনিসত্তম নারদ মহর্ষিকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, অতএব অন্য আগ্রহ না করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে আমাকে তাঁহার করেই সমর্পণ করুন ॥ ২৯ ॥

নারদ বলিলেন, নিজ তনয়া দময়ন্তীর এইরূপ বাক্য শুনিয়া সেই অনিন্দিতা সঞ্জয় রাজমহিষী, আমার প্রতিই সুতার একান্ত অনুরাগ অবগত হইয়া রাজাকে বলিলেন, নৃপসত্তম! শুভদিনে শুভলগ্নে মুনিবরের সহিত দময়ন্তীর শুভ বিবাহকার্য্য সম্পাদন করুন তনয়া কহিয়াছে যে, সেই সর্ব্ব জ্ঞানসম্পন্ন মুনিবরকে সে অগ্রেই পতিত্বে বরণ করিয়াছে;

নারদ উবাচ।

ইতি সঞ্চোদিতো রাজ্ঞ্যা সঞ্জয়ঃ পৃথিবীপতিঃ।
চকার বিধিবৎ সর্ব্বং বিধিং বৈবাহিকং ততঃ॥ ৩২॥
এবং দারগ্রহং কৃত্বা বানরাস্যঃ পরন্তপ!।
স্থিতস্তত্রৈব মনসা দহ্যমানেন চাপ্যহম্॥ ৩৩॥
যদাগচ্ছদ্রাজসুতা সেবার্থং মম সন্নিধৌ।
অভবং দুঃখসন্তপ্তস্তদাহং বানরাননঃ॥ ৩৪॥
দময়ন্তী তু মাং বীক্ষ্য প্রফুল্লবদনাম্বুজা।
শোকং বানরবক্ত্রত্বান্ন চকার কদাচন॥ ৩৫॥
এবং গচ্ছতি কালে তু সহসা পর্ব্বতো মুনিঃ।
কুর্ব্বংস্তীর্থান্যনেকানি দ্রষ্টুং মাং সমুপাগতঃ॥ ৩৬॥
ময়াতিমানিতঃ প্রেম্ণা পূজিতশ্চ যথাবিধি।
আসীন আসনে দিব্যে বীক্ষ্য মাং দুঃখিতো হ্যভূৎ॥ ৩৭॥
কৃতদারং বানরাস্যং দীনং চিন্তাতুরং ভৃশম্।
দয়াবান্ মামুবাচেদং পর্ব্বতো মাতুলং কৃশম্॥ ৩৮॥

বানরাস্যোঽহং তত্রৈব স্থিত ইত্যর্থঃ॥ ৩৩॥
যতো বানরাননস্ততো দুঃখসন্তপ্ত ইত্যর্থঃ॥ ৩৪—৪০॥

তাহা আর অন্যথা হইবার নহে॥ ৩০—৩১॥ মহিষী কর্ত্তৃক এইরূপে প্রণোদিত হইয়া পৃথিবীপতি সঞ্জয় তনয়ার বিবাহকার্য্য সুচারুরূপে বিধিপূর্ব্বক সম্পাদন করিলেন॥ ৩২॥ ঋষিবর! আমি এইরূপে দারপরিগ্রহ করিয়া বানরবদন ধারণ পূর্ব্বক মনে মনে দগ্ধ হইয়া সেইস্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলাম॥ ৩৩॥ রাজনন্দিনী আমার সেবার নিমিত্ত যখন নিকটে আসিত, তখন বানরানন স্মরণ করিয়া আমি অত্যন্তই সন্তপ্ত হইতাম। কিন্তু আমাকে দর্শন করিয়া দময়ন্তীর বদনসরোজ প্রফুল্লিত হইয়া উঠিত; আমার আনন বানরের ন্যায় বলিয়া সে কদাচই শোকসন্তপ্ত বা দুঃখিত হইত না॥ ৩৪—৩৫॥ এইরূপে কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল। একদিন পর্ব্বতমুনি অনেকানেক তীর্থ পর্য্যটন করিয়া আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল॥ ৩৬॥ আমি তাহার অত্যন্ত সম্মান করিয়া প্রীতিপূর্ব্বক যথাবিধি আদর ও সম্মান করিলাম, সে উত্তম আসনে আসীন হইয়া আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল॥ ৩৭॥ আমি তাঁহার মাতুল, দার পরিগ্রহ করিয়াছি, আমার মর্কটের ন্যায় মুখ হইয়াছে বলিয়া আমি দীন অত্যন্ত চিন্তাতুর ও কৃশ হইয়াছি দেখিয়া তাহার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল, তখন সে আমাকে বলিল, মুনিবর!

ময়া নারদ ! কোপাত্ত্বং শপ্তোঽসি মুনিসত্তম ! ।
নিষ্কৃতং তস্য শাপস্য করোম্যদ্য নিশাময় ॥ ৩৯ ॥
ভব ত্বং চারুবদনো মম পুণ্যেন নারদ ! ।
দৃষ্ট্বা রাজসুতাং চিত্তে কৃপা জাতা মমাধুনা ॥ ৪০ ॥

নারদ উবাচ ।

ময়াপি প্রবণং চিত্তং কৃত্বা শ্রুত্বাস্য ভাষিতম্ ।
অনুগ্রহঃ কৃতঃ সদ্যস্তস্য শাপস্য তৎক্ষণাৎ ॥ ৪১ ॥
ভাগিনেয় ! তবাপ্যস্তু গমনং সুরসদ্মনি ।
শাপস্যানুগ্রহঃ কামং কৃতোঽয়ং পর্ব্বতাধুনা ॥ ৪২ ॥

নারদ উবাচ ।

জাতোঽহং চারুবদনো বচনাত্তস্য পশ্যতঃ ।
রাজপুত্রী তু সন্তুষ্টা মাতরং প্রাহ সত্বরম্ ॥ ৪৩ ॥
মাতস্তে সুমুখো জাতো জামাতা চ মহাদ্যুতিঃ ।
বচনাৎ পর্ব্বতস্যাদ্য মুক্তশাপো মুনেরভূৎ ॥ ৪৪ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজ্ঞ্যা কথিতং তত্র রাজনি ।
যযৌ দ্রষ্টুং মুনিং তত্র সঞ্জয়ঃ প্রীতিমাংস্তদা ॥ ৪৫ ॥

অস্য ভাষিতং শাপোদ্ধাররূপং শ্রুত্বা চিত্তং প্রবণং কৃত্বা অনুগ্রহঃ কৃত ইত্যন্বয়ঃ ॥৪১-৪৬॥

আমি কুপিত হইয়া তোমাকে যে অভিশাপ দিয়াছি, সেই শাপের প্রতিমোচন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩৮—৩৯ ॥ মহর্ষে ! আমার পুণ্যদ্বারা আপনার আনন পূর্ব্বের ন্যায় উত্তম হউক ; রাজকন্যাকে দেখিয়া এক্ষণে আমার অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইয়াছে ॥ ৪০ ॥ তাহার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার চিত্তও কোমল হইল আমি তৎক্ষণাৎ তাহার শাপ মোচন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইয়া কহিলাম ভাগিনেয় ! তোমারও সুরপুরে গমন হউক, পর্ব্বত ! আমি এক্ষণে তোমার প্রতি অভিশাপ বিষয়ে সবিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করিলাম ॥ ৪১—৪২ ॥

দ্বৈপায়ন ! তাহার বাক্যানুসারে দেখিতে দেখিতে আমার বদন সুচারু ও পূর্ব্বের ন্যায় সুশোভন হইল। তখন রাজপুত্রী দময়ন্তী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মাতার নিকটে যাইয়া বলিল, জননি ! মহামুনি পর্ব্বতের বচনানুসারে আপনার জামাতার শাপমোচন হইয়া তাঁহার আনন পূর্ব্বের ন্যায় সুন্দর ও সুশোভন হইয়াছে তাহাতে তাঁহার দেহকান্তি বর্দ্ধিত হইয়াছে ॥ ৪৩—৪৪ ॥ রাজমহিষী দময়ন্তীর বাক্য শুনিয়া পরম আহ্লাদে পুলকিত

ধনং সমর্পিতং রাজ্ঞা সন্তুষ্টেন তদা মহৎ।
মহ্যঞ্চ ভাগিনেয়ায় পারিবর্হং মহাত্মনা॥ ৪৬॥
এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং বর্ত্তনং যৎ পুরাতনম্।
মায়ায়া বলমাহাত্ম্যং হ্যনুভূতং যথা ময়া॥ ৪৭॥
সংসারেঽস্মিন্ মহাভাগ! মায়াগুণকৃতেঽনৃতে।
তনুভৃত্তু সুখী নাস্তি ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥ ৪৮॥
কামক্রোধৌ তথা লোভো মৎসরো মমতা তথা।
অহঙ্কারো মদঃ কেন জিতাঃ সর্ব্বে মহাবলাঃ॥ ৪৯॥
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব গুণাস্ত্রয় ইমে কিল।
কারণং প্রাণিনাং দেহসম্ভবে সর্ব্বথা মুনে!॥ ৫০॥
কস্মিংশ্চিৎ সময়ে ব্যাস! বনেঽহং বিষ্ণুনা সহ।
গচ্ছন্ হাস্যবিনোদেন স্ত্রীভাবং গমিতঃ ক্ষণাৎ॥ ৫১॥

এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতমিতি। জ্ঞানিনোঽপি মম মায়ামোহসুখদুঃখাদিকং বিক্ষেপরূপমন্যোবেত্যেতদাখ্যাতং কথিতমিত্যর্থঃ॥ ৪৭॥

যাবৎকালপর্য্যন্তং গুণত্রয়জন্যো দেহস্তিষ্ঠতি তাবৎকালপর্য্যন্তং মায়ামোহসুখদুঃখাদিকং বিক্ষেপজাতং সর্ব্বত্রাপি ভবিষ্যত্যেব ন তত্র প্রতীকারোঽস্তীত্যাহ সংসারেঽস্মিন্নিতি॥ ৪৮—৪৯॥

সর্ব্বথা মুনে ইতি। তথা চ গুণত্রয়বৈষম্যং নিয়মেন ভবিষ্যত্যেব ততশ্চ মোহাদিকং ভবিষ্যত্যেবেতি॥ ৫০॥

হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ যাইয়া রাজাকে নিবেদন করিলেন। নরপতি সঞ্জয় তখন অত্যন্ত প্রীতি সহকারে মুনিবরকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তথায় গমন করিলেন॥ ৪৫॥ তখন মহামতি মহীপতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে ও ভাগিনের পর্ব্বতকে বিবাহের যৌতুকরূপে বহুতর ধন ও রত্নাদি প্রদান করিলেন॥ ৪৬॥ দ্বৈপায়ন! আমি পূর্ব্বে মায়ার বলমাহাত্ম্য যেরূপ অনুভব করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমার নিকট সেই পুরাতন বৃত্তান্ত সমস্তই বর্ণন করিলাম॥ ৪৭॥ মহাভাগ! ইন্দ্রজালের ন্যায় মায়ার মিথ্যাগুণের নিমিত্তই দেহধারী মাত্রেই এই সংসারে পূর্ব্বে কেহ কখন সুখী হইতে পারে নাই, বর্ত্তমানে কেহই সুখী নাই এবং ভবিষ্যতে কেহ কখন সুখী হইতে পারিবে না। কাম, ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্য্য, মমতা, অহঙ্কার ও মদ এই সকলের প্রত্যেকেই মহাবল, ইহাদিগকে জয় করিতে কেহই সমর্থ হয় না॥ ৪৮—৪৯॥ মুনিবর! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণই প্রাণিগণের দেহের উৎপত্তি বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে কারণ হইয়া থাকে॥ ৫০॥ দ্বৈপায়ন! আমি কোন সময়ে ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত হাস্যপরিহাসাদি

রাজপত্নীত্বমাপন্নো মায়াবলবিমোহিতঃ।
পুত্রাঃ প্রসূতা বহবো গেহে তস্য নৃপস্য হ ॥ ৫২ ॥

ব্যাস উবাচ।

সংশয়োঽয়ং মহান্ সাধো! শ্রুত্বা তে বচনং কিল।
কথং নারীত্বমাপন্নস্ত্বং মুনে! জ্ঞানবান্ ভৃশম্ ॥ ৫৩ ॥
কথঞ্চ পুরুষো জাতো ব্রূহি সর্ব্বমশেষতঃ।
কথং পুত্রাস্ত্বয়া জাতাঃ কস্য রাজ্ঞো গৃহেঽপ্সসা ॥ ৫৪ ॥
এতদাখ্যাহি চরিতং মায়ায়া মহদদ্ভুতম্।
মোহিতঞ্চ যয়া সর্ব্বমিদং স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৫৫ ॥
ন তৃপ্তিমধিগচ্ছামি শৃণ্বংস্তব কথামৃতম্।
সর্ব্বগ্রন্থার্থতত্ত্বঞ্চ সর্ব্বসংশয়নাশনম্ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে নারদস্য বিবাহবর্ণনং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

স্বস্য মায়ামোহাদিকং প্রদর্শয়িতুমেকাং কথামুপপাদ্য দ্বিতীয়ামুপপাদয়তি কস্মিংশ্চিৎ সময় ইতি ॥ ৫১—৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

বিনোদে বনমধ্যে গমন করিতেছিলাম, দৈবাৎ ক্ষণমধ্যেই আমি স্ত্রী হইয়া পড়িলাম। তদনন্তর, মায়াবলে বিমোহিত হইয়া রাজপত্নী হইলাম এবং সেই নরপতির গৃহে অবস্থিত হইয়া বহুতর পুত্র প্রসবও করিয়া ছিলাম ॥ ৫১—৫২ ॥

ব্যাস বলিলেন, দেবর্ষে! আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার মহান্ সংশয় জন্মিল; মুনিবর! আপনি অত্যন্ত জ্ঞানবান্ হইয়াও নারীভাব কিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? আর কি প্রকারেই বা পুনর্ব্বার পুরুষত্ব লাভ করিয়াছিলেন? কোন্ রাজার গৃহে অবস্থিতি করিয়া কিরূপেই বা পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন এই সমস্ত বিষয় সবিস্তার কীর্ত্তন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন ॥ ৫৩—৫৪ ॥ যদ্দ্বারা এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক অখিল জগৎ মোহিত হইয়া রহিয়াছে আপনি সেই মায়ার অত্যদ্ভুত চরিত্র কীর্ত্তন করুন। মুনিবর! সমস্ত গ্রন্থার্থতত্ত্বসংযুক্ত, সর্ব্ববিধ সংশয়নাশক ভবদীয় বচনামৃত শ্রবণাঞ্জলিপুটে পান করিয়া আমি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ৫৫—৫৬ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে নারদের বিবাহ ও মর্কটবদনত্ববর্ণন নামক সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

নারদ উবাচ ।

নিশাময় মুনিশ্রেষ্ঠ ! গদতো মম সৎকথাম্ ।
মায়াবলং সুদুর্জ্জেয়ং মুনিভির্যোগবিত্তমৈঃ ॥ ১ ॥
মায়য়া মোহিতং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তমজয়া দুর্বিভাব্যয়া ॥ ২ ॥
কদাচিৎ সত্যলোকাদ্ বৈ শ্বেতদ্বীপে মনোহরে ।
গতোঽহং দর্শনাকাঙ্ক্ষী হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ ॥ ৩ ॥
বাদয়ন্ মহতীং বীণাং স্বরতানবিভূষিতাম্ ।
গায়ন্নং গায়মানস্তু সাম সপ্তস্বরান্বিতম্ ॥ ৪ ॥
দৃষ্টো ময়া দেবদেবশ্চক্রপাণির্গদাধরঃ ।
কৌস্তুভোদ্ভাসিতোরস্কো মেঘশ্যামশ্চতুর্ভুজঃ ॥ ৫ ॥

অষ্টাবিংশেঽচতুঃপঞ্চাশৎ পদ্যৈর্নারদঃ পুনঃ ।
স্বকথাং বদতি প্রাজ্ঞ ইত্যেতৎ সম্যগীর্য্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে রাজপ্রশ্নকথনোত্তরং জাতং বৃত্তমাহ নিশাময়েতি । মুনিভিরপি মায়াবলং সুদুর্জ্জেয়মিত্যন্বয়ঃ ॥ ১ ॥
তদেব বিশদয়তি মায়য়া মোহিতমিতি ॥ ২—৩ ॥
গায়ন্নং সামেত্যন্বয়ঃ ॥ ৪—৬ ॥

নারদ কহিলেন, তপোধন ! আমি সেই সমস্ত সৎকথা কীর্ত্তন করিতেছি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর । মুনিবর ! যোগবিদগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠতম, এই মায়াবল তাঁহাদিগেরও দুর্জ্জেয় বলিয়া জানিবে । স্থাবর জঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত এই অখিল জগৎ সেই অজা ও অচিন্তনীয়া মায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া থাকে, অতএব সেই মহামায়ার হস্ত হইতে কাহারও পরিত্রাণ নাই ॥ ১—২ ॥ আমি এক দিন অদ্ভুতকর্ম্মা হরির দর্শন কামনা করিয়া স্বরতান-মনোরম বীণাকাণে সপ্তস্বর সমন্বিত সামগায়ত্র গান করিতে করিতে সত্যলোক হইতে নয়নমনোহর শ্বেতদ্বীপে গমন করিয়াছিলাম ॥ ৩—৪ ॥ তথায় যাইয়া আমি দেবদেব চতুর্ভুজ চক্রপাণি গদাধরকে দর্শন করিলাম । তাঁহার নবীন নীরদের ন্যায় শ্যামমূর্তি, উরঃস্থিত কৌস্তুভপ্রভায় উদ্ভাসিত হইয়াছে, তিনি পীতাম্বর পরিধান করিয়া রহিয়াছেন, মস্তকে পরমপ্রভায় সমুজ্জল মুকুট শোভা পাইতেছে, সেই ভগবান্

পীতাম্বরপরীধানো মুকুটাঙ্গদরাজিতঃ।
লক্ষ্ম্যা সহ বিলাসিন্যা ক্রীড়মানো মুদা যুতঃ ॥ ৬ ॥
বীক্ষ্য মাং কমলা দেবী গতান্তর্ধানমন্তিকাৎ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না সর্ব্বভূষণভূষিতা ॥ ৭ ॥
নারীণাং প্রবরা কান্তা রূপযৌবনগর্ব্বিতা।
সুপ্রিয়া বাসুদেবস্য বরচামীকরপ্রভা ॥ ৮ ॥
অন্তর্গৃহং গতাং দৃষ্ট্বা সিন্ধুজাং ব্যঞ্জনান্বিতাম্।
ময়া পৃষ্টো দেবদেবো বনমালী জগৎপ্রভুঃ ॥ ৯ ॥
ভগবন্! দেবদেবেশ! পদ্মনাভ! মুরারিহন্!।
কথঞ্চ সা গতা দৃষ্ট্বা মামাগচ্ছন্তমন্তিকাৎ ॥ ১০ ॥
নাহং বিটো ন বা ধূর্ত্তো তাপসোঽহং জগদ্গুরো!।
জিতেন্দ্রিয়ো জিতক্রোধো জিতমায়ো জনার্দ্দন! ॥ ১১ ॥

নারদ উবাচ।

নিশম্য বচনং কিঞ্চিদ্ গর্ব্বযুক্তং জনার্দ্দনঃ।
উবাচ মাং স্মিতং কৃত্বা বীণাবন্মধুরাং গিরম্ ॥ ১২ ॥

অন্তর্দ্ধানং গতা অদৃশ্যতাং গতান্তর্গৃহে গতেত্যর্থঃ ॥ ৭—৮ ॥
ব্যঞ্জনান্বিতাং বস্ত্রান্তর্ব্যঞ্জিতস্তনীমিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥
মাং দৃষ্ট্বা সা লক্ষ্মীঃ কথং গতা কিমর্থং গতেত্যর্থঃ ॥ ১০—১৩ ॥

নারায়ণ, বিলাসশালিনী পয়োধিনন্দিনীর সহিত পরম প্রমোদে ক্রীড়া করিতেছেন ॥৫-৬॥ সমস্ত রমণীগণের শ্রেষ্ঠতমা, কমনীয়দর্শনা, কনকপ্রভা সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না, সর্ব্বভূষণে বিভূষিতা, রূপযৌবনগর্ব্বিতা, বাসুদেবপ্রিয়া কমলাদেবী আমাকে অবলোকন করিয়াই জনার্দ্দনের সন্নিধান হইতে অন্তর্ধান করিলেন ॥ ৭—৮ ॥ সিন্ধুজাদেবীর স্তনাদি বস্ত্রমধ্য হইতেও দৃষ্ট হইতে ছিল, অতএব তিনি সত্বর হইয়া অন্তর্গৃহে গমন করিলেন। তদ্দর্শনে আমি বনমালাধারী জগৎপ্রভু দেবদেব জনার্দ্দনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে মুরঘাতন! ভগবন্! হে পদ্মনাভ! লোকমাতা কমলা দেবী আমাকে আসিতে দেখিয়া আপনার সন্নিধান হইতে কি জন্য উঠিয়া গেলেন? ॥৯-১০॥ জগদ্গুরো! আমি বিটও নহি, ধূর্ত্তও নহি, আমি ইন্দ্রিয় ও ক্রোধ জয় করিয়া তপস্বী হইয়াছি; আমি মায়াকেও পরাজিত করিয়াছি, অতএব দেব! কমলাদেবীর গমন করিবার কারণ কি? আপনি কৃপা করিয়া তাহা আমাকে বলুন ॥ ১১ ॥

নারদ কহিলেন, দ্বৈপায়ন! জনার্দ্দন আমার সেই গর্ব্বযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈষৎ হাস্যসহকারে বীণাধ্বনির ন্যায় সুমধুর স্বরে আমাকে বলিলেন, নারদ! এবিষয়ের বিধি

বিষ্ণুরুবাচ।

নারদৈবংবিধা নীতির্ন জ্ঞাতব্যং কদাচন।
পতিং বিনান্যদাসন্নিধ্যে কস্যচিদ্ যোষয়া কচিৎ ॥ ১৩ ॥
মায়া সুদুর্জ্জয়া বিদ্বন্! যোগিভির্জ্জিতমারুতৈঃ।
সাংখ্যবদ্ভির্নিয়াহারৈস্তাপসৈশ্চ জিতেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ১৪ ॥
দেবৈশ্চ মুনিশার্দ্দূল! যত্ত্বয়োক্তং বচোঽধুনা।
জিতমায়োঽস্মি গীতজ্ঞ! নৈবং বাচ্যং কদাচন ॥ ১৫ ॥
নাহং শিবো ন বা ব্রহ্মা জেতুং তাং প্রভবোঽপ্যজাম্।
মুনয়ঃ সনকাদ্যাশ্চ কস্ত্বং কেঽন্যে ক্ষমা জয়ে ॥ ১৬ ॥
দেবদেহং নৃদেহং বা তির্য্যগ্দেহমথাপি বা।
বিভৃয়াদ্ যঃ শরীরঞ্চ স কথং তাং জয়েদজাম্ ॥ ১৭ ॥
ত্রিযুতস্তাং কথং মায়াং জেতুং শক্তঃ পুমান্ ভবেৎ।
বেদবিদ্ যোগবিদ্ বাপি সর্ব্বজ্ঞো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১৮ ॥

দেবৈশ্চ দুর্জ্জয়েত্যন্বয়ঃ। এবং সতি যত্ত্বয়োক্তমহং জিতমায়োঽস্মীতি তদেবং বাক্যং ত্বয়া কদাপি ন বক্তব্যমিত্যাহ যত্ত্বয়োক্তমিতি ॥ ১৪—১৫ ॥

যতঃ শিবাদয়োঽপি তামজাং মায়াং জেতুং ন সমর্থাস্তস্মাদিত্যাহ নাহং শিব ইতি। কস্ত্বমিতি। যত এবং তস্মাৎ কস্ত্বং পামরস্তস্যা জয়ে ক্ষমস্তথান্যে বা কে ক্ষমা ন কেঽপীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

দেহং ধারয়ন্মায়াং জয়তীতি কথং সম্ভবেৎ। মায়াজয়ে দেহস্যাপ্যসম্ভবঃ স্যাৎ কারণাভাবে কার্য্যস্যাস্থিতেরিত্যাহ দেবদেহমিতি ॥ ১৭ ॥

নন্বু মায়া জিতৈব জ্ঞানিভিরাবরণাভাবাৎ কেবলং বিক্ষেপশক্তিরেবাবশিষ্টাস্তীতি চেৎ সৈব বিক্ষেপশক্তির্মায়া তয়া বন্ধনং তদধীনমোহসুখদুঃখাদিসম্বন্ধঞ্চ সম্ভবত্যেবেত্যাহ ত্রিযুত-

---

এইরূপ, যে কোন ব্যক্তির স্ত্রী হউক না কেন, পতি ব্যতিরেকে অন্য কাহারও সন্নিধানে অবস্থিতি করা নারীগণের কদাচই উচিত নহে ॥১২—১৩॥ নারদ! মায়াকে জয় করা অত্যন্তই কঠিন কর্ম্ম, যাঁহারা প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ পবন, আহার ও ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছেন, সেই সাংখ্য যোগিগণ এবং দেবগণও মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হন না; তুমি কহিয়াছ যে, "আমি মায়াকে জয় করিয়াছি" ইহা তোমার যোগ্য বাক্য নহে; যেহেতু গীতজ্ঞান দ্বারা অনুমান হয় যে, তুমি অবশ্যই সঙ্গীতশব্দে মোহিত হইয়া থাক। আমি, শিব, ব্রহ্মা ও মুনিগণ কেহই সেই অজা মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হন না, তুমি বা অন্য কোনও ব্যক্তি তাহাকে পরাজয় করিবে ইহা কি কখন সম্ভব হইতে পারে? ॥১৪-১৬॥ দেবদেহ নরদেহ অথবা তির্য্যগ্ দেহই হউক, যে জীব শরীর ধারণ করে তাহাদের মধ্যে কেহই এই অজা মায়াকে জয়

কালোঽপি তস্যা রূপং হি রূপহীনঃ স্বরূপকৃৎ।
তদ্বশে বর্ত্ততে দেহী বিদ্বান্ মূর্খোঽথ মধ্যমঃ ॥ ১৯ ॥
কালঃ করোতি ধর্ম্মজ্ঞং কদাচিদ্বিকলং পুনঃ।
স্বভাবাৎ কর্ম্মতো বাপি দুর্জ্ঞেয়ং তস্য চেষ্টিতম্ ॥ ২০ ॥

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বিরতো বিষ্ণুরহং বিস্ময়মানসঃ।
তমব্রবং জগন্নাথং বাসুদেবং সনাতনম্ ॥ ২১ ॥
রমাপতে! কথংরূপা মায়া সা কীদৃশী পুনঃ।
কিয়দ্বলা কসংস্থানা কস্যাধারা বদস্ব মে ॥ ২২ ॥
দ্রষ্টুকামোঽস্মি তাং মায়াং দর্শয়াশু মহীধর!।
জ্ঞাতুমিচ্ছামি তাং সম্যক্ প্রসাদং কুরু মাপতে! ॥ ২৩ ॥

স্তামিতি। ত্রিযুতো গুণত্রয়যুত ইত্যর্থঃ। কথং জেতুং শক্ত ইত্যন্বয়ঃ। বিক্ষেপশক্তিস্তু স্বাতন্ত্র্যেবেতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

নহু জগতো মায়াধীনত্বে কালাধীনত্বং কথং লোকৈরুচ্যত ইতি চেৎ কালোঽপি মায়ায়া এব রূপমিত্যভিপ্রায়েণেত্যাহ কালোঽপি তস্যা রূপং হীতি। আত্মাতিরিক্তস্য মায়াময়ত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১৯—২২ ॥

প্রসাদং কুর্ব্বিতি। মায়াবৈভবং বদেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৭ ॥ বেদবিৎ বা যোগবিৎ অথবা সর্ব্বজ্ঞ কিম্বা জিতেন্দ্রিয়ই হউক, গুণত্রয় সমন্বিত কোনও পুরুষ মায়াকে জয় করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৮ ॥ কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে এই অখিল জগৎ স্বয়ং নিরাকার হইয়াও সাকারকারী কালেরই অধীন, কিন্তু নারদ! সেই কালও মায়ার এক রূপ, কি উত্তম বিদ্বান্ কি মধ্যম ও অধম মূর্খ, সকল জীবই সেই কালের বশীভূত হইয়া আছে। স্বভাব দ্বারা কিম্বা কর্ম্ম দ্বারাই হউক কাল ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিকেও কখন বিকল করিয়া তুলে অতএব তাহার কার্য্য অত্যন্তই দুর্জ্ঞেয় জানিবে ॥ ১৯—২০ ॥

দ্বৈপায়ন! এই বলিয়া বিষ্ণু বিরত হইতে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সেই সনাতন বাসুদেব দেবদেব জগন্নাথকে জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলাম রমাপতে! মায়ার রূপ কি প্রকার, মায়া কেমন? তাঁহার বলেরই বা পরিমাণ কত? তাঁহার সংস্থান কোথায়? সে কাহার আধার? তাহা আপনি আমাকে বলুন। হে জগতীপালক! আমি মায়াকে দেখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত অভিলাষী, আপনি সত্বর আমাকে তাহা প্রদর্শন করুন। হে রমাপতে! আমি মায়াকে জানিবার নিমিত্ত একান্ত ইচ্ছুক হইয়াছি আপনি প্রসন্ন হইয়া মায়ার বৈভব বর্ণন করুন ॥ ২১—২৩ ॥

বিষ্ণুরুবাচ।

ত্রিগুণা সাখিলাধারা সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বসম্মতা।
অজেয়ানেকরূপা চ সর্ব্বং ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ ॥ ২৪ ॥
দিদৃক্ষা যদি তে চিত্তে নারদারোহণং কুরু।
গরুড়ে মৎসমেতোঽদ্য গচ্ছাবোঽন্যত্র সাম্প্রতম্ ॥ ২৫ ॥
দর্শয়িষ্যামি তে মায়াং দুর্জ্জয়ামজিতাত্মভিঃ।
দৃষ্ট্বা তাং ব্রহ্মপুত্র ! ত্বং মা বিষাদে মনঃ কৃথাঃ ॥ ২৬ ॥
ইত্যুক্ত্বা দেবদেবো মাং সস্মার বিনতাসুতম্।
স্মৃতমাত্রস্তু গরুড়ো তদাগাদ্ধরিসন্নিধৌ ॥ ২৭ ॥
আগতং গরুড়ং বীক্ষ্য আরুরোহ জনার্দ্দনঃ।
সমারোপ্য চ মাং পৃষ্ঠে গমনায় কৃতাদরঃ ॥ ২৮ ॥
চলিতো বিনতাপুত্রো বৈকুণ্ঠাদ্বায়ুবেগবান্।
প্রেরিতো যত্র কৃষ্ণেন গন্তুকামেন কাননম্ ॥ ২৯ ॥
মহাবনানি দিব্যানি সরাংসি সরিতস্তথা।
পুরগ্রামাকরাদীংশ্চ খেটখর্ব্বটগোব্রজান্ ॥ ৩০ ॥

তত্র কথং রূপেত্যস্তোত্তরং ত্রিগুণা সেতি। কস্তাধারেত্যস্তোত্তরমখিলাধারেতি। কিয়দ্বলেত্যস্তোত্তরমজেয়েতি। সর্ব্বতো বলবতীত্যর্থঃ। কীদৃশীত্যস্তোত্তরং সর্ব্বজ্ঞেতি। কসংস্থানেত্যস্তোত্তরং সর্ব্বং ব্যাপ্য সংস্থিতেতি। প্রশ্নবাক্যে সুপ্সুপেতি সমাসঃ॥ ২৪-৩৪ ॥

বিষ্ণু বলিলেন, ত্রিগুণাত্মিকা, অখিলের আধাররূপা ; সর্ব্বজ্ঞা, সর্ব্বসম্মতা, অজেয়া অনেকরূপা, মায়া অখিল জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ২৪ ॥ নারদ ! তুমি যদি দেখিতে ইচ্ছা কর তবে সত্বর আমার সহিত গরুড়ে আরোহণ কর, আমরা উভয়েই এখনি অন্যস্থানে গমন করিব, এবং অজিতাত্মা ব্যক্তিগণের দুর্জ্জয়া সেই মায়াকে দেখাইব, হে ব্রহ্মপুত্র ! তুমি মায়াকে দর্শন করিয়া বিষণ্ণ হইও না ॥ ২৫—২৬ ॥ জনার্দ্দন আমাকে এই বলিয়া বিনতানন্দন গরুড়কে স্মরণ করিলেন, স্মৃতমাত্রই সে হরির সন্নিধানে উপস্থিত হইল ॥ ২৭ ॥ জনার্দ্দন গরুড়কে আগত দেখিয়া তাহার উপর আরোহণ করিলেন এবং আমাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত আদর-পূর্ব্বক তদীয় পৃষ্ঠে আরোহণ করাইলেন ॥২৮॥ ভগবান্ যে কাননে গমন করিতে অভিলাষ করিয়াছেন, গরুড় তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বৈকুণ্ঠ হইতে বায়ুবেগে তথায় চলিতে আরম্ভ করিল ॥ ২৯ ॥ আমরা গরুড়ে আরোহণ করিয়া মনোহর অরণ্য, দিব্য সরোবর, সরিৎ, পুর, গ্রাম, খেট (কৃষকগ্রাম) খর্ব্বট (পর্ব্বত সন্নিহিত গ্রাম) গোব্রজ, মুনিগণের মনোহর আশ্রম, সুশোভন দীর্ঘিকা, পল্বল ও বিশাল পঙ্ক-

মুনীনামাশ্রমান্ রম্যান্ বাপীশ্চ সুমনোহরাঃ।
পল্বলানি বিশালানি হ্রদান্ পঙ্কজভূষিতান্ ॥ ৩১ ॥
মৃগাণাঞ্চ বরাহাণাং বৃন্দান্যপ্যবলোক্য চ।
গতাবাবাং কান্যকুব্জসমীপং গরুড়াসনৌ ॥ ৩২ ॥
তত্র রম্যং সরো দিব্যং দৃষ্টং পঙ্কজমণ্ডিতম্।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্ ॥ ৩৩ ॥
নানাবর্ণৈঃ প্রফুল্লৈশ্চ পঙ্কজৈরুপরঞ্জিতম্।
শুচিমিষ্টজলং ভৃঙ্গযূথনাদবিরাজিতম্ ॥ ৩৪ ॥
মামাহ ভগবান্ বীক্ষ্য তড়াগং পরমাদ্ভুতম্।
স্পর্দ্ধকঞ্চোদধেঃ ক্ষীরং মিষ্টং বারি বিশেষতঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

পশ্য নারদ! গম্ভীরং সরঃ সারসনাদিতম্।
সর্ব্বত্র পঙ্কজৈশ্ছন্নং স্বচ্ছনীরপ্রপূরিতম্ ॥ ৩৬ ॥
অত্র স্নাত্বা গমিষ্যাবঃ কান্যকুব্জং পুরোত্তমম্।
ইত্যুক্ত্বা গরুড়াদাশু মামুত্তার্য্য ব্যতারয়ৎ ॥ ৩৭ ॥
বিহস্য ভগবাংস্তত্র জগ্রাহ মম তর্জ্জনীম্।
ব্রুবন্ সরোবরং ভূয়স্তীরে মামনয়ৎ প্রভুঃ ॥ ৩৮ ॥

উদধেঃ স্পর্দ্ধকং স্পর্দ্ধাকরম্ ॥ ৩৫—৩৬ ॥
ব্যতারয়ৎ নমিতবান্ ॥ ৩৭—৩৮ ॥

ভূষিত হ্রদ, মৃগযূথ, বরাহবৃন্দ; এই সকল দর্শন করিতে করিতে কান্যকুব্জ দেশের সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলাম ॥ ৩০—৩২ ॥ সেইস্থানে এক মনোহর দিব্য সরোবর দর্শন করিলাম, তাহাতে পরম মনোহর সরোজ সকল প্রস্ফুটিত হইয়া শোভা ও সৌগন্ধ বিস্তার করিতেছে, ভৃঙ্গ সকল কলগুঞ্জনে শ্রবণ ও অন্তঃকরণ হরণ করিতেছে, নানাবিধ পঙ্কজাত প্রফুল্ল পুষ্প সকল শোভা পাইতেছে, হংস কারণ্ডব ও চক্রবাকাদি জলপক্ষী সকল কলরব করিয়া ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। তাহার বারি ক্ষীরতুল্য সুমিষ্ট সেই সরোবর পয়োনিধিকেও যেন স্পর্দ্ধা করিতেছে, অত্যন্ত অদ্ভুত সেই তড়াগ অবলোকন করিয়া ভগবান্ আমাকে কহিলেন; নারদ! দেখ দেখ, সুবিমল বারি পরিপূরিত, সর্ব্বত্র পঙ্কজ দ্বারা আচ্ছন্ন সুগভীর সরোবর কেমন শোভা পাইতেছে ইহাতে কলকণ্ঠ সারসগণ সুমধুর রব করিয়া বেড়াইতেছে ॥ ৩৩—৩৬ ॥ ইহাতে স্নান করিয়া আমরা কান্যকুব্জ নামক পুরবরে গমন করিব, এই বলিয়া শীঘ্র আমাকে গরুড় হইতে নামাইয়া দিয়া স্বয়ং অবতরণ করিলেন ॥ ৩৭ ॥

বিশ্রম্য তটভাগে তু স্নিগ্ধচ্ছায়ে মনোহরে।
মামুবাচ মুনে! স্নানং কুরু ত্বং বিমলে জলে ॥ ৩৯ ॥
পশ্চাদহং করিষ্যামি তড়াগেঽস্মিন্ সুপাবনে।
সাধূনামিব চেতাংসি জলানি নির্ম্মলানি চ।
সুরভীণি পরাগৈস্তু পঙ্কজানাং বিশেষতঃ ॥ ৪০ ॥
ইত্যুক্তোঽহং ভগবতা মুক্ত্বা বীণাং মৃগাজিনম্।
স্নানায় কৃতধীস্তীরে গতঃ প্রেমসমন্বিতঃ ॥ ৪১ ॥
পাদৌ প্রক্ষাল্য হস্তৌ চ শিখাং বধ্বা কুশগ্রহম্।
কৃত্বাচম্য শুচিস্তোয়ে স্নাতবানস্মি তজ্জলে ॥ ৪২ ॥
যদা তস্মিন্ জলে রম্যে স্নাতোঽহং পশ্যতো হরেঃ।
বিহায় পৌরুষং রূপং প্রাপ্তঃ স্ত্রীত্বমনুত্তমম্ ॥ ৪৩ ॥
হরির্গৃহীত্বা বীণাং মে তথা কৃষ্ণাজিনং শুভম্।
আরুহ্য গগনং তূর্ণং জগাম স্বগৃহং ক্ষণাৎ ॥ ৪৪ ॥
ততোঽহং স্ত্রীত্বমাপন্নশ্চারুভূষণভূষিতঃ।
তৎক্ষণান্ মনসা জাতা পূর্ব্বদেহস্য বিস্মৃতিঃ ॥ ৪৫ ॥

(নারদস্য স্নানং প্রতি মনঃপ্রবর্ত্তনার্থং তৎপূর্ব্বং বিশ্রাম ইতি বোধয়ন্নাহ বিশ্রম্যেতি ॥ ৩৯—৪৩ ॥
জগামেতি। ক্ষণাৎ মম মজ্জনোন্মজ্জনয়োরবকাশক্ষণে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥

অনন্তর ভগবান্ হাস্য করিয়া আমার তর্জ্জনী ধারণ করিলেন এবং সেই সরোবরের পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিয়া আমাকে তাহার তীরদেশে লইয়া গেলেন। সুশীতল ছায়াবিশিষ্ট মনোহর তটদেশে উপবিষ্ট হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর ভগবান্ আমাকে বলিলেন, মুনিবর! ইহার বিমল জলে তুমি অগ্রে স্নান কর, তদনন্তর আমি এই পরম পবিত্র তড়াগে স্নান করিব। নারদ! দেখ দেখ! ইহার জল সাধুজনের চিত্তের ন্যায় কেমন নির্ম্মল? তাহাতে আবার পঙ্কজপংক্তির পরাগপুঞ্জে সুবাসিত হইয়া কেমন সৌগন্ধ ধারণ করিয়াছে ॥ ৩৮—৪০ ॥ ভগবান্ বাসুদেব আমাকে এই বাক্য বলিলে পর আমি বীণা ও মৃগাজিন পরিত্যাগ পূর্ব্বক হৃষ্ট হইয়া স্নানের অভিলাষে বারিরাশির সমীপস্থ তীরে গমন করিলাম। হস্তপাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক শিখাবন্ধন ও কুশগ্রহণ করিয়া আচমনান্তে শুচি হইয়া সেই জলে অবগাহন করিলাম। আমি স্নান করিতেছি, হরি আমারে নিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময় জলে নিমগ্ন হইয়া উন্মজ্জন করিয়া দেখি, আমি পুরুষ রূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনোহর স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৪১—৪৩ ॥ তখন হরি আমার মৃগচর্ম্ম ও বীণা গ্রহণ করিয়া গরুড়ে আরোহণ পূর্ব্বক আকাশপথে তৎক্ষণাৎ নিজগৃহে প্রত্যাগমন করি-

বিস্মৃতোঽসৌ জগন্নাথো মহতী বিস্মৃতা পুনঃ।
সম্প্রাপ্য মোহিনীরূপং তড়াগান্নির্গতো বহিঃ ॥ ৪৬ ॥
অপশ্যং নলিনীজুষ্টং সরস্তদ্বিমলোদকম্।
কিমেতদিতিমনসাকরবং বিস্ময়ং মুহুঃ ॥ ৪৭ ॥
এবং চিন্তয়মানস্য নারীরূপধরস্য মে।
সহসা দৃক্‌পথং প্রাপ্তস্তত্র তালধ্বজো নৃপঃ ॥ ৪৮ ॥
গজাশ্বরথবৃন্দৈশ্চ সংবৃতো রথসংস্থিতঃ।
যুবা ভূষণসংবীতো দেহবানিব মন্মথঃ ॥ ৪৯ ॥
বীক্ষ্য মাং ভূপতিস্তত্র দিব্যভূষণভূষিতাম্।
রাকাচন্দ্রমুখীং যোষাং বিস্ময়ং পরমং গতঃ ॥ ৫০ ॥
পপ্রচ্ছ কাসি কল্যাণি ! কস্য পুত্রী সুরস্য বা।
মানুষস্য চ বা কান্তে ! গন্ধর্ব্বস্যোরগস্য চ ॥ ৫১ ॥

বিস্মৃতো ময়েতি শেষঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥

সহসেতি। তালধ্বজাখ্যো রাজা সহসা দৃক্‌পথং প্রাপ্ত ইত্যপি ভগবতোঽঘটনঘটনা-পটীয়সীমায়াকৃতমিতি বোদ্ধব্যম্ ॥ ৪৮—৫০ ॥

অস্যা লোকাতীতরূপবত্ত্বাৎ সুরস্য বেতি প্রশ্নঃ ॥ ৫১ ॥

লেন ॥ ৪৪ ॥ আমি, সুচারুভূষণ সমূহে বিভূষিত নারীদেহ প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বদেহ বিস্মৃত হইলাম; আমার সেই মহতী বীণাকেও ভুলিলাম এবং দেবদেব জগন্নাথকেও বিস্মৃত হইয়া গেলাম। অনন্তর, সেই মনোমোহন রমণীরূপ ধারণ করিয়া তড়াগ হইতে নির্গত হইয়া নলিনকুলবিরাজিত নির্ম্মল জলপূরিত দিব্য এক সরোবর দর্শন করিলাম; তদ্দর্শনে একি ? মনে মনে বারংবার এইরূপ বিস্ময় জন্মিতে লাগিল ॥ ৪৫—৪৭ ॥ আমি নারীরূপ ধারণ করিয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছি; এমন সময়ে বহুতর গজ ও বাজিরাজি-সমন্বিত হইয়া তালধ্বজ নামক এক নরপতি রথে আরোহণ পূর্ব্বক সহসা আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৮ ॥ সেই রাজা মূর্ত্তিমান্ মন্মথের ন্যায়, তাঁহার অঙ্গসমূহ নানাবিধ আভরণে বিভূষিত, দেহে যৌবন কুসুম বিকসিত হইয়া তাঁহার দিব্য-দেহের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে ॥ ৪৯ ॥ নরপতি সেখানে আসিয়াই আমাকে দেখিতে পাইলেন; দিব্য আভরণে বিভূষিত আমার দেহ এবং পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আনন নিরীক্ষণ করিয়া রাজা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কল্যাণি ! তুমি কে ? তুমি মানবকন্যা ? অথবা নাগকন্যা ? কিম্বা গন্ধর্ব্বনন্দিনী অথবা কোনও দেবতার কন্যা ? তোমাকে রূপযৌবন সম্পন্না বালা দেখিতেছি, তুমি এখানে একাকিনী রহিয়াছ কেন ? সুলোচনে ! কোনও সৌভাগ্যবান্ পুরুষ কি তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন ? অথবা

একাকিনী কথং বালা রূপযৌবনভূষিতা ।
বিবাহিতাথ কন্যা বা সত্যং বদ সুলোচনে ! ॥ ৫২ ॥
কিং পশ্যসি সুকেশান্তে ! তড়াগেঽস্মিন্ সুমধ্যমে ! ।
চিকীর্ষিতং পিকালাপে ! ব্রূহি মন্মথমোহিনি ! ॥ ৫৩ ॥
ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগানরালাক্ষি ! ময়া সহ কৃশোদরি ! ।
বাঞ্ছিতান্ মনসা নূনং কৃত্বা মাং পতিমুত্তমম্ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে নারদস্য স্ত্রীরূপপ্রাপ্তিকথনং নাম অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একাকিনী অসহায়া ॥ ৫২ ॥
চিকীর্ষিতং মনোঽভিলষিতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥
অরালাক্ষি ! হে কুটিলনয়নে ! ॥ ৫৪ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

এখনও তোমার পাণিপীড়ন সম্পন্ন হয় নাই ; তাহা তুমি সত্য করিয়া বল ॥ ৫০—৫২ ॥ সুকেশিনি ! এই সরোবরে তুমি কি দেখিতেছ ; হে মন্মথমোহিনি ! তোমার মনের অভিলাষ কি বল । কুটিলনয়নে ! তোমার কোকিলের ন্যায় কণ্ঠস্বরে আমার মন মোহিত হইয়াছে, কৃশোদরি ! তুমি আমাকে পতিরূপে বরণ করিয়া আমার সহিত নানাবিধ অভিলষিত মনোরম ভোগ্য বস্তু উপভোগ কর ॥৫৩-৫৪॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে নারদের স্ত্রীরূপ প্রাপ্তি বর্ণন নামক অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।
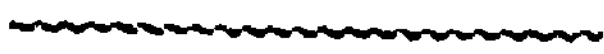
নারদ উবাচ।

ইত্যুক্তোঽহং তদা তেন রাজ্ঞা তালধ্বজেন চ।
বিমৃশ্য মনসাত্যর্থং তমুবাচ বিশাম্পতে!॥ ১॥
রাজন্নাহং বিজানামি পুত্রী কস্যেতি নিশ্চয়ম্।
পিতরৌ ক চ মে কেন স্থাপিতা চ সরোবরে॥ ২॥
কিং করোমি ক গচ্ছামি কথং মে সুকৃতং ভবেৎ।
নিরাধারাস্মি রাজেন্দ্র! চিন্তয়ামি চিকীর্ষিতম্॥ ৩॥
দৈবমেব পরং রাজন্নাস্ত্যত্র পৌরুষং মম।
ধর্ম্মজ্ঞোঽসি মহীপাল! যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৪॥
তবাধীনাস্ম্যহং ভূপ! ন মে কোঽপ্যস্তি পালকঃ।
ন পিতা ন চ মাতা চ ন স্থানং ন চ বান্ধবাঃ॥ ৫॥

ষট্‌ষষ্টিশ্লোকবর্গোক্ত স্ত্রীভাবং গমিতস্ত চ।
নারদস্ত পুনঃ সম্যক্ পৌরুষ্যপ্রাপ্তিরুচ্যতে॥

তালধ্বজসমাগমানন্তরং জাতং বৃত্তমাহ ইত্যুক্ত ইতি॥ ১॥
সুকৃতং কল্যাণম্॥ ৩—৫॥

নারদ কহিলেন, দ্বৈপায়ন! রাজা তালধ্বজ তখন আমাকে এইরূপ বলিলে পর, আমি মনে মনে অনেক বিবেচনা করিয়া বলিলাম রাজন্! আমি কাহার কন্যা তাহা আমি জানি না, এবং আমার পিতা মাতা যে কোথায় আছেন তাহাও আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না; এক ব্যক্তি আমাকে এই সরোবরে রাখিয়া তিনি কোথায় চলিয়া গিয়াছেন॥ ১—২॥ রাজেন্দ্র! আমি অনাথ ও নিরাশ্রয় হইয়াছি এক্ষণে কি করিব? কোথায় যাইব, কোন্ কার্য্য করিলে আমার কল্যাণ হইবে সেই বিষয়ের নিমিত্তই নিরন্তর চিন্তা করিতেছি॥ ৩॥ রাজন্! দৈবই বলবান্ এই বিষয়ে আমার কিছুমাত্র প্রভুতা নাই, আপনি ধর্ম্মজ্ঞ ও রাজা, এক্ষণে আপনার যাহা অভিপ্রায় হয় আপনি তাহাই করুন॥ ৪॥ নৃপবর! আমার প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত মাতা পিতা অথবা বন্ধু বান্ধব কেহই নাই এবং অন্য কোন আশ্রয়স্থানও নাই; অতএব আমি এক্ষণে আপনারই অধীন হইলাম॥ ৫॥

ইত্যুক্তোঽসৌ ময়া রাজা বভূব মদনাতুরঃ ।
মাং নিরীক্ষ্য বিশালাক্ষীং সেবকানিত্যুবাচ হ ॥ ৬ ॥
নরযানমানয়ধ্বং চতুর্বাহ্যং মনোহরম্ ।
আরোহণার্থমস্যাশু কৌশেয়াম্বরবেষ্টিতম্ ॥ ৭ ॥
মৃদ্বাস্তরণসংযুক্তং মুক্তাজালবিভূষিতম্ ।
চতুরস্রং বিশালঞ্চ সুবর্ণরচিতং শুভম্ ॥ ৮ ॥
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ভৃত্যাঃ সত্বরগামিনঃ ।
আনিন্যুঃ শিবিকাং দিব্যাং মদর্থে বস্ত্রবেষ্টিতাম্ ॥ ৯ ॥
আরূঢ়াহং তদা তস্যাং তস্য প্রিয়চিকীর্ষয়া ।
মুদিতোঽসৌ গৃহে নীত্বা মাং তদা পৃথিবীপতিঃ ॥ ১০ ॥
বিবাহবিধিনা রাজা শুভে লগ্নে শুভে দিনে ।
উপযেমে চ মাং তত্র হুতভুক্‌সন্নিধৌ ততঃ ॥ ১১ ॥
তস্যাহং বল্লভা জাতা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী ।
সৌভাগ্যসুন্দরীত্যেবং নাম তত্র কৃতং মম ॥ ১২ ॥
রমমাণো ময়া সার্দ্ধং সুখমাপ মহীপতিঃ ।
নানাভোগবিলাসৈশ্চ কামশাস্ত্রোদিতৈস্তথা ॥ ১৩ ॥

(মদনাতুর ইতি । বিশালাক্ষীমিত্যুপলক্ষণং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীং যুবরাজস্তোপভোগযোগ্যা-মিত্যর্থঃ ॥ ৬—৯ ॥
ধর্ম্মপত্নীং তাং চকারেত্যত আহ বিবাহবিধিনেতি ॥ ১০ ॥
ন কেবলং সহধর্ম্মিণী অপি চ প্রেয়সীত্যত আহ প্রাণেভ্যোঽপীতি ॥ ১১—১৬ ॥)

আমি রাজাকে এই বাক্য বলিলে পর আমার বদন কমল নিরীক্ষণ করিয়া রাজার মন মন্মথশরে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তখন তিনি অনুচরগণকে কহিলেন, তোমারা ইঁহার আরোহণের নিমিত্ত কৌষের বসন বেষ্টিত, মৃদু আস্তরণ সম্বলিত, মুক্তাজালে সুশোভিত সুবর্ণগুণ-বিজড়িত চতুরস্র ও বিস্তৃত চতুর্জনবাহ্য মনোহর নরযান শীঘ্র আনয়ন কর ॥ ৬—৮ ॥ রাজার বচন শ্রবণমাত্র ভৃত্যগণ সত্বর গমনপূর্ব্বক আমার নিমিত্ত বসন-বেষ্টিত অতি মনোহর নরযান আনয়ন করিল ॥ ৯ ॥ আমি রাজার প্রিয়সাধন কামনায় তাহাতে আরোহণ করিলাম ; রাজাও প্রমোদিত হইয়া আমাকে গৃহে লইয়া গিয়া বিবাহের বিধি অনুসারে শুভদিনে শুভলগ্নে হুতাশন সন্নিধানে আমার পাণিপীড়ন করিলেন ॥ ১০—১১ ॥ আমি তাঁহার প্রাণ হইতেও গরীয়সী প্রেয়সী হইলাম, রাজা আদরপূর্ব্বক আমার সৌভাগ্যসুন্দরী এই নাম রাখিয়া দিলেন ॥ ১২ ॥ সেই নরপতি কাম-শাস্ত্রোক্ত নানা প্রকার ভোগবিলাস সহকারে আমার সহিত বিবিধপ্রকার বিহার ও ক্রীড়া

রাজকার্য্যাণি সংত্যজ্য ক্রীড়াসক্তো দিবানিশম্।
নাসৌ বিবেদ গচ্ছন্তং কালং কামকলারতঃ ॥ ১৪ ॥
উদ্যানেষু চ রম্যেষু বাপীষু চ গৃহেষু চ ॥।
হর্ম্ম্যেষু বরশৈলেষু দীর্ঘিকাসু বরাসু চ ॥ ১৫ ॥
বারুণীমদমত্তোঽসৌ বিহরন্ কাননে শুভে।
বিসৃজ্য সর্ব্বকার্য্যাণি মদধীনো বভূব হ ॥ ১৬ ॥
ব্যাসাহং তেন সংসক্তা ক্রীড়ারসবশীকৃতা।
স্মৃতবান্ পূর্ব্বদেহং ন পুংভাবং মুনিজন্ম চ ॥ ১৭ ॥
মমৈবায়ং পতির্যোষাহং পত্নীষু প্রিয়া সতী।
পট্টরাজ্ঞী বিলাসজ্ঞা সফলং জীবিতং মম ॥ ১৮ ॥
ইতি চিন্তয়তী তস্মিন্ প্রেমবদ্ধা দিবানিশম্।
ক্রীড়াসক্তা সুখে লুব্ধা তং স্থিতা বশবর্ত্তিনী ॥ ১৯ ॥
বিস্মৃতং ব্রহ্মবিজ্ঞানং ব্রহ্মজ্ঞানঞ্চ শাশ্বতম্।
ধর্ম্মশাস্ত্রপরিজ্ঞানং তদাসক্তমনাঃ স্থিতা ॥ ২০ ॥

পূর্ব্বদেহং পুংভাবং মুনিজন্ম চ ন স্মৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥
পত্নীষস্যাঃপত্নীষু মধ্যে প্রিয়া সত্যহমেবাস্য যোষা নান্যেত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥
ব্রহ্মবিজ্ঞানমিতি। অনেন চ ব্রহ্মবিজ্ঞানে জাতেঽপি পুনঃ সংস্কাররূপেণ দগ্ধবীজবৎ স্থিতস্যাবরণশক্তিরূপস্যাজ্ঞানস্য মায়াবলাৎ প্রাদুর্ভাবোঽস্মিন্নেব জন্মনি ভবতীতি বোধিতম্।

করিয়া প্রমোদ এবং নানা প্রকার সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥১৩॥ তখন তিনি রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্রই আমার সহিত কামক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া রহিলেন। সেই মহীপাল কামকলায় এরূপ নিরত হইয়াছিলেন যে বহুকাল বিগত হইলেও তিনি তাহা জানিতে পারিলেন না ॥ ১৪ ॥ তিনি বারুণী মদিরা পান করিয়া রাজকার্য্য বিসর্জ্জন দিয়া মনোরম উদ্যান, সুরম্য দীর্ঘিকা, মনোহর হর্ম্ম্য, সুশোভন গৃহ, রমণীয় শৈল, স্পৃহণীয় কানন এই সকল স্থলে বিহার করিতে করিতে সম্পূর্ণরূপে আমার অধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন ॥ ১৫-১৬ ॥ দ্বৈপায়ন! সেই রাজার সহিত ক্রীড়ারসে নিরন্তর আসক্ত ও তাঁহারই বশীভূত থাকিয়া আমার পূর্ব্বদেহ, পুরুষভাব, অথবা মুনিজন্ম কিছুই স্মরণ হইল না ॥ ১৭ ॥ এই রাজা আমার প্রতি অনুরক্ত, সকল পত্নীগণের মধ্যে আমিই তাহার প্রিয়তমা, নিয়তই তিনি আমাতেই নিরত হইয়া থাকেন, আমিই তাঁহার বিলাসিনী পাটরাণী এইরূপ চিন্তা করিয়া দিবারাত্র তাঁহার প্রেমে আবদ্ধ এবং সুখলাভের নিমিত্ত তাঁহারই বশবর্ত্তিনী থাকিয়া নিরন্তর ক্রীড়ায় আসক্ত থাকিলাম। ফলতঃ তাহাতে আমার মানস একান্ত আসক্ত

এবং বিহরতস্তত্র বর্ষাণি দ্বাদশৈব তু।
গতানি ক্ষণবৎ কামক্রীড়াসক্তস্য মে মুনে! ॥ ২১ ॥
জাতা গর্ভবতী চাহং মুদং প্রাপ নৃপস্তদা।
কারয়ামাস বিধিবদ্ গর্ভসংস্কারকর্ম্ম চ ॥ ২২ ॥
অপৃচ্ছদ্দোহদং রাজা প্রীণয়ন্ মাং পুনঃপুনঃ।
নাঽব্রবং লজ্জমানাহং নৃপং প্রীতমনা ভৃশম্ ॥ ২৩ ॥
সম্পূর্ণে দশমে মাসি পুত্রো জাতস্ততো মম।
শুভেঽহ্নি গ্রহনক্ষত্রলগ্নতারাবলান্বিতে ॥ ২৪ ॥
বভূব নৃপতের্গেহে পুত্রজন্মমহোৎসবঃ।
রাজা পরমসন্তুষ্টো বভূব সুতজন্মতঃ ॥ ২৫ ॥
সূতকান্তে সুতং বীক্ষ্য রাজা মুদমবাপ হ।
অহং ভূমিপতেশ্চাসং প্রিয়া ভার্য্যা পরন্তপ! ॥ ২৬ ॥
ততো বর্ষদ্বয়ান্তে বৈ পুনর্গর্ভো ময়া ধৃতঃ।
দ্বিতীয়স্তু সুতো জাতঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতঃ ॥ ২৭ ॥

এতাদৃশমহো মায়াবলমিতি ভাবঃ। নম্ন ব্রহ্মজ্ঞানে জাতেঽপি পুনরজ্ঞানস্তোদ্ভবে ব্রহ্মজ্ঞানং নিরর্থকমেবেতি চেন্ন। সকৃদ্ব্রহ্মজ্ঞানেন দগ্ধস্যাজ্ঞানস্য সংস্কাররূপেণ দগ্ধবীজবৎস্থিতস্য তস্মিন্নেব দেহে প্রাদুর্ভাবেঽপি তস্য জন্মান্তরদায়কত্বাভাবাদ্ ব্রহ্মজ্ঞানসার্থকত্বসিদ্ধেঃ। তীর্থে শ্বপচগৃহে বা নষ্টস্মৃতিরপি ত্যজন্ প্রাণান্ জ্ঞানসমকালমেব কৈবল্যং যাতি। হত-শোক ইতি পরমার্থসারে পতঞ্জল্যুক্তেরিতি ॥ ২০—২২ ॥

দোহদং গর্ভিণীমনোরথম্ ॥ ২৩—২৮ ॥

হইয়া রহিল, শাশ্বত ব্রহ্মজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞান সকলই বিস্মৃত হইয়াছিলাম ॥ ১৮—২০ ॥ মুনিবর! এইরূপে কামক্রীড়ায় আসক্ত থাকিয়া নানাবিধরূপে বিহার করিতে করিতে দ্বাদশ বৎসর ক্ষণকালের ন্যায় অতীত হইয়া গেল, কিন্তু আমি তাহার কিছুই জানিতে পারিলাম না। তদনন্তর আমি গর্ভবতী হইলাম, তদ্দর্শনে নরপতি অতিশয় হৃষ্ট হইয়া আমার গর্ভ-সংস্কারক্রিয়া সমস্তই সম্পাদন করিলেন ॥ ২১—২২ ॥ রাজা আমার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিয়া সর্ব্বদাই গর্ভদোহদের নিমিত্ত অভিলষণীয় দ্রব্যের কথা পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেন; আমি তাহাতে অত্যন্ত লজ্জিতা হইতাম, তাহাতে নরপতি আরও প্রীতিমান্ হইয়া উঠিতেন ॥২৩॥ এইরূপে দশমাস পরিপূর্ণ হইলে শুভগ্রহ, শুভনক্ষত্র, শুভবার ও শুভতারাবল সমন্বিত শুভ দিবসে আমি এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলাম, রাজা পুত্র জন্মিল বলিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং পুত্রজন্ম-নিবন্ধন মহামহোৎসব আরম্ভ করিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥ বৈপায়ন! জাতাশৌচ গত হইলে রাজা পুত্রমুখ দর্শন করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন, তদনন্তর আমি

সুধন্বেতি সুতস্যাথ নাম চক্রে নৃপস্তদা।
বীরবর্ম্মেতি জ্যেষ্ঠস্য ব্রাহ্মণৈঃ প্রেরিতস্ত্বয়ম্ ॥ ২৮ ॥
এবং দ্বাদশপুত্রাশ্চ প্রসূতা ভূপসম্মতাঃ।
মোহিতোঽহং তদা তেষাং প্রীত্যা পালনলালনে ॥ ২৯ ॥
পুনরষ্ট সুতাঃ কালে কালে জাতাঃ স্বরূপিণঃ।
গার্হস্থ্যং মে ততঃ পূর্ণং সম্পন্নং সুখসাধনম্ ॥ ৩০ ॥
তেষাং দারক্রিয়াঃ কালে কৃতা রাজ্ঞা যথোচিতাঃ।
স্নুষাভিশ্চ তথা পুত্রৈঃ পরিবারো মহানভূৎ ॥ ৩১ ॥
ততঃ পৌত্রাদিসম্ভূতাস্তেঽপি ক্রীড়ারসান্বিতাঃ।
আসন্নানারসোপেতা মোহবৃদ্ধিকরা ভৃশম্ ॥ ৩২ ॥
কদাচিৎ সুখমৈশ্বর্য্যং কদাচিদ্দুঃখমদ্ভুতম্।
পুত্রেষু রোগজনিতং দেহসন্তাপকারকম্ ॥ ৩৩ ॥
পরস্পরং কদাচিত্তু বিরোধোঽভূৎ সুদারুণঃ।
পুত্রাণাং বা বধূনাঞ্চ তেন সন্তাপসম্ভবঃ ॥ ৩৪ ॥

(মোহাধিক্যে পুত্রবৃদ্ধিরূপং কারণং প্রকটয়ন্নাহ। এবং দ্বাদশপুত্রাশ্চেতি ॥ ২৯—৩২ ॥ ইদানীং সন্তাপকারণঞ্চাহ পুত্রেষু রোগজনিতমিতি ॥ ৩৩—৩৮ ॥)

সেই মহীপালের প্রিয়তমা ভার্য্যা হইয়া রহিলাম ॥২৬॥ তার পর দুই বৎসর পরেই পুনর্ব্বার আমার গর্ভের সঞ্চার হইল। তাহাতেও সর্ব্ববিধ লক্ষণ সংযুক্ত দ্বিতীয় পুত্র প্রসব করিলাম ॥ ২৭ ॥ রাজা দ্বিতীয় পুত্রের নাম সুধন্বা রাখিলেন, আর ব্রাহ্মণগণের আদেশে জ্যেষ্ঠপুত্রের বীরবর্ম্মা নাম রাখিয়া দিলেন ॥ ২৮ ॥ এইরূপে ক্রমে ক্রমে রাজার সুসম্মত দ্বাদশটি পুত্র প্রসব করিয়া তখন তাহাদের লালন পালনেই মোহিত হইয়া থাকিলাম ॥২৯॥ তার পর ক্রমে ক্রমে আর আটটি পুত্র আমার গর্ভেই উৎপন্ন হইল; এইরূপে আমার সুখ সম্পন্ন গৃহস্থলী সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৩০ ॥ রাজা যথাকালে সেই পুত্র সকলের যথোচিতরূপে বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিলেন, তাহাতে পুত্রবধূ ও পুত্রসমূহ দ্বারা আমার পরিবার অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া উঠিল ॥৩১॥ তদনন্তর আমার কতকগুলি পৌত্র হইল, তাহারা নানাবিধ ক্রীড়ারসে আমার মনোমোহ আরও বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল ॥ ৩২ ॥ এইরূপে কখন সুখ ও ঐশ্বর্য্য এবং কখনও পুত্রগণের রোগজনিত আশ্চর্য্যজনক দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলাম, তাহাতে আমার দেহ অত্যন্ত সন্তপ্ত হইতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥ কখন পুত্রগণের পরস্পর ঘোরতর বিরোধ, কখন পুত্রবধূগণের পরস্পর দারুণ কলহ, এই সকল

সুখদুঃখাত্মকে ঘোরে মিথ্যাচারকরে ভৃশম্ ।
সঙ্কল্পজনিতে ক্ষুদ্রে মগ্নোঽহং মুনিসত্তম ! ॥ ৩৫ ॥
বিস্মৃতং পূর্ব্ববিজ্ঞানং শাস্ত্রজ্ঞানং তথাগতম্ ।
যোষাভাবে বিলীনোঽহং গৃহকার্য্যেষু সর্ব্বথা ॥ ৩৬ ॥
অহঙ্কারস্তু সঞ্জাতো ভৃশং মোহবিবর্দ্ধকঃ ।
এতে মে বলিনঃ পুত্ত্রাঃ স্নুষাঃ স্বকুলসম্ভবাঃ ॥ ৩৭ ॥
এতে পুত্ত্রাঃ সুসম্বদ্ধাঃ ক্রীড়ন্তি মম বেশ্মসু ।
ধন্যাহং খলু নারীণাং সংসারেঽস্মিন্নহো ভৃশম ॥ ৩৮ ॥
নারদোঽহং ভগবতা বঞ্চিতো মায়য়া কিল ।
ন কদাচিৎ ময়াপ্যেবং চিন্তিতং মনসা কিল ॥ ৩৯ ॥
রাজপত্নী শুভাচারা বহুপুত্ত্রা পতিব্রতা ।
ধন্যাহং কিল সংসারে কৃষ্ণৈবং মোহিতস্ত্বহম্ ॥ ৪০ ॥
অথ কশ্চিন্ নৃপঃ কামং দূরদেশাধিপো মহান্ ।
অরাতিভাবমাপন্নঃ পতিনা সহ মানদ ! ॥ ৪১ ॥
কৃত্বা সৈন্যসমাযোগং রথৈশ্চ বারণৈর্যুতম্ ।
আজগাম কান্যকুব্জে পুরে যুদ্ধমচিন্তয়ৎ ॥ ৪২ ॥

অহং নারদো ভগবতা মায়য়া বঞ্চি[illegible]ঽস্মীতি ময়া মনসা ন কদাপি চিন্তিতমেতাদৃশং মায়াবলং প্রবলমিতি ভাবঃ ॥ ৩৯—৪৩ ॥

দুর্ঘটনা দ্বারা আমার মানসে দারুণ সন্তাপ জন্মিতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥ মুনিসত্তম ! আমি সুখ-দুঃখাত্মক মিথ্যাচারময় সংকল্পজনিত এইরূপ তুচ্ছতর মায়ার সঙ্কটসাগরে নিমগ্ন অতএব পূর্ব্ববিজ্ঞান ও সেই শাস্ত্রজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া নারীভাবে গৃহকার্য্যেই নিরত হইয়া থাকিলাম ॥ ৩৫—৩৬ ॥ আমার এতগুলি পুত্রবধূ হইয়াছে, এই বলবান্ পুত্র সকল একত্র মিলিত হইয়া মদীয় গৃহে ক্রীড়া করিতেছে, অহো ! এই সংসারে আমি নারীগণের মধ্যে ধন্যা ও পুণ্যবতী হইয়াছি তখন আমার এইরূপ মোহবর্দ্ধক অহঙ্কারও জন্মিয়াছিল ॥৩৭-৩৮॥ আমি নারদ, ভগবান্ আমাকে মায়া দ্বারা বঞ্চনা করিয়াছেন, এইরূপ ভাব আমার মনোমধ্যে কখনই উদয় হয় নাই ॥ ৩৯ ॥ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ! আমি সদাচারনিরতা রাজপত্নী ও পতিব্রতা, আমার এতগুলি পুত্র পৌত্র জন্মিয়াছে, আমি এই সংসারে ধন্যা, এই প্রকারে ঐশ্বর্য্যাদি চিন্তা করিয়াই আমি মায়া দ্বারা বিমোহিত হইয়া কালযাপন করিয়াছিলাম ॥ ৪০ ॥

অনন্তর, দূরদেশের অধিপতি কোন এক মহান্ নরপতি, আমার পতির সহিত বদ্ধবৈর হইয়া যুদ্ধের নিমিত্ত রথ ও বারণাদি চতুরঙ্গিণী সেনার সহিত কান্যকুব্জ নগরে আগমন করি-

বেষ্টিতং নগরং তেন রাজ্ঞা সৈন্যযুতেন চ।
মম পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ নির্গতা নগরাত্তদা॥ ৪৩॥
সংগ্রামস্তুমুলস্তত্র কৃতস্তৈস্তেন পুত্রকৈঃ।
হতা রণে সুতাঃ সর্ব্বে বৈরিণা কালযোগতঃ॥ ৪৪॥
রাজা ভগ্নস্তু সংগ্রামাদাগতঃ স্বগৃহং পুনঃ।
শ্রুতং ময়া মৃতাঃ পুত্রাঃ সংগ্রামে ভৃশদারুণে॥ ৪৫॥
স হত্বা মে সুতান্ পৌত্রান্ গতো রাজা বলান্বিতঃ।
ক্রন্দমানা হ্যহং তত্র গতা সমরমণ্ডলে॥ ৪৬॥
দৃষ্ট্বা তান্ পতিতান্ পুত্রান্ পৌত্রাংশ্চ দুঃখপীড়িতান্।
বিললাপাহমায়ুষ্মঞ্ছোকসাগরসংপ্লবে॥ ৪৭॥
হা পুত্রাঃ ক্ব গতা মেঽদ্য হা হতাস্মি দুরাত্মনা।
দৈবেনাতিবলিষ্ঠেন দুর্ব্বারেণাতিতাপিনা॥ ৪৮॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র ভগবান্ মধুসূদনঃ।
কৃত্বা রূপং দ্বিজস্যাগাদ্ বৃদ্ধঃ পরমশোভনঃ॥ ৪৯॥
সুবাসা বেদবিৎ কামং মৎসমীপং সমাগতঃ।
মামুবাচাতিদীনাং স ক্রন্দমানাং রণাজিরে॥ ৫০॥

(তেন রাজ্ঞা তৈঃ পুত্রকৈঃ সংগ্রামঃ কৃত ইত্যন্বয়ঃ॥ ৪৪—৪৬॥
দুঃখৈর্বৈরিকৃতপ্রহারাদিজনিতৈঃ পীড়িতান্ নিহতানিত্যর্থঃ॥ ৪৭—৪৯॥
কামং পর্য্যাপ্তং যথা তথেত্যর্থঃ॥ ৫০॥

লেন॥৪১-৪২॥ সেই রাজা সৈন্য দ্বারা নগর বেষ্টন করিলে আমার পুত্র ও পৌত্রগণ নগর হইতে বহির্গত হইয়া রণস্থলে গমন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ করিল, কিন্তু কালবশে বৈরিগণ আমার সকল পুত্রগুলিকেই নিহত করিল॥৪৩-৪৪॥ রাজা রণে ভঙ্গ দিয়া নিজগৃহে আগমন করিলেন। তার পর আমি শুনিলাম যে, আমার সমস্ত পুত্রগুলিই সেই ভীষণ সংগ্রামে নিহত হইয়াছে। সেই বলবান্ রাজা আমার পুত্র পৌত্রগণকে নিহত করিয়া স্বীয় সৈন্যগণের সহিত নিজ নগরে গমন করিয়াছেন। তখন আমি কাঁদিতে কাঁদিতে সেই সংগ্রাম স্থলে সত্বর যাইয়া উপস্থিত হইলাম॥ ৪৫—৪৬॥ আয়ুষ্মন্! আমি সেই দারুণ দুঃখপীড়িত পুত্র ও পৌত্রগণকে ভূমিতলে নিপতিত দেখিয়া শোকসাগরে নিমগ্ন হইলাম এবং উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলাম॥ ৪৭॥ হা পুত্রগণ! তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে, হায়! অত্যন্ত বলবান্, অতিশয় সন্তাপদায়ক ও দুর্নিবার, দুরাত্মা দৈব আজ আমাকে নিহত করিল॥ ৪৮॥

ব্রাহ্মণ উবাচ।

কিং বিষীদসি তন্বঙ্গি! ভ্রমোঽয়ং প্রকটীকৃতঃ।
মোহেন কোকিলালাপে! পতিপুত্রগৃহাত্মকে ॥ ৫১ ॥
কা ত্বং কস্যাঃ সুতাঃ কেঽমী চিন্তয়াত্মগতিং পরাম্।
উত্তিষ্ঠ রোদনং ত্যক্ত্বা স্বস্থা ভব সুলোচনে! ॥ ৫২ ॥
স্নানঞ্চ তিলদানঞ্চ পুত্রাণাং কুরু কামিনি!।
পরলোকগতানাঞ্চ মর্য্যাদারক্ষণায় বৈ ॥ ৫৩ ॥
কর্ত্তব্যং সর্ব্বথা তীর্থে স্নানন্তু ন গৃহে ক্বচিৎ।
মৃতানাং কিল বন্ধূনাং ধর্ম্মশাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ ॥ ৫৪ ॥

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তেন বিপ্রেণ বৃদ্ধেন প্রতিবোধিতা।
উত্থিতাহং নৃপেণাথ যুক্তা বন্ধুভিরাবৃতা ॥ ৫৫ ॥
অগ্রতো দ্বিজরূপেণ ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
চলিতাহং ততস্তূর্ণং তীর্থং পরমপাবনম্ ॥ ৫৬ ॥

পতিপুত্রগৃহাত্মকে ইতিসম্বোধনং তদাত্মকে সংসারে ইতি শেষো বা ॥ ৫১ ॥
পরাং দুঃখনিবৃত্তিরূপামুত্তমামাত্মগতিং চিন্তয় অন্বিষ্যেত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥
অগ্রত ইতি। ভগবান্ দ্বিজরূপেণ উপলক্ষিতঃ সন্ চলিত ইতি শেষঃ ॥ ৫৩—৫৭ ॥)

এই সময়ে ভগবান্ মধুসূদন, সুশোভন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক সেই স্থানে আমার নিকট আগমন করিলেন। তাঁহার বসন পবিত্র ও মনোজ্ঞ; তাঁহাকে বেদজ্ঞ বলিয়া বোধ হইল। আমাকে রণাঙ্গনে দীনভাবে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া কহিলেন, দেবি! তোমার আলাপ কোকিলতুল্য তোমাকে পতিপুত্রবতী ও সমৃদ্ধশালিনী গৃহস্বামিনী বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু তুমি জানিও যে এ সকল কেবল মোহজনিত ভ্রমমাত্র, তুমি কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ? কি জন্যই বা বিষণ্ণ হইতেছ? সুলোচনে! ভাবিয়া দেখ তুমি কে? এই পুত্রগণই বা কাহার? আপনার উত্তমগতি কিসে হইবে তাহাই তুমি চিন্তা কর, এক্ষণে রোদন পরিত্যাগপূর্ব্বক উঠিয়া বসিয়া সুস্থ হও ॥ ৪৯—৫২ ॥ দেবি! পরলোক গত পুত্রগণের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত তাহাদিগকে জল ও তিলদান কর ॥ ৫৩ ॥ মৃত ব্যক্তিদিগের বন্ধুগণের তীর্থ স্নানই কর্ত্তব্য গৃহে স্নান কদাচই উচিত নহে, ইহাই ধর্ম্মের স্থির নিশ্চয় জানিবে ॥ ৫৪ ॥

নারদ কহিলেন, দ্বৈপায়ন! সেই বৃদ্ধ বিপ্রবর এইরূপ বুঝাইলে পর আমি এবং রাজা বন্ধুগণে পরিবৃত হইয়া গাত্রোত্থান করিলাম ॥ ৫৫ ॥ দ্বিজরূপধারী ভূতভাবন ভগবান্ মধু-

হরির্মাং কৃপয়া তত্র পুংতীর্থে সরসি প্রভুঃ।
নীত্বাহ ভগবান্ বিষ্ণুর্দ্বিজরূপী জনার্দ্দনঃ ॥ ৫৭ ॥
স্নানং কুরু তড়াগেঽস্মিন্ পাবনে গজগামিনি !।
ত্যজ শোকং ক্রিয়াকালঃ পুত্রাণাঞ্চ নিরর্থকম্ ॥ ৫৮ ॥
কোটিশস্তে মৃতাঃ পুত্রা জন্মজন্মসমুদ্ভবাঃ।
পিতরঃ পতয়শ্চৈব ভ্রাতরো জাময়স্তথা ॥ ৫৯ ॥
কেষাং দুঃখং ত্বয়া কার্য্যং ভ্রমেঽস্মিন্ মানসোদ্ভবে।
বিতথে স্বপ্নসদৃশে তাপদে দেহিনামিহ ॥ ৬০ ॥

নারদ উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা তীর্থে পুরুষসংজ্ঞকে।
প্রবিষ্টা স্নাতুকামাহং প্রেরিতা তত্র বিষ্ণুনা ॥ ৬১ ॥
মজ্জনাদেব তীর্থেষু পুমাঞ্জাতঃ ক্ষণাদপি।
হরির্বীণাং করে কৃত্বা স্থিতস্তীরে স্বদেহবান্ ॥ ৬২ ॥
উন্মজ্য চ ময়া তীরে দৃষ্টঃ কমললোচনঃ।
প্রত্যভিজ্ঞা তদা জাতা মম চিত্তে দ্বিজোত্তম ! ॥ ৬৩ ॥

শোকং নিরর্থকং ত্যজ অয়ং পুত্রাণাং ক্রিয়াকালোঽস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৮—৬৫ ॥

সূদন অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন, আমি সত্বর হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই পরম পবিত্র তীর্থে গমন করিতে লাগিলাম ॥ ৫৬ ॥ দ্বিজরূপধারী জনার্দ্দন ভগবান্ হরি আমাকে সেই পুংতীর্থ নামক সরোবরে লইয়া গিয়া কৃপা প্রকাশপূর্ব্বক কহিলেন, গজেন্দ্রগামিনি ! তুমি এই পরম পবিত্র তড়াগ জলে স্নান কর, নিরর্থক শোক পরিত্যাগ কর, এক্ষণে তোমার পুত্রগণের ক্রিয়াকাল উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৫৭—৫৮ ॥ তুমি ভাবিয়া দেখ জন্মজন্মান্তরে তোমার কোটি কোটি পুত্র কন্যা উৎপন্ন হইয়াছে এবং কোটি কোটি পুত্র কন্যা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে এবং কোটি কোটি পিতা পতি ও ভ্রাতা প্রাপ্ত হইয়াছ, আবার তাহাদিগকে হারাইয়াছ, দেবি ! বল দেখি ইহাদের মধ্যে কাহাদের নিমিত্ত তুমি এক্ষণে দুঃখ করিবে ? তবে ইহা কেবল মনোজাত ভ্রম মাত্র, এই সংসার মোহময়, ইন্দ্রজালের ন্যায় মিথ্যা ও স্বপ্ন সদৃশ, ইহা দ্বারা দেহিগণের সন্তাপমাত্রই জন্মিয়া থাকে ॥৫৯-৬০॥

নারদ কহিলেন, আমি তাঁহার বাক্য শুনিয়া এবং সেই বিষ্ণু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্নান করিবার বাসনায় সেই পুং-তীর্থ জলে প্রবিষ্ট হইলাম, তখন নিমগ্ন হইয়া উন্মজ্জন করিয়া দেখি, ক্ষণমধ্যেই আমি পুরুষ হইয়াছি, নিজদেহধারী ভগবান্ হরি, করে বীণা ধারণ করিয়া তীরে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ॥ ৬১—৬২ ॥ হে দ্বিজোত্তম ! আমি

সঞ্চিন্তিতং ময়া তত্র নারদোঽহমিহাগতঃ ।
হরিণা সহ স্ত্রীভাবং প্রাপ্তো মায়াবিমোহিতঃ ॥ ৬৪ ॥
ইতি চিন্তাপরশ্চাহং যদা জাতস্তদা হরিঃ ।
মামাহ নারদাগচ্ছ কিং করোষি জলে স্থিতঃ ॥ ৬৫ ॥
বিস্মিতোঽহং তদা স্মৃত্বা স্ত্রীভাবং দারুণং ভৃশম্ ।
পুনঃ পুরুষভাবঞ্চ সম্পন্নঃ কেন হেতুনা ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে স্ত্রীভাবপ্রাপ্তনারদস্য পুনঃ পুরুষভাবপ্রাপ্তিবর্ণনং নাম ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

কেন হেতুনেতি বিস্মৃত ইত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৯॥

উন্মগ্ন হইয়া যখন তীরস্থিত কমললোচন কৃষ্ণকে অবলোকন করিলাম তখনই আমার চিত্তে প্রত্যভিজ্ঞানের উদয় হইল ॥ ৬৩ ॥ তখন চিন্তা করিলাম আমি নারদ এই স্থানে আসিয়াছি এবং হরিকর্ত্তৃক মায়ায় মোহিত হইয়া স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম ॥ ৬৪ ॥ আমি যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছি, তখন ভগবান্ হরি আমাকে কহিলেন, নারদ! উঠিয়া আইস জলে অবস্থিত হইয়া কি করিতেছ? ॥ ৬৫ ॥ আমি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া আমার নিদারুণ স্ত্রীস্বভাব স্মরণ করিয়া পুনর্ব্বার কি হেতু পুরুষভাব প্রাপ্ত হইলাম তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম ॥ ৬৬ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে নারদের পুনঃ পুরুষভাবপ্রাপ্তি নামক ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

মাং দৃষ্ট্বা নারদং বিপ্রং বিস্মিতোঽসৌ মহীপতিঃ।
ক্ব গতা মম ভার্য্যা সা কুতোঽয়ং মুনিসত্তমঃ॥ ১॥
বিললাপ নৃপস্তত্র হা প্রিয়েতি মুহুর্মুহুঃ।
ক্ব গতা মাং পরিত্যজ্য বিলপন্তং বিয়োগিনম্॥ ২॥
বিনা ত্বাং বিপুলশ্রোণি! বৃথা মে জীবিতং গৃহম্।
রাজ্যং কমলপত্রাক্ষি! কিং করোমি শুচিস্মিতে!॥ ৩॥
ন প্রাণা মে বহির্যান্তি বিরহেণ তবাধুনা।
গতো বৈ প্রীতিধর্ম্মস্তু ত্বামৃতে প্রাণধারণাৎ॥ ৪॥

ত্র্যধিকৈশ্চৈব পঞ্চাশৎপদ্যৈরথ হরিঃ স্বয়ম্।
নারদায় মহামায়ামহিমানং বদত্যপি॥

নারদস্য পুরুষভাবপ্রাপ্ত্যুত্তরং জাতং বৃত্তমাহ মাং দৃষ্ট্বেতি॥ ১—৩॥
তব বিরহেণ যদি প্রাণা বহির্নির্গচ্ছন্তি তদপি বরম্ পরন্তু তেঽপি বহির্ন নির্গচ্ছন্তীত্যাহ ন প্রাণা ইতি। প্রাণধারণাৎ প্রাণধারণং ব্যাপ্য যাবজ্জীবমিত্যর্থঃ। ত্বামৃতে প্রীতিধর্ম্মো গত উচ্ছিন্ন ইত্যর্থঃ। ইতঃপরং যাবজ্জীবং কুত্রাপি প্রীতির্ন স্যাদ্ভবতীত্যর্থঃ॥ ৪॥

নারদ কহিলেন, মুনিবর! সেই সলিল মধ্যে রমণীরূপে নিমগ্ন হইয়া বিপ্রবর নারদ রূপে উত্থিত হইলাম দেখিয়া সেই মহীপতি অত্যন্ত বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমার সেই প্রিয়তমা ভার্য্যা কোথায় গেল এবং মুনিসত্তম নারদই বা সহসা কোথা হইতে উপস্থিত হইলেন॥১॥ রাজা প্রিয়তমা ভার্য্যারে দেখিতে না পাইয়া হা প্রিয়ে! আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় গেলে? আমি তোমার বিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেছি, সত্বর আসিয়া আমাকে দর্শন দাও এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিতে লাগিলেন॥ ২॥ তিনি কান্তার বিরহে অতিশয় কাতর হইয়া কহিতে লাগিলেন, কমলনয়নে! তোমা ব্যতিরেকে আমার জীবন এবং রাজ্যাদি বিফল; হে শুচিস্মিতে! তোমার অভাবে আমার গৃহ সমস্তই শূন্যময়; অয়ি পৃথুশ্রোণি! তোমার বিরহে এখনও আমার প্রাণ বহির্গত হইতেছে না কেন? হে জীবিতেশ্বরি! তোমার জন্য যাবজ্জীবন আমার প্রীতিরূপ ধর্ম্ম বিনষ্ট হইল; হায়! আমার প্রীতি এখন আর কোথাও

বিলপামি বিশালাক্ষি ! দেহি প্রত্যুত্তরং প্রিয়ম্ ।
ক্ব গতা সা ময়ি প্রীতির্যাভূৎ প্রথমসঙ্গমে ॥ ৫ ॥
বিমগ্না কিং জলে সুভ্রু ! ভক্ষিতা মৎস্যকচ্ছপৈঃ ।
গৃহীতা বরুণেনাশু মম দৌর্ভাগ্যযোগতঃ ॥ ৬ ॥
ধন্যাসি চারুসর্ব্বাঙ্গি ! যা ত্বং পুত্রৈঃ সমাগতা ।
অকৃত্রিমস্তু পুত্রেষু স্নেহস্তেঽমৃতভাষিণি ! ॥ ৭ ॥
ন যুক্তমধুনা যন্মাং বিহায় ত্রিদিবং গতা ।
বিলপন্তং পতিং দীনং পুত্রস্নেহেন যন্ত্রিতা ॥ ৮ ॥
উভয়ং মে গতং কান্তে ! পুত্রাস্ত্বং প্রাণবল্লভা ।
তথাপি মরণং নাস্তি দুঃখং তস্য ভৃশং প্রিয়ে ! ॥ ৯ ॥
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি রামো নাস্তি মহীতলে ।
রামাবিরহজং দুঃখং জানাতি রঘুনন্দনঃ ॥ ১০ ॥
বিধিনা নিষ্ঠুরেণাত্র বিপরীতং কৃতং ভুবি ।
দম্পত্যোর্মরণং ভিন্নং সর্ব্বথা সমচিত্তয়োঃ ॥ ১১ ॥

ময়ি যা তব প্রীতিঃ স্থিতা সাধুনা ক্ব গতেত্যন্বয়ঃ ॥ ৫—৬ ॥
পুত্রৈঃ সহ সমাগতা মৃতেত্যর্থঃ ॥ ৭—১১ ॥

স্থান প্রাপ্ত হইবে না ॥৩—৪॥ অয়ি মৃগশাবকাক্ষি ! আমি তোমার বিয়োগে কাতর হইয়া বিলাপ করিতেছি, তুমি তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়া আমার মনঃ প্রাণ সুশীতল কর। প্রিয়ে ! প্রথম মিলন সময়ে তুমি আমার প্রতি যেরূপ প্রীতি প্রকাশ করিয়াছিলে এখন তাহা কোথায় গেল ? ॥ ৫ ॥ হে সুভ্রু ! আমার দুর্ভাগ্যবশতই কি তুমি জলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলে ? তোমাকে কি মৎস্য কচ্ছপাদি জলচর জন্তুগণ ভক্ষণ করিল ; অথবা জলাধিপতি বরুণদেব তোমাকে আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করিল ? ॥ ৬॥ হা অমৃতভাষিণি ! তুমি পুত্রগণের সহিত গমন করিলে অতএব তুমিই ধন্যা, আহা ! পুত্রগণের প্রতি তোমার যে অকৃত্রিম স্নেহ ছিল তাহাও তুমি এক্ষণে প্রকাশ করিয়াছ ॥ ৭ ॥ অয়ি চারুসর্ব্বাঙ্গি ! আমি তোমার বিরহে বিলাপ করিতেছি, তুমি পুত্রস্নেহে আকৃষ্ট হইয়াই আমারে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গ গমন করিলে ইহা কি তোমার কর্ত্তব্য হইল ॥ ৮ ॥ প্রিয়ে ! দেখ, আমি, পুত্রগণ এবং প্রাণবল্লভ প্রিয়া এই উভয়ই হারাইলাম, তথাপি আমার প্রাণ বহির্গত হইল না অতএব আমার প্রাণ অত্যন্তই কঠিন সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥ যিনি মনোরমা পতিব্রতা প্রিয়তমার বিরহ বেদনা জানিতেন, সেই রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র এক্ষণে এই অবনীতলে অবস্থিতি করিতেছেন না, তবে এক্ষণে আমি এই বেদনা জানাইবার নিমিত্ত কোথায় যাইব,

উপকারস্তু নারীণাং মুনিভির্ব্বিহিতঃ কিল।
যদুক্তং ধর্ম্মশাস্ত্রেষু জ্বলনং পতিনা সহ ॥ ১২ ॥
এবং বিলপমানং তং রাজানং ভগবান্ হরিঃ।
নিবারয়ামাস তদা বচনৈর্যুক্তিযোজিতৈঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

কিং বিষীদসি রাজেন্দ্র! ক্ব গতা তে প্রিয়াঙ্গনা।
ন শ্রুতং কিং ত্বয়া শাস্ত্রং ন কৃতো বিবুধাশ্রয়ঃ ॥ ১৪ ॥
কা সা কস্ত্বং ক্ব সংযোগো বিয়োগঃ কীদৃশস্তব।
প্রবাহরূপসংসারে নৃণাং নৌতরতামিব ॥ ১৫ ॥
গৃহং গচ্ছ নৃপশ্রেষ্ঠ! বৃথা তে রুদিতেন কিম্।
সংযোগশ্চ বিয়োগশ্চ দৈবাধীনঃ সদা নৃণাম্ ॥ ১৬ ॥
অনয়া সহ তে রাজন্! সংযোগস্ত্বিহ সংবৃতঃ।
মুক্তা ত্বয়া বিশালাক্ষী সুন্দরী তনুমধ্যমা ॥ ১৭ ॥

পতিনা সহেতি। তথা পুরুষস্যাপি স্ত্রিয়া সহ জ্বলনং কুতো ন কৃতমিতি ভাবঃ ॥১২-১৭॥

কি করিব তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না ॥ ১০ ॥ সুখে ও দুঃখে যাহাদের মনের ভাব সমান, সেইরূপ দম্পতির মরণ ভিন্ন ভিন্ন রূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া নিষ্ঠুর বিধাতা অতি বিপরীত কার্য্যই করিয়াছেন ॥ ১১ ॥ মুনিগণ ধর্ম্মশাস্ত্রে পতির সহিত পতিব্রতা রমণীগণের সহমরণ-বিধি নির্দ্ধারিত করিয়া তাহাদের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা পুরুষগণের স্ত্রীর সহিত বহ্নিপ্রবেশের বিধান কেন করিলেন না, তাহা হইলেই উত্তম হইত সন্দেহ নাই ॥ ১২ ॥ রাজা এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন দেখিয়া ভগবান্ হরি তাঁহাকে যুক্তিযুক্ত বচন পরম্পরা দ্বারা নিবারণ করিয়া কহিলেন, রাজন্! তুমি এত বিষাদ করিতেছ কেন? তোমার প্রিয়তমা অঙ্গনা কোথায় গিয়াছে? তুমি কি কখন শাস্ত্র শ্রবণ বা বুধগণের আশ্রয় গ্রহণ কর নাই? ॥১৩-১৪॥ তোমার সেই প্রিয়াই বা কে? এবং তুমিই বা কে? তোমাদের সংযোগ ও বিয়োগ কীদৃশ এবং কোথায় তাহা সংঘটিত হইয়াছিল; রাজন্! নৌকায় নদী পার হইবার সময় মানবগণের যেরূপ ক্ষণিক সম্মিলন হয়, এই প্রবাহরূপ সংসারে স্ত্রীপুত্রাদির মিলন ও সেইরূপ জানিবে ॥ ১৫ ॥ অতএব নৃপবর! তুমি এক্ষণে গৃহে গমন কর তোমার বৃথা রোদনে ফল কি? মানবগণের সংযোগ ও বিয়োগ সর্ব্বদাই দৈবের অধীন অতএব তাহার নিমিত্ত বিলাপ করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের কর্ত্তব্য নহে ॥১৬॥ রাজন্! এই নারীর সহিত তোমার মিলন এই স্থানেই হইয়াছিল; এবং তুমি সেই বিশালাক্ষী

ন দৃষ্টৌ পিতরাবস্যাস্ত্বয়া প্রাপ্তা সরোবরে।
কাকতালীপ্রসঙ্গেন যত্তু তং তত্তথাগতম্ ॥ ১৮ ॥
মা শোকং কুরু রাজেন্দ্র! কালো হি দুরতিক্রমঃ।
কালযোগং সমাসাদ্য ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগান্ গৃহে যথা ॥ ১৯ ॥
যথাগতা গতা সা তু তথৈব বরবর্ণিনী।
যথাপূর্ব্বং তথা তত্র গচ্ছ কার্য্যং কুরু প্রভো! ॥ ২০ ॥
রুদিতেন তবাদ্যেব নাগমিষ্যতি কামিনী।
বৃথা শোচসি পৃথ্বীশ! যোগযুক্তো ভবাধুনা ॥ ২১ ॥
ভোগঃ কালবশাদেতি তথৈব প্রতিযাতি চ।
নাত্র শোকস্তু কর্ত্তব্যো নিষ্ফলে ভববর্ত্মনি ॥ ২২ ॥
নৈকত্র সুখসংযোগো দুঃখযোগস্তু নৈকতঃ।
ঘটিকাযন্ত্রবৎ কামং ভ্রমণং সুখদুঃখয়োঃ ॥ ২৩ ॥

যত্তু তং যদুৎপন্নং তদ্যথোৎপন্নং তথা গতং তত্র খেদোঽনুচিত ইতি ভাবঃ ॥ ১৮—২৩

কৃশোদরী সুন্দরীকে এই স্থানেই হারাইয়াছ ॥ ১৭ ॥ তুমি উহার পিতা মাতাকে দেখ নাই, কাকতালীয়ন্যায়ে (১) এই সরোবরেই প্রাপ্ত হইয়াছ। সে যেরূপে তোমার হইয়াছিল, সেই রূপেই আবার তোমাকে ছাড়িয়া গিয়াছে তাহার নিমিত্ত বিলাপ করা তোমার উচিত হইতেছে না ॥১৮॥ রাজেন্দ্র! তুমি আর বৃথা শোক করিও না; কাল অতিক্রম করিতে কেহই সমর্থ হয় না, তুমি গৃহে গমন পূর্ব্বক কালযোগে পূর্ব্বের ন্যায় ভোগ্যবস্তু সকল উপভোগ কর ॥ ১৯ ॥ সেই বরবর্ণিনী রমণী যেরূপে আসিয়াছিল সেইরূপেই গমন করিয়াছে, তুমিও সেইরূপ সকলের প্রভু থাকিয়া নিজ রাজ্যে পূর্ব্বে যেরূপ রাজকার্য্য করিতেছিলে এক্ষণেও সেইরূপ কার্য্য করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য ॥২০॥ রাজন্! বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি দিবারাত্র রোদন করিলেও সেই রমণী আর পুনর্ব্বার আসিবে না, হে পৃথিবীন্দ্র! তবে তুমি কেন বৃথা শোক করিতেছ; যাও আমার বাক্যে তুমি এখন যোগমার্গে মনঃ সমর্পণ করিয়া কাল যাপন করিতে থাক ॥ ২১ ॥ ভোগ্যবস্তু সকল কালবশেই উপস্থিত হয় আবার কালবশেই প্রতিগমন করে, অতএব এই নিষ্ফল সংসার মার্গে শোক করা কদাচই জ্ঞানীগণের কর্ত্তব্য নহে ॥ ২২ ॥ একত্র সুখসংযোগ এবং একত্র দুঃখ সংযোগ সর্ব্বদাই সংঘটিত

(১) কোনও তাল পক্ক হইলে তাহার পতন সময় হইয়াছিল, তখন একটি কাক আসিয়া তাহার উপর বসিল, সে উড়িবামাত্র তালটি খসিয়া পড়িলে লোকে কহিল যে কাক তাল ফেলিয়া দিল, কিন্তু তাহা নহে, তালের পতন সময় হইয়াছিল বলিয়াই পড়িয়াছিল; ইহাকেই কাকতালী ন্যায় কহে। এখানে তোমাদের মিলনের সময় হইয়াছিল বলিয়া মিলন হইয়াছিল, এখন বিয়োগের সময় বিয়োগ ঘটিল, ইহাতে মৃত্যু বা বিধাতা প্রভৃতির দোষ নাই, তজ্জন্য অনর্থক বিলাপ করিবেন না।

মনঃ কৃত্বা স্থিরং ভূপ ! কুরু রাজ্যং যথাসুখম্।
অথবা ন্যস্য দায়াদে বনং সেবয় সাম্প্রতম্ ॥ ২৪ ॥
দুর্লভো মানুষো দেহঃ প্রাণিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।
তস্মিন্ প্রাপ্তে তু কর্ত্তব্যং সর্ব্বথৈবাত্মসাধনম্ ॥ ২৫ ॥
জিহ্বোপস্থরসো রাজন্ ! পশুযোনিষু বর্ত্ততে।
জ্ঞানং মানুষদেহে বৈ নান্যাসু চ কুযোনিষু ॥ ২৬ ॥
তস্মাদ্ গচ্ছ গৃহং ত্যক্ত্বা শোকং কান্তাসমুদ্ভবম্।
মায়েয়ং ভগবত্যাস্তু যয়া সম্মোহিতং জগৎ ॥ ২৭ ॥

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্তো হরিণা রাজা প্রণম্য কমলাপতিম্।
কৃত্বা স্নানবিধিং সম্যক্ জগাম নিজমন্দিরম্ ॥ ২৮ ॥
দত্ত্বা রাজ্যং স্বপৌত্রায় প্রাপ্য নির্ব্বেদমদ্ভুতম্।
বনং জগাম ভূপালস্তত্ত্বজ্ঞানমবাপ চ ॥ ২৯ ॥

দায়াদে পুত্রে ন্যস্য স্থাপয়িত্বেত্যর্থঃ ॥ ২৪—২৬ ॥

মায়েয়মিতি। ভগবত্যাঃ সচ্চিদানন্দরূপিণ্যাঃ দেব্যা ইয়ং দৃশ্যমানা সর্ব্বা মায়া ভবতি। কা সা মায়া যয়া জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষং সম্মোহিতং ভবতি তথা চ মায়াময়ত্বাৎ সর্ব্বস্য মিথ্যাত্বমুক্তং ভবতি মিথ্যাত্বাদেব মিথ্যাপদার্থস্যাধিষ্ঠানজ্ঞানমন্তরা নাশাভাবাদধিষ্ঠানরূপসচ্চিদানন্দাত্মিকায়া ভগবত্যাঃ সাক্ষাৎকারোঽবশ্যং সম্পাদনীয়ো মায়াময়প্রপঞ্চনাশনার্থমিতি ভাবঃ ॥ ২৭—৩৩ ॥

হয় না, অতএব এই সংসারে সুখ ও দুঃখ স্থির না থাকিয়া ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় সততই ভ্রমণ করিতেছে ॥ ২৩ ॥ অতএব নৃপবর ! মনঃস্থির করিয়া তুমি যথাসুখে রাজ্য করিতে থাক, অথবা আপন সন্তানের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বনগমন কর ॥ ২৪ ॥ রাজন্ ! মানবদেহ বারি বিম্বের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর হইলেও তাহা প্রাণিগণের পক্ষে অত্যন্তই দুর্লভ, অতএব সেই দেহ প্রাপ্ত হইলেই পরমার্থ সাধনা করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। রাজেন্দ্র ! লিঙ্গ ও রসনাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা পশুগণও বিষয়রস আস্বাদন করিয়া থাকে, কিন্তু একমাত্র জ্ঞান মনুষ্য দেহে অধিক দৃষ্ট হয়, অন্য কুৎসিত যোনিতে তাহা দৃষ্ট হয় না, সেই জ্ঞানানুসারে সৎকার্য্য সাধন করা যথার্থ মনুষ্যের পক্ষে একান্তই কর্ত্তব্য। অতএব নৃপবর ! কান্তার বিরহজনিত শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৃহে গমন কর। কান্তাদির প্রতি প্রীতি ও স্নেহাদি সমস্তই ব্রহ্মরূপিণী ভগবতীর মায়ার কার্য্য, সেই মায়া দ্বারাই এই অখিল জগৎ বিমোহিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ২৫—২৭ ॥

নারদ কহিলেন, ভগবান্ হরি এই সকল বাক্য বলিলে পর রাজা দেবদেব কমলাপতিকে প্রণাম করিয়া স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক নিজ গৃহে গমন করিলেন। তদনন্তর অত্যন্ত

গতে রাজন্যহং বীক্ষ্য ভগবন্তমধোক্ষজম্ ।
তমব্রবং জগন্নাথং হসন্তং মাং পুনঃপুনঃ ॥ ৩০ ॥
বঞ্চিতোঽয়ং ত্বয়া দেব! জ্ঞাতং মায়াবলং মহৎ ।
স্মরামি চরিতং সর্ব্বং স্ত্রীদেহে যৎ কৃতং ময়া ॥ ৩১ ॥
ব্রূহি মে দেবদেবেশ ! প্রবিষ্টোঽহং সরোবরে ।
বিগতং পূর্ব্ববিজ্ঞানং স্নানাদেব কথং হরে ! ॥ ৩২ ॥
যোষিদ্দেহং সমাসাদ্য মোহিতোঽহং জগদ্গুরো ! ।
পতিং প্রাপ্য নৃপশ্রেষ্ঠং পুলোমী বাসবং যথা ॥ ৩৩ ॥
মনস্তদেব তচ্চিত্তং দেহঃ স চ পুরাতনঃ ।
লিঙ্গং তদেব দেবেশ ! স্মৃতের্নাশঃ কথং হরে ! ॥ ৩৪ ॥
বিস্ময়োঽয়ং মহান্ মেঽত্র জ্ঞাননাশং প্রতি প্রভো ! ।
কথয়াদ্য রমাকান্ত ! কারণং পরমঞ্চ যৎ ॥ ৩৫ ॥
নারীদেহং ময়া প্রাপ্য ভুক্তা ভোগা হ্যনেকশঃ ।
সুরাপানং কথং নিত্যং বিধিহীনঞ্চ ভোজনম্ ॥ ৩৬ ॥
ময়া তদেব ন জ্ঞাতং নারদোঽহমিতিস্ফুটম্ ।
জানাম্যদ্য যথা সর্ব্বং বিবিক্তং ন তথা তদা ॥ ৩৭ ॥

(লিঙ্গং লিঙ্গদেহো দশবিধেন্দ্রিয়পঞ্চসমীরণমনোবুদ্ধ্যাত্মকসপ্তদশাবয়ববিশিষ্টসূক্ষ্মশরীর মিত্যর্থঃ ॥ ৩৪—৩৮ ॥)

নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া আপন পৌত্রকে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বন গমন পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেন ॥২৮—২৯॥ রাজা গৃহে গমন করিলে ভগবান্ অধোক্ষজ, আমাকে দেখিয়া পুনঃ পুনঃ হাস্য করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে আমি সেই দেবদেব জগন্নাথকে কহিলাম, দেব ! আপনি আমাকে বঞ্চনা করিয়াছেন, মায়ার বল অতি মহৎ তাহা আমি এক্ষণে জানিতে পারিলাম। জনার্দ্দন ! আমি স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইয়া যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছিলাম এক্ষণে তৎ-সমুদায়ই স্মরণ করিতেছি ॥ ৩০-৩১ ॥ হরে ! আমি সরোবর সলিলে প্রবিষ্ট হইয়া স্নান করা-তেই আমার পূর্ব্ববিজ্ঞান বিগত হইল কেন ? ॥ ৩২ ॥ আর যখন আমি নারীদেহ প্রাপ্ত হইয়া শচীদেবীর ইন্দ্রপ্রাপ্তির ন্যায় নৃপতিকে পতি লাভ করিলাম তখন আমি মোহিত হইলাম কেন ? আমার সেই পূর্ব্বের মনঃ সেই পুরাতন জীবাত্মা এবং সেই পুরাতন সূক্ষ্ম-দেহ এই সমস্তই ত বিদ্যমান ছিল ; তবে কেন আমার স্মৃতির বিনাশ হইল ? ॥৩৩—৩৪॥ প্রভো ! এই জ্ঞাননাশ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় জন্মিতেছে, রমানাথ ! আপনি আজ ইহার যথার্থ কারণ কীর্ত্তন করিয়া আমার সন্দেহ ভঞ্জন করুন ॥৩৫॥ আমি নারীদেহ প্রাপ্ত হইয়া বহুবিধ ভোগ্যবস্তু উপভোগ করিয়াছি এবং সুরাপান ও অবিহিত দ্রব্যও ভোজন

বিষ্ণুরুবাচ।

পশ্য নারদ! মায়াবিবিলাসোঽয়ং মহামতে!।
দেহেষু সর্ব্বজন্তুনাং দশাভেদা হ্যনেকশঃ॥ ৩৮॥
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিশ্চ তুরীয়া দেহিনাং দশা।
তথা দেহান্তরে প্রাপ্তে সন্দেহঃ কীদৃশঃ পুনঃ॥ ৩৯॥
সুপ্তো নরো ন জানাতি ন শৃণোতি বদত্যপি।
পুনঃ প্রবুদ্ধো জানাতি সর্ব্বং জ্ঞানমশেষতঃ॥ ৪০॥
নিদ্রয়া চাল্যতে চিত্তং ভবন্তি স্বপ্নসম্ভবাঃ।
নানাবিধা মনোভেদা মনোভাবা হ্যনেকশঃ॥ ৪১॥

যত্ত্বয়োক্তং বিবিক্তমধুনা যথা জানামি তথা তদা স্ত্রীভাবসময়ে বিবেকঃ ক্ব গত ইতি তত্র নৈবং সন্দেহং কুরু। সর্পভ্রমস্থলে বিবেকজ্ঞানস্য কুত্রাপ্যসত্ত্বাদিত্যাহ। পশ্য নারদেতি ননু ভ্রমস্থলে কুতো ন বিবেকস্তিষ্ঠতীতি চেন্মায়াবিবিলাসাদিত্যাহ মায়াবিবিলাসোঽয়মিতি। তত্রানুভবং প্রসিদ্ধমাহ দশাভেদা ইতি। তা দশা আহ জাগ্রদিতি। এতাশ্চতস্রো দশা যদ্যপি ভ্রমরূপা আত্মনি তিষ্ঠন্তি তথাপি তদ্দশানুভবসময়ে উপদেশমন্তরা ন কস্যাপি ভ্রমোঽয়মিতি বিবেকজ্ঞানং ভবতি। যথায়ং দৃষ্টান্তস্তথা ত্বয়ি দেহান্তরপ্রাপ্তে সতি ভ্রমোঽয়মিতি ন ত্বয়া জ্ঞাতমতো দৃষ্টান্তানুরোধেন পুনঃ কীদৃশঃ সন্দেহোঽত্র সন্দেহস্থলং নৈতদিত্যর্থঃ। ন হি রজ্জুসর্পাদিভ্রমস্থলে সদুপদেশং বিনা বিবেকজ্ঞানং ভবতি মায়াবিনো বিলাস এবায়ং যঃ স্বমায়য়াসত্যমপি সত্যমিব দর্শয়তীতি॥ ৩৯॥

ইদমেবানেকদৃষ্টান্তোপপাদনেন বিশদয়তি সুপ্তো নর ইতি। যথা সুপ্তো নরঃ সুপ্তিসময়ে সুপ্তিরিতি ন জানাতি প্রবুদ্ধস্তু সুপ্তোঽহমেতাবন্তং কালমিতি জানাতি তথেতি শেষঃ। তথা সর্ব্বং জ্ঞানং ভ্রমস্থলেঽস্তীত্যর্থঃ। তস্মিন্ সময়ে তস্য তত্ত্বং ন জানাতীত্যর্থঃ॥৪০॥

স্বপ্নদৃষ্টান্তমস্মিন্নেবার্থে আহ নিদ্রয়েতি॥ ৪১॥

করিয়াছি, মধুসূদন! এই সকলেরই বা কারণ কি?॥ ৩৬॥ তখন আমি আপনাকে নারদ বলিয়া জানিতে পারি নাই; আমি এখন যেরূপ পরিস্ফুট রূপে সমস্তই অবগত হইতে পারিতেছি তখন তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই কেন?॥ ৩৭॥

কেশব কহিলেন, ধীমন্ নারদ! এই সকলই মায়াবী ঈশ্বরের মায়ার বিলাস মাত্র; তুমি জানিও যে, সমস্ত জন্তুগণের দেহেই অনেক প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে। দেহিগণের একমাত্র দেহেই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়া এই চারি প্রকার দশা হয়, তবে দেহান্তর প্রাপ্ত হইলে যে দশাবিপর্য্যয় ঘটিবে তাহাতে তুমি সন্দেহ করিতেছ কেন?॥ ৩৮—৩৯॥ নরগণ যখন সুপ্ত হইয়া থাকে তখন কোনও বিষয় জানিতে পারে না, শুনিতে পায় না বলিতেও পারে না, কিন্তু পুনর্ব্বার জাগরিত হইয়া সমস্ত বিষয়ই অশেষরূপে জানিতে পারে॥৪০॥ নিদ্রা দ্বারা চিত্ত চালিত হয়, তখন স্বপ্ন দ্বারা মনের বিবিধ প্রকার অবস্থাভেদ ও মনোভাবের অনেকরূপ প্রকারভেদ হইয়া থাকে॥৪১॥ প্রমত্ত বারণ আমাকে হনন করিতে

গজো মাং হন্তুমায়াতি ন শক্তোঽস্মি পলায়নে ।
কি করোমি ন মে স্থানং যত্র গচ্ছামি সত্বরঃ ॥ ৪২ ॥
মৃতং পিতামহং স্বপ্নে পশ্যতি স্বগৃহাগতম্ ।
সংযোগস্তেন বার্ত্তা চ ভোজনং সহ মন্যতে ॥ ৪৩ ॥
প্রবুদ্ধঃ খলু জানাতি স্বপ্নে দৃষ্টং সুখাসুখম্ ।
স্মৃত্বা সর্ব্বং জনেভ্যস্তু বিস্তরাৎ প্রবদত্যপি ॥ ৪৪ ॥
স্বপ্নে কোঽপি ন জানাতি ভ্রমোঽয়মিতি নিশ্চয়ঃ ।
যথা তথৈব বিভবো মায়ায়া দুর্গমঃ কিল ॥ ৪৫ ॥
নাহং নারদ ! জানামি পারং পরমদুর্ঘটম্ ।
গুণানাং কিল মায়ায়া নৈব শম্ভুর্ন পদ্মজঃ ॥ ৪৬ ॥
কোঽন্যো জ্ঞাতুং সমর্থোঽভূন্ মানতো মন্দধীঃ পুনঃ ।
মায়াগুণপরিজ্ঞানং ন কস্যাপি ভবেদিহ ॥ ৪৭ ॥
গুণত্রয়কৃতং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ।
বিনাগুণৈর্ন সংসারো বর্ত্ততে কিঞ্চিদপ্যদঃ ॥ ৪৮ ॥

তানেব নানাবিধমনোভাবানাহ গজো মামিতি ॥ ৪২—৪৩ ॥
জানাতি স্মরতীত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥
উপসংহরতি যথা তথৈবেতি ॥ ৪৫ ॥
ননু মায়ায়া এবমঘটিতঘটনাপটীয়স্ত্বং কীদৃশমিতি চেত্তন্ন কোঽপি জানাতীত্যাহ নাহং নারদেতি । গুণানাং পারমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥
যেন জ্ঞেয়ং স গুণত্রয়ান্তর্গতো বা তদতীতো বা । যদি তদতীতস্তদা স পরমাত্মৈবাস্তি নির্ব্বিকারো নান্যস্তস্য চ নির্ব্বিকারত্বাদঘটিতঘটনাপটীয়স্ত্বং তেন জ্ঞাতুমশক্যম্ । যদি তু গুণ-

আসিতেছে, আমি পলায়নে সমর্থ হইতেছি না, কি করি কোথায় যাই আমার সত্বর পলাইবার স্থান নাই, স্বপ্নাবস্থায় এইরূপ নানা প্রকার মনোভাব হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥ আবার কখনও স্বপ্নে দৃষ্ট হয় যে আমার মৃত পিতামহ গৃহে আসিয়াছেন, তাহাকে আমি দেখিতেছি, তাঁহার সহিত অনেক কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এবং তাঁহার সহিত একত্র ভোজনও করিতেছি ॥৪৩॥ স্বপ্নে সুখ দুঃখ যাহা কিছু অনুভূত হয়, জনগণ জাগরিত হইয়া তাহা জানিতে পারে, এবং সেই স্বপ্নঘটিত বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিতেও পারে ॥ ৪৪ ॥ নারদ ! স্বপ্ন দর্শন সময়ে স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় সকল ভ্রমাক্রান্ত বলিয়া কেহই যেমন নিশ্চিতরূপে জানিতে পারে না, মায়ার প্রভাব সেইরূপই দুর্জ্ঞেয় জানিবে ॥ ৪৫ ॥ মুনিবর ! মায়ার গুণত্রয়ের পরমদুর্গম প্রভাবের পরিমাণ, আমি, শম্ভু বা পদ্মযোনি কেহই জানেন না, তবে অন্য কোন্ মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি তাহার ইয়ত্তা করিয়া জানিতে পারিবে? অতএব নারদ! এই সংসারে

অহং সত্ত্বপ্রধানোঽস্মি রজস্তমঃসমন্বিতঃ।
ন কদাচিত্ত্রিভির্হীনো ভবামি ভুবনেশ্বরঃ ॥ ৪৯ ॥
তথা ব্রহ্মা পিতা তেঽত্র রজোমুখ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তমঃসত্ত্বসমাযুক্তো ন তাভ্যামুজ্‌ঝিতঃ কিল ॥ ৫০ ॥
শিবস্তথা তমোমুখ্যো রজঃসত্ত্বসমাবৃতঃ।
গুণত্রয়বিহীনস্তু নৈব কোঽপি ময়া শ্রুতঃ ॥ ৫১ ॥
তস্মান্মোহো ন কর্ত্তব্যঃ সংসারেঽস্মিন্মুনীশ্বর !।
মায়াবিনির্ম্মিতেঽসারেঽপারে পরমদুর্ঘটে ॥ ৫২ ॥

ত্রয়ান্তর্গতস্তদা পশ্চাজ্জায়মানস্যার্বাচীনস্য কথন্তজ্জ্ঞানং সম্ভবেন্নহি পুত্রস্য পিতৃকৃতস্বজননব্যাপারস্য জ্ঞানসম্ভবস্তস্মান্ন কোঽপি মায়ায়া বৈভবং জানাতীত্যাহ গুণত্রয়কৃতং সর্ব্বমিতি ॥ ৪৮ ॥

তদেবোপপাদয়তি অহং সত্ত্বেতি ॥ ৪৯—৫০ ॥

তথা চ শ্রুতির্মায়াবৈভবস্য দুর্জ্ঞেয়ত্বং দর্শয়তি। কো অদ্ধাবেদক ইহ প্রবোচৎ কুত আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। অর্বাগ্‌দেবা অস্য বিসর্জনেনাথা কো বেদযত আবভূব। ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদিবাদধে যদিবা ন। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌সো অঙ্গবেদ যদিবানে বেদেতি ॥ ৫১ ॥

তর্হি কিং কর্ত্তব্যমেতৎপরিজ্ঞানায়েতি চেত্তত্রাহ তস্মাদিতি। ন কিঞ্চিন্মায়াবৈভবপরিজ্ঞানে ফলমস্তি কিং তর্হি সংসারো মায়াময়ো মিথ্যাভূতো মায়াবিনির্ম্মিতো দুর্ঘটোঽপারোঽসারভূতোঽস্তীতি জ্ঞাত্বা তস্মিন্ মোহো ন কর্ত্তব্যঃ। কিন্তু যেন মায়াবিনা মায়াবিশিষ্টব্রহ্মণা নির্ম্মিতোঽয়ং সংসারস্তাং মায়াবিষ্টব্রহ্মরূপিণীং ভগবতীং জপেদ্ধ্যায়েন্নমেত্তন্নিষ্ঠস্তৎপরায়ণ এব ভবেদিতি ভাবঃ। তদুক্তং সূতসংহিতায়াম্। ততঃ সর্ব্বং সমুৎসৃজ্য পূর্ণাং পরমসংবিদম্। স্বাত্মনৈবানুসন্ধায় পুনস্তচ্চ বিসর্জয়েৎ। স্বানুভূত্যা স্বয়ং সাক্ষাৎ স্বাত্মভূতাং মহেশ্বরীম্। পূজয়েদাদরেণৈব পূজা সা পুরুষার্থদেতি ॥ ৫২ ॥

মায়ার গুণের পরিজ্ঞান করিতে কেহই সমর্থ হয় না ॥৪৭—৪৮॥ এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ মায়ার গুণত্রয়ে নির্ম্মিত ; মায়ার গুণ ব্যতিরেকে এই সংসারের কিঞ্চিন্মাত্রও বর্ত্তমান থাকিতে পারে না ॥ ৪৮ ॥ আমি সত্ত্বগুণ-প্রধান কিন্তু রজঃ ও তমোগুণ আমাতে বিদ্যমান রহিয়াছে, আমি ভুবনেশ্বর হইয়াও এই গুণত্রয়কে অতিক্রম করিতে সমর্থ হই না ॥৪৯॥ সেইরূপ তোমার পিতা প্রজাপতি রজঃপ্রধান, কিন্তু সত্ত্ব ও তমোগুণ কদাচই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন না ॥ ৫০ ॥ আবার মহাদেব তমঃপ্রধান, কিন্তু তাঁহাতেও সত্ত্ব ও রজোগুণ নিয়তই বিদ্যমান, অতএব কোনও পুরুষ এই গুণত্রয় হইতে বিভিন্ন হইয়া অবস্থিতি করিতে পারে না ; ইহা আমি শ্রুতিতে নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছি ॥ ৫১ ॥ অতএব মুনিবর ! মায়ানির্ম্মিত পরমদুর্ঘট এই অপার সংসারে মোহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মরূপিণী ভগবতীর উপাসনা করাই কর্ত্তব্য ॥ ৫২ ॥ মহাভাগ ! তুমি এখনি ত মায়ার প্রভাব দেখিয়াছ, মায়া-

দৃষ্টা মায়া ত্বয়াদ্যৈব ভুক্তা ভোগা হ্যনেকশঃ।
কিং পৃচ্ছসি মহাভাগ ! তস্যাশ্চরিতমদ্ভুতম্ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে মহামায়ামহিমবর্ণনং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

উপসংহরতি দৃষ্টেতি ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে ষষ্ঠস্কন্ধে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩০॥

জনিত অনেক প্রকার ভোগও উপভোগ করিয়াছ এবং মায়ার চরিত্র যে অদ্ভুত, তাহাও জানিতে পারিয়াছ তবে আর তাহার বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন ? ৫৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশ সহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে মহামায়ার মহিমাবর্ণন নামক ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

নিশাময় মহারাজ! ব্রবীমি বিশদাক্ষরম্।
মাহাত্ম্যং খলু মায়ায়া নারদাত্তু ময়া শ্রুতম্॥ ১॥
ময়া পুনর্মুনিঃ পৃষ্টো নারদঃ সর্ব্ববিত্তমঃ।
শ্রুত্বা কথাং মুনেস্তস্য নারীদেহসমুদ্ভবাম্॥ ২॥
ব্রূহি নারদ! পশ্চাৎ কিং কথিতং হরিণা তদা।
ক্ব গতশ্চ জগন্নাথো ভবতা সহ মাধবঃ॥ ৩॥

নারদ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ভগবাংস্তস্মিংস্তড়াগে তু মনোহরে।
আরুহ্য গরুড়ং গন্তুং বৈকুণ্ঠে চ মনো দধে॥ ৪॥
মামুবাচ রমাকান্তো যথেষ্টং গচ্ছ নারদ!।
এহি বা মম লোকং ত্বং যথারুচি তথা কুরু॥ ৫॥

ষষ্টিশ্লোকৈর্মহামায়ামহিমা সন্নিগদ্যতে।
তন্নাশনে ভগবতীধ্যানাদিকমিহোচ্যতে॥

বিষ্ণুনা নারদায়োপদেশে কৃতেঽনন্তরং জাতং বৃত্তমাহ। নিশাময়েতি॥ ১—৫॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! আমি পূর্ব্বে মহর্ষি নারদের নিকটে মায়ার মাহাত্ম্য যেরূপ শুনিয়াছি তৎসমস্তই আপনার নিকট পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিয়া কহিতেছি আপনি অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন॥ ১॥ আমি দেবর্ষি নারদের নারীদেহ প্রাপ্তিবিষয়ক উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া তখন সেই সর্ব্ববিদ্‌গণের অগ্রগণ্য মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মুনিবর! তদনন্তর হরি আপনাকে কি বলিলেন, এবং আপনার সহিত সেই দেবদেব লক্ষ্মীপতি কোথায় গমন করিলেন॥ ২—৩॥

নারদ বলিলেন, সেই মনোহর সরোবরে ভগবান্ আমারে এই সকল বলিয়া গরুড়ে আরোহণ পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠধামে গমন করিতে মানস করিলেন॥ ৪॥ তখন সেই কমলাকান্ত আমাকে কহিলেন, নারদ! তুমি তোমার অভিলষিত স্থানে গমন কর, অথবা যদি তোমার অভিপ্রায় হয় তবে আমার সহিত গোলোকধামেও গমন করিতে পার,

ব্রহ্মলোকং গতশ্চাহমাপৃচ্ছ্য মধুসূদনম্।
ভগবানপি দেবেশস্তৎক্ষণাদ্ গরুড়াসনঃ।
বৈকুণ্ঠমগমত্তূর্ণং মামাদিশ্য যথাসুখম্ ॥ ৬ ॥
ততোঽহং পিতৃসদনং গতো যাতে জনার্দ্দনে।
চিন্তয়ন্ সকলং দুঃখং সুখঞ্চ পরমাদ্ভুতম্ ॥ ৭ ॥
গত্বা প্রণম্য পিতরং স্থিতো যাবৎ পুরঃ পিতুঃ।
তাবৎ পৃষ্টো মুনে! পিত্রা বীক্ষ্য চিন্তাতুরস্তু মাম্ ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ক্ব গতোঽসি মহাভাগ! কস্মাচ্চিন্তাতুরঃ সুত!।
স্বস্থং নৈবাদ্য পশ্যামি মনস্তে মুনিসত্তম! ॥ ৯ ॥
কেনাপি বঞ্চিতোঽসি ত্বং দৃষ্টং বা কিঞ্চিদদ্ভুতম্।
বিষণ্ণং গতবিজ্ঞানং পশ্যামি ত্বাং কথং সুত! ॥ ১০ ॥

নারদ উবাচ।

ইতি পৃষ্টস্তদা পিত্রা বৃষ্যাং সমুপবেশ্য চ।
তমব্রবং স্ববৃত্তান্তং মায়াবলসমুদ্ভবম্ ॥ ১১ ॥

চিন্তাতুরং মাং বীক্ষ্য স্থিতেন পিত্রাহং পৃষ্ট ইত্যর্থঃ। মুনে ইতি ব্যাসসম্বোধনম্ ॥ ৬—১০ ॥
বৃষ্যামাসনে ॥ ১১—১৪ ॥

আমি প্রণাম ও সম্ভাষণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলাম, ভগবানও তৎক্ষণাৎ গরুড়োপরি আরোহণ পূর্ব্বক যথাসুখে বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন ॥ ৫-৬ ॥ জনার্দ্দন গমন করিলে পর আমি মনে মনে সকল প্রকার অনুভূত অদ্ভুত সুখ ও দুঃখ চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মলোকে পিতৃ সন্নিধানে গমন করিলাম। অনন্তর, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া যেমন অগ্রভাগে দণ্ডায়মান হইলাম অমনি পিতা আমাকে চিন্তাতুর দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৭-৮॥ মহাভাগ! তুমি কোথায় গিয়াছিলে? তোমাকে চিন্তাতুর দেখিতেছি কেন? হে মুনিসত্তম! অদ্য আমি তোমার মানস সুস্থ দেখিতেছি না ॥ ৯ ॥ আমার বোধ হইতেছে, কেহ তোমাকে বঞ্চনা করিয়াছে অথবা তুমি কোনও অদ্ভুত বস্তু দর্শন করিয়াছ, পুত্র! অদ্য তোমাকে আমি বিষণ্ন ও জ্ঞানহীনের ন্যায় দেখিতেছি কেন? ॥ ১০ ॥

দ্বৈপায়ন! পিতা আমাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে আমি কুশাসনে উপবেশন করিয়া মায়ার মাহাত্ম্যজনিত স্বীয় সমস্ত বৃত্তান্তই তাঁহার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, পিতঃ! আমি মহাপ্রভাবশালিবিষ্ণু কর্ত্তৃক বিশেষরূপে বঞ্চিত হইয়াছি, তিনি আমাকে স্ত্রীভাব প্রদান

বঞ্চিতোঽহং পিতঃ! কামং বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
স্ত্রীভাবং গমিতঃ কামং বর্ষাণি সুবহূন্যপি ॥ ১২ ॥
অনুভূতং মহদ্দুঃখং পুত্রশোকসমুদ্ভবম্‌।
প্রবোধিতোঽহং তেনৈব মৃদুবাক্যামৃতেন চ ॥ ১৩ ॥
পুনঃ সরোবরে স্নাত্বা জাতোঽহং নারদঃ পুমান্‌।
কিমেতৎকারণং ব্রহ্মন্‌! যন্মোহমগমং তদা ॥ ১৪ ॥
বিস্মৃতং পূর্ব্ববিজ্ঞানং তন্ময়স্তরসাকৃতঃ।
এতন্মায়াবলং ব্রহ্মন্ন জানেঽহং দুরত্যয়ম্‌ ১৫॥ ॥
জ্ঞানহানিকরং জাতং মূলং মোহস্য বিস্ফুটম্‌।
অনুভূতং ময়া সম্যক্‌ জ্ঞাতং সর্ব্বং শুভাশুভম্‌ ॥ ১৬ ॥
কথং ত্বং জিতবাংস্তাত! তমুপায়ং বদস্ব মে ॥ ১৭ ॥

নারদ উবাচ।

বিজ্ঞপ্তোঽসৌ ময়া ধাতা প্রীতিপূর্ব্বমতঃপরম্‌।
মামুবাচ স্মিতং কৃত্বা পিতা মে বাসবীসুত! ॥ ১৮ ॥

অহং মোহমগমং গতবানিত্যর্থঃ। বিস্মৃতং ময়েতি শেষঃ। তন্ময়োমোহময়োঽহং তরসা বেগেন কৃতঃ। কিমস্য কারণমিত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥
হে তাত! তামেবাতিদুর্ঘটকারিণীং মায়াং ত্বং কথং জিতবানিত্যর্থঃ ॥ ১৭—২০ ॥

পূর্ব্বক বহুতর বৎসর সেই ভাবেই রাখিয়া দিয়াছিলেন, তাহাতে আমি পুত্রশোকজনিত মহদ্দুঃখ অনুভব করিয়াছি, অনন্তর তিনিই আমাকে মাধুর্য্যময় বাক্যামৃত দ্বারা পুনর্ব্বার জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন ॥ ১১—১৩ ॥ আমি পুনর্ব্বার সরোবরে স্নান করিয়া তৎপরে এই পুরুষরূপী নারদ হইয়াছি, পিতঃ! আমি তখন যে এরূপ মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তাহার কারণ কি? ॥১৪॥ আর আমি পূর্ব্ব-বিজ্ঞান বিস্মৃত এবং বলপ্রেরিত হইয়া তৎক্ষণাৎ মোহময় ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাত! মায়ার বল যে এরূপ দুর্মোচ্য তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না ॥ ১৫ ॥ মায়াবলে জ্ঞানহানি হয়, মায়াবল মোহের মূল, ইহা আমি পরিস্ফুট রূপেই অনুভব করিয়াছি এবং তাহাতে মঙ্গল বা অমঙ্গল যাহা কিছু আছে তাহাও জানিতে পারিয়াছি, পিতঃ! আপনি সেই দুর্ঘটঘটনাপটীয়সী মায়াকে কিরূপে জয় করিয়াছেন, সেই উপায় আমাকে বলিয়া দিন ॥ ১৬—১৭ ॥

তপোধন! আমি এইরূপ বলিলে পর পিতা আমার চিন্তার কারণ অবগত হইয়া তদনন্তর আমাকে প্রীতিপূর্ণবচনে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, বৎস! সমস্ত সুরগণ মহাত্মা মুনিগণ জ্ঞানান্বিত তাপসগণ এবং বায়ুভোজী যোগিগণও এই মায়াকে জয় করিতে

ব্রহ্মোবাচ ।

সুরৈঃ সর্ব্বৈর্মুনিভিশ্চ মহাত্মভিঃ
তাপসৈর্জ্জ্ঞানযুক্তৈশ্চ যোগিভিঃ পবনাশনৈঃ ॥ ১৯ ॥
নাহং তাং সর্ব্বথা জ্ঞাতুং শক্তো মায়াং মহাবলাম্ ।
বিষ্ণুর্জ্ঞাতুং ন শক্তশ্চ তথা শম্ভুরুমাপতিঃ ॥ ২০ ॥
দুর্জ্ঞেয়া সা মহামায়া সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী ।
কালকর্ম্মস্বভাবাদ্যৈর্নিমিত্তকারণৈর্বৃতা ॥ ২১ ॥
শোকং মা কুরু মেধাবিংস্তত্র মায়ামহাবলে ।
ন চৈব বিস্ময়ঃ কার্য্যো বয়ং সর্ব্বে বিমোহিতাঃ ॥ ২২ ॥

নারদ উবাচ ।

পিত্রেত্যুক্তস্তদা ব্যাস ! তমাপৃচ্ছ্য গতস্ময়ঃ ।
আগতোঽস্ম্যত্র পশ্যন্ বৈ তীর্থানি চ বরাণি চ ॥ ২৩ ॥
তস্মাত্ত্বমপি সন্ত্যজ্য মোহং কৌরবনাশজম্ ।
কালক্ষয়ং সুখাসীনঃ স্থানেঽস্মিন্ কুরু সত্তম ! ॥ ২৪ ॥

কালকর্ম্মেতি। মায়োপাদানকারণং কালকর্ম্মাদিকং নিমিত্তকারণং সাধনং সামগ্রীভূতৈস্তৈর্নিমিত্তকারণৈর্বৃতা যুক্তা মায়াস্তীত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। কালস্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছাভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যেতি শ্বেতাশ্বতরে। তথাচানেকসামগ্রীবিশিষ্টা মায়াতিপ্রবলা যত একৈকসামগ্রীনাশোঽপি কেনচিৎ কর্ত্তুং ন শক্যতে কুতঃ পুনঃ সকলসামগ্রীসহিতায়াস্তস্যা নাশ ইতি ॥ ২১ ॥

বয়ং সর্ব্বে বিমোহিতা ইতি। অজ্ঞানিন আবরণশক্ত্যা বিক্ষেপশক্ত্যা চ মোহিতাঃ বয়ং জ্ঞানিনস্তু বিক্ষেপশক্ত্যা বিমোহিতা যাবদ্দেহধারণপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

সমর্থ হয় না। নারদ ! মায়ার বল এমনি মহৎ যে আমি বিষ্ণু এবং উমাপতি শম্ভু প্রভৃতি কেহই সেই মায়াকে অবগত হইতে সমর্থ হয় না। কাল, কর্ম্ম এবং স্বভাবাদি নিমিত্ত-কারণ-পরম্পরা দ্বারা সেই মহামায়াই এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন, বৎস ! তুমি তাঁহাকে অতিশয় দুর্জ্ঞেয় বলিয়া জানিও। মেধাবিন্ ! তুমি শোক করিও না এবং সেই মায়ার মহৎ বলের বিষয়ে বিস্ময় করাও তোমার কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু তাহাতে আমরা সকলেই বিমোহিত হইয়া রহিয়াছি ॥ ১৮—২২ ॥

দ্বৈপায়ন ! পিতা আমাকে এইরূপ বলিলে পর আমার বিস্ময় বিদূরিত হইল, তদনন্তর আমি পিতা পদ্মযোনির অনুমতি লইয়া তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইলাম, ক্রমে ক্রমে প্রধান প্রধান তীর্থ সকল দর্শন করিতে করিতে সম্প্রতি এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি ॥২৩॥ অতএব হে মুনিসত্তম ! তুমিও কুরুকুলনাশজনিত শোক পরিত্যাগ করিয়া এই স্থানে

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।
নিশ্চয়ং হৃদয়ে কৃত্বা বিচরস্ব যথাসুখম্ ॥ ২৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা নারদো রাজন্! গতো মাং প্রতিবোধ্য চ।
অহং তচ্চিন্তয়ন্ বাক্যং যদুক্তং মুনিনা তদা ॥ ২৬ ॥
স্থিতঃ সরস্বতীতীরে কল্পে সারস্বতে বরে।
কালাতিবাহনায়ৈতৎ কৃতং ভাগবতং ময়া ॥ ২৭ ॥
পুরাণমুত্তমং ভূপ! সর্ব্বসংশয়নাশনম্।
নানাখ্যানসমাযুক্তং বেদপ্রামাণ্যসংশ্রিতম্।
সন্দেহোঽত্র ন কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা নৃপসত্তম! ॥ ২৮ ॥
যথেন্দ্রজালিকঃ কশ্চিৎ পাঞ্চালীং দারবীং করে।
কৃত্বানর্ত্তয়তে কামং স্বেচ্ছয়া বশবর্ত্তিনীম্ ॥ ২৯ ॥

কৌরবনাশজং পূর্ব্বমধ্যায়দ্বয়েন ত্বয়োক্তং মোহম্। সুখাসীনঃ। সুখে ভূমানন্দে সংবিদ্রূপিণ্যাং ভগবত্যামাসীনঃ স্থিতস্তন্নিষ্ঠো ভূত্বেত্যর্থঃ। কালক্ষয়ং কুরু-ন জগত্তন্মোহাদিকং বাবলোকয় জীবন্মুক্তিলাভার্থং ভগবত্যাং সমাধিনিষ্ঠো ভবেত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥

যদি সমাধিগতোঽপি কদাচিৎ প্রারব্ধবশেন চিত্তং ব্যুত্থিতং ভবেত্তদা বিক্ষেপো ভোক্তব্য এব ন তত্রোপায়োঽস্তীত্যাহ অবশ্যমেবেতি ॥ ২৫—২৬ ॥

কল্পে সারস্বতে বর ইতি। সারস্বতকল্পে জায়মানাঃ যাঃ কথা দেব্যাবির্ভাবাদিকাস্তা গৃহীত্বা ময়ৈতদ্দেবীভাগবতং কৃতমিত্যর্থঃ। যদ্বা। সারস্বতকল্পে এবময়ৈতদ্ভাগবতং কৃতমিত্যর্থঃ। কালাতিবাহনেতি। সমাধের্ব্যুত্থিতস্য চিত্তস্য বিক্ষেপবাধা মা ভূৎ কিন্তু ভগবতীগুণানুবর্ণনেন কালো গচ্ছতু তদর্থমিত্যর্থঃ। তদুক্তং মাৎস্যে। সারস্বতস্য কল্পস্য মধ্যে যে স্যুর্নরামরাঃ। তদ্বৃত্তান্তোদ্ভবং লোকে তদ্ভাগবতমিষ্যত ইতি ॥ ২৭ ॥

পরম আনন্দসহকারে অবস্থান পূর্ব্বক সময় অতিবাহিত করিতে থাক ॥ ২৪ ॥ নিজকৃত শুভাশুভ কর্ম্ম অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, হৃদয়ে এই স্থির নিশ্চয় করিয়া যথাসুখে বিচরণ কর ॥ ২৫

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! মহর্ষি নারদ এই বলিয়া আমার তত্ত্ববোধ উদ্দীপিত করিয়া দিয়া যথেচ্ছ স্থানে গমন করিলেন, আমি তখন নারদোক্ত সেই বাক্য সকল মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম ॥ ২৬ ॥ আমি সরস্বতীর তীরদেশে অবস্থিত হইয়া অত্যুত্তম সারস্বত কল্পে কাল অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত এই দেবীভাগবত প্রণয়ন করিয়াছিলাম ॥ ২৭ ॥ এই পুরাণ অত্যুত্তম, ইহা দ্বারা সমস্ত সংশয় বিনষ্ট হয় কেননা ইহা বেদপ্রামাণ্যে বিরচিত, ইহাতে নানাবিধ মনোহর উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, অতএব নৃপবর! ইহাতে সন্দেহ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে ॥ ২৮ ॥ যেমন ইন্দ্রজালিক ব্যক্তিগণ দারুময়ী পুত্তলিকা হস্তে লইয়া নিজ

তথা নর্ত্তয়তে মায়া জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং সদেবাসুরমানুষম্ ॥ ৩০ ॥
পঞ্চেন্দ্রিয়সমাযুক্তং মনশ্চিত্তানুবর্ত্তনম্ ।
গুণাস্তু কারণং রাজন্ ! সর্ব্বেষাং সর্ব্বথা ত্রয়ঃ ॥ ৩১ ॥
কার্য্যং কারণসংযুক্তং ভবতীতি বিনিশ্চয়ঃ ।
ভিন্নভিন্নস্বভাবাস্তে গুণা মায়াসমুদ্ভবাঃ ॥ ৩২ ॥
শান্তো ঘোরস্তথা মূঢ়স্ত্রয়স্তু বিবিধা যতঃ ।
তৎসমেতঃ পুমান্নিত্যং তদ্বিহীনঃ কথং ভবেৎ ॥ ৩৩ ॥
ন ভবত্যেব সংসারে রহিতস্তন্তুভিঃ পটঃ ।
তথা গুণৈস্ত্রিভির্হীনো ন দেহীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৪ ॥
দেবদেহো মনুষ্যো বা তিরশ্চো বা নরাধিপ ! ।
গুণৈর্বিরহিতো ন স্যান্ মৃদ্বিহীনো ঘটো যথা ॥ ৩৫ ॥

মায়ৈবৈতেষাং সর্ব্বভাবানাং কারণং সর্ব্বস্য দৃশ্যমাত্রস্যাপি সর্ব্বকারণমিত্যত্র ন সন্দেহঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ সন্দেহোঽত্র ন কর্ত্তব্য ইতি। পাঞ্চালীং পুত্তলীং দারবীং দারুনির্ম্মিতাম্ ॥ ২৮—৩০ ॥

গুণাস্থিতি। মায়াগুণা এবেত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

বিবিধাস্ত্রয়ো গুণাঃ। প্রস্তারে কৃতে ত্রয়াণাং নব ভেদা ভবন্তি পুনর্নবানাং প্রস্তারে পুনস্তাবতাং প্রস্তারে এবংক্রমেণানন্তা ভেদা গুণানাং ভবন্তীত্যর্থঃ। এবং গুণানামনন্তত্বং প্রসাধ্য তেষাং ব্যাপ্ত্যা মায়াব্যাপ্তিমাহ তৎসমেত ইতি ॥ ৩৩-৭০ ॥

বশে আপন ইচ্ছায় নাচাইয়া থাকে, এই জগন্মোহিনী মায়াও ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত দেব ও মানবগণের সহিত এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎকে সেইরূপে নাচাইতেছেন ॥২৯-৩০॥ রাজন্! পঞ্চেন্দ্রিয় সমন্বিত যে মন চিত্তের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে, তাহাতে মায়ারই গুণত্রয় এই সমস্তের সর্ব্বথা কারণ বলিয়া জানিবে॥৩১॥ কারণ হইতে কার্য্যের উৎপত্তি, ইহা নিঃসন্দিগ্ধ রূপেই নিশ্চয় হইয়াছে, তবে বিবিধ প্রকার মায়াগুণ হইতে যে ভিন্ন ভিন্ন স্বভাববিশিষ্ট জীবগণের উৎপত্তি হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে ? ॥ ৩২ ॥ সেই মায়াগুণ নানা প্রকার এই হেতু সংসারে তৎসংযুক্ত পুরুষগণ কেহ শান্ত এবং কেহ বা ঘোর মূর্খ হয়, তাহারা যখন মায়াগুণ হইতে উৎপন্ন তখন তাহা ছাড়িয়া কিরূপে থাকিতে পারে ? ॥৩৩॥ যেমন তন্তু ব্যতিরেকে পটের উৎপত্তি অসম্ভব, সেইরূপ এই সংসারে মায়ার গুণত্রয় ব্যতিরেকে দেহিগণের উৎপত্তিও অসম্ভব ইহাই স্থির নিশ্চয় জানিবে ॥৩৪॥ যেমন মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ঘট জন্মিতে পারে না সেইরূপ দেবদেহ, নরদেহ অথবা তির্য্যগ্‌দেহই হউক গুণবিরহিত হইয়া কেহই উৎপন্ন হইতে পারে না ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও রুদ্র ইঁহারা তিন

ব্রহ্মাবিষ্ণুস্তথারুদ্রস্ত্রয়শ্চামী গুণাশ্রয়াঃ।
কদাচিৎ প্রীতিযুক্তাস্তে তথাপ্রীতিযুতাঃ পুনঃ ॥ ৩৬ ॥
তথা বিষাদযুক্তাস্তে ভবন্তি গুণযোগতঃ ॥ ৩৭ ॥
ব্রহ্মা কদাচিৎ সত্ত্বস্থস্তদা শান্তঃ সমাধিমান্।
প্রীতিযুক্তো ভবেৎ সর্ব্বভূতেষু জ্ঞানসংযুতঃ ॥ ৩৮ ॥
পুনঃ সত্ত্ববিহীনস্তু রজোগুণসমাবৃতঃ।
তদা ভবেদ্ ঘোররূপঃ সর্ব্বত্রাপ্রীতিসংযুতঃ ॥ ৩৯ ॥
যদা তমোগুণাবিষ্টো বাহুল্যেন ভবেদ্বিধিঃ।
তদা বিষাদসম্পন্নো মূঢ়ো ভবতি নান্যথা ॥ ৪০ ॥
মাধবোঽপি যদা সত্ত্বসংশ্রিতঃ সর্ব্বথা ভবেৎ।
তদা শান্তঃ প্রীতিযুক্তো ভবেজ্জ্ঞানসমন্বিতঃ ॥ ৪১ ॥
সএব রজআধিক্যাদপ্রীতিসংযুতো ভবেৎ।
ঘোরশ্চ সর্ব্বভূতেষু গুণাধীনো রমাপতিঃ ॥ ৪২ ॥
রুদ্রোঽপি সত্ত্বসংযুক্তঃ প্রীতিমাঞ্ছান্তিমান্ ভবেৎ।
রজোনিমীলিতঃ সোঽপি ঘোরঃ প্রীতিবিবর্জ্জিতঃ।
তমোগুণযুতঃ সোঽপি মূঢ়ো বিষাদযুগ্ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥
এতে যদি গুণাধীনা ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ।
সূর্য্যবংশোদ্ভবাস্তদ্বৎ সোমবংশভবা অপি ॥ ৪৪ ॥

মাধবো বিষ্ণুরপি তথৈবেত্যাহ মাধবোঽপীতি ॥ ৪১—৪৩

জনেও গুণ ত্রয়ের আশ্রয় করিয়া থাকেন, সেই হেতুই তাঁহারা কখন প্রীতিমান্ কখন অপ্রীতিমান্ এবং কখন বা বিষাদযুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩৬—৩৭ ॥ ব্রহ্মা যখন সত্ত্বগুণস্থ হন, তখন তিনি জ্ঞানযুক্ত ও প্রীতিযুক্ত এবং শান্ত ও সমাধিমান্ হইয়া থাকেন, আবার যখন সত্ত্ববিরহিত ও রজোযুক্ত হন তখন সর্ব্বত্র অপ্রীতিযুক্ত হইয়া ঘোররূপ ধারণ করিয়া থাকেন; আবার যখন তিনি বাহুল্যরূপে তমোগুণবিশিষ্ট হন তখন বিষাদযুক্ত হইয়া মূঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই ॥ ৩৮—৪০ ॥ মাধবও যখন সত্ত্বগুণের আশ্রয় করেন তখন তিনি শান্ত, প্রীত ও জ্ঞানযুক্ত হন, আবার রজোগুণের আধিক্য হইলে তিনি প্রীতিবিরহিত হইয়া সমস্ত ভূতগণের প্রতি ঘোররূপ ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৪১—৪২ ॥ রুদ্রদেবও যখন সত্ত্বসংযুক্ত হন তখন তিনি প্রীতিমান্ ও প্রশান্ত হইয়া থাকেন, আবার রজোযুক্ত হইলে তিনিই আবার প্রীতিবর্জ্জিত হইয়া ঘোররূপ ধারণ করেন। আবার যখন তিনি

মন্বাদয়শ্চ যে প্রোক্তাশ্চতুর্দ্দশ যুগে যুগে।
অন্যেষাঞ্চৈব কা বার্ত্তা সংসারেঽস্মিন্নৃপোত্তম ! ॥ ৪৫ ॥
মায়াধীনং জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্।
তস্মাদ্রাজন্ন কর্ত্তব্যঃ সন্দেহোঽত্র কদাচন ॥ ৪৬ ॥
দেহী মায়াপরাধীনশ্চেষ্টতে তদ্বশানুগঃ।
সা চ মায়া পরে তত্ত্বে সংবিদ্রূপেঽস্তি সর্ব্বদা ॥ ৪৭ ॥
তদধীনা প্রেরিতা চ তেন জীবেষু সর্ব্বদা ॥ ৪৮ ॥
ততো মায়াবিশিষ্টাস্তাং সম্বিদং পরমেশ্বরীম্।
মায়েশ্বরীং ভগবতীং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্।
ধ্যায়েত্তথারাধয়েচ্চ প্রণমেচ্চ জপেদপি ॥ ৪৯ ॥

মন্বাদয়োঽপি তথৈবেত্যাহ সূর্য্যবংশোদ্ভবা ইতি ॥ ৪৪—৪৫ ॥

যস্মাদেবং তস্মান্মায়াব্যাপ্তং মায়াময়মেব সর্ব্বমিত্যাহ মায়াধীনমিতি। যস্মাদিদং সর্ব্বং মায়াধীনং তস্মাদ্বিষ্ণুঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সন্ কথং হয়রূপং ধৃতবানিত্যাদিঃ সন্দেহো ন কর্ত্তব্য ইত্যাহ তস্মাদ্রাজন্নিতি। সর্ব্বোঽপি দেহী মায়াধীন ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

নন্বু মায়ায়া জড়ত্বাৎ কথং জগদ্বশীকর্ত্তুং সমর্থেতি চেত্তত্রাহ সা চ মায়েতি। সংবিদ্রূপিণ্যাং ভগবত্যাং তিষ্ঠতি তদধীনা সর্ব্বদা সংবিদ্রূপাধীনাস্তি তেন সংবিদ্রূপেণ সর্ব্বদা জীবে প্রেরিতা চাস্তি। তথা চ সংবিদ্রূপিণ্যা ভগবত্যাশ্চেতনত্বাত্তৎপ্রেরিতমায়াধীনত্বং জগতঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। নন্বু প্রবর্ত্তকত্বং চাপ্যস্য মায়য়া ন স্বভাবত ইতি সূতসংহিতোক্তেঃ। প্রবর্ত্তনাশক্তিরপি মায়ায়া এবাস্তি চেৎ সত্যম্। চেতনাশ্রিতত্বমেব মায়ায়া ন স্বাতন্ত্র্যেণাবস্থানং মায়ায়া অস্তি তৎসম্বন্ধাদেব তস্যাশ্চেতনত্বমিত্যত্রৈব গ্রন্থস্য তাৎপর্য্যাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ মৈত্রায়ণীয়ানাম্। তমো বা ইদমগ্র আসীদেকং তৎপরে স্যাত্তৎপরেণেরিতং বিষমত্বং প্রয়াতীতি ॥ ৪৭—৪৮ ॥

নন্বেতাদৃশমায়ায়া নিবৃত্তিঃ কেন ভবিষ্যতীতি চেদধিষ্ঠানভূতসংবিদ্রূপভগবত্যারাধনেনেত্যাহ ততো মায়াবিশিষ্টাস্তামিতি। মায়েশ্বরীং মায়ায়া অন্তর্যামিভূতাং মায়ায়া অধিষ্ঠানভূতাং সংবিদং ভগবতীমিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

তমোগুণের আশ্রয় গ্রহণ করেন তখন মূঢ় ও বিষাদসম্পন্ন হইয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥ রাজন্! ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এবং সূর্য্যবংশীয় ও চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণ, যুগে যুগে মনু-আদি চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাধিপতিগণ, ইঁহারা সকলেই যদি মায়াগুণের অধীন হইলেন, তবে অন্যান্য সামান্য মানবাদি জীবগণের পক্ষে তদ্বিষয়ে আর কি বক্তব্য আছে ॥ ৪৪—৪৫ ॥ নৃপবর! সুরনরাদি সম্বলিত এই অখিল জগৎ মায়ার অধীন, এ বিষয়ে সন্দেহ করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে ॥ ৪৬ ॥ দেহিগণ সমস্তই মায়ার অধীন এবং মায়ার বশানুবর্ত্তী হইয়াই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে; কদাচই স্বাধীন হইয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, সেই মায়া আবার সম্বিৎরূপ পরতত্ত্বে সর্ব্বদাই অবস্থিত আছেন। মায়া সেই সম্বিৎরূপিণী পরমেশ্বরীর অধীনা এবং তাঁহা কর্তৃক প্রেরিত হইয়াই জীবগণের অন্তরে সমবায় সম্বন্ধে অনুসম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন ॥৪৭-৪৮॥

তেন সা সদয়া ভূত্বা মোচয়ত্যেব দেহিনম্।
স্বমায়াং সংহরত্যেব স্বানুভূতিপ্রদানতঃ॥ ৫০॥
ভুবনং খলু মায়া স্যাদীশ্বরী তস্য নায়িকা।
ভুবনেশী ততঃ প্রোক্তা দেবী ত্রৈলোক্যসুন্দরী॥ ৫১॥
তদ্রূপে যদি সক্তং স্যাচ্চিত্তং ভূমিপতে! সদা।
মায়য়া কিং ভবেত্তত্র সদসদ্ভূতয়া নৃপ!॥ ৫২॥
তস্মান্ মায়ানিরাসার্থং নান্যদ্বৈ দেবতান্তরম্।
সমর্থন্তু বিনা দেবীং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্॥ ৫৩॥

ধ্যায়েদিতি ধ্যানাদিনা কিং ভবিষ্যতি তদাহ। তেন সা সদয়েতি। যো যং বধ্নাতি তদারাধনেন স মুক্তো ভবতীতি ন্যায়াদিতি ভাবঃ॥ ৫০॥

নন্বু মায়াতো মোচনেঽপি কুত্রচিদ্বর্ত্তমানা সা মায়াকালান্তরে বাধিষ্যত এবেতি চেত্তত্রাহ স্বমায়াং সংহরত্যেবেতি। মায়ায়া মিথ্যাত্বান্ মিথ্যাপদার্থস্যাধিষ্ঠানে কল্পিতত্বাদধিষ্ঠানজ্ঞানেন রজ্জুসর্পাদেঃ কল্পিতস্য নিঃশেষং নাশদর্শনাম্মায়াধিষ্ঠানভূতস্বসংবিদ্রূপস্যানুভূতিঃ। সাক্ষাৎকারস্তৎপ্রদানতঃ। প্রদানেন নিঃশেষাং স্বমায়াং সংহরত্যেব নাশয়ত্যেবেত্যর্থঃ। তথা চ নিঃশেষনাশাৎ কালান্তরে বাধশঙ্কা নাস্তীতি ভাবঃ। তদুক্তং সূতসংহিতায়াম্। অধিষ্ঠানাবশেষো হি নাশঃ কল্পিতবস্তুন ইতি। মায়েশ্বরীত্বাদেব ভগবত্যা ভুবনেশ্বরীতি নামেত্যাহ। ভুবনং খলু মায়া স্যাদিতি॥ ৫১॥

নন্বু তস্যা অনুগ্রহেঽপ্যতিপ্রযত্নসাধ্যো দুর্ঘট এবেতি চেত্তত্রাহ তদ্রূপে ইতি। তস্যা অনুগ্রহোঽস্তু বা মা বা তস্যাঃ সংবিদ্রূপে যদি চিত্তং সক্তং তদা তৎস্বরূপস্বভাবেনৈব সদসদ্ভূতয়া সদসদ্বিলক্ষণয়া মায়য়া কিং ভবেন্ন কিমপীত্যর্থঃ। নহি বহ্নিসান্নিধ্যে শৈত্যবাধা ভবতি। ন চ বহ্নেস্তস্মিন্ পুরুষেঽনুগ্রহোঽস্তি। কিন্তু বহ্নিস্বভাব এবায়ং তদ্বদত্রাপীতি ভাবঃ॥ ৫২॥

নন্বু ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিদেবতানুগ্রহেণাপি মায়ানাশো ভবিষ্যতীতি চেত্তত্রাহ নান্যদ্বৈ দেবতান্তরমিতি। নহি রজ্জুসর্পো হরিহরাদিদেবতারাধনেন তদনুগ্রহেণাশ্বমেধাদিকর্ম্মণা বা কদাচিদপি নশ্যতি কিন্তু অধিষ্ঠানভূতরজ্জুজ্ঞানাদেব। তদ্বদত্রাপি রজ্জুসর্পবত্তাসমানায়া মায়ায়া ন হরিহরাদ্যুপাসনয়া নাশো নবাশ্বমেধাদিকর্ম্মভির্নাশঃ। কিন্তু মায়াধিষ্ঠানভূতসংবিদ্রূপ ভগবত্যারাধনানুভবেনৈবেতি ভাবঃ॥ ৫৩॥

অতএব কল্যাণার্থী ব্যক্তিগণ সেই মায়াবিশিষ্টা, মায়ার ঈশ্বরী সচ্চিদানন্দস্বরূপিণী পরব্রহ্মরূপিণী সম্বিৎরূপা ভগবতীর ধ্যান, আরাধনা এবং নিয়ত তাঁহার মন্ত্র জপ করিলে তিনি তাহাদের প্রতি সদয় হইয়া স্বীয় মায়া সংহার এবং স্বকীয় অনুভূতি প্রদানপূর্ব্বক সেই দেহিগণকে সংসার বন্ধন হইতে মোচন করিয়া থাকেন॥ ৪৯—৫০॥ এই অখিল ভুবন মায়াময়, সেই ব্রহ্মরূপিণী সংবিৎ তাহার ঈশ্বরী, এই হেতুই সেই ত্রৈলোক্যসুন্দরী ভগবতী ভুবনেশ্বরী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন॥৫১॥ হে ভূমিপতে! যদি জীবগণের চিত্ত সেই সম্বিৎরূপে আসক্ত হয় তবে সদসদ্ভূতা মায়া কিছুই করিতে সমর্থ হয় না। অতএব সচ্চিদানন্দরূপিণী ভুবনেশ্বরী ব্যতিরেকে অন্য কোনও দেবতা মায়ার নিরসনে সমর্থ নহেন॥৫২—৫৩॥

তমোরাশিং নাশয়িতুং শক্তং নৈব তমো ভবেৎ।
কিন্তু ভানুপ্রভাচন্দ্রবিদ্যুদ্বহ্নিপ্রভাদয়ঃ ॥ ৫৪ ॥
তস্মান্ মায়েশ্বরীমম্বাং স্বপ্রকাশান্তু সম্বিদম্।
আরাধয়েদতিপ্রীত্যা মায়াগুণনিবৃত্তয়ে ॥ ৫৫ ॥
ইতি সম্যঙ্ময়াখ্যাতং বৃত্রাসুরবধাদিকম্।
যৎ পৃষ্টং রাজশার্দ্দূল! কিমনন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৫৬ ॥
পূর্ব্বার্দ্ধোঽয়ং পুরাণস্য কথিতস্তব সুব্রত!।
যত্র দেব্যাস্তু মহিমা বিস্তরেণোপপাদিতঃ ॥ ৫৭ ॥
এতদ্রহস্যং শ্রীমাতুর্ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
দেয়ং ভক্তায় শান্তায় দেবীভক্তিরতায় চ ॥ ৫৮ ॥
শিষ্যায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় গুরুভক্তিযুতায় চ ॥ ৫৯ ॥
ইদমখিলকথানাং সারভূতং পুরাণং
নিখিলনিগমতুল্যং সৎপ্রমাণানুবিদ্ধম্।

তত্রৈব যুক্ত্যন্তরমাহ তমোরাশিমিতি। যথা তমো নাশয়িতুং ন দ্বিতীয়ং তমঃ শক্তং সমর্থং ভবেৎ কিন্তু ভানুপ্রভা চন্দ্রপ্রভা বিদ্যুৎপ্রভা বহ্নিপ্রভা এব সমর্থা ভবন্তি তদ্বদত্রাপি মায়ান্ধকারনাশে মায়ান্ধকাররূপা মায়াময়া হরিহরাদয়ো ন মায়াং নাশয়িতুং সমর্থাঃ। কিন্তু স্বপ্রকাশসংবিদ্রূপিণ্যেব ভগবতীতি ভাবঃ ॥ ৫৪ ॥

যস্মাদেবং তস্মাৎ সৈব সচ্চিদানন্দরূপিণী ভগবতী সমারাধ্যেত্যাহ তস্মাদিতি ॥ ৫৫ ॥

উপসংহরতি সম্যগিতি ॥ ৫৬ ॥

পূর্ব্বার্দ্ধোঽয়ং পুরাণস্যেতি। তেন চ পূর্ব্বার্দ্ধোত্তরার্দ্ধভেদেন ভাগদ্বয়বদিদং পুরাণমস্তীতি বোধিতম্। তেন চ ততো ভাগবতং প্রোক্তং ভাগদ্বয়বিভূষিতমিত্যাদিতত্পুরাণবচনমপি দেবীভাগবতপরমেব ন বিষ্ণুভাগবতপরম্। বিষ্ণুভাগবতদশমস্কন্ধস্য পূর্ব্বার্দ্ধোত্তরার্দ্ধভেদেন ভাগদ্বয়বত্বেঽপি সর্ব্বপুরাণস্য ভাগদ্বয়বত্ত্বাভাবাৎ ॥ ৫৭—৫৯ ॥

রাজন্! তমঃ কখন তমোরাশি বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না, ভাস্করপ্রভা, চন্দ্রপ্রভা, বিদ্যুদ্ ও বহ্নিপ্রভা প্রভৃতিই তদ্বিনাশে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥ অতএব মায়ার গুণ নিবৃত্তির নিমিত্ত প্রীতিপূর্ব্বক সেই মায়ার ঈশ্বরী স্বয়ংপ্রভা সম্বিৎরূপিণী অম্বিকারই আরাধনা করা একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৫৫ ॥ রাজেন্দ্র! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে সেই বৃত্রাসুর বধাদির বৃত্তান্ত কথা সমস্তই বর্ণন করিলাম, এক্ষণে আর অন্য কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? ॥৫৬॥ হে সুব্রত! যাহাতে শ্রীদেবী ভগবতীর মহিমা বিস্তারিত রূপে উপপাদিত হইয়াছে, সেই এই পুরাণের পূর্ব্বভাগ তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৫৭ ॥ জগদম্বিকার এই রহস্য যাহাকে তাহাকে প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। শান্ত, দান্ত, ভক্ত, দেবীর ভক্তিনিরত গুরুভক্ত শিষ্য ও জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই প্রদান করা কর্ত্তব্য ॥ ৫৮—৫৯ ॥ অখিল কথা সকলের

পঠতি পরমভাবাদ্ যঃ শৃণোতীহ ভক্ত্যা

স ভবতি ধনবান্ বৈ জ্ঞানবান্ মানবোঽত্র ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ষষ্ঠস্কন্ধে ভাগবত্যা মাহাত্ম্যবর্ণনং নাম একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

বেদাষ্টবসুভূসংখ্যৈঃ (১৮৮৪) পদ্যৈর্ব্যাসকৃতৈঃ শুভৈঃ। দেবীভাগবতস্যাস্য ষষ্ঠস্কন্ধঃ সমাপ্তবান্ ॥

গ্রন্থপাঠফলং বদতি ইদমখিলকথানামিতি ॥ ৬০ ॥

শ্রীমচ্ছৈবকুলোৎপন্নো রঙ্গনাথাত্মজঃ সুধীঃ।
শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসম্ভূতো নীলকণ্ঠোঽভিধানতঃ ॥ ১ ॥
দেবীভাগবতস্যাস্য ব্যাখ্যানরহিতস্য চ।
ব্যাখ্যাং যঃ কৃতবান্ সম্যগ্ বিশদার্থাস্তু নির্ম্মলাম্ ॥ ২ ॥
তিলকাখ্যাস্তু তস্যাস্তু পূর্ব্বার্দ্ধোঽস্তমগাচ্ছুভঃ।
ষষ্ঠস্কন্ধঃ সমাপ্তোঽত্র তেন তুষ্যতু পার্ব্বতী ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীশৈবকুলোৎপন্নরঙ্গনাথাত্মজশ্রীলক্ষ্মীগর্ভজনীলকণ্ঠকৃতে দেবীভাগবতব্যাখ্যানে তিলকাভিধে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩১॥

সারভূত, নিখিল নিগম তুল্য সৎপ্রমাণ সম্বলিত এই মহাপুরাণ যে ব্যক্তি পরম ভক্তিসহকারে পাঠ অথবা শ্রবণ করেন, সেই মানব এই সংসারে ধনবান্ ও জ্ঞানবান্ হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিয়া থাকেন সন্দেহ নাই ॥ ৬০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠস্কন্ধে মায়ার মাহাত্ম্যকথন নামক একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

স্কন্ধশ্চায়ং সমাপ্তঃ।

সপ্তমঃ স্কন্ধঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

শ্রুত্বৈতাং তাপসা দিব্যাং কথাং রাজা মুদান্বিতঃ।
ব্যাসং পপ্রচ্ছ ধর্ম্মাত্মা পরীক্ষিতসুতঃ পুনঃ॥ ১॥

জনমেজয় উবাচ।

স্বামিন্! সূর্য্যান্বয়ানাঞ্চ রাজ্ঞাং বংশস্য বিস্তরম্।
তথা সোমান্বয়ানাঞ্চ শ্রোতুকামোঽস্মি সর্ব্বথা॥ ২॥
কথয়ানঘ সর্ব্বজ্ঞ! কথাং পাপপ্রণাশিনীম্।
চরিতং ভূপতীনাঞ্চ বিস্তরাদ্বংশয়োর্দ্বয়োঃ॥ ৩॥
তে হি সর্ব্বে পরাশক্তিভক্তা ইতি ময়া শ্রুতম্।
দেবীভক্তস্য চরিতং শৃণ্বন্ কোঽস্তি বিরক্তিভাক্॥ ৪॥

অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডজননীপদপঙ্কজম্।
নমামি যন্নতৈর্নষ্টেস্তয়ং সংসারপঙ্কজম্॥ ১॥
অর্দ্ধশ্লোকাধিকৈরষ্টত্রিংশৎ শ্লোকৈরতঃপরম্।
সূর্য্যসোমোদ্ভবানাঞ্চ কথা প্রারভ্যতেঽধুনা॥ ২॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে সূর্য্যবংশোদ্ভবাস্তদ্বৎসোমবংশোদ্ভবা অপীত্যুক্তম্। তত্র তামেব কথাং রাজা পৃষ্টবানিতি সূত আহ। শ্রুত্বৈতামিতি। তাপসা ইতি মুনিসম্বোধনম্॥ ১—৩॥
নন্বু কাকদন্তপরীক্ষাবন্নিরর্থকং তেষাং রাজ্ঞাং চরিতকথনে কিং ফলমিতি চেত্তত্রাহ তে হি সর্ব্বে দেবীচরিতকথনাপেক্ষয়াপি দেবীভক্তচরিতকথনং দেব্যা অতিপ্রিয়ং ভবতি।

সূত কহিলেন, তাপসগণ! পরিক্ষিৎ-তনয় ধর্ম্মাত্মা রাজা জনমেজয় চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের দিব্য উপাখ্যান শ্রবণে আনন্দিত হইয়া ব্যাসদেবকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন; প্রভো! চন্দ্রবংশীয় ও সূর্য্যবংশীয় রাজাদিগের বংশবিস্তার শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে, হে অনঘ! আপনি সমস্ত বিষয়ই বিদিত আছেন, অতএব চন্দ্র ও সূর্য্যবংশের পাপনাশন পবিত্র আখ্যান ও ভূপতিগণের চরিত্র বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করুন॥ ১—৩॥
সেই চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় রাজারা পরাশক্তি ভগবতীর একান্ত ভক্ত ইহা আমি শ্রবণ করি-

ইতি রাজর্ষিণা পৃষ্টো ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
তমুবাচ মুনিশ্রেষ্ঠঃ প্রসন্নবদনো মুনিঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

নিশাময় মহারাজ! বিস্তরাদ্‌গদতো মম।
সোমসূর্য্যান্বয়ানাঞ্চ তথান্যেষাং সমুদ্ভবম্ ॥ ৬ ॥
বিষ্ণোর্নাভিসরোজাদ্ বৈ ব্রহ্মাভূচ্চতুরাননঃ।
তপস্তপ্‌ত্বা সমারাধ্য মহাদেবীং সুদুর্গমাম্ ॥ ৭ ॥
তয়া দত্তবরো ধাতা জগৎ কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ।
নাশকন্মানুষীং সৃষ্টিং কর্ত্তুং লোকপিতামহঃ ॥ ৮ ॥
বিচিন্ত্য বহুধা চিত্তে সৃষ্ট্যর্থং চতুরাননঃ।
ন বিস্তারং জগামাশু রচিতাপি মহাত্মনা ॥ ৯ ॥
"সসর্জ্জ মানসান্ পুত্রান্ সপ্তসংখ্যান্ প্রজাপতিঃ।"
মরীচিরঙ্গিরাত্রিশ্চ বশিষ্ঠঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
পুলস্ত্যশ্চেতি বিখ্যাতাঃ সপ্তৈতে মানসাঃ সুতাঃ ॥ ১০ ॥

তস্মাদ্ধেতোর্দেবীভক্তানাং রাজ্ঞাং বংশয়োঃ কথাং কথয়েত্যর্থঃ। তদুক্তং দেবীপুরাণে মদ্ভক্ত্যপেক্ষয়া ভক্তে মম ভক্তিস্তু সিদ্ধিদেতি ॥ ৪—৫ ॥

তথান্যেষামিতি। তৎসঙ্গেনান্যেষামপি রাজ্ঞামিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

মহাদেবীং সুদুর্গমামিতি। মায়াবীজং জজাপেত্যর্থঃ। তদুক্তমুমাসংহিতায়াম্। সৃষ্ট্যর্থং ভগবান্ ব্রহ্মা মায়াবীজং পরাৎপরম্। জজাপ যৎপ্রসাদেন সৃষ্টিকর্ত্তা ভবদ্বিভুরিতি ॥৭—৮॥

মহাত্মনা বহুধা বিচিন্ত্য রচিতা সৃষ্টিস্তথাপি চতুরাননঃ তস্যা বিস্তারং ন জগামেত্যন্বয়ঃ ॥ ৯—১২ ॥

য়াছি; মুনিবর! দেবীভক্তের চরিতকথা শ্রবণ করিতে কোন্ ব্যক্তি বিরক্ত হইয়া থাকে?॥৪। রাজর্ষি এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে সত্যবতীতনয় মুনিবর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫ ॥

মহারাজ! আমি চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় রাজা এবং তৎপ্রসঙ্গে অপরাপর রাজাদিগের উৎপত্তি বিবরণ বিস্তারপূর্ব্বক বলিতেছি, আপনি অবহিতচিত্তে শ্রবণ করুন ॥ ৬ ॥ বিষ্ণুর নাভিসরোজ হইতে চতুরানন ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন; তিনি তপস্যায় নিরত হইয়া একান্ত দুজ্ঞের্য়া মহাদেবী দুর্গার আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥৭॥ মহাদেবী আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া বিধাতাকে বরদান করিলেন, তখন সেই সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা বরলাভ করিয়া জগৎ সৃজন করিতে উদ্যত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি সহসা মনুষ্য সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৮ ॥ ফলকথা, এই সৃষ্টি পরমাত্মরূপিণী ভগবতী কর্ত্তৃক নিত্যরূপে বিরচিত থাকিলেও চতুরানন

রুদ্রো রোষাৎ সমুৎপন্নোঽপ্যুৎসঙ্গান্নারদোঽভবৎ।
দক্ষোঽঙ্গুষ্ঠাত্তথান্যেঽপি মানসাঃ সনকাদয়ঃ ॥ ১১ ॥
বামাঙ্গুষ্ঠাদ্দক্ষপত্নী জাতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী।
বীরিণী নাম বিখ্যাতা পুরাণেষু মহীপতে ! ॥ ১২ ॥
অসিক্নীতি চ নাম্না সা যস্যাং জাতোঽথ নারদঃ।
দেবর্ষিপ্রবরঃ কামং ব্রহ্মণো মানসঃ সুতঃ ॥ ১৩ ॥

জনমেজয় উবাচ।

অত্র মে সংশয়ো ব্রহ্মন্ ! যদুক্তং ভবতা বচঃ।
বীরিণ্যাং নারদো জাতো দক্ষাদিতি মহাতপাঃ ॥ ১৪ ॥
কথং দক্ষস্য পত্ন্যাস্তু বীরিণ্যাং নারদো মুনিঃ।
জাতো হি ব্রহ্মণঃ পুত্রো ধর্ম্মজ্ঞস্তাপসোত্তমঃ ॥ ১৫ ॥
বিচিত্রমিদমাখ্যাতং ভবতা নারদস্য চ।
দক্ষাজ্জন্মাস্য ভার্য্যায়াং তদ্বদস্ব সবিস্তরম্ ॥ ১৬ ॥
পূর্ব্বদেহঃ কথং মুক্তঃ শাপাৎ কস্য মহাত্মনা।
নারদেন বহুজ্ঞেন কস্মাজ্জন্ম কৃতং মুনে ! ॥ ১৭ ॥

মানসঃ সুত ইতি। যদ্যপ্যুৎসঙ্গান্নারদোঽভবদিতি পূর্ব্বমুক্তং তথাপি নারদস্য কস্মিংশ্চিৎকল্পে মনসোঽপ্যুদ্ভবাত্তদাভিপ্রায়েণ মানসত্বোক্তিরিতি বোধ্যম্ ॥ ১৩—১৬ ॥
জন্ম দ্বিতীয়ং কৃতং গৃহীতমিত্যর্থঃ। কস্য শাপাদিত্যন্বয়ঃ ॥ ১৭ ॥

মনে মনে বহুবিধ চিন্তা করিয়াও সত্বর তাহার বিস্তার করিতে পারিলেন না ॥ ৯ ॥ অতএব প্রজাপতি প্রথমত সাতটি মানসপুত্র সৃজন করিলেন। তাঁহাদের নাম মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সাতটিই মানসপুত্র বলিয়া বিখ্যাত ॥ ১০ ॥ তাহার পর সেই প্রজাপতির রোষ হইতে রুদ্র, উৎসঙ্গ হইতে নারদ ও দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ উৎপন্ন হয়েন। এইরূপ সনকাদি ঋষিগণও তাঁহার মানসপুত্র ॥ ১১ ॥ মহীপতে ! প্রজাপতির বাম অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষের পত্নী জন্ম লাভ করেন, সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা বীরিণী ও অসিক্নী নামে সমস্ত পুরাণেই বিখ্যাত ॥ ১২ ॥ দেবর্ষিপ্রবর নারদ সময়ান্তরে তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১৩ ॥

জনমেজয় বলিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনি কহিলেন যে, মহাতপা নারদ দক্ষের ঔরসে বীরিণীর গর্ভে জন্ম লাভ করেন, ইহাতে আমার সংশয় জন্মিয়াছে ॥১৪॥ নারদ মুনি একেত ব্রহ্মার পুত্র, বিশেষত ধর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন ও তাপসগণের অগ্রগণ্য অতএব তিনি দক্ষের পত্নী বীরিণীর গর্ভে কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করিলেন ? ॥ ১৫ ॥ ভাল, তাহাই যদি হয় তবে দক্ষ

ব্যাস উবাচ।

ব্রহ্মণাসৌ সমাদিষ্টো দক্ষঃ সৃষ্ট্যর্থমাদিতঃ।
প্রজাঃ সৃজেতি সুভৃশং বৃদ্ধিহেতোঃ স্বয়ম্ভুবা ॥ ১৮ ॥
ততঃ পঞ্চসহস্রাণি জনয়ামাস বীর্য্যবান্।
দক্ষঃ প্রজাপতিঃ পুত্রান্ বীরিণ্যাং বলবত্তরান্ ॥ ১৯ ॥
দৃষ্ট্বা তান্নারদঃ পুত্রান্ সর্ব্বান্ বর্দ্ধয়িষূন্ প্রজাঃ।
উবাচ প্রহসন্ বাচং দেবর্ষিঃ কালনোদিতঃ ॥ ২০ ॥
ভুবঃ প্রমাণমজ্ঞাত্বা স্রষ্টুকামাঃ প্রজাঃ কথম্।
লোকানাং হাস্যতাং যূয়ং গমিষ্যথ ন সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥
পৃথিব্যা বৈ প্রমাণন্তু জ্ঞাত্বা কার্য্যঃ সমুদ্যমঃ।
কৃতোঽসৌ সিদ্ধিমায়াতি নান্যথেতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ২২ ॥
বালিশা বত যূয়ং বৈ যদজ্ঞাত্বা ভুবস্তলম্।
সমুদ্যতাঃ প্রজাঃ কর্ত্তুং কথং সিদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥ ২৩ ॥

বৃদ্ধিহেতোর্জগত ইত্যর্থঃ ॥ ১৮—২০ ॥
হাস্যতামিতি। যুষ্মান্ দৃষ্ট্বা লোকা হসিষ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ২১—২২ ॥
বালিশা ইতি। স্থলাভাবে প্রজাঃ ক স্থাস্যন্তীতি ভাবঃ ॥ ২৩—২৭ ॥

হইতে তাঁহার ভার্য্যার গর্ভে নারদের যে জন্ম হইয়াছিল, আপনি সেই বিচিত্র কথা বিস্তার পূর্ব্বক বলুন ॥ ১৬ ॥ মুনে! মহাত্মা নারদ বহুজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াও কাহার শাপপ্রভাবে পূর্ব্ব দেহ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় কি প্রকারে জন্মগ্রহণ করেন? ॥ ১৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! জগতের বৃদ্ধির নিমিত্ত অসংখ্য প্রজা সৃজন কর, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সৃষ্টি কামনায় এই কথা বলিয়া প্রথমে দক্ষকে আদেশ করিলেন ॥ ১৮ ॥ দক্ষ প্রজাপতি পিতার অনুজ্ঞা লাভ করিয়া বীরিণীর গর্ভে বলবত্তর বীর্য্যবান্ পঞ্চ সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন ॥ ১৯ ॥ সেই সমস্ত দক্ষপুত্রদিগকে প্রজাবর্দ্ধনাভিলাষী দেখিয়া দেবর্ষি নারদ কাল প্রেরিত হইয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন ॥ ২০ ॥ তোমরা পৃথিবীর পরিমাণ না জানিয়া কি প্রকারে প্রজা সৃজন করিতে বাসনা করিয়াছ, সুতরাং তোমরা লোক-সাধারণের উপহাস্যাস্পদ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥ পরন্তু পৃথিবীর প্রমাণ বিদিত হইয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে উহা সুসিদ্ধ হইবে। কিন্তু ইহার অন্যথা করিলে কখনই কার্য্য সম্পন্ন হইবে না, ইহা স্থির নিশ্চয় জানিবে ॥ ২২ ॥ হায়! তোমরা নিতান্ত অজ্ঞান!! ভূতলের বৃত্তান্ত না জানিয়াই প্রজা সৃজন করিতে উদ্যত হইয়াছ অতএব তোমাদের কার্য্য কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে? ॥ ২৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

নারদেনৈবমুক্তাস্তে হর্য্যশ্বা দৈবযোগতঃ ।
অন্যোন্যমূচুঃ সহসা সম্যগাহ মুনিঃ কিল ॥ ২৪ ॥
জ্ঞাত্বা প্রমাণমূর্ব্ব্যাস্তু সুখং স্রক্ষ্যামহে প্রজাঃ ।
ইতি সঞ্চিন্ত্য তে সর্ব্বে প্রয়াতাঃ প্রেক্ষিতুং ভুবঃ ॥ ২৫ ॥
তলং সর্ব্বং পরিজ্ঞাতুং বচনান্নারদস্য চ ।
প্রাচ্যাং কেচিদ্ গতাঃ কামং দক্ষিণস্যাং তথাপরে ॥ ২৬ ॥
প্রতীচ্যামুত্তরস্যাস্তু কৃতোৎসাহাঃ সমন্ততঃ ।
দক্ষঃ পুত্রান্ গতান্ দৃষ্ট্বা পীড়িতস্তু শুচা ভৃশম্ ॥ ২৭ ॥
অন্যানুৎপাদয়ামাস প্রজার্থং কৃতনিশ্চয়ঃ ।
তেঽপি তত্রোদ্যতাঃ কর্ত্তুং প্রজার্থমুদ্যমং সুতাঃ ॥ ২৮ ॥
নারদঃ প্রাহ তান্ দৃষ্ট্বা পূর্ব্বং যদ্বচনং মুনিঃ ।
বালিশা বত যূয়ং বৈ যদজ্ঞাত্বা ভুবঃ কিল ।
প্রমাণন্তু প্রজাঃ কর্ত্তুং প্রবৃত্তাঃ কেন হেতুনা ॥ ২৯ ॥
শ্রুত্বা বাক্যং মুনেস্তেঽপি মত্বা সত্যং বিমোহিতাঃ ।
জগ্মুঃ সর্ব্বে যথাপূর্ব্বং ভ্রাতরশ্চলিতাস্তথা ॥ ৩০ ॥

প্রজার্থমুদ্যমং কর্ত্তুমুদ্যতা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২৮ ॥
যদ্বচনং পূর্ব্বমুক্তং তদেব প্রাহেত্যন্বয়ঃ । তদেব বাক্যমাহ বালিশা ইতি ॥ ২৯—৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! দৈবযোগে সহসা নারদের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া সেই হর্য্যশ্ব প্রভৃতি পুত্রগণ পরস্পর বলিলেন যে, এই মুনিবর যে কথা বলিয়াছেন তাহা সত্য ॥ ২৪ ॥ পৃথিবীর পরিমাণ বিদিত হইয়া আমরা সুখে প্রজাপুঞ্জ সৃষ্টি করিব। তাহারা সকলে এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভূতল দর্শন করিতে প্রস্থান করিল ॥২৫॥ তাহারা নারদের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া সমস্ত ভূতল পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে কেহ পূর্ব্ব দিকে, কেহ দক্ষিণ দিকে, কেহ উত্তর দিকে, কেহ বা পশ্চিম দিকে ইচ্ছানুসারে এক সময়েই গমন করিল। পুত্রগণ প্রস্থান করিলে দক্ষ তাহাদের অদর্শনে সাতিশয় শোকাতুর হইলেন ॥ ২৬-২৭ ॥ পরন্তু, তিনি প্রজা কামনায় কৃতসংকল্প হইয়া পুনরায় অন্য পুত্র উৎপাদন করিলেন। তাঁহার সেই পুত্রেরাও তখন প্রজা সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ২৮ ॥ নারদ মুনি তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় বলিলেন, হায় ! তোমরা নিতান্ত অজ্ঞান !! পৃথিবীর পরিমাণ না জানিয়া কি কারণে প্রজা সৃজন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ ? ॥ ২৯

তান্ সুতান্ প্রস্থিতান্ দৃষ্ট্বা দক্ষঃ কোপসমন্বিতঃ।
শশাপ নারদং রোষাৎ পুত্রশোকসমুদ্ভবাৎ ॥ ৩১ ॥

দক্ষ উবাচ।

নাশিতা মে সুতা যস্মাত্তস্মান্নাশমবাপ্নুহি।
পাপেনানেন দুর্ব্বুদ্ধে! গর্ভবাসং ব্রজেতি চ ॥ ৩২ ॥
পুত্রো মে ভব কামং ত্বং যতো মে ভ্রংশিতাঃ সুতাঃ ॥ ৩৩ ॥
ইতি শপ্তস্ততো জাতো বীরিণ্যাং নারদো মুনিঃ।
ষষ্টির্ভূয়োঽসৃজৎ কন্যা বীরিণ্যামিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ৩৪ ॥
শোকং বিহায় পুত্রাণাং দক্ষঃ পরমধর্ম্মবিৎ।
তাসাং ত্রয়োদশ প্রাদাৎ কশ্যপায় মহাত্মনে ॥ ৩৫ ॥
দশ ধর্ম্মায় সোমায় সপ্তবিংশতি ভূপতে!।
দ্বে চৈব ভৃগবে প্রাদাচ্চতস্রোঽরিষ্টনেমিনে।
দ্বে চৈবাঙ্গিরসে কন্যে তথৈবাঙ্গিরসে পুনঃ ॥ ৩৬ ॥
তাসাং পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ দেবাশ্চ দানবাস্তথা।
জাতা বলসমাযুক্তাঃ পরস্পরবিরোধকাঃ ॥ ৩৭ ॥

দ্বে কন্যে অঙ্গিরসে কৃশাশ্বায় দদাবিত্যর্থঃ। তথৈবাঙ্গিরসে পুনরিতি। পুনঃ দ্বে অবশিষ্টে কন্যে অঙ্গিরসে তন্নাম্নে মুনয়ে দদৌ। তদুক্তং কূর্ম্মপুরাণে। সপ্তবিংশতি সোমায়

নারদের বাক্য সত্য বিবেচনায় মোহিত হইয়া পূর্ব্ব ভ্রাতারা যেরূপ প্রস্থান করিয়াছিলেন তাহারাও সেইরূপ গমন করিল ॥ ৩০ ॥ দক্ষ প্রজাপতি সেই সুতগণের অদর্শনে কুপিত হইয়া পুত্রশোকসম্ভূত রোষবশত নারদকে শাপ প্রদান করিলেন ॥ ৩১ ॥

দক্ষ বলিলেন, রে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি আমার পুত্রগণকে বিনষ্ট করিয়াছ অতএব নাশপ্রাপ্ত হও; ফলতঃ মদীয় পুত্র বিনাশের পাপে তোমাকে গর্ভে বাস করিতে হইবে; আর অধিক কি বলিব, তুমি আমার তনয়গণকে স্থানভ্রষ্ট করিয়াছ অতএব তুমি অবশ্য আমারই পুত্র হইবে ॥ ৩২-৩৩ ॥ নারদ এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া বীরিণীর গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। এইরূপ শুনিয়াছি যে, তাহার পর প্রজাপতি দক্ষ বীরিণীর গর্ভে ষাটটি কন্যা উৎপাদন করেন ॥ ৩৪ ॥ ভূপতে! তখন পরম ধর্ম্মবিদ্ দক্ষ পুত্রশোক পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের ত্রয়োদশটী মহাত্মা কশ্যপকে, ধর্ম্মকে দশটী, চন্দ্রকে সপ্তবিংশতিটী, ভৃগুকে দুইটী, অরিষ্টনেমিকে চারিটী, দুইটী কৃশাশ্বকে এবং অবশিষ্ট দুইটী কন্যা অঙ্গিরাকে দান করেন ॥ ৩৫-৩৬ ॥ তাহাদের পুত্র পৌত্র দেব ও দানবগণ বলসম্পন্ন হইয়া পরস্পর বিরোধী হইল ॥ ৩৭ ॥

রাগদ্বেষান্বিতাঃ সর্ব্বে পরস্পরবিরোধিনঃ।
সর্ব্বে মোহবৃতাঃ শূরা হ্যভবন্নতিমায়িনঃ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে সূর্য্যসোমবংশীয়ভূপানাং কথারম্ভো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

চতস্রোঽরিষ্টনেমিনে। দ্বে চৈব ভৃগুপুত্রায় দ্বে কৃশাশ্বায় ধীমতে। দ্বে চৈবাঙ্গিরসে তদ্বংশেষাং বক্ষ্যেঽথ বিস্তরমিতি ॥ ৩৭—৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

তাহারা সকলেই শূর ও অতিশয় মায়াবী সুতরাং রাগ ও দ্বেষ বশত বিমোহিত হইয়া পরস্পর বিরোধ করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে চন্দ্রসূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের কথারম্ভ নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

মমাখ্যাহি মহাভাগ! রাজ্ঞাং বংশং সুবিস্তরম্।
সূর্য্যান্বয়প্রসূতানাং ধর্ম্মজ্ঞানাং বিশেষতঃ॥ ১॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু ভারত! বক্ষ্যামি রবিবংশস্য বিস্তরম্।
যথা শ্রুতং ময়া পূর্ব্বং নারদাদৃষিসত্তমাৎ॥ ২॥
একদা নারদঃ শ্রীমান্ সরস্বত্যাস্তটে শুভে।
আজগামাশ্রমে পুণ্যে বিচরন্ স্বেচ্ছয়া মুনিঃ॥ ৩॥
প্রণম্য শিরসা পাদৌ তস্যাগ্রে সংস্থিতস্তদা।
ততস্তস্যাসনং দত্ত্বা কৃত্বার্হণমথাদরাৎ॥ ৪॥
বিধিবৎপূজয়িত্বা তমুক্তবান্ বচনন্ত্বিদম্।
পাবিতোঽহং মুনিশ্রেষ্ঠ! পূজ্যস্যাগমনেন বৈ॥ ৫॥

পঞ্চষষ্টিশ্লোকবর্ষ্যৈঃ সূর্য্যসোমান্বয়স্য চ।
বিস্তারো বর্ণ্যতে সম্যগ্ দেবীভক্তিযুতস্য চ॥ ১॥

সূর্যসোমবংশবিস্তারম্ রাজা পৃচ্ছতি মমাখ্যাহীতি॥ ১—২॥
মমাশ্রমে আজগামেতি ব্যাসোক্তিঃ॥ ৩—৫॥

জনমেজয় বলিলেন, মহাভাগ! বিশেষরূপ ধর্ম্মজ্ঞান সম্পন্ন যে সমস্ত রাজা সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আপনি তাঁহাদিগের বংশ বিস্তার আমার নিকট বর্ণন করুন॥ ১॥

ব্যাস বলিলেন, ভারত! পূর্ব্বে ঋষিসত্তম নারদের মুখে সূর্য্যবংশের বিস্তৃতি বিবরণ যেরূপ শুনিয়াছি, অধুনা আমি তাহাই অবিকল বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন॥ ২॥ একদা শ্রীমান্ নারদ মুনি যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে সরস্বতী নদীর সুশোভন তীরদেশে মদীয় পবিত্র আশ্রমে আগমন করিলেন॥ ৩॥ তাঁহাকে দর্শন করিয়া আমি তাঁহার পাদ-যুগলে অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম; পরে তাঁহাকে আসনে উপবেশন করাইয়া সমাদর সহকারে তাঁহার পূজা করিলাম॥ ৪॥ এইরূপে যথাবিধানে

কথাং কথয় সর্ব্বজ্ঞ ! রাজ্ঞাং চরিতসংযুতাম্ ।
রাজানো যে সমাখ্যাতাঃ সপ্তমেঽস্মিন্ মনোঃ কুলে ॥ ৬ ॥
তেষামুৎপত্তিরতুলা চরিতং পরমাদ্ভুতম্ ।
শ্রোতুকামোঽস্ম্যহং ব্রহ্মন্ ! সূর্য্যবংশস্য বিস্তরম্ ॥ ৭ ॥
সমাখ্যাহি মুনিশ্রেষ্ঠ ! সমাসব্যাসপূর্ব্বকম্ ।
ইতি পৃষ্টো ময়া রাজন্ ! নারদঃ পরমার্থবিৎ ।
উবাচ প্রহসন্ প্রীতঃ সমাভাষ্য মুদান্বয়ম্ ॥ ৮ ॥

নারদ উবাচ ।

শৃণু সত্যবতীসূনো ! রাজ্ঞাং বংশমনুত্তমম্ ।
পাবনং কর্ণসুখদং ধর্ম্মজ্ঞানাদিভির্যুতম্ ॥ ৯ ॥
ব্রহ্মা পূর্ব্বং জগৎকর্ত্তা নাভিপঙ্কজসম্ভবঃ ।
বিষ্ণোরিতি পুরাণেষু প্রসিদ্ধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০ ॥
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ত্তাসৌ স্বয়ম্ভূঃ সর্ব্বশক্তিমান্ ।
তপস্তপ্ত্বা স বিশ্বাত্মা বর্ষাণামযুতং পুরা ॥ ১১ ॥

সপ্তমেঽস্মিন্ মনোঃ কুলে ইতি। বৈবস্বতমনোরিত্যর্থঃ ॥ ৬—৭ ॥
সমাসব্যাসৌ সঙ্ক্ষেপবিস্তারৌ কুত্রচিৎ সঙ্ক্ষেপঃ কুত্রচিদ্বিস্তারঃ ॥ ৮—১৬

তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহাকে বলিলাম; মুনিবর! আপনি বিশ্বের পূজনীয় অতএব আপনার আগমনে আমার আশ্রম পবিত্র হইল ॥ ৫ ॥ হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনি রাজাদিগের চরিত সমন্বিত উপাখ্যান কীর্ত্তন করুন। সপ্তম মনুর বংশে যে সকল রাজা বিখ্যাত, তাহাদিগের উৎপত্তি বিষয়ে তুলনা নাই এবং চরিত্রও অতীব অদ্ভুত; অতএব ব্রহ্মন্! সূর্য্যবংশের বিবরণ সবিস্তার শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা জন্মিয়াছে, মুনিবর! আপনি স্থলবিশেষে কোথাও সংক্ষেপ কোথাও বা বিস্তার করিয়া উহা বর্ণন করুন ॥ ৬—৭ ॥ রাজন্! আমি এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, পরমার্থবিৎ নারদ প্রীতিসহকারে হাস্য করিতে করিতে আমায় সম্বোধন করিয়া আনন্দিত মনে সূর্য্যবংশ-বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৮ ॥

সত্যবতীতনয়! রাজাদিগের বংশ বিবরণ অতি পবিত্র ও শ্রবণ সুখকর বিশেষত ঐ অনুত্তম বৃত্তান্ত কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে ধর্ম্ম ও জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, অতএব আপনি উহা শ্রবণ করুন ॥ ৯ ॥ পুরাকালে ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইয়া জগতের সৃষ্টি করেন, এই কথা পুরাণ মাত্রেই প্রসিদ্ধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ॥ ১০ ॥ সেই বিশ্বসংসারের আত্মস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ম্ভু সৃষ্টির আরম্ভ সময়ে দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করেন, সেই তপঃপ্রভাবে তিনি সৃষ্টি করিবার বিশিষ্ট শক্তি লাভ করিয়া সমস্ত

সৃষ্টিকামঃ শিবাং ধ্যাত্বা প্রাপ্য শক্তিমনুত্তমাম্।
পুত্রানুৎপাদয়ামাস মানসান্ শুভলক্ষণান্॥ ১২॥
মরীচিঃ প্রথিতস্তেষামভবৎ সৃষ্টিকর্ম্মণি॥ ১৩॥
তস্য পুত্রোঽতিবিখ্যাতঃ কশ্যপঃ সর্ব্বসম্মতঃ।
ত্রয়োদশৈব তস্যাসন্ ভার্য্যা দক্ষসুতাঃ কিল॥ ১৪॥
দেবাঃ সর্ব্বে সমুৎপন্না দৈত্যা যক্ষাশ্চ পন্নগাঃ।
পশবঃ পক্ষিণশ্চৈব তস্মাৎ সৃষ্টিস্তু কাশ্যপী॥ ১৫॥
দেবানাং প্রথিতঃ সূর্য্যো বিবস্বান্নাম তস্য তু।
তস্য পুত্রঃ স বিখ্যাতো বৈবস্বতমনুর্নৃপঃ॥ ১৬॥
তস্য পুত্রস্তথেক্ষ্বাকুঃ সূর্য্যবংশবিবর্দ্ধনঃ।
নবাভুবন্ সুতাস্তস্য মনোরিক্ষ্বাকুপূর্ব্বজাঃ॥ ১৭॥
তেষাং নামানি রাজেন্দ্র! শৃণুষ্বৈকমনাঃ পুনঃ।
ইক্ষ্বাকুরথ নাভাগো ধৃষ্টঃ শর্যাতিরেব চ॥ ১৮॥
নরিষ্যন্তস্তথা প্রাংশুর্নৃগো দিষ্টশ্চ সপ্তমঃ।
করূষশ্চ পৃষধ্রশ্চ নবৈতে মানবাঃ স্মৃতাঃ॥ ১৯॥

ইক্ষ্বাকুঃ পূর্ব্বং জাতো যেষাং নবানাং তে নবপুত্রাস্তস্য মনোর্বৈবস্বতস্যাভবন্॥ ১৭॥
তেষাং নামান্যাহ তেষামিতি॥ ১৮॥
প্রাংশোরেব পুরাণান্তরে কবিরিতি সংজ্ঞা। নবৈত ইতি। ইক্ষ্বাকুরহিতা নব তৎসহিতাস্তু দশৈবেতি বোধ্যম্। কূর্ম্মপুরাণে তু নবৈবোক্তাঃ॥ ১৯॥

জগৎ সৃজনে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ১১॥ তিনি সৃষ্টি কামনায় দেবীর ধ্যান করিয়া যেমন অনুত্তম শক্তি লাভ করিলেন, অমনি প্রথমে শুভলক্ষণ সম্পন্ন মানসপুত্রদিগকে উৎপাদন করিলেন॥ ১২॥ তাঁহাদের মধ্যে মরীচিই সৃষ্টিকার্য্যে বিশ্রুত হয়েন॥ ১৩॥ তাঁহার পুত্র কশ্যপও সকলের সম্মানিত এবং অতিশয় বিখ্যাত। তাঁহার ত্রয়োদশটী ভার্য্যা; তাঁহারা সকলেই দক্ষপ্রজাপতির কন্যা॥ ১৪॥ দেবতা, দৈত্য, যক্ষ, পন্নগ, পশু ও পক্ষিগণ সমস্তই তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই জন্যই ইহাকে কাশ্যপী সৃষ্টি বলিয়া থাকে॥ ১৫॥ দেবতাদিগের মধ্যে সূর্য্য বিশেষ বিখ্যাত; তাঁহার অন্য এক নাম বিবস্বান্, বিবস্বতের পুত্র বৈবস্বত মনু; তিনি রাজা হইয়া সাতিশয় সুখ্যাতি লাভ করেন। ইহা ভিন্ন মনুর আরও নয়টি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন॥ ১৭॥ রাজেন্দ্র! তাঁহাদের নাম একমনা হইয়া শ্রবণ করুন; নাভাগ, ধৃষ্ট, শর্যাতি, নরিষ্যন্ত, প্রাংশু, নৃগ, দিষ্ট, করূষ, পৃষধ্র এই

ইক্ষ্বাকুস্তু মনোঃ পুত্রঃ প্রথমঃ সমজায়ত ।
তস্য পুত্রশতঞ্চাসীজ্জ্যেষ্ঠো বিকুক্ষিরাত্মবান্ ॥ ২০ ॥
নবানাং বংশবিস্তারং সংক্ষেপেণ নিশাময় ।
শূরাণাং মনুপুত্রাণাং মনোরন্তরজন্মনাম্ ॥ ২১ ॥
নাভাগস্য তু পুত্রোঽভূদম্বরীষঃ প্রতাপবান্ ।
ধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ প্রজাপালনতৎপরঃ ॥ ২২ ॥
ধৃষ্টাত্তু ধার্ষ্টকং ক্ষত্রং ব্রহ্মভূতমজায়ত ।
সংগ্রামকাতরং সম্যক্ ব্রহ্মকর্ম্মরতস্তথা ॥ ২৩ ॥
শর্য্যাতেস্তনয়শ্চাভূদানর্ত্তো নাম বিশ্রুতঃ ।
সুকন্যা চ তথা পুত্রী রূপলাবণ্যসংযুতা ॥ ২৪ ॥
চ্যবনায় সুতা দত্তা রাজ্ঞাপ্যন্ধায় সুন্দরী ।
মুনিঃ সুলোচনো জাতস্তস্যাঃ শীলগুণেন হ ॥ ২৫ ॥
বিহিতো রবিপুত্রাভ্যামশ্বিভ্যামিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ২৬ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

সন্দেহোঽয়ং মহান্ ব্রহ্মন্ ! কথায়াং কথিতস্ত্বয়া ।
যদ্রাজ্ঞা মুনয়েঽন্ধায় দত্তা পুত্রী সুলোচনা ॥ ২৭ ॥

পুত্রশতমধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্রো বিকুক্ষিরিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥
নবানামিতি । নবানাং পুত্রাণাং মধ্যে কেষাঞ্চিদিত্যর্থঃ । সর্ব্বেষাং বংশাকথনাৎ ॥২১-২৫॥
রবিপুত্রাভ্যামিতি । অশ্বিনীকুমারাভ্যাং বিহিতো নেত্রযুক্তঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬—৩০॥

নয়টি মনুর পুত্র ॥১৮—১৯॥ মনুর অন্যতম পুত্র ইক্ষ্বাকুই প্রথমে জন্মগ্রহণ করেন ; তাঁহার একশত পুত্র হয়, তাঁহাদের মধ্যে আত্মবান্ বিকুক্ষিই জ্যেষ্ঠ ছিলেন ॥ ২০ ॥ মনুর অনন্তর-জাত নবসংখ্যক শূরপুত্রগণের মধ্যে কতকগুলির বংশ বিস্তার সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২১ ॥ নাভাগের পুত্র অম্বরীষ, তিনি অত্যন্ত সত্যসন্ধ, পরাক্রান্ত ও ধর্ম্মজ্ঞানী হইয়াছিলেন, অতএব তিনি সর্ব্বদা ন্যায়ানুসারে প্রজা পালন করিতেন ॥ ২২ ॥ ধৃষ্ট হইতে ধার্ষ্টক উৎপন্ন হন, তিনি ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করেন। তিনি স্বভাবতই সংগ্রামে কাতর ছিলেন এবং সর্ব্বদাই ব্রহ্মকার্য্যের অনুষ্ঠানে নিরত থাকিতেন ॥ ২৩ ॥ শর্য্যাতির আনর্ত্ত নামে বিখ্যাত পুত্র এবং রূপলাবণ্যবতী সুকন্যা নামে একটি কন্যা জন্ম-গ্রহণ করেন ॥ ২৪ ॥ রাজা শর্য্যাতি সেই সুন্দরী কন্যা অন্ধ চ্যবন ঋষিকে দান করেন, কিন্তু মুনি অন্ধ হইয়াও কন্যার চরিত্র গুণে সুন্দর লোচন লাভ করিয়াছিলেন। আমরা

কুরূপা গুণহীনা বা নারীলক্ষণবর্জ্জিতা।
পুত্রী যদা ভবেদ্রাজ্ঞা তদান্ধায় প্রযচ্ছতি ॥ ২৮ ॥
জ্ঞাত্বান্ধং সুমুখীং কস্মাদ্দত্তবান্ নৃপসত্তমঃ।
কারণং ব্রূহি মে ব্রহ্মন্! অনুগ্রাহ্যোঽস্মি সর্ব্বদা ॥ ২৯ ॥

সূত উবাচ।

ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা পরীক্ষিতসুতস্য বৈ।
দ্বৈপায়নঃ প্রসন্নাত্মা তমুবাচ হসন্নিব ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ।

বৈবস্বতসুতঃ শ্রীমান্ শর্যাতির্নাম পার্থিবঃ।
তস্য স্ত্রীণাং সহস্রাণি চত্বার্য্যাসন্ পরিগ্রহাঃ ॥ ৩১ ॥
রাজপুত্র্যঃ সুরূপাশ্চ সর্ব্বলক্ষণসংযুতাঃ।
পত্ন্যঃ প্রেমযুতাঃ সর্ব্বাঃ প্রিয়া রাজ্ঞঃ সুসম্মতাঃ ॥ ৩২ ॥
একা পুত্রী তু তাসাং বৈ সুকন্যা নাম সুন্দরী।
পিতুঃ প্রিয়া চ মাতৃণাং সর্ব্বাসাং চারুহাসিনী ॥ ৩৩ ॥

পরিগ্রহাঃ পরিগৃহীতা বিবাহিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৪ ॥

শুনিয়াছি, রবিপুত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহাকে পুনরায় দৃষ্টিশক্তি প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২৫—২৭ ॥

জনমেজয় বলিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি বলিলেন যে, রাজা শর্যাতি সুলোচনা কন্যা সুকন্যাকে দৃষ্টিশক্তিবিহীন চ্যবন মুনিকে দান করিয়াছিলেন, ইহাতে আমার মহান্ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥ কন্যা যদি কুরূপা গুণহীনা অথবা স্ত্রীলোকের লক্ষণ বিরহিতা হয়, তাহা হইলেই রাজার সেই কন্যা অন্ধকে সম্প্রদান করা সঙ্গত হইতে পারিত ॥ ২৮ ॥ কিন্তু নৃপসত্তম শর্যাতি তাদৃশী সুমুখী কন্যা সেই ঋষিকে অন্ধ জানিয়াও তাঁহাকে কেন দান করিলেন? ব্রহ্মন্! আমি নিয়তই আপনার অনুগ্রহের পাত্র, অতএব ইহার কারণ আপনি বলুন ॥ ২৯ ॥

সূত বলিলেন, পরিক্ষিততনয় রাজশ্রেষ্ঠ জনমেজয়ের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া দ্বৈপায়ন মুনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন ॥ ৩০ ॥ বৈবস্বততনয় শ্রীমান্ শর্যাতির চারি সহস্র বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন ॥ ৩১ ॥ তাঁহারা সমস্ত সুলক্ষণ-বিভূষিতা ও সুন্দরী, সকলেই রাজকন্যা; বিশেষতঃ সেই রাজপত্নীগণ সকলেই পতির প্রতি প্রীতিপ্রদর্শন করিয়া তাঁহার মনোমতও প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥ পরন্তু, সেই সমস্ত রাজসীমন্তিনীদিগের

নগরান্নাতিদূরেঽভূৎ সরো মানসসন্নিভম্।
বদ্ধসোপানমার্গঞ্চ স্বচ্ছপানীয়পূরিতম্ ॥ ৩৪ ॥
হংসকারণ্ডবাকীর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্।
দাত্যূহসারসাকীর্ণং সর্ব্বপক্ষিগণাবৃতম্ ॥ ৩৫ ॥
পঞ্চধাকমলোপেতং চঞ্চরীকসুসেবিতম্।
পার্শ্বতশ্চ ক্রমাকীর্ণং বেষ্টিতং পাদপৈঃ শুভৈঃ ॥ ৩৬ ॥
সালৈস্তমালৈঃ সরলৈঃ পুন্নাগাশোকমণ্ডিতম্।
বটাশ্বত্থকদম্বৈশ্চ কদলীষণ্ডরাজিতম্ ॥ ৩৭ ॥
জম্বীরৈর্বীজপূরৈশ্চ খর্জ্জুরৈঃ পনসৈস্তথা।
ক্রমুকৈর্নারিকেলৈশ্চ কেতকৈঃ কাঞ্চনদ্রুমৈঃ ॥ ৩৮ ॥
যূথিকাজালকৈঃ শুভ্রৈঃ সংবৃতং মল্লিকাগণৈঃ।
জম্ব্বাম্রতিন্তিড়ীভিশ্চ করঞ্জকুটকাবৃতম্ ॥ ৩৯ ॥
পলাশনিম্বখদিরবিল্বামলকমণ্ডিতম্।
বভূব কোকিলারাবকেকাস্বনবিরাজিতম্ ॥ ৪০ ॥
তৎসমীপে শুভে দেশে পাদপানাং গণাবৃতে।
ভার্গবশ্চ্যবনঃ শান্তস্তাপসঃ সংস্থিতো মুনিঃ ॥ ৪১ ॥

দাত্যূহঃ কালকণ্ঠকঃ। পুষ্করাহ্বস্তু সারস ইত্যমরঃ। চঞ্চরীকো ভ্রমরঃ ॥ ৩৫—৩৭ ॥
ক্রমুকঃ পূগবৃক্ষঃ। কাঞ্চনক্রমো ভাষয়া কচনার ইতি প্রসিদ্ধোঽস্তি ॥ ৩৮—৪০ ॥
ভার্গবো ভৃগুপুত্রঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

মধ্যে সুকন্যা নামে একটীমাত্র সুন্দরী কন্যা ছিল। সেই চারুহাসিনী পুত্রীকে পিতা ও মাতৃগণ সকলেই সাতিশয় ভাল বাসিতেন ॥ ৩৩ ॥ নগরের অনতি দূরে নির্ম্মল সলিল পূর্ণ মানস সরোবরের ন্যায় একটি মনোহর সরোবর ছিল, তাহার অবতরণ পথ সোপান-শ্রেণীর দ্বারা আবদ্ধ। হংস, কারণ্ডব, চক্রবাক, দাত্যূহ, সারস ও অন্যান্য পক্ষিগণ উহার সলিলে ক্রীড়া করিত। পঞ্চবিধ কমল সকল তাহাতে বিকসিত, ভ্রমরকুল তন্মধ্যে বিরাজমান। পার্শ্বভাগ শাল, তমাল, সরল, পুন্নাগ, অশোক, বট, অশ্বত্থ, কদম্ব, কদলী-শ্রেণী জম্বীর, খর্জ্জুর, পনস, গুবাক, নারীকেল, কেতক, কাঞ্চন প্রভৃতি নানাবিধ সুন্দর পাদপরাজি দ্বারা বেষ্টিত। এবং তাহার মধ্যে মধ্যে শুভ্রবর্ণ যূথিকা, মল্লিকা প্রভৃতি লতা ও গুল্ম সকল সুশোভিত। বিশেষত তাহার মধ্যে মধ্যে জম্বু, আম্র, তিন্তিড়ী, করঞ্জ, কুটক, পলাশ, নিম্ব, খদির, বিল্ব ও আমলক বৃক্ষ শোভমান, সেখানে ময়ূরগণ কেকারব ও কোকিলেরা মনোহর কণ্ঠধ্বনি করিতেছিল ॥ ৩৪—৪০ ॥ তাহার সমীপে পাদপসমূহ দ্বারা

কুরূপা গুণহীনা বা নারীলক্ষণবর্জ্জিতা।
পুত্রী যদা ভবেদ্রাজ্ঞা তদান্ধায় প্রযচ্ছতি ॥ ২৮ ॥
জ্ঞাত্বান্ধং সুমুখীং কস্মাদ্দত্তবান্ নৃপসত্তমঃ।
কারণং ব্রূহি মে ব্রহ্মন্! অনুগ্রাহ্যোঽস্মি সর্ব্বদা ॥ ২৯ ॥

সূত উবাচ।

ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা পরীক্ষিতসুতস্য বৈ।
দ্বৈপায়নঃ প্রসন্নাত্মা তমুবাচ হসন্নিব ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ।

বৈবস্বতসুতঃ শ্রীমান্ শর্যাতির্নাম পার্থিবঃ।
তস্য স্ত্রীণাং সহস্রাণি চত্বার্য্যাসন্ পরিগ্রহাঃ ॥ ৩১ ॥
রাজপুত্র্যঃ সুরূপাশ্চ সর্ব্বলক্ষণসংযুতাঃ।
পত্ন্যঃ প্রেমযুতাঃ সর্ব্বাঃ প্রিয়া রাজ্ঞঃ সুসম্মতাঃ ॥ ৩২ ॥
একা পুত্রী তু তাসাং বৈ সুকন্যা নাম সুন্দরী।
পিতুঃ প্রিয়া চ মাতৃণাং সর্ব্বাসাং চারুহাসিনী ॥ ৩৩ ॥

পরিগ্রহাঃ পরিগৃহীতা বিবাহিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৪ ॥

শুনিয়াছি, রবিপুত্র অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহাকে পুনরায় দৃষ্টিশক্তি প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ২৫—২৭ ॥

জনমেজয় বলিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি বলিলেন যে, রাজা শর্যাতি সুলোচনা কন্যা সুকন্যাকে দৃষ্টিশক্তিবিহীন চ্যবন মুনিকে দান করিয়াছিলেন, ইহাতে আমার মহান্ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥ কন্যা যদি কুরূপা গুণহীনা অথবা স্ত্রীলোকের লক্ষণ বিরহিতা হয়, তাহা হইলেই রাজার সেই কন্যা অন্ধকে সম্প্রদান করা সঙ্গত হইতে পারিত ॥ ২৮ ॥ কিন্তু নৃপসত্তম শর্যাতি তাদৃশী সুমুখী কন্যা সেই ঋষিকে অন্ধ জানিয়াও তাঁহাকে কেন দান করিলেন? ব্রহ্মন্! আমি নিয়তই আপনার অনুগ্রহের পাত্র, অতএব ইহার কারণ আপনি বলুন ॥ ২৯ ॥

সূত বলিলেন, পরিক্ষিততনয় রাজশ্রেষ্ঠ জনমেজয়ের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে প্রীত হইয়া দ্বৈপায়ন মুনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন ॥ ৩০ ॥ বৈবস্বততনয় শ্রীমান্ শর্যাতির চারি সহস্র বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন ॥ ৩১ ॥ তাঁহারা সমস্ত সুলক্ষণ-বিভূষিতা ও সুন্দরী, সকলেই রাজকন্যা; বিশেষতঃ সেই রাজপত্নীগণ সকলেই পতির প্রতি প্রীতিপ্রদর্শন করিয়া তাঁহার মনোমতও প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥ পরন্ত, সেই সমস্ত রাজসীমন্তিনীদিগের

নগরান্নাতিদূরেঽভূৎ সরো মানসসন্নিভম্ ।
বদ্ধসোপানমার্গঞ্চ স্বচ্ছপানীয়পূরিতম্ ॥ ৩৪ ॥
হংসকারণ্ডবাকীর্ণং চক্রবাকোপশোভিতম্ ।
দাত্যূহসারসাকীর্ণং সর্ব্বপক্ষিগণাবৃতম্ ॥ ৩৫ ।
পঞ্চধাকমলোপেতং চঞ্চরীকসুসেবিতম্ ।
পার্শ্বতশ্চ দ্রুমাকীর্ণং বেষ্টিতং পাদপৈঃ শুভৈঃ ॥ ৩৬ ॥
সালৈস্তমালৈঃ সরলৈঃ পুন্নাগাশোকমণ্ডিতম্ ।
বটাশ্বত্থকদম্বৈশ্চ কদলীষণ্ডরাজিতম্ ॥ ৩৭ ॥
জম্বীরৈর্ব্বীজপূরৈশ্চ খর্জ্জুরৈঃ পনসৈস্তথা ।
ক্রমুকৈর্নারিকেলৈশ্চ কেতকৈঃ কাঞ্চনদ্রুমৈঃ ॥ ৩৮ ॥
যূথিকাজালকৈঃ শুভ্রৈঃ সংবৃতং মল্লিকাগণৈঃ ।
জম্বাম্রতিন্তিড়ীভিশ্চ করঞ্জকুটকাবৃতম্ ॥ ৩৯ ॥
পলাশনিম্বখদিরবিল্বামলকমণ্ডিতম্ ।
বভূব কোকিলারাবকেকাস্বনবিরাজিতম্ ॥ ৪০ ॥
তৎসমীপে শুভে দেশে পাদপানাং গণাবৃতে ।
ভার্গবশ্চ্যবনঃ শান্তস্তাপসঃ সংস্থিতো মুনিঃ ॥ ৪১ ॥

দাত্যূহঃ কালকণ্ঠকঃ । পুষ্করাহ্বস্তু সারস ইত্যমরঃ । চঞ্চরীকো ভ্রমরঃ ॥ ৩৫—৩৭ ॥
ক্রমুকঃ পূগবৃক্ষঃ । কাঞ্চনদ্রুমো ভাষয়া কচনার ইতি প্রসিদ্ধোঽস্তি ॥ ৩৮—৪০ ॥
ভার্গবো ভৃগুপুত্রঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

মধ্যে সুকন্যা নামে একটীমাত্র সুন্দরী কন্যা ছিল। সেই চারুহাসিনী পুত্রীকে পিতা ও
মাতৃগণ সকলেই সাতিশয় ভাল বাসিতেন [illegible]
পূর্ণ মানস সরোবরের ন্যায় [illegible]
শ্রেণীর দ্বারা আবদ্ধ । [illegible]
সলিলে ক্রীড়া করিত [illegible]
বিরাজমান । পার্শ্বভাগ [illegible]
শ্রেণী জম্বীর, [illegible]
পাদপরাজি দ্বারা [illegible]
ও শুভ্র সকল [illegible]
কুটক, পলাশ, নিম্ব [illegible]
কোকিলেরা মনোহর [illegible]

জ্ঞাত্বাসৌ বিজনং স্থানং তপস্তেপে সমাহিতঃ।
কৃত্বা দৃঢ়াসনং মৌনমাধায় জিতমারুতঃ ॥ ৪২ ॥
ইন্দ্রিয়াণি চ সংযম্য ত্যক্তাহারস্তপোনিধিঃ।
জলপানাদিরহিতো ধ্যায়ন্নাস্তে পরাম্বিকাম্।
স বল্মীকোঽভবদ্রাজঁল্লতাভিঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ৪৩ ॥
কালেন মহতা রাজন্! সমাকীর্ণঃ পিপীলিকৈঃ।
তথা স সংবৃতো ধীমান্ মৃৎপিণ্ড ইব সর্ব্বতঃ ॥ ৪৪ ॥
কদাচিৎ স মহীপালঃ কামিনীগণসংবৃতঃ।
আজগাম সরো রাজন্! বিহর্ত্তুমিদমুত্তমম্ ॥ ৪৫ ॥
শর্য্যাতিঃ সুন্দরীবৃন্দসংযুতঃ সলিলেঽমলে।
ক্রীড়াসক্তো মহীপালো ৰভূব কমলাকরে ॥ ৪৬ ॥
সুকন্যা বনমাসাদ্য বিজহার সখীবৃতা।
সুমনাংসি বিচিন্বন্তী চঞ্চলা চঞ্চলোপমা ॥ ৪৭ ॥

পরাম্বিকাং সচ্চিদানন্দরূপিণীং ভগবতীং ধ্যায়ন্নাস্তে ইত্যর্থঃ। তস্যৈবং ভগবতীং ধ্যায়তঃ শরীরোপরি বল্মীকমভবদিত্যাহ স বল্মীক ইতি ॥ ৪৩ ॥
মৃৎপিণ্ড ইবাসেত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৬ ॥
চঞ্চলোপমা বিদ্যুৎসমানা ॥ ৪৭ ॥

আবৃত পবিত্র স্থানে প্রশান্তচেতা তাপসপ্রধান ভৃগুপুত্র চ্যবন মুনি অবস্থিতি করিতেছিলেন ॥৪১॥ এই স্থান বিজন, এখানে তপস্যা করিলে কোন বিঘ্ন হইবে না, মুনিবর মনে মনে এইরূপ আলোচনা করিয়া দৃঢ় আসনে আসীন ও সমাহিত হইয়া মৌনাবলম্বন ও বায়ু নিরোধনপূর্ব্বক তপোনুষ্ঠানে নিরত ছিলেন ॥৪২॥ ফলত তপোনিধি ভার্গব ইন্দ্রিয়সংযত এবং আহার ও জলপানাদি পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী ভগবতীর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। রাজন্! এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার শরীরের উপরি বল্মীক হইল, ঐ বল্মীকের সর্ব্বত্র লতা দ্বারা আবৃত হইয়া গেল ॥ ৪৩ ॥ রাজন্! দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলে উহা পিপীলিকায় আচ্ছন্ন হইল, আর অধিক কি বলিব তৎকালে সেই ধীমান্ মুনিবর সর্ব্বতোভাবে আবৃত হইয়া মৃৎপিণ্ডের ন্যায় অবস্থিত রহিলেন ॥ ৪৪ ॥

রাজন্! একদা মহীপাল শর্য্যাতি উপবনে বিহার করিবার মানসে কামিনীগণ সমভিব্যাহারে এই অত্যুত্তম সরোবরে আগমন করিলেন ॥ ৪৫ ॥ অবনীপতি শর্য্যাতি সুন্দরী রমণীবৃন্দে পরিবৃত হইয়া কমলাকরের অতি বিমল সলিলে ক্রীড়ায় একান্ত আসক্ত হইলেন ॥ ৪৬ ॥ এদিকে চপলার ন্যায় রূপসম্পন্না চঞ্চলা রাজকন্যা সুকন্যা বনে আসিয়া নিজ-

সর্ব্বাভরণসংযুক্তা রণচ্চরণনূপুরা।
চংক্রমমাণা বল্মীকং চ্যবনস্য সমাসদৎ ॥ ৪৮ ॥
ক্রীড়াসক্তোপবিষ্টা সা বল্মীকস্য সমীপতঃ।
দদর্শ চাস্য রন্ধ্রে বৈ খদ্যোত ইব জ্যোতিষী ॥ ৪৯ ॥
কিমেতদিতি সঞ্চিন্ত্য সমুদ্ধর্ত্তুং মনো দধে।
গৃহীত্বা কণ্টকং তীক্ষ্ণং ত্বরমাণা কৃশোদরী ॥ ৫০ ॥
সা দৃষ্টা মুনিনা বালা সমীপস্থা কৃতোদ্যমা।
বিচরন্তী সুকেশান্তা মন্মথস্যেব কামিনী ॥ ৫১ ॥
তাং বীক্ষ্য সুদতীং তত্র ক্ষামকণ্ঠস্তপোনিধিঃ।
তামভাষত কল্যাণীং কিমেতদিতি ভার্গবঃ ॥ ৫২ ॥
দূরং গচ্ছ বিশালাক্ষি ! তাপসোঽহং বরাননে !।
মা ভিন্দস্বাদ্য বল্মীকং কণ্টকেন কৃশোদরি ! ॥ ৫৩ ॥
তেনেদং প্রোচ্যমানাপি সা চাস্য ন শৃণোতি বৈ।
কিমু খল্বিদমিত্যুক্ত্বা নির্ব্বিভেদাস্য লোচনে ॥ ৫৪ ॥

চংক্রমমাণা গমনং কুর্ব্বতী। সমাসদৎ প্রাপ্তবতী ॥ ৪৮ ॥
জ্যোতিষী নেত্রস্থে। সমাধিকালে নেত্রয়োরুন্মীলনস্য সত্ত্বাৎ ॥ ৪৯—৫০ ॥
মুনিনা তস্মিন্নেব কালে সমাধের্ব্যুত্থিতেন মুনিনেত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫৪ ॥

সখীগণের সহিত ইতস্ততঃ পুষ্পচয়ন করিত করিতে বিহার করিতে লাগিলেন ॥৪৭॥ সুকন্যা সমস্ত অলঙ্কারে সুসজ্জিত হইয়া চরণস্থিত নূপুরের মনোহর রুণ রুণশব্দ সহকারে ভ্রমণ করত ক্রমে ক্রমে চ্যবন ঋষির বল্মীকের সমীপে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৮ ॥ তিনি ক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া সেই বল্মীকের নিকটেই উপবেশন করিলেন; উপবিষ্ট হইয়াই বল্মীকের মধ্য হইতে খদ্যোতের ন্যায় জ্যোতিঃপদার্থ দৃষ্টিগোচর করিলেন ॥ ৪৯ ॥ ইহা কি ? এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া সেই কৃশোদরী উহা উত্তোলন করিবার মানসে কণ্টক গ্রহণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ উহা উদ্ধৃত করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন ॥৫০॥ ক্রমে তাহার নিকটে গিয়া যেমন কণ্টক বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন অমনি মুনিবর কামকামিনীর ন্যায় সেই রূপবতী সুকেশী বালাকে দেখিতে পাইলেন ॥৫১॥ তপোনিধি ভার্গব সেই কল্যাণী সুদতীকে নিরীক্ষণ করিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিলেন, তুমি কি করিতেছ ? ॥৫২॥ বরাননে ! আমি তাপস; অতএব তুমি এস্থান হইতে দূরে গমন কর, কৃশোদরি ! তোমার ঈদৃশ বিশাল লোচন, তথাপি আমাকে দেখিতে পাইতেছ না; অতএব নিষেধ করিতেছি কণ্টক দ্বারা বল্মীক ভেদ করিও না ॥ ৫৩ ॥ সেই মুনিবর এইরূপ বলিলেও সেই কন্যা তাঁহার বাক্য শুনিতে না

দৈবেন নোদিতা ভিত্ত্বা জগাম নৃপকন্যকা।
ক্রীড়ন্তী শঙ্কমানা সা কিং কৃতন্তু ময়েতি চ ॥ ৫৫ ॥
চুক্রোধ স তথা বিদ্ধনেত্রঃ পরমমন্যুমান্।
বেদনাভ্যর্দ্দিতঃ কামং পরিতাপং জগাম হ ॥ ৫৬ ॥
শকৃন্মূত্রনিরোধোঽভূৎ সৈনিকানান্তু তৎক্ষণাৎ।
বিশেষেণ তু ভূপস্য সামাত্যস্য সমন্ততঃ ॥ ৫৭ ॥
গজোষ্ট্রতুরগাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং তদা।
ততো রুদ্ধে শকৃন্মূত্রে শর্যাতির্দুঃখিতোঽভবৎ ॥ ৫৮ ॥
সৈনিকৈঃ কথিতং তস্মৈ শকৃন্মূত্রনিরোধনম্।
চিন্তয়ামাস ভূপালঃ কারণং দুঃখসম্ভবে ॥ ৫৯ ॥
বিচিন্ত্যাহ ততো রাজা সৈনিকান্ স্বজনাংস্তথা।
গৃহমাগত্য চিন্তার্ত্তঃ কেনেদং দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥ ৬০ ॥
সরসঃ পশ্চিমে ভাগে বনমধ্যে মহাতপাঃ।
চ্যবনস্তাপসস্তত্র তপশ্চরতি দুশ্চরম্ ॥ ৬১ ॥

(সুকন্যায়া মুনের্নয়নভেদে কারণমাহ দৈবেনেতি দৈবেন হেতুনেত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥
চুক্রোধেতি পরমমন্যুমান্ অন্তঃক্ষুভিতাত্যন্তক্রোধ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥
শকৃৎ। পুরীষম্ ॥ ৫৭—৬১ ॥)

পাইয়া ইহা কি ? এইরূপ বলিয়া তাঁহার লোচনযুগল কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ৫৪ ॥ দৈবের বশবর্ত্তিনী হইয়া রাজকন্যা ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহার চক্ষু ভেদ করিলেন, কিন্তু আমি কি করিলাম, এইরূপ শঙ্কান্বিত হইয়া তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৫ ॥ নেত্রযুগল বিদ্ধ হওয়ায় মুনিবর অতিশয় যন্ত্রণাবশত কুপিত হইলেন, বিশেষত বেদনায় নিতান্ত কাতর হইয়া নিরন্তর পরিতাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥ তখন রাজা, মন্ত্রী, সৈনিকগণ, গজ, অশ্ব, উষ্ট্র এমন কি, তত্রত্য সমস্ত প্রাণিবর্গের ক্ষণমাত্রেই মলমূত্র নিরোধ হইয়া গেল। দৈবাৎ এইরূপ মলমূত্র নিরোধ হইতে দেখিয়া নরপতি শর্যাতি নিরতিশয় দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন ॥৫৭—৫৮॥ বিশেষত ঐ সময় সৈনিকগণ মলমূত্র নিরোধের বিষয় রাজাকে নিবেদন করিলে ভূপাল দুঃখ ঘটিবার কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজা গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ; অবশেষে চিন্তায় কাতর হইয়া সৈনিকগণকে ও স্বজনদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমাদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি এরূপ দুষ্কার্য্য করিয়াছে ? ॥ ৬০ ॥ সরোবরের পশ্চিমভাগস্থিত বনমধ্যে মহর্ষি মহাতপা চ্যবন দুশ্চর তপশ্চর্য্যা করিতেছেন, আমার অনুমান হইতেছে যে, কোন ব্যক্তি সেই অনলপ্রভ তাপসরাজের অবশ্যই অপকার করিয়া থাকিবে, তাহাতেই আমাদিগের এই পীড়া উৎপন্ন

কেনাপ্যপকৃতং তত্র তাপসেঽগ্নিসমপ্রভে।
তস্মাৎ পীড়া সমুৎপন্না সর্ব্বেষামিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৬২ ॥
তপোবৃদ্ধস্য বৃদ্ধস্য বরিষ্ঠস্য বিশেষতঃ।
কেনাপ্যপকৃতং মন্যে ভার্গবস্য মহাত্মনঃ ॥ ৬৩ ॥
জ্ঞাতং বা যদি বাজ্ঞাতং তস্যেদং ফলমুত্তমম্।
কৈশ্চ দুষ্টৈঃ কৃতং তস্য হেলনং তাপসস্য হ ॥ ৬৪ ॥
ইতি পৃষ্টাস্তমূচুস্তে সৈনিকা বেদনার্দ্দিতাঃ।
মনোবাক্কায়জনিতং ন বিদ্মোঽপকৃতং বয়ম্ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে সুকন্যায়া মহর্ষেশ্চ্যবনস্য চক্ষুর্বেধনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

কারণং নিশ্চিনোতি কেনেতি ॥ ৬২—৬৫ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

হইয়াছে ইহাই আমার স্থিরনিশ্চয় ॥ ৬১—৬২ ॥ মহাত্মা ভৃগুনন্দন বৃদ্ধ বিশেষত তপস্যায় প্রবীণ হইয়া সকলের বরিষ্ঠ হইয়াছেন, অতএব আমি বিবেচনা করি যে অবশ্যই সেই মহাত্মার কেহ অপকার করিয়া থাকিবে ॥ ৬৩ ॥ কোন দুষ্টলোক তাঁহাকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছে যদি ইহা জানিতে পারি আর নাই পারি, কিন্তু তাহারই এই সমুচিত ফল সন্দেহ নাই ॥ ৬৪ ॥ এই বাক্য শ্রবণে সৈনিকগণ বেদনায় কাতর হইয়া তাঁহাকে বলিল, আমাদের মধ্যে কেহই মনঃ বাক্য বা শরীর দ্বারা তাঁহার কোন অপকার করে নাই, ইহা আমরা বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি ॥ ৬৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে সুকন্যার চ্যবননয়নবেধন নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইতি পপ্রচ্ছ তান্ সর্ব্বান্ রাজা চিন্তাকুলস্তথা।
পর্য্যপৃচ্ছৎ সুহৃদ্বর্গং সাম্না চোগ্রতয়াপি চ ॥ ১ ॥
পীড্যমানং জনং বীক্ষ্য পিতরং দুঃখিতং তথা।
বিচিন্ত্য শূলভেদং সা সুকন্যা চেদমব্রবীৎ ॥ ২ ॥
বনে ময়া পিতস্তত্র বল্মীকো বীরুধাবৃতঃ।
ক্রীড়ন্ত্যা সুদৃঢ়ো দৃষ্টশ্ছিদ্রদ্বয়সমন্বিতঃ ॥ ৩ ॥
তত্র খদ্যোতবদ্দীপ্তজ্যোতিষী বীক্ষিতে ময়া।
সূচ্যা বিদ্ধে মহারাজ! পুনঃ খদ্যোতশঙ্কয়া ॥ ৪ ॥
জলক্লিন্না তদা সূচী ময়া দৃষ্টা পিতঃ! কিল।
হাহেতি চ শ্রুতঃ শব্দো মন্দো বল্মীকমধ্যতঃ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈশ্চতুঃষষ্টিপদ্যৈঃ পুত্রী সুকন্যকা।
চ্যবনায় মুদা দত্তা নৃপেণেতি তু কথ্যতে ॥

তান্ সৈনিকান্ রাজা পৃষ্ট্বানন্তরং সুহৃদ্বর্গং পপ্রচ্ছেত্যাহ ইতি পপ্রচ্ছেতি। সাম্না শান্ত্যা উগ্রতয়া ক্রোধেন ॥ ১ ॥
বীরুধাবৃতো বৃক্ষৌষধ্যাবৃতঃ ॥ ২—৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রাজা শর্যাতি চিন্তাকুল হৃদয়ে ক্রুদ্ধভাবে সৈনিকদিগকে এইরূপে জিজ্ঞাসা করিয়া পরিশেষে সুহৃদ্বর্গকে মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১ ॥ তখন রাজকন্যা পিতাকে দুঃখিত এবং সেনাগণকে কাতর দেখিয়া স্বয়ং যে কণ্টক দ্বারা মহর্ষির নয়নদ্বয় বিদ্ধ করিয়াছেন এই বিষয় মনে ভাবিয়া নিজ পিতাকে বলিলেন ॥ ২ ॥ পিতঃ! আমি সেই বনে ক্রীড়া করিতে করিতে লতাগুল্ম দ্বারা পরিবৃত একটি বল্মীক-রাশি নয়নগোচর করিলাম, সেই বল্মীকরাশি সুদৃঢ়, তাহাতে দুইটি ছিদ্র দৃষ্ট হইল ॥ ৩ ॥ মহারাজ! সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়া খদ্যোতের ন্যায় দীপ্তিমান্ জ্যোতিঃপদার্থ অবলোকন করিয়া খদ্যোত বিবেচনায় আমি উহা সূচি দ্বারা বিদ্ধ করিলাম ॥ ৪ ॥ পিতঃ! এমন সময় "হায় আমি হত হইলাম" বল্মীকরাশির মধ্য হইতে এইরূপ মৃদুমন্দ শব্দ শুনা যাইতে লাগিল, তৎকালে আমি সেই সূচি উত্তোলন করিয়া দেখিলাম যে, উহা জল দ্বারা

তদাহং বিস্মিতা রাজন্! কিমেতদিতি শঙ্কয়া।
ন জানে কিং ময়া বিদ্ধং তস্মিন্ বল্মীকমণ্ডলে ॥ ৬ ॥
রাজা শ্রুত্বা তু শর্যাতিঃ সুকন্যাবচনং মৃদু।
মুনেস্তদ্ধেলনং জ্ঞাত্বা বল্মীকং ক্ষিপ্রমভ্যগাৎ ॥ ৭ ॥
তত্রাপশ্যত্তপোবৃদ্ধং চ্যবনং দুঃখিতং ভৃশম্।
স্ফোটয়ামাস বল্মীকং মুনিদেহাবৃতং ভৃশম্ ॥ ৮ ॥
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ রাজা তং ভার্গবং প্রতি।
তুষ্টাব বিনয়োপেতস্তমুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৯ ॥
পুত্র্যা মম মহাভাগ! ক্রীড়ন্ত্যা দুষ্কৃতং কৃতম্।
অজ্ঞানাদ্ বালয়া ব্রহ্মন্! কৃতং তৎ ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ১০ ॥
অক্রোধনা হি মুনয়ো ভবন্তীতি ময়া শ্রুতম্।
তস্মাত্ত্বমপি বালায়াঃ ক্ষন্তুমর্হসি সাম্প্রতম্ ॥ ১১ ॥
ব্যাস উবাচ।
ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য চ্যবনো বাক্যমব্রবীৎ।
বিনয়োপনতং দৃষ্ট্বা রাজানং দুঃখিতং ভৃশম্ ॥ ১২ ॥

(রাজেতি। হেলনং ধর্ষণমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥
স্ফোটয়ামাস বিভেদেত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥
অজ্ঞানাৎ বালত্বাচ্চ কৃতোঽপরাধঃ ক্ষন্তব্য ইত্যত আহ। অজ্ঞানাদিতি ॥ ১০—১৪ ॥)

আর্দ্র হইয়াছে ॥ ৫ ॥ ইহা কি? এই আশঙ্কায় আমি তখন বিস্মিত হইলাম, পরন্তু, আমি সেই বল্মীকরাশিতে কি বিঁধিলাম তাহা জানিতে পারিলাম না ॥ ৬ ॥

রাজা শর্যাতি সুকন্যার এইরূপ কোমল বাক্য শুনিয়া বিবেচনা করিলেন যে, তাহাতেই মুনিবরের অবমাননা করা হইয়াছে সংশয় নাই, ইহা বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ বল্মীক সন্নিধানে গমন করিলেন ॥ ৭ ॥ তথায় গিয়া মুনিবরের দেহাবরক বল্মীকরাশি ভগ্ন করিয়া বেদনায় অতি কাতর তপোবৃদ্ধ চ্যবনকে দর্শন করিলেন ॥ ৮ ॥ তখন রাজা শর্যাতি ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক ভৃগুনন্দন চ্যবনকে অতি বিনীতভাবে স্তব করিয়া কহিলেন, মহাভাগ! আমার কন্যা ক্রীড়া করিতে করিতে এই দুষ্কার্য্য করিয়াছে, অতএব মহাত্মন্! সেই বালিকা অজ্ঞানবশত যে কার্য্য করিয়াছে, আপনি তাহা নিজ ঔদার্য্যগুণে ক্ষমা করুন ॥ ৯—১০ ॥ আমি শুনিয়াছি তাপসগণ সততই কোপ-রহিত সুতরাং আপনাকেও এক্ষণে সেই অবোধ বালিকার অপরাধ ক্ষমা করিতে হইবে ॥ ১১ ॥

চ্যবন উবাচ।

রাজন্নাহং কদাচিদ্ বৈ করোমি ক্রোধমণ্বপি।
ন ময়াদ্যৈব শপ্তস্ত্বং দুহিত্রা পীড়নে কৃতে॥ ১৩॥
নেত্রে পীড়া সমুৎপন্না মম চাদ্য নিরাগসঃ।
তেন পাপেন জানামি দুঃখিতস্ত্বং মহীপতে!॥ ১৪॥
অপরাধং পরং কৃত্বা দেবীভক্তস্য কো জনঃ।
সুখং লভেত যদপি ভবেত্ত্রাতা শিবঃ স্বয়ম্॥ ১৫॥
কিং করোমি মহীপাল! নেত্রহীনো জরাবৃতঃ।
অন্ধস্য পরিচর্য্যাঞ্চ কঃ করিষ্যতি পার্থিব!॥ ১৬॥

রাজোবাচ।

সেবকা বহবঃ সেবাং করিষ্যন্তি তবানিশম্।
ক্ষমস্ব মুনিশার্দ্দূল! স্বল্পক্রোধা হি তাপসাঃ॥ ১৭॥

চ্যবন উবাচ।

অন্ধোঽহং নির্জ্জনো রাজংস্তপস্তপ্তুং কথং ক্ষমঃ।
ত্বদীয়াঃ সেবকাঃ কিং তে করিষ্যন্তি মম প্রিয়ম্॥ ১৮॥

নন্বু ত্বয়া শাপো ন দত্তস্তর্হি কিমিত্যেতাদৃশী নিষ্কারণা দশা জাতেতি চেত্তত্রাহ অপরাধং পরং কৃত্বেতি। শিবোঽপি যদি ত্রাতা ভবতি তথাপি দেবীভক্তস্যাপরাধং কৃত্বা কো জনঃ সুখং লভেত ন কোঽপীত্যর্থঃ। দেবীভক্তাপরাধস্য দুঃখদাতৃত্বং স্বভাব এব ন তু

ব্যাস বলিলেন, মহর্ষি চ্যবন, রাজার ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া বিশেষতঃ তাঁহাকে একান্ত বিনীত ও কাতরভাবাপন্ন দেখিয়া কহিলেন॥ ১২॥ রাজন্! আমি কখনও অণুমাত্র ক্রোধ করি নাই। তোমার কন্যা আমাকে নিপীড়িত করিয়াছে, তথাপি এখনও কুপিত হইয়া তোমাকে অভিশাপ প্রদান করি নাই, কিন্তু দেখ আমি নিরপরাধী, নেত্র পীড়নে আমার অত্যন্ত যাতনা উপস্থিত হইয়াছে; মহীপতে! বোধ হয় তুমি সেই পাপেই দুঃখিত ও সন্তপ্ত হইয়াছ॥ ১৩—১৪॥ যদি শিবও স্বয়ং রক্ষক হন, তথাপি দেবীভক্তের নিরতিশয় অপরাধ করিয়া কোন্ ব্যক্তি সুখলাভে সমর্থ হইতে পারে?॥ ১৫॥ মহীপাল! একেত আমি জরায় জীর্ণ, তাহাতে আবার নয়ন বিহীন হইলাম, এখন আমার উপায় কি? হে পার্থিব! কোন্ ব্যক্তি এই অন্ধের পরিচর্য্যা করিবে? তাহা আপনি আমাকে বলুন॥ ১৬॥ রাজা বলিলেন, মুনিবর! তাপসদিগের কোপ ক্ষণস্থায়ী, আপনিও তপস্যায় নিরত সুতরাং আপনার ক্রোধ অসম্ভব, অতএব আপনি দয়া করিয়া সেই বালিকার অপরাধ ক্ষমা করুন; আমার অনেক সেবক আছে, তাহারা আপনার নিরন্তর সেবা করিবে॥ ১৭॥

ক্ষমাপয়সি চেন্মাং ত্বং কুরু মে বচনং নৃপ ! ।
দেহি মে পরিচর্য্যার্থং কন্যাং কমললোচনাম্ ॥ ১৯ ॥
তুষ্যেঽহনয়া মহারাজ ! পুত্র্যা তব মহামতে ! ।
করিষ্যামি তপশ্চাহং সা মে সেবাং করিষ্যতি ॥ ২০ ॥
এবং কৃতে সুখং মে স্যাত্তব চৈব ভবিষ্যতি ।
সন্তুষ্টে ময়ি রাজেন্দ্র ! সৈনিকানাং ন সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥
বিচিন্ত্য মনসা ভূপ ! কন্যাদানং সমাচর ।
ন চাত্র দূষণং কিঞ্চিত্তাপসোঽহং যতব্রতঃ ॥ ২২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শর্য্যাতির্বচনং শ্রুত্বা মুনেশ্চিন্তাতুরোঽভবৎ ।
ন দাস্যেঽপ্যথবা দাস্যে কিঞ্চিন্নোবাচ ভারত ! ॥ ২৩ ॥
কথমন্ধায় বৃদ্ধায় কুরূপায় সুতামিমাম্ ।
দেবকন্যোপমাং দত্ত্বা সুখী স্যামাত্মসম্ভবাম্ ॥ ২৪ ॥

কারণান্তরং বিদ্যত ইতি ভাবঃ। তদুক্তং মুণ্ডমালায়াম্। শাক্তান্ হিংসন্তি গর্জ্জন্তি নিন্দন্তি বহুজল্পকাঃ। ছিনত্তি তেষাং দেবেশী শিরাংসি হরবল্লভেতি ॥ ১৫—২৬ ॥

চ্যবন কহিলেন, রাজন্! একেত আমার আত্মীয়বর্গ কেহই নিকটে নাই তাহাতে আবার অন্ধ হইলাম এক্ষণে আমি কি প্রকারে তশ্চপরণ করিতে সমর্থ হইব !! আপনার সেবকবর্গ আমার প্রিয় অনুষ্ঠান করিবে বলিয়া বোধ হয় না ॥ ১৮ ॥ নরপতে! যদি আমায় প্রসন্ন করা আপনার কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়, তবে আপনি আমার বাক্য প্রতিপালন করুন, আমার পরিচর্য্যা করিবার নিমিত্ত আপনার সেই কমলনয়না কন্যারত্ন প্রদান করুন ॥ ১৯ ॥ মহারাজ! আপনার সেই কন্যা পাইলে আমি পরম সন্তুষ্ট হইব। আমি তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলে সে আমার নিয়তই সেবা করিবে ॥ ২০ ॥ রাজেন্দ্র! এইরূপ করিলে আমার সুখ হইবে, সুতরাং তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইব এবং তাহা হইলেই আপনার ও সৈনিকগণের ক্লেশ নিবারণ হইবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥ ভূপতে! আপনি মনে মনে ইহা বিবেচনা করিয়া আমাকে সেই কন্যা দান করুন, আমি যতব্রত তাপস অতএব আমাকে কন্যাদান করিলে কিঞ্চিন্মাত্রও আপনার দোষ ঘটিতে পারিবে না ॥ ২২ ॥

ব্যাস বলিলেন, ভারত! নরপতি শর্য্যাতি, মুনিবর চ্যবনের বাক্য শ্রবণ করিয়া চিন্তায় আকুল হইলেন, কিন্তু কন্যা দান করিবেন কি না তাহার কিছুই বলিতে পারিলেন না ॥ ২৩ ॥ রাজা ভাবিলেন আমার এই দুহিতা দেবকন্যার ন্যায় পরম রূপবতী, আর

কো বাত্মনঃ সুখার্থায় পুত্র্যাঃ সংসারজং সুখম্।
হরতেঽল্পমতিঃ পাপো জানন্নপি শুভাশুভম্॥ ২৫॥
প্রাপ্য সা চ্যবনং সুভ্রূঃ পঞ্চবাণশরার্দ্দিতা।
অন্ধং বৃদ্ধং পতিং প্রাপ্য কথং কালং নয়িষ্যতি॥ ২৬॥
যৌবনে দুর্জ্জয়ঃ কামো বিশেষেণ সুরূপয়া।
আত্মতুল্যং পতিং প্রাপ্য কিমু বৃদ্ধং বিলোচনম্॥ ২৭॥
গৌতমং তাপসং প্রাপ্য রূপযৌবনসংযুতা।
অহল্যা বাসবেনাশু বঞ্চিতা বরবর্ণিনী॥ ২৮॥
শপ্তা চ পতিনা পশ্চাজ্‌জ্ঞাত্বা ধর্ম্মবিপর্য্যয়ম্।
তস্মাদ্ভবতু মে দুঃখং ন দদামি সুকন্যকাম্॥ ২৯॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য শর্য্যাতির্বিমনাঃ স্বগৃহং যযৌ।
সচিবাংশ্চ সমাদায় মন্ত্রং চক্রেঽতিদুঃখিতঃ॥ ৩০॥
ভো মন্ত্রিণো ব্রুবন্ত্বদ্য কিং কর্ত্তব্যং ময়াধুনা।
পুত্রী দেয়াথ বিপ্রায় ভোক্তব্যং দুঃখমেব বা।
বিচারয়ধ্বং মিলিতা হিতং স্যান্মম বৈ কথম্॥ ৩১॥

যৌবনে ইতি। আত্মতুল্যমাত্মানুরূপমপি পতিং প্রাপ্য কামো দুর্জ্জয়োঽস্তি তদা বিলোচনমন্ধং বৃদ্ধং পতিং প্রাপ্য কামো দুর্জ্জয়োঽস্তীতি কিমু বক্তব্যং সর্ব্বথৈব দুর্জ্জয় ইতি ভাবঃ॥ ২৭—৩১॥

এই মুনি বৃদ্ধ ও কুরূপ বিশেষত অন্ধ, অতএব এই কন্যারত্ন ইহাকে দিয়া কিরূপে সুখী হইতে পারিব॥ ২৪॥ কোন্ অল্পবুদ্ধি ও পাপপরায়ণ ব্যক্তি আপনার মঙ্গল ও অমঙ্গল জানিয়া আপনার সুখ অভিলাষে কন্যার সংসার জনিত সুখ হরণ করিতে পারে॥ ২৫॥ সেই সুভ্রূ কন্যা বৃদ্ধ চ্যবন সন্নিধানে গিয়া যখন মন্মথশরে নিপীড়িত হইবে, তখন কিরূপে এই অন্ধ বৃদ্ধ পতিকে লইয়া কালযাপন করিয়া সুখিনী হইবে॥ ২৬॥ বিশেষত যখন সুন্দরী রমণীগণ আপনার অনুরূপ পতি লাভ করিয়াও যৌবনকালে কামরিপুকে জয় করিতে সমর্থ হয় না, তখন নেত্রবিহীন বৃদ্ধ পতি লইয়া কিরূপে সেই দুরতিক্রম কামকে জয় করিতে সমর্থ হইবে॥ ২৭॥ পরম রূপলাবণ্যবতী অহল্যা তাপস গৌতমকে বিবাহ করেন, কিন্তু যৌবনকালে সেই বরবর্ণিনীর রূপলাবণ্য দর্শনে বাসব বঞ্চনা করিয়া তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছিলেন॥ ২৮॥ অবশেষে তাঁহার পতি গৌতম, ধর্ম্মের বিপরীত কার্য্য অবলোকনে তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন। অতএব সেই বৃদ্ধর্ষির শাপে যদি আমার দুঃখ উপস্থিতও হয় তথাপি আমি সুকন্যাকে প্রদান করিতে পারিব না॥ ২৯॥ রাজা

মন্ত্রিণ ঊচুঃ।

কিং ব্রূমোঽস্মিন্মহারাজ ! সঙ্কটেঽতিদুরাসদে।
দুর্ভগায় সুকন্যৈষা কথং দেয়াতিসুন্দরী ॥ ৩২ ॥

ব্যাস উবাচ।

তদা চিন্তাকুলং বীক্ষ্য পিতরং মন্ত্রিণস্তথা।
সুকন্যা ত্বিঙ্গিতং জ্ঞাত্বা প্রহস্যেদমুবাচ হ ॥ ৩৩ ॥
পিতঃ ! কস্মাদ্ভবানদ্য চিন্তাব্যাকুলিতেন্দ্রিয়ঃ।
মৎকৃতে দুঃখসংবিগ্নো বিষণ্ণবদনোঽসি বৈ ॥ ৩৪ ॥
অহং গত্বা মুনিং তত্র সমাশ্বাস্য ময়ার্দ্দিতম্।
করিষ্যামি প্রসন্নং তমাত্মদানেন বৈ পিতঃ ! ॥ ৩৫ ॥
ইতি রাজা বচঃ শ্রুত্বা ভাষিতং যৎ সুকন্যয়া।
তামুবাচ প্রসন্নাত্মা সচিবানাঞ্চ শৃণ্বতাম্ ॥ ৩৬ ॥
কথং পুত্রি ! ত্বমন্ধস্য পরিচর্য্যাং বনেঽবলা।
করিষ্যসি জরার্ত্তস্য ক্রোধনস্য বিশেষতঃ ॥ ৩৭ ॥

(অতিদুরাসদে অত্যন্তদুরুত্তার্য্যে ইত্যর্থঃ ॥ ৩২—৩৩ ॥
মৎকৃতে মম ভাবিদুঃখং বিভাব্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥
অহমিতি। ময়ার্দ্দিতমতএবাহমেবাত্মদানেন মুনিং প্রসাদয়ামি। অনেন বস্তাপরাধঃ পাপং বা তস্যৈব দণ্ডঃ প্রায়শ্চিত্তং বা ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৩৫—৩৭ ॥

শর্যাতি এইরূপ চিন্তায় বিমনা হইয়া স্বীয় আবাসে গমন করিলেন, এবং গৃহে উপনীত হইয়া সাতিশয় কাতর হৃদয়ে সচিববর্গকে আহ্বান করিয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥ হে মন্ত্রিগণ! এখন আমার কি করা উচিত, তোমরা তাহা বল, অধুনা বিপ্রবরকে কন্যা-দান করা বিধেয়; না দুঃখ ভোগ করাই উচিত; কোন্ কার্য্য করিলে আমার হিত হইবে, তোমরা সকলে মিলিত হইয়া তাহার বিচার কর ॥ ৩১ ॥

মন্ত্রিগণ বলিলেন, মহারাজ! এই দুস্তর সঙ্কটে আমরা কি বলিব, আপনি কিরূপেই বা সেই দুর্ভগ তাপসকে এই পরমা সুন্দরী কন্যা প্রদান করিবেন? ॥ ৩২ ॥

দ্বৈপায়ন কহিলেন, তখন সুকন্যা পিতা এবং সচিববর্গকে চিন্তায় নিতান্ত ব্যাকুল দেখিয়া ইঙ্গিতে সমস্তই বুঝিতে পারিলেন, তখন তিনি হাসিতে হাসিতে নিজ পিতাকে বলিলেন, পিতঃ! আজ আপনার অন্তঃকরণ চিন্তায় আকুল দেখিতেছি কেন? বোধ হয় আমার নিমিত্তই আপনি দুঃখে একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া বিষণ্ণ হইতেছেন ॥ ৩৩—৩৪ ॥ পিতঃ! সেই মুনিবরকে আমিই নিপীড়িত করিয়াছি, অতএব আমিই তথায় গিয়া তাঁহাকে আশ্বাসিত করিব, অধিক কি আমি তাঁহার চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন

কথমন্ধায় চানেন রূপেণ রতিসন্নিভাম্।
দদামি জরয়া গ্রস্তদেহায় সুখবাঞ্ছয়া॥ ৩৮ ॥
পিত্রা পুত্রী প্রদাতব্যা বয়োজ্ঞাতিবলায় চ।
ধনধান্যসমৃদ্ধায় নাধনায় কদাচন ॥ ৩৯ ॥
ক তে রূপং বিশালাক্ষি ! কাসৌ বৃদ্ধো বনেচরঃ।
কথং দেয়া ময়া পুত্রী তস্মৈ চাতিবরায় চ ॥ ৪০ ॥
উটজে নিয়তং বাসো যস্য নিত্যং মনোহরে।
কথমম্বুজপত্রাক্ষি ! কল্পনীয়ো ময়া তব ॥ ৪১ ॥
মরণং মে বরং প্রাপ্তং সৈনিকানাং তথৈব চ।
ন তে প্রদানমন্ধায় রোচতে পিকভাষিণি ! ॥ ৪২ ॥
ভবিতব্যং ভবত্বেব ধৈর্য্যং নৈব ত্যজাম্যহম্।
সুস্থিরা ভব সুশ্রোণি ! ন দাস্যেঽহন্ধায় কর্হিচিৎ ॥ ৪৩ ॥
রাজ্যং তিষ্ঠতু বা যাতু দেহোঽয়ঞ্চ তথৈব মে।
ন ত্বাং দাস্যাম্যহং তস্মৈ নেত্রহীনায় বালিকে ! ॥ ৪৪ ॥

কথমিতি। সুখবাঞ্ছয়া শকৃন্মূত্রনিরোধজনিতক্লেশাপনোদনায়েত্যর্থঃ। অস্মাকমিত্যত্রাধ্যাহার্য্যম্ ॥ ৩৮—৩৯ ॥
অতিবরায় বরধর্ম্মরহিতায়েত্যর্থঃ ॥ ৪০—৪১ ॥
বরমীষৎ প্রিয়ম্ ॥ ৪২—৪৪ ॥

করিব ॥ ৩৫ ॥ রাজা সুকন্যার এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে সচিববর্গের সমক্ষে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥ পুত্রি ! মুনিবর চ্যবন অন্ধ, জরাজীর্ণ দেহ, বিশেষত কোপন স্বভাব অতএব তুমি অবলা বালিকা হইয়া সেই দুর্গমবনে কিরূপে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে পারিবে ॥৩৭॥ অপরূপ রূপলাবণ্যে তুমি রতির সমান, আমি আপন সুখবাসনায় সেই জরাজীর্ণদেহ অন্ধমুনিকে কিরূপে কন্যা দান করিব ॥ ৩৮ ॥ যাহার জ্ঞাতি, বয়স, বল, অতুল ধান্য ধন ও রত্নাদি বিদ্যমান আছে, পিতা তাহাকেই কন্যা দান করিয়া থাকেন, ধনহীন ব্যক্তিকে কদাচই কন্যা দান করেন না ॥ ৩৯ ॥ বিশাললোচনে ! তুমি অপরূপ রূপলাবণ্যবতী আর সেই তাপস অতি বৃদ্ধ ইহাতে তোমাদের উভয়ের পরস্পর প্রভেদ কতদূর !! আর সেই মুনিবরের বিবাহের বয়ঃক্রম অতীত হইয়াছে অতএব আমি কি প্রকারে তাঁহাকে কন্যা দান করিব ॥ ৪০ ॥ কমলনয়নে ! তুমি নিয়ত মনোহর প্রাসাদে বাস করিতেছ, এক্ষণে আমি তোমার কিরূপে চিরদিনের জন্য পর্ণশালার অঙ্গন মধ্যে বাস বিধান করিব ? ॥ ৪১ ॥ অয়ি কোকিলভাষিণি ! আমি ও সৈনিকগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইব, তাহাও কর্ত্তব্য তথাপি তোমাকে সেই অন্ধ বরকে কখনই সমর্পণ করিতে পারিব না ॥৪২॥

সুকন্যা তং তদা প্রাহ শ্রুত্বা তদ্বচনং পিতুঃ।
প্রসন্নবদনাতীব স্নেহযুক্তমিদং বচঃ॥ ৪৫॥

সুকন্যোবাচ।

ন মে চিন্তা পিতঃ! কার্য্যা দেহি মাং মুনয়েঽধুনা।
সুখং ভবতু সর্ব্বেষাং লোকানাং মৎকৃতেন হি॥ ৪৬॥
সেবয়িষ্যামি সন্তুষ্টা পতিং পরমপাবনম্।
ভক্ত্যা পরময়া চাপি বৃদ্ধঞ্চ বিজনে বনে॥ ৪৭॥
সতীধর্ম্মপরা চাহং করিষ্যামি সুসম্মতম্।
ন ভোগেচ্ছাস্তি মে তাত! স্বস্থং চিত্তং মমানঘ!॥ ৪৮॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা ভাষিতং তস্য মন্ত্রিণো বিস্ময়ং গতাঃ।
রাজা চ পরমপ্রীতো জগাম মুনিসন্নিধৌ॥ ৪৯॥
গত্বা প্রণম্য শিরসা তমুবাচ তপোধনম্।
স্বামিন্! গৃহাণ পুত্রীং মে সেবার্থং বিধিবদ্বিভো!॥ ৫০॥

স্বস্য চ্যবনভার্য্যাত্বেঽপি নৈব সা দুঃখিতা প্রত্যুত প্রীতিমতীত্যত আহ প্রসন্নবদনাতীবেতি॥ ৪৫—৪৭॥
স্বস্থং সুস্থিরং ন তু ভোগলালসয়া ব্যগ্রমিত্যর্থঃ॥ ৪৮—৫১॥

যাহা ভবিতব্য তাহাই হউক্, কিন্তু আমি কদাচই ধৈর্য্যচ্যুত হইব না, অতএব সুশ্রোণি! তুমি স্থির হও আমি অন্ধকে কদাচ কন্যা দান করিব না॥ ৪৩॥ বালিকে! আমার রাজ্য এবং দেহ থাকুক অথবা যাক্ তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, তথাপি আমি কিছুতেই তোমায় সেই নয়নবিহীন তাপসকে দান করিব না॥ ৪৪॥

পিতার এতাদৃশ বাক্য শুনিয়া সুকন্যা প্রসন্নবদনে তাঁহাকে নিতান্ত স্নেহময় বাক্যে বলিতে লাগিলেন॥ ৪৫॥ পিতঃ! আমার নিমিত্ত আপনি অনর্থক চিন্তা করিবেন না; এক্ষণে সেই মুনিবরকে আমায় দান করুন, তাহা হইলে সকল লোকই সুখী হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই॥ ৪৬। আমি সন্তুষ্ট হইয়া সেই বিজনবনে নিরতিশয় ভক্তি সহকারে পরম পবিত্র বৃদ্ধ পতির সেবা করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিব॥ ৪৭॥ অনর্থক ভোগ বাসনায় আমার কিছু মাত্র অভিলাষ নাই, চিত্ত প্রকৃতিস্থ হইয়াছে অতএব পিতঃ! আমি সতীধর্ম্মপরায়ণা হইয়া তাঁহার অভিমত আচরণ করিব॥ ৪৮॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! মন্ত্রিগণ তাঁহার সেই বাক্য শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং রাজাও পরম প্রীত হইয়া কন্যা সমভিব্যাহারে মুনি সন্নিধানে গমন করিলেন॥৪৯॥ তাঁহার

ইত্যুক্ত্বাস্মৈ দদৌ পুত্রীং বিবাহবিধিনা নৃপঃ।
প্রতিগৃহ্য মুনিঃ কন্যাং প্রসন্নো ভার্গবোঽভবৎ ॥ ৫১ ॥
পারিবর্হং ন জগ্রাহ দীয়মানং নৃপেণ হ।
কন্যামেবাগ্রহীৎ কামং পরিচর্য্যার্থমাত্মনঃ ॥ ৫২ ॥
প্রসন্নেঽস্মিন্মুনৌ জাতং সৈনিকানাং সুখং তদা।
রাজ্ঞশ্চ পরমাহ্লাদঃ সংজাতস্তৎক্ষণাদপি ॥ ৫৩ ॥
দত্ত্বা পুত্রীং যদা রাজা গমনায় গৃহং প্রতি।
মতিং চকার তন্বঙ্গী তদোবাচ নৃপং সুতা ॥ ৫৪ ॥

সুকন্যোবাচ।

গৃহাণ মম বাসাংসি ভূষণানি চ মে পিতঃ!।
বল্কলং পরিধানায় প্রযচ্ছাজিনমুত্তমম্ ॥ ৫৫ ॥
বেশস্তু মুনিপত্নীনাং কৃত্বা তপসি সেবনম্।
করিষ্যামি তথা তাত! যথা তে কীর্ত্তিরচ্যুতা ॥ ৫৬ ॥

পারিবর্হং বিবাহকালে প্রদেয়ানি রত্নাদীনীত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥
মুনৌ প্রসন্নে কিং ভূতমিত্যাহ সৈনিকানামিতি। সুখং মলমূত্রানির্গমনাৎ স্বাস্থ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫৩—৫৪ ॥
স্বস্যোপেক্ষিতভোগত্বং প্রকটয়তি গৃহাণেতি ॥ ৫৫—৫৬ ॥)

নিকটে উপনীত হইয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া সেই তপোধনকে বলিলেন, প্রভো! আপনি সেবার নিমিত্ত আমার এই কন্যাকে যথাবিধি গ্রহণ করুন ॥ ৫০ ॥ এই বলিয়া রাজা বিবাহের বিধি অনুসারে তাঁহাকে কন্যা দান করিলেন। চ্যবনমুনিও তাঁহাকে প্রতিগ্রহ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন ॥ ৫১ ॥ তিনি আপনার পরিচর্য্যার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়া কন্যাটীমাত্র গ্রহণ করিলেন, কিন্তু রাজা ব্যবহারোপযোগী যে সকল যৌতুক-সামগ্রী প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার কিছুমাত্র গ্রহণ করিলেন না ॥ ৫২ ॥ এইরূপে সেই মুনিবর প্রসন্ন হইলে, সৈনিকগণ তৎক্ষণাৎ মূত্রপুরীষ ত্যাগ করিয়া সুখী হইল, তদ্দর্শনে রাজারও হৃদয় আনন্দ রসে আপ্লুত হইয়া উঠিল ॥ ৫৩ ॥ রাজা কন্যা দান করিয়া যখন গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইবার নিমিত্ত মানস করিলেন, তখন সেই কৃশাঙ্গী রাজনন্দিনী ভূপতিকে বলিলেন ॥ ৫৪ ॥

সুকন্যা বলিলেন, পিতঃ! আপনি আমার অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া পরিধানের নিমিত্ত এক একখানি উত্তম অজিন ও বল্কল প্রদান করুন ॥ ৫৫ ॥ তাত! আমি মুনিপত্নী-দিগের ন্যায় বেশভূষা ধারণ করিয়া এরূপ নিয়মে পতিসেবা করিব যে, তাহাতে আপনার এই অতুলকীর্ত্তি স্বর্গে, ভূতলে ও পাতালে সর্ব্বত্রই অক্ষয় হইয়া থাকিবে; এইরূপে

ভবিষ্যতি ভুবঃ পৃষ্ঠে তথা স্বর্গে রসাতলে।
পরলোকসুখায়াহং চরিষ্যামি দিবানিশম্ ॥ ৫৭ ॥
দত্ত্বান্ধায় চ বৃদ্ধায় সুন্দরীং যুবতীন্তু মাম্।
চিন্তা ত্বয়া ন কর্ত্তব্যা শীলনাশসমুদ্ভবা ॥ ৫৮ ॥
অরুন্ধতী বশিষ্ঠস্য ধর্ম্মপত্নী যথা ভুবি।
তথৈবাহং ভবিষ্যামি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৫৯ ॥
অনসূয়া যথা সাধ্বী ভার্য্যাত্রেঃ প্রথিতা ভুবি।
তথৈবাহং ভবিষ্যামি পুত্রী কীর্ত্তিকরী তব ॥ ৬০ ॥
সুকন্যাবচনং শ্রুত্বা রাজা পরমধর্ম্মবিৎ।
দত্ত্বাজিনং রুরোদাশু বীক্ষ্য তাং চারুহাসিনীম্ ॥ ৬১ ॥
ত্যক্ত্বা ভূষণবাসাংসি মুনিবেশধরাং সুতাম্।
বিবর্ণবদনো ভূত্বা স্থিতস্তত্রৈব পার্থিবঃ ॥ ৬২ ॥
রাজ্ঞ্যঃ সর্ব্বাঃ সুতাং দৃষ্ট্বা বল্কলাজিনধারিণীম্।
রুরুদুর্ভৃশশোকার্ত্তা বেপমানা ইবাভবন্ ॥ ৬৩ ॥

চরিষ্যামি সেবাং করিষ্যামি পত্যুঃ ॥ ৫৭ ॥
(শীলনাশসমুদ্ভবা চিন্তা ব্যভিচারিত্বশঙ্কেতি যাবৎ ॥ ৫৮—৬১ ॥
বিবর্ণবদন ইতি। স্থিতস্তত্রৈব পার্থিবঃ শোকজনিতান্তর্বাস্পনিরুদ্ধকণ্ঠতয়া ন কিঞ্চিদপি বক্তুং সমর্থ ইতি ভাবঃ ॥ ৬২—৬৩ ॥

আমিও যাহাতে পরলোকে পরম সুখ লাভ করিতে পারি সেইরূপে পতির চরণসেবা করিব ॥ ৫৬—৫৭ ॥ আমি যুবতী বিশেষত সুন্দরী আপনি আমাকে বৃদ্ধ তাপসকে দান করিলেন বলিয়া চরিত্র দূষিত হইবার সম্ভাবনায় অণুমাত্রও চিন্তা করিবেন না ॥ ৫৮ ॥ বশিষ্ঠের ধর্ম্মপত্নী অরুন্ধতী যেমন ভূলোকে বিখ্যাতা হইয়াছেন, আমিও তদনুরূপ সিদ্ধি লাভ করিব, তাহাতে কোনও সন্দেহ করিবেন না ॥ ৫৯ ॥ মহর্ষি অত্রির ভার্য্যা প্রতিব্রতা অনসূয়া যেরূপ ভূতলে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তদনুরূপ আমিও আপনার পুত্রী হইয়া কীর্ত্তি স্থাপন করিব ॥ ৬০ ॥ সেই পরমধর্ম্মবিৎ রাজা সুকন্যার এই সকল বাক্য শুনিয়া তাহাকে অজিনাদি প্রদান করিলেন। সেই চারুহাসিনী কন্যা যখন বসন ভূষণ পরিত্যাগ করিয়া মুনিকন্যার বেশ ধারণ করিলেন, তখন রাজা আর রোদন সম্বরণ করিতে পারিলেন না; রাজা শর্য্যাতি তখন বিষণ্ণ বদনে সেইখানেই দণ্ডায়মান রহিলেন ॥ ৬১—৬২ ॥ কন্যার বল্কল ও অজিন পরিধান দর্শনে সেই সকল রাজমহিষীগণ নিতান্ত শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে কম্পমান হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥ রাজন্! তখন মহীপতি শর্য্যাতি

তামাপৃচ্ছ্য মহীপালো মন্ত্রিভিঃ পরিবারিতঃ।
যযৌ স্বনগরং রাজন্! মুক্ত্বা পুত্রীং শুচার্পিতাম্॥ ৬৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে শর্যাতেশ্চ্যবনায় সুকন্যানাম্নী কন্যাদানবর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

তামিতি। আপৃচ্ছ্য সম্ভাষ্যেত্যর্থঃ। অর্পিতাং মুনয়ে দত্তাং পুত্রীং মুক্ত্বা ত্যক্ত্বা শুচা শোকেনোপলক্ষিতঃ সন্ স্বনগরং যযৌ গতবানিত্যর্থঃ॥ ৬৪॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

মুনিবর চ্যবনকে কন্যাদান করিয়া তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে শোক সন্তপ্তহৃদয়ে স্বীয় নগরে প্রতিগমন করিলেন॥ ৬৪।

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে মুনিবর চ্যবনকে শর্য্যাতির কন্যাপ্রদান নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

গতে রাজনি সা বালা পতিসেবাপরায়ণা।
বভূব চ তথাগ্নীনাং সেবনে ধর্ম্মতৎপরা ॥ ১ ॥
ফলান্যাদায় স্বাদূনি মূলানি বিবিধানি চ।
দদৌ সা মুনয়ে বালা পতিসেবাপরায়ণা ॥ ২ ॥
পতিং তপ্তোদকেনাশু স্নাপয়িত্বা মৃগত্বচা।
পরিবেষ্ট্য শুভায়ান্তু বৃষ্যাং স্থাপিতবত্যপি ॥ ৩ ॥
তিলান্যবকুশানগ্রে পরিকল্প্য কমণ্ডলুম্।
তমুবাচ নিত্যকর্ম্ম কুরুষ্ব মুনিসত্তম! ॥ ৪ ॥
তমুত্থাপ্য করে কৃত্বা সমাপ্তে নিত্যকর্ম্মণি।
বৃষ্যাং বা সংস্তরে বালা ভর্ত্তারং সম্ন্যবেশয়ৎ ॥ ৫ ।
পশ্চাদানীয় পক্কানি ফলানি চ নৃপাত্মজা।
ভোজয়ামাস চ্যবনং নীবারান্নং সুসংস্কৃতম্ ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ পঞ্চপঞ্চাশদ্ভিঃ পদ্যৈরতঃপরম্।
সুকন্যাদেবভিষজোঃ সংবাদশ্চাত্র কথ্যতে ॥

চ্যবনায় দত্তায়াঃ সুকন্যায়াঃ সমাচারমাহ গতে রাজনীতি ॥ ১—৩
বৃষ্যামাসনে অগ্রে প্রথমম্ ॥ ৪—৫ ॥
ভোজয়ামাসেতি। ভুজধাতোঃ প্রত্যবসানার্থত্বাদ্দ্বিকর্ম্মকত্বম্ ॥ ৬ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহারাজ! রাজা শর্য্যাতি গৃহে প্রতিগমন করিলে পর সেই বালা সুকন্যা স্বধর্ম্মে নিরত থাকিয়া অগ্নির পরিচর্য্যা এবং স্বীয় পতির সেবা করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ সেই ষোড়শবর্ষীয়া সুকন্যা পতিসেবায় তৎপর হইয়া নানাবিধ সুস্বাদু ফলমূল সংগ্রহ করিয়া মুনিবরকে ভক্ষণার্থ প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ তিনি স্নানকালে বহ্নি-তপ্ত বারি দ্বারা পতিকে স্নান ও মৃগচর্ম্ম পরিধান করাইয়া পবিত্র কুশাসনে উপবেশন করাইতেন ॥ ৩ ॥ তৎপরে কুশ, তিল ও কমণ্ডলু সম্মুখে স্থাপন করিয়া বলিতেন, মুনি-সত্তম! আপনি নিত্যকার্য্য সম্পাদন করুন ॥৪॥ নিত্যকর্ম্ম সমাপ্ত হইলে সেই বালা তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক উঠাইয়া কুশাসনে অথবা অন্য আস্তরণে উপবেশন করাইতেন ॥৫॥ তাহার পর সেই রাজতনয়া সুপক্ক ফল ও সুসংস্কৃত নীবারান্ন আনিয়া চ্যবন মুনিকে ভোজন

ভুক্তবন্তং পতিং তৃপ্তং দত্ত্বাচমনমাদরাৎ।
পশ্চাচ্চ পূগং পত্রাণি দদৌ চাদরসংযুতা ॥ ৭ ॥
গৃহীতমুখবাসং তং সংবেশ্য চ শুভাসনে।
গৃহীত্বাজ্ঞাং শরীরস্য চকার সাধনং ততঃ ॥ ৮ ॥
ফলাহারং স্বয়ং কৃত্বা পুনর্গত্বা চ সন্নিধৌ।
প্রোবাচ প্রণয়োপেতা কিমাজ্ঞাপয়সে প্রভো! ॥ ৯ ॥
পাদসংবাহনং তেঽদ্য করোমি যদি মন্যসে।
এবং সেবাপরা নিত্যং বভূব পতিতৎপরা ॥ ১০ ॥
সায়ং হোমাবসানে সা ফলান্যাহৃত্য সুন্দরী।
অর্পয়ামাস মুনয়ে স্বাদূনি চ মৃদূনি চ ॥ ১১ ॥
ততঃ শেষাণি বুভুজে প্রেমযুক্তা তদাজ্ঞয়া।
সুস্পর্শাস্তরণং কৃত্বা শায়য়ামাস তং মুদা ॥ ১২ ॥
সুপ্তে সুখং প্রিয়ে কান্তা পাদসংবাহনং তদা।
চকার পৃচ্ছতী ধর্ম্মং কুলস্ত্রীণাং কৃশোদরী ॥ ১৩ ॥

পূগং ক্রমুকং পত্রাণি নাগবল্লীদলানি
শরীরস্য স্বশরীরস্য ॥ ৮—১৪ ॥

করাইতেন ॥ ৬ ॥ পতি ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইলে পর পরম ভক্তিসহকারে আচমনীয় জল দ্বারা তাঁহার মুখপদাদি প্রক্ষালন করাইয়া আদরপূর্ব্বক তাঁহাকে তাম্বূল ও পূগাদি প্রদান করিতেন ॥ ৭ ॥ তিনি মুখশুদ্ধি গ্রহণ করিলে পর তাঁহাকে উত্তম আসনে উপবেশন করাইয়া তদীয় আজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় শরীরের সংস্কার করিতেন ॥ ৮ ॥ অনন্তর, মুনিবরের ভক্ষণাবশিষ্ট ফলমূলাদি স্বয়ং আহার করিয়া পুনরায় পতির সন্নিধানে যাইয়া প্রণয়সহকারে বলিতেন, প্রভো! এক্ষণে কি করিব আজ্ঞা করুন ॥ ৯ ॥ আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে আপনার পদ সংবাহন করি, এইরূপে পতির প্রতি অনুরাগিণী হইয়া রাজবালা প্রতিনিয়ত পতিসেবায় কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ সায়ংকালে হোমকার্য্য সমাপ্ত হইলে সেই সুন্দরী সুস্বাদু ও সুকোমল ফল সকল আহরণ করিয়া তাঁহাকে ভক্ষণার্থ অর্পণ করিতেন ॥ ১১ ॥ তদনন্তর, তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া ভোজনাবশিষ্ট ফল সকল স্বয়ং ভক্ষণ করিতেন, তাহার পর সুখস্পর্শ আস্তরণ প্রস্তুত করিয়া প্রীতিসহকারে তাঁহাকে শয়ান করাইতেন ॥ ১২ ॥ প্রিয়তম পতি সুখে শয়ন করিলে পর সেই কৃশোদরী রাজকুমারী তাঁহার পাদসংবাহন করিতে করিতে কুলস্ত্রীদিগের ধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্ন

পাদসংবাহনং কৃত্বা নিশি ভক্তিপরায়ণা।
নিদ্রিতং চ মুনিং জ্ঞাত্বা সুস্বাপ চরণান্তিকে ॥ ১৪ ॥
শুচৌ প্রতিষ্ঠিতং বীক্ষ্য তালবৃন্তেন ভামিনী।
কুর্ব্বাণা শীতলং বায়ুং সিষেবে স্বপতিং তদা ॥ ১৫ ॥
হেমন্তে কাষ্ঠসম্ভারং কৃত্বাগ্নিজ্বলনং পুরঃ।
স্থাপয়িত্বা তথাপৃচ্ছৎ সুখং তেঽস্তীতি চাসকৃৎ ॥ ১৬ ॥
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় জলপাত্রঞ্চ মৃত্তিকাম্।
সমর্পয়িত্বা শৌচার্থং সমুত্থাপ্য পতিং প্রিয়া ॥ ১৭ ॥
স্থানাদ্দূরে চ সংস্থাপ্য দূরং গত্বা স্থিরাভবৎ।
কৃতশৌচং পতিং জ্ঞাত্বা গত্বা জগ্রাহ তং পুনঃ ॥ ১৮ ॥
আনীয়াশ্রমমব্যগ্রা চোপবেশ্যাসনে শুভে।
মৃজ্জলাভ্যাঞ্চ প্রক্ষাল্য পাদাবস্য যথাবিধি ॥ ১৯ ॥
দত্ত্বাচমনমাত্রন্তু দন্তধাবনমাহরৎ।
সমর্প্য দন্তকাষ্ঠঞ্চ যথোক্তং নৃপনন্দিনী ॥ ২০ ॥

(শুচাবিতি। শুচৌ গ্রীষ্মে প্রতি প্রতিকূলং বিপরীতং স্থিতং গ্রীষ্মেণ পীড়িতমিতি যাবৎ পতিং বীক্ষ্য বৃদ্ধেত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥
হেমন্তে ইতি। কাষ্ঠসম্ভারং কৃত্বা বহুনিকাষ্ঠান্যাহৃত্যেত্যর্থঃ ॥ ১৬—২৫ ॥)

সকল জিজ্ঞাসা করিতেন ॥ ১৩ ॥ রাত্রিকালে পদসেবা করিতে করিতে যখন মুনিবর নিদ্রিত হইতেন, তখন তিনি ভক্তিপরায়ণ হইয়া তাঁহার চরণতলে শয়ন করিতেন ॥ ১৪ ॥ গ্রীষ্মকালে পতি যখন ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইতেন, তখন সেই ভামিনী তালবৃন্ত ব্যজন করিয়া সুশীতল বায়ু দ্বারা স্বীয় পতির সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন ॥ ১৫ ॥ হেমন্তকালে কাষ্ঠ-সংগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে অগ্নিরাশি প্রজ্বালিত করিয়া বার বার জিজ্ঞাসা করিতেন, মুনিবর! ইহাতে আপনার সুখানুভব হইতেছে ত? ॥ ১৬ ॥ সেই পতিপ্রাণা রাজতনয়া সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে শয্যা হইতে উত্থান করিতেন, পরে পতিকে উত্থাপিত করিয়া শৌচের নিমিত্ত আশ্রমের কিয়দ্দূরে বসাইয়া আসিতেন এবং হস্তপদাদি প্রক্ষালনের জন্য মৃত্তিকা ও জল তাঁহার নিকটে রাখিয়া স্বয়ং দূরে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতেন। তাঁহার শৌচকার্য্য সমাপিত হইয়াছে জানিয়া সন্নিধানে যাইয়া পতির করধারণপূর্ব্বক ধীরে ধীরে আশ্রমে আনয়ন করিতেন। তৎপরে মুনিবরকে পবিত্র আসনোপরি উপবেশন করাইয়া পুনরায় মৃত্তিকা এবং জল দ্বারা তাঁহার চরণযুগল যথাবিধি প্রক্ষালন করিয়া দিতেন ॥ ১৭—১৯ ॥ রাজনন্দিনী পতিকে আচমন পাত্র প্রদান করিয়া শাস্ত্রবিহিত দন্ত-

চকারোষ্ণং জলং শুদ্ধং সমানীতং সুপাবনম্।
স্নানার্থং জলমাহৃত্য পপ্রচ্ছ প্রণয়ান্বিতা ॥ ২১ ॥
কিমাজ্ঞাপয়সে ব্রহ্মন্! কৃতং বৈ দন্তধাবনম্।
উষ্ণোদকং সুসম্পন্নং কুরু স্নানং সমন্ত্রকম্ ॥ ২২ ॥
বর্ত্ততে হোমকালোঽয়ং সন্ধ্যা পূর্ব্বা প্রবর্ত্ততে।
বিধিবদ্ধবনং কৃত্বা দেবতাপূজনং কুরু ॥ ২৩ ॥
এবং কন্যা পতিং লব্ধ্বা তপস্বিনমনিন্দিতা।
নিত্যং পর্য্যচরৎ প্রীত্যা তপসা নিয়মেন চ ॥ ২৪ ॥
অগ্নীনামতিথীনাঞ্চ শুশ্রূষাং কুর্ব্বতী সদা।
আরাধয়ামাস মুদা চ্যবনং সা শুভাননা ॥ ২৫ ॥
কস্মিংশ্চিদথ কালে তু রবিজাবশ্বিনাবুভৌ।
চ্যবনস্যাশ্রমাভ্যাসে ক্রীড়মানৌ সমাগতৌ ॥ ২৬ ॥
জলে স্নাত্বা তু তাং কন্যাং নিবৃত্তাং স্বাশ্রমং প্রতি।
গচ্ছন্তীং চারুসর্ব্বাঙ্গীং রবিপুত্রাবপশ্যতাম্ ॥ ২৭ ॥
তাং দৃষ্ট্বা দেবকন্যাভাং গত্বা চান্তিকমাদরাৎ।
ঊচতুঃ সমভিদ্রুত্য নাসত্যাবতিমোহিতৌ ॥ ২৮ ॥

রবিজৌ সূর্য্যজৌ ॥ ২৬—২৭ ॥
নাসত্যাবশ্বিনৌ ॥ ২৮—৩১ ॥

ধাবন কাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক সমর্পণ করিতেন ॥ ২০ ॥ পবিত্র নির্ম্মল সলিল আনিয়া তাহা উষ্ণ করিতেন, সেই জল স্নানের নিমিত্ত আনিয়া প্রীতিসহকারে জিজ্ঞাসা করিতেন, স্বামিন্! আপনার দন্তধাবন কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে ত? জল উষ্ণ করিয়াছি, আপনি অনুমতি করিলে আনয়ন করি; আপনি সেই উত্তপ্ত সলিল দ্বারা সমন্ত্রক স্নান করুন ॥২১-২২॥ প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত, অতএব এক্ষণে আপনার হোমের সময় হইয়াছে, যথাবিধি হোম করিয়া দেবতাদিগের পূজা করুন ॥ ২৩ ॥ নির্ম্মলস্বভাবা রাজদুহিতা তপস্বী চ্যবনকে পতি লাভ করিয়া এইরূপে তপস্যা, নিয়ম ও প্রীতিসহকারে প্রতিনিয়তই তাঁহার পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত থাকিলেন ॥ ২৪ ॥ সেই সুমুখী রাজবালা অগ্নি ও অতিথিগণের নিয়ত সেবা শুশ্রূষা করিয়া সানন্দমনে মহর্ষি চ্যবনের আরাধনা করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥

তদনন্তর, কোন সময়ে সূর্য্যাত্মজ অশ্বিনীকুমার দ্বয় ক্রীড়া করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে মহর্ষি চ্যবনের আশ্রম সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৬ ॥ তখন সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রাজতনয়া পবিত্র সলিলে স্নান করিয়া আশ্রমে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছিলেন, সেই সময়েই

ক্ষণং তিষ্ঠ বরারোহে! প্রষ্টুং ত্বাং গজগামিনি!।
আবাং দেবসুতৌ প্রাপ্তৌ ব্রূহি সত্যং শুচিস্মিতে!॥ ২৯॥
পুত্রী কস্য পতিঃ কস্তে কথমুদ্যানমাগতা।
একাকিনী তড়াগেঽস্মিন্ স্নানার্থং চারুলোচনে!॥ ৩০॥
দ্বিতীয়া শ্রীরিবাভাসি কান্ত্যা কমললোচনে!।
ইচ্ছামস্তু বয়ং জ্ঞাতুং তত্ত্বমাখ্যাহি শোভনে!॥ ৩১॥
কোমলৌ চরণৌ কান্তে! স্থিতৌ ভূমাবনাবৃতৌ।
হৃদয়ে কুরুতঃ পীড়াং চলন্তৌ চললোচনে!॥ ৩২॥
বিমানার্হাসি তন্বঙ্গি! কথং পদ্ভ্যাং ব্রজস্যদঃ।
অনাবৃতাত্র বিপিনে কিমর্থং গমনং তব॥ ৩৩॥
দাসীশতসমাযুক্তা কথং ন ত্বং বিনির্গতা।
রাজপুত্র্যপ্সরা বাসি বদ সত্যং বরাননে!॥ ৩৪॥

অনাবৃতাবনুপানৎকৌ। চললোচনে ইতি কন্যাসম্বোধনম্॥ ৩২॥
অনাবৃতা উত্তরীয়মহাপট্টবস্ত্ররহিতা॥ ৩৩—৩৪॥

তিনি আশ্বিনেয়দ্বয়ের নয়নপথে পতিত হইলেন॥ ২৭॥ তাঁহারা দেবকন্যার ন্যায় তাঁহার অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শনে বিমোহিত হইয়া অতি সত্বর সন্নিধানে আসিয়া আদরসহকারে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গজগামিনি! দেখ আমরা দেবতনয়, আপনাকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্তই আগমন করিয়াছি; অতএব বরারোহে! আমাদের অনুরোধে আপনি ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করুন। শুচিস্মিতে! আপনি যথার্থরূপে আমাদের প্রশ্নের প্রত্যুত্তর প্রদান করিবেন॥ ২৭—২৯॥ হে চারুলোচনে! আপনি কাহার কন্যা? কোন্ মহাত্মা আপনার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন? আপনি উদ্যান মধ্যস্থিত এই তড়াগে একাকিনী স্নান করিতে আসিয়াছেন কেন? ॥৩০॥ কমলাক্ষি! তোমার যেরূপ অপরূপ সৌন্দর্য্য, তাহাতে তোমাকে দ্বিতীয় হরিবল্লভা বলিয়াই বোধ হইতেছে; শোভনে! আমরা আপনার নিকট কিছু জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি যথার্থরূপে সেই বিষয় কীর্ত্তন করুন॥ ৩১॥ কান্তে! তোমার চরণযুগল অতীব কোমল, অতএব উপানৎ পরিধান-না করিয়া অনাবৃতভাবে উহা ভূতলে রাখিয়াছেন? হে চঞ্চলনয়নে! তোমার চরণ যখন ভূমিতলে সঞ্চালিত হইতেছে তখন আমাদের হৃদয়ে ক্লেশ উপস্থিত হইতেছে॥ ৩২॥ কৃশোদরি! তোমার দেহ যেরূপ কোমল তাহাতে যানারূঢ়া হইয়া গমনাগমন করাই উচিত, কিন্তু তাহা না করিয়া কেন পদব্রজে এই কঠিন ভূমিতে গমন করিতেছ? আর তুমি উত্তম উত্তরীয় ও পট্টবস্ত্র পরিধান না করিয়া অতি সামান্য বেশে এই বিপিনে কি কারণে গমন করিতেছ? ॥ ৩৩॥

ধন্যা মাতা যতো জাতা ধন্যোঽসৌ জনকস্তব।
বক্তুং ত্বাং নৈব শক্তৌ চ ভর্ত্তুর্ভাগ্যং তবানঘে!॥ ৩৫॥
দেবলোকাধিকা ভূমিরিয়ং চৈব সুলোচনে!।
প্রচলংশ্চরণস্তেঽদ্য সম্পাবয়তি ভূতলম্॥ ৩৬॥
সৌভাগ্যাশ্চ মৃগাঃ কামং যে ত্বাং পশ্যন্তি বৈ বনে।
যে চান্যে পক্ষিণঃ সর্ব্বে ভূরিয়ং চাতিপাবনা॥ ৩৭॥
স্তুত্যালং তব চাত্যর্থং সত্যং ব্রূহি সুলোচনে!।
পিতা কস্তে পতিঃ কাসৌ দ্রষ্টুমিচ্ছাস্তি সাদরম্॥ ৩৮॥

ব্যাস উবাচ।

তয়োরিতি বচঃ শ্রুত্বা রাজকন্যাতিসুন্দরী।
তাবুবাচ ত্রপাক্রান্তা দেবপুত্রৌ নৃপাত্মজা॥ ৩৯॥
শর্য্যাতিতনয়াং মাং বাং বিত্তং ভার্য্যাং মুনেরিহ।
চ্যবনস্য সতীং কান্তাং পিত্রা দত্তাং যদৃচ্ছয়া॥ ৪০॥

নৈব শক্তাবাবামিত্যর্থঃ॥ ৩৫॥
যতস্তে চরণৌ ভূতলং সম্পাবয়তি পবিত্রীকরোতি॥ ৩৬॥
সৌভাগ্যাঃ। অর্শ আদ্যজন্তম্। সৌভাগ্যবন্ত ইত্যর্থঃ। যে চান্যে পক্ষিণস্তেঽপি সৌভাগ্যবন্ত ইত্যর্থঃ॥ ৩৭—৪৩॥

তোমার সহিত শত শত দাসী বহির্গত হয় নাই কেন? বরাননে! তুমি রাজকন্যা অথবা অপ্সরা তাহা আমাদিগকে সত্য করিয়া বল॥৩৪॥ অনঘে! যে পিতা মাতা হইতে তোমার জন্ম হইয়াছে, তাঁহারা ধন্য!! বিশেষত যে ব্যক্তির সহিত তোমার পরিণয় হইয়াছে তাঁহার সৌভাগ্য বর্ণন করিতে আমাদের সামর্থ্য নাই॥ ৩৫॥ সুলোচনে! তোমার চরণযুগল ইতস্তত সঞ্চালিত হইয়া এই ভূতল পবিত্র করিতেছে, সুতরাং এই উদ্যান আজ দেবলোক অপেক্ষাও পবিত্র বলিয়া বোধ হইতেছে॥ ৩৬॥ যে সকল মৃগ ও পক্ষিকুল ইচ্ছানুসারে তোমাকে দেখিতে পায় তাহাদের সৌভাগ্যের সীমা নাই; অধিক কি, তোমার পাদস্পর্শে এই বনভূমি অতি পবিত্র বলিয়া জ্ঞান হইতেছে॥ ৩৭॥ সুলোচনে! তোমার রূপের অধিক প্রশংসা করা নিষ্প্রয়োজন। তোমার পিতা কে এবং পতিই বা কে, তাহা আমাদিগকে সত্য করিয়া বল; আমরা আদরসহকারে তাঁহাদিগকে দেখিতে অভিলাষ করি॥ ৩৮॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রাজকুমারী তাঁহাদের ঈদৃশ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া লজ্জিত ভাবে সেই দেবকুমার যুগলকে বলিলেন॥ ৩৯॥ আমি শর্য্যাতি রাজার দুহিতা, পিতা আমায় দৈবের ইচ্ছাতেই মহর্ষি চ্যবনকে প্রদান করিয়াছেন, আমি

পতিরন্ধোঽস্তি মে দেবৌ বৃদ্ধশ্চাতীব তাপসঃ ।
তস্য সেবামহোরাত্রং করোমি প্রীতমানসা ॥ ৪১ ॥
কৌ যুবাং কিমিহায়াতৌ পতিস্তিষ্ঠতি চাশ্রমে ।
তত্রাগত্যা প্রকুরুতমাশ্রমং চাদ্য পাবনম্ ॥ ৪২ ॥
তদাকর্ণ্য বচো দস্রাবূচতুস্তাং নরাধিপ ! ।
কথং ত্বমপি কল্যাণি ! পিত্রা দত্তা তপস্বিনে ॥ ৪৩ ॥
ভ্রাজসেঽস্মিন্ বনোদ্দেশে বিদ্যুৎ সৌদামনী যথা ।
ন দেবেষ্বপি তুল্যা হি তব দৃষ্টাস্তি ভামিনী ॥ ৪৪ ॥
ত্বং দিব্যাম্বরযোগ্যাসি শোভসে নাজিনৈর্বৃতা ।
সর্ব্বাভরণসংযুক্তা নীলালকবরূথিনী ॥ ৪৫ ॥
অহো বিধের্দুষ্কলিতং বিচেষ্টিতং
যদত্র রম্ভোরু ! বনে বিষীদসি ।
বিশালনেত্রেঽন্ধমিমং পতিং প্রিয়ে !
মুনিং সমাসাদ্য জরাতুরং ভৃশম্ ॥ ৪৬ ॥

সৌদামনীতি । বিদ্যুতো বিশেষণং তদ্দেশস্থা বিদ্যুদতিচঞ্চলা ভবতীতি । তব তুল্যা দেবেষ্বপি ন দৃষ্টেত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥
বরূথঃ সমূহঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥

তাঁহারই প্রিয়তমা সাধ্বী ভার্য্যা, সেই মহর্ষি এই স্থানেই অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৪০ ॥ দেবদ্বয় ! আমার পতি নয়নবিহীন তাপস এবং অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন ; অতএব আমি সতীধর্ম্মানুসারে প্রীতমানসে অহোরাত্র তাঁহারই সেবা করিয়া থাকি ॥ ৪১ ॥ আপনারা কে ? এবং কি নিমিত্তই বা এই স্থানে আগমন করিয়াছেন ? আমার পতি আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছেন, কৃপা করিয়া আপনারা সেইস্থানে গিয়া অদ্য আশ্রম পবিত্র করুন ॥ ৪২ ॥

নরনাথ ! অশ্বিনীকুমারযুগল তাদৃশ বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে বলিলেন, কল্যাণি ! কি কারণে তোমার পিতা বৃদ্ধ তপস্বীকে এরূপ কন্যারত্ন দান করিলেন ? ॥ ৪৩ ॥ তুমি এই বিজনবনপ্রদেশে স্থির সৌদামিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছ ; আর অধিক কি বলিব তোমার ন্যায় রূপবতী কামিনী আমরা দেবলোকেও দেখিতে পাই না ॥ ৪৪ ॥ অহো ! দিব্য বসন সর্ব্ববিধ আভরণ ও নীলবর্ণ অলকাবলীই তোমার পক্ষে শোভা পায়, এইরূপ মৃগচর্ম্ম ও বল্কলাদি তোমার যোগ্য নহে ॥ ৪৫ ॥ রম্ভোরু ! তুমি বিশালনয়না তথাপি বিধাতা তোমাকে অন্ধ বিশেষত অতীব জরাতুর পতি দিয়াছেন, তুমি সেই অন্ধ পতি লাভ করিয়া নিরন্তর এই বন-

বৃথা বৃতস্তেন ভৃশং ন শোভসে
নবং বয়ঃ প্রাপ্য সুনৃত্যপণ্ডিতে!।
মনোভবেনাশু শরাঃ সুসন্ধিতাঃ
পতন্তি কস্মিন্ পতিরীদৃশস্তব ॥ ৪৭ ॥
ত্বমন্ধভার্য্যা নবযৌবনান্বিতা
কৃতাসি ধাত্রা ননু মন্দবুদ্ধিনা।
ন চৈনমর্হস্যসিতায়তেক্ষণে!
পতিং ত্বমন্যং কুরু চারুলোচনে!॥ ৪৮ ॥
বৃথৈব তে জীবিতমম্বুজেক্ষণে!
পতিঞ্চ সম্প্রাপ্য মুনিং গতেক্ষণম্।
বনে নিবাসঞ্চ তথাজিনাম্বর-
প্রধারণং যোগ্যতরং ন মন্মহে ॥ ৪৯ ॥
অতোঽনবদ্যাঙ্গ্যুভয়োস্ত্বমেককং
বরং কুরুষ্বাবহিতা সুলোচনে!।
কিং যৌবনং মানিনি! সঙ্করোষি
বৃথা মুনিং সুন্দরি! সেবমানা ॥ ৫০ ॥

বৃথা বৃতস্ত্বয়ায়মন্ধ ইত্যন্বয়ঃ। তেনান্ধেন ত্বং ন শোভসে ॥ ৪৭—৪৯ ॥
উভয়োরাবয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

বাসে অবসন্ন হইতেছ, হায়! ইহা অপেক্ষা বিধাতার আর অন্যায় কার্য্য কি হইতে পারে!!॥৪৬॥ মৃগাক্ষি! সেই মুনিবরকে তুমি নিরর্থক পতিত্বে বরণ করিয়াছ, তোমার এই নবযৌবন সময়ে সেই অন্ধ পতির সহিত কখনই শোভা পাইবে না, তুমি নৃত্যবিদ্যায় সুপণ্ডিতা; কিন্তু পতি অন্ধ এবং জরাতুর, তুমি নৃত্য করিলে যখন মনোভব শরসন্ধান করিবে তখন সেই শর সকল কাহার উপর পতিত হইবে? ॥৪৭॥ অয়ি আয়তলোচনে! সেই বিধাতা নিতান্ত অল্প-বুদ্ধি!! তাহা না হইলে তোমাকে এরূপ নবযৌবনে ভূষিত করিয়া অন্ধের ভার্য্যা করিবেন কেন? চারুলোচনে! তুমি কখনই তাঁহার উপযুক্ত নহ; অতএব অন্য পতি গ্রহণ কর ॥৪৮॥ কমলনয়নে! তোমার পতি একেত নয়নবিহীন তাহাতে আবার তাপস; সুতরাং তোমার জীবন ধারণ বৃথা!! বিশেষতবনে বাস করা এবং অজিন অম্বর পরিধান করা তোমার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করি না ॥৪৯॥ অসিতনয়নে! তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল মনোহর; অতএব বিশেষ বিচার করিয়া আমাদের উভয়ের মধ্যে একজনকে পতি কর, অয়ি মানিনি! তুমি

কিং সেবসে ভাগ্যবিবর্জ্জিতং তং
সমুজ্ঝিতং পোষণরক্ষণাভ্যাম্ ।
ত্যক্ত্বা মুনিং সর্ব্বসুখাপবর্জ্জিতং
ভজানবদ্যাঙ্গ্যুভয়োস্ত্বমেককম্ ॥ ৫১ ॥
ত্বং নন্দনে চৈত্ররথে বনে চ
কুরুষ্ব কান্তে ! প্রথিতং বিহারম্ ।
অন্ধেন বৃদ্ধেন কথং হি কালং
বিনেষ্যসে মানিনি ! মানহীনা ॥ ৫২ ॥
ভূপাত্মজা ত্বং শুভলক্ষণা চ
জানাসি সংসারবিহারভাবম্ ।
ভাগ্যেন হীনা বিজনে বনেঽত্র
কালং কথং বাহয়সে বৃথা চ ॥ ৫৩ ॥
তস্মাদ্ভজস্ব পিকভাষিণি ! চারুবক্ত্রে !
একং দ্বয়োস্তব সুখায় বিশালনেত্রে ! ।
দেবালয়েষু চ কৃশোদরি ! ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগাং-
স্ত্যক্ত্বা মুনিং জরঠমাশু নৃপেন্দ্রপুত্রি ! ॥ ৫৪ ॥

(কিমিতি । পোষণরক্ষণাভ্যাং সমুজ্ঝিতং তব পোষণরক্ষণাদাবসমর্থমিতি ভাবঃ । ভূপাত্মজেতি । ত্বং শুভলক্ষণা নৃপপুত্রী সতী কথং ভাগ্যেন হীনা বনেঽত্র বৃথা কালং বাহয়সে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৫১—৫৩ ॥
জরঠং বৃদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥)

এরূপ রূপবতী হইয়া মুনির সেবা করিয়া কেন বৃথা যৌবন ক্ষয় করিতেছ॥ ৫০ ॥ সেই মুনিবরের কোন সৌভাগ্যই লক্ষিত হয় না ; বিশেষত তোমায় ভরণ পোষণ বা রক্ষণাবেক্ষণ করিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই, তবে বৃথা কেন তাঁহার সেবা করিতেছ ? অনিন্দিতে ! সর্ব্বসুখবিরহিত মুনিবরকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের উভয়ের মধ্যে একজনকে বিবাহ কর ॥ ৫১ ॥ কান্তে ! তাহা হইলে নন্দনকানন বা চৈত্ররথবনে বিহার করিতে পারিবে। মানিনি ! অন্ধ অথচ বৃদ্ধ পতির সহিত গৌরববিহীন হইয়া তুমি কিরূপে কালযাপন করিবে? ॥ ৫২ ॥ একেত তুমি শুভলক্ষণে ভূষিতা তাহাতে আবার রাজকন্যা, সুতরাং সংসারের যাবতীয় বিহারভাব তোমার অবিদিত নাই, অতএব ভাগ্যবিহীন হইয়া এই গহনকাননে বৃথা কেন কাল অতিবাহিত করিতেছ ? ॥ ৫৩ ॥ রাজপুত্রি । তোমার বদন অতি মনোহর, নয়ন বিশাল কটীদেশ ক্ষীণ এবং বাক্য কোকিলের ন্যায় মধুর অতএব তোমার অপেক্ষা সুন্দরী কে আছে ? তুমি সেই বৃদ্ধ তাপসকে এখনি ত্যাগ করিয়া সুখের

কিং তে সুখং যত্র বনে সুকেশি!
বৃদ্ধেন সার্দ্ধং বিজনে মৃগাক্ষি!।
সেবা তথান্ধস্য নবং বয়শ্চ
কিং তে মতং ভূপতিপুত্রি! দুঃখম্ ॥ ৫৫ ॥
শশিমুখি! ত্বমতীব সুকোমলা
ফলজলাহরণং তব নোচিতম্ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে অশ্বিনীকুমারদ্বয়স্য সুকন্যাদর্শনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪॥

যত্র বনে নবং বয়স্তেঽস্তি সেবা চান্ধস্য বর্ত্ততে তত্র কিং সুখমিত্যন্বয়ঃ। কিং তে মতমিতি। হে ভূপতিপুত্রি! তে কিং দুঃখং মতমভিমতমস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৫—৫৬ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

নিমিত্ত আমাদের একজনকে ভজনা কর, তাহা হইলে ত্রিদশালয়ে অনুপম ভোগ্যবস্তু সকল ভোগ করিতে পাইবে ॥ ৫৪ ॥ সুকেশি! অন্ধের সহিত এই বনে বাস করিয়া তোমার কি সুখ হইবে? হে মৃগাক্ষি! তোমার এই নবযৌবন এ বয়সে বনে থাকিয়া বৃদ্ধের সেবা করা অতীব ক্লেশকর। রাজপুত্রি! দুঃখই কি তোমার অভিমত ॥ ৫৫ ॥ শশিমুখি! দেখিতেছি তুমি সাতিশয় কোমলাঙ্গী; সুতরাং ফল ও জল আহরণ করা তোমার উচিত কার্য্য হইতেছে না ॥ ৫৬ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে অশ্বিনীকুমারের সহিত সুকন্যার সংবাদ বর্ণন নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তয়োস্তদ্ভাষিতং শ্রুত্বা বেপমানা নৃপাত্মজা।
ধৈর্য্যমালম্ব্য তৌ তত্র বভাষে মিতভাষিণী ॥ ১ ॥
দেবৌ বাং রবিপুত্রৌ চ সর্ব্বজ্ঞৌ সুরসম্মতৌ।
সতীং মাং ধর্ম্মশীলাঞ্চ নৈবং বদিতুমর্হথঃ ॥ ২ ॥
পিত্রা দত্তা সুরশ্রেষ্ঠৌ! মুনয়ে যোগধর্ম্মিণে।
কথং গচ্ছামি তং মার্গং পুংশ্চলীগণসেবিতম্ ॥ ৩ ॥
দ্রষ্টায়ং সর্ব্বলোকস্য কর্ম্মসাক্ষী দিবাকরঃ।
কশ্যপাচ্চৈব সম্ভূতৌ নৈবং ভাষিতুমর্হথঃ ॥ ৪ ॥
কুলকন্যা পতিং ত্যক্ত্বা কথমন্যং ভজেন্নরম্।
অসারেঽস্মিন্ হি সংসারে জানন্তৌ ধর্ম্মনির্ণয়ম্ ॥ ৫ ॥

অৰ্দ্ধাধিকৈরষ্টপঞ্চাশদ্ভিঃ শ্লোকৈরথোচ্যতে।
চ্যবনস্য যুবাবস্থা রবিপুত্রপ্রসাদজা ॥

অশ্বিনীকুমারভাষণানন্তরং জাতং বৃত্তমাহ তয়োস্তদ্ভাষিতমিতি ॥ ১—৪ ॥
জানন্তাবিতি রবিপুত্রয়োঃ সম্বোধনম্ ॥ ৫—৯ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহারাজ! তাঁহাদের সেই কথা শুনিয়া রাজতনয়া সুকন্যা প্রথমে ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন; পরে সেই মিতভাষিণী বালা ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অশ্বিনীকুমার-দ্বয়কে বলিলেন ॥ ১ ॥ আপনারা রবির পুত্র এবং সুরগণের সুসম্মত দেবতা, বিশেষত আপনারা সকল বিষয়ই বিদিত আছেন। আমি ধর্ম্মপরায়ণা সতী; আমাকে এরূপ কথা বলা আপনাদিগের উচিত হয় না ॥ ২ ॥ হে সুরবরদ্বয়! পিতা আমায় যোগধর্ম্মাবলম্বী মুনিবরকে দান করিয়াছেন; তাহাতে আমি সতী হইয়া কি প্রকারে বেশ্যাদিগের অবলম্বিত পথে গমন করিব? ॥ ৩ ॥ এই দিবাকর সমস্ত লোকের কার্য্যাকার্য্যের সাক্ষিস্বরূপ; অতএব তিনি আমাদের সমস্ত কার্য্যই অবলোকন করিতেছেন। অপিচ আপনারা উভয়েই মহাত্মা কশ্যপের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; এরূপ পবিত্র দেবতার ঔরসে পবিত্রবংশে জন্মিয়া ঈদৃশ অধর্ম্মকর ও অকীর্ত্তিকর কথা বলা আপনাদের পক্ষে নিতান্ত অনুচিত ॥ ৪ ॥ এই অসার সংসারে ধর্ম্ম কি, অধর্ম্মই বা কি তাহা আপনারা বিশেষরূপে অবগত আছেন;

যথেচ্ছং গচ্ছতাং দেবৌ শাপং দাস্যামি বানঘৌ।
সুকন্যাহঞ্চ শর্য্যাতেঃ পতিভক্তিপরায়ণা ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্যা নাসত্যৌ বিস্মিতৌ ভৃশম্।
তাবব্রূতাং পুনস্তেনাং শঙ্কমানৌ ভয়ং মুনেঃ ॥ ৭ ॥
রাজপুত্রি! প্রসন্নৌ তে ধর্ম্মেণ বরবর্ণিনি!।
বরং বরয় সুশ্রোণি! দাস্যাবঃ শ্রেয়সে তব ॥ ৮ ॥
জানীহি প্রমদে! নূনমাবাং দেবভিষগ্বরৌ।
যুবানং রূপসম্পন্নং প্রকুর্ব্বাব পতিং তব ॥ ৯ ॥
ততস্ত্রয়াণামস্মাকং পতিমেকতমং বৃণু।
সমানরূপদেহানাং মধ্যে চাতুর্য্যপণ্ডিতে! ॥ ১০ ॥
সা তয়োর্বচনং শ্রুত্বা বিস্মিতা স্বপতিং তদা।
গত্বোবাচ তয়োর্বাক্যং তাভ্যামুক্তং যদদ্ভুতম্ ॥ ১১ ॥

চাতুর্য্যপণ্ডিতে ইতি সম্বোধনম্ ॥ ১০—১৩

হে রবিপুত্রযুগল! কুলকন্যা হইয়া পতি ত্যাগ করিয়া কিরূপে অন্য মানবকে ভজনা করিবে ॥ ৫ ॥ আপনারা বিমলস্বভাব দেবতা, আমি মহারাজ শর্য্যাতির কুলকন্যা বিশেষত পতির প্রতি একান্ত অনুরক্তা ও ধর্ম্মপরায়ণা; অতএব আপনারা যথেচ্ছ স্থানে গমন করুন, নতুবা শাপ প্রদান করিব সন্দেহ নাই ॥ ৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, ভারত! অশ্বিনীকুমারযুগল তাঁহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে সাতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং মুনিবরের ভয়ে শঙ্কিত হইয়া তাঁহাকে পুনরায় বলিলেন ॥ ৭ ॥ রাজকুমারি! তোমার পাতিব্রত্যধর্ম্ম অবলোকনে আমরা প্রসন্ন হইয়াছি; অতএব বর-বর্ণিনি! আপনার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। সুশ্রোণি! তোমার মঙ্গলের নিমিত্ত আমারা তোমাকে বর প্রদান করিব ॥ ৮ ॥ ভামিনি! আমরা দেববৈদ্য, তুমি নিশ্চয় জানিও যে, আমরা তোমার পতিকে পরম সুন্দর রূপবান্ যুবা করিয়া দিব ॥ ৯ ॥ সুচতুরে! যখন আমাদের তিন জনেরই সমান রূপ, সমান বয়স ও সমান দেহকান্তি হইবে, তখন তুমি তিন জনের মধ্যে যাহাকে অভিরুচি হয় একজনকে পতিত্বে বরণ করিবে ॥ ১০ ॥ সুকন্যা তাঁহাদের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে বিস্মিত হইয়া স্বীয় পতির নিকট গমন করিলেন। অনন্তর, স্বর্বৈদ্যযুগল যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তৎসমুদয় মুনিবরকে নিবেদন করিলেন ॥ ১১ ॥

সুকন্যোবাচ ।

স্বামিন্ ! সূর্য্যসুতৌ দেবৌ সম্প্রাপ্তৌ চ বনাশ্রমে ।
দৃষ্টৌ ময়া দিব্যদেহৌ নাসত্যৌ ভৃগুনন্দন ! ॥ ১২ ॥
বীক্ষ্য মাং চারুসর্ব্বাঙ্গীং জাতৌ কামাতুরাবুভৌ ।
কথিতং বচনং স্বামিন্ ! পতিং তে নবযৌবনম্ ॥ ১৩ ॥
দিব্যদেহং করিষ্যাবশ্চক্ষুষ্মন্তং মুনিং কিল ।
এতেন সময়েনাদ্য তং শৃণু ত্বং ময়োদিতম্ ॥ ১৪ ॥
সমাবয়বরূপঞ্চ করিষ্যাবঃ পতিং তব ।
তত্র ত্রয়াণামস্মাকং পতিমেকতমং বৃণু ॥ ১৫ ॥
তচ্ছ্রুত্বাহমিহায়াতা প্রষ্টুং ত্বাং কার্য্যমদ্ভুতম্ ।
কিং কর্ত্তব্যমতঃ সাধো ! ব্রূহ্যস্মিন্ কার্য্যসঙ্কটে ॥ ১৬ ॥
দেবমায়াপি দুর্জ্ঞেয়া ন জানে কপটং তয়োঃ ।
যদাজ্ঞাপয় সর্ব্বজ্ঞ ! তৎ করোমি তবেপ্সিতম্ ॥ ১৭ ॥

এতেন সময়েনেতি পূর্ব্বান্বয়ি। কোঽসৌ সময়স্তত্রাহ তং শৃণু ত্বমিতি। ময়োদিতং বক্ষ্যমাণং তং সময়ং শৃণু ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

সমাবয়বরূপং চাস্মৎসদৃশাবয়বরূপবন্তমিত্যর্থঃ। তত্র ত্রয়াণামিতি। তদাস্মদ্ভাগ্যে যদি ত্বং লিখিতা স্যাস্তদাস্মাকমেব ভবিষ্যসীতি তয়োরবিপুত্রয়োরভিপ্রায়ঃ ॥ ১৫—১৬ ॥

কপটং তয়োরিতি। কেনাভিপ্রায়েণেদং তৈরুক্তমিতি তয়োঃ কপটং ন জানেঽহমিত্যর্থঃ ॥ ১৭—১৯ ॥

সুকন্যা কহিলেন, স্বামিন্! সূর্য্যতনয় অশ্বিনীকুমার দ্বয় আমাদের আশ্রমের সন্নিহিত তপোবনে উপনীত হইয়াছেন। সেই দিব্যদেহ দেবযুগলকে আমি দর্শন করিয়াছি ॥ ১২ ॥ তাঁহারা আমার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেহ অবলোকন করিয়া কামাতুর হইয়া আমাকে বলিলেন যে, তোমার সেই অন্ধ পতি মুনিবরের দিব্যদেহ, নবযৌবন ও নয়নযুগল পুনরায় উত্তম করিয়া দিব তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু তোমাকে একটি নিয়ম করিতে হইবে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥১৩—১৪॥ তোমার সেই বৃদ্ধ পতির অবয়বও আমাদের সদৃশ করিয়া দিব, কিন্তু তাহার পর আমাদের তিন জনের মধ্যে এক জনকে পতিত্বে বরণ করিতে হইবে ॥ ১৫ ॥ সাধো! ইহা শ্রবণ করিয়া এই অদ্ভুত কার্য্যের বিষয় আপনাকে জানাইতেছি; অতএব এই সঙ্কট কার্য্যে কর্ত্তব্য কি, আপনি তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া বলুন ॥ ১৬ ॥ দেবতাদিগের মায়া বিদিত হওয়া অতি সুকঠিন; বিশেষত ইঁহারা কি অভিপ্রায়ে এরূপ বলিতেছেন তাহা আমি জানি না। হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনি যাহা অনুমতি করিবেন আমি আপনার সেই অভিলষিত কার্য্যই সম্পাদন করিব ॥ ১৭ ॥

চ্যবন উবাচ।

গচ্ছ কান্তেঽদ্য নাসত্যৌ বচনান্মম সুব্রতে!।
আনয়স্ব সমীপং মে শীঘ্রং দেবভিষগ্বরৌ ॥ ১৮ ॥
ক্রিয়তামাশু তদ্বাক্যং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং সা সমনুজ্ঞাতা তত্র গত্বা বচোঽব্রবীৎ।
ক্রিয়তামাশু নাসত্যৌ সময়েন সুরোত্তমৌ ॥ ২০ ॥
তচ্ছ্রুত্বা চাশ্বিনৌ বাক্যং তস্যাস্তৌ তত্র চাগতৌ।
ঊচতু রাজপুত্রীং তাং পতিস্তব বিশত্বপঃ ॥ ২১ ॥
রূপার্থং চ্যবনস্তূর্ণং ততোঽম্ভঃ প্রবিবেশ হ।
অশ্বিনাবপি পশ্চাত্তৎ প্রবিষ্টৌ সর উত্তমম্ ॥ ২২ ॥
ততস্তে নিঃসৃতাস্তস্মাৎ সরসস্তৎক্ষণাত্রয়ঃ।
তুল্যরূপা দিব্যদেহা যুবানঃ সদৃশাঃ কিল।
দিব্যকুণ্ডলভূষাঢ্যাঃ সমানাবয়বাস্তথা ॥ ২৩ ॥

ক্রিয়তামিতি। সময়েন পূর্ব্বোক্তপণবন্ধেন যদ্ভবদ্ভ্যাং কর্ত্তব্যত্বেনাভিলষিতং তৎক্রিয়তামিত্যর্থঃ ॥ ২০—২৩ ॥

চ্যবন কহিলেন, কান্তে! তুমি আমার বাক্যানুসারে এখনি সেই অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট গমন কর। সুভদ্রে! তুমি অনতিবিলম্বে তাঁহাদিগকে আমার নিকটে আনয়ন কর ॥ ১৮ ॥ অধিক কি বলিব, তুমি সত্বর তাহাদের বাক্য প্রতিপালন কর, এ বিষয়ে কোন বিচার করিবার প্রয়োজন নাই ॥ ১৯ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহারাজ! সুকন্যা পতির এইরূপ অনুজ্ঞা পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগের নিকট যাইয়া বলিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয়! আপনারা সুরগণের অগ্রগণ্য; অতএব আপনাদের সেই নিয়মিত বাক্যে স্বীকৃত হইলাম; এক্ষণে আপনারা নিজ কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পন্ন করুন ॥২০॥ তখন সেই দেবতাদ্বয় তাঁহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে সেই আশ্রমে আগমন করিয়া রাজকুমারীকে বলিলেন তোমার পতি সলিল মধ্যে প্রবেশ করুন। তখন বৃদ্ধ চ্যবন সুন্দর রূপ পাইবার লালসায় অনতিবিলম্বে অগাধ জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাহার পর অশ্বিনীকুমারেরাও সেই উত্তম সরোবরের জলে প্রবেশ করিলেন ॥ ২১—২২ ॥ কিয়ৎক্ষণ পরেই সেই সরোবর হইতে তাঁহারা তিনজনেই বহির্গত হইলেন। সকলেরই দিব্য দেহ, সমান সৌন্দর্য্য, সমান অভিনব যৌবন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল কুণ্ডল প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কারে

তেঽব্রুবন্ সহিতাঃ সর্ব্বে বৃণীষ্ব বরবর্ণিনি !।
অস্মাকমীপ্সিতং ভদ্রে ! পতিং ত্বমমলাননে ! ॥ ২৪ ॥
যস্মিন্ বাপ্যধিকা প্রীতিস্তং বৃণুষ্ব বরাননে ! ॥ ২৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

সা দৃষ্ট্বা তুল্যরূপাংস্তান্ সমানবয়সস্তথা।
একস্বরাংস্তুল্যবেশাংস্ত্রীন্ বৈ দেবসুতোপমান্ ॥ ২৬ ॥
সা তু সংশয়মাপন্না বীক্ষ্য তান্ সদৃশাকৃতীন্।
অজানতী পতিং সম্যগ্ ব্যাকুলা সমচিন্তয়ৎ ॥ ২৭ ॥
কিং করোমি ত্রয়স্তুল্যাঃ কং বৃণোমি ন বেদ্ম্যহম্।
পতিং দেবসুতা হ্যেতে সংশয়ে পতিতাস্ম্যহম্ ॥ ২৮।
ইন্দ্রজালমিদং সম্যগ্‌দেবাভ্যামিহ কল্পিতম্।
কর্ত্তব্যং কিং ময়া চাত্র মরণং সমুপাগতম্।
ন ময়া পতিমুৎসৃজ্য বরণীয়ঃ কথঞ্চন ॥ ২৯ ॥

(সহিতা মিলিতাঃ। চ্যবনোঽপি তাভ্যাং সহাব্রবীদিত্যর্থঃ। তস্মাৎ সর্ব্বথৈব পতিং বোদ্ধুমসমর্থেতি ভাবঃ। অস্মাকং মধ্যে ঈপ্সিতং পতিং বৃণীষ্বেত্যন্বয়ঃ ॥ ২৪—২৮ ॥
দৈবেন যদি চ্যবনাদন্যং পতিমহমবরিষ্যং তর্হি প্রাণানত্যক্ষ্যমিতি ভাবঃ ॥ ২৯—৩২ ॥

সুশোভিত সুতরাং অবয়বের কোন বৈষম্য লক্ষিত হইল না ॥ ২৩ ॥ তখন তাঁহারা সকলেই একবারে বলিলেন, ভদ্রে ! তোমার ন্যায় সুন্দর রমণী আর দ্বিতীয় নাই ; বিশেষত তোমার বদনমণ্ডল সুবিমল, অতএব তিনজনের মধ্যে তোমার যাহাকে অভিলাষ হয় তাহাকেই পতিত্বে বরণ কর ॥ ২৪ ॥ বরাননে ! অথবা যাহার প্রতি তোমার অধিকতর প্রীতি তাহাকেই তুমি বরণ কর ॥ ২৫ ॥

ব্যাস কহিলেন রাজেন্দ্র ! তখন সুকন্যা দেখিলেন যে তাঁহাদের তিনজনেরই দেবতুল্য অপরূপ রূপলাবণ্য ; বিশেষত সৌন্দর্য্য বয়স স্বর ও বেশভূষা সমান, কিছুমাত্র বিভিন্নতা লক্ষিত হয় না ২৬ ॥ তিনি তাহাদের সকলের সমান অবয়ব অবলোকন করিয়া সংশয়াপন্ন হইলেন। সেই রাজতনয়া আপনার পতিকে চিনিতে না পারিয়া সর্ব্বতোভাবে ব্যাকুল হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে আমি কি করি !! তিনজনেরই অবয়ব এক প্রকার অতএব কাহাকে বরণ করিব !! ইঁহাদের মধ্যে পতি যে কে, তাহা জানিতে পারিতেছি না ॥ ২৭—২৮ ॥ বোধ হয় ইঁহারা সকলেই দেবপুত্র অথবা সেই দেবকুমার যুগল এই স্থানে নিশ্চয়ই ইন্দ্রজালের উদ্ভাবন করিয়াছেন। যাহাহউক আমিত এখন বিষম সংশয়ে পতিত হইলাম। আমি পতি ত্যাগ করিয়া অন্য কাহাকেও কোন প্রকারে বরণ করিব না ; সুতরাং আমার মরণ উপস্থিত, এখন এ বিষয়ে আমার কর্ত্তব্য কি ? ॥ ২৯ ॥

দেবস্ত্বাধুনিকঃ কশ্চিদিত্যেষা মম ধারণা।
ইতি সংচিন্ত্য মনসা পরাং বিশ্বেশ্বরীং শিবাম্।
দধ্যৌ ভগবতীং দেবীং তুষ্টাব চ কৃশোদরী॥ ৩০॥

সুকন্যোবাচ।

শরণং ত্বাং জগন্মাতঃ! প্রাপ্তাস্মি ভৃশদুঃখিতা।
রক্ষ মেঽদ্য সতীধর্ম্মং নমামি চরণৌ তব॥ ৩১॥
নমঃ পদ্মোদ্ভবে! দেবি! নমঃ শঙ্করবল্লভে!।
বিষ্ণুপ্রিয়ে! নমো লক্ষ্মি! বেদমাতঃ! সরস্বতি!॥ ৩২॥
ইদং জগত্ত্বয়া সৃষ্টং সর্ব্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
পাসি ত্বমিদমব্যগ্রা তথাৎসি লোকশান্তয়ে॥ ৩৩॥
ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশানাং জননী ত্বং সুসম্মতা॥ ৩৪॥
বুদ্ধিদাসি ত্বমজ্ঞানাং জ্ঞানিনাং মোক্ষদা সদা।
আদ্যা ত্বং প্রকৃতিঃ পূর্ণা পুরুষপ্রিয়দর্শনা॥ ৩৫॥
ভুক্তিমুক্তিপ্রদাসি ত্বং প্রাণিনাং বিশদাত্মনাম্।
অজ্ঞানাং দুঃখদা কামং সত্ত্বানাং সুখসাধনা॥ ৩৬॥

পাসীতি। অৎসি ভক্ষয়সি জগতঃ প্রলয়ং করোষীত্যর্থঃ॥ ৩৩—৩৪॥
বুদ্ধিদেতি। ত্বমজ্ঞানাং বুদ্ধিপ্রদাসি অতএব মহ্যমিদানীং বুদ্ধিং বিতরেতি ভাবঃ॥ ৩৫॥
সত্ত্বানাং সত্ত্বাশ্রিতানামিত্যর্থঃ॥ ৩৬—৩৭॥)

সংপ্রতি যে, তৃতীয়মূর্ত্তি দেখিতেছি, বোধ হয় ইনিও কোন দেবপুত্র!! এই প্রকার মনে মনে চিন্তা করিয়া নিশ্চয় করিলেন যে, এক্ষণে আমি সেই পরাপ্রকৃতি বিশ্বেশ্বরী শিবার ধ্যান করিব। তখন কৃশোদরী রাজকুমারী দেবী ভগবতীর স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৩০॥

সুকন্যা কহিলেন, জগন্মাতঃ! আমি নিতান্ত দুঃখে নিপতিত হইয়া আপনার শরণ লইলাম, আপনার চরণযুগলে প্রণিপাত করি, আপনি এখন আমার সতীত্বধর্ম্ম রক্ষা করুন॥ ৩১॥ দেবি! আপনি কমল হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন আপনাকে নমস্কার করি; আপনি শঙ্করের প্রিয়তমা এবং বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মী ও আপনিই বেদমাতা সরস্বতী অতএব আপনাকে নমস্কার করি॥ ৩২॥ স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই জগন্মণ্ডল আপনিই সৃজন করিয়াছেন; আবার অব্যগ্রচিত্তে তাহার পরিপালন করিতেছেন এবং লোক সকলের শান্তিকামনায় উহা গ্রাস করিতেছেন॥ ৩৩॥ অধিক কি, আপনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশের পরম পূজনীয়া জননী॥ ৩৪॥ আপনি জ্ঞানহীন মূর্খদিগকে বুদ্ধি এবং জ্ঞানিদিগকে নিয়ত মুক্তি

সিদ্ধিদা যোগিনামম্ব ! জয়দা কীর্ত্তিদা পুনঃ।
শরণং ত্বাং প্রপন্নাস্মি বিস্ময়ং পরমং গতা ॥ ৩৭ ॥
পতিং দর্শয় মে মাতর্মগ্নাস্মিন্ শোকসাগরে।
দেবাভ্যাং চরিতং কূটং কং বৃণোমি বিমোহিতা।
পতিং দর্শয় সর্ব্বজ্ঞে ! বিদিত্বা মে সতীব্রতম্ ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং স্তুতা তদা দেবী তথা ত্রিপুরসুন্দরী।
হৃদয়েঽস্যাস্তদা জ্ঞানং দদাবাশু সুখোদয়ম্ ॥ ৩৯ ॥
নিশ্চিত্য মনসা তুল্যবয়োরূপধরান্ সতী।
প্রসমীক্ষ্য তু তান্ সর্ব্বান্ বব্রে বালা স্বকং পতিম্ ॥ ৪০ ॥
বৃতেঽথ চ্যবনে দেবৌ সন্তুষ্টৌ তৌ বভূবতুঃ ॥ ৪১ ॥
সতীধর্ম্মং সমালোক্য সম্প্রীতৌ দদতুর্বরম্।
ভগবত্যাঃ প্রসাদেন প্রসন্নৌ তৌ সুরোত্তমৌ ॥ ৪২ ॥

দেবাভ্যামশ্বিনীকুমারাভ্যাং কূটং কপটং চরিতমাচরিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৪৪ ॥

দিয়া থাকেন। আপনিই পুরুষের প্রিয়দর্শনা পূর্ণা আদ্যা প্রকৃতি ॥ ৩৫ ॥ যে সকল প্রাণীর আত্মা পবিত্র হইয়াছে আপনি তাহাদিগকে ভোগ ও মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। যাহারা নিতান্ত জ্ঞানহীন তাহাদিগকে দুঃখ আর যাহারা সত্বগুণাশ্রিত জীব তাহাদিগকে সুখ দিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥ মাতঃ ! আপনি যোগিদিগকে সিদ্ধি, কীর্ত্তি ও জয় প্রদান করেন; এক্ষণে আমি বিস্ময়সাগরে নিপতিত হইয়া আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম ॥ ৩৭ ॥ মাতঃ ! এই দেবদ্বয় কপট আচরণ করিয়াছেন; আমি ইহাতে বিমোহিত হইয়া কাহাকে বরণ করিব স্থির করিতে পারিতেছি না; সুতরাং আমি শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। আপনি আমাকে আমার পতি দেখাইয়া দিয়া উদ্ধার করুন। সর্ব্বজ্ঞে ! আমার সতীব্রত বিদিত হইয়া যাহাতে আমি পতির দর্শন লাভ করি তাহা করিয়া দিন ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! সুকন্যার ঈদৃশ স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া দেবী ত্রিপুরসুন্দরী তখন তাঁহার হৃদয়ে সুখকর সত্ব জ্ঞান প্রদান করিলেন ॥ ৩৯ ॥ তখন তিন জনের অবয়ব এবং সৌন্দর্য্য সমান হইলেও সেই পতিব্রতা বালা তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র মনে মনে নির্ণয় করিয়া আপনার পতিকেই বরণ করিলেন ॥ ৪০ ॥ সুকন্যা যখন চ্যবনকেই বরণ করিলেন তখন তাহা দেখিয়া সেই দেবতাদ্বয় পরম সন্তুষ্ট হইলেন ॥ ৪১ ॥ সুরদ্বয় ভগবতীর প্রসাদে প্রসন্ন হইয়াছিলেন; তাহার পর আবার সতীধর্ম্ম অবলোকনে পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর দান করিলেন ॥ ৪২ ॥ তাঁহারা উভয়ে মুনিবরকে

মুনিমামন্ত্র্য তরসা গমনায়োদ্যতাবুভৌ ॥ ৪৩ ॥
লব্ধ্বা তু চ্যবনো রূপং নেত্রে ভার্য্যাঞ্চ যৌবনম্।
হৃষ্টোঽব্রবীন্মহাতেজাস্তৌ নাসত্যাবিদং বচঃ।
উপকারঃ কৃতোঽয়ং মে যুবাভ্যাং সুরসত্তমৌ ॥ ৪৪ ॥
কিং ব্রবীমি সুখং প্রাপ্তং সংসারেঽস্মিন্ননুত্তমে।
প্রাপ্য ভার্য্যাং সুকেশীং তাং দুঃখং মেঽভবদন্বহম্ ॥ ৪৫ ॥
অন্ধস্য চাতিবৃদ্ধস্য ভোগহীনস্য কাননে।
যুবাভ্যাং নয়নে দত্তে যৌবনং রূপমদ্ভুতম্ ॥ ৪৬ ॥
সম্পাদিতং ততঃ কিঞ্চিদুপকর্তুমহং ব্রুবে।
উপকারিণি মিত্রে যো নোপকুর্য্যাৎ কথঞ্চন।
তং ধিগস্তু নরং দেবৌ ভবেচ্চ ঋণবান্ ভুবি ॥ ৪৭ ॥
তস্মাদ্বো বাঞ্ছিতং কিঞ্চিদ্দাতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্ ॥ ৪৮ ॥
আত্মনো ঋণমোক্ষায় দেবেশৌ নূতনস্য চ।
প্রার্থিতং বাং প্রদাস্যামি যদলভ্যং সুরাসুরৈঃ ॥ ৪৯ ॥

(প্রাপ্যেতি। অন্ধত্বাদ্‌বৃদ্ধত্বাচ্চ মমানুদিনং দুঃখমভবদিতি ভাবঃ ॥ ৪৫—৪৭ ॥
মিত্রস্যোপকারোঽবশ্যং কর্ত্তব্যমেবেত্যত আহ তস্মাদিতি ॥ ৪৮ ॥
নূতনস্য পুনর্যৌবনং প্রাপ্তস্যেত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥)

অভ্যর্থনা করিয়া সত্বর স্বস্থানে যাইতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু চ্যবন তাঁহাদের অনুগ্রহে রূপ, যৌবন ও ভার্য্যা লাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন সুতরাং সেই মহাতেজা মুনি অশ্বিনী-কুমারদ্বয়কে বলিলেন, মহানুভব সুরযুগল! আপনারা আমার বিশেষ উপকার করিয়াছেন ॥৪৩-৪৪॥ ঈদৃশ সুকেশী ভার্য্যা পাইয়াও আমার প্রতিদিন কেবল দুঃখই হইত !! কিন্তু আপনাদের কৃপায় এই অসুখময় সংসারে যে কি সুখ পাইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না ॥ ৪৫ ॥ আমি অতিশয় বৃদ্ধ ও নয়নবিহীন হইয়া ভোগরহিত হইয়াছিলাম; পরন্তু আপনারাই কাননে আসিয়া আমাকে নয়ন, যৌবন ও অদ্ভুত সৌন্দর্য্য প্রদান করিলেন ॥ ৪৬ ॥ অতএব দেবদ্বয়! আমি আপনাদের কিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার করিতে অভিলাষ করি, যে ব্যক্তি উপকারী মিত্রের কোন প্রকার উপকার না করে তাহাকে ধিক্! বিশেষত সেই মানব ভূতলে চিরকাল ঋণী হইয়া থাকে; অতএব আপনারা এক্ষণে যাহা অভিলাষ করিবেন আমি তাহাই দান করিতে অভিলাষী ॥ ৪৭—৪৮ ॥ সুরবরদ্বয়! আপনারা যাহা অভিলাষ করিবেন তাহা যদি দেবতা কি অসুরগণেরও দুর্লভ হয়, তথাপি নূতন দেহের ঋণ মুক্তির নিমিত্ত আমি তাহা আপনাদিগকে প্রদান করিব ॥ ৪৯ ॥ আমি আপনাদের

ব্রুবাথাং বাং মনোদ্দিষ্টং প্রীতোঽস্মি সুকৃতেন বাম্ ।
শ্রুত্বা তৌ তু মুনের্বাক্যমভিমন্ত্র্য পরস্পরম্ ॥ ৫০ ॥
তমূচতুর্মুনিশ্রেষ্ঠং সুকন্যাসহিতং স্থিতম্ ।
মুনে ! পিতুঃ প্রসাদেন সর্ব্বং নো মনসেপ্সিতম্ ।
উৎকণ্ঠা সোমপানস্য বর্ত্ততে নৌ সুরৈঃ সহ ॥ ৫১ ॥
ভিষজাবিতি দেবেন নিষিদ্ধৌ চমসগ্রহে ।
শক্রেণ বিততে যজ্ঞে ব্রহ্মণঃ কনকাচলে ॥ ৫২ ॥
তস্মাত্ত্বমপি ধর্ম্মজ্ঞ ! যদি শক্তোঽসি তাপস ! ।
কার্য্যমেতদ্ধি কর্ত্তব্যং বাঞ্ছিতং নৌ সুসম্মতম্ ॥ ৫৩ ॥
এতদ্বিজ্ঞায় বা ব্রহ্মন্ ! কুরু বাং সোমপায়িনৌ ।
পিপাসাস্তি সুদুষ্প্রাপা ত্বত্তঃ সমুপযাস্যতি ॥ ৫৪ ॥
চ্যবনস্তু তয়োঃ প্রাহ তচ্ছ্রুত্বা বচনং মৃদু ॥ ৫৫ ॥
যদহং রূপসম্পন্নো বয়সা চ সমন্বিতঃ ।
কৃতো ভবদ্ভ্যাং বৃদ্ধঃ সন্ ভার্য্যাঞ্চ প্রাপ্তবানিতি ॥ ৫৬ ॥

চমসগ্রহে। গ্রহঃ সোমাধারঃ পাত্রবিশেষস্তস্মিন্নিষিদ্ধৌ গ্রহেণ সোমপানমনয়োর্নাস্তীতি নিষিদ্ধাবিত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫৬ ॥

সৎকার্য্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি, অতএব আপনাদের মনের অভিলাষ ব্যক্ত করুন। তাঁহারা মুনিবর চ্যবনের এতাদৃশ বাক্য শুনিয়া পরস্পরে মন্ত্রণা করিলেন ॥ ৫০ ॥ পরে সুকন্যার সহিত একত্র উপবিষ্ট মুনিবর চ্যবনকে বলিলেন, মহর্ষে ! পিতার অনুগ্রহে আমরা অভিলষিত বস্তু সমস্তই লাভ করিয়াছি; তথাপি সুরগণের সহিত একত্র সোমপান অত্যন্ত সুদুর্লভ বোধে তাহাতেই আমাদের বলবতী স্পৃহা রহিয়াছে ॥ ৫১ ॥ কনকাচলে ব্রহ্মার বিস্তীর্ণ যজ্ঞকালে সুররাজ বাসব ভিষক্ বলিয়া আমাদিগকে সোমপান করিতে নিষেধ করিয়াছেন ॥ ৫২ ॥ অতএব হে ধর্ম্মজ্ঞ তাপসবর ! আপনি যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হন্ তাহা হইলে আমাদের অতীব প্রিয় ও অভিলষিত কার্য্য সাধন করা হয় ॥ ৫৩ ॥ ব্রহ্মন্ ! অভিপ্রেত সমস্ত বিষয়ই জানিতে পারিলেন এক্ষণে আমাদিগকে দেবতাগণের সহিত সোমপায়ী করুন, । আমাদের এই পিপাসা অত্যন্ত বলবতী রহিয়াছে ; আপনি তাহা দান করিয়া পরিতৃপ্ত করিতে পারিবেন বলিয়াই আপনার নিকট নিবেদন করিলাম ॥ ৫৪ ॥

অশ্বিনীকুমার দ্বয়ের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি চ্যবন প্রীতি সহকারে তাঁহাদিগকে অতি কোমল বাক্যে বলিলেন ॥ ৫৫ ॥ সুরবরদ্বয় ! আমি অন্ধ জরাতুর বৃদ্ধ ছিলাম ;

তস্মাদ্ যুবাং করিষ্যামি প্রীত্যাহং সোমপায়িনৌ।
মিষতো দেবরাজস্য সত্যমেতদ্ব্রবীম্যহম্।
রাজ্ঞস্তু বিততে যজ্ঞে শর্যাতেরমিতদ্যুতেঃ ॥ ৫৭ ॥
ইত্যাকর্ণ্য বচো হৃষ্টৌ তৌ দিবং প্রতিজগ্মতুঃ।
চ্যবনস্তাং গৃহীত্বা তু জগামাশ্রমমণ্ডলম্ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহাস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে চ্যবনস্য যুবাবস্থাপ্রাপ্তিবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

(মিষতঃ পশ্যতঃ দেবরাজস্য। যদ্বা। মিষতঃ স্পর্দ্ধমানস্য তস্য স্পর্দ্ধমানং তমনাদৃত্যেত্যর্থঃ ॥ ৫৭—৫৮ ॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

কিন্তু আপনাদের অনুগ্রহে রূপবান্ যুবা পুরুষ হইয়াছি ; বিশেষত আপনাদের দয়াবশতই পুনর্ব্বার ভার্য্যা প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৫৬ ॥ অতএব অমিতদ্যুতি মহারাজ শর্যাতির বিস্তীর্ণ যজ্ঞে দেবরাজ ইন্দ্রের সমক্ষেই প্রীতিসহকারে আপনাদিগকে সোমপায়ী করিব ইহা আমি সত্য বলিলাম ॥ ৫৭ ॥

সেই অশ্বিনীকুমারযুগল মুনিবরের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া সুরলোকে প্রতিগমন করিলেন এবং মুনিবর চ্যবনও সেই সুকন্যাকে লইয়া স্বীয় আশ্রমমণ্ডলে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে চ্যবনমুনির যৌবনপ্রাপ্তিকথন নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

চ্যবনেন কথং বৈদ্যৌ তৌ কৃতৌ সোমপায়িনৌ।
বচনঞ্চ কথং সত্যং জাতং তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১ ॥
মানুষস্য বলং কীদৃগ্‌দেবরাজবলং প্রতি।
নিষিদ্ধৌ ভিষজৌ তেন কৃতৌ তৌ সোমপায়িনৌ ॥ ২ ॥
ধর্ম্মনিষ্ঠ! তদাশ্চর্য্যং বিস্তরেণ বদ প্রভো!।
চরিতং চ্যবনস্যাদ্য শ্রোতুকামোঽস্মি সর্ব্বথা ॥ ৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

নিশাময় মহারাজ! চরিতং পরমাদ্ভুতম্।
চ্যবনস্য মখে তস্মিন্ শর্য্যাতের্ভুবি ভারত! ॥ ৪ ॥
সুকন্যাং সুন্দরীং প্রাপ্য চ্যবনঃ সুরসন্নিভঃ।
বিজহার প্রসন্নাত্মা দেবকন্যামিবাপরাম্ ॥ ৫ ॥

একষষ্টিশ্লোকবর্য্যোঽস্মিন্চ্যবনেন মহাত্মনা।
শর্য্যাতিঃ প্রেরিতো যজ্ঞং চকারেতি নিগদ্যতে ॥

অশ্বিনীকুমারগমনান্তরং জাতং বৃত্তং রাজা পৃচ্ছতি চ্যবনেনেতি ॥ ১—২ ॥
ধর্ম্মনিষ্ঠেতি ব্যাসসম্বোধনম্ ॥ ৩ ॥
শর্য্যাতের্মখে চ্যবনস্য চরিতমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৪—১০ ॥

জনমেজয় বলিলেন, মুনিবর! মহর্ষি চ্যবন সেই দেববৈদ্যযুগলকে কি প্রকারে সোমপানে অধিকারী করিয়াছিলেন এবং সেই মহাত্মা মুনিবরের বাক্যই বা কিরূপে সত্য হইয়াছিল? ॥১॥ দেবরাজ ইন্দ্রের বলের নিকট মনুষ্যের বল অতি সামান্য অতএব তাহাতে ইন্দ্রের নিষেধ থাকিলেও তিনি সেই দেববৈদ্যদ্বয়কে সোমপানে অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন, ইহা অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়? অতএব হে ধর্ম্মনিরত! প্রভো! এক্ষণে আপনি চ্যবন মহর্ষির চরিত্র বিস্তারপূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন; উহা শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইতেছে ॥ ২—৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! ভূতলে শর্য্যাতির সেই বিখ্যাত যজ্ঞে চ্যবনঋষি অতীব অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন, হে ভারত! আমি তাঁহার সেই পরম অদ্ভুত চরিত্র বর্ণন করিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া তাহা শ্রবণ করুন ॥ ৪ ॥ দেবতুল্য তেজঃসমন্বিত মহর্ষি চ্যবন দেব-

কদাচিদথ শর্যাতের্ভার্য্যা চিন্তাতুরা ভৃশম্।
পতিং প্রাহ বেপমানা বচনং রুদতী প্রিয়া ॥ ৬ ॥
রাজন্! পুত্রী ত্বয়া দত্তা মুনয়েঽন্ধায় কাননে।
মৃতা জীবতি বা সা তু দ্রষ্টব্যা সর্ব্বথা ত্বয়া ॥ ৭ ॥
গচ্ছ নাথ! মুনেস্তাবদাশ্রমং দ্রষ্টুমাদরাৎ।
কিং করোতি সুকন্যা সা প্রাপ্য নাথং তথাবিধম্ ॥ ৮ ॥
পুত্রীদুঃখেন রাজর্ষে! দগ্ধাস্মি সর্ব্বথা হৃদি।
তামানয় বিশালাক্ষীং তপঃক্ষামাং মদন্তিকে ॥ ৯ ॥
পশ্যামি সর্ব্বথা পুত্রীং কৃশাঙ্গীং বল্কলাবৃতাম্।
অন্ধং পতিং সমাসাদ্য দুঃখভাজং কৃশোদরীম্ ॥ ১০ ॥

শর্যাতিরুবাচ।

গচ্ছামোঽদ্য বিশালাক্ষি! সুকন্যাং দ্রষ্টুমাদরাৎ।
প্রিয়পুত্রীং বরারোহে! মুনিং তং সংশিতব্রতম্ ॥ ১১ ॥

মুনিমপি দ্রষ্টুমিত্যন্বয়ঃ ॥ ১১—১৫ ॥

কন্যার ন্যায় সেই সুন্দরী সুকন্যাকে প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীত ও প্রসন্নচিত্তে তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥

অনন্তর একদা শর্যাতির প্রিয়তমা ভার্য্যা দুহিতার চিন্তায় নিতান্ত কাতর হইয়া কম্পমানকলেবরে রোদন করিতে করিতে নিজ পতিকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ রাজন্! আপনি অন্ধমুনি চ্যবনকে কন্যাদান করিয়াছেন, কিন্তু সেই কাননবাসিনী কন্যা জীবিত আছে বা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে; বিশেষরূপে তাহার একবার তত্ত্বাবধান করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৭ ॥ নাথ! সেই সুন্দরী কন্যা সেইরূপ অন্ধপতি পাইয়া কি করিতেছে তাহা দর্শন করিবার নিমিত্ত আপনি সেই মুনিবরের আশ্রমে এখনি গমন করুন ॥ ৮ ॥ রাজর্ষে! দুহিতার দুঃখ ভাবিয়া আমার হৃদয় সর্ব্বদা দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে সেই বিশাললোচনা তপস্যার ক্লেশবশত অবশ্য ক্ষীণাঙ্গী হইয়া থাকিবে, অতএব সুকন্যাকে আমার নিকট সত্বর আনয়ন করুন ॥ ৯ ॥ জরাতুর অন্ধপতি প্রাপ্ত হইয়া সে সততই দুঃখ ভোগ করিতেছে সুতরাং ক্লেশবশত কৃশা ও ক্ষীণা হইবারই সম্ভব, অতএব বল্কল পরিধানা কৃশোদরী কুমারীকে একবার দর্শন করিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে ॥ ১০ ॥

শর্যাতি বলিলেন, হে বিশালাক্ষি! প্রিয়তনয়া সুকন্যা এবং সেই সংশিতব্রত মুনিবরকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অদ্যই আমি আদর সহকারে তথায় গমন করিব ॥ ১১ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবমুক্ত্বা তু শর্যাতিঃ কামিনীং শোকসঙ্কুলাম্।
জগাম রথমারুহ্য ত্বরিতশ্চাশ্রমং মুনেঃ ॥ ১২ ॥
গত্বাশ্রমসমীপে তু তমপশ্যন্মহীপতিঃ।
নবযৌবনসম্পন্নং দেবপুত্রোপমং মুনিম্ ॥ ১৩ ॥
তং বিলোক্যামরাকারং বিস্ময়ং নৃপতির্গতঃ।
কিং কৃতং কুৎসিতং কর্ম্ম পুত্র্যা লোকবিগর্হিতম্ ॥ ১৪ ॥
নিহতোঽসৌ মুনির্বৃদ্ধস্ত্বনয়ান্যঃ পতিঃ কৃতঃ।
কামপীড়িতয়া কামং প্রশান্তোঽপ্যতিনির্দ্ধনঃ ॥ ১৫ ॥
দুঃসহোঽয়ং পুষ্পধন্বা বিশেষেণ চ যৌবনে।
কুলে কলঙ্কঃ সুমহাননয়া মানবে কৃতঃ ॥ ১৬ ॥
ধিক্ তস্য জীবিতং লোকে যস্য পুত্রী হি কুৎসিতা।
সর্ব্বপাপৈস্তু দুঃখায় পুত্রী ভবতি দেহিনাম্ ॥ ১৭ ॥
ময়া ত্বনুচিতং কর্ম্ম কৃতং স্বার্থস্য সিদ্ধয়ে।
বৃদ্ধায়ান্ধায় যা দত্তা পুত্রী সর্ব্বাত্মনা কিল ॥ ১৮ ॥

মানবে মনোঃ সম্বন্ধিনি কুলে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৬—১৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র! মহারাজ শর্যাতি শোকাকুলা ভার্য্যাকে এই কথা বলিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক সত্বর মুনিবর চ্যবনের আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন ॥ ১২ ॥ মহীপতি শর্যাতি আশ্রমের সমীপে উপস্থিত হইয়া নবযৌবনসম্পন্ন দেবপুত্রসদৃশ মহর্ষি চ্যবনকে দর্শন করিলেন ॥ ১৩ ॥ তখন নরপতি দেবতার ন্যায় তাঁহার অবয়ব দর্শনে অতীব বিস্মিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; আমার এই কন্যা জনসমাজের নিন্দনীয় ঈদৃশ কুৎসিত কার্য্য করিয়াছে কি? ॥১৪॥ সেই মুনিবর অতীব শান্তস্বভাব, নির্ধন ও বৃদ্ধ; সুতরাং কন্যা কামশরে কাতর হইয়া তাঁহাকে নিহত করিয়া ইচ্ছানুসারে অন্য পতি গ্রহণ করিয়াছে সন্দেহ নাই ॥ ১৫ ॥ পুষ্পধন্বা মদন স্বভাবতই অতি দুঃসহ; বিশেষত আবার যৌবনকালে অত্যন্ত দুর্দান্ত হইয়া উঠে, সুতরাং এই কন্যা কামশরের বশবর্ত্তিনী হইয়া সুমহান্ মনুর বিমল কুলে ঘোরতর কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছে ॥ ১৬ ॥ ইহলোকে যাহার কন্যা কুচরিত্রা, তাহার জীবনে ধিক্। বোধ হয় সমস্ত পাপের দুঃখ ভোগের জন্যই দেহিগণের কন্যা জন্মিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ পরন্তু আমি স্বার্থসিদ্ধির জন্য কি অনুচিত কার্য্যই করিয়াছি? যত্নসহকারে উপযুক্ত পাত্রকে কন্যাদান করাই পিতার অবশ্য কর্ত্তব্য; কিন্তু

কন্যা যোগ্যায় দাতব্যা পিত্রা সর্ব্বাত্মনা কিল।
তাদৃশং হি ফলং প্রাপ্তং যাদৃশং বৈ কৃতং ময়া॥ ১৯॥
হন্মি চেদদ্য তনয়াং দুঃশীলাং পাপকারিণীম্।
স্ত্রীহত্যা দুস্তরা স্যান্মে তথা পুত্র্যা বিশেষতঃ॥ ২০॥
মনুবংশস্তু বিখ্যাতঃ সকলঙ্কঃ কৃতো ময়া।
লোকাপবাদো বলবান্ দুস্ত্যজ্যা স্নেহশৃঙ্খলা॥ ২১॥
কিং করোমীতি চিন্তাব্ধৌ যদা মগ্নঃ স পার্থিবঃ।
সুকন্যয়া তদা দৈবাদ্দৃষ্টশ্চিন্তাকুলঃ পিতা॥ ২২॥
সা দৃষ্ট্বা তং জগামাশু সুকন্যা পিতুরন্তিকে।
গত্বা পপ্রচ্ছ ভূপালং প্রেমপূরিতমানসা॥ ২৩॥
কিং বিচারয়সে রাজংশ্চিন্তাব্যাকুলিতাননঃ।
উপবিষ্টং মুনিং বীক্ষ্য যুবানমম্বুজেক্ষণম্॥ ২৪॥
এহ্যেহি পুরুষব্যাঘ্র! প্রণমস্ব পতিং মম।
মা বিষাদং নৃপশ্রেষ্ঠ! সাম্প্রতং কুরু মানব!॥ ২৫॥

পুত্র্যা বিশেষতঃ কন্যাহত্যা স্ত্রীহত্যা চেত্যুভয়মত্র স্যাদিত্যর্থঃ॥ ২০॥
কিঞ্চ হন্তুমপি ন শক্নোমি যতো দুস্ত্যাজ্যা স্নেহশৃঙ্খলা ভবতীত্যাহ দুস্ত্যাজ্যেতি॥২১-২৫॥

আমি তাহা না করিয়া জানিয়া শুনিয়াই জরাতুর অন্ধ তাপসকে কন্যা দান করিয়াছি; সুতরাং আমি যেরূপ কার্য্য করিয়াছি তদনুরূপ ফল যে অবশ্য প্রাপ্ত হইব তাহাতে আর সন্দেহ কি?॥ ১৮—১৯॥ আমার দুহিতা কুচরিত্র হইয়া পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছে, অতএব অদ্য যদি সেই জন্য তনয়াকে নিহত করি, তাহা হইলে অবধ্য স্ত্রীহত্যাজনিত পাপ আমাকে স্পর্শ করিবে; বিশেষত তাহাতে আমার কন্যাহত্যারও পাপ হইবে॥ ২০॥ এদিকে যেমন লোকাপবাদ অতীব বলবান্ সেইরূপ স্নেহশৃঙ্খলও দুশ্ছেদ্য!! সুতরাং এরূপ সঙ্কটস্থলে কর্ত্তব্য নির্ণয় মাদৃশ জনের বুদ্ধির অগোচর, ফলকথা আমা হইতেই বিখ্যাত মানববংশ কলঙ্কিত হইল॥ ২১॥

রাজা শর্য্যাতি যখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতেছেন, তখন সুকন্যা দৈববশত সেই চিন্তাসাগর-নিমগ্ন পিতাকে দেখিতে পাইলেন॥ ২২॥ তাঁহাকে অবলোকন করিয়া সুকন্যা তৎক্ষণাৎ পিতার সন্নিধানে গমন করিলেন এবং তাঁহার সন্নিহিত হইয়া প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে ভূপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ২৩॥ রাজন্! এই যে মুনিবর উপবিষ্ট রহিয়াছেন, ইঁহার অপরূপ রূপ যৌবন ও কমল সদৃশ সুন্দর নয়ন নিরীক্ষণ করিয়া আপনার মুখমণ্ডল চিন্তায় মলিন হইল কেন? পিতঃ! আপনি মনে মনে কি চিন্তা করিতেছেন?॥ ২৪॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি পুত্র্যা বচঃ শ্রুত্বা শর্যাতিঃ ক্রোধপীড়িতঃ।
প্রোবাচ বচনং রাজা পুরঃস্থাং তনয়াং ততঃ ॥ ২৬ ॥

রাজোবাচ।

ক মুনিশ্চ্যবনঃ পুত্রি! বৃদ্ধোঽন্ধস্তাপসোত্তমঃ।
কোঽয়ং যুবা মদোন্মত্তঃ সন্দেহোঽত্র মহান্মম ॥ ২৭ ॥
মুনিঃ কিং নিহতঃ পাপে! ত্বয়া দুষ্কৃতকারিণি!।
নূতনোঽসৌ পতিঃ কামাৎ কৃতঃ কুলবিনাশিনি! ॥ ২৮ ॥
সোঽহং চিন্তাতুরস্তং ন পশ্যাম্যাশ্রমসংস্থিতম্।
কিং কৃতং দুষ্কৃতং কর্ম্ম কুলটাচরিতং কিল ॥ ২৯ ॥
নিমগ্নোঽহং দুরাচারে! শোকাব্ধৌ ত্বৎকৃতেঽধুনা।
দৃষ্ট্বৈনং পুরুষং দিব্যমদৃষ্ট্বা চ্যবনং মুনিম্ ॥ ৩০ ॥
বিহস্য তমুবাচাশু সা শ্রুত্বা বচনং পিতুঃ।
গৃহীত্বানীয় পিতরং ভর্ত্তুরন্তিকমাদরাৎ ॥ ৩১ ॥

পুরঃস্থাং অগ্রস্থাম্ ॥ ২৬—২৯ ॥
দুরাচারে ইতি কন্যাসম্বোধনম্ ॥ ৩০—৩১ ॥

পিতঃ! সুবিখ্যাত মনুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বিশেষত আপনি পুরুষপ্রধান; সুতরাং ভবাদৃশ মহাত্মাদের সহসা বিষণ্ণ হওয়া কর্ত্তব্য নহে; রাজেন্দ্র! আপনি শীঘ্র আসিয়া আমার পতিকে প্রণাম করুন ॥ ২৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! কন্যার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা শর্যাতি ক্রোধে অত্যন্ত অধীর হইয়া সম্মুখস্থিতা কন্যাকে বলিতে লাগিলেন ॥২৬॥ পুত্রি! তাপস প্রধান সেই জরাতুর অন্ধ চ্যবনমুনি কোথায়? এই মদনোন্মত্ত যুবাই বা কে? এ বিষয়ে আমার মনে মহান্ সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥ রে পাপীয়সি! তুই কুকার্য্যে নিরত হইয়া কি মুনিবর চ্যবনকে নিহত করিয়াছিস্? রে কুলকলঙ্কিনি! তুই কামের বশবর্ত্তিনী হইয়া কি নূতন পতি গ্রহণ করিয়াছিস্? সেই মুনিবরকে আশ্রমে না দেখিয়াই আমি এইরূপ চিন্তায় ব্যাকুল হইয়াছি ॥ ২৯ ॥ দুরাচারে! অধুনা মহর্ষি চ্যবনের দর্শন পাইলাম না, কিন্তু এই দিব্যপুরুষ দেখিতেছি, সুতরাং তোর কুব্যবহারেই আমি এরূপ চিন্তার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছি ॥ ৩০ ॥

তখন সুকন্যা পিতার বাক্য শ্রবণমাত্র ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে অবিলম্বে স্বামির নিকট আনয়ন করিয়া কহিলেন, তাত! ইনিই আপনার জামাতা

চ্যবনোঽসৌ মুনিস্তাত! জামাতা তে ন সংশয়ঃ।
অশ্বিভ্যামীদৃশঃ কান্তঃ কৃতঃ কমললোচনঃ ॥ ৩২ ॥
যদৃচ্ছয়াত্র সম্প্রাপ্তৌ নাসত্যাবাশ্রমে মম।
তাভ্যাং করুণয়া নূনং চ্যবনস্তাদৃশঃ কৃতঃ ॥ ৩৩ ॥
নাহং তব সুতা তাত! তথা স্যাং পাপকারিণী।
যথা ত্বং মন্যসে রাজন্! বিমূঢ়ো রূপসংশয়ে ॥ ৩৪ ॥
প্রণম ত্বং মুনিং রাজন্! ভার্গবং চ্যবনং পিতঃ!।
আপৃচ্ছ কারণং সর্ব্বং কথয়িষ্যতি বিস্তরম্ ॥ ৩৫ ॥
ইতি শ্রুত্বা বচঃ পুত্র্যাঃ শর্যাতিস্ত্বরিতস্তদা।
প্রণনাম মুনিং তত্র গত্বা পপ্রচ্ছ সাদরম্ ॥ ৩৬ ॥

রাজোবাচ।

কথয়স্ব স্ববৃত্তান্তং ভার্গবাশু যথোচিতম্।
নয়নে চ কথং প্রাপ্তে ক্ব গতা তে জরা পুনঃ ॥ ৩৭ ॥
সংশয়োঽয়ং মহান্ মেঽস্তি রূপং দৃষ্ট্বাতিসুন্দরম্।
বদ বিস্তরতো ব্রহ্মন্! শ্রুত্বাহং সুখমাপ্নুয়াম্ ॥ ৩৮ ॥

(চ্যবন ইতি। কান্তঃ কমনীয় ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥
যদৃচ্ছেতি। নাসত্যাবশ্বিনীসুতাবিত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৮ ॥)

চ্যবন মুনি, তাহাতে সংশয় নাই; অশ্বিনীকুমার দ্বয় সদয় হইয়া ইঁহার ঈদৃশ কমনীয় কান্তি ও কমলসদৃশ মনোহর নয়ন প্রদান করিয়াছেন ॥ ৩১—৩২ ॥ অশ্বিনীকুমারেরা যদৃচ্ছাক্রমে আমার এই আশ্রমে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা করুণাপরবশ হইয়াই চ্যবনকে এতাদৃশ রূপবান্ করিয়া দিয়াছেন সন্দেহ নাই ॥৩৩॥ রাজন্! আপনি চ্যবনের রূপ দর্শনে সংশয়িত ও বিমোহিত হইয়া "আমি কুকার্য্য করিয়াছি" এইরূপ মনে করিতেছেন, হে তাত! আপনি জানিবেন যে, আমি আপনার পাপকারিণী কন্যা নহি ॥ ৩৪ ॥ পিতঃ! আপনি ভৃগুনন্দন চ্যবন মুনিকে প্রণাম করুন, রাজন্! আপনি তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আপনাকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তার করিয়া বলিবেন ॥ ৩৫ ॥

শর্যাতি দুহিতার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে তৎক্ষণাৎ মুনির সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আদরসহকারে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

রাজা বলিলেন, ভৃগুনন্দন! আপনি কিরূপে ঈদৃশ নয়নযুগল প্রাপ্ত হইলেন? আপনার জরাই বা কোথায় গেল? আপনি অবিলম্বে আনুপূর্ব্বিক নিজ বৃত্তান্ত বর্ণন করুন ॥ ৩৭ ॥ ব্রহ্মন্! আপনার অতীব সুন্দর রূপ অবলোকন করিয়া আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত

চ্যবন উবাচ ।

নাসত্যাবত্র সম্প্রাপ্তৌ দেবানাং ভিষজাবুভৌ ।
উপকারঃ কৃতস্তাভ্যাং কৃপয়া নৃপসত্তম ! ॥ ৩৯ ॥
ময়া তাভ্যাং বরো দত্ত উপকারস্য হেতবে ।
করিষ্যামি মখে রাজ্ঞো ভবন্তৌ সোমপায়িনৌ ॥ ৪০ ॥
এবং ময়া বয়ঃ প্রাপ্তং লোচনে বিমলে তথা ।
স্বস্থো ভব মহারাজ ! সন্বিশ স্বাসনে শুভে ॥ ৪১ ॥
ইত্যুক্তঃ স তু বিপ্রেণ সভার্য্যঃ পৃথিবীপতিঃ ।
সুখোপবিষ্টঃ কল্যাণীঃ কথাশ্চক্রে মহাত্মনা ॥ ৪২ ॥
অথৈনং ভার্গবঃ প্রাহ রাজানং পরিসান্ত্বয়ন্ ।
যাজয়িষ্যামি রাজংস্ত্বাং সম্ভারানুপকল্পয় ॥ ৪৩ ॥
ময়া প্রতিশ্রুতং তাভ্যাং কর্ত্তব্যৌ সোমপৌ যুবাম্ ।
তৎ কর্ত্তব্যং নৃপশ্রেষ্ঠ ! তব যজ্ঞেঽতিবিস্তরে ॥ ৪৪ ॥
ইন্দ্রং নিবারয়িষ্যামি ক্রুদ্ধং তেজোবলেন বৈ ।
পায়য়িষ্যামি রাজেন্দ্র ! সোমং সোমমখে তব ॥ ৪৫ ॥

উপকারো মন্ত্রকৃত উপায়ঃ ॥ ৩৯—৪৪ ॥

হইয়াছে, অতএব আপনার বিবরণ বিস্তার করিয়া বলুন, আমি উহা শ্রবণ করিয়া একান্ত সুখী হইব সন্দেহ নাই ॥ ৩৮ ॥

চ্যবন বলিলেন, নৃপসত্তম ! দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয় কার্য্যবশতঃ এখানে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা কৃপাপরতন্ত্র হইয়া আমার এই উপকার করিয়াছেন ॥ ৩৯ ॥ সেই উপকারবশতঃ আমি তাঁহাদিগকে বর দিয়াছি যে, রাজা শর্যাতির অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে আপনাদিগকে সোমপায়ী করিব ॥ ৪০ ॥ এইরূপে আমি বিমল নয়ন ও অভিনব যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছি অতএব মহারাজ ! আপনি স্বস্থ হইয়া পবিত্র যজ্ঞীয় আসনে উপবেশন করুন ॥৪১॥ বিপ্রবর চ্যবন এই কথা বলিলে পর পৃথিবীপতি শর্যাতি ও তদীয় প্রিয়তমা মহিষী পরম সুখে উপবিষ্ট হইলেন এবং সেই মহানুভব মুনির সহিত কল্যাণকর কথোপকথন করিতে লাগিলেন ॥৪২॥ অনন্তর ভার্গবপ্রবর চ্যবন রাজাকে সর্ব্বতোভাবে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, রাজন্ ! আমি আপনার যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করিব অতএব আপনি যজ্ঞীয় সামগ্রী সম্ভার আয়োজন করুন ॥৪৩॥ আমি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি যে, তাঁহাদিগকে অবশ্যই সোমপায়ী করিব, অতএব নৃপবর ! আপনার বিস্তীর্ণ যজ্ঞেই আমাকে ঐ কার্য্য সম্পন্ন

ব্যাস উবাচ।

ততঃ পরমসন্তুষ্টঃ শর্য্যাতিঃ পৃথিবীপতিঃ।
চ্যবনস্য মহারাজ! তদ্বাক্যং প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ৪৬ ॥
সম্মান্য চ্যবনং রাজা জগাম নগরং প্রতি।
সভার্য্যশ্চাতিসন্তুষ্টঃ কুর্ব্বন্ বার্ত্তাং মুনেঃ কিল ॥ ৪৭ ॥
প্রশস্তেঽহনি যজ্ঞীয়ে সর্ব্বকামসমৃদ্ধিমান্।
কারয়ামাস শর্য্যাতির্যজ্ঞায়তনমুত্তমম্ ॥ ৪৮ ॥
সমানীয় মুনীন্ পূজ্যান্ বশিষ্ঠপ্রমুখানসৌ।
ভার্গবো যাজয়ামাস চ্যবনঃ পৃথিবীপতিম্ ॥ ৪৯ ॥
বিততে তু তথা যজ্ঞে দেবাঃ সর্ব্বে সবাসবাঃ।
আজগ্মুশ্চাশ্বিনৌ তত্র সোমার্থমুপজগ্মতুঃ ॥ ৫০ ॥
ইন্দ্রস্তু শঙ্কিতস্তত্র বীক্ষ্য তাবশ্বিনাবুভৌ।
পপ্রচ্ছ চ সুরান্ সর্ব্বান্ কিমেতৌ সমুপাগতৌ ॥ ৫১ ॥
চিকিৎসকৌ ন সোমার্হৌ কেনানীতাবিহেতি চ।
নাব্রবন্নমরাস্তত্র রাজ্ঞস্তু বিততে মখে ॥ ৫২ ॥

সোমমখে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞে ॥ ৪১—৫২

করিতে হইবে ॥ ৪৪ ॥ রাজেন্দ্র! ইন্দ্র কুপিত হইলে আমি তপোবলপ্রভাবে তাঁহাকে নিবারণ করিয়া আপনার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে তাঁহাদিগকে সোমপান করাইব ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তদনন্তর পৃথিবীপতি শর্য্যাতি পরম পরিতুষ্ট হইয়া চ্যবন মুনির সেই বাক্যে অনুমোদন করিলেন ॥ ৪৬ ॥ রাজা চ্যবনকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া একান্ত প্রীতমানসে ভার্য্যার সহিত মুনির কথা কহিতে কহিতে নগরের অভিমুখে গমন করিলেন ॥৪৭॥ সেই রাজার কোন অভিলষিত ধন রত্নাদির অপ্রতুল ছিল না সুতরাং মুনির আদেশানুসারে তিনি যজ্ঞ করিবার প্রশস্ত দিবসে উত্তম যজ্ঞভূমি প্রস্তুত করাইলেন ॥ ৪৮ ॥ অবশেষে ভৃগুনন্দন চ্যবন, বশিষ্ঠ প্রভৃতি পূজ্যপাদ মুনিদিগকে আনয়ন করিয়া পৃথিবীপতি শর্য্যাতিকে সেই যজ্ঞে দীক্ষিত করাইলেন ॥ ৪৯ ॥ পরন্তু বিস্তৃত যজ্ঞ আরম্ভ হইলে বাসবাদি দেববৃন্দ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় সোমপান করিতে সেই যজ্ঞস্থলে আগমন করিলেন ॥ ৫০ ॥ কিন্তু বাসব সেই যজ্ঞমণ্ডপে অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে অবলোকন করয়া শঙ্কিত হইয়া সমস্ত সুরবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহারা কি কারণে এখানে উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৫১ ॥ ইহারা চিকিৎসক, অতএব কখনই সোমপানের যোগ্যপাত্র নহে, তবে কোন্ ব্যক্তি এই বিস্তৃত অগ্নিষ্টোম যজ্ঞে ইহাদিগকে আনয়ন করিল? অমরবৃন্দ তৎকালে রাজার সুবিস্তৃত যজ্ঞ-

অগৃহ্লাচ্চ্যবনঃ সোমমশ্বিনোর্দ্দেবয়োস্তদা।
শক্রস্তং বারয়ামাস মা গৃহাণৈতয়োর্গ্রহম্ ॥ ৫৩ ॥
তমাহ চ্যবনস্তত্র কথমেতৌ রবেঃ সুতৌ।
ন গ্রহার্হৌ চ নাসত্যৌ ব্রূহি সত্যং শচীপতে ! ॥ ৫৪ ॥
ন সঙ্করৌ সমুৎপন্নৌ ধর্ম্মপত্নীসুতৌ রবেঃ।
কেন দোষেণ দেবেন্দ্র ! নার্হৌ সোমং ভিষগ্বরৌ ॥ ৫৫ ॥
নির্ণয়োঽত্র মখে শক্র ! কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বদৈবতৈঃ।
গ্রাহয়িষ্যাম্যহং সোমং ক্রতৌ তৌ সোমপৌ ময়া ॥ ৫৬ ॥
প্রেরিতোঽসৌ ময়া রাজা মখায় মঘবন্ ! কিল।
এতদর্থং করিষ্যামি সত্যং মে বচনং বিভো ! ॥ ৫৭ ॥
আভ্যামুপকৃতং শক্র ! তথা দত্তং নবং বয়ঃ।
তস্মাৎ প্রত্যুপকারস্তু কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা ময়া ॥ ৫৮ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

চিকিৎসকৌ কৃত্যাবেতৌ নাসত্যৌ নিন্দিতৌ সুরৈঃ।
উভাবেতৌ ন সোমার্হৌ মা গৃহাণৈতয়োর্গ্রহম্ ॥ ৫৯ ॥

এতয়োরশ্বিনোর্গ্রহং সোমপূরিতং পাত্রং মা গৃহাণ। যজ্ঞে তয়োর্নিষিদ্ধত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৩—৫৯ ॥

স্থলে দেবরাজের সেই বাক্যের কোন উত্তর দিলেন না ॥ ৫২ ॥ তখন চ্যবন মুনি অশ্বিনীকুমারযুগলকে প্রদান করিবার নিমিত্ত যেমন সোম গ্রহণ করিলেন অমনি শক্র তাঁহাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন পূর্ব্ব হইতেই ইহাদের যজ্ঞভাগের অধিকার নিষিদ্ধ অতএব ইহাদের নিমিত্ত সোমপাত্র গ্রহণ করিবেন না ॥ ৫৩ ॥

তখন চ্যবন বলিলেন, শচীপতে ! ইহারা রবির পুত্র, তবে এই অশ্বিনীকুমারেরা কি নিমিত্ত সোম গ্রহণের উপযুক্ত নহেন আপনি তাহা সত্য করিয়া বলুন ॥ ৫৪ ॥ ইঁহারা সঙ্কর জাতি নহেন, সূর্য্যদেবের ধর্ম্মপত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, হে দেবেন্দ্র ! তবে এই ভিষগ্বরেরা কোন্ দোষে সোমপান করিতে পাইবেন না তাহা আপনি বলুন ॥ ৫৫ ॥ শক্র ! সমস্ত দেববৃন্দ মিলিত হইয়া এই যজ্ঞেই এ বিষয়ের নির্ণয় করুন। মঘবন্ ! আমি ইহাদিগকে সোমপায়ী করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সুতরাং নিজ বাক্য পালন করিবার নিমিত্তই রাজাকে যজ্ঞে দীক্ষিত করিয়াছি অতএব এই যজ্ঞেই আমি ইহাদিগকে সোম গ্রহণ করাইয়া নিজ বাক্য সত্য করিব সন্দেহ নাই ॥ ৫৬—৫৭ ॥ শক্র ! ইঁহারা আমার

চ্যবন উবাচ।

অহল্যাজার! সংযচ্ছ কোপঞ্চাদ্য নিরর্থকম্।
বৃত্রঘ্ন! কিং হি নাসত্যৌ ন সোমার্হৌ সুরাত্মজৌ॥ ৬০॥
এবং বিবাদে সমুপস্থিতে চ
ন কোঽপি বাচং তমুবাচ ভূপ!।
গ্রহং তয়োর্ভার্গবস্তিগ্মতেজাঃ
সংগ্রাহয়ামাস তপোবলেন॥ ৬১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে অশ্বিনীকুমারদ্বয়স্য সোমপানাধিকারপ্রাপ্তির্নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

(অহল্যাজারেতি। অহল্যাজার! বৃত্রঘ্নেতি সম্বোধনদ্বয়েন দেবরাজস্য পরদারাপহারকত্ববিশ্বাসঘাতকত্বাভ্যাং পাপাশয়ত্বং প্রকটিতম্। অতস্ত্বমেতাদৃশতপোবলসম্পন্নস্য মে কিং কর্ত্তুং পারয়সীত্যাশয়ঃ॥ ৬০—৬১॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

নবীন বয়স এবং নয়ন প্রদান করিয়া অতিশয় উপকার করিয়াছেন অতএব আমি যথাসাধ্য ইঁহাদিগের প্রত্যুপকার করিব॥ ৫৮॥

ইন্দ্র কহিলেন, সুরবর্গ এই অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে চিকিৎসাকার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন, সেই কারণবশত ইহারা দেবসমাজে নিন্দনীয় সুতরাং ইহারা সোমপান করিবার উপযুক্ত নহে অতএব আপনি ইহাদিগের নিমিত্ত সোমপাত্র গ্রহণ করিবেন না॥ ৫৯॥

চ্যবন বলিলেন, ইন্দ্র! তুমি অহল্যার জার হইয়া কেন এত নিরর্থক কোপ প্রকাশ করিতেছ? তুমি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক বৃত্রাসুরকে বিনাশ করিয়াছ, তোমার ন্যায় পাপাত্মার বাক্যেই যে, সুরাত্মজ অশ্বিনীকুমারেরা সোমপান করিতে পাইবে না ইহা কথনই সম্ভব হইতে পারে না॥ ৬০॥ হে ভূপ! এইরূপ বিবাদ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে কেহই কোন কথা বলিলেন না। তখন তিগ্মতেজা ভার্গব তপোবলে তাঁহাদিগকে সোম গ্রহণ করাইলেন॥ ৬১॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে চ্যবনের অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপানাধিকার প্রদাননামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

দত্তে গ্রহে তু রাজেন্দ্র! বাসবঃ কুপিতো ভৃশম্।
প্রোবাচ চ্যবনং তত্র দর্শয়ন্ বলমাত্মনঃ॥ ১॥
মা ব্রহ্মবন্ধো! মর্য্যাদামিমাং ত্বং কর্ত্তুমর্হসি।
বধিষ্যামি দ্বিষন্তং ত্বাং বিশ্বরূপমিবাপরম্॥ ২॥

চ্যবন উবাচ।

মাবমংস্থা মহাত্মানৌ রূপদ্রবিণবর্চ্চসা।
যৌ চক্রতুর্মাং মঘবন্! বৃন্দারকমিবাপরম্॥ ৩॥
ঋতে ত্বাং বিবুধাশ্চান্যে কথং বাদদতে গ্রহম্।
অশ্বিনাবপি দেবেন্দ্র! দেবৌ বিদ্ধি পরন্তপৌ॥ ৪॥

ইন্দ্র উবাচ।

ভিষজৌ নার্হতঃ কামং গ্রহং যজ্ঞে কথঞ্চন।
যদি দিৎসসি মন্দাত্মন্! শিরশ্ছেৎস্যামি সাম্প্রতম্॥ ৫॥

দ্বিপঞ্চাশৎশ্লোকবর্য্যৈঃ শর্যাতেস্তু মহামখে।
অশ্বিনৌ সোমপানেন সন্তুষ্টাবিতি কীর্ত্ত্যতে॥

অশ্বিভ্যাং গ্রহপাত্রদানানন্তরং জাতঃ বৃত্তমাহ দত্তে গ্রহেত্বিতি॥ ১॥
বিশ্বরূপমিতি। বিশ্বরূপস্ত্বাষ্ট্রস্তস্য কথা ষষ্ঠস্কন্ধে উক্তা॥ ২—৩॥
ঋতে ত্বামিতি। ত্বাং বিনা ত্বত্তো ভিন্না যথান্যে দেবা গ্রহমাদদতে গৃহ্ণন্তি তথাশ্বিনাবপি দেবৌ বিদ্ধি ততস্তয়োঃ কুতো নাধিকার ইত্যর্থঃ॥ ৪—৭॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র! অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমপূর্ণ পাত্র প্রদত্ত হইলে বাসব নিতান্ত কুপিত হইয়া আপনার বল প্রদর্শনপূর্ব্বক মুনিবর চ্যবনকে কহিলেন॥ ১॥ ব্রহ্মবন্ধো! তুমি কখনই ইহাদের এতদূর সম্মান স্থাপন করিতে সমর্থ হইবে না, তুমি যখন আমার প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিতেছ, তখন অবিকল বিশ্বরূপের ন্যায় তোমায় বধ করিব॥ ২॥

চ্যবন বলিলেন, মঘবন্! যাঁহারা রূপ, লাবণ্য ও তেজঃ প্রদান করিয়া আমার সাক্ষাৎ দেবমূর্ত্তির ন্যায় মনোহর করিয়াছেন, তুমি সেই মহাত্মাদ্বয়ের অবমাননা করিও না॥ ৩॥ দেবেন্দ্র! যখন অপর সমস্ত দেবতারা তোমায় ছাড়িয়া সোমপাত্র গ্রহণ করেন, তখন সেইরূপ মহাপ্রভাবসম্পন্ন দেব অশ্বিনীকুমার যুগলও অবশ্য তাহা করিতে পারিবেন॥ ৪॥

ব্যাস উবাচ।

অনাদৃত্য তু তদ্বাক্যং বাসবস্য চ ভার্গবঃ।
গ্রহং তু গ্রাহয়ামাস ভর্ৎসয়ন্নিব তং ভৃশম্‌ ॥ ৬ ॥
সোমপাত্রং যদা তাভ্যাং গৃহীতন্তু পিপাসয়া।
সমীক্ষ্য বলভিদ্দেব ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৭ ॥
আভ্যামর্থায় সোমং ত্বং গ্রাহয়িষ্যসি চেৎ স্বয়ম্‌।
বজ্রস্তু প্রহরিষ্যামি বিশ্বরূপমিবাপরম্‌ ॥ ৮ ॥
বাসবেনৈব মুক্তস্তু ভার্গবশ্চাতিগর্ব্বিতঃ।
জগ্রাহ বিধিবৎ সোমমশ্বিভ্যামতিমন্যুমান্‌ ॥ ৯ ॥
ইন্দ্রোঽপি প্রাক্ষিপৎ কোপাদ্বজ্রমস্মৈ স্বমায়ুধম্‌।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানাং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্‌ ॥ ১০ ॥
প্রেরিতঞ্চাশনিং প্রেক্ষ্য চ্যবনস্তপসা ততঃ।
স্তম্ভয়ামাস বজ্রং স শক্রস্যামিততেজসঃ ॥ ১১ ॥

আভ্যামিতি তৃতীয়ান্তম্‌। অর্থায় স্বস্য প্রয়োজনায় ॥ ৮ ॥
জগ্রাহ অন্তর্ভাবিতণ্যর্থোঽত্র গ্রহিঃ। গ্রাহয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৯—১০ ॥
স্তম্ভয়ামাসেতি ; স্বশরীরেণ প্রাপ্তং যাবত্তাবদিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

ইন্দ্র বলিলেন, ইহারা ভিষক্‌ সুতরাং যজ্ঞে সোমপাত্র গ্রহণ করিতে কোন প্রকারেই অধিকারী হইবে না। দুর্ম্মতে! যদি তুমি ইহাদিগকে সোমপাত্র প্রদান করিতে ইচ্ছা কর, তবে এখনি আমি তোমার শিরশ্ছেদন করিব ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, ভারতভূষণ! ভার্গব বাসবের সেই বাক্যে অনাদর করিয়া তাঁহাকে যেন নিতান্ত তিরস্কার করিয়াই অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোম গ্রহণ করাইলেন ॥৬॥ সোমপানের ইচ্ছাবশত যখন তাঁহারা সোমপাত্র গ্রহণ করিলেন, তৎকালে বলভিদ্‌ বাসব তাহা অবলোকন করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৭ ॥ স্বীয় প্রয়োজনবশত যদি তুমি ইহাদিগকে স্বয়ং সোম গ্রহণ করাইবে, তাহা হইলে ঠিক বিশ্বরূপের ন্যায় তোমার মস্তকোপরি আয়ুধ বজ্র প্রহার করিব ॥ ৮ ॥ অতীব গর্ব্বিত ভার্গব মুনি বাসবের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া মহাকোপান্বিত হইলেন এবং বিধিপূর্ব্বক অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোম গ্রহণ করাইলেন ॥ ৯ ॥ ইন্দ্রও কোপবশত সমস্ত দেবতাদিগের সমক্ষে তাঁহার উপরি নিজের প্রধান বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। তৎকালে সেই আয়ুধের কোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভা প্রকাশিত হইতে লাগিল ॥ ১০ ॥ তখন মহর্ষি চ্যবন অশনি নিক্ষিপ্ত হইতেছে দেখিয়া তপঃপ্রভাবে অমিততেজা ইন্দ্রের বজ্রকে স্তম্ভিত করিয়া রাখিলেন ॥ ১১ ॥ মহাবাহু মুনিসত্তম, তখন

কৃত্যয়া স মহাবাহুরিন্দ্রং হন্তুমিহোদ্যতঃ।
জুহাবাগ্নৌ শৃতং হব্যং মন্ত্রেণ মুনিসত্তমঃ ॥ ১২ ॥
তত্র কৃত্যা সমুৎপন্না চ্যবনস্য তপোবলাৎ।
প্রবলঃ পুরুষঃ ক্রূরো বৃহৎকায়ো মহাসুরঃ ॥ ১৩ ॥
মদো নাম মহাঘোরো ভয়দঃ প্রাণিনামিহ।
শরীরে পর্ব্বতাকারস্তীক্ষ্নদংষ্ট্রো ভয়ানকঃ ॥ ১৪ ॥
চতস্রশ্চায়তা দংষ্ট্রা যোজনানাং শতং শতম্।
ইতরে তস্য দশনা বভুবুর্দশযোজনাঃ ॥ ১৫ ॥
বাহূ পর্ব্বতসঙ্কাশাবায়তৌ ক্রূরদর্শনৌ।
জিহ্বা তু ভীষণা ক্রূরা লেলিহানা নভস্তলম্ ॥ ১৬ ॥
গ্রীবা তু গিরিশৃঙ্গাভা কঠিনা ভীষণা ভৃশম্।
নখা ব্যাঘ্রনখপ্রখ্যাঃ কেশাশ্চাতীব ভীষণাঃ ॥ ১৭ ॥
শরীরং কজ্জলাভঞ্চ তস্য চাস্যং ভয়ানকম্।
নেত্রে দাবানলপ্রখ্যে ভীষণেঽতিভয়ানকে ॥ ১৮ ॥
হনুরেকা স্থিতা তস্য ভূমাবেকা দিবং গতা।
এবংবিধঃ সমুৎপন্নো মদো নাম বৃহত্তনুঃ ॥ ১৯ ॥

শৃতং পকম্ ॥ ১২ ॥
(আভিচারিকক্রিয়োত্থদেবতাবিশেষঃ কৃত্যা সৈব পুরুষাকারেণ পরিণমন্ মদো নাম বভূবেত্যর্থঃ ॥ ১৩—২৫ ॥

অভিচার ক্রিয়া দ্বারা ইন্দ্রকে সংহার করিবার উদ্দেশে পক্কহব্য মন্ত্রপূত করিয়া অনলে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ অমিততেজা চ্যবনের তপোবলে সেই যজ্ঞকুণ্ড হইতে কৃত্যা উৎপন্ন হইল ; সেই কৃত্যা হইতে প্রবল পরাক্রান্ত পুরুষাকৃতি ক্রূরস্বভাব বিশালশরীর এক মহান্ অসুর উৎপন্ন হইল ॥ ১৩ ॥ সেই মহাঘোর মদ নামক অসুর ইহলোকে প্রাণিপুঞ্জের ভয়প্রদ ; তাহার শরীর পর্ব্বতসদৃশ বিশাল, দশন সকল তীক্ষ্ণ ও ভয়ানক ; তাহার মধ্যে চারিটি দশন শতযোজন আয়ত ; এবং অপর দশনগুলি দশ যোজন বিস্তীর্ণ ॥ ১৪—১৫ ॥ তাহার বাহুযুগল গিরি সদৃশ সুদীর্ঘ ও ঘোরদর্শন ; জিহ্বা ভীষণ, কর্কশ ও এত দীর্ঘ যে, নভোমণ্ডল স্পর্শ করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥ তাহার গ্রীবাদেশ গিরিশৃঙ্গ সদৃশ কঠিন ও অতীব ভীষণাকৃতি, নখ সকল ব্যাঘ্রের নখ সদৃশ ; কেশকলাপ অতিশয় ভীষণ ॥ ১৭ ॥ তাহার শরীর কজ্জল তুল্য কৃষ্ণবর্ণ ও মুখমণ্ডল অতি বিকটাকার ও ভয়ানক, নেত্রযুগল দাবানলের ন্যায় উজ্জ্বল ও অতীব ভয়ানক ॥ ১৮ ॥ তাহার

তং বিলোক্য সুরাঃ সর্ব্বে ভয়মাজগ্মু রংহসা।
ইন্দ্রোঽপি ভয়সংত্রস্তো যুদ্ধায় ন মনো দধে॥ ২০॥
দৈত্যোঽপি বদনে কামং বজ্রমাদায় সংস্থিতঃ।
ব্যাপ্তং নভো ঘোরদৃষ্টির্গ্রসন্নিব জগত্ত্রয়ম্॥ ২১॥
স ভক্ষয়িষ্যন্ সংক্রুদ্ধঃ শতক্রতুমুপাদ্রবৎ।
চুক্রুশুশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে হা হতাঃ স্মেতি সংস্থিতাঃ॥ ২২॥
ইন্দ্রঃ স্তম্ভিতবাহুস্তু মুমুক্ষুর্বজ্রমন্তিকাৎ।
ন শশাক পবিং তস্মিন্ প্রহর্ত্তুং পাকশাসনঃ॥ ২৩॥
বজ্রহস্তঃ সুরেশানস্তং বীক্ষ্য কালসন্নিভম্।
সস্মার মনসা তত্র গুরুং সময়কোবিদম্॥ ২৪॥
স্মরণাদাজগামাশু বৃহস্পতিরুদারধীঃ।
গুরুস্তৎসময়ং দৃষ্ট্বা বিপত্তিসদৃশং মহৎ॥ ২৫॥
বিচার্য্য মনসা কৃত্যং তমুবাচ শচীপতিম্।
দুঃসাধ্যোঽয়ং মহামন্ত্রৈস্ত্বয়ং বজ্রেণ বাসব!॥ ২৬॥
অসুরো মদসংজ্ঞস্তু যজ্ঞকুণ্ডাৎ সমুত্থিতঃ।
তপোবলমৃষেঃ সম্যক্ চ্যবনস্য মহাবলঃ॥ ২৭॥

বিচার্য্যেতি। কৃত্যং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ॥ ২৬—২৮॥)

একটি হনু ভূমিতল ও অপরটি স্বর্গলোক স্পর্শ করিয়াছে; এই প্রকার বৃহৎকায় মদনামক অসুর উৎপন্ন হইল॥ ১৯॥ সুরগণ তাহাকে অবলোকন করিয়া সহসা সকলেই ভীত হইলেন; ইন্দ্রও তাহাকে দেখিয়া মহাভীত হইয়া সমর করিতে আর অভিলাষ করিলেন না॥ ২০॥ দৈত্যও ইচ্ছানুসারে ইন্দ্রের সেই বজ্র বদনে নিক্ষেপ করিয়া নভোমণ্ডলে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক যেন জগৎকে একেবারে গ্রাস করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল॥ ২১॥ সে সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া শতক্রতুকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল, তদ্দর্শনে তত্রস্থ সুরবর্গ "হায়! আমরা হত হইলাম" এই কথা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন॥ ২২॥ বাহুযুগল স্তম্ভিত হওয়ায় পাকশাসন বজ্র মোচন করিতে ইচ্ছুক হইয়াও কোনমতে তাহা প্রহার করিতে সমর্থ হইলেন না॥ ২৩॥ তখন বজ্রহস্ত সুরপতি কালসদৃশ অসুরকে অবলোকন করিয়া সময়কোবিদ গুরুকে মনে মনে স্মরণ করিলেন॥ ২৪॥ উদারবুদ্ধি বৃহস্পতি মহৎ বিপত্তি সময় বিদিত হইয়া স্মরণমাত্রেই তৎক্ষণাৎ আগমন করিলেন॥ ২৫॥ তখন কর্ত্তব্য কার্য্য মনে মনে বিচার করিয়া তিনি শচীপতিকে বলিলেন, বাসব! ইহা বজ্র দ্বারা

অনিবার্য্যো হ্যয়ং শক্রস্ত্বয়া দেবৈস্তথা ময়া।
শরণং যাহি দেবেশ ! চ্যবনস্য মহাত্মনঃ ॥ ২৮ ॥
স নিবারয়িতা নূনং কৃত্যামাত্মকৃতাং কিল।
ন নিবারয়িতুং শক্তাঃ শক্তিভক্তরুষং কচিৎ ॥ ২৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তো গুরুণা শক্রস্তদাগচ্ছন্মুনিং প্রতি।
প্রণম্য শিরসা নম্রস্তমুবাচ ভয়ান্বিতঃ ॥ ৩০ ॥
ক্ষমস্ব মুনিশার্দ্দূল ! শময়াসুরমুদ্যতম্।
প্রসন্নো ভব সর্ব্বজ্ঞ ! বচনং তে করোম্যহম্ ॥ ৩১ ॥
সোমার্হাবশ্বিনাবেতাবদ্যপ্রভৃতি ভার্গব !।
ভবিষ্যতঃ সত্যমেতদ্বচো বিপ্র ! প্রসীদ মে ॥ ৩২ ॥
মিথ্যা তে নোদ্যমো হ্যেষ ভবত্বেব তপোধন !।
জানে ত্বমপি ধর্ম্মজ্ঞ ! মিথ্যা নৈব করিষ্যসি ॥ ৩৩ ॥

ন নিবারয়িতুমিতি। শক্তিভক্তস্য পরাশক্তিভক্তস্য রুষং কোপং ব্রহ্মাপি নিবারয়িতুং ন শক্তঃ কঃ পুনরন্যঃ স্যাৎ। চ্যবনস্তু মহাশক্তিভক্তস্ততো দুঃসাধ্য ইতি ভাবঃ ॥ ২৯—৩৪ ॥

নিবারিত হওয়া দূরে থাকুক, মহামন্ত্রবলেও নিবারণ করা দুঃসাধ্য ॥ ২৬ ॥ এই মহাবল মদ নামক অসুর চ্যবন ঋষির তপোবলপ্রভাবে যজ্ঞকুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়াছে ইহাতে মহর্ষির প্রভূত তপোবীর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ২৭ ॥ দেবেশ ! এই শক্রকে তুমি বা আমি অথবা সুরবর্গ কেহই নিবারণ করিতে সমর্থ হইবে না অতএব তুমি মহাত্মা চ্যবনেরই শরণাগত হও ॥ ২৮ ॥ যে ব্যক্তি পরাশক্তির ভক্ত তাহার কোপ অন্যের কথা কি ব্রহ্মাও নিবারণ করিতে পারেন না; চ্যবন পরাশক্তির ভক্ত সুতরাং অন্য কেহই তাঁহাকে নিবারণ করিতে কখনই সমর্থ হইবে না। তাঁহার নিজ কৃতকৃত্যা তিনিই নিবারণ করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ২৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! শক্র গুরুর নিকট এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া তখন মুনি সন্নিধানে আগমন করিলেন এবং ভীত হইয়া অবনত মস্তকে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন ॥ ৩০ ॥ মুনিবর ! আমায় ক্ষমা করিয়া দেবগণের বিনাশোদ্যত এই অসুরকে নিবারণ করুন। হে সর্ব্বজ্ঞ ! আপনি প্রসন্ন হউন, আমি আপনার বাক্য প্রতিপালন করিতেছি ॥৩১॥ ভার্গব ! অদ্য হইতে এই অশ্বিনীকুমারেরা সোমপানে অধিকারী হইবে; ইহা আপনাকে সত্য বলিলাম, বিপ্র ! আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৩২ ॥ তপোধন ! আপনার এই উদ্যম কখনই বিফল হইবে না; বিশেষত আপনাকে আমি ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া জানি সুতরাং

সোমপাবশ্বিনাবেতৌ ত্বৎকৃতৌ চ সদৈব হি।
ভবিষ্যতশ্চ শর্য্যাতেঃ কীর্ত্তিস্তু বিপুলা ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥
ময়া যদ্ধি কৃতং কর্ম্ম সর্ব্বথা মুনিসত্তম!।
পরীক্ষার্থন্তু বিজ্ঞেয়ং তব বীর্য্যপ্রকাশনম্ ॥ ৩৫ ॥
প্রসাদং কুরু মে ব্রহ্মন্! মদং সংহর চোত্থিতম্ ॥
কল্যাণং সর্ব্বদেবানাং তথা ভূয়ো বিধীয়তাম্ ॥ ৩৬ ॥
এবমুক্তস্তু শক্রেণ চ্যবনঃ পরমার্থবিৎ।
সংজহার ততঃ কোপং সমুৎপন্নং বিরোধজম্ ॥ ৩৭ ॥
দেবমাশ্বাস্য সংবিগ্নং ভার্গবস্তু মদং ততঃ।
ব্যভজৎ স্ত্রীষু পানেষু দ্যূতেষু মৃগয়াসু চ ॥ ৩৮ ॥
মদং বিভজ্য দেবেন্দ্রমাশ্বাস্য চকিতং ভিয়া।
সংস্থাপ্য চ সুরান্ সর্ব্বান্ মখং তস্য ন্যবর্ত্তয়ৎ ॥ ৩৯ ॥
ততস্তু সংস্কৃতং সোমং বাসবায় মহাত্মনে।
অশ্বিভ্যাং সর্ব্বধর্ম্মাত্মা পায়য়ামাস ভার্গবঃ ॥ ৪০ ॥

(ময়েতি। তব বীর্য্যপ্রকাশনম্ তব তপোবলপ্রকাশকং কর্ম্ম মম বজ্রপ্রহারোদ্যমনাদিরূপমিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

প্রসাদমিতি। উত্থিতং কৃত্যোৎপন্নং দেবতানাশনোদ্যতং মদং সংহর নিবারয় বিলয়ং নয়েতি যাবৎ ॥ ৩৬—৪৩ ॥

আপনি স্বীয় বাক্য কখনই মিথ্যা করিতে পারিবেন না ॥ ৩৩ ॥ এই অশ্বিনীকুমারেরা আপনার অনুগ্রহে নিয়তই সোমপায়ী হইবেন এবং শর্য্যাতি রাজারও কীর্ত্তির সীমা থাকিবে না ॥ ৩৪ ॥ মুনিসত্তম! আপনি ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, আমি যে কার্য্য করিয়াছি তাহা কেবল আপনার তপোবীর্য্য পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত সম্পাদিত হইয়াছে ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মন্! যজ্ঞকুণ্ড হইতে উত্থিত এই মদ নামক অসুরকে উপসংহার করিয়া আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন, ইহাতে সমস্ত দেবগণের কল্যাণ-সাধিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩৬ ॥

পরমার্থবিৎ চ্যবন শক্রের ঈদৃশ কাতরপূর্ণ বাক্য শুনিয়া ইন্দ্রের সহিত বিরোধ হওয়ায় যে কোপ উৎপন্ন হইয়াছিল তাহার উপসংহার করিলেন ॥ ৩৭ ॥ পরে মহর্ষি চ্যবন মদ নামক অসুরের ভয়ে উদ্বিগ্ন দেবগণকে আশ্বাস প্রদান করিয়া সেই মদকে স্ত্রীজাতি, সুরাপান, দ্যূতক্রীড়া এবং মৃগয়া এই চারিভাগে বিভক্ত করিলেন ॥ ৩৮ ॥ (ঐ সকল বিষয়েই মদ নিয়ত অবস্থিতি করিবে।) মদ এইরূপে বিভক্ত হইলে ভয়চকিত দেবেন্দ্র পরিত্রাণ পাইয়া আশ্বস্ত হইলেন। তখন চ্যবন সমস্ত সুরবর্গকে যথাবিধি সংস্থাপিত করিয়া সেই যজ্ঞ সমাপন করিলেন ॥ ৩৯ ॥ অবশেষে ধর্ম্মাত্মা ভার্গব, মহাত্মা বাসব এবং তৎপরে

এবং তৌ চ্যবনেনার্য্যাবশ্বিনৌ রবিপুত্রকৌ ।
বিহিতৌ সোমপৌ রাজন্ ! সর্ব্বথা তপসো বলাৎ ॥ ৪১ ॥
সরস্তদপি বিখ্যাতং জাতং যূপবিমণ্ডিতম্ ।
আশ্রমস্তু মুনেঃ সম্যগ্ পৃথিব্যাং বিশ্রুতোঽভবৎ ॥ ৪২ ॥
শর্য্যাতিরপি সন্তুষ্টো হ্যভবত্তেন কর্ম্মণা ।
যজ্ঞং সমাপ্য নগরে জগাম সচিবৈর্ব্বৃতঃ ॥ ৪৩ ॥
রাজ্যং চকার ধর্ম্মজ্ঞো মনুপুত্রঃ প্রতাপবান্ ।
আনর্ত্তস্তস্য পুত্রোঽভূদানর্ত্তাদ্রেবতোঽভবৎ ॥ ৪৪ ॥
সোঽন্তঃসমুদ্রে নগরীং বিনির্ম্মায় কুশস্থলীম্ ।
আস্থিতোঽভুংক্ত বিষয়ানানর্ত্তাদীনরিন্দমঃ ॥ ৪৫ ॥
তস্য পুত্রশতং জজ্ঞে ককুদ্মিজ্যেষ্ঠমুত্তমম্ ।
পুত্রী চ রেবতী নাম্না সুন্দরী শুভলক্ষণা ॥ ৪৬ ॥
বরযোগ্যা যদা জাতা তদা রাজা চ রেবতঃ ।
চিন্তয়ামাস রাজেন্দ্রো রাজপুত্রান্ কুলোদ্ভবান্ ॥ ৪৭ ॥
রৈবতং নাম চ গিরিমাশ্রিতঃ পৃথিবীপতিঃ ।
চকার রাজ্যং বলবানানর্ত্তেষু নরাধিপঃ ॥ ৪৮ ॥

মনুপুত্রঃ শর্য্যাতিঃ ॥ ৪৪ ॥
বিষয়ান্ দেশানিত্যর্থঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥
কুলোদ্ভবান্ । মমানুরূপপ্রশস্তকুলোৎপন্নানিত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৫১ ॥)

অশ্বিনীকুমারযুগলকে সর্ব্বতোভাবে সংস্কৃত সোমপান করাইলেন ॥ ৪০ ॥ রাজন্ ! চ্যবন মুনি সেই আর্য্য সূর্য্যপুত্র অশ্বিনীকুমারযুগলকে তপোবলপ্রভাবে এইরূপে সোমপায়ী করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥ তদবধি সেই সরোবর যূপ মণ্ডিত হইয়া বিখ্যাত হইল আর মুনির আশ্রমও ভূমণ্ডল মধ্যে সর্ব্বতোভাবে বিখ্যাত ও সম্মানিত হইল ॥ ৪২ ॥ শর্য্যাতি রাজাও সেই কার্য্য দ্বারা পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং যজ্ঞ সমাপন করিয়া সচিবগণ সমভিব্যাহারে নগর প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৩ ॥ অনন্তর সেই মনুপুত্র প্রতাপবান্ ধর্ম্মজ্ঞ নরপাল শর্য্যাতি নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র আনর্ত্ত, আনর্ত্তের রেবত নামে একটি পুত্র জন্মিল ॥ ৪৪ ॥ এই রেবত সমুদ্রের মধ্যে কুশস্থলী নগরী সংস্থাপনপূর্ব্বক তথায় বসতি করিয়া আনর্ত্তাদি প্রদেশস্থ সমস্ত বিষয় উপভোগ করিতে লাগিলেন। রেবতের শত পুত্র, তাহার মধ্যে ককুদ্মি জ্যেষ্ঠ ও পবিত্রস্বভাব আর তাঁহার পরম সুন্দরী রেবতী নামে এক শুভলক্ষণা কন্যা জন্মে ॥ ৪৫—৪৬ ॥ যখন সেই কন্যা বিবাহ যোগ্যা

বিচিন্ত্য মনসা রাজা কস্মৈ দেয়া ময়া সুতা।
গত্বা পৃচ্ছামি ব্রহ্মাণং সর্ব্বজ্ঞং সুরপূজিতম্ ॥ ৪৯ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য ভূপালঃ সুতামাদায় রেবতীম্।
ব্রহ্মলোকং জগামাশু প্রষ্টুকামঃ পিতামহম্ ॥ ৫০ ॥
যত্র দেবাশ্চ যজ্ঞাশ্চ ছন্দাংসি পর্ব্বতাস্তথা।
অব্ধয়ঃ সরিতশ্চাপি দিব্যরূপধরাঃ স্থিতাঃ ॥ ৫১ ॥
ঋষয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বাঃ পন্নগাশ্চারণাস্তথা।
তস্থুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে স্তবন্তশ্চ পুরাতনাঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে শর্য্যাতের্মহাযজ্ঞে অশ্বিনোঃসোমপানাৎ সন্তোষপ্রাপ্তির্নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

শক্তানাং সর্ব্বোত্তরো মহিমাস্তীত্যবান্তরতাৎপর্য্যম্। তদুক্তং মুণ্ডমালায়াম্। স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে নাস্তি শাক্তাৎ পরাক্রমী। সৌরাণাং গাণপত্যানাং বৈষ্ণবানাং তথৈব চ ॥ তদন্তে চৈব শাক্তাঃ স্যুঃ ক্রমশঃ ক্রমশঃ প্রিয়ে!। শৃণু দেবি! বরারোহে! নাস্তি শাক্তাৎ পরো জনঃ ॥ শাক্তো হি শঙ্করঃ সাক্ষাৎ পরব্রহ্মস্বরূপভাগিতি ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

হইলেন তখন রাজেন্দ্র রেবত সৎকুল সম্ভূত রাজপুত্রের নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥ সেই রাজরাজেশ্বর বলবান্ পৃথিবীপতি রৈবতগিরিতে বাস করিয়া আনর্ত্তদিগের মধ্যে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন ॥৪৮॥ এই কন্যা কাহাকে দান করিব? রাজা মনে মনে এইরূপ চিন্তাবিষ্ট হইয়া স্থির করিলেন যে, আমি ব্রহ্মার নিকট গিয়া সেই সুরপূজিত সর্ব্বজ্ঞ প্রজাপতিকেই এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিব ॥ ৪৯ ॥ এইরূপ ভাবিয়া সেই ভূপাল ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিবার বাসনায় স্বীয় তনয়া রেবতীকে সমভিব্যাহারে লইয়া অনতিবিলম্বে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ॥ ৫০ ॥ সেই স্থানে দেব, যজ্ঞ, বেদ, পর্ব্বত, সাগর ও সরিৎ সকল দিব্যদেহ ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন ॥ ৫১ ॥ তথায় সনাতন ঋষিবর্গ, সিদ্ধ,গন্ধর্ব্ব, পন্নগ ও চারণগণ কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া ব্রহ্মার স্তব করিতেছেন ॥৫২॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে চ্যবন কর্ত্তৃক অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সোমপান নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

সংশয়োঽয়ং মহান্ ব্রহ্মন্ ! বর্ত্ততে মম মানসে ।
ব্রহ্মলোকং গতো রাজা রেবতীসংযুতঃ স্বয়ম্ ॥ ১ ॥
ময়া পূর্ব্বং শ্রুতং কৃৎস্নং ব্রাহ্মণেভ্যঃ কথান্তরে ।
ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিচ্ছান্তো ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২ ॥
রাজা কথং গতস্তত্র রেবতীসংযুতঃ স্বয়ম্ ।
সত্যলোকেঽতিদুষ্প্রাপে ভূর্লোকাদিতি সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥
মৃতঃ স্বর্গমবাপ্নোতি সর্ব্বশাস্ত্রেষু নির্ণয়ঃ ।
"মানুষেণ তু দেহেন ব্রহ্মলোকে গতিঃ কথম্ ॥"
স্বর্গাৎ পুনঃ কথং লোকে মানুষে জায়তে গতিঃ ॥ ৪ ॥
এতন্মে সংশয়ং বিদ্বংশ্ছেত্তুমর্হসি সাম্প্রতম্ ।
যথা রাজা গতস্তত্র প্রষ্টুকামঃ প্রজাপতিম্ ॥ ৫ ॥

ষট্পঞ্চাশন্মহাপদ্যৈ রেবতস্য কথানকম্ ।
সমাপ্য বংশবিস্তারঃ পুনারাজ্ঞাং সমুচ্যতে ॥

ব্রহ্মলোকং রেবতো গত ইতি রাজা শ্রুত্বা সংশয়িতঃ পৃচ্ছতি সংশয়োঽয়মিতি । ব্রহ্মলোকং গতস্তদ্বিষয়ে সংশয় ইত্যর্থঃ ॥ ১—৯ ॥

জনমেজয় বলিলেন, ব্রহ্মন্ ! নরপতি রেবত ক্ষত্রিয় হইয়া নিজকন্যা রেবতীকে সমভিব্যাহারে লইয়া স্বয়ং কিরূপে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন, এই বিষয়ে আমার মনে মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১ ॥ পূর্ব্বে আমি এই বিষয় ব্রাহ্মণদিগের কথাপ্রসঙ্গে বিশেষরূপে শুনিয়াছি যে, যে ব্রাহ্মণ শান্ত এবং ব্রহ্মজ্ঞ তিনিই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইতে সমর্থ ॥ ২ ॥ সত্যলোক মর্ত্যজাতির পক্ষে অতীব দুর্গম, তবে রাজা রেবতীকে সঙ্গে লইয়া ভূর্লোক হইতে কি প্রকারে সেই সত্যলোকে স্বয়ং গমন করিলেন ইহাই আমার সংশয় ॥৩॥ মনুষ্য আপন দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গলাভ করে ইহাই সর্ব্ব শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে, তবে মানবদেহেই ব্রহ্মলোকে কিরূপে গমন করিলেন ? আবার স্বর্গ হইতেই বা মনুষ্যলোকে কি প্রকারে প্রত্যাগত হইলেন ? ॥ ৪ ॥ ফলকথা রাজা রেবত প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিবার বাসনায় কি প্রকারে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন, আপনি আমার এই সংশয় ছেদন করুন ॥ ৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

মেরোস্তু শিখরে রাজন্! সর্ব্বে লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
ইন্দ্রলোকো বহ্নিলোকো যা চ সংযমনী পুরী ॥ ৬ ॥
তথৈব সত্যলোকশ্চ কৈলাসশ্চ তথা পুনঃ।
বৈকুণ্ঠশ্চ পুনস্তত্র বৈষ্ণবং পদমুচ্যতে ॥ ৭ ॥
যথার্জ্জুনঃ শক্রলোকে গতঃ পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
পঞ্চ বর্ষাণি কৌন্তেয়ঃ স্থিতস্তত্র সুরালয়ে ॥ ৮ ॥
মানুষেণৈব দেহেন বাসবস্য চ সন্নিধৌ।
তথৈবান্যেঽপি ভূপালাঃ ককুৎস্থপ্রমুখাঃ কিল ॥ ৯ ॥
স্বর্লোকগতয়ঃ পশ্চাদ্দৈত্যাশ্চাপি মহাবলাঃ।
জিত্বেন্দ্রসদনং প্রাপ্য সংস্থিতাস্তত্র কামতঃ ॥ ১০ ॥
মহাভিষঃ পুরা রাজা ব্রহ্মলোকং গতঃ স্বরাট্।
আগচ্ছন্তীং নৃপো গঙ্গামপশ্যচ্চাতিসুন্দরীম্ ॥ ১১ ॥
বায়ুনাম্বরমস্যাস্তু দৈবাদপহৃতং নৃপ!।
কিঞ্চিন্নগ্না নৃপেণাথ দৃষ্টা সা সুন্দরী তথা ॥ ১২ ॥
স্মিতং চকার কামার্ত্তঃ সা চ কিঞ্চিজ্জহাস বৈ।
ব্রহ্মণা তৌ তদা দৃষ্টৌ শপ্তৌ যাতৌ বসুন্ধরাম্ ॥ ১৩ ॥

পশ্চাৎ পূর্ব্বং স্বর্লোকগতয় আসন্নিত্যর্থঃ ॥ ১০—১২ ॥
যাতৌ বসুন্ধরামিতি। ইয়ং কথা পূর্ব্বমুক্তা ॥ ১৩—১৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সুমেরুর শিখরে ইন্দ্রের অমরাবতী, যমের সংযমনী পুরী, সত্যলোক, বহ্নিলোক, কৈলাস বৈষ্ণবধাম ও বৈকুণ্ঠ প্রভৃতি সমস্ত লোকই প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৬—৭ ॥ দেখ, মহাধনুর্দ্ধর পৃথানন্দন অর্জ্জুন ইন্দ্রলোকে গমন করিয়া তথায় পঞ্চ বৎসর কাল অতিবাহিত করেন ॥ ৮ ॥ পুরাকালে ককুৎস্থ প্রভৃতি অন্যান্য ভূপালগণও মনুষ্যদেহেই বাসব সন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন। অপি চ মহাবল দৈত্যগণ ইন্দ্রলোক অমরাবতী জয় করিয়া তথায় গিয়া ইচ্ছানুসারে বাস করেন ॥ ৯—১০ ॥ পূর্ব্বে সার্ব্বভৌম নরপতি রাজা মহাভিষ ব্রহ্মলোকে গমন করিলে পরমাসুন্দরী গঙ্গাও সেই সময়ে ব্রহ্মলোকে আসিতেছিলেন, ইত্যবসরে সেই নরপতি তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১১ ॥ রাজন্! এমন সময় দৈববশত বায়ু তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র অপসারিত করিল; রাজা সেই সুন্দরীকে ঈষৎ উলঙ্গাবস্থা দর্শন করিয়া কামার্ত্তচিত্তে অস্ফুটভাবে হাস্য করিলে

বৈকুণ্ঠেঽপি সুরাঃ সর্ব্বে পীড়িতা দৈত্যদানবৈঃ ।
গত্বা হরিং জগন্নাথমস্তুবন্ কমলাপতিম্ ॥ ১৪ ॥
সন্দেহো নাত্র কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা নৃপসত্তম ! ।
গম্যাঃ সর্ব্বেঽপি লোকাঃ স্যুর্মানবানাং নরাধিপ ! ॥ ১৫ ॥
অবশ্যং কৃতপুণ্যানাং তাপসানাং নরাধিপ ! ।
পুণ্যসম্ভাব এবাত্র গমনে কারণং নৃপ ! ।
তথৈব যজমানানাং যজ্ঞেন ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ১৬ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

রেবতো রেবতীং কন্যাং গৃহীত্বা চারুলোচনাম্ ।
ব্রহ্মলোকং গতঃ পশ্চাৎ কিং কৃতং তেন ভূভুজা ॥ ১৭ ॥
ব্রহ্মণা কিং সমাদিষ্টং কস্মৈ দত্তা সুতা পুনঃ ।
তৎসর্ব্বং বিস্তরাদ্‌ব্রহ্মন্ ! কথয় ত্বং মমাধুনা ॥ ১৮ ॥

(গমনে স্বর্গাদিলোকগমনে কারণমাহ । পুণ্যসম্ভাব ইতি । পুণ্যসম্ভাবঃ পুণ্যোপার্জ্জনং পুণ্যস্থিতির্বেত্যর্থঃ । যজ্ঞেন ভাবিত উৎকর্ষমাপাদিতঃ বিশুদ্ধ্যা প্রভাবিত ইতি যাবৎ আত্মা যৈস্তেষাম্ ॥ ১৬—১৮ ॥

গঙ্গাও হাস্য করিলেন ; তৎকালে ব্রহ্মা তাঁহাদের উভয়ের ঈদৃশ অবস্থা অবলোকন করিয়া তৎক্ষণাৎ অভিশাপ প্রদান করিলে, তদনুসারে তাহারা ভূর্লোকে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন ॥ ১২—১৩ ॥ সমস্ত সুরবৃন্দ পূর্ব্বে দানবহস্তে প্রপীড়িত হইয়া বৈকুণ্ঠে যাইয়াও জগন্নাথ কমলাপতি হরির স্তব করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥ নরনাথ ! মানবগণ সমস্ত লোকেই যাইতে পারে ; ফলতঃ যে সমস্ত মানব যজ্ঞ বা ঘোরতর তপস্যানুষ্ঠানপূর্ব্বক ভূরি ভূরি পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকে, তাদৃশ মহাত্মা যজমান এবং তাপসদিগের ত নিশ্চয়ই স্বর্গে গতি হইয়া থাকে। রাজন্ ! পুণ্যের প্রচুরতাই স্বর্গ গমনের একমাত্র কারণ, অতএব এ বিষয়ের কোন সন্দেহ করাই আপনার উচিত নহে ॥ ১৬—১৭ ॥

জনমেজয় বলিলেন, মুনিবর ! রেবত রাজা চারুলোচনা কন্যা রেবতীকে সমভিব্যাহারে লইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন, কিন্তু তিনি সেখানে গিয়া পরিশেষে কি করিলেন ? ॥১৭॥ ব্রহ্মা তাঁহাকে কি আদেশ করেন ? আর তিনি তাঁহার আদেশ অনুসারে কাহাকেই বা কন্যা সম্প্রদান করেন ? ব্রহ্মন্ ! আপনি এই সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকট এখন বিস্তার করিয়া বলুন ॥ ১৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

নিশাময় মহীপাল! রাজা রেবতকঃ কিল।
পুত্র্যা বরং পরিপ্রষ্টুং ব্রহ্মলোকং গতো যদা॥ ১৯॥
আবর্ত্তমানে গান্ধর্ব্বে স্থিতো লব্ধক্ষণঃ ক্ষণম্।
শৃণ্বন্নতৃপ্যদ্ধৃষ্টাত্মা সভায়াস্তু সকন্যকঃ॥ ২০॥
সমাপ্তে তত্র গান্ধর্ব্বে প্রণম্য পরমেশ্বরম্।
দর্শয়িত্বা সুতাং তস্মৈ স্বাভিপ্রায়ং ন্যবেদয়ৎ॥ ২১॥

রাজোবাচ।

বরং কথয় দেবেশ! কন্যেয়ং মম পুত্রিকা।
দেয়া কস্মৈ ময়া ব্রহ্মন্! প্রষ্টুং ত্বাং সমুপাগতঃ॥ ২২॥
বহবো রাজপুত্রা মে বীক্ষিতাঃ কুলসম্ভবাঃ।
কস্মিংশ্চিন্মে মনঃ কামং নোপতিষ্ঠতি চঞ্চলম্॥ ২৩॥
তস্মাত্ত্বাং দেবদেবেশ! প্রষ্টুমত্রাগতোঽস্ম্যহম্।
তদাজ্ঞাপয় সর্ব্বজ্ঞ! যোগ্যং রাজসুতং বরম্॥ ২৪॥

পুত্র্যা ইতি। পুত্র্যাস্তনয়ায়া রেবত্যা বরং কুলগুণাদিভিঃ সদৃশং বোঢ়ারং পরিপ্রষ্টুং কো ভবিতুমর্হতীতি॥ ১৯॥)

গান্ধর্ব্বে গানে প্রচলিতে সতি লব্ধক্ষণো লব্ধাবকাশঃ ক্ষণং ক্ষণপরিমিতলব্ধাবকাশ-ইত্যর্থঃ॥ ২০—২২॥

সম্ভবা উৎপন্না॥ ২৩—২৫॥

ব্যাস বলিলেন, মহীপাল! সেই বিবরণ শ্রবণ কর; রেবত রাজা কন্যার বরের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত যে সময়ে ব্রহ্মলোকে গমন করেন॥ ১৯॥ তৎকালে ব্রহ্মলোকে গীতবাদ্যের অনুষ্ঠান হইতেছিল সুতরাং রাজা কন্যার সহিত সভার অবসর অপেক্ষায় ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন, কিন্তু গীত শ্রবণে এমন সন্তোষলাভ করিলেন যে, কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না॥ ২০॥ সেই গীতবাদ্য সমাপ্ত হইলে রাজা পরমেষ্ঠীকে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে কন্যা দেখাইয়া স্বাভিপ্রায় নিবেদন করিলেন॥ ২১॥

রাজা বলিলেন, দেব! এই বরারোহা আমার কন্যা ইহার বর কে? আপনি তাহা বলিয়া দিন; ব্রহ্মন্! এই দুহিতা কাহাকে সম্প্রদান করিব, এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেই আমি আপনকার সন্নিধানে আগমন করিয়াছি॥ ২২॥ সৎকুলজাত অনেক রাজপুত্র অনুসন্ধানপূর্ব্বক অবলোকন করিয়াছি কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তিতেই আমার মন সুস্থির হয় নাই॥২৩॥ হে দেবদেবেশ! সেই কারণেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে এখানে

কুলীনং বলবন্তঞ্চ সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্।
দাতারং ধর্ম্মশীলঞ্চ রাজপুত্রং সমাদিশ ॥ ২৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

তদাকর্ণ্য জগৎকর্ত্তা বচনং নৃপতেস্তদা।
তমুবাচ হসন্ বাক্যং দৃষ্ট্বা কালস্য পর্য্যয়ম্ ॥ ২৬ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

রাজপুত্রাস্ত্বয়া রাজন্! বরা যে হৃদয়ে কৃতাঃ।
গ্রস্তাঃ কালেন তে সর্ব্বে সপিতৃপৌত্রবান্ধবাঃ ॥ ২৭ ॥
সপ্তবিংশতিমোঽদ্যৈব দ্বাপরস্তু প্রবর্ত্ততে।
বংশজাস্তে মৃতাঃ সর্ব্বে পুরী দৈত্যৈর্বিলুণ্ঠিতা ॥ ২৮ ॥
সোমবংশোদ্ভবস্তত্র রাজা রাজ্যং প্রশাস্তি হি ॥ ২৯ ॥
উগ্রসেন ইতিখ্যাতো মথুরাধিপতিঃ কিল।
যযাতিবংশসম্ভূতো রাজা মাথুরমণ্ডলে ॥ ৩০ ॥

(তদেতি। বহবো রাজপুত্রা ময়া দৃষ্টাঃ কিন্তু তেষাং ন কেঽপি মনোঽভিমতাঃ। অতঃ কমপি বিশুদ্ধসত্ত্বং বরার্হং রাজপুত্রং বরং কথয়েতি শ্রুত্বা তেষাং রাজপুত্রাণাং কাল-বিগমাৎ কেঽপি ন সন্তীত্যতো ব্রহ্মণো হাসঃ ॥ ২৬ ॥

রাজেতি। ন তু কেবলং ত এব কালগ্রস্তা অপি তু তেষাং পৌত্রাদয়োঽপি গতা অতস্তৈঃ পূর্ব্বকালীনরাজপুত্রৈঃ সহ তব কন্যায়া বিবাহসম্বন্ধকথাপি উপহাসাস্পদত্বং গতা ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ২৬—৩৩ ॥

আসিয়াছি অতএব আপনি ইহার উপযুক্ত একটী বর নির্দ্দেশ করিয়া দিন ॥ ২৪ ॥ সেই বর যেন কুলীন, বলবান্, ধর্ম্মশীল, দাতা এবং সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন রাজপুত্র হয়েন, আপনার নিকট ইহাই আমার প্রার্থনা ॥ ২৫ ॥

ব্যাসদেব বলিলেন, মহারাজ! তখন জগৎকর্ত্তা পদ্মযোনি নরপতির ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কালের অতিক্রম দর্শনে হাস্য করিতে করিতে তাঁহাকে বলিলেন ॥ ২৬ ॥

রাজন্! তুমি যে সকল রাজপুত্রগণকে বর বলিয়া মনে করিয়াছিলে, তাঁহারা সকলেই কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে; এমন কি, তাহাদের পুত্র পৌত্র ও বান্ধব পর্য্যন্তও আর জীবিত নাই ॥ ২৭ ॥ এখন সপ্তবিংশতি মন্বন্তরীয় দ্বাপরযুগ বর্ত্তমান, অতএব তোমার বংশজাত রাজপুত্রগণের মধ্যেও আর কেহ বর্ত্তমান নাই। তোমার নগরী দৈত্যগণ বিলুণ্ঠন করিয়াছিল ॥ ২৮ ॥ সম্প্রতি চন্দ্রবংশীয় পুণ্যাত্মা যযাতিকুলতিলক মাথুরজনপদেশ্বর মহারাজ উগ্রসেন সে স্থলে, রাজ্যশাসন করিতেছেন ॥ ২৯—৩০ ॥

উগ্রসেনাত্মজঃ কংসঃ সুরদ্বেষী মহাবলঃ।
দৈত্যাংশঃ পিতরং সোঽপি কারাগারং ন্যবেশয়ৎ ॥ ৩১ ॥
স্বয়ং রাজ্যং চকারাসৌ নৃপাণাং মদগর্ব্বিতঃ ॥ ৩২ ॥
মেদিনী চাতিভারার্ত্তা ব্রহ্মাণং শরণং গতা।
দুষ্টরাজন্যসৈন্যানাং ভারেণাতিসমাকুলা ॥ ৩৩ ॥
অংশাবতরণং তত্র গদিতং সুরসত্তমৈঃ।
বাসুদেবঃ সমুৎপন্নঃ কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ ॥ ৩৪ ॥
দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং যোঽসৌ নারায়ণো মুনিঃ।
তপশ্চচার দুঃসাধ্যং ধর্ম্মপুত্রঃ সনাতনঃ ॥ ৩৫ ॥
গঙ্গাতীরে নরসখঃ পুণ্যে বদরিকাশ্রমে।
সোঽবতীর্ণো যদুকুলে বাসুদেবোঽতিবিশ্রুতঃ ॥ ৩৬ ॥
তেনাসৌ নিহতঃ পাপঃ কংসঃ কৃষ্ণেন সত্তম!।
উগ্রসেনায় রাজ্যং বৈ দত্তং হত্বা খলং সুতম্ ॥ ৩৭ ॥
কংসস্য শ্বশুরঃ পাপো জরাসন্ধো মহাবলঃ।
আগত্য মথুরাং ক্রোধাচ্চকার সঙ্গরং মুদা ॥ ৩৮ ॥

অংশেতি। অংশাবতরণং পূর্ণস্যাপি সর্ব্বথা নহি গুণাত্মিকাং মায়ামাদায়াংশত্বপ্রয়োগে দোষাপত্তিঃ ॥ ৩৪—৩৭ ॥
সঙ্গরং যুদ্ধম্ ॥ ৩৮ ॥

তাঁহার তনয় মহাবল কংস দানবের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্বদাই সুরগণের অনিষ্ট সাধন করিতে লাগিল, এবং সে আপন পিতাকে কারাগারে অবরোধ করিয়া রাখিল ॥৩১॥ সে মদগর্ব্বিত হইয়া সমস্ত নৃপতিগণের রাজ্য স্বয়ং শাসন করিয়া প্রজাগণের মহৎ অনিষ্ট-সাধন করিতে লাগিল ॥ ৩২॥ মহারাজ! এই সময়ে সেই দুষ্ট দৈত্য রাজাদিগের সৈন্যভারে মেদিনী এতদূর ব্যাকুল হইলেন যে, কিছুতেই আর ভার সহ্য করিতে পারিলেন না; সুতরাং ব্রহ্মার নিকটে গিয়া তাঁহার শরণাগত হইলেন ॥ ৩৩ ॥ তদনন্তর ব্রহ্মাদি সুরগণ বলিলেন যে, হে বসুন্ধরে! তোমার ভার লাঘব করিবার নিমিত্ত কমললোচন নারায়ণ স্বয়ং অংশে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যিনি স্বয়ং সনাতন নারায়ণ তিনি ধর্ম্মপুত্ররূপে নিজ ভ্রাতা নরের সহিত গঙ্গাতীরে পরমপবিত্র বদরিকাশ্রমে উগ্রতর কঠোর তপশ্চর্য্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সংপ্রতি সেই দেবই যদুকুলে দেবরূপিণী দেবকীর গর্ভে বসুদেবের ঔরসে অবতীর্ণ হইয়া বাসুদেব নামে বিশ্রুত হইতেছেন ॥ ৩৪—৩৬ ॥ নৃপসত্তম! সেই পাপাচার দুষ্টমতি খলপ্রকৃতি কংসকে তিনিই নিহত করিয়া সেই সাম্রাজ্যে উগ্রসেনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥ মহাবিক্রমশালী পাপিষ্ঠ মগধপতি জরাসন্ধ

কৃষ্ণেনাসৌ জিতঃ সংখ্যে জরাসন্ধো মহাবলঃ।
প্রেষয়ামাস যুদ্ধায় সবলং যবনং ততঃ ॥ ৩৯ ॥
শ্রুত্বায়াতং মহাশূরং সসৈন্যং যবনাধিপম্।
"কৃষ্ণস্তু মথুরাং ত্যক্ত্বা পুরীং দ্বারবতীমগাৎ ॥
প্রভগ্নাং তাং পুরীং কৃষ্ণঃ শিল্পিভিঃ সহ সঙ্গতৈঃ।
কারয়ামাস দুর্গাঢ্যাং হট্টশালাবিমণ্ডিতাম্ ॥
জীর্ণোদ্ধারং পুনঃ কৃত্বা বাসুদেবঃ প্রতাপবান্।
উগ্রসেনঞ্চ রাজানং চকার বশবর্ত্তিনম্ ॥"
যাদবান্ স্থাপয়ামাস দ্বারবত্যাং যদূত্তমঃ।
বাসুদেবস্তু তত্রাদ্য বর্ত্ততে বান্ধবৈঃ সহ ॥ ৪০ ॥
তস্যাগ্রজঃ স বিখ্যাতো বলদেবো হলায়ুধঃ।
শেষাংশো মুসলী বীরো বরোঽস্তু তব সম্মতঃ ॥ ৪১ ॥
সঙ্কর্ষণায় দেহ্যাশু কন্যাং কমললোচনাম্।
রেবতীং বলভদ্রায় বিবাহবিধিনা ততঃ ॥ ৪২ ॥

সংখ্যে যুদ্ধে। যবনং কালযবনম্ ॥ ৩৯—৪২ ॥)

কংসের শ্বশুর; সে জামাতার নিধনবার্ত্তা শুনিয়া ক্রোধবশে মথুরায় আগমনপূর্ব্বক মহৎ সংগ্রাম আরম্ভ করিল ॥ ৩৮ ॥ বাসুদেব সেই মহাতেজোগর্ব্বিত জরাসন্ধকে সমরে পরাজয় করিলেও সে সসৈন্য কালযবনকে পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছিল ॥ ৩৯ ॥ (অনন্তর ভগবান্ বাসুদেব যবনরাজের আগমন বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া সপরিবার সমস্তযাদবগণকে দ্বারকাধামে পাঠাইয়া স্বয়ং বলদেবের সহিত যবনরাজের আগমন প্রতীক্ষায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরে একাকী যবন শিবিরে উপস্থিত হইয়া কালযবনকে সমাকর্ষণপূর্ব্বক গিরিগহ্বরে লইয়া গিয়া সুপ্তোত্থিত মহারাজ মুচুকুন্দ দ্বারা সেই দুরাত্মা যবনকে নিপাতিত করিয়া) দ্বারকায় প্রস্থান করিলেন। তৎকালে সেই দ্বারকাপুরীর ভগ্নাবস্থা হইয়াছিল, সুতরাং কৃষ্ণ শিল্পিগণকে আহ্বান করিয়া দিব্য হর্ম্ম্য, দুর্গ ও হট্টশালা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইয়া তাহার সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিলেন। সেই প্রতাপবান্ বাসুদেব জীর্ণ নগরের সংস্কার করিয়া উগ্রসেনকে রাজপদে অধিরোপিত করিয়া অন্যান্য বান্ধববর্গের সহিত অদ্যাপি তথায় বিরাজ করিতেছেন ॥ ৪০ ॥ তাঁহার অগ্রজ হলায়ুধ বলদেব নামে বিখ্যাত; সেই মুষলী অনন্তদেবের অংশাবতার এবং মহাবীর, তিনিই তোমার কন্যার উপযুক্ত বর ॥ ৪১ ॥ অতএব এই কমলনয়না কন্যা রেবতীকে

দত্ত্বা পুত্রীং নৃপশ্রেষ্ঠ! গচ্ছ ত্বং বদরিকাশ্রমম্।
তপস্তপ্তুং সুরারামং পাবনং কামদং নৃণাম্॥ ৪৩॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি রাজা সমাদিষ্টো ব্রহ্মণা পদ্মযোনিনা।
জগাম তরসা রাজন্! দ্বারকাং কন্যয়ান্বিতঃ॥ ৪৪॥
দদৌ তাং বলদেবায় কন্যাং বৈ শুভলক্ষণাম্॥ ৪৫॥
ততস্তপ্ত্বা তপস্তীব্রং নৃপতিঃ কালপর্য্যয়ে।
জগাম ত্রিদশাবাসং ত্যক্ত্বা দেহং সরিত্তটে॥ ৪৬॥

রাজোবাচ।

ভগবন্! মহদাশ্চর্য্যং ভবতা সমুদাহৃতম্।
রেবতস্ত স্থিতস্তত্র ব্রহ্মলোকে সুতার্থতঃ॥ ৪৭॥
যুগানাস্তু গতং তত্র শতমষ্টোত্তরং কিল।
কন্যা বৃদ্ধা ন সংজাতা রাজা চাতিতরাং নু কিম্।
এতাবন্তং তথা কালমায়ুঃপূর্ণং তয়োঃ কথম্॥ ৪৮॥

অন্যাঃ কথায়াস্তাৎপর্য্যন্তু ক্ষণভঙ্গুরঃ সংসারোঽস্তি ন তত্রাসক্তিঃ কর্ত্তব্যা কিন্তু পরমেশ্বর্য্যা আরাধনমেব কর্ত্তব্যমিতি॥ ৪৩—৪৯॥

বিবাহের বিধি অনুসারে সঙ্কর্ষণ বলভদ্রের করে অবিলম্বে সম্প্রদান কর॥ ৪২॥ তুমি কন্যা সম্প্রদান করিয়া তপস্যার অনুষ্ঠান জন্য বদরিকাশ্রমে গমন করিও, সেই পুণ্যাশ্রম সুরগণের বিহার স্থান, পবিত্র এবং মানবগণের কামনাপ্রদ॥ ৪৩॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! কমলযোনি ব্রহ্মা এইরূপ আদেশ করিলে, রাজা আপন কন্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া দ্বারকায় আগমন করিলেন॥ ৪৪॥ তথায় উপনীত হইয়া সেই সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্না কন্যাটি বিধি অনুসারে বলদেবকে প্রদান করিলেন॥ ৪৫॥ অবশেষে ব্রহ্মার উপদেশমতে বদরিকাশ্রমে কঠোর তপস্যায় নিরত হইলেন, পরে মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে নদীতটে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া সুরলোকে গমন করিলেন॥ ৪৬॥

জনমেজয় বলিলেন, ভগবন্! আপনি অতি আশ্চর্য্য কথা বলিলেন; রেবতরাজ কন্যার সহিত ব্রহ্মলোকে থাকিয়া সঙ্গীত শ্রবণে আসক্ত থাকিলে, অষ্টোত্তর শতযুগ অতীত হইল, তথাপি রাজা এবং তাঁহার কন্যা অতীব বৃদ্ধ হইলেন না কেন? আর তাঁহাদের এতদূর আয়ুর পরিমাণই বা কি প্রকারে হইয়াছিল তাহা আপনি আমাকে বলুন॥ ৪৭—৪৮॥

ব্যাস উবাচ।

ন জরা ক্ষুৎ পিপাসা বা ন মৃত্যুর্ন ভয়ং পুনঃ।
ন তু গ্লানিঃ প্রভবতি ব্রহ্মলোকে সদানঘ ! ॥ ৪৯ ॥
মেরুং গতস্য শর্যাতেঃ সন্ততী রাক্ষসৈর্হতা।
গতা কুশস্থলীং ত্যক্ত্বা ভয়ভীতা ইতস্ততঃ ॥ ৫০ ॥
মনোশ্চ ক্ষুবতঃ পুত্র উৎপন্নো বীর্য্যবত্তরঃ।
ইক্ষ্বাকুরিতি কুখ্যাতঃ সূর্য্যবংশকরস্তু সঃ ॥ ৫১ ॥
বংশার্থং তপ আতিষ্ঠদ্ দেবীং ধ্যাত্বা নিরন্তরম্।
নারদস্যোপদেশেন প্রাপ্য দীক্ষামনুত্তমাম্ ॥ ৫২ ॥
তস্য পুত্রশতং রাজন্নিক্ষ্বাকোরিতি বিশ্রুতম্।
বিকুক্ষিঃ প্রথমস্তেষাং বলবীর্য্যসমন্বিতঃ ॥ ৫৩ ॥
অযোধ্যায়াং স্থিতো রাজা ইক্ষ্বাকুরিতি বিশ্রুতঃ।
শকুনিপ্রমুখাঃ পুত্রাঃ পঞ্চাশদ্বলবত্তরাঃ ॥ ৫৪ ॥

মেরুং গতস্য স্বর্গং গতস্য শর্যাতের্মরণোত্তরমিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥
ইত্থং শর্যাতিকথাং সমাপ্যেক্ষ্বাকোর্বংশমাহ মনোরিতি। ক্ষুবত ইতি ক্ষুতং কুর্ব্বতো বৈবস্বতমনোর্ঘ্রাণত উৎপন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥
দেবীং ধ্যাত্বেতি। নারদোপদেশতো দীক্ষাং প্রাপ্য তন্মন্ত্রজপপুরঃসরং দেবীং ধ্যাত্বা তপ আতিষ্ঠদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৫২ ॥
ততো দেবীপ্রসাদেন সূর্য্যবংশশ্চলিত ইত্যাহ তস্য পুত্রশতমিতি। অনেন চ সর্ব্বেঽপি সূর্য্যবংশীয়া রাজানো দেবীপদাম্বুজরতা ইতি বোধিতম্। মূলপুরুষস্য দেবীভক্তত্বাৎ ॥ ৫৩ ॥
পুত্রশতবিভাগমাহ অযোধ্যায়ামিতি ॥ ৫৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! ব্রহ্মলোক পাপস্পর্শশূন্য ; তথায় জরা, ক্ষুধা, পিপাসা বা মৃত্যুভয়াদি কিছুই নাই সেখানে অন্য কোন গ্লানিও হইতে পারে না, অতএব তন্নিবাসী ব্যক্তিগণ সর্ব্বথা জরামরণশূন্য দীর্ঘজীবী হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? ॥ ৪৯ ॥ শর্য্যাতি রাজা স্বর্গলোকে গমন করিলে তাঁহার সন্ততিগণকে রাক্ষসেরা নিহত করে, যাহারা অবশিষ্ট ছিল, তাহারা ভয়ে ভীত হইয়া কুশস্থলী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্তত পলায়ন করিয়াছে ॥ ৫০ ॥ বৈবস্বত মনু হাঁচিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার ঘ্রাণদ্বার দিয়া এক বীর্য্যবান্ পুত্র উৎপন্ন হয় তাঁহার নাম ইক্ষ্বাকু, তিনিই সূর্য্যবংশ বিস্তার করিয়া জগতে বিখ্যাত হয়েন ॥ ৫১ ॥ মহর্ষি নারদের উপদেশ অনুসারে অনুত্তমা দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া বংশবর্দ্ধন কামনায় নিরন্তর দেবীর ধ্যান করত তপস্যার অনুষ্ঠান করেন ॥ ৫২ ॥ রাজন্ ! ইক্ষ্বাকুর শতপুত্র জন্মে, তাহাদের মধ্যে বিকুক্ষিই প্রথম, তিনি বীর্য্যবান্ ও বলসম্পন্ন হয়েন ॥ ৫৩ ॥ ইক্ষ্বাকু রাজা হইয়া অযোধ্যায় বাস করেন ; তিনি শকুনি প্রভৃতি অতি বলবান্ পঞ্চাশৎ

উত্তরাপথদেশস্য রক্ষিতারঃ কৃতাঃ কিল।
দক্ষিণস্যাং তথা রাজন্নাদিষ্টাস্তেন তে সুতাঃ ॥ ৫৫ ॥
চত্বারিংশত্তথাষ্টৌ চ রক্ষণার্থং মহাত্মনা।
অন্যৌ দ্বৌ সংস্থিতৌ পার্শ্বে সেবার্থং তস্য ভূপতেঃ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে রেবতাখ্যানসূর্য্যবংশবিস্তারকথনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

উত্তরাপথদেশস্যেতি পূর্ব্বদেশস্যাপ্যুপলক্ষণম্। দক্ষিণস্যামিতি পশ্চিমায়া উপলক্ষণম্। তদুক্তং ভাগবতে নবমস্কন্ধে। ক্ষুবতস্তু মনোর্জজ্ঞে ইক্ষ্বাকুর্ঘ্রাণতঃ সুতঃ। তস্য পুত্রশতজ্যেষ্ঠা বিকুক্ষিনিমিদণ্ডকাঃ। তেষাং পুরস্তাদভবন্নার্য্যাবর্ত্তে নৃপা নৃপ!। পঞ্চবিংশতি পশ্চাচ্চ ত্রয়োর্মধ্যে পরেঽন্যত ইতি ॥ ৫৫—৫৬ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে অষ্টমোধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

পুত্রকে উত্তরাপথ প্রদেশের রক্ষাকার্য্যে নিয়োগ করেন। রাজন্! সেই মহাত্মা আরও অষ্টচত্বারিংশৎ পুত্রকে দক্ষিণদেশ রক্ষা করিতে পাঠাইয়াছিলেন। ভূপতে! আর অবশিষ্ট দুই পুত্রকে সেবার নিমিত্ত তিনি আপনার নিকটেই রাখিয়াছিলেন ॥ ৫৪—৫৬ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে রেবতাখ্যান ও সূর্য্যবংশবিস্তারকথন নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ *॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

কদাচিদষ্টকাশ্রাদ্ধে বিকুক্ষিং পৃথিবীপতিঃ।
আজ্ঞাপয়দসংমূঢ়ো মাংসমানয় সত্বরম্ ॥ ১ ॥
মেধ্যং শ্রাদ্ধার্হমধুনা বনে গত্বা সুতাদরাৎ।
ইত্যুক্তোঽসৌ তথেত্যাশু জগাম বনমস্ত্রভৃৎ ॥ ২ ॥
গত্বা জঘান বাণৈঃ স বরাহান্ শূকরান্ মৃগান্।
শশাংশ্চাপি পরিশ্রান্তো বভূবাথ বুভুক্ষিতঃ ॥ ৩ ॥
বিস্মৃতা চাষ্টকা তস্য শশঞ্চাদদসৌ বনে।
শেষং নিবেদয়ামাস পিত্রে মাংসমনুত্তমম্ ॥ ৪ ॥
প্রোক্ষণায় সমানীতং মাংসং দৃষ্ট্বা গুরুস্তদা।
অনর্হমিতি তজ্জ্ঞাত্বা চুকোপ মুনিসত্তমঃ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকত্রিষষ্ট্যা তু পদ্যানামুক্তবস্তথা।
ককুৎস্থস্য প্রথমতস্ততো মান্ধাতুরুচ্যতে ॥

ইক্ষ্বাকোশ্চরিতমাহ কদাচিদিতি। অষ্টকাশ্রাদ্ধে পিত্রাদিমাতৃমধ্যঞ্চ তথা মাতামহাস্তিমমিত্যুক্তলক্ষণে। পৃথিবীপতিরিক্ষ্বাকুঃ ॥ ১—৩ ॥
আদৎ অভক্ষয়ৎ ॥ ৪ ॥
গুরুর্বশিষ্ঠঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! কোনও সময়ে অষ্টকাশ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে পৃথিবীপতি ইক্ষ্বাকু আপন পুত্র বিকুক্ষিকে আদেশ করিলেন বৎস! তুমি অতি সত্বর বনে যাইয়া শ্রাদ্ধের নিমিত্ত যত্নসহকারে পবিত্র মাংস সংগ্রহ করিয়া আনয়ন কর; সাবধান! দেখিও যেন ইহাতে কোনরূপ ত্রুটি না হয়। বিকুক্ষি পিতার এইরূপ আদেশ পাইয়া অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ বনে গমন করিলেন ॥ ১—২ ॥ তিনি বনে গিয়া নিশিত শরসমূহ দ্বারা অসংখ্য শূকর, বরাহ, মৃগ ও শশক সকল সংহার করিলেন। পরন্তু তিনি বনে ভ্রমণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া ক্ষুধায় এতদূর কাতর হইয়া পড়িলেন যে, পিতার অষ্টকার কথা বিস্মৃত হইয়া বন মধ্যেই একটি শশক ভক্ষণ করিলেন; অবশিষ্ট অত্যুত্তম মাংস সকল আনিয়া পিতাকে সমর্পণ করিলেন ॥ ৩—৪ ॥ যখন সেই মাংস প্রোক্ষণের নিমিত্ত আনীত হইল, তখন কুলগুরু মুনিসত্তম বশিষ্ঠ তাহা অবলোকন করিবামাত্র ভুক্তাবশিষ্ট জানিতে

ভুক্তশেষস্তু ন শ্রাদ্ধে প্রোক্ষণীয়মিতি স্থিতিঃ।
রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস বসিষ্ঠঃ পাকদূষণম্ ॥ ৬ ॥
পুত্রস্য কর্ম্ম তজ্‌জ্ঞাত্বা ভূপতির্গুরুণোদিতম্।
চুকোপ বিধিলোপাত্তং দেশান্নিঃসারয়ত্ততঃ ॥ ৭ ॥
শশাদ ইতি বিখ্যাতো নাম্না জাতো নৃপাত্মজঃ।
গতো বনে শশাদস্তু পিতৃকোপাদসম্ভ্রমঃ ॥ ৮ ॥
বন্যেন বর্ত্তয়ন্ কালং নীতবান্ ধর্ম্মতৎপরঃ।
পিতর্য্যুপরতে রাজ্যং প্রাপ্তং তেন মহাত্মনা ॥ ৯ ॥
শশাদস্ত্বকরোদ্রাজ্যমযোধ্যায়াঃ পতিঃ স্বয়ম্।
যজ্ঞাননেকশঃ পূর্ণান্ চকার সরযূতটে ॥ ১০ ॥
শশাদস্যাভবৎ পুত্রঃ ককুৎস্থ ইতি বিশ্রুতঃ।
তস্যৈব নাম ভেদাদ্ বৈ ইন্দ্রবাহঃ পুরঞ্জয়ঃ ॥ ১১ ॥

জনমেজয় উবাচ।

নামভেদঃ কথং জাতো রাজপুত্রস্য চানঘ!।
কারণং ব্রূহি মে সর্ব্বং কর্ম্মণা যেন চাভবৎ ॥ ১২ ॥

ভুক্তশেষমিতি। শ্রাদ্ধোদ্দেশেন যদন্নং নিষ্কাশিতং তন্মধ্যাৎ কিঞ্চিদন্নং ভক্ষিতং চেদ্ যদবশিষ্টমন্নং তদ্ভুক্তশেষং জাতমিত্যর্থঃ ॥ ৬—৭ ॥
শশভক্ষণাৎ শশাদো জাতঃ ॥ ৮—১৫ ॥

পারিয়া সাতিশয় কুপিত হইলেন ॥ ৫ ॥ ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্য শ্রাদ্ধে প্রোক্ষণযোগ্য হয় না ইহাই শাস্ত্রীয় বিধি। বশিষ্ঠ, রাজাকে এই পাকদূষণের বিষয় বিদিত করিলেন ॥ ৬ ॥ গুরুদেবের বাক্যানুসারে পুত্রের সেই কার্য্য অবগত হইয়া ভূপতি বিধিলোপবশত পুত্রের প্রতি সাতিশয় কুপিত হইয়া তাহাকে নিজ দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন ॥ ৭ ॥ সেই অবধি রাজপুত্র (শশক ভক্ষণ করায়) শশাদ নামে বিখ্যাত হইলেন, কিন্তু ঐ শশাদ পিতৃকোপে কিছুমাত্রই ক্ষুভিত না হইয়া বনে গমনপূর্ব্বক তথায় বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ তিনি ধর্ম্মনিরত হইয়া বন্য ফল মূল ভক্ষণ করিয়া পরমসুখে কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ কাল পরে পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইলে সেই মহাত্মা পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৯ ॥ শশাদ অযোধ্যার অধিপতি হইয়া রাজ্যশাসন করিবার সময় সরযূনদীর তীরে অনেক মহৎ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ শশাদের একটি মাত্র তনয়; তিনি ত্রিলোক মধ্যে ককুৎস্থ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ইন্দ্রবাহ ও পুরঞ্জয় এই দুইটি অপর নাম ছিল ॥ ১১ ॥

ব্যাস উবাচ।

শশাদে স্বর্গতে রাজা ককুৎস্থ ইতি চাভবৎ।
"রাজ্যং চকার ধর্ম্মজ্ঞো পিতৃপৈতামহং বলাৎ॥"
এতস্মিন্নন্তরে দেবা দৈত্যৈঃ সর্ব্বে পরাজিতাঃ॥ ১৩॥
জগ্মুস্ত্রিলোকাধিপতিং বিষ্ণুং শরণমব্যয়ম্।
তান্ প্রোবাচ মহাবিষ্ণুস্তদা দেবান্ সনাতনঃ॥ ১৪॥

বিষ্ণুরুবাচ।

পার্ষ্ণিগ্রাহং মহীপালং প্রার্থয়ন্তু শশাদজম্।
স হনিষ্যতি বৈ দৈত্যান্ সংগ্রামে সুরসত্তমাঃ॥ ১৫॥
আগমিষ্যতি ধর্ম্মাত্মা সাহায্যার্থে ধনুর্দ্ধরঃ।
পরাশক্তেঃ প্রসাদেন সামর্থ্যং তস্য চাতুলম্॥ ১৬॥

ব্যাস উবাচ।

হরেঃ সুবচনাদ্দেবাঃ যযুঃ সর্ব্বে সবাসবাঃ।
অযোধ্যায়াং মহারাজ! শশাদতনয়ং প্রতি॥ ১৭॥

তস্য কস্মাৎ কারণাদেতাদৃশং সামর্থ্যমিতি চেত্তত্রাহ পরাশক্তেঃ প্রসাদেনেতি। পরাশক্ত্যুপাসকস্য রাজ্ঞস্তস্যা এব প্রসাদাৎ সামর্থ্যলাভ ইতি ভাবঃ॥ ১৬—২১॥

জনমেজয় বলিলেন, পবিত্রাত্মন্! রাজপুত্র ককুৎস্থের নামান্তর কি কারণে ও কি প্রকারে হইয়াছিল? কোন্ কার্য্য দ্বারা তাঁহার অপর দুইটি নাম হইল তাহার সমস্ত বিবরণ আমাকে বলুন॥ ১২॥

ব্যাস বলিলেন, নৃপসত্তম! মহারাজ শশাদ স্বর্গগত হইলে ককুৎস্থ রাজা হইলেন; সেই ধর্ম্মাত্মা, পিতা ও পিতামহদিগের রাজ্য অতি দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে সুশাসন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সমস্ত দেবগণ দানবদিগের নিকট পরাজিত হইয়া ত্রিলোকাধিপতি অচ্যুত বিষ্ণুর শরণাগত হইলেন; তখন সচ্চিদানন্দময় সনাতন মহাবিষ্ণু সেই দেবগণকে বলিলেন॥১৩—১৪॥ সুরগণ! তোমরা শশাদতনয় সর্ব্বজনরক্ষক মহীপাল ককুৎস্থের নিকট প্রার্থনা কর; সেই মহাত্মা তোমাদের পার্ষ্ণিগ্রাহ হইয়া সমস্ত দানবদিগকে সমরে নিহত করিবে সন্দেহ নাই॥ ১৫॥ সেই ককুৎস্থ ধার্ম্মিক, বিশেষত পরাশক্তির উপাসক সুতরাং তাঁহার প্রসাদে সেই নৃপতির বলের সীমা নাই, অতএব প্রার্থনা করিলেই সে ধনুর্দ্ধারী হইয়া তোমাদের সাহায্য করিতে অবশ্যই আসিবে সন্দেহ নাই॥ ১৬॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বাসবাদি দেববৃন্দ হরির সেই সুধাময় বাক্য শ্রবণমাত্র অযোধ্যানগরে শশাদ তনয় ককুৎস্থের নিকট গমন করিলেন॥ ১৭॥ সুরগণ উপস্থিত হইলে

তানাগতান্ সুরান্ রাজা পূজয়ামাস ধর্ম্মতঃ।
পপ্রচ্ছাগমনে রাজা প্রয়োজনমতন্দ্রিতঃ ॥ ১৮ ॥

রাজোবাচ।

ধন্যোঽহং পাবিতশ্চাস্মি জীবিতং সফলং মম।
যদাগত্য গৃহে দেবা দদুশ্চ দর্শনং মহৎ ॥ ১৯ ॥
ব্রুবন্তু কৃত্যং দেবেশা দুঃসাধ্যমপি মানবৈঃ।
করিষ্যামি মহৎ কার্য্যং সর্ব্বথা ভবতামহম্ ॥ ২০ ॥

দেবা ঊচুঃ।

সাহায্যং কুরু রাজেন্দ্র ! সখা ভব শচীপতেঃ।
সংগ্রামে জয় দৈত্যেন্দ্রান্ দুর্জ্জয়াংস্ত্রিদশৈরপি ॥ ২১ ॥
পরাশক্তিপ্রসাদেন দুর্লভং নাস্তি তে কচিৎ।
বিষ্ণুনা প্রেরিতাশ্চৈবমাগতাস্তব সন্নিধৌ ॥ ২২ ॥

রাজোবাচ।

পার্ষ্ণিগ্রাহো ভবাম্যদ্য দেবানাং সুরসত্তমাঃ।
ইন্দ্রো মে বাহনং তত্র ভবেদ্ যদি সুরাধিপঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রীভগবতীপ্রসাদেন তব ন কিঞ্চিদ্দুর্লভমিত্যাহ পরাশক্তীতি ॥ ২২ ॥
পার্ষ্ণিগ্রাহঃ সংরক্ষিতা ॥ ২৩ ॥

রাজা সাবধানে তাঁহাদের যথাবিধি পূজা করিয়া তাঁহাদিগের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৮ ॥

রাজা বলিলেন, দেবগণ ! আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক যখন আমার গৃহে আসিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়াছেন, তখন আমি পবিত্র ও ধন্য হইলাম, আজ আমার জীবন সফল হইল ॥ ১৯ ॥ হে দেবেশবৃন্দ ! আপনাদের কি কার্য্য সাধন করিতে হইবে তাহা বলুন ; উহা মানবের দুঃসাধ্য হইলেও আমি আপনাদের সেই মহৎ কার্য্য অবশ্যই সম্পাদন করিব ॥ ২০ ॥

দেবগণ বলিলেন, রাজপুত্র ! তুমি আমাদের সাহায্য করিয়া ত্রিদশগণেরও অজেয় দৈত্যপতিদিগকে সমরে পরাজয় করিয়া শচীপতির সহিত সখ্যতা স্থাপন কর ॥ ২১ ॥ মহারাজ ! পরাশক্তির প্রসাদে তোমার কোথাও কিছু দুর্লভ নাই, অতএব বিষ্ণুর আদেশে আমরা তোমার নিকট আগমন করিয়াছি ॥ ২২ ॥

রাজা বলিলেন, সুরসত্তমগণ ! সুরাধিপতি ইন্দ্র যদি সেই যুদ্ধকালে আমার বাহন হন, তাহা হইলে আমি দেবতাদিগের পার্ষ্ণিরক্ষক হইতে পারি ॥ ২৩ ॥ সুরগণের নিমিত্ত

সংগ্রামন্তু করিষ্যামি দৈত্যৈর্দেবকৃতেঽধুনা ।
আরুহ্যেন্দ্রং গমিষ্যামি সত্যমেতদ্ ব্রবীম্যহম্ ॥ ২৪ ॥
তদোচুর্বাসবং দেবাঃ কর্ত্তব্যং কার্য্যমদ্ভুতম্ ।
পত্রং ভব নরেন্দ্রস্য ত্যক্ত্বা লজ্জাং শচীপতে ! ॥ ২৫ ॥
লজ্জমানস্তদা শক্রঃ প্রেরিতো হরিণা ভৃশম্ ।
বভূব বৃষভস্তূর্ণং রুদ্রস্যেবাপরো মহান্ ॥ ২৬ ॥
তমারুরোহ রাজাসৌ সংগ্রামগমনায় বৈ ।
স্থিতঃ ককুদি যেনাস্য ককুৎস্থস্তেন চাভবৎ ॥ ২৭ ॥
ইন্দ্রো বাহঃ কৃতো যেন তেন নাম্নেন্দ্রবাহকঃ ।
পুরং জিতন্তু দৈত্যানাং তেনাভূচ্চ পুরঞ্জয়ঃ ॥ ২৮ ॥
জিত্বা দৈত্যান্ মহাবাহুর্ধনং তেষাং প্রদত্তবান্ ।
পপ্রচ্ছ চৈবং রাজর্ষেরিতি সখ্যং বভূব হ ॥ ২৯ ॥

দেবকৃতে দেবার্থম্ ॥ ২৪ ॥
পত্রং বাহনম্ ॥ ২৫ ॥
রুদ্রস্য যথা বৃষভস্তথেত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥
যেনাস্যেতি । যেন কারণেনাস্যেন্দ্রস্য বৃষভরূপস্য ককুদি স্থিতস্তেন কারণেনেত্যর্থঃ ॥ ২৭—২৮ ॥
তেষাং দৈত্যানাং ধনং দেবেভ্যো দত্তবানিত্যর্থঃ । পপ্রচ্ছেতি । স্বনগরং গন্তুং দেবানিতি শেষঃ । অনেন প্রকারেণ রাজর্ষেরিন্দ্রস্য চ সখ্যং বভূবেত্যাহ রাজর্ষেরিতি ॥ ২৯—৩০ ॥

আমি অধুনা দানবদিগের সহিত সংগ্রাম করিব ; কিন্তু ইন্দ্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সংগ্রামস্থলে গমন করিব, ইহা আমি আপনাদিগকে সত্য করিয়া বলিলাম ॥ ২৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র ! তখন দেবতাগণ বাসবকে বলিলেন, শচীপতে ! এই অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন করা আপনার একান্ত কর্ত্তব্য, অতএব আপনি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া এই নরেন্দ্রের বাহন হউন ॥ ২৫ ॥ সুরপতি ঐ কার্য্য করিতে লজ্জিত হইলেন, কিন্তু হরি তাঁহাকে বারংবার উহাতে নিয়োগ করিতে লাগিলেন, সুতরাং দেবরাজ তখন রুদ্রের মহাবৃষভের ন্যায় বৃষভমূর্ত্তি ধারণ করিলেন ॥ ২৬ ॥ রাজা সংগ্রামে গমন করিবার নিমিত্ত সেই বৃষে আরোহণ করিলেন ; তিনি বৃষের ককুদ্দেশে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম ককুৎস্থ হইল ॥ ২৭ ॥ রাজা ইন্দ্রকে বাহন করেন সেই জন্য তাঁহার নাম ইন্দ্রবাহ এবং তিনি যুদ্ধে দানবদিগের পুর জয় করেন বলিয়া তাঁহার পুরঞ্জয় নাম হইল ॥ ২৮ ॥ সেই মহাবাহু রাজা দানববৃন্দকে সমরে পরাজিত করিয়া তাহাদের ধন-সম্পত্তি দেবতাদিগকে প্রদান করিলেন। অবশেষে তিনি দেবগণের নিকট বিদায় গ্রহণ

ককুৎস্থশ্চাতিবিখ্যাতো নৃপতিস্তস্য বংশজাঃ।
কাকুৎস্থা ভুবি রাজানো বভূবুর্বহুবিশ্রুতাঃ ॥ ৩০ ॥
ককুৎস্থস্যাভবৎ পুত্রো ধর্ম্মপত্ন্যাং মহাবলঃ।
অনেনাবিশ্রুতস্তস্য পৃথুঃ পুত্রশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ৩১ ॥
বিষ্ণোরংশঃ স্মৃতঃ সাক্ষাৎ পরাশক্তিপদার্চ্চকঃ।
বিশ্বরন্ধিস্তু বিজ্ঞেয়ঃ পৃথোঃ পুত্রো নরাধিপঃ ॥ ৩২ ॥
চন্দ্রস্তস্য সুতঃ শ্রীমান্ রাজা বংশকরঃ স্মৃতঃ।
তৎসুতো যুবনাশ্বস্তু তেজস্বী বলবত্তরঃ ॥ ৩৩ ॥
শাবস্তো যুবনাশ্বস্য জজ্ঞে পরমধার্ম্মিকঃ।
শাবস্তী নির্ম্মিতা তেন পুরী শক্রপুরীসমা ॥ ৩৪ ॥
বৃহদশ্বস্তু পুত্রোঽভূচ্ছাবস্তস্য মহাত্মনঃ।
কুবলয়াশ্বঃ সুতস্তস্য বভূব পৃথিবীপতিঃ ॥ ৩৫ ॥
ধুন্ধুর্নামা হতো দৈত্যস্তেনাসৌ পৃথিবীতলে।
ধুন্ধুমারেতি বিখ্যাতং নাম প্রাপাতিবিশ্রুতম্ ॥ ৩৬ ॥

অনেনাবিশ্রুতঃ কাকুৎস্থনাম্না বিখ্যাত ইত্যর্থঃ। তস্য ককুৎস্থস্য পৃথুঃ পুত্রঃ ॥ ৩১ ॥
স চ পৃথুর্বিষ্ণোরংশঃ পরাশক্তেশ্চ পরমভক্ত ইত্যাহ বিষ্ণোরিতি ॥ ৩২—৩৩ ॥
শাবস্তীতি। তদুক্তং কূর্ম্মপুরাণে। শাবস্তী নির্ম্মিতা তেন গৌড়দেশে মহাপুরীতি ॥৩৪-৩৯॥

করিয়া নিজ নগরে প্রতিগমন করিলেন। মহারাজ! এইরূপে সেই রাজর্ষির সহিত ইন্দ্রের সখ্যভাব জন্মিয়াছিল ॥ ২৯ ॥ রাজন্! ককুৎস্থ পৃথিবীতলে অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহার বংশজাত রাজারাও কাকুৎস্থ বলিয়া ভূতলে বিশেষ পরিচিত হইলেন ॥ ৩০ ॥

ধর্ম্মপত্নীর গর্ভে ককুৎস্থের এক মহাবল পুত্র জন্মে, তাঁহার নাম কাকুৎস্থ; তাঁহার পুত্র পৃথু, তিনি অতিশয় বীর্য্যবান্ ॥৩১॥ সেই পৃথু সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অংশ, বিশেষত তিনি সততই পরাশক্তির চরণকমল অর্চনা করিতেন। তাঁহার পুত্র বিশ্বরন্ধি, তিনি নরপতি হইয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥ তাঁহার তনয় শ্রীমান্ চন্দ্র; তিনি রাজা হইয়া রাজ্যশাসন ও নিজ বংশ বিশেষরূপে বিস্তার করিয়াছিলেন। যুবনাশ্ব নামে তাঁহার এক পুত্র হয়, তিনি অতিশয় বলবান্ ও মহাতেজস্বী ছিলেন ॥ ৩৩ ॥ যুবনাশ্বের শাবস্ত নামে পরমধার্ম্মিক এক পুত্র জন্মে, তিনি অমরাবতীর ন্যায় শাবস্তী নামে একটি উত্তম পুরী নির্ম্মাণ করেন ॥ ৩৪ ॥ মহাত্মা শাবস্তের পুত্র বৃহদশ্ব; তাঁহার পুত্র কুবলয়াশ্ব; তিনি স্বীয় বাহুবলে সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি হইয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥ তিনি ধুন্ধু নামক দানবকে সংহার করেন, সেই জন্য ভূমণ্ডলে ধুন্ধুমার নামে অত্যন্ত বিখ্যাত হয়েন ॥ ৩৬ ॥ তাঁহার পুত্র

পুত্ৰস্তস্য দৃঢ়াশ্বস্তু পালয়ামাস মেদিনীম্।
দৃঢ়াশ্বস্য সুতঃ শ্রীমান্ হর্য্যশ্ব ইতি কীর্ত্তিতঃ॥ ৩৭॥
নিকুম্ভস্তৎসুতঃ প্রোক্তো ৰভূব পৃথিবীপতিঃ।
ৰর্হণাশ্বো নিকুম্ভস্য কৃশাশ্বস্তস্য বৈ সুতঃ॥ ৩৮॥
প্রসেনজিৎ কৃশাশ্বস্য ৰলবান্ সত্যবিক্রমঃ।
তস্য পুত্রো মহাভাগো যৌবনাশ্বেতি বিশ্রুতঃ॥ ৩৯॥
যৌবনাশ্বসুতঃ শ্রীমান্ মান্ধাতেতি মহীপতিঃ।
অষ্টোত্তরসহস্রস্তু প্রাসাদা যেন নির্ম্মিতাঃ।
ভগবত্যাস্তু তুষ্ট্যর্থং মহাতীর্থেষু মানদ!॥ ৪০॥
মাতৃগর্ভে ন জাতোঽসাবুৎপন্নো জনকোদরে।
নিঃসারিতস্ততঃ পুত্রঃ কুক্ষিং ভিত্ত্বা পিতুঃ পুনঃ॥ ৪১॥

রাজোবাচ।

ন শ্রুতং ন চ দৃষ্টং বা ভবতা তদুদাহৃতম্।
অসম্ভাব্যং মহাভাগ! তস্য জন্ম যথোদিতম্॥ ৪২॥

মান্ধাতুঃ পরাক্রমং বর্ণয়তি অষ্টোত্তরসহস্রস্ত্বিতি। যেন মহাতীর্থেষু কাশ্যাদিষু শ্রীভগবতীতুষ্ট্যর্থমষ্টোত্তরসহস্রসংখ্যাকা ভগবত্যাঃ প্রাসাদা নির্ম্মিতাঃ। এতাদৃশোঽয়ং পরমভগবতীভক্ত ইত্যর্থঃ॥ ৪০॥

ভগবত্যাস্তু তুষ্ট্যর্থমিতি। তদুক্তমুমাসংহিতায়াম্। ত্রিলোকীস্থাপনাৎ পুণ্যং যদ্ভবেন্মুনিপুঙ্গব!। তৎকোটিগুণিতং পুণ্যং শ্রীদেবীস্থাপনাদ্ভবেৎ॥ মধ্যে দেবীং স্থাপয়িত্বা পঞ্চায়তনদেবতাঃ। চতুর্দিক্ষু স্থাপয়েদ্ যস্তস্য পুণ্যং ন গণ্যতে॥ বিষ্ণোর্নাম্নাং কোটিজপাদ্গ্রহণে সূর্য্যচন্দ্রয়োঃ। যৎ ফলং লভ্যতে তস্মাচ্ছতকোটিগুণোত্তরম্॥ শিবনাম্নো জপাদেব তস্মাৎ

দৃঢ়াশ্ব, তিনি ভূমণ্ডল পালন করেন; তাঁহার পুত্র শ্রীমান্ হর্য্যশ্ব॥ ৩৭॥ তাঁহার পুত্র নিকুম্ভ, তিনি পৃথিবীর অধিপতি হয়েন। নিকুম্ভের পুত্র বর্হণাশ্ব, কৃশাশ্ব নামে তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হন॥ ৩৮॥ তাঁহার পুত্র মহাবল প্রসেনজিৎ, তাঁহার বিক্রমের সীমা ছিল না; প্রসেনজিতের তনয় মহাভাগ যৌবনাশ্ব॥ ৩৯॥ মহাভাগ! যৌবনাশ্বের পুত্র শ্রীমান্ মান্ধাতা; তিনি মহীমণ্ডলের অধীশ্বর হইয়া ভগবতীর প্রীতি কামনায় কাশী প্রভৃতি মহাতীর্থ স্থানে তাঁহার অষ্টোত্তর সহস্র প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া দেন॥ ৪০॥ মান্ধাতা মাতৃগর্ভে না জন্মিয়া পিতার উদরে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তৎকালে অমাত্যগণ পিতার কুক্ষি ভেদ করিয়া পুত্র নিঃসারিত করিয়াছিলেন॥ ৪১॥

জনমেজয় কহিলেন, মহাভাগ! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা কখন দৃষ্টিগোচর বা শ্রবণগোচর করি নাই; এইরূপে জন্মগ্রহণ করা একান্তই অসম্ভব॥ ৪২॥ সেই সর্ব্বজ্ঞ

বিস্তরেণ বদস্বাদ্য মান্ধাতুর্জ্জন্মকারণম্।
রাজোদরে যথোৎপন্নঃ পুত্রঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ॥ ৪৩॥

ব্যাস উবাচ।

যৌবনাশ্বোঽনপত্যোঽভূদ্রাজা পরমধার্ম্মিকঃ।
ভার্য্যাণাঞ্চ শতং তস্য বভূব নৃপতের্নৃপ!॥ ৪৪॥
রাজা চিন্তাপরঃ প্রায়শ্চিন্তয়ামাস নিত্যশঃ॥ ৪৫॥
অপত্যার্থে যৌবনাশ্বো দুঃখিতস্তু বনং গতঃ।
ঋষীণামাশ্রমে পুণ্যে নির্ব্বিণ্ণঃ স চ পার্থিবঃ॥ ৪৬॥
মুমোচ দুঃখিতঃ শ্বাসান্ তাপসানাঞ্চ পশ্যতঃ।
দৃষ্ট্বা তু দুঃখিতং বিপ্রা বভূবুশ্চ কৃপালবঃ॥ ৪৭॥
তমূচুর্ব্রাহ্মণা রাজন্! কস্মাচ্ছোচসি পার্থিব!।
কিং তে দুঃখং মহারাজ! ব্রূহি সত্যং মনোগতম্॥ ৪৮॥
প্রতীকারং করিষ্যামো দুঃখস্য তব সর্ব্বথা॥ ৪৯॥

যৌবনাশ্ব উবাচ।

রাজ্যং ধনং সদশ্বাশ্চ বর্ত্তন্তে মুনয়ো মম।
ভার্য্যাণাঞ্চ শতং শুদ্ধং বর্ত্ততে বিশদপ্রভম্॥ ৫০॥

কোটিগুণোত্তরম্। শ্রীদেবীনামজাপাত্তু ততঃ কোটিগুণোত্তরম্। দেব্যাঃ প্রাসাদকরণাৎ পুণ্যান্ত সমবাপ্যতে॥ স্থাপিতা যেন সা দেবী জগন্মাতা ত্রয়ীময়ী। ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিৎ শ্রীমাতুঃ করুণাবশাদিতি॥ ৪১—৫০॥

সুন্দর পুত্র রাজার উদরে কি রূপে উৎপন্ন হইয়াছিল, আপনি সেই মান্ধাতার জন্মের কারণ বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন॥ ৪৩॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! নরপতি যৌবনাশ্বের একশত মহিষী ছিল, তথাপি সেই পরম ধার্ম্মিক রাজার সন্তান সন্ততি কিছুই হইল না॥ ৪৪॥ রাজা প্রায় নিয়তই পুত্রের নিমিত্ত চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকিতেন॥ ৪৫॥ একদা সেই পৃথিবীপতি যৌবনাশ্ব দুঃখিত হইয়া অপত্য কামনায় বনে ঋষিদিগের পবিত্র আশ্রমে গমন করিলেন॥ ৪৫॥ তিনি তপোবনে উপনীত হইয়া তাপসগণের সমক্ষে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন; তাঁহাকে দুঃখিত দেখিয়া বিপ্রবর্গ কৃপাপরতন্ত্র হইলেন॥ ৪৭॥ রাজন্! তখন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে বলিলেন, হে পার্থিব! আপনি কি কারণে শোক প্রকাশ করিতেছেন? মহারাজ! আপনার মনোগত দুঃখ কি? তাহা সত্য করিয়া বলুন। আমরা অবশ্যই আপনকার দুঃখের প্রতীকার করিব॥ ৪৮—৪৯॥

নারাতিস্ত্রিষু লোকেষু কোঽপ্যস্তি বলবান্মম ।
আজ্ঞাকরাস্তু সামন্তা বর্ত্তন্তে মন্ত্রিণস্তথা ॥ ৫১ ॥
একং সন্তানজং দুঃখং নান্যৎ পশ্যামি তাপসাঃ ।
অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গে নৈব চ নৈব চ ।
তস্মাচ্ছোচামি বিপ্রেন্দ্রাঃ সন্তানার্থং ভৃশং ততঃ ॥ ৫২ ॥
বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞাস্তাপসাশ্চ কৃতশ্রমাঃ ।
ইষ্টিং সন্তানকামস্য যুক্তাং জ্ঞাত্বা দিশন্তু মে ॥ ৫৩ ॥
কুর্ব্বন্তু মম কার্য্যং বৈ কৃপা চেদস্তি তাপসাঃ ॥ ৫৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজ্ঞঃ কৃপয়া পূর্ণমানসাঃ ।
কারয়ামাসুরব্যগ্রাস্তস্যেষ্টিমিন্দ্রদেবতাম্ ॥ ৫৫ ॥
কলশঃ স্থাপিতস্তত্র জলপূর্ণস্তু বাড়বৈঃ ।
মন্ত্রিতো বেদমন্ত্রৈশ্চ পুত্রার্থং তস্য ভূপতেঃ ॥ ৫৬ ॥

(অন্যঃ কোঽপি মনোরথো নাস্তি মে ইত্যাহ । নারাতিস্ত্রিষ্বিতি ॥ ৫১ ॥
শোককারণমাহ । অপুত্রস্যেতি ॥ ৫২—৬২ ॥)

যৌবনাশ্ব বলিলেন, মুনিসত্তমগণ ! আমার রাজ্য, ধন এবং উত্তম উত্তম অশ্ব সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। আমার বিমলপ্রভা শুদ্ধস্বভাবা একশত ভার্য্যাও বর্ত্তমান, ত্রিলোক-মধ্যে আমার কেহ শত্রুও নাই ; আমা অপেক্ষা বলবান্ কেহই নাই, সমস্ত রাজগণ ও অমাত্যবর্গ আমার আজ্ঞাকারী ॥৫০—৫১॥ কিন্তু হে তাপসগণ ! একমাত্র অনপত্যতা দুঃখই আমার সমস্ত সুখ বিনষ্ট করিয়াছে ; দেখুন, পুত্রহীন ব্যক্তির কখনই স্বর্গ লাভ হয় না। অতএব বিপ্রেন্দ্রগণ ! কেবল সন্তানের নিমিত্তই আমি নিরন্তর শোক করিতেছি ॥ ৫২ ॥ আপনারা তাপস, বিশেষত বহু পরিশ্রম করিয়া বেদশাস্ত্রের সার মর্ম্ম অবগত হইয়াছেন, অতএব সন্তানার্থী ব্যক্তির কোন্ যাগ করা যুক্তিসঙ্গত আপনারা তাহা আমাকে আদেশ করুন ॥ ৫৩ ॥ তাপসগণ ! যদি আমার প্রতি কৃপা হইয়া থাকে তাহা হইলে আপনারা এই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করুন ॥ ৫৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! রাজার ঈদৃশ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া তাঁহারা দয়ার পরি-পূর্ণ হইয়া স্থিরভাবে তাঁহাকে ইন্দ্রই যে যাগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তাদৃশ যাগ করাই-লেন ॥ ৫৫ ॥ ভূপতির পুত্র-প্রাপ্তির নিমিত্ত প্রথমত তাঁহারা ব্রাহ্মণ দ্বারা জলপূর্ণ কলস স্থাপন করিয়া বৈদিক মন্ত্র দ্বারা তাহা অভিমন্ত্রিত করিলেন ॥ ৫৬ ॥ রাজা

রাজা তদ্যজ্ঞসদনং প্রবিষ্টস্তৃষিতো নিশি।
বিপ্রান্ দৃষ্ট্বা শয়ানান্ স পপৌ মন্ত্রজলং স্বয়ম্ ॥ ৫৭ ॥
ভার্য্যার্থং সংস্কৃতং বিপ্রৈর্মন্ত্রিতং বিধিনোদ্ধৃতম্।
পীতং রাজ্ঞা তৃষার্ত্তেন তদজ্ঞানান্নৃপোত্তম! ॥ ৫৮ ॥
ব্যুদকং কলশং দৃষ্ট্বা তদা বিপ্রা বিশঙ্কিতাঃ।
পপ্রচ্ছুস্তে নৃপং কেন পীতং জলমিতি দ্বিজাঃ ॥ ৫৯ ॥
রাজ্ঞা পীতং বিদিত্বা তে জ্ঞাত্বা দৈববলং মহৎ।
ইষ্টিং সমাপয়ামাসুর্গতাস্তে মুনয়ো গৃহান্ ॥ ৬০ ॥
গর্ভং দধার নৃপতিস্ততো মন্ত্রবলাদথ ॥ ৬১ ॥
ততঃ কালে স উৎপন্নঃ কুক্ষিং ভিত্ত্বাস্য দক্ষিণম্।
পুত্রং নিষ্কাসয়ামাসুর্মন্ত্রিণস্তস্য ভূপতেঃ ॥ ৬২ ॥
দেবানাং কৃপয়া তত্র ন মমার মহীপতিঃ।
কং ধাস্যতি কুমারোঽয়ং মন্ত্রিণশ্চুক্রুশুর্ভৃশম্ ॥ ৬৩ ॥
তদেন্দ্রো দেশিনীং প্রাদান্ মাংধাতেত্যবদদ্বচঃ।
সোঽভবদ্বলবান্ রাজা মান্ধাতা পৃথিবীপতিঃ ॥ ৬৪ ॥

কং ধাস্যতি কং পাস্যতীত্যর্থঃ। মাতুরভাবাৎ স্তনপানং কস্য শিশুঃ করিষ্যতীত্যর্থঃ ॥৬৩॥ মান্ধাতেতি। তদা তস্মিন্ কালে ইন্দ্রো দেশিনীং তর্জ্জনীং শিশবে প্রাদাদ্দত্তবান্ স্তনস্থানে। অথ চেন্দ্রোঽবদৎ কিমিতি মান্ধাতেতি মাং পাস্যতীত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

রাত্রিকালে পিপাসিত হইয়া সেই যজ্ঞস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং সেই সময়ে বিপ্রগণকে প্রসুপ্ত দেখিয়া সেই মন্ত্রপূত জল স্বয়ং পান করিলেন ॥ ৫৭ ॥ দ্বিজগণ বিধি অনুসারে জল উদ্ধৃত এবং অভিমন্ত্রিত করিয়া রাজার ভার্য্যার নিমিত্ত সংস্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজা তৃষার্ত্ত হইয়া অজ্ঞানবশত স্বয়ং সেই জল পান করিলেন ॥ ৫৮ ॥ পরদিবস প্রাতে বিপ্রগণ উদকবিহীন কলস দেখিয়া যার পর নাই শঙ্কিত হইলেন; তখন দ্বিজগণ রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই জল কে পান করিয়াছে? ॥ ৫৯ ॥ যখন তাঁহারা জানিলেন যে, রাজা এই জল পান করিয়াছেন, তখন মুনিগণ সুমহৎ দৈববলেই ইহা সম্পন্ন হইয়াছে, মনে করিয়া যজ্ঞ সমাপনপূর্ব্বক আপন আপন ভবনে প্রস্থান করিলেন ॥ ৬০ ॥

তাহার পর নৃপতি সেই যজ্ঞীয় মন্ত্রবলে গর্ভধারণ করিলেন ॥৬১॥ কিছু দিন অতিবাহিত হইলে সন্তান পরিপুষ্ট হইল। তখন সেই ভূপতির মন্ত্রিগণ তাঁহার দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া পুত্রকে নিষ্কাসিত করিলেন; কেবল দেবতাগণের কৃপায় তখন রাজার মৃত্যু হইল না,

তদুৎপত্তিস্তু ভূপাল ! কথিতা তব বিস্তরাৎ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে সূর্য্যবংশবিস্তারকথনে মান্ধাতুরুৎপত্তির্নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

(রাজ্ঞঃ পুনঃশ্রবণাকাঙ্ক্ষাং নিবর্ত্তয়ন্নাহ বিস্তরাৎ কথিতেতি ॥ ৬৫ ॥)

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

এই কুমার কাহার স্তনপান করিবে এই কথা বলিয়া যখন মন্ত্রিগণ সাতিশয় আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, তখন ইন্দ্র "মাং ধাতা" অর্থাৎ আমাকে (আমার এই অমৃতময় তর্জ্জনী অঙ্গুলী) পান করিবে, এই কথা বলিয়া তাঁহার মুখে তর্জ্জনী অঙ্গুলী প্রদান করিলেন ॥ ৬৩—৬৪ ॥ সেই কারণ বশতই তাঁহার নাম "মান্ধাতা" হইল, ভূপাল ! এই আমি আপনার নিকট সেই মান্ধাতার উৎপত্তি বৃত্তান্ত সবিস্তার কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৬৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশ সহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে ককুৎস্থকথা ও মান্ধাতার উৎপত্তিবর্ণন নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ববভূব চক্রবর্ত্তী স নৃপতিঃ সত্যসঙ্গরঃ।
মান্ধাতা পৃথিবীং সর্ব্বামজয়ন্নৃপতীশ্বরঃ ॥ ১ ॥
দস্যবোঽস্য ভয়ত্রস্তা যযুর্গিরিগুহাসু চ।
ইন্দ্রেণাস্য কৃতং নাম ত্রসদস্যুরিতি স্ফুটম্ ॥ ২ ॥
তস্য বিন্দুমতী ভার্য্যা শশবিন্দোঃ সুতাভবৎ।
পতিব্রতা সুরূপা চ সর্ব্বলক্ষণসংযুতা ॥ ৩ ॥
তস্যামুৎপাদয়ামাস মান্ধাতা দ্বৌ সুতৌ নৃপ!।
পুরুকুৎসং সুবিখ্যাতং মুচুকুন্দং তথাপরম্ ॥ ৪ ॥
পুরুকুৎসাত্ততোঽরণ্যঃ পুত্রঃ পরমধার্ম্মিকঃ।
পিতৃভক্তিরতশ্চাভূদ্ বৃহদশ্বস্তদাত্মজঃ ॥ ৫ ॥
হর্য্যশ্বস্তস্য পুত্রোঽভূদ্ধার্ম্মিকঃ পরমার্থবিৎ।
তস্যাত্মজস্ত্রিধন্বাভূদরুণস্তস্য চাত্মজঃ ॥ ৬ ॥

অষ্টাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্যৈরথ তু সাদরম্।
মান্ধাতুশ্চ কথাং প্রোচ্য সত্যব্রতকথোচ্যতে ॥

মান্ধাতুরুৎপত্ত্যনন্তরং তস্য বৃত্তমাহ ববভূবেতি ॥ ১ ॥
ত্রস্তা দস্যবো যস্মাদিতি ত্রসদস্যুঃ। পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুত্বম্ ॥ ২—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ নরপতি মান্ধাতা ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভূমণ্ডল জয় করিয়া রাজাদিগের অধীশ্বর হইয়া সার্ব্বভৌম উপাধি লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১ ॥ মহারাজ! রাজরাজেশ্বর মান্ধাতার প্রভাবের কথা অধিক কি বলিব তৎকালে দস্যু সকল তাঁহার ভয়ে ত্রস্ত হইয়া গিরিগুহায় পলায়ন করিয়াছিল, এই কারণে ইন্দ্র ইঁহাকে "ত্রসদস্যু" নামে অভিহিত করেন ॥ ২ ॥ সেই নরপাল শশবিন্দুর দুহিতা বিন্দুমতীর পাণি গ্রহণ করেন; সেই পতিব্রতা ললনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সমস্ত সুলক্ষণ বিদ্যমান থাকায় সৌন্দর্য্যের সীমা ছিল না ॥ ৩ ॥ রাজন্! মান্ধাতা সেই ভার্য্যার গর্ভে সুবিখ্যাত পুরুকুৎস ও মুচুকুন্দ নামে দুইটি পুত্র উৎপাদন করেন ॥ ৪ ॥ পুরুকুৎসের পুত্র অনরণ্য; এই রাজকুমারই বৃহদশ্ব নামে বিশ্রুত হয়েন; পরন্তু ইনি নিরতিশয় ধার্ম্মিক এবং পিতৃভক্তি-

অরুণস্য সুতঃ শ্রীমান্ সত্যব্রত ইতি শ্রুতঃ।
সোঽভূদিচ্ছাচরঃ কামী মন্দাত্মা হ্যতিলোলুপঃ ॥ ৭ ॥
স পাপাত্মা বিপ্রভার্য্যাং হৃতবান্ কামমোহিতঃ।
বিবাহে তস্য বিঘ্নং স চকার নৃপতেঃ সুতঃ ॥ ৮ ॥
মিলিতা ব্রাহ্মণাস্তত্র রাজানমরুণং নৃপ!।
ঊচুর্ভৃশং সুদুঃখার্ত্তা হা হতাঃ স্মেতি চাসকৃৎ ॥ ৯ ॥
পপ্রচ্ছ রাজা তান্ বিপ্রান্ দুঃখিতান্ পুরবাসিনঃ।
কিং কৃতং মম পুত্রেণ ভবতামশুভং দ্বিজাঃ ॥ ১০ ॥
তন্নিশম্য দ্বিজা বাক্যং রাজ্ঞো বিনয়পূর্ব্বকম্।
তদোচুস্ত্বরুণং বিপ্রাঃ কৃতাশীর্ব্বচনা ভৃশম্ ॥ ১১ ॥

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ।

রাজংস্তব সুতেনাদ্য বিবাহে প্রহৃতা কিল।
বিবাহিতা বিপ্রকন্যা বলেন বলিনাং বর! ॥ ১২ ॥

ব্যাস উবাচ।

শ্রুত্বা তেষাং বচস্তথ্যং রাজা পরমধার্ম্মিকঃ।
পুত্রমাহ বৃথা নাম কৃতং তে দুষ্টকর্ম্মণা ॥ ১৩ ॥

ততোঽরণ্য ইতি নাম্নৈকদেশেন নামগ্রহণাদনরণ্য ইত্যর্থঃ। বৃহদশ্ব ইত্যনরণ্যস্য বিশেষণম্। তদাত্মজঃ পুরুকুৎসাত্মজ ইত্যর্থঃ। তদুক্তং পুরাণান্তরে। ত্রসদস্যোঃ পৌরুকুৎসো যোঽনরণ্যস্য দেহকৃৎ। হর্য্যশ্বস্তৎসুতস্তস্মাদরুণোঽপ্যো ত্রিবন্ধন ইতি ॥ ৫—১৯ ॥

পরায়ণ ছিলেন ॥ ৫ ॥ তৎপুত্র হর্য্যশ্ব, তিনি ধার্ম্মিক এবং পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার পুত্র ত্রিধন্বা তাঁহার পুত্র অরুণ ॥ ৬ ॥ অরুণের পুত্র শ্রীমান্ সত্যব্রত; তিনি অতিশয় লোভপরতন্ত্র কামুক, মন্দস্বভাব এবং স্বেচ্ছাচারী ছিলেন ॥ ৭ ॥ একদা সেই পাপাত্মা রাজকুমার কামমোহিত হইয়া কোন বিপ্রের ভার্য্যা হরণ করিয়া তাঁহার বিবাহে বিঘ্ন সংঘটন করে ॥৮॥ রাজন্! তখন ব্রাহ্মণগণ সকলে মিলিত হইয়া অতিশয় পরিতাপ করিতে করিতে রাজা অরুণের সন্নিধানে গিয়া পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন; হায়! আমরা হত হইলাম ॥৯॥ রাজা সেই দুঃখিত পুরবাসী দ্বিজগণকে বলিলেন; বিপ্রবৃন্দ! আমার পুত্র আপনাদিগের কি অনিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে? ॥ ১০ ॥ রাজার ঈদৃশ বিনীতবাক্য শ্রবণ করিয়া সেই বেদবিশারদ দ্বিজগণ বারংবার আশীর্ব্বাদ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১১ ॥

রাজন্! আপনি বলবানের অগ্রগণ্য, সুতরাং আপনার পুত্রও সেইরূপ; অদ্য তিনি বিবাহ স্থলে একটী বিবাহিতা বিপ্রকন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

গচ্ছ দূরং সুমন্দাত্মন্! দুরাচার! গৃহান্মম।
ন স্থাতব্যং ত্বয়া পাপ! বিষয়ে মম সর্ব্বথা॥ ১৪॥
কুপিতং পিতরং প্রাহ ক্ব গচ্ছামীতি বৈ মুহুঃ।
অরুণস্তমথোবাচ শ্বপাকৈঃ সহ বর্ত্তয়॥ ১৫॥
শ্বপচস্য কৃতং কর্ম্ম দ্বিজদারাপহারণম্‌।
তস্মাত্তৈঃ সহ সংসর্গং কৃত্বা তিষ্ঠ যথাসুখম্‌॥ ১৬॥
নাহং পুত্রেণ পুত্রার্থী ত্বয়া চ কুলপাংসন!।
যথেষ্টং ব্রজ দুষ্টাত্মন্! কীর্ত্তিনাশঃ কৃতস্ত্বয়া॥ ১৭॥
স নিশম্য পিতুর্বাক্যং কুপিতস্য মহাত্মনঃ।
নিশ্চক্রাম পুরাত্তস্মাত্তরসা শ্বপচান্‌ যযৌ॥ ১৮॥
সত্যব্রতস্তদা তত্র শ্বপাকৈঃ সহ বর্ত্ততে।
ধনুর্ব্বাণধরঃ শ্রীমান্‌ কবচী করুণালয়ঃ॥ ১৯॥
যদা নিষ্কাসিতঃ পিত্রা কুপিতেন মহাত্মনা।
গুরুণাথ বশিষ্ঠেন প্রেরিতোঽহসৌ মহীপতিঃ॥ ২০॥

প্রেরিতোঽসাবিতি। বশিষ্ঠেনারুণো মহীপতিরয়ং পুত্রো নিষ্কাসনীয় ইতি প্রেরিত-ইত্যর্থঃ॥ ২০॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তখন পরম ধার্ম্মিক রাজা দ্বিজগণের কথা শুনিয়া সত্যবোধে পুত্রকে বলিলেন, রে দুর্বুদ্ধে! আজ তুই এই দুষ্কার্য্য করিয়া তোর সত্যব্রত নামের অর্থ নিষ্ফল করিলি!!॥ ১৩॥ দুরাচার! তুই আমার গৃহ হইতে দূর হ!! রে পাপ! আমার অধিকার মধ্যে তুই আর কদাচই থাকিতে পারিবি না॥ ১৪॥ তখন সত্যব্রত পিতাকে কুপিত দেখিয়া বার বার বলিলেন, পিতঃ! আমি কোথায় যাইব? তিনি বলিলেন, তুমি শ্বপচদিগের সহিত কালযাপন কর॥ ১৫॥ তুমি দ্বিজপত্নী হরণ করিয়া শ্বপচের কার্য্যই করিয়াছ, অতএব তুমি তাহাদের সংসর্গে থাকিয়া সুখে বাস কর॥ ১৬॥ রে কুলপাংসন! আমি তোমার মত দুরাচার পুত্র দ্বারা পুত্রবান্‌ হইতে বাসনা করি না; বিশেষতঃ তুমি বংশের কীর্ত্তিনাশ করিলে, অতএব দুষ্টাত্মন্! তোমার যেখানে ইচ্ছা হয় গমন কর॥ ১৭॥ সত্যব্রত কুপিত পিতার বাক্য শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সেই পুরী হইতে বহির্গত হইয়া শ্বপচদিগের নিকটে গমন করিলেন॥ ১৮॥ সেই রাজকুমার বর্ম্ম পরিধানপূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া তৎকালে শ্বপচদিগের সহিত কালাতিপাত করিতে লাগিলেন বটে কিন্তু সেখানে থাকিয়াও তাঁহার হৃদয়ে করুণার অভাব হইল না॥ ১৯॥ যখন মহাত্মা পিতা কুপিত হইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে নিষ্কাসিত করেন, তৎকালে গুরুদেব বশিষ্ঠ মহীপতিকে

তস্মাৎ সত্যব্রতস্তস্মিন্ বভূব ক্রোধসংযুতঃ।
বশিষ্ঠে ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞে নিবারণপরাঙ্মুখে ॥ ২১ ॥
কেনচিৎ কারণেনাথ পিতা তস্য মহীপতিঃ।
পুত্রার্থেঽসৌ তপস্তপ্তুং পুরং ত্যক্ত্বা বনং গতঃ ॥ ২২ ॥
ন ববর্ষ তদা তস্মিন্ বিষয়ে পাকশাসনঃ।
সমা দ্বাদশ রাজেন্দ্র! তেনাধর্ম্মেণ সর্ব্বথা ॥ ২৩ ॥
বিশ্বামিত্রস্তদা দারাংস্তস্মিংস্তু বিষয়ে নৃপ!।
সংন্যস্য কৌশিকীতীরে চচার বিপুলং তপঃ ॥ ২৪ ॥
কাতরা তত্র সংজাতা ভার্য্যা বৈ কৌশিকস্য হ।
কুটুম্বভরণার্থায় দুঃখিতা বরবর্ণিনী ॥ ২৫ ॥
বালকান্ ক্ষুধয়াক্রান্তান্ রুদতঃ পশ্যতী ভৃশম্।
যাচমানাংশ্চ নীবারান্ কষ্টমাপ পতিব্রতা ॥ ২৬ ॥
চিন্তয়ামাস দুঃখার্ত্তা তোকান্ বীক্ষ্য ক্ষুধাতুরান্।
নৃপো নাস্তি পুরে হ্যদ্য কং যাচে বা করোমি কিম্ ॥ ২৭ ॥
ন মে ত্রাতাস্তি পুত্রাণাং পতির্মে নাস্তি সন্নিধৌ।
রুদন্তি বালকাঃ কামং ধিঙ্মে জীবনমদ্য বৈ ॥ ২৮ ॥

তস্মিন্ বশিষ্ঠে। নিবারণে পুত্রনিষ্কাসননিবারণে। পরাঙ্মুখে বহির্মুখে ॥ ২১—২৪ ॥
কাতরা ভয়ভীতা ॥ ২৫ ॥
নীবারান্ অরণ্যভবশ্যামাকান্ ॥ ২৬—২৮ ॥

ঐ বিষয়ে নিয়োগ করিয়াছিলেন ॥ ২০ ॥ বিশেষতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ বশিষ্ঠ পুত্র-নির্ব্বাসনোদ্যত রাজাকে নিবারণ করেন নাই বলিয়া সত্যব্রত তাঁহার প্রতি কুপিত হইয়াছিলেন। ২১ ॥ তাঁহার পিতা কোন অনির্ব্বচনীয় কারণ বশত নগর পরিত্যাগ করিয়া পুত্রের নিমিত্ত তপস্যাচরণ করিতে বনে গমন করেন ॥ ২২ ॥ রাজেন্দ্র! সেই অধর্ম্মে পাকশাসন মহেন্দ্র সেই রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর কাল একেবারেই বর্ষণ করিলেন না ॥২৩॥ রাজন্! সেই সময়েই বিশ্বামিত্র সেই রাজ্যে আপন স্ত্রীপুত্র রাখিয়া কৌশিকী নদীর তীরে উগ্রতর তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ॥২৪॥ তখন কৌশিকের সেই পরম সুন্দরী ভার্য্যা কুটুম্ব ভরণের নিমিত্ত দুঃখে যার পর নাই কাতর হইলেন ॥ ২৫ ॥ বালক সকল ক্ষুধায় ব্যাকুল হইয়া নীবার অন্ন ইচ্ছা করিয়া সাতিশয় ক্রন্দন করিতেছে; পতিব্রতা কৌশিকভার্য্যা ইহা অবলোকন করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ॥ ২৬ ॥ তিনি পুত্রদিগকে ক্ষুধাতুর দর্শনে দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, সম্প্রতি রাজেশ্বর নরপতি রাজধানীতে নাই, তবে এখন কাহার

ধনহীনাঞ্চ মাং ত্যক্ত্বা তপস্তপ্তুং গতঃ পতিঃ।
ন জানাতি সমর্থোঽপি দুঃখিতাং ধনবর্জ্জিতাম্॥ ২৯॥
বালানাং ভরণং কেন করোমি পতিনা বিনা।
মরিষ্যন্তি সুতাঃ সর্ব্বে ক্ষুধয়া পীড়িতা ভৃশম্॥ ৩০॥
একং সুতস্তু বিক্রীয় দ্রব্যেণ কিয়তা পুনঃ।
পালয়ামি সুতানন্যানেষ মে বিহিতো বিধিঃ॥ ৩১॥
সর্ব্বেষাং মারণং নাদ্ধা যুক্তং মম বিপর্য্যয়ে।
কালস্য কলনায়াহং বিক্রীণামি তথাত্মজম্॥ ৩২॥
হৃদয়ং কঠিনং কৃত্বা সঞ্চিন্ত্য মনসা সতী।
সা দর্ভরজ্জ্বা বদ্ধাথ গলে পুত্রং বিনির্গতা॥ ৩৩॥
মুনিপত্নী গলে বদ্ধা মধ্যমং পুত্রমৌরসম্।
শেষস্য ভরণার্থায় গৃহীত্বা চলিতা গৃহাৎ॥ ৩৪॥
দৃষ্টা সত্যব্রতেনার্ত্তা তাপসী শোকসংযুতা।
পপ্রচ্ছ নৃপতিস্তাস্তু কিং চিকীর্ষসি শোভনে!॥ ৩৫॥

(ধনেতি। সমর্থোঽপি বালকানাং ভরণে ইতি শেষঃ॥ ২৯—৩১॥
কালস্যেতি। কালস্য কলনায় যাপনায় জীবিকানির্ব্বাহায়েতি যাবৎ॥ ৩২—৩৫॥)

নিকট যাচ্ঞা করিব! উপায়ই বা কি করি!!॥ ২৭॥ পতিও সন্নিধানে নাই, সুতরাং আমার পুত্রদিগকে কে রক্ষা করিবে!! বালকেরা নিরন্তর রোদন করিতেছে, অতএব আমার এই বৃথা জীবন ধারণে ধিক্!!॥ ২৮॥ ধনহীন অবস্থায় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া পতি তপস্যা করিতে গিয়াছেন; আমরা ধনের অভাবে কষ্টভোগ করিতেছি, তিনি সমর্থ হইয়াও ইহা জানিতে পারিতেছেন না॥ ২৯॥ পতি ব্যতিরেকে আমি কাহার দ্বারা বালকদিগের ভরণপোষণ করিব!! ক্ষুধায় পীড়িত হইলে পুত্রবর্গ সকলেই কালগ্রাসে পতিত হইবে সন্দেহ নাই॥ ৩০॥ যাহাহউক একটি পুত্র বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু অর্থ পাওয়া যাইবে, তদ্দ্বারা অবশিষ্ট পুত্রদিগকে পালন করিতে পারিব, এই উপায় অবলম্বন করাই আমার একান্ত কর্ত্তব্য॥ ৩১॥ ইহার অন্যথা করিয়া সকল পুত্রগুলিকেই সহসা মৃত্যুমুখে নিপাতিত করা কোনরূপেই আমার উচিত নহে। অতএব জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত আমি একটি পুত্রকে বিক্রয় করিব॥ ৩২॥ সেই সতী মনে মনে এইরূপ আলোচনাপূর্ব্বক আপন হৃদয়কে কঠিন করিয়া কুশরজ্জু দ্বারা পুত্রের গলদেশ বন্ধনপূর্ব্বক বহির্গত হইলেন॥ ৩৩॥ সেই মুনিপত্নী অবশিষ্ট পুত্রগণের ভরণের নিমিত্ত গর্ভজাত মধ্যম পুত্রকে গলদেশে বন্ধন করিয়া তাহাকে লইয়া গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন॥ ৩৪॥ রাজা

রুদন্তং বালকং কণ্ঠে বদ্ধা নয়সি কাধুনা।
কিমর্থং চারুসর্ব্বাঙ্গি ! সত্যং ব্রূহি মমাগ্রতঃ ॥ ৩৬ ॥

ঋষিপত্ন্যুবাচ।

বিশ্বামিত্রস্য ভার্য্যাহং পুত্রোঽয়ং মে নৃপাত্মজ !।
বিক্রেতুমৌরসং কামং গমিষ্যে বিষমে সুতম্ ॥ ॥ ৩৭ ॥
অন্নং নাস্তি পতির্মুক্ত্বা গতস্তপ্তুং নৃপ ! কচিৎ।
বিক্রীণামি ক্ষুধার্ত্তৈনং শেষস্য ভরণায় বৈ ॥ ৩৮ ॥

রাজোবাচ।

পতিব্রতে ! রক্ষ পুত্রং দাস্যামি ভরণং তব।
তাবদেব পতিস্তেঽত্র বনাচ্চৈবাগমিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥
বৃক্ষে তবাশ্রমাভ্যাসে ভক্ষ্যং কিঞ্চিন্নিরন্তরম্।
বন্ধয়িত্বা গমিষ্যামি সত্যমেতদ্ ব্রবীম্যহম্ ॥ ৪০ ॥
ইত্যুক্তা সা তদা তেন রাজ্ঞা কৌশিককামিনী।
বিবন্ধং তনয়ং কৃত্বা জগামাশ্রমমণ্ডলম্ ॥ ৪১ ॥

কাধুনেতি। অধুনা কা ত্বং নয়সীত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৬—৪৮ ॥

সত্যব্রত শোক সন্তাপে কাতরা সেই তাপসীকে নয়নগোচর করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ; শোভনে ! তুমি এ কি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ ? তুমি কে ? এই বালক রোদন করিতেছে তুমি কি নিমিত্ত ইহার কণ্ঠে বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতেছ ? হে চারুবদনে ! ইহার কারণ কি তুমি আমায় সত্য করিয়া বল ॥ ৩৫—৩৬ ॥

ঋষিপত্নী বলিলেন, নৃপনন্দন ! আমি বিশ্বামিত্রের ভার্য্যা, ইহারা আমার ঔরস পুত্র অন্নাভাব বশত গর্ভজাত পুত্রটিকে ইচ্ছানুসারে বিক্রয় করিতে লইয়া যাইতেছি ॥ ৩৭ ॥ নৃপ ! আমার স্বামী আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া কোথায় তপস্যা করিতে গিয়াছেন, গৃহেও কিছুমাত্র অন্নের সংস্থান নাই, সুতরাং ক্ষুধায় কাতর হইয়া অবশিষ্ট সন্তানগণের ভরণের নিমিত্ত আমি ইহাকে বিক্রয় করিব ॥ ৩৮ ॥

সত্যব্রত বলিলেন, পতিব্রতে ! তুমি পুত্র রক্ষা কর ; বন হইতে তোমার পতি যে পর্য্যন্ত এখানে না আসিতেছেন তাবৎ কাল আমি তোমাদের ভরণ পোষণের উপযুক্ত আহার সামগ্রী প্রদান করিব ॥ ৩৯ ॥ তোমার আশ্রমের সন্নিহিত কোন বৃক্ষে কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রত্যহ বন্ধন করিয়া রাখিয়া আসিব ; ইহা আমি তোমাকে সত্য করিয়া বলিলাম ॥ ৪০ ॥ বিশ্বামিত্র পত্নী রাজার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে পুত্রের বন্ধন মোচন করিয়া স্বীয় আশ্রমে

সোঽভবদ্গালবো নাম গলবন্ধান্মহাতপাঃ।
সা তু স্বস্যাশ্রমে গত্বা মুমোদ বালকৈর্বৃতা ॥ ৪২ ॥
সত্যব্রতস্তু ভক্ত্যা চ কৃপয়া চ পরিপ্লুতঃ।
বিশ্বামিত্রস্য চ মুনেঃ কলত্রং তদ্ বভার হ ॥ ৪৩ ॥
বনে স্থিতান্ মৃগান্ হত্বা বরাহান্ মহিষাংস্তথা।
বিশ্বামিত্রবনাভ্যাসে মাংসং বৃক্ষে ববন্ধ হ ॥ ৪৪ ॥
ঋষিপত্নী গৃহীত্বা তন্মাংসং পুত্রানদাত্তঃ।
নির্বৃতিং পরমাং প্রাপ প্রাপ্য ভক্ষ্যমনুত্তমম্ ॥ ৪৫ ॥
অযোধ্যাং চৈব রাজ্যঞ্চ তথৈবান্তঃপুরং মুনিঃ।
গতে তপুং নৃপে তস্মিন্ বশিষ্ঠঃ পর্য্যরক্ষত ॥ ৪৬ ॥
সত্যব্রতোঽপি ধর্ম্মাত্মা হ্যতিষ্ঠন্নগরাদ্‌বহিঃ।
পিতুরাজ্ঞাং সমাস্থায় পশুঘ্নব্রতবান্ বনে ॥ ৪৭ ॥
সত্যব্রতো হ্যকস্মাচ্চ কস্যচিৎ কারণান্নৃপঃ।
বশিষ্ঠে চাধিকং মন্যুং ধারয়ামাস নিত্যদা ॥ ৪৮ ॥
ত্যজ্যমানং বনে পিত্রা ধর্ম্মিষ্ঠঞ্চ প্রিয়ং সুতম্।
নিবারয়ামাস মুনির্বশিষ্ঠঃ কারণে ন হ ॥ ৪৯ ॥

ত্যজ্যমানমিতি। ধর্ম্মিষ্ঠং পুত্রং ত্যজ্যমানং পিত্রা দৃষ্ট্বা নিবারণকারণে সত্যপি বশিষ্ঠো ন নিবারয়ামাস ততো হেতোস্তস্মিন্ মন্যুং ধারয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

গমন করিলেন ॥ ৪১ ॥ গলায় বন্ধন করায় সেই বালক গালব নামে অভিহিত হইয়া পরিশেষে মহাতপা ঋষি হয়েন। তখন বিশ্বামিত্রের ভার্য্যা স্বীয় আশ্রমে গিয়া বালকগণে পরিবৃত হইয়া আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥ পরন্তু সত্যব্রত ভক্তি এবং কৃপায় পরিপূর্ণ হইয়া বিশ্বামিত্র মুনির পত্নীর সেই ভার বহন করিতে লাগিলেন ॥৪৩॥ তিনি বন্য বরাহ, মৃগ ও মহিষ সকল নিহত করিয়া তাহার মাংস, বিশ্বামিত্রের পত্নী, পুত্রদিগকে লইয়া যে স্থলে বাস করিতেন সেই তপোবন সন্নিহিত বৃক্ষে বন্ধন করিয়া রাখিয়া আসিতেন ॥ ৪৪ ॥ ঋষিপত্নী সেই মাংস লইয়া পুত্রদিগকে ভক্ষণ করিতে দিতেন; এইরূপে তিনি অত্যুত্তম ভক্ষ্য লাভ করিয়া সাতিশয় সুখ অনুভব করিলেন ॥ ৪৫ ॥ এদিকে সেই নরপতি অরুণ তপস্যা করিতে বনগমন করিলে বশিষ্ঠ মুনি অযোধ্যানগরী, রাজ্য ও অন্তঃপুর সমস্তই সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥ সত্যব্রতও পিতার আজ্ঞা অনুসারে নিত্য পশু সংহার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন এবং ধর্ম্মে নিরত থাকিয়া নগরের বহির্দ্দেশে বনমধ্যে বাস করিতেছিলেন ॥ ৪৭ ॥ সত্যব্রত কোন কারণবশতঃ বশিষ্ঠের উপর

পাণিগ্রহণমন্ত্রাণাং নিষ্ঠা স্যাৎ সপ্তমে পদে।
জানন্নপি স ধর্ম্মাত্মা বিপ্রদারাপরিগ্রহে ॥ ৫০ ॥
কস্মিংশ্চিদ্দিবসেঽরণ্যে মৃগাভাবে মহীপতিঃ।
বশিষ্ঠস্য চ গাং দোগ্ধ্রীমপশ্যদ্বনমধ্যগাম্ ॥ ৫১ ॥
তাং জঘান ক্ষুধার্ত্তস্তু ক্রোধান্মোহাচ্চ দস্যুবৎ।
বৃক্ষে ববন্ধ তন্মাংসং নীত্বা স্বয়মভক্ষয়ৎ ॥ ৫২ ॥
ঋষিপত্নী সুতান্ সর্ব্বান্ ভোজয়ামাস তত্তদা।
শঙ্কমানা মৃগস্যেতি ন গোরিতি চ সুব্রত ! ॥ ৫৩ ॥
বশিষ্ঠস্তু হতাং দোগ্ধ্রীং জ্ঞাত্বা ক্রুদ্ধস্তমব্রবীৎ।
দুরাত্মন্ ! কিং কৃতং পাপং ধেনুঘাতাৎ পিশাচবৎ ॥ ৫৪ ॥
এবং তে শঙ্কবঃ ক্রূরাঃ পতন্তু ত্বরিতাস্ত্রয়ঃ।
গোবধাদ্দারহরণাৎ পিতুঃ ক্রোধাত্তথা ভৃশম্ ॥ ৫৫ ॥

নহু কিং তৎ কারণং যস্মিন্ সত্যপি বশিষ্ঠেন ন নিবারিত ইত্যুচ্যত ইতি চেত্তদাহ পাণিগ্রহণেতি। সপ্তমে পদে সপ্তপদীকর্ম্ম যদা স্যাত্তদা পাণিগ্রহণমন্ত্রাণাং নিষ্ঠা সমাপ্তি-র্ভবতি। ততঃ পূর্ব্বং কন্যাপহারে তু নান্যস্য পত্নী অপহৃতা কিন্তু কন্যৈবাপহৃতেতি ন সোঽপহারো দোষায়েতি ভাবঃ। ইদং বিপ্রদারাণামপরিগ্রহে অপহারাভাবে কারণং ধর্ম্মাত্মা জানন্নপি বশিষ্ঠো ন নিবারয়ামাসেতি তস্মিন্ চুকোপেতি ভাবঃ ॥ ৫০—৫১ ॥
বৃক্ষে ববন্ধ বিশ্বামিত্রপত্ন্যা ভক্ষণার্থম্ ॥ ৫২—৫৪ ॥
মস্তকে শঙ্কবঃ পাপচিহ্নানি কুষ্ঠবৎ পতন্ত্বিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

নিয়তই মনোমধ্যে কোপ ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥ কেননা, পিতা যখন ধার্ম্মিক প্রিয়পুত্রকে পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি সেই রাজাকে নিবারণ করেন নাই, মহারাজ ! ইহাই তাঁহার কোপের কারণ জানিবেন ॥ ৪৯ ॥ সপ্তপদ গমন না হইলে পাণিগ্রহণকর্ম্ম সমাপ্তি হয় না ; সুতরাং তন্মধ্যে কন্যা হরণ করায় দ্বিজপত্নী হরণ করা হয় নাই, ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠ মুনি এই কারণ জানিয়াও তাঁহাকে নিষেধ করেন নাই ॥ ৫০ ॥ একদিন রাজপুত্র সত্যব্রত মৃগয়ায় কোনও পশু প্রাপ্ত না হইয়া বনমধ্যে বশিষ্ঠের দুগ্ধবতী ধেনুটীকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৫১ ॥ তখন রাজা ক্ষুধায় কাতর হইয়া ক্রোধ এবং মোহবশত দস্যুর ন্যায় ধেনু-টীকে হত্যা করিলেন এবং তাহার কতক মাংস বিশ্বামিত্রের স্ত্রীর ভক্ষণের নিমিত্ত বৃক্ষে বন্ধন করিয়া অবশিষ্ট মাংস লইয়া স্বয়ং ভক্ষণ করিলেন ॥ ৫২ ॥ হে সুব্রত ! তৎকালে বিশ্বামিত্র-পত্নী এই মাংসকে গোমাংস বলিয়া জানিতে না পারিয়া ইহা মৃগমাংস এইরূপ মনে করিয়া সেই সমস্ত মাংস পুত্রদিগকে ভোজন করাইলেন ॥ ৫৩ ॥ এদিকে বশিষ্ঠ ঋষি স্বীয় কামধেনুর বিনাশ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কোপবশতঃ সত্যব্রতকে বলিলেন, দুরাত্মন ! ধেনু হনন

ত্রিশঙ্কুরিতি নাম্না বৈ ভুবি খ্যাতো ভবিষ্যসি।
পিশাচরূপমাত্মানং দর্শয়ন্ সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ৫৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং শপ্তো বশিষ্ঠেন তদা সত্যব্রতো নৃপঃ।
চচার চ তপস্তীব্রং তস্মিন্নেবাশ্রমে স্থিতঃ ॥ ৫৭ ॥
কস্মাচ্চিন্মুনিপুত্রাত্তু প্রাপ্য মন্ত্রমনুত্তমম্।
ধ্যায়ন্ ভগবতীং দেবীং প্রকৃতিং পরমাং শিবাম্ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে সত্যব্রতকথাবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

(ত্রিশঙ্কুঃ ত্রয়ঃ শঙ্কবঃ পূর্ব্বোক্তা যস্য ॥ ৫৬—৫৭ ॥
তপঃপ্রকারমাহ। কস্মাচ্চিদিতি ॥ ৫৮ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

করিয়া পিশাচের ন্যায় তুই কি পাপকার্য্যই করিয়াছিস্? ॥ ৫৪ ॥ গোবধ, দ্বিজপত্নী হরণ এবং পিতার নিরতিশয় কোপ, এই তিন অপরাধবশতঃ তোর মস্তকে তিনটি শঙ্কু অর্থাৎ কুষ্ঠবৎ তিনটি পাপচিহ্ন শীঘ্রই পতিত হউক ॥ ৫৫ ॥ অদ্যাবধি তুই সমস্ত প্রাণিদিগকে পিশাচের সদৃশ স্বীয় রূপ প্রদর্শন করিয়া ভূতলে ত্রিশঙ্কু নামে বিখ্যাত হইবি ॥ ৫৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রাজা সত্যব্রত বশিষ্ঠকর্ত্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া সেই আশ্রমে থাকিয়াই কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥ পরন্তু তিনি কোনও মুনিপুত্রের নিকট হইতে অনুত্তম মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া পরমাপ্রকৃতি শিবা ভগবতী দেবীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৫৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে সত্যব্রতের কথাবর্ণন নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

একাদশোঽধ্যায়

জনমেজয় উবাচ।

বশিষ্ঠেন চ শপ্তোঽসৌ ত্রিশঙ্কুর্নৃপতেঃ সুতঃ।
কথং শাপাদ্বিনির্ম্মুক্তস্তন্মে ব্রূহি মহামতে! ॥ ১ ॥

ব্যাস উবাচ।

সত্যব্রতস্তথা শপ্তঃ পিশাচত্বমবাপ্তবান্।
তস্মিন্নেবাশ্রমে তস্থৌ দেবীভক্তিপরায়ণঃ ॥ ২ ॥
কদাচিন্নৃপতিস্তত্র জপ্ত্বা মন্ত্রং নবাক্ষরম্।
হোমার্থং ব্রাহ্মণান্ গত্বা প্রণম্যোবাচ ভক্তিতঃ ॥ ৩ ॥
ভূমিদেবাঃ! শৃণুধ্বং বৈ বচনং প্রণতস্য মে।
ঋত্বিজো মম সর্ব্বেঽত্র ভবন্তঃ প্রভবন্তু হ ॥ ৪ ॥
জপস্য চ দশাংশেন হোমঃ কার্য্যো বিধানতঃ।
ভবদ্ভিঃ কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং বেদবিদ্ভিঃ কৃপাপরৈঃ ॥ ৫ ॥
সত্যব্রতোঽহং নৃপতেঃ পুত্রো ব্রহ্মবিদাংবরাঃ।
কার্য্যং মম বিধাতব্যং সর্ব্বথা সুখহেতবে ॥ ৬ ॥

ত্রিপঞ্চাশৎপদ্যবর্য্যৈস্ত্রিশঙ্কোস্তু কথানকম্।
প্রোচ্যতে যত্র মহিমা ভগবত্যাস্তু বর্ণ্যতে ॥

বশিষ্ঠেন শপ্তে ত্রিশঙ্কৌ পশ্চাজ্জাতং বৃত্তং পৃচ্ছতি বশিষ্ঠেন চেতি ॥ ১—৭ ॥

জনমেজয় বলিলেন, মহামতে! বশিষ্ঠ নৃপনন্দন ত্রিশঙ্কুকে অভিশাপ প্রদান করিলে পর তিনি কি প্রকারে সেই শাপ হইতে মুক্ত হইলেন তাহা আপনি আমাকে বলুন ॥ ১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সত্যব্রত বশিষ্ঠের অভিশাপে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইলে দেবীর প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইয়া সেই আশ্রমেই কালযাপন করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ একদিন তিনি নবাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া সেই ভগবতী-মন্ত্রের পুরশ্চরণ করাইবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগের সন্নিহিত হইয়া ভক্তিসহকারে প্রণাম করিয়া কহিলেন; ভূদেবগণ! আপনারা আমার বাক্য শ্রবণ করুন, আমি প্রণত হইয়া আপনাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, আপনারা সকলে আমার ঋত্বিক্ হউন ॥ ৪ ॥ আপনারা বেদবিৎ সুতরাং আমার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া যথাবিধি কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত জপের দশাংশ হোম সম্পাদন করুন ॥ ৫ ॥

তচ্ছ্রুত্বা ব্রাহ্মণাস্তত্র তমূচুর্নৃপতেঃ সুতম্।
শপ্তস্ত্বং গুরুণা প্রাপ্তং পিশাচত্বং ত্বয়াধুনা॥ ৭॥
ন যাগার্হোঽসি তস্মাত্ত্বং বেদেষ্বনধিকারতঃ।
পিশাচত্বমনুপ্রাপ্তং সর্ব্বলোকেষু গর্হিতম্॥ ৮॥

ব্যাস উবাচ।

তন্নিশম্য বচস্তেষাং রাজা দুঃখমবাপ হ।
ধিগ্ জীবিতমিদং মেঽদ্য কিং করোমি বনে স্থিতঃ॥ ৯॥
পিত্রা চাহং পরিত্যক্তঃ শপ্তশ্চ গুরুণা ভৃশম্।
রাজ্যাদ্ ভ্রষ্টঃ পিশাচত্বমনুপ্রাপ্তঃ করোমি কিম্॥ ১০॥
তদা পৃথুতরাং কৃত্বা চিতাং কাষ্ঠৈর্নৃপাত্মজঃ।
সস্মার চণ্ডিকাং দেবীং প্রবেশমনুচিন্তয়ন্॥ ১১॥
স্মৃত্বা দেবীং মহামায়াং চিতাং প্রজ্বলিতাং পুরঃ।
কৃত্বা স্নাত্বা প্রবেশার্থং স্থিতঃ প্রাঞ্জলিরগ্রতঃ॥ ১২॥
জ্ঞাত্বা ভগবতী তস্য মর্ত্তুকামং মহীপতিম্।
আজগাম তদাকাশং প্রত্যক্ষং তস্য চাগ্রতঃ॥ ১৩॥

(যাগানর্হত্বে কারণমাহ। বেদেষ্বিত্যাদি॥ ৮—১৪॥

বিপ্রবরগণ! আমার নাম সত্যব্রত, বিশেষতঃ আমি রাজপুত্র, আমার মঙ্গলসাধনের নিমিত্ত এই কার্য্যসম্পাদন করা আপনাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য॥ ৬॥

ব্রাহ্মণগণ রাজপুত্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কহিলেন; রাজপুত্র! তুমি গুরু কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ॥ ৭॥ এক্ষণে তোমার বেদে অধিকার নাই বিশেষতঃ তুমি যে পিশাচতা প্রাপ্ত হইয়াছ ইহা সমস্ত লোকেই নিন্দনীয় অতএব তুমি এক্ষণে যাগার্হ হইতে পারিতেছ না॥ ৮॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রাজপুত্র তাঁহাদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া এইরূপ ভাবিলেন যে, আমার জীবনে ধিক্ এখন আমি বনে থাকিয়াই বা কি করিব॥ ৯॥ পিতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহাতে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছি আবার গুরুর অভিশাপে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি অতএব এক্ষণে আমি কি করিব কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না॥ ১০॥ তখন রাজনন্দন কাষ্ঠ আহরণ করিয়া বিশাল চিতা প্রস্তুত করিয়া চণ্ডিকাদেবীকে স্মরণ করিলেন এবং তদীয় মন্ত্রজপ করিতে করিতে চিতায় প্রবেশ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন॥ ১১॥ অনন্তর রাজকুমার সম্মুখে চিতা প্রজ্বলিত করিয়া স্নান করিলেন এবং তাহাতে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া দেবী

দত্ত্বাথ দর্শনং দেবী তমুবাচ নৃপাত্মজম্ ।
সিংহারূঢ়া মহারাজ ! মেঘগম্ভীরয়া গিরা ॥ ১৪ ॥

দেব্যুবাচ ।

কিং তে ব্যবসিতং সাধো ! হুতাশে মা তনুং ত্যজ ।
স্থিরো ভব মহাভাগ ! পিতা তে জরসান্বিতঃ ॥ ১৫ ॥
রাজ্যং দত্ত্বা বনে তুভ্যং গন্তাস্তি তপসে কিল ।
বিষাদং ত্যজ হে বীর ! পরশ্বোঽহনি ভূপতে ! ॥ ১৬ ॥
নেতুং ত্বামাগমিষ্যন্তি সচিবাশ্চ পিতুস্তব ।
মৎপ্রসাদাৎ পিতা চ ত্বামভিষিচ্য নৃপাসনে ।
জিত্বা কামং ব্রহ্মলোকং গমিষ্যত্যেষ নিশ্চয়ঃ ॥ ১৭ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা তং তদা দেবী তত্রৈবান্তরধীয়ত ।
রাজপুত্রো বিরমিতো মরণাৎ পাবকাত্ততঃ ॥ ১৮ ॥
অযোধ্যায়াং তদাগত্য নারদেন মহাত্মনা ।
বৃত্তান্তঃ কথিতঃ সর্ব্বো রাজ্ঞে সত্বরমাদিতঃ ॥ ১৯ ॥

কিমিতি । ব্যবসিতং মনসো নিশ্চয় ইত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৮ ॥
রাজপুত্রস্য মরণবিরমণাৎ পরং জাতং বৃত্তান্তমাহ অযোধ্যায়ামিতি ॥ ১৯—২২ ॥)

মহামায়ার স্তব করিতে লাগিলেন ॥১২॥ এমন সময়ে ভগবতী সেই মহীপতির মৃত্যু কামনা অবগত হইয়া অবিলম্বে সিংহপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাঁহার উপরিস্থিত আকাশপথে আগমন করিলেন এবং প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে সেই নৃপনন্দনকে বলিলেন ॥ ১৩—১৪ ॥

সাধো ! তুমি মনে মনে এ কি নিশ্চয় করিয়াছ ? তুমি হুতাশনে কদাচই তনু ত্যাগ করিও না ; স্থির হও। মহাভাগ ! তোমার পিতা এখন জরাগ্রস্ত হইয়াছেন ; তিনি তোমাকে রাজ্য দান করিয়া তপস্যা করিতে বনে গমন করিবেন, অতএব বীরবর ! বিষাদ পরিত্যাগ কর। ভূপতে! তোমার পিতার সচিববর্গ আগত পরশ্ব দিবস তোমায় লইয়া যাইতে আসিবে, মদীয় প্রসাদে তোমার পিতা তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন এবং যথাকালে কামনা জয় করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিবেন সন্দেহ নাই ॥ ১৫—১৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহাভাগ ! দেবী তখন তাঁহাকে এই কথা বলিয়া সেইখানেই অন্তর্হিতা হইলেন এবং রাজপুত্রও অনলমৃত্যু হইতে বিরত হইলেন ॥ ১৮ ॥ ইত্যবসরে মহাত্মা নারদ অযোধ্যায় আগমন করিয়া অবিলম্বে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বৃত্তান্ত রাজাকে বিজ্ঞাপন করি-

শ্রুত্বা রাজাথ পুত্ত্রস্য তং তথা মরণোদ্যমম্।
খেদমাধায় মনসি শুশোচ বহুধা নৃপঃ॥ ২০॥
সচিবানাহ ধর্ম্মাত্মা পুত্ত্রশোকপরিপ্লুতঃ।
জ্ঞাতং ভবদ্ভিরত্যুগ্রং পুত্ত্রস্য মম চেষ্টিতম্॥ ২১॥
ত্যক্তো ময়া বনে ধীমান্ পুত্ত্রঃ সত্যব্রতো মম।
আজ্ঞয়াসৌ গতঃ সদ্যো রাজ্যার্হঃ পরমার্থবিৎ॥ ২২॥
স্থিতস্তত্রৈব বিজ্ঞানে ধনহীনঃ ক্ষমান্বিতঃ।
বশিষ্ঠেন তথা শপ্তঃ পিশাচসদৃশঃ কৃতঃ॥ ২৩॥
সোঽদ্য দুঃখেন সন্তপ্তঃ প্রবেষ্টুঞ্চ হুতাশনম্।
উদ্যতঃ শ্রীমহাদেব্যা নিষিদ্ধঃ সংস্থিতঃ পুনঃ॥ ২৪॥
তস্মাদ্গচ্ছন্তু তং শীঘ্রং জ্যেষ্ঠপুত্ত্রং মহাবলম্।
আশ্বাস্য বচনৈরত্র তরসৈবানয়ন্তু তম্॥ ২৫॥
অভিষিচ্য সুতং রাজ্যে ঔরসং পালনক্ষমম্।
বনং যাস্যামি শান্তোঽহং তপসে কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ২৬॥
ইত্যুক্ত্বা মন্ত্রিণঃ সর্ব্বান্ প্রেষয়ামাস পার্থিবঃ।
তস্যৈবানয়নার্থং হি প্রীতিপ্রবণমানসঃ॥ ২৭॥

বিজ্ঞানে শ্রীদেব্যা উপাসনে স্থিতঃ॥ ২৩—৩২॥

লেন॥ ১৯॥ তখন রাজা পুত্ত্রের মরণোদ্যম শুনিয়া খিন্ন মনে অনেক প্রকার অনুতাপ করিতে লাগিলেন॥ ২০॥ ধর্ম্মাত্মা রাজা শোকসন্তপ্ত হইয়া সচিববর্গকে বলিলেন, তোমরা সকলে আমার পুত্ত্রের কঠোর কার্য্যের বিষয় অবগত হইয়াছ?॥ ২১॥ মদীয় পুত্ত্র ধীমান্ সত্যব্রতকে আমি পরিত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু সে পরমার্থবিৎ রাজ্যার্হ হইলেও আমার আজ্ঞায় তৎক্ষণাৎ বনে গমন করিয়াছে॥ ২২॥ সে ধনহীন অবস্থায় ক্ষমাশীল হইয়া বিশেষরূপে জ্ঞান আলোচনা করিয়া সেইখানেই অবস্থিতি করিতেছিল, কিন্তু বশিষ্ঠদেব অভিশাপ দিয়া তাহাকে পিশাচ সদৃশ করিয়াছেন॥ ২৩॥ সে এক্ষণে দুঃখানলে সন্তপ্ত হইয়া হুতাশনে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছিল; কিন্তু মহাদেবী তাহাকে নিষেধ করায় সে তাহা হইতে বিরত হইয়াছে॥ ২৪॥ অতএব তোমরা অবিলম্বে সেইস্থানে গমন পূর্ব্বক সেই মহাবল জ্যেষ্ঠপুত্ত্রকে সান্ত্বনা বাক্যে আশ্বাসিত করিয়া সত্বর আমার নিকট আনয়ন কর॥ ২৫॥ আমার চিত্ত এখন শান্তভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং আমি তপস্যা করিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, এক্ষণে পুত্ত্রও প্রজাপালনে সমর্থ হইয়াছে অতএব সেই ঔরস পুত্ত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আমি বনে গমন করিব॥ ২৬॥ এই বলিয়া

তে গত্বা তং সমাশ্বাস্য মন্ত্রিণঃ পার্থিবাত্মজম্ ;
অযোধ্যায়াং মহাত্মানং মানপূর্ব্বং সমানয়ন্ ॥ ২৮ ॥
দৃষ্ট্বা সত্যব্রতং রাজা দুর্ব্বলং মলিনাম্বরম্।
জটাজূটধরং ক্রূরং চিন্তাতুরমচিন্তয়ৎ ॥ ২৯ ॥
কিং কৃতং নিষ্ঠুরং কর্ম্ম ময়া পুত্রো বিবাসিতঃ।
রাজ্যার্হশ্চাতিমেধাবী জানতা ধর্ম্মনিশ্চয়ম্ ॥ ৩০ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা তমালিঙ্গ্য মহীপতিঃ।
আসনে স্বসমীপস্থে সমাশ্বাস্যোপবেশয়ৎ ॥ ৩১ ॥
উপবিষ্টং সুতং রাজা প্রেমপূর্ব্বমুবাচ হ।
প্রেমগদ্গদয়া বাচা নীতিশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৩২ ॥

রাজোবাচ।

পুত্র ! ধর্ম্মে মতিঃ কার্য্যা মাননীয়া মুখোদ্ভবাঃ।
ন্যায়াগতং ধনং গ্রাহ্যং রক্ষণীয়াঃ সদা প্রজাঃ ॥ ৩৩ ॥
নাসত্যং ক্বাপি বক্তব্যং নামার্গে গমনং ক্বচিৎ ॥ ৩৪ ॥
শিষ্টপ্রোক্তং প্রকর্ত্তব্যং পূজনীয়াস্তপস্বিনঃ।
হন্তব্যা দস্যবঃ ক্রূরা ইন্দ্রিয়াণাং তথাজয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

মুখোদ্ভবা ব্রাহ্মণাঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদিতি ॥ ৩৩—৪০ ॥

রাজা পুত্রের প্রতি প্রীতচিত্ত হইয়া আনিবার নিমিত্ত সমস্ত মন্ত্রিদিগকে তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন ॥২৭॥ মন্ত্রিগণও প্রীতিপূর্ণ মনে সেই স্থানে গমন করিয়া মহাত্মা রাজপুত্রকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক সম্মানসহকারে অযোধ্যায় আনয়ন করিলেন ॥ ২৮ ॥ জটাজূটধারী মলিনবসন কৃশকায় দুর্ব্বল কর্কশাকৃতি চিন্তাতুর সত্যব্রতকে অবলোকন করিয়া রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি ধর্ম্মের মর্ম্ম অবগত হইয়াও রাজ্যের উপযুক্ত মেধাবী পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিয়া কি নিষ্ঠুর কার্য্যই করিয়াছি ॥২৯-৩০॥ মহীপতি এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং আশ্বাস প্রদান করিয়া স্বীয় সমীপস্থিত আসনে উপবেশন করাইলেন ॥৩১॥ সেই নীতিশাস্ত্রবিশারদ রাজা প্রেম গদগদবাক্যে সেই উপবিষ্ট পুত্রকে প্রীতিসহকারে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

পুত্র ! সর্ব্বদা ধর্ম্মে মতি রাখা এবং ব্রাহ্মণগণের সম্মাননা করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য ; তুমি ন্যায় অনুসারে ধন গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা প্রজাগণকে রক্ষা করিবে ॥ ৩৩ ॥ কুত্রাপি মিথ্যা কথা বলা উচিত নহে, অথবা কোনও মতে কুপথে গমন করাও বিহিত নহে ॥ ৩৪ ॥ পরন্তু সাধুলোকের বাক্য প্রতিপালন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য

কর্ত্তব্যঃ কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং রাজ্ঞা পুত্র! সদৈব হি।
মন্ত্রস্তু সর্ব্বথা গোপ্যঃ কর্ত্তব্যঃ সচিবৈঃ সহ ॥ ৩৬ ॥
নোপেক্ষ্যোঽল্পোঽপি কৃতিনা রিপুঃ সর্ব্বাত্মনা সুত!।
ন বিশ্বসেৎ পরাসক্তং সচিবঞ্চ তথা নতম্ ॥ ৩৭ ॥
চারাঃ সর্ব্বত্র যোক্তব্যাঃ শত্রুমিত্রেষু সর্ব্বথা।
ধর্ম্মে মতিঃ সদা কার্য্যা দানং দদ্যাচ্চ নিত্যশঃ ॥ ৩৮ ॥
শুষ্কবাদো ন কর্ত্তব্যো দুষ্টসঙ্গঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।
যষ্টব্যা বিবিধা যজ্ঞাঃ পূজনীয়া মহর্ষয়ঃ ॥ ৩৯ ॥
ন বিশ্বসেৎ স্ত্রিয়ং কাপি স্ত্রৈণং দ্যূতরতং নরম্।
অত্যাদরো ন কর্ত্তব্যো মৃগয়ায়াং কদাচন ॥ ৪০ ॥
দ্যূতে মদ্যে তথা গেয়ে নূনং বারবধূষু চ।
স্বয়ং তদ্বিমুখো ভূয়াৎ প্রজাস্তেভ্যশ্চ রক্ষয়েৎ ॥ ৪১ ॥
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্যমুত্থানং সর্ব্বথা সদা।
স্নানাদিকং সর্ব্ববিধিং বিধায় বিধিবদ্ যথা ॥ ৪২ ॥
পরাশক্তেঃ পরাং পূজাং ভক্ত্যা কুর্য্যাৎ সুদীক্ষিতঃ।
পুত্রৈস্তজ্জন্মসাফল্যং পরাশক্তেঃ পদার্চ্চনম্ ॥ ৪৩ ॥

তেভ্যো দ্যূতাদিভ্যঃ প্রজা রক্ষয়েন্নিবারয়েৎ ॥ ৪১—৪২ ॥
সুদীক্ষিতঃ গুরূপদেশেন গৃহীতদেবীমন্ত্র ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

তপস্বিগণের পূজা করা উচিত। ইন্দ্রিয় জয় এবং ক্রূরস্বভাব দস্যুদিগকে সংহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৩৫ ॥ পুত্র! কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া উহা গোপন রাখা অবশ্যই কর্ত্তব্য ॥ ৩৬ ॥ শত্রু যদি অতি সামান্যও হয় তথাপি কার্য্যকুশল রাজা তাহাকে কদাচই উপেক্ষা করিবেন না। সচিব অপরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া যদি পরে অবনতও হয় তথাপি তাহাকে বিশ্বাস করিবে না ॥৩৭॥ কি শত্রু কি মিত্র সকলেরই নিকট চর নিয়োগ করা অবশ্য কর্ত্তব্য; সতত ধর্ম্মে অনুরাগ প্রদর্শন এবং নিত্যই দান করিবে ॥ ৩৮ ॥ বৃথা বিতণ্ডা করা অনুচিত এবং দুষ্টদিগের সংসর্গ বর্জ্জন করা একান্ত কর্ত্তব্য। পুত্র! তুমি মহর্ষিগণের পূজা এবং নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৩৯ ॥ স্ত্রীলোক, স্ত্রৈণপুরুষ দ্যূতনিরত ব্যক্তিদিগকে কদাচই বিশ্বাস করিবে না। মৃগয়ায় অতিশয় আসক্ত হওয়া কখনই উচিত নহে ॥ ৪০ ॥ দ্যূতক্রীড়া, মদ্য, গীত এবং বারবনিতা এই সকল বিষয় হইতে সততই বিমুখ থাকিবে এবং প্রজাগণকেও এই কার্য্য হইতে রক্ষা করিবে ॥ ৪১ ॥ প্রত্যহ ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া তদনন্তর স্নান আদি সমস্ত কর্ত্তব্য

সকৃৎ কৃত্বা মহাপূজাং দেবীপাদজলং পিবন্।
ন জাতু জননীগর্ভে গচ্ছেদিতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
সর্ব্বং দৃশ্যং মহাদেবী দ্রষ্টা সাক্ষী চ সৈব হি।
ইতি তদ্ভাবভরিতস্তিষ্ঠেন্নির্ভয়চেতসা ॥ ৪৫ ॥
কৃত্বা নিত্যবিধিং সম্যগ্ গন্তব্যং সদসি দ্বিজান্।
সমাহূয় চ প্রষ্টব্যো ধর্ম্মশাস্ত্রবিনির্ণয়ঃ ॥ ৪৬ ॥
সংপূজ্য ব্রাহ্মণান্ পূজ্যান্ বেদবেদান্তপারগান্।
গোভূহিরণ্যাদিকঞ্চ* দেয়ং পাত্রেষু সর্ব্বদা ॥ ৪৭ ॥
অবিদ্বান্ ব্রাহ্মণঃ কোঽপি নৈব পূজ্যঃ কদাচন।
আহারাদধিকং নৈব দেয়ং মূর্খায় কর্হিচিৎ ॥ ৪৮ ॥

দেবীচরণোদকমাহাত্ম্যমাহ সকৃৎ কৃত্বেতি। অত্র হ্যেবং পুরাণান্তরে কথা শ্রূয়তে। কশ্চিদৃষিঃ প্রবাসী কচিৎ সরসি স্নাত্বা দেবীপূজাং বিধায় তত্তীর্থং বিল্বমূলে চিক্ষেপ তত্র চটকাঃ শুকাশ্চাগত্য তত্তীর্থং তৃষিতাঃ পপুঃ। দেহপাতোত্তরং তে শুকাদয়ঃ কল্পপর্য্যন্তং স্বর্গভোগং ভুক্ত্বা কেচিৎ সুদ্যুম্নভূরিদ্যুম্নেন্দ্রদ্যুম্নকুবলয়াশ্বযৌবনাশ্ববধ্র্যশ্বা অশ্বপতিশশবিন্দুহরিশ্চন্দ্রাম্বরীষাদয়ো মৈত্রায়ণীয়শ্রুতিপ্রসিদ্ধাঃ পরমজ্ঞানিনো রাজানোঽভূবন্। কেচিৎ খগাঃ কণ্বজাতুকর্ণ্যকাত্যায়নাসুরিপঞ্চশিখবৈশম্পায়নাপস্তম্বহারীতাদয়ো মুনয়ো জ্ঞানিবরা অভূবন্নিতি ॥ ৪৪ ॥

দ্রষ্টা জীবঃ সাক্ষী ঈশ্বরো দৃশ্যং সর্ব্বং জগদিদং ত্রয়ং সৈব ভগবতীত্যর্থঃ। তদুক্তং মুণ্ডমালায়াম্। ভূতানি দুর্গা ভুবনানি দুর্গা নরাঃ স্ত্রিয়শ্চাপি সুরাসুরাদিকম্। যদ্যদ্ধি দৃশ্যং খলু সৈব দুর্গা দুর্গাস্বরূপাদপরং ন কিঞ্চিৎ ॥ ৪৫—৫০ ॥

কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৪২ ॥ পুত্র! গুরুর নিকট দেবীমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক পরমাশক্তি ভগবতীর মহতী পূজা করিবে। পরাশক্তির চরণকমলের অর্চ্চনা করিলে জন্মের সাফল্য সম্পাদন হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥ পুত্র! যে ব্যক্তি মহাদেবীর একবার মাত্র মহতীপূজা করিয়া তাহার চরণামৃত জল পান করে, সে ব্যক্তিকে কখনই আর জননী-গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ইহা স্থিরনিশ্চয় জানিবে ॥৪৪॥ সেই মহাদেবীই এই যাবতীয় দৃশ্যবস্তু স্বরূপ এবং তিনিই দ্রষ্টা ও সাক্ষী চৈতন্যস্বরূপ এইরূপ ভাবভরে পূর্ণাত্মা হইয়া নির্ভয় চিত্তে অবস্থিতি করিবে ॥ ৪৫ ॥ প্রতি দিবস নৈমিত্তিক কার্য্য সমাপন করিয়া দ্বিজ-গণের সভায় গমন করিবে এবং তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত সকল জিজ্ঞাসা করিবে ॥ ৪৬ ॥ বেদ ও বেদান্ত পারগ দ্বিজগণ অবশ্য পূজ্য, অতএব তাঁহাদিগকে পূজা করিয়া পাত্র বিবেচনায় সর্ব্বদা গো, ভূমি ও হিরণ্য প্রভৃতি দান করিবে ॥ ৪৭ ॥ অবি-দ্বান্ কোন ব্রাহ্মণকে কদাচ পূজা করিবে না; মূর্খ ব্যক্তিকে আহার অপেক্ষা অধিক দান

---

* গোহিরণ্যাদিকং দানম্। ইতি বা পাঠঃ।

ন বা লোভাত্ত্বয়া পুত্র! কর্ত্তব্যং ধর্ম্মলঙ্ঘনম্।
অতঃপরং ন কর্ত্তব্যং কচিদ্বিপ্রাবমাননম্॥ ৪৯॥
ব্রাহ্মণা ভূমিদেবাশ্চ মাননীয়াঃ প্রযত্নতঃ॥
কারণং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ দ্বিজা এব ন সংশয়ঃ॥ ৫০॥
অদ্ভ্যোঽগ্নির্ব্রহ্মণঃ ক্ষত্রমশ্মনো লোহমুত্থিতম্।
তেষাং সর্ব্বত্রগং তেজঃ স্বাসু যোনিষু শাম্যতি॥ ৫১॥
তস্মাদ্রাজ্ঞা বিশেষেণ মাননীয়া মুখোদ্ভবাঃ।
দানেন বিনয়েনৈব সর্ব্বথা ভূতিমিচ্ছতা॥ ৫২॥
দণ্ডনীতিঃ সদা কার্য্যা ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারতঃ।
কোশস্য সংগ্রহঃ কার্য্যো নূনং ন্যায়াগতস্য হ॥ ৫৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে ত্রিশঙ্কুকথাবর্ণনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

তত্র প্রমাণমাহ অদ্ভ্যোঽগ্নিরিতি। স্বাসু যোনিষু স্বকারণেষু জলাদিষু শাম্যতি ন তত্র পরাক্রমং দর্শয়তীত্যর্থঃ॥ ৫১—৫৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

কদাচই করিবে না॥ ৪৮॥ বৎস! লোভের বশীভূত হইয়া ধর্ম্ম লঙ্ঘন কখনই করিবে না; আর ইহা সর্ব্বদাই মনে করিয়া রাখিও যে, অতঃপর ব্রাহ্মণের অবমাননা কখনই করিবে না॥৪৯॥ দ্বিজগণ ক্ষত্রিয়দিগের কারণ বিশেষতঃ তাঁহারা ভূলোকের দেবতা, অতএব যত্নসহকারে ব্রাহ্মণদিগের সম্মান রক্ষা করিবে তাহাতে ত্রুটি করিবে না॥ ৫০॥ জল হইতে অনল, ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্র ও প্রস্তর হইতে লোহ উত্থিত হয়; ইহাদিগের তেজঃ সর্ব্বত্রগামী হইলেও স্বস্ব যোনির সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে তাহাতেই প্রশমিত হয় ইহা নিশ্চয় জানিবে॥৫১॥ যে রাজা আপনার উন্নতি কামনা করেন, তিনি দান ও বিনয় দ্বারা ব্রহ্মার মুখসম্ভূত ব্রাহ্মণগণকে বিশেষরূপে সম্মান করিবেন॥৫২॥ ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে নিয়ত নীতির অনুসরণ করিবে এবং ন্যায় অনুসারে ধন সংগ্রহ করিয়া রাজকোষ পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবে॥ ৫৩॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে ত্রিশঙ্কুকথা বর্ণন নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

এবং প্রবোধিতঃ পিত্রা ত্রিশঙ্কুঃ প্রণতো নৃপঃ।
তথেতি পিতরং প্রাহ প্রেমগদ্গদয়া গিরা ॥ ১ ॥
বিপ্রানাহূয় মন্ত্রজ্ঞান্ বেদশাস্ত্রবিশারদান্।
অভিষেকায় সম্ভারান্ কারয়ামাস সত্বরম্ ॥ ২ ॥
সলিলং সর্ব্বতীর্থানাং সমানায্য বিশাংপতিঃ।
প্রকৃতীশ্চ সমাহূয় সামন্তান্ ভূপতীংস্তথা ॥ ৩ ॥
পুণ্যেঽহ্নি বিধিবত্তস্মৈ দদাবাসনমুত্তমম্।
অভিষিচ্য সুতং রাজ্যে ত্রিশঙ্কুং বিধিবৎ পিতা ॥ ৪ ॥
তৃতীয়মাশ্রমং পুণ্যং জগ্রাহ ভার্য্যয়া যুতঃ।
বনে ত্রিপথগাকূলে চচার দুশ্চরং তপঃ ॥ ৫ ॥
কালে প্রাপ্তে যযৌ স্বর্গং পূজিতস্ত্রিদশৈরপি।
ইন্দ্রাসনসমীপস্থো ররাজ রবিবৎ সদা ॥ ৬ ॥

চতুঃষষ্টিশ্লোকবর্য্যৈর্বিশ্বামিত্রপ্রতাপতঃ।
ত্রিশঙ্কোঃ স্বর্গবাসশ্চ বিস্তরেণোপবর্ণ্যতে ॥

ত্রিশঙ্কোঃ পিতুরুপদেশানন্তরং জাতং বৃত্তমাহ এবং প্রবোধিত ইতি ১-

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! পিতা পুত্রকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে, নরপতি ত্রিশঙ্কু প্রণত হইয়া প্রেমবশতঃ রুদ্ধকণ্ঠে পিতাকে বলিলেন, আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন আমি তাহাই করিব ॥ ১ ॥ তখন নরপতি বেদশাস্ত্র-বিশারদ মন্ত্রজ্ঞ বিপ্রদিগকে আহ্বান করিয়া সত্বর অভিষেকের সামগ্রী-সম্ভার আয়োজন করাইলেন ॥ ২ ॥ সমস্ত তীর্থের জল আনাইয়া সমস্ত ভূপালবৃন্দকে সমাদরে আহ্বান করিলেন। পিতা পুত্র ত্রিশঙ্কুকে পবিত্র দিবসে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাকে বিধি-অনুসারে উত্তম রাজাসন প্রদান করিলেন ॥৩—৪॥ তদনন্তর ভূপতি ভার্য্যার সহিত পবিত্র বানপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া বনে গিয়া গঙ্গাতীরে কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥ পরে কালধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইলে রাজা স্বর্গধামে গমন করিলেন, তথায় সুরগণের সম্মানিত হইয়া ইন্দ্রাসনের সমীপে সর্ব্বদা সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

রাজোবাচ।

পূর্ব্বং ভগবতা প্রোক্তং কথাযোগেন সাম্প্রতম্।
সত্যব্রতো বশিষ্ঠেন শপ্তো দোগ্ধ্রীবধাৎ কিল ॥ ৭ ॥
কুপিতেন পিশাচত্বং প্রাপিতো গুরুণা ততঃ।
কথং মুক্তঃ পিশাচত্বাদিত্যেষ সংশয়ঃ প্রভো ! ॥ ৮ ॥
ন সিংহাসনযোগ্যো হি ভবেচ্ছাপসমন্বিতঃ।
মুনিনা মোচিতঃ শাপাৎ কেনান্যেন চ কর্ম্মণা ॥ ৯ ॥
এতন্মে ব্রূহি বিপ্রর্ষে ! শাপমোক্ষণকারণম্।
আনীতস্তু কথং পিত্রা স্বগৃহে তাদৃশাকৃতিঃ ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ।

বশিষ্ঠেন চ শপ্তোঽসৌ সদ্যঃ পৈশাচতাং গতঃ।
দুর্ব্বেশশ্চাতিদুর্দ্ধর্ষঃ সর্ব্বলোকভয়ঙ্করঃ ॥ ১১ ॥
যদৈবোপাসিতা দেবী ভক্ত্যা সত্যব্রতেন হ।
তয়া প্রসন্নয়া রাজন্ ! দিব্যদেহঃ কৃতঃ ক্ষণাৎ ॥ ১২ ॥
পিশাচত্বং গতং তস্য পাপঞ্চৈব ক্ষয়ং গতম্।
বিপাপ্মা চাতিতেজস্বী সম্ভূতস্তৎকৃপামৃতাৎ ॥ ১৩ ॥

কেনান্যেন কর্ম্মণা পাপাচ্ছাপরূপান্মোচিতো মুনিনেত্যর্থঃ ॥ ৯—১০ ॥
দেবীকৃপয়া সর্ব্বমেতৎ সম্পন্নমিত্যাহ বশিষ্ঠেন চেতি ॥ ১১—১৪ ॥

জনমেজয় বলিলেন, ভগবন্ ! আপনি কথাপ্রসঙ্গে পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, সত্যব্রত ধেনু-বধ করিয়াছিলেন বলিয়া মহর্ষি বশিষ্ঠ কুপিত হইয়া তাঁহাকে পিশাচ হও বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন, সম্প্রতি কি প্রকারে তিনি পিশাচত্ব হইতে মুক্ত হইলেন ? ইহাতে আমার সংশয় রহিয়াছে ॥৭-৮॥ সত্যব্রত শাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন বলিয়া সিংহাসনের অযোগ্য হয়েন, কিন্তু মুনিবর কোন কার্য্য দ্বারা তাঁহাকে শাপ হইতে মুক্ত করিলেন ? ॥ ৯ ॥ এই শাপ পিশাচাকৃতি পুত্রকে পিতাই বা কিরূপে গৃহে আনয়ন করিলেন ? বিপ্রর্ষে ! আর সেই মুক্তির কারণ আমার নিকটে বিশেষরূপে কীর্ত্তন করুন্ ॥ ১০ ॥

ব্যাস বলিলেন, বশিষ্ঠের শাপে সত্যব্রত সদ্যই পিশাচত্ব প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় কুৎসিত দুর্দ্ধর্ষ ও সর্ব্ব লোকের ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল কিন্তু সে যখনই ভক্তিভাবে দেবীর উপাসনা করিল, দেবী প্রসন্না হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দিব্য দেহ প্রদান করিলেন ॥১১-১২॥ দেবীর কৃপামৃত সেচনে তাঁহার পাপ ক্ষয় এবং পিশাচাকৃতি অন্তর্হিত হইয়া গেল, তখন

বশিষ্ঠোঽপি প্রসন্নাত্মা জাতঃ শক্তিপ্রসাদতঃ।
পিতাপি চ বভূবাস্য প্রেমযুক্তস্ত্বনুগ্রহাৎ ॥ ১৪ ॥
রাজ্যং শশাস ধর্ম্মাত্মা মৃতে পিতরি পার্থিবঃ।
ঈজে চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্দেবদেবীং সনাতনীম্ ॥ ১৫ ॥
তস্য পুত্রো বভূবাথ হরিশ্চন্দ্রঃ সুশোভনঃ।
লক্ষণৈঃ শাস্ত্রনির্দ্দিষ্টৈঃ সংযুতশ্চাতিসুন্দরঃ ॥ ১৬ ॥
যুবরাজং সুতং কৃত্বা ত্রিশঙ্কুঃ পৃথিবীপতিঃ।
মানুষেণ শরীরেণ স্বর্গং ভোক্তুং মনো দধে ॥ ১৭ ॥
বশিষ্ঠস্যাশ্রমং গত্বা প্রণম্য বিধিবন্নৃপঃ।
উবাচ বচনং প্রীতঃ কৃতাঞ্জলিপুটস্তদা ॥ ১৮ ॥

রাজোবাচ।

ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ! সর্ব্বমন্ত্রবিশারদ!।
বিজ্ঞপ্তিং মে সুমনসা শ্রোতুমর্হসি তাপস! ॥ ১৯ ॥
ইচ্ছা মেঽদ্য সমুৎপন্না স্বর্গলোকসুখায় চ।
অনেনৈব শরীরেণ ভোগান্ ভোক্তুমমানুষান্ ॥ ২০ ॥

ঈজে চেতি। বিবিধৈর্নানাবিধৈরগ্নিষ্টোমাদ্যশ্বমেধান্তৈর্যজ্ঞৈঃ সনাতনীং নিত্যাং দেবীং শ্রীসচ্চিদানন্দরূপিণীং ভগবতীমীজে ইয়াজেত্যর্থঃ ॥ ১৫—২২ ॥

সত্যব্রত পাপবিহীন হইয়া অতীব তেজস্বী হইলেন ॥ ১৩ ॥ পরমাশক্তির প্রসাদবশতঃ বশিষ্ঠ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন; তাঁহার অনুগ্রহে পিতাও সত্যব্রতের উপর প্রীতিপরায়ণ হইলেন ॥ ১৪ ॥ পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ধর্ম্মাত্মা সত্যব্রত রাজা হইয়া রাজ্যশাসন ও মধ্যে মধ্যে নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দেবদেবী সনাতনীর অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ মহারাজ! এই ত্রিশঙ্কুর হরিশ্চন্দ্র নামে এক পরম সুন্দর পুত্র উৎপন্ন হয়, সেই সুশোভন রাজপুত্রের সমস্ত অঙ্গেই শাস্ত্রবিহিত সুলক্ষণ সকল বিরাজমান ছিল ॥১৬॥ পৃথিবীপতি ত্রিশঙ্কু পুত্রকে যুবরাজ করিয়া মনুষ্য দেহেই স্বর্গ ভোগ করিবার নিমিত্ত মানস করিলেন ॥ ১৭ ॥ তখন নরপতি প্রীতচিত্তে বশিষ্ঠের আশ্রমে গমনপূর্ব্বক বিধি অনুসারে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১৮ ॥

তপোধন! আপনি ব্রহ্মার পুত্র সমস্ত বৈদিক মন্ত্রের পারদর্শী, সুতরাং আপনার সৌভাগ্যের সীমা নাই; অতএব আপনাকে একটি বিষয় নিবেদন করিতেছি, আপনি প্রীতচিত্তে তাহা শ্রবণ করুন ॥ ১৯ ॥ এক্ষণে এই মানুষ শরীরেই স্বর্গলোকের সুখ এবং দেবভোগ্যবস্তু সকল উপভোগ করিতে আমার বাসনা উপস্থিত হইয়াছে ॥২০॥ নন্দনবনে

অপ্সরোভিশ্চ সংবাসঃ ক্রীড়িতুং নন্দনে বনে।
দেবগন্ধর্ব্বগানঞ্চ শ্রোতব্যং মধুরং কিল ॥ ২১ ॥
যাজয় ত্বং মখেনাশু তাদৃশেন মহামুনে!।
যথানেন শরীরেণ বসে লোকং ত্রিপিষ্টপম্ ॥ ২২ ॥
সমর্থোঽসি মুনিশ্রেষ্ঠ! কুরু কার্য্যং মমাধুনা।
প্রাপয়াশু মখং কৃত্বা দেবলোকং দুরাসদম্ ॥ ২৩ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

রাজন্! মানুষদেহেন স্বর্গে বাসঃ সুদুর্ল্লভঃ।
মৃতস্য হি ধ্রুবঃ স্বর্গঃ কথিতঃ পুণ্যকর্ম্মণা ॥ ২৪ ॥
তস্মাদ্বিভেমি সর্ব্বজ্ঞ! দুর্ল্লভাচ্চ মনোরথাৎ।
অপ্সরোভিশ্চ সংবাসো জীবমানস্য দুর্ল্লভঃ ॥ ২৫ ॥
কুরু যজ্ঞান্ মহাভাগ! মৃতঃ স্বর্গমবাপ্স্যসি ॥ ২৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য রাজা পরমদুর্ম্মনাঃ।
উবাচ বচনং ভূয়ো বশিষ্ঠং পূর্ব্বরোষিতম্ ॥ ২৭ ॥

(স্বশরীরেণ স্বর্গবাসো দুর্লভোঽপি ভবৎ-সাহায্যেন ন দুরাসদো ভবিষ্যতীত্যাহ সমর্থোঽসীতি ॥ ২৩—২৪ ॥
জীবমানস্য জীবতঃ। আত্মনেপদমার্ষম্ ॥ ২৫—৩০ ॥)

বিহার, অপ্সরাদিগের সহিত সহবাস এবং দেব ও গন্ধর্ব্বগণের মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা জন্মিয়াছে ॥ ২১ ॥ অতএব মহামুনে! আমি যাহাতে এই শরীরেই স্বর্গলোকে বাস করিতে পারি আপনি আমাকে তাদৃশ যজ্ঞে নিয়োজিত করুন ॥ ২২ ॥ মুনিবর! আপনি এই কার্য্য সম্পাদন করিতে সম্পূর্ণ রূপেই সমর্থ, অতএব আপনি আমার কার্য্যে এক্ষণে প্রবৃত্ত হউন; আপনি যজ্ঞ করিয়া আমাকে শীঘ্রই দুর্লভ দেবলোক প্রদান করুন ॥ ২৩ ॥

বশিষ্ঠ বলিলেন, রাজন্! মানুষ দেহে স্বর্গবাস করা অতীব দুর্লভ; মৃত ব্যক্তি পুণ্যবলে স্বর্গে বাস করে ইহাই চিরপ্রসিদ্ধ ॥ ২৪ ॥ অতএব হে সর্ব্বজ্ঞ! তোমার মনোরথ দুর্লভ; সুতরাং আমি ইহাতে ভীত হইতেছি, মহারাজ! জীবিত ব্যক্তির অপ্সরাগণের সহিত সহবাস অত্যন্তই দুর্লভ ॥ ২৫ ॥ অতএব মহাভাগ! অগ্রে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন্ পরে এই দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গলাভ করিবেন ॥ ২৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! মহর্ষি বশিষ্ঠ ধেনুবধ হেতু পূর্ব্ব হইতেই রাজার প্রতি রোষাবিষ্ট ছিলেন, তজ্জন্য তিনি রাজাকে এরূপ বাক্য বলিলে পর রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া

ন ত্বং যাজয়সে ব্রহ্মন্ ! গর্ব্বাবেশাচ্চ মাং যদি ।
অন্যং পুরোহিতং কৃত্বা যক্ষ্যেঽহং কিল সাম্প্রতম্ ॥ ২৮ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য বশিষ্ঠঃ কোপসংযুতঃ ।
শশাপ ভূপতিং চেতি চাণ্ডালো ভব দুর্ম্মতে ! ॥ ২৯ ॥
অনেন ত্বং শরীরেণ শ্বপচো ভব সত্বরম্ ।
স্বর্গকৃন্তন ! পাপিষ্ঠ ! সুরভীবধদূষিত ! ॥ ৩০ ॥
ব্রহ্মপত্নীহরোচ্ছিন্নধর্ম্মমার্গ ! বিদূষক ! ।
ন তে স্বর্গগতিঃ পাপ ! মৃতস্যাপি কথঞ্চন ॥ ৩১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তো গুরুণা রাজন্ ! ত্রিশঙ্কুস্তৎক্ষণাদপি ।
তত্র তেন শরীরেণ বভূব শ্বপচাকৃতিঃ ॥ ৩২ ॥
কুণ্ডলেঽশ্মময়ে বাপি জাতে তস্য চ তৎক্ষণাৎ ।
দেহে চন্দনগন্ধশ্চ বিড়্গন্ধো হ্যভবত্তদা ॥ ৩৩ ॥
নীলবর্ণেঽথ সংজাতে দিব্যে পীতাম্বরে তনৌ ।
গজবর্ণোঽভবদ্দেহঃ শাপাত্তস্য মহাত্মনঃ ।
শক্ত্যুপাসকরোষেণ ফলমেতদভূন্নৃপ ! ॥ ৩৪ ॥

উচ্ছিন্নধর্ম্মমার্গেতি সম্বোধনম্ । উচ্ছিন্নো ধর্ম্মমার্গো যেনেত্যর্থঃ । সুরভিবধদূষিতত্বং ব্রহ্মপত্নীহরত্বঞ্চ পূর্ব্বমুপপাদিতম্ ॥ ৩১—৩৩ ॥
ইদং ফলং পরাশক্ত্যুপাসকবশিষ্ঠশাপেন জাতমিত্যাহ শক্ত্যুপাসকরোষেণেতি ॥ ৩৪ ॥

সাতিশয় বিমনা হইয়া মহর্ষিকে পুনরায় বলিলেন ॥ ২৭ ॥ ব্রহ্মন্ ! গর্ব্বের আতিশয্যবশতঃ যদি আপনি আমাকে যজ্ঞ না করান, তাহা হইলে আমি এক্ষণে অন্য পুরোহিত করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব ॥২৮॥ বশিষ্ঠ রাজার বাক্য শ্রবণে অতিশয় কুপিত হইয়া তাঁহাকে শাপ দিলেন, রে দুর্ম্মতে ! তুমি চণ্ডাল হও অধিক কি তুমি সত্বরই এই শরীরেই শ্বপচ হও। যাহাতে স্বর্গপথ রুদ্ধ হয়, তুই তাদৃশ পাপকার্য্য করিয়াছিস্, তুই ব্রাহ্মণের পত্নী হরণ করিয়া ধর্ম্মমার্গ উৎসন্ন দিয়াছিস্, তুই সুরভী বধ করিয়া দূষিত হইয়াছিস্, আর তুই বিদূষক, অতএব রে পাপিষ্ঠ ! তোর্ মৃত্যু হইলেও কখন স্বর্গলাভ হইবে না ॥ ২৯-৩১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! ত্রিশঙ্কু গুরুর ঈদৃশ নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ সেই শরীরেই তথায় শ্বপচাকৃতি হইলেন ॥ ৩২ ॥ তৎকালে তাঁহার সুবর্ণ কুণ্ডল লৌহময় হইল, তাঁহার শরীরে যে সুগন্ধ চন্দন ছিল তাহার বিষ্ঠার ন্যায় গন্ধ হইল, তাঁহার যে মনোহর পীতাম্বরযুগল পরিধান ছিল তাহা নীলবর্ণ হইল, সেই মহাত্মার শাপে তাঁহার শরীর গজের

তস্মাচ্ছ্রীশক্তিভক্তো হি নাবমান্যঃ কদাচন।
গায়ত্রীজপনিষ্ঠো হি বশিষ্ঠো মুনিসত্তমঃ ॥ ৩৫ ॥
দৃষ্ট্বা নিন্দ্যং নিজং দেহং রাজা দুঃখমবাপ্তবান্।
ন জগাম গৃহে দীনো বনমেবাভিতো যযৌ ॥ ৩৬ ॥
চিন্তয়ামাস দুঃখার্ত্তস্ত্রিশঙ্কুঃ শোকবিহ্বলঃ।
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি দেহো মেঽতীব নিন্দিতঃ ॥ ৩৭ ॥
কর্ত্তব্যং নৈব পশ্যামি যেন মে দুঃখসংক্ষয়ঃ।
গৃহে গচ্ছামি চেৎ পুত্রঃ পীড়িতোঽদ্য ভবিষ্যতি ॥ ৩৮ ॥
ভার্য্যাপি শ্বপচং দৃষ্ট্বা নাঙ্গীকারং করিষ্যতি।
সচিবা নাদরিষ্যন্তি বীক্ষ্য মামীদৃশং পুনঃ ॥ ৩৯ ॥
জ্ঞাতয়ো বন্ধুবর্গশ্চ সঙ্গতো ন ভজিষ্যতি।
সর্ব্বৈস্ত্যক্তস্য মে নূনং জীবিতান্মরণং বরম্ ॥ ৪০ ॥
বিষং বা ভক্ষয়িত্বাদ্য পতিত্বা বা জলাশয়ে।
কৃত্বা বা কণ্ঠপাশঞ্চ দেহত্যাগং করোম্যহম্ ॥ ৪১ ॥

তস্মাচ্ছক্তিভক্তাপরাধং ন কুর্য্যাদিত্যাহ তস্মাদিতি। অয়ঞ্চ বশিষ্ঠো গায়ত্র্যুপাসকত্বাৎ পরাশক্তিভক্ত ইত্যাহ গায়ত্রীতি ॥ ৩৫—৪২ ॥

ন্যায় বর্ণযুক্ত হইল; রাজন্! যাঁহারা পরমাশক্তির উপাসক, তাঁহাদের কোপে এইরূপই ফল হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩৩—৩৪ ॥ অতএব শক্তিভক্ত মানবের অবমাননা করা কদাচ উচিত নহে, মুনিসত্তম বশিষ্ঠ দেবীর গায়ত্রী জপে নিয়তই তৎপর, সুতরাং তাঁহার কোপে রাজার দুর্দ্দশা হইবে তাহার বিচিত্র কি? ॥ ৩৫ ॥ তখন রাজা ত্রিশঙ্কু আপনার নিন্দনীয় দেহ অবলোকনপূর্ব্বক দুঃখিত হইলেন আর গৃহে গমন করিলেন না, প্রত্যুত দীনবেশে বনমধ্যেই গমন করিলেন ॥৩৬॥ রাজা ত্রিশঙ্কু দুঃখে কাতর এবং শোকে অভিভূত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন; আমার দেহ যার পর নাই নিন্দনীয় হইয়াছে সুতরাং এ অবস্থায় কোথায় যাই, উপায়ই বা কি করি!! ॥৩৭॥ যাহাতে আমার দুঃখ ক্ষয় হয়, এমন কোন উপায় দেখিতে পাইতেছি না; যদি গৃহে গমন করি, তাহা হইলে পুত্র আমার এই অবস্থা দর্শনে অত্যন্ত কাতর হইবে সন্দেহ নাই ॥৩৮॥ ভার্য্যা আমাকে শ্বপচাকৃতি দেখিয়া পুনরায় গ্রহণ করিবে না; সচিবেরাও আমার ঈদৃশ অবয়ব অবলোকন করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আদর করিবে না ॥৩৯॥ বিশেষতঃ জ্ঞাতি ও বান্ধববর্গ আমার নিকট আসিয়া পূর্ব্বরূপে সেবা করিবেন না, অতএব সকলের পরিত্যক্ত হইয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা আমার মৃত্যুই শ্রেয়স্কর সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥ আমি বিষ পান করিয়া বা জলাশয়ে নিমগ্ন হইয়া অথবা গলে রজ্জু

অগ্নৌ বা জ্বলিতে দেহং জুহোমি বিধিবদ্বলাৎ ।
কৃত্বা বানশনং প্রাণাংস্ত্যজামি দূষিতান্ ভৃশম্ ॥ ৪২ ॥
আত্মহত্যা ভবেন্নূনং পুনর্জন্মনি জন্মনি ।
শ্বপচত্বঞ্চ শাপশ্চ হত্যাদোষাদ্ভবেদপি ॥ ৪৩ ॥
পুনর্বিচার্য্য ভূপালশ্চেতসা সমচিন্তয়ৎ ।
আত্মহত্যা ন কর্ত্তব্যা সর্ব্বথৈব ময়াধুনা ॥ ৪৪ ॥
ভোক্তব্যং স্বকৃতং কর্ম্ম দেহেনানেন কাননে ।
ভোগেনাস্য বিপাকস্য ভবিতা সর্ব্বথা ক্ষয়ঃ ॥ ৪৫ ॥
প্রারব্ধকর্ম্মণাং ভোগাদন্যথা ন ক্ষয়ো ভবেৎ ।
তস্মান্ময়াত্র ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ॥ ৪৬ ॥
কুর্ব্বন্ পুণ্যাশ্রমাভ্যাসে তীর্থানাং সেবনং তথা ।
স্মরণং চাম্বিকায়াস্তু সাধূনাং সেবনং তথা ॥ ৪৭ ॥
এবং কর্ম্মক্ষয়ং নূনং করিষ্যামি বনে বসন্ ।
ভাগ্যযোগাৎ কদাচিত্তু ভবেৎ সাধুসমাগমঃ ॥ ৪৮ ॥

যদি প্রাণাংস্ত্যজামি তদাত্মহত্যা ভবিষ্যতীত্যাহ আত্মহত্যেতি। তয়া চ কিং ভবিষ্যতি তত্রাহ জন্মনি জন্মনীতি। প্রতিজন্মনি শ্বপচত্বং ভবেৎ। হত্যাদোষাৎ পুনরপ্যেবংবিধং শাপাদিকঞ্চ ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৪৭ ॥

সাধুসমাগম ইতি। স যদা ভাগ্যযোগাদ্ভবিষ্যতি তদা মম কার্য্যং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৮-৪৯॥

দিয়া আজ জীবন ত্যাগ করিব ॥ ৪১ ॥ অথবা বলপূর্ব্বক এই দেহ প্রজ্বলিত অনলে বিধি অনুসারে দহন করিব, কিংবা অনশন করিয়া এই নিতান্ত দূষিত জীবন বিসর্জ্জন করিব ॥ ৪২ ॥ কিন্তু হায়! ইহাতে আত্মহত্যার পাপ হইবে, সুতরাং হত্যাদোষবশতঃ প্রতিজন্মেই পুনরায় শ্বপচত্ব এবং অভিশাপ প্রাপ্ত হইতে হইবে ॥৪৩॥ মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া ভূপতি পুনর্ব্বার চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন যে, অধুনা আত্মহত্যা করা আমার কখনই উচিত হয় না ॥ ৪৪ ॥ এই কর্ম্মবিপাকের ভোগ হইলেই তাহার অবশ্য ক্ষয় হইবে, অতএব এই দেহে কাননমধ্যেই নিজকৃত কর্ম্ম ভোগ করিব ॥ ৪৫ ॥ বিশেষতঃ ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধ কার্য্যের কখনই ক্ষয় হয় না, অতএব যে যে শুভ বা অশুভ কার্য্য করিয়াছি এইখানেই তৎসমুদয় ভোগ করিব ॥ ৪৬॥ আমি নিয়তই পবিত্র আশ্রমের সন্নিহিত স্থানে বাস, তীর্থস্থানে পর্য্যটন, অম্বিকার স্মরণ এবং সাধুদিগের সেবা করিব ॥ ৪৭ ॥ বনে বাস করিয়া এইরূপে নিশ্চয়ই কর্ম্ম ক্ষয় করিব, অনন্তর ভাগ্যবশতঃ যদি কখন সাধু সমাগম সংঘটিত হয় তবেই আমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে॥ ৪৮ ॥ নরপতি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া স্বীয়

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা ত্যক্ত্বা স্বনগরং নৃপঃ।
গঙ্গাতীরে গতঃ কামং শোচংস্তত্রৈব সংস্থিতঃ ॥ ৪৯ ॥
হরিশ্চন্দ্রস্তদা জ্ঞাত্বা পিতুঃ শাপস্য কারণম্।
দুঃখিতঃ সচিবাংস্তত্র প্রেষয়ামাস পার্থিবঃ ॥ ৫০ ॥
সচিবাস্তত্র গত্বাশু তমূচুঃ প্রশ্রয়ান্বিতাঃ।
প্রণম্য শ্বপচাকারং নিঃশ্বসন্তং মুহুর্মুহুঃ ॥ ৫১ ॥
রাজন্! পুত্রেণ তে নূনং প্রেষিতান্ সমুপাগতান্।
অবেহি সচিবাংস্ত্বম্নো হরিশ্চন্দ্রাজ্ঞয়া স্থিতান্ ॥ ৫২ ॥
যুবরাজসুতঃ প্রাহ যৎ তচ্ছৃণু নরাধিপ!।
আনয়ধ্বং নৃপং যূয়ং সম্মান্য পিতরং মম ॥ ৫৩ ॥
তস্মাদ্রাজন্! সমাগচ্ছ রাজ্যং প্রতি গতব্যথঃ।
সেবাং সর্ব্বে করিষ্যন্তি সচিবাশ্চ প্রজাস্তথা ॥ ৫৪ ॥
গুরুং প্রসাদয়িষ্যামঃ স যথা তু দয়েত বৈ।
প্রসন্নোঽসৌ মহাতেজা দুঃখস্যান্তং করিষ্যতি ॥ ৫৫ ॥

সচিবানিতি। সাপেক্ষয়া জ্যেষ্ঠান্ রাজ্ঞোঽপ্যতিপ্রিয়ান্ ॥ ৫০—৫৪ ॥
(গুরুমিতি। যস্ত ক্রোধাদ্ভবানীদৃশো জাতঃ সর্ব্বে মিলিত্বা তং প্রসাদয়িষ্যামঃ। তেন তে দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৫৫—৫৬ ॥

নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে গমন করিলেন এবং অনেক অনুতাপ করিয়া সেই সুরনদীর পুলিনেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

এদিকে পৃথিবীপতি হরিশ্চন্দ্র পিতার অভিশাপের কারণ বিদিত হইয়া দুঃখিত হৃদয়ে সচিববর্গকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন ॥ ৫০ ॥ রাজা চাণ্ডালের ন্যায় হইয়া মুহুর্মুহু নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, এমন সময়ে মন্ত্রিগণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া অতি বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া বলিলেন ॥ ৫১ ॥ রাজন্! আপনার পুত্র আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন তাঁহার অনুমতিক্রমে আমরা আপনার নিকট আসিয়াছি, আমরা রাজা হরিশ্চন্দ্রের আজ্ঞানুবর্ত্তী সচিব, ইহা আপনি সত্য বলিয়া জানিবেন ॥ ৫২ ॥ নরনাথ! আপনার পুত্র যুবরাজ যাহা বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ করুন; তিনি বলিয়াছেন যে, আমার পিতাকে তোমরা অতি সত্বর এখানে আনয়ন করিবে ॥ ৫৩ ॥ অতএব রাজন্! মনোবেদনা পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে গমন করুন; সচিববর্গ কি প্রজাবর্গ সকলেই আপনার নিয়তই সেবা করিবে ॥ ৫৪ ॥ গুরুদেব বশিষ্ঠ যাহাতে আপনার প্রতি সদয় হন আমরা সকলেই সেইরূপে তাঁহাকে প্রসাদিত করিব; তাহা হইলে অবশ্যই সেই মহাতেজা প্রসন্ন

ইতি পুত্রেণ তে রাজন্ ! কথিতং বহুধা কিল।
তস্মাদ্ গমনমেবাশু রোচতাং নিজসদ্মনি ॥ ৫৬ ॥
ব্যাস উবাচ।
ইতি তেষাং নৃপঃ শ্রুত্বা ভাষিতং শ্বপচাকৃতিঃ।
স্বগৃহং গমনায়াসৌ ন মতিং কৃতবানদঃ ॥ ৫৭ ॥
তানুবাচ তদা বাক্যং ব্রজন্তু সচিবাঃ পুরম্।
গত্বা পুত্রং মহাভাগা ব্রুবন্তু বচনাচ্চ মে ॥ ৫৮ ॥
নাগমিষ্যাম্যহং পুত্র ! কুরু রাজ্যমতন্দ্রিতঃ।
মানয়ন্ ব্রাহ্মণান্ দেবান্ যজন্ যজ্ঞৈরনেকশঃ ॥ ৫৯ ॥
নাহং শ্বপচবেশেন গর্হিতেন মহাত্মভিঃ।
আগমিষ্যাম্যযোধ্যায়াং সর্ব্বে গচ্ছন্তু মা চিরম্ ॥ ৬০ ॥
পুত্রং সিংহাসনে স্থাপ্য হরিশ্চন্দ্রং মহাবলম্।
কুর্ব্বন্তু রাজ্যকর্ম্মাণি যূয়ং তত্র মমাজ্ঞয়া ॥ ৬১ ॥
ইত্যাদিষ্টাস্ততস্তে তু রুরুদুশ্চাতুরা ভৃশম্।
সচিবা নির্যযুস্তূর্ণং নত্বা তঞ্চ বনাশ্রমাৎ ॥ ৬২ ॥

ইতীতি। নৃপস্ত্রিশঙ্কুরিত্যদ ইত্যেতৎ ভাষিতং বচনং শ্রুত্বা সচিবানামিতি শেষঃ। গৃহং প্রতি গমনায় মতিং ন কৃতবানিত্বয়ঃ ॥ ৫৭—৫৯ ॥
গৃহাগমনে কারণমাহ নাহং শ্বপচবেশেনেতি ॥ ৬০—৬২ ॥

হইয়া আশু আপনার দুঃখের অবসান করিবেন ॥ ৫৫ ॥ রাজন্ ! আপনার পুত্র এই প্রকার অনেক কথা বলিয়াছেন, অতএব এক্ষণে আপন আলয়ে গমন করিতে আপনার অভিরুচি হউক্ ॥ ৫৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, নরনাথ ! সেই শ্বপচাকৃতি নরপতি তাহাদের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়াও স্বীয় আলয়ে গমন করিতে অভিলাষ করিলেন না, পরন্তু তাহাদিগকে বলিলেন যে, সচিবগণ ! তোমরা গৃহে প্রতিগমন কর ; তোমরা গৃহে যাইয়া আমার বাক্যানুসারে পুত্রকে বলিবে যে, আমি আর গৃহে গমন করিব না ; তুমি আলস্য ত্যাগ করিয়া সাবধানে রাজ্যশাসন করিবে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দেবগণের অর্চনা করিবে ॥ ৫৭—৫৯ ॥ আমি এই নিন্দনীয় চণ্ডালবেশে মহানুভবগণের সহিত অযোধ্যায় যাইতে ইচ্ছা করি না, অতএব তোমরা অবিলম্বে অযোধ্যায় গমন কর ॥ ৬০ ॥ আমার আজ্ঞানুসারে মদীয় পুত্র মহাবল হরিশ্চন্দ্রকে সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া তোমরা রাজকার্য্য সম্পাদন করিবে ॥ ৬১ ॥ অনন্তর সচিবগণ রাজার

অযোধ্যায়ামুপাগত্য পুণ্যেহহ্নি বিধিপূর্ব্বকম্।
অভিষেকং তদা চক্রুর্হরিশ্চন্দ্রস্য মূর্দ্ধনি তে ॥ ৬৩ ॥
অভিষিক্তস্তু তেজস্বী সচিবাশ্চ নৃপাজ্ঞয়া।
রাজ্যং চকার ধর্ম্মিষ্ঠঃ পিতরং চিন্তয়ন্ ভৃশম্ ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে
ত্রিশঙ্কোঃ শাপবর্ণনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

বনপ্রত্যাগমনানন্তরং সচিবাঃ কিং চক্রুস্তদাহ অযোধ্যায়ামিতি ॥ ৬৩—৬৪ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

এইরূপ আজ্ঞা শুনিয়া কাতর হৃদয়ে সাতিশয় রোদন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া অবিলম্বে বনাশ্রম হইতে নির্গত হইলেন ॥ ৬২ ॥ তৎকালে তাঁহারা অযোধ্যায় আগমন করিয়া পবিত্র দিবসে হরিশ্চন্দ্রের মস্তকে বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রপূত অভিষেক বারি প্রদান করিলেন ॥ ৬৩ ॥ সেই তেজস্বী ধর্ম্মনিষ্ঠ হরিশ্চন্দ্র রাজার আজ্ঞা অনুসারে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া নিরন্তর পিতাকে স্মরণ করিয়া সচিববর্গের সহিত ধর্ম্মানুসারে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে ত্রিশঙ্কুর প্রতি বশিষ্ঠশাপ বর্ণন নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

হরিশ্চন্দ্রঃ কৃতো রাজা সচিবৈর্নৃপশাসনাৎ।
ত্রিশঙ্কুস্তু কথং মুক্তস্তস্মাচ্চাণ্ডালদেহতঃ॥ ১॥
মৃতো বা বনমধ্যে তু গঙ্গাতীরে পরিপ্লুতঃ।
গুরুণা বা কৃপাং কৃত্বা শাপাত্তস্মাদ্বিমোচিতঃ॥ ২॥
এতদ্‌বৃত্তান্তমখিলং কথয়স্ব মমাগ্রতঃ।
চরিতং তস্য নৃপতেঃ শ্রোতুকামোঽস্মি সর্ব্বথা॥ ৩॥

ব্যাস উবাচ।

অভিষিক্তং সুতং কৃত্বা রাজা সন্তুষ্টমানসঃ।
কালাতিক্রমণং তত্র চকার চিন্তয়ন্ শিবাম্॥ ৪॥
এবং গচ্ছতি কালে তু তপস্তপ্ত্বা সমাহিতঃ।
দ্রষ্টুং দারান্ সুতাদীংশ্চ তদাগাৎ কৌশিকো মুনিঃ॥ ৫॥

দ্বিষষ্টিশ্লোকবর্য্যেস্তু হরিশ্চন্দ্রে নৃপে সতি।
ত্রিশঙ্কোঃ কৌশিকস্যাপি সমাগম উদীর্য্যতে॥

হরিশ্চন্দ্রস্য রাজ্যাভিষেকে কৃতে সত্যানন্তরং বৃত্তমাহ হরিশ্চন্দ্র ইতি॥ ১—৪॥
অস্মিন্ সময়ে তপশ্চর্য্যার্থং বহুকালং গতো বিশ্বামিত্রঃ স্বগৃহমাগত ইত্যাহ এবং গচ্ছতীতি॥ ৫—৬॥

জনমেজয় বলিলেন, মুনিসত্তম! নরপতির আজ্ঞানুসারে সচিবগণ হরিশ্চন্দ্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন, কিন্তু ত্রিশঙ্কু সেই চাণ্ডালদেহ হইতে কি প্রকারে মুক্তিলাভ করিলেন তাহা আপনি আমাকে বলুন॥ ১॥ তিনি গঙ্গাতীরের পবিত্র সলিলে অবগাহন করিয়া বনমধ্যে প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন, অথবা গুরু বশিষ্ঠদেব কৃপা করিয়া তাঁহাকে শাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন?॥ ২॥ ঋষিবর! আমি সেই নরপতির চরিত্র শ্রবণ করিতে একান্ত সমুৎসুক হইয়াছি, অতএব আপনি সেই সমস্ত অদ্ভুত চরিত্র আমার নিকট সবিস্তার বর্ণন করুন॥ ৩॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রাজা পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া সন্তুষ্টচিত্ত হইলেন এবং ভগবতী ভবানীর ধ্যান করিয়া সেই বনেই কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন॥ ৪॥ এইরূপে কিছুকাল গত হইলে কুশিক তনয় বিশ্বামিত্র একান্তচিত্তে তপশ্চর্য্যার অনুষ্ঠান সমাপন করিয়া স্ত্রী ও পুত্রদিগকে দেখিবার নিমিত্ত স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন

আগত্য স্বজনং দৃষ্ট্বা সুস্থিতং মুদমাপ্তবান্।
ভার্য্যাং পপ্রচ্ছ মেধাবী স্থিতামগ্রে সপর্য্যয়া ॥ ৬ ॥
দুর্ভিক্ষে তু কথং কালস্ত্বয়া নীতঃ সুলোচনে!।
অন্নং বিনা ত্বিমে বালাঃ পালিতাঃ কেন তদ্বদ ॥ ৭ ॥
অহং তপসি সম্বদ্ধো নাগতঃ শৃণু সুন্দরি!।
কিং কৃতন্তু ত্বয়া কান্তে! বিনা দ্রব্যেণ শোভনে! ॥ ৮ ॥
ময়া চিন্তা কৃতা তত্র শ্রুত্বা দুর্ভিক্ষমুত্তমম্।
নাগতোঽহং বিচার্য্যৈবং কিং করিষ্যামি নির্ধনঃ ॥ ৯ ॥
অহমপ্যতি বামোরু! পীড়িতঃ ক্ষুধয়া বনে।
প্রবিষ্টশ্চৌরভাবেন কুত্রচিৎ শ্বপচালয়ে ॥ ১০ ॥
শ্বপচং নিদ্রিতং দৃষ্ট্বা ক্ষুধয়া পীড়িতো ভৃশম্।
মহানসং পরিজ্ঞায় ভক্ষ্যার্থং সমুপস্থিতঃ ॥ ১১ ॥
যদা ভাণ্ডং সমুদ্‌ঘাট্য পক্বং শ্বতনুজামিষম্।
গৃহ্লামি ভক্ষণার্থায় তদা দৃষ্টস্তু তেন বৈ ॥ ১২ ॥

বিশ্বামিত্রো দুর্ভিক্ষকালজং বৃত্তান্তং ভার্য্যাং পৃচ্ছতি দুর্ভিক্ষে ত্বিতি ॥ ৭—৯
ইত্থং ভার্য্যাবৃত্তান্তং পৃষ্ট্বা স্ববৃত্তান্তমাহ অহমপ্যতীতি ১০—১৭

করিলেন ॥ ৫ ॥ সেই মেধাবী মুনিবর গৃহে আসিয়া পুত্রাদি স্বজনগণকে স্বচ্ছন্দে অবস্থিত দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহার ভার্য্যা তাঁহার পরিচর্য্যা করিবার নিমিত্ত সম্মুখে আসিলে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৬ ॥ সুলোচনে! দুর্ভিক্ষের সময় তুমি কি প্রকারে কাল অতিবাহিত করিলে? গৃহে কিছু মাত্র অন্নের সংস্থান ছিল না, তবে এই বালকদিগকে কি উপায়ে প্রতিপালন করিলে? তাহা তুমি আমার নিকট বল ॥ ৭ ॥ সুন্দরি! আমি তপশ্চর্য্যায় সর্ব্বতোভাবে বদ্ধ হইয়াছিলাম, সুতরাং তোমাদের প্রতিপালনের নিমিত্ত এখানে আসিতে পারি নাই; কিন্তু কান্তে! তুমি খাদ্যদ্রব্যের অভাবে কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলে? ॥ ৮ ॥ শোভনে! আমি অদ্ভুত দুর্ভিক্ষ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তৎকালে চিন্তা করিলাম যে, আমি ধনহীন সুতরাং এমন সময় সেখানে গিয়া কি করিব? এইরূপ বিচার করিয়াই আমি এখানে আসিলাম না ॥ ৯ ॥ বামোরু! তৎকালে একদা আমি ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়া কোন উপায় না দেখিয়া একটী চাণ্ডালের আলয়ে চৌরভাবে প্রবিষ্ট হইলাম ॥ ১০ ॥ গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম শ্বপচ নিদ্রিত; তখন আমি ক্ষুধায় যার পর নাই কাতর হইয়া তাহার রন্ধনশালা অন্বেষণ করিয়া তাহাতে উপস্থিত হইলাম ॥ ১১ ॥ পাকস্থালী উদ্‌ঘাটিত

পৃষ্টঃ কস্ত্বং কথং প্রাপ্তো গৃহে মে নিশি সাদরম্।
ব্রূহি কার্য্যং কিমর্থং ত্বমুদ্‌ঘাটয়সি ভাণ্ডকম্ ॥ ১৩ ॥
ইত্যুক্তঃ শ্বপচেনাহং ক্ষুধয়া পীড়িতো ভৃশম্।
তমবোচং সুকেশান্তে! কামং গদ্গদয়া গিরা ॥ ১৪ ॥
ব্রাহ্মণোঽহং মহাভাগ! তাপসঃ ক্ষুধয়ার্দ্দিতঃ।
চৌরভাবমনুপ্রাপ্তো ভক্ষ্যং পশ্যামি ভাণ্ডকে ॥ ১৫ ॥
চৌরভাবেন সম্প্রাপ্তোঽস্ম্যতিথিস্তে মহামতে!।
ক্ষুধিতোঽস্মি দদস্বাজ্ঞাং মাংসমদ্মি সুসংস্কৃতম্ ॥ ১৬ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

শ্বপচস্তু বচঃ শ্রুত্বা মামুবাচ সুনিশ্চিতম্।
ভক্ষং মা কুরু বর্ণাগ্র্য! জানীহি শ্বপচালয়ম্ ॥ ১৭ ॥
দুর্লভং খলু মানুষ্যং তত্রাপি চ দ্বিজন্মতা।
দ্বিজত্বে ব্রাহ্মণত্বঞ্চ দুর্লভং বেৎসি কিং ন হি ॥ ১৮ ॥
দুষ্টাহারো ন কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা লোকমিচ্ছতা।
অগ্রাহ্যা মনুনা প্রোক্তাঃ কর্ম্মণা সপ্ত চান্ত্যজাঃ।
ত্যাজ্যোঽহং কর্ম্মণা বিপ্র! শ্বপচো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥

দ্বিজত্বে ব্রাহ্মণত্বঞ্চেতি। দ্বিজত্বে সত্যপি ব্রাহ্মণত্বং দুর্লভমিত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥

করিয়া ভোজনের নিমিত্ত যেমন পক্ক কুকুরমাংস গ্রহণ করিব, অমনি সেই শ্বপচের নয়নপথে পতিত হইলাম ॥ ১২ ॥ সে আমাকে সাদরে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কে? কি নিমিত্ত রাত্রিকালে আমার গৃহে প্রবিষ্ট হইলে? কি নমিত্তিই বা পাকস্থালী উদ্‌ঘাটিত করিতেছ? তোমার প্রয়োজন কি তাহা আমার নিকট বল ॥ ১৩ ॥ সুন্দরি! চাণ্ডাল যখন আমাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল তখন আমি ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর, সুতরাং আমার অভিলাষ গদ্‌গদস্বরে ব্যক্ত করিলাম ॥ ১৪ ॥ মহাভাগ! আমি তাপস ব্রাহ্মণ, ক্ষুধায় সাতিশয় ক্লেশ পাইয়া চৌরভাবে তোমার গৃহে আসিয়া এই ভাণ্ডে ভক্ষ্যদ্রব্য অন্বেষণ করিতেছি ॥ ১৫ ॥ মহামতে! আমি এখন তোমার গৃহে চৌরভাবে অতিথি, বিশেষতঃ আমি এক্ষণে ক্ষুধায় নিতান্ত পীড়িত অতএব সুসংস্কৃত মাংস ভোজন করিব, তুমি এই বিষয়ে আমাকে অনুমতি প্রদান কর ॥১৬॥ শ্বপচ আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে শাস্ত্রানুমোদিত বাক্যে বলিল, হে বর্ণশ্রেষ্ঠ! ইহা চাণ্ডালের আলয় বলিয়া জানিবেন, অতএব কদাচ আপনি ইহা ভক্ষণ করিবেন না ॥ ১৭ ॥ দেখুন ইহলোকে মানবজন্ম অতি দুর্লভ, আর যদিও মনুষ্য জন্ম লাভ হয় তথাপি দ্বিজজন্ম তদপেক্ষা অধিকতর দুর্লভ;

নিবারয়ামি ভক্ষ্যাত্ত্বাং ন লোভেনাঞ্জসা দ্বিজ ! ।
বর্ণসঙ্করদোষোঽয়ং মা যাতু ত্বাং দ্বিজোত্তম ! ॥ ২০ ॥
বিশ্বামিত্র উবাচ।
সত্যং বদসি ধর্ম্মজ্ঞ ! মতিস্তে বিশদান্ত্যজ ! ।
তথাপ্যাপদি ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মমার্গং ব্রবীম্যহম্ ॥ ২১ ॥
দেহস্য রক্ষণং কার্য্যং সর্ব্বথা যদি মানদ ! ।
পাপস্যান্তে পুনঃ কার্য্যং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে ॥ ২২ ॥
দুর্গতিস্তু ভবেৎ পাপাদনাপদি ন চাপদি ।
মরণাৎ ক্ষুধিতস্যাথ নরকো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥
তস্মাৎ ক্ষুধাপহরণং কর্ত্তব্যং শুভমিচ্ছতা ।
তেনাহং চৌর্য্যধর্ম্মেণ দেহং রক্ষেঽপ্যথান্ত্যজ ! ॥ ২৪ ॥
অবর্ষণে চ চৌর্য্যেণ যৎ পাপং কথিতং বুধৈঃ ।
যো ন বর্ষতি পর্জ্জন্যস্তত্তু তস্মৈ ভবিষ্যতি ॥ ২৫ ॥

মা যাতু মা গচ্ছতু মা শব্দো নিষেধার্থকঃ ॥ ২০—২২ ॥
অসদুপায়ে সত্যপি যঃ ক্ষুধিতঃ প্রাণত্যাগং করোতি স নরকং প্রাপ্নোতীত্যাহ মরণাদিতি ॥ ২৩—২৬ ॥

আবার দ্বিজ হইতেও ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা অতীব সুকঠিন, ইহা কি আপনি জানেন না ? ॥১৮॥ যাঁহারা স্বর্গাদি লাভ করিবার বাসনা করেন দূষিত অন্ন আহার করা তাঁহাদের কথনই উচিত নহে ; মহর্ষি মনু কর্ম্ম অনুসারে সপ্ত জাতিকে অন্ত্যজ বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছেন। অতএব বিপ্র! আমিও কর্ম্মবশতঃ শ্বপচজাতি হইয়া সকলের পরিত্যাজ্য হইয়াছি, ইহাতে সংশয় নাই ॥ ১৯ ॥ দ্বিজবর ! লোভবশতঃ এই বর্ণসঙ্কর দোষ সহসা আপনাকে স্পর্শ না করে এই অভিপ্রায়ে আমি আপনাকে ভক্ষণ করিতে নিবারণ করিতেছি ॥ ২০ ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ ! তুমি সত্যই বলিতেছ, তুমি চাণ্ডাল হইলেও তোমার বুদ্ধি অতিশয় নির্ম্মল এক্ষণে আমি তোমাকে আপদ্-ধর্ম্মের সূক্ষ্মপথ বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২১ ॥ হে মানদ ! সকল সময়েই দেহ রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয় ; কিন্তু যদি তাহাতে পাপ হয় তবে আপদের অবসানে বিশুদ্ধির নিমিত্ত সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত ॥ ২২ ॥ আর আপদ্‌কাল ব্যতীত পাপ কার্য্য করিলে মানবের তাহা হইতে দুর্গতি হইয়া থাকে, কিন্তু আপদ্‌কালে তাহা হয় না। যে মানব ক্ষুধিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় অন্তে তাহার নরক হয়, ইহাতে সংশয় নাই ; অতএব শুভাকাঙ্ক্ষী মানবের ক্ষুধা নিবারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। হে অন্ত্যজ ! আমি সেই কারণবশতই চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেহ রক্ষা করিবার বাসনা করিয়াছি ॥ ২৩—২৪ ॥ দেখ, দুর্ভিক্ষ সময়ে চৌর্য্যকর্ম্ম

ইত্যুক্তে বচনে কান্তে ! পর্জ্জন্যঃ সহসাপতৎ।
গগনাদ্ধস্তিহস্তাভির্ধারাভিরভিকাঙ্ক্ষিতঃ॥ ২৬॥
মুদিতোঽহং ঘনং বীক্ষ্য বর্ষন্তং বিদ্যুতা সহ।
তদাহং তদ্‌গৃহং ত্যক্ত্বা নিঃসৃতঃ পরয়া মুদা॥ ২৭॥
কথয় ত্বং বরারোহে ! কালো নীতস্ত্বয়া কথম্।
কান্তারে পরমঃ ক্রূরঃ ক্ষয়কৃৎ প্রাণিনামিহ॥ ২৮॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা পতিমাহ প্রিয়ংবদা।
যথা শৃণু ময়া নীতঃ কালঃ পরমদারুণঃ॥ ২৯॥
গতে ত্বয়ি মুনিশ্রেষ্ঠ ! দুর্ভিক্ষং সমুপাগতম্।
অন্নার্থং পুত্রকাঃ সর্ব্বে বভূবুশ্চাতিদুঃখিতাঃ॥ ৩০॥
ক্ষুধিতান্ বালকান্ বীক্ষ্য নীবারার্থং বনে বনে।
ভ্রান্তাহং চিন্তয়াবিষ্টা কিঞ্চিৎ প্রাপ্তং ফলং তদা॥ ৩১॥
এবঞ্চ কতিচিন্মাসা নীবারেণাতিবাহিতাঃ।
তদভাবে ময়া কান্ত ! চিন্তিতং মনসা পুনঃ॥ ৩২॥

(বর্ষন্তং মেঘমালোক্য দুর্ভিক্ষনিবারণসম্ভাবনয়া মুদিতো হৃষ্টশ্চণ্ডালগৃহং পরিত্যজ্য নির্গতঃ॥ ২৭—৩০॥)

নীবারার্থম্ অরণ্যে ভবাঃ শ্যামাকা নীবারা ইতি। নীবারাশ্চ মে ইতি রুদ্রভাষ্যে মাধবঃ। ফলং নীবাররূপম্। কিঞ্চিদুদরপূর্ত্ত্যপরিমিতম্॥ ৩১—৩২॥

করিলে পণ্ডিতগণ যে পাপের বিধান করিয়াছেন, তাহা যে পর্জ্জন্য বর্ষণ না করেন সেই পাপ তাঁহাকেই অবশ্য স্পর্শ করিয়া থাকে॥ ২৫॥ কান্তে! এই কথা বলিবামাত্র সকলের সর্ব্বতোভাবে আকাঙ্ক্ষিত পর্জ্জন্যদেব সহসা হস্তিশুণ্ডাকার ধারায় বর্ষণ করিতে লাগিল॥২৬॥ মেঘ বিদ্যুতের সহিত বর্ষণ করিলে পর আমি উহা অবলোকন করিয়া আনন্দিত হইলাম, তখন নিরতিশয় আহ্লাদ সহকারে সেই চাণ্ডাল গৃহ ত্যাগ করিয়া বহির্গত হইলাম॥২৭॥ বরারোহে! এই নিবিড় কাননে সমস্ত প্রাণিপুঞ্জের ক্ষয়কর অতীব ভয়ঙ্কর সেই দুর্ভিক্ষের সময় তুমি কি প্রকারে অতিবাহিত করিলে তাহা আমাকে বল ?॥ ২৮॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! পতির ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া সেই প্রিয়ভাষিণী প্রিয়তমা তাঁহাকে কহিলেন যে, সেই পরম নিদারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে আমি যেরূপে কাল যাপন করিয়াছি, তাহা আপনি শ্রবণ করুন॥২৯॥ মুনিবর! আপনি তপস্যায় গমন করিলে ঘোরতর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল, তখন পুত্রগণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া অন্নের নিমিত্ত নিরতিশয় দুঃখিত হইল॥ ৩০॥ আমি বালকগণকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া চিন্তাবিষ্ট হইলাম, তখন নীবারের

न ভিক্ষা কিল দুর্ভিক্ষে নীবারা নাপি কাননে।
ন বৃক্ষেষু ফলান্যাসুর্ন মূলানি ধরাতলে ॥ ৩৩ ॥
ক্ষুধয়া পীড়িতা বালা রুদন্তি ভৃশমাতুরাঃ।
কিং করোমি ক গচ্ছামি কিং ব্রবীমি ক্ষুধার্দ্দিতান্ ॥ ৩৪ ॥
এবং বিচিন্ত্য মনসা নিশ্চয়স্তু ময়া কৃতঃ।
পুত্রমেকং দদাম্যদ্য কস্মৈচিদ্ধনিনে কিল ॥ ৩৫ ॥
গৃহীত্বা তস্য মৌল্যন্তু তেন দ্রব্যেণ বালকান্।
পালয়েঽহং ক্ষুধার্ত্তাংস্তু নান্যোপায়োঽস্তি পালনে ॥ ৩৬ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা পুত্রোঽয়ং প্রহিতো ময়া।
বিক্রয়ার্থং মহাভাগ! ক্রন্দমানো ভৃশাতুরঃ ॥ ৩৭ ॥
ক্রন্দমানং গৃহীত্বৈনং নির্গতাহং গতত্রপা ॥ ৩৮ ॥
তদা সত্যব্রতো মার্গে মামুদ্বীক্ষ্য ভৃশাতুরাম্।
পপ্রচ্ছ স চ রাজর্ষিঃ কস্মাদ্রোদিতি বালকঃ ॥ ৩৯ ॥
তদাহং তমুবাচেদং বচনং মুনিসত্তম!।
বিক্রয়ার্থং নীয়তেঽসৌ বালকোঽদ্য ময়া নৃপ! ॥ ৪০ ॥

আসুরিত্যত্র ছান্দসো ভুভাবাভাবঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥
সন্ধিরার্ষঃ ॥ ৩৬—৪১ ॥

নিমিত্ত বনে বনে ভ্রমণ করিয়া কতকগুলি ফল প্রাপ্ত হইলাম ॥ ৩১ ॥ এইরূপে নীবারান্ন দ্বারা কয়েক মাস অতিবাহিত করিলাম, পরে ক্রমে ক্রমে তাহারও অভাব হইয়া উঠিলে পুনর্ব্বার মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম ॥ ৩২ ॥ এই দারুণ দুর্ভিক্ষ সময়ে কাননমধ্যে নীবার সকলেরও একান্ত অভাব, এক্ষণে ভিক্ষাও সুলভ নহে, বৃক্ষেও ফল নাই এবং ধরা-তলেও মূল পাওয়া যায় না ॥৩৩॥ বালকেরা ত ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হইয়া অতিশয় রোদন করিতেছে এক্ষণে উপায় কি ? কোথায় যাই ? ক্ষুধিত বালকদিগকেই বা কি বলি ॥৩৪॥ এই প্রকার নানাবিষয় চিন্তা করিয়া স্থির করিলাম যে, একটি পুত্রকে কোন ধনীর নিকট বিক্রয় করিব এবং তাহার মূল্য লইয়া সেই অর্থ দ্বারা ক্ষুধার্ত্ত বালকগণকে প্রতিপালন করিব। ইহা ভিন্ন পালনের অন্য উপায় আর নাই ॥ ৩৫—৩৬ ॥ কান্ত! মনে মনে ইহা বিবেচনা করিয়া এই পুত্রটিকেই বিক্রয়ের নিমিত্ত নিয়োজিত করিলাম; মহাভাগ! তখন এই বালক অত্যন্ত কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, তথাপি আমি লজ্জাবিহীন হইয়া ক্রন্দনপর বালককে সঙ্গে লইয়া আশ্রম হইতে বহির্গত হইলাম ॥৩৭—৩৮॥ এই সময়ে সত্যব্রত নামক রাজর্ষি পথিমধ্যে আমাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

শ্রুত্বা মে বচনং রাজা দয়ার্দ্রহৃদয়স্ততঃ।
মামুবাচ গৃহং যাহি গৃহীত্বৈনং কুমারকম্ ॥ ৪১ ॥
ভোজনার্থে কুমারাণামামিষং বিহিতং তব।
প্রাপয়িষ্যাম্যহং নিত্যং যাবন্মুনিসমাগমঃ ॥ ৪২ ॥
অহন্যহনি ভূপালো বৃক্ষেঽস্মিন্ মৃগশূকরান্।
বিন্যস্য যাতি হত্বাসৌ প্রত্যহং দয়য়ান্বিতঃ ॥ ৪৩ ॥
তেনৈব বালকাঃ কান্ত ! পালিতা বৃজিনার্ণবাৎ।
বশিষ্ঠেনাথ শপ্তোঽসৌ ভূপতির্মম কারণাৎ ॥ ৪৪ ॥
কস্মিংশ্চিদ্দিবসে মাংসং ন প্রাপ্তং তেন কাননে।
হতা দোগ্ধ্রী বশিষ্ঠস্য তেনাসৌ কুপিতো মুনিঃ ॥ ৪৫ ॥
ত্রিশঙ্কুরিতি ভূপস্য কৃতং নাম মহাত্মনা।
কুপিতেন বধাদ্ধেতোশ্চাণ্ডালশ্চ কৃতো নৃপঃ ॥ ৪৬ ॥
তেনাহং দুঃখিতা জাতা তস্য দুঃখেন কৌশিক !।
শ্বপচত্বমসৌ প্রাপ্তো মৎকৃতে নৃপনন্দনঃ ॥ ৪৭ ॥

(গৃহপ্রত্যাগমনে কারণমাহ ভোজনার্থে কুমারাণামিতি ॥ ৪২—৪৩ ॥
বৃজিনার্ণবাৎ দুর্ভিক্ষরূপশঙ্কটসাগরাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৭ ॥)

সুব্রতে! এই বালক কি কারণে রোদন করিতেছে ॥ ৩৯ ॥ হে মুনিসত্তম ! তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম ; রাজন্ ! অদ্য আমি এই বালককে বিক্রয় করিব বলিয়া লইয়া যাই-তেছি ॥ ৪০ ॥ আমার বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজার হৃদয় করুণারসে অভিষিক্ত হইল তখন তিনি আমাকে বলিলেন যে, আপনি এই কুমারকে লইয়া আশ্রমে প্রতিগমন করুন ॥ ৪১ ॥ যাবৎ মুনিবর আশ্রমে সমাগত না হন, তাবৎকাল আমি এই কুমারগণের ভোজনের নিমিত্ত প্রত্যহ ভোজনের উপযোগী আমিষ সংগ্রহ করিয়া আপনার নিকট লইয়া যাইব ॥৪২॥ মুনিবর ! তদবধি ঐ ভূপাল দয়াপরবশ হইয়া প্রতিদিন মৃগ ও শূকর সকল হনন করিয়া তদীয় মাংস এই বৃক্ষে বাঁধিয়া রাখিয়া যাইতেন ॥৪৩॥ কান্ত ! তাহাতেই আমি বালকগণকে সেই দারুণ শঙ্কট সাগর হইতে রক্ষা করিয়াছি, কিন্তু ঐ ভূপতি আমার নিমিত্তই বশিষ্ঠের নিকট অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৪৪ ॥ কোনও দিন সেই রাজা কাননমধ্যে মাংস প্রাপ্ত হইলেন না, সুতরাং বশিষ্ঠের কামধেনু বধ করিলেন, সেই কারণবশতঃ মুনি তাঁহার উপর কুপিত হইলেন ॥ ৪৫ ॥ মহাত্মা মুনি গোবধনিবন্ধন কুপিত হইয়া সেই ভূপতির ত্রিশঙ্কু এই নাম রাখিয়া তাঁহাকে চাণ্ডাল করিলেন ॥ ৪৬ ॥ কৌশিক ! রাজকুমার আমার উপকার করিতে গিয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইলেন, সুতরাং তাঁহার সেই দুঃখে আমি যার পর নাই

যেন কেনাপ্যুপায়েন ভবতা নৃপতেঃ কিল।
তস্মাদ্রক্ষা প্রকর্ত্তব্যা তপসা প্রবলেন হ ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি ভার্য্যাবচঃ শ্রুত্বা কৌশিকো মুনিসত্তমঃ।
তামাহ কামিনীং দীনাং সান্ত্বপূর্ব্বমরিন্দম! ॥ ৪৯ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

মোচয়িষ্যামি তং শাপান্নৃপং কমললোচনে!।
উপকারঃ কৃতো যেন কান্তারাদ্রক্ষিতাসি বৈ।
বিদ্যাতপোবলেনাহং করিষ্যে দুঃখসংক্ষয়ম্ ॥ ৫০ ॥
ইত্যাশ্বাস্য প্রিয়াং তত্র কৌশিকঃ পরমার্থবিৎ।
চিন্তয়ামাস নৃপতেঃ কথং স্যাদ্দুঃখনাশনম্ ॥ ৫১ ॥
সংবিমৃশ্য মুনিস্তত্র জগাম যত্র পার্থিবঃ।
ত্রিশঙ্কুঃ পক্কণে দীনঃ সংস্থিতঃ শ্বপচাকৃতিঃ ॥ ৫২ ॥
আগচ্ছন্তং মুনিং দৃষ্ট্বা বিস্মিতোঽসৌ নরাধিপঃ।
দণ্ডবন্নিপপাতোর্ব্ব্যাং পাদয়োস্তরসা মুনেঃ ॥ ৫৩ ॥

তস্মাদ্রক্ষেতি। তস্মাচ্ছ্বপচত্বাদ্রক্ষণমিত্যর্থঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥
কান্তারাৎ শঙ্কটাৎ ॥ ৫০—৫২ ॥
পক্কণে শ্বপচগ্রামে গ্রামাদ্বহির্ভূতে ॥ ৫৩—৫৪ ॥

দুঃখিত হইয়াছি ॥ ৪৭ ॥ অতএব যে কোন উপায়েই হউক বা প্রবল তপস্যার বলেই হউক নৃপতিকে সেই বিপদ্ হইতে রক্ষা করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! ভার্য্যার ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া মুনিসত্তম কৌশিক সেই দুঃখিতা কামিনীকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন ॥ ৪৯ ॥ কমললোচনে! যে নরপতি তোমাকে সেই দারুণ শঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়া উপকার করিয়াছেন আমি তাঁহাকে শাপ হইতে মুক্ত করিব। অধিক কি, বিদ্যাবল বা তপোবলেই হউক আমি তাঁহার দুঃখ নিবারণ করিব ॥ ৫০ ॥ তৎকালে প্রিয়তমাকে এইরূপ আশ্বাস প্রদান করিয়া পরমার্থবিদ্ কৌশিক কি প্রকারে নরপতির দুঃখ নাশ করিবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥ তখন মুনিবর মনে মনে বিশেষ বিবেচনা করিয়া পৃথিবীপতি ত্রিশঙ্কুর নিকট গমন করিলেন। তৎকালে ত্রিশঙ্কু রাজা শ্বপচবেশে চণ্ডালদিগের গ্রামে দীনভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন ॥ ৫২ ॥ নরপতি মুনিকে আসিতে দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইয়া অবিলম্বে তাঁহার চরণতলে দণ্ডের

গৃহীত্বা তং করে ভূপং পতিতং কৌশিকস্তদা।
উত্থাপ্যোবাচ বচনং সান্ত্বপূর্ব্বং দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৫৪ ॥
মৎকৃতে ত্বং মহীপাল ! শপ্তোঽসি মুনিনা যতঃ।
বাঞ্ছিতং তে করিষ্যামি ব্রূহি কিং করবাণ্যহম্ ॥ ৫৫ ॥

রাজোবাচ।

ময়া সম্প্রার্থিতঃ পূর্ব্বং বশিষ্ঠো মখহেতবে।
মাং যাজয় মুনিশ্রেষ্ঠ ! করোমি মখমুত্তমম্ ॥ ৫৬ ॥
তথেষ্টিং কুরু বিপ্রেন্দ্র ! যথা স্বর্গং ব্রজাম্যহম্।
অনেনৈব শরীরেণ শক্রলোকং সুখালয়ম্ ॥ ৫৭ ॥
কোপং কৃত্বা বশিষ্ঠোঽসৌ মামাহেতি সুদুর্ম্মতে ! ।
মানুষেণ হি দেহেন স্বর্গবাসঃ কুতস্তব ॥ ৫৮ ॥
পুনর্ম্ময়োক্তো ভগবান্ স্বর্গলুব্ধেন চানঘ ! ।
অন্যং পুরোহিতং কৃত্বা যক্ষ্যেঽহং যজ্ঞমুত্তমম্ ॥ ৫৯ ॥
তদা তেনৈব শপ্তোঽহং চাণ্ডালো ভব পামর ! ॥ ৬০ ॥
ইত্যেতৎ কথিতং সর্ব্বং কারণং শাপসম্ভবম্।
মম দুঃখবিনাশায় সমর্থোঽসি মুনীশ্বর ! ॥ ৬১ ॥

(মৎকৃতে মম নিমিত্তং মৎপুত্রপালনায় বশিষ্ঠস্য দোগ্ধ্রীবধাদিতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥
রাজা শাপকারণং বিবৃণোতি ময়েতি ॥ ৫৬—৬০ ॥
মমেতি। মুনীশ্বর ! ইতি সম্বোধনেনৈব দুঃখবিনাশপ্রতিকারকত্বং সূচিতম্ ॥ ৬১ ॥

ভ্যায় নিপতিত হইলেন ॥ ৫৩ ॥ তখন দ্বিজবর কৌশিক সেই পতিত রাজার কর ধারণ পূর্ব্বক উত্থাপিত করিয়া প্রবোধ বাক্যে বলিলেন ॥ ৫৪ ॥ মহীপাল ! তুমি আমার নিমিত্তই বশিষ্ঠ মুনির নিকট হইতে অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়াছ অতএব আমি তোমার অভিলষিত সম্পাদন করিব ; এক্ষণে কি করিতে হইবে তাহা বল ॥ ৫৫ ॥

রাজা কহিলেন, আমি যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে বশিষ্ঠের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিলাম ; মুনিবর ! আমি একটি উৎকৃষ্ট যজ্ঞ করিব, আপনি আমার সেই কার্য্য সম্পাদন করুন ॥ ৫৬ ॥ বিপ্রবর ! যাহাতে এই শরীরেই আমি স্বর্গপুরে সুখে শক্রভবনে যাইতে পারি, আপনি তাদৃশ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন ॥ ৫৭ ॥ বশিষ্ঠদেব কুপিত হইয়া আমাকে বলিলেন ; দুর্ম্মতে ! তোমার মনুষ্যদেহে কি প্রকারে স্বর্গবাস হইবে ? ॥ ৫৮ ॥ আমি স্বর্গের নিমিত্ত লালায়িত ছিলাম সুতরাং পুনর্ব্বার ভগবান্ বশিষ্ঠকে বলিলাম, হে অনঘ ! তবে আমি অন্য পুরোহিত করিয়া সর্ব্বোত্তম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব ॥ ৫৯ ॥ তখন বশিষ্ঠদেব এই

ইত্যুক্ত্বা বিররামাসৌ রাজা দুঃখরুজার্দ্দিতঃ।
কৌশিকোঽপি নিরাকর্ত্তুং শাপং তস্য ব্যচিন্তয়ৎ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে ত্রিশঙ্কুবিশ্বামিত্রসমাগমো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

ইত্যুক্ত্বেতি। দুঃখজনিতা যা রুজা অধিস্তয়ার্দ্দিতঃ পীড়িত ইত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

কথা শ্রবণ করিয়া কোপান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ "রে পামর! তুই চণ্ডাল হ," এই বলিয়া আমাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন ॥ ৬০ ॥ মুনিবর! এই আমি আপনাকে শাপের সমস্ত কারণ নিবেদন করিলাম, এখন আপনিই আমার দুঃখ বিনাশ করিতে সমর্থ ॥ ৬১ ॥ রাজা দুঃখের বেদনায় কাতর হইয়া ইহা নিবেদন করিয়া বিরত হইলেন, বিশ্বামিত্র মুনিও কি উপায়ে তাঁহার শাপ নিবারণ করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশ সহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে ত্রিশঙ্কুসমীপে বিশ্বামিত্রের আগমনকথা বর্ণন নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

বিচিন্ত্য মনসা কৃত্যং গাধিসূনুর্মহাতপাঃ।
প্রকল্প্য যজ্ঞসম্ভারান্ মুনীনামন্ত্রয়ত্তদা॥ ১॥
মুনয়স্তং মখং জ্ঞাত্বা বিশ্বামিত্রনিমন্ত্রিতাঃ।
নাগতাঃ সর্ব্ব এবৈতে বশিষ্ঠেন নিবারিতাঃ॥ ২॥
গাধিসূনুস্তদাজ্ঞায় বিমনাশ্চাতিদুঃখিতঃ।
আজগামাশ্রমং তত্র যত্রাসৌ নৃপতিঃ স্থিতঃ॥ ৩॥
তমাহ কৌশিকঃ ক্রুদ্ধো বশিষ্ঠেন নিবারিতাঃ।
নাগতা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে যজ্ঞার্থং নৃপসত্তম!॥ ৪॥
পশ্য মে তপসঃ সিদ্ধিং যথা ত্বাং সুরসদ্মনি।
প্রাপয়ামি মহারাজ! বাঞ্ছিতং তে করোম্যহম্॥ ৫॥
ইত্যুক্ত্বা জলমাদায় হস্তেন মুনিসত্তমঃ।
দদৌ পুণ্যং তদা তস্মৈ গায়ত্রীজপসম্ভবম্॥ ৬॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্যৈঃ স্বর্গং গতে সতি।
ত্রিশঙ্কৌ তু হরিশ্চন্দ্রকথা প্রারভ্যতেঽধুনা॥

ত্রিশঙ্কুবাক্যং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রঃ কিং কৃতবাংস্তদাহ বিচিন্ত্যেতি॥ ১—৪
বাঞ্ছিতং তেঽভিলষিতং করোমীত্যর্থঃ॥ ৫—১২॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! মহাতপা বিশ্বামিত্র মনে মনে কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া যজ্ঞীয় সামগ্রীসম্ভার সংগ্রহ করতঃ মুনিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন॥ ১॥ মুনিগণ বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞ বৃত্তান্ত বিদিত হইলেন বটে, কিন্তু ঋষিবর বশিষ্ঠ নিবারণ করায় তাঁহারা কেহই সেই যজ্ঞে আগমন করিলেন না॥ ২॥ গাধিনন্দন ইহা অবগত হইয়া অতীব চিন্তিত হইলেন এবং যার পর নাই দুঃখিত হইয়া ত্রিশঙ্কু নরপতির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ৩॥ তখন মহর্ষি কৌশিক কুপিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, নৃপসত্তম! বশিষ্ঠ নিবারণ করায় সমস্ত ব্রাহ্মণই এই যজ্ঞে আগমন করিলেন না॥ ৪॥ কিন্তু মহারাজ! তুমি আমার তপস্যার বল অবলোকন কর, আমি এখনি তোমার অভিলষিত সম্পাদন করিব, তোমাকে অবিলম্বেই সুরালয়ে প্রেরণ করিব॥ ৫॥ সেই মুনিবর এই কথা বলিয়া হস্তে জল লইলেন এবং গায়ত্রী জপ করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন

দত্ত্বাথ সুকৃতং রাজ্ঞে তমুবাচ মহীপতিম্।
যথেষ্টং গচ্ছ রাজর্ষে! ত্রিপিষ্টপমতন্দ্রিতঃ ॥ ৭ ॥
পুণ্যেন মম রাজেন্দ্র! বহুকালার্জ্জিতেন চ।
যাহি শক্রপুরীং প্রীতঃ স্বস্তি তেঽস্তু সুরালয়ে ॥ ৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তবতি বিপ্রেন্দ্রে ত্রিশঙ্কুস্তরসা ততঃ।
উৎপপাত যথা পক্ষী বেগবাংস্তপসো বলাৎ ॥ ৯ ॥
উৎপত্য গগনে রাজা গতঃ শক্রপুরীং যদা।
দৃষ্টো দেবগণৈস্তত্র ক্রূরশ্চাণ্ডালবেশভাক্ ॥ ১০ ॥
কথিতোঽসৌ সুরেন্দ্রায় কোঽয়মায়াতি সত্বরঃ।
গগনে দেববদ্বায়োর্দুর্দর্শঃ শ্বপচাকৃতিঃ ॥ ১১ ॥
সহসোত্থায় শক্রস্তমপশ্যৎ পুরুষাধমম্।
জ্ঞাত্বা ত্রিশঙ্কুমপি স নির্ভর্ৎস্য তরসাব্রবীৎ ॥ ১২ ॥
শ্বপচঃ ক্ক সমায়াতি দেবলোকে জুগুপ্সিতঃ।
যাহি শীঘ্রং ততো ভূমৌ নাত্র স্থাতুং ত্বয়োচিতম্ ॥ ১৩ ॥

শীঘ্রং ভূমৌ যাহীত্যন্বয়ঃ ১৩—১৬

তৎসমস্তই রাজাকে প্রদান করিলেন ॥ ৬ ॥ অনন্তর পুণ্য প্রদান করিয়া সেই মহীপতিকে বলিলেন, রাজর্ষে! তুমি আলস্য পরিশূন্য হইয়া আপনার অভিলষিত সুরলোকে গমন কর ॥ ৭ ॥ রাজেন্দ্র! তুমি প্রীত হইয়া বহুকালের সঞ্চিত মদীয় পুণ্যপ্রভাবে স্বর্গলোকে গমন কর এবং সেই সুরলোকে তোমার মঙ্গল হউক ॥ ৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র! দ্বিজবর বিশ্বামিত্র এই কথা বলিলে, রাজা ত্রিশঙ্কু তাঁহার তপোবলে বেগবান্ পক্ষীর ন্যায় অতি সত্বর আকাশমার্গে উৎপতিত হইলেন ॥ ৯ ॥ রাজা ত্রিশঙ্কু আকাশে উত্থিত হইয়া যখন সুরপতির পুর সন্নিহিত হইতেছেন, তখন দেবগণ চাণ্ডালাকৃতি ভীষণবেশ ত্রিশঙ্কুকে দর্শন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে কহিলেন; আকাশপথে দেবতার ন্যায় অতি বেগে আগমন করিতেছে এ ব্যক্তি কে? ইহার আকৃতি শ্বপচসদৃশ এবং লৌহের ন্যায় ঘোরদর্শন ॥ ১০—১১ ॥ তাহা শুনিয়া শক্র সহসা উত্থিত হইয়া সেই পুরুষাধমকে দর্শন করিলেন এবং তাহাকে ত্রিশঙ্কু বলিয়া জানিতে পারিয়া তিরস্কারপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ কহিলেন ॥ ১২ ॥ তুমি শ্বপচ, দেবলোকের নিতান্ত অনুপযুক্ত, সুতরাং কোথায় যাইতেছ? এখানে থাকা তোমার উচিত নহে, অতএব তুমি এখনিই ভূতলে গমন কর ॥ ১৩ ॥

ইত্যুক্তঃ স্খলিতঃ স্বর্গাচ্ছক্রেণামিত্রকর্ষণ ! ।
নিপপাত তদা রাজা ক্ষীণপুণ্যো যথামরঃ ॥ ১৪ ॥
পুনশ্চুক্রোশ ভূপালো বিশ্বামিত্রেতি চাসকৃৎ ।
পতামি রক্ষ দুঃখার্ত্তং স্বর্গাচ্চলিতমাশুগম্ ॥ ১৫ ॥
তস্য তৎ ক্রন্দিতং রাজন্ ! পততঃ কৌশিকো মুনিঃ ।
শ্রুত্বা তিষ্ঠেতি হোবাচ পতন্তং বীক্ষ্য ভূপতিম্ ॥ ১৬ ॥
বচনাত্তস্য তত্রৈব স্থিতোঽসৌ গগনে নৃপঃ ।
মুনেস্তপঃপ্রভাবেণ চলিতোঽপি সুরালয়াৎ ॥ ১৭ ॥
বিশ্বামিত্রোঽপ্যপঃ স্পৃষ্ট্বা চকারেষ্টিং সুবিস্তরাম্ ।
বিধাতুং নূতনাং সৃষ্টিং স্বর্গলোকং দ্বিতীয়কম্ ॥ ১৮ ॥
তস্যোদ্যমং তথা জ্ঞাত্বা ত্বরিতস্তু শচীপতিঃ ।
তত্রাজগাম সহসা মুনিং প্রতি তু গাধিজম্ ॥ ১৯ ॥
কিং ব্রহ্মন্ ! ক্রিয়তে সাধো ! কস্মাৎ কোপসমাকুলঃ ।
অলং সৃষ্ট্যা মুনিশ্রেষ্ঠ ! ব্রূহি কিং করবাণি তে ॥ ২০ ॥

চলিতোঽপি মুনেস্তপঃপ্রভাবেণ তত্রৈব স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥
(ত্রিশঙ্কোঃ শূন্যাবস্থানানন্তরজাতং বৃত্তমাহ বিশ্বামিত্র ইতি ॥ ১৮—১৯ ॥
অলমিতি। ময়া তব বচসি প্রতিপালিতে দ্বিতীয়স্বর্গসৃষ্ট্যাঃ প্রয়োজনং নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥)

হে অরিনাশন ! ইন্দ্র এই কথা বলিবামাত্র রাজা স্বর্গ হইতে স্খলিত হইয়া ক্ষীণপুণ্য অমরের ন্যায় তৎক্ষণাৎ নিপতিত হইতে লাগিলেন ॥১৪॥ তখন ত্রিশঙ্কু, বিশ্বামিত্র ! বিশ্বামিত্র ! বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বারংবার বলিলেন, আমি স্বর্গ হইতে স্খলিত হইয়া অতি বেগে পতিত হইতেছি অতএব আপনি আমাকে এই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ১৫ ॥ রাজন্ ! মহর্ষি কৌশিক তাঁহার ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া এবং ভূপতিকে পতিত হইতে দেখিয়া "থাক থাক" এই বাক্য বলিলেন ॥ ১৬ ॥ নরপতি সুরালয় হইতে বিচলিত হইয়াও মুনির তপঃপ্রভাববশতঃ তদীয় বাক্যানুসারে আকাশমার্গে সেই স্থানেই অবস্থিত রহিলেন ॥ ১৭ ॥ তখন বিশ্বামিত্রও নূতন সৃষ্টি এবং দ্বিতীয় স্বর্গলোক নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত আচমন করিয়া সুবিস্তীর্ণ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন ॥ ১৮ ॥ তাঁহার ঈদৃশ উদ্যম দর্শনে শচীপতি ব্যগ্র হইয়া অবিলম্বে গাধিতনয় বিশ্বামিত্র মুনির নিকট আগমন করিয়া কহিলেন ॥ ১৯ ॥ ব্রহ্মন্ ! আপনি কি করিতেছেন ? হে সাধো ! আপনি কি কারণে এত কোপাকুল হইয়াছেন ; মুনিবর ! নূতন সৃষ্টি করিবার আর প্রয়োজন নাই, এক্ষণে আপনার কি কার্য্য করিব অনুমতি করুন ॥ ২০ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

স্বং নিবাসং মহীপালং চ্যুতং স্বদ্ভুবনাদ্বিভো !।
নয়স্ব প্রীতিযোগেন ত্রিশঙ্কুং চাতিদুঃখিতম্ ॥ ২১ ॥

ব্যাস উবাচ।

তস্য তং নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা তুরাষাড়তিশঙ্কিতঃ।
তপোবলং বিদিত্বোগ্রমোমিত্যোবাচ বাসবঃ ॥ ২২ ॥
দিব্যদেহং নৃপং কৃত্বা বিমানবরসংস্থিতম্।
আপৃচ্ছ্য কৌশিকং শক্রোঽগমন্নিজপুরীং তদা ॥ ২৩ ॥
গতে শক্রে তু বৈ স্বর্গং ত্রিশঙ্কুসহিতে ততঃ।
বিশ্বামিত্রঃ সুখং প্রাপ্য স্বাশ্রমে সুস্থিরোঽভবৎ ॥ ২৪ ॥
হরিশ্চন্দ্রোঽথ তচ্ছ্রুত্বা বিশ্বামিত্রোপকারকম্।
পিতুঃ স্বর্গমনং কামং মুদিতো রাজ্যমন্বশাৎ ॥ ২৫ ॥
অযোধ্যাধিপতিঃ ক্রীড়াং চকার সহ ভার্য্যয়া।
রূপযৌবনচাতুর্য্যযুক্তয়া প্রীতিসংযুতঃ ॥ ২৬ ॥

স্বং নিবাসং স্বকীয়ং স্থানং নয়স্বেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ওবাচেত্যত্রাঙ্পূর্ব্বকঃ প্রয়োগঃ। ত্রিশঙ্কোঃ স্বর্গবাসশ্চ স্কান্দে নাগরখণ্ডেঽপ্যুক্তঃ। তত্র ব্রহ্মাণং প্রতি দেবযাক্যম্। সৃষ্টিঃ সৃষ্টা সুরশ্রেষ্ঠ ! বিশ্বামিত্রেণ সাম্প্রতম্। তস্মাদ্বারয় তং গত্বা স্বয়মেব পিতামহ !। তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা তৈরেব সহিতো বিধিঃ। গত্বোবাচ

বিশ্বামিত্র বলিলেন, দেবরাজ ! মহীপাল ত্রিশঙ্কু সুরলোক হইতে পতিত হইয়া যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছেন, অতএব আপনি প্রীতিসহকারে তাঁহাকে স্বীয় আলয়ে লইয়া যান ইহাই আমার অভিপ্রেত জানিবেন ॥ ২১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! দেবরাজ তাঁহার স্থিরসঙ্কল্প এবং অত্যুগ্র তপোবল বিদিত ছিলেন অতএব অত্যন্ত শঙ্কিতচিত্তে তদীয় বাক্য অঙ্গীকার করিলেন ॥ ২২ ॥ তখন সুরপতি নরপতিকে দিব্যদেহ প্রদান করিয়া উত্তম বিমানে সংস্থাপিত করিলেন এবং মুনিবর কৌশিককে সম্ভাষণ করিয়া রাজার সহিত নিজ আলয়ে গমন করিলেন ॥ ২৩ ॥ শক্র ত্রিশঙ্কুর সহিত স্বর্গ গমন করিলে বিশ্বামিত্র সুখী হইয়া তখন স্বীয় আশ্রমে সুস্থির হইয়া রহিলেন ॥ ২৪ ॥

এদিকে মহারাজ হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের তপোবলে পিতার স্বর্গলাভ হইয়াছে শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত চিত্তে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ তখন অযোধ্যাধিপতি সেই নরপতি প্রীতিপরবশ হইয়া রূপযৌবনসম্পন্না সুচতুরা ভার্য্যার সহিত কাম-ক্রীড়ায় নিরত

অতীতকালে যুবতী ন সা গর্ভবতী হ্যভূৎ।
তদা চিন্তাতুরো রাজা বভূবাতীবদুঃখিতঃ ॥ ২৭ ॥
বশিষ্ঠস্যাশ্রমং গত্বা প্রণম্য শিরসা মুনিম্।
অনপত্যত্বজাং চিন্তাং গুরবে সমবেদয়ৎ ॥ ২৮ ॥
দৈবজ্ঞোঽসি ভবান্ কামং মন্ত্রবিদ্যাবিশারদঃ।
উপায়ং কুরু ধর্ম্মজ্ঞ! সন্ততের্মম মানদ! ॥ ২৯ ॥
অপুত্রস্য গতির্নাস্তি জানাসি দ্বিজসত্তম!।
কস্মাদুপেক্ষসে জানন্ দুঃখং মম চ শক্তিমান্ ॥ ৩০ ॥
কলবিঙ্কাস্ত্বিমে ধন্যা যে শিশুং লালয়ন্তি হি।
মন্দভাগ্যোঽহমনিশং চিন্তয়ামি দিবানিশম্ ॥ ৩১ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য মুনিস্তস্য নির্ব্বেদমিশ্রিতং বচঃ।
সঞ্চিন্ত্য মনসা সম্যক্ তমুবাচ বিধেঃ সুতঃ ॥ ৩২ ॥

জগন্মিত্রং বিশ্বামিত্রং মুনীশ্বরম্ ॥ নিবৃত্তিং কুরু বিপ্রর্ষে! সাংপ্রতং বচনান্মম ॥ বিশ্বামিত্র উবাচ। অনেনৈব শরীরেণ ত্রিশঙ্কুর্দ্বিজসত্তমঃ। যদি গচ্ছতি তে লোকে তৎ সৃষ্টিং ন করোম্যহম্ ॥ ব্রহ্মোবাচ। এষ গচ্ছতি ভূপালো ময়া সহ ত্রিবিষ্টপম্। অনেনৈব শরীরেণ মৎপ্রসাদান্মুনীশ্বরেতি ॥ ২২—৩১ ॥

নির্ব্বেদমিশ্রিতং খেদমিশ্রিতম্ ॥ ৩২ ॥

হইলেন ॥২৬॥ এইরূপে বহুকাল অতীত হইয়া গেল, তথাপি সেই যুবতী গর্ভবতী হইলেন না দেখিয়া রাজা যার পর নাই দুঃখিত ও অত্যন্ত চিন্তাতুর হইলেন ॥২৭॥ তখন তিনি বশিষ্ঠের পুণ্যাশ্রমে গমনপূর্ব্বক মুনিবরকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া অপুত্রতানিবন্ধন তাঁহার মনে যে চিন্তা উপস্থিত হইয়াছিল তাহা গুরুকে নিবেদন করিয়া কহিলেন ॥ ২৮ ॥ ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি মন্ত্রবিদ্যায় বিশারদ, বিশেষতঃ দৈববিষয় সকলই বিদিত আছেন, অতএব হে মানদ! আপনি আমার সন্ততি লাভের উপায় করুন ॥ ২৯ ॥ দ্বিজসত্তম! অপুত্রের গতি নাই, ইহা আপনি বিশেষরূপে অবগত আছেন; অতএব আমার দুঃখ জানিয়া এবং সেই দুঃখ নিবারণে সমর্থ থাকিয়াও কেন উপেক্ষা করিতেছেন? ॥ ৩০ ॥ যে কলবিঙ্কেরা শিশু পালন করে তাহারাও ধন্য, কিন্তু আমি এমনই মন্দভাগ্য যে, অপুত্যের অভাবে দিবারাত্রই চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি ॥ ৩১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বিধিপুত্র বশিষ্ঠমুনি রাজার খেদপূর্ণ বাক্য শুনিয়া মনে মনে চিন্তা করিয়া তাঁহাকে বিশেষ বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন ॥ ৩২ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

সত্যং ব্রূষে মহারাজ! সংসারেঽস্মিন্ন বিদ্যতে।
অনপত্যত্বজং দুঃখং যত্তথা দুঃখমদ্ভুতম্॥ ৩৩॥
তস্মাত্ত্বমপি রাজেন্দ্র! বরুণং যাদসাংপতিম্।
সমারাধয় যত্নেন স তে কার্য্যং করিষ্যতি॥ ৩৪॥
বরুণাদধিকো নাস্তি দেবঃ সন্তানদায়কঃ।
তমারাধয় ধর্ম্মিষ্ঠ! কার্য্যসিদ্ধির্ভবিষ্যতি॥ ৩৫॥
দৈবং পুরুষকারশ্চ মাননীয়াবিমৌ নৃভিঃ।
উদ্যমেন বিনা কার্য্যসিদ্ধিঃ সঞ্জায়তে কথম্॥ ৩৬॥
ন্যায়তস্তু নরৈঃ কার্য্য উদ্যমস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
কৃতে তস্মিন্ ভবেৎ সিদ্ধির্নান্যথা নৃপসত্তম!॥ ৩৭॥
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা গুরোরমিততেজসঃ।
প্রণম্য নির্যযৌ রাজা তপসে কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ৩৮॥
গঙ্গাতীরে শুভে স্থানে কৃতপদ্মাসনো নৃপঃ।
ধ্যায়ন্ পাশধরং চিত্তে চচার দুশ্চরং তপঃ॥ ৩৯॥
এবং তপস্যতস্তস্য প্রচেতা দৃষ্টিগোচরঃ।
কৃপয়াভূন্মহারাজ! প্রসন্নমুখপঙ্কজঃ॥ ৪০॥

অনপত্যত্বজং যদ্দুঃখং তথা দুঃখং সংসারে ন বিদ্যত ইত্যন্বয়ঃ॥ ৩৩—৪৪॥

বশিষ্ঠ বলিলেন, মহারাজ! তুমি সত্যই বলিতেছ যে, অপুত্রতাজনিত দুঃখ অপেক্ষা অন্য কোনও অদ্ভুততর দুঃখ ইহ সংসারে বিদ্যমান নাই॥৩৩॥ অতএব রাজেন্দ্র! তুমি যত্নসহকারে জলাধিপতি বরুণদেবের আরাধনা কর, তিনিই তোমার কার্য্যসিদ্ধি করিবেন॥ ৩৪॥ বরুণ অপেক্ষা সন্তানদায়ক দেবতা অন্য আর কেহই নাই; অতএব, হে ধর্ম্মিষ্ঠ! তুমি তাঁহার আরাধনা কর, অবশ্যই কার্য্যসিদ্ধি হইবে॥ ৩৫॥ দৈব এবং পুরুষকার এ উভয়ই মানবের মাননীয়, সুতরাং উদ্যম না করিলে কি প্রকারে কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারিবে॥ ৩৬॥ নৃপসত্তম! তত্ত্বদর্শী মানবের ন্যায় অনুসারে উদ্যম করা একান্ত কর্ত্তব্য, উদ্যম করিলেই কার্য্য সফল হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত কখনও কার্য্যসিদ্ধি হইতে পারে না॥ ৩৭॥

অসীমতেজঃসম্পন্ন গুরুর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা স্থিরসংকল্প হইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তপস্যা করিতে প্রস্থান করিলেন॥৩৮॥ নরপতি গঙ্গাতীরের পবিত্র স্থানে পদ্মাসন গ্রহণ করিয়া পাশধর বরুণদেবের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগি-

হরিশ্চন্দ্রমুবাচেদং বচনং যাদসাংপতিঃ।
বরং বরয় ধর্ম্মজ্ঞ! তুষ্টোঽস্মি তপসা তব ॥ ৪১ ॥

রাজোবাচ।

অনপত্যোঽস্মি দেবেশ! পুত্রং দেহি সুখপ্রদম্।
ঋণত্রয়াপহারার্থমুদ্যমোঽয়ং ময়া কৃতঃ ॥ ৪২ ॥
নৃপস্য বচনং শ্রুত্বা প্রগল্‌ভং দুঃখিতস্য চ।
স্মিতপূর্ব্বং ততঃ পাশী তমাহ পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ৪৩ ॥

বরুণ উবাচ।

পুত্রো যদি ভবেদ্রাজন্! গুণী মনসি বাঞ্ছিতঃ।
সিদ্ধে কার্য্যে ততঃ পশ্চাৎ কিং করিষ্যসি মে প্রিয়ম্ ॥ ৪৪॥
যদি ত্বং তেন পুত্রেণ মাং যজেথা বিশঙ্কিতঃ।
পশুবন্ধেন তেনৈব দদামি নৃপতে! বরম্ ॥ ৪৫ ॥

রাজোবাচ।

দেব! মে মাস্তু বন্ধ্যত্বং যজিষ্যেঽহং জলাধিপ!।
পশুং কৃত্বা সুতং পুত্রং সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ৪৬ ॥

পশুবন্ধেন পশুপণেন ॥ ৪৫—৪৭

লেন ॥ ৩৯ ॥ মহারাজ! এইরূপ তপস্যা করিতে করিতে বরুণদেব কৃপাবশতঃ প্রফুল্লবদনে তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইলেন ॥ ৪০ ॥ তখন বরুণ নরপতি হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন; ধর্ম্মজ্ঞ! আমি তোমার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি অতএব এক্ষণে আমার নিকট বর প্রার্থনা কর ॥৪১॥

রাজা বলিলেন, দেবেশ! আমি অপুত্র এজন্য আমাকে সুখপ্রদপুত্র প্রদান করুন আমি দেবঋণ, ঋষিঋণ এবং পিতৃঋণে আবদ্ধ সুতরাং ঐ ত্রিবিধ ঋণ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত এই উদ্যম করিয়াছি, জানিবেন ॥ ৪২ ॥ তখন বরুণদেব সুদুঃখিত রাজার বিনয় বাক্য শ্রবণপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া পুরোবর্ত্তী রাজাকে বলিলেন ॥ ৪৩ ॥ রাজন্! যদি তোমার মনোমত গুণবান্ পুত্র হয়, তবে কার্য্যসিদ্ধির পর আমার কি প্রিয়কার্য্য করিবে? ॥ ৪৪ ॥ নৃপতে! যদি তুমি সেই পুত্রকে পশুস্থানীয় করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে আমার যাগানুষ্ঠান কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে বরপ্রদান করিব ॥ ৪৫ ॥

রাজা বলিলেন, দেব! আমাকে বন্ধ্যতা দোষ হইতে মুক্ত করুন, হে জলাধিপ! আমার পুত্র হইলে তাঁহাকে পশু করিয়া আপনার যাগ করিব, ইহা আপনাকে সত্য কহিলাম ॥৪৬॥

বন্ধ্যাত্বে পরমং দুঃখমসহ্যং ভুবি মানদ ! ।
শোকাগ্নিশমনং নৃণাং তস্মাদ্দেহি সুতং শুভম্ ॥ ৪৭ ॥

বরুণ উবাচ ।

ভবিষ্যতি সুতঃ কামং রাজন্ ! গচ্ছ গৃহায় বৈ ।
সত্যং তদ্বচনং কার্য্যং যদ্ ব্রবীষি মমাগ্রতঃ ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তো বরুণেনাসৌ হরিশ্চন্দ্রো গৃহং যযৌ ।
ভার্য্যায়ৈ কথয়ামাস বৃত্তান্তং বরদানজম্ ॥ ৪৯ ॥
তস্য ভার্য্যাশতং পূর্ণং বভূবাতিমনোহরম্ ।
পট্টরাজ্ঞী শুভা শৈব্যা ধর্ম্মপত্নী পতিব্রতা ॥ ৫০ ॥
কালে গতেঽথ সা গর্ভং দধার বরবর্ণিনী ।
বভূব মুদিতো রাজা শ্রুত্বা দোহদচেষ্টিতম্ ॥ ৫১ ॥
কারয়ামাস বিধিবৎ সংস্কারান্ নৃপতিস্তদা ।
মাসেঽথ দশমে পূর্ণে সুষুবে সা শুভে দিনে ॥ ৫২ ॥

মমাগ্রে যদ্ব্রবীষি পুত্রং দাস্যামীতি তদ্বচনং সত্যং কার্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥
শৈব্যা শিবেরপত্যং কন্যা ॥ ৫০ ॥
দোহদো গর্ভিণীমনোরথঃ ॥ ৫১—৫৩ ॥
আদৌ জাতকর্ম্ম চকার ততো দানানি দদাবিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

মানদ ! অপুত্রতানিবন্ধন দুঃখ অপেক্ষা নিতান্ত অসহ্য দুঃখ ভূলোকে আর নাই, অতএব যাহাতে মানবগণের শোক উপশমিত হয়, তাদৃশ সুসন্তান আমাকে প্রদান করুন ॥ ৪৭ ॥

বরুণ বলিলেন, রাজন্ ! তোমার অভিলষিত পুত্র হইবে অতএব গৃহে প্রতিগমন কর ; কিন্তু আমার সম্মুখে যাহা বলিলে তাহা সত্যে পরিণত করিও ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! বরুণের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া হরিশ্চন্দ্র গৃহে গমন করিলেন এবং বরদান বিষয়ক সমস্ত বৃত্তান্ত ভার্য্যাকে বলিলেন ॥ ৪৯ ॥ তাঁহার একশত পরমাসুন্দরী মনোহারিণী রমণী ছিল, তাহাদের মধ্যে পতিব্রতা শৈব্যাই ধর্ম্মপত্নী এবং পট্টমহিষী ॥ ৫০ ॥ কিছুকাল গত হইলে সেই বরবর্ণিনী গর্ভবতী হইলেন ; রাজা তাঁহার দোহদ কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দ অনুভব করিলেন ॥ ৫১ ॥ তৎকালে নরপতি তাঁহার বিবিধ সংস্কার করাইলেন ; ক্রমে দশ মাস পূর্ণ হইলে শৈব্যা শুভনক্ষত্রে ও গ্রহবলবিশিষ্ট শুভ দিনে দেবসুতের ন্যায় সন্তান প্রসব করিলেন। পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে রাজা ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্নান করতঃ অগ্রে জাতকর্ম্ম সংস্কার সম্পন্ন করিয়া অসংখ্য ধনরত্ন দান করি-

তারাগ্রহবলোপেতে পুত্রং দেবসুতোপমম্ ।
পুত্রে জাতে নৃপঃ স্নাত্বা ব্রাহ্মণৈঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ৫৩ ॥
চকার জাতকর্ম্মাদৌ দদৌ দানানি ভূরিশঃ ।
রাজ্ঞশ্চাতিপ্রমোদোঽভূৎ পুত্রজন্মসমুদ্ভবঃ ॥ ৫৪ ॥
বভূব পরমোদারো ধনধান্যসমন্বিতঃ ।
বিশেষদানসংযুক্তো গীতবাদিত্রসঙ্কুলঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে ত্রিশঙ্কোঃ স্বর্গগমনানন্তরং হরিশ্চন্দ্রকথারম্ভো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

(পরমোদারোঽতিমহান্ অত্যুন্নতমনা দানশৌণ্ডো বা ॥ ৫৫ ॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

লেন, সেই সময়ে পুত্রের জন্মনিবন্ধন রাজার অপরিসীম হর্ষ হইল ॥ ৫২—৫৪ ॥ সেই বদান্য রাজা ধন, ধান্য ও নানা জাতীয় রত্ন এবং ভূমি প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ দান এবং নানাবিধ গীত বাদ্যের অনুষ্ঠান করাইলেন ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে ত্রিশঙ্কুর স্বর্গগমনানন্তর হরিশ্চন্দ্র কথারম্ভ নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

প্রবৃত্তে সদনে তস্য রাজ্ঞঃ পুত্রমহোৎসবে।
আজগাম তদা পাশী বিপ্রবেশধরঃ শুভঃ ॥ ১ ॥
স্বস্তীত্যুক্ত্বা নৃপং প্রাহ বরুণোঽহং নিশাময়।
পুত্রো জাতস্তবাধীশ! যজানেন নৃপাশু মাম্ ॥ ২ ॥
সত্যং কুরু বচো রাজন্! যৎ প্রোক্তং ভবতা পুরা।
বন্ধ্যত্বন্তু গতং তেঽদ্য বরদানেন মে কিল ॥ ৩ ॥
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা রাজা চিন্তাং চকার হ।
কথং হন্মি সুতং জাতং জলজেন সমাননম্ ॥ ৪ ॥
লোকপালঃ সমায়াতো বিপ্রবেশেন বীর্য্যবান্।
ন দেবহেলনং কার্য্যং সর্ব্বথা শুভমিচ্ছতা ॥ ৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিশ্লোকবর্য্যৈস্তু রাজ্ঞঃ পুত্রোৎসবে সতি।
বরুণস্তু ততো বৃত্তং যথাবদভিধীয়তে ॥

রাজ্ঞঃ পুত্রোৎসবানন্তরং জাতং বৃত্তমাহ প্রবৃত্তে সদনে ইতি। পাশী বরুণঃ ॥ ১ ॥

যজানেনেতি। যজনরমেধং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

নন্থ ত্বদনুগ্রহাদেক এব মম পুত্রোঽভূত্তস্মিংশ্চ দত্তে মম পুত্রো নৈবান্যোঽস্তি। তথা চৈবং ব্যর্থমেব ত্বং ময়া প্রার্থিত ইতি ভবতীত্যত আহ বন্ধ্যত্বমিতি। মম বন্ধ্যত্বং গচ্ছত্বিতি মনীষয়ৈব ত্বয়াহং প্রার্থিতো ন পুনঃ পুত্রো মম জীবত্বিতি। তচ্চ কার্য্যং তব ময়া সম্পাদিতম্। ততশ্চ ন মম প্রার্থনা ব্যর্থেতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

হন্মি হনিষ্যামীত্যর্থঃ। বর্ত্তমানসামীপ্যে ভবিষ্যতি লট্ ॥ ৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সেই নৃপতির ভবনে পুত্রের জন্মনিবন্ধন মহোৎসব আরম্ভ হইলে বরুণদেব পবিত্র বিপ্রবেশ ধারণ করিয়া তথায় আগমন করিলেন ॥ ১ ॥ তখন বরুণদেব "তোমার মঙ্গল হউক" এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া রাজাকে বলিলেন, নৃপতে! তুমি আমাকে বরুণ বলিয়া জানিও, এক্ষণে আমি তোমাকে যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর; হে নরাধিপ! এক্ষণে তোমার পুত্র জন্মিয়াছে, অতএব তুমি তদ্দ্বারা আমার যাগানুষ্ঠান কর ॥ ২ ॥ রাজন্! আমার বরদানে তোমার বন্ধ্যতা দোষ অন্তর্হিত হইয়াছে তবে তুমি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছ, অধুনা সেই বাক্য সত্যে পরিণত কর ॥ ৩ ॥

রাজা হরিশ্চন্দ্র বরুণের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অহো! আমার একটিমাত্র কমলমুখ পুত্র জন্মিয়াছে, ইহাকে আমি কি প্রকারে সংহার করিব ॥ ৪ ॥ পরন্তু

পুত্রস্নেহঃ সুদুশ্ছেদ্যঃ সর্ব্বথা প্রাণিভিঃ সদা।
কিং করোমি কথং মে স্যাৎ সুখং সন্ততিসম্ভবম্ ॥ ৬ ॥
ধৈর্য্যমালম্ব্য ভূপালস্তং নত্বা প্রতিপূজ্য চ।
উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণং যুক্তং বিনয়পূর্ব্বকম্ ॥ ৭ ॥

রাজোবাচ।

দেবদেব! তবানুজ্ঞাং করোমি করুণানিধে!।
বেদোক্তেন বিধানেন মখঞ্চ বহুদক্ষিণম্ ॥ ৮ ॥
পুত্রে জাতে দশাহেন কর্ম্মযোগ্যো ভবেৎ পিতা।
মাসেন শুদ্ধ্যেজ্জননী দম্পতী তত্র কারণম্ ॥ ৯ ॥
সর্ব্বজ্ঞোঽসি প্রচেতস্ত্বং ধর্ম্মং জানাসি শাশ্বতম্।
কৃপাং কুরু ত্বং বারীশ! ক্ষমস্ব পরমেশ্বর! ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তস্তু প্রচেতাস্তং প্রত্যুবাচ জনাধিপম্।
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি কুরু কার্য্যাণি পার্থিব! ॥ ১১ ॥

কীদৃশীং চিন্তাং চকারেতি তদাহ লোকপাল ইতি। পুত্রে ন দত্তে দেবস্য হেলনং বঞ্চনং ভবতি মোহাদ্দাতুং ন শক্যতে ততশ্চ কিং কর্ত্তব্যমিতি চিন্তেত্যর্থঃ ॥ ৫—৮ ॥

দশাহেন দশাহোত্তরমিত্যর্থঃ। দম্পতী তত্রেতি। তত্র নরমেধকর্ম্মণি দম্পতী জায়াপতী কারণমধিকারিণৌ ততশ্চ মাসপর্য্যন্তমনধিকারাৎ কথং যজ্ঞঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ ॥৯-১১॥

বীর্য্যবান্ লোকপাল বরুণদেব বিপ্রবেশে উপস্থিত হইয়াছেন; যাঁহারা কল্যাণকামনা করেন তাদৃশ মানবগণের দেবতাদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা কখনই উচিত নহে ॥ ৫ ॥ আর প্রাণিগণের পুত্রস্নেহ ছেদন করাও অতীব সুকঠিন, অতএব আমি এখন কি উপায় করি? কি প্রকারেই বা আমার সন্ততিজন্য সুখ রক্ষিত হইবে ॥ ৬ ॥ তখন ভূপাল ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক প্রণত হইয়া তাঁহার যথোচিত পূজা করিলেন এবং বিনয়সহকারে যুক্তিযুক্ত মনোহর বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৭ ॥ দেবদেব! আমি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব তাহাতে সন্দেহ নাই, আমি বেদোক্ত বিধানে বহুদক্ষিণাযুক্ত আপনকার যজ্ঞানুষ্ঠান করিব ॥৮॥ কিন্তু নরমেধ যজ্ঞ করিতে হইলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েই তাহার অধিকারী, সুতরাং পুত্র জন্মিলে পিতা দশম দিবসের পর আর জননী এক মাস পরে শুদ্ধ হইয়া কার্য্যযোগ্য হয়েন; অতএব এক মাস গত না হইলে কি প্রকারে যজ্ঞ সম্পাদন করিব ॥ ৯ ॥ আপনি সর্ব্বজ্ঞ এবং লোকদিগের পরম প্রভু, নিত্যধর্ম্ম কি তাহা আপনি বিদিত আছেন; অতএব হে বারীশ! আপনি আমার প্রতি কৃপা বিতরণ করিয়া এই এক মাস ক্ষান্ত থাকুন ॥ ১০ ॥

আগমিষ্যামি মাসান্তে যষ্টব্যং সর্ব্বথা ত্বয়া।
কৃত্বোত্থানিকমাচারং পুত্রস্য নৃপসত্তম! ॥ ১২ ॥
ইত্যুক্ত্বা শ্লক্ষ্ণয়া বাচা রাজানং যাদসাম্পতিঃ।
হরিশ্চন্দ্রো মুদং প্রাপ গতে পাশিনি পার্থিবঃ ॥ ১৩ ॥
কোটিশঃ প্রদদৌ গাস্তা ঘটোধ্নীর্হেমপূরিতাঃ।
বিপ্রেভ্যো বেদবিদ্ভ্যশ্চ তথৈব তিলপর্ব্বতান্ ॥ ১৪ ॥
রাজা পুত্রমুখং দৃষ্ট্বা সুখমাপ মহত্তরম্।
নামাস্য রোহিতশ্চেতি চকার বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৫ ॥
পূর্ণে মাসে ততঃ পাশী বিপ্রবেশেন ভূপতেঃ।
আজগাম গৃহে সদ্যো যজস্বেতি ব্রুবন্মুহুঃ ॥ ১৬ ॥
বীক্ষ্য তং নৃপতির্দেবং নিমগ্নঃ শোকসাগরে।
প্রণিপত্য কৃতাতিথ্যং তমুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ১৭ ॥
দিষ্ট্যা দেব! ত্বমায়াতো গৃহং মে পাবিতং প্রভো!।
মখং করোমি বারীশ! বিধিবদ্বাঞ্ছিতং তব ॥ ১৮ ॥

কৃত্বোত্থানিকমিতি। জাতকর্ম্মনামকরণাদিকমিত্যর্থঃ। আচারং কৃত্বা যষ্টব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১২—১৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রাজা হরিশ্চন্দ্র এই কথা বলিলে পর বরুণদেব সেই নরনাথকে বলিলেন, রাজন্! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি কর্ত্তব্য কার্য্যকলাপ সম্পাদন কর, আমি এখন স্বস্থানে গমন করিতেছি ॥১১॥ নৃপসত্তম! আমি এক মাস পরে পুনর্ব্বার আসিব, তুমি পুত্রের জাতকর্ম্ম ও নামকরণ প্রভৃতি নিয়মিত সংস্কার সম্পাদন করিয়া তদনন্তর আমার যজ্ঞানুষ্ঠান করিও ॥ ১২ ॥ মহারাজ! জলাধিপতি বরুণ রাজাকে এইরূপ মধুর বাক্য বলিয়া প্রস্থান করিলে হরিশ্চন্দ্র রাজাও আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন ॥১৩॥ পরে সেই পৃথিবীপতি কোটি কোটি হেমবিভূষিতা ঘটোধ্নী ধেনু এবং তিল পর্ব্বত সকল বেদবিদ্ বিপ্রগণকে অকাতরে দান করিলেন ॥ ১৪ ॥ রাজা পুত্রমুখ দর্শন করিয়া যার পর নাই সুখী হইলেন এবং বিধিপূর্ব্বক তাহার রোহিতাশ্ব এই নাম রাখিলেন ॥ ১৫ ॥ পরে একমাস পূর্ণ হইলে বরুণদেব বিপ্রবেশ ধারণ করিয়া ভূপতির গৃহে আগমনপূর্ব্বক বারংবার বলিলেন, মহারাজ! এখনি যাগারম্ভ কর ॥১৬॥ নরপতি সেই বরুণদেবকে অবলোকন করিয়াই শোকসাগরে নিমগ্ন হইলেন, পরে প্রণাম ও আতিথ্য সৎকার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিলেন, দেব! সৌভাগ্যক্রমেই আপনি আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন, প্রভো! আপনার আগমনে অদ্য আমার গৃহ পবিত্র হইল। হে দেব! আমি আপনকার

অদন্তো ন পশুঃ শ্লাঘ্য ইত্যাহুর্বেদবাদিনঃ।
তস্মাদ্দন্তোদ্ভবে তেঽহং করিষ্যামি মহামখম্ ॥ ১৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তস্তেন বরুণস্তথেত্যুক্ত্বা যযাবথ।
হরিশ্চন্দ্রো মুদং প্রাপ্য বিজহার গৃহাশ্রমে ॥ ২০ ॥
পুনর্দন্তোদ্ভবং জ্ঞাত্বা প্রচেতা দ্বিজরূপবান্।
আজগাম গৃহে তস্য কুরু কার্য্যমিতি ব্রুবন্ ॥ ২১ ॥
ভূপালোঽপি জলাধীশং বীক্ষ্য প্রাপ্তং দ্বিজাকৃতিম্।
প্রণম্যাসনসম্মানৈঃ পূজয়ামাস সাদরম্ ॥ ২২ ॥
স্তুত্বা প্রোবাচ বচনং বিনয়ানতকন্ধরঃ।
করোমি বিধিবৎ কামং মখং প্রবলদক্ষিণম্ ॥ ২৩ ॥
বালোঽপ্যকৃতচৌলোঽয়ং গর্ভকেশো ন সম্মতঃ।
যজ্ঞার্থে পশুকরণং ময়া বৃদ্ধমুখাচ্ছ্রুতম্ ॥ ২৪ ॥
তাবৎ ক্ষমস্ব বারীশ! বিধিং জানাসি শাশ্বতম্।
কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা যজ্ঞো মুণ্ডনান্তে শিশোঃ কিল ॥ ২৫ ॥

(অদন্তো পশুঃ শ্লাঘ্যো ন অপ্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৯—২৪ ॥
তাবদিতি। মুণ্ডনান্তে চূড়াকরণান্তে ইত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৮ ॥

বাঞ্ছিত যজ্ঞ বিধিপূর্ব্বক সম্পাদন করিব তাহাতে সন্দেহ নাই ॥১৭—১৮॥ কিন্তু দেখুন, দন্তবিহীন পশু যজ্ঞে প্রশস্ত নহে ইহা বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, অতএব পুত্রের দন্ত সমুত্থিত হইলে আপনার অভিপ্রেত মহাযজ্ঞ সম্পন্ন করিব স্থির করিয়াছি ॥ ১৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, নরনাথ! বরুণ রাজা হরিশ্চন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাই হইবে এই বলিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন; এদিকে হরিশ্চন্দ্র আনন্দিত হইয়া সংসারাশ্রমে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥ পরে কুমারের দন্তোৎপন্ন হইলে প্রচেতা ইহা অবগত হইয়া ব্রাহ্মণবেশে রাজার গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, রাজন্! আপনি এক্ষণে আমার যজ্ঞ আরম্ভ করুন ॥ ২১ ॥ ভূপতিও দ্বিজরূপী জলাধিপতিকে সমাগত দেখিবামাত্র প্রণাম করিয়া আসন প্রদান করিলেন এবং যথাযোগ্য সম্মান দ্বারা সমাদরে তাঁহার পূজা করিলেন ॥ ২২ ॥ তিনি অতি বিনীতভাবে অবনতমস্তকে স্তব করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, দেব! আমি বিধিপূর্ব্বক আপনকার অভিলষিত ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ সম্পাদন করিব ॥ ২৩ ॥ এই বালকের এখনও চূড়াকরণ হয় নাই সুতরাং গর্ভকালীন কেশকলাপ বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব এই কেশ থাকিতে এই বালক যজ্ঞীয় পশু হইতে পারে না ইহা আমি বৃদ্ধ-

তস্যেতি বচনং শ্রুত্বা প্রচেতাঃ প্রাহ তং পুনঃ।
প্রতারয়সি মাং রাজন্! পুনঃ পুনরিদং ব্রুবন্॥ ২৬॥
অপি তে সর্ব্বসামগ্রী বর্ত্ততে নৃপতেঽধুনা।
পুত্রস্নেহনিবদ্ধস্ত্বং বঞ্চয়স্যেব সাম্প্রতম্॥ ২৭॥
ক্ষৌরকর্ম্মবিধিং কৃত্বা ন কর্ত্তাসি মখং যদি।
তদাহং দারুণং শাপং দাস্যে কোপসমন্বিতঃ॥ ২৮॥
অদ্য গচ্ছামি রাজেন্দ্র! বচনাত্তব মানদ!।
ন মৃষা বচনং কার্য্যং ত্বয়েক্ষ্বাকুকুলোদ্ভব!॥ ২৯॥
ইত্যাভাষ্য যযাবাশু প্রচেতা নৃপতেগৃ'হাৎ।
রাজা পরমসন্তুষ্টো ননন্দ ভবনে তদা॥ ৩০॥
চূড়াকরণকালে তু প্রবৃত্তে পরমোৎসবে।
সম্প্রাপ্তস্তরসা পাশী ভবনং নৃপতেঃ পুনঃ॥ ৩১॥
যদাঙ্কে সুতমাদায় রাজ্ঞী নৃপতিসন্নিধৌ।
উপবিষ্টা ক্রিয়াকালে তদৈব বরুণোঽভ্যগাৎ॥ ৩২॥

অদ্যেতি। ইক্ষ্বাকুকুলোদ্ভবেতি সম্বুদ্ধ্যা ইক্ষ্বাকুকুলজাঃ প্রাণাত্যয়েঽপি মিথ্যা ন বদন্তি ত্বমপি তৎকুলজঃ অতস্ত্বয়াপি নিজবাক্যমনৃতং ন করণীয়মিতি ভাবঃ॥ ২৯—৩১॥
যদাঙ্কে ইতি। যদা রাজ্ঞী সুতমঙ্কে নিধায় নৃপসন্নিধৌ স্থিতা তস্মিন্নেব কালে বরুণাগমনাৎ দুঃখাধিক্যং সূচিতম্॥ ৩২॥

গণের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছি॥ ২৪॥ হে বারীশ! আপনি শাস্ত্রবিধি বিদিত আছেন, অতএব চূড়াকরণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন, শিশুর মুণ্ডনকার্য্য হইলে পর আমি অবশ্যই আপনকার যজ্ঞ করিব, তাহাতে সন্দেহ নাই॥ ২৫॥

বরুণ তাঁহার ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন, রাজন্! তুমি পুনঃ পুনঃ এইরূপ কথা বলিয়া আমাকে প্রতারণা করিতেছ কেন?॥২৬॥ নরপতে! এক্ষণে তোমার সমস্ত সামগ্রীই বিদ্যমান আছে, কেবল পুত্রস্নেহে নিবদ্ধ হইয়াই সম্প্রতি আমাকে বঞ্চনা করিতেছ॥ ২৭॥ যাহা হউক ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন করিয়াও যদি যজ্ঞ না কর, তাহা হইলে আমি কুপিত হইয়া তোমাকে নিদারুণ শাপ প্রদান করিব॥ ২৮॥ রাজেন্দ্র! এখন তোমার বাক্যে আমি গমন করিতেছি, কিন্তু তুমি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনার বাক্য মিথ্যা করিও না॥ ২৯॥ প্রচেতা এই কথা বলিয়া নরপতির গৃহ হইতে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন, রাজাও তখন অতীব সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় ভবনে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন॥ ৩০॥ পরে অতীব উৎসব সহকারে চূড়াকার্য্য আরব্ধ হইলে পাশধর সত্বর হইয়া পুনর্ব্বার নরপতির ভবনে উপস্থিত হইলেন॥ ৩১॥ যে সময়ে রাজ্ঞী পুত্রকে ক্রোড়ে

কুরু কর্ম্মেতি বিস্পষ্টং বচনং কথয়ন্নৃপম্।
বিশ্বরূপধরঃ শ্রীমান্ প্রত্যক্ষ ইব পাবকঃ॥ ৩৩॥
নৃপতিস্তং সমালোক্য বভূবাতীব বিহ্বলঃ।
নমশ্চকার তং ভীত্যা কৃতাঞ্জলিপুটঃ পুরঃ॥ ৩৪॥
বিধিবৎ পূজয়িত্বা তং রাজোবাচ বিনীতবান্।
স্বামিন্! কার্য্যং করোম্যদ্য মখস্য বিধিপূর্ব্বকম্॥ ৩৫॥
বক্তব্যমস্তি তত্রাপি শৃণুষ্বৈকমনা বিভো!।
যুক্তঞ্চেন্মন্যসে স্বামিংস্তদ্‌ব্রবীমি তবাগ্রতঃ॥ ৩৬॥
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
সংস্কৃতাশ্চান্যথা শূদ্রা এবং বেদবিদো বিদুঃ॥ ৩৭॥
তস্মাদয়ং সুতো মেঽদ্য শূদ্রবদ্বর্ত্ততে শিশুঃ।
উপনীতঃ ক্রিয়ার্হঃ স্যাদিতি বেদেষু নির্ণয়ঃ॥ ৩৮॥
রাজ্ঞামেকাদশে বর্ষে সদোপনয়নং স্মৃতম্।
অষ্টমে ব্রাহ্মণানাঞ্চ বৈশ্যানাং দ্বাদশে কিল॥ ৩৯॥

কুর্ব্বিতি। প্রত্যক্ষ পাবক ইব তেজোবিশেষোদয়াদিতি ভাবঃ॥ ৩৩—৩৫ বক্তব্যমিতি। বিভো! নিগ্রহানুগ্রহসমর্থেত্যর্থঃ॥ ৩৬—৪০॥)

লইয়া নৃপতি সন্নিধানে উপবিষ্ট হইয়াছেন, সেইকালেই বরুণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ৩২॥ সেই বিপ্ররূপধারী প্রত্যক্ষ পাবকের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর বরুণ নরপতিকে সুস্পষ্টবাক্যে বলিলেন, রাজন্! যজ্ঞ আরম্ভ কর॥ ৩৩॥ নরপতি তাঁহাকে অবলোকন করিয়া ভয়ে যার পর নাই বিহ্বল হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অতি সত্বরে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন॥ ৩৪॥ পরে যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া অতিশয় বিনয় সহকারে বলিলেন, স্বামিন্! অদ্যই আমি বিধিপূর্ব্বক আপনার যাগ করিব॥৩৫॥ কিন্তু এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে আপনি একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ করুন এবং তদনন্তর যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করুন। স্বামিন্! আপনি যদি যুক্তিসঙ্গত বলিয়া অনুমোদন করেন তবে আমি উহা আপনার নিকট ব্যক্ত করি॥ ৩৬॥ দেখুন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই তিন বর্ণ যথাবিধি সংস্কৃত হইলে দ্বিজাতি হয়েন, কিন্তু সংস্কারবিহীন হইলে ইঁহারা অবশ্যই শূদ্র, ইহা বেদবিদ্ পণ্ডিতমাত্রেই বিদিত আছেন॥ ৩৭॥ অতএব আমার এই শিশু সন্তান এখনও শূদ্রের ন্যায় রহিয়াছে, উপনীত হইলে তদনন্তর ক্রিয়ার উপযুক্ত হইবে ইহাই বেদশাস্ত্রের অভিমত॥ ৩৮॥ ক্ষত্রিয়দিগের একাদশ বর্ষে, ব্রাহ্মণদিগের অষ্টমবর্ষে এবং বৈশ্যগণের দ্বাদশ

দয়সে যদি দেবেশ! দীনং মাং সেবকং তব।
তদোপনীয় কর্ত্তাস্মি পশুনা যজ্ঞমুত্তমম্ ॥ ৪০ ॥
লোকপালোঽসি ধর্ম্মজ্ঞ! সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ!।
মন্যসে যদ্বচঃ সত্যং তদ্গচ্ছ ভবনং বিভো! ॥ ৪১ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা দয়াবান্ যাদসাম্পতিঃ।
ওমিত্যুক্ত্বা যযাবাশু প্রসন্নবদনো নৃপ! ॥ ৪২ ॥
গতেঽথ বরুণে রাজা বভূবাতিমুদান্বিতঃ।
সুখং প্রাপ্য সুতস্যৈবং রাজ্ঞী মুদমবাপ হ ॥ ৪৩ ॥
চকার রাজকার্য্যাণি হরিশ্চন্দ্রস্তদা নৃপ!।
কালেন ব্রজতা পুত্রো বভূব দশবার্ষিকঃ ॥ ৪৪ ॥
তস্যোপবীতসামগ্রীং বিভূতিসদৃশীং নৃপঃ।
চকার ব্রাহ্মণৈঃ শিষ্টৈরন্বিতঃ সচিবৈস্তথা ॥ ৪৫ ॥
একাদশে সুতস্যাব্দে ব্রতবন্ধবিধৌ নৃপঃ।
বিদধে বিধিবৎ কার্য্যং চিত্তে চিন্তাতুরঃ পুনঃ ॥ ৪৬ ॥

যদ্বচঃ সত্যমিতি। যচ্ছব্দো যদ্যর্থকঃ। যদি সত্যং মন্যসে ইত্যর্থঃ ॥ ৪১—৫৮ ॥

বৎসর বয়ঃক্রমে উপনয়নের বিধি নির্দ্দিষ্ট আছে ॥ ৩৯ ॥ অতএব দেবেশ! যদি আপনকার দীন সেবকের প্রতি দয়া করেন তবে বালকের উপনয়ন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন, পরে এই বালকের উপনয়ন দিয়া পশুরূপ বালক দ্বারা আপনকার সেই উত্তম যজ্ঞ সম্পাদন করিব ॥ ৪০ ॥ বিভো! আপনি লোকপাল বিশেষতঃ সমস্ত শাস্ত্রের সারমর্ম্ম বিদিত হইয়া ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিয়াছেন, অতএব আমার বাক্য যদি সত্য বলিয়া বিবেচনা করেন, তবে আপনি এক্ষণে নিজ গৃহে গমন করুন ॥ ৪১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! তাঁহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া জলাধিপতি বরুণ দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেন এবং "তাহাই হইবে" বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ৪২ ॥ বরুণ অন্তর্দ্ধান করিলে পর রাজা যার পর নাই আনন্দিত হইলেন এবং রাজ্ঞীও পুত্রের মঙ্গল জানিয়া সন্তুষ্টা হইলেন ॥ ৪৩ ॥ অনন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্র হৃষ্টচিত্তে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে তাঁহার পুত্র দশম বৎসরে পদার্পণ করিল ॥ ৪৪ ॥ তখন রাজা শান্ত ব্রাহ্মণগণ এবং মন্ত্রিগণের সহিত সমবেত হইয়া আপনার ঐশ্বর্য্যের অনুরূপ তাহার উপনয়নের দ্রব্য সামগ্রীর আয়োজন করিলেন ॥ ৪৫ ॥ পুত্রের একাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে নরপতি যথাবিধি উপনয়ন কার্য্যের অনুষ্ঠান

বর্ত্তমানে তথা কার্য্যে উপনীতে কুমারকে ।
আজগামাথ বরুণো বিপ্রবেশধরস্তদা ॥ ৪৭ ॥
তং বীক্ষ্য নৃপতিস্তূর্ণং প্রণম্য পুরতঃ স্থিতঃ ।
কৃতাঞ্জলিপুটঃ প্রীতঃ প্রত্যুবাচ সুরোত্তমম্ ॥ ৪৮ ॥
দেব ! দত্তোপবীতোঽয়ং পশুযোগ্যোঽস্তি মে সুতঃ ।
প্রসাদাত্তব মে শোকো গতো বন্ধ্যাপবাদজঃ ॥ ৪৯ ॥
কর্ত্তুমিচ্ছাম্যহং যজ্ঞং প্রভূতবরদক্ষিণম্ ।
সময়ে শৃণু ধর্ম্মজ্ঞ ! সত্যমদ্য ব্রবীম্যহম্ ॥ ৫০ ॥
সমাবর্ত্তনকর্ম্মান্তে করিষ্যামি তবেপ্সিতম্ ।
মমোপরি দয়াং কৃত্বা তাবত্ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥ ৫১ ॥

বরুণ উবাচ ।

প্রতারয়সি মাং রাজন্ ! পুত্রপ্রেমাকুলো ভৃশম্ ।
মুহুর্মুহুর্মতিং কৃত্বা যুক্তিযুক্তাং মহামতে ! ॥ ৫২ ॥
গচ্ছাম্যদ্য মহারাজ ! বচসা তব নোদিতঃ ।
আগমিষ্যামি সময়ে সমাবর্ত্তনকর্ম্মণি ॥ ৫৩ ॥

দেব দত্তেতি । দেবেতি বরুণসম্বোধনম্ ॥ ৪৯—৫৫

করিলেন, কিন্তু বরুণের যজ্ঞবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া পুনঃ পুনঃ চিন্তাতুর হইতে লাগিলেন ॥৪৬॥ এদিকে কুমারের উপনয়ন কার্য্য আরম্ভ হইলে, বরুণ বিপ্রবেশ ধারণ করিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৭ ॥ নরপতি তাঁহাকে অবলোকন করিবামাত্র অবিলম্বে প্রণাম করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রীতিসহকারে সুরবরকে বলিলেন ॥ ৪৮ ॥ দেব ! উপনীত হওয়ায় এক্ষণে আমার এই পুত্র পশুর উপযুক্ত হইয়াছে আর আপনার অনুগ্রহে আমারও বন্ধ্যা অপবাদ-নিবন্ধন শোক অন্তর্হিত হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥ অতএব, ধর্ম্মজ্ঞ ! এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন, কিছুকাল বিলম্বে আপনার ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, ইহা আপনাকে সত্য বলিলাম ॥ ৫০ ॥ ফলতঃ সমাবর্ত্তন কার্য্যের অবসানে আপনার অভিমত কার্য্য করিব, অধুনা আমার প্রতি দয়া করিয়া তাবৎ কাল ক্ষমা করুন ॥ ৫১ ॥

বরুণ কহিলেন, মহামতে ! তুমি পুত্রস্নেহে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া যুক্তিযুক্ত বুদ্ধিকৌশল দ্বারা বারংবার আমাকে প্রতারণা করিতেছ ॥ ৫২ ॥ যাহা হউক মহারাজ ! আমি তোমার বাক্যানুসারে আজ গমন করিতেছি, কিন্তু সমাবর্ত্তন কার্য্যের সময়ে

ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ পাশী তমাপৃচ্ছ্য বিশাম্পতে!।
রাজা প্রমুদিতঃ কার্য্যং চকার চ যথোত্তরম্ ॥ ৫৪ ॥
আগতং বরুণং দৃষ্ট্বা কুমারোঽতিবিচক্ষণঃ।
যজ্ঞস্য সময়ং জ্ঞাত্বা তদা চিন্তাতুরোঽভবৎ ॥ ৫৫ ॥
শোকস্য কারণং রাজ্ঞঃ পর্য্যপৃচ্ছদিতস্ততঃ।
জ্ঞাত্বাত্মবধমায়ুষ্মন্! গমনায় মতিং দধৌ ॥ ৫৬ ॥
নিশ্চয়ং পরমং কৃত্বা সম্মন্ত্র্য সচিবাত্মজৈঃ।
প্রযযৌ নগরাত্তস্মান্নির্গত্য বনমপ্যসৌ ॥ ৫৭ ॥
গতে পুত্রে নৃপঃ কামং দুঃখিতোঽভূদ্ভৃশং তদা।
প্রেরয়ামাস দূতান্ স্বাংস্তস্যান্বেষণকাম্যয়া ॥ ৫৮ ॥
এবং গতেঽথ কালেঽসৌ বরুণস্তদ্গৃহং গতঃ।
রাজানং শোকসন্তপ্তং কুরু যজ্ঞমিতি ব্রুবন্ ॥ ৫৯ ॥
রাজা প্রণম্য তং প্রাহ দেবদেব! করোমি কিম্।
ন জানে কাপি পুত্রো মে গতস্ত্বদ্য ভয়াকুলঃ ॥ ৬০ ॥
সর্ব্বত্র গিরিদুর্গেষু মুনীনামাশ্রমেষু চ।
অন্বেষিতো মে দূতৈস্তু ন প্রাপ্তো যাদসাম্পতে! ॥ ৬১ ॥

আয়ুষ্মন্নিতি জন্মেজয়সম্বোধনম্ ॥ ৫৬ ॥
নগরান্নির্গত্য বনমেব প্রযযাবিত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৭—৬১ ॥

পুনরায় আসিব ইহা নিশ্চয় জানিবে ॥ ৫৩ ॥ নরপতে! বরুণ এই কথা বলিয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া প্রস্থান করিলে রাজাও আনন্দিত হইয়া যথাক্রমে বিহিত কার্য্যকলাপ সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥ রাজকুমার অতীব বিচক্ষণ ছিলেন সুতরাং বরুণের আগমন দর্শনে যজ্ঞের সময় বিদিত হইয়া চিন্তায় কাতর হইলেন ॥ ৫৫ ॥ অনন্তর, রাজার শোকের কারণ ইতস্ততঃ জিজ্ঞাসা করিয়া আপনার বিনাশের বিষয় বিদিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ রাজগৃহ হইতে প্রস্থান করিতে বাসনা করিলেন ॥ ৫৬ ॥ পরে সচিবপুত্রগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থিরীকরণপূর্ব্বক সেই নগর হইতে বহির্গত হইয়া বনে গমন করিলেন ॥ ৫৭ ॥ পুত্র প্রস্থান করিলে নরপতি যার পর নাই দুঃখিত হইয়া তাঁহার অন্বেষণ কামনায় স্বীয় দূত সকল প্রেরণ করিলেন ॥ ৫৮ ॥ এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে বরুণ তাঁহার গৃহে উপনীত হইয়া সেই শোকসন্তপ্ত রাজাকে বলিলেন, রাজন্! এক্ষণে প্রতিশ্রুত যজ্ঞ সম্পাদন কর ॥৫৯॥ রাজা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, দেব! আমি কি করিব? আমার পুত্র ভয়াকুল হইয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে তাহা আমি জানি না ॥ ৬০ ॥

আজ্ঞাপয় মহারাজ ! কিং করোমি গতে সুতে ।
ন মে দোষোঽত্র সর্ব্বজ্ঞ ! ভাগ্যদোষস্তু সর্ব্বথা ॥ ৬২ ॥
ব্যাস উবাচ ।
ইতি ভূপবচঃ শ্রুত্বা প্রচেতাঃ কুপিতো ভৃশম্ ।
শশাপ চ নৃপং ক্রোধাদ্বঞ্চিতস্তু পুনঃ পুনঃ ॥ ৬৩ ॥
নৃপতেঽহং ত্বয়া যস্মাদ্বচসা চ প্রবঞ্চিতঃ ।
তস্মাজ্জলোদরো ব্যাধিস্ত্বাং তুদত্বতিদারুণঃ ॥ ৬৪ ॥
ইতি শপ্তো মহীপালঃ কুপিতেন প্রচেতসা ।
পীড়িতোঽভূত্তদা রাজা ব্যাধিনা দুঃখদেন তু ॥ ৬৫ ॥
এবং শপ্ত্বা নৃপং পাশী জগাম নিজমাস্পদম্ ।
রাজা প্রাপ্য মহাব্যাধিং বভূবাতীব দুঃখিতঃ ॥ ৬৬ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে বরুণহরিশ্চন্দ্রসংবাদো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

(যদি কার্য্যতস্তে দোষো নাস্তি তর্হি কথং ন যাগ ইত্যাহ ভাগ্যদোষস্ত্বিতি ॥৬২-৬৬॥)
ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

দেব ! মদীয় দূত সকল পর্ব্বতরাজির দুর্গম প্রদেশ, মুনিদিগের আশ্রম, অধিক কি সকল স্থানেই অন্বেষণ করিয়াছে তথাপি কোন স্থানেও তাহাকে প্রাপ্ত হয় নাই ॥ ৬১ ॥ আমার পুত্র গৃহ হইতে চলিয়া গিয়াছে এখন আমি কি করিব আপনি তাহা আজ্ঞা করুন ; দেব ! আপনি ত সকলই জানেন অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন আমার ইহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই, কেবল ভাগ্যদোষেই এইরূপ ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই ॥ ৬২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! ভূপতির ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া বরুণ যার পর নাই কুপিত হইলেন এবং যখন দেখিলেন তিনি হরিশ্চন্দ্রের নিকট বারংবার বঞ্চিত হইয়াও অভিলষিত প্রাপ্ত হইলেন না, তখন ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন যে, রাজন্ ! যেহেতু তুমি ছলনা বাক্যে আমাকে প্রবঞ্চিত করিলে তজ্জন্য নিদারুণ জলোদর ব্যাধি তোমাকে নিরতিশয় ব্যথিত করুক ॥ ৬৪ ॥ বরুণ কুপিত হইয়া এইরূপ অভিসম্পাত করিলে পর রাজা ঐ ক্লেশদায়ক ব্যাধি দ্বারা পীড়িত হইয়া যার পর নাই কষ্টভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ৬৫ ॥ তখন পাশধারী জলপতি নৃপতিকে এইরূপে অভিশাপ প্রদান করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন এবং রাজাও ঐ সুদারুণ ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া সাতিশয় কাতর হইলেন ॥ ৬৬ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে বরুণহরিশ্চন্দ্রসংবাদবর্ণন নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

গতেঽথ বরুণে রাজা রোগেণাতীবপীড়িতঃ।
দুঃখাদ্দুঃখং পরং প্রাপ্য ব্যথিতোঽভূদ্ভৃশং তদা॥ ১
কুমারোঽসৌ বনে শ্রুত্বা পিতরং রোগপীড়িতম্।
গমনায় মতিং রাজংশ্চকার স্নেহযন্ত্রিতঃ॥ ২॥
সংবৎসরে ব্যতীতে তু পিতরং দ্রষ্টুমাদরাৎ।
গন্তুকামস্তু তং জ্ঞাত্বা শক্রস্তত্রাজগাম হ॥ ৩॥
বাসবস্তু তদা রূপং কৃত্বা বিপ্রস্য সত্বরঃ।
বারয়ামাস যুক্ত্যা বৈ কুমারং গন্তুমুদ্যতম্॥ ৪॥

ইন্দ্র উবাচ।

রাজপুত্র! ন জানাসি রাজনীতিং সুদুর্লভাম্।
অতঃ করোষি মূঢ়স্ত্বং গমনায় মতিং বৃথা॥ ৫॥

একোনষষ্টিশ্লোকৈস্তু শুনঃশেফবধাশ্রয়া।
কথা প্রারভ্যতে যত্র বিশ্বামিত্রেণ বৈরিতা।
হরিশ্চন্দ্রেণ সঞ্জাতা পরং প্রারব্ধবেগতঃ॥

বরুণশাপদানানন্তরং জাতং বৃত্তমাহ গতেঽথেতি॥ ১—২
তত্রাজগাম হেতি। যত্র পুত্রঃ স্থিতস্তত্রেত্যর্থঃ॥ ৩॥
বারয়ামাসেতি। কেবলং দয়াবশাদিত্যর্থঃ॥ ৪—৫॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বরুণ নিজ স্থানে প্রস্থান করিলে রাজা সেই জলোদর রোগে সাতিশয় পীড়িত হইলেন এবং দিন দিন দুঃখভোগ ও ঘোরতর যন্ত্রণা অনুভব করিয়া যার পর নাই ক্লেশ পাইতে লাগিলেন॥ ১॥ রাজন্! এদিকে রাজকুমার বনমধ্যেই পিতার সেই রোগজনিত সন্তাপের বিষয় শুনিতে পাইলেন সুতরাং স্নেহের পরতন্ত্র হইয়া পিতার নিকট গমন করিতে বাসনা করিলেন॥ ২॥ সংবৎসর অতীত হইলে রাজকুমার আদর সহকারে পিতাকে দেখিবার নিমিত্ত এবং তৎসমীপে যাইবার জন্য বাসনা করিয়াছেন ইহা অবগত হইয়া দেবরাজ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ৩॥ তিনি দয়াবশতঃ অবিলম্বে বিপ্ররূপ ধারণ করিয়া অনুকূল যুক্তি দ্বারা সেই গমনোদ্যত কুমারকে নিবারণ করিতে লাগিলেন॥ ৪॥

ইন্দ্র বলিলেন, রাজপুত্র! তুমি অতীব নির্ব্বোধ বিশেষতঃ অদ্যাপি দুর্জ্ঞেয় রাজনীতি অবগত হইতে পার নাই, এজন্য অজ্ঞানতাবশতই এখন পিতার নিকট বৃথা গমন করিতে

পিতা তব মহাভাগ ! ব্রাহ্মণৈর্ব্বেদপারগৈঃ।
কারয়িষ্যতি হোমং তে জ্বলিতেঽথ বিভাবসৌ ॥ ৬ ॥
আত্মা হি বল্লভস্তাত ! সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং খলু।
তদর্থে বল্লভাঃ সন্তি পুত্রদারধনাদয়ঃ ॥ ৭ ॥
আত্মনো দেহরক্ষার্থং হত্বা ত্বাং বল্লভং সুতম্।
হবনং কারয়িত্বাসৌ রোগমুক্তো ভবিষ্যতি ॥ ৮ ॥
তস্মাত্ত্বয়া ন গন্তব্যং রাজপুত্র ! পিতুর্গৃহে।
মৃতে পিতরি গন্তব্যং রাজ্যার্থে সর্ব্বথা পুনঃ ॥ ৯ ॥
এবং নিষেধিতস্তত্র বাসবেন নৃপাত্মজঃ।
বনমধ্যে স্থিতঃ কামং পুনঃ সংবৎসরং নৃপ ! ॥ ১০ ॥
অত্যন্তং দুঃখিতং শ্রুত্বা হরিশ্চন্দ্রং তদাত্মজঃ।
গমনায় মতিং চক্রে মরণে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ১১ ॥
তুরাষাড় দ্বিজরূপেণ তত্রাগত্য চ রোহিতম্।
নিবারয়ামাস সুতং যুক্তিবাক্যৈঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ১২ ॥

তে তব পশুভূতস্য হোমং কারয়িষ্যতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৬ ॥

আত্মা হি বল্লভ ইতি। ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতীত্যাদিনা ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতীতি বৃহদারণ্যক-শ্রুতেরনুভবাচ্চ। তদর্থে আত্মার্থ ইত্যর্থঃ ॥ ৭—১৪ ॥

উদ্যত হইতেছ ॥ ৫ ॥ মহাভাগ ! তুমি তথায় গমন করিলে তোমার পিতা বেদপারগ ব্রাহ্মণ-গণ দ্বারা নরমেধ যজ্ঞ করিবেন তাহাতে তোমাকে পশুস্বরূপ করিয়া ত্বদীয় মাংস প্রজ্জলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করাইবেন ॥ ৬ ॥ বৎস ! সকল প্রাণিপুঞ্জেরই আত্মা অতীব প্রিয় ; সেই কারণে আত্মার নিমিত্তই পুত্র, স্ত্রী ও ধনরত্ন সকলই প্রিয় হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥ অতএব তুমি প্রাণ তুল্য প্রিয়পুত্র হইলেও তিনি রোগ হইতে মুক্ত হইয়া আপনাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তোমাকে নিহত করিয়া হোম করাইবেন সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥ রাজ-পুত্র ! তোমার এখন পিতৃগৃহে গমন করা উচিত নহে, পরন্তু যখন তোমার পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন তৎকালে তুমি রাজ্যপ্রাপ্তির নিমিত্ত অবশ্যই পুনরায় তথায় গমন করিও ॥৯॥ নৃপবর ! বাসব এই প্রকার নিষেধ করিলে পর রাজপুত্র সেই বনমধ্যে পুনর্ব্বার এক বৎসর কাল বাস করিলেন ॥১০॥ কিন্তু রাজপুত্র যখন হরিশ্চন্দ্রের নিরতিশয় দুঃখের বিষয় অবগত হইলেন, তখন নিজ মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া পিতৃগৃহে গমন করিতে মানস করিলেন ॥ ১১ ॥ অনন্তর সুরপতি ইন্দ্রও তৎকালে দ্বিজরূপ ধারণ করিয়া রাজপুত্র রোহিতের নিকট উপনীত হইলেন এবং যুক্তিযুক্ত বাক্য দ্বারা তাঁহাকে বারংবার নিষেধ করিলেন ॥ ১২ ॥

হরিশ্চন্দ্রোঽতিদুঃখার্ত্তো বশিষ্ঠং স্বপুরোহিতম্।
পপ্রচ্ছ রোগনাশায় তত্রোপায়ং সুনিশ্চিতম্ ॥ ১৩ ॥
তমাহ ব্রহ্মণঃ পুত্রো যজ্ঞং কুরু নৃপোত্তম!।
ক্রয়ক্রীতেন পুত্রেণ শাপমোক্ষো ভবিষ্যতি ॥ ১৪ ॥
পুত্রা দশবিধাঃ প্রোক্তা ব্রাহ্মণৈর্ব্বেদপারগৈঃ।
দ্রব্যেণানীয় তস্মাত্ত্বং পুত্রং কুরু নৃপোত্তম! ॥ ১৫ ॥
বরুণোঽপি প্রসন্নঃ সন্ সুখকারী ভবিষ্যতি।
লোভাৎ কোঽপি দ্বিজঃ পুত্রং প্রদাস্যতি স্বরাষ্ট্রজঃ ॥ ১৬ ॥
এবং প্রমোদিতো রাজা বশিষ্ঠেন মহাত্মনা।
প্রধানং প্রেরয়ামাস তদন্বেষণকাম্যয়া ॥ ১৭ ॥
অজীগর্ত্তো দ্বিজঃ কশ্চিদ্বিষয়ে তস্য ভূপতেঃ।
তস্যাসংশ্চ ত্রয়ঃ পুত্রা নির্দ্ধনস্য বিশেষতঃ ॥ ১৮ ॥
প্রধানেনাপ্যসৌ পৃষ্টঃ পুত্রার্থং দুর্ব্বলো দ্বিজঃ।
গবাং শতং দদামীতি দেহি পুত্রং মখায় বৈ ॥ ১৯ ॥

(ক্রয়ক্রীতস্য পুত্রত্বং ন ভবতীতি চেত্তত্রাহ পুত্রা দশবিধা ইতি ॥ ১৫ ॥
পুত্রমাত্মতুল্যং কো বা দাস্যতি দ্রব্যেণেত্যত আহ লোভাদিতি ॥ ১৬—২১ ॥)

এদিকে হরিশ্চন্দ্র পীড়ায় নিতান্ত কাতর হইয়া স্বীয় কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! এই রোগ শান্তির সুনিশ্চিত উপায় কি? ॥ ১৩ ॥ ব্রহ্মাপুত্র বশিষ্ঠ তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ! মূল্য দ্বারা একটি পুত্র ক্রয় করুন, পরে সেই ক্রীত পুত্র দ্বারা যজ্ঞ করিলেই আপনি শাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন ॥ ১৪ ॥ নৃপসত্তম! বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ কহিয়া থাকেন যে, পুত্র দশবিধ, তাহার মধ্যে ক্রীতপুত্র অন্যতম; অতএব মূল্য দ্বারা একটি বালক আনাইয়া তাহাকেই পুত্র করুন ॥১৫॥ আপনার রাষ্ট্রজাত কোন দ্বিজ লোভপরতন্ত্র হইয়া পুত্র প্রদান করিতে পারেন; ইহাতে বরুণদেব প্রসন্ন হইয়া অবশ্যই সুখ সম্পাদন করিবেন সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥

রাজা হরিশ্চন্দ্র মহাত্মা বশিষ্ঠের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং সেইরূপ পুত্র অন্বেষণের নিমিত্ত প্রধান মন্ত্রীকে অনুমতি করিলেন ॥ ১৭ ॥ সেই ভূপতির রাজ্যে অজীগর্ত্ত নামক অতীব নির্ধন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার তিনটি পুত্র ছিল ॥ ১৮ ॥ মন্ত্রী পুত্র ক্রয় করিবার অভিলাষে সেই নির্ধন দ্বিজবরকে কহিলেন, আমি আপনাকে এক শত গো প্রদান করিতেছি, আপনি যজ্ঞের নিমিত্ত একটি পুত্র প্রদান করুন ॥ ১৯ ॥ শুনঃপুচ্ছ, শুনঃশেফ ও শুনোলাঙ্গুল নামে আপনার যে তিনটি পুত্র আছে

শুনঃপুচ্ছঃ শুনঃশেফঃ শুনোলাঙ্গুল ইত্যমী।
তেষামেকতমং দেহি দদামি তু গবাং শতম্॥ ২০॥
অজীগর্ত্তস্তু তচ্ছ্রুত্বা ক্ষুধয়া পীড়িতো ভৃশম্।
পুত্রশ্চৈকতমং তেভ্যো বিক্রেতুং বৈ মনো দধে॥ ২১॥
কার্য্যাধিকারিণং জ্যেষ্ঠং মত্বা নাসাবদাদমুম্।
কনিষ্ঠং নাপ্যদান্মাতা মমৈষ ইতিবাদিনী॥ ২২॥
মধ্যমঞ্চ শুনঃশেফং দদৌ গবাং শতেন চ।
আনিনায় পশুং চক্রে নরমেধে নরাধিপঃ॥ ২৩॥
রুদন্তং দুঃখিতং দীনং বেপমানং ভৃশাতুরম্।
যূপে বদ্ধং নিরীক্ষ্যামুঞ্চুক্রুশুর্ম্মুনয়স্তদা॥ ২৪॥
শামিত্রায় পশুং চক্রে নরমেধে নরাধিপঃ।
শমিতা নাদদে শস্ত্রং তমালম্ভয়িতুং শিশুম্॥ ২৫॥
নাহং দ্বিজসুতং দীনং রুদন্তং করুণং ভৃশম্।
হনিষ্যামি স্বলোভার্থমিত্যুবাচাপ্যসৌ তদা॥ ২৬॥

কার্য্যাধিকারিণং মৃতক্রিয়াধিকারিণম্॥ ২২—২৪॥
শামিত্রায় শমিতুঃ কর্ম্ম বধরূপং শামিত্রং তস্মৈ বধায় কর্ম্মণে পশুং চক্রে দত্তবানিত্যর্থঃ॥ ২৫—২৮॥

তন্মধ্যে একটি পুত্র আমাকে প্রদান করুন আমিও তাহার বিনিময়ে আপনাকে একশত গো প্রদান করিতেছি॥২০॥ অজীগর্ত্ত অন্নাভাবে যার পর নাই কাতর হইয়াছিলেন সুতরাং এই বাক্য শুনিয়া তাহাদের মধ্যে একটি পুত্রকে বিক্রয় করিবার নিমিত্ত অভিলাষ করিলেন॥ ২১॥ কিন্তু জ্যেষ্ঠপুত্র ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়ার অধিকারী ইহা বিবেচনা করিয়া তাহাকে প্রদান করিলেন না আর কনিষ্ঠ পুত্রটি আমার এই বলিয়া মাতাও তাহাকে প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না॥ ২২॥ অবশেষে মধ্যম পুত্র শুনঃশেফকে শত গো মূল্যে বিক্রয় করিলে, নরপতি তাহাকে আনাইয়া নরমেধ যজ্ঞের নিমিত্ত পশু করিলেন॥ ২৩॥ সেই বালক যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ হইয়াই কম্পিত হইতে লাগিল এবং দুঃখে কাতর হইয়া অতি দীনভাবে রোদন করিতে লাগিল, ইহা দেখিয়া মুনিগণ অতি কাতরস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন॥২৪॥ নরপতি নরমেধ যজ্ঞে বধ করিবার নিমিত্ত উহাকে পশুরূপে প্রদান করিলে, শমিতা (ছেত্তা) সেই শিশুকে ছেদন করিতে অস্ত্র গ্রহণ করিল না॥ ২৫॥ সে বলিল এই দ্বিজতনয় কাতর হইয়া নিতান্ত করুণস্বরে রোদন করিতেছে, অতএব আমি লোভের বশীভূত হইয়া ইহাকে কখনই বধ করিতে পারিব না॥ ২৬॥ এই কথা বলিয়া সেই দুষ্কর

ইত্যুক্ত্বা বিররামাসৌ কর্ম্মণো দুষ্করাদথ।
রাজা সভাসদঃ প্রাহ কিং কর্ত্তব্যমিতি দ্বিজাঃ ॥ ২৭ ॥
জাতঃ কিলকিলাশব্দো জনানাং ক্রোশতাং তদা।
ক্রন্দমানে শুনঃশেফে সভায়াং ভৃশমদ্ভুতম্ ॥ ২৮ ॥
অজীগর্ত্তস্তদোত্থায় তমুবাচ নৃপোত্তমম্।
রাজন্! কার্য্যং করিষ্যামি তবাহং সুস্থিরো ভব ॥ ২৯ ॥
বেতনং দ্বিগুণং দেহি হনিষ্যামি পশুং কিল।
কর্ত্তব্যং মখকার্য্যং বৈ ময়া তেঽদ্য ধনার্থিনা ॥ ৩০ ॥
দুঃখিতস্য ধনার্থস্য সদাসূয়া প্রসূয়তে ॥ ৩১ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য হরিশ্চন্দ্রো মুদান্বিতঃ।
তমুবাচ দদাম্যদ্য গবাং শতমনুত্তমম্ ॥ ৩২ ॥
তদাকর্ণ্য পিতা তস্য পুত্রং হন্তুং সমুদ্যতঃ।
লোভেনাকুলচিত্তোঽসৌ শামিত্রে কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৩ ॥

অজীগর্ত্তো লোভবশাৎ পুত্রবধং কর্ত্তুং প্রবৃত্ত ইত্যাহ অজীগর্ত্ত ইতি ॥ ২৯—৩০ ॥
সদাসূয়েতি। পুত্রেঽপি দ্বেষবুদ্ধিরিত্যর্থঃ। প্রসূয়তে উৎপদ্যতে ॥ ৩১—৩২ ॥
শামিত্রে বধকর্ম্মণি অনেন চ লোভাবিষ্টস্য ঈদৃশী গতির্জায়তে ইতি বোধিতম্। তস্মা-ল্লোভস্ত্যাজ্য ইত্যবান্তরতাৎপর্য্যম্ ॥ ৩৩—৩৯ ॥

কার্য্য হইতে বিরত হইলে তখন রাজা সভাসদ্গণকে বলিলেন, দ্বিজগণ! এখন কি করা কর্ত্তব্য ॥ ২৭ ॥ তখন শুনঃশেফ অতীব অদ্ভুত করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং জনসাধারণ সেই বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন করিতে লাগিল তাহাতে তৎকালে সেই সভামধ্যে অতিশয় কোলাহল উত্থিত হইল ॥ ২৮ ॥ অনন্তর অজীগর্ত্ত সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া নরপতি হরিশ্চন্দ্রকে বলিল, রাজন্! আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, আমি আপনার কার্য্য সম্পাদন করিব ॥ ২৯ ॥ আমি ধনের অভিলাষী সুতরাং আপনি আমাকে দ্বিগুণ [বেত]ন প্রদান করিলে আমি এখনিই এই পশুবধ করিতেছি, আপনি অনতিবিলম্বে যজ্ঞকার্য্য [স]ম্পূর্ণ করুন ॥ ৩০ ॥ রাজন্! যে ব্যক্তি ধনের নিমিত্ত লালায়িত হয় তাহার সর্ব্বদা পুত্রের প্রতিও দ্বেষবুদ্ধি উপস্থিত হইয়া থাকে তাহাতে আর সন্দেহ কি আছে ॥ ৩১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! অজীগর্ত্তের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র পরম আহ্লাদসহকারে তাঁহাকে বলিলেন, আমি এখনিই আপনাকে এক শত উত্তম গো প্রদান করিতেছি ॥৩২॥ তখন বালকের পিতা নৃপতির ঐ কথা শুনিবামাত্র লোভের বশীভূত ও [ব]ধকার্য্য সমাধা করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া পুত্রকে সংহার করিতে উদ্যত হইল ॥ ৩৩ ॥

সমুদ্যতঞ্চ তং দৃষ্ট্বা জনাঃ সর্ব্বে সভাসদঃ।
চুক্রুশুর্ভৃশদুঃখার্ত্তা হাহেতি জগদুর্বচঃ ॥ ৩৪ ॥
পিশাচোঽয়ং মহাপাপী ক্রূরকর্ম্মা দ্বিজাকৃতিঃ।
যস্ত্বয়ং স্বসুতং হন্তুমুদ্যতঃ কুলপাংসনঃ ॥ ৩৫ ॥
ধিক্ চাণ্ডাল! কিমেতত্তে পাপকর্ম্মচিকীর্ষিতম্।
হত্বা সুতং ধনং প্রাপ্য কিং সুখং তে ভবিষ্যতি ॥ ৩৬ ॥
আত্মা বৈ জায়তে পুত্র অঙ্গাদ্ বৈ বেদভাষিতম্।
তৎ কথং পাপবুদ্ধে! ত্বমাত্মানং হন্তুমিচ্ছসি ॥ ৩৭ ॥
এবং কোলাহলে তত্র জাতে কৌশিকনন্দনঃ।
সমীপং নৃপতের্গত্বা তমুবাচ দয়াপরঃ ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

রাজন্! মুঞ্চ শুনঃশেফং রুদন্তং ভৃশদুঃখিতম্।
ক্রতুস্তে ভবিতা পূর্ণো রোগনাশশ্চ সর্ব্বথা ॥ ৩৯ ॥
দয়াসমং নাস্তি পুণ্যং পাপং হিংসাসমং ন হি।
রাগিণাং রোচনার্থায় নোদনেয়ং বিচারয় ॥ ৪০ ॥

নোদনেয়ং প্রেরণেয়ং বিধিবাক্যেনেত্যর্থঃ। ন তু বিধিবাক্যানামবশ্যহিংসাকরণে তাৎপর্য্যম্। তদেতদ্বিচারয় নিশ্চিনুহীত্যর্থঃ কিন্তু হিংসানিবৃত্তাবেব তাৎপর্য্যম্। তদুক্তং ভাগবতে। লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা নিত্যাস্তু জন্তোর্নহি তত্র চোদনা। ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞসুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টেতি ॥ ৪০—৪৫ ॥

সভাসদ্গণ তাহাকে পুত্র বধে উদ্যত দেখিয়া যার পর নাই দুঃখে কাতর হইল এবং হায়! হায়! বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিল ॥৩৪॥ তাহারা বলিল এই কুলপাংসন আপনার পুত্রকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, হায়! আমরা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও এরূপ ক্রূরকর্ম্মা মহাপাপী দেখি নাই, এ নিশ্চয়ই দ্বিজাকৃতি পিশাচ হইবে সন্দেহ নাই ॥৩৫॥ রে চাণ্ডাল! তোকে ধিক্! তুই এ কি পাপকার্য্য করিতে বাসনা করিতেছিস্? সামান্য ধনের অভিলাষে পুত্ররত্ন হত্যা করিয়া তোর কি সুখলাভ হইবে? ॥ ৩৬ ॥ পাপিষ্ঠ! বেদে উক্ত হইয়াছে যে, আত্মাই অঙ্গ হইতে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে, অতএব তুই কি প্রকারে সেই আত্মাকে হনন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিস্ ॥৩৭॥ সভাস্থলে এইরূপ কোলাহল আরম্ভ হইলে কৌশিকনন্দন বিশ্বামিত্র দয়াবশতঃ নরপতি সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৩৮ ॥

রাজেন্দ্র! শুনঃশেফ অত্যন্ত কাতর হইয়া রোদন করিতেছে, অতএব ইহাকে পরিত্যাগ কর; তাহা হইলে তোমার যজ্ঞ সম্পূর্ণ এবং ব্যাধিনাশ অবশ্যই হইবে ॥ ৩৯ ॥ তুমি বিচার

আত্মদেহস্য রক্ষার্থং পরদেহনিকৃন্তনম্‌।
ন কর্ত্তব্যং মহারাজ! সর্ব্বতঃ শুভমিচ্ছতা ॥ ৪১ ॥
দয়য়া সর্ব্বভূতেষু সন্তুষ্টো যেন কেন চ।
সর্ব্বেন্দ্রিয়োপশান্ত্যা চ তুষ্যত্যাশু জগৎপতিঃ ॥ ৪২ ॥
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু চিন্তনীয়ং নৃপোত্তম!।
জীবিতব্যং প্রিয়ং নূনং সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা কিল ॥ ৪৩ ॥
ত্বমিচ্ছসি সুখং কর্ত্তুং দেহে হত্বা ত্বমুং দ্বিজম্‌।
কথং নেচ্ছেদসৌ দেহং রক্ষিতুং স্বসুখাস্পদম্‌ ॥ ৪৪ ॥
পূর্ব্বজন্মকৃতং বৈরং নানেন সহতে নৃপ!।
যেনামুং হন্তুকামস্ত্বং দ্বিজপুত্ত্রং নিরাগসম্‌ ॥ ৪৫ ॥
যো যং হন্তি বিনা বৈরং স্বকামঃ সততং পুনঃ।
হন্তারং হন্তি তং প্রাপ্য জননং জননান্তরে ॥ ৪৬ ॥
জনকোঽস্য সুদুষ্টাত্মা যেনাসৌ তে সমর্পিতঃ।
স্বাত্মজো ধনলোভেন পাপাচারঃ স দুর্ম্মতিঃ ॥ ৪৭ ॥

হন্তারং হন্তীতি। যং হন্তি স জননং প্রাপ্য তং হন্তারং পূর্ব্বজন্মস্থং জননান্তরে দ্বিতীয়-জন্মনি হন্তীত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৬—৫১ ॥

করিয়া দেখ, যজ্ঞাদিতে পশুহিংসার যে বিধি বিহিত হইয়াছে, উহা কেবল বিষয়ানুরাগী ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তির নিমিত্ত,বস্তুতঃ উহা হইতে নিবৃত্ত হওয়াই উচিত; আপনি জানিবেন যে, দয়ার সদৃশ পুণ্য আর হিংসার তুল্য পাপ আর কিছুই নাই ॥ ৪০ ॥ মহারাজ! যে ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে আপনার মঙ্গল কামনা করে তাহার আপন দেহ রক্ষা করিবার নিমিত্ত পরের দেহ কর্ত্তন করা কখনই কর্ত্তব্য নহে ॥ ৪১ ॥ যে ব্যক্তি সকল জীবেই সমান দয়া প্রকাশ করে, সামান্য বস্তু লাভ হইলেই প্রীত হয় আর সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত রাখে, জগদীশ্বর তাহার প্রতি সত্বর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥ নৃপবর! সকল জীবকেই আপনার ন্যায় দর্শন করিবে এবং নিয়তই সকলের প্রিয় হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে ॥ ৪৩ ॥ এই দ্বিজপুত্ত্রের দেহ নষ্ট করিয়া তুমি আপনার দেহ রক্ষা করিতে বাঞ্ছা করিয়াছ অতএব ঐ দ্বিজপুত্ত্রও স্বীয় সুখের আস্পদ দেহ রক্ষা করিতে কেন না ইচ্ছা করিবে? ॥ ৪৪ ॥ রাজন্‌! তুমি নিরপরাধ দ্বিজতনয়কে বধ করিতে অভিলাষ করিয়াছ, কিন্তু এই বিপ্রতনয় পূর্ব্ব জন্মকৃত বৈর কখনই সহ্য করিবে না ॥৪৫॥ যদি কোন ব্যক্তি শত্রুতা না থাকিলেও আপন ইচ্ছানুসারে কাহাকেও বধ করে, তবে সেই ব্যক্তি পরজন্মে সেই হন্তাকে অবশ্যই পুনর্ব্বার সংহার করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৪৬ ॥ ইহার

এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ।
যজেত চাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ ॥ ৪৮ ॥
দেশমধ্যে চ যঃ কশ্চিৎ পাপং কর্ম্ম সমাচরেৎ।
ষষ্ঠাংশস্তস্য পাপস্য রাজা ভুঙ্‌ক্তে ন সংশয়ঃ ॥ ৪৯ ॥
নিষেধনীয়ো রাজ্ঞাসৌ পাপং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ।
ন নিষিদ্ধস্ত্বয়া কস্মাৎ পুত্রং বিক্রেতুমুদ্যতঃ ॥ ৫০ ॥
সূর্য্যবংশে সমুৎপন্নস্ত্রিশঙ্কুতনয়ঃ শুভঃ।
আর্য্যস্ত্বনার্য্যবৎ কর্ম্ম কর্ত্তুমিচ্ছসি পার্থিব ! ॥ ৫১ ॥
মোচনান্মুনিপুত্রস্য করণাদ্বচনস্য মে।
তব দেহে সুখং রাজন্ ! ভবিষ্যত্যবিচারণাৎ ॥ ৫২ ॥
পিতা তে শাপযোগেন চাণ্ডালত্বমুপাগতঃ।
ময়াসৌ তেন দেহেন স্বর্লোকং প্রাপিতঃ কিল ॥ ৫৩ ॥
তেনৈব প্রীতিযোগেন কুরু মে বচনং নৃপ !।
মুঞ্চৈনং বালকং দীনং রুদন্তং ভৃশমাতুরম্ ॥ ৫৪ ॥

মে মম বচনস্য করণাৎ স্বীকরণাদিত্যর্থঃ ॥ ৫২—৫৭ ॥

জনক ধনলোভে মতিভ্রষ্ট হইয়া স্বীয় সুতকে অর্পণ করিয়াছে সুতরাং সেই দ্বিজ অতীব ক্রূরস্বভাব ও পাপাচারী তাহাতে আর সন্দেহ কি ॥ ৪৭ ॥ যদি কেহ গয়ায় গমন করে অথবা যদি কেহ অশ্বমেধ যজ্ঞ করে কিংবা যদি কেহ নীল বৃষভ উৎসর্গ করে, এইরূপ বিবেচনা করিয়া মানবগণের বহু পুত্র কামনা করা কর্ত্তব্য ॥ ৪৮ ॥ আর দেখ, দেশমধ্যে যে কেহই পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করুক না কেন, রাজা সেই পাপের ষষ্ঠাংশ ভোগ করেন ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৪৯ ॥ অতএব লোকে পাপকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাহাকে নিষেধ করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য ; কিন্তু এই দ্বিজ পুত্রবিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে তুমি কি জন্য উহাকে নিষেধ কর নাই ॥ ৫০ ॥ রাজন্ ! তুমি ত্রিশঙ্কুর সুসন্তান বিশেষতঃ সূর্য্য-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ সুতরাং তুমি আর্য্য হইয়াও অনার্য্যের ন্যায় কার্য্য করিতে কি প্রকারে অভিলাষ করিয়াছ ? ॥ ৫১ ॥ তুমি আমার বাক্য গ্রহণ করিয়া অতি সত্বরেই যদি এই দ্বিজতনয়কে মুক্তিপ্রদান কর, তাহা হইলে তোমার দেহে অবশ্যই সুখসঞ্চার হইবে ॥ ৫২ ॥ তোমার পিতা শাপবশতঃ চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই দেহেই আমি তাঁহাকে সুরলোকে প্রেরণ করিয়াছি, ইহা তুমি অবশ্যই বিদিত আছ ॥৫৩॥ অতএব রাজন্ ! তুমি সেই প্রীতি অনুসারেই আমার বাক্য প্রতিপালন কর। এই বালক অতিশয় কাতর হইয়া দীনভাবে রোদন করিতেছে, অতএব ইহাকে পরিত্যাগ কর ॥ ৫৪ ॥ তোমার

যাচিতোঽসি ময়া নূনং যজ্ঞেঽস্মিন্ রাজসূয়কে।
প্রার্থনাভঙ্গজং দোষং কথং ত্বং নাববুধ্যসে ॥ ৫৫ ॥
প্রার্থিতং সর্ব্বদা দেয়ং মখেঽস্মিন্নৃপসত্তম !।
অন্যথা পাপমেব স্যাত্তব রাজন্ ! ন সংশয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা কৌশিকস্য নৃপোত্তমঃ।
প্রত্যুবাচ মহারাজঃ কৌশিকং মুনিসত্তমম্ ॥ ৫৭ ॥
জলোদরেণ গাধেয় ! দুঃখিতোঽহং ভৃশং মুনে !।
তস্মান্ন মোচয়াম্যেনমন্যৎ প্রার্থয় কৌশিক !।
ন ত্বয়া নিগ্রহঃ কার্য্যঃ কার্য্যেঽস্মিন্ মম সর্ব্বথা ॥ ৫৮ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজ্ঞো বিশ্বামিত্রোঽতিকোপতঃ।
বভূব দুঃখসন্তপ্তো বীক্ষ্য দীনং দ্বিজাত্মজম্ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে শুনঃশেফকথাবর্ণনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

নিগ্রহঃ আগ্রহঃ ॥ ৫৮—৫৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

এই রাজসূয়যজ্ঞে আমি ইহা প্রার্থনা করিতেছি, কিন্তু ইহা পূর্ণ না করিলে তোমার প্রার্থনা-ভঙ্গজনিত পাপ হইবে অতএব ইহা তুমি কেন হৃদয়ঙ্গম করিতেছ না ॥ ৫৫ ॥ নৃপসত্তম ! এই যজ্ঞে যে যাহা প্রার্থনা করিবে তাহা অবশ্যই তাহাকে প্রদান করিতে হইবে, কিন্তু তাহার অন্যথা করিলে তোমাতে পাপ স্পর্শিবে সন্দেহ নাই ॥ ৫৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! কৌশিকের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া নরপতি হরিশ্চন্দ্র মুনিবর বিশ্বামিত্রকে বলিলেন ॥ ৫৭ ॥ গাধেয় ! জলোদর পীড়ায় মহাক্লেশভোগ করিতেছি, সেই কারণে আমি ইহাকে মোচন করিতে পারিব না, অতএব আপনি অন্য কিছু প্রার্থনা করুন। কুশিকনন্দন ! আমার এই কার্য্যে বিঘ্ন দেওয়া আপনার উচিত হয় না ॥ ৫৮ ॥ তখন রাজার এই কথা শুনিয়া বিশ্বামিত্র অতিশয় কুপিত হইলেন এবং দ্বিজতনয়কে অতীব কাতর অবলোকন করিয়া দুঃখসহকারে সন্তাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে শুনঃশেফকথাবর্ণন নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

ব্যাস উবাচ।

রুদন্তং বালকং বীক্ষ্য বিশ্বামিত্রো দয়াতুরঃ।
শুনঃশেফমুবাচেদং গত্বা পার্শ্বেঽতিদুঃখিতম্ ॥ ১ ॥
মন্ত্রং প্রচেতসঃ পুত্র! ময়োক্তং মনসা স্মর।
জপতস্তব কল্যাণং ভবিষ্যতি মমাজ্ঞয়া ॥ ২ ॥
বিশ্বামিত্রবচঃ শ্রুত্বা শুনঃশেফঃ শুচাকুলঃ।
মন্ত্রং জজাপ মনসা কৌশিকোক্তং স্ফুটাক্ষরম্ ॥ ৩ ॥
জপতস্তত্র তস্যাশু প্রচেতাস্তু কৃপাকরঃ।
প্রাদুর্ব্বভূব সহসা প্রসন্নো নৃপ! বালকে ॥ ৪ ॥
দৃষ্ট্বা তমাগতং সর্ব্বে বিস্ময়ং পরমং গতাঃ।
তুষ্টুবুর্ব্বরুণং দেবং মুদিতা দর্শনেন তে ॥ ৫ ॥
রাজাতিবিস্মিতঃ পাদৌ প্রণনাম রুজাতুরঃ।
বদ্ধাঞ্জলিপুটো দেবং তুষ্টাব পুরতঃ স্থিতম্ ॥ ৬ ॥

একোনষষ্টিশ্লোকৈস্তু বিশ্বামিত্রেণ মোচিতে।
শুনঃশেফে হরিশ্চন্দ্রো রোগামুক্ত ইতীর্য্যতে ॥

রাজবাক্যং শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রো যদকরোত্তদাহ রুদন্তমিতি ॥ ১—৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বিশ্বামিত্র সেই বালক শুনঃশেফকে অত্যন্ত কাতরভাবে রোদন করিতে দেখিয়া অতীব দয়ার্দ্রচিত্তে তৎসমীপে গমনপূর্ব্বক তাহাকে বলিলেন ॥ ১ ॥ বৎস! আমি তোমাকে বরুণ মন্ত্র প্রদান করিতেছি, তুমি ঐ মন্ত্র মনে মনে স্মরণ কর, আমার বাক্যানুসারে ঐ মন্ত্র জপ করিলে তোমার অবশ্যই মঙ্গল হইবে ॥ ২ ॥ শোকাকুল শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রের বাক্য শুনিয়া তদুক্ত মন্ত্র মনে মনে স্পষ্টাক্ষরে জপ করিতে লাগিল ॥ ৩ ॥ রাজন্! শুনঃশেফ সেই মন্ত্র জপ করিবামাত্র কৃপালুহৃদয় বরুণদেব তাহার প্রতি প্রসন্নচিত্ত হইয়া সহসা তাহার সম্মুখে আসিয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ৪ ॥ বরুণদেবকে সমাগত দেখিয়া সভাস্থ সকলেই বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার দর্শনে আনন্দিত হইয়া সকলেই তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫ ॥ তখন রোগাতুর হরিশ্চন্দ্র নৃপতিও যার পর নাই বিস্মিত হইয়া তাঁহার চরণযুগলে নিপতিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে সেই পুরোবর্ত্তী বরুণের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

দেবদেব! কৃপাসিন্ধো! পাপাত্মাহং সুমন্দধীঃ।
কৃতাপরাধঃ কৃপণঃ পাবিতঃ পরমেষ্ঠিনা ॥ ৭ ॥
ময়া তে পুত্রকামেন দুঃখসংস্থেন হেলনম্।
কৃতং ক্ষমাপ্যং প্রভুণা কোঽপরাধঃ সুদুর্ম্মতেঃ ॥ ৮ ॥
অর্থী দোষং ন জানাতি তস্মাৎ পুত্রার্থিনা ময়া।
বঞ্চিতস্ত্বং দেবদেব! ভীতেন নরকাদ্বিভো! ॥ ৯ ॥
অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গো নৈব চ নৈব চ।
ভীতোঽহং তেন বাক্যেন তস্মাত্তে হেলনং কৃতম্ ॥ ১০ ॥
নাজ্ঞস্য দূষণং চিন্ত্যং নূনং জ্ঞানবতা বিভো!।
দুঃখিতোঽহং রুজাক্রান্তো বঞ্চিতঃ স্বসুতেন হ ॥ ১১ ॥
ন জানেঽহং মহারাজ! পুত্রো মে ক গতঃ প্রভো!।
বঞ্চয়িত্বা বনে ভীতো মরণাম্মাং কৃপানিধে! ॥ ১২ ॥

ভীতেন নরকাদিতি। অপুত্রস্য গতির্নাস্তীতি শাসনাৎ পুত্রে মৃতে নরকং প্রাপ্স্যামীতি নরকাদ্ ভীতেনেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥
তদেবাহ অপুত্রস্যেতি ॥ ১০—১৬ ॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, দেবদেব! আমি অত্যন্ত পাপাত্মা, আমার বুদ্ধি নিতান্ত কলুষিত সুতরাং আমি আপনার নিকট নিতান্ত অপরাধী হইয়াছি; দয়াময়! এক্ষণে আপনি কৃপা করিয়া এই দীনকে পবিত্র করুন ॥ ৭ ॥ পুত্রের অভাববশতঃ আমি নিতান্ত দুঃখিত ছিলাম সুতরাং পুত্রকামুক হইয়া আপনার বাক্য অবহেলা করিয়াছি; আপনি প্রভু সুতরাং আপনার নিগ্রহ ও অনুগ্রহের ক্ষমতা আছে; অতএব আপনি আমার ঐ অপরাধ ক্ষমা করুন, বিশেষতঃ আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন যাহার মতিচ্ছন্ন হইয়াছে তাহার আবার অপরাধ কি? অতএব দুর্ম্মতি ব্যক্তির অপরাধ গণ্য করা আপনার উচিত নহে ॥৮॥ হে দেবদেব! যে ব্যক্তি যাচক সে দোষ দেখিতে পায় না, আমিও পুত্রের প্রার্থী সুতরাং কোন দোষই বিবেচনা করিতে পারি নাই; বিভো! নরকভয়ে ভীত হইয়াই আমি আপনাকে বঞ্চনা করিয়াছি ॥ ৯ ॥ অপুত্রের গতি নাই বিশেষতঃ তাহার কখনই স্বর্গগতি হয় না, আমি এই শাস্ত্রবাক্যে ভীত হইয়াই আপনার বাক্যে অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছি ॥ ১০ ॥ বিভো! আপনি জ্ঞানবান্ আর আমি অজ্ঞ বিশেষতঃ এক্ষণে দুর্দ্ধর্ষ রোগের যন্ত্রণায় একান্ত কাতর এবং স্বীয় পুত্রধনেও বঞ্চিত অতএব আমার কিছুমাত্রও দোষ মনে করা আপনার উচিত নহে ॥১১॥ প্রভো! আমার পুত্র কোথায় গিয়াছে আমি তাহা জানি না; হে দয়াময়!

ময়ায়ং দ্রবিণং দত্ত্বা গৃহীতো দ্বিজবালকঃ।
যজ্ঞোঽয়ং ক্রীতপুত্রেণ প্রারব্ধস্তব তুষ্টয়ে ॥ ১৩ ॥
দর্শনং তব সম্প্রাপ্য গতং দুঃখং মমাদ্ভুতম্।
জলোদরকৃতং সর্ব্বং প্রসন্নে ত্বয়ি সাম্প্রতম্ ॥ ১৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা রাজ্ঞো রোগাতুরস্য চ।
দয়াবান্ দেবদেবেশঃ প্রত্যুবাচ নৃপোত্তমম্ ॥ ১৫ ॥

বরুণ উবাচ।

মুঞ্চ রাজন্ ! শুনঃশেফং স্তুবন্তং মাং ভৃশাতুরম্।
যজ্ঞোঽয়ং পরিপূর্ণস্তে রোগমুক্তো ভবাত্মনা ॥ ১৬ ॥
ইত্যুক্ত্বা বরুণস্তূর্ণং রাজানং বিরুজং তথা।
চকার পশ্যতাং তত্র সদস্যানাং সুসংস্থিতম্ ॥ ১৭ ॥
বিমুক্তোঽসৌ দ্বিজঃ পাশাদ্বরুণেন মহাত্মনা।
জয়শব্দস্ততস্তত্র সঞ্জাতো মখমণ্ডপে ॥ ১৮ ॥

বিরুজং রোগরহিতম্ ॥ ১৭ ॥
(বিমুক্ত ইতি। দ্বিজঃ শুনঃশেফঃ। নিরাগসো দ্বিজপুত্রস্য বধং বিনাপি রাজ্ঞো রোগমোচনাৎ বরুণস্য মহাত্মত্বম্। শুনঃশেফস্য চ মোচনাৎ সদস্যানাং মনঃস্বাহ্লাদোদ্গমনাজ্জয়শব্দ ইতি বোদ্ধব্যম্ ॥ ১৮—২১ ॥

বোধ হয় সে মরণভয়ে ভীত হইয়া আমাকে বঞ্চনাকরতঃ বনে গমন করিয়াছে ॥ ১২ ॥ যাহা হউক আমি ধন দ্বারা এই দ্বিজ বালককে ক্রয় করিয়া আনিয়াছি এবং আপনার তুষ্টি সম্পাদনের নিমিত্ত ক্রীত পুত্র দ্বারা এই যজ্ঞ সম্পাদন করিতে আরম্ভ করিয়াছি ॥১৩॥ দেবদেব ! আপনার দর্শনমাত্রেই আমার অপরিসীম ক্লেশ অন্তর্হিত হইয়াছে এখন আপনি প্রসন্ন হইলেই আমার জলোদরজনিত সমস্ত দুঃখরাশিই বিদূরিত হইয়া যায় ॥ ১৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! সেই রোগাতুর রাজার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবদেব বরুণ কৃপাপরবশ হইয়া নৃপবরকে বলিলেন ॥ ১৫ ॥ রাজন্ ! শুনঃশেফ অতীব কাতর হইয়া আমার স্তব করিতেছে, অতএব তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর; আর তোমার যজ্ঞও সম্পূর্ণ হইল এখন তুমি রোগ হইতে বিমুক্ত হও ॥ ১৬ ॥ বরুণ এই কথা বলিয়া সভ্যগণের সমক্ষেই রাজাকে রোগমুক্ত করিলেন, রাজাও তখন সুন্দর দেহ ও সুস্থতা লাভ করিয়া তাহাদের সম্মুখে বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ মহাত্মা বরুণদেবের কৃপায় দ্বিজপুত্র পাশবন্ধন হইতে মুক্ত হইলে তখন সেই যজ্ঞসভাস্থলে জয়শব্দ উচ্চারিত হইতে লাগিল ॥১৮॥

রাজা প্রমুদিতঃ সদ্যো রোগান্মুক্তঃ সুদারুণাৎ।
যূপান্মুক্তঃ শুনঃশেফো বভূবাতীব সংস্থিতঃ ॥ ১৯ ॥
রাজা ত্বিমং মখং পূর্ণং চকার বিনয়ান্বিতঃ।
শুনঃশেফস্তদা সভ্যানিত্যুবাচ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ২০ ॥
ভো ভো সভ্যাঃ সুধর্ম্মজ্ঞা ব্রুবন্তু ধর্ম্মনির্ণয়ম্।
বেদশাস্ত্রানুসারেণ যথার্থবাদিনঃ কিল ॥ ২১ ॥
পুত্রোঽহং কস্য সর্ব্বজ্ঞাঃ পিতা মে কোঽগ্রতঃ পরম্।
ভবতাং বচনাত্তস্য শরণং প্রব্রজাম্যহম্ ॥ ২২ ॥
ইত্যুক্তে বচনে তত্র সভ্যাঃ প্রোচুঃ পরস্পরম্।

সভ্যা ঊচুঃ।

অজীগর্ত্তস্য পুত্রোঽয়ং কস্যান্যস্য ভবেদসৌ ॥ ২৩ ॥
অঙ্গাদঙ্গাৎ সমুদ্ভূতঃ পালিতস্তেন শক্তিতঃ।
অন্যস্য কস্য পুত্রোঽসৌ প্রভবেদিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ২৪ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বামদেবস্তু তানুবাচ সভাসদঃ।
বিক্রীতস্তেন তাতেন দ্রব্যলোভাৎ সুতঃ কিল ॥ ২৫ ॥

অগ্রতোঽতঃপরমিত্যর্থঃ ॥ ২২—২৬ ॥)

রাজা নিদারুণ রোগ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং শুনঃশেফও যূপ হইতে মুক্ত হইয়া নিরুদ্বেগ ও সুস্থ হইল ॥ ১৯ ॥ তদনন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্র বিনয় সহকারে সেই যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিলে পর শুনঃশেফ কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক সভ্যদিগকে বলিলেন ॥২০॥ হে সভ্যগণ! আপনারা সকলেই সত্যবাদী বিশেষতঃ ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্ম বিদিত হইয়াছেন অতএব আপনারা বেদশাস্ত্রানুসারে ধর্ম্মের নিশ্চয় ব্যক্ত করুন ॥ ২১ ॥ সর্ব্বজ্ঞগণ! এখন আমি কাহার পুত্র? আমার পূজ্যতম অগ্রগণ্য পিতা কে? তাহা আপনারা বলিয়া দিউন, আপনাদের বাক্যানুসারে আমি তাঁহারই আশ্রয় গ্রহণ করিব ॥ ২২ ॥

শুনঃশেফ এই কথা বলিলে পর সভাসদ্‌গণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন যে, এই বালক অজীগর্ত্তেরই পুত্র আবার অন্য কাহার পুত্র হইবে? ॥ ২৩ ॥ সেই অজীগর্ত্তেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে এই বালক সমুদ্ভূত হইয়াছে, সেই দ্বিজই ইহাকে স্বীয় শক্তি অনুসারে পালন করিয়াছে অতএব এই বালক তাহারই পুত্র হইবে ইহাই স্থিরসিদ্ধান্ত ॥ ২৪ ॥ এই কথা শুনিয়া বামদেব সেই সভ্যদিগকে বলিলেন, ইহার পিতা ধনলোভবশতঃ ইহাকে বিক্রয় করিয়াছে, রাজা ধন দিয়া ইহাকে ক্রয় করিয়াছেন সুতরাং এই বালক এখন রাজারই

পুত্রোঽয়ং ধনদাতুশ্চ রাজ্ঞস্তত্র ন সংশয়ঃ।
অথবা বরুণস্যৈব পাশান্মুক্তোঽস্ত্যনেন বৈ॥ ২৬॥
অন্নদাতা ভয়ত্রাতা তথা বিদ্যাপ্রদশ্চ যঃ।
তথা বিত্তপ্রদশ্চৈব পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ॥ ২৭॥
তদা কেচিৎ পিতুঃ প্রাহুঃ কেচিদ্রাজ্ঞস্তথাপরে।
বরুণস্যেতি সংবাদে নির্ণয়ং ন যযুশ্চ তে॥ ২৮॥
ইত্থং সন্দেহমাপন্নে বশিষ্ঠো বাক্যমব্রবীৎ।
সভ্যান্ বিবদতস্তত্র সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বপূজিতঃ॥ ২৯॥
শৃণুধ্বং ভো মহাভাগা নির্ণয়ং শ্রুতিসম্মতম্।
নিঃস্নেহেন যদা পিত্রা বিক্রীতোঽয়ং সুতঃ শিশুঃ।
সম্বন্ধস্তু গতস্তস্য তদৈব ধনসংগ্রহাৎ॥ ৩০॥
হরিশ্চন্দ্রস্য সঞ্জাতঃ পুত্রোঽসৌ ক্রীত এব চ।
যূপে বদ্ধো যদা রাজ্ঞা তদা তস্য ন বৈ সুতঃ॥ ৩১॥
বরুণস্য স্তুতোঽনেন তেন তুষ্টেন মোচিতঃ।
তস্মান্নায়ং মহাভাগা হ্যসৌ পুত্রঃ প্রচেতসঃ॥ ৩২॥

বিদ্যাপ্রদশ্চেতি চকারেণ জন্মদাতাপীত্যেবং মিলিতাঃ পঞ্চেত্যর্থঃ॥ ২৭॥
(তদেতি। কেচিৎ পিতুঃ কেচিৎ রাজ্ঞোঽপরে বরুণস্য প্রাহুঃ পুত্রমিতি শেষঃ॥২৮-২৯॥
নির্ণয়মাহ নিঃস্নেহেনেতি॥ ৩০—৩৪॥

পুত্র হইবে অথবা এই বালক বরুণদেবের পুত্র, যেহেতু তিনি ইহাকে বন্ধন পাশ হইতে মুক্ত করিয়াছেন॥ ২৫—২৬॥ কারণ, যে ব্যক্তি অন্ন দিয়া প্রতিপালন করেন, যিনি ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন, যিনি ধন দান করিয়া রক্ষা করেন, যিনি বিদ্যা দান করেন, আর যিনি জন্মদান করেন, এই পাঁচ জনেই পিতৃপদ বাচ্য হয়েন॥ ২৭॥ মহারাজ! তখন কেহ অজীগর্ত্তের, কেহ রাজার, কেহ বা বরুণের পুত্র বলিয়া বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই নির্ণয় করিতে পারিলেন না॥ ২৮॥ এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে সর্ব্ব জনের সমাদৃত সর্ব্বজ্ঞানবিশিষ্ট বশিষ্ঠদেব বিবদমান সভ্যদিগকে বলিলেন॥ ২৯॥ মহাভাগগণ! এ বিষয়ে শ্রুতিসম্মত নির্ণয় বলিতেছি শ্রবণ করুন, পিতা পুত্রস্নেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক যখন শিশুপুত্রকে বিক্রয় করিয়াছে, তখন তাহার সম্বন্ধও তিরোহিত হইয়াছে॥ ৩০॥ অনন্তর এই বালক হরিশ্চন্দ্রের ক্রীত পুত্র হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু রাজা যখন ইহাকে যূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন তখন এই পুত্র আর রাজার হইতে পারে না॥ ৩১॥ পরন্তু এই

যো যং স্তৌতি মহামন্ত্রৈঃ সোঽপি তুষ্টো দদাতি চ।
ধনং প্রাণান্ পশূন্ রাজ্যং তথা মোক্ষং কিলেপ্সিতম্ ॥ ৩৩॥
কৌশিকস্য সুতশ্চায়মরিষ্টে যেন রক্ষিতঃ।
মন্ত্রং দত্ত্বা মহাবীর্য্যং বরুণস্যাতিসঙ্কটে ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

শ্রুত্বা বাক্যং বশিষ্ঠস্য বাঢ়মূচুঃ সভাসদঃ।
বিশ্বামিত্রস্তু জগ্রাহ তং করে দক্ষিণে তদা ॥ ৩৫ ॥
এহি পুত্র! গৃহং মে ত্বমিত্যুক্ত্বা প্রেমপূরিতঃ।
শুনঃশেফো জগামাশু তেনৈব সহ সত্বরঃ ॥ ৩৬ ॥
বরুণস্তু প্রসন্নাত্মা জগাম চ স্বমালয়ম্।
ঋত্বিজশ্চ তথা সভ্যাঃ স্বগৃহান্নির্যযুস্তদা ॥ ৩৭ ॥
রাজাপি রোগনির্ম্মুক্তো বভূবাতিমুদান্বিতঃ।
প্রজাস্তু পালয়ামাস সুপ্রসন্নেন চেতসা ॥ ৩৮ ॥
রোহিতাখ্যস্তু তচ্ছ্রুত্বা বৃত্তান্তং বরুণস্য হ।
আজগাম গৃহং প্রীতো দুর্গমাদ্বনপর্ব্বতাৎ ॥ ৩৯ ॥

শ্রুত্বেতি। বাঢ়ং স্বীকারে ॥ ৩৫—৩৮ ॥

ইদানীং রাজপুত্রস্য চিকীর্ষিতমাহ রোহিতাখ্যশ্চেতি। পিতৃরোগমোচনাৎ স্বজীবন-রক্ষণাচ্চ প্রীতঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

বালক বরুণের স্তুতি করায়, তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে মোচন করেন, অতএব এই বালক বরুণেরও পুত্র হইতে পারে না ॥ ৩২ ॥ কারণ, যে ব্যক্তি মহামন্ত্র দ্বারা যে দেবের স্তুতি করে সেই দেব তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াই তাহাকে ধন, প্রাণ, পশু, রাজ্য ও মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥ পরন্তু অতীব সঙ্কট কালে বরুণের মহা-বীর্য্য মন্ত্র প্রদান করিয়া কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র এই বালককে রক্ষা করিয়াছেন এজন্য এই বালক তাঁহারই পুত্র হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! বশিষ্ঠের বাক্য শ্রবণ করিয়া সভাসদ্‌গণ তাঁহার বাক্যে অনু-মোদন করিলেন এবং বিশ্বামিত্র প্রেমপূর্ণ হইয়া পুত্র! আমার গৃহে আগমন কর, এই বলিয়া তাহাকে দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিলেন। তখন শুনঃশেফও সত্বর তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিল ॥ ৩৫—৩৬ ॥ এই সময়ে বরুণও প্রীতিপরায়ণ হইয়া নিজ ভবনে প্রস্থান করি-লেন এবং ঋত্বিক্ ও সদস্যগণ আপন আপন গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৭ ॥ রাজাও রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইয়া সাতিশয় প্রীতচিত্তে প্রজা-

দূতা রাজানমভ্যেত্য প্রোচুঃ পুত্ত্রং সমাগতম্ ।
মুদিতোঽসৌ জগামাশু সম্মুখং কোশলাধিপঃ ॥ ৪০ ॥
দৃষ্ট্বা পিতরমায়াস্তং প্রেমোদ্রিক্তঃ সুসম্ভ্রমঃ ।
দণ্ডবৎ পতিতো ভূমাবশ্রুপূর্ণমুখঃ শুচা ॥ ৪১ ॥
রাজাপি তং সমুত্থাপ্য পরিরভ্য মুদান্বিতঃ ।
সমাঘ্রায় সুতং মূর্দ্ধ্নি পপ্রচ্ছ কুশলং পুনঃ ॥ ৪২ ॥
উৎসঙ্গে তং সমারোপ্য মুদিতো মেদিনীপতিঃ ।
উষ্ণৈর্নেত্রজলৈঃ শীর্ষণ্যভিষেকমথাকরোৎ ॥ ৪৩ ॥
রাজ্যং শশাস তেনাসৌ পুত্ত্রেণাতিপ্রিয়েণ চ ।
বৃত্তান্তং নরমেধস্য কথয়ামাস বিস্তরাৎ ॥ ৪৪ ॥
রাজসূয়ং ক্রতুবরং চকার নৃপসত্তমঃ ।
বশিষ্ঠং পূজয়িত্বাথ হোতারমকরোদ্বিভুঃ ॥ ৪৫ ॥
সমাপ্তে ত্বথ যজ্ঞেশে বশিষ্ঠোঽতীবপূজিতঃ ।
শক্রস্য সদনং রম্যং জগাম মুনিরাদরাৎ ॥ ৪৬ ॥

দৃষ্ট্বেতি । শুচা দীর্ঘবিরহজনিতয়েতি শেষঃ ॥ ৪১—৪৫ ॥
সমাপ্ত ইতি । যজ্ঞেশে শ্রেষ্ঠযজ্ঞে সমাপ্তে সতীত্যর্থঃ । বিশ্বামিত্রহরিশ্চন্দ্রকথাং সূচয়িতুমাহ বশিষ্ঠোঽতীব পূজিত ইতি ॥ ৪৬—৪৮ ॥

পালন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ এমন সময়ে রাজপুত্র রোহিত বরুণের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণে প্রীত হইয়া দুর্গম বন ও পর্ব্বত পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিল ॥ ৩৯ ॥ তখন দূতগণ রাজসন্নিধানে গিয়া রাজপুত্রের আগমন বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে সেই কোশলাধিপতি পুত্রের আগমন শ্রবণে প্রেমে পরিপূর্ণ ও আনন্দিত হইয়া অবিলম্বে তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪০ ॥ রোহিতাশ্বও পিতাকে আগমন করিতে দেখিয়া প্রেমে পরিপূর্ণ হইল এবং চিরবিরহজাত শোকে অশ্রু বিসর্জ্জনপূর্ব্বক মুখ প্লাবিত করিয়া দণ্ডের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল ॥৪১॥ তখন রাজা তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া প্রসন্নহৃদয়ে আলিঙ্গন করিলেন এবং আনন্দসহকারে তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥ এইরূপে রাজা যখন পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন তখন তাঁহার নয়নযুগল হইতে উত্তপ্ত আনন্দাশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল, তাহাতে কুমারের মস্তক অভিষিক্ত হইয়া গেল ॥ ৪৩ ॥ অনন্তর রাজা সেই প্রিয়তম পুত্রের সহিত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তৎকালে নৃপসত্তম নরমেধের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বিস্তারপূর্ব্বক পুত্রের নিকট বর্ণন করিলেন ॥ ৪৪ ॥ তাহার পর তিনি শ্রেষ্ঠতম রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া

বিশ্বামিত্রোঽপি তত্রৈব বশিষ্ঠেন চ সঙ্গতঃ।
মিলিত্বা তৌ স্থিতৌ দেবসদনে মুনিসত্তমৌ ॥ ৪৭ ॥
বিশ্বামিত্রোঽপি পপ্রচ্ছ বশিষ্ঠং প্রতিপূজিতম্।
বীক্ষ্য বিস্ময়চিত্তস্তং সভায়াস্তু শচীপতেঃ ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

কেয়ং পূজা ত্বয়া প্রাপ্তা মহতী মুনিসত্তম!।
কৃতা কেন মহাভাগ! সত্যং ব্রূহি মমান্তিকে ॥ ৪৯ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

যজমানোঽস্তি মে রাজা হরিশ্চন্দ্রঃ প্রতাপবান্।
রাজসূয়ঃ কৃতস্তেন রাজ্ঞা প্রবরদক্ষিণঃ ॥ ৫০ ॥
নেদৃশোঽস্তি নৃপশ্চান্যঃ সত্যবাদী ধৃতব্রতঃ।
দাতা চ ধর্ম্মশীলশ্চ প্রজারঞ্জনতৎপরঃ ॥ ৫১ ॥
তস্য যজ্ঞে ময়া পূজা প্রাপ্তা কৌশিকনন্দন!।
কিং পৃচ্ছসি পুনঃ সত্যং ব্রবীম্যকৃত্রিমং দ্বিজ! ॥ ৫২ ॥

কেয়মিতি। গোপনশঙ্কয়াহ সত্যং ব্রূহীতি ॥ ৪৯—৫১ ॥
তস্যেতি। বিশ্বামিত্রস্য সত্যং ব্রূহীতি বাক্যস্যোপরি কটাক্ষং কুর্ব্বন্নাহ কিং পৃচ্ছসীত্যাদি ॥ ৫২—৫৩ ॥)

বশিষ্ঠ মুনির যথাবিহিত পূজা করিয়া সেই যজ্ঞের হোতৃকার্য্যে বরণ করিলেন ॥ ৪৫ ॥ অনন্তর সেই শ্রেষ্ঠতম যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে রাজা বিপুল ধন দ্বারা বশিষ্ঠের যার পর নাই সম্মান করিলেন। পরে একদা বশিষ্ঠ মুনি আদরসহকারে রমণীয় ইন্দ্রভবনে গমন করিলেন, এমন সময় বিশ্বামিত্রও সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক বশিষ্ঠের সহিত মিলিত হইলেন। তখন সেই মহর্ষি দ্বয় মিলিত হইয়া সুরসদনে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥ পরন্তু বিশ্বামিত্র শচীপতির সভায় বশিষ্ঠকে সম্মানিত অবলোকন করিয়া বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৪৯ ॥

মুনিসত্তম! আপনি এই মহতী পূজা কোথায় পাইলেন? মহাভাগ! আপনার এই পূজা কে করিয়াছে, তাহা আপনি আমার নিকট সত্য করিয়া বলুন ॥ ৪৯ ॥

বশিষ্ঠ বলিলেন, মুনিবর! হরিশ্চন্দ্র নামে এক প্রতাপবান্ নরপতি আমার যজমান, সেই রাজাই প্রচুর দক্ষিণাসম্পন্ন রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন ॥ ৫০ ॥ ইহার সদৃশ ধৃতব্রত সত্যবাদী রাজা আর নাই; তিনি ধর্ম্মশীল, দাতা এবং প্রজাপালনে তৎপর ॥ ৫১ ॥ কৌশিকনন্দন! সেই রাজার যজ্ঞেই আমি এই পূজা প্রাপ্ত হইয়াছি। দ্বিজবর! আপনি

হরিশ্চন্দ্রসমো রাজা ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।
সত্যবাদী তথা দাতা শূরঃ পরমধার্ম্মিকঃ ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা বিশ্বামিত্রোঽতিকোপনঃ।
বভূব ক্রোধসংরক্তলোচনোঽপ্যব্রবীচ্চ তম্ ॥ ৫৪ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

এবং স্তৌষি নৃপং মিথ্যাবাদিনং কপটপ্রিয়ম্।
বঞ্চিতো বরুণো যেন প্রতিশ্রুত্য বরং পুনঃ ॥ ৫৫ ॥
মম জন্মার্জ্জিতং পুণ্যং তপসঃ পঠিতস্য চ।
ত্বদীয়ং বাতিতপসো গ্লহং কুরু মহামতে! ॥ ৫৬ ॥
অহং চেত্তং নৃপং সদ্যো ন করোম্যতিসংস্তুতম্।
অসত্যবাদিনং কামমদাতারং মহাখলম্ ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বামিত্রোঽতিকোপন ইতি। ত্রিশঙ্কোঃ স্বপিতুরুদ্ধারকস্য মম শুনঃশেফমোচন-বিষয়কং বাক্যং নাঙ্গীচকারৈতাদৃশস্যাতিদুষ্টহরিশ্চন্দ্রস্য প্রশংসাং মদগ্রে করোতীত্যসূয়া কোপকারণম্ ॥ ৫৪—৫৫ ॥

গ্লহং পণম্ ॥ ৫৬ ॥

অহং চেদিতি। ত্বয়াতিসংস্তুতং রাজানং হরিশ্চন্দ্রং তং প্রসিদ্ধমহমসত্যবাদিনং ন করোমি ন করিষ্যামি চেন্মম পুণ্যং বিনশ্যতু অন্যথা তু তং যদ্যহমসত্যবাদিনং করিষ্যামি তদা তব পুণ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫৭—৫৮ ॥

আমায় সত্য বলিতে কি অনুরোধ করিতেছেন? আমি পুনরায় আপনাকে যথার্থই বলিতেছি যে, হরিশ্চন্দ্র রাজার ন্যায় সত্যবাদী বীর বদান্য এবং পরমধার্ম্মিক রাজা আর কখন হয়ও নাই এবং কখন হইবেও না ॥ ৫২—৫৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! অতীব কোপনস্বভাব বিশ্বামিত্র তাঁহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে লোহিতলোচন হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥ বশিষ্ঠ! হরিশ্চন্দ্র প্রতিশ্রুত হইয়া বরুণের নিকট বর গ্রহণ করেন, তাহার পর সেই বরুণকেই আবার কপটবাক্যে প্রবঞ্চনা করিয়াছিল সুতরাং সে মিথ্যাবাদী ও কপটপ্রিয়, তুমি সেই রাজার প্রশংসা করিতেছ? ॥৫৫॥ মহামতে! আমি জন্মাবধি তপস্যা ও অধ্যয়ন করিয়া যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি আর তুমি আজন্ম অধ্যয়ন ও তপস্যা করিয়া যে পুণ্য উপার্জ্জন করিয়াছ, এক্ষণে তাহারই পণ কর ॥৫৬॥ তুমি সেই অদাতা মহাখল রাজা হরিশ্চন্দ্রের অতিশয় স্তুতি করিলে কিন্তু যদি আমি তাহাকে সদ্যই মিথ্যাবাদী করিতে না পারি, তাহা হইলে আমার আজন্মসঞ্চিত সমস্ত পুণ্যই বিনষ্ট হইবে কিন্তু তাহার অন্যথা হইলে তোমার সমস্ত পুণ্য নষ্ট

আজন্মসঞ্চিতং সর্ব্বং পুণ্যং মম বিনশ্যতু।
অন্যথা ত্বৎকৃতং সর্ব্বং পুণ্যং ত্বিতি পণাবহে ॥ ৫৮ ॥
গ্রহং কৃত্বা ততস্তৌ তু বিবদন্তৌ মুনী তদা।
স্বাশ্রমং স্বর্গলোকাচ্চ গতৌ পরমকোপনৌ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে শুনঃশেফমোচনানন্তরং হরিশ্চন্দ্ররোগমোচনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

(গ্রহং পূর্ব্বোক্তরূপং পণং কৃত্বা তৌ মুনী বিশ্বামিত্রবশিষ্ঠৌ স্বর্গলোকাৎ স্বাশ্রমং গতৌ ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৯ ॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

হইবে, আমরা আজ এই পণ করিলাম ॥ ৫৭—৫৮ ॥ তখন সেই পরমকোপন মুনিদ্বয় পরস্পরে বিবাদ করতঃ এইরূপ পণ করিয়া স্বর্গলোক হইতে নিজ নিজ আশ্রমে গমন করিলেন ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে শুনঃশেফের মোচনানন্তর হরিশ্চন্দ্রের রোগমোচন নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

কদাচিত্তু হরিশ্চন্দ্রো মৃগয়ার্থং বনং যযৌ।
অপশ্যদ্রুদতীং বালাং সুন্দরীং চারুলোচনাম্ ॥ ১ ॥
তামপৃচ্ছন্মহারাজঃ কামিনীং করুণাপরঃ।
পদ্মপত্রবিশালাক্ষি! কিং রোদিষি বরাননে! ॥ ২ ॥
কেনাসি পীড়িতাত্যর্থং কিং তে দুঃখং বদাশু মে।
কা চ ত্বং বিজনে ঘোরে কস্তে ভর্ত্তা পিতাথবা ॥ ৩ ॥
ন বাধতে চ রাজ্যে মে রাক্ষসোঽপি পরাঙ্গনাম্।
তং হন্মি তরসা কান্তে! যস্ত্বাং সুন্দরি! বাধতে ॥ ৪ ॥
ব্রূহি দুঃখং বরারোহে! স্বস্থা ভব কৃশোদরি!।
বিষয়ে মম পাপাত্মা ন তিষ্ঠতি সুমধ্যমে! ॥ ৫ ॥

অষ্টাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্যৈরথ নৃপেণ হ।
বিশ্বামিত্রমুনের্বৈরমভূদিতি তু কীর্ত্যতে ॥

বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রয়োঃ পণানন্তরং জাতং বৃত্তমাহ কদাচিদিতি। অপশ্যদ্রুদতীমিতি। ইয়ং বিশ্বামিত্রনির্ম্মিতা মায়া ॥ ১—৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! একদা রাজা হরিশ্চন্দ্র মৃগয়া করিবার নিমিত্ত বনে গমন করিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, একটি চারুলোচনা পরম সুন্দরী রমণী রোদন করিতেছে ॥ ১ ॥ রাজা তাহাকে দেখিয়া করুণাবশতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, বরাননে! তুমি একাকিনী এই বনে কেন রোদন করিতেছ? হে বিশালাক্ষি! তোমাকে কি কেহ অতিশয় ক্লেশ প্রদান করিয়াছে? তোমার দুঃখের কারণ কি, তাহা আমার নিকট সত্বর প্রকাশ করিয়া বল। তুমি এই জনশূন্য ভয়ঙ্কর অরণ্যে কেন আসিয়াছ, তোমার স্বামী এবং পিতার নাম কি? ॥ ২—৩ ॥ সুন্দরি! আমার রাজ্যে কোন রাক্ষসও কখন পরস্ত্রীকে ক্লেশ দিতে সমর্থ হয় না; অতএব বরারোহে! তোমাকে যে কষ্ট দিতেছে আমি তাহাকে এখনি সংহার করিব ॥ ৪ ॥ কৃশোদরি! তুমি সুস্থির হও আর রোদন করিও না, তোমার দুঃখের বিষয় কি তাহা আমাকে বল; সুমধ্যমে! তুমি জানিও যে, কোনও পাপিষ্ঠ ব্যক্তি আমার রাজ্যে থাকিতে পায় না ॥ ৫ ॥ নৃপবর হরিশ্চন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা নারী তমব্রবীন্নৃপম্।
প্রমৃজ্যাশ্রূণি বদনাদ্ধরিশ্চন্দ্রং নৃপোত্তমম্ ॥ ৬ ॥

নার্য্যুবাচ।

রাজন্! মাং বাধতেঽত্যর্থং বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
তপঃ করোতি যদ্ঘোরং মদর্থং কৌশিকো বনে ॥ ৭ ॥
তেনাহং দুঃখিতা রাজন্! বিষয়ে তব সুব্রত!।
বিদ্ধি মাং কমনাং কান্তাং পীড়িতাং মুনিনা ভৃশম্ ॥ ৮ ॥

রাজোবাচ।

স্বস্থা ভব বিশালাক্ষি! ন তে দুঃখং ভবিষ্যতি।
তমহং বারয়িষ্যামি মুনিং তাপপরায়ণম্ ॥ ৯ ॥
ইত্যাশ্বাস্য স্ত্রিয়ং রাজা তরসা মুনিসন্নিধৌ।
নত্বা প্রণম্য শিরসা তমুবাচ মহীপতিঃ ॥ ১০ ॥
স্বামিন্! কিং ক্রিয়তেঽত্যর্থং তপসা দেহপীড়নম্।
কিমর্থং তে সমারম্ভো ব্রূহি সত্যং মহামতে! ॥ ১১ ॥

মদর্থং সিদ্ধরূপিণী যাহমস্মি তস্যৈ মৎপ্রয়োজনার্থমিত্যর্থঃ। অনেন চ কা ত্বং কস্তে ভর্ত্তা পিতাথবেত্যাস্তোত্তরমর্থাদ্দত্তং ভবতি সিদ্ধেঃ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধত্বাৎ ॥ ৭—৮ ॥
তাপপরায়ণং তপশ্চর্য্যাপরায়ণম্ ॥ ৯—১৩ ॥

রমণী কর দ্বারা নয়নজল মার্জ্জন করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ রাজেন্দ্র! আমি সিদ্ধরূপিণী, আমাকে পাইবার বাসনায় মহর্ষি বিশ্বামিত্র ঘোরতর তপস্যা করিতেছেন, অতএব সেই কৌশিক হইতেই আমার এই ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৭ ॥ রাজন্! সেই কারণেই আমি আপনকার রাজ্যে দুঃখিত হইয়া রহিয়াছি, হে সুব্রত! আমি কোমল-স্বভাবা কমনীয়া নারী, তথাপি সেই মুনিবর আমাকে নিরতিশয় কষ্ট প্রদান করিতে-ছেন ॥ ৮ ॥

রাজা বলিলেন, বিশাললোচনে! আপনার আর দুঃখভোগ করিতে হইবে না, আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, আমি তপশ্চর্য্যায় নিরত সেই মুনিবরকে নিবারণ করিতেছি ॥ ৯ ॥ রাজা হরিশ্চন্দ্র সেই রমণীকে এই প্রকার আশ্বাসিত করিয়া অনতিবিলম্বে মুনিবর বিশ্বা-মিত্রের সন্নিধানে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগি-লেন ॥ ১০ ॥ মহর্ষে! কঠোরতর তপস্যায় নিরত হইয়া কি নিমিত্ত শরীরের পীড়া উৎপাদন করিতেছেন? মহামতে! আপনি কোন্ মহৎ কার্য্য সাধনের নিমিত্ত এরূপ কঠোর তপস্যা করিতেছেন, তাহা আমাকে সত্য করিয়া বলুন ॥ ১১ ॥ গাধিনন্দন! আপনার যাহা

বাঞ্ছিতং তব গাধেয়! করোমি সফলং কিল।
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ তরসা তপসালমতঃপরম্ ॥ ১২ ॥
বিষয়ে মম সর্ব্বজ্ঞ! ন কর্ত্তব্যং সুদারুণম্।
লোকপীড়াকরং ঘোরং তপঃ কেনাপি কর্হিচিৎ ॥ ১৩ ॥
ইত্থং নিষিধ্য তং রাজা বিশ্বামিত্রং গৃহং যযৌ।
মনসা ক্রোধমাধায় গতোঽসৌ কৌশিকো মুনিঃ ॥ ১৪ ॥
স গত্বা চিন্তয়ামাস নৃপকৃত্যমসাম্প্রতম্।
বশিষ্ঠস্য চ সংবাদং তপসঃ প্রতিষেধনম্ ॥ ১৫ ॥
কোপাবিষ্টেন মনসা প্রতীকারমথাকরোৎ।
বিচিন্ত্য বহুধা চিত্তে দানবং ঘোরবিগ্রহম্ ॥ ১৬ ॥
প্রেষয়ামাস তদ্দেশং বিধায় শূকরাকৃতিম্।
সোঽতিকায়ো মহাকোলঃ কুর্ব্বন্নাদং সুদারুণম্ ॥ ১৭ ॥

ইত্থং নিষিধ্যেতি। অনেন চ সিদ্ধার্থং তপঃকর্ত্তা নিরন্তরমেব বিঘ্নৈরভিভূয়ত ইত্যুক্তং ভবতি। তস্মান্নিষ্কামনয়া শ্রীভগবত্যা আরাধনং কর্ত্তব্যমিত্যবান্তরতাৎপর্য্যম্ ॥ ১৪ ॥
বশিষ্ঠস্য চ সংবাদমিতি। বশিষ্ঠেনায়ং রাজা পরমধার্ম্মিক ইত্যুক্তম্। যদ্যয়ং পরমধার্ম্মিকস্তর্হি মম তপসঃ কথমনেন প্রতিষেধনং কৃতং কথঞ্চ বশিষ্ঠেন পণঃ কৃত ইতি প্রষ্টব্যো বশিষ্ঠোঽস্মিন্ সময়ে ইতি ভাবঃ ॥ ১৫—২০ ॥

অভিলাষ তাহা আমি পূর্ণ করিব; আর এরূপ কঠোর তপস্যা করিবার প্রয়োজন নাই, আপনি অবিলম্বে উত্থিত হউন ॥ ১২ ॥ মহর্ষে! আপনি ত সমস্তই বিদিত আছেন অতএব আপনাকে অধিক আর কি বলিব; দেখুন, আমার অধিকারে থাকিয়া লোকের পীড়াদায়ক দারুণ ঘোরতর তপস্যা করা কাহারও কখন উচিত নহে ॥ ১৩ ॥ রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রকে এই প্রকার নিষেধ করিয়া স্বগৃহাভিমুখে গমন করিলেন এবং মুনিবর কৌশিকও মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৪ ॥

অনন্তর বিশ্বামিত্র আশ্রমে যাইয়া পূর্ব্বে ইন্দ্রভবনে বশিষ্ঠের সহিত হরিশ্চন্দ্রের ধার্ম্মিকতা বিষয়ে যে বাদানুবাদ হইয়াছিল এবং এক্ষণে হরিশ্চন্দ্র যে তাঁহাকে অন্যায়রূপে তপস্যা করিতে নিষেধ করিলেন তাহাই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ফলতঃ তিনি ভাবিলেন যে, হরিশ্চন্দ্র যদি পরম ধার্ম্মিক হইবেন তবে তিনি কি নিমিত্ত আমাকে তপস্যা করিতে নিষেধ করিলেন এবং বশিষ্ঠই বা কি প্রকারে ইহার জন্য পণ করিলেন ॥ ১৫ ॥ যাহা হউক বিশ্বামিত্র মনে মনে কুপিত হইয়া তাহার প্রতিশোধ লইতে উদ্যত হইলেন। তখন তিনি মনে মনে বিবিধ চিন্তা করিয়া ভীমদেহ এক দানবকে শূকরাকৃতি করিয়া হরিশ্চন্দ্রের রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। সেই বিশাল শরীর মহাবল

রাজ্ঞশ্চোপবনে প্রাপ্তস্ত্রাসয়ন্ রক্ষকাংস্তদা।
মালতীনাঞ্চ খণ্ডানি কদম্বানাং তথৈব চ ॥ ১৮ ॥
যূথিকানাঞ্চ বৃন্দানি কম্পয়ংশ্চ মুহুর্মুহুঃ।
দন্তেন বিলিখন্ ভূমিং সমুন্মূলয়তে ক্রমান্ ॥ ১৯ ॥
চম্পকান্ কেতকীখণ্ডান্ মল্লিকানাঞ্চ পাদপান্।
করবীরানুশীরাংশ্চ নিচখান শুভান্ মৃদূন্ ॥ ২০ ॥
মুচুকুন্দানশোকাংশ্চ বকুলাংস্তিলকাংস্তথা।
উন্মূল্য কদনং তত্র চকার শূকরো বনে ॥ ২১ ॥
বাটিকারক্ষকাঃ সর্ব্বে ছুক্রুবুঃ শস্ত্রপাণয়ঃ।
হাহেতি চুক্রুশুস্তত্র মালাকারা ভৃশাতুরাঃ ॥ ২২ ॥
বাণৈঃ সন্তাড্যমানোঽপি যদা ত্রস্তো ন বৈ মৃগঃ।
রক্ষকান্ পীড়য়ামাস কোলঃ কালসমদ্যুতিঃ ॥ ২৩ ॥
তে তদাতিভয়াক্রান্তা রাজানং শরণং যযুঃ।
তমূচুস্ত্রাহি ত্রাহীতি বেপমানা ভয়াকুলাঃ ॥ ২৪ ॥
তানাগতান্ সমালোক্য ভয়ার্ত্তান্ ভূপতিস্তদা।
পপ্রচ্ছ কিং ভয়ং কস্মাম্মাং ব্রুবন্তু সমাগতাঃ ॥ ২৫ ॥

বনে শূকরো বৃক্ষাণাং কদনং চকারেত্যর্থঃ ॥ ২১—২৫ ॥

শূকর ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে করিতে রাজার উপবনে প্রবেশ করিল; তখন রক্ষকগণ তাহার ঘোরতর রবে ভীত হইল। সেই শূকর বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া কোথাও মালতীবন, কোথাও কদম্ববন, কোথাও যূথিকাবন সকলকে বারংবার বিলোড়িত করিতে লাগিল। কোথাও বা দন্ত দ্বারা ভূমি খনন করিয়া চম্পক, কেতকী ও মল্লিকা প্রভৃতি পাদপবৃন্দকে সমূলে উৎপাটন করিতে লাগিল। কোথাও সুন্দর সুকোমল উশীর, করবীর, মুচুকুন্দ, অশোক, বকুল ও তিলক প্রভৃতি তরুরাজির মূল সকল খননপূর্ব্বক সেই উপবন ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিল॥ ১৬—২১ ॥ তখন বনরক্ষকগণ অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার উপর ধাবিত হইল এবং মালাকারগণ সাতিশয় কাতর হইয়া হাহাকার শব্দে চীৎকার করিতে লাগিল॥ ২২ ॥ সেই কালতুল্য শূকর শরজালে বিতাড়িত হইয়াও যখন ভীত হইল না, প্রত্যুত রক্ষকবৃন্দকে নিপীড়িত করিতে লাগিল, তখন তাহারা অতীব ভীত ও কাতর হইয়া রাজার শরণাপন্ন হইল এবং কম্পিত কলেবরে মহারাজ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল॥ ২৩—২৪ ॥ তখন ভূপতি সেই ভয়ার্ত্ত রক্ষক-

নাহং বিভেমি দেবেভ্যো রাক্ষসেভ্যশ্চ রক্ষকাঃ।
কস্মাত্ত্বয়ং সমুৎপন্নং তদ্ ব্রুবন্তু মমাগ্রতঃ॥ ২৬॥
হন্মি চৈকেন বাণেন তং শত্রুং দুর্ভগং কিল।
যো মেঽরাতিঃ সমুৎপন্নো লোকে পাপমতিঃ খলঃ॥ ২৭॥
দেবো বা দানবো বাপি তং নিহন্মি শরৈঃ শিতৈঃ।
ক্ব তিষ্ঠতি কিয়দ্রূপঃ কিয়দ্বলসমন্বিতঃ॥ ২৮॥

মালাকারা ঊচুঃ।

ন দেবো ন চ দৈত্যোঽস্তি ন যক্ষো ন চ কিন্নরঃ।
কশ্চিৎ কোলো মহাকায়ো রাজংস্তিষ্ঠতি কাননে॥ ২৯॥
পুষ্পবৃক্ষানতিমৃদূন্ দন্তেনোন্মূলয়ত্যসৌ।
বিদীর্ণং তদ্বনং সর্ব্বং শূকরেণাতিরংহসা॥ ৩০॥
বিশিখৈস্তাড়িতোঽস্মাভির্দৃষদ্ভির্লকুটৈস্তথা।
ন বিভেতি মহারাজ! হন্তুমস্মানুপাদ্রবৎ॥ ৩১॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তেষাং রাজা কোপসমাকুলঃ।
অশ্বমারুহ্য তরসা জগামোপবনং প্রতি॥ ৩২॥

(ইদানীং স্বসামর্থ্যং প্রকটয়ন্নাহ নাহং বিভেমীতি॥ ২৬—৩০॥
সামান্যশত্রুঃ স কোলোঽপি ভবদ্ভিঃ কিং ন হত ইত্যাহ বিশিখৈরিতি॥ ৩১—৩৩॥

গণকে কাতর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহার ভয়ে এত কাতর হইতেছ, তাহা সত্য করিয়া আমার নিকট বল॥ ২৫॥ রক্ষকবৃন্দ! আমি দেবতা বা রাক্ষসদিগকেও ভয় করি না, অতএব কোন্ ব্যক্তি হইতে তোমাদের ভয় উৎপন্ন হইয়াছে তাহা আমার সন্নিধানে ব্যক্ত কর॥ ২৬॥ যে পাপমতি খল ইহলোকে আমার বিপক্ষ হইয়া আসিয়াছে, আমি সেই দুর্ভাগ্য শত্রুকে এক বাণেই শমন-সদনে প্রেরণ করিব সন্দেহ নাই॥ ২৭॥ সেই অরাতির রূপ কি প্রকার? তাহার বলই বা কি পরিমাণ, আর এক্ষণে সে কোন্ স্থানে অবস্থিতি করিতেছে শীঘ্র বল? সেই শত্রু দেব হউক বা দানব হউক, এখনিই শরনিকর দ্বারা তাহাকে সংহার করিব॥ ২৮॥

মালাকারগণ বলিল, মহারাজ! সেই শত্রু দেব, দানব, যক্ষ বা কিন্নর নহে, একটি মহাকায় শূকর আসিয়া কাননে প্রবেশ করিয়াছে॥ ২৯॥ অতীব বেগবান্ সেই শূকর দন্ত দ্বারা সুচারু পুষ্পবৃক্ষ সকল সমূলে উৎপাটন করিতেছে, অধিক কি বলিব, সে সমস্ত কাননই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিতেছে॥ ৩০॥ মহারাজ! আমরা তাহাকে বিশিখ, লকুটাস্ত্র

সৈন্যেন মহতা যুক্তো গজাশ্বরথসংযুতঃ।
পদাতিবৃন্দসহিতঃ প্রযযৌ বনমুত্তমম্ ॥ ৩৩ ॥
তত্রাপশ্যন্মহাকোলং ঘুর্ঘুরন্তং ভয়ানকম্।
বনং ভগ্নঞ্চ সংবীক্ষ্য রাজা ক্রোধযুতোঽভবৎ ॥ ৩৪ ॥
চাপে বাণং সমারোপ্য বিকৃষ্য চ শরাসনম্।
তং হন্তুং শূকরং পাপং তরসা সমুপাক্রমৎ ॥ ৩৫ ॥
সমালোক্য চ রাজানং চাপহস্তং রুষাকুলম্।
সম্মুখোঽভ্যদ্রবত্তূর্ণং কুর্ব্বঞ্ছব্দং সুদারুণম্ ॥ ৩৬ ॥
তমায়ান্তং সমালোক্য বরাহং বিকৃতাননম্।
মুমোচ বিশিখং তস্মিন্ হন্তুকামো মহীপতিঃ ॥ ৩৭ ॥
বঞ্চয়িত্বাথ তদ্বাণং শূকরস্তরসা বলাৎ।
নির্জ্জগাম মহাবেগাত্তমুল্লঙ্ঘ্য নৃপং তদা ॥ ৩৮ ॥
গচ্ছন্তং তং সমালোক্য রাজা কোপসমন্বিতঃ।
মুমোচ বিশিখাংস্তীক্ষ্ণাংশ্চাপমাকৃষ্য যত্নতঃ ॥ ৩৯ ॥

তত্রেতি। ঘুর্ঘুরন্তং ঘুর্ঘুর্ ইত্যব্যক্তশব্দং কুর্ব্বন্তমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥
তমিতি। পাপং সন্মার্গদূষকত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥
শূকরস্য বিক্রমমাহ। সমালোক্যেতি ॥ ৩৬—৪০ ॥

ও প্রস্তর দ্বারা এত প্রহার করিলাম তথাপি সে কিছুতেই ভীত হইল না, প্রত্যুত সে আমাদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইল ॥ ৩১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তাহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা যার পর নাই কোপান্বিত হইলেন এবং অবিলম্বে অশ্বে আরোহণ করিয়া উপবনের অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৩২ ॥ তিনি যখন সেই উপবনে গমন করেন, তৎকালে সাদী, নিষাদী রথী এবং পদাতি সেনাসমূহ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল ॥ ৩৩ ॥ রাজা তথায় উপস্থিত হইয়া ঘুর্ঘুরায়মান ভয়ঙ্কর বিশালকায় সেই বরাহকে অবলোকন করিলেন এবং বনের ভগ্নাবস্থা দেখিয়া অতিশয় কোপাবিষ্ট হইলেন ॥ ৩৪ ॥ তখন তিনি শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক শর যোজনা করিয়া সেই শূকরকে সংহার করিবার নিমিত্ত আক্রমণ করিলেন ॥ ৩৫ ॥ সেই শূকর রাজাকে ধনুর্ধারণপূর্ব্বক অতিশয় ক্রোধভরে আসিতে দেখিয়া ঘোরতর শব্দ করিতে করিতে অনতিবিলম্বে রাজার অভিমুখে ধাবিত হইল ॥ ৩৬ ॥ সেই ভীমকায় বরাহ বদনব্যাদন করিয়া আসিতে লাগিল দেখিয়া রাজা তাহাকে বিনাশ করিবার ইচ্ছায় তাহার উপর শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥ তখন

ক্ষণং দৃষ্টিপথং রাজ্ঞঃ ক্ষণঞ্চাদর্শনং গতঃ।
কুর্ব্বন্ বহুবিধারাবং শূকরঃ সমুপাদ্রবৎ ॥ ৪০ ॥
হরিশ্চন্দ্রোঽতিকুপিতো মৃগস্যানুজগাম হ।
অশ্বেন বায়ুবেগেন বিকৃষ্য চ শরাসনম্ ॥ ৪১ ॥
ইতস্ততস্ততঃ সৈন্যমগমচ্চ বনান্তরম্।
একাকী নৃপতিঃ কোলং ব্রজন্তং সমুপাদ্রবৎ ॥ ৪২ ॥
মধ্যাহ্নসময়ে রাজা সম্প্রাপ্তো বিজনে বনে।
তৃষিতঃ ক্ষুধিতোঽত্যর্থং বভূব শ্রান্তবাহনঃ ॥ ৪৩ ॥
শূকরোঽদর্শনং প্রাপ্তো রাজা চিন্তাতুরোঽভবৎ।
মার্গভ্রষ্টোঽতিবিপিনে দারুণে দীনবৎ স্থিতঃ ॥ ৪৪ ॥
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি ন সহায়োঽস্তি মে বনে।
অজ্ঞাতস্বপথঃ কুত্র ব্রজামীতি ব্যচিন্তয়ৎ ॥ ৪৫ ॥
এবং বিচিন্তয়ংস্তত্র বিপিনে জনবর্জ্জিতে।
রাজা চিন্তাতুরোঽপশ্যন্নদীং সুবিমলোদকাম্ ॥ ৪৬ ॥

হরিশ্চন্দ্র ইতি। মৃগস্যানুজগামেত্যত্র কর্ম্মণি ষষ্ঠী ॥ ৪১—৪২ ॥
মধ্যাহ্নেতি। সম্প্রাপ্ত উপস্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥
মার্গেতি। অতিশব্দোঽত্র গহনতাবাচকঃ ॥ ৪৪—৪৮ ॥

শূকর অবিলম্বে সেই শর সকল বিফল করিয়া তৎক্ষণাৎ অতীব বেগ সহকারে বলপূর্ব্বক নৃপতিকে উল্লঙ্ঘন করতঃ নির্গত হইল ॥ ৩৮ ॥ সে প্রস্থান করিলে পর রাজা কোপপরবশ হইয়া অতিশয় যত্নসহকারে চাপ আকর্ষণ করিয়া তীক্ষ্ণ শর সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥৩৯॥ তৎকালে সেই শূকর ক্ষণকাল রাজার দৃষ্টিগোচর থাকিয়া পুনর্ব্বার মুহূর্ত্তকাল অদর্শন হইতে লাগিল এবং নানাপ্রকার শব্দ করিতে করিতে ক্রমশঃ পলায়ন করিতে লাগিল ॥৪০॥ রাজা হরিশ্চন্দ্রও অতিশয় কোপান্বিত হইয়া শরাসন আকর্ষণপূর্ব্বক বায়ুসদৃশ বেগশালী অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহার অনুধাবন করিলেন ॥ ৪১ ॥ তখন সৈন্য সকল ইতস্ততঃ বনমধ্যে প্রবেশ করিলে, নৃপতি একাকী সেই পলায়িত বরাহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন ॥ ৪২ ॥ মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইলে রাজা এক বিজনবনে উপনীত হইলেন, তখন তাঁহার বাহন ক্লান্ত হইয়াছে এবং তিনিও ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় অতিশয় কাতর হইয়াছেন ॥ ৪৩ ॥ শূকর নয়নপথের অদৃশ্য হইলে রাজা ঘোরতর নিবিড় কাননে পথভ্রষ্ট হইয়া দীনভাবে চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন ॥৪৪॥ তিনি মনে মনে ভাবিলেন, আমি কি করি কোথায় যাই, এই ঘোর অরণ্য মধ্যে আমার সহায়ও কেহ নাই, বিশেষতঃ গন্তব্য পথ বিদিত নহি সুতরাং এক্ষণে কোথায় যাই ॥ ৪৫ ॥ এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে রাজা সেই

বীক্ষ্য তাং মুদিতো রাজা পায়য়িত্বা তুরঙ্গমম্।
অশ্বাদুত্তীর্য্য বিমলং পপৌ পানীয়মুত্তমম্ ॥ ৪৭ ॥
জলং পীত্বা নৃপস্তত্র সুখমাপ মহীপতিঃ।
ইয়েষ নগরং গন্তুং দিগ্‌ভ্রমেণাতিমোহিতঃ ॥ ৪৮ ॥
বিশ্বামিত্রস্তু সম্প্রাপ্তো বৃদ্ধব্রাহ্মণরূপধৃক্।
ননাম বীক্ষ্য রাজা তং প্রীতিপূর্ব্বং দ্বিজোত্তমম্ ॥ ৪৯ ॥
তমুবাচ গাধিরাজঃ প্রণমন্তং নৃপোত্তমম্।
স্বস্তি তেঽস্তু মহারাজ! কিমর্থমিহ চাগতঃ ॥ ৫০ ॥
একাকী বিজনে রাজন্! কিং চিকীর্ষিতমত্র তে।
ব্রূহি সর্ব্বং স্থিরো ভূত্বা কারণং নৃপসত্তম! ॥ ৫১ ॥

রাজোবাচ।

শূকরোঽতিমহাকায়ো বলবান্ পুষ্পকাননম্।
সমুপেত্য মমর্দ্দাশু কোমলান্ পুষ্পপাদপান্ ॥ ৫২ ॥
তং নিবারয়িতুং দুষ্টং করে কৃত্বা চ কার্ম্মুকম্।
সসৈন্যোঽহং স্বনগরান্নির্গতো মুনিসত্তম! ॥ ৫৩ ॥
গতোঽসৌ দৃক্‌পথাৎ পাপো মায়াবী কাপি বেগবান্।
পৃষ্ঠতোঽহমপি প্রাপ্তঃ সৈন্যং কাপি গতং মম ॥ ৫৪ ॥

স্বরচিতমায়ায়াঃ সাফল্যমবলোকয়তো বিশ্বামিত্রস্য কার্য্যমাহ বিশ্বামিত্রস্থিতি ॥ ৪৯-৫৬ ॥

জনশূন্য বিপিনে সহসা এক স্বচ্ছসলিলা নদী নয়নগোচর করিলেন ॥ ৪৬ ॥ সেই প্রবাহিনী অবলোকনে রাজা আনন্দিত হইয়া অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক স্বয়ং বিমল সলিল পান করিয়া তুরঙ্গমকেও জল পান করাইলেন ॥৪৭॥ সেই নরপালক জলপান করিয়া সুস্থ হইলেন এবং দিগ্‌ভ্রমে সাতিশয় বিমোহিত হইলেও তৎকালে নগরে যাইতে বাসনা করিলেন ॥৪৮॥ এমন সময়ে বিশ্বামিত্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ; রাজা সেই দ্বিজবরকে অবলোকন করিয়া ভক্তিসহকারে প্রণাম করিলেন ॥ ৪৯ ॥ ব্রাহ্মণবেশধারী বিশ্বামিত্র সেই প্রণত রাজা হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন, মহারাজ! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন ॥ ৫০ ॥ রাজন্! এই বিজন-কাননে আপনার প্রয়োজন কি ? আপনি স্থির হইয়া আমার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করুন ॥ ৫১ ॥

রাজা বলিলেন, দ্বিজবর! এক বিশালকায় বলবান্ শূকর আমার পুষ্পকানন মধ্যে প্রবেশ করিয়া সুকোমল পুষ্পপাদপ সকল একেবারে বিমর্দ্দিত করিয়াছে ॥৫২॥ আমি সেই

ক্ষুধিতস্তৃষিতশ্চাহং সৈন্যভ্রষ্টস্ত্বিহাগতঃ।
ন জানে পুরমার্গঞ্চ তথা সৈন্যগতিং মুনে!॥ ৫৫ ॥
পন্থানং দর্শয় বিভো! ব্রজামি নগরং প্রতি।
মমাত্র ভাগ্যযোগেন প্রাপ্তস্ত্বং বিজনে বনে॥ ৫৬ ॥
অযোধ্যাধিপতিশ্চাহং হরিশ্চন্দ্রোঽতিবিশ্রুতঃ।
রাজসূয়স্য কর্ত্তা চ বাঞ্ছিতার্থপ্রদঃ সদা॥ ৫৭ ॥
ধনেচ্ছা যদি তে ব্রহ্মন্! যজ্ঞার্থং দ্বিজসত্তম!।
আগন্তব্যমযোধ্যায়াং দাস্যামি বিপুলং ধনম্॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রবিশ্বামিত্রবিবাদসূচনং নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮ ॥

রাজা স্বপরিচয়ং দাতুমাহ অযোধ্যাধিপতিশ্চাহমিতি॥ ৫৭—৫৮ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৮ ॥

দুষ্ট শূকরকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত ধনুর্দ্ধারণ করিয়া সেনা সমভিব্যাহারে নগর হইতে বহির্গত হইয়াছি॥ ৫৩॥ সেই বেগবান্ পাপিষ্ঠ মায়াবী বরাহ আমার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। আমি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া এই স্থানে আসিয়াছি এক্ষণে মদীয় সেনাগণ কোথায় গিয়াছে তাহা আমি জানিতে পারি নাই॥ ৫৪॥ মুনিবর! আমি সৈন্যভ্রষ্ট ক্ষুধিত ও তৃষিত হইয়া এখানে আগমন করিয়াছি, আমি নগরের পথ বিদিত নহি আর সেনারাই বা কোন্ পথে গিয়াছে তাহাও জানি না॥ ৫৫ ॥ বিভো! আমার ভাগ্যক্রমেই আপনি এই বিজনবনে উপস্থিত হইয়াছেন, এক্ষণে আমি নগরে গমন করিব আপনি পথ প্রদর্শন করুন॥৫৬॥ আমি অযোধ্যার অধিপতি হরিশ্চন্দ্র; আমি রাজসূয় যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছি অতএব আমার নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, আমি নিয়তই তাহাকে তাহাই দিয়া থাকি ইহা সকলেই বিদিত আছে॥ ৫৭ ॥ দ্বিজবর! আপনার যদি যজ্ঞের নিমিত্ত ধনের বাসনা থাকে তবে আমার সমভিব্যাহারে অযোধ্যায় আগমন করুন তাহা হইলে আমি আপনাকে বিপুল ধন দান করিব॥ ৫৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রের সহিত বিশ্বামিত্রের বিবাদ-সূচনা নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ * ॥

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা ভূপতেঃ কৌশিকো মুনিঃ।
প্রহস্য প্রত্যুবাচেদং হরিশ্চন্দ্রং তদা নৃপ ! ॥ ১ ॥
রাজংস্তীর্থমিদং পুণ্যং পাবনং পাপনাশনম্।
স্নানং কুরু মহাভাগ ! পিতৃণাং তর্পণং তথা ॥ ২ ॥
কালঃ শুভতমোঽস্তীহ তীর্থে স্নাত্বা বিশাম্পতে !।
দানং দদস্ব শক্ত্যাত্র পুণ্যতীর্থেঽতিপাবনে ॥ ৩ ॥
প্রাপ্য তীর্থং মহাপুণ্যমস্নাত্বা যস্তু গচ্ছতি।
স ভবেদাত্মহা ভূয় ইতি স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ ॥ ৪ ॥
তস্মাত্তীর্থবরে রাজন্ ! কুরু পুণ্যং স্বশক্তিতঃ।
দর্শয়িষ্যামি মার্গং তে গন্তাসি নগরং ততঃ ॥ ৫ ॥
আগমিষ্যাম্যহং মার্গদর্শনার্থং তবানঘ !।
ত্বয়া সহাদ্য কাকুৎস্থ ! তব দানেন তোষিতঃ ॥ ৬ ॥

ত্রিষষ্টিশ্লোকবর্গ্যেস্তু কৌশিকেন মহাত্মনা।
হৃতং রাজ্যং হরিশ্চন্দ্রনৃপতেরিদমুচ্যতে ॥

রাজবাক্যং শ্রুত্বা কৌশিকো যদকরোত্তদাহ ইতি তস্যেতি। প্রহস্যেতি। ধার্ম্মিকস্ত্ব-মস্মিংস্তীর্থে ন স্নাত্বা কথং গন্তুমিচ্ছসীত্যভিপ্রায়েণ হাস্যং চকার ॥ ১ ॥
তদেবাহ রাজন্নিতি ॥ ২—১০ ॥

ব্যাস বলিলেন, নরনাথ ! মহর্ষি কৌশিক নরপতি হরিশ্চন্দ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তখন হাস্যসহকারে তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১ ॥ রাজন্ ! এই তীর্থ অতি পবিত্র, ইহাতে স্নান করিলে অখিল পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া পুণ্যের উদয় হয়, অতএব মহাভাগ ! আপনি ইহাতে স্নান করিয়া পিতৃগণের তর্পণ করুন ॥ ২ ॥ নরনাথ ! এ সময় অতিশয় পুণ্যকাল উপস্থিত অতএব আপনি এই পবিত্র পুণ্যতীর্থে স্নান করিয়া স্বীয় শক্তি অনুসারে দান করুন ॥ ৩ ॥ স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি মহাপুণ্যপ্রদ তীর্থে উপস্থিত হইয়া স্নান দানাদি না করিয়া গমন করে, সেই মানব আত্মাকে বঞ্চনা করিয়া থাকে সুতরাং সে আত্মঘাতী হয় তাহাতে সন্দেহ নাই ॥৪॥ অতএব রাজন্ ! আপনি স্বীয় শক্তি অনুসারে এই অত্যুত্তম তীর্থে পুণ্যকার্য্য করুন; তদনন্তর আমি আপনার পথ প্রদর্শন করিব এবং তাহা হইলেই

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা মুনেঃ কপটমণ্ডিতম্ ।
বাসাংস্যুত্তার্য্য বিধিবৎ স্নাতুমভ্যাযযৌ নদীম্ ॥ ৭ ॥
বন্ধয়িত্বা হয়ং বৃক্ষে মুনিবাক্যেন মোহিতঃ ।
অবশ্যম্ভাবিযোগেন তদ্বশস্তু তদাভবৎ ॥ ৮ ॥
রাজা স্নানবিধিং কৃত্বা সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ ।
বিশ্বামিত্রমুবাচেদং স্বামিন্ ! দানং দদামি তে ॥ ৯ ॥
যদিচ্ছসি মহাভাগ ! তত্তে দাস্যামি সাম্প্রতম্ ।
গাবো ভূমিং হিরণ্যঞ্চ গজাশ্বরথবাহনম্ ॥ ১০ ॥
নাদেয়ং মে কিমপ্যস্তি কৃতমেতদ্‌ব্রতং পুরা ।
রাজসূয়ে মখশ্রেষ্ঠে মুনীনাং সন্নিধাবপি ॥ ১১ ॥
তস্মাত্ত্বমিহ সম্প্রাপ্তস্তীর্থেঽস্মিন্ প্রবরে মুনে ! ।
যত্তেঽস্তি বাঞ্ছিতং ব্রূহি দদামি তব বাঞ্ছিতম্ ॥ ১২ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

ময়া পূর্ব্বং শ্রুতা রাজন্ ! কীর্ত্তিস্তে বিপুলা ভুবি ।
বশিষ্ঠেন চ সম্প্রোক্তা দাতা নাস্তি মহীতলে ॥ ১৩ ॥

মুনীনাং সন্নিধৌ রাজসূয়যজ্ঞে ময়ৈতদ্‌ব্রতং কৃতমিত্যন্বয়ঃ ॥ ১১—১৪ ॥

আপনি অযোধ্যায় গমন করিবেন ॥ ৫ ॥ হে কাকুৎস্থ ! অদ্য আপনার দানে পরিতুষ্ট হইয়া আপনার পথ প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আমি আপনার সমভিব্যাহারে গমন করিব ইহাই স্থির করিয়াছি ॥ ৬ ॥ রাজা মহর্ষির সেই কাপট্যময় বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজ দেহ হইতে পরিচ্ছদ সকল উন্মোচন করিলেন এবং বৃক্ষে অশ্ব বন্ধন করিয়া বিধিপূর্ব্বক স্নান করিবার নিমিত্ত নদীর অভিমুখে গমন করিলেন। রাজন্ ! অবশ্যম্ভাবি দৈবযোগবশতঃ মুনির বাক্যে রাজা এতদূর বিমোহিত হইয়াছিলেন যে, তৎকালে তাঁহার একেবারে বশীভূত হইয়া পড়িলেন ॥ ৭—৮ ॥ ফলতঃ তিনি যথাবিধি স্নানকার্য্য সমাপনপূর্ব্বক দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিয়া বিশ্বামিত্রকে বলিলেন, স্বামিন্ ! আমি আপনাকে দান করিতেছি ॥ ৯ ॥ মহাভাগ ! গো, ভূমি, হিরণ্য, গজ, অশ্ব, রথ অথবা বাহন প্রভৃতি যাহা কিছু আপনি বাসনা করেন আমি এখনি তাহাই আপনাকে প্রদান করিব ॥ ১০ ॥ আমার অদেয় কিছুমাত্র নাই, পূর্ব্বে যখন আমি শ্রেষ্ঠতম রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম তৎকালে মুনিগণের সমক্ষে এই ব্রত অবলম্বন করিয়াছি ॥ ১১ ॥ অতএব, মুনিবর ! আপনিও এই প্রধানতম তীর্থে উপস্থিত হইয়াছেন, এক্ষণে আপনার যাহা অভিলষিত তাহা ব্যক্ত করুন, আমি আপনার বাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করিতেছি ॥ ১২ ॥

হরিশ্চন্দ্রো নৃপশ্রেষ্ঠঃ সূর্য্যবংশে মহীপতিঃ।
তাদৃশো নৃপতির্দাতা ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।
পৃথিব্যাং পরমোদারস্ত্রিশঙ্কুতনয়স্তথা ॥ ১৪ ॥
অতস্ত্বাং প্রার্থয়াম্যদ্য বিবাহো মেঽস্তি পার্থিব ! ।
পুত্রস্য চ মহাভাগ ! তদর্থং দেহি মে ধনম্ ॥ ১৫ ॥

রাজোবাচ।

বিবাহং কুরু বিপ্রেন্দ্র ! দদামি প্রার্থিতং তব।
যদিচ্ছসি ধনং কামং দাতা তস্যাস্মি নিশ্চিতম্* ॥ ১৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তঃ কৌশিকস্তেন বঞ্চনাতৎপরো মুনিঃ।
উদ্ভাব্য মায়াং গান্ধর্ব্বীং পার্থিবায়াপ্যদর্শয়ৎ ॥ ১৭ ॥
কুমারঃ সুকুমারশ্চ কন্যা চ দশবার্ষিকী।
এতয়োঃ কার্য্যমপ্যদ্য কর্ত্তব্যং নৃপসত্তম ! ॥ ১৮ ॥
রাজসূয়াধিকং পুণ্যং গৃহস্থস্য বিবাহতঃ।
ভবিষ্যতি তবাদ্যৈব বিপ্রপুত্রবিবাহতঃ ॥ ১৯ ॥

মে পুত্রস্য বিবাহোঽস্তীত্যন্বয়ঃ ॥ ১৫—২১ ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, রাজন্! আপনার কীর্ত্তি ভূতলে অধিকতর বিস্তীর্ণ, বিশেষতঃ আপনার সদৃশ দাতা ভূমণ্ডলে আর নাই ইহা আমি পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছি। বশিষ্ঠ মুনি বলিয়াছেন যে, ত্রিশঙ্কুর পুত্র সূর্য্যবংশীয় মহীপতি হরিশ্চন্দ্রই এই পৃথিবীমধ্যে নৃপতিগণের অগ্রগণ্য অদ্বিতীয় এবং উদারস্বভাব; তাদৃশ দাতা নরপতি ভূতলে আর কেহ হয় নাই এবং হইবেও না। অতএব, হে পার্থিব! আমার পুত্রের বিবাহ উপস্থিত সেই জন্য অদ্য আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনি সেই বিবাহের নিমিত্ত ধনদান করুন ॥১৩-১৫॥

রাজা বলিলেন, বিপ্রবর! আপনি বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করুন, আমি আপনার প্রার্থিত দান করিব; অধিক কি, আপনি যে ধন বাঞ্ছা করিবেন আমি তাহাই আপনাকে যথেষ্ট প্রদান করিব, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! কৌশিক মুনি তাহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র তাঁহাকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত তৎপর হইলেন এবং গান্ধর্ব্বী মায়া উদ্ভাবনপূর্ব্বক একটি সুন্দরাকৃতি কুমার এবং দশবর্ষীয়া একটি কন্যার সৃষ্টি করিলেন এবং ভূপালকে উহা প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, নৃপসত্তম! অদ্যই ইহাদিগের বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিতে

---

* দাতাস্মি বাঞ্ছিতং তব। ইতি বা পাঠঃ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা মায়য়া তস্য মোহিতঃ।
তথেতি চ প্রতিজ্ঞায় নোবাচাল্পং বচস্তথা ॥ ২০ ॥
তেন দর্শিতমার্গোঽসৌ নগরং প্রতি জগ্মিবান্।
বিশ্বামিত্রোঽপি রাজানং বঞ্চয়িত্বাশ্রমং যযৌ ॥ ২১ ॥
কৃতোদ্বাহবিধিস্তাবদ্বিশ্বামিত্রোঽব্রবীন্নৃপম্।
বেদীমধ্যে নৃপাদ্য ত্বং দেহি দানং যথেপ্সিতম্ ॥ ২২ ॥

রাজোবাচ।

কিং তেঽভীষ্টং দ্বিজ! ব্রূহি দদামি বাঞ্ছিতং কিল।
অদেয়মপি সংসারে যশঃকামোঽস্মি সাম্প্রতম্ ॥ ২৩ ॥
ব্যর্থং হি জীবিতং তস্য বিভবং প্রাপ্য যেন বৈ।
নোপার্জ্জিতং যশঃ শুদ্ধং পরলোকসুখপ্রদম্ ॥ ২৪ ॥

বেদীমধ্য ইতি। অগ্নিহোত্রশালায়াং রাজা তস্মিন্ সময়ে স্থিতঃ। তথা চ তস্মিন্ বেদীমধ্যে অগ্নিহোত্রবেদীমধ্যে দানং দেহীত্যন্বয়ঃ। অয়ং ভাবঃ। বিবাহকার্য্যার্থং যদ্ধনং ত্বয়া প্রতিশ্রুতং তৎ অথ চ বরবধ্বোঃ পোষণার্থঞ্চ যদ্বিপুলং ধনং তদ্দানং দেহি। অন্যথা ত্বৎকৃতে বিবাহে বরবধ্বোর্ভিক্ষাটনপ্রসঙ্গে তবাপকীর্ত্তিঃ স্যাদিতি ॥ ২২ ॥

রাজা তু পোষণার্থং ধনং ব্রাহ্মণোঽয়ং যৎ কিঞ্চিৎ প্রার্থয়িষ্যতি তদেতস্মৈ দেয়মিত্যভিপ্রায়েণাহ কিং তেঽভীষ্টমিতি ॥ ২৩—২৪ ॥

হইবে ॥ ১৭—১৮ ॥ মহারাজ! গৃহস্থের বিবাহ দিলে রাজসূয় যজ্ঞের অধিক ফল লাভ হইয়া থাকে, অতএব বিপ্রপুত্রের বিবাহ প্রদান করিলে অদ্যাই আপনার সেই ফল হইবে ॥ ১৯ ॥ রাজা তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়াছিলেন সুতরাং ঐ বাক্য শুনিবামাত্র তাহাই হইবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন পরন্তু তদ্বিরুদ্ধে সামান্যমাত্রও বাক্য ব্যয় করিলেন না ॥ ২০ ॥ অনন্তর, বিশ্বামিত্র পথপ্রদর্শন করিলে রাজা নগরের অভিমুখে গমন করিলেন, বিশ্বামিত্রও রাজাকে বঞ্চনা করিয়া স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান করিলেন ॥ ২১ ॥ তাহার পর নরপতি অগ্নিশালায় উপস্থিত রহিয়াছেন এমত সময়ে বিশ্বামিত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, রাজন্! বিবাহ বিধি নিষ্পন্ন হইয়াছে অতএব আপনি অদ্যাই এই বেদিমধ্যেই আমার যাহা অভিলষিত তাহা প্রদান করুন ॥ ২২ ॥

রাজা বলিলেন, দ্বিজবর! আপনার অভীষ্ট কি তাহা প্রকাশ করুন; অধুনা আমি যশের অভিলাষী সুতরাং সংসারে আমার যাহা অদেয় আপনি তাহাও যদি প্রার্থনা করেন তথাপি আমি তাহা আপনাকে অর্পণ করিব সন্দেহ নাই ॥ ২৩ ॥ যে মানব বিভবের অধিকারী হইয়াও পরলোকের সুখকর পবিত্র যশ উপার্জ্জন না করে, তাহার জীবন বিফল তাহাতে সংশয় নাই ॥ ২৪ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

রাজ্যং দেহি মহারাজ! বরায় সপরিচ্ছদম্।
গজাশ্বরথরত্নাঢ্যং বেদীমধ্যেঽতিপাবনে ॥ ২৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

মোহিতো মায়য়া তস্য শ্রুত্বা বাক্যং মুনের্নৃপঃ।
দত্তমিত্যুক্তবান্ রাজ্যমবিচার্য্য যদৃচ্ছয়া ॥ ২৬ ॥
গৃহীতমিতি তং প্রাহ বিশ্বামিত্রোঽতিনিষ্ঠুরঃ।
দক্ষিণাং দেহি রাজেন্দ্র! দানযোগ্যাং মহামতে! ॥ ২৭ ॥
দক্ষিণারহিতং দানং নিষ্ফলং মনুরব্রবীৎ।
তস্মাদ্দানফলায় ত্বং যথোক্তাং দেহি দক্ষিণাম্ ॥ ২৮ ॥
ইত্যুক্তস্তু তদা রাজা তমুবাচাতিবিস্মিতঃ।
ব্রূহি কিং যদ্ধনং তুভ্যং দেয়ং স্বামিন্! ময়াধুনা ॥ ২৯ ॥
দক্ষিণানিষ্ক্রয়ং সাধো! বদ যাবৎ প্রমাণকম্।
দানপূর্ত্ত্যৈ প্রদাস্যামি স্বস্থো ভব তপোধন! ॥ ৩০ ॥
বিশ্বামিত্রস্তু তচ্ছ্রুত্বা তমাহ মেদিনীপতিম্।
হেমভারদ্বয়ং সার্দ্ধং দক্ষিণাং দেহি সাম্প্রতম্ ॥ ৩১ ॥

ব্রাহ্মণস্তু সর্ব্বস্বহরণেচ্ছয়া বদতি রাজ্যং দেহীতি ॥ ২৫—৩০ ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, মহারাজ! আপনি এই পবিত্র বেদিমধ্যেই ছত্র চামরাদি সমন্বিত এবং হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি সমেত রত্ন পরিপূর্ণ রাজ্য এই বরকে প্রদান করুন ॥ ২৫ ॥
ব্যাস বলিলেন, রাজন্! মহারাজ হরিশ্চন্দ্র তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়াছিলেন সুতরাং মুনির বাক্য শ্রবণমাত্র বিচার না করিয়াই স্বেচ্ছানুসারে বলিলেন, মুনিবর! আপনার প্রার্থনামত আমি এই বিশাল রাজ্য প্রদান করিলাম ॥ ২৬ ॥ তখন অতীব নিষ্ঠুর বিশ্বামিত্র তাঁহাকে বলিলেন, রাজেন্দ্র! আমিও গ্রহণ করিলাম, কিন্তু মহামতে! আপনি এক্ষণে দানের উপযুক্ত দক্ষিণা প্রদান করুন ॥ ২৭ ॥ মনু বলিয়াছেন দক্ষিণাবিহীন দান নিষ্ফল অতএব আপনি দানের ফল লাভের নিমিত্ত যথাবিহিত দক্ষিণা অর্পণ করুন ॥ ২৮ ॥ রাজা তাঁহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া যার পর নাই বিস্মিত হইয়া বলিলেন, প্রভো! অধুনা আপনাকে কি পরিমাণে ধন দিতে হইবে তাহা আপনি বলুন ॥ ২৯ ॥ সাধো! যে পরিমাণে দক্ষিণার মূল্য দিতে হইবে তাহা ব্যক্ত করুন; তপোধন! আপনি ব্যস্ত হইবেন না, আমি দান পরিপূর্ণ করিবার নিমিত্ত উহা আপনাকে প্রদান করিব সন্দেহ নাই ॥ ৩০ ॥

দাস্যামীতি প্রতিশ্রুত্য তস্মৈ রাজাতিবিস্মিতঃ।
চিন্তাতুরো জগামাশু হয়মারুহ্য ভারত ! ॥ ৩২ ॥
তদৈব সৈনিকাস্তস্য বীক্ষমাণাঃ সমাগতাঃ।
দৃষ্ট্বা মহীপতিং ব্যগ্রং তুষ্টুবুস্তে মুদান্বিতাঃ ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

শ্রুত্বা তেষাং বচো রাজা নোক্ত্বা কিঞ্চিচ্ছুভাশুভম্।
চিন্তয়ন্ স্বকৃতং কর্ম্ম যযাবন্তঃপুরে ততঃ ॥ ৩৪ ॥
কিং ময়া স্বীকৃতং দানং সর্ব্বস্বং যৎ সমর্পিতম্।
বঞ্চিতোঽহং দ্বিজেনাত্র বনে পাটচ্চরৈরিব ॥ ৩৫ ॥
রাজ্যং সোপস্করং তস্মৈ ময়া সর্ব্বং প্রতিশ্রুতম্।
ভারদ্বয়ং সুবর্ণস্য সার্দ্ধঞ্চ দক্ষিণা পুনঃ ॥ ৩৬ ॥
কিং করোমি মতিভ্রষ্টা ন জ্ঞাতং কপটং মুনেঃ।
প্রতারিতোঽহং সহসা ব্রাহ্মণেন তপস্বিনা ॥ ৩৭ ॥

হেমভারদ্বয়ং সার্দ্ধমিতি। আচিতস্য দশমো ভাগো ভারস্তথা চার্দ্ধভারেণ সহিতভারদ্বয়পরিমাণং সুবর্ণদক্ষিণাং দেহীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥
রাজা দাস্যামীত্যুক্ত্বা স্বনিকটে ধনাভাবাৎ কিং ময়েদং কৃতমিত্যাতিবিস্মিত ইত্যর্থঃ॥৩২॥
তদৈব সৈনিকা ইতি। যে রাজ্ঞা সাকং বনে গতাস্তে মার্গভ্রংশাদিতস্ততো গতা ইত্যুক্তম্। তে সৈনিকা রাজানং বীক্ষ্যমাণা আগতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥
অন্তঃপুরে স্ত্র্যগারে গতঃ চিন্তাগ্রস্তঃ সন্ ॥ ৩৪ ॥
স্বকৃতমনয়ং স্মরতি কিং ময়েতি। পাটচ্চরৈস্তস্করৈঃ ॥ ৩৫—৩৭ ॥

বিশ্বামিত্র ইহা শ্রবণ করিয়া মহীপতিকে বলিলেন, সম্প্রতি সার্দ্ধ ভারদ্বয় সুবর্ণ দক্ষিণা স্বরূপ প্রদান করুন ॥ ৩১ ॥ মহারাজ ! তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র অতীব বিস্মিত হইয়া তাহাই দিব বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন এবং চিন্তিতচিত্তে অশ্বে আরোহণ করিয়া শীঘ্র গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন ॥ ৩২ ॥ এই সময় তাঁহার পথভ্রষ্ট সৈনিকগণ তাঁহাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তাহারা মহীপতিকে অবলোকন করিয়া আনন্দিত হইল এবং তাঁহাকে চিন্তাতুর দর্শন করিয়া ব্যগ্রভাবে তাঁহার স্তব করিতে লাগিল ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র ভাল বা মন্দ কিছুই বলিলেন না, পরন্তু স্বকৃত কার্য্যের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৪ ॥ হায় ! আমি কি দান করিতে স্বীকৃত হইলাম ? এখন যে সর্ব্বস্বই সমর্পণ করিলাম, বনমধ্যে চৌরের ন্যায় এই দ্বিজের নিকট আমি এই বিষয়ে বঞ্চিত হইলাম !! ॥৩৫॥ সপরিচ্ছদ সমস্ত রাজ্য তাঁহাকে দান করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছি আবার তাহার দক্ষিণা

ন জানে দৈবকার্য্যং বৈ হা দৈব! কিং ভবিষ্যতি।
ইতি চিন্তাপরো রাজা গৃহং প্রাপাতিবিহ্বলঃ ॥ ৩৮ ॥
পতিং চিন্তাপরং দৃষ্ট্বা রাজ্ঞী পপ্রচ্ছ কারণম্।
কিং প্রভো! বিমনা ভাসি কা চিন্তা ব্রূহি সাম্প্রতম্ ॥ ৩৯ ॥
বনাৎ পুত্রঃ সমায়াতো রাজসূয়ঃ কৃতঃ পুরা।
কস্মাচ্ছোচসি রাজেন্দ্র! শোকস্য কারণং বদ ॥ ৪০ ॥
নারাতির্বিদ্যতে ক্বাপি বলবান্ দুর্ব্বলোঽপি বা।
বরুণোঽপি সুসন্তুষ্টঃ কৃতকৃত্যোঽসি ভূতলে ॥ ৪১ ॥
চিন্তয়া ক্ষীয়তে দেহো নাস্তি চিন্তাসমা মৃতিঃ।
ত্যজ্যতাং নৃপশার্দ্দূল! স্বস্থো ভব বিচক্ষণ! ॥ ৪২ ॥
তন্নিশম্য প্রিয়াবাক্যং প্রীতিপূর্ব্বং নরাধিপঃ।
প্রোবাচ কিঞ্চিচ্চিন্তায়াঃ কারণঞ্চ শুভাশুভম্ ॥ ৪৩ ॥
ভোজনং ন চকারাসৌ চিন্তাবিষ্টস্তথা নৃপঃ।
সুপ্তাপি শয়নে শুভ্রে লেভে নিদ্রাং ন ভূমিপঃ ॥ ৪৪ ॥

গৃহং স্ত্রীপুরম্ ॥ ৩৮-–৪২ ॥
শুভাশুভং যথা কথঞ্চিদিত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৪৪

স্বরূপ সার্দ্ধভার দ্বয় সুবর্ণও দিতে হইবে ॥ ৩৬ ॥ কি করিব, আমার বুদ্ধি ভ্রংশ হইয়াছিল তজ্জন্য আমি মুনির কপটতা জানিতে পারি নাই, তাহাতেই এই তপস্বী ব্রাহ্মণের নিকট প্রতারিত হইলাম ॥ ৩৭ ॥ দৈবের কার্য্য বিদিত হইবার সাধ্য নাই, হা দৈব! এখন আমার কি হইবে? অতীব বিহ্বল হইয়া এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে রাজা অন্তঃপুরের গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥৩৮॥ তখন রাজ্ঞী স্বামীকে চিন্তায় নিমগ্ন দেখিয়া তাঁহাকে চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন, প্রভো! আপনি বিমনা হইয়াছেন কেন? সম্প্রতি আপনার চিন্তার বিষয় কি তাহা বলুন ॥ ৩৯ ॥ রাজেন্দ্র! পুত্র বন হইতে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে, পূর্ব্বে রাজসূয় যজ্ঞও সম্পন্ন করিয়াছেন, অতএব কি কারণে শোক করিতেছেন? আপনি সেই শোকের কারণ ব্যক্ত করুন ॥ ৪০ ॥ আপনার বলবান্ বা দুর্ব্বল কোন শত্রুই কুত্রাপি বিদ্যমান নাই, কেবল বরুণ আপনার প্রতি কুপিত ছিলেন, তিনিও এক্ষণে বিশেষরূপে সন্তুষ্ট হইয়াছেন সুতরাং ভূতলে আপনার কার্য্যের অবশিষ্ট কিছুই নাই ॥ ৪১ ॥ নৃপবর! চিন্তায় দিন দিন দেহ ক্ষীণ হয় সুতরাং চিন্তাসদৃশ মৃত্যুর কারণ আর কিছুই নাই, আপনি বিচক্ষণ অতএব চিন্তা ত্যাগ করিয়া সুস্থ হউন ॥ ৪২ ॥

প্রিয়তমা প্রীতিসহকারে ঈদৃশ বাক্য বলিলে নরপতি তাহা শ্রবণ করিয়া শুভাশুভ চিন্তার কারণ তাঁহাকে যথাকথঞ্চিৎরূপে বলিলেন ॥ ৪৩ ॥ কিন্তু সেই মহারাজ হরিশ্চন্দ্র চিন্তায়

প্রাতরুত্থায় চিন্তার্ত্তো যাবৎ সন্ধ্যাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
করোতি নৃপতিস্তাবদ্বিশ্বামিত্রঃ সমাগতঃ ॥ ৪৫ ॥
ক্ষত্ত্রা নিবেদিতো রাজ্ঞে মুনিঃ সর্ব্বস্বহারকঃ।
আগত্যোবাচ রাজানং প্রণমন্তং পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৬ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

রাজংস্ত্যজ স্বরাজ্যং মে দেহি বাচা প্রতিশ্রুতম্।
সুবর্ণং স্পৃশ রাজেন্দ্র! সত্যবাগ্ ভব সাম্প্রতম্ ॥ ৪৭ ॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

স্বামিন্! রাজ্যং তবেদং মে ময়া দত্তং কিলাধুনা।
ত্যক্ত্বান্যত্র গমিষ্যামি মা চিন্তাং কুরু কৌশিক! ॥ ৪৮ ॥
সর্ব্বস্বং মম তে ব্রহ্মন্! গৃহীতং বিধিবদ্বিভো!।
সুবর্ণদক্ষিণাং দাতুমশক্তো হ্যধুনা দ্বিজ! ॥ ৪৯ ॥
দানং দদামি তে তাবদ্ যাবন্মে স্যাদ্ধনাগমঃ।
পুনশ্চেৎ কালযোগেন তদা দাস্যামি দক্ষিণাম্ ॥ ৫০ ॥

বিশ্বামিত্রো ব্রাহ্মণবেশেন সমাগত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥
সুবর্ণং স্পৃশ দক্ষিণাত্বেন প্রতিজ্ঞাতং দেহীত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৪৯ ॥
দানং দদামি রাজ্যদানমধুনা দদামি দক্ষিণাস্তু ধনপ্রাপ্ত্যুত্তরং কালান্তরে দাস্যামীত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

নিমগ্ন হইয়া ভোজন করিতে পারিলেন না এবং শুভ্র শয্যাতলে শয়ন করিয়াও নিদ্রা লাভ করিতে পারিলেন না ॥ ৪৪ ॥ পরে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া চিন্তিতচিত্তে যখন সন্ধ্যাদি কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন এমত সময়ে বিশ্বামিত্র সেই স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৫ ॥ দ্বারী মুনির আগমন বার্ত্তা নিবেদন করিলে রাজা তাঁহাকে প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন; অনন্তর সেই সর্ব্বস্বহারক বিশ্বামিত্র তৎসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া পুনঃপুনঃ প্রণাম-পরায়ণ রাজাকে বলিলেন, রাজন্! আপনি স্বীয় রাজ্য পরিত্যাগ করুন এবং আমাকে যে সুবর্ণ দক্ষিণা দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা প্রদান করিয়া এক্ষণে যথার্থই সত্যবাদী হউন ॥ ৪৬—৪৭ ॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, প্রভো! আমি আপনাকে আমার এই বিশাল রাজ্য প্রদান করিয়াছি সুতরাং মদীয় রাজ্য আপনার হইয়াছে, অতএব আমি এই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোনও স্থানে গমন করিতেছি; কৌশিক! আপনি এ বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না ॥ ৪৮ ॥ ব্রহ্মন্! আপনি বিধি অনুসারে আমার সর্ব্বস্বই গ্রহণ করিলেন সুতরাং

ইত্যুক্ত্বা নৃপতিঃ প্রাহ পুত্রং ভার্য্যাঞ্চ মাধবীম্।
রাজ্যমস্মৈ প্রদত্তং বৈ ময়া বেদ্যাং সুবিস্তরম্ ॥ ৫১ ॥
হস্ত্যশ্বরথসংযুক্তং রত্নহেমসমন্বিতম্।
ত্যক্ত্বা ত্রীণি শরীরাণি সর্ব্বং চাস্মৈ সমর্পিতম্ ॥ ৫২ ॥
ত্যক্ত্বাযোধ্যাং গমিষ্যামি কুত্রচিদ্বনগহ্বরে।
গৃহ্নাত্বিদং মুনিঃ সম্যগ্রাজ্যং সর্ব্বসমৃদ্ধিমৎ ॥ ৫৩ ॥
ইত্যাভাষ্য সুতং ভার্য্যাং হরিশ্চন্দ্রঃ স্বমন্দিরাৎ।
বিনির্গতঃ সুধর্ম্মাত্মা মানয়ংস্তং দ্বিজোত্তমম্ ॥ ৫৪ ॥
ব্রজন্তং ভূপতিং বীক্ষ্য ভার্য্যাপুত্রাবুভাবপি।
চিন্তাতুরৌ সুদীনাস্যৌ জগ্মতুঃ পৃষ্ঠতস্তদা ॥ ৫৫ ॥
হাহাকারো মহানাসীন্নগরে বীক্ষ্য তাংস্তথা।
চুক্রুশুঃ প্রাণিনঃ সর্ব্বে সাকেতপুরবাসিনঃ ॥ ৫৬ ॥
হা রাজন্! কিং কৃতং কর্ম্ম কুতঃ ক্লেশঃ সমাগতঃ।
বঞ্চিতোঽসি মহারাজ! বিধিনাপণ্ডিতেন হ ॥ ৫৭ ॥

(ত্যক্ত্বেতি। পুত্রভার্য্যাত্মশরীরাভিপ্রায়েণাহ ত্রীণীতি ॥ ৫২—৫৫ ॥
চুক্রুশুরিতি। প্রাণিন ইতি শব্দাৎ পশুপক্ষ্যাদীনাং ক্রোশনমপি বোদ্ধব্যম্ ॥ ৫৬—৬১

আমি এক্ষণে দক্ষিণা দিতে নিতান্ত অক্ষম ॥ ৪৯ ॥ যদি কালসহকারে পুনরায় আমার ধনাগম হয় তবে তৎক্ষণাৎ আপনাকে দক্ষিণা প্রদান করিব ॥ ৫০ ॥ নরপতি হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে এই কথা বলিয়া শৈব্যা নাম্নী ভার্য্যা এবং পুত্র রোহিতকে বলিলেন, আমি অগ্নিহোত্রশালায় এই সুবিস্তীর্ণ রাজ্য ইঁহাকে দান করিয়াছি ॥ ৫১ ॥ হস্তী, অশ্ব, রথ, স্বর্ণ ও রত্নরাজীর সহিত সমস্ত রাজ্যই প্রদান করিয়াছি ; অধিক কি, আমাদিগের তিন জনের শরীর ব্যতীত সমস্তই ইঁহাকে সমর্পণ করিয়াছি ॥ ৫২ ॥ এই মহর্ষিবর সর্ব্বসমৃদ্ধি-সম্পন্ন এই রাজ্য সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করুন, আমরা অযোধ্যা ত্যাগ করিয়া কোনও বনে বা গিরিগহ্বরে গমন করিব ॥ ৫৩ ॥ অতীব ধর্ম্মিষ্ঠ হরিশ্চন্দ্র ভার্য্যা পুত্রকে এই কথা বলিয়া এবং সেই দ্বিজবরকে সম্মানপ্রদর্শন করিয়া স্বীয় আলয় হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৫৪ ॥ তখন ভূপতিকে গমন করিতে দেখিয়া তদীয় ভার্য্যা এবং পুত্র চিন্তায় কাতর হইয়া অতীব মলিনবদনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥ অযোধ্যাবাসী সমস্ত প্রাণীই তাঁহাদিগকে অবলোকন করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল, তৎকালে নগরমধ্যে কেবল ঘোরতর হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল ॥ ৫৬ ॥ হা রাজন্! আপনি কি কার্য্য করিলেন? কোথা হইতে আপনার এই ক্লেশ উপস্থিত হইল? মহারাজ! অবিবেচক

সর্ব্বে বর্ণাস্তদা দুঃখমাপ্নুয়ুস্তং মহীপতিম্।
বিলোক্য ভার্য্যয়া সার্দ্ধং পুত্রেণ চ মহাত্মনা ॥ ৫৮ ॥
নিনিন্দুর্ব্রাহ্মণং তস্তু দুরাচারং পুরৌকসঃ।
ধূর্ত্তোঽয়মিতি ভাষন্তো দুঃখার্ত্তা ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥ ৫৯ ॥
নির্গত্য নগরাত্তস্মাদ্বিশ্বামিত্রঃ ক্ষিতীশ্বরম্।
গচ্ছন্তং তমুবাচেদং সমেত্য নিষ্ঠুরং বচঃ ॥ ৬০ ॥
দক্ষিণায়াঃ সুবর্ণং মে দত্ত্বা গচ্ছ নরাধিপ!।
নাহং দাস্যামি বা ব্রূহি ময়া ত্যক্তং সুবর্ণকম্ ॥ ৬১ ॥
রাজ্যং গৃহাণ বা সর্ব্বং লোভশ্চেদ্ধৃদি বর্ত্ততে।
দত্তং চেন্মন্যসে রাজন্! দেহি যত্তৎ প্রতিশ্রুতম্ ॥ ৬২ ॥
এবং ব্রুবন্তং গাধেয়ং হরিশ্চন্দ্রো মহীপতিঃ।
প্রণিপত্য সুদীনাত্মা কৃতাঞ্জলিপুটোঽব্রবীৎ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্ররাজ্যাহরণং নাম উনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

দত্তমিতি। প্রতিশ্রুতদানমন্তরেণ দানং ন সফলমিতি ভাবঃ ॥ ৬২—৬৩ ॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে উনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

বিধি আপনাকে বঞ্চনা করিয়াছেন সন্দেহ নাই ॥ ৫৭ ॥ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণই সেই মহীপতিকে ভার্য্যা এবং মহানুভব পুত্রের সহিত গমন করিতে দেখিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল ॥ ৫৮ ॥ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমস্ত পুরবাসিগণ দুঃখার্ত্ত হইয়া এই ব্যক্তি ধূর্ত্ত ইত্যাদি কটু বাক্য বলিয়া সেই দুরাচার ব্রাহ্মণকে নিন্দা করিতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥ ক্ষিতিপতি সেই নগর হইতে নির্গত হইয়া গমন করিতেছেন এমত সময়ে বিশ্বামিত্র তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিষ্ঠুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ নরনাথ! দক্ষিণার সুবর্ণ প্রদান করিয়া গমন করুন অথবা দিতে পারিব না এই কথা বলুন তাহা হইলেই আমি দক্ষিণার সুবর্ণ পরিত্যাগ করিতেছি ॥ ৬১ ॥ অথবা যদি আপনার অন্তঃকরণে লোভ বিদ্যমান থাকে তবে সমস্ত রাজ্যই গ্রহণ করুন; রাজন্! আপনি যদি যথার্থই দান করিয়াছেন ইহা মনে করেন তাহা হইলে আপনি যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছেন তাহা প্রদান করুন ॥ ৬২ ॥ গাধিনন্দন এই প্রকার বলিতেছেন এমন সময়ে মহীপতি হরিশ্চন্দ্র অতীব দীনভাবে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৬৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যহরণ নামক উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

অদত্ত্বা তে হিরণ্যং বৈ ন করিষ্যামি ভোজনম্।
প্রতিজ্ঞা মে মুনিশ্রেষ্ঠ! বিষাদং ত্যজ সুব্রত!॥ ১॥
সূর্য্যবংশসমুদ্ভূতঃ ক্ষত্রিয়োঽহং মহীপতিঃ।
রাজসূয়স্য যজ্ঞস্য কর্ত্তা বাঞ্ছিতদো নৃষু॥ ২॥
কথং করোমি নাকারং স্বামিন্! দত্ত্বা যদৃচ্ছয়া।
অবশ্যমেব দাতব্যমৃণং মে দ্বিজসত্তম!॥ ৩॥
স্বস্থো ভব প্রদাস্যামি সুবর্ণং মনসেপ্সিতম্।
কঞ্চিৎ কালং প্রতীক্ষস্ব যাবৎ প্রাপ্স্যাম্যহং ধনম্॥ ৪

বিশ্বামিত্র উবাচ।

কুতস্তে ভবিতা রাজন্! ধনপ্রাপ্তিরতঃপরম্।
গতং রাজ্যং তথা কোশো বলঞ্চৈবার্থসাধনম্॥ ৫॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ পঞ্চচত্বারিংশচ্ছ্লোকৈরতঃপরম্।
দক্ষিণাদানযত্নশ্চ রাজ্ঞা কৃত ইতীর্য্যতে॥

রাজা বিশ্বামিত্রব্রাহ্মণং প্রতি কিমুক্তবান্ তদাহ অদত্ত্বেতি। ন করিষ্যামি ভোজনমিতি। অন্নং ত্যক্ত্বা ফলাহারাদিনা কালং নেষ্যামীত্যর্থঃ॥ ১—৩॥

কঞ্চিৎ কালমিতি। মাসপরিমিতং কালমিত্যর্থঃ। অগ্রে মাসসমাপ্তাবেব ব্রাহ্মণস্যাগমনাৎ॥ ৪—৭॥

হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, মুনিবর! আপনার দক্ষিণার সুবর্ণ না দিয়া আমি ভোজন করিব না, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা জানিবেন; অতএব হে সুব্রত! আপনি দক্ষিণার জন্য বিষাদ পরিত্যাগ করুন॥ ১॥ আমি সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় মহীপতি, বিশেষতঃ যদবধি রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছি, তদবধি মনুষ্যগণ আমার নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে আমি তাহাকে তাহাই প্রদান করিয়া থাকি; অতএব প্রভো! আমি স্বীয় ইচ্ছানুসারে দান করিয়া তাহার দক্ষিণা দিব না ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? দ্বিজসত্তম! আমি অবশ্যই ঋণ পরিশোধ করিব॥ ২—৩॥ আপনার বাসনানুরূপ সুবর্ণ আমি অবশ্যই অর্পণ করিব অতএব আপনি সুস্থির হউন; কিন্তু আপনি একমাস কাল প্রতীক্ষা করুন তাহা হইলেই আমি ধন প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে প্রদান করিতে পারিব॥ ৪॥

বৃথাশা তে মহীপাল ! ধনার্থে কিং করোম্যহম্ ।
নির্দ্ধনং ত্বাঞ্চ লোভেন পীড়য়ামি কথং নৃপ ! ॥ ৬ ॥
তস্মাৎ কথয় ভূপাল ! ন দাস্যামীতি সাম্প্রতম্ ।
ত্যক্ত্বাশাং মহতীং কামং গচ্ছাম্যহমতঃপরম্ ॥ ৭ ॥
যথেষ্টং ব্রজ রাজেন্দ্র ! ভার্য্যাপুত্রসমন্বিতঃ ।
সুবর্ণং নাস্তি কিং তুভ্যং দদামীতি বদাধুনা ॥ ৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

গচ্ছন্ বাক্যমিদং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণস্য চ ভূপতিঃ ।
প্রত্যুবাচ মুনিং ব্রহ্মন্ ! ধৈর্য্যং কুরু দদাম্যহম্ ॥ ৯ ॥
মম দেহোঽস্তি ভার্য্যায়াঃ পুত্রস্য চ হ্যনাময়ঃ ।
ক্রীত্বা দেহস্তু তং নূনমৃণং দাস্যামি তে দ্বিজ ! ॥ ১০ ॥
গ্রাহকং পশ্য বিপ্রেন্দ্র ! বারাণস্যাং পুরি প্রভো ! ।
দাসভাবং গমিষ্যামি সদারোঽহং সপুত্রকঃ ॥ ১১ ॥

বদাধুনেতি। এবং রাজ্ঞোক্তে মিথ্যাবাদী রাজা জাত ইতি বশিষ্ঠং জেষ্যামীতি ব্রাহ্মণাভিপ্রায়ঃ ॥ ৮—১০ ॥

গ্রাহকমিতি। অস্যামযোধ্যায়াং যদি কশ্চিদ্গ্রাহকঃ স্যাত্তর্হি তং পশ্য নোচেদহং বারাণস্যাং গত্বা সর্ব্বান্ মৌল্যেন দত্ত্বা দাসভাবং গমিষ্যামি তদা ত্বং কাঞ্চনং গৃহাণাথচ সন্তুষ্টো ভবেতি পিণ্ডিতোঽর্থঃ ॥ ১১ ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, রাজন্ ! রাজ্য, কোষ এবং বল ইহা দ্বারাই অর্থের সমাগম হইয়া থাকে, আপনার সে সমস্তই গিয়াছে, অতএব ইহার পর আর আপনার ধনপ্রাপ্তি কোথা হইতে হইবে ? ॥ ৫ ॥ মহীপাল ! ধনের নিমিত্ত আপনার আশা করা বৃথা ; এক্ষণে আমিই বা কি করি ? আপনি নির্ধন অতএব আমি লোভপরতন্ত্র হইয়া আপনাকে কি প্রকারে পীড়ন করি ? ॥ ৬ ॥ ভূপাল ! আপনি "ধন দিতে পারিব না" এই কথাই বলুন, তাহা হইলেই আমি এই মহতী আশা পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছ গমন করি ॥ ৭ ॥ আর আপনিও "আমার কিছুই সুবর্ণ নাই তবে আমি আপনাকে এক্ষণে কি দিব" এই কথা বলিয়া ভার্য্যা ও পুত্র সমভিব্যাহারে যথেচ্ছ গমন করুন ॥ ৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! ভূপতি গমনকালে মুনিবর বিশ্বামিত্রের এই বাক্য শুনিয়া বলিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনি ধৈর্য্য অবলম্বন করুন আমি আপনাকে দক্ষিণার সুবর্ণ প্রদান করিব তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥ দ্বিজবর ! ভার্য্যার পুত্রের এবং আমার এই তিন জনেরই নীরোগ দেহ বিদ্যমান আছে, সুতরাং ইহা বিক্রয় করিয়া অবশ্যই আপনার ঋণ পরিশোধ করিব ॥ ১০ ॥ বিভো ! এই বারাণসীপুরীতে কোনও গ্রাহক বিদ্যমান আছে কি না তাহার

গৃহাণ কাঞ্চনং পূর্ণং সার্দ্ধভারদ্বয়ং মুনে!।
মৌল্যেন দত্ত্বা সর্ব্বান্নঃ সন্তুষ্টো ভব ভূধর! ॥ ১২ ॥
ইতি ব্রুবন্ জগামাথ সহ পত্ন্যা সুতান্বিতঃ।
উময়া কান্তয়া সার্দ্ধং যত্রাস্তে শঙ্করঃ স্বয়ম্ ॥ ১৩ ॥
তাং দৃষ্ট্বা চ পুরীং রম্যাং মনসো হ্লাদকারিণীম্।
উবাচ স কৃতার্থোঽস্মি পুরীং পশ্যন্ সুবর্চ্চসম্ ॥ ১৪ ॥
ততো ভাগীরথীং প্রাপ্য স্নাত্বা দেবাদিতর্পণম্।
দেবার্চ্চনঞ্চ নির্ব্বর্ত্ত্য কৃতবান্ দিগ্বিলোকনম্ ॥ ১৫ ॥
প্রবিশ্য বসুধাপালো দিব্যাং বারাণসীং পুরীম্।
নৈষা মনুষ্যভুক্তেতি শূলপাণেঃ পরিগ্রহঃ ॥ ১৬ ॥
জগাম পদ্ভ্যাং দুঃখার্ত্তঃ সহ পত্ন্যা সমাকুলঃ।
পুরীং প্রবিশ্য স নৃপো বিশ্বাসমকরোত্তদা ॥ ১৭ ॥

ভূধরেতি ব্রাহ্মণসম্বোধনম্ ॥ ১২ ॥
উময়া পরাশক্ত্যা সহিতো যত্র কাশ্যাং শঙ্করস্তিষ্ঠতি তস্যাং কাশ্যাং জগামেত্যর্থঃ ॥১৩-১৪॥
দিগ্বিলোকনং কেন মার্গেণ গন্তব্যমিতি সমন্তাদবলোকিতবানিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥
নৈষা মনুষ্যভুক্তেতি। যদীয়ং পুরী মনুষ্যেণ ভুক্তা পালিতা স্যাত্তদা মামকিঞ্চিৎকরং মৌল্যং দত্ত্বা কোঽপি ন গ্রহীষ্যতি পরন্তু তথা ন কিন্তু শূলপাণেঃ সর্ব্বেশ্বরস্য শিবস্য পরিগ্রহোঽস্তি তেন পালিতাস্তি ততঃ সর্ব্বেশ্বরঃ শিবো মামকিঞ্চিৎকরমপি মৌল্যং দত্ত্বা গ্রহীষ্যতীত্যভিপ্রায়েণ কাশ্যাং জগামেতি ভাবঃ ॥ ১৬—২০ ॥

অনুসন্ধান করুন, আমি এই স্থানে ভার্য্যা এবং পুত্রের সহিত দাসত্ব স্বীকার করিব ॥ ১১ ॥ মুনে! আপনি আমাদিগের সকলকেই বিক্রয় করিয়া সেই মূল্য দ্বারা সার্দ্ধ ভারদ্বয় সুবর্ণ গ্রহণ করতঃ আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥১২॥ রাজা এই কথা বলিয়াই যে স্থানে শঙ্কর প্রিয়তমা উমার সহিত স্বয়ং অবস্থিতি করিতেছেন, সেই বারাণসীপুরীতে ভার্য্যা ও পুত্র সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৩ ॥ যে পুরী দর্শন করিলে চিত্তের আনন্দবর্দ্ধন হয় সেই রমণীয়া বারাণসী নগরী অবলোকন করিয়া রাজা বলিলেন, আজ আমি কৃতার্থ হইলাম ॥ ১৪ ॥ অবশেষে ভাগীরথী-তীরে গমন করিয়া সেই স্থানে স্নান করিলেন, পরে দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ এবং অভীষ্ট দেবতার পূজা সম্পাদন করিয়া গন্তব্য পথ দর্শন-লালসায় চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ ভূপাল রমণীয়া বারাণসীপুরীতে প্রবিষ্ট হইয়া মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, এই পুরী মনুষ্যের পালিত নহে স্বয়ং শূলপাণি ইহা পালন করিতেছেন অতএব ইহাতে বাস করিলে আমার প্রদত্ত রাজ্যে বাস করা হইবে না ॥ ১৬ ॥ তখন নরপতি দুঃখাতিশয্যবশতঃ কাতর এবং যার পর নাই

দদৃশেঽথ মুনিশ্রেষ্ঠং ব্রাহ্মণং দক্ষিণার্থিনম্ ।
তং দৃষ্ট্বা সমনুপ্রাপ্তং বিনয়াবনতোঽভবৎ ॥ ১৮ ॥
প্রাহ চৈবাঞ্জলিং কৃত্বা হরিশ্চন্দ্রো মহামুনিম্ ।
ইমে প্রাণাঃ সুতশ্চায়ং প্রিয়া পত্নী মুনে ! মম ॥ ১৯ ॥
যেন তে কৃতমস্ত্যাশু গৃহাণাদ্য দ্বিজোত্তম ! ।
যচ্চান্যৎ কার্য্যমস্মাভিস্তন্মমাখ্যাতুমর্হসি ॥ ২০ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

পূর্ণঃ স মাসো ভদ্রং তে দীয়তাং মম দক্ষিণা ।
পূর্ব্বং তস্য নিমিত্তং হি স্মর্য্যতে স্ববচো যদি ॥ ২১ ॥

রাজোবাচ ।

ব্রহ্মন্নাদ্যাপি সম্পূর্ণো মাসো জ্ঞানতপোবল ! ।
তিষ্ঠত্যেকদিনার্দ্ধং যত্তৎ প্রতীক্ষস্ব নাপরম্ ॥২২॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

এবমস্তু মহারাজ ! আগমিষ্যাম্যহং পুনঃ ।
শাপং তব প্রদাস্যামি ন চেদদ্য প্রযচ্ছসি ॥ ২৩ ॥

পূর্ণঃ স মাস ইতি । যত্ত্বয়া দক্ষিণাদানে প্রতিজ্ঞাতো মাসো মাসান্তে দক্ষিণাং দাস্যামীতি স মাসঃ পূর্ণ ইত্যর্থঃ । তস্য নিমিত্তং মাসান্তে দক্ষিণাং দাস্যামীতি প্রতিজ্ঞারূপম্ ॥ ২১—২৪ ॥

ব্যাকুলিত হইয়া পত্নী ও পুত্র সমভিব্যাহারে পদব্রজে বারাণসীপুরীতে গমন করিলেন এবং নগরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলেন ॥ ১৭ ॥ এই সময়ে তিনি সেই দক্ষিণার্থী মুনিবরকে অবলোকন করিলেন এবং তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন ; মুনিবর ! এই আমার প্রিয়তমা ভার্য্যা এবং এই আমার পুত্র আর এই আমার জীবন বিদ্যমান রহিয়াছে ; দ্বিজবর ! ইহার মধ্যে যাহা দ্বারা আপনার কার্য্য সম্পন্ন হইবে তাহাকেই গ্রহণ করুন অথবা অন্য যে কোন কার্য্য আমাদিগকে করিতে হইবে তাহা আমাকে বলুন ॥ ১৮—২০ ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, আপনি মাসান্তে দক্ষিণা দিব বলিয়া পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, কিন্তু সেই একমাস অদ্য পূর্ণ হইয়াছে যদি আপনার বাক্য স্মরণ হয়, তবে আমাকে দক্ষিণা প্রদান করুন ॥ ২১ ॥

রাজা বলিলেন, ব্রহ্মন্ ! আপনি জ্ঞানবান্ এবং তপোবলসম্পন্ন সুতরাং আপনার বাক্যে আমার দ্বিরুক্তি করা উচিত নহে, কিন্তু অদ্যাপি মাস পূর্ণ হয় নাই, অর্দ্ধ দিবস মাত্র অবশিষ্ট আছে, আপনি তাহাই প্রতীক্ষা করুন, আর কাল বিলম্ব করিতে হইবে না ॥২২॥

ইত্যুক্ত্বাথ যযৌ বিপ্রো রাজা চাচিন্তয়ত্তদা।
কথমস্মৈ প্রযচ্ছামি দক্ষিণা যা প্রতিশ্রুতা ॥ ২৪ ॥
কুতঃ পুষ্টানি মিত্রাণি কুত্রার্থঃ সাম্প্রতং মম।
প্রতিগ্রহঃ প্রদুষ্টো মে তত্র যাচ্ঞা কথং ভবেৎ ॥ ২৫ ॥
রাজ্ঞাং বৃত্তিত্রয়ং প্রোক্তং ধর্ম্মশাস্ত্রেষু নিশ্চিতম্।
যদি প্রাণান্ বিমুঞ্চামি হ্যপ্রদায় চ দক্ষিণাম্ ॥ ২৬ ॥
ব্রহ্মস্বহা কৃমিঃ পাপো ভবিষ্যাম্যধমাধমঃ।
অথবা প্রেততাং যাস্যে বর এবাত্মবিক্রয়ঃ ॥ ২৭ ॥

সূত উবাচ।

রাজানং ব্যাকুলং দীনং চিন্তয়ানমধোমুখম্।
প্রত্যুবাচ তদা পত্নী বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ॥ ২৮ ॥

কুতঃ পুষ্টানি মিত্রাণীতি। যেভ্যো ধনং গৃহীত্বাস্মৈ ব্রাহ্মণায় দক্ষিণাং দাস্যামি তাদৃশানি পুষ্টানি সম্পন্নানি মম মিত্রাণি অত্র কাশ্যাং কুতঃ সন্তি নৈব সন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

প্রতিগ্রহঃ কুতো দুষ্টস্তদাহ রাজ্ঞাং বৃত্তিত্রয়মিতি। দানাধ্যয়নযজনরূপং ন তু তত্র প্রতিগ্রহোঽস্তি তস্মাদিত্যর্থঃ। নহু দ্রব্যাভাবে তপৈব স্বীয়তাং যন্মুনিঃ করিষ্যতি তৎ করোত্বিতি চেত্তত্রৈবাবস্থানে যদি প্রাণান্ বিমুঞ্চামি মম মরণং স্যাত্তদা ব্রহ্মস্বহরণাৎ পাপাৎ কৃমির্ভবিষ্যাম্যথবা প্রেততাং পিশাচত্বং যাস্যামি তদপেক্ষয়াত্মবিক্রয়ঃ কর্ত্তব্য ইদমেব বরমিত্যাহ যদি প্রাণানিতি ॥ ২৬—২৯ ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, মহারাজ! তাহাই হইবে, আমি পুনরায় আসিব, যদি তখন দক্ষিণার সুবর্ণ প্রদান না করেন তাহা হইলে আমি আপনাকে অভিশাপ প্রদান করিব ॥ ২৩ ॥ বিশ্বামিত্র এই বলিয়া প্রস্থান করিলে রাজাও তখন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, দক্ষিণার বিষয়ে যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছি তাহা ইহাঁকে কি প্রকারে প্রদান করিব ॥ ২৪ ॥ এই কাশীতে আমার সম্পন্ন মিত্রবর্গ নাই যে তাহাদের নিকট হইতে ধন সংগ্রহ করিব তবে সম্প্রতি অর্থ কোথায় পাই। আমি ক্ষত্রিয়, আমাদিগের প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ অতএব তাহাই বা কি প্রকারে করিতে পারি? ॥ ২৫ ॥ ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে যজন, অধ্যয়ন ও দান এই তিন বৃত্তিই রাজাদিগের বিহিত। আর যদি ব্রাহ্মণের দক্ষিণা না দিয়া প্রাণত্যাগ করি, তাহা হইলে ব্রহ্মস্বহরণ-নিবন্ধন পাপী হইয়া কৃমি হইব অথবা নীচতম হইয়া প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইব, অতএব ইহা অপেক্ষা আত্ম-বিক্রয় করাই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর সন্দেহ নাই ॥২৬-২৭॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! রাজা ব্যাকুল হইয়া দীনভাবে অধোমুখে চিন্তা করিতেছেন দেখিয়া তাহার পত্নী বাষ্পগদ্গদস্বরে তাঁহাকে বলিলেন; মহারাজ! আপনি চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সত্যরূপ স্বীয় ধর্ম্ম পালন করুন। কারণ, যে মানব সত্যধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত

ত্যজ চিন্তাং মহারাজ ! স্বধর্ম্মমনুপালয় ।
প্রেতবদ্বর্জ্জনীয়ো হি নরঃ সত্যবহিষ্কৃতঃ ॥ ২৯ ॥
নাতঃপরতরং ধর্ম্মং বদন্তি পুরুষস্য চ ।
যাদৃশং পুরুষব্যাঘ্র ! স্বসত্যস্যানুপালনম্ ॥ ৩০ ॥
অগ্নিহোত্রমধীতঞ্চ দানাদ্যাঃ সকলাঃ ক্রিয়াঃ ।
ভবন্তি তস্য বৈফল্যং বাক্যং যস্যানৃতং ভবেৎ ॥ ৩১ ॥
সত্যমত্যন্তমুদিতং ধর্ম্মশাস্ত্রেষু ধীমতাম্ ।
তারণায়ানৃতং তদ্বৎ পাতনায়াকৃতাত্মনাম্ ॥ ৩২ ॥
শতাশ্বমেধানাহৃত্য রাজসূয়ঞ্চ পার্থিবঃ ।
কৃত্বা রাজা সকৃৎ স্বর্গাদসত্যবচনাচ্চ্যুতঃ* ॥ ৩৩ ॥

রাজোবাচ ।

বংশবৃদ্ধিকরশ্চায়ং পুত্রস্তিষ্ঠতি বালকঃ ।
উচ্যতাং বক্তুকামাসি যদ্বাক্যং গজগামিনি ! ॥ ৩৪ ॥

নাতঃপরতরমিতি । অশ্বমেধসহস্রাচ্চ সত্যমেকং বিশিষ্যত ইতি স্মৃতেঃ ॥ ৩০—৩১ ॥
সত্যং পালনায়ানৃতং পাতনায় নরকপাতনায়েত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥
শতাশ্বমেধানিতি । পার্থিবো যযাতির্নৃপঃ সকৃদসত্যবচনাদসত্যভাষণাৎ স্বর্গাচ্চ্যুতঃ পতিত ইত্যন্বয়ঃ । ইয়ং কথা পুরাণেষু প্রসিদ্ধা ॥ ৩৩ ॥
বংশবৃদ্ধিকরশ্চায়মিতি । যত্ত্বং মাং বোধয়সি দক্ষিণা দেয়েতি তত্র মদীয়ত্বেন প্রাণিদ্বয়মেবাবশিষ্টং পুত্রো ভার্য্যা চেতি । তত্র পুত্রো বংশবৃদ্ধিকরত্বান্ন দেয় ইতি শাস্ত্রাজ্ঞাস্তি

হয়েন, তিনি প্রেতের ন্যায় বর্জ্জনীয় ॥২৮-২৯॥ পুরুষশ্রেষ্ঠ ! স্বীয় সত্য পালন করাই পুরুষের ধর্ম্ম ; ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই, বুধগণ ইহা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥ যাহার বাক্য অসত্য হয় তাহার অগ্নিহোত্র, অধ্যয়ন এবং দানাদি সমস্ত ক্রিয়াই বিফল হইয়া যায় ॥ ৩১ ॥ ধর্ম্মশাস্ত্রে সত্যই অতীব প্রশংসনীয় এবং সেই সত্যই পুণ্যাত্মা মানবদিগকে উদ্ধার করে, আর সেইরূপ মিথ্যা পাপিষ্ঠ মনুষ্যগণকে নরকে পাতিত করে সন্দেহ নাই ॥ ৩২ ॥ মহীপতি যযাতি অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন কিন্তু একবার মাত্র মিথ্যা কথা বলায় স্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

---

* অস্মাৎ পরঃ ।
"রাজন্ ! জাতমসত্যং তে ইত্যুক্ত্বা প্রকয়োদ হ ।
বাষ্পব্যাপ্তনেত্রাস্তামুবাচেদং মহীপতিঃ ॥"
ইত্যধিকঃ শ্লোকঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে ॥

পত্ন্যুবাচ।

রাজন্! মাভূদসত্যং তে পুংসাং পুত্রফলাঃ স্ত্রিয়ঃ।
তস্মাং প্রদায় বিত্তেন দেহি বিপ্রায় দক্ষিণাম্ ॥ ৩৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

এতদ্বাক্যমুপশ্রুত্য যযৌ মোহং মহীপতিঃ।
প্রতিলভ্য চ সংজ্ঞাং বৈ বিললাপাতিদুঃখিতঃ ॥ ৩৬ ॥
মহদ্দুঃখমিদং ভদ্রে! যত্ত্বমেবং ব্রবীষি মে।
কিং তব স্মিতসংলাপা মম পাপস্য বিস্মৃতাঃ ॥ ৩৭ ॥
হা হা ত্বয়া কথং যোগ্যং বক্তুমেতচ্ছুচিস্মিতে!।
দুর্ব্বাচ্যমেতদ্বচনং কথং বদসি ভামিনি! ॥ ৩৮ ॥

তথৈব ভার্য্যাপি ন বিক্রেতব্যেতি। ততশ্চ কিং কর্ত্তব্যং ময়া কথং বা দক্ষিণা দেয়েত্যুচ্যতাং ত্বয়া তদ্বাক্যম্। যতত্বং বক্তুকামাসি বোধকবাক্যং বক্তুকামাসি তত ইত্যর্থঃ। ইত্থং সঙ্কটে কিং কর্ত্তব্যং ময়েতি ত্বমেব বদেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পুত্রফলা ইতি। পুত্রে জাতে স্ত্রীণাং ফলং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

(পত্নীবিক্রয়স্যৈকান্তিকানৌচিত্যাৎ তদ্বাক্যং শ্রুত্বা রাজ্ঞো মোহ ইতি বোদ্ধব্যম্ ॥৩৬॥)

তব স্মিতসংলাপাঃ প্রেমণা হাস্যভাষণানি কিং মম বিস্মৃতানি ভবন্তি যত্ত্বদুক্তমেতদহং করিষ্যামীতি মন্যসে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

(ভামিনি! ইতি সম্বোধনেন প্রশস্তকুলাদ্যভিমানবত্ত্বং রাজ্ঞ্যা দ্যোত্যতে॥ ৩৮ ॥

রাজা বলিলেন, গজগামিনি! তুমি দক্ষিণা দিবার নিমিত্ত আমাকে প্রবোধিত করিতেছ কিন্তু আমার কিছুই নাই কেবল ভার্য্যা এবং পুত্র অবশিষ্ট আছে তাহার মধ্যে পুত্র বংশবৃদ্ধিকর ইহাকে প্রদান করা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ এবং ভার্য্যাকেও বিক্রয় করিতে নাই কিন্তু এক্ষণে তুমি যাহা বলিতে অভিলাষ করিয়াছ তাহা বল ॥ ৩৪ ॥

মহিষী কহিলেন, রাজন্! পুত্রের নিমিত্তই পুরুষেরা স্ত্রীপরিগ্রহ করেন, আমার পুত্র হওয়ায় আপনার সে প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে; অতএব ধন গ্রহণপূর্ব্বক আমাকে বিক্রয় করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করুন তাহা হইলে আপনার বাক্য মিথ্যা হইবে না ॥ ৩৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! মহীপতি ইহা শ্রবণ করিয়া মোহপ্রাপ্ত হইলেন, পরে সংজ্ঞালাভ করিয়া অতীব দুঃখিতান্তঃকরণে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥ ভদ্রে! তুমি যে আমাকে এই প্রকার বাক্য বলিলে ইহাতে আমার যার পর নাই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, আমি কি এমনই পাপিষ্ঠ যে তোমার সেই সহাস্য আলাপ সকল একেবারে বিস্মৃত হইয়াছি? ॥৩৭॥ হায়! শুচিস্মিতে! এই প্রকার বাক্য বলা তোমার উচিত হয় না, সুন্দরি! এই দুর্ব্বচনীয় বাক্য তুমি আমাকে কিরূপে বলিতেছ? ॥ ৩৮ ॥ এই বলিয়া সেই নৃপতিশ্রেষ্ঠ

ইত্যুক্ত্বা নৃপতিশ্রেষ্ঠো নধীরো দারবিক্রয়ে।
নিপপাত মহীপৃষ্ঠে মূর্চ্ছয়াতিপরিপ্লুতঃ ॥ ৩৯ ॥
শয়ানং ভুবি তং দৃষ্ট্বা মূর্চ্ছয়াপি মহীপতিম্।
উবাচেদং সুকরুণং রাজপুত্রী সুদুঃখিতা ॥ ৪০ ॥
হা মহারাজ! কস্যেদমপধ্যানাদুপাগতম্।
যস্ত্বং নিপতিতো ভূমৌ রঙ্কবচ্ছরণোচিতঃ ॥ ৪১ ॥
যেনৈব কোটিশো বিত্তং বিপ্রাণামপবর্জ্জিতম্।
স এব পৃথিবীনাথো ভুবি স্বপিতি মে পতিঃ ॥ ৪২ ॥
হা কষ্টং কিং তবানেন কৃতং দৈব! মহীক্ষিতা।
যদিন্দ্রোপেন্দ্রতুল্যোঽয়ং নীতঃ পাপামিমাং দশাম্ ॥ ৪৩ ॥
ইত্যুক্ত্বা সাপি সুশ্রোণী মূর্চ্ছিতা নিপপাত হ।
ভর্ত্তুর্দুঃখমহাভারেণাসহ্যেনাতিপীড়িতা ॥ ৪৪ ॥

ইতীতি। নধীরোঽধীর ইত্যর্থঃ। অকারাদেশোঽত্র বৈকল্পিকঃ ॥ ৩৯ ॥
শয়ানং পতিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥)
শরণোচিতো মহাস্তরণযুক্তগৃহোচিতঃ ॥ ৪১ ॥
(যেনেতি। বিপ্রাণামপবর্জ্জিতং বিপ্রেভ্যঃ প্রদত্তমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥)
হে দৈবেতি বিধেঃ সম্বোধনম্ ॥ ৪৩ ॥
(ইত্যুক্ত্বেতি। অপি শব্দোঽত্র সমুচ্চয়ার্থকঃ। ইত্যুক্ত্বা সাপি সুশ্রোণী শোভননিতম্ব-সম্পন্না রাজমহিষী ভর্ত্তুঃ স্বামিনো রাজ্ঞোঽসহ্যেন দুঃসহেন দুঃখমহাভারেণ অত্যধিকেনে-ত্যর্থঃ অত্যর্থপীড়িতা অতএব মূর্চ্ছিতা সতী নিপপাত ভূমাবিতি শেষঃ ॥ ৪৪ ॥)

পত্নীবিক্রয়ের কথায় অধীর ও মূর্চ্ছায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া ভূতলে পতিত হই-লেন ॥৩৯॥ মহীপতি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূশয্যায় শয়ান হইলে রাজপুত্রী তাহা অবলোকন করিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইয়া অতীব করুণবাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ৪০ ॥ মহারাজ! কাহার অপকার চিন্তায় আপনার এই দুর্ঘটনা উপস্থিত? হায়! আস্তরণ-মণ্ডিত গৃহে শয়ন করাই যাঁহার অভ্যস্ত তিনি আজ নীচের ন্যায় ভূশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন ॥৪১॥ পূর্ব্বে যে পৃথিবীনাথ বিপ্রগণকে কোটি কোটি মুদ্রা দান করিয়াছেন, আজ আমার পতি সেই ভূপতি ভূতলে পতিত হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৪২ ॥ হায়! কি কষ্ট! দৈব! এই মহীপাল তোমার কি করিয়াছেন যাহাতে ইন্দ্র ও উপেন্দ্র তুল্য রাজাকে এই দুরবস্থায় পাতিত করিয়াছ ॥ ৪৩ ॥ সেই সুশ্রোণী রাজপত্নী এই কথা বলিয়া অতীব অসহ্য স্বামির দুঃখ ভার দ্বারা সাতিশয় সন্তপ্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া নিপতিত হইলেন ॥ ৪৪ ॥ তখন শিশু রাজপুত্র পিতা ও মাতাকে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত অবলোকন করিয়া অতীব দুঃখিত এবং ক্ষুধাতুর

শিশুর্দৃষ্ট্বা ক্ষুধাবিষ্টঃ প্রাহ বাক্যং সুদুঃখিতঃ।
তাত! তাত! প্রদেহ্যন্নং মাতর্মে দেহি ভোজনম্।
ক্ষুন্মে বলবতী জাতা জিহ্বাগ্রে মেঽতিশুষ্যতি ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রস্য দক্ষিণাদানযত্নবর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

অগ্রে প্রান্তভাগে মে জিহ্বা শুষ্যতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

হইয়া, পিতঃ! পিতঃ! আমার সাতিশয় ক্ষুধা হইয়াছে আমাকে অন্নদান কর, মাতঃ! আমার জিহ্বাগ্র অত্যন্ত শুষ্ক হইতেছে আমাকে ভোজন সামগ্রী প্রদান কর এই বলিয়া বারংবার রোদন করিতে লাগিল ॥ ৪৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশ সহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রের দক্ষিণাদানযত্নবর্ণন নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

এতস্মিন্নন্তরে প্রাপ্তো বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
অন্তকেন সমঃ ক্রুদ্ধো ধনং স্বং যাচিতুং হৃদা ॥ ১ ॥
তমালোক্য হরিশ্চন্দ্রঃ পপাত ভুবি মূর্চ্ছিতঃ।
স বারিণা তমভ্যুক্ষ্য রাজানমিদমব্রবীৎ ॥ ২ ॥
উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ রাজেন্দ্র! স্বাং দদস্বেষ্টদক্ষিণাম্।
ঋণং ধারয়তাং দুঃখমহন্যহনি বর্দ্ধতে ॥ ৩ ॥
আপ্যায়মানঃ স তদা হিমশীতেন বারিণা।
অবাপ্য চেতনাং রাজা বিশ্বামিত্রমবেক্ষ্য চ ॥ ৪ ॥
পুনর্মোহং সমাপেদে হ্যথ ক্রোধং যযৌ মুনিঃ।
সমাশ্বাস্য চ রাজানং বাক্যমাহ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৫ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

দীয়তাং দক্ষিণা সা মে যদি ধৈর্য্যমবেক্ষ্যসে।
সত্যেনার্কঃ প্রতপতি সত্যে তিষ্ঠতি মেদিনী।
সত্যে চোক্তঃ পরো ধর্ম্মঃ স্বর্গঃ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তবিংশতিপদ্যৈস্তু হরিশ্চন্দ্রেণ ভূভৃতা।
মহাশ্লোকঃ কৃত ইতি কথানকমিহোচ্যতে ॥
ইত্থং শিশুভার্য্যাভাষণানন্তরং জাতং বৃত্তমাহ এতস্মিন্নন্তরে ইতি ॥ ১—৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! এই অবসরে অতিশয় তপঃপ্রভাবসম্পন্ন বিশ্বামিত্র স্বীয় ধন প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত অন্তকের ন্যায় কুপিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥ রাজা হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে অবলোকন করিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তখন বিশ্বামিত্র তাঁহার অঙ্গে বারি সেচন করিতে করিতে বলিলেন ॥ ২ ॥ রাজেন্দ্র! যে মানব ঋণজালে আবদ্ধ, তাহার দিন দিন কষ্টবৃদ্ধিই হইয়া থাকে, অতএব আপনি উত্থিত হইয়া আপনার অঙ্গীকৃত দক্ষিণা প্রদান করুন ॥ ৩ ॥ তখন রাজা তুষার-শীতল বারিসেচনে সুস্নিগ্ধ হইয়া চেতনা লাভ করিলেন বটে, কিন্তু বিশ্বামিত্রকে দর্শন করিয়াই পুনরায় মোহ প্রাপ্ত হইলেন। দ্বিজবর বিশ্বামিত্র ইহা দেখিয়া রাজাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক কোপপরবশ হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৪—৫ ॥

মহারাজ! যদি আপনার ধৈর্য্য রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমাকে দক্ষিণা দান করুন। দেখুন, সত্যবলেই সূর্য্য নিয়তই আলোক প্রদান করিতেছেন; সত্যেই মেদিনী

অশ্বমেধসহস্রস্তু সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেকং বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥
অথবা কিং মমৈতেন প্রোক্তেনাস্তি প্রয়োজনম্ ॥ ৮ ॥
মদীয়াং দক্ষিণাং রাজন্ন দাস্যতি ভবান্ যদি।
অস্তাচলগতে হ্যর্কে শপ্স্যামি ত্বামতো ধ্রুবম্ ॥ ৯ ॥
ইত্যুক্ত্বা স যযৌ বিপ্রো রাজা চাসীদ্ভয়াতুরঃ।
দুঃখীভূতোঽবনে নিঃস্বো নৃশংসধনিনার্দ্দিতঃ ॥ ১০ ॥

সূত উবাচ।

এতস্মিন্নন্তরে তত্র ব্রাহ্মণো বেদপারগঃ।
ব্রাহ্মণৈর্ব্বহুভিঃ সার্দ্ধং নির্যযৌ স্বগৃহাদ্বহিঃ ॥ ১১ ॥
ততো রাজ্ঞী তু তং দৃষ্ট্বা আয়ান্তং তাপসং স্থিতম্।
উবাচ বাক্যং রাজানং ধর্ম্মার্থসহিতং তদা ॥ ১২ ॥
ত্রয়াণামপি বর্ণানাং পিতা ব্রাহ্মণ উচ্যতে।
পিতৃদ্রব্যং হি পুত্রেণ গ্রহীতব্যং ন সংশয়ঃ।
তস্মাদয়ং প্রার্থনীয়ো ধনার্থমিতি মে মতিঃ ॥ ১৩ ॥

অবনে দক্ষিণাদানেন সত্যরক্ষণে দুঃখীভূত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১০—১৮ ॥

অবস্থিত, অধিক কি, স্বর্গও সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, অতএব সত্যেই পরম ধর্ম্ম বিরাজমান জানিবেন। সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল এবং সত্য যদি তুলাদণ্ডে স্থাপন করা যায়, তবে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা একমাত্র সত্যেরই গুরুত্ব অধিক হইয়া থাকে। অথবা এরূপ বলিবার আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ॥ ৬—৮ ॥ রাজন্! যদি আপনি আমাকে দক্ষিণা প্রদান না করেন, তাহা হইলে সূর্য্য অস্ত হইলেই আমি আপনাকে অভিশাপ প্রদান করিব, সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥ বিশ্বামিত্র এই কথা বলিয়াই প্রস্থান করিলেন, রাজাও যার পর নাই ভয়াতুর হইলেন। সেই ধনহীন নরপতি বিশ্বামিত্রের নৃশংসবাক্যে পীড়িত হইলেন বটে, কিন্তু দক্ষিণা দিয়া কিরূপে সত্য রক্ষা করিবেন তাহার চিন্তাতেই কাতর হইয়া রহিলেন ॥ ১০ ॥

সূত বলিলেন, ঋষিগণ! এমত সময়ে কোনও বেদপারগ ব্রাহ্মণ বহুতর দ্বিজগণ-সমভিব্যাহারে স্বীয় আলয় হইতে সেই স্থানে বহির্গত হইলেন ॥ ১১ ॥ পরন্তু রাজ্ঞী সেই সমাগত তাপসকে সমীপে দর্শন করিয়া তখন রাজাকে ধর্ম্ম ও অর্থসঙ্গত বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ স্বামিন্! ব্রাহ্মণ অপর তিন বর্ণেরই পিতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন, অতএব

রাজোবাচ ।

নাহং প্রতিগ্রহং কাঙ্ক্ষে ক্ষত্রিয়োঽহং সুমধ্যমে ! ।
যাচনং খলু বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং ন বিদ্যতে ॥ ১৪ ॥
গুরুর্হি বিপ্রো বর্ণানাং পূজনীয়োঽস্তি সর্ব্বদা ।
তস্মাদ্‌গুরুর্ন যাচ্যঃ স্যাৎ ক্ষত্রিয়াণাং বিশেষতঃ ॥ ১৫ ॥
যজনাধ্যয়নং দানং ক্ষত্রিয়স্য বিধীয়তে ।
শরণাগতানামভয়ং প্রজানাং প্রতিপালনম্‌ ॥ ১৬ ॥
ন চাপ্যেবং তু বক্তব্যং দেহীতি কৃপণং বচঃ ।
দদামীত্যেব মে দেবি ! হৃদয়ে নিহিতং বচঃ ॥ ১৭ ॥
অর্জ্জিতং কুত্রচিদ্‌দ্রব্যং ব্রাহ্মণায় দদাম্যহম্‌ ॥ ১৮ ॥

পত্ন্যুবাচ ।

কালঃ সমবিষমকরঃ পরিভবসন্মানমানদঃ* কালঃ ।
কালঃ করোতি পুরুষং দাতারং যাচিতারঞ্চ ॥ ১৯ ॥

যদি ত্বয়া রাজ্ঞামিত্থং ধর্ম্ম ইত্যুচ্যতে তর্হি ব্রাহ্মণানামপি পরপীড়াকরণাভাব এব ধর্ম্ম ইত্যর্থাদুক্তমেব ভবতি তথা চ কালবশাদ্‌ব্রাহ্মণৈস্ত্বদুপদ্রবকর্ত্তৃভির্যথা স্বধর্ম্মস্ত্যক্তস্তথা ত্বয়া কিমিতি ন ত্যজ্যত ইত্যভিপ্রায়েণাহ কালঃ সমবিষমকর ইতি । ন্যূনাধিককর ইত্যর্থঃ॥১৯॥

পিতার দ্রব্য পুত্র অবশ্যই গ্রহণ করিতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই, এজন্য আমার অভিপ্রায় এই যে, আপনি এই ব্রাহ্মণের নিকট ধন প্রার্থনা করুন ॥ ১৩ ॥

রাজা বলিলেন, কৃশোদরি ! যাচ্‌ঞা বিপ্রগণের পক্ষেই বিহিত, ক্ষত্রিয়গণের পক্ষে উহা নিষিদ্ধ ; অতএব আমি ক্ষত্রিয় হইয়া প্রতিগ্রহ করিতে আকাঙ্ক্ষা করি না ॥ ১৪ ॥ ব্রাহ্মণ সকল বর্ণেরই গুরু, সুতরাং সর্ব্বদাই পূজনীয়, অতএব গুরুর নিকট যাচ্‌ঞা করিতে নাই, বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়দিগের পক্ষে তাহা একান্তই নিষিদ্ধ ॥ ১৫ ॥ দেখ যজন, অধ্যয়ন, দান, প্রজাপালন এবং শরণাগতের পরিত্রাণই ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম, কিন্তু "দাও দাও, এই দীনবাক্য ক্ষত্রিয়ের পক্ষে কথনই উচিত নহে । দেবি ! আমার হৃদয়ের মধ্যে "দিতেছি" এই বাক্যই নিহিত রহিয়াছে, অতএব আমি অন্য কোনও স্থান হইতে ধন উপার্জ্জন করিয়া ব্রাহ্মণকে অর্পণ করিব ॥ ১৬—১৮ ॥

রাজ্ঞী বলিলেন, মহারাজ ! কাল কাহাকে সমান অবস্থায় রাখেন, কাহাকেও বা বিষম অবস্থায় পাতিত করেন, কালই মান এবং অপমান দান করেন, এই কালই আবার লোককে কথন দাতা এবং কথন বা যাচক করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥ দেখুন অতীব তপোবল-

---

* পরিভবসম্মানদঃ । ইতি বা পাঠঃ ।

বিপ্রেণ বিদুষা রাজা ক্রুদ্ধেনাতিবলীয়সা।
রাজ্যান্নিরস্তঃ সৌখ্যাচ্চ পশ্য কালস্য চেষ্টিতম্ ॥ ২০ ॥

রাজোবাচ।

অসিনা তীক্ষ্ণধারেণ বরং জিহ্বা দ্বিধা কৃতা।
ন তু মানং পরিত্যজ্য দেহি দেহীতি ভাষিতম্ ॥ ২১ ॥
ক্ষত্রিয়োঽহং মহাভাগে! ন যাচে কিঞ্চিদপ্যহম্।
দদামি বাহং নিত্যং হি ভুজবীর্য্যার্জ্জিতং ধনম্ ॥ ২২ ॥

পত্ন্যুবাচ।

যদি তে হি মহারাজ! যাচিতুং ন ক্ষমং মনঃ।
অহন্তু ন্যায়তো দত্তা দেবৈরপি সবাসবৈঃ ॥ ২৩ ॥
অহং শাস্যা চ পত্যা চ রক্ষ্যা চৈব মহাদ্যুতে!।
মন্মৌল্যং সংগৃহীত্বাথ গুর্ব্বর্থঃ সম্প্রদীয়তাম্ ॥ ২৪ ॥
এতদ্বাক্যমুপশ্রুত্য হরিশ্চন্দ্রো মহীপতিঃ।
কষ্টং কষ্টমিতি প্রোচ্য বিললাপাতিদুঃখিতঃ ॥ ২৫ ॥

তদেবোপপাদয়তি বিপ্রেণেতি ॥ ২০ ॥

নতু মানমিতি মানং ক্ষত্রিয়োঽস্মীত্যভিমানম্। যদ্বা মানং শাস্ত্ররূপং প্রমাণম্। ভাষিতং করিষ্যামীতি শেষঃ ॥ ২১ ॥

দদামি বাহং দদাম্যেবাহং ন তু গৃহ্লামীত্যর্থঃ ॥ ২২—২৫ ॥

সম্পন্ন বিশ্বামিত্র মুনি সুপণ্ডিত হইলেও কুপিত হইয়া আপনাকে রাজ্যচ্যুত এবং সুখভ্রষ্ট করিয়া পরপীড়া করণরূপ ধর্ম্মবহির্ভূত কার্য্য করিলেন, ইহাতেই আপনি কালের কার্য্য অবলোকন করুন ॥ ২০ ॥

রাজা বলিলেন, বরং তীক্ষ্ণধার অসি দ্বারা জিহ্বা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিব তথাপি ক্ষত্রিয়াভিমান পরিত্যাগ করিয়া "দাও দাও" এই কথা কখনই বলিতে পারিব না ॥ ২১ ॥ মহাভাগে! আমি ক্ষত্রিয়, সুতরাং কিঞ্চিন্মাত্রও যাচ্ঞা করি না, প্রত্যুত নিজ বাহুবীর্য্যে ধন উপার্জ্জন করিয়া দিব এই কথাই আমি নিয়ত বলিব ॥ ২২ ॥

মহিষী কহিলেন, মহারাজ! বাসবাদি দেবতাবর্গ ন্যায়ানুসারে আমাকে আপনার করে সমর্পণ করিয়াছেন, সুতরাং আমি আপনার ধর্ম্মপত্নী, বিশেষতঃ শিক্ষণীয়া ও রক্ষণীয়া, অতএব মহাদ্যুতে! যদি যাচ্ঞা করিতেই আপনার বাসনা না হয়, তবে আমায় বিক্রয় করিয়া গুরুর অর্থ প্রদান করুন ॥ ২৩—২৪ ॥

মহীপতি হরিশ্চন্দ্র এই বাক্যশ্রবণে যার পর নাই দুঃখিত হইয়া হা কষ্ট! হা কষ্ট! বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ তাঁহার ভার্য্যা পুনর্ব্বার বলিলেন, রাজন্! ইহার

ভার্য্যা চ ভূয়ঃ প্রাহেদং ক্রিয়তাং বচনং মম।
বিপ্রশাপাগ্নিদগ্ধস্ত্বান্নীচত্বমুপযাস্যসি ॥ ২৬ ॥
ন দ্যূতহেতোর্ন চ মদ্যহেতো
র্ন রাজ্যহেতোর্ন চ ভোগহেতোঃ।
দদস্ব গুর্ব্বর্থমতো ময়া ত্বং
সত্যব্রতত্বং সফলং কুরুষ্ব ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রস্যাতিশয়শোকবর্ণনং নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

নীচত্বমুপযাস্যসীত্যতঃপূর্ব্বং নোচেদিতি শেষঃ ॥ ২৬ ॥
ব্রাহ্মণার্থমেতাদৃশাযোগ্যকরণে নিন্দাপি ন ভবিষ্যতীত্যাহ ন দ্যূতহেতোরিতি ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

পর বিপ্রের শাপরূপ অনলে দগ্ধ হইয়া নীচত্ব প্রাপ্ত হইবেন, অতএব এক্ষণে মদীয় বাক্য পালন করুন ॥ ২৬ ॥ আপনি দ্যূতক্রীড়ায় মুগ্ধ বা মদ্যে মত্ত কিংবা ভোগাভিলাষে জ্ঞানশূন্য হইয়া অথবা রাজ্যের বিপদ কারণে আমাকে বিক্রয় করিতেছেন না, আমাকে বিক্রয় করিয়া গুরুর অর্থ প্রদান করিতেছেন, ইহাতে কিছু মাত্র দোষ বা পাপ ঘটিতে পারিবে না, অতএব আপনি আমাকে বিক্রয় করিয়া আপনার সত্যব্রতের সাফল্য সম্পাদন করুন ॥ ২৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রের শোকাতিশয়বর্ণন
নামক একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

স তয়া নোদ্যমানস্তু রাজা পত্ন্যা পুনঃ পুনঃ।
প্রাহ ভদ্রে! করোম্যেষ বিক্রয়ং তে সুনির্ঘৃণঃ ॥ ১ ॥
নৃশংসৈরপি যৎ কর্ত্তুং ন শক্যং তৎ করোম্যহম্।
যদি তে ভ্রাজতে বাণী বক্তুমীদৃক্ সুনিষ্ঠুরম্ ॥ ২ ॥
এবমুক্ত্বা ততো রাজা গত্বা নগরমাতুরঃ।
অবতার্য্য তদা রঙ্গে তাং ভার্য্যাং নৃপসত্তমঃ ॥ ৩ ॥
বাষ্পগদ্গদকণ্ঠস্তু ততো বচনমব্রবীৎ।
ভো ভো নাগরিকাঃ! সর্ব্বে শৃণুধ্বং বচনং মম ॥ ৪ ॥
কস্যচিদ্ যদি কার্য্যং স্যাদ্দাস্যা প্রাণেষ্টয়া মম।
স ব্রবীতু ত্বরাযুক্তো যাবৎ স্বং ধারয়াম্যহম্ ॥ ৫ ॥
তেঽব্রুবন্ পণ্ডিতাঃ কস্ত্বং পত্নীং বিক্রেতুমাগতঃ ॥ ৬ ॥

চতুর্ভিরধিকৈঃ পঞ্চাশদ্ভিঃ পদৈস্তু ভূভৃতা।
বিক্রীতা নিজপত্নীতি কথানকমিহোচ্যতে ॥

ইত্থং স্ববিক্রয়ে ভার্য্যয়া প্রের্য্যমাণো নৃপঃ কিমকরোত্তদাহ স তয়েতি ॥ ১—২ ॥
রঙ্গে রাজমার্গে ॥ ৩—৪ ॥
যাবদহং স্বং ধনং ধারয়ামি বদামি তদ্দাতুং যস্য শক্তিঃ স ব্রবীত্বিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥
ভো কস্ত্বমিতি কিং মাং পৃচ্ছথ অহং নৃশংসঃ ক্রূরোঽস্মীত্যন্বয়ঃ ॥ ৬—৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রাজপত্নী মাধবী রাজা হরিশ্চন্দ্রকে বারংবার অনুরোধ করিলে, তিনি বলিলেন; ভদ্রে! এই অবস্থায় আমি নির্দ্দয় হইয়া তোমাকে বিক্রয় করিব, তুমিই যদি ঈদৃশ অতি নিষ্ঠুর বাক্য মুক্তকণ্ঠে উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠিত হইলে না, তবে নৃশংসেরাও যাহা করিতে সমর্থ নহে, আমি সেই কর্ম্মই করিব ॥ ১—২ ॥ এই কথা বলিয়াই রাজা যার পর নাই কাতর হইয়া পত্নী সমভিব্যাহারে নগরে গমন করিলেন। তাহার পর রাজসত্তম হরিশ্চন্দ্র সেই ভার্য্যাকে রাজমার্গে স্থাপন করিয়া বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, ওহে নাগরিকগণ! তোমরা সকলে আমার বাক্য শ্রবণ কর ॥ ৩—৪ ॥ কাহারও কি দাসীর প্রয়োজন আছে? এই রমণী আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা; ইহার মূল্য আমি যাহা বলিব, তাহা দিবার যাহার সামর্থ্য থাকে, তবে তিনি তাহা শীঘ্র বলুন ॥ ৫ ॥ তখন পণ্ডিতগণ বলিলেন, তুমি কে? কি জন্য আপন পত্নীকে বিক্রয় করিতে

রাজোবাচ।

কিং মাং পৃচ্ছথ কস্তং ভো নৃশংসোঽহমমানুষঃ।
রাক্ষসো বাস্মি কঠিনস্ততঃ পাপং করোম্যহম্ ॥ ৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

তং শব্দং সহসা শ্রুত্বা কৌশিকো বিপ্ররূপধৃক্।
বৃদ্ধরূপং সমাস্থায় হরিশ্চন্দ্রমভাষত ॥ ৮ ॥
সমর্পয়স্ব মে দাসীমহং ক্রেতা ধনপ্রদঃ।
অস্তি মে বিত্তমতুলং সুকুমারী চ মে প্রিয়া ॥ ৯ ॥
গৃহকর্ম্ম ন শক্নোতি কর্ত্তুমস্মাৎ প্রযচ্ছ মে।
অহং গৃহ্লামি দাসীস্তু কতি দাস্যামি তে ধনম্ ॥ ১০ ॥
এবমুক্তে তু বিপ্রেণ হরিশ্চন্দ্রস্য ভূপতেঃ।
বিদীর্ণস্তু মনো দুঃখান্ন চৈনং কিঞ্চিদব্রবীৎ ॥ ১১ ॥

বিপ্র উবাচ।

কর্ম্মণশ্চ বয়োরূপশীলানাং তব যোষিতঃ।
অনুরূপমিদং বিত্তং গৃহাণার্পয় মেঽবলাম্ ॥ ১২ ॥

অস্মাৎ কারণাদিত্যর্থঃ ॥ ৯—১০ ॥
রাজা দুঃখাতুরো ন বদতীত্যালোচ্য স্বয়মেব ব্রাহ্মণ আহ কর্ম্মণশ্চেতি। তব যোষিতঃ কর্ম্মণো বয়োরূপশীলানাং চানুরূপমিত্যন্বয়ঃ ॥ ১১—১২ ॥

এখানে আসিয়াছ? ॥ ৬ ॥ রাজা বলিলেন, আপনারা কি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন? তবে শুনুন, আমি নৃশংস ও মনুষ্যপদের অবাচ্য; অথবা আমি রাক্ষস; অধিক কি, তদপেক্ষাও কঠিন অতএব আমি এই পাপকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ॥ ৭ ॥
ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বিপ্ররূপধারী কৌশিক সেই শব্দ শ্রবণগোচর করিয়া সহসা বৃদ্ধরূপ অবলম্বনপূর্ব্বক হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন ॥ ৮ ॥ আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি সুতরাং তোমার অভিলষিত অর্থ প্রদানে সমর্থ, অতএব আমি ধন দ্বারা দাসী ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি, তুমি আমাকে দাসী সমর্পণ কর। আমার ভার্য্যা অতীব সুকুমারী; সে গৃহ কার্য্য করিতে পারে না, অতএব আমাকেই এই দাসী প্রদান কর। কিন্তু তোমাকে কত মূল্য দিতে হইবে তাহা সত্বর বল ॥৯—১০॥ বিপ্র এই কথা বলিলে রাজা হরিশ্চন্দ্রের হৃদয় দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া গেল, ইহাতে তিনি তাঁহাকে কিছুই বলিতে পারিলেন না ॥ ১১ ॥
বিপ্র বলিলেন তোমার ভার্য্যার বয়স, রূপ, গুণ ও কর্ম্মের অনুরূপ ধন গ্রহণ করিয়া এই

ধর্ম্মশাস্ত্রেষু যদ্দৃষ্টং স্ত্রিয়ো মৌল্যং নরস্য চ।
দ্বাত্রিংশল্লক্ষণোপেতা দক্ষা শীলগুণান্বিতা।
কোটিমৌল্যং সুবর্ণস্য স্ত্রিয়ঃ পুংসস্তথার্ব্বুদম্ ॥ ১৩ ॥
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য হরিশ্চন্দ্রো মহীপতিঃ।
দুঃখেন মহতাবিষ্টো ন চৈনং কিঞ্চিদব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥
ততঃ স বিপ্রো নৃপতেঃ পুরতো বল্কলোপরি।
ধনং নিধায় কেশেষু ধৃত্বা রাজ্ঞীমকর্ষয়ৎ ॥ ১৫ ॥

রাজ্ঞ্যুবাচ।

মুঞ্চ মুঞ্চার্য্য! মাং সদ্যো যাবৎ পশ্যাম্যহং সুতম্।
দুর্ল্লভং দর্শনং বিপ্র! পুনরস্য ভবিষ্যতি ॥ ১৬ ॥
পশ্যেহ পুত্র! মামেবং মাতরং দাস্যতাং গতাম্।
মাং মা স্প্রাক্ষী রাজপুত্র! ন স্পৃশ্যাহং ত্বয়াধুনা ॥ ১৭ ॥
ততঃ স বালঃ সহসা দৃষ্ট্বা কৃষ্টাস্তু মাতরম্।
সমভ্যধাবদম্বেতি বদন্ সাশ্রুবিলোচনঃ ॥ ১৮ ॥

স্ত্রিয়ো মৌল্যং সুবর্ণস্য কোটিঃ পুংসস্তু সুবর্ণস্যার্ব্বুদং দশকোটয়ো মৌল্যমিত্যর্থঃ। স্ত্রিয়ো দ্বাত্রিংশল্লক্ষণানি তু বিরাটপর্ব্বণি দ্রৌপদীবর্ণনে স্পষ্টানি। পুরুষস্য দ্বাত্রিংশল্লক্ষণানি তু কাশীখণ্ডে একাদশাধ্যায়ে স্পষ্টানি ॥ ১৩—১৬ ॥

রাজ্ঞী পুত্রং বদতি পশ্যেহেতি। মাং মা স্প্রাক্ষীঃ স্পর্শং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ। অহমধুনা দাস্যতাং গতা ত্বয়া রাজপুত্রেণ ন স্পৃশ্যা ভবামীত্যর্থঃ ॥ ১৭—১৮ ॥

অবলাকে আমার নিকট সমর্পণ কর ॥ ১২ ॥ স্ত্রী এবং পুরুষের মূল্যের বিষয় যাহা ধর্ম্মশাস্ত্রে অবলোকন করিয়াছি তাহা শ্রবণ কর। যে স্ত্রী কার্য্যে নিপুণা সৎস্বভাবা, গুণান্বিতা এবং দ্বাত্রিংশৎ শুভলক্ষণে ভূষিতা, তাহার মূল্য কোটি সুবর্ণ মুদ্রা, আর পুরুষ ঐরূপ গুণান্বিত হইলে তাহার মূল্য অর্ব্বুদ সুবর্ণ মুদ্রা ॥ ১৩ ॥ সেই ব্রাহ্মণের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া মহীপতি হরিশ্চন্দ্র যার পর নাই দুঃখিত হইলেন, তাঁহাকে কিছুমাত্র বলিতে পারিলেন না ॥ ১৪ ॥ তাহার পর সেই বিপ্র নরপতির সম্মুখে বল্কলের উপর ধন স্থাপন করিয়া রাজ্ঞীর কেশপাশ গ্রহণ পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

মহিষী কহিলেন, আর্য্য! আমি একবার পুত্রের মুখকমল অবলোকন করি, আপাততঃ আমাকে একবার পরিত্যাগ করুন, বিপ্র! আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন, পুনর্ব্বার ইহার দর্শন আমার দুর্লভ হইবে ॥ ১৬ ॥ পুত্র! দেখ, তোমার মাতা এখন দাসীভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, অতএব রাজপুত্র! তুমি আর আমাকে স্পর্শ করিও না; অধুনা আমি তোমার স্পর্শেরও যোগ্য নহি ॥১৭॥ তখন বালক মাতাকে সহসা আকর্ষণ করিতে দেখিয়া, মা! মা!

হস্তে বস্ত্রং সমাকর্ষন্ কাকপক্ষধরঃ স্খলন্ ।
তমাগতং দ্বিজঃ ক্রোধাদ্ বালমভ্যাহনত্তদা ॥ ১৯ ॥
বদংস্তথাপি সোঽম্বেতি নৈব মুঞ্চতি মাতরম্ ॥ ২০ ॥

রাজ্ঞ্যুবাচ ।

প্রসাদং কুরু মে নাথ ! ক্রীণীষ্বেমং হি বালকম্ ।
ক্রীতাপি নাহং ভবিতা বিনৈনং কার্য্যসাধিকা ।
ইত্থং মমাল্পভাগ্যায়াঃ প্রসাদং কুরু মে প্রভো ! ॥ ২১ ॥

ব্রাহ্মণ উবাচ ।

গৃহ্যতাং বিত্তমেতত্তে দীয়তাং মম বালকঃ ।
স্ত্রীপুংসোর্ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞৈঃ কৃতমেব হি বেতনম্ ॥ ২২ ॥
শতং সহস্রং লক্ষঞ্চ কোটিমৌল্যং তথাপরৈঃ ॥ ২৩ ॥
দ্বাত্রিংশল্লক্ষণোপেতা দক্ষা শীলগুণান্বিতা ।
কোটিমৌল্যং স্ত্রিয়ঃ প্রোক্তং পুরুষস্য তথার্ব্বুদম্ ॥ ২৪ ॥

কাকপক্ষধরঃ কর্ণদ্বয়োপরি চূড়া কাকপক্ষঃ ॥ ১৯—২২ ॥
শতং সহস্রমিতি গুণতারতম্যেন মৌল্যতারতম্যম্ ॥ ২৩—২৮ ॥

বলিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল ॥ ১৮ ॥ সেই কাকপক্ষধর বালক পদে পদে স্খলিত হইতে লাগিল, তথাপি করযুগল দ্বারা মাতার বসন আকর্ষণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। তখন সেই দ্বিজ বালকের ঈদৃশ কার্য্য দর্শনে ক্রোধে অধীর হইয়া তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥ তথাপি বালক মা! মা! বলিয়া রোদন করিতে লাগিল, কিছুতেই মাতাকে পরিত্যাগ করিল না ॥ ২০ ॥

রাজ্ঞী বলিলেন, প্রভো! আপনি আমার প্রতি কৃপা প্রকাশ করিয়া এই বালককে ক্রয় করুন, যদিও আপনি আমাকে ক্রয় করিয়াছেন, কিন্তু এই বালক ব্যতিরেকে আমি আপনার কার্য্য করিতে সমর্থ হইব না। আমার ভাগ্য অতি মন্দ, তাহাতেই এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, অতএব প্রভো! আমার প্রতি আপনি এইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করুন ॥ ২১ ॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন, এই মুদ্রা লইয়া আমাকে বালক প্রদান কর; কারণ, ধর্ম্মশাস্ত্র-কুশল বুধগণ স্ত্রী ও পুরুষের এইরূপ মূল্যই অবধারণ করিয়াছেন ॥ ২২ ॥ অপরাপর পণ্ডিতেরা গুণের তারতম্য অনুসারে শত, সহস্র, লক্ষ ও কোটি প্রভৃতি মূল্যেরও প্রভেদ করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥ কিন্তু যে রমণী কার্য্যনিপুণা, সুশীলা ও গুণান্বিতা এবং যাহার সমস্ত শরীরে দ্বাত্রিংশৎ শুভ লক্ষণ বিরাজমান, সেই ললনার মূল্য কোটি সুবর্ণ মুদ্রা, আর যে পুরুষের এই সকল শুভ লক্ষণ ও গুণ বিদ্যমান আছে, তাহার মূল্য অর্ব্বুদ সুবর্ণ মুদ্রা ॥ ২৪ ॥

সূত উবাচ।

তথৈব তস্য তদ্বিত্তং পুরঃ ক্ষিপ্তং পটে পুনঃ।
প্রগৃহ্য বালকং মাত্রা সহৈকস্থমবন্ধয়ৎ।
প্রতস্থে স গৃহং ক্ষিপ্রং তয়া সহ মুদান্বিতঃ॥ ২৫॥
প্রদক্ষিণন্তু সা কৃত্বা জানুভ্যাং প্রণতা স্থিতা।
বাষ্পপর্য্যাকুলা দীনা ত্বিদং বচনমব্রবীৎ॥ ২৬॥
যদি দত্তং যদি হুতং ব্রাহ্মণাস্তর্পিতা যদি।
তেন পুণ্যেন মে ভর্ত্তা হরিশ্চন্দ্রোঽস্তু বৈ পুনঃ॥ ২৭॥
পাদয়োঃ পতিতাং দৃষ্ট্বা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সীম্।
হাহেতি চ বদন্ রাজা বিললাপাকুলেন্দ্রিয়ঃ॥ ২৮॥
বিযুক্তেয়ং কথং জাতা সত্যশীলগুণান্বিতা।
বৃক্ষচ্ছায়াপি বৃক্ষং তং ন জহাতি কদাচন॥ ২৯॥
এবং ভার্য্যাং বদিত্বাথ সুসম্বদ্ধং পরস্পরম্।
পুত্রঞ্চ তমুবাচেদং মাং ত্বং হিত্বা ক্ব যাস্যসি॥ ৩০॥

বিযুক্তেতি। বৃক্ষস্য চ্ছায়া জড়াপি তং বৃক্ষং ন জহাতি তথা সতি ত্বমিয়ং নিত্যসংযুক্তা মম কথমদ্য ময়া বিযুক্তা জাতেত্যর্থঃ॥ ২৯॥
পরস্পরং মাত্রা সম্বদ্ধং পুত্রমপ্যাহ এবং ভার্য্যাং বদিত্বেতি॥ ৩০॥

সূত বলিলেন, রাজন্! বালকের যে মূল্য নির্দ্ধারিত হইল, ব্রাহ্মণ সেই সুবর্ণ মুদ্রা পূর্ব্বের ন্যায় রাজার সম্মুখস্থিত বস্ত্রে পুনর্ব্বার নিক্ষেপ করিলেন এবং বালককে লইয়া তাহার সহিত একত্র বন্ধন করিলেন। তখন সেই দ্বিজ আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া অবিলম্বে গৃহে প্রস্থান করিলেন॥ ২৫॥ প্রস্থানকালে রাজ্ঞী প্রদক্ষিণপূর্ব্বক জানুপাতিত করিয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন এবং তদবস্থায় থাকিয়া নয়ন-সলিলে পরিপ্লুত হইয়া দীনভাবে বলিলেন॥ ২৬॥ যদি কখন দান করিয়া থাকি, যদি কখন অনলে আহুতি প্রদান করিয়া থাকি, যদি কখন ব্রাহ্মণগণের সন্তোষবিধান করিয়া থাকি, তবে সেই পুণ্যবলে রাজা হরিশ্চন্দ্র পুনর্ব্বার আমার ভর্ত্তা হইবেন॥ ২৭॥ স্বীয় প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা ভার্য্যাকে পদতলে নিপতিত দেখিয়া রাজা ব্যাকুল হইয়া হায়! হায়! বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন॥ ২৮॥ বৃক্ষচ্ছায়া কদাচ সেই বৃক্ষকে পরিত্যাগ করে না, কিন্তু তুমি যথার্থই সুশীলা ও সর্ব্বগুণান্বিতা হইয়াও কেন আমার সহিত বিযুক্তা হইলে?॥ ২৯॥ ভার্য্যার সহিত এই প্রকার পরস্পর সুসংবদ্ধ বাক্যালাপ করিয়া পুত্রকে বলিলেন; বৎস! তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে?॥ ৩০॥

কাং দিশং প্রতি যাস্যামি কো মে দুঃখং নিবারয়েৎ ॥ ৩১ ॥
রাজ্যত্যাগে ন মে দুঃখং বনবাসে ন মে দ্বিজ ! ।
যৎ পুত্রেণ বিয়োগো মে এবমাহ স ভূপতিঃ ॥ ৩২ ॥
সদ্ভর্তৃভোগ্যা হি সদা লোকে ভার্য্যা ভবন্তি হি ।
ময়া ত্যক্তাসি কল্যাণি ! দুঃখেন বিনিযোজিতা ॥ ৩৩ ॥
ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূতং সর্ব্বরাজ্যসুখোচিতম্ ।
মামীদৃশং পতিং প্রাপ্য দাসীভাবং গতা হ্যসি ॥ ৩৪ ॥
ঈদৃশে মজ্জমানং মাং সুমহচ্ছোকসাগরে ।
কো মামুদ্ধরতে দেবি ! পৌরাণাখ্যানবিস্তরৈঃ ॥ ৩৫ ॥

সূত উবাচ ।

পশ্যতস্তস্য রাজর্ষেঃ কশাঘাতৈঃ সুদারুণৈঃ ।
ঘাতয়িত্বা তু বিপ্রেশো নেতুং সমুপচক্রমে ॥ ৩৬ ॥
নীয়মানৌ তু তৌ দৃষ্ট্বা ভার্য্যাপুত্রৌ স পার্থিবঃ ।
বিললাপাতিদুঃখার্ত্তো নিশ্বস্যোষ্ণং পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৭ ॥

পুত্রমুক্ত্বা ব্রাহ্মণং বদতি কাং দিশমিতি ॥ ৩১ ॥
পুনর্ভার্য্যাং বদতি সদ্ভর্তৃভোগ্যা ইতি ॥ ৩২ ॥
(সদিতি । কল্যাণি ! হে সর্ব্বসুখোচিতে ! ত্বং দাসীভাবং গতেত্যাদ্যহো ! মহদ্-দুঃখকরমিতি ভাবঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥
পশ্যতা রাজর্ষেরিত্যতো রাজ্ঞো দুঃখাতিশয়করমিতি ভাবঃ ॥ ৩৬-৪১ ॥)

আমি এখন কোন্ দিকেই বা যাই, কেই বা আমার দুঃখ নিবারণ করিবে ? ॥ ৩১ ॥ রাজা তখন সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন, দ্বিজবর ! পুত্র বিয়োগে আমার যাদৃশ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, রাজ্যত্যাগ বা বনবাসে আমার তাদৃশ দুঃখ হয় নাই ॥৩২॥ কল্যাণি ! ইহলোকে স্বামী সাধুস্বভাব হইলেই ভার্য্যাকে সর্ব্বদা সুখে ভরণপোষণ করিয়া থাকে, কিন্তু আমি তোমার এমনি কুপতি যে, তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া দুঃখসাগরে ভাসাইয়া দিলাম ॥৩৩॥ আমি ইক্ষ্বাকুবংশে উৎপন্ন হইয়া সমস্ত রাজ্য-সুখের আস্পদ হইয়াছিলাম, কিন্তু হায় ! তুমি ঈদৃশ পতি লাভ করিয়াও এখন দাসীভাব প্রাপ্ত হইলে ? ॥ ৩৪ ॥ দেবি ! আমি ঈদৃশ বিশাল শোকসাগরে নিমগ্ন হইলাম, বহুবিধ পুরাণ আখ্যান কীর্ত্তন করিয়া কে আমাকে উদ্ধার করিবে ? ॥ ৩৫ ॥

সূত বলিলেন, রাজন্ ! বিপ্রবর সেই রাজর্ষির সম্মুখেই দেবীকে সুদারুণ কশাঘাত করিতে করিতে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৬ ॥ সেই ভূপাল ভার্য্যা ও পুত্রকে

যাং ন বায়ুর্ন বাদিত্যো ন চন্দ্রো ন পৃথগ্জনাঃ।
দৃষ্টবন্তঃ পুরা পত্নীং সেয়ং দাসীত্বমাগতা ॥ ৩৮ ॥
সূর্য্যবংশপ্রসূতোঽয়ং সুকুমারকরাঙ্গুলিঃ।
সম্প্রাপ্তো বিক্রয়ং বালো ধিঙ্মামস্তু সুদুর্ম্মতিম্ ॥ ৩৯ ॥
হা প্রিয়ে! হা শিশো বৎস! মমানার্য্যস্য দুর্নয়ঃ।
দৈবাধীনদশাং প্রাপ্তো ন মৃতোঽস্মি তথাপি ধিক্ ॥ ৪০ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং বিলপতো রাজ্ঞোঽগ্রে বিপ্রোঽন্তরধীয়ত।
বৃক্ষগেহাদিভিস্তুঙ্গৈস্তাবাদায় ত্বরান্বিতঃ ॥ ৪১ ॥
অত্রান্তরে মুনিশ্রেষ্ঠস্ত্বাজগাম মহাতপাঃ।
সশিষ্যঃ কৌশিকেন্দ্রোঽসৌ নিষ্ঠুরঃ ক্রূরদর্শনঃ ॥ ৪২ ॥

অত্রান্তরে বিশ্বামিত্রেণাগত্য দৃষ্টং পুত্রভার্য্যাবিক্রয়েণ রাজ্যদানদক্ষিণা ত্বনেন রাজ্ঞা সম্পাদিতা। ততঃ পরং কেনোপায়েনেমং রাজানং ধর্ম্মাৎ প্রচ্যুতং করিষ্যামীতি বিমৃশ্য যদষ্টমাধ্যায়ান্তে প্রথমং রাজ্ঞোক্তং ধনেচ্ছা যদি তে ব্রহ্মন্ যজ্ঞার্থং দ্বিজসত্তম!। আগন্তব্যমযোধ্যায়াং দাস্যামি বিপুলং ধনমিতি তদ্বাক্যং স্মৃত্বা তাং যজ্ঞস্য দক্ষিণাং রাজ্ঞা প্রতিজ্ঞাতাং বিশ্বামিত্রো যাচতে যা ত্বয়োক্তেতি। তত্র যদ্যপি রাজ্ঞা রাজসূয়েতি নাম ন গৃহীতং কিন্তু সামান্যযজ্ঞস্য তথাপি রাজসূয়যজ্ঞস্যৈব দক্ষিণাং গ্রহীষ্যামি স এব মমাভিমতো নোচেৎ সত্যং ত্যজেতি ব্রাহ্মণাভিমানঃ ॥ ৪২ ॥

তাদৃশ অবস্থায় লইয়া যাইতে দেখিয়া দুঃখভরে যার পর নাই কাতর হইলেন এবং বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥ হায়! পূর্ব্বে যাঁহাকে চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু বা অপর কেহই নয়নগোচর করিতে পাইতেন না, আমার সেই প্রিয়তমা আজ দাসীভাব প্রাপ্ত হইলেন? ॥ ৩৮ ॥ আহা! বালকের করাঙ্গুলি সকল কেমন সুকুমার? হায়! এই কুমার সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া আজ বিক্রীত হইল? অহো! আমার দুর্ম্মতিকে ধিক্ ॥ ৩৯ ॥ হা প্রিয়ে! হা বালক রোহিতাশ্ব! এই অনার্য্যের দুর্নয়েই তোমাদিগের এই দুর্গতি হইল? আমি দৈব বিড়ম্বনায় এই দুর্দশা প্রাপ্ত হইলাম, তথাপি আমার মৃত্যু হইল না? আমাকে ধিক্ ॥ ৪০ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রাজা এই প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন, এই সময়ে সেই বিপ্র তাঁহাদিগকে লইয়া অতীব উন্নত তরুরাজি এবং অট্টালিকার দ্বারা রাজার নয়নপথ হইতে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৪১ ॥ এই সময়ে সেই ক্রূরদর্শন নিষ্ঠুর মুনিবর মহাতপা কৌশিকশ্রেষ্ঠ আপন শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে লইয়া অতি সত্বরে তথায় আগমন করিলেন ॥ ৪২ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

যা ত্বয়োক্তা পুরা রাজন্! রাজসূয়স্য দক্ষিণা।
তাং দদস্ব মহাবাহো! যদি সত্যং পুরস্কৃতম্ ॥ ৪৩ ॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

নমস্করোমি রাজর্ষে! গৃহাণেমাং স্বদক্ষিণাম্।
রাজসূয়স্য যাগস্য যা ময়োক্তা পুরানঘ! ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

কুতো লব্ধমিদং দ্রব্যং দক্ষিণার্থে প্রদীয়তে।
এতদাচক্ষ্ব রাজেন্দ্র! যথা দ্রব্যং ত্বয়ার্জ্জিতম্ ॥ ৪৫ ॥

রাজোবাচ।

কিমনেন মহাভাগ! কথিতেন তবানঘ!।
শোকস্তু বর্দ্ধতে বিপ্র! শ্রুতেনানেন সুব্রত! ॥ ৪৬ ॥

ঋষিরুবাচ।

অশস্তং নৈব গৃহ্লামি শস্তমেব প্রযচ্ছ মে।
দ্রব্যস্যাগমনং রাজন্! কথয়স্ব যথাতথম্ ॥ ৪৭ ॥

পুত্রভার্য্যাবিক্রয়েণ সার্দ্ধহেমভারদ্বয়াধিকং ধনং যল্লব্ধং তৎ পুরস্কৃত্য রাজোবাচ। গৃহাণেমাং দক্ষিণামিতি। অস্মিন্ দ্রব্যে রাজ্যদানদক্ষিণাং সার্দ্ধভারদ্বয়পরিমিতাং গৃহাণ অবশিষ্টং দ্রব্যং যজ্ঞস্য দক্ষিণাং গৃহাণেত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৫০ ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, মহাবাহো! যদি সত্যে সম্মানপ্রদর্শন করা আপনার কর্ত্তব্য হয়, তবে রাজন্! আপনি পূর্ব্বে যে রাজসূয়যজ্ঞের দক্ষিণা দিতে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমাকে তাহা প্রদান করুন ॥ ৪৩ ॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, রাজর্ষে। আমি আপনাকে প্রণাম করি। হে অনঘ! পূর্ব্বে রাজসূয়যজ্ঞের যে দক্ষিণা দান করিতে স্বীকার করিয়াছিলাম, আপনার সেই দক্ষিণাই আপনি গ্রহণ করুন ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, রাজেন্দ্র! আপনি দক্ষিণার নিমিত্ত যে সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিতেছেন, ইহা কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন? এই অর্থ যে প্রকারে উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন ॥ ৪৫ ॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, দ্বিজবর! সুচারুরূপে ব্রতানুষ্ঠান করায় পাপ আপনাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, সুতরাং আপনার সৌভাগ্যের সীমা নাই, ইহা শ্রবণ করিলে কেবল শোক বৃদ্ধি হইবে মাত্র সুতরাং ইহা আপনার নিকট ব্যক্ত করায় কিছুমাত্রই ফল নাই ॥ ৪৬ ॥

রাজোবাচ।

ময়া দেবী তু সা ভার্য্যা বিক্রীতা কোটিসম্মিতৈঃ।
নিষ্কৈঃ পুত্রো রোহিতাখ্যো বিক্রীতোঽর্ব্বুদসংখ্যয়া।
বিপ্রেকাদশকোট্যস্ত্বং সুবর্ণস্য গৃহাণ মে ॥ ৪৮ ॥

সূত উবাচ।

তদ্বিত্তং স্বল্পমালক্ষ্য দারবিক্রয়সম্ভবম্‌।
শোকাভিভূতং রাজানং কুপিতঃ কৌশিকোঽব্রবীৎ ॥ ৪৯ ॥

ঋষিরুবাচ।

রাজসূয়স্য যজ্ঞস্য নৈষা ভবতি দক্ষিণা।
অন্যত্তুৎপাদয় ক্ষিপ্রং সম্পূর্ণা যেন সা ভবেৎ ॥ ৫০ ॥
ক্ষত্রবন্ধো! মমেমাং ত্বং সদৃশীং যদি দক্ষিণাম্‌।
মন্যসে তর্হি তৎ ক্ষিপ্রং পশ্য ত্বং মে পরং বলম্‌ ॥ ৫১ ॥
তপসোঽস্য সুতপ্তস্য ব্রাহ্মণস্যামলস্য চ।
মৎপ্রভাবস্য চোগ্রস্য শুদ্ধস্যাধ্যয়নস্য চ ॥ ৫২ ॥

মম যথা জ্ঞানং তপোবলং বর্ত্ততে তথা ত্বং প্রথমং পশ্য পশ্চাদুত্তমপাত্রযোগ্যাং যজ্ঞদক্ষিণাং দেহি নেদৃশীমল্পাং দরিদ্রকর্ত্তৃকযজ্ঞযোগ্যাং দক্ষিণাং প্রহীষ্যামীত্যভিপ্রায়েণ ব্রাহ্মণ আহ ক্ষত্রবন্ধো ইতি ॥ ৫১—৫৩ ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, রাজন্‌! অন্যায়পূর্ব্বক উপার্জ্জিত ধন আমি গ্রহণ করিব না; যদি এই ধন ন্যায়ানুসারে উপার্জ্জিত হইয়া থাকে, তবে উহা আমাকে প্রদান করুন, কিন্তু অগ্রে ধনাগমের বিষয় আমার নিকট যথাযথরূপে কীর্ত্তন করুন, তাহার পর আমাকে উহা প্রদান করিবেন ॥ ৪৭ ॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, বিপ্র! আমার ভার্য্যা দেবী মাধবীকে কোটিসংখ্যক সুবর্ণ মুদ্রায় বিক্রয় করিয়াছি, আর পুত্র রোহিতকে দশ কোটি সুবর্ণ মুদ্রায় বিক্রয় করিয়াছি, অতএব এই একাদশ কোটি সুবর্ণ মুদ্রা আপনি আমার নিকট হইতে গ্রহণ করুন ॥ ৪৮ ॥

সূত বলিলেন, ভার্য্যা ও পুত্র বিক্রয় নিবন্ধন যে ধন সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা অতি সামান্য এবং রাজাও শোকে নিতান্ত অভিভূত, ইহা অবলোকন করিয়া কৌশিক রোষভরে বলিলেন ॥ ৪৯ ॥

রাজন্‌! রাজসূয় যজ্ঞের দক্ষিণা এত সামান্য হইতে পারে না, অতএব যাহাতে সেই দক্ষিণা সম্পূর্ণ হয় তদুপযোগী অন্য ধন সত্বর সংগ্রহ করুন ॥ ৫০ ॥ ক্ষত্রিয়াধম! যদি এই দক্ষিণাই আমার সদৃশী জ্ঞান করিয়া থাক, তবে অগ্রে আমার সুচারু অনুষ্ঠিত

রাজোবাচ।

অন্যদ্দাস্যামি ভগবন্! কালঃ কশ্চিৎ প্রতীক্ষ্যতাম্।
অধুনৈবাস্তি বিক্রীতা পত্নী পুত্রশ্চ বালকঃ॥ ৫৩॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

চতুর্ভাগঃ স্থিতো যোঽয়ং দিবসস্য নরাধিপ!।
এষ এব প্রতীক্ষ্যো মে বক্তব্যং নোত্তরং ত্বয়া॥ ৫৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রস্য নিজপত্নীবিক্রয়বর্ণনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২২॥

নোত্তরমিত উত্তরং মর্য্যাদা ন কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ॥ ৫৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২২॥

তপস্যা, অমল ব্রহ্মণ্য, উগ্রপ্রভাব ও বিশুদ্ধ অধ্যয়নের বিপুল বল অবিলম্বে অবলোকন কর, তাহার পর দক্ষিণা প্রদান করিও॥ ৫১—৫২॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, ভগবন্! এই মাত্র পত্নী ও বালক পুত্রকে বিক্রয় করিলাম, অতএব আপনি কিছুকাল প্রতীক্ষা করুন, আমি আরো ধন সংগ্রহ করিয়া আপনাকে প্রদান করিতেছি॥ ৫৩॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, নরাধিপ! দিবসের যে চতুর্থ ভাগ অবশিষ্ট আছে, আমি কেবল ইহাই প্রতীক্ষা করিব; ইহার পর আমার নিকট আর কোনও উত্তর করিতে পাইবে না॥ ৫৪॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রের নিজপত্নীবিক্রয়বর্ণন নামক দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তমেবমুক্ত্বা রাজানং নির্ঘৃণং নিষ্ঠুরং বচঃ।
তদাদায় ধনং পূর্ণং কুপিতঃ কৌশিকো যযৌ ॥ ১ ॥
বিশ্বামিত্রে গতে রাজা ততঃ শোকমুপাগতঃ।
শ্বাসোচ্ছ্বাসং মুহুঃ কৃত্বা প্রোবাচোচ্চৈরধোমুখঃ ॥ ২ ॥
বিত্তক্রীতেন যস্যার্ত্তির্ময়া প্রেতেন গচ্ছতি।
স ব্রবীতু ত্বরাযুক্তো যামে তিষ্ঠতি ভাস্করঃ ॥ ৩ ॥
অথাজগাম ত্বরিতো ধর্ম্মশ্চাণ্ডালরূপধৃক্।
দুর্গন্ধো বিকৃতোরস্কঃ শ্মশ্রুলো দন্তুরোঽঘৃণী ॥ ৪ ॥

অষ্টত্রিংশন্মহাশ্লোকৈর্হরিশ্চন্দ্রো হি ভূপতিঃ।
চাণ্ডালেন ক্রয়ক্রীত ইতি সম্যক্কথোচ্যতে ॥

তদাদায়েতি। রাজ্যদানদক্ষিণাভূতং সার্দ্ধহেমভারদ্বয়পরিমিতং ধনং গৃহীত্বা যযাবিত্যন্বয়ঃ ॥ ১—২ ॥

ময়া প্রেতেন শবভূতেনাতিপাপিনা বিত্তক্রীতেন ধনেন ক্রীতেন যস্যার্ত্তিঃ পীড়া গচ্ছতি ময়া ক্রীতেন যস্যোপকারো ভবতি স পুরুষস্ত্বরাযুক্তো মম মৌল্যং ব্রবীতু। চতুর্থে যামেঽদ্যাপি ভাস্করস্তিষ্ঠতি ততো ভাস্করাস্তানন্তরং মম দ্রব্যস্যোপযোগাভাব ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

ধর্ম্ম ইতি। হরিশ্চন্দ্রপরীক্ষার্থং চাণ্ডালরূপেণ ধর্ম্মোঽপ্যাগত ইত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তদনন্তর মহর্ষি বিশ্বামিত্র অতিশয় কুপিত হইয়া সেই সুদীন ধর্ম্মনিষ্ঠ রাজাকে এই প্রকার নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুরাক্ষর বাক্যে তিরস্কার করিয়া সেই সার্দ্ধ ভারদ্বয় পরিমিত সুবর্ণ গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন ॥ ১ ॥ সেই ঋষিবর প্রতিগমন করিলে পর, রাজা হরিশ্চন্দ্র শোকাকুল হইয়া বারংবার দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে অধোমুখ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥ আমি নিরন্তর দুঃখ ও ক্লেশভোগে প্রেতরূপ হইয়াছি, তথাপি ধনদ্বারা আমাকে ক্রয় করিলে যাঁহার উপকার হইবে, তিনি সত্বর হইয়া সূর্য্য অস্ত যাইবার পূর্ব্বেই আমার উচিত মূল্যের বিষয় অবধারণ করুন ॥ ৩ ॥ অনন্তর ধর্ম্ম নির্দ্দয় চণ্ডালরূপ ধারণ করিয়া হরিশ্চন্দ্রকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে সেই স্থানে আগমন করিলেন। সেই অধম পুরুষের শরীর কৃষ্ণবর্ণ দেখিতে অতি ভীষণ, উদর লম্বমান, দেহ দুর্গন্ধময়, দশন বিশাল ও মুখমণ্ডল শ্মশ্রুপূর্ণ;

কৃষ্ণো লম্বোদরঃ স্নিগ্ধঃ করালঃ পুরুষাধমঃ।
হস্তজর্জ্জরযষ্টিশ্চ শবমাল্যৈরলঙ্কৃতঃ ॥ ৫ ॥

চাণ্ডাল উবাচ।

অহং গৃহ্লামি দাসত্বে ভৃত্যার্থঃ সুমহান্মম।
ক্ষিপ্রমাচক্ষ্ব মৌল্যং কিমেতত্তে সম্প্রদীয়তে ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

তং তাদৃশমথালক্ষ্য ক্রূরদৃষ্টিং সুনির্ঘৃণম্।
বদন্তমতিদুঃশীলং কস্ত্বমিত্যাহ পার্থিবঃ ॥ ৭ ॥

চাণ্ডাল উবাচ।

চাণ্ডালোঽহমিহ খ্যাতঃ প্রবীরেতি নৃপোত্তম!।
শাসনে সর্ব্বদা তিষ্ঠ মৃতচৈলাপহারকঃ ॥ ৮ ॥
এবমুক্তস্তদা রাজা বচনং চেদমব্রবীৎ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি গৃহ্লাত্বিতি মতির্মম ॥ ৯ ॥
উত্তমস্যোত্তমো ধর্ম্মো মধ্যমস্য চ মধ্যমঃ।
অধমস্যাধমশ্চৈব ইতি প্রাহুর্মনীষিণঃ ॥ ১০ ॥

ভৃত্যার্থো ভৃত্যপ্রয়োজনং মম সিদ্ধং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬—৭ ॥
প্রবীরেতি নাম্না বিখ্যাতঃ ॥ ৮—৯ ॥
উত্তমস্যেতি। তবাধমস্য গৃহে মমোত্তমস্য ধর্ম্মো ন চলিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

হস্তে জর্জ্জর বংশদণ্ড, গলে শবাস্থিমালা দোদুল্যমান, এবং বক্ষঃস্থল অতি বিকৃত ভাবাপন্ন ॥ ৪—৫ ॥

চণ্ডাল বলিল, আমার ভৃত্যের অতিশয় প্রয়োজন, অতএব আমি তোমাকে দাসত্বে গ্রহণ করিব; তোমাকে কি মূল্য প্রদান করিতে হইবে, তাহা অতি সত্বর প্রকাশ করিয়া বল ॥ ৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! নিতান্ত দয়াহীন ক্রূরলোচন অতীব দুষ্টস্বভাব সেই চণ্ডাল এই কথা বলিলে পর, ভূমিপাল হরিশ্চন্দ্র তাহার তাদৃশ আকৃতি দর্শনে বিস্মিত হইয়া বলিলেন, তুমি কে? ॥ ৭ ॥

চণ্ডাল বলিল, নৃপবর! আমি প্রবীর নামে বিখ্যাত চণ্ডাল; তোমাকে সর্ব্বদা আমার শাসনে থাকিয়া মৃতব্যক্তিগণের বসন আহরণ করিতে হইবে ॥ ৮ ॥ তখন রাজা তাহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় আমাকে গ্রহণ করেন, ইহাই আমার অভিলাষ। দেখ, পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, উত্তমের ধর্ম্ম উত্তম, মধ্যমের

চাণ্ডাল উবাচ।

এবমেব ত্বয়া ধর্ম্মঃ কথিতো নৃপসত্তম ! ।
অবিচার্য্য ত্বয়া রাজন্নধুনোক্তং মমাগ্রতঃ ॥ ১১ ॥
বিচারয়িত্বা যো ব্রূতে সোঽভীষ্টং লভতে নরঃ ।
সামান্যমেব তৎপ্রোক্তমবিচার্য্য ত্বয়ানঘ ! ।
যদি সত্যং প্রমাণং তে গৃহীতোঽসি ন সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

অসত্যান্নরকে গচ্ছেৎ সদ্যঃ ক্রূরে নরাধমঃ ।
ততশ্চাণ্ডালতা সাধ্বী ন বরা মে হ্যসত্যতা ॥ ১৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

তস্যৈবং বদতঃ প্রাপ্তো বিশ্বামিত্রস্তপোনিধিঃ ।
ক্রোধামর্ষবিবৃত্তাক্ষঃ প্রাহ চেদং নরাধিপম্ ॥ ১৪ ॥

এবমেবেতি। যদ্যেবং তব মনসি বর্ত্ততে তর্হি যো বা কো বা মাং গৃহ্ণাত্বিতিসামান্যতঃ কিমিত্যসত্যমুক্তং ব্রাহ্মণ এব মাং গৃহ্ণাত্বিতি কিমিতি ন ত্বয়োক্তং তস্মাদেবমেবাসত্যভাষণরূপ এবাধর্ম্মস্ত্বয়া কথিতঃ কিমিত্যর্থঃ। মমাগ্রতোঽবিচার্য্য বিচারমকৃত্বৈব কিমধুনোক্তং ত্বয়েত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

যদি সত্যমিতি। যদি সত্যং প্রমাণং ভবতি তর্হি ময়া পূর্ব্ববাক্যেনৈব ত্বং গৃহীতোঽসি নোচেৎ সত্যং জহীত্যর্থঃ ॥ ১২—১৪ ॥

ধর্ম্ম মধ্যম আর অধমের ধর্ম্ম অধম; অতএব তুমি অধম, আর আমি উত্তম, সুতরাং তোমার গৃহে আমার ধর্ম্মকর্ম্ম চলিতে পারে না ॥ ৯—১০ ॥

চণ্ডাল বলিল, নৃপসত্তম ! ইহাই যদি আপনার আন্তরিক অভিপ্রায় ছিল, তবে "যে কেহ আমাকে গ্রহণ করুক ;" এই অসত্য কথা কেন বলিলেন ? "ব্রাহ্মণে আমায় গ্রহণ করুন" এই কথা বলাই উচিত ছিল। কিন্তু প্রকারান্তরে মিথ্যা বলিয়া আপনি অধর্ম্ম করিয়াছেন ; তবে কি আপনি বিচার না করিয়াই এইমাত্র আমার সম্মুখে সেই কথার উল্লেখ করিয়াছিলেন ? ॥ ১১ ॥ যাহা হউক, যে ব্যক্তি অগ্রে বিচার করিয়া স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করে, সেই ব্যক্তিই অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু হে অনঘ ! আপনি বিচার না করিয়া সামান্যতই ওরূপ কথা বলিয়াছেন। যাহা হউক্ যদি আপনার সেই কথাই সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হয়, তবে আপনি আমরই গৃহীত হইয়াছেন সন্দেহ নাই ॥ ১২ ॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, যে নরাধম অসত্য ব্যবহার করে, সে সদ্যই ভয়ঙ্কর নরকে গমন করিয়া থাকে, সুতরাং অসত্য ব্যবহার অপেক্ষা আমার চণ্ডালত্বও শ্রেয়স্কর ॥ ১৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! রাজা এই কথা বলিতেছেন এই সময়ে তপোধন বিশ্বামিত্র সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন ; তিনি ক্রোধ ও অমর্ষবশত নয়ন ঘূর্ণিত করিয়া নর-

চাণ্ডালোঽয়ং মনস্থং তে দাতুং বিত্তমুপস্থিতঃ ।
কস্মান্ন দীয়তে মহ্যমশেষা যজ্ঞদক্ষিণা ॥ ১৫ ॥

রাজোবাচ ।

ভগবন্ ! সূর্য্যবংশোত্থমাত্মানং বেদ্মি কৌশিক ! ।
কথং চাণ্ডালদাসত্বং গমিষ্যে বিত্তকামতঃ ॥ ১৬ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

যদি চাণ্ডালবিত্তং ত্বমাত্মবিক্রয়জং মম ।
ন প্রদাস্যসি চেত্তর্হি শপ্স্যামি ত্বামসংশয়ম্ ॥ ১৭ ॥
চাণ্ডালাদথবা বিপ্রাদ্দেহি মে দক্ষিণাধনম্ ।
বিনা চাণ্ডালমধুনা নান্যঃ কশ্চিদ্ধনপ্রদঃ ॥ ১৮ ॥
ধনেনাহং বিনা রাজন্ন যাস্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ১৯ ॥
ইদানীমেব মে বিত্তং ন প্রদাস্যসি চেন্নৃপ ! ।
দিনেঽর্দ্ধঘটিকাশেষে তত্ত্বাং শাপাগ্নিনা দহে ॥ ২০ ॥

(বিলম্বাকরণে হেতুমাহ চাণ্ডালোঽয়মিতি । মনস্থমভিলষিতং তে তব মনস্থং বা তে তুভ্যং দাতুমিত্যনেনান্বয়ঃ । অশেষা অবশিষ্টা ॥ ১৫-২০ ॥)

পতিকে বলিলেন ॥ ১৪ ॥ এই চণ্ডাল তোমায় অভিলষিত ধন দান করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে, তবে তুমি কি নিমিত্ত এখনও আমাকে যজ্ঞের অবশিষ্ট দক্ষিণা প্রদান করিতেছ না ? ॥ ১৫ ॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, কৌশিক ! কোন বিষয়ই আপনার অবিদিত নাই, আমার এই দেহ সূর্য্যবংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং ধনকামনায় কি প্রকারে চণ্ডালের দাসত্ব স্বীকার করিব ॥ ১৬ ॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, যদি চণ্ডালকে আত্মবিক্রয় করিয়া আমাকে ধন প্রদান না কর, তাহা হইলে তুমি নিশ্চয় জানিও যে, আমি এখনি তোমাকে অভিশাপ প্রদান করিব ॥ ১৭ ॥ চণ্ডাল হইতেই হউক, বা ব্রাহ্মণ হইতেই হউক, আমার দক্ষিণাধন এখনি দান কর। আপাততঃ চণ্ডাল ব্যতীত অপর কোন ধনদাতা এখানে উপস্থিত নাই ॥ ১৮ ॥ কিন্তু রাজন্ ! নিশ্চয় জানিও যে, আমি ধন না লইয়া প্রতিগমন করিতেছি না ॥ ১৯ ॥ নরপতে ! যদি এই মুহূর্ত্তেই পূর্ব্ব কথিত ধন আমাকে প্রদান না কর, তবে দিবসের অর্দ্ধ ঘটিকা অবশিষ্ট থাকিতে আমি তোমাকে কোপানলে দগ্ধ করিব ॥ ২০ ॥

ব্যাস উবাচ।

হরিশ্চন্দ্রস্ততো রাজা মৃতবচ্ছিন্নজীবিতঃ।
প্রসীদেতি বদন্ পাদৌ ঋষের্জগ্রাহ বিহ্বলঃ॥ ২১॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

দাসোঽস্ম্যার্ত্তোঽস্মি দীনোঽস্মি ত্বদ্ভক্তশ্চ বিশেষতঃ।
প্রসাদং কুরু বিপ্রর্ষে! কষ্টশ্চাণ্ডালসঙ্করঃ॥ ২২॥
ভবেয়ং বিত্তশেষেণ তব কর্ম্মকরো বশঃ।
তবৈব মুনিশার্দ্দূল! প্রেষ্যশ্চিত্তানুবর্ত্তকঃ॥ ২৩॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

এবমস্তু মহারাজ! মমৈব ভব কিঙ্করঃ।
কিন্তু মদ্বচনং কার্য্যং সর্ব্বদৈব নরাধিপ!॥ ২৪॥

ব্যাস উবাচ।

এবমুক্তেঽথ বচনে রাজা হর্ষসমন্বিতঃ।
অমন্যত পুনর্জাতমাত্মানং প্রাহ কৌশিকম্॥ ২৫॥
তবাদেশং করিষ্যামি সদৈবাহং ন সংশয়ঃ।
আদেশয় দ্বিজশ্রেষ্ঠ! কিং করোমি তবানঘ!॥ ২৬॥

মৃতবচ্ছিন্নজীবিতঃ অর্দ্ধমৃতবদাশ্রিতজীবনঃ॥ ২১॥
(চাণ্ডালসঙ্করঃ চাণ্ডালেন সহ একত্রাবস্থানমিত্যর্থঃ। কষ্টঃ ক্লেশকরঃ অতীবাসহনীয় ইত্যর্থঃ॥ ২২—২৬॥)

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রাজা হরিশ্চন্দ্র বিশ্বামিত্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন; তৎপরে ভয়ে বিহ্বল হইয়া প্রসন্ন হউন্ বলিয়া ঋষির চরণযুগল গ্রহণ করিলেন॥ ২১॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, বিপ্রর্ষে! আমি দীন ও যারপর নাই কাতর হইয়াছি। বিশেষতঃ আমি আপনার ভক্তদাস, অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ক্লেশকর চণ্ডালসহবাস হইতে মুক্ত করুন॥ ২২॥ মুনিবর! অবশিষ্ট ধনের পরিবর্ত্তে আমি আপনার কার্য্য করিব, অধিক কি আপনার আজ্ঞানুবর্ত্তী ভৃত্য হইয়া আপনারই চিত্তের অনুগামী হইব॥ ২৩॥

বিশ্বামিত্র বলিলেন, মহারাজ! তবে তুমি আমার কিঙ্কর হইলে। নরাধিপ! এখন তোমাকে সর্ব্বদাই আমার বাক্য প্রতিপালন করিতে হইবে॥ ২৪॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বিশ্বামিত্র এই কথা বলিলে রাজা হর্ষাতিশয়বশতঃ আপনার পুনর্জ্জন্ম লাভ হইল, মনে করিয়া কৌশিককে বলিলেন॥ ২৫॥ আমি নিয়তই

বিশ্বামিত্র উবাচ।

চাণ্ডালাগচ্ছ মদ্দাসমৌল্যং কিং মে প্রযচ্ছসি।
গৃহাণ দাসং মৌল্যেন ময়া দত্তং তবাধুনা ॥ ২৭ ॥
নাস্তি দাসেন মে কার্য্যং বিত্তাশা বর্ত্ততে মম ॥ ২৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবমুক্তে তদা তেন শ্বপচো হৃষ্টমানসঃ।
আগত্য সন্নিধৌ তূর্ণং বিশ্বামিত্রমভাষত ॥ ২৯ ॥

চাণ্ডাল উবাচ।

দশযোজনবিস্তীর্ণে প্রয়াগস্য চ মণ্ডলে।
ভূমিং রত্নময়ীং কৃত্বা দাস্যে তেঽহং দ্বিজোত্তম!।
অস্য বিক্রয়ণেনেয়মার্ত্তিশ্চ প্রহৃতা ত্বয়া ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ততো রত্নসহস্রাণি সুবর্ণমণিমৌক্তিকৈঃ।
চাণ্ডালেন প্রদত্তানি জগ্রাহ দ্বিজসত্তমঃ ॥ ৩১ ॥

ইত্থং বিশ্বামিত্রেণ রাজ্ঞা বিক্রীতস্ততো বিশ্বামিত্র এব স্বদাসং হরিশ্চন্দ্রং দ্রব্যং গৃহীত্বা চাণ্ডালায়ার্পয়িতি তদা তত্র রাজ্ঞো ন কশ্চিদুপায় আসাদিত্যাহ চাণ্ডালাগচ্ছেতি ॥২৭-৩১ ॥

আপনার আজ্ঞা পালন করিব। এক্ষণে আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তাহা আদেশ করুন ॥ ২৬ ॥

তখন বিশ্বামিত্র চণ্ডালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, চণ্ডাল! আমার নিকটে আইস, এই দাসের যাহা মূল্য হয়, আমাকে প্রদান কর। আমি এখন এই দাসকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি, তুমি মূল্য প্রদান করিয়া ইহাকে গ্রহণ কর ॥ ২৭ ॥ আমার কেবল অর্থেরই প্রয়োজন, ভৃত্যে কোন প্রয়োজন নাই ॥ ২৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বিশ্বামিত্র এই কথা বলিলে শ্বপচের হৃদয় আনন্দরসে অভিষিক্ত হইল। তখন সে অবিলম্বে বিশ্বামিত্রের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল ॥ ২৯ ॥ দ্বিজোত্তম! আপনি ইহাকে বিক্রয় করিয়া আমার যে ক্লেশ নিবারণ করিলেন, ইহাতে আমি আপনাকে প্রয়াগমণ্ডলের দশযোজন বিস্তীর্ণ ভূমি রত্নময়ী করিয়া প্রদান করিব ॥ ৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! পরে চণ্ডাল এক সহস্র রত্ন, এক সহস্র মণি, এক সহস্র মুক্তা এবং এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলে দ্বিজসত্তম বিশ্বামিত্রও তাহা গ্রহণ করি-

হরিশ্চন্দ্রস্তথা রাজা নির্ব্বিকারমুখোঽভবৎ ॥ ৩২ ॥
অমন্যত তথা ধৈর্য্যাদ্বিশ্বামিত্রো হি মে পতিঃ।
তত্তদেব ময়া কার্য্যং যদয়ং কারয়িষ্যতি ॥ ৩৩ ॥
অথান্তরীক্ষে সহসা বাগুবাচাশরীরিণী।
অনৃণোঽসি মহাভাগ! দত্তা সা দক্ষিণা ত্বয়া ॥ ৩৪ ॥
ততো দিবঃ পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত নৃপমূর্দ্ধনি।
সাধু সাধ্বিতি তং দেবাঃ প্রোচুঃ সেন্দ্রা মহৌজসঃ ॥ ৩৫ ॥
হর্ষেণ মহতাবিষ্টো রাজা কৌশিকমব্রবীৎ ॥ ৩৬ ॥

রাজোবাচ।

ত্বং হি মাতা পিতা চৈব ত্বং হি বন্ধুর্ম্মহামতে!।
যদর্থং মোচিতোঽহং তে ক্ষণাচ্চৈবানৃণীকৃতঃ।
কিং করোমি মহাবাহো! শ্রেয়ো মে বচনং তব ॥ ৩৭ ॥
এবমুক্তে তু বচনে নৃপং মুনিরভাষত ॥ ৩৮ ॥

নির্ব্বিকারমুখ ইতি। ব্রাহ্মণো মম স্বামী ভবতি স যথা প্রেরয়তি তথা করোমি ন পুনর্ধর্ম্মপালেন মম স্বাতন্ত্র্যমস্তীত্যভিপ্রায়েণেত্যর্থঃ ॥ ৩২—৩৩ ॥

হে মহাভাগ! হরিশ্চন্দ্র ত্বমনৃণো জাতোসীত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

(তত ইতি। সাগরান্তায়াঃ পৃথিব্যা অধিতপতেরপি রাজ্ঞো হরিশ্চন্দ্রস্যাত্মবিক্রয়েণ ঋণ-পরিশোধনাৎ মহত্ত্বং প্রকটিতম্। অতঃ পুষ্পবৃষ্টিপপাতসাধুবাদঃ সংবৃত্তশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৩৫-৩৮ ॥)

লেন ॥ ৩১ ॥ তখন মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের মুখমণ্ডলে কিছু মাত্র বিকার লক্ষিত হইল না ॥ ৩২ ॥ বরং তিনি ধৈর্য্য ধারণপূর্ব্বক মনে মনে স্থির করিলেন, এখন বিশ্বামিত্রই আমার প্রভু; সুতরাং ইনি আমাকে যে কার্য্যে নিয়োগ করিবেন, আমাকে তাহাই করিতে হইবে ॥ ৩৩ ॥ ঐ সময় সহসা অশরীরিণী বাণী আকাশ হইতে শ্রুত হইতে লাগিল, "মহাভাগ! তুমি সেই অঙ্গীকৃত দক্ষিণা দান করিয়া ঋণ হইতে মুক্ত হইলে" ॥ ৩৪ ॥ পরে স্বর্গমণ্ডল হইতে রাজার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। এই সময়ে মহাতেজা ইন্দ্রাদি দেবতাবৃন্দ সাধু সাধু বলিয়া রাজার প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ তখন তিনি নিরতিশয় হর্ষে পরিপূর্ণ হইয়া কৌশিককে বলিলেন ॥ ৩৬ ॥ মহামতে! আপনি যে অর্থদায় হইতে মুক্ত করিয়া ক্ষণমাত্রেই আমাকে অঋণী করিলেন, অতএব আপনি আমার পিতা, মাতা ও বন্ধু অপেক্ষাও হিতকারী ॥ ৩৭ ॥ সুতরাং মহাবাহো! আপনার বাক্যই আমার শ্রেয়স্কর, অতএব এখন কি করিব আজ্ঞা করুন ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ ।

চাণ্ডালবচনং কার্য্যমদ্যপ্রভৃতি তে নৃপ ! ।
স্বস্তি তেঽস্ত্বিতি তং প্রোচ্য তদাদায় ধনং যযৌ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে
হরিশ্চন্দ্রস্য শ্বপচদাসত্ব বর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

তদাদায়েতি। চাণ্ডালেন দত্তং ধনং গৃহীত্বা হরিশ্চন্দ্রং তস্য হস্তে দত্ত্বা যযাবিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

রাজা এই কথা বলিলে পর বিশ্বামিত্র তাঁহাকে বলিলেন, অদ্য হইতে তুমি চণ্ডালের বাক্য প্রতিপালন করগে। তোমার মঙ্গল হউক্, এই কথা বলিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র সেই চণ্ডালদত্ত ধন গ্রহণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৯ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রের চাণ্ডালগৃহে দাসত্ব স্বীকার
বর্ণন নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শৌনক উবাচ।

ততঃ কিমকরোদ্রাজা চাণ্ডালস্য গৃহে গতঃ।
তদব্রূহি সূতবর্য্য! ত্বং পৃচ্ছতঃ সত্বরং হি মে ॥ ১ ॥

সূত উবাচ।

বিশ্বামিত্রে গতে বিপ্রে শ্বপচো হৃষ্টমানসঃ।
বিশ্বামিত্রায় তদ্দ্রব্যং দত্ত্বা বধ্বা নরেশ্বরম্ ॥ ২ ॥
অসত্যো যাস্যসীত্যুক্ত্বা দণ্ডেনাতাড়য়ত্তদা।
দণ্ডপ্রহারসম্ভ্রান্তমতীবব্যাকুলেন্দ্রিয়ম্ ॥ ৩ ॥
ইষ্টবন্ধুবিয়োগার্ত্তমানীয় নিজপক্কণে।
নিগড়ে স্থাপয়িত্বা তং স্বয়ং সুষ্বাপ বিজ্বরঃ ॥ ৪ ॥
নিগড়স্থস্ততো রাজা বসংশ্চাণ্ডালপক্কণে।
অন্নপানে পরিত্যজ্য সদাবৈতদশোচয়ৎ ॥ ৫ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশস্মহাপদ্যোশ্চাণ্ডালগৃহবর্ত্তনম্।
তদমুজ্ঞানকারিত্বং হরিশ্চন্দ্রস্য বর্ণ্যতে ॥

চাণ্ডালাধীনতাং প্রাপ্তস্য হরিশ্চন্দ্রস্য বৃত্তমাহ ততঃ কিমকরোদিতি ॥ ১—৩ ॥
পক্কণে স্থানে ॥ ৪—৫ ॥

শৌনক বলিলেন, সূতশ্রেষ্ঠ! রাজা হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালগৃহে গমন করিয়া তৎপরে কোন্ কার্য্য করিলেন, তাহা আপনি সত্বর আমাদিগের নিকট সবিস্তর কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥

সূত বলিলেন, বিপ্রবর বিশ্বামিত্র প্রস্থান করিলে পর চণ্ডালের মন আনন্দরসে অভিষিক্ত হইল। সে পূর্ব্বেই বিশ্বামিত্রকে তাদৃশ রত্নরাশি প্রদান করিয়াছিল, সুতরাং নরপতিকে এখন বন্ধন করিয়া তুই অসত্যপথে পদার্পণ করিবি; এই বলিয়া দণ্ড দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। রাজা একেত ইষ্টজনবিয়োগে অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন, তাহার উপর আবার চণ্ডালের দণ্ডাঘাত, সুতরাং সেই প্রহারে তিনি অত্যন্ত বিহ্বল হইলেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম অতিশয় শিথিল হইয়া পড়িল; চণ্ডাল ঈদৃশ অবস্থায় রাজাকে নিজ আলয়ে আনয়নপূর্ব্বক শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়া রাখিল, তাহার পর স্বয়ং ক্লেশ পরিহার করিয়া নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে লাগিল ॥ ২—৪ ॥

রাজা চণ্ডালগৃহে নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু তথায় অন্ন জল গ্রহণ করিলেন না; অনবরতই কেবল স্ত্রী পুত্রাদির নিমিত্ত অনুতাপ করিতে

তন্বী দীনমুখী দৃষ্ট্বা বালং দীনমুখং পুরঃ।
মাং স্মরত্যসুখাবিষ্টা মোক্ষয়িষ্যতি নৌ নৃপঃ ॥ ৬ ॥
উপাত্তবিত্তো বিপ্রায় দত্ত্বা বিত্তং প্রতিশ্রুতম্।
রোদমানং সুতং বীক্ষ্য মাঞ্চ সম্বোধয়িষ্যতি ॥ ৭ ॥
তাতপার্শ্বং ব্রজামীতি রুদন্তং বালকং পুনঃ।
তাততাতেতি ভাষন্তং তথা সম্বোধয়িষ্যতি ॥ ৮ ॥
ন সা মাং মৃগশাবাক্ষী বেত্তি চাণ্ডালতাং গতম্ ॥ ৯ ॥
রাজ্যনাশঃ সুহৃত্ত্যাগো ভার্য্যাতনয়বিক্রয়ঃ।
ততশ্চাণ্ডালতা চেয়মহো দুঃখপরম্পরা ॥ ১০ ॥
এবং স নিবসন্নিত্যং স্মরংশ্চ দয়িতাং সুতম্।
নিনায় দিবসান্ রাজা চতুরো বিধিপীড়িতঃ ॥ ১১ ॥
অথাহ্নি পঞ্চমে তেন নিগড়ান্মোচিতো নৃপঃ।
চাণ্ডালেনানুশিষ্টশ্চ মৃতচৈলাপহারণে।
ক্রুদ্ধেন পরুষৈর্ব্বাক্যৈর্নির্ভৎর্স্য চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১২ ॥

শোকমেবাহ তন্বীতি। বালং দৃষ্ট্বেত্যন্বয়ঃ ॥ ৬—১৩ ॥

লাগিলেন ॥ ৫ ॥ সেই কৃশাঙ্গী সম্মুখে পুত্রের মলিনবদন অবলোকন করিয়া বিমর্ষবদনে আমাকে স্মরণ করিতেছেন। তিনি সাতিশয় দুঃখিত হইয়া মনে করিতেছেন যে, রাজা ধন প্রাপ্ত হইলেই বিপ্রকে প্রতিশ্রুতবিত্ত প্রদান করিয়া আমাদিগকে দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবেন। হায়! কতদিনে এই রোরুদ্যমান পুত্র এবং আমাকে অবলোকন করিয়া আমাদিগের সহিত সম্ভাষণ করিবেন ॥ ৬—৭ ॥ পিতার নিকট যাইব বলিয়া বালক বারংবার রোদন করিলে এবং তাত! তাত! বলিয়া সম্ভাষণ করিলে, তিনি আসিয়া কবে সম্বোধন করিবেন? ॥ ৮ ॥ আমি যে চণ্ডালের অধীন হইয়াছি, সেই মৃগশিশুসদৃশ-সুলোচনা তাহা জানিতে পারিতেছে না। হায়! আমি রাজ্যচ্যুত হইলাম, সুহৃদ্বর্গ ত্যাগ করিলাম, ভার্য্যা ও পুত্র পর্য্যন্ত বিক্রয় করিলাম। আবার এখন চণ্ডালের দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইতেও হইল। হায়! একেবারে উপর্য্যুপরি ক্লেশ সমূহ আমাকে আক্রমণ করিল ॥ ৯—১০ ॥

রাজা এইরূপে অনবরত প্রিয়তমা ভার্য্যা ও পুত্রকে স্মরণ করিয়া সেই চণ্ডাল গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে চারি দিবস গত হইলে পঞ্চম দিবসে চণ্ডাল তথায় আসিয়া ক্রোধভরে নিষ্ঠুরবাক্যে নরপতিকে বারংবার ভৎর্সনা করিয়া বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিল এবং বলিল, তুমি শ্মশানে গিয়া মৃত মানবগণের বস্ত্র আহরণ

কাশ্যাশ্চ দক্ষিণে ভাগে শ্মশানং বিদ্যতে মহৎ।
তদ্রক্ষস্ব যথান্যায়ং ন ত্যাজ্যং তত্ত্বয়া কচিৎ ॥ ১৩ ॥
ইমঞ্চ জর্জ্জরং দণ্ডং গৃহীত্বা যাহি মা চিরম্।
বীরবাহোরয়ং দণ্ড ইতি ঘোষস্ব সর্ব্বতঃ ॥ ১৪ ॥

সূত উবাচ।

কস্মিংশ্চিদথ কালে তু মৃতচৈলাপহারকঃ।
হরিশ্চন্দ্রোঽভবদ্রাজা শ্মশানে তদ্বশানুগঃ ॥ ১৫ ॥
চাণ্ডালেনানুশিষ্টস্তু মৃতচৈলাপহারিণা।
রাজা তেন সমাদিষ্টো জগাম শবমন্দিরম্ ॥ ১৬ ॥
পুর্য্যাস্তু দক্ষিণে দেশে বিদ্যমানং ভয়ানকম্।
শবমাল্যসমাকীর্ণং দুর্গন্ধবহুধূমকম্ ॥ ১৭ ॥
শ্মশানং ঘোরসন্নাদং শিবাশতসমাকুলম্।
গৃধ্রগোমায়ুসঙ্কীর্ণং শ্ববৃন্দপরিবারিতম্ ॥ ১৮ ॥

বীরবাহোস্তন্নামকস্য চাণ্ডালস্যায়ং দণ্ডস্তস্যাহং দূত ইত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৫ ॥
শবমন্দিরং শ্মশানম্ ॥ ১৬—১৮ ॥

কর ॥ ১১—১২ ॥ কাশীর দক্ষিণভাগে এক সুবিস্তীর্ণ শ্মশান আছে। তুমি তথায় গিয়া সেই শ্মশান রক্ষা কর এবং ন্যায়ানুসারে আমার যাহা প্রাপ্য তাহা কাহারও নিকট পরিত্যাগ করিও না ॥ ১৩ ॥ তুমি এই জর্জ্জর দণ্ড লইয়া শীঘ্র তথায় গমন কর; আমি বীরবাহুর দূত এবং তাহারই এই দণ্ড, এই কথা সকল স্থানেই ঘোষণা করিও ॥ ১৪ ॥

সূত বলিলেন, ঋষিগণ! এইরূপে এক সময়ে রাজা হরিশ্চন্দ্র চণ্ডালের বশবর্ত্তী হইয়া শ্মশানে মৃত মনুষ্যগণের বসন আহরণ কার্য্য করিতে নিযুক্ত হইলেন ॥ ১৫ ॥ সেই মৃত মানবগণের বসনগ্রাহী চণ্ডাল রাজাকে এইরূপ কার্য্যে নিয়োগ করিলে, তিনি তাহার আদেশ অনুসারে শ্মশানে গমন করিলেন ॥ ১৬ ॥ এই শ্মশান কাশীপুরীর দক্ষিণভাগে অবস্থিত; তাহার স্থানে স্থানে শবমাল্য সকল বিকীর্ণ রহিয়াছে। তাহার চতুর্দ্দিক্ দুর্গন্ধে ও বহুতর ধূমে পরিপূর্ণ; সেখানে কত শত শিবা পরিভ্রমণ করিতেছে, তাহাদের ঘোরতর নিনাদে সেই প্রেতভূমি প্রতিধ্বনিত হইতেছে; তাহার কোথাও গৃধ্রগণ, কোথাও বা গোমায়ুবর্গ, কোথাও বা কুকুরবৃন্দ শবদেহ লইয়া আকর্ষণ করিতেছে; স্থানে স্থানে রাশি রাশি অস্থি সকল বিকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, শবসমূহের পূতি-গন্ধে শ্মশানভূমি পরিপূর্ণ। কোথাও অগ্নিমধ্যস্থিত অর্দ্ধদগ্ধ শবগণের আস্যদেশ দশন-

অস্থিসংঘাতসঙ্কীর্ণং মহাদুর্গন্ধসঙ্কুলম্ ।
অর্দ্ধদগ্ধশবাস্যানি বিকসদ্দন্তপংক্তিভিঃ ॥ ১৯ ॥
হসন্তীবাগ্নিমধ্যস্থকায়ৈস্তৈবং ব্যবস্থিতিঃ ।
নানামৃতসুহৃন্নাদং মহাকোলাহলাকুলম্ ॥ ২০ ॥
হা পুত্র ! মিত্র ! হা বন্ধো ! ভ্রাতর্ব্বৎস ! প্রিয়াদ্য মে ।
হাপ্যতে ভাগিনেয়াৰ্হ হা মাতুল ! পিতামহ ! ॥ ২১ ॥
মাতামহ ! পিতঃ ! পৌত্র ! ক গতোঽস্যেহি বান্ধব ! ।
ইতি শব্দৈঃ সমাকীর্ণং ভৈরবৈঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ॥ ২২ ॥
জ্বলন্মাংসবসামেদচ্ছুমিতিধ্বনিসঙ্কুলম্ ।
অগ্নেশ্চটচটা শব্দো ভৈরবো যত্র জায়তে ॥ ২৩ ॥
কল্পান্তসদৃশাকারং শ্মশানং তৎসুদারুণম্ ।
স রাজা তত্র সম্প্রাপ্তো দুঃখাদেবমশোচত ॥ ২৪ ॥

উৎপ্রেক্ষাং করোতি। অর্দ্ধদগ্ধেতি। বিকসদ্দন্তপংক্তিভিরর্দ্ধদগ্ধশবাস্যানি হসন্তি কিমিতি? অগ্নিমধ্যস্থকায়স্ত শরীরৈস্তৈবং ব্যবস্থিতির্দুর্দ্দশা ভবতীতি ॥ ১৯ ॥
নানামৃতানামনেকমৃতানাং সুহৃদাং রোদননাদো যস্মিন্ শ্মশানে তৎ ॥ ২০ ॥
হে মে প্রিয়াদ্যাহং ত্বয়া কথং হাপ্যতে ত্যাজ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২১—২৭ ॥

পংক্তি বিকাস করিয়া যেন বিকট হাস্ত করিতেছে। দেহ সকল দহনের মধ্যগত হইলেই এইরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া থাকে। তথায় বহুতর লোকের মৃতদেহ আনীত হওয়ায় তাহাদিগের সুহৃদ্গণের আর্ত্তনাদে ভয়ানক কোলাহল হইতেছে॥ ১৭—২০ ॥ কেহ হা বৎস ! হা পুত্র ! তুমি আমায় পরিত্যাগ করিয়া আজ কোথায় গেলে ? কেহ হা মিত্র ! তুমি অদ্য আমাকে ছাড়িয়া কোথায় প্রস্থান করিলে ? কেহ বা হা বন্ধো ! তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে ? হা ভ্রাতঃ ! তুমি আজ আমাকে ত্যাগ করিলে ? কেহ বা হা ভাগিনেয় ! তুমিও কি আজ আমাকে পরিত্যাগ করিলে ? কেহ হা মাননীয় মাতামহ ! কেহ হা মাতুল ! কেহ বা হা পিতামহ! কেহ হা পিতঃ ! কেহ হা পৌত্র ! কেহ বা হা বান্ধব ! তুমি আজ কোথায় গেলে ? একবার আসিয়া দর্শন দাও। এই প্রকার প্রাণি-পুঞ্জের ভৈরবরবে শ্মশানভূমি পরিপূর্ণ হইতেছিল ॥ ২১—২২ ॥ মাংস, বসা ও মেদ সকল অনলে দগ্ধ হইয়া শোঁ শোঁ শব্দ বিস্তারকরত সেইস্থান আকুলিত করিয়া তুলিতেছে। সেখানে অগ্নির ভয়ঙ্কর চট্‌চটা শব্দ সমুদ্ভূত হইতেছে। এইরূপে সেই শ্মশানের দৃশ্য কল্পান্তকালের ন্যায় অতীব ভীষণ। রাজা হরিশ্চন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া নিরতিশয় দুঃখবশত এই প্রকার শোক করিতে লাগিলেন ॥ ২৩—২৪ ॥ হা

হা ভৃত্যা! মন্ত্রিণো যূয়ং ক তদ্রাজ্যং কুলোচিতম্।
হা প্রিয়ে! পুত্র! মে বাল! মাং ত্যক্ত্বা মন্দভাগ্যকম্ ॥ ২৫ ॥
ব্রাহ্মণস্য চ কোপেন গতা যূয়ং ক দূরতঃ।
বিনা ধর্ম্মং মনুষ্যাণাং জায়তে ন শুভং কচিৎ ॥ ২৬ ॥
যত্নতো ধারয়েত্তস্মাৎ পুরুষো ধর্ম্মমেব হি।
ইত্যেবং চিন্তয়ংস্তত্র চাণ্ডালোক্তং পুনঃ পুনঃ ॥ ২৭ ॥
মলেন দিগ্ধসর্ব্বাঙ্গঃ শবানাং দর্শনে ব্রজন্।
লকুটাকারকল্পশ্চ ধাবংশ্চাপি ততস্ততঃ ॥ ২৮ ॥
অস্মিঞ্ছব ইদং মৌল্যং শতং প্রাপ্স্যামি চাগ্রতঃ।
ইদং মম ইদং রাজ্ঞ ইদং চাণ্ডালকস্য চ ॥ ২৯ ॥
ইত্যেবং চিন্তয়ন্ রাজা ব্যবস্থাং দুস্তরাং গতঃ।
জীর্ণৈকপটসূগ্রন্থিকৃতকন্থাপরিগ্রহঃ ॥ ৩০ ॥
চিতাভস্মরজোলিপ্তমুখবাহূদরাংঘ্রিকঃ।
নানামেদবসামজ্জালিপ্তপাণ্যঙ্গুলিঃ শ্বসন্ ॥ ৩১ ॥
নানাশবৌদনকৃতক্ষুন্নিবৃত্তিপরায়ণঃ।
তদীয়মাল্যসংশ্লেষকৃতমস্তকমণ্ডলঃ ॥ ৩২ ॥

শবানাং দর্শনে শবান্বেষণে ॥ ২৮—৩১ ॥

মন্ত্রিগণ! হা ভৃত্যবর্গ! তোমরা সকলে এক্ষণে কোথায় রহিলে? হায়! আমার বংশ-পরম্পরাগত রাজ্যই বা কোথায় রহিল। হা পুত্র! হা প্রেয়সি! তোমরা এই হত-ভাগ্যকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণের কোপবশত কোন্ দূরতর স্থানে গমন করিয়াছ? ধর্ম্ম ব্যতিরেকে মানবগণ কখনই শুভফল লাভ করিতে পারে না, অতএব পুরুষ যত্ন-সহকারে কেবল ধর্ম্মই অর্জ্জন করিবে। সেই মললিপ্তাঙ্গ রাজা বারংবার এই প্রকার চিন্তা করিয়া পরিশেষে চণ্ডালের বাক্যস্মরণে শবান্বেষণে গমন করিলেন। দুশ্চিন্তা-নিবন্ধন তাঁহার অঙ্গযষ্টি যষ্টির ন্যায় শীর্ণ হইয়াছিল, তথাপি রাজা হরিশ্চন্দ্র ইতস্ততঃ পরি-ভ্রমণ করিয়া এই শবের শতমুদ্রা মূল্য অগ্রে আমার হস্তগত হইবে; এই মূল্যের মধ্যে ইহা রাজার, ইহা আমার এবং ইহা চাণ্ডালের, নিরন্তর এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন; সুতরাং তাঁহার দুরবস্থার একশেষ হইল। তাঁহার মুখমণ্ডল, বাহু, উদর ও চরণ প্রভৃতি অঙ্গ সকল ভস্ম ও ধূলি দ্বারা বিলেপিত, শত গ্রন্থিময় একমাত্র জীর্ণ বসনের কন্থা পরিধান, নানাবিধ মেদ, বসা ও মজ্জা দ্বারা তাঁহার পাদাঙ্গুলি সকল

ন রাত্রৌ ন দিবা শেতে হাহেতি প্রবদন্ মুহুঃ।
এবং দ্বাদশমাসাস্তু নীতা বর্ষশতোপমাঃ ॥ ৩৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে বিশ্বামিত্র-হরিশ্চন্দ্রসংবাদে হরিশ্চন্দ্রস্য শ্মশানাবস্থানং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

নানাশবানাং পিণ্ডার্থং যে চৌদনাঃ কৃতাস্তৈর্ভক্ষিতৈর্যা ক্ষুন্নিবৃত্তিস্তৎপরায়ণঃ ॥৩২-৩৩॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

বিলিপ্ত। নানাজাতীয় শবের যে সকল অন্ন প্রস্তুত হয় তাহাতেই রাজা ক্ষুধা নিবৃত্তি করেন এবং তাহাদের মাল্য লইয়া মস্তকে বেষ্টন করিয়া রাখেন ॥ ২৫—৩২ ॥ রাত্রি বা দিবসে শয়ন করেন না, কেবল হায়! হায়! শব্দ করিয়া নিরন্তর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। এই প্রকারে তিনি শত বৎসরের ন্যায় দ্বাদশ মাস মহাকষ্টে অতিবাহিত করিলেন ॥ ৩৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রের শ্মশানাবস্থান নামক চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

একদা তু গতো রন্তুং বালকৈঃ সহিতো বহিঃ।
বারাণস্যা নাতিদূরে রোহিতাখ্যঃ কুমারকঃ ॥ ১ ॥
ক্রীড়াং কৃত্বা ততো দর্ভান্ গৃহীতুমুপচক্রমে।
কোমলানল্পমূলাংশ্চ সাগ্রাঞ্ছক্ত্যনুসারতঃ ॥ ২ ॥
আর্য্যপ্রীত্যর্থমিত্যুক্ত্বা হস্তযুগ্মেন যত্নতঃ।
সলক্ষণাশ্চ সমিধো বর্হিরিধ্মং সলক্ষণম্ ॥ ৩ ॥
পলাশকাষ্ঠান্যাদায় ত্বগ্নিহোমার্থমাদরাৎ।
মস্তকে ভারকং কৃত্বা খিদ্যমানঃ পদে পদে ॥ ৪ ॥
উদকস্থানমাসাদ্য তদা বালস্তৃষান্বিতঃ।
ভুবি ভারং বিনিক্ষিপ্য জলস্থানে তদা শিশুঃ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধেনৈকোননবতিশ্লোকৈরথ তু ভূভৃতঃ।
পুত্রভার্য্যাকথাং সম্যক্ কথয়ামাস ভূভৃতে ॥

চাণ্ডালেন হরিশ্চন্দ্রে শ্মশানকার্য্যার্থং নিযুক্তে সত্যনন্তরং জাতং বৃত্তমাহ একদাত্বিতি। রন্তুং ক্রীড়িতুং নাতিদূরে নিকটে এব ॥ ১ ॥

শক্ত্যনুসারতো ভারবহনে যাবতী শক্তিঃ স্বস্য তদনুরোধত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

আর্য্যপ্রীত্যর্থমিতি। বয়স্যৈঃ কিমর্থমিদং দর্ভাহরণং ক্রিয়তে ইতি পৃষ্টে সতি আর্য্যো মম স্বামী ব্রাহ্মণঃ তৎপ্রীত্যর্থমিদং দর্ভাহরণং ময়া ক্রিয়ত ইতি তান্ বয়স্যানুক্ত্বেত্যর্থঃ ॥ ৩—৭ ॥

সূত বলিলেন, এদিকে কুমার রোহিতাশ্ব একদিন কাশীর অনতিদূরে ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত বালকগণের সমভিব্যাহারে বহির্গত হইল ॥ ১ ॥ প্রথমতঃ বালকগণের সহিত ক্রীড়া করিল, তাহার পর অগ্রভাগসমন্বিত স্বল্পমূল কোমল দর্ভ সকল স্বীয় শক্তি-অনুসারে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল ॥ ২ ॥ বালকগণ দর্ভ আহরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রোহিত বয়স্যদিগকে বলিল, আমার প্রভু ব্রাহ্মণ, তাঁহারই প্রীতি-সম্পাদনের নিমিত্ত ইহা গ্রহণ করিতেছি। তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া যজ্ঞীয় লক্ষণাক্রান্ত সমিধ্ এবং অনলসন্দীপক কাষ্ঠ হস্তযুগল দ্বারা যত্নসহকারে সংগ্রহ করিতে লাগিল ॥ ৩ ॥ অনন্তর অনলে হোম করিবার নিমিত্ত আহৃত পলাশকাষ্ঠ ও পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সকল একত্রিত করিয়া সেই ভার সযত্নে মস্তকে লইল বটে, কিন্তু প্রতিপদেই খিদ্যমান হইতে লাগিল ॥ ৪ ॥

কামতঃ সলিলং পীত্বা বিশ্রম্য চ মুহূর্ত্তকম্।
বল্মীকোপরি বিন্যস্তভারো হর্ত্তুং প্রচক্রমে ॥ ৬ ॥
বিশ্বামিত্রাজ্ঞয়া তাবৎ কৃষ্ণসর্পো ভয়াবহঃ।
মহাবিষো মহাঘোরো বল্মীকান্নির্গতস্তদা ॥ ৭ ॥
তেনাসৌ বালকো দষ্টস্তদৈব চ পপাত হ।
রোহিতাখ্যং মৃতং দৃষ্ট্বা যযুর্বালা দ্বিজালয়ম্ ॥ ৮ ॥
ত্বরিতা ভয়সংবিগ্নাঃ প্রোচুস্তন্মাতুরগ্রতঃ ॥ ৯ ॥
হে বিপ্রদাসি! তে পুত্রঃ ক্রীড়াং কর্ত্তুং বহির্গতঃ!
অস্মাভিঃ সহিতস্তত্র সর্পদষ্টো মৃতস্ততঃ ॥ ১০ ॥
ইতি সা তদ্বচঃ শ্রুত্বা বজ্রপাতোপমং তদা।
পপাত মূর্চ্ছিতা ভূমৌ ছিন্নেব কদলী যথা ॥ ১১ ॥
অথ তাং ব্রাহ্মণো রুষ্টঃ পানীয়েনাভ্যষিঞ্চত।
মুহূর্ত্তাচ্চেতনাং প্রাপ্তা ব্রাহ্মণস্তামথাব্রবীৎ ॥ ১২ ॥

বালা রোহিতাখ্যস্য বয়স্যাঃ ॥ ৮—১১ ॥
নিশামুখে সায়ংকালে রোদনমলক্ষ্মীকারকমতি নিষিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ১২—১৩ ॥

তখন সেই বালক পিপাসার্ত্ত হইয়া জল সন্নিহিত স্থানে গমনপূর্ব্বক ভূতলে ভার নিক্ষেপ করিয়া জলপান করিবার নিমিত্ত জলাশয়ে অবতরণ করিল ॥ ৫ ॥ তথায় ইচ্ছানুসারে সলিল পান করিয়া মুহূর্ত্তকাল বিশ্রামের পর যেমন বল্মীকের উপর সেই ভার স্থাপন করিয়া উহা পুনর্ব্বার মস্তকে উত্তোলন করিবার উপক্রম করিল, অমনি বিশ্বামিত্রের আজ্ঞায় প্রাণিপুঞ্জের ভয়াবহ অতীব ঘোরদর্শন মহাবিষ মহাকায় এক কৃষ্ণবর্ণ কাল-সর্প সেই বল্মীক হইতে অকস্মাৎ বহির্গত হইল ॥ ৬—৭ ॥ ঐ সর্প নির্গত হইয়াই বালককে দংশন করিলে, সেই বালক ভূতলে পতিত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণ পরিত্যাগ করিল। তাহার বয়স্য বালকগণ রোহিতাশ্বকে মৃত দেখিয়া ব্রাহ্মণের আলয়ে গমন করিল ॥ ৮ ॥ অনন্তর বালকগণ ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া অবিলম্বে তাহার মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল, বিপ্রদাসি! তোমার পুত্র আমাদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে বাহিরে গমন করিয়াছিল, কিন্তু অকস্মাৎ সেখানে কালসর্প-দংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ॥ ৯—১০ ॥ রোহিতজননী অশনিপাতসদৃশ কঠোর বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ছিন্ন-মূল কদলীর ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন ॥ ১১ ॥ সেই সময়ে ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার মুখ-মণ্ডলে সলিল সেচন করিতে লাগিলেন, পরে তিনি ক্ষণকালমধ্যে চেতনা লাভ করিলে, বিপ্র কুপিত হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ দুষ্টে! নিশামুখে রোদন করা

ব্রাহ্মণ উবাচ।

অলক্ষ্মীকারকং নিন্দ্যং জানতী ত্বং নিশামুখে।
রোদনং কুরুষে দুষ্টে! লজ্জা তে হৃদয়ে ন কিম্ ॥ ১৩ ॥
ব্রাহ্মণেনৈবমুক্তা সা ন কিঞ্চিদ্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥
রুরোদ করুণং দীনা পুত্রশোকেন পীড়িতা।
অশ্রুপূর্ণমুখী দীনা ধূসরা মুক্তমূর্দ্ধজা ॥ ১৫ ॥
অথ তাং কুপিতো বিপ্রো রাজপত্নীমভাষত।
ধিক্ ত্বাং দুষ্টে! ক্রয়ং গৃহ্য মম কার্য্যং বিলুম্পসি।
অশক্তা চেৎ কথং তর্হি গৃহীতং মম তদ্ধনম্ ॥ ১৬ ॥
এবং নির্ভৎর্সিতা তেন ক্রূরবাক্যৈঃ পুনঃ পুনঃ।
রুদিতা করুণং প্রাহ বিপ্রং গদ্গদয়া গিরা।
স্বামিন্! মম সুতো বালঃ সর্পদষ্টো মৃতো বহিঃ ॥ ১৭ ॥
অনুজ্ঞাং মে প্রযচ্ছস্ব দ্রষ্টুং যাস্যামি বালকম্।
দুর্লভং দর্শনং তেন সম্প্রাতং মম সুব্রত! ॥ ১৮ ॥

ধূসরা ধূলিভির্মলিনেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥
ক্রয়ং মৌল্যং গৃহ্য গৃহীত্বেত্যর্থঃ ॥ ১৫—২১ ॥

অতিশয় নিন্দনীয়, বিশেষতঃ ইহাতে অলক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়; ইহা জানিয়াও তুমি কেন রোদন করিতেছ? তোমার হৃদয়ে কি কিছুমাত্র লজ্জা নাই? ॥ ১৩ ॥ বিপ্রবর এই প্রকার বলিলেও তিনি তাঁহাকে কোন প্রত্যুত্তর করিলেন না; প্রত্যুত পুত্রশোকে সাতিশয় কাতর হইয়া করুণস্বরে কেবল রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার শরীর ধূলায় ধূসর, কেশকলাপ বিমুক্ত ও মুখমণ্ডল নয়নজলে অভিষিক্ত হইয়া উঠিল; তিনি শোকে অনবরতই কেবল কাতরভাবে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১৪—১৫ ॥ তখন সেই ব্রাহ্মণ কুপিত হইয়া রাজপত্নীকে বলিলেন, রে দুষ্টে! তোরে ধিক্! আমি তোকে মূল্য দ্বারা ক্রয় করিয়া আনিয়াছি, তথাপি তুই আমার কার্য্যের হানি করিতেছিস্? তুই যদি আমার কার্য্যই করিতে না পারিবি, তবে কেন অনর্থক আমার অর্থ গ্রহণ করিলি? ॥ ১৬ ॥ সেই ব্রাহ্মণ বারংবার এই প্রকার নিষ্ঠুরবাক্যে তাঁহাকে তিরস্কার করিলে তিনি করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে গদ্গদবাক্যে বিপ্রকে বলিলেন, স্বামিন্! আমার বালকপুত্র সর্পদষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥ হে সুব্রত! আমি তাহাকে আর দেখিতে পাইব না, সুতরাং আমি সেই বালক পুত্রকে দেখিতে যাইব

ইত্যুক্ত্বা করুণং বালা পুনরেব রুরোদ হ।
পুনস্তাং কুপিতো বিপ্রো রাজপত্নীমভাষত ॥ ১৯ ॥
ব্রাহ্মণ উবাচ।
শঠে! দুষ্টসমাচারে! কিং ন জানাসি পাতকম্।
যঃ স্বামিবেতনং গৃহ্য তস্য কার্য্যং বিলুম্পতি ॥ ২০ ॥
নরকে পচ্যতে সোঽথ মহারৌরবপূর্ব্বকে।
উষিত্বা নরকে কল্পং ততোঽসৌ কুক্কুটো ভবেৎ ॥ ২১ ॥
কিমনেনাথবাকার্য্যং ধর্ম্মসংকীর্ত্তনেন মে।
যস্তু পাপরতো মূর্খঃ ক্রূরো নীচোঽনৃতঃ শঠঃ ॥ ২২ ॥
তদ্বাক্যং নিষ্ফলং তস্মিন্ ভবেদ্বীজমিবোষরে।
এহি তে বিদ্যতে কিঞ্চিৎ পরলোকভয়ং যদি ॥ ২৩ ॥
এবমুক্তাথ সা বিপ্রং বেপমানাব্রবীদ্বচঃ।
কারুণ্যং কুরু মে নাথ! প্রসীদ সুমুখো ভব ॥ ২৪ ॥
প্রস্থাপয় মুহূর্ত্তং মাং যাবদ্দ্রক্ষ্যামি বালকম্।
এবমুক্ত্বাথ সা মূর্দ্ধ্না নিপত্য দ্বিজপাদয়োঃ ॥ ২৫ ॥

ধর্ম্মসঙ্কীর্ত্তনেন কুতঃ কার্য্যং নাস্তীতি চেত্তত্রাহ যস্ত্বিতি। উষরদেশে বীজমিব তদ্বাক্যং ধর্ম্মশাস্ত্রোপদেশবাক্যং তস্মিন্মূর্খত্বাদিধর্ম্মবতি নিষ্ফলং ভবতু ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥
এহি তে ইতি। এহি গৃহকার্য্যার্থমিত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৭ ॥

আপনি কৃপা করিয়া আমাকে সত্বর অনুমতি প্রদান করুন ॥ ১৮ ॥ এই কথা বলিয়া সেই বালা করুণস্বরে পুনর্ব্বার রোদন করিতে লাগিলেন, বিপ্রও মহাকুপিত হইয়া পুনরায় রাজপত্নীকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

শঠে! তোর আচরণ অতীব দূষণীয়; কিসে পাতক হয়, তাহা তুই জানিস্ না। যে মানব প্রভুর বেতন গ্রহণ করিয়া তাহার কার্য্য বিলোপ করে, সে ঘোরতর রৌরব নরকে পচ্যমান হইয়া থাকে। সে অল্পকাল নরকে বাস করিয়া অবশেষে কুক্কুটযোনি প্রাপ্ত হয় ॥ ২০—২১ ॥ অথবা এই ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ প্রদান করায় আমার কোন প্রয়োজন নাই, কারণ যে ব্যক্তি মূর্খ, ক্রূর, নীচ, শঠ ও মিথ্যাবাদী এবং পাপকার্য্যে রত, তাহার নিকট ঈদৃশ বাক্য বলিলে উষরভূমিতে উপ্ত বীজের ন্যায় উহা নিষ্ফল হইয়াই থাকে। অতএব যদি তোমার পরকালের ভয় থাকে তাহা হইলে এক্ষণে আসিয়া গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ কর ॥ ২২—২৩ ॥ তিনি ইহা শ্রবণ করিয়া কম্পিতকলেবরে বিপ্রবরকে বলিলেন, প্রভো! আপনি প্রসন্ন হউন, দাসীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া করুণা প্রকাশ করুন ॥ ২৪ ॥ আমি একবার সেই মৃত বালককে দেখিতে যাইব, অতএব আপনি

রুরোদ করুণং বালা পুত্রশোকেন পীড়িতা।
অথাহ কুপিতো বিপ্রঃ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ২৬ ॥

বিপ্র উবাচ।

কিন্তে পুত্রেণ মে কার্য্যং গৃহকর্ম্ম কুরুষ্ব মে।
কিং ন জানাসি মে ক্রোধং কশাঘাতফলপ্রদম্ ॥ ২৭ ॥
এবমুক্তা স্থিতা ধৈর্য্যাদ্ গৃহকর্ম্ম চকার হ।
অর্দ্ধরাত্রো গতস্তস্যাঃ পাদাভ্যঙ্গাদিকর্ম্মণা ॥ ২৮ ॥
ব্রাহ্মণেনাথ সা প্রোক্তা পুত্রপার্শ্বং ব্রজাধুনা।
তস্য দাহাদিকং কৃত্বা পুনরাগচ্ছ সত্বরম্ ॥ ২৯ ॥
ন লুপ্যেত যথা প্রাতর্গৃহকর্ম্ম মমেতি চ।
ততস্ত্বেকাকিনী রাত্রৌ বিলপন্তী জগাম হ ॥ ৩০ ॥
দৃষ্ট্বা মৃতং নিজং পুত্রং ভৃশং শোকেন পীড়িতা।
যূথভ্রষ্টা কুরঙ্গীব বিবৎসা সৌরভী যথা ॥ ৩১ ॥

পাদাভ্যঙ্গাদিকর্ম্মণা পাদসংবাহনাদিনেত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥
অথেতি। পাদসংবাহনানন্তরমিত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩১ ॥

মুহূর্ত্তকালের নিমিত্ত আমাকে পাঠাইয়া দিন। সেই বালা পুত্রশোকে এমন কাতর হইয়াছিলেন যে, এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণের পদতলে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সেই কুপিত বিপ্র ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৫—২৬ ॥

তোমার পুত্রে আমার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? আমার ক্রোধ কি তুমি জাননা? আমার কশাঘাত কি বিস্মৃত হইয়াছ? অতএব অবিলম্বে আমার গৃহকার্য্যে তৎপর হও ॥ ২৭ ॥ তাঁহার ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া রাজমহিষী ধৈর্য্য অবলম্বনপুর্ব্বক গৃহকার্য্য করিতে লাগিলেন। সেই বিপ্রের পাদসংবাহন করিতে করিতে রাজপত্নীর অর্দ্ধ রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল ॥ ২৮ ॥ সেই কার্য্য শেষ হইলে ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বলিলেন, অধুনা তুমি পুত্রের নিকট গমন কর, কিন্তু তাহার দাহাদি কার্য্য সম্পাদন করিয়া পুনর্ব্বার অবিলম্বে এখানে আগমন করিবে ॥ ২৯ ॥ দেখিও যেন আমার প্রাতঃকালীন গৃহকার্য্যের কোন হানি না হয়। পরন্তু রাজপত্নী তাঁহার অনুজ্ঞা পাইয়া একাকিনী বিলাপ করিতে করিতে রাত্রিকালেই পুত্রোদ্দেশে গমন করিলেন ॥ ৩০ ॥ ক্রমশঃ বারাণসীর বহির্ভাগে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্র দরিদ্রের ন্যায় ভূতলে কাষ্ঠ ও তৃণের উপর নিপতিত হইয়া রহিয়াছে। স্বীয় পুত্রকে মৃত অবস্থায় অবলোকন

বারাণস্যা বহির্গত্বা ক্ষণাদ্দৃষ্ট্বা নিজং সুতম্ ।
শয়ানং রঙ্কবদ্ভূমৌ কাষ্ঠদর্ভতৃণোপরি ॥ ৩২ ॥
বিললাপাতিদুঃখার্ত্তা শব্দং কৃত্বা সুনিষ্ঠুরম্ ।
এহি মে সংমুখং কস্মাদ্রোষিতোঽসি বদাধুনা ॥ ৩৩ ॥
আয়াস্যভিমুখো নিত্যমম্বেত্যুক্ত্বা পুনঃ পুনঃ ।
গত্বা স্খলৎপদা তস্য পপাতোপরিমূর্চ্ছিতা ॥ ৩৪ ॥
পুনঃ সা চেতনাং প্রাপ্য দোর্ভ্যামালিঙ্গ্য বালকম্
তন্মুখে বদনং ন্যস্য রুরোদার্ত্তস্বনৈস্তদা ॥ ৩৫ ॥
করাভ্যাং তাড়নং চক্রে মস্তকস্যোদরস্য চ ।
হা বাল ! হা শিশো ! বৎস ! হা কুমারক ! সুন্দর ! ॥ ৩৬ ॥
হা রাজন্ ! ক গতোঽসি ত্বং পশ্যেমং বালকং নিজম্ ।
প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়াংসং ভূতলে পতিতং মৃতম্ ॥ ৩৭ ॥
তথাপশ্যন্ মুখং তস্য ভূয়ো জীবিতশঙ্কয়া ।
নির্জীববদনং জ্ঞাত্বা মূর্চ্ছিতা নিপপাত হ ॥ ৩৮ ॥

(রঙ্কবৎ দরিদ্র ইব ॥ ৩২—৩৫ ॥
মস্তকস্য উদরস্য চোভয়ত্রাপ্যাত্মনির্দ্দেশঃ ॥ ৩৬—৩৯ ॥

করিয়া সেই সুদীনা রাজমহিষী যূথভ্রষ্টা কুরঙ্গী ও বৎসহীনা সুরভীর ন্যায় শোকাতুর হইলেন ॥ ৩১—৩২ ॥ তখন রাজপত্নী মাধবী অতীব দুঃখিত হইয়া নিরতিশয় কাতরস্বরে এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা পুত্র ! তুমি একবার আমার সম্মুখে আইস ; কি কারণে তোমার ক্রোধ হইয়াছে, আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বল ? ॥ ৩৩ ॥ হা ! বৎস ! তুমি যে পুনঃ পুনঃ মা মা বলিয়া নিরন্তর আমার নিকট আগমন করিতে, তবে কেন এখন আসিতেছ না ? এই কথা বলিতে বলিতেই স্খলিতপদে গিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া তাহার উপর পতিত হইলেন ॥ ৩৪ ॥ তিনি পুনর্ব্বার চেতনা লাভ করিয়া বাহুযুগল দ্বারা পুত্রকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক তদীয় মুখে মুখার্পণ করিয়া কাতর স্বরে হা পুত্র ! ! হা শিশো ! হা বৎস ! হা কুমার ! হা সুন্দর ! বলিয়া ক্রন্দন এবং মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫—৩৬ ॥ রাজন্ ! তুমি কোথায় আছ ? তুমি যে স্বীয় পুত্রকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিকতর জ্ঞান করিতে ? তোমার সেই পুত্র আজ মৃতাবস্থায় ভূমিতে পতিত রহিয়াছে, একবার আসিয়া নিরীক্ষণ কর ॥ ৩৭ ॥ বুঝি পুত্র পুনর্ব্বার বাঁচিয়াছে এই ভাবিয়া তাঁহার বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু যেমন তাঁহার বদন নির্জ্জীব বলিয়া বোধ হইল, অমনি তৎক্ষণাৎ আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৩৮ ॥ অনতি-

হস্তেন বদনং গৃহ্য পুনরেবমভাষত।
শয়নং ত্যজ হে বাল! শীঘ্রং জাগৃহি ভীষণম্‌ ॥ ৩৯ ॥
নিশার্দ্ধং বর্দ্ধতে চেদং শিবাশতনিনাদিতম্‌।
ভূতপ্রেতপিশাচাদিডাকিনীযূথনাদিতম্‌ ॥ ৪০ ॥
মিত্রাণি তে গতাস্যস্তাত্ত্বমেকস্তু কুতঃ স্থিতঃ ॥ ৪১ ॥

সূত উবাচ।

এবমুক্ত্বা পুনস্তন্বী করুণং প্ররুরোদ হ।
হা শিশো! বাল! হা বৎস! রোহিতাখ্য কুমারক!।
রে পুত্র! প্রতিশব্দং মে কস্মাত্ত্বম প্রযচ্ছসি ॥ ৪২ ॥
তবাহং জননী বৎস! কিং ন জানাসি পশ্য মাম্‌।
দেশত্যাগাদ্রাজ্যনাশাৎ পুত্রভর্ত্তৃস্ববিক্রয়াৎ ॥ ৪৩ ॥
যদ্দাসীত্বাচ্চ জীবামি ত্বাং দৃষ্ট্বা পুত্র! কেবলম্‌ ॥ ৪৪ ॥

শিবানাং শতস্য নিনাদঃ সঞ্জাতো যস্মিংস্তাদৃশমিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

অস্তাদস্তমারভ্য তে তব মিত্রাণি বয়স্যাঃ গৃহান্‌ গতানি তেষাং মধ্যে ত্বমেবৈকঃ কুতোঽত্র স্থিত ইতি বিলাপবাক্যমেতৎ ॥ ৪১ ॥

প্রতিশব্দং প্রত্যুত্তরম্‌ ॥ ৪২ ॥

পুত্রেতি সম্বোধনম্‌ ॥ ৪৩ ॥

যজ্জীবামি তত্ত্বাং কেবলং দৃষ্ট্বৈব জীবামীত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৭ ॥

বিলম্বে পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া হস্তদ্বারা তাঁহার বদন গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় বলিলেন; বৎস! নিদ্রা পরিহার করিয়া সত্বর জাগরিত হও; অধুনা ভীষণ রাত্রি উপস্থিত, এ সময়ে শত শত শিবার ঘোররব কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে। এমন কি ভূত, প্রেত, পিশাচ এবং ডাকিনীগণ যূথে যূথে হুহুঙ্কার রবে ভ্রমণ করিতেছে। তোমার মিত্রগণ সূর্য্য অস্ত হইবামাত্রেই গৃহে প্রতিগমন করিয়াছে, তুমি কেন এখনো একাকী এখানে রহিয়াছ? ॥ ৩৯—৪১ ॥

সূত বলিলেন, এই বলিয়া সেই কৃশাঙ্গী রাজমহিষী পুনরায় করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। হা শিশো! হা বাল! হা বৎস! হা রোহিতাশ্ব! হা কুমার! হা পুত্র! তুমি কেন আমাকে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছ না ॥ ৪২ ॥ বৎস! আমি তোমার জননী, তাহা কি তুমি জানিতে পারিতেছ না, একবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত কর। পুত্র! আমি রাজ্য হইতে বিচ্যুত ও স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছি, আমার স্বামী ও নিজ দেহ পর্য্যন্ত বিক্রীত হইয়াছে, আমি স্বয়ং দাসীত্ব স্বীকার করিয়াছি। এরূপ অবস্থায় কোন্‌ ব্যক্তি জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়? কেবল তোমার মুখকমল নিরীক্ষণ করিয়াই আমি

তে জন্মসময়ে বিপ্রৈরাদিষ্টং যত্ত্বনাগতম্।
দীর্ঘায়ুঃ পৃথিবীরাজঃ পুত্রপৌত্রসমন্বিতঃ।
শৌর্য্যদানরতিঃ সত্ত্বো গুরুদেবদ্বিজার্চ্চকঃ ॥ ৪৫ ॥
মাতাপিত্রোস্তু প্রিয়কৃৎ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ইত্যাদিসকলং জাতমসত্যমধুনা সুত ! ॥ ৪৬ ॥
চক্রমৎস্যাবাতপত্রশ্রীবৎসস্বস্তিকধ্বজাঃ।
তব পাণিতলে পুত্র ! কলশশ্চামরস্তথা ॥ ৪৭ ॥
লক্ষণানি তথান্যানি ত্বদ্ধস্তে যানি সন্তি চ।
তানি সর্ব্বাণি মোঘানি সঞ্জাতান্যধুনা সুত ! ॥ ৪৮ ॥
হা রাজন্ ! পৃথিবীনাথ ! ক তে রাজ্যং ক মন্ত্রিণঃ।
ক তে সিংহাসনং ছত্রং ক তে খড়্গঃ ক তদ্ধনম্ ॥ ৪৯ ॥
ক সাযোধ্যা ক হর্ম্ম্যাণি ক গজাশ্বরথপ্রজাঃ।
সর্ব্বমেতত্তথা পুত্র ! মাং ত্যক্ত্বা ক গতোঽসি রে ! ॥ ৫০ ॥
হা কান্ত ! হা নৃপাগচ্ছ পশ্যেমং স্বসুতং প্রিয়ম্।
যেন তে রিঙ্গতা বক্ষঃ কুঙ্কুমেনাবলেপিতম্।
স্বশরীররজঃপঙ্কৈর্ব্বিশালং মলিনীকৃতম্ ॥ ৫১ ॥

মোঘানি ব্যর্থানি ॥ ৪৮—৫০ ॥
রিঙ্গতা অতিবালাবস্থাচলনবতা ॥ ৫১—৫৩ ॥

জীবিত রহিয়াছি। তোমার জন্ম সময়ে বিপ্রগণ যে ভবিষ্যৎ বাক্য নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন অদ্যাপি ত তাহার কিছুই লক্ষিত হইল না ? তাঁহারা বলিয়াছিলেন, যে এই বালক শূর, বীর, দীর্ঘায়ু, দাতা এবং দেব দ্বিজ ও গুরুগণের পূজায় তৎপর হইবে ; অধিক কি, ভূমণ্ডলের এক মাত্র অধীশ্বর হইয়া পুত্র ও পৌত্রগণের সহিত রাজ্যসুখ অনুভব করিবে। এই পুত্র জিতেন্দ্রিয় হইয়া পিতা মাতার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিবে; হা পুত্র ! অধুনা সেই সমস্ত কথাই মিথ্যা হইল ॥ ৪৩—৪৬ ॥ হা পুত্র ! চক্র, মৎস্য, আতপত্র, শ্রীবৎস, স্বস্তিক, ধ্বজ, কলশ ও চামর প্রভৃতি চিহ্ন সকল তোমার করতলে বিদ্যমান রহিয়াছে ; সুত ! ইহা ভিন্ন অন্যান্য শুভলক্ষণ সকলও ত্বদীয় পাণিতলে বিরাজমান, কিন্তু আজ সে সমস্তই কি ব্যর্থ হইল ? ॥ ৪৭—৪৮ ॥ হা বৎস ! তুমি পৃথিবীর অধীশ্বর, কিন্তু তোমার সেই রাজ্য, সেই মন্ত্রিবর্গ, সেই সিংহাসন, সেই ছত্র, সেই খড়্গ, সেই বিপুল ধন, সেই অযোধ্যানগরী, সেই হর্ম্ম্যশ্রেণী সেই গজ-অশ্ব-রথ এবং সেই প্রজাবর্গ আজ কোথায় রহিল ? হা পুত্র ! এ সমস্ত এবং আমাকেও ত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় রহিলে ? ॥ ৪৯—৫০ ॥ হা কান্ত !

যেন তে বালভাবেন মৃগনাভিবিলেপিতঃ।
ভ্রংশিতো ভালতিলকস্তবাঙ্কস্থেন ভূপতে! ॥ ৫২ ॥
যস্য বক্ত্রং মৃদালিপ্তং স্নেহাদ্বৈ চুম্বিতং ময়া।
তন্মুখং মক্ষিকালিপ্তং পশ্যে কীটৈর্ব্বিদূষিতম্ ॥ ৫৩ ॥
হা রাজন্! পশ্য তং পুত্রং ভুবিস্থং রঙ্কবন্মৃতম্ ॥ ৫৪ ॥
হা দেব! কিং ময়াকৃত্যং কৃতং পূর্ব্বভবান্তরে।
তস্য কর্ম্মফলস্যেহ ন পারমুপলক্ষয়ে ॥ ৫৫ ॥
হা পুত্র! হা শিশো! বৎস! হা কুমারক! সুন্দর!।
এবং তস্যা বিলাপং তে শ্রুত্বা নগরপালকাঃ।
জাগৃতাস্ত্বরিতাস্তস্যাঃ পার্শ্বমীয়ুঃ সুবিস্মিতাঃ ॥ ৫৬ ॥

জনা ঊচুঃ।

কা ত্বং বালশ্চ কস্যায়ং পতিস্তে কুত্র তিষ্ঠতি।
একৈব নির্ভয়া রাত্রৌ কস্মাত্ত্বমিহ রোদিষি! ॥ ৫৭ ॥

ভূপতে ইত্যন্তং পূর্ব্বাম্বয়ি ॥ ৫৪—৬০ ॥

যে পুত্র অতি বাল্যাবস্থায় হামাগুড়ি দ্বারা চলিয়া গিয়া কুঙ্কুম বিলেপিত তোমার বিশাল বক্ষঃস্থল স্বীয় শরীরের রজঃপঙ্ক দ্বারা মলিন করিত; হা নরনাথ! একবার আসিয়া সেই প্রিয়তম নিজ পুত্রের অবস্থা অবলোকন কর। ভূপতে! যে পুত্র তোমার ক্রোড়ে গিয়া বালস্বভাব সুলভ অজ্ঞানতাবশতঃ মৃগনাভিরচিত কপাল-তিলক মর্দ্দন করিয়া দিত, আজ সেই পুত্রের অবস্থা অবলোকন কর। আহা! পূর্ব্বে আমি ধূলিলিপ্ত যে বদনমণ্ডল চুম্বন করিতাম, আজ সেই বদনকমলে মক্ষিকা উপবেশন করিতেছে, কীট সকল দংশন করিতেছে? হায়! ইহাও আমি স্বচক্ষে দর্শন করিতেছি। হা রাজন্! তোমার সেই পুত্র দরিদ্রের ন্যায় মৃত অবস্থায় ভূমিশয্যায় শয়ান রহিয়াছে, তুমি একবার আসিয়া দর্শন কর ॥ ৫১-৫৪ ॥ হা দৈব! আমি জন্মান্তরে কি অকার্য্যই করিয়াছি যে, ইহকালে সেই কর্ম্মফলের পার পাইবার উপায় দেখিতে পাইতেছি না ॥ ৫৫ ॥ হা পুত্র! হা শিশো! হা বৎস! হা কুমার! হা সুন্দর! আর কোথাও কি তোমাকে দেখিতে পাইব না? রাজমহিষী মাধবী এইরূপে বহু প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন, নগরপালেরা তাঁহার ঈদৃশ বিলাপ-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া জাগরিত হইল এবং অতীব বিস্মিত হইয়া অবিলম্বে তাঁহার নিকট আগমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল ॥ ৫৬ ॥ তুমি কে? এ কাহার পুত্র? তোমার পতি কোথায় আছেন? তুমি একাকিনী নির্ভয়ে রাত্রিকালে কেন এখানে রোদন করিতেছ? ॥ ৫৭ ॥

এবমুক্তাথ সা তন্বী ন কিঞ্চিদ্বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৫৮ ॥
ভূয়োঽপি পৃষ্টা সা তূষ্ণীং স্তব্ধীভূতা বভূব হ।
বিললাপাতিদুঃখার্ত্তা শোকাশ্রুপ্লুতলোচনা ॥ ৫৯ ॥
অথ তে শঙ্কিতাস্তস্যাং রোমাঞ্চিততনূরুহাঃ।
সন্ত্রস্তাঃ প্রাহুরন্যোঽন্যমুদ্ধৃতায়ুধপাণয়ঃ ॥ ৬০ ॥
নূনং স্ত্রী ন ভবত্যেষা যতঃ কিঞ্চিন্ন ভাষতে।
তস্মাদ্বধ্যা ভবেদেষা যত্নতো বালঘাতিনী ॥ ৬১ ॥
শুভা চেত্তর্হি কিং হ্যত্র নিশার্দ্ধে তিষ্ঠতে বহিঃ।
ভক্ষার্থমনয়া নূনমানীতঃ কস্যচিচ্ছিশুঃ ॥ ৬২ ॥
ইত্যুক্ত্বা তৈর্গৃহীতা সা গাঢ়ং কেশেষু সত্বরম্।
ভুজয়োরপরৈশ্চৈব কৈশ্চাপি গলকে তথা ॥ ৬৩ ॥
খেচরী যাস্যতীত্যুক্তং বহুভিঃ শস্ত্রপাণিভিঃ।
আকৃষ্য পক্কণে নীতা চাণ্ডালায় সমর্পিতা ॥ ৬৪ ॥

বালঘাতিনী কাচিদ্বালঘাতিনী রাক্ষসীয়ং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥
শুভা চেদ্ যদি রাক্ষসী নাস্তীত্যর্থঃ। অতএব তস্মাদাহ ভক্ষার্থমিতি ॥ ৬২—৬৫ ॥

তাহারা এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেও সেই কৃশাঙ্গী রাজমহিষী কিছুমাত্র উত্তর করিলেন না ॥ ৫৮ ॥ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি নীরবে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই নিরতিশয় দুঃখে কাতর হইয়া আবার বিলাপ করিতে লাগিলেন। শোকবশত তাঁহার নয়নযুগল হইতে অবিরত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥

অনন্তর তাহারা তাঁহার উপর সন্দেহ করিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত হইল। এমন কি ত্রাসে তাহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তখন তাহারা আয়ুধ সকল উদ্ধৃত করত পরস্পর বলিতে লাগিল ॥ ৬০ ॥ এই নারী যখন কিছুমাত্র প্রত্যুত্তর প্রদান করিতেছে না, তখন এ কখনই স্ত্রীলোক নহে; বোধ হয় এ কোন মায়াবিনী বালঘাতিনী রাক্ষসী হইবে, অতএব যত্নসহকারে ইহাকে বধ করা কর্ত্তব্য ॥ ৬১ ॥ যদি রাক্ষসী না হইবে, তবে কেন এই নিশীথ সময়ে নগরের বহির্ভাগে অবস্থিতি করিবে? এই রাক্ষসী কাহারও শিশুকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্তই এখানে আনয়ন করিয়াছে, সন্দেহ নাই ॥ ৬১ ॥ এই কথা বলিয়া তাহারা অনতিবিলম্বে তাঁহার কেশকলাপ সুদৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া রাক্ষসি! কোথায় যাইবি? এই বলিয়া কেহ তাঁহার কর, কেহ বা তাঁহার গ্রীবা ধারণ করিল। তখন সেই অসংখ্য অস্ত্রধারী পুরুষেরা বলপূর্ব্বক তাঁহাকে চণ্ডাল-আলয়ে

হে চাণ্ডাল! বহির্দৃষ্টা হ্যস্মাভির্বালঘাতিনী।
বধ্যতাং বধ্যতামেষা শীঘ্রং নীত্বা বহিঃস্থলে ॥ ৬৫ ॥
চাণ্ডালঃ প্রাহ তাং দৃষ্ট্বা জ্ঞাতেয়ং লোকবিশ্রুতা।
ন দৃষ্টপূর্ব্বা কেনাপি লোকডিম্ভান্যনেকধা ॥ ৬৬ ॥
ভক্ষিতান্যনয়া ভূরি ভবদ্ভিঃ পুণ্যমর্জ্জিতম্।
খ্যাতির্বঃ শাশ্বতী লোকে গচ্ছধ্বঞ্চ যথাসুখম্ ॥ ৬৭ ॥
দ্বিজস্ত্রীবালগোঘাতী স্বর্ণস্তেয়ী চ যো নরঃ।
অগ্নিদো বর্ত্মঘাতী চ মদ্যপো গুরুতল্পগঃ ॥ ৬৮ ॥
মহাজনবিরোধী চ তস্য পুণ্যপ্রদো বধঃ।
দ্বিজস্যাপি স্ত্রিয়ো বাপি ন দোষো বিদ্যতে বধে ॥ ৬৯ ॥
অস্যা বধশ্চ মে যোগ্য ইত্যুক্ত্বা গাঢ়বন্ধনৈঃ।
বদ্ধা কেশেষ্বথাকৃষ্য রজ্জুভিস্তামতাড়য়ৎ ॥ ৭০ ॥
হরিশ্চন্দ্রমথোবাচ বাচা পরুষয়া তদা।
রে দাস! বধ্যতামেষা দুষ্টাত্মা মা বিচারয় ॥ ৭১ ॥

লোকডিম্ভানি লোকানাং বালকাঃ ॥ ৬৬ ॥
পুণ্যমর্জ্জিতমেতস্যা বধেনেত্যর্থঃ ॥ ৬৭—৭২ ॥

লইয়া গিয়া চণ্ডালহস্তে সমর্পণ করিল ॥ ৬৩—৬৪ ॥ সকলে বলিল, হে চণ্ডালপ্রবর! আজ নগরের প্রান্তভাগে এই বালঘাতিনী রাক্ষসীকে ধরিয়াছি, অতএব তুমি বহিঃস্থিত বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া ইহাকে শীঘ্রই বধ কর ॥ ৬৫ ॥

চণ্ডাল তাঁহার অবয়ব দর্শন করিয়া বলিল, এই রাক্ষসী ইহলোকে বিখ্যাতা; আমি ইহাকে পূর্ব্ব হইতেই জানি, কিন্তু ইহাকে কখন কেহ দেখিতে পায় না। এই মায়াবিনী সাধারণ লোকের অনেক বালক ভক্ষণ করিয়াছে। ইহার বধনিবন্ধন তোমাদিগের প্রচুর পুণ্য অর্জ্জিত হইবে, আর ইহলোকে তোমাদিগের সুখ্যাতি চিরকাল ঘোষিত হইতে থাকিবে। এক্ষণে তোমরা স্ব স্ব আলয়ে প্রতিগমন কর ॥ ৬৬—৬৭ ॥ যে মানব স্ত্রী, বালক, গো ও ব্রাহ্মণ হত্যা করে, যাহা দ্বারা গৃহে অনল প্রদত্ত হয়, যে লোকের গমনপথ বিলুপ্ত করে, যে গুরুপত্নী হরণ, সাধুজনের সহিত বিরোধ এবং সুরাপান করে, তাহাকে বধ করিলে পুণ্যই হইয়া থাকে; স্ত্রীলোক অথবা ব্রাহ্মণও যদি এরূপ পাপকার্য্যে লিপ্ত হয়, তথাপি তাহাকে বধ করিলে কিছু মাত্র দোষ স্পর্শ হয় না ॥ ৬৮—৬৯ ॥ সুতরাং ইহাকে বধ করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। চণ্ডাল এই কথা বলিয়াই তাঁহাকে গাঢ়তর বন্ধন করিল এবং কেশ আকর্ষণপূর্ব্বক রজ্জু দ্বারা প্রহার করিতে লাগিল ॥ ৭০ ॥

তদ্বাক্যং ভূপতিঃ শ্রুত্বা বজ্রপাতোপমং তদা।
বেপমানোঽথ চাণ্ডালং প্রাহ স্ত্রীবধশঙ্কিতঃ ॥ ৭২ ॥
ন শক্তোঽহমিদং কর্ত্তুং প্রেষ্যং দেহি মমাপরম্।
অসাধ্যমপি যৎ কর্ম্ম তৎ করিষ্যে ত্বয়োদিতম্ ॥ ৭৩ ॥
শ্রুত্বা তদুক্তং বচনং শ্বপচো বাক্যমব্রবীৎ।
মাভৈষীস্ত্বং গৃহাণাসিং বধোঽস্যাঃ পুণ্যদো মতঃ।
বালানামেব ভয়দা নেয়ং রক্ষ্যা কদাচন ॥ ৭৪ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ৭৫ ॥
স্ত্রিয়ো রক্ষ্যাঃ প্রযত্নেন ন হন্তব্যাঃ কদাচন।
স্ত্রীবধে কীর্ত্তিতং পাপং মুনিভির্ধর্ম্মতৎপরৈঃ ॥ ৭৬ ॥
পুরুষো যঃ স্ত্রিয়ং হন্যাজ্জ্ঞানতোঽজ্ঞানতোঽপি বা।
নরকে পচ্যতে সোঽথ মহারৌরবপূর্ব্বকে ॥ ৭৭ ॥

চাণ্ডাল উবাচ।

মা বদাসিং গৃহাণৈনং তীক্ষ্ণবিদ্যুৎসমপ্রভম্।
যত্রৈকস্মিন্ বধং নীতে বহূনাস্তু সুখং ভবেৎ ॥ ৭৮ ॥

অপরং প্রেষ্যং সেবকং দেহি স বধং করিষ্যতীত্যর্থঃ। অসাধ্যমপীতি। এতদ্ভিন্নমিত্যর্থঃ॥৭৩॥

অনন্তর সে পরুষবাক্যে হরিশ্চন্দ্রকে বলিল, রে দাস! ইহাকে বধ কর, দুষ্ট স্বভাববশতঃ এই স্ত্রী অতিশয় দুষ্টা, অতএব ইহার বধবিষয়ে কিছুমাত্র বিচার করিও না ॥ ৭১ ॥

তখন নরপতি তাহার ঈদৃশ অশনিপাত সদৃশ কঠোরতর বাক্য শ্রবণে কম্পিত হইয়া উঠিলেন, পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া স্ত্রীবধের আশঙ্কায় চণ্ডালকে বলিলেন ॥ ৭২ ॥ আমি এ কার্য্য সম্পাদন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম, অতএব আপনি এ ভার অন্য ভৃত্যের উপর সমর্পণ করুন, সেই ইহাকে বধ করিবে, আপনি ইহা ব্যতীত যে কোন কার্য্যে আদেশ করিবেন, অসাধ্য হইলেও আমি তাহা সম্পাদন করিব ॥ ৭৩ ॥

রাজার সেই বাক্য শুনিয়া শ্বপচ বলিল, তুমি ভয় পরিত্যাগ করিয়া অসি গ্রহণ কর; এই মায়াবিনী বালকদিগকে নিয়তই বিনষ্ট করে, সুতরাং ইহার বধ পুণ্যজনক, ইহাকে রক্ষা করা কদাচই উচিত নহে ॥ ৭৪ ॥

রাজা তাহার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদুঃখিত হইয়া বলিলেন, স্ত্রীগণকে সর্ব্বদা যত্নসহকারে রক্ষা করা উচিত, কখনই সংহার করা বিহিত নহে; বিশেষতঃ ধর্ম্মপরায়ণ মুনিগণ স্ত্রীবধে অধিকতর পাপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৭৫—৭৬ ॥ যে পুরুষ জ্ঞান বা অজ্ঞানবশতঃ স্ত্রীহত্যা করে, সেই মানব মহারৌরব নরকে পচ্যমান হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৭৭ ॥

তস্য হিংসা কৃতা নূনং বহুপুণ্যপ্রদা ভবেৎ।
ভক্ষিতান্যনয়া ভূরি লোকে ডিম্ভানি দুষ্টয়া।
তৎ ক্ষিপ্রং বধ্যতামেষা লোকঃ স্বস্থো ভবিষ্যতি॥ ৭৯॥

রাজোবাচ।

চাণ্ডালাধিপতে! তীব্রং ব্রতং স্ত্রীবধবর্জ্জনম্।
আজন্মতস্ততো যত্নং ন কুর্য্যাং স্ত্রীবধে তব॥ ৮০॥

চাণ্ডাল উবাচ।

স্বামিকার্য্যং বিনা দুষ্ট! কিং কার্য্যং বিদ্যতে পরম্।
গৃহীত্বা বেতনং মেঽদ্য কস্মাৎ কার্য্যং বিলুম্পসি॥ ৮১॥
যঃ স্বামিবেতনং গৃহ্য স্বামিকার্য্যং বিলুম্পতি।
নরকান্নিষ্কৃতিস্তস্য নাস্তি কল্পাযুতৈরপি॥ ৮২॥

রাজোবাচ।

চাণ্ডালনাথ! মে দেহি প্রাপ্যমন্যৎ সুদারুণম্॥ ৮৩॥
স্বশত্রুং ব্রূহি তং ক্ষিপ্রং ঘাতয়িষ্যাম্যসংশয়ম্।
ঘাতয়িত্বা তু তং শত্রুং তব দাস্যামি মেদিনীম্॥ ৮৪॥

(বালঘাতিন্যাঃ স্ত্রিয়া বধে সর্ব্বেষামুপকারঃ অতোঽস্যা বধঃ পুণ্যদ ইত্যর্থঃ॥ ৭৪-৮৪॥

চণ্ডাল বলিল, তুমি একথা বলিও না, বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন তীক্ষ্ণধার এই অসি গ্রহণ কর। যে স্থানে একের বধ সম্পাদিত হইলে অনেকের সুখ সংঘটিত হয় তাহার হিংসা করিলে প্রচুর পুণ্যলাভ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। এই দুষ্টা অত্রত্য অনেক বালক ভক্ষণ করিয়াছে, অতএব অবিলম্বে ইহাকে বধ করিয়া কাশীস্থ জনসাধারণকে সুস্থ কর॥ ৭৮-৭৯॥

রাজা বলিলেন, চণ্ডালাধিপতে! আমি জন্মাবধি কখন স্ত্রীবধ করিব না, এই কঠিন ব্রত অবলম্বন করিয়াছি, সেই কারণবশতই আপনার অনুজ্ঞায় স্ত্রীবধবিষয়ে যত্ন করিতে পারিব না॥ ৮০॥

চণ্ডাল বলিল, দুষ্ট! প্রভুর কার্য্য ব্যতীত কোন কার্য্যই শ্রেয়স্কর হইতে পারে না, অতএব বেতন গ্রহণ করিয়া আজ কি কারণে আমার কার্য্য বিলোপ করিতেছ॥ ৮১॥ যে ভৃত্য প্রভুর বেতন লইয়া তাঁহার কার্য্যের হানি করে, সে অযুত কল্পেও নরক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে না॥ ৮২॥

রাজা বলিলেন, চণ্ডালনাথ! আমাকে অতীব নিদারুণ অন্য কোন কার্য্যে নিয়োগ করুন, আমি অনায়াসে তাহা সম্পন্ন করিয়া দিব॥ ৮৩॥ অথবা যদি কেহ আপনার শত্রু থাকে, তাহা নির্দ্দেশ করুন, আমি এখনি তাহাকে সংহার করিব সন্দেহ নাই। আমি

দেবদেবোরগৈঃ সিদ্ধৈর্গন্ধর্ব্বৈরপি সংযুতম্।
দেবেন্দ্রমপি জেষ্যামি নিহত্য নিশিতৈঃ শরৈঃ ॥ ৮৫ ॥
এতচ্ছ্রুত্বা ততো বাক্যং হরিশ্চন্দ্রস্য ভূপতেঃ।
চাণ্ডালঃ কুপিতঃ প্রাহ বেপমানং মহীপতিম্ ॥ ৮৬ ॥

চাণ্ডাল উবাচ।

"নৈতদ্বাক্যং সুঘটিতং হরিশ্চন্দ্রস্য ভূপতেঃ।
চাণ্ডালদাসতাং কৃত্বা শূরাণাং ভাষসে বচঃ।
দাস! কিং বহুনা নূনং শৃণু মে গদতো বচঃ ॥ ৮৭ ॥
নির্লজ্জ তব চেদস্তি কিঞ্চিৎ পাপভয়ং হৃদি।
কিমর্থং দাসতাং যাতশ্চাণ্ডালস্য তু বেশ্মনি ॥ ৮৮ ॥
গৃহাণৈনং ততঃ খড়্গমস্যাশ্ছিন্ধি শিরোঽম্বুজম্।
এবমুক্ত্বাথ চাণ্ডালো রাজ্ঞে খড়্গং ন্যবেদয়ৎ ॥ ৮৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রবিশ্বামিত্রবিবাদসূচনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

(অন্যৎ প্রাপ্যং অন্যৎ কার্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ৮৫—৮৯ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৫॥

সেই শত্রুকে সংহার করিয়া আপনাকে এই পৃথিবী প্রদান করিব ॥ ৮৪ ॥ অধিক কি দেব, দানব, উরগ, কিন্নর, সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত যদি ইন্দ্রও স্বয়ং সম্মুখীন হন, তথাপি শাণিত শরনিকরে তাঁহাকে নিধন করিয়া পরাজয় করিতে পারিব, কিন্তু কিছুতেই স্ত্রীহত্যা করিতে পারিব না ॥ ৮৫ ॥

নরপতি হরিশ্চন্দ্রের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া চণ্ডাল ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া মহীপতিকে বলিল ॥ ৮৬ ॥ তুমি দাস হইয়া যাহা বলিলে তাহা দাসের উপযুক্ত নহে; তুমি চণ্ডালের দাসত্ব করিয়া সুরগণের বাক্য বলিতেছ, অতএব দাস! আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, অধুনা যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৮৭ ॥ নির্লজ্জ! তোমার হৃদয়ে যদি কিছুমাত্রও পাপভয় বিদ্যমান থাকিত, তবে চণ্ডালের আলয়ে কি কারণে দাসত্ব করিতে আসিবে? ॥ ৮৮ ॥ এই অসি লইয়া ইহার মস্তক ছেদন কর, এই কথা বলিয়া চণ্ডাল রাজাকে খড়্গ প্রদান করিল ॥ ৮৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রের সহিত বিশ্বামিত্রের বিবাদ-সূচনা নামক পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ *॥

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ততোঽথ ভূপতিঃ প্রাহ রাজ্ঞীং স্থিত্বা হ্যধোমুখঃ।
অত্রোপবিশ্যতাং বালে! পাপস্য পুরতো মম॥ ১॥
শিরস্তে চ্ছেদয়িষ্যামি হস্তুং শক্নোতি চেৎকরঃ।
এবমুক্ত্বা সমুদ্যম্য খড়্গং হস্তুং গতো নৃপঃ॥ ২॥
ন জানাতি নৃপঃ পত্নীং সা ন জানাতি ভূপতিম্।
অব্রবীদ্দুঃশদুঃখার্ত্তা স্বমৃত্যুমভিকাঙ্ক্ষতী॥ ৩॥

স্ত্র্যুবাচ।

চাণ্ডাল শৃণু মে বাক্যং কিঞ্চিত্ত্বং যদি মন্যসে।
মৃতস্তিষ্ঠতি মে পুত্রো নাতিদূরে বহিঃপুরাৎ॥ ৪॥
তং দহামি হতং যাবদানয়িত্বা তবান্তিকম্।
তাবৎপ্রতীক্ষ্যতাং পশ্চাদসিনা ঘাতয়স্ব মাম্॥ ৫॥

সার্দ্ধত্রিসহিতৈঃ সপ্ততিশ্লোকৈরথ ভূভৃতা।
জ্ঞাত্বা স্বকীয়পত্নীতি শুশোচ চ ততঃপরম্॥
চাণ্ডালেন রাজ্ঞে স্ত্রীবধায় খড়্গো সমর্পিতে ততঃপরং জাতং বৃত্তমাহ ততোঽথেতি॥১-৮॥

সূত বলিলেন, তৎপরে রাজা হরিশ্চন্দ্র অধোমুখ হইয়া রাজ্ঞীকে বলিলেন, বালে! আমি অতীব পাপিষ্ঠ; নতুবা এরূপ হীনকার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইব কেন? যাহা হউক এক্ষণে তুমি আমার সম্মুখে উপবেশন কর॥ ১॥ আমার হস্ত যদি তোমাকে সংহার করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তোমার শিরশ্ছেদন করিবে। নরপতি এই কথা বলিয়া অসি উদ্যত করত তাঁহাকে সংহার করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন॥ ২॥ রাজা যেমন তাঁহাকে নিজ পত্নী বলিয়া জানিতে পারেন নাই, রাজ্ঞীও সেইরূপ তাঁহাকে হরিশ্চন্দ্র ভূপতি বলিয়া বিদিত হইতে পারেন নাই, সুতরাং রাজ্ঞী শোকবশতঃ সাতিশয় কাতর হইয়া স্বীয় মৃত্যুবাসনায় বলিতে লাগিলেন॥ ৩॥ চণ্ডাল! যদি তোমার অভিরুচি হয়, আমি কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমার পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া ইহার অনতিদূরে নগরপ্রান্তে পতিত রহিয়াছে, তাহাকে তোমার নিকট আনয়ন করিয়া যে পর্য্যন্ত তাহার দাহকার্য্য সমাধা না করি তাবৎকাল তুমি অপেক্ষা কর, পশ্চাৎ আমাকে অসি

তেনাথ বাঢ়মিত্যুক্ত্বা প্রেষিতা বালকং প্রতি।
সা জগামাতিদুঃখার্ত্তা বিলপন্তী সুদারুণম্। ৬ ॥
ভার্য্যা তস্য নরেন্দ্রস্য সর্পদষ্টং হি বালকম্।
হা পুত্র! হা বৎস! শিশো! ইত্যেবং বদতী মুহুঃ ॥ ৭ ॥
কৃশা বিবর্ণা মলিনা পাংসুধ্বস্তশিরোরুহা।
শ্মশানভূমিমাগত্য বালং স্থাপ্যাবিশদ্ভুবি ॥ ৮ ॥
"রাজন্নদ্য স্ববালং তং পশ্যসীহ মহীতলে।
রমমাণং স্বসখিভির্দ্দষ্টং দুষ্টাহিনা মৃতম্ ॥"
তস্যা বিলাপশব্দং তমাকর্ণ্য স নরাধিপঃ।
শবসন্নিধিমাগত্য বস্ত্রমস্যাক্ষিপত্তদা ॥ ৯ ॥
তাং তথা রুদতীং ভার্য্যাং নাভিজানাতি ভূমিপঃ।
চিরপ্রবাসসন্তপ্তাং পুনর্জাতামিবাবলাম্ ॥ ১০ ॥
সাপি তং চারুকেশান্তং পুরো দৃষ্ট্বা জটালকম্।
নাভ্যজানান্নৃপবরং শুষ্কবৃক্ষত্বচোপমম্ ॥ ১১ ॥

বস্ত্রমস্যাক্ষিপত্তদেতি। অস্য পুত্রশবস্য মুখোপরি যদ্বস্ত্রং স্থিতং তদাক্ষিপৎ আকর্ষিতবানিত্যর্থঃ। কীদৃশঃ পুত্রোঽস্তীতি পরিজ্ঞানার্থমিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥
ভার্য্যেতি নাভিজানাতি ॥ ১০—১১ ॥

দ্বারা নিহত করিও ॥ ৪—৫ ॥ রাজা বলিলেন, আচ্ছা তাহাই হইবে; এই কথা বলিয়া তাঁহাকে সেই মৃত বালকের নিকট যাইতে অনুমতি দিলেন। তখন সেই শীর্ণদেহা, মলিনবর্ণা ধূলিধূসরিতকেশা রাজমহিষী শ্মশানে উপস্থিত হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক সর্পদষ্ট মৃত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া হা পুত্র! হা বৎস! হা শিশো! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে নরপতির উদ্দেশে বলিতে লাগিলেন, রাজন্! আজ আপনার ভূশয্যায় শয়ান পুত্রের দুর্দ্দশা বিলোকন করুন। বৎস আমার বালবন্ধুগণের সহিত ক্রীড়া করিতে গিয়া দুষ্ট কাল সর্পের বিষম দংশনে জীবন ত্যাগ করিয়াছে ॥ ৬—৮ ॥

তখন নরপতি হরিশ্চন্দ্র সেই অবলার ঈদৃশ করুণ বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়া শবসন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক তাহার মুখের আচ্ছাদন বস্ত্র উত্তোলন করিয়া লইলেন ॥ ৯ ॥ দীর্ঘকাল প্রবাসকষ্টে রাজ্ঞীর মূর্ত্তি রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিল, সুতরাং নরপতি সেই রোরুদ্যমানা স্বীয় ভার্য্যাকে চিনিতে পারিলেন না ॥ ১০ ॥ এদিকে রাজারও পূর্ব্বের মত সে কুঞ্চিতাগ্র কেশকলাপ নাই, এখন তাহা জটায় পরিণত হইয়াছে; বিশেষতঃ তাঁহার শরীর শুষ্কবৃক্ষত্বকের ন্যায় রুক্ষভাব ধারণ করিয়াছে, সুতরাং রাজ্ঞীও নরপতিকে চিনিতে পারিলেন না ॥ ১১ ॥

ভূমৌ নিপতিতং বালং দৃষ্ট্বাশীবিষপীড়িতম্।
নরেন্দ্রলক্ষণোপেতমচিন্তয়দসৌ নৃপঃ ॥ ১২ ॥
অস্য পূর্ণেন্দুবদ্বক্ত্রং শুভমুন্নসমব্রণম্।
দর্পণপ্রতিমোত্তুঙ্গং কপোলযুগশোভিতম্ ॥ ১৩ ॥
নীলান্ কেশান্ কুঞ্চিতাগ্রান্ সমান্দীর্ঘাংস্তরঙ্গিণঃ।
রাজীবসদৃশে নেত্রে ওষ্ঠৌ বিম্বফলোপমৌ ॥ ১৪ ।
বিশালবক্ষা দীর্ঘাক্ষো দীর্ঘবাহুন্নতাংসকঃ।
বিশালপাদো গম্ভীরঃ সূক্ষ্মাঙ্গুল্যবনীধরঃ।
মৃণালপাদো গম্ভীরনাভিরুন্নতকন্ধরঃ ॥ ১৫ ॥
অহো কষ্টং নরেন্দ্রস্য কস্যাপ্যেষ কুলে শিশুঃ।
জাতো নীতঃ কৃতান্তেন কালপাশাদ্দুরাত্মনা ॥ ১৬ ॥

সূত উবাচ।

এবং দৃষ্ট্বাথ তং বালং মাতুরঙ্কে প্রসারিতম্।
স্মৃতিমভ্যাগতো রাজা হাহেত্যশ্রূণ্যপাতয়ৎ ॥ ১৭ ॥
সোঽপ্যুবাচ চ বৎসো মে দশামেতামুপাগতঃ ॥ ১৮ ॥

তরঙ্গিণঃ কুটিলানিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৭ ॥
স্মৃতিমভ্যাগত ইতি মমৈবায়ং পুত্র ইতি স্বপুত্রস্মৃতির্জাতেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তখন রাজা ভূতলনিপতিত বিষজর্জ্জরিত সেই বালকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে রাজলক্ষণ সকল অবলোকন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥ ইহার বদনমণ্ডল পূর্ণ শশধরের ন্যায় অতীব সুন্দর, কুত্রাপি বিন্দুমাত্র ব্রণ নাই; নাসিকা উন্নত; কপোলদ্বয় দর্পণসদৃশ বিমল ও প্রশান্ত; কেশকলাপ নীলবর্ণ, কুঞ্চিতাগ্র, সমান, সুদীর্ঘ ও তরঙ্গিত; নেত্রযুগল কমলদলসদৃশ বিস্ফার; ওষ্ঠদ্বয় বিম্বফলসদৃশ লোহিতবর্ণ; বক্ষঃস্থল বিশাল; নয়ন আকর্ণ-বিশ্রান্ত; বাহু আজানুলম্বিত; অংসযুগল উন্নত; পাদযুগল বিশাল অথচ মৃণালের ন্যায় সুদৃশ্য; আকৃতি গম্ভীর, অঙ্গুলি সকল সূক্ষ্ম অথচ ভূমণ্ডল ধারণে সক্ষম; নাভি গভীর এবং স্কন্ধদেশ উন্নত ॥ ১৩—১৫ ॥ নিশ্চয়ই এই শিশু কোন রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, অহো! কি কষ্ট! দুরাত্মা কৃতান্ত ইহাকে এই দশায় আনয়ন করিয়াছে? ॥ ১৬ ॥

সূত বলিলেন, পরে মাতার ক্রোড়ে শয়ান সেই মৃত বালকের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রের মনে পূর্ব্ব স্মৃতির আবির্ভাব হইল। তখন তিনি স্বীয় পুত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া হায়! হায়! শব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। অনবরত অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। বলিলেন আমারই বৎসের এই অবস্থা ঘটিয়াছে? ॥ ১৭—১৮

নীতো যদি চ ঘোরেণ কৃতান্তেনাত্মনো বশম্ ।
বিচারয়িত্বা রাজাসৌ হরিশ্চন্দ্রস্তথাস্থিতঃ ॥ ১৯ ॥
ততো রাজ্ঞী মহাদুঃখাবেশাদিদমভাষত ॥ ২০ ॥

রাজ্ঞ্যুবাচ ।

হা বৎস ! কস্য পাপস্য ত্বপধ্যানাদিদং মহৎ ।
দুঃখমাপতিতং ঘোরং তদ্রূপং নোপলভ্যতে ॥ ২১ ॥
হা নাথ ! রাজন্ ! ভবতা মামপাস্য সুদুঃখিতাম্ ।
কস্মিন্ সংস্থীয়তে স্থানে বিশ্রব্ধং কেন হেতুনা ॥ ২২ ॥
রাজ্যনাশঃ সুহৃত্ত্যাগো ভার্য্যাতনয়বিক্রয়ঃ ।
হরিশ্চন্দ্রস্য রাজর্ষেঃ কিং বিধাতঃ ! কৃতং ত্বয়া ॥ ২৩ ॥
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা রাজা স্থানচ্যুতস্তদা ।
প্রত্যভিজ্ঞায় দেবীং তাং পুত্রঞ্চ নিধনং গতম্ ॥ ২৪ ॥
কষ্টং মমৈব পত্নীয়ং বালকশ্চাপি মে সুতঃ ।
জ্ঞাত্বা পপাত সন্তপ্তো মূর্চ্ছামভিজগাম হ ॥ ২৫ ॥

তথা স্থিতঃ স্ত্রিয়ং প্রতি ন কিঞ্চিদুবাচেত্যর্থঃ ॥ ১৯—২০ ॥
যস্যাপধ্যানাদাপতিতং তদ্রূপমিত্যর্থঃ ॥ ২১—২২ ॥
প্রত্যভিজ্ঞায়েতি । পূর্ব্বানুভূতচিহ্নজ্ঞানেনেত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৮ ॥

যদিও পুত্র ঘোরতর শমনের বশবর্ত্তী হইয়াছে, তথাপি রাজা হরিশ্চন্দ্র ক্ষণকাল মনে মনে চিন্তা করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন ॥ ১৯ ॥

অনন্তর রাজ্ঞী ঘোরতর দুঃখের আবেগ বশতঃ বলিলেন, হা বৎস ! কোন্ পাপের পরিচিন্তায় আমার এই ভয়ানক দুঃখ উপস্থিত হইল, তাহার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না ॥ ২০—২১॥ হা নাথ ! হা রাজন ! আমি যারপর নাই দুঃখে কাতর হইয়াছি, ঈদৃশ অবস্থায় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কি কারণে কোন্ স্থানে বিশ্রব্ধভাবে কাল অতিবাহিত করিতেছ ? ॥ ২২ ॥ বিধাতঃ ! তুমি রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যনাশ, সুহৃদ্ত্যাগ, এবং ভার্য্যা ও তনয় বিক্রয় পর্য্যন্ত ঘটাইলে ? তিনি তোমার এত কি অপকার করিয়াছেন ?॥ ২৩ ॥ তখন রাজা তাঁহার এই প্রকার বিলাপধ্বনি শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন, এবং সেই দেবী ও মৃত পুত্রকে চিনিতে পারিয়া বলিলেন, ইনিই আমার পত্নী এবং এই মৃত শিশুই আমার পুত্র । অহো ! কি কষ্ট পরম্পরা । এইরূপে নিরতিশয় শোকভরে আক্রান্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া রাজা ভূতলে পতিত হইলেন । রাজ্ঞীও রাজার তাদৃশ অবস্থা দর্শনে যেমন হরিশ্চন্দ্র বলিয়া চিনিতে পারিলেন, অমনি মূর্চ্ছিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া ধরণীতলে নিপতিত

সা চ তং প্রত্যভিজ্ঞায় তামবস্থামুপাগতম্।
মূর্চ্ছিতা নিপপাতার্ত্তা নিশ্চেষ্টা ধরণীতলে ॥ ২৬ ॥
চেতনাং প্রাপ্য রাজেন্দ্রো রাজপত্নী চ তৌ সমম্।
বিলেপতুঃ সুসন্তপ্তৌ শোকভারেণ পীড়িতৌ ॥ ২৭ ॥

রাজোবাচ।

হা বৎস! সুকুমারন্তে বদনং কুঞ্চিতালকম্।
পশ্যতো মে মুখং দীনং হৃদয়ং কিং ন দীর্য্যতে ॥ ২৮ ॥
তাত! তাতেব মধুরং ব্রুবাণং স্বয়মাগতম্।
উপগুহ্যৈকদা বক্ষ্যে বৎস! বৎসেতি সৌহৃদাৎ ॥ ২৯ ॥
কস্ত জানুপ্রণীতেন পিঙ্গেন ক্ষিতিরেণুনা।
মমোত্তরীয়মুৎসঙ্গং তথাঙ্গং মলমেষ্যতি ॥ ৩০ ॥
ন বালং মম সম্ভূতং মনোহৃদয়নন্দন!।
ময়াসি পিতৃমান্ পিত্রা বিক্রীতো যেন বস্তুবৎ ॥ ৩১ ॥
গতং রাজ্যমশেষং মে সবান্ধবধনং মহৎ।
হীনদৈবান্নৃশংসেন দৃষ্টো মে তনয়স্ততঃ ॥
অহং মহাহিদষ্টস্য পুত্রস্যাননপঙ্কজম্।
নিরীক্ষন্নদ্য ঘোরেণ বিষেণাধিকৃতোঽধুনা ॥ ৩২ ॥

বক্ষ্যে কিমিতি শেষঃ ॥ ২৯ ॥
পুত্রসুখমদ্যাপি মম নালং সম্ভূতমিত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩২ ॥

হইলেন ॥ ২৪—২৬ ॥ কিয়ৎকাল পরে রাজেন্দ্র এবং রাজ্ঞী উভয়েই এককালে চেতনা লাভ করিলেন, পরে শোকভরে নিতান্ত সন্তপ্ত ও কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥

রাজা বলিতে লাগিলেন, হা বৎস! তোমার সেই কুঞ্চিত-অলক-শোভিত সুকোমল বদনমণ্ডল আজ মলিন দেখিয়াও কেন আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে না? ॥ ২৮ ॥ রোহিত! তুমি মধুরস্বরে তাত! তাত! বলিয়া কবে আমার নিকট আসিবে? আমি স্নেহবশতঃ বক্ষে করিয়া বৎস! বৎস! বলিয়া কবে তোমায় সম্বোধন করিব? ॥ ২৯ ॥ কাহার জানুলিপ্ত পিঙ্গলবর্ণ ক্ষিতিরেণু দ্বারা আমার উত্তরীয়, উৎসঙ্গ ও অঙ্গ মলিন হইবে? ॥ ৩০ ॥ হে হৃদয়ানন্দবর্দ্ধন! আমি পিতা হইয়াও সামান্য বস্তুর ন্যায় তোমাকে বিক্রয় করিয়াছি। অদ্যাপি আমার পুত্রসুখসম্ভোগ পর্য্যাপ্ত হয়নাই ॥ ৩১ ॥ হীন দৈবের বিড়ম্বনায় আমার অসীম রাজ্য, বান্ধব ও প্রভূত ধন অন্তর্হিত হইয়াছে, অবশেষে

এবমুক্ত্বা তমাদায় বালকং বাষ্পগদ্গদঃ ।
পরিষ্বজ্য চ নিশ্চেষ্টো মূর্চ্ছয়া নিপপাত হ ॥ ৩৩ ॥
ততস্তং পতিতং দৃষ্ট্বা শৈব্যা চৈবমচিন্তয়ৎ ।
অয়ং স পুরুষব্যাঘ্রঃ স্বরৈণৈবোপলক্ষ্যতে ।
বিদ্বজ্জনমনশ্চন্দ্রো হরিশ্চন্দ্রো ন সংশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥
তথাস্য নাসিকা তুঙ্গা তিলপুষ্পোপমা শুভা ।
দন্তাশ্চ মুকুলপ্রখ্যাঃ খ্যাতকীর্ত্তের্মহাত্মনঃ ॥ ৩৫ ॥
শ্মশানমাগতঃ কস্মাদ্যদ্যেবং স নরেশ্বরঃ ।
বিহায় পুত্রশোকং সা পশ্যন্তী পতিতং পতিম্ ॥ ৩৬ ॥
প্রহৃষ্টা বিস্মিতা দীনা ভর্ত্তৃপুত্রার্ত্তিপীড়িতা ।
বীক্ষন্তী সা তদাপপ্তম্মূর্চ্ছয়া ধরণীতলে ॥ ৩৭ ॥
প্রাপ্য চেতশ্চ শনকৈঃ সা গদ্গদমভাষত ।
ধিক্ত্বাং দৈব ! হ্যকরুণ ! নির্ম্মর্য্যাদ ! জুগুপ্সিত ! ।
যেনায়মমরপ্রখ্যো নীতো রাজা শ্বপাকতাম্ ॥ ৩৮ ॥

শৈব্যা তস্য পত্নী ॥ ৩৩ ॥
অয়ং স ইতি । পূর্ব্বং সন্দিগ্ধং জ্ঞানং জাতমধুনা তু নিশ্চিতং জাতমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪—৩৬॥
অপপ্তদিতি লুঙো রূপং পতিতবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৪০ ॥

আমার এক মাত্র পুত্র ছিল তাহাও নৃশংস শমনের নয়নপথে পতিত হইল। হায় ! বিষম সর্পদংশনে মৃত পুত্রের বদনকমল নিরীক্ষণ করিয়া আজ আমি ঘোরতর সন্তাপবিষে দগ্ধ হইলাম ॥ ৩২ ॥ রাজা বাষ্পগদ্গদস্বরে এই কথা বলিয়া যেমন সেই বালককে ক্রোড়ে করিবেন, অমনি মূর্চ্ছা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ভূতলে পাতিত করিল ॥ ৩৩ ॥

অনন্তর রাজাকে নিপতিত দেখিয়া শৈব্যা এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, ইহাঁর যেরূপ কণ্ঠস্বর, তাহাতে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ইনিই সেই পুরুষপ্রবর বিদ্বজ্জন-চিত্তরঞ্জক রাজা হরিশ্চন্দ্র ॥ ৩৪ ॥ সেই খ্যাতকীর্ত্তি হরিশ্চন্দ্রের যেমন মুকুল সদৃশ দশন-পংক্তি এবং নাসিকা উন্নত ও তিলফুলসদৃশ সুকুমার, ইহাঁরও অবিকল সেইরূপ দেখি-তেছি ॥ ৩৫ ॥ কিন্তু যদি ইনিই সেই নরেশ্বর হরিশ্চন্দ্র, তবে কি কারণে শ্মশানে আগমন করিলেন ? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পুত্রশোক পরিত্যাগপূর্ব্বক যেমন ভূপতিত পতিকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন, অমনি হর্ষ, বিষাদ ও বিস্ময় যুগপৎ তাঁহার হৃদয় আক্রমণ করিল। তখন তিনি রাজাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া অবনীতলে পতিত হইলেন ॥ ৩৬—৩৭ ॥ পরে ক্রমশ চৈতন্যলাভ করিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, হা

রাজ্যনাশং সুহৃত্ত্যাগং ভার্য্যাতনয়বিক্রয়ম্।
প্রাপয়িত্বাপি যেনাদ্য চাণ্ডালোঽয়ং কৃতো নৃপঃ॥ ৩৯॥
নাদ্য পশ্যামি তে ছত্রং সিংহাসনমথাপি বা।
চামরব্যজনে বাপি কোঽয়ং বিধিবিপর্য্যয়ঃ॥ ৪০॥
যস্যাস্য ব্রজতঃ পূর্ব্বং রাজানো ভৃত্যতাং গতাঃ।
স্বোত্তরীয়ৈঃ প্রকুর্ব্বন্তি বিরজস্কং মহীতলম্॥ ৪১॥
সোঽয়ং কপালসংলগ্নে ঘটীপটনিরন্তরে।
মৃতনির্ম্মাল্যসূত্রান্তর্লগ্নকেশসুদারুণে॥ ৪২॥
বসানিষ্পন্দসংশুষ্কমহাপটলমণ্ডিতে।
ভস্মাঙ্গারার্দ্ধদগ্ধাস্থিমজ্জাসংঘট্টভীষণে॥ ৪৩॥

যস্যাস্যেতি। পূর্ব্বং ভৃত্যতাং গতা রাজানঃ স্বোত্তরীয়ৈর্লম্বায়মানৈর্ভূমিস্পৃশৈর্ব্বস্ত্রৈঃ পাদচারিণোঽগ্রে ধাবমানা বিরজস্কং মহীতলং কুর্ব্বন্তি এতাদৃশং যস্যৈশ্বর্য্যমিত্যর্থঃ॥ ৪১॥
কপালসংলগ্নে নরকপালযুক্তে। ঘটীপটনিরন্তরে শবসংস্কারার্থমানীতা অল্পঘটা ঘট্যঃ শবপটাশ্চ তৈর্নিরন্তরে নিরবকাশে ইত্যর্থঃ॥ ৪২॥
মৃতানাং নির্ম্মাল্যসূত্রং তৎকণ্ঠগতপুষ্পমালাসম্বন্ধিত তদন্তস্তন্মধ্যে লগ্না যে শবকেশাস্তৈঃ সুদারুণে ভয়ঙ্করে। বসানিষ্পন্দেন যুক্তং সংশুষ্কং সূর্য্যকিরণৈরেতাদৃশং খরং যন্মহাপটলং ভূমেস্তেন মণ্ডিতে॥ ৪৩॥

দৈব! যে রাজা এক সময়ে অমর সদৃশ ছিলেন, আজ তুমি সেই নরপতিকে রাজ্যনাশ সুহৃদ্ ত্যাগ, ভার্য্যা এবং পুত্র পর্য্যন্তও বিক্রয় করাইয়া চাণ্ডালরূপে পরিণত করিয়াছ? অতএব তোমার দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, ন্যায়ান্যায় বিচার নাই ও লজ্জাও নাই, সুতরাং তোমাকে ধিক্॥ ৩৮—৩৯॥ রাজন্! অদ্য তোমার সেই ছত্র, সেই সিংহাসন, সেই চামর, সেই ব্যজন যুগল কোথায় গেল? আজ বিধাতার এ কি বিপরিণাম?॥ ৪০॥ পূর্ব্বে এই মহাত্মা গমন করিলে রাজগণ ভৃত্যস্বরূপ হইয়া স্বীয় উত্তরীয় দ্বারা মহীতলের ধূলা অপসারণ করিতেন॥ ৪১॥ অহো! আজ সেই রাজাধিরাজ হরিশ্চন্দ্র দুঃখভারে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া অপবিত্র শ্মশানে বিচরণ করিতেছেন? এই শ্মশানভূমির সকল স্থানেই অসংখ্য নরকপাল পতিত এবং শবের শরীরসংস্কার করিবার নিমিত্ত আনীত ক্ষুদ্র কলশ সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, এমন কি ইহার মধ্যে প্রবেশের কিছুমাত্র পথ বিদ্যমান নাই। মৃত মানবগণের গলে যে পুষ্পমালা শোভিত হয়, সেই নির্ম্মাল্য মাল্যের সূত্রে শবের কেশ-কলাপ জড়িত হইয়া শ্মশানের ভীষণতা সম্পাদন করিতেছে। ভস্ম, অঙ্গার, অর্দ্ধদগ্ধ শব, অস্থি এবং মজ্জা সজ্জিত হইয়া ইহার অধিকতর ভীষণতা. উৎপাদন করিতেছে। এই শ্মশানভূমির অধিক স্থানেই বসা সকল স্খলিত হইয়া সূর্য্যের উত্তাপে শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে। ইহার স্থানে স্থানে গৃধ্র ও শকুনী সকল চীৎকার রব এবং মাংসলোলুপ কাক প্রভৃতি

গৃধ্রগোমায়ুনাদার্ত্তে পুষ্টক্ষুদ্রবিহঙ্গমে।
চিতাধূমায়তপটনীলীকৃতদিগন্তরে ॥ ৪৪ ॥
কুণপাস্বাদনমুদা সম্প্রকৃষ্টনিশাচরে।
চরত্যমেধ্যে রাজেন্দ্রঃ শ্মশানে দুঃখপীড়িতঃ ॥ ৪৫ ॥
এবমুক্ত্বাথ সংশ্লিষ্য কণ্ঠে রাজ্ঞো নৃপাত্মজা।
কষ্টং শোকসমাবিষ্টা বিললাপার্ত্তয়া গিরা ॥ ৪৬ ॥
রাজন্! স্বপ্নোঽথ তথ্যং বা যদেতন্মন্যতে ভবান্।
তৎকথ্যতাং মহাভাগ! মনো বৈ মুহ্যতে মম ॥ ৪৭ ॥
যদ্যেতদেবং ধর্ম্মজ্ঞ! নাস্তি ধর্ম্মে সহায়তা।
তথৈব বিপ্রদেবাদিপূজনে সত্যপালনে ॥ ৪৮ ॥
নাস্তি ধর্ম্মঃ কুতঃ সত্যং নার্জ্জবং নানৃতাংশতা।
যত্র ত্বং ধর্ম্মপরমঃ স্বরাজ্যাদবরোপিতঃ ॥ ৪৯ ॥

ভস্ম চাঙ্গারাশ্চার্দ্ধদগ্ধশবাশ্চাস্থীনি চ মজ্জা চ তেষাং সংঘট্টঃ সংমর্দ্দস্তেন ভীষণে। গৃধ্রগোমায়ুনাং নাদৈরার্ত্তে যুক্তে পুষ্টাঃ ক্ষুদ্রবিহঙ্গমা মাংসভক্ষিণঃ কাকাদয়ো যস্মিন্ ॥ ৪৪ ॥
চিতাধূম এবায়তঃ পটস্তেন নীলীকৃতং দিগন্তরং যস্য। কুণপানাং শবানাং যদাস্বাদনং ভক্ষণং তন্মুদা সম্প্রকৃষ্টাঃ সংসক্তা নিশাচরা রাক্ষসা যস্মিন্ ॥ ৪৫—৪৬ ॥
যদেতন্মন্যতে ইতি। চাণ্ডালদাসোঽহমস্মীতি যদ্ভবান্মন্যতে তৎ স্বপ্নো বা মিথ্যা বা উত তথ্যং বেত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥
যদ্যেতদেবং যদি বাস্তবিকী চাণ্ডালদাসেত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥
যদি ধর্ম্ম এব নাস্তি তদা সত্যং কুতস্তদপি তথার্জ্জবং তথানৃতাংশতাপি নাস্তীত্যর্থঃ। ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ ফলভেদে হি তদ্বিভাগস্তদভাবে তদ্বিভাগস্যাপ্যভাব ইতি ভাবঃ ॥ ৪৯—৫২ ॥

পক্ষিগণ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। চিতাধূমরূপ আয়তপটদ্বারা ইহার সকল দিগ্‌বিভাগই নীলবর্ণে পরিণত হইতেছে। রাক্ষসগণ শবসমূহের মাংস ভক্ষণে আনন্দিত হইয়া উহার মধ্যে নিরন্তর বিরাজমান রহিয়াছে ॥ ৪২—৪৫ ॥ মহারাজ ঈদৃশ অবস্থায় এখানে কালযাপন করিতেছেন? হায়! হায়! কি কষ্ট! রাজতনয়া শৈব্যা এইরূপ ঘোরতর শোকে অভিভূত হইলেন এবং রাজার কণ্ঠদেশ আলিঙ্গন করিয়া কাতরস্বরে পুনরায় বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥ রাজন্! আপনি যে বলিলেন, "আমি চাণ্ডাল" ইহা কি স্বপ্ন? অথবা সত্য? মহারাজ! যদি চণ্ডালদাসত্বই সত্য হয়, তবে আমাকে তাহা বলুন, কেন না আমার মন নিতান্ত বিমোহিত হইতেছে ॥ ৪৭ ॥ ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি ধর্ম্মে নিরতিশয় আস্থা প্রদর্শন করিয়াই স্বীয় সিংহাসন হইতে অবরোপিত হইয়াছেন, অতএব ধর্ম্মকার্য্যে সত্য পালন এবং বিপ্র ও দেবাদির পূজা বিষয়ে যদি এই প্রকার সাহায্য লাভ হয়, তাহা হইলে

সূত উবাচ।

ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা নিঃশ্বস্যোষ্ণং সগদ্গদঃ।
কথয়ামাস তন্বঙ্গ্যৈ যথা প্রাপ্তঃ শ্বপাকতাম্ ॥ ৫০ ॥
রুদিত্বা সা তু সুচিরং নিশ্বস্যোষ্ণং সুদুঃখিতা।
স্বপুত্ত্রমরণং ভীরুর্যথাবত্তং ন্যবেদয়ৎ ॥ ৫১ ॥
শ্রুত্বা রাজা তথা বাক্যং নিপপাত মহীতলে।
মৃতপুত্ত্রং সমানীয় জিহ্বয়া বিলিহন্ মুহুঃ ॥ ৫২ ॥
হরিশ্চন্দ্রমথো প্রাহ শৈব্যা গদ্গদয়া গিরা।
কুরুষ্ব স্বামিনঃ প্রেষ্যং ছেদয়িত্বা শিরো মম ॥ ৫৩ ॥
স্বামিদ্রোহো ন তে স্বদ্য মাসত্যো ভব ভূপতে!।
মাসত্যং তব রাজেন্দ্র! পরদ্রোহস্তু পাতকম্ ॥ ৫৪ ॥
এতদাকর্ণ্য রাজা তু পপাত ভুবি মূর্চ্ছিতঃ।
ক্ষণেন চেতনাং প্রাপ্য বিললাপাতিদুঃখিতঃ ॥ ৫৫ ॥

(স্বামিনঃ প্রেষ্যং কুরুষ্ব মাং ছিত্বা প্রভুনিয়োগং প্রতিপালয়েত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥
স্বামিনশ্চাণ্ডালস্য দ্রোহ আদেশোল্লঙ্ঘনরূপমনিষ্টাচরণমিত্যর্থঃ। অসত্যোমাভব স্বামিন আজ্ঞাপালনে পরাঙ্মুখঃ সন্নসত্যপ্রতিজ্ঞোমাভব ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪—৫৬ ॥)

ধর্ম্মও রক্ষিত হইতে পারে না, সুতরাং ধর্ম্ম না রক্ষিত হইলেই সত্য, আর্জ্জব ও অনৃতাংশতাও রক্ষা হইবে না। ॥ ৪৮—৪৯ ॥

সূত বলিলেন, শীর্ণদেহা শৈব্যার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে রাজা দীর্ঘ অথচ উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া যে প্রকারে শ্বপচত্ব প্রাপ্ত হইলেন, বাষ্পকণ্ঠে পত্নীর নিকটে সবিস্তার বর্ণন করিলেন ॥ ৫০ ॥ সেই ভীরু রাজপত্নী সমস্ত শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত মনে উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে প্রকারে পুত্রের মৃত্যু সংঘটিত হইয়াছে, আদ্যোপান্ত রাজার নিকট নিবেদন করিলেন ॥ ৫১ ॥ শ্রবণমাত্রেই রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া মহীতলে নিপতিত হইলেন। পরে ক্রমশ চেতনা লাভ করিয়া জিহ্বা সংস্পর্শপূর্ব্বক বারংবার মৃতপুত্রের মুখ চুম্বন করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥ তখন শৈব্যা গদ্গদস্বরে হরিশ্চন্দ্রকে বলিলেন, এক্ষণে আমার মস্তক ছেদন করিয়া প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করুন ॥ ৫৩ ॥ ভূপতে! তাহা হইলে আপনি সত্য হইতে পরিত্রাণ পাইবেন এবং প্রভুর আদেশও লঙ্ঘন করা হইবে না। রাজেন্দ্র! বিশেষতঃ ইহাতে পরদ্রোহজনিত বা অসত্য ব্যবহারজনিত পাপ আপনাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না ॥ ৫৪ ॥ ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, কিন্তু ক্ষণমাত্রেই চেতনা লাভ করিয়া নিরতিশয় দুঃখভরে বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥

রাজোবাচ।

কথং প্রিয়ে ! ত্বয়া প্রোক্তং বচনং ত্বতিনিষ্ঠুরম্।
যদশক্যং ভবেদ্ বক্তুং তৎকর্ম্ম ক্রিয়তে কথম্॥ ৫৬॥

পত্ন্যুবাচ।

ময়া চ পূজিতা গৌরী দেবা বিপ্রাস্তথৈব চ।
ভবিষ্যতি পতিস্ত্বং মে হ্যন্যস্মিন্ জন্মনি প্রভো !॥ ৫৭॥
শ্রুত্বা রাজা তদা বাক্যং নিপপাত মহীতলে।
মৃতস্য পুত্রস্য তদা চুচুম্ব দুঃখিতো মুখম্॥ ৫৮॥

রাজোবাচ।

প্রিয়ে ! ন রোচতে দীর্ঘং কালং ক্লেশং ময়াশিতুম্।
নাত্মায়ত্তোঽহং তন্বঙ্গি ! পশ্য মে মন্দভাগ্যতাম্॥ ৫৯॥
চাণ্ডালেনাননুজ্ঞাতঃ প্রবেক্ষ্যে জ্বলনং যদি।
চাণ্ডালদাসতাং যাস্যে পুনরপ্যন্যজন্মনি॥ ৬০॥
নরকঞ্চ বরং প্রাপ্য খেদং প্রাপ্স্যামি দারুণম্॥ ৬১॥

পূজিতা গৌরীত্যনেন পরাশক্তেরূপাসিকেয়মস্তীতি বোধিতম্॥ ৫৭—৫৮॥
ময়াশিতুং ভোক্তুমিত্যর্থঃ॥ ৫৯॥
নাত্মায়ত্তঃ স্বাধীনান্তঃকরণো যতোঽহং নাস্মীত্যর্থঃ। অননুজ্ঞাতো নাজ্ঞপ্তঃ॥ ৬০—৬১॥

রাজা বলিলেন, প্রিয়ে ! তুমি কি প্রকারে এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য মুখে আনিলে ? যাহা মুখেও উচ্চারণ করিতে পারা যায় না, তাহা কি রূপে কার্য্যে পরিণত করিব ?॥ ৫৬॥

শৈব্যা বলিলেন, বিভো ! আমি গৌরী দেবীর পূজা করিয়াছি এবং অন্যান্য দেবতা ও দ্বিজগণের অর্চ্চনা করিয়াছি, সুতরাং তাঁহাদিগের কৃপায় আপনি জন্মান্তরেও আমার পতি হইবেন॥ ৫৭॥ রাজা ইহা শ্রবণ করিয়াই তৎক্ষণাৎ মহীতলে নিপতিত হইলেন, এবং অবিলম্বে উত্থিত ও দুঃখিত হইয়া মৃত পুত্রের মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন॥ ৫৮॥

রাজা বলিলেন, প্রিয়ে ! আমি আর দীর্ঘকাল ক্লেশবহন করিতে পারিব না, কিন্তু কৃশাঙ্গি ! দেখ আমি এমন হতভাগ্য যে, আপনার অন্তঃকরণের উপরেও আমার কিছুমাত্র আধিপত্য নাই॥ ৫৯॥ চণ্ডালের বিনা অনুজ্ঞায় যদি অনলে প্রবেশ করি, তাহা হইলে জন্মান্তরেও পুনর্ব্বার আমাকে চণ্ডালের দাসত্ব প্রাপ্ত হইতে হইবে॥ ৬০॥ পরে নরকে গিয়া নিদারুণ ক্লেশভোগ করিতে হইবে, কিন্তু তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর॥ ৬১॥ মহারৌরব

তাপং প্রাপ্স্যামি সম্প্রাপ্য মহারৌরবরৌরবে।
মগ্নস্য দুঃখজলধৌ বরং প্রাণৈর্বিয়োজনম্ ॥ ৬২ ॥
একোঽপি বালকো যোঽয়মাসীদ্বংশকরঃ সুতঃ।
মম দৈবানুযোগেন মৃতঃ সোঽপি বলীয়সা ॥ ৬৩ ॥
কথং প্রাণান্ বিমুঞ্চামি পরায়ত্তোঽস্মি দুর্গতঃ।
তথাপি দুঃখবাহুল্যাৎ ত্যক্ষ্যামি তু নিজাং তনুম্ ॥ ৬৪ ॥
ত্রৈলোক্যে নাস্তি তদ্দুঃখং নাসিপত্রবনে তথা।
বৈতরণ্যাং কুতস্তদ্বদ্যাদৃশং পুত্রবিপ্লবে ॥ ৬৫ ॥
সোঽহং সুতশরীরেণ দীপ্যমানে হুতাশনে।
নিপতিষ্যামি তন্বঙ্গি ! ক্ষন্তব্যং তন্মমাধুনা ॥ ৬৬ ॥
ন বক্তব্যং ত্বয়া কিঞ্চিদতঃ কমললোচনে !।
মম বাক্যঞ্চ তন্বঙ্গি ! নিবোধ্যাহতমানসা ॥ ৬৭ ॥
অনুজ্ঞাতাথ গচ্ছ ত্বং বিপ্রবেশ্ম শুচিস্মিতে !।
যদি দত্তং যদি হুতং গুরবো যদি তোষিতাঃ ॥ ৬৮ ॥

বলীয়সা দৈবানুযোগেন মমৈকোঽপি পুত্রো মৃতোঽতঃ প্রাণৈর্বিয়োজনং মম বরম্। পরন্তু পরায়ত্তোঽস্মি চাণ্ডায়ত্তোঽসি ততস্তস্যানুজ্ঞামন্তরেণ দেহত্যাগে তস্য ঋণস্যাবশেষান্নরকদুঃখং স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৬২—৬৩ ॥

ইত্থং পূর্ব্বং বিমৃশ্য নরকদুঃখাদপি পুত্রশোকো দুঃসহ ইতি মত্বা পুনরাহ তথাপীতি ॥৬৪॥

নরকে উপনীত হইয়া বহুকাল অসহ্য নরক-যন্ত্রণা সহ্য করিব, তাহাও আমার ভাল, কিন্তু আমার এই বালক পুত্রই বংশরক্ষাকারক, আমার সেই পুত্রই বলবান্ দৈবের বিপাকবশতঃ প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং ক্লেশসাগরে মগ্ন হইয়া জীবন ধারণ অপেক্ষা আমার প্রাণত্যাগ করাই বিধেয় ॥ ৬২—৬৩ ॥ আমার দেহ এক্ষণে চণ্ডালের অধীন, সুতরাং এ দুর্গত অবস্থায় কি প্রকারে জীবন বিসর্জ্জন করি, কারণ তাহার বিনা অনুমতিতে প্রাণত্যাগ করিলে তাহার ঋণবশতঃ নরকভোগ করিতে হইবে; তাহা হইলেও অতিশয় দুঃখের কারণে নিজ দেহ পরিত্যাগ করিব ॥ ৬৪ ॥ পুত্রবিয়োগে যাদৃশ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, বৈতরণী নদী পার হইতে বা অসিপত্রবনেও তাদৃশ দুঃখভোগ করিতে হয় না। অধিক কি, ত্রৈলোক্য মধ্যেও সে রূপ কোন দুঃখই নাই ॥ ৬৫ ॥ আমি এক্ষণে পুত্রের মৃতদেহের সহিত দীপ্যমান অনলে নিপতিত হইব। অতএব কৃশাঙ্গি! তুমি ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্র বাক্য ব্যয় করিও না ॥ ৬৬—৬৭ ॥ শুচিস্মিতে! এক্ষণে অনুমতি করিতেছি, তুমি বিপ্রের আলয়ে গমন কর। যদি কখন ধনদান, অনলে আহুতি প্রদান ও গুরুজনদিগের সন্তোষবিধান করিয়া থাকি, তবে পরলোকে পুত্র এবং তোমার সহিত সমাগম হইবে; কিন্তু ইহলোকে এ অভীষ্টলাভের

সঙ্গমঃ পরলোকে মে নিজপুত্রেণ চ ত্বয়া।
ইহ লোকে কৃতস্তে তদ্ভবিষ্যতি সমীপ্সিতম্‌॥ ৬৯ ॥
যন্ময়া হসতা কিঞ্চিদ্রহসি ত্বাং শুচিস্মিতে!।
অশেষমুক্তং তৎ সর্ব্বং ক্ষন্তব্যং মম যাস্যতঃ॥ ৭০ ॥
রাজপত্নীতি গর্ব্বেণ নাবজ্ঞেয়ঃ স মে দ্বিজঃ।
সর্ব্বযত্নেন তোষ্যঃ স্যাৎ স্বামী দৈবতবচ্ছুভে!॥ ৭১ ॥

রাজ্ঞ্যুবাচ।

অহমপ্যত্র রাজর্ষে! নিপতিষ্যে হুতাশনে।
দুঃখভারাসহা দেব! সহ যাস্যামি বৈ ত্বয়া॥ ৭২ ॥
ত্বয়া সহ মম শ্রেয়ো গমনং নান্যথা ভবেৎ।
সহ স্বর্গঞ্চ নরকং ত্বয়া ভোক্ষ্যামি মানদ!।
শ্রুত্বা রাজা তদোবাচ এবমস্তু পতিব্রতে!॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রশোকবর্ণনং নাম ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬ ॥

তদেবোপপাদয়তি ত্রৈলোকে ইতি॥ ৬৫—৭৩ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে ষড়বিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৬ ॥

সম্ভাবনা নাই॥ ৬৮—৬৯ ॥ শুচিস্মিতে! আমি পরিহাসচ্ছলে গোপনে যদি কোন অপ্রামাণিক কথা বলিয়া থাকি, তবে আমার প্রয়াণসময়ে তৎসমুদয় ক্ষমা করিবে॥ ৭০ ॥ শুভে! তুমি রাজপত্নী বলিয়া গর্ব্ববশতঃ সেই দ্বিজবরকে কখন অবজ্ঞা করিও না, প্রভুকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া যত্নসহকারে তাঁহার সন্তোষ বিধান করিও॥ ৭১ ॥

রাজ্ঞী বলিলেন, রাজর্ষে! আমিও এই প্রজ্বলিত হুতাশনে নিপতিত হইব। দেব! আমি এ দুঃখভার বহন করিতে পারিব না, সুতরাং আপনার সহ গমন করিব॥ ৭২ ॥ আপনার সহ গমন আমার শ্রেয়ঃ, সুতরাং ইহার অন্যথা হইবে না। মানদ! আপনার সহিত স্বর্গ বা নরকভোগ করিব। তখন ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা বলিলেন, পতিব্রতে! যাহা তোমার অভিরুচি॥ ৭৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রের শোকবর্ণন নামক ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ * ॥

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

স্থত উবাচ ।

ততঃ কৃত্বা চিতাং রাজা আরোপ্য তনয়ং স্বকম্ ।
ভার্য্যয়া সহিতো রাজা বদ্ধাঞ্জলিপুটস্তদা ॥ ১ ॥
চিন্তয়ন্ পরমেশানীং শতাক্ষীং জগদীশ্বরীম্ ।
পঞ্চকোষান্তরগতাং পুচ্ছব্রহ্মস্বরূপিণীম্ ॥ ২ ॥
রক্তাম্বরপরীধানাং করুণারসসাগরাম্ ।
নানায়ুধধরামম্বাং জগৎপালনতৎপরাম্ ॥ ৩ ॥
তস্য চিন্তয়মানস্য সর্ব্বদেবাঃ সবাসবাঃ ।
ধর্ম্মং প্রমুখতঃ কৃত্বা সমাজগ্মুস্ত্বরান্বিতাঃ ॥ ৪ ॥
আগত্য সর্ব্বে প্রোচুস্তে রাজন্ শৃণু মহাপ্রভো ! ।
অহং পিতামহঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মশ্চ ভগবান্ স্বয়ম্ ॥ ৫ ॥

দ্ব্যধিকৈশ্চৈব চত্বারিংশদ্ভিঃ পদ্যৈরতঃপরম্ ।
হরিশ্চন্দ্রস্বর্গবাসো বিস্তরেণোপবর্ণ্যতে ॥

রাজা স্বদেহদহননিশ্চয়ে কৃতেঽনন্তরং জাতং বৃত্তমাহ ততঃ কৃত্বেতি ॥ ১ ॥

তস্মিন্ সময়ে স্বেষ্টদেবতাং শতাক্ষীং চিন্তয়ামাসেত্যাহ চিন্তয়ন্নিতি। পুচ্ছব্রহ্মস্বরূপিণীং ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি তৈত্তিরীয়শ্রুতিপ্রতিপাদিতপুচ্ছব্রহ্মস্বরূপিণীমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

নানায়ুধেতি। তানি চায়ুধানি বক্ষ্যমাণাধ্যায়ে স্পষ্টানি ॥ ৩ ॥

ধর্ম্মং ধর্ম্মাভিমানিনীং দেবতাম্। তস্য চিন্তয়মানস্যেত্যনেন ত্বরান্বিতা ইত্যনেন চেদস্মোধিতং পরমেশ্বরীভক্তস্য ছলে কৃতে শতধা মূর্দ্ধচ্ছেদঃ স্যাদিতি শীঘ্রং তস্য প্রসাদঃ সম্পাদয়িতব্য ইতি ॥ ৪—৬ ॥

স্থত বলিলেন, পরে রাজা হরিশ্চন্দ্র চিতা প্রস্তুত করিয়া স্বীয় পুত্রকে তাহার উপর স্থাপন করিলেন। তাহার পর স্বয়ং কৃতাঞ্জলি হইয়া ভার্য্যার সহিত জগদীশ্বরী পরমেশানীর ধ্যান করিতে লাগিলেন। সেই শতাক্ষী জীবনিবহের অন্নময়াদি পঞ্চকোষের অন্তরে বিরাজমান রহিয়াছেন। তিনি অন্নরসময় পুরুষের পুচ্ছস্থিতা (আধার চক্রস্থিতা) ব্রহ্মস্বরূপিণী এবং করুণারসের সাগরস্বরূপা। তিনি রক্তবসন পরিধান করিয়া নানাবিধ আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক জগতের রক্ষাকার্য্যে তৎপর রহিয়াছেন ॥ ১—৩ ॥ রাজা তাঁহার ঈদৃশ ধ্যানে নিমগ্ন হইলে বাসবাদি সমস্ত দেবতাবর্গ ধর্ম্মকে অগ্রে লইয়া অবিলম্বে হরিশ্চন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ৪ ॥ তাঁহারা সকলে উপনীত হইয়া বলিলেন, রাজন্! তুমি শ্রবণ কর। আমি পিতামহ, স্বয়ং ধর্ম্ম, ভগবান্ বিষ্ণু, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদ্গণ,

সাধ্যাঃ সবিশ্বে মরুতো লোকপালাঃ সচারণাঃ।
নাগাঃ সিদ্ধাঃ সগন্ধর্ব্বা রুদ্রাশ্চৈব তথাশ্বিনৌ।
এতে চান্যেঽথ বহবো বিশ্বামিত্রস্তথৈব চ ॥ ৬ ॥
বিশ্বত্রয়েণ যো মৈত্রীং কর্ত্তুমিচ্ছতি ধর্ম্মতঃ।
বিশ্বামিত্রঃ স তেঽভীষ্টমাহর্ত্তুং সম্যগিচ্ছতি ॥ ৭ ॥

ধর্ম্ম উবাচ।

মা রাজন্ সাহসং কার্ষীর্ধর্ম্মোঽহং ত্বামুপাগতঃ।
তিতিক্ষাদমসত্ত্বাদ্যৈস্ত্বদ্‌গুণৈঃ পরিতোষিতঃ ॥ ৮ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

হরিশ্চন্দ্র ! মহাভাগ ! প্রাপ্তঃ শক্রোঽস্মি তেঽন্তিকম্।
ত্বয়াদ্য ভার্য্যাপুত্রেণ জিতা লোকাঃসনাতনাঃ ॥ ৯ ॥
আরোহ ত্রিদিবং রাজন্ ! ভার্য্যাপুত্রসমন্বিতঃ।
সুদুষ্প্রাপং নরৈরন্যৈর্জ্জিতমাত্মীয়কর্ম্মভিঃ ॥ ১০ ॥

সূত উবাচ।

ততোঽমৃতময়ং বর্ষমপমৃত্যুবিনাশনম্।
ইন্দ্রঃ প্রাসৃজদাকাশাচ্চিতামধ্যগতে শিশৌ ॥ ১১ ॥

বিশ্বামিত্রশব্দার্থমাহ বিশ্বত্রয়েণেতি। বিশ্বং মিত্রং যস্য বিশ্বামিত্র ইত্যর্থঃ। ধার্ম্মিক-জনানাং নিত্যং মিত্রত্বময়মিচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ৭—১৭ ॥

লোকপালগণ, চারণগণ, নাগগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমার যুগল, অপরাপর সমস্ত দেবতাগণ এবং বিশ্বামিত্র স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন। যে বিশ্বামিত্র বিশ্বত্রয় প্রদান করিয়াও ধর্ম্মানুসারে মিত্রতা করিতে ইচ্ছা করেন, এক্ষণে সেই বিশ্বামিত্রই তোমায় অভীষ্ট দান করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছেন ॥ ৪—৭ ॥

ধর্ম্ম বলিলেন, রাজন্ ! এরূপ সাহসিক কার্য্যে উদ্যত হইও না। আমি ধর্ম্ম, আমি তোমার তিতিক্ষা, দম, সত্ত্বাদি গুণগ্রামে পরিতুষ্ট হইয়া, তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি ॥ ৮ ॥

ইন্দ্র বলিলেন, হরিশ্চন্দ্র ! আমিও তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, সুতরাং তোমার সৌভাগ্যের সীমা নাই ; তুমি ভার্য্যা এবং পুত্রের সহিত অদ্য সনাতন লোক জয় করিয়াছ ॥ ৯ ॥ রাজন্ ! মানবগণের যাহা দুষ্প্রাপ্য, তুমি স্বীয় কর্ম্মফলে তাহা জয় করিলে, অতএব ভার্য্যা ও পুত্র সমভিব্যাহারে স্বর্গে আরোহণ কর ॥ ১০ ॥

সূত বলিলেন, তাহার পর ইন্দ্র চিতামধ্যস্থিত শিশুর উপর অপমৃত্যু বিনাশন অমৃত বর্ষণ করিলেন। ঐ সময় আকাশমণ্ডল হইতে মহতী পুষ্পবর্ষণ এবং দুন্দুভিধ্বনি

পুষ্পবৃষ্টিশ্চ মহতী দুন্দুভিস্বন এব চ ॥ ১২ ॥
সমুত্তস্থৌ মৃতঃ পুত্রো রাজ্ঞস্তস্য মহাত্মনঃ।
সুকুমারতনুঃ স্বস্থঃ প্রসন্নঃ প্রীতমানসঃ ॥ ১৩ ॥
ততো রাজা হরিশ্চন্দ্রঃ পরিষ্বজ্য সুতং তদা।
সভার্য্যঃ স্বশ্রিয়া যুক্তো দিব্যমাল্যাম্বরাবৃতঃ ॥ ১৪ ॥
স্বস্থঃ সংপূর্ণহৃদয়ো মুদা পরময়াবৃতঃ।
বভূব তৎক্ষণাদিন্দ্রো ভূপঞ্চৈবমভাষত ॥ ১৫ ॥
সভার্য্যস্ত্বং সপুত্রশ্চ স্বর্লোকং সদ্গতিং পরাম্।
সমারোহ মহাভাগ! নিজানাং কর্ম্মণাং ফলম্ ॥ ১৬ ॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

দেবরাজাননুজ্ঞাতঃ স্বামিনা শ্বপচেন হি।
অকৃত্বা নিষ্কৃতিং তস্য নারোক্ষ্যে বৈ সুরালয়ম্ ॥ ১৭ ॥

ধর্ম্ম উবাচ।

তবৈবং ভাবিনং ক্লেশমবগম্যাত্মমায়য়া।
আত্মা শ্বপাকতাং নীতো দর্শিতং তচ্চ পক্কণম্ ॥ ১৮ ॥

তবৈবং ভাবিনমিতি। তব ধর্ম্মপরীক্ষার্থং ময়া ধর্ম্মেণাত্মমায়য়া স্বমায়য়া স্বাত্মৈব শ্বপাকতাং নীত ইত্যর্থঃ। অহমেব চাণ্ডালোঽহমেব চ ব্রাহ্মণঃ কৃষ্ণসর্পশ্চ ন মত্তোঽতিরিক্তাশ্চাণ্ডালব্রাহ্মণসর্পাঃ সন্তীতি ভাবঃ ॥ ১৮—২০ ॥

হইতে লাগিল ॥ ১১—১২ ॥ ইত্যবসরে সেই মহানুভব রাজার পুত্র চিতা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সুকুমারদেহ সুস্থচিত্ত প্রসন্ন এবং প্রীতমানস হইলেন ॥ ১৩ ॥ হরিশ্চন্দ্র তৎক্ষণাৎ পুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন, এবং সেই সময়ে রাজা ও রাজপত্নী উভয়েই পূর্ব্বের ন্যায় সৌন্দর্য্য লাভ করিয়া মনোহর বস্ত্র ও মাল্যদ্বারা ভূষিত হইলেন ॥ ১৪ ॥ তখন স্বাস্থ্যলাভ এবং অভীষ্টলাভ বশতঃ নিরতিশয় আনন্দে তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। তৎকালে ইন্দ্র নরপতিকে বলিলেন, মহাভাগ! তুমি পুত্র ও কলত্র সহিত নিজ কর্ম্মফলে স্বর্গে আরোহণ করিয়া পরম পবিত্র সদ্গতিলাভ কর ॥ ১৫—১৬॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, দেবরাজ! শ্বপচ আমার প্রভু, সুতরাং তাঁহার নিকট নিষ্কৃতি লাভ না করিয়া এবং তাঁহার বিনা অনুজ্ঞায় আমি সুরলোকে গমন করিব না ॥ ১৭ ॥

ধর্ম্ম বলিলেন, তোমার এই প্রকার ভাবী ক্লেশ অবগত হইয়াই আমি স্বীয় মায়ায় স্বয়ং শ্বপচরূপ ধারণ করিয়া তোমাকে সেই চণ্ডালপুরী প্রদর্শন করিয়াছি ॥১৮॥ অধিক কি,

ইন্দ্র উবাচ।

প্রার্থ্যতে যৎপরং স্থানং সমস্তৈর্মনুজৈর্ভুবি।
তদারোহ হরিশ্চন্দ্র! স্থানং পুণ্যকৃতাং নৃণাম্॥ ১৯॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

দেবরাজ! নমস্তুভ্যং বাক্যং চেদং নিবোধ মে॥ ২০॥
মচ্ছোকমগ্নমনসঃ কোসলে নগরে নরাঃ।
তিষ্ঠন্তি তানপাস্যৈবং কথং যাস্যাম্যহং দিবম্॥ ২১॥
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং গোবধঃ স্ত্রীবধস্তথা।
তুল্যমেভির্মহৎপাপং ভক্তত্যাগাদুদাহৃতম্॥ ২২॥
ভজন্তং ভক্তমত্যাজ্যং ত্যজতঃ স্যাৎ কথং সুখম্।
তৈর্বিনা ন প্রযাস্যামি তস্মাচ্ছক্র! দিবং ব্রজ॥ ২৩॥
যদি তে সহিতাঃ স্বর্গং ময়া যান্তি সুরেশ্বর!।
ততোঽহমপি যাস্যামি নরকং বাপি তৈঃ সহ॥ ২৪॥

(মচ্ছোকমগ্নমনসঃ কোশলবাসিনঃ সর্ব্বে মদ্বিরহজনিতদুঃখসাগরে মগ্না ইত্যর্থঃ। তান্ অপাস্য বিহায় তৈর্বিনেত্যর্থঃ॥ ২১॥

এভির্ব্রহ্মহত্যাসুরাপানগোবধস্ত্রীবধাদিভিঃ। উদাহৃতং কথিতং শাস্ত্রকারৈরিত্যর্থ ইতি॥ ২২॥

তৈর্মদনুরক্তৈঃ প্রজাবর্গৈঃ সহ নরকগমনমপি মম শ্রেয়স্তথাপিতৈর্বিনাস্বর্গমপি-নাহমভিকাময় ইত্যর্থঃ॥ ২৩—২৪॥)

আমিই সেই চণ্ডাল, আমিই সেই ব্রাহ্মণ এবং আমিই সেই কৃষ্ণসর্প হইয়া তোমার পুত্রকে দংশন করিয়াছি। ইন্দ্র বলিলেন, হরিশ্চন্দ্র! ভূমণ্ডলের যাবতীয় মানব যে স্থান অধিকার করিতে প্রার্থনা করেন, তুমি স্বীয় পুণ্যবলে সেই স্থানে আরোহণ কর॥ ১৯॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, দেবরাজ! আমি আপনাকে প্রণাম করি, আপনি আমার বাক্য প্রণিধান করিয়া বিবেচনা করুন॥ ২০॥ কোশলনগরবাসী মানববৃন্দ মদীয় বিরহরূপ শোকসাগরে নিমগ্ন রহিয়াছে। এক্ষণে সেই শোকসন্তপ্ত প্রজাবর্গকে ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে স্বর্গলোকে গমন করিতে পারি॥ ২১॥ ভক্তগণকে পরিত্যাগ করিলে ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, সুরাপান এবং গোবধের তুল্য মহাপাতক হইয়া থাকে॥ ২২॥ শক্র! যে ভক্ত নিয়ত সেবায় নিরত, তাহাকে ত্যাগ করা নিতান্ত অনুচিত, সুতরাং ত্যাগ করিলে কি প্রকারে সুখভোগ ঘটিতে পারে, অতএব তাহাদিগকে না লইয়া আমি স্বর্গধামে যাইব না। আপনি স্বর্গলোক প্রতিগমন করুন॥ ২৩॥ সুরেশ্বর! যদি তাহারা আমার সহিত যাইতে পায়, তবে আমিও তাহাদিগের সহিত স্বর্গে বা নরকে যাইতে পারি॥ ২৪॥

ইন্দ্র উবাচ।

বহূনি পুণ্যপাপানি তেষাং ভিন্নানি বৈ নৃপ!।
কথং সংঘাতভোজ্যং ত্বং ভূপ! স্বর্গমভীপ্সসি॥ ২৫॥

হরিশ্চন্দ্র উবাচ।

ভুংক্তে শক্র! নৃপো রাজ্যং প্রভাবাৎপ্রকৃতের্ধ্রুবম্।
যজতে চ মহাযজ্ঞৈঃ কর্ম্মপূর্ত্তং করোতি চ॥ ২৬॥
তচ্চ তেষাং প্রভাবেন ময়া সর্ব্বমনুষ্ঠিতম্।
উপদাদান্ন সন্ত্যক্ষ্যে তানহং স্বর্গলিপ্সয়া॥ ২৭॥
তস্মাদ্যন্মম দেবেশ! কিঞ্চিদস্তি সুচেষ্টিতম্।
দত্তমিষ্টমথো জপ্তং সামান্যং তৈস্তদস্তু নঃ॥ ২৮॥
বহুকালোপভোজ্যঞ্চ ফলং যন্মম কর্ম্মগম্।
তদস্তু দিনমপ্যেকং তৈঃ সমং ত্বৎপ্রসাদতঃ॥ ২৯॥

ভুংক্তে শক্রেতি। প্রকৃতেঃ পৌরবর্গস্য॥ ২৫॥

তেষাং প্রভাবেনৈবায়ং মম ধর্ম্মশ্চলিতোঽস্তি তথা চ। তানুপদাদান্ রাজদ্রব্যদাতৄন্ন সন্ত্যক্ষ্যে তৈঃ সহৈব স্বর্গং গমিষ্যামীত্যর্থঃ॥ ২৬॥

কিঞ্চ তেষাং লোকানাং পুণ্যং স্বর্গপ্রাপকং নাস্তীতি বদসি চেন্ময়া যৎপুণ্যং কৃতং তদেতেষামস্ত্বিত্যাহ তস্মাদ্যন্মমেতি॥ ২৭॥

নন্বু ত্বয়ৈকেন তৎপুণ্যং ভোক্ষ্যতে চেদ্বহুকালভোগায় ভবতি তৈঃ সহ ভুজ্যতে চেৎ পুণ্যস্য বিভাগাদেকদিনং ভোগায়ৈব তদ্ভবিষ্যতীতি চেদিষ্টাপত্তিরিত্যাহ বহুকালোপেতি॥ ২৮—২৯॥

ইন্দ্র বলিলেন, নৃপবর! তাহাদিগের মধ্যে কাহারো অধিক পাপ, কাহারো বা অধিক পুণ্য, ভিন্ন ভিন্ন রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, অতএব ভূপ! তাহাদিগের এককালীন স্বর্গভোগ কি রূপে অভিলাষ করিতেছ?॥ ২৫॥

হরিশ্চন্দ্র বলিলেন, বাসব! পৌরবর্গের প্রভাবেই রাজারা রাজ্যভোগ, মহা মহা যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও পূর্ত্তকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, সন্দেহ নাই॥ ২৬॥ আমিও সেই রূপ পৌরবর্গের প্রভাবেই সমস্ত ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, সুতরাং যাহারা রাজপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল প্রদান করিয়াছে, আমি স্বর্গলাভ বাসনায় তাহাদিগকে ত্যাগ করিব না॥ ২৭॥ দেবেশ! যদি তাহাদিগের স্বর্গ গমনের অনুরূপ পুণ্যই না থাকে, তবে আমি দান, যজ্ঞ, যাগ প্রভৃতি যে কিছু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, তৎ সমুদয় পুণ্য তাহাদিগের প্রতি সমভাগে বিভক্ত হউক্॥ ২৮॥ আমি একাকী কর্ম্মের ফলভোগ করিলে বহুকাল উপভোগ হইতে পারে, কিন্তু আপনার প্রসাদে তাহাদিগের সহিত সেই কর্ম্মফলভোগ এক দিন মাত্র হয়, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর॥ ২৯॥

সূত উবাচ।

এবং ভবিষ্যতীত্যুক্ত্বা শক্রস্ত্রিভুবনেশ্বরঃ।
প্রসন্নচেতা ধর্ম্মশ্চ বিশ্বামিত্রশ্চ গাধিজঃ॥ ৩০॥
গত্বা তু নগরং সর্ব্বে চাতুর্বর্ণ্যসমাকুলম্।
হরিশ্চন্দ্রস্য নিকটে প্রোবাচ বিবুধাধিপঃ॥ ৩১॥
আগচ্ছন্তু জনাঃ শীঘ্রং স্বর্গলোকং সুদুর্লভম্।
ধর্ম্মপ্রসাদাৎ সংপ্রাপ্তং সর্ব্বৈর্যুষ্মাভিরেব তু॥ ৩২॥
হরিশ্চন্দ্রোঽপি তান্ সর্ব্বান্নাগরবাসিনঃ।
প্রাহ রাজা ধর্ম্মপরো দিবমারুহ্যতামিতি॥ ৩৩॥

সূত উবাচ।

তদিন্দ্রস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রীতাস্তস্য চ ভূপতেঃ॥ ৩৪॥
যে সংসারেষু নির্ব্বিণ্ণাস্তে ধুরং স্বসুতেষু বৈ।
কৃত্বা প্রহৃষ্টমনসো দিবমারুরুহুর্জ্জনাঃ॥ ৩৫॥
বিমানবরমারূঢ়াঃ সর্ব্বে ভাস্বরবিগ্রহাঃ।
তদা সম্ভূতহর্ষাস্তে হরিশ্চন্দ্রশ্চ পার্থিবঃ॥ ৩৬॥

গত্বেতি। তে সর্ব্বে ধর্ম্মাদয়োঽযোধ্যায়াং তস্মিন্নেব ক্ষণে কাশীতো গত্বা নগরস্থান্ লোকান্ স্বর্গগমনায়াহ্বয়ামাসুরিতি শেষঃ। দূতপ্রেরণে বিলম্বঃ স্যাদিতি ত এব যোগিনো গতা ইতি ভাবঃ॥ ৩০॥

যোগশক্ত্যৈব তৈর্নগরবাসিনোঽপ্যানীতা ইত্যাহ আগচ্ছন্ত্বিতি॥ ৩১—৩৬॥

সূত বলিলেন, তাহাই হইবে বলিয়া ত্রিভুবনেশ্বর শক্র, গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র এবং ধর্ম্ম প্রসন্ন হইয়া যোগবলে তৎক্ষণাৎ কাশী হইতে অযোধ্যায় প্রস্থান করিলেন॥ ৩০॥ তাঁহারা মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতি-সমাকুল অযোধ্যানগরে উপনীত হইলেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন, নাগরিক লোক সকল অবিলম্বে হরিশ্চন্দ্রের নিকট আগমন করুক। আজ তাহারা হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম্মবলে সুদুর্লভ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইল। এই কথা বলিয়া যোগবলে নাগরিক লোকদিগকে হরিশ্চন্দ্রের সমীপে আনয়ন করিলেন। তখন সেই ধার্ম্মিকপ্রবর রাজা হরিশ্চন্দ্রও নগরবাসী জনগণকে বলিলেন, তোমরা সকলেই এক্ষণে আমার সহিত স্বর্গে আরোহণ কর॥ ৩১—৩৩॥

সূত বলিলেন, তাহারা সুরপতির এবং ভূপতির তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব আনন্দিত হইল॥ ৩৪॥ এবং তন্মধ্যে যাহারা সংসার বাসনায় বিরত হইয়াছিল, তাহারা আপন আপন পুত্রের উপর সংসারিক ভার ন্যস্ত করিয়া আনন্দহৃদয়ে স্বর্গে গমন করিতে

রাজ্যেঽভিষিচ্য তনয়ং রোহিতাখ্যং মহামনাঃ।
অযোধ্যাখ্যে পুরে রম্যে হৃষ্টপুষ্টজনান্বিতে ॥ ৩৭ ॥
তনয়ং সুহৃদশ্চাপি প্রতিপূজ্যাভিনন্দ্য চ।
পুণ্যেন লভ্যাং বিপুলাং দেবাদীনাং সুদুর্লভাম্ ॥ ৩৮ ॥
সম্প্রাপ্য কীর্ত্তিমতুলাং বিমানে স মহীপতিঃ।
আসাঞ্চক্রে কামগমে ক্ষুদ্রঘণ্টাবিরাজিতে ॥ ৩৯ ॥
ততস্তর্হি সমালোক্য শ্লোকমন্ত্রং তদা জগৌ।
দৈত্যাচার্য্যো মহাভাগঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ॥ ৪০ ॥

শুক্র উবাচ।

অহো তিতিক্ষামাহাত্ম্যমহো দানফলং মহৎ।
যদাগতো হরিশ্চন্দ্রো মহেন্দ্রস্য সলোকতাম্ ॥ ৪১ ॥

সূত উবাচ।

এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং হরিশ্চন্দ্রস্য চেষ্টিতম্।
যঃ শৃণোতি চ দুঃখার্ত্তঃ স সুখং লভতেঽন্বহম্ ॥ ৪২ ॥

(হরিশ্চন্দ্রস্য স্বর্গগমনে অযোধ্যাপুরী কিং রাজশূন্যা বভূবেতি সন্দেহনিরাসার্থমাহ রাজ্য ইতি। রাজ্যে অযোধ্যারাজ্যে। প্রজাভিঃসহ হরিশ্চন্দ্রস্য স্বর্গগমনে অযোধ্যা ন জনশূন্যা বভূবেত্যাহ হৃষ্টপুষ্টজনান্বিতে। রোহিতস্য রাজ্যাভিষেকস্তথা হরিশ্চন্দ্রস্য স্বর্লোকগমনং প্রজানাং হৃষ্টপুষ্টতাকারণমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৪২ ॥)

উদ্যত হইল ॥ ৩৫ ॥ তখন প্রজাবর্গ জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধারণ করিয়া শ্রেষ্ঠতম বিমানে আরূঢ় হইয়া যারপর নাই আনন্দিত হইল। তখন মহানুভব মহীপাল হরিশ্চন্দ্র স্বীয় পুত্র রোহিতাশ্বকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া হৃষ্টপুষ্ট জনপূর্ণ রমণীয় অযোধ্যাপুরে যাইতে অনুমতি করিলেন। পরে সুহৃদ্বর্গ এবং আপন পুত্রকে সাদর সম্ভাষণ ও অভিনন্দন করিয়া বিদায় দিলেন। মহীপতি হরিশ্চন্দ্র এইরূপে স্বীয় পুণ্যপ্রভাবে বিপুল কীর্ত্তিলাভ করিয়া কিঙ্কিণী-জাল মণ্ডিত দেবদুর্লভ সুশোভিত অতুল কামগামী বিমানে উপবেশন করিলেন ॥৩৬—৩৯॥ পরে সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিৎ দৈত্যগুরু মহাভাগ শুক্রাচার্য্য হরিশ্চন্দ্রকে বিমানে অবলোকন করিয়া তৎকালে এই কথা বলিলেন ॥ ৪০ ॥

অহো! তিতিক্ষার কি আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য? দানের কি মহৎফল? আজি যাহার প্রভাবে রাজা হরিশ্চন্দ্র মহেন্দ্রের সালোক্য লাভ করিলেন! ॥ ৪১ ॥

সূত বলিলেন, এইত হরিশ্চন্দ্রের সমস্ত কার্য্যকলাপ আপনার নিকট বর্ণন করিলাম। দুঃখার্ত্ত ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করিলে, নিরন্তর সুখলাভ করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৪২ ॥

স্বর্গার্থী প্রাপ্নুয়াৎ স্বর্গং সুতার্থী সুতমাপ্নুয়াৎ।
ভার্য্যার্থী প্রাপ্নুয়াদ্ভার্য্যাং রাজ্যার্থী রাজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে
হরিশ্চন্দ্রস্য স্বর্গগমনং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

(হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যানশ্রুতিফলমাহ স্বর্গার্থীতি ॥ ৪৩ ॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অধিক কি, ইহার প্রভাবে স্বর্গাভিলাষী স্বর্গ, পুত্রাভিলাষী পুত্র, ভার্য্যা-প্রয়াসী ভার্য্যা এবং রাজ্যপ্রার্থী ব্যক্তি রাজ্য পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন ॥ ৪৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ-
ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গে গমন নামক
সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

বিচিত্রমিদমাখ্যানং হরিশ্চন্দ্রস্য কীর্ত্তিতম্।
শতাক্ষীপাদভক্তস্য রাজর্ষের্ধার্ম্মিকস্য চ ॥ ১ ॥
শতাক্ষী সা কুতো জাতা দেবী ভগবতী শিবা।
তৎকারণং বদ মুনে! সার্থকং জন্ম মে কুরু ॥ ২ ॥
কো হি দেব্যা গুণাঞ্ছৃণ্বংস্তৃপ্তিং যাস্যতি শুদ্ধধীঃ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলমক্ষয্যমশ্নুতে ॥ ৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি শতাক্ষীসম্ভবং শুভম্।
তবাবাচ্যং ন মে কিঞ্চিদ্দেবীভক্তস্য বিদ্যতে ॥ ৪ ॥
দুর্গমাখ্যো মহাদৈত্যঃ পূর্ব্বং পরমদারুণঃ।
হিরণ্যাক্ষান্বয়ে জাতো রুরুপুত্রো মহাবলঃ ॥ ৫ ॥

অষ্টাবিংশেঽধ্যায়ে তু শতাক্ষীমহিমাতুলঃ।
কথ্যতে স্পষ্টতা যত্র বাৎসল্যস্য মহেশিতুঃ ॥

পূর্ব্বোক্তাখ্যানং সংস্তুত্য প্রষ্টব্যং পৃচ্ছতি বিচিত্রমিদমিতি ॥ ১ ॥
সা শতাক্ষী কস্মাৎকারণাজ্জাতেত্যাহ শতাক্ষী সেতি ॥ ২ ॥
শুদ্ধধীরিতি। যদ্যপ্যশুদ্ধবুদ্ধির্দেবীগুণশ্রবণে তৃপ্তিং যাস্যতি তথাপি শুদ্ধধীস্তৃপ্তিং কো যাস্যতি ন কোঽপীত্যর্থঃ। তদুক্তমুমাসংহিতায়াম্। কো বিরজ্যেত মতিমান্ গুণশ্রবণ-

---

জনমেজয় বলিলেন, ঋষিবর! শতাক্ষীদেবীর পদকমলভক্ত পরম ধার্ম্মিক রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের যে উপাখ্যান কীর্ত্তন করিলেন ইহা অতি বিচিত্র ॥ ১ ॥ সেই শিবরমণী দেবী ভগবতী কি কারণে শতাক্ষী হইলেন? মুনে! আপনি তাহার কারণ বলিয়া আমার জন্ম সফল করুন ॥ ২ ॥ অকৃতজ্ঞ বুদ্ধি মানবই দেবীর গুণগ্রাম শ্রবণে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে, কিন্তু বিমলবুদ্ধি কোন মানবই তাঁহার গুণ শ্রবণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। অধিক কি, দেবীর গুণবর্ণিত এক এক পদ শ্রবণেই অশ্বমেধ যাগের অক্ষয় ফল লাভ হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! শতাক্ষীদেবীর পবিত্র উৎপত্তির বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। তুমি দেবীর পরম ভক্ত, সুতরাং তোমার নিকটে আমার অবক্তব্য কিছুই

দেবানান্তু বলং বেদো নাশে তস্য সুরা অপি।
নঙ্ক্ষ্যন্ত্যেব ন সন্দেহো বিধেয়ং তাবদেব তৎ ॥ ৬ ॥
বিমৃশ্যৈতত্তপশ্চর্য্যাং গতঃ কর্ত্তুং হিমালয়ে।
ব্রহ্মাণং মনসা ধ্যাত্বা বায়ুভক্ষো ব্যতিষ্ঠত ॥ ৭ ॥
সহস্রবর্ষপর্য্যন্তং চকার পরমং তপঃ।
তেজসা তস্য লোকাস্তু সন্তপ্তাঃ সসুরাসুরাঃ ॥ ৮ ॥
ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ হংসারূঢ়শ্চতুর্ম্মুখঃ।
যযৌ তস্মৈ বরং দাতুং প্রসন্নমুখপঙ্কজঃ ॥ ৯ ॥
সমাধিস্থং মীলিতাক্ষং স্ফুটমাহ চতুর্ম্মুখঃ।
বরং বরয় ভদ্রং তে যস্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ১০ ॥

কর্ম্মণি। শ্রীমাতুর্জ্ঞানিনো নিত্যং যং ত্যজন্তি কদাপি নেতি। যস্যা ভগবত্যা গুণশ্রবণে মহাফলং ভবতি তস্যা গুণশ্রবণং কো ন কুর্য্যাদিত্যাহ পদে পদে ইতি ॥ ৩—৫ ॥

দেবানাস্থিতি। বেদে হি সতি তদুক্তশস্ত্রাস্ত্রৈরস্মান্ হিংসন্তি কিঞ্চ তদুক্তমন্ত্রৈর্ম্মুনিভির্হোমাদিকে ক্রিয়মাণে তদ্ধবির্ভক্ষণেহস্তদেবানাং পুষ্টির্ভবতীতি দেবানাং বলম্বেদ ইতি যুক্তমেবেতি। বিধেয়ং তাবদেব তদিতি। যত এবং তত্তস্মাৎকারণাদ্দেবনাশার্থং তাবদেব বেদনাশপর্য্যন্তমেব বিধেয়ং নান্যোপায়ান্তরোপযোগোঽত্রাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

ইতি মনসি বিমৃশ্য বেদদাতুরারাধনাদেতৎ কার্য্যং ভবিষ্যতীতি তস্যারাধনং কর্ত্তব্যমিতি মত্বা তদারাধনং কর্ত্তুং গত ইত্যাহ বিমৃশ্যৈতদিতি ॥ ৭—৮ ॥

হংসারূঢ়ো যযাবিত্যন্বয়ঃ ॥ ৯—১২ ॥

নাই ॥ ৪ ॥ পুরাকালে দুর্গম নামে অতীব নিষ্ঠুর এক মহাদানব ছিল। সেই রুরুপুত্র মহাবল দানব হিরণ্যাক্ষের বংশে জন্মগ্রহণ করে ॥ ৫ ॥ সে একদা মনে মনে বিবেচনা করিল যে, মুনিরা বেদবিহিত মন্ত্র দ্বারা হোম করে, সেই হোমীয় হবি ভক্ষণ করিয়া দেবতারা পরিপুষ্ট হয়। ইহাতেই তাহারা বলগর্ব্বিত হইয়া বেদোক্ত অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা আমাদিগকে বিনষ্ট করে, অতএব বেদই দেবতাদিগের বল, সুতরাং বেদ বিনষ্ট হইলেই দেবতারাও বিনষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। অতএব দেবদিগের বিনাশের নিমিত্ত বেদ নাশ করাই বিধেয়; ইহা ভিন্ন অন্য উপায় ইহার উপযোগী নহে ॥ ৬ ॥ বেদকর্ত্তার আরাধনেই এই কার্য্য সাধিত হইতে পারে, অতএব তাঁহারই আরাধনা করিব, এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া তপস্যা করিতে হিমালয়ে গমন করিল। সে ব্রহ্মাকে হৃদয়ে ধ্যান করিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিল ॥ ৭ ॥ সে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠানে নিরত রহিল, সুতরাং তাহার তেজঃপ্রভাবে সুরাসুর প্রভৃতি সমস্ত লোকই সন্তপ্ত হইয়া উঠিল ॥ ৮ ॥ এমন সময় ভগবান্ চতুরানন ব্রহ্মা তাহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন এবং হংসে আরোহণপূর্ব্বক তাহাকে বরদান করিতে গমন করিলেন ॥ ৯ ॥ সেই সমাধিস্থিত

তবাদ্য তপসা তুষ্টো বরদেশোঽহমাগতঃ।
শ্রুত্বা ব্রহ্মমুখাদ্বাণীং ব্যুত্থিতঃ স সমাহিতঃ ॥ ১১ ॥
পূজয়িত্বা বরং বব্রে বেদান্ দেহি সুরেশ্বর !।
ত্রিষু লোকেষু যে মন্ত্রা ব্রাহ্মণেষু সুরেষ্বপি ॥ ১২ ॥
বিদ্যন্তে তে তু সান্নিধ্যে মম সন্তু মহেশ্বর !।
বলঞ্চ দেহি যেন স্যাদ্দেবানাঞ্চ পরাজয়ঃ ॥ ১৩ ॥
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা তথাস্ত্বিতি বচো বদন্।
জগাম সত্যলোকন্তু চতুর্ব্বেদেশ্বরঃ পরঃ ॥ ১৪ ॥
ততঃ প্রভৃতি বিপ্রৈস্তু বিস্মৃতা বেদরাশয়ঃ।
স্নানসন্ধ্যানিত্যহোমশ্রাদ্ধযজ্ঞজপাদয়ঃ ॥ ১৫ ॥
বিলুপ্তা ধরণীপৃষ্ঠে হাহাকারো মহানভূৎ।
কিমিদং কিমিদং চেতি বিপ্রা ঊচুঃ পরস্পরম্ ॥ ১৬ ॥
বেদাভাবাত্তদস্মাভিঃ কর্ত্তব্যং কিমতঃ পরম্।
ইতি ভূমৌ মহানর্থে জাতে পরমদারুণে ॥ ১৭ ॥

সান্নিধ্যে মম সন্ত্বিতি। মমৈব নিকটে সর্ব্বে বেদাঃ সন্তঃ। একোঽপি বেদমন্ত্রো দেবব্রাহ্মণাদীনাং সমীপে মাস্ত্বিত্যর্থঃ। কিঞ্চ বলমপ্যতুলং দেহীত্যাহ বলঞ্চেতি ॥ ১৩—১৫ ॥
কিমিদমিতি। ইদং কিং জাতমিদং কিং জাতমিত্যর্থঃ ॥ ১৬—১৭ ॥

নিমীলিত নেত্র দানবকে চতুরানন স্পষ্টভাবে বলিলেন; তোমার মঙ্গল হউক; এক্ষণে তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর ॥ ১০ ॥ অদ্য আমি তোমার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া বরদান করিতে আসিয়াছি। সে ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণে সমাধি ভঙ্গ করিয়া উত্থিত হইল এবং তাঁহার যথাবিধি পূজা করিয়া বলিল, সুরেশ্বর! আমাকে সমস্ত বেদ প্রদান করুন। মহেশ্বর! ত্রিলোকমধ্যে ব্রাহ্মণ ও দেবগণের নিকট যে সকল বেদমন্ত্র বিদ্যমান আছে, সেই সমস্ত বেদমন্ত্র মৎসন্নিধানে বিদ্যমান থাকুক, আর যাহাতে দেবগণ পরাজিত হয় আমাকে তাদৃশ বল প্রদান করুন ॥ ১১—১৩ ॥ চতুর্ব্বেদকর্ত্তা পরমেশ্বর ব্রহ্মা তাঁহার ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে তথাস্তু বলিয়াই সত্যলোকে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৪ ॥

সেই অবধি ব্রাহ্মণগণ বেদ সমুদায় বিস্মৃত হইলেন। সুতরাং স্নান, সন্ধ্যা, নিত্য হোম, শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ ও জপ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত হইল ॥ ১৫ ॥ তৎকালে ভূমণ্ডলে মহা হাহাকার শব্দ হইতে লাগিল; বিপ্রগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, ইহা কিরূপে হইল! ইহা কিরূপে হইল!! এক্ষণে বেদের অভাব হইল ইহার পর আমাদিগের কি করা উচিত? এইরূপে ভূলোকে পরম দারুণ ঘোরতর অনর্থ উপস্থিত হইলে দেবগণ হোমীয় হবির ভাগ না পাইয়া ক্রমশ দুর্ব্বল হইলেন। এমন সময়ে সেই দানব অমরাবতী

নির্জ্জরাঃ সজরা জাতা হবির্ভাগাদ্যভাবতঃ ।
রুরোধ স তদা দৈত্যো নগরীমমরাবতীম্ ॥ ১৮ ॥
অশক্তাস্তেন তে যোদ্ধুং বজ্রদেহাসুরেণ চ ।
পলায়নং তদা কৃত্বা নির্গতা নির্জ্জরাঃ কচিৎ ॥ ১৯ ॥
নিলয়ং গিরিদুর্গেষু রত্নসানুগুহাসু চ ।
সংস্থিতাঃ পরমাং শক্তিং ধ্যায়ন্তস্তে পরাম্বিকাম্ ॥ ২০ ॥
অগ্নৌ হোমাদ্যভাবাত্তু বৃষ্ট্যভাবোঽপ্যভূন্নৃপ ! ।
বৃষ্টেরভাবে সংশুষ্কং নির্জ্জলঞ্চাপি ভূতলম্ ॥ ২১ ॥
কূপবাপীতড়াগাশ্চ সরিতঃ শুষ্কতাং গতাঃ ।
অনাবৃষ্টিরিয়ং রাজন্নভূচ্চ শতবার্ষিকী ॥ ২২ ॥
মৃতাঃ প্রজাশ্চ বহুধা গোমহিষ্যাদয়স্তথা ।
গৃহে গৃহে মনুষ্যাণামভবচ্ছবসংগ্রহঃ ॥ ২৩ ॥

নির্জ্জরেষু দেবেষু সজরেষু নির্বলেষু জাতেষু স দৈত্যো নগরীমমরাবতীং রুরোধেত্যাহ নির্জ্জরা ইতি ॥ ১৮ ॥

তেন দৈত্যেন তে দেবা যোদ্ধুমশক্তা ইত্যর্থঃ। বজ্রসদৃশোঽভেদ্যো যস্য দেহস্তেনাসুরেণেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

রত্নসানুঃ সুমেরুঃ। নিলয়ং স্থানং সংস্থিতা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২০ ॥

বৃষ্ট্যভাব ইতি। অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা ইতি স্মৃতের্বৃষ্টিকারণহোমাভাবে বৃষ্টেরপ্যভাব ইত্যর্থঃ ॥ ২১—২২ ॥

গৃহে গৃহে ইতি। যে মনুষ্যা মৃতাস্তান্ শ্মশানং নেতুং মনুষ্যা ন মিলন্তি ততঃ শবানি গৃহে এব স্থিতানীত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৫ ॥

নগরী অবরোধ করিল। সুতরাং দেবগণ বজ্রসদৃশ কঠিন দেহ সেই অসুরের সহিত সংগ্রাম করিতে অসমর্থ হইয়া নানা স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৬—১৯ ॥ তাঁহারা সুমেরু পর্ব্বতের গুহা এবং গিরির দুর্গম প্রদেশে আশ্রয় লইয়া পরমাশক্তি পরাম্বিকার ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ২০ ॥

রাজন্! অনলে আহুতি প্রদান করিলে উহা সূর্য্যলোকে উপস্থিত হইয়া বৃষ্টিতে পরিণত হইয়া থাকে, সুতরাং হোমকার্য্য রহিত হওয়ায় বৃষ্টিরও নিতান্ত অভাব হইল। বৃষ্টির অভাব বশত ভূমণ্ডল শুষ্ক হইয়া কোন স্থানে জলের লেশমাত্র রহিল না ॥ ২১ ॥ অধিক কি, কূপ বাপী তড়াগ ও সরিৎ সমস্তই শুষ্ক হইয়া গেল। এই অনাবৃষ্টি এক শতবর্ষ কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল ॥ ২২ ॥ অসংখ্য প্রজা এবং অনেক গো ও মহিষ প্রভৃতি পশু সকল মৃত্যুমুখে পতিত হইল। সেই মানবগণের মৃত দেহ সকল প্রত্যেক গৃহেই রাশি রাশি পড়িয়া রহিল; দাহাদি কার্য্য করিবার লোক মিলিল না ॥ ২৩ ॥

অনর্থে ত্বেবমুত্পন্নে ব্রাহ্মণাঃ শান্তচেতসঃ।
গত্বা হিমবতঃ পার্শ্বে রিরাধয়িষবঃ শিবাম্ ॥ ২৪ ॥
সমাধিধ্যানপূজাভির্দেবীং তুষ্টুবুরন্বহম্।
নিরাহারাস্তদা সক্তাস্তামেব শরণং যযুঃ ॥ ২৫ ॥
দয়াং কুরু মহেশানি! পামরেষু জনেষু হি।
সর্ব্বাপরাধযুক্তেষু নৈতচ্ছ্লাঘ্যং তবাম্বিকে! ॥ ২৬ ॥
কোপং সংহর দেবেশি! সর্ব্বান্তর্যামিরূপিণি!।
ত্বয়া যথা প্রের্য্যতে যঃ করোতি স তথা জনঃ" ॥ ২৭ ॥
নান্যা গতির্জনস্যাস্য কিং পশ্যসি পুনঃপুনঃ।
যথেচ্ছসি তথা কর্ত্তুং সমর্থাসি মহেশ্বরি! ॥ ২৮ ॥

দেবীং প্রার্থয়ন্তি দয়াং কুর্ব্বিতি। নৈতচ্ছ্লাঘ্যমিতি। পামরেষ্বেতাদৃশঃ কোপো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

নন্বু যুষ্মাভিঃ পাতকং কৃতমতঃ ক্রোধো মমোৎপন্ন ইতি চেৎপাতককর্ত্রী কারয়িত্রী চ ত্বমেব নাস্মাকমপরাধোঽস্তি। যতস্তমন্তর্যামিরূপিণীত্যাহ ত্বয়েতি ॥ ২৭ ॥

ত্বাং সর্ব্বেশ্বরীং বিহায়ান্যাগতির্নাস্তীত্যাহ নান্যেতি। অন্যে দেবাদয়ো হোমজপাদ্যনুষ্ঠানৈরেব ফলং প্রযচ্ছন্তি তদত্র মন্ত্রাভাবপ্রযুক্তহোমজপাদ্যভাবাত্তৎকৃতানুগ্রহস্যাপ্যসম্ভবঃ। ত্বন্তু স্মরণমাত্রেণৈব বালকে জননীবৎ সর্ব্বমাতৃত্বাদ্দয়াং করোষি ততস্বদন্যা গতির্নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

জীবনেন বিনা জলেন বিনেত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩১ ॥

এই প্রকার অনর্থ উপস্থিত হইলে শান্তচেতা ব্রাহ্মণবর্গ শিবার আরাধনা করিতে অভিলাষী হইয়া হিমালয়ের পার্শ্বদেশে গমন করিলেন ॥ ২৪ ॥ তাঁহারা তদ্গতচিত্ত হইয়া নিরাহারে সমাধি, ধ্যান ও পূজা দ্বারা প্রতি দিন দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। অধিক কি, তাঁহারই শরণাগত হইয়া স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২৫ ॥ মহেশানি! আপনি আমাদিগের প্রতি দয়া করুন, অম্বিকে! সমস্ত অপরাধে অপরাধী পামর জনের উপর ঈদৃশ কোপ করা আপনার শ্লাঘনীয় নহে ॥ ২৬ ॥ অতএব দেবেশি! আপনি ক্ষমা করুন। যদি আমাদিগের পাতক বশতই আপনার কোপ হইয়া থাকে, তবে সে বিষয়েও আমাদিগের কোন অপরাধ নাই; কারণ, আপনিই অন্তর্যামি-রূপে সকলের হৃদয়ে বাস করেন, সুতরাং আপনি যাহাকে যে কার্য্যে নিয়োগ করেন, সে তাহাই করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥ জপ পূজা ও হোমাদির অনুষ্ঠান করিলে অন্যান্য দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া ফলপ্রদান করেন, বেদ মন্ত্রের অভাব বশত তাহারও সম্ভাবনা নাই, কিন্তু আপনি বালকের প্রতি জননীর ন্যায় স্মরণ মাত্রেই সদয় হন, সুতরাং আপনি ভিন্ন এই প্রজাপুঞ্জের অন্য গতি নাই। মহেশ্বরি! আপনি যাহা ইচ্ছা করিবেন তাহাই করিতে পারেন, সুতরাং

সমুদ্ধর মহেশানি ! সঙ্কটাৎ পরমোত্থিতাৎ ।
জীবনেন বিনাস্মাকং কথং স্যাৎ স্থিতিরম্বিকে ! ॥ ২৯ ॥
প্রসীদ ত্বং মহেশানি ! প্রসীদ জগদম্বিকে ! ।
অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডনায়িকে ! তে নমো নমঃ ॥ ৩০ ॥
নমঃ কূটস্থরূপায়ৈ চিদ্রূপায়ৈ নমো নমঃ ।
নমো বেদান্তবেদ্যায়ৈ ভুবনেশ্যৈ নমো নমঃ ॥ ৩১ ॥
নেতি নেতীতি বাক্যৈর্যা বোধ্যতে সকলাগমৈঃ ।
তাং সর্ব্বকারণাং দেবীং সর্ব্বভাবেন সন্নতাঃ ॥ ৩২ ॥
ইতি সংপ্রার্থিতা দেবী ভুবনেশী মহেশ্বরী ।
অনন্তাক্ষিময়ং রূপং দর্শয়ামাস পার্ব্বতী ॥ ৩৩ ॥
নীলাঞ্জনসমপ্রখ্যং নীলপদ্মায়তেক্ষণম্ ।
সুকর্কশসমোত্তুঙ্গবৃত্তপীনঘনস্তনম্ ॥ ৩৪ ॥

সকলাগমৈঃ সকলৈর্ব্বেদৈর্নেতি নেতীতি সর্ব্বনিষেধাবধিত্বেন যা বোধ্যত ইত্যর্থঃ ॥৩২॥
ইত্থং সম্প্রার্থিতা ভুবনেশ্বরী বহূনি অক্ষীণি শরীরে কৃত্বা স্বরূপং দর্শয়ামাসেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥

আপনি পুনঃপুনঃ কি দেখিতেছেন ? ॥ ২৮ ॥ অম্বিকে ! জল ব্যতিরেকে আমাদিগের জীবন কি প্রকারে রক্ষিত হইবে ? অতএব মহেশানি ! এই উপস্থিত বিষম শঙ্কট হইতে শীঘ্র উদ্ধার করুন ॥২৯॥ মহেশ্বরি ! আপনি জগতের জননী, সুতরাং জগৎবাসী জনগণের প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র অধীশ্বরী, অতএব আপনাকে বার বার নমস্কার করি ॥ ৩০ ॥ আপনি কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপা, সুতরাং আপনাকে নমস্কার করি ; আপনি চিৎঘনস্বরূপিণী আদ্যাশক্তি, আপনাকে বার বার নমস্কার করি। আপনি বেদ-প্রতিপাদ্যা, আপনাকে প্রণাম করি, আপনি ভুবনেশী, আপনাকে বার বার প্রণাম করি ॥ ৩১ ॥ অখিল বেদ বাক্য সকল "ইহা নয়, ইহা নয়" এইরূপ নশ্বর বস্তুর নিষেধ দ্বারা যাঁহাকে প্রতিপাদিত করেন, সমস্ত জগতের কারণ স্বরূপা সেই দেবীকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রণাম করি ॥ ৩২ ॥ সেই ব্রাহ্মণগণ মহেশ্বরী পার্ব্বতীর এই প্রকার স্তব করিলে তৎকালে দেবী ভুবনেশ্বরী স্বীয় শরীরে অসংখ্য নয়ন উদ্ভূত করিয়া স্বীয় মূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন ॥ ৩৩ ॥ তাঁহার বর্ণ অঞ্জন-রাশি-সদৃশ সুনীল ; নয়ন নীলকমল সদৃশ অথচ আয়ত ; স্তনযুগল কঠিন, সমভাবে উন্নত ও গোলাকার, এমন স্থূল যে পরস্পর সংলগ্ন ; তাঁহার ভুজ চতুষ্টয় ; দক্ষিণ হস্তের উপর হস্তে শর, অধো হস্তে কমল, বাম হস্তের উপর হস্তে মহাধনু, অধো হস্তে ক্ষুধা তৃষ্ণা ও জরনাশক অপরিসীম রস সমন্বিত শাক, ফল, পুষ্প ও মূল সকল সন্নিবিষ্ট। সমস্ত সৌন্দর্য্যের সারস্বরূপ, লাবণ্যময়, কোটি সূর্য্যের ন্যায়

বাণমুষ্টিঞ্চ কমলং পুষ্পপল্লবমূলকান্।
শাকাদীন্ ফলসংযুক্তাননন্তরসসংযুতান্ ॥ ৩৫ ॥
ক্ষুত্তৃড়্জরাপহান্ হস্তৈর্বিভ্রতী চ মহাধনুঃ।
সর্ব্বসৌন্দর্য্যসারং তদ্রূপং লাবণ্যশোভিতম্ ॥ ৩৬ ॥
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং করুণারসসাগরম্।
দর্শয়িত্বা জগদ্ধাত্রী সানন্তনয়নোদ্ভবাঃ ॥ ৩৭ ॥
মোচয়ামাস লোকেষু বারিধারাঃ সহস্রশঃ।
নবরাত্রং মহাবৃষ্টিরভূন্নেত্রোদ্ভবৈর্জ্জলৈঃ ॥ ৩৮ ॥
দুঃখিতান্ বীক্ষ্য সকলান্ নেত্রাশ্রূণি বিমুঞ্চতী।
তর্পিতাস্তেন তে লোকা ওষধ্যঃ সকলা অপি ॥ ৩৯ ॥
নদীনদপ্রবাহাস্তৈর্জলৈঃ সমভবন্নৃপ ॥ ৪০ ॥
নিলীয় সংস্থিতাঃ পূর্ব্বং সুরাস্তে নির্গতা বহিঃ।
মিলিত্বা সসুরা বিপ্রা দেবীং সমভিতুষ্টুবুঃ ॥ ৪১ ॥
নমো বেদান্তবেদ্যে ! তে নমো ব্রহ্মস্বরূপিণি ! ।
স্বমায়য়া সর্ব্বজগদ্বিধাত্র্যৈ তে নমো নমঃ ॥ ৪২ ॥

একস্যাং মুষ্টৌ বাণান্ একস্মিন্ হস্তে কমলং একস্মিন্ হস্তে পুষ্পাদিকমেকস্মিন্ ধনুর্বিভর্ত্তীত্যর্থঃ। দক্ষাধো হস্তাদিবামাধো হস্তপর্য্যন্তমায়ুধধ্যানম্ ॥ ৩৫-৩৬ ॥

সা দেবী অনন্তনয়নোদ্ভবা বহুনয়নোদ্ভবা বারিধারামোচয়ামাসেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৭-৩৮ ॥

নন্থ নেত্রেভ্যঃ কুতো জলমাগতমিতি চেল্লোকান্ দুঃখিতান্ দৃষ্ট্বা জগন্মাতুঃ কারুণ্যবশাদ্রোদনমাগতং তদ্বশাদিত্যাহ দুঃখিতানিতি। নবরাত্রপর্য্যন্তং ভগবত্যানেত্রেভ্যোঽশ্রূণি চ্যুতানি তেভ্যঃ সর্ব্বং জগত্তৃপ্তং সজলং জাতমিত্যহো কিয়ৎপর্য্যন্তং জনবাৎসল্যং বর্ণনীয়ং ভগবত্যা ইতি ভাবঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

সুরসহিতা বিপ্রা মিলিত্বেত্যর্থঃ ॥ ৪১—৪৩ ॥

জ্যোতির্ম্ময় এবং করুণারসের সাগর সেই জগদ্ধাত্রী ঈদৃশ রূপ প্রদর্শন করিয়া নয়ন হইতে অসংখ্য বারি ধারা মোচন করিলেন। সেই লোচনসম্ভূত জল দ্বারা সমস্ত লোকেই নবরাত্র কাল মহাবৃষ্টি হইল ॥ ৩৪—৩৮ ॥ তিনি সমস্ত লোকের দুঃখ দর্শন করিয়া কারুণ্য বশত নয়ন হইতে অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। সুতরাং সেই জলে সমস্ত লোক এবং ওষধি সকলও পরিতৃপ্ত হইল ॥ ৩৯ ॥ অধিক কি, সেই সলিলরাশি দ্বারা নদ ও নদী সকল প্রবাহিত হইল ॥ ৪০ ॥ রাজন্! যে সকল দেবতা গুহামধ্যে বিলীন ছিলেন, তাঁহারা এক্ষণে বহির্গত হইলেন। পরে বিপ্রগণ সুরবর্গের সহিত মিলিত হইয়া দেবীর স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥ আপনি বেদান্ত দ্বারা বিদিত হয়েন, অতএব আপনাকে

ভক্তকল্পদ্রুমে ! দেবি ! ভক্তার্থং দেহধারিণি ! ।
নিত্যতৃপ্তে ! নিরুপমে ! ভুবনেশ্বরি ! তে নমঃ ॥ ৪৩ ॥
অস্মচ্ছান্ত্যর্থমতুলং লোচনানাং সহস্রকম্।
ত্বয়া যতো ধৃতং দেবি ! শতাক্ষী ত্বং ততো ভব ॥ ৪৪ ॥
ক্ষুধয়া পীড়িতা মাতঃ ! স্তোতুং শক্তির্নচাস্তি নঃ।
কৃপাং কুরু মহেশানি ! বেদানপ্যাহরাম্বিকে ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা শাকান্ স্বকরসংস্থিতান্।
স্বাদূনি ফলমূলানি ভক্ষণার্থং দদৌ শিবা ॥ ৪৬ ॥
নানাবিধানি চান্নানি পশুভোজ্যানি যানি চ।
কাম্যানন্তরসৈর্যুক্তান্যানবীনোদ্ভবং দদৌ।
শাকম্ভরীতি নামাপি তদ্দিনাৎ সমভূন্নৃপ ! ॥ ৪৭ ॥

শতাক্ষী ত্বমিতি। অদ্যারভ্য শতাক্ষীতি তব নাম ভবত্বিত্যর্থঃ। ইত্থং ভগবতী কৃপয়া সজলে লোকে জাতেঽপি বীজৌষধীনাং দগ্ধত্বাৎ ভক্ষণীয়পদার্থাভাবাৎ ক্ষুধাবিষ্টাঃ পুনঃ প্রার্থয়ন্তে ক্ষুধয়া পীড়িতা ইতি ॥ ৪৪ ॥

কিঞ্চ বেদানপি দেহীত্যাহুঃ বেদানপ্যাহরেতি ॥ ৪৫ ॥

মনুষ্যভোজ্যানি মনুষ্যেভ্যঃ পশ্বাদিভোজ্যানি পশ্বাদিভ্যো দদাবিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

কিয়ৎকালপর্য্যন্তং পুষ্টিকরমন্নং শ্রীভগবত্যা পূরিতমিতি চেত্তত্রাহ আনবীনোদ্ভবমিতি। বৃষ্ট্যুত্তরং যাবন্নবীনমন্নং ভবতি তাবৎকালপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ। শাকৈর্ভরণাৎ পোষণাচ্ছাকম্ভরীতি নাম ॥ ৪৭—৪৮ ॥

নমস্কার করি ; আপনি স্বীয় মায়া দ্বারা সমস্ত জগতের বিধান করেন, অতএব আপনাকে বার বার নমস্কার করি ॥ ৪২ ॥ দেবি ! আপনি কল্পদ্রুমের ন্যায় ভক্তগণকে অভীষ্ট প্রদান করেন, সেই কারণে আপনি ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্তই দেহ ধারণ করিয়াছেন। ভুবনেশ্বরি ! আপনি নিয়ত পরিতৃপ্ত, সুতরাং আপনার তুলনা নাই, অতএব আপনাকে আমরা প্রণাম করি ॥ ৪৩ ॥ দেবি ! আমাদিগের শান্তির নিমিত্তই আপনি অতুল অসংখ্য নয়ন ধারণ করিয়াছেন, অতএব আপনি অদ্য হইতে শতাক্ষী নামে অভিহিত হইবেন ॥ ৪৪ ॥ মাতঃ ! অম্বিকে ! আমরা ক্ষুধায় নিতান্ত কাতর, সুতরাং আমাদিগের স্তব করিবার সামর্থ্য নাই, অতএব মহেশানি ! আপনি আমাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া বেদ সকল উদ্ধার করুন ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! দেব ও দ্বিজবর্গের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শিবা স্বকীয় করস্থিত শাক, সুস্বাদু ফল এবং মূল সকল ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত তাহাদিগকে অর্পণ করিলেন ॥ ৪৬ ॥ তিনি প্রার্থিত হইয়া যাবৎ নূতন অন্ন উৎপন্ন না হইল, তাবৎকাল

ততঃ কোলাহলে জাতে দূতবাক্যেন বোধিতঃ।
সসৈন্যঃ সায়ুধো যোদ্ধুং দুর্গমাখ্যোঽসুরো যযৌ ॥ ৪৮ ॥
সহস্রাক্ষৌহিণীযুক্তঃ শরান্ মুঞ্চংস্ত্বরান্বিতঃ।
রুরোধ দেবসৈন্যং তদ্যদ্দেব্যগ্রে স্থিতং পুরা।
তথা বিপ্রগণাংশ্চৈব রোধয়ামাস সর্ব্বতঃ ॥ ৪৯ ॥
ততঃ কিলকিলাশব্দঃ সমভূদ্দেবমণ্ডলে।
ত্রাহি ত্রাহীতি বাক্যানি প্রোচুঃ সর্ব্বে দ্বিজামরাঃ ॥ ৫০ ॥
ততস্তেজোময়ং চক্রং দেবানাং পরিতঃ শিবা।
চকার রক্ষণার্থায় স্বয়ং তস্মাদ্বহিঃ স্থিতা ॥ ৫১ ॥
ততঃ সমভবদ্যুদ্ধং দেব্যা দৈত্যস্য চোভয়োঃ।
শরবর্ষসমাচ্ছন্নসূর্য্যমণ্ডলমদ্ভুতম্ ॥ ৫২ ॥
পরস্পরশরোদ্ঘর্ষসমুদ্ভূতাগ্নিসুপ্রভম্।
কঠোরজ্যাটণৎকারবধিরীকৃতদিক্তটম্ ॥ ৫৩ ॥

দেব্যগ্রস্থং দেবসৈন্যং বিপ্রগণঞ্চ স্বসৈন্যেন রোধয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥
দেবানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ পরিতঃ সমন্তাত্তেজোময়ং চক্রমগ্নিপ্রাকারং রক্ষণায় চক্রে ইত্যর্থঃ। স্বয়ন্তু তস্মাদগ্নিপ্রাকারাদ্বহির্যুদ্ধার্থং সংস্থিতাসীৎ ॥ ৫১—৫২ ॥
শরবর্ষেণ সমাচ্ছন্নং সূর্য্যমণ্ডলং যস্মিন্ পরস্পরং শরাণাং য উদ্ঘর্ষো ঘর্ষণং তেন সমুদ্ভূতো যোঽগ্নিস্তেন সুপ্রভম্। শরবর্ষেণ সূর্য্যে আচ্ছাদিতে তদগ্নিপ্রকাশেনৈব যুদ্ধমভবদিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

পর্য্যন্ত মনুষ্য ভোজ্য অসীম রসযুক্ত নানাবিধ অন্ন মনুষ্যগণকে এবং পশুভোজ্য তৃণাদি পশুগণকে প্রদান করিলেন। রাজন্! সেই দিন হইতেই দেবীর শাকম্ভরী নাম হইল ॥ ৪৭ ॥ ইহাতে ঘোরতর কোলাহল হইলে সেই দুর্গম নামক অসুর দূতমুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আয়ুধ ধারণপূর্ব্বক সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধ যাত্রা করিল ॥ ৪৮॥ সে এক সহস্র অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া শর বিমোচন করিতে করিতে সত্বর গিয়া দেবীর অগ্রে অবস্থিত সেই দেবসৈন্য এবং দ্বিজগণের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল ॥ ৪৯ ॥ তদ্দর্শনে দেবমণ্ডলে কোলাহল ধ্বনি হইতে লাগিল, তখন দেব ও দ্বিজগণ সকলে মিলিত হইয়া বলিলেন, দেবি! পরিত্রাণ করুন! পরিত্রাণ করুন! ॥ ৫০ ॥

তখন শিবা দেব ও দ্বিজগণের রক্ষার নিমিত্ত তাঁহাদিগের চতুর্দ্দিকে তেজোময় চক্র সৃষ্টি করিলেন এবং স্বয়ং তাহার বাহিরে রহিলেন ॥ ৫১ ॥ তাহার পর দেবী ও দানব উভয়ের ঘোরতর অদ্ভুত যুদ্ধ আরম্ভ হইল। নিরন্তর শর বর্ষণের ছটায় সূর্য্যমণ্ডল আবৃত, সুতরাং অন্ধকার বশত যোধগণের লক্ষ্য স্থির হয় না। এমন সময়ে শরনিকরের পরস্পর

ততো দেবীশরীরাত্তু নির্গতাস্তীব্রশক্তয়ঃ ॥ ৫৪ ॥
কালিকা তারিণী বালা ত্রিপুরা ভৈরবী রমা।
বগলা চৈব মাতঙ্গী তথা ত্রিপুরসুন্দরী ॥ ৫৫ ॥
কামাক্ষী তুলজা দেবী জম্ভিনী মোহিনী তথা।
ছিন্নমস্তা গুহ্যকালী দশসাহস্রবাহুকা ॥ ৫৬ ॥
দ্বাত্রিংশচ্ছক্তয়শ্চান্যাশ্চতুঃষষ্টিমিতাঃ পরাঃ।
অসংখ্যাতাস্ততো দেব্যঃ সমুদ্ভূতাস্তু সায়ুধাঃ ॥ ৫৭ ॥
মৃদঙ্গশঙ্খবীণাদিনাদিতং সঙ্গরস্থলম্।
শক্তিভির্দৈত্যসৈন্যেতু নাশিতেঽক্ষৌহিণীশতে ॥ ৫৮ ॥
অগ্রেসরঃ সমভবদ্দুর্গমো বাহিনীপতিঃ।
শক্তিভিঃ সহ যুদ্ধঞ্চ চকার প্রথমং রিপুঃ ॥ ৫৯ ॥
মহদ্যুদ্ধং সমভবদ্যত্রাভূদ্রক্তবাহিনী।
অক্ষৌহিণ্যস্তু তাঃ সর্ব্বা বিনষ্টা দশভির্দিনৈঃ ॥ ৬০ ॥

কঠোরঃ কর্কশো যো জ্যাটণৎকারস্তেন বধিরীকৃতং দিকৃতটং যস্মিন্ ॥ ৫৪—৫৫ ॥
দশসাহস্রবাহুকেতি গুহ্যকাল্যা বিশেষণম্। পঞ্চসহস্রহস্তেষু বাণাঃ পঞ্চসহস্রহস্তেষু ধনূংষীত্যাদি তস্যা ধ্যানং মহাকালসংহিতায়াং স্পষ্টম্ ॥ ৫৬ ॥
দ্বাত্রিংশচ্ছক্তয়শ্চতুঃষষ্টিশক্তয়শ্চ প্রপঞ্চসারে ভুবনেশ্বরীপটলে শারদায়াঞ্চ ভূতলিপি-পটলে স্পষ্টঃ ॥ ৫৭—৫৯ ॥
রক্তবাহিনী নদী ॥ ৬০—৬৪ ॥

সংঘর্ষে অনল উৎপন্ন হওয়ায় যুদ্ধস্থল আবার প্রভাময় হইল। কঠোর জ্যাশব্দে দিগ্দিক্ যেন বধির হইয়া গেল ॥ ৫২—৫৩ ॥ এমত সময়ে কালিকা, তারিণী, ষোড়শী, ত্রিপুরা, ভৈরবী, কমলা, বগলা, মাতঙ্গী, ত্রিপুরসুন্দরী, কামাক্ষী, তুলজাদেবী, জম্ভিনী, মোহিনী, ছিন্নমস্তা এবং অযুতবাহু গুহ্যকালী প্রভৃতি প্রধান শক্তি সকল দেবীর শরীর হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৫৪—৫৬ ॥ তৎপরে দ্বাত্রিংশৎ শক্তি, তাহার পর চতুঃষষ্টি শক্তি, তাহার পর অসংখ্য শক্তি সকল আয়ুধ সহ দেবীর দেহ হইতে নির্গত হইলেন ॥ ৫৭ ॥ পরন্তু শক্তি-গণ একশত অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট করিলে সমরস্থলে মৃদঙ্গ, শঙ্খ, বীণা প্রভৃতি বাদ্য-ধ্বনি হইতে লাগিল ॥ ৫৮ ॥ ইত্যবকাশে সেই বাহিনীপতি সুরশত্রু দুর্গম অসুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ শক্তিগণের সহিত সংগ্রাম করিতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥ ক্রমে সেই যুদ্ধ এমন ঘোরতর হইয়া উঠিল যে, দশ দিনের মধ্যেই সেই সমস্ত অক্ষৌহিণী বিনষ্ট হইয়া গেল; এমন কি, মৃত যোদ্ধৃগণের রুধিরধারায় রক্তবাহিনী প্রবাহিত হইল ॥ ৬০ ॥

তত একাদশে প্রাপ্তে দিনে পরমদারুণে।
রক্তমাল্যাম্বরধরো রক্তগন্ধানুলেপনঃ॥ ৬১॥
কৃত্বোৎসবং মহাস্তস্তু যুদ্ধায় রথসংস্থিতঃ।
সংরম্ভেণৈব মহতা শক্তীঃ সর্ব্বা বিজিত্য চ॥ ৬২॥
মহাদেবীরথাগ্রে তু স্বরথং সংন্যবেশয়ৎ।
ততোঽভবন্মহদ্‌যুদ্ধং দেব্যা দৈত্যস্য চোভয়োঃ॥ ৬৩॥
প্রহরদ্বয়পর্যন্তং হৃদয়ত্রাসকারকম্।
ততঃ পঞ্চদশাত্যুগ্রবাণান্ দেবী মুমোচ হ॥ ৬৪॥
চতুর্ভিশ্চতুরো বাহান্ বাণেনৈকেন সারথিম্।
দ্বাভ্যাং নেত্রে ভুজৌ দ্বাভ্যাং ধ্বজমেকেন পত্রিণা॥ ৬৫॥
পঞ্চভির্হৃদয়ং তস্য বিব্যাধ জগদম্বিকা।
ততো বমন্ স রুধিরং মমার পুর ঈশিতুঃ॥ ৬৬॥
তস্য তেজস্তু নির্গত্য দেবীরূপে বিবেশ হ।
হতে তস্মিন্ মহাবীর্য্যে শান্তমাসীজ্জগত্ত্রয়ম্॥ ৬৭॥
ততো ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বে তুষ্টুবুর্জ্জগদম্বিকাম্।
পুরস্কৃত্য হরীশানৌ ভক্ত্যা গদ্গদয়া গিরা॥ ৬৮॥

তেষাং বাণানাং বিভাগমাহ চতুর্ভিরিতি॥ ৬৫॥
ঈশিতুঃ শ্রীপরমেশ্বর্য্যাঃ পুরোঽগ্রে মমারেত্যর্থঃ॥ ৬৬—৬৮॥

পরে নিদারুণ একাদশ দিন উপস্থিত হইলে দানব কটিতলে রক্ত বসন পরিধান, গলে রক্ত মাল্য ধারণ এবং সর্ব্বাঙ্গে রক্তচন্দন বিলেপন পূর্ব্বক মহা মহোৎসব করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত রথে আরোহণ করিল। তখন সে অতীব অধ্যবসায়ে সমস্ত শক্তি পরাজয় করিয়া মহাদেবীর সম্মুখে স্বীয় রথ সংস্থাপন করিল। তাহার পর দেবী ও দানব উভয়ে দুই প্রহর পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ হইল। ত্রাসে লোকের হৃদয় বিকম্পিত হইতে লাগিল। ঐ সময় দেবী জগদম্বিকা অতীব উগ্র পঞ্চদশ বাণ পরিত্যাগ করিলেন; চারিটি শরে তাহার চারিটী বাহন, একটী শরে তাহার সারথি, দুইটী শরে তাহার নয়নযুগল, দুইটী শরে তাহার ভুজদ্বয়, একটী শরে তাহার ধ্বজ ও পঞ্চ শরে তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন। তখন সে রুধির বমন করিতে করিতে পরমেশ্বরীর সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিল॥ ৬১—৬৬॥ ঐ সময় তাহার শরীর-নির্গত তেজ দেবীর শরীরে বিলীন হইয়া গেল। সেই মহাবলবান্ দানব নিহত হইলে ত্রিজগৎ শান্তভাব ধারণ করিল॥ ৬৭॥ পরে হরি, হর, ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবগণ ভক্তি পূর্ব্বক গদগদ বাক্যে জগদম্বিকার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৬৮॥

দেবা ঊচুঃ।

জগদ্ভ্রমবিবর্ত্তৈককারণে পরমেশ্বরি ! ।
নমঃ শাকম্ভরি ! শিবে ! নমস্তে শতলোচনে ! ॥ ৬৯ ॥
সর্ব্বোপনিষদুদ্‌ঘুষ্টে ! দুর্গমাসুরনাশিনি ! ।
নমো মায়েশ্বরি ! শিবে ! পঞ্চকোশান্তরস্থিতে ! ॥ ৭০ ॥
চেতসা নির্ব্বিকল্পেন যাং ধ্যায়ন্তি মুনীশ্বরাঃ।
প্রণবার্থস্বরূপাং তাং ভজামো ভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৭১ ॥
অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডজননীং দিব্যবিগ্রহাম্।
ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিজননীং সর্ব্বভাবৈর্নতা বয়ম্ ॥ ৭২ ॥
কঃ কুর্য্যাৎ পামরান্ দৃষ্ট্বা রোদনং সকলেশ্বরঃ।
সদয়াং পরমেশানীং শতাক্ষীং মাতরং বিনা ॥ ৭৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি স্তুতা সুরৈর্দ্দেবী ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিভির্ব্বরৈঃ।
পূজিতা বিবিধৈর্দ্রব্যৈঃ সন্তুষ্টাভূচ্চ তৎক্ষণে ॥ ৭৪ ॥

জগদ্ভ্রমরূপো যো বিবর্ত্তোঽন্যথাভাবস্তস্য মুখ্যকারণরূপে ইত্যর্থঃ ॥ ৬৯-৭২ ॥
অস্মান্ পামরান্ দুঃখিতান্ দৃষ্ট্বা যৎপরমেশ্বর্য্যা ভবত্যা রোদনং কৃতং তত্ত্বাং শতাক্ষীং মাতরং বিনা কঃ কুর্য্যাৎ ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ৭৩-৭৫ ॥

দেবগণ বলিলেন, শিবে ! জগৎ ভ্রমরূপ পরিবর্ত্তনের আপনিই একমাত্র কারণ, সুতরাং আপনি প্রাণি মাত্রেরই অধিশ্বরী ; তাহা না হইলে আপনি শাকাদি দ্বারা প্রাণিগণকে পালন করিবেন কেন ? অতএব শতলোচনে ! আমরা আপনাকে বার বার প্রণাম করি ॥ ৬৯ ॥ শিবে ! সমস্ত উপনিষৎ আপনার মহিমা ঘোষণা করিতেছে, সুতরাং আপনি মায়ার অধীশ্বরী হইয়া জীবের অন্নময়পঞ্চকোষের মধ্যে বিরাজমান রহিয়াছেন, অতএব হে দুর্গমাসুরনাশিনি ! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৭০ ॥ আপনি প্রণবার্থ প্রতিপাদিতা ভুবনেশ্বরী, সুতরাং মুনীশ্বরগণ নির্ব্বিকল্পচিত্তে আপনারই ধ্যান করিতেছেন, অতএব আমরাও আপনার ভাবনা করি ॥ ৭১ ॥ আপনি আমাদিগের নিমিত্তই সময়ে সময়ে দিব্য দেহ ধারণ করেন। বস্তুতঃ আপনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জননী ; অধিক কি, ব্রহ্মা, হরি ও হরেরও প্রসবিত্রী, অতএব আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৭২ ॥ আপনি সকলের মাতা, সুতরাং দয়াবশত এই পামরদিগের দুঃখ দর্শন করিয়া শত নয়নে রোদন করিয়াছেন, কিন্তু পরমেশানি ! কেহ যদি সকলের ঈশ্বরও হন, তথাপি আপনি ব্যতীত আর কেহই রোদন করিবেন না ॥ ৭৩ ॥

প্রসন্না সা তদা দেবী বেদানাহৃত্য সা দদৌ।
ব্রাহ্মণেভ্যো বিশেষেণ প্রোবাচ পিকভাষিণী ॥ ৭৫ ॥
মমেয়ং তনু রুৎকৃষ্টা পালনীয়া বিশেষতঃ।
যয়া বিনানর্থ এষ জাতো দৃষ্টোঽধুনৈব হি ॥ ৭৬ ॥
পূজ্যাহং সর্ব্বদা সেব্যা যুষ্মাভিঃ সর্ব্বদৈব হি।
নাতঃপরতরংকিঞ্চিৎ কল্যাণায়োপদিশ্যতে ॥ ৭৭ ॥
পঠনীয়ং মমৈতদ্ধি মাহাত্ম্যংসর্ব্বদোত্তমম্।
তেন তুষ্টা ভবিষ্যামি হরিষ্যামি তথাপদঃ ॥ ৭৮ ॥
দুর্গমাসুরহন্ত্রীত্বাদ্দুর্গেতি মম নাম যঃ।
গৃহ্লাতি চ শতাক্ষীতি মায়াস্তিত্বা ব্রজত্যসৌ ॥ ৭৯ ॥
কিমুক্তেনাত্র বহুনা সারং বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ।
সংসেব্যাহং সদা দেবাঃ সর্ব্বৈরপি সুরাসুরৈঃ ॥ ৮০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতা দেবী দেবানাঞ্চৈব পশ্যতাম্।
সন্তোষং জনয়ন্ত্যেবং সচ্চিদানন্দরূপিণী ॥ ৮১ ॥

যয়া মম বেদরূপতন্বা বিনা মহাননর্থোঽয়ং জাতোঽধুনৈব ভবদ্ভির্দৃষ্ট ইত্যর্থঃ ॥৭৬-৮২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হর প্রভৃতি দেবতাবৃন্দ এই প্রকারে দেবীর স্তব এবং নানাবিধ উত্তম দ্রব্য দ্বারা তাঁহার পূজা করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ সন্তুষ্ট হইলেন ॥ ৭৪ ॥ তখন দেবী প্রসন্ন হইয়া বেদ সকল আহরণপূর্ব্বক দ্বিজগণে সমর্পণ করিলেন। অবশেষে সেই পিকভাষিণী তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া বলিলেন ॥ ৭৫ ॥ যে, বেদই আমার উত্তম তনু, অতএব তোমরা বিশেষ যত্নসহকারে ইহা রক্ষা করিবে। বিশেষতঃ ইহারই অভাববশত যে মহান্ অনর্থ সংঘটিত হইয়াছিল, তোমরা এখনিই তাহা প্রত্যক্ষ করিলে ॥ ৭৬ ॥ তোমরা সর্ব্বদাই আমার পূজা এবং সেবা করিবে, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আর কিছুই নাই যে, কল্যাণের নিমিত্ত তোমাদিগকে উপদেশ দিব ॥ ৭৭ ॥ আমার এই উত্তম মাহাত্ম্য নিয়তই পাঠ করিবে, আমি ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তোমাদিগের সকল আপদ বিনষ্ট করিব ॥ ৭৮ ॥ দুর্গম অসুরকে সংহার করায় আমার দুর্গা নাম হইয়াছে, অতএব যে ব্যক্তি আমার দুর্গা নাম এবং শতাক্ষী নাম গ্রহণ করিবে, সে মায়া ভেদ করিয়া বিচরণ করিতে পারিবে ॥ ৭৯ ॥ আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, এক্ষণে যাহা সার তাহাই বলিতেছি। দেবগণ! সুর এবং অসুর সকলেই নিয়ত আমার সেবা করিবে ॥ ৮০ ॥

এতত্তে সর্ব্বমাখ্যাতং রহস্যং পরমং মহৎ।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন সর্ব্বকল্যাণকারকম্ ॥ ৮২ ॥
য ইমং শৃণুয়ান্নিত্যমধ্যায়ং ভক্তিতৎপরঃ।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি দেবীলোকে মহীয়তে ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে শতাক্ষীদেবীমাহাত্ম্য বর্ণনং নাম অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

অত্র শতাক্ষী শাকম্ভরী দুর্গা দেবতানাং জলদানান্নদানদৈত্যবধকর্ম্মভেদেন নাম ভেদমাত্রমেব কেবলং ন ত্ববতারভেদ ইতি বোধ্যম্। তদুক্তং বৈকৃতিকরহস্যে। শাকম্ভরী শতাক্ষী সা সৈব দুর্গা প্রকীর্ত্তিতেতি ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধেঽষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী দেবী ঈদৃশ বাক্যে দেবতাদিগের সন্তোষ সম্পাদন করিয়া তাঁহাদিগের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৮১ ॥ রাজন্! এই ত তোমাকে অতীব বিস্তীর্ণ পরম রহস্য সকল বলিলাম, কিন্তু ইহা সকল কল্যাণের আস্পদ, অতএব যত্নসহকারে গোপন করিবে ॥ ৮২ ॥ যে মানব ভক্তিতৎপর হইয়া এই অধ্যায় নিত্য শ্রবণ করে, সে সমস্ত কাম্য বস্তু লাভ করিয়া পরিশেষে দেবীলোকে পূজা প্রাপ্ত হয় ॥ ৮৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশ সহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে শতাক্ষীদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণন নামক অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইত্যেবং সূর্য্যবংশানাং রাজ্ঞাং চরিতমুত্তমম্।
সোমবংশোদ্ভবানাঞ্চ বর্ণনীয়ং ময়া কিয়ৎ ॥ ১ ॥
পরাশক্তিপ্রসাদেন মহত্ত্বং প্রতিপেদিরে।
রাজন্ সুনিশ্চিতং বিদ্ধি পরাশক্তিপ্রসাদতঃ ॥ ২ ॥
যদ্যদ্বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং পরাশক্ত্যংশসম্ভবম্ ॥ ৩ ॥
এতে চাঽন্যে চ রাজানঃ পরাশক্তেরুপাসকাঃ।
সংসারতরুমূলস্য কুঠারা অভবন্নৃপ ॥ ৪ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন সংসেব্যা ভুবনেশ্বরী।
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদন্যমশেষতঃ ॥ ৫ ॥

চতুর্ভিরধিকৈশ্চত্বারিংশচ্ছ্লোকৈর্বিহায় চ।
ব্যাসবাক্যাদ্রাজবার্ত্তাং পপ্রচ্ছেশীকথানকম্ ॥

অথ বেদব্যাসো রাজ্ঞাং কথায়াং জনমেজয়চিত্তমাসক্তং জ্ঞাত্বা ততোঽপসৃত্য দেবীকথা-ভিমুখং কর্ত্তুমাহ ইত্যেবমিতি। নানাবিধরাজ্ঞাং ধর্ম্মাত্মনাং নানাবিধং চরিতং ময়া কিয়দ্বর্ণ-নীয়ং কালস্যাল্পত্বাদতো দেবীকথামেব পৃচ্ছেতি গূঢ়োঽভিসন্ধিঃ ॥ ১ ॥

নন্বু কিমিতি রাজ্ঞামেতাদৃশো মহাপরাক্রমো জাত ইতি চেৎ সর্ব্বেঽপীমে রাজানঃ শ্রীদেবীভক্তাস্তথা চ দেবীপ্রসাদাদেতাদৃশমহত্ত্বং তেষামাগতমিত্যাহ পরাশক্তীতি। পরা-শক্তিপ্রভাবত এব মহত্ত্বমিতি নিশ্চিতং বিদ্ধীত্যর্থঃ ॥ ২—৩ ॥

কুঠারা ছেদকা অভবন্ ॥ ৪ ॥

পলালমিব তুষমিব পরাশক্তিসেবনাদন্যং ত্যজেদিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্গ্রন্থমশেষত ইতি ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! এইত দেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে সূর্য্যবংশীয় এবং চন্দ্রবংশীয় ধার্ম্মিক নরপতিগণের পবিত্র চরিত বিষয় যতদূর পারি বর্ণন করি ॥ ১ ॥ ঐ সকল রাজাদিগের এতাদৃশ পরাক্রম হইবার কারণ এই যে, তাঁহারা সকলেই পরাদেবীর পরম ভক্ত, সুতরাং পরাশক্তিপ্রসাদেই তাঁহারা ঈদৃশ মহত্ব লাভ করিয়াছেন। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, পরাশক্তিই তাঁহাদিগের মহত্ত্বের মূল কারণ। তাঁহাদিগের বিক্রম, বীর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য সমস্তই পরাশক্তির অংশসম্ভূত, সন্দেহ নাই ॥ ২—৩ ॥ নরপাল! এই সকল রাজগণ এবং অন্যান্য রাজগণ পরাশক্তির উপাসক হইয়া জ্ঞানরূপ কুঠার দ্বারা সংসাররূপ তরুর মূলচ্ছেদন করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ অতএব অতীব যত্নসহকারে সর্ব্বতোভাবে

আমথ্য বেদদুগ্ধাব্ধিং প্রাপ্তং রত্নং ময়া নৃপ।
পরাশক্তিপদাম্ভোজং কৃতকৃত্যোঽস্ম্যহং ততঃ॥ ৬॥
পঞ্চব্রহ্মাসনারূঢ়া নাস্ত্যন্যা কাপি দেবতা।
তত এব মহাদেব্যা পঞ্চব্রহ্মাসনং কৃতম্॥ ৭॥
পঞ্চভ্যস্ত্বধিকং বস্তু বেদে ব্যক্তমিতীর্য্যতে।
যস্মিন্নোতঞ্চ প্রোতঞ্চ সৈব শ্রীভুবনেশ্বরী॥ ৮॥

বেদরূপদুগ্ধাব্ধিমথনেনেদং রত্নং পরাশক্তিপদাম্ভোজরূপং ময়া লব্ধং ততস্তল্লাভাদহং কৃতকৃত্যোঽস্মি সার্থকজন্মাস্মীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিরহস্যত্বং বর্ণয়তি। বৃহদারণ্যকে গার্গিব্রাহ্মণে গার্গিমাতিপ্রাক্ষীর্মা তে মূর্দ্ধা ব্যপপ্তৎ। অনতিপ্রশ্ন্যাং বৈ দেবতামতিপৃচ্ছসীতি॥ ৬॥

শ্রীভগবত্যা ধ্যানেনাপি সর্ব্বোত্তমত্বং বর্ণয়তি পঞ্চ ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রেশ্বরা মঞ্চককোণখুরভূতাঃ সদাশিবস্তু চতুর্ণাং মস্তকোপরিফলকস্থানীয়ঃ। তথা চ ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রেশ্বরসদাশিবাত্মকপঞ্চব্রহ্মাত্মকং যদাসনং তস্মিন্নারূঢ়া ভগবত্যতিরিক্তা কাচ্চা দেবতাস্তি ন কাপি। ততঃ স্বস্যোৎকর্ষং মূঢ়ানপি বোধয়িতুং মহাদেব্যা পঞ্চব্রহ্মাসনং স্বস্য স্বীকৃতমিতীয়মেব সর্ব্বোৎকৃষ্টেতি ভাবঃ। তথা চ ভুবনেশ্বরীতন্ত্রে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ললিতোপাখ্যানে চ। ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ। এতে পঞ্চমহাপ্রেতাঃ পাদমূলে ব্যবস্থিতা ইতি॥ ৭॥

ননু পঞ্চব্রহ্মাতিরিক্তং তেভ্যোঽধিকং বস্তু নাস্ত্যেবেতি চেত্তত্রাহ পঞ্চভ্য ইতি। ব্রহ্মাদয়ঃ পঞ্চভূম্যাদিপঞ্চভূতাধিপতয়স্তেষাং পঞ্চমহাভূতানামুৎপত্তির্যস্মাদ্ভবতি তদ্বস্তু বেদে ব্যক্তমব্যাকৃতমিত্যাদিশব্দৈরুচ্যতে। যস্মিন্নিদং সর্ব্বং জগৎ সূত্রে মণিগণা ইবোতং প্রোতঞ্চ ভবতীতি গার্গিব্রাহ্মণেতি উক্তং তাবতা প্রকৃতে কিমায়াতমিতি চেত্তদাহ সৈব শ্রীভুবনেশ্বরীতি। যদ্বেদে পঞ্চব্রহ্মভ্যোঽধিকমব্যাকৃতমিত্যুক্তং সাম্যাবস্থমাপোপাধিকং ব্রহ্ম সৈবাস্মাকং ভুবনেশ্বরী ভগবতীতি পঞ্চব্রহ্মাধিকাস্ত্যেব বেদে ভগবতীতি ভাবঃ॥ ৮॥

ভুবনেশ্বরীর সেবা করা কর্ত্তব্য। ধান্যাভিলাষী মানব যেমন পলাল ত্যাগ করে, সেইরূপ অশেষ প্রকারে অন্য উপাসনা ত্যাগ করিবে॥ ৫॥ নরনাথ! আমি বেদরূপ সাগর মন্থন করিয়া পরাশক্তির চরণ সরোজরূপ রত্ন লাভ করিয়াছি, ইহাতে যারপর নাই কৃতকৃত্য হইয়াছি॥ ৬॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও ঈশ্বর যাঁহার আসনের চারি কোণস্থিত চারি পাদস্বরূপ, সদাশিব যে ব্রহ্মাদির মস্তকস্থিত ফলক স্বরূপ, সেই শ্রীদেবী ভিন্ন শ্রেষ্ঠ দেবতা আর কেহই নাই, ইহা অজ্ঞান মানবদিগের নিকট প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্তই মহাদেবী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিবাত্মক আসন কল্পনা করিয়াছেন॥ ৭॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিব ইহাঁরা ক্ষিতি জল অনল বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূতের অধিপতি; ঐ পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি যাহা হইতে হইয়াছে, বেদে সেই বস্তুকেই ব্যক্ত বা অব্যাকৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করে এবং তাহাতে সমস্ত জগৎ সূত্রগ্রথিত মণিগণের ন্যায় ওত ও প্রোত-

তামবিজ্ঞায় রাজেন্দ্র ! নৈব মুক্তো ভবেন্নরঃ ॥ ৯ ॥
যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ।
তদা শিবামবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি ॥ ১০ ॥
অতএব শ্রুতৌ প্রাহুঃ শ্বেতাশ্বতরশাখিনঃ।
তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্ ॥ ১১ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জন্মসাফল্যহেতবে।
লজ্জয়া বা ভয়েনাপি ভক্ত্যা বা প্রেমযুক্তয়া ॥ ১২ ॥
সর্ব্বসঙ্গং পরিত্যজ্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
তন্নিষ্ঠস্তৎপরো ভূয়াদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ১৩ ॥
যেন কেন মিষেণাপি স্বপংস্তিষ্ঠন্ ব্রজন্নপি।
কীর্ত্তয়েৎ সততং দেবীং সবৈ মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ১৪ ॥

যদা চর্ম্মেতি। আকাশং যদা চর্ম্মবৎ কৃষ্ণাজিনবন্মানবা বেষ্টয়িষ্যন্তি তদা শিবাং ভুবনেশ্বরীমবিজ্ঞায় ন জ্ঞাত্বা ভুবনেশ্বরীস্বরূপজ্ঞানং বিনাপি দুঃখস্য সংসারজন্যস্য নাশো ভবিষ্যতি। ন কদাপি চর্ম্মবদাকাশবেষ্টনং ভবিষ্যতি। ন চ কদাপি ভুবনেশ্বরীরূপজ্ঞানং বিনা মোক্ষো ভবিষ্যতি। ততোঽবশ্যমেব ভুবনেশ্বরীস্বরূপজ্ঞানে যত্ন আস্থেয় ইতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥
অত এব শ্বেতাশ্বতরে ভগবতীধ্যানমেব মোক্ষসাধনত্বেনোক্তমিত্যাহ অতএবেতি ॥১০॥
তামেব শ্রুতিং পঠতি তে ধ্যানেতি ॥ ১১ ॥
তন্নিষ্ঠো ভগবতীনিষ্ঠঃ ॥ ১২—১৪ ॥

ভাবে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে, তিনিই শ্রীভুবনেশ্বরী ॥ ৮ ॥ রাজেন্দ্র ! সেই ভুবনেশ্বরীর স্বরূপ বিদিত হইতে না পারিলে মানব কখনই মুক্ত হইতে পারে না ॥ ৯ ॥ যে সময় মনুষ্যগণ আকাশকে কৃষ্ণসার চর্ম্মের ন্যায় বেষ্টন করিতে পারিবে, তখন ভুবনেশ্বরীর স্বরূপ না জানিলেও তাহাদিগের সংসার ক্লেশ নাশ হইবে। আকাশকে বেষ্টন করা যেমন অসম্ভব, ভুবনেশ্বরীর জ্ঞান ব্যতীত মুক্তিলাভও সেইরূপ অসম্ভব। অতএব ভুবনেশ্বরীর স্বরূপ জ্ঞানে যত্ন করা একান্ত বিধেয় ॥ ১০ ॥ ভগবতীর ধ্যানই মোক্ষের মূল, ইহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে, তৎশাখাধ্যায়ীরা স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, "যাঁহারা ধ্যানযোগনিরত, তাঁহারা সেই দেবীকে সত্ত্ব রজ তমঃ এই গুণত্রয়ে আবৃতা ও দেবগণের স্ব স্ব শক্তিরূপা বলিয়া অবলোকন করিবেন" ॥ ১১ ॥ অতএব জন্ম সফল করিবার নিমিত্ত লজ্জায় হউক্, ভয়ে হউক্ বা প্রেমপূর্ণ ভক্তিযোগেই হউক্ যত্নসহকারে প্রথমতঃ সর্ব্ব সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিবে, তাহার পর হৃদয় মধ্যে মন নিরোধ করিয়া দেবীনিষ্ঠ হইয়া তৎপরায়ণ হইবে ; বেদান্তরূপ ডিণ্ডিম ইহা ঘোষণা করিতেছে ॥ ১২—১৩ ॥ যে ব্যক্তি শয়ন, গমন বা অবস্থান কালীন অথবা যে কোন

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ভজ রাজন্! মহেশ্বরীম্।
বিরাড্রূপাং সূত্ররূপাং তথান্তর্যামিরূপিণীম্ ॥ ১৫ ॥
সোপানক্রমতঃ পূর্ব্বং ততঃ শুদ্ধে তু চেতসি।
সচ্চিদানন্দলক্ষ্যার্থরূপাং তাং ব্রহ্মরূপিণীম্ ॥ ১৬ ॥
আরাধয় পরাং শক্তিং প্রপঞ্চোল্লাসবর্জ্জিতাম্।
তস্যাং চিত্তলয়ো যঃ সঃ তস্যা আরাধনং স্মৃতম্ ॥ ১৭ ॥
রাজন্রাজ্ঞাং পরাশক্তিভক্তানাং চরিতং ময়া।
ধার্ম্মিকাণাং সূর্য্যসোমবংশজানাং মনস্বিনাম্ ॥ ১৮ ॥
পাবনং কীর্ত্তিদং ধর্ম্মবুদ্ধিদং সদ্গতিপ্রদম্।
কথিতং পুণ্যদং পশ্চাৎ কিমন্যচ্ছ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৯ ॥

জনমেজয় উবাচ।

গৌরীলক্ষ্মীসরস্বত্যো দত্তাঃ পূর্ব্বং পরাম্বয়া।
হরায় হরয়ে তদ্বন্নাভিপদ্মোদ্ভবায় চ ॥ ২০ ॥

তত্র সচ্চিদানন্দরূপায়া ভগবত্যা ধ্যানাধিকারপ্রাপ্ত্যর্থমাদাবুপাসনান্তরমাহ বিরাড্রূপামিতি। সূত্ররূপাং সমষ্টিব্যষ্টিলিঙ্গরূপদেহাম্। অন্তর্যামিরূপিণীং মায়াশবলব্রহ্মরূপিণীম্ ॥ ১৫ ॥

ইত্থং শুদ্ধে চেতসি জাতেঽনন্তরং নির্গুণব্রহ্মস্বরূপিণীং ধ্যায়েদিত্যাহ সচ্চিদানন্দেতি ॥ ১৬—১৯ ॥

ইত্থং রাজকথাশ্রবণপ্রশ্নং বিহায় ভগবতীকথাশ্রবণপ্রশ্নঃ কর্ত্তব্য ইতি ব্যাসাভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা জনমেজয় আহ গৌরীতি। হে ভগবন্! ত্বয়া তৃতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠাধ্যায়ে বিষ্ণবেঽথ

স্থলেই হউক দেবীর নাম কীর্ত্তন করে, সে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হয় সন্দেহ নাই ॥ ১৪ ॥ রাজন্! আপনি সর্ব্ব প্রকারে যত্নপূর্ব্বক মাহেশ্বরীর অর্চ্চনা করুন। যেমন লোক ক্রমশ উচ্চ সোপানে আরোহণ করে, আপনি তদনুসারে মহাদেবীর বিরাটরূপ, সূক্ষ্মরূপ এবং অন্তর্যামিরূপের ধ্যান করিয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ করুন। পরে চিত্তশুদ্ধি লাভ হইলে, যিনি মায়ার অতীতা, সচ্চিৎ ও আনন্দের আধারস্বরূপা, সেই ব্রহ্মরূপিণী পরাশক্তির আরাধনা করিবেন। পরাশক্তিতে চিত্ত লয় করিবার নামই আরাধনা, সুতরাং আপনি তাঁহাতে চিত্ত লয় করুন ॥ ১৫—১৭ ॥ রাজেন্দ্র! সূর্য্য ও সোমবংশীয় মনস্বী ধার্ম্মিক, পরাশক্তির পরম ভক্ত রাজাদিগের পবিত্র চরিত কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শ্রবণ করিলে মানবগণের অতুল কীর্ত্তি, ধর্ম্ম, বুদ্ধি, সদ্গতি এবং পুণ্য লাভ হইয়া থাকে। অতঃপর আপনি অন্য কোন্ বিষয় শ্রবণ করিতে অভিলাষ করেন? ॥ ১৮—১৯ ॥

তুষারাদ্রেশ্চ দক্ষস্য গৌরী কন্যেতি বিশ্রুতম্।
ক্ষীরোদধেশ্চ কন্যেতি মহালক্ষ্মীরিতি শ্রুতম্।
মূলদেব্যুদ্ভবানাঞ্চ কথং কন্যাত্বমন্যয়োঃ ॥ ২১ ॥
অসম্ভাব্যমিদং ভাতি সংশয়োঽত্র মহামুনে!।
ছিন্ধি জ্ঞানাসিনা তং ত্বং সংশয়চ্ছেদতৎপরঃ ॥ ২২ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি রহস্যং পরমাদ্ভুতম্।
দেবীভক্তস্য তে কিঞ্চিদবাচ্যং ন হি বিদ্যতে ॥ ২৩ ॥
দেবীত্রয়ং যদা দেবত্রয়ায়াদাৎ পরাম্বিকা।
তদা প্রভৃতি তে দেবাঃ সৃষ্টিকার্য্যাণি চক্রিরে ॥ ২৪ ॥

মহালক্ষ্মীর্মহাকালীশিবায় চ। মহাসরস্বতী মহৎ স্থানাত্তস্মাদ্বিসর্জিতা ইতি বচনেন পূর্ব্বমুক্তং কিমিতি গৌরীলক্ষ্মীসরস্বত্যো দেবতাঃ পরাম্বয়ামণিদ্বীপাধিবাসিন্যা দেব্যা হরায় হরয়ে পদ্মজায় চ দত্তা ইতি ॥ ২০ ॥

লোকে দ্বিধং শ্রুতমিত্যাহ তুষারাদ্রেরিতি। হিমালয়স্য দক্ষস্য চ কন্যা গৌরী। ক্ষীরোদধেঃ কন্যা লক্ষ্মীরিতি শ্রুতম্। নম্বেতৎ কিং তাবতেতি চেত্তত্রাহ। মূলদেব্যুদ্ভবানাঞ্চেতি। মূলদেবীত উৎপন্নয়োর্গৌরীলক্ষ্ম্যোরন্যকন্যাত্বং কথমপি ন ঘটতে বিরোধাদিতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

তমেব সংশয়ং ছিন্ধীত্যাহ ছিন্ধীতি ॥ ২২—২৩ ॥

দেবীত্রয়ং গৌরীলক্ষ্মীসরস্বতীত্রয়ং দেবত্রয়ায় রুদ্রবিষ্ণুব্রহ্মভ্যোঽদাদদত্তবতী পরাম্বিকা মণিদ্বীপাধিবাসিনী ॥ ২৪ ॥

জনমেজয় বলিলেন, ভগবন্! পুরাকালে জগজ্জননী পরাশক্তি হরকে গৌরী, হরিকে লক্ষ্মী এবং হরির নাভিকমলোদ্ভব ব্রহ্মাকে সরস্বতী সম্প্রদান করেন ॥ ২০ ॥ এখন শুনিতেছি গৌরী হিমালয়ের এবং দক্ষেরও কন্যা, আর মহালক্ষ্মী ক্ষীরোদসাগরের কন্যা। ইহাঁরা সকলেই মূল দেবী হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, তবে গৌরী ও লক্ষ্মী কিরূপে অন্যের কন্যা হইলেন? ॥ ২১ ॥ মহামুনে! ইহা অতীব অসম্ভব বলিয়া আমার সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। ভগবন্! আপনি সংশয়চ্ছেদনে সম্পূর্ণ সমর্থ, অতএব জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা আমার এই উপস্থিত সংশয় ছেদন করুন ॥ ২২ ॥

বেদব্যাস বলিলেন, রাজন্! আপনাকে এই অদ্ভুত রহস্য বিষয় বলিতেছি শ্রবণ করুন। কারণ আপনি দেবীর পরম ভক্ত, সুতরাং আপনার নিকট কিছুমাত্র অবক্তব্য নাই ॥ ২৩ ॥ পরাম্বিকা যে সময়ে হর, হরি এবং ব্রহ্মাকে ক্রমান্বয়ে গৌরী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী দান করেন,-সেই অবধি হরাদি দেবতাত্রয় সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন ॥ ২৪ ॥ রাজন্!

কস্মিংশ্চিৎ সময়ে রাজন্! দৈত্যা হালাহলাভিধাঃ।
মহাপরাক্রমা জাতাস্ত্রৈলোক্যং তৈর্জ্জিতং ক্ষণাৎ ॥ ২৫ ॥
ব্রহ্মণো বরদানেন দর্পিতা রজতাচলম্।
রুরুধুর্নিজসেনাভিস্তথা বৈকুণ্ঠমেব চ ॥ ২৬ ॥
কামারিঃ কৈটভারিশ্চ যুদ্ধোদ্যোগঞ্চ চক্রতুঃ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণামভূদ্‌যুদ্ধং মহোৎকটম্ ॥ ২৭ ॥
হাহাকারো মহানাসীদ্দেবদানবসেনয়োঃ।
মহতাথ প্রযত্নেন তাভ্যাং তে দানবা হতাঃ ॥ ২৮ ॥
স্বস্বস্থানেষু গত্বা তাবভিমানঞ্চ চক্রতুঃ।
স্বশক্ত্যোর্নিকটে রাজন্! যদ্বশাদেব তে হতাঃ ॥ ২৯ ॥
অভিমানং তয়োর্জ্ঞাত্বা ছলহাস্যঞ্চ চক্রতুঃ।
মহালক্ষ্মীশ্চ গৌরী চ হাস্যং দৃষ্ট্বা তয়োস্তু তৌ ॥ ৩০ ॥

হালাহলবিষবদ্দুঃসহত্বাদ্ধালাহলাভিধত্বং দৈত্যনাম্ ॥ ২৫ ॥

রজতাচলং কৈলাসম্ ॥ ২৬—২৮ ॥

তাভ্যাং শিববিষ্ণুভ্যাম্। যদ্বশাদিতি। যযোঃ শক্ত্যোর্নিমিত্তেন তে দৈত্যা হতাস্তয়োর্গৌরীলক্ষ্মীশক্ত্যোর্নিকটে এবাস্মাভির্দৈত্যা হতা বয়মেতাদৃশাঃ পরাক্রমিণ ইত্যভিমানং হরবিষ্ণূ চক্রতুরিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

ছলহাস্যমিতি। অস্মৎপ্রসাদেনৈবৈতাভ্যাং দৈত্যা জিতাস্তৎকথমস্মন্নিকট এব বিক্ষিপ্তবদভিমানং কুর্ব্বাত ইত্যভিপ্রায়েণ কপটহাস্যং তে শক্তী চক্রতুরিত্যর্থঃ। তৌ হরবিষ্ণূ তয়োঃ শক্ত্যোঃ কপটহাস্যং দৃষ্ট্বা ॥ ৩০ ॥

কোন সময়ে হালাহল নামে কতকগুলি দানব জন্মগ্রহণ করেন। কালক্রমে তাহারা অতীব পরাক্রান্ত হইয়া ক্ষণমাত্রেই ত্রৈলোক্য পরাজয় করিল ॥ ২৫ ॥ অধিক কি, তাহারা ব্রহ্মার বরদানে দর্পিত হইয়া স্বীয় সেনা লইয়া কৈলাসপর্ব্বত এবং বৈকুণ্ঠধাম পর্য্যন্ত অবরোধ করিল ॥ ২৬ ॥ তদ্দর্শনে মহাদেব ও বিষ্ণু উভয়েই যুদ্ধের উদ্‌যোগ করিলেন। ক্রমশ উভয় দলে ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। এমন কি, ষষ্টি সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিল, কিন্তু কোন দলেরই জয় পরাজয় নাই। ক্রমশ দেব ও দানব-সৈন্যের মধ্যে ঘোরতর হাহাকারধ্বনি হইতে লাগিল। এমন সময়ে শিব ও বিষ্ণু অতীব যত্নসহকারে দানবদিগকে নিপাতিত করিলেন ॥ ২৭—২৮ ॥ রাজন্! পরে শিব ও বিষ্ণু আপন আপন আলয়ে প্রত্যাগমন করিলেন, বস্তুত দানবেরা তাহাদিগের নিজ নিজ শক্তির প্রভাবেই নিহত হইয়াছিল, কিন্তু শিব ও বিষ্ণু সেই নিজ শক্তি গৌরী ও লক্ষ্মীর নিকটে গিয়া গর্ব্ব করিয়া বলিলেন যে, সেই দানবেরা আমাদিগের পরাক্রমেই নিহত হইয়াছে ॥ ২৯ ॥ তাঁহাদের অভিমান অবগত

দেবাবতীবসংক্রুদ্ধৌ মোহিতাবাদিমায়য়া।
দুরুক্তরঞ্চ দদতু রবমানপুরঃসরম্ ॥ ৩১ ॥
ততস্তে দেবতে তস্মিন্ ক্ষণে ত্যক্ত্বা তু তৌ পুনঃ।
অন্তর্হিতে চাভবতাং হাহাকারস্তদা হ্যভূৎ ॥ ৩২ ॥
নিস্তেজস্কৌ চ নিঃশক্তী বিক্ষিপ্তৌ চ বিচেতনৌ।
অবমানাত্তয়োঃ শক্ত্যোর্জ্জাতৌ হরিহরৌ তদা ॥ ৩৩ ॥
ব্রহ্মা চিন্তাতুরো জাতঃ কিমেতৎ সমুপস্থিতম্।
প্রধানৌ দেবতামধ্যে কথং কার্য্যাক্ষমাবমূ ॥ ৩৪ ॥
অকাণ্ডে কিং নিমিত্তেন সঙ্কটং সমুপস্থিতম্।
প্রলয়ো ভবিতা কিম্বা জগতোঽস্য নিরাগসঃ ॥ ৩৫ ॥

অভিমানখণ্ডননিমিত্তমতীব সংক্রুদ্ধাবিত্যর্থঃ। ন কেবলং সংক্রুদ্ধৌ কিন্তনাদিমায়য়া মোহিতৌ তৎপ্রসাদাদেব জয়ে লব্ধেঽপি তদগণষ্য কিং মুখবচ্ছলহাস্যং ক্রিয়ত ইতি দুরুক্তরঞ্চ দদতুরিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

তৌ হরবিষ্ণূ ত্যক্ত্বেত্যর্থঃ। অতএব ভগবত্যা পূর্ব্বমুক্তম্। এতাঃ শক্তয়ো মাননীয়া নাবমান্যাঃ কদাচনেতি ॥ ৩২ ॥

বিচেতনৌ বিগতধিষণৌ যতো বিক্ষিপ্তৌ ॥ ৩৩ ॥

অমূ হরিহরৌ কার্য্যাক্ষমৌ জগৎকার্য্যাসমর্থৌ কথং জাতাবিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

অকাণ্ডে অকালে নিরাগসো নিরপরাধিনঃ। সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়াভাবেঽপীতি শেষঃ ॥ ৩৫ ॥

হইয়া গৌরী ও লক্ষ্মী ভাবিলেন যে, আমাদিগের প্রভাবে ইহাঁরা দানব বিনষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের সম্মুখেই আবার অভিমান প্রকাশ করিতেছেন ; এই মনে করিয়া কপট হাস্য করিলেন। তাঁহাদিগের ঈদৃশ হাস্য দর্শন করিয়া সেই দেবযুগল যার পর নাই কুপিত হইলেন, কিন্তু তাঁহারা অনাদিমায়ায় মোহিত হইয়া উভয়ে উভয়কে অবমাননাপূর্ব্বক কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করিলেন ॥ ৩০—৩১ ॥ সেই সময়ে গৌরী ও লক্ষ্মী, শিব ও বিষ্ণুকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার অন্তর্হিত হইলেন। তাহাতে সমস্ত লোকই তখন হাহাকার করিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥ শক্তিযুগলের অবমাননা বশত হরি ও হর উভয়েই তেজোহীন, শক্তিবিহীন ও বিচেতন হইয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন ॥ ৩৩ ॥

ইহা অবলোকন করিয়া ব্রহ্মা চিন্তায় আকুল হইয়া ভাবিলেন ; হরি ও হর দেবতার মধ্যে প্রধান, কিন্তু ইঁহারা জগৎ কার্য্যে অক্ষম হইলেন কেন? এই উপস্থিত ব্যাপারের কারণ কি? ॥ ৩৪ ॥ কি নিমিত্ত অকালে এই সঙ্কট উপস্থিত হইল? কার্য্যের অভাব বশত নিরপরাধ এই জগতে কি প্রলয় উপস্থিত হইবে? ॥ ৩৫ ॥ ইহার কারণ কিছুই

নিমিত্তং নৈব জানেঽহং কথং কার্য্যা প্রতিক্রিয়া ।
ইতি চিন্তাতুরোত্যর্থং দধ্যৌ মীলিতলোচনঃ ॥ ৩৬ ॥
পরাশক্তিপ্রকোপাত্তু জাতমেতদিতি স্ম হ ।
জানংস্তদা সাবধানঃ পদ্মজোঽভূন্নৃপোত্তম ! ॥ ৩৭ ॥
ততস্তয়োশ্চ যৎকার্য্যং স্বয়মেবাকরোত্তদা ।
স্বশক্তেশ্চ প্রভাবেণ কিয়ৎকালং তপোনিধিঃ ॥ ৩৮ ॥
ততস্তয়োস্তু স্বস্ত্যর্থং মন্বাদীন্ স্বসুতানথ ।
আহ্বয়ামাস ধর্ম্মাত্মা সনকাদীংশ্চ সত্বরঃ ॥ ৩৯ ॥
উবাচ বচনং তেভ্যঃ সন্নতেভ্যস্তপোনিধিঃ ।
কার্য্যাসক্তোঽহমধুনা তপঃ কর্ত্তুং ন চ ক্ষমঃ ॥ ৪০ ॥
পরাশক্তেস্তু তোষার্থং জগত্তারযুতোঽস্ম্যহম্ ।
শিববিষ্ণূ চ বিক্ষিপ্তৌ পরাশক্তিপ্রকোপতঃ ॥ ৪১ ॥

প্রতিক্রিয়া প্রতীকারঃ । কথং কর্ত্তব্যো নিমিত্তজ্ঞানাভাবে । ন হি রোগনিদানজ্ঞানাভাবে চিকিৎসকা উপায়ং কুর্ব্বন্তীতি । দধ্যৌ নিমিত্তজ্ঞানার্থং ধ্যানং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

জানন্নিতি । পরাশক্তিপ্রকোপরূপং নিদানং জানন্নিত্যর্থঃ । সাবধানোঽধুনোপায়ং করিষ্যামীতি বিশ্বাসেনেত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

তত আরভ্য যাবদ্ধরিহরৌ স্বস্থৌ ভবিষ্যতস্তাবৎপর্য্যন্তং তয়োঃ কার্য্যং পালনসংহাররূপং স্বয়মেব ব্রহ্মা স্বশক্তিপ্রসাদাদকরোদিত্যাহ ততস্তয়োরিতি ॥ ৩৮—৪০ ॥

কিং তৎকার্য্যং তদাহ পরাশক্তেরিতি । জগত্তারো জগতঃ সৃষ্টিস্থিতিসংহাররূপঃ । স চ পরাশক্তেরেব কার্য্যং ভবতীতি ময়া তত্তোষার্থমবশ্যং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

জানি না, সুতরাং কি রূপে ইহার প্রতীকার করিব ; এইরূপ চিন্তায় অতীব কাতর হইয়া উহার কারণ অবগত হইবার বাসনায় নিমীলিতলোচনে ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৩৬ ॥ নৃপোত্তম ! অনন্তর কমলযোনি ধ্যানদ্বারা বিদিত হইলেন যে, পরাশক্তির নিরতিশয় কোপপ্রভাবেই এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে । তখন তিনি তাহার প্রতীকারে যত্ন করিতে লাগিলেন । যাবৎ হরি ও হর স্বস্থ না হইলেন, তপোধন ব্রহ্মা স্বীয় শক্তির প্রভাবে সেই পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের পালন ও সংহার কার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭—৩৮ ॥

অনন্তর ধর্ম্মাত্মা প্রজাপতি তাঁহাদিগকে সুস্থির করিবার বাসনায় আপন সন্তান মনু ও সনকাদি ঋষিবর্গকে সত্বর আহ্বান করিলেন ॥ ৩৯ ॥ তাঁহারা উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলে তপোনিধি চতুর্মুখ বলিলেন, আমি এক্ষণে অধিকতর কার্য্যে ব্যাসক্ত, সুতরাং তপস্যার অনুষ্ঠান করিতে পারিতেছি না ॥ ৪০ ॥ পরাশক্তির কোপে হরি ও হর বিক্ষিপ্ত হইয়াছেন, সুতরাং সেই মহাশক্তির সন্তোষ সম্পাদনের নিমিত্ত জগতের সৃষ্টি, সংহার ও

তস্মাত্তাং পরমাং শক্তিং যূয়ং সন্তোষয়ংস্তথা।
অত্যদ্ভুতং তপঃ কৃত্বা ভক্ত্যা পরময়া যুতাঃ ॥ ৪২ ॥
যথা তৌ পূর্ব্ববৃত্তৌ চ স্যাতাং শক্তিযুতাবপি।
তথা কুরুত মৎপুত্রা যশোবৃদ্ধির্ভবেদ্ধি বাম্ ॥ ৪৩ ॥
কুলে যস্য ভবেজ্জন্ম তয়োঃ শক্ত্যোস্তু তৎকুলম্।
পাবয়েজ্জগতীং সর্ব্বাং কৃতকৃত্যং স্বয়ং ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

পিতামহবচঃ শ্রুত্বা গতাঃ সর্ব্বে বনান্তরে।
রিরাধয়িষবঃ সর্ব্বে দক্ষাদ্যা বিমলান্তরাঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে দক্ষস্য গৃহে ভগবত্যা জন্মকথনবর্ণনং নাম ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

পূর্ব্ববৃত্তৌ পূর্ব্বস্বভাবৌ ॥ ৪৩ ॥
কিঞ্চ যস্য কুলে তয়োঃ শক্ত্যোর্জন্ম ভবিষ্যতি তৎকুলং জগতীতলং পাবয়েৎ স্বয়ঞ্চ কৃতকৃত্যং ভবেদিত্যাহ কুলে যস্যেতি ॥ ৪৪—৪৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯ ॥

পালন এই কার্য্যত্রয়ের ভার আমিই বহন করিতেছি ॥ ৪১ ॥ অতএব তোমরা অতীব ভক্তি সহকারে কঠোর তপশ্চরণ করিয়া সেই পরমাশক্তির সন্তোষ-বিধান কর ॥ ৪২ ॥ হে পুত্রগণ! যাহাতে হরি ও হর পূর্ব্বের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া শক্তির সহিত মিলিত হন, তোমরা তদনুরূপ কার্য্য কর। তাহাতে তোমাদের যশোবৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই ॥৪৩॥ পরন্তু যাহার কুলে সেই শক্তি যুগলের জন্ম হইবে, তাহার কুল সমস্ত জগৎ পবিত্র করিবে, অধিক কি সেই ব্যক্তিও স্বয়ং কৃতার্থ হইবে ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বিমলান্তঃকরণ দক্ষাদি মানসপুত্রগণ পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই পরাশক্তির আরাধনা করিতে ইচ্ছুক হইয়া বনমধ্যে গমন করিলেন ॥৪৫॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে দক্ষগৃহে ভগবতীর জন্মকথন বর্ণন নামক ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ততস্তে তু বনোদ্দেশে হিমাচলতটাশ্রয়াঃ।
মায়াবীজজপাসক্তাস্তপশ্চেরুঃ সমাহিতাঃ ॥ ১ ॥
ধ্যায়তাং পরমাং শক্তিং লক্ষবর্ষাণ্যভূন্নৃপ!
ততঃ প্রসন্না দেবী সা প্রত্যক্ষং দর্শনং দদৌ ॥ ২ ॥
পাশাঙ্কুশবরাভীতিচতুর্ব্বাহুস্ত্রিলোচনা।
করুণারসসম্পূর্ণা সচ্চিদানন্দরূপিণী ॥ ৩ ॥
দৃষ্ট্বা তাং সর্ব্বজননীং তুষ্টুবুর্ম্মুনয়োঽমলাঃ ॥ ৪ ॥
নমস্তে বিশ্বরূপায়ৈ বৈশ্বানরসুমূর্ত্তয়ে।
নমস্তৈজসরূপায়ৈ সূত্রাত্মবপুষে নমঃ ॥ ৫ ॥

একাধিকশতশ্লোকৈর্গৌরীজন্ম সমুচ্যতে।
নানাপীঠোক্তবস্তুবচ্ছিববিশ্রান্তিবর্ণনম্॥

চতুর্মুখাজ্ঞয়া মুনয়ঃ সমুরাঃ সর্ব্বে হিমালয়ে তপশ্চর্য্যার্থং গতা ইত্যুক্তং তদুত্তরং জাতং বৃত্তমাহ ততস্তেত্বিতি। মায়াবীজং শ্রীভুবনেশ্বরীমন্ত্রঃ ॥ ১—২ ॥

পাশেতি। পাশাঙ্কুশাভয়বরমুদ্রা হস্তেতার্থঃ ॥ ৩—৪ ॥

বিশ্বো ব্যষ্টিস্থূলদেহাভিমানী। বৈশ্বানরঃ সমষ্টিস্থূলদেহাভিমানী। তৈজসো ব্যষ্টিলিঙ্গদেহাভিমানী। সূত্রাত্মা সমষ্টিলিঙ্গদেহাভিমানী। তদেবাহ যস্মিন্নিতি। ওতপ্রোতা গ্রথিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! হিমালয় পর্ব্বতের তটভূমি অতীব নির্জ্জন স্থান; সুতরাং তাঁহারা বনমধ্যে গমন করিয়া তপস্যার নিমিত্ত সেই স্থান মনোনীত করিলেন। তাঁহারা সমাহিতচিত্তে মায়াবীজ ভুবনেশ্বরীমন্ত্র জপ করত সেই স্থানেই তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১ ॥ রাজন্! পরমাশক্তির ধ্যান করিতে করিতে এক লক্ষ বৎসর অতীত হইলে দেবী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন প্রদান করিলেন ॥ ২ ॥ তাঁহার মূর্ত্তি, ত্রিনয়না এবং সচ্চিদানন্দরূপিণী, সুতরাং তিনি করুণা রসে পরিপূর্ণ হইয়া এক হস্তে পাশ, ও এক হস্তে অঙ্কুশ ধারণ করিয়া ভক্তবৃন্দকে এক হস্তে অভয় ও এক হস্তে বর প্রদান করিতেছেন ॥ ৩ ॥ সেই বিমলস্বভাব মুনিগণ জগজ্জননীর ঈদৃশ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ দেবি! আপনি পৃথক্ রূপে সমস্ত স্থূলদেহে বিরাজমান রহিয়াছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সমষ্টি রূপেও সমস্ত স্থূলদেহে অধিষ্ঠান

যস্মিন্ সর্ব্বে লিঙ্গদেহা ওতপ্রোতা ব্যবস্থিতাঃ।
নমঃ প্রাজ্ঞস্বরূপায়ৈ নমোঽব্যাকৃতমূর্ত্তয়ে ॥ ৬ ॥
নমঃ প্রত্যক্‌স্বরূপায়ৈ নমস্তে ব্রহ্মমূর্ত্তয়ে।
নমস্তে সর্ব্বরূপায়ৈ সর্ব্বলক্ষ্যাত্মমূর্ত্তয়ে ॥ ৭ ॥
ইতি স্তুত্বা জগদ্ধাত্রীং ভক্তিগদ্গদয়া গিরা।
প্রণেমুশ্চরণাম্ভোজং দক্ষাদ্যা মুনয়োঽমলাঃ ॥ ৮ ॥
ততঃ প্রসন্না সা দেবী প্রোবাচ পিকভাষিণী।
বরং বৃণুত মহাভাগা বরদাহং সদা মতা ॥ ৯ ॥
তস্যাস্তু বচনং শ্রুত্বা হরবিষ্ণ্বোস্তনোঃ শমম্।
তয়োস্তচ্ছক্তিলাভঞ্চ বব্রিরে নৃপসত্তম ॥ ১০ ॥
দক্ষোঽথ পুনরপ্যাহ জন্ম দেবি! কুলে মম।
ভবেত্তবাম্ব যেনাহং কৃতকৃত্যো ভবে ইতি ॥ ১১ ॥

প্রাজ্ঞো ব্যষ্টিকারণদেহাভিমানী। অব্যাকৃতং সমষ্টিকারণদেহাভিমানী। প্রত্যক্ জীবাধিষ্ঠানং কূটস্থং ব্রহ্ম ব্রহ্মমূর্ত্তয়ে ইত্যত্র তু সর্ব্বাধিষ্ঠানং ব্রহ্মেতি বিভাগঃ ॥ ৬—৯ ॥
তনোঃ শমঃ শান্তিম্। তয়োর্হরিহরয়োস্তচ্ছক্তিলাভং গৌরীলক্ষ্মীশক্তিলাভম্ ॥ ১০—১১॥

করিতেছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার করি। পরমেশ্বরি! আপনি পৃথক্ রূপে সমস্ত লিঙ্গদেহে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, অতএব আপনাকে প্রণাম করি। আপনি সমষ্টি রূপে সমস্ত লিঙ্গদেহে বাস করিতেছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৫ ॥ যাহাতে সমস্ত লিঙ্গ দেহ ওতপ্রোতভাবে ব্যবস্থিত রহিয়াছে; আপনি পৃথক্ রূপে সেই সমস্ত কারণ-দেহে বিরাজ করিতেছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সমষ্টিরূপেও সমস্ত কারণদেহে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৬ ॥ আপনি সমস্ত জীবের অধিষ্ঠানভূত কূটস্থ ব্রহ্মস্বরূপা হইয়া সকল দেহে বিরাজমান রহিয়াছেন, অতএব আপনাকে নমস্কার করি। আপনিই সমস্ত ভূতের লক্ষ্যভূত আত্মস্বরূপা, অতএব আপ-নাকে বার বার নমস্কার করি ॥ ৭ ॥ অমলস্বভাব দক্ষাদি মুনিগণ ভক্তিপূর্ব্বক গদ্‌গদ স্বরে জগদ্ধাত্রীর এই প্রকার স্তব করিয়া তাঁহার চরণকমলে প্রণাম করিলেন ॥ ৮ ॥

অনন্তর দেবী প্রসন্ন হইয়া কোকিলের ন্যায় মধুর স্বরে বলিলেন; মহাভাগগণ! আমি সর্ব্বদাই বরদান করিতে প্রস্তুত, অতএব তোমরা বর প্রার্থনা কর ॥ ৯ ॥

নৃপসত্তম! তাঁহারা দেবীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, হরি ও হর উভয়ে স্বাস্থ্যলাভ করিয়া স্বীয় স্বীয় শক্তি লক্ষ্মী ও গৌরীকে লাভ করুন। পরে দক্ষ পুনর্ব্বার বলিলেন, দেবি! আপনার জন্ম আমার কুলেই হউক, অম্ব! ইহাতে আমি

জপং ধ্যানং তথা পূজাং স্থানানি বিবিধানি চ।
বদ মে পরমেশানি! স্বমুখেনৈব কেবলম্ ॥ ১২ ॥

দেব্যুবাচ।

মচ্ছক্ত্যোরবমানাচ্চ জাতাবস্থা তয়োর্দ্বয়োঃ।
নৈতাদৃশঃ প্রকর্ত্তব্যো মেঽপরাধঃ কদাচন ॥ ১৩ ॥
অধুনা মৎকৃপালেশাচ্ছরীরে স্বস্থতা তয়োঃ।
ভবিষ্যতি চ তে শক্তী ত্বদ্‌গৃহে ক্ষীরসাগরে।
জনিষ্যতস্ততস্তাভ্যাং প্রাপ্স্যতঃ প্রেরিতে ময়া ॥ ১৪ ॥
মায়াবীজং হি মন্ত্রো মে মুখ্যঃ প্রিয়করঃ সদা।
ধ্যানং বিরাট্‌স্বরূপং মেঽথবা ত্বৎপুরতঃ স্থিতম্ ॥ ১৫ ॥
সচ্চিদানন্দরূপং বা স্থানং সর্ব্বং জগন্মম।
যুষ্মাভিঃ সর্ব্বদা চাহং পূজ্যা ধ্যেয়া চ সর্ব্বদা ॥ ১৬ ॥

জাতাবস্থা তয়োরিতি তয়োরেতাদৃশ্যবস্থা জাতেত্যর্থঃ ॥ ১২—১৩ ॥

একা শক্তিস্ত্বদ্‌গৃহে তব দক্ষস্য গৃহেঽপরা শক্তিঃ ক্ষীরসাগরে জনিষ্যতঃ। তাভ্যামিতি তাদর্থ্যে চতুর্থী ॥ ১৪ ॥

জপধ্যানাদিকং যৎপৃষ্টং তত্রোত্তরমাহ মায়াবীজং হীতি। স চ ভুবনেশ্বরীমন্ত্রঃ ত্বৎপুরত ইতি যদেতন্ময়া দর্শিতং পাশাঙ্কুশাভয়বরকরং ধ্যানমিত্যর্থঃ। বিরাট্‌স্বরূপধ্যানং ত্বগ্রে বক্ষ্যতি ॥ ১৫ ॥

সচ্চিদানন্দরূপং বা মম ধ্যানমিত্যর্থঃ। তদুক্তং ভুবনেশ্বরীহৃদয়ে স্ত্রীরূপং বাথ পুংরূপং নিষ্কলং বা মহেশ্বরি!। নিষ্কামনাপরতয়া জপেন্মন্ত্রং সমাহিত ইতি। সর্ব্বজগন্মম স্থানং ভবতি মম সর্ব্বাত্মকত্বাদিতি স্থানপ্রশ্নস্যোত্তরম্ ॥ ১৬—১৮ ॥

কৃতকৃতার্থ হইব সন্দেহ নাই ॥ ১০—১১ ॥ অতএব পরমেশানি! আপনার পূজা, জপ, ধ্যান এবং উহার উপযুক্ত বিবিধ স্থানের বিষয় আপনি স্বীয় মুখেই ব্যক্ত করুন ॥ ১২ ॥

দেবী বলিলেন, মদীয় শক্তির অবমাননা বশতই সেই হরি ও হরের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, অতএব আর ঈদৃশ অপরাধ যেন কদাচ না করেন ॥ ১৩ ॥ এক্ষণে মদীয় কৃপালেশ বশত তাঁহাদিগের শরীরের স্বাস্থ্যলাভ হইবে এবং শক্তিদ্বয়ের মধ্যে এক শক্তি তোমার গৃহে আর অপর শক্তি ক্ষীরোদসাগরে জন্মগ্রহণ করিবেন। পরন্তু আমি তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিলে হরি ও হর আপন আপন শক্তি প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১৪ ॥ মায়াবীজই আমার মুখ্যমন্ত্র, ইহা সততই আমার প্রিয়কর, সুতরাং এই মন্ত্রেই আমার জপ ও পূজা করিবে। তোমার সম্মুখে যে মূর্ত্তি দর্শন করিতেছ, আমার এই ভুবনেশ্বরী মূর্ত্তি, অথবা আমার বিরাট রূপ, কিম্বা আমার সচ্চিদানন্দ রূপের ধ্যান করিবে। আর সমস্ত জগতই আমার স্থান, সুতরাং তোমরা সকল স্থানেই আমার পূজা ও ধ্যান সর্ব্বদাই করিবে ॥ ১৫—১৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে দেবী মণিদ্বীপাধিবাসিনী।
দক্ষাদ্যা মুনয়ঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাণং পুনরাযযুঃ।
ব্রহ্মণে সর্ব্ববৃত্তান্তং কথয়ামাসুরাদরাৎ॥ ১৭॥
হরো হরিশ্চ স্বস্থৌ তৌ স্বস্বকার্য্যক্ষমৌ নৃপ!।
জাতৌ পরাম্বকৃপয়া গর্ব্বেণ রহিতৌ তদা॥ ১৮॥
কদাচিদথকালে তু মহঃ শাক্তমবাতরৎ।
দক্ষগেহে মহারাজ! ত্রৈলোক্যে প্যুৎসবোঽভবৎ॥ ১৯॥
দেবাঃ প্রমুদিতাঃ সর্ব্বে পুষ্পবৃষ্টিঞ্চ চক্রিরে।
নেদুর্দুন্দুভয়ঃ স্বর্গে করকোণাহতা নৃপ!॥ ২০॥
মনাংস্যাসন্ প্রসন্নানি সাধূনামমলাত্মনাম্।
সরিতো মার্গবাহিন্যঃ সুপ্রভোঽভূদ্দিবাকরঃ॥ ২১॥
মঙ্গলায়াস্তু জাতায়াং জাতং সর্ব্বত্র মঙ্গলম্।
তস্যা নাম সতীং চক্রে সত্যত্বাৎ পরসম্বিদঃ॥ ২২॥

শাক্তং মহঃ পরাশক্তেস্তেজ ইত্যর্থঃ॥ ১৯॥
করকোণাহতা ইতি। দুন্দুভিতাড়নার্থং যষ্টিগ্রহণেঽবকাশো নাস্তীত্যতিত্বরয়া কর-কোণেনৈবাহতা ইত্যর্থঃ॥ ২০—২১॥
মঙ্গলায়াং মঙ্গং ভক্তানাং জননমরণাসর্পণং লাতি গৃহ্লাতি নাশয়তি সা মঙ্গলা॥ ২২॥

ব্যাস বলিলেন, মণিদ্বীপবাসিনী ভুবনেশ্বরী দেবী এইরূপে তাঁহাদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিয়া অন্তর্হিতা হইলে, দক্ষ প্রভৃতি মুনিগণ সকলেই পুনর্ব্বার ব্রহ্মার নিকট আগমন করিয়া সেই সমস্ত বৃত্তান্ত সসম্ভ্রমে তাঁহাকে নিবেদন করিলেন॥ ১৭॥ নৃপবর! এইরূপে তখন হরি ও হর উভয়ে গর্ব্ববিরহিত হইয়া পরমাদেবী অম্বিকার করুণায় স্বস্থ হইয়া স্ব স্ব কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন॥ ১৮॥

অনন্তর কোন সময়ে পরাশক্তির পরম তেজঃস্বরূপিণী দেবী ভগবতী দক্ষপ্রজাপতির গৃহে অবতীর্ণা হইলেন। মহারাজ! সেই সময়ে ত্রিলোকমধ্যে সর্ব্বত্রে মহোৎসব হইতে লাগিল॥ ১৯॥ সমস্ত দেবতাগণ প্রমুদিত হইয়া প্রফুল্লচিত্তে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। স্বর্গে সুরদুন্দুভি সকল করাঙ্গুলি দ্বারা আহত হইয়া গম্ভীরধ্বনি করিতে লাগিল॥ ২০॥ তখন বিমলাত্মা সাধুগণের মানস প্রসন্ন হইল ও দিবাকরের প্রভা নির্ম্মল হইল, সরিৎ সকল আনন্দভরে উচ্ছ্বলিত হইয়া স্ব স্ব পথে প্রবাহিত হইতে লাগিল॥ ২১॥ জীবগণের জন্ম-মৃত্যু-নিবারণকারিণী দেবী জগন্মঙ্গলা জন্মগ্রহণ করিলে সর্ব্বত্রই মঙ্গলের সঞ্চার

দদৌ পুনঃ শিবায়াথ তস্য শক্তিস্তু যাভবৎ।
সা পুনর্জ্বলনে দগ্ধা দৈবযোগাম্মনোর্নৃপ ! ॥ ২৩ ॥

জনমেজয় উবাচ।

অনর্থকরমেতত্তে শ্রাবিতং বচনং মুনে ! ।
এতাদৃশং মহদ্বস্তু কথং দগ্ধং হুতাশনে ॥ ২৪ ॥
যন্নামস্মরণান্নৃণাং সংসারাগ্নিভয়ং ন হি।
কেন কর্ম্মবিপাকেন মনোর্দ্দগ্ধং তদেব হি ॥ ২৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্ ! পুরাবৃত্তং সতীদাহস্য কারণম্ ॥ ২৬ ॥
কদাচিদথ দুর্ব্বাসা গতো জাম্বূনদেশ্বরীম্।
দদর্শ দেবীং তত্রাসৌ মায়াবীজং জজাপ সঃ ॥ ২৭ ॥
ততঃ প্রসন্না দেবেশী নিজকণ্ঠগতাং স্রজম্।
ভ্রমদ্ভ্রমরসংসক্তাং মকরন্দমদাকুলাম্ ॥ ২৮ ॥

পরসম্বিদো ব্রহ্মরূপিণ্যাঃ সত্যত্বাত্তদবতারত্বাদস্যাঃ সতীতি নাম চক্রে ইত্যর্থঃ। তস্য শক্তিরিতি। যা পূর্ব্বমিয়ং শিবস্য শক্তিরাসীৎ সেয়ং শিবায়ৈব দত্তেতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

মনোর্দক্ষস্য প্রজাপতেঃ ॥ ২৪—২৬ ॥

জম্বূরসেনোদ্ভূতা যা নদী যত্র জাম্বূনদং সুবর্ণং ভবতি তস্যেশ্বরীং তৎস্থানস্থিতাং দেবীমিত্যর্থঃ ॥ ২৭—২৮ ॥

হইল। সেই পরব্রহ্মস্বরূপিণী দেবী সত্যস্বরূপিণী বলিয়া তত্ত্বজ্ঞানী মুনিগণ তাঁহার "সতী" এই নামকরণ করিলেন ॥ ২২ ॥ অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ, যিনি পূর্ব্বে মহেশ্বরের শক্তি ছিলেন তাঁহাকে পুনর্ব্বার সেই দেবাদিদেব মহাদেবকেই সম্প্রদান করিলেন। সেই দাক্ষায়ণী দেবী দক্ষের দুর্দ্দৈববশতঃ প্রজ্বলিত হুতাশনে দগ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

জনমেজয় বলিলেন, মুনিবর! আপনি আমাকে বিষম অনর্থকর এই বচন শ্রবণ করাইলেন। এতাদৃশ পরম সম্বিদ্রূপ মহদ্ বস্তু কিরূপে হুতাশনে দগ্ধ হইল? ॥ ২৪ ॥ যাঁহার নাম স্মরণ করিলে মানবগণের সংসাররূপ ঘোরতর অগ্নি ভয় বিনষ্ট হয়, প্রজাপতির কোন্ কর্ম্মবিপাক দ্বারা সেই বস্তু দগ্ধ হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার বাসনা একান্তই বলবতী হইয়াছে, আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকট তাহা সবিস্তরে বর্ণন করুন ॥ ২৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র! সতীদাহের কারণস্বরূপ পুরাতন ইতিবৃত্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। কোন সময়ে ঋষিবর দুর্ব্বাসা জাম্বূনদবাহিনী নদীর তীরে গমন করিয়া তত্রস্থিতা দেবীকে দর্শন করিলেন। অনন্তর তিনি সেই স্থানে অবস্থিত হইয়া সংযতচিত্তে

দদৌ প্রসাদভূতাং তাং জগ্রাহ শিরসা মুনিঃ।
ততো নির্গত্য তরসা ব্যোমমার্গেণ তাপসঃ ॥ ২৯ ॥
আজগাম স যত্রাস্তে দক্ষঃ সাক্ষাৎসতীপিতা।
সন্দর্শনার্থমম্বায়া ননাম চ সতীপদে ॥ ৩০ ॥
পৃষ্টো দক্ষেণ স মুনির্ম্মালা কস্যাস্ত্বলৌকিকী।
কথং লব্ধা ত্বয়া নাথ! দুর্লভা ভুবি মানবৈঃ ॥ ৩১ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য প্রোবাচাশ্রুযুতেক্ষণঃ।
দেব্যাঃ প্রসাদমতুলং প্রেমগদ্গদিতান্তরঃ ॥ ৩২ ॥
প্রার্থয়ামাস তাং মালাং তং মুনিং স সতীপিতা।
অদেয়ং শক্তিভক্তায় নাস্তি ত্রৈলোক্যমণ্ডলে।
ইতি বুদ্ধা তু তাং মালাং মনবে স সমর্পয়ৎ ॥ ৩৩ ॥
গৃহীতা শিরসা মালা মনুনা নিজমন্দিরে।
স্থাপিতা শয়নং যত্র দম্পত্যোরতিসুন্দরম্ ॥ ৩৪ ॥

মুনির্দুর্ব্বাসাঃ ॥ ২৯ ॥
অম্বায়া দক্ষগৃহেঽবতীর্ণায়া জগন্মাতুর্দর্শনার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩১ ॥
দেব্যাঃ প্রসাদমিতি। অশ্রুপূর্ণেক্ষণো মুনির্দ্দেবীপ্রসাদলব্ধেয়ং মালেতিপ্রোবাচেত্যর্থঃ॥৩২॥
শক্তিভক্তায় পরাশক্ত্যুপাসকায় মনবে দক্ষায় স দুর্ব্বাসাঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥

মায়াবীজ জপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৬—২৭ ॥ তদনন্তর সুরেশ্বরী ভগবতী তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া মকরন্দগন্ধে প্রমোদিত প্রমত্ত ভ্রমরসঙ্কুল কণ্ঠস্থিত মনোহর মালা প্রসাদ স্বরূপ তাঁহাকে প্রদান করিলে, মহর্ষিও সত্বর তাহা গ্রহণ করিয়া মস্তকে ধারণ করিলেন। তৎপরে সেই তপস্বিপ্রবর মহর্ষি ত্বরান্বিত হইয়া অম্বিকার দর্শনের নিমিত্ত যথায় সতীর পিতা প্রজাপতি দক্ষ অবস্থিত করিতেছিলেন, সেই স্থানে আগমন করিয়া সতীর চরণপদ্মে প্রণিপাত করিলেন ॥ ২৮—৩০ ॥ অনন্তর প্রজাপতি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহর্ষে! এই অলৌকিকী মালা কাহার? প্রভো! ভূতলে মানবগণের দুর্লভ এই মোহিনী মালা আপনি কিরূপে লাভ করিলেন? ॥ ৩১ ॥ তখন সেই বাগ্মিপ্রবর মহর্ষি দুর্ব্বাসা তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রেমবিগলিতচিত্তে সাশ্রুনেত্রে কহিলেন, প্রজাপতে! আমি দেবীর প্রসাদ স্বরূপ এই অনুপম মনোহারিণী মালা লাভ করিয়াছি ॥ ৩২ ॥ তাহা শুনিয়া প্রজাপতি, মহর্ষি দুর্ব্বাসার নিকট সেই মালা প্রার্থনা করিলেন। তিনিও ত্রিলোক মধ্যে শক্তিভক্তকে অদেয় কিছুই নাই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া প্রজাপতি দক্ষকে সেই মালা প্রদান করিলেন ॥ ৩৩ ॥ তিনি সেই মালা মস্তকে গ্রহণ করিয়া, পরে যে গৃহে

পশুকর্ম্মরতো রাত্রৌ মালাগন্ধেন মোদিতঃ ॥ ৩৫ ॥
অভবৎ স মহীপালস্তেন পাপেন শঙ্করে।
শিবে দ্বেষমতির্জ্জাতো দেব্যাং সত্যাং তথা নৃপ ॥ ৩৬ ॥
রাজংস্তেনাপরাধেন তজ্জন্যো দেহ এব চ।
সত্যা যোগাগ্নিনা দগ্ধো সতীধর্ম্মদিদৃক্ষয়া।
পুনশ্চ হিমবৎপৃষ্ঠে প্রাদুরাসীত্তু তন্মহঃ ॥ ৩৭ ॥

জনমেজয় উবাচ।

দহ্যমানে সতীদেহে জাতে কিমকরীচ্ছিবঃ।
প্রাণাধিকা সতী তস্য তদ্বিযোগেন কাতরঃ ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ততঃ পরন্তু যজ্জাতং ময়া বক্তুং ন শক্যতে ॥ ৩৯ ॥
ত্রৈলোক্যপ্রলয়ো জাতঃ শিবকোপাগ্নিনা নৃপ !।
বীরভদ্রঃ সমুৎপন্নো ভদ্রকালীগণান্বিতঃ ॥ ৪০ ॥

তেন মালাগন্ধেন মোহিতো হর্ষিতঃ সন্ রাত্রৌ পশুকর্ম্মরতো মৈথুনাসক্ত ইত্যর্থঃ॥ ৩৫ ॥

তেন পাপেন ভগবতীমালায়া অপমানরূপাপরাধজন্যপাপেন শিবে দেব্যাঞ্চ দ্বেষবুদ্ধিরভবদিত্যর্থঃ। অনেন চ দেবীসম্বন্ধিপদার্থাবহেলনেন এতাদৃশো মহাননর্থো জাতস্তস্মাত্তদ্ধেলনমজ্ঞানেনাপি ন কর্ত্তব্যমিতি বোধিতম্ ॥ ৩৬ ॥

তেনাপরাধেন শিবদ্বেষরূপাপরাধেন তজ্জন্যঃ শিবাপরাধিদক্ষজন্যঃ সতীধর্ম্মঃ পতিব্রতাধর্ম্মঃ পতিনিন্দায়ামেতাদৃশং ব্রতং পতিব্রতাভিরাচরণীয়মিতি দিদৃক্ষয়া তং সতীদেহং ত্যক্ত্বা পুনস্তদেব দেব্যা মহো হিমবৎপৃষ্ঠে প্রাদুর্বভূবেত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৩৯ ॥

ভদ্রকাল্যাশ্চ শিবগণৈশ্চান্বিতঃ ॥ ৪০—৪১ ॥

দম্পতির অতি মনোহর শয়নশয্যা সজ্জিত ছিল, সেই শয্যার উপর রাখিয়া দিলেন ॥ ৩৪ ॥ রজনীযোগে সেই মালার সৌগন্ধে আমোদিত হইয়া সেই মহীপতি সুরতকার্য্যে আসক্ত হইলেন। নৃপবর! সেই পশুকর্ম্ম নিবন্ধন তাঁহার, সতীদেবী ও শঙ্করের প্রতি বিদ্বেষ ভাব জন্মিল ॥ ৩৫—৩৬ ॥ তাহাতে তিনি শিবের নিন্দা করিতে লাগিলেন। মহারাজ! সেই অপরাধে সতী, সনাতন পাতিব্রত্য ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত সেই দক্ষজনিত দেহ পরিত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করিয়া যোগাগ্নিদ্বারা নিজ দেহ দগ্ধ করিলেন। সেই শক্তিসম্ভূত তেজঃ পুনর্ব্বার হিমাচলে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল ॥ ৩৭ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর! সতীর দেহ দগ্ধ হইয়া গেলে প্রাণাধিকা সতীর বিয়োগে কাতর হইয়া মহাদেব কি করিয়াছিলেন? ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তাহার পর যেরূপ ঘটনা হইয়াছিল, আমি তাহা বর্ণন করিতে সমর্থ নহি। নৃপবর! তখন শিবের ক্রোধাগ্নি দ্বারা ত্রৈলোক্যমণ্ডলে প্রলয় উপ-

ত্রৈলোক্যনাশনোদ্যুক্তো বীরভদ্রো যদাভবৎ।
ব্রহ্মাদয়স্তদা দেবাঃ শঙ্করং শরণং যযুঃ ॥ ৪১ ॥
জাতে সর্ব্বস্বনাশেঽপি করুণানিধিরীশ্বরঃ।
অভয়ং দত্তবাংস্তেভ্যো বস্তবক্ত্রেণ তং মনুম্ ॥ ৪২ ॥
অজীবয়ন্মহাত্মাসৌ ততঃ খিন্নো মহেশ্বরঃ।
যজ্ঞবাটমুপাগম্য রুরোদ ভৃশদুঃখিতঃ ॥ ৪৩ ॥
অপশ্যত্তাং সতীং বহ্নৌ দহ্যমানাস্তু চিৎকলাম্।
স্কন্ধেঽপ্যারোপয়ামাস হা সতীতি বদন্ মুহুঃ।
বভ্রাম ভ্রান্তচিত্তঃ সন্নানাদেশেষু শঙ্করঃ ॥ ৪৪ ॥
তদা ব্রহ্মাদয়ো দেবাশ্চিন্তামাপুরনুত্তমাম্।
বিষ্ণুস্তু ত্বরয়া তত্র ধনুরুদ্যম্য মার্গণৈঃ ॥ ৪৫ ॥
চিচ্ছেদাবয়বান্ সত্যাস্তত্তৎস্থানেষু তেঽপতন্ ॥ ৪৬ ॥

এতাদৃশে সর্ব্বস্বনাশে জাতে কোঽপি দয়া ন করিষ্যতি তথাপি শিবঃ করুণানিধিত্বাচ্চকারেত্যাহ জাতে সর্ব্বস্বেতি। বস্তবক্ত্রেণ ছাগবক্ত্রেণ তং মনুং দক্ষমজীবয়জ্জীবয়ামাসেত্যর্থঃ। এতেন বীরভদ্রেণ যজ্ঞধ্বংসঃ কৃতো দক্ষস্য চ শিরশ্ছেদিতমিত্যনুক্তমপ্যর্থাদ্বোধ্যম্ ॥ ৪২ ॥

যজ্ঞবাটং যজ্ঞস্থানম্ ॥ ৪৩ ॥

ভ্রান্তচিত্তো বিক্ষিপ্তঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥

সত্যা যত্রাবয়বাঃ পতিষ্যন্তি তত্র মোহেন শিবঃ স্থাস্যতি নোচেত্তাং গৃহীত্বা ব্রহ্মাণ্ডাদ্বহিরপি গমিষ্যতীত্যভিপ্রায়েণ সত্যা দেব্যা অবয়বাংশ্চিচ্ছেদেত্যাহ চিচ্ছেদেতি। তত্তৎস্থানেষু নানাবিধেষু স্থানেষু তেঽবয়বাশ্ছেদিতা অপতন্ ॥ ৪৬ ॥

স্থিত হইয়াছিল। ভদ্রকালীগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া বীরভদ্র উৎপন্ন করিয়া ত্রৈলোক্য নাশে উদ্যুক্ত হইলেন। তখন ব্রহ্মাদি দেবতাগণ শঙ্করের শরণ গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৯—৪১ ॥ সতী বিনাশে সর্ব্বস্ব নাশ ঘটিলেও করুণানিধান ঈশান দক্ষের যজ্ঞ বিনষ্ট করিয়া তাঁহার মস্তক ছেদন ও সেই স্থানে ছাগমুণ্ড সংযোজনপূর্ব্বক তাঁহাকে জীবিত করিয়া দেবগণকে অভয় প্রদান করিলেন। তখন দেবাদিদেব মহাদেব অত্যন্ত খিন্ন হইয়া যজ্ঞ স্থানের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক সাতিশয় দুঃখে রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ৪২—৪৩ ॥ অনন্তর দেখিতে পাইলেন যে, সেই চৈতন্যরূপিণী সতীর দেহ চিতাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে। তখন তিনি হা সতি! হা সতি! বলিয়া রোদন করিতে করিতে সতী দেহ স্বীয় স্কন্ধদেশে আরোপিত করিয়া বিভ্রান্তচিত্তে নানাদেশে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥৪৪॥ তদ্দর্শনে ব্রহ্মাদি দেবগণ অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন এবং ভগবান্ বিষ্ণু ধনুর্দ্ধারণপূর্ব্বক শরসমূহ দ্বারা সতীর অবয়ব সকল

তত্তৎস্থানেষু তত্রাসীন্নানামূর্ত্তিধরোঽহরঃ ।
উবাচ চ ততো দেবান্ স্থানেষ্বেতেষু যে শিবাম্ ॥ ৪৭ ॥
ভজন্তি পরয়া ভক্ত্যা তেষাং কিঞ্চিন্ন দুর্লভম্ ।
নিত্যং সন্নিহিতা যত্র নিজাঙ্গেষু পরাম্বিকা ॥ ৪৮ ॥
স্থানেষ্বেতেষু যে মর্ত্ত্যাঃ পুরশ্চরণকর্ম্মিণঃ ।
তেষাং মন্ত্রাঃ প্রসিদ্ধন্তি মায়াবীজং বিশেষতঃ ॥ ৪৯ ॥
ইত্যুক্ত্বা শঙ্করস্তেষু স্থানেষু বিরহাতুরঃ ।
কালং নিন্যে নৃপশ্রেষ্ঠ ! জপধ্যানসমাধিভিঃ ॥ ৫০ ॥

জনমেজয় উবাচ ।

কানি স্থানানি তানি স্যুঃ সিদ্ধপীঠানি চানঘ ।
কতি সঙ্খ্যানি নামানি কানি তেষাঞ্চ মে বদ ॥ ৫১ ॥
তত্র স্থিতানাং দেবীনাং নামানি চ কৃপাকর ! ।
কৃতার্থোঽহং ভবে যেন তদ্বদাশু মহামুনে ! ॥ ৫২ ॥

যদর্থগবয়বাশ্ছেদিতাস্তৎকার্য্যং যদা জাতমিত্যাহ নানামূর্ত্তিধরো হর ইতি । উবাচেতি । অত্র হরঃ কর্ত্তা ॥ ৪৭ ॥

নিজাঙ্গেষু নিজাবয়বেষু স্থানেষু পরাম্বিকা দেবী নানারূপৈঃ সংস্থিতাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

মায়াবীজং বিশেষত ইতি । দেব্যা মুখ্যো মন্ত্রো হি মায়াবীজং তস্মিন্ দেব্যাঃ প্রত্যাসত্ত্যাতিশয়াৎ । তদুক্তং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে । হ্রীংকারাদর্শবিম্বিকেতি । তথাচ তস্য জপেন শীঘ্রং সন্তুষ্টা ভগবতী শীঘ্রং সিদ্ধিং দদাতীত্যর্থঃ ॥ ৪৯—৫৪ ॥

ছেদন করিলেন। সেই অবয়ব সকল যে যে স্থানে পতিত হইল, শঙ্কর নানামূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন। তখন তিনি দেবতাদিগকে কহিলেন যে, এই সকল স্থানে যে যে ব্যক্তি পরম ভক্তিসহকারে ভগবতীর আরাধনা করিবে তাহাদিগের কিছুই দুর্লভ থাকিবে না। এই সকল স্থানে পরমাদেবী অম্বিকা নিত্যই সন্নিহিত থাকিবেন ॥ ৪৫—৪৮ ॥ যে যে মানব এই সকল স্থানে মন্ত্র সকলের বিশেষত মায়াবীজের পুরশ্চরণ করিবে, তাহাদিগের মন্ত্র সকল সিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪৯ ॥ নৃপবর ! এই বলিয়া মহেশ্বর সতীর বিরহে একান্ত কাতর হইয়া জপ ধ্যান ও সমাধি অবলম্বন পূর্ব্বক সেই সেই স্থানে কালযাপন করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥

জনমেজয় কহিলেন, কোন্ কোন্ স্থানে সতীর অবয়ব সকল নিপতিত হইয়াছিল ? সেই সকল সিদ্ধপীঠের নাম কি ? এবং তৎসমুদায়ের সংখ্যা কত ? আপনি আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কীর্ত্তন করুন। মহামুনে! আমি আপনার মুখপদ্মবিনির্গত কথা সকল শ্রবণ করিয়া এই সংসারে কৃতার্থতা লাভ করিব সন্দেহ নাই ॥ ৫১—৫২ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি দেবীপীঠানি সাম্প্রতম্।
যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাপহীনো ভবেন্নরঃ॥ ৫৩॥
যেষু যেষু চ পীঠেষূপাস্যেয়ং সিদ্ধিকাঙ্ক্ষিভিঃ।
ভূতিকামৈরভিধ্যেয়া তানি বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ॥ ৫৪॥
বারাণস্যাং বিশালাক্ষী গৌরীমুখনিবাসিনী।
ক্ষেত্রে বৈ নৈমিষারণ্যে প্রোক্তা সা লিঙ্গধারিণী॥ ৫৫॥
প্রয়াগে ললিতা প্রোক্তা কামুকী গন্ধমাদনে।
মানসে কুমুদা প্রোক্তা দক্ষিণে চোত্তরে তথা॥ ৫৬॥
বিশ্বকামা ভগবতী বিশ্বকামপ্রপূরিণী।
গোমন্তে গোমতী দেবী মন্দরে কামচারিণী॥ ৫৭॥
মদোৎকটা চৈত্ররথে জয়ন্তী হস্তিনাপুরে।
গৌরী প্রোক্তা কান্যকুব্জে রম্ভা তু মলয়াচলে॥ ৫৮॥
একাম্রপীঠে সংপ্রোক্তা দেবী সা কীর্ত্তিমত্যপি।
বিশ্বে বিশ্বেশ্বরীং প্রাহুঃ পুরুহূতাঞ্চ পুষ্করে॥ ৫৯॥

গৌরীমুখনিবাসিনীতি। বারাণস্যাং গৌরীমুখং সতীমুখং পতিতং তস্মিন্ পীঠে মুখরূপে যদ্ভগবত্যা রূপং তস্য বিশালাক্ষীতি নামেত্যর্থঃ॥ ৫৫॥
দক্ষিণে মানসে কুমুদা। উত্তরে মানসে বিশ্বকামপ্রপূরিণী বিশ্বকামাখ্যা ভগবতী তিষ্ঠতীত্যন্বয়ঃ॥ ৫৬॥
গোমন্তে পর্ব্বতে॥ ৫৭—৬৮॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র! যে সকলের নাম শ্রবণ মাত্রেই নরগণ পাপবিহীন হয়, আমি এক্ষণে সেই সমস্ত পীঠস্থান কীর্ত্তন করিব শ্রবণ করুন॥৫৩॥ যে যে পীঠস্থানে ঐশ্বর্য্যাকাঙ্ক্ষী সিদ্ধিকামী মানবগণের, এই দেবীর উপাসনা ও ধ্যান করা কর্ত্তব্য, আমি সেই সকল স্থান যথাযথরূপে কীর্ত্তন করিতেছি॥৫৪॥ মহারাজ! বারাণসীতে গৌরীর মুখ নিপতিত হয়, সেই মুখরূপপীঠে ভগবতীর যে মূর্ত্তি বিরাজমান তাহা বিশালাক্ষী নামে বিখ্যাত; নৈমিষারণ্যনিপতিত দেবীর মূর্ত্তির নাম লিঙ্গধারিণী॥ ৫৫॥ এই মহামায়া প্রয়াগে ললিতা, গন্ধমাদনে কামুকী, দক্ষিণ মানসে কুমুদা ও উত্তর মানসে বিশ্বের বাঞ্ছাপূরণী বিশ্বকামা, গোমন্তে গোমতী এবং মন্দরপর্ব্বতে কামচারিণী নামে বিখ্যাত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন॥৫৬-৫৭॥ এই দেবী চৈত্ররথে মদোৎকটা, হস্তিনাপুরে জয়ন্তী, কান্যকুব্জে গৌরী, মলয়পর্ব্বতে রম্ভা, একাম্রপীঠে কীর্ত্তিমতী, বিশ্বে বিশ্বেশ্বরী ও পুষ্করে পুরুহূতা নামে কীর্ত্তিত হইয়া

কেদারপীঠে সংপ্রোক্তা দেবী সন্মার্গদায়িনী।
মন্দা হিমবতঃ পৃষ্ঠে গোকর্ণে ভদ্রকর্ণিকা ॥ ৬০ ॥
স্থানেশ্বরে ভবানী তু বিল্বকে বিল্বপত্রিকা।
শ্রীশৈলে মাধবী প্রোক্তা ভদ্রা ভদ্রেশ্বরে তথা ॥ ৬১ ॥
বরাহশৈলে তু জয়া কমলা কমলালয়ে।
রুদ্রাণী রুদ্রকোট্যাস্তু কালী কালঞ্জরে তথা ॥ ৬২ ॥
শালগ্রামে মহাদেবী শিবলিঙ্গে জলপ্রিয়া।
মহালিঙ্গে তু কপিলা মাকোটে মুকুটেশ্বরী ॥ ৬৩ ॥
মায়াপুর্য্যাং কুমারী স্যাৎ সন্তানে ললিতাম্বিকা।
গয়ায়াং মঙ্গলা প্রোক্তা বিমলা পুরুষোত্তমে ॥ ৬৪ ॥
উৎপলাক্ষী সহস্রাক্ষে হিরণ্যাক্ষে মহোৎপলা।
বিপাশায়ামমোঘাক্ষী পাটলা পুণ্ড্রবর্দ্ধনে ॥ ৬৫ ॥
নারায়ণী সুপার্শ্বে তু ত্রিকূটে রুদ্রসুন্দরী।
বিপুলে বিপুলা দেবী কল্যাণী মলয়াচলে ॥ ৬৬ ॥
সহ্যাদ্রাবেকবীরা তু হরিশ্চন্দ্রে তু চন্দ্রিকা।
রমণা রামতীর্থে তু যমুনায়াং মৃগাবতী ॥ ৬৭ ॥
কোটিবী কোটতীর্থে তু সুগন্ধা মাধবে বনে।
গোদাবর্য্যাং ত্রিসন্ধ্যা তু গঙ্গাদ্বারে রতিপ্রিয়া ॥ ৬৮ ॥

(হিমবতঃ পৃষ্ঠে হিমালয়পর্ব্বতে মন্দানাম্নী ॥ ৬০—৮১ ॥
রুদ্রকোট্যাং রুদ্রকোট্যাখ্যায়াং পুর্য্যাম্ ॥ ৬২—৬৪ ॥
বিপাশায়াং বিপাশানদীতীরবর্ত্তিন্যাম্ ॥ ৬৫—৬৯ ॥)

থাকেন ॥ ৫৮—৫৯ ॥ ইনি কেদারপীঠে সন্মার্গদায়িনী, হিমাচলপৃষ্ঠে মন্দা, গোকর্ণে ভদ্রকর্ণিকা ॥৬০॥ স্থানেশ্বরে ভবানী, বিল্বকে বিল্বপত্রিকা, শ্রীশৈলে মাধবী, ভদ্রেশ্বরে ভদ্রা ॥৬১॥ বরাহশৈলে জয়া, কমলালয়ে কমলা, রুদ্রকোটিতে রুদ্রাণী, কালঞ্জরে কালী ॥ ৬২ ॥ শালগ্রামে মহাদেবী, শিবলিঙ্গে জলপ্রিয়া, মহালিঙ্গে কপিলা, মাকোটে মুকুটেশ্বরী ॥ ৬৩ ॥ মায়াপুরীতে কুমারী, সন্তানে ললিতাম্বিকা, গয়াক্ষেত্রে মঙ্গলা, পুরুষোত্তমে বিমলা ॥ ৬৪ ॥ সহস্রাক্ষে উৎপলাক্ষী, হিরণ্যাক্ষে মহোৎপলা, বিপাশা নদীতে অমোঘাক্ষী, পুণ্ড্রবর্দ্ধনে পাটলা ॥ ৬৫ ॥ সুপার্শ্বে নারায়ণী, ত্রিকূটে রুদ্রসুন্দরী, বিপুলে বিপুলাদেবী, মলয়াচলে কল্যাণী ॥ ৬৬ ॥ সহ্যাদ্রিতে একবীরা, হরিশ্চন্দ্রে চন্দ্রিকা, রামতীর্থে রমণা, যমুনাতে মৃগাবতী ॥ ৬৭ ॥ কোটতীর্থে কোটিবী, মাধববনে সুগন্ধা, গোদাবরীতে ত্রিসন্ধ্যা, গঙ্গাদ্বারে

শিবকুণ্ডে শুভানন্দা নন্দিনী দেবিকাতটে।
রুক্মিণী দ্বারবত্যাস্তু রাধা বৃন্দাবনে বনে ॥ ৬৯ ॥
দেবকী মথুরায়াস্তু পাতালে পরমেশ্বরী।
চিত্রকূটে তথা সীতা বিন্ধ্যে বিন্ধ্যাধিবাসিনী ॥ ৭০ ॥
করবীরে মহালক্ষ্মীরুমাদেবী বিনায়কে।
আরোগ্যা বৈদ্যনাথে তু মহাকালে মহেশ্বরী ॥ ৭১ ॥
অভয়েত্যুষ্ণতীর্থেষু নিতম্বা বিন্ধ্যপর্ব্বতে।
মাণ্ডবে মাণ্ডবী নাম স্বাহা মাহেশ্বরীপুরে ॥ ৭২ ॥
ছগলণ্ডে প্রচণ্ডা তু চণ্ডিকামরকণ্টকে।
সোমেশ্বরে বরারোহা প্রভাসে পুষ্করাবতী ॥ ৭৩ ॥
দেবমাতা সরস্বত্যাং পারাবারা তটে স্মৃতা।
মহালয়ে মহাভাগা পয়োষ্ণ্যাং পিঙ্গলেশ্বরী ॥ ৭৪ ॥
সিংহিকা কৃতশৌচে তু কার্ত্তিকে ত্বতিশাঙ্করী।
উৎপলাবর্ত্তকে লোলা সুভদ্রা শোণসঙ্গমে ॥ ৭৫ ॥
মাতা সিদ্ধবনে লক্ষ্মীরনঙ্গা ভরতাশ্রমে।
জালন্ধরে বিশ্বমুখী তারা কিষ্কিন্ধ্যপর্ব্বতে ॥ ৭৬ ॥
দেবদারুবনে পুষ্টির্ম্মেধা কাশ্মীরমণ্ডলে।
ভীমা দেবী হিমাদ্রৌ তু তুষ্টির্ব্বিশ্বেশ্বরী তথা ॥ ৭৭ ॥

পাতালে পরমেশ্বরী নাম্নী ॥ ৭০—৭১ ॥
উষ্ণতীর্থেষভয়েতি দেবী বিন্ধ্যপর্ব্বতে নিতম্বা দেবী পূর্ব্বোক্তা বিন্ধ্যবাসিনী চ ॥৭২-৭৩॥
তটে সমুদ্রতটে পারাবারা দেবী ॥ ৭৪—৭৬ ॥
বিশ্বেশ্বরে ক্ষেত্রে তুষ্টির্দেবী ॥ ৭৭—৮০ ॥

রতিপ্রিয়া ॥ ৬৮ ॥ শিবকুণ্ডে শুভানন্দা, দেবিকাতটে নন্দিনী, দ্বারবতীতে রুক্মিণী, বৃন্দাবনে রাধা ॥ ৬৯ ॥ মথুরায় দেবকী, পাতালে পরমেশ্বরী, চিত্রকূটে সীতা, বিন্ধ্যে বিন্ধ্যাধিবাসিনী নামে বিখ্যাত হইয়া বিরাজিতা রহিয়াছেন ॥ ৭০ ॥ মহারাজ! এই মহাদেবী ভগবতী, করবীরপীঠে মহালক্ষ্মী, বিনায়কে উমাদেবী, বৈদ্যনাথে আরোগ্যা, মহাকালে মহেশ্বরী ॥৭১॥ উষ্ণতীর্থ সমূহে অভয়া, বিন্ধ্যপর্ব্বতে নিতম্বা, মাণ্ডব্যে মাণ্ডবী, মাহেশ্বরীপুরে স্বাহা ॥ ৭২ ॥ ছগলণ্ডে প্রচণ্ডা, অমরকণ্টকে চণ্ডিকা, সোমেশ্বরে বরারোহা, প্রভাসে পুষ্করাবতী ॥ ৭৩ ॥ সরস্বতীতে দেবমাতা, সমুদ্রতটে পারাবারা, মহালয়ে মহাভাগা, পয়োষ্ণীতে পিঙ্গলেশ্বরী ॥ ৭৪ ॥ কৃতশৌচে সিংহিকা, কার্ত্তিকে অতিশাঙ্করী, উৎপলাবর্ত্তকে লোলা, শোণসঙ্গমে

কপালমোচনে শুদ্ধির্ম্মাতা কায়াবরোহণে।
শঙ্খোদ্ধারে ধরা নাম ধৃতিঃ পিণ্ডারকে তথা ॥ ৭৮ ॥
কলা তু চন্দ্রভাগায়ামচ্ছোদে শিবধারিণী।
বেণায়ামমৃতা নাম বদর্য্যামুর্ব্বশী তথা ॥ ৭৯ ॥
ঔষধিশ্চোত্তরকুরৌ কুশদ্বীপে কুশোদকা।
মন্মথা হেমকুটে তু কুমুদে সত্যবাদিনী ॥ ৮০ ॥
অশ্বত্থে বন্দনীয়া তু নিধির্বৈশ্রবণালয়ে।
গায়ত্রী বেদবদনে পার্ব্বতী শিবসন্নিধৌ ॥ ৮১ ॥
দেবলোকে তথেন্দ্রাণী ব্রহ্মাস্যেষু সরস্বতী।
সূর্য্যবিম্বে প্রভা নাম মাতৃণাং বৈষ্ণবী মতা ॥ ৮২ ॥
অরুন্ধতী সতীনাস্তু রামাসু চ তিলোত্তমা।
চিত্তে ব্রহ্মকলা নাম শক্তিঃ সর্ব্বশরীরিণাম্ ॥ ৮৩ ॥
ইমান্যষ্টশতানি স্যুঃ পীঠানি জনমেজয় !।
তৎসঙ্খ্যাকাস্তদীশান্যো দেব্যশ্চ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৮৪ ॥

বৈশ্রবণালয়ে কুবেরালয়ে নিধিনাম্নী দেবতা ॥ ৮১—৮২ ॥

তিলোত্তমেত্যন্তমেবাষ্টোত্তরশতনামসমাপ্তিঃ। চিত্তে ব্রহ্মকলা নামেত্যনেন তু সর্ব্বাসামুক্তানাং দেবতানাং মুখ্যরূপমুচ্যতে। যা চিত্তে ব্রহ্মকলা যা চ সর্ব্বশরীরিণাং শক্তিঃ সৈবৈতদ্দেবতাত্মিকেতি শেষঃ ॥ ৮৩—৮৪ ॥

সুভদ্রা ॥৭৫ ॥ সিদ্ধবনে মাতা লক্ষ্মী, ভারতাশ্রমে অনঙ্গা, জালন্ধরে বিশ্বমুখী, কিষ্কিন্ধ্যাপর্ব্বতে তারা ॥ ৭৬ ॥ দেবদারুবনে পুষ্টি, কাশ্মীরমণ্ডলে মেধা, হিমাদ্রিতে ভীমা, বিশ্বেশ্বরক্ষেত্রে তুষ্টি ॥ ৭৭ ॥ কপালমোচনে শুদ্ধি, কায়াবরোহণে মাতা, শঙ্খোদ্ধারে ধরা, পিণ্ডারকে ধৃতি, চন্দ্রভাগা নদীতে কলা, অচ্ছোদে শিবধারিণী, বেণায় অমৃতা, বদরীতে উর্ব্বশী ॥ ৭৮—৭৯ ॥ উত্তর কুরুতে ঔষধি, কুশদ্বীপে কুশোদকা, হেমকূটে মন্মথা, কুমুদে সত্যবাদিনী ॥ ৮০ ॥ অশ্বত্থে বন্দনীয়া, বৈশ্রবণালয়ে নিধি, বেদবদনে গায়ত্রী, শিবসন্নিধানে পার্ব্বতী ॥ ৮১ ॥ দেবলোকে ইন্দ্রাণী, ব্রহ্মার আস্যে সরস্বতী, সূর্য্যবিম্বে প্রভা, এবং মাতৃগণের সন্নিধানে বৈষ্ণবী নামে বিখ্যাত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন ॥ ৮২ ॥ ইনি সতীগণের মধ্যে অরুন্ধতী এবং রামাগণের মধ্যে তিলোত্তমা নামে বিখ্যাত। আর এই সম্বিদ্রূপা মহাদেবী, সমস্ত শরীরিগণের চিত্তক্ষেত্রে ব্রহ্মকলা নামক শক্তিরূপে নিয়তই অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন ॥ ৮৩ ॥ জনমেজয় ! এই আমি একশত অষ্টপীঠ এবং তৎসংখ্যক ঈশানী দেবীর বিষয় তোমার

সতীদেব্যঙ্গভূতানি পীঠানি কথিতানি চ।
অন্যান্যপি প্রসঙ্গেন যানি মুখ্যানি ভূতলে ॥ ৮৫ ॥
যঃস্মরেচ্ছৃণুয়াদ্বাপি নামাষ্টশতমুত্তমম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো দেবীলোকং পরং ব্রজেৎ ॥ ৮৬ ॥
এতেষু সর্ব্বপীঠেষু গচ্ছেদ্যাত্রাবিধানতঃ।
সন্তর্পয়েচ্চ পিত্রাদীন্ শ্রাদ্ধাদীনি বিধায় চ ॥ ৮৭ ॥
কুর্য্যাচ্চ মহতীং পূজাং ভগবত্যা বিধানতঃ।
ক্ষমাপয়েজ্জগদ্ধাত্রীং জগদম্বাং মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ৮৮ ॥
কৃতকৃত্যং স্বমাত্মানং জানীয়াজ্জনমেজয়!।
ভক্ষ্যভোজ্যাদিভিঃ সর্ব্বান্ ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ ॥ ৮৯ ॥
সুবাসিনীঃ কুমারীশ্চ বটুকাদীংস্তথা নৃপ!।
তস্মিন্ ক্ষেত্রে স্থিতা যে তু চাণ্ডালাদ্যা অপি প্রভো! ॥৯০॥
দেবীরূপাঃ স্মৃতাঃ সর্ব্বে পূজনীয়াস্ততো হি তে।
প্রতিগ্রহাদিকং সর্ব্বং তেষু ক্ষেত্রেষু বর্জ্জয়েৎ ॥ ৯১ ॥
যথাশক্তি পুরশ্চর্য্যাং কুর্য্যান্মন্ত্রস্য সত্তমঃ।
মায়াবীজেন দেবেশীং তত্তৎপীঠাধিবাসিনীম্ ॥ ৯২ ॥

ইমানি সর্ব্বাণি স্থানানি ন সতীদেব্যঙ্গভূতানি কিন্তু কানি চিদ্দেব্যঙ্গানি যত্র পতিতানি তথা বিধানি। কানিচিত্তু রামাস্থ চ তিলোত্তমেত্যাদীনি প্রসঙ্গেনোক্তানীত্যাহ সতী-দেব্যঙ্গেতি ॥ ৮৫ ॥

দেবীলোকং মণিদ্বীপম্ ॥ ৮৬ ॥

যাত্রাবিধানতঃ পুরাণাদিষু প্রোক্তেন যাত্রাবিধানেনেত্যর্থঃ ॥ ৮৭—৯৪ ॥

নিকট কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৮৪ ॥ দেবীর অঙ্গভূত পীঠ সকল এবং প্রসঙ্গক্রমে ভূতলের অন্যান্য মুখ্যস্থানও কীর্ত্তিত হইল ॥ ৮৫ ॥ যে নর, এই অত্যুত্তম একশত অষ্ট দেবীর নাম ও পীঠ নাম শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দেবীলোকে গমন করিয়া থাকে ॥ ৮৬ ॥ জনমেজয়! যে মতিমান্ মানব এই সমস্ত পীঠস্থানে যথাবিধানে যাত্রা করিয়া শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃগণের সন্তর্পণ এবং যথাবিধি ভগবতীর মহতী পূজা করিয়া সেই জগদ্ধাত্রী জগদম্বিকার নিকট মুহুর্ম্মুহুঃ ক্ষমা প্রার্থনা করে, সেই ব্যক্তির অন্তরাত্মা কৃতকৃত্য ও পবিত্র হয় সন্দেহ নাই। রাজেন্দ্র! দেবীর পূজানন্তর ভক্ষ্যভোজ্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ, সুবাসিনী কুমারী ও বটুকগণকে ভোজন করাইবে। সেই ক্ষেত্রে চাণ্ডালাদি যে কোন জাতি অবস্থিতি করে, তাহারা দেবীর স্বরূপ, অতএব তাহাদিগের পূজা করা

পূজয়েদনিশং রাজন্! পুরশ্চরণকৃদ্ভবেৎ ।
বিত্তশাঠ্যং ন কুর্ব্বীত দেবীভক্তিপরো নরঃ ॥ ৯৩ ॥
য এবং কুরুতে যাত্রাং শ্রীদেব্যাঃ প্রীতমানসঃ ।
সহস্রকল্পপর্য্যন্তং ব্রহ্মলোকে মহত্তরে ॥ ৯৪ ॥
বসন্তি পিতরস্তস্য সোঽপি দেবীপুরে তথা ।
অন্তে লব্ধা পরং জ্ঞানং ভবেন্মুক্তো ভবাম্বুধেঃ ॥ ৯৫ ॥
নামাষ্টশতজাপেন বহবঃ সিদ্ধতাং গতাঃ ।
যত্রৈতল্লিখিতং সাক্ষাৎ পুস্তকে বাপি তিষ্ঠতি ॥ ৯৬ ॥
গ্রহমারীভয়াদীনি তত্র নৈব ভবন্তি হি ।
সৌভাগ্যং বর্দ্ধতে নিত্যং যথা পর্ব্বণি বারিধিঃ ॥ ৯৭ ॥
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিন্নামাষ্টশতজাপিনঃ ।
কৃতকৃত্যো ভবেন্নূনং দেবীভক্তিপরায়ণঃ ॥ ৯৮ ॥
নমন্তি দেবতাস্তং বৈ দেবীরূপো হি স স্মৃতঃ ।
সর্ব্বথা পূজ্যতে দেবৈঃ কিং পুনর্ম্মনুজোত্তমৈঃ ॥ ৯৯ ॥
শ্রাদ্ধকালে পঠেদেতন্নামাষ্টশতমুত্তমম্ ।
তৃপ্তাস্তৎপিতরঃ সর্ব্বে প্রয়ান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ১০০ ॥

স্বয়ং দেবীপুরে মণিদ্বীপে স্থিত্বা তত্র দেবীপ্রসাদাজ্জ্ঞানং লব্ধা ভবাম্বুধের্মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৯৫—১০০ ॥

কর্ত্তব্য। এই সকল পীঠক্ষেত্রে কদাচই প্রতিগ্রহাদি করিবে না ॥৮৭—৯১॥ সাধু ব্যক্তিগণ এই সকল স্থানে নিজ নিজ মন্ত্রের যথাশক্তি পুরশ্চরণ করিবেন। দেবীর প্রতি ভক্তিমান্ নরগণ এই সকল বিষয়ে বিত্তশাঠ্য বা কার্পণ্য প্রকাশ করিবে না ॥ ৯২—৯৩ ॥ দেবীর প্রতি প্রীতিমান্ হইয়া যে ব্যক্তি এইরূপে পীঠস্থানে যাত্রা করে, তাহার পিতৃগণ সহস্রকল্প পর্য্যন্ত মহত্তর ব্রহ্মলোকে বাস করে এবং সেই ব্যক্তি পরমজ্ঞান লাভ করিয়া ভবসমুদ্র হইতে মুক্ত হয় ॥ ৯৪—৯৫ ॥ দেবীর এই অষ্টোত্তর শতনাম জপ করিয়া বহু ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। যে কোনও স্থানে উক্ত নামাবলী পুস্তকে লিখিত থাকিলে তথায় গ্রহভয় ও মারীভয়াদি কিছুই হইতে পারে না, প্রত্যুত পর্ব্বকালে পয়োধির ন্যায় তথায় সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৯৬—৯৭ ॥ অষ্টোত্তর শতনাম জপকারী মানবগণের কিছুই দুর্লভ থাকে না। সেই দেবীভক্ত ব্যক্তি নিশ্চয়ই কৃতকৃত্যতা লাভ করিয়া থাকেন, ॥ ৯৮ ॥ সেই সাধুব্যক্তি দেবীর স্বরূপ হন, দেবগণ তাঁহাকে দেখিয়া প্রণাম ও পূজা করিয়া থাকেন সজ্জন মনুষ্যগণ যে, তাঁহার পূজা করিবেন, তাহাতে আর বক্তব্য কি ? ॥ ৯৯ ॥ এই অত্যু-

ইমানি মুক্তিক্ষেত্রাণি সাক্ষাৎসম্বিন্ময়ানি চ।
সিদ্ধপীঠানি রাজেন্দ্র! সংশ্রয়েন্মতিমান্নরঃ॥ ১০১॥
পৃষ্টং যত্ত্বয়া রাজন্মুক্তং সর্ব্বং মহেশিতুঃ।
রহস্যাতিরহস্যঞ্চ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ১০২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে গৌরীজন্মপীঠস্থানশিববিভ্রান্তিবর্ণনং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০॥

ইমান্যষ্টশতনামানি মৎস্যপুরাণেঽপি স্পষ্টানি॥ ১০১—১০২॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩০॥

ত্তম অষ্টোত্তর শতনাম শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করিলে পিতৃগণ তৃপ্ত হইয়া পরম সদ্গতি লাভ করিয়া থাকেন॥ ১০০॥ এই সকল স্থান, সাক্ষাৎ সম্বিন্ময় মুক্তিক্ষেত্র, অতএব হে রাজেন্দ্র! মতিমান্ মানবগণ এই সকল সিদ্ধপীঠ আশ্রয় করিবেন॥ ১০১॥ মহারাজ! আপনি মহেশ্বরীর যে যে রহস্য ও অতি রহস্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তৎসমুদায় কীর্ত্তন করিলাম। এক্ষণে আপনি আর কি শ্রবণ করিতে অভিলাষ করিতেছেন? তাহা বলুন॥ ১০২॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে গৌরীজন্ম, পীঠস্থান নির্দ্দেশ ও শিবভ্রান্তি বর্ণন নামক ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

ধরাধরাধীশমৌলাবাবিরাসীৎপরং মহঃ ।
যত্তুক্তং ভবতা পূর্ব্বং বিস্তরাত্তদ্বদস্ব মে ॥ ১ ॥
কো বিরজ্যেত মতিমান্ পিবঞ্ছক্তিকথামৃতম্ ।
সুধান্তু পিবতাং মৃত্যুঃ স নৈতচ্ছৃণ্বতো ভবেৎ ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ

ধন্যোঽসি কৃতকৃত্যোঽসি শিক্ষিতোঽসি মহাত্মভিঃ ।
ভাগ্যবানসি যদ্দেব্যাং নির্ব্ব্যাজা ভক্তিরস্তি তে ॥ ৩ ॥
শৃণু রাজন্ ! পুরাবৃত্তং সতীদেহেঽগ্নিভর্জ্জিতে ।
ভ্রান্তঃ শিবস্তু বভ্রাম কচিদ্দেশে স্থিরোঽভবৎ ॥ ৪ ॥

শ্রীলক্ষ্মীমাতরং রঙ্গনাথাখ্যং পিতরং গুরুম্ ।
নীলকণ্ঠঃ প্রকুরুতে নত্বা গীতাবিমর্শিনীম্ ॥
চতুঃসপ্ততিপদ্যোস্তু পার্ব্বত্যাখ্যং পরং মহঃ ।
হিমালয়ে প্রাদুরভূদিতি সম্যগিহোচ্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে পুনশ্চ হিমবৎপৃষ্ঠে প্রাদুরাসীত্তু তন্মহ ইত্যুক্তং তৎকথাং পৃচ্ছতি ধরাধরাধীশেতি । ধরাধরাঃ পর্ব্বতাস্তেষামধীশো হিমালয়স্তস্য মৌলাবিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥
বক্তুরুৎসাহার্থং কথাশ্রবণে স্বোৎসাহং দর্শয়তি কো বিরজ্যেতেতি সুধামপি পিবতামমরাণাং যো মৃত্যুঃ স দেবীকথামৃতশ্রবণবতো নৈব ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ২—৫ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর ! আপনি পূর্ব্বে কহিয়াছেন যে, 'অনন্তর এই পরমজ্যোতিঃ হিমাচলের পৃষ্ঠে আবির্ভূত হইয়াছিল,' এক্ষণে সেই পরম জ্যোতির বিষয় বিস্তারিত রূপে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥ কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই শক্তি-কথামৃত পান করিতে বিরত হয় ? সুধাপায়ী দেবতাগণের যদিও কোনরূপে মৃত্যু সম্ভাবনা থাকে, তথাপি দেবীকথামৃত পানকারীদিগের পক্ষে কিছুতেই সে সম্ভাবনা থাকে না ॥ ২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! দেবীর প্রতি আপনার যেরূপ ঐকান্তিকী ভক্তি দেখিতেছি, তাহাতে আমার বোধ হয় যে, আপনি মহাত্মা ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক শিক্ষিত, কৃতকৃত্য, ভাগ্যবান্ ও ধন্য হইয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥ রাজন্ ! এক্ষণে আমি পরম পুরাতত্ত্ব কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। দেবাদিদেব মহেশ্বর সেই অগ্নিভর্জ্জিত সতীদেহ ধারণ করিয়া বিভ্রান্তচিত্তে ভূমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে করিতে যে স্থানে স্থির হইয়া অবস্থিতি

প্রপঞ্চভানরহিতঃ সমাধিগতমানসঃ।
ধ্যায়ন্ দেবীস্বরূপস্তু কালং নিন্যে স আত্মবান্॥ ৫॥
সৌভাগ্যরহিতং জাতং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্।
শক্তিহীনং জগৎসর্ব্বং সাব্ধিদ্বীপং সপর্ব্বতম্॥ ৬॥
আনন্দঃ শুষ্কতাং যাতঃ সর্ব্বেষাং হৃদয়ান্তরে।
উদাসীনাঃ সর্ব্বলোকাশ্চিন্তাজর্জ্জরচেতসঃ॥ ৭॥
সদা দুঃখোদধৌ মগ্না রোগগ্রস্তাস্তদাভবন্।
গ্রহাণাং দেবতানাঞ্চ বৈপরীত্যেন বর্ত্তনম্॥ ৮॥
আধিভূতাধিদৈবানাং সত্যভাবা নৃপাভবন্॥ ৯॥
অথাস্মিন্নেব কালে তু তারকাখ্যো মহাসুরঃ।
ব্রহ্মদত্তবরো দৈত্যোঽভবত্ত্রৈলোক্যনায়কঃ॥ ১০॥
শিবৌরসস্তু যঃ পুত্রঃ স তে হন্তা ভবিষ্যতি।
ইতি কল্পিতমৃত্যুঃ স দেবদেবৈর্ম্মহাসুরঃ।
শিবৌরসসুতাভাবাজ্জগর্জ্জ চ ননন্দ চ॥ ১১॥

সৌভাগ্যরহিতমৈশ্বর্য্যরহিতং তদাপরাশক্তেঃ পুণ্যশ্লোকায়া দেব্যাঃ পালয়িত্র্যা জগন্মাতুরভাবাজ্জাতমিত্যর্থঃ॥ ৬—৭॥
গ্রহা অপি বিপরীতগতয়ঃ শান্তঃ সত্যা দেব্যা অভাবাজ্জাতা ইত্যর্থঃ॥ ৮—১০॥
ব্রহ্মণা দত্তো বরো যস্মৈ তাদৃশস্তস্মিন্নেব সন্ধৌ তারকাসুরোঽভবদিত্যর্থঃ। কোঽসৌ ব্রহ্মণাবরোদত্তস্তমাহ শিবৌরসস্থিতি॥ ১১—১৫॥

করিলেন॥ ৪॥ সেই স্থানে তিনি নিয়তেন্দ্রিয়, সংসারজ্ঞান-বিরহিত ও সমাধিযুক্ত হইয়া দেবীর স্বরূপ ধ্যান করিতে করিতে কালযাপন করিতে লাগিলেন॥ ৫॥ ঐ সময় দেবী ব্যতিরেকে, চরাচর-সমন্বিত এই ত্রৈলোক্যমণ্ডল ঐশ্বর্য্যবিরহিত এবং সপর্ব্বত, সসমুদ্র ও সদ্বীপ এই অখিল ভূমণ্ডল শক্তিহীন হইল॥ ৬॥ (সমস্ত জীবগণের হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থিত আনন্দ পরিশুষ্ক হইয়া গেল) সমস্তলোক চিন্তায় জর্জরচিত্ত হইয়া উদাসীন ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল॥ ৭॥ সকলেই দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া সততই রোগগ্রস্ত হইতে লাগিল। গ্রহগণের বিপরীত গতি ও দেবতাগণের বিপরীত অবস্থা ঘটিতে লাগিল॥ ৮॥ নরপতিগণ, সতীর অভাবে আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক দুঃখ পরম্পরায় অধীন হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন॥ ৯॥

এই সময়ে তারক নামক মহাসুর ব্রহ্মার নিকট হইতে বরপ্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত দুর্জ্জয় হইয়া উঠিল। সে বীরমদে প্রমত্ত হইয়া ত্রিভুবন জয় করত ত্রৈলোক্যের একমাত্র অধীশ্বর হইল॥ ১০॥ প্রজাপতি ব্রহ্মা, "শিবের ঔরসপুত্র তোমার প্রাণহন্তা হইবে" এইরূপ

তেন চোপক্রুতাঃ সর্ব্বে স্বস্থানাৎ প্রচ্যুতাঃ সুরাঃ।
শিবৌরসসুতাভাবাচ্চিন্তামাপুর্দুরত্যয়াম্ ॥ ১২ ॥
নাঙ্গনা শঙ্করস্যাস্তি কথং তৎসুতসম্ভবঃ।
অস্মাকং ভাগ্যহীনানাং কথং কার্য্যং ভবিষ্যতি ॥ ১৩ ॥
ইতি চিন্তাতুরাঃ সর্ব্বে জগ্মুর্বৈকুণ্ঠমণ্ডলে।
শশংসুর্হরিমেকান্তে স চোপায়ং জগাদ হ ॥ ১৪ ॥
কুতশ্চিন্তাতুরাঃ সর্ব্বে কামকল্পদ্রুমা শিবা।
জাগর্ত্তি ভুবনেশানী মণিদ্বীপাধিবাসিনী ॥ ১৫ ॥
অস্মাকমনয়াদেব তদুপেক্ষাস্তি নান্যথা।
শিক্ষৈবেয়ং জগন্মাত্রা কৃতাস্মচ্ছিক্ষণায় চ ॥ ১৬ ॥
লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে।
তদ্বদেব জগন্মাতুর্নিয়ন্ত্র্যা গুণদোষয়োঃ ॥ ১৭ ॥

অস্মাকমনয়াদপরাধাদেব ভগবত্যা উপেক্ষাস্তি সা চোপেক্ষা নাস্মন্নাশায় কিন্ত্বেতাদৃশো মমাপরাধো ন কর্ত্তব্য ইতি শিক্ষণায়েত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥
তত্র দৃষ্টান্তমাহ লালনেতি অর্ভকে বালে ॥ ১৭ ॥

বরদান করাতে এবং সেই সময় শিবের ঔরসজাত পুত্রের অভাব ছিল বলিয়া সেই মহাসুর সতত আনন্দে উন্মত্ত হইয়া জয়দর্প করিতে লাগিল ॥ ১১ ॥ সমস্ত সুরগণ তাহার উপদ্রবে স্থানভ্রষ্ট হইয়া শিবের ঔরসপুত্রের অভাবে দুস্তর চিন্তাসাগরে সততই নিমগ্ন হইলেন ॥ ১২ ॥ সতীদেবী প্রাণ বিসর্জ্জন করায় মহাদেব, এক্ষণে অঙ্গনাবিহীন হইয়াছেন, অতএব এখন কিরূপে তাঁহার সুতোৎপত্তির সম্ভব হয়? আমরা অতিশয় ভাগ্যহীন; কারণ, শঙ্করের পুত্রোৎপত্তির অভাবে আমাদিগের কার্য্যসাধন দুষ্কর হইয়া উঠিল ॥ ১৩ ॥ এইরূপ চিন্তায় কাতর হইয়া দেবগণ সকলেই বৈকুণ্ঠমণ্ডলে গমন করিলেন এবং নির্জ্জনে ভগবান্ বিষ্ণুকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, তিনি তদ্বিষয়ের উপায় বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৪ ॥ সুরগণ! যখন মণিদ্বীপনিবাসিনী বাঞ্ছাকল্পদ্রুমরূপিণী, কল্যাণদায়িনী করুণাময়ী দেবী ভুবনেশ্বরী আমাদিগের নিমিত্ত নিয়তই জাগরূক রহিয়াছেন, তখন তোমরা চিন্তাকুল হইতেছ কেন? ॥ ১৫ ॥ সেই জগজ্জননী কেবল আমাদিগেরই অপরাধ বশত আমাদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেছেন। দেবগণ! তোমরা নিশ্চয় জানিও যে, সেই শিক্ষা আমাদিগের বিনাশের নিমিত্ত নহে, আমাদিগের প্রতি করুণা প্রকাশ করিবার নিমিত্তই তাহা করিতেছেন ॥ ১৬ ॥ যেমন আপনি সন্তানের লালন পালন ও তাড়ন বিষয়ে মাতার নিষ্কারুণ্য লক্ষিত হয় না,

অপরাধো ভবত্যেব তনয়স্য পদে পদে।
কোঽপরঃ সহতে লোকে কেবলং মাতরং বিনা ॥ ১৮ ॥
তস্মাদ্যূয়ং পরাম্বাং তাং শরণং যাত মাচিরম্।
নির্ব্ব্যাজয়া চিত্তবৃত্ত্যা সা বঃ কার্য্যং বিধাস্যতি ॥ ১৯ ॥
ইত্যাদিশ্য সুরান্ সর্ব্বান্ মহাবিষ্ণুঃ স্বজায়য়া।
সংযুতো নির্জ্জগামাশু দেবৈঃ সহ সুরাধিপঃ ॥ ২০ ॥
আজগাম মহাশৈলং হিমবন্তং নগাধিপম্।
অভবংশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে পুরশ্চরণকর্ম্মিণঃ ॥ ২১ ॥
অম্বাযজ্ঞবিধানজ্ঞা অম্বাযজ্ঞঞ্চ চক্রিরে।
তৃতীয়াদিব্রতান্যাশু চক্রুঃ সর্ব্বে সুরা নৃপ ! ॥ ২২ ॥
কেচিৎ সমাধিনিষ্ণাতাঃ কেচিন্নামপরায়ণাঃ।
কেচিৎ সূক্তপরাঃ কেচিন্নামপারায়ণোৎসুকাঃ ॥ ২৩ ॥

যদ্যপ্যপরাধিনো বয়ং তথাপি তাং মাতরং জগজ্জননীং বিনা কোঽপরঃ সহেতাস্মদপরাধং পদে পদে জায়মানমিত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥

স্বজায়য়া লক্ষ্ম্যা সহ দেব্যা আরাধনার্থং বিষ্ণুরপি দেবৈঃ সহ নির্জ্জগামেত্যর্থঃ ॥২০-২১ ॥

অম্বাপ্রীত্যর্থং যজ্ঞা নানাবিধাস্তৃতীয়স্কন্ধোক্তা জ্যোতিষ্টোমাদয়শ্চ তদ্বিধানজ্ঞা অম্বাযজ্ঞং চক্রিরে ইত্যর্থঃ। তৃতীয়াদিব্রতানি হিমালয়ং প্রতি ভগবত্যা বক্ষ্যমাণানি ॥ ২২ ॥

নামপরায়ণাঃ দেবীনামজপিন ইত্যর্থঃ। সূক্তপরা অহং রুদ্রেভিরিত্যাদি দেবীসূক্তজাপিন ইত্যর্থঃ। নামপরায়ণং তন্ত্ররাজাদিতন্ত্রেষূক্তং নিত্যকালপরায়ণং তস্মিন্নুৎসুকা নিষ্ণাতাঃ কেচিদিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

সেইরূপ তোমাদিগের গুণদোষ বিষয়ে সেই জগন্নিয়ন্ত্রী জগজ্জননী কখনই নির্দ্দয় হইবেন না ॥ ১৭ ॥ সন্তানের অপরাধ পদে পদেই ঘটিয়া থাকে, ত্রিলোকমধ্যে একমাত্র জননী ব্যতিরেকে অপর কোন্ ব্যক্তি তাহা সহ্য করিয়া থাকে? ॥ ১৮ ॥ অতএব তোমরা শীঘ্রই ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে সেই পরমজননী পরমেশ্বরীর শরণাগত হও, অবশ্যই তিনি, তোমাদিগের কার্য্যসাধনে যত্ন করিবেন ॥ ১৯ ॥ দেবাধিপতি মহাবিষ্ণু, সুরগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া নিজজায়া লক্ষ্মীর সহিত দেবীর আরাধনার নিমিত্ত দেবগণ সমভিব্যাহারে সত্বর নির্গত হইলেন ॥ ২০ ॥ পরে অনতিবিলম্বে শৈলাধিপতি হিমালয়ে আগমন করিয়া সকলেই পুরশ্চরণকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২১ ॥ নৃপবর! অম্বাযজ্ঞের বিধানজ্ঞ দেবতাগণ অম্বাযজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, এবং সকলেই তৃতীয়াদি ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥ কেহ কেহ দেবীর সমাধি অর্থাৎ তাঁহার ধারাবাহিক ধ্যানপরায়ণ হইলেন, কেহ কেহ নিরন্তর তাঁহার নাম জপ করিতে আরম্ভ করিলেন, কেহ কেহ

মন্ত্রপারায়ণপরাঃ কেচিৎ কৃচ্ছ্রাদিকারিণঃ।
অন্তর্যাগপরাঃ কেচিৎ কেচিন্ন্যাসপরায়ণাঃ ॥ ২৪ ॥
হৃল্লেখয়া পরাশক্তেঃ পূজাং চক্রুরতন্দ্রিতাঃ।
ইত্যেবং বহুবর্ষাণি কালোঽগাজ্জনমেজয় ! ॥ ২৫ ॥
অকস্মাচ্চৈত্রমাসীয়নবম্যাং চ ভৃগোর্দ্দিনে।
প্রাদুর্ব্বভূব পুরতস্তন্মহঃ শ্রুতিবোধিতম্ ॥ ২৬ ॥
চতুর্দিক্ষু চতুর্ব্বেদৈর্মূর্ত্তিমদ্ভিরভিষ্টুতম্।
কোটিসূর্য্যপ্রতিকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্ ॥ ২৭ ॥
বিদ্যুৎকোটিসমানাভমরুণং তৎপরং মহঃ।
নৈব চোর্দ্ধ্বং ন তির্য্যক্‌চ ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ ॥ ২৮ ॥

মন্ত্রপারায়ণম্। মায়াকুণ্ডলিনীক্রিয়া মধুমতী শুদ্ধা চ কালীকলাগাতঙ্গীবিজয়াজয়া-ভগবতীদেবীশিবাশাম্ভবীতিশ্লোকোক্তরীত্যা ভুবনেশ্বরীপারিজাতে স্পষ্টীকৃতং তৎপরাস্তন্নিষ্ণাতাঃ কেচিদিত্যর্থঃ। কৃচ্ছ্রাদিব্রতং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিকম্। অন্তর্যাগঃ প্রপঞ্চযাগঃ প্রাণাগ্নিহোত্রঞ্চ প্রপঞ্চসারে উক্তং তৎপরাঃ কেচিদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

হৃল্লেখয়া মায়াবীজমন্ত্রেণ ভুবনেশ্বরীমন্ত্রেণেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ভৃগোর্দিনে ভৃগুবাসরে। স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম। বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীমিত্যাদিশ্রুতিবোধিতং তন্মহঃ শাক্তং মহঃ প্রাদুর্বভূবেত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

বেদচতুষ্টয়েন চতুর্দ্দিক্ষু স্থিতেন সেবিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

অরুণমারক্তমনুগ্রহার্থং স্বীকৃতরজোগুণবত্ত্বাৎ। এতদ্রূপপ্রতিপাদিতাং শ্রুতিং পঠন্তি নৈব চোর্দ্ধমিতি। পরিজগ্রভৎ স্থানত্রয়েঽপি ন পরিচ্ছিন্নমিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

দেবীসূক্ত জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ কেহ নাম-পারায়ণ এবং কেহ কেহ বা মন্ত্র-পারায়ণের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রতপরায়ণ হইলেন। কেহ কেহ অন্তর্যাগে, কেহ কেহ প্রাণাগ্নিহোত্র-যাগে, কেহ কেহ বা ন্যাসাদিতে নিযুক্ত হইলেন। কেহ কেহ বা অতন্দ্রিত হইয়া মায়াবীজ মন্ত্রদ্বারা পরমাশক্তি ভুবনেশ্বরীর পূজা করিতে লাগিলেন ॥ ২৩—২৪ ॥

মহারাজ ! এইরূপে দেবতাগণের বহু বৎসর গত হইয়া গেল। পরে এক দিন চৈত্র-মাসের নবমীতে ভৃগুবাসরে সেই শ্রুতিবোধিত শক্তিসম্বন্ধীয় পরমজ্যোতিঃ অকস্মাৎ তাঁহাদিগের পুরোভাগে প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ২৫-২৬ ॥ ঐ তেজ কোটি কোটি বিদ্যুৎতুল্য, অরুণবর্ণ এবং কোটি কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল। সেই পরমজ্যোতির প্রভা কোটি কোটি সূর্য্যতুল্য, চারিদিকে অবস্থিত হইয়া মূর্ত্তিমান্ বেদচতুষ্টয় তাঁহার স্তব করিতেছেন। সেই তেজোরাশি, কি ঊর্দ্ধে, কি পার্শ্বে, কি মধ্যে, কোনদিকে পরিচ্ছিন্ন হইবার নহে ॥ ২৭—২৮ ॥ তাঁহার

আদ্যন্তরহিতং তত্তু ন হস্তাদ্যঙ্গসংযুতম্।
ন চ স্ত্রীরূপমথবা ন পুংরূপমথোভয়ম্॥ ২৯॥
দীপ্ত্যা পিধানং নেত্রাণাং তেষামাসীন্ মহীপতে!।
পুনশ্চ ধৈর্য্যমালম্ব্য যাবত্তে দদৃশুঃ সুরাঃ॥ ৩০॥
তাবত্তদেব স্ত্রীরূপেণাভাদ্দিব্যং মনোহরম্।
অতীবরমণীয়াঙ্গীং কুমারীং নবযৌবনাম্॥ ৩১॥
উদ্যৎপীনকুচদ্বন্দ্বনিন্দিতাম্ভোজকুট্মলাম্।
রণৎকিঙ্কিণিকাজালসিঞ্জন্মঞ্জীরমেখলাম্॥ ৩২॥
কনকাঙ্গদকেয়ূরগ্রৈবেয়কবিভূষিতাম্।
অনর্ঘ্যমণিসম্ভিন্নগলবন্ধবিরাজিতাম্॥ ৩৩॥
তনুকেতকসংরাজন্নীলভ্রমরকুন্তলাম্।
নিতম্ববিম্বসুভগাং রোমরাজিবিরাজিতাম্॥ ৩৪॥

অথোভয়ং নপুংসকমপি নেত্যর্থঃ॥ ২৯॥

প্রথমতস্তস্য দীপ্ত্যা নেত্রপিধানং জাতং পশ্চাত্তদেব মহঃ স্ত্রীরূপেণাভাৎ প্রকাশং প্রাপেত্যর্থঃ॥ ৩০—৩১॥

উদ্যদাবির্ভবদ্যৎপীনং কুচদ্বন্দ্বং তেন নিন্দিতে কমলকুড্মলে যস্যাঃ। রণচ্ছব্দায়মানং যৎকিঙ্কিণিকাজালং তেন সিঞ্জন্তৌ শব্দায়মানে মঞ্জীরমেখলে নূপুরকাঞ্চীভূষণে যস্যাঃ॥৩২॥

গলবন্ধঃ কণ্ঠভূষণম্॥ ৩৩॥

তনুকেতকে বালকেতকপত্রেঽতিশ্বেতে সংরাজন্ যো নীলভ্রমরস্তদ্বদতিনীলে কুন্তলৌ কর্ণকপোলমধ্যস্থৌ কেশৌ যস্যাঃ॥ ৩৪॥

আদিও নাই, অন্তও নাই, তাহা হস্তপদাদি অঙ্গসংযুক্ত স্ত্রীরূপ, পুরুষরূপ অথবা নপুংসক রূপও নহে॥২৯॥ সুরগণ প্রথমে সেই তেজের প্রভায় প্রতিহত হইয়া নেত্র নিমীলন করিলেন, কিন্তু পরক্ষণেই ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক যেমন নেত্র উন্মীলন করিলেন, অমনি সেই পরমজ্যোতিঃ অতি মনোহর দিব্য রমণীরূপে প্রকাশিত হইল। সেই মনোরমাঙ্গী নবযৌবনা কুমারীর কমলকলিকা-নিন্দিত পীনোন্নত কুচদ্বয় পরমশোভা বিস্তার করিতে লাগিল। তাঁহার করচতুষ্টয়ে কনকবলয়, বাহু চতুষ্টয়ে কেয়ূর, গ্রীবাদেশে গ্রৈবেয়ক, গলদেশে অমূল্যমণিনিবদ্ধ গলবন্ধ, পরমোজ্জ্বল প্রভাজাল বিস্তার করিয়া শোভা পাইতেছে। কটিতটে কমনীয় কিঙ্কিণীজাল ও মেখলারাজী এবং পাদদেশে নয়নরঞ্জন মনোহর নূপুর শ্রবণ মনোহর ধ্বনি করিতেছে॥ ৩০—৩৩॥ তাঁহার কর্ণ ও কপোলের মধ্যবর্ত্তী কেশাবলী, নবকেতকী-পুষ্প-পত্রোপরি বিরাজিত দীপ্তপ্রভ নীলবর্ণ ভ্রমরাবলীর ন্যায় সমুজ্জ্বল শোভা পাইতেছে। তাঁহার নিতম্ববিম্ব সুঘটিত ও একান্তমনোহর, রোমরাজি নাভিদেশে

কর্পূরশকলোন্মিশ্রতাম্বূলপূরিতাননাম্ ।
কনৎকনকতাটঙ্কবিটঙ্কবদনাম্বুজাম্ ॥ ৩৫ ॥
অষ্টমীচন্দ্রবিম্বাভললাটামায়তভ্রুবম্ ।
রক্তারবিন্দনয়নামুন্নসাং মধুরাধরাম্ ॥ ৩৬ ॥
কুন্দকুড্মলদন্তাগ্রাং মুক্তাহারবিরাজিতাম্ ।
রত্নসম্ভিন্নমুকুটাং চন্দ্ররেখাবতংসিনীম্ ॥ ৩৭ ॥
মল্লিকামালতীমালাকেশপাশবিরাজিতাম্ ।
কাশ্মীরবিন্দুনিটিলাং নেত্রত্রয়বিলাসিনীম্ ॥ ৩৮ ॥
পাশাঙ্কুশবরাভীতিচতুর্ব্বাহুং ত্রিলোচনাম্ ।
রক্তবস্ত্রপরীধানাং দাড়িমীকুসুমপ্রভাম্ ॥ ৩৯ ॥
সর্ব্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যাং সর্ব্বদেবনমস্কৃতাম্ ।
সর্ব্বাশাপূরিকাং সর্ব্বমাতরং সর্ব্বমোহিনীম্ ॥ ৪০ ॥
প্রসাদসুমুখীমম্বাং মন্দস্মিতমুখাম্বুজাম্ ।
অব্যাজকরুণামূর্ত্তিং দদৃশুঃ পুরতঃ সুরাঃ ॥ ৪১ ॥

কনন্তৌ দীপ্যমানৌ কনকতাটঙ্কৌ তাভ্যাং বিটঙ্কং সুন্দরং বদনাম্বুজং যস্যাঃ ॥ ৩৫ ॥
অষ্টমীচন্দ্রোঽর্দ্ধচন্দ্রঃ। উন্নসাং উন্নতনাসিকাম্ ॥ ৩৬—৩৭ ॥
নিটিলং ললাটম্ ॥ ৩৮ ॥
ত্রিলোচনামিতি পুনরুক্তির্লোচনানামতিসৌন্দর্য্যবোধার্থা ॥ ৩৯—৪১ ॥

বিরাজিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে ॥ ৩৪ ॥ দীপ্যমান কনকতাড়ঙ্কে সমুজ্জ্বল পরমসুন্দর বদনাম্বুজের অভ্যন্তর কর্পূরখণ্ড-বিমিশ্রিত তাম্বূলে আপূরিত; ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র শোভা; ভ্রূযুগল আয়ত; নয়ন ক্রোকনদ শোভা ধারণ করিয়াছে; নাসিকা উন্নত; অধরবিম্ব অতি মধুর ॥ ৩৫—৩৬ ॥ দন্ত সকল কুন্দ কুট্মলের ন্যায় একান্ত মনোহর; গলদেশে প্রলম্বিত মুক্তাহার বিরাজিত রহিয়াছে; মস্তকোপরি হীরক ও মণিরত্নে খচিত প্রদীপ্ত মুকুটালঙ্কার; কর্ণে চন্দ্ররেখার ন্যায় কর্ণভূষণ; কেশপাশ, মল্লিকা ও মালতী মালায় সুশোভিত; ললাটদেশ কাশ্মীর-বিন্দু দ্বারা সুসজ্জিত এবং লোচনত্রয় মুখমণ্ডলের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে ॥ ৩৭—৩৮ ॥ তাঁহার এক হস্তে পাশ ও অপর হস্তে অঙ্কুশ এবং অন্য হস্তদ্বয় বর ও অভয়দান-ভঙ্গিমায় বিরাজিত; দেহকান্তি দাড়িমী কুসুমের ন্যায়; পরিধান অরুণবর্ণ অম্বর, পরমশোভা বিস্তার করিতেছে ॥ ৩৯ ॥ সুরগণ, এইরূপে সমস্ত শৃঙ্গারবেশধারিণী, সমস্ত বাঞ্ছাপূরণী, সমস্ত দেবতাগণের নমস্কৃতা, হাস্যাননী অখিলমোহিনী, অখিলজন-জননী, প্রসাদসুমুখী, অকপট করুণার

দৃষ্ট্বা তাং করুণামূর্ত্তিং প্রণেমুঃ সকলাঃ সুরাঃ।
বক্তুং নাশক্নুবন্ কিঞ্চিদ্বাষ্পসংরুদ্ধনিঃস্বনাঃ ॥ ৪২ ॥
কথঞ্চিৎ স্থৈর্য্যমালম্ব্য ভক্ত্যা চানতকন্ধরাঃ।
প্রেমাশ্রুপূর্ণনয়নাস্তুষ্টুবুর্জ্জগদম্বিকাম্ ॥ ৪৩ ॥

দেবা উচুঃ।

নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
নমঃ প্রকৃত্যৈ ভদ্রায়ৈ নিয়তাঃ প্রণতাঃ স্ম তাম্ ॥ ৪৪ ॥
তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং
বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং
প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ ॥ ৪৫ ॥

যতো বাষ্পসংরুদ্ধনিঃস্বনাস্ততোবক্তুং নাশক্নুবন্নিত্যর্থঃ। ইতি কর্ত্তব্যতায়াং মূঢ়াঃ সর্ব্বে বিলোকনং কৃতবন্ত এব স্থিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥

নমো দেব্যৈ ইতি বৈদিকো মন্ত্রঃ। প্রকৃত্যৈপ্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তানুপরোধাদিতি সূত্রপ্রতিপাদ্যসাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণ্যৈ। ভদ্রায়ৈ সকলকল্যাণগুণরত্নাকরায়ৈ। নিয়তাঃ সংযতাঃ ॥ ৪৪ ॥

তামগ্নিবর্ণামিতি। অয়মপি ঋঙ্মন্ত্রঃ অগ্নিসমানারুণবর্ণাম্। তপসা জ্ঞানেন জ্বলন্তীং দীপ্যমানাং সর্ব্বজ্ঞামিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। তপসা চীয়তে ব্রহ্মেতি মুণ্ডকে। বৈরোচনীং বিশেষেণ দীপ্তাম্। কর্ম্মফলেষু নিমিত্তেষু ব্রাহ্মণাদিভির্জুষ্টাং সেবিতাম্ দুর্গামষ্টাঙ্গযোগাত্মকদুঃখরূপায়াসেন প্রাপ্যাং জ্ঞানেন। সুতরসি তরণযোগ্যে সংসারে তরসে তরণায়

মূর্ত্তিরূপিণী অম্বিকা দেবীকে পুরোভাগে অবলোকন করিলেন ॥ ৪০—৪১ ॥ সেই করুণাময়ীকে দর্শন করিবামাত্র দেবগণ প্রণাম করিলেন, কিন্তু বাষ্পভরে রুদ্ধকণ্ঠ হওয়াতে প্রথমত কণ্ঠস্বর নিঃসৃত হইল না ॥ ৪২ ॥ পরে অতিকষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক ভক্তিভরে শিরোদেশ সন্নমিত করিয়া প্রেমাশ্রুপূর্ণনয়নে জগদম্বিকার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

দেবগণ কহিলেন, জগদম্বিকে! আপনি দেবী ও মহাদেবী এবং আপনিই শিবরূপিণী, আমরা সততই সংযতচিত্তে আপনাকে বারংবার নমস্কার করিতেছি। দেবি! আপনি সাম্যাবস্থাবিশিষ্টা মায়োপাধিযুক্তা ব্রহ্মরূপিণী প্রকৃতি এবং আপনি সর্ব্বকল্যাণরূপিণী, আমরা সংযতমানসে আপনার চরণকমলে প্রণিপাত করিতেছি ॥ ৪৪ ॥ জননি! আপনি যোগিগণের হৃদয়ে অনলশিখার ন্যায় অরুণবর্ণে দীপ্তি পাইয়া থাকেন, আপনি জ্ঞানপ্রভায় দীপ্যমানা, মাতঃ! আপনিই এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে চৈতন্যরূপে সর্ব্বত্রই

দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাস্তাং
বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি।
সা নো মন্দ্রেষমূর্জ্জং দুহানা
ধেনুর্ব্বাগস্মানুপসুষ্টুতৈতু ॥ ৪৬ ॥
কালরাত্রীং ব্রহ্মস্তুতাং বৈষ্ণবীং স্কন্দমাতরম্।
সরস্বতীমদিতিং দক্ষদুহিতরং
নমামঃ পাবনাং শিবাম্ ॥ ৪৭ ॥

তস্যৈ দুর্গায়ৈ নমোঽস্ত্বিত্যর্থঃ। তস্যৈ ইতি শেষঃ। যদ্বা অগ্নিশব্দেনাগ্নিবীজং রেফো গৃহ্যতে। সরবর্ণো যস্যা মন্ত্রেঽস্তি তাম্। তপঃশব্দো মায়াবাচকস্তেন তুরীয়স্বর ঈকারো গৃহ্যতে। তেন জ্বলন্তীং তদ্‌যুক্তামিত্যর্থঃ। বিরোচনঃ সূর্য্যস্তেন তদ্বীজং হকারো গৃহ্যতে। সূর্য্যস্য বিন্দ্বাত্মকপরমেশ্বরত্বেন বিন্দোশ্চ হকারাত্মত্বেন প্রপঞ্চসারে তৃতীয়চতুর্থপটলয়োরুক্তত্বাৎ। তেন হকারযুক্তামিত্যর্থঃ। তথাচ মায়াবীজরূপিণীং দুর্গাং শরণমহমিত্যাদিপূর্ব্বেণ সমানার্থং নারায়ণোপনিষদ্ভাষ্যে তু তাং দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে। কীদৃশীমগ্নিসমানবর্ণাং তপসা স্বকীয়সন্তাপেন জ্বলন্তীমস্মচ্ছত্রূন্ দহন্তীং বিশেষেণ রোচতে স্বয়মেব প্রকাশতে ইতি বিরোচনঃ পরমাত্মা তেন দৃষ্টত্বাদ্বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু স্বর্গপশুপুত্রাদিষু নিমিত্তভূতেষু জুষ্টামুপাসকৈঃ সেবিতাম্। হে সুতরসি! সুষ্টুসংসারতরণহেতো! হে দেবি! তরসে তারয়িত্র্যৈ তুভ্যং নমোঽস্ত্বিত্যর্থ ইত্যুক্তং মাধবাচার্য্যৈঃ ॥ ৪৫ ॥

দেবীং বাচমিতি। দেবাঃ প্রাণাঃ যাং দেবীং দ্যোতমানাং বাচং বৈখরীরূপামজনয়ন্তোৎপাদিতবন্তস্তাং বিশ্বরূপা বহুরূপাঃ পশবোঽস্মদাদয়ো বদন্তি। সর্ব্বব্যবহারসিদ্ধ্যর্থং সেয়ং সর্ব্বব্যবহারোপযোগিনী ধেনুঃ কামদুঘা মন্দ্রা মাদয়িত্রী প্রতিষ্ঠামানদানাদিনা। ইষ্টমূর্জ্জং দুহানান্নবলদাত্রী বাগ্রূপা ভবতী নোঽস্মান্ সুষ্টুতা সতী উপৈতু প্রাপ্নোত্বিত্যর্থঃ। অয়মপি ঋঙ্মন্ত্র এব ॥ ৪৬ ॥

কালরাত্রীমিতি। অয়মপি দেব্যথর্ব্বশিরস্থো মন্ত্রঃ। সর্ব্বমারকস্যাপি কালস্য রাত্রী নাশিকেত্যর্থঃ। প্রলয়ে কালস্যাপি নাশাৎ। ব্রহ্মস্তুতাং মধুকৈটভবধস্য সময়ে ব্রহ্মণা স্তুতাং

প্রতিভাত হইয়া থাকেন, ব্রহ্মাদি দেবতাবর্গ ও মানবাদি জীবগণ কর্ম্মফল প্রাপ্তি নিমিত্ত আপনারই সেবা করিয়া থাকেন। দেবি! আপনি সংসার সাগরের তারণকর্ত্রী, অতএব আমরা ঘোরতর সংসারসমুদ্র পার হইবার নিমিত্ত আপনার শরণাপন্ন হইয়া আপনাকে বারংবার নমস্কার করিতেছি ॥ ৪৫ ॥ মাতঃ! প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু সাহায্যে যে সকল ভাবপ্রকাশক বাক্য উচ্চারিত হয়, আমরা তাহাকে ভাষা বলিয়া থাকি। সেই ভাষা আমাদিগের কামধেনু অর্থাৎ আমরা সেই কামধেনুরূপিণী ভাষা হইতে ইচ্ছামত ধন, মান ও অন্নাদি দোহন করিয়া অহঙ্কারে উন্মত্ত হইতেছি; মাতঃ! আপনি আমাদিগের সেই ভাষা স্বরূপা, অতএব আপনি অভিষ্টুত হইয়া আমাদিগের বাঞ্ছাপূর্ণ করুন ॥ ৪৬ ॥ দেবি! আপনি সর্ব্বসংহারক কালেরও সংহার করেন, ভগবান্ পদ্মযোনি সততই আপনার

মহালক্ষ্মৈ চ বিদ্মহে সর্ব্বশক্ত্যৈ চ ধীমহি।
তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ॥ ৪৮ ॥
নমো বিরাট্‌স্বরূপিণ্যৈ নমঃ সূত্রাত্মমূর্ত্তয়ে।
নমো ব্যাকৃতরূপিণ্যৈ নমঃ শ্রীব্রহ্মমূর্ত্তয়ে ॥ ৪৯ ॥
যদজ্ঞানাজ্জগদ্ভাতি রজ্জুসর্পস্রগাদিবৎ।
যজ্‌জ্ঞানাল্লয়মাপ্নোতি নুমস্তাং ভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৫০ ॥
নুমস্তৎপদলক্ষ্যার্থং চিদেকরসরূপিণীম্।
অখণ্ডানন্দরূপাং তাং বেদতাৎপর্য্যভূমিকাম্ ॥ ৫১ ॥

ব্রহ্মণা বেদেন বা স্তুতাম্। বৈষ্ণবীং বিষ্ণুশক্তিং লক্ষ্মীম্। স্কন্দমাতরং পার্ব্বতীং শিবশক্তিম্। সরস্বতীং ব্রহ্মশক্তিম্। অদিতিং দেবমাতরং দক্ষদুহিতরম্। সতীনাম্নীম্ এতাদৃশীং নানারূপধরাং শিবাং ভুবনেশ্বরীং পাবনাং নমাম ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

মহালক্ষ্ম্যৈ চেতি। ইয়মপি দেব্যথর্ব্বশিরস্থা গায়ত্রী। তত্র চতুর্থী দ্বিতীয়ার্থে। মহালক্ষ্মীং বিদ্মহে জানীম ইত্যর্থঃ। তথা সর্ব্বশক্তিং ধীমহি ধ্যায়াম ইত্যর্থঃ। তদিতি লুপ্তসপ্তম্যন্তম্। তত্তত্রজ্ঞানে ধ্যানে চ নোঽস্মান্ সা দেবী প্রচোদয়াৎ প্রেরয়ত্বিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

চতুষ্পাৎ ব্রহ্মাত্মিকাং নমস্করোতি নমো বিরাড়িতি ॥ ৪৯ ॥

যদজ্ঞানাদ্যৎ স্বরূপস্যাপরিজ্ঞানাদিত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

স্তুতি করিয়া থাকেন; মাতঃ! আপনি বিষ্ণুশক্তি লক্ষ্মী, স্কন্দমাতা শিবশক্তি পার্ব্বতী, ব্রহ্মশক্তি সরস্বতী, দেবমাতা অদিতি এবং সতীনাম্নী দক্ষদুহিতা। মাতঃ! আপনি এইরূপে বহুরূপ ধারণপূর্ব্বক অখিল ব্রহ্মাণ্ড পূত এবং সকলকে শান্তিদান করিতেছেন; অতএব দেবি! আপনাকে প্রণিপাত করি ॥ ৪৭ ॥ আমরা আপনাকে মহালক্ষ্মী বলিয়া জানি, আমরা আপনাকে সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী দেবী ভগবতী বলিয়া ধ্যান করিতেছি। জননি! আপনি আমাদিগকে আপনার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে প্রেরণ করুন ॥ ৪৮ ॥ দেবি! আপনি বিরাট্‌রূপিণী, আপনাকে নমস্কার; আপনি সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভরূপিণী, আপনাকে নমস্কার; আপনি মহদাদি ষোড়শবিকৃতিরূপিণী, আপনাকে নমস্কার। মাতঃ! আপনি ব্রহ্মরূপিণী, আপনাকে আমরা নমস্কার করি ॥ ৪৯ ॥ যাঁহার সৃষ্ট অবিদ্যাজনিত অজ্ঞান হইতে এই জগৎ, রজ্জু ও স্রগাদিতে সর্পের ন্যায় সত্য বলিয়া ভ্রম হয়, আবার যাঁহার সৃষ্ট বিদ্যাজনিত জ্ঞান দ্বারা সেই ভ্রমের অপনয়ন হয়, আমরা ভক্তিনম্রমানসে সেই সর্ব্বান্তর্যামিনী ভগবতী ভুবনেশ্বরীর ধ্যান করিতেছি ॥ ৫০ ॥ "তৎ ত্বমসি" বাক্যে যিনি তৎপদের লক্ষ্যার্থ, যিনি অখিলবেদের তাৎপর্য্য ভূমি, চৈতন্যরসরূপিণী ও অখণ্ডানন্দ স্বরূপা ব্রহ্মস্বরূপিণী এবং যিনি অন্নময়, প্রাণময়, বিজ্ঞানময়, মনোময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোশের অতিরিক্তা; যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিণী, এবং যিনি ত্বম্পদেরও লক্ষ্যার্থ,

পঞ্চকোশাতিরিক্তাং তামবস্থাত্রয়সাক্ষিণীম্ ।
পুনস্ত্বং পদলক্ষ্যার্থাং প্রত্যগাত্মস্বরূপিণীম্ ॥ ৫২ ॥
নমঃ প্রণবরূপায়ৈ নমো হ্রীঙ্কারমূর্ত্তয়ে ।
নানামন্ত্রাত্মিকায়ৈ তে করুণায়ৈ নমো নমঃ ॥ ৫৩ ॥
ইতি স্তুতা তদা দেবৈর্মণিদ্বীপাধিবাসিনী ।
প্রাহ বাচা মধুরয়া মত্তকোকিলনিঃস্বনা ॥ ৫৪ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ ।

বদন্তু বিবুধাঃ কার্য্যং যদর্থমিহ সঙ্গতাঃ ।
বরদাহং সদা ভক্তকামকল্পদ্রুমাস্মি চ ॥ ৫৫ ॥
তিষ্ঠন্ত্যাং ময়ি কা চিন্তা যুষ্মাকং ভক্তিশালিনাম্ ।
সমুদ্ধরামি মদ্ভক্তান্ দুঃখসংসারসাগরাৎ ।
ইতি প্রতিজ্ঞাং মে সত্যাং জানীথ বিবুধোত্তমাঃ ॥ ৫৬ ॥
ইতি প্রেমাকুলাং বাণীং শ্রুত্বা সন্তুষ্টমানসাঃ ।
নির্ভয়া নির্জ্জরা রাজন্নূচুর্দুঃখং স্বকীয়কম্ ॥ ৫৭ ॥

(পঞ্চকোশাতিরিক্তামিতি। পঞ্চভ্যঃ অন্নপ্রাণবিজ্ঞানানন্দমনোময়েভ্যঃ কোশেভ্যোঽতিরিক্তাম্। জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিভেদেন অবস্থানাং ত্রয়ো ভেদা দৃশ্যন্তে, ভবতী চ তৎসাক্ষিণী। মানবা যস্যামেব অবস্থায়াং যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি, ভবতী চ সর্ব্বান্তর্যামিত্বাৎ তৎ সর্ব্বং পশ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৫২ ॥
প্রণবরূপায়ৈ ওঁকারস্বরূপায়ৈ। হ্রীঙ্কারমূর্ত্তয়ে হ্রীং বীজাত্মনে ॥ ৫৩—৫৮ ॥)

আমরা সেই জ্ঞানব্রহ্মস্বরূপিণী ভুবনেশ্বরী দেবীকে ধ্যান করি ॥ ৫১—৫২ ॥ মাতঃ! আপনি প্রণবরূপিণী, হ্রীঙ্কারমূর্ত্তি, নানাবিধ মন্ত্রাত্মিকা ও করুণাময়ী, আমরা আপনার চরণকমলে বারংবার প্রণিপাত করিতেছি ॥ ৫৩ ॥

দেবগণ, এইরূপে সেই মণিদ্বীপবাসিনী জগদম্বিকার স্তব করিলে প্রমত্ত-কোকিলকণ্ঠী ভগবতী মধুরবাক্যে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥ দেবগণ! তোমরা কি নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছ? তোমাদের কার্য্য কি, বল। আমিত সততই ভক্তগণের বাঞ্ছাকল্পতরু, এবং বরদায়িনী রহিয়াছি ॥ ৫৫ ॥ তোমরা আমার ভক্ত, আমি বিদ্যমান থাকিতে তোমাদিগের চিন্তা কি? আমি তোমাদিগকে দুঃখসাগর হইতে উদ্ধার করিব। সুরগণ! তোমরা আমার এই প্রতিজ্ঞা সত্য বলিয়া জানিবে ॥ ৫৬ ॥

রাজন্! অমরগণ, দেবীর এই প্রেমপরিপূর্ণ বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং জগন্মাতার নিকট আপনাদিগের মনোদুঃখ নিবেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

দেবা উচুঃ।

নাজ্ঞাতং কিঞ্চিদপ্যত্র ভবত্যাস্তি জগত্রয়ে।
সর্ব্বজ্ঞয়া সর্ব্বসাক্ষিরূপিণ্যা পরমেশ্বরি! ॥ ৫৮ ॥
তারকেণাসুরেন্দ্রেণ পীড়িতাঃ স্মো দিবানিশম্।
শিবাঙ্গজাদ্বধস্তস্য নির্ম্মিতো ব্রহ্মণা শিবে! ॥ ৫৯ ॥
শিবাঙ্গনা তু নৈবাস্তি জানাসি ত্বং মহেশ্বরি!।
সর্ব্বজ্ঞপুরতঃ কিম্বা বক্তব্যং পামরৈর্জ্জনৈঃ ॥ ৬০ ॥
এতদুদ্দেশতঃপ্রোক্তমপরং তর্কয়াম্বিকে!।
সর্ব্বদা চরণাম্ভোজে ভক্তিঃ স্যাত্তব নিশ্চলা ॥ ৬১ ॥
প্রার্থনীয়মিদং মুখ্যমপরং দেহহেতবে ॥ ৬২ ॥
ইতি তেষাং বচঃ শ্রুত্বা প্রোবাচ পরমেশ্বরী।
মম শক্তিস্তু যা গৌরী ভবিষ্যতি হিমালয়ে ॥ ৬৩ ॥

শিবাঙ্গজাচ্ছিবৌরসপুত্রাৎ ॥ ৫৯ ॥

সর্ব্বজ্ঞপুরত ইতি। সর্ব্বজ্ঞায়াস্তব পুরতোঽস্মাভিঃ পামরৈর্জ্জনৈঃ কিং বক্তব্যং কিং নিবেদনীয়ং ত্বং কিং ন জানাসীত্যর্থঃ। এতদুদ্দেশত ইতি। ইদং যদুক্তং তদুদ্দেশতাং মুখ্যত্বেন যৎস্থিতং তদুক্তম্। অপরমন্তৎ দুঃখমস্মাকং যদস্তি তৎ কিয়ৎপর্য্যন্তং বক্তব্যং তত্ত্বমেব সর্ব্বজ্ঞা তর্কয় জানীহীত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

মুখ্যমভিলষিতং প্রার্থয়ন্তি সর্ব্বদেতি। দেহহেতবে দেহাভিমাননিমিত্তপরং প্রার্থনীয়মিত্যর্থঃ ॥ ৬১—৬২ ॥

যা হিমালয়ে অধুনা ভবিষ্যতি সা শিবায় দেয়া। সা শক্তির্ব্বঃ কার্য্যং স্বজন্যপুত্রদ্বারা তারকাসুরবধরূপং করিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৬৩—৬৪ ॥

পরমেশ্বরি! আপনি সর্ব্বজ্ঞ এবং অখিল জগতের সাক্ষিণী, এই ত্রিজগৎ মধ্যে আপনার অজ্ঞাত কি আছে? ॥ ৫৮ ॥ মাতঃ শিবে! তারক নামক অসুরপ্রবর আমাদিগকে দিবা রাত্রই দুঃখ দিতেছে; বিশ্বস্রষ্টা বিধাতা, শিবের ঔরসজাত সন্তান হইতে তাহার বধ বিধান করিয়াছেন ॥ ৫৯ ॥ মহেশ্বরি! এক্ষণে শিবগৃহিণী সতী দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা আপনি জানেন, যিনি সর্ব্বজ্ঞ তাঁহার অগ্রে পামর জনেরা আর কি বলিবে? ॥ ৬০ ॥ জগদম্বিকে! আমরা এই সকল বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম, আমাদিগের অন্যান্য নিদারুণ দুঃখ সকল আপনি মনে মনে জানিতে পারিতেছেন, আমরা অধিক আর কি বলিব? আপনার চরণকমলে আমাদিগের অচলা ভক্তি যেন নিয়তই বিদ্যমান থাকে, ইহাই আমাদিগের মুখ্য প্রার্থনীয়; শিবের সন্তান উৎপাদনের নিমিত্ত আপনি দেহ ধারণ করেন ইহাই আমাদের অপর প্রার্থনা জানিবেন ॥ ৬১—৬২ ॥

দেবতাগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসাদসুমুখী পরমেশ্বরী তাঁহাদিগকে কহিলেন, আমার শক্তি, যিনি গৌরীরূপে হিমাচলে অবতীর্ণ হইবেন, তিনিই শিবসীমন্তিনী হইয়া

শিবায় সা প্রদেয়া স্যাৎ সা বঃ কার্য্যং বিধাস্যতি ।
ভক্তির্মচ্চরণাম্ভোজে ভূয়াদ্যুষ্মাকমাদরাৎ ॥ ৬৪ ॥
হিমালয়ো হি মনসা মামুপাস্তেঽতিভক্তিতঃ ।
ততস্তস্য গৃহে জন্ম মম প্রিয়করং মতম্ ॥ ৬৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

হিমালয়োঽপি তচ্ছ্রুত্বাত্যনুগ্রহকরং বচঃ ।
বাষ্পৈঃ সংরুদ্ধকণ্ঠাক্ষো মহারাজ্ঞীং বচোঽব্রবীৎ ॥ ৬৬ ॥
মহত্তরং তং কুরুষে যস্যানুগ্রহমিচ্ছসি ।
নোচেৎ কাহং জড়ঃ স্থাণুঃ ক ত্বং সচ্চিৎস্বরূপিণী ॥ ৬৭ ॥
অসম্ভাব্যং জন্মশতৈস্ত্বৎপিতৃত্বং মমানঘে ! ।
অশ্বমেধাদিপুণ্যৈর্ব্বা পুণ্যৈর্ব্বা তৎসমাধিজৈঃ ॥ ৬৮ ॥

নমু হিমালয়ে কিমিতি ভগবত্যাবতারো গৃহ্যতে তত্রাহ হিমালয়ো হীতি ॥ ৬৫ ॥
মহারাজ্ঞীং সর্ব্বেশ্বরীং ভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৬৬ ॥
মদ্ভক্ত্যা তুষ্টা ত্বং মদ্গৃহেঽবতারং গৃহ্ণাসীতি কেবলং মল্লালনার্থমেব বস্তুতস্তু যস্যানুগ্রহমিচ্ছসি তং পুরুষং মহত্তরং কুরুষে কেবলং স্বেচ্ছয়ৈবেত্যাহ মহত্তরমিতি। তথাচ শ্রুতিঃ। যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধামিতি। ইত্থং যদি নাস্তি তর্হি তত্রাহ নোচেদিতি। ক ত্বমতিদূরা মনোবাচামপি অগোচরা সচ্চিদানন্দরূপিণী ॥ ৬৭ ॥
এতাদৃশ্যাস্তব পিতৃত্বং জনকত্বং মম জন্মশতৈরনন্তজন্মভিরপি অসম্ভাব্যং সম্ভাবনাবিষয়োঽপি ন ভবতি তত্ত্বৎপিতৃত্বং ত্বং দদাসি তস্মাত্বদিচ্ছৈব কেবলং কারণং নমু মম যোগ্যতাদিকমিত্যর্থঃ। তদেবাহ অশ্বমেধেতি ॥ ৬৮ ॥

পুত্রোৎপাদনপূর্ব্বক তাহার দ্বারা তারকাসুর বধ করিয়া তোমাদের কার্য্যসাধন করিবেন। আর আমার চরণাম্বুজে তোমাদিগের প্রেমপূর্ণ নিশ্চলা ভক্তি হইবে ॥ ৬৩—৬৪ ॥ হিমবান্ অতিশয় ভক্তিসহকারে একান্ত মানসে আমার উপাসনা করিতেছে, অতএব তাহার গৃহে জন্মগ্রহণ আমার অতিশয় প্রিয়কর জানিও ॥ ৬৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! গিরিরাজ হিমালয়ও তাঁহার সেই অতিশয় অনুগ্রহসূচক বাক্য শুনিয়া প্রেমজনিত বাষ্পভরে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে ত্রৈলোক্যসাম্রাজ্ঞী ভুবনেশ্বরীকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৬৬ ॥ দেবি! আপনি যাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন, সেই ব্যক্তিকে অতিশয় মহত্তর করিয়া থাকেন; নতুবা জড় ও স্থাবর পাষাণপুঞ্জ আমিই বা কোথায়? এবং বাক্য ও মনের অগোচর সচ্চিদানন্দরূপিণী আপনিই বা কোথায়? আমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়া আপনি আমার প্রতি এত অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন কেন? ইহা আপনারই অনির্ব্বচনীয় মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে সন্দেহ নাই ॥ ৬৭ ॥ বিমলে! আমার পক্ষে আপনার জনকত্ব লাভ অনন্ত জন্ম অশ্বমেধাদিজনিত বা সমাধিজনিত পুণ্য-

অদ্য প্রপঞ্চে কীর্ত্তিঃ স্যাজ্জগন্মাতা সুতাভবৎ।
অহো হিমালয়স্যাস্য ধন্যোঽসৌ ভাগ্যবানিতি ॥ ৬৯ ॥
যস্যাস্তু জঠরে সন্তি ব্রহ্মাণ্ডানাঞ্চ কোটয়ঃ।
সৈব যস্য সুতা জাতা কো বা স্যাত্তৎসমো ভুবি ॥ ৭০ ॥
ন জানেঽস্মৎপিতৃণাং কিং স্থানং স্যান্নির্ম্মিতং পরম্।
এতাদৃশানাং বাসায় যেষাং বংশেঽস্তি মাদৃশঃ ॥ ৭১ ॥
ইদং যথা চ দত্তং মে কৃপয়া প্রেমপূর্ণয়া।
সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধঞ্চ স্বরূপং ব্রূহি মে তথা ॥ ৭২ ॥
যোগঞ্চ ভক্তিসহিতং জ্ঞানঞ্চ শ্রুতিসম্মতম্।
বদস্ব পরমেশানি! ত্বমেবাহং যতো ভবেঃ ॥ ৭৩ ॥

অথ স্বভাগ্যং বর্ণয়তি অদ্য প্রপঞ্চ ইতি। অহো অস্য হিমালয়স্য জগন্মাতা সুতা কন্যাভবৎ। ধন্যোঽসৌ ভাগ্যবানিতি প্রপঞ্চে অদ্যাদ্যপ্রভৃতি কীর্ত্তিঃ স্যাদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৬৯ ॥

পরাশক্ত্যনুগ্রহেণ প্রেমপূর্ণান্তঃকরণঃ স্বমুখেনৈব স্বভাগ্যং পুনর্বর্ণয়তি যস্যাস্থিতি। কো বা স্যাৎ কোপীত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

যেষাং বংশে মাদৃশো ভাগ্যবানস্তি তেষাং কিং স্থানং ব্রহ্মলোকাদ্যপেক্ষয়াধিকং কিং নির্ম্মিতং স্যাত্তন্ন জানে ইতি ভাবঃ ॥ ৭১ ॥

পুনঃ প্রার্থয়তে ইদং যথেতি। ইদমতিদুর্লভং স্বৎপিতৃত্বং যথা ত্বয়া করুণয়া দত্তং তথেত্যন্বয়ঃ ॥ ৭২ ॥

ত্বমেবাহমিতি। তব মম চাভেদো যেন স্যাত্তদিত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥

পুণ্য ভিন্ন আর কোন কারণ লক্ষিত হইতেছে না ॥ ৬৮ ॥ অহো! আমার প্রতি আপনি কি অনুগ্রহই করিলেন! "জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী এই হিমালয়ের কন্যা হইলেন, অতএব এই ব্যক্তিই ধন্য ও ভাগ্যবান্।" অদ্যাবধি আমার এইরূপ অতুল কীর্ত্তি এই অখিল জগৎ প্রপঞ্চ মধ্যে প্রচারিত হইল ॥ ৬৯ ॥ যাঁহার জঠরমধ্যে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত রহিয়াছে, তিনি যাহার কন্যা হইলেন, জগতীতলে তাহার তুল্য সৌভাগ্যবান্ ও পুণ্যবান্ ব্যক্তি আর কে হইতে পারে? ॥ ৭০ ॥ যাঁহাদিগের বংশে মাদৃশ পুণ্যবান্ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আমার সেই পিতৃগণের বাসের নিমিত্ত যে কিরূপ পরমোৎকৃষ্ট স্থান সকল নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা আমি বলিতে পারি না ॥ ৭১ ॥ মাতঃ! পরমেশ্বরি! আপনি যেরূপ প্রেমপরিপূর্ণ হইয়া কৃপা প্রকাশ করিলেন, সেইরূপে আপনি আমার নিকট আপনার সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধ স্বরূপ কীর্ত্তন এবং শ্রুতিসম্মত ভক্তিসমন্বিত জ্ঞান এবং যোগের বিষয় কীর্ত্তন করুন। যেন আমি সেই জ্ঞানবলে আপনার স্বরূপত্ব লাভ করিতে সমর্থ হই ॥ ৭২—৭৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রসন্নমুখপঙ্কজা।

বক্তুমারভতাম্বা সা রহস্যং শ্রুতিগূহিতম্ ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে হিমালয়গৃহে পার্ব্বত্যাজন্মকথনবর্ণনং নাম একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

(হিমবতঃ স্তুতিশ্রবণাদ্ভুবনেশ্বরী আনন্দিতাবভুব ইত্যত আহ প্রসন্নমুখপঙ্কজেতি ॥৭৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! হিমালয়ের সেই স্তুতি বাক্য শ্রবণ করিয়া ভুবনেশ্বরী প্রসন্ন-বদনে শ্রুত্যুক্ত নিগূঢ় রহস্য বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৭৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে হিমালয়গৃহে পার্ব্বতীর জন্মকথন নামক একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

শৃণ্বন্তু নির্জ্জরাঃ সর্ব্বে ব্যাহরন্ত্যা বচো মম।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ মদ্রূপত্বং প্রপদ্যতে ॥ ১ ॥
অহমেবাস পূর্ব্বন্তু নান্যৎকিঞ্চিন্নগাধিপ!।
তদাত্মরূপং চিৎসম্বিৎপরব্রহ্মৈকনামকম্ ॥ ২ ॥
অপ্রতর্ক্যমনির্দ্দেশ্যমনৌপম্যমনাময়ম্।
তস্য কাচিৎ স্বতঃসিদ্ধা শক্তির্মায়েতি বিশ্রুতা ॥ ৩ ॥

পঞ্চাশদ্ভিরথ শ্লোকৈরাত্মতত্ত্বনিরূপণম্।
করোতি জগদম্বা সা স্বমুখেনেতি চোচ্যতে ॥

হিমালয়ং পুরস্কৃত্য সর্ব্বান্ দেবান্ দেবী বরবস্তূপদেশং করোতি শৃণ্বিতি। ব্যাহরন্ত্যাঃ কথয়ন্ত্যাঃ ॥ ১ ॥

অহমেবেতি। পূর্ব্বন্তু সৃষ্টেস্তু পূর্ব্বমহমাত্মরূপিণ্যেবাস বভূব মত্তোঽন্যৎ কিঞ্চিদপি নাস সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদশূন্যমাত্মতত্ত্বমেবাসেত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চিদিতি। তদাত্মরূপমিতি। তদেবাত্মরূপং চিৎসম্বিৎ পরং ব্রহ্মৈকনামকং ভবতি। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যাদিকা জগৎকারণপ্রতিপাদকশ্রুতিষু প্রতিপাদিতাঃ শব্দাস্তস্যৈবাত্মস্বরূপস্য বাচকাঃ সন্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তথাচ সর্ব্ববেদপ্রতিপাদ্যমাত্মরূপমেবাসেতি সমন্বয়াধ্যায়োক্তঃ সর্ব্বপদানাং ব্রহ্মণ্যাত্মরূপে সমন্বয় উক্তো বেদিতব্য ইতি কীদৃক্ তদাত্মরূপমস্তীতি চেত্তত্রাহ অপ্রতর্ক্যমিতি। অনুমানাবিষয়ঃ শ্রুত্যৈকসমধিগম্যমিত্যর্থঃ। অনির্দ্দেশ্যং শ্রুত্যাপি জাতিগুণক্রিয়াসংজ্ঞাভির্নির্দ্দেষ্টুমশক্যমিত্যর্থঃ। অনৌপম্যমিতি। যদি তৎসদৃশো দ্বিতীয়ঃ পদার্থো জগত্যাং স্যাত্তদা তদুপমানেন স আত্মোপমেয়ঃ স্যান্নতু তদস্তি তস্মাদনৌপম্যম্। অনাময়মিতি। জায়তে বর্দ্ধতে ইত্যাদি ষড্ভাববিকারশূন্যমিত্যর্থঃ। তেষাং বিকারাণাং দেহোপাধিনিষ্ঠত্বাদস্য চাত্মনো দেহাভাবাত্তদ্বিকাররহিতমনাময়মেবৈতদিত্যর্থঃ। এতাদৃশং নির্গুণং কথং জগৎকারণমিতি চেত্তত্রাহ তস্যেতি। কাচিদনির্ব্বচনীয়া তস্য মমাত্মরূপস্য স্বতঃসিদ্ধানাদিভূতা শক্তিরস্তি। যা মায়েত্যাদিপদৈঃ সর্ব্বশ্রুতৌ বিশ্রুতা প্রসিদ্ধাস্তি। মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়া বা এষা নারসিংহীত্যাদিষু ॥ ৩ ॥

দেবী কহিলেন, দেবগণ! যাহা শ্রবণমাত্রেই জীবগণ আমার স্বরূপত্ব লাভে সমর্থ হয়, আমি এক্ষণে সেই বিষয় বর্ণন করিতেছি, তোমরা সমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ গিরিবর! সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আমিই বিদ্যমান ছিলাম, অন্য আর কিছুই ছিল না। আমারই আত্মস্বরূপকে চিৎসম্বিৎ ও পরব্রহ্ম ইত্যাদি নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। আমার আত্মা অনুমানের অতীত, লক্ষ্যের অতীত, উপমার অতীত ও জননমরণাদি

ন সতী সা নাসতী সা নোভয়াত্মা বিরোধতঃ।
এতদ্বিলক্ষণা কাচিদ্বস্তুভূতাস্তি সর্ব্বদা ॥ ৪ ॥
পাবকস্যোষ্ণতেবেয়মুষ্ণাংশোরিব দীধিতিঃ।
চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং মমেয়ং সহজা ধ্রুবা ॥ ৫ ॥
তস্যাং কর্ম্মাণি জীবানাং জীবাঃ কালাশ্চ সঞ্চরে।
অভেদেন বিলীনাঃ স্যুঃ সুষুপ্তৌ ব্যবহারবৎ ॥ ৬ ॥

সা কীদৃশী বর্ত্ততে তদাহ ন সতীতি। অত্র বিরোধত ইত্যাবৃত্ত্যা স্থানত্রয়েঽপি যোজ্যম্। ব্রহ্মবৎ কালত্রয়াবাধ্যা সতী ন ব্রহ্মজ্ঞানেন বাধ্যত্বরূপবিরোধাৎ। নাপি বন্ধ্যাপুত্রবদসতী ব্যবহারিকসত্তাতত্ত্ববিরোধাৎ। নাপ্যুভয়াত্মা সত্তাসত্ত্ববিশিষ্টা। বিরুদ্ধধর্ম্ময়োঃ সত্ত্বাসত্ত্বয়োরেকত্র সহাবস্থানবিরোধাদত এতত্ত্রয়বিলক্ষণা কাচিদনির্ব্বচনীয়া বস্তুভূতাস্তি সর্ব্বদা অনাদিঃ যাবন্মোক্ষস্থায়িন্যস্তীত্যর্থঃ। তথাচ তাপনীয়শ্রুতিঃ। মায়া চ তমোরূপানুভূতেস্তদেতজ্জড়ং মোহাত্মকমনন্তং তুচ্ছমিদং রূপমস্যাস্যব্যঞ্জিকা নিত্যানিবৃত্তা বিমূঢ়ৈরাত্মৈবদৃষ্টাস্য সত্বমসত্বঞ্চ দর্শয়তীতি ॥ ৪ ॥

তত্র দৃষ্টান্তমাহ পাবকস্যেতি। সহজানাদির্ধ্রুবা যাবন্মোক্ষস্থায়িনী মায়াশক্তির্মমাস্তীত্যর্থঃ। এতেন মায়াশক্ত্যা সদ্বিতীয়ত্বং ব্রহ্মণোঽস্তীতি কথং জগৎসৃষ্টেঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মসজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদশূন্যমিতি শঙ্কা পরাস্তা। শক্তেঃ শক্তানতিরেকাৎ। নহি বহ্নিশক্তির্বহ্নেঃ পৃথক্ত্বেন কচিৎ কদাচিদ্গৃহ্যতে। কিঞ্চ দ্বিতীয়ঃ সত্যপদার্থো নাস্তীত্যেবৈকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেতি শ্রুতেরর্থঃ। তথাচাসত্যা মায়য়া সদ্বিতীয়ত্বেঽপি দোষাভাবাৎ ॥ ৫ ॥

নন্বেতাদৃশ্যা ভুবনেশ্বর্য্যাস্তবোচ্চনীচজীবসর্জ্জনে বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যদোষ আপতেদিতি চেত্তত্রাহ তস্যাং কর্ম্মাণীতি। জীবাঃ কর্ম্মাণি কালশ্চ সর্ব্বে অনাদয়স্তে চ সুষুপ্তৌ যথা প্রতিদিবসং ব্যবহারো লীনো ভবতি তথা সঞ্চরে প্রলয়কালে তস্যাং মায়ায়ামভেদেন লীনাঃ স্যুঃ। তথাচ যথা যথা যস্য জীবস্য কর্ম্মাণি ভবন্তি তথা ময়া ফলং দীয়ত ইতি ন মম বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যদোষগন্ধোঽপীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

বিকারেরও অতীত পদার্থ। আমারই আত্মার স্বতঃসিদ্ধ এক শক্তি আছে, ঐ শক্তি মায়া নামে বিখ্যাত ॥ ২—৩ ॥ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মায়ার বিনাশ হয়, সুতরাং এই মায়া সতী অর্থাৎ নিয়ত নিত্যা নহে, আবার মায়া না থাকিলে ব্যবহারিক সত্তার বিরোধ হয় বলিয়া অসতীও নহে, সত্তা ও অসত্তার একত্র অবস্থিতি সম্ভবপর হইতে পারে না, সুতরাং মায়া সতী ও অসতী এই উভয়াত্মিকাও হইতে পারে না, এইরূপ অনির্ব্বচনীয় বস্তুরূপা মায়া মোক্ষকাল পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে ॥ ৪ ॥ আমার এই অনাদি, মোক্ষপর্য্যন্তস্থায়িনী মায়াশক্তি পাবকের উষ্ণতার ন্যায়, দিবাকরের দীধিতির ন্যায়, হিমাংশুর চন্দ্রিকার ন্যায় স্বভাবত উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ সুষুপ্তিকালে জীবগণের ব্যবহার যেমন তাহাতেই লীন হয়, সেইরূপ প্রলয়কালে জীবগণের কর্ম্মসমূহ, জীব ও কাল এই সমস্তই অভিন্নভাবে মায়াতেই সংলীন হইয়া

স্বশক্তেশ্চ সমাযোগাদহং বীজাত্মতাং গতা।
স্বাধারাবরণাত্তস্যা দোষত্বঞ্চ সমাগতম্ ॥ ৭ ॥
চৈতন্যস্য সমাযোগান্নিমিত্তত্বঞ্চ কথ্যতে।
প্রপঞ্চপরিণামাচ্চ সমবায়িত্বমুচ্যতে ॥ ৮ ॥
কেচিত্তাং তপ ইত্যাহুস্তমঃ কেচিজ্জড়ং পরে।
জ্ঞানং মায়াং প্রধানঞ্চ প্রকৃতিং শক্তিমপ্যজাম্ ॥ ৯ ॥

তাদৃশী মম শক্তির্জীবকর্মকালবিশিষ্টা তয়া যুক্তাহং নির্গুণাপি বীজাত্মতাং জগৎকারণতাং গতাস্মীত্যাহ স্বশক্তেশ্চেতি। নমু তব শক্তির্যথা ত্বাং ন ব্যামোহয়তি তথা জীবশক্তিরপি জীবং ন ব্যামোহয়েত্তথাচ মুক্তা এব জীবা ইতি সৃষ্টির্নিরর্থিকেতি চেত্তত্রাহ স্বাধারাবরণাদিতি। স্বং মায়া তস্যাধার আত্মা তস্যাবরণাদাচ্ছাদনাদস্যা মায়ায়া দোষত্বমপ্যস্তীত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। মায়ায়া রূপদ্বয়ং মায়াবিদ্যাত্মকমস্তি মায়া চাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতীতি শ্রুতেঃ। তত্র প্রথমা যা মম শক্তির্মায়া তস্যাঃ স্বাশ্রয়ব্যামোহকারিত্বাভাবেঽপি জীবাশ্রিতবিদ্যারূপস্য স্বাশ্রয়ব্যামোহকারিত্বমস্ত্যেবেতি তজ্জীবমোক্ষার্থং সৃষ্টিং সার্থিকৈবেতি ॥ ৭ ॥

নমু তথাপি লোকে কার্য্যমাত্রং প্রত্যুপাদানকারণনিমিত্তকারণয়োরপেক্ষাস্তু ঘটাদিষু দর্শনাজ্জগত উৎপাদনকর্ত্রী ত্বং ত্বেকৈবেতি কথমত্র কারণদ্বয়সদ্ভাব ইতি চেত্তত্রাহ চৈতন্যস্যেতি। সমাযোগাৎ মায়াসমাগমাচ্চৈতন্যস্য মায়ায়াং প্রতিবিম্বিতস্য চিদাভাসস্য নিমিত্তত্বং নিমিত্তকারণত্বং কথ্যত ইত্যর্থঃ। প্রপঞ্চেতি। প্রপঞ্চরূপেণ পরিণামাৎসমবায়িত্বমুপাদানকারণত্বমুচ্যতে মায়ায়া ইতি শেষঃ। চিদাভাসো নিমিত্তকারণং মায়োপাদানকারণমিতি বিভাগঃ। অধিষ্ঠানভূতং শুদ্ধবিম্বভূতং চৈতন্যন্তু বিবর্ত্তোপাদানমিত্যর্থাৎ সিদ্ধম্ ॥ ৮ ॥

তস্যা মায়ায়াঃ সদ্ভাবপ্রতিপাদকানি বচনানি শ্রুতিপ্রোক্তানি কথয়তি কেচিত্তামিতি। কেচিচ্ছাখিনস্তাং মায়াং তপ ইতি বদন্তীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। তপসা চীয়তে ব্রহ্মেতি মুণ্ডকে। তমঃ কেচিদিতি তথাচ শ্রুতিঃ। নাসদাসীন্নো সদাসীদিত্যাদি। তম আসী-

---

থাকে ॥ ৬ ॥ গিরিবর! যদিও আমি নির্গুণ, তথাপি তাদৃশ মায়া-শক্তির সংযোগে জগতের কারণরূপ হইয়াছি, কিন্তু যে মায়া আমাকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে, সেই মায়াই আবার আমাকে আবরণ করে বলিয়াই মায়াতে আশ্রয়াবরকতা দোষ বিদ্যমান রহিয়াছে। হিমবন্! তুমি জানিও যে, আমার মায়ার ও অবিদ্যা নামে দুইটি রূপ আছে, তন্মধ্যে বিদ্যারূপিণী প্রথম, তাহাতে স্বাশ্রয়-ব্যামোহকারিত্ব দোষ নাই, আর অবিদ্যারূপিণী দ্বিতীয়া, তাহাতে স্বাশ্রয়-ব্যামোহকারিত্ব দোষ বিদ্যমান আছে, ইহা দ্বারাই জীব সৃষ্টি হয়, আর বিদ্যার দ্বারা জীবগণ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥ মায়ার সহিত চৈতন্যের সংযোগ হইলেই সেই মায়াপ্রতিবিম্বিত চৈতন্য অর্থাৎ চিদাভাসই জগতের নিমিত্ত কারণ, আর ঐ মায়ার প্রপঞ্চরূপ পরিণাম সমবায়িকারণ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥ কোন কোন শাখাধ্যায়ী বেদজ্ঞগণ, এই মায়াকে তপঃ, কেহ কেহ তম, কেহ কেহ জড়, কেহ কেহ জ্ঞান, কেহ কেহ বা মায়া, প্রধান, প্রকৃতি, অজা ও শক্তি নামে নির্দেশ করিয়া

বিমর্শ ইতি তাং প্রাহুঃ শৈবশাস্ত্রবিশারদাঃ ।
অবিদ্যামিতরে প্রাহু র্বেদতত্ত্বার্থচিন্তকাঃ ॥ ১০ ॥
এবং নানাবিধানি স্যুর্নামানি নিগমাদিষু ।
তস্যা জড়ত্বং দৃশ্যত্বাজ্জ্ঞাননাশাত্ততোঽসতী ।
চৈতন্যস্য ন দৃশ্যত্বং দৃশ্যত্বে জড়মেব তৎ ॥ ১১ ॥
স্বপ্রকাশঞ্চ চৈতন্যং ন পরেণ প্রকাশিতম্ ।
অনবস্থাদোষসত্ত্বান্ন স্বেনাপি প্রকাশিতম্ ॥ ১২ ॥
কর্ম্মকর্ত্তৃবিরোধঃ স্যাত্তস্মাত্তদ্দীপবৎ স্বয়ম্ ॥ ১৩ ॥

তমসা গুহ্মগ্রে ইতি। তদেতজ্জড়মিতি তাপনীয়ে জড়ত্বমুক্তং স ঐক্ষত লোকান্নুসৃজা ইতি শ্রুতৌ জ্ঞানত্বমুক্তম্। অজা মায়া প্রধানপ্রকৃতিশক্তিপরাদয়ঃ শব্দাঃ শ্বেতাশ্বতর-শাখায়াং প্রসিদ্ধাঃ। তথাচ সর্ব্ববেদসম্মতেয়ং মায়েতি ভাবঃ ॥ ৯—১০ ॥

তদেবাহ এবমিতি। নন্ন মায়ায়া জড়ত্বং মিথ্যাত্বঞ্চ কুত ইতি চেত্তত্রাহ তস্যা ইতি। তস্যা দৃশ্যত্বাৎ স্বাধিষ্ঠানজ্ঞাননাশ্যত্বাচ্চ জড়ত্বং মিথ্যাত্বং চেত্যর্থঃ। যদ্যদ্দৃশ্যং তত্ত-জ্জড়ং যথা ঘটাদীত্যাদিব্যাপ্তেঃ। স্বাধিষ্ঠানজ্ঞাননাশ্যত্বং মিথ্যাত্বমিতি মিথ্যাত্বলক্ষণাৎ। এবং মায়ায়া জড়ত্বং মিথ্যাত্বং চোপপাদ্য আত্মনস্তদুভয়ত্বং নাস্তীত্যুপপাদয়তি চৈতন্য-স্যেতি। যদি চৈতন্যস্য দৃশ্যত্বং স্যাত্তর্হি তজ্জড়মেব ভবিষ্যতি যদ্যদ্দৃশ্যং তত্তজ্জড়মিতি ব্যাপ্তেঃ। তথাচ সর্ব্বস্য জড়ত্বাৎ প্রকাশকাভাবাজ্জগদান্ধ্যপ্রসঙ্গস্তস্মান্ন তদ্দৃশ্যমিত্যর্থঃ। নন্ন তস্য দৃশ্যত্বাভাবে তদস্তিত্বে প্রমাণাভাবাত্তদভাব এব প্রসজ্যেতেতি চেত্তত্রাহ স্বপ্রকা-শঞ্চেতি। যদীদং চৈতন্যং পরপ্রকাশং স্যাত্তর্হি স পরঃ কেনান্যেন প্রকাশিতঃ সোঽপ্যন্যঃ কেন প্রকাশিত ইত্যনবস্থা স্যাৎ। ন চ স্বেনাপি স্বং প্রকাশিতমেকস্যৈব কর্তৃত্বকর্ম্মত্ব-বিরুদ্ধধর্ম্মদ্বয়বত্ত্বাভাবাৎ। তস্মাৎ যথা দীপঃ স্বয়ং প্রকাশঃ পরপ্রকাশকশ্চ তদ্বস্মদীয়ং চৈতন্যমপি। হে পর্ব্বত! স্বয়ং ভাসমানমন্যেষাং সূর্য্যাদীনাং ভাসকং বিদ্ধীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। ন তত্র সূর্য্যো ন চন্দ্রতারকে নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধ ইতি চ ॥ ১১—১৪ ॥

থাকেন। শৈব-শাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ উঁহাকে বিমর্শ এবং অন্যান্য বেদতত্ত্বার্থ-চিন্তক কোবিদ্গণ অবিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; ফলতঃ এই মায়াই সমস্ত বৈদান্তিকগণের উপজীব্য। এইরূপে নিগমাদি শাস্ত্রে মায়া নানাবিধ নামে উক্ত হইয়াছে ॥ ৯—১০ ॥ যে যে বস্তু দৃশ্য, সেই সেই বস্তুই জড়, এই অব্যভিচারী লক্ষণ হেতু মায়ার জড়ত্ব এবং স্বাধি-ষ্ঠান-জ্ঞান-নাশ হেতু মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হয়। চৈতন্যের দৃশ্যত্ব নাই, দৃশ্যত্ব হইলে তাহাও জড় বলিয়া নিশ্চিত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ চৈতন্য স্বপ্রকাশ, তাহা অপর কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় না। যদি তাহা হইত, তবে সেই অপর আবার কাহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়, তাহা আবার কাহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়, তাহার এইরূপ অনবস্থা-দোষ সংঘটন হইত। তদ্ভিন্ন এক বস্তুর কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্মত্ব এই উভয় বিরুদ্ধধর্ম্মের অভাব হেতু আপনা কর্ত্তৃক আপনি প্রকাশিত হওয়াও সম্ভবপর নহে। অতএব প্রদীপ যেমন স্বয়ং প্রকাশমান হইয়া অন্যান্য

প্রকাশমানমন্যেষাং ভাসকং বিদ্ধি পর্ব্বত ! ।
অতএব চ নিত্যত্বং সিদ্ধং সম্বিত্তনোর্ম্মম ॥ ১৪ ॥
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যাদৌ দৃশ্যস্য ব্যভিচারতঃ ।
সম্বিদো ব্যভিচারশ্চ নানুভূতোঽস্তি কর্হিচিৎ ॥ ১৫ ॥
যদি তস্যাপ্যনুভবস্তর্হ্যয়ং যেন সাক্ষিণা ।
অনুভূতঃ স এবাত্র শিষ্টঃ সম্বিদ্বপুঃ পুরা ॥ ১৬ ॥
অতএব চ নিত্যত্বং প্রোক্তং সচ্ছাস্ত্রকোবিদৈঃ ।
আনন্দরূপতা চাস্যাঃ পরপ্রেমাস্পদত্বতঃ ॥ ১৭ ॥

যস্মাদ্ধেতোর্নিত্যত্বং সম্বিদ্রূপস্যোক্তং তমেব হেতুমুপপাদয়তি জাগ্রদিতি। অবস্থাত্রয়েঽপি দৃশ্যস্য পদার্থজাতস্য ব্যভিচারো যতস্তৎসম্বিদো ব্যভিচারাভাবশ্চ যতস্তস্মাৎসম্বিদো নিত্যত্বমিত্যর্থঃ। নন্ু সম্বিদোঽপি ব্যভিচারোঽস্তু তত্রাহ সম্বিদ ইতি। যোঽহং জাগরিতং পশ্যামি স এবাহং স্বপ্নং পশ্যামি স এবাহং সুষুপ্তং পশ্যামীত্যনুভবে যথাবস্থাত্রয়স্যাভাবোঽনুভূয়তে ন তথা কর্হিচিৎ কদাপি সম্বিদো ভাবোঽনুভূয়তে তস্মাদনিচ্ছতাপি সম্বিদো নিত্যত্বমাশ্রয়ণীয়মিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

নন্ু বৌদ্ধৈঃ সম্বিদোঽপ্যভাবোঽনুভূয়তে অতএব তে বৌদ্ধা যৎসত্তৎক্ষণিকমিতি ব্যাপ্ত্যাজ্ঞানস্যাপ্যনিত্যত্বমিচ্ছন্তীতি চেত্তত্রাহ যদি তস্যাপীতি। যদি তস্য সম্বিদ্রূপাভাবস্যানুভবস্তর্হি যেন সাক্ষিণা তস্য সম্বিদ্রূপস্যায়মভাবোঽনুভূতঃ স এবাত্র সাক্ষী সম্বিদ্বপুর্জ্ঞানশরীরোঽবশিষ্ট ইতি। সাক্ষিজ্ঞানং নিত্যমেব সর্ব্বৈরঙ্গীকর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

তত্র শাস্ত্রবিদনুভবং প্রমাণয়তি অতএবেতি। অধুনাত্মনঃ সুখরূপত্বমুপপাদয়তি। আনন্দরূপতেতি অস্যাঃ সম্বিদো যতঃ পরপ্রেমাস্পদত্বমনুভূয়তে তস্মাদস্যাঃ সম্বিদ আনন্দরূপতা সুখরূপতাস্তীত্যর্থঃ। ন হ্যসুখং পরপ্রেমাস্পদং ভবতীতি। তদুক্তং সূতসংহিতায়াম্। অসুখস্য ন হি প্রেমাস্পদত্বং পরিদৃশ্যতে ॥ ১৭ ॥

বস্তু সকলের প্রকাশক হয়, সেইরূপ চৈতন্যও স্বয়ং প্রকাশমান হইয়া চন্দ্র সূর্য্যাদি সমুদায় পদার্থের প্রকাশক হইয়া থাকে। অতএব হে পর্ব্বতবর ! আমার সম্বিৎরূপ তনুর নিত্যত্ব সুতরাং সিদ্ধ হইতেছে ॥ ১২—১৪ ॥ আরও দেখ, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে দৃশ্য পদার্থ সমূহের ব্যভিচার হয়, কিন্তু আমি জাগরিত অবস্থায় অনুভব করিয়াছি, সেই আমি স্বপ্নাবস্থাতেও অনুভব করিলাম, আবার সেই আমিই সুপ্তোত্থিত হইয়াও 'আমি এতক্ষণ সুপ্ত ছিলাম' এইরূপ অনুভব করিলাম, অতএব সম্বিৎ-পদার্থের কখনই ব্যভিচার হয় না ॥ ১৫ ॥ বৌদ্ধগণ কহিয়া থাকেন যে, যেরূপ সংবিদের অনুভব হয়, সেইরূপ সংবিদাভাবেরও অনুভব হয়, অতএব 'যাহা সৎ, তাহা ক্ষণিক সৎ' এইরূপ ব্যাপ্তি দ্বারা জ্ঞানেরও অনিত্যত্ব সপ্রমাণ হইয়া থাকে, তাহাতেই বলা হইতেছে যে, যদিও সম্বিদ ভাবের অনুভব হয়, তথাপি যে সাক্ষীদ্বারা সেই সম্বিদ্ ভাবের অনুভব হয়, সেই সাক্ষীই সম্বিদ্ বপুঃ—অর্থাৎ জ্ঞানশরীররূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। কারণ, সাক্ষিজ্ঞানের নিত্যত্ব সকলকেই অঙ্গী[illegible]

মা ন ভূবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনি স্থিতম্ ।
সর্ব্বস্যান্যস্যমিথ্যাত্বাদসঙ্গত্বং স্ফুটং মম ॥ ১৮ ॥
অপরিচ্ছিন্নতাপ্যেবমতএব মতা মম ।
তচ্চ জ্ঞানং নাত্মধর্ম্মো ধর্ম্মত্বে জড়তাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥
জ্ঞানস্য জড়শেষত্বং ন দৃষ্টং ন চ সম্ভবি ।
চিদ্ধর্ম্মত্বং তথা নাস্তি চিতশ্চিন্ন হি ভিদ্যতে ॥ ২০ ॥

তত্রানুভবং দর্শয়তি মা ন ভূবং হীতি। হি যতোঽহং মাভূবমিতি ন কিন্তু ভূয়াসমেবেতি। প্রেম সর্ব্বলোকস্যাত্মনি স্থিতমস্তি। ন হ্যেতদাত্মনঃ সুখরূপত্বাভাবে সম্ভবতি। তস্মাৎপ্রাণিমাত্রস্যানুভবাদানন্দাত্মতা সম্বিদোঽস্ত্যেবেত্যর্থঃ। আত্মনোঽসঙ্গত্বমুপপাদয়তি সর্ব্বস্যেতি। সর্ব্বপ্রপঞ্চস্য মায়ানির্ম্মিতত্বেন মিথ্যাত্বাৎ মিথ্যাপদার্থস্য সর্পাদের্রজ্জ্বাদিম্বসম্বন্ধ ইবাত্মনোঽপি মিথ্যাপ্রপঞ্চেনাসম্বন্ধাদসঙ্গত্বং স্পষ্টমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

সর্ব্বস্য পরিচ্ছেদকস্য মিথ্যাত্বাদেবাত্মনঃ পরিচ্ছেদোঽপি নাস্তীত্যাহ অপরিচ্ছিন্নতেতি। অতএব সর্ব্বস্য মিথ্যাত্বাদেব মমাত্মরূপিণ্যা অপরিচ্ছিন্নতাপি মতেত্যর্থঃ। অত্র কেচিজ্জ্ঞানস্বরূপো নাত্মা কিন্ত্বাত্মনো ধর্ম্মো জ্ঞানমিতি বদন্তি তন্মতং খণ্ডয়তি তচ্চ জ্ঞানমিতি। যদি জ্ঞানমাত্মধর্ম্মঃ স্যাত্তদাত্মনো জড়ত্বাপত্তিঃ। জ্ঞানাতিরিক্তস্য জড়ত্বাত্তস্মাজ্জ্ঞানং নাত্মনো ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

কিঞ্চ জ্ঞানস্য জড়শেষত্বং ঘটাদিষ্বদর্শনান্ন কুত্রাপি দৃষ্টং ন চ সম্ভবীতি। তমঃ প্রকাশয়োস্তয়োর্ধর্ম্মধর্ম্মিত্বমিত্যর্থঃ। নন্বাত্মা ন জড়ঃ কিন্তু চিদ্রূপ এবেতি। তদ্ধর্ম্মত্বং জ্ঞানস্য সম্ভবতীতি চেত্তত্রাহ চিদ্ধর্ম্মত্বমিতি। উভয়োশ্চিতোরেকত্বাদাত্মনো জ্ঞানস্য চ চিদ্রূপস্য ন ধর্ম্মিধর্ম্মভাবঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। ভেদে হি সতি ধর্ম্মধর্ম্মিভাবঃ। যদি পুনর্জ্ঞানমাত্মনশ্চিদ্রূপাদ্ভিন্নং স্বীক্রিয়তে তর্হি তজ্জ্ঞানং চিত্তো ভিন্নমচিদেবস্যাদিতি। তদুক্তং সূতসংহি-

সমূহের তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, সম্বিৎ নিত্য এবং পরম প্রেমের আস্পদ বলিয়া উহা আনন্দস্বরূপ, কারণ অসুখ কখনই পরপ্রেমের আস্পদীভূত হইতে পারে না, আর "আমি নহি" জীবগণের এরূপ অনুভব হয় না, কিন্তু 'আমি রহিয়াছি' এইরূপ প্রেম সমস্ত জীবগণের আত্মায় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যদি আত্মার আনন্দরূপত্ব না থাকিত, তাহা হইলে এরূপ আত্মপ্রেম কদাচই সম্ভব হইত না, অতএব প্রাণিমাত্রেরই অনুভব হেতু সম্বিদের আনন্দরূপত্ব সর্ব্বথা সিদ্ধ হইল। গিরিরাজ! এই অখিল জগৎপ্রপঞ্চ মায়ানির্ম্মিত, অতএব তাহা মিথ্যা ভ্রম ঘটিলে সর্পাদি মিথ্যা পদার্থের যেমন রজ্জু প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ হয় না, সেইরূপ এই জগতের সহিত আমার (আত্মার) অসঙ্গত্ব স্ফুটরূপেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর এই অখিল সংসার মিথ্যা ও পরিচ্ছেদ্য বলিয়া আমার (আত্মস্বরূপিণীর) অপরিচ্ছিন্নতা সপ্রমাণ হয় ॥ ১৭—১৮ ॥ যদি কেহ কহেন যে, জ্ঞান আত্মার স্বরূপ নহে, তাহা আত্মার ধর্ম্ম, তাহা ভ্রান্তিবিলাস, কারণ যদি আত্মার ধর্ম্ম থাকিত, তবে অবশ্যই তাঁহার জড়তা সংঘটিত হইত সন্দেহ নাই; জ্ঞানের জড়ত্ব সম্ভব হয় না, সুতরাং অন্য কুত্রাপি জ্ঞানের জড়পরিণামিত্ব দৃষ্ট হয় না। যদি বলেন যে, তবে জ্ঞানের জড়ত্ব হউক, তাহাও

তস্মাদাত্মা জ্ঞানরূপঃ সুখরূপশ্চ সর্ব্বদা।
সত্যঃ পূর্ণোঽপ্যসঙ্গশ্চ দ্বৈতজালবিবর্জ্জিতঃ ॥ ২১ ॥
স পুনঃ কামকর্ম্মাদিযুক্তয়া স্বীয়মায়য়া।
পূর্ব্বানুভূতসংস্কারাৎ কালকর্ম্মবিপাকতঃ ॥ ২২ ॥
অবিবেকাচ্চ তত্ত্বস্য সিসৃক্ষাবান্ প্রজায়তে।
অবুদ্ধিপূর্ব্বঃ সর্গোঽয়ং কথিতস্তে নগাধিপ ! ॥ ২৩ ॥
এতদ্ধি যন্ময়া প্রোক্তং মম রূপমলৌকিকম্।
অব্যাকৃতং তদব্যক্তং মায়াশবলমিত্যপি ॥ ২৪ ॥

তায়াং যজ্ঞবৈভবখণ্ডে। চিতোঽন্যশেষতাভাবাচ্চিতো চিচ্ছেষতা নহি। শরাবাদিপদার্থানাং চেতনত্বপ্রসক্তিতঃ। চিচ্ছেষত্বঞ্চ নাস্ত্যেব চিতশ্চিন্ন হি ভিদ্যতে। ভিদ্যতে চেদচিচ্চিৎ স্যাচ্চিতো চিত্বং বিরুধ্যতে। তথা চিচ্চেতনস্যাপি ন শেষত্বমবাপ্নুয়াৎ। শেষত্বে সতি তৎ-সিদ্ধিস্তৎসিদ্ধৌ শেষতা চিতঃ। অতোঽন্যশেষতা লোকে চিতো ভ্রান্ত্যা প্রতীয়ত ইতি ॥২০॥

উপসংহরতি তস্মাদিতি। তস্মাদাত্মা জ্ঞানরূপ এবেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

ইত্থং সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং স্বশক্তিকস্যাত্মরূপস্য স্থিতিমুক্ত্বানন্তরং তস্মাদাত্মনঃ সৃষ্টিমাহ স পুনরিতি। স আত্মা পুনঃ কাম ইচ্ছাকর্ম্মাদৃষ্টমনেকবিধম্। আদিনা জীবাস্তদ্যুক্তা যা মায়াশক্তিস্তয়া। পূর্ব্বং যো জগতোঽনুভবস্তজ্জন্যো যঃ সংস্কারস্তস্মাদ্ধেতোঃ কালেন কৃতো যঃ কর্ম্মণাং বিপাকো নাম পরিপাকঃ। ফলদানায়োন্মুখরূপস্তস্মাচ্চ হেতোরিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

তত্ত্বস্য চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বাত্মকস্যাবিবেকাচ্চ তস্য তত্ত্বস্য পৃথক্করণার্থমিতি তাৎপর্য্যম্। সিসৃক্ষাবান্ সর্জ্জনেচ্ছাবাঞ্জায়ত ইত্যর্থঃ। যথা বীজমুচ্ছূনং ভবতি তথৈব পরমাত্মাপি কালকর্ম্মসংস্কারবশাত্তত্তৎপ্রাণিতত্তৎকর্ম্মফলভোগসময়ে প্রাপ্তে জগৎসর্জ্জনেচ্ছাবান্ ভবতি যথা চ সুপ্তঃ পুরুষঃ পূর্ব্বসংস্কারবশেন জাগর্ত্তি তদ্বৎপরমাত্মাপি প্রলয়রূপস্বাপাবস্থাতো জাগর্ত্তি। প্রলয়ো হি পরমেশ্বরস্য স্বাপঃ। অবুদ্ধিপূর্ব্ব ইতি। সা চেয়ং স্বাপাজ্জাগরণরূপাবস্থা ন বুদ্ধিকৃতা। তদানীং বুদ্ধেরভাবাৎ। কিন্তু প্রাণিকর্ম্মসংস্কারকৃতেতি। অয়ং যঃ সর্গো জাগরণরূপস্তোৎপত্তিঃ স বুদ্ধিকৃতো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারকৃতো জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

এতৎস্বরূপস্য সর্ব্বোত্তমত্বমাহ এতদ্ধি যদিতি। মম মুখ্যমলৌকিকং লোকাতীতং রূপমিত্যর্থঃ। তস্য নামান্তরাণি বেদোক্তান্যাহ অব্যাকৃতমিতি ॥ ২৪—২৫ ॥

হইতে পারে না, কারণ জ্ঞানও চিৎস্বরূপ এবং আত্মাও চিৎস্বরূপ, চিৎপদার্থের ধর্ম্মত্ব নাই এবং চিৎপদার্থ চিৎ হইতে ভিন্ন হইতে পারে না, অতএব চিদ্রূপ জ্ঞানের ধর্ম্মাধর্ম্ম ভাব কিরূপে সম্ভব হয় ? ॥ ১৯—২০ ॥ অতএব আত্মা সর্ব্বদাই জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, সত্য স্বরূপ, পূর্ণ, অসঙ্গ ও দ্বৈতজালবর্জ্জিত ॥ ২১ ॥ সেই আত্মা, কামনা ও কর্ম্মাদিযুক্ত আপন মায়া দ্বারা পূর্ব্বানুভূত সংস্কারবশতঃ কাল ও কর্ম্মের বিপাক অনুসারে, চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অবিবেক হেতু সৃষ্টি করণে ইচ্ছাবান্ হইয়া থাকেন। গিরিবর ! প্রলয়কালিক সুষুপ্তির পর বুদ্ধির অপ্রকাশ হেতু এই জাগরণাবস্থা বুদ্ধিকৃত হয় না, অতএব এই সর্গ (সৃষ্টি) অবুদ্ধিপূর্ব্ব বলিয়া উক্ত হয় ॥ ২২—২৩ ॥ অচলেন্দ্র ! আমি যে তত্ত্বের বিষয় বলিলাম তাহাই সর্ব্বোত্তম এবং আমার অলৌকিক রূপমাত্র। বেদে উহা অব্যাকৃত, অব্যক্ত ও মায়া

প্রোচ্যতে সর্ব্বশাস্ত্রেষু সর্ব্বকারণকারণম্।
তত্ত্বানামাদিভূতঞ্চ সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥
সর্ব্বকর্ম্মঘনীভূতমিচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াশ্রয়ম্।
হ্রীঙ্কারমন্ত্রবাচ্যং তদাদিতত্ত্বং তদুচ্যতে ॥ ২৬ ॥
তস্মাদাকাশ উৎপন্নঃ শব্দতন্মাত্ররূপকঃ।
ভবেৎ স্পর্শাত্মকো বায়ুস্তেজো রূপাত্মকং পুনঃ ॥ ২৭ ॥
জলং রসাত্মকম্পশ্চাত্ততো গন্ধাত্মিকা ধরা।
শব্দৈকগুণ আকাশো বায়ুঃ স্পর্শরসান্বিতঃ ॥ ২৮ ॥
শব্দস্পর্শরূপগুণং তেজ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
শব্দস্পর্শরূপরসৈরাপো বেদগুণা স্মৃতাঃ।
শব্দপর্শরূপরসগন্ধৈঃ পঞ্চগুণা ধরা ॥ ২৯ ॥
তেভ্যোঽভবন্ মহৎ সূত্রং যল্লিঙ্গং পরিচক্ষতে ॥ ৩০ ॥

সর্ব্বপ্রাণিনাং কর্ম্মাণি ঘনীভূতানি যস্মিন্ সর্ব্বকর্ম্মসাক্ষীত্যর্থঃ। ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াশ্রয়মিতি। তথাচ শ্রুতিঃ শ্বেতাশ্বতরে, ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাপ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি। পুরাণান্তরেঽপি। ইচ্ছা জ্ঞানং ক্রিয়াচৈব রৌদ্রী ব্রাহ্মী তু বৈষ্ণবী। ত্রিধা শক্তিঃ স্থিতা যত্র তৎপরং জ্যোতিরোমিতি। হ্রাংকারমন্ত্রস্তেদমেব তত্ত্বং বাচ্যমিত্যাহ হ্রীংকারেতি ॥ ২৬ ॥

এবমাদিতত্ত্বস্য স্বস্য মহিমানমুপবর্ণ্য তস্মাদাদিতত্ত্বাৎ হ্রীংকারবাচ্যাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত ইত্যাদিক্রমেণাপঞ্চীকৃতভূতসৃষ্টিমাহ তস্মাদাকাশ ইতি। অপঞ্চীকৃত আকাশ উৎপন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ২৭—২৯ ॥

অধুনা লিঙ্গদেহোৎপত্তিমাহ তেভ্য ইতি। তেভ্যঃ সূক্ষ্মভূতেভ্যো মহদ্ব্যাপকং সূত্রমভবৎ যৎ সূত্রং লিঙ্গমিতি পরিচক্ষতে লিঙ্গশব্দেনোচ্যত ইত্যর্থঃ। তেভ্যো ভূতেভ্যো বক্ষ্যমাণক্রমেণ লিঙ্গদেহ উৎপন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

শবল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সকল শাস্ত্রেই উহাকে সমস্ত কারণের কারণ, সমস্ত তত্ত্বের আদিভূত এবং সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে ॥ ২৪—২৫ ॥ জ্ঞান ও ক্রিয়া-সংযুক্ত সমস্ত কর্ম্ম ঘনীভূত হইলে তাহা হ্রীঙ্কার মন্ত্রের বাচ্য হয়। তত্ত্বদর্শী মহর্ষিগণ সেই হ্রীঙ্কাররূপ মায়া-বীজকেই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আদি তত্ত্ব বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন ॥২৬॥ সেই হ্রীঙ্কারবাচ্য মৎস্বরূপ মায়া বীজরূপ আদি তত্ত্ব হইতে ক্রমে ক্রমে শব্দতন্মাত্ররূপ অপঞ্চীকৃত আকাশ উৎপন্ন হয়, অনন্তর তাহা হইতে স্পর্শাত্মক বায়ু, অনন্তর তাহা হইতে ক্রমান্বয়ে রূপাত্মক তেজঃ, তৎপরে রসাত্মক জল, তদনন্তর গন্ধগুণাত্মক পৃথিবী উৎপন্ন হইয়া থাকে। বুধগণ কহিয়া থাকেন যে, আকাশের গুণ একমাত্র শব্দ; বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ; তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটি পৃথিবীর গুণ ॥ ২৭—২৯ ॥ এই অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে

সর্ব্বাত্মকং তৎ সম্প্রোক্তং সূক্ষ্মদেহোঽয়মাত্মনঃ।
অব্যক্তং কারণো দেহঃ স চোক্তঃ পূর্ব্বমেবহি।
যস্মিঞ্জগদ্বীজরূপং স্থিতং লিঙ্গোদ্ভবো যতঃ ॥ ৩১ ॥
ততঃ স্থূলানি ভূতানি পঞ্চীকরণমার্গতঃ।
পঞ্চসংখ্যানি জায়ন্তে তৎপ্রকারস্তথোচ্যতে ॥ ৩২ ॥
পূর্ব্বোক্তানি চ ভূতানি প্রত্যেকং বিভজেদ্দ্বিধা।
একৈকং ভাগমেকস্য চতুর্ধা বিভজেদ্গিরে! ॥ ৩৩ ॥
স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশে যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে।
তৎকার্য্যঞ্চ বিরাড়্দেহঃ স্থূলদেহোঽয়মাত্মনঃ ॥ ৩৪ ॥

তত্র সূত্রশব্দেন বায়ুর্গৃহ্যতে। বায়ুর্বৈ সূত্রং বায়ুনা বৈ সূত্রেণ সর্ব্বাণি ভূতানি সম্বদ্ধানীতি শ্রুতেঃ। তৎসূত্রং সর্ব্বাত্মকং সর্ব্বপ্রাণাত্মকং ভবতি। তৎসূত্রং পরাত্মনঃ সূক্ষ্মদেহ ইত্যর্থঃ। যৎপূর্ব্বমব্যক্তমিত্যুক্তং তৎপরমাত্মনঃ কারণদেহ ইত্যাহ অব্যক্তং কারণো দেহ ইতি ॥ ৩১ ॥

যস্মিন্ জগদ্বীজরূপং স্থিতং যস্মাচ্চ লিঙ্গদেহোদ্ভবস্তদব্যক্তমিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। ইত্থং পরমাত্মনঃ সকাশাদপঞ্চীকৃতভূতোৎপত্তিমুক্ত্বা মধ্যে কারণলিঙ্গদেহস্বরূপং সূক্ষ্মং সূক্ষ্মভূতোৎপত্তিপ্রসঙ্গেনোক্ত্বাথ পঞ্চীকৃতভূতোৎপত্তিমাহ ততঃ স্থূলানীতি। ততোঽপঞ্চীকৃতভূতোৎপত্ত্যনন্তরমিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

পঞ্চীকরণপ্রকারমেবাহ পূর্ব্বোক্তানীতি। যান্যপঞ্চীকৃতভূতানি পূর্ব্বমুক্তানি তন্মধ্যে একৈকং ভূতং দ্বিধা বিভজেত্তত্রাপ্যেকৈকভূতস্য যোঽর্দ্ধোভাগস্তং চতুর্দ্ধা বিভজেৎ। বিভজ্য স্বস্মাৎ স্বস্মাদিতরদ্যদ্ভূতং তস্য যো দ্বিতীয়োঽংশোঽর্দ্ধভাগাত্মকস্তস্মিন্ যোজনাত্তে সর্ব্বে পঞ্চ পদার্থাঃ পঞ্চাবয়বা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥

ব্যাপকসূত্র উৎপন্ন হয় তাহাই লিঙ্গদেহ নামে উক্ত হইয়া থাকে। এই সূত্র অর্থাৎ লিঙ্গদেহ সর্ব্বপ্রাণাত্মক এবং ইহাই পরমাত্মার সূক্ষ্ম দেহ। পূর্ব্বে যাহা অব্যক্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, যাহাতে জগতের বীজ প্রতিষ্ঠিত এবং যাহা হইতে লিঙ্গদেহের উৎপত্তি তাহাই পরমাত্মার কারণ দেহ ॥ ৩০—৩১ ॥ পূর্ব্বোক্ত রূপে অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত উৎপন্ন হইলে পর তাহাদের পঞ্চীকরণ দ্বারা যে প্রকারে পঞ্চীকৃতভূতের উৎপত্তি হয়, এক্ষণে তাহার নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইতেছে ॥ ৩২ ॥ গিরিরাজ! পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ মহাভূতের প্রত্যেককে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া এবং তাহাদের এক এক ভাগকে পুনর্ব্বার চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া যে দুই আনা দুই আনা (একের অষ্টাংশ) হইবে, সেই দুই দুই আনা স্ব স্ব ভিন্ন দ্বিতীয়াংশে অর্থাৎ পূর্ব্বস্থিত অর্দ্ধভাগে যোগ করিলে তাহা পঞ্চ পঞ্চ অংশ সমন্বিত হইয়া এক একটি স্থূল মহাভূত হয়। এই পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চকের কার্য্য বিরাড়্দেহ, তাহাই পরমেশ্বরের স্থূল দেহ বলিয়া উক্ত হয় ॥ ৩৩—৩৪ ॥ এই পঞ্চভূতস্থিত প্রত্যেকের সত্ত্বাংশ দ্বারা শ্রোত্র

পঞ্চভূতস্থসত্বাংশৈঃ শ্রোত্রাদীনাং সমুদ্ভবঃ ॥ ৩৫ ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং রাজেন্দ্র ! প্রত্যেকং মিলিতৈস্তু তৈঃ।
অন্তঃকরণমেকং স্যাদ্বৃত্তিভেদাচ্চতুর্ব্বিধম্ ॥ ৩৬ ॥
যদা তু সঙ্কল্পবিকল্পকৃত্যং
তদা ভবেতন্মন ইত্যভিখ্যম্।
স্যাদ্বুদ্ধিসংজ্ঞঞ্চ যদা প্রবেত্তি
সুনিশ্চিতং সংশয়হীনরূপম্ ॥ ৩৭ ॥
অনুসন্ধানরূপং তচ্চিত্তঞ্চ পরিকীর্ত্তিতম্।
অহঙ্কৃত্যাত্মবৃত্ত্যা তু তদহঙ্কারতাং গতম্ ॥ ৩৮ ॥
তেষাং রজোংশৈর্জ্জাতানি ক্রমাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
প্রত্যেকং মিলিতৈস্তৈস্তু প্রাণো ভবতি পঞ্চধা ॥ ৩৯ ॥

এবং পঞ্চীকৃতভূতানাং যৎকার্য্যং তৎকার্য্যং বিরাড়্দেহো ভবতীত্যর্থঃ। স বিরাড়্দেহঃ পরমেশ্বরস্য স্থূলদেহো ভবতীত্যাহ স্থূলদেহোঽয়মাত্মন ইতি। আত্মনো মমেত্যর্থঃ। অথেন্দ্রিয়ান্তঃকরণপ্রাণানাং পূর্ব্বোক্তলিঙ্গদেহান্তর্গতানামুৎপত্তিমাহ পঞ্চভূতস্থেতি। পঞ্চভূতানাং যে সত্বাংশাস্তৈঃ প্রত্যেকং জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ ভবন্তি ॥ ৩৫ ॥

মিলিতৈস্তু তৈঃ সত্বাংশৈরন্তঃকরণং ভবতীত্যাহ মিলিতৈরিতি ॥ ৩৬ ॥

বৃত্তিভেদস্বরূপমাহ যদাত্বিতি। সঙ্কল্পবিকল্পকৃত্যং যদান্তঃকরণং করোতি তদা তদন্তঃকরণং মন ইত্যভিখ্যং মনঃসংজ্ঞকং ভবতীত্যর্থঃ। যদা সংশয়হীনং যথা স্যাত্তথা সুনিশ্চিতং বস্তু তদন্তঃকরণং প্রবেত্তি তদা তদ্বুদ্ধিসংজ্ঞকং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

যদানুসন্ধানবৃত্তির্ভবতি তদান্তঃকরণস্য চিত্তমিতি সংজ্ঞেত্যর্থঃ। অহঙ্কৃত্যাত্মবৃত্ত্যেতি। আত্ম শব্দঃ স্বরূপপরঃ। অহঙ্কৃতিস্বরূপবৃত্ত্যা তু তদন্তঃকরণমহঙ্কারতাং গতমহঙ্কারসংজ্ঞাং লভত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

অথ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণামুৎপত্তিমাহ তেষামিতি। তেষাং পঞ্চভূতানাং প্রত্যেকং রজোংশৈঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চোৎপদ্যন্তে। তৈর্মিলিতৈস্তু রজোংশৈঃ প্রাণাপানাদিপঞ্চবৃত্ত্যাত্মকঃ প্রাণো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

ত্বগাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। উক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের প্রত্যেকের সত্বাংশ সম্মিলিত হইয়া এক অন্তঃকরণ হয়। এই অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে চারি প্রকার; যখন উহার সংকল্প ও বিকল্পাত্মক কার্য্য হয়, তখন উহাকে মন; যখন সংশয়বিহীনরূপে সুনিশ্চিত জ্ঞান রূপ কার্য্য হয়, তখন উহাকে চিত্ত; যখন অহঙ্কৃতি স্বরূপ আত্মবৃত্তি সমন্বিত হয়, তখন উহাকে অহঙ্কার কহিয়া থাকে ॥ ৩৫—৩৮ ॥ সেই পঞ্চভূতের প্রত্যেকের রজ-অংশ হইতে বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ নামক পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। তাহাদের প্রত্যেকের রজ-অংশ সকল মিলিত হইয়া প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চ প্রাণ বায়ু উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥ তন্মধ্যে প্রাণবায়ু হৃদয়ে, অপান বায়ু গুহ্যে, সমান বায়ু

হৃদি প্রাণো গুদেঽপানো নাভিস্থস্তু সমানকঃ।
কণ্ঠদেশেঽপ্যুদানঃ স্যাদ্ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ ॥ ৪০ ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
প্রাণাদিপঞ্চকঞ্চৈব ধিয়া চ সহিতং মনঃ ॥ ৪১ ॥
এবং সূক্ষ্মশরীরং স্যান্মম লিঙ্গং যদুচ্যতে।
তত্র যা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা সা রাজন্দ্বিবিধা স্মৃতা ॥ ৪২ ॥
সত্ত্বাত্মিকা তু মায়া স্যাদবিদ্যাগুণমিশ্রিতা।
স্বাশ্রয়ং যা তু সংরক্ষেৎ সা মায়েতি নিগদ্যতে ॥ ৪৩ ॥
তস্যাং তৎপ্রতিবিম্বং স্যাদ্বিম্বভূতস্য চেশিতুঃ।
স ঈশ্বরঃ সমাখ্যাতঃ স্বাশ্রয়জ্ঞানবান্ পরঃ।
সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ত্তা চ সর্ব্বানুগ্রহকারকঃ ॥ ৪৪ ॥

তেষাং বায়ূনাং বৃত্তিভেদাত্তেষাং স্থানানি নামানি চাহ হৃদি প্রাণ ইতি ॥ ৪০ ॥
অধুনা পূর্ব্বোক্তলিঙ্গদেহস্য যাবৎ স্বরূপমুচ্যতে জ্ঞানেন্দ্রিয়াণীতি। ধিয়া চ সহিতং মন ইতি মনো বুদ্ধিশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥
এতৎসপ্তদশাবয়বকং সূক্ষ্মশরীরং মম ভবতি যল্লিঙ্গসংজ্ঞকং ভবতি তদিত্যাহ এতৎ সূক্ষ্মমিতি। ইত্থং দেহত্রয়স্বরূপমুক্ত্বা জীবেশ্বরবিভাগকারণমাহ তত্র যা প্রকৃতিরিতি। তত্রৈকা শুদ্ধসত্ত্বাভিধানা সা মায়া দ্বিতীয়া মলিনসত্ত্বপ্রধানা সাবিদ্যেতি মায়াবিদ্যয়োর্ভেদঃ ॥ ৪২ ॥
তত্র যা স্বাশ্রয়ং রক্ষেন্নাবৃণুয়াৎ সা মায়েতি নিগদ্যতে ॥ ৪৩ ॥
তস্যামিতি। তস্যাং স্বাশ্রয়াব্যামোহকারিণ্যাং শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানায়াং মায়ায়ামীশিতুঃ পরমাত্মনো যৎপ্রতিবিম্বং পতিতং তৎ প্রতিবিম্বমীশ্বরঃ সমাখ্যাতঃ সচেশ্বরঃ। স্বাশ্রয়ং ব্যাপকং ব্রহ্ম তজ্জ্ঞানবান্ ভবতি। মায়য়া তদাধারব্রহ্মণোঽনাবরণাৎ ॥ ৪৪ ॥

নাভিস্থলে, উদান বায়ু কণ্ঠদেশে এবং ব্যান বায়ু সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে ॥৪০॥ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ বায়ু এবং বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ পদার্থ সম্মিলিত হইয়া আমার সূক্ষ্ম শরীর বা লিঙ্গদেহের উৎপত্তি হয়। তাহাতে যে প্রকৃতি অবস্থিতি করেন তাহা দুই ভাগে বিভক্ত, একটি শুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা মায়া এবং অপরটি গুণমিশ্রিতা মলিন সত্ত্ব-প্রধানা অবিদ্যা বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন। যিনি স্বাশ্রয়কে আবৃত না করিয়া রক্ষা করেন তিনিই মায়া শব্দে উক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪১—৪৩ ॥ এই স্বাশ্রয়ের অব্যামোহকারিণী শুদ্ধ-সত্ত্ব-প্রধানা মায়াতে পরমাত্মার যে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তিনিই ঈশ্বর নামে কথিত হইয়া থাকেন। শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা মায়া তদাধার ব্রহ্মের আবরণ করেন না বলিয়া ইনি স্বাশ্রয় জ্ঞানবান্ অর্থাৎ ব্যাপক ব্রহ্মকে জানেন, আর সর্ব্বব্যাপিত্ব হেতু এবং সর্ব্বত্র ইহার জ্ঞানা-বরণের অভাব হেতু ইঁহাকে 'সর্ব্বজ্ঞ' বলা যায় এবং অচিন্ত্য মায়াশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া সর্ব্ব

অবিদ্যায়ান্তু যৎকিঞ্চিৎ প্রতিবিম্বং নগাধিপ!।
তদেব জীবসংজ্ঞং স্যাৎ সর্ব্বদুঃখাশ্রয়ং পুনঃ ॥ ৪৫ ॥
দ্বয়োরপীহ সম্প্রোক্তং দেহত্রয়মবিদ্যয়া ॥ ৪৬ ॥
দেহত্রয়াভিমানাচ্চাপ্যভূন্নামত্রয়ং পুনঃ।
প্রাজ্ঞস্তু কারণাত্মা স্যাৎ সূক্ষ্মদেহী তু তৈজসঃ ॥ ৪৭ ॥
স্থূলদেহী তু বিশ্বাখ্যস্ত্রিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
এবমীশোঽপি সম্প্রোক্ত ঈশসূত্রবিরাট্‌পদৈঃ ॥ ৪৮ ॥
প্রথমো ব্যষ্টিরূপস্তু সমষ্ট্যাত্মা পরঃ স্মৃতঃ।
স হি সর্ব্বেশ্বরঃ সাক্ষাজ্জীবানুগ্রহকাম্যয়া ॥ ৪৯ ॥

কিঞ্চ তস্য ব্যাপকত্বাৎ কুত্রাপি তজ্জ্ঞানস্যাবরণাভাবাৎ স সর্ব্বজ্ঞো ভবতি। অচিন্ত্য-মায়াশক্তিমত্বাৎ সর্ব্বকর্ত্তা চ সর্ব্বানুগ্রহকর্ত্তা চ ভবতীত্যর্থঃ। অবিদ্যায়ামিতি। মলিন-সত্বপ্রধানায়ামবিদ্যায়াং যৎপ্রতিবিম্বং তজ্জীবসংজ্ঞং ভবতীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৪৫ ॥

তজ্জীবসংজ্ঞং মলিনসত্বপ্রধানাবিদ্যয়া তদাশ্রয়স্য স্বরূপভূতানন্দস্যাবরণাৎ সর্ব্বদুঃখাশ্রয়-মসর্ব্বজ্ঞমব্যাপকঞ্চ ভবতীত্যর্থঃ। দ্বয়োরপীতি। দ্বয়োরপীশ্বরজীবয়োর্দেহত্রয়ং পূর্ব্বোক্তং ভবতি। ঈশ্বরস্যাবরণাভাবেঽপি বিক্ষেপস্য সত্বাৎ। অত্রাবিদ্যয়েত্যনেন মায়াবিদ্যয়ো-রুভয়োরপি গ্রহণম্ ॥ ৪৬ ॥

দেহত্রয়াভিমানেতি। উভয়োরপি দেহত্রয়াভিমানান্নামত্রয়ং ভবতীত্যর্থঃ। তত্র জীবস্য নামত্রয়ং বদতি প্রাজ্ঞস্ত্বিতি। কারণদেহাভিমানী যঃ স প্রাজ্ঞঃ সূক্ষ্মদেহাভিমানী তু তৈজসঃ ॥ ৪৭ ॥

স্থূলদেহীতি। স্থূলদেহাভিমানী তু বিশ্বসংজ্ঞক ইত্যর্থঃ। এবমীশ্বরোঽপি দেহত্রয়াভি-মানাদীশসূত্রবিরাট্‌পদৈঃ সম্প্রোক্তঃ কথিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

প্রথম ইতি। প্রথমো জীবো ব্যষ্টিরূপো ব্যষ্টিদেহত্রয়াভিমানীত্যর্থঃ। ঈশ্বরস্য মহিমানং বর্ণয়তি স হি সর্ব্বেশ্বর ইতি। তস্য স্বানুভবানন্দেন নিরন্তরং নিত্যতৃপ্তত্বেঽপি কেবলং জীবানুগ্রহকাম্যয়া জীবানাং মোক্ষো ভবত্বিতীচ্ছয়া নানাবিধং বিশ্বং নানাভোগাশ্রয়ং রচয়তীতি করুণাসমুদ্র ঈশ্বর ইত্যর্থঃ। সোঽপীতি। হে রাজন্! সোঽপীশ্বরো মম ব্রহ্ম-

---

কর্ত্তা ও সমস্ত জগতের অনুগ্রহ বলা গিয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥ আর মলিনসত্বপ্রধানা অবিদ্যাতে পরমাত্মার যে প্রতিবিম্ব পতিত হয় তাহা জীব নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মলিনসত্ব-প্রধানা অবিদ্যা, তদাশ্রয়স্বরূপ আনন্দের আবরণ করেন বলিয়া এই জীব সর্ব্ব দুঃখের আশ্রয় হইয়া থাকে ॥ ৪৫ ॥ উক্ত জীব এবং ঈশ্বর উভয়েরই অবিদ্যা এবং বিদ্যা দ্বারা তিনটি দেহ হইয়া থাকে, এই দেহত্রয়ের অভিমান হেতু তিনটি নাম হয়। জীব কারণ-দেহাভিমানী হইলে তাহাকে 'প্রাজ্ঞ' সূক্ষ্ম দেহাভিমানী হইলে 'তৈজস' এবং স্থূল দেহাভি-মানী হইলে 'বিশ্ব' বলা হইয়া থাকে এবং ঈশ্বরও কারণ দেহাভিমানী হইলে 'ঈশ' সূক্ষ্ম দেহাভিমানী হইলে 'সূত্র' এবং স্থূল দেহাভিমানী হইলে 'বিরাট্' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ৪৬—৪৮ ॥ প্রথম জীব ব্যষ্টি-দেহত্রয়াভিমানী এবং ঈশ্বর সমষ্টি-দেহাভিমানী

করোতি বিবিধং বিশ্বং নানাভোগাশ্রয়ং পুনঃ।
মচ্ছক্তিপ্রেরিতো নিত্যং ময়ি রাজন্! প্রকল্পিতঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে জগদম্বায়াঃ স্বমুখেনাত্মতত্ত্ববর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

রূপিণ্যা যা মায়াশক্তিস্তয়া প্রেরিত এব সর্ব্বং করোতি যতঃ স ঈশ্বরো ময়ি ব্রহ্মরূপিণ্যাং রজ্জুসর্পবদেব কল্পিতস্ততো মচ্ছক্ত্যধীন এবেত্যর্থঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩২ ॥

হইয়া থাকেন। ইনি সর্ব্বেশ্বর, নিরন্তর আনন্দানুভব হেতু তৃপ্ত থাকিলেও জীবগণের প্রতি মোক্ষলাভরূপ অনুগ্রহ করিবার কামনায় বিবিধ ভোগের আশ্রয়স্বরূপ বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া থাকেন। রাজন্! সেই ঈশ্বরও ব্রহ্মরূপিণী আমার মায়াশক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়াই অখিল বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কারণ, আমি ব্রহ্মরূপিণী, তিনি আমাতেই রজ্জুকল্পিত সর্পের ন্যায় কল্পিত হইয়া রহিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাকেও মদীয় শক্তির অধীন বলিয়া জানিবে ॥ ৪৯—৫০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে জগদম্বিকার আত্মতত্ত্বকথন নামক দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

দেব্যুবাচ।
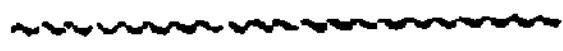
মন্মায়াশক্তিসংক্লৃপ্তং জগৎসর্ব্বং চরাচরম্।
সাপি মত্তঃ পৃথঙ্মায়া নাস্ত্যেব পরমার্থতঃ॥ ১॥
ব্যবহারদৃশা সেয়ং বিদ্যা মায়েতি বিশ্রুতা।
তত্ত্বদৃষ্ট্যা তু নাস্ত্যেব তত্ত্বমেবাস্তি কেবলম্॥ ২॥
সাহং সর্ব্বং জগৎ সৃষ্ট্বা তদন্তঃ প্রবিশাম্যহম্।
মায়াকর্ম্মাদিসহিতা গিরে! প্রাণপুরঃসরা॥ ৩॥

বট্‌পকাশম্মহাপদ্যোরপবাদপুরঃসরম্।
মহাঘোরং বিশ্বরূপং দর্শিতঞ্চেতি কথ্যতে॥

ইত্থমধ্যারোপমুক্ত্বাপবাদমাহ মন্মায়েতি। হে পর্ব্বত! যথা মন্মায়াশক্ত্যা চরাচরং সর্ব্বং জগৎক্লৃপ্তং সাপি মায়া মত্তো মৎস্বরূপাৎ পৃথঙ্নাস্তি তস্যা ময়ি কল্পিতত্বেন মিথ্যাত্বাৎ। মিথ্যাপদার্থস্য চাধিষ্ঠানসত্তাতিরিক্তসত্তাভাবাৎ। তস্মাদহমেবাস্মি পরমার্থতো নান্যৎ কিঞ্চিদ্বস্তুন্তরমস্তীত্যর্থঃ॥ ১॥

নন্থু সর্ব্বথা দ্বৈতাভাবে জগৎ কথং ভাসতে ইতি চেত্তত্রাহ ব্যবহারেতি। অনাদ্যবিদ্যাভ্রান্তানাং যো ব্যবহারস্তদ্দৃশা তদ্দৃষ্ট্যা মায়াবিদ্যেতি বিশ্রুতা ভবতি। তত্ত্বদৃষ্ট্যা তু ব্রহ্মদৃষ্ট্যা তু সা নৈবাস্তি কিন্তু তত্ত্বমেব কেবলমস্তীত্যর্থঃ। ন হি ভ্রান্তদৃষ্ট্যা রজ্জুসর্পবৎ কারণাজ্ঞানসত্ত্বেঽপি রজ্জুদৃষ্ট্যা কিঞ্চিদপি তদ্বর্ত্তত ইতি ভাবঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ। ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতেতি। তাপনীয়ে চ অসত্ত্বমরজস্কমতমস্কমমায়মিতি ব্রহ্ম বর্ণিতম্॥ ২॥

নন্থু যদি প্রপঞ্চো মিথ্যা তর্হি তদন্তঃপাতী জীবোঽপি মিথ্যেতি বক্তব্যম্। তথাচ জীবস্য মিথ্যাত্বে মোক্ষদশায়াং তস্যাবস্থানাভাবে স্বনাশার্থং কদাপি জীবো ন যত্নং কুর্য্যাদিতি মোক্ষশাস্ত্রং ব্যর্থমেবেতি চেত্তত্রাহ সাহমিতি। হে গিরে! মায়া চাবিদ্যাকর্ম্মাণি চ তত্তৎপ্রাণিনাম্ আদিনা। নানাসংস্কারাশ্চ তৈঃ সহিতাহমেব কূটস্থব্রহ্মরূপা সর্ব্বং জগৎ প্রথমতঃ সৃষ্ট্বা তদন্তস্তন্মধ্যে ঘটে আকাশবদাদর্শে প্রতিবিম্ববদ্বা চিদাভাসরূপেণ প্রবিশামি। তত্রাপি প্রাণপুরঃসরা প্রাণমগ্রতঃ কৃত্বা প্রবিশামি॥ ৩॥

দেবী বলিলেন, গিরিরাজ! চরাচরসমন্বিত এই অখিল জগৎ আমারই মায়াশক্তি দ্বারা বিরচিত হইয়া থাকে। সেই মায়া আমাতেই কল্পিত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ উহা আমা হইতে পৃথক্ নহে; অতএব একমাত্র আমিই চিদ্বস্তু, আমা ভিন্ন চিদ্বস্তু আর দ্বিতীয় কিছুই নাই॥ ১॥ ব্যবহার দৃষ্টিদ্বারা উহা মায়াবিদ্যাদি স্বতন্ত্র নামে বিখ্যাত হয়, কিন্তু তত্ত্ব বা ব্রহ্ম দৃষ্টিতে মায়ার বিদ্যমানতা নাই, কেবল একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান থাকেন॥ ২॥ আমিই সেই চিদ্ব্রহ্মস্বরূপিণী, অবিদ্যা কর্ম্ম ও নানাবিধ সংস্কারসংযুক্ত কূটস্থ ব্রহ্মরূপে অখিল জগৎ

লোকান্তরগতির্নোচেৎ কথং স্যাদিতি হেতুনা।
যথা যথা ভবন্ত্যেব মায়াভেদাস্তথা তথা।
উপাধিভেদাস্তিন্নাহং ঘটকাশাদয়ো যথা॥ ৪॥
উচ্চনীচাদিবস্তূনি ভাসয়ন্‌ ভাস্করঃ সদা।
ন দুষ্যতি তথৈবাহং দোষৈর্লিপ্তা কদাপি ন॥ ৫॥
ময়ি বুদ্ধ্যাদিকর্তৃত্বমধ্যস্যৈবাপরে জনাঃ।
বদন্তি চাত্মা কর্ত্তেতি বিমূঢ়া ন সুবুদ্ধয়ঃ॥ ৬॥

কিমর্থমিতি চেত্তত্রাহ লোকান্তরগতিরিতি। যদ্যহং প্রাণং পুরঃসরং কৃত্বা প্রাণাভিগানং কৃত্বা ন প্রবেক্ষ্যামি তর্হি মম ব্যাপকত্বাল্লোকান্তরগমনাদিকং জননমরণাদিব্যবহারশ্চ কথং স্যাৎ ন হি ব্যাপকস্য গমনাগমনং দেহসম্বন্ধো দেহত্যাগশ্চ সম্ভবতি ইতি হেতুনা তৎসিদ্ধ্যর্থং প্রাণপুরঃসরং প্রবিশামি। তস্মিংশ্চ প্রাণে স্বীকৃতে সতি তস্য দেহান্তরপ্রবেশে জন্ম তত্ত্যাগে মরণং তথৈব লোকান্তরগতিশ্চেতি সর্ব্বং সিদ্ধ্যতীতি। অয়ং ভাবঃ। ন কেবলং জীবত্বং চিদাভাসস্যৈব যেন পূর্ব্বোক্তং দূষণং ভবেৎ। কিং তর্হি অহং কূটস্থরূপিণী তথান্তঃকরণং তদাশ্রয়ভূতাবিদ্যা চিদাভাসশ্চেতি চতুষ্টয়ং মিলিত্বা জীবত্বম্‌। তথাচ জ্ঞানেনাবিদ্যান্তঃকরণচিদাভাসানাং নাশেঽপি কূটস্থব্রহ্মাংশস্য মুক্তাবশেষান্ন জীবস্য মোক্ষার্থমপ্রবৃত্তি র্ন বা মোক্ষশাস্ত্রানর্থক্যমিতি। নমু তর্হি তবৈকত্বাজ্জীবস্যাপ্যেকত্বং স্যাদিতি চেত্তত্রাহ যথা যথেতি যথা ব্যাপক এক এবাকাশে ঘটাদ্যুপাধিভেদেন যথা ভিদ্যতে তথাবিধানেকত্বস্বীকারেণাবিদ্যানামন্তঃকরণানাঞ্চ ভেদাৎ কূটস্থোঽপি ভিদ্যত ইতি জীববহুত্বমপ্যুপপন্নমেবেত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তাহ্যস্য হরয়ঃ শতাদশেত্যয়ং বৈ হরয় ইতি॥ ৪॥

নমু তর্হি তব জগদন্তঃপাতিত্বেন তদ্দোষেণ দুষ্টত্বমপি স্যাত্তত্রাহ উচ্চনীচাদিবস্তূনীতি। যথা সূর্য্যঃ সর্ব্বাণ্যুচ্চনীচাদিবস্তূনি ভাসয়ন্নপি ন দুষ্যতি তথৈবাহং কদাপি দোষৈর্দুষ্টা নাস্মীত্যর্থঃ॥ ৫॥

নমু সূর্য্যঃ সাক্ষিভূতো ন দুষ্যতীতি যুক্তম্‌। ত্বন্তু সকলকার্য্যকর্ত্রীতি কর্ত্তুর্দোষলেপো ভবিষ্যত্যেবেতি চেত্তত্রাহ ময়ি বুদ্ধ্যাদীতি। বিমূঢ়া বুদ্ধ্যাদিনিষ্ঠং কর্তৃত্বমবিবেকেন ময্যাত্মন্যধ্যস্যৈবাত্মা কর্ত্তেতি বদন্তি ন সুবুদ্ধয়ো বিবেকিনঃ। তথাচ সূর্য্যবদহমপি সাক্ষিণ্যেব ন কর্ত্রীতি ভাবঃ॥ ৬॥

সৃষ্টি করিয়া তাহার অভ্যন্তরে চিদাভাসরূপে প্রাণবায়ু অগ্রে করিয়া প্রবেশ করিয়া থাকি। গিরিবর! এইরূপে আমি প্রাণ স্বীকার পূর্ব্বক প্রবেশ না করিলে লোকান্তর গমন, জন্ম ও মরণাদি ব্যবহার কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? যেমন একমাত্র ব্যাপক মহাকাশ, উপাধি ভেদে ঘটাকাশ ও পটাকাশ ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে বিখ্যাত হয়, সেইরূপ আমি বিবিধ স্থলে প্রাণ স্বীকার করায়, অবিদ্যা ও অন্তঃকরণের প্রভেদ হেতু ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকি। সুতরাং তাহাতেই বহু প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে॥ ৩—৪॥ যেমন দিবাকর স্বীয় কিরণসংযোগে অবনিতলস্থ সমস্ত বস্তু প্রদীপিত করিয়াও দূষিত হয় না, সেইরূপ আমিও উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সমস্ত বস্তুর অন্তঃপ্রবেশ হেতু দোষলিপ্ত হই না॥ ৫॥

অজ্ঞানভেদতস্তদ্বন্মায়ায়া ভেদতস্তথা।
জীবেশ্বরবিভাগশ্চ কল্পিতো মায়য়ৈব তু ॥ ৭ ॥
ঘটাকাশমহাকাশবিভাগঃ কল্পিতো যথা।
তথৈব কল্পিতো ভেদো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ॥ ৮ ॥
যথা জীববহুত্বঞ্চ মায়য়ৈব ন চ স্বতঃ।
তথেশ্বরবহুত্বঞ্চ মায়য়া ন স্বভাবতঃ ॥ ৯ ॥
দেহেন্দ্রিয়াদিসংঘাতবাসনাভেদভেদিতা ॥
অবিদ্যা জীবভেদস্য হেতুর্নান্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১০ ॥
গুণানাং বাসনাভেদভেদিতা যা ধরাধর !।
মায়া সা পরভেদস্য হেতুর্নান্যঃ কদাচন ॥ ১১ ॥

অজ্ঞানভেদত ইতি। জীববহুত্ববদীশ্বরমূর্ত্তিবহুত্বমপি মায়ায়া ভেদান্ মায়াকল্পিতব্রহ্ম-বিষ্ণ্বাদ্যাকারভেদাদ্ভবতীতি জীবেশ্বরসিদ্ধিমুপসংহরতি জীবেশ্বরবিভাগশ্চেতি। অজ্ঞান-ভেদাজ্জীবসিদ্ধির্ম্মায়াভেদাদীশ্বরসিদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

তত্র দৃষ্টান্তমাহ ঘটাকাশেতি ॥ ৮ ॥

ঈশ্বরবহুত্বং ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিরূপেশ্বরবহুত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

জীবভেদহেতুং বিশদয়তি দেহেন্দ্রিয়াদীতি ॥ ১০ ॥

হে ধরাধর পর্ব্বত ! গুণানাং যে বাসনাভেদাঃ সাত্ত্বিকা রাজসাস্তামসাশ্চ তৈর্ভেদিতা যা মায়া সা পরভেদস্য ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদীশ্বরভেদস্য হেতুর্নান্য ইত্যর্থঃ। ইদং সূতসংহিতান্তর্গত-সূতগীতায়াং স্পষ্টম্ ব্যাখ্যাতঞ্চ তত্র মাধবাচার্য্যৈঃ ॥ ১১ ॥

মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ অজ্ঞান দ্বারা বুদ্ধ্যাদিনিষ্ঠ কর্তৃত্ব আত্মরূপিণী আমাতে আরোপিত করিয়া আত্মাকেই কর্ত্তা বলিয়া থাকে; কিন্তু সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তাহা স্বীকার করেন না। ফলতঃ আমি জীবাভ্যন্তরে কর্ত্রীরূপে না থাকিয়া সাক্ষীরূপেই অবস্থিতি করিয়া থাকি ॥ ৬ ॥ হে অচলেন্দ্র ! অবিদ্যা ও বিদ্যার প্রভেদ হেতু জীববহুত্ব ও ঈশ্বরবহুত্ব প্রতি-পাদিত হয়; ফলতঃ মায়া দ্বারাই মনুষ্য পশু প্রভৃতি জীব ভেদ এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি ঈশ্বর ভেদ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥ যেমন ব্যাপক মহাকাশ ঘটাবচ্ছিন্ন হইলে, মহাকাশ ও ঘটাকাশ এইরূপ বিভাগ কল্পিত হয়, সেইরূপ ব্যাপক পরমাত্মা জীবাবচ্ছিন্ন হইয়া পরমাত্মা ও জীবাত্মা এইরূপ প্রভেদ কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥ যেমন জীবের বহুত্ব মায়া দ্বারা কল্পিত হয়, স্বভাবত হয় না, সেইরূপ ঈশ্বরে বহুত্বও স্বভাব দ্বারা হয় না; মায়া দ্বারাই কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ৯ ॥ হে ধরণীধর ! দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন ইত্যাদির প্রভেদ বশতঃ অবিদ্যাই জীব প্রভেদের হেতু, অন্য আর কিছুই নহে ॥১০॥ আর গুণত্রয়ের বাসনা ভেদে-অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক বাসনা ভেদে মায়ারও বিভিন্নতা জন্মে, সেই বিভিন্ন মায়াই ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি ঈশ্বর ভেদের হেতু; নতুবা আর কিছুই নহে ॥ ১১ ॥

ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতমোতঞ্চ ধরণীধর!।
ঈশ্বরোঽহঞ্চ সূত্রাত্মা বিরাড়াত্মাহমস্মি চ॥ ১২॥
ব্রহ্মাহং বিষ্ণুরুদ্রৌ চ গৌরী ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী॥ ১৩॥
সূর্য্যোঽহং তারকাশ্চাহং তারকেশস্তথাস্ম্যহম্।
পশুপক্ষিস্বরূপাহং চাণ্ডালোঽহং চ তস্করঃ॥ ১৪॥
ব্যাধোঽহং ক্রূরকর্ম্মাহং সৎকর্ম্মাহং মহাজনঃ।
স্ত্রীপুন্নপুংসকাকারোঽপ্যহমেব ন সংশয়ঃ॥ ১৫॥
যচ্চ কিঞ্চিৎ কচিদ্বস্তু দৃশ্যতে শ্রূয়তেঽপি বা।
অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্যাহং সর্ব্বদা স্থিতা॥ ১৬॥
ন তদস্তি ময়া ত্যক্তং বস্তু কিঞ্চিচ্চরাচরম্।
যদ্যস্তি চেত্তচ্ছূন্যং স্যাদ্বন্ধ্যাপুত্রোপমং হি তৎ॥ ১৭॥
রজ্জুর্যথা সর্পমালাভেদৈরেকা বিভাতি হি।
তথৈবেশাদিরূপেণ ভাম্যহং নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৮॥
অধিষ্ঠানাতিরেকেণ কল্পিতং তন্ন ভাসতে।
তস্মান্মৎসত্তয়ৈবৈতৎ সত্তাবন্নান্যথা ভবেৎ॥ ১৯॥

যত একমেব চৈতন্যং সর্ব্বাত্মকং ততোঽহং সর্ব্বাত্মিকাস্মীত্যাহ ময়ীতি। ওতং প্রোতং গ্রথিতমিত্যর্থঃ॥ ১২॥

ঈশ্বরঃ কারণদেহাভিমানী লিঙ্গদেহাভিমানী সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভঃ। বিরাট্ স্থূলদেহাভিমানী॥ ১৩—১৬॥

শূন্যং স্যাদিতি। ময়া সদ্রূপয়া ত্যক্তং শূন্যমসদেব স্যাদিত্যর্থঃ॥ ১৭—১৮॥

অধিষ্ঠানাতিরেকেণেতি। অধিষ্ঠানসত্তাদিরেকেণেত্যর্থঃ। যত এতৎকল্পিতং জগত্তস্মান্মৎসত্তয়ৈব সত্তাবদ্ভবেন্নান্যথেত্যর্থঃ॥ ১৯॥

হে ধরাধরেন্দ্র! এই অখিল জগৎ ওতপ্রোতভাবে আমাতেই অবস্থিত রহিয়াছে, অতএব আমিই কারণ-দেহাভিমানী ঈশ্বর, লিঙ্গদেহাভিমানী সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ এবং স্থূল দেহাভিমানী বিরাট্। আমিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং আমিই ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রীশক্তি। আমিই সূর্য্য, আমিই চন্দ্র, আমিই তারকা এবং আমিই পশু, পক্ষী, চণ্ডাল ও তস্কর। আমিই ক্রূরকর্ম্মা ব্যাধ ও সৎকর্ম্মা মহাজন এবং আমিই স্ত্রী, পুরুষ ও নপুংসক, তাহাতে সন্দেহ নাই॥ ১২—১৫॥ গিরিবর! যে কোনও স্থানে যে কোনও বস্তু দৃষ্ট বা শ্রুত হয় আমি সেই সমস্তের অন্তরে ও বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া সর্ব্বদাই অবস্থিত রহিয়াছি। মদ্বিরহিত চরাচর কোন বস্তুই বিদ্যমান নাই। যদি কিছু থাকে তবে তাহা বন্ধ্যাপুত্র সদৃশ নিরর্থক। যেমন একমাত্র রজ্জু সর্প ও মালাদিরূপে প্রতিভাত হয়, সেইরূপ একমাত্র ব্রহ্মস্বরূপিণী আমিই ঈশ্বরাদিরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকি সন্দেহ

হিমালয় উবাচ।

যথা বদসি দেবেশি ! সমষ্ট্যাত্মবপুস্ত্বিদম্।
তথৈব দ্রষ্টুমিচ্ছামি যদি দেবি ! কৃপা ময়ি ॥ ২০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সর্ব্বে দেবাঃ সবিষ্ণবঃ।
ননন্দুর্ম্মুদিতাত্মানঃ পূজয়ন্তশ্চ তদ্বচঃ ॥ ২১ ॥
অথ দেবমতং জ্ঞাত্বা ভক্তকামদুঘা শিবা।
অদর্শয়ন্নিজং রূপং ভক্তকামপ্রপূরিণী ॥ ২২ ॥
অপশ্যংস্তে মহাদেব্যা বিরাড্রূপং পরাৎপরম্।
দ্যৌর্ম্মস্তকং ভবেদ্যস্য চন্দ্রসূর্য্যৌ চ চক্ষুষী ॥ ২৩ ॥
দিশঃশ্রোত্রে বচো বেদাঃ প্রাণো বায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
বিশ্বং হৃদয়মিত্যাহুঃ পৃথিবী জঘনং স্মৃতম্ ॥ ২৪ ॥

সমষ্ট্যাত্মেতি। সর্ব্বাভিমানিবিরাট্ স্বরূপং যথাবদসীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥
পূজয়ন্তশ্চেতি। সর্ব্বেষাং ভগবতী বিরাট্স্বরূপদর্শনোৎসুকত্বাৎ স্বাভীষ্টসম্পাদনে প্রবৃত্তস্য হিমালয়স্য তদ্বচঃ সাধু সাধ্বিতি পূজয়ন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২১—২২ ॥
দ্যৌর্মস্তকমিতি। অত্র দ্যৌঃ শব্দেন সর্ব্বোর্দ্ধঃ সত্যলোকো গৃহ্যতে ॥ ২৩ ॥
বায়ুরেব তস্য প্রাণাঃ। বিশ্বং সর্ব্বাত্মকমব্যক্তমিত্যর্থঃ। তদস্য রূপস্য হৃদয়ম্ ॥ ২৪ ॥

নাই ॥ ১৬—১৮ ॥ কারণ, এই কল্পিত জগৎ অধিষ্ঠানসত্তার অতিরেক হেতু প্রতিভাত হয় না, অতএব ইহা আমার সত্তা দ্বারাই সত্তাবান্ হয়, নচেৎ অন্য প্রকারে সম্ভব হইতেই পারে না ॥ ১৯ ॥

হিমালয় কহিলেন, দেবি ! যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে, তবে আপনার সমষ্ট্যাত্মক অর্থাৎ সর্ব্বসমষ্টিরূপ সর্ব্বাভিমানী বিরাড়্মূর্ত্তি দর্শন করিতে ইচ্ছা করি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তাহা প্রদর্শন করুন ॥ ২০ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! গিরিবরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু প্রভৃতি সমস্ত দেবতাগণ হৃষ্টচিত্তে বহুমানপূর্ব্বক তাঁহার সেই বাক্যের অভিনন্দন করিলেন ॥ ২১ ॥ অনন্তর, ভক্তগণের বাঞ্ছাপুরণী, ভক্তগণের কামধেনু ও কল্যাণরূপিণী দেবী ভুবনেশ্বরী স্বীয় রূপদর্শনে দেবগণের ঔৎসুক্য জানিয়া বিরাট্রূপ প্রদর্শন করিলে ॥ ২২ ॥ তাঁহারা মহাদেবীর সেই পরাৎপর বিরাট্ রূপ অবলোকন করিতে লাগিলেন। সকলের উর্দ্ধস্থিত সত্যলোক সেই বিরাট্রূপিণীর মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য্য দুই চক্ষু, দিক্ সকল শ্রোত্র, বেদ সকল বাক্য, বায়ু তাঁহার প্রাণ, বিশ্ব তাঁহার হৃদয়, পৃথিবী জঘন-স্থল, নভস্তল অর্থাৎ ভুবর্লোক নাভি-সরোবর, জ্যোতিশ্চক্রমণ্ডল উরঃস্থল, মহর্লোক গ্রীবাদেশ, জনলোক মুখমণ্ডল,

নভস্তলং নাভিসরো জ্যোতিশ্চক্রমুরস্থলম্।
মহর্লোকস্তু গ্রীবা স্যাজ্জনোলোকো মুখং স্মৃতম্॥ ২৫ ॥
তপোলোকো ররাটিস্তু সত্যলোকাদধঃস্থিতঃ।
ইন্দ্রাদয়ো বাহবঃ স্যুঃ শব্দঃ শ্রোত্রং মহেশিতুঃ॥ ২৬ ॥
নাসত্যদস্রৌ নাসে স্তো গন্ধো ঘ্রাণং স্মৃতো বুধৈঃ।
মুখমগ্নিঃ সমাখ্যাতো দিবারাত্রী চ পক্ষ্মণী॥ ২৭ ॥
ব্রহ্মস্থানং ভ্রূবিজৃম্ভোঽপ্যাপস্তালুঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
রসো জিহ্বা সমাখ্যাতা যমো দংষ্ট্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ২৮ ॥
দন্তাঃ স্নেহকলা যস্য হাসো মায়া প্রকীর্ত্তিতা।
সর্গস্ত্বপাঙ্গমোক্ষঃ স্যাদ্ব্রীড়োর্দ্ধোষ্ঠো মহেশিতুঃ॥ ২৯ ॥
লোভঃ স্যাদধরোষ্ঠোঽস্যাধর্ম্মমার্গস্তু পৃষ্ঠভূঃ।
প্রজাপতিশ্চ মেঢ্রং স্যাদ্যঃ স্রষ্টা জগতীতলে॥ ৩০ ॥
কুক্ষিঃ সমুদ্রা গিরয়োঽস্থীনি দেব্যা মহেশিতুঃ।
নদ্যো নাড্যঃ সমাখ্যাতা বৃক্ষাঃ কেশাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ৩১ ॥

নভস্তলং ভুবর্লোকঃ॥ ২৫ ॥

সত্যলোকাদধঃস্থিতস্তপো লোকো ররাটির্ললাটমিত্যর্থঃ। শব্দঃ শ্রোত্রমিতি। যোঽস্মাকং শ্রোত্রবিষয়ঃ শব্দঃ স তস্য রূপস্য শ্রোত্রং শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং ভবতীত্যর্থঃ। পূর্ব্বত্র দিশঃ শ্রোত্রে ইত্যত্র তু শ্রোত্রশব্দেন শ্রোত্রেন্দ্রিয়াধারো গৃহ্যত ইতি ন পুনরুক্তিঃ॥ ২৬ ॥

নাসত্যদস্রৌ অশ্বিনীকুমারৌ তাবস্য রূপস্য নাসে নাসাপুটে স্তঃ। গন্ধস্তু ঘ্রাণং ঘ্রাণেন্দ্রিয়মিত্যর্থঃ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মস্থানং প্রজাপতিচতুর্ম্মুখস্থানং তদস্য ভ্রূবিজৃম্ভো ভ্রূবিকাসঃ। আপো জলানি তু তালুঃ রসনেন্দ্রিয়াধারো ভবন্তি। তদ্গতো রসস্তু জিহ্বা ভবতি। রসনেন্দ্রিয়ং ভবতীত্যর্থঃ॥২৮॥

স্নেহকলাঃ স্ত্রীপুত্রাদিস্নেহলেশাঃ। সর্গঃ সৃষ্টিরেবাপাঙ্গমোক্ষঃ কটাক্ষ ইত্যর্থঃ॥ ২৯ ॥

অধর্ম্মমার্গস্তু পৃষ্ঠভাগ ইত্যর্থঃ॥ ৩০ ॥

মহেশিতুর্মহেশ্বর্য্যা দেব্যা গিরয়ঃ পর্ব্বতা অস্থীনীত্যর্থঃ॥ ৩১ ॥

সত্যলোকের অধঃস্থিত তপোলোক তাঁহার ললাট ফলক, ইন্দ্রাদি দেবতা-সমন্বিত স্বর্গলোক তাঁহার বাহু, শব্দ সেই মহেশ্বরীর শ্রবণেন্দ্রিয়, অশ্বিনীকুমারযুগল তাঁহার নাসাপুট, গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়, মুখাভ্যন্তর অগ্নি, দিবা ও রাত্রি তাঁহার পক্ষদ্বয়রূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল॥ ২৩—২৭ ॥ আর তাঁহার ভ্রূযুগল চতুর্ম্মুখ প্রজাপতির স্থান, জল তাঁহার তালু, তদ্গত রস তাঁহার রসনা, যমরাজ তাঁহার দংষ্ট্রা, স্নেহ বিলাস দন্ত, মায়া তাঁহার হাস্য, ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি তাঁহার কটাক্ষ, ব্রীড়া ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ, লোভ অধর এবং অধর্ম্ম তাঁহার পৃষ্ঠভাগ। যিনি জগতীতলে সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি তিনিই তাঁহার মেঢ্র, সমুদ্র সকল কুক্ষি, পর্ব্বত সকল

কৌমারযৌবনজরাবয়োঽস্য গতিরুত্তমা।
বলাহকাস্তু কেশাঃ স্যুঃ সন্ধ্যে তে বাসসী বিভোঃ ॥ ৩২ ॥
রাজন্! শ্রীজগদম্বায়াশ্চন্দ্রমাস্তু মনঃ স্মৃতঃ।
বিজ্ঞানশক্তিস্তু হরীরুদ্রোঽন্তঃকরণং স্মৃতম্ ॥ ৩৩ ॥
অশ্বাদিজাতয়ঃ সর্ব্বাঃ শ্রোণিদেশে স্থিতা বিভোঃ।
অতলাদিমহালোকাঃ কট্যধোভাগতাং গতাঃ ॥ ৩৪ ॥
এতাদৃশং মহারূপং দদৃশুঃ সুরপুঙ্গবাঃ।
জ্বালামালাসহস্রাঢ্যং লেলিহানঞ্চ জিহ্বয়া ॥ ৩৫ ॥
দংষ্ট্রাকটকটারাবং বমন্তং বহ্নিমক্ষিভিঃ।
নানায়ুধধরং বীরং ব্রহ্মক্ষত্রৌদনঞ্চ যৎ ॥ ৩৬ ॥

কৌমারেতি। ত্রিবিধং বয়োগতিরিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

চন্দ্রমাস্থিতি। তু শব্দো মন ইত্যত্র যোজ্যঃ। হে রাজন্! জনমেজয়! শ্রীজগদম্বায়াশ্চন্দ্রো মনোঽপি স্মৃত ইত্যর্থঃ। তেন পূর্ব্বোক্তনেত্রমধ্যে গণিতস্য চন্দ্রমসো মনস্ত্বমপি বোধিতমিতি বোধ্যম্। বিজ্ঞানশক্তির্ব্বুদ্ধিঃ সা হরিঃ ॥ ৩৩ ॥

অতলাদীতি। অতলাদিপাতলান্তা লোকা যথাযোগ্যং কট্যধোভাগতাং গতাঃ। কটিমারভ্য পাদমূলপর্য্যন্তং ব্যবস্থিতা ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। অগ্নির্মূর্দ্ধা চক্ষুষী চন্দ্রসূর্য্যৌ দিশঃ শ্রোত্রে বাগ্বিবৃতাশ্চ বেদাঃ। বায়ুঃ প্রাণো হৃদয়ং বিশ্বমস্য পদ্ভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মেতি ॥ ৩৪ ॥

জিহ্বয়া সর্ব্বং জগল্লেলিহানং স্বাদয়ন্তম্ ॥ ৩৫ ॥

দংষ্ট্রাসু কটকটারাবঃ কটকটেতি শব্দো যস্য। ব্রহ্মক্ষত্রে ওদনো যস্য। যস্য ব্রহ্মক্ষত্রঞ্চোভে ভবত ওদনো মৃত্যুর্যস্যোপসেচনমিতি শ্রুতেঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

সেই মহেশ্বরীর অস্থি, নদী সকল নাড়ী এবং বৃক্ষ সকল তাঁহার কেশরূপে প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ২৮—৩১ ॥ রাজেন্দ্র! কৌমার, যৌবন ও জরা তাঁহার উত্তমাগতি, মেঘ সমূহ তাঁহার কেশজাল, উভয় সন্ধ্যা সেই পরমপ্রভুর বসনযুগল, চন্দ্রমা সেই শ্রীজগদম্বিকার মানস, হরি তাঁহার বিজ্ঞানশক্তি এবং রুদ্র তাঁহার সংহারশক্তি হইল। অশ্বাদি সমস্ত জীব তাঁহার নিতম্বদেশে এবং অতলাদি মহালোক সকল তাঁহার কটিদেশ হইতে পাদমূল পর্য্যন্ত অবস্থান করিতে লাগিল। সুরবরগণ বিস্ময়-বিস্ফারিতলোচনে জগদম্বার এতাদৃশ বিরাটমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই মূর্ত্তি হইতে সহস্র সহস্র জ্বালামালা নির্গত হইতে লাগিল। জিহ্বা দ্বারা সমস্ত জগৎ আস্বাদন করিতে লাগিলেন। দশনপংক্তিদ্বয়ে কটকটা শব্দ হইতে লাগিল, অক্ষি সকল দ্বারা অগ্ন্যুদ্গার আরম্ভ হইল, করে নানাবিধ আয়ুধ, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সেই ঘোরদর্শন বীরপুরুষের ওদনস্বরূপ। তাঁহার সেই মূর্ত্তিমধ্যে কত যে মস্তক, কত যে নয়ন এবং কত যে চরণ তাহার ইয়ত্তা নাই। সে মূর্ত্তি দেখিলে

সহস্রশীর্ষনয়নং সহস্রচরণং তথা।
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং বিদ্যুৎকোটিসমপ্রভম্ ॥ ৩৭ ॥
ভয়ঙ্করং মহাঘোরং হৃদক্ষ্ণোস্ত্রাসকারকম্।
দদৃশুস্তে সুরাঃ সর্ব্বে হাহাকারঞ্চ চক্রিরে ॥ ৩৮ ॥
বিকম্পমানহৃদয়া মূর্চ্ছামাপুর্দুরত্যয়াম্।
স্মরণঞ্চ গতং তেষাং জগদম্বেয়মিত্যপি ॥ ৩৯ ॥
অথ তে যে স্থিতা বেদাশ্চতুর্দিক্ষু মহাবিভোঃ।
বোধয়ামাসুরত্যুগ্রং মূর্চ্ছাতো মূর্চ্ছিতান্ সুরান্ ॥ ৪০ ॥
অথ তে ধৈর্য্যমালম্ব্য লব্ধ্বা চ শ্রুতিমুত্তমাম্।
প্রেমাশ্রুপূর্ণনয়না রুদ্ধকণ্ঠাস্তু নির্জ্জরাঃ।
বাষ্পগদ্গদয়া বাচা স্তোতুং সমুপচক্রিরে ॥ ৪১ ॥

দেবা ঊচুঃ।

অপরাধং ক্ষমস্বাম্ব ! পাহি দীনাংস্ত্বদুদ্ভবান্।
কোপং সংহর দেবেশি ! সভয়া রূপদর্শনাৎ ॥ ৪২ ॥

হাহাকারং ভয়েন ভীতত্বাচ্চক্রিরে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

স্মরণঞ্চ গতমিতি। ইয়ং জগদম্বাস্মাকং পালয়িত্রীতি স্মরণমপি তেষাং গতং নষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

অথ ত ইতি। বিভোর্দেব্যাশ্চতুর্দিক্ষু যে মূর্ত্তিমন্তো বেদাঃ স্থিতাস্তে মূর্চ্ছিতান্ দেবান্ মূর্চ্ছাতো বোধয়ামাসুর্ব্যুত্থাপয়ামাসুরিত্যর্থঃ। সভয়া জাতাঃ স্ম ইত্যর্থঃ ॥ ৪০—৪২ ॥

বোধ হয় যেন একেবারে কোটি সূর্য্য সমুদিত হইয়াছে, যেন অসংখ্য বিদ্যুন্মালা একত্র বিলসিত হইতেছে। মহাদেবীর সেই মহাভয়ঙ্কর নয়ন ও মনের ত্রাসজনক, মহাঘোরতর বিরাটমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া সমস্ত দেবগণ ভীত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের হৃদয় কাঁপিতে লাগিল, তাঁহারা দুরপনেয় মূর্চ্ছায় আক্রান্ত হইলেন। "ইনিই যে আমাদের পালনকর্ত্রী জগদম্বিকা" সে জ্ঞান একেবারে তিরোহিত হইল ॥ ৩২—৩৯ ॥ ঐ সময় সেই ভুবনেশ্বরীর চারিদিকে যে বেদ সকল অবস্থিতি করিতেছিলেন, তাঁহারাই মূর্চ্ছা অপনয়নপূর্ব্বক দেবতাদিগকে প্রবোধিত করিলেন। অনন্তর সেই নির্জ্জরগণ সেই অত্যুত্তম শ্রুতিলাভ করিয়া ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক অন্তর্জনিত বাষ্পভরে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া প্রেমবিগলিত অশ্রুপূর্ণনয়নে গদ্গদ বাক্যে জগদম্বিকার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪০-৪১ ॥

দেবগণ কহিলেন, মাতঃ! আমরা অতি দীন এবং আপনা হইতেই আমাদিগের উৎপত্তি হইয়াছে, আপনি আমাদিগের অপরাধ ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি কোপ

কা তে স্তুতিঃ প্রকর্ত্তব্যা পামরৈর্নির্জ্জরৈরিহ।
স্বস্থাপ্যজ্ঞেয় এবাসৌ যাবান্যশ্চ স্ববিক্রমঃ ॥ ৪৩ ॥
তদর্ব্বাক্‌জায়মানানাং কথং স বিষয়ো ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥
নমস্তে ভুবনেশানি! নমস্তে প্রণবাত্মিকে!।
সর্ব্ববেদান্তসংসিদ্ধে! নমো হ্রীঙ্কারমূর্ত্তয়ে ॥ ৪৫ ॥
যস্মাদগ্নিঃ সমুৎপন্নো যস্মাৎ সূর্য্যশ্চ চন্দ্রমাঃ।
যস্মাদোষধয়ঃ সর্ব্বাস্তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ ৪৬ ॥
যস্মাচ্চদেবাঃ সম্ভূতাঃ সাধ্যাঃ পক্ষিণ এব চ।
পশবশ্চ মনুষ্যাশ্চ তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ ৪৭ ॥
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপঃ শ্রদ্ধা ক্রতুং তথা।
ব্রহ্মচর্য্যং বিধিশ্চৈব যস্মাত্তস্মৈ নমো নমঃ ॥ ৪৮ ॥
সপ্তপ্রাণার্চ্চিষো যস্মাৎ সমিধঃ সপ্ত এব চ।
হোমাঃ সপ্ত তথা লোকাস্তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ ৪৯ ॥

স্বস্থাপ্যজ্ঞেয় ইতি। যাবান্যৎপরিমাণবান্যশ্চ যাদৃশস্তব স্বপরাক্রমঃ স তব স্বস্থাপ্যজ্ঞেয় এবৈতাদৃশোঽসৌ তব পরাক্রমোঽস্মাকং তদর্ব্বাক্ জায়মানানাং কথং স বিষয়ো ভবেন্ন কথমপীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। অর্ব্বাগ্‌দেবা অস্য বিসর্জ্জনে নাথা কো বেদয়ত আবভূবেতি। যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সো অঙ্গবেদয় দিবা ন বেদেতি ॥ ৪৩—৪৭ ॥
তস্মাৎসম্ভূতো বিধিরিতি কর্ত্তব্যতারূপস্তস্মৈ নম ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

পরিত্যাগ করুন, আমরা আপনার এই রূপ দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়াছি ॥ ৪২ ॥ দেবি! পামর অমরগণ আপনার কি স্তুতি করিবে? আপনি স্বয়ং যখন আপনার পরাক্রমের ইয়ত্তা করিতে অক্ষম, তখন আমরা আপনার পশ্চাৎ জন্মগ্রহণ করিয়া কিরূপে তাহা জানিতে পারিব? ॥৪৩—৪৪॥ হে প্রণবাত্মিকে ভুবনেশ্বরি! আমরা আপনাকে নমস্কার করি। দেবি! সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রেই আপনাকে প্রতিপন্ন করিয়াছে, আমরা আপনার সেই হ্রীংকারমূর্ত্তিকে নমস্কার করি ॥ ৪৫ ॥ যাঁহা হইতে অগ্নি, যাঁহা হইতে সূর্য্য ও চন্দ্রমা এবং যাঁহা হইতে ওষধি সকল উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সর্ব্বাত্মরূপিণীকে নমস্কার ॥ ৪৬ ॥ যাঁহা হইতে সমস্ত দেবতাগণ, সাধ্যগণ, পশুগণ, পক্ষিগণ ও মানবগণ উৎপন্ন হইয়াছে, আমরা সেই সর্ব্বাত্মরূপিণী দেবীর বিরাট্ রূপকে নমস্কার করি ॥ ৪৭ ॥ যাঁহা হইতে প্রাণ ও অপান ব্রীহি ও যব এবং তপস্যা, শ্রদ্ধা, সত্য, ব্রহ্মচর্য্য ও ইতিকর্ত্তব্যতারূপ বিধি সকল উৎপন্ন হইয়াছে, আমরা সেই সর্ব্বাত্মিকা মহামায়ার মহামূর্ত্তিকে বারংবার নমস্কার করি ॥ ৪৮ ॥ যাঁহা হইতে সপ্ত প্রাণ, সপ্ত দীপ্তি, সপ্ত সমিধ,সপ্ত হোম এবং সপ্তলোক উৎপন্ন হইয়াছে,

যস্মাৎ সমুদ্রা গিরয়ঃ সিন্ধবঃ প্রচরন্তি চ ।
যস্মাদোষধয়ঃ সর্ব্বা রসাস্তস্মৈ নমো নমঃ ॥ ৫০ ॥
যস্মাদ্যজ্ঞঃ সমুদ্ভূতো দীক্ষা যূপশ্চ দক্ষিণাঃ ।
ঋচো যজূংষি সামানি তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ ৫১ ॥
নমঃ পুরস্তাৎ পৃষ্ঠে চ নমস্তে পার্শ্বয়োর্দ্ধ্বয়োঃ ।
অধ ঊর্দ্ধং চতুর্দ্দিক্ষু মাতর্ভূয়ো নমো নমঃ ॥ ৫২ ॥
উপসংহর দেবেশি ! রূপমেতদলৌকিকম্ ।
তদেব দর্শয়াস্মাকং রূপং সুন্দরসুন্দরম্ ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি ভীতান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা জগদম্বা কৃপার্ণবা ।
সংহৃত্য রূপং ঘোরং তদ্দর্শয়ামাস সুন্দরম্ ॥ ৫৪ ॥

সপ্তপ্রাণার্চিষ ইতি । প্রাণাশ্চার্চ্চিষশ্চেতি দ্বন্দ্বঃ । সপ্তশীর্ষণ্যাঃ প্রাণাস্তস্মাদেবং ভবন্তীত্যর্থঃ । তেষাঞ্চ সপ্তার্চ্চিষো দীপ্তয়ঃ স্বস্ববিষয়াবদ্যোতনানি । তথা সপ্ত সমিধঃ সপ্তবিষয়াঃ বিষয়ৈর্হি প্রাণাঃ সমিধ্যন্তে । সপ্তহোমাস্তদ্বিষয়বিজ্ঞানানি । যদস্য বিজ্ঞানং তজ্জুহোতীতি শ্রুত্যন্তরাৎ । তথা সপ্তলোকা ইন্দ্রিয়স্থানানি । এতে যস্মাজ্জাতাস্তস্মৈ সর্ব্বাত্মনে নমঃ ॥ ৪৯—৫১ ॥

তথাচ শ্রুতির্মুণ্ডকে । যস্মাদগ্নিঃ সমিধো যস্য সূর্য্যঃ । সোমাৎপর্জ্জন্য ওষধয়ঃ প্রজানামিত্যাদি তস্মাদৃচঃ সামযজূংষি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সর্ব্বে ক্রতবো দক্ষিণাশ্চ সংবৎসরো যজমানশ্চ লোকাঃ সোমো যত্র পবতে যত্র সূর্য্য ইতি ॥ ৫২—৫৪ ॥

আমরা সেই সর্ব্বস্বরূপিণীকে নমস্কার করি ॥ ৪৯ ॥ যাঁহা হইতে সমস্ত সমুদ্র, সমস্ত পর্ব্বত, সমস্ত নদী, সমস্ত ওষধি ও সমস্ত রস উৎপন্ন হইয়াছে, আমরা সেই ভুবনেশ্বরীর বিরাট্ মূর্ত্তিকে নমস্কার করি ॥ ৫০ ॥ যাঁহা হইতে যজ্ঞ, যূপ ও দক্ষিণা এবং ঋক্, যজুঃ ও সামবেদ সমুৎপন্ন হইয়াছে ; আমরা মহামায়ার সেই অখিল বিশ্বাত্মক বিরাট্রূপকে নমস্কার করি ॥ ৫১ ॥ মাতর্মহামায়ে ! আপনার পুরোভাগে নমস্কার, আপনার পৃষ্ঠভাগে নমস্কার, আপনার উভয় পার্শ্বে নমস্কার, আপনার ঊর্দ্ধভাগে নমস্কার, আপনার অধোভাগে নমস্কার এবং আপনার চারিদিকে বারংবার নমস্কার করিতেছি ॥ ৫২ ॥ দেবি ! আপনি, আপনার এই অলৌকিক মহারূপের উপসংহার করিয়া আপনার পরম সুন্দর মনোহর রূপ আমাদিগকে প্রদর্শন করুন ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! করুণার অর্ণবরূপিণী জগদম্বিকা সুরগণকে ভীত দেখিয়া স্বীয় ঘোরতর বিরাট্ রূপের সংহার করিয়া পরম সুন্দর ভুবনমোহন পূর্ব্বরূপ প্রদর্শন করিলেন ॥ ৫৪ ॥ তাঁহার সর্ব্বশরীর সুকোমল হইল। তিনি এক হস্তে পাশ ও এক হস্তে অঙ্কুশাস্ত্র ধারণ করিলেন। অপর দুই হস্তের মধ্যে এক হস্ত বরদান ও অন্যতর হস্ত অভয়-

পাশাঙ্কুশবরাভীতিধরং সর্ব্বাঙ্গকোমলম্ ।
করুণাপূর্ণনয়নং মন্দস্মিতমুখাম্বুজম্ ॥ ৫৫ ॥
দৃষ্ট্বা তৎসুন্দরং রূপং তদা ভীতিবিবর্জ্জিতাঃ ।
শান্তচিত্তাঃ প্রণেমুস্তে হর্ষগদ্গদনিঃস্বনাঃ ॥ ৫৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে জগদম্বায়াবিরাটমূর্ত্তিবর্ণনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

(দুর্নিরীক্ষ্যং বিরাড্রূপমুপসংহৃত্য মোহিনীমূর্ত্তিমবলম্ব্যাবস্থিতায়াস্তস্যা ভুবনেশ্বর্য্যাশ্চতুর্ভুজরূপং প্রকাশয়িতুমাহ পাশাঙ্কুশবরাভীতিধরমিতি। সা চ একেন হস্তেন পাশং অপরেণাঙ্কুশং বিভর্ত্তি অবশিষ্টয়োর্দ্ধ্বয়োরেকেন বরমন্ততরেন চাভীতিং দদাতীত্যর্থঃ ॥ ৫৫—৫৬ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩ ॥

দান ভঙ্গিমায় উদ্যত করিলেন। তাঁহার নয়ন দর্শনে বোধ হইল যেন তিনি একেবারে করুণারসে পরিপূর্ণ, মুখপদ্মে ঈষৎ হাস্য বিরাজমান। দেবগণ জগদম্বার তাদৃশ মনোহর মূর্ত্তি দর্শনে আনন্দিত হইলেন এবং হর্ষ-নির্ভর-কণ্ঠে প্রশান্তচিত্তে তাঁহাকে প্রণাম করিতে-লাগিলেন ॥ ৫৫—৫৬ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে দেবীর বিরাট্রূপ প্রদর্শন নামক ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

ক যুয়ং মন্দভাগ্যা বৈ কেদং রূপং মহাদ্ভুতম্।
তথাপি ভক্তবাৎসল্যাদীদৃশং দর্শিতং ময়া ॥ ১ ॥
ন বেদাধ্যয়নৈর্যোগৈর্ন দানৈস্তপসেজ্যয়া।
রূপং দ্রষ্টুমিদং শক্যং কেবলং মৎকৃপাং বিনা ॥ ২ ॥
প্রকৃতং শৃণু রাজেন্দ্র ! পরমাত্মাত্র জীবতাম্।
উপাধিযোগাৎ সম্প্রাপ্তঃ কর্তৃত্বাদিকমপ্যুত ॥ ৩ ॥
ক্রিয়াঃ করোতি বিবিধা ধর্ম্মাধর্ম্মৈকহেতবঃ।
নানাযোনীস্ততঃ প্রাপ্য সুখদুঃখৈশ্চ যুজ্যতে ॥ ৪ ॥
পুনস্তৎ সংস্কৃতিবশান্নানাকর্ম্মরতঃ সদা।
নানাদেহান্ সমাপ্নোতি সুখদুঃখৈশ্চ যুজ্যতে ॥ ৫ ॥

পঞ্চাশৎপদ্যবর্য্যৈস্তু বৈরাগ্যকথনোত্তরম্।
জ্ঞানমেব তু সম্পাদ্যং মোক্ষার্থমিতি কথ্যতে ॥

দর্শিতং বিশ্বরূপমনায়াসেন লব্ধমস্মাভিরিতি সহজমস্তীতি ন মন্তব্যমিতি দেবান্ প্রতি ভগবতী প্রাহ ক যুয়মিতি ॥ ১—২ ॥

প্রকৃতমিতি। ব্রহ্মবিদ্যোপদেশপ্রকরণং হি প্রচলিতং পূর্ব্বং মধ্যে দেবৈর্বিশ্বরূপসন্দর্শনার্থং প্রার্থিতা সতী বিশ্বরূপং দর্শয়ামাস। উপসংহৃতে তু বিশ্বরূপে পুনঃ প্রকৃতং যদুপদেশপ্রকরণং তচ্ছৃণ্বিতি হিমালয়ং প্রতি ভগবতীতি বোধ্যম্। পরমাত্মাত্র জীবতামিতি। অমূঢ়ো মূঢ় ইব ব্যবহরন্নাস্তে মায়য়ৈবেতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

বৈরাগ্যার্থমাহ ক্রিয়াঃ করোতীতি ॥ ৪ ॥

তৎসংস্কৃতিঃ সুখদুঃখসংস্কারঃ ॥ ৫ ॥

দেবী কহিলেন, সুরগণ ! তোমাদের তুল্য অল্পভাগ্য ব্যক্তিগণের পক্ষে আমার এই অদ্ভুত মহৎরূপ দর্শন করা অতীব দুষ্কর, তথাপি ভক্তগণের প্রতি বাৎসল্য হেতু আমি তোমাদিগকে এইরূপ প্রদর্শন করিলাম ॥ ১ ॥ আমার কৃপা ব্যতীত কি বেদাধ্যয়ন, কি যোগ, কি দান, কি যজ্ঞ, কি তপস্যা কোন সাধনেই কোন ব্যক্তি আমার এই মূর্ত্তি দর্শন করিতে পারে না ॥ ২ ॥

গিরিরাজ ! এক্ষণে প্রকৃত উপদেশ কথা শ্রবণ কর। (এই মায়াময় সংসারে একমাত্র পরমাত্মাই প্রধান। তিনিই জীবাদি উপাধিযোগে কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদি গুণ প্রাপ্ত হইয়া প্রথমতঃ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের হেতুভূত বিবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহার পর নানাযোনি প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মফলানুসারে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৩—৪ ॥ পুনর্ব্বার সেই সেই

ঘটীযন্ত্রবদেতস্য ন বিরামঃ কদাপি হি ।
অজ্ঞানমেব মূলং স্যাত্ততঃ কামঃ ক্রিয়াস্ততঃ ॥ ৬ ॥
তস্মাদজ্ঞাননাশায় যতেত নিয়তং নরঃ ।
এতদ্ধি জন্মসাফল্যং যদজ্ঞানস্য নাশনম্ ॥ ৭ ॥
পুরুষার্থসমাপ্তিশ্চ জীবন্মুক্তদশাপি চ ।
অজ্ঞাননাশনে শক্তা বিদ্যৈব তু পটীয়সী ॥ ৮ ॥
ন কর্ম্ম তজ্জং নোপাস্তির্ব্বিরোধাভাবতো গিরে ! ।
প্রত্যুতাশা জ্ঞাননাশে কর্ম্মণা নৈব ভাব্যতাম্ ॥ ৯ ॥
অনর্থদানি কর্ম্মাণি পুনঃ পুনরুশন্তি হি ।
ততো রাগস্ততো দোষস্ততোঽনর্থো মহান্ ভবেৎ ॥ ১০ ॥

এতস্যেতি। এতস্য জন্মমরণপ্রবন্ধরূপস্য সংসারস্য বিরামঃ সমাপ্তিঃ কদাপি নাস্তি। অদ্যপর্য্যন্তমনন্তসৃষ্টিপ্রলয়েষু জাতেষপি জীবসংসারস্য বিদ্যমানত্বাৎ। ইত্থং সংসারস্যানাদিকালপ্রবৃত্তত্বমুপপাদ্য তন্নাশোপায়প্রদর্শনার্থং তন্নিদানমাহ অজ্ঞানমেবেতি। ততঃ কামোঽবিদ্যাত ইচ্ছেত্যর্থঃ। ইচ্ছাতঃ ক্রিয়া ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

যস্মাদজ্ঞানমেব মূলং তস্মাদিত্যর্থঃ এতদ্ধি জন্মেতি। তথাচ শ্রুতিঃ। যো হ্যবিদিত্বাত্মানমস্মাল্লোকাৎপ্রৈতি স কৃপণ ইতি ॥ ৭ ॥

অজ্ঞাননাশনসাধনমাহ বিদ্যৈবেতি ॥ ৮ ॥

তজ্জমজ্ঞানজং কর্ম্ম ন পটীয় ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুমাহ বিরোধাভাবত ইতি। ন হ্যন্ধকারোঽন্ধকারং নাশয়তি তদ্বদজ্ঞানজন্যকর্ম্মণোঽপ্যজ্ঞানরূপত্বান্ন তেনাজ্ঞানেন কর্ম্মণাবিরোধ ইত্যর্থঃ। কর্ম্মণা জ্ঞাননাশে আশা নৈব ভাব্যতাং নৈব কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

কর্ম্মণি দোষং বদতি। অনর্থদানীতি ॥ ১০ ॥

যোনির সংস্কারবশে নানাবিধ কর্ম্মে নিরত ও নানাদেহ প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ প্রকার সুখ দুঃখে সংযোজিত হন ॥ ৫ ॥ গিরিবর ! ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায়, জন্মজরা-মরণরূপ এই সংসারপ্রবাহের কদাচই বিরাম নাই, ইহা অনাদি ও অনন্তকাল পর্য্যন্ত নিয়তই প্রবাহিত হইতেছে। অজ্ঞান বা অবিদ্যাই এই সংসারের মূল কারণ। তাহা হইতেই কামনা এবং তাহা হইতেই ক্রিয়া সমূহের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেই ক্রিয়া হইতেই সুখ দুঃখ সংঘটিত হয় ॥৬॥ অতএব অজ্ঞান বিনাশের নিমিত্ত যত্ন করা মানবগণের একান্ত কর্ত্তব্য। গিরিরাজ ! অধিক আর কি বলিব, সেই অজ্ঞান বিনাশ করিতে পারিলেই জীবগণের জন্ম সফল হয় ॥৭॥ জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করিতে পারিলেই জীব পুরুষার্থের চরম সীমায় উপনীত হইতে পারে। একমাত্র বিদ্যাই এই অজ্ঞানবিনাশে পটু ও সমর্থ। যেমন অন্ধকার, অন্ধকারবিনাশে সমর্থ হয় না, সেইরূপ অজ্ঞানজনিত কর্ম্মও অজ্ঞান স্বরূপ ; সুতরাং অজ্ঞানজাত কর্ম্ম কখন অজ্ঞানবিনাশে সমর্থ হয় না। অতএব কর্ম্ম দ্বারা অজ্ঞান নাশের আশা করাও কর্ত্তব্য নহে ॥ ৮—৯ ॥ কর্ম্ম সকল একান্ত অনর্থকর, জীবগণ কর্ম্মবশে পুনঃপুনঃ বিষয় কামনা করে। এই কামনা হইতে বিষ-

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জ্ঞানং সম্পাদয়েন্নরঃ।
কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণীত্যতঃ কর্ম্মাপ্যবশ্যকম্॥ ১১॥
জ্ঞানাদেব হি কৈবল্যমতঃস্যাত্তৎসমুচ্চয়ঃ।
সহায়তাং ব্রজেৎ কর্ম্ম জ্ঞানস্য হিতকারি চ॥ ১২॥
ইতি কেচিদ্বদন্ত্যত্র তদ্বিরোধান্ন সম্ভবেৎ।
জ্ঞানাদ্ধৃদ্গ্রন্থিভেদঃ স্যাদ্ধৃদ্গ্রন্থৌ কর্ম্মসম্ভবঃ॥ ১৩॥

অত্র সমুচ্চয়বাদিমতমুত্থাপয়তি কুর্ব্বন্নেবেহেতি। কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমা ইতি শ্রুত্যা যাবজ্জীবং কর্ম্ম বিহিতম্। জ্ঞানাদেব হি কৈবল্যমিতি শ্রুত্যা জ্ঞানমপি সম্পাদ্যমেবেনোক্তং তত্র যাবজ্জীবশ্রুতেঃ সঙ্কোচে প্রমাণাভাবাজ্জ্ঞানং কর্ম্ম চ সমুচ্চয়েন যাবজ্জীবং পুরুষেণাশ্রয়ণীয়মিত্যর্থঃ॥ ১১॥

নম্বজ্ঞাননাশে জ্ঞানস্যৈবোপযোগাৎ কর্ম্ম কিং করিষ্যতীতি চেত্তত্রাহ সহায়তামিতি। জ্ঞানস্য সহায়ং ভবিষ্যতি কর্ম্মেত্যর্থঃ॥ ১২॥

তস্মাদ্যাবজ্জীবং কর্ম্মজ্ঞানঞ্চাশ্রয়ণীয়মিতি মতং কেচিদাহুরিত্যাহ ইতি কেচিদিতি। তৎখণ্ডয়তি তদ্বিরোধাদিতি। যদি জ্ঞানোত্তরং কর্ম্ম সম্ভবেত্তদা জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ো বক্তব্যঃ। স তু নৈব সম্ভবতি। তস্মাদ্যাবজ্জীবশ্রুতেঃ সঙ্কোচো জ্ঞানেন সহাবস্থানবিরোধাদ্বলে পতিত ইত্যর্থঃ। নমু কিমিতি কর্ম্মণো জ্ঞানেন সহাবস্থানং ন সম্ভবতি তত্রাহ জ্ঞানাদ্ধৃদ্গ্রন্থীতি। হৃদয়স্য গ্রন্থিরন্তঃকরণাত্মদেহতাদাত্ম্যরূপঃ তস্য জ্ঞানেনাত্মসাক্ষাৎকারেণ ভেদো নাশঃ স্যাৎ তস্মিংশ্চ হৃদগ্রন্থৌ মনুষ্যোঽহং ব্রাহ্মণোঽহং পরলোকেচ্ছাবানহমিত্যাদিরূপে সত্যেব কর্ম্মসম্ভবঃ তাদৃশমধিকারিণমুদ্দিশ্যৈব কর্ম্মবিধানাৎ। তস্মাত্তয়োর্নৈকত্রাবস্থানং সম্ভবতীত্যর্থঃ॥ ১৩॥

য়ের প্রতি অনুরাগ, অনুরাগ হইতে দোষ, এবং দোষ হইতে মহান্ অনর্থ সংঘটিত হইয়া থাকে॥ ১০॥ অতএব জ্ঞান উপার্জ্জন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা মানবগণের একান্ত কর্ত্তব্য। "এই সংসারে কর্ম্ম করিতে করিতে শতবৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে" এই শ্রুতিবাক্য হেতু কর্ম্মও বিহিত ও আবশ্যক এবং "জ্ঞান হইতেই কৈবল্য লাভ হয়" এই শ্রুতিবাক্য হেতু জ্ঞান উপার্জ্জন করাও বিধেয়, এই উভয়বিধ বিধি থাকায় এবং "যাবজ্জীবন কর্ম্ম করিবে" এই শ্রুতির সঙ্কোচ বিষয়ে প্রমাণ না থাকায়, জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়ই সমুচ্চয়রূপে আশ্রয় করা জীবগণের পক্ষে কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপাদিত হইতেছে। তাহা হইলে কর্ম্মসমূহ, জ্ঞানের হিতকারী হইয়া সাহায্য করিয়া থাকে সন্দেহ নাই॥১১-১২॥ কিন্তু এইমত খণ্ডন বিষয়ে কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, জ্ঞান ও কর্ম্মের পরস্পর বিরোধি ভাব হেতু উভয়ের একত্রাবস্থান সম্ভব হয় না। যদি জ্ঞানের পর কর্ম্ম হইত, তাহা হইলে জ্ঞান ও কর্ম্মের সহাবস্থান সম্ভব হইতে পারিত, তাহাতে জ্ঞানালোক দ্বারা কর্ম্মান্ধকারের বিনাশ সম্ভব হইত, কিন্তু অগ্রে কর্ম্ম এবং তৎপরে জ্ঞান হওয়ায় অভীষ্ট বস্তুর বিনাশ হেতু তাহার সম্ভব হয় না। জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানরূপ হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, কিন্তু "আমি মনুষ্য, আমি পরলোকাভিলাষী ব্রাহ্মণ" ইত্যাদি অজ্ঞানজনিত অভিমানরূপ হৃদয়গ্রন্থি বিদ্যমান থাকিলে

যৌগপদ্যং ন সম্ভাব্যং বিরোধাত্তু ততস্তয়োঃ।
তমঃপ্রকাশয়োর্য্যদ্বদ্যৌগপদ্যং ন সম্ভবি ॥ ১৪ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি বৈদিকানি মহামতে!।
চিত্তশুদ্ধ্যং তমেব স্যুস্তানি কুর্য্যাৎপ্রযত্নতঃ ॥ ১৫ ॥
শমো দমস্তিতিক্ষা চ বৈরাগ্যং সত্ত্বসম্ভবঃ।
তাবৎপর্য্যন্তমেব স্যুঃ কর্ম্মাণি ন ততঃ পরম্ ॥ ১৬ ॥
তদন্তে চৈব সংন্যস্য সংশ্রয়েদ্গুরুমাত্মবান্।
শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠঞ্চ ভক্ত্যা নির্ব্ব্যাজয়া পুনঃ ॥ ১৭ ॥

তদেব দৃষ্টান্তপুরঃসরং স্পষ্টয়তি যৌগপদ্যমিতি। ততস্তস্মাদ্ধেতোস্তয়োর্জ্ঞানকর্ম্মণো-স্তমঃপ্রকাশয়োরিব বিরোধাদ্যৌগপদ্যং ন সম্ভবতীতি যাবজ্জীবশ্রুতিরজ্ঞানিবিষয়িকৈবেতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

তর্হি কিয়ৎপর্য্যন্তং বৈদিককর্ম্মমর্য্যাদেতি চেত্তত্রাহ তস্মাৎ সর্ব্বাণীতি। যথা জ্ঞানেন সহ বিরোধাদ্যাবজ্জীবশ্রুতেঃ সঙ্কোচস্তথাজ্ঞানাঙ্গেন সহাপি বিরোধাত্তস্যাঃ শ্রুতের্যাবদ্বৈরা-গ্যাদিপ্রাপ্তিপর্য্যন্তমিতি সঙ্কোচঃ কর্ত্তব্যঃ। তথাচ চিত্তশুদ্ধ্যন্তমেব কর্ম্মাণি হে মহামতে! সিদ্ধানি তানি প্রযত্নতোঽতিযত্নেন শ্রদ্ধাদিপুরঃসরং চিত্তশুদ্ধিপর্য্যন্তং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

তস্যৈব মর্য্যাদামাহ শম ইতি। শমোঽন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। দমো বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। তিতিক্ষা শীতোষ্ণাদিসহিষ্ণুত্বম্। বৈরাগ্যমিহামুত্রফলভোগবিরাগঃ। সত্ত্বসম্ভবতোঽন্তঃ-করণগতসত্ত্বস্য শুদ্ধিঃ। এতৎসিদ্ধিপর্য্যন্তমেব কর্ম্মাণি ন ততঃপরমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

তদন্তে কর্ম্মগত্যাস্ত সন্ন্যাসেনৈব কর্ত্তব্যো নান্যথেত্যাহ তদন্তে চৈবেতি। সন্ন্যস্য সন্ন্যাসা-শ্রমং গৃহীত্বেত্যর্থঃ। বিধিনা সম্পাদিতকর্ম্মণো বিধিনৈব ত্যাগস্য যুক্তত্বাদিতি ভাবঃ। সন্ন্যস্য শ্রবণং কুর্য্যাদিতি বাক্যাৎ সন্ন্যাসোত্তরং শ্রবণার্থং গুরুমাশ্রয়েৎ। আত্মবান্ স্বাধী-নান্তঃকরণ ইত্যর্থঃ। শ্রোত্রিয়মধীতবেদবেদার্থম্। ব্রহ্মনিষ্ঠং ব্রহ্মানুভবিনম্। নির্ব্যাজয়া-নিষ্কপটয়া ভক্ত্যা। তথাচ শ্রুতিঃ। যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মন ইতি ॥ ১৭ ॥

কর্ম্মের সম্ভব হয়, অতএব যেমন বিরোধিভাব হেতু অন্ধকার ও আলোকের একত্রাবস্থান অসম্ভব, সেইরূপ কর্ম্ম ও জ্ঞানের একত্রাবস্থান কোনও রূপে সম্ভব হইতে পারে না ॥১৩-১৪॥ অতএব হে মহামতে! যাবৎ চিত্তশুদ্ধি না হইয়া বৈরাগ্যের উদয় না হয়, তাবৎ যত্নপূর্ব্বক শ্রদ্ধাসহকারে বেদবিহিত কর্ম্মকলাপের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য ॥ ১৫ ॥ যে পর্য্যন্ত শম অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ, দম অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়-নিগ্রহ, তিতিক্ষা অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা, বৈরাগ্য অর্থাৎ ইহপরলোকে ফলভোগ-বিরাগ, সত্ত্বসম্ভব অর্থাৎ অন্তঃকরণগত সত্ত্বশুদ্ধি না হয়, সেই পর্য্যন্তই বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা বিধেয়, তাহার পর আর প্রয়ো-জন নাই ॥ ১৬ ॥ তাহার পর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া জ্ঞানলাভের উপায়প্রাপ্তির নিমিত্ত বেদাধ্যয়নসম্পন্ন আত্মবান্ অর্থাৎ সংযতেন্দ্রিয় সাধীনান্তঃকরণ, ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ যোগাবলম্বী ব্রহ্মানুভবকারী গুরুর নিকট গমন পূর্ব্বক অকপট ভক্তিসহকারে তাঁহার আশ্রয়

বেদান্তশ্রবণং কুর্য্যান্নিত্যমেবমতন্দ্রিতঃ।
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যস্য নিত্যমর্থং বিচারয়েৎ ॥ ১৮ ॥
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যন্তু জীবব্রহ্মৈক্যবোধকম্।
ঐক্যে জ্ঞাতে নির্ভয়স্তু মদ্রূপো হি প্রজায়তে ॥ ১৯ ॥
পদার্থাবগতিঃ পূর্ব্বং বাক্যার্থাবগতিস্ততঃ।
তৎপদস্য চ বাচ্যার্থো গিরেঽহং পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ২০ ॥
ত্বং পদস্য চ বাচ্যার্থো জীব এব ন সংশয়ঃ।
উভয়োরৈক্যমসিনা পদেন প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥ ২১ ॥
বাচ্যার্থয়োর্ব্বিরুদ্ধত্বাদৈক্যং নৈবং ঘটেত হ।
লক্ষণাতঃ প্রকর্ত্তব্যা তত্ত্বমোঃ শ্রুতিসংস্থয়োঃ ॥ ২২ ॥

গুরুমাশ্রিত্য বেদান্তশ্রবণং নিত্যমতন্দ্রিতো নামালস্যাদিদোষশূন্যঃ কুর্য্যাদিত্যাহ বেদান্তশ্রবণমিতি ॥ ১৮ ॥

কিং তদ্বাক্যবিচারেণ ফলং ভবতি তত্রাহ তত্ত্বমস্যাদীতি। মদ্রূপোহীতি ব্রহ্মবিদ্‌ব্রহ্মৈব ভবতীতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

কথং বাক্যং বিচারণীয়মিতি চেত্তত্রাহ পদার্থাবগতিরিতি। বাক্যার্থজ্ঞানং প্রতিপদার্থজ্ঞানস্য কারণত্বাৎ পূর্ব্বং পদপদার্থং বিচারয়েদিত্যর্থঃ। তর্হি কোঽসাবত্র পদার্থস্তত্রাহ তৎপদস্যেতি। হে গিরে! পর্ব্বত! তত্ত্বমসীতি বাক্যস্থং যত্তৎপদং তস্যার্থোঽহং সর্ব্বেশ্বরী পরিকীর্ত্তিতঃ। তৎপদং ভুবনেশ্বর্য্যাঃ ষড়্‌গুণৈশ্বর্য্যসম্পন্না যা মম বাচকমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

ত্বং পদন্তু জীববাচকমিত্যাহ ত্বং পদস্যেতি। উভয়োর্জ্জীবেশ্বরয়োরৈক্যমসি পদেনোচ্যত ইত্যাহ উভয়োরিতি ॥ ২১ ॥

নন্বু জীবেশ্বরয়োরত্যন্তবিরুদ্ধধর্ম্মবতোঃ কথং শ্রুত্যাভেদ প্রতিপাদ্যতে ইতি চেত্তাগত্যাগলক্ষণয়েত্যাহ বাচ্যার্থয়োরিতি। বাচ্যার্থয়োর্জ্জীবেশ্বরয়োর্বিরুদ্ধধর্ম্মবত্ত্বাদিত্যর্থঃ। জীবস্যাসর্ব্বজ্ঞত্বপরিচ্ছিন্নত্বাদয়ো নিকৃষ্টধর্ম্মাঃ। ঈশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞত্বব্যাপকত্বাদয় উৎকৃষ্টধর্ম্মাঃ।

গ্রহণ করিবে ॥ ১৭ ॥ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই তিনটি ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অতএব আলস্যাদি দোষরহিত হইয়া সেই গুরুর নিকট নিত্যই বেদান্ত শ্রবণ করিবে। তাহাতে সততই "তৎ ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্যের অর্থ বিচার করা কর্ত্তব্য ॥১৮॥ "তৎ ত্বমসি" প্রভৃতি বাক্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য বোধক। ব্রহ্মের ঐক্য সম্পাদন হইলেই জীব নির্ভয় হইয়া আমার স্বরূপতা প্রাপ্ত হয় ॥ ১৯ ॥ প্রথমে পদ ও পদার্থ জ্ঞান করিয়া তদনন্তর বিচারদ্বারা বাক্যার্থ অবগত হইবে। গিরিবর! বুধগণ কহিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মরূপিণী আমিই তৎপদের বাচার্থ, ত্বং পদের বাচ্যার্থ জীব, এবং জীব ও ব্রহ্ম এই উভয়ের একতাই "অসি" পদের বাচ্যার্থ, তাহাতে আর সংশয় নাই ॥ ২০—২১ ॥ শ্রুতিসংস্থিত তৎ ও ত্বং এই পদদ্বয়ের বাচ্যার্থের বিরুদ্ধভাব হেতু অর্থাৎ তৎপদের বাচ্যার্থ পরমাত্মার সর্ব্বজ্ঞতা ও ব্যাপকতাদি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম এবং ত্বং পদের বাচ্যার্থ জীবাত্মার

চিন্মাত্রস্তু তয়োর্লক্ষ্যং তয়োরৈক্যস্য সম্ভবঃ।
তয়োরৈক্যং তথা জ্ঞাত্বা স্বাভেদেনাদ্বয়ো ভবেৎ ॥ ২৩ ॥
দেবদত্তঃ স এবায়মিতি বল্লক্ষণা স্মৃতা।
স্থূলাদিদেহরহিতো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে নরঃ ॥ ২৪ ॥
পঞ্চীকৃতমহাভূতসম্ভূতঃ স্থূলদেহকঃ।
ভোগালয়ো জরাব্যাধিসংযুতঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥ ২৫ ॥
মিথ্যাভূতোঽয়মাভাতি স্ফুটং মায়াময়ত্বতঃ।
সোঽয়ং স্থূল উপাধিঃ স্যাদাত্মনো মে নগেশ্বর ! ॥ ২৬ ॥

তথাচ বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্টয়োস্তয়োরৈক্যমভেদো নৈব ঘটেত হ ইদং সত্যমিত্যর্থঃ। তর্হি কথমভেদঃ প্রতিপাদ্যত ইতি চেত্তত্রাহ লক্ষণাত ইতি। যতো বিরুদ্ধয়োরৈক্যং ন ঘটতে তস্মাচ্ছ্রুতিস্থয়োস্তত্ত্বমোস্তত্ত্বং পদয়োর্লক্ষণা কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

নমু কস্মিন্নর্থে লক্ষণা কর্ত্তব্যতা তত্রাহ চিন্মাত্রস্ত্বিতি। সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টং ব্রহ্মচৈতন্যমীশ্বরঃ। অসর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টং ব্রহ্মচৈতন্যং জীবঃ। তত্র ধর্ম্মদ্বয়ং বিহায় চিন্মাত্রমেব ভাগত্যাগলক্ষণয়া গ্রাহ্যম্। তস্মিন্ গৃহীতে তয়োর্লক্ষণার্থয়োরৈক্যস্য সম্ভবোঽস্তীত্যর্থঃ। নমু তাদৃশাভেদজ্ঞানেন কিং ভবিষ্যতি তত্রাহ তয়োরিতি। স্বাভেদেন তয়োরৈক্যং জ্ঞাত্বাদ্বয়ো ভবেদিদং মহাফলমস্তীতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

নমু লোকে ভাগত্যাগলক্ষণা ক দৃষ্টেতি চেত্তত্রাহ দেবদত্তঃ স এবেতি। সোঽয়ং দেবদত্ত ইত্যত্র তৎকালবিশিষ্টদেবদত্তস্যৈতৎকালবিশিষ্টদেবদত্তস্য ভেদেঽপি তৎকালবৈশিষ্ট্যৈতৎকালবৈশিষ্ট্যরূপধর্ম্মদ্বয়ত্যাগেনাবিরুদ্ধাং ব্যক্তিং ভাগত্যাগলক্ষণয়া গৃহীত্বা ভেদপ্রত্যভিজ্ঞা ক্রিয়তে ইতি তত্র লক্ষণা স্মৃতা দৃষ্টেত্যর্থঃ। অনেনানুভবেন স্থূলাদিদেহত্রয়রহিতো ভবতীত্যাহ স্থূলাদীতি ॥ ২৪ ॥

দেহত্রয়ং স্পষ্টয়তি পঞ্চীকৃতেতি ॥ ২৫ ॥

অসর্ব্বজ্ঞতা ও পরিচ্ছিন্নতাদি নিকৃষ্ট ধর্ম্ম, এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিশিষ্টত্ব হেতু উভয়ের ঐক্য সংঘটন হয় না, অতএব ঐ উভয়ের ঐক্যসংঘটনের নিমিত্ত ভাগলক্ষণা ও ত্যাগলক্ষণা স্বীকার করা কর্ত্তব্য ॥ ২২ ॥ সর্ব্বজ্ঞতাদিবিশিষ্ট ব্রহ্মচৈতন্যই পরমাত্মা এবং অসর্ব্বজ্ঞতাদি বিশিষ্ট ব্রহ্মচৈতন্যই জীবাত্মা। তাহাতে উভয়ের ধর্ম্মদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া ভাগ ও ত্যাগলক্ষণা দ্বারা "চৈতন্য মাত্র" গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই উভয়ের লক্ষ্যার্থের ঐক্য সম্ভব হইবে। সেইরূপে স্ব স্ব অভেদ দ্বারা ঐক্য জানিয়া অদ্বয় অর্থাৎ অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপ হইবে ॥ ২৩ ॥ ভাগ ও ত্যাগ লক্ষণার উদাহরণ যথা,—'সেই এই দেবদত্ত' এইরূপ বলিলে তৎকাল দৃষ্ট দেবদত্ত এবং বর্ত্তমান কালদৃষ্ট দেবদত্ত এইরূপ অর্থ বুঝায়, তাহাতে তৎকাল বিশিষ্টত্ব ও বর্ত্তমান কালবিশিষ্টত্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে এক দেবদত্ত ব্যক্তিরূপ দেহপিণ্ড এই অর্থ বোধ হয়। এইরূপে নরগণ (জীব) স্থূলাদি দেহ বিরহিত হইয়া ব্রহ্মচৈতন্যের স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥ পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত হইতে স্থূলদেহের উৎপত্তি হয়, এই স্থূলদেহ সমস্ত কর্ম্মভোগের আয়তন এবং জরা ও ব্যাধিসংযুক্ত। এই দেহ মায়াময়,

জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়যুতং প্রাণপঞ্চকসংযুতম্।
মনোবুদ্ধিযুতঞ্চৈতৎ সূক্ষ্মং তৎকবয়ো বিদুঃ ॥ ২৭ ॥
অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মদেহোঽয়মাত্মনঃ।
দ্বিতীয়োঽয়মুপাধিঃ স্যাৎ সুখাদেরববোধকঃ ॥ ২৮ ॥
অনাদ্যনির্ব্বাচ্যমিদমজ্ঞানন্তু তৃতীয়কঃ।
দেহোঽয়মাত্মনো ভাতি কারণাত্মা নগেশ্বর ! ।
উপাধিবিলয়ে জাতে কেবলাত্মাবশিষ্যতে ॥ ২৯ ॥
দেহত্রয়ে পঞ্চকোশা অন্তস্থাঃ সন্তি সর্ব্বদা।
পঞ্চকোশপরিত্যাগে ব্রহ্মপুচ্ছং হি লভ্যতে ॥ ৩০ ॥
নেতি নেতীত্যাদিবাক্যৈর্ম্মম রূপং যদুচ্যতে ॥ ৩১ ॥

ন জায়তে ম্রিয়তে তৎকদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ন বভুব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ৩২ ॥

মিথ্যাত্বে হেতুঃ মায়াময়ত্বত ইতি ॥ ২৬—২৭ ॥

অন্তঃকরণে সুখদুঃখাদেরববোধক ইত্যুক্তম্ ॥ ২৮—২৯ ॥

দেহত্রয় ইতি। স্থূলসূক্ষ্মকারণদেহত্রয়মধ্যে এবং পঞ্চকোশা অন্নময়প্রাণময়মনোময়-বিজ্ঞানময়ানন্দময়াখ্যা অন্তর্ভূতা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

ততশ্চ দেহত্রয়ত্যাগেন পঞ্চকোশত্যাগে সতি ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি শ্রুত্যুক্তং বস্তু লভ্যত ইত্যর্থঃ। তদেব ব্রহ্ম নেতি নেতীত্যাদি বাক্যৈঃ সর্ব্বনিষেধাবধিত্বেনোচ্যত ইত্যর্থঃ ॥৩১॥

অতএব মিথ্যা বলিয়া পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। হে অচলেশ্বর ! ইহা আত্মরূপিণী আমার স্থূল উপাধি বলিয়া জানিবে ॥ ২৫—২৬ ॥ বুধগণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণবায়ু, এবং মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশকে সূক্ষ্মদেহ বলিয়া থাকেন। পরমাত্মার এই দেহ অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত হইতে উৎপন্ন হয়, এই দেহ দ্বারা অন্তঃকরণে সুখ দুঃখাদির বোধ হয়, ইহা আত্মার দ্বিতীয় উপাধি ॥ ২৭—২৮ ॥ অনাদি ও অনির্ব্ব-চনীয় অজ্ঞান, আত্মার তৃতীয় দেহ, ইহাকে কারণ দেহ কহে ; ইহাও আমার তৃতীয় উপাধি জানিবে। এই উপাধি সকল বিলয় পাইলে কেবল ব্রহ্মচৈতন্যরূপ পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকেন ॥ ২৯ ॥ এই স্থূল ও সূক্ষ্ম কারণ দেহত্রয়ের মধ্যে অন্নময়, প্রাণময়, বিজ্ঞান-ময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোশ সর্ব্বদাই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। এই পঞ্চকোশ পরিত্যাগ করিলে ব্রহ্মপুচ্ছ লাভ হয়। তাহাই ব্রহ্ম এবং এই ব্রহ্মই আমার স্বরূপ। এই ব্রহ্মই "তন্ন তন্ন" তাহা ব্রহ্ম নহে, তাহা ব্রহ্ম নহে, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সর্ব্বনিষেধের অবধিস্বরূপ

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ৩৩ ॥

অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়া-
নাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমস্য ॥ ৩৪ ॥

আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু।
বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ॥ ৩৫ ॥
ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্ব্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্।
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ ॥ ৩৬ ॥

ইদং যদ্‌ব্রহ্মরূপং তন্ন জায়তে নোৎপদ্যতে। ন বা ম্রিয়তে তথায়মাত্মা ভূত্বা ন বভূব। কিন্তু অনুৎপন্নো নিরন্তরং বভূবৈবেত্যর্থঃ। তত্র হেতুরজোনিত্য ইত্যাদি। বিকারত্রয়নিষেধেন ষড়্‌ভাববিকারা অপি প্রত্যাখ্যাতা বেদিতব্যাঃ ॥ ৩২—৩৩ ॥

অণোরিতি। অণুতোঽপ্যণুতরঃ। মহতো ব্যোমাদেরপি মহত্তরঃ। গুহায়াং বুদ্ধৌ নিহিতঃ স্থাপিতস্তত্রানুভবাৎ। তস্যাত্মনো মহিমানস্তং ধাতুপ্রসাদাচ্চিত্তপ্রসাদাদক্রতুঃ সঙ্কল্পবিকল্পরহিতঃ পশ্যতি। ততো বীতশোকো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

অথ কঠবল্ল্যুক্তরথরূপকল্পনামাহ আত্মানমিতি। রথিনং রথস্বামিনমাত্মানং বিদ্ধি শরীরমেব রথং বিদ্ধি মনঃপ্রগ্রহমশ্বাকর্ষণরজ্জুভূতং বিদ্ধি ॥ ৩৫ ॥

ইন্দ্রিয়াণ্যেব হয়াস্তস্মিন্‌রথে বিদ্বাংস আহুঃ। গোচরান্ গন্তব্যমার্গান্ বিষয়ানাহুর্বিষয়েষ্বেব নিরন্তরমস্য গমনাৎ। রথিনঃ পূর্ব্বোক্তস্য বিশিষ্টং রূপমাহ আত্মেন্দ্রিয়েতি। আত্মা

জানিও ॥৩০—৩১॥ এই পরব্রহ্মরূপ পরমাত্মার কখনও জন্ম বা মরণ হয় না, এবং ইনি জন্মাইয়া বিদ্যমান থাকেন না, কিন্তু উৎপন্ন না হইয়া নিরন্তর বিদ্যমান আছেন। কারণ ইনি অজ, নিত্য, সনাতন ও পুরাতন এবং শরীর বিনষ্ট হইলেও ইনি কদাচই বিনষ্ট হন না ॥৩২॥ যে ব্যক্তি হন্তা হয়, সেই হনন করিতে মনন করিয়া থাকে, যে ব্যক্তি হত হয়, সেই নিহত হইতে মনন করে, হন্তা ও হত এই উভয় ব্যক্তি জানে না যে, সেই আত্মবস্তু কাহাকেও হনন করেন না, এবং কাহারও কর্ত্তৃক আপনিও নিহত হন না ॥ ৩৩ ॥ সূক্ষ্ম অপেক্ষা সূক্ষ্মতর এবং মহান্ হইতেও মহত্তর আত্মা জীবগণের বুদ্ধিতে নিহিত রহিয়াছেন। যাঁহার চিত্তশুদ্ধি হয় এবং যিনি সঙ্কল্প বিকল্প বিরহিত হন, সেই ব্যক্তিই ইহাকে এবং ইহার মহিমা অবগত হইয়া আর কখনও শোক দুঃখের ভাজন হন না ॥ ৩৪ ॥ এই আত্মা রথী, শরীর রথ, বুদ্ধি সারথি, মন মুখরজ্জু (লাগাম) এবং ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব বলিয়া জানিবে ॥৩৫॥ বিষয় অর্থাৎ প্রদেশরূপ গন্তব্য মার্গ সকল বা ভোগ্যবস্তু সকল ঐ ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বের গোচর হইয়া থাকে। মনীষিগণ কহেন যে, আত্মা অর্থাৎ চিদাভাস, ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত

যস্ত্ববিদ্বান্ ভবতি চামনস্কশ্চ সদাশুচিঃ।
ন তৎপদমবাপ্নোতি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥
যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ।
স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে ॥ ৩৮ ॥
বিজ্ঞানসারথির্য্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ।
সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি মদীয়ং যৎপরং পদম্ ॥ ৩৯ ॥
ইত্থং শ্রুত্যা চ মত্যা চ নিশ্চিত্যাত্মানমাত্মনা।
ভাবয়েন্মামাত্মরূপাং নিদিধ্যাসনতোঽপি চ ॥ ৪০ ॥
যোগবৃত্তেঃ পুরা স্বস্মিন্ ভাবয়েদক্ষরত্রয়ম্।
দেবীপ্রণবসংজ্ঞস্য ধ্যানার্থং মন্ত্রবাচ্যয়োঃ ॥ ৪১ ॥

চিদাভাসঃ ইন্দ্রিয়াণি মনশ্চেত্যেতত্ত্রিতয়বিশিষ্টং কূটস্থমিতি শেষঃ। অর্থাত্তং তাদৃশং কূটস্থং ভোক্তেত্যাহুর্ভোক্তারং রথিনমাহুরিত্যর্থঃ। ইতি শব্দেন কর্ম্মত্বস্যাভিধানাদ্দ্বিতীয়াভাবঃ ॥৩৬॥
এবং সতি যস্তু পুরুষোঽবিদ্বানবিবেকী ভবতি অমনস্কোঽস্বাধীনমনাশ্চ ভবতি সদাশুচিশ্চ সৎকর্ম্মরহিত ইত্যর্থঃ। স পুরুষো ন তৎপদং পরমাত্মপদং প্রাপ্নোতি কিং তর্হি সংসারঞ্চাধিগচ্ছতি সংসারং প্রত্যেব গচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥
যস্তু তদ্বিপরীতো ভবতি তত্রাহ যস্ত্বিতি। যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে তৎপদমিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥
কিং তৎপদং তদাহ বিজ্ঞানসারথিরিতি। মদীয়ং যৎপরমং পদম্ পদ্যতে জ্ঞানিভিঃ প্রাপ্যতে যন্মদীয়ং পরমং রূপং সচ্চিদানন্দঘনং তৎপরমং পদমিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥
উপসংহরতি ইত্থমিতি। শ্রুত্যা বেদান্তশ্রবণেন। মত্যা শ্রুতস্য মননেন নিশ্চিত্য সংশয়বিপর্য্যাসরহিতং পরোক্ষতো জ্ঞাত্বা সাক্ষাৎকারার্থমাত্মনান্তঃকরণেনাত্মরূপাং মাং নিদিধ্যাসনত একাগ্রচিত্তবৃত্ত্যা ভাবয়েদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৪০ ॥
ইত্থং নিদিধ্যাসনাভ্যাসেন যদা সমাধিযোগ্যতা চিত্তস্য ভবতি তদা সমাধেঃ পূর্ব্বমিত্থং ধ্যানং কৃত্বা সমাধিং কুর্য্যাদিত্যাহ যোগবৃত্তেরিতি। সমাধিবৃত্তেঃ পুরা পূর্ব্বং স্বস্মিন্ শরীরে

কূটস্থ চৈতন্যই ভোক্তা বা রথী হইয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥ যাঁহার বিবেক বুদ্ধির উদয় হয় নাই, যাঁহার মন বিষয় সমূহের অধীন, যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই অশুচি অর্থাৎ সৎকার্য্যরহিত, সেই পুরুষ কখন পরমাত্মপদ প্রাপ্ত হয় না, সে পুনর্ব্বার জন্মজরা-মরণাদি দুঃখসঙ্কুল সংসার প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই ॥ ৩৭ ॥ যিনি বিবেকবান্ স্বাধীনচেতা ও বিশুদ্ধচিত্ত হইতে পারেন, তিনিই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাঁহাকে এই দুঃসহ দুঃখসঙ্কুল সংসারে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না ॥ ৩৮ ॥ বিবেক যাঁহার সারথি হয় এবং যিনি মনরূপ মুখ-রশ্মি দ্বারা ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণকে বিহিত মার্গে সঞ্চালিত করিতে পারেন, তিনিই এই সংসার সমুদ্রের পর পার গমনে সমর্থ হইয়া আমার সচ্চিদানন্দরূপ পরম পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন, সন্দেহ নাই ॥ ৩৯ ॥ এইরূপে বেদান্ত শ্রবণ, আত্মার মনন ও আপন অন্তঃকরণ দ্বারা পরোক্ষ আত্মার নিশ্চয় করিয়া আত্ম-সাক্ষাৎকারের নিমিত্ত নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধারাবাহিক ধ্যান দ্বারা আত্মরূপিণী আমাকে নিয়তই ভাবনা করিবে ॥ ৪০ ॥

হকারঃ স্থূলদেহঃ স্যাদ্রকারঃ সূক্ষ্মদেহকঃ।
ঈকারঃ কারণাত্মাসৌ হ্রীঙ্কারোঽহং তুরীয়কম্ ॥ ৪২ ॥
এবং সমষ্টিদেহেঽপি জ্ঞাত্বা বীজত্রয়ং ক্রমাৎ।
সমষ্টিব্যষ্ট্যোরেকত্বং ভাবয়েন্মতিমান্নরঃ ॥ ৪৩ ॥
সমাধিকালাৎ পূর্ব্বস্তু ভাবয়িত্বৈবমাদৃতঃ।
ততো ধ্যায়েন্নিলীনাক্ষো দেবীং মাং জগদীশ্বরীম্ ॥ ৪৪ ॥
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ।
নিবৃত্তবিষয়াকাঙ্ক্ষো বীতদোষো বিমৎসরঃ ॥ ৪৫ ॥
ভক্ত্যা নির্ব্ব্যাজয়া যুক্তো গুহায়াং নিঃস্বনে স্থলে।
হকারবিশ্বমাত্মানং রকারে প্রবিলাপয়েৎ ॥ ৪৬ ॥

দেবীপ্রণবসংজ্ঞস্য মায়াবীজমন্ত্রস্যাক্ষরত্রয়ং বক্ষ্যমাণং ভাবয়েৎ মন্ত্রবাচ্যয়োর্মায়াবীজমন্ত্রা-র্থয়োঃ সমষ্টিব্যষ্ট্যোর্ধ্যানার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

তদেবাক্ষরত্রয়ং তদ্দেবতাভাবনাস্থানানি চাহ হকার ইতি। কারণাত্মা কারণদেহরূপ ঈকার ইত্যর্থঃ। হ্রীঙ্কারোঽহং তুরীয়কম্। অহং যত্তুরীয়কং তদ্ধ্রীঙ্কারবাচ্যমিত্যর্থ ইতি দেবীবাক্যমেতৎ। তুরীয়স্য বাচকো হ্রীঙ্কার ইতি যাবৎ ॥ ৪২ ॥

যথা ব্যষ্টিদেহেঽক্ষরত্রয়ভাবনা কৃতা তথৈব সমষ্টিদেহেঽপি কর্ত্তব্যেত্যাহ এবং সমষ্টীতি। অক্ষরত্রয়ভাবনাং কৃত্বা সমষ্টিব্যষ্ট্যোঃ পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডয়োরেকত্বন্যায়েনৈকত্বং ভাবয়েদিত্যাহ সমষ্টিব্যষ্ট্যোরিতি ॥ ৪৩ ॥

ইত্থং প্রথমতো ভাবনাং কৃত্বা ততো দেবীং ধ্যায়েদিত্যাহ সমাধীতি ॥ ৪৪ ॥

সমাধিসামগ্রীমাহ প্রাণাপানাবিতি। সমৌ কৃত্বা প্রাণায়ামাভ্যাসেনেত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

বিলাপনপ্রকারমাহ হকারং বিশ্বমিতি। বিশ্বং বৈশ্বানরাত্মকমিত্যর্থঃ। বিশ্বশব্দস্য বৈশ্বানরোপলক্ষণত্বাৎ। এবমুত্তরত্রাপি। রকারে ইতি। রকারবাচ্যে সূক্ষ্মদেহে হকারবাচ্যং স্থূলদেহং বিলাপয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

এইরূপে নিদিধ্যাসনের অভ্যাস দ্বারা যখন চিত্তের সমাধি যোগ্যতা হইবে, তখন অর্থাৎ সমাধির পূর্ব্বে দেবী-প্রণব নামক মায়াবীজ মন্ত্রের অক্ষর ত্রয় সমষ্টি ও ব্যষ্টির ধ্যানের নিমিত্ত বক্ষ্যমাণরূপে চিন্তা করিবে। যথা—হকার স্থূলদেহ, রকার সূক্ষ্মদেহ এবং ঈকার কারণদেহ এবং তুরীয় ব্রহ্মরূপিণী আমি বিন্দুরূপে অবস্থিতি করিতেছি ॥৪১—৪২॥ এইরূপে ব্যষ্টিদেহের চিন্তার পর মতিমান্ ব্যক্তিগণ উক্ত বীজত্রয় সমষ্টি দেহেও চিন্তা করিয়া ব্যষ্টি ও সমষ্টির একত্ব ভাবনা করিবে ॥ ৪৩ ॥ সমাধির পূর্ব্ব সময়ে যত্ন পূর্ব্বক এইরূপ ভাবনার পর লোচনদ্বয় নিমীলিত করিয়া জগদীশ্বরী দ্যোতনরূপা ব্রহ্মরূপিণী আমাকে ধ্যান করিবে ॥ ৪৪ ॥ হে নগেন্দ্র! সমস্ত বিষয় বাসনা হইতে নিবৃত্ত, মৎসরবিহীন ও দোষ বর্জ্জিত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রাণায়ামের অভ্যাস দ্বারা প্রাণ ও অপান বায়ুর সমতা সম্পাদন পূর্ব্বক অকপট ভক্তিসহকারে, (ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সুষুম্না নাড়ীতে বিশুদ্ধ স্ফটিক তুল্য মৃণালের

রকারং তৈজসং দেবমীকারে প্রবিলাপয়েৎ।
ঈকারং প্রাজ্ঞমাত্মানং হ্রীংকারে প্রবিলাপয়েৎ ॥ ৪৭ ॥
বাচ্যবাচকতাহীনং দ্বৈতভাববিবর্জ্জিতম্।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং ভাবয়েত্তচ্ছিখান্তরে ॥ ৪৮ ॥
ইতি ধ্যানেন মাং রাজন্! সাক্ষাৎকৃত্য নরোত্তমঃ।
মদ্রূপ এব ভবতি দ্বয়োরপ্যেকতা যতঃ ॥ ৪৯ ॥
যোগযুক্ত্যানয়া দৃষ্ট্বা মামাত্মানং পরাৎপরম্।
অজ্ঞানস্য স কার্য্যস্য তৎক্ষণে নাশকো ভবেৎ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে মোক্ষজ্ঞানোৎপত্তিবর্ণনং নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

ঈকারে তদ্বাচ্যে কারণদেহে সূক্ষ্মদেহং বিলাপয়েদিত্যর্থঃ। হ্রীঙ্কারে হ্রীঙ্কারবাচ্যে ব্রহ্মণি ঈকারবাচ্যং কারণদেহং বিলাপয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

তচ্ছিখান্তরে চৈতন্যাগ্নিদীপশিখান্তরে ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিত ইতি ॥ ৪৮ ॥

এবং ধ্যানেন সাক্ষাৎকারো ভবতি তেন চ মদ্রূপ এব ভবতীত্যাহ ইতি ধ্যানেনেতি ॥ ৪৯ ॥

দৃষ্ট্বা নাশকো ভবেদিত্যন্বয়ঃ। বিস্তরস্তু মৎকৃতদেবীগীতাবৃহট্টীকায়াং দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্তঃস্থিত তন্তুর ন্যায় যে তন্তু আছে তদ্দ্বারা নাদের উৎপত্তি হয়) সেই নিঃস্বনস্থানে বৈশ্বানরাত্মক হকার বাচ্য স্থূলদেহ রকার বাচ্য সূক্ষ্মদেহে বিলীন করিয়া রকাররূপ তৈজসদেবকে ঈকার বাচ্য কারণ দেহে বিলয় পাওয়াইয়া ঈকাররূপ প্রাজ্ঞদেবকে হ্রীঙ্কারে বিলীন করিবে। অনন্তর বাচ্যবাচকতাবিহীন, দ্বৈতভাব-বর্জ্জিত সচ্চিদানন্দরূপ অখণ্ড পরমাত্মাকে চৈতন্যাগ্নি দীপ শিখার মধ্যে ভাবনা করিবে ॥ ৪৫—৪৮ ॥ গিরিরাজ! নরোত্তম ব্যক্তিগণ এইরূপ ধ্যান দ্বারা জীবব্রহ্মের একতা সম্পাদন পুরঃসর আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আমার স্বরূপতা লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥ হে অচলেন্দ্র! সেই দৃঢ়চিত্ত বুদ্ধিমান্ মনীষিগণ এইরূপ যোগানুষ্ঠান দ্বারা পরাৎপর পরমাত্মরূপিণী আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ সমস্ত কার্য্য সহিত অজ্ঞানের বিনাশ করিয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে মোক্ষার্থজ্ঞানোৎপাদন বর্ণন নামক চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

হিমালয় উবাচ ।

যোগং বদ মহেশানি ! সাঙ্গং সম্বিৎপ্রদায়কম্ ।
কৃতেন যেন যোগ্যোঽহং ভবেয়ং তত্ত্বদর্শনে ॥ ১ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ ।

ন যোগো নভসঃ পৃষ্ঠে ন ভূমৌ ন রসাতলে ।
ঐক্যং জীবাত্মনোরাহুর্যোগং যোগবিশারদাঃ ॥ ২ ॥
তৎপ্রত্যূহাঃ ষড়াখ্যাতা যোগবিঘ্নকরানঘ ! ।
কামক্রোধৌ লোভমোহৌ মদমাৎসর্য্যসংজ্ঞকৌ ॥ ৩ ॥
যোগাঙ্গৈরেব ভিত্ত্বা তান্ যোগিনো যোগমাপ্নুয়ুঃ ।
যমং নিয়মমাসনপ্রাণায়ামৌ ততঃপরম্ ॥ ৪ ॥

অর্দ্ধাধিকদ্বিষষ্ঠ্যা তু শ্লোকানামত্র সাদরম্ ।
যোগস্য মন্ত্রসিদ্ধেশ্চ সাধনং সম্যগুচ্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে যোগযুক্ত্যানয়া দৃষ্ট্বা মামাত্মানং পরাৎপরমিতি বাক্যেনাত্মদর্শনে যোগস্য সাধনত্বমুক্তং তত্র কীদৃশো যোগ ইতি পৃচ্ছতি যোগং বদেতি। সম্বিৎপ্রদায়কং ব্রহ্মাকার-সম্বিৎসাধনমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

ঐক্যমিতি। জীবাত্মনোরৈক্যমভেদবিষয়কবৃত্তির্যা সা যোগশব্দেনোচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তৎপ্রত্যূহাস্তস্যাবৃত্তেঃ শত্রবঃ কে তে ষট্ তদাহ কামক্রোধাবিতি। এতে পদার্থাঃ প্রসিদ্ধা এব ॥ ৩ ॥

যোগাঙ্গৈরিতি। যোগাঙ্গৈর্যমনিয়মাদিভির্বক্ষ্যমাণৈঃ প্রথমস্তাঞ্ছত্রূন্ ভিত্ত্বা নাশয়িত্বা-নন্তরং যোগিনো যোগং তাং বৃত্তিং প্রাপ্নুয়ুরিত্যর্থঃ। যোগাঙ্গান্যাহ:যমমিতি ॥ ৪—৫ ॥

হিমালয় কহিলেন, মহেশ্বরি ! মোক্ষকামী মনীষিগণ যে যোগ দ্বারা সম্বিৎ লাভ করিয়া থাকেন, সর্ব্বাঙ্গ-সমন্বিত সেই যোগের বিষয় কীর্ত্তন করুন। কারণ, আমি সেই যোগানুষ্ঠান করিয়া আত্মতত্ত্ব দর্শনে যোগ্য হইতে পারিব ॥ ১ ॥

দেবী কহিলেন, নগপতে ! নভস্তলেও যোগ নাই, ভূমিতলেও যোগ নাই এবং রসা-তলেও যোগ নাই; যোগবিশারদ পণ্ডিতগণ জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার একতা সাধনকেই যোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন ॥ ২ ॥ হে বিমলমতে ! কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎ-সর্য্য এই ছয়টি যোগের বিঘ্নকর বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। যোগিগণ যোগাঙ্গ দ্বারা উল্লিখিত ছয় প্রকার বিঘ্ন বিনাশ করিতে পারিলেই যোগলাভে সমর্থ হন। যম, নিয়ম, আসন,

প্রত্যাহারং ধারণাখ্যং ধ্যানং সার্দ্ধং সমাধিনা।
অষ্টাঙ্গান্যাহুরেতানি যোগিনাং যোগসাধনে ॥ ৫ ॥
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জ্জবম্।
ক্ষমা ধৃতির্ম্মিতাহারঃ শৌচং চেতি যমা দশ ॥ ৬ ॥
তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবস্য পূজনম্।
সিদ্ধান্তশ্রবণঞ্চৈব হ্রীর্ম্মতিশ্চ জপো হুতম্।
দশৈতে নিয়মাঃ প্রোক্তা ময়া পর্ব্বতনায়ক ! ॥ ৭ ॥

অষ্টস্বঙ্গেষু প্রথমাঙ্গস্য যমস্য স্বরূপমাহ অহিংসেতি। অহিংসা পরপীড়নাভাবঃ। সত্যং সত্যভাষণম্। অস্তেয়ং চৌর্য্যমাত্রস্যাভাবঃ। ব্রহ্মচর্য্যম্ দর্শনং স্পর্শনং কেলিঃ কীর্ত্তনং গুহ্যভাষণম্। সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানির্বৃত্তিরেব চেত্যষ্টবিধমৈথুনত্যাগঃ। দয়া ভূতেষু করুণা। আর্জ্জবং ঋজুতা সর্ব্বাপেক্ষয়া স্বস্যাল্পত্বজ্ঞানম্। ক্ষমা অপমানাদিসহনশীলত্বং পৃথিবীবৎ। ধৃতিঃ সর্ব্বনাশেঽপি ধীরতা। মিতাহারঃ দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈস্তোয়েনৈকং প্রপূরয়েৎ। মারুতস্য প্রচারার্থং চতুর্থমবশেষয়েদিতি রীত্যাল্পাহারঃ। শৌচং বাহ্যাভ্যন্তর-শুদ্ধিঃ। ইতি দশসংখ্যা যমা ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

নিয়মস্বরূপমাহ তপ ইতি। তপো বিধ্যুক্তানুষ্ঠানং ন কৃচ্ছ্রাদি। তস্য শরীরক্লেশকারিত্বেন যোগোপকারকত্বাভাবাৎ। সন্তোষো নাম প্রারব্ধেন যদুপস্থাপিতং তেনৈব চেতসস্তৃপ্তিঃ। আস্তিক্যং বেদদেবদ্বিজগুরুবিশ্বাসঃ। দানং যথাশক্তি সৎপাত্রে দ্রব্যত্যাগঃ। দেবস্য পরমেশ্বরস্য পূজনম্। সিদ্ধান্তশ্রবণং বেদান্তশ্রবণম্। হ্রীঃ অকার্য্যকরণে লজ্জা। মতিঃ সৎকর্ম্মসচ্ছাস্ত্রবিষয়ে জ্ঞানম্। জপো গায়ত্রীপ্রণবভুবনেশ্বরীমন্ত্রপ্রভৃতিমন্ত্রাণাম্। হুতং নিত্যহোমাদি ॥ ৭ ॥

প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটি যোগিগণের যোগসাধনের অঙ্গ বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ৩—৫ ॥

অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য্য), ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, আর্জ্জব (সারল্য) ক্ষমা, ধৃতি (ধৈর্য্য), পরিমিতাহার ও শৌচ এই দশটি 'যম' বলিয়া উক্ত হয়। কর্ম্ম ও মন দ্বারা পরপীড়ন না করাকে অহিংসা, সত্যভাষণকে সত্য, কাম, কর্ম্ম ও মন দ্বারা পর দ্রব্যের প্রতি নিস্পৃহাকে অস্তের, দর্শন স্পর্শনাদি অষ্টবিধ মৈথুন বর্জ্জনকে ব্রহ্মচর্য্য, সমস্ত প্রাণিগণের প্রতি অনুগ্রহেচ্ছার নাম দয়া, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিতে এক ভাবকে আর্জ্জব, অপমানাদি-সহন-শীলতাকে ক্ষমা, অর্থহানি ও বন্ধুবিয়োগাদি শোচনীয় বিষয়ে চিত্তস্থৈর্য্যকে ধৃতি, উদরের দুইভাগ অন্ন দ্বারা এবং এক ভাগ জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া বায়ু সঞ্চরণের নিমিত্ত এক ভাগ রাখিয়া আহার করাকে মিতাহার এবং মৃজ্জলাদি দ্বারা বাহ্যশুদ্ধি ও বৈরাগ্যাদি দ্বারা অন্তঃশুদ্ধি এই উভয়কে শৌচ কহে ॥ ৬ ॥

হে পর্ব্বতপ্রবর ! তপস্যা, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, দেবতা পূজা, সিদ্ধান্তশ্রবণ হ্রী (লজ্জা), মতি, জপ ও হোম এই দশটি 'নিয়ম' বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। বিধিনিরূপিত

পদ্মাসনং স্বস্তিকঞ্চ ভদ্রং বজ্রাসনং তথা।
বীরাসনমিতি প্রোক্তং ক্রমাদাসনপঞ্চমম্ ॥ ৮ ॥
ঊর্বেবারুপরি বিন্যস্য সম্যক্ পাদতলে শুভে ॥ ৯ ॥
অঙ্গুষ্ঠৌ চ নিবধ্নীয়াদ্ধস্তাভ্যাং ব্যুৎক্রমাত্ততঃ।
পদ্মাসনমিতি প্রোক্তং যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমম্ ॥ ১০ ॥
জানূর্বেবারন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদতলে শুভে।
ঋজুকায়ো বিশেদ্যোগী স্বস্তিকং তৎপ্রচক্ষতে ॥ ১১ ॥
সীবন্যাঃ পার্শ্বয়োর্ন্যস্য গুল্‌ফযুগ্মং সুনিশ্চিতম্।
বৃষণাধঃ পাদপার্ষ্ণী পাণিভ্যাং পরিবন্ধয়েৎ ॥ ১২ ॥

আসনান্যাহ পদ্মাসনমিতি ॥ ৮—৯ ॥

ব্যুৎক্রমাদিতি। পৃষ্ঠদেশাদ্ধস্তদ্বয়ং পরিবর্ত্ত্যানীয় দক্ষিণহস্তেন দক্ষিণপাদাঙ্গুষ্ঠং বামহস্তেন বামপাদাঙ্গুষ্ঠং বধ্নীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১০—১১ ॥

সীবন্যা ইতি। সীবনী অণ্ডাধঃস্থা শিরা। গুল্‌ফৌ বৃষণাধঃস্থিতৌ যৌ পাদয়োঃ পার্ষ্ণিভাগৌ তৌ হস্তাভ্যাং বন্ধয়েৎ ॥ ১২—১৪ ॥

অনুষ্ঠানকে তপস্যা; যদৃচ্ছা লাভে মনের তৃপ্তিকেই সন্তোষ; বেদ, দেবতা এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাসের নাম আস্তিক্য; ন্যায়ার্জ্জিত ধন অধিকই হউক্ বা অল্পই হউক, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সৎপাত্রসাৎ করাকে দান; পরমেশ্বরের পূজনের নাম দেবতা পূজা; বেদান্ত শ্রবণকে সিদ্ধান্তশ্রবণ; বেদবিগর্হিত ও লোকনিন্দিত কুৎসিত কর্ম্মের আচরণে চিত্তসঙ্কোচ করাকে হ্রী; বিহিত কর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধার নাম মতি; বেদবিহিত নিয়মানুসারে গুরূপদিষ্ট মন্ত্র বা বেদমন্ত্র, গায়ত্রী ও পুরাণাদির অভ্যাসকে জপ এবং নিত্য হুতাশনে আহুতি প্রদানকে হোম কহে ॥ ৭ ॥

পদ্মাসন, স্বস্তিক, ভদ্রাসন, বজ্রাসন ও বীরাসন এই পঞ্চ প্রকার 'আসন' যোগসাধনবিষয়ে প্রশস্ত ॥ ৮ ॥ পদতল দ্বয়, উরুদ্বয়ের উপরিভাগে উত্তমরূপে বিন্যাস করিয়া দক্ষিণ হস্ত দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া পৃষ্ঠ বেষ্টনপূর্ব্বক বামপার্শ্বে আনিয়া দক্ষিণ পদের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ এবং বাম হস্ত বামপার্শ্ব দিয়া পৃষ্ঠ বেষ্টনপূর্ব্বক দক্ষিণ পার্শ্বে আনিয়া বাম পদের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিয়া সুস্থির হইয়া উপবেশন করাকে পদ্মাসন কহে। এই আসন যোগিগণের অভিমত, ইহা দ্বারা তাঁহারা শূন্যে উত্থিত হইয়া অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৯—১০ ॥ জানু ও উরুর অন্তরে পদতল দ্বয় সম্যক্‌রূপে সংস্থাপনপূর্ব্বক সরলকায় হইয়া সুখে উপবেশন করাকে স্বস্তিকাসন কহে ॥ ১১ ॥ সীবনীর অর্থাৎ অণ্ডাধঃস্থিত শিরার উভয় পার্শ্বে গুল্‌ফ দ্বয় (পায়ের দুই গোড়ালি) উত্তমরূপে স্থাপিত করিয়া দুই হস্ত দ্বারা বৃষণের অধোভাগে পাদ দ্বয়ের পার্ষ্ণিভাগ দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া সুস্থির হইয়া উপ-

ভদ্রাসনমিতি প্রোক্তং যোগিভিঃ পরিপূজিতম্।
ঊর্ব্বোঃ পাদৌ ক্রমান্ন্যস্য জান্বোঃ প্রত্যঙ্মুখাঙ্গুলী ॥ ১৩ ॥
করৌ বিদধ্যাদাখ্যাতং বজ্রাসনমনুত্তমম্।
একং পাদমধঃ কৃত্বা বিন্যস্যোরুং তথোত্তরে।
ঋজুকায়ো বিশেদ্যোগী বীরাসনমিতীরিতম্ ॥ ১৪ ॥
ইড়য়াকর্ষয়েদ্বায়ুং বাহ্যং ষোড়শমাত্রয়া ॥ ১৫ ॥
ধারয়েৎ পূরিতং যোগী চতুঃষষ্ট্যা তু মাত্রয়া।
সুষুম্নামধ্যগং সম্যগ্দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া শনৈঃ ॥ ১৬ ॥
নাড্যা পিঙ্গলয়াচৈব রেচয়েদ্যোগবিত্তমঃ।
প্রাণায়ামমিমং প্রাহুর্যোগশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ১৭ ॥
ভূয়োভূয়ঃ ক্রমাত্তস্য বাহ্যমেবং সমাচরেৎ।
মাত্রাবৃদ্ধিঃ ক্রমেণৈব সম্যগ্দ্বাদশষোড়শ ॥ ১৮ ॥

ইড়য়া বামনাসাপুটেন ষোড়শমাত্রয়া ষোড়শপ্রণবোচ্চারণেন বাহ্যং বায়ুমাকর্ষয়েৎ। যদ্যপি মাত্রাত্র যোগশাস্ত্রোক্তা পারিভাষিকী উক্তা তথাপি তস্যা অপি বায়ুপরিচ্ছেদে এব তাৎপর্য্যাদ্যেন বায়ুপরিচ্ছেদো ভবতি তদ্গ্রাহ্যমিত্যত্র তাৎপর্য্যাৎ ॥ ১৫ ॥

ধারয়েৎ চতুঃষষ্টিসংখ্যপ্রণবোচ্চারণপর্য্যন্তং কুম্ভকং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। পুনর্দ্বাত্রিংশৎপ্রণবোচ্চারণেন দক্ষনাসাপুটেন বিরেচয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৬—১৭ ॥

ভূয়োভূয়ঃ পুনঃ পুনঃ তস্য ইড়াপিঙ্গলাদেঃ পুনরিড়াপিঙ্গলাদেঃ পুনঃ পিঙ্গলেড়াদেঃ ক্রমাৎ বাহ্যং বায়ুমেবং সমাচরেৎ গৃহ্নীয়াত্ত্যজেচ্চেত্যর্থঃ। মাত্রাণাং প্রণবসংখ্যানামপ্যুক্ত-

---

বেশন করাকে ভদ্রাসন কহে; যোগিগণ এই আসনের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। পাদদ্বয় যথাক্রমে ঊরুদ্বয়ে বিন্যাস করিয়া, জানুদ্বয়ের নিম্নভাগে অঙ্গুলি স্থাপনপূর্ব্বক কর দ্বয় স্থাপন করিয়া উপবেশন করাকে বজ্রাসন কহে। যোগিগণ এক ঊরুর অধোভাগে এক পদ এবং অন্য ঊরুর অধোভাগে অন্য পদ স্থাপনপূর্ব্বক সরলকায় হইয়া উপবেশন করাকে বীরাসন কহে ॥ ১২—১৪ ॥

পূরক, কুম্ভক ও রেচকভেদে 'প্রাণায়াম' তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথমে ষোড়শ বার প্রণব উচ্চারণ করিয়া বাম নাসাপুট দ্বারা বাহ্য বায়ু আকর্ষণপূর্ব্বক পূরক করিবে, অনন্তর ৬৪ চতুঃষষ্টিবার প্রণব উচ্চারণ কাল পর্য্যন্ত ঐ পূরিত বায়ু ধারণ করিয়া কুম্ভক করিবে, তদনন্তর ৩২ বত্রিশ বার প্রণব উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা ক্রমশঃ বায়ু বিরেচন অর্থাৎ পরিত্যাগ করিয়া রেচক করিবে। যোগশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ ইহাকেই প্রাণায়াম কহিয়া থাকেন। উক্তরূপে একবার পূরক, একবার কুম্ভক ও একবার রেচক করিলে একটি প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করা হয় ॥ ১৫—১৭ ॥ এইরূপে পুনঃ

জপধ্যানাদিভিঃ সার্দ্ধং সগর্ভং তং বিদুর্বুধাঃ।
তদপেতং বিগর্ভঞ্চ প্রাণায়ামং পরে বিদুঃ ॥ ১৯ ॥
ক্রমাদভ্যস্যতঃ পুংসো দেহে স্বেদোদ্গমোঽধমঃ।
মধ্যমঃ কম্পসংযুক্তো ভূমিত্যাগঃ পরো মতঃ।
উত্তমস্য গুণাবাপ্তির্যাবচ্ছীলনমিষ্যতে ॥ ২০ ॥
ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষু নিরর্গলম্।
বলাদাহরণং তেভ্যঃ প্রত্যাহারোঽভিধীয়তে ॥ ২১ ॥

রোত্তরং বৃদ্ধিঃ কর্ত্তব্যা তথা প্রাণায়ামানামপি প্রথমতো দ্বাদশ তদুত্তরং কতিচিৎকালানন্তরং ষোড়শেত্যেবং ক্রমেণ বৃদ্ধিঃ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

সগর্ভবিগর্ভভেদেন প্রাণায়ামস্য দ্বৈবিধ্যমাহ জপধ্যানাদিভিরিতি। স্বেষ্টমন্ত্রজপধ্যানসহিতঃ প্রাণায়ামঃ সগর্ভঃ। তদপেতস্তদ্রহিতো বিগর্ভ ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

কনিষ্ঠমধ্যমোত্তমভেদেন প্রাণায়ামলক্ষণমাহ ক্রমাদভ্যস্যত ইতি। প্রাণায়ামে প্রথমতঃ স্বেদোদ্গমো ভবতি সোঽধমঃ প্রাণায়ামঃ। কম্পসংযুক্তো মধ্যমঃ। ভূমিত্যাগো ভবতি যস্মিন্ প্রাণায়ামে স উত্তমঃ। ভূমিং ত্যক্ত্বাসনমুপর্য্যেব তিষ্ঠতি যদা তদা স ভূমিত্যাগ ইতি সম্প্রদায়ঃ। তদুক্তম্ ভূমিত্যাগং তনোস্তনোতি পর ইতি। উত্তমপ্রাণায়ামসিদ্ধিপর্য্যন্তং প্রাণায়ামে কৃতে সতি ফলমাহ উত্তমস্যেতি। গুণাবাপ্তিঃ বপুঃ প্রকাশোজ্জ্বলনস্য দীপ্তিরল্পাশিতা চৈব তনোর্লঘুত্বমিত্যাদি গুণানামবাপ্তির্ভবতি। যাবৎপর্য্যন্তং শীলনমভ্যাস ইষ্যতে তাবৎপর্য্যন্তমুত্তরোত্তরং গুণবৃদ্ধিরেব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

প্রত্যাহারমাহ ইন্দ্রিয়াণামিতি। বিষয়েষু বিচরতামিন্দ্রিয়াণাং তেভ্যো নিরর্গলং নির্ব্বিঘ্নং যদাহরণং স প্রত্যাহারঃ ॥ ২১ ॥

পুনঃ বাহ্য বায়ু গ্রহণপূর্ব্বক পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। প্রথমে দ্বাদশ সংখ্যক প্রণব দ্বারা অভ্যাস করিয়া কিয়ৎকাল পরে ষোড়শবার প্রণব অভ্যাস করিবে, এইরূপে ক্রমে প্রণবের সংখ্যা বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য ॥ ১৮ ॥ সগর্ভ ও বিগর্ভ ভেদে প্রাণায়াম দুই প্রকার ; স্বীয় ইষ্ট মন্ত্র জপ ও ধ্যানাদির সহিত প্রাণায়াম করিলে তাহাকে সগর্ভ এবং মন্ত্রাদির সহিত না করিয়া কেবলমাত্র প্রণব উচ্চারণ দ্বারা প্রাণায়াম করিলে তাহাকে বিগর্ভ বলে ॥ ১৯ ॥ এইরূপে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে করিতে দেহে স্বেদোদ্গম হইলে তাহাকে অধম, শরীরে কম্প উপস্থিত হইলে, তাহাকে মধ্যম এবং ভূমি ত্যাগ করিয়া শূন্যে উত্থিত হইলে, তাহাকে উত্তম প্রাণায়াম কহিয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত বদ্ধপদ্মাসনস্থিত যোগিগণ উত্তম প্রাণায়ামের গুণ লাভ করত শূন্যে উত্থিত হইয়া আসনস্থিত হইতে না পারেন, তৎকাল পর্য্যন্ত প্রাণায়ামের অভ্যাস করা কর্ত্তব্য ॥ ১৯—২০ ॥ ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব ভোগ্যবিষয়ে স্বভাবতই নিরঙ্কুশরূপে সঞ্চরণ করিয়া থাকে, তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক তাহা হইতে নিবৃত্ত করাকে 'প্রত্যাহার' কহে ॥ ২১ ॥

অঙ্গুষ্ঠগুল্ফজানূরুমূলাধারলিঙ্গনাভিষু।
হৃদ্‌গ্রীবাকণ্ঠদেশেষু লম্বিকায়াং ততো নসি ॥ ২২ ॥
ভ্রূমধ্যে মস্তকে মূর্দ্ধ্নি দ্বাদশান্তে যথাবিধি।
ধারণং প্রাণমরুতো ধারণেতি নিগদ্যতে ॥ ২৩ ॥
সমাহিতেন মনসা চৈতন্যান্তরবর্ত্তিনা।
আত্মন্যভীষ্টদেবানাং ধ্যানং ধ্যানমিহোচ্যতে ॥ ২৪ ॥
সমত্বভাবনা নিত্যং জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
সমাধিমাহুর্ম্মুনয়ঃ প্রোক্তমষ্টাঙ্গলক্ষণম্ ॥ ২৫ ॥
ইদানীং কথয়ে তেঽহং মন্ত্রযোগমনুত্তমম্ ॥ ২৬ ॥

ধারণামাহ অঙ্গুষ্ঠেতি ॥ ২২ ॥

ধারণমিতি। অঙ্গুষ্ঠাদ্যবয়বেষু যৎপ্রাণবায়োর্ধারণং নিরোধঃ সা ধারণেত্যর্থঃ। এতাদৃশো বায়ুঃ স্বাধীন উপেক্ষিত ইতি ভাবঃ। ধ্যানমাহ সমাহিতেনেতি। অন্তঃকরণং চৈতন্যান্তবর্ত্তিধ্যানেন কৃত্বা তস্মিন্নাত্মনি অভীষ্টদেবানাং যদ্ধ্যানং তদ্ধ্যানশব্দেনাত্রোচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥

সমত্বভাবনা দ্বয়োরৈক্যভাবনা সংপ্রজ্ঞাতসমাধিনৈব ভবতীতি সমত্বভাবনা শব্দেন সম্প্রজ্ঞাতসমাধিরুচ্যতে। অতএব যোগসূত্রে তদ্ভাষ্যে চ সম্প্রজ্ঞাতসমাধেরেবাষ্টসু যোগাঙ্গেষু গ্রহণং নির্ব্বিকল্পসমাধিত্বঞ্চাভবতীত্যুক্তম্ ॥ ২৫ ॥

ইত্থমষ্টাঙ্গযোগমভিধায়াধুনা শরীরে নাড়ীস্থানানি আধারচক্রস্বরূপাণি তদ্ধ্যানফলানি চোপদিশতি ইদানীং কথয়ে তেঽহমিতি। মন্ত্রযোগং মন্ত্রাণাং শারদাতিলকোক্তছিন্নাদিদোষদুষ্টানাং মন্ত্রাণাং সিদ্ধিপ্রদং যোগমিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

অঙ্গুষ্ঠ, গুল্ফ, জানু, ঊরু, মূলাধার, লিঙ্গ, নাভি, হৃদয়, গ্রীবা, কণ্ঠদেশ, লম্বিকা, নাসা, ভ্রূমধ্য, মস্তক এবং মস্তকের ঊর্দ্ধভাগস্থিত মূর্দ্ধারে দ্বাদশ স্থানে যথাবিধি প্রাণবায়ু ধারণ করাকে 'ধারণা' কহে ॥ ২২—২৩ ॥

প্রথমতঃ একাগ্র মানসকে চৈতন্যের অন্তবর্ত্তী করিয়া তদ্দ্বারা জীবাত্মাতে অভীষ্ট দেবতার ভাবনা করাকে 'ধ্যান' কহে ॥ ২৪ ॥

মহর্ষিগণ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্ব ভাবনা অর্থাৎ অভেদরূপে ধ্যান করাকে 'সমাধি' কহে। সমাধি দুই প্রকার, সম্প্রজ্ঞাত বা সবিকল্পক এবং নির্ব্বিকল্পক। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই বিকল্প ত্রয়ের জ্ঞান সত্ত্বেও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থানের নাম সবিকল্পক এবং জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই বিকল্প ত্রয়ের জ্ঞানের অভাবে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুতে একীভূত হইয়া অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থানের নাম নির্ব্বিকল্পক সমাধি। গিরিবর! এই আমি তোমার নিকট অষ্টাঙ্গ যোগের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে অত্যুত্তম মন্ত্রসিদ্ধি যোগ কহিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২৫—২৬ ॥

বিশ্বং শরীরমিত্যুক্তং পঞ্চভূতাত্মকং নগ ! ।
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিতেজোভির্জীবব্রহ্মৈক্যরূপকম্ ॥ ২৭ ॥
তিস্রঃ কোট্যস্তদর্দ্ধেন শরীরে নাড়য়ো মতাঃ ।
তাসু মুখ্যা দশ প্রোক্তা স্তাভ্যস্তিস্রো ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২৮ ॥
প্রধানা মেরুদণ্ডেঽত্র চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপিণী ।
ইড়া বামে স্থিতা নাড়ী শুভ্রা তু চন্দ্ররূপিণী ॥ ২৯ ॥
শক্তিরূপা তু সা নাড়ী সাক্ষাদমৃতবিগ্রহা ।
দক্ষিণে যা পিঙ্গলাখ্যা পুংরূপা সূর্য্যবিগ্রহা ।
সর্ব্বতেজোময়ী সা তু সুষুম্না বহ্নিরূপিণী ॥ ৩০ ॥
তস্যা মধ্যে বিচিত্রাখ্যে ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াত্মকম্ ।
মধ্যে স্বয়ং ভূলিঙ্গস্তু কোটিসূর্য্যসমপ্রভম্ ॥ ৩১ ॥

বিশ্বং শরীরমিতি। পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডয়োরেকত্বাচ্ছরীরমিদং বিশ্বমেব ভবতি ব্রহ্মাণ্ডমেব ভবতি। তদপি পঞ্চভূতাত্মকং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিভির্যুক্তং জীবব্রহ্মৈক্যরূপকং যথা ভবতি তথেদমপ্যস্তীত্যাহ পঞ্চভূতেতি ॥ ২৭ ॥

তদর্দ্ধেন কোট্যর্দ্ধেন সার্দ্ধত্রিকোট্যা ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

প্রধানা সুষুম্না নাড়ী মেরুদণ্ডে পৃষ্ঠস্থবংশে স্থিতা মূলাধারমারভ্য পৃষ্ঠবংশমার্গেণ ব্রহ্মরন্ধ্রপর্য্যন্তং গতেত্যর্থঃ। তস্যা বামে ইড়া দক্ষিণে পিঙ্গলাস্তীত্যাহ ইড়া বামে ইতি ॥ ২৯ ॥

শক্তিরূপা প্রকৃতিরূপা ॥ ৩০ ॥

তস্যামধ্যে সুষুম্নায়ামধ্যে বিচিত্রাখ্যে চিত্রাখ্যনাড্যামিত্যর্থঃ। সুষুম্নামূলদেশে চিত্রা নাড্যস্তীতি। তস্যা মধ্যে তু চিত্রাখ্যা নাড়ী সূক্ষ্মা তু বর্ত্তত ইতি বচনেন তন্ত্রান্তরে উক্তম্। মধ্যে ইতি চিত্রানাড়ীমধ্যে ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

হে পর্ব্বতেন্দ্র ! চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি প্রভৃতি তেজ বিশিষ্ট জীব ব্রহ্মের ঐক্যরূপ এই পঞ্চভূতাত্মক শরীর 'বিশ্ব' বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥ এই শরীরে সার্দ্ধ ত্রিকোটি (সাড়ে তিন কোটি) নাড়ী অবস্থিত আছে। তন্মধ্যে দশটি প্রধান, এই দশটির মধ্যে আবার তিনটি সর্ব্বপ্রধান বলিয়া উক্ত হয় ॥ ২৮ ॥ এই তিনটির মধ্যে যেটি প্রধান তাহাকে সুষুম্না কহে। এই চন্দ্র, সূর্য্য ও অনলাত্মিকা নাড়ী মেরুদণ্ডের মধ্যভাগে অবস্থিত হইয়া মূলাধার পদ্ম অবধি আরম্ভ করিয়া পৃষ্ঠবংশ পথে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত গমন করিয়া ঈষৎ প্রস্ফুটিত ধুস্তূর পুষ্পের ন্যায় বিরাজিত আছে। ঐ মেরুদণ্ডের বামভাগে চন্দ্ররূপিণী শুভ্রবর্ণা সাক্ষাৎ প্রকৃতিরূপা অমৃতময়ী ইড়া নাড়ী এবং উহার দক্ষিণভাগে পুরুষরূপিণী সূর্য্যবিগ্রহা পিঙ্গলা নাড়ী অবস্থিত রহিয়াছে। উপরি উক্ত বহ্নিপ্রধানা সুষুম্না নাড়ীতে সমস্ত তেজ নিহিত আছে ॥ ২৯—৩০ ॥ এই সুষুম্নার মধ্যস্থিত লূতাতন্তুর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্টা বিচিত্রা বা চিত্রিণী নাম্নী নাড়ীর মধ্যস্থলে ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াত্মক, কোটি কোটি সূর্য্যের

তদূর্দ্ধং মায়াবীজন্তু হরাত্মা বিন্দুনাদকম্ ॥ ৩২ ॥
তদূর্দ্ধস্তু শিখাকারা কুণ্ডলী রক্তবিগ্রহা।
দেব্যাত্মিকা তু সা প্রোক্তা মদভিন্না নগাধিপ ! ॥ ৩৩ ॥
তদ্বাহ্যে হেমরূপাভং বাদিসান্তচতুর্দ্দলম্।
দ্রুতহেমসমপ্রখ্যং পদ্মং তত্র বিচিন্তয়েৎ।
মূলমাধারষট্কোণমূলাধারং ততো বিদুঃ ॥ ৩৪ ॥
তদূর্দ্ধং ত্বনলপ্রখ্যং ষড়্দলং হীরকপ্রভম্।
বাদিলান্তষড়্বর্ণেন স্বাধিষ্ঠানমনুত্তমম্ ॥ ৩৫ ॥
স্বশব্দেন পরং লিঙ্গং স্বাধিষ্ঠানং ততো বিদুঃ ॥ ৩৬ ॥
তদূর্দ্ধং নাভিদেশে তু মণিপূরং মহাপ্রভম্।
মেঘাভং বিদ্যুদাভঞ্চ বহুতেজোময়ং ততঃ ॥ ৩৭ ॥

হরাত্মা বিন্দুনাদকম্ আত্মা মায়া হকাররেফ ঈকারবিন্দুনাদাত্মকমিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥
শিখাকারা দীপশিখাকারা ॥ ৩৩ ॥
হেমরূপাভং পীতবর্ণম্। বাদিসান্তচতুর্দ্দলম্। চতুর্দ্দলেষু বশষস ইতি চত্বারো বর্ণা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥
বাদিলান্তেতি। বকারাদিলকারান্তষড়্বর্ণৈর্যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥
স্বশব্দেন পরং লিঙ্গং তস্যাধিষ্ঠানং যতস্তস্মাৎস্বাধিষ্ঠানমিত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট স্বয়ং ভূলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহার উপরিভাগে হরাত্মা অর্থাৎ হকার, রেফ, ঈকার ও বিন্দুনাদাত্মক মায়াবীজ প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৩১—৩২ ॥ তাহার উপরিভাগে দীপশিখাকৃতি রক্তবর্ণা মদমত্তা কুলকুণ্ডলিনী শক্তি বিরাজিত আছেন। গিরিবর ! ইনি দেবীরূপিণী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥ তাঁহার বাহ্যপ্রদেশে পীতবর্ণ ব, শ ষ, স এই চারিবর্ণ সমন্বিত ও চারিদল বিশিষ্ট আধারপদ্ম প্রতিষ্ঠিত আছে। যোগিগণ ইহারই চিন্তা করেন। ইহার মধ্যস্থলে ষট্কোণ বিশিষ্ট পীঠ অবস্থিত আছে। এই পদ্ম ষট পদ্মের মূল ও আধার এই নিমিত্ত ইহাকে মূলাধার-পদ্ম কহে ॥ ৩৪ ॥ তাহার ঊর্দ্ধপ্রদেশে অনল তুল্য, হীরক সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট এবং ব, ভ, ম, য, র, ল, এই ছয়টি বর্ণযুক্ত ষড়্দল-সমন্বিত স্বাধিষ্ঠান-চক্র প্রতিষ্ঠিত আছে। স্ব শব্দের অর্থ পরলিঙ্গ, তাহার অধিষ্ঠান ভূমি বলিয়া বুধগণ ইহাকে স্বাধিষ্ঠান-চক্র কহিয়া থাকেন ॥ ৩৫—৩৬ ॥ তাহার ঊর্দ্ধভাগে নাভিপ্রদেশে বিদ্যুদ্বিলসিত মেঘের ন্যায় প্রভা ও প্রভূত তেজবিশিষ্ট দশদলযুক্ত মণিপূর নামে এক মহাপ্রভ পদ্ম প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহার দশ দলে ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, এই দশটি বর্ণ আছে। এই পদ্ম, বিকসিত মণির ন্যায় এই নিমিত্ত ইহাকে মণিপদ্ম কহে। এই পদ্মে দেবদেব বিষ্ণু অধিষ্ঠিত আছেন। ইহাতে তাঁহার ধ্যান করিলে তাঁহার সাক্ষাৎ-

মণিভিন্নস্তু তৎপদ্মং মণিপদ্মং তথোচ্যতে।
দশভিশ্চ দলৈর্যুক্তং ডাদিফান্তাক্ষরান্বিতম্।
বিষ্ণুনাধিষ্ঠিতং পদ্মং বিষ্ণ্বালোকনকারণম্॥ ৩৮॥
তদূর্দ্ধেঽনাহতং পদ্মমুদ্যদাদিত্যসন্নিভম্॥ ৩৯॥
কাদিঠান্তদলৈরর্কপত্রৈশ্চ সমধিষ্ঠিতম্।
তন্মধ্যে বাণলিঙ্গস্তু সূর্য্যাযুতসমপ্রভম্॥ ৪০॥
শব্দব্রহ্মময়ং শব্দানাহতং তত্র দৃশ্যতে।
অনাহতাখ্যং তৎপদ্মং মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্।
আনন্দসদনং তত্তু পুরুষাধিষ্ঠিতং পরম্॥ ৪১॥
তদূর্দ্ধন্তু বিশুদ্ধাখ্যং দলষোড়শপঙ্কজম্॥ ৪২॥
স্বরৈঃ ষোড়শভির্যুক্তং ধূম্রবর্ণং মহাপ্রভম্।
বিশুদ্ধং তনুতে যস্মাজ্জীবস্য হংসলোকনাৎ।
বিশুদ্ধং পদ্মমাখ্যাতমাকাশাখ্যং মহাদ্ভুতম্॥ ৪৩॥

ভিন্নং বিকসিতম্। ডাদিফান্তাক্ষরৈর্যুক্তমিত্যর্থঃ॥ ৩৮—৩৯॥

অর্কপত্রৈর্দ্বাদশপত্রৈর্যুক্তং ককারাদিঠকারান্তানি দ্বাদশাক্ষরাণি দলেষু জ্ঞেয়ানি॥ ৪০॥

শব্দানাহতম্ অনাহতো নাম তাড়নং বিনাপি জায়মানঃ শব্দঃ সোঽনাহতঃ শব্দো যস্মিংস্তচ্ছব্দানাহতম্। বাহিতাগ্ন্যাদিত্বাৎ সাধু। পুরুষাধিষ্ঠিতং রুদ্রাধিষ্ঠিতমিত্যর্থঃ॥৪১-৪২॥

স্বরৈঃ ষোড়শভিরিতি। ষোড়শপত্রেষু ষোড়শস্বরা ইত্যর্থঃ। জীবস্য হংসস্য পরমাত্মনোঽবলোকনাজ্জীবং যস্মাদ্বিশুদ্ধং তনুতে ততো বিশুদ্ধমিত্যন্বয়ঃ। তত্রানাহতং চক্রং হৃদয়ে বিশুদ্ধিচক্রং কণ্ঠে আজ্ঞাচক্রং ভ্রূমধ্যে ইতি তু গ্রন্থান্তরাদবসেয়ম্। অনাহতশব্দো মধ্যমবাণীরূপো জ্ঞেয়ঃ॥ ৪৩॥

কার লাভ হইয়া থাকে॥ ৩৭—৩৮॥ তাহার ঊর্দ্ধভাগে বালসূর্য্যের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ এই দ্বাদশ অক্ষরান্বিত দ্বাদশদলবিশিষ্ট অনাহত নামে এক পদ্ম অবস্থিত আছে, তাহার মধ্যে দশ সহস্র সূর্য্যতুল্য প্রভাবিশিষ্ট বাণলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে, ঐ পদ্ম অনাহত হইয়াই অর্থাৎ তাড়ন ব্যতিরেকে শব্দব্রহ্ম উৎপাদন করে, এই নিমিত্ত মহর্ষিগণ ইহাকে অনাহত পদ্ম কহিয়া থাকেন। এই পদ্ম আনন্দের নিকেতন, ইহাতে রুদ্ররূপী পরম পুরুষ অধিষ্ঠিত আছেন॥ ৩৯—৪১॥ তাহার ঊর্দ্ধভাগে ষোড়শদলবিশিষ্ট অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ এই ষোড়শবর্ণ সমন্বিত ধূম্রবর্ণ মহাপ্রভাবিশিষ্ট বিশুদ্ধ নামক পদ্ম কণ্ঠস্থলে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই পদ্মে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সাক্ষাৎকার হইলেই ঐ পদ্ম বিশুদ্ধ হয়, সুতরাং ইহাকে বিশুদ্ধ পদ্ম বলে। এই মহাদ্ভুত পদ্ম আকাশ নামে অভিহিত হইয়াছে॥ ৪২—৪৩॥

আজ্ঞাচক্রং তদূর্দ্ধে তু আত্মনাধিষ্ঠিতং পরম্ ॥ ৪৪ ॥
আজ্ঞাসংক্রমণং তত্র তেনাজ্ঞেতি প্রকীর্ত্তিতম্।
দ্বিদলং হক্ষসংযুক্তং পদ্মং তৎসুমনোহরম্ ॥ ৪৫ ॥
কৈলাসাখ্যং তদূর্দ্ধন্তু রোধিনী তু তদূর্দ্ধতঃ।
এবং ত্বাধারচক্রাণি প্রোক্তানি তব সুব্রত ! ॥ ৪৬ ॥
সহস্রারযুতং বিন্দুস্থানং তদূর্দ্ধমীরিতম্।
ইত্যেতৎকথিতং সর্ব্বং যোগমার্গমনুত্তমম্ ॥ ৪৭ ॥
আদৌ পূরকযোগেনাপ্যাধারে যোজয়েন্মনঃ।
গুদমেঢ্রান্তরে শক্তিস্তামাকুঞ্চ্য প্রবোধয়েৎ ॥ ৪৮ ॥

তদূর্দ্ধে তু ভ্রূমধ্যে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

আজ্ঞাসংক্রমণমিতি। তস্মিন্ স্থলে নিহিতচিত্তস্য পুরুষস্য সর্ব্বপদার্থসাক্ষাৎকারেণৈবং ভূতমেবং বর্ত্ততে এবং ভবিষ্যতীতি জ্ঞানেনাজ্ঞায়া ইতঃপরং ত্বয়ৈবং কর্ত্তব্যমিতি পরমেশ্বরাজ্ঞায়াঃ সংক্রমণং ভবতি তেন হেতুনা তদাজ্ঞাচক্রমিতি কীর্ত্তিতমিত্যর্থঃ। হক্ষবর্ণদ্বয়ং সংযুক্তপত্রদ্বয়যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

তদূর্দ্ধং কৈলাসচক্রং তদূর্দ্ধং রোধিনীচক্রমিত্যর্থঃ। অনয়োঃ স্বরূপং মৎকৃতদেবীগীতাবৃহট্টীকায়াং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ৪৬ ॥

সর্ব্বোপরি বিদ্যমানং সহস্রারং চক্রমাহ সহস্রারেতি। বিন্দুস্থানং পরমাত্মস্থানমিত্যর্থঃ। ইত্যেতদিতি। পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণৈতৎ সর্ব্বং জ্ঞাত্বেতি শেষঃ ॥ ৪৭ ॥

জ্ঞাত্বা কিং কর্ত্তব্যং তত্রাহ আদাবিতি। প্রথমতঃ পূরকযোগেন বাহ্যং বায়ুমাকৃষ্য কুম্ভকং কৃত্বা স্বমনো বায়ুসহিতং মূলাধারে যোজয়েন্নয়েদিত্যর্থঃ। অনন্তরং গুদস্য মেঢ্রস্য লিঙ্গস্যান্তরে মধ্যে মূলাধারচক্রে ইত্যর্থঃ। বিদ্যমানা স্থিতা যা শক্তিঃ কুণ্ডলিনী তামাকুঞ্চ্য মূলাধারগতবায়ুনা পীড়য়িত্বা প্রবোধয়েৎ উত্থাপয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

তাহার ঊর্দ্ধপ্রদেশে ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে হ, ক্ষ এই অক্ষরদ্বয়বিশিষ্ট দ্বিদলসমন্বিত মনোহর আজ্ঞাচক্র সংস্থিত আছে। এই পদ্মে আত্মা অধিষ্ঠিত আছেন। ইহাতে নিহিতচিত্ত পুরুষের সর্ব্ব পদার্থের সাক্ষাৎকার দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান পদার্থ সমূহের জ্ঞান হইলে "ইহার পর ইহাই তোমার কর্ত্তব্য" এই পরমেশ্বরের আজ্ঞার সংক্রমণ হয়, এই হেতু মহর্ষিগণ ইহাকে আজ্ঞাচক্র কহিয়া থাকেন ॥ ৪৪—৪৫ ॥ তাহার ঊর্দ্ধভাগে কৈলাস চক্র, তদূর্দ্ধে রোধিনী চক্র। হে সুব্রত ! এই আমি তোমার নিকট সমস্ত আধার চক্রের বিবর কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৪৬ ॥ যোগীন্দ্রগণ কহিয়া থাকেন যে, তাহার ঊর্দ্ধভাগে সহস্রারযুক্ত বিন্দুস্থান (পরমাত্মার স্থান) প্রতিষ্ঠিত আছে। গিরিবর ! এই আমি তোমার নিকট অত্যুত্তম যোগমার্গ কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৪৭ ॥

এই সমস্তের জ্ঞান হইলে অনন্তর কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমে পূরকাখ্য প্রাণায়াম দ্বারা আধারপদ্মে মানসকে সংযোজিত করিবে। তদনন্তর গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যস্থল

লিঙ্গভেদক্রমেণৈব বিন্দুচক্রঞ্চ প্রাপয়েৎ।
শম্ভুনা তাং পরাশক্তিমেকীভূতাং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৪৯ ॥
তত্রোত্থিতামৃতং যত্তু দ্রুতলাক্ষারসোপমম্।
পায়য়িত্বা তু তাং শক্তিং মায়াখ্যাং যোগসিদ্ধিদাম্ ॥ ৫০ ॥
ষট্চক্রদেবতাস্তত্র সন্তর্প্যামৃতধারয়া।
আনয়েত্তেন মার্গেণ মূলাধারং ততঃ সুধীঃ ॥ ৫১ ॥
এবমভ্যস্যমানস্যাপ্যহন্যহনি নিশ্চিতম্।
পূর্ব্বোক্তদূষিতা মন্ত্রাঃ সর্ব্বে সিদ্ধ্যন্তি নান্যথা ॥ ৫২ ॥
জরামরণদুঃখাদ্যৈর্মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ।
যে গুণাঃ সন্তি দেব্যা মে জগন্মাতুর্যথা তথা ॥ ৫৩ ॥

লিঙ্গভেদেতি। তামুত্থাপ্য লিঙ্গভেদক্রমেণ পূর্ব্বোক্তচক্রগততত্তেজোময়স্বয়ং ভ্বাদি-লিঙ্গানাং ভেদো ভেদনং তন্মার্গেণ নয়নং তৎক্রমেণৈব তাং কুণ্ডলিনীং শক্তিং বিন্দুচক্রং সহস্রারং তৎ প্রাপয়েৎ। শম্ভুনেতি। সহস্রারপদ্মস্থিতেন শম্ভুনা তাং কুণ্ডলিনীমেকীভূতাং সঙ্গতাং বিভাবয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

তত্রোত্থিতেতি। তত্র শিবশক্ত্যোঃ সঙ্গমে যদুত্থিতমমৃতং দ্রুতলাক্ষাসমানবর্ণং তদমৃতং তাং কুণ্ডলিনীং পায়য়িত্বা তেনামৃতেন আনন্দরসরূপেণ তাং তৃপ্তাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

ষট্চক্রেতি। পূর্ব্বোক্তানি যানি ষট্চক্রাণি তচ্চক্রস্থিতা দেবতা লিঙ্গরূপা অমৃতধারয়া শিবশক্তিসমাগমোত্থানন্দরসরূপামৃতবৃষ্ট্যা সন্তর্প্য পুনর্যেনৈব মার্গেণ মস্তকং নীতা কুণ্ড-লিনী তেনৈব মার্গেণ মূলাধারং তাং কুণ্ডলিনীমানয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

পূর্ব্বোক্তেতি। ছিন্নাদিদোষদূষিতা মন্ত্রা অনেন যোগেন সিদ্ধ্যন্তীত্যর্থঃ। তদুক্তং শারদাতিলকে। ইত্যাদিদোষদুষ্টাংস্তান্মন্ত্রানাত্মনি যোজয়েৎ। শোধয়েদ্রুদ্ধপবনো বদ্ধয়া যোনিমুদ্রয়েতি ॥ ৫২—৫৪ ॥

স্থিত মূলাধার পদ্মস্থিত কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে মূলাধারগত বায়ু দ্বারা আকুঞ্চিত করিয়া তাঁহাকে জাগরিত করাইবে ॥ ৪৮ ॥ অনন্তর লিঙ্গভেদক্রমে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত চক্রস্থিত তেজোময় স্বয়ম্ভূ আদিলিঙ্গ সমূহের ভেদ করিয়া সেই সেই মার্গ দ্বারা শক্তিসমন্বিত চিত্ত সঞ্চালিত করিয়া সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে সহস্রার পদ্মে লইয়া যাইবে। তথায় সহস্রার চক্র-স্থিত শম্ভুর সহিত ঐ শক্তিকে একীভূত করিয়া চিন্তা করিবে ॥৪৯॥ অনন্তর সেই বিন্দুচক্রে শিবশক্তি সঙ্গমে বিগলিত লাক্ষা রসের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট যে অমৃত উত্থিত হইবে, সেই আনন্দ রস সুধীর যোগিগণ যোগসিদ্ধিপ্রদা মায়া নাম্নী শক্তিকে পান করাইয়া তথায় ষট্চক্রাধিষ্ঠিত দেবতাদিগকে উক্ত অমৃত ধারা দ্বারা সন্তর্পিত করিয়া সেই মার্গ দ্বারা উক্ত শক্তিকে মূলাধার পদ্মে আনয়ন করিবেন ॥ ৫০—৫১ ॥ গিরিবর! এইরূপে প্রতি দিন যোগাভ্যাস করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র সকল সিদ্ধ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৫২ ॥ এবং তদ্দ্বারা জরা মরণাদি দুঃখসঙ্কুল সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। হে অচলেন্দ্র! আমি জগজ্জননী

তে গুণাঃ সাধকবরে ভবন্ত্যেব ন চান্যথা।
ইত্যেবং কথিতং তাত! বায়ুধারণমুত্তমম্ ॥ ৫৪ ॥
ইদানীং ধারণাখ্যন্তু শৃণুষ্বাবহিতো মম।
দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্নদেব্যাং চেতো বিধায় চ।
তন্ময়ো ভবতি ক্ষিপ্রং জীবব্রহ্মৈক্যযোজনাৎ ॥ ৫৫ ॥
অথবা সমলং চেতো যদি ক্ষিপ্রং ন সিদ্ধ্যতি।
তদাবয়বযোগেন যোগী যোগান্ সমভ্যসেৎ ॥ ৫৬ ॥
মদীয়হস্তপাদাদাবঙ্গে তু মধুরে নগ!।
চিত্তং সংস্থাপয়েন্মন্ত্রী স্থানস্থানজয়াৎপুনঃ ॥ ৫৭ ॥
বিশুদ্ধচিত্তঃ সর্ব্বস্মিন্ রূপে সংস্থাপয়েন্মনঃ ॥ ৫৮ ॥
যাবন্মনোলয়ং যাতি দেব্যাং সম্বিদি পর্ব্বত!।
তাবদিষ্টমনুং মন্ত্রী জপহোমৈঃ সমভ্যসেৎ ॥ ৫৯ ॥
মন্ত্রাভ্যাসেন যোগেন জ্ঞেয়জ্ঞানায় কল্পতে।
ন যোগেন বিনা মন্ত্রো ন মন্ত্রেণ বিনা হি সঃ।
দ্বয়োরভ্যাসযোগো হি ব্রহ্মসংসিদ্ধিকারণম্ ॥ ৬০ ॥

প্রসঙ্গেন ধারণাস্বরূপং পূর্ব্বমুক্তমেব বিষয়ভেদেন বিশদয়তি। ইদানীমিতি। পূর্ব্বমষ্টাঙ্গযোগনিরূপণে বায়ুধারণোক্তা অত্র তু চিত্তস্য ধারণোচ্যতে ইত্যর্থঃ। অন্যঃ স্পষ্ট এব ॥ ৫৫—৫৮ ॥

ইত্থং ধ্যানযোগকরণে যস্য যাবদ্‌যোগ্যতা নাস্তি তাবৎপর্য্যন্তং তেন পুরুষেণ কিং কর্ত্তব্যমিতি চেত্তত্রাহ যাবন্মন ইতি ॥ ৫৯—৬২ ॥

দেবী, আমাতে যে সমস্ত গুণ আছে সেই সাধকপ্রবরেও সেই সমস্ত গুণ বিদ্যমান হইবে তাহাতে আর সংশয় নাই। বৎস! এই আমি তোমার নিকট অত্যুত্তম পবন ধারণ যোগ কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৫৩—৫৪ ॥

গিরিরাজ! এক্ষণে তুমি অবহিত হইয়া আমার নিকট ধারণাখ্য যোগ শ্রবণ কর। দিক্‌দেশ ও কালাদির অদ্বিতীয় দ্যোতনরূপা সেই শক্তিতে স্বীয় চিত্ত সম্যক্‌রূপে সংযোজিত করিলে জীব ও ব্রহ্মের একতা নিবন্ধন শীঘ্রই ব্রহ্মময় হইবে ॥ ৫৫ ॥ কিম্বা যদি চিত্তের সমলতা হেতু শীঘ্র সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ না হয়, তবে সেই যোগী অবয়বযোগে যোগাভ্যাস করিবে ॥ ৫৬ ॥ হে নগেন্দ্র! সাধক ব্যক্তি আমার সুললিত হস্ত পদাদি অঙ্গ সমূহে একাদিক্রমে চিত্ত সংস্থাপিত করিয়া ঐ এক এক স্থান জয় করিবে, তদ্দ্বারা চিত্তের বিশুদ্ধতা সম্পাদিত হইলে সেই চিত্ত আমার সমস্ত অবয়বে সংযোজিত করিবে ॥৫৭—৫৮॥ হে পর্ব্বতবর! সংবিদ্রূপিণী দেবীতে যে পর্য্যন্ত মন লয় না পায়, তাবৎ সেই সাধক

তমঃপরিবৃতে গেহে ঘটো দীপেন দৃশ্যতে।
এবং মায়াবৃতো হ্যাত্মা মনুনা গোচরীকৃতঃ ॥ ৬১ ॥
ইতি যোগবিধিঃ কৃৎস্নঃ সাঙ্গঃ প্রোক্তো ময়াধুনা।
গুরূপদেশতো জ্ঞেয়ো নান্যথা শাস্ত্রকোটিভিঃ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে যোগমন্ত্রসিদ্ধিপ্রকারবর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

বিস্তরস্তু মৎকৃতদেবীগীতাবৃহট্টীকায়াং দ্রষ্টব্যঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ব্যক্তি জপ ও হোমাদি দ্বারা মন্ত্র অভ্যাস করিবে ॥ ৫৯ ॥ মন্ত্রের অভ্যাসযোগদ্বারা জ্ঞেয় বস্তু (ব্রহ্ম) জ্ঞানরূপে পরিকল্পিত হয়। আর তুমি নিশ্চয় জানিও যে, যোগ ব্যতিরেকে মন্ত্র এবং মন্ত্র ব্যতিরেকে যোগ নিয়তই নিষ্ফল হইয়া যায়। মন্ত্র ও যোগ এই উভয়ই ব্রহ্ম লাভের অব্যর্থ কারণ ॥ ৬০ ॥ অন্ধকার দ্বারা আবৃত গৃহমধ্যস্থিত ঘট যেমন প্রদীপ দ্বারা দৃষ্ট হয় সেইরূপ মায়া দ্বারা পরিবৃত জীবাত্মা, মন্ত্র দ্বারা পরমাত্মার গোচরীভূত হইয়া থাকে ॥ ৬১ ॥ গিরিবর! এই আমি তোমার নিকট অঙ্গ সহিত সমস্ত যোগবিধি কীর্ত্তন করিলাম। এই সমস্ত বিধি গুরুর উপদেশ দ্বারা পরিজ্ঞান করিবে; নচেৎ কোটি কোটি শাস্ত্র দ্বারাও যোগবিধির যথার্থ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায় না ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশ সহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে যোগ ও মন্ত্রসিদ্ধির সাধন কথন নামক পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

ইত্যাদিযোগযুক্তাত্মা ধ্যায়েন্মাং ব্রহ্মরূপিণীম্।
ভক্ত্যা নির্ব্ব্যাজয়া রাজন্নাসনে সমুপস্থিতঃ ॥ ১ ॥
আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম মহৎপদম্।
অত্রৈতৎসর্ব্বমর্পিতমেজৎপ্রাণন্নিমিষচ্চ যৎ ॥ ২ ॥

ত্রিংশচ্ছ্লোকৈর্মুখ্যতত্ত্বং ব্রহ্মরূপস্ত বর্ণ্যতে।
ব্রহ্মবিদ্যা দুর্লভেতি যথাবদভিধীয়তে ॥

অত্রার্দ্ধশ্লোকোঽপ্যধিকঃ। এতাদৃশং যোগং সাধয়িত্বা যদ্বস্তু ধ্যেয়ং তদ্বর্ণয়তি শ্রীদেব্যু-বাচেতি ॥ ১ ॥

অত্রাবিঃসন্নিহিতমিত্যাদিব্রহ্মৈবেদং বিশ্বং বরিষ্ঠমিত্যন্তাঃ শ্রুতয়ো মুণ্ডকোপনিষদি অন্যূনানতিরিক্তাঃ সন্তি তাশ্চ শ্রুতয়ো ভগবৎপাদৈঃ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যৈর্ব্ব্যাখ্যাতা এব মুণ্ডকোপ-নিষদ্ভাষ্যে ততস্তাসাং ব্যাখ্যানং সঙ্ক্ষেপেণৈব ক্রিয়তে। আবিরিতি। আবিঃ শব্দো নিপাতঃ প্রকাশবাচী ব্রহ্মবিশোপলব্ধ্যাত্মনা প্রকাশমানমেব সদেতি ভাবয়েদিত্যর্থঃ। সন্নি-হিতমতিসমীপবর্ত্তি গুহায়াং বুদ্ধৌ চরতি তত্রোপলভ্যতে সর্ব্বব্যাপকমপীতি গুহাচরং নাম। পদ্যতে সর্ব্বৈর্মুনিভির্যোগাদিসাধনৈঃ প্রাপ্যতে ইতি পদম্। মহচ্চ তৎপদঞ্চেতি মহৎ-পদম্। অত্রাস্মিন্ ব্রহ্মণি সর্ব্বমাকাশাদিসমর্পিতং স্থাপিতং কল্পিতমিত্যর্থঃ। ততস্তস্য মিথ্যাত্বাদিদমেব সর্ব্বৈঃ প্রাপ্যমিত্যর্থঃ কিং কিমত্র সমর্পিতং তদাহ এজদিতি। এজচ্চলৎ পক্ষ্যাদি। প্রাণৎ প্রাণিতীতি প্রাণন্মনুষ্যাদি। নিমিষচ্চ যন্নিমেষাদিক্রিয়াবৎ। যচ্চ নিমিষম্। চ শব্দাত্তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মণ্যেব সমর্পিতমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

দেবী কহিলেন, গিরিবর! যোগিগণ এইরূপে স্বীয় আত্মাকে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যোগ-নিষ্ঠ করিয়া যোগাসনে উপবেশনপূর্ব্বক অকপট ভক্তিসহকারে আমার ব্রহ্মরূপের ধ্যান করিবে ॥ ১ ॥ হে নগেন্দ্র! কিরূপে সেই রূপবিহীন সৎ ও অক্ষর ব্রহ্মের জ্ঞান হয় তাহা শ্রবণ কর। শ্রবণ মনন বিজ্ঞানাদি উপাধি ধর্ম্ম দ্বারা আবির্ভূত হইয়া লক্ষ্য হন বলিয়া যিনি প্রাণিগণের হৃদয়ে প্রকাশমান হইয়া সম্যক্‌রূপে অবস্থিত আছেন এবং শ্রবণ মননাদি প্রকার দ্বারা বুদ্ধিতে বিচরণ করেন বলিয়া যিনি গুহাচর নামে প্রখ্যাত, যিনি সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ এবং যিনি যোগাদি সাধন দ্বারা যোগিগণের প্রাপ্য, সেই পরব্রহ্মে আকাশাদি সমস্ত, এবং জঙ্গম মনুষ্যপশুপক্ষ্যাদি এবং নিমেষ-ক্রিয়াবান্ ও অনিমিষ-ক্রিয়াবান্ সমস্তই সংস্থাপিত আছে ॥ ২ ॥ হে দেবগণ! তোমরা এইরূপ পরব্রহ্মের অবগতি কর;

এতজ্জানথ সদসদ্বরেণ্যং
পরং বিজ্ঞানাদ্‌যদ্বরিষ্ঠং প্রজানাম্‌।
যদর্চ্চিমদ্‌যদণুভ্যোঽণু চ
যস্মিংল্লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ ॥ ৩ ॥
তদেতদক্ষরং ব্রহ্মসপ্রাণস্তদু বাঙ্মনঃ।
তদেতৎসত্যমমৃতন্তদ্বেদ্ধব্যং সৌম্য ! বিদ্ধি ॥ ৪ ॥
ধনুর্গৃহীত্বৌপনিষদং মহাস্ত্রং
শরং হ্যুপাসানিশিতং সন্ধয়ীত।
আযম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা
লক্ষ্যন্তদেবাক্ষরং সৌম্য ! বিদ্ধি ॥ ৫ ॥

এতজ্জানথেতি ভগবতী বদতি। হে দেবা ! এতদ্রূপং ব্রহ্ম জানথাবগচ্ছথ। সদসদ্বরেণ্যং সৎকারণং মায়া অসৎকার্য্যং জগৎ। তদুভয়াপেক্ষয়া বরেণ্যং শ্রেষ্ঠম্‌। প্রজানাং লোকানাং বিজ্ঞানাৎ পরং তজ্জ্ঞানাবিষয় ইত্যর্থঃ। যতো বরিষ্ঠং শ্রেষ্ঠং ততো ন সর্ব্ববুদ্ধিগম্যমিত্যর্থঃ। যদর্চ্চিমৎ সূর্য্যাদিতেজসামপি প্রকাশকম্‌। ততস্ততোঽতিশয়দীপ্তিমদিত্যর্থঃ। যস্মিন্‌ ভূরাদয়ো লোকাস্তন্নিবাসিজনা লোকিনশ্চ নিহিতাঃ স্থাপিতাঃ কল্পিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তদেতদিতি। তদেতৎ সর্ব্বাশ্রয়মক্ষরং ব্রহ্মসপ্রাণস্তদু তদেব বাঙ্মনোঽপি তদেতৎসত্যমবিতথমতো মৃতং তদ্বেদ্ধব্যং মনসা শরেণ তাড়য়িতব্যং মনঃসমাধানং তত্র কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

কথং বেদ্ধব্যং তদুচ্যতে ধনুরিতি। ঔপনিষদমুপনিষদ্ভির্বোধিতম্‌। মহাস্ত্রং মহচ্চ তদস্ত্রঞ্চেতি মহাস্ত্রং ধনুর্গৃহীত্বাদায় যথোপাসাভির্নিশিতং সন্ততাভিধ্যানেন তনূকৃতং শরং তস্মিন্‌ ধনুষি সন্ধয়ীত যোজয়েৎ। শরং সন্ধায় সংস্থাপ্যানন্তরমাযম্যাকৃষ্য সেন্দ্রিয়মন্তঃকরণং স্वবিষয়াদ্বিনিবর্ত্ত্য লক্ষ্যে এব স্থাপয়িত্বেত্যর্থঃ। তদ্ভাগবতেন তস্মিন্‌ ব্রহ্মণ্যক্ষরে লক্ষ্যে ভাবনাভাবস্তদগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেব যথোক্তলক্ষণমক্ষরম্‌। সৌম্য ! হে পর্ব্বতরাজ ! বিদ্ধি তাড়য়েত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তিনি সৎ ও অসৎ অর্থাৎ পরব্রহ্ম ব্যতিরেকে স্থূল ও সূক্ষ্ম পদার্থের অভাব হয় বলিয়া তিনি কারণরূপে অমূর্ত্ত ও কার্য্যরূপে মূর্ত্ত জগৎস্বরূপ, সর্ব্বদোষ ও সর্ব্বোপদ্রবাবরহিত বলিয়া তিনি শ্রেষ্ঠতম এবং সমস্ত লোকগণের লৌকিক বিজ্ঞানের অগোচর। যিনি দীপ্তি দ্বারা আদিত্যাদি জ্যোতিষ্কগণকে প্রদীপিত করিতেছেন, যিনি অণুরাদি সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম এবং পৃথিব্যাদি স্থূল হইতেও স্থূল, যাঁহাতে ভূর্ভুবাদি লোকসমূহ এবং যাঁহাতে লোকনিবাসিগণ অর্থাৎ চৈতন্যাশ্রয় মনুষ্যাদি সংস্থিত আছে ॥ ৩ ॥ তিনিই অক্ষরব্রহ্ম, তিনিই প্রাণিগণের প্রাণ, বাক্য, মনঃপ্রভৃতি ইন্দ্রিয় ও অন্তশ্চৈতন্য, তিনিই সত্য ও অবিনাশী। হে সৌম্য ! তুমি জানিও যে, তাঁহাকেই মনোরূপ শর দ্বারা বিদ্ধ করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ তাঁহাতেই মনঃসমাধান একান্তই বিহিত ॥ ৪ ॥ হে সৌম্য ! তাঁহাকে বিদ্ধ করিবার

প্রণবো ধনুঃশরো হ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥ ৬ ॥
যস্মিন্দ্যৌশ্চ পৃথিবী চান্তরিক্ষ-
মোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথাত্মানমন্যা
বাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ ॥ ৭ ॥

যদুক্তং ধনুরাদি তদুচ্যতে প্রণব ইতি। প্রণব ওঁকারো দেবীপ্রণবো বা ধনুর্যথেষ্বাসনং লক্ষ্যে শরস্য প্রবেশকারণং তথা চিত্তশরস্যাক্ষরে প্রবেশকারণং প্রণবঃ প্রণবেন হ্যভ্যস্যমানেন সংস্ক্রিয়মাণঃ তদালম্বনোঽপ্রতিবন্ধেনাক্ষরেঽবতিষ্ঠতে। যথা ধনুষা প্রক্ষিপ্ত ইষুর্লক্ষ্যেঽতঃ প্রণবো ধনুরিব ধনুঃ শরো হ্যাত্মান্তঃকরণং হি শরঃ শরসদৃশলক্ষ্যাবেধনাচ্ছর ইব শরঃ। অত্র লক্ষ্যন্তু তদ্ব্রহ্মৈবোচ্যত ইত্যাহ ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যত ইতি। অপ্রমত্তেনৈকাগ্রচেতসা তল্লক্ষ্যং ব্রহ্ম বেদ্ধব্যং যথা শরো লক্ষ্যৈকাত্মতাং প্রাপ্নোতি তথা দেহাদ্যাত্মপ্রত্যয়তিরস্কারেণাক্ষরৈক্যাত্ম্যং ফলমাপাদয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

অক্ষরস্য দুর্লক্ষ্যত্বাৎপুনঃ পুনর্ব্বচনং সুলক্ষণার্থম্ যস্মিন্নিতি। যস্মিন্নক্ষরে দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষঞ্চ প্রাণৈঃ সহ মনশ্চ সমর্পিতং তমেবৈকমাত্মানং জানথ জানীথ। হে দেবা যং জ্ঞাত্বা চান্যবাচো পরবিদ্যারূপা বিমুঞ্চথ বিমুঞ্চত পরিত্যজত। যতোঽমৃতস্য মোক্ষস্য প্রাপ্তয়েঽয়ং সেতুরিব সেতুঃ। সংসারমহোদধেস্তরণহেতুরিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়েতি ॥ ৭ ॥

উপায় কহিতেছি শ্রবণ কর। উপনিষদ্ শাস্ত্রজ্ঞানরূপ মহাস্ত্র শরাসন গ্রহণ করিয়া তাহাতে সতত অভিধ্যনাদি উপাসনারূপ নিশিত শরসন্ধান ও সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় হইতে বিনিবর্ত্তনরূপ আকর্ষণপূর্ব্বক তদ্গতচিত্তে সেই ব্রহ্মরূপ লক্ষ্য পদার্থকে বিদ্ধ কর ॥ ৫ ॥ এক্ষণে সেই শরাসনাদির বিষয় বিশেষরূপে শ্রবণ কর। ইহাতে প্রণবই শরাসন, যেমন শরাসন লক্ষ্য পদার্থে শরপ্রবেশের কারণ, সেইরূপ ওঁকার শরাসন, আত্মা অর্থাৎ অন্তঃকরণ শরের পরমাত্মরূপ লক্ষ্যে প্রবেশের কারণ হয়। প্রণবের অভ্যাস দ্বারা সুসংস্কৃত, উক্ত আত্মরূপ শর সেই অক্ষরব্রহ্মে প্রবিষ্ট ও প্রতিবন্ধপরিশূন্য হইয়া অবস্থিতি করিয়া থাকে। জিতেন্দ্রিয় ও একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই ব্রহ্মলক্ষ্য ভেদ করা কর্ত্তব্য; ব্রহ্ম বেধনের পর শর যেমন লক্ষ্যের সহিত একাত্মতারূপ ফলপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জীব দেহ আদি আত্মপ্রত্যয়ের তিরস্কার দ্বারা অক্ষরব্রহ্মের সহিত একাত্মকত্ব ফল লাভ করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥ গিরিবর! অক্ষর পদার্থের দুর্লক্ষ্যত্ব হেতু এবং উত্তম রূপ জ্ঞান লাভের নিমিত্ত আমি তোমাকে পুনর্ব্বার সেই বিষয় কহিতেছি শ্রবণ কর। যাঁহাতে স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সহিত মন অবস্থিত আছে, তাঁহাকেই তোমাদিগের ও অন্যান্য প্রাণীদিগের আত্মা বলিয়া জানিও। হে দেবগণ! তাঁহাকে জানিয়া অপরা বিদ্যারূপ বাক্য সমস্তই পরিত্যাগ কর। যেহেতু এই পরমাত্মা সংসার মহাসমুদ্র

অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ।
স এযোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ ॥ ৮॥
ওমিত্যেবং ধ্যায়থাত্মানং স্বস্তি
বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥
যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্‌যস্যৈষ মহিমা ভুবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে ব্যোম্নি আত্মা সম্প্রতিষ্ঠিতঃ।
মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা
প্রতিষ্ঠিতোঽন্নে হৃদয়ং সন্নিধায়।
তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥ ১০ ॥

কিঞ্চ অরা ইবেতি। যথা রথনাভৌ সমর্পিতা অরা এব সংহতাঃ সম্প্রবিষ্টা এবং যত্র হৃদয়ে নাড্যস্তস্মিন্ হৃদয়ে বুদ্ধিপ্রত্যয়সাক্ষীভূতঃ স এব প্রকৃত আত্মান্তর্মধ্যে চরতে চরতি বর্ত্ততে বুদ্ধ্যাদিপ্রত্যয়ৈর্জায়মান ইব জায়মানোঽন্তঃকরণোপাধ্যনুবিধায়িত্বাদ্বদন্তি লৌকিকাঃ হৃষ্টো জাতঃ ক্রুদ্ধো জাত ইতি ॥ ৮ ॥

তমাত্মানমোমিত্যেবোঙ্কারালম্বনাঃ সন্তো যথোক্তকল্পনয়া ধ্যায়থ চিন্তয়ত। তেষাং কল্যাণার্থমাশীর্ব্বচনং ভগবতী করুণানিধির্ব্বদতি। স্বস্তি নির্ব্বিঘ্নমস্তু বো যুষ্মাকং পারায় পরকূলপ্রাপ্তয়ে। তমসোঽবিদ্যাতঃ পরস্তাদবিদ্যারহিতব্রহ্মাত্মস্বরূপগমনায়েত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

স আত্মা ক বর্ত্ততে তত্রাহ যঃ সর্ব্বজ্ঞো যশ্চ সর্ব্ববিদ্যস্যৈষ মহিমা বিভূতির্জগৎসর্জ্জনাদিরূপো ভুবি প্রসিদ্ধঃ স দিব্যে দ্যোতনবতি ব্রহ্মপুরে হৃদয়পুণ্ডরীকে তত্র তস্য প্রকাশমানত্বাত্তস্মিন্ হৃৎকমলে যদ্ব্যোমাকাশস্তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইবোপলভ্যতে। স হ্যাত্মা মনোবৃত্তিভিরেব বিভাব্যত ইতি মনোময়ঃ। প্রাণশ্চ শরীরঞ্চ তয়োরয়ং নেতা। শরীরাচ্ছরীরা-

---

উত্তরণের হেতু বলিয়া তিনিই মোক্ষপ্রাপ্তির একমাত্র সেতু হইয়াছেন ॥ ৭ ॥ যেমন রথনাভিতে সমর্পিত অর সকল সংহত হইয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ যে হৃদয়ে নাড়ী সমূহ প্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই হৃদয়মধ্যে বুদ্ধি প্রত্যয়ের সাক্ষীভূত সেই এই প্রকৃত আত্মা, 'দেখিয়া শুনিয়া মনন করিয়া ও জানিয়া' ইত্যাদি বহুপ্রকারে ক্রোধ হর্ষাদি দ্বারা প্রকাশমান হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাহাতেই লোকে "ইনি হৃষ্ট হইলেন, ইনি ক্রুদ্ধ হইলেন" এইরূপ কহিয়া থাকে। ফলতঃ সেই অদ্বিতীয় অক্ষর আত্মা জীবগণের হৃদয়ে সাক্ষিস্বরূপে অবাস্থত হইয়া বিবিধ প্রকারে প্রকাশমান হইতেছেন ॥ ৮ ॥ দেবগণ! তোমরা ওঁকার অবলম্বনপূর্ব্বক সেই পরমাত্মার ধ্যান কর। তোমাদিগের কল্যাণ হউক, তাহাতে তোমরা অবিদ্যা-তামিস্র-সমুদ্রের পরপারে গমন করিয়া অবিদ্যা-বিরহিত ব্রহ্মাত্মস্বরূপগমনে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥ সেই আত্মা যে স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন তাহা শ্রবণ কর। যিনি সর্ব্বজ্ঞ অর্থাৎ সামান্যত সমস্তই জানেন এবং যিনি সর্ব্ববিৎ অর্থাৎ বিশেষরূপে সমস্ত অবগত

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ১১ ॥
হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যদাত্মবিদো বিদুঃ ॥ ১২ ॥

স্তরং প্রতি প্রতিষ্ঠিতোঽবস্থিতোঽন্নস্যান্নপরিণামে পিণ্ডে হৃদয়ে বুদ্ধিং সন্নিধায় সমবস্থাপ্য তদ্বিজ্ঞানেন তৎসাক্ষাৎকারেণ পরিপশ্যন্তি সর্ব্বতঃ পূর্ণং পশ্যন্তি ধীরা বিবেকিনঃ। আনন্দরূপং দুঃখাসংস্পৃষ্টমমৃতং তদ্বিভাতি সর্ব্বদা তদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

অস্যাত্মজ্ঞানস্য ফলমভিধীয়তে ভিদ্যতে ইতি। হৃদয়গ্রন্থিঃ চিদহঙ্কারতাদাত্ম্যরূপো ভিদ্যতে নশ্যতি। ছিদ্যন্তে সর্ব্বজ্ঞেয়বিষয়াঃ সংশয়াঃ সর্ব্বেষাং মিথ্যাত্বনিশ্চয়াৎ। ক্ষীয়ন্তে নশ্যন্তি চ কর্ম্মাণি প্রারব্ধাতিরিক্তানি সর্ব্বাণি তস্মিন্ পরমাত্মনি দৃষ্টে সাক্ষাৎকৃতে ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

উক্তস্যৈবার্থস্য সঙ্ক্ষেপাভিধায়কা উত্তরে ত্রয়োঽপি মন্ত্রাঃ। হিরণ্ময়ে জ্যোতির্ম্ময়ে পরে কোশে আনন্দময়ে কোশে বিরজম্ উপলক্ষণতয়া গুণত্রয়রহিতং ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি শ্রুত্যুক্তং ব্রহ্ম। নিষ্কলং মায়ারহিতমসঙ্গমরজমমায়মিতি শ্রুত্যন্তরাৎ অতএব শুভ্রং স্বচ্ছম্। জ্যোতিষাং সর্ব্বপ্রকাশকসূর্য্যাদীনামপি জ্যোতিঃপ্রকাশকমিত্যর্থঃ। যদাত্মবিদো জ্ঞানিনো মহতায়াসেন বিদুস্তদ্ধিরণ্ময়ে পরে কোশে তিষ্ঠতীত্যন্বয়ঃ ॥ ১২ ॥

আছেন, যাঁহার শাসনবলে স্বর্গ ও পৃথিবী পরস্পর সম্বন্ধবদ্ধ হইয়া অবস্থিত রহিয়াছে, যাঁহার শাসন বহন করিয়া চন্দ্র ও সূর্য্য অলাতচক্রের ন্যায় অজস্র ভ্রমণ করিতেছে, যাঁহার নিয়মে স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সমস্ত বস্তুই নিয়মিত হইয়া রহিয়াছে, ঋতু অয়ন ও বৎসর সকল যাঁহার শাসন অতিক্রম করিতে ক্ষণমাত্রও সমর্থ হয় না, কর্ত্তা কর্ম্ম ও ফল যাঁহার শাসনবশে স্ব স্ব কাল অতিক্রম করিতে পারে না, যাঁহার অনন্ত মহিমা অখিল জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে, সেই আত্মা দিব্য ব্রহ্মপুরে অর্থাৎ সমস্ত বুদ্ধিসম্বন্ধীয় প্রত্যয় দ্বারা দ্যোতনবান্ হৃদয়পুণ্ডরীকমধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন, এইরূপ উপলব্ধি হইয়া থাকে। সেই আত্মা মনোবৃত্তি দ্বারা বিভাবিত হন বলিয়া অন্নপরিণামরূপ হৃৎপিণ্ডে প্রতিষ্ঠিত আছেন। হৃৎপুণ্ডরীক মধ্যে বুদ্ধি সংস্থাপিত করিয়া বিবেকিগণ শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশজনিত জ্ঞান, শম, দম, ধ্যান ও বৈরাগ্য দ্বারা উদ্ভূত বিজ্ঞানবলে সম্পূর্ণরূপে তাঁহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। তিনি সমস্ত অনন্ত দুঃখ ও আয়াসবিহীন আনন্দামৃতরূপে আপন আত্মাতে সততই বিশেষরূপে প্রতিভাত হইতেছেন ॥ ১০ ॥ দেবগণ! এক্ষণে পরমাত্ম-জ্ঞান লাভের ফল শ্রবণ কর। সেই কারণাত্মা, কার্য্যাত্মা ও সর্ব্বজ্ঞ পরব্রহ্মের সহিত যাহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাহার অবিদ্যাজনিত বাসনাময় হৃদয়গ্রন্থি উন্মুক্ত ও জন্মান্তরপ্রতিপাদক সমস্ত কর্ম্মই বিনষ্ট হইয়া যায়। তাহাকে আর জন্ম-জরা-মরণাদি দুঃখ ভোগ করিতে হয় না, সেই ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিয়া চিরকাল পরমানন্দময় ব্রহ্মরূপে বিরাজ করিতে থাকেন ॥ ১১ ॥ সুরগণ! জীবগণের অভ্যন্তরে আত্মার স্বরূপ জ্ঞানের আধারস্বরূপ, বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের প্রকাশক, জ্যোতির্ম্ময় ও আনন্দময়

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ ১৩ ॥
ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম
পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বং বরিষ্ঠম্ ॥ ১৪ ॥

কথং তজ্জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদুচ্যতে ন তত্রেতি। তত্র তস্মিন্নাত্মভূতে ব্রহ্মণি ন সূর্য্যো ভাতি সূর্য্যোঽপি তদ্‌ব্রহ্ম ন প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। তথা চন্দ্রতারকং ইমা বিদ্যুতোঽপি ন ভান্তি ন প্রকাশয়ন্তি। কুতোঽয়মগ্নিঃ পূর্ব্বাপেক্ষয়া স্বল্পজ্যোতিঃ প্রকাশয়তি নৈব প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। কিং বহুনা যদিদং জগদ্ভাতি তত্তমেবাত্মানং স্বপ্রকাশত্বাদ্ভান্তং প্রকাশিতমনুভাত্যনুদীপ্যতে তস্যৈব ভাসা সর্ব্বমিদং সূর্য্যাদিজগদ্বিভাতীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

যন্ময়োক্তং ব্রহ্ম তদেব সত্যং রজ্জুস্থানীয়ং নান্যজ্জগৎসর্পস্থানীয়ং মৃষাত্বাৎ। তস্মাদিদমেবাশ্রয়ণীয়মিত্যভিপ্রায়েণ নিগমনস্থানীয়েন মন্ত্রেণোপসংহরতি ব্রহ্মৈবেদমিতি। ব্রহ্মৈবোক্তলক্ষণমিদং যৎপুরস্তাদগ্রে ব্রহ্মৈবাবিদ্যাদৃষ্টীনাং প্রত্যবভাসমানং তথা পশ্চাদ্‌ব্রহ্ম তথা দক্ষিণতশ্চ তথোত্তরেণ তথৈবাধস্তাদূর্দ্ধঞ্চ কিং বহুনা ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বং সমস্তং বরিষ্ঠমিদং জগৎ। অব্রহ্মপ্রত্যয়ঃ সর্ব্বোঽবিদ্যামাত্রো রজ্জ্বামিব সর্পপ্রত্যয়ো ব্রহ্মৈবেদং পরমার্থসত্যমিতি বেদানুশাসনমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

নামক এক কোশ বিদ্যমান আছে। তাহাতে অবিদ্যাদি অশেষ দোষরূপ রজো-মল-বিবর্জ্জিত, সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ, সর্ব্বাত্মা, অবয়ববর্জ্জিত, শুভ্র ও বিশুদ্ধ, সমস্ত প্রকাশাত্মক অগ্ন্যাদিরও প্রকাশক, পরম জ্যোতির্ম্ময়, শব্দাদি বিষয় ও বুদ্ধি প্রত্যয়ের সাক্ষীভূত পরমাত্মা অবস্থিত আছেন। যে বিবেকিগণ অতিশয় আয়াস দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে পারেন, তাঁহারাই আত্মবিদ্ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১২ ॥ গিরিবর! তিনি যেরূপে জ্যোতিষ্কগণেরও জ্যোতিঃস্বরূপ হন, তাহা নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। সেই সুবিমল পরব্রহ্মে জগৎপ্রকাশক সূর্য্যদেব প্রতিভাত হইয়া তাঁহাকে প্রকাশিত করেন না, প্রত্যুত সেই সূর্য্যই পরব্রহ্মের প্রভা দ্বারা অন্যান্য অনাত্ম পদার্থ সকল প্রকাশিত করিয়া থাকেন। এইরূপ চন্দ্র, তারকা অথবা বিদ্যুৎ প্রভৃতিও প্রতিভাত হইয়া যখন তাঁহাকে প্রকাশিত করে না, তখন আমাদিগের গোচরীভূত স্বল্প জ্যোতিঃ অগ্নি কিরূপে তাঁহাকে প্রকাশিত করিতে সমর্থ হইবে? একমাত্র তিনিই সকলের অন্তরে অনুস্যূত থাকিয়া প্রতিভাত হইতেছেন, তাহাতেই এই জগৎ অনুদীপিত হইতেছে। অতএব সেই পরব্রহ্মের প্রতিভা দ্বারা এই সমস্ত জগৎ প্রতিভাত হইতেছে, তাহার আর সন্দেহ নাই ॥ ১৩ ॥ দেবগণ! সেই অক্ষর পরব্রহ্মই অগ্রে এবং সেই অক্ষর পরব্রহ্মই পশ্চাদ্ ভাগে, দক্ষিণে, উত্তরে, অধোভাগে ও ঊর্দ্ধে বিদ্যমান রহিয়াছেন। অতএব এই অনন্ত বিশ্ব ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপধারী ব্রহ্মস্বরূপ

এতাদৃগনুভবো যস্য স কৃতার্থো নরোত্তমঃ।
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ॥ ১৫ ॥
দ্বিতীয়াদ্বৈভয়ং রাজংস্তদভাবাদ্বিভেতি ন।
ন তদ্বিয়োগো মেঽপ্যস্তি মদ্বিয়োগোঽপি তস্য ন ॥ ১৬ ॥
অহমেব স সোঽহং বৈনিশ্চিতং বিদ্ধি পর্ব্বত!।
মদ্দর্শনন্তু তত্র স্যাদ্যত্র জ্ঞানী স্থিতো মম ॥ ১৭ ॥
নাহং তীর্থে ন কৈলাসে বৈকুণ্ঠে বা ন কর্হিচিৎ।
বসামি কিন্তু মজ্জ্ঞানিহৃদয়াম্ভোজমধ্যমে ॥ ১৮ ॥
মৎপূজাকোটিফলদং সকৃন্মজ্জ্ঞানিনোঽর্চ্চনম্।
কুলং পবিত্রং তস্যাস্তি জননী কৃতকৃত্যকা।
বিশ্বম্ভরা পুণ্যবতী চিল্লয়ো যস্য চেতসঃ ॥ ১৯ ॥

এতাদৃশানুভবতঃ কৃতার্থত্বমাহ এতাদৃগিতি ॥ ১৫ ॥

দ্বিতীয়াদিতি। তদভাবাৎ দ্বিতীয়স্য ভয়কারণস্যাভাবাৎ ব্রহ্মবিন্ন বিভেতীত্যর্থঃ। তেন মম কদাপি বিয়োগো নাস্তীত্যাহ ন তদ্বিয়োগ ইতি ॥ ১৬ ॥

অহমেবেতি। অহং যাস্মি সা স জ্ঞান্যস্তীত্যর্থঃ। স জ্ঞানী যোঽস্তি সোঽহমেবাস্মীত্যর্থঃ। ব্যতিহারেণ দৃঢ়াভেদো দর্শিতঃ ॥ ১৭ ॥

অহং জ্ঞানিহৃদয়ে এব তিষ্ঠামীত্যাহ নাহং তীর্থে ইতি ॥ ১৮ ॥

কৃতকৃত্যকা। স্বার্থে কন্ প্রত্যয়ঃ। যস্য পুরুষস্য চেতসশ্চিতি পরমাত্মনি লয়ো জাতস্তেন পুরুষেণ বিশ্বম্ভরা পৃথিবী পুণ্যবতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

জানিও, অতএব সেই সর্ব্বোপদ্রব-বিরহিত সর্ব্বদুঃখনিবারক পরব্রহ্মকে আশ্রয় করা একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ১৪ ॥

গিরিরাজ! যে নরবর এইরূপে অনুভব করিতে পারেন, তিনিই সারূপ্য লাভ করিতে সমর্থ হন। তাঁহার আত্মা অখিল-মলবিবর্জ্জিত হইয়া প্রসন্ন হয়। সেই ব্যক্তি কৃতার্থ হইয়া বাসনা বিসর্জ্জন করেন। তাঁহাকে আর কখন শোক পাইতে হয় না ॥১৫॥ রাজন্! মায়াজনিত দ্বৈতভাবই ভয়ের কারণ। ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি যখন ব্রহ্মের সহিত অদ্বৈতভাব প্রাপ্ত হন, তখন তাঁহার দ্বৈতভাবের অভাব হয়। অতএব তিনি তখন আর ভীত হয়েন না। সেই দ্বৈতভাব-বর্জ্জিত ব্যক্তির সহিত আমার এবং আমার সহিত তাহার বিয়োগ কখনই সম্ভব হয় না ॥১৬॥ গিরিবর! তুমি নিশ্চয় জানিও যে, আমিই সেই জ্ঞানী ব্যক্তি এবং সেই জ্ঞানী ব্যক্তিই আমি। সেই মৎপরায়ণ জ্ঞানীব্যক্তি যে স্থানেই অবস্থিতি করেন, সেই স্থানেই আমার দর্শন-লাভে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥১৭॥ আমি তীর্থে অবস্থিতি করি না, আমি কৈলাসে অবস্থিতি করি না, আমি বৈকুণ্ঠেও অবস্থিতি করি না, আমি কেবল মৎপরায়ণ জ্ঞানিজনের হৃৎপদ্ম-মধ্যে বাস করিয়া থাকি ॥ ১৮ ॥ যে নরবর মন্নিষ্ঠ জ্ঞানিব্যক্তির একবার মাত্র অর্চ্চনা

ব্রহ্মজ্ঞানস্ত যৎপৃষ্টং ত্বয়া পর্ব্বতসত্তম ! ।
কথিতং তন্ময়া সর্ব্বং নাতো বক্তব্যমস্তি হি ॥ ২০ ॥
ইদং জ্যেষ্ঠায় পুত্রায় ভক্তিযুক্তায় শীলিনে।
শিষ্যায় চ যথোক্তায় বক্তব্যং নান্যথা ক্বচিৎ ॥ ২১ ॥
যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ২২ ॥
যেনোপদিষ্টা বিদ্যেয়ং স এব পরমেশ্বরঃ।
যস্যায়ং সুকৃতং কর্ত্তুমসমর্থস্ততোঋণী ॥ ২৩ ॥
পিত্রোরপ্যধিকঃ প্রোক্তো ব্রহ্মজন্মপ্রদায়কঃ।
পিতৃজাতং জন্ম নষ্টং নেত্থং জাতং কদাচন ॥ ২৪ ॥

নাতো বক্তব্যমস্তীতি। ইতঃপরমধিকো বক্তব্যাংশো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥
বিদ্যোপদেশপাত্রমুপদিশতি ইদং জ্যেষ্ঠায়েতি। যথোক্তায় শাস্ত্রোক্তলক্ষণযুক্তায় ॥ ২১ ॥
গুরুপ্রসাদং বিনা পরমেশ্বরপ্রসাদং বিনা কদাপি ব্রহ্মবিদ্যা ন ভবতীত্যাহ যস্য দেবে ইতি। শ্রুতিরিয়ম্ ॥ ২২ ॥
বিদ্যেয়মিতি। ব্রহ্মবিদ্যেত্যর্থঃ। সুকৃতমুপকারং তস্য গুরোঃ কর্ত্তুময়ং শিষ্যো যতোঽসমর্থস্ততোঽয়ং শিষ্যস্তস্য গুরোর্যাবজ্জীবপর্য্যন্তং ঋণীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥
ব্রহ্মজন্ম ব্রহ্মরূপেণ জন্ম। পিতৃজাতং জন্মমরণে সতি নষ্টং ভবেন্নেত্থং ব্রহ্মরূপেণ জাতং কদাচিদপি নষ্টং ভবেত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

করে, সেই ব্যক্তি মদীয় পূজার কোটি গুণ ফল প্রাপ্ত হয়। তাহার কুল পবিত্র এবং তাহার জননী কৃতকৃত্য হইয়া থাকে। যাঁহার চিত্ত চৈতন্যরূপ ব্রহ্মপদার্থে বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি দ্বারা বসুমতী পুণ্যবতী হইয়া থাকেন, তাহাতে সংশয় নাই ॥ ১৯ ॥ হে পর্ব্বতপ্রবর ! তুমি আমাকে ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমস্তই তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, অতঃপর আর বক্তব্য বিষয় কিছুই নাই ॥ ২০ ॥ হে অচলেন্দ্র ! এই ব্রহ্মবিদ্যা ভক্তিযুক্ত ও সৎস্বভাবান্বিত জ্যেষ্ঠপুত্র এবং শাস্ত্রোক্ত গুণসম্পন্ন শিষ্যকেই প্রদান করা কর্ত্তব্য, অন্য কাহাকেও ইহা প্রদান করা বিধেয় নহে ॥ ২১ ॥ যে ব্যক্তির স্বীয় ইষ্টদেবতার প্রতি পরমা ভক্তি থাকে এবং যেমন ইষ্টদেবতায় সেইরূপ গুরুর প্রতিও অচলা ভক্তি থাকে, মহাত্মাগণ তাহারি নিকট উপরি উক্ত ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥ যিনি এই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেন, তিনিই পরমেশ্বর, তাঁহার উপকার পরিশোধ করিতে কেহই সমর্থ হয় না, অতএব শিষ্যগণ গুরুর নিকট যাবজ্জীবন ঋণী হইয়া থাকে ॥২৩॥ যিনি মানবগণকে ব্রহ্মরূপে জন্মদান করেন, তিনি পিতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ও মাননীয় সন্দেহ নাই, যেহেতু পিতা যে জন্ম প্রদান করেন তাহা বিনষ্ট হয়, কিন্তু

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

হিমালয় উবাচ।

স্বীয়াং ভক্তিং বদস্বাম্ব ! যেন জ্ঞানং সুখেন হি।
জায়েত মনুজস্যাস্য মধ্যমস্যাবিরাগিণঃ ॥ ১ ॥

দেব্যুবাচ।

মার্গাস্ত্রয়ো মে বিখ্যাতা মোক্ষপ্রাপ্তৌ নগাধিপ !।
কর্ম্মযোগো জ্ঞানযোগো ভক্তিযোগশ্চ সত্তম ! ॥ ২ ॥
ত্রয়াণামপ্যয়ং যোগ্যঃ কর্ত্তুং শক্যোঽস্তি সর্ব্বথা।
সুলভত্বান্মানসত্বাৎকায়চিত্তাদ্যপীড়নাৎ ॥ ৩ ॥
গুণভেদাৎ মনুষ্যাণাং সা ভক্তিস্ত্রিবিধা মতা ॥ ৪ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ চত্বারিংশৎপদ্যৈরথ সাদরম্।
ভক্তিস্বরূপমহিমা যথাবদনুবর্ণ্যতে ॥

পূর্ব্বং যস্ত দেবে পরা ভক্তিরিত্যুক্তং তত্র ভক্তিস্বরূপং পৃচ্ছতি স্বীয়াং ভক্তিমিতি। মধ্যমস্ত মধ্যমাধিকারিণো বিরাগিণো ভক্তিরহিতস্যাপি দুর্লভং জ্ঞানং যেন ভক্তিহেতুনা জায়েত তাং ভক্তিং বদেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

মোক্ষপ্রাপ্তৌ ত্রয়োমার্গাঃ কর্ম্মোপাসনাজ্ঞানভেদেন ত্রিবিধাঃ। তত্র জ্ঞানমার্গঃ। সাক্ষান্মোক্ষসাধনমিতরৌ চিত্তশুদ্ধিদ্বারেতি বিবেকঃ। তানেব মার্গান্ দর্শয়তি কর্ম্মযোগ ইতি। ভক্তিযোগ উপাসনাযোগ ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

ত্রয়াণামপি মার্গাণাং মধ্যে তন্মার্গগামিনাং ত্রয়াণামপি পুরুষাণাময়ং ভক্তিযোগঃ। কর্ত্তুং যোগ্যঃ শক্যশ্চ ভবতি। কুত ইতি চেদস্য ভক্তিযোগস্যান্যাপেক্ষয়া সুলভত্বান্মানসত্বাৎ দ্রব্যব্যয়শরীরায়াসমন্তরেণ কেবলং মনোবৃত্ত্যৈব সম্পাদ্যত্বাৎ। যস্মিন্ ভক্তিযোগে কায়চিত্তদ্রব্যব্যয়াদিপীড়নাভাবো ভবতি তস্মাদিত্যর্থঃ। তস্মাৎ সর্ব্বৈরপ্যয়ং ভক্তিযোগো নিয়মেনাশ্রয়িতব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তত্র ভক্তেস্ত্রৈবিধ্যমুপদিশতি গুণভেদাদিতি। মনুষ্যাণাং মনুষ্যসম্বন্ধিনাং গুণানাং সত্ত্বরজস্তমোরূপাণাং ভেদাৎ ভক্তিরপি ত্রিবিধা। সাত্ত্বিকরাজসতামসভেদেন ত্রিবিধা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

হিমালয় কহিলেন, মাতঃ ! অবিরাগী মধ্যম মনুষ্যগণের যাহাতে সুখে জ্ঞানলাভ হয়, এক্ষণে আপনি সেই স্বীয় ভক্তিযোগ কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥ দেবী কহিলেন, নগেন্দ্র ! মোক্ষ প্রাপ্তি বিষয়ে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ এই তিনটি পন্থাই বিখ্যাত ॥ ২ ॥ উক্ত যোগত্রয়ের মধ্যে ভক্তিযোগই সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ। কারণ, এই যোগে না অর্থ ব্যয়, না শারীরিক ক্লেশ, না চিত্তের একাগ্রতা-সাধন, কিছুই নাই; কেবল মনোবৃত্তি চালনা করিলেই সকলে অনায়াসে ইহা সাধন করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩ ॥ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন প্রকার গুণভেদে মনুষ্যগণের ভক্তিও তিন প্রকার ॥ ৪ ॥ যে ব্যক্তি মাৎসর্য্য ও

পরপীড়াং সমুদ্দিশ্য দম্ভং কৃত্বা পুরঃসরম্।
মাৎসর্য্যক্রোধযুক্তো যস্তস্য ভক্তিস্তু তামসী ॥ ৫ ॥
পরপীড়াদিরহিতঃ স্বকল্যাণার্থমেব চ।
নিত্যং সকামো হৃদয়ে যশোঽর্থী ভোগলোলুপঃ ॥ ৬ ॥
তত্তৎফলসমাবাপ্ত্যৈ মামুপাস্তেঽতিভক্তিতঃ।
ভেদবুদ্ধ্যা তু মাং স্বস্মাদন্যাং জানাতি পামরঃ।
তস্য ভক্তিঃ সমাখ্যাতা নগাধিপ ! তু রাজসী ॥ ৭ ॥
পরমেশার্পণং কর্ম্ম পাপসংক্ষালনায় চ।
বেদোক্তত্বাদবশ্যং তৎকর্ত্তব্যন্তু ময়ানিশম্ ॥ ৮ ॥
ইতি নিশ্চিতবুদ্ধিস্তু ভেদবুদ্ধিমুপাশ্রিতঃ।
করোতি প্রীতয়ে কর্ম্ম ভক্তিঃ সা নগ ! সাত্ত্বিকী ॥ ৯ ॥
পরভক্তেঃ প্রাপিকেয়ং ভেদবুদ্ধ্যবলম্বনাৎ।
পূর্ব্বপ্রোক্তে হ্যুভে ভক্তী ন পরপ্রাপিকে মতে ॥ ১০ ॥

ত্রিবিধভক্তিস্বরূপমাহ পরপীড়ামিতি। অন্যনাশার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৫—৬ ॥

ভেদবুদ্ধ্যা জীবেশ্বরয়োর্ভেদবুদ্ধ্যা মাং সর্ব্বেশ্বরীং স্বস্মাদন্যাং ভিন্নাং জানাতি যতঃ পামরঃ ॥ ৭—৮ ॥

ভেদবুদ্ধিমুপাশ্রিত ইতি। অয়মপি সাত্ত্বিকঃ পুরুষো ভেদবুদ্ধিং জীবেশ্বরয়োঃ পৃথক্ত্ব-বুদ্ধিমাশ্রিত্যৈব ভক্তিং করোতীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

ত্রিবিধভক্তিস্বরূপমুপদিশ্য তিসৃণাং ভক্তীনাং মধ্যে দ্বয়োর্হেয়ত্বমেকস্যা গ্রাহ্যত্বমাহ পর-ভক্তেরিতি। সা পরানুরক্তিরীশ্বরে ইতি লক্ষণলক্ষিতায়াঃ পরভক্তেঃ পরপ্রেমরূপায়া ইয়ং সাত্ত্বিকী ভক্তিঃ প্রাপিকা ভবতি। তত ইয়মাশ্রয়ণীয়েতিভাবঃ। নন্বিয়ং পরভক্তিঃ কুতো

ক্রোধাদি সংযুক্ত হইয়া দম্ভ প্রকাশ পুরঃসর অন্যের বিনাশের নিমিত্ত ভক্তিযোগে আমার উপাসনা করে, তাহার সে ভক্তিকে তামসী ভক্তি কহে ॥ ৫ ॥ যে ব্যক্তি পরানিষ্ট উদ্দেশ না করিয়া কেবল আপনার কল্যাণের নিমিত্ত মনে মনে কোনও কামনা করে বা যশ ও ইন্দ্রিয়ার্থ লোলুপ হয় এবং তাহার ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত অজ্ঞতাপ্রযুক্ত আপনাকে আমা হইতে বিভিন্ন বোধ করিয়া অতিশয় ভক্তিযোগে আমার উপাসনা করে, তাহার সেই ভক্তিকে রাজসী ভক্তি কহে ॥৬—৭॥ যে মানব, জীব ও ঈশ্বরে ভেদ বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া (ভক্তিযোগে ভেদবুদ্ধি নিয়তই বিদ্যমান থাকে) স্বীয় পাপ ক্ষালনের নিমিত্ত "এই বিধি বেদে উক্ত হইয়াছে, অতএব ইহা অনুষ্ঠান করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য" এইরূপ নিশ্চিত বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক আমার উপাসনা করিয়া সেই কর্ম্ম সকল পরমেশ্বরে অর্পণ করে, তাহার সেই ভক্তিকে সাত্ত্বিকী ভক্তি কহে ॥ ৮—৯ ॥ এই সাত্ত্বিকী ভক্তি পরম প্রেমরূপা পরমাত্মভক্তির প্রাপিকা (প্রদায়িকা) হয়, কিন্তু ইহাতে ভেদবুদ্ধি বিদ্যমান থাকে

অধুনা পরভক্তিস্তু প্রোচ্যমানাং নিবোধ মে।
মদ্‌গুণশ্রবণং নিত্যং মম নামানুকীর্ত্তনম্ ॥ ১১ ॥
কল্যাণগুণরত্নানামাকরায়াং ময়ি স্থিরম্।
চেতসো বর্ত্তনঞ্চৈব তৈলধারাসমং সদা ॥ ১২ ॥
হেতুস্তু তত্র কো বাপি ন কদাচিদ্ভবেদপি।
সামীপ্যসার্ষ্টিসাযুজ্যসালোক্যানাং ন চেষণা ॥ ১৩ ॥
মৎসেবাতোঽধিকং কিঞ্চিন্নৈব জানাতি কর্হিচিৎ।
সেব্যসেবকতাভাবাত্তত্র মোক্ষং ন বাঞ্ছতি ॥ ১৪ ॥

নেতি চেত্তত্রাহ ভেদবুদ্ধ্যাবলম্বনাদিতি। অস্যাং ভেদবুদ্ধির্বর্ত্তত ইত্যাত্মসদৃশপ্রেম্ণোঽত্রা-সম্ভবান্নেয়ং পরাভক্তিরিত্যর্থঃ। পরপ্রেমাত্মাত্মন্যেব সম্ভবতি তদেতৎপ্রেয়ঃ। পুত্রাৎপ্রেয়ো বিত্তাৎপ্রেয়ঃ। সর্ব্বস্মাদ্যদন্তরতরমিত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। পূর্ব্বপ্রোক্তে দ্বে ভক্তী তু ন র-ভক্তিপ্রাপিকে ততস্তে উভে অপি ত্যাজ্যে ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

পরভক্তিস্বরূপমাহ অধুনেতি ॥ ১১ ॥

তৈলধারা যথা ব্যুচ্ছিন্না ন ভবতি তদ্বদিদমপি চেতো ধ্যানমধ্যে বিষয়েষু ন গচ্ছতী-ত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

হেতুরিতি। এতাদৃশধ্যানে হেতুঃ ফলং কো বাপি কোপি কদাচিদপি নৈব ভবেৎ কিন্তু কেবলং মৎপ্রীত্যর্থং ময়ি পরমানুরাগেণৈব চেতসোঽনুবর্ত্তনং করোতীত্যর্থঃ। সামী-প্যাদিলোকেচ্ছয়াপি ন মদারাধনং করোতি কিন্তু প্রেম্ণৈবেত্যাহ সামীপ্যেতি ॥ ১৩ ॥

সেব্যসেবকত্বেতি। ল্যব্লোপে পঞ্চমী। সেব্যসেবকভাবং বিহায়েত্যর্থঃ। মদারাধন-মেবেচ্ছতি ন মোক্ষমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

বলিয়া ইহা পরাভক্তি অর্থাৎ পরম প্রেমরূপ পরমাত্মভক্তি হইতে পারে না; যেহেতু পরমপ্রেম আত্মাতেই সম্ভব হয়, অন্যে তাহা সম্ভব হয় না। নগবর! তুমি বিশেষ বিবে-চনা করিয়া দেখ যে, সেই সাত্ত্বিকী-ভক্তিমান্ ব্যক্তির ব্রহ্মরূপিণী আমাতে ও তদীয় জীবাত্মাতে ভেদবুদ্ধি বিদ্যমান থাকে, অতএব কোনরূপেই ইহাকে পরাভক্তি বলা যাইতে পারে না, কিন্তু ইহা পরাভক্তির প্রাপিকা হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ এই সাত্ত্বিকী ভক্তিই অবলম্বন করিবেন, আর পূর্ব্বোক্ত তামসী ও রাজসী ভক্তি পরাভক্তির প্রাপিকা হয় না, অতএব বুধগণ উক্ত ভক্তিদ্বয়ের আশ্রয় গ্রহণ কদাপি করিবেন না ॥ ১০ ॥

হিমবন্! এক্ষণে আমি পরাভক্তির বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি নিয়তই আমার গুণ শ্রবণ ও আমার নাম কীর্ত্তন করে, কল্যাণরত্ন ও গুণরত্নের আকরস্বরূপ আমাতে যাহার মন তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নরূপে সততই অবস্থিত থাকে ॥ ১১—১২ ॥ কিন্তু তাহাতে কোনও প্রকার হেতু অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষা, এমন কি সামীপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য ও সালোক্যাদি মুক্তিকামনা বিদ্যমান থাকে না,

পরানুরক্ত্যা মামেব চিন্তয়েদ্যো হ্যতন্দ্রিতঃ।
স্বাভেদেনৈব মাং নিত্যং জানাতি ন বিভেদতঃ॥ ১৫॥
মদ্রূপত্বেন জীবানাং চিন্তনং কুরুতে তু যঃ।
যথা স্বস্যাত্মনি প্রীতিস্তথৈব চ পরাত্মনি॥ ১৬॥
চৈতন্যস্য সমানত্বান্ন ভেদং কুরুতে তু যঃ।
সর্ব্বত্র বর্ত্তমানাং মাং সর্ব্বরূপাঞ্চ সর্ব্বদা॥ ১৭॥
নমতে যজতে চৈবাপ্যাচাণ্ডালান্তমীশ্বর!।
ন কুত্রাপি দ্রোহবুদ্ধিং কুরুতে ভেদবর্জ্জনাৎ॥ ১৮॥
মৎস্থানদর্শনে শ্রদ্ধা মদ্ভক্তদর্শনে তথা।
মচ্ছাস্ত্রশ্রবণে শ্রদ্ধা মন্ত্রতন্ত্রাদিষু প্রভো!॥ ১৯॥
ময়ি প্রেমাকুলমতী রোমাঞ্চিততনুঃ সদা।
প্রেমাশ্রুজলপূর্ণাক্ষঃ কণ্ঠগদ্গদনিঃস্বনঃ॥ ২০॥

স্বাভেদেনৈবেতি। অহমেব সচ্চিদানন্দরূপিণী ভগবত্যস্মীতি ভাবনয়েত্যর্থঃ॥১৫—১৭॥
ঈশ্বর! হে পর্ব্বতরাজ! ভেদবর্জ্জনাৎ সর্ব্বত্র চৈতন্যরূপেণৈব ভগবত্যস্তি ন দ্বিতীয়েতি ভেদনিরাসাদিত্যর্থঃ॥ ১৮॥
মৎস্থানেতি। তানি চ বক্ষ্যমাণানি পূর্ব্বোক্তানি চ স্থানানি। মচ্ছাস্ত্রং শক্তিদর্শনং তথা দেবীভাগবতং বেদান্তঞ্চ॥ ১৯—২১॥

যে ব্যক্তি কেবল প্রেমপূর্ণ হইয়া আমারই আরাধনা করিয়া থাকে, যে ব্যক্তি আমার সেবা অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট আর দ্বিতীয় জানে না, যে ব্যক্তি সেব্য ও সেবকভাব পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষ বাঞ্ছাও করে না॥ ১৩—১৪॥ যে ব্যক্তি অতন্দ্রিত হইয়া পরমপ্রেম দ্বারা নিয়ত আমারই ধ্যান করিয়া থাকে, যে ব্যক্তি আমাকে আপনার সহিত ভিন্ন না করিয়া 'আমিই সচ্চিদানন্দরূপিণী ভগবতী' এইরূপ অভিন্ন জ্ঞান করে॥ ১৫॥ যে ব্যক্তি অখিল জীবগণকে আমার স্বরূপ বলিয়া মনে করে, আর আপনাতে যেরূপ প্রীতি, পরমাত্মরূপিণী আমাতেও সেইরূপ প্রীতিবোধ করিয়া থাকে॥ ১৬॥ চৈতন্যের সমানত্ব হেতু যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র বর্ত্তমানা ও সর্ব্বরূপিণী আমার সহিত সর্ব্বদাই সর্ব্ব জীবের অভিন্নত্ব জ্ঞান করে॥ ১৭॥ যে ব্যক্তি ভেদ বুদ্ধির পরিবর্জ্জন হেতু চণ্ডালাদি সমস্ত জীবকেই সমাদর পূজা ও নমস্কার করিয়া সর্ব্বত্র দ্রোহবুদ্ধি পরিহার করে॥ ১৮॥ যে ব্যক্তি আমার স্থান দর্শনে, আমার ভক্তগণের দর্শনে, মদীয় শাস্ত্র শ্রবণে এবং আমার মন্ত্রাদি মননে শ্রদ্ধা করে॥ ১৯॥ যে ব্যক্তি আমার প্রতি প্রেমবশে আকুলচিত্ত ও রোমাঞ্চিত হয়, যাহার নয়নদ্বয় নিয়তই আমার প্রেমাশ্রু দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, যে ব্যক্তি আমার প্রতি প্রেমভরে গদ্গদস্বরে মদীয় গুণকীর্ত্তন ও মদীয় নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে॥ ২০॥ যে ব্যক্তি

অনন্যেনৈব ভাবেন পূজয়েদ্যো নগাধিপ ! ।
মামীশ্বরীং জগদ্‌যোনিং সর্ব্বকারণকারণাম্ ॥ ২১ ॥
ব্রতানি মম দিব্যানি নিত্যনৈমিত্তিকান্যপি ।
নিত্যং যঃ কুরুতে ভক্ত্যা বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ ॥ ২২ ॥
মদুৎসবদিদৃক্ষা চ মদুৎসবকৃতিস্তথা ।
জায়তে যস্য নিয়তং স্বভাবাদেব ভূধর ! ॥ ২৩ ॥
উচ্চৈর্গায়ংশ্চ নামানি মমৈব খলু নৃত্যতি ।
অহঙ্কারাদিরহিতো দেহতাদাত্ম্যবর্জ্জিতঃ ॥ ২৪ ॥
প্রারব্ধেন যথা যচ্চ ক্রিয়তে তত্তথা ভবেৎ ।
ন মে চিন্তাস্তি তত্রাপি দেহসংরক্ষণাদিষু ॥ ২৫ ॥
ইতি ভক্তিস্তু যা প্রোক্তা পরভক্তিস্তু সা স্মৃতা ।
যস্যাং দেব্যতিরিক্তন্তু ন কিঞ্চিদপি ভাব্যতে ॥ ২৬ ॥
ইত্থং জাতা পরাভক্তির্যস্য ভূধর ! তত্ত্বতঃ ।
তদৈব তস্য চিন্মাত্রে মদ্রূপে বিলয়ো ভবেৎ ॥ ২৭ ॥

ব্রতানীতি। তানি বক্ষ্যমাণানি ॥ ২২ ॥

মদুৎসবেতি। তে চোৎসবা বক্ষ্যমাণাঃ। অন্তকৃতোৎসবদর্শনেচ্ছাচেত্যর্থঃ। স্বতোঽপি মদুৎসবকৃতির্মদুৎসবকরণমিত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥

প্রারব্ধেনেতি। প্রারব্ধাধীনং সর্ব্বং জ্ঞাত্বা কামপি মৎস্বরূপচিন্তাতিরিক্তাং চিন্তাং ন করোতীত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥

ইত্থং পরভক্ত্যা স্বস্বরূপে চিত্তলয়যোগ্যতা ভবতীত্যাহ তদৈবেতি ॥ ২৭ ॥

অনন্তভাবে জগদ্‌যোনি, সর্ব্ব কারণের কারণরূপিণী পরমেশ্বরী ব্রহ্মরূপিণী আমার পূজা করে ॥ ২১ ॥ যে ব্যক্তি বিত্তশাঠ্য না করিয়া পরম ভক্তিসহকারে নিয়তই নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য এবং মদীয় ব্রত সমূহের অনুষ্ঠান করে ॥ ২২ ॥ যে ব্যক্তি স্বভাবতই আমার উৎসব করণে ও আমার উৎসব দর্শনে নিরত বাসনা করে ॥ ২৩ ॥ যে ব্যক্তি "এই দেহ আমার নহে" এইরূপে দেহাত্মজ্ঞানরহিত এবং অহঙ্কারাদি বর্জ্জিত হইয়া প্রেমভরে উচ্চৈঃস্বরে আমার নাম সকল গান করত নৃত্য করে ॥ ২৪ ॥ আর যে ব্যক্তি "প্রারব্ধ অর্থাৎ পূর্ব্বকর্ম্মজনিত অদৃষ্টবশে যাহা যাহা করা যায়, এই জগতে সেই সেই কার্য্যই ঘটিয়া থাকে, অতএব দেহ রক্ষণাদির নিমিত্ত আমার চিন্তার প্রয়োজন নাই" এইরূপ জ্ঞান করিয়া মদীয় চিন্তা ব্যতিরিক্ত অন্য কোন চিন্তাপর না হইয়া তদীয় জীবাত্মায় ও চিদানন্দরূপিণী আমায় একাত্মতা জ্ঞান করে, হে নগেন্দ্র! তাহার সেই ভক্তিই পরাভক্তি বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। তাহাতে দেবী ভিন্ন অন্য কোনও ভাবনা

ভক্তেস্তু যা পরাকাষ্ঠা সৈব জ্ঞানং প্রকীর্ত্তিতম্।
বৈরাগ্যস্য চ সীমা সা জ্ঞানে তদুভয়ং যতঃ ॥ ২৮ ॥
ভক্তৌ কৃতায়াং যস্যাপি প্রারব্ধবশতো নগ ! ।
ন জায়তে মম জ্ঞানং মণিদ্বীপং স গচ্ছতি ॥ ২৯ ॥
তত্র গত্বাখিলান্ ভোগাননিচ্ছন্নপি চর্চ্ছতি।
তদন্তে মম চিদ্রূপজ্ঞানং সম্যগ্ ভবেন্নগ ! ।
তেন মুক্তঃ সদৈব স্যাজ্জ্ঞানাৎ মুক্তির্ন চান্যথা ॥ ৩০ ॥
ইহৈব যস্য জ্ঞানং স্যাদ্ধৃদ্গতপ্রত্যগাত্মনঃ ॥ ৩১ ॥
মম সম্বিৎপরতনোস্তস্য প্রাণা ব্রজন্তি ন।
ব্রহ্মৈব সংস্তদাপ্নোতি ব্রহ্মৈব ব্রহ্ম বেদ যঃ ॥ ৩২ ॥

ভক্তেস্ত্বিতি। যতো জ্ঞানে সতি ভক্তিবৈরাগ্যে সাঙ্গে সম্পূর্ণে সিধ্যতস্তস্মাদ্ভক্তে র্বৈরাগ্যস্য চ যা পরাকাষ্ঠা সা জ্ঞানমিত্যর্থঃ। তদুক্তং বিষ্ণুভাগবতে। ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককাল ইতি ॥ ২৮ ॥
মণিদ্বীপং পূর্ব্বোক্তং দ্বাদশস্কন্ধে বক্ষ্যমাণঞ্চ ॥ ২৯ ॥
চর্চ্ছতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩১ ॥
সংবিৎপরতনোরিতি প্রত্যগাত্মবিশেষণম্। তস্য প্রাণা ইতি। ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তীতি শ্রুতেঃ ॥ ৩২ ॥

অবকাশ লাভ করিতে পারে না ॥২৫-২৬॥ হে ভূধর ! যে ব্যক্তির হৃদয় যথার্থই এই প্রকার পরাভক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ আমার চিন্মাত্ররূপে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥ হে নগেন্দ্র ! বুধগণ ভক্তি এবং বৈরাগ্যের চরম সীমাকেই জ্ঞান কহিয়া থাকেন, কারণ জ্ঞানের উদয় হইলে ভক্তি ও বৈরাগ্যের সম্পূর্ণতা সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥ ভক্তি করিলেও প্রারব্ধ বশতঃ যে ব্যক্তির মদীয় জ্ঞান না হয়, সেই ব্যক্তি মণি দ্বীপে গমন করে ॥২৯॥ নগবর ! সেই নর সেখানে গমন করিয়া ইচ্ছা না করিলেও সমস্ত ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হয় এবং তৎপরে আমার চিদ্রূপ জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে। সেই জ্ঞান দ্বারা সে নিত্য মুক্তি প্রাপ্ত হয়। গিরিবর ! তুমি নিশ্চয় জানিও যে, জ্ঞান ব্যতিরেকে আর কিছুতেই মুক্তি লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ৩০ ॥ এই স্থানেই যে ব্যক্তির আমার সংবিদ্রূপ পরম তনু স্বরূপ সেই হৃদ্গত প্রত্যগাত্মার জ্ঞান হয়, সেই ব্যক্তির প্রাণ আর উৎক্রমণ করিয়া জন্মগ্রহণ করে না, সে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। এই বিষয়ে শ্রুতি আছে যে, "যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানিতে পারে সেই ব্যক্তিই ব্রহ্ম হইয়া থাকে।" কণ্ঠচামীকরন্যায়ে জ্ঞানদ্বারা তাহার সমস্ত অজ্ঞান দূরীভূত হইয়া যায়। এইরূপে জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান বিনাশ হইলে লভ্য বস্তু

কণ্ঠচামীকরসমমজ্ঞানাত্তু তিরোহিতম্।
জ্ঞানাদজ্ঞাননাশেন লব্ধমেব হি লভ্যতে॥ ৩৩॥
বিদিতাবিদিতাদন্যন্নগোত্তম! বপুর্ম্মম।
যথাদর্শে তথাত্মনি যথা জলে তথা পিতৃলোকে॥ ৩৪॥
ছায়াতপৌ যথা স্বচ্ছৌ বিবিক্তৌ তদ্বদেব হি।
মম লোকে ভবেজ্জ্ঞানং দ্বৈতভানবিবর্জ্জিতম্॥ ৩৫॥
যস্তু বৈরাগ্যবানেব জ্ঞানহীনো ম্রিয়েত চেৎ।
ব্রহ্মলোকে বসেন্নিত্যং যাবৎকল্পং ততঃপরম্॥ ৩৬॥
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে ভবেত্তস্য জনিঃ পুনঃ।
করোতি সাধনং পশ্চাত্ততো জ্ঞানং হি জায়তে॥ ৩৭॥
অনেকজন্মভীরাজন্! জ্ঞানং স্যান্নৈকজন্মনা।
ততঃ সর্ব্বপ্রযত্নেন জ্ঞানার্থং যত্নমাশ্রয়েৎ॥ ৩৮॥

কণ্ঠচামীকরেতি। যথা কণ্ঠগতং বিদ্যমানমেব চামীকরং স্বর্ণমজ্ঞানেন স্বর্ণং তিরোভূতং জ্ঞানেনাজ্ঞাননাশে সতি তদেব প্রাপ্যতে নান্যত্তদ্বদেব বিদ্যমানমেবাত্মরূপমজ্ঞানেন তিরোভূতংপশ্চাজ্জ্ঞানেনাজ্ঞাননাশে সতি তদেব প্রাপ্যতে নান্যদিত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

বিদিতাবিদিতাদিতি। বিদিতং কার্য্যং ঘটাদি। অবিদিতং কারণং মায়ারূপং তস্মাদন্যদিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধীতি। এতদর্থস্তু মৎকৃতে কেনোপনিষদ্ভাষ্যব্যাখ্যানে দ্রষ্টব্যঃ। যথাদর্শে প্রতিবিম্বং পততি তদ্বদাত্মন্যস্মিন্ দেহেঽনুভবো ভবতীত্যর্থঃ। যথা জলে প্রতিবিম্বং পূর্ব্বাপেক্ষয়া বিবিক্তং তথা পিতৃলোকেঽনুভবো ভবতীত্যর্থঃ॥ ৩৪॥

মম লোকে মণিদ্বীপে। ছায়াতপয়োরিবাত্যন্তবিবিক্তানুভব ইত্যর্থঃ॥ ৩৫—৩৮

লাভ হইয়া থাকে॥৩১—৩৩॥ হে নগবর! আমার চিদ্রূপ তনু, বিদিত ঘটাদি এবং অবিদিত মায়ারূপ হইতে ভিন্ন। যেরূপ আদর্শে প্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেইরূপ আত্মভিন্ন দেহে পরমাত্মার ভান এবং যেরূপ জলে প্রতিবিম্ব পতিত হয় সেইরূপ পিতৃলোকে পরমাত্মার ভান হইয়া থাকে॥ ৩৪॥ যেরূপ ছায়া ও আতপের পরস্পর ভেদ পরিস্ফুটরূপে জ্ঞান হয়, সেইরূপ মদীয় মণিদ্বীপে দ্বৈতভানবর্জ্জিত জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে॥ ৩৫॥ যে ব্যক্তির বৈরাগ্যের উদয় হয়, সে ব্যক্তি যদি জ্ঞানহীন হইয়াও প্রাণত্যাগ করে, তথাপি কল্পকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া থাকে। অনন্তর সেই শ্রীমান্ ব্যক্তির বিশুদ্ধবংশে জন্ম লাভ হয়, তৎপরে সেই ব্যক্তি যোগ সাধন আরম্ভ করে, তদনন্তর তাহার জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে॥ ৩৬—৩৭॥ গিরিরাজ! অনেক জন্ম দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়, এক জন্মে তাহার লাভ হয় না, অতএব জ্ঞান লাভের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য॥ ৩৮॥ এই

নোচেন্মহান্বিনাশঃ স্যাজ্জন্মৈতদ্দুর্লভং পুনঃ।
তত্রাপি প্রথমে বর্ণে বেদপ্রাপ্তিশ্চ দুর্লভা ॥ ৩৯ ॥
শমাদিষট্কসম্পত্তির্যোগসিদ্ধিস্তথৈব চ।
তথোত্তমগুরুপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বমেবাত্র দুর্লভম্ ॥ ৪০ ॥
তথেন্দ্রিয়াণাং পটুতা সংস্কৃতত্বং তনোস্তথা।
অনেকজন্মপুণ্যৈস্তু মোক্ষেচ্ছা জায়তে ততঃ ॥ ৪১ ॥
সাধনে সফলেঽপ্যেবং জায়মানেঽপি যো নরঃ।
জ্ঞানার্থং নৈব যততে তস্য জন্ম নিরর্থকম্ ॥ ৪২ ॥
তস্মাদ্রাজন্! যথা শক্ত্যা জ্ঞানার্থং যত্নমাশ্রয়েৎ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥ ৪৩ ॥
ঘৃতমিব পয়সি নিগূঢ়ং ভূতে ভূতে চ বসতি বিজ্ঞানম্।
সততং মন্থয়িতব্যং মনসা মন্থানভূতেন ॥ ৪৪ ॥

নোচেন্মহান্বিনাশ ইতি। তথাচ শ্রুতিঃ। ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিরিতি। প্রথমে বর্ণে ব্রাহ্মণবর্ণে তত্রাপি জন্ম দুর্লভং তত্রাপি বেদপ্রাপ্তিদুর্লভা ॥ ৩৯—৪০ ॥

সংস্কৃতত্বং বেদোক্তসংস্কারসংস্কৃতত্বম্ ॥ ৪১—৪২ ॥

শ্রবণাদিষু প্রবৃত্তস্য ক্ষণে ক্ষণেঽশ্বমেধফলং ভবতীত্যাহ পদে পদে ইতি। ক্ষণে ক্ষণে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

উপদেশসারং ভগবতী বদতি ঘৃতমিবেতি। পয়সি দুগ্ধে ঘৃতমিব ভূতে ভূতে সর্ব্বদেহেষ্বিত্যর্থঃ। বিজ্ঞানং ব্রহ্ম বসতি তিরোহিতং তন্মনসা মন্থানভূতেন মন্থয়িতব্যং মন্থনেন পয়সঃ সকাশাৎ ঘৃতমিব পৃথক্কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। ইয়মপি শ্রুতিরেব কণ্ঠরবেণোপাত্তা ॥ ৪৪ ॥

মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া যদি জ্ঞান লাভ হয়, তবে মহান্ বিনাশ সংঘটিত হইল। যেহেতু এই মানব জন্ম অত্যন্ত দুর্লভ, তাহাতে আবার প্রথম অর্থাৎ ব্রাহ্মণবর্ণে জন্ম লাভ অত্যন্ত দুর্লভ; সেই ব্রাহ্মণবর্ণেও আবার বেদপ্রাপ্তি অত্যন্তই দুর্লভ বলিয়া জানিবে ॥৩৯॥ শমপ্রভৃতি ষট্‌সম্পত্তি, যোগসিদ্ধি ও উত্তম গুরু প্রাপ্তি, ইহ লোকে এই সমস্তই দুর্লভ হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥ হিমবন্! ইন্দ্রিয় সমূহের পরিপূর্ণতা ও পটুতা, বেদোক্ত তনু সংস্কার এই সকলও দুর্ঘট। আর তুমি নিশ্চয় জানিও যে, অনেক জন্মের সঞ্চিত পুণ্য দ্বারা মোক্ষেচ্ছা জন্মিয়া থাকে ॥ ৪১ ॥ উক্ত সাধন সমস্ত প্রাপ্ত হইলেও যে মানব জ্ঞান লাভের নিমিত্ত যত্নবান্ হয় না, তাহার জন্ম নিতান্তই নিষ্ফল ॥ ৪২ ॥ অতএব হে নগেন্দ্র! জ্ঞান লাভের নিমিত্ত যথাশক্তি যত্ন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে নিশ্চয়ই ক্ষণে ক্ষণে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই ॥ ৪৩ ॥ যেমন দুগ্ধমধ্যে নিগূঢ়ভাবে ঘৃত বিদ্যমান থাকে, সেইরূপ

জ্ঞানং লব্ধ্বা কৃতার্থঃ স্যাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ।
সর্ব্বমুক্তং সমাসেন কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে ভক্তিমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

উপসংহরতি সর্ব্বমুক্তমিতি ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

সর্ব্বদেহেই বিজ্ঞানব্রহ্ম বসতি করিয়া থাকেন। অতএব মনকে মন্থন দণ্ড করিয়া তদ্দ্বারা সততই তাহা মন্থন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে শনৈঃ শনৈঃ ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪৪ ॥ জ্ঞান লাভ হইলে মানবগণ কৃতকৃতার্থ হয়, ইহা বেদান্তশাস্ত্র ডিণ্ডিম বাদ্যের ন্যায় সর্ব্বত্রই ঘোষণা করিতেছেন। হে গিরিরাজ ! এই আমি তোমার নিকট সংক্ষেপে সমস্তই কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শুনিতে বাসনা করিতেছ ? ॥ ৪৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে ভক্তিমহিমা কীর্ত্তন নামক সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

হিমালয় উবাচ।

কতি স্থানানি দেবেশি! দ্রষ্টব্যানি মহীতলে।
মুখ্যানি চ পবিত্রাণি দেবীপ্রিয়তমানি চ॥ ১॥
ব্রতান্যপি তথা যানি তুষ্টিদান্যুৎসবা অপি।
তৎসর্ব্বং বদ মে মাতঃ! কৃতকৃত্যো যতো নরঃ॥ ২॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

সর্ব্বং দৃশ্যং মম স্থানং সর্ব্বে কালা ব্রতাত্মকাঃ।
উৎসবাঃ সর্ব্বকালেষু যতোঽহং সর্ব্বরূপিণী॥ ৩॥
তথাপি ভক্তবাৎসল্যাৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদথোচ্যতে।
শৃণুষ্বাবহিতো ভূত্বা নগরাজ! বচো মম॥ ৪॥

পঞ্চাশত্রিরথার্দ্ধোনৈঃ পদ্যৈরত্র মহোৎসবাঃ।
ব্রতানি দেব্যাঃ স্থানানি কীর্ত্ত্যন্তে সংগ্রহেণ তু॥

পূর্ব্বং মৎস্থানদর্শনপ্রশ্নেত্যুক্তং তথা ব্রতানি মম দিব্যানীত্যুক্তং তথা মদুৎসবদিদৃক্ষা চ মদুৎসবকৃতিস্তথেত্যুক্তম্। তত্র তানি কানি স্থানানি ব্রতানি চ কানি কে তে উৎসবা ইত্যেতৎ সর্ব্বং পৃচ্ছতি কতি স্থানানীতি॥ ১—২॥

যস্মাদহং সর্ব্বরূপিণী তস্মাৎ সর্ব্বং দৃশ্যমাত্রং মম সম্বিদ্রূপিণ্যাঃ সর্ব্বাধিষ্ঠানভূতায়াঃ স্থানং সর্ব্বস্য ময়ি কল্পিতত্বাৎ। তথা সর্ব্বেঽপি কালা ব্রতাত্মকাঃ যস্মিন্ কালে যদ্যৎ ক্রিয়তে মৎপ্রীত্যর্থং তৎ সর্ব্বং মম ব্রতমেব মম সর্ব্বকালাত্মকত্বাৎ। তথা উৎসবা অপ্রীত্যর্থঃ॥ ৩—৪॥

হিমালয় কহিলেন, দেবি! এই অবনিতলে আপনার প্রিয়তম, অতি পবিত্র, মুখ্য ও দ্রষ্টব্য কতগুলি স্থান আছে তাহা কীর্ত্তন করুন। মাতঃ! যে সকল ব্রত ও উৎসবের অনুষ্ঠান করিলে নরগণ কৃতকৃত্য হয়, আপনার প্রীতিপ্রদ সেই সমস্ত ব্রত ও উৎসব বিষয় কীর্ত্তন করিয়া আমার বাসনা চরিতার্থ করুন॥ ১—২॥

দেবী কহিলেন, হিমবন্! এই অখিল ভূমণ্ডলমধ্যে যত স্থান বিদ্যমান রহিয়াছে, সে সমস্তই আমার এবং সে সমস্তস্থানই দ্রষ্টব্য। আর সমস্ত কালই ব্রতাত্মক ও উৎসবাত্মক। কারণ আমি সর্ব্বকালস্বরূপিণী; সুতরাং যে যে সময়ে যে যে কার্য্য সম্পাদিত হয়, সে সমস্তই ব্রত এবং সে সমস্তই উৎসব॥ ৩॥ নগরাজ! তথাপি ভক্ত জনের প্রতি বাৎসল্য-নিবন্ধন কিছু কিছু বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর॥ ৪॥

কোলাপুরং মহাস্থানং যত্র লক্ষ্মীঃ সদা স্থিতা।
মাতুঃ পুরং দ্বিতীয়ঞ্চ রেণুকাধিষ্ঠিতং পরম্ ॥ ৫ ॥
তুলজাপুরং তৃতীয়ং স্যাৎসপ্তশৃঙ্গং তথৈব চ।
হিঙ্গুলায়া মহাস্থানং জ্বালামুখ্যাস্তথৈব চ ॥ ৬ ॥
শাকম্ভর্য্যাঃ পরং স্থানং ভ্রামর্য্যাঃ স্থানমুত্তমম্।
শ্রীরক্তদন্তিকাস্থানং দুর্গাস্থানং তথৈব চ ॥ ৭ ॥
বিন্ধ্যাচলনিবাসিন্যাঃ স্থানং সর্ব্বোত্তমোত্তমম্।
অন্নপূর্ণামহাস্থানং কাঞ্চীপুরমনুত্তমম্ ॥ ৮ ॥
ভীমাদেব্যাঃ পরং স্থানং বিমলাস্থানমেব চ।
শ্রীচন্দ্রলামহাস্থানং কৌশিকীস্থানমেব চ ॥ ৯ ॥
নীলাম্বায়াঃ পরং স্থানং নীলপর্ব্বতমস্তকে।
জাম্বূনদেশ্বরীস্থানং তথা শ্রীনগরং শুভম্ ॥ ১০ ॥
গুহ্যকাল্যা মহাস্থানং নেপালে যৎপ্রতিষ্ঠিতম্।
মীনাক্ষ্যাঃ পরমং স্থানং যচ্চ প্রোক্তং চিদম্বরে ॥ ১১ ॥
বেদারণ্যং মহাস্থানং সুন্দর্য্যা সমধিষ্ঠিতম্।
একাম্বরং মহাস্থানং পরশক্ত্যা প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১২ ॥

কোলাপুরং দক্ষিণদেশে। মাতুঃপুরঃ সহ্যাদ্রিপর্ব্বতে ॥ ৫—৮ ॥
চন্দ্রলা নাম দেবী কর্ণাটদেশে বর্ত্ততে ॥ ৯—১০ ॥
চিদম্বরে হালাস্যস্থানে ॥ ১১ ॥
একাম্বরং স্থানং ভুবনেশ্বর ইতি নাম্না পুরুষোত্তমক্ষেত্রসন্নিধৌ বর্ত্ততে। পরশক্ত্যা ভুবনেশ্বর্য্যা প্রতিষ্ঠিতং তৎস্থানং তস্মিন্ স্থানেঽপি ভুবনেশ্বর্য্যহং তিষ্ঠামীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

দক্ষিণদেশ স্থিত কোলাপুর এক মহাস্থান, তথায় লক্ষ্মীদেবী নিয়তই অবস্থিতি করিয়া থাকেন। সহ্যাদ্রিপর্ব্বতস্থ মাতৃপুর দ্বিতীয় স্থান, সেখানে রেণুকাদেবী বসতি করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥ তুলজাপুর তৃতীয়, অনন্তর সপ্তশৃঙ্গ স্থান, হিঙ্গুলার মহাস্থান, জ্বালামুখীর মহাস্থান ॥ ৬ ॥ শাকম্ভরীর পরম স্থান, ভ্রামরীর স্থান, শ্রীরক্তদন্তিকা স্থান, দুর্গাস্থান ॥৭॥ সমস্ত উত্তম স্থান হইতেও উত্তম বিন্ধ্যাচলবাসিনীর স্থান, অন্নপূর্ণার মহাস্থান, অত্যুত্তম কাঞ্চীপুর ॥ ৮ ॥ ভীমাদেবীর পরম স্থান, বিমলাদেবীর স্থান, কর্ণাটদেশস্থিত শ্রীচন্দ্রলা-দেবীর স্থান, কৌশিকীর স্থান ॥ ৯ ॥ নীলপর্ব্বতের শিরোদেশে নীলাম্বার পরম স্থান, জাম্বূনদেশ্বরীর স্থান, সুশোভন শ্রীনগর ॥ ১০ ॥ নেপালদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত গুহ্যকালীর মহাস্থান, চিদম্বরদেশে প্রতিষ্ঠিত মীনাক্ষীদেবীর পরম স্থান ॥ ১১ ॥ বেদারণ্যনামক

মহালসাপরং স্থানং যোগেশ্বর্য্যাস্তথৈব চ।
তথা নীলসরস্বত্যাঃ স্থানং চীনেষু বিশ্রুতম্ ॥ ১৩ ॥
বৈদ্যনাথে তু বগলাস্থানং সর্ব্বোত্তমং মতম্।
শ্রীমচ্ছ্রীভুবনেশ্বর্য্যা মণিদ্বীপং মম স্মৃতম্ ॥ ১৪ ॥
শ্রীমত্ত্রিপুরভৈরব্যাঃ কামাখ্যাযোনিমণ্ডলম্।
ভূমণ্ডলে ক্ষেত্ররত্নং মহামায়াধিবাসিতম্ ॥ ১৫ ॥
নাতঃ পরতরং স্থানং ক্বচিদস্তি ধরাতলে।
প্রতিমাসং ভবেদ্দেবী যত্র সাক্ষাদ্রজস্বলা ॥ ১৬ ॥
তত্রত্যা দেবতাঃ সর্ব্বাঃ পর্ব্বতাত্মকতাং গতাঃ।
পর্ব্বতেষু বসন্ত্যেব মহত্যো দেবতা অপি ॥ ১৭ ॥
তত্রত্যা পৃথিবী সর্ব্বা দেবীরূপা স্মৃতা বুধৈঃ।
নাতঃ পরতরং স্থানং কামাখ্যাযোনিমণ্ডলাৎ ॥ ১৮ ॥

মহালসাস্থানং দক্ষিণদেশে মল্লারিস্থানমিতি প্রসিদ্ধং তদস্তি। যোগেশ্বরীস্থানং বরাট্-দেশেঽস্তি। চীনেষু চীনদেশেষু ॥ ১৩ ॥

মণিদ্বীপং তৃতীয়স্কন্ধে বর্ণিতং তন্মম ভুবনেশ্বর্য্যাঃ স্মৃতমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

কামাখ্যায়া মহাদেব্যাঃ সতীদেহেনাবতীর্ণায়া যোনিমণ্ডলং যত্র পতিতং কামরূপদেশে কালিকাপুরাণে যস্য মহদ্বর্ণনং তৎকামাখ্যাযোনিমণ্ডলং ত্রিপুরভৈরব্যাঃ স্থানমিত্যর্থঃ। তস্য মহিমানং বর্ণয়তি ভূমণ্ডলে ইতি ॥ ১৫ ॥

রজস্বলা রজোবতী এতাদৃশং তজ্জাগৃতং স্থানমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

পর্ব্বতাত্মকতাং গতা ইতি। কালিকাপুরাণে সর্ব্বমেতৎ স্পষ্টম্ ॥ ১৭—২২ ॥

মহাস্থান—যথায় সুন্দরী নাম্নী দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন, একাম্বর নামক মহাস্থান—পুরুষোত্তমক্ষেত্রের সন্নিধানে ভুবনেশ্বর এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে, সেই স্থানে পরাশক্তি ভুবনেশ্বরী আমি সততই অবস্থিতি করিয়া থাকি ॥ ১২ ॥ মহালসার পরমস্থান—যাহা দক্ষিণদেশে মল্লারি নামে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, বরাট্‌দেশে যোগেশ্বরীর স্থান, চীনদেশে নীলসরস্বতীর মহাস্থান সুপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে ॥ ১৩ ॥ বৈদ্যনাথে অত্যুত্তম বগলার স্থান, শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী আমার পরম স্থান মণিদ্বীপ, তথায় আমি নিয়তই বসতি করিয়া থাকি ॥ ১৪ ॥ কামাখ্যা যোনিমণ্ডল, শ্রীমতী ত্রিপুরভৈরবীর পরম স্থান, সেই স্থান ভূমণ্ডলের সমস্ত স্থান অপেক্ষা উত্তম, এইস্থানে মহামায়াদেবী নিয়তই অবস্থিত আছেন, ইহা অপেক্ষা উত্তম স্থান ধরাতলে দ্বিতীয় নাই, এই স্থানে দেবী প্রতিমাসে রজস্বলা হইয়া থাকেন; তাহা তত্রত্য পুণ্যাত্মাগণের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে ॥ ১৫—১৬ ॥ সেই স্থানে দেবতা সকল পর্ব্বতময় হইয়া আছেন, সেই পর্ব্বত সমূহে উত্তম উত্তম দেবতা সকল বসতি করিতেছেন ॥ ১৭ ॥ বুধগণ কহিয়া থাকেন যে, সেই স্থানের সমস্ত ভূমিই দেবীর স্বরূপা

গায়ত্র্যাশ্চ পরং স্থানং শ্রীমৎপুষ্করমীরিতম্।
অমরেশে চণ্ডিকা স্যাৎপ্রভাসে পুষ্করেক্ষিণী ॥ ১৯ ॥
নৈমিষে তু মহাস্থানে দেবী সা লিঙ্গধারিণী।
পুরহূতা পুষ্করাক্ষে আষাঢ়ৌ চ রতিস্তথা ॥ ২০ ॥
চণ্ডমুণ্ডী মহাস্থানে দণ্ডিনী পরমেশ্বরী।
ভারভূতৌ ভবেদ্ভূতির্নাকুলে নকুলেশ্বরী ॥ ২১ ॥
চন্দ্রিকা তু হরিশ্চন্দ্রে শ্রীগিরৌ শাঙ্করী স্মৃতা।
জপ্যেশ্বরে ত্রিশূলা স্যাৎ সূক্ষ্মা চাম্রাতকেশ্বরে ॥ ২২ ॥
শাঙ্করী তু মহাকালে শর্ব্বাণী মধ্যমাভিধে।
কেদারাখ্যে মহাক্ষেত্রে দেবী সা মার্গদায়িনী ॥ ২৩ ॥
ভৈরবাখ্যে ভৈরবী সা গয়ায়াং মঙ্গলা স্মৃতা।
স্থাণুপ্রিয়া কুরুক্ষেত্রে স্বায়ম্ভুব্যপি নাকুলে ॥ ২৪ ॥
কনখলে ভবেদুগ্রা বিশ্বেশা বিমলেশ্বরে।
অট্টহাসে মহানন্দা মহেন্দ্রে তু মহান্তকা ॥ ২৫ ॥
ভীমে ভীমেশ্বরী প্রোক্তা স্থানে বস্ত্রাপথে পুনঃ।
ভবানী শাঙ্করী প্রোক্তা রুদ্রাণী ত্বর্দ্ধকোটিকে ॥ ২৬ ॥
অবিমুক্তে বিশালাক্ষী মহাভাগা মহালয়ে।
গোকর্ণে ভদ্রকর্ণী স্যাদ্ভদ্রা স্যাদ্ভদ্রকর্ণকে ॥ ২৭ ॥

মহাকালে উজ্জয়িন্যাম্। মধ্যমাভিধে মধ্যমেশ্বরস্থানে ॥ ২৩ ॥
নাকুলে স্থানে স্বায়ম্ভুবী দেবী বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ ॥ ২৪—২৭ ॥

কামাখ্যা যোনিমণ্ডল অপেক্ষা উত্তম স্থান আর নাই ॥ ১৮ ॥ পুষ্করতীর্থ গায়ত্রীর পরম স্থান, অমরেশে চণ্ডিকার স্থান, প্রভাসে পুষ্করেক্ষণীর পরমোত্তম স্থান বিদ্যমান আছে ॥১৯॥ নৈমিষ নামক মহাস্থানে লিঙ্গধারিণী দেবী অবস্থিতি করিয়া থাকেন, পুষ্করাক্ষস্থানে পুরহূতা আষাঢ়িতে রতি ॥ ২০ ॥ মহাস্থানে চণ্ডমুণ্ডী দণ্ডিনী পরমেশ্বরী বাস করিয়া থাকেন, ভারভূতিতে ভূতি, নাকুলে নকুলেশ্বরী ॥ ২১ ॥ হরিশ্চন্দ্রে চন্দ্রিকা, শ্রীগিরিতে শাঙ্করী, জপেশ্বরে ত্রিশূলা, আম্রাতকেশ্বরে সূক্ষ্মা ॥ ২২ ॥ উজ্জয়িনীতে শাঙ্করী, মধ্যম নামক স্থানে শর্ব্বাণী, কেদারাখ্য মহাক্ষেত্রে মার্গদায়িনী ॥ ২৩ ॥ ভৈরব নামক স্থানে প্রসিদ্ধা ভৈরবী, গয়াক্ষেত্রে মঙ্গলা, কুরুক্ষেত্রে স্থাণুপ্রিয়া, নাকুলে দেবী স্বায়ম্ভুবী ॥ ২৪ ॥ কনখলে উগ্রা, বিমলেশ্বরে বিশ্বেশা, অট্টহাসে মহানন্দা, মহেন্দ্রে মহান্তকা ॥ ২৫ ॥ ভীমে ভীমেশ্বরী, বস্ত্রাপথ নামক স্থানে ভবানী শাঙ্করী, অর্দ্ধকোটিকে রুদ্রাণী ॥ ২৬ ॥ অবিমুক্তে বিশালাক্ষী,

উৎপলাক্ষী সুবর্ণাক্ষে স্থাণ্বীশা স্থাণুসংজ্ঞিকে ।
কমলালয়ে তু কমলা প্রচণ্ডা ছগলণ্ডকে ॥ ২৮ ॥
কুরণ্ডলে ত্রিসন্ধ্যা স্যান্মাকোটে মুকুটেশ্বরী ।
মণ্ডলেশে শাণ্ডকী স্যাৎকালী কালঞ্জরে পুনঃ ॥ ২৯ ॥
শঙ্কুকর্ণে ধ্বনিঃ প্রোক্তা স্থূলা স্যাৎস্থূলকেশ্বরে ।
জ্ঞানিনাং হৃদয়াম্ভোজে হৃল্লেখা পরমেশ্বরী ॥ ৩০ ॥
প্রোক্তানীমানি স্থানানি দেব্যাঃ প্রিয়তমানি চ ।
তত্তৎক্ষেত্রস্য মাহাত্ম্যং শ্রুত্বা পূর্ব্বং নগোত্তম ! ।
তদুক্তেন বিধানেন পশ্চাদ্দেবীং প্রপূজয়েৎ ॥ ৩১ ॥
অথবা সর্ব্বক্ষেত্রাণি কাশ্যাং সন্তি নগোত্তম ! ।
তত্র নিত্যং বসেন্নিত্যং দেবীভক্তিপরায়ণা ॥ ৩২ ॥
তানি স্থানানি সম্পশ্যঞ্জপন্দেবীন্নিরন্তরম্ ।
ধ্যায়ংস্তচ্চরণাম্ভোজং মুক্তো ভবতি বন্ধনাৎ ॥ ৩৩ ॥
ইমানি দেবীনামানি প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেৎ ।
ভস্মীভবন্তি পাপানি তৎক্ষণান্নগ ! সত্বরম্ ॥ ৩৪ ॥

ছগলণ্ডকে ইদং স্থানং দক্ষিণদেশে সমুদ্রসন্নিধৌ তিষ্ঠতি ॥ ২৮—২৯ ॥
হৃল্লেখাপদব্যুৎপত্তির্যামলে ভুবনেশ্বরীরহস্যে । হৃদি লেখেব জাগর্ত্তি প্রাণশক্তিরিয়ং পরা । হৃল্লেখা কথ্যতে তস্মাদিতি ॥ ৩০—৩৬ ॥

মহালয়ে দেবী মহাভাগা, গোকর্ণে ভদ্রকর্ণী, ভদ্রকর্ণকে ভদ্রা ॥ ২৭ ॥ সুবর্ণাক্ষে উৎপলাক্ষী, স্থাণু নামক স্থানে স্থাণ্বীশা, কমলালয়ে কমলা, দক্ষিণদেশে সমুদ্র সন্নিধানে স্থিত ছগলণ্ডক নামক স্থানে চণ্ডা ॥ ২৮ ॥ কুরুণ্ডলে ত্রিসন্ধ্যা, মাকটে মুকুটেশ্বরী, মণ্ডলেশে শাণ্ডকী, কালঞ্জরে কালী, শঙ্কুকর্ণে ধ্বনি, স্থূলকেশ্বরে স্থূলা এবং জ্ঞানিগণের হৃদয়-কমলে পরমেশ্বরী হৃল্লেখা দেবী বসতি করিয়া থাকেন ॥ ২৯—৩০ ॥ এই যে যে স্থান উক্ত হইল তৎসমস্তই দেবীর প্রিয়তম স্থান। প্রথমে সেই সমস্ত ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সেই সেই বিধি দ্বারা পশ্চাৎ দেবীর পূজা করা কর্ত্তব্য ॥ ৩১ ॥ অথবা হে নগেন্দ্র ! কাশীতেই পুণ্যক্ষেত্র সমস্তই বিদ্যমান আছে, দেবী তথায় নিয়তই বাস করিয়া থাকেন। মানবগণ ভক্তিপরায়ণ হইয়া সেই স্থান সকল সন্দর্শন পূর্ব্বক দেবীর জপপরায়ণ হইয়া তাঁহার চরণাম্বুজ ধ্যান করিলে নিশ্চয়ই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩২—৩৩ ॥ যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে উত্থিত হইয়া দেবীর এই সকল নাম পাঠ করে, সেই ব্যক্তির সমস্ত পাপরাশিই তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হইয়া যায় ॥ ৩৪ ॥ শ্রাদ্ধ-

শ্রাদ্ধকালে পঠেদেতান্যমলানি দ্বিজাগ্রতঃ।
মুক্তাস্তৎপিতরঃ সর্ব্বে প্রয়ান্তি পরমাং গতিম্॥ ৩৫॥
অধুনা কথয়িষ্যামি ব্রতানি তব সুব্রত!।
নারীভিশ্চ নরৈশ্চৈব কর্ত্তব্যানি প্রযত্নতঃ॥ ৩৬॥
ব্রতমনন্ততৃতীয়াখ্যং রসকল্যাণিনীব্রতম্।
আর্দ্রানন্দকরং নাম্না তৃতীয়ায়াং ব্রতঞ্চ যৎ॥ ৩৭॥
শুক্রবারব্রতঞ্চৈব তথা কৃষ্ণচতুর্দ্দশী।
ভৌমবারব্রতঞ্চৈব প্রদোষব্রতমেব চ॥ ৩৮॥
যত্র দেবো মহাদেবো দেবীং সংস্থাপ্য বিষ্টরে।
নৃত্যং করোতি পুরতঃ সার্দ্ধং দেবৈর্নিশামুখে॥ ৩৯॥
তত্রোপোষ্য রজন্যাদৌ প্রদোষে পূজয়েচ্ছিবাম্।
প্রতিপক্ষং বিশেষেণ তদ্দেবীপ্রীতিকারকম্॥ ৪০॥
সোমবারব্রতঞ্চৈব মমাতিপ্রিয়কৃন্নগ!।
তত্রাপি দেবীং সম্পূজ্য রাত্রৌ ভোজনমাচরেৎ॥ ৪১॥
নবরাত্রদ্বয়ঞ্চৈব ব্রতং প্রীতিকরং মম॥ ৪২॥

ব্রতমনন্ততৃতীয়াখ্যমিতি। ইমানি তৃতীয়াব্রতানি মৎস্যপুরাণে প্রসিদ্ধানি। তদ্বিধিশ্চ তত্রৈবোক্তঃ॥ ৩৭—৩৮॥

যত্র প্রদোষকালে॥ ৩৯॥

নিশামুখে রজনীমুখে। তস্মাৎপ্রদোষব্রতং দেব্যাঃ শিবস্য চ সিদ্ধম্॥ ৪০—৪১॥

নবরাত্রদ্বয়ঞ্চৈবেতি তচ্চ শারদং বাসন্তিকঞ্চ। চকারেণ পূর্ব্বোক্তমপি মাঘাষাঢ়স্থং নবরাত্রদ্বয়ং গ্রাহ্যম্॥ ৪২॥

কালে দ্বিজগণের সম্মুখে দেবীর এই সকল অমল নাম পাঠ করিলে তাহার পিতৃগণ পাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হয়॥ ৩৫॥

হে সুব্রত! যে যে ব্রত নরগণ ও নারীগণের যত্নপূর্ব্বক করা কর্ত্তব্য, এক্ষণে আমি তৎসমস্তই কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর॥ ৩৬॥ অনন্ত তৃতীয়াখ্য ব্রত, রসকল্যাণিনী ব্রত, আর্দ্রানন্দকরব্রত তৃতীয়াতে এই তিনটি ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে॥ ৩৭॥ শুক্রবার ব্রত, কৃষ্ণচতুর্দ্দশী ব্রত, মঙ্গলবার ব্রত ও প্রদোষ ব্রত। এই ব্রতে প্রদোষকালে মহাদেব দেবীকে আসনে সংস্থাপিত করিয়া দেবতাগণের সহিত তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিয়া থাকেন। এই ব্রতে উপবাস করিয়া রজনীর আরম্ভ সময়ে মঙ্গলদায়িনী দেবীর পূজা করিবে। বিশেষতঃ প্রতিপক্ষে এইরূপে দেবীর পূজা করিলে তাঁহার অত্যন্ত প্রীতি লাভ হইয়া থাকে॥ ৪০॥ নগবর! সোমবারব্রত আমার অত্যন্ত প্রীতিকর, তাহাতে দেবীর পূজা করিয়া রাত্রিকালে

এবমন্যান্যপি বিভো ! নিত্যনৈমিত্তিকানি চ ।
ব্রতানি কুরুতে যো বৈ মৎপ্রীত্যর্থং বিমৎসরঃ ।
প্রাপ্নোতি মম সাযুজ্যং স মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ৪৩ ॥
উৎসবানপি কুর্বীত দোলোৎসবমুখান্ বিভো ! ॥ ৪৪ ॥
শয়নোৎসবং যথা কুর্য্যাত্তথা জাগরণোৎসবম্ ।
রথোৎসবঞ্চ মে কুর্য্যাদ্দমনোৎসবমেব চ ॥ ৪৫ ॥
পবিত্রোৎসবমেবাপি শ্রাবণে প্রীতিকারকম্ ।
মম ভক্তঃ সদা কুর্য্যাদেবমন্যান্মহোৎসবান্ ॥ ৪৬ ॥

এবমন্যান্যপীতি। অন্যান্যপ্যুপাঙ্গললিতাব্রতাদীনি ব্রতানি পুরাণান্তরেষু তন্ত্রান্তরেষ্বপ্যুক্তানীত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

দোলোৎবমুখানিতি। তদ্বিধিশ্চ তত্রৈবোক্তঃ। দেবীপুরাণে। চৈত্রশুক্লতৃতীয়ায়াং কুর্য্যাদ্দোলোৎসবং বুধঃ। তৃতীয়ায়াং যজেদ্দেবীং শঙ্করেণ সমন্বিতাম্। কুঙ্কুমাগুরুকর্পূরমণিবস্ত্রসুগন্ধকৈঃ। স্রগ্‌গন্ধধূপদীপৈশ্চ দমনেন বিশেষতঃ। আন্দোলয়েত্ততো বৎস ! শিবোমাতুষ্টয়ে সদেতি ॥ ৪৪ ॥

শয়নোৎসবমিতি। তৎকালশ্চ বামনপুরাণে উক্তঃ। আষাঢ়ে পৌর্ণমাসীত উত্তরায়া তৃতীয়া তদ্রূপঃ। তথা জাগরণোৎসবকালশ্চ কার্ত্তিকপৌর্ণমাসীত উত্তরায়া তৃতীয়া তদ্রূপঃ। শয়নোৎসববিধির্জাগরণোৎসববিধিশ্চ সর্ব্বদেবতাসু সমানঃ। দেবতাভেদেন তু কালভেদ এব কেবলং ভিন্নঃ। সর্ব্বং চেদং বামনপুরাণে স্পষ্টম্। রথোৎসবমিতি। তদ্বিধিশ্চোমাসংহিতায়াং শিবপুরাণে। আষাঢ়শুক্লপক্ষীয়তৃতীয়ায়াং রথোৎসবম্। দেব্যা প্রিয়তমং কুর্য্যাদ্ যথা বিত্তানুসারতঃ। রথং পৃথ্বীং বিজানীয়াচ্চক্রে চন্দ্রভাস্করৌ। বেদানশ্বান্বিজানীয়াৎ সারথিং পদ্মসম্ভবম্। নানামণিগণাকীর্ণং পুষ্পমালাবিরাজিতম্। এবং রথং কল্পয়িত্বা তস্মিন্ সংস্থাপয়েচ্ছিবাম্। লোকসংরক্ষণার্থায় লোকান্ দ্রষ্টুং পরাম্বিকা। রথমধ্যে সংস্থিতেতি ভাবয়েন্মতিমান্নরঃ। রথে প্রচলিতে মন্দং জয়শব্দমুদীরয়েৎ। পাহি দেবি ! জনানস্মান্ প্রপন্নান্ দীনবৎসলে !। ইতি বাক্যৈস্তোষয়েচ্চ নানাবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ। সীমান্তে তু রথং নীত্বা তত্র সম্পূজয়েদ্রথে। নানাস্তোত্রৈস্ততঃ স্তুত্বাপ্যানয়েত্তাং স্ববেশ্মনীতি। দমনোৎসবশ্চৈত্রপৌর্ণমাস্যাম্। তদ্বিধিশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রে তন্ত্রেষু চ প্রসিদ্ধ এব ॥ ৪৫ ॥

পবিত্রোৎসবমিতি। স চ শ্রাবণপৌর্ণমাস্যাম্ তদ্বিধিশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রে তন্ত্রে চ প্রসিদ্ধ এব ॥ ৪৬—৪৭ ॥

ভোজন করা কর্ত্তব্য ॥ ৪১ ॥ শরৎকালে এবং বসন্তকালে কর্ত্তব্য নবরাত্র নামক ব্রতদ্বয় আমার অত্যন্ত প্রীতিকর। আমার প্রীতির নিমিত্ত যে ব্যক্তি বিমৎসর হইয়া এইরূপ ও অন্যান্য নিত্য নৈমিত্তিক ব্রত সকলের অনুষ্ঠান করে সেই ব্যক্তিই আমার ভক্ত ও প্রিয়। সে নিশ্চয়ই আমার সাযুজ্যরূপ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪২—৪৩ ॥ হে নগরাজ ! চৈত্রমাসের শুক্ল-তৃতীয়া-কর্ত্তব্য দোলোৎসব প্রভৃতি আমার প্রীতিকর উৎসব সকলের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। আমার ভক্তগণ আষাঢ় মাসের পৌর্ণমাসীতে শয়নোৎসব, কার্ত্তিক পৌর্ণমাসীতে জাগরণোৎসব, আষাঢ শুক্ল তৃতীয়া তিথিতে রথোৎসব, চৈত্র

মদ্ভক্তান্ ভোজয়েৎপ্রীত্যা তথা চৈব সুবাসিনীঃ।
কুমারীর্ব্বটুকাংশ্চাপি মদ্বুদ্ধ্যা তদ্গতান্তরঃ।
বিত্তশাঠ্যেন রহিতো যজেদেতান্ সুমাদিভিঃ ॥ ৪৭ ॥
য এবং কুরুতে ভক্ত্যা প্রতিবর্ষমতন্দ্রিতঃ।
স ধন্যঃ কৃতকৃত্যোঽসৌ মৎপ্রীতেঃ পাত্রমঞ্জসা ॥ ৪৮ ॥
সর্ব্বমুক্তং সমাসেন মম প্রীতিপ্রদায়কম্।
নাশিষ্যায় প্রদাতব্যং নাভক্তায় কদাচন ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং সপ্তমস্কন্ধে ব্রতকথনং তথা দেব্যাঃ স্থানবর্ণনং নামাষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

সুমাদিভিঃ কুসুমাদিভিরেতান্ কুমারীবটুকব্রাহ্মণান্ পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধেঽষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

পৌর্ণমাসীতে দমনোৎসব এবং শ্রাবণ মাসে আমার প্রিয়তর পবিত্রোৎসব এবং অন্যান্য নানাবিধ উৎসব করিবে ॥৪৪—৪৬॥ এই সমস্ত উৎসব সময়ে প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভক্তগণকে এবং বস্ত্রালঙ্কৃত কুমারী ও বালকগণকে আমার স্বরূপ ভাবিয়া তদ্গত মানসে যত্নসহকারে ভোজন করাইবে। এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিত্তশাঠ্য বিবর্জ্জিত হইয়া কুসুমাদি দ্বারা আমার পূজা করিবে ॥ ৪৭ ॥ যে মানব, অবহিতচিত্ত হইয়া ভক্তিসহকারে প্রতিবৎসর এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি ধন্য ও কৃতকৃত্য হইয়া আমার প্রীতিপাত্র হয় ॥ ৪৮ ॥ নগেন্দ্র! এই আমি তোমার নিকট আমার প্রীতিদায়ক ব্রতাদির বিষয় সংক্ষেপে কীর্ত্তন করিলাম। যে যে ব্যক্তি শিষ্য কিম্বা আমার ভক্ত নহে, তাহাদিগকে এই সকল উপদেশ প্রদান করা কখনই কর্ত্তব্য নহে ॥ ৪৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে ব্রতকথন ও দেবীস্থানকথন নামক অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ঊনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

হিমালয় উবাচ।

দেবদেবি! মহেশানি! করুণাসাগরেঽম্বিকে!।
ব্রূহি পূজাবিধিং সম্যগ্যথাবদধুনা নিজম্ ॥ ১ ॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

বক্ষ্যে পূজাবিধিং রাজন্নম্বিকায়া যথা প্রিয়ম্।
অত্যন্তশ্রদ্ধয়া সার্দ্ধং শৃণু পর্ব্বতপুঙ্গব! ॥ ২ ॥
দ্বিবিধা মম পূজা স্যাদ্বাহ্যা চাভ্যন্তরাপি চ।
বাহ্যাপি দ্বিবিধা প্রোক্তা বৈদিকী তান্ত্রিকী তথা।
বৈদিক্যর্চ্চাপি দ্বিবিধা মূর্ত্তিভেদেন ভূধর! ॥ ৩ ॥
বৈদিকী বৈদিকৈঃ কার্য্যা বেদদীক্ষাসমন্বিতৈঃ।
তন্ত্রোক্তদীক্ষাবদ্ভিস্তু তান্ত্রিকী সংশ্রিতা ভবেৎ ॥ ৪ ॥
ইত্থং পূজারহস্যঞ্চ ন জ্ঞাত্বা বিপরীতকম্।
করোতি যো নরো মূঢ়ঃ স পতত্যেব সর্ব্বথা ॥ ৫ ॥

সপ্তাধিকৈশ্চ চত্বারিংশৎপদ্যৈরথ পূজনম্।
ভগবত্যাঃ কথ্যতেঽত্র যেন দেবী প্রসীদতি।

পূর্ব্বং বহুষু স্থলেষু পূজায়া মহিমানং শ্রুত্বা পূজাবিধিং পৃচ্ছতি দেবদেবীতি ॥ ১—৩ ॥
মূর্ত্তিভেদেন বক্ষ্যমাণেন। বেদোক্তদীক্ষাসমন্বিতৈর্বৈদিকৈঃ বৈদিকী বেদোক্তপ্রকারা পূজা কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। সা চ বিরাট্স্বরূপস্য পূর্ব্বং দেব্যা দর্শিতস্য ধ্যানরূপা প্রথমা। দ্বিতীয়া তু করচরণাদিবিশিষ্টাং সুকুমারাং ভগবতীমূর্ত্তিং ধ্যাত্বা বেদোক্তমন্ত্রৈরাবাহনাদিবিসর্জ্জনান্তং কুর্য্যাদিতি দ্বিতীয়া পূজা। ইত্যেবং মূর্ত্তিভেদেন বৈদিকী পূজা দ্বিবিধেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥
তান্ত্রিক্যা অধিকারিণমাহ তন্ত্রোক্তেতি। কুণ্ডমণ্ডপাদিপুরঃসরং তান্ত্রিকমন্ত্রৈর্দীক্ষাং কুর্ব্বদ্ভিস্তান্ত্রিকী তন্ত্রোক্তবিধিনা পূজা কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। ন জ্ঞাত্বেতি। যস্য যস্যাং পূজায়ামধিকারস্তত্র

হিমালয় বলিলেন, দেবি! মহেশ্বরি! আপনি করুণার সাগর এবং জগতের জননী; আপনি আমার প্রতি করুণা প্রকাশ পূর্ব্বক আপনার সমস্ত পূজার বিধি সবিস্তরে কীর্ত্তন করুন ॥ ১ ॥ দেবী কহিলেন, পর্ব্বতরাজ! আমি আমার প্রীতিকর পূজাবিধি কহিতেছি তুমি নিরতিশয় শ্রদ্ধাসহকারে অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ২ ॥ আমার পূজা প্রথমতঃ বাহ্য ও আভ্যন্তরভেদে দুই প্রকার, এই বাহ্য পূজা আবার বৈদিক ও তান্ত্রিক ভেদে দ্বিবিধ; বৈদিক পূজাও আমার মূর্ত্তিভেদে দুই প্রকার; বেদমন্ত্রদীক্ষিত ব্যক্তি বৈদিক বিধি সমূহ দ্বারা বৈদিকীপূজা এবং তন্ত্রোক্তমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি তন্ত্রোক্ত বিধিদ্বারা তান্ত্রিকী পূজার অনুষ্ঠান করিবে ॥৩-৪॥ যে মূঢ় মানব এই প্রকার পূজারহস্য অবগত হইয়াও ইহার বিপরীত আচরণ

তত্র যা বৈদিকী প্রোক্তা প্রথমা তাং বদাম্যহম্ ॥ ৬ ॥
যন্মে সাক্ষাৎপরং রূপং দৃষ্টবানসি ভূধর ! ।
অনন্তশীর্ষনয়নমনন্তচরণং মহৎ ॥ ৭ ॥
সর্ব্বশক্তিসমাযুক্তং প্রেরকং যৎপরাৎপরম্ ।
তদেব পূজয়েন্নিত্যং নমেদ্ ধ্যায়েৎস্মরেদপি ॥ ৮ ॥
ইত্যেতৎপ্রথমার্চ্চায়াঃ স্বরূপং কথিতং নগ ! ।
শান্তঃ সমাহিতমনা দম্ভাহঙ্কারবর্জ্জিতঃ ॥ ৯ ॥
তৎপরো ভব তদ্‌যাজী তদেব শরণং ব্রজ ।
তদেব চেতসা পশ্য জপ ধ্যায়স্ব সর্ব্বদা ॥ ১০ ॥
অনন্যয়া প্রেমযুক্তভক্ত্যা মদ্ভাবমাশ্রিতঃ ।
যজ্ঞৈর্যজ তপোদানৈর্ম্মামেব পরিতোষয় ॥ ১১ ॥
ইত্থং মমানুগ্রহতো মোক্ষ্যসে ভববন্ধনাৎ ।
মৎপরা যে মদাসক্তচিত্তা ভক্তবরা মতাঃ ।
প্রতিজানে ভবাদস্মাদুদ্ধরাম্যচিরেণ তু ॥ ১২ ॥

তং ন জানন্তীত্যর্থঃ। বিপরীতকং বৈদিকস্তান্ত্রিকং করোতি তান্ত্রিকো বৈদিকং করোতীত্যেবং রূপং যঃ করোতি মূঢ়ঃ স পতত্যেব নরকাদিম্বিতি শেষঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। যো বৈ স্বাং দেবতামতিযজতে ন স্বাযৈ দেবতাযৈ চ্যবতে ন পরাং প্রাপ্নোতি পাপীয়ান্ ভবতীতি। অতিযজতে ত্যজতি চ্যবতে গৃহ্লাতি। স্বাং দেবতামিতি স্বোচিতমার্গোপলক্ষণম্ ॥ ৫ ॥
তত্র বৈদিক্যর্চ্চা যা এব স্বরূপং প্রাশস্ত্যঞ্চ বদতি তত্র যা বৈদিকীতি। প্রথমামিতি। বৈদিকী তান্ত্রিকী তথেতি বাক্যোক্তাং প্রথমাং বৈদিকীমিত্যর্থঃ ॥ ৬—৮ ॥
শান্ত্যাদিযুক্তো বৈদিকীং পূজাং কুর্য্যাদিত্যাহ শান্তঃ সমাহিত ইতি ॥ ৯ ॥
তৎপরস্তন্মম বিরাট্ স্বরূপমেব পরমুৎকৃষ্টং যস্য স তৎপরঃ ॥ ১০ ॥
মামেব বিরাটস্বরূপাম্ ॥ ১১—১৩ ॥

করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকারে নষ্ট হইয়া নরকে পতিত হয় ॥ ৫ ॥ তন্মধ্যে প্রথমে বৈদিকী পূজার বিষয় কহিতেছি শ্রবণ কর। হে ভূধর ! তুমি যে আমার অনন্তশীর্ষ, অনন্ত নয়ন, অনন্ত চরণ ও সর্ব্ব-শক্তি-সমন্বিত জীবগণের বুদ্ধির প্রেরক, পরাৎপর, অতিমহৎ, পরম মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছ, তাহাকেই পূজা করিবে, নমস্কার করিবে, স্মরণ করিবে এবং ধ্যান করিবে ॥ ৬—৮ ॥ হে নগেন্দ্র ! এই আমি প্রথম পূজার স্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম। শান্ত, সমাহিতচিত্ত, দম্ভ ও অহঙ্কারবর্জ্জিত এবং তন্নিষ্ঠ হইয়া তাহারই যাগ কর, তাহারই শরণাগত হও, মনোমন্দিরে তাহাকেই অবলোকন কর, এবং সতত তাহারই জপ ও তাহারই ধ্যান কর ॥ ৯—১০ ॥ অনন্যগামিনী প্রেমপূরিত ভক্তি দ্বারা মদীয় ভাব আশ্রয় করিয়া যজ্ঞ, তপস্যা ও দান দ্বারা আমার সন্তোষ সাধন কর। তাহাতে আমার অনুগ্রহদ্বারা মোক্ষলাভে সমর্থ হইতে পারিবে

ধ্যানেন কর্ম্মযুক্তেন ভক্তিজ্ঞানেন বা পুনঃ।
প্রাপ্যাহং সর্ব্বথা রাজন্ন তু কেবলকর্ম্মভিঃ॥ ১৩॥
ধর্ম্মাৎসঞ্জায়তে ভক্তির্ভক্ত্যা সঞ্জায়তে পরম্॥ ১৪॥
শ্রুতিস্মৃতিভ্যামুদিতং যৎ স ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অন্যশাস্ত্রেণ যঃ প্রোক্তো ধর্ম্মাভাসঃ স উচ্যতে॥ ১৫॥
সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তেশ্চ মত্তো বেদঃ সমুত্থিতঃ।
অজ্ঞানস্য মমাভাবাদপ্রমাণা ন চ শ্রুতিঃ॥ ১৬॥
স্মৃতয়শ্চ শ্রুতেরর্থং গৃহীত্বৈব চ নির্গতাঃ।
মন্বাদীনাং স্মৃতীনাঞ্চ ততঃ প্রামাণ্যমিষ্যতে॥ ১৭॥
ক্বচিৎ কদাচিত্তন্ত্রার্থকটাক্ষেণ পরোদিতম্।
ধর্ম্মং বদন্তি সোঽংশস্তু নৈব গ্রাহ্যোঽস্তি বৈদিকৈঃ॥ ১৮॥

নন্বু তর্হি কেবলং কর্ম্ম নিরর্থকমিতি চেন্নেত্যাহ ধর্ম্মাৎ সঞ্জায়তে ভক্তিরিতি। যদি কর্ম্ম নাচরিতং তদা পাপক্ষয়াভাবাদ্ভক্তিরেব দুর্লভা স্যাৎ। ভক্তেরভাবাচ্চ পরং ব্রহ্মাপ্যত্যন্তং স্যাদিতি কর্ম্মাচরণং সার্থকমেবেতি ভাবঃ। পরমিতি। জ্ঞানমিত্যর্থঃ॥ ১৪॥

তচ্চ কর্ম্ম নান্যশাস্ত্রোদিতম্। কিন্তু বেদোক্তমেবেত্যাহ শ্রুতিস্মৃতিভ্যামুদিতমিতি। যত্নুদিতং কর্ম্ম স ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ॥ ১৫॥

কিমিতি বেদোক্ত এব ধর্ম্মো নান্যশাস্ত্রোদিত ইতি চেত্তত্রাহ সর্ব্বজ্ঞাদিতি। সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তের্মত্তো মৎস্বরূপাদ্বেদঃ সমুত্থিতঃ তদা মমাজ্ঞানাভাবাদ্যন্ময়োক্তং তৎ সত্যমেবেতি শ্রুতির্নাপ্রমাণম্। বেদাতিরিক্তশাস্ত্রাণি স্বল্পপুরুষবুদ্ধিকল্পিতানি ততশ্চাজ্ঞপ্রণীতত্বাদপ্রমাণান্যেবেতি তদুক্তো ধর্ম্মো ধর্ম্মাভাসঃ বেদোক্ত এব তু ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ॥ ১৬॥

নন্বু মন্বাদিস্মৃতীনামপ্যেবং রীত্যা প্রামাণ্যাভাব আগত ইতি চেত্তত্রাহ স্মৃতয়শ্চেতি। শ্রুত্যর্থ এব তু স্মৃতিভিরুচ্যতে ততো মূলভূতশ্রুতেঃ প্রামাণ্যাত্তন্মূলকস্মৃতীনামপি প্রামাণ্যমব্যাহতমেবেত্যর্থঃ॥ ১৭॥

নন্বু মন্বাদিস্মৃতীনাং পুরাণানাঞ্চ সপ্রমাণত্বে তপ্তমুদ্রাবিধানবামাচারাদিবেদবিরুদ্ধাচারস্য চ পুরাণস্মৃতিষু সত্ত্বাৎ গ্রাহ্যত্বং স্যাদিতি চেত্তত্রাহ ক্বচিৎ কদাচিদিতি। তন্ত্রার্থকটাক্ষেণ

সন্দেহ নাই। এইরূপে যে ব্যক্তি মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে একান্ত আসক্তচিত্ত হয়, সেই ব্যক্তিই ভক্তজনের অগ্রগণ্য। আমি প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলিতেছি যে, নিশ্চয়ই তাহাকে এই ভবসমুদ্র হইতে অচিরে উদ্ধার করিব॥ ১১—১২॥ হে নগরাজ! কর্ম্মযুক্ত ধ্যান এবং ভক্তিসমন্বিত জ্ঞান দ্বারাই আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে। কেবল কর্ম্ম দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। হিমবন্! ধর্ম্ম হইতে ভক্তির উৎপত্তি হয়, এবং ভক্তি হইতে পরম জ্ঞান জন্মিয়া থাকে॥ ১৩—১৪॥ শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, মহর্ষিগণ তাহাকেই ধর্ম্ম এবং অন্যান্য শাস্ত্রে যাহা উক্ত হয়, তাহাকে ধর্ম্মাভাস কহিয়া থাকেন॥ ১৫॥ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিবিশিষ্ট মদীয় স্বরূপ হইতে বেদের উৎপত্তি হইয়াছে। আমার অজ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত বেদ সকল কিছুতেই অপ্রমাণ হইতে পারে না॥ ১৬॥ বেদের অর্থ গ্রহণ

অন্যেষাং শাস্ত্রকর্ত্তৃণামজ্ঞানপ্রভবত্বতঃ।
অজ্ঞানদোষদুষ্টত্বাত্তদুক্তের্ন প্রমাণতা।
তস্মান্মুমুক্ষুর্ধর্ম্মার্থং সর্ব্বথা বেদমাশ্রয়েৎ ॥ ১৯ ॥
রাজাজ্ঞা চ যথা লোকে হন্যতে ন কদাচন।
সর্ব্বেশান্যা মমাজ্ঞা সা শ্রুতিস্ত্যাজ্যা কথং নৃভিঃ ॥ ২০ ॥
মদাজ্ঞারক্ষণার্থন্তু ব্রহ্মক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
ময়া সৃষ্টাস্ততো জ্ঞেয়ং রহস্যং মে শ্রুতের্বচঃ ॥ ২১ ॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভূধর।।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদা বেশান্ বিভর্ম্ম্যহম্ ॥ ২২ ॥
দেবদৈত্যবিভাগশ্চাপ্যতএবাভবন্নৃপ। ॥ ২৩ ॥

তন্ত্রার্থাবলোকনেন পরোদিতং বেদাতিরিক্তশাস্ত্রোদিতমপি ধর্ম্মং বদন্তি। স ধর্ম্মঃ প্রত্যক্ষ-শ্রুতিবিরুদ্ধত্বাত্তৈরুক্তোঽপি ন বৈদিকৈর্গ্রাহ্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তত্র হেতুমাহ অন্যেষাং শাস্ত্রকর্ত্তৃণামিতি ॥ ১৯ ॥

সর্ব্বেশান্যাঃ সর্ব্বেশ্বর্য্যা মম সা শ্রুতিরাজ্ঞাস্তি সা নৃভিঃ কথং ত্যাজ্যেত্যর্থঃ। তথাচ কূর্ম্মপুরাণে দেবীবাক্যং দ্বাদশাধ্যায়ে। মমৈবাজ্ঞা পরাশক্তির্ব্বেদসংজ্ঞা পুরাতনী। ঋগ্‌যজুঃ-সামরূপেণ সর্গাদৌ সংপ্রবর্ত্ততে ইতি ॥ ২০ ॥

মমাজ্ঞাভূতশ্রুতিরক্ষণার্থং ময়া মহান্ যত্নঃ কৃতোঽস্তীত্যাহ। মদাজ্ঞেতি। ততস্তস্মা-দ্ধেতোর্জ্ঞেয়ং শ্রুতের্বচো মে মম রহস্যমস্তীতি ॥ ২১ ॥

বেশান্ শাকম্ভর্য্যাদিরামকৃষ্ণাদ্যবতারান্ ॥ ২২ ॥

অতএবেতি। বেদসংরক্ষকা দেবাস্তন্নাশকা দৈত্যা ইতি বিভাগো বেদসদ্ভাবাদেব জাত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৫ ॥

করিয়া স্মৃতিশাস্ত্র সকল প্রণীত হইয়াছে। অতএব মনু প্রভৃতি মহর্ষিপ্রণীত স্মৃতি ও পুরাণ শাস্ত্র সমূহের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥ কোন কোন স্থলে কখন কখন তন্ত্রার্থে কটাক্ষ করিয়া বেদাতিরিক্ত শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে। সেই শাস্ত্রাংশে ধর্ম্মের বিষয় উক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ শ্রুতিবিরুদ্ধতা নিবন্ধন তাহা বৈদিকগণের গ্রাহ্য নহে ॥ ১৮ ॥ অন্যান্য শাস্ত্রকর্ত্তাদিগের অজ্ঞানতা বিদ্যমান আছে, অতএব অজ্ঞানদোষে দূষিত বলিয়া তাহাদিগের উক্তি সপ্রমাণ হইতে পারে না। সেই নিমিত্ত মোক্ষাভিলাষী মানবগণ ধর্ম্মের লাভের নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে বেদের আশ্রয় গ্রহণ করিবে ॥ ১৯ ॥ যেমন লোকমধ্যে কখনই রাজাজ্ঞা ব্যাহত হয় না, সেইরূপ সর্ব্বেশ্বরী আমার আজ্ঞারূপা সেই শ্রুতি, নরগণ কর্ত্তৃক কখনই পরিত্যক্ত হয় না ॥ ২০ ॥ আমি, আমার আজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করিয়াছি, অতএব শ্রুতিশাস্ত্রে মদীয় রহস্য বিদ্যমান আছে, সেই নিমিত্ত শ্রুতির বাক্য অবশ্যই বুধগণের জ্ঞেয় ও সেবনীয় সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥ হে ভূধর! যখন যে সময়ে ধর্ম্মের ক্ষীণাবস্থা এবং অধর্ম্মের উন্নতি হয়, আমি সেই সেই সময়ে শাকম্ভরী ও রাম কৃষ্ণাদি বেশে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়া থাকি ॥ ২২ ॥ রাজন্! এই নিমিত্তই

যে ন কুর্ব্বন্তি তদ্ধর্ম্মং তচ্ছিক্ষার্থং ময়া সদা।
সম্পাদিতাস্তু নরকাস্ত্রাসো যচ্ছ্রবণাদ্ভবেৎ ॥ ২৪ ॥
যো বেদধর্ম্মমুজ্‌ঝিত্য ধর্ম্মমন্যং সমাশ্রয়েৎ।
রাজা প্রবাসয়েদ্দেশান্নিজাদেতামধর্ম্মিণঃ।
ব্রাহ্মণৈর্ন চ সম্ভাষ্যাঃ পংক্তিগ্রাহ্যা ন চ দ্বিজৈঃ ॥ ২৫ ॥
অন্যানি যানি শাস্ত্রাণি লোকেঽস্মিন্বিবিধানি চ।
শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধানি তামসান্যেব সর্ব্বশঃ ॥ ২৬ ॥
বামং কাপালকঞ্চৈব কৌলকং ভৈরবাগমঃ।
শিবেন মোহনার্থায় প্রণীতো নান্যহেতুকঃ ॥ ২৭ ॥
দক্ষশাপাদ্ভৃগোঃ শাপাদ্দধীচস্য চ শাপতঃ।
দগ্ধা যে ব্রাহ্মণবরা বেদমার্গবহিষ্কৃতাঃ ॥ ২৮ ॥
তেষামুদ্ধরণার্থায় সোপানক্রমতঃ সদা।
শৈবাশ্চ বৈষ্ণবাশ্চৈব সৌরাঃ শাক্তাস্তথৈব চ ॥ ২৯ ॥

নন্বু তর্হি কিমর্থং তন্ত্রানি শিবেন প্রণীতানীতি চেত্তত্রাহ অন্যানি যানীতি ॥ ২৬ ॥
তেষাং নামান্যাহ বামং কাপালিকমিতি ॥ ২৭ ॥
পাপিনাং বেদধর্ম্মাচরণে সদগতিঃস্যাদিতি কর্ম্মবৈচিত্র্যং ন স্যাদিতি তেষাং নানাফলপ্রদর্শনেন তত্র প্রবৃত্তয়ে মোহার্থমেব বেদশ্রদ্ধাপ্রচ্যুত্যর্থঞ্চ তন্ত্রাণি প্রণীতানীত্যর্থঃ। কিঞ্চ শাপদগ্ধানাং বেদবহিষ্কৃতানাং ব্রাহ্মণানাং সোপানক্রমেণ জন্মান্তরে বেদাধিকারপ্রাপ্ত্যর্থং কিঞ্চিৎপরমেশ্বরোপাসনং বক্তব্যমিতি তদনুগ্রহার্থঞ্চ তন্ত্রাণি প্রণীতানীত্যাহ দক্ষশাপাদিতি। শাপকথা চ কূর্ম্মপুরাণে সূতসংহিতায়ামস্মিন্ দ্বাদশস্কন্ধে চ প্রসিদ্ধা পুরাণান্তরেষু চ ॥ ২৮—৩০ ॥

বেদরক্ষক দেবগণ ও বেদবিনাশক দৈত্যাদিগণ বিভাগ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সেই ধর্ম্মের আচরণ না করে, তাহাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত, আমি বহুতর নরকের সৃষ্টি করিয়াছি। কারণ, সেই নরক কথা শ্রবণ করিলে সেই পাপিষ্ঠগণের মনে ত্রাস উপস্থিত হয় ॥ ২৩—২৪ ॥ যে যে মূঢ় মানবগণ, বৈদিকধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে, রাজা সেই সেই অধার্ম্মিক মানবগণকে আপন দেশ হইতে নির্ব্বাসিত কারবেন। ব্রাহ্মণগণ তাহাদের সহিত সম্ভাষণ এবং তাহাদিগকে পংক্তিভোজনে গ্রহণ করিবেন না ॥ ২৫ ॥ এই লোকমধ্যে শ্রুতি ও স্মৃতিবিরুদ্ধ বিবিধ অন্যান্য যে সকল শাস্ত্র প্রচলিত আছে, তৎসমস্তই তামস শাস্ত্র; মহাদেব সেই এই বাম, কাপালক, কৌলক ও ভৈরবাদি আগম সকল, লোক মোহনের নিমিত্তই প্রণয়ন করিয়াছেন, নতুবা তৎপ্রণয়নে তাঁহার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই ॥ ২৬—২৭ ॥ যে সকল ব্রাহ্মণগণ দক্ষ, শুক্র ও দধীচি মুনির অভিশাপে দগ্ধ হইয়া বেদমার্গ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত মহাদেব, সোপান-

গাণপত্যা আগমাশ্চ প্রণীতাঃ শঙ্করেণ তু ॥ ৩০ ॥
তত্র বেদাবিরুদ্ধোংশোপ্যুক্ত এব কচিৎ কচিৎ।
বৈদিকৈস্তদ্গ্রহে দোষো ন ভবত্যেব কর্হিচিৎ ॥ ৩১ ॥
সর্ব্বথা বেদভিন্নার্থে নাধিকারী দ্বিজো ভবেৎ।
বেদাধিকারহীনস্তু ভবেত্তত্রাধিকারবান্ ॥ ৩২ ॥
তস্মাৎসর্ব্বপ্রযত্নেন বৈদিকো বেদমাশ্রয়েৎ।
ধর্ম্মেন সহিতং জ্ঞানং পরং ব্রহ্ম প্রকাশয়েৎ ॥ ৩৩ ॥
সর্ব্বৈষণাঃ পরিত্যজ্য মামেব শরণং গতাঃ।
সর্ব্বভূতদয়াবন্তো মানাহঙ্কারবর্জ্জিতাঃ ॥ ৩৪ ॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা মৎস্থানকথনে রতাঃ।
সন্ন্যাসিনো বনস্থাশ্চ গৃহস্থা ব্রহ্মচারিণঃ।
উপাসন্তে সদা ভক্ত্যা যোগমৈশ্বরসংজ্ঞিতম্ ॥ ৩৫ ॥

নমু তর্হি তন্ত্রাণি সর্ব্বথা ত্যাজ্যানীতি পর্য্যবসন্নমিতি চেন্নেত্যাহ তত্র বেদাবিরুদ্ধাংশ ইতি। তন্ত্রেষু দ্বিবিধোঽংশোঽস্তি। একো বেদবিরুদ্ধো দ্বিতীয়ো বেদাবিরুদ্ধঃ। তত্র বৈদিকৈর্বেদবিরুদ্ধাংশস্ত্যাজ্যো বেদাবিরুদ্ধাংশস্তু গ্রাহ্য ইত্যর্থঃ। তদুক্তং বায়ুসংহিতায়াম্। শৈবাগমোঽপি দ্বিবিধঃ শ্রৌতাশ্রৌতশ্চ তন্ময়ঃ। শ্রুতিসারময়ঃ শ্রৌতঃ স্বতন্ত্র ইতরো মত ইত্যাদি। শ্রৌতো গ্রাহ্যস্তু বৈদিকৈরিতি সূতসংহিতায়াম্। তথাপি যোঽংশো মার্গাণাং বেদেন ন বিরুদ্ধ্যতে। সোঽংশঃ প্রমাণমিত্যুক্তমিতি। ইত্থমেতাবৎপর্য্যন্তং বৈদিকং মতমুপপাদিতম্। তন্ত্রাণাং স্বতঃ প্রামাণ্যমঙ্গীকুর্ব্বতাং তান্ত্রিকাণাং মতং স্বগ্রন্থেবেতি দিক্ ॥ ৩১—৩২ ॥

যস্মাদ্বেদোক্ত এব ধর্ম্মস্তস্মাদ্বেদমেবাশ্রয়েদিত্যাহ তস্মাদিতি। ধর্ম্মেণ বেদোক্তেন ॥৩৩॥

পুনর্বিরাট্স্বরূপোপাসকস্য নিষ্ঠামাহ সর্ব্বৈষণা ইতি ॥ ৩৪ ॥

ঐশ্বরসংজ্ঞিতং বিরাট্স্বরূপোপাসনাভিধম্ ॥ ৩৫—৩৬ ॥

ক্রমে শৈব, বৈষ্ণব, সৌর, শাক্ত ও গাণপত্য এই পঞ্চ প্রকার আগমও প্রণয়ন করিয়াছেন ॥ ২৮—৩০ ॥ সেই সকল তন্ত্রশাস্ত্র মধ্যে বেদের অবিরুদ্ধ অংশ এবং কোন কোন স্থলে বেদের বিরুদ্ধ অংশ উক্ত হইয়াছে। বৈদিকদিগের সেই সকল অবিরুদ্ধ অংশ গ্রহণে কখনই দোষ সংঘটন হইতে পারে না ॥৩১॥ তন্ত্রশাস্ত্রের বেদবিরুদ্ধ অংশে দ্বিজগণ অধিকারী নহেন, বেদের অধিকারবিহীন মানবগণই তাহাতে অধিকারী হইয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥ অতএব বৈদিকগণ সর্ব্বপ্রযত্নে বেদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেই বৈদিক ধর্ম্ম দ্বারা পরম জ্ঞানরূপ পরব্রহ্ম প্রকাশিত করিবেন ॥ ৩৩ ॥ সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থ, গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারিগণ সর্ব্ব প্রকার বাসনায় বিসর্জ্জন দিয়া একমাত্র আমারই শরণ গ্রহণপূর্ব্বক, অভিমান ও অহঙ্কার বর্জ্জিত, সমস্ত জীবগণের প্রতি দয়াবান্, আমাতে একান্ত চিত্ত ও মদ্গত প্রাণ এবং আমার স্থান কথনে নিরত হইয়া ভক্তিযোগ সহকারে সততই ঐশ্বর নামক যোগ অর্থাৎ

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানামহমজ্ঞানজং তমঃ।
জ্ঞানসূর্য্যপ্রকাশেন নাশয়ামি ন সংশয়ঃ ॥ ৩৬ ॥
ইত্থং বৈদিকপূজায়াঃ প্রথমায়া নগাধিপ !।
স্বরূপমুক্তং সংক্ষেপাদ্দ্বিতীয়ায়া অথো ব্রুবে ॥ ৩৭ ॥
মূর্ত্তৌ বা স্থণ্ডিলে বাপি তথা সূর্য্যেন্দুমণ্ডলে।
জলেঽথবা বাণলিঙ্গে যন্ত্রে বাপি মহাপটে ॥ ৩৮ ॥
তথা শ্রীহৃদয়াম্ভোজে ধ্যায়েদ্দেবীং পরাৎপরাম্।
সগুণাং করুণাপূর্ণাং তরুণীমরুণারুণাম্ ॥ ৩৯ ॥
সৌন্দর্য্যসারসীমান্তাং সর্ব্বাবয়বসুন্দরাম্।
শৃঙ্গাররসসম্পূর্ণাং সদা ভক্তার্ত্তিকাতরাম্ ॥ ৪০ ॥
প্রসাদসুমুখীমম্বাং চন্দ্রখণ্ডশিখণ্ডিনীম্।
পাশাঙ্কুশবরাভীতিধরামানন্দরূপিণীম্ ॥ ৪১ ॥
পূজয়েদুপচারৈশ্চ যথাবিত্তানুসারতঃ ॥ ৪২ ॥

প্রথমবৈদিকপূজাস্বরূপকথনমুপসংহরতি ইত্থমিতি। বেদমার্গেণ করচরণাদিবিশিষ্ট-সুকুমারমূর্ত্তিপূজারূপায়া দ্বিতীয়বৈদিকপূজায়াঃ স্বরূপমাহ দ্বিতীয়ায়া ইতি ॥ ৩৭ ॥
মহাপটে বস্ত্রে ॥ ৩৮ ॥
সুকুমারাং মূর্ত্তিমাহ সগুণামিতি ॥ ৩৯—৪২ ॥

মদীয় বিরাট্ স্বরূপের উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৩৪—৩৫ ॥ আমি, জ্ঞানসূর্য্য প্রকাশ করিয়া মদীয় যোগসাধনে নিত্য নিরত সেই সকল মানবগণের অজ্ঞানজনিত অন্ধকার বিনাশ করিয়া থাকি, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই ॥ ৩৬ ॥ হে নগেন্দ্র! এই আমি সংক্ষেপে প্রথম বৈদিকপূজার স্বরূপ ব্যক্ত করিলাম, এক্ষণে দ্বিতীয় তান্ত্রিকী পূজাবিধি কীর্ত্তন করিতেছি, সাবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৩৭ ॥ প্রতিমায় অথবা পরিষ্কৃত ভূমিতে, কিম্বা সূর্য্য ও চন্দ্রমণ্ডলে, জলে, বাণলিঙ্গে, যন্ত্রে কিম্বা মহাপটে অথবা হৃদয়াম্বুজ মধ্যে; যিনি সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয় স্বীকার করিয়া জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, যিনি করুণারসে পরিপূর্ণা ও নবযৌবন-সমন্বিতা, যাঁহার বর্ণ অরুণের ন্যায় আরক্ত, যাঁহার সৌন্দর্য্য আচূড়ান্ত অধিরোহণ করিয়াছে, যাঁহার সমুদায় অঙ্গ পরম সুন্দর, যিনি মূর্ত্তিমান্ শৃঙ্গাররস, যিনি ভক্তগণের মনোদুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া থাকেন, যিনি ভক্তগণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া দর্শন প্রদান করিয়া থাকেন, যাঁহার শিরোদেশে চন্দ্রখণ্ড নিরন্তর শোভা পাইতেছে, যাঁহার করচতুষ্টয় পাশ, অঙ্কুশ এবং বর ও অভয়দান-ভঙ্গিমায় একান্ত মনোহর, সেই আনন্দ-রূপিণী পরাৎপরা দেবীর ধ্যান করিয়া, স্বীয় বৈভব অনুসারে উপচার দ্বারা তাঁহার পূজা

যাবদান্তরপূজায়ামধিকারো ভবেন্নহি।
তাবদ্বাহ্যামিমাং পূজাং শ্রয়েজ্জাতে তু তাং ত্যজেৎ ॥ ৪৩॥
আভ্যন্তরা তু যা পূজা সা তু সম্বিল্লয়ঃ স্মৃতঃ।
সম্বিদেব পরংরূপমুপাধিরহিতং মম ॥ ৪৪ ॥
অতঃ সম্বিদি মদ্রূপে চেতঃ স্থাপ্যং নিরাশ্রয়ম্।
সম্বিদ্রূপাতিরিক্তন্তু মিথ্যামায়াময়ং জগৎ ॥ ৪৫ ॥
অতঃ সংসারনাশায় সাক্ষিণীমাত্মরূপিণীম্।
ভাবয়েন্নির্ম্মনস্কেন যোগযুক্তেন চেতসা ॥ ৪৬ ॥
অতঃপরং বাহ্যপূজাবিস্তারঃ কথ্যতে ময়া।
সাবধানেন মনসা শৃণু পর্ব্বতসত্তম ! ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে দেবীগীতায়াং ভগবত্যাঃ পূজাবিধিবর্ণনং নাম ঊনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

ইত্থং বাহ্যপূজা কিয়ৎকালপর্য্যন্তং কর্ত্তব্যেতি চেত্তত্রাহ যাবদান্তরেতি। আন্তরপূজায়ামধিকারে জাতে ইত্যর্থঃ। তদুক্তং সূতসংহিতায়াং পঞ্চমাধ্যায়ে শক্তিপূজাপ্রকরণে। অথাভ্যন্তরপূজায়ামধিকারো ভবেদ্যদি। ত্যক্ত্বা বাহ্যামিমাং পূজামাশ্রয়েদপরাংবুধ ইতি ॥ ৪৩ ॥

আন্তরপূজাস্বরূপমাহ আভ্যন্তরেতি। সম্বিদি জ্ঞানরূপে ব্রহ্মণি ময়ি যচ্চেতসোলয়স্তদ্রূপে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥

নির্মনস্কেন নির্বিকল্পেন। যোগযুক্তেন ভক্তিযোগযুক্তেন ॥ ৪৬ ॥

ইয়ং যা মূর্ত্তৌ পূজা সঙ্ক্ষেপেণোক্তা তাং বিস্তরেণ বক্তুং প্রতিজানীতে অতঃপরমিতি॥৪৭॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে সপ্তমস্কন্ধে ঊনচত্বরিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৯॥

করিবে॥৩৮—৪২॥ যে পর্য্যন্ত আভ্যন্তরিক পূজায় অধিকার না হয়, তাবৎ বাহ্যপূজার আশ্রয় গ্রহণ করিবে, কখনই তাহা পরিত্যাগ করিবে না ॥ ৪৩ ॥ সম্বিৎ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ পরব্রহ্মে যে চিত্তের বিলয় হয় তাহাকেই আভ্যন্তরিক পূজা কহে। নগবর ! সম্বিৎকেই আমার উপাধিরহিত পরমরূপ বলিয়া জানিবে ॥ ৪৪ ॥ অতএব আমার সম্বিৎরূপে নিরন্তরই অন্যাশ্রয় বিরহিত চিত্ত সংস্থাপন করা একান্ত কর্ত্তব্য। যাহা সম্বিৎরূপের অতিরিক্ত তাহাই এই মায়াময় মিথ্যা জগৎরূপে প্রকাশিত হইতেছে ॥৪৫ ॥ অতএব সংসার বিনাশের নিমিত্ত ভক্তিযোগযুক্ত নির্ব্বিকল্প চিত্তদ্বারা সকলের সাক্ষিরূপিণী ও আত্মরূপিণী আমাকে নিরন্তর ভাবনা করিবে ॥ ৪৬ ॥ হে পর্ব্বতসত্তম ! অতঃপর আমি বিস্তারপূর্ব্বক বাহ্যপূজা বর্ণন করিব, তুমি সাবহিত চিত্তে তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে জগদম্বিকার পূজাবর্ণন নামক ঊনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীদেব্যুবাচ।

প্রাতরুত্থায় শিরসি সংস্মরেৎ পদ্মমুজ্জ্বলম্।
কর্পূরাভং স্মরেত্তত্র শ্রীগুরুং নিজরূপিণম্॥ ১॥
সুপ্রসন্নং লসদ্ভূষাভূষিতং শক্তিসংযুতম্।
নমস্কৃত্য ততো দেবীং কুণ্ডলীং সংস্মরেদ্‌বুধঃ॥ ২॥

প্রকাশমানাং প্রথমে প্রয়াণে
প্রতিপ্রয়াণেঽপ্যমৃতায়মানাম্।
অন্তঃপদব্যামনুসঞ্চরন্তী-
মানন্দরূপামবলাং প্রপদ্যে॥ ৩॥

ধ্যাত্বৈবং তচ্ছিখামধ্যে সচ্চিদানন্দরূপিণীম্।
মাং ধ্যায়েদথ শৌচাদিক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ সমাচরেৎ॥ ৪॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ চত্বারিংশদ্ভিঃ পদ্যৈরতঃপরম্।
বাহ্যপূজাবিধানঞ্চ যথাবদভিধীয়তে॥

বাহ্যপূজাং বক্তুমুপক্রমতে প্রাতরুত্থায়েতি। অষ্টপঞ্চ ভবেৎ প্রাতরিতি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত-প্রাতঃকালে ইত্যর্থঃ। শিরসি স্বমস্তকে ব্রহ্মরন্ধ্রে পদ্মং সহস্রারম্। তত্র তস্মিন্ পদ্মে নিজ-রূপিণং নিজগুরুসমানাকারমিত্যর্থঃ॥ ১॥

শক্তিসংযুতং স্বপত্নীসংযুতম্। মাতা এব গুরুশ্চেত্তাং পতিসংযুতাং ধ্যায়েৎ॥ ২॥

প্রকাশমানামিতি। প্রথমে প্রয়াণে ব্রহ্মরন্ধ্রগমনরূপে প্রকাশমানাং চিদ্রূপত্বেন ভাস-মানাং প্রতিপ্রয়াণে ব্রহ্মরন্ধ্রাৎ মূলাধারং পুনরাগমনে অমৃতায়মানাম্ আনন্দামৃতভরিতাম্। অন্তঃপদব্যাং সুষুম্নায়ামনুসঞ্চরন্তীং গমনাগমনে কুর্ব্বতীমবলাং পরাং শক্তিং প্রপদ্যে শরণং গতোঽস্মীত্যর্থঃ। ন বিদ্যতে বলং যস্যাঃ সকাশাদন্যত্রেত্যবলা। ইত্থং যোগিভিঃ। কুণ্ড-লিনী সাক্ষাৎকর্ত্তব্যা যোগাভাবে ভাবনা বা কর্ত্তব্যা॥ ৩॥

তচ্ছিখামধ্যে সা যা শিখামূলাধারস্থচিদগ্নেঃ শিখা কুণ্ডলিনী তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে পর-মাত্মা ব্যবস্থিত ইতি তৈত্তিরীয়শ্রুত্যুক্তা তন্মধ্যে মাং সচ্চিদানন্দরূপিণীং ধ্যায়েদিত্যর্থঃ। সর্ব্বাঃ ক্রিয়াঃ সন্ধ্যাবন্দনান্তাঃ॥ ৪॥

দেবী কহিলেন, প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্বীয় শিরোদেশে ব্রহ্মরন্ধ্রমধ্যে সমুজ্জ্বল কর্পূরবর্ণ সহস্রার পদ্ম চিন্তা করিবে। তাহাতে স্বীয় গুরুর সমানাকার, অত্যুত্তম ভূষায় বিভূষিত ও পত্নীসমন্বিত সুপ্রসন্ন শ্রীগুরুকে স্মরণ ও নমস্কার করিয়া তাহাতে কুণ্ডলিনী দেবীকে স্মরণ করিবে॥১—২॥ অনন্তর যিনি প্রথমে ব্রহ্মরন্ধ্র-গমনকালে চৈতন্য-রূপে প্রকাশমানা, তদনন্তর ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে মূলাধারে প্রতিগমনকালে আনন্দামৃতময়ী এবং এইরূপে সুষুম্নাপথে গমনাগমনকারিণী হন, আমি সেই চিদ্রূপিণী পরাশক্তি কুণ্ডলিনীর

অগ্নিহোত্রং ততো হুত্বা মৎপ্রীত্যর্থং দ্বিজোত্তমঃ।
হোমান্তে স্বাসনে স্থিত্বা পূজাসঙ্কল্পমাচরেৎ ॥ ৫ ॥
ভূতশুদ্ধিং পুরা কৃত্বা মাতৃকান্যাসমেব চ।
হৃল্লেখামাতৃকান্যাসং নিত্যমেব সমাচরেৎ ॥ ৬ ॥
মূলাধারে হকারঞ্চ হৃদয়ে চ রকারকম্।
ভ্রূমধ্যে তদ্বদীকারং হ্রীংকারং মস্তকে ন্যসেৎ ॥ ৭ ॥
তত্তন্মন্ত্রোদিতানন্যান্ ন্যাসান্ সর্ব্বান্ সমাচরেৎ।
কল্পয়েৎ স্বাত্মনো দেহে পীঠং ধর্ম্মাদিভিঃ পুনঃ ॥ ৮ ॥
ততো ধ্যায়েন্মহাদেবীং প্রাণায়ামৈর্ব্বিজৃম্ভতে।
হৃদম্ভোজে মম স্থানে পঞ্চপ্রেতাসনে বুধঃ ॥ ৯ ॥

হোমান্তে মৎপ্রীত্যর্থমগ্নিহোত্রহোমান্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ভূতশুদ্ধিমাতৃকান্যাসৌ প্রসিদ্ধৌ গৌরবান্ন লিখ্যেতে। হৃল্লেখামাতৃকেতি। হৃল্লেখা মায়াবীজং প্রত্যক্ষরং মায়াবীজং পূর্ব্বং দত্বা মাতৃকান্যাসো যঃ কর্ত্তব্যঃ স হৃল্লেখামাতৃকান্যাসঃ। শারদায়াং দশবিধমাতৃকান্যাসেষু প্রসিদ্ধঃ ॥ ৬—৭ ॥

ধর্ম্মাদিভিরিতি। ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যান্ বিদিক্ষু পীঠখুরত্বেন ভাবয়েৎ। অধর্ম্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যান্ পূর্ব্বাদিচতুর্দিক্ষু পীঠগাত্রত্বেন ভাবয়েৎ। তৎপীঠোপরি মধ্যেঽনন্তায় নমঃ। পদ্মায় নমঃ। অং সূর্য্যমণ্ডলায় নমঃ। মং বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ। সং সত্ত্বায় নমঃ। রং রজসে নমঃ। তং তমসে নমঃ। পূর্ব্বাদিদিক্ষু। আং আত্মনে নমঃ। অং অন্তরাত্মনে নমঃ। পং পরমাত্মনে নমঃ। হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ। ততঃ পদ্মস্য পূর্ব্বাদিদলে। জয়ায়ৈ নমঃ। বিজয়ায়ৈ নমঃ। অপরাজিতায়ৈ নমঃ। নিত্যায়ৈ নমঃ। বিলাসিন্যৈ নমঃ। দোগ্ধ্র্যৈ নমঃ। অঘোরায়ৈ নমঃ। মধ্যে মঙ্গলায়ৈ নমঃ। ইতি পীঠশক্তীঃ পূজয়েৎ। ইদং শারদায়াং স্পষ্টম্ ॥ ৮ ॥

ততঃ প্রাণায়ামৈর্বিকসিতে হৃৎপদ্মে পঞ্চপ্রেতাসনে দেবীং ধ্যায়েদিত্যাহ ততো ধ্যায়েদিতি ॥ ৯ ॥

আশ্রয় গ্রহণ করি ॥ ৩ ॥ এইরূপ চিন্তার পর মূলাধারস্থিত চিদগ্নির কুণ্ডলিনীরূপ শিখামধ্যে সচ্চিদানন্দরূপিণী আমার ধ্যান করিয়া, তদনন্তর শৌচ ও সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য সমাপন করিবে ॥ ৪ ॥ তৎপরে দ্বিজোত্তমগণ আমার প্রীতির নিমিত্ত অগ্নিহোত্র হোম করিয়া স্বীয় আসনে উপবেশন পূর্ব্বক পূজার নিমিত্ত সঙ্কল্প করিবে ॥ ৫ ॥ তদনন্তর প্রথমে ভূতশুদ্ধি ও মাতৃকান্যাস সমাধানপূর্ব্বক পরে মায়াবীজের অক্ষর বিন্যাস করিয়া হৃল্লেখা মাতৃকান্যাস করিবে ॥ ৬ ॥ তাহাতে মূলাধারে হকার, হৃদয়ে রকার, ভ্রূমধ্যে ঈকার এবং মস্তকে হ্রীঁকার বীজ বিন্যাস করিবে ॥ ৭ ॥ তৎপরে সেই সেই মন্ত্রোক্ত অন্যান্য সমস্ত ন্যাস সমাপন করিয়া আপনার দেহমধ্যে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এই চারিটি পীঠখুর এবং অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য এই চারিটিকে পূর্ব্বাদি দিক্‌চতুষ্টয়ে পীঠগাত্র ভাবনা করিবে ॥ ৮ ॥ তদনন্তর প্রাণায়াম-বিকসিত হৃৎপদ্মমধ্যে পঞ্চপ্রেতাসনে মহাদেবীর ধ্যান করা কর্ত্তব্য ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
এতে পঞ্চ মহাপ্রেতা পাদমূলে মম স্থিতাঃ ॥ ১০ ॥
পঞ্চভূতাত্মকা হ্যেতে পঞ্চাবস্থাত্মকা অপি।
অহং ত্বব্যক্তচিদ্রূপা তদতীতাস্মি সর্ব্বথা।
ততো বিষ্টরতাং যাতাঃ শক্তিতন্ত্রেষু সর্ব্বদা ॥ ১১ ॥
ধ্যাত্বৈবং মানসৈর্ভোগৈঃ পূজয়েন্মাং জপেদপি।
জপং সমর্প্য শ্রীদেব্যৈ ততোঽর্ঘ্যস্থাপনং চরেৎ ॥ ১২।
পাত্রাসাদনকং কৃত্বা পূজাদ্রব্যাণি শোধয়েৎ।
জলেন তেন মনুনা চাস্ত্রমন্ত্রেণ দেশিকঃ ॥ ১৩ ॥
দিগ্‌বন্ধঞ্চ পুরা কৃত্বা গুরূন্নত্বা ততঃপরম্।
তদনুজ্ঞাং সমাদায় বাহ্যপীঠে ততঃপরম্ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চপ্রেতানাহ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চেতি ॥ ১০ ॥

কিমর্থমেতে ত্বদাসনতাং গতা ইতি তত্রাহ পঞ্চভূতাত্মকা হ্যেতে ইতি। ভূম্যাদিপঞ্চভূতানামেতেঽধিপতয়োঽহস্তু দেবী তেষামুৎপাদকং যদব্যক্তং মায়াবিশিষ্টং ব্রহ্ম তদ্রূপিণীং তেভ্যোঽধিকা তথা তে ব্রহ্মাদয়ো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিতুর্যাতীতরূপপঞ্চাবস্থাধিপতয়োঽহস্তু দেবী তুর্যাতীতাবস্থাতোঽপ্যধিকং যদ্‌ব্রহ্ম তদ্রূপিণী তস্মাত্তে মমাসনতাং গতা ইত্যর্থঃ ॥১১॥

তত্র ব্রহ্মাদয়শ্চত্বারো মঞ্চকখুরাঃ। সদাশিবস্তু ফলকস্থানীয়ঃ কল্পনীয় ইতি বোধ্যম্। এবং হৃদয়ে প্রথমতো মানসোপচারৈঃ পূজয়িত্বা যথাশক্তি মূলমন্ত্রং জপিত্বা জপং দেব্যৈ সমর্প্য বাহ্যপূজার্থমর্ঘ্যস্থাপনং চরেদিত্যাহ ধ্যাত্বৈবমিতি ॥ ১২ ॥

অর্ঘ্যস্থাপনপ্রকারঃ শারদায়াং দ্রষ্টব্যো গৌরবাদ্বেহোচ্যতে। অস্ত্রমন্ত্রেণ ফট্‌মন্ত্রাভ্যুক্ষিতজলেন পূজাদ্রব্যাণি শোধয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

দিগ্‌বন্ধমিতি। ফট্‌মন্ত্রেণ স্বপরিতোঽগ্নিপ্রাকারং ভাবয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

হে ভূধর! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সদাশিব ও ঈশ্বর এই পঞ্চ মহাপ্রেত আমার পাদমূলে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ১০ ॥ ইহারা ভূমি, জল, তেজঃ, পবন ও আকাশ এই পঞ্চভূতাত্মক এবং জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুর্য্য ও অতীব রূপ এই পঞ্চ অবস্থাত্মক, কিন্তু ব্রহ্মরূপিণী আমি ঐ পঞ্চভূতাত্মক এবং পঞ্চ অবস্থাত্মক ব্রহ্মাদি হইতেও অতীত, অতএব ঐ ব্রহ্মাদি পঞ্চক শক্তিতন্ত্রে সর্ব্বদাই আমার আসনতা প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ১১ ॥ এইরূপে আমার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে আমার পূজা করিয়া জপ করিবে। জপ সমাপনের পর সমস্ত জপ আমাতে সমর্পণ করিয়া বাহ্য পূজার নিমিত্ত অর্ঘ্য সংস্থাপন করা কর্ত্তব্য ॥১২॥ অনন্তর, সাধক ব্যক্তি সম্মুখস্থিত পূজা দ্রব্য সকল অস্ত্রমন্ত্র অর্থাৎ ফট্ এই মন্ত্রদ্বারা অভ্যুক্ষিত জল দ্বারা সংশোধন করিয়া লইবে ॥ ১৩ ॥ তৎপরে প্রথমেই ছোটিকাদি দ্বারা দশদিগ্‌বন্ধন পূর্ব্বক গুরুকে নমস্কার করিবে, পরে তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক বাহ্যপীঠে হৃদিস্থিত দিব্য মনোহর মূর্ত্তি

হৃদিস্থাং ভাবিতাং মূর্ত্তিং মম দিব্যাং মনোহরাম্ ॥ ১৫ ॥
আবাহয়েত্ততঃ পীঠে প্রাণস্থাপনবিদ্যয়া।
আসনাবাহনে চার্ঘ্যং পাদ্যাদ্যাচমনং তথা ॥ ১৬ ॥
স্নানং বাসোদ্বয়ঞ্চৈব ভূষণানি চ সর্ব্বশঃ।
গন্ধপুষ্পং যথাযোগ্যং দত্ত্বা দেব্যৈ স্বভক্তিতঃ।
যন্ত্রস্থানামাবৃতীনাং পূজনং সম্যগাচরেৎ ॥ ১৭ ॥
প্রতিবারমশক্তানাং শুক্রবারো নিয়ম্যতে ॥ ১৮ ॥
মূলদেবীপ্রভারূপাঃ স্মর্ত্তব্যা অঙ্গদেবতাঃ।
তৎপ্রভাপটলব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যঞ্চ বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৯ ॥
পুনরাবৃত্তিসহিতাং মূলদেবীঞ্চ পূজয়েৎ।
গন্ধাদিভিঃ সুগন্ধৈস্তু তথা পুষ্পৈঃ সুবাসিতৈঃ।
নৈবেদ্যৈস্তর্পণৈশ্চৈব তাম্বূলৈর্দক্ষিণাদিভিঃ ॥ ২০ ॥
তোষয়েন্মাং ত্বৎকৃতেন নাম্নাং সাহস্রকেণ চ।
কবচেন চ সূক্তেনাহং রুদ্রেভিরিতি প্রভো ! ॥ ২১ ॥

বাহ্যপীঠে পূর্ব্বোক্তে যন্ত্রাদৌ ॥ ১৫ ॥

প্রাণস্থাপনবিদ্যয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণ ॥ ১৬ ॥

পুষ্পান্তং পূজাং কৃত্বা যন্ত্রস্থানামাবৃতীনামাবরণদেবতানাং পূজনং কুর্য্যাদিত্যাহ যন্ত্রস্থানামিতি। তাশ্চ দেবতাস্তত্তন্মন্ত্রকল্পোক্তা গ্রাহ্যাঃ ॥ ১৭ ॥

প্রতিদিনমাবরণদেবতাপূজনং কর্ত্তুমশক্তশ্চেচ্ছুক্রবারেঽবশ্যং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

আবরণদেবতাসু ভাবনামাহ মূলদেবীতি ॥ ১৯ ॥

পুনরাবৃত্তীতি। ইত্থমাবরণদেবতা যথাস্থানেষু স্থিতা ধ্যাত্বা সম্পূজ্য পুনঃ সাবরণাং সায়ুধাং সশক্তিকাং শ্রীভুবনেশ্বরীং গন্ধাদিদক্ষিণান্তৈরুপচারৈঃ পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

ত্বৎকৃতেনেতি। ত্বয়া হিমালয়েন কৃতং যৎ সহস্রনামস্তোত্রং মম তেন মাং তোষয়েদিত্যর্থঃ। অনেনৈব জ্ঞাপকেন হিমালয়েন দেবীদর্শনে জাতে সহস্রনামস্তোত্রেণ দেবী

ভাবনা এবং প্রাণ প্রতিষ্ঠার মন্ত্র দ্বারা পীঠোপরি তাঁহার আহ্বান করিয়া আসন, আবাহন, অর্ঘ্য, পাদ্য, আচমন, স্নান, বস্ত্রদ্বয়, সকল প্রকার ভূষণ, গন্ধ ও পুষ্পাদি দ্রব্য সকল যথাযোগ্য ভক্তিসহকারে প্রদানপূর্ব্বক যন্ত্রস্থিত আবরণ দেবতা সকলের পূজা করিবে। যদি প্রতি দিন আবরণ দেবতাগণের পূজা করিতে অসমর্থ হয়, তবে শুক্রবারে অবশ্যই তাহা কর্ত্তব্য ॥ ১৪—১৮ ॥ আবরণ দেবতাগণের মধ্যে প্রভারূপা মূলদেবীর ভাবনা এবং তাঁহার প্রভাজালে ত্রৈলোক্যমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়াছে এইরূপ চিন্তা করিবে ॥ ১৯ ॥ অনন্তর গন্ধাদি, সুবাসিত পুষ্প ও নৈবেদ্যাদি নানাবিধ তৃপ্তিকর দ্রব্য এবং দক্ষিণাদি দ্বারা আবরণ দেবতাগণের সহিত মূলদেবী ভুবনেশ্বরীর পুনর্ব্বার পূজা করিবে ॥ ২০ ॥ আর তোম কর্ত্তৃক কৃত

দেব্যথর্ব্বশিরোমন্ত্রৈর্হৃল্লেখোপনিষদ্ভবৈঃ।
মহাবিদ্যামহামন্ত্রৈস্তোষয়েন্ মাং মুহুর্মুহুঃ ॥ ২২ ॥
ক্ষমাপয়েজ্জগদ্ধাত্রীং প্রেমার্দ্রহৃদয়ো নরঃ ॥ ২৩ ॥
পুলকাঙ্কিতসর্ব্বাঙ্গৈর্ব্বাষ্পরুদ্ধাক্ষিনিঃস্বনঃ।
নৃত্যগীতাদিঘোষেণ তোষয়েন্মাং মুহুর্মুহুঃ ॥ ২৪ ॥
বেদপারায়ণৈশ্চৈব পুরাণৈঃ সকলৈরপি।
প্রতিপাদ্যা যতোঽহং বৈ তস্মাত্তৈস্তোষয়েত্তু মাম্॥
নিজং সর্ব্বস্বমপি মে সদেহং নিত্যশোঽর্পয়েৎ ॥ ২৫ ॥
নিত্যহোমং ততঃ কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণাংশ্চ সুবাসিনীঃ।
বটুকান্ পামরানন্যান্ দেবীবুদ্ধ্যা তু ভোজয়েৎ ॥ ২৬ ॥
নত্বা পুনঃ স্বহৃদয়ে ব্যুৎক্রমেণ বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ২৭ ॥
সর্ব্বং হৃল্লেখয়া কুর্য্যাৎ পূজনং মম সুব্রত !।
হৃল্লেখা সর্ব্বমন্ত্রাণাং নায়িকা পরমা স্মৃতা ॥ ২৮ ॥

স্তুতেতি বোধিতম্। তচ্চ সহস্রনামস্তোত্রং যদ্যপ্যস্মিন্ পুরাণে নাস্তি তথাপি কূর্ম্মপুরাণে দ্বাদশাধ্যায়ে বর্ত্ততে তদ্গ্রাহ্যম্। তত্রাপ্যেতৎপ্রসঙ্গেনৈব সহস্রনামকথনাৎ। চকারেণ নিত্যমূলমন্ত্রজপং কৃত্বা পশ্চাৎ সহস্রনামস্তোত্রং পঠেদিত্যর্থঃ। কবচেন তন্ত্রাদিষু প্রোক্তেন অহং রুদ্রেভিরিতি দেবীসূক্তেনেত্যন্বয়ঃ ॥ ২১ ॥

দেব্যথর্ব্বশিরো নাম সর্ব্বে বৈ দেবা দেবীমুপতস্থুরিত্যাদিকং হৃল্লেখোপনিষৎ। ভুবনেশ্বর্য্যা উপনিষৎ ॥ ২২—২৪ ॥

সর্ব্বস্বমপীতি। স্বদেহসহিতং সর্ব্বস্বং দেব্যৈ সমর্পয়েদিত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥

ব্যুৎক্রমেণ সংহারমুদ্রয়া ॥ ২৭ ॥

পূর্ব্বপূজায়াং যে উপচারা দেয়া স্তে সর্ব্বে মায়াবীজমন্ত্রমুচ্চার্য্য দেয়া ইত্যাহ সর্ব্বং হৃল্লেখয়েতি ॥ ২৮ ॥

সহস্রনামস্তোত্র, তন্ত্রোক্ত কবচ এবং 'অহং রুদ্রেভিঃ' ইত্যাদি দেবীসূক্ত মন্ত্র এবং "সর্ব্বে বৈ দেবা দেবীমুপতস্থুঃ" ইত্যাদি দেব্যথর্ব্বশিরোমন্ত্র ও ভুবনেশ্বরীর উপনিষদুক্ত মহাবিদ্যার মহামন্ত্র দ্বারা মুহুর্মুহুঃ আমার সন্তোষ সাধন করিবে ॥ ২১—২২ ॥ প্রেমার্দ্রহৃদয় ও পুলকিতগাত্র হইয়া সকলেরই প্রেমাশ্রুপরিপূর্ণ নেত্রে ও গদ্গদ বাক্যে এবং নৃত্য গীত ও বাদ্য নির্ঘোষে মুহুর্মুহুঃ আমার সন্তোষ সাধন করা কর্ত্তব্য ॥ ২৩—২৪ ॥ বেদপারায়ণে ও সমস্ত পুরাণেই আমার মাহাত্ম্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব সেই সমস্ত বেদাদি পাঠ দ্বারা আমার প্রীতি উৎপাদন এবং নিত্য নিত্য আমার সন্তোষের নিমিত্ত আপন দেহের সহিত সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিবে ॥ ২৫ ॥ তদনন্তর নিত্য হোম সমাপনান্তে ব্রাহ্মণ, বস্ত্রালঙ্কৃত কুমারী, বালক ও আপামর সাধারণ সকলকে দেবীবোধে ভোজন করাইবে। তৎপরে নিজ হৃদয়স্থিতা দেবীকে নমস্কার করিয়া সংহারমুদ্রা দ্বারা বিসর্জ্জন করিবে॥ ২৬—২৭ ॥

হৃল্লেখাদর্পণে নিত্যমহন্তু প্রতিবিম্বিতা।
তস্মাদ্ধৃল্লেখয়া দত্তং সর্ব্বমন্ত্রৈঃ সমর্পিতম্।
গুরুং সংপূজ্য ভূষাদ্যৈঃ কৃতকৃত্যত্বমাবহেৎ॥ ২৯॥
য এবং পূজয়েদ্দেবীং শ্রীমদ্ভুবনসুন্দরীম্।
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিৎ কদাচিৎ ক্বচিদস্তি হি॥ ৩০॥
দেহান্তে তু মণিদ্বীপং মম যাত্যেব সর্ব্বথা।
জ্ঞেয়ো দেবীস্বরূপোঽসৌ দেবা নিত্যং নমন্তি তম্॥ ৩১॥
ইতি তে কথিতং রাজন্! মহাদেব্যাঃ প্রপূজনম্॥ ৩২॥
বিমৃশ্যৈতদশেষেণাপ্যধিকারানুরূপতঃ।
কুরু মে পূজনং তেন কৃতার্থস্ত্বং ভবিষ্যসি॥ ৩৩॥
ইদন্তু গীতাশাস্ত্রং মে নাশিষ্যায় বদেৎ ক্বচিৎ।
নাভক্তায় প্রদাতব্যং ন ধূর্ত্তায় চ দুর্হৃদে॥ ৩৪॥
এতৎপ্রকাশনং মাতুরুদ্ঘাটনমুরোজয়োঃ।
তস্মাদবশ্যং যত্নেন গোপনীয়মিদং সদা॥ ৩৫॥

কুতঃ সর্ব্বমন্ত্রাণাং নাস্তিকেতি চেন্মম তস্মিন্মন্ত্রে প্রত্যাসত্ত্যতিশয়াদিত্যাহ হৃল্লেখা দর্পণে ইতি। তথাচ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে। হ্রীংকারাদর্শবিম্বিকেতি॥ ২৯—৩৪॥
উরোজয়োঃ স্তনয়োঃ॥ ৩৫—৩৮॥

হে সুব্রত! হৃল্লেখা মন্ত্রই সমস্ত মন্ত্রমধ্যে প্রধান, অতএব আমার পূজাদি সমস্ত কর্ম্মই হৃল্লেখা দ্বারা সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য॥২৮॥ নগবর! তুমি জানিও যে, আমি হৃল্লেখা রূপ দর্পণে নিয়তই প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকি, অতএব আমাকে হৃল্লেখা মন্ত্রে প্রদান করিলে সকল মন্ত্র দ্বারাই সমর্পিত হইয়া থাকে। তদনন্তর বিবিধ ভূষণাদি দ্বারা গুরুদেবকে পূজা করিয়া আপনাকে কৃতকৃত্য বিবেচনা করিবে॥২৯॥ হিমবন্! যে মানব এইরূপে ভুবনেশ্বরী দেবীর পূজা করে, তাহার কোথাও কখন কিছুই দুর্লভ থাকে না; সেই ব্যক্তি দেহ ত্যাগান্তে মদীয় নিবাসভূমি মণিদ্বীপে গমন করিয়া থাকে। সেই পুণ্যবান্ মানব দেবীর স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, দেবগণ তাহাকে নিত্যই নমস্কার করিয়া থাকে॥ ৩০—৩১॥ হে মহীধর! এই আমি তোমার নিকট মহাদেবীর পূজাবিধি কীর্ত্তন করিলাম, অশেষ প্রকারে এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া অধিকার-অনুসারে আমার পূজা কর, তাহাতে তুমি কৃতার্থতা লাভ করিতে সমর্থ হইবে সন্দেহ নাই॥ ৩২—৩৩॥

গিরিবর! এই দেবীগীতা-শাস্ত্র শিষ্য ভিন্ন অন্য অভক্ত, শক্র ও ধূর্ত্তগণের নিকট বলিবে না॥ ৩৪॥ এই গীতা-রহস্য প্রকাশ করিলে তাহা জননীর স্তন উদ্ঘাটনের তুল্য কার্য্য করা হয়, অতএব অবশ্যই যত্নপূর্ব্বক ইহা সর্ব্বদাই গোপন করিবে॥ ৩৫॥ এই

দেয়ং ভক্তায় শিষ্যায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় চৈব হি।
সুশীলায় সুবেষায় দেবীভক্তিযুতায় চ ॥ ৩৬ ॥
শ্রাদ্ধকালে পঠেদেতদ্ব্রাহ্মণানাং সমীপতঃ।
তৃপ্তাস্তৎপিতরঃ সর্ব্বে প্রয়ান্তি পরমং পদম্ ॥ ৩৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সা ভগবতী তত্রৈবান্তরধীয়ত।
দেবাশ্চ মুদিতাঃ সর্ব্বে দেবীদর্শনতোঽভবন্ ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ততো হিমালয়ে জজ্ঞে দেবী হৈমবতী তু সা।
যা গৌরীতি প্রসিদ্ধাসীদ্দত্তা সা শঙ্করায় চ।
ততঃ স্কন্দঃ সমুদ্ভূতস্তারকস্তেন পাতিতঃ ॥ ৩৯ ॥
সমুদ্রমন্থনে পূর্ব্বং রত্নান্যাসন্নরাধিপ!।
তত্র দেবৈস্তুতা দেবী লক্ষ্মীপ্রাপ্ত্যর্থমাদরাৎ ॥ ৪০ ॥

ততো দেবীবরপ্রদানানন্তরম্। ইয়ঞ্চ গৌর্য্যা উৎপত্তির্জ্যৈষ্ঠশুক্লচতুর্থ্যামভবৎ। তদুক্তং কৃত্যরত্নাবল্যাম্। জ্যেষ্ঠশুক্লচতুর্থ্যান্তু জাতা পূর্ব্বমুমা সতী। তস্মাৎ সা তত্র সম্পূজ্যা সর্ব্বৈঃ সৌভাগ্যহেতবে। উপহারৈশ্চ বিবিধৈর্গীতনৃত্যোপবাদিভিঃ। হোমৈঃ পয়োভির্বস্ত্রৈশ্চ পত্রপুষ্পৈঃ সুগন্ধিভিরিতি। সা চোৎপত্তিররুণোদয়বেলায়াম্। তদুক্তং মাৎস্যে তারকাসুর-যুদ্ধপ্রস্তাবে। ততো জগৎপরিত্রাণহেতুং হিমগিরেঃ প্রিয়া। ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে সুভগে প্রাসূয়ত গুহারণিমিতি ॥ ৩৯ ॥

ইত্থং গৌর্য্যা উৎপত্তিং তস্যাঃ শিবস্য প্রাপ্তিঞ্চ সবিস্তরামুপবর্ণ্য লক্ষ্মুৎপত্তিং তস্যা বিষ্ণুপ্রাপ্তিঞ্চ সঙ্ক্ষেপেণ বদতি সমুদ্রমন্থনে ইতি। রত্নান্যাস্ রত্নান্যুৎপন্নানীত্যর্থঃ। তত্রেতি।

দেবীগীতা শিষ্য, ভক্ত, জ্যেষ্ঠপুত্র, সুশীল ও সুবেশ সম্পন্ন দেবীর প্রতি ভক্তিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৬ ॥ নগবর! যে মানব, শ্রাদ্ধকালে ব্রাহ্মণগণের সাক্ষাতে এই দেবীগীতা পাঠ করে, তাহার পিতৃগণ পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, এই সমস্ত কীর্ত্তন করিয়া দেবী ভগবতী সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন। দেবগণ দেবীর দর্শন লাভে কৃতার্থ ও হৃষ্টচিত্ত হইলেন ॥ ৩৮ ॥ জনমেজয়! তাহার পর সেই হৈমবতী দেবী হিমালয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া গৌরীনামে বিখ্যাত হয়েন, এবং দেবদেব শঙ্কর তাঁহারই পাণিগ্রহণ করেন। অনন্তর তাঁহা হইতে ষড়ানন জন্মলাভ করিয়া তারকাসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন ॥ ৩৯ ॥ রাজন্! পূর্ব্বে সমুদ্র মন্থনকালে বহুতর রত্ন উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই সময়ে দেবগণ লক্ষ্মী দেবীকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সংযতচিত্তে দেবীর স্তব করিয়াছিলেন। অতএব দেবগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার

তেষামনুগ্রহার্থায় নির্গতা তু রমা ততঃ।
বৈকুণ্ঠায় সুরৈর্দত্তা তেন তস্য শমোঽভবৎ ॥ ৪১ ॥
ইতি তে কথিতং রাজন্দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম।
গৌরীলক্ষ্ম্যোঃ সমুদ্ভূতিবিষয়ং সর্ব্বকামদম্ ॥ ৪২ ॥
ন বাচ্যন্ত্বেতদন্যস্মৈ রহস্যং কথিতং যতঃ।
গীতারহস্যভূতেয়ঙ্গোপনীয়া প্রযত্নতঃ ॥ ৪৩ ॥
সর্ব্বমুক্তং সমাসেন যৎপৃষ্টং ত্বয়ানঘ ! ॥ ৪৪ ॥
পবিত্রং পাবনং দিব্যং কিম্ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সপ্তমস্কন্ধে দেব্যা বাহ্যপূজাবিধিবর্ণনং নাম চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

তস্মিন্নপি সময়ে দেবৈর্দেবী পরাশক্তিঃ স্তুতা। কিমর্থং লক্ষ্মীপ্রাপ্ত্যর্থম্। বিস্তরস্তু মৎকৃতদেবীগীতাবৃহট্টীকায়াং দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৪০—৪৫ ॥

শ্রীমচ্ছৈবকুলোৎপন্নো রঙ্গনাথাত্মজঃ সুধীঃ।
শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসম্ভূতো নীলকণ্ঠোঽভিধানতঃ ॥
দেবীভাগবতস্যাস্য ব্যাখ্যানরহিতস্য চ।
ব্যাখ্যাং যঃ কৃতবান্ সম্যক্ তিলকাখ্যাং মহত্তরাম্ ॥
সপ্তমস্কন্ধ এতস্যাঃ সমাপ্তোঽভূচ্ছুভার্থদঃ।
প্রীয়তাং তেন মেঽনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডনায়িকা ॥

ইতি শ্রীশৈবকুলোৎপন্নরঙ্গনাথাত্মজলক্ষ্মীগর্ভজনীলকণ্ঠবিরচিতে ভাগবতব্যাখ্যানে তিলকাভিধে সপ্তমস্কন্ধে চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

নিমিত্ত রমাদেবী সমুদ্র হইতে উদ্গত হন। দেবগণ, দেবাদিদেব বৈকুণ্ঠপতি বিষ্ণুকে লক্ষ্মী প্রদান করেন, তাহাতে তিনি অত্যন্ত প্রীত ও প্রসন্ন হইয়াছিলেন ॥ ৪০—৪১ ॥ রাজেন্দ্র ! এই আমি তোমার নিকট দেবীর মাহাত্ম্য এবং গৌরী ও লক্ষ্মীদেবীর উৎপত্তি কথা কীর্ত্তন করিলাম, ইহা শ্রবণ করিলে সমস্ত কামনা পরিপূর্ণ হয় ॥ ৪২ ॥ মহারাজ ! এই রহস্য কথা সমস্ত তোমার নিকট বর্ণন করিলাম কিন্তু ইহা অন্যের নিকট কহিও না, ইহা গীতার রহস্যভূত, অতএব যত্নপূর্ব্বক গোপন করা কর্ত্তব্য ॥ ৪৩ ॥ হে বিমলাত্মন্ ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সেই এই পবিত্র, দিব্য ও পরমপাবন কথা কীর্ত্তন করিলাম, পুনর্ব্বার আর কি শুনিতে বাসনা করিতেছ ? তাহা আমাকে বল ॥ ৪৪—৪৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তমস্কন্ধে দেবীর বাহ্যপূজা এবং গৌরী ও লক্ষ্মীর উৎপত্তিকথন নামক চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সমাপ্তশ্চায়ং সপ্তমস্কন্ধঃ।

অষ্টমঃ স্কন্ধঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

সূর্য্যচন্দ্রান্বয়োত্থানাং নৃপাণাং সৎকথাশ্রিতম্।
চরিতং ভবতা প্রোক্তং শ্রুতং তদমৃতাস্পদম্ ॥ ১ ॥
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি সা দেবী জগদম্বিকা।
মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষু যদ্‌যদ্রূপেণ পূজ্যতে ॥ ২ ॥
যস্মিন্ যস্মিংশ্চ বৈ স্থানে যেন যেন চ কর্ম্মণা।
"শরীরেণ চ দেবেশী পূজনীয়া ফলপ্রদা।

তরুণেন্দুমৌলিতরুণীমরুণাং করুণারসেন পরিপূর্ণাম্।
গুরুণা ভরেণ কুচযোর্নমিতাং নমতাং ভবেস্তবেন ভবঃ ॥
অষ্টাধিকৈশ্চ চত্বারিংশৎপদ্যৈরথ সাদরম্।
মনবে বরদানং চ দেব্যা দত্তমিতীর্য্যতে ॥

জনমেজয়ো রাজা সূর্য্যসোমোদ্ভবানাং রাজ্ঞাং চরিতং শ্রুত্বা তদনন্তরং দেবীগীতাশ্রবণং কৃতবান্। তস্যাং চ গীতায়াং দেব্যা বিরাট্‌স্বরূপমুপবর্ণিতম্। তস্য বিস্তারো ন বর্ণিতস্তদ্‌বুভুৎসুরথ চ মন্বন্তরেষু যেন রূপেণ পূজ্যতে তদ্‌বুভুৎসুশ্চ তথা ইলাবৃত্তাদিবর্ষরূপেষু যেষু স্থানেষু যেন যেন কর্ম্মণা পূজ্যতে তদ্‌বুভুৎসুশ্চ পৃচ্ছতি সূর্য্যচন্দ্রেতি ॥ ১ ॥

মন্বন্তরেষ্বিতি। সর্ব্বমন্বন্তরেষু মনুভির্ম্মনুবংশজৈশ্চ যেন যেন রূপেণ পূজ্যতে তদ্বদেত্যন্বয়ঃ ॥ ২ ॥

কিঞ্চ যস্মিংশ্চেতি। যস্মিন্ যস্মিন্নিলাবৃত্তাদিবর্ষেষু খণ্ডেষু স্থানবিশেষেষু যেন যেন কর্ম্মণা ব্যাপারেণ চকারাদ্ যেন সদাচারেণ চ পূজ্যতে তৎকর্ম্ম তং সদাচারং চ বদেত্যন্বয়ঃ।

জনমেজয় জিজ্ঞাসিলেন, প্রভো! চন্দ্রসূর্য্যবংশ-সমুৎপন্ন নরপতিদিগের সৎপ্রসঙ্গ-সঙ্ঘটিত অমৃতময় চরিত্র সকল যাহা বর্ণন করিলেন তৎসমস্তই শ্রবণ করিলাম; সংপ্রতি আমার ইচ্ছা এই যে, সেই জগৎপূজ্যা দেবী জগদম্বিকা প্রতি মন্বন্তরে সেই সমস্ত মন্বন্তরাধিপতি এবং তত্তদ্‌বংশসমুদ্ভূত রাজন্যবর্গের দ্বারা যে যে বর্ষের মধ্যে যে যে স্থলে যে যে কর্ম্মাশ্রয়ে যে মূর্ত্তিতে যে যে মন্ত্রবীজযোগে পরিপূজিত হইয়া তাঁহাদিগকে বরপ্রদান করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত শুনিতেই আমার একান্ত ইচ্ছা, বিশেষত সেই মহাদেবীর বিরাট্‌রূপের প্রকৃত তত্ত্ব বর্ণন করিয়া আমায় চরিতার্থ করুন। শুকদেব! ফলকথা এই যে,

যেনৈব মন্ত্রবীজেন যত্র যত্র চ পূজ্যতে ॥”
দেব্যা বিরাট্স্বরূপস্য বর্ণনঞ্চ যথাতথম্ ॥ ৩ ॥
যেন ধ্যানেন তৎসূক্ষ্মে স্বরূপে স্যান্মতের্গতিঃ।
তৎসর্ব্বং বদ বিপ্রর্ষে! যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি দেব্যারাধনমুত্তমম্।
যৎকৃতেন শ্রুতেনাপি নরঃ শ্রেয়োঽত্র বিন্দতে ॥ ৫ ॥
এবমেতন্নারদেন পৃষ্টো নারায়ণঃ পুরা।
তস্মৈ যদুক্তবান্ দেবো যোগচর্য্যাপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ৬ ॥
একদা নারদঃ শ্রীমান্ পর্য্যটন্ পৃথিবীমিমাম্।
নারায়ণাশ্রমং প্রাপ্তো গতখেদশ্চ তস্থিবান্ ॥ ৭ ॥

কিঞ্চ দেব্যা ইতি। দেব্যা বিরাট্স্বরূপং যৎপূর্ব্বমুক্তম্ তস্য বর্ণনমপি যথাতথং যথাবর্ত্ততে তথেত্যর্থঃ। তদপি তৎসর্ব্বং বদেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩ ॥

নন্বু বিরাট্স্বরূপবর্ণনস্য কোপযোগ ইতি চেত্তত্রাহ যেনেতি। স্থূলরূপধ্যানেন হি চিত্তস্যৈকাগ্রতায়াং সাধিতায়াং দেব্যাঃ সূক্ষ্মরূপে মতের্বুদ্ধের্গতির্গমনং স্যান্নান্যথেতি স্থূলরূপধ্যানার্থং স্থূলরূপসন্নিবেশজ্ঞানমপেক্ষিতমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

তত্র মন্বন্তরেষু সর্ব্বেষ্বিত্যস্যোত্তরং দশমস্কন্ধে বক্ষ্যতি। প্রথমতোঽত্র তৃতীয়প্রশ্নোস্যোত্তরং বক্তুমারভতে শৃণুরাজন্নিতি। দেব্যারাধনমিতি যদ্যপি রাজ্ঞা তৃতীয়প্রশ্নে বিরাট্স্বরূপসন্নিবেশ এব পৃষ্টো তত্বারাধনং তথাপি তৎস্বরূপসন্নিবেশজ্ঞানফলমারাধনমেবেতি মনসি নিধায়োক্তমারাধনমিতিবোধ্যম্। দেব্যা বিরাট্স্বরূপায়া আরাধনমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তত্রেদং কথানকং নারদায় নারায়ণেন পূর্ব্বমুক্তম্ তদেব ময়োচ্যতে নাস্যদিতাহ এবমেতন্নারদেনেতি ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বকথামাহ একদেতি ॥ ৭ ॥

সেই দেবী আদ্যাশক্তি ভগবতীর যে যে স্থূলমূর্ত্তিতে চিত্তৈকাগ্রতা হইলে ক্রমে তাঁহার সূক্ষ্মতত্ত্বে বুদ্ধির প্রবেশশক্তি জন্মে যাহাতে আমি ইহসংসারে পরম শ্রেয়োলাভে সমর্থ হই কৃপা করিয়া আপনি সেই সমস্ত বর্ণনা করুন্ ॥ ১—৪ ॥

ব্যাসদেব কহিলেন, মহারাজ! আমি সেই দেবীভগবতীর জগন্মঙ্গলকর আরাধনার বিষয় সবিস্তর বর্ণন করিতেছি শ্রবণকর; যাহা কার্য্যে পরিণতি বা শ্রবণ করিলেও পুরুষ একান্ত শ্রেয়োলাভের অধিকারী হইতে পারে ॥ ৫ ॥ পূর্ব্বে দেবর্ষি নারদ ভগবান্ নারায়ণকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সেই যোগতত্ত্বপ্রবর্ত্তক ভগবান্, নারদকে যেরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন তৎসমস্ত বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥ কোন সময় সর্ব্বযোগৈশ্বর্য্য শক্তিমান্ ব্রহ্মকায়সমুদ্ভব দেবর্ষি নারদ এই ভূমণ্ডলের সমস্ত স্থান পর্য্যটন করিতে করিতে ক্রমে

তস্মৈ যোগাত্মনে নত্বা ব্রহ্মদেবতনূদ্ভবঃ।
পর্য্যপৃচ্ছদিমঞ্চার্থং যৎপৃষ্টো ভবতানঘ ! ॥ ৮ ॥

নারদ উবাচ।

দেবদেব মহাদেব ! পুরাণপুরুষোত্তম ! ।
জগদাধারসর্ব্বজ্ঞ ! শ্লাঘনীয়োরুসদ্‌গুণ ! ॥ ৯ ॥
জগতস্তত্ত্বমাদ্যং যত্তন্মে বদ যথেপ্সিতম্।
জায়তে কুত এবেদং কুতশ্চেদং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১০ ॥
কুতোঽন্তং প্রাপ্নুয়াৎকালে কুত্রসর্ব্বফলোদয়ঃ।
কেন জ্ঞাতেন মায়েষা মোহভূর্নাশমাপ্নুয়াৎ ॥ ১১ ॥
কয়ার্চ্চয়া কিং জপেন কিং ধ্যানেনাত্মহৃৎকজে।
প্রকাশো জায়তে দেব ! তমস্যর্কোদয়ো যথা ॥ ১২ ॥

যোগাত্মনে যোগমূর্ত্তয়ে পর্য্যপৃচ্ছদিমং চার্থমিতি। ভবতাহং যৎপৃষ্টঃ ইমং চার্থং বিরাট্‌স্বরূপসন্নিবেশকথনরূপসর্থমন্যদপি তস্য মনসি যদ্‌যৎস্থিতং তং চার্থং পর্য্যপৃচ্ছদিত্যর্থঃ ॥৮-৯॥
কুতশ্চেদং প্রতিষ্ঠিতম্। এতস্য পালয়িতা ক ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥
অন্তন্নাশম্। এতস্য নাশকর্ত্তা ক ইত্যর্থঃ। সর্ব্বকর্ম্মণাং ফলোদয়ঃ কুত্র কস্মিন্ সতি ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥
আত্মহৃৎকজে আত্মনোহৃদয়কমলে ইত্যর্থঃ। প্রকাশ আত্মন ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

নারায়ণঋষির আশ্রমে উপনীত হইলেন; তথায় উপস্থিত হইয়াই দেবর্ষি সেই যোগচর্য্যা-প্রবর্ত্তক ভগবান্ নারায়ণকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর অধ্বশ্রান্তি দূরীভূত হইলে, যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, অদ্য তুমিও আমায় অবিকল সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে। নারদ কহিলেন, পুরুষোত্তম ! সনাতন ! আপনি সমস্ত দেবতারও দেবতা-স্বরূপ; হে সর্ব্বজ্ঞ ! আপনারই সদ্‌গুণ সকল সাধুমুখে সর্ব্বদাই প্রশংসনীয় ॥ ৭—৯ ॥ দেব ! এক্ষণে আমার অভিলাষ এই যে, আপনি কৃপা করিয়া এই বিশ্বজগতের মূল কি, তাহা সবিস্তার বর্ণন করুন অর্থাৎ এই বিশ্বের উৎপত্তি কোথা হইতে এবং কাহাকে আশ্রয় করিয়াই বা অবস্থিত রহিয়াছে ? অপিচ, প্রলয় সময়ে ইহা অন্তর্হিত হইয়া কোন্ আধারেই বা বিলীন হয় ? গুরুদেব ! আর এক কথা এই যে, কোন্ বস্তুর নিত্যসত্তায় এই সমস্ত প্রাণিজাত স্ব স্ব কর্ম্মানুযায়ী সুখদুঃখাদি ফলভোগ করিয়া থাকে ? কাহাকে জানিতে পারিলেই বা সমস্ত মোহজালের আধারভূতা মায়া চিরদিনের জন্য তিরোহিত হয় ? গুরুদেব ! যেমন নিশাবসানে সমস্ত অন্ধকাররাশি দূরীকৃত করিয়া দেব-দিবাকর স্বয়ং প্রকাশিত হয়েন, সেইরূপ, কি ভাবে অর্চ্চনা, কিরূপ জপ বা কিরূপ ধ্যানের অনুষ্ঠান করিলে জীবের হৃৎপদ্মে পরমাত্মার উদয় হয় বলুন ॥ ১০—১২ ॥

এতৎপ্রশ্নোত্তরং দেব ! ব্রূহি সর্ব্বমশেষতঃ।
যথা লোকস্তরেদন্ধতমসস্তঞ্জসৈব হি ॥ ১৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং দেবর্ষিণা পৃষ্টঃ প্রাচীনো মুনিসত্তমঃ।
নারায়ণো মহাযোগী প্রতিনন্দ্য বচোঽব্রবীৎ ॥ ১৪ ॥

নারায়ণ উবাচ।

শৃণু দেবর্ষিবর্য্যাত্র জগতস্তত্ত্বমুত্তমম্।
যেন জ্ঞাতেন মর্ত্ত্যো হি জায়তে ন জগদ্ভ্রমে ॥ ১৫ ॥
জগতস্তত্ত্বমিত্যেব দেবী প্রোক্তা ময়াপি হি।
ঋষিভির্দ্দেবগন্ধর্ব্বৈ রন্যৈশ্চাপি মনীষিভিঃ ॥ ১৬ ॥
সা জগৎ সৃজতে দেবী তয়া চ প্রতিপাল্যতে।
তয়া চ নাশ্যতে সর্ব্বমিতি প্রোক্তং গুণত্রয়াৎ ॥ ১৭ ॥

অন্ধতমসমজ্ঞানরূপমন্ধকারম্ ॥ ১৩ ॥

প্রতিনন্দ্য তদ্বচঃ সাধুসাধ্বিতি স্তুত্বেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

জগতঃ কার্য্যরূপস্য রজ্জুসর্পসদৃশস্য তত্ত্বং কারণমুপাদানং নিমিত্তং বিবর্ত্তরূপং চ সর্পস্য রজ্জ্বজ্ঞানাদি যৎ যেন জ্ঞাতেন তত্ত্বেন জগদ্রূপে ভ্রমে ন জায়তে। জ্ঞাতেন রজ্জ্বাদিনা সর্পাদিভ্রমইবপুনর্ভ্রমোনভবতীতিতাৎপর্য্যম্ ॥ ১৫ ॥

দেবীপ্রোক্তেতি। সাম্যাবস্থমায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণী দেবীত্যর্থঃ। তত্র মায়োপাদানকারণং মায়ায়াং চিৎপ্রতিবিম্বোনিমিত্তকারণং ব্রহ্মবিবর্ত্তকারণমিতি বিবেকঃ ॥ ১৬—১৮ ॥

দেব ! আপনি আমার এই প্রশ্নব্যূহের উত্তর এরূপ স্পষ্টাক্ষরে বর্ণনা করিবেন যাহাতে এই সংসারস্থ অজ্ঞান জীবসকল অনায়াসে ভবান্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে ॥ ১৩ ॥

ব্যাস কহিলেন, যোগেশ্বর মুনিসত্তম সনাতন নারায়ণ নারদের সৎপ্রশ্ন সকলের অভিনন্দন পূর্ব্বক বলিলেন ; বৎস নারদ ! তুমি সমস্ত দেবর্ষিবর্গের মধ্যেও প্রধান অতএব আমি তোমায় সমস্ত গূঢ়তত্ত্বের কথা বলিতেছি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর ; যাহা শ্রবণ মাত্র মর্ত্ত্যলোকবাসী মানবও আর কদাচ জগতের ভ্রমে পতিত হয় না যেমন অন্ধকারাবৃতনেত্রে রজ্জুতে সর্পভ্রান্তি জন্মিলে আলোক দর্শন মাত্রই ভ্রম অন্তর্হিত হয় সেই রূপ এই জগতের মূলতত্ত্ব প্রকৃতি পুরুষ বিবেক দৃঢ়ীভূত হইলেই এই জগতের ভ্রম সমূলে তিরোহিত হয় ॥ ১৪—১৫ ॥ রে বৎস ! সেই পরমচৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্ম-প্রতিবিম্বিত দেবী মহামায়াই এই জগতের মূলতত্ত্ব !! বৎস ! ইহা যে, কেবল আমিই বলিতেছি এরূপ মনে করিও না ; দেব, গন্ধর্ব্ব বা অপরাপর তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ সকলেরই এবিষয়ে একমত জানিবে ॥ ১৬ ॥ অপিচ বেদাদিশাস্ত্রেও এইরূপ উল্লিখিত আছে যে, সেই বিশ্বারাধ্যা দেবীভগবতীই স্বীয়

তস্যাঃ স্বরূপং বক্ষ্যামি দেব্যাঃ সিদ্ধর্ষিপূজিতম্।
স্মরতাং সর্ব্বপাপঘ্নং কামদং মোক্ষদং তথা ॥ ১৮ ॥
মনুঃ স্বায়ম্ভুবস্ত্বাদ্যঃ পদ্মপুত্রঃ প্রতাপবান্।
শতরূপাপতিঃ শ্রীমান্ সর্ব্বমন্বন্তরাধিপঃ ॥ ১৯ ॥
স মনুঃ পিতরং দেবং প্রজাপতিমকল্মষম্।
ভক্ত্যা পর্য্যচরৎ পূর্ব্বং তমুবাচাত্মভূঃ সুতম্ ॥ ২০ ॥
পুত্র! পুত্র! ত্বয়া কার্য্যং দেব্যারাধনমুত্তমম্।
তৎপ্রসাদেন তে তাত প্রজাসর্গঃ প্রসিদ্ধ্যতি ॥ ২১ ॥
এবমুক্তঃ প্রজাস্রষ্ট্রা মনুঃ স্বায়ম্ভুবো বিরাট্।
জগদ্‌যোনিং তদা দেবীং তপসাতর্পয়দ্বিভুঃ ॥ ২২ ॥
তুষ্টাব দেবীং দেবেশীং সমাহিতমতিঃ কিল ॥
আদ্যাং মায়াং সর্ব্বশক্তিং সর্ব্বকারণকারণাম্ ॥
ব্রহ্মা বেদনিধিঃ কৃষ্ণো লক্ষ্ম্যাবাসঃ পুরন্দরঃ ॥ ২৩ ॥

পদ্মপুত্রঃ পদ্মসম্ভবঃ ব্রহ্মপুত্র ইত্যর্থঃ ॥ ১৯—২২ ॥
মায়াং মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণীম্ ॥ ২৩ ॥

গুণত্রয় প্রভাবে এই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন, পালন ও সংহার করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥ রাজন্! আমি তোমার নিকট সেই সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব ও মহর্ষিগণ প্রপূজিত দেবী ভগবতীর স্বরূপতত্ত্ব বর্ণনা করিতেছি অবহিত হও যাহা স্মরণমাত্র ভক্তিমান্ জীবনিবহের সমস্ত পাপ-রাশি ভস্মীভূত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ, কাম মোক্ষাদি চতুর্বর্গ ফলের উদয় হয়। প্রথমতঃ পদ্মযোনির সাক্ষাৎ দ্বিতীয় মূর্ত্তি চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাধীশ্বর মহাপ্রভাববান্ শতরূপাপতি ভগবান্ স্বায়ম্ভুব মনু ভক্তিসহকারে বিমলচেতা প্রজাপতি ব্রহ্মার যথা বিহিত পরিচর্য্যা করিয়া তাঁহাকে পরিতৃপ্ত করিলে, লোকপিতামহ হিরণ্যগর্ভ আহ্লাদে পুলকিত হইয়া তাঁহাকে বারংবার সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন রে পুত্র! তুমি সমস্ত আরাধনার সারস্বরূপ সেই মহাদেবী ভগবতীরই আরাধনায় প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলেই অবলীলাক্রমে সমস্ত প্রজা সৃষ্টিবিষয়ে সিদ্ধকাম হইবে ॥ ১৮—২১ ॥ প্রজানাথ ব্রহ্মা এইরূপ আদেশ করিলে সাক্ষাৎ বিরাটমূর্ত্তি ভগবান্ স্বায়ম্ভুবমনু একান্ত সংযত ভাবে সেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডের মূলতত্ত্ব মহাদেবী ভগবতীকে তীব্রতর তপশ্চর্য্যাদ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন। পরে, যখন ভগবান্ মনু মহাদেবীর আরাধনাপ্রভাবে যোগসম্পত্তিশালী হইলেন, তখন, তিনি একান্ত সমাহিত চিত্ত হইয়া সমস্ত কারণব্যূহের কারণস্বরূপা মায়াবিলাসিনী সর্ব্বশক্তিময়ী সর্ব্বেশ্বরী দেবী ভগবতীর স্তব আরম্ভ করিলেন। মনু কহিলেন, হে সর্ব্বদেবেশ্বরি! এই বিশ্বজগতের

মনুরুবাচ।

নমো নমস্তে দেবেশি জগৎকারণকারণে।
শঙ্খচক্রগদাহস্তে নারায়ণহৃদাশ্রিতে ॥ ২৪ ॥
বেদমূর্ত্তে জগন্মাতঃ কারণস্থানরূপিণি!।
বেদত্রয়প্রমাণজ্ঞে সর্ব্বদেবস্তুতে শিবে ॥ ২৫ ॥
মাহেশ্বরি মহাভাগে মহামায়ে মহোদয়ে।
মহাদেবপ্রিয়াবাসে মহাদেবপ্রিয়ঙ্করি ॥ ২৬ ॥
গোপেন্দ্রস্য প্রিয়ে জ্যেষ্ঠে মহানন্দে মহোৎসবে।
মহামারীভয়হরে নমো দেবাদিপূজিতে ॥ ২৭ ॥
সর্ব্বমঙ্গলমাঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তুতে ॥ ২৮ ॥

জগৎকারণং হিরণ্যগর্ভস্তস্যাপি কারণে ইত্যর্থঃ। নারায়ণহৃদাশ্রিতে ইদং চ বৈষ্ণব্যাঃ শক্তেঃ স্বরূপং শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তং ধ্যানার্থমুপন্যস্তম্‌ ॥ ২৪ ॥

কারণং মায়া তস্যাঃ স্থানং ব্রহ্ম তদ্রূপিণীত্যর্থঃ। বেদত্রয়রূপপ্রমাণজ্ঞে সর্ব্বজ্ঞে ইত্যর্থঃ॥২৫॥

মহাদেবস্য প্রিয় আবাসো বসতিরর্দ্ধাঙ্গবাসো যস্যাঃ সা ॥ ২৬ ॥

গোপেন্দ্রো নন্দস্তস্য প্রিয়ে বিন্ধ্যবাসিনীত্যর্থং ॥ ২৭—২৮ ॥

কারণরূপা যে মায়া তুমি তাহারও কারণস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী! দেবি! তুমিই ভগবান্‌ নারায়ণের হৃদয়কুহরে থাকিয়া বৈষ্ণবী শক্তিরূপে শঙ্খ, চক্র ও গদাপ্রভৃতি ধারণ করিয়া থাক। বিশ্বমাতঃ শিবে! আমি কি করিয়া আপনার স্তব করিতে সমর্থ হইব? কেননা, আপনি এই বিশ্বের কারণীভূতা মায়ারও মূলতত্ত্ব পরব্রহ্মস্বরূপিণী বিশেষতঃ দেব, বা মহর্ষিগণ যে বেদাদি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া থাকেন, আপনিই স্বয়ং সেই বেদমূর্ত্তি; সুতরাং বেদত্রয়ের যে তাৎপর্য্য কি, তাহা আপনিই জানেন! কারণ, আপনি সর্ব্বজ্ঞা॥২২—২৫॥ হে সর্ব্বৈশ্বর্য্যশক্তিসম্পন্নে! তুমিই স্বপ্রকাশস্বরূপিণী মহেশ্বরি! তুমিই একমাত্র দেবাদিদেব মহাদেবের প্রিয়কার্য্যসাধনের নিমিত্ত তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গিনীরূপে অবস্থিতি করিয়া থাক। দেবি! তুমিই বিশ্বজগতের পরাপ্রকৃতি; তুমিই কৃষ্ণরূপে গোপরাজ নন্দের প্রিয়তম হইয়া পরম আনন্দ প্রদান করিয়াছিলে; অপি চ তুমিই মহামায়াময়ী কন্যারূপে পরমপুরুষকে গোপন রাখিয়া বসুদেব গৃহে যাইয়া দুরাত্মা কংস হস্ত হইতে আকাশে উঠিয়া অষ্টভূজা বিন্ধ্যবাসিনী রূপ ধারণ করিয়াছিলে; অভয়ে! তুমিই এই বিশ্বজগতে দেবাদিদেব ব্রহ্মাদি দেবগণেরও অর্চ্চনীয়া সুতরাং এই মর্ত্য জগতের পাপাচারি জীবনিবহের মহামারী প্রভৃতি ভয় নিবারণ বিষয়ে একমাত্র তুমিই আশ্রয়-ভূতা॥ ২৭ ॥ ভগবতি শিবে! ইহ সংসারে মানববৃন্দের তুমিই একমাত্র সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপিণী

যতশ্চেদং যয়া বিশ্বমোতং প্রোতঞ্চ সর্ব্বদা।
চৈতন্যমেকমাদ্যন্তরহিতং তেজসাং নিধিম্ ॥ ২৯ ॥
ব্রহ্মা যদীক্ষণাৎ সর্ব্বং করোতি চ হরিঃ সদা।
পালয়ত্যপি বিশ্বেশঃ সংহর্ত্তা যদনুগ্রহাৎ ॥ ৩০ ॥
মধুকৈটভসম্ভূতভয়ার্ত্তঃ পদ্মসম্ভবঃ।
যস্যাঃ স্তবেন মুমুচে ঘোরদৈত্যভবাম্বুধেঃ ॥ ৩১ ॥
ত্বং হ্রীঃ কীর্ত্তিঃ স্মৃতিঃ কান্তিঃ কমলা গিরিজা সতী।
দাক্ষায়ণী বেদগর্ভা বুদ্ধিদাত্রী সদাভয়া ॥ ৩২ ॥
স্তোষ্যে ত্বাঞ্চ নমস্যামি পূজয়ামি জপামি চ।
ধ্যায়ামি ভাবয়ে বীক্ষে শ্রোষ্যে দেবি প্রসীদ মে ॥ ৩৩ ॥
ত্রিলোকাধিপতিঃ পাশী যাদসাং পতিরুত্তমঃ ॥ ৩৪ ॥

যতশ্চেদমিতি। ইদং জগদ্যতো যস্যাঃ সকাশাদভূদিত্যর্থঃ। যয়া শ্রীদেব্যা জগদোতং প্রোতং চ ব্যাপ্তং গ্রথিতমিত্যর্থঃ। তদ্রূপং যচ্চৈতন্যমেকমাদ্যন্তরহিতং তেজসাং নিধিম্ সর্ব্বতস্তেজস্বীত্যর্থঃ। তস্মৈ নমোস্ত্বিতিশেষঃ ॥ ২৯ ॥

যদীক্ষণাদ্ যস্যাঃ কৃপাবলোকনাদিত্যর্থঃ। তস্মৈ নমোঽস্তু তে ইত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩৩ ॥

ব্রহ্ম বেদনিধিরিতি। যস্যাঃ প্রসাদাদ্ব্রহ্মা বেদনিধির্জাতঃ। কৃষ্ণস্তু লক্ষ্যাবাসো লক্ষ্মীপতির্জাতঃ। পুরন্দরো বজ্রী ত্রিলোকাধিপতির্জাতঃ। ইতি যথাযোগ্যং যোজনীয়ম্। পাশী বরুণঃ ॥ ৩৪—৩৫ ॥

এই জন্য সাধক ভক্তগণ তোমার আরাধনা প্রভাবে সমস্ত কার্য্যের সিদ্ধিলাভে অধিকারী হয়; ত্রিনয়নে! তুমিই শরণাগত মানবের সর্ব্ববিপদ্ ধ্বংসকারিণী; গৌরি! তুমিই সর্ব্ব জীবের আশ্রয়স্বরূপা অতএব তোমায় নমস্কার করি ॥ ২৮ ॥ যাহা হইতে এই অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সমুৎপন্ন হইয়া প্রকাশ পাইতেছে এবং যদ্দ্বারা এই সমস্ত বিশ্ব ওতপ্রোতরূপে পরি-ব্যাপ্ত রহিয়াছে সেই আদ্যন্ত-বিরহিত অখিল তেজোরাশির আধারভূতা একমাত্র অদ্বৈত স্বরূপা দেবী ভগবতীকে প্রণাম করি ॥ ২৮—২৯ ॥ যাঁহার কটাক্ষরূপ অনুগ্রহে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সৃষ্টি স্থিতি লয়াদি কার্য্যে সমর্থ হয়েন সেই দেবীকে প্রণাম করি ॥ ৩০ ॥ দেবি! পদ্মযোনি ব্রহ্মা ভীষণমূর্ত্তি দৈত্যভয়ে প্রপীড়িত হইয়া একমাত্র তোমারই স্তবপ্রভাবে বিমুক্ত হইয়াছিলেন অতএব তুমিই একমাত্র জগতের প্রণম্য ॥৩১॥ ভগবতি! এই বিশ্বমধ্যে তুমিই লজ্জা, কীর্ত্তি, স্মৃতি ও কান্তিরূপা তুমিই কমলদলবাসিনী লক্ষ্মী এবং তুমিই হিমা-লয়গিরিকন্যা পার্ব্বতী; তুমিই শরীরান্তরে দক্ষকন্যা সতীনামে অভিহিতা, তুমিই বেদগর্ভা সাবিত্রী জীবনিচয়ের বুদ্ধিদায়িনী অভয়া; অতএব আমি তোমারই জপ, স্তোত্র, অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলাম; অপিচ অন্তর্হৃদয়ে তোমারই ধ্যানে নিরত হইয়া নিরন্তর তোমারই গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণে প্রবৃত্ত হইব; মাতঃ! এক্ষণে আমারপ্রতি প্রসন্ন হও ॥৩৩॥ জগদীশ্বরি!

কুবেরো নিধিনাথোঽভূদ্‌যমো জাতঃ পরেতরাট্।
নৈঋ্র্তো রক্ষসাং নাথঃ সোমো জাতো হ্যপোময়ঃ ॥ ৩৫ ॥
ত্রিলোকবন্দ্যে! লোকেশি মহামাঙ্গল্যরূপিণি!।
নমস্তেঽস্তু পুনর্ভূয়ো জগন্মাতর্নমো নমঃ ॥ ৩৬ ॥
নারায়ণ উবাচ।
এবং স্তুতা ভগবতী দুর্গা নারায়ণী পরা।
প্রসন্না প্রাহ দেবর্ষে ব্রহ্মপুত্রমিদং বচঃ ॥ ৩৭ ॥
শ্রীদেব্যুবাচ।
বরং বরয় রাজেন্দ্র! ব্রহ্মপুত্র! যদিচ্ছসি।
প্রসন্নাহং স্তবেনাত্র ভক্ত্যা চারাধনেন চ ॥ ৩৮ ॥
মনুরুবাচ।
যদি দেবি প্রসন্নাসি ভক্ত্যা কারুণিকোত্তমে।
তদা নির্ব্বিঘ্নতঃ সৃষ্টিঃ প্রজায়াঃ স্যাত্তবাজ্ঞয়া ॥ ৩৯ ॥
শ্রীদেব্যুবাচ।
প্রজাসর্গঃ প্রভবতু মমানুগ্রহতঃ কিল।
নির্ব্বিঘ্নেন চ রাজেন্দ্র বৃদ্ধিশ্চাপ্যুত্তরোত্তরম্ ॥ ৪০ ॥

(ত্রিলোকেতি। মঙ্গলায় সাধু মাঙ্গল্যং মঙ্গলকরমিত্যর্থঃ। মহচ্চ তৎমাঙ্গল্যং ভক্তানাং ঐহিকপারত্রিকাদিসর্ব্বতো মঙ্গলজননীতি ভাবঃ ॥ ৩৬—৪৮ ॥)

একমাত্র তোমার প্রসাদেই ব্রহ্মা লোকপিতামহ হইয়া চতুর্ব্বেদের বক্তা, বিষ্ণু লক্ষ্মীপতি দেবরাজ পুরন্দর ত্রৈলোক্যের অধীশ্বর, বরুণ জলাধিপতি হইয়া সমস্ত জলজন্তুগণের আধিপত্যে নিযুক্ত হইয়াছেন, অপিচ যক্ষরাজ কুবের সমস্ত ধনের অধীশ্বর, যম প্রেতাধীশ্বর, নৈঋ্র্ত রাক্ষসাধীশ্বর, সোম জলতত্ত্বের অধিপতি হইয়া জগদ্বন্দ্য হইয়াছেন; অতএব হে মহামঙ্গলরূপিণি বিশ্বমাতঃ! আমি তোমাকেই বারংবার নমস্কার করি ॥ ৩২—৩৬ ॥ নারায়ণ কহিলেন, বৎস! ব্রহ্মপুত্র স্বায়ম্ভুব মনু আদ্যাশক্তি ভগবতী নারায়ণীকে এইরূপ স্তবে পরিতুষ্ট করিলে, পরাশক্তি ভগবতী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এইমত আদেশ করিলেন ॥ ৩৭ ॥

দেবী কহিলেন, রাজেন্দ্র ব্রহ্মপুত্র! তোমার ভক্তিপূর্ব্বক আরাধনা ও স্তবের দ্বারা আমি প্রসন্না হইয়াছি; অতএব অভিলষিত বর প্রার্থনা কর ॥ ৩৮ ॥ মনু কহিলেন, দেবি! যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই বর প্রদান করুন যেন আপনার আজ্ঞায় নির্ব্বিঘ্নে আমার সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন হয়।! ॥ ৩৯ ॥

যঃ কশ্চিৎ পঠতে স্তোত্রং মদ্ভক্ত্যা ত্বৎকৃতং সদা।
তেষাং বিদ্যাপ্রজ্ঞাসিদ্ধিঃ কীর্ত্তিঃ কান্ত্যাদয়ঃ খলু ॥ ৪১ ॥
জায়ন্তে ধনধান্যানি শক্তিরপ্রহতা নৃণাম্।
সর্ব্বত্র বিজয়ো রাজন্ সুখং শত্রুপরিক্ষয়ঃ ॥ ৪২ ॥

নারায়ণ উবাচ।

এবং দত্ত্বা বরান্ দেবী মনবে ব্রহ্মসূনবে।
অন্তর্দ্ধানং গতা চাসীৎ পশ্যতস্তস্য ধীমতঃ ॥ ৪৩ ॥
অথ লব্ধবরো রাজা ব্রহ্মপুত্রঃ প্রতাপবান্।
ব্রহ্মাণমব্রবীত্তাত! স্থানং মে দীয়তাং রহঃ ॥ ৪৪ ॥
যত্রাহং সমধিষ্ঠায় প্রজাঃ স্রক্ষ্যামি পুষ্কলাঃ।
যক্ষ্যামি যজ্ঞৈর্দ্দেবেশং তৎ সমাদিশ মা চিরম্ ॥ ৪৫ ॥
ইতি পুত্রবচঃ শ্রুত্বা প্রজাপতিপতির্ব্বিভুঃ।
চিন্তয়ামাস সুচিরং কথং কার্য্যং ভবেদিদম্ ॥ ৪৬ ॥

(ত্বৎকৃতং ত্বয়া ব্রহ্মপুত্রেণ মনুনেতি যাবৎ ॥ ৪১ ॥
দেবীতি মায়াশক্তিসমন্বিতা ব্রহ্মচৈতন্যরূপিণী ॥ ৪২—৪৬

দেবী কহিলেন, রাজেন্দ্র! আমার আশীর্ব্বাদে প্রজাসৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইবে এবং তোমার পুণ্যপ্রভাবে তাহারা উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪০ ॥ অপিচ যে মানব আমার প্রতি ভক্তিমান্ হইয়া তোমার কৃত এই স্তোত্র পাঠ করিবে সে ইহকালে পুত্রবান্ কীর্ত্তিমান্ ও কান্তিমান্ হইয়া চরমে পরমপদ লাভের অধিকারী হইবে ॥ ৪১ ॥ রাজন্! আমি আর তোমাকে অধিক কি বলিব, সেই সমস্ত ভক্তিমান্ মানব আমার প্রভাবে ইহসংসারে অপ্রতিহতশক্তি হইয়া সমস্ত শত্রুকুল ধ্বংস করিয়া সর্ব্বত্র বিজয়ী হইবে এবং স্ত্রীপুত্র কুটুম্বাদি ভরণপোষণ বিষয়ে তাহাদের ধনধান্যাদি কোন বিষয়েরই অভাব হইবে না, ফলত তাহারা সর্ব্বতোভাবে সুখী হইবে ॥ ৪২ ॥

নারায়ণ কহিলেন, রে বৎস! আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতী ধীমান্ ব্রহ্মপুত্র স্বায়ম্ভুব মনুকে এইরূপ অভিলষিত বরপ্রদান পূর্ব্বক তাঁহারই সমক্ষে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৪৩ ॥ তদনন্তর, রাজরাজেশ্বর প্রভাববান্ স্বায়ম্ভুব মনু ভগবতীর নিকট মনোমত বর লাভ করিয়া নিজ পিতা ব্রহ্মাকে কহিলেন, পিতঃ! সংপ্রতি আমাকে অবিলম্বে একটী নির্জ্জনস্থান প্রদান করুন যে স্থানে থাকিয়া আমি সেই সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মরূপিণী পরমেশ্বরীর আরাধনা পূর্ব্বক মঙ্গলময় প্রজা সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারি ॥ ৪৪—৪৫ ॥ প্রজাপতিপতি লোকপিতামহ ব্রহ্মা নিজপুত্র স্বায়ম্ভুব মনুর বাক্য শ্রবণ করিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভাবিয়া বিবেচনা

সৃজতো মে গতঃ কালো বিপুলোঽনন্তসঙ্খ্যকঃ॥
ধরা বার্ভিঃ প্লুতা মগ্না রসাং যাতাঽখিলাশ্রয়া॥ ৪৭॥
ইদং মচ্চিন্তিতং কার্য্যং ভগবানাদিপূরুষঃ।
করিষ্যতি সহায়ো মে যদাদেশেঽহমাশ্রিতঃ॥ ৪৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে ভুবনকোষবর্ণনে মনুতপঃসিদ্ধির্নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

বার্ভির্জলৈঃ প্লুতা মগ্না সতী রসাং রসাতলং যাতা ইত্যন্বয়ঃ॥ ৪৭—৪৮॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

করিলেন যে, একার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইবে!!। হা! আমি এই সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, অনন্তকাল ক্ষয় করিলাম; কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইল না!! কেন না, অখিল জীবনিকরের আধারভূতা ধরাদেবী অগাধ জলরাশি মধ্যে নিমগ্ন হইয়া রসাতলে গমন করিয়াছেন; এক্ষণে উপায় কি? তবে এইমাত্র ভরসা দেখিতেছি; আমি যাঁহার আদেশে এই সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি যদি সেই ভগবান্ আদিপুরুষ আমার এই কার্য্যে সহায়ীভূত হয়েন তাহা হইলেই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইবে সংশয় নাই॥ ৪৬—৪৮॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে ভুবনকোষবর্ণনে স্বায়ম্ভুব মনুর তপঃসিদ্ধিনামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

এবং মীমাংসতস্তস্য পদ্মযোনেঃ পরন্তপ ! ।
মন্বাদিভির্মুনিবরৈর্ম্মরীচ্যাদ্যৈঃ সমং ততঃ ॥ ১ ॥
ধ্যায়তস্তস্য নাসাগ্রাদ্‌বিরঞ্চেঃ সহসানঘ।
বরাহপোতো নিরগাদেকাঙ্গুলপ্রমাণতঃ ॥ ২ ॥
তস্যৈব পশ্যতঃ খস্থঃ ক্ষণেন কিল নারদ।
করিমাত্রংপ্রববৃধে তদদ্ভুততমং হ্যভূৎ ॥ ৩ ॥

অষ্টত্রিংশন্মহাপদ্যৈর্ব্বরাহেণ ধরাতলম্।
জলাদুদ্ধৃতমিত্যেতৎ কথানকমিহোচ্যতে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে ইদং মচ্চিন্তিতং কার্য্যং ভগবানাদিপুরুষঃ করিষ্যতীতি প্রোক্তেন বাক্যেন পদ্মযোনের্নিশ্চয়ং জ্ঞাত্বা ভগবান্ বরাহরূপেণ প্রাদুরভূদিত্যাহ এবং মীমাংসত ইতি। ননু নারদেন জগতত্ত্বমেব পৃষ্টং তচ্চ নারায়ণেনাভিহিতং পুনস্তদুত্তরকথানকস্য নারদেনাপৃষ্টস্য কথনেনোপযোগ ইতি চেন্ন অত্রাপৃষ্টকথনান্যথানুপপত্ত্যৈব নারদেনৈব তৎপৃষ্টমস্তীত্যর্থ-স্যাপি কল্পনাৎ। অতএবাগ্রে বিরাট্‌স্বরূপসন্নিবেশপ্রশ্নস্য নারদকৃতস্যাভাবে প্রথমাধ্যায়স্থং তস্মৈ যোগাত্মনে নত্বা ব্রহ্মদেবতনূদ্ভবঃ। পর্য্যপৃচ্ছদিমং চার্থং যৎপৃষ্টো ভগবতানঘেতি জনমেজয়ং প্রতি ব্যাসবাক্যং সঙ্গচ্ছতে ইতি। সমং ততস্তৈর্মন্বাদিভিঃ। পরিবেষ্টিতস্যেতি শেষঃ ॥ ১ ॥

ধ্যায়তঃ পদ্মযোনেরিত্যন্বয়ঃ ॥ ২ ॥

তস্যৈব বিরঞ্চেরেব খস্থঃ পৃথিব্যভাবাদাকাশস্থো বরাহঃ ॥ ৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন, রে বৎস ! তুমি যখন, কামক্রোধাদি সমস্ত শত্রুবর্গকে পরাজিত করিয়া সংযতেন্দ্রিয় হইয়াছ, তখন অবশ্যই এই গূঢ়তত্ত্ব শ্রবণের অধিকারী হইয়াছ ; অতএব আমি যাহা বলিতেছি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। পদ্মযোনি পিতামহ মরীচি-প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ ও স্বায়ম্ভুব মনুর সহিত একত্রে সম্মিলিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মনে মনে বিচার করিতেছেন, এমন সময়ে সহসা সেই ধ্যানপরায়ণ বিরিঞ্চির নাসিকাগ্র হইতে একাঙ্গুলপরিমিত একটি বরাহশিশু আবির্ভূত হইল ॥ ১—২ ॥ পরে, দেখিতে দেখিতে সেই অন্তরীক্ষস্থ বরাহ-পোতকটি প্রজাপতির সমক্ষেই ক্ষণমাত্র মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া হস্তীর আকার ধারণ করিল ; তদ্দর্শনে সনকাদি কুমারগণ ও মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষি-গণ পরিবৃত লোকস্রষ্টা পদ্মযোনি মহাবিস্ময়সহকারে এইরূপ তর্ক করিতে লাগিলেন যে, সহসা আমার নাসিকাগ্র হইতে নির্গত হইয়া এই ছদ্ম শূকরমূর্ত্তি প্রাণীটি ত, দেখি-

মরীচিমুখ্যৈর্ব্বিপ্রেন্দ্রৈঃ সনকাদ্যৈশ্চ নারদ।
তদ্দৃষ্ট্বা শৌকরং রূপং তর্কয়ামাস পদ্মভূঃ ॥ ৪ ॥
কিমেতৎ শৌকরব্যাজং দিব্যং সত্ত্বমবস্থিতম্।
অত্যাশ্চর্য্য মিদং জাতং নাসিকায়া বিনিঃসৃতম্ ॥ ৫ ॥
দৃষ্টোঙ্গুষ্ঠশিরোমাত্রঃ ক্ষণাচ্ছৈলেন্দ্রসন্নিভঃ।
আহোস্বিদ্ভগবান্ কিংবা যজ্ঞো মে খেদয়ন্মনঃ ॥ ৬ ॥
ইতি তর্কয়তস্তস্য ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ।
বরাহরূপো ভগবান্ জগর্জ্জাচলসন্নিভঃ ॥ ৭ ॥
বিরঞ্চিং হর্ষয়ামাস সংহতাংশ্চ দ্বিজোত্তমান্।
স্বগর্জ্জশব্দমাত্রেণ দিক্প্রান্তমনুনাদয়ন্ ॥ ৮ ॥
তে নিশম্য স্বখেদস্য ক্ষয়িষ্ণুং ঘুর্ঘুরস্বনম্।
জনস্তপঃসত্যলোকবাসিনোঽমরবর্য্যকাঃ ॥ ৯ ॥
ছন্দোময়ৈঃ স্তোত্রবরৈর্ঋক্সামাথর্ব্বসম্ভবৈঃ।
বচোভিঃ পুরুষং ত্বাদ্যং দ্বিজেন্দ্রাঃ পর্য্যবাকিরন্ ॥ ১০ ॥

মরীচিমুখ্যৈঃ সহিতো বিরঞ্চিস্তং দৃষ্ট্বেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥
সত্ত্বং মহাভূতমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥
দৃষ্টোঽঙ্গুষ্ঠশিরোমাত্র ইতি। যঃ পূর্ব্বমঙ্গুষ্ঠশিরোমাত্রাঙ্গুষ্ঠমাত্রপরিমিতো দৃষ্টঃ সঃ ক্ষণাৎ পর্ব্বতসন্নিভো জাত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥
ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনোঽগ্রে ইতি শেষঃ ॥ ৭ ॥
সংহতান্ মিলিতান্ ॥ ৮—১০ ॥

তেছি, আমাদিগকে আশ্চর্য্য-সাগরে নিমগ্ন করিল। যাহাকে মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠমাত্র শরীর দেখিলাম, তাহাই আবার ক্ষণমাত্রেই পর্ব্বতকায় হইয়া পড়িল? তবে কি সেই ভগবান্ যজ্ঞপুরুষই আমার অন্তঃকরণকে পরিক্ষোভিত করিবেন বলিয়া এইরূপ করিতেছেন? মহাত্মা ব্রহ্মা এইরূপ নানাবিধ তর্ক করিতেছেন, এদিকে সেই হিমাচলসদৃশ বৃহৎকায় ভগবান্ যজ্ঞবরাহ তাঁহার সম্মুখেই মহাগর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন। বৎস নারদ! বলিব কি, তৎকালে সেই যজ্ঞশূকরমূর্ত্তি ভগবান্ প্রলয়কালীন জলধরপটলসন্নিভ স্বীয় গভীর গর্জ্জনধ্বনিতে দিগন্ত সকল প্রতিনাদিত করিয়া কুমারগণ ও সপ্তর্ষিমণ্ডল পরিবৃত বিরিঞ্চির অন্তরে মহাহর্ষ উৎপাদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩—৮ ॥

তখন, বিরিঞ্চিসহ সেই সমস্ত ব্রহ্মর্ষি এবং জনলোক, তপোলোক সত্যলোকবাসী অমরবর্য্য সকল আপনাদের সমস্ত ক্লেশরাশি বিধ্বংসকারক ঘুর্ঘুরধ্বনি শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে

তেষাং স্তোত্রং নিশম্যাদ্যো ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
কৃপাবলোকমাত্রেণানুগৃহীত্বাপ আবিশৎ॥ ১১॥
তস্যান্তর্ব্বিশতঃ ক্রূরসটাঘাতপ্রপীড়িতঃ।
সমুদ্রোঽথাব্রবীদ্দেব! রক্ষ মাং শরণার্ত্তিহন্॥ ১২॥
ইত্যাকর্ণ্য সমুদ্রোক্তং বচনং হরিরীশ্বরঃ।
বিদারয়ন্ জলচরান্ জগামান্তর্জ্জলে বিভুঃ॥ ১৩॥
ইতস্ততোঽভিধাবন্ স বিচিন্বন্ পৃথিবীং ধরাম্।
আঘ্রায়াঘ্রায় সর্ব্বেশো ধরামাসাদয়চ্ছনৈঃ॥ ১৪॥
অন্তর্জ্জলগতাং ভূমিং সর্ব্বসত্ত্বাশ্রয়াং তদা।
ভূমিং স দেবদেবেশো দংষ্ট্রয়োদাজহার তাম্॥ ১৫॥

অপঃ জলানি। আবিশৎ প্রবিবেশ॥ ১১॥
ক্রূরসটাঘাতঃ। কঠোরশরীরকেশাঘাতঃ॥ ১২—১৫

পুলকিততনু হইয়া ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব প্রভৃতি বেদচতুষ্টয় উক্ত মধুর ছন্দোময় বচনাবলীর দ্বারা স্তব করিতে করিতে সেই আদ্যপুরুষ ভগবান্ যজ্ঞবরাহকে চতুর্দ্দিক্ হইতে বিবিধ স্তোত্রমালা উপহাররূপে প্রদান করিতে লাগিলেন॥ ৯—১০॥ ভক্তজন-সন্তাপহারী সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বেশ্বর হরি তাঁহাদের তাদৃশ মনোহর স্তোত্র সকল শ্রবণে আহ্লাদিত হইয়া কটাক্ষমাত্রে তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহভাব জানাইয়া তৎক্ষণাৎ অগাধসলিলরাশি মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন॥ ১০—১১॥ রে বৎস! এইরূপে যখন সেই ভগবান্ যজ্ঞশূকর জলাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হন্ তৎকালে তাঁহার সেই কঠোর কেশরাঘাতে প্রপীড়িত হইয়া জলনিধি সমুদ্র কাতরস্বরে কহিলেন, দেব! আপনিত, চিরদিনই শরণাগতজনের সমস্ত ক্লেশরাশি বিনাশ করিয়া থাকেন, তবে এক্ষণে আমার প্রতি এরূপ নিগ্রহ বিতরিত হইতেছে কেন?

সমুদ্রের ঈদৃশ কাতরোক্তি শুনিয়া সর্ব্বেশ্বর বিভু হরি তখন ভীষণ জলচরদিগকে তীব্রদন্তাঘাতে বিদারিত করিতে করিতে ক্রমে অনন্ত জলরাশির তলদেশে প্রবিষ্ট হইলেন। তদনন্তর, তিনি আঘ্রাণ দ্বারা গন্ধবতী ধরাদেবীকে ইতস্ততো অন্বেষণপূর্ব্বক মহাবেগে পাতালতলে যাইয়া তাঁহার দর্শন পাইলেন। দর্শনমাত্রেই ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর হরি সেই অগাধ জলরাশির অন্তস্তলবাসিনী সর্ব্বজীবের আবাসভূমি-স্বরূপা পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া নিজ কঠোর দংষ্ট্রাদ্বয়ের উপরি ভাগে সংস্থাপিত করিলেন। বৎস নারদ! বলিব কি, যখন সেই সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর ভগবান্ যজ্ঞবরাহ ধরাদেবীকে দংষ্ট্রাগ্রে স্থাপিত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; তখন এমনি আশ্চর্য্যজনক শোভা হইল, বোধ হইল যেন কোন

তাং সমুদ্ধৃত্য দংষ্ট্রাগ্রে যজ্ঞেশো যজ্ঞপূরুষঃ।
শুশুভে দিগ্‌গজো যদ্বদুদ্ধৃত্যাথ সুপদ্মিনীম্॥ ১৬॥
তং দৃষ্ট্বা দেবদেবেশো বিরিঞ্চিঃ সমনুঃ স্বরাট্।
তুস্টাব বাগ্‌ভির্দ্দেবেশং দংষ্ট্রোদ্ধৃতবসুন্ধরম্॥ ১৭॥

ব্রহ্মোবাচ।

জিতং তে পুণ্ডরীকাক্ষ! ভক্তানামার্ত্তিনাশন!।
খর্ব্বীকৃতসুরাধার সর্ব্বকামফলপ্রদ॥ ১৮॥
ইয়ং চ ধরণী দেব শোভতে বসুধা তব।
পদ্মিনীব সুপত্রাঢ্যা মতঙ্গজকরোদ্ধৃতা॥ ১৯॥
ইদং চ তে শরীরং বৈ শোভতে ভূমিসঙ্গমাৎ।
উদ্ধৃতাম্বুজশুণ্ডাগ্রকরীন্দ্রতনুসন্নিভম্॥ ২০॥
নমো নমস্তে দেবেশ সৃষ্টিসংহারকারক।
দানবানাং বিনাশায় কৃতনানাকৃতে প্রভো॥ ২১॥

পদ্মিনীং কমলিনীং শুণ্ডাগ্রেণোদ্ধৃত্য দিগ্‌গজো যথা শুশুভে॥ ১৬—১৯॥
উদ্ধৃতমম্বুজং যেনৈতাদৃশং শুণ্ডাগ্রং যস্য স যঃ করীন্দ্রস্তস্য তনুসন্নিভম্॥ ২০—৩০॥

দিঙ্‌মাতঙ্গ শুণ্ডাগ্র দ্বারা সহস্রদলপরিশোভিত কমলিনীকে সমূলে উৎপাটনপূর্ব্বক দন্তাগ্রে ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছে॥ ১২—১৬॥ এইরূপে সর্ব্বেশ্বর যজ্ঞশূকরমূর্ত্তি ভগবান্ হরি ভীষণ দংষ্ট্রাপ্রভাবে সর্ব্বজীব-নিকায়রূপ ধরাদেবীকে উদ্ধার করিলেন দেখিয়া অমররাজ ইন্দ্রাদিসমবেত প্রজানাথ বিরিঞ্চি মধুরময় বাক্যাবলির দ্বারা তাঁহার স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, পুণ্ডরীকাক্ষ! ভগবন্! আপনিই সর্ব্বত্র জয়যুক্ত, হে ভক্ত-ক্লেশনাশন! আপনি নিজ মহিমাবলে অমরকুলের আধারভূমি স্বর্লোক অবধি সত্যলোক পর্য্যন্ত খর্ব্বীকৃত করিয়াছেন। নাথ! আপনি ভিন্ন এ বিশ্বমণ্ডলে আর কাহার সাধ্য আছে যে, শরণাগত ভক্তবৃন্দের সমস্ত অভীষ্টফল প্রদানে সমর্থ হয়?॥১৭-১৮॥ দেব! এই সর্ব্ব প্রাণীর আধারভূতা সর্ব্বরত্নময়ী দেবী পৃথিবী আপনার দন্তদ্বয়োপরি এরূপ অনির্ব্বচনীয় শোভা পাইতেছেন, যেন ঠিক্ কোন মত্তহস্তী নিজ শুণ্ড দ্বারা সহস্রদল শোভিতা পদ্মিনীকে সমূলে সমুদ্ধৃত করিয়া দন্তদ্বয়ের অগ্রে সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে॥ ১৯॥ ভগবন্! করিবর-দন্তসংলগ্না কমলিনীসদৃশী ধরাদেবীর যে রূপ শোভা বর্ণন করিতেছিলাম, সম্প্রতি আপনার যজ্ঞবরাহ মূর্ত্তিটী দেখিয়াও অবিকল সেইরূপই বোধ হইতেছে?॥২০॥ প্রভো! তুমিই এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি, স্থিতি বা প্রলয়ের নিদানস্বরূপ; তুমি এক মাত্র অদ্বিতীয় হইয়াও কেবল দুর্দ্দান্ত দনুজকুল বিনাশের নিমিত্ত নানা মূর্ত্তি ধারণ

অগ্রতশ্চ নমস্তেঽস্তু পৃষ্ঠতশ্চ নমো নমঃ ।
সর্ব্বামরাধারভূত বৃহদ্ধাম নমোঽস্তু তে ॥ ২২ ॥
ত্বয়াহং চ প্রজাসর্গে নিযুক্তঃ শক্তিবৃংহিতঃ ।
ত্বদাজ্ঞাবশতঃ সর্গং করোমি বিকরোমি চ ॥ ২৩ ॥
ত্বৎসহায়েন দেবেশা অমরাশ্চ পুরা হরে ।
সুধাং বিভেজিরে সর্ব্বে যথাকালং যথাবলম্ ॥ ২৪ ॥
ইন্দ্র স্ত্রিলোকীসাম্রাজ্যং লব্ধবাংস্ত্বন্নিদেশতঃ ।
ভুনক্তি লক্ষ্মীং বহুলাং সুরসঙ্ঘপ্রপূজিতঃ ॥ ২৫ ॥
বহ্নিঃ পাবকতাং লব্ধা জাঠরাদিবিভেদতঃ ।
দেবাসুরমনুষ্যাণাং করোত্যাপ্যায়নং তথা ॥ ২৬ ॥
ধর্ম্মরাজোঽথ পিতৃণামধিপঃ সর্ব্বকর্ম্মদৃক্ ।
কর্ম্মণাং ফলদাতাসৌ ত্বন্নিয়োগাদধীশ্বরঃ ॥ ২৭ ॥
নৈর্ঋতো রক্ষসামীশো যক্ষোবিঘ্নবিনাশনঃ ।
সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং কর্ম্মসাক্ষী ত্বত্তঃ প্রজায়তে ॥ ২৮ ॥

(হে সর্ব্বেষামমরাণাং আধারস্বরূপ ! আশ্রয়স্বরূপেতি যাবৎ । বৃহৎ ব্রহ্মৈব ধাম স্বরূপং যস্য হে তাদৃশ ! ইত্যর্থঃ প্রজায়তে প্রাজায়তেত্যর্থঃ ॥ ২২—৩০ ॥

করিয়া থাক ; অতএব বারংবার আপনাকে নমস্কার ॥ ২১ ॥ ভগবন্ ! যিনি বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম সেইটিই তোমার স্বরূপ ; সুতরাং সমস্ত অমরকুলের তুমিই আধারভূত, অতএব তোমার সম্মুখে ও পৃষ্ঠদেশে নমস্কার ; কারণ তোমার অগ্র বা পশ্চাৎ কিছুই নাই, ফল কথা সর্ব্বত্রই তোমার চক্ষুঃ সমভাবে দেদীপ্যমান ॥ ২২ ॥ দেব ! আমি তোমার শক্তি-প্রভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়াই সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি এবং তোমার আদেশেই আমি প্রতি কল্পে সমস্ত বিশ্বের সৃষ্টি বা সংহার করিয়া থাকি। অমরেশ্বর ! পূর্ব্বে সমস্ত ত্রিদশগণ একমাত্র তোমার সাহায্য-বলেই সমুদ্রমন্থনসমুৎপন্ন সুধারাশি নিজ নিজ বল ও অধিকারানুসারে সকলেই যথাযোগ্য অংশ লাভ করিয়াছিল ॥২৩—২৪॥ হরে! সুররাজ ইন্দ্র কেবল তোমার নিয়োগানুসারেই ত্রৈলোক্যের সাম্রাজ্য লাভে বিপুল ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন ; তাহাতে অন্যের কথা দূরে থাকুক সমস্ত সুরগণও বিরোধী না হইয়া নিরন্তর কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥ ঐ রূপ বহ্নিদেব পাবকতাশক্তি লাভ করিয়া দেব, অসুর ও মনুষ্য প্রভৃতি জীবনিকরের জঠরাদি ভেদ করিয়া সকলকেই আপ্যায়িত করিয়া থাকেন। দেব! ধর্ম্মরাজ যমও তোমার নিয়োগবলেই দক্ষিণদিকের অধীশ্বর

বরুণো যাদসামীশো লোকপালো জলাধিপঃ।
ত্বদাজ্ঞাবলমাশ্রিত্য লোকপালত্বমাগতঃ ॥ ২৯ ॥
বায়ুর্গন্ধবহঃ সর্ব্বভূতপ্রাণনকারণম্।
জাতস্তব নিদেশেন লোকপালো জগদ্গুরুঃ ॥ ৩০ ॥
কুবেরঃ কিন্নরাদীনাং যক্ষাণাং জীবনাশ্রয়ঃ।
ত্বদাজ্ঞান্তর্গতঃ সর্ব্বলোকপেষু চ মান্যভূঃ ॥ ৩১ ॥
ঈশানঃ সর্ব্বরুদ্রাণামীশ্বরান্তকরঃ প্রভুঃ।
জাতো লোকেশবন্দ্যোঽসৌ সর্ব্বদেবাধিপালকঃ ॥ ৩২ ॥
নমস্তুভ্যং ভগবতে জগদীশায় কূর্ম্মহে।
যস্যাংশভাগাঃ সর্ব্বে হি জাতা দেবাঃ সহস্রশঃ ॥ ৩৩ ॥

নারায়ণ উবাচ।

এবংস্তুতো বিশ্বসৃজা ভগবানাদিপূরুষঃ।
লীলাবলোকমাত্রেণাপ্যনুগ্রহমবাসৃজৎ ॥ ৩৪ ॥

লোকপেষু লোকপালেষু মান্যভূঃ পূজ্যঃ ॥ ৩১—৩৮ ॥

হইয়া সমস্ত পিতৃগণের উপরি আধিপত্য পাইয়া জীবকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মের সাক্ষিরূপে তাহাদিগকে কর্ম্মফল প্রদান করিয়া থাকেন। অধিক কি, রাক্ষসপতি নৈঋ‌র্ত যক্ষজাতি হইয়াও এক মাত্র তোমার আজ্ঞা প্রভাবেই শরণাগত ভক্তজনের সমস্ত বিঘ্ন বিনাশপূর্ব্বক সর্ব্বসাক্ষিরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। ঐ রূপ জলাধীশ্বর বরুণদেবও কেবল তোমার আদেশবলেই সমস্ত জলচরজীবের আধিপত্য লাভ করিয়া দিক্পাল নামে বিশ্রুত হইয়াছেন। অন্যের কথা কি, সর্ব্ব জীবের প্রাণনিদান গন্ধবহ বায়ুও তোমার নিদেশে বিশ্বগুরু লোকপাল হইয়াছেন। কুবের তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়াই যক্ষ কিন্নরাদির অধীশ্বর হইয়া অপরাপর লোকপাল প্রভৃতি সকলেরই মান্যাস্পদ হইয়াছেন। ভগবন্! অপরের কথা কি বলিব, যিনি সমস্ত জীবনিবহের সংহারকর্ত্তা সেই ঈশানও তোমার প্রভাবে দিক্পালত্ব লাভ করিয়া সমস্ত রুদ্রগণ, দেব, গন্ধর্ব্ব যক্ষ কিন্নর ও মানবাদি সর্ব্বজীবের বন্দনীয় হইয়াছেন, ফলতঃ তোমার অনুগ্রহে তাঁহার এত দূর মহিমা যে, তিনি সময়ে সময়ে বিপদাপন্ন দেবগণকেও রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব, ভগবন্! বুঝিয়াছি; এই অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের তুমিই এক মাত্র নিয়ন্তা। এই যে, অসংখ্য দেবগণ দেখিতে পাওয়া যায় ইহাদের মধ্যে কেহ বা তোমার অংশ কেহ কেহ বা কলারূপে সৃষ্ট হইয়াছে ॥২৬—৩৩॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! বিশ্বস্রষ্টা পিতামহ ব্রহ্মা আদিপুরুষ ভগবান্‌কে এইরূপে স্তব করিলে, তিনি ঈষৎ কটাক্ষপাত মাত্রেই তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ

তত্রৈবাভ্যাগতং দৈত্যং হিরণ্যাক্ষং মহাসুরম্।
রুন্ধানমধ্বনো ভীমং গদয়াতাড়য়দ্ধরিঃ ॥ ৩৫ ॥
তদ্রক্তপঙ্কদিগ্ধাঙ্গো ভগবানাদিপূরুষঃ।
উদ্ধৃত্য ধরণীং দেবো দংষ্ট্রয়া লীলয়াপ্সু তাম্ ॥ ৩৬ ॥
নিবেশ্য লোকনাথেশো জগাম স্থানমাত্মনঃ।
এতদ্ভগবতশ্চিত্রং ধরণ্যুদ্ধরণং পরম্ ॥ ৩৭ ॥
শৃণুয়াদ্যঃ পুমান্ যশ্চ পঠেচ্চরিতমুত্তমম্।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বৈষ্ণবীং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে পৃথিব্যুদ্ধরণং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

(অভ্যাগতং সম্মুখাগতম্। অধ্বনঃ রুন্ধানং প্রত্যাগমনপথান্ রুন্ধন্তমিতি বোধ্যম্ ॥ ৩৫ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

করিলেন। তদনন্তর আদিপুরুষ ভগবান্ যজ্ঞবরাহ যখন নিজ দংষ্ট্রা দ্বারা ধরাদেবীকে উদ্ধৃত করিয়া উপরি ভাগে আগমন করিতেছেন, সেই সময় ভীমমূর্ত্তি দুর্দ্দান্ত দৈত্যপ্রবর হিরণ্যাক্ষ আসিয়া তাঁহার পথ রোধ করিলে, তিনি একমাত্র প্রচণ্ডগদাঘাতে তাহাকে সংহার করিলেন। পরে, সেই অসুরের শোণিতপঙ্কে পরিদিগ্ধ-কলেবর হইয়া ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর রসাতল সমুদ্ধৃত বসুন্ধরাকে জলরাশির উপরিভাগে সংস্থাপিত করিয়া স্বীয় বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। বৎস নারদ! যে ব্যক্তি এই পৃথিবীর উদ্ধরণরূপ ভগবচ্চরিত-গাথা ভক্তিসহকারে শ্রবণ বা পাঠ করিবেন তিনি নিশ্চয়ই সমস্ত পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হইয়া সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর পরম পবিত্রধাম প্রাপ্ত হইবেন, সন্দেহ নাই ॥ ৪৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে যজ্ঞবরাহ কর্ত্তৃক পৃথিবীর উদ্ধার নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

মহীং দেবঃ প্রতিষ্ঠাপ্য যথাস্থানে চ নারদ!।
বৈকুণ্ঠলোকমগমদ্‌ব্রহ্মোবাচ স্বমাত্মজম্‌ ॥ ১ ॥
স্বায়ম্ভুব মহাবাহো পুত্র! তেজস্বিনাম্বর!।
স্থানে মহীময়ে তিষ্ঠ প্রজাঃ সৃজ যথোচিতম্‌ ॥ ২ ॥
দেশকালবিভাগেন যজ্ঞেশং পুরুষং যজ।
উচ্চাবচপদার্থৈশ্চ যজ্ঞসাধনকৈর্ব্বিভো! ॥ ৩ ॥
ধর্ম্মমাচর শাস্ত্রোক্তং বর্ণাশ্রমনিবন্ধনম্‌।
এতেন ক্রমযোগেণ প্রজাবৃদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥ ৪ ॥
পুত্রানুৎপাদ্য গুণতঃ কীর্ত্ত্যা কান্ত্যাত্মরূপিণঃ।
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নান্‌ সদাচারবতাম্বরান্‌ ॥ ৫ ॥

ত্রয়োবিংশতিপদ্যৈস্তু মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্য তু।
বংশস্য বর্ণনং সম্যগ্‌যথাবদনুবর্ণ্যতে ॥

ধরোদ্ধারানন্তরং জাতং কৃত্যমাহ মহীন্দেব ইতি। দেবো বরাহঃ। স্বমাত্মজং স্বায়ম্ভুবমনুম্‌ ॥ ১—১২ ॥

নারায়ণ কহিলেন, নারদ! এইরূপে বিশ্বাত্মা দেবদেব ভগবান্‌ ধরণীদেবীর উদ্ধার সাধন করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলে, প্রজাপতি ব্রহ্মা নিজ পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুকে কহিলেন, রে বৎস স্বায়ম্ভুব! তুমি নিজ তপঃপ্রভাবে অপরাপর ঋষিবর্গ হইতে সম্যক্‌ তপস্তেজা হইয়াছ সন্দেহ নাই এবং ভগবৎকৃপায় ধরাদেবীও সমুদ্ধৃত হইয়াছেন; অতএব তুমি এক্ষণে এই সর্ব্বজীবের আধারভূত বসুধাপৃষ্ঠে অবস্থানপূর্ব্বক যথাবিহিত প্রজা-সৃষ্টি-কার্য্যে প্রবৃত্ত হও ॥ ১—২ ॥ কিন্তু বৎস! কেবল সৃষ্টিকার্য্যে পরিলিপ্ত হইয়া যেন প্রকৃত কার্য্য বিস্মৃত হইও না; অর্থাৎ সর্ব্বদা যজ্ঞসাধনোপযোগী নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার সমাহার পূর্ব্বক দেশ কাল বিভাগমতে সেই পরমপুরুষ যজ্ঞেশ্বরের অর্চ্চনা করিও ॥ ৩ ॥ যাবৎ সংসারে অবস্থান করিবে তাবৎকাল বর্ণাশ্রমানুযায়ী শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিও; এইরূপ ক্রমযোগ অনুষ্ঠান করিলেই সর্ব্বতোভাবে তোমার প্রজা বৃদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥ তাহার পর তুমি আত্মসদৃশ কীর্ত্তি, কমনীয়তা, বিদ্যা ও বিনয় প্রভৃতি নানা গুণবিভূষিত সবিশেষ সদাচারসম্পন্ন পুত্র ও কন্যা সকল উৎপাদন করিয়া সেই

কন্যাশ্চ দত্ত্বা গুণবদ্‌যশোবদ্ভ্যঃ সমাহিতঃ।
মনঃ সম্যক্ সমাধায় প্রধানপুরুষে পরে ॥ ৬ ॥
ভক্তিসাধনযোগেন ভগবৎপরিচর্য্যয়া।
গতিমিষ্টাং সদা বন্দ্যাং যোগিনাং গমিতা ভবান্ ॥ ৭ ॥
ইত্যাশ্বাস্য মনুং পুত্রং পদ্মযোনিঃ প্রজাপতিঃ।
প্রজাসর্গে নিয়ম্যামুং স্বধাম প্রত্যপদ্যত ॥ ৮ ॥
প্রজাঃ সৃজত পুত্রেতি পিতুরাজ্ঞাং সমাদধৎ।
স্বায়ম্ভুবঃ প্রজাসর্গমকরোৎ পৃথিবীপতিঃ ॥ ৯ ॥
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ মনুপুত্রৌ মহৌজসৌ।
কন্যাস্তিস্রঃ প্রসূতাশ্চ তাসাং নামানি মে শৃণু ॥ ১০ ॥
আকূতিঃ প্রথমা কন্যা দ্বিতীয়া দেবহূতিকা।
তৃতীয়া চ প্রসূতির্হি বিখ্যাতা লোকপাবিনী ॥ ১১ ॥
আকূতিং রুচয়ে প্রাদাৎ কর্দ্দমায় চ মধ্যমাম্।
দক্ষায়াদাৎ প্রসূতিঞ্চ যাসাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ১২ ॥

(গুণবদ্ভ্যঃ যশোবদ্ভ্যশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৬—১২ ॥)

সমস্ত গুণবতী কন্যাগুলি বিবাহোপযোগিনী হইলে, তাহাদিগকে সৎপাত্রে সম্প্রদান-পূর্ব্বক সেই প্রকৃতিনিয়ন্তা পরমপুরুষে একান্তভাবে চিত্ত সমাধান করিবে। রে বৎস! আমি তোমায় যে রূপ উপদেশ করিলাম, যদি সেইরূপ ভক্তিযোগানুষ্ঠানপূর্ব্বক ভগবৎ-পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে, যোগেশ্বর পুরুষেরা সর্ব্বদা যে পদের অভিলাষ করেন তুমি নিশ্চয়ই সেই দুরারাধ্য গতি লাভের অধিকারী হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥ তদনন্তর, প্রজানাথ পদ্মযোনি নিজ পুত্র স্বায়ম্ভুব মনুকে এইরূপে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে সৃষ্টিকার্য্যে আবদ্ধ করিয়া স্বধামে প্রস্থান করিলেন ॥ ৮ ॥ রে পুত্র! প্রজা সৃষ্টি কর, এইরূপ আদেশ করিয়া ব্রহ্মা প্রস্থান করিলে, পৃথ্বীপতি স্বায়ম্ভুব পিতার সেই আজ্ঞা অন্তরে দৃঢ়তর ধারণা করিয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে তাঁহার প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে মহাপ্রভাবসম্পন্ন দুই পুত্র এবং রূপলাবণ্যসম্পন্না বিবিধ গুণগ্রামাবভূষিতা তিনটী কন্যা সমুৎপন্ন হইল; এক্ষণে ঐ কন্যা তিনটীর নাম বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৯—১০ ॥ সেই তিনটী বিশ্বপবিত্রকারিণী কন্যার মধ্যে প্রথমা কন্যার নাম আকূতি, দ্বিতীয়ার নাম দেবহূতি আর তৃতীয়াটী প্রসূতি নামে বিশ্রুতা। তাহাদের মধ্যে প্রথমা

রুচেঃ প্রজজ্ঞে ভগবান্ যজ্ঞো নামাদিপুরুষঃ।
আকূত্যাং দেবহূত্যাঞ্চ কপিলোঽসৌ চ কর্দ্দমাৎ ॥ ১৩ ॥
সাঙ্খ্যাচার্য্যঃ সর্ব্বলোকে বিখ্যাতঃ কপিলো বিভুঃ।
দক্ষাৎ প্রসূত্যাং কন্যাশ্চ বহুশো জজ্ঞিরে প্রজাঃ ॥ ১৪ ॥
যাসাং সন্তানসম্ভূতা দেবতির্য্যঙ্নরাদয়ঃ।
প্রসূতা লোকবিখ্যাতাঃ সর্ব্বে সর্গপ্রবর্ত্তকাঃ ॥ ১৫ ॥
যজ্ঞশ্চ ভগবান্ স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে বিভুঃ।
মনুং ররক্ষ রক্ষোভ্যো যামৈর্দ্দেবগণৈর্বৃতঃ ॥ ১৬ ॥
কপিলোঽপি মহাযোগী ভগবান্ স্বাশ্রমে স্থিতঃ।
দেবহূত্যৈ পরং জ্ঞানং সর্ব্বাবিদ্যানিবর্ত্তকম্ ॥ ১৭ ॥
সবিশেষং ধ্যানযোগমধ্যাত্মজ্ঞাননিশ্চয়ম্।
কাপিলং শাস্ত্রমাখ্যাতং সর্ব্বাজ্ঞানবিনাশনম্ ॥ ১৮ ॥

আকূত্যামিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ১৩—১৫ ॥

যজ্ঞশ্চেতি। রুচেঃ পুত্রো যজ্ঞো নাম পুরুষঃ কস্মিংশ্চিৎসময়ে রক্ষোভিরুপদ্রুতং স্বায়ম্ভুবং মনুং যামৈস্তন্নামকৈর্দেবগণৈর্বৃতঃ সংস্তেভ্যো রক্ষোভ্যো মনুং ররক্ষেতি কথা পুরাণান্তরে প্রসিদ্ধা ॥ ১৬—১৮ ॥

কন্যা আকূতিটী তিনি মহর্ষি রুচিকে প্রদান করেন, পরে দেবহূতিকে প্রজাপতি কর্দ্দম হস্তে সমর্পণ করিয়া প্রসূতি নাম্নী তৃতীয়া কন্যাটী প্রজাপতি দক্ষকে সম্প্রদান করেন। পরন্তু সেই কন্যা হইতেই ইহলোকে সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তি জানিবে। সংপ্রতি সেই প্রজাপতি ব্রহ্মর্ষিদিগের ঔরসে উল্লিখিত কন্যাত্রয়ের গর্ভে প্রথমে যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, সেই সমস্ত মহাত্মাদিগের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। মহর্ষি রুচির ঔরসে আকূতি গর্ভে যজ্ঞ নামে এক পুত্র হয়, ইনি ভগবান্ আদ্যপুরুষ বিষ্ণুর অংশ; তাহার পর, মহর্ষি কর্দ্দমের ঔরসে দেবহূতি গর্ভে বিশ্ববিশ্রুত সাঙ্খ্যশাস্ত্রের আচার্য্য ভগবান্ কপিলদেব জন্মগ্রহণ করেন। আর প্রজাপতি দক্ষের ঔরসে প্রসূতিগর্ভে কেবল কতকগুলি কন্যা সন্তানই উৎপন্ন হয়; অতএব দেব, মানব পশু পক্ষি প্রভৃতি সমস্ত প্রজাপতি দক্ষ হইতেই জানিবে। ঐ সমস্ত প্রথম সঞ্জাত প্রজাগণই বিশ্বসৃষ্টির প্রবর্ত্তক ॥ ১১—১৫ ॥ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে মহাপ্রভাববান্ ভগবান্ যজ্ঞ যামনামক দেবগণে পরিবৃত হইয়া নিজ মাতামহ মনুকে রাক্ষসাক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। আর মহাযোগেশ্বর ভগবান্ কপিলদেব কিয়ৎকাল আশ্রমে থাকিয়া নিজ গর্ভধারিণী দেবহূতিকে সমস্ত অবিদ্যাবিধ্বংসি অধ্যাত্মতত্ত্ব নিশ্চায়ক পরম তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ কপিলশাস্ত্র (সাঙ্খ্যশাস্ত্র) এবং সবিশেষ ধ্যানযোগ প্রভৃতি উপদেশ করিয়া শেষে সমাধিতে বসিবার জন্য পুলহাশ্রমে গমন করেন; বৎস!

উপদিশ্য মহাযোগী স যযৌ পুলহাশ্রমম্।
অদ্যাপি বর্ত্ততে দেবঃ সাঙ্খ্যাচার্য্যো মহাশয়ঃ ॥ ১৯ ॥
যন্নামস্মরণেনাপি সাঙ্খ্যযোগশ্চ সিধ্যতি।
তং বন্দে কপিলং যোগাচার্য্যং সর্ব্ববরপ্রদম্ ॥ ২০ ॥
এবমুক্তং মনোঃ কন্যাবংশবর্ণনমুত্তমম্।
পঠতাং শৃণ্বতাং চাপি সর্ব্বপাপবিনাশনম্ ॥ ২১ ॥
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি মনুপুত্রান্বয়ং শুভম্।
যদাকর্ণনমাত্রেণ পরং পদমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২২ ॥
দ্বীপবর্ষসমুদ্রাদিব্যবস্থা যৎস্থুতৈঃ কৃতা।
ব্যবহারপ্রসিদ্ধ্যর্থং সর্ব্বভূতসুখাপ্তয়ে ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে স্বায়ম্ভুবমনুবংশকীর্ত্তনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

(আশেরতেঽস্মিন্ বৃত্তয় ইতি যাবৎ আশয়োঽন্তঃকরণং মহান্ আশয়ো যস্ত ॥১৯-২৩॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

সেই মহাত্মা যোগেশ্বর অদ্যাপিও সেই স্থলে দেদীপ্যমানরূপে বিরাজ করিতেছেন। আহা! যাঁহার নাম স্মরণমাত্রেই যোগী অবলীলা ক্রমে সাঙ্খ্যজ্ঞানে সিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হয়, সেই সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ যোগাচার্য্য ভগবান্ কপিলদেবকে বন্দনা করি।

যাহারা এই উল্লিখিত মনুকন্যাদিগের পবিত্র বংশ-বর্ণন-কথা শ্রবণ বা পাঠ করে, তৎক্ষণে তাহাদিগের সমস্ত পাপরাশি ধ্বংস হয় ॥ ১৬—২১ ॥ বৎস! ইহার পর আমি তোমার নিকট স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রদিগের বংশ বর্ণন করিতেছি অবহিত হও; যাহা শ্রবণমাত্রেই মানব চরমে পরমপদ লাভে সমর্থ হয় অর্থাৎ যে মনুর পুত্রগণ সমস্ত প্রাণিজগতের সুখপ্রাপ্তি জন্য ও লোকব্যবহার-প্রসিদ্ধির নিমিত্ত দ্বীপ, বর্ষ ও সমুদ্রাদির ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদেরই বংশাবলী বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২২—২৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে ভুবনকোষবর্ণনে মনুবংশ-কীর্ত্তন নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্যাসীজ্জ্যেষ্ঠঃ পুত্রঃ প্রিয়ব্রতঃ।
পিতুঃ সেবাপরো নিত্যং সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ ॥ ১ ॥
প্রজাপতের্দুহিতরং সুরূপাং বিশ্বকর্ম্মণঃ।
বর্হিষ্মতীং চোপয়েমে সমানাং শীলকর্ম্মভিঃ ॥ ২ ॥
তস্যাং পুত্রান্ দশ গুণৈরন্বিতান্ ভাবিতাত্মনঃ।
জনয়ামাস কন্যাং চোর্জ্জস্বতীং চ যবীয়সীম্ ॥ ৩ ॥
আগ্নীধ্রশ্চেধ্মজিহ্বশ্চ যজ্ঞবাহুস্তৃতীয়কঃ।
মহাবীরশ্চতুর্থস্তু পঞ্চমো রুক্মশুক্রকঃ ॥ ৪ ॥
ঘৃতপৃষ্ঠশ্চ সবনো মেধাতিথিরথাষ্টমঃ।
বীতিহোত্রঃ কবিশ্চেতি দশৈতে বহ্নিনামকাঃ ॥ ৫ ॥

অষ্টাবিংশতিভিঃ শ্লোকৈঃ প্রিয়ব্রতকথানকম্।
যত্র দ্বীপোদ্ভবঃ প্রোক্তস্তদেতৎ সম্যগীর্য্যতে ॥

মনুকন্যাবংশকথনোত্তরং মনোঃ পুত্রাণাং বংশমাহ মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্যেতি ॥ ১ ॥
বিশ্বকর্ম্মণঃ প্রজাপতেরিত্যন্বয়ঃ ॥ ২ ॥
দশপুত্রান্ গুণৈরন্বিতান্ যবীয়সীং দশপুত্রেভ্যঃ কনিষ্ঠামূর্জ্জস্বতীং নাম ॥ ৩ ॥
রুক্মশুক্রো হিরণ্যরেতোনামকঃ ॥ ৪ ॥
বহ্নের্নামানি যেষাং নত্বেত এব বহ্নয় ইতি ভ্রমিতব্যম্ ॥ ৫—৬ ॥

নারায়ণ ঋষি কহিলেন, স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যধর্ম্মপরায়ণ প্রিয়ব্রত নিরন্তর পিতৃসেবায় নিরত থাকিয়া পরে প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মার দুহিতা পরম রূপবতী বর্হিষ্মতীকে শীলতাদি গুণগ্রামে আত্মসদৃশী জানিয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। তদনন্তর, তিনি সেই ভার্য্যাতে সমস্ত গুণগণবিভূষিত অধ্যাত্মচিন্তাশীল দশটি পুত্র আর উর্জ্জস্বতী নামে একটী কন্যা উৎপাদন করিলেন; ফলতঃ কন্যাটীই সর্ব্ব কনিষ্ঠ। এক্ষণে উল্লিখিত পুত্র দশটির নাম বলিতেছি শ্রবণ কর; প্রথম আগ্নীধ্র, দ্বিতীয় ইধ্মজিহ্ব, তৃতীয় যজ্ঞবাহু, চতুর্থ মহাবীর, পঞ্চম রুক্মশুক্র (হিরণ্যরেতাঃ) ষষ্ঠ ঘৃতপৃষ্ঠ, সপ্তম সবন, অষ্টম মেধাতিথি, নবম বীতিহোত্র, দশম কবি; ইহাদের দশজনেরই নাম অগ্নিনামে রক্ষিত হইয়াছিল। পরে, ঐ দশ পুত্রের মধ্যে কবি, সবন আর মহাবীর এই তিনটি সংসার-বিরাগী হইয়া-

এতেষাং দশপুত্ত্রাণাং ত্রয়োঽপ্যাসন্ বিরাগিণঃ।
কবিশ্চ সবনশ্চৈব মহাবীর ইতি ত্রয়ঃ ॥ ৬ ॥
আত্মবিদ্যাপরিজ্ঞাতাঃ সর্ব্বে তে হ্যূর্দ্ধরেতসঃ।
আশ্রমে পরহংসাখ্যে নিঃস্পৃহা হ্যভবন্ মুদা ॥ ৭ ॥
অপরস্যাঞ্চ জায়ায়াং ত্রয়ঃ পুত্ত্রাশ্চ জজ্ঞিরে।
উত্তমস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চেতি বিশ্রুতাঃ ॥ ৮ ॥
মন্বন্তরাধিপতয় এতে পুত্ত্রা মহৌজসঃ।
প্রিয়ব্রতঃ স রাজেন্দ্রো বুভুজে জগতীমিমাম্ ॥ ৯ ॥
একাদশার্ব্বুদাব্দানামব্যাহতবলেন্দ্রিয়ঃ।
যদা সূর্য্যঃ পৃথিব্যাশ্চ বিভাগে প্রথমেঽতপৎ ॥ ১০ ॥
ভাগে দ্বিতীয়ে তত্রাসীদন্ধকারোদয়ঃ কিল।
এবং ব্যতিকরং রাজা বিলোক্য মনসা চিরম্ ॥ ১১ ॥

আত্মবিদ্যেতি। তে আত্মবিদ্যায়ামর্ভকভাবাদারভ্য কৃতপরিচয়াঃ পারমহংস্যমেবাশ্রমমভজন্ ॥ ৭—৯ ॥

দশকোটিভিরেকমর্ব্বুদমেতাদৃশানি বর্ষাণামেকাদশার্ব্বুদানি জগতীং বুভুজে ইত্যন্বয়ঃ। বিভাগে প্রথমে ইতি। যদৈকস্মিন্ ভাগেঽতপত্তদা দ্বিতীয়ভাগেঽর্থাদন্ধকার আসীদিত্যর্থঃ ॥ ১০—১১ ॥

ছিলেন ॥ ৫—৬ ॥ ক্রমে এই তিন মহাত্মা সমস্ত বিষয়ে স্পৃহাশূন্য হইয়া আত্মবিদ্যার পরিদর্শন করিয়াছিলেন ; অধিক কি তাঁহারা সকলেই ঊর্দ্ধরেতা হইয়া পরমানন্দসহকারে পারমহংসধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন ॥ ৭ ॥ তদনন্তর, মহারাজ প্রিয়ব্রতের অপরভার্য্যাতে উত্তম, তামস আর রৈবত নামে তিনটি পুত্র জন্মে। ইহারা সকলেই বিশ্ববিখ্যাত ; কেন না এই তিনটি পুত্রই কালে মহাপ্রভাবসম্পন্ন হইয়া এক একটি মন্বন্তরের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। অধিক কি বলিব, স্বায়ম্ভুবমনুপুত্র রাজরাজেশ্বর প্রিয়ব্রত উল্লিখিত মহাপরাক্রান্ত পুত্রাদি সমভিব্যাহারে একাদশ অর্ব্বুদ বর্ষ পর্য্যন্ত পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন ; কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এতাবৎ দীর্ঘকালেও তাঁহার ঐন্দ্রিক বা শারীরিক কোন প্রকার বলেরই হ্রাস হয় নাই ; ফলত তিনি অপ্রতিহতপ্রভাবে বসুধা-সাম্রাজ্য সম্ভোগ করিয়াছিলেন। বৎস! মহাত্মা প্রিয়ব্রতের মহিমার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না ; তথাপি যাহা কিছু বলিতেছি অবহিত হও। কোন সময় তিনি দেখিলেন, যে, দেব দিবাকর পৃথিবীর একভাগে প্রকাশিত হইলে, অপরভাগে অন্ধকার থাকে, এইরূপ ব্যতিক্রম দেখিয়া মনে মনে দীর্ঘকাল বিবেচনা করিলেন, যে, কি আশ্চর্য্য আমার রাজ্যশাসনকালেও পৃথিবীতে অন্ধকার থাকিবে? এরূপ কখনই হইতে পারিবে না!! আমি

প্রশান্তি ময়ি ভূম্যাঞ্চ তমঃ প্রাদুর্ভবেৎ কথম্।
এবং নিবারয়িষ্যামি ভূমৌ যোগবলেন চ ॥ ১২ ॥
এবং ব্যবসিতো রাজা পুত্রঃ স্বায়ম্ভুবস্য সঃ।
রথেনাদিত্যবর্ণেন সপ্তকৃত্বঃ প্রকাশয়ন্ ॥ ১৩ ॥
তস্যাপি গচ্ছতো রাজ্ঞো ভূমৌ যদ্রথনেময়ঃ।
পতিতাস্তে সমুদ্রাখ্যাং ভেজিরে লোকহেতবে ॥ ১৪ ॥
জাতাঃ প্রদেশাস্তে সপ্ত দ্বীপা ভূমৌ বিভাগশঃ।
রথনেমিসমুত্থাস্তে পরিখাঃ সপ্তসিন্ধবঃ ॥ ১৫ ॥
যত আসংস্ততঃ সপ্তভুবো দ্বীপা হি তে স্মৃতাঃ।
জম্বুদ্বীপঃ প্লক্ষদ্বীপঃ শাল্মলীদ্বীপসংজ্ঞকঃ ॥ ১৬ ॥

যোগবলেন তপোবলেন ॥ ১২ ॥

জগৎপ্রকাশয়ন্ সপ্তকৃত্বঃ প্রদক্ষিণাং চকার। এবং কুর্ব্বাণং প্রিয়ব্রতমাগত্য চতুরাননঃ তবাধিকারোঽয়ং নাস্তীতি নিবারয়ামাসেতি পুরাণান্তরে প্রসিদ্ধম্ ॥ ১৩ ॥

রথনেময়ঃ সপ্তকৃত্বঃ প্রদক্ষিণাসময়ে যস্মিন্ ভূপ্রদেশে রথনেময়ঃ পতিতাস্তত্র সপ্তমহাগর্ত্তা জাতাস্তে সপ্তসমুদ্রা ইত্যুচ্যতে ॥ ১৪ ॥

প্রদেশা ইতি। দ্বয়োর্দ্বয়োঃ সমুদ্রয়োর্মধ্যে ভূপ্রদেশাস্তে ষট্সংখ্যা মধ্যস্থভূপ্রদেশশ্চ সপ্তম ইতি সপ্তদ্বীপা ইত্যর্থঃ। তদেব বিশদয়তি রথনেমীতি ॥ ১৫ ॥

যতঃ সপ্তসিন্ধব আসংস্ততো দ্বয়োঃ সমুদ্রয়োর্মধ্যে যাঃ ষট্ভুবো মধ্যস্থা চৈকা ভূস্তে সপ্তদ্বীপাঃ স্মৃতা ইত্যর্থঃ ॥ ১৬॥

স্বীয় যোগপ্রভাবে অবশ্যই ইহা নিবারণ করিব। মহারাজ প্রিয়ব্রত মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সমস্ত জগৎপ্রকাশের জন্য এক খানি সূর্য্যসদৃশ প্রকাশমান রথে আরোহণ পূর্ব্বক সাতবার করিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই পর্য্যটন সময়ে চক্রনেমির দ্বারা যে সকল ভূভাগ ক্ষত হইয়াছিল, তাহাতেই সপ্তসাগরের উৎপত্তি হয়। ঐ সপ্তসাগরের মধ্যে মধ্যে যে সমস্ত ভূভাগ পড়িল, তাহারাই সপ্তদ্বীপ নামে বিশ্রুত হইল, আর ঐ রথচক্রনেমিনিখাত সাগর সাতটি প্রত্যেক দ্বীপের পরিখাস্বরূপ হইল ॥ ৮—১৫ ॥ বৎস! এক্ষণে পৃথিবীস্থ ঐ সপ্তদ্বীপ এবং পরিখারূপ সপ্তসিন্ধুর নাম সকল ক্রমে বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমটির নাম জম্বুদ্বীপ, দ্বিতীয় প্লক্ষ, তৃতীয় শাল্মলী, চতুর্থ কুশদ্বীপ, পঞ্চম ক্রৌঞ্চ, ষষ্ঠ শাকদ্বীপ, আর সপ্তমটি পুষ্করদ্বীপ নামে বিশ্রুত। পরন্তু, ঐ সকল দ্বীপের মধ্যে প্রথম জম্বুদ্বীপ অপেক্ষা প্লক্ষ ও শাল্মলী প্রভৃতি দ্বীপগুলি প্রত্যেকেই উত্তরোত্তর দ্বিগুণতর পরিবর্দ্ধিত জানিবে। ঐরূপ সাগর সকলের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর, প্রথমত ক্ষারোদ, দ্বিতীয় ইক্ষুরস, তৃতীয় সুরা, চতুর্থ ঘৃতোদ, পঞ্চম ক্ষীরোদ, ষষ্ঠ দধিমণ্ড আর সপ্তমটি কেবল জলময় মাত্র। তাহার মধ্যে প্রথম জম্বুদ্বীপটি ক্ষারসমুদ্র-পরি-

কুশদ্বীপঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপঃ শাকদ্বীপশ্চ পুষ্করঃ।
তেষাঞ্চ পরিমাণন্তু দ্বিগুণং চোত্তরোত্তরোত্তম্ ॥ ১৭ ॥
সমন্ততশ্চোপকৢপ্তং বহির্ভাগক্রমেণ চ।
ক্ষারোদেক্ষুরসোদৌ চ সুরোদশ্চ ঘৃতোদকঃ ॥ ১৮ ॥
ক্ষীরোদো দধিমণ্ডোদঃ শুদ্ধোদশ্চেতি তে স্মৃতাঃ।
সপ্তৈতে প্রতিবিখ্যাতাঃ পৃথিব্যাং সিন্ধবস্তদা ॥ ১৯ ॥
প্রথমো জম্বুদ্বীপাখ্যো যঃ ক্ষারোদেন বেষ্টিতঃ।
তৎপতিং বিদধে রাজা পুত্রমাগ্নীধ্রসংজ্ঞকম্ ॥ ২০ ॥
প্লক্ষদ্বীপে দ্বিতীয়েঽস্মিন্ দ্বীপেক্ষুরসংসপ্লুতে।
জাতস্তদধিপঃ প্রৈয়ব্রত ইধ্মাদিজিহ্বকঃ ॥ ২১ ॥
শাল্মলীদ্বীপ এতস্মিন্ সুরোদধিপরিপ্লুতে।
যজ্ঞবাহুং তদধিপং করোতি স্ম প্রিয়ব্রতঃ ॥ ২২ ॥
কুশদ্বীপেঽতিরম্যে চ ঘৃতোদেনোপবেষ্টিতে।
হিরণ্যরেতা রাজাভূৎ প্রিয়ব্রততনূজনিঃ ॥ ২৩ ॥
ক্রৌঞ্চদ্বীপে পঞ্চমে তু ক্ষীরোদপরিসংপ্লুতে।
প্রৈয়ব্রতো ঘৃতপৃষ্ঠঃ পতিরাসীন্মহাবলঃ ॥ ২৪ ॥

দ্বিগুণঞ্চোত্তরোত্তরম্। পূর্ব্বস্ত যদ্বিস্তারমাণং উত্তরস্তদ্দ্বিগুণেন মানেনেত্যেবং সিন্ধুভ্যো বহিঃ সমন্ততঃ সপ্তদ্বীপাঃ পূর্ব্বোক্তভাগক্রমেণ সন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৭—২০ ॥

দ্বীপেক্ষুরসেত্যার্ষপ্রয়োগঃ। প্রৈয়ব্রতঃ প্রিয়ব্রতস্যাপত্যমিত্যর্থঃ। ইধ্মাদিজিহ্বকঃ ইধ্মজিহ্বঃ ॥ ২১—২৪ ॥

বেষ্টিত। মহারাজ প্রিয়ব্রত ইহাতে আগ্নীধ্রনামক পুত্রকে অধীশ্বর রূপে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। তাহার পর, ইক্ষুসাগর পরিবৃত দ্বিতীয় প্লক্ষদ্বীপটিতে ইধ্মজিহ্বকে আধিপত্য প্রদান করেন; ঐ রূপ, সুরাসাগর পরিবেষ্টিত শাল্মলীদ্বীপের শাসনভার যজ্ঞবাহুর প্রতি অর্পণ করেন আর ঘৃতসাগর পরিবৃত কুশদ্বীপের অধীশ্বরত্বে হিরণ্যরেতাকে বরণ করিলেন। পরে মহাবলশালী ঘৃতপৃষ্ঠ নামক পুত্রটি ক্ষীরোদসমুদ্র পরিবেষ্টিত ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধীশ্বর হইলেন। অনন্তর, মহারাজ প্রিয়ব্রত পুত্রপ্রবর মেধাতিথিকে দধিমণ্ডসাগর পরিবৃত শাকদ্বীপের আধিপত্য প্রদান করিলেন। সর্ব্বশেষে, বীতিহোত্রনামক পুত্রটি পিতার আজ্ঞাক্রমে অগাধজলরাশিসঙ্কুল পুষ্করদ্বীপের অধিপতি হইলেন। তদনন্তর, মহাপ্রভাবসম্পন্ন রাজরাজেশ্বর প্রিয়ব্রত পুত্রগণকে এইরূপ যথারীতি বিভাগানুসারে পৃথিবীর আধি-

শাকদ্বীপে চারুতরে দধিমণ্ডোদসঙ্কুলে।
মেধাতিথিরভূদ্রাজা প্রিয়ব্রতসুতো বরঃ ॥ ২৫ ॥
পুষ্করদ্বীপকে শুদ্ধোদকসিন্ধুসমাকুলে।
বীতিহোত্রো বভূবাসৌ রাজা জনকসম্মতঃ ॥ ২৬ ॥
কন্যামূর্জ্জস্বতীনাম্নীং দদাবুশনসে বিভুঃ।
আসীত্তস্যাং দেবয়ানী কন্যা কাব্যস্য বিশ্রুতা ॥ ২৭ ॥
এবং বিভজ্য পুত্রেভ্যঃ সপ্তদ্বীপান্ প্রিয়ব্রতঃ।
বিবেকবশগো ভূত্বা যোগমার্গাশ্রিতোঽভবৎ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে প্রিয়ব্রতবংশবর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

(জনকেন প্রিয়ব্রতেন সম্মতঃ অনুজ্ঞাতঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পত্য প্রদান করিয়া শেষে সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা উর্জ্জস্বতীকে ভগবান্ উশনার হস্তে সমর্পণ করিলেন। এই উর্জ্জস্বতীর গর্ভেই ভগবান্ শুক্রাচার্য্যের সর্ব্বলোকবিশ্রুতা দেবযানী নামে কন্যার উৎপত্তি হয়। রে বৎস! ভগবান্ স্বায়ম্ভুবপুত্র রাজেন্দ্রচূড়ামণি প্রিয়ব্রত পুত্র-সাতটির প্রতি সপ্তদ্বীপের আধিপত্যভার দিয়া এবং কন্যাটী যোগ্যপাত্রে সম্প্রদান করিয়া শেষে বিবেকপরবশ হইয়া যোগপথাশ্রয় করিলেন ॥ ১৬—২৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগ-বতের অষ্টমস্কন্ধে প্রিয়ব্রতবংশ বর্ণন নামক
চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

দেবর্ষে! শৃণু বিস্তারং দ্বীপবর্ষবিভেদতঃ।
ভূমণ্ডলস্য সর্ব্বস্য যথা দেবপ্রকল্পিতম্ ॥ ১ ॥
সমাসাৎ সম্প্রবক্ষ্যামি নালং বিস্তরতঃ ক্বচিৎ
জম্বুদ্বীপঃ প্রথমতঃ প্রমাণে লক্ষযোজনঃ ॥ ২ ॥
বিশালো বর্ত্তুলাকারো যথাব্জস্য চ কর্ণিকা।
নববর্ষাণি যস্মিংশ্চ নবসাহস্রযোজনৈঃ ॥ ৩ ॥

অর্দ্ধাধিকৈশ্চ ত্রিংশদ্ভিঃ পদ্যৈরথ সবিস্তরম্।
ভূমণ্ডলস্য বিস্তারো যথাবদনুবর্ণ্যতে ॥

অধুনা ভুবনকোষবিস্তারমাহ দেবর্ষে ইতি। অত্রাপি নারদস্য ভুবনকোষবিস্তার-বিষয়কঃ প্রশ্নোঽনুমেয়ঃ। অন্যথাপৃষ্টবিষয়কোত্তরপ্রদানস্যাসঙ্গত্যাপত্তেঃ। দ্বীপবর্ষবিভে-দতঃ। দ্বীপানি পূর্ব্বোক্তানি। বর্ষাণি জম্বুদ্বীপনবখণ্ডানি। তেষাং বিভেদেনেত্যর্থঃ। দেবেন পরমেশ্বরেণ কল্পিতম্ ॥ ১ ॥

জম্বুদ্বীপ ইতি। লক্ষযোজনো বিস্তীর্ণঃ। জম্বুস্ত্রীজম্বুজাম্ববমিতি কোশাজ্জম্বুশব্দো হ্রস্বা-ন্তোপি কমলস্য কর্ণিকাবদস্তীত্যর্থঃ। পূর্ব্বাপরায়তং সূত্রমপি লক্ষযোজনং দক্ষিণোত্তরা-য়তমপি সূত্রং লক্ষযোজনম্ ॥ ২ ॥

নববর্ষাণীতি। তদয়ং সন্নিবেশপ্রকারঃ। পূর্ব্বাপরায়তদক্ষিণোত্তরায়তমধ্যসূত্রদ্বয়-পাতোত্তরং সমং বর্ত্তুলং কৃত্বা পূর্ব্বাপররেখায়া উত্তরভাগে পূর্ব্বাপরায়তং সমাংশং রেখা-ত্রয়ং দদ্যাৎ। এবং দক্ষিণভাগেঽপি সমাংশং রেখাত্রয়ং দদ্যাৎ। তথা দক্ষিণোত্তররেখায়া উত্তরভাগে সমাংশভাগেনৈকাং রেখাং দক্ষিণভাগেঽপি সমাংশেনৈকাং রেখাং দদ্যাৎ পূর্ব্বাপরায়তং মধ্যং সূত্রং দক্ষিণোত্তরায়তং মধ্যং সূত্রঞ্চ মার্জ্জয়েদেবং কৃতে নবকোষ্ঠানি সম্পদ্যন্তে তানি নববর্ষাণি যাশ্চাষ্টৌ রেখাঃ পূর্ব্বাপরায়তাঃ ষট্। দক্ষিণে চোত্তরায়তে চ দ্বে

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! তুমি নিজ তপঃপ্রভাবে সমস্ত দেবর্ষিবর্গের মধ্যেও প্রাধান্য লাভ করিয়াছ, অতএব তুমিই প্রকৃত গূঢ়তত্ত্ব শ্রবণের অধিকারী। সম্প্রতি আমি তোমার নিকট সেই বিশ্বনিয়ন্তা সর্ব্বৈশ্বর্য্যশক্তিমান্ পরমেশ্বরের বিরচিত এই সমগ্র ভূমণ্ডলের দ্বীপ ও বর্ষাদি বিভাগানুসারে বিস্তারের বিষয় অতি সঙ্ক্ষেপে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। কেননা, কোন স্থলেই এ রূপ প্রাণী নাই যে, উহার সবিস্তার বর্ণনে সমর্থ হয়। প্রথম, জম্বুদ্বীপটির বিশালতা একলক্ষ যোজন পরিমিত জানিবে। পরন্তু, উহা কমলকর্ণিকার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তুলাকারে অবস্থিত; এই জম্বুদ্বীপ মধ্যে যে নয়টি বর্ষ আছে উহাদের পরিমাণ বিস্তারে ভদ্রাশ্ব আর কেতুমাল ব্যতিরেকে

আয়ামৈঃ পরিসংখ্যানি গিরিভিঃ পরিতঃ শ্রিতৈঃ।
অষ্টভির্দীর্ঘরূপৈশ্চ সুবিভক্তানি সর্ব্বতঃ ॥ ৪ ॥
ধনুর্ব্বৎসংস্থিতে জ্ঞেয়ে দেবর্ষে! দক্ষিণোত্তরে।
দীর্ঘাণি তত্র চত্বারি চতুরস্রমিলাবৃতম্ ॥ ৫ ॥
ইলাবৃত্তং মধ্যবর্ষং যন্নাভ্যাং সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।
সৌবর্ণো গিরিরাজোঽয়ং লক্ষয়োজনমুচ্ছ্রিতঃ ॥ ৬ ॥
কর্ণিকারূপ এবায়ং ভূগোলকমলস্য চ।
মূর্দ্ধি দ্বাত্রিংশৎসহস্রযোজনৈর্বিততস্ত্বয়ম্ ॥ ৭ ॥
মূলে ষোড়শসাহস্রস্তাবতান্তর্গতঃ ক্ষিতৌ।
ইলাবৃতস্যোত্তরতো নীলঃ শ্বেতশ্চ শৃঙ্গবান্ ॥ ৮ ॥

রেখে। তা অষ্টৌ মর্য্যাদাপর্ব্বতাঃ। তানি বর্ষাণি আয়ামৈর্ব্বিস্তারৈর্নবসহস্রযোজনৈঃ পরিসংখ্যানি জ্ঞেয়ানীত্যর্থঃ। একৈকবর্ষস্য নবসহস্রযোজনো বিস্তার ইত্যর্থঃ। এতচ্চ ভদ্রাশ্বকেতুমালব্যতিরেকেণ দ্রষ্টব্যম্। তয়োশ্চতুস্ত্রিংশদ্‌যোজনসহস্রায়ামত্বাৎ। মধ্যস্থ-গিরীনাহ গিরিভিরিতি। দীর্ঘরূপৈঃ সমুদ্রপর্য্যন্তং গামিভিরষ্টমর্য্যাদাপর্ব্বতৈস্তানি বর্ষাণি প্রবিভক্তানীত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥

জম্বূদ্বীপস্য সন্নিবেশং স্বয়মেবাহ ধনুর্বৎসংস্থিতে ইতি। দক্ষিণোত্তরে। অন্তিমে দ্বে বর্ষে চত্বারি চতুরস্রেলাবৃতধনুরাকারবর্ষদ্বয়মধ্যস্থানীত্যর্থঃ। চতুরস্রমিতি। যদিলাবৃত্তং তচ্চতুরস্রং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ইলাবৃত্তবর্ষমধ্যে মেরুসংস্থামাহ ইলাবৃত্তমিতি। নাভ্যাং মধ্যে ॥ ৬ ॥

ভূগোলরূপকমলস্যায়ং কর্ণিকাস্থানীয়ো মেরুরিত্যর্থঃ। মূর্দ্ধি মস্তকে বিততো বিস্তীর্ণঃ ॥৭॥

মূলেঽধোভাগে ষোড়শসহস্রঃ ষোড়শসহস্রযোজনপরিমিতবিস্তৃতিরিত্যর্থঃ। তাবতা-ষোড়শসহস্রযোজনমানেন চতুরশীতিযোজনসহস্রমানেন বহির্দৃশ্যতে এবং লক্ষযোজনো-ন্নাহঃ। মর্য্যাদাপর্ব্বতনামান্যাহ ইলাবৃত্তস্যেতি। উত্তরতঃ উত্তরস্যাং দিশি ॥ ৮ ॥

প্রত্যেকেরই নবসহস্র যোজন করিয়া জানিবে। আবার ঐ সমস্ত বর্ষের মধ্যে অতি বৃহৎ-কায় আটটি সীমাপর্ব্বত আছে ॥ ১—৪ ॥ ঐ সকল বর্ষের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণপ্রান্তে দুইটি বর্ষ ধনুর আকারে অবস্থিত, আর চারিটি কেবল দীর্ঘাকার মাত্র; ইহাদের সকলের মধ্যস্থিত ইলাবৃত বর্ষটি চতুরস্র আকারে অবস্থিত। এই ইলাবৃত বর্ষের নাভিদেশে লক্ষ যোজন সমুচ্ছ্রিত পর্ব্বতরাজ সুবর্ণময় গিরি (সুমেরু) এই ভূগোলকমলের কর্ণিকাস্বরূপ হইয়া বিরাজ করিতেছেন। এই গিরিরাজের শিরোভাগ দ্বাত্রিংশৎ সহস্র যোজন (৩২ হাজার যোজন) বিস্তীর্ণ। বৎস! যদি চ পূর্ব্বে ইহাকে একলক্ষ যোজন উচ্ছ্রিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু তাহার সমস্ত ভাগ বহির্দৃশ্য নহে; কারণ, উহার ষোড়শ সহস্রযোজন পরিমিত মূলদেশ ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং বাহ্যে চতুরশীতি সহস্রযোজন মাত্র পরিদৃশ্যমান জানিবে। বৎস! যে ইলাবৃত বর্ষের নাভিস্থলস্থ সুমেরুর কথা বলিলাম

ত্রয়ো বৈ গিরয়ঃ প্রোক্তা মর্য্যাদাবধয়স্ত্রিষু।
রম্যকাখ্যে তথা বর্ষে দ্বিতীয়ে চ হিরণ্ময়ে ॥ ৯ ॥
কুরুবর্ষে তৃতীয়ে তু মর্য্যাদাং ব্যঞ্জয়ন্তি তে।
প্রাগায়তা উভয়তঃ ক্ষারোদাবধয়স্তথা ॥ ১০ ॥
দ্বিসহস্রপৃথুতরাস্তথা একৈকশঃ ক্রমাৎ।
পূর্ব্বাৎপূর্ব্বাচ্চোত্তরস্যাং দশাংশাদধিকাংশতঃ ॥ ১১ ॥
দৈর্ঘ্য এব হ্রসন্তীমে নানানদনদীযুতাঃ।
ইলাবৃত্তাদ্দক্ষিণতো নিষধো হেমকূটকঃ ॥ ১২ ॥
হিমালয়শ্চেতি ত্রয়ঃ প্রাগ্বিস্তীর্ণাঃ সুশোভনাঃ।
অযুতোৎসেধভাজস্তে যোজনৈঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৩ ॥

মর্য্যাদাবধয়ঃ। ত্রিষু বক্ষ্যমাণবর্ষেষু প্রোক্তা ইত্যর্থঃ। তেষাং ত্রয়াণাং নামান্যাহ রম্যকে প্রাগায়তাঃ পূর্ব্বতো দীর্ঘাঃ। উভয়তো মূলেঽগ্রভাগে চ। ক্ষারোদ এবাবধির্যেষাং তে তথোক্তাঃ ॥ ৯—১০ ॥

দ্বিসহস্রপৃথুতরাঃ দ্বিসহস্রযোজনবিস্তীর্ণাঃ। একৈকশঃ একস্মাদেকস্মাৎ পূর্ব্বাৎপূর্ব্বাদুত্তরস্যাং দিশি দশাংশাদীষদধিকো যোঽংশস্তেন দৈর্ঘ্যে এব হ্রসন্তি তনূচ্ছ্রয়ে পৃথুত্বে বা। তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে। লক্ষপ্রমাণৌ দ্বৌ মধ্যে দশহীনাস্তথা পরে ইতি। এতদপি স্থূলদৃষ্ট্যৈবোক্তম্। তয়োরপি যথাবন্মধ্যত্বাভাবেন লক্ষপ্রমাণত্বাভাবাৎ ॥ ১১ ॥

দক্ষিণতো দক্ষিণস্যাং দিশি ॥ ১২ ॥

প্রাগ্বিস্তীর্ণাঃ প্রাগায়তাঃ। অযুতোৎসেধভাজঃ। অযুতযোজন উৎসেধ উচ্ছ্রয়া যেষাং অয়ঞ্চোৎসেধো নীলাদিপর্ব্বতানামপি বোধ্যঃ। নীলাদিপৃথুত্বং চৈষামপি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৩ ॥

সেই ইলাবৃতবর্ষের উত্তরে নীলগিরি, শ্বেতগিরি আর শৃঙ্গবান্ গিরি এই তিনটি সীমা-পর্ব্বত ক্রমান্বয়ে রম্যক, হিরণ্ময় এবং কুরু, এই বর্ষত্রয়কে অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ইহারা পূর্ব্ব দিক্ হইতে আয়ত হইয়া ক্রমশ মূল ও অগ্রভাগে লবণ সমুদ্র পর্য্যন্ত আসিয়া সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে ॥ ৫—১০ ॥ ঐ তিনটি সীমা পর্ব্বতের বিস্তার দুই সহস্র যোজন করিয়া জানিবে। উহাদের এক একটি ক্রমে পূর্ব্ব হইতে উত্তরদিগ্‌ভাগে দশ অংশের কিঞ্চিন্মাত্র অধিক পরিমাণে দীর্ঘতায় হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। বৎস! ঐ সকল গিরিবর হইতে কত যে নদ, নদী প্রসূত হইয়াছে, তাহা বর্ণন করিয়া উঠা অনায়াসসাধ্য নহে ॥ ১১ ॥ পূর্ব্ব উল্লিখিত ইলাবৃতবর্ষের দক্ষিণদিকে নিষধ, হেমকূট ও হিমালয় এই তিনটি সুদর্শনীয় পর্ব্বত পূর্ব্ব দিক্ হইতে আয়ত হইয়া আসিয়াছে। ইহাদের সমুচ্ছ্রয় অযুতযোজন বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। ঐ তিন পর্ব্বত ক্রমান্বয়ে কিংপুরুষ ও ভারত-বর্ষকে অধিকার করিয়া সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। আবার ঐ ইলাবৃত্তের পশ্চিমে মাল্যবান্ এবং পূর্ব্ব দিগ্‌ভাগে সর্ব্বশোভার আকরস্বরূপ গন্ধমাদন নীল ও নিষধ পর্ব্বত

হরিবর্ষং কিংপুরুষং ভারতঞ্চ যথাতথম্।
বিভাগাৎকথয়ন্ত্যেতে মর্য্যাদাগিরয়স্ত্রয়ঃ ॥ ১৪ ॥
ইলাবৃত্তাৎপশ্চিমতো মাল্যবান্নাম পর্ব্বতঃ।
পূর্ব্বেণ চ ততঃ শ্রীমান্ গন্ধমাদনপর্ব্বতঃ ॥ ১৫ ॥
আনীলনিষধং শ্বেতৌ চায়তৌ দ্বিসহস্রতঃ।
য়োজনৈঃ পৃথুতাং যাতৌ মর্য্যাদাকারকৌ গিরী ॥ ১৬ ॥
কেতুমালাখ্যভদ্রাশ্ববর্ষয়োঃ প্রথিতৌ চ তৌ।
মন্দরশ্চ তথা মেরুর্ম্মন্দরশ্চ সুপার্শ্বকঃ ॥ ১৭ ॥
কুমুদশ্চেতি বিখ্যাতা গিরয়ো মেরুপাদকাঃ।
যোজনাযুতবিস্তারোন্নাহা মেরোশ্চতুর্দ্দিশম্ ॥ ১৮ ॥

হরিবর্ষাদীনাং ত্রয়াণামেতে মর্য্যাদাগিরয় ইত্যাহ হরিবর্ষমিতি। এতে ত্রয়ো গিরয়ো বর্ষত্রয়স্য মর্য্যাদাং কথয়ন্তি বোধয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

পশ্চিমতঃ পশ্চিমভাগে মাল্যবান্ পর্ব্বতঃ। পূর্ব্বেণ পূর্ব্বভাগে গন্ধমাদনঃ ॥ ১৫ ॥

অনয়োর্দৈর্ঘ্যমর্য্যাদামাহ আনীলনিষধশ্বেতাবিতি। উভাবপি নীলনিষধপর্য্যন্তং দীর্ঘাবিত্যর্থঃ। অনয়োর্ব্বিস্তারমাহ দ্বিসহস্রতঃ দ্বিসহস্রযোজনৈঃ পৃথুতাং বিস্তরতাং প্রাপ্তাবিত্যর্থঃ। তাবেব কেতুমালভদ্রাশ্ববর্ষয়োর্মর্য্যাদাকারকৌ ॥ ১৬ ॥

নন্বেবং সতি পূর্ব্বাপররেখায়ামিলাবৃত্তবেষ্টিতো মেরুর্মধ্যে ততঃ পূর্ব্বাপরতো গিরিদ্বয়ং বর্ষদ্বয়ঞ্চ নাতঃপরমস্তি। দক্ষিণোত্তরতো রেখায়াস্তু তথৈবেলাবৃত্তবেষ্টিতো মধ্যে মেরুরুভয়তস্ত্রীণি ত্রীণি বর্ষাণি গিরয়শ্চ পূর্ব্বোক্তপরিমাণাঃ সন্তি তৎকথং সর্ব্বতো লক্ষপ্রমাণত্বং জম্বুদ্বীপস্যেতি চেদত্রোচ্যতে। মেরোঃ ষোড়শসহস্রাণি সর্ব্বতঃ স্থিতত্বাদিলাবৃত্তস্যাষ্টাদশ অন্যেষাং বর্ষাণাং চতুঃপঞ্চাশদ্গিরীণাং ষণ্ণাং দ্বাদশেত্যেবং দক্ষিণোত্তররেখায়াং তাবল্লক্ষং পূর্ব্বাপররেখায়ামপি সুমেরোরিলাবৃত্তস্য চতুস্ত্রিংশদ্গির্য্যোশ্চত্বারি শেষাণি দ্বিষষ্টিসহস্রাণি পূর্ব্বাপরবর্ষয়োর্দৈর্ঘ্যে দ্রষ্টব্যানি। ততো ন পূর্ব্বাপরবিরোধ ইতি শ্রীধরস্বামিনঃ। মেরোরবষ্টম্ভগিরীনাহ মন্দরশ্চেতি ॥ ১৭ ॥

মেরুপাদকা মেরোঃ পাদা ইত্যর্থঃ। যোজনাযুতেতি। অযুতযোজনপ্রমাণৌ বিস্তারোন্নাহৌ যেষাং বিস্তীর্ণমূর্দ্ধ্না মেরোরবষ্টম্ভত্বাদেতে অবষ্টম্ভকা ইত্যুচ্যন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। ঐ দুইটি সীমা নির্দ্দেশক পর্ব্বতের দীর্ঘতা ও বিস্তার দুই সহস্র যোজন জানিবে ॥ ১২—১৬ ॥ তদনন্তর, কেতুমাল ও ভদ্রাশ্ববর্ষকে অধিকার করিয়া মন্দর, সুপার্শ্বক ও কুমুদ প্রভৃতি পর্ব্বত সকল বিরাজিত রহিয়াছে, কিন্তু ইহারা সকলেই সুমেরুর পাদপর্ব্বত বলিয়া বিশ্রুত; ইহাদের উচ্ছ্রয় এবং বিস্তার অযুত যোজন, ইহারা মেরুর চতুঃপার্শ্বে অবষ্টম্ভকের ন্যায় বিরাজমান রহিয়াছে। ঐ সমস্ত পর্ব্বতোপরি চূত, জম্বু, কদম্ব ও ন্যগ্রোধ প্রভৃতি চারিটি শতযোজন পরিমিত বিশাল ও একাদশশত যোজন উচ্ছ্রিত আকাশস্পর্শী শাখীচতুষ্টয় সাক্ষাৎ ধ্বজযষ্টির ন্যায় দণ্ডায়মান

অবষ্টম্ভকরাস্তে তু সর্ব্বতোঽভিবিরাজিতাঃ।
এতেষু প্রাপ্তাঃ পাদপাশ্চূতজম্বুনী ॥ ১৯ ॥
কদম্বন্যগ্রোধ ইতি চত্বারঃ পর্ব্বতাস্থিতাঃ।
কেতবো গিরিরাজেষু একাদশশতোচ্ছ্রয়াঃ ॥ ২০ ॥
তাবদ্বিটপবিস্তারাঃ শতাখ্যপরিণাহিনঃ।
চত্বারশ্চ হ্রদাস্তেষু পয়োমধ্বিক্ষুসজ্জলাঃ ॥ ২১ ॥
যদুপস্পর্শিনো দেবা যোগৈশ্বর্য্যাণি বিন্দতে।
দেবোদ্যানানি চত্বারি ভবন্তি ললনাসুখাঃ ॥ ২২ ॥
নন্দনং চৈত্ররথকং বৈভ্রাজং সর্ব্বভদ্রকম্।
যেষু স্থিত্বামরগণা ললনাযূথসংযুতাঃ ॥ ২৩ ॥
উপদেবগণৈর্গীতমহিমানো মহাশয়াঃ।
বিহরন্তি স্বতন্ত্রাস্তে যথাকামং যথাসুখম্ ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্ব পশ্চিমৌ গিরী দক্ষিণোত্তরবিস্তারৌ দক্ষিণোত্তরৌ চ পূর্ব্বাপরবিস্তারৌ দ্রষ্টব্যৌ। সর্ব্বতো দশযোজনসহস্রাঙ্গাকারে ত্বিলাবৃত্তলোপাৎ পূর্ব্বেণেলাবৃত্তমুপপ্লাবয়ন্তীত্যাদি বিরোধঃ স্যাৎ ॥ ১৯ ॥

কদম্বসহিতো ন্যগ্রোধ ইতি বিগ্রহঃ। গিরিরাজেষু চতুর্ষ্বেতে পাদপাঃ কেতবো ধ্বজরূপা ইত্যর্থঃ। একাদশশতোচ্ছ্রয়া একাদশশতযোজনোন্নতাঃ ॥ ২০ ॥

তাবৎপ্রমাণাবিটপবিস্তারা যেষাং শতাখ্যপরিণাহিনঃ শতযোজনঃ পরিণাহো বিস্তারো যেষাং ইদমুত্তরত্রাপ্যেতি। তেষ্বেব পর্ব্বতেষু হ্রদচতুষ্টয়মাহ পয়োমধ্বিতি। পয়ো হ্রদো মধুহ্রদ ইক্ষুরসহ্রদঃ সজ্জলঃ মধুরজলহ্রদ ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

যদুপস্পর্শিনো যৎসেবিনঃ। তেষ্বেব পর্ব্বতেষু দেবোদ্যানান্যাহ দেবোদ্যানানীতি। ললনাসুখাঃ পুংস্ত্বমার্ষম্। স্ত্রীসুখকারীণীত্যর্থঃ ॥ ২২—২৩ ॥

রহিয়াছে; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ সমস্ত বৃক্ষেরও যেরূপ বিশালতা, তাহাদের শাখা সকলও ঠিক সেই পরিমাণে বিস্তীর্ণ হইয়া দিগন্ত ব্যাপিয়া শোভা পাইতেছে; তাহার পর আবার উল্লিখিত পর্ব্বত চারিটিতে চারিটি সুদীর্ঘ হ্রদ বিদ্যমান রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে একটী ক্ষীরময়, দ্বিতীয়টি মধুময়, তৃতীয়টি ইক্ষুরসময় আর চতুর্থটি বিমল মধুর জলময় জানিবে ॥ ১৭—২১ ॥ কেবল ইহাই নহে, তাহার পর আবার নন্দন, চৈত্ররথ, বৈভ্রাজক এবং সর্ব্বতোভদ্র নামক চারিটি বরারোহা-ললনাগণের সুখপ্রদ দেবোদ্যান শোভা পাইতেছে। বৎস! ঐ সমস্ত পর্ব্বতের মাহাত্ম্যের বিষয় অধিক কি বলিয়া জানাইব; অন্তের কথা দূরে থাকুক দেবগণও ঐ সকল পর্ব্বতের সমাশ্রয়ে যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকেন। অতএব মহাত্মা দেবগণ সর্ব্বদা অসংখ্য ললনাগণ সমভিব্যাহারে ঐ সকল পর্ব্বতে বাস করিয়া গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর প্রভৃতি উপদেবমুখে নিজ নিজ মহিমা

মন্দরোৎসঙ্গসংস্থস্য দেবচূতস্য মস্তকাৎ।
একাদশশতোচ্ছ্রায়াৎ ফলান্যমৃতভাঞ্জি চ ॥ ২৫ ॥
গিরিকূটপ্রমাণানি সুস্বাদূনি মৃদূনি চ।
তেষাং বিশীর্য্যমাণানাং ফলানাং সুরসেন চ ॥ ২৬ ॥
অরুণোদসবর্ণেন অরুণোদা প্রবর্ত্ততে।
নদী রম্যজলা পূর্ব্বং দৈত্যরাজপ্রপূজিতা ॥ ২৭ ॥
অরুণাখ্যা মহারাজ! বর্ত্ততে পাপহারিণী।
পূজয়ন্তি চ তাং দেবীং সর্ব্বকামফলপ্রদাম্ ॥ ২৮ ॥
নানোপহারবলিভিঃ কল্মষঘ্ন্যভয়প্রদাম্।
তস্যাঃ কৃপাবলোকেন ক্ষেমারোগ্যং ব্রজন্তি তে ॥ ২৯ ॥
আদ্যা মায়াতুলানন্তা পুষ্টিরীশ্বরমালিনী।
দুষ্টনাশকরী কান্তিদায়িনীতি স্মৃতা ভুবি ॥ ৩০ ॥

সুরসেনশোভনরসেনারুণোদসমানবর্ণেনারুণোদানামনদী প্রাদুর্ভূতেত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥
তত্রত্যাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সললনাস্তৎপর্ব্বতস্থিতাং শ্রীভগবতীমরুণাভিধাং সর্ব্বভাবেন সর্ব্বদোপাসয়ন্তীত্যাহ অরুণাখ্যেতি ॥ ২৮ ॥
কল্মষঘ্নী চাসাবভয়প্রদা চেতি কর্ম্মধারয়ঃ ॥ ২৯ ॥
যৈর্নামভিঃ পূজয়ন্তি তানি নামানি প্রাহ আদ্যা ব্রহ্মরূপিণী মায়া তদ্বিশিষ্টা ঈশ্বরঃ মালতে শোভয়তি তচ্ছীলা ॥ ৩০ ॥

প্রকাশক সঙ্গীত সকল শ্রবণ করিতে করিতে স্বীয় অভিলাষানুসারে পরমসুখে স্বৈরচারে বিহরণ করিয়া থাকেন। উঁহাদের মধ্যে গগনস্পর্শী মন্দর গিরির উপরি-ভাগে যে, একাদশ শতযোজন সমুচ্ছ্রিত দিব্য চূতবৃক্ষ আছে তাহার শিখরদেশ হইতে যে সমস্ত গিরিকূট প্রমাণ অতীব কোমল অমৃতসদৃশ সুস্বাদু ফল ভূতলে নিপতিত হয়, তাহাদের অরুণবর্ণরস-প্রভাবে অরুণোদা নামে একটী মহানদী সমুৎপন্ন হইয়াছে। তথায় দেবগণ সর্ব্বপাপরাশি-বিধ্বংসকারিণী সর্ব্বকাম-প্রদায়িনী অভয়প্রদা অরুণা নামে মহাদেবী ভগবতীকে বিবিধ উপহারাদি ও উল্লিখিত অরুণোদা নদীর রমণীয় জল দ্বারা সর্ব্বদাই ভক্তিভাবে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। বৎস! পূর্ব্বে দৈত্যরাজ চিরদিন এই মহামায়া অরুণাদেবীকে পূজা করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্য ভোগের অধিকারী হইয়া-ছিলেন। যে কেহ ইহাঁর অর্চ্চনা করেন তাঁহারা অচিরকালমধ্যে সেই দেবীর কৃপা-কটাক্ষে আরোগ্যাদি সর্ব্বতো মঙ্গল লাভ করিয়া থাকেন; এই জন্য জগতে সেই নিত্য পরব্রহ্ম সঙ্গতা আদ্যাশক্তি দেবীর নাম মহামায়া অতুলা অনন্তরূপিণী বিশ্বপালিনী দুষ্ট-

অস্যাঃ পূজাপ্রভাবেণ জাম্বূনদমুদাবহৎ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টমস্কন্ধে ভুবনলোকবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

এতস্যাঃ পূজাপ্রভাবেন জাম্বূনদং স্বুবর্ণমুদাবহন্নির্গতমিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

বিনাশিনী ও কান্তিপ্রদা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাঁর পূজা প্রভাবে জাম্বূনদ নামে দিব্য স্বুবর্ণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে ॥ ২২—৩১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে ভুবনকোশবর্ণনে পর্ব্বত ও নদী প্রভৃতির উৎপত্তি নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

অরুণোদা নদী যা তু ময়া প্রোক্তা চ নারদ!।
মন্দরান্নিপতন্তী সা পূর্ব্বেণেলাবৃতং প্লবেৎ ॥ ১ ॥
যজ্জোষণাদ্ভবান্যাশ্চানুচরীণাং স্ত্রিয়ামপি।
যক্ষগন্ধর্ব্বপত্নীনাং দেহগন্ধবহোঽনিলঃ ॥ ২ ॥
বাসয়ত্যভিতো ভূমিং দশযোজনসংখ্যয়া।
এবং জম্বূফলানাঞ্চ তুঙ্গদেশনিপাতনাৎ ॥ ৩ ॥
বিশীর্য্যতামনস্থীনাং কুঞ্জরাঙ্গপ্রমাণিনাম্‌।
রসেন চ নদীজম্বূনাম্নী মেরবাখ্যমন্দরাৎ ॥ ৪ ॥

দ্বাবিংশদ্ভির্মহাপদ্যৈরিতরক্রমবর্ণনম্‌।
দেবীনাং বর্ণনং সর্ব্বজনোপাস্তিশ্চ বর্ণ্যতে ॥

অরুণোদা অরুণো য আম্রফলরসঃ স এবোদকং যস্যাঃ সা অরুণোদা। পূর্ব্বেণেলাবৃত্তমিলাবৃত্তস্য পূর্ব্বভাগে প্লবেৎ গচ্ছেদিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

তস্মিন্নিলাবৃত্তপূর্ব্বভাগে পরমেশ্বরেণ ক্রীড়ন্ত্যা ভবান্যা অনুচরীণাং যজ্জোষণাদ্যস্য রসস্য সেবনাদিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

এবমেব জম্বূবৃক্ষস্য ফলানি পতন্তীত্যাহ এবং জম্বূফলেতি ॥ ৩ ॥

অনস্থীনামিতি সূক্ষ্মবীজানাম্‌। মেরবাখ্যমন্দরান্মেরুমন্দরপর্ব্বতাদিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! আমি তোমায় যে অরুণোদা নদীর কথা বলিলাম, উহা মন্দরগিরি হইতে নিপতিত হইয়া ক্রমে ইলাবৃতবর্ষের পূর্ব্বদিক্‌ দিয়া গমন করিয়াছে। পবনদেব ঐ নদীর জল এবং দেবী ভবানীর সহচরীরূপা যক্ষ ও গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি উপদেবপত্নীদিগের সুরভিময় দেহ গন্ধ সমাকর্ষণপূর্ব্বক তত্রত্য ভূভাগের চতুর্দ্দিক্‌ দশ যোজন পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া সুবাসিত করিয়া থাকেন। আবার ঐ মন্দরগিরির উচ্চ শিখরদেশ হইতে করিকায়প্রমাণ অতিসূক্ষ্ম অস্থিসমন্বিত জম্বূফল সকল নিপতিত হওয়ায় সেই বিশীর্য্যমাণ সদ্গন্ধ রসময় জম্বূফলের রসরাশিতে জম্বূ নামে একটী নদী প্রাদুর্ভূত হইয়া ক্রমে ইলাবৃতবর্ষের দক্ষিণভাগ দিয়া গমন করিয়াছে; সেই স্থলস্থ দেবী ভগবতী ঐ জম্বূরসে পরিতুষ্ট হইয়া জম্বাদিনী নামে বিশ্রুত হইয়াছেন, তত্রত্য দেবলোক, নাগলোক ও ঋষিলোক সকল সর্ব্বদাই পরম ভক্তিসহকারে সেই সর্ব্ব-জীবহিতৈষিণী দয়াময়ী

পতন্তী ভূমিভাগে চ দক্ষিণেলাবৃতং গতা।
দেবী জম্বূফলাস্বাদতুষ্টা জম্বাদিনী স্মৃতা ॥ ৫ ॥
তত্রত্যানাঞ্চ লোকানাং দেবনাগর্ষিরক্ষসাম্।
পূজনীয়পদা মান্যা সর্ব্বভূতদয়াকরী ॥ ৬ ॥
পাবনী পাপিনাং রোগনাশিনী স্মরতামপি।
কীর্ত্তিতা বিঘ্নসংহর্ত্রী মাননীয়া দিবৌকসাম্ ॥ ৭ ॥
কোকিলাক্ষী কামকলা করুণা কামপূজিতা।
কঠোরবিগ্রহা ধন্যা নাকিমান্যা গভস্তিনী ॥ ৮ ॥
এভির্নামপদৈঃ কামং জপনীয়া সদা নৃণাম্।
জম্বূনদীরোধসোর্যা মৃত্তিকাতীরবর্ত্তিনী ॥ ৯ ॥
জম্বূরসেনানুবিধ্যমানা বায়ুর্কযোগতঃ।
বিদ্যাধরামরস্ত্রীণাং ভূষণং বিবিধং মহৎ ॥ ১০ ॥
জাম্বূনদসুবর্ণঞ্চ প্রোক্তং দেববিনির্ম্মিতম্।
যৎসুবর্ণঞ্চ বিবুধা যোষিদ্ভিঃ কামুকাঃ সদা ॥ ১১ ॥

ইলাবৃতস্য দক্ষিণভাগে গতেত্যর্থঃ। তত্রত্যাঃ সর্ব্বেঽমরাস্তত্রস্থিতাঃ জম্বুফলাদনং ভক্ষণং কর্ত্রীং তচ্ছীলাং জম্বাদিনীনাম্নীং দেবীং ভগবতীমুপাসতে ইত্যাহ দেবীজম্বূফলেতি ॥ ৫—৭ ॥

নাকিমান্যা নাকিনো দেবাস্তেষাং মান্যা পূজ্যা ॥ ৮ ॥

রোধসোরুভয়তটয়োঃ ॥ ৯ ॥

বায়ুর্কযোগতো বায়ুর্কযোগজন্যপরিপাকেন সুবর্ণভূতা বিবিধং সুবর্ণং সৃজতীত্যর্থঃ ॥ ১০—১৩ ॥

দেবীর পাদপদ্ম পূজা করিয়া থাকেন। বৎস! বলিব কি? সেই দেবীর নাম স্মরণমাত্রেই রোগীর রোগনাশ ও পাপীর অশেষ পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়; সেই জন্য দেবলোক পর্য্যন্তও সর্ব্বদা সেই সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী দেবীর অর্চ্চনাপূর্ব্বক নাম সংকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই দেবী উল্লিখিত জম্বূনদীর উভয় পুলিনদেশে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মনুষ্যগণ যদি সেই দেবী মহামায়াকে কোকিলাক্ষী, করুণা, কামপূজিতা, কঠোরবিগ্রহা, দেবপূজ্যা, ধন্যা ও গভস্তিনী ইত্যাদি নাম উচ্চারণপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে জপ এবং অর্চ্চনা করিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহাদের ঐহিক ও পারত্রিকের সর্ব্বতোমঙ্গল লাভ হয় ॥ ১—৯ ॥ বৎস! পূর্ব্ব-উল্লিখিত জম্বূরসপ্লাব্যমানা ঐ জম্বূনদী বায়ু আর সূর্য্যরশ্মিযোগে নিরন্তর অমর ও বিদ্যাধর-ললনাদিগের ভূষণোপযোগী সুবর্ণের সৃষ্টি করিয়া থাকেন; সেই দৈবনির্ম্মিত সুবর্ণই লোকে

মুকুটং কটিসূত্রঞ্চ কেয়ূরাদীন্ প্রকুর্ব্বতে।
মহাকদম্বঃ সম্প্রোক্তঃ সুপার্শ্বে গিরিসংস্থিতঃ ॥ ১২ ॥
তস্য কোটরদেশেভ্যঃ পঞ্চধারাশ্চ যাঃ স্মৃতাঃ।
সুপার্শ্বে গিরিমূর্দ্ধ্নীহ পতন্ত্যেতা ভুবঙ্গতাঃ ॥ ১৩ ॥
মধুধারাপঞ্চ তাস্তু পশ্চিমেলাবৃতং প্লুতাঃ।
যাশ্চোপভুজ্যমানানাং দেবানাং মুখগন্ধভৃৎ।
বায়ুঃ সমন্ততো গচ্ছঞ্ছতযোজনবাসনঃ ॥ ১৪ ॥
ধারেশ্বরী মহাদেবী ভক্তানাং কার্য্যকারিণী ॥ ১৫ ॥
দেবপূজ্যা মহোৎসাহা কালরূপা মহাননা।
বসতে কর্ম্মফলদা কান্তারগ্রহণেশ্বরী ॥ ১৬ ॥
করালদেহা কালাঙ্গী কামকোটিপ্রবর্ত্তিনী।
ইত্যেতৈর্নামভিঃ পূজ্যা দেবী সর্ব্বসুরেশ্বরী ॥ ১৭ ॥
এবং কুমুদরূঢ়ো যো নাম্না শতবলো বটঃ।
তৎস্কন্ধেভ্যোঽধোমুখাশ্চ নদাঃ কুমুদমূর্দ্ধতঃ ॥ ১৮ ॥

পশ্চিমেলাবৃতম্। ছান্দসঃ প্রয়োগঃ। ইলাবৃতস্য পশ্চিমদেশে গতা ইত্যর্থঃ ॥১৪-১৭॥
কুমুদরূঢ়ঃ কুমুদপর্ব্বতস্থঃ। তৎস্কন্ধেভ্যঃ পঞ্চনদাঃ কুমুদপর্ব্বতমূর্দ্ধনি পতন্তীত্যর্থঃ ॥১৮॥

জাম্বূনদ নামে বিশ্রুত। যাহাতে কামার্ত্ত দেবগণ নিজ মনোহারিণীদিগের মুকুট, কটিসূত্র, (মেখলা) ও কেয়ূরাদি বিবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া থাকেন ॥ ১০—১১ ॥ বৎস! ইতিপূর্ব্বে তোমায় যে, সুপার্শ্ব নামক কুলপর্ব্বতের কথা বলিয়াছি, উহার উপরিভাগে একটি গগনস্পর্শী বিশাল কদম্বতরু আছে; ঐ মহাকদম্বের কোটরসমূহ হইতে পাঁচটি মধুরময় ধারা নিঃসৃত হইয়া সেই সুপার্শ্বগিরির শিখর দিয়া ভূতলে আসিয়া ক্রমে ইলাবৃতবর্ষের পশ্চিম ভাগকে সংপ্লাবিত করিয়াছে। রে বৎস! সেই মধুধারার প্রভাবের বিষয় অধিক কি বলিব, যাহার পান মাত্রে দেবগণেরও মুখ এতদূর সুরভিময় হইয়া উঠে যে, বিশ্বপাবন পবনদেব সেই সদ্গন্ধ বহন করিয়া শতযোজন পর্য্যন্ত সুবাসিত করিয়া থাকেন ॥ ১২—১৪ ॥ সেইস্থলে সমস্ত কর্ম্মফলসিদ্ধিপ্রদা ভক্তজন-মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারিণী মহোৎসাহা কালরূপা মহাননা দেবপূজ্যা মহাদেবী ভগবতী ধারেশ্বরী তত্রত্য সমস্ত কান্তারপ্রদেশের অধিষ্ঠাত্রীরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ১৫—১৬ ॥ সেই সর্ব্বসুরেশ্বরী দেবীকে দেবগণ "করালদেহা, কালাঙ্গী ও কামকোটিপ্রবর্ত্তিনী" এই সকল নাম উচ্চারণপূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকেন। ঐ রূপ, কুমুদগিরির শিখরদেশে যে, শতবল নামক বিশাল বটবৃক্ষ আছে, তাহার স্কন্ধদেশনিঃসৃত ধারা সকল বহু সংখ্যক মহানদ-

পয়োদধিমধুঘৃতগুড়ান্নাদ্যম্বরাদিভিঃ ।
শয্যাসনাদ্যাভরণৈঃ সর্ব্বে কামদুঘাশ্চ তে ।
উত্তরেণেলাবৃত্তন্তে প্লাবয়ন্তি সমন্ততঃ ॥ ১৯ ॥
মীনাক্ষী তত্তলে দেবী দেবাসুরনিষেবিতা ॥ ২০ ॥
নীলাম্বরা রৌদ্রমুখী নীলালকযুতা চ সা ।
নাকিনাং দেবসঙ্ঘানাং ফলদা বরদা চ সা ॥ ২১ ॥
অতিমান্যাতিপূজ্যা চ মত্তমাতঙ্গগামিনী ।
মদনোন্মাদিনী মানপ্রিয়া মানপ্রিয়াস্তরা ॥ ২২ ॥
মারবেগধরা মারপূজিতা মারমাদিনী ।
ময়ূরবরশোভাঢ্যা শিখিবাহনগর্ভভূঃ ॥ ২৩ ॥
এভির্নামপদৈর্ব্বন্দ্যা দেবী সা মীনলোচনা ।
জপতাং স্মরতাং মানদাত্রী চেশ্বরসঙ্গিনী ॥ ২৪ ॥
তেষাং নদানাং পানীয়পানানুগতচেতসাম্ ।
প্রজানাং ন কদাচিৎ স্যাদ্বলীপলিতলক্ষণম্ ॥ ২৫ ॥

আভরণৈর্যুক্তাঃ পঞ্চনদা ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥
ইলাবৃতস্যোত্তরভাগে তে গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। তত্রত্যামরৈরুপাস্যা মীনাক্ষী ভগবতী তত্র বর্ত্তত ইত্যাহ মীনাক্ষীতি ॥ ২০—২৫ ॥

রূপে পরিণত হইয়াছে ; ঐ সমস্ত নদের এমনি প্রভাব যে তাহারা তত্রত্য সুকৃতিভাজন পবিত্রাত্মা মানবদিগকে ক্ষীর, দধি, মধু, ঘৃত, গুড়, অন্ন, বসন, ভূষণ, আসন ও শয্যা প্রভৃতি ইচ্ছামত দ্রব্য সকল প্রদান করিয়া থাকে ; এই জন্য ঐ সকল নদ, লোকে কামদুঘ (কামনাপ্রদ) বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহারা ক্রমান্বয়ে তথা হইতে ভূভাগে আসিয়া ইলাবৃতবর্ষের উত্তরদিক্‌কে প্লাবিত করিতেছে ॥ ১৭—১৯ ॥ সেই স্থলে সুরাসুরনিষেবিত ভগবতী মীনাক্ষী বিরাজিত আছেন ; সেই নীলাম্বরা রৌদ্রমুখী নীলবর্ণ-অলকাবলী-পরিশোভিতা দেবী নিরন্তর স্বর্গবাসী দেবগণের কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা তাঁহাকে "অতিমান্যা, অতিপূজ্যা, মত্তমাতঙ্গগামিনী, মদনোন্মাদিনী, মানপ্রিয়া, মানপ্রিয়তরা, কন্দর্পবেগধরা, কামপূজিতা, কামনাপ্রদা, ময়ূরবরশোভাঢ্যা, শিখিবাহনগর্ভভূঃ!" ইত্যাদি নাম সকল উচ্চারণ ও স্মরণপূর্ব্বক অর্চ্চনা বা বন্দনা করেন, সেই পরমেশ্বরের সহিত একাঙ্গরূপিণী দেবী মীনলোচনা তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সম্মানিত ও অশেষ সুখভোগের অধিকারী করেন ॥ ২০—২৪ ॥ সেই সমস্ত নদের বিমল সলিলমাত্র পানানুরত প্রজাবর্গের শরীরে বলিপলিতাদি কোন চিহ্ন, ক্লান্তি, স্বেদ, দুর্গন্ধ, জরাজীর্ণতা বা কোন রোগ কি অকাল মৃত্যু বা ভ্রান্তি প্রভৃতির কোন লক্ষণই দেখিতে

ক্লমস্বেদাদিদৌর্গন্ধ্যং জরাময়মৃতির্ভ্রমাঃ।
শীতোষ্ণবাতবৈবর্ণ্যং মুখোপপ্লবসঞ্চয়াঃ ॥ ২৬ ॥
নাপদশ্চৈব জায়ন্তে যাবজ্জীবং সুখং ভবেৎ।
নৈরন্তর্য্যেণ তৎস্থানে সুখং নিরতিশায়কম্ ॥ ২৭ ॥
তত ঊর্দ্ধং প্রবক্ষ্যামি সন্নিবেশঞ্চ তদ্গিরেঃ।
সুবর্ণময়নাম্নো বৈ সুমেরোঃ পর্ব্বতাঃ পৃথক্ ॥ ২৮ ॥
গিরয়ো বিংশতিপরাঃ কর্ণিকা যা ইবেহ তে।
কেসরীভূয় সর্ব্বেঽপি মেরোর্মূলবিভাগকে ॥ ২৯ ॥
পরিতশ্চোপক্লৃপ্তাস্তে তেষাং নামানি শৃণ্বতঃ।
কুরঙ্গঃ কুরগশ্চৈব কুশুম্ভোঽথো বিকঙ্কতঃ ॥ ৩০ ॥
ত্রিকূটঃ শিশিরশ্চৈব পতঙ্গো রুচকস্তথা।
নিষধশ্চ শিতীবাসঃ কপিলঃ শঙ্খ এব চ ॥ ৩১ ॥
বৈদূর্য্যশ্চারুধিশ্চৈব হংসো ঋষভ এব চ।
নাগঃ কালঞ্জরশ্চৈব নারদশ্চেতি বিংশতিঃ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে ভুবনকোষবর্ণনে পর্ব্বতনদ্যোৎপত্তির্নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

জরাময়য়োর্মৃতির্মরণম্। মুখোপপ্লবো মুখরোগঃ ॥ ২৬—২৮ ॥
মূলবিভাগকে মূলদেশে কেসরীভূয় কমলকেসরসদৃশা অল্পপরিমাণা বিংশতির্গিরয়ঃ॥২৯-৩২॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

পাওয়া যায় না; তাহাদের শীত গ্রীষ্ম বা বাতবর্ষাদি-জন্য উপদ্রব, মুখবিকৃতি বা বিবর্ণতাদি কিছুই লক্ষিত হয় না; ফলতঃ, তাহারা যাবজ্জীবন নিরন্তর নিরতিশয় সুখ-ভাগী ভিন্ন কখনই কোন বিপদের মুখ দর্শন করে না ॥ ২৫—২৭ ॥ বৎস! ইহার পর আমি তোমাকে সেই পূর্ব্বোল্লিখিত স্বর্ণময় সুমেরুগিরির সন্নিবেশ এবং তাহার মূলভাগে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া কর্ণিকা-কেশরের ন্যায় যে, অপর কুড়িটি পর্ব্বত আছে, তাহাদেরও নাম সকল ক্রমান্বয়ে বলিতেছি শ্রবণ কর। প্রথম কুরঙ্গ, তাহার পর কুরগ, কুশুম্ভ, বিকঙ্কত, ত্রিকূট, শিশির, পতঙ্গ, রুচক, নিষধ, শিতীবাস, কপিল, শঙ্খ,. বৈদূর্য্য, চারুধি, হংস, ঋষভ, নাগ, কালঞ্জর, পরিশেষে নারদ নামক নগবরটিকে লইয়া বিংশতি সংখ্যার পূর্ণতা হইয়াছে ॥ ২৮—৩২ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে নদ ও সুমেরু প্রভৃতি পর্ব্বত বৃত্তান্ত বর্ণন নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

গিরী মেরুঞ্চ পূর্ব্বেণ দ্বৌ চাষ্টাদশযোজনৈঃ।
সহস্রৈরায়তৌ চোদক্ দ্বিসহস্রং পৃথূচ্চকৌ ॥ ১ ॥
জঠরো দেবকূটশ্চ তাবেতৌ গিরিবর্য্যকৌ।
মেরোঃ পশ্চিমতোঽদ্রী দ্বৌ পবমানস্তথাপরঃ ॥ ২ ॥
পারিযাত্রশ্চ তৌ তাবদ্বিখ্যাতৌ তুঙ্গবিস্তরৌ।
মেরোর্দ্দক্ষিণতঃ খ্যাতৌ কৈলাসকরবীরকৌ ॥ ৩ ॥
প্রাগায়তৌ পূর্ব্ববত্তৌ মহাপর্ব্বতরাজকৌ।
এবঞ্চোত্তরতো মেরোস্ত্রিশৃঙ্গমকরৌ গিরী ॥ ৪ ॥
এতৈশ্চাদ্রিবরৈরষ্টসংখ্যৈঃ পরিবৃতো গিরিঃ।
সুমেরুঃ কাঞ্চনগিরিঃ পরিভ্রাজন্রবির্যথা ॥ ৫ ॥

সপ্তাধিকৈশ্চ ত্রিংশদ্ভির্মহাপদ্যৈরতঃপরম্।
মূলাদূর্দ্ধং মহামেরোর্বর্ণনং সম্যগুচ্যতে ॥

মেরুং পূর্ব্বেণ মেরোঃ পূর্ব্বভাগে দ্বৌ গিরী। অষ্টাদশযোজনৈঃ সহস্রৈঃ সহস্রাস্তৈরষ্টাদশসহস্রযোজনমিত্যর্থঃ। উদক্ উদগায়তৌ তাবেব দ্বিসহস্রং পৃথূচ্চকৌ ভবত ইত্যর্থঃ। চতুর্দ্দিক্ষু মেরুমূলাদ্যোজনসহস্রং ত্যক্ত্বা বহ্নেঃ পরিধয় ইব জঠরদেবকূটাদয়স্তিষ্ঠন্তি অতোঽষ্টাদশযোজনসহস্রং পরিমাণমত্রোক্তম্। বৈষ্ণবাদিপুরাণেষু পরিমাণাদি যৎপুনরন্যথা বর্ণিতং তত্তু কল্পভেদাদ্যপেক্ষয়া ॥ ১—৩ ॥
প্রাগায়তৌ পূর্ব্বদিশি দীর্ঘৌ ॥ ৪—৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, তাহার পর সুমেরুর পূর্ব্বদিকে জঠর ও দেবকূট নামে যে দুইটি গিরিবর আছে, তাহাদের উত্তর ভাগের আয়তন অষ্টাদশ সহস্রযোজন আর উচ্চতা এবং বিশালতা দুই সহস্রযোজন জানিবে। আবার ঐ মেরুপর্ব্বতের পশ্চিমভাগে পবমান ও পারিযাত্র নামে যে, অপর দুই বৃহৎকার নগবর আছে, তাহাদের উভয়েরই বিস্তার বা উচ্চতার বিষয় জগতের সর্ব্বত্রই বিশ্রুত; ঐ রূপ মেরুর দক্ষিণে পূর্ব্বভাগ সমুচ্ছ্রিত গিরিরাজ কৈলাস ও করবীর এই দুই মহাগিরি বিরাজমান রহিয়াছে; তাহার পর উহার উত্তরভাগে শৃঙ্গগিরি আর মকরগিরি নামক দুই মহান্ পর্ব্বত জাজ্বল্যমানরূপে বিরাজ করিতেছে। বৎস! এই আটটি গিরিবর-পরিবৃত কাঞ্চনময় সুমেরু যেন বিভ্রাজমান

মেরোর্মূর্দ্ধনি ধাতুর্হি পুরী পঙ্কজজন্মনঃ।
মধ্যতশ্চোপকৢপ্তেয়ং দশসাহস্রযোজনৈঃ॥ ৬॥
সমানচতুরস্রাঞ্চ শাতকৌম্ভময়ীং পুরীম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ পরাবরবিদো বুধাঃ॥ ৭॥
তাং পুরীমনুলোকানামষ্টানামীশিষাং পরাঃ।
পুর্য্যঃ প্রখ্যাতসৌবর্ণরূপাস্তাশ্চ যথাদিশম্॥ ৮॥
যথারূপং সার্দ্ধনেত্রসহস্রপ্রমিতাঃ কৃতাঃ।
মেরৌ নব পুরাণি স্যুর্মনোবত্যমরাবতী॥ ৯॥
তেজোবতী সংযমনী তথা কৃষ্ণাঙ্গনাপরা।
শ্রদ্ধাবতী গন্ধবতী তথা চান্যা মহোদয়া॥ ১০॥
যশোবতী চ ব্রহ্মেন্দ্রবহ্ন্যাদীনাং যথাক্রমম্।
তত্রৈব যজ্ঞলিঙ্গস্য বিষ্ণোর্ভগবতো বিভোঃ॥ ১১॥

পঙ্কজজন্মনশ্চতুরাননস্য॥ ৬—৭॥

তাং পুরীমনুলক্ষীকৃত্যাষ্টানাং লোকানামীশিষামষ্টলোকেশ্বরাণাং পরা ভিন্নাঃ পুর্য্যঃ যথাদিশং প্রাচ্যাদিদিক্ষু॥ ৮॥

যথারূপং যস্য দিক্‌পালস্য যথাশরীরবর্ণস্তৎসমানবর্ণাঃ। সার্দ্ধনেত্রসহস্রপ্রমিতাঃ সার্দ্ধদ্বিসহস্রপ্রমাণেন পরিচ্ছিন্নাঃ। তাসাং নামান্যাহ মেরৌ নবপুরাণীতি। অষ্টদিক্‌পালানামষ্টৌ ব্রহ্মণশ্চৈকমিতি নবেত্যর্থঃ॥ ৯—১০॥

গঙ্গাসন্নিবেশমাহ তত্রৈবেতি। মেরোর্মূর্দ্ধনীত্যর্থঃ। যজ্ঞলিঙ্গস্য বলের্যজ্ঞে লিঙ্গং ত্রিবিক্রমমূর্ত্তির্যস্য॥ ১১॥

দেব দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতেছে॥ ১—৫॥ পূর্ব্ব বর্ণিত সুমেরুশিখরের ঠিক মধ্যভাগে বিশ্ববিধাতা পদ্মযোনির দশসহস্রযোজন-পরিমিত দিব্য একটী পুরী বিরাজ করিতেছে। পরাবরতত্ত্বাভিজ্ঞ মহাত্মা পণ্ডিতগণ সেই ব্রহ্মপুরীকে সমচতুষ্কোণবর্ত্তিনী এবং সর্ব্বত্র হেমময়ী বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন॥ ৬—৭॥ সুমেরুর উপরিভাগে ব্রহ্মপুরীর অনুগত জগৎ প্রসিদ্ধ আর আটটী স্বর্ণরূপা পুরী অষ্টলোকপালদিগের ভোগ্যরূপে ব্যবস্থিত হইয়া বিরাজ করিতেছে; সেই সকল পুরী স্বীয় স্বীয় অধিষ্ঠাতা লোকপাল প্রভুর রূপাদি অনুসারে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ প্রভৃতি দিক্‌চতুষ্টয় এবং অগ্নি, বায়ু, নৈঋত ও ঈশানাদি চারিটি কোণকে অধিকার করিয়া শোভা পাইতেছে। উল্লিখিত পুরী আটটীর প্রত্যেকেরই পরিমাণ সার্দ্ধ দুই সহস্রযোজন করিয়া জানিবে; ফল কথা, ব্রহ্মপুরীকে লইয়া নয়টী পুরীই সুমেরুশিখরে বিদ্যমান আছে॥ ৮—৯॥ রে বৎস নারদ! এক্ষণে তোমাকে ঐ সমস্ত পুরীর নাম সকল ক্রমান্বয়ে বলিতেছি শ্রবণ কর।

বামপাদাঙ্গুষ্ঠনখনির্ভিন্নস্য চ নারদ ! ।
অণ্ডোর্দ্ধভাগরন্ধ্রস্য মধ্যাৎ সংবিশতী দিবঃ ॥ ১২ ॥
মূর্দ্ধন্যবততারেয়ং গঙ্গা সংবিশতী বিভোঃ ।
লোকানামখিলানাঞ্চ পাপহারিজলাকুলা ॥ ১৩ ॥
ইয়ঞ্চ সাক্ষাদ্ভগবৎপদী লোকেষু বিশ্রুতা ।
কালেন মহতা সা তু যুগসাহস্রকেণ তু ॥ ১৪ ॥
দিবো মূর্দ্ধানমাগত্য দেবী দেবনদীশ্বরী ।
যত্তদ্বিষ্ণুপদং নাম স্থানং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ॥ ১৫ ॥
ঔত্তানপাদির্যত্রাস্তে ধ্রুবঃ পরমপাবনঃ ।
ভগবৎপাদযুগলং পদ্মকোশরজোদধৎ ॥ ১৬ ॥

বিষ্ণোর্বামপাদাঙ্গুষ্ঠনখেন নির্ভিন্নো যোঽণ্ডকটাহস্তস্যোর্দ্ধভাগস্তেন পতিতং যদ্রন্ধ্রং তস্য রন্ধ্রস্য মধ্যাৎ সংবিশন্ত্যন্তঃ প্রবিষ্টা দিবো মূর্দ্ধন্যবততারেয়ং গঙ্গা ॥ ১২ ॥
সংবিশতী সংস্রবতী ॥ ১৩ ॥
যুগসাহস্রকেণ কালেন বহুকালেনেত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥
আগত্য স্থিতেত্যর্থঃ। কোঽসৌ দিবো মূর্দ্ধা তদাহ যত্তদ্বিষ্ণুপদমিতি ॥ ১৫ ॥
উত্তানপাদস্যাপত্যম্ ॥ ১৬ ॥

প্রথম মনোবতী, দ্বিতীয় অমরাবতী, তৃতীয় তেজোবতী, তাহার পর সংযমনী, পঞ্চম কৃষ্ণাঙ্গনা, তদনন্তর শ্রদ্ধাবতী, পরে গন্ধবতী, তাহার পর মহোদয়া আর নবমটী যশোবতী নামে প্রসিদ্ধ। বৎস! ঐ সকল পুরীর অধিষ্ঠাতা ক্রমানুসারে ব্রহ্মা, ইন্দ্র ও বহ্নি প্রভৃতি দিক্পাল সমস্ত। বৎস! ভগবান্ বিষ্ণু যখন সুররাজ্য প্রত্যাহরণকামনায় ছদ্ম-বামন-বেশে দৈত্যপতি বলির যজ্ঞে গিয়া ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি ধারণ করেন, সেই সময় তাঁহার ঊর্দ্ধস্থ বামপদের নখদ্বারা বিদীর্ণ হইয়া ব্রহ্মাণ্ড কটাহের ঊর্দ্ধভাগে যে, একটি রন্ধ্র উৎপন্ন হয়, যিনি অখিল লোকের পাপসংহারক বিমল সলিলসঙ্কুলা ভগবতী গঙ্গানামে প্রসিদ্ধা, ইনি ঐ রন্ধ্রপথ দিয়া স্রোতস্বিনীরূপে ক্রমে ত্রিপিষ্টপধামের শিরোভাগে আসিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন; এই জন্যই ইনি ত্রিলোকমধ্যে সাক্ষাৎ বিষ্ণুপদী বলিয়া বিশ্রুতা। পরন্তু সর্ব্ব নদীর ঈশ্বরী স্বরূপা এই সুরনদী গঙ্গাদেবী যে, কত সহস্র যুগের পর স্বর্গশিখরে আসিয়া নিপতিত হন্ তাহার নিশ্চয় করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার বলিয়াই জানিবে। বৎস! সেই ত্রিপিষ্টপ-শিরোভাগের মধ্যে যে স্থলটী বিষ্ণুধাম বলিয়া বিশ্রুত, লোকপাবনী গঙ্গাদেবী প্রথমে সেই স্থলে আসিয়া প্রাদুর্ভূতা হয়েন; যে স্থলে পরম পবিত্রাত্মা উত্তান-পাদ-বংশাবতংস ধ্রুব ভগবান্ বিষ্ণুর যুগলচরণ সরোরুহ কোশপরাগ হৃদয়ে ধারণপূর্ব্বক অদ্যাপিও বিরাজমান রহিয়াছেন; ফলতঃ সেই রাজর্ষি অচলা পদবীর সমাশ্রয় প্রাপ্ত

অদ্যাপ্যাস্তে স রাজর্ষিঃ পদবীমচলাং শ্রিতঃ।
তত্র সপ্তর্ষয়স্তস্য প্রভাবজ্ঞা মহাশয়াঃ ॥ ১৭ ॥
প্রদক্ষিণং প্রক্রমন্তি সর্ব্বলোকহিতেপ্সবঃ।
আত্যন্তিকী সিদ্ধিরিয়ং তপতাং সিদ্ধিদায়িনী।
আদ্রিয়ন্তে চ শিরসা জটাজূটোষিতেন চ ॥ ১৮ ॥
ততো বিষ্ণুপদাদ্দেবী নৈকসাহস্রকোটিভিঃ ॥ ১৯ ॥
বিমানৈরাকুলে দেবযানেঽবতরতী চ সা।
চন্দ্রমণ্ডলমাপ্লাব্য পতন্তী ব্রহ্মসদ্মনি ॥ ২০ ॥
চতুর্দ্ধা ভিদ্যমানা সা ব্রহ্মলোকে চ নারদ !।
চতুর্ভির্নামভির্দেবী চতুর্দিশমভিক্রুতা ॥ ২১ ॥
সরিতাঞ্চ নদীনাঞ্চ পতিমেবান্বপদ্যত।
সীতা চালকনন্দা চ চতুর্ভদ্রেতি নামভিঃ ॥ ২২ ॥

গঙ্গা প্রথমতো বহুকালেন ধ্রুবমণ্ডলমাগতেত্যর্থঃ। তত্র ধ্রুবমণ্ডলে যে সপ্তর্ষয়ঃ প্রদক্ষিণাং কুর্ব্বন্তি তে তস্য গঙ্গাপ্রবাহস্য প্রভাবজ্ঞা আত্যন্তিকী মোক্ষসিদ্ধিরিয়ং তপতাং তপস্বিনাং ভবতি সিদ্ধিদায়িনীতি মত্বা জটাজূটৈরুষিতেন যুক্তেন শিরসা তাং গঙ্গামাদ্রিয়ন্তে নিত্যং স্নানং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৭—২০ ॥

চন্দ্রমণ্ডলাৎ ব্রহ্মলোকে পতনসময়ে চত্বারঃ প্রবাহা জাতা ইত্যাহ চতুর্দ্ধেতি। অভিক্রুতা গতা ॥ ২১ ॥

তস্মাৎ পতিতা যে চত্বারঃ প্রবাহাস্তেষাং চত্বারি নামান্যভবন্। সর্ব্বে প্রবাহাঃ সমুদ্রং গতা ইত্যাহ সরিতাঞ্চেতি। নামান্যাহ সীতা চেতি ॥ ২২ ॥

হইয়াছেন সুতরাং তাঁহার যে, আর কখন অধোগতি হইবে এরূপ প্রতীতি হয় না। বৎস! সেই ধ্রুবমণ্ডলবাসী সর্ব্বলোকহিতৈষী মহাত্মা সপ্তর্ষিগণ তত্রত্য গঙ্গাদেবীর প্রবাহের যে, কি অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্য তাহা সর্ব্বতোভাবে জানিয়াই তাঁহারা সর্ব্বদাই তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন, এবং তাপসদিগের "ইহাই আত্যন্তিকী মোক্ষসিদ্ধির উপায় স্বরূপ" এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞানে তাঁহারা পরমাদর সহকারে জটাজূট বিভূষিত মস্তক সমেত সেই মহামহিমময় প্রবাহে নিত্য অবগাহন করিয়া থাকেন ॥ ১০—১৮ ॥ বৎস নারদ! তাহার পর যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। তদনন্তর সেই গঙ্গাদেবী বৈষ্ণবধাম ধ্রুবমণ্ডল হইতে কোটি কোটি বিমানসঙ্কুল দিব্যযানে অবতীর্ণ হইয়া সমস্ত চন্দ্রমণ্ডলকে আপ্লাবিত করিতে করিতে ক্রমে ব্রহ্মলোকে নিপতিত হন, তখন তিনি তথায় সীতা, অলকনন্দা, ভদ্রা ও চতুর্ভদ্রা এই চারিটি নাম ধারণপূর্ব্বক চতুর্ধারায় নিঃসৃত হইয়া নানা দেশ ও গিরি কাননাদি সংপ্লাবিত করিতে করিতে পরিশেষে সরিৎপতি জলনিধিতে সম্মিলিত হইয়াছেন। বৎস! পূর্ব্বে আমি তোমার নিকট যে সকল পর্ব্বতকে

সীতা চ ব্রহ্মসদনাচ্ছিখরেভ্যঃ ক্ষমাভৃতাম্ ।
কেসরাভিধনাম্না চ প্রস্রবন্তী চ স্বর্ণদী ॥ ২৩ ॥
গন্ধমাদনমূর্দ্ধ্নীহ পতিতা পাপহারিণী ।
অন্তরেণ তু ভদ্রাশ্ববর্ষং প্রাচ্যাং সমাগতা ॥ ২৪ ॥
ক্ষারোদধিং গতা সা তু হ্যনদী দেবপূজিতা ।
ততো মাল্যবতঃ শৃঙ্গাদ্দ্বিতীয়া পরিনির্গতা ॥ ২৫ ॥
ততো বেগবতী ভূত্বা কেতুমালং সমাগতা ।
চক্ষুর্নাম্নী দেবনদী প্রতীচ্যাং দিশ্যুপাগতা ॥ ২৬ ॥
সরিতাং পতিমাবিষ্টা সা গঙ্গা দেববন্দিতা ।
ততস্তৃতীয়া ধারা তু নাম্না খ্যাতা চ নারদ ! ॥ ২৭ ॥
পুণ্যা চালকনন্দা বৈ দক্ষিণেনাব্জভূপদাৎ ।
বনানি গিরিকূটানি সমতিক্রম্য চাগতা ॥ ২৮ ॥
হেমকূটং গিরিবরং প্রাপ্যাতোঽপীহ নির্গতা ।
অতিবেগবতী ভূত্বা ভারতঞ্চাগতা পরা ॥ ২৯ ॥

সীতানাম্নী গঙ্গা ব্রহ্মসদনান্নির্গতা পূর্ব্বং প্রোক্তা যে ক্ষমাভৃতঃ পর্ব্বতাঃ কেসরাভিধনামানঃ সুমেরুকর্ণিকাকেসরভূতাস্তেষাং শিখরেভ্যঃ প্রস্রবন্তী গন্ধমাদনপর্ব্বতমূর্দ্ধনি পতিতেত্যন্বয়ঃ। কেসরাচলানাং সমানোচ্ছ্রায়ত্বাৎ প্রথমং তেষামাদিশিখরেষু মুখ্যশৃঙ্গেষু পততি। তেভ্যোঽধোঽধঃপ্রস্রবন্তী সতী ॥ ২৩ ॥

ভদ্রাশ্ববর্ষস্যান্তরেণ মধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৪—২৭ ॥

অব্জভূর্ব্রহ্মা তস্য পদাৎ সদনাদিত্যর্থঃ ॥ ২৮—২৯ ॥

সুমেরুকর্ণিকার কেশরস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলাম; সর্ব্বপাপসংহারিণী সীতা নামে প্রসিদ্ধা ধারাটী ব্রহ্মলোক হইতে নিপতনকালে ঐ সমস্ত গিরিশিখর দিয়া ক্রমে আসিয়া গন্ধমাদন মস্তকে পতিতা হইয়াছেন; তাহার পর সেই সুরপূজ্যা স্বর্গনদী তথা হইতে পরিশেষে ভদ্রাশ্ববর্ষকে সংপ্লাবিত করিতে করিতে পূর্ব্বদিক্ দিয়া ক্ষারসমুদ্রে আসিয়া সংমিলিত হইয়াছেন। তাহার পর, চক্ষু নামে দ্বিতীয় ধারাটী মাল্যবান্শৃঙ্গ হইতে নিঃসৃত হইয়া ক্রমশ প্রচণ্ডবেগ ধারণপূর্ব্বক কেতুমালবর্ষ দিয়া পশ্চিম সাগরে সঙ্গত হইয়াছেন ॥ ১৯—২৬ ॥ অনন্তর, পরম পবিত্রময়ী অলকনন্দা নামে তৃতীয় ধারাটী ব্রহ্মলোক হইতে নির্গত হইয়া গিরিকূট ও অরণ্য প্রভৃতি অতিক্রমপূর্ব্বক প্রথমে হেমকূটে আসিয়া নিপতিত হয়েন; পরে, তিনি ভারতবর্ষ মধ্য দিয়া মহাবেগে দক্ষিণসাগরে গিয়া সংমিলিত হইয়াছেন। বৎস! এই পূতসলিলা ধারার মহিমার কথা অধিক আর

দক্ষিণং জলধিং প্রাপ্তা তৃতীয়া সা সরিদ্বরা।
যস্যাঃ স্নানায় সরতাং মনুজানাং পদে পদে ॥ ৩০ ॥
রাজসূয়াশ্বমেধাদি ফলন্তু ন হি দুর্লভম্।
ততশ্চতুর্থী ধারা তু শৃঙ্গবৎপর্ব্বতাৎ পুনঃ ॥ ৩১ ॥
ভদ্রাভিধা সংস্রবন্তী কুরূন্ সন্তর্প্য চোত্তরান্।
সমুদ্রং সমনুপ্রাপ্তা গঙ্গা ত্রৈলোক্যপাবনী ॥ ৩২ ॥
অন্যে নদাশ্চ নদ্যশ্চ বর্ষেবর্ষেঽপি সন্তি হি।
বহুশো মেরুমন্দারপ্রসূতাশ্চৈব নারদ! ॥ ৩৩ ॥
তত্রাপি ভারতং বর্ষং কর্ম্মক্ষেত্রমুশন্তি হি।
অন্যানি চাষ্টবর্ষাণি ভৌমস্বর্গপ্রদানি চ ॥ ৩৪ ॥
স্বর্গিণাং পুণ্যশেষস্য ভোগস্থানানি নারদ!।
পুরুষাণাঞ্চায়ুতায়ুর্বজ্রাঙ্গা দেবসন্নিভাঃ ॥ ৩৫ ॥

স্নানায় স্নানার্থং সরতাং গচ্ছতাম্ ॥ ৩০—৩১ ॥
সমুদ্রমুত্তরসমুদ্রম্ ॥ ৩২—৩৪ ॥
ভৌমস্বর্গপ্রদানি চেত্যস্যার্থং স্বয়মেবাহ স্বর্গিণামিতি। তত্রত্যং ভোগমাহ পুরুষাণামিতি ॥ ৩৫ ॥

কি বলিব, যাঁহার বিমল প্রবাহে অবগাহন কামনায় যাত্রা করিলে ধর্ম্মাত্মা মানবের পদে পদে রাজসূয় বা অশ্বমেধ প্রভৃতি মহাযজ্ঞজনিত ফলও দুর্লভ বলিয়া বোধ হয় না। বৎস! ত্রৈলোক্যপাবনী গঙ্গাদেবীর ভদ্রা নামে প্রসিদ্ধা চতুর্থ ধারাটী শৃঙ্গবান্ শিখর হইতে স্রোতস্বতী হইয়া উত্তর কুরুপ্রদেশস্থ জনগণের তৃপ্তিসাধনপূর্ব্বক অগাধ জলধিজলে যাইয়া সঙ্গত হইয়াছেন ॥ ২৭—৩২ ॥ নারদ! যাহা বলিলাম, ইহা ব্যতীত আরও বহু সংখ্যক নদ বা নদী সকল মেরু ও মন্দর প্রভৃতি গিরিবর হইতে প্রসূত হইয়া নানা বর্ষবাসী প্রাণিবর্গের তৃপ্তিসাধন করিতেছে; কিন্তু সকল বর্ষের মধ্যে কেবল এই ভারতবর্ষটীই কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া বিশ্রুত। বৎস! অপর আটটি বর্ষ ভূতলস্থ হইয়াও স্বর্গসুখপ্রদ বলিয়া জানিবে; তাহার কারণ এই যে, স্বর্গভোগি-মানবদিগের ভোগাবসান হইলে, তাহারা ঐ সকল বর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে; তত্রত্য মানবগণ সকলেই দশসহস্র বর্ষ জীবিত থাকে, তাহাদের শরীর বজ্রসদৃশ সারবান্ এবং সকলেই অযুত হস্তিতুল্য বলশালী। এই জন্য কেহই অল্প সুরত সম্ভোগে পরিতৃপ্ত হয় না; সুতরাং সকল পুরুষই কলত্রাদি লইয়া পরম সুখে কালাতিবাহিত করিয়া থাকে। বৎস! কেবল যে, পুরুষগণই এইরূপ সুখভোগী তাহা নহে; সে স্থলের ললনাকুলও চিরযুবতী তাহারা এক বৎসরের অল্প বয়সেও গর্ভধারণে

পুরুষা নাগসাহস্রৈর্দশভিঃ পরিকল্পিতাঃ।
মহাসৌরতসন্তুষ্টাঃ কলত্রাঢ্যাঃ সুখান্বিতাঃ॥ ৩৬॥
একবর্ষোনকে চায়ুষ্যাপ্তগর্ভাঃ স্ত্রিয়োঽপি হি।
ত্রেতাযুগসমঃ কালো বর্ত্ততে সর্ব্বদৈব হি॥ ৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে পর্ব্বতনদীবর্ষাদিকীর্ত্তনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

দশভির্নাগসহস্রৈঃ। সমবলেন পরিকল্পিতাঃ। দশসহস্রনাগবলা ইত্যর্থঃ॥ ৩৬॥
একবর্ষোনেতি। আয়ুষি একেন বর্ষেণোনে ন্যূনে সতি আপ্তগর্ভা গর্ভবত্যঃ স্ত্রিয়ো ভবন্তি তাবৎপর্য্যন্তং যুবতয় ইত্যর্থঃ॥ ৩৭॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭॥

সমর্থ হয়। ফলতঃ সেই সকল বর্ষবাসিগণ চিরদিনই ত্রেতাযুগজাত প্রাণিজাতের ন্যায় সুখসম্ভোগের অধিকারী॥ ৩৩—৩৭॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌-ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে গঙ্গাধারা ও বর্ষমাহাত্ম্য বর্ণন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥ ৭॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

তেষু বর্ষেষু দেবেশাঃ পূর্ব্বোক্তৈঃ স্তবনৈঃ সদা।
পূজয়ন্তি মহাদেবীং জপধ্যানসমাধিভিঃ ॥ ১ ॥
সর্ব্বর্ত্তু কুসুমশ্রেণীশোভিতা বনরাজয়ঃ।
ফলানাং পল্লবানাঞ্চ যত্র শোভা নিরন্তরম্ ॥ ২ ॥
তেষু কাননবর্য্যেষু বর্ষপর্ব্বতসানুষু।
গিরিদ্রোণীষু সর্ব্বাসু নির্ম্মলোদকরাশিষু ॥ ৩ ॥
বিকচোৎপলমালাসু হংসসারসসঞ্চয়ৈঃ।
মিশ্রিতেষু তেষ্বেব পক্ষিভিঃ কূজিতেষু চ ॥ ৪ ॥
জলক্রীড়াদিভিশ্চিত্রবিনোদৈঃ ক্রীড়য়ন্তি চ।
সুন্দরীললিতভ্রূণাং বিলাসায়তনেষু চ ॥ ৫ ॥

ত্রিংশদ্ভিরেকেনোনৈস্তু পদ্যৈরথ সবিস্তরম্।
ইলাবৃতসমাচারঃ কথ্যতে ভক্তিবৃদ্ধয়ে ॥

সর্ব্বেষু বর্ষেষু বিদ্যমানা দেবাদয়ঃ শ্রীদেবীমুপাসন্তে ইত্যাহ তেষু বর্ষেষ্বিতি। দেবেশাস্তত্তদ্বর্ষতত্তদ্বীপস্থিতা বিষ্ণুরুদ্রসঙ্কর্ষণাগ্ন্যাদয়ো দেবা বক্ষ্যমাণা পূর্ব্বোক্তৈঃ স্তবনৈররুণাজম্বাদিনীধারেশ্বরীমীনাক্ষীণাং কথিতৈঃ স্তোত্রৈর্জপধ্যানসমাধিভিশ্চ শ্রীভগবতীং সর্ব্বে উপাসন্তে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১ ॥

তত্রত্যবনবর্ণনমাহ সর্ব্বর্ত্তু কুসুমেতি ॥ ২ ॥

বর্ষপর্ব্বতাঃ পূর্ব্বোক্তা বর্ষমর্য্যাদাকারকাঃ পর্ব্বতাস্তেষাং সানুষু শিখরেষু ॥ ৩—৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বিষ্ণু প্রভৃতি প্রধান প্রধান দেবগণ সেই সেই বর্ষে অবস্থিতি করিয়া উল্লিখিত জপ ধ্যান ও সমাধি-পরায়ণ হইয়া পূর্ব্বোক্ত বিধানে স্তবগান পুরঃসর সর্ব্বদা মহাদেবীর পূজা করেন ॥ ১ ॥ তত্রত্য অরণ্য সকল, সকল ঋতুতেই কুসুমসমূহে সুশোভিত এবং ফল ও পল্লব শোভায় নিরন্তর অলঙ্কৃত ॥ ২ ॥ তত্রস্থ উৎকৃষ্ট অরণ্য সমুদায়ে ও বর্ষ পর্ব্বত সকলের শেখর সমূহে এবং সুনির্ম্মল সলিলরাশি সম্পন্ন, বিকসিত উৎপলদল পূর্ণ ও হংস সারসগণ সমাকীর্ণ পর্ব্বতস্থ দ্রোণী পরম্পরা এবং বিবিধ বিহঙ্গমে পরিবৃত ও নিনাদিত তত্তৎ প্রদেশ সকলে লোক সকল জলকেলি প্রভৃতি বিচিত্র বিনোদ ব্যাপার সহকারে ক্রীড়া করিয়া থাকে এবং সুন্দর রমণী সকল ভ্রূবিলাস প্রকাশ পুরঃসর তাহাতে বিচরণ

তত্রত্যা বিহরন্ত্যত্র স্বৈরং যুবতিভিঃ সহ।
নবস্বপি চ বর্ষেষু ভগবানাদিপূরুষঃ ॥ ৬ ॥
"নারায়ণাখ্যো লোকানামনুগ্রহরতৈকদৃক্।"
দেবীমারাধয়ন্নাস্তে স চ সর্ব্বৈশ্চ পূজ্যতে।
আত্মব্যূহেনেজ্যয়াসৌ সন্নিধত্তে সমাহিতঃ ॥ ৭ ॥
ইলাবৃতে তু ভগবান্ পদ্মজাক্ষিসমুদ্ভবঃ।
এক একভবো দেবো নিত্যং বসতি সাঙ্গনঃ ॥ ৮ ॥
তৎক্ষেত্রে নাপরঃ কশ্চিৎ প্রবেশং বিতনোতি চ।
ভবান্যাঃ শাপতস্তত্র পুমান্ স্ত্রী ভবতি স্ফুটম্ ॥ ৯ ॥
ভবানীনাথকৈঃ স্ত্রীণামসংখ্যৈর্গণকোটিভিঃ।
সংরুধ্যমানো দেবেশো দেবং সঙ্কর্ষণং ভজন্ ॥ ১০ ॥

সর্ব্ববর্ষেষু ভিন্নভিন্নরূপেণ বিষ্ণুরপি পূজ্যত ইত্যাহ নবস্বপি চ বর্ষেম্বিতি ॥ ৬ ॥
আত্মব্যূহেন স্বমূর্ত্তিভেদেন। ইজ্যা লোকৈঃ ক্রিয়মাণা পূজা তদ্ধেতুনেত্যর্থঃ। সন্নিধত্তে তেষু বর্ষেষু সন্নিধানং করোতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥
পদ্মজো ব্রহ্মা তস্যাক্ষিলক্ষণয়া ভ্রূমধ্যং তস্মাৎ সমুদ্ভব উৎপত্তির্যস্য সমুখ্যশিবাংশভূতো রুদ্রো নতু মুখ্যঃ শিব ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥
অপরোঽর্বাচীনঃ কুতো ন প্রবিশতি তত্রাহ ভবান্যা ইতি। যতো রুদ্রশক্তের্ভবান্যাঃ শাপস্তত্র তস্মিন্ ক্ষেত্রে স্ফুটং স্পষ্টং পুমান্ পুরুষঃ প্রবেশমাত্রেণ স্ত্রী ভবতি তত ইত্যর্থঃ ॥৯॥
ভবানী রুদ্রাণী নাথো যেষাং গণকোটীনাস্তৈঃ। সঙ্কর্ষণং ভজন্ উপধাবতে ইত্যন্বয়ঃ ॥১০॥

করে ॥ ৩—৫ ॥ তত্রত্য অধিবাসিবর্গ যুবতিকদম্বে পরিবেষ্টিত হইয়া ইচ্ছানুসারে বিহার করিয়া থাকে। যিনি নারায়ণ নামে বিখ্যাত, সেই ভগবান্ আদিপুরুষ লোক সকলের প্রতি ঐকান্তিক অনুগ্রহ দৃষ্টিপরতন্ত্র হইয়া উল্লিখিত নববর্ষে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক স্বয়ং দেবীর আরাধনা করেন এবং তত্রত্য অধিবাসী সকলও তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকে। বলিতে কি, সেই ভগবান্ একমাত্র দেবীর আরাধনানুরোধ-পরতন্ত্র ও তন্নিবন্ধন সমাধিমান্ হইয়া অনিরুদ্ধাদি স্বকীয় অনন্ত সাধারণ ব্যূহ চতুষ্টয় সমভিব্যাহারে তত্তৎ বর্ষ সমূহেই সন্নিহিত আছেন ॥ ৬—৭ ॥ কিন্তু ইলাবৃত বর্ষে পদ্মযোনি ব্রহ্মার ভ্রূমধ্য হইতে প্রাদুর্ভূত ভগবান্ রুদ্র কেবল একাকী অঙ্গনাগণের সহিত সতত বিরাজ করিতেছেন ॥ ৮ ॥ উল্লিখিত পবিত্র প্রদেশে অপর কেহ প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না। কারণ, রুদ্রশক্তি ভবানী এইরূপে শাপ দিয়াছেন যে, কোনও পুরুষ তথায় প্রবেশ করিলে সে স্ত্রীবিগ্রহ পরিগ্রহ করিবে ॥৯॥ অমরগণের অধিনায়ক ভগবান্ ভবানীর পরিরক্ষিত অসংখ্যকোটি স্ত্রীগণে সর্ব্বথা অবরুদ্ধ

আত্মনা ধ্যানযোগেন সর্ব্বভূতহিতেচ্ছয়া।
তাং তামসীং তুরীয়াঞ্চ মূর্ত্তিং প্রকৃতিমাত্মনঃ।
উপধাবতে চৈকাগ্রমনসা ভগবানজঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ওঁ নমো ভগবতে মহাপুরুষায় সর্ব্বগুণ-
সংখ্যানায়ানন্তায়াব্যক্তায় নম ইতি ॥ ১২ ॥

ভজে ভজন্যারণপাদপঙ্কজং
ভগস্য কৃৎস্নস্য পরং পরায়ণম্।
ভক্তেম্বলম্ভাবিতভূতভাবনং
ভবাপহং ত্বা ভবভাবমীশ্বরম্ ॥ ১৩ ॥

আত্মনঃ প্রকৃতিং কারণং পিতামহম্ ॥ ১১ ॥

উপাসনামন্ত্রমাহ ওঁ নম ইতি। সর্ব্বেষাং গুণানাং সংখ্যানাং প্রকাশো যস্মাৎ স্বয়ং ত্বব্যক্তায়াপ্রমেয়ায় ॥ ১২ ॥

ভজে ভজন্যেতি। হে ভজন্য! ভজনীয়! ত্বা ত্বাং পরমেশ্বরং ভজে ইত্যন্বয়ঃ। অরণং শরণং পাদপঙ্কজং যস্য। কৃৎস্নস্য ভগস্যৈশ্বর্য্যাদিষড়্গুণস্য পরময়নমাশ্রয়ঃ। ভক্তেষু চাল-মত্যর্থং ভাবিতং প্রকটিতং ভূতভাবনস্বরূপং যেন। ভবাপহং সংসারহম্। ভক্তেম্বিত্যনু-ষঙ্গঃ। ভবং সংসারং ভাবয়তীতি তথা তমর্থাদভক্তেম্বিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৩ ॥

হইয়া তথায় অপ্রকাশ স্বরূপ সঙ্কর্ষণের উপাসনাপ্রসঙ্গে অবস্থিতি করেন। সেই ভগবান্ অজ সর্ব্বভূতের হিতকামনাবশংবদ হইয়া ঐকান্তিক মনোনিবেশ সহকৃত ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া আপনি আপনার উদ্ভবক্ষেত্র, তমোময়ী তুরীয় মূর্ত্তির ঐরূপে আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

ভগবান্ কহিলেন, তৎকালে তিনি এই প্রকার উপাসনা মন্ত্র প্রয়োগ করেন যে, আপনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর এই মূর্ত্তিত্রয়ে পরিচ্ছিন্ন ও ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণে পরিপূর্ণ। আপনি মহান্ পুরুষস্বরূপ। সত্ত্বাদি যাবতীয় গুণ আপনা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। আপনি অনন্ত ও অপ্রকাশস্বরূপ, আপনাকে নমস্কার ॥ ১১—১২ ॥ আপনিই একমাত্র আরাধনার যোগ্যপাত্র। সকলেই আপনার পাদপদ্মের শরণাপন্ন হইয়া থাকে। আপনি ঐশ্বর্য্যাদি সমগ্র ষড়্গুণের অদ্বিতীয়। আপনি ভক্তগণের নিকট সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে প্রকটিত হইয়া বিরাজ করিয়া থাকেন। আপনি ভূতগণের উদ্ভাবনা করিয়াছেন। আপনি যেমন ভক্তগণের সংসার নিবৃত্তি বিধানপূর্ব্বক মোক্ষপদ প্রদান করেন, তেমন অভক্তদিগকে সংসারমার্গে নিপাতিত করিয়া বদ্ধ করিয়া থাকেন। আপনি সকলের ঈশ্বর এজন্য আপনার ভজনা করি ॥ ১৩ ॥

ন যস্য মায়াগুণকর্ম্মবৃত্তিভি-
র্নিরীক্ষিতো হ্যণ্বপি দৃষ্টিরজ্যতে।
ঈশে যথা নোঽজিতমন্যুরংহসা
কস্তং ন মন্যেত জিগীষুরাত্মনঃ ॥ ১৪ ॥
অসদ্দৃশো যঃ প্রতিভাতি মায়য়া
ক্ষীবেব মধ্বাসবতাম্রলোচনঃ।
ন নাগবধ্বোঽর্হণ ঈশিরে হ্রিয়া
যৎপাদয়োঃ স্পর্শনধর্ষিতেন্দ্রিয়াঃ ॥ ১৫ ॥
যমাহুরস্য স্থিতিজন্মসংযমং
ত্রিভির্ব্বিহীনং যমনং তমূষয়ঃ।
ন বেদসিদ্ধার্থমিব ক্বচিৎ স্থিতং
ভূমণ্ডলং মূর্দ্ধসহস্রধামসু ॥ ১৬ ॥

ঈশ্বরত্বমুপপাদয়ংস্তামসত্বেন প্রসক্তমনাদরং বারয়তি। ন যস্যেতি নিরীক্ষমাণস্যাপি দৃষ্টির্মায়াগুণৈর্ব্বিষয়ৈশ্চিত্তবৃত্তিভিঃ। করণৈশ্চ অণ্বপীষদপি নাজ্যতে ন লিপ্যতে। কিমর্থং নিরীক্ষমাণস্য ঈশে ঈশনায় নিয়মনায়। ঈশমীষ্টে। সম্পদাদিত্বাদ্ভাবে ক্বিপ্। অত্র বৈধর্ম্ম্যে দৃষ্টান্তঃ। যথাজিতক্রোধবেগানামস্মাকং দৃষ্টিরজ্যতে ন তথেতি। অত আত্মন ইন্দ্রিয়াণি জিগীষুর্জ্জেতুমিচ্ছুর্ম্মুমুক্ষুস্তং কো ন মন্যেত নাদ্রিয়েত ॥ ১৪ ॥

নন্বু সুরামদ্যাভ্যাং মত্তস্য কুতো দৃষ্টির্নাজ্যতে তত্রাহ অসদ্দৃশো য ইতি। অসতী দৃক্ দৃষ্টির্যস্য তস্য। স্বমায়য়া ক্ষীবো মত্ত ইব যো ভয়ঙ্করঃ প্রতিভাতি মধ্বাসবাভ্যামাতাম্রলোচন ইব চ নাগবধূবিমোহনেন তথা তথা প্রতিভানং যুক্তমিত্যাহ নেতি। পাদার্চ্চনে যস্য পাদয়োঃ স্পর্শনেন ধর্ষিতং মোহিতং ইন্দ্রিয়ং মনো যাসাং তা হ্রিয়া লজ্জয়া ভূজাদ্যার্হণে ন ঈশিরে ন শেকুঃ। কস্তং ন মন্যেতেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ১৫ ॥

যমাহুরিতি। অস্য বিশ্বস্য স্থিতিজন্মসংযমহেতুং যমাহুঃ। অতএব ত্রিভিঃ স্থিত্যাদিভির্বিহীনম্। অনন্তঞ্চ যমাহুঃ। ঋষয়ো মন্ত্রাঃ। ছন্দোঽনুরোধেন দীর্ঘপাঠে ঋকারো দেবমাতা

আমরা সর্ব্বপ্রকারে ক্রোধাবেগের বশবর্ত্তী, সেই জন্য আমাদের দৃষ্টি যেরূপ বিষয়াদিতেই সংসক্ত ও সন্নিবদ্ধ হইয়া থাকে, আপনি চরাচর বিশ্বের স্থিতি বিধানাদি সমাধান জন্য সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিলেও আপনার দৃষ্টি ও চিত্তবৃত্তি সমূহ তদ্রূপ অণুমাত্রও লিপ্ত হয় না। অতএব আত্মজয়ে অভিলাষী কোন্ ব্যক্তি আপনাকে অন্তরের সহিত আদর না করিবে॥১৪॥ আপনি স্বকীয় মায়াবলে সর্ব্বদা দূষিত দৃষ্টি আবিষ্কৃত করিয়া মধুমদ পানে লোহিত লোচনের ন্যায় ভয়ঙ্কররূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। ত্বদীয় পাদস্পর্শে মনোবৃত্তির অতিমাত্র মোহাভিভব উপস্থিত হওয়াতে নাগ রমণীরা লজ্জার বশবর্ত্তিনী হইয়া কোনমতেই আর উপাসনা করিতে পারে নাই ॥১৫॥ ঋষিগণ বলিয়া থাকেন, আপনিই এই বিশ্বের সৃষ্টি

যস্মাদ্য আসীদ্গুণবিগ্রহো মহান্
বিজ্ঞানধিষ্ণ্যো ভগবানজঃ কিল।
যৎসংবৃতোঽহং ত্রিবৃতা স্বতেজসা
বৈকারিকং তামসমৈন্দ্রিয়ং সৃজে ॥ ১৭ ॥
এতে বয়ং যস্য বশে মহাত্মনঃ
স্থিতা শকুন্তা ইব সূত্রযন্ত্রিতাঃ।
মহানহং বৈকৃততামসেন্দ্রিয়াঃ
সৃজাম সর্ব্বে যদনুগ্রহাদিদম্ ॥ ১৮ ॥

শক্তীঃ স চ ত্বমস্যেত্যর্থঃ। অনন্তত্বং দর্শয়তি। মূর্দ্ধসহস্রমেব ধামানি স্থানানি তেষু কচি-দেকদেশে স্থিতং ভূমণ্ডলং যো ন বেদ সিদ্ধার্থং সর্ষপমিব তস্মৈ নম ইতি চতুর্থে-নান্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥

তত্র জন্মহেতুত্বং মহদাদিদ্বারেণ প্রপঞ্চয়তি যস্মাদ্য ইতি। যস্ত গুণনিমিত্তো মহান্নাম-বিগ্রহ আসীৎ। বিজ্ঞানং সত্ত্বং ধিষ্ণ্যমাশ্রয়ো যস্ত সঃ। তস্ত চিত্তরূপত্বেন সত্ত্বপ্রধানত্বাৎ স এব কিলাধিদৈবে বাসুদেবাভেদবিবক্ষয়া ভগবান্। অতো ব্রহ্মা যৎসম্ভবঃ। যস্মাদ্‌ব্রহ্মণঃ সম্ভূতোঽহং রুদ্রঃ ত্রিবৃতাগুণেন স্বতেজসা বিভূতিরূপেণাহঙ্কারেণ বৈকারিকং দেবতা-বর্গম্। তামসং ভূতবর্গম্। ঐন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়বর্গঞ্চ সৃজামি ॥ ১৭ ॥

কিঞ্চৈতে বয়ং মহদাদয়ঃ। সর্ব্বে যস্তানুগ্রহাদিদং ব্রহ্মাণ্ডং সৃজাম। কথম্ভূতা যস্ত মহাত্মনো বশে স্থিতাঃ। সন্তো যতঃ সূত্রেণ ক্রিয়াশক্ত্যা যন্ত্রিতাঃ প্রোতাঃ শকুন্তাঃ পক্ষিণ ইব লৌকি-কেন সূত্রেণ বদ্ধমিত্যুক্তম্। তানাহ মহানহঙ্কারশ্চ বৈকৃতাদয়ঃ পূর্ব্বোক্তা বর্গাশ্চ ॥ ১৮ ॥

স্থিতি ও প্রলয়ের অদ্বিতীয় হেতু হইলেও আপনাতে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কোন প্রকার সম্পর্ক মাত্র নাই। যেহেতু আপনি অনন্ত স্বরূপ, আপনার সহস্র সহস্র মস্তক সর্ব্বদা বিস্তৃত রহিয়াছে। এই অতীব বিশাল ভূমণ্ডল সেই সকল মস্তকে কোনও প্রদেশে অতীব ক্ষুদ্রাকৃতি সর্ষপের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহা আপনার কোনরূপ অনুভবেই উপস্থিত হয় না ॥ ১৬ ॥ মহত্তত্ত্ব আপনার সাক্ষাৎ আদিম শরীর। সত্ত্বাদি গুণের সমবায়ে উহার বিনির্ম্মাণ বিহিত হইয়াছে। উহাই সত্ত্বগুণাধিষ্ঠিত ভগবান্ বাসুদেব ; যাহা হইতে ব্রহ্মার আবির্ভাব হইয়াছে। আমি সেই ব্রহ্মা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া সত্ত্বাদিগুণধর সংবর্দ্ধিত তেজের সহায়তায় দেবগণের, ভূতগণের ও ইন্দ্রিয়গণের সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥ ১৭ ॥ ঐ মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি আমরা সকলেই আপনার অতিমাত্র আয়ত্তাধীন হইয়া আছি। আপনি আমাদিগের সকলকেই সূত্রবদ্ধ বিহঙ্গগণের ন্যায় ক্রিয়াশক্তি সহায়ে সংযত করিয়া রাখি-য়াছেন। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার এবং উল্লিখিত দেব ভূত ও ইন্দ্রিয় সমুদয়, এই সকলে সমবেত হইয়া আমরা আপনারই অনুগ্রহে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥ ১৮। আপনার

যন্নির্ম্মিতাং কর্হ্যপি কর্ম্মপর্ব্বণীং
মায়াং জনোঽয়ং গুণসর্গমোহিতঃ ।
ন বেদ নিস্তারণযোগমঞ্জসা
তস্মৈ নমস্তে বিলয়োদয়াত্মনে ॥ ১৯ ॥

নারায়ণ উবাচ ।

এবং স ভগবান্ রুদ্রো দেবং সঙ্কর্ষণং প্রভুম্ ।
ইলাবৃতমুপাসীত দেবীং গণসমাহিতঃ ॥ ২০ ॥
তথৈব ধর্ম্মপুত্ত্রোঽসৌ নাম্না ভদ্রশ্রবা ইতি ।
তৎকুলস্থাপি পতয়ঃ পুরুষা ভদ্রসেবকাঃ ॥ ২১ ॥
ভদ্রাশ্ববর্ষে তাং মূর্ত্তিং বাসুদেবস্য বিশ্রুতাম্ ।
হয়মূর্ত্তিভিদা তাস্তু হয়গ্রীবপদাঙ্কিতাম্ ॥ ২২ ॥

স্থিতিলয়হেতুত্বং দর্শয়ন্ প্রণমতি যদিতি। যেন নির্ম্মিতামেতাং মায়ামেবায়ং জনোঽঞ্জসা বেদ নতু তন্নিস্তারণযোগমুপায়ং কর্হিচিদপি বেদেতি। স্থিতিহেতুত্বং দর্শয়তি। কীদৃশীং কর্ম্মাণ্যেবং পর্ব্বাণি গ্রন্থয়স্তানি নয়তি প্রাপয়তীতি তাং প্রলয়হেতুত্বমাহ বিলীয়তেঽস্মিন্নিতি বিলয়ঃ। উদেত্যস্মাদিত্যুদয়ঃ। বিলয়শ্চোদয়শ্চাত্মাস্বরূপং যস্য তস্মৈ নমঃ। নন্বত্রত্যশ্লোকানুপূর্ব্ব্যা বিষ্ণুভাগবতোক্তশ্লোকানুপূর্ব্ব্যাশ্চৈকত্বং কথং সিদ্ধ্যতীতি চেন্ন। এতদ্গ্রন্থস্যাত্রত্যবিষ্ণুভাগবতগ্রন্থস্যাপি তত্তদ্বর্ষস্থিতদেবাদিভিঃ কৃতোপাসনামন্ত্রাণাং তৈঃ কৃতস্তোত্রাণাঞ্চানুবাদকত্বাদনুবাদ্যসমানানুপূর্ব্বিকত্বস্যাপেক্ষিতত্বাৎ। কিঞ্চ কচিৎ কচিৎ পুরাণান্তরে শ্লোকানুপূর্ব্বিকত্বস্য পুরাণান্তরে দৃষ্টত্বাৎ। যথা নারদপুরাণীয়মন্ত্রখণ্ডস্য তন্ত্ররাজস্থযামলস্থশ্লোকানুপূর্ব্বিকত্বম্। শিবরহস্যস্থপ্রদোষাধ্যায়স্য ব্রহ্মোত্তরখণ্ডস্থপ্রদোষাধ্যায়সমানানুপূর্ব্বিকত্বং তথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয়প্রকৃতিখণ্ডস্য দেবীভাগবতনবমস্কন্ধসমানানুপূর্ব্বিকত্বমিত্যাদ্যূহ্যম্। তন্ত্রেষ্বপি বহুষু তন্ত্রান্তরসমানানুপূর্ব্বিকত্বমুপলভ্যত এবেতি ॥ ১৯—২০ ॥

অথ ভদ্রাশ্ববর্ষীয়সেব্যসেবকভাবমুপবর্ণয়তি তথৈবেতি। ভদ্রশ্রবা নাম ধর্ম্মপুত্রো বর্ষপতিঃ। তৎকুলস্থাপি পতয়স্তস্মিন্ কুলে জায়মানাঃ পুরুষাঃ কথম্ভূতাঃ ভদ্রস্য ভদ্রনাম্নো বর্ষপতেঃ সেবকাস্তে চেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

সৃষ্টি অতি গরীয়সী, এই জন্য স্থূলবুদ্ধি লোক সকল তৎপ্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হইয়া আপনার এই মহীয়সী মায়া কোন কালেই বুঝিতে পারে না। ঐ মায়াই তাহাদের সংসার নিবৃত্তি ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থ প্রাপ্তির অদ্বিতীয় উপায় এবং মায়াই তাহাদিগকে অতি দুস্তর কর্ম্মসঙ্কটে নিপাতিত করিয়া থাকে। আবির্ভাব ও তিরোভাব এই উভয় আপনার স্বরূপ, অতএব আপনাকে নমস্কার ॥ ১৯ ॥

নারায়ণ কহিলেন, এইরূপে সেই ভগবান্ রুদ্র স্বকীয়গণে সংমিলিত হইয়া ইলাবৃত বর্ষে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক স্বপ্রকাশ স্বরূপ, সর্ব্বলোক নিয়ন্তা সংকর্ষণের ও দেবীর উপাসনা করিয়া থাকেন ॥২০॥ ভদ্রশ্রবা নামে বিখ্যাত ধর্ম্মের পুত্র এবং তদীয়কুলে সমুৎপন্ন ও তাহার সেবক

পরমেণ সমাধ্যন্তবারকেণ নিয়ন্ত্রিতাম্।
এবমেব চ তাং মূর্ত্তিং গৃণন্ত উপযান্তি চ ॥ ২৩ ॥

ভদ্রশ্রবস ঊচুঃ।

ওঁ নমো ভগবতে ধর্ম্মায়াত্মবিশোধনায় নম ইতি।
অহো বিচিত্রং ভগবদ্বিচেষ্টিতং
ঘ্নন্তং জনোঽয়ং হি মিষন্ন পশ্যতি।
ধ্যায়ন্ন সদ্যর্হি বিকর্ম্ম সেবিতুং
নির্হৃত্য পুত্রং পিতরং জিজীবিষুঃ ॥ ২৪ ॥
বদন্তি বিশ্বং কবয়ঃ স্ম নশ্বরং
পশ্যন্তি চাধ্যাত্মবিদো বিপশ্চিতঃ।

হয়মূর্ত্তিভিদা হয়গ্রীবমূর্ত্তিভেদেন বিশ্রুতাং তাং স্তুতাঞ্চ হয়গ্রীবপদাঙ্কিতাং হয়গ্রীবনাম্নীম্ ॥ ২২ ॥

সমাধ্যন্তবারকেণেতি। সমাধেরন্তর্বাহ্যব্যাপারাদিতদ্বারকেণ তন্নিবারকেণ পরমেণ পূজনেন নিরন্তরং সমাধিনৈব নিয়ন্ত্রিতাং বদ্ধাং বিষয়ীকৃতামিত্যর্থঃ। গৃণন্তঃ স্তুবন্তঃ। উপাযান্তি চ সিদ্ধিং মূর্ত্তিং বা ॥ ২৩ ॥

ভদ্রশ্রবস ঊচুরিতি। প্রাণভৃত উপদধাতীতিবদ্ গুণলক্ষণতয়া তদ্যোগাদ্গুণিষু লিঙ্গসমবায়ন্যায়েন বহুবচনম্। অহো বিচিত্রমিতি। অয়ং জনো মিষন্নপি পশ্যন্নপি ঘ্নন্তং হিংসন্তং মৃত্যুং ন পশ্যতীতি ভগবদ্বিচেষ্টিতমেব। তচ্চ বিচিত্রম্। অদর্শনে লিঙ্গং পুত্রং বা পিতরঞ্চ বৃদ্ধং মৃতং নির্হৃত্য দগ্ধ্বা স্বয়ং তদ্দ্রব্যধনৈর্জ্জিজীবিষুর্জীবিতুমিচ্ছতীত্যর্থঃ। কিং ধর্ম্মার্থং ন যর্হি যতোঽসত্তুচ্ছং বিষয়সুখং সেবিতুং বিকর্ম্মপাপমেব ধ্যায়ন্ ॥ ২৪ ॥

পুরুষবর্গও সেইরূপে দেবীর আরাধনা করিয়া থাকে ॥২১॥ ভদ্রাশ্ববর্ষে অবস্থিত বাসুদেবের ঐ হয়গ্রীবনাম্নী মূর্ত্তি, হয়গ্রীব মূর্ত্তিভেদে লোকপরম্পরায় সবিশেষ বিখ্যাত ও পূজিত হইয়া থাকে ॥ ২২ ॥ তত্রস্থ লোকসকল সমাধি সহকারে বাহ্য ব্যাপার পরিহার পুরঃসর পূজা করিয়া তাহাকে সম্যগ্ বিধানে আয়ত্ত করতঃ যথাবিধানে স্তব ও তৎসহায়ে সর্ব্বাঙ্গীন সিদ্ধি সংগ্রহ করেন ॥২৩॥ ভদ্রশ্রবাগণ এইরূপে উপাসনা করেন যে, যিনি ওঙ্কার স্বরূপ ও ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণে সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ। যিনি রাগাদি যাবতীয় কলুষ ভাবকে নির্ম্মূল করিয়া থাকেন তাঁহাকে নমস্কার করি। অহো! ভগবানের লীলা কি বৈচিত্র্যশালিনী। মৃত্যু সর্ব্বদাই সকলকে সংহার করিতেছে কিন্তু লোকে দেখিয়াও তাহা দেখিতেছে না। এই জন্য পিতা বা পুত্র কালের কবলসাৎ হইলে, তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়া স্বয়ং তাহাদের ধনরাশি আত্মসাৎ করত জীবিকা নির্ব্বাহে অভিলাষী হইয়া থাকে। তাহাও আবার ধর্ম্মের নিমিত্ত নহে পাপরাজ্যে অনুধ্যান পরায়ণ হইয়া অতীব হেয় বিষয়সুখ ভোগ করিবার জন্যই ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥ জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিশারদ ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন, এই দৃশ্যমান

তথাপি মুহ্যন্তি তবাজমায়য়া
সুবিস্মিতং কৃত্যমজং নতোঽস্মি তম্ ॥ ২৫ ॥
বিশ্বোদ্ভবস্থাননিরোধকর্ম্ম তে
হ্যকর্ত্তুরঙ্গীকৃতমপ্যপাবৃতঃ।
যুক্তং ন চিত্রং ত্বয়ি কার্য্যকারণে
সর্ব্বাত্মনি ব্যতিরিক্তে চ বস্তুতঃ ॥ ২৬ ॥
বেদান্ যুগান্তে তমসা তিরস্কৃতান্
রসাতলাদ্‌যো নৃতুরঙ্গবিগ্রহঃ।
প্রত্যাদদে বৈ কবয়েঽভিযাচতে
তস্মৈ নমস্তে বিতথে হিতায় তে ॥ ২৭ ॥

নশ্বরিদ্বায় পশ্যতি কিমত্র চিত্রং তত্রাহ বদন্তীতি। নশ্বরং বদন্তি স্ম শাস্ত্রতঃ পশ্যন্তি চ সমাধৌ হে অজ! তথাপি মুহ্যন্তি। এতচ্চ তব কৃত্যং চেষ্টিতং সুবিস্মিতং অতিবিচিত্রম্। অতঃ শাস্ত্রাদিশ্রমং বিহায় তং ত্বাং অজং নতোঽস্মি ॥ ২৫ ॥

ইদমপরং চিত্রবৎপ্রতীয়মানমপি ত্বয়ি ন চিত্রমিত্যাহ বিশ্বোদ্ভবেতি। বিশ্বোদ্ভবাদি-কর্ম্মকর্ত্তুরপি অপগতা আবৃৎ আবরণং যস্মাৎ তাদৃশস্যাপি তে অঙ্গীকৃতং বেদে ন ত্বয়ি তন্ন চিত্রম্। যতো মায়য়া সর্ব্বাত্মনি কার্য্যস্ত কারণে স্রষ্টরি কর্ম্মযুক্তম্। বস্তুতঃ সর্ব্বব্যতি-রিক্তে নিরূপাধাবনাবৃতত্বমকর্ত্তৃত্বঞ্চ যুক্তম্ ॥ ২৬ ॥

পরমেশ্বরত্বেন স্তুত্বা প্রস্তুতাবতারচরিতমাহ বেদানিতি। তমসা দৈত্যেন তিরস্কৃতানপ-নীতান্। না চ তুরঙ্গশ্চ নৃতুরঙ্গৌ তদ্রূপো বিগ্রহো যস্য। কবয়ে ব্রহ্মণে তদর্থং অবিতথে হিতায় সত্যসঙ্কল্পায় ॥ ২৭—২৮ ॥

বিশ্বব্যাপার সর্ব্বথা ভঙ্গুর ভাবাপন্ন। তদ্ভিন্ন, অতুল জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতগণও স্পষ্টরূপে ইহার স্বরূপতঃ নশ্বরত্ব দর্শন করিয়া থাকেন, তথাপি হে অজ! কার্য্যকালে তাঁহারা সকলেই আপনার মায়াবলে মোহের বশতাপন্ন হয়েন। বুঝিলাম, আপনার লীলা যার পর নাই বিচিত্র ভাবাপন্ন। এই কারণে শাস্ত্রাদি পর্য্যালোচনায় বৃথা আর পরিশ্রম না করিয়াই একমাত্র আপনাকেই নমস্কার করি ॥২৫॥ আপনি স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ। মায়াদি কোন-রূপ আবরণের বিষয়ীভূত নহেন। অবিকারাদি সৃষ্টি প্রভৃতি কোন প্রকার ব্যাপারেই আপনার কর্ত্তৃত্ব নাই। কেবল তাহার সাক্ষী বা দ্রষ্টারূপে অধিষ্ঠান করিয়া থাকেন। তথাপি বেদে বিশেষরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, আপনা হইতেই এই বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কাল সমাহিত হইয়া থাকে, তাহা সর্ব্বথা যুক্তিযুক্ত, কোনমতেই বিস্ময়ের বিষয় হইতে পারে না; কেননা, আপনিই সকলের আত্মা ও সকলের উপাস্য। সুতরাং আপ-নাতে কিছুই অসম্ভব ভাবনা নাই ॥ ২৬॥ প্রলয় সময় সমুপস্থিত হইলে বেদ সকল দৈত্যকর্ত্তৃক অপহৃত ও রসাতলে অপসারিত হইয়াছিল। আপনি হয়গ্রীব বিগ্রহ পরিগ্রহ

এবং স্তুবন্তি দেবেশং হয়শীর্ষং হরিঞ্চ তে।
ভদ্রশ্রবসনামানো বর্ণয়ন্তি চ তদ্‌গুণান্ ॥ ২৮ ॥
এষাং চরিতমেতদ্ধি যঃ পঠেচ্ছ্রাবয়েচ্চ যঃ।
পাপকঞ্চুকমুৎসৃজ্য দেবীলোকং ব্রজেচ্চ সঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে ইলাবৃতবর্ণনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

দেবীলোকে মণিদ্বীপে ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

করিয়া তাহাদের উদ্ধার সাধনপূর্ব্বক তদর্থ-যাচ্ঞা-পরায়ণ পিতামহকে প্রদান করিয়াছিলেন। ফলতঃ আপনার সংকল্প কখন মিথ্যা হয় না অতএব আপনাকে নমস্কার ॥ ২৭ ॥ ভদ্রশ্রবস নামক উল্লিখিত পুরুষগণ এইরূপে হয়গ্রীব মূর্ত্তি হরির স্তব ও তদীয় গুণগ্রাম গান করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥ যে ব্যক্তি ঐ সকল মহাপুরুষের এবংবিধ চরিত কথা পাঠ করে ও যে ব্যক্তি শ্রবণ করাইয়া থাকে, তাহারা উভয়েই পাপকঞ্চুক পরিহার পুরঃসর দেবীলোকে গমন করিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে ইলাবৃত বর্ণন নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

হরিবর্ষে চ ভগবান্নৃহরিঃ পাপনাশনঃ ।
বর্ত্ততে যোগযুক্তাত্মা ভক্তানুগ্রহকারকঃ ॥ ১ ॥
তস্য তদ্দয়িতং রূপং মহাভাগবতোঽসুরঃ ।
পশ্যন্ ভক্তিসমাযুক্তঃ স্তৌতি তদ্‌গুণতত্ত্ববিৎ ॥ ২ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

ওঁ নমো ভগবতে নরসিংহায় নমস্তেজস্তেজসে
আবিরাবির্ভব বজ্রদংষ্ট্র কর্ম্মাশয়ান্
রন্ধয় রন্ধয় তমোগ্রস ওঁ স্বাহা ।
অভয়ং মমাত্মনি ভূয়িষ্ঠাঃ ॥ ওঁ ক্ষ্রৌং ।
স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য খলঃ প্রসীদতাং
ধ্যায়ন্তু ভূতানি শিবং মিথো ধিয়া ।
মনশ্চ ভদ্রং ভজতাদধোক্ষজে
আবেশ্যতাং নো মতিরপ্যহৈতুকী ॥ ৩ ॥

ত্রয়োবিংশতিভিঃ পদ্যৈর্মন্ত্রহীনৈরতঃ পরম্ ।
বর্ষান্তর্গতসংসেব্যসেবকত্বমিহোচ্যতে ॥

(নৃহরির্নৃসিংহঃ ॥ ১ ॥)

অসুরঃ প্রহ্লাদঃ ॥ ২ ॥

তেজসামপি তেজসে। আবিরাবিঃ অতিপ্রকটো ভব বীপ্সা বা। কর্ম্মাশয়ান্ কর্ম্মবাসনাঃ। কর্ম্মাশ্রয়ানিতি পাঠে রাগাদীন্ রন্ধয় নির্দ্দহ। ভূয়িষ্ঠাঃ ভূয়ঃ। স্বস্ত্যস্থিতি। বিশ্বস্য স্বস্তি প্রার্থনে খলস্যাপি ভবেৎ। তচ্চ সাধুপীড়াং বিনা ন স্যাৎ। অন্যোঽন্যমমঙ্গলং ধ্যায়তাঞ্চ ভূতানামন্যোঽন্যঘাতনং বিনা ন ভবেদিত্যাশঙ্ক্যাহ খলঃ প্রসীদতু ক্রৌর্য্যং ত্যজতু। ভূতানি চ মিথঃ শিবমেব ধ্যায়ন্তু। তেষাং মনশ্চ ভদ্রমুপশমাদিকং ভজতু। নোঽস্মাকমপি মতিঃ অপি শব্দাত্তৎ‌তানাঞ্চ মতিঃ অহৈতুকী নিষ্কামা সতী ॥ ৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন, হরিবর্ষে ভগবান্ বাসুদেব নরসিংহ বিগ্রহ পরিগ্রহ পুরঃসর যোগিরূপে বিরাজ করিতেছেন। তিনি ভক্তগণের পাপ বিনাশ ও তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ বিতরণ করিয়া থাকেন ॥ ১ ॥ তদীয় গুণতত্ত্ববিশারদ, পরম ভাগবত প্রহ্লাদ তাঁহার সেই সর্ব্বলোক মনোহর স্বরূপ সন্দর্শনপূর্ব্বক, ঐকান্তিক ভক্তিপ্রদর্শন সহকারে তাঁহার স্তব করিয়া থাকেন ॥২॥ প্রহ্লাদ এইরূপে স্তব করেন যে, ভগবান্ নৃসিংহদেব আপনাকে নমস্কার

মাগারদারাত্মজবিত্তবন্ধুষু
সঙ্গো যদি স্যাদ্ভগবৎপ্রিয়েষু নঃ।
যঃ প্রাণবৃত্ত্যা পরিতুষ্ট আত্মবান্
সিদ্ধ্যত্যদূরান্ন তথেন্দ্রিয়প্রিয়ঃ॥ ৪॥
যৎসঙ্গলব্ধং নিজবীর্য্যবৈভবং
তীর্থং মুহুঃ সংস্পৃশতাং হি মানসম্।
হরত্যজোঽন্তঃ শ্রুতিভির্গতোঽঙ্গজং
কো বৈ ন সেবেত মুকুন্দবিক্রমম্॥ ৫॥

মাগারেতি। নঃ সঙ্গঃ ক্বাপি মা স্যাৎ যদি কথঞ্চিৎ স্যাত্তর্হি অগারাদিষু মা স্যাৎ কিন্তু ভগবৎপ্রিয়েষ্বেব। অগারাদিসঙ্গে দোষমাহ য ইতি। ইন্দ্রিয়প্রিয়ো গৃহেষ্বাসক্তঃ॥ ৪॥
ভগবৎপ্রিয়সঙ্গে গুণমাহ যৎসঙ্গেতি। যেষাং ভগবৎপ্রিয়াণাং সঙ্গাল্লব্ধং মুকুন্দবিক্রমং শ্রুতিভিঃ শ্রবণাদিভিঃ সংস্পৃশতাং সংসেবমানানাং পুংসামন্তর্গতোঽজো মানসং মলং হরতি। কথম্ভূতং বিক্রমং নিজমসাধারণং বীর্য্যং বৈভবং প্রভাবাতিশয়ো যস্য। তীর্থন্তু গঙ্গাদিমুহুঃসংস্পৃশতামঙ্গজং মলং কেবলং হরতি। তান্ কো বৈ ন সেবেতেত্যন্বয়ঃ॥ ৫॥

করি। আপনি তেজঃ পদার্থেরও তেজঃস্বরূপ; অর্থাৎ সূর্য্য ও অগ্নি প্রভৃতি যাবতীয় তেজঃ আপনার পরম মহীয়ান্ তেজঃপুঞ্জ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। আপনার দংষ্ট্রা সাক্ষাৎ বজ্রস্বরূপ। আপনি অতীব প্রকটরূপে আবির্ভূত হউন, লোকের কর্ম্মবাসনা সকল দগ্ধ করুন এবং অজ্ঞান ও মোহরূপ অন্ধকার গ্রাস করুন। আপনি সত্ত্ব রজঃ ও তম এই গুণত্রয়ের অধিষ্ঠানস্বরূপ। আপনার প্রসাদে ও অনুগ্রহে আমার আত্মা সর্ব্বদা ভয়শূন্য হউক। এই নিখিল জগন্মণ্ডল সর্ব্বতোভাবে সুখে অবস্থিতি করুক। খল সকল সম্যক্ প্রকারে ক্রূরতা পরিহারপূর্ব্বক বিশ্বজনীন সরল ভাবের অনুসরণ করুক্। প্রাণী সকল পরস্পর বিরোধ পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরের সবিশেষ মঙ্গল চিন্তা করুক। লোক মাত্রেরই চিত্তবৃত্তি অহিংসা ও উপশম প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তি সকলের বিষয়ীভূত হউক এবং আমাদের মতি সর্ব্বতোভাবে কামনা-পরিশূন্য হইয়া আপনার পাদপদ্মে গাঢ়তর সন্নিবিষ্ট হউক॥ ৩॥ পুত্র, কলত্র, বিত্ত, মিত্র ও গৃহ প্রভৃতি সংসারের কোন বিষয়েই যেন আমাদের আসক্তি বা অনুরক্তি না হয়; যদি হয়, তাহা হইলে যেন একমাত্র ভগবানের প্রিয় বস্তুতেই তাহা সংঘটিত হয়। যে ব্যক্তি যাবৎ প্রয়োজন বিষয় মাত্রে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া পরিশেষে ভোগ করে এবং সর্ব্বতোভাবে আত্মাকে আপনার আয়ত্ত করিয়া রাখে, তাহার সিদ্ধি যেরূপ আসন্নবর্ত্তিনী হইয়া থাকে, ইন্দ্রিয়পরায়ণ পুরুষের তদ্রূপ সংঘটন হয় না॥ ৪॥ বারংবার গঙ্গাদি তীর্থ সেবন করিলেও আভ্যন্তরিক যে মালিন্য বিদূরিত না হয়, ভগবদ্ভক্তগণের সঙ্গ লাভ হইলে তৎপ্রভাবে ভগবদ্‌গুণের শ্রবণ, মনন ও ধ্যানাদি করিলে পর ভগবান্ সেই মানসিক মালিন্য দূর করিয়া দেন, অতএব কোন্ ব্যক্তি ভগবানের পাদপদ্ম

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈগু´ণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ ৬ ॥
হরির্হি সাক্ষাদ্ভগবান্ শরীরিণা-
মাত্মা ঝষাণামিব তোয়মীপ্সিতম্ ।
হিত্বা মহাংস্তং যদি সজ্জতে গৃহে
তদা মহত্ত্বং বয়সা দম্পতীনাম্ ॥ ৭ ॥
তস্মাদ্রজো রাগবিষাদমন্যু-
মানস্পৃহাভয়দৈন্যাধিমূলম্ ।
হিত্বা গৃহং সংসৃতিচক্রবালং
নৃসিংহপাদং ভজতাং কুতো ভয়ম্ ॥ ৮ ॥

মানসমলাপগমে ফলমাহ যস্যেতি। অকিঞ্চনা নিষ্কামা মনঃশুদ্ধৌ হরের্ভক্তির্ভবতি। ততশ্চ তৎপ্রসাদে সতি সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বৈগু´ণৈর্ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ তত্র সম্যগাসতে নিত্যং বসন্তি। গৃহাদ্যাসক্তস্য তু হরিভক্ত্যসম্ভবাৎ কুতো মহতাং গুণাজ্ঞানবৈরাগ্যাদয়ো ভবন্তি। অসতি বিষয়সুখে মনোরথেন বহির্ধাবতঃ ॥ ৬ ॥

নমু হরিবিমুখস্যাপি গৃহাদ্যাসক্তস্য লোকে মহত্ত্বং দৃশ্যতে। সত্যং তত্তূপহাসাস্পদমিতি সহেতুকমাহ হরির্হীতি। যথা ঝষাণাং মীনানামীপ্সিতং তোয়মেবাত্মা। তেন বিনা জীবনা-ভাবাৎ। মহানতিপ্রসিদ্ধোঽপি গৃহে যদি সজ্জতে তদা দম্পতীনাং মিথুনানাং শূদ্রাদিষ্বপি প্রসিদ্ধং বয়সৈব কেবলং যন্মহত্ত্বং তদেব তস্য ভবতি। নমু জ্ঞানাদিনা মিথুনেষু তেষু পূজ্যমানেষু স্ত্রীভ্যঃ পুংসাং মহত্ত্বম্। বালমিথুনেভ্যশ্চ বৃদ্ধমিথুনানাং মহত্ত্বং যথেত্যর্থঃ ॥৭॥

যস্মাদেবং তস্মাৎ গৃহং হিত্বা কুতো ভয়ং নৃসিংহপাদং ভজতেত্যসুরানুপদিশতি তস্মা-দিতি। কীদৃশং গৃহম্ রজস্তৃষ্ণারাগোঽভিনিবেশঃ রজ আদীনাং মূলং কারণম্। অতএব সংসৃতীনাং জন্মমরণাদীনাং চক্রবালং মণ্ডলমবিচ্ছেদো যস্মাৎ ॥ ৮—১১ ॥

যে ব্যক্তি ভগবানের প্রতি নিষ্কাম-ভক্তি প্রয়োগ করেন, যাবতীয় দেবতা ধর্ম্ম ও জ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত গুণগ্রামে বেষ্টিত হইয়া, নিত্য তাহার সন্নিহিত থাকেন। কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবানের প্রতি ভক্তিপরিশূন্য হইয়া বিবিধ মনোরথ কল্পনা সহকারে অতীত জুগুপ্সিত বিষয় সুখের অনুসরণে ধাবমান হয়, তাহার কখন কোনও বৈরাগ্যাদি মহৎগুণের সংঘটন হয় না ॥ ৬ ॥ সলিল যেমন মৎস্য সকলের জীবনাধার বলিয়া অতিমাত্র বাঞ্ছনীয়, ভগবান্ হরিও তদ্রূপ শরীরী মাত্রের সাক্ষাৎ আত্মা বলিয়া সাতিশয় প্রার্থনীয়; এই কারণে, মহান্ ব্যক্তিও যদি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গৃহসুখে আসক্ত হয় তাহা হইলে, তাহার সেই মহত্ত্ব, সামান্য স্ত্রী পুরুষের বয়োজনিত মহত্ত্বের ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥ অতএব তৃষ্ণা, অভিনিবেশ, বিষাদ, মান, অভিমান, লজ্জা, ভয়

এবং দৈত্যপতিঃ সোঽপি ভক্ত্যানুদিনমীড়তে।
নৃহরিং পাপমাতঙ্গহরিং হৃৎপদ্মবাসিনম্‌ ॥ ৯ ॥
কেতুমালে চ বর্ষে হি ভগবান্‌ স্মররূপধৃক্‌।
আস্তে তদ্বর্ষনাথানাং পূজনীয়শ্চ সর্ব্বদা ॥ ১০ ॥
এতেনোপাসতে স্তোত্রজালেন চ রমাব্ধিজা।
তদ্বর্ষনাথা সততং মহতাং মানদায়িকা ॥ ১১ ॥

রমোবাচ।

ওঁ হ্রাং হ্রীং হ্রূং ওঁ নমো ভগবতে হৃষীকেশায় সর্ব্বগুণবিশেষৈর্ব্বিলক্ষিতাত্মনে আকূতীনাং চিত্তীনাং চেতসাং বিশেষাণাঞ্চাধিপতয়ে ষোড়শকলায় চ্ছন্দোময়ায়ান্নময়ায়ামৃতময়ায় সর্ব্বময়ায় সহসে ওজসে বলায় কান্তায় কামায় নমস্তে উভয়ত্র ভূয়াৎ।

সর্ব্বগুণবিশেষৈঃ শ্রেষ্ঠবস্তুভির্ব্বিলক্ষিতো লক্ষীকৃত আত্মা যস্য। আকূতীনাং ক্রিয়াণাং চিত্তীনাং জ্ঞানানাং চেতসাং সঙ্কল্পাধ্যবসায়াদীনাং বিশেষাণাং তত্তদ্বিষয়াণাম্‌। ষোড়শকলা অংশা একাদশেন্দ্রিয়পঞ্চবিষয়লক্ষণা যস্য। ছন্দোময়ায় বেদোক্তকর্ম্মপ্রাপ্যায়। অন্নময়ায়ান্নেনোপষ্টভ্যত্বাৎ। অমৃতময়ায় পরমানন্দাবিষ্কারত্বাৎ। সর্ব্বময়ায় সর্ব্ববিষয়ত্বাৎ। সহসে

দীনতা ও মানহানি এই সকলের মূল এবং জন্ম ও মৃত্যুর অবিচ্ছিন্ন পরমাত্মা স্বরূপ গৃহ পরিহার করিয়া, ভগবান্‌ নৃসিংহের পদারবিন্দের বন্দনায় প্রবৃত্ত হইলে, সর্ব্বথা অকুতোভয় হওয়া যাইতে পারে ॥৮॥ দৈত্যপতি প্রহ্লাদ অনুদিন এবংবিধ ভক্তিযোগ সহকারে পাতক-হস্তীর কেশরীস্বরূপ হৃদয়পদ্মে বিরাজমান ভগবান্‌ নৃসিংহের উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

ভগবান্‌ নারায়ণ কেতুমালবর্ষে স্মরবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করিতেছেন। সেই বর্ষের অধিষ্ঠাতা পুরুষগণ সর্ব্বদা তাহার পূজা করিয়া থাকে ॥১০॥ যিনি মহাত্মাগণের গৌরব সমুদ্ভাবন করিয়া থাকেন, সেই সাগরনন্দিনী ইন্দিরা উল্লিখিত বর্ষের অধিষ্ঠাত্রী। তিনি বক্ষ্যমাণ স্তোত্র পরম্পরায় সদা ভগবান্‌ কামদেবের উপাসনা করেন ॥ ১১ ॥ লক্ষ্মী এইরূপে স্তব করেন যে, আপনি ওঁকারস্বরূপ ভগবান্‌, আপনাকে নমস্কার। আপনি ইন্দ্রিয় সকলের অধিনেতা, আপনার আত্মা যাবতীয় শ্রেষ্ঠ বস্তুর অধিষ্ঠানস্বরূপ। যাবতীয় কর্ম্মবৃত্তি ও সমুদয় জ্ঞানবৃত্তি এবং সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় প্রভৃতি অশেষ চিত্তবৃত্তি একমাত্র আপনাতেই অভ্যাস ও পরিদর্শনবলে স্ব স্ব ব্যাপারে যথাযথ প্রতিফলিত হইয়া থাকে। তত্তৎ বৃত্তির বিজয়ীভূত পদার্থ সকলও একমাত্র আপনারই নিয়মের আয়ত্ত। মন প্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয় ও শব্দ স্পর্শাদি পঞ্চ বিষয় আপনার অংশ। বেদবিহিত অনুষ্ঠান সমুদয় আপনাতেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। আপনি যাবতীয় জীবের খাদ্যের অনন্ত ভাণ্ডারস্বরূপ। আপনা-হইতেই

স্ত্রিয়ো ব্রতৈস্ত্বাং হৃষীকেশ্বরং স্বতো
হ্যারাধ্য লোকে পতিমাশাসতেঽন্যম্ ।
তাসাং ন তে বৈ পরিপান্ত্যপত্যং
প্রিয়ন্ধনায়ূংষি যতোঽস্বতন্ত্রাঃ ॥ ১২ ॥
স বৈ পতিঃ স্যাদকুতোভয়ঃ স্বতঃ
সমন্ততঃ পাতি ভয়াতুরং জনম্ ।
স এক এবেতরথামিথোভয়ং
নৈবাত্মলাভাদধিমন্যতে পরম্ ॥ ১৩ ॥
যা তস্য তে পাদসরোরুহার্হণং
ন কাময়েৎ সাখিলকামলম্পটা ।

ওজসে বলায় তদ্ধেতুত্বাৎ। ত্বৎকামেনৈব ত্বৎসেবকত্বাদহঙ্কৃতার্থাস্মি । অন্যকামনয়া তু ত্বামর্চ্চন্ত্যো ন পরিপূর্ণমনোরথাঃ স্যুরিত্যাহ স্ত্রিয় ইতি। স্বত এব হৃষীকাণামীশ্বরং পতিং সন্তং ত্বামারাধ্য যাঃ স্ত্রিয়োঽন্যং পতিং প্রার্থয়ন্তে । পতিকামানাং হি কামারাধনং ব্রতেষু প্রসিদ্ধম্। তাসামপত্যাদীনি তে পতয়ো ন পাতুং শক্তাঃ ॥ ১২ ॥

অতস্তে পতয় এব ন ভবন্তীত্যাহ সবা ইতি স চৈবম্ভূতঃ পতির্ভবানেক এব নান্যঃ। যো ভবানাত্মলাভাৎ পরমন্যদধিকং ন মন্যতে ইতরথাস্যাধীনসুখস্য ন স্বতন্ত্রতা। স্বতন্ত্রনানাত্বে চ মণ্ডলেশ্বরাণামিব মিথো ভয়ং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ নিষ্কামভজনে অপ্রার্থিতা এব সর্ব্বে কামা ভবন্তি সকামভজনে তু কামিতমাত্রমনিত্যঞ্চেত্যাহ যা তস্য তে ইতি। যা স্ত্রী তস্যোক্তলক্ষণস্য তে পাদসরোরুহস্যার্হণং পূজামেব কাময়েন্ন ফলান্তরম্ সাখিলেষু কামেষু লম্পটা সর্ব্বান্ কামান্ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ।

পরমানন্দ আবিষ্কৃত হইয়াছে। আপনি সর্ব্বময়, আপনি সত্ত্বস্বরূপ, ওজঃস্বরূপ ও সাক্ষাৎ সকলের শক্তিস্বরূপ। আপনি সমুদায় সুখের পর্য্যবসান স্বরূপ এবং আপনিই সকল লোকের কামনার অদ্বিতীয় বস্তুস্বরূপ ; অতএব আপনাকে নমস্কার। আপনার এই আধিপত্য সতত সিদ্ধ কাহারও অপেক্ষিত নহে । যে সকল রমণী আপনাকে সর্ব্বাধিপতি জানিয়াও আপনার আরাধনা করতঃ ইহ সংসারে অন্য পতির কামনা করে, তাহাদের সেই পতি কাল ও কর্ম্মাদির একান্ত আয়ত্তাধীন বলিয়া কোনমতেই তাহাদের তত্তৎ প্রিয় সন্তান সন্ততি, ধন ও আয়ু রক্ষা করিতে পারে না ॥১২॥ সুতরাং তাহারা কোনমতেই পতি পদের যোগ্য নহে, বলিতে কি আপনি সেই প্রকৃত পতি, আর কেহই নহে। কেননা, আপনি স্বভাবতই অকুতোভয় এবং ভয়াতুর জনের সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিয়া থাকেন। অধিক কি, আপনি সর্ব্বৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছেন, সেই জন্য আর কাহাকেই আপনার অধিক বলিয়া মনে হয় না। যাহাদের সুখ পরকীয় সাহায্য সাপেক্ষ, তাহাদের আবার স্বতন্ত্রতা কোথায় ? ॥১৩॥ যে রমণী আপনার পদারবিন্দের পূজা মাত্রেরই অভিলাষিণী হইয়া থাকে, পরন্তু অন্য কামনার বশবর্ত্তিনী নহে, সে [illegible]

তদেব রাসীপ্সিতমীপ্সিতোঽর্চ্চিতো
যদ্ভগ্নযাঞ্চা ভগবন্! প্রতপ্যতে ॥ ১৪ ॥
মৎপ্রাপ্তয়েঽজেশসুরাসুরাদয়-
স্তপ্যন্ত উগ্রং তপ ঐন্দ্রিয়েধিয়ঃ।
ঋতে ভবৎপাদপরায়ণান্ন মাং
বিদন্ত্যহং ত্বদ্ধৃদয়া যতোঽজিত ॥ ১৫ ॥
স ত্বং মমাঽপ্যচ্যুত শীর্ষ্ণি বন্দিতং
করাম্বুজং যত্ত্বদধায়ি সাত্বতাম্।
বিভর্ষি মাং লক্ষ্ম বরেণ্যমায়য়া
ক ঈশ্বরস্যেহিতমূহিতুং বিভুঃ ॥ ১৬ ॥

ঈপ্সিতমীপ্সিতঃ ফলান্তরং প্রাপ্তুমপেক্ষিতঃ সন্ অর্চ্চিতশ্চেত্তর্হি তদেব তদেকং রাসি দদাসি। কিঞ্চ যদ্যতঃ ফলভোগানন্তরং ভগ্না যাচ্ঞা যাচিতোঽর্থো যস্যাঃ সা প্রতপ্যতে দুঃখং প্রাপ্নোতি তদৈব রাসি ন তু নিত্যম্ ॥ ১৪ ॥

নমু মমার্হণে কুতঃ সর্ব্বকামপ্রাপ্তিত্বমেব হি কামার্থিভিঃ সেব্যসে তত্রাহ মৎপ্রাপ্তয়ে ইতি। মৎপ্রাপ্তয়ে ব্রহ্মাদয়স্তপস্তপ্যন্তে কুর্ব্বন্তি। কথম্ভূতাঃ ঐন্দ্রিয়ে সুখে ধীর্যেষাম্। অলুক্ সমাসঃ। তথাপি ভগবৎপাদপরায়ণাদৃতে মাং ন বিন্দন্তি মৎকটাক্ষবিলসিতাবিভূতী র্ন লভন্তে ইত্যর্থঃ। যতস্ত্বয্যেব হৃদয়ং যস্যাঃ সাহং ত্বৎপরতন্ত্রত্বাৎ ত্বদনুবর্ত্তিনং বিলোকয়ামি নান্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

ইদানীং ত্বৎকৃপাং প্রার্থয়তে স ত্বমিতি। যজ্জনং বিনা ন কশ্চিৎ পুরুষার্থঃ। সত্বং ত্বদিতি ত্বং যা যৎকরাম্বুজং সাত্বতাং ভক্তানাং শীর্ষ্ণি অধায়ি কৃপয়া ন্যস্তং তন্মমাপি শীর্ষ্ণি নিধেহীতি শেষঃ। কথম্ভূতং বন্দিতং সর্ব্বকামবর্ষিত্বেন সস্তিস্তুতম্। ন চ ময়ি তবানাদরঃ। যতো হে বরেণ্য ! মাং বক্ষসি লক্ষ্ম বিভর্ষি। অহো চিত্রমেতন্ময়ি কেবলমাদরমাত্রং

থাকে। আর যে রমণী অন্য কামনায় পরতন্ত্র হইয়া, আপনার পদারবিন্দ অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত না হয়, আপনি তাহাকেও তাহার অভিলষিত ফল প্রদান করেন। কিন্তু হে ভগবন্! তত্তৎকাল ভোগের পর্য্যবসানে, তদীয় অভিলষিত বিষয়ের সর্ব্বথা বিনাশ সংঘটিত হইলে, তাহাকে তন্নিবন্ধন অত্যন্ত পরিতাপ ভোগ করিতে হয় ॥১৪॥ ব্রহ্মা, মহাদেব, সুর ও অসুর প্রভৃতি সকলে ইন্দ্রিয়জনিত সুখলাভ সকল্পের বশংবদ হইয়া, মৎপ্রাপ্তি কামনায় কঠোর তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হয়েন, কিন্তু যে ব্যক্তি ভবদীয় পাদপদ্মেরই একমাত্র আশ্রয় গ্রহণ করে সেই ব্যক্তিই আমাকে প্রাপ্ত হন তদ্ভিন্ন আর কেহই আমাকে জানিতে সমর্থ হয় না। কেমনা, আমার হৃদয় একমাত্র আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত ও সন্নিবিষ্ট॥ ১৫ ॥ অতএব, হে অচ্যুত! আপনি অনুগ্রহ মাত্র প্রদর্শন কামনার বশবর্ত্তী হইয়া আপনার যে সর্ব্বলোক বন্দনীয় করপদ্ম ভক্তগণের মস্তকে ন্যস্ত করিয়া থাকেন, তাহা আমারও মস্তকে সন্নিহিত করুন ; ভগবন্! আপনি আদরপূর্ব্বক আমাকে কেবল চিহ্নস্বরূপে বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া থাকেন।

এবং কামং স্তুবন্ত্যেব লোকবন্ধুস্বরূপিণম্।
প্রজাপতিমুখা বর্ষনাথাঃ কামস্য সিদ্ধয়ে ॥ ১৭ ॥
রম্যকে নাম বর্ষে চ মূর্ত্তিং ভগবতঃ পরাম্।
মাৎস্যাং দেবাসুরৈর্বন্দ্যাং মনুঃ স্তৌতি নিরন্তরম্ ॥ ১৮ ॥

মনুরুবাচ।

ওঁ নমো মুখ্যতমায় নমঃ সত্ত্বায়
প্রাণায়ৌজসে বলায় মহামৎস্যায় নমঃ।
অন্তর্ব্বহিশ্চাখিললোকপালকৈ-
রদৃষ্টরূপো বিচরস্যুরুস্বনঃ।
স ঈশ্বরস্ত্বং য ইদং বশে নয়-
ন্নাম্না যথা দারুময়ীং নরঃ স্ত্রিয়ম্ ॥ ১৯ ॥
যং লোকপালাঃ কিলমৎসরজ্বরা-
হিত্বা যতন্তোঽপি পৃথক্ সমেত্য চ।

ভক্তেষু তু পরমা কৃপা। অত ঈশ্বরস্য তব যন্মায়য়া ঈহিতং তৎ কো বিতর্কয়িতুং সমর্থ ইত্যর্থঃ ॥ ১৬—১৮ ॥

সত্ত্বায় সত্ত্বপ্রধানায়। প্রাণায় সূত্রাত্মনে উরুস্বনো বেদাত্মকো নাদো যস্য। য ইদং বিশ্বং ব্রাহ্মণাদিনাম্না বিধিনিষেধালম্বনভূতেন বশে অনয়ৎ নিয়মিতবান্ স ত্বমীশ্বরঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। তস্য বাক্তন্তির্নামানীতি ॥ ১৯ ॥

ফলতঃ সকলের অদ্বিতীয় নিয়ন্তা আপনার কার্য্য কোন্ ব্যক্তিই বা তর্ক করিতে সমর্থ হইয়া থাকে ॥১৬॥ এইরূপে সেই বর্ষের প্রজাপতি প্রমুখ অধিপতি সকলও কামনা সিদ্ধির পরতন্ত্র হইয়া সকল লোকের বন্ধুস্বরূপ ভগবান্ কামের পূর্ব্ব বিধানে উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥

রম্যক নামক বর্ষে ভগবানের যে মৎস্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, সুরাসুর সকলেই তাঁহার বন্দনা করেন। মহাভাগ মনুও সেই পরম মূর্ত্তির এইরূপে নিরন্তর স্তব করিয়া থাকেন যে, যিনি সকলের প্রাণস্বরূপ, ওজঃস্বরূপ ও বলস্বরূপ, সেই সত্ত্বশরীরী মহামৎস্যকে নমস্কার যিনি ওঁকারস্বরূপ ও পরম সুখস্বরূপ তাঁহাকে নমস্কার। আপনি সমস্ত লোকপালের অধিপতি ও বেদরূপী। আপনি চরাচরের অন্তরে ও বাহিরে বিহার করিয়া থাকেন; তথাপি নিখিল লোকে আপনার স্বরূপ পরিদর্শনে সমর্থ হয় না। লোকে যেমন দারুময়ী পুত্তলিকাকে স্বকীয় বশে আনয়ন করে, যিনি যেমন বিধি নিষেধের অবলম্বনস্বরূপ ব্রাহ্মণাদি নামের সহায়তায় এই বিশ্ব প্রাপককে নিয়মিত করিয়াছেন, আপনিই সেই ঈশ্বর ॥ ১৯ ॥

লোকপাল সকল মৎসর রূপে [illegible]

পাতুং ন শেকুর্দ্বিপদশ্চতুষ্পদঃ
সরীসৃপং স্থাণুযদত্র দৃশ্যতে ॥ ২০ ॥
ভবান্ যুগান্তার্ণব ঊর্ম্মিমালিনি
ক্ষৌণীমিমামোষধিবীরুধাং নিধিম্।
ময়া সহোরুক্রমতেজ ওজসা
তস্মৈ জগৎপ্রাণগণাত্মনে নমঃ ॥ ২১ ॥
এবং স্তৌতি চ দেবেশং মনুঃ পার্থিবসত্তমঃ ॥
মৎস্যাবতারং দেবেশং সংশয়চ্ছেদকারণম্ ॥ ২২ ॥
ধ্যানযোগেন দেবস্য নির্ধূ নাশেষ কল্মষঃ।
আস্তে পরিচরন্ ভক্ত্যা মহাভাগবতোত্তমঃ ॥ ২৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে ভুবনকোষবর্ণনে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

নম্বিন্দ্রাদয়ো বশং ন যান্তি কুতোঽহং তত্রাহ যমিতি। মৎসর এব জ্বরো যেষাস্তে। যং হিত্বা দ্বিপদচতুষ্পদঃ সরীসৃপং জঙ্গমং স্থাবরঞ্চ যদত্র দৃশ্যতে তৎ কিঞ্চিদপি পাতুং ন শক্তাঃ। স ত্বমেব প্রাণরূপেণ পালক ঈশ্বরশ্চেত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। তা অহিংস তাহমুকৃথমস্যাহমুকৃণমস্মীত্যাদ ॥ ২০ ॥

অবতারচরিত্রমাহ ভবানিতি। ভবানিমাং ক্ষৌণীং ময়া মনুনা সহ মৎসহিতাং ধৃত্বেত্যধ্যাহারঃ। ঊর্ম্মিমালিনি প্রলয়ার্ণবে ওজসা উরুক্রমতে বিচরতি। যদ্বা পাতুমিত্যস্যানুষঙ্গঃ। ক্ষৌণীং পাতুং ক্রমতে উৎসহতে ইত্যর্থঃ। যতঃ অজঃ। কীদৃশীমোষধীনাং বীরুধাঞ্চ নিধিং আশ্রয়ভূতাম্। জগতো যঃ প্রাণগণস্তস্যাত্মনে নিয়ন্ত্রে ॥ ২১—২৩ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

যত্নসহকারেও দ্বিপদ, চতুষ্পদ, সরীসৃপ এবং অন্যান্য স্থাবর বা জঙ্গম যত কিছু সংসারে দৃশ্যমান হইয়া থাকে, তাহাদের পরিপালন করিতে সমর্থ হন না, আপনিই সেই ঈশ্বর ॥ ২০ ॥ যিনি ওষধি ও লতা সকলের আধারভূতা এই মেদিনীকে আমার সহিত ধারণ করিয়া, ঊর্ম্মি পরম্পরায় পরিবেষ্টিত প্রলয়কালীন মহাসাগরে পরম প্রদীপ্ত তেজঃ প্রকাশ পুরঃসর বিচরণ করিয়াছিলেন। জগতের যাবতীয় প্রাণীগণের আত্মাস্বরূপ সেই ঈশ্বরকে নমস্কার ॥ ২১ ॥ পার্থিবসত্তম মনু এইরূপে সকলের সংশয় চ্ছেদনের হেতুভূত মৎস্যরূপে অবতীর্ণ ভগবান্ নারায়ণের স্তব করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥ সেই পরম ভাগবতাগ্রগণ্য মনু ধ্যানযোগে সমাহারে কলুষ নিরাস পূর্ব্বক ভক্তিসহকারে অনুসরণ করিয়া, ভগবান্ মৎস্যাবতারের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইয়া তথায় বিরাজ করিতেছেন ॥ ২৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে ভুবনকোষবর্ণন নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥*॥

দশমোঽধ্যায়ঃ ।

নারায়ণ উবাচ ।

হিরণ্ময়ে নাম বর্ষে ভগবান্ কূর্ম্মরূপধৃক্ ।
আস্তে যোগপতিঃ সোঽয়মর্য্যম্না পূজ্য ঈজ্যতে ॥ ১ ॥

অর্য্যমোবাচ ।

ওঁ নমো ভগবতে অকূপারায় সর্ব্বসত্ত্বগুণবিশেষণায় নোপলক্ষিতস্থানায় নমো বর্ষ্মণে নমো ভূম্নে নমোঽবস্থানায় নমস্তে ।

যদ্রূপমেতন্নিজমায়য়ার্পিত-
মর্থস্বরূপং বহুরূপরূপিতম্ ।
সঙ্খ্যা ন যস্যাস্ত্যযথোপলম্ভনা-
ত্তস্মৈ নমস্তেঽব্যপদেশরূপিণে ॥ ২ ॥

অর্দ্ধোনয়ৈকবিংশত্যাপ্যন্যবর্ষান্তরেষ্বপি ।
সেব্যসেবকরূপাণাং বর্ণনং সম্যগীর্য্যতে ।

অর্যমা পিতৃগণাধিপতিঃ ॥ ১ ।

অকূপারায় কূর্ম্মায় সর্ব্বঃ সম্পূর্ণঃ সত্ত্বগুণবিশেষণং যস্য নোপলক্ষিতং স্থানং যস্য বারিচরত্বাৎ। বর্ষ্মণে বর্ষীয়সে কালানবচ্ছিন্নায়। ভূম্নে সর্ব্বগতায় অবস্থানায় আধারায় যদ্রূপমিতি। নিজমায়য়ার্পিতং প্রকাশিতমেতদর্থস্বরূপং দৃশ্যং পৃথিব্যাদি যস্যৈবং রূপম্। যতঃ পৃথক্ নাস্তি। কথম্ভূতম্ বহুভিঃ রূপৈঃ রূপিতং নিরূপিতং যস্য চ সংখ্যা নাস্তি। কুতঃ অযথা মিথ্যৈবোপলম্ভাৎ। নহী মরীচিজলমেতাবদিতি সংখ্যাতুং শক্যতে। অব্যপদেশরূপিণে অনিরুক্তপ্রপঞ্চাকারায় ॥ ২ ॥

নারায়ণ কহিলেন, হিরণ্ময়বর্ষে ভগবান্ কূর্ম্মমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, যোগমায়ার নিয়মন ও পরিরক্ষণ পুরঃসর অধিষ্ঠিত আছেন। তিনি সকলের পূজনীয়। পিতৃগণের অধিপতি অর্য্যমা এইরূপে তাঁহার পূজা করেন, ওঁকারমূর্ত্তি ভগবান্ কূর্ম্মকে নমস্কার। একমাত্র সম্পূর্ণ সত্ত্বগুণই আপনার পরিচায়ক। আপনি কোথায় কিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন, কাহারও উপলক্ষিত হইবার নহে। অতএব আপনাকে নমস্কার। আপনি কালের পরিচ্ছিন্ন নহেন; ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকল সময়েই বিরাজ করিয়া থাকেন; আপনাকে নমস্কার। আপনি সকল পদার্থেই পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন; আপনাকে নমস্কার। আপনাতেই সমুদয় প্রতিষ্ঠিত আছে; আপনাকে নমস্কার। আপনি স্বকীয় অসাধারণ মায়াবলে পৃথিব্যাদি

জরায়ুজং স্বেদজমণ্ডজোদ্ভিদং
চরাচরং দেবর্ষিপিতৃভূতমৈন্দ্রিয়ম্।
দ্যৌঃখং ক্ষিতিঃ শৈলসরিৎসমুদ্রং
দ্বীপগ্রহর্ক্ষেত্যভিধেয় একঃ ॥ ৩ ॥
যস্মিন্নসংখ্যেয়বিশেষনাম-
রূপাকৃতৌ কবিভিঃ কল্পিতেয়ম্।
সংখ্যা যয়া তত্ত্বদৃশাপনীয়তে
তস্মৈ নমঃ সাংখ্যনিদর্শনায় তে ॥ ৪ ॥
এবং স্তবতি দেবেশমর্য্যমা সহ বর্ষপৈঃ।
গীয়তে চাপি ভজতে সর্ব্বভূতভবং প্রভুম্ ॥ ৫ ॥
তথোত্তরেষু কুরুষু ভগবান্ যজ্ঞপূরুষঃ।
আদিবারাহরূপোঽসৌ ধরণ্যা পূজ্যতে সদা ॥ ৬ ॥

বহুরূপত্বং দর্শয়ংস্তস্যেশ্বরাদব্যতিরেকমাহ জরায়ুজমিতি। দ্বীপগ্রহর্ক্ষমিত্যভিধেয়স্ত্বমেবৈকঃ নত্বদ্ব্যতিরিক্তোঽস্তি। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেত্যাদি শ্রুতিভিরিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

সপ্রপঞ্চতামনূদ্য তন্নিরাসেন প্রণমতি যস্মিন্নিতি। অসংখ্যেয়া অনন্তা বিশেষা যেষাং তানি নামানি রূপাণ্যাকৃতয়শ্চ যস্য তাদৃশে যস্মিন্ ত্বয়ি কবিভিঃ কপিলাদিভিরিয়ং চতুর্ব্বিংশত্যাদিসংখ্যা কল্পিতা সতী যয়া তত্ত্বদৃশা যেন তত্ত্বজ্ঞানেনাপনীয়তে তস্মৈ তে সাংখ্যসিদ্ধান্তরূপায় নমঃ। পরমার্থরূপায়েতি বা ॥ ৪—৭ ॥

এই যে দৃশ্যমান পদার্থজাত প্রকটিত করিয়াছেন, ইহাই আপনার রূপ; ইহা আপনা হইতে কোনমতে পৃথক্ নহে; আপনার এই রূপ বহু রূপে নিরূপিত হইয়া থাকে। সুতরাং মরীচি জলের ন্যায় যথাযথ উপলব্ধি বা প্রতীতি না হওয়াতে, ইহার কোনপ্রকার সংখ্যা করা সাধ্যায়ত্ত নহে। ফলতঃ, আপনি কিংস্বরূপ, তাহার কোন রূপ নির্দ্দেশ বা নিরূপণ নাই; আপনাকে নমস্কার ॥ ১—২ ॥ স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ ও অন্যান্য স্থাবর, জঙ্গম, দেব, ঋষি, পিতৃগণ, ভূত ও ইন্দ্রিয় সৃষ্টি সমুদায়; আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী, শৈল, সরিৎ, সাগর, দ্বীপ, গ্রহ ও নক্ষত্রবর্গ, আপনি একাকীই এই সমুদায়ের অভিধেয়। আপনার নাম, রূপ ও আকৃতি যেমন বহু বিভাগে পরিচ্ছিন্ন, সেইরূপ তাহাদের কোনপ্রকার সংখ্যাই হয় না। তথাপি, কপিলাদি তত্ত্ববিদ্‌বর্গ যে সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই তত্ত্বজ্ঞানবলে আপনি জ্ঞানগোচর হইয়া থাকেন। এইরূপে কপিলপ্রদর্শিত সংখ্যা দ্বারা আপনার স্বরূপ সিদ্ধান্তিত হইয়া থাকে; আপনাকে নমস্কার ॥ ৩—৪ ॥ অর্য্যমা বর্ষপতিগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া, সেই সর্ব্বভূতের উদ্ভবক্ষেত্র ও সকলের নিয়ন্তা ভগবান্ কূর্ম্মদেবের রূপ, স্তব, গান ও ভজনা করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥

সংপূজ্য বিধিবদ্দেবং তদ্ভক্ত্যার্দ্রার্দ্রহৃৎকজা।
ভূমিঃ স্তৌতি হরিং যজ্ঞবারাহং দৈত্যমর্দ্দনম্ ॥ ৭ ॥

ভূরুবাচ।

ওঁ নমো ভগবতে মন্ত্রতত্ত্বলিঙ্গায় যজ্ঞক্রতবে
মহাধ্বরাবয়বায় মহাবরাহায় নমঃ কর্ম্মশুক্লায়
ত্রিযুগায় নমস্তে ॥ ৮ ॥

যস্য স্বরূপং কবয়ো বিপশ্চিতো
গুণেষু দারুম্বিব জাতবেদসম্।
মথ্নন্তি মথ্না মনসা দিদৃক্ষবো
গূঢ়ং ক্রিয়ার্থৈর্নম ঈরিতাত্মনে ॥ ৯ ॥

দ্রব্যক্রিয়াহেত্বয়নেশকর্তৃভি-
র্মায়াগুণৈর্ব্বস্তুভিরীক্ষিতাত্মনে।

মন্ত্রৈস্তত্ত্বেন লিঙ্গ্যতে ইতি তথা তস্মৈ। যজ্ঞা অযূপাঃ ক্রতবঃ সযূপাস্তদ্রূপায় অতএব মহান্তোঽধ্বরা অবয়বভূতা যস্য। কর্ম্মণা শুক্লায় শুদ্ধায় যজ্ঞামূর্ত্তায়ে ত্রিযুগায় কৃতযুগে যজ্ঞাভাবাৎ। যদ্বা কলিযুগে ছন্নত্বাৎ ॥ ৮ ॥

কবয়ো বিদ্বাংসঃ বিপশ্চিতো নিপুণাঃ। গুণেষু দেহেন্দ্রিয়াদিষু মথ্নন্তি বিচিন্বন্তি। মথ্নাবিবেকসাধনেন মনসা ক্রিয়ার্থৈঃ। কর্ম্মভিস্তৎফলৈশ্চ গূঢ়ম্। অপ্রকাশমানং দিদৃক্ষবঃ এবং মন্থনে ঈরিতঃ প্রকটিত আত্মা স্বরূপং যস্য তস্মৈ নমঃ ॥ ৯ ॥

মন্থনমেব দর্শয়ন্নাহ দ্রব্যক্রিয়েতে। দ্রব্যং বিষয়ঃ। ক্রিয়া ইন্দ্রিয়ব্যাপারঃ। হেতুর্দ্দেবতা। অয়নং দেহঃ ঈশঃ কালঃ কর্ত্তা অহঙ্কারঃ। এতৈর্মায়াগুণৈঃ। কার্য্যোরূপলক্ষণৈর্ব্বস্তুত্বেন

এইরূপে ভগবান্ যজ্ঞপুরুষ আদিবরাহরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, উত্তরকুরুমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্বয়ং বসুমতী সর্ব্বদা তাঁহার পূজা করেন ॥ ৬ ॥ তাঁহার হৃৎপঙ্কজ স্বভাবতঃ প্রেমভক্তি প্রভৃতির রসোচ্ছ্বাসে আর্দ্রভাবাপন্ন; তাহার উপর আবার তদীয় ভক্তিতে আরও আর্দ্র হইয়া উঠে। তদবস্থায় সেই বসুমতী যথাবিধি পূজাবিধি প্রয়োগ সহকারে পরম সমাদরে সেই দৈত্যকুলনিসূদন যজ্ঞবরাহশরীরী হরির স্তব করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥ তাঁহার স্তবের ক্রম এই, ভগবান্ মহাবরাহ, আপনাকে নমস্কার। আপনি ওঁকারস্বরূপ; একমাত্র মন্ত্র ও তত্ত্ব দ্বারাই আপনার প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। আপনি সাক্ষাৎ যজ্ঞ ও ক্রতু স্বরূপ; তন্নিবন্ধন মহাধ্বর সকল আপনার অবয়ব। আপনি কর্ম্মশুদ্ধ ও ত্রিযুগ স্বরূপ। আপনাকে নমস্কার। হুতাশন যেমন কাষ্ঠমধ্যে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেন, আপনি তদনুরূপ দেহ ও ইন্দ্রিয় সমূহে গূঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষগণ আপনার দর্শনবাসনা-পরবশ হইয়া [illegible]

অন্বীক্ষয়াঙ্গাতিশয়াত্মবুদ্ধিভি-
র্নিরস্তমায়াকৃতয়ে নমোঽস্তু তে ॥ ১০ ॥
করোতি বিশ্বস্থিতিসংযমোদয়ং
যস্যেপ্সিতং নেপ্সিতুমীক্ষিতুর্গুণৈঃ।
মায়া যথায়ো ভ্রমতে তদাশ্রয়ং
গ্রাব্ণো নমস্তে গুণকর্ম্মসাক্ষিণে ॥ ১১ ॥
প্রমথ্য দৈত্যং প্রতিবারণং মৃধে
যো মাং রসায়া জগদাদিশূকরঃ।
কৃত্বাগ্রদংষ্ট্রং নিরগাদুদন্বতঃ
ক্রীড়ন্নিবেভঃ প্রণতাস্মি তং বিভুম্ ॥ ১২ ॥

নিরীক্ষিতো য আত্মা তস্মৈ অন্বীক্ষয়া বিচারেণ অঙ্গৈর্যমনিয়মাদিভিরতিশয়াত্মা নিশ্চয়বতী বুদ্ধির্যেষাং তৈঃ। নিরস্তা মায়া নির্ম্মিতা আকৃতির্যস্মাত্তস্মৈ ॥ ১০ ॥

তদেবং নির্গুণরূপেণ নত্বা পরমেশ্বররূপেণ প্রণমতি করোতীতি। যস্যেক্ষিতুর্জীবার্থ-মীপ্সিতমত্যন্তানিচ্ছারামীক্ষণাযোগাৎ। স্বার্থন্তু নেপ্সিতম্। বিশ্বস্থিত্যাদিস্বগুণৈর্ম্মায়া করোতি। তস্যা জড়ত্বেপি পরমেশ্বরসন্নিধানাৎ প্রবৃত্তিং দৃষ্টান্তেনাহ যথায়ো লোহং গ্রাব্ণোঽয়স্কান্তাদিনিমিত্তাৎ ভ্রমতি। তদাশ্রয়ং তদভিমুখম্। সদ্গুণানাং কর্ম্মণাং জীবাদৃষ্টানাঞ্চ সাক্ষিণে তস্মৈ নমঃ ॥ ১১ ॥

অবতারচরিত্রমাহ প্রমথ্যেতি। যো জগতামাদিঃকারণভূতঃ শূকরঃ। মাং পৃথ্বীমগ্র-দংষ্ট্রং দংষ্ট্রাগ্রে কৃত্বা রসাতলাদারভ্য উদন্বতঃ প্রলয়ার্ণবাৎ ইতো গজ ইব নিরগাৎ। ততশ্চ প্রতিগজতুল্যং দৈত্যং প্রমথ্য যঃ ক্রীড়ন্ স্থিতঃ তং বিভুং প্রণতাস্মীত্যন্বয়ঃ ॥ ১২ ॥

মনের সহায়তায় আপনাকে অন্বেষণ করিয়া থাকেন তাহাতেই আপনার স্বরূপ প্রকটিত হয়। আপনাকে নমস্কার ॥ ৯ ॥ বিষয়, ইন্দ্রিয়, ব্যাপার, দেবতা, দেহ, কাল ও অহঙ্কার ইত্যাদি মায়াগুণ ও কার্য্যপরম্পরা দ্বারা আপনার স্বরূপের পরিচয় হইয়া থাকে। আপনাকে নমস্কার। বিচার ও যমনিয়মাদি দ্বারা যাহাদের বুদ্ধি একবারেই তরলতা পরিহারপূর্ব্বক অবিচলিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহারাই ঐরূপে আপনার স্বরূপ পরিদর্শন করে। কোন প্রকার মায়ার ব্যাপারই আপনার ত্রিসীমায় যাইতে পারে না; আপনাকে নমস্কার ॥১০॥ লৌহ যেমন অয়স্কান্তাদির সান্নিধ্যযোগে তদভিমুখে ভ্রমণ করিয়া থাকে, মায়া তেমন আপনার দর্শনগোচরে উপস্থিত থাকিয়া, স্বকীয় গুণপরম্পরার সাহচারী এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়কাণ্ডের অবতারণা করে; উহাতে আপনার নিজের কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। একমাত্র জীবেরই জন্য নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমে ইচ্ছার সংবেশ হইয়া থাকে; আপনি জীব ও তাহার অদৃষ্টের সাক্ষিমাত্র, আপনাকে নমস্কার ॥ ১১ ॥ এই বিশ্ব জগতের

কিম্পুরুষে বর্ষেঽস্মিন্ ভগবন্তং দাশরথিঞ্চ সর্ব্বেশম্ ।
সীতারামং দেবং শ্রীহনুমানাদিপুরুষং স্তৌতি ॥ ১৩ ॥

হনুমানুবাচ ।

ওঁ নমো ভগবতে উত্তমশ্লোকায় নম ইতি ।
আর্য্যলক্ষণশীলব্রতায় নম
উপশিক্ষিতাত্মনে উপাসিতলোকায় নমঃ ।
সাধুবাদনিকষণায় নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়
মহাপুরুষায় মহাভাগায় নম ইতি ॥
যত্তদ্বিশুদ্ধানুভবাত্মমেকং
স্বতেজসা ধ্বস্তগুণব্যবস্থম্ ।
প্রত্যক্ প্রশান্তং সুধিয়োপলম্ভনং
হ্যনামরূপং নিরহং প্রপদ্যে ॥ ১৪ ॥

কিং পুরুষে ইত্যার্য্যাচ্ছন্দঃ ॥ ১৩ ॥

আর্য্যাণি লক্ষণানি শীলং ব্রতঞ্চ যস্মিন্ । উপশিক্ষিতাত্মনে সংযতচিত্তায় উপাসিতোঽনুস্থতো লোকো যেন । সাধুবাদঃ সাধুত্বপ্রসিদ্ধিস্তস্য নিকষণায় নিকষাশ্মবন্নির্দ্ধারণস্থানায় পরমসীম্নে ইত্যর্থঃ । শ্রীরামং পরমার্থরূপেণ প্রণমতি যত্তদিতি । যদেকং বেদান্তেষু প্রসিদ্ধং তত্ত্বং তৎপ্রপদ্যে । কথম্ভূতং বিশুদ্ধশ্চাসাবনুভবশ্চ স এব আত্মা স্বরূপং যস্য । বিশুদ্ধত্বে হেতুঃ প্রশান্তং তত্রাপি হেতুঃ স্বতেজসা স্বরূপপ্রকাশেন ধ্বস্তা গুণানাং বিবিধা জাগ্রদাদ্যবস্থা যস্মিন্ । অনুভবমাত্রত্বে হেতুঃ প্রত্যক্‌দৃশ্যাদন্তং তৎকুতঃ অনামরূপম্ ॥ ১৪ ॥

কারণস্বরূপ যে যজ্ঞবরাহ আমারে রসাতল হইতে উদ্ধার ও স্বীয় সুবিশাল দশনোপরি স্থাপন করিয়া, প্রলয়মহার্ণব হইতে গজের ন্যায় বিনির্গত হইয়াছিলেন, এবং যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী মাতঙ্গের ন্যায় প্রবলপরাক্রমবিশিষ্ট দৈত্যকে প্রমথিত করিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন, সকলের নিয়ন্তা তাঁহাকে আমি নমস্কার করি ॥ ১২ ॥

কিংপুরুষবর্ষে সকলের ঈশ্বর ও স্বপ্রকাশস্বরূপ ভগবান্ আদিপুরুষ সীতাহৃদয়নন্দন দশরথনন্দন রাম রূপে অবতরণ করিয়া, বিরাজ করিতেছেন । শ্রীহনুমান এইরূপে তাঁহার স্তব করেন ; ভগবান্ আপনাকে নমস্কার । আপনি পরমপুণ্যশ্লোক, আপনাকে নমস্কার । আপনার শীল, ব্রত ও লক্ষণ সমুদায়ই বিশিষ্ট-ভাববিশিষ্ট আপনাকে নমস্কার । আপনার মনোবৃত্তি সর্ব্বদা সংযত ; আপনাকে নমস্কার । আপনি নিজ গুণে লোক সকলের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন । আপনাকে নমস্কার । আপনি সাধুবাদের সবিশেষ পরীক্ষক স্থান বা চরম সীমা, আপনাকে নমস্কার । আপনি [illegible]

মর্ত্ত্যাবতারস্ত্বিহ মর্ত্ত্যশিক্ষণং
রক্ষোবধায়ৈব ন কেবলং বিভোঃ।
কুতোঽন্যথা স্যাদ্রমতঃ স্ব আত্মনঃ
সীতাকৃতানি ব্যসনানীশ্বরস্য ॥ ১৫ ॥
ন বৈ স আত্মাত্মবতাং সুহৃত্তমঃ
সক্তস্ত্রিলোক্যাং ভগবান্ বাসুদেবঃ।
ন স্ত্রীকৃতং কশ্মলমশ্নুবীত
ন লক্ষ্মণঞ্চাপি বিহাতুমর্হতি ॥ ১৬ ॥

নমু এবম্ভূতস্যাপি জীবস্যোক্তসর্ব্ববিপর্য্যয়ো দৃশ্যতে তত্রাহ মর্ত্ত্যেতি। বিভোর্মর্ত্ত্যাবতারস্ত রক্ষসো রাবণস্য বধায় তস্য মনুষ্যাদন্যতোঽবধ্যত্বাৎ। ন কেবলমেতাবদেব কিন্তু। ইহ সংসারে স্ত্রীসঙ্গাদিকৃতং দুঃখং দুর্ব্বারমিতি মর্ত্ত্যানাং শিক্ষণঞ্চ শিক্ষার্থমপীত্যর্থঃ। অন্যথা স্বে স্বরূপে রমমাণস্যেশ্বরস্য সীতাবিরহকৃতানি ব্যসনানি কুতঃ স্যুঃ ॥ ১৫ ॥

বিষয়াসক্ত্যভাবেন ব্যসনানর্হত্বমুপপাদয়তি। নবৈ স ভগবাংস্ত্রিলোক্যাং কাপি সক্তঃ। যত আত্মবতাং ধীরাণামাত্মা সুহৃত্তমশ্চ অতো ন স্ত্রীকৃতং মোহং প্রাপ্নুয়াৎ। ন লক্ষ্মণঞ্চ। দেবদূতেন শ্রীরামং মন্ত্রয়তা বিজ্ঞাপিতমত্রাগতস্ত্বয়া বধ্য ইতি তদৈব দ্বারি স্থিতং লক্ষ্মণং দুর্ব্বাসসমাগতং বিজ্ঞাপয়িতুং প্রবিষ্টং হন্তুমুদ্যতো বশিষ্ঠবাক্যাত্তত্যাজ তচ্চ ন যুজ্যতেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

ভাগধেয়সম্পন্ন; আপনাকে নমস্কার। সমুদয় বেদান্তে যে অদ্বিতীয় তত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, আপনি তৎস্বরূপ। একমাত্র বিশুদ্ধ অনুভবই ঐ তত্ত্বের পরিচায়ক। উহা স্বকীয় তেজোগুণ সকলের জাগ্রৎ প্রভৃতি বিবিধ দশান্তর নিরস্ত করিয়াছে। উহা কোনমতেই দৃশ্য হইবার নহে। একমাত্র সুবিমল বুদ্ধিবলেই উহার উপলব্ধি করিতে পারা যায়। উহার কোনপ্রকার নাম নাই ও রূপ নাই। উহা সর্ব্বদা অহঙ্কারের বহির্ভূত। আমি কায়মনে পরমশান্তস্বরূপ ঐ তত্ত্বের শরণ গ্রহণ করি ॥ ১৩—১৪ ॥ সকলের নিয়ন্তা সেই ভগবান্ মনুষ্যরূপে ইহ সংসারে অবতরণ যে করিয়াছিলেন, রাক্ষসকুলধুরন্ধর দশকন্ধরের সংহরণই কেবল তাহার উদ্দেশ্য নহে; স্ত্রীসঙ্গাদিজনিত দুঃখ অতীব দুর্নিবার, ইহাও মনুষ্যদিগকে বিশেষরূপে শিক্ষা দেওয়া তাহার আনুসঙ্গিক অভিপ্রেত। অন্যথা, যিনি স্বকীয় স্বরূপেই পরমানন্দ ভোগ করেন এবং যিনি সকলের ঈশ্বর, তাহার আবার সীতাবিয়োগজনিত বিষাদবিপত্তির সম্ভাবনা কোথায়? ॥ ১৫ ॥ অধিক কি, যাহার মন ও ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রভৃতি জয় করিয়া, অবিচলিত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি তাহাদের পরম সুহৃৎ ও সাক্ষাৎ আত্মা স্বরূপ। বিশেষতঃ তিনি ঐশ্বর্য্যাদি যাবতীয় গুণের আধার এবং অনন্ত সাধারণ দিব্য তেজোবলে বিহার করিয়া থাকেন। সুতরাং সংসারের কোন বিষয়েই

ন জন্ম নূনং মহতো ন সৌভগং
ন বাঙ্‌ন বুদ্ধির্নাকৃতিস্তোষহেতুঃ।
তৈর্যদ্বিসৃষ্টানপি নো বনৌকস-
শ্চকার সখ্যে বত লক্ষ্মণাগ্রজঃ॥ ১৭॥
সুরোঽসুরো বাপ্যথবা নরোনরঃ
সর্ব্বাত্মনা যঃ সুকৃতজ্ঞমুত্তমম্।
ভজেত রামং মনুজাকৃতিং হরিং
য উত্তরাননয়ৎ কোশলান্দিবম্॥ ১৮॥

নারায়ণ উবাচ।

এবং কিংপুরুষে বর্ষে সত্যসন্ধং দৃঢ়ব্রতম্।
রামং রাজীবপত্রাক্ষং হনুমান্বানরোত্তমঃ॥ ১৯॥
স্তৌতি গায়তি ভক্ত্যা চ সংপূজয়তি সর্ব্বশঃ।

অতঃ শ্রীরাম এব সর্ব্বৈঃ সেব্য ইতি বক্তুং ন তস্য তোষহেতুঃ সৎকুলজন্মাদি কিন্তু ভক্তি-রেবেত্যাহ ন জন্মেতি। মহতঃ পুরুষাজ্জন্মমহতঃ শ্রীরামচন্দ্রস্যেতি বা সৌভগং সৌন্দর্য্যং আকৃতির্জাতিঃ। যদ্যস্মাত্তৈর্জন্মাদিভির্বিসৃষ্টান্ ত্যক্তানপি নো বনে চরান্‌বতাহো লক্ষ্মণ-স্যাগ্রজোঽপি সখিত্বে কৃতবান্॥ ১৭॥

কোনরূপে সংসক্ত নহেন। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীজনিত মোহ তাঁহারে কিরূপে আচ্ছন্ন করিতে সমর্থ হইবে? এবং কিরূপেই বা তিনি লক্ষ্মণকে বর্জ্জন করিবেন?॥ ১৬॥ তিনি সাক্ষাৎ মহত্তত্ত্ব বা পরম পুরুষ স্বরূপ, সুতরাং সৎকুলে জন্ম; সৌন্দর্য্য, বুদ্ধি বা বাগ্মিতা কিংবা আকৃতি, কিছুই তাঁহার সন্তোষ সমুৎপাদনে সমর্থ হয় না। একমাত্র ভক্তিই তাঁহার আকর্ষণ বা বশীকরণ স্বরূপ। যদি তাহা না হইবে, তাহা হইলে সেই লক্ষ্মণাগ্রজ ভগবান্ দাশরথি স্বভাবতঃ সৌন্দর্য্যাদির অবিষয়ীভূত বনচর আমাদিগের সহিত কিরূপে সখ্যতা-সূত্রে বদ্ধ হইয়াছিলেন॥ ১৭॥ অতএব, সুর বা অসুর, নর বা অনর, যে কেহ সকলেই সর্ব্বান্তঃকরণে সেই মনুষ্যশরীরী সাক্ষাৎ হরি রামের ভজনা করিবে। তিনি এরূপ উত্তম স্বভাববিশিষ্ট যে, স্বল্পমাত্র ভজনা করিলেও, তাহাকে বহুমাত্র জ্ঞান করিয়া, সর্ব্বদা গ্রহণ করেন। অধিক কি, তিনি উত্তর-কোশলবাসী ব্যক্তি মাত্রকেই স্বর্গের অধিবাসী করিয়া-ছেন॥ ১৮॥

নারায়ণ কহিলেন, কপিকুলাগ্রগণ্য শ্রীমান্ হনুমান কিংপুরুষবর্ষে বিরাজমান সত্য সঙ্কল্প ও দৃঢ়ব্রতবান্ রাজীবলোচন রামের ঐরূপে ভক্তিসহকৃত স্তব ও গুণপরম্পরা সংকীর্ত্তন এবং সর্ব্বতোভাবে সমুচিত বিধানে পূজা করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি রামচন্দ্রের এই

য এতচ্ছৃণুয়াচ্চিত্রং রামচন্দ্রকথানকম্।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা যাতি রামসলোকতাম্ ॥ ২০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে ভুবনকোষবর্ণনে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

তস্মাৎসুরো বাস্তো বা যঃ কোঽপি শ্রীরামমেব সর্ব্বপ্রকারেণ ভজেত। সুকৃতজ্ঞং অল্পী-য়স্যপি ভজনে বহুমানিনম্। উত্তরান্ কোশলানযোধ্যাবাসিনঃ ॥ ১৮—২০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে নবমস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

বিচিত্র চরিত্রকথা শ্রবণ করে, সে সর্ব্ব পাপপরিমুক্ত হইয়া, সর্ব্বথা শুদ্ধ শরীরে সেই রামের সালোক্য প্রাপ্ত হয় ॥ ১৯—২০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে ভুবনকোষ বর্ণন নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ

নারায়ণ উবাচ।

ভারতাখ্যে চ বর্ষেঽস্মিন্নহমাদিজপূরুষঃ।
তিষ্ঠামি ভবতাচৈব স্তবনং ক্রিয়তেঽনিশম্ ॥ ১ ॥

নারদ উবাচ।

ওঁ নমো ভগবতে উপশমশীলায়োপরতানাত্ম্যায় নমোঽকিঞ্চনবিত্তায় ঋষিঋষভায় নরনারায়ণায় পরমহংসপরমগুরবে আত্মারামাধিপতয়ে নমো নম ইতি।

কর্ত্তাস্য সর্গাদিষু যো ন বধ্যতে
ন হন্যতে দেহগতোপি দৈহিকৈঃ।
দ্রষ্টুর্নদৃগ্যস্য গুণৈর্ব্বিদূষ্যতে
তস্মৈ নমো সক্তবিবিক্তসাক্ষিণে ॥ ২ ॥

অর্দ্ধাধিকৈশ্চ দ্বাত্রিংশৎপদ্যৈরথ যথাতথম্।
অম্বুবর্ষে ক্রমপ্রাপ্তা সেব্যসেবকতোচ্যতে।

অহং নারায়ণ এব আদিজেতি নারদসম্বোধনং কর্ম্মধারয়ো বা। অহং তিষ্ঠামি। ভবতা মম স্তবনং ক্রিয়ত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১ ॥

নারদস্তোত্রমাহ। ওঁ নম ইতি মন্ত্রমিমং জপতি নারদ ইত্যর্থঃ। উপরতানাত্ম্যায় নিরহঙ্কারায়েত্যর্থঃ। অসক্তশ্চাসৌ বিবিক্তশ্চ সাক্ষী তস্মৈ নমঃ। অসক্তত্বং দর্শয়তি। অস্য বিশ্বস্য সর্গাদিষু কর্ত্তাপি যো ন বধ্যতে অহং কর্ত্তেতি ন মন্যতে। বিবিক্তমাহ দেহগতোঽপি দৈহিকৈঃ ক্ষুৎপিপাসাদিভির্যো ন হন্যতে নাভিভূয়তে। সাক্ষিত্বমাহ যস্য দ্রষ্টুরপি সতো দৃষ্টিগুণৈর্দৃশ্যৈর্ন দূষ্যতে ন বিক্রিয়তে ॥ ২ ॥

নারায়ণ কহিলেন, এই ভারতবর্ষে আমি সকলের আদিতে প্রাদুর্ভূত পুরুষবিগ্রহে অধিষ্ঠান করিতেছি; তুমি নিরন্তর আমার স্তব করিয়া থাক ॥ ১ ॥ যথা, আপনি ভগবান্ আপনাকে নমস্কার। আপনার স্বভাব সর্ব্বথা রাগদ্বেষাদির বহির্ভূত ও ধর্ম্মজ্ঞান-বৈরাগ্যাদির বিষয়ীভূত। আপনার অহঙ্কারের লেশমাত্র নাই; আপনাকে নমস্কার। আপনি অকিঞ্চন-বিত্ত ও ঋষিকুলাগ্রগণ্য নরনারায়ণ; আপনি পরমহংস ও পরমগুরু; আপনি আত্মারাম ও সকলের অধিনায়ক; আপনাকে নমস্কার। আপনি সকলের কর্ত্তা, কিন্তু যদি

ইদং হি যোগেশ্বরযোগনৈপুণং
হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ জগাদয়ৎ।
যদন্তকালে ত্বয়ি নির্গুণে মনো
ভক্ত্যাদধীতোজ্ঝিতদুষ্কলেবরঃ ॥ ৩ ॥
যথৈহিকামুষ্মিককামলম্পটঃ
সুতেষু দারেষু ধনেষু চিন্তয়ন্।
শঙ্কেতবিদ্বান্ কুকলেবরাত্যয়া-
দ্যস্তস্য যত্নঃ শ্রম এব কেবলম্ ॥ ৪ ॥
তন্নঃ প্রভো ত্বং কুকলেবরার্পিতাং
ত্বং মায়য়াহং মমতামধোক্ষজ ! ।

যোগকৌশলং নিরূপয়ন্ যোগং প্রার্থয়তে। ইদমিতি ত্রিভিঃ হে যোগেশ্বর ! হিরণ্য-গর্ভো যদ্যোগনৈপুণং জগাদ ইদমেব তৎ কিং জন্মপ্রভৃতিভক্ত্যান্তকালে পুমাংস্ত্বয়ি মনো ধারয়েদিতি যৎ। কথম্ভূতঃ সন্ উজ্ঝিতং দুষ্কলেবরং তদভিমানো যেন ॥ ৩ ॥

অন্যথা তস্য শাস্ত্রাভ্যাসাদিশ্রমো ব্যর্থ ইত্যাহ ঐহিকামুষ্মিককামেষু লম্পটো মূর্খঃ। সুতাদিষু যোগক্ষেমং বিচিন্তয়ন্ কুৎসিতস্য কলেবরস্যাত্যয়াৎ মৃত্যোর্যথা শঙ্কেত। তথা বিদ্বানপি সন্ যঃ শঙ্কেত যস্তঃ যত্ন শ্রম এব ॥ ৪ ॥

যস্মাদ্বিদুষোঽপীয়মেব দশাতস্মাৎ হে প্রভো ! অধোক্ষজ ত্বমেব নো যোগং বিধেহি। কীদৃশং ত্বয়ি স্বভাবং সহজবাসনারূপং যেন যোগেন বয়ং ত্বন্মায়য়া নঃ কুকলেবরে

প্রভৃতি ব্যাপার মাত্রের কিছুতেই লিপ্ত নহেন। আপনি দেহমাত্রেরই অধিবাসী হইলেও, ক্ষুৎপিপাসা প্রভৃতি কোনরূপ দৈহিক কর্ম্মেরই বাধ্য নহেন; আপনি সাক্ষীস্বরূপ হইলেও, আপনার দৃষ্টি বিষয়ের সান্নিধ্যবশতঃ কোনরূপেই বিকৃত হয় না। আপনি সর্ব্বথা নির্লিপ্ত ও বাসনাদির অনাস্পদীভূত সাক্ষীস্বরূপ; আপনাকে নমস্কার ॥ ২ ॥ আপনা হইতেই যোগমার্গ আবিষ্কৃত ও আপনাতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ এই প্রকার যোগনৈপুণ্য উপদেশ করিয়াছিলেন যে, লোকে এই দুষ্কলেবরের অভিমান ত্যাগ করিয়া ভক্তিমার্গে প্রবৃত্ত হইয়া চরম সময়ে গুণাতীতরূপী তোমাতে মন সন্নিহিত করিবে ॥ ৩ ॥ যে ব্যক্তি ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয় সমূহ অতি মাত্র প্রসক্তি বশতঃ নিতান্ত মোহাচ্ছন্ন হইয়া পুত্র, কলত্র ও বিত্তাদির যোগাপেক্ষা চিন্তায় কালযাপন করে, সে যেমন এই কুৎসিত কলেবরের বিনাশ বশতঃ চরম সময়ে শঙ্কিত হইয়া থাকে; জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পন্ন ইহারাও যদি সেইরূপে শঙ্কা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার শাস্ত্রাভ্যাসাদি যত্ন কেবল শ্রমমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ যখন বিদ্বান্‌গণেরও এই প্রকাশ বিসদৃশী দশার আবির্ভাব হয়; তখন হে অধোক্ষজে ! আপনি স্বয়ংই আমাদিগকে আপনাতে সহজ

ভিন্দ্যামযেনাশু বয়ং সুচুর্ভিদাং
বিধেহি যোগং ত্বয়ি নঃ স্বভাবম্ ॥ ৫ ॥
এবং স্তৌতি সদা দেবং নারায়ণমনাময়ম্।
নারদো মুনিশার্দ্দূলঃ প্রজ্ঞাতাখিলসারদৃক্ ॥ ৬ ॥
অস্মিন্ বৈ ভারতে বর্ষে সরিচ্ছৈলাস্তু সন্তি হি।
তান্ প্রবক্ষ্যামি দেবর্ষে! শৃণুষ্বৈকাগ্রমানসঃ ॥ ৭ ॥
মলয়ো মঙ্গলপ্রস্থো মৈনাকশ্চ ত্রিকূটকঃ।
ঋষভঃ কূটকঃ কোল্লঃ সহ্যো দেবগিরিস্তথা ॥ ৮ ॥
ঋষ্যমূকশ্চ শ্রীশৈলো ব্যঙ্কটাদ্রির্মহেন্দ্রকঃ।
বারিধারশ্চ বিন্ধ্যশ্চ শুক্তিমানৃক্ষপর্ব্বতঃ ॥ ৯ ॥
পারিযাত্রস্তথা দ্রোণশ্চিত্রকূটগিরিস্তথা।
গোবর্দ্ধনো রৈবতকঃ ককুভো নীলপর্ব্বতঃ ॥ ১০ ॥
গৌরমুখশ্চেন্দ্রকীলো গিরিঃ কামগিরিস্তথা।
এতে চান্যেঽপ্যসঙ্খ্যাতা গিরয়ো বহুপুণ্যদাঃ ॥ ১১ ॥
এতদুৎপন্নসরিতঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
পানাবগাহনস্নানদর্শনোৎকীর্ত্তনৈরপি ॥ ১২ ॥

অপিতামহংমমতাং শীঘ্রং ভিন্দ্যাং ত্যজেম। সুহুর্ভিদামুপায়ান্তরৈঃ সর্ব্বথা ত্যক্তুমশক্যাম্ ॥ ৫—১৫ ॥

বাসনারূপ যোগের উপদেশ করুন। তাহা হইলে আপনার মায়াবলে এই কুৎসিত কলেবরে যে অহংমমতার গাঢ় সন্নিবেশ হইয়া থাকে, যাহা অন্তবিধ উপায়ে সহজে পরিহার করা সাধ্যায়ত্ত নহে, তাহা আমরা আশু পরিত্যাগ করিতে পারিব ॥ ৫ ॥ সকল বিষয়ের পারদর্শী, সবিশেষ-তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন, ঋষিকুলাগ্রগণ্য নারদ সর্ব্বদা এইরূপে নির্ব্বিকারস্বরূপ নিত্যলীলাবিগ্রহ নারায়ণের স্তব করিয়া থাকেন ॥ ৬ ॥

দেবর্ষে! এই ভারতবর্ষে যে সকল নদী ও পর্ব্বত বিদ্যমান আছে, আমি তৎ সমস্ত যথাযথ কীর্ত্তন করিব তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর ॥৭॥ মলয়, মঙ্গলপ্রস্থ, মৈনাক, চিত্রকূট, ঋষভ, কূটক, কোল্ল, সহ্য, দেবগিরি, ঋষ্যমূক, শ্রীশৈল, ব্যঙ্কট, মহেন্দ্র, বারিধার, বিন্ধ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, পারিযাত্র, দ্রোণ, চিত্রকূট, গোবর্দ্ধন, রৈবতক, ককুভ, নীল, গৌরমুখ, ইন্দ্রকাল ও কামগিরি এই সকল ও অন্যান্য অনেক পর্ব্বত বিদ্যমান আছে, তাহাদের সংখ্যা করা যায় না। দেবর্ষে! এই সকল পর্ব্বতের দর্শনাদি দ্বারা বহুপুণ্য উপার্জ্জন হইয়া থাকে ॥ ৮—১১ ॥ শত সহস্র সরিৎ এই সকল পর্ব্বত হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে।

নাশয়ন্তি চ পাপানি ত্রিবিধানি শরীরিণাম্।
তাম্রপর্ণী চন্দ্রবশা কৃতমালা বটোদকা ॥ ১৩ ॥
বৈহায়সী চ কাবেরী বেণা চৈব পয়স্বিনী।
তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণবেণা শর্করা বর্ত্তকা তথা ॥ ১৪ ॥
গোদাবরী ভীমরথী নির্ব্বিন্ধ্যা চ পয়োষ্ণিকা।
তাপী রেবা চ সুরসা নর্ম্মদা চ সরস্বতী ॥ ১৫ ॥
চর্ম্মণ্বতী চ সিন্ধুশ্চ অন্ধশোণৌ মহানদৌ।
ঋষিকুল্যা ত্রিসামা চ বেদস্মৃতিমহানদী ॥১৬ ॥
কৌশিকী যমুনা চৈব মন্দাকিনী দৃষদ্বতী।
গোমতী সরযূরোঘবতী সপ্তবতী তথা ॥ ১৭ ॥
সুষমা চ শতদ্রুশ্চ চন্দ্রভাগা মরুদ্বৃধা।
বিতস্তা চ অসিক্নী চ বিশ্বা চেতি প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৮ ॥
অস্মিন্ বর্ষে লব্ধজন্মপুরুষৈঃ স্বস্বকর্ম্মভিঃ ।
শুক্ললোহিতকৃষ্ণাখ্যৈর্দিব্যমানুষনারকাঃ ॥ ১৯ ॥
ভবন্তি বিবিধা ভোগাঃ সর্ব্বেষাঞ্চ নিবাসিনাম্।
যথাবর্ণবিধানেনাপবর্গো ভবতি স্ফুটম্ ॥ ২০ ॥

বেদস্মৃতিশ্চ মহানদী চেতি দ্বন্দ্বঃ ॥ ১৬—১৮ ॥

শুক্ললোহিতকৃষ্ণাখ্যৈঃ সাত্ত্বিকরাজসতামসৈঃ স্বকর্ম্মভির্যথাক্রমং দিব্যমানুষনারকা ভোগা ভবন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ১৯ ॥

এবমেব সর্ব্বেষাঞ্চ নিবাসিনাং কর্ম্মবৈচিত্র্যাদনুভূয়মানা বিবিধা ভোগা ভবন্তীত্যর্থঃ। যথাবর্ণেতি। যস্য বর্ণস্য যদ্বিধানং মোক্ষপ্রকারঃ। সন্ন্যাসবানপ্রস্থাদিতদনতিক্রমেণাস্মিন্নেব

তাহাদের সলিল পান, তাহাতে অবগাহন ও স্নান এবং তাহাদের দর্শন ও সম্যগ্‌বিধানে কীর্ত্তন করিলে প্রাণিমাত্রেরই কায়জ, মনোজ ও বাক্যজ পাপের বিনাশ হইয়া থাকে। ঐ সকল নদীর নাম যথা, তাম্রপর্ণী, চন্দ্রবশা, কৃতমালা, বটোদকা, বৈহায়সী, কাবেরী, বেণা, পয়স্বিনী, তুঙ্গভদ্রা, কৃষ্ণবেণা, শর্করা, বর্ত্তকা, গোদাবরী, ভীমরথী, নির্ব্বিন্ধ্যা, পয়োষ্ণিকা, তাপী, রেবা, সুরসা, নর্ম্মদা, সরস্বতী ও চর্ম্মণ্বতী এবং সিন্ধু, অন্ধ ও শোণ এই তিনটী মহানদ ও ঋষিকুল্যা, ত্রিসামা, বেদস্মৃতি, মহানদী, কৌশিকী, যমুনা, মন্দাকিনী, দৃষদ্বতী, গোমতী, সরযু, ওঘবতী, সপ্তবতী, সুষোমা, শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, মরুদ্বৃধা, বিতস্তা, অসিক্নী ও বিশ্বা এই সমস্ত নদী বিদ্যমান আছে ॥ ১২—১৮ ॥ এই বর্ষে যে সকল পুরুষ জন্ম পরিগ্রহ করে, তাহাদের মধ্যে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসভেদে স্ব স্ব কর্ম্মফলে যথাক্রমে দিব্য, মানুষ ও নারকভেদে বিবিধ ভোগ সম্ভোগ করিয়া থাকে এবং এই বর্ষের যাবতীয়

এতদেব চ বর্ষস্য প্রাধান্যং কার্য্যসিদ্ধিতঃ ।
বদন্তি মুনয়ো বেদবাদিনঃ স্বর্গবাসিনঃ ॥ ২১ ॥
অহো অমীষাং কিমকারি শোভনং
প্রসন্ন এষাং স্বিদুত স্বয়ং হরিঃ ।
যৈর্জ্জন্ম লব্ধং নৃষু ভারতাজিরে
মুকুন্দসেবৌপয়িকং স্পৃহা হি নঃ ॥ ২২ ॥
কিং দুষ্করৈর্নঃ ক্রতুভিস্তপোব্রতৈ-
র্দ্দানাদিভির্ব্বা দ্যুজয়েন ফল্গুনা ।
ন যত্র নারায়ণপাদপঙ্কজ-
স্মৃতিঃ প্রমুষ্টাতিশয়েন্দ্রিয়োৎসবাৎ ॥ ২৩ ॥

বর্ষে নৃণামপবর্গশ্চ ভবতি। এতচ্চ কর্ম্মাদিবহুসাধনসম্ভবাভিপ্রায়েণোক্তম্। নত্বন্যত্রাপবর্গাভাবেন তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ। সম্ভবাদিতি দেবানামপি মোক্ষস্য সূচিতত্বাৎ ॥ ২০ ॥

এতদেব প্রাধান্যমস্য বর্ষস্য। কিং তৎ কার্য্যস্য সিদ্ধিতঃ সার্ব্ববিভক্তিকস্তসিঃ। অনায়াসেনেশ্বরপ্রসাদরূপকার্য্যসিদ্ধিস্বরূপমিত্যর্থঃ। অনেন হি সর্ব্বলোকাপেক্ষয়ায়ং লোকঃ প্রধান ইতি স্বর্গবাসিনোঽপি বদন্তি ॥ ২১ ॥

কিং স্বর্গবাসিনোঽপি বদন্তি তত্রাহ অহো ইতি। অমীষামেভিঃ উতস্বিৎ অথবা স্বয়মেব সাধনং বিনৈব হরিরেষাং প্রসন্নোঽভূৎ। এবম্ভূতস্য পুণ্যস্য দুষ্করত্বাৎ। ভারতাজিরে ভারতাঙ্গণে নঃ কেবলং স্পৃহৈব যত্র তন্মুকুন্দসেবোপযোগিজন্ম নৃষু লব্ধম্ ॥ ২২ ॥

স্পৃহামেবাহ কিমিত্যাদিসপ্তভিঃ। দুষ্করৈঃ ক্রত্বাদিভির্নঃ ফল্গুনা তুচ্ছেন দ্যুজয়েন স্বর্গপ্রাপ্ত্যা কিং ন কিঞ্চিৎ ফলম্। কুতঃ যত্র নারায়ণপাদপঙ্কজস্মৃতির্নাস্তি। প্রত্যুত অতিশয়িতাদিন্দ্রিয়োৎসবাদ্রাগাৎ প্রমুষ্টাভূৎ ॥ ২৩ ॥

নিবাসীই, স্ব স্ব-বর্ণোক্ত সন্ন্যাস, বানপ্রস্থ ইত্যাদি বিধানক্রমে যাহার যেরূপ ক্রম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার অনতিক্রমে অপবর্গ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৯—২০ ॥ বেদবাদীঋষিবর্গ ও স্বর্গবাসী দেবগণও বলিয়া থাকেন, এইরূপ অনায়াসে ঈশ্বরপ্রসাদরূপ কার্য্যসিদ্ধি হয় বলিয়াই অন্যান্য সকল বর্ষ অপেক্ষা এই বর্ষ প্রধান ॥ ২১ ॥ উল্লিখিত মুনিগণ ও স্বর্গবাসী সকল এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, না জানি, ভারতবর্ষবাসিরা কি সৎকার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়াছিল যে, তৎপ্রভাবে বিনা সাধনেই ভগবান্ হরি ইহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন ; আহা! এই জন্যই ভারতবর্ষে আমাদেরও সর্ব্বথা অভিলাষ হইয়া থাকে, যেহেতু মনুষ্যলোকমধ্যে জন্মগ্রহণ করিলে, মুকুন্দের পরিচর্য্যায় সর্ব্বতোভাবে উপযোগী হওয়া যাইতে পারে ॥২২॥ দুষ্কর তপশ্চরণ, দান, যজ্ঞ ও ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিয়া আমাদের কি হইবে ? সামান্য স্বর্গপ্রাপ্তিতেই বা আমাদের ফল কি ? উহাতে প্রবৃত্ত হইলে ভগবান্ নারায়ণের পাদপঙ্কজ কোনমতেই আর স্মৃতিবিষয়ে উপনীত হয় না ; প্রত্যুত, সামান্য ইন্দ্রিয় ভোগের

কল্পায়ুষাং স্থানজয়াৎ পুনর্ভবাৎ
ক্ষণায়ুষাং ভারতভূজয়ো বরং।
ক্ষণেন মর্ত্ত্যেন কৃতং মনস্বিনঃ
সংন্যস্য সংযান্ত্যভয়ং পদং হরেঃ ॥ ২৪ ॥
ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
সুরেশলোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাং ॥ ২৫ ॥
প্রাপ্তা নৃজাতিং ত্বিহ যে চ জন্তবো
জ্ঞানক্রিয়াদ্রব্যকলাপসংভৃতাং।
ন বৈ যতেরন্নপুনর্ভবায় তে
ভূয়ো বনৌকা ইব যান্তি বন্ধনম্ ॥ ২৬ ॥

ক্ষণমল্পমেবায়ুর্যেষাং বরস্থে হেতুঃ। মর্ত্ত্যেনাপি দেহেন ক্ষণেনৈব কালেন কৃতং কর্ম্ম-সংন্যস্য হরেঃ পদং সম্যগ্যান্তি ॥ ২৪ ॥

অতো যত্র বৈকুণ্ঠকথামৃতনদ্যো ন সন্তি তদাশ্রয়াঃ কথাপগাশ্রয়াঃ মহান্তো নৃত্যাদ্যুৎ-সবা যেষু তাদৃশা যজ্ঞেশস্য মখাশ্চ পূজাঃ স সুরেশস্য ব্রহ্মণোঽপি লোকো ন সেব্যতাম্ ॥২৫॥

অমুমুক্ষূন্নরান্নিন্দতি প্রাপ্তা ইতি। জ্ঞানঞ্চ তদর্থাঃ ক্রিয়াশ্চ তদর্থানি দ্রব্যাণি চ তেষাং কলাপেন সম্ভৃতাং সম্পূর্ণাম্। অপুনর্ভবায় মোক্ষায় বনৌকা ইব বনৌকসঃ পক্ষিণো যথা লুব্ধকাৎ মুক্তা অপি পুনর্যদি তস্মিন্নেব বৃক্ষে প্রসক্তা বিহরন্তি তর্হি যথা বধ্যন্তে তদ্বৎ ॥ ২৬ ॥

লালসা বৃদ্ধি হওয়ায় উহাতে একবারেই বঞ্চিত হইতে হয় ॥ ২৩ ॥ যাঁহারা পুণ্যবলে প্রলয় কাল পর্য্যন্ত জীবন লাভ করিয়া সমস্ত ভোগ করেন এবং স্বস্ব পুণ্যক্ষয়ে পুনর্ব্বার জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সেই স্থানলাভ করিতে অভিলাষ করা অপেক্ষা অল্পায়ু মানবগণের ভারতবর্ষ লাভ করিবার চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠকল্প, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেননা, ভারতবাসী মনস্বী পুরুষগণ এই মর্ত্ত্যদেহ লাভ করিয়া ও ক্ষণকাল-মধ্যেই ভগবান্ হরিতে আত্ম সমর্পণ করিয়া তাঁহার পুনর্জ্জন্ম নিবারক পদ অধিকার করিয়া থাকে ॥ ২৪ ॥ যে স্থানে বৈকুণ্ঠ গুণানুগান স্বরূপ অমৃতসিন্ধু বিদ্যমান নাই; যে স্থানে ভগবৎপদারবিন্দাশ্রয়ী সাধু ভক্তগণের সমাবেশ নাই; যে স্থানে অতি সমারোহে ভগবান্ বিষ্ণুর যজ্ঞাদি না হইয়া থাকে; সেই স্থান স্বর্গ হইলেও তাহার সেবা করা উচিৎ নহে ॥ ২৫ ॥ যে সকল ব্যক্তি জ্ঞান, ক্রিয়া ও দ্রব্য এই সকলে পরিপূর্ণ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষলাভের নিমিত্ত যত্নপরায়ণ না হয়, তাহারা বনচর পশু পক্ষ্যাদির ন্যায় বারংবার

যৈঃ শ্রদ্ধয়া বর্হিষি ভাগশো হবি-
র্নিরুপ্তমিষ্টং বিধিমন্ত্রবস্তুতঃ ।
একঃ পৃথক্ নামভিরাহুতো মুদা
গৃহ্নাতি পূর্ণঃ স্বয়মাশিষাং প্রভুঃ ॥ ২৭ ॥
সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্ ॥২৮ ॥
“যদ্যত্র নঃ স্বর্গ সুখাবরোষিতং
স্বিষ্টস্য পূর্ত্তস্য কৃতস্য শোভনম্ ।
তেনাজনাভে স্মৃতিমজ্জন্মনঃ স্যা-
দ্বর্ষে হরির্ভজতাং শং তনোতি ॥”১॥

অহো ভারতবাসিনাং ভাগ্যমিত্যাহুঃ যৈরিতি । অগ্নয়ে জুষ্টং নির্ব্বপামি ইন্দ্রায় জুষ্টং নির্ব্বপামি ইত্যেবং ভাগশো নিরুপ্তং পৃথক্কৃতম্ । কথং বিধানপ্রকারেণ মন্ত্রেণ বস্তুতশ্চ পুরোডাশাদিভেদেন ইষ্টাং দেবতামুদ্দিশ্য ত্যক্তং নিরুপ্তঞ্চ মমেদমিতি স্বীকৃত্য ত্যাগানন্তর-মশ্নাতীত্যর্থঃ । পৃথক্ ইন্দ্রাদিনামভিরাহুত আহূতঃ । আশিষাং প্রভুঃ স্বয়ং পূর্ণোঽপি হরিঃ ॥ ২৭ ॥

তত্রাপি নিষ্কামাঃ কৃতার্থা ইত্যাহুঃ সত্যমিতি । প্রার্থিতঃ সন্নর্থিতং দদাতীতি সত্যম্ । অথাপি পরমার্থদো ন ভবত্যেব যদ্যস্মাদ্যতো দত্তানন্তরং পুনরপ্যর্থিতা ভবতি । নন্বু

বন্ধনগ্রস্ত হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥ ভারতের অধিবাসী ব্যক্তিবর্গ বিধি, মন্ত্র ও পুরোডাশাদির ভেদক্রমসহকারে বিভাগানুসারে হবি নির্ব্বপণ করিয়া, ইন্দ্রাদি পৃথক্ পৃথক্ নামে আহ্বান করিলেও অদ্বিতীয়স্বরূপ স্বয়ংপূর্ণ ও সাক্ষাৎ আশীঃপরম্পরার নিয়ন্তা ভগবান্ হরি অতীব প্রীতিভরে তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥ সত্য বটে, তাঁহার নিকট লোকে যাহা প্রার্থনা করে, তিনি তাহাই দিয়া থাকেন কিন্তু, তিনি সহসা কাহাকেও পরমার্থ প্রদান করেন না। কেননা, দানানন্তর পুনরায় লোকে প্রার্থী হইয়া থাকে। অতএব যাহারা সর্ব্বকামনা-পরিহারপুরঃসর একমাত্র কর্ত্তব্যবোধেই তাঁহার ভজনা করে, তিনি তাহা-দিগকে স্বয়ং প্রেরিত হইয়া স্বকীয় পাদপল্লব প্রদান করিয়া থাকেন। ফলতঃ পাদপল্লব প্রাপ্ত হইলেই আর কাহাকেও কোনরূপ কামনার দাসত্ব করিতে হয় না ॥ ২৮ ॥ "আমরা যে ইষ্টাপূর্ত্তের সম্যগ্রূপ অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, তাহার সমুচিত ফলস্বরূপ যদিও এই স্বর্গে পরম সুখে বাস করিতেছি, তথাপি তৎপ্রভাবে আমারা যেন ভারতবর্ষে হরিস্মৃতি-পরায়ণ হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিতে পারি। কেননা, ভগবান্ এই ভারতেই অধিষ্ঠান করিয়া, ভক্তদিগের পরম কল্যাণবিধান করিয়া থাকেন ॥" ১ ॥

নারায়ণ উবাচ।

এবং স্বর্গগতা দেবাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
প্রবদন্তি চ মহাত্ম্যং ভারতস্য সুশোভনম্ ॥ ২৯ ॥
জম্বুদ্বীপস্য চাষ্টৌ হি উপদ্বীপাঃ স্মৃতাঃ পরে।
হয়মার্গান্বিশোধদ্ভিঃ সাগরৈঃ পরিকল্পিতাঃ ॥ ৩০ ॥
স্বর্ণপ্রস্থশ্চন্দ্রশুক্র আবর্ত্তনরমানকৌ।
মন্দরোপাখ্যহরিণৌ পাঞ্চজন্যস্তথৈব চ।
সিংহলশ্চৈব লঙ্কেতি উপদ্বীপাষ্টকং স্মৃতম্ ॥ ৩১ ॥
জম্বুদ্বীপস্য মানং হি কীর্ত্তিতং বিস্তরেণ চ।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি প্লক্ষাদিদ্বীপষট্ককম্ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে ভুবনকোষবর্ণনে ভারতবর্ষবর্ণনো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

নার্থিভ্যশ্চেৎ কিমপি ন দদ্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ অনিচ্ছতাং নিষ্কামানাস্তু ইচ্ছানাং পিধানমাচ্ছাদকম্। সর্ব্বকামপরিপূরকং নিজপাদপল্লবং স্বয়মেব সম্পাদয়তি ॥ ২৮—২৯ ॥
হয়মার্গানপহৃতাশ্বমার্গান্ বিশোধদ্ভিরন্বেষমাণৈঃ ॥ ৩০—৩২ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে! স্বর্গবাসী দেবগণ, সিদ্ধগণ ও পরমর্ষিগণ এইরূপে ভারতের পরম শোভন মাহাত্ম্য গান করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥ জম্বুদ্বীপের আট্টী উপদ্বীপ আছে। সগরাত্মজগণ আপনাদের অপহৃত অশ্বের পদবী অন্বেষণপ্রসঙ্গে এই সকল উপদ্বীপের উৎপাদন করিয়াছিলেন এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥ স্বর্ণপ্রস্থ, চন্দ্রশুক্র, আবর্ত্তন, রমানক, মন্দরোপাখ্য, হরিণ, পাঞ্চজন্য এবং সিংহল বা লঙ্কা এই আটটী উপদ্বীপ ॥ ৩১ ॥ জম্বুদ্বীপের পরিমাণ বিস্তারক্রমে কীর্ত্তন করা গিয়াছে, অতঃপর প্লক্ষাদি অবশিষ্ট ছয়টী দ্বীপের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে ভুবনকোষবর্ণনে ভারতবর্ষবর্ণন নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

জম্বুদ্বীপো যথা চায়ং যৎপ্রমাণেন কীর্ত্তিতঃ।
তাবতা সর্ব্বতঃ ক্ষারোদধিনা পরিবেষ্টিতঃ ॥ ১ ॥
জম্ব্বাখ্যেন যথা মেরুস্তথা ক্ষারোদকেন চ।
ক্ষারোদধিস্তু দ্বিগুণপ্লক্ষাখ্যেনোপবেষ্টিতঃ ॥ ২ ॥
যথৈব পরিখা বাহ্যোপবনেন হি বেষ্ট্যতে।
প্লক্ষাখ্যশ্চ স্বয়ং জম্বুপ্রমাণো দ্বীপরূপধৃৎ ॥ ৩ ॥
হিরণ্ময়োঽগ্নিস্তত্রৈব তিষ্ঠতীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥
প্রিয়ব্রতাত্মজস্তত্র সপ্তজিহ্ব ইতি স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥

অর্দ্ধাধিকৈশ্চ সপ্তত্রিংশদ্ভিঃ পদ্যৈরতঃপরম্।
দ্বীপান্তরসমাচারো যথাবদভিবর্ণ্যতে ॥

তাবতা লক্ষবিস্তারেণ ॥ ১ ॥

জম্বুদ্বীপেন যথা মেরুর্বেষ্টিতস্তথা দ্বিগুণবিস্তারেণ বিশালেন প্লক্ষদ্বীপেন ক্ষারোদধির্বেষ্টিতঃ ॥ ২ ॥

যথা পরিখা বাহ্যোপবনেন বেষ্ট্যতে তদ্বৎ। তস্মিন্ প্লক্ষাখ্যে দ্বীপে প্লক্ষাখ্যঃ প্লক্ষনামকো বৃক্ষো জম্বুদ্বীপস্থজম্বুবৃক্ষপ্রমাণেন সমানোন্নাহবিস্তারঃ স্বয়ং তিষ্ঠতি। কথম্ভূতো হিরণ্ময়ো হিরণ্যকান্তিঃ। দ্বীপরূপং নাম তদ্ধারয়তি দ্বীপাখ্যাকারঃ। তন্নাম্নৈব হি তদ্দ্বীপং প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ। দ্বীপশব্দো নপুংসকোঽপি ॥ ৩ ॥

তত্রৈব তদ্বৃক্ষাধ এবাগ্নিমূর্ত্তিমাংস্তিষ্ঠতি। লোকানাং দেবীধর্ম্মানুপদিশন্ স্বয়ঞ্চ দেব্যারাধনং কুর্ব্বন্নিত্যনুক্তমপি পূর্ব্বগ্রন্থানুরোধেনোন্নেয়ম্। কোসাবগ্নিস্তত্রাহ সপ্তজিহ্ব ইতি স্মৃতো যঃ সোঽগ্নিরিত্যর্থঃ। প্রিয়ব্রতাত্মজ ইত্যস্য তু তদুত্তরশ্লোকস্থেনেধ্মজিহ্ব ইত্যনেনান্বয়ঃ। তদুক্তং বিষ্ণুভাগবতে। যত্রাগ্নিরুপাস্তে সপ্তজিহ্বস্তস্যাধিপতিঃ প্রিয়ব্রতাত্মজ ইধ্মজিহ্ব ইতি ॥ ৪ ॥

নারায়ণ কহিলেন, জম্বুদ্বীপ যে প্রকার এবং তাহার প্রমাণ যেরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাবৎ বিস্তার বিশিষ্ট ক্ষার সমুদ্রে উহার সকল দিক পরিবেষ্টিত ॥ ১ ॥ মেরু যেমন জম্বুদ্বীপও ক্ষারসলিলে বেষ্টিত, ক্ষারোদধিও সেইরূপ দ্বিগুণবিস্তৃত প্লক্ষদ্বীপে পরিবেষ্টিত হইয়া আছে ॥২॥ পরিখা যেমন বাহ্য উপবনে বেষ্টিত থাকে, উহাও সেইরূপ বেষ্টিত আছে। জম্বুদ্বীপস্থ জম্বুনামক বৃক্ষের সমান প্রমাণবিশিষ্ট প্লক্ষনামক বৃক্ষ তেমন প্লক্ষদ্বীপে স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত আছে। এই বৃক্ষ হইতেই প্লক্ষদ্বীপের নামকরণ হইয়াছে ॥ ৩॥ এই বৃক্ষের কান্তি

অগ্নিস্তদধিপস্ত্বিধ্মজিহ্বঃ স্বং দ্বীপমেব চ।
বিভজ্য সপ্তবর্ষাণি স্বপুত্রেভ্যো দদৌ বিভুঃ ॥ ৫ ॥
স্বয়মাত্মবিদাং মান্যাং যোগচর্য্যাং সমাশ্রিতঃ ॥
তেনৈব চাত্মযোগেন ভগবন্তমুপাগতঃ ॥ ৬ ॥
শিবঞ্চ যবসং ভদ্রং শান্তং ক্ষেমামৃতে তথা।
অভয়ঞ্চেতি সপ্তৈব তদ্বর্ষাণি সদেক্ষতাম্ ॥ ৭ ॥
তেষু প্রোক্তা নদীঃ সপ্ত গিরয়ঃ সপ্ত চৈব হি।
অরুণা নৃম্নাঙ্গিরসী সাবিত্রী সুপ্রভাতিকা ॥ ৮ ॥
ঋতম্ভরা সত্যম্ভরা ইতি নদ্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
মণিকূটো বজ্রকূট ইন্দ্রসেনস্তথৈব চ ॥ ৯ ॥
জ্যোতিষ্মান্ বৈ সুপর্ণশ্চ হিরণ্যষ্ঠীব এব চ।
মেঘমাল ইতি খ্যাতাঃ প্লক্ষদ্বীপস্য পর্ব্বতাঃ ॥ ১০ ॥
নদীনাং জলমাত্রেণ দর্শনস্পর্শনাদিভিঃ।
নির্ধূতাশেষরজসো নিস্তমস্কাঃ প্রজাস্তথা ॥ ১১ ॥

সঃ তদ্দ্বীপাধিপতিরিধ্মজিহ্বঃ স্বং দ্বীপং সপ্তধা বিভজ্য তানি সপ্ত বর্ষাণি সপ্ত খণ্ডানি স্বপুত্রেভ্যো বক্ষ্যমাণেভ্যো দদৌ ॥ ৫ ॥
ভগবন্তং পরব্রহ্মাত্মকমুপাগতঃ প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥
তত্র যান্যেব তৎপুত্রনামানি তান্যেব তদ্বর্ষনামানি বোধ্যানীত্যভিপ্রায়েণ বর্ষনামান্যাহ শিবমিতি। ভদ্রং সুভদ্রম্। ক্ষেমামৃতে ক্ষেমমমৃতঞ্চেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥
নদীরিত্যত্র বা ছন্দসীতি পূর্ব্বসবর্ণদীর্ঘঃ। সুপ্রভাতিকা সুপ্রভাতা ॥ ৮—১১ ॥

হিরণ্যসদৃশী। অধোভাগে স্বয়ং অগ্নি মূর্ত্তিমান হইয়া আছেন, এইপ্রকার বিনির্ণীত হইয়াছে। ঐ অগ্নি সপ্তজিহ্ব নামে বিখ্যাত। প্রিয়ব্রতের পুত্র ইধ্মজিহ্ব এই দ্বীপের অধিপতি। তিনি আপনার অধিকৃত দ্বীপকে সপ্তবর্ষে বিভাগ করিয়া স্বকীয় সপ্তপুত্রকে প্রদান করেন এবং স্বয়ং আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিগণের নিরতিশয় সমাদৃত যোগপদবী আশ্রয় করিয়া, আত্মযোগ সহায়ে ভগবান্ বাসুদেবকে লাভ করিয়াছিলেন ॥৪—৬॥ এই সপ্তদ্বীপের নাম শিব, যবস, সুভদ্র, শান্তি, ক্ষেম, অমৃত ও অভয় ॥ ৭ ॥ ঐ সপ্তদ্বীপে যথাক্রমে সপ্ত নদী ও সপ্ত পর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত আছে। নদী সকলের নাম অরুণা, নৃম্না, অঙ্গিরসী, সাবিত্রী, সুপ্রভাতিকা, ঋতম্ভরা ও সত্যম্ভরা। পর্ব্বত সকলের নাম, মণিকূট, বজ্রকূট, ইন্দ্রসেন, জ্যোতিষ্মান্, সুপর্ণ, হিরণ্যষ্ঠীব ও মেঘমাল এই কয়টী প্লক্ষ দ্বীপের পর্ব্বত বিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৮-১০ ॥ তত্তৎ নদীর জলমাত্রের দর্শন ও স্পর্শনাদি করিলেই লোক সকলের অশেষ-কলুষ-নিরাশ ও

হংসশ্চৈব পতঙ্গশ্চ ঊর্দ্ধায়ন ইতীব চ।
সত্যাঙ্গসংজ্ঞাশ্চত্বারো বর্ণাঃ প্লক্ষস্য দ্বীপকে ॥ ১২ ॥
সহস্রায়ুঃপ্রমাণাশ্চ বিবিধোপমদর্শনাঃ।
স্বর্গদ্বারং ত্রয়ী বিদ্যা বিধিনার্কং যজন্তি তে ॥ ১৩ ॥
প্রত্নস্য বিষ্ণোরূপঞ্চ সত্যর্ত্তস্য চ ব্রহ্মণঃ।
অমৃতস্য চ মৃত্যোশ্চ সূর্য্যমাত্মানমীমহি ॥ ১৪ ॥
প্লক্ষাদিষু চ সর্ব্বেষু পঞ্চদ্বীপেষু নারদ!।
আয়ুরিন্দ্রিয়মোজশ্চ বলং বুদ্ধিঃ সহোঽপি চ ॥ ১৫ ॥
বিক্রমঃ সর্ব্বলোকানাং সিদ্ধিরৌৎপত্তিকী সদা।
প্লক্ষদ্বীপাৎ পরং চেক্ষুরসোদঃ সরিতাম্পতিঃ ॥ ১৬ ॥
প্লক্ষদ্বীপং সমগ্রঞ্চ পরিবার্য্যাবতিষ্ঠতে।
শাল্মলাখ্যস্ততো দ্বীপশ্চাস্মাদ্দ্বিগুণবিস্তরঃ ॥ ১৭ ॥

হংসাদয়ো ব্রাহ্মণাদিস্থানীয়া বর্ণাঃ ॥ ১২ ॥
মানসোত্তরস্য মণ্ডলাকারত্বোক্তেঃ। এতে প্লক্ষাদিপঞ্চদ্বীপেষু বর্ষাত্রয়স্তির্য্যগ্রেখাকারা উভয়োঽব্ধিঃ স্পৃশন্ত ইতি গম্যতে। অন্যথা সপ্তভিঃ সপ্তবর্ষবিভাগাসম্ভবাৎ বৈষ্ণবে বর্ষাণাং পূর্ব্বাদিক্রমোক্তেশ্চ। স্বর্গদ্বারং তন্নামকম্। ত্রয়ীবিদ্যাবিধানেন বৈদিকমার্গেণ ॥ ১৩ ॥
প্রত্নস্যেতি। প্রত্নস্য পুরাণস্য পুরুষস্য বিষ্ণোর্যদ্রূপং তং সূর্য্যমীমহীতি শরণং ব্রজেম। কথম্ভূতং সত্যাদীনামাত্মভূতমধিষ্ঠাতারম্। তত্র সত্যমনুষ্ঠীয়মানো ধর্ম্মঃ। ঋতং প্রতীয়মানো ধর্ম্মঃ। ব্রহ্মণস্তদ্বোধকস্য ধর্ম্মস্যামৃতস্য শুভফলস্য মৃত্যোরশুভফলস্য ॥ ১৪—১৫ ॥
ঔৎপত্তিকীস্বাভাবিকী ॥ ১৬ ॥
অস্মাৎ প্লক্ষদ্বীপাৎ দ্বিগুণবিস্তারঃ ॥ ১৭ ॥

অজ্ঞানান্ধকার-পরিহার হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ হংস, পতঙ্গ, ঊর্দ্ধায়ন ও সত্যাঙ্গ যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াদি স্থানীয় এই চারিবর্ণ প্লক্ষদ্বীপে বাস করেন ॥ ১২ ॥ তত্রত্য অধিবাসিগণের আয়ুঃপরিমাণ সহস্র বৎসর এবং সকলেই বিচিত্রদৃশ্য সম্পন্ন। তাঁহারা বেদবিহিত আচারপদ্ধতির অনুসারী হইয়া স্বর্গলাভের সোপানস্বরূপ ভগবান্ ভাস্করের উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥ উপাসনার মন্ত্র এই, যিনি পুরাণপুরুষ বিষ্ণুর সাক্ষাৎ বিগ্রহ এবং যিনি সত্য, ঋত, ব্রহ্ম, অমৃত ও মৃত্যু এই সকলের অধিষ্ঠাতা, সেই সূর্য্যের শরণ গ্রহণ করি ॥ ১৪ ॥ নারদ! প্লক্ষাদি সমুদায় দ্বীপেই লোকমাত্রে দীর্ঘায়ুঃ, ইন্দ্রিয়-পাটববিশিষ্ট, ওজস্বী, বলবান্, বুদ্ধিশক্তি-সম্পন্ন, উৎসাহগুণে অলঙ্কৃত ও বিক্রমসম্পন্ন এবং সকলেরই সকল বিষয়ে আপনা হইতে সিদ্ধি সংঘটিত হইয়া থাকে। এই প্লক্ষদ্বীপের পরেই ইক্ষুসাগর ॥ ১৫—১৬ ॥ এই সাগর সমুদায় প্লক্ষদ্বীপকে বেষ্টন করিয়া বিরাজ করিতেছে। তাহারপর শাল্মলদ্বীপ, ইহা প্লক্ষদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তৃত ॥ ১৭ ॥ এই দ্বীপ সুরাসাগরে বেষ্টিত হইয়া

সমানেন সুরোদেন সিন্ধুনা পরিবেষ্টিতঃ।
যত্র বৈ শাল্মলীবৃক্ষঃ প্লক্ষায়ামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১৮ ॥
স্থানং তৎ পক্ষিরাজস্য গরুড়স্য মহাত্মনঃ।
তস্য দ্বীপস্য নাথো হি যজ্ঞবাহুঃ প্রিয়ব্রতাৎ ॥ ১৯ ॥
জাতঃ স এব সপ্তভ্যঃ স্বপুত্রেভ্যো দদৌ ধরাম্।
তদ্বর্ষাণাঞ্চ নামানি কথিতানি নিবোধত ॥ ২০ ॥
সুরোচনং সৌমনস্যং রমণং দেববর্ষকম্।
পারিভদ্রং তথাচাপ্যায়নং বিজ্ঞাতনামকম্ ॥ ২১ ॥
তেষু বর্ষাদ্রয়ঃ সপ্ত সপ্তৈব সরিতঃ স্মৃতাঃ।
সরসঃ শতশৃঙ্গশ্চ বামদেবশ্চ কন্দকঃ ॥ ২২ ॥
কুমুদঃ পুষ্পবর্ষশ্চ সহস্রশ্রুতিরেব চ।
এতে চ পর্ব্বতাঃ সপ্ত নদীনামানি চোচ্যতে ॥ ২৩ ॥
অনুমতিঃ সিনীবালী সরস্বতী কুহুস্তথা।
রজনী চৈব নন্দা চ রাকেতি পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৪ ॥
তদ্বর্ষপুরুষাঃ সর্ব্বে চাতুর্ব্বর্ণসমাহ্বয়াঃ।
শ্রুতধরো বীর্য্যধরো বসুন্ধর ইষুন্ধরঃ ॥ ২৫ ॥
ভগবন্তং বেদময়ং যজন্তে সোমমীশ্বরম্।
স্বগোভিঃ পিতৃদেবেভ্যো বিভজন্ কৃষ্ণশুক্লয়োঃ ॥ ২৬ ॥

সমানেন শাল্মলীদ্বীপসমানেন মানেন শাল্মলীবৃক্ষঃ প্লক্ষসমানমানঃ ॥ ১৮—২৪ ॥
শ্রুতধরাদয়শ্চত্বারো ব্রাহ্মণাদিস্থানীয়া বর্ণাঃ ॥ ২৫ ॥

আছে। এই দ্বীপে শাল্মলি নামে এক বৃক্ষ আছে, উহার বিস্তার প্লক্ষ বৃক্ষের ন্যায় কথিত হইয়া থাকে; মহাত্মা গরুড় ঐ বৃক্ষেই অবস্থিতি করেন। যজ্ঞবাহু ঐ দ্বীপের অধিপতি; তিনি প্রিয়ব্রত হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; তিনি আপনার সাত পুত্রকে ঐ দ্বীপের ভূমি যথাক্রমে বিভাগ করিয়া প্রদান করেন। এক্ষণে সেই সকল বর্ষের নাম কীর্ত্তন করিতেছি, সাবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর ॥ ১৮—২০ ॥ সুরোচন, সৌমনস্য, রমণ, দেববর্ষ, পারিভদ্র, আপ্যায়ন ও বিজ্ঞাত ॥ ২১ ॥ ঐ সকল বর্ষে যথাক্রমে সপ্ত পর্ব্বত ও সপ্ত নদী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে, সরস, শতশৃঙ্গ, বামদেব, কন্দক, কুমুদ পুষ্পবর্ষ ও সহস্রশ্রুতি, এই সাতটী পর্ব্বত জানিবে এবং অতঃপর নদী সকলের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২২—২৩ ॥ অনুমতি, সিনীবালী, সরস্বতী, কুহু, রজনী, নন্দা ও রাকা, এই সাতটী নদী পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ২৪ ॥ এতদ্বর্ষীয় পুরুষ সকলে শ্রুতধর, বীর্য্যধর, বসুন্ধর ও

সর্ব্বাসাঞ্চ প্রজানাঞ্চ রাজা সোমঃ প্রসীদতু।
এবং সুরোদাদ্দ্বিগুণঃ স্বমানেন প্রকীর্ত্তিতঃ ॥২৭॥
ঘৃতোদেনাবৃতঃ সোঽয়ং কুশদ্বীপঃ প্রকাশতে।
যস্মিন্নাস্তে কুশস্তম্বো দ্বীপাখ্যাকারণো জ্বলন্ ॥ ২৮ ॥
স্বশষ্পরোচিষা কাষ্ঠা ভাসয়ন্ পরিতিষ্ঠতে।
হিরণ্যরেতাস্তদ্দ্বীপপতিঃ প্রৈয়ব্রতঃ স্বরাট্ ॥ ২৯ ॥
স্বপুত্রেভ্যশ্চ সপ্তভ্যস্তং দ্বীপং সপ্তধাভজৎ।
বসুশ্চ বসুদানশ্চ তথা দৃঢ়রুচিঃ পরঃ ॥ ৩০ ॥
নাভিগুপ্তস্তত্যব্রতৌ বিবিক্তভামদেবকৌ।
তেষাং বর্ষেষু সপ্তৈব সীমাগিরিবরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩১ ॥
নদ্যঃ সপ্তৈব সন্তীহ তন্নামানি নিবোধত।
চক্রস্তথা চতুঃশৃঙ্গঃ কপিলশ্চিত্রকূটকঃ ॥ ৩২ ॥

স্বগোভিঃ স্বরশ্মিভিঃ। অন্নমিতি শেষঃ। কৃষ্ণশুক্লয়োঃ পক্ষয়োঃ পিতৃদেবেভ্যো বিভজন্নিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৬ ॥
সুরোদাদনন্তরমিত্যর্থঃ। দ্বিগুণঃ। পূর্ব্বদ্বীপাপেক্ষয়া সুরোদাদ্দ্বিগুণ ইতি ॥ ২৭ ॥
কুশস্তম্বো দেবেন কৃতঃ ॥ ২৮ ॥
স্বশষ্পরোচিষা স্বশষ্পাণি স্বকোমলশিখাস্তেষাং রোচিষা ॥ ২৯—৩৪ ॥

ইযুন্ধর নামক বর্ণচতুষ্টয়ে বিচ্ছিন্ন। ঐ সকল বর্ণকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি স্থানীয় বলিয়া জানিবে ॥ ২৫ ॥ তাঁহারা সকলে, সকলের নিয়ন্তা ও সমুদায় বেদের প্রযোক্তা ভগবান্ চন্দ্রের উপাসনা করিয়া থাকেন এবং তৎসহকারে পিতৃদেবগণকে কৃষ্ণ ও শুক্লপক্ষে যথাযথ বিধানে অন্ন বিভাগ করিয়া প্রদান করেন ॥ ২৬ ॥ তাঁহাদের উপসনার মন্ত্র এই যে, সমুদায় লোকের রাজা সোম প্রসন্ন হউন। নারদ! এইরূপ সুরাসাগরের পর স্বকীয় পরিমাণে তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণরূপে পরিমাণিত, ঘৃত সাগরে বেষ্টিত কুশদ্বীপ বিরাজমান হইতেছে। যাহাতে উদ্দীপ্ত কলেবর কুশস্তম্ব প্রতিষ্ঠিত আছে এবং ঐ কুশস্তম্ব হইতেই ঐ দ্বীপের নামকরণ হইয়াছে ॥ ২৭—২৮ ॥ ঐ কুশসমষ্টি স্বকীয় সুকোমল শিখার প্রতিভা দ্বারা সমুদায় দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। প্রিয়ব্রতের পুত্র হিরণ্যরেতা ঐ দ্বীপের অধিপতি ॥ ২৯ ॥ তিনি আপনার সাত পুত্রকে ঐ দ্বীপ সাত ভাগ করিয়া প্রদান করেন। ঐ সাত পুত্রের নাম বসু, বসুদান, দৃঢ়রুচি, নাভিগুপ্ত, স্তত্যব্রত, বিবিক্ত ও ভামদেবক। তাঁহাদের বর্ষ সকলের সাতটী সীমা পর্ব্বত পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে এবং সেইরূপ যথাক্রমে সাতটী নদীও প্রতিষ্ঠিত আছে, তাঁহাদের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর। পর্ব্বত সকলের নাম চক্র, চতুঃশৃঙ্গ, কপিল, চিত্র দেবানীক, কূট, ঊর্দ্ধরোমা ও দ্রবিণ এবং নদী

দেবানীকশ্চোর্দ্ধরোমাদ্রবিণঃ সপ্ত পর্ব্বতাঃ।
রসকুল্যা মধুকুল্যা মিত্রবিন্দা তথৈব চ ॥ ৩৩ ॥
শ্রুতবিন্দা দেবগর্ভা ঘৃতচ্যুন্মন্ত্রমালিকে।
যৎপয়োভিঃ কুশদ্বীপবাসিনঃ সর্ব্ব এব তে ॥ ৩৪ ॥
কুশলঃ কোবিদশ্চৈবাপ্যভিযুক্তস্তথৈব চ।
কুলকশ্চেতিসংজ্ঞাভিশ্চতুর্ব্বর্ণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৩৫ ॥
জাতবেদসরূপস্তং দেবং কর্ম্মজকৌশলৈঃ।
যজন্তে দেববর্য্যাভাঃ সর্ব্বে সর্ব্ববিদো জনাঃ ॥ ৩৬ ॥
পরস্য ব্রহ্মণঃ সাক্ষাজ্জাতবেদোঽসি হব্যবাট্।
দেবানাং পুরুষাঙ্গানাং যজ্ঞেন পুরুষং যজ।
এবং যজন্তে জ্বলনং সর্ব্বে দ্বীপাধিবাসিনঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে ভুবনকোষবর্ণনে প্লক্ষাদিদ্বীপবর্ণনো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

কুশলাদয়শ্চত্বারো ব্রাহ্মণাদিস্থানীয়া বর্ণাঃ ॥ ৩৫ ॥
কর্ম্মজকৌশলৈঃ কুশলকর্ম্মভিঃ ॥ ৩৬ ॥
হে জাতবেদঃ ত্বং সাক্ষাৎপরস্য ব্রহ্মণো হব্যবাড়সি অতো দেবানাং যজ্ঞেন পরমেশ্বরমেন যজ। অঙ্গানাং নাম্না দত্তমঙ্গিনে সমর্পয়েত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

সকলের নাম রসকুল্যা, মধুকুল্যা, মিত্রবিন্দা শ্রুতবিন্দা, দেবগর্ভা, ঘৃতচ্যুৎ ও মন্ত্রমালিকা, কুশদ্বীপ বাসীরা এই সকল নদীর জল পান করিয়া জীবন ধারণ করেন ॥ ৩০—৩৪ ॥ এখানে ব্রাহ্মণাদিক্রমে যে বর্ণচতুষ্টয়ের প্রতিষ্ঠা আছে, তাহারা যথাক্রমে কুশল, কোবিদ, অভিযুক্ত ও কুলকনামে পরিগণিত হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ তাহারা সকলেই সাক্ষাৎ ইন্দ্রাদি প্রধান প্রধান দেবগণের সদৃশ প্রতিভাসম্পন্ন এবং সকলেই সর্ব্বজ্ঞ। তাহারা বিবিধ শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান সহকারে অগ্নিরূপী দেবতার উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥ তাঁহার মন্ত্র এই, হে অগ্নে! তুমি সাক্ষাৎ পরব্রহ্মের হব্য বহন করিয়া থাক। অতএব দেবগণের যজ্ঞে সেই পুরুষরূপী পরমেশ্বরের যজনা কর এবং সেই পুরুষের অঙ্গ সকলের নাম করিয়া, যাহা প্রদত্ত হয়, তাহা তাঁহাতে অর্পণ কর। এইরূপে ঐ দ্বীপের অধিবাসীবর্গ অগ্নিদেবের পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে প্লক্ষ, শাল্মল এবং কুশদ্বীপ বর্ণন নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

শিষ্টদ্বীপপ্রমাণঞ্চ বদ সর্ব্বার্থদর্শন!।
যেন বিজ্ঞাতমাত্রেণ পরানন্দময়ো ভবেৎ ॥ ১ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

কুশদ্বীপস্য পরিতো ঘৃতোদাবরণং মহৎ।
ততো বহিঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপো দ্বিগুণঃ স্যাৎ স্বমানতঃ ॥ ২ ॥
ক্ষীরোদেনাবৃতো ভাতি যস্মিন্ ক্রৌঞ্চাদ্রিরস্তি চ।
নামনির্ব্বর্ত্তকঃ সোঽয়ং দ্বীপস্য পরিবর্ত্ততে ॥ ৩ ॥
যোঽসৌ গুহস্য শক্ত্যা চ ভিন্নকুক্ষিঃ পুরাভবৎ।
ক্ষীরোদেনাসিচ্যমানো বরুণেন চ রক্ষিতঃ ॥ ৪ ॥
ঘৃতপৃষ্ঠো নাম যস্য বিভাতি কিল নায়কঃ।
প্রিয়ব্রতাত্মজঃ শ্রীমান্ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈশ্চ ষট্‌ত্রিংশন্মহাপদৈরোয়নস্তরম্।
শিষ্টদ্বীপসমাচারো যথাবদনুবর্ণ্যতে ॥

শিষ্টদ্বীপেতি ॥ ১ ॥
দ্বিগুণঃ পূর্ব্বদ্বীপাপেক্ষয়া ॥ ২ ॥
নামনির্ব্বর্ত্তকঃ। স্বনাম্না দ্বীপনামোৎপাদকঃ ॥ ৩—১০ ॥

নারদ কহিলেন, আপনার সকল বিষয়েই সবিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। অতএব এক্ষণে অবশিষ্ট দ্বীপ সকলের পরিমাণাদি কীর্ত্তন করুন। তাহা অবগত হইলে, পরম আনন্দ লাভ করিব সন্দেহ নাই ॥ ১ ॥

নারায়ণ কহিলেন, সুবিশাল ঘৃতসাগর কুশদ্বীপের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আছে। তাহার পরই ক্রৌঞ্চদ্বীপ। ইহার পরিমাণ পূর্ব্বদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ ॥ ২ ॥ ক্ষীরসাগর এই দ্বীপকে বেষ্টন করিয়া আছে এবং ক্রৌঞ্চপর্ব্বত এইস্থানে বর্ত্তমান আছে। সেই পর্ব্বত হইতেই এই দ্বীপের ক্রৌঞ্চ নাম নিষ্পন্ন হইয়াছে ॥ ৩ ॥ পূর্ব্বে মহাভাগ কার্ত্তিকেয় স্বীয় শক্তি সহায়ে এই পর্ব্বতের কুক্ষি বিদারণ করিয়াছিলেন। এই দ্বীপ ক্ষীরসাগরের সলিলে প্রক্ষালিত এবং বরুণ ইহার রক্ষাকর্ত্তা ॥ ৪ ॥ যিনি সকল লোকের নমস্কৃত এবং যাঁহার শ্রীর সীমা নাই, সেই প্রিয়ব্রতপুত্র ঘৃতপৃষ্ঠ এই দ্বীপের অধি-

স্বদ্বীপস্তু বিভজ্যৈব সপ্তধা স্বাত্মজান্ দদৌ।
পুত্রনামসু বর্ষেষু বর্ষপান্ সন্নিবেশয়ন্ ॥ ৬ ॥
স্বয়ং ভগবতস্তস্য শরণং সঞ্জগামহ।
আমো মধুরুহশ্চৈব মেঘপৃষ্ঠঃ সুধামকঃ ॥ ৭ ॥
ভ্রাজিষ্ঠো লোহিতার্ণশ্চ বনস্পতিরিতীব চ।
নাগা নদ্যশ্চ সপ্তৈব বিখ্যাতা ভুবি সর্ব্বতঃ ॥ ৮ ॥
শুক্রো বৈ বর্দ্ধমানশ্চ ভোজনশ্চোপবর্হণঃ।
নন্দশ্চ নন্দনঃ সর্ব্বতোভদ্র ইতি কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৯ ॥
অভয়া অমৃতৌঘা চার্য্যকা তীর্থবতীতি চ।
বৃত্তিরূপবতী শুক্লা পবিত্রবতিকা তথা ॥ ১০ ॥
এতাসামুদকং পুণ্যং চাতুর্ব্বর্ণেন পীয়তে।
পুরুষঋষভৌ তদ্বদ্দ্রবিণাখ্যশ্চ দেবকঃ ॥ ১১ ॥
এতে চতুর্ব্বর্ণজাতাঃ পুরুষা নিবসন্তি হি।
তত্রত্যাঃ পুরুষা আপোময়ং দেবমপাংপতিম্ ॥ ১২ ॥
পূর্ণেনাঞ্জলিনা ভক্ত্যা যজন্তে বিবিধক্রিয়াঃ।
আপঃ পুরুষবীর্য্যাঃ স্থ পুনন্তীর্ভূর্ভুবঃস্বরঃ ॥ ১৩ ॥

পুরুষাদয়ো ব্রাহ্মণাদিস্থানীয়া বর্ণাঃ ॥ ১১—১২ ॥

পতি ॥ ৫ ॥ তিনি আপনার দ্বীপকে সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়া, স্বকীয় পুত্রদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং পুত্রগণের নামে তত্তৎ বর্ষের নামকরণ করিয়া তিনি তাহাদিগকে ঐ সকল বর্ষের অধিপতিরূপে সন্নিবিষ্ট করতঃ স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণের শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সপ্ত বর্ষের নাম যথাক্রমে আম, মধুরুহ, মেঘপৃষ্ঠ, সুধামক, ভ্রাজিষ্ঠ, লোহিতার্ণ ও বনস্পতি। নারদ! তত্রত্য সপ্ত পর্ব্বত ও নদী সকল পৃথিবীতে সর্ব্বতোভাবে বিখ্যাত ॥ ৬—৮ ॥ পর্ব্বত সকলের নাম শুক্র, বর্দ্ধমান, ভোজন, উপবর্হণ, নন্দ, নন্দন ও সর্ব্বতোভদ্র ॥ ৯ ॥ নদী সকলের নাম অভয়া, অমৃতৌঘা, আর্য্যকা, তীর্থবতী, বৃত্তিরূপবতী, শুক্লা ও পবিত্রবতিকা ॥ ১০ ॥ তত্রত্য অধিবাসিগণ এই সকল নদীর পরমপবিত্র বারি পান করিয়া থাকে। পুরুষ, ঋষভ, দ্রবিণ ও দেবক এই বর্ণচতুষ্টয়সমুৎপন্ন পুরুষগণ সেই দ্বীপের অধিবাসী। তত্রত্য পুরুষমাত্রেই জলময়-বিগ্রহ বরুণরূপ ভগবানের উপাসনা করিয়া থাকেন ॥ ১১—১২ ॥ তৎকালে তাহারা বিবিক্তাচারপরায়ণ হইয়া, ভক্তিসহকারে পূর্ণাঞ্জলি প্রদানপুরঃসর এই প্রকার মন্ত্র প্রয়োগ করেন, হে জল! তুমি পুরুষরূপী ভগবানের বীর্য্যস্বরূপ এবং তুমিই ভূর্লোক, ভুবোলোক ও স্বর্লোক পবিত্র করিয়া থাক ॥ ১৩ ॥ অধিক

তা নঃ পুনীতামীবঘ্নীঃ স্পৃশতামাত্মনা ভুবঃ।
ইতি মন্ত্রজপান্তে চ স্তুবন্তি বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥ ১৪ ॥
এবং পরস্তাৎ ক্ষীরোদাৎ পরিতশ্চোপবেশিতঃ।
দ্বাত্রিংশল্লক্ষসংখ্যাকযোজনায়ামমাশ্রিতঃ ॥ ১৫ ॥
স্বমানেন চ দ্বীপোঽয়ং দধিমণ্ডোদকেন চ।
শাকদ্বীপো বিশিষ্টোঽয়ং যস্মিন্ শাকো মহীরুহঃ ॥ ১৬ ॥
স্বক্ষেত্রব্যপদেশস্য কারণং স হি নারদ!।
প্রৈয়ব্রতোঽধিপস্তস্য মেধাতিথিরিতি স্মৃতঃ ॥ ১৭ ॥
বিভজ্য সপ্তবর্ষাণি পুত্রনামানি তেষু চ।
সপ্তপুত্রান্নিজান্ স্থাপ্য স্বয়ং যোগগতিঙ্গতঃ ॥ ১৮ ॥
পুরোজবো মনঃপূর্ব্বজবোঽথ পবমানকঃ।
ধূম্রানীকশ্চিত্ররেফো বহুরূপোঽথ বিশ্বধৃক্ ॥ ১৯ ॥
মর্য্যাদাগিরয়ঃ সপ্ত নদ্যঃ সপ্তৈব কীর্ত্তিতাঃ।
ঈশান উরুশৃঙ্গোঽথ বলভদ্রঃ শতকেসরঃ ॥ ২০ ॥

আপ ইতি। হে আপঃ পুরুষবীর্য্যা ঈশ্বরাল্লব্ধবীর্য্যাঃ স্থ ভবথ। অতএব ভূর্ভুবঃস্বঃ ত্রৈলোক্যং পুনন্ত্যঃ তা ভবন্ত্যো নোঽস্মাকং স্পৃশতাং স্পর্শনং কুর্ব্বতাং ভুবঃ শরীরাণি পুনন্তু। যতঃ আত্মনঃ স্বরূপেণৈব অমীবঘ্নীঃ পাপহন্ত্র্যঃ ॥ ১৩—২৪ ॥

কি, তুমি স্বরূপেই সমুদয় পাপ হরণ কর। অতএব আমরা স্পর্শ করিতেছি; আমাদের দেহ পবিত্র কর। এই প্রকার মন্ত্রজপান্তে তাঁহারা বিবিধ স্তবগান করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥ এইরূপ ক্ষীরোদসাগরের পর, দ্বাত্রিংশৎ লক্ষযোজন বিস্তৃত এবং তৎ পরিমাণবিশিষ্ট দধিসাগরে বেষ্টিত শাকদ্বীপ প্রতিষ্ঠিত আছে। যাহাতে পরম উৎকৃষ্ট শাকনামক পাদপ পরিশোভিত হইতেছে ॥ ১৫—১৬ ॥ নারদ! এই বৃক্ষ হইতেই তদধিষ্ঠানক্ষেত্র ঐ দ্বীপের ঐ রূপ নামকরণ হইয়াছে। প্রিয়ব্রতের পুত্র মেধাতিথি এই দ্বীপের অধিপতি ॥ ১৭ ॥ তিনি ইহাকে আপনার পুত্রগণের নামে পরিগণিত এবং সপ্তবর্ষে বিভাগ করিয়া তত্তৎ বর্ষে সেই সাত পুত্রকে স্থাপন করতঃ স্বয়ং যোগগতি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ১৮ ॥ ঐ সকল বর্ষের নাম পুরোজব, মনোজব, পবমানক, ধূম্রানীক, চিত্ররেফ, বহুরূপ ও বিশ্বধৃক্ ॥ ১৯ ॥ এই সকল বর্ষে প্রত্যেকে এক এক ক্রমে সাতটী সীমাপর্ব্বত ও সাতটী নদী আছে। পর্ব্বত সকলের নাম, ঈশান, উরুশৃঙ্গ, বলভদ্র, শতকেশর সহস্রস্রোতক, দেবপাল ও মহাসন এবং নদী সকলের নাম অনঘা, আয়ুর্দা, উভয়স্পৃষ্টি, অপরাজিতা, পঞ্চপদী, এবং সহস্রশ্রুতি ও নিজধৃতি। এই সাতটীই মহানদী ও সকলেই সমুজ্জ্বলস্বরূপবিশিষ্ট।

সহস্রস্রোতকো দেবপালোঽথান্তে মহাসনঃ।
এতেঽদ্রয়ঃ সপ্ত চোক্তাঃ সরিন্নামানি সপ্ত চ ॥ ২১ ॥
অনঘা প্রথমায়ুর্দ্দা উভয়স্পৃষ্টিরেব চ।
অপরাজিতা পঞ্চপদী সহস্রশ্রুতিরেব চ ॥ ২২ ॥
ততো নিজধৃতিশ্চোক্তাঃ সপ্তনদ্যো মহোজ্জ্বলাঃ।
তদ্বর্ষপুরুষাঃ সর্ব্বে সত্যব্রতক্রতুব্রতৌ ॥ ২৩ ॥
দানব্রতানুব্রতৌ চ চতুর্ব্বর্ণা উদীরিতাঃ।
ভগবন্তং প্রাণবায়ুং প্রাণায়ামেন সংযুতাঃ ॥ ২৪ ॥
যজন্তি নির্ধুতরজস্তমসঃ পরমং হরিম্।
অন্তঃপ্রবিশ্য ভূতানি যো বিভর্ত্ত্যাত্মকেতুভিঃ ॥ ২৫ ॥
অন্তর্যামীশ্বরঃ সাক্ষাৎ পাতু নো যদ্বশে ইদম্।
পরস্তাদ্দধিমণ্ডোদাত্ততস্তু বহুবিস্তরঃ ॥ ২৬ ॥
পুষ্করদ্বীপনামায়ং শাকদ্বীপদ্বিসংগুণঃ।
স্বসমানেন স্বাদূদকেনায়ং পরিবেষ্টিতঃ ॥ ২৭ ॥
যত্রাস্তে পুষ্করং ভ্রাজদগ্নিচূড়ানিভানি চ।
পত্রাণি বিশাদানীহ স্বর্ণপত্রাযুতাযুতম্ ॥ ২৮ ॥

আত্মকেতুভিঃ প্রণাদিবৃত্তিভিঃ ॥ ২৫—২৬ ॥
শাকদ্বীপদ্বিসংগুণঃ শাকদ্বীপদ্বিগুণপরিমাণ ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥
জ্বলনশিখাবদমলানাং কনকপত্রাণামযুতানামযুতানি যস্মিন্ তৎ ॥ ২৮—২৯ ॥

তদ্বর্ষীয় পুরুষগণ সকলে যথাক্রমে সত্যব্রত, ক্রতুব্রত, দানব্রত ও অণুব্রত নামধেয়সম্পন্ন বর্ণচতুষ্টয়ে বিচ্ছিন্ন। তাঁহারা প্রাণায়ামপরায়ণ ও তৎসহকারে রজঃ ও তমোগুণকে বিনষ্ট করিয়া, প্রাণবায়ুরূপী পরাৎপরস্বরূপ হরির যজনা করিয়া থাকেন। তাহার মন্ত্র এই, যিনি ভূতমাত্রেরই অন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণাদি বৃত্তি দ্বারায় তাহাদের পোষণ করেন; যিনি সাক্ষাৎ সকলের অন্তর্যামী ও পরমনিয়ন্তা এবং এই বিশ্বমণ্ডল যাঁহার বশে রহিয়াছে, তিনি আমাদের সকলকে পালন করুন। নারদ! এই দধিসাগরের পর, তাহা অপেক্ষা বহুবিস্তৃত ও শাকদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণিত পুষ্কর নামক দ্বীপ প্রতিষ্ঠিত আছে। উহা আপনার সমপরিমাণ দুগ্ধসাগরে সর্ব্বথা পরিবেষ্টিত ॥ ২০—২৭ ॥ এই দ্বীপে যে পুষ্কর শোভা পাইতেছে, তাঁহার পত্র সকল যেরূপ বিশদ তেমনই প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন। সেই পুষ্কর এইরূপ স্বর্ণকান্তি অযুত অযুত পত্রে অলঙ্কৃত ॥ ২৮ ॥

শ্রীমদ্ভগবতশ্চেদমাসনং পরমেষ্ঠিনঃ।
কল্পিতং লোকগুরুণা সর্ব্বলোকসিসৃক্ষয়া ॥ ২৯ ॥
তদ্দ্বীপ এক এবায়ং মানসোত্তরনামকঃ।
অর্ব্বাচীনপরাচীনবর্ষয়োরবধির্গিরিঃ ॥ ৩০ ॥
উচ্ছ্রায়ায়াময়োঃ সংখ্যাযুতযোজনসম্মিতা।
যত্র দিক্ষু চ চত্বারি চতসৃষু পুরাণি হ ॥ ৩১ ॥
ইন্দ্রাদিলোকপালানাং যদুপর্য্যর্কনির্গমঃ।
মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বন্ ভানুঃ পর্য্যেতি যত্র হি ॥ ৩২ ॥
সংবৎসরাত্মকং চক্রং দেবাহোরাত্রতো ভ্রমন্।
প্রৈয়ব্রতোঽধিপো বীতিহোত্রঃ স্বাত্মজকদ্বয়ম্ ॥ ৩৩ ॥
বর্ষদ্বয়ে পরিস্থাপ্য বর্ষনামধরং ক্রমাৎ।
রমণো ধাতকিশ্চৈব তত্তদ্বর্ষপতী উভৌ ॥ ৩৪ ॥
কৃতাঃ স্বয়ং পূর্ব্বজবদ্ভগবদ্ভক্তিতৎপরাঃ।
তদ্বর্ষপুরুষা ব্রহ্মরূপিণং পরমেশ্বরম্ ॥ ৩৫ ॥

তস্মিন্ দ্বীপে এক এব পর্ব্বতঃ খণ্ডদ্বয়ং চেত্যাহ তদ্দ্বীপ এক এবেতি ॥ ৩০—৩২ ॥ দেবাহোরাত্রতঃ দেবানামহোরাত্রাভ্যামুত্তরদক্ষিণায়নাভ্যামিত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥ ব্রহ্মরূপিণং কমলাসনমূর্ত্তিম্ ॥ ৩৫ ॥

সকল লোকের গুরু বাসুদেব, লোক সকলের সৃষ্টিকামনা-বশংবদ হইয়া, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার আসনরূপে ঐ পুষ্করের পরিকল্পনা করিয়াছেন ॥ ২৯ ॥ এই দ্বীপে মানসোত্তরনামক একমাত্র পর্ব্বত খণ্ডদ্বয়ে বিভক্ত হইয়া, অর্ব্বাচীন ও পরাচীন নামক বর্ষদ্বয়ের সীমা নির্দ্ধারণ করিতেছে ॥ ৩০ ॥ ইহা উর্দ্ধে ও বিস্তারে অযুত-যোজন-পরিমিত। ইহার চারিদিকে চারিটী পুরী প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৩১ ॥ ইন্দ্রাদি লোকপালচতুষ্টয় ঐ সকল পুরীর অধিপতি। ইহাদের উপরি হইতেই ভগবান্ ভাস্কর বিনির্গত হয়েন এবং মেরু প্রদক্ষিণ করিয়া তথায় গমন করেন ॥ ৩২ ॥ সংবৎসর তাঁহার চক্র; তিনি সেই চক্রে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ ক্রমে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। প্রিয়ব্রতের পুত্র বীতিহোত্র এই দ্বীপের অধিপতি; তিনি আপনার দুই পুত্রকে যথাক্রমে ঐ দুই বর্ষে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন। ইহাঁদের দুই জনের নাম রমণ ও ধাতকি। ইহাঁরা উভয়ে তত্তৎ বর্ষের নাম ধারণপূর্ব্বক আধিপত্যে নিযুক্ত হয়েন ॥ ৩৩—৩৪ ॥ তদ্বর্ষীয় পুরুষগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষীয় পুরুষগণের ন্যায়, স্বয়ংসিদ্ধ ও ভগবানে ভক্তিপরায়ণ হইয়া, কমলাসনমূর্ত্তি পরমেশ্বরের আরাধনা করেন এবং যাহাতে ব্রহ্মসালোক্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় তাদৃশ যোগমার্গের অনুশীলনে

সকর্ম্মকেন যোগেন যজন্তি পরিশীলিতাঃ।
যত্তৎকর্ম্মময়ং লিঙ্গং ব্রহ্মলিঙ্গং জনোঽর্চ্চয়েৎ।
একান্তমদ্বয়ং শান্তং তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে অবশিষ্টদ্বীপবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

সকর্ম্মকেন ব্রহ্মসালোক্যাদিসাধনেন কর্ম্মময়ং কর্ম্মফলরূপম্। ব্রহ্ম লিঙ্গ্যতে যস্মাৎ। একস্মিন্নেব পরমেশ্বরেঽন্তো নিষ্ঠা যস্য তম্। অতএব বস্তুতোঽদ্বৈতম্ ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

স্বতঃপরতঃ সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকেন। তাঁহাদের উপাসনার মন্ত্র এই, (যিনি কর্ম্ম সকলের ফলস্বরূপ, যিনি ব্রহ্মের প্রকাশ স্থান, যিনি একমাত্র পরমেশ্বরেই প্রতিষ্ঠিত এবং লোক সকল যাঁহার অর্চ্চনা করে, সেই অদ্বয়স্বরূপ শান্তস্বরূপ ভগবানকে নমস্কার করি ॥ ৩৫—৩৬ ॥)

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে অবশিষ্ট দ্বীপ বর্ণন নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

ততঃপরস্তাদচলো লোকালোকেতি নামকঃ।
অন্তরালে চ লোকালোকয়োর্যঃ পরিকল্পিতঃ ॥ ১ ॥
যাবদস্তি চ দেবর্ষে হ্যন্তরং মানসোত্তরাৎ।
সুমেরোস্তাবতী শুদ্ধা কাঞ্চনী ভূমিরস্তি হি ॥ ২ ॥
দর্পণোদরতুল্যা সা সর্ব্বপ্রাণিবিবর্জ্জিতা।
যস্যাং পদার্থঃ প্রহিতো ন কিঞ্চিৎ প্রত্যুদীয়তে ॥ ৩ ॥

ত্রিংশত্তিরেকেনোনৈস্তু পদ্যৈরথ ততঃপরম্।
লোকালোকগিরেঃ সম্যক্ ব্যবস্থাস্পষ্টমুচ্যতে ॥

ততঃপরস্তাদিতি ততঃ শুদ্ধোদাৎ পরস্তাৎ। লোকঃ সূর্য্যাদ্যালোকবান্ দেশঃ অলোকস্তদ্রহিতস্তয়োরন্তরালে মধ্যে তয়োর্ব্বিভাগার্থে যঃ কল্পিতঃ স লোকালোকাচলোঽস্তীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

ততঃপরস্তাদিত্যুক্তং তদেতৎ কিয়তান্তরেণেত্যপেক্ষায়াং তদন্তর্ব্বর্ত্তিনীং ভূমিমাহ যাবদস্তীতি। যাবন্মানসোত্তরং মের্ব্বোরন্তরং সার্দ্ধসপ্তলক্ষোত্তরসার্দ্ধকোটিপরিমিতম্। তাবতী ভূঃ শুদ্ধোদাৎ পরতোঽস্তি। তত্র চ প্রাণিনোঽপি সন্তি। কাঞ্চনী ভূমিরিত্যত্র পূর্ব্বোক্তভূমেরন্যেতি শেষঃ। এবঞ্চ ততঃ পূর্ব্বোক্তভূমেরন্যা কাঞ্চনী ভূমিরস্তীত্যর্থঃ। সা চৈকোনচত্বারিংশল্লক্ষোত্তরকোট্যষ্টকপরিমিতা জ্ঞেয়া। অর্দ্ধপুষ্করদ্বীপেন সহ শুদ্ধোদঃ ষণ্ণবতিলক্ষাণি। এবং হি সতি মেরুলোকালোকয়োরন্তরং সার্দ্ধদ্বাদশকোটিপরিমিতং বক্ষ্যমাণমুপপন্নং ভবতি। এতদেব শৈবতন্ত্রেষূক্তম্। কোটিদ্বয়ং ত্রিপঞ্চাশল্লক্ষাণি চ ততঃ পরম্। পঞ্চাশচ্চ সহস্রাণি সপ্তদ্বীপাঃ সমাগতাঃ। ততো হেমময়ীভূমির্দশকোটির্ব্বরাননে। দেবানাং ক্রীড়নার্থায় লোকালোকস্ততঃ পরমিতি। অত্র চ দশকোটিত্বং পূর্ব্বোক্তভূম্যা সহ দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২ ॥

সর্ব্বপ্রাণিবিবর্জ্জিতেতি দেবব্যতিরেকেণেতি বিজ্ঞেয়ম্। দেবানাং ক্রীড়নার্থায়েত্যুক্তত্বাৎ। প্রত্যুদীয়তে প্রত্যুপলভ্যতে সুবর্ণমেব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন, এই স্বাদুসাগরের পর লোকালোক নামে পর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত আছে। লোক ও অলোক এই উভয় দেশের অন্তরালে তাহাদের বিভাগ নিরূপণার্থ ঐ পর্ব্বতের কল্পনা হইয়াছে ॥ ১ ॥ দেবর্ষে! মানসোত্তর ও মেরু উভয়ের মধ্যে যাবৎ অন্তর, তাবৎ কাঞ্চনময়ী ভূমি আছে ॥ ২ ॥ ঐ ভূমি দর্পণোদর তুল্য উহাতে কোনরূপ প্রাণিসমাগম সম্পর্ক নাই। ইহার কারণ এই, উহাতে কোন পদার্থ স্থাপন করিলে, তাহার কিছুই আর পাওয়া যায় না। তৎসমুদায়ই সুবর্ণরূপে পরিণত হয় ॥ ৩ ॥ নারদ! এই

অতঃ সর্ব্বপ্রাণিসঞ্চাররহিতা সা চ নারদ ! ।
লোকালোক ইতি ব্যাখ্যা যদত্র পরিকল্পিতা ॥ ৪ ॥
লোকালোকান্তরে চাস্য বর্ত্ততে সর্ব্বদা স্থিতিঃ ।
ঈশ্বরেণ সলোকানাং ত্রয়াণামন্তগঃ কৃতঃ ॥ ৫ ॥
সূর্য্যাদীনাং ধ্রুবান্তানাং রশ্ময়ো যদ্বশাদিহ ।
অর্ব্বাচীনাশ্চ ত্রীঁল্লোকানাতন্বানাঃ কদাপি হি ॥ ৬ ॥
পরাচীনত্বভাজোহি ন ভবন্তি চ নারদ ! ।
তাবদুন্নহনায়ামঃ পর্ব্বতেন্দ্রো মহোদয়ঃ ॥ ৭ ॥
এতাবাঁল্লোকবিন্যাসোহয়ং সংস্থামানলক্ষণৈঃ ।
কবিভিঃ স তু পঞ্চাশৎকোটিভির্গণিতস্য চ ॥ ৮ ॥
ভূগোলস্য চতুর্থাংশো লোকালোকাচলো মুনে ! ।
তস্যোপরি চতুর্দিক্ষু ব্রহ্মণা চাত্মযোনিনা ॥ ৯ ॥

যতঃ সুবর্ণমেব ভবতি ন তু তৃণৌষধিধান্যাদিকং ততোহন্যপ্রাণিনিবাসযোগ্যস্থানাভাবাদন্যপ্রাণিনো দেবাদিব্যতিরিক্তা ন সন্তীত্যাহ অত ইতি ॥ ৪ ॥

লোকালোক ইতি ব্যাখ্যা যদত্র পরিকল্পিতা। পূর্ব্বতস্য কারণং শৃণ্বিত্যাহ লোকালোকান্তরে চেতি । লোকবদ্দেশালোকাভাববদ্দেশয়োরন্তরে যতোহস্য পর্ব্বতস্য স্থিতির্ব্বর্ত্ততে ততঃ ইত্যর্থঃ। কেনৈতস্য স্থিতিঃ কল্পিতা তত্রাহ ঈশ্বরেণেতি অন্তগঃ লোকত্রয়স্যান্তে পরিতো মর্য্যাদারূপো বিহিতঃ ॥ ৫ ॥

তন্নিমিত্তমাহ যস্মাৎ প্রতিবন্ধকাৎ সূর্য্য আদির্যেষাম্‌। আতন্বানাঃ সমন্তাৎ প্রকাশয়ন্তঃ পরতো গন্তুং ন শক্নুবন্তি তাবদুন্নহনমুৎসেধস্তদনুরূপ আয়ামশ্চ বিস্তারো যস্য। ধ্রুবাদপ্যুচ্ছ্রিতত্বাত্ত্রিলোকীমর্য্যাদাভূত ইত্যর্থঃ ॥ ৬—৭ ॥

এতাবানিতি সংস্থাকারঃ কথিতঃ। কবিভির্ম্ময়া বা লোকালোকাচলস্য পরিমাণমাহ স ত্বেতি। সোহয়ন্তু লোকালোকাচলশ্চতুর্থাংশসার্দ্ধদশকোট্যা মেরোরেকত ইতি দ্রষ্টব্যম্‌ ॥ ৮ ॥

তস্যোপরি পর্ব্বতোপরি ॥ ৯—১০ ॥

অন্য কোন প্রাণীই সেখানে থাকিতে পারে না এবং এই জন্যই উহার লোকালোকনাম দেওয়া হইয়াছে ॥ ৪ ॥ তাহার মূল এই, লোক ও অলোক এই উভয়ের অন্তরালে সর্ব্বদা উহা প্রতিষ্ঠিত আছে। স্বয়ং ঈশ্বর উহাকে তিনলোকের সীমারূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন ॥ ৫ ॥ সূর্য্যাদি ধ্রুবান্ত সমুদয় গ্রহেরই কিরণপরম্পরা উহার আয়ত্ত হইয়া আছে পরন্তু উহার মধ্যগত হইয়া লোকত্রয়ে বিস্তৃত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥ নারদ ! এই পরম মহীমান্‌ পর্ব্বতরাজ এইরূপ উন্নত ও বিস্তারবিশিষ্ট যে, কোন কালেই সেই রশ্মি সমস্ত উহার অতিক্রমণে সমর্থ হয় না ॥ ৭ ॥ কবিগণ বলিয়া থাকেন, ঐ পর্ব্বতের আকার, পরিমাণ ও লক্ষণ দ্বারা এইরূপ স্থির হইয়াছে যে, ইহা পঞ্চাশৎ পরিমিত ভূগোলের

নিবেশিতা দিগ্‌গজা যে তন্নামানি নিবোধত।
ঋষভঃ পুষ্কচুড়োঽথ বামনোঽথাপরাজিতঃ ॥ ১০ ॥
এতে সমস্তলোকস্থ স্থিতিহেতব ঈরিতাঃ।
তেষাঞ্চ স্ববিভূতীনাং বহুবীর্য্যোপবৃংহণম্ ॥ ১১ ॥
বিশুদ্ধসত্ত্বৈশ্চৈশ্বর্য্যং বর্দ্ধয়ন্ ভগবান্ হরিঃ।
আস্তে সিদ্ধ্যষ্টকোপেতো বিষ্বক্‌সেনাদিসংবৃতঃ ॥ ১২ ॥
নিজায়ুধৈঃ পরিবৃতো ভুজদণ্ডৈঃ সমং ততঃ।
আস্তে সকললোকস্থ স্বস্তয়ে পরমেশ্বরঃ ॥ ১৩ ॥
আকল্পমেবং বেশং স গতো বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
স্বমায়ারচিতস্যাস্য গোপীথায়াত্মসাধনঃ ॥ ১৪ ॥
যোঽন্তর্ব্বিস্তার এতেন হ্যলোকপরিমাণকম্।
ব্যাখ্যাতং যদ্বহির্লোকালোকাচল ইতীরণাৎ ॥ ১৫ ॥

তেষাং চেতি। তেষাং দিগ্‌গজানাম্। স্ববিভূতীনাং স্বাংশভূতানাঞ্চ মহেন্দ্রাদীনাঞ্চ বিবিধবীর্য্যোপবৃংহণায় সকললোকস্বস্তয়ে চ ভগবাংস্তস্মিন্নাস্তে ইত্যন্বয়ঃ। কিং কুর্ব্বন্ আত্মনঃ স্বস্থ যাদ্বশুদ্ধং সত্ত্বং তৎ সন্ধারয়মাণঃ আবিষ্কুর্ব্বন্। কীদৃশং সত্ত্বং ধর্ম্মজ্ঞানাদীন্যষ্টমহাসিদ্ধয়শ্চোপলক্ষণং যস্য তৎ। দোর্দ্দণ্ডৈরুপলক্ষিতঃ স মহাবিভূতেঃ পরমৈশ্বর্য্যস্য পতিস্বাদেকয়ৈব মূর্ত্ত্যা আত্মনো যোগমায়য়া রচিতস্যাস্য লোকস্য গোপীথায় রক্ষণায়ৈব ভগবানেবম্ভূত আকল্পবেশঙ্গত ইতি সার্দ্ধত্রিশ্লোকানামর্থঃ। ইয়ং ব্যাখ্যা মূলঞ্চ কিঞ্চিদ্বিষমম্ ॥ ১১—১৪ ॥

যোঽন্তরিতি। যোঽয়মন্তরবিস্তার আখ্যাতঃ। এতেনালোকপরিমাণং মেরোরেকতঃ সার্দ্ধদ্বাদশকোট্যা ব্যাখ্যাতং ভবতি। যদ্‌যস্মাদেতস্মাদ্বহির্লোকাচলো ভবতীতি কথিতং তস্মাদিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

চতুর্থাংশ। ইহার উপরি চতুর্দ্দিকে আত্মযোনি ব্রহ্মা যে সকল দিগ্‌গজ সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহাদের নাম সকল শ্রবণ কর। ঋষভ, পুষ্পচূড়, বামন ও অপরাজিত ॥ ৮—১০ ॥ এই গজচতুষ্টয় সমস্ত লোকের স্থিতিবিধান করিতেছে, এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভগবান্ হরি এই সকল গজের ও ইন্দ্রাদি স্বকীয় বিভূতি সকলের বিবিধ বীর্য্য সংবর্দ্ধিত এবং স্বকীয় বিশুদ্ধ স্বত্ব ও ঐশ্বর্য্য আবিষ্কৃত করিয়া, অণিমাদি অষ্টবিধ মহাসিদ্ধির সহিত সংমিলিত বিষ্বক্‌সেনাদি পার্ষদগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, উহাতে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১১—১২ ॥ তিনি সকলের অদ্বিতীয় ঈশ্বর। সকল লোকের স্বস্তিবিধানার্থ স্বকীয় অনন্ত সাধারণ সুদর্শনাদি আয়ুধ ও ভুজদণ্ডসমূহে বিমণ্ডিত হইয়া, অধিষ্ঠিত আছেন ॥ ১৩ ॥ তিনি আপনিই আপনার কারণ এবং সর্ব্বদা সর্ব্ব স্থলে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপিয়া আছেন। তাঁহার কোন কালে কোন দেশে ও কোন অবস্থাতেই ক্ষয় নাই। এই জগৎ তদীয় অসাধারণ মায়াবলে আবিষ্কৃত হই-

ততঃপরস্তাদ্যোগেশ গতিং শুদ্ধাং বদন্তি হি।
অণ্ডমধ্যগতঃ সূর্য্যো দ্যাবাভুম্যোর্যদন্তরম্ ॥ ১৬ ॥
সূর্য্যাণ্ডগোলয়োর্ম্মধ্যে কোট্যঃ স্যুঃ পঞ্চবিংশতিঃ।
মৃতেঽণ্ড এষ এতস্মিন্ জাতো মার্ত্তণ্ডশব্দভাক্ ॥ ১৭ ॥
হিরণ্যগর্ভ ইতি যদ্ধিরণ্যাণ্ডসমুদ্ভবঃ।
সূর্য্যেণ হি বিভজ্যন্তে দিশঃ খন্দ্যোর্ম্মহীভিদাঃ ॥ ১৮ ॥
স্বর্গাপবর্গৌ নরকারসৌকাংসি চ সর্ব্বশঃ।
দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাণাং সরীসৃপসবীরুধাম্ ॥ ১৯ ॥
সর্ব্বজীবনিকায়ানাং সূর্য্য আত্মাদৃগীশ্বরঃ।
এতাবান্ ভূমণ্ডলস্য সন্নিবেশ উদাহৃতঃ ॥ ২০ ॥

ততঃপরস্তাল্লোকালোকাচলাৎ। আলোকাদ্বাপরস্তাত্ বিশুদ্ধাদ্দ্বিজপুত্রানয়নেঽর্জ্জুনস্য শ্রীকৃষ্ণেন দর্শিতাং বিস্তরেণোক্তং ব্রহ্মাণ্ডমানং সর্ব্বতোঽপি নিরূপয়তি অণ্ডমধ্যগত ইতি। অণ্ডগতমধ্যগতঃ কিন্তুমধ্যং তদাহ। দ্যাবাভূম্যোঃ পূর্ব্বোত্তরকপালয়োর্যদন্তরং মধ্যং স্থানম্ ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বতঃ পঞ্চবিংশতিকোট্যঃ। অণ্ডমধ্যাবস্থানে কারণং তন্নামনির্ব্বচনেনাহ মৃতে অচেতনে। এষ বৈরাজরূপেণ যস্মাৎ প্রবিষ্টস্তত ইত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

কিঞ্চ সূর্য্যেণৈব বিভজ্যন্তে দিশঃ। খমন্তরিক্ষম্। ভিদা অন্যোঽপি বিভাগঃ। স্বর্গাপবর্গৌ ভোগমোক্ষদেশৌ। রসৌকাংসি অতলাদীনি ॥ ১৮ ॥

উপাসনার্থমাহ। দেবেতি। দেবাদীনাং সূর্য্য আত্মা দৃগীশ্বরো নেত্রাধিষ্টাতা চ ॥ ১৯ ॥

ভূমণ্ডলসন্নিবেশকথনমুপসংহরতি এতাবানিতি। বিস্তারেণ পঞ্চাশৎকোট্যঃ। উৎসেধেন পঞ্চবিংশতিঃ ॥ ২০ ॥

য়াছে। তিনি তাহারই রক্ষণার্থ কল্পপর্য্যন্ত ঐ রূপ বেশে বিরাজ করিয়া থাকেন ॥ ১৪ ॥ পূর্ব্বে যে অন্তর্বিস্তার বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেই আলোকের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কেননা, ইহার বহির্ভাগে লোকালোক প্রতিষ্ঠিত আছে, কথিত হইয়াছে ॥ ১৫ ॥ লোকালোকপর্ব্বতের পরেই সকল দোষ বিমুক্ত যোগেশ্বরগতি প্রতিষ্ঠিত, এই প্রকার লোকবাদ প্রচলিত আছে। স্বর্গ ও পৃথিবী এই উভয়ের যে অন্তর, সূর্য্য সেই অণ্ডের মধ্যগত হইয়া আছেন ॥ ১৬ ॥ সূর্য্য ও অণ্ডগোলক, এই উভয়ের অন্তর্দেশের পরিমাণ পঞ্চবিংশতি কোটি। এই অণ্ড অচেতন হইলে, উহাতে বৈরাজরূপে প্রবেশ করিয়া থাকেন বলিয়া সূর্য্যের নাম মার্ত্তণ্ড হইয়াছে ॥ ১৭ ॥ এইরূপ হিরণ্যাণ্ড হইতে সমুদ্ভূত হওয়াতে, তাঁহাকে হিরণ্যগর্ভ বলিয়া থাকে। এই সূর্য্যই সমুদয় দিক্, আকাশ, স্বর্গ, পৃথিবী এই সকলের যথাযথ বিভাগ ও অন্যান্যপ্রকার ভাগ কল্পনা করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥ তিনিই স্বর্গ ও অপবর্গ, নরক ও পাতালাদি অধোভুবন সমস্ত, দেবগণ, মনুষ্যগণ, তির্য্যগ্বর্গ, সরীসৃপ, বীরুধ এবং অন্যান্য সমুদয় জীবসমূহ, এই সকলের আত্মা এবং

এতেন হি দিবো মানং বর্ণয়ন্তি চ তদ্বিদঃ।
দ্বিদলানাঞ্চ নিষ্পাবাদীনাঞ্চ দলয়োর্যথা ॥ ২১ ॥
অন্তরেণ তয়োরন্তরীক্ষন্তদুভয়সন্ধিতম্।
যন্মধ্যগশ্চ ভগবান্ ভাস্বুর্বৈ তপতাংবরঃ ॥ ২২ ॥
আতপেন ত্রিলোকীঞ্চ প্রতপত্যেব ভাসয়ন্।
উত্তরায়ণমাসাদ্য গতিমান্দ্যং বিতন্বতে ॥ ২৩ ॥
আরোহণস্থানমসৌ গত্বাহোদৈর্ঘ্যমাচরেৎ।
দক্ষিণায়নমাসাদ্য গতিশৈঘ্র্যং বিতন্বতে ॥ ২৪ ॥
অবরোহস্থানমসৌ গচ্ছন্ হ্রস্বং দিনং চরেৎ।
বিষুবৎসংজ্ঞমাসাদ্য গতিসাম্যং বিতন্বতে ॥ ২৫ ॥
সমস্থানমথাসাদ্য দিনসাম্যং করোতি চ।
যদা চ মেষতুলয়োঃ সঞ্চরেদ্ধি দিবাকরঃ ॥ ২৬ ॥

এতৎপরিমাণং দিবো দ্যুলোকস্যেত্যত্র দৃষ্টান্তো দ্বিদলয়োর্মধ্যে যথৈকস্য মানেনাপরস্য মানমুপদিশ্যতে তদ্বৎ ॥ ২১ ॥

তয়োর্দ্বিদলয়োর্মধ্যে যদন্তরম্। কিন্তত্রাহ তদুভয়সন্ধিতং তাভ্যামুভয়তঃ সংলগ্নম্। যন্মধ্যগ ইত্যর্থঃ ॥ ২২—২৩ ॥

উত্তরায়ণং গত্বা কিমিতি গতে মান্দ্যং করোতি তেন চ কিন্তবতি তদাহ আরোহণস্থানমুচ্চস্থানম্। পর্ব্বতমারোহতি যতস্তস্য গতিমান্দ্যং প্রসিদ্ধমেব তথাত্রাপি উত্তরায়ণকালে আরোহণস্থানে ন গচ্ছতি তেন চাহোদৈর্ঘ্যং দিবসদৈর্ঘ্যং ভবতীত্যর্থঃ। এবমেবাবরোহস্থানেন নীচমার্গেণ গমনে গতিশৈঘ্র্যং দিবসাল্পত্বঞ্চ ভবতীত্যাহ দক্ষিণায়নেতি ॥ ২৪ ॥

এবমেব সাম্যমার্গেণ গচ্ছতঃ সাম্যং ভবতীত্যাহ বিষুবদিতি ॥ ২৫ ॥

তদেব প্রপঞ্চয়তি যদেতি ॥ ২৬ ॥

তাহাদের সকলেরই দৃষ্টির অধিনেতা। হে নারদ! ভূমণ্ডলের এইরূপ সন্নিবেশ বিনির্দ্দিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ উহার বিস্তার পঞ্চাশৎ কোটি এবং উৎসেধ পঞ্চবিংশতি ॥১৯—২০॥ চণক প্রভৃতি দ্বিদল সকলের দলদ্বয়ের মধ্যে একতরের পরিমাণ দ্বারা যেমন অন্যতরের পরিমাণ হইয়া থাকে, সেই পরিমাণবিৎ ব্যক্তিগণ ভূমণ্ডলের উল্লিখিত পরিমাণ দ্বারা স্বর্গমণ্ডলের পরিমাণ নির্দ্দেশ করেন ॥ ২১ ॥ ইহাদের উভয়ের যে অন্তর উভয়ে সংলগ্ন হইয়া আছে, তাহাই অন্তরীক্ষ। গ্রহগণের অগ্রগণ্য ভগবান্ ভানুমান্ ইহারই মধ্যগত হইয়া আতপ প্রদানপুরঃসর ত্রিলোকীকে সমুদ্ভাসিত ও সন্তাপিত করিয়া উত্তরায়ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং তজ্জন্য মান্দ্য গতি অবলম্বন করিয়া থাকেন ॥ ২৩—২৪ ॥ এবং তৎসহকারে উচ্চস্থ হইয়া, দিবসের দীর্ঘতা বিধান করেন। সেইরূপ দক্ষিণায়ন প্রাপ্ত হইয়া, শীঘ্রগতি

সমানানি ত্বহোরাত্রাণ্যাতনোতি ত্রয়ীময়ঃ।
বৃষাদিপঞ্চসু যদা রাশিষ্বর্কো বিরোচতে ॥ ২৭ ॥
তদাহানি চ বর্দ্ধন্তে রাত্রয়োঽপি হ্রসন্তি চ।
বৃশ্চিকাদিষু সূর্য্যো হি যদা সঞ্চরতে রবিঃ ॥ ২৮ ॥
তদাপীমান্যহোরাত্রাণি ভবন্তি বিপর্য্যয়াৎ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে লোকালোকগিরিব্যবস্থাবর্ণং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

সমানানীতি। অত্যন্তবৈষম্যাভাবাৎ সমানানীত্যুক্তম্ ॥ ২৭—২৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

সাধনপূর্ব্বক অনুচ্চমার্গে গমন করিয়া, দিবসের হ্রস্বত্ব সমাধান করিয়া থাকেন। অনন্তর বিষুবৎ প্রাপ্ত হইয়া, গতিসাম্য অবলম্বন করিয়া পরে সমস্থানে সমাগমপূর্ব্বক দিনসাম্য বিধান করেন। যে সময় তিনি মেষ ও তুলা উভয়ে সঞ্চরণ করিয়া থাকে তখন সেই বেদময় বিভাকর দিন ও রাত্রি উভয়ের সাম্যভাব সম্পাদন করেন। অনন্তর বৃষাদি পঞ্চ রাশিতে সঞ্চরণ করিলে দিন সকল বর্দ্ধিত ও রাত্রি সকল খর্ব্বীকৃত হয় এবং বৃশ্চিকাদিতে সঞ্চরণ করিলে অহোরাত্রির বিপর্য্যয় ভাব সংঘটিত হয় ॥ ২৫—২৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে লোকালোকস্থিতি বর্ণন নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি ভানোর্গমনমুত্তমম্।
শীঘ্রমন্দাদিগতিভিস্ত্রিবিধং গমনং রবেঃ ॥ ১ ॥
সর্ব্বগ্রহাণাং ত্রীণ্যেব স্থানানি সুরসত্তম!।
স্থানং জারদ্গবং মধ্যং তথৈরাবতমুত্তরম্ ॥ ২ ॥
বৈশ্বানরং দক্ষিণতো নির্দ্দিষ্টমিতি তত্ত্বতঃ।
অশ্বিনী কৃত্তিকা যাম্যা নাগবীথীতি শব্দিতা ॥ ৩ ॥
রোহিণ্যার্দ্রামৃগশিরো গজবীথ্যভিধীয়তে।
পুষ্যাশ্লেষা তথাদিত্যা বীথী চৈরাবতী স্মৃতা ॥ ৪ ॥
এতাস্তু বীথয়স্তিস্র উত্তরো মার্গ উচ্যতে।
তথা দ্বে চাপি ফল্গুন্যৌ মঘা চৈবার্ষভী মতা ॥ ৫ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ চত্বারিংশৎপদ্যৈরথ বিস্তরাৎ।
রবের্গমনমান্দ্যাদিপ্রকারঃ সম্যগুচ্যতে ॥

(ভানোর্গমনং বক্তুমাহ অতঃপরমিতি ॥ ১ ॥)

মধ্যং গতিস্থানং জারদ্গবসংজ্ঞকমুত্তরমৈরাবতং দক্ষিণং বৈশ্বানরমিত্যর্থঃ। তত্রৈকৈকং স্থানং বীথীত্রয়াত্মকমস্তীত্যাহ অশ্বিনীতি। যাম্যা ভরণী। আদিত্যা অদিতিদেবতাকা পুনর্ব্বসুঃ। তথা চ ত্রিভিস্ত্রিভিরশ্বিন্যাদিনক্ষত্রৈর্নাগবীথী গজবীথী ঐরাবতী চেত্যুত্তরমার্গেণ বীথীত্রয়ং সম্পন্নম্ ॥ ২—৪ ॥

পূর্ব্বফল্গুনী উত্তরফল্গুনী মঘা চেতি নক্ষত্রত্রয়াত্মিকা আর্ষভী বীথী ॥ ৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, নারদ! অতঃপর, সূর্য্য যেরূপে গমন করেন তাহা সম্যক্ প্রকারে কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। সূর্য্যদেবের শীঘ্র ও মন্দাদি গতিভেদে ত্রিবিধ গমন ॥১॥ হে সুরসত্তম! গ্রহমাত্রেরই স্থান তিন প্রকার জানিবে। তন্মধ্যে মধ্যগতি স্থানের নাম জারদ্গব, উত্তরের নাম ঐরাবত এবং দক্ষিণকে বৈশ্বানর বলিয়া থাকে। অশ্বিনী, কৃত্তিকা ও ভরণী ইহারা নাগবীথী শব্দে উল্লিখিত হয় ॥ ২—৩ ॥ রোহিণী, আর্দ্রা ও মৃগশিরা ইহাদের নাম গজবীথী এবং পুষ্যা, অশ্লেষা ও পুনর্ব্বসু ইহারা ঐরাবতীবীথী নামে পরিগণিত ॥ ৪ ॥ এই তিন বীথীর নাম উত্তর মার্গ। পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী এবং মঘা

হস্তশ্চিত্রা তথা স্বাতী গোবীথীতি তু শব্দিতা।
জ্যেষ্ঠা বিশাখানুরাধা বীথী জারদ্গবী মতা ॥ ৬ ॥
এতাস্তু বীথয়স্তিস্রো মধ্যমো মার্গ উচ্যতে।
মূলাষাঢ়োত্তরাষাঢ়া অজবীথ্যভিশব্দিতা ॥ ৭ ॥
শ্রবণঞ্চ ধনিষ্ঠা চ মার্গী শতভিষস্তথা।
বৈশ্বানরীভাদ্রপদে রেবতী চৈব কীর্ত্তিতা ॥ ৮ ॥
এতাস্তু বীথয়স্তিস্রো দক্ষিণো মার্গ উচ্যতে।
উত্তরায়ণমাসাদ্য যুগাক্ষান্তর্নিবদ্ধয়োঃ ॥ ৯ ॥
কর্ষণং পাশয়োর্ব্বায়ুবদ্ধয়ো রোহণং স্মৃতম্।
তদাভ্যন্তরগান্মণ্ডলাদ্রথস্য গতের্ভবেৎ ॥ ১০ ॥
মান্দ্যন্দিবসবৃদ্ধিশ্চ জায়তে সুরসত্তম।
রাত্রিহ্রাসশ্চ ভবতি সৌম্যায়নক্রমো হ্যয়ম্ ॥ ১১ ॥

তথা চ ত্রিভিস্ত্রিভিঃ পূর্ব্বফল্গুন্যাদিনক্ষত্রৈরার্ষভী গোবীথী জারদ্গবী চেতি বৈষুবতে মধ্যমমার্গে বীথীত্রয়ং সম্পন্নম্ ॥ ৬ ॥

মূলেতি। মূলনক্ষত্রম্। আষাঢ়া পূর্ব্বাষাঢ়েত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

মার্গী মৃগবীথীত্যর্থঃ। তথা চ ত্রিভিস্ত্রিভির্মূলাদিনক্ষত্রৈরজবীথী মৃগবীথী বৈশ্বানরী চেতি দক্ষিণমার্গে বীথীত্রয়ং সম্পন্নম্ ॥ ৮ ॥

উত্তরায়ণমিতি। যুগাক্ষান্তর্নিবদ্ধয়োঃ পাশয়োরিত্যন্বয়ঃ। বায়ুবদ্ধয়োরেতাদৃশয়োঃ পাশয়োর্যৎকর্ষণং তদেব রোহণং স্মৃতমিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। ধ্রুবেণ যুগাক্ষকোটিনিবদ্ধ-বায়ুপাশদ্বয়াকর্ষণে রথস্যারোহণং তদাভ্যন্তরমণ্ডলপ্রবেশো গতিমান্দ্যঞ্চেতি দিনবৃদ্ধী রাত্রি-হ্রাসশ্চ। দক্ষিণায়নে চ পাশপ্রেরণাদবরোহণে বহির্মণ্ডলপ্রবেশো গতিশৈঘ্র্যঞ্চেত্যহো

ইহাদের নাম আর্ষভী বীথী ॥ ৫ ॥ হস্তা, চিত্রা ও স্বাতী ইহাদিগকে গোবীথী বলিয়া থাকে এবং জ্যেষ্ঠা, বিশাখা ও অনুরাধা, ইহাদের নাম জারদ্গবীবীথী ॥ ৬ ॥ এই বীথী-ত্রয়ের নাম মধ্যম মার্গ। মূলা, পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া ইহাদের নাম অজবীথী ॥ ৭ ॥ শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষা ইহারা মৃগবীথী নামে পরিগণিত। উত্তরভাদ্রপদ ও পূর্ব্বভাদ্র-পদ এবং রেবতী ইহারা বৈশ্বানরীবীথী-শব্দের বাচ্য ॥ ৮ ॥ এই তিন বীথীকে দক্ষিণমার্গ বলিয়া থাকে। উত্তরাণ উপস্থিত হইলে, ধ্রুব যেমন যুগাক্ষ কোটি সংলগ্ন বায়ুবদ্ধ পার্শ্বদ্বয়ের আকর্ষণ করে, তেমনি সূর্য্যরথের আরোহণ সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাহার অভ্যন্তরগত মণ্ডল প্রবেশবশতঃ রথের গতি মন্দীভূত হইলে, দিবসের বৃদ্ধি ও রাত্রির হ্রাস হইয়া থাকে। হে সুরসত্তম! হে সৌম্য! অয়নের ক্রমই এইরূপ জানিবে ॥ ৯—১১ ॥ দক্ষিণায়নক উক্ত পাশ প্রেরিত হইলে, রথের অবরোহণ ও তৎসহকারে বহির্ম্মণ্ডলে

দক্ষিণায়নকে পাশে প্রেরণাদবরোহণম্ ।
বহির্ম্মণ্ডলবেশেন গতিশৈঘ্র্যং তদা ভবেৎ ॥ ১২ ॥
তদা দিনাল্পতা রাত্রিবৃদ্ধিশ্চ পরিকীর্ত্তিতা ।
বৈষুবে পাশসাম্যাত্তু সমাবস্থানতো রবেঃ ॥ ১৩ ॥
মধ্যমণ্ডলবেশশ্চ সাম্যং রাত্রিদিনাদিকে ।
আকৃষ্যেতে যদা তৌ তু ধ্রুবেণ সমধিষ্ঠিতৌ ॥ ১৪ ॥
তদাভ্যন্তরতঃ সূর্য্যো ভ্রমতে মণ্ডলানি চ ।
ধ্রুবেণ মুচ্যমানেন পুনা রশ্মিযুগেন তু ॥ ১৫ ॥
তথৈব বাহ্যতঃ সূর্য্যো ভ্রমতে মণ্ডলানি চ ।
তস্মিন্মেরৌ পূর্ব্বভাগে পুর্য্যৈন্দ্রী দেবধানিকা ॥ ১৬ ॥
দক্ষিণে বৈ সংযমনী নাম যাম্যা মহাপুরী ।
পশ্চান্নিম্লোচনী নাম বারুণী বৈ মহাপুরী ॥ ১৭ ॥
তদুত্তরে পুরী সৌম্যা প্রোক্তা নাম বিভাবরী ।
ঐন্দ্রপুর্য্যাং রবেঃ প্রোক্ত উদয়ো ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ১৮ ॥

রাত্রয়োর্বিপর্য্যয়ঃ । বৈষুবতে তু পাশসাম্যাৎ সমাবস্থানে মধ্যমণ্ডলপ্রবেশে গতিসাম্যং চেত্যহোরাত্রয়োঃ সাম্যমিতি ॥ ৯—১৩ ॥

এতদেব স্পষ্টয়তি আকৃষ্যেতে ইতি । তৌ বায়ুপাশাবিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৫ ॥

তৃতীয়কোটিস্বর্থাদুক্তেতি বোধ্যম্ । অথোদয়াস্তাদিকং বক্তুমুপক্রমতে তস্মিন্মেরাবিতি । পূর্ব্বং মেরাবষ্টপুর্য্যোঽভিহিতাস্তাস্বৈন্দ্রী পুরী পূর্ব্বভাগে বর্ত্তত ইত্যর্থঃ । এবমুত্তরত্র ॥ ১৬—১৯ ॥

প্রবেশবশতঃ গতির শীঘ্রতা সম্পাদিত হয় ॥ ১২ ॥ তখন দিনের অল্পতা ও রাত্রির বৃদ্ধি হইয়া থাকে । মহাবিষুব ও জলবিষুব অর্থাৎ বৈশাখসংক্রান্তি ও কার্ত্তিকসংক্রান্তিতে যখন ঐ পাশ সমানভাবে অবস্থিতি করে, তৎকালে সূর্য্যেরও সমাবস্থানপ্রযুক্ত মধ্যমণ্ডলে রথের প্রবেশ ও তৎপ্রযুক্ত দিন ও রাত্রি সমান হইয়া থাকে । সমানভাবে অবস্থিত বায়ুকল্পিত পাশটী যখন ধ্রুবনক্ষত্র আকর্ষণ করে তখন মধ্যে অবস্থিত সূর্য্য ও মণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে থাকে এবং পুনর্ব্বার ধ্রুব যখন সেই বায়ুপাশ শ্লথ করিয়া দেয় তখন সূর্য্য মধ্য মণ্ডলের বাহিরে আসিয়া ভ্রমণ করিতে থাকে এবং মণ্ডলও ভ্রমণে প্রবৃত্ত হয় । সেই মেরুর পূর্ব্বভাগে ইন্দ্রের পুরী প্রতিষ্ঠিত আছে দেবগণ তাহাতেই বাস করেন । এই জন্য তাহার নাম দেবধানিকা ॥ ১৩—১৬ ॥ মেরুর দক্ষিণে সংযমনী নামে বিখ্যাত যমের মহাপুরী শোভা পাইতেছে । উহার পশ্চাদ্ভাগে নিম্লোচনী নাম্নী বরুণের মহাপুরী প্রতিষ্ঠিত ॥ ১৭ ॥ তাহার উত্তরে বিভাবরী নামে চন্দ্রের পুরী বিরাজমান হইতেছে । নারদ ! ব্রহ্মবাদিগণ

সংযমন্যাঞ্চ মধ্যাহ্নো নিম্লোচন্যাং বিমীলনম্।
বিভাবর্য্যাং নিশীথঃ স্যাত্তিগ্মাংশোঃ সুরপূজিত ! ॥ ১৯ ॥
প্রবৃত্তেশ্চ নিমিত্তানি ভূতানাং তানি সর্ব্বশঃ।
মেরোশ্চতুর্দ্দিশং ভানোঃ কীর্ত্তিতানি ময়া মুনে ! ॥ ২০ ॥
মেরুস্থানাং সদা মধ্যঙ্গত এব বিভাতি হি।
সব্যং গচ্ছন্দক্ষিণেন করোতি স্বর্ণপর্ব্বতম্ ॥ ২১ ॥
উদয়াস্তময়ে চৈব সর্ব্বকালস্তু সম্মুখে।
দিশাস্বশেষাসু তথা সুরর্ষে ! বিদিশাসু চ ॥ ২২ ॥
যৈর্যত্র দৃশ্যতে ভাস্বান্ স তেষামুদয়ঃ স্মৃতঃ।
তিরোভাবঞ্চ যত্রৈতি তত্রৈবাস্তমনং রবেঃ ॥ ২৩ ॥
নৈবাস্তমনমর্কস্য নোদয়ঃ সর্ব্বদা সতঃ।
উদয়াস্তমনাখ্যং হি দর্শনাদর্শনং রবেঃ ॥ ২৪ ॥

প্রবৃত্তেশ্চ নিমিত্তানি গমনানীতি শেষঃ। চতুর্দ্দিশমিত্যনেন যে মেরোর্দ্দক্ষিণে দেশে তেষামৈন্দ্রীমারভ্য পূর্ব্বোদয়ঃ। যে পশ্চিমে দেশে তেষাং যাম্যামারভ্য যে উত্তরে তেষাং বারুণীমারভ্য যে পূর্ব্বে তেষাং সৌম্যামারভ্যেত্যুক্তম্ ॥ ২০ ॥

সব্যং গচ্ছন্নিতি। নক্ষত্রাভিমুখতয়া স্বগত্যা মেরুং বামতঃ কুর্ব্বন্নপি প্রদক্ষিণাবর্ত্তপ্রবহাখ্যবায়ুভ্রাম্যমাণজ্যোতিশ্চক্রবশাৎ প্রত্যহং দক্ষিণং করোতি। অতশ্চক্রগতিবশাদতিদূরতো ভূসংলগ্নস্যেব দর্শনমুদয়ঃ। আকাশমারূঢ়স্যেব দর্শনং মধ্যাহ্নঃ। ভূমিং প্রবিষ্টস্যেব দর্শনমস্তময়ঃ। ততোঽতীবদূরগমনে নিশীথ ইতি সমুদ্রতীরস্থদৃষ্ট্যা চ। অস্ত্যো বা এব প্রাতরুদেত্যপঃ সায়ং প্রবিশতীতি শ্রুতিব্যবহারো ন বস্তুতঃ। ইদং সর্ব্বং মনসি নিধায়াহ দক্ষিণেন করোতীত্যাদিনা ॥ ২১—২৪ ॥

বলিয়া থাকেন, রবি ইন্দ্রের পুরীতে প্রথমতঃ উদিত হন ॥ ১৮ ॥ সংযমনীতে মধ্যাহ্নকালে সমুপস্থিত হন ও নিম্লোচনীতে অস্ত যান এবং বিভাবরীতে যাইয়া নিশীথকালের আবির্ভাব করেন ॥ ১৯ ॥ মুনে ! সূর্য্যের ঐরূপ মেরুর চতুর্দ্দিকে উদয়াস্ত প্রভৃতি ঘটনা সমস্তই ভূতগণের স্ব স্ব কার্য্য প্রভৃতির কারণস্বরূপ জানিবে। ॥ ২০ ॥ মেরুবাসীগণ সর্ব্বদা তাঁহারে মধ্যগত দেখিয়া থাকেন। তিনি সেই সেই নক্ষত্রকে লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে মেরুকে বাম দিকে রাখিয়া, গমন করিলেও জ্যোতিশ্চক্রের বশে তাহাকে স্বদক্ষিণে স্থাপন করেন ॥২১॥ তাহার উদয় ও অস্ত সকল সময়েই সম্মুখে লক্ষিত হইয়া থাকে ; তদ্ভিন্ন, হে দেবর্ষে ! কি দিক্ সমুদয়, কি বিদিক্মণ্ডলী যে যেখানে তাঁহাকে দেখিতে পায়, সেইখানেই তাহাদের পক্ষে তাঁহার উদয় পরিকল্পিত হইয়া থাকে। আবার যেখানে তিনি অদৃশ্য হন, সেইখানেই তাঁহার অস্ত কল্পনা করা হয় ॥ ২২—২৩ ॥ তিনি সকল সময়েই বিরাজমান আছেন সুতরাং তাঁহার উদয় বা অস্ত নাই। পরন্তু তাঁহার দর্শন ও অদর্শনকেই লোকে উদয়াস্ত কহিয়া

শক্রাদীনাং পুরে তিষ্ঠন্ স্পৃশত্যেষ পুরত্রয়ম্।
বিকর্ণৌ দ্বৌ বিকর্ণস্থস্ত্রীন্ কোণান্ দ্বে পুরে তথা ॥ ২৫ ॥
সর্ব্বেষাং দ্বীপবর্ষাণাং মেরুরুত্তরতঃ স্থিতঃ।
যৈর্যত্র দৃশ্যতে ভানুঃ সৈব প্রাচীতি চোচ্যতে ॥ ২৬ ॥
তদ্বামভাগতো মেরুর্ব্বর্ত্ততেতি বিনির্ণয়ঃ।
যদি চৈন্দ্র্যাঃ প্রচলতে ঘটিকাদশপঞ্চভিঃ ॥ ২৭ ॥
যাম্যাং তদা যোজনানাং সপাদং কোটিযুগ্মকম্।
সার্দ্ধদ্বাদশলক্ষাণি পঞ্চনেত্রসহস্রকম্ ॥ ২৮ ॥
প্রক্রামতি সহস্রাংশুঃ কালমার্গপ্রদর্শকঃ।
এবং ততো বারুণীঞ্চ সৌম্যামৈন্দ্রীং সহস্রদৃক্ ॥ ২৯ ॥
পর্য্যেতি কালচক্রাত্মা দ্যুমণিঃ কালবুদ্ধয়ে।
তথা চান্যে গ্রহাঃ সোমাদয়ো যে দিবিচারিণঃ ॥ ৩০ ॥

শক্রাদীনামিতি। যদা শক্রপূর্য্যাং তিষ্ঠতি তদা পুরত্রয়ং ইন্দ্রপুরং যমপুরং সোমপুরং বিকর্ণৌ ঈশানকোণবহ্নিকোণৌ স্পৃশতি। অন্যপুরেষু বিকর্ণেষু চ স্পর্শাভাবো মেরুণা ব্যবধানাৎ। এবং বিকর্ণস্থো বহ্নিপুরনিষ্ঠো যদা ভবতি তদা ত্রিকোণান্ বহ্নিকোণনির্ঋতিকোণেশানকোণান্ দ্বে পুরে ইন্দ্রপুরং যমপুরঞ্চ স্পৃশতি নান্যদুক্তযুক্তেরিতি ভাবঃ। এবং যাম্যাদিপুরস্থস্যাপি বোধ্যম্ ॥ ২৫—২৬ ॥

যদা চৈন্দ্র্যাঃ সকাশাৎ পঞ্চদশঘটিকাভির্যাম্যাং প্রচলতে তদা যোজনানাং সপাদকোটিদ্বয়ং সার্দ্ধদ্বাদশলক্ষাণি পঞ্চনেত্রসহস্রকং নেত্রশব্দেন দ্বৌ অঙ্কানাং বামতো গতিঃ। পঞ্চবিংশতিসহস্রং গচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ২৭—৩০ ॥

থাকে ॥২৪॥ তিনি যখন ইন্দ্রের পুরীতে অবস্থিতি করেন, তখন ইন্দ্রপুর, যমপুর, চন্দ্রপুর, এই পুরত্রয় এবং তৎসঙ্গে ঈশানকোণ ও বহ্নিকোণ আলোকিত করিয়া থাকেন। এইরূপ যখন বহ্নিপুরে অবস্থিতি করেন, তখন বহ্নিকোণ, ঈশানকোণ ও নৈর্ঋতকোণ এই কোণত্রয় ও তৎসমভিব্যাহারে ইন্দ্রপুর ও যমপুর এই পুরদ্বিতয় প্রদীপ্ত করিয়া থাকেন। এইরূপে যমাদির পুরী প্রভৃতির বিষয়ও বুঝিতে হইবে ॥ ২৫ ॥

নারদ! মেরু পর্ব্বত সমুদয় দ্বীপ ও সমুদয় বর্ষের উত্তরে প্রতিষ্ঠিত আছে সুতরাং যে যেখানে সূর্য্যকে দেখিয়া থাকে, সে সেই স্থানকেই "পূর্ব্ব" নামে নির্দ্দেশ করে ॥ ২৬ ॥ পরন্তু মেরু তাঁহার বামভাগে বিদ্যমান আছে, এইপ্রকার নির্ণীত হইয়া থাকে। সূর্য্য যদি ইন্দ্রপুরী হইতে পঞ্চদশ ঘটিকামাত্রে যমপুরে গমন করেন, তবে সেই সময় মধ্যে তাঁহার সপাদ কোটিদ্বয় সার্দ্ধ দ্বাদশ লক্ষ পঞ্চবিংশতি সহস্র যোজন অতিক্রম করা হইয়া থাকে ॥ ২৭—২৮ ॥ সেই সহস্রলোচন সহস্রাংশু ভগবান্ ভাস্কর কালমার্গের প্রকাশক। তিনি ঐরূপে যথাক্রমে বরুণের, চন্দ্রের ও ইন্দ্রের পুরে পরিভ্রমণ করেন ॥ ২৯ ॥ তিনি

নক্ষত্রৈঃ সহ চোদ্যন্তি সহ চাস্তং ব্রজন্তি তে।
এবং মুহূর্ত্তেন রথো ভানোরষ্টশতাধিকম্ ॥ ৩১ ॥
যোজনানাং চতুস্ত্রিংশল্লক্ষাণি ভ্রমতি প্রভুঃ।
ত্রয়ীময়শ্চতুর্দ্দিক্ষু পুরীষু চ সমীরণাৎ ॥ ৩২ ॥
প্রবহাখ্যাৎ সদা কালচক্রং পর্য্যেতি ভানুমান্।
যস্য চক্রং রথস্যৈকং দ্বাদশারং ত্রিনাভিকম্ ॥ ৩৩ ॥
ষট্‌নেমিকবয়স্তঞ্চ বৎসরাত্মিকমূচিরে।
মেরুমূর্দ্ধনি তস্যাক্ষো মানসোত্তরপর্ব্বতে ॥ ৩৪ ॥
কৃতেতরবিভাগো যঃ প্রোতস্তত্র রথাঙ্গকম্।
তৈলকারকযন্ত্রেণ চক্রসাম্যং পরিভ্রমন্ ॥ ৩৫ ॥
মানসোত্তরনাম্নীহ গিরৌ পর্য্যেতি চাংশুমান্।
তস্মিন্নক্ষে কৃতং মূলং দ্বিতয়োঽক্ষো ধ্রুবে কৃতঃ ॥ ৩৬ ॥

নক্ষত্রৈঃ সহেতি। যদ্যপি বস্তুতঃ সূর্য্যস্যাপি নক্ষত্রৈঃ সহৈবোদয়াস্তময়ৌ তথাপি তস্য তৎসাহিত্যাদর্শনাৎ সোমাদীনামিব তৎসাহিত্যমুক্তম্ ॥ ৩১ ॥

ত্রয়ীময় ইত্যাদ্যুপাসনার্থম্। প্রবহাখ্যাৎ সমীরণাদ্বায়োরিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

কালচক্রং সংবৎসরাত্মকম্। দ্বাদশমাসা অরা যস্য। ত্রীণি চাতুর্ম্মাস্যানি নাভয়ো যস্য ॥ ৩৩ ॥

ষড়্‌ঋতবো নেময়ো যস্য মানসোত্তরপর্ব্বতে লক্ষার্দ্ধাদুপরি বায়ুবদ্ধভূমাবিতি দ্রষ্টব্যম্। চক্রং বা তাবদুচ্ছ্রিতমিতি মন্তব্যম্। অন্যথাযুতমাত্রোচ্ছ্রায়ত্বান্মানসোত্তরস্য মেরোশ্চতুরশীত্যুচ্ছ্রায়ত্বাদক্ষস্য সাম্যানুপপত্তেঃ ॥ ৩৪—৩৫ ॥

তস্মিন্নক্ষে চক্রপ্রান্তে কৃতং মূলং নিবদ্ধপূর্ব্বভাগঃ প্রথমোঽক্ষো মেরুমানসোত্তরায়তঃ সার্দ্ধসপ্তলক্ষাধিকসার্দ্ধকোটীপ্রমাণঃ। তস্য তুর্য্যমাণেন সার্দ্ধসপ্তত্রিংশৎসহস্রাধিকৈকোনচত্বারিংশল্লক্ষমানেন ধ্রুবে কৃতো বায়ুপাশেন নিবদ্ধ উপরিভাগো যস্য তাদৃশঃ কৃতঃ ॥ ৩৬ ॥

স্বর্গলোকের শিরোরত্নস্বরূপ এবং কালচক্র তাঁহার আত্মা। তিনি সকলের সময় পরিজ্ঞান জন্য ঐরূপে পরিক্রমণ করেন। নারদ! সোম প্রভৃতি অন্যান্য গগনচারী গ্রহ সকলও নক্ষত্রমণ্ডলীর সহিত ঐরূপে উদিত হইয়া থাকে এবং অস্তগমনও করে। এইরূপে ভানুর পরমশক্তিমান্ রথ মুহূর্ত্ত মধ্যে অষ্টশতাধিক চতুস্ত্রিংশৎ লক্ষযোজন ভ্রমণ করিয়া থাকে। বেদমূর্ত্তি ভগবান্ ভানুমান্ প্রবহ নামক বায়ুর সহায়তায় চতুর্দ্দিকে পুরী সকলে সংবৎসররূপ কালচক্রে পরিভ্রমণ করেন। এই সূর্য্যের রথ সংবৎসরাত্মক এক চক্র, দ্বাদশ মাস অর, তিন চাতুর্ম্মাস্য নাভি ও ছয় ঋতু নেমি ; তত্ত্ববিৎ পুরুষগণ এই রথকেই সংবৎসরস্বরূপ বলিয়া থাকেন। তাহার অক্ষ এক দিকে মেরুর মস্তকে ও অন্য দিকে মানসোত্তর পর্ব্বতে প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৩০—৩৪ ॥ সেই সূর্য্যচক্রের প্রান্তভাগ দ্বারা অপরাপর কলাকাষ্ঠা, মুহূর্ত্ত, যাম, প্রহর, অহোরাত্র ও পক্ষাদিও বিভক্ত হইয়াছে, সেই নেমিতেই

তুর্য্যমাণেন তৈলস্য যন্ত্রাক্ষবদিতীরিতঃ।
কৃতোপরিতনো ভাগঃ সূর্য্যস্য জগতাংপতেঃ॥ ৩৭॥
রথনীড়স্তু ষট্‌ত্রিংশল্লক্ষযোজনমায়তঃ।
তত্তুর্য্যভাগতঃ সোঽয়ং পরিণাহেন কীর্ত্তিতঃ॥ ৩৮॥
তাবানর্করথস্যাত্র যুগস্তস্মিন্ হয়াঃ শুভাঃ।
সপ্তচ্ছন্দোঽভিধানাশ্চ সূরসূতেন যোজিতাঃ॥ ৩৯॥
বহন্তি দেবমাদিত্যং লোকানাং সুখহেতবে।
পুরস্তাৎ সবিতুঃ সূতোঽরুণঃ পশ্চান্নিযোজিতঃ॥ ৪০॥
সৌত্যে কর্ম্মণি সংযুক্তো বর্ত্ততে গরুড়াগ্রজঃ।
তথৈব বালখিল্যাখ্যা ঋষয়োঽঙ্গুষ্ঠপর্ব্বকাঃ॥ ৪১॥
প্রমাণেন পরিখ্যাতাঃ ষষ্টিসাহস্রসংখ্যকাঃ।
স্তুবন্তি পুরতঃ সূর্য্যং সূক্তবাক্যৈঃ সুশোভনৈঃ॥ ৪২॥

উপরিতনো ভাগ ইতি বিভক্ত্যলোপশ্ছান্দসঃ॥ ৩৭॥
নীড় উপবেশস্থানম্। পরিণাহো দৈর্ঘ্যম্॥ ৩৮॥
যুগ ইত্যস্য পরিণাহেন কীর্ত্তিত ইত্যনেনান্বয়ঃ। সপ্তচ্ছন্দোভিধানাঃ গায়ত্র্যাদিচ্ছন্দো নামানঃ। সূরসূতেনারুণেন সারথিনা॥ ৩৯॥
পুরস্তাৎ সবিতুরিতি। পুরস্তাৎ স্থিতোঽপি পশ্চাৎ প্রত্যঙ্মুখ আস্তে। যদ্বা যৎসূর্য্যস্য পুরস্তাত্তস্যৈব পশ্চিমত্বাৎ পশ্চাদিত্যুক্তম্॥ ৪০—৪১॥
সূক্তবাক্যৈর্বেদমন্ত্রৈঃ সুভাষিতৈর্বা॥ ৪২—৪৩॥

চক্র প্রোথিত হইয়াছে। ভগবান্ ভানুমান্ তৈলকারের যন্ত্রসাম্যে এই চক্রে পরিভ্রমণ করিয়া মানসোত্তর নামক উল্লিখিত পর্ব্বতে পরিক্রমণ করেন। চক্রের পূর্ব্বভাগ ঐ অক্ষে এবং দ্বিতীয়ভাগ ধ্রুবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রথম অক্ষের পরিমাণ সার্দ্ধ সপ্তলক্ষাধিক সার্দ্ধ কোটি যোজন॥ ৩৫—৩৬॥ দ্বিতীয়ের পরিমাণ ইহার একচতুর্থাংশ। উহা তৈলযন্ত্রের অক্ষানুরূপ পরিগণিত হইয়া থাকে, উহার উপরিভাগ জগৎপতি সূর্য্যের ভাগ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়॥ ৩৭॥ সূর্য্যরথের উপবেশন স্থান ষট্‌ত্রিংশৎ লক্ষ যোজন বিস্তৃত। উহার যুগের পরিমাণ দৈর্ঘ্য, উপবেশন স্থানের এক চতুর্থাংশ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। গায়ত্র্যাদি সপ্ত ছন্দের নামধেয় বিশিষ্ট সপ্ত অশ্ব যথাক্রমে অরুণ কর্ত্তৃক ঐ রথে সংযোজিত হইয়া থাকে॥ ৩৮—৩৯॥ ঐ সকল অশ্ব লোক সকলের সুখসংবিধানার্থ ভগবান্ আদিত্যকে বহন করে। সারথি অরুণ সূর্য্যের সম্মুখে অধিষ্ঠান করিলেও প্রত্যঙ্মুখ হইয়া আছেন॥৪০॥ তিনি তদবস্থায় তদীয় সারথ্যভার বহনপূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন। এইরূপে বালখিল্য ঋষিগণ, যাঁহারা অঙ্গুষ্ঠের ন্যায় পরিমাণবিশিষ্ট এবং যাঁহাদের সংখ্যা যাটি হাজার, তাঁহারা

তথা চান্যে চ ঋষয়ো গন্ধর্ব্বা অপ্সরোরগাঃ।
গ্রামণ্যো যাতুধানাশ্চ দেবাঃ সর্ব্বে পরেশ্বরম্ ॥ ৪৩ ॥
একৈকশঃ সপ্ত সপ্ত মাসি মাসি বিরোচনম্।
সার্দ্ধলক্ষোত্তরং কোটিনবকং ভূমিমণ্ডলম্ ॥ ৪৪ ॥
দ্বিসহস্রং যোজনানাং সগব্যূত্যুত্তরং ক্ষণাৎ।
পর্য্যেতি দেবদেবেশো বিশ্বব্যাপী নিরন্তরম্ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে সূর্য্যগতিবর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

একৈকশশ্চতুর্দ্দশদ্বন্দ্বশঃ সপ্ত গুণাঃ সন্তো মাসি মাস্যুপাসত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
গব্যূতিঃ ক্রোশযুগং স গব্যূত্তরং যথা ভবতি তথা ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

পরমশোভন বেদবাক্য সমুচ্চারণপূর্ব্বক সম্মুখে অধিষ্ঠান করিয়া, তাঁহার স্তব করিতে-ছেন ॥ ৪১—৪২ ॥ তদ্ব্যতীত অন্যান্য ঋষিগণ, অপ্সরোগণ, উরগগণ, গ্রামণীগণ, রাক্ষসগণ এবং সমুদয় দেবগণ একৈকশ সপ্তসপ্তগণে বিভক্ত হইয়া, মাসে মাসে সেই পরম জ্যোতি-র্ম্ময়শরীরী পরমেশ্বররূপী ভানুমানের উপাসনা করিয়া থাকেন। ভূমণ্ডলের পরিমাণ সার্দ্ধ লক্ষাধিক নয়কোটি এবং ক্রোশযুগাধিক দ্বিসহস্র যোজন। দেবদেবেশ্বর সর্ব্বব্যাপী ভানু-মান্ ক্ষণমধ্যেই উহা পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। একদিন এক ক্ষণের জন্যও তাহার এই ভ্রমণের বিরাম নাই ॥ ৪৩—৪৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে সূর্য্যগতি বর্ণন নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

অথাতঃ শ্রূয়তাং চিত্রং সোমাদীনাং গম্যাদিকম্।
তদ্গত্যনুসৃতা নৃণাং শুভাশুভনিদর্শনা॥ ১॥
যথা কুলালচক্রেণ ভ্রমতা ভ্রমতাং সহ।
তদাশ্রয়াণাঞ্চ গতিরন্যা কীটাদিনাং ভবেৎ॥ ২॥
এবং হি রাশিবৃন্দেন কালচক্রেণ তেন চ।
মেরুং ধ্রুবঞ্চ সরতাং প্রাদক্ষিণ্যেন সর্ব্বদা॥ ৩॥
গ্রহাণাং ভানুমুখ্যানাং গতিরন্যৈব দৃশ্যতে।
নক্ষত্রান্তরগামিত্বাদ্ভান্তরে গমনং তথা॥ ৪॥

সপ্তত্রিংশৎশ্লোকবর্য্যৈঃ সোমাদীনামথোত্তরম্।
স্থানং গত্যনুসারেণ বিবিধং ফলমুচ্যতে॥

গম্যাদিকং গমনস্থানাদিকমিত্যর্থঃ। শুভাশুভনিদর্শনা শুভয়োঃ প্রাপ্তিস্তদ্গত্যনুসৃতা-সোমাদিগত্যনুরোধেন নৃণাং ভবতীত্যর্থঃ॥ ১॥

নমু মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বত আদিত্যস্য রাশীনামভিমুখমপ্রদক্ষিণং গমনমুপবর্ণিতং ন তদ্-বুদ্ধ্যারূঢ়ং দৃষ্টান্তেন বিনা ভবতীত্যাশঙ্কাং শ্রোতুর্মনসি জায়মানাং নিরাকরোতি যথা কুলালেতি। কীটাদিনামিতি দীর্ঘাভাব আর্ষঃ॥ ২—৪॥

নারায়ণ কহিলেন, নারদ! অতঃপর চন্দ্রাদি অন্যান্য গ্রহগণের অতীব বিচিত্র গমন-স্থানাদি বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। গ্রহগণের এই গতির অনুসারেই লোকের শুভাশুভ ঘটিয়া থাকে॥ ১॥ কুম্ভকারের চক্র ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলে, তদাশ্রিত ভ্রমণশীল কীটাদির যেমন অন্যবিধ গতি লক্ষিত হয়, সেইরূপ কালচক্রে দ্বাদশ রাশির সহিত মেরু-রূপধুর প্রদক্ষিণ করিয়া সর্ব্বদা পরিভ্রমণে প্রবৃত্ত ভানুপ্রমুখ গ্রহগণেরও অন্যবিধ গতি লক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপ নক্ষত্রগণের অন্তরগামিত্ববশতঃ নক্ষত্রান্তরে গমন সম্পন্ন হয়, ফলতঃ চক্রের বশতাপন্নত্ব হেতু এবং স্বভাবতই উক্ত দ্বিবিধ গতি সর্ব্বথা সঙ্গত হইয়া থাকে এই প্রকার বিনির্ণীত হইয়াছে। নারদ! যিনি সকলের উৎপত্তির হেতু আদি-পুরুষস্বরূপ; যাহা হইতে এই সকল সমুদ্ভূত হইয়াছে; যিনি ষড়্গুণে পরিপূর্ণ; নিখিল প্রপঞ্চ যাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে, সেই নারায়ণ লোক সকলের সর্ব্বাঙ্গীন সুখসংবিধানার্থ ভ্রমণ করত কর্ম্মশুদ্ধির নিমিত্ত ত্রয়ীময় আত্মাকে দ্বাদশভাগে বিভাগ করিয়াছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ এইরূপে বেদবিহিত পন্থার অনুসরণক্রমে তদীয় স্বরূপ বিতর্ক

গতিদ্বয়ঞ্চাবিরুদ্ধং সর্ব্বত্রৈষ বিনির্ণয়ঃ।
স এব ভগবানাদিপুরুষো লোকভাবনঃ॥ ৫॥
নারায়ণোঽখিলাধারো লোকানাং স্বস্তয়ে ভ্রমন্।
কর্ম্মশুদ্ধিনিমিত্তস্তু আত্মানং বৈ ত্রয়ীময়ম্॥ ৬॥
কবিভিশ্চৈব বেদেন বিজিজ্ঞাস্যোঽর্কধাভবৎ।
ষট্‌সু ক্রমেণ ঋতুষু বসন্তাদিষু চ স্বয়ম্॥ ৭॥
যথোপজোষং ঋতুজান্ গুণাংশ্চ বিদধাতি চ।
তমেনং পুরুষাঃ সর্ব্বে ত্রয্যা চ বিদ্যয়া সদা॥ ৮॥
বর্ণাশ্রমাচারপথা তথাম্নাতৈশ্চ কর্ম্মভিঃ।
উচ্চাবচৈঃ শ্রদ্ধয়া চ যোগানাঞ্চ বিতানকৈঃ॥ ৯॥
অঞ্জসা চ যজন্তে যে শ্রেয়ো বিন্দন্তি তে মতম্।
অথৈষ আত্মা লোকানাং দ্যাবাভূম্যন্তরেণ চ॥ ১০॥
কালচক্রগতো ভুংক্তে মাসান্ দ্বাদশরাশিভিঃ।
সংবৎসরস্যাবয়বাম্মাসঃ পক্ষদ্বয়ং দিবা॥ ১১॥

চক্রবশাৎ স্বতশ্চ গতিদ্বয়মবিরুদ্ধমিতি পরিহারার্থঃ॥ ৫—৬॥
বিজিজ্ঞাস্যো বিতর্কমাণঃ। অর্কধা দ্বাদশধা॥ ৭॥
যথোপজোষং যথাকর্ম্মভোগম্। ঋতুজান্ গুণান্ শীতোষ্ণাদীন্॥ ৮—৯॥
মতমভীষ্টম্। স এষ এব স্বগত্যামাসাদিব্যবহারকারণমিত্যাহ অথৈষ ইতি। এষ লোকানামাত্মা দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরেণ মধ্যে যদন্তরীক্ষং তস্য মধ্যে যৎ কালচক্রং তদ্গত-মেষাদিদ্বাদশরাশিভিঃ সংজ্ঞা যেষাং দ্বাদশমাসানাস্তান্ মাসান্ ভুংক্তে ইত্যর্থঃ। চৈত্রাদি-সংজ্ঞাস্তু চান্দ্রমাসানাম্॥ ১০॥
সংবৎসরস্যাবয়বানিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। মাসমাহ পক্ষদ্বয়ং মাস ইতি। ইদং চান্দ্রেণ মানেন। সপাদং ঋক্ষদ্বয়ং সৌরেণ। দিবানক্তঞ্চাহোরাত্রমিতি পিত্র্যেণ॥ ১১॥

করিয়া থাকেন। সেই ভগবান্ সূর্য্যদেব যথাক্রমে বসন্তাদি ছয় ঋতুতে ভ্রমণ করিয়া লোক সকলের কর্ম্মভোগ বিধিক্রমে শীতোষ্ণাদি তত্তৎ ঋতুধর্ম্ম সকলের সংবিধান করেন। যে সকল পুরুষ এই আদিপুরুষকে সর্ব্বদা বেদবিদ্যা, বর্ণ ও আশ্রমবিহিত আচার পদ্ধতি অনুসারে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক বিবিধ ক্রিয়াকলাপ এবং নানাবিধ যোগানুষ্ঠান দ্বারা উপাসনা করেন, তাহারা সত্বরই স্ব স্ব অভিলাষানুরূপ শ্রেয় প্রাপ্ত হন। এই ভগবানই লোক সকলের আত্মা এবং স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়ের অন্তরালস্থিত কালচক্রে অধিষ্ঠান করিয়া, মেষাদি দ্বাদশ রাশিতে দ্বাদশ মাস ভোগ করেন। ঐ সকল মাস সংবৎসরের অবয়ব। দুই পক্ষে একমাস হইয়া থাকে। সৌরপরিমাণে দিবা ও রাত্রি পাদসহিত ঋক্ষদ্বয়ে নক্ষত্র

নক্রশ্চেতি সপাদর্ক্ষদ্বয়মিত্যুপদিশ্যতে।
যাবতা ষষ্ঠমংশং স ভুঞ্জীত ঋতুরুচ্যতে॥ ১২॥
সংবৎসরস্যাবয়বঃ কবিভিশ্চোপবর্ণিতঃ।
যাবতার্দ্ধেন চাকাশবীথ্যাং প্রচরতে রবিঃ॥ ১৩॥
তং প্রাক্তনা বর্ণয়ন্তি অয়নং মুনিপূজিতাঃ।
অথ যাবন্নভোমণ্ডলং সহ প্রতিগচ্ছতি॥ ১৪॥
কার্ৎস্নেন সহ ভুঞ্জীত কালং তং বৎসরং বিদুঃ।
সংবৎসরং পরিবৎসরমিড়াবৎসরমেব চ॥ ১৫॥
অনুবৎসরমিদ্বৎসরমিতি পঞ্চকমীরিতম্।
ভানোর্মান্দ্যশৈঘ্রসমগতিভিঃ কালবিত্তমৈঃ॥ ১৬॥
এবং ভানোর্গতিঃ প্রোক্তা চন্দ্রাদীনাং নিবোধত।
এবং চন্দ্রোঽর্করশ্মিভ্যো লক্ষযোজনমূর্দ্ধতঃ॥ ১৭॥

ষষ্ঠমংশং রাশিদ্বয়ং স ঋতুরিত্যর্থঃ॥ ১২॥

যাবতার্দ্ধেন ঋতুত্রয়াত্মকেন॥ ১৩॥

তং কালময়নমিতি প্রাক্তনা বর্ণয়ন্তি অথ যাবদিতি। সহ দ্যাবাপৃথিব্যোর্মণ্ডলাভ্যামিতি শেষঃ। তাভ্যাং মণ্ডলাভ্যাং সহ গচ্ছতি স সূর্য্যঃ॥ ১৪॥

যং কালং কার্ৎস্নেন ষড়্ঋতুভির্দ্বাদশরাশিভির্ব্বা ভুঞ্জীত তং কালং বৎসরং বিদুরিত্যর্থঃ। স চ সংবৎসরঃ পঞ্চধা ভিন্ন ইত্যাহ সংবৎসরং পরিবৎসরমিতি॥ ১৫॥

ভানোরিতি। অয়ং ভাবঃ। যদা শুক্লপ্রতিপদি সংক্রান্তিস্তদা সৌরচান্দ্রয়োর্মাসয়োর্যুগপদুপক্রমো ভবতি স সংবৎসরঃ। ততঃ সৌরমানেন বর্ষে ষট্দিনানি বর্দ্ধন্তে চান্দ্রমানেন ষট্‌হ্রসন্তীতি দ্বাদশদিনব্যবধানাদুভয়োরগ্রপশ্চাদ্ভাবো ভবতি। এবং পঞ্চবর্ষাণি গচ্ছন্তি তন্মধ্যে দ্বৌ মলমাসৌ ভবতঃ। ততঃ পুনঃ সংবৎসরো ভবতি। তদেব মতান্তরভেদেন সংবৎসরাদিপঞ্চকং ভানোর্মান্দ্যশৈঘ্র্যসমগতিভির্ভবতীতি॥ ১৬॥

সোমাদীনামপি স্থানং কার্য্যঞ্চাহ এবং চন্দ্র ইতি। অর্করশ্মিভ্যো মণ্ডলরূপেভ্যঃ॥ ১৭॥

দ্বয়ে বিনিষ্পন্ন হয়। যে পরিমাণে ষষ্ঠ অংশের অর্থাৎ রাশিদ্বয়ের ভোগ হইয়া থাকে তাহারই নাম ঋতু॥ ২—১২॥ তত্ত্ববিদ্‌গণ নির্দ্দেশ করেন, এই ঋতুই সংবৎসরের অবয়ব। এইরূপে ভগবান্ ভানুমান্ যে ঋতুত্রয়াত্মক বৎসরার্দ্ধ সময়ে আকাশবীথীতে বিচরণ করেন, মুনিগণের পরম মাননীয় পূর্ব্বাচার্য্যগণ তাহাকেই অয়ন বলিয়া থাকেন। অনন্তর যাবৎ ভূমণ্ডল ও স্বর্গমণ্ডল এই উভয় মণ্ডলের সহিত সম্মিলিত হইয়া নভোমণ্ডলে প্রতিগমন করেন এবং তৎসহকারে সমুদয় ঋতুচক্র বা রাশিচক্র দ্বারা যে কাল ভোগ করিয়া থাকেন, তাহারই নাম বৎসর। এই বৎসর পাঁচভাগে বিভক্ত। যথা,—সংবৎসর, পরিবৎসর, ইড়াবৎসর, অনুবৎসর ও ইদ্বৎসর। 'কালবিদাগ্রপুরুষগণ নির্ণয় করিয়াছেন, যে, সূর্য্যের শীঘ্র, মন্দ ও সমগতি দ্বারা ঐরূপ সংঘটিত হয়॥ ১৩—১৬॥ নারদ! ভানুর

উপলভ্যমানো মিত্রস্য সংবৎসরভুক্তিঞ্চ সঃ।
পক্ষাভ্যাঞ্চৌষধীনাথো ভুংক্তে মাসভুক্তিঞ্চ সঃ॥ ১৮॥
সপাদভাভ্যাং দিবসভুক্তিং পক্ষভুক্তিঞ্চরেৎ।
এবং শীঘ্রগতিঃ সোমো ভুংক্তে নূনং ভচক্রকম্॥ ১৯॥
পূর্য্যমানকলাভিশ্চামরাণাং প্রীতিমাবহন্।
ক্ষীয়মাণকলাভিশ্চ পিতৃণাং চিত্তরঞ্জকঃ॥ ২০॥
অহোরাত্রাণি তন্বানঃ পূর্ব্বাপরসুঘস্রকৈঃ।
সর্ব্বজীবনিকায়স্য প্রাণো জীবঃ স এব হি॥ ২১॥
ভুংক্তে চৈকৈকনক্ষত্রং মুহূর্ত্তত্রিংশতা বিভুঃ।
স এব ষোড়শকলঃ পুরুষোঽনাদিরুত্তমঃ॥ ২২॥
মনোময়োঽপ্যন্নময়োঽমৃতধামা সুধাকরঃ।
দেবপিতৃমনুষ্যাদিসরীসৃপসবীরুধাম্॥ ২৩॥

মিত্রস্য সূর্য্যস্য সংবৎসরভুক্তিং পক্ষাভ্যাং ভুংক্তে মিত্রস্য মাসভুক্তিং সপাদভাভ্যাম্। ভাশব্দ ঋক্ষবাচী। সপাদদিনদ্বয়েন ভুংক্তে। মিত্রস্য পক্ষভুক্তিং পক্ষভুক্তিং দিবসভুক্তিং চরেৎ একদিনেনৈব ভুনক্তীত্যর্থঃ। এবং দ্রুততরগমনশ্চন্দ্রমা ভবতীত্যর্থঃ॥ ১৮—২০॥
পূর্ব্বাপরসুঘস্রকৈঃ। পূর্ব্বপক্ষাপরপক্ষাভ্যামহোরাত্রাণি বিতন্বান ইত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং জীবনিবহানাং প্রাণোঽন্নময়ত্বাদমৃতময়ত্বাচ্চ। অতএব জীবনহেতুত্বাজ্জীবশ্চ॥ ২১—২৪॥

এই গতিক্রম কীর্ত্তন করিলাম। অধুনা, চন্দ্রাদির স্থানাদি বলিতেছি শ্রবণ কর। চন্দ্র সূর্য্যমণ্ডল হইতে লক্ষযোজন ঊর্দ্ধে অবস্থিতি করিয়া সূর্য্যের এই সংবৎসর ভোগ করিয়া থাকেন এবং শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষের সহায়তায় প্রত্যেক মাস ভোগ করেন॥ ১৭—১৮॥ পুনশ্চ, ওষধিগণের অধিপতি সেই রজনীনাথ পাদসহিত নক্ষত্রদ্বয়ের সাহায্যে দিন ভোগ করিয়া এক একটী রাশি ভোগ করিয়া থাকেন। এইরূপে সেই শীঘ্রগতি ভগবান্ চন্দ্রদেব নক্ষত্রচক্র ভোগ করিয়া থাকেন॥ ১৯॥ তিনি শুক্লপক্ষে ক্রমশঃ উপচীয়মান কলা সমূহ দ্বারা অমরগণের প্রীতি সমুৎপাদন ও কৃষ্ণপক্ষে ক্ষীয়মাণ কলা সমূহের সাহায্যে পিতৃগণের চিত্তবিনোদ বিধান করেন॥ ২০॥ তিনি পূর্ব্বপক্ষ ও অপরপক্ষ এই উভয়ের সহায়তায় অহোরাত্রির সমাধান করিয়া থাকেন। এইরূপে তিনি যাবতীয় জীবনিবহের সাক্ষাৎ প্রাণ ও তন্নিবন্ধন জীবস্বরূপ॥ ২১॥ পরম বৈভববিশিষ্ট সেই চন্দ্রমা ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক এক নক্ষত্র ভোগ করেন। তিনিই পরম পূর্ণস্বভাব ও অনাদি আত্মাস্বরূপ। তিনি সকলের সঙ্কল্প সমাধান করেন, এইজন্য মনোময়; তিনি ওষধি সকলের অধিপতি এইজন্য অন্নময়; তিনি অমৃতে পরিপূর্ণ এইজন্য অমৃতধাম এবং তিনি সকলের নির্ব্বাণ সুখ প্রদান করেন, এইজন্য সুধাকর। আবার, তিনি দেবগণ, পিতৃগণ, মনুষ্যগণ, সরী-

প্রাণাপ্যায়নশীলত্বাৎ স সর্ব্বময় উচ্যতে।
ততো ভচক্রং ভ্রমতি যোজনানাং ত্রিলক্ষতঃ ॥ ২৪ ॥
মেরুপ্রদক্ষিণেনৈব যোজিতঞ্চেশ্বরেণ তু।
অষ্টাবিংশতিসংখ্যানি গণিতানি সদাভিজিৎ ॥ ২৫ ॥
ততঃ শুক্রো দ্বিলক্ষেণ যোজনানামথোপরি।
পুরঃ পশ্চাৎ সহৈবাসাবর্কস্য পরিবর্ত্ততে ॥ ২৬ ॥
শীঘ্রমন্দসমানাভির্গতিভির্ব্বিচরন্বিভুঃ।
লোকানামনুকূলোঽয়ং প্রায়ঃ প্রোক্তঃ শুভাবহঃ ॥ ২৭ ॥
বৃষ্টিবিস্টম্ভশমনো ভার্গবঃ সর্ব্বদা মুনে!।
শুক্রাদবুধঃ সমাখ্যাতো যোজনানাং দ্বিলক্ষতঃ ॥ ২৮ ॥
শীঘ্রমন্দসমানাভির্গতিভিঃ শুক্রবৎ সদা।
যদার্কাদ্ব্যতিরিচ্যেত সৌম্যঃ প্রায়েণ তত্র তু ॥ ২৯ ॥

প্রদক্ষিণেনৈব ন তু তেষাং পৃথগস্তা গতিরস্তীত্যর্থঃ। যোজিতং কালচক্রে ঈশ্বরেণৈব যোজিতমিত্যর্থঃ। সহাভিজিৎ বিভক্তিলোপ আর্ষঃ। উত্তরাষাঢ়াশ্রবণসন্ধাবভিজিন্নাম-নক্ষত্রং ফলবিশেষে পৃথক্কল্পিতং তেন সহেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

পুরঃ পশ্চাদিতি। পুরতঃ সূর্য্যেণ ভোক্ষ্যমাণে নক্ষত্রে পশ্চাদ্ভুক্তে। সহৈব ভুজ্য-মানে ॥ ২৬—২৭ ॥

বৃষ্টের্বিষ্টম্ভঃ স্তম্ভনং যস্মাৎ গ্রহান্তরমুপশমরতীতি তথা ॥ ২৮ ॥

শুক্রবদিতি। পুরতঃ পশ্চাৎ সহৈব বা সূর্য্যস্য চরতীত্যর্থঃ। কর্ক্কিদ্বিশেষমাহ সদার্কেতি। সৌম্যো বুধঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

তৃণগণ ও বীরুধগণ ইহাদের সকলেরই প্রাণাপ্যায়ন পরিসন্ধান করেন, এইজন্য সর্ব্বময় নামে পরিগণিত হইয়া থাকেন। তাহারই প্রভাবে নক্ষত্রচক্র লক্ষত্রয় যোজন ভ্রমণ করে ॥ ২২—২৪ ॥ স্বয়ং ঈশ্বর অভিজিৎ নামক নক্ষত্রকে অন্যান্য নক্ষত্রের সহিত মেরু প্রদক্ষিণক্রমে কালচক্রে যোজনা করিয়াছেন, ইহাকে লইয়াই নক্ষত্র সকল অষ্টাবিংশতি সংখ্যায় পরিগণিত হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥ ইহার পর শুক্র দ্বিলক্ষযোজন উপরি প্রতিষ্ঠিত আছেন। তিনি সূর্য্যের সম্মুখে, পশ্চাতে ও সমভিব্যাহারে পরিবর্ত্তন করেন ॥ ২৬ ॥ তিনি অসীম প্রভাববিশিষ্ট। শীঘ্র, মন্দ ও সমান ত্রিবিধ গতিক্রমে বিচরণ করেন। এইরূপ উল্লিখিত আছে, তিনি লোক সকলের প্রতি প্রায়ই অনুকূল ও তাহাদের শুভ-সংঘটন করিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥ মুনে! ভৃগুবংশাবতংস সেই শুক্র সকল কালেই বৃষ্টির ব্যাঘাত বিদূরিত করেন। শুক্রের পর বুধ দ্বিলক্ষ যোজনে বিরাজমান হইতেছেন ॥২৮॥ তিনিও শুক্রের ন্যায়, সূর্য্যের সম্মুখে, পশ্চাতে ও সমভিব্যাহারে থাকিয়া, শীঘ্র, মন্দ ও সমগতি ক্রমে সর্ব্বদা বিচরণ করিয়া থাকেন। সোমনন্দন বুধ যখন সূর্য্য হইতে

অতিবাতাভ্রপাতানাবৃষ্ট্যাদিভয়সূচকঃ।
উপরিষ্টাত্ততো ভৌমো যোজনানাং দ্বিলক্ষতঃ ॥ ৩০ ॥
পক্ষৈস্ত্রিভিস্ত্রিভিঃ সোঽয়ং ভুংক্তে রাশীনথৈকশঃ।
দ্বাদশাপি চ দেবর্ষে! যদি বক্রো ন জায়তে ॥ ৩১ ॥
প্রায়েণাশুভকৃৎ সোঽয়ং গ্রহোঽঘানাঞ্চ সূচকঃ।
ততো দ্বিলক্ষমানেন যোজনানাঞ্চ গীষ্পতিঃ ॥ ৩২ ॥
একৈকস্মিন্নথো রাশৌ ভুংক্তে সংবৎসরঞ্চরন্।
যদি বক্রো ভবেন্নৈবানুকূলো ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ৩৩ ॥
ততঃ শনৈশ্চরো ঘোরো লক্ষদ্বয়পরো মিতঃ।
যোজনৈঃ সূর্য্যপুত্রোঽয়ং ত্রিংশন্মাসৈঃ পরিভ্রমন্ ॥ ৩৪ ॥
একৈকরাশৌ পর্য্যেতি সর্ব্বান্ রাশীন্ মহাগ্রহঃ।
সর্ব্বেষামশুভো মন্দঃ প্রোক্তঃ কালবিদাং বরৈঃ ॥ ৩৫ ॥
তত উত্তরতঃ প্রোক্তমেকাদশসুলক্ষকৈঃ।
যোজনৈঃ পরিসংখ্যাতং সপ্তর্ষীণাঞ্চ মণ্ডলম্ ॥ ৩৬ ॥

যদি বক্র ইতি। যদি ন বক্রেণাভিবর্ত্ততে তর্হি ত্রিভিস্ত্রিভিঃ পক্ষৈঃ ॥ ৩১ ॥
অঘানাং দুঃখানাম্ ॥ ৩২ ॥
যদি বক্রো ভবেন্নৈবেতি। যদি ন বক্রঃ স্যাত্তর্হি পরিবৎসরমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥
ত্রিংশন্মাসৈরিতি। একৈকস্মিন্ রাশৌ ত্রিংশন্মাসান্ বিলম্বমানঃ সর্ব্বানেবানুপর্য্যেতি তাবদ্ভিরনুবৎসরৈঃ প্রায়েণ হি সর্ব্বেষামশান্তিকরঃ ॥ ৩৪—৩৬ ॥

দূরে অবস্থিতি করেন, তখন প্রায়ই তথায় অতিবাত, অভ্রপাত ও বৃষ্টির ব্যাঘাত প্রভৃতি ভয় সূচনা করিয়া থাকেন। ভূমিপুত্র মঙ্গল বুধের উপরি দ্বিলক্ষ যোজন ব্যবহিত আছেন ॥ ২৯—৩০ ॥ তিন তিন পক্ষে একৈকক্রমে দ্বাদশ রাশি ভোগ করিয়া থাকেন। যদি বক্র না হন, তাহা হইলেই এইরূপ করেন ॥ ৩১ ॥ এই ভৌম প্রায়ই লোকের যাবতীয় অশুভসংবিধান ও দুঃখ সকলের সংঘটন করিয়া থাকেন। ভৌমের দুই লক্ষমান ব্যবধানে বৃহস্পতি বিরাজমান রহিয়াছেন। ইনি এক এক রাশিতে বিচরণ করিয়া, সংবৎসর ভোগ করেন। যদি বক্র না হন, তাহা হইলে ইনি ব্রহ্মবাদিগণের প্রতি সর্ব্বদাই অনুকূলভাবাপন্ন ॥৩২—৩৩॥ বৃহস্পতির পর ভয়ঙ্কর প্রকৃতি ভাস্কর নন্দন শনৈশ্চর দ্বিলক্ষযোজন ব্যবধানে অবস্থিতি করিয়া, এক এক রাশিতে ত্রিংশৎ মাস পরে পরিক্রমণ পুরঃসর সমুদয় রাশিচক্র প্রদক্ষিণ করেন। এই মহাগ্রহ প্রায় সকলেরই অশান্তি ও অসুখের হেতু। এইজন্য, কালবিদগ্রগণ্য পুরুষগণ ইহাকে মন্দগ্রহ নামে অভিহিত

লোকানাং শং ভাবয়ন্তো মুনয়ঃ সপ্ত তে মুনে।
যত্তদ্বিষ্ণুপদং স্থানং দক্ষিণং ক্রমতে চ তে॥ ৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে সোমাদিগতিবর্ণনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

দক্ষিণং ক্রমতে চ তে ইতি। প্রদক্ষিণং প্রক্রমন্তীত্যর্থঃ॥ ৩৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬॥

করেন॥ ৩৪—৩৫॥ ইহার পর উত্তর দিকে একাদশ লক্ষ যোজন ব্যবধানে সপ্তর্ষিমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত আছেন॥ ৩৬॥ হে মুনে! সেই সপ্তঋষি সকলেরই সর্ব্বদা বিশিষ্টরূপ কল্যাণ বিধান করেন। যাহাকে বিষ্ণুপদ বলিয়া থাকেন, ইহারা সেই স্থান প্রদক্ষিণ করেন॥ ৩৭॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের নবমস্কন্ধে সোমাদিগ্রহগণের গতিবর্ণন
নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

অথর্ষিমণ্ডলাদূর্দ্ধং যোজনানাং প্রমাণতঃ।
লক্ষৈস্ত্রয়োদশমিতৈঃ পরমং বৈষ্ণবং পদম্ ॥ ১ ॥
মহাভাগবতঃ শ্রীমান্বর্ত্ততে লোকবন্দিতঃ।
ঔত্তানপাদিরিন্দ্রেণ বহ্নিনা কশ্যপেন চ ॥ ২ ॥
ধর্ম্মেণ সহ চৈবাস্তে সমকালযুজা ধ্রুবঃ।
বহুমানো দক্ষিণতঃ কুর্ব্বদ্ভিঃ প্রেক্ষকৈঃ সদা ॥ ৩ ॥
আজীব্যঃ কল্পজীবিনামুপাস্তে ভগবৎপদম্।
জ্যোতির্গণানাং সর্ব্বেষাং গ্রহনক্ষত্রভাদিনাম্ ॥ ৪ ॥
কালেনানিমিষেণায়ং ভ্রাম্যতাং ব্যক্তরংহসা।
অবষ্টম্ভস্থাণুরিব বিহিতশ্চেশ্বরেণ সঃ ॥ ৫ ॥

ত্রিংশদ্ভিরেকেনোনৈস্ত পদ্যৈরথ সবিস্তরম্।
ধ্রুবমণ্ডলসংস্থানং যথাবদনুবর্ণ্যতে ॥

বৈষ্ণবং পরমং পদমস্তীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥
যত্র বৈষ্ণবে পদে মহাভাগবতো ধ্রুবোঽস্তীত্যর্থঃ ॥ ২ ॥
সমকালমেব যুজ্যতে ইতি তথা। তেন নক্ষত্রগণেন সহিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥
কালেনেতি। স হি ধ্রুবঃ সর্ব্বেষাং জ্যোতির্গণানাং গ্রহনক্ষত্রভাদিনাং হ্রস্ব আর্ষঃ। ব্যক্তরংহসাস্পষ্টবেগেনানিমিষেণ কালেন ভ্রাম্যতাং ভ্রাম্যমাণানাং স্থাণুরিবাবষ্টম্ভঃ পরমেশ্বরেণ বিহিত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, সপ্তর্ষিমণ্ডলের উপরি ত্রয়োদশ সংখ্যক লক্ষযোজন ব্যবধানে বিষ্ণুর পরম পদ প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ১ ॥ যিনি ভগবদ্ ভক্তগণের অগ্রগণ্য ও সকল লোকের পূজনীয় সেই উত্তানপাদপুত্র শ্রীমান্ ধ্রুব, ইন্দ্র, অগ্নি, কশ্যপ ও ধর্ম্মের সহিত সংমিলিত হইয়া, উক্ত পদে বিরাজমান আছেন। দর্শকগণ সকলেই সর্ব্বদা তাঁহার বহুমাননা করিয়া থাকেন ॥ ২—৩ ॥ তিনি কল্পজীবীগণের উপজীব্য। তদবস্থায় ভগবানের পাদপঙ্কজের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত আছেন। স্বয়ং পরমেশ্বর এই ধ্রুবকে স্পষ্ট বেগশালী কালচক্রে নিরন্তর ভ্রমণশীল যাবতীয় গ্রহ, নক্ষত্রাদি জ্যোতির্ম্মণ্ডলীর অবলম্বন

ভাসতে ভাসয়ন্ ভাসা স্বীয়য়া দেবপূজিতঃ ।
মেধিস্তম্ভে যথা যুক্তাঃ পশবঃ কর্ষণার্থকাঃ ॥ ৬ ॥
মণ্ডলানি চরন্তীমে সবনত্রিতয়েন চ ।
এবং গ্রহাদয়ঃ সর্ব্বে ভগণাদ্যা যথাক্রমম্ ॥ ৭ ॥
অন্তর্ব্বহির্ব্বিভাগেন কালচক্রে নিয়োজিতাঃ ।
ধ্রুবমেবাবলম্ব্যাশু বায়ুনোদীরিতাশ্চরন্ ॥ ৮ ॥
আকল্পান্তঞ্চ ক্রমন্তি খে শ্যেনাদ্যাঃ খগা ইব ।
কর্ম্মসারথয়ো বায়ুবশাঃ সর্ব্বত এব তে ॥ ৯ ॥
এবং জ্যোতির্গণাঃ সর্ব্বে প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ ।
সংযোগানুগৃহীতাস্তে ভূমৌ ন নিপতন্তি চ ॥ ১০ ॥
জ্যোতিশ্চক্রং কেচিদেতচ্ছিশুমারস্বরূপকম্ ।
সোপযোগং ভগবতো যোগধারণকর্ম্মণি ॥ ১১ ॥

মেধিস্তম্ভে ইতি। মেধিস্তম্ভে যুক্তা বদ্ধাঃ। পশবো বলীবর্দ্দাঃ ॥ ৬ ॥

সবনত্রিতয়েন ত্রিকালম্ ॥ ৭ ॥

ধ্রুবমেব মেধিস্থানাপন্নং চরন্ চরন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

খে আকাশে শ্যেনাদ্যাঃ খগাঃ পক্ষিণো যথা ক্রমন্তি গচ্ছন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ। কর্ম্ম সারথিঃ সহায়ো যেষাম্ ॥ ৯ ॥

নন্বেতে জ্যোতির্গণা নিরাধারাঃ কুতো ভুবি ন পতন্তি তত্রাহ এবমিতি। প্রকৃতেঃ পুরুষস্য চ যঃ সংযোগোঽত্যন্তস্তেনানুগৃহীতা মায়াশবলব্রহ্মরূপভগবত্যনুগৃহীতা ন পতন্তী-ত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

ঈশ্বরাধারত্বাৎ পতনশঙ্কৈব নাস্তীতি বক্তুং মতান্তরমাহ কেচিদিতি। এতস্যাপি শিশু-মারচক্রস্য পরিচ্ছিন্নত্বাদেতস্যাপি ক আধার ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং সর্ব্বব্যাপকমায়াশবলব্রহ্মরূপিণী

স্তম্ভস্বরূপ করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥ ৪—৫ ॥ দেবগণও তাহার পূজা করিয়া থাকেন। তিনি স্বকীয় প্রতিভায় প্রতিভাত হইয়া সমুদায় সমুদ্ভাসিত করেন। মেধি-স্তম্ভে নিযোজিত পশুযূথ যেমন কর্ষণব্যাপার সম্পাদন করিয়া থাকে, তদ্রূপ গ্রহাদি ও নক্ষত্রাদি সকলে যথাক্রমে অন্তর্বহির্ব্বিভাগক্রমে কালচক্রে নিয়োজিত হইয়া, ধ্রুবকে অবলম্বন করিয়া, কালত্রয়-মণ্ডলগতিতে ভ্রমণ ও বায়ু কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া আশু বিচরণ করিয়া থাকে ॥ ৬—৮ ॥ শ্যেনপ্রভৃতি বিহঙ্গমবর্গ যেমন আকাশমণ্ডলে ভ্রমণ করে, উল্লিখিত গ্রহাদি সকলও সেইরূপ প্রলয় পর্য্যন্ত স্ব স্ব কর্ম্মসহায়ে ও বায়ুর বশতাপন্ন হইয়া সর্ব্বতোভাবে আকাশমার্গে ভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥ এইরূপে সমুদায় জ্যোতি-র্মণ্ডলী একমাত্র প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে অনুগৃহীত হওয়াতে ভূমিতে পতিত হইতে পারে না ॥ ১০ ॥

যস্যার্ব্বাক্‌শিরসঃ কুণ্ডলীভূতবপুষো মুনে!।
পুচ্ছাগ্রে কল্পিতো যোঽয়ং ধ্রুব উত্তানপাদজঃ ॥ ১২ ॥
লাঙ্গূলেঽস্য চ সম্প্রোক্তঃ প্রজাপতিরকল্মষঃ।
অগ্নিরিন্দ্রশ্চ ধর্ম্মশ্চ তিষ্ঠন্তে সুরপূজিতাঃ ॥ ১৩ ॥
ধাতা বিধাতা পুচ্ছান্তে কট্যাং সপ্তর্ষয়স্ততঃ।
দক্ষিণাবর্ত্তভোগেন কুণ্ডলাকারমীযুষঃ ॥ ১৪ ॥
উত্তরায়ণভানীহ দক্ষপার্শ্বেঽর্পিতানি চ।
দক্ষিণায়নভানীহ সব্যে পার্শ্বেঽর্পিতানি চ ॥ ১৫ ॥
কুণ্ডলাভোগবেশস্য পার্শ্বয়োরুভয়োরপি।
সমসংখ্যাশ্চাবয়বা ভবন্তি কজনন্দন! ॥ ১৬ ॥
অজবীথী পৃষ্ঠভাগে আকাশসরিদোদরে।
পুনর্ব্বসুশ্চ পুষ্যশ্চ শ্রোণ্যৌ দক্ষিণবামযোঃ ॥ ১৭ ॥

ভগবতোবাধার ইতি বক্তব্যম্। তস্মাৎ প্রথমং মতমেব মুখ্যমিতি কেচিৎ পদেন সূচিতম্। যোগধারণকর্ম্মণি যোগধাধরণায়াং স্থিতমিতি শেষঃ ॥ ১১—১২ ॥

লাঙ্গূলে অগ্রাদধোভাগে ॥ ১৩—১৪ ॥

উত্তরায়ণভানি অভিজিদাদীনি পুনর্ব্বস্বন্তানি চতুর্দ্দশনক্ষত্রাণি। দক্ষিণশার্শ্বে দক্ষিণায়নভানি পুষ্যাদীন্যুত্তরাষাঢ়ানি চতুর্দ্দশ বামপার্শ্বে ॥ ১৫—১৬ ॥

আকাশসরিৎ আকাশগঙ্গা ঔদরে উদরে ইত্যর্থঃ। তদেব স্থানবিশেষেণ বিভজ্য দর্শয়তি পুনর্ব্বসুশ্চেতি। দক্ষিণবামযোঃ শ্রোণ্যাবিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

কেহ কেহ বলেন, এই শিশুমারস্বরূপ জ্যোতিশ্চক্র ভগবানের যোগধারণকার্য্যে যথোপযুক্ত বিধানে প্রতিষ্ঠিত আছে সেই জন্যই পতিত হয় না ॥ ১১ ॥ ইহা কুণ্ডলীভূত কলেবরে অর্ব্বাক্‌শিরে অবস্থিতি করিতেছে। মুনে! উহার পুচ্ছাগ্রে উত্তানপাদ-পুত্র ধ্রুব অধিষ্ঠান করিতেছেন ॥ ১২ ॥ তদ্ব্যতীত, উহার লাঙ্গূলের অধোভাগে সুরসেবিত কলুষবিহীন প্রজাপতি, অগ্নি, ইন্দ্র ও ধর্ম্ম সকলেই অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১৩ ॥ এইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা তাহার পুচ্ছান্তে ও সপ্তর্ষিমণ্ডল তাহার কটিতটে বিরাজমান হইতেছেন। ঐ জ্যোতিশ্চক্র দক্ষিণাবর্ত্তভোগে কুণ্ডলাকার হইয়া অবস্থিতি করিতেছে ॥ ১৪ ॥ অভিজিৎ হইতে পুনর্ব্বসু পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশসংখ্যক উত্তরায়ণনক্ষত্র সকল ইহার দক্ষিণ পার্শ্বে সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং পুষ্যা হইতে উত্তরাষাঢ়া পর্য্যন্ত অবশিষ্ট চতুর্দ্দশ দক্ষিণায়ননক্ষত্র ইহার পার্শ্ব আশ্রয় করিয়া আছে ॥ ১৫ ॥ হে ব্রহ্মনন্দন! উল্লিখিত নক্ষত্রমণ্ডলী অবয়বরূপে সেই কুণ্ডলাভোগ-শরীরী শিশুমারস্বরূপ জ্যোতিশ্চক্রের উভয় পার্শ্বে ঐরূপে সমসংখ্যায় আশ্রয় করিয়া আছে ॥ ১৬ ॥ তন্মধ্যে অজবীথী আকাশগঙ্গার উদরে উহার পৃষ্ঠ-

আর্দ্রাশ্লেষে পশ্চিময়োঃ পাদয়োর্দ্দক্ষবাময়োঃ।
অভিজিচ্চোত্তরাষাঢ়া নাসয়োর্দ্দক্ষবাময়োঃ ॥ ১৮ ॥
যথাসংখ্যঞ্চ দেবর্ষে! শ্রুতিশ্চ জলভন্তথা।
কল্পিতে কল্পনাবিদ্ভির্নেত্রয়োর্দ্দক্ষবাময়োঃ ॥ ১৯ ॥
ধনিষ্ঠা চৈব মূলঞ্চ কর্ণয়োর্দ্দক্ষবাময়োঃ।
মঘাদীন্যষ্টভানীহ দক্ষিণায়নগানি চ ॥ ২০ ॥
যুঞ্জীত বামপার্শীয়বংক্রিষু ক্রমতো মুনে!।
তথৈব মৃগশীর্ষাদীন্যুদগ্‌ভানি চ যানি হি ॥ ২১ ॥
দক্ষপার্শ্বে বংক্রিকেষু প্রাতিলোম্যেন যোজয়েৎ।
শততারা তথা জ্যেষ্ঠা কন্ধয়োর্দ্দক্ষবাময়োঃ ॥ ২২ ॥
অগস্তিশ্চোত্তরহনাবধরায়াং হনৌ যমঃ।
মুখেষঙ্গারকঃ প্রোক্তো মন্দঃ প্রোক্ত উপস্থকে ॥ ২৩ ॥
বৃহস্পতিশ্চ ককুদি বক্ষস্যর্কো গ্রহাধিপঃ।
নারায়ণশ্চ হৃদয়ে চন্দ্রো মনসি তিষ্ঠতি ॥ ২৪ ॥

দক্ষিণবাময়োঃ পশ্চিময়োঃ পাদয়োরার্দ্রাশ্লেষে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রুতিঃ শ্রবণনক্ষত্রং জলভং পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্রম্। ইমে দক্ষবামনেত্রয়োঃ কল্পিতে ইত্যর্থঃ ॥ ১৯—২০ ॥

বামপার্শীয়বংক্রিষু বামপার্শ্বাস্থিষু ॥ ২১ ॥

রক্ষাপার্শ্বে বিদ্যমানেষু প্রাতিলোম্যেন পূর্ব্বাভাদ্রপদান্তানি ॥ ২২—২৫ ॥

ভাগে বিরাজ করিতেছে। পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা ইহারা উভয়ে দক্ষিণ ও বামদিকস্থ শ্রোণী-তটে, আর্দ্রা ও অশ্লেষা দক্ষিণবামস্থ পশ্চিম পাদদ্বয়ে, অভিজিৎ ও উত্তরাষাঢ়া দক্ষিণ-বামস্থ নাসিকায় অবস্থিতি করিতেছে ॥ ১৭—১৮ ॥ হে দেবর্ষে! এইরূপে শ্রবণা ও পূর্ব্বাষাঢ়া যথাসংখ্যায় দক্ষিণবামস্থ নেত্রদ্বিতয়ে, কল্পনাবিদ্ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক কল্পিত হইয়াছে ॥ ১৯ ॥ ধনিষ্ঠা ও মূলা ইহারা দক্ষিণবামস্থ কর্ণযুগলে এবং মঘাদি দক্ষিণায়ন-গামী অষ্ট নক্ষত্র ইহার বামপার্শ্বীয় অস্থিসমূহে যথাক্রমে সংযোজিত আছে। মুনে! ঐরূপ মৃগশীর্ষাদি উত্তরায়ণগামী নক্ষত্রমণ্ডল দক্ষিণপার্শ্বীয় অস্থি সকলে প্রতিলোমক্রমে প্রতিষ্ঠিত আছে। সেইরূপে শতভিষা ও জ্যেষ্ঠা ইহার দক্ষিণবামস্থ স্কন্ধদ্বয়ে, অগস্তি উত্তর হনুতে, যম তদিতর হনুতে, মঙ্গল মুখমণ্ডলে, শনিগ্রহ উপস্থে, বৃহস্পতি ককুদ্মণ্ডলে, গ্রহগণের অধিপতি সূর্য্য বক্ষঃস্থলে, নারায়ণ হৃদয়ে এবং চন্দ্র মনে অবস্থিতি করিতে-ছেন ॥ ২০-২২ ॥ নারদ! এইরূপে অশ্বিনীদ্বয় স্তনযুগ্মে, উশনা নাভিমণ্ডলে, বুধ প্রাণ ও অপানে, রাহু গলদেশে, কেতু সর্ব্বাঙ্গে এবং তারাগণ রোমকূপে বিরাজ করিতেছে। এই

স্তনয়োরশ্বিনৌ নাভ্যামুশনাঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বুধঃ প্রাণাপানয়োশ্চ গলে রাহুশ্চ কেতবঃ ॥ ২৫ ॥
সর্ব্বাঙ্গেষু তথা রোমকূপে তারাগণাঃ স্মৃতাঃ।
এতদ্ভগবতো বিষ্ণোঃ সর্ব্বদেবময়ং বপুঃ ॥ ২৬ ॥
সন্ধ্যায়াং প্রত্যহং ধ্যায়েৎ প্রয়তো বাগ্‌যতো মুনিঃ।
নিরীক্ষমাণশ্চোত্তিষ্ঠেন্মন্ত্রেণানেন ধীধরঃ ॥ ২৭ ॥
নমো জ্যোতির্লোকায় কালায়ানিমিষাংপতয়ে
মহাপুরুষায়াভিধীমহীতি ॥ ২৮ ॥
গ্রহর্ক্ষতারাময়মাধিদৈবিকং
পাপাহং মন্ত্রকৃতাং ত্রিকালম্‌।
নমস্যতঃ স্মরতো বা ত্রিকালং
নশ্যেত তৎকালজমাশু পাপম্‌ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে ধ্রুবমণ্ডলসংস্থানবর্ণনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

(রোমকূপানামসংখ্যত্বাত্তত্রৈব অসংখ্যতারাগণানাং স্থানমিত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

জ্যোতিশ্চক্র সর্ব্বব্যাপী ভগবানের সর্ব্বদেবময় বিগ্রহ ॥২৩-২৫॥ সুতরাং ধীমান্‌ পুরুষ প্রতিদিন সন্ধ্যাসময়ে সর্ব্বদা পবিত্রভাবে মৌনাবলম্বনসহকারে সম্যগ্‌রূপে মননপরায়ণ হইয়া, ইহার ধ্যান করিবে এবং বক্ষ্যমাণ-মন্ত্রোচ্চারণ-সহকারে ইহারে দর্শন করিয়া, সমুত্থিত হইবে ॥ ২৬-২৭ ॥ মন্ত্র যথা, তুমি জ্যোতিঃসমূহের অধিষ্ঠান লোকস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি সকলের সৃষ্টি-সংহারের নিয়ন্তা; তুমি যাবতীয় অমরবর্গের অধিপতি; তুমি সমুদায় পুরুষের অগ্রগণ্য আদিপুরুষ; আমরা তোমার বিশিষ্টবিধানে ধ্যান করি ॥২৮॥ গ্রহ, নক্ষত্র ও তারা সকল তোমার অবয়ব; দৈব একমাত্র তোমাতেই অধিষ্ঠিত আছে; তুমি মন্ত্রকৃদ্‌গণের পাপ হনন করিয়া থাক; তোমাকে ত্রিসন্ধ্যা নমস্কার বা স্মরণ করিলে তৎকালজনিত পাপের আশু পরিহার হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে ধ্রুবমণ্ডলসংস্থান বর্ণন নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

অধস্তাৎ সবিতুঃ প্রোক্তমযুতং রাহুমণ্ডলম্।
নক্ষত্রবচ্চরতি চ সৈংহিকেয়োঽতদর্হণঃ ॥ ১ ॥
সূর্য্যাচন্দ্রমসোরেব মর্দ্দনঃ সিংহিকাসুতঃ।
অমরত্বঞ্চ খেটত্বং লেভে যো বিষ্ণ্বনুগ্রহাৎ ॥ ২ ॥
যদধস্তরণের্ব্বিম্বং তপতো যোজনাযুতম্।
তচ্ছাদকো সুরো জ্ঞেয়োঽপ্যর্কসাহস্রবিস্তরম্ ॥ ৩ ॥
ত্রয়োদশসহস্রস্তু সোমস্যাচ্ছাদকো গ্রহঃ।
যঃ পর্ব্বসময়ে বৈরানুবন্ধী ছাদকোঽভবৎ ॥ ৪ ॥

চতুস্ত্রিংশচ্ছ্লোকবর্য্যৈরাহুমণ্ডলমুচ্যতে
সূর্য্যাধঃসংস্থিতং যেন গ্রহণকল্রসূর্য্যয়োঃ ॥

সূর্য্যমারভ্য ধ্রুবান্তং সন্নিবেশং নিরূপ্যেদানীং সূর্য্যাধস্তান্নিরূপয়তি অধস্তাৎ সবিতুরিতি। সৈংহিকেয়ঃ সিহিকায়াং সুতো রাহুঃ ॥ ১ ॥

খেটত্বং নক্ষত্রত্বম্ ॥ ২ ॥

গ্রহণং বক্তুমাহ যদধস্তরণেরিতি। যোজনাযুতং তরণের্ব্বিম্বমিত্যন্বয়ঃ। অর্কসাহস্রবিস্তরং দ্বাদশসাহস্রযোজনবিস্তারং সোমস্য মণ্ডলমিত্যন্বয়ঃ। ত্রয়োদশসহস্রস্তু ত্রয়োদশসহস্রযোজনপরিমাণস্তু আচ্ছাদকো গ্রহো রাহুর্ব্বর্ত্ততে স তচ্ছাদকস্তয়োঃ সূর্য্যসোমমণ্ডলয়োরাচ্ছাদকো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

কদাচ্ছাদকস্তদাহ পর্ব্বসময়ে ইতি। অমাবস্যাপূর্ণিমারূপে কালে যচ্ছাদকো ভবেদিত্যন্বয়ঃ। বৈরানুবন্ধী অমৃতপানসময়ে সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্ম্মধ্যে প্রবিষ্টস্য তাভ্যাং বিষ্ণবে কথনাত্তয়োর্বৈরমনুবধ্নাতি। ততো হেতোঃ সূর্য্যাচন্দ্রমসোঽরাচ্ছাদনকারকো ভবেদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৪ ॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে! ভগবান্ ভাস্করের অধোদেশে অযুতযোজন ব্যবধানে রাহুমণ্ডল অবস্থিত আছে। সিংহিকানন্দন রাহু নক্ষত্রের ন্যায় তাহাতে বিচরণ করিতেছে ॥ ১ ॥ এই রাহু, সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়কে গ্রাস করিয়া থাকে এবং ভগবান্ বিষ্ণুর অনুগ্রহক্রমে অমরত্ব ও খেচরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ২ ॥ সূর্য্য অযুতযোজনে তাপ বিকিরণ করেন। অসুর রাহু তাঁহার মণ্ডলকেও আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। এইরূপ চন্দ্রমণ্ডল দ্বাদশসহস্র যোজন অধিকার করিয়া আছে। রাহু স্বয়ং ত্রয়োদশসহস্র যোজন আচ্ছাদন করিয়া, অবস্থিতি করিতেছে সুতরাং এই গ্রহ সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়েরই মণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। ঐ রাহু পূর্ব্বকৃত-বৈরনির্য্যাতন-বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, পর্ব্বসময়ে তাহাদের উভয়কে ঐপ্রকারে

সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্দ্দূরাদ্ভবেচ্ছাদনকারকঃ।
তন্নিশম্যোভয়ত্রাপি বিষ্ণুনা প্রেরিতং স্বকম্ ॥ ৫ ॥
চক্রং সুদর্শনং নাম জ্বালামালাতিভীষণম্।
তত্তেজসা দুঃসহেন সমন্তাৎ পরিবারিতম্ ॥ ৬ ॥
মুহূর্ত্তো দ্বিজমানস্তু দূরাচ্চকিতমানসঃ।
আরান্নিবর্ত্ততে সোহয়মুপরাগ ইতীবহ ॥ ৭ ॥
উচ্যতে লোকমধ্যে তু দেবর্ষে! অববুধ্যতাম্।
ততোহধস্তাৎ সমাখ্যাতা লোকাঃ পরমপাবনাঃ ॥ ৮ ॥
সিদ্ধানাং চারণানাঞ্চ বিদ্যাধ্রাণাঞ্চ সত্তম!।
যোজনাযুতবিখ্যাতা লোকাঃ পুণ্যনিষেবিতাঃ ॥ ৯ ॥
ততোহপ্যধস্তাদ্দেবর্ষে! যক্ষাণাঞ্চ সরক্ষসাম্।
পিশাচপ্রেতভূতানাং বিহারাজিরমুত্তমম্ ॥ ১০ ॥
অন্তরীক্ষঞ্চ তৎ প্রোক্তং যাবদ্বায়ুঃ প্রবাতি হি।
যাবন্মেঘাস্তথোদ্যন্তি তৎ প্রোক্তং জ্ঞানকোবিদৈঃ ॥ ১১ ॥

তর্হি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ কুতো ন ভক্ষয়তি তত্রাহ তন্নিশম্যেতি ॥ ৫ ॥
সমন্তাৎ পরিবারিতঞ্চক্রমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৬ ॥
দুঃসহেন তত্তেজসা মুহূর্ত্তো দ্বিজমানো মুহূর্ত্তং খিদ্যমানশ্চকিতহৃদয়ঃ সন্নারাৎ দূরাদেব নিবর্ত্ততেসোহয়মুপরাগ ইতি লোকে প্রোচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৭—৮ ॥
বিদ্যাধ্রাণাং বিদ্যাধরাণাম্। অধস্তাদিত্যুক্তং তন্মর্য্যাদামাহ যোজনাযুতে ইতি। রাহুমণ্ডলাদধস্তাদ্‌যোজনাযুতপরিমিতে দেশে সিদ্ধাদীনাং লোকাঃ সন্তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥
বিহারাজিরং বাসস্থানম্ ॥ ১০ ॥
অন্তরীক্ষং গ্রহহীনম্। তস্যাবধিমাহ যাবদ্বায়ুঃ প্রবাতি তীব্রো বাতি তস্যাপ্যবধিমাহ যাবন্মেঘা ইতি ॥ ১১—১২ ॥

আচ্ছন্ন করিয়া থাকে ॥ ৩—৪ ॥ এই গ্রহ দূর হইতে তাহাদের আচ্ছাদনে প্রবৃত্ত হয়। ভগবান্ বিষ্ণু এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া, স্বকীয় সুদর্শননামক চক্র প্রয়োগ করেন। ঐ চক্র প্রজ্জ্বলিত শিখাপরম্পরায় পরিবেষ্টিত তজ্জন্য অতীব-ভয়ঙ্করভাববিশিষ্ট। তদীয় দুর্ব্বিষহ তেজে চতুর্দ্দিক পরিবৃত হইলে, রাহু তৎক্ষণে চকিতচিত্ত হইয়া, দূর হইতেই বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। দেবর্ষে! লোকমধ্যে ইহাই গ্রহণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। রাহুমণ্ডলের অধোদেশে পরমপাবন লোক সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। হে সত্তম! সিদ্ধগণ, চারণগণ ও বিদ্যাধরগণই তৎতৎ লোকে বাস করিয়া থাকে। পরমপবিত্রভাবাপন্ন সিদ্ধাদিগণ সেবিত ঐ সকল লোকের পরিমাণ অযুতযোজন ॥ ৬—৯ ॥ দেবর্ষে! ইহার নিম্নে যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, প্রেত ও ভূতগণের উৎকৃষ্ট বিহারাজির বিরাজমান হই-

তভোঽধস্তাদ্‌যোজনানাং শতং যাবদ্দ্বিজোত্তম ! ।
পৃথিবী পরিসংখ্যাতা সুপর্ণশ্যেনসারসাঃ ॥ ১২ ॥
হংসাদয়ঃ প্রোৎপতন্তি পার্থিবাঃ পৃথিবীভবাঃ ।
ভূসন্নিবেশাবস্থানং যথাবদুপবর্ণিতম্ ॥ ১৩ ॥
অধস্তাদবনেঃ সপ্ত দেবর্ষে ! বিবরাঃ স্মৃতাঃ ।
একৈকশো যোজনানামায়ামোচ্ছ্রায়তঃ পুনঃ ॥ ১৪ ॥
অযুতান্তরবিখ্যাতাঃ সর্ব্বর্ত্তুসুখদায়কাঃ ।
অতলং প্রথমং প্রোক্তং দ্বিতীয়ং বিতলন্তথা ॥ ১৫ ॥
তৃতীয়ং সুতলং প্রোক্তং চতুর্থং বৈ তলাতলম্ ।
মহাতলং পঞ্চমঞ্চ ষষ্ঠং প্রোক্তং রসাতলম্ ॥ ১৬ ॥
সপ্তমং বিপ্র ! পাতালং সপ্তৈতে বিবরাঃ স্মৃতাঃ ।
এতেষু বিলস্বর্গেষু দিবোঽপ্যধিকমেব চ ॥ ১৭ ॥
কামভোগৈশ্বর্য্যসুখসমৃদ্ধভুবনেষু চ ।
নিত্যোদ্যানবিহারেষু সুখাস্বাদঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ১৮ ॥

পৃথিব্যা উপরি ভূলোকাবধিমাহ হংসাদয় ইতি । পার্থিবাঃ পৃথিবীবিকারাঃ ॥ ১৩ ॥
একৈকশো যোজনানামিতি । যোজনাযুতান্তরেণ প্রত্যেকমুচ্ছ্রিতাঃ । আয়ামো যোঽপ্যুক্তটাহস্ত তদ্বিস্তারেণ ॥ ১৪ ॥
অযুতমন্তরমেকৈকস্ত বিবরস্ত ॥ ১৫—১৬ ॥
বিপ্রেতি সম্বোধনম্ ॥ ১৭—১৮ ॥

তেছে ॥ ১০ ॥ জ্ঞানকোবিদ্ ব্যক্তিগণ উহাকেই অন্তরীক্ষ নামে নির্দ্দেশ করেন । যাবৎ বায়ুমণ্ডল তীব্রভাবে প্রবাহিত হয় এবং যাবৎ মেঘমালা সমুদিত হইয়া থাকে, তাবৎপরিমিত প্রদেশই ইহার অবধি ॥ ১১ ॥ দ্বিজোত্তম ! অন্তরীক্ষের অধোদেশে পৃথিবী শতযোজন বলিয়া পরিসংখ্যাত হইয়াছে। পৃথিবীজাত ও পৃথিবীস্থ সুপর্ণ, শ্যেন, সারস ও হংসাদি বিহঙ্গমবর্গ যাবৎ উৎপতিত হইয়া থাকে, তাবৎ ভূমণ্ডলের অবধি। এক্ষণে ইহার সন্নিবেশও অবস্থান যথাযথ বর্ণন করা হইল ॥ ১২—১৩ ॥ দেবর্ষে ! অবনির অধোদেশে সপ্তবিবর সন্নিবিষ্ট আছে। তাহাদের প্রত্যেকের আয়াম ও উচ্ছ্রায় অযুতযোজন। এই সকল স্থানে সকল ঋতুতেই সকল প্রকার সুখভোগ করিতে পারা যায়। ইহাদের প্রথম অতল, দ্বিতীয় বিতল, তৃতীয় সুতল, চতুর্থ তলাতল, পঞ্চম মহাতল, ষষ্ঠ রসাতল ও সপ্তম পাতাল। বিপ্র ! এইরূপে সপ্তবিবর পরিগণিত হইয়াছে। ইহারা বিল-স্বর্গ নামে অভিহিত এবং স্বর্গ অপেক্ষাও সমধিক সুখদায়ক ॥ ১৪-১৭ ॥ কাম, ভোগ, ঐশ্বর্য্য ও সুখসমৃদ্ধিতে পরিপূরিত ।

দৈত্যাশ্চ কাদ্রবেয়াশ্চ দানবা বলশালিনঃ।
নিত্যং প্রমুদিতা রক্তাঃ কলত্রাপত্যবন্ধুভিঃ ॥ ১৯ ॥
সুহৃদ্ভিরনুজীবাদ্যৈঃ সংযুতাশ্চ গৃহেশ্বরাঃ।
ঈশ্বরাদপ্রতিহতকামমায়াবিনশ্চ তে ॥ ২০ ॥
নিবসন্তি সদা হৃষ্টাঃ সর্ব্বর্ত্তুসুখসংযুতাঃ।
ময়েন মায়াবিভুনা যেষু যেষু চ নির্ম্মিতাঃ ॥ ২১ ॥
পুরঃপ্রকামশো ভক্তা মণিপ্রবরশালিনঃ।
বিচিত্রভবনাট্টালগোপুরাদ্যাঃ সহস্রশঃ ॥ ২২ ॥
সভাচত্বরচৈত্যাদিশোভাঢ্যাঃ সুরদুর্ল্লভাঃ।
নাগাসুরাণাং মিথুনৈঃ সপারাবতসারিকৈঃ ॥ ২৩ ॥
কীর্ণাঃ কৃত্রিমভূভিশ্চ বিবরেশগৃহোত্তমৈঃ।
অলঙ্কৃতাশ্চকাসন্তি উদ্যানানি মহান্তি চ ॥ ২৪ ॥

কাদ্রবেয়াঃ সর্পাঃ ॥ ১৯ ॥
অনুজীবাদ্যৈরনুচারাদিভিঃ। ঈশ্বরাদপি অপ্রতিহতঃ কামো যেষাম্‌ ॥ ২০ ॥
মায়াবিভুনা মায়াস্বামিনা মায়াবিনেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥
প্রকামশো যথেচ্ছং ভক্তা বিভক্তাঃ কৃতা ইত্যর্থঃ। মণিপ্রবরশালিন ইতি উত্তরত্রান্বেতি ॥ ২২—২৫ ॥

এই সকল স্থানে উদ্যান-বিহারের কোন কালেই বিরাম নাই। তত্তৎ বিহার-ব্যাপার-মাত্রেই আবার সুখাস্বাদে পরিপূর্ণ ॥ ১৮ ॥ এখানে বলশালী দৈত্য ও দানবগণ এবং সর্প সকল পুত্র, কলত্র ও মিত্রবর্গের সমভিব্যাহারে অনুরাগভরে মিলিত হইয়া, নিয়তই পরম আমোদ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১৯ ॥ অত্রত্য গৃহপতি সকলও স্ব স্ব সুহৃৎ ও অনুজীবিবর্গে বেষ্টিত থাকিয়া, উক্তানুরূপ প্রমোদে কালযাপন করে। ইহারা সকলেই মায়াবী এবং সকলেই স্বয়ং ঈশ্বর অপেক্ষা অপ্রতিহত-সঙ্কল্প ও বাসনাবিশিষ্ট ॥ ২০ ॥ সকলেই সর্ব্বদা হর্ষভোগ-সহকারে তথায় বাস এবং সকল ঋতুতেই সুখানুভব করিয়া থাকে। মায়ার অধীশ্বর ময় দানব তত্তৎ বিবরে যথেচ্ছ বিভক্ত পুর সকল বিনির্ম্মাণ করিয়াছে। তদ্ভিন্ন, মণিরত্নে সুশোভিত সহস্র সহস্র বিচিত্র বাসগৃহ, অট্টালিকা ও গো-পুর সকলও রচনা করিয়াছে ॥ ২১-২২ ॥ তৎসমস্ত সভা, চত্বর ও চৈত্যাদি শোভায় অতিমাত্র অলঙ্কৃত এবং সুরগণেরও দুর্লভ। নাগ ও অসুরদম্পতিগণ তত্তৎ ভবনাদিতে সর্ব্বদা বাস করিতেছে এবং পারাবত ও সারিকা সকল সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে ॥ ২৩ ॥ অধিক কি, তৎসমস্ত বিবিধ কৃত্রিম ভূবিভাগে সমাকীর্ণ ও বিবরপতিগণের উৎকৃষ্ট গৃহপরম্পরায় অলঙ্কৃত। তথায় সুবৃহৎ উদ্যান সকলও

মনঃপ্রসন্নকারীণি ফলপুষ্পবিশালিভিঃ ।
ললনানাং বিলাসার্হস্থানৈঃ শোভিতভাঞ্জি চ ॥ ২৫ ॥
নানাবিহঙ্গমব্রাতসংযুক্তজলরাশিভিঃ ।
স্বচ্ছার্ণপূরিতহ্রদৈঃ পাঠীনসমলঙ্কৃতৈঃ ॥ ২৬ ॥
জলজন্তুক্ষুব্ধনীরনীরজাতৈরনেকশঃ ।
কুমুদোৎপলকহ্লারনীলরক্তোৎপলৈস্তথা ॥ ২৭ ॥
তেষু কৃতনিকেতানাং বিহারৈঃ সঙ্কুলানি চ ।
ইন্দ্রিয়োৎসবকারৈশ্চ তথৈব বিবিধৈঃ স্বরৈঃ ॥ ২৮ ॥
অমরাণাঞ্চ পরমাং শ্রিয়ঞ্চাতিশয়ন্তি চ ।
যত্র নৈব ভয়ং ক্বাপি কালাঙ্গৈর্দ্দিনরাত্রিভিঃ ॥ ২৯ ॥
যত্রাহিপ্রবরাণাঞ্চ শিরস্থৈর্ম্মণিরশ্মিভিঃ ।
নিত্যং তমঃ প্রবাধ্যেত সদা প্রস্ফুটকান্তিভিঃ ॥ ৩০ ॥
ন বা এতেষু বসতাং দিব্যৌষধিরসায়নৈঃ ।
রসান্নপানস্নানাদ্যৈর্নাধয়ো ন চ ব্যাধয়ঃ ॥ ৩১ ॥

স্বচ্ছার্ণেন স্বচ্ছজলেন পূরিতা হ্রদা যেষু তৈঃ । পাঠীনা মৎস্যাঃ ॥ ২৬ ।
নীরজাতৈঃ কমলৈঃ ॥ ২৭—৩১ ॥

বিরাজ করিতেছে ॥ ২৪ ॥ তৎসমস্ত মনকে প্রসন্ন করিয়া থাকে এবং ললনাগণের বিলাসোপযুক্ত ফলপুষ্পসম্পন্ন স্থান সকলের সান্নিধ্যবশতঃ তাহাদের শোভারও সীমা নাই ॥ ২৫ ॥ তত্রত্য জলরাশি বিবিধ জাতীয় বিহঙ্গমবর্গে বিমণ্ডিত, হ্রদ সকল স্বচ্ছসলিলে পরিপূর্ণ এবং পাঠীনমৎস্যগণে সমলঙ্কৃত ॥ ২৬ ॥ জলজন্তু সকল জলরাশি আলোড়ন করিয়া বিচরণ করিতেছে। তথায় কুমুদ, উৎপল, কহ্লার, নীলোৎপল, রক্তোৎপল ইত্যাদি বিবিধ জাতীয় পদ্ম বিকসিত রহিয়াছে ॥ ২৭ ॥ তত্রত্য অধিবাসি সকলের বিহার প্রদেশ পরম্পরায় তৎসমস্ত উপবন সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত এবং ইন্দ্রিয়গণের প্রীতিজনক বিবিধ স্বর লহরীতে প্রতিধ্বনিত ॥ ২৮ ॥ এই সমস্ত নানাবিধ বস্তু থাকায় তৎতৎ প্রদেশ অমরগণেরও পরম সমৃদ্ধির তিরস্কার করিয়া থাকে। দিন বা রাত্রি, কোন কালেই তথায় কোন প্রকার ভয়ের সম্ভাবনা নাই ॥ ২৯॥ তথায় সর্পপ্রবরগণের শিরস্থমণিপরম্পরায় সর্ব্বদা সমুদ্ভাবিত কান্তি নিবহের সম্পর্কযোগ বশতঃ কোন কালেই অন্ধকারের সমাগম নাই ॥ ৩০ ॥ যাঁহারা তথায় বাস করেন, দিব্যৌষধি রসায়ন সহ কৃত রসান্নপানও স্নানাদির সহায়তায় কোন প্রকার আধিব্যাধিই তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে

বলীপলিতজীর্ণত্বং বৈবর্ণ্যস্বেদগন্ধতাঃ।
অনুৎসাহবয়োঽবস্থা ন বাধন্তে কদাচন ॥ ৩২ ॥
কল্যাণানাং সদা তেষাং ন চ মৃত্যুভয়ং কুতঃ।
ভগবত্তেজসোঽন্যত্র চক্রাচ্চৈব সুদর্শনাৎ ॥ ৩৩ ॥
যস্মিন্ প্রবিষ্টে দৈতেয়বধূনাং গর্ভরাশয়ঃ।
প্রায়ো ভয়াৎ পতন্ত্যেব স্রবন্তি ব্রহ্মপুত্রক ! ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে রাহুমণ্ডলাদ্যবস্থানবর্ণনং নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

জীর্ণত্বং জরাবৈবর্ণ্যং দেহস্য বয়োবস্থা সহিতা এতে ন বাধন্তে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩২—৩৩ ॥ যস্মিন্ ভগবত্তেজসি প্রবিষ্টে ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

না ॥ ৩১ ॥ অধিক কি বলী পলিত, জর, জীর্ণত্ব, বিবর্ণত্ব, স্বেদ গন্ধ, উৎসাহ-হীনত্ব ও অন্য-বিধ বয়োবস্থাও তাঁহাদিগকে কোনরূপ ক্লেশাদি প্রদান করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩২ ॥ তাহারা সর্ব্বদাই কল্যাণবিশিষ্ট। একমাত্র ভগবানের তেজ ও সুদর্শনচক্র, এই উভয় ব্যতীত অন্য কিছু হইতে তাহাদের মৃত্যুভয় নাই ॥ ৩৩ ॥ কারণ, ভগবানের তেজ প্রবিষ্ট হইলে, ভয়বশতঃ তাহাদের রমণীগণের প্রায়ই গর্ভপাত ও তাহার স্রাব হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে রাহুমণ্ডলাদির অবস্থিতি বর্ণন নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

প্রথমে বিবরে বিপ্র! অতলাখ্যে মনোরমে।
ময়পুত্রো বলো নাম বর্ত্ততেঽথর্ব্বগর্ব্বকৃৎ॥ ১॥
ষণ্ণবত্যো যেন সৃষ্টা মায়াঃ সর্ব্বার্থসাধিকাঃ।
মায়াবিনো যাশ্চ সদ্যো'ধারয়ন্তি চ কাশ্চন॥ ২॥
জৃম্ভমাণস্য যস্যৈব বলস্য বলশালিনঃ।
স্ত্রীগণা উপপদ্যন্তে ত্রয়ো লোকবিমোহিনাঃ॥ ৩॥
পুংশ্চল্যশ্চৈব স্বৈরিণ্যঃ কামিন্যশ্চেতি বিশ্রুতাঃ।
যা বৈ বিলায়নং শ্রেষ্ঠং প্রবিষ্টং পুরুষং রহঃ॥ ৪॥
রসেন হাটকাখ্যেন সাধয়িত্বা প্রযত্নতঃ।
স্ববিলাসাবলোকানুরাগস্মিতবিগূহনৈঃ॥ ৫॥

দ্বাত্রিংশৎপদ্যকৈঃ পশ্চাদতলাদেশ্চ বর্ণনম্।
ক্রিয়তে যত্র ভোগানাং পরা কাষ্ঠা স্ফুটা ভবেৎ॥

অথর্ব্বো মহান্ যো গর্ব্বস্তং করোতি স তথা॥ ১॥
ষণ্ণবতিমায়ামধ্যে কাশ্চন ধারয়ন্তি ন সর্ব্বাঃ। দুঃসম্পাদ্যত্বাৎ॥ ২॥
উপপদ্যন্ত উৎপন্নাঃ॥ ৩॥
সবর্ণে রতাঃ স্বৈরিণ্যঃ। কামিন্যস্বসবর্ণে। তত্রাপ্যতিচঞ্চলাঃ পুংশ্চল্যঃ। বিলায়নং বিলায়তনম্॥ ৪॥
সাধয়িত্বা সম্ভোগসমর্থং কৃত্বা স্বস্বিন্নসাধারণা বিলাসাস্তৎপূর্ব্বকোঽবলোকস্তেনানুরাগযুক্তং স্মিতস্তেন বিগূহনমুপগূহনমালিঙ্গনং তদাদিভিঃ॥ ৫॥

নারায়ণ কহিলেন, বিপ্র! অতলনামধেয় মনোহর প্রথম বিবরে অতিশয় গর্ব্বশালী বল নামে ময়দানবের পুত্র বাস করিতেছে॥ ১॥ সে সমুদায়ে ষণ্ণবতি মায়া সৃষ্টি করিয়াছে। তদ্দ্বারা সর্ব্ববিধ প্রয়োজন বা অভীষ্টই সাধিত হইয়া থাকে। অন্যান্য মায়াবী সকল ইহাদেরই মধ্যে কোন না কোনটী ধারণ করিয়া থাকে পরন্তু দুঃসম্পাদ্য বলিয়া সমুদায় ধারণে সমর্থ হয় না॥ ২॥ এই বলশালী বল জৃম্ভা ত্যাগ করিলে পর সর্ব্বলোক-মোহ-জনক ত্রিবিধ রমণী সমুৎপন্ন হইয়াছিল॥ ৩॥ তাহারা পুংশ্চলী, স্বৈরিণী ও কামিনী নামে বিখ্যাত। কোন পুরুষ তাহাদের পরম প্রীতির আস্পদ এই বিবরায়তনে প্রবেশ করিলে, তাহারা নির্জ্জনে, হাটক নামক রসবিশেষের সহায়তায় তাহার সম্ভোগ সামর্থ্য-সমুদ্ভাবনপূর্ব্বক

সংলাপবিভ্রমাদ্যৈশ্চ রময়ন্ত্যপি তাঃ স্ত্রিয়ঃ।
যস্মিন্নুপযুক্তে জনো মনুতে বহুধা স্বয়ম্ ॥ ৬ ॥
ঈশ্বরোঽহমহং সিদ্ধো নাগাযুতবলো মহান্।
আত্মানং মন্যমানঃ সন্ মদান্ধ ইব কথ্যতে ॥ ৭ ॥
এবং প্রোক্তা স্থিতিশ্চাত্র অতলস্য চ নারদ!।
দ্বিতীয়বিবরস্যাত্র বিতলস্য নিবোধত ॥ ৮ ॥
ভূতলাধস্তলে চৈব বিতলে ভগবান্ ভবঃ।
হাটকেশ্বরনামায়ং স্বপার্ষদগণৈর্বৃতঃ ॥ ৯ ॥
প্রজাপতিকৃতস্যাপি সর্গস্য বৃংহণায় চ।
ভবান্যা মিথুনীভূয় আস্তে দেবাধিপূজিতঃ ॥ ১০ ॥
ভবয়োর্বীর্য্যসংভূতা হাটকী সরিদুত্তমা।
সমিদ্ধো মরুতা বহ্নিরোজসা পিবতীব হি ॥ ১১ ॥
তন্নিষ্ঠ্যূতং হাটকাখ্যং সুবর্ণং দৈত্যবল্লভম্।
দৈত্যাঙ্গনাভূষণার্হং সদা সন্ধারয়ন্তি হি ॥ ১২ ॥

যস্মিন্ রসে উপযুক্তে সেবিতে ইত্যর্থঃ ॥ ৬—১০ ॥
মরুতা সমীরণেন সমিদ্ধো দীপ্তঃ ॥ ১১ ॥
তন্নিষ্ঠ্যূতমিতি। তেন বহ্নিনা নিষ্ঠ্যূতং থূৎকৃত্য ত্যক্তম্ ॥ ১২ ॥

পরম যত্নসহকারে স্বকীয় বিলাসাবলোকন ও অনুরাগ-গর্ব্বিত মৃদুমন্দ হাস্য প্রকাশপুরঃসর গাঢ়তর আলিঙ্গন এবং সম্যক্‌রূপ আলাপ ও বিভ্রমাদির সাহচর্য্যে তদীয় মনঃপ্রীতি সমাধান করে। ঐ হাটকরস উপযোগ করিলে, লোকে বারংবার মনে করিয়া থাকে যে, আমি স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াছি, সিদ্ধ হইয়াছি এবং অযুত হস্তীর সমান বলশালী হইয়াছি, এবং মদান্ধের ন্যায় আপনাকে ঐরূপ ঐশ্বর্য্যাদিবিশিষ্ট জ্ঞান করিয়া বারংবার ঐরূপ বলিয়া থাকে ॥ ৪—৭ ॥ নারদ! অতলের এবংবিধ স্থান-সন্নিবেশাদি কথিত হইল। অধুনা, দ্বিতীয় বিবর বিতলের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর ॥ ৮ ॥

বিতল ভূতলের অধোদেশে প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বদেব-পূজিত ভগবান্ ভব হাটকেশ্বর নাম গ্রহণ করিয়া এবং স্বকীয় পার্ষদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার কৃত সৃষ্টির সবিশেষ সম্বর্দ্ধনার্থ ভবানীর সহিত মিথুনীভূত হইয়া তথায় বিরাজ করিতেছেন ॥ ১০ ॥ তাঁহাদের উভয়ের বীর্য্যসম্ভূত হাটকী নদী তথায় প্রবাহিত হইতেছে। হুতাশন সমীরণ সাহায্যে সমধিক প্রজ্বলিত হইয়া, তাহা পান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ বহ্নি ফুৎকার-

তদ্বিলাধস্তলাৎ প্রোক্তং সুতলাখ্যং বিলেশ্বরম্।
পুণ্যশ্লোকো বলির্নাম আস্তে বৈরোচনির্মুনে ! ॥ ১৩ ॥
মহেন্দ্রস্য চ দেবস্য চিকীর্ষুঃ প্রিয়মুত্তমম্।
ত্রিবিক্রমোঽপি ভগবান্ সুতলে বলিমানয়ৎ ॥ ১৪ ॥
ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীমাক্ষিপ্য স্থাপিতঃ কিল দৈত্যরাট্।
ইন্দ্রাদিম্বপ্যলব্ধা যা সা শ্রীস্তমনুবর্ত্ততে ॥ ১৫ ॥
তমেব দেবদেবেশমারাধয়তি ভক্তিতঃ।
ব্যপেতসাধ্বসোঽদ্যাপি বর্ত্ততে সুতলাধিপঃ ॥ ১৬ ॥
ভূমিদানফলং হ্যেতৎ পাত্রভূতেঽখিলেশ্বরে।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানো নৈতৎ যুক্তং চ নারদ ! ॥ ১৭ ॥
বাসুদেবে ভগবতি পুরুষার্থপ্রদে হরৌ।
এতদ্দানফলং বিপ্র ! সর্ব্বথা ন হি যুজ্যতে ॥ ১৮ ॥

(অধুনা সুতলং বর্ণয়িতুমাহ তদ্বিলাধস্তলাদিতি ॥ ১৩—১৭ ॥
কথং দানফলমেতন্নেতি বক্তুমাহ বাসুদেবে ইতি ॥ ১৮—২০ ॥

পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলে, তাহা হইতে যে হাটকনামক সুবর্ণ আবিষ্কৃত হয়, তাহা দৈত্যগণের অতীব প্রিয়। দৈত্য-রমণীরা সেই ভূষণোপযোগী স্বর্ণ সর্ব্বদা আদর সহকারে ধারণ করিয়া থাকে ॥ ১২ ॥

বিতলের অধোদেশে সুতল প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা অন্যান্য বিবরগণের মধ্যে বিশিষ্ট-পদবিশিষ্ট। মুনে ! বিরোচনের পুত্র পুণ্যবান্ বলি এই সুতলেই বাস করিয়া থাকেন ॥১৩॥ ভগবান্ বাসুদেব দেবরাজ ইন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গীন-প্রিয়-কামনাবশংবদ হইয়া ত্রিবিক্রম-বিগ্রহ-পরিগ্রহ-পুরঃসর এই বলিকে সুতলে আনয়ন করিয়া, ত্রিলোকীর যাবতীয় লক্ষ্মীকে আক্ষিপ্ত করত উঁহাকে দৈত্যপতি-পদে সংস্থাপন করিয়াছেন। অধিক কি, স্বয়ং ইন্দ্রাদি অমরবর্গও যে লক্ষ্মীকে লাভ করিতে পারেন নাই, সেই শ্রী স্বয়ং বলির অনুবর্ত্তিনী হইয়াছেন ॥ ১৪—১৫ ॥ বলি সুতলের অধিপত্তিপদে প্রতিষ্ঠিত ও সর্ব্বথা ভয়শূন্য হইয়া, অদ্যাবধি তথায় অধিষ্ঠান করত ভক্তিসহকারে ভগবান্ বাসুদেবের পূজাবিধি সমাধান করিতেছেন ॥ ১৬ ॥ নারদ ! মহানুভব পুরুষগণ বলিয়া থাকেন, নিখিল-লোক-নিয়ন্তা স্বয়ং বাসুদেব যাচকরূপে উপস্থিত হইলে, বলি তাঁহারে ভূমিদান করিয়াছিলেন ; এই সৎপাত্রে দান করায় তিনি ঐরূপ ঐশ্বর্য্য সংগ্রহ করিয়াছেন। ফলতঃ তাঁহাদের এবংবিধ মতবাদ কখন যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না ॥ ১৭ ॥ কেননা, যিনি স্বয়ং ঐশ্বর্য্যাদির পূর্ণবিগ্রহ ও পুরুষার্থ প্রদান করিয়া থাকেন এবং যিনি অনন্যসাধারণ

যস্যৈব দেবদেবস্য নামাপি বিবশো গৃণন্।
স্বকীয়কর্ম্মবন্ধীয়গুণান্ বিধুনুতেঽঞ্জসা ॥ ১৯ ॥
যৎক্লেশবন্ধহানায় সাঙ্খ্যযোগাদিসাধনম্।
কুর্ব্বতে যতয়ো নিত্যং ভগবত্যখিলেশ্বরে ॥ ২০ ॥
নাচায়ং ভগবানস্মাননুজগ্রাহ নারদ!।
মায়াময়ঞ্চ ভোগানামৈশ্বর্য্যং ব্যতনোৎ পরম্ ॥ ২১ ॥
সর্ব্বক্লেশাধিহেতুং তদাত্মানুস্মৃতিমোষণম্।
যং সাক্ষাদ্ভগবান্ বিষ্ণুঃ সর্ব্বোপায়বিদীশ্বরঃ ॥ ২২ ॥
যাচ্ঞাচ্ছলেনাপহৃতং সর্ব্বস্বং দেহশেষকম্।
অপ্রাপ্তান্যোপায় ঈশঃ পাশৈর্ব্বারুণসম্ভবৈঃ ॥ ২৩ ॥
বন্ধয়িত্বাবমুচ্যাপি গিরিদর্য্যামিবাব্রবীৎ।
অসাবিন্দ্রো মহামূঢ়ো যস্য মন্ত্রী বৃহস্পতিঃ ॥ ২৪ ॥

অস্মাননুজগ্রাহেতি নারায়ণোক্তিঃ ॥ ২১ ॥
সর্ব্বক্লেশাধিহেতুমিত্যৈশ্বর্য্যবিশেষণম্। আত্মানুস্মৃতের্ম্মোষণমপহারকম্ ॥ ২২—২৩ ॥
গিরিদর্য্যামবমুচ্য স্থিতস্তস্য দ্বারে ঈশ্বরস্তদ্দুঃখং ভক্তিপ্রেম্ণা লেশতোঽপ্যগণয্য বলির্ব্বক্ষ্যমাণমব্রবীদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

তেজোবলে স্বয়ং প্রকাশমান হইয়া থাকেন, নারদ! সেই নারায়ণে ঈদৃশ দানফল আরোপিত করা সর্ব্বথা যুক্তির বহির্ভূত ॥ ১৮ ॥ বলিতে কি, যিনি দেবগণেরও দেবতা; নিতান্ত অবসন্ন দশাতেও যাঁহার নাম গ্রহণ করিলে, তৎক্ষণে লোকমাত্রেই স্বকীয় কর্ম্মবন্ধের হেতুভূত গুণপরম্পরা দূরে বিসর্জ্জন করে; যতিগণ যাবতীয় ক্লেশভারের পরিহার-বাসনার বশংবদ হইয়া, যে নিখিলনিয়ন্তা ভগবানের উদ্দেশে সাঙ্খ্যযোগাদির সাধন করিয়া থাকেন; নারদ! সেই ভগবান্ যদি আমাদিগকে পরম ভোগৈশ্বর্য্য প্রদান করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তিনি আমাদিগকে অনুগ্রহ করিলেন না। কেননা, ঐ ঐশ্বর্য্য মায়ার নিদান, তন্নিবন্ধন সর্ব্ববিধ ক্লেশ ও মানসিক পীড়ার উদ্ভব হইয়া থাকে এবং উহা প্রাপ্ত হইলে, সেই আত্মরূপী ভগবানকে একবারেই ভুলিয়া যাইতে হয়। সর্ব্বপ্রকার উপায়যোগ যাঁহার জ্ঞানগোচরে সর্ব্বদাই বিদ্যমান এবং যিনি সমুদায় বিশ্বব্যাপ্ত করিয়া বিরাজমান হইতেছেন; সেই ভগবান্ যাচ্ঞাচ্ছলে দেহমাত্র অবশেষ রাখিয়া, বলির সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়াছিলেন এবং অবশেষে অন্য উপায় না দেখিয়া, বরুণ-পাশে তাঁহারে বন্ধন করিয়া, গিরিদরীগর্ভে মোচনপূর্ব্বক তদীয় দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতেছেন। বলি ভক্তিপ্রেমের একান্ত পরতন্ত্রতাবশতঃ সে সকল

প্রসন্নমিন্দ্রমত্যর্থমযাচল্লোকসম্পদম্।
ত্রৈলোক্যমিদমৈশ্বর্য্যং কিয়দেবাতিতুচ্ছকম্ ॥ ২৫ ॥
আশিষাং প্রভবং মুক্ত্বা যো মূঢ়ো লোকসম্পদি।
অস্মৎপিতামহঃ শ্রীমান্ প্রহ্লাদো ভগবৎপ্রিয়ঃ ॥ ২৬ ॥
দাস্যং বব্রে বিভোস্তস্য সর্ব্বলোকোপকারকঃ।
পিত্র্যমৈশ্বর্য্যমতুলং দীয়মানং চ বিষ্ণুনা ॥ ২৭ ॥
পিতর্য্যুপরতে বীরে নৈবেচ্ছদ্ভগবৎপ্রিয়ঃ ।
তস্যাতুলানুভাবস্য সর্ব্বলোকোপধীমতঃ ॥ ২৮ ॥
অস্মদ্বিধোঽনাপ্লপকেতরদোষোঽবগচ্ছতি।
এবং দৈত্যপতিঃ সোঽয়ং বলিঃ পরমপূজিতঃ ॥ ২৯ ॥
সুতলে বর্ত্ততে যস্য দ্বারপালো হরিঃ স্বয়ম্।
একদা দিগ্‌বিজয়ে রাজা রাবণো লোকরাবণঃ ॥ ৩০ ॥

প্রসন্নং বিষ্ণুলোকসম্পদং লোকস্বামিত্বমযাচত ॥ ২৫ ॥
লোকসম্পদি আসক্ত ইতি শেষঃ। ইদমিন্দ্রেণাত্যন্তমনুচিতং কৃতমিতি ভাবঃ। প্রহ্লাদং বর্ণয়তি অস্মদিতি ॥ ২৬—২৭ ॥
সর্ব্বলোকোপধীমতঃ সর্ব্বলোকোপাধিযুক্তস্য বিষ্ণোরতুলপ্রভাবস্যাস্তমিতি শেষঃ ॥২৮॥
পক্কেভ্যঃ পরিপক্কেভ্য ইতরে অপরিপকা যেঽনল্পা বহবো দোষাস্তে যস্য সন্তি সোঽস্মদ্বিধো মৎসদৃশো দুষ্টঃ কোঽবগচ্ছতি ন কোপীত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

দুঃখ লেশমাত্রেও গণনা না করিয়া বলিয়াছিলেন ॥ ১৯—২৪ ॥ বৃহস্পতি যাঁহার মন্ত্রী, সেই ইন্দ্র মহামূর্খের কার্য্য করিয়াছিলেন। কেননা, ভগবান্ অতিমাত্র প্রসন্ন হইলেও, তিনি তাঁহার নিকট লৌকিক সম্পৎ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্যে কি হইতে পারে? উহা একান্তই তুচ্ছপদার্থ ॥ ২৫ ॥ যে ব্যক্তি আশীঃ সকলের সাক্ষাৎ উদ্ভবক্ষেত্র ভগবানকে ত্যাগ করিয়া, সামান্য লোকসম্পদে আসক্ত হয়, সে নিশ্চয়ই মূর্খতাদোষে আচ্ছন্ন। আমার পিতামহ পরম শ্রীসম্পন্ন প্রহ্লাদ ভগবৎপ্রিয় এবং সকলের উপকার-ব্রতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তিনি সেই বিজ্ঞানানন্দ ভগবানের নিকট অন্য কিছু প্রার্থনা না করিয়া তদীয় দাস্যভাব প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পরম বীর্য্য-বিশিষ্ট তদীয় পিতৃদেব পরলোকপ্রাপ্ত হইলে, ভগবান্ তাঁহাকে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই পরম ভাগবত প্রহ্লাদ তাহাতে অভিলাষপরবশ হন নাই। নারদ! এই দৃশ্যমান লোক সমস্ত যাঁহার উপাধি এবং যাঁহার ঐশী শক্তির তুলনা হয় না, সেই ভগবান্ বাসুদেবের স্বরূপ বা অন্ত অস্মদাদির ন্যায় বহুদোষাক্রান্ত কোন ব্যক্তিই অবগত নহে ॥ ২৬—২৮ ॥ দেবর্ষে! এইরূপে পরমপূজিত সর্ব্বলোক-

প্রবিশন্ সুতলে যেন ভক্তানুগ্রহকারিণা।
পাদাঙ্গুষ্ঠেন প্রক্ষিপ্তো যোজনায়ুতমত্র হি ॥ ৩১ ॥
এবম্ভূতানুভাবোঽয়ং বলিঃ সর্ব্বসুখৈকভুক্।
আস্তে সুতলরাজ্যস্থো দেবদেবপ্রসাদতঃ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে অতলাদিবর্ণনং নাম একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

(ভক্তপ্রহ্লাদানুগ্রহপ্রদর্শনার্থমেব-রাবণনিক্ষেপঃ ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩১—৩২ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকেঽষ্টমস্কন্ধে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

সুবিখ্যাত দৈত্যপতি বলি সুতলে বিরাজ করিতেছেন; স্বয়ং হরি যাঁহার দ্বার রক্ষা করিয়া থাকেন। সর্ব্বলোকরাবণ রাজা রাবণ কোন সময়ে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া এই সুতলে প্রবেশ করিলে, ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহবিতরণে সর্ব্বদাই সমুদ্যত সেই হরি তাহারে পাদাঙ্গুষ্ঠসহায়ে অযুত যোজন অন্তরে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন ॥ ২৯—৩১ ॥ সর্ব্ববিধ সুখের অদ্বিতীয় উপভোগকর্ত্তা বলি এবংবিধ বিভাববিশিষ্ট হইয়া দেবদেব বাসুদেবের প্রসাদে সুতল রাজ্যের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত আছেন ॥ ৩২ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে অতলাদি বর্ণন নামক একোন-
বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

ততোঽধস্তাদ্বিবরকং তলাতলমুদীরিতম্।
দানবেন্দ্রো ময়ো নাম ত্রিপুরাধিপতির্ম্মহান্ ॥ ১ ॥
ত্রিলোক্যাঃ শঙ্করেণায়ং পালিতো দগ্ধপূস্ত্রয়ঃ।
দেবদেবপ্রসাদাত্তু লব্ধরাজ্যসুখাস্পদঃ ॥ ২ ॥
আচার্য্যো মায়িনাং সোঽয়ং নানামায়াবিশারদঃ।
পূজ্যতে রাক্ষসৈর্ঘোরৈঃ সর্ব্বকার্য্যসমৃদ্ধয়ে ॥ ৩ ॥
ততোঽধস্তাৎ সুবিখ্যাতং মহাতলমিতি স্ফুটম্।
সর্পাণাং কাদ্রবেয়াণাং গণঃ ক্রোধবশো মহান্ ॥ ৪ ॥
অনেকশিরসাং বিপ্র! প্রধানান্ কীর্ত্তয়ামি তে।
কুহকস্তক্ষকশ্চৈব সুষেণঃ কালিয়স্তথা ॥ ৫ ॥

সপ্তত্রিংশন্মহাপদৈরর্দ্ধশ্লোকেন চাধিকৈঃ।
তলাতলস্থিতিঃ সম্যগ্বিচারেণোপপাদ্যতে ॥

ত্রিপুরাধিপতিস্ত্রিপুরস্বামী ॥ ১ ॥
ত্রিলোক্যাঃ শঙ্করেণ কল্যাণকরেণ শিবেন দগ্ধং পুরত্রয়ং যস্য স দগ্ধপূস্ত্রয়ো ময়াসুরো মহাদেবভক্তোঽয়ং পালিতো রক্ষিতো দেবদেবস্য শিবস্য প্রসাদেন তত্রাস্তে ইত্যর্থঃ ॥২—৪॥
অনেকশিরসাং মধ্যে প্রধানাম্ ॥ ৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, নারদ! এই সুতলের অধোবর্ত্তী বিবরের নাম তলাতল। ত্রিপুরাধিপতি পরম-গুণসম্পন্ন দানবেন্দ্র ময় ইহার আধিপত্যে নিযুক্ত আছেন ॥ ১ ॥ ত্রিভুবনের পরমকল্যাণকর মহেশ্বর ইহার পুরত্রয় দগ্ধ করিয়া পরিশেষে ইহার ভক্তিতে বশীভূত হইয়া ইহারে রক্ষা করেন। এইরূপে ময়, সেই দেবদেবের প্রসাদে রাজ্যসুখাস্পদ লাভ করিয়াছে ॥ ২ ॥ এই ময়দানব মায়াবি-সম্প্রদায়ের আচার্য্য এবং বিবিধ মায়াবিশারদ। ভয়ঙ্কর-প্রকৃতি নিশাচরনিকর সর্ব্ববিধ কার্য্যসমৃদ্ধির নিমিত্ত ইহার উপাসনা করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥ এই তলাতলের পর পরম বিখ্যাত রসাতল। এস্থানে ক্রোধপরবশ কদ্রুর অপত্য সর্প সকল বাস করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥ তাহারা সকলেই বহুমস্তকবিশিষ্ট। বিপ্র! তাহাদের প্রধানগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। কুহক, তক্ষক, সুষেণ এবং কালিয়, ইহারা সকলেই

মহাভোগা মহাসত্ত্বাঃ ক্রূরাঃ ক্রূরস্বজাতয়ঃ।
পতত্রিরাজাধিপতেরুদ্বিগ্নাঃ সর্ব্ব এব তে ॥ ৬ ॥
স্বকলত্রাপত্যসুহৃদ্‌কুটুম্বস্য চ সঙ্গতাঃ।
প্রমত্তা বিহরন্ত্যেব নানাক্রীড়াবিশারদাঃ ॥ ৭ ॥
ততোঽধস্তাচ্চ বিবরে রসাতলসমাহ্বয়ে।
দৈতেয়া নিবসন্ত্যেব পণয়ো দানবাশ্চ যে ॥ ৮ ॥
নিবাতকবচা নাম হিরণ্যপুরবাসিনঃ।
কালেয়া ইতি চ প্রোক্তাঃ প্রত্যনীকা হবির্ভুজাম্ ॥ ৯ ॥
মহৌজসশ্চোৎপত্ত্যেব মহাসাহসিনস্তথা।
সকলেশস্য চ হরেস্তেজসা হতবিক্রমাঃ ॥ ১০ ॥
বিলেশয়া ইব সদা বিবরে নিবসন্তি হি।
যে বৈ বাগ্‌ভিঃ সরময়া শক্রদূত্যা নিরন্তরম্ ॥ ১১ ॥
মন্ত্রবর্ণাভিরসুরাস্তাড়িতা বিভ্যতি স্ম হ।
ততোঽপ্যধস্তাৎ পাতালে নাগলোকাধিপালকাঃ ॥ ১২ ॥

পতত্রিরাজো গরুড়ঃ ॥ ৬—৮ ॥
প্রত্যনীকাঃ শত্রবো হবির্ভুজাং দেবানাম্ ॥ ৯—১০ ॥
সরময়া শক্রদূত্যেতি। ইন্দ্রদূত্যা প্রযুক্তাভির্মন্ত্ররূপাভির্বাগ্‌ভিঃ। এবং হি বৈদিকমাখ্যানং পণিভিরসুরৈর্নিগূঢ়াঙ্গাং অন্বেষ্টুং সরমাং দেবশুনীমিন্দ্রেণ প্রহিতাং সন্ধিমিচ্ছন্তঃ পণয়ঃ প্রাহুঃ। কিমিচ্ছন্তী সরমেত্যাদি। সা চ সন্ধিমনিচ্ছন্তীন্দ্রস্তুতিপূর্ব্বকং তান্ প্রতি পরুষমাহ হন্তা ইন্দ্রেণ পণয়ঃ শয়ধ্বমিত্যাদি। তে চ তচ্ছ্রুত্বা বিভ্যতীতি ॥ ১১—১৮ ॥

সুবিশাল ফণমণ্ডলে অলঙ্কৃত ও নিরতিশয় সত্ত্ববিশিষ্ট এবং সকলেই ক্রূরস্বভাব। ইহাদের স্বজাতীয়দিগকেও ঐরূপ ক্রূরপ্রকৃতি জানিবে। ইহারা সকলেই বিহঙ্গমরাজাধিপতি গরুড়ের ভয়ে সততই উদ্বিগ্ন ॥ ৫—৬ ॥ ইহারা সকলেই স্বস্ব পুত্র, কলত্র, মিত্র ও কুটুম্ববর্গে বেষ্টিত ও আনন্দে প্রমত্ত হইয়া, বিবিধ-ক্রীড়াবৈশারদ্য-প্রদর্শনপুরঃসর বিহার করিয়া থাকে ॥ ৭ ॥

মহাতলের অধোবর্ত্তী বিবরের নাম রসাতল। দৈত্য, দানব ও পণিনামক অসুরগণ ইহার অধিবাসী ॥ ৮ ॥ তদ্ভিন্ন, হিরণ্যপুরনিবাসী নিবাতকবচগণ এবং দেবগণের প্রতিদ্বন্দ্বী কালেয়নামক অসুর সকল, যাহারা সকলেই স্বভাবতঃ পরম তেজস্বী ও অতিমাত্র সাহসী, তাহারা সকললোকনিয়ন্তা ভগবানের তেজে হতবিক্রম হইয়া, সর্পগণের ন্যায় সর্ব্বদা এই বিবরে বাস করিতেছে। তদ্ভিন্ন, যে সকল অসুর ইন্দ্রদূতী সরমার প্রয়োজিত মন্ত্ররূপ বাক্যপরম্পরায় তাড়িত ও ভীত হইয়াছিল, তাহারাও এইস্থানে অবস্থিতি করিয়া থাকে।

বাসুকিপ্রমুখাঃ শঙ্খঃ কুলিকঃ শ্বেত এব চ।
ধনঞ্জয়ো মহাশঙ্খো ধৃতরাষ্ট্রস্তথৈব চ ॥ ১৩ ॥
শঙ্খচূড়ঃ কম্বলাশ্বতরো দেবোপদত্তকঃ।
মহামর্ষা মহাভোগা নিবসন্তি বিষোল্বণাঃ ॥ ১৪ ॥
পঞ্চমস্তকবন্তশ্চ ফণাসপ্তকভূষিতাঃ।
কেচিদ্দশফণাঃ কেচিচ্ছতশীর্ষাস্তথাপরে ॥ ১৫ ॥
সহস্রশিরসঃ কেঽপি রোচিষ্ণুমণিধারকাঃ।
পাতালরন্ধ্রতিমিরনিকরং স্বমরীচিভিঃ ॥ ১৬ ॥
বিধমন্তি চ দেবর্ষে ! সদা সঞ্জাতমন্যবঃ।
অস্য মূলপ্রদেশে হি ত্রিংশৎসাহস্রকেঽন্তরে ॥ ১৭ ॥
যোজনৈঃ পরিসংখ্যাতে তামসী ভগবৎকলা।
অনন্তাখ্যা সমাস্তে হি সর্ব্বদেবপ্রপূজিতা ॥ ১৮ ॥
অহমিত্যভিমানস্য লক্ষণং যং প্রচক্ষতে।
সংকর্ষণং সাত্বতীয়াঃ কর্ষণং দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ ॥ ১৯ ॥
ইদং ভূমণ্ডলং যস্য সহস্রশিরসঃ প্রভোঃ।
অনন্তমূর্ত্তেঃ শেষস্য ধ্রিয়মাণঞ্চ শীর্ষকে ॥ ২০ ॥

সঙ্কর্ষণনাম্নো নিরুক্তিমাহ অহমিত্যভিমানস্যেতি। দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সম্যক্কর্ষণমেকীকরণং যেন তৎকৃতোঽহমিত্যভিমানো লক্ষণং চিহ্নমধিষ্ঠাতৃর্য্যস্যাহঙ্কারাধিষ্ঠানেন চ দৃগ্দৃশ্যসঙ্কর্ষণাৎ সঙ্কর্ষণ ইত্যর্থঃ ॥ ১৯—২০ ॥

নারদ ! ইহারও অধোবর্ত্তী পাতালে নাগলোকের অধিপতি বাসুকিপ্রমুখ সর্প সকল এবং শঙ্খ, কুলিক, শ্বেত, ধনঞ্জয়, মহাশঙ্খ, ধৃতরাষ্ট্র, শঙ্খচূড়, কম্বল, অশ্বতর ও দেবোপদত্তক, এই সকল পরম অমর্ষবিশিষ্ট, সুবিশালফণাসম্পন্ন ও অত্যুৎকট বিষপূর্ণ ভুজঙ্গমবর্গ বাস করিতেছে ॥ ৯—১৪ ॥ ইহাদের মধ্যে কেহ পঞ্চশিরা, কেহ সপ্তফণাভূষিত, কেহ দশফণাবিশিষ্ট, কেহ শতমস্তকসম্পন্ন, কেহ সহস্রশিরা ও কেহ কেহ বা পরম-ভাস্বর-মণিধর। তাহারা স্বকীয় মণির মরীচিসহায়ে পাতালোদর-সংস্থিত তিমিরনিকর নিরাকৃত করিয়া থাকে পরন্তু তাহাদিগকে সর্ব্বদা ক্রোধের বশীভূত বলিয়া জানিবে। এই পাতালের মূলপ্রদেশে ত্রিংশৎসহস্র যোজন অন্তরে ভগবানের অনন্তরূপিণী তমোময়ী কলা বিরাজ করিতেছেন। দেবর্ষে ! যাবতীয় দেবতা বৃন্দ ঐ মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন ॥ ১৫—১৮ ॥ ভক্তগণ তাঁহাকে "অহং" এই অভিমানের সাক্ষাৎ লক্ষণ এবং দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই উভয়ের সর্ব্বতোভাবে একীকরণপ্রযুক্ত সঙ্কর্ষণ বলিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥ যিনি সহস্রমস্তক বিশিষ্ট চরা-

পৃথ্বী গোলমশেষং হি সিদ্ধার্থ ইব লক্ষ্যতে।
যস্য কালেন দেবস্য সংজিহীর্ষোঃ সমং বিভোঃ ॥ ২১ ॥
চরাচরং ভ্রুবোরন্তর্বিবরাদুপপদ্যত।
সাংকর্ষণো নাম রুদ্রো ব্যূহৈকাদশশোভিতঃ ॥ ২২ ॥
ত্রিলোচনশ্চ ত্রিশিখং শূলমুত্তম্ভয়ন্ স্বয়ম্।
উদতিষ্ঠন্ মহাসত্ত্বো মহাভূতক্ষয়ঙ্করঃ ॥ ২৩ ॥
যস্যাঙ্ঘ্রিকমলদ্বন্দ্বশোণাচ্ছনখমণ্ডলে।
বিরাজন্মণিবিম্বেষু মহাহিপতয়োঽনিশম্ ॥ ২৪ ॥
একান্তভক্তিযোগেন সহ সাত্বতপুঙ্গবৈঃ।
প্রণমন্তঃ স্বমূর্দ্ধা তে স্বমুখানি সমীক্ষতে ॥ ২৫ ॥
স্ফুরৎকুণ্ডলমাণিক্যপ্রভামণ্ডলভাঞ্জ্যপি।
সুকপোলানি চারূণি গণ্ডস্থলদ্যুমন্তি চ ॥ ২৬ ॥
নাগরাজকুমার্য্যোঽপি চার্ব্বঙ্গবিলসত্ত্বিষঃ।
বিমদৈর্ব্বিপুলৈস্তদ্বদ্ধবলৈঃ সুভগৈস্তথা ॥ ২৭ ॥

সিদ্ধার্থঃ সর্ষপঃ ॥ ২১ ॥
ব্যূহৈকাদশশোভিতঃ একাদশরুদ্রমূর্ত্তিরূপেণ ॥ ২২—২৩ ॥
নখমণ্ডলে ইতি জাত্যেকবচনং মণ্ডলেম্বিত্যর্থঃ। বিরাজন্মণিমণ্ডলেম্বিত্যনুরোধাৎ ॥ ২৪—৩০ ॥

চরের নিয়ন্তা, যাঁহার মূর্ত্তির অন্ত নাই, যিনি শেষস্বরূপ, যাঁহার মস্তকে এই অখণ্ড ভূমণ্ডল সামান্য সর্ষপের ন্যায় ধ্রিয়মাণ রহিয়াছে, যিনি বিজ্ঞানানন্দরূপী ও স্বপ্রকাশস্বরূপ, প্রলয় সময়ে সমুদায় সংসার সংহার করিতে সমুৎসুক হইলে, যাঁহার ভ্রূবিবর হইতে একাদশ ব্যূহে সুশোভিত সঙ্কর্ষণ-নামধেয় রুদ্র স্বয়ং ত্রিলোচন বিস্ফারণ করিয়া এবং ত্রিশিখাসম্পন্ন শূল সমুদ্যত করিয়া, মহাভূত সকলের সংহরণ জন্য অতীব প্রবল পরাক্রমে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকেন ॥ ২০—২৩॥ যাঁহার চরণারবিন্দযুগলের পরমনির্ম্মল অরুণবর্ণ নখমণ্ডলে বিরাজমান মণিবিম্বপরম্পরায় প্রধান প্রধান ভুজঙ্গমাধিপতিবর্গ রজনীযোগে একান্ত ভক্তিযোগে আবিষ্ট ও ভক্তপুঙ্গবগণে সংবেষ্টিত হইয়া, স্বস্ব মস্তক দ্বারা প্রণামকরত আপনাদের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া থাকে ॥ ২৪—২৫ ॥ তৎকালে তাহাদের ঐ মুখ পরমস্ফূর্ত্তিশালী কুণ্ডলস্থ মাণিক্যের প্রভামণ্ডলে বিমণ্ডিত, সুন্দর কপোলে সমলঙ্কৃত, গণ্ডস্থলের কান্তি দ্বারা সমুদ্ভাসিত এবং পরম-সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥ যাহাদের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কলেবর হইতে মনোহর দ্যুতি বিনির্গলিত হইতেছে, সেই নাগরাজকুমারীগণও ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকে,

রুচিরৈর্ভুজদণ্ডৈশ্চ শোভমানা ইতস্ততঃ।
চন্দনাগরুকাশ্মীরপঙ্কলেপেন ভূষিতাঃ ॥ ২৮ ॥
তদভিমর্ষসঞ্জাতকামবেশসমাযুতাঃ।
ললিতস্মিতসংযুক্তাঃ সব্রীড়ং লোকয়ন্তি চ ॥ ২৯ ॥
অনুরাগমদোন্মত্তবিঘূর্ণারুণলোচনম্।
করুণাবলোকনেত্রঞ্চ আশাসানাস্তথাশিষঃ ॥ ৩০ ॥
সোঽনন্তো ভগবান্ দেবোঽনন্তসত্ত্বো মহাশয়ঃ।
অনন্তগুণবার্দ্ধিশ্চ আদিদেবো মহাদ্যুতিঃ ॥ ৩১ ॥
সংহৃতামর্ষরোষাদিবেগো লোকশুভায় চ।
আস্তে মহাসত্ত্বনিধিঃ সর্ব্বদেবপ্রপূজিতঃ ॥ ৩২ ॥
ধ্যায়মানঃ সুরৈঃ সিদ্ধৈরসুরৈশ্চোরগৈস্তথা।
বিদ্যাধরৈশ্চ গন্ধর্ব্বৈর্মুনিসঙ্ঘৈশ্চ নিত্যশঃ ॥ ৩৩ ॥
অনারতমদোন্মত্তলোকবিহ্বললোচনঃ।
বাক্যামৃতেন বিবুধান্ স্বপার্ষদগণানপি ॥ ৩৪ ॥

(অনন্তানাং গুণানাং বার্দ্ধিঃ সমুদ্রঃ। অশেষগুণসাগর ইত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৬

তাহাদের ভুজদণ্ড যেমন আয়ত ও পরমনির্ম্মল, সেইরূপ অতিমাত্র সৌন্দর্য্যে ও ধবলিমায় অলঙ্কৃত এবং সাতিশয়-রুচিসম্পন্ন। তাহারা এতাদৃশ ভুজদণ্ড দ্বারা সর্ব্বদা শোভমান হইয়া থাকে। অধিকন্তু, তাহারা সর্ব্বদাই চন্দন, অগুরু ও কাশ্মীরপঙ্কের বিলেপনে বিভূষিত ॥ ২৭—২৮ ॥ তাহারা তদীয় সংস্পর্শজনিত কামবেগের বশবর্ত্তিনী হইয়া, সুন্দরস্মিত-সংযোগসহকৃত-সলজ্জ-দৃষ্টিবিক্ষেপপুরঃসর তাঁহারে অবলোকন এবং তাঁহার নিকট আশীঃ-পরম্পরা কামনা করিয়া থাকে। তৎকালে তাঁহার লোচন অনুরাগমদে উন্মত্ত, অতিমাত্র ঘূর্ণিত ও কষায়িত এবং দৃষ্টি করুণরসলাঞ্ছিত হইয়া থাকে ॥ ২৯—৩০ ॥ সেই ভগবানের সত্ত্বের সীমা বা ইয়ত্তা নাই; তিনি অনন্ত গুণের সাগর ও স্বয়ং অনন্তরূপী ভগবান্ এবং তিনি আদিদেব সদাশয় ও পরম জ্যোতিঃস্বরূপ ॥ ৩১ ॥ লোক সকলের শুভসাধনসঙ্কল্পে রোষ ও অমর্ষাদির বেগ একবারেই পরিহার করিয়াছেন। সমুদায় দেবতা তাঁহার পূজা করেন এবং তিনি সত্ত্বগুণের অদ্বিতীয় আধার ॥ ৩২ ॥ সুরগণ, সিদ্ধগণ, অসুরগণ; উরগগণ, বিদ্যাধরগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও মুনিগণ নিত্য তাঁহার ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥ তাঁহার দৃষ্টি অবিচ্ছিন্ন মদরাগের আবির্ভাববশতঃ উন্মত্তভাবাপন্ন এবং লোচন বিহ্বলভাবে সন্নিবিষ্ট। তিনি বচনরূপ পীযূষরস বর্ষণ পূর্ব্বক স্বকীয় পার্ষদগণ ও দেবতাদিগের

আপ্যায়মানঃ স বিভুর্বৈজয়ন্তীং স্রজং দধৎ।
অম্লানাভিনবৈঃ স্বচ্ছৈস্তুলসীদলসঞ্চয়ৈঃ ॥ ৩৫ ॥
মাদ্যন্মধুকরব্রাতঘোষশ্রীসংযুতাং সদা।
নীলবাসা দেবদেব এককুণ্ডলভূষিতঃ ॥ ৩৬ ॥
হলস্য ককুদি ন্যস্তসুপীবরভুজোঽব্যয়ঃ।
মাহেন্দ্রঃ কাঞ্চনীং যদ্বদ্বরত্রাঞ্চ মতঙ্গমঃ।
উদারলীলো দেবেশো বর্ণিতঃ সাত্বতর্ষভৈঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে তলাতলাদিস্থিতিবর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

মতঙ্গমো হস্তী যথা কাঞ্চনীং স্বর্ণময়ীং বরত্রাং কক্ষাং যদ্বদ্বিভর্ত্তি তথৈবায়ং কাঞ্চনীং কক্ষাং বিভর্ত্তীত্যর্থঃ। উমাসংহিতায়াং ধ্রুবমণ্ডলমারভ্য শেষলোকান্তমীশ্বরি। নানা লোকাঃ সমাখ্যাতাস্তত্র তল্লোকবাসিনঃ। নানারত্নময়ীং মূর্ত্তিং নানাধাতুময়ীং তথা। স্থাপয়িত্বা পূজয়ন্তি নানাস্বচ্ছোপচারকৈঃ। কৈলাসে চৈব বৈকুণ্ঠে ব্রহ্মলোকে তথৈব চ। নবরত্নময়ীং মূর্ত্তিং ভগবত্যা নিরন্তরম্। শিবদ্রুহিণবৈকুণ্ঠাঃ পূজয়ন্তি বিধানতঃ। নানবর্ষেষু বর্ষাধিপতয়শ্চ তথৈবচ। ন কশ্চিত্ত্রিষু লোকেষু লোক এবংবিধঃ ক্বচিৎ। যত্র দেব্যাঃ পদার্চ্চা ন তথা তস্যাঃ স্মৃতিঃ পরেতি ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২০ ॥

সকলকেই আপ্যায়িত করিতেছেন তাঁহার গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা লম্বিত হইতেছে; ইহা অম্লান ও অভিনব এবং পরম নির্ম্মল তুলসীদলে সদা অলঙ্কৃত রহিয়াছে এবং মদমত্ত মধুকরনিকর সশব্দে সর্ব্বদা তাহাতে বিচরণ করিতেছে তজ্জন্য তাহার শোভার সীমা নাই। তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র নীলবর্ণ; তিনি দেবগণেরও দেবতা এবং একমাত্র কুণ্ডলে বিমণ্ডিত ॥ ৩৪—৩৬ ॥ তিনি অব্যয়স্বরূপ, সেই দেবদেব হলককুদে নিতান্ত পীবর ভুজদণ্ড ন্যস্ত করিয়া এবং ইন্দ্রের ঐরাবতের ন্যায় কাঞ্চনময়ী কক্ষা ধারণ করিয়া বিরাজ করিতেছেন; নারদ! ভক্তগণ তাঁহারে বিশ্বজনীন লীলার আধার ও দেবগণেরও নিয়ন্তা বলিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে তলাতলস্থিতি বর্ণন নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

একবিংশোঽধ্যায়

নারায়ণ উবাচ।

তস্যানুভাবং ভগবান্ ব্রহ্মপুত্রঃ সনাতনঃ।
সভায়াং ব্রহ্মদেবস্য গায়মান উপাসতে ॥ ১ ॥
উৎপত্তিস্থিতিলয়হেতবোঽস্য কল্পাঃ
সত্ত্বাদ্যাঃ প্রকৃতিগুণা যদীক্ষয়াসন্।
যদ্রূপং ধ্রুবমকৃতং যদেকমাত্ম-
ন্নানাধাৎ কথমুহ বেদ তস্য বর্ত্ম ॥ ২ ॥
মূর্ত্তিং নঃ পুরুকৃপয়া বভার সত্ত্বং
সংশুদ্ধং সদসদিদং বিভাতি যত্র।
যল্লীলাং মৃগপতিরাদদেঽনবদ্যা-
মাদাতুং স্বজনমনাংস্যুদারবীর্য্যঃ ॥ ৩ ॥

অষ্টাবিংশতিভিঃ শ্লোকৈঃ শেষস্তুতিপুরঃসরম্।
নরকারণাং স্বরূপঞ্চ যথাবদভিবর্ণ্যতে ॥

তস্যেতি। তস্য অনন্তস্য ॥ ১ ॥

উৎপত্তীতি। অস্য জগত উৎপত্ত্যাদিহেতবো গুণা যস্য। যস্যেক্ষয়া কল্পাঃ সমর্থাঃ স্বস্ব-কার্য্যে আসন্। যস্য তু রূপং ধ্রুবমনন্তমকৃতমনাদি। তত্র হেতুঃ যদেকমেব সৎ আত্মন্যাত্মনি নানাকার্য্যপ্রপঞ্চমধাৎ তস্য ব্রহ্মস্বরূপস্য বর্ত্ম তত্ত্বং জনঃ কথমুহ বেদ ন বেদৈবেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

তর্হি কথমসৌ মুমুক্ষুভিঃ সেব্যতে তত্রাহ মূর্ত্তিমিতি যত্রেদং সদসদ্বিভাতি স নোঽস্মাকং ভক্তানাং পুরুকৃপয়া বহুকৃপয়া সংশুদ্ধং সত্ত্বং মূর্ত্তিং বভার। স্বজনানাং মনাংস্যাদাতুং বশী-কর্ত্তুং যস্য লীলাং মৃগপতিঃ সিংহঃ আদদে অশিক্ষত। যত উদারাণি বীর্য্যাণি যস্য। তস্যাদন্যং মুমুক্ষুঃ কমাশ্রয়েদিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে! ভগবান্ ব্রহ্মাত্মজ সনাতন দেবগণের সভায় অনন্তরূপী এই ভগবানের মহাপ্রভাব সংকীর্ত্তনপুরঃসর এই বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন যে, এই বিশ্বের সৃষ্টি, লয় ও স্থিতির সাধন স্বরূপ সত্ত্ব প্রভৃতি প্রাকৃতিক গুণসমস্ত যাঁহার কটাক্ষ বিক্ষেপমাত্রে স্বস্ব কার্য্যসাধনে সমর্থ হইয়া থাকে; যাঁহার স্বরূপের অন্ত ও আদি নাই; যিনি এক হইলেও আত্মাতে বিবিধ কার্য্যপ্রপঞ্চের রচনা করিয়াছেন, স্বভাবতঃ স্থূলদৃষ্টি ও স্থূলবুদ্ধি লোকে সেই ব্রহ্মস্বরূপের প্রকৃততত্ত্ব কিরূপে অবগত হইবে? ॥ ১—২ ॥ তিনি আমাদের প্রতি পরমকৃপা-পরবশ হইয়া, একমাত্র পরমবিশুদ্ধসত্ত্বরূপিণী যে মূর্ত্তি আবিষ্কার করেন, তাহাতেই এই কার্য্যকারণময় বিশ্ব দৃশ্যমান হইয়া থাকে। প্রভূত

যন্নাম শ্রুতমনুকীর্ত্তয়েদকস্মা-
দার্ত্তো বা যদি পতিতঃ প্রলম্ভনাদ্বা।
হন্ত্যংহঃ সপদি নৃণামশেষমন্যং
কং শেষাদ্ভগবত আশ্রয়েন্মুমুক্ষুঃ ॥ ৪ ॥
মূর্দ্ধন্যর্পিতমণুবৎসহস্রমূর্দ্ধ্নো
ভূগোলং সগিরিসরিৎসমুদ্রসত্ত্বম্।
আনন্ত্যাদনমিতবিক্রমস্য ভূম্নঃ
কো বীর্য্যাণ্যধিগণয়েৎ সহস্রজিহ্বঃ ॥ ৫ ॥
এবংপ্রভাবো ভগবাননন্তো
দুরন্তবীর্য্যোরুগুণানুভাবঃ।
মূলে রসায়াঃ স্থিত আত্মতন্ত্রো
যো লীলয়া ক্ষ্মাং স্থিতয়ে বিভর্ত্তি ॥ ৬ ॥
এতা হ্যেবেহ তু নৃভির্গতয়ো মুনিসত্তম !।
গন্তব্যা বহুশো যদ্বদ্যথাকর্ম্মবিনির্ম্মিতাঃ ॥ ৭ ॥

প্রলম্ভনাদ্বা পরিহাসাৎ ॥ ৪ ॥
সত্ত্বানি প্রাণিনঃ। সহস্রজিহ্বোঽপি কো গণয়েৎ ॥ ৫—৬ ॥
এতাবত্য এবেহ কামান্ কাময়মানৈর্নৃভিরূপগন্তব্যা গতয় ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৭

বলশালী মৃগপতি স্বজনবর্গের অন্তঃকরণ বশীকৃত করিবার আশয়ে তাঁহার সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত লীলার অনুকরণ করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥ আর্ত্ত বা পতিত অবস্থায়, অথবা উপহাস প্রসঙ্গেও তাঁহার নাম শ্রবণমাত্র কীর্ত্তন করিলে, মানুষের অশেষ পাপরাশি তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হইয়া যায়। মোক্ষাভিলাষী পুরুষগণ সেই ভগবান্ অনন্ত ব্যতীত অন্য কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবে ? ॥ ৪ ॥ তিনি শৈল, সাগর, সরিৎ ও সমুদায় প্রাণির সহিত এই সুবিশাল ভূলোক স্বকীয় সহস্র মস্তকে অণুবৎ ধারণ করিয়া আছেন ; তিনি অনন্তস্বরূপ, সেই জন্য তাঁহার বিক্রম কোনকালেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। নারদ ! যদি কেহ সহস্র জিহ্বা প্রাপ্ত হয় তথাপি কোন রূপেই তাঁহার কার্য্যপরম্পরা বর্ণনা করিতে সমর্থ হয় না ॥৫॥ তাঁহার বীর্য্য যেরূপ অনন্ত, গুণপরম্পরা যেরূপ অপার বিস্তৃত অনুভাবও সেইরূপ অসীম ও অনতিক্রমণীয় ; এবংবিধ প্রভাববিশিষ্ট সেই ভগবান্ অনন্ত পৃথিবীর মূলপ্রদেশে অধিষ্ঠানপুরঃসর অপরের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া, স্থিতিসাধন-সমুদ্দেশে এই মেদিনীমণ্ডল ধারণ করিতেছেন ॥ ৬ ॥ হে মুনিসত্তম ! মনুষ্যেরা যে যেরূপ কর্ম্ম করে এবং শাস্ত্রবিহিত পদবীর পরতন্ত্র হইয়া সর্ব্বদা যে যে প্রকার কামনা করিয়া থাকে,

যথোপদেশঞ্চ কামান্ সদাকাময়মানকৈঃ।
এতাবতীর্হি রাজেন্দ্রমনুষ্যমৃগপক্ষিষু ॥ ৮ ॥
বিপাকগতয়ঃ প্রোক্তা ধর্ম্মস্য বশগাস্তথা।
উচ্চাবচা বিসদৃশা যথা প্রশ্নং নিবোধত ॥ ৯ ॥

নারদ উবাচ।

বৈচিত্র্যমেতল্লোকস্য কথং ভগবতা কৃতম্।
সমানত্বে কর্ম্মণাঞ্চ তন্মো ব্রূহি যথাতথম্ ॥ ১০ ॥

নারায়ণ উবাচ।

কর্ত্তুঃ শ্রদ্ধাবশাদেব গতয়োঽপি পৃথগ্বিধাঃ।
ত্রিগুণত্বাৎ সদা তাসাং ফলং বিসদৃশং ত্বিহ ॥ ১১ ॥
সাত্ত্বিক্যা শ্রদ্ধয়া কর্ত্তুঃ সুখিত্বং জায়তে সদা।
দুঃখিত্বঞ্চ তথা কর্ত্তু রাজস্যা শ্রদ্ধয়া ভবেৎ ॥ ১২ ॥
দুঃখিত্বঞ্চৈব মূঢ়ত্বং তামস্যা শ্রদ্ধয়োদিতম্।
তারতম্যাত্তু শ্রদ্ধানাং ফলবৈচিত্র্যমীরিতম্ ॥ ১৩ ॥

যথোপদেশং যথাশাস্ত্রং কামান্ কাময়মানকৈঃ কাময়মানৈরিত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥

কর্ম্মণাং সর্ব্বপ্রাণিকর্ম্মণাং সমানত্বে বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যরহিতেন মায়াশবলব্রহ্মণা কথমেতস্য বৈচিত্র্যং কৃতমিতি যথাতথং তন্মো ব্রূহীত্যন্বয়ঃ ॥ ১০ ॥

কর্ম্মণাং সমানত্বমেব নাস্তি কর্ম্মকর্ত্তৃণাং ত্রিগুণমায়াশক্তিসম্বন্ধত্বাৎ। তয়া মায়াশক্ত্যা পূর্ব্বপূর্ব্বকর্ম্মবশাদ্যথাযথা সাত্ত্বিকাদি কর্ম্মসু প্রের্য্যতে তথাতথা করোতি। তদনুরূপ-ফলোপভোগায় চ লোকভোগফলবৈচিত্র্যং কৃতমিত্যাহ কর্ত্তুঃ শ্রদ্ধাবশাদেবেতি। তাসাং শ্রদ্ধানাং ত্রিগুণত্বাৎ সাত্ত্বিকাদিভেদেন গুণত্রয়াত্মকত্বাদ্বিসদৃশমসমানং ফলমিত্যর্থঃ॥ ১১—১৩॥

ইহলোকে তদনুসারে রাজেন্দ্র, মনুষ্য, মৃগ ও পক্ষিগণ সকলেই এবংবিধ বহুবিধ গতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৭—৮ ॥ নারদ! তুমি পূর্ব্বে যেরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলে, তদনুসারে নানাবিধ, বিসদৃশ ও ধর্ম্মায়ত্ত বিপাকগতি বর্ণন করিলাম ॥ ৯ ॥

নারদ কহিলেন, ভগবন্! প্রাণিগণের বিহিত কর্ম্ম সকলের সমানসত্ত্বেও ভগবান্ কি জন্য এবংবিধ লোকবৈচিত্র্য বিধান করিলেন, তৎসমুদয় যথাযথ কীর্ত্তন করুন ॥ ১০ ॥

নারায়ণ কহিলেন, নারদ! কর্ত্তার শ্রদ্ধাবশেই এই প্রকার পৃথগ্বিধ গতির লাভ হইয়া থাকে। তত্তৎ কর্ত্তৃনিষ্ঠ জীবের শ্রদ্ধার সাত্ত্বিকাদি অবস্থাভেদপ্রযুক্ত ফল সকলেরও এইরূপ বৈসাদৃশ্য সংঘটিত হয় ॥ ১১ ॥ শ্রদ্ধায় সত্ত্বগুণের সমাবেশ হইলে, তৎকর্ত্তার সর্ব্বদা সুখ-সংবৃদ্ধি হইয়া থাকে; রজোগুণের সন্নিবেশ হইলে, নিয়ত দুঃখ সঞ্চিত হয় এবং তমোগুণের আবির্ভাব হইলে, দুঃখ সংঘটিত এবং হিতাহিত জ্ঞানের বিনাশ হইয়া থাকে। এইরূপ,

অনাদ্যবিদ্যাবিহিতকর্ম্মণাং পরিণামজাঃ।
সহস্রশঃ প্রবৃত্তাস্তু গতয়ো দ্বিজপুঙ্গব! ॥ ১৪ ॥
তস্তেদান্ বর্ণয়িষ্যামি প্রাচুর্য্যেণ দ্বিজোত্তম!।
ত্রিজগত্যা অন্তরালে দক্ষিণস্যাং দিশীহ বৈ ॥ ১৫ ॥
ভূমেরধস্তাদুপরি হ্যতলস্য চ নারদ!।
অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতৃগণা বর্ত্তন্তে পিতরশ্চ হ ॥ ১৬ ॥
বসন্তি যস্যাং স্বীয়ানাং গোত্রাণাং পরমাশিষঃ।
সত্যাঃ সমাধিনা শীঘ্রং হ্যাশাসানাঃ পরেণ বৈ ॥ ১৭ ॥
পিতৃরাজোঽপি ভগবান্ সম্পরেতেষু জন্তুষু।
বিষয়ং প্রাপিতেম্বেষু স্বকীয়ৈঃ পুরুষৈরিহ ॥ ১৮ ॥
সগণো ভগবৎপ্রোক্তাজ্ঞাপরো দমধারকঃ।
যথাকর্ম্ম যথাদোষং বিদধাতি বিচারদৃক্ ॥ ১৯ ॥
স্বান্ গণান্ ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞান্ সর্ব্বানাজ্ঞাপ্রবর্ত্তকান্।
সদা প্রেরয়তি প্রাজ্ঞো যথাদেশনিয়োজিতান্ ॥ ২০ ॥
নরকানেকবিংশত্যা সংখ্যয়া বর্ণয়ন্তি হি।
অষ্টাবিংশমিতান্ কেচিত্তানমুক্রমতো ব্রুবে ॥ ২১ ॥

তস্মান্মায়াশক্তিশবলব্রহ্মরূপভগবত্যা এবারাধনং কর্ত্তব্যমিতি গূঢ়োঽভিসন্ধিঃ ॥১৪—১৭॥
বিষয়ং যমলোকরূপং দেশম্ ॥ ১৮ ॥
দমধারকো দণ্ডধারকো বিদধাতি দণ্ডমিতিশেষঃ ॥ ১৯—২৩ ॥

শ্রদ্ধার তারতম্য অনুসারেই ফলবৈচিত্র্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ১২—১৩ ॥ দ্বিজশ্রেষ্ঠ! অনাদি অবিদ্যার অনুসরণবশে কর্ম্ম সকলের পরিণামজনিত সহস্র সহস্র গতি প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ দ্বিজোত্তম! আমি বিশেষরূপে তাহাদের প্রভেদক্রম বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ত্রিজগতীর অন্তরালে দক্ষিণদিকে ভূমির অধোভাগে ও অতলের উপরিতন প্রদেশে অগ্নিষ্বাত্তানামক পিতৃগণ ও পিতৃপুরুষ সকল বাস করিতেছেন ॥ ১৫—১৬ ॥ তাঁহারা পরম সমাধিসাধন সহকারে তথায় অবস্থিতি করিয়া স্বকীয় গোত্র সকলের নিত্য পরম আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন ॥ ১৭ ॥ ঐস্থানে পিতৃরাজ ভগবান্ যম স্বকীয় পুরুষগণ কর্ত্তৃক নিজলোকে আনীত মৃত প্রাণিগণের প্রতি তাহাদের কর্ম্ম ও দোষ অনুসারে দণ্ড প্রয়োগ করেন ॥ ১৮ ॥ তিনি ভগবানের আদেশ অনুসারে স্বগণে পরিবৃত হইয়া, বিচারদৃষ্টির অনুবর্ত্তনপূর্ব্বক যাহার যেরূপ কর্ম্ম, যাহার যেরূপ দোষ তদনুসারে বিচার করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥ তিনি আজ্ঞাপালক ও যথানুরূপ-আদেশ-নিয়োজিত, ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ স্বকীয় অনুচরদিগকে সর্ব্বদা তত্তৎ কার্য্যসাধনে প্রেরণ করেন ॥ ২০ ॥ শাস্ত্রকারেরা একবিংশতি

তামিস্র অন্ধতামিস্রো রৌরবোঽপি তৃতীয়কঃ।
মহারৌরবনামা চ কুম্ভীপাকো পরো মতঃ ॥ ২২ ॥
কালসূত্রং তথা চাসিপত্রারণ্যমুদাহৃতম্।
শূকরস্য মুখঞ্চান্ধকূপোঽথ কৃমিভোজনঃ ॥ ২৩ ॥
সন্দংশস্তপ্তমূর্ত্তিশ্চ বজ্রকণ্টক এব চ।
শাল্মলী চাথ দেবর্ষে! নাম্না বৈতরণী তথা ॥ ২৪ ॥
পূয়োদঃ প্রাণরোধশ্চ তথা বিশসনং মতম্।
লালাভক্ষঃ সারমেয়াদনমুক্তমতঃ পরম্ ॥ ২৫ ॥
অবীচিরপ্যপঃপানং ক্ষারকর্দ্দম এব চ।
রক্ষোগণাখ্যসম্ভোজঃ শূলপ্রোতোঽপ্যতঃ পরম্ ॥ ২৬ ॥
দন্দশূকো বটারোধঃ পর্য্যাবর্ত্তনকঃ পরম্।
সূচীমুখমিতি প্রোক্তা অষ্টাবিংশতিনারকাঃ ॥ ২৭ ॥
ইত্যেতে নারকা নাম যাতনাভূময়ঃ পরাঃ।
কর্ম্মভিশ্চাপি ভূতানাং গম্যাঃ পদ্মজসম্ভব! ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে
নরকস্বরূপবর্ণনং নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

বজ্রকণ্টকশাল্মলীত্যেকো নরকঃ ॥ ২৪—২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

সংখ্যক নরক বর্ণন করিয়াছেন। কেহ কেহ বা সমুদায়ে অষ্টাবিংশসংখ্যক বলিয়াছেন। যথাক্রমে তাহাদের নাম নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২১ ॥ তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, কুম্ভীপাক, কালসূত্র, অসিপত্রকানন, শূকরমুখ, অন্ধকূপ, কৃমিভোজন, তপ্তমূর্ত্তি, সংদংশ, বজ্রকণ্টক-শাল্মলী, বৈতরণী, পূয়োদ, প্রাণরোধ, বিশসন, লালাভক্ষ, সারমেয়াদন, অবীচি, অপঃপান, ক্ষারকর্দ্দম, রক্ষোগণ, সম্ভোজ, শূলপ্রোত, দন্দশূক, অবটারোধ, পর্য্যাবর্ত্তনক ও সূচীমুখ, এই অষ্টাবিংশতি নরক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ২২—২৭ ॥ এই সকল নরক অতিশয় যাতনাভূমি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মনন্দন! জীবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে এই সকল নরকভোগ করিয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে নরকস্বরূপ বর্ণন নামক
একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

কর্ম্মভেদাঃ কতিবিধাঃ সনাতন মুনে মম।
শ্রোতব্যাঃ সর্ব্বথৈবৈতে যাতনাপ্রাপ্তিভূময়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

যো বৈ পরস্য বিত্তানি দারাপত্যানি চৈব হি।
হরতে স হি দুষ্টাত্মা যমানুচরগোচরঃ ॥ ২ ॥
কালপাশেন সম্বদ্ধো যাম্যৈরতিভয়ানকৈঃ।
তামিস্রনামনরকে পাত্যতে যাতনাস্পদে ॥ ৩ ॥
তাড়নং দণ্ডনং চৈব সন্তর্জ্জনমতঃ পরম্।
যাম্যাঃ কুর্ব্বন্তি পাশাঢ্যাঃ কশ্মলং যাতি চৈব হি ॥ ৪ ॥
মূর্চ্ছামায়াতিবিবশো নারকী পদ্মভূসুত !।
যঃ পতিং বঞ্চয়িত্বা তু দারাদীনুপভুজ্যতি ॥ ৫ ॥

দ্বিপঞ্চাশৎপদ্যাবর্ণ্যৈর্যাতনাকারকাণি চ।
পাতকানি সমাসেন প্রোচ্যন্তে সংগ্রহেণ তু ॥

কর্ম্মভেদা যাতনাপ্রাপ্তিভূময়ো যাতনাকারকাঃ ॥ ১—৪ ॥
যঃ পতিমিতি। যাং স্ত্রিয়ং গচ্ছতি তস্যাঃ পতিং বঞ্চয়িত্বেত্যর্থঃ। উপভুজ্যতি সেবতে ইত্যর্থঃ ॥ ৫—৭ ॥

নারদ কহিলেন, আপনি সর্ব্বকাল বিরাজমান আছেন এবং পরমমননশীল অতএব যাতনাপ্রাপ্তির হেতুভূত যাবতীয় কর্ম্মভেদ কীর্ত্তন করুন; তৎসমস্ত সম্যক্‌রূপে শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে ॥ ১ ॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে ! যে ব্যক্তি পরকীয় পুত্র, কলত্র ও বিত্তজাত হরণ করে, সেই দুষ্টাত্মা যমদূতগণের একান্ত আয়ত্তাধীন ॥ ২ ॥ অতি ভয়ানক যমপুরুষগণ কর্ত্তৃক কালপাশে দৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়া, তামিস্রনামক বিবিধ যাতনার আস্পদীভূত নরকে নিপাতিত হয় ॥ ৩ ॥ তথায় পাশহস্ত যমপুরুষবর্গ তাহাকে, তাড়ন দণ্ডবিধান ও সম্যক্‌প্রকারে তর্জ্জন করিয়া থাকে, তজ্জন্য সে দারুণ মোহের বশীভূত হয় এবং সর্ব্বথা অবসন্ন, বিপন্ন ও মূর্চ্ছার বশতাপন্ন হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি পতিকে বঞ্চনা করিয়া, তাহার দারাদি ভোগ

অন্ধতামিস্রনরকে পাত্যতে যমকিঙ্করৈঃ ।
পাত্যমানো যত্র জন্তুর্ব্বেদনাপরবান্ ভবেৎ ॥ ৬ ॥
নষ্টদৃষ্টির্নষ্টমতির্ভবত্যেবাবিলম্বতঃ ।
বনস্পতির্ভজ্যমানমূলো যদ্বদ্ভবেদিহ ॥ ৭ ॥
তস্মাদপ্যন্ধতামিস্রনাম্না প্রোক্তঃ পুরাতনৈঃ ।
এতন্মমাহমিতি যো ভূতদ্রোহেণ কেবলম্ ॥ ৮ ॥
পুষ্ণাতি প্রত্যহং স্বীয়কুটুম্বং কার্য্যলম্পটঃ ।
এতদ্বিহায় চাত্রৈব স্বাশুভেন পতেদিহ ॥ ৯ ॥
রৌরবে নাম নরকে সর্ব্বসত্ত্বভয়াবহে ।
ইহ লোকেঽমুনা যে তু হিংসিতা জন্তবঃ পুরা ॥ ১০ ॥
ত এব রুরবো ভূত্বা পরত্র পীড়য়ন্তি তম্ ।
তস্মাদ্রৌরবমিত্যাহুঃ পুরাণজ্ঞা মনিষিণঃ ॥ ১১ ॥
রুরুঃ সর্পাদপি ক্রূরো জন্তুরুক্তঃ পুরাতনৈঃ ।
এবং মহারৌরবাখ্যো নরকো যত্র পূরুষঃ ॥ ১২ ॥

এতন্মমাহমিতি। এতদহমিতি মমাহমিতি ভূতদ্রোহেণেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

যৎ কুটুম্বার্থমেবং করোতি তদেতদত্রৈব বিহায় স্বাশুভেন কর্ম্মণা ইহ রৌরবে পতেদিত্যর্থঃ ॥ ৯—১২ ॥

করে, যমকিঙ্করগণ তাহারে অন্ধতামিস্র নরকে পাতিত করিয়া থাকে। তথায় পাত্যমান হইয়া, তাহাকে অশেষ বেদনা ভোগ করিতে হয় ॥৪—৬॥ সেই নারকী পুরুষের অবিলম্বে দৃষ্টি নষ্ট ও বুদ্ধি পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকে। মূল ভগ্ন হইলে, বনস্পতির যে প্রকার শোচনীয় দশার আবিষ্কার হয়, তৎকালে তাহারও তৎপ্রকার হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥ এই কারণেই প্রাচীন আর্য্যগণ ইহার নাম অন্ধতামিস্র রাখিয়াছেন। যে ব্যক্তি অহংমমতার বশংবদ হইয়া তজ্জন্ত কেবল ভূতগণের বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে এবং কার্য্যে অতিমাত্র আসক্ত প্রদর্শনপুরঃসর প্রত্যহ স্বীয় কুটুম্ববর্গের ভরণ করে, সে সেই কুটুম্বাদিকে ইহলোকেই ত্যাগ করিয়া, স্বকীয় অশুভ সমভিব্যাহারে সর্ব্বপ্রাণি-ভয়জনক রৌরবনামক নরক লাভ করিয়া থাকে। সে পূর্ব্বে ইহলোকে যে সকল জন্তুর হিংসা করিয়াছিল, তাহারা রুরুমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, পরলোকে তাহাকে নিপীড়িত করে। পুরাণজ্ঞ মনীষিবর্গ এই কারণে ইহার নাম রৌরব রাখিয়াছেন ॥ ৮—১১ ॥ প্রাচীন পুরুষগণ বলিয়াছেন, রুরু সর্প অপেক্ষাও অতীব ক্রূরস্বভাব জন্তুবিশেষ। ঐ সকল জন্তু তথায় বিদ্যমান থাকায়

যাতনাং প্রাপ্যমাণো হি যঃ পরং দেহসম্ভবঃ।
ক্রব্যাদানামরুরবস্তং ক্রব্যে ঘাতয়ন্তি চ ॥ ১৩ ॥
য উগ্রঃ পুরুষঃ ক্রূরঃ পশুপক্ষিগণাননি।
উপরন্ধয়তে মূঢ়ো যাম্যাস্তং রন্ধয়ন্তি চ ॥ ১৪ ॥
কুম্ভীপাকে তপ্তৈতেলে উপর্য্যপি চ নারদ ! ।
যাবন্তি পশুরোমাণি তাবদ্বর্ষসহস্রকম্ ॥ ১৫ ॥
পিতৃবিপ্রব্রাহ্মণধ্রুক্ কালসূত্রে স নারকে।
অগ্ন্যর্কাভ্যাং তপ্যমানে নারকী বিনিবেশিতঃ ॥ ১৬ ॥
ক্ষুৎপিপাসাদহ্যমানোঽন্তঃশরীরস্তথা বহিঃ।
আস্তে শেতে চেষ্টতে চাবতিষ্ঠতি চ ধাবতি ॥ ১৭ ॥
নিজবেদপথাৎ যো বৈ পাখণ্ডঞ্চোপযাতি চ।
অনাপদ্যপি দেবর্ষে ! তং পাপং পুরুষং ভটাঃ ॥ ১৮ ॥
অসিপত্রবনং নাম নরকং বেশয়ন্তি চ।
কশয়া প্রহরন্ত্যেব নারকী তদ্গতস্তদা ॥ ১৯ ॥

ক্রব্যে মাংসে ঘাতয়ন্তি ॥ ১৩—১৭ ॥

পাখণ্ডমিতি। তদুক্তং পুরাণান্তরে। যানি রূপাণি জগৃহে ইন্দ্রো হয়জিহীর্ষয়া। তানি পাপস্য খণ্ডানি লিঙ্গখণ্ডমিহোচ্যতে ইতি। পাশব্দেন তু বেদার্থঃ পাখণ্ডাস্তস্য খণ্ডকা ইতি চ ॥ ১৮—১৯ ॥

উহার নাম মহারৌরব হইয়াছে ॥ ১২ ॥ যে ব্যক্তি অন্যকে যাতনা প্রদান করে, সে এই নরকে পতিত হইলে, তাহার শরীরসম্ভূত রুরুনামক ক্রব্যাদগণ তদীয় মাংসে আঘাত করিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥ যে ক্রূর ও উগ্রপ্রকৃতিক পুরুষ মোহাচ্ছন্ন হইয়া, পশুপক্ষিদিগকে রন্ধন করে, তত্তৎ পশুশরীরে যত রোম, তত সহস্র বৎসর তাহাকে যমদূতগণ কুম্ভীপাক নরকে তপ্ত তৈলের উপরি রন্ধন করিয়া থাকে ॥ ১৪—১৫ ॥ যে ব্যক্তি পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণবর্গের বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হয়, যমদূতগণ তাহাকে সূর্য্য ও অগ্নি কর্ত্তৃক দহ্যমান কালসূত্রনামক নরকে নিপাতিত করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ তখন সেই নারকী তথায় অন্তরে ও বাহিরে ক্ষুৎপিপাসায় অতিমাত্র দগ্ধ হইয়া, কখন অবস্থান, কখন শয়ন, কখন গমন ও কখন বা ইতস্ততঃ ধাবন করিয়া থাকে ॥ ১৭ ॥ হে দেবর্ষে ! যে ব্যক্তি আপৎ ব্যতীত অন্য সময়েও স্বকীয় বেদমার্গ পরিহার করিয়া, তাহার খণ্ডমাত্রের অনুসরণ করে, সেই পাপপুরুষকে যমদূতগণ অসিপত্র কানননামক নরকে নিপাতিত করিয়া, কশা দ্বারা আঘাত করিয়া থাকে। তখন সেই নারকী যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া অতিবেগে ইতস্ততঃ

ইতস্ততো ধাবমান উত্তালমতি বেগিতঃ।
অসিপত্রৈশ্ছিদ্যমান উভয়ত্র চ ধারভিঃ ॥ ২০ ॥
সঞ্ছিদ্যমানসর্ব্বাঙ্গো হা হতোঽস্মীতি মূর্চ্ছিতঃ।
বেদনাং পরমাং প্রাপ্তঃ পতত্যেব পদে পদে ॥ ২১ ॥
স্বধর্ম্মানুগতং ভুংক্তে পাখণ্ডফলমল্পধীঃ।
যো রাজা রাজপুরুষো দণ্ডয়েদ্বৈ ত্বধর্ম্মতঃ ॥ ২২ ॥
দ্বিজে শরীরদণ্ডঞ্চ পাপীয়ান্নারকী চ সঃ।
নরকে শূকরমুখে পাত্যতে যমকিঙ্করৈঃ ॥ ২৩ ॥
বিনিষ্পিষ্টাবয়বকো বলবদ্ভিস্তথেক্ষুবৎ।
আর্ত্তস্বরেণ স্বনয়ন্ মূর্চ্ছিতঃ কশ্মলং গতঃ ॥ ২৪ ॥
স পীড্যমানো বহুধা বেদনাং যাত্যতীব হি।
বিবিক্তপরপীড়ো যোঽপ্যবিবিক্তপরব্যথাম্ ॥ ২৫ ॥
ঈশ্বরাঙ্কিতবৃত্তীনাং ব্যথামাচরতে স্বয়ম্।
স চান্ধকূপে পততি তদভিদ্রোহযন্ত্রিতে ॥ ২৬ ॥

ধারভিরার্ষপ্রয়োগো ধারাভিরিত্যর্থঃ ॥ ২০—২৪ ॥

বিবিক্তপরপীড় ইতি। ঈশ্বরেণোপকল্পিতা রক্তপানাদিলক্ষণা বৃত্তির্যেষাং মৎকুণাদীনাম্। ন বিবিক্তা বিজ্ঞাতা পরব্যথা যৈরবিবেকিভিস্তেষাম্। দ্বিতীয়া ষষ্ঠ্যর্থে। ব্রাহ্মণাদিভাবেন বিধিনিষেধপূর্ব্বকমুপকল্পিতা বৃত্তির্যস্য বিবক্তা বিজ্ঞাতা পরব্যথা যেন বিবেকিনা স যদি তাদৃশানাং ব্যথামাচরতে সোঽন্ধকূপে পততীত্যন্বয়ঃ ॥ ২৫—২৭ ॥

উদ্দাম ভাবে ধাবমান হইয়া উভয় পার্শ্বস্থিত অসিপত্রধারে ভিদ্যমান হইয়া থাকে ॥ ১৮—২০ ॥ তাহার সর্ব্বাঙ্গ ছিন্নভিন্ন হইলে, সে হায়! আমি হত হইলাম ? বলিয়া, মূর্চ্ছার বশবর্ত্তী ও নিরতিশয় বেদনাতুর হইয়া, পদে পদেই পতিত হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥ এইরূপে, সেই ক্ষুদ্রবুদ্ধি বেদখণ্ডধারণের ফলভোগ করে। যে রাজা বা রাজপুরুষ ধর্ম্মবহির্ভূত দণ্ড প্রয়োগ করিয়া থাকে এবং ব্রাহ্মণের শারীরিক দণ্ড বিধান করে, যমকিঙ্করেরা তাহাকে শূকরমুখ নরকে পাতিত করিয়া বলপ্রয়োগসহকারে তাহার সর্ব্ব শরীর ইক্ষুবৎ বিনিষ্পেষিত করিয়া থাকে। তখন সেই ব্যক্তি আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া, মূর্চ্ছিত ও অতিমাত্র মোহের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে ॥ ২২—২৪ ॥ এবং তাহাদের কর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়া, বিবিধ বেদনা ভোগ করে। যাহারা কখন পরপীড়ন অবগত নহে এবং ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট রক্তপানাদি বৃত্তির অনুসরণপূর্ব্বক জীবিকানির্ব্বাহ করে, যে ব্যক্তি স্বয়ং পরপীড়া অবগত হইয়াও, তাদৃশ সামান্য মৎকুণাদি কীটদিগকে ব্যথা প্রদান করে,

তত্রাসৌ জন্তুভিঃ ক্রূরৈঃ পশুভির্মৃগপক্ষিভিঃ।
সরীসৃপৈশ্চ মশকৈর্যূকামৎকুণজাতিভিঃ ॥ ২৭ ॥
মক্ষিকাভিশ্চ তমসি দন্দশূকৈশ্চ পীড্যতে।
পরীক্রামতি চৈবাত্র কুশরীরে চ জন্তুবৎ ॥ ২৮ ॥
যস্তু সংবিহিতৈঃ পঞ্চযজ্ঞৈঃ কাকৈশ্চ সংস্তুতঃ।
অশ্নাতি চাসংবিভজ্য যৎ কিঞ্চিদুপপদ্যতে ॥ ২৯ ॥
স পাপপুরুষঃ ক্রূরৈর্য্যাম্যৈশ্চ কৃমিভোজনে।
নরকাধমকে দুষ্টকর্ম্মণা পরিপাত্যতে ॥ ৩০ ॥
লক্ষযোজনবিস্তীর্ণে কৃমিকুণ্ডে ভয়ঙ্করে।
কৃমিরূপং সমাসাদ্য ভক্ষ্যমাণশ্চ তৈঃ স্বয়ম্ ॥ ৩১ ॥
অপ্রত্তাপ্রহুতাদো যঃ পাতমাপ্নোতি তত্র বৈ।
যস্তু স্তেয়েন চ বলাদ্ধিরণ্যং রত্নমেব চ ॥ ৩২ ॥

অত্র অস্মিন্ লোকে ॥ ২৮ ॥

যস্ত্বিতি। যৎ কিঞ্চিদন্নাদিকমুপপদ্যতে প্রাপ্তং ভবতি তৎ সংবিহিতৈঃ শাস্ত্রেণ বিহিতৈঃ পঞ্চমহাযজ্ঞৈর্দেবতাভ্যোঽসংবিভজ্য ন দত্ত্বা অশ্নাতি যঃ পুরুষঃ। কথম্ভূতঃ কাকৈঃ সংস্তুতঃ। সমত্বেন বর্ণিত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২৯—৩১ ॥

অপ্রত্তমসংবিভক্তমতিথিভ্যোঽপ্রহুতঞ্চাত্তীতি সঃ অপ্রত্তাপ্রহুতাদো যো ভবতি স পাতমাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৩২—৩৩ ॥

সে সেই অভিদ্রোহে নিযন্ত্রিত হইয়া অন্ধকূপ-নরকে পতিত হইয়া থাকে ॥ ২৫—২৬ ॥ তথায় পশু, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, মশক, যূকা, মৎকুণ, মক্ষিকা ও দন্দশূক প্রভৃতি ক্রূর জন্তু সকল তাহাকে নিপীড়িত করে। সে তদবস্থায় কুৎসিত কলেবরে তথায় জন্তুর ন্যায় পরিভ্রমণ করিয়া থাকে ॥ ২৭—২৮ ॥ যে ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ ধন ও অন্নাদি প্রাপ্ত হইয়া, তাহা শাস্ত্রবিহিত পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক দেবতার উদ্দেশে বিভাগ করিয়া না দিয়া, স্বয়ংই উদর-পরায়ণ কাকের ন্যায় ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ ক্রূরস্বভাব যমদূতগণ সেই পাপপুরুষকে সকল নরকের অধম কৃমিভোজন-নামক নরকে সেই দুষ্কর্ম্মবশতঃ পরিপাতিত করে ॥ ৩০ ॥ ঐ নরক লক্ষযোজন-বিস্তীর্ণ ও কৃমিগণের কুণ্ডস্বরূপ এবং নারকিগণের সাতিশয় ভয় সমুদ্ভাবন করিয়া থাকে। সে কৃমিরূপ পরিগ্রহ করিয়া, সেই কৃমিগণ কর্ত্তৃক ভক্ষ্যমাণ হইয়া, তথায় অবস্থিতি করে ॥ ৩১ ॥ যে ব্যক্তি অগ্রে অতিথিদিগকে বিভক্ত করিয়া না দিয়া এবং অগ্নিতে আহুতি প্রদান না করিয়া ভক্ষণ করে, সে ব্যক্তিও এই নরকে ঐরূপে পতিত হয়। যে ব্যক্তি আপৎ ব্যতীত অন্য সময়েও চৌর্য্যবৃত্তির অনুসরণপূর্ব্বক

ব্রাহ্মণস্যাপহরতি অন্যস্যাপি চ কস্যচিৎ।
অনাপদি চ দেবর্ষে! তমমুত্র যমানুগাঃ ॥ ৩৩ ॥
অয়স্ময়ৈরগ্নিপিণ্ডৈঃ সন্দংশৈর্নিষ্কুষন্তি চ।
যোঽগম্যাং যোষিতং গচ্ছেদগম্যং পুরুষঞ্চ যা ॥ ৩৪ ॥
তাবমুত্রাপি কশয়া তাড়য়ন্তো যমানুগাঃ।
তিগ্ময়া লোহময্যা চ সূর্ম্ম্যাপ্যালিঙ্গয়ন্তি তম্ ॥ ৩৫ ॥
তাং চাপি যোষিতঃ সূর্ম্ম্যালিঙ্গয়ন্তি যমানুগাঃ।
যস্তু সর্ব্বাভিগমনঃ পুরুষঃ পাপসঞ্চয়ী ॥ ৩৬ ॥
নিরয়েঽমুত্র তং যাম্যাঃ শাল্মলীং রোপয়ন্তি তম্।
বজ্রকণ্টকসংযুক্তাং শাল্মলীং তাময়স্ময়ীম্ ॥ ৩৭ ॥
রাজন্যা রাজপুরুষা যে বা পাষণ্ডবর্ত্তিনঃ।
ধর্ম্মসেতুং বিভিন্দন্তি তে পরেত্য গতা নরাঃ ॥ ৩৮ ॥
বৈতরণ্যাং পতন্ত্যেব ভিন্নমর্য্যাদপাতকাঃ।
নদ্যাং নিরয়দুর্গস্য পরিখায়াঞ্চ নারদ! ॥ ৩৯ ॥
যাদোগণৈঃ সমন্তাত্তু ভক্ষমাণা ইতস্ততঃ।
নাত্মনা বিযুজন্ত্যেব নাশুভিশ্চাপি নারদ! ॥ ৪০ ॥

নিষ্কুষন্তি ত্বচি ছিন্দন্তি ॥ ৩৪ ॥
তিগ্ময়া সূর্ম্ম্যা প্রতিময়া ॥ ৩৫ ॥
সূর্ম্ম্যা পুরুষপ্রতিময়া তপ্তয়া সর্ব্বাভিগমনঃ পশ্বাদ্যপসঙ্গতঃ ॥ ৩৬—৩৯ ॥
নাত্মনা দেহেন বিযুজন্তি বিয়োগং প্রাপ্নুবন্তি। অসুভিঃ প্রাণৈশ্চঽমানা উর্দ্ধোচ্ছ্বাসবন্ত ইত্যর্থঃ ইদং বিষ্ণুভাগবতে ॥ ৪০—৪২ ॥

বলসহকারে ব্রাহ্মণ বা অন্য কাহারও হিরণ্য ও রত্ন হরণ করে। দেবর্ষে! যমকিঙ্করগণ তাহাকে এই নরকে নিপাতিত করিয়া, অগ্নিপিণ্ডসদৃশ লৌহময় সন্দংশ দ্বারা তাহার ত্বক্ বিচ্ছিন্ন করে। যে পুরুষ অগম্যাগমন এবং যে স্ত্রী অগম্য পুরুষের সংসর্গ করিয়া থাকে, যমদূতগণ তাহাদের উভয়কেই এই নরকে কশা দ্বারা তাড়িত করিয়া, সেই পুরুষকে অগ্নিসন্তপ্ত লৌহময়ী স্ত্রীপ্রকৃতি ও সেই স্ত্রীকে তদনুরূপ অগ্নিসন্তপ্ত লৌহময়ী পুরুষপ্রতিমায় আলিঙ্গন করায়। যে ব্যক্তি পশ্বাদি সকল যোনিতেই গমন করিয়া মহাপাপ সঞ্চয় করে, যমপুরুষগণ তাহাকে এই নরকে বজ্রকণ্টকশালিনী লৌহময়ী শাল্মলীতে আরোপিত করিয়া থাকে ॥ ৩২—৩৭ ॥ যে রাজা বা রাজপুরুষ পাষণ্ডধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া, ধর্ম্ম-মর্য্যাদা ভঙ্গ করে, তাহারা সেই পাপে নরকদুর্গের পরিখাস্বরূপ বৈতরণীতে পতিত হইয়া থাকে ॥ ৩৮—৩৯ ॥ তথায় জলজন্তু সকল ইতস্ততঃ তাহাকে ভক্ষণ করে। নারদ! তথাপি

স্বীয়েন কর্ম্মপাকেনোপতপন্তি চ সর্ব্বতঃ।
বিণ্মূত্রপূযরক্তৈশ্চ কেশাস্থিনখমাংসকৈঃ ॥ ৪১ ॥
মেদোবসাসংযুতায়াং নদ্যামুপপতন্তি তে।
বৃষলীপতয়ো যে চ নষ্টশৌচা গতত্রপাঃ ॥ ৪২ ॥
আচারনিয়মৈস্ত্যক্তাঃ পশুচর্য্যাপরায়ণাঃ।
তেঽত্রাসুকষ্টগতয়ো বিণ্মূত্রশ্লেষ্মরক্তকৈঃ ॥ ৪৩ ॥
শ্লেষ্মমলসমাপূর্ণে নিপতন্তি দুরাগ্রহাঃ।
তদেব খাদয়ন্ত্যেতান্ যমানুচরবর্গকাঃ ॥ ৪৪ ॥
যে শ্বানগর্দ্দভাদীনাং পতয়ো বৈ দ্বিজাদয়ঃ।
মৃগয়ারসিকা নিত্যমতীর্থে মৃগঘাতকাঃ ॥ ৪৫ ॥
পরেতাংস্তান্ যমভটা লক্ষ্যীভূতান্নরাধমান্।
ইষুভিশ্চ বিভিন্দন্তি তাংস্তান্ দুর্নয়মাগতান্ ॥ ৪৬ ॥
যে দম্ভাদম্ভযজ্ঞেষু পশূন্ ঘ্নন্তি নরাধমাঃ।
তানমুষ্মিন্ যমভটা নরকে বৈশসে তদা ॥ ৪৭ ॥
নিপাত্য পীড়য়ন্ত্যেব কশাঘাতৈর্দুরাসদৈঃ।
যো ভার্য্যাঞ্চ সবর্ণাং বৈ দ্বিজো মদনমোহিতঃ ॥ ৪৮ ॥

পশুচর্য্যা স্বেচ্ছাচারঃ ॥ ৪৩—৫১

তাহার দেহ ও প্রাণের বিয়োগ সংঘটিত হয় না ॥ ৪০ ॥ তখন সে ব্যক্তি স্বকীয় কর্ম্মফলে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া, বিষ্ঠা, মূত্র, পূয, রক্ত, কেশ, অস্থি, নখ, মাংস, মেদ ও বসা, এই সকলে পরিপূর্ণ নদীতে পতিত হয়। যাহারা বৃষলীর পতি, শৌচহীন ও লজ্জাবিহীন এবং আচারনিয়মের বহির্ভূত ও পশ্বাচারপরায়ণ, তাহারা কৃচ্ছ্রগতি প্রাপ্ত হইয়া, বিষ্ঠা, মূত্র, শ্লেষ্মা ও রক্তে পূর্ণ এবং মলসমাকীর্ণ এই নরকে পতিত হয় এবং ক্ষুধা পাইলে যমের অনুচরবর্গ তাহাদিগকে তত্তৎ বিষ্ঠামূত্রাদি খাওয়াইয়া থাকে ॥ ৪১—৪৪ ॥ যে সকল দ্বিজাতি প্রভৃতি কুক্কুর ও গর্দ্দভাদির পালক এবং মৃগয়ারসে আসক্ত হইয়া, নিত্য বৃথা মৃগহত্যা করে, সেই দুর্নীতিপরায়ণ নরাধমগণ উপরত হইলে, যমদূতগণ তাহাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদিগকে শরপ্রহারপুরঃসর বিদারিত করিয়া থাকে ॥ ৪৫—৪৬ ॥ যে নরাধমবর্গ দম্ভাচারপরায়ণ ও দম্ভযজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়া, পশু সকল সংহার করে, যমকিঙ্করগণ তাহাদিগকে এই নরকে নিপাতিত করিয়া দুরন্ত কশাঘাতে নিপীড়িত করিয়া থাকে। যে দ্বিজাতি কামমোহিত হইয়া, মোহবশতঃ সবর্ণাভার্য্যাতে বৃথা রেতঃপাত করিয়া থাকে,

রেতঃ পাতয়তে মূঢ়োঽমুত্র তং যমকিঙ্করাঃ।
রেতঃকুণ্ডে পাতয়ন্তি রেতঃ সম্পায়য়ন্তি চ ॥ ৪৯ ॥
যে দস্যবোঽগ্নিদাশ্চৈব গরদাঃ সার্থঘাতকাঃ।
গ্রামান্ সার্থান্ বিলুম্পন্তি রাজানো রাজপুরুষাঃ।
তান্ পরেতান্ যমভটা নয়ন্তি শ্বানকাদনম্ ॥ ৫০ ॥
বিংশত্যধিকসংখ্যাতাঃ সারমেয়া মহাদ্ভুতাঃ।
সপ্তশত্যা সমাখ্যাতা রভসং খাদয়ন্তি তে ॥ ৫১ ॥
সারমেয়াদনং নাম নরকং দারুণং মুনে!।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি অবীচিপ্রমুখান্ মুনে! ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে নরকপ্রদপাতকবর্ণনং নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

সপ্তশত্যেতি। বিংশত্যধিকসপ্তশতসংখ্যাঃ সারমেয়া ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

যমকিঙ্করগণ তাহাকে এই নরকে রেতঃকুণ্ডে নিপাতিত করিয়া, তাহাই ভক্ষণ করাইয়া থাকে ॥ ৪৭—৪৯ ॥ যাহারা দস্যুবৃত্তিপরায়ণ, যাহারা অগ্নিদান ও বিষপ্রয়োগে প্রবৃত্ত, যাহারা সার্থঘাতক, যাহারা গ্রাম ও পরের সার্থ সকল বিলুপ্ত করিয়া থাকে, সেই রাজা ও রাজপুরুষগণ মৃত্যুর পর যমদূতগণ কর্তৃক সারমেয়াদন-নরকে নিপাতিত হয় ॥ ৫০ ॥ তথায় অতীব অদ্ভুত বিংশত্যধিক সপ্তশত সারমেয় সবেগে ও সোৎসাহে তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে ॥ ৫১ ॥ নারদ! ইহাই দারুণ সারমেয়াদন নরক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অতঃপর অবীচিপ্রমুখ অন্যান্য নরক কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৫২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে নরকপ্রদ পাতক বর্ণন নামক দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

যে নরাঃ সর্ব্বদা সাক্ষ্যে অনৃতং ভাষয়ন্তি চ।
দানে বিনিময়েঽর্থস্য দেবর্ষে! পাপবুদ্ধয়ঃ ॥ ১ ॥
তে প্রেত্যামুত্র নরকে অবীচ্যাখ্যেঽতিদারুণে।
যোজনানাং শতোচ্ছ্রায়াদ্গিরিমূর্দ্ধ্নঃ পতন্তি হি ॥ ২ ॥
অনাকাশেঽধঃশিরসস্তদবীচীতিনামকে।
যত্র স্থলং দৃশ্যতে চ জলবদ্বীচিসংযুতম্॥ ৩ ॥
অবীচিমত্ততস্তত্র তিলশশ্ছিন্নবিগ্রহঃ।
ম্রিয়তে নৈব দেবর্ষে! পুনরেবাবরোপ্যতে ॥ ৪ ॥
যো বা দ্বিজো বা রাজন্যো বৈশ্যো বা ব্রহ্মসম্ভব!।
সোমপীথস্তৎকলত্রং সুরাং বা পীবতীব হি ॥ ৫ ॥
প্রমাদতস্তু তেষাং বৈ নিরয়ে পরিপাতনম্।
কুর্ব্বন্তি যমদূতাস্তে পানং কার্ষ্ণায়সো মুনে! ॥ ৬ ॥

একত্রিংশন্মহাপদোঃ শিষ্টাস্তু নরকাভিধাঃ।
বর্ণনং ক্রিয়তে তেষাং বৈরাগ্যং লভ্যতে যতঃ ॥

যে নরা ইতি ॥ ১—২ ॥

অনাকাশে নিরবকাশে নিরালম্বে ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

বীচিস্তরঙ্গস্তদ্বদ্বীচিমৎ ন বীচিমদবীচিমৎ। ততো হেতোস্তৎস্থলমবীচিমদবীচিসংজ্ঞক-মিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

অন্যোঽপি বা ব্রতস্থঃ সন্ রাজন্যো বা বৈশ্যো বা। সোমপীথঃ কৃতসোমপান ইত্যর্থঃ ॥ ৫—৬ ॥

নারায়ণ কহিলেন, নারদ! যাহারা পাপবুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া, সর্ব্বদা সাক্ষীস্থলে এবং অর্থের আদান প্রদানে মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করে, তাহারা মৃত্যুর পর অবীচিনামক দারুণ নরকে যোজনশতসমুচ্ছ্রিত পর্ব্বতশেখর হইতে নিরালম্বে অধঃশিরে নিপতিত হয়। এখানে জলের ন্যায়, স্থলভাগ ও তরঙ্গায়িত দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১—৩ ॥ এইজন্য ইহার নাম অবীচিমৎ জানিবে। তথায় তিল তিল করিয়া শরীর ছেদন করিলেও পাপীর মৃত্যু হয় না; বরং শরীর ছেদন করিলেই পুনরায় নূতন কলেবর হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মনন্দন! ব্রাহ্মণই হউক, আর ক্ষত্রিয়ই হউক, অথবা বৈশ্যই হউক, সোমপান করিয়া, প্রমাদবশতও মদ্য-পান করিলে, এই নরকে নিপতিত হয়। মুনে! যমদূতগণ তাহাকে অগ্নিতে অতিমাত্র

বহ্নিনা দ্রবমাণস্য নিতরাং ব্রহ্মসম্ভব ! ।
সম্ভাবনেন স্বস্যৈব যোঽধমোঽপি নরাধমঃ ॥ ৭ ॥
বিদ্যাজন্মতপোবর্ণাশ্রমাচারবতো নরান্ ।
বরীয়সোঽপি ন বহু মন্যতে পুরুষাধমঃ ॥ ৮ ॥
স নীয়তে যমভটৈঃ ক্ষারকর্দ্দমনামকে ।
নিরয়েঽর্ব্বাক্‌শিরা ঘোরা দুরন্তযাতনাশ্নুতে ॥ ৯ ॥
যে বৈ নরা যজন্ত্যন্যং নরমেধেন মোহিতাঃ ।
স্ত্রিয়োঽপি বা নরপশুং খাদন্ত্যত্র মহামুনে ! ॥ ১০ ॥
পশবো নিহিতাস্তে তু যমসদ্মনি সঙ্গতাঃ ।
সৌনিকা ইব তে সর্ব্বে বিদার্য্য সিতধারয়া ॥ ১১ ॥
অসৃক্ পিবন্তি নৃত্যন্তি গায়ন্তি বহুধা মুনে ! ।
যথেহ মাংসভোক্তারঃ পুরুষাদা দুরাসদাঃ ॥ ১২ ॥
অনাগসোঽপি যোঽরণ্যে গ্রামে বা ব্রহ্মপুত্রক ! ।
বৈশ্রম্ভকৈরুপসৃতান্ বিশ্রম্ভয্য জিজীবিষূন্ ॥ ১৩ ॥

বহ্নিনা দ্রবমানস্য কার্ষ্ণায়সো লোহস্য পানং কারয়ন্তীতি শেষঃ। সম্ভাবনেনাত্মসম্ভাবনয়েত্যর্থঃ ॥ ৭—৮ ॥
যাতনাশ্নুতে অত্র বিভক্তিলোপ আর্ষঃ ॥ ৯ ॥
যজন্তি অন্যং দেবম্। ভৈরবাদীন্ নরমেধেন নরপশুনা ॥ ১০—১২ ॥
বৈশ্রম্ভকৈঃ বিশ্বাসোপায়ৈঃ। বিশ্রম্ভয্য বিশ্বাসং কারয়িত্বা ॥ ১৩ ॥

দ্রবমাণ লৌহ পান করাইয়া থাকে। যে নরাধম আত্মগৌরবপরায়ণ হইয়া, বিদ্যা, জন্ম, তপস্যা ও বর্ণাশ্রমবিশিষ্ট, বরিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের বহু মাননা করে না, যমদূতগণ তাহাকে ক্ষার কর্দ্দমনামক নরকে অর্ব্বাক্‌শিরে নিপাতিত করে। সে তথায় অতীবভয়ঙ্কর দুরন্ত যাতনা-পরম্পরা ভোগ করিয়া থাকে ॥ ৫—৯ ॥ যে স্ত্রী বা পুরুষ মোহের বশীভূত হইয়া, নরমেধ দ্বারা যজ্ঞ করে, তাহাদিগকে এখানে নরপশুর মাংস ভক্ষণ করিতে হয় ॥ ১০ ॥ যাহারা পূর্ব্বে সকল পশু হত্যা করিয়াছিল, তাহারা এই যমালয়ে মিলিত হইয়া, সৌনিকের ন্যায় খড়্গাদি দ্বারা মাংস সকল বিদারিত করিয়া তাহার রুধির পান ও তৎসহকারে নৃত্য এবং বারংবার গান করে; ফলতঃ অতীব দুরাক্রম্য রাক্ষসেরা যেরূপ করিয়া থাকে, তাহারাও তদনুরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় ॥ ১১—১২ ॥ যাহারা গ্রামে বা অরণ্যে জীবনধারণেচ্ছু নিরপরাধ প্রাণিদিগকে বিবিধ বিশ্বাসোপায়বিস্তারপুরঃসর বিশ্বাস সমুৎপাদন ও তৎসহকারে অনুগত করিয়া, অবশেষে শূল সূত্রাদিতে প্রোথিত করত সামান্য ক্রীড়াসাধন দ্রব্য-

শূলসূত্রাদিষু প্রোতান্ ক্রীড়নোৎকারকানিব।
পাতয়ন্তি চ তে প্রেত্য শূলপাতে পতন্তি হ॥ ১৪ ॥
শূলাদিষু প্রোতদেহাঃ ক্ষুত্তৃড়্‌ভ্যাং চাতিপীড়িতাঃ।
তিগ্মতুণ্ডৈঃ কঙ্কবকৈরিতশ্চেতশ্চ তাড়িতাঃ॥ ১৫ ॥
পীড়িতা আত্মশমলং বহুধা সংস্মরন্তি হি।
যে ভূতানুদ্বেজয়ন্তি নরা উল্বণবৃত্তয়ঃ॥ ১৬ ॥
যথা সর্পাদিকাস্তেঽপি নরকে নিপতন্তি হি।
দন্দশূকাভিধানে চ যত্রোত্তিষ্ঠন্তি সর্ব্বতঃ॥ ১৭ ॥
পঞ্চাননাঃ সপ্তমুখাঃ গ্রসন্তি নরকাগতান্।
যথা বিলেশয়া বিপ্র! ক্রূরবুদ্ধিসমন্বিতাঃ॥ ১৮ ॥
যেঽবটেষু কুশূলাদিগুহাদিষু নিরুন্ধতে।
তানমুত্রোদ্যতকরাঃ কীনাশপরিসেবকাঃ॥ ১৯ ॥
তেম্বেবোপবিশিত্বা চ সগরেণ চ বহ্নিনা।
ধূমেন চ নিরুন্ধন্তি পাপকর্ম্মরতান্ নরান্॥ ২০ ॥

ক্রীড়নোৎকারকান্ ক্রীড়াসাধনানীব বিদ্যমানান্ ঘাতয়ন্তি বিশ্বাসঘাতিন ইত্যর্থঃ॥১৪-১৫॥
আত্মশমলমাত্মনা কৃতং পাপম্। উদ্বেজয়ন্তি কঠোরভাষণাদিভির্ভয়ং দদন্তি। উল্বণ-বৃত্তয়ঃ ক্রূরস্বভাবাঃ॥ ১৬ ॥
যথা সর্পাদিকাঃ ক্রূরা উদ্বেজয়ন্তি তথা॥ ১৭ ॥
পঞ্চাননাঃ সপ্তমুখাঃ। সর্পাঃ বিলেশয়া মূষকান্ যথা গ্রসন্তি তথা॥ ১৮ ॥
অবটেষু অন্ধকূপেষু। কুশূলাদিষু নিষ্প্রকাশগৃহাদিষু গুহাদিষু চান্ধকারযুক্তাসু নিরুন্ধতে জীবান্ রোধয়ন্তি॥ ১৯ ॥
তেম্বেব স্থানেষু উপবিশিত্বা স্থাপয়িত্বা সগরেণ সবিষেণ॥ ২০—২২ ॥

জাতের ন্যায় বিনষ্ট করে, মৃত্যুর পর যমদূতগণ তাহাদিগকে শূলাদিতে নিপাতিত করিয়া থাকে॥ ১৩—১৪ ॥ তাহারা শূলাদিতে বিদ্ধ ও ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত অভিভূত হইয়া উঠে। তখন তদবস্থায় তীক্ষ্ণতুণ্ড কঙ্ক ও বক সকল ইতস্ততঃ তাহাদিগকে তাড়না করে॥ ১৫ ॥ তাহারা ঐরূপে নিযন্ত্রিত হইয়া, আপনার পূর্ব্বকৃত পাপপরম্পরা বারংবার স্মরণ করিয়া থাকে। যাহারা উৎপথ-প্রবৃত্ত হইয়া, সর্পাদির ন্যায় প্রাণিগণের উদ্বেগ উৎপাদন করে। তাহারা দন্দশূক নামক নরকে পতিত হয়। এখানে পঞ্চমুখ ও সপ্তমুখ কীট সকল সমস্ত দিক্ হইতে সমুত্থিত হইয়া, ক্রূর সর্প যেমন মূষিককে ভক্ষণ করে, তাহার ন্যায় তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে॥ ১৬—১৮ ॥ যাহারা জীবগণকে অন্ধকূপে, অন্ধকারময় গৃহাদিতে ও গুহাদিতে রুদ্ধ করিয়া রাখে, যমের কিঙ্করনিকর কর উদ্যত করিয়া, তাহাদিগকে বিষ-মিশ্রিত, বহ্নি ও ধূমপরিপূর্ণ তদনুরূপ গুহাদিতে রুদ্ধ করে॥১৯—২০॥ যে গৃহপতি ব্রাহ্মণ

যোঽতিথীন্ সময়প্রাপ্তান্ দিধক্ষুরিব চক্ষুষা।
পাপেনেহালোকয়েচ্চ স্বয়ং গৃহপতির্দ্বিজঃ ॥ ২১ ॥
তস্যাপি পাপদৃষ্টেহি নিরয়ে যমকিঙ্করাঃ।
অক্ষিণী বজ্রতুণ্ডা যে কঙ্কাঃ কাকবটাদয়ঃ ॥ ২২ ॥
গৃধ্রাঃ ক্রূরতরাশ্চাপি প্রসহ্যোৎপাটয়ন্তি হি।
য আঢ্যাভিমতির্যাতি অহঙ্কৃত্যাতিগর্ব্বিতঃ ॥ ২৩ ॥
তির্য্যক্‌প্রেক্ষণ এবাত্রাভিবিশঙ্কী নরাধমঃ।
চিন্তয়ার্থস্য সর্ব্বত্রায়তিব্যয়স্বরূপয়া ॥ ২৪ ॥
শুষ্যদ্ধৃদয়বক্ত্রশ্চ নির্বৃতিং নৈব গচ্ছতি।
গ্রহবদ্রক্ষতে চার্থং স প্রেতো যমকিঙ্করৈঃ ॥ ২৫ ॥
সূচিমুখে চ নরকে পাত্যতে নিজকর্ম্মণা।
বিত্তগ্রহঞ্চ পুরুষং বায়কা ইব যাম্যকাঃ ॥ ২৬ ॥
কিঙ্করাঃ সর্ব্বতোঽঙ্গেষু সূত্রৈঃ পরিবয়ন্তি হি।
এতে বহুবিধা বিত্ত নরকাঃ পাপকর্ম্মণাম্ ॥ ২৭ ॥

আঢ্যাভিমতির্ধনগর্ব্বিতঃ। অহঙ্কৃত্যাদিগর্ব্বিতঃ ॥ ২৩ ॥

তির্য্যক্ প্রেক্ষণং যস্য অভিবিশঙ্কী গুর্ব্বাদিরপি ধনঞ্চোরয়িষ্যতীতি বিশঙ্কমানঃ। অর্থস্য ধনস্যায়তিঃ প্রাপ্তির্ব্যয়শ্চ তৎস্বরূপয়া তদ্বিষয়য়া ॥ ২৪ ॥

শুষ্যমাণং হৃদয়ং বক্ত্রঞ্চ যস্য গ্রহবদ্ ব্রহ্মপিশাচবদর্থং রক্ষতে যঃ ॥ ২৫ ॥

বিত্তগ্রহং বিত্তরক্ষকং ব্রহ্মরাক্ষসতুল্যং পুরুষং যাম্যকা যমসম্বন্ধিনঃ কিঙ্করা বায়কা ইব পরিবয়ন্তি সূত্রপ্রোতান্ কুর্ব্বন্তি ॥ ২৬—২৭ ॥

যথাকালে সমাগত অতিথিদিগকে যেন দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া, পাপদৃষ্টি প্রসারণপূর্ব্বক অবলোকন করে ॥ ২১ ॥ যমের অনুচরবর্গ, বজ্রতুণ্ড কঙ্ক, কাক ও বটাদি বিহঙ্গমনিকর এবং অতীব ক্রূর গৃধ্র সকল বলপ্রয়োগপূর্ব্বক এই নরকে সেই পাপদৃষ্টি-পুরুষের চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করিয়া থাকে। যে ধনগর্ব্বিত পুরুষ অহঙ্কারের পরতন্ত্রতা-প্রযুক্ত অতিমাত্র গর্ব্ব প্রকাশ ও তির্য্যগ্‌দৃষ্টি বিসারণ করিয়া গুরু প্রভৃতিকেও সন্দেহ করে এবং আয়-ব্যয়রূপ অর্থচিন্তার অবিরাম অনুসরণপ্রসঙ্গে যাহার হৃদয় ও বদন শুষ্ক হইয়া যায় পরন্তু কোনরূপেই শান্তিসুখের অধিকারী হইতে না পারিয়া ব্রহ্মপিশাচের ন্যায় কেবল অর্থ রক্ষা করে, সে মৃত্যুর পর যমভটগণ কর্ত্তৃক নিজ কর্ম্মদোষে সূচিমুখ-নরকে নিপাতিত হয় এবং যমদূতগণ সেই অর্থপিশাচ পুরুষকে বায়কের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে সূত্র দ্বারা বয়ন করে। দেবর্ষে! পাপকর্ম্মা পুরুষগণের এবংবিধ উক্তানুক্ত শতসহস্র নরকভোগ হইয়া থাকে। তৎসমস্তই বহুবিধ যাতনার আস্পদ ও উদ্ভবক্ষেত্র। তন্মধ্যে এই বিংশতি নরকেই বহুল যাতনা ভোগ

নরাণাং শতশঃ সন্তি যাতনাস্থানভূময়ঃ।
সহস্রশোঽপি দেবর্ষে! উক্তামুক্তাস্তথাপি হি ॥ ২৮ ॥
বিশন্তি নরকানেতান্ যাতনাবহুলান্ মুনে!।
তথা ধর্ম্মপরাশ্চাপি লোকান্ যাতি সুখোদ্গতান্ ॥ ২৯ ॥
স্বধর্ম্মো বহুধা গীতো যথা তব মহামুনে।
দেবীপূজনরূপো হি দেব্যারাধনলক্ষণঃ ॥ ৩০ ॥
যেনানুষ্ঠিতমাত্রেণ নরো ন নরকং ব্রজেৎ।
সা দেবী ভবপাথোধেরুদ্ধর্ত্রী পূজিতা নৃণাম্ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অষ্টমস্কন্ধে অবশিষ্টনরকবর্ণনং নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

তত্র যদ্যপি উত্তমলোকপ্রাপকোঽপি ধর্ম্মো বহুধা গীতঃ কথিতস্তথাপি সর্ব্বধর্ম্মেষু শ্রীভগবতীচরণসপর্য্যাধর্ম্ম এব মুখ্য ইত্যাহ স্বধর্ম্ম ইতি। যথা তব বহুধা গীতোঽষ্টমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ে জম্বাদনীধারেশ্বরীমীনাক্ষ্যরুণামাহাত্ম্যপ্রসঙ্গেন চ ধ্যানপূজাদিলক্ষণঃ কথিতঃ স এব দেবীপূজনরূপো দেব্যারাধনলক্ষণো মুখ্যো ধর্ম্ম ইত্যর্থঃ। তত্র দেবীপূজনরূপেত্যনেন স্থূলমূর্ত্তের্গ্রহণম্। দেব্যারাধনলক্ষণ ইত্যনেন বিরাট্স্বরূপভগবত্যা দেবীপদেন গ্রহণমিতি বিবেকঃ ॥ ৩০ ॥

কুতঃ স্বধর্ম্মো মুখ্য ইতি চেত্তত্রাহ যেনেতি। নরকং নৈব ভজেৎ। কিঞ্চ সা দেবীতি। একৈকগুণোপাধিব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাপেক্ষয়া সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণ্যা ভগবত্যাঃ স্বতন্ত্রত্বাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বাচ্চ সৈব দেবী ভবপাথোধের্ভবসমুদ্রাদুদ্ধর্ত্রীতি তৎপূজনরূপো ধর্ম্ম এব মুখ্য ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাস্তু তৎপ্রেরিতা এব ফলং প্রযচ্ছন্তি ন স্বাতন্ত্র্যেণ। তস্মাৎ সৈব দেবী পূজ্যেতি ভাবঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টন্দেবেভিরুতমানুষেভিঃ। যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণন্তমৃষিন্তং সুমেধামিতি ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে অষ্টমস্কন্ধে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

হইয়া থাকে ॥ ২২—২৮ ॥ দেবর্ষে! পাপিগণই এই সমস্ত যাতনাপ্রদ নরক ভোগ করিয়া থাকে আর ধর্ম্মপরায়ণ লোক সকল যেথানে সুখপরম্পরা নিরন্তর সমুদ্গত হইতেছে, তত্তৎ লোকে গমন করেন ॥২৯॥ মহর্ষে! যদিও তোমার নিকট বহুবিধ স্বধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছি, তথাপি দেবীর স্থূলমূর্ত্তির পূজা এবং বিরাটস্বরূপের আরাধনাই লোকের মুখ্য স্বধর্ম্ম ॥ ৩০ ॥ দেবী পূজার অনুষ্ঠান মাত্রে লোককে আর নরকে যাইতে হয় না। ফলতঃ দেবী ভগবতী পূজিতা হইলে, ব্যক্তিমাত্রেরই ভবপারাবার-পারপ্রাপ্তি সমাহিত করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে অবশিষ্ট নরক বর্ণন নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

ধর্ম্মশ্চ কীদৃশস্তাত ! দেব্যারাধনলক্ষণঃ।
কথমারাধিতা দেবী সা দদাতি পরম্পদম্ ॥ ১ ॥
আরাধনবিধিঃ কো বা কথমারাধিতা কদা।
কেন সা দুর্গনরকাদ্দুর্গা ত্রাণপ্রদা ভবেৎ ॥ ২ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

দেবর্ষে ! শৃণু চিত্তৈকাগ্র্যেণ মে বিদুষাং বর।
যথা প্রসীদতে দেবী ধর্ম্মারাধনতঃ স্বয়ম্ ॥ ৩ ॥
স্বধর্ম্মো যাদৃশঃ প্রোক্তস্তঞ্চ মে শৃণু নারদ !।
অনাদাবিহ সংসারে দেবী সংপূজিতা স্বয়ম্ ॥ ৪ ॥

একোনসপ্ততিশ্লোকৈর্দ্দেব্যারাধনমুচ্যতে।
নানাবিধোপচারৈশ্চ ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥

প্রথমতো নারদেন বেদশাস্ত্রপ্রতিপাদ্যং জগতস্তত্ত্বং পৃষ্টং তত্র নারায়ণেন মায়াশক্তিশবলব্রহ্মাত্মকং শ্রীভগবতীরূপমেব সর্ব্ববেদসর্ব্বশাস্ত্রসারভূতং জগতস্তত্ত্বং প্রতিপাদ্য তস্য ধ্যানোপযোগিস্বরূপং বিরাড়াত্মকং প্রতিপাদিতম্। তদনন্তরঞ্চ তস্যা দেব্যা আরাধনমেব সর্ব্বধর্ম্মেষু বরিষ্ঠো ধর্ম্মঃ স চ ভোগমোক্ষদায়ক ইত্যুক্তম্। তচ্ছ্রুত্বা তদারাধনবিধের্ব্বিশেষতো জিজ্ঞাসুর্নারদঃ পৃচ্ছতি। ধর্ম্মশ্চেতি ॥ ১ ॥

কথমারাধিতেতি স্থানপ্রশ্নাভিপ্রায়েণোচ্যতে। কদেতি কালপ্রশ্নঃ। কেনেতি স্তোত্রপ্রশ্নঃ ॥ ২—৩ ॥

প্রাণিমাত্রস্য নান্যঃ স্বধর্ম্মঃ কিন্তু শ্রীদেব্যারাধনলক্ষণ এব। অতএব বর্ণত্রয়স্য শ্রীগায়ত্র্যুপাসনমেব নিত্যত্বেন বিহিতম্। নান্যদেবতোপাসনং তথেত্যভিপ্রায়েণাহ স্বধর্ম্মো যাদৃশ ইতি ॥ ৪ ॥

নারদ কহিলেন, ভগবন্ ! দেবীর আরাধনারূপ ধর্ম্ম কীদৃশ ? কিরূপে আরাধনা করিলে, তিনি পরমপদ প্রদান করেন ? ॥ ১ ॥ আরাধনার বিধিই বা কিরূপ ? কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ সময়ে কিরূপ নিয়মে আরাধনা করিলেই বা সেই দুর্গাদেবী দুর্গম নরক সকল হইতে পরিত্রাণ করেন ॥ ২ ॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে ! তুমি জ্ঞানবিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তিবর্গের অগ্রগণ্য, অতএব, ধর্ম্মানুসারতঃ আরাধনা করিলে, দেবী স্বয়ং যেরূপে প্রসন্না হন, তাহা তোমাকে বলিতেছি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ নারদ ! স্বধর্ম্মের স্বরূপাদিও কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। এই

পরিপালয়তে ঘোরসঙ্কটাদিষু সা মুনে!।
সা দেবী পূজ্যতে লোকৈর্যথাবত্তদ্বিধিং শৃণু॥ ৫ ॥
প্রতিপত্তিথিমাসাদ্য দেবীমাজ্যেন পূজয়েৎ।
ঘৃতং দদ্যাদ্‌ব্রাহ্মণায় রোগহীনো ভবেৎ সদা॥ ৬ ॥
দ্বিতীয়ায়াং শর্করয়া পূজয়েজ্জগদম্বিকাম্।
শর্করাং প্রদদেদ্বিপ্রে দীর্ঘায়ুর্জ্জায়তে নরঃ॥ ৭ ॥
তৃতীয়াদিবসে দেব্যৈ দুগ্ধং পূজনকর্ম্মণি।
ক্ষীরং দত্ত্বা দ্বিজাগ্র্যায় সর্ব্বদুঃখাতিগো ভবেৎ॥ ৮ ॥
চতুর্থ্যাং পূজনে পূপা দেয়া দেব্যৈ দ্বিজায় চ।
অপূপা এব দাতব্যা ন বিঘ্নৈরভিভূয়তে॥ ৯ ॥
পঞ্চম্যাং কদলীজাতং ফলং দেব্যৈ নিবেদয়েৎ।
তদেব ব্রাহ্মণে দেয়ং মেধাবান্ পুরুষো ভবেৎ॥ ১০ ॥
ষষ্ঠীতিথৌ মধু প্রোক্তং দেবীপূজনকর্ম্মণি।
ব্রাহ্মণায় চ দাতব্যং মধু কান্তির্যতো ভবেৎ॥ ১১ ॥

সঙ্কটাদিষু সংসারসঙ্কটাদিষু॥ ৫ ॥

তত্র পঞ্চদশতিথিষু পূজনমাহ আজ্যেন আজ্যনৈবেদ্যেন। তচ্চাজ্যঙ্গোঘৃতম্। গোঘৃতেন চ পূজয়েদিত্যরুণাচলমাহাত্ম্যে কথনাৎ। তত্র ষোড়শোপচারেষু মুখ্যোপচারস্তু নৈবেদ্য এব। তস্য গ্রহণেন ষোড়শোপচারা অপ্যাক্ষিপ্তা বেদিতব্যাঃ। ব্রাহ্মণায় ঘৃতদানং সদক্ষিণং কার্য্যম্॥ ৬—১০ ॥

মধুকান্তিঃ সুন্দরকান্তিঃ॥ ১১ ॥

অনাদি সংসারে সম্যক্‌বিধানে পূজা করিলে, দেবী স্বয়ং ঘোর-সঙ্কটাদি সকলের নিরাকরণ করেন। লোকে যে নিয়মে সেই দেবীর পূজা করিবে, তাহার বিধি শ্রবণ কর॥ ৪—৫ ॥ প্রতিপৎ তিথি সমাগত হইলে, ঘৃত-নৈবেদ্য প্রদানপূর্ব্বক দেবীর পূজা করিবে এবং তাহা ব্রাহ্মণবর্গকে প্রদান করিবে। তাহা হইলে সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে রোগহীন হওয়া যায়॥ ৬ ॥ দ্বিতীয়ায় শর্করা সহযোগে সেই বিশ্বজননীর সপর্য্যা সমাহিত করিয়া ব্রাহ্মণকে সেই শর্করা প্রদান করিলে, লোকের দীর্ঘায়ু লাভ হয়॥ ৭ ॥ তৃতীয়াদিবসে পূজায় প্রবৃত্ত হইয়া, দেবীকে দুগ্ধ প্রদান করিয়া ঐ দুগ্ধ ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠকে প্রদান করিলে, সর্ব্ববিধ দুঃখের নিরাস হয়॥ ৮ ॥ চতুর্থীতে পূজাপ্রসঙ্গে দেবীও ব্রাহ্মণকে অপূপ প্রদান করিলে, কোন কালেই বিঘ্নযোগ সংঘটিত হয় না॥ ৯॥ পঞ্চমী তিথিতে দেবীকে কদলী ফল প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণে সমর্পণ করিলে, লোকে মেধাবী হইয়া থাকে॥ ১০॥ ষষ্ঠী তিথিতে দেবীর পূজা-

সপ্তম্যাং গুড়নৈবেদ্যং দেব্যৈ দত্ত্বা দ্বিজায় চ।
গুড়ং দত্ত্বা শোকহীনো জায়তে দ্বিজসত্তম ! ॥ ১২ ॥
নারিকেলমথাষ্টম্যাং দেব্যৈ নৈবেদ্যমর্পয়েৎ।
ব্রাহ্মণায় প্রদাতব্যং তাপহীনো ভবেন্নরঃ ॥ ১৩ ॥
নবম্যাং লাজমম্বায়ৈ চার্পয়িত্বা দ্বিজায় চ।
দত্ত্বা সুখাধিকো ভূয়াদিহ লোকে পরত্র চ ॥ ১৪ ॥
দশম্যামর্পয়িত্বা তু দেব্যৈ কৃষ্ণতিলান্মুনে !।
ব্রাহ্মণায় প্রদত্ত্বা তু যমলোকাদ্ভয়ং ন হি ॥ ১৫ ॥
একাদশ্যাং দধি তথা দেব্যৈ চার্পয়তে তু যঃ।
দদাতি ব্রাহ্মণায়ৈতদ্দেবীপ্রিয়তমো ভবেৎ ॥ ১৬ ॥
দ্বাদশ্যাং পৃথুকান্ দেব্যৈ দত্ত্বাচার্য্যায় যো দদেৎ।
তানেব চ মুনিশ্রেষ্ঠ ! স দেবীপ্রিয়তাং ব্রজেৎ ॥ ১৭ ॥
ত্রয়োদশ্যাঞ্চ দুর্গায়ৈ চণকান্ প্রদদাতি চ।
তানেব দত্ত্বা বিপ্রায় প্রজাসন্ততিবান্ ভবেৎ ॥ ১৮ ॥
চতুর্দ্দশ্যাঞ্চ দেবর্ষে ! দেব্যৈ শক্তূন্ প্রযচ্ছতি।
তানেব দদ্যাদ্বিপ্রায় শিবস্য দয়িতো ভবেৎ ॥ ১৯ ॥

(গুড়প্রধানং নৈবেদ্যং গুড়নৈবেদ্যম্ ॥ ১২—১৬ ॥
পৃথুকান্ চিপিটকান্ ॥ ১৭—২০ ॥)

কার্য্যে মধুদান করিয়া তাহা ব্রাহ্মণসাৎ করিলে, কান্তিলাভ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ সপ্তমীতে দেবীকে ও তৎসহকারে ব্রাহ্মণকেও গুড়-নৈবেদ্য প্রদান করিলে, শোকহীন হওয়া যায় ॥ ১২ ॥ অষ্টমীতে দেবীকে ও তৎসহিত ব্রাহ্মণকে নারিকেল সম্বলিত নৈবেদ্য দান করিবে। তাহা হইলে, সর্ব্বথা সন্তাপশূন্য হইবে ॥ ১৩ ॥ নবমীতে দেবী ও দ্বিজাতি উভয়কে লাজ প্রদান করিলে, ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই সুখাধিক্য সংগ্রহ হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ মুনে ! দশমীতে দেবীকে কৃষ্ণতিল সকল অর্পণ করিয়া, তদনন্তর তাহা ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলে, যমলোকভয় দূরীকৃত হয় ॥ ১৫ ॥ একাদশী তিথি প্রাপ্ত হইয়া, যে ব্যক্তি দেবী ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই দধি নিবেদন করে, সে দেবীর অতিমাত্র প্রিয় হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! দ্বাদশীতে দেবী ও দ্বিজাতিকে চিপিটক প্রদান করিলে, দেবীর প্রিয় হওয়া যায় ॥ ১৭ ॥ ত্রয়োদশীতে ভগবতীকে চণক প্রদান করিয়া, তৎসমুদয় ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলে, প্রজা-সন্ততি প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥ দেবর্ষে ! চতুর্দ্দশীতে দেবীকে শক্তু প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণকে তাহা অর্পণ করিলে, শিবের প্রিয়পাত্র হওয়া যায় ॥ ১৯ ॥

পায়সঃ পূর্ণিমাতিথ্যামপর্ণায়ৈ প্রযচ্ছতি।
দদাতি চ দ্বিজাগ্র্যায় পিতৄনুদ্ধরতেঽখিলান্॥ ২০॥
তত্তিথৌ হবনং প্রোক্তং দেবীপ্রীত্যৈ মহামুনে!।
তত্তত্তিথ্যুক্তবস্তূনামশেষারিষ্টনাশনম্॥ ২১॥
রবিবারে পায়সঞ্চ নৈবেদ্যং পরিকীর্ত্তিতম্।
সোমবারে পয়ঃ প্রোক্তং ভৌমে চ কদলীফলম্॥ ২২॥
বুধবারে চ সংপ্রোক্তং নবনীতং নবং দ্বিজ!।
গুরুবারে শর্করাঞ্চ সিতাং ভার্গববাসরে॥ ২৩॥
শনিবারে ঘৃতং গব্যং নৈবেদ্যং পরিকীর্ত্তিতম্।
সপ্তবিংশতিনক্ষত্রনৈবেদ্যং শ্রূয়তাং মুনে!॥ ২৪॥
ঘৃতং তিলং শর্করাঞ্চ দধি দুগ্ধং কিলাটকম্।
দধিকূর্চ্চী মোদকঞ্চ ফেণিকাং ঘৃতমণ্ডকম্॥ ২৫॥

অমাবাস্যায়ান্তু পরিশেষাৎ পূর্ণিমানৈবেদ্যং এব গ্রাহ্যম্। হবনমিতি। নিত্যহোমো যঃ পূজাপটলে উক্তঃ স ইত্যর্থঃ॥ ২১॥

বারপূজনমাহ রবিবারে ইতি। অত্র বারতিথিকরণযোগাদীনাং পূজা ত্বেকৈব নৈবেদ্যান্যেব তু পৃথগ্দেয়ানি॥ ২২॥

গুরুবাসরে শর্করা রক্তা দেয়া সৈব সিতা শর্করা শুক্রবারে॥ ২৩॥

এতেষাং দ্রব্যাণামপি নিত্যহোমঃ কর্ত্তব্যঃ॥ ২৪॥

কিলাটকং দুগ্ধমলয়ীতিভাষয়া। দধিকূর্চ্চী লোকে দধিমলয়ীতিপ্রসিদ্ধা। কেচিত্তু শর্করাযুক্তং মথিতং দধি দধিকূর্চ্চীশব্দেনোচ্যতে ইত্যাহুঃ। তথাচ কোষঃ। কূর্চ্চিকাক্ষীরবিকৃতিঃ স্যাদ্রসালা তু মার্জ্জিতেতি। ফেণিকা মহারাষ্ট্রভাষায়াং তারফেণীতিপ্রসিদ্ধা। ঘৃতমণ্ডকং শক্করপারা ইতি প্রসিদ্ধম্॥ ২৫॥

পূর্ণিমাতিথিতে দেবীর উদ্দেশে পায়স নিবেদন করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠকে তাহা দান করিলে, নিখিল পিতৃপুরুষের উদ্ধার হয়॥ ২০॥ মহামুনে! উক্ত তিথিতে পূজাপটলোক্ত নিত্য হোম বিধান করিলে, দেবী প্রীত হইয়া থাকেন। ফলতঃ তৎতৎ তিথি-প্রোক্ত বস্তুমাত্রেই অশেষ অরিষ্ট বিনষ্ট করে॥ ২১॥

রবিবারে পায়স নৈবেদ্য প্রদান করা বিধি। সোমবারে দুগ্ধ, মঙ্গলবারে কদলী ফল, বুধবারে নূতন নবনীত, বৃহস্পতিবারে রক্ত শর্করা, শুক্রবারে সিতশর্করা এবং শনিবারে গব্যঘৃত নিবেদন করিবে। অধুনা, সপ্তবিংশতি নক্ষত্রে যে যে দ্রব্য নিবেদন করিতে হইবে, শ্রবণ কর॥ ২২—২৪॥

ঘৃত, তিল, শর্করা, দধি, দুগ্ধ, কিলাটক (মালাই দুধ), দধিকূর্চী (মালাই দই), মোদক, ফেণিকা, ঘৃতমণ্ডক, গোধূমপিষ্ট মিশ্রিত গুড়বিকার, বটপত্র (পানড়), ঘৃতপুর (ঘিওড়),

কংসারং বটপত্রঞ্চ ঘৃতপূরমতঃপরম্।
বটকং কোকরসকং পূরণং মধু শূরণম্ ॥ ২৬ ॥
গুড়ং পৃথুকদ্রাক্ষে চ খর্জ্জূরং চৈব চারকম্।
অপূপং নবনীতঞ্চ মুদ্গমোদক এব চ ॥ ২৭ ॥
মাতুলিঙ্গমিতি প্রোক্তং ভনৈবেদ্যঞ্চ নারদ !।
বিষ্কম্ভাদিষু যোগেষু প্রবক্ষ্যামি নিবেদনম্ ॥ ২৮ ॥
পদার্থানাং কৃতেষেষু প্রীণাতি জগদম্বিকা।
গুড়ং মধু ঘৃতং দুগ্ধং দধি তক্রং ত্বপূপকম্ ॥ ২৯ ॥
নবনীতং কর্কটীঞ্চ কুষ্মাণ্ডঞ্চাপি মোদকম্।
পনসং কদলং জম্বুফলমাম্রফলং তিলম্ ॥ ৩০ ॥
নারঙ্গং দাড়িমঞ্চৈব বদরীফলমেব চ।
ধাত্রীফলং পায়সঞ্চ পৃথুকঞ্চণকন্তথা ॥ ৩১ ॥
নারিকেলং জম্ভফলং কসেরুং শূরণং তথা।
এতানি ক্রমশো বিপ্র ! নৈবেদ্যানি শুভানি চ ॥ ৩২ ॥

কংসারমিতি গোধূমপিষ্টগুড়নির্ম্মিতং গুর্জ্জরভাষায়াং প্রসিদ্ধম্। মহারাষ্ট্রভাষায়াং সাংজা ইতি। বটপত্রং পাপড় ইতি প্রসিদ্ধম্। ঘৃতপূরং ঘীতর ইতি প্রসিদ্ধম্। বটকং প্রসিদ্ধম্। কোকরসকম্। কোকশ্চক্রে বৃকে জ্যেষ্ঠ্যাঃ খর্জ্জূরীক্রমদর্দুরে ইতি মেদিনীকোষাৎ খর্জ্জূররস ইত্যর্থঃ। পূরণং চণকপিষ্টগুড়নির্ম্মিতং মহারাষ্ট্রভাষায়াং প্রসিদ্ধম্। মধু মাক্ষিকম্। শূরণং প্রসিদ্ধম্। তচ্চ ঘৃতপকং শর্করামিশ্রিতং গ্রাহ্যম্। অন্যৎ সর্ব্বং প্রসিদ্ধম্ ॥ ২৬—২৭ ॥

ভনৈবেদ্যং নক্ষত্রনৈবেদ্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

কৃতেষু দত্তেম্বিত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩১ ॥

জম্ভফলম্। জম্ভো দৈত্যবিশেষে স্যাদ্দন্তে জম্বীরভক্ষয়োরিতি মেদিনীকোষাজ্জম্ভফলশব্দেন জম্বীরফলম্ ॥ ৩২—৩৩ ॥

বটক, খর্জ্জূররস, গুড়নির্ম্মিত চণকপিষ্ট, মধু, শূরণ, গুড়, পৃথুক, দ্রাক্ষা, খর্জ্জূর, চারক, অপূপ, নবনীত, মুদ্গমোদক এবং মাতুলিঙ্গ, এই সকলকে নক্ষত্র নৈবেদ্য বলিয়া থাকে। এক্ষণে বিষ্কম্ভাদি যোগ সমুদায়ে যাহা নিবেদন করিতে হয়, তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ২৫—২৮ ॥

নারদ ! এই সমস্ত পদার্থ দান করিলে, জগদম্বা পরম পরিতৃপ্তা হন। গুড়, মধু, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, তক্র, অপূপ, নবনীত, কর্কটী, কুষ্মাণ্ড, মোদক, পনস, কদলী, জম্বু, আম্র, তিল, নারঙ্গ, দাড়িম, বদরী, ধাত্রী, পায়স, পৃথুক, চণক, নারিকেল, জম্বীর, কসেরু এবং শূরণ, এই সকল

বিষ্কম্ভাদিষু যোগেষু নির্ণীতানি মনীষিভিঃ।
অথ নৈবেদ্যমাখ্যাস্যে করণানাং পৃথঙ্মুনে! ॥ ৩৩ ॥
কংসারং মণ্ডকস্ফেণী মোদকং বটপত্রকম্।
লড্ডুকং ঘৃতপূরঞ্চ তিলং দধি ঘৃতং মধু ॥ ৩৪ ॥
করণানামিদং প্রোক্তং দেবীনৈবেদ্যমাদরাৎ।
অথান্যৎ সম্প্রবক্ষ্যামি দেবীপ্রীতিকরং পরম্ ॥ ৩৫ ॥
বিধানং নারদমুনে! শৃণু তৎ সর্ব্বমাদৃতঃ।
চৈত্রশুক্লতৃতীয়ায়াং নরো মধুকবৃক্ষকম্ ॥ ৩৬ ॥
পূজয়েৎ পঞ্চখাদ্যঞ্চ নৈবেদ্যমুপকল্পয়েৎ।
এবং দ্বাদশমাসেষু তৃতীয়াতিথিষু ক্রমাৎ ॥ ৩৭ ॥
শুক্লপক্ষে বিধানেন নৈবেদ্যমভিদধ্মহে।
বৈশাখমাসে নৈবেদ্যং গুড়যুক্তঞ্চ নারদ! ॥ ৩৮ ॥
জ্যেষ্ঠমাসে মধু প্রোক্তং দেবীপ্রীত্যর্থমেব তু।
আষাঢ়ে নবনীতঞ্চ মধূকস্য নিবেদনম্ ॥ ৩৯ ॥
শ্রাবণে দধি নৈবেদ্যং ভাদ্রমাসে চ শর্করা।
আশ্বিনে পায়সং প্রোক্তং কার্ত্তিকে পয় উত্তমম্ ॥ ৪০ ॥

কংসারাদয়ঃ পূর্ব্বমুক্তা এব ॥ ৩৪—৩৫ ॥
মধুকবৃক্ষমিতি। মধুকবৃক্ষে বক্ষ্যমাণতত্তন্মাসনামভির্মঙ্গলাবৈষ্ণবীমায়েত্যাদিভিঃ শ্রীদেবীমাবাহ্য পূজয়েদিত্যর্থঃ। মধুকবৃক্ষো মধুদ্রুমঃ ভাষায়াং মহুবা ইতি প্রসিদ্ধঃ॥৩৬—৩৭॥
মাসভেদেন নৈবেদ্যভেদমাহ বৈশাখমাস ইতি ॥ ৩৮—৪০ ॥

দ্রব্য যথাক্রমে প্রদান করিলে, শুভসংঘটন হয় ॥ ২৯—৩২ ॥ মনীষিগণ বিষ্কম্ভাদি যোগ সমুদায়ে এই সমস্ত দ্রব্য নিবেদ্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। মুনে! অধুনা, করণসময়ে নিবেদ্য বস্তু সকলের পৃথগাকারে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩৩ ॥

কংসার, মণ্ডক, ফেনী, মোদক, বটপত্রক, লড্ডুক, ঘৃতপূর, তিল, দধি, ঘৃত, মধু, এই সকল দ্রব্য আদরসহকারে তত্তৎ করণযোগে দেবীকে নিবেদন করিবে। অতঃপর, দেবীর পরম প্রীতিজনক বিধানান্তর বর্ণন করিতেছি ॥ ৩৪—৩৫ ॥ নারদ! আদরপুরঃসর তৎসমস্ত শ্রবণ কর। চৈত্রশুক্লপক্ষীয় তৃতীয়াতিথিতে মধুকবৃক্ষের পূজা ও পঞ্চখাদ্য নৈবেদ্য প্রদান করিবে। এইরূপ দ্বাদশ মাসে তত্তৎ শুক্লপক্ষে তৃতীয়াতিথিতে বিধানানুসারে যে যে দ্রব্য দিতে হইবে, তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩৬—৩৭ ॥ নারদ! বৈশাখমাসে গুড়, জ্যৈষ্ঠমাসে মধু, আষাঢ়ে নবনীত, শ্রাবণে দধি, ভাদ্রমাসে শর্করা, আশ্বিনে পায়স,

মার্গে ফেণুত্তমা প্রোক্তা পৌষে চ দধিকূর্চ্চিকা।
মাঘে মাসি চ নৈবেদ্যং ঘৃতং গব্যং সমাহরেৎ ॥ ৪১ ॥
নারিকেলঞ্চ নৈবেদ্যং ফাল্গুনে পরিকীর্ত্তিতম্।
এবং দ্বাদশনৈবেদ্যৈর্ম্মাসে চ ক্রমতোঽর্চ্চয়েৎ ॥ ৪২ ॥
মঙ্গলা বৈষ্ণবী মায়া কালরাত্রির্দুরত্যয়া।
মহামায়া মতঙ্গী চ কালী কমলবাসিনী ॥ ৪৩ ॥
শিবা সহস্রচরণা সর্ব্বমঙ্গলরূপিণী।
এভি র্নামপদৈর্দ্দেবীং মধূকে পরিপূজয়েৎ ॥ ৪৪ ॥
ততস্তুবীত দেবেশীং মধূকস্থাং মহেশ্বরীম্।
সর্ব্বকামসমৃদ্ধ্যর্থং ব্রতপূর্ণত্বসিদ্ধয়ে ॥ ৪৫ ॥
নমঃ পুষ্করনেত্রায়ৈ জগদ্ধাত্র্যৈ নমোঽস্তু তে।
মাহেশ্বর্য্যৈ মহাদেব্যৈ মহামঙ্গলমূর্ত্তয়ে ॥ ৪৬ ॥
পরমা পাপহন্ত্রী চ পরমার্গপ্রদায়িনী।
পরমেশ্বরী প্রজোৎপত্তিঃ পরব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৪৭ ॥
মদদাত্রী মদোন্মত্তা মানগম্যা মহোন্নতা।
মনস্বিনী মুনিধ্যেয়া মার্ত্তণ্ডসহচারিণী ॥ ৪৮ ॥

মার্গে মার্গশীর্ষে। ফেণীপূর্ব্বিকা দধিকূর্চ্চিকা পূর্ব্বোক্তা ॥ ৪১—৪২ ॥
দ্বাদশমাসেষু ভগবত্যা দ্বাদশনামান্যাহ মঙ্গলেতি। মতঙ্গী মাতঙ্গী ॥ ৪৩
নামপদৈর্যরিতি। একৈকমাসে ক্রমেণৈকৈকনাম্না ॥ ৪৪—৪৬ ॥
প্রজায়া বিশ্বস্যোৎপত্তির্যস্যাঃ সকাশাৎ সা প্রজোৎপত্তিঃ ॥ ৪৭ ॥
মার্ত্তণ্ডসহচারিণী সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তিনী ॥ ৪৮—৫১ ॥

কার্ত্তিকে উৎকৃষ্ট দুগ্ধ, অগ্রহায়ণে ফেণী, পৌষে দধিকূর্চীকা, মাঘমাসে গব্যঘৃত নৈবেদ্য-স্বরূপ প্রদান করিবে এবং ফাল্গুনে নারিকেল নৈবেদ্য, কথিত হইয়াছে। এইরূপ দ্বাদশবিধ নৈবেদ্য দ্বারা দ্বাদশ মাসে যথাক্রমে অর্চ্চনা করিবে ॥ ৩৮—৪২ ॥ মঙ্গলা, বৈষ্ণবী, মায়া, কালিরাত্রি, দুরত্যয়া, মহামায়া, মাতঙ্গী, কালী, কমলবাসিনী, শিবা, সহস্রচরণা ও সর্ব্ব-মঙ্গলরূপিণী, এই সকল নামোচ্চারণ সহকারে মধুকবৃক্ষে দেবীর পূজা করিবে ॥ ৪৩—৪৪ ॥ অনন্তর সমুদায় মনোরথ সমৃদ্ধিসংঘটন ও ব্রতের পূর্ণতা সাধনার্থ সেই মধূক বৃক্ষে বিরাজ-মানা, সর্ব্বদেবনিয়ন্ত্রী মহেশ্বরীর এই বলিয়া স্তব করিবে যে, আপনি পদ্মলোচনা, আপ-নাকে নমস্কার। আপনি জগদ্ধাত্রী, আপনাকে নমস্কার। আপনি মাহেশ্বরী, মহাদেবী ও মহামঙ্গলরূপিণী ॥ ৪৫—৪৬ ॥ আপনি পরমপাপহন্ত্রী, মুক্তিমার্গপ্রদায়িনী, পরমেশ্বরী,

জয় লোকেশ্বরি প্রাজ্ঞে প্রলয়াম্বুদসন্নিভে।
মহামোহবিনাশার্থং পূজিতাসি সুরাসুরৈঃ ॥ ৪৯ ॥
যমলোকাভাবকর্ত্রী যমপূজ্যা যমাগ্রজা।
যমনিগ্রহরূপা চ যজনীয়ে নমো নমঃ ॥ ৫০ ॥
সমস্বভাবা সর্ব্বেশী সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতা।
সঙ্গনাশকরী কাম্যরূপা কারুণ্যবিগ্রহা ॥ ৫১ ॥
কঙ্কালক্রূরা কামাক্ষী মীনাক্ষী মর্ম্মভেদিনী।
মাধুর্য্যরূপশীলা চ মধুরস্বরপূজিতা ॥ ৫২ ॥
মহামন্ত্রবতী মন্ত্রগম্যা মন্ত্রপ্রিয়ঙ্করী।
মনুষ্যমানসগমা মন্মথারিপ্রিয়ঙ্করী ॥ ৫৩ ॥
অশ্বত্থবটনিম্বাম্রকপিত্থবদরীগতে।
পনসার্ককরীরাদিক্ষীরবৃক্ষস্বরূপিণী ॥ ৫৪ ॥

মধুরস্বরঃ প্রণবস্তেন পূজিতা ॥ ৫২ ॥

মহামন্ত্রো মায়াবীজাদিরূপস্তদ্বতী বাচ্যবাচকতাসম্বন্ধেন। মন্ত্রেণৈব গম্যা প্রাপ্যা মন্ত্রজপেন প্রসন্নৈব প্রাপ্যতে যতঃ। মন্ত্র একান্তবিচারো নিদিধ্যাসনরূপঃ সপ্রিয়ঙ্করো যস্যাঃ। এতাদৃশী সর্ব্বোৎকৃষ্টাপি পামরমনুষ্যমানসেন গম্যতে প্রাপ্যতে সা মনুষ্যমানসগমা এতাদৃক্স্তুতিকরুণাবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

অশ্বত্থেত্যাদিনা মধূকবৃক্ষপূজাবৎ অশ্বত্থাদিবৃক্ষেষ্বপি পূজনমস্তীতি সূচিতম্ ॥৫৪—৫৮ ॥

প্রজাগণের জননী ও পরব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৪৭ ॥ আপনি মদদাত্রী, মদোন্মত্তা, মানগম্যা ও মহোন্নতা। আপনি মনস্বিনী, মুনিগণের ধ্যানাস্পদীভূতা ও মার্ত্তণ্ডের সহচারিণী ॥ ৪৮ ॥ আপনি লোক সকলের ঈশ্বরী, পরমজ্ঞানশালিনী ও প্রলয়কালীন পয়োদপটলীর সদৃশী-মূর্ত্তিধারিণী। সুরাসুরগণ সকলে মহামোহের বিনাশার্থ আপনার পূজা করেন, অতএব আপনার জয় হউক ॥৪৯॥ আপনি যমলোক-নিরাকরণকর্ত্রী, যমের পূজনীয়া, যমের অগ্রজা, যমের সাক্ষাৎ নিগ্রহস্বরূপা ও সকলেরই যজনীয়া। আপনাকে নমস্কার ॥ ৫০ ॥ কাহারও প্রতি আপনার পক্ষপাত নাই; আপনি সকলেরই নিয়ন্ত্রী; আপনি সংসারের কিছুতেই কোনরূপে লিপ্ত নহেন; আপনি লোকের বিষয়াসক্তির বিনাশকারিণী; আপনি কাম্যরূপা এবং সাক্ষাৎ করুণা আপনার কলেবর ॥ ৫১ ॥ আপনি কঙ্কালক্রূরা, কামাক্ষী, মীনাক্ষী, মর্ম্মভেদিনী, মাধুর্য্যরূপশালিনী এবং প্রণবোচ্চারণসহকারে পূজিতা হইয়া থাকেন ॥ ৫২ ॥ আপনি মায়াবীজাদিস্বরূপিণী; একমাত্র মন্ত্রজপ সহায়ে আপনারে পাওয়া যায় এবং নিদিধ্যাসনরূপ একান্ত বিচারসহকারে আপনাকে প্রসন্ন করা যাইতে পারে। আপনি মনুষ্যমাত্রের মানসগম্য, এবং আপনি মহাদেবের প্রিয়ঙ্করী ॥ ৫৩ ॥ আপনি

দুগ্ধবল্লীনিবাসার্হে দয়নীয়ে দয়াধিকে।
দাক্ষিণ্যকরুণারূপে জয় সর্ব্বজ্ঞবল্লভে ॥ ৫৫ ॥
এবং স্তবেন দেবেশীং পূজনান্তে স্তুবীত তাম্।
ব্রতস্য সকলং পুণ্যং লভতে সর্ব্বদা নরঃ ॥ ৫৬ ॥
নিত্যং যঃ পঠতে স্তোত্রং দেবীপ্রীতিকরং নরঃ।
আধিব্যাধিভয়ং নাস্তি রিপুভীতির্ন তস্য হি ॥ ৫৭ ॥
অর্থার্থী চার্থমাপ্নোতি ধর্ম্মার্থী ধর্ম্মমাপ্নুয়াৎ।
কামানবাপ্নুয়াৎ কামী মোক্ষার্থী মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৮ ॥
ব্রাহ্মণো বেদসম্পন্নো বিজয়ী ক্ষত্রিয়ো ভবেৎ।
বৈশ্যশ্চ ধনধান্যাঢ্যো ভবেচ্ছূদ্রঃ সুখাধিকঃ ॥ ৫৯ ॥
স্তোত্রমেতচ্ছ্রাদ্ধকালে যঃ পঠেৎ প্রয়তো নরঃ।
পিতৄণামক্ষয়া তৃপ্তির্জায়তে কল্পবর্ত্তিনী ॥ ৬০ ॥
এবমারাধনং দেব্যাঃ সমুক্তং সুরপূজিতম্।
যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা স দেবীলোকভাগ্ভবেৎ ॥ ৬১ ॥

বেদসম্পন্নো ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥
(স্তোত্রফলমুক্ত্বা দেব্যারাধনফলমাহ এব মারাধনমিতি ॥ ৬১—৬৫ ॥)

অশ্বত্থ, বট, নিম্ব, আম্র, কপিত্থ ও বদরীবৃক্ষে বিরাজ করিয়া থাকেন। আপনি পনস, অর্ক, করীর ও ক্ষীরবৃক্ষরূপিণী ॥ ৫৪ ॥ আপনি দুগ্ধবল্লীতে অধিষ্ঠিতা আছেন। আপনি দয়নীয়-স্বরূপিণী, অতএব আপনার দয়া অধিক। দাক্ষিণ্য ও করুণা আপনার রূপ। আপনি সর্ব্বজ্ঞ-বল্লভা। আপনার জয় হউক ॥ ৫৫ ॥ নারদ! পূজাসমাধানানন্তর উক্তবিধ স্তব পাঠপুরঃসর দেবীর স্তব করিলে, লোকে সর্ব্বদা ব্রতজনিত সর্ব্ববিধ পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥ যে ব্যক্তি নিত্য দেবীর প্রীতিকর স্তোত্র পাঠ করে, তাহার আধিব্যাধিভয় দূর হয় এবং রিপুভয়ও তিরোহিত হইয়া থাকে ॥ ৫৭ ॥ অধিক কি, ধনার্থীর ধনলাভ হয়, ধর্ম্মার্থীর ধর্ম্মপ্রাপ্তি হয়, কামার্থীর কামসংঘটন হয় এবং মোক্ষার্থীর মোক্ষসম্পন্ন হয়, ফলতঃ দেবী-স্তবপাঠে চতুর্ব্বর্গই লাভ হইয়া থাকে ॥৫৮॥ এই স্তবপাঠ ফলে ব্রাহ্মণ বেদবিৎ হন, ক্ষত্রিয় বিজয় লাভ করেন, বৈশ্য ধনধান্যে পূর্ণ হইয়া থাকে এবং শূদ্রেরও সুখাধিক্যপ্রাপ্তি হয় ॥৫৯॥ এই স্তোত্র শ্রাদ্ধকালে প্রয়ত হইয়া পাঠ করিলে, পিতৃগণের প্রলয় পর্য্যন্ত চিরস্থায়িনী অবিনাশিনী তৃপ্তিলাভ হয় ॥ ৬০ ॥ দেবীর এই যে পূজাবিধি কীর্ত্তন করিলাম, দেবগণও আদরসহকারে ইহা সমাধান করেন। যে ব্যক্তি ভক্তিমান্ হইয়া, উক্ত বিধানে পূজা

দেবীপূজনতো বিপ্র ! সর্ব্বকামা ভবন্তি হি।
সর্ব্বপাপহৃতিঃ শুদ্ধা মতিরন্তে প্রজায়তে ॥ ৬২ ॥
অত্র তত্র ভবেৎ পূজ্যো মান্যো মানধনেষু চ।
জায়তে জগদম্বায়াঃ প্রসাদেন বিরঞ্চিজ ! ॥ ৬৩ ॥
নরকাণাং ন তস্যাস্তি ভয়ং স্বপ্নেঽপি কুত্রচিৎ।
মহামায়াপ্রসাদেন পুত্রপৌত্রাদিবর্দ্ধনঃ ॥ ৬৪ ॥
দেবীভক্তো ভবত্যেব নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
ইত্যেবং তে সমাখ্যাতং নরকোদ্ধারলক্ষণম্ ॥ ৬৫ ॥
পূজনং হি মহাদেব্যাঃ সর্ব্বমঙ্গলকারকম্।
মধূকপূজনং তদ্বন্মাসানাং ক্রমতো মুনে ! ॥ ৬৬ ॥
সর্ব্বং সমাচরেদ্‌যস্তু পূজনং মধূকাহ্বয়ম্।
ন তস্য রোগবাধাদিভয়মুদ্ভবতেঽনঘ ! ॥ ৬৭ ॥
অথান্যদপি বক্ষ্যামি প্রকৃতেঃ পঞ্চকং পরম্।
নাম্না রূপেণ চোৎপত্ত্যা জগদানন্দদায়কম্ ॥ ৬৮ ॥

তদ্বচ্চৈত্রবৎ ॥ ৬৬—৬৭ ॥

এবং মধূকপূজাং সংসারহারিণীমুক্ত্বা ধারেশ্বরীমীনাক্ষ্যরুণাজম্বাদিনী মধূকেশ্বরী-পঞ্চকবদন্যদপি প্রকৃতেঃ পঞ্চকং বক্ষ্যমাণং শৃণ্বিত্যাহ অথান্যদিতি। পরন্ত্বেতাবান্বিশেষঃ। প্রথমং পঞ্চকং স্বতন্ত্রমূলদেবীত এবোৎপন্নম্। দ্বিতীয়ং পঞ্চকন্তু বিষ্ণুশরীরস্থিতায়াঃ শ্রীভগবত্যাঃ শক্তিস্তস্যাঃ সকাশাদুৎপন্নমিতি ॥ ৬৮—৬৯ ॥

করে, তাহার দেবীলোক লাভ হয় ॥ ৬১ ॥ বিপ্র ! দেবীর পূজা করিলে, সমুদায় কামনা পূর্ণ হয়, সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয়, চরম সময়ে বিনির্ম্মল বুদ্ধি প্রাপ্তি হয় এবং পূজাকর্ত্তা সর্ব্বত্রই মান্য ও পূজ্য হয়। হে ব্রহ্মনন্দন ! দেবীর প্রসাদে তাহার নরকভয় দূর হয় ; স্বপ্নেও কুত্রাপি ভয় থাকে না। মহামায়ার প্রসাদে তাঁহার পুত্রপৌত্রাদির ও ধনধান্যাদির বৃদ্ধি হয় ॥ ৬২—৬৪ ॥ সে দেবীর পরম ভক্ত হইয়া থাকে এবিষয়ে বিচারণা কর্ত্তব্য নহে। এই আমি তোমার নিকট মহাদেবীর পূজাবিধি সম্যগ্‌রূপে কীর্ত্তন করিলাম। ইহার অনুষ্ঠান করিলে, নরকের নিরাকরণ এবং সর্ব্ববিধ মঙ্গলসংঘটন হয়। মুনে ! তোমার নিকট মধূকপূজা এবং মাসিক পূজাও যথাযথ কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৬৫—৬৬ ॥ যে ব্যক্তি সর্ব্বাঙ্গীন-রূপে এই মধূকপূজায় প্রবৃত্ত হয়, হে অনঘ ! তাহার রোগবাধাদিভয় উদ্ভূত হয় না ॥ ৬৭ ॥ অতঃপর আমি প্রকৃতিরূপিণী মহাদেবীর অপর পঞ্চক কীর্ত্তন করিব।

সাখ্যানঞ্চ সমাহাত্ম্যং প্রকৃতেঃ পঞ্চকং মুনে ! ।
কুতূহলকরঞ্চৈব শৃণু মুক্তিবিধায়কম্ ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং [illegible]
বিধানে অষ্টমস্কন্ধে দেবীপূজননিরূপণং নাম চতুর্ব্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

নন্দাগ্নিবসুভিঃ (৮৩৯) পদ্যৈর্দ্বৈপায়নমুখচ্যুতৈঃ । দেবীভাগবতস্যাস্যাষ্টমস্কন্ধ উদীরিতঃ ॥

অত্রাষ্টমস্কন্ধারম্ভে মন্বাদিভিঃ কথং পূজ্যতে ইত্যেকঃ প্রশ্নঃ কৃতঃ । কেষু স্থানেষু কেন রূপেণ পূজ্যতে ইতি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ । সদাচারবিষয়কস্তৃতীয়ঃ । বিরাটস্বরূপস্য যথাবদ্বর্ণনং কুর্ব্বিতি চতুর্থঃ প্রশ্নঃ । তত্র ব্যাসেন নারদনারায়ণয়োঃ সংবাদমিষেণ চতুর্থপ্রশ্নস্যোত্তরং দত্তম্ । দ্বিতীয়প্রশ্নস্যাপি তৎ সংবাদমিষেণ কিঞ্চিদুত্তরং দত্তম্ । নবমস্কন্ধেন তু সর্ব্বমুত্তরং দাস্যতি । দশমস্কন্ধেন তু প্রথমপ্রশ্নস্যোত্তরং দাস্যতীতি বোধ্যম্ ।

শ্রীমচ্ছৈবকুলোৎপন্নো রঙ্গনাথাত্মজঃ সুধীঃ ।
শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসম্ভূতো নীলকণ্ঠোহভিধানতঃ ॥ ১ ॥
দেবীভাগবতস্যাস্য ব্যাখ্যানরহিতস্য চ ।
ব্যাখ্যাং যঃ কৃতবান্ সম্যক্তিলকাখ্যাং মহত্তরাম্ ॥ ২ ॥
অষ্টমস্কন্ধ এতস্যাঃ সমাপ্তোহভূচ্ছুভার্থদঃ ।
প্রীয়তাস্তেন মেহনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডনায়িকা ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীশৈবকুলোৎপন্নরঙ্গনাথাত্মজলক্ষ্মীগর্ভজনীলকণ্ঠবিরচিতে
ভাগবতব্যাখ্যানে তিলকাভিধে অষ্টমস্কন্ধে
চতুর্ব্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

তাঁহার নাম, রূপ ও উৎপত্তি সমুদায়ই জগতের আনন্দ সমুদ্ভাবন করে ॥ ৬৮ ॥ মুনে ! আখ্যান ও মাহাত্ম্যের সহিত এই প্রকৃতিপঞ্চক শ্রবণ কর। ইহাকে যেমন কৌতূহলজনক, সেইরূপই মুক্তিবিধায়ক জানিবে ॥ ৬৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে দেবীপূজানিরূপণ বর্ণন
নামক চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সমাপ্তশ্চায়মষ্টমস্কন্ধঃ ।

শ্রীমদ্দেবীভাগবতম্।

মহাপুরাণম্।

শৈব শ্রীনীলকণ্ঠ ভট্ট বিরচিত তিলকাখ্য টীকা-

টিপ্পনী-বঙ্গানুবাদ-সমেতঞ্চ।

শ্রীযুক্ত রায় বরদাপ্রসাদ বসু বাহাদুরস্য প্রযত্নেন

শ্রীহরিচরণ বসুনা

সম্পাদিতম্।

কলিকাতা-রাজধান্যাং

পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট্ ৭১ নং ভবনস্থ শব্দকল্পদ্রুম-কার্য্যালয়াৎ

সম্পাদকেন বঙ্গাক্ষরৈঃ প্রকাশিতম্।

শকাব্দাঃ ১৮১৬।
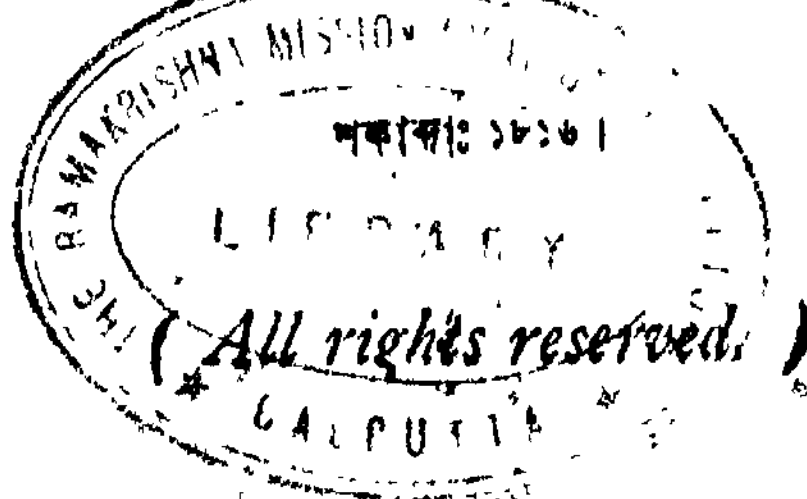
শ্রীমদ্দেবীভাগবতের সূচীপত্র।

নবম স্কন্ধ।

[১—৫৭৪ পৃষ্ঠা। ৫০ অধ্যায়।]

প্রথম অধ্যায়। ১—৩০ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়। ৩১—৪৭ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায়। ৪৮—৫৯ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ অধ্যায়। ৬০—৭৩ পৃষ্ঠা।

দ্বাদশ অধ্যায়। ১৪৮—১৬০ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়। ১৬০—১৮০।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়। ১৮১—১৮৪ পৃষ্ঠা।

পঞ্চদশ অধ্যায়। ১৮৫—১৯২ পৃষ্ঠা।

ষোড়শ অধ্যায়। ১৯৩—২০২ পৃষ্ঠা।

সপ্তদশ অধ্যায়। ২০৩—২১০ পৃষ্ঠা।

অষ্টাদশ অধ্যায়। ২১১—২২৫ পৃষ্ঠা।

ঊনবিংশ অধ্যায়। ২২৬—২৩৮ পৃষ্ঠা।

বিংশ অধ্যায়। ২৩৯—২৫০ পৃষ্ঠা।

একবিংশ অধ্যায়। ২৫১—২৬২ পৃষ্ঠা।

দ্বাবিংশ অধ্যায়। ২৬৩—২৭২ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। ২৭৩—২৭৭ পৃষ্ঠা।

চতুর্বিংশ অধ্যায়। ২৭৮—২৯২ পৃষ্ঠা।

একত্রিংশ অধ্যায়। ৩৫৫—৩৫৭ পৃষ্ঠা।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়। ৩৫৮—৩৬২ পৃষ্ঠা।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়। ৩৬৩—৩৮১ পৃষ্ঠা।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়। ৩৮২—৩৯৫ পৃষ্ঠা।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়। ৩৯৬—৪০৪ পৃষ্ঠা।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়। ৪০৫—৪১০ পৃষ্ঠা।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়। ৪১১—৪২৯ পৃষ্ঠা।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়। ৪৩০—৪৪৫ পৃষ্ঠা।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়। ৪৪৬—৪৫০ পৃষ্ঠা।

চত্বারিংশ অধ্যায়। ৪৫১—৪৬৪ পৃষ্ঠা।

একচত্বারিংশ অধ্যায়। ৪৬৫—৪৭৩ পৃষ্ঠা।

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়। ৪৭৪—৪৮৪ পৃষ্ঠা।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়। ৪৮৫—৪৯৩ পৃষ্ঠা।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়। ৪৯৪—৪৯৯ পৃষ্ঠা।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়। ৫০০—৫১৩ পৃষ্ঠা।

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়। ৫১৪—৫২৪ পৃষ্ঠা।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়। ৫২৫—৫৩৩ পৃষ্ঠা।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়। ৫৩৪—৫৫৩ পৃষ্ঠা।

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক।

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৫৪—৫৫৮ পৃষ্ঠা।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়। ৫৫৯—৫৭৪ পৃষ্ঠা।

দশম স্কন্ধ।

[৫৭৫—৬৫৯ পৃষ্ঠা। ১৩ অধ্যায়।]

প্রথম অধ্যায়। ৫৭৫—৫৭৯ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়। ৫৮০—৫৮৪ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায়। ৫৮৫—৫৮৯ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ অধ্যায়। ৫৯০—৫৯৩ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম অধ্যায়। ৫৯৪—৫৯৮ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ অধ্যায়। ৫৯৯—৬০৩ পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায়। ৬০৪—৬০৮ পৃষ্ঠা।

অষ্টম অধ্যায়। ৬০৯—৬১২ পৃষ্ঠা।

নবম অধ্যায়। ৬১৩—৬১৭ পৃষ্ঠা।

দশম অধ্যায়। ৬১৮—৬২২ পৃষ্ঠা।

একাদশ অধ্যায়। ৬২৩—৬২৮ পৃষ্ঠা।

দ্বাদশ অধ্যায়। ৬২৯—৬৪১ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়। ৬৪২—৬৫৯ পৃষ্ঠা।

একাদশ স্কন্ধ।

[৬৬১—৮৬০ পৃষ্ঠা। ২৪ অধ্যায়।]

প্রথম অধ্যায়। ৬৬১—৬৭৩ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়। ৬৭৪—৬৮০ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায়। ৬৮১—৬৮৬ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ অধ্যায়। ৬৮৭—৬৯২ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম অধ্যায়। ৬৯৩—৬৯৮ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ অধ্যায়। ৬৯৮—৭০৫ পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায়। ৭০৬—৭১১ পৃষ্ঠা।

অষ্টম অধ্যায়। ৭১১—৭১৬ পৃষ্ঠা।

নবম অধ্যায়। ৭১৭—৭২৩ পৃষ্ঠা।

দশম অধ্যায়। ৭২৪—৭২৯ পৃষ্ঠা।

একাদশ অধ্যায়। ৭৩০—৭৩৪ পৃষ্ঠা।

দ্বাদশ অধ্যায়। ৭৩৫—৭৪০ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়। ৭৪১—৭৪৫ পৃষ্ঠা।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়। ৭৪৬—৭৫৩ পৃষ্ঠা।

পঞ্চদশ অধ্যায়। ৭৫৪—৭৭০ পৃষ্ঠা।

ষোড়শ অধ্যায়। ৭৭১—৭৮৮ পৃষ্ঠা।

সপ্তদশ অধ্যায়। ৭৮৯—৭৯৬ পৃষ্ঠা।

অষ্টাদশ অধ্যায়। ৭৯৭—৮০৬ পৃষ্ঠা।

ঊনবিংশ অধ্যায়। ৮০৭—৮১০ পৃষ্ঠা।

বিংশ অধ্যায়। ৮১১—৮১৮ পৃষ্ঠা।

একবিংশ অধ্যায়। ৮১৯—২২৭ পৃষ্ঠা।

দ্বাবিংশ অধ্যায়। ৮২৮—৮৩৪ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়। ৮৩৫—৮৪৪ পৃষ্ঠা।

চতুর্বিংশ অধ্যায়। ৮৪৫—৮৬০ পৃষ্ঠা।

দ্বাদশ স্কন্ধ।

[৮৬১—১০২৪ পৃষ্ঠা। ১৪ অধ্যায়।]

প্রথম অধ্যায়। ৮৬১—৮৬৫ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় অধ্যায়। ৮৬৬—৮৬৮ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় অধ্যায়। ৮৬৯—৮৭২ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ অধ্যায়। ৮৭৩—৮৭৬ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম অধ্যায়। ৮৭৭—৮৮১ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ অধ্যায়। ৮৮২—৯০৭ পৃষ্ঠা।

সপ্তম অধ্যায়। ৯০৮—৯৩৩ পৃষ্ঠা।

অষ্টম অধ্যায়। ৯৩৪—৯৫৩ পৃষ্ঠা।

দেবীভাগবতের সূচীপত্র সমাপ্ত।

ওঁ তৎসৎ

শ্রীমদ্দেবীভাগবতম্।

নবমঃ স্কন্ধঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চধা স্মৃতা॥ ১॥

শ্রীগণেশায় নমঃ।

কাশ্মীরবিন্দুভালাঙ্কর্ণাশৃঙ্গারসারসীমান্তাম্।
সীমন্তবন্ধুচন্দ্রামুন্নিত্রাস্তোরুস্থানমাং বন্দে॥
স্কন্ধেঽস্মিন্নবমে পঞ্চপ্রকৃতীনাং প্রপঞ্চনম্।
তৎপ্রসঙ্গেন চান্যাসাং ক্রিয়তে বিস্তরেণ চ॥
অর্দ্ধাধিকাষ্টপঞ্চাশৎসংযুক্তৈঃ শতপদ্যকৈঃ।
সঙ্ক্ষেপেণ চ শক্তীনাং বর্ণনং তাবদুচ্যতে॥

নন্থ সর্ব্বোঽপ্যয়ং নবমস্কন্ধোঽধ্যায়তো গ্রন্থানুপূর্ব্বীতশ্চ ব্রহ্মবৈবর্ত্তান্তর্গতপ্রকৃতিখণ্ডেন সমান এব। কচিৎ কচিদ্ভেদোঽপি প্রায়শঃ কথং জাত ইতি চেৎ সত্যং কিন্তাবদত্রাশ্চর্য্যে কারণং কুত্রচিদেতাদৃশং সমানানুপূর্ব্বীকত্বেন ন দৃষ্টমিতি চেত্তদসৎ। শিবরহস্যোক্তপ্রদোষপূজাধ্যায়স্য ব্রহ্মোত্তরখণ্ডস্থপ্রদোষপূজাধ্যায়েন সমানানুপূর্ব্বীকত্বদর্শনাৎ। তথা নারদপুরাণীয়মন্ত্রখণ্ডস্থবচনানাস্তং তত্র রাজস্থবচনৈঃ সমানত্বাৎ। তথা তন্ত্রেষু বহুষু তন্ত্রান্তরস্থপটলানাং সমানানামুপলম্ভাৎ তথা বেদেঽপি রুদ্রাধ্যায়স্য শতশাখাসু সমানত্বাৎ। পুরুষসূক্তাদিসূক্তানাঞ্চ শাখান্তরেষু সমানানুপূর্ব্বীকত্বস্য স্পষ্টমুপলভ্যমানত্বাৎ। তথাচ যথা সর্ব্বত্র সমানানুপূর্ব্বীকত্বমস্তত্র দৃষ্টং তথা দেবীভাগবতেঽপি নবমস্কন্ধস্য প্রকৃতিখণ্ডসমানানুপূর্ব্বীকত্বমস্তু কিমাশ্চর্য্যম্। নন্থ তথাপ্যত্র পূর্ব্বাপরবিরোধঃ স্পষ্ট এব। তথাহি। পূর্ব্বত্র তৃতীয়স্কন্ধে ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণাং সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মণো ভগবতীপদবাচ্যাদুৎপত্তিরভিহিতা। তথা গৌরীলক্ষ্মীসরস্বতীনাঞ্চ ভগবতীসকাশাদেবোৎপত্তিরুক্তা। ভগবত্যৈব তাঃ শক্তয়স্তেভ্যো দত্তা ইত্যুক্তম্। নবমস্কন্ধে তু গোপাপ্রভুনেত্রীরূপশ্রীকৃষ্ণস্যৈব ব্রাহ্মাদীনামুৎপত্তি তথা গৌর্য্যাদীনামুৎপত্তিস্তাশ্চ শক্তয়ো ব্রহ্মাদিভ্যো দত্তা শ্রীকৃষ্ণেনৈবেত্যাদিকমুক্তম্। অন্যচ্চ কচিদস্মিন্ স্কন্ধে পূর্ব্ববিরুদ্ধমেবোক্তম্। তথাচ পূর্ব্বাপরবিরোধঃ স্পষ্ট এবেতিচেন্ন। ভিন্নবক্তৃকত্বাৎ। পূর্ব্বগ্রন্থস্য বক্তা ব্যাসো নবমস্কন্ধস্য বক্তা নারায়ণ ইতি ভিন্নবক্তৃকত্বাৎ।

ভগবান্ নারায়ণ নারদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! যিনি বেদাদি সর্ব্ব শাস্ত্রেই (ত্রিগুণসাম্যাবস্থ মায়াশবলিত পরব্রহ্মরূপিণী "প্রকৃতি" নামে খ্যাত, সেই পুর-

নারদ উবাচ।

আবির্ব্বভূব সা কেন কা বা সা জ্ঞানিনাম্বর!।
কিম্বা তল্লক্ষণং সাধো! বভূব পঞ্চধা কথম্ ॥ ২ ॥

কল্পভেদেনোভয়মপ্যুপপদ্যতে। যথা পুরাণেষু কচিচ্ছিবাদ্ব্রহ্মবিষ্ণ্বোরুৎপত্তিঃ কচিত্তু ব্রহ্মণঃ সকাশাচ্ছিববিষ্ণ্বোঃ কচিদ্গণেশাদেতেষাং ত্রয়াণাম্। তথা সূর্য্যাদেতেষাং ত্রয়াণাং কল্পভেদেনোৎপত্তিরভিহিতা। তথৈবাত্রাপি কল্পভেদেন উভয়ার্থস্যাপি সম্ভবাৎ। নন্বু পুরাণভেদেন ভিন্নাভিন্না সৃষ্টিপ্রক্রিয়া অভিহিতা। অত্র ত্বেকস্মিন্নেব পুরাণে ভিন্নাপ্রক্রিয়াভিহিতেতি জনমেজয়স্যৈকস্য শ্রোতুর্ব্যামোহঃ স্যাদিতিচেন্ন। মহাভারতে শিবমাহাত্ম্যপ্রকরণে শিবস্য ব্রহ্মবিষ্ণুকারণম্। বিষ্ণুমাহাত্ম্যপ্রকরণে বিষ্ণোরেব ব্রহ্মরুদ্রকারণত্বমিতি মর্য্যাদায়া একস্মিন্নপি পুরাণে দৃষ্টত্বাৎ। এবমেবকূর্ম্মপুরাণাদিষু কল্পভেদেন সৃষ্টিভেদস্যৈক পুরাণে এব দৃষ্টত্বাচ্চ। নন্বু তথাপি শ্রোতুর্ব্যামোহঃ কথং ন ভবতীতি চেন্ন। উভয়োর্বিরুদ্ধয়োঃ প্রতিপাদনেন সৃষ্টের্মায়িকত্বেন মিথ্যাত্বাম্মিথ্যাপদার্থে শ্রুতেঃ পুরাণাদীনাঞ্চ নাগ্রহ ইতি শ্রোতুর্বোধসম্ভবাৎ। যথেন্দ্রজালং কস্মাদুৎপন্নমিতি বিমর্শে ন তত্র কিঞ্চিৎকারণং মায়াতিরিক্তং লভ্যতে। তথাত্রাপি সৃষ্টৌ মায়ৈব মুখ্যং কারণমিতি বোধনার্থমেব ব্যাসেন তথোক্তত্বাচ্চ। যদ্যেকবিধৈব সৃষ্টিস্তস্যাশ্চ কারণমেকবিধমেব প্রতিপাদ্যেত তদা জগতঃ সত্যত্বশঙ্কাপি স্যাৎ সা মা ভবতু কিন্ত্বনির্ব্বচনীয়মেব জগদ্ভবতীত্যনির্ব্বচনীয়ত্বজ্ঞানার্থং বিবিধসৃষ্টিপ্রতিপাদনস্য বিবিধকারণপ্রতিপাদনস্যাবশ্যকত্বাচ্চ। তদুক্তং গৌড়পাদাচার্য্যৈঃ। মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদ্যৈঃ সৃষ্টির্যা চোদিতান্যথা। উপায়ঃ সোঽবতারায় নাস্তি ভেদঃ কথঞ্চনেতি। ব্যাখ্যাতঞ্চ ভগবদ্ভির্ভাষ্যকারৈর্মৃল্লোহবিস্ফুলিঙ্গাদিদৃষ্টান্তোপন্যাসৈঃ। সৃষ্টির্যা চোদিতা প্রকাশিতান্যথান্যথা চ স সর্ব্বসৃষ্টিপ্রকারো জীবপরমাত্মৈকত্ববুদ্ধ্যবতারায়োপায়োঽস্মাকম্। যথা প্রাণসংবাদে বাগাদ্যা সুরপাপ্মবেদাখ্যায়িকা কল্পিতা প্রাণমুখ্যত্ববোধনায়। তদপ্যসিদ্ধমিতি চেন্ন। শাখাভেদেষন্যথান্যথা চ প্রাণাদিসংবাদশ্রবণাৎ। যদি সংবাদঃ পরমার্থ এবাভূদেকরূপ এব সংবাদঃ সর্ব্বশাখাস্বশ্রোষ্যদ্বিরুদ্ধানেকপ্রকারেণ নাশ্রোষ্যৎ। শ্রূয়তে তু তস্মান্নতাদর্থ্যং সংবাদশ্রুতীনাং তথোৎপত্তিবাক্যানি প্রত্যেতব্যানীতি। তত্রাষ্টমস্কন্ধান্তে নারায়ণেন অথান্যদপি বক্ষ্যামি প্রকৃতেঃ পঞ্চকং পরমিতি প্রতিজ্ঞাতং প্রকৃতিপঞ্চকং নির্দ্দিশতি। নারায়ণ উবাচ গণেশজননীদুর্গেতি। গণেশজননীদুর্গেত্যেকাদেবতা। প্রকৃতিঃ পঞ্চধেতি গুণত্রয়সাম্যাবস্থাত্মকমায়াশবলব্রহ্মরূপা প্রকৃতিঃ। প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুরোধাদিতি ব্রহ্মসূত্রপ্রতিপাদিতা। (অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং বিদ্ধি মে প্রকৃতিং পরাম্। জীবরূপাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগদিতি) স্মৃতিপ্রতিপাদ্যা চ। সৈব পঞ্চধা পঞ্চবিধদুর্গাদিবিগ্রহরূপেণ স্মৃতা। একস্যা ভগবত্যা মূলপ্রকৃতেরেবৈতে দুর্গাদয়ঃ পঞ্চাবতারা ইত্যর্থঃ। সৃষ্টিবিধৌ সৃষ্টিবিধানে সৃষ্টিসময়ে ইত্যর্থঃ। সৃষ্ট্যুপকারার্থমিতি বার্থঃ তথা চৈতাসাং পূজনেঽপি মূলপ্রকৃতেঃ শ্রীভুবনেশ্বর্য্যা এব পূজা জায়ত ইতি বোদ্ধব্যম্ ॥ ১ ॥

প্রকৃতিপঞ্চকনামশ্রবণমাত্রেণ সঞ্জাতহর্ষো নারদঃ পৃচ্ছতি নারদ উবাচ আবির্ব্বভূবেতি। কেন নিমিত্তেন সা পঞ্চধা আবির্ভূতা যাচাবির্ভূতা সা কা বা জড়া বা চেতনা বা। জড়ায়া

প্রকৃতিই সৃষ্টিসময়ে গণেশজননী দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও সাবিত্রী এই পঞ্চমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হন ॥ ১ ॥

নারায়ণপ্রমুখাৎ এই কথা শ্রবণমাত্রেই নারদ কহিলেন, ভগবন্! এই জগতে যাঁহারা জ্ঞানী বলিয়া প্রসিদ্ধ, আপনি তাঁহাদিগের সকলেরই অগ্রগণ্য। (সাধুতা বা জ্ঞানবত্তাদি)

সর্ব্বাসাং চরিতং পূজাবিধানং গুণ ঈপ্সিতঃ।

অবতারঃ কুত্র কস্যা তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

প্রকৃতের্লক্ষণং বৎস! কোবা বক্তুং ক্ষমোভবেৎ।

কিঞ্চিত্তথাপি বক্ষ্যামি যচ্ছ্রুতং ধর্ম্মবক্তৃতঃ ॥ ৪ ॥

প্রকৃষ্টবাচকঃপ্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।

সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৫ ॥

মায়য়া ব্রহ্মণশ্চ প্রকৃতিত্বস্য শাস্ত্রে শ্রবণাদাশঙ্কাযুক্তৈব। যদি জড়া যদি বা চেতনা কিংবা তস্যালক্ষণং জ্ঞাপকম্। সা চ পঞ্চধা কথং কেন প্রকারেণ বভূব। সাক্ষাদেব পঞ্চাবতারা গৃহীতা উত রূপান্তরদ্বারেণেতি প্রশ্নার্থঃ। তদেতৎ সংশয়চতুষ্টয়ং ব্যাখ্যাতু মর্হসীত্যর্থঃ ॥২॥

কিঞ্চ সর্ব্বাসাং দুর্গাদীনাং চরিতমবতারচরিতং পূজাবিধানং পূজাপ্রকারঃ ঈপ্সিতো গুণো যস্যা দেবতায়া উপাসনে যো যো গুণঃ ফলং ভবতি স গুণঃ কস্যা অবতারঃ কুত্র কৈলাসে বা বৈকুণ্ঠে বা তিষ্ঠতি তচ্চ ব্যাখ্যাতুমর্হসীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

উত্তরমাহ নারায়ণ উবাচ প্রকৃতেরিতি। ক্ষমো ভবেত্তস্যা অনাদিত্বাদনির্ব্বচনীয়ত্বা-ত্তদুত্তরং জায়মানানাং পরিচ্ছিন্নানামস্মাকমম্লপরিচ্ছিন্নবুদ্ধেরবিষয়ত্বাচ্চেত্তস্যা লক্ষণং যথা-যদ্বক্তুং ন কোঽপি সমর্থ ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

তত্র প্রথমতস্তটস্থলক্ষণমাহ প্রকৃষ্টবাচক ইতি। প্রাপূরণ ইতি ধাতোঃ পচাদ্যচিনিষ্পন্নঃ প্রশব্দঃ। কৃতিশব্দস্য ব্যাপারসামান্যার্থকত্বাৎসৃষ্টিব্যাপারার্থকত্বম্। তথাচ প্রকৃষ্টা মুখ্যা কৃতৌ সৃষ্টৌ যা সা প্রকৃতিরিতি ব্যধিকরণপদবহুব্রীহিণাপ্যেতস্যার্থস্য লাভঃ। পৃষোদরাদি-ত্বাৎ প্রা শব্দস্য হ্রস্বত্বম্। তথাচ মুখ্যত্বেন সৃষ্টিকর্ত্রী যা সা প্রকৃতিরিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

সমস্তই আপনাতে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে; অতএব আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন, (সেই মূলা প্রকৃতি কে?) অর্থাৎ তিনি চৈতন্যরূপিণী, না জড়াত্মিকা? কেননা, আমি শুনিয়াছি (মায়া-শবলিত ব্রহ্মই প্রকৃতি নামে অভিহিত হয়েন); যাহা হউক, আপনি তাঁহার লক্ষণ প্রকাশ করিয়া বলুন, তাহা হইলেই সমস্ত বুঝিতে পারিব। আর এক কথা এই যে, সেই মূল-প্রকৃতির আবির্ভাবের কারণ কি? বিশেষতঃ তিনি পাঁচ মূর্ত্তিতেই বা আবির্ভূত হইলেন কেন? ॥ ২ ॥ বিশেষতঃ সেই অবতীর্ণ দুর্গা প্রভৃতি পঞ্চমূর্ত্তির প্রত্যেকের চরিত্রগাথা, অর্চ্চনাবিধি এবং তাঁহাদিগের অর্চ্চনার ফলই বা কি? আর তাঁহাদিগের মধ্যে কোন্ কোন্ মূর্ত্তিই বা কোন্ কোন্ স্থলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা ব্যক্ত করিয়া বলুন ॥ ৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস! (এই বিশ্ব-সংসার মধ্যে এমন কে আছে যে, (সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির লক্ষণ) বলিতে সমর্থ হয়?) তথাপি (আমি নিজপিতা ধর্ম্মদেবের) মুখে যাহা কিছু শুনিয়াছি, তাহাই কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ 'প্র' এই উপসর্গটি প্রকৃষ্টবাচক, আর কৃতিঃ এই পদটি সৃষ্টিবাচক, অতএব যিনি সৃষ্টিবিষয়ে প্রকৃষ্টরূপা সেই

গুণে সত্ত্বে প্রকৃষ্টে চ প্রশব্দো বর্ত্ততে শ্রুতঃ।
মধ্যমে রজসি কৃশ্চ তিশব্দস্তমসি স্মৃতঃ॥ ৬॥
ত্রিগুণাত্মস্বরূপা যা সা চ শক্তিসমন্বিতা।
প্রধানা সৃষ্টিকরণে প্রকৃতিস্তেনকথ্যতে॥ ৭॥
প্রথমে বর্ত্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ।
সৃষ্টেরাদৌ চ যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা॥ ৮॥
যোগেনাত্মা সৃষ্টিবিধৌ দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
পুমাংশ্চ দক্ষিণার্দ্ধাঙ্গো বামার্দ্ধা প্রকৃতিঃ স্মৃতা॥ ৯॥

স্বরূপলক্ষণমাহ গুণে সত্ত্বে ইতি। প্রকৃষ্টে সত্ত্বে গুণে প্রশব্দো বর্ত্ততে। ব্যুৎপত্তিস্ত পূর্ব্ববদেব। মধ্যমে রজসি মধ্যমঃ কৃশব্দো বর্ত্ততে মধ্যমত্বসাদৃশ্যাৎ। তমসি তমোগুণে চরমে চরমস্তিশব্দো বর্ত্ততে চরমত্বাদিত্বসাদৃশ্যাদিত্যর্থঃ॥ ৬॥

পদার্থমুক্ত্বা বিশিষ্টার্থমাহ ত্রিগুণাত্মেতি। নিরতিশয়াবরণবিক্ষেপাদিশক্তিরহিতা গুণ-ত্রয়সাম্যাবস্থাত্মিকা সৃষ্টিকরণে প্রধানা যা সা প্রকৃতিশব্দেনোচ্যত ইত্যর্থঃ। তথাচ প্রসং‹ যুক্তঃ কৃঃ প্রকৃঃ সত্ত্বেন গুণেন সহিতো রজো গুণ ইত্যর্থঃ। শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সংযুক্তপদ-লোপঃ। পুনঃ প্রকৃযুক্তস্তিঃ সত্ত্বগুণরজোগুণেন যুক্ত স্তি স্তমোগুণো যস্তাং বর্ত্ততে ইতি বহুব্রীহিণা গুণত্রয়াত্মিকেত্যর্থঃ। পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুত্বম্॥ ৭॥

পুনর্লক্ষণান্তরমাহ প্রথমে বর্ত্ততে ইতি। প্রশব্দব্যুৎপত্তিঃ পূর্ব্ববৎ। তথাচ প্রা প্রথমা সৃষ্টের্যা সা প্রকৃতিঃ সৃষ্টেরাদিভূতেত্যর্থঃ। ব্যধিকরণবহুব্রীহিঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুত্বম্॥৮॥

এতেন কিংবা তল্লক্ষণং স্রাধো ইতি প্রশ্নস্তোত্তরমুক্তম্। গুণত্রয়সাম্যাবস্থাত্মিকা বর্ত্তত ইতি লক্ষণেন জড়া বর্ত্তত ইত্যুক্তম্। তেন কা বা সেতি প্রশ্নস্তোত্তরমুক্তম্। ইত্যঃ পরুগ্রা-

---

মহাদেবীই প্রকৃতি নামে প্রসিদ্ধা॥ ৫॥ বৎস! তোমাকে প্রকৃতি শব্দের এই যে ব্যুৎপত্তি লক্ষণ বলিলাম ইহা (তটস্থ লক্ষণ)মাত্র; এক্ষণে উহার (স্বরূপ লক্ষণ) বলিতেছি অবহিত হও। গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণটি (বিমলত্ব এবং জ্ঞানপ্রকাশত্বপ্রযুক্ত) সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে; সুতরাং প্র শব্দটি প্রকৃষ্টার্থবোধক সত্ত্বগুণে প্রবর্ত্তিত (বিক্ষেপকতা দোষপ্রযুক্ত) রজোগুণটি মধ্যম, অতএব কৃ শব্দ রজোগুণে প্রবর্ত্তিত বলিয়া মধ্যম জানিবে; তমোগুণ (জ্ঞানের আবরক) বলিয়া অধম নামে বিশ্রুত, তি শব্দটি তমোগুণবোধক; অতএব নিরতি-শয়রূপে আবরণ বিক্ষেপাদি দোষবিরহিতা সেই (গুণাতীতা চিন্ময়ী ব্রহ্মরূপিণী) যখন উল্লি-খিত লক্ষণাক্রান্ত (গুণত্রয়ে সংমিলিত হইয়া) সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা হয়েন, তখনই সৃষ্টিকার্য্যে প্রধানা; সেই জন্যই তাঁহাকে প্রকৃতি বলা যায়। বৎস নারদ! প্রকৃতি শব্দের সলক্ষণ ব্যুৎপত্তি পুনরায় বলিতেছি শ্রবণ কর, সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থার নাম প্র আর কৃতি শব্দটি সৃষ্টি-বাচক, অতএব (যিনি সৃষ্টির পূর্ব্বেও দেদীপ্যমান থাকেন) সেই মহাদেবীই প্রকৃতি নামে পরিকীর্ত্তিত হয়েন॥ ৬—৮॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সেই নিরঞ্জনদেব পরমাত্মা সৃষ্টিকার্য্যের নিমিত্ত নিজ (যোগ-মায়া) প্রভাবে দুই প্রকারে আবির্ভূত হন। তাঁহারই দক্ষিণার্দ্ধ ভাগের নাম পুরুষ, আর

সা চ ব্রহ্মস্বরূপা চ নিত্যা সা চ সনাতনী।
যথাত্মা চ তথাশক্তির্যথাগ্নৌ দাহিকা স্থিতা ॥ ১০ ॥
অত এব হি যোগীন্দ্রৈঃ স্ত্রীপুংভেদো ন মন্যতে।
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং ব্রহ্মন্ শশ্বৎসদপি নারদ ! ॥ ১১ ॥

বিবর্ভূব সা কেন বভূব পঞ্চধা কথমিত্যন্তোত্তরমাহ যোগেনাত্মেতি। সৃষ্টিবিধৌ সৃষ্টিবিধাননিমিত্তং যোগেন মায়াশক্ত্যা পূর্ব্বোক্তলক্ষণয়া প্রকৃত্যা যুক্ত আত্মা পরমাত্মা দ্বিধারূপোঽর্দ্ধনারীশ্বররূপো বভূবেত্যর্থঃ। তস্মিন্ দেহে পুরুষভাগস্ত্রীভাগয়োর্দ্দেশমাহ পুমাংশ্চেতি। মায়াশবলব্রহ্মণো ভগবতীপদবাচ্যাদর্দ্ধনারীশ্বরঃ কৃষ্ণঃ সমুৎপন্ন ইতি বক্ষ্যমাণগ্রন্থাদবসেয়ম্ ॥ ৯ ॥

নন্বু মায়াশক্তির্জ্জড়া নির্ব্বিকারা পরমাত্মাপি নির্ব্বিকার ইত্যনয়োর্বিভিন্নয়োর্যোগঃ কথং ঘটেতেত্যাশঙ্ক্যাহ সা চ ব্রহ্মস্বরূপা চেতি। যথা বহ্নের্দাহিকাশক্তি র্ন বহ্নের্ভিন্না তিষ্ঠতি কিন্তু বহ্ন্যভেদেনৈব তিষ্ঠতি। তথেয়মপি ব্রহ্মশক্তি র্ন ততো ভিন্না তিষ্ঠতি কিন্তু ব্রহ্মস্বরূপা ব্রহ্মাভেদেনৈব তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। তথাচ নিত্যসম্বন্ধত্বাদুভয়োর্যোগঃ কথং ঘটেতেতি ন শঙ্কনীয়ম্। শক্তেঃ কেবলায়া জড়ত্বান্নির্ব্বিকারত্বেঽপি চৈতন্যস্বরূপায়াস্তস্যাঃ সবিকারত্বস্য সর্ব্বশ্রুতিষভ্যুপগমাল্লোহচুম্বকবদ্দৃষ্টান্তসম্ভবাচ্চ মায়াশক্তের্নির্ব্বিকারত্বং ন সম্ভাবনীয়মিতি ভাবঃ। নিত্যা মোক্ষপর্য্যন্তস্থায়িনী। সনাতনী অনাদিরিত্যর্থঃ। তেন চানাদিসানন্তেতি বোধিতম্। যস্মাদনয়োর্নিত্যসম্বন্ধস্তস্মাদাত্মোপাসনায়াং শক্তেরুপাসনা জাতৈব। তথা শক্ত্যুপাসনয়াপ্যাত্মপূজা জাতৈবেতি যথাত্মনো মহিমা সর্ব্বোত্তরস্তথৈব তচ্ছক্তেরপীত্যাহ যথাত্মা চ তথা শক্তিরিতি। যথা বহ্নৌ হোমে বহ্নিশক্তৌ হোমোঽর্থসিদ্ধো ভবতি। তথা বহ্নিশক্তৌ হোমেঽপি বহ্নৌ হোমার্থসিদ্ধ ইতি শক্তিশক্তিমতোরীষদপি ন কিঞ্চিদ্ভেদকমস্তীতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

অতএবেতি। যতঃ শক্তেঃ শক্তিমতশ্চ ন ভেদোঽতএব যোগীন্দ্রৈর্বিবেকিভিঃ স্ত্রীপুংভেদ ইয়ং স্ত্রী অয়ং পুমানিতি ভেদো ন মন্যতে। কিন্তু স্ত্রী বা পুরুষো বা দ্বয়মপি মায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মৈবাস্তীতি মন্যত ইত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ। মায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিপুরুষরূপেণ গৌরীলক্ষ্ম্যাদিস্ত্রীরূপেণ চ ভাসতে। তথা চোভয়োরপি মায়াবিশিষ্টব্রহ্মাত্মকত্বমবিশিষ্টমিতি ন তেষাং স্ত্রীপুরুষত্বেঽপি তত্ত্বতঃ কশ্চিদ্ভেদ ইত্যর্থঃ। এতেন গৌরীলক্ষ্ম্যাদিশক্তীনামুপাসনায়াং কেবলমায়াশক্তেরেবোপাস্যত্বং ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদ্যুপাসনায়াস্তু মায়াবিশিষ্টব্রহ্মণ উপাস্যত্বমিতি বদন্তঃপরাস্তাঃ। শক্ত্যুপাসনায়ামপি শক্তের্ব্রহ্মানতিরেকাৎ কেবলায়া উপাসনায়া অসম্ভবেন মায়াবিশিষ্টব্রহ্মণ এব তত্রোপাস্যত্বাৎ। তদেবাহ সর্ব্বং ব্রহ্মময়মিতি। মায়াবিশিষ্টব্রহ্মময়মিত্যর্থঃ। ব্রহ্মন্নিতি সম্বোধনম্ ॥ ১১ ॥

বামার্দ্ধভাগের নাম প্রকৃতি ॥৯॥ অতএব বৎস ! সেই প্রকৃতিদেবীকে নিত্যা ব্রহ্মরূপা সনাতনী বলিয়া জানিবে। বস্তুতঃ যেমন অগ্নি আর তাহার দাহিকা শক্তি দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, সেইরূপ পুরুষ আর প্রকৃতি অভিন্ন বলিয়া স্থির করিবে। বৎস নারদ ! তুমি ব্রহ্মার মানসপুত্র, সুতরাং তোমাকে বুঝাইবার জন্য আর অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না ; এই জন্যই যোগেন্দ্র পুরুষেরা প্রকৃতি পুরুষকে অভিন্নচক্ষে দর্শন করেন। ফলতঃ (একমাত্র সেই নিত্য-নিরঞ্জন চিদানন্দময় ব্রহ্মই) নিরন্তর প্রকৃতি পুরুষরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান। এই অনন্ত

স্বেচ্ছাময়স্বেচ্ছয়া চ শ্রীকৃষ্ণস্য সিসৃক্ষয়া।
সাবির্ব্বভূব সহসা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী॥ ১২॥
তদাজ্ঞয়া পঞ্চবিধা সৃষ্টিকর্ম্মবিভেদিকা।
অথ ভক্তানুরোধাদ্বা ভক্তানুগ্রহবিগ্রহা॥ ১৩॥

কেন নিমিত্তেন পঞ্চধা জাতা তত্রাহ স্বেচ্ছাময়স্যেতি। স্বং প্রকৃতিস্তস্যা যা ইচ্ছা সেবেচ্ছা পরমাত্মনোঽপি ভবত্যু তয়োরভিন্নত্বাৎ। ততঃ স্বেচ্ছাময়স্য শ্রীকৃষ্ণস্য পরমাত্মন ইচ্ছয়া কিমাত্মিকয়া সিসৃক্ষয়া সর্জ্জনেচ্ছাত্মিকয়া সা পরাশক্তিঃ পঞ্চমহাভূতোৎপত্ত্যনন্তরং পঞ্চভূতাংশান্ গৃহীত্বা প্রথমং কৃষ্ণরূপেণাবির্ব্বভূবেত্যর্থঃ। নহি পঞ্চভূতোৎপত্তিং বিনা দেহধারণং সম্ভবতি তস্মাত্তদুৎপত্ত্যনন্তরমেব কৃষ্ণস্যোৎপত্তিঃ শ্রীভগবত্যা কৃতেতি বোধ্যম্। অয়ঞ্চোৎপন্নঃ কৃষ্ণো গোপালসুন্দরীরূপ ইতি বক্ষ্যতি। ততো ন বৈষ্ণবমতপ্রবেশ ইতি বোধ্যম্। নমু শ্রীকৃষ্ণপদং যোগরূঢ্যা গোলোকবাসিদেবতাপরমস্তি তৎকথং শ্রীকৃষ্ণস্য সিসৃক্ষয়েত্যত্র পরমাত্মপদং জাতমিতি চেন্ন। কেবলযোগস্য তত্র স্বীকারাৎ। যোগেন তু সর্ব্বে শব্দাঃ পরমাত্মপরাঃ সম্ভবন্তীতি দোষাভাবাৎ। যদ্বা স্বেচ্ছাময়স্য পরমাত্মন ইচ্ছয়েত্যন্বয়ঃ। কিমাত্মিকয়া শ্রীকৃষ্ণস্য সিসৃক্ষয়া শ্রীকৃষ্ণকর্ম্মকসর্জ্জনাত্মিকয়েত্যর্থঃ॥ ১২॥

অনন্তরং তদাজ্ঞয়া পরমাত্মাজ্ঞয়া শ্রীকৃষ্ণস্য স্বেন গৃহীতাবতারস্য শরীরাৎপঞ্চবিধা পঞ্চপ্রকারা দুর্গাদিভেদেন সৃষ্টিকর্ম্মবিভেদিকা তৎকর্ম্মণো নানাভেদেন কর্ত্রী প্রাদুর্বভূবেত্যর্থঃ। শ্রীকৃষ্ণশরীরে যঃ স্বকীয়াংশঃ স্থিতস্তমংশং সৃষ্ট্যুপযোগার্থং পঞ্চধা দুর্গাদিভেদেনাকরোদিতি পিণ্ডিতোঽর্থঃ। তত্র বিকল্পমাহ অথ ভক্তানুরোধাদ্বেতি। ভক্তকার্য্যার্থং বা পঞ্চবিধা জাতেত্যর্থঃ। অত্র যদ্যপি স্বাজ্ঞয়ৈব স্বয়ং প্রকৃতিঃ পঞ্চধা জাতা নতু পরমাত্মাজ্ঞয়া তস্য নির্ব্বিকারত্বাৎ। তথাপি সা স্বকীয়াজ্ঞেব পরমাত্মনোঽপি ভবতি দ্বয়োরপ্যেকত্বাত্তস্মাৎ তদাজ্ঞয়েত্যুক্তম্। তত্র পঞ্চবিধরূপধারণে স্বেচ্ছারূপং নিমিত্তং ভক্তানুগ্রহবিধাবুবতারম নিমিত্তং সৃষ্ট্যুপযোগরূপং নিমিত্তং চোক্তং ভবতি। কৃষ্ণাবতারদ্বারা পঞ্চবিধা জাতেত্যনেন তু ব পঞ্চধা কথমিতি প্রশ্নস্যোত্তরঞ্চোক্তং ভবতি॥ ১৩॥

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু দেখিতেছ এ সমস্তই ব্রহ্মময়; এ বিশ্বসংসারমধ্যে এমন কোন পদার্থই নাই, যাহা সেই প্রকৃতিপুরুষাত্মক ব্রহ্ম ব্যতিরেকে ক্ষণকালের জন্যও প্রকাশ পাইতে পারে॥ ১০—১১॥

বৎস! সেই পরব্রহ্ম অনির্ব্বচনীয় মহিমাশক্তি সম্পন্ন হইলেও আমি তোমার শক্তি ও জ্ঞানোদ্রেকের নিমিত্ত তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র তত্ত্ব বর্ণনা করিলাম। ঈদৃশ স্বেচ্ছাময় সর্ব্বজ্ঞানৈশ্বর্য্য শক্তিমান্ সেই কৃষ্ণের (পরমাত্মার) সৃজনাভিলাষাত্মিকা ইচ্ছার উদ্রেক মাত্রেই সহসা সেই মূলপ্রকৃতি (স্বরূপা পরাশক্তি) প্রথমে সর্ব্বনিয়ন্ত্রী ভগবতীরূপে (মায়ারূপ মায়োপহিত ব্রহ্মরূপিণী হইয়া) প্রাদুর্ভূত হইলেন॥ ১২॥ তদনন্তর, সৃষ্টি বিষয়ক ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের সম্পাদন জন্যই হউক, আর ভক্তদিগের অনুগ্রহ নিমিত্তই হউক, স্বীয় শরীর হইতে নিজ ইচ্ছামত ভক্তানুগ্রহরূপা পাঁচটী শক্তিমূর্ত্তি উৎপাদন করিলেন; যদিচ এই পঞ্চশক্তিই জগতের সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বিশ্রুত, তথাপি ইহাঁদিগের মধ্যে যিনি আবার দুর্গা নামে আখ্যাত, ইনিই সর্ব্বমঙ্গলময়ী পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী। কারণ, (পরমাত্মা কৃষ্ণ) জীবের মঙ্গল সাধনার্থ

গণেশমাতা দুর্গা যা শিবরূপা শিবপ্রিয়া।
নারায়ণী বিষ্ণুমায়া পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ১৪ ॥
ব্রহ্মাদিদেবৈর্মুনিভির্মনুভিঃ পূজিতা স্তুতা।
সর্ব্বাধিষ্ঠাত্রী দেবী সা শর্ব্বরূপা সনাতনী ॥ ১৫ ॥
ধর্ম্মসত্যা পুণ্যকীর্ত্তির্যশো মঙ্গলদায়িনী।
সুখমোক্ষহর্ষদাত্রী শোকার্ত্তিদুঃখনাশিনী ॥ ১৬ ॥
শরণাগতদীনার্ত্তপরিত্রাণপরায়ণা।
তেজঃস্বরূপা পরমা তদধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ১৭ ॥
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা চ শক্তিরীশস্য সন্ততম্।
সিদ্ধেশ্বরী সিদ্ধিরূপা সিদ্ধিদা সিদ্ধিরীশ্বরী ॥ ১৮ ॥

পঞ্চধো দুর্গাবতারমহিমানমাহ গণেশমাতেতি। কৃষ্ণো গণেশরূপেণ জনিতস্তস্য মাতা পূর্ণব্রহ্মস্বরূপিণীমায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণ্যা দুর্গায়াঃ স্বস্বরূপাবরণাভাবাৎ পূর্ণত্বম্ ॥ ১৪—১৫ ॥
ধর্ম্মসত্যা ধর্ম্মঃ প্রজাপালনাদিরূপঃ সত্যা ব্যভিচাররহিতো যস্যাঃ সা ॥ ১৬ ॥
তদধিষ্ঠাতৃদেবতা তচ্ছব্দেন কৃষ্ণস্য অন্তঃকরণরূপঃ তেজো গৃহ্যতে তস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তদুক্তমুত্তরত্রদ্বিতীয়াধ্যায়ে। বুদ্ধ্যধিষ্ঠাতৃদেবী যা কৃষ্ণস্য পরমাত্মন ইতি। তত্রাপি বুদ্ধি-শব্দেনান্তঃকরণম্ ॥ ১৭—১৯ ॥

এই দুর্গাশক্তিগর্ভেই গণেশরূপে আবির্ভূত হয়েন; অতএব, ইনিই বিশ্ব জগতে বিষ্ণুমায়া নারায়ণী (সর্ব্ব জীবের আশ্রয়রূপা) বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। বস্তুত এই দুর্গা-শক্তিই পরম মঙ্গলময় (পরব্রহ্ম কৃষ্ণের) প্রিয়তমা স্বরূপা শক্তি ॥ ১৩—১৪ ॥ বৎস! তোমার অধিক আর কি বলিব, ইহাই স্থির জানিও যে, এই সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপা সনাতনী ভগবতী দুর্গা দেবীই সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। এই জন্যই কি ব্রহ্মাদি দেবগণ, কি মুনিগণ, কি মনুগণ, সকলেই ইহাঁর অর্চ্চনা ও স্তবাদি করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥

এই ভগবতী দুর্গা ভাগ্যবশত একবার প্রসন্ন হইলে, শরণাগত ভক্তের সমস্ত শোক দুঃখাদি বিনাশ করিয়া ধর্ম্ম, চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি, পরম পবিত্র মঙ্গলময় যশ এবং আনন্দাদি সমস্ত সুখ, এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্তও প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১৬ ॥ ইনি নিতান্ত শরণাগত দীন ভক্তজনের পরম আশ্রয়স্বরূপা হইয়া তাহাদিগকে সমস্ত বিপজ্জাল হইতে পরিত্রাণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ ইহাঁকেই পরমাত্মা কৃষ্ণের অন্তঃকরণের অধিষ্ঠাত্রীরূপা তেজোময়ী পরাশক্তি বলিয়া জানিবে ॥ ১৭ ॥ এই সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ভগবতী দুর্গাই পরমাত্মা পরমেশ্বরের নিত্যসঙ্গিনী পরাশক্তি। ইনিই সমস্ত সিদ্ধপুরুষদিগের পরমারাধ্যা, অষ্টাদশ সিদ্ধি ইহাঁরই করায়ত্ত; ইনিই আরাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া ভক্তদিগকে অভিলষিত সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥

বুদ্ধির্নিদ্রা ক্ষুৎ পিপাসা ছায়া তন্দ্রা দয়া স্মৃতিঃ।
জাতিঃ ক্ষান্তিশ্চ ভ্রান্তিশ্চ শান্তিঃ কান্তিশ্চ চেতনা ॥ ১৯ ॥
তুষ্টিঃ পুষ্টিস্তথা লক্ষ্মী ধৃতির্মায়া তথৈব চ।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা সা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ২০ ॥
উক্তঃ শ্রুতৌ শ্রুতগুণশ্চাতিস্বল্পো যথাগমম্।
গুণোঽস্ত্যনন্তোঽনন্তায়া অপরাঞ্চ নিশাময় ॥ ২১ ॥
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা যা পদ্মা সা পরমাত্মনঃ।
সর্ব্বসম্পৎস্বরূপা সা তদধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ২২ ॥

সর্ব্বশক্তিস্বরূপেতি। বুদ্ধেঃ সর্ব্বশক্তিময়ত্বাৎ কৃষ্ণস্য বুদ্ধেরধিষ্ঠাত্র্যা দুর্গায়াঃ সর্ব্বশক্তিরূপত্বং যুক্তমেব ॥ ২০ ॥

উক্তঃ শ্রুতৌ শ্রুতগুণ ইতি। শ্রুতৌ বেদে যঃ শ্রুতগুণঃ প্রসিদ্ধো গুণোঽস্তি দুর্গায়াঃ সগুণো যথাগমমাগমাননতিক্রম্যাতিস্বল্পো ময়োক্তঃ বেদোক্তা গুণাঃ সর্ব্বে ময়া নোক্তা ইত্যর্থঃ। কুত ইতি চেদ্দুর্গায়া অনন্তগুণবত্ত্বস্য বেদে প্রতিপাদনাৎ। তাবদ্গুণপ্রতিপাদনে শক্ত্যভাবাদিত্যাহ গুণোঽস্ত্যনন্ত ইতি। গুণ ইতি জাতৈ্যকবচনম্। অপরামিতি পঞ্চপ্রকৃত্যবতারমধ্যে একোঽবতার উক্তো দ্বিতীয়াবতারং নিশাময় শৃণ্বিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

শুদ্ধসত্ত্বেতি। যা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা পদ্মা লক্ষ্মীঃ সা পরাত্মনো দ্বিতীয়া শক্তিঃ দ্বিতীয়শক্ত্যবতাররূপা সর্ব্বসম্পৎস্বরূপা তদধিষ্ঠাতৃদেবতা পরমেশ্বরসম্পত্তেরধিষ্ঠাত্রীত্যর্থঃ। ইদমপ্যগ্রে বক্ষ্যতি ॥ ২২—২৪ ॥

এই মহাদেবীই জগতীস্থ জীবনিবহের (বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, পিপাসা, ছায়া, তন্দ্রা, দয়া, স্মৃতি, জাতি, ক্ষান্তি, ভ্রান্তি, শান্তি, কান্তি, চেতনা, তুষ্টি, পুষ্টি, লক্ষ্মী ও ধৃতিরূপা।) ইনিই 'বেদাদি শাস্ত্রে বিশ্বরূপিণী মহামায়া বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ফলকথা, এই জগদারাধ্যা শক্তিই পরমাত্মা কৃষ্ণের স্বরূপা শক্তি ॥ ১৯—২০ ॥ বৎস! আমি সেই অনন্তগুণময়ী ভগবতী দুর্গার যে সমস্ত গুণগাথা বর্ণন করিলাম ইহা শ্রুতিবর্ণিত প্রসিদ্ধ গুণরাশির মধ্যে কিয়দংশ মাত্র। কেননা, বেদই যখন তাঁহার অনন্ত গুণগ্রাম বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে নাই, তখন 'এ বিশ্বমধ্যে কাহার এরূপ শক্তি আছে যে, তাঁহার সমস্ত গুণমহিমা বর্ণনা করিতে সমর্থ হয়? তবে এইমাত্র জানিও যে, আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহার কোন স্থলেই (শাস্ত্রের মত অতিক্রম করিয়া) বলি নাই। সে যাহা হউক, সেই পরমেশ্বরের পরাশক্তির পঞ্চধা অবতারের মধ্যে দুর্গারূপা প্রথমা শক্তির মাহাত্ম্য যৎকিঞ্চিৎ শ্রবণ করিলে, এক্ষণে তাঁহার শক্তির অবতার মাহাত্ম্যের বিষয় কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২১ ॥

পরমাত্মার দ্বিতীয় অবতাররূপা শক্তির নাম পদ্মা (লক্ষ্মী)। ইনি বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপা এবং এই মহাশক্তিই (পরমাত্মা কৃষ্ণের) সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥ ২২ ॥ এই পরম

কান্তাতিদান্তা শান্তা চ সুশীলা সর্ব্বমঙ্গলা।
লোভমোহকামক্রোধমদাহঙ্কারবর্জ্জিতা ॥ ২৩ ॥
ভক্তানুরক্তা পত্যুশ্চ সর্ব্বাভ্যশ্চ পতিব্রতা।
প্রাণতুল্যা ভগবতঃ প্রেমপাত্রং প্রিয়ম্বদা ॥ ২৪ ॥
সর্ব্বশস্যাত্মিকা দেবী জীবনোপায়রূপিণী।
মহালক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে পতিসেবারতা সতী ॥ ২৫ ॥
স্বর্গে চ স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজসু।
গৃহেষু গৃহলক্ষ্মীশ্চ মর্ত্ত্যানাং গৃহিণাং তথা ॥ ২৬ ॥
সর্ব্বপ্রাণিষু দ্রব্যেষু শোভারূপা মনোহরা।
কীর্ত্তিরূপা পুণ্যবতাং প্রভারূপা নৃপেষু চ ॥ ২৭ ॥
বাণিজ্যরূপা বণিজাং পাপিনাং কলহাঙ্কুরা।
দয়ারূপা চ কথিতা বেদোক্তা সর্ব্বসম্মতা ॥ ২৮ ॥

সর্ব্বশস্যাত্মিকা সর্ব্বধান্যাত্মিকেত্যর্থঃ। সর্ব্বশস্তাত্মিকেতি পাঠে সর্ব্বপ্রশস্তপদার্থরূপেত্যর্থঃ। বৈকুণ্ঠে ইতি। ইয়ং বৈকুণ্ঠবাসিনীত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৭ ॥
সৈব লক্ষ্মীঃ পুণ্যবতাং ধর্ম্মায় ভবতি পাপিনান্তু পাপায় ভবতীত্যাহ পাপিনামিতি ॥২৮॥

কমনীয়মূর্ত্তি লক্ষ্মীরূপা মহাদেবী নিরতিশয় জিতেন্দ্রিয়া; সুতরাং ইনি অতীব শান্তপ্রকৃতি সুশীলা এবং সমস্ত মঙ্গলের আধারভূমি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এতাদৃশ অসাধারণ গুণরাশি সত্ত্বেও (লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, অহঙ্কার, কোন রিপুই ইঁহাকে স্পর্শ করিতেও সমর্থ হয় না) ॥ ২৩ ॥ এই মহাদেবী নিজ পতি এবং ভক্তগণের প্রতি নিতান্ত অনুরক্তা; বিশেষত ইনি নিরন্তর প্রিয়বদা বলিয়া ভগবানের প্রাণ সম প্রীতিভাজন হইয়াছেন; এই সকল অসামান্য গুণগরিমায় ইনি পতিব্রতাদিগের মধ্যে প্রধান আসন পরিগ্রহ করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥ এই মহাশক্তিই জীবনিবহের জীবন ধারণার্থ একাংশে শস্যরূপিণী; কিন্তু, বস্তুগত ইনি জগতে সতীধর্ম্মের আদর্শরূপা হইয়া মহালক্ষ্মীরূপে বৈকুণ্ঠধামে নিরন্তর নিজপতি বৈকুণ্ঠনাথের পদসেবায় নিরত থাকেন ॥ ২৫ ॥

বৎস! এই মহাশক্তিরূপিণীই স্বর্গবাসের স্বর্গলক্ষ্মী, রাজাদিগের রাজলক্ষ্মী; আবার মর্ত্ত্যলোকে গৃহস্থিমান্ মানবগণের গৃহলক্ষ্মী ॥ ২৬ ॥ নারদ! সমস্ত প্রাণিবর্গে বা যাবতীয় দ্রব্যসমূহে যে সকল মনোহর শোভা দৃষ্ট হয়, সে সমস্তই ইনি; ইনিই পুণ্যাত্মাদিগের কীর্ত্তিরূপা এবং প্রজাপালক নরপতিদিগের প্রভাবস্বরূপা ॥ ২৭ ॥ অধিক কি বলিব, ইহা স্থির জানিও যে, ইনি নিরন্তর পরোপকারে রত [illegible] দয়ারূপে বণিকদিগের মধ্যে বাণিজ্যরূপে এবং পাপাত্মাদিগের গৃহে কলহের অঙ্কুররূপে বিরাজ

সর্ব্বপূজ্যা সর্ব্ববন্দ্যা চান্যাং বক্ষ্যে নিশাময়।
বাগ্বুদ্ধিবিদ্যাজ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী চ পরমাত্মনঃ ॥ ২৯ ॥
সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপা যা সা চ দেবী সরস্বতী।
সা বুদ্ধিঃ কবিতা মেধা প্রতিভা স্মৃতিদা নৃণাম্ ॥ ৩০ ॥
নানাপ্রকারসিদ্ধান্তভেদার্থকলনা সতী।
ব্যাখ্যাবোধস্বরূপা চ সর্ব্বসন্দেহভঞ্জিনী ॥ ৩১ ॥
বিচারকারিণী গ্রন্থকারিণী শক্তিরূপিণী।
স্বরসঙ্গীতসন্ধানতালকারণরূপিণী ॥ ৩২ ॥
বিষয়জ্ঞানবাগ্রূপা প্রতিবিশ্বোপজীবিনী।
ব্যাখ্যাবাদকরী শান্তা বীণাপুস্তকধারিণী ॥ ৩৩ ॥

অন্যাং পঞ্চসু মধ্যে তৃতীয়াং জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রীং তচ্চ জ্ঞানং পরমাত্মনঃ পরমেশ্বরস্য বুদ্ধিবৃত্তিরূপং গৃহ্যতে। সরস্বত্যা বিদ্যাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ ॥ ২৯ ॥

তদেবাহ সর্ব্ববিদ্যাস্বরূপেতি। কবিতা পদরচনারূপকবিতাকারিণী কবিতারূপা বা। মেধা গ্রন্থধারণসামর্থ্যম্। প্রতিভা স্ফুরণম্ ॥ ৩০ ॥

নানাপ্রকারা যে সিদ্ধান্তভেদাস্তেষাং যেঽর্থা বিষয়াস্তেষাং কলনা আকলনরূপেত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

স্বরাঃ সপ্তস্বরাঃ ষড়্জাদয়স্তদ্বিশিষ্টং সঙ্গীতং গানং তস্য সন্ধানেনানুসন্ধানেন যস্তালস্তস্য কারণং তৎপ্রতিপাদকং শাস্ত্রং তস্য কারিণী ॥ ৩২ ॥

বিষয়জ্ঞানরূপা বাগ্রূপা চেত্যর্থঃ। প্রতিবিশ্বোপজীবিনী সর্ব্বজীবসঞ্জীবিনীত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৯ ॥

করিতেছেন ॥ ২৮ ॥ ফলতঃ এই লক্ষ্মীরূপা দ্বিতীয় শক্তিকে সর্ব্বতোভাবে জগতের পূজনীয়া এবং বন্দনীয়া বলিয়া জানিবে। এক্ষণে পরমেশ্বরের জ্ঞানাধিষ্ঠাত্রী, বাক্য বুদ্ধি ও বিদ্যারূপা তৃতীয় শক্তি অবতারের বিষয় কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২৯ ॥

যিনি এই সমস্ত বিশ্বের সমস্ত বিদ্যাস্বরূপা, যে মহাশক্তি পবিত্রাত্মা মানবের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থিত হইয়া মেধা (গ্রন্থ ধারণসামর্থ্য), কবিতাশক্তি, স্মৃতিশক্তি ও প্রতিভাশক্তি (কার্য্যকালে তত্তদ্ বিষয়ের স্ফূর্ত্তি) প্রদান করিয়া থাকেন, সেই তৃতীয় অবতার শক্তির নাম সরস্বতী ॥ ৩০ ॥ সুধীবর্গের কোন বিষয়ে সন্দেহ হইলে ইনিই তাঁহাদিগের সেই দুর্ব্বোধ ব্যাখ্যার্থ বোধগম্য করাইয়া সমস্ত সংশয় ছেদন এবং নানাবিধ সিদ্ধান্ত সকলের ভিন্ন ভিন্নরূপ অর্থ সঙ্কলন করিয়া দেন ॥ ৩১ ॥ বৎস! পণ্ডিতদিগের গ্রন্থকরণশক্তি, বা বিচারশক্তি, অথবা সংগীতজ্ঞ ব্যক্তিদিগের স্বর-সঙ্গীতের সন্ধান, কি তাল করণাদি, এই সমস্তকে এ দেবীরই কারণ বলিয়া জানিবে ॥ ৩২ ॥ এই সরস্বতীই সমস্ত শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও বাদ অর্থাৎ বিতর্করূপা; ইঁহাকেই বুদ্ধিরূপে জীববৃন্দের স্ব স্ব বিষয়-

শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী ।
পরমানন্দরূপা চ পরমা চ সনাতনী ॥ ৪১ ॥
পরব্রহ্মস্বরূপা চ নির্ব্বাণপদদায়িনী ।
ব্রহ্মতেজোময়ী শক্তিস্তদধিষ্ঠাতৃদেবতা ॥ ৪২ ॥
যৎপাদরজসা পূতং জগৎ সর্ব্বঞ্চ নারদ ।
দেবী চতুর্থী কথিতা পঞ্চমীং বর্ণয়ামি তে ॥ ৪৩ ॥
পঞ্চপ্রাণাধিদেবী যা পঞ্চপ্রাণস্বরূপিণী ।
প্রাণাধিকপ্রিয়তমা সর্ব্বাভ্যঃ সুন্দরী পরা ॥ ৪৪ ॥
সর্ব্বযুক্তা চ সৌভাগ্যমানিনী গৌরবান্বিতা ।
বামাঙ্গার্দ্ধস্বরূপা চ গুণেন তেজসা সমা ॥ ৪৫ ॥
পরাবরা সারভূতা পরমাদ্যা সনাতনী ।
পরমানন্দরূপা চ ধন্যা মান্যা চ পূজিতা ॥ ৪৬ ॥
রাসক্রীড়াধিদেবী শ্রীকৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।
রাসমণ্ডলসম্ভূতা রাসমণ্ডলমণ্ডিতা ॥ ৪৭ ॥

তদধিষ্ঠাতৃদেবতা ব্রহ্মতেজো জীবরূপশ্চিদাভাসস্তদধিষ্ঠাত্রীত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥
পঞ্চপ্রাণাধিদেবী রাধা । পঞ্চপ্রাণাধিষ্ঠাত্রীত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৭ ॥

হইয়া থাকেন, যিনি সতত (ব্রহ্মলোকে) অবস্থান করেন, সমুদায় তীর্থ, পবিত্র হইবার নিমিত্ত যাঁহার সংস্পর্শ প্রার্থনা করিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥ যাঁহার বর্ণ বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, যিনি স্বয়ং শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা, পরমানন্দরূপা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ও সনাতনী ॥ ৪১ ॥ যিনি পরব্রহ্মরূপিণী ও মোক্ষদায়িনী, যিনি ব্রহ্মের তেজোময়ী শক্তি ও ব্রহ্মতেজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥৪২॥ যাঁহার চরণ-রেণু সংস্পর্শে সমস্ত জগৎ পূত হইতেছে, সেই দেবী সাবিত্রীই চতুর্থী প্রকৃতি । বৎস নারদ ! একণে তোমার পঞ্চমী শক্তি দেবী রাধিকার বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৪৩ ॥

যিনি পঞ্চপ্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, যিনি স্বয়ং সকলের জীবনস্বরূপা, যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তমা, যিনি সমুদায় প্রকৃতি দেবী অপেক্ষা অধিকতর সুন্দরী ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ॥ ৪৪ ॥ যিনি সমস্ত পদার্থে বিদ্যমান রহিয়াছেন, যিনি সৌভাগ্য গর্ব্বে একান্ত গর্ব্বিতা, যাঁহার গৌরবের সীমা নাই, যিনি শ্রীকৃষ্ণের বামাঙ্গস্বরূপা এবং যিনি গুণে কি তেজে, কিছুতেই তাঁহা অপেক্ষা ঊন নহেন ॥ ৪৫ ॥ যিনি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠতম, সকলের সারভূত, সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সকলের আদি, সনাতনী, পরমানন্দস্বরূপা এবং ধন্যা, মান্যা ও সকলের পূজিতা ॥ ৪৬ ॥ যিনি পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়ার অধিষ্ঠাত্রী, যাঁহা হইতে রাসমণ্ডলের

রাসেশ্বরী সুরসিকা রাসাবাসনিবাসিনী ।
গোলোকবাসিনী দেবী গোপীবেশবিধায়িকা ॥ ৪৮ ॥
পরমাহ্লাদরূপা চ সন্তোষহর্ষরূপিণী ।
নির্গুণা চ নিরাকারা নির্লিপ্তাত্মস্বরূপিণী ॥ ৪৯ ॥
নিরীহা নিরহঙ্কারা ভক্তানুগ্রহবিগ্রহা ।
বেদানুসারিধ্যানেন বিজ্ঞাতা সা বিচক্ষণৈঃ ॥ ৫০ ॥
দৃষ্টিদৃষ্টা ন সা চেশৈঃ সুরেন্দ্রৈর্মুনিপুঙ্গবৈঃ ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকধরা নানালঙ্কারভূষিতা ॥ ৫১ ॥
কোটিচন্দ্রপ্রভাপুষ্টসর্ব্বশ্রীযুক্তবিগ্রহা ।
শ্রীকৃষ্ণভক্তিদাস্যৈককরা চ সর্ব্বসম্পদাম্ ॥ ৫২ ॥
অবতারে চ বারাহে বৃষভানুসুতা চ যা ।
যৎপাদপদ্মসংস্পর্শপবিত্রা চ বসুন্ধরা ॥ ৫৩ ॥

গোপীবেশবিধায়িকা গোপিকারূপাণাং জনয়িত্রীত্যর্থঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥
বেদানুসারিধ্যানেন বেদোক্তধ্যানেন বিজ্ঞাতা ধ্যাতেত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥
দৃষ্টিদৃষ্টেতি । ঈশৈরীশ্বরৈরপি সুরেন্দ্রৈর্মুনিপুঙ্গবৈশ্চ সা দৃষ্টিদৃষ্টা চক্ষুষা দৃষ্টা ন ভবতীত্যর্থঃ । বহ্নিশুদ্ধাংশুকধরা বহ্নৌত্যক্তমপি ন দগ্ধং ভবত্যেতাদৃশং বস্ত্রবিশেষস্তাংশুকং বস্ত্রং তদ্বহ্নিশুদ্ধাংশুকমিত্যুচ্যতে তৎপরিধানকর্ত্রীত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥
পুষ্টা পূর্ণা যা সর্ব্বশ্রী । শ্রীকৃষ্ণস্য যে ভক্তিদাস্যে তয়োঃ করা সম্পদাঞ্চ করা কর্ত্রীত্যর্থঃ ॥৫২॥
অবতারে চ বারাহে ইতি । বরাহাবতারে বারাহকল্পে ইত্যর্থঃ । তস্মিন্ কল্পে বৃষভানুর্ব্রজস্থঃ কশ্চন গোপস্তস্য সুতা চ যা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

উৎপত্তি হইয়াছে, যিনি রাসমণ্ডলের ভূষণ স্বরূপা ॥ ৪৭ ॥ যিনি রাসেশ্বরী, রসিকার অগ্রগণ্যা এবং নিয়ত রাসাবাসে অবস্থান করিতেছেন, গোলোকধাম যাঁহার নিবাস স্থান, যাঁহা হইতে সমস্ত গোপীগণ সম্ভূত হইয়াছেন ॥ ৪৮ ॥ যিনি পরমানন্দ পরম সন্তোষ ও পরম হর্ষরূপা, যিনি সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের অতীত পদার্থ ও নিরাকার ; কিন্তু নির্লিপ্তভাবে সর্ব্বত্র অবস্থান করিতেছেন, যিনি সকলের আত্মা স্বরূপ ॥ ৪৯ ॥ যিনি সকল বিষয়েই নিশ্চেষ্ট ও অহঙ্কারশূন্য, যিনি ভক্তজনের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশার্থই কেবল বিগ্রহ ধারণ করেন, বিচক্ষণ পণ্ডিতগণ কেবল বেদোক্ত ধ্যান দ্বারা যাঁহার মহিমা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫০ ॥ সুরেন্দ্র ও মুনীন্দ্রগণ চক্ষুদ্বারা কখন তাঁহাকে দেখেন নাই; যাঁহার পরিধান অগ্নিশুদ্ধ সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র এবং সর্ব্বাঙ্গ নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত ॥ ৫১ ॥ যাঁহার শরীরকান্তি সন্দর্শন করিলে বোধ হয় যেন একেবারে কোটিচন্দ্র উদিত হইয়াছে, যিনি কৃষ্ণদাস্য, কৃষ্ণভক্তি ও সমুদায় সম্পত্তির দাত্রী ॥ ৫২ ॥ যিনি বরাহকল্পে অর্থাৎ বারাহাবতার সময়ে [illegible]

অংশরূপাঃ কলারূপাঃ কলাংশাংশাংশসম্ভবাঃ ।
প্রকৃতেঃ প্রতিবিশ্বেষু দেব্যশ্চ সর্ব্বযোষিতঃ ॥ ৫৮ ॥
পরিপূর্ণতমাঃ পঞ্চ বিদ্যাদেব্যঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ।
যা যাঃ প্রধানাংশরূপা বর্ণয়ামি নিশাময় ॥ ৫৯ ॥
প্রধানাংশস্বরূপা সা গঙ্গা ভুবনপাবনী ।
বিষ্ণুবিগ্রহসংভূতা দ্রবরূপা সনাতনী ॥ ৬০ ॥
পাপিপাপেধ্মদাহায় জ্বলদগ্নিস্বরূপিণী ।
সুখস্পর্শা স্নানপানৈর্নির্ব্বাণপদদায়িনী ॥ ৬১ ॥
গোলোকস্থানপ্রস্থানসুখসোপানরূপিণী ।
পবিত্ররূপা তীর্থানাং সরিতাঞ্চ পরাবরা ॥ ৬২ ॥

নন্থ কিমেতাবত্য এব দেব্যোনেত্যাহ অংশরূপা ইতি । কাশ্চিদ্দেবতা আত্যোঽন্তাঃ প্রকৃতেরংশভূতা অর্দ্ধাংশভূতা বহ্বাঃ সন্তি । তথা কাশ্চিৎ কলারূপা অর্দ্ধাংশার্দ্ধাংশরূপাঃ । তথা কাশ্চিৎ কলাংশরূপাঃ কাশ্চিৎ কলাংশাংশরূপাঃ । কাশ্চিৎ কলাংশাংশাংশরূপবহ্ব্যঃ সন্তীত্যর্থঃ । তাঃ ক সন্তীতি চেৎ প্রতিবিশ্বেষু সর্ব্বলোকেষু যা দেব্যো যাশ্চ সর্ব্বযোষিত-স্তদ্রূপেণ সন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

তর্হি পঞ্চৈবেতি কথমুক্তমিতি চেৎ পঞ্চদেব্যঃ প্রকৃতেঃ পূর্ণা অবতারাঃ সন্তীত্যভিপ্রায়েণোক্তমিত্যাহ পরিপূর্ণতমা ইতি । পঞ্চদেব্যো দুর্গাদয়ঃ । তত্র কাশ্চিদংশরূপাদেবীর্দর্শয়তি প্রধানাংশেতি । প্রধানং মূলপ্রকৃতিস্তদংশভূতা যা যাস্তা বর্ণয়ামীত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

প্রধানাংশেতি । অত্র প্রধানশব্দেন মূলপ্রকৃতিস্তদংশভূতা গঙ্গেত্যর্থঃ । যা প্রধানাংশসম্ভূতা সা প্রধানাভিন্নবিষ্ণুবিগ্রহসম্ভূতা জাতৈবেত্যভিপ্রায়েণাহ বিষ্ণুবিগ্রহেতি । অনেন চ সর্ব্বদেবতানাং ন কেবলশক্তিরূপত্বং কিন্তু শক্তিবিশিষ্টব্রহ্মরূপত্বমিতি স্পষ্টমেবোক্তমিতি বোধ্যম্ ॥ ৬০ ॥

পাপরূপকাষ্ঠদাহং কর্ত্তুং জ্বলদগ্নিরেবেত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

প্রস্থানং গমনং সোপানং নিশ্রেণিকা । পরং ভিন্নং তীর্থমবরং কনিষ্ঠং যস্যাঃ ॥ ৬২ ॥

ফলতঃ প্রতি জগতে যাবতীয় রমণী বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীরাধার অংশ, কলা, কলাংশ ও অংশাংশ হইতে সম্ভূত হইয়াছেন ॥ ৫৭—৫৮ ॥

বৎস নারদ ! মূলপ্রকৃতি হইতে দুর্গাদি যে পঞ্চ পূর্ণতম প্রকৃতি উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাদিগের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে যাঁহারা প্রকৃতির অংশরূপা, তাঁহাদিগের বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৫৯ ॥ যিনি বিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন, যিনি দ্রবরূপা ও সনাতনী, যিনি পাপিগণের পাপকাষ্ঠদহন জন্য প্রজ্বলিত অনলস্বরূপ, যিনি স্নান ও পানাদি বিষয়ে সুখস্পর্শা, যিনি জীবগণকে নির্ব্বাণ পদ প্রদান করিয়া থাকেন, যিনি গোলোকধামের প্রস্থানের সোপানস্বরূপ, যিনি সমুদায় তীর্থের পবিত্রতম তীর্থ, যিনি সমুদায় স্রোতস্বতীর মধ্যে প্রধানতম স্রোতস্বতী, যিনি [illegible] মুক্তাপংক্তি,

শম্ভুমৌলিজটামেরুমুক্তাপংক্তিস্বরূপিণী।
তপঃসম্পাদিনী সদ্যো ভারতেষু তপস্বিনাম্॥ ৬৩॥
চন্দ্রপদ্মক্ষীরনিভা শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপিণী।
নির্ম্মলা নিরহঙ্কারা সাধ্বী নারায়ণপ্রিয়া॥ ৬৪॥
প্রধানাংশস্বরূপা চ তুলসী বিষ্ণুকামিনী।
বিষ্ণুভূষণরূপা চ বিষ্ণুপাদস্থিতা সতী॥ ৬৫॥
তপঃসঙ্কল্পপূজাদিসদ্যঃসম্পাদিনী মুনে!।
সারভূতা চ পুষ্পাণাং পবিত্রা পুণ্যদা সদা॥ ৬৬॥
দর্শনস্পর্শনাভ্যাঞ্চ সদ্যো নির্ব্বাণদায়িনী।
কলৌ কলুষশুষ্কেধ্মদহনা যাগ্নিরূপিণী॥ ৬৭॥
যৎপাদপদ্মসংস্পর্শাৎ সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা।
যৎস্পর্শদর্শনে চৈবেচ্ছন্তি তীর্থানি শুদ্ধয়ে॥ ৬৮॥
যয়া বিনা চ বিশ্বেষু সর্ব্বকর্ম্ম চ নিষ্ফলম্।
মোক্ষদা যা মুমুক্ষূণাং কামিনী সর্ব্বকামদা॥ ৬৯॥

জটারূপো মেরুঃ। মুক্তাপংক্তিস্বরূপিণী শ্বেতবর্ণত্বাৎ॥ ৬৩—৬৪॥
প্রধানাংশসম্ভূতাং তুলসীমাহ প্রধানাংশেতি। ইয়ঞ্চ তুলসীবৃক্ষাধিষ্ঠাত্রী স্ত্রীমূর্ত্তির্বর্ত্ততে এবং গঙ্গাপি স্ত্রীমূর্ত্তিরস্তীতি বোধ্যম্॥ ৬৫—৭০॥

যিনি এই কর্ম্মক্ষেত্র ভারত-বাসী তপস্বিগণের সদ্যসম্ভূত তপস্যা॥ ৬০—৬৩॥ যাঁহার প্রভা পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, শ্বেতসরোজের ন্যায় ও দুগ্ধের ন্যায় ধবল বর্ণ, যিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপিণী, নির্ম্মলা নিরহঙ্কারা সাধ্বী ও নারায়ণ প্রিয়া, সেই ত্রিভুবনপাবনী গঙ্গা মূলপ্রকৃতির অংশ॥৬৪॥

বিষ্ণুকামিনী দেবী তুলসী, যিনি নারায়ণের অলঙ্কতিরূপা, যিনি নিয়ত নারায়ণের পাদপদ্মে অবস্থান করিতেছেন; কি তপস্যা, কি সঙ্কল্প, কি পূজাদি কার্য্য সমস্তই যাঁহা দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে, যিনি পুষ্পের মধ্যে প্রধানা, পবিত্রা ও পুণ্যদায়িনী, যাঁহার দর্শনে ও স্পর্শনে সদ্য নির্ব্বাণ পদ লাভ হইয়া থাকে; যিনি ভিন্ন কলিযুগে পাপ কাষ্ঠ দহনের আর দ্বিতীয় অগ্নি নাই, যিনি স্বয়ং অগ্নিরূপিণী, যাঁহার পাদপদ্ম সংস্পর্শে বসুন্ধরা পূত হইয়াছেন; তীর্থ সকল স্ব স্ব শুদ্ধিলাভের নিমিত্ত যাঁহার দর্শন ও স্পর্শন কামনা করিয়া থাকে, যাঁহাকে ব্যতীত বিশ্বের সমুদায় কার্য্য নিষ্ফল হয়, যিনি মুমুক্ষুগণের মোক্ষদায়িনী, যিনি সকলের সর্ব্বপ্রকার মনোরথ সুসম্পন্ন করিয়া থাকেন; যিনি স্বয়ং কল্পবৃক্ষ স্বরূপা, যিনি ভারতের যাবতীয় বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ভারতবাসিনী কামিনীগণের প্রীতিসম্পাদনের নিমিত্ত যাঁহার উৎপত্তি হইয়াছে ও যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা

কল্পবৃক্ষস্বরূপা যা ভারতে বৃক্ষরূপিণী ।
ভারতীনাং প্রীণনায় যাজ্ঞা যা পত্রদেবতা ॥ ৭০ ॥
প্রধানাংশস্বরূপা যা মনসা কশ্যপাত্মজা ।
শঙ্করপ্রিয়শিষ্যা চ মহাজ্ঞানবিশারদা ॥ ৭১ ॥
নাগেশ্বরস্যানন্তস্য ভগিনী নাগপূজিতা ।
নাগেশ্বরী নাগমাতা সুন্দরী নাগবাহিনী ॥ ৭২ ॥
নাগেন্দ্রগণসংযুক্তা নাগভূষণভূষিতা ।
নাগেন্দ্রবন্দিতা সিদ্ধা যোগিনী নাগশায়িনী ॥ ৭৩ ॥
বিষ্ণুরূপা বিষ্ণুভক্তা বিষ্ণুপূজাপরায়ণা ।
তপঃস্বরূপা তপসাং ফলদাত্রী তপস্বিনী ॥ ৭৪ ॥
দিব্যং ত্রিলক্ষবর্ষঞ্চ তপস্তপ্ত্বা চ যা হরেঃ ।
তপস্বিনীষু পূজ্যা চ তপস্বিষু চ ভারতে ॥ ৭৫ ॥
সর্ব্বমন্ত্রাধিদেবী চ জ্বলন্তী ব্রহ্মতেজসা ।
ব্রহ্মস্বরূপা পরমা ব্রহ্মভাবনতৎপরা ॥ ৭৬ ॥
জরৎকারুমুনেঃ পত্নী কৃষ্ণাংশস্য পতিব্রতা ।
আস্তিকস্য মুনের্ম্মাতা প্রবরস্য তপস্বিনাম্ ॥ ৭৭ ॥

প্রধানাংশসম্ভূতাং মনসাদেবীং বর্ণয়তি । মনসা কশ্যপাত্মজেতি শঙ্করস্য প্রিয়শিষ্যভূতে-ত্যর্থঃ। শঙ্করেণোপদেশো মনসাদেব্যৈ দত্ত ইত্যর্থঃ। অতএব মহাজ্ঞানবিশারদা ॥৭১—৭৬॥
কৃষ্ণাংশস্য জরৎকারুমুনেঃ পত্নীত্যর্থঃ। ইয়ং কথা পূর্ব্বমুক্তা সর্পসত্রপ্রসঙ্গে ॥ ৭৭ ॥

বলিয়া ভারতের সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়া থাকেন, সেই তুলসী দেবী মূলপ্রকৃতির প্রধান অংশ ॥ ৬৫—৭০ ॥

কশ্যপকন্যা 'মনসা'—যিনি শঙ্করের প্রিয়শিষ্যা ; সুতরাং শাস্ত্রজ্ঞানবিষয়ে মহাপণ্ডিতা, যিনি নাগেশ্বর অনন্তদেবের ভগিনী ও সমস্ত নাগগণ কর্ত্তৃক সৎকৃতা, যিনি স্বয়ং সুন্দরী, নাগেশ্বরী, নাগজননী ও নাগগণের বাহিনী, যিনি সতত নাগেন্দ্রগণে পরিবেষ্টিত, নাগভূষণে বিভূষিত নাগেন্দ্রগণ কর্ত্তৃক বন্দিত ও নাগশয্যায় শয়ান হইয়া থাকেন, যিনি সিদ্ধযোগিনী, বিষ্ণুস্বরূপিণী বিষ্ণুভক্তা ও বিষ্ণুপূজায় তৎপরা, যিনি তপঃস্বরূপা ও তপস্যার ফলপ্রদা হইয়াও স্বয়ং তপস্বিনী, যিনি দেবমানের তিন লক্ষ বৎসর পর্য্যন্ত শ্রীহরির আরাধনা করিয়া ভারতে তপস্বী ও তপস্বিনীমধ্যে প্রাধান্যের বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন, যিনি সমুদায় মন্ত্রের অধিদেবী, যাঁহার শরীর ব্রহ্মতেজে জাজ্বল্যমান হইতেছে, যিনি স্বয়ং ব্রহ্মরূপিণী হইয়াও আবার ব্রহ্মের ভাবনা করিতেছেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের অংশসম্ভূত

প্রধানাংশস্বরূপা যা দেবসেনা চ নারদ।
মাতৃকাসু পূজ্যতমা সা ষষ্ঠী চ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৭৮ ॥
পুত্রপৌত্রাদিদাত্রী চ ধাত্রী ত্রিজগতাং সতী।
ষষ্ঠাংশরূপা প্রকৃতেস্তেন ষষ্ঠী প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৭৯ ॥
স্থানে শিশূনাং পরমা বৃদ্ধরূপা চ যোগিনী।
পূজাদ্বাদশমাসেষু যস্যা বিশ্বেষু সন্ততম্ ॥ ৮০ ॥
পূজা চ সূতিকাগারে পুরা ষষ্ঠদিনে শিশোঃ।
একবিংশতিমে চৈব পূজাকল্যাণহেতুকী ॥ ৮১ ॥
মুনিভির্নমিতা চৈষা নিত্যকামাপ্যতঃপরা।
মাতৃকা চ দয়ারূপা শশ্বদ্রক্ষণকারিণী ॥ ৮২ ॥
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে শিশূনাং সদ্মগোচরে।
প্রধানাংশস্বরূপা চ দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা ॥ ৮৩ ॥

প্রধানাংশসম্ভূতাং দেবসেনাং বর্ণয়তি প্রধানাংশেতি ॥ ৭৮ ॥

ষষ্ঠীনাম্নো হেতুমাহ ষষ্ঠাংশরূপা প্রকৃতেরিতি। দেবসেনেতি ষষ্ঠীতি চ নামদ্বয়মস্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥

বৃদ্ধরূপা নতু তরুণী। পূজাদ্বাদশমাসেষিতি। প্রসূতিকালমারভ্য দ্বাদশমাসপর্য্যন্তং প্রতিমাসমিত্যর্থঃ ॥ ৮০ ॥

অত্রাশক্তং প্রত্যাহ ষষ্ঠদিনে শিশোরিতি। তত্রাপ্যসম্ভবে আহ একবিংশতিমে ইতি॥৮১-৮২॥

সদ্মগোচরে গৃহস্থানে প্রধানাংশভূতাং মঙ্গলচণ্ডিকাং বর্ণয়তি প্রধানাংশেতি ॥ ৮৩ ॥

জরৎকারু ঋষির পতিব্রতা পত্নী, যিনি মুনিশ্রেষ্ঠ আস্তিক মুনির মাতা, তিনিও মূল প্রকৃতির অংশ ॥ ৭১—৭৭ ॥

বৎস নারদ! যাঁহার নাম দেবসেনা, তিনিই ষষ্ঠী। ষষ্ঠীদেবী—যিনি গৌর্য্যাদি ষোড়শ মাতৃকা মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মাতৃকা, যে পতিব্রতা ত্রিজগতের পুত্রপৌত্রাদি দাত্রী ও সকলের ধাত্রী, যিনি মূলপ্রকৃতির ষষ্ঠাংশস্বরূপা বলিয়া ষষ্ঠী নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন, যিনি বৃদ্ধ ভাবে যোগিনীবেশে সমুদায় শিশুদিগের নিকট বিদ্যমান থাকেন, বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসে যাঁহার পূজা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে, শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে ষষ্ঠদিনে সূতিকাগৃহে যাঁহার পূজা হইয়া থাকে, আবার বিংশতি দিবস অতীত হইলে একবিংশ দিবসে যাঁহার শুভকরী পূজা বিধান করিতে হয়, মুনিগণ অবনতমস্তকে যাঁহাকে প্রণাম এবং প্রতিনিয়ত যাঁহার দর্শন কামনা করেন, যিনি জননীর ন্যায় স্নেহার্দ্র হৃদয়ে সর্ব্বদা বালকগণকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেই ষষ্ঠীদেবী মূলপ্রকৃতির ষষ্ঠাংশ ॥ ৭৮—৮২ ॥

দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা—যিনি জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ও শিশুগণের গৃহে গৃহে মঙ্গলবিধান করিয়া পরিভ্রমণ করেন, যিনি প্রকৃতিদেবীর মুখমণ্ডল হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন ও সর্ব্বদা

প্রকৃতের্মুখসম্ভূতা সর্ব্বমঙ্গলদা সদা।
সৃষ্টৌ মঙ্গলরূপা চ সংহারে কোপরূপিণী ॥ ৮৪ ॥
তেন মঙ্গলচণ্ডী সা পণ্ডিতৈঃ পরিকীর্ত্তিতা।
প্রতিমঙ্গলবারেষু প্রতিবিশ্বেষু পূজিতা ॥ ৮৫ ॥
পুত্রপৌত্রধনৈশ্বর্য্যযশোমঙ্গলদায়িনী।
পরিতুষ্টা সর্ব্ববাঞ্ছাপ্রদাত্রী সর্ব্বযোষিতাম্ ॥ ৮৬ ॥
রুষ্টা ক্ষণেন সংহর্ত্তুং শক্তা বিশ্বং মহেশ্বরী।
প্রধানাংশস্বরূপা সা কালী কমললোচনা ॥ ৮৭ ॥
দুর্গাললাটসম্ভূতা রণে শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।
দুর্গার্দ্ধাংশস্বরূপা সা গুণেন তেজসা সমা ॥ ৮৮ ॥
কোটিসূর্য্যসমাজুষ্টপুষ্টজ্যোজ্জ্বলবিগ্রহা।
প্রধানা সর্ব্বশক্তীনাং বলাবলবতী পরা ॥ ৮৯ ॥

প্রকৃতের্মুখসম্ভূতেতি। প্রকৃতের্ব্যাপিকায়া মুখস্যাসম্ভবেঽপি প্রকৃতেঃ পূর্ণাবতারভূতায়া দুর্গায়া মুখং গ্রাহ্যম্। মঙ্গলচণ্ডীতি নাম নিরুক্তিমাহ সৃষ্টাবিতি। চণ্ডীকোপ ইত্যস্য চণ্ডীতি রূপম্। সৃষ্টিসময়ে মঙ্গলরূপত্বাদতিশান্তরূপত্বাৎ সংহারকালে কোপনত্বাৎ মঙ্গলচণ্ডীতি নাম মঙ্গলা চাসৌ চণ্ডী চ মঙ্গলচণ্ডী ॥ ৮৪—৮৬ ॥

প্রধানাংশসম্ভূতাং কালীং বর্ণয়তি কালীতি ॥ ৮৭ ॥

দুর্গাললাটেতি। যথা ব্রহ্মণো ললাটাদ্রুদ্র উৎপন্নস্তথা দুর্গাললাটাৎ প্রধানমূলপ্রকৃত্যংশভূতা কালী উৎপন্নেত্যর্থঃ। দুর্গার্দ্ধাংশেতি। দুর্গায়াঃ পূর্ণাবতারত্বাত্তস্যা অর্দ্ধাংশত্বোক্তৌ মূলপ্রকৃত্যা অপি অর্দ্ধাংশত্বমুক্তমিতি বোধ্যম্। দুর্গায়া গুণেন তেজসা চেত্যন্বয়ঃ ॥ ৮৮—৮৯ ॥

সকলের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলবিধান করিতেছেন, সৃষ্টিকালে মঙ্গলময়ী এবং সংহারসময়ে প্রচণ্ড রোষরূপিণী মূর্ত্তি ধারণ করেন বলিয়া পণ্ডিতগণ যাঁহাকে মঙ্গলচণ্ডী নাম প্রদান করিয়াছেন, প্রতিবিশ্বে প্রতিমঙ্গলবারে যাঁহার পূজা হইয়া থাকে, যিনি পরিতুষ্ট হইয়া যোষিৎগণকে পুত্র, পৌত্র, ধন, ঐশ্বর্য্য, যশ ও সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল এবং সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন, সেই মঙ্গলচণ্ডীও মূলপ্রকৃতির অংশ ॥ ৮৩—৮৬ ॥

কমললোচনা মহেশ্বরী কালী—যিনি রুষ্ট হইলে ক্ষণকালের মধ্যে সমস্ত বিশ্ব সংহার করিতে সমর্থ হন, যিনি সমরে শুম্ভ ও নিশুম্ভ দৈত্যকে নিপাত করিবার নিমিত্ত মূলপ্রকৃতি দুর্গার ললাটদেশ হইতে আবির্ভূত হইয়াছেন, যিনি দুর্গার অর্দ্ধাংশস্বরূপা এবং তাঁহার সদৃশ গুণবতী ও তেজস্বিনী, যাঁহার শরীরকান্তি সন্দর্শন করিলে বোধ হয় যেন এককালে কোটি সূর্য্য সমুদিত হইয়াছে, যিনি সমুদায় শক্তিমধ্যে প্রধানা এবং সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক বলবতী, যিনি সমুদায় লোকের সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধি প্রদান করেন, যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা ও যোগস্বরূপা, যিনি

সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা দেবী পরমা যোগরূপিণী।
কৃষ্ণভক্তা কৃষ্ণতুল্যা তেজসা বিক্রমৈর্গুণৈঃ ॥ ৯০ ॥
কৃষ্ণভাবনয়া শশ্বৎ কৃষ্ণবর্ণা সনাতনী।
সংহর্ত্তুং সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডং শক্তা নিশ্বাসমাত্রতঃ ॥ ৯১ ॥
রণং দৈত্যৈঃ সমং তস্যাঃ ক্রীড়য়া লোকশিক্ষয়া।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাংশ্চ দাতুং শক্তা চ পূজিতা ॥ ৯২ ॥
ব্রহ্মাদিভিঃ স্তূয়মানা মুনিভির্মনুভির্নরৈঃ।
প্রধানাংশস্বরূপা সা প্রকৃতেশ্চ বসুন্ধরা ॥ ৯৩ ॥
আধাররূপা সর্ব্বেষাং সর্ব্বশস্যা প্রকীর্ত্তিতা।
রত্নাকরা রত্নগর্ভা সর্ব্বরত্নাকরাশ্রয়া ॥ ৯৪ ॥
প্রজাভিশ্চ প্রজেশৈশ্চ পূজিতা বন্দিতা সদা।
সর্ব্বোপজীব্যরূপা চ সর্ব্বসম্পদ্বিধায়িনী।
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং নিরাধারং চরাচরম্ ॥ ৯৫ ॥

পরমা যোগরূপিণীত্যত্র পরমা সিদ্ধযোগিনীত্যপি পাঠঃ ॥ ৯০—৯১ ॥
ননু নিশ্বাসমাত্রেণ যদি ব্রহ্মাণ্ডসংহর্ত্রী তদা পামরৈর্দৈত্যৈঃ সহ কিমর্থং যুদ্ধং কৃতবতীতি চেত্তত্রাহ রণমিতি। লোকশিক্ষয়েত্যত্র লোকরঞ্জয়েত্যপি পাঠঃ। লোকরঞ্জনার্থং যুদ্ধং দৈত্যৈঃ সমং কৃতবতীত্যর্থঃ ॥ ৯২ ॥
প্রধানাংশস্বরূপাং বসুন্ধরাং বর্ণয়তি বসুন্ধরেতি ॥ ৯৩ ॥
সর্ব্বশস্যপ্রসূতিকেত্যপি পাঠঃ ॥ ৯৪—৯৫ ॥

নিরতিশয় কৃষ্ণভক্ত এবং তেজে গুণে ও বিক্রমে কৃষ্ণের সদৃশ, (নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় যাঁহার শরীর কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে,) যে সনাতনী এক নিশ্বাসে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিধ্বংস করিতে পারেন, যিনি কেবল ক্রীড়া ও লোকশিক্ষার নিমিত্ত দৈত্যগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যিনি পূজায় পরিতুষ্ট হইলে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল প্রদান করিতে পারেন, সেই কালীও প্রকৃতির অংশ ॥ ৮৭—৯২ ॥

বসুন্ধরা দেবী, যাঁহাকে ব্রহ্মাদিদেবগণ, সমস্ত মুনিমণ্ডল, চতুর্দ্দশ মনু ও সমস্ত মনুষ্যলোক স্তব করে, যিনি সকলের আধারস্বরূপা এবং সর্ব্বপ্রকার শস্যে পরিপূর্ণা, যিনি রত্নাকরা রত্নগর্ভা এবং সর্ব্বপ্রকার শ্রেষ্ঠতম বস্তুর প্রসূতি ও আশ্রয়স্থান, প্রজামণ্ডল ও রাজমণ্ডল নিয়ত যাঁহার পূজা ও স্তুতিবাদ করিয়া থাকেন, যিনি জীবমাত্রেরই উপজীব্য এবং সকলের সর্ব্বপ্রকার সম্পদদাত্রী, যিনি ব্যতীত স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎ নিরাধার হইয়া উঠে, সেই বসুন্ধরাও মূলপ্রকৃতির অংশ ॥ ৯৩—৯৫ ॥

প্রকৃতেশ্চ কলা যা যাস্তা নিবোধ মুনীশ্বর।।
যস্য যস্য চ যা পত্নী তৎ সর্ব্বং বর্ণয়ামি তে ॥ ৯৬ ॥
স্বাহা দেবী বহ্নিপত্নী প্রতিবিশ্বেষু পূজিতা।
যয়া বিনা হবির্দানং ন গ্রহীতুং সুরাঃ ক্ষমাঃ ॥ ৯৭ ॥
দক্ষিণা যজ্ঞপত্নী চ দীক্ষা সর্ব্বত্র পূজিতা।
যয়া বিনা হি বিশ্বেষু সর্ব্বকর্ম্ম হি নিষ্ফলম্ ॥ ৯৮ ॥
স্বধা পিতৃণাং পত্নী চ মুনিভির্মনুভির্নরৈঃ।
পূজিতা পিতৃদানং হি নিষ্ফলঞ্চ যয়া বিনা ॥ ৯৯ ॥
স্বস্তি দেবী বায়ুপত্নী প্রতিবিশ্বেষু পূজিতা।
আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ নিষ্ফলঞ্চ যয়া বিনা ॥ ১০০ ॥
পুষ্টির্গণপতেঃ পত্নী পূজিতা জগতীতলে।
যয়া বিনা পরিক্ষীণাঃ পুমাংসো যোষিতোঽপি চ ॥ ১০১ ॥
অনন্তপত্নী তুষ্টিশ্চ পূজিতা বন্দিতা ভবেৎ।
যয়া বিনা ন সন্তুষ্টাঃ সর্ব্বলোকাশ্চ সর্ব্বতঃ ॥ ১০২ ॥

অথ প্রকৃতে কলাবতারানাহ কলা যা যা ইতি ॥ ৯৬—৯৭ ॥

দীয়তে বিমলং জ্ঞানং ক্ষীয়তে কর্ম্মবাসনা। তেন দীক্ষেতি সা প্রোক্তেত্যুক্তলক্ষণা দীক্ষা-পদবাচ্যা সা যজ্ঞস্য পত্নীত্যর্থঃ। দক্ষিণা যজ্ঞপত্নীতি শ্রুতের্দক্ষিণা দীক্ষা চ যজ্ঞপত্নীত্যর্থঃ। যজ্ঞপুরুষো মূর্ত্তিমান্ দক্ষিণা চ মূর্ত্তিমতীতি বোধ্যম্। এবমেব সর্ব্বত্র ॥ ৯৮—১০০ ॥

আদানং প্রতিগ্রহঃ প্রদানং দ্রব্যস্য দানং উভে অপি স্বস্তীত্যুক্তে সফলে ভবত ইত্যর্থঃ ॥ ১০১—১০৫ ॥

বৎস নারদ! যাহারা প্রকৃতির কলা হইতে উৎপন্ন, এবং যিনি যাঁহার পত্নী, সম্প্রতি একাদিক্রমে তৎ সমস্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। ৯৬॥ দেবী স্বাহা, অগ্নির পত্নী। সমস্ত বিশ্বেই উঁহাকে পূজা করে। উঁনি ভিন্ন দেবগণ কখনই আহুতি গ্রহণ করিতে সমর্থ হন না॥ ৯৭॥ দক্ষিণা ও দীক্ষা ইহাঁরা উভয়েই যজ্ঞপত্নী। উহাঁরা সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়া থাকেন। এমন কি দক্ষিণাভিন্ন কোন কার্য্যই সফল হইতে পারে না॥ ৯৮॥ দেবী স্বধা পিতৃগণের পত্নী। কি মুনিগণ, কি মনুগণ, কি মানবগণ, সকলেই স্বধা দেবীকে পূজা করিয়া থাকে। স্বধা মন্ত্র ভিন্ন পিতৃগণকে যাহা কিছু দান করা যায়, তৎসমস্তই নিষ্ফল॥ ৯৯॥ দেবী স্বস্তি বায়ুদেবের পত্নী, ইনি সমস্ত বিশ্বেই সমাদৃত হইয়া থাকেন। স্বস্তি দেবী ভিন্ন কি আদান, কি প্রদান, কোন কার্য্যই ফলদায়ক হইতে পারে না॥ ১০০॥ গণপতির পত্নীর নাম পুষ্টি। জগতে সকলেই পুষ্টি দেবীকে পূজা করিয়া থাকে। জগতে পুষ্টিভিন্ন কি স্ত্রী, কি পুরুষ সকলেই সাতিশয় ক্ষীণ হইয়া থাকে॥ ১০১॥ তুষ্টি

ঈশানপত্নী সম্পত্তিঃ পূজিতা চ সুরৈর্নরৈঃ।
সর্ব্বে লোকা দরিদ্রাশ্চ বিশ্বেষু চ যয়া বিনা ॥ ১০৩ ॥
ধৃতিঃ কপিলপত্নী চ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বত্র পূজিতা।
সর্ব্বে লোকা অধৈর্য্যাশ্চ জগৎসু চ যয়া বিনা ॥ ১০৪ ॥
সত্যপত্নী সতী মুক্তৈঃ পূজিতা জগতীপ্রিয়া।
যয়া বিনা ভবেল্লোকো বন্ধুতারহিতঃ সদা ॥ ১০৫ ॥
মোহপত্নী দয়া সাধ্বী পূজিতা চ জগৎপ্রিয়া।
সর্ব্বে লোকাশ্চ সর্ব্বত্র নিষ্ফলাশ্চ যয়া বিনা ॥ ১০৬ ॥
পুণ্যপত্নী প্রতিষ্ঠা সা পূজিতা পুণ্যদা সদা।
যয়া বিনা জগৎসর্ব্বং জীবন্মৃতসমং মুনে ! ॥ ১০৭ ॥
সুকর্ম্মপত্নী সংসিদ্ধা কীর্ত্তির্ধন্যৈশ্চ পূজিতা।
যয়া বিনা জগৎসর্ব্বং যশোহীনং মৃতং যথা ॥ ১০৮ ॥

যত্র সত্যশক্তির্নাস্তি তত্রাবিশ্বাসান্মনুষ্যঃ স্নেহং ন করোতীতি বন্ধুতারহিতো ভবতীতি যুক্তমেব। মোহপত্নীতি। যত্র মোহোঽস্তি তত্র দয়ায়াঃ সত্ত্বাদ্দয়ামোহপত্নী ॥ ১০৬—১০৭ ॥
জীবন্মৃতসমং প্রতিষ্ঠাভাবে জীবতোঽপি মৃতপ্রায়ত্বাৎ ॥ ১০৮ ॥

অনন্তদেবের পত্নী। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তিনি সৎকৃত ও বন্দিত হইয়া থাকেন। যাঁহার অসদ্ভাবে পৃথিবীর কোন স্থানেই কোন লোক সুখী হইতে পারে না ॥ ১০২ ॥ সম্পত্তি দেব ঈশানের পত্নী। কি সুরগণ, কি নরগণ সকলেই উঁহাকে সমান সমাদর করিয়া থাকে॥ উনি না থাকিলে জগতের সকলেই দারিদ্র্যদোষে নিতান্ত নিপীড়িত হইত ॥ ১০৩ ॥ দেবী ধৃতি কপিল দেবের সহধর্ম্মিণী। জগতের সকল স্থানেই সকলেই ইহাঁকে সমান সমাদর করিয়া থাকেন। এমন কি ইনি না থাকিলে জগতের সকল লোকই একান্ত অধৈর্য্য হইয়া উঠিত ॥ ১০৪ ॥ দেবী সতী সত্যদেবের পত্নী, ইনি জগৎপ্রিয়। মুক্তগণ সর্ব্বদাই ইহাঁকে পূজা করিয়া থাকে। সত্যপ্রিয়া সতী বিদ্যমান না থাকিলে একেবারে সমুদায় জগৎ বন্ধুত্বাধনে বঞ্চিত হইত ॥ ১০৫ ॥ পতিপরায়ণা জগৎপ্রিয়া দয়া, মোহদেবের পত্নী। সকলেই ইহাঁকে সমাদর করিয়া থাকে। ইনি না থাকিলে পৃথিবীর সমুদায় লোক সকল বিষয়েই হতাশ হইয়া পড়িত ॥ ১০৬ ॥ দেবী প্রতিষ্ঠা পুণ্যদেবের পত্নী। লোকে ইহাঁকে যেমন যত্নকরে ইনি লোকদিগকে সেইরূপ পুণ্য প্রদান করিয়া থাকেন। এমন কি, ইনি ভিন্ন পৃথিবীর সমুদায় লোককেই জীবন্মৃতের ন্যায় অবস্থান করিতে হইত ॥ ১০৭ ॥ দেবী কীর্ত্তি সুকর্ম্মের পত্নী। ইনি স্বয়ং সিদ্ধা এবং কৃতার্থলোক সকল ইহাঁকে পরম সমাদর করেন। ইতি না থাকিলে জগতের সমুদায় লোক মৃতবৎ যশোহীন

ক্রিয়া তূদ্যোগপত্নী চ পূজিতা সর্ব্বসম্মতা।
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং বিধিহীনং চ নারদ ! ॥ ১০৯ ॥
অধর্ম্মপত্নী মিথ্যা সা সর্ব্বধূর্ত্তৈশ্চ পূজিতা।
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বমুচ্ছিন্নং বিধিনির্ম্মিতম্ ॥ ১১০ ॥
সত্যে অদর্শনা যা চ ত্রেতায়াং সূক্ষ্মরূপিণী।
অর্দ্ধাবয়বরূপা চ দ্বাপরে চৈব সংবৃতা ॥ ১১১ ॥
কলৌ মহাপ্রগল্‌ভা চ সর্ব্বত্র ব্যাপিকা বলাৎ।
কপটেন সমং ভ্রাত্রা ভ্রমতে চ গৃহে গৃহে ॥ ১১২ ॥
শান্তির্লজ্জা চ ভার্য্যে দ্বে সুশীলস্য চ পূজিতে।
যাভ্যাং বিনা জগৎসর্ব্বমুন্মত্তমিব নারদ ! ॥ ১১৩ ॥
জ্ঞানস্য তিস্রো ভার্য্যাশ্চ বুদ্ধির্ম্মেধা ধৃতিস্তথা।
যাভির্ব্বিনা জগৎ সর্ব্বং মূঢ়ং মত্তসমং সদা ॥ ১১৪ ॥

উদ্যোগো যত্নঃ ॥ ১০৯ ॥
বিধিহীনং ক্রিয়াভাবে তৎস্বরূপবিধেরপ্যভাবঃ ॥ ১১০ ॥
বিধিনির্ম্মিতম্ ঈশ্বরনির্ম্মিতং সর্ব্বজগদ্ধূর্ত্তসমুদায়রূপমুচ্ছিন্নং ভবতি। মিথ্যাভাষণাভাবে ধূর্ত্তত্বস্যাভাবান্মিথ্যা বক্তাহি ধূর্ত্তঃ। যুগভেদেনাস্যাঃ স্থিতিমাহ সত্য ইতি ॥ ১১১—১১২ ॥
ইয়ং মিথ্যা কপটেন ভ্রাত্রা সহিতা প্রতিগৃহং ভ্রমতীত্যর্থঃ ॥ ১১৩—১১৪ ॥

হইয়া থাকিত ॥ ১০৮ ॥ ক্রিয়া উদ্যোগের পত্নী। ইহাঁকে সকলেই সম্মান ও মহা সমাদর করিয়া থাকে। মুনিবর নারদ! জগতে উদ্যোগপত্নী ক্রিয়া বিদ্যমান না থাকিলে মানবগণ একেবারেই বিধিহীন হইয়া পড়িত ॥ ১০৯ ॥ মিথ্যা অধর্ম্মের পত্নী। এই জগতে যাবতীয় ধূর্ত্ত বিদ্যমান আছে, সকলেই উহাকে সাতিশয় সমাদর করিয়া থাকে। মিথ্যার সদ্ভাব না থাকিলে বিধাতৃবিহিত সমুদায় ধূর্ত্ত জগৎ উৎসন্নে যাইত ॥ ১১০ ॥ সত্যযুগে ইনি কখনও কাহারও নেত্রপথে নিপতিত হন নাই। ত্রেতা হইতেই ইহাঁর সূক্ষ্মতম শরীরের সঞ্চার হইয়াছে। যখন দ্বাপর যুগ উপস্থিত, তখন ইহাঁর অবয়ব, প্রায় অর্দ্ধপুষ্ট। তাহার পর যখন কলি প্রবৃত্ত। তখন ইহাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল সর্ব্বাবয়বে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। তৎকালে ইহাঁর মত প্রগল্‌ভা ও ব্যাপিকা আর দ্বিতীয়া নাই। সে সময় ইনি স্বীয় ভ্রাতা কাপট্যকে সমভিব্যাহারে লইয়া লোকের গৃহে গৃহে পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন ॥ ১১১—১১২ ॥ শান্তি ও লজ্জা ইহাঁরা উভয়েই সুশীলের ভার্য্যা। ইহাঁরা দুই জনে বিদ্যমান না থাকিলে জগতের সমস্ত লোক একেবারে মূঢ় ও উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিত ॥ ১১৩ ॥ বুদ্ধি, মেধা ও ধৃতি ইহাঁরা তিনজন জ্ঞানের ভার্য্যা, ইহাঁরা না থাকিলে জগতের সমস্ত লোক একেবারে মূঢ় ও উন্মত্ত হইয়া উঠিত ॥ ১১৪ ॥ মূর্ত্তি ধর্ম্মদেবের পত্নী।

মূর্ত্তিশ্চ ধর্ম্মপত্নী সা কান্তিরূপা মনোহরা।
পরমাত্মা চ বিশ্বৌঘো নিরাধারো যয়া বিনা ॥ ১১৫ ॥
সর্ব্বত্র শোভারূপা চ লক্ষ্মীর্মূর্ত্তিমতী সতী।
শ্রীরূপা মূর্ত্তিরূপা চ মান্যা ধন্যাতিপূজিতা ॥ ১১৬ ॥
কালাগ্নীরুদ্রপত্নী চ নিদ্রা সা সিদ্ধযোগিনী।
সর্ব্বে লোকাঃ সমাচ্ছন্না যয়া যোগেন রাত্রিষু ॥ ১১৭ ॥
কালস্য তিস্রো ভার্য্যাশ্চ সন্ধ্যারাত্রিদিনানি চ।
যাভির্ব্বিনা বিধাত্রা চ সংখ্যাং কর্ত্তুং ন শক্যতে ॥ ১১৮ ॥
ক্ষুৎপিপাসে লোভভার্য্যে ধন্যে মান্যে চ পূজিতে।
যাভ্যাং ব্যাপ্তং জগৎ সর্ব্বং নিত্যং চিন্তাতুরং ভবেৎ ॥১১৯॥
প্রভা চ দাহিকা চৈব দ্বে ভার্য্যে তেজসস্তথা।
যাভ্যাং বিনা জগৎ স্রষ্টুং বিধাতুং চ নহীশ্বরঃ ॥ ১২০ ॥
কালকন্যে মৃত্যুজরে প্রজ্বারস্য প্রিয়াপ্রিয়ে।
যাভ্যাং জগৎসমুচ্ছিন্নং বিধাত্রা নির্ম্মিতং বিধৌ ॥ ১২১ ॥

ধর্ম্মপত্নীমূর্ত্তিঃ সা চ কান্তিরূপা শোভারূপেত্যর্থঃ ॥ ১১৫ ॥

শোভাং বিনা পরমাত্মাপি নিরাধারো নিরর্থকো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১১৬—১১৭ ॥

রাত্রিষু যোগেন সম্বন্ধেন সন্ধ্যারাত্রিবদ্দিনানামপি কালাধীনত্বাৎ। স্ত্রীসদৃশত্বাৎ স্ত্রীত্বম্ ॥ ১১৮—১১৯ ॥

চিন্তাতুরম্। ক্ষুৎপিপাসানাশকান্নজলচিন্তাতুরমিত্যর্থঃ ॥ ১২০ ॥

জরাবন্মৃত্যোরপি কালাদুৎপন্নত্বাৎ কন্যা সদৃশত্বাৎ কন্যাত্বম্। তে মৃত্যুজরে কালস্য কন্যে। প্রজ্বারস্য প্রকৃষ্টজ্বরস্য প্রিয়াপ্রিয়ে পত্ন্যৌ ভবতঃ প্রিয়াতোঽপি প্রিয়ে অতিশয়িত প্রিয়ে ইত্যর্থঃ। সমুচ্ছিন্নং নষ্টম্ ॥ ১২১ ॥

ইনি সকলের কান্তিরূপিণী ও অতীব মনোহারিণী। ইহাঁর অসদ্ভাবে পরমাত্মা আশ্রয় স্থান লাভ করিতে পারিতেন না; সুতরাং সমুদায় বিশ্ব নিরালম্ব হইয়া উঠিত। এই পতিব্রতা মূর্ত্তি শোভারূপা লক্ষ্মীরূপা এবং সর্ব্বত্র মান্যা, ধন্যা ও পূজিতা ॥ ১১৫—১১৬ ॥ সিদ্ধযোগিনী নিদ্রা কালাগ্নিস্বরূপ রুদ্রদেবের পত্নী। যাঁহার সহযোগে জীবগণ রাত্রিকালে সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে ॥ ১১৭ ॥ সন্ধ্যা রাত্রি ও দিবা এই তিনটি কালের ভার্য্যা। এমন কি ইহাঁরা না থাকিলে, বিধাতাও সংখ্যা গণনা করিতে সমর্থ হইতেন না ॥ ১১৮ ॥ ক্ষুধা ও পিপাসা উভয়েই লোভপত্নী। ইহাঁরা ধন্য মান্য ও জগৎপূজ্য। ইহাঁরা উভয়ে বিদ্যমান না থাকিলে জগতের সমুদায় জীব একেবারে চিন্তাসাগরে মগ্ন হইত ॥ ১১৯ ॥ প্রভা ও দাহিকা উভয়েই তেজের ভার্য্যা। ঐ উভয়ের অসদ্ভাবে জগদীশ্বর কখনই জগতের সৃষ্টি ও নিয়মিত ব্যবস্থা ব্যবস্থাপিত করিতে পারিতেন না ॥ ১২০ ॥ মৃত্যু ও জরা উভয়েই

নিদ্রাকন্যা চ তন্দ্রা সা প্রীতিরন্যা সুখপ্রিয়ে ॥ ১২২ ॥
যাভ্যাং ব্যাপ্তং জগৎ সর্ব্বং বিধিপুত্রবিধের্বিধৌ ।
বৈরাগ্যস্য চ যে ভার্য্যে শ্রদ্ধা ভক্তিশ্চ পূজিতে ।
যাভ্যাং শশ্বজ্জগৎ সর্ব্বং যজ্জীবন্মুক্তিমন্মুনে ! ॥ ১২৩ ॥
অদিতির্দ্দেবমাতা চ সুরভী চ গবাং প্রসূঃ ॥ ১২৪ ॥
দিতিশ্চ দৈত্যজননী কদ্রূশ্চ বিনতা দনুঃ ।
উপযুক্তাঃ সৃষ্টিবিধৌ এতাস্তু কীর্ত্তিতাঃ কলাঃ ॥ ১২৫ ॥
কলা অন্যাঃ সন্তি বহ্ব্যস্তাসু কাশ্চিন্নিবোধ মে ।
রোহিণী চন্দ্রপত্নী চ সংজ্ঞা সূর্য্যস্য কামিনী ॥ ১২৬ ॥
শতরূপা মনোর্ভার্য্যা শচীন্দ্রস্য চ গেহিনী ।
তারা বৃহস্পতের্ভার্য্যা বশিষ্ঠস্যাপ্যরুন্ধতী ॥ ১২৭ ॥
অহল্যা গৌতমস্ত্রী সাপ্যনসূয়াত্রিকামিনী ।
দেবহূতী কর্দ্দমস্য প্রসূতির্দ্দক্ষকামিনী ॥ ১২৮ ॥
পিতৃণাং মানসী কন্যা মেনকা সাম্বিকাপ্রসূঃ ।
লোপামুদ্রা তথা কুন্তী কুবেরকামিনী তথা ॥ ১২৯ ॥

নিদ্রাকন্যেতি। নিদ্রায়াঃ কন্যা একা তন্দ্রা অন্যা দ্বিতীয়া কন্যা প্রীতিঃ। উভে অপি সুখস্য পুরুষস্থানীয়স্য প্রিয়ে পত্ন্যৌ ভবতঃ ॥ ১২২—১২৪ ॥
উপযুক্তা ইতি। এতাঃ কলাঃ সৃষ্টাবুপযুক্তা ইত্যর্থঃ ॥ ১২৫—১২৮ ॥
অম্বিকাপ্রসূঃ পার্ব্বতীমাতা মেনকা ॥ ১২৯—১৩০ ॥

কালের কন্যা, কিন্তু জ্বরের প্রিয়তমা পত্নী। ইহাঁদিগের অসদ্ভাবে বিধাতৃবিহিত সমুদায় সৃষ্টি উৎসন্ন হইয়া যায় ॥ ১২১ ॥ দেবী তন্দ্রা ও প্রীতি উভয়ে নিদ্রার কন্যা। ইহাঁরা উভয়েই সুখের প্রিয়তমা ভার্য্যা। ইহাঁরা উভয়ে সমুদায় জগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন ॥১২২॥ মুনিবর! জগৎপূজ্য শ্রদ্ধা ও ভক্তি বৈরাগ্যের ভার্য্যা। ইহাঁরা উভয়ে বিদ্যমান আছেন বলিয়া বিশ্বের সমুদায় লোক জীবন্মুক্তের ন্যায় অবস্থান করিতে পারে ॥ ১২৩ ॥ তদ্ভিন্ন দেবমাতা অদিতি, গোজননী সুরভী, দৈত্যজননী দিতি, নাগমাতা কদ্রু, খগেন্দ্র জননী বিনতা এবং দানবমাতা দনু ইহাঁরা সকলেই সৃষ্টিকার্য্যের বিশেষ উপযোগিনী, কিন্তু সকলেই মূল প্রকৃতির কলা ॥ ১২৪—১২৫ ॥ এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সকল প্রকৃতির কলা বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কতকগুলির নাম নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। চন্দ্রের পত্নী রোহিণী, সূর্য্যভার্য্যা সংজ্ঞা, মনুপত্নী শতরূপা, ইন্দ্রপত্নী শচী, বৃহস্পতির ভার্য্যা তারা, বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতী, গৌতমপত্নী অহল্যা, অত্রিভার্য্যা অনসূয়া, কর্দ্দমকামিনী

বরুণানী প্রসিদ্ধা চ বলের্বিন্ধ্যাবলিস্তথা।
কান্তা চ দময়ন্তী চ যশোদা দেবকী তথা ॥ ১৩০ ॥
গান্ধারী দ্রৌপদী শৈব্যা সা চ সত্যবতী প্রিয়া।
বৃষভানুপ্রিয়া সাধ্বী রাধামাতা কুলোদ্বহা ॥ ১৩১ ॥
মন্দোদরী চ কৌশল্যা সুভদ্রা কৌরবী তথা।
রেবতী সত্যভামা চ কালিন্দী লক্ষ্মণা তথা ॥ ১৩২ ॥
জাম্ববতী নাগ্নজিতির্মিত্রবিন্দা তথাপরা।
লক্ষ্মণা রুক্মিণী সীতা স্বয়ং লক্ষ্মীঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১৩৩ ॥
কালী যোজনগন্ধা চ ব্যাসমাতা মহাসতী।
বাণপুত্রী তথোষা চ চিত্রলেখা চ তৎসখী ॥ ১৩৪ ॥
প্রভাবতী ভানুমতী তথা মায়াবতী সতী।
রেণুকা চ ভৃগোর্মাতা রামমাতা চ রোহিণী ॥ ১৩৫ ॥
একনন্দা চ দুর্গা সা শ্রীকৃষ্ণভগিনী সতী।
বহ্ব্যঃ সন্ত্যঃ কলাশ্চৈব প্রকৃতেরেব ভারতে।
যা যাশ্চ গ্রামদেব্যঃ স্যুস্তাঃ সর্ব্বাঃ প্রকৃতেঃ কলাঃ ॥ ১৩৬ ॥
✓ কলাংশাংশসমুদ্ভূতাঃ প্রতিবিশ্বেষু যোষিতঃ।
যোষিতামবমানেন প্রকৃতেশ্চ পরাভবঃ ॥ ১৩৭ ॥

বৃষভানোঃ পত্নীরাধায়া মাতা ॥ ১৩১—১৩৪ ॥

ভৃগোঃ পরশুরামস্য। রামো বলরামস্তস্য মাতা ॥ ১৩৫ ॥

কৃষ্ণভগিনী দুর্গা বিন্ধ্যবাসিনীত্যর্থঃ। একনন্দা চ সৈব একনন্দা চ কাচিদন্যা বা। এবমন্যা অপি কলাঃ সন্তীত্যাহ বহ্ব্য ইতি ॥ ১৩৬ ॥

এবং কলাবতারদেবতাস্বরূপমুক্ত্বা কলাংশাংশাবতারদেবতাস্বরূপমাহ প্রতিবিশ্বেষু যোষিত ইতি। প্রতিলোকেষু যাঃ স্ত্রিয়ঃ সন্তি তা ইত্যর্থঃ ॥ ১৩৭ ॥

দেবহূতী, দক্ষভার্য্যা প্রসূতি, পিতৃগণের মানসী কন্যা এবং অম্বিকার জননী মেনকা, লোপামুদ্রা, কুন্তী, কুবেরপত্নী, বরুণপত্নী, বলিরাজার পত্নী বিন্ধ্যাবলি, দময়ন্তী, যশোদা, দেবকী ॥ ১২৬—১৩০ ॥ গান্ধারী, দ্রৌপদী, শৈব্যা, সত্যবতী, বৃষভানুপত্নী কুলীনা রাধাজননী, মন্দোদরী, কৌশল্যা, কৌরবী, সুভদ্রা, রেবতী, সত্যভামা, কালিন্দী, লক্ষণা, জাম্ববতী, নাগ্নজিতি, মিত্রবিন্দা, লক্ষণা, রুক্মিণী, স্বয়ংলক্ষ্মী সীতা, কালী, যোজনগন্ধা, পতিব্রতা ব্যাসজননী, বাণপুত্রী ঊষা, তাহার সখী চিত্রলেখা, প্রভাবতী, ভানুমতী, সতী মায়াবতী, পরশুরামের জননী রেণুকা, বলরামজননী রোহিণী, একনন্দা এবং শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সতী দুর্গা প্রভৃতি অন্যান্য বহুতর কামিনীরা প্রকৃতির অংশরূপা ॥ ১৩১—১৩৬ ॥

ব্রাহ্মণী পূজিতা যেন পতিপুত্রবতী সতী।
প্রকৃতিঃ পূজিতা তেন বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ ॥ ১৩৮ ॥
কুমারী চাষ্টবর্ষা যা বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ।
পূজিতা যেন বিপ্রস্য প্রকৃতিস্তেন পূজিতা ॥ ১৩৯ ॥
সর্ব্বাঃ প্রকৃতিসম্ভূতা উত্তমাধমমধ্যমাঃ ॥ ১৪০ ॥
সত্ত্বাংশাশ্চোত্তমা জ্ঞেয়াঃ সুশীলাশ্চ পতিব্রতাঃ।
মধ্যমা রজসশ্চাংশাস্তাশ্চ ভোগ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৪১ ॥
সুখসম্ভোগবশ্যাশ্চ স্বকার্য্যতৎপরাঃ সদা।
অধমাস্তমসশ্চাংশা অজ্ঞাতকুলসম্ভবাঃ ॥ ১৪২ ॥
দুর্ম্মুখাঃ কুলহা ধূর্ত্তাঃ স্বতন্ত্রাঃ কলহপ্রিয়াঃ।
পৃথিব্যাং কুলটা যাশ্চ স্বর্গে চাপ্সরসাং গণাঃ।
প্রকৃতেস্তমসশ্চাংশাঃ পুংশ্চল্যঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৪৩ ॥

যস্মাৎ সর্ব্বা অপি স্ত্রিয়ঃ প্রকৃত্যংশভূতাস্তস্মাত্তাসামবমানে প্রকৃতেরেবাবমান ইত্যাহ যোষিতামবমানে ইতি। পরাভবোঽবমানঃ। তাসাং পূজনে প্রকৃতেঃ পূজা ভবতীত্যাহ ব্রাহ্মণীতি ॥ ১৩৮—১৪০ ॥

সত্ত্বাংশানাং লক্ষণং পতিব্রতা ইতি। রজোংশানাং লক্ষণং ভোগ্যা ইতি। বিষয়াসক্তা ইত্যর্থঃ ॥ ১৪১ ॥

তাঃ পুরুষানবশ্যাঃ স্যুঃ। কিন্তু ভোগেনৈবেত্যাহ সুখসম্ভোগেতি। অজ্ঞাতকুলসম্ভবাস্তাশ্চাধমা ইত্যর্থঃ ॥ ১৪২—১৪৪ ॥

এতদ্ভিন্ন গ্রাম্যদেবীরাও প্রকৃতির অংশ। আর প্রতিবিশ্বে যাবতীয় মহিলা বিদ্যমান আছেন, তাঁহারা সকলেই প্রকৃতির অংশ হইতে সম্ভূত হইয়াছেন। অতএব যোষাগণের অবমাননা করিলে প্রকৃতির অবমাননা করা হয় ॥ ১৩৭ ॥ পতিপুত্রবতী পতিব্রতা ব্রাহ্মণীকে বস্ত্র, অলঙ্কার ও চন্দনাদি দ্বারা পূজা করিলে প্রকৃতিকে পূজা করা হয়। এমন কি বস্ত্রালঙ্কার ও চন্দনাদি দ্বারা অষ্টবর্ষীয় ব্রাহ্মণকুমারীকে পূজা করিলেও প্রকৃতিদেবী পূজিত হইয়া থাকেন। উত্তম, মধ্যম ও অধম সমস্তই প্রকৃতিসম্ভূত ॥ ১৩৮—১৪০ ॥ যে সকল রমণীরা সত্ত্বগুণের অংশ হইতে উৎপন্ন, তাহারাই উত্তম সুশীল ও পতিব্রতা, যাহারা রজোগুণের অংশ হইতে উৎপন্ন, তাহারা মধ্যমা এবং ভোগবিষয়ে একান্ত অনুরক্ত হইয়া স্বকার্য্যসাধনে তৎপর হইয়া থাকে। আর যাহারা তমোগুণসম্ভূত, তাহারাই অজ্ঞাত কুলশীল অধম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। তাহাদিগের মত দুর্ম্মুখ, কুলনাশক ধূর্ত্ত, স্বাধীনতাপ্রিয় ও কলহনিপুণা আর দ্বিতীয় দেখিতে পাওয়া যায় না। তাদৃশ কামিনীরা মর্ত্ত্যলোকে কুলটা এবং স্বর্লোকে অপ্সরানামবাচ্য হইয়া থাকে। পুংশ্চলীরা প্রকৃতির অংশ বটে; কিন্তু তাহারা তমোগুণাত্মক ॥ ১৪১—১৪৩ ॥

এবং নিগদিতং সর্ব্বং প্রকৃতেরূপবর্ণনম্ ॥ ১৪৪ ॥
তাঃ সর্ব্বাঃ পূজিতাঃ পৃথ্ব্যাং পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে।
পূজিতা সুরথেনাদৌ দুর্গা দুর্গার্তিনাশিনী ॥ ১৪৫ ॥
ততঃ শ্রীরামচন্দ্রেণ রাবণস্য বধার্থিনা।
তৎপশ্চাজ্জগতাং মাতা ত্রিষু লোকেষু পূজিতা ॥ ১৪৬ ॥
জাতাদৌ দক্ষকন্যা যা নিহত্য দৈত্যদানবান্।
ততো দেহং পরিত্যজ্য যজ্ঞে ভর্ত্তুশ্চ নিন্দয়া ॥ ১৪৭ ॥
জজ্ঞে হিমবতঃ পত্ন্যাং লেভে পশুপতিং পতিম্।
গণেশশ্চ স্বয়ং কৃষ্ণঃ স্কন্দো বিষ্ণুকলোদ্ভবঃ ॥ ১৪৮ ॥
বভূবতুস্তৌ তনয়ৌ পশ্চাত্তস্যাশ্চ নারদ!।
লক্ষ্মীর্মঙ্গলভূপেন প্রথমং পরিপূজিতা।
ত্রিষু লোকেষু তৎপশ্চাদ্দেবতামুনিমানবৈঃ ॥ ১৪৯ ॥

এবং ত্রৈবিধ্যেঽপি পূজার্হা এবতাঃ। সর্ব্বা ইতি। ফলতারতম্যন্তু সাত্ত্বিক্যাদিপূজায়ামস্ত্যেব। অধুনা পঞ্চপ্রকৃতীনাং সর্ব্বৈঃ পূজ্যত্বমাহ পূজিতেতি। পৃথ্ব্যাং সুরথেনাদৌ পূজিতা তেন দেবাদিভির্দেবলোকে নিরন্তরং কৃতায়াং পূজায়ামপি ন দোষঃ। সুরথো নাম রাজা ॥ ১৪৫—১৪৬ ॥

দুর্গৈব দক্ষকন্যারূপেণোৎপন্নেত্যাহ জাতাদাবিতি ॥ ১৪৭ ॥

স্বয়ং কৃষ্ণ ইতি। শ্রীকৃষ্ণ এব পূর্ণাবতারঃ পার্ব্বত্যাঃ পুত্রো গণেশরূপেণ জাতঃ। স্কন্দস্তু বিষ্ণুকলোদ্ভবঃ। বিষ্ণ্বংশজন্যো ন তু পূর্ণাবতারঃ ॥ ১৪৮ ॥

মঙ্গলভূপেন মঙ্গলাভিধরাজ্ঞা ॥ ১৪৯ ॥

এইত প্রকৃতির স্বরূপ বর্ণন করিলাম, অতএব পুণ্যক্ষেত্র ভারতভূমিতে সমুদায় প্রকৃতি দেবীকে পূজা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। পূর্ব্বে সুরথরাজা দুর্গতিনাশিনী মূলপ্রকৃতি দুর্গার পূজা করিয়াছিলেন ॥১৪৪—১৪৫॥ তাহার পর রামচন্দ্র রাবণবধাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহার পূজা করেন। তৎপরে ত্রিলোকমধ্যে তাঁহার পূজা প্রচারিত হইয়াছে ॥ ১৪৬ ॥ উনিই প্রথমে দক্ষকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন, উনিই দৈত্যকুল ও দানবকুল সংহার করিয়াছিলেন। উনিই দক্ষযজ্ঞকালে পতিনিন্দা শ্রবণে স্বীয় দেহ বিসর্জ্জন দিয়া পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১৪৭ ॥ উনিই হিমালয়পত্নী মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরায় পশুপতিকে পতিলাভ করিয়াছিলেন। তাহার পর কার্ত্তিক ও গণেশনামে পার্ব্বতীর যে পুত্রদ্বয় সম্ভূত হয়, তন্মধ্যে কার্ত্তিক নারায়ণের অংশ এবং গণপতি স্বয়ং রাধাপতি শ্রীকৃষ্ণ ॥ ১৪৮ ॥ দেবর্ষে! ঐ দুই পুত্রের পর দুর্গা হইতে যে লক্ষ্মী দেবীর উৎপত্তি হয়, মঙ্গলরাজ প্রথমতঃ তাঁহার পূজা করেন, তৎপরে ত্রিলোকমধ্যে কি দেবতা, কি মনুষ্য, সকলেই তাঁহার

সাবিত্রী চাশ্বপতিনা প্রথমং পরিপূজিতা ।
তৎপশ্চাত্ত্রিষু লোকেষু দেবতামুনিপুঙ্গবৈঃ ॥ ১৫০ ॥
আদৌ সরস্বতী দেবী ব্রহ্মণা পরিপূজিতা ।
তৎপশ্চাত্ত্রিষু লোকেষু দেবতামুনিপুঙ্গবৈঃ ॥ ১৫১ ॥
প্রথমং পূজিতা রাধা গোলোকে রাসমণ্ডলে ।
পৌর্ণমাস্যাং কার্ত্তিকস্য কৃষ্ণেন পরমাত্মনা ॥ ১৫২ ॥
গোপিকাভিশ্চ গোপৈশ্চ বালিকাভিশ্চ বালকৈঃ ।
গবাঙ্গণৈঃ সুরভ্যা চ তৎপশ্চাদাজ্ঞয়া হরেঃ ॥ ১৫৩ ॥
তদা ব্রহ্মাদিভির্দেবৈর্মুনিভিঃ পরয়া মুদা ।
পুষ্পধূপাদিভির্ভক্ত্যা পূজিতা বন্দিতা সদা ॥ ১৫৪ ॥
পৃথিব্যাং প্রথমং দেবী সুযজ্ঞেনৈব পূজিতা ।
শঙ্করেণোপদিষ্টেন পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ॥ ১৫৫ ॥
ত্রিষু লোকেষু তৎপশ্চাদাজ্ঞয়া পরমাত্মনঃ ।
পুষ্পধূপাদিভির্ভক্ত্যা পূজিতা মুনিভিঃ সদা ॥ ১৫৬ ॥

অশ্বপতিনা রাজ্ঞা । কচিৎ সাবিত্রী চ সরস্বত্যা ইত্যপি পাঠঃ ॥ ১৫০—১৫৪ ॥
প্রথমং দেবীতি । ভূতলে প্রথমং রাধাদেবী সুযজ্ঞেন রাজ্ঞা পূজিতেত্যর্থঃ ॥ ১৫৫ ॥
উপদিষ্টেন বিধিনেতি শেষঃ ॥ ১৫৬—১৫৮ ॥

পূজা করিয়া থাকেন ॥ ১৪৯ ॥ প্রথমতঃ রাজা অশ্বপতি সাবিত্রী দেবীর পূজা করেন, তাহার পর ত্রিভুবনে কি দেবগণ, কি মুনিগণ, সকলেই তাঁহার অর্চ্চনা করিতেছেন ॥ ১৫০ ॥ দেবী সরস্বতী সমুৎপন্ন হইলে সর্ব্বাগ্রে ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার পূজা করেন, তাহার পর কি শ্রেষ্ঠতম মুনিগণ, কি দেবগণ, সকলেই তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন ॥ ১৫১ ॥ কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী রজনীতে পরমাত্মরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধামে রাসমণ্ডলে দেবী রাধার অর্চ্চনা করেন। তাহার পর কৃষ্ণের অনুমতিক্রমে সমস্ত গোপ, সমস্ত গোপিকা, সমস্ত বালক বালিকা, গোজননী সুরভী ও অন্যান্য ধেনুগণ তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এমন কি, সেই অবধি ব্রহ্মাদি দেবগণ ও মুনিগণপর্য্যন্ত একান্ত ভক্তিসহকারে ধূপ দীপাদি বিবিধ উপহারে পরমানন্দে শ্রীরাধার পূজায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন ॥ ১৫২—১৫৪ ॥ তাহার পর ভগবান্ শঙ্করের উপদেশানুসারে এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতে প্রথমতঃ রাজা সুযজ্ঞই তাঁহার পূজা করেন। তাহার পর পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের আদেশানুসারে লোকত্রয়ের সর্ব্বত্রই তাঁহার পূজা প্রচারিত হইয়াছে। মুনিগণ ভক্তিযোগে পুষ্প ধূপাদি বিবিধ উপহারে

কলা যা যাঃ সমুদ্ভূতাঃ পূজিতাস্তাশ্চ ভারতে ॥ ১৫৭ ॥
পূজিতা গ্রামদেব্যশ্চ গ্রামে চ নগরে বনে ।
এবং তে কথিতং সর্ব্বং প্রকৃতেশ্চরিতং শুভম্ ॥ ১৫৮ ॥
যথাগমং লক্ষণঞ্চ কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ১৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে প্রকৃতিবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

যস্মাদেবং তস্মাদেতা দেবতা নিয়মেন পূজ্যা ইতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ১৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে নবমস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

সর্ব্বদা দেবী রাধার পূজা করিয়া থাকেন ॥ ১৫৫—১৫৬ ॥ বৎস নারদ! এতদ্ভিন্ন প্রকৃতির অংশ হইতে যে সকল দেবী সমুৎপন্ন হইয়াছেন, ভারতে সে সমস্তই পূজিত হইয়া থাকেন। এমন কি, গ্রামে গ্রাম্যদেবী, বনে বনদেবী এবং নগরে নগরদেবীগণের পূজা হইয়া থাকে। বৎস নারদ! এই আমি তোমার নিকট শাস্ত্রানুসারে সমস্ত প্রকৃতিদেবীর শুভ চরিত কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, ব্যক্ত কর ॥ ১৫৭—১৫৯ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের নবমস্কন্ধে প্রকৃতি বর্ণন নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

সমাসেন শ্রুতং সর্ব্বং দেবীনাং চরিতং প্রভো!।
বিবোধনায় বোধস্য ব্যাসেন বক্তুমর্হসি ॥ ১ ॥
সৃষ্টেরাদ্যা সৃষ্টিবিধৌ কথমাবির্ব্বভূব হ।
কথং বা পঞ্চধা ভূতা বদ বেদবিদাম্বর!॥ ২ ॥
ভূতা যা যাংশকলয়া যয়া ত্রিগুণয়া ভবে।
ব্যাসেন তাসাং চরিতং শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্ ॥ ৩ ॥
তাসাং জন্মানুকথনং পূজাধ্যানবিধিং বুধ!।
স্তোত্রং কবচমৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং বর্ণয় মঙ্গলম্ ॥ ৪ ॥

অষ্টাশীতিমহাপদ্যৈঃ পঞ্চপ্রকৃতিসম্ভবঃ।
প্রোচ্যতে বিস্তরেণৈব তত্তদ্‌রূপাক সম্ভবঃ ॥

পূর্ব্বতে নারদায় সর্ব্বোঽপি নবমস্কন্ধোক্তোঽর্থঃ সঙ্ক্ষেপেণ ভূতবাক্যৈর্ভগবতাবর্ণিত-স্তমর্থং সামান্যরূপেণ জ্ঞাতং বিশেষাকারেণ জ্ঞাতুং পুনর্নারদঃ পৃচ্ছতি। নারদ উবাচ সমা-সেনেতি সমাসেন সঙ্ক্ষেপেণ বোধস্য সামান্যাকারেণ বোধবিষয়স্য পূর্ব্বোক্তার্থস্য বিবোধনায় ব্যাসেন বিস্তারেণ ॥ ১ ॥

বিশেষার্থবিষয়ং প্রশ্নং স্বয়মেব করোতি সৃষ্টেরিতি। সৃষ্টের্দ্বৈতপ্রপঞ্চস্য কার্য্যভূত-স্যাদ্যাকারণরূপা মূলপ্রকৃতির্মায়াশক্তিপরানন্দশব্দবাচ্যা সৃষ্টিবিধৌ সৃষ্টিক্রিয়ায়াং প্রথমতঃ কথমাবির্ব্বভূবোৎপন্না। পশ্চাচ্চ কথং পঞ্চধা ভূতা পঞ্চপ্রকারেণ দুর্গাদিরূপেণ ভিন্না কথং বা জাতা তদ্বদেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

কিঞ্চ ভূতেতি। ভবে সংসারে তয়া ত্রিগুণয়া প্রকৃতেরংশকলয়া যা ভূতা সম্ভূতা শক্তি-র্গঙ্গাতুলস্যাদিরূপিণী তাসাং চরিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

কিঞ্চ তাসামিতি। তাসাং তুলস্যাদীনাম্ ॥ ৪ ॥

দেবর্ষি নারদ নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রভো! আপনি সংক্ষেপে পঞ্চ প্রকৃতিদেবীর চরিত বিষয় যাহা কীর্ত্তন করিলেন, শুনিলাম। আপনি বেদবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য, অতএব জিজ্ঞাসা করি, এই জগৎপ্রপঞ্চের প্রথমেই মূলপ্রকৃতি আদ্যাশক্তির সৃষ্টি হইল কেন? কিরূপেই বা তিনি ত্রিগুণরূপিণী হইয়া পাঁচভাগে বিভক্ত হইলেন? আনুপূর্ব্বিক সমস্ত শ্রবণ করিবার বাসনা করি। অতএব সম্প্রতি আপনি তাঁহাদিগের মঙ্গলদায়ক জন্মবৃত্তান্ত, পূজাপ্রকরণ, ধ্যানবিধি, স্তোত্র, কবচ, মহিমা ও প্রভাব-বিষয় সমস্ত বিস্তারিতরূপে কীর্ত্তন করুন ॥ ১—৪ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

নিত্য আত্মা নভো নিত্যং কালো নিত্যো দিশো যথা।
বিশ্বানাং গোলকং নিত্যং নিত্যো গোলোক এব চ ॥ ৫ ॥
তদেকদেশো বৈকুণ্ঠো নম্রভাগানুসারকঃ।
তথৈব প্রকৃতির্নিত্যা ব্রহ্মলীলা সনাতনী ॥ ৬ ॥
যথাগ্নৌ দাহিকা চন্দ্রে পদ্মে শোভা প্রভা রবৌ।
শশ্বদ্যুক্তা ন ভিন্না সা তথা প্রকৃতিরাত্মনি ॥ ৭ ॥

নারায়ণঃ প্রথমং প্রকৃতেঃ স্বরূপমাহ নারায়ণ উবাচ নিত্যেতি। নিত্য আত্মা যথা তথা প্রকৃতির্নিত্যেত্যর্থঃ। আত্মাত্রচিদাভাসো জীবঃ। অস্ত মোক্ষপর্য্যন্তমবস্থানান্নিত্যত্বম্। ন ত্বত্রাত্মশব্দেন পরমাত্মা তস্য গ্রহণে তস্মিন্ পরমাত্মনি ত্রিকালাবাধ্যস্বরূপনিত্যত্বস্য সূত্মে-ত্তদেব নিত্যত্বং মায়ায়াং বোধিতং ভবেৎ তচ্চ মায়ায়াং ন সম্ভবতি। অসত্ত্বমরজস্কমতমস্ক-মমায়মিতি তাপনীয়শ্রুত্যা মোক্ষদশায়াং মায়ায়া নাশাভ্যুপগমাৎ তস্মাজ্জীব এবাত্মশব্দেন গ্রাহ্যঃ। তদগ্রহণে তস্য মোক্ষপর্য্যন্তমবস্থানাম্মায়া যাশ্চ মোক্ষপর্য্যন্তমবস্থানাদুভয়োঃ সমানযোগক্ষেমং নিত্যত্বং সিধ্যতীতি নভঃ কালদিশাদীনামপি প্রাকৃতপ্রলয়পর্য্যন্তমব-স্থানান্নিত্যত্বমাপেক্ষিকমেব বোদ্ধব্যম্। বিশ্বানাং ভূরাদিলোকানাং গোলকং ব্রহ্মাণ্ড-মিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

তদেকদেশ ইতি। তদেকদেশো গোলোকৈকদেশঃ। নম্রভাগানুসারকো গোলোকাৎ নম্রদেশে স্থিতো বৈকুণ্ঠ ইত্যর্থঃ। পরমার্থতো নিত্যস্তু পরমাত্মৈব। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেত্যাদি শ্রুতেঃ ॥ ৬ ॥

নমু সা প্রকৃতিঃ সাঙ্খ্যশাস্ত্রোক্তপ্রধানবদাত্মনো ভিন্না স্বতন্ত্রা বাস্তি কিং তত্রাহ যথাগ্নৌ দাহিকেতি। যথা বহ্নৌ দাহিকাশক্তিঃ শশ্বন্নিরন্তরং যুক্তা সংযুক্তৈব বহ্নিনা ন ভিন্না বহ্নেঃ কদাপি। যথা বা চন্দ্রে পদ্মে চ শোভা নিত্যং সমবেতৈব ন ভিন্না। যথা বা রবৌ প্রভা তদভিন্নৈব ন ভিন্না কদাচিদপি। তথৈবেয়ং শক্তিঃ পরমাত্মনি তদভেদেনৈব তিষ্ঠতি। শক্তেঃ শক্তব্যতিরেকেণাদর্শনাৎ। তথাচ শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিঃ। পরাস্য শক্তির্বিবি-ধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চেতি। তন্ত্রেষ্বপি শক্তিশ্চ শক্তিমদ্রূপাদ্ব্যতিরেকং ন বাঞ্ছতি। তাদাত্ম্যমনয়োর্নিত্যং বহ্নিদাহিকয়োরিবেতি। তস্মান্ন ভিন্না জড়া স্বতন্ত্রা। কিন্তু চেতনাধিষ্ঠিতা। চেতনেব ভবতীতি ভাবঃ। তদুক্তম্। চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তিশ্চেতনেব বিভাতি সেতি সূতসংহিতায়াম্॥ ৭ ॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে! আত্মা, নভোমণ্ডল, কাল, দশদিক্, বিশ্বগোলক, গোলোক এবং তদপেক্ষা নিম্নভাগস্থিত বৈকুণ্ঠধাম যেমন নিত্যপদার্থ, পরমব্রহ্মের মায়া-রূপিণী মূলপ্রকৃতিও সেইরূপ নিত্যপদার্থ ॥৫—৬॥ অগ্নি ও দাহিকাশক্তি, চন্দ্র ও রমণীয়তা পদ্ম ও শোভা, রবি ও প্রভা যেমন অভিন্নভাবে নিয়ত পরস্পর পরস্পরে সংসক্ত রহিয়াছে, আত্মা ও প্রকৃতিও সেইরূপ অভিন্নভাবে পরস্পর পরস্পরে মিলিত রহিয়াছে ॥ ৭ ॥ যেমন

বিনা স্বর্ণং স্বর্ণকারঃ কুণ্ডলং কর্ত্তুমক্ষমঃ।
বিনা মৃদা ঘটং কর্ত্তুং কুলালোহি নহীশ্বরঃ॥ ৮॥
নহি ক্ষমস্তথাত্মা চ সৃষ্টিং স্রষ্টুং ত্বয়া বিনা।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা সা যয়া চ শক্তিমান্ সদা॥ ৯॥
ঐশ্বর্য্যবচনঃ শশ্চ ক্তিঃ পরাক্রম এব চ।
তৎস্বরূপা তয়োর্দ্দাত্রী সা শক্তিঃ পরিকীর্ত্তিতা॥ ১০॥
জ্ঞানং সমৃদ্ধিঃ সম্পত্তির্যশশ্চৈব বলং ভগঃ।
তেন শক্তির্ভগবতী ভগরূপা চ সা সদা॥ ১১॥
যয়া যুক্তঃ সদাত্মা চ ভগবাংস্তেন কথ্যতে।
স চ স্বেচ্ছাময়োদেবঃ সাকারশ্চ নিরাকৃতিঃ॥ ১২॥

নমু সা শক্তির্যদি পরমাত্মনো ন ভিন্না কিন্তু তদভিন্না তদা পরমাত্মৈব জগৎ করোতু কিমর্থং শক্তিস্তদেতি চেত্তদাহ বিনা স্বর্ণমিতি॥ ৮॥

নহি ক্ষম ইতি। শক্তিরহিতস্ত নির্গুণস্ত নির্ব্বিকারস্ত নিরবয়বস্তাত্মনো ন জগৎকর্ত্তৃত্বমুপপদ্যতে। তস্মাৎ সর্ব্বজননকর্ত্রীসাপেক্ষিতৈবেতি ভাবঃ॥ ৯॥

শক্তিশব্দস্ত নির্ব্বচনমাহ ঐশ্বর্য্যেতি। শশব্দো মঙ্গলবাচকত্বাদৈশ্বর্য্যবচনঃ। ক্তিশব্দস্ত পৃষোদরাদিত্বাদৃকারলোপে ক্তিশব্দঃ পরাক্রমবাচকঃ। শযুক্তাক্তির্যস্তামিতি ব্যুৎপত্ত্যা শক্তিশব্দঃ প্রকৃতিবাচকঃ। পৃষোদরাদিত্বাদ্যুক্তপদলোপঃ। তৎফলিতমাহ তৎস্বরূপেতি॥ ১০॥

ভগবতীপদব্যুৎপত্তিমাহ জ্ঞানমিতি। জ্ঞানাদিবলান্তানাং পদার্থানাং বাচকো ভগশব্দঃ তেন কারণেন শক্তির্ভগবতীপদেনোচ্যত ইত্যর্থঃ। ভগানি সন্ত্যস্যামিতি ব্যুৎপত্তেঃ। নমু ভগানি পরাশক্তের্ভিন্নানি কস্মাদাগতানি তত্রাহ ভগরূপা চ সেতি। ভগান্যপি তস্যা এব বিকারা ইত্যর্থঃ॥ ১১॥

নমু তর্হি পরমাত্মা কথং ভগবচ্ছব্দেনোচ্যতে ইতি চেত্তাদৃশভগবতীশক্তিযোগাদেবেত্যাহ যয়া যুক্ত ইতি। তস্যা গুণা এব পরমাত্মনো গুণা ভবন্তি পরস্পরাধ্যাসাদিত্যর্থঃ। ইত্থং পরাশক্তিং বর্ণয়িত্বা তদবচ্ছিন্নং চৈতন্যরূপং পরমাত্মানং বর্ণয়তি স চ স্বেচ্ছাময় ইতি। প্রকৃতেরিচ্ছৈবৈতস্যেচ্ছা ন ভিন্নেতি। প্রকৃতীচ্ছয়ৈব স্বেচ্ছাময় ইত্যুচ্যতে। অয়ঞ্চ পরমাত্মা নিরাকারঃ সাকারশ্চ ভবতীত্যর্থঃ॥ ১২॥

স্বর্ণকার স্বর্ণ ব্যতীত কুণ্ডল এবং কুম্ভকার মৃত্তিকা ভিন্ন ঘট সম্পাদন করিতে সক্ষম নহে॥ ৮॥ তদ্রূপ আত্মা সর্ব্বশক্তিস্বরূপা প্রকৃতি ভিন্ন কোন কার্য্যই নিষ্পন্ন করিতে সক্ষম নহেন। ফলতঃ আত্মা, প্রকৃতি সাহায্যেই সর্ব্বশক্তিমান্॥ ৯॥ 'শ' ঐশ্বর্য্যবাচক এবং 'ক্তি' পরাক্রমবাচক, সুতরাং ঐশ্বর্য্য ও পরাক্রমস্বরূপা এবং ঐ উভয়ের দাত্রী বলিয়া মূলপ্রকৃতি শক্তি নামে অভিহিত হইয়াছেন॥ ১০॥ ভগ শব্দ জ্ঞান, সমৃদ্ধি, সম্পত্তি, যশ ও বল বাচক, সুতরাং মূলপ্রকৃতির ঐ সকল জ্ঞানাদি শক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে বলিয়া উঁহাকে ভগবতীও বলিয়া থাকে॥ ১১॥ আত্মা সতত শক্তিরূপা ভগবতীর সহিত সম্মিলিত রহিয়াছেন বলিয়া ভগবান্ নামে অভিহিত হইয়াছেন। ভগবান্ স্বয়ং স্বেচ্ছাময়

তেজোরূপং নিরাকারং ধ্যায়ন্তে যোগিনঃ সদা।
বদন্তি চ পরং ব্রহ্ম পরমানন্দমীশ্বরম্ ॥ ১৩ ॥
অদৃশ্যং সর্ব্বদ্রষ্টারং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বকারণম্।
সর্ব্বদং সর্ব্বরূপং তং বৈষ্ণবাস্তন্ন মন্বতে ॥ ১৪ ॥
বদন্তি চৈব তে কস্ত তেজস্তেজস্বিনা বিনা।
তেজোমণ্ডলমধ্যস্থং ব্রহ্ম তেজস্বিনং পরম্ ॥ ১৫ ॥
স্বেচ্ছাময়ং সর্ব্বরূপং সর্ব্বকারণকারণম্।
অতীবসুন্দরং রূপং বিভ্রতং সুমনোহরম্ ॥ ১৬ ॥
কিশোরবয়সং শান্তং সর্ব্বকান্তং পরাৎপরম্।
নবীননীরদাভাসধামৈকং শ্যামবিগ্রহম্ ॥ ১৭ ॥
শরন্মধ্যাহ্নপদ্মৌঘশোভামোচনলোচনম্।
মুক্তাছবিবিনিন্দ্যৈকদন্তপংক্তিমনোরমম্ ॥ ১৮ ॥

নিরাকারস্বরূপং বর্ণয়তি তেজোরূপমিতি। চিদ্রূপং স্বপ্রকাশং তেজোরূপমিত্যর্থঃ। ইদমেব পরং ব্রহ্মেতি বদন্তি ॥ ১৩ ॥

ইত্থং নিরাকারং পরমাত্মরূপং যোগিনো জ্ঞানিনো বেদান্তাশ্চ যদ্যপি বদন্তি তথাপি তদ্রূপং বৈষ্ণবাঃ স্থূলমূর্ত্ত্যভিমানিনো ন মন্বতে ইত্যরুচিপূর্ব্বকমাহ বৈষ্ণবাস্তন্ন মন্বত ইতি ॥ ১৪ ॥

তে কিং বদন্তি তত্রাহ বদন্তীতি। ভবদ্ভির্যত্তেজঃ স্বীক্রিয়তে তত্তেজস্তেজস্বিনা বিনা কস্য সম্ভবেৎ ন কস্যাপি। নহি চন্দ্রিকাপ্রভাদীনি চন্দ্রসূর্য্যাদ্যাশ্রয়রহিতানি কচিদুপলভ্যন্তে ততোঽন্যথানুপপত্ত্যা কাচন নিত্যা সাবয়বা মূর্ত্তিঃ স্বীকর্ত্তব্যেতি তে বদন্তীত্যর্থঃ; কীদৃশী মূর্ত্তিঃ স্বীকর্ত্তব্যেতি তাং দর্শয়তি তেজোমণ্ডলেতি ॥ ১৫—১৬ ॥

কিশোরো বালঃ ॥ ১৭ ॥

শোভায়া মোচনে নাশনে লোচনে যস্য। মুক্তাছবির্বিনিন্দ্যা যয়া এতাদৃশী বা একা বিরলা মধ্যে ব্যবধানরহিতা দন্তপঙ্‌ক্তিস্তয়া মনোরমম্ ॥ ১৮—২২ ॥

দেব; এই নিমিত্ত উনি কখন সাকার, কখনবা নিরাকার ॥ ১২ ॥ যোগিগণ নিয়ত ঐ নিরাকার ভগবানের তেজোমূর্ত্তি ভাবনা এবং তাঁহাকেই পরমানন্দরূপী পরব্রহ্ম পরমেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥ যদিও (তিনি অদৃশ্য, সর্ব্বদ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকারণ, সর্ব্বদাতা ও সর্ব্বরূপী); কিন্তু বৈষ্ণবগণ তাহা স্বীকার করেন না ॥ ১৪ ॥ তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, তেজস্বিভিন্ন কিরূপে তেজের উৎপত্তি হইবে? সুতরাং যিনি জ্যোতির্ম্মণ্ডলের মধ্যভাগে বিরাজমান রহিয়াছেন, তিনিই পরব্রহ্ম, তিনিই তেজস্বী পুরুষ, তিনিই পরাৎপর ॥ ১৫ ॥ তিনিই স্বেচ্ছাময়, তিনিই সর্ব্বরূপী এবং তিনিই সমস্ত কারণের কারণ, তাঁহার রূপ অতি মনোহর ॥ ১৬ ॥ তিনি বয়সে কিশোর, তাঁহার মূর্ত্তি অতি শান্ত ও সকলের কমনীয়। তিনি পরাৎপর, তাঁহার শ্যামাঙ্গ নবজলধরের ন্যায় আভাসমান ॥ ১৭ ॥

ময়ূরপিচ্ছচূড়ঞ্চ মালতীমাল্যমণ্ডিতম্ ॥
সুনাসং সস্মিতং কান্তং ভক্তানুগ্রহকারণম্ ॥ ১৯ ॥
জ্বলদগ্নিবিশুদ্ধৈকপীতাংশুকসুশোভিতম্ ॥
দ্বিভুজং মুরলীহস্তং রত্নভূষণভূষিতম্ ॥ ২০ ॥
সর্ব্বাধারঞ্চ সর্ব্বেশং সর্ব্বশক্তিযুতং বিভুম্ ।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদং সর্ব্বং স্বতন্ত্রং সর্ব্বমঙ্গলম্ ॥ ২১ ॥
পরিপূর্ণতমং সিদ্ধং সিদ্ধেশং সিদ্ধিকারকম্ ।
ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ শশ্বদ্দেবদেবং সনাতনম্ ॥ ২২ ॥
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিশোকভীতিহরং পরম্ ।
ব্রহ্মণো বয়সা যস্য নিমেষ উপচর্য্যতে ॥ ২৩ ॥
স চাত্মা স পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ।
কৃষিস্তদ্ভক্তিবচনো নশ্চ তদ্দাস্যবাচকঃ ॥ ২৪ ॥

• নিমেষো নেত্রমীলনম্ ॥ ২৩ ॥ •

কৃষ্ণপদং নির্ব্বক্তি কৃষিস্তদ্ভক্তীতি । কৃষধাতোর্ভজনবাচকাত্তাবে ক্বিপ্‌প্রত্যয়ে কৃষ্ শব্দো নিষ্পন্নঃ সঃ তদ্ভক্তিবচনঃ কৃষ্ণভক্তিবাচক ইত্যর্থঃ । ণমধাতোরপি প্রহ্বত্ববাচকাত্তাবে ডপ্রত্যয়ে কৃষ্ণদাস্যবাচকো ন শব্দঃ । তথাচ কৃট্‌চ নঞ্চ কৃষ্ণে তে দাতৃত্বেন বর্ত্ততে যস্মিন্নিত্যর্থেঽর্শ আদ্যচ্ পৃষোদরাদিত্বাৎ ষকারশ্রবণম্ ॥ ২৪ ॥

তাঁহার নয়নযুগল মধ্যাহ্ন পঙ্কজ-নিচয়ের শোভাকে তিরস্কৃত করিয়াছে, তাঁহার দন্তপংক্তি দর্শনে মুক্তাপংক্তিও লজ্জিত হয় ॥ ১৮ ॥ তাঁহার চূড়ায় ময়ূরপুচ্ছ, গলদেশে মালতীমালা, নাসিকা অতি মনোহর, আস্যদেশে হাস্য সতত বিরাজমান। ভক্তজনের প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে তাঁহার তুল্য আর দ্বিতীয় নাই ॥ ১৯ ॥ পরিধান পীতাম্বর, যেন প্রজ্বলিত অনলের ন্যায় দ্যুতি ধারণ করিয়াছে, আজানুলম্বিত দুই হস্তে মুরলী বিরাজমান এবং সর্ব্বাঙ্গ রত্নময় ভূষণে বিভূষিত ॥ ২০ ॥ তিনি জগতের একমাত্র আধার, সকলের প্রভু ও সর্ব্বশক্তিমান্ বিভু। তিনি সকলকে সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য ও মঙ্গল প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি কাহারও অধীন নহেন ॥ ২১ ॥ তাঁহাতে অপূর্ণতার লেশ মাত্রও নাই। তিনি স্বয়ং সিদ্ধ পুরুষ ও সমস্ত সিদ্ধপুরুষের প্রধান, সকলকেই সিদ্ধি দান করিয়া থাকেন, বৈষ্ণবগণ নিরন্তর সেই সনাতন দেবদেব শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥ তাঁহার প্রসাদে লোকের জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, শোক ও ভয়ের লেশমাত্রও থাকে না। তাঁহার এক নিমেষ ব্রহ্মার বয়ঃপরিমাণ ॥ ২৩ ॥ সেই পরমাত্মা, সেই পরব্রহ্ম, কৃষ্ণনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। 'কৃষি' শব্দ শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিবাচক এবং 'ন' তাঁহার দাস্যবাচক ॥ ২৪ ॥ সুতরাং

ভক্তিদাস্যপ্রদাতা যঃ স চ কৃষ্ণঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
কৃষিশ্চ সর্ব্ববচনো নকারো বীজমেব চ ॥ ২৫ ॥
স কৃষ্ণঃ সর্ব্বস্রষ্টাদৌ সিসৃক্ষন্নেকএব চ।
সৃষ্ট্যুন্মুখস্তদংশেন কালেন প্রেরিতঃ প্রভুঃ ॥ ২৬ ॥

তৎফলিতমাহ ভক্তিদাস্যেতি। ব্যুৎপত্ত্যন্তরমাহ কৃষিশ্চেতি। কৃষ্যতে আকৃষ্যতে কারণাদুৎপত্তিকালে ইতি কৃট্ সর্ব্বং জগৎ। কর্ম্মণি কিপ্ বাহুলকাৎ। ণীঞ্ প্রাপণে ইত্যস্মাৎ ডপ্রত্যয়েন যতিকার্য্যাত্মতাং প্রাপয়তি স নো বীজং কারণমিত্যর্থঃ। কৃষঃ সর্ব্বকার্য্যপ্রপঞ্চস্য নঃ বীজমিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ফলিতমাহ। স কৃষ্ণ ইতি। স কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়ত ইতি শেষঃ। এতাবৎপর্য্যন্তং বৈষ্ণবং মতমুপপাদিতম্। তত্রাবৈষ্ণবাস্তন্ন মন্বত ইত্যনেন বোধিতয়া কৃট্যেবমর্ত্তাতিরস্কারো দর্শিতঃ। তত্র যুক্তিস্ত্বিত্থম্। ন হ্যস্মাভিশ্চন্দ্রসূর্য্যাতেজোবদ্‌ব্রহ্মতেজঃ স্বীক্রিয়তে যেন তদাশ্রয়স্যাকাঙ্ক্ষা স্যাৎ। কিন্তু শুদ্ধত্বাত্তেজঃ সদৃশং স্বয়ং প্রকাশং জ্ঞানরূপমেব তেজঃ পদেনোচ্যতে নহি তস্য সর্ব্বাধারস্যাধারাপেক্ষাস্তি। অনবস্থাপত্তেঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ স্বে মহিম্নীতি শ্রুত্যা চ নিরাধারস্যৈবাত্মনঃ প্রতিপাদনাৎ। কিঞ্চ যা মূর্ত্তিঃ সাবয়বা ভবদ্ভিঃ স্বীক্রিয়তে তস্যানিত্যত্বং ন স্যাৎ যদ্যৎ সাবয়বং তত্তন্নশ্বরমিতি ব্যাপ্তেঃ। কিঞ্চ যা ভবতামভিমতা মূর্ত্তি সা কিং পাঞ্চভৌতিকী বা তদ্রহিতা বা। যদি পাঞ্চভৌতিকী তদানিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ। যদি তদ্রহিতা তর্হি তস্যাদৃশ্যত্বাভাবঃ স্যাৎ। তথাচ তস্যাঃ সত্ত্বে প্রমাণাভাবঃ। ন চ বেদ এব কৃষ্ণমূর্ত্তের্ব্রহ্মত্বপ্রতিপাদকঃ প্রমাণমিতি চেন্ন। কৃষ্ণমূর্ত্ত্যন্তর্গতব্রহ্মরূপপ্রতিপাদকত্বেনাপি বেদবাক্যস্য বিষয়লাভেন চারিতার্থ্যাৎ। অতএব সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি সামানাধিকরণ্যপ্রতিপাদকশ্রুতিশ্চরিতার্থা। কিঞ্চ ভবদ্ভিঃ কৃষ্ণমূর্ত্তিপ্রতিপাদকা যা শ্রুতিরুচ্যতে সা কিমুপাসনাকাণ্ডস্থা বা জ্ঞানকাণ্ডস্থা। যদ্যুপাসনাকাণ্ডস্থা তর্হি সর্ব্বশ্রুতীনামুপক্রমোপসংহারাদিষড়্বিধতাৎপর্য্যলিঙ্গেনাদ্বৈতে ব্রহ্মণি সমন্বয়ান্নির্গুণব্রহ্মপ্রতিপাদকশ্রুতিভ্যো হ্যুপাসনাকাণ্ডস্থশ্রুতীনাং দুর্ব্বলত্বাত্তন্মূর্ত্ত্যন্তর্গতব্রহ্মবর্ণনপ্রতিপাদনেনাপি তাসাং শ্রুতীনাং সার্থক্যাচ্চ ন তদুক্তার্থে প্রামাণ্যম্। যদি জ্ঞানকাণ্ডস্থা তদপি ন সম্ভবতি নহি জ্ঞানকাণ্ডে ব্রহ্মরূপং নির্গুণং বিহায় কচিদপি সগুণং রূপং সাবয়বং পরিচ্ছিন্নং প্রতিপাদিতমস্তি। তস্মান্মূলপ্রকৃতের্হিরণ্যগর্ভোৎপত্তিদ্বারা পঞ্চমহাভূতসৃষ্ট্যুত্তরং পঞ্চমহাভূতাংশমাদায় হিরণ্যগর্ভরূপা ভগবতী নানারূপাণি ধারয়ামাসেত্যেব সর্ব্বশ্রুতিসিদ্ধান্তঃ। তদুক্তং নৃসিংহতাপনীয়েঽন্তিমে খণ্ডে। উপদ্রষ্টানুমন্তৈষ আত্মা সিংহশ্চিদ্রূপ এবাবিকারো হ্যুপলব্ধাসর্ব্বত্র নহ্যস্তি দ্বৈতসিদ্ধিরাত্মৈব সিদ্ধো দ্বিতীয়ো মায়য়া হ্যন্যদিব স বা এষ আত্মাপর এবৈষ সর্ব্বং তথাহি প্রাজ্ঞে সৈষা বিদ্যা জগৎসর্ব্বমাত্মাপরমাত্মৈব স্বপ্রকাশোঽপ্যবিষয়জ্ঞানত্বাজ্জ্ঞানন্নেব হ্যত্র ন বিজ্ঞানাত্যনুভূতের্মায়া চ তমোরূপানুভূতেরিত্যাদি। এবমেবৈষা মায়া স্বাব্যতিরিক্তানি ক্ষেত্রাণি দর্শয়িত্বা জীবেশাবাভাসেন করোতি মায়াচাবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতি সৈষা চিত্রা সুদৃঢ়া বহ্বঙ্কুরাগুণভিন্নাঙ্কুরেষপি গুণভিন্না সর্ব্বত্র ব্রহ্মবিষ্ণুশিবরূপিণী চৈতন্যদীপ্তা তস্মাদাত্মন এব ত্রৈবিধ্যং সর্ব্বত্র যোনিত্বমপ্যভিমন্তা জীবো নিয়ন্তেশ্বরঃ। সর্ব্বাহংমানী হিরণ্যগর্ভস্ত্রিরূপ ঈশ্বরবদ্ ব্যক্তচৈতন্যঃ সর্ব্বগো হ্যেষ ঈশ্বরঃ। ক্রিয়াজ্ঞানাত্মা সর্ব্বং সর্ব্বময়ং সর্ব্বে জীবাঃ সর্ব্বময়াঃ সর্ব্বাবস্থাসু তথাপ্যল্পাঃ স বা এষ ভূতানীন্দ্রিয়াণি বিরাজং দেবতাঃ কোশাংশ্চ সৃষ্ট্বা প্রবিশ্য-

---

যিনি ভক্তি ও দাস্যের প্রদাতা, তিনিই কৃষ্ণ। প্রকারান্তরে 'কৃষি' শব্দের অর্থ সকল এবং 'ন' শব্দের অর্থ বীজ ॥ ২৫ ॥ সুতরাং যিনি সকলের বীজ অর্থাৎ সকলের স্রষ্টা, তিনিই

স্বেচ্ছাময়ঃ স্বেচ্ছয়া চ দ্বিধারূপো বভূব হ।
স্ত্রীরূপো বামভাগাংশো দক্ষিণাংশঃ পুমান্ স্মৃতঃ ॥ ২৭ ॥

মূঢ়ো মূঢ় ইব ব্যাহরন্নাস্তে মায়য়ৈব তস্মাদীশ্বর এবাস্মেতি। নন্বু তর্হি প্রথমাধ্যায়ে স্বেচ্ছাময়-স্বেচ্ছয়া চ শ্রীকৃষ্ণস্য সিসৃক্ষয়া। সাবির্ব্বভূব সহসা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরীতি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণস্বেচ্ছয়েতি কথমুক্তম্। পরমাত্মন ইচ্ছয়েতি বক্তব্যমিতি চেচ্ছৃণু। কৃষ্ণশব্দোহি যোগরূঢ়া গোলোকবাসিদেবতায়াং রূঢ়ঃ। কেবলযোগার্থমাদায় তু পরমাত্মনি প্রযুক্তঃ। এবমেব সর্ব্বেঽপি শব্দা যোগরূঢ্যা তত্তদ্বিশেষপদার্থবাচকা অপি যোগার্থমাদায় সর্ব্বে ব্রহ্মবাচকা অপি ভবন্তীতি ন দোষঃ। নন্বু তর্হি সাম্যাবস্থমায়োপাধিকসর্ব্বকারণব্রহ্মণঃ কিং মুখ্যং যোগরূঢ়ং নামেতি চেদুচ্যতে। কেবলব্রহ্মণো নির্গুণব্রহ্মপ্রতিপাদকশ্রুতিষু সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যাদিবাক্যেষু প্রতিপাদিতানি সত্যং, জ্ঞানমিত্যাদীনি নামানি মুখ্যানি তদতিরিক্তনামানি শিববিষ্ণুব্রহ্মেত্যাদীনি যৌগিকানি তেষাং তত্তদ্গুণোপাধিচৈতন্যে রূঢ়ত্বেনৈকত্রক্৯প্তশক্ত্যানির্ব্বাহেঽত্র শক্তিকল্পনে প্রমাণাভাবাদ্গৌরবাচ্চ। তদ্গুণরূপোপাধিষু শিববিষ্ণ্বাদিনাম্নাং শক্তিস্তু মৈত্রায়ণীয়শ্রুতাবভিহিতা। যোঽথলু বা বাস্য সাত্ত্বিকোঽংশঃ স বিষ্ণুর্যোঽথলু বা বাস্য তামসোঽংশঃ স যোঽয়ং রুদ্র ইত্যাদিবাক্যৈঃ। কৃষ্ণাদিশব্দাস্তু রূঢ্যা বিষ্ণুতত্ত্বস্যৈব বাচকাঃ। তত্তদুপনিষৎসু তথৈব প্রতিপাদনাৎ। সগুণশবলকারণব্রহ্মণঃ সাম্যাবস্থমায়ান্তঃপ্রবিষ্টস্য তু মুখ্যাঃ শব্দা মায়াশক্তিপ্রকৃতিপরা ভগবতী দেবীত্যাদয়ঃ। যথা গজাদিশরীরে প্রবিষ্টস্য চৈতন্যস্য গজাদিসংজ্ঞা মুখ্যাস্তদ্বৎ। তদুক্তং শ্বেতাশ্বতরে। দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি। আত্মরূপাং শক্তিমিত্যর্থঃ। সূতসংহিতায়াং সৌরসংহিতায়াং কূর্ম্মপুরাণে চ। চিন্মাত্রাশ্রয়মায়ায়াঃ শক্ত্যাকারে দ্বিজোত্তমাঃ। অনুপ্রবিষ্টা যা সম্বিন্নির্ব্বিকল্পা স্বয়ং প্রভা। সা শিবা পরমা দেবী শিবা ভিন্না শিবঙ্করীতি। তস্মাৎ কারণব্রহ্মণোঽপি মায়াশক্ত্যাদিসংজ্ঞা এব মুখ্যাঃ ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিসংজ্ঞাস্তু গৌণাঃ। তত্তদ্গুণোপাধিষু তেষাং শক্তেঃ ক্৯প্তত্বেনান্যত্র শক্তিকল্পনে প্রমাণাভাবাদ্গৌরবাচ্চ। তস্মাৎকারণব্রহ্মোপাসকেন মায়াশক্তিপরা মূলপ্রকৃতিভগবতী দেবীত্যাদিমুখ্যশব্দৈরেব কারণং ব্রহ্মোপাস্যম্ নন্বু ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিশব্দৈরিত্যেব তত্ত্বম্। অতএব কারণব্রহ্মণঃ শক্তিতত্ত্বমিতি সংজ্ঞা শৈবসিদ্ধান্তে প্রসিদ্ধা শাক্তদর্শনে চেত্যলমপ্রসক্তানুপ্রসক্ত্যা। বস্তুতস্তু পূর্ব্বত্র পরমাত্মন ইচ্ছয়েত্যেব পূর্ব্ববচনার্থঃ। শ্রীকৃষ্ণস্যেত্যস্য সিসৃক্ষয়েত্যনেনান্বয় ইতি পূর্ব্বং ব্যাখ্যাতং তদা ন কোঽপি দোষঃ। ইত্থং বৈষ্ণবমতমরুচ্যা বিনিন্দ্যাধিষ্ঠাতৃদেবীনাং দেবানাঞ্চ সাকারমূর্ত্তীনাং নিরাকারব্রহ্মণো মায়াবিশিষ্টাদুৎপত্তিমাহ সর্ব্বস্রষ্টাদাবিতি। আদৌ প্রথমং সর্ব্বস্রষ্টা মায়াশবলঃ পরমেশ্বরোঽপঞ্চীকৃতভূতাত্মকহিরণ্যগর্ভোৎপত্তিদ্বারা পঞ্চমহাভূতাত্মকব্রহ্মাণ্ডোৎপত্ত্যনন্তরমিত্যর্থ্যাদবোধ্যম্। সিসৃক্ষন্ সৃষ্টানাং পদার্থানামধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ স্রষ্টুমিচ্ছন্ পরমাত্মনোঽংশ ইব তস্মিন্ বিদ্যমানেন কালেন প্রেরিতঃ সন্ ॥ ২৬ ॥

স্বেচ্ছাময়ো যতো ভবতি ততো হেতোঃ স্বেচ্ছয়া শক্ত্যার্দ্ধনারীশ্বররূপেণ দ্বিধা বভূবেত্যর্থঃ। তত্র স্বেচ্ছাময়ঃ স্বেচ্ছয়েতি পদদ্বয়েন দ্বিধা ভবনং প্রকৃতেরেব কার্য্যম্। তৎপ্রকৃতেঃ কার্য্যমাত্মন্যারোপেণ ভাসত ইত্যুক্তং ভবতি। তথা চার্দ্ধনারীশ্বররূপেণ মূলপ্রকৃতিরেব পরিণামং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। সা চ প্রকৃতিশ্চৈতন্যরহিতা নৈব তিষ্ঠতীতি তদধিষ্ঠানং বিবর্ত্তকারণং সর্ব্বজ্ঞানুপক্ষয়েব ॥ ২৭ ॥

কৃষ্ণ। যখন সর্ব্বপ্রথমে তিনি এই বিশ্বের সৃষ্টি করিতে বাসনা করেন, তখন একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কেহই বিদ্যমান ছিল না, পরিশেষে সেই প্রভুই কালপ্রেরিত হইয়া অংশে সৃষ্টিকার্য্যে উদ্‌যোগী হন ॥ ২৬ ॥ পরে সেই স্বেচ্ছাময় স্বীয় ইচ্ছানুসারে দ্বিধা বিভক্ত হইলে

তাং দদর্শ মহাকামী কামাধারাং সনাতনঃ।
অতীবকমনীয়াঞ্চ চারুপঙ্কজসন্নিভাম্ ॥ ২৮ ॥
চন্দ্রবিম্ববিনিন্দ্যৈকনিতম্বযুগলাং পরাম্।
সুচারুকদলীস্তম্ভনিন্দিতশ্রোণিসুন্দরীম্ ॥ ২৯ ॥
শ্রীযুক্ত শ্রীফলাকারস্তনযুগ্মমনোরমাম্।
পুষ্পজুষ্টাং সুবলিতাং মধ্যক্ষীণাং মনোহরাম্ ॥ ৩০ ॥
অতীবসুন্দরীং শান্তাং সস্মিতাং বক্রলোচনাম্।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধারাং রত্নভূষণভূষিতাম্ ॥ ৩১ ॥
শশ্বচ্চক্ষুশ্চকোরাভ্যাং পিবন্তীং সততং মুদা।
কৃষ্ণস্য মুখচন্দ্রঞ্চ চন্দ্রকোটিবিনিন্দিতম্ ॥ ৩২ ॥
কস্তূরীবিন্দুনা সার্দ্ধমধশ্চন্দনবিন্দুনা।
সমং সিন্দুরবিন্দুঞ্চ ভালমধ্যে চ বিভ্রতীম্ ॥ ৩৩ ॥
বক্রিমং কবরীভারং মালতীমাল্যভূষিতম্।
রত্নেন্দ্রসারহারঞ্চ দধতীং কান্তকামুকীম্ ॥ ৩৪ ॥

উৎপত্ত্যনন্তরং বৃত্তমাহ তাং দদর্শেতি ॥ ২৮ ॥

চন্দ্রবিম্বং বিনিন্দ্যং যস্ত তাদৃশমেকং মিলিতং নিতম্বযুগলং যস্যাঃ। কদলীস্তম্ভো নিন্দিতো যয়া তয়া শ্রোণ্যা লক্ষণয়া শ্রোণ্যুপোভাগেন সুন্দরী ॥ ২৯ ॥

শ্রীফলং বিল্বফলম্। মৌলৌ পুষ্পৈর্জুষ্টাং সেবিতাম্ ॥ ৩০ ॥

বক্রলোচনাং কটাক্ষবতীম্ ॥ ৩১—৩২ ॥

কস্তূরীবিন্দুনেতি। সীমন্তসন্নিধৌ সিন্দূরবিন্দুস্তদধঃ কাশ্মীরচন্দনবিন্দুস্তদধঃ কস্তূরীতি ফলিতোঽর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

বক্রিমং কুটিলম্। কবরী কেশসন্নিবেশঃ ॥ ৩৪ ॥

তাঁহার বামভাগ স্ত্রী এবং দক্ষিণাঙ্গ পুরুষরূপে পরিণত হয় ॥ ২৭ ॥ তখন সেই সনাতন মহাকামী কামের একমাত্র আধার লোচনলোভনীয়া সুচারু-পদ্মসন্নিভা বামাঙ্গসম্ভূতা রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন ॥ ২৮ ॥

ঐ কামিনীর নিতম্বযুগল চন্দ্রমণ্ডলকে তিরস্কৃত করিয়াছে, তাঁহার ঊরুযুগল দর্শন করিলে কদলী স্তম্ভ স্তম্ভিত হইয়া যায় ॥ ২৯ ॥ তাঁহার স্তনদ্বয়ে সুচারু শ্রীফলযুগলের ভ্রান্তি হয়, কবরীবন্ধনে পুষ্প সকল বিন্যস্ত, মধ্যদেশ অতি ক্ষীণ, দেখিতে অতি মনোহর ॥৩০॥ অতীব সুন্দরী, মূর্ত্তি অতি প্রশান্ত, আস্যদেশে হাস্য সংলগ্নই রহিয়াছে, দৃষ্টি অপাঙ্গে সংলগ্ন, পরিধান অনল বিশুদ্ধ উৎকৃষ্ট বস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গ রত্নময় ভূষণে বিভূষিত ॥ ৩১ ॥

তাঁহারও নয়নচকোর আনন্দে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের কোটিচন্দ্রবিনিন্দিত মুখচন্দ্র পান করিতে লাগিল ॥৩২॥ তাঁহার ললাটে সিন্দূর বিন্দু, তদুপরি চন্দন বিন্দু এবং তাহার উপর

কোটিচন্দ্রপ্রভামৃষ্টপুষ্টশোভাসমন্বিতাম্ ।
গমনেন রাজহংসগজগর্ব্ববিনাশিনীম্ ॥ ৩৫ ॥
দৃষ্ট্বা তাং তু তয়া সার্দ্ধং রাসেশো রাসমণ্ডলে ।
রাসোল্লাসেষু রসিকো রাসক্রীড়াং চকার হ ॥ ৩৬ ॥
নানাপ্রকারশৃঙ্গারং শৃঙ্গারো মূর্ত্তিমানিব ।
চকার সুখসম্ভোগং যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো দিনম্ ॥ ৩৭ ॥
ততঃ স চ পরিশ্রান্তস্তস্যা যোনৌ জগৎপিতা ।
চকার বীর্য্যাধানঞ্চ নিত্যানন্দে শুভক্ষণে ॥ ৩৮ ॥
গাত্রতো যোষিতস্তস্যাঃ সুরতান্তে চ সুব্রত ! ।
নিঃসসার শ্রমজলং শ্রান্তায়াস্তেজসা হরেঃ ॥ ৩৯ ॥
মহাক্রমণক্লিষ্টায়া নিঃশ্বাসশ্চ বভূব হ ।
তদা বব্রে শ্রমজলং তৎসর্ব্বং বিশ্বগোলকম্ ॥ ৪০ ॥

পুষ্টশোভা পূর্ণশোভা রাজহংসগজয়োর্গর্ব্বস্য গমনাভিমানস্য বিনাশিনীম্ ॥ ৩৫—৩৬ ॥
শৃঙ্গারং কুর্ব্বন্নিতি শেষঃ । আব্রহ্মণো দিনপরিমিতকালপর্য্যন্তম্ ॥ ৩৭ ॥
শুভক্ষণে শুভকালে ॥ ৩৮ ॥
শ্রমজলং ঘর্ম্মজলম্ ॥ ৩৯ ॥
মহাক্রমণং মহালিঙ্গনং পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতাত্মকং বিশ্বগোলকং পূর্ব্বমেব জাতং তৎসর্ব্বং শ্রমজলং বব্রে আবৃণোদিত্যর্থঃ । অতোঽপি জ্ঞাপকাৎ পঞ্চমহাভূতোৎপত্ত্যনন্তরমেবেয়মধিষ্ঠাতৃদেবতানামুৎপত্তিরিতি বোধ্যম্ ॥ ৪০ ॥

কস্তুরী প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥ তাঁহার মস্তকের কবরীভার ঈষৎ বক্র, তাহাও আবার মালতীমালায় বিভূষিত, গলদেশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্নহার বিরাজিত এবং তিনি নিয়তই কেবল কান্তের প্রতি স্পৃহাবতী ॥ ৩৪ ॥ তাঁহার রূপ দেখিলে বোধ হয় যেন একেবারে কোটিচন্দ্র সমুদিত হইয়াছে, তাঁহার গমন দর্শনে রাজহংস ও মাতঙ্গের গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়া যায় ॥ ৩৫ ॥

মুনিবর! রাসেশ্বর রাসক্রীড়া-রসিক শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণকাল তাঁহাকে অপাঙ্গে নিরীক্ষণ করিবার পর তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক রাসমণ্ডলে গমন করিয়া রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৬ ॥ যেন শৃঙ্গাররসের স্বয়ং মূর্ত্তিমান্ হইয়া বিবিধ শৃঙ্গার-সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। এমন কি, ঐ ক্রীড়ায় ব্রহ্মার এক দিন বিগত হইল ॥ ৩৭ ॥ তখন জগৎপিতা শ্রান্ত হইয়া শুভক্ষণে সেই [illegible] রমণীযোনিতে বীর্য্যাধান করিলেন ॥ ৩৮ ॥ প্রকৃতিদেবী কৃষ্ণালিঙ্গনে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া সুরতান্তে তাঁহার গাত্র হইতে ঘর্ম্মবারি বিগলিত এবং ঘন ঘন নিশ্বাস নিপতিত হইতে লাগিল। তাঁহারই ঘর্ম্মজলে পরিপ্লুত হইয়া সমস্ত বিশ্ব প্লাবিত করিল, এবং সেই নিঃশ্বাস বায়ুই বায়ুরূপে ধারণ করিয়া

স চ নিশ্বাসবায়ুশ্চ সর্ব্বাধারো বভূব হ।
নিঃশ্বাসবায়ুঃ সর্ব্বেষাং জীবিনাঞ্চ ভবেষু চ ॥ ৪১ ॥
বভূব মূর্ত্তিমদ্বায়োর্ব্বামাঙ্গাৎ প্রাণবল্লভা।
তৎপত্নী সা চ তৎপুত্রাঃপ্রাণাঃ পঞ্চ চ জীবিনাম্ ॥ ৪২ ॥
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ বায়বঃ।
বভূবুরেব তৎপুত্রা অধঃপ্রাণাশ্চ পঞ্চ চ ॥ ৪৩ ॥
ঘর্ম্মতোয়াধিদেবশ্চ বভূব বরুণো মহান্।
তদ্বামাঙ্গাচ্চ তৎপত্নী বরুণানী বভূব সা ॥ ৪৪ ॥
অথ সা কৃষ্ণচিচ্ছক্তিঃ কৃষ্ণগর্ভং দধার হ।
শতমন্বন্তরং যাবজ্জ্বলন্তী ব্রহ্মতেজসা ॥ ৪৫ ॥
কৃষ্ণপ্রাণা হি দেবী সা কৃষ্ণপ্রাণাধিকপ্রিয়া।
কৃষ্ণস্য সঙ্গিনী শশ্বৎকৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা ॥ ৪৬ ॥
শতমন্বন্তরান্তে চ কালেঽতীতেঽপি সুন্দরী।
সুষাব ডিম্বং স্বর্ণাভং বিশ্বাধারালয়ং পরম্ ॥ ৪৭ ॥

জীবিনাং প্রাণিনাম্ ॥ ৪১ ॥

মূর্ত্তিমদ্বায়োরিত্যনেন তস্মিন্নেব সময়ে প্রকৃত্যা সর্ব্বপ্রাণিনাং নিশ্বাসবায়োরধিষ্ঠাত্রী মূর্ত্তিরপি প্রকটীকৃতেতি বোধ্যম্। পত্নী চ মূর্ত্তিমতী প্রাণাঃ পঞ্চপুত্রা অপি পঞ্চপ্রাণানামধিদেবতারূপা এব ॥ ৪২ ॥

অধঃপ্রাণাঃ কনিষ্ঠা যে প্রাণাঃ নাগাদয়ঃ পঞ্চ তেষামপ্যধিদেব্যঃ পঞ্চ তদৈবোৎপাদিতা ইত্যাহ বভূবুরেবেতি। এতে দশপ্রাণাধিদেবা বায়ুপত্নীত উৎপন্না ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

ঘর্ম্মস্ত তোয়স্য চাধিদেবো বরুণো বভূব প্রকৃত্যা উৎপাদিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৬ ॥

ডিম্বং বালকম্ ॥ ৪৭ ॥

জগতস্থ জীবনিবহের জীবনরূপে পরিণত হইল ॥ ৩৯—৪১ ॥ বায়ুদেবের বামাঙ্গ হইতে যে রমণীরত্নের উৎপত্তি হয়, তিনিই ঐ বায়ুদেবের পত্নী এবং তৎসংসর্গে (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান) নামে যে পঞ্চ পুত্রের উৎপত্তি হয়, উহারাই জীবগণের পঞ্চপ্রাণ। তদ্ভিন্ন বায়ুপত্নী গর্ভে নাগাদি আর পাঁচটি অধঃপ্রাণের উৎপত্তি হইয়াছিল ॥ ৪২-৪৩ ॥ ঘর্ম্মবারি হইতে যে জলের উৎপত্তি হয়, বরুণদেব উহার অধিষ্ঠাতা এবং বরুণদেবের বামাঙ্গ হইতে যে রমণীর উৎপত্তি হয়, তিনিই বরুণপত্নী বরুণানী ॥ ৪৪ ॥ এদিকে শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানরূপা শক্তি শ্রীকৃষ্ণ সহবাসে শত মন্বন্তর পর্য্যন্ত গর্ভধারণ করিলেন। ব্রহ্মতেজে তাঁহার শরীর উজ্জ্বল জ্যোতি ধারণ করিল ॥ ৪৫ ॥ কৃষ্ণই তাঁহার জীবন, আবার তিনিই কৃষ্ণের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর পদার্থ। নিয়তই কৃষ্ণ সংসর্গে অবস্থিত, এমন কি সতত কৃষ্ণের বক্ষঃস্থল আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ৪৬ ॥ অনন্তর শত মন্বন্তর কাল সমতীত হইলে সেই

দৃষ্ট্বা ডিম্বঞ্চ সা দেবী হৃদয়েন ব্যদূয়ত।
উৎসসর্জ্জ চ কোপেন ব্রহ্মাণ্ডগোলকে জলে ॥ ৪৮ ॥
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণশ্চ তত্ত্যাগং হাহাকারঞ্চকার হ।
শশাপ দেবীং দেবেশস্তৎক্ষণঞ্চ যথোচিতম্ ॥ ৪৯ ॥
যতোঽপত্যং ত্বয়া ত্যক্তং কোপশীলে! চ নিষ্ঠুরে!।
ভব ত্বমনপত্যাপি চাদ্যপ্রভৃতি নিশ্চিতম্ ॥ ৫০ ॥
যা যাস্ত্বদংশরূপাশ্চ ভবিষ্যন্তি সুরস্ত্রিয়ঃ।
অনপত্যাশ্চ তাঃ সর্ব্বাস্ত্বৎসমা নিত্যযৌবনাঃ ॥ ৫১ ॥
এতস্মিন্নন্তরে দেবীজিহ্বাগ্রাৎ সহসা ততঃ।
আবির্ব্বভূব কন্যৈকা শুক্লবর্ণা মনোহরা ॥ ৫২ ॥
শ্বেতবস্ত্রপরিধানা বীণাপুস্তকধারিণী।
রত্নভূষণভূষাঢ্যা সর্ব্বশাস্ত্রাধিদেবতা ॥ ৫৩ ॥
অথ কালান্তরে সা চ দ্বিধারূপা বভূব হ।
বামার্দ্ধাঙ্গাচ্চ কমলা দক্ষিণার্দ্ধাচ্চ রাধিকা ॥ ৫৪ ॥

ব্যদূয়ত ভয়ঙ্করং মহান্তং বালকং দৃষ্ট্বা হৃদয়েনান্তঃকরণাবচ্ছেদেন চকম্পে ইত্যর্থঃ। যথাভিলষিতসুকুমারবালকাভাবপ্রযুক্তসঞ্জাতকোপেন ব্রহ্মাণ্ডগোলকে যজ্জলং তস্মিন্নুৎসসর্জ্জ ॥ ৪৮—৫১ ॥

জিহ্বাগ্রাৎ কৃষ্ণবধূজিহ্বাগ্রাদিত্যর্থঃ ॥ ৫২—৫৩ ॥

সা চেতি। কৃষ্ণস্ত্রীত্যর্থঃ ॥ ৫৪—৫৫ ॥

সুন্দরী সুবর্ণবর্ণ এক ডিম্ব প্রসব করিলেন। ঐ ডিম্বই বিশ্বাধারের একমাত্র আধার ॥ ৪৭ ॥ তখন কৃষ্ণকান্তা সেই ডিম্ব দর্শনে মনে মনে সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং রোষভরে সেই ডিম্ব ব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্ত্তী সলিলে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৮ ॥ তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ হাহাকার শব্দ করিয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ যথোচিত শাপ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, কোপনে! নিষ্ঠুরে! তুমি যখন রোষভরে স্বপ্রসূত অপত্যটি পরিত্যাগ করিয়াছ, তখন আমি বলিতেছি, তুমি নিশ্চয়ই আজি অবধি অপত্যধনে বঞ্চিত হইবে ॥ ৪৯—৫০। তদ্ভিন্ন যে সমস্ত দিব্যাঙ্গনা তোমার অংশ হইতে সম্ভূত হইবেন, তাঁহারাও সকলে স্থিরযৌবনা হইয়া তোমার ন্যায় অপত্যধনে বঞ্চিতা হইবেন ॥ ৫১ ॥

মুনিবর! শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিতেছেন, ইত্যবসরে সহসা সেই কৃষ্ণপ্রিয়ার জিহ্বাগ্রভাগ হইতে শ্বেতবর্ণা অতি মনোরমা এক কন্যার উৎপত্তি হইল ॥ ৫২ ॥ তাঁহার পরিধান শুক্লবসন, হস্তে বীণা ও পুস্তক এবং সর্ব্বাঙ্গ রত্নময় ভূষণে বিভূষিত। তিনিই সমুদয় শাস্ত্রের অধিদেবতা ॥ ৫৩ ॥ কিছুকাল পরে সেই কৃষ্ণপ্রিয়া মূলপ্রকৃতি দুই

এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
দক্ষিণার্দ্ধশ্চ দ্বিভুজো বামার্দ্ধশ্চ চতুর্ভুজঃ ॥ ৫৫ ॥
উবাচ বাণীং কৃষ্ণস্তাং ত্বমস্য কামিনী ভব ॥
অত্রৈব মানিনী রাধা তব ভদ্রং ভবিষ্যতি ॥ ৫৬ ॥
এবং লক্ষ্মীঞ্চ প্রদদৌ তুষ্টো নারায়ণায় চ।
স জগাম চ বৈকুণ্ঠে তাভ্যাং সার্দ্ধং জগৎপতিঃ ॥ ৫৭ ॥
অনপত্যে চ তে দ্বে চ জাতে রাধাংশসম্ভবে।
ভূতা নারায়ণাঙ্গাচ্চ পার্ষদাশ্চ চতুর্ভুজাঃ ॥ ৫৮ ॥
তেজসা বয়সা রূপগুণাভ্যাঞ্চ সমা হরেঃ।
বভূবুঃ কমলাঙ্গাচ্চ দাসীকোট্যশ্চ তৎসমাঃ ॥ ৫৯ ॥
অথ গোলোকনাথস্য লোম্নাং বিবরতো মুনে!।
ভূতাশ্চাসঙ্খ্যগোপাশ্চ বয়সা তেজসা সমাঃ ॥ ৬০ ॥

বাণীং জিহ্বাগ্রাজ্জাতাং কৃষ্ণো দ্বিভুজঃ। অস্য চতুর্ভুজনারায়ণস্য মানিনী রাধা অত্রৈব মন্নিকটে এব স্থাস্যতি মম পত্নী ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। যতো মানিনী ততস্তবৈতস্যাশ্চৈকপতিত্বে সামানাধিকরণ্যং ন সম্ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

তাভ্যাং লক্ষ্মীসরস্বতীভ্যাম্ ॥ ৫৭ ॥

অনপত্যে পূর্ব্বোক্তশাপাদ্যতো রাধাংশসম্ভবে ততঃ। নারায়ণাঙ্গাদ্বৈকুণ্ঠাধিপতেশ্চতুর্ভুজাৎ ॥ ৫৮—৫৯ ॥

গোলোকনাথস্য দ্বিভুজকৃষ্ণস্য ভূতা জাতাঃ ॥ ৬০—৬৩ ॥

ভাগে বিভক্ত হইলেন। তাঁহার বামাঙ্গ হইতে কমলা এবং দক্ষিণাঙ্গ হইতে রাধিকার উৎপত্তি হইল ॥৫৪॥ এই অবসরে শ্রীকৃষ্ণও দ্বিধা বিভক্ত হইলেন। তাঁহার দক্ষিণার্দ্ধ হইতে দ্বিভুজ এবং বামার্দ্ধ হইতে চতুর্ভুজ মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ বীণাধারিণী বাণীকে কহিলেন, দেবি! তুমি এই দ্বিভুজ পুরুষের কামিনী হও এবং রাধাকে কহিলেন, রাধে! তুমি অভিমানবতী, অতএব তুমি আমার পত্নী হও, তোমার মঙ্গল হইবে ॥৫৫-৫৬॥ শ্রীকৃষ্ণ পরিতুষ্ট হইয়া লক্ষ্মীকেও দ্বিভুজ নারায়ণের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তখন জগৎপতি নারায়ণ লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়কে সমভিব্যাহারে লইয়া বৈকুণ্ঠধামে প্রস্থান করিলেন ॥৫৭॥

মুনিবর! শ্রীকৃষ্ণের অভিসম্পাতে লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েই অপত্যধনে বর্জ্জিতা চতুর্ভুজ নারায়ণের অঙ্গ হইতে তাঁহার অনুরূপ কতকগুলি পার্ষদের উৎপত্তি হইল ॥৫৮॥ তাঁহারা সকলেই রূপে, গুণে, তেজে ও বয়সে তাঁহার তুল্য। এদিকে, কমলার শরীর হইতেও, তাঁহার তুল্য রূপগুণশালিনী কোটি কোটি পরিচারিকার উৎপত্তি হইল ॥ ৫৯ ॥ অনন্তর গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের লোমকূপ হইতে অসংখ্য গোপের উৎপত্তি হইল। তাঁহারা

রূপেণ চ গুণেনৈব বলেন বিক্রমেণ চ।
প্রাণতুল্যপ্রিয়াঃ সর্ব্বে বভূবুঃ পার্ষদা বিভোঃ ॥ ৬১ ॥
রাধাঙ্গলোমকূপেভ্যো বভূবুর্গোপকন্যকাঃ।
রাধাতুল্যাশ্চ তাঃ সর্ব্বা রাধাদাস্যঃ প্রিয়ম্বদাঃ ॥ ৬২ ॥
রত্নভূষণভূষাঢ্যাঃ শশ্বৎসুস্থিরযৌবনাঃ।
অনপত্যাশ্চ তাঃ সর্ব্বাঃ পুংসঃ শাপেন সন্ততম্ ॥ ৬৩ ॥
এতস্মিন্নন্তরে বিপ্র! সহসা কৃষ্ণদেবতা।
আবির্ব্বভূব দুর্গা সা বিষ্ণুমায়া সনাতনী ॥ ৬৪ ॥
দেবী নারায়ণীশানা সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী।
বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রী দেবী সা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥ ৬৫ ॥
দেবীনাং বীজরূপা চ মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
পরিপূর্ণতমা তেজঃস্বরূপা ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ৬৬ ॥

এতস্মিন্নন্তর ইতি। রাধাকৃষ্ণশরীরবিভাগসময়ে বিষ্ণোঃ পরমাত্মনো মায়াশক্তিদুর্গা-রূপেণ প্রাদুর্বভূবেত্যর্থঃ। যথা লক্ষ্মীসরস্বত্যৌ রাধাবতারৌ তথা দুর্গা ন রাধাবতারঃ। কিন্তু মূলপ্রকৃতেরেব সাক্ষাদবতার ইতি ভাবঃ। লক্ষ্মীসরস্বত্যৌ রাধাবতারাবপি মূলপ্রকৃতেঃ পূর্ণাবতারাবেব প্রথমাধ্যায়স্থবচনাৎ। সাক্ষান্মূলপ্রকৃতের্দুর্গা রাধাতস্তু লক্ষ্মীসরস্বত্যা-বেতাবানেব বিশেষঃ ॥ ৬৪ ॥

সাক্ষাদবতারত্বেনাধিকং মহিমানং দুর্গায়া বর্ণয়তি দেবীত্যাদিনা। নারায়ণী লক্ষ্মীস্তৎ-স্বরূপত্বাদিয়মপি নারায়ণী। বুদ্ধ্যধিষ্ঠাত্রী অত্র বুদ্ধিশব্দেনান্তঃকরণং পরমাত্মনো গৃহ্যতে। সরস্বত্যাঃ পৃথগ্বুদ্ধ্যধিষ্ঠাতৃত্বেনাভিধানাৎ পরমাত্মন ইত্যুপলক্ষণং ব্যষ্টিজীবানামপি। তথাচ সমষ্টিব্যষ্ট্যন্তঃকরণাধিষ্ঠাত্রী দুর্গেত্যর্থঃ ॥ ৬৫—৬৮ ॥

সকলেই রূপে, গুণে, পরাক্রমে ও বয়সে গোলোকনাথের অনুরূপ; এমন কি তাঁহারা সকলেই সেই বিভুর প্রাণতুল্য প্রিয়পাত্র ॥ ৬০—৬১ ॥ রাধিকার লোমকূপ হইতে গোপ-কন্যাগণের উৎপত্তি হইল। গোপাঙ্গনাগণ সকলেই রাধার অনুরূপা, সকলেই রাধার পার্শ্ব-চরী এবং সকলেই প্রিয়ম্বদা ॥ ৬২ ॥ তাঁহাদিগের সর্ব্ব শরীর রত্নময় ভূষণে বিভূষিতা এবং সকলেই স্থিরযৌবনা; শ্রীকৃষ্ণের অভিশাপে তাঁহাদিগের কাহারও সন্তান সন্ততি হয় নাই ॥ ৬৩ ॥

দ্বিজবর! এদিকে ঐ সময় সহসা কৃষ্ণদেবতা, সনাতনী বিষ্ণুমায়া দুর্গার উৎপত্তি হইল ॥ ৬৪ ॥ উনিই নারায়ণী, উনিই ঈশানী, উনিই সকলের শক্তিরূপিণী এবং উনিই পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ॥ ৬৫ ॥ ইঁহা হইতেই অন্যান্য দেবীগণের উৎপত্তি হইয়াছে, উনিই মূলপ্রকৃতি এবং উনিই ঈশ্বরী; ইঁহাতে অপূর্ণতার লেশমাত্র

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা কোটিসূর্য্যসমপ্রভা।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যা সহস্রভুজসংযুতা ॥ ৬৭ ॥
নানাশস্ত্রাস্ত্রনিকরং বিভ্রতী সা ত্রিলোচনা।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানা রত্নভূষণভূষিতা ॥ ৬৮ ॥
যস্যাশ্চাংশাংশকলয়া বভূবুঃ সর্ব্বযোষিতঃ।
সর্ব্বে বিশ্বস্থিতা লোকা মোহিতাঃ স্যুশ্চ মায়য়া ॥ ৬৯ ॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদাত্রী চ কামিনাং গৃহবাসিনাম্।
কৃষ্ণভক্তিপ্রদা যা চ বৈষ্ণবানাঞ্চ বৈষ্ণবী ॥ ৭০ ॥
মুমুক্ষূণাং মোক্ষদাত্রী সুখিনাং সুখদায়িনী।
স্বর্গেষু স্বর্গলক্ষ্মীশ্চ গৃহলক্ষ্মীর্গৃহেষু চ ॥ ৭১ ॥
তপস্বিষু তপস্যা চ শ্রীরূপা তু নৃপেষু চ।
যা বহ্নৌ দাহিকারূপা প্রভারূপা চ ভাস্করে ॥ ৭২ ॥
শোভারূপা চ চন্দ্রে চ যা পদ্মেষু চ শোভনা।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপা যা শ্রীকৃষ্ণে পরমাত্মনি ॥ ৭৩ ॥

লোকাঃ ব্রহ্মাদয়ঃ মায়য়া যস্যা মায়য়েত্যর্থঃ। তেন মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণীয়মিতি স্পষ্টমেবোক্তং ভবতি ॥ ৬৯ ॥

কৃষ্ণভক্তিপ্রদাত্রী কৃষ্ণশব্দো যৌগিকার্থেন পরমাত্মবাচকঃ। তথা চ স্বস্বরূপভূতপরমাত্মনো ভক্তের্দাত্রীত্যর্থঃ। বৈষ্ণবানামুপাস্যা বৈষ্ণবীলক্ষ্মীস্তদ্রূপেত্যর্থঃ ॥ ৭০—৭৬ ॥

নাই। উনিই তেজঃস্বরূপা এবং উনিই ত্রিগুণাত্মিকা ॥ ৬৬ ॥ উঁহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় উজ্জ্বল, সৌন্দর্য্য দর্শনে বোধ হয় যেন, একেবারে কোটি সূর্য্য সমুদিত হইয়াছে। ঈষৎ হাস্যে আস্যদেশ সতত প্রসন্ন, হস্ত সংখ্যায় সহস্র ॥ ৬৭ ॥ এবং সকল হস্তেই নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র। সেই ত্রিলোচনার পরিধান অগ্নিবিশুদ্ধ উজ্জ্বলবর্ণ বস্ত্র, এবং অঙ্গে যে কত প্রকার রত্নাভরণ তাহার আর ইয়ত্তা নাই ॥ ৬৮ ॥ উঁহারই অংশ এবং উঁহারই অংশের অংশ হইতে সমুদায় রমণীরত্ন সম্ভূত হইয়াছে, উঁহারই মায়াপ্রভাবে জগতের সমুদায় লোক মুগ্ধ ॥ ৬৯ ॥ গৃহস্থগণ যে যে রূপ ঐশ্বর্য্য কামনা করে, উনি তাহাদিগকে তাহাই প্রদান করেন, উনিই কৃষ্ণভক্তদিগকে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিয়া থাকেন, এমন কি উনিই বৈষ্ণবগণের বৈষ্ণবী শক্তি ॥ ৭০ ॥ উনি মোক্ষাভিলাষীদিগকে মোক্ষ এবং সুখাভিলাষীদিগকে সুখ প্রদান করিয়া থাকেন। উনি স্বর্গের স্বর্গলক্ষ্মী এবং গৃহের গৃহলক্ষ্মী ॥ ৭১ ॥ উনি তপস্বিগণের তপ, রাজাদিগের রাজশ্রী, অগ্নির দাহিকাশক্তি, সূর্য্যের প্রভা, চন্দ্রের রমণীয়তা, পদ্মের শোভা এবং পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের শক্তিস্বরূপা ॥ ৭২—৭৩ ॥ কি আত্মা, কি

যয়া চ শক্তিমানাত্মা যয়া চ শক্তিমজ্জগৎ ।
যয়া বিনা জগৎসর্ব্বং জীবন্মৃতমিব স্থিতম্ ॥ ৭৪ ॥
যা চ সংসারবৃক্ষস্য বীজরূপা সনাতনী ।
স্থিতিরূপা বৃদ্ধিরূপা ফলরূপা চ নারদ ! ॥ ৭৫ ॥
ক্ষুৎপিপাসাদয়ারূপা নিদ্রা তন্দ্রা ক্ষমা ধৃতিঃ ।
শান্তিলজ্জাতুষ্টিপুষ্টিভ্রান্তিকান্ত্যাদিরূপিণী ॥ ৭৬ ॥
সা চ সংস্তূয় সর্ব্বেশং তৎপুরঃ সমুবাস হ ।
রত্নসিংহাসনং তস্মৈ প্রদদৌ রাধিকেশ্বরঃ ॥ ৭৭ ॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র সস্ত্রীকশ্চ চতুর্ম্মুখঃ ।
পদ্মনাভে র্নাভিপদ্মান্নিঃসসার মহামুনে ! ॥ ৭৮ ॥
কমণ্ডলুধরঃ শ্রীমাংস্তপস্বী জ্ঞানিনাম্বরঃ ।
চতুর্ম্মুখৈস্তস্তুষ্টাব প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা ॥ ৭৯ ॥
সা তদা সুন্দরী সৃষ্টা শতচন্দ্রসমপ্রভা ।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানা রত্নভূষণভূষণা ॥ ৮০ ॥

সর্ব্বেশং মূলপ্রকৃতেঃ পূর্ণাবতারং স্বস্মাৎ প্রথমতঃ প্রাদুর্ভূতং বয়সাধিকং শ্রীকৃষ্ণং সংস্তূয়েত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥
নিঃসসারেতি সস্ত্রীকঃ সাবিত্রীস্ত্রিয়া সহিত উৎপন্ন ইত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥
তং স্বাপেক্ষয়া বয়সা জ্ঞানেন চাধিকং শ্রীকৃষ্ণং তুষ্টাবেত্যর্থঃ ॥ ৭৯—৮১ ॥

জগৎ, সমস্তই উহাঁ দ্বারা শক্তিশালী, উনি ভিন্ন সমুদায় জগৎ জীবন্মৃত প্রায় হইয়া থাকে ॥ ৭৪ ॥

নারদ ! উনি সংসার বৃক্ষের বীজ, উনিই সনাতনী, উনিই স্থিতি, উনিই বৃদ্ধি, উনিই ফল, উনিই ক্ষুধা, উনিই পিপাসা, উনিই দয়া, উনিই নিদ্রা, উনিই তন্দ্রা, উনিই ক্ষমা, উনিই ধৃতি, উনিই শান্তি, উনিই লজ্জা, উনিই পুষ্টি, উনিই তুষ্টি এবং উনিই কান্তিরূপিণী ॥ ৭৫—৭৬ ॥ সেই মূলপ্রকৃতি সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন রাধিকেশ্বর তাঁহাকে বসিতে সিংহাসন প্রদান করিলেন ॥ ৭৭ ॥

হে মহামুনে ! ঐ সময় পদ্মনাভের নাভিপদ্ম হইতে অতীব কমনীয়মূর্ত্তি সাবিত্রীপত্নী সমন্বিত চতুর্মুখ ব্রহ্মার আবির্ভাব হইল ॥৭৮॥ সেই কমণ্ডলুধারী জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য তপঃপরায়ণ শ্রীমান্ চতুর্মুখ উৎপন্ন হইবামাত্র চারিমুখে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিতে লাগিলেন ॥৭৯॥ এদিকে সেই সুখসম্ভূতা শতচন্দ্রপ্রভা, অগ্নিবিশুদ্ধ বসনধারিণী বিবিধ ভূষণভূষিতা দেবী সাবিত্রী

রত্নসিংহাসনে রম্যে সংস্তূয় সর্ব্বকারণম্।
উবাস স্বামিনা সার্দ্ধং কৃষ্ণস্য পুরতো মুদা॥ ৮১॥
এতস্মিন্নন্তরে কৃষ্ণো দ্বিধারূপো বভূব সঃ।
বামার্দ্ধাঙ্গো মহাদেবো দক্ষিণে গোপিকাপতিঃ॥ ৮২॥
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশঃ শতকোটিরবিপ্রভঃ।
ত্রিশূলপট্টিশধরো ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরো হরঃ॥ ৮৩॥
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভজটাভারধরঃ পরঃ॥
ভস্মভূষিতগাত্রশ্চ সস্মিতশ্চন্দ্রশেখরঃ॥ ৮৪॥
দিগম্বরো নীলকণ্ঠঃ সর্পভূষণভূষিতঃ।
বিভ্রদ্দক্ষিণহস্তেন রত্নমালাং সুসংস্কৃতাম্॥ ৮৫॥
প্রজপন্ পঞ্চবক্ত্রেণ ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্।
সত্যস্বরূপং শ্রীকৃষ্ণং পরমাত্মানমীশ্বরম্॥ ৮৬॥
কারণং কারণানাঞ্চ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলম্।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিশোকভীতিহরং পরম্॥ ৮৭॥

এক এব কৃষ্ণো দ্বিধাভূত ইত্যর্থঃ॥ ৮২—৮৪॥

রত্নমালাং রত্ননির্ম্মিতাং জপোপযোগিনীমক্ষমালাং সুসংস্কৃতাং মালাসংস্কারোদিতবিধিনা সুসংস্কৃতাং দক্ষিণহস্তেন বিভ্রৎ॥ ৮৫॥

ব্রহ্মজ্যোতির্ম্মায়াশবলসর্ব্বকারণমূলপ্রকৃত্যাত্মকব্রহ্মজ্যোতির্মন্ত্রং প্রণবমায়াবীজাদিরূপং জপন্নিত্যর্থঃ। সত্যস্বরূপং শ্রীকৃষ্ণং সংস্তূয়েত্যর্থঃ॥ ৮৬—৮৭॥

বিশ্বের একমাত্র কারণস্বরূপ কৃষ্ণকে স্তব করিয়া পরমানন্দে স্বামি সঙ্গে রত্নময় সিংহাসনে অবস্থান করিতে লাগিলেন॥ ৮০—৮১॥

ঐ সময় কৃষ্ণও দ্বিধা বিভক্ত হইলেন, তাঁহার বামার্দ্ধ ভাগ মহাদেব এবং দক্ষিণার্দ্ধ গোপিকাপতি রূপে পরিণত হইল॥ ৮২॥ মহাদেবের শরীরপ্রভা বিশুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণ; দেখিলে বোধ হয় যেন যুগপৎ শতকোটি সূর্য্য সমুদিত হইয়াছে। যাঁহার হস্তে ত্রিশূল ও পট্টিশ, পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম, শিরে তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ জটাভার, সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম বিলেপন, মুখে হাস্য এবং ভালে অর্দ্ধচন্দ্র॥ ৮৩—৮৪॥ যাঁহার কটিতটে বস্ত্র নাই সুতরাং দিগম্বর; যাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ, অঙ্গে সর্প বিভূষণ, দক্ষিণ হস্তে অতি পরিপাটি রত্নমালা॥ ৮৫॥ যিনি পঞ্চমুখে কেবল সনাতন বেদমন্ত্র জপ করিতেছিলেন। যিনি সত্য-স্বরূপ পরমাত্মস্বরূপ, ঈশ্বরস্বরূপ, সমুদায় উপাদানেরও উপাদানস্বরূপ, সমুদায় মঙ্গলেরও মঙ্গলস্বরূপ, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি শোক ও ভয়ভঞ্জন শ্রীকৃষ্ণকে স্তব করিয়া মৃত্যুকে জয়

সংস্তূয় মৃত্যোর্মৃত্যুং তং যতো মৃত্যুঞ্জয়াভিধঃ।
রত্নসিংহাসনে রম্যে সমুবাস হরঃ পুরঃ॥ ৮৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং নবমস্কন্ধে পঞ্চপ্রকৃতি-তদ্ভর্তৃগণোৎপত্তিবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

যতঃ শ্রীকৃষ্ণো মৃত্যোরপি মৃত্যুর্মারকস্তত্তস্তদভিষ্টস্ত শিবস্যাপি মৃত্যুঞ্জয়েতি সংজ্ঞা ইত্যর্থঃ। অত্র দুর্গা স্ত্রীত্বেন মহাদেবায় দত্তা শ্রীকৃষ্ণেনেত্যেতদনুক্তমপি নারদপুরাণাদব গন্তব্যম্॥ ৮৮॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে নবমস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

করত মৃত্যুঞ্জয় নাম লাভ করিয়াছেন, সেই মহাদেব শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে রত্নময় সিংহাসনে উপবেশন করিলেন॥ ৮৬—৮৮॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের নবমস্কন্ধে প্রকৃতিপুরুষোৎপত্তি নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

নারায়ণ উবাচ।

অথ ডিম্ভো জলে তিষ্ঠন্ যাবদ্বৈ ব্রহ্মণো বয়ঃ।
ততঃ স কালে সহসা দ্বিধাভূতো বভূব হ ॥ ১ ॥
তন্মধ্যে শিশুরেকশ্চ শতকোটিরবিপ্রভঃ।
ক্ষণং রোরূয়মাণশ্চ স্তনান্ধঃ পীড়িতঃ ক্ষুধা ॥ ২ ॥
পিত্রা মাত্রা পরিত্যক্তো জলমধ্যে নিরাশ্রয়ঃ।
ব্রহ্মাণ্ডাসঙ্খ্যনাথো যো দদর্শোর্দ্ধমনাথবৎ ॥ ৩ ॥
স্থূলাৎ স্থূলতমঃ সোঽপি নাম্না দেবো মহাবিরাট্।
পরমাণুর্যথা সূক্ষ্মাৎ পরঃ স্থূলাত্তথাপ্যসৌ ॥ ৪ ॥

দ্বিষষ্টিশ্লোকবর্গৈশ্চ স্পষ্টং যদ্দেবতাদিকম্।
ব্যবস্থিতিস্তস্য সম্যগ্‌যথাবদভিধীয়তে ॥

অথ ডিম্ভ ইতি। ডিম্ভোঽপি বালিশে বালে ইতি মেদিনীকোষাৎ। ডিম্ভো বালো যো রাধায়া পূর্ব্বং স্বস্মাজ্জাতো জলে প্রক্ষিপ্তঃ স যাবদ্‌ব্রহ্মণো বয়স্তাবৎপরিমিতকালপর্য্যন্তং জলে তিষ্ঠন্ ততঃ স বালকঃ কালে পরিপূর্ণসময়ে জাতে সতি দ্বিধাভূতো বভূব। তদণ্ডং নির্ভিদ্য বহির্নির্গত ইত্যর্থঃ। অনেন চ গ্রন্থেন পূর্ব্বং রাধায়া উদরাৎ পক্ষ্যণ্ডবদণ্ডরূপেণ নির্গতঃ। স চ বৃহদণ্ডরূপো ভয়াত্তয়া জলে ক্ষিপ্তস্তদণ্ডং বহুনা কালেন পুনর্ভিন্নং সদ্দ্বিধা জাতং তন্মধ্যে পুরুষো বালকরূপোঽয়ং স্থিত ইতি প্রতিভাতি। পুরাণান্তরে র্তদণ্ডমুদকে-শয়মিত্যাদিনা তথৈব প্রতিপাদনাচ্চ ॥ ১ ॥

তদেবাহ তন্মধ্যে শিশুরেকশ্চেতি। স্তনান্ধ ইতি। স্তনাবেবান্ধো ভক্ষ্যমাণমন্নং যস্য স স্তনান্ধঃ মাত্রা ত্যক্তত্বাৎ স্তনপানরহিতঃ। ক্ষুধা ক্ষুধয়া পীড়িতো রোরূয়মাণঃ পুনঃ পুন-রোদনকর্ত্তাভবদিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অনাথবদিতি সর্ব্বেশ্বরাত্‌পরঃ স্বয়মসংখ্যব্রহ্মাণ্ডনাথঃ সন্নপি এতাদৃশীং দুর্দ্দশাং প্রাপ্ত-বাংস্তদান্যস্য কা কথাস্মিন্ সংসারে। তস্মাদ্ধিগয়ং সংসার ইতি সংসারাদ্বিরজ্যেতেত্যুক্তং ভবতি। ঊর্দ্ধং দদর্শ কো মম পালয়িতা স্যাদিত্যভিপ্রায়েণ ॥ ৩ ॥

পরমাণুরিতি। যথা পরমাণুঃ সূক্ষ্মাদপি পরঃ সূক্ষ্মস্তদ্বদয়ং স্থূলাৎ স্থূল ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে! মূলশক্তিপ্রসূত যে ডিম্ব ব্রহ্মার বয়ঃপরিমিত কাল পর্য্যন্ত জলে ভাসমান ছিল, সেই ডিম্ব একণে যথোচিত সময়ে সহসা দ্বিধা বিদীর্ণ হইল ॥ ১ ॥ ঐ ডিম্বমধ্যে শতকোটি সূর্য্যের ন্যায় প্রভাবান্ এক শিশু বিদ্যমান ছিল। মাতা পরিত্যাগ করায় স্তনপান করিতে পায় নাই, সুতরাং ক্ষুধায় কাতর হইয়া ক্ষণকাল ভূয়োভূয় রোদন করিতে লাগিল ॥ ২ ॥ যে বালক পরিণামে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বররূপে পরিণত, পিতৃমাতৃ বিহীন সেই বালক নিরাশ্রয় হইয়া জলমধ্য হইতে ঊর্দ্ধভাগ অবলোকন করিতে লাগিল ॥ ৩ ॥ পরিশেষে ঐ বালকই একেবারে স্থূলতম হইয়া মহাবিরাট্ নামে অভিহিত

তেজসা ষোড়শাংশোঽয়ং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
আধারঃ সর্ব্ববিশ্বানাং মহাবিষ্ণুশ্চ প্রাকৃতঃ ॥ ৫ ॥
প্রত্যেকং লোমকূপেষু বিশ্বানি নিখিলানি চ।
অস্যাপি তেষাং সঙ্খ্যাঞ্চ কৃষ্ণো বক্তুং ন হি ক্ষমঃ ॥ ৬ ॥
সঙ্খ্যা চেদ্রজসামস্তি বিশ্বানাং ন কদাচন।
ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং তথা সঙ্খ্যা ন বিদ্যতে ॥ ৭ ॥
প্রতিবিশ্বেষু সন্ত্যেবং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
পাতালাদ্ব্রহ্মলোকান্তং ব্রহ্মাণ্ডং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ৮ ॥
তত ঊর্দ্ধঞ্চ বৈকুণ্ঠো ব্রহ্মাণ্ডাদ্বহিরেব সঃ।
তত ঊর্দ্ধঞ্চ গোলোকঃ পঞ্চাশৎকোটিযোজনম্ ॥ ৯ ॥
নিত্যঃ সত্যস্বরূপশ্চ যথা কৃষ্ণস্তথাপ্যয়ম্।
সপ্তদ্বীপমিতা পৃথ্বী সপ্তসাগরসংযুতা ॥ ১০ ॥

অয়ং বিরাট্ কৃষ্ণস্য ষোড়শাংশো ভবতীত্যাহ তেজসেতি। শক্ত্যেত্যর্থঃ। প্রাকৃতঃ রাধাপ্রকৃতেরুৎপন্নঃ ॥ ৫ ॥

বিরাজং বর্ণয়তি প্রত্যেকমিতি। সর্ব্বস্য স্থূলসমষ্টিপ্রপঞ্চস্যাধিপতিত্বাদেতদ্বর্ণনং যুক্তমেব ॥৬॥

সংখ্যা চেদিতি। চেদিতি নিপাতো যথা শব্দার্থকঃ। যথা বিশ্বানাং বিশ্বসম্বন্ধিরজসাং যথা সঙ্খ্যা ন কদাচ নাস্তি। তথাস্য শরীরে বিদ্যমানানাং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদীনাং সঙ্খ্যা ন বিদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

প্রতিবিশ্বেষু প্রতিব্রহ্মাণ্ডেষু যতঃ সন্তি ততস্তেষাং সঙ্খ্যানং ন বিদ্যত ইত্যভিপ্রায়ঃ। প্রসঙ্গেন ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপমাহ পাতালাদিতি ॥ ৮—৯ ॥

তথাপ্যয়ং তথৈবায়ম্। প্রাকৃতপ্রলয়পর্য্যন্তমেতস্যাবস্থানান্নিত্যত্বং ন তু পরমার্থতো নিত্যত্বম্। একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেতি শ্রুতিবিরোধাৎ। ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপং বিশদয়তি সপ্তদ্বীপেতি ॥১০-১৪॥

হইয়াছে। যেমন পরমাণু হইতে সূক্ষ্মতম পদার্থ আর দ্বিতীয় নাই, সেইরূপ মহাবিরাট্ হইতে স্থূলতম পদার্থও আর দ্বিতীয় নাই ॥ ৪ ॥ ঐ মহাবিরাটের প্রভাব পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শাংশের একাংশ। কিন্তু রাধারূপা-প্রকৃতিসম্ভূত ঐ বালকই সমুদায় বিশ্বের একমাত্র আধার এবং উনিই মহাবিষ্ণু নামে অভিহিত ॥ ৫॥ উহাঁর প্রতিলোমকূপে অসংখ্য বিশ্ব বিরাজ করিতেছে। এমন কি কৃষ্ণও সেই সকল বিশ্বের সংখ্যা গণনা করিতে সমর্থ নহেন ॥ ৬ ॥ যদিও কখন রজঃসংখ্যা পরিগণিত হইতে পারে, তথাপি বিশ্বের সংখ্যা গণনা সম্ভবপর নহে এবং সেইরূপ কত ব্রহ্মা, কত বিষ্ণু ও কত মহেশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাহারও সংখ্যা নাই ॥ ৭ ॥ প্রতিব্রহ্মাণ্ডেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন, পাতাল হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত এক এক ব্রহ্মাণ্ডের সীমা ॥ ৮ ॥ বৈকুণ্ঠধাম তাহার ঊর্দ্ধে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের বহির্ভাগে অবস্থিত। আবার গোলোকধাম ঐ বৈকুণ্ঠধামের পঞ্চাশৎ কোটি যোজন ঊর্দ্ধে অবস্থিত আছে ॥ ৯ ॥ শ্রীকৃষ্ণ যেমন নিত্য ও সত্যস্বরূপ এই গোলোক-

ঊনপঞ্চাশদুপদ্বীপাসখ্যশৈলবনান্বিতা।
ঊর্দ্ধং সপ্ত স্বর্গলোকা ব্রহ্মলোকসমন্বিতাঃ ॥ ১১ ॥
পাতালানি চ সপ্তাধশ্চৈবং ব্রহ্মাণ্ডমেব চ।
ঊর্দ্ধং ধরায়া ভূর্লোকো ভুবর্লোকস্ততঃপরম্ ॥ ১২ ॥
ততঃ পরঞ্চ স্বর্লোকো জনলোকস্তথাপরঃ।
ততঃ পরস্তপোলোকঃ সত্যলোকস্ততঃ পরঃ ॥ ১৩ ॥
ততঃ পরং ব্রহ্মলোকস্তপ্তকাঞ্চনসন্নিভঃ।
এবং সর্ব্বং কৃত্রিমঞ্চ বাহ্যাভ্যন্তরমেব চ ॥ ১৪ ॥
তদ্বিনাশে বিনাশশ্চ সর্বেষামেব নারদ!।
জলবুদ্বুদবৎ সর্ব্বং বিশ্বসজ্ঞমনিত্যকম্ ॥ ১৫ ॥
নিত্যৌ গোলোকবৈকুণ্ঠৌ প্রোক্তৌ শশ্বদকৃত্রিমৌ।
প্রত্যেকং লোমকূপেষু ব্রহ্মাণ্ডং পরিনিশ্চিতম্ ॥ ১৬ ॥
এষাং সখ্যাং ন জানাতি কৃষ্ণোঽন্যস্যাপি কা কথা।
প্রত্যেকং প্রতিব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ॥ ১৭ ॥
তিস্রঃ কোট্যঃ সুরাণাঞ্চ সখ্যা সর্ব্বত্র পুত্রক!।
দিগীশাশ্চৈব দিক্‌পালা নক্ষত্রাণি গ্রহাদয়ঃ ॥ ১৮ ॥

তদ্বিনাশে ব্রহ্মাণ্ডবিনাশে জলবুদ্বুদবন্মায়িকত্বাৎ ॥ ১৫ ॥
নিত্যাবিতি প্রলয়পর্য্যন্তমবস্থিতত্বাৎ ॥ ১৬—১৮ ॥

ধামও সেইরূপ। সপ্তদ্বীপ-সমন্বিতা এই পৃথিবী সপ্তসাগরে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে ॥ ১০ ॥ ইহাতে ঊনপঞ্চাশৎ উপদ্বীপ বিদ্যমান, তদ্ভিন্ন কত যে পর্ব্বত এবং কত যে বন বিরাজমান রহিয়াছে, তাহার আর সংখ্যা নাই। ইহার উর্দ্ধে ব্রহ্মলোক সহিত সপ্ত স্বর্গ, এবং অধোভাগে সপ্ত পাতাল। ইহাই ব্রহ্মাণ্ডের সীমা। ধরার অব্যবহিত উর্দ্ধে ভূর্লোক, তদুপরি ভুবর্লোক, তদুপরি স্বর্লোক, তদুপরি জনলোক, তদুপরি তপোলোক, তদুপরি সত্যলোক এবং তদুপরি ব্রহ্মলোক। ঐ ব্রহ্মলোকের প্রভা তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ড বিবৃতির বহির্ভাগস্থিতই হউক আর আভ্যন্তরীণই হউক, সমুদায় পদার্থই কৃত্রিম অর্থাৎ অনিত্য ॥ ১১—১৪ ॥ ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে সমস্তই বিনষ্ট হয়। সমস্ত বিশ্বই জলবিম্বের ন্যায় অনিত্য ॥ ১৫ ॥ কেবল গোলোক ও বৈকুণ্ঠধাম নিত্য পদার্থ। মহাবিরাটের প্রতিলোমকূপেই এক এক ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে ॥ ১৬ ॥ অন্যের ত কথাই নাই, স্বয়ং কৃষ্ণই এই সকল ব্রহ্মাণ্ডের সংখ্যা গণনা করিতে সমর্থ নহেন। প্রতি ব্রহ্মাণ্ডেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বিদ্যমান রহিয়াছেন ॥ ১৭ ॥ বৎস নারদ! প্রতি ব্রহ্মাণ্ডেই

ভুবি বর্ণাশ্চ চত্বারোঽপ্যধো নাগাশ্চরাচরাঃ ॥ ১৯ ॥
অথ কালেঽত্র স বিরাড়ূর্দ্ধং দৃষ্ট্বা পুনঃ পুনঃ।
ডিম্বান্তরে চ শূন্যঞ্চ ন দ্বিতীয়ঞ্চ কিঞ্চন।
চিন্তামবাপ ক্ষুদ্‌যুক্তো রুরোদ চ পুনঃ পুনঃ ॥ ২০ ॥
জ্ঞানং প্রাপ্য তদা দধ্যৌ কৃষ্ণং পরমপূরুষম্।
ততো দদর্শ তত্রৈব ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্ ॥ ২১ ॥
নবীনজলদশ্যামং দ্বিভুজং পীতবাসসম্।
সস্মিতং মুরলীহস্তং ভক্তানুগ্রহকাতরম্ ॥ ২২ ॥
জহাস বালকস্তুষ্টো দৃষ্ট্বা জনকমীশ্বরম্।
বরং তদা দদৌ তস্মৈ বরেশঃ সময়োচিতম্ ॥ ২৩ ॥

চরাচরাঃ। এতৎসর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতমেবাস্তীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

ঊর্দ্ধং দৃষ্ট্বা ডিম্বস্যান্তরে অণ্ডস্যান্তরে মধ্যে শূন্যমেব দদর্শ দ্বিতীয়ং কিঞ্চন ন দদর্শে-ত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

জ্ঞানং প্রাপ্যেতি। পূর্ব্বকল্পস্থ এব কশ্চিজ্জীবো জ্ঞানকর্ম্মবশাৎ প্রজাপতিভাবমাপদ্যত ইতি। সোঽবিভেৎসনৈবরে যে ইত্যাদিনা বৃহদারণ্যকে প্রতিপাদিতম্। তথা চ স জীবো বালকঃ পূর্ব্বং কৃতশ্রবণপরিপাকেন তৎসংস্কারবশাদস্তি কশ্চিদীশ্বর ইতি স্মৃত্বা তং দধ্যৌ ধ্যাতবানিত্যর্থঃ ॥ ২১—২৩ ॥

দেবগণের সংখ্যা তিন কোটি। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি দিক্‌পতি, কতকগুলি দিক্‌পাল, কতকগুলি নক্ষত্র এবং কতকগুলি গ্রহাদি। ভূলোকে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় এবং পাতালে নাগ। এইরূপে স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। (ইহাই ব্রহ্মাণ্ড বিবৃতি) ॥ ১৮—১৯ ॥

বৎস নারদ! এদিকে সেই বিরাট্ পুরুষ বারংবার ঊর্দ্ধদিক্ অবলোকন করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই দ্বিধাভিন্ন ডিম্বমধ্যে সমুদায় শূন্য ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি ক্ষুধায় কাতর হইয়া পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে করিতে নিরতিশয় চিন্তায় মগ্ন হইলেন ॥ ২০ ॥ ক্ষণকাল পরে পূর্ব্বতন সংস্কারবলে তাঁহার মনে অস্তিত্ব বুদ্ধির উদয় হওয়াতে যেমন সেই পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন, অমনি তথায় সেই সনাতন ব্রহ্মজ্যোতি দেখিতে পাইলেন ॥ ২১ ॥ তাঁহার রূপ নবজলধরের ন্যায় শ্যামবর্ণ। দুই হস্ত, পরিধান পীতাম্বর, মুখে ঈষৎ হাস্য, হস্তে মুরলী, রূপ দেখিলে বোধ হয় যেন ভক্তজনের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবার নিমিত্ত একান্ত বিব্রত ॥২২॥ বিরাট্‌রূপী বালক সর্ব্বেশ্বর স্বীয় জনককে দর্শন করিবামাত্র আনন্দে হাস্য করিতে লাগিলেন। তখন সেই বরদদেব বালককে সময়োচিত বরদান করিয়া কহিলেন, "বৎস! তুমি আমার ন্যায় জ্ঞানসম্পন্ন হও, তোমার ক্ষুধা তৃষ্ণা তিরোহিত হউক, তুমি প্রলয়কাল পর্য্যন্ত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের

মৎসমো জ্ঞানযুক্তশ্চ ক্ষুৎপিপাসাদিবর্জ্জিতঃ।
ব্রহ্মাণ্ডাসঙ্খ্যনিলয়ো ভব বৎস! লয়াবধি ॥ ২৪ ॥
নিষ্কামো নির্ভয়শ্চৈব সর্ব্বেষাং বরদো ভব।
জরামৃত্যুরোগশোকপীড়াদিবর্জ্জিতো ভব ॥ ২৫ ॥
ইত্যুক্ত্বা তস্য কর্ণে স মহামন্ত্রং ষড়ক্ষরম্।
ত্রিঃকৃত্বশ্চ প্রজজাপ বেদাঙ্গপ্রবরং পরম্ ॥ ২৬ ॥
প্রণবাদিচতুর্থ্যন্তং কৃষ্ণ ইত্যক্ষরদ্বয়ম্।
বহ্নিজায়ান্তমিষ্টঞ্চ সর্ব্ববিঘ্নহরং পরম্ ॥ ২৭ ॥
মন্ত্রং দত্ত্বা তদাহারং কল্পয়ামাস বৈ বিভুঃ।
শ্রূয়তাং তদ্ ব্রহ্মপুত্র! নিবোধ কথয়ামি তে ॥ ২৮ ॥
প্রতিবিশ্বং যন্নৈবেদ্যং দদাতি বৈষ্ণবো জনঃ।
তৎষোড়শাংশো বিষয়িণো বিষ্ণোঃ পঞ্চদশাস্য বৈ ॥ ২৯ ॥
নির্গুণস্যাত্মনশ্চৈব পরিপূর্ণতমস্য চ।
নৈবেদ্যে চৈব কৃষ্ণস্য ন হি কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্ ॥ ৩০ ॥

প্রণবাদীতি। বহ্নিজায়া স্বাহা ওঁ কৃষ্ণায় স্বাহেত্যেবং মন্ত্রঃ ॥ ২৭—২৮ ॥

প্রতিবিশ্বমিতি। প্রতিবিশ্বং প্রতিব্রহ্মাণ্ডং যো বৈষ্ণবো জনো নৈবেদ্যং দদাতি ষোড়শাংশো বিষয়িণো বিষয়ো বৈকুণ্ঠরূপো দেশস্তদ্বত্তস্তৎপতের্বিষ্ণোঃ কল্পিত ইতি শেষঃ। পঞ্চদশভাগা অস্য বিরাট্পুরুষস্য কল্পিতা ইতি শেষঃ ॥ ২৯ ॥

স্বস্য নিত্যতৃপ্তত্বান্ন স্বার্থং নৈবেদ্যং কল্পিতমিত্যাহ নির্গুণস্যেতি ॥ ৩০ ॥

আধার হও, তুমি সমস্ত বাসনার বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বতোভাবে ভয়শূন্য হইয়া প্রাণিমাত্রকে অভীষ্ট প্রদান কর। জরা, মরণ, রোগ, শোক বা কোন প্রকার পীড়াদি তোমাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ না হউক্। এই বলিয়া তাঁহার কর্ণে সাঙ্গবেদপূজিত অভীষ্টপ্রদ সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন "ওঁ কৃষ্ণায় স্বাহা" এই ষড়ক্ষর মহামন্ত্র তিনবার জপ করিলেন ॥ ২৩—২৭ ॥

হে ব্রহ্মপুত্র নারদ! বিভু শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে মন্ত্র প্রদান করিয়া পরিশেষে তাঁহার উপভোগের নিমিত্ত যেরূপ আহার বিধান করিয়া দিলেন, তাহা কহিতেছি অবধান কর ॥ ২৮ ॥ প্রতি বিশ্বে ভক্তজনে কৃষ্ণকে যে নৈবেদ্য প্রদান করে, তাহার ষোড়শ ভাগ বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের এবং অপর পঞ্চদশ ভাগ ঐ বিরাট্‌রূপী বালকের নিমিত্ত পরিকল্পিত হইল ॥ ২৯ ॥ শ্রীকৃষ্ণ আপনার নিমিত্ত অংশ পরিকল্পনা করিলেন না। কারণ, স্বয়ং গুণাতীত ও পূর্ণতম; সুতরাং যিনি নিয়তই পরিতৃপ্ত রহিয়াছেন, তাঁহার আবার নৈবেদ্যে প্রয়োজন কি? ॥ ৩০ ॥

যদ্‌যদ্দদাতি নৈবেদ্যং তস্মৈ দেবায় যো জনঃ।
স চ খাদতি তৎসর্ব্বং লক্ষ্মীনাথো বিরাট্‌ তথা ॥ ৩১ ॥
তঞ্চ মন্ত্রবরং দত্ত্বা তমুবাচ পুনর্ব্বিভুঃ।
বরমন্যৎ কিমিষ্টং তে তন্মে ব্রূহি দদামি চ ॥ ৩২ ॥
কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা তমুবাচ বিরাড্‌বিভুঃ।
কৃষ্ণং তং বালকস্তাবদ্বচনং সময়োচিতম্ ॥ ৩৩ ॥

বালক উবাচ।

বরো মে ত্বৎপদাম্ভোজে ভক্তির্ভবতু নির্ম্মলা।
সততং যাবদায়ুর্মে ক্ষণং বাস্তু চিরঞ্চ বা ॥ ৩৪ ॥
ত্বদ্ভক্তিযুক্তো লোকেঽস্মিন্ জীবন্মুক্তশ্চ সন্ততম্।
ত্বদ্ভক্তিহীনো মূর্খশ্চ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ ॥ ৩৫ ॥
কিং তজ্জপেন তপসা যজ্ঞেন পূজনেন চ।
ব্রতেন চোপবাসেন পুণ্যেন তীর্থসেবয়া ॥ ৩৬ ॥
কৃষ্ণভক্তিবিহীনস্য মূর্খস্য জীবনং বৃথা।
যেনাত্মনা জীবিতশ্চ তমেব ন হি মন্যতে ॥ ৩৭ ॥

স চেতি। স চ লক্ষ্মীনাথো বৈকুণ্ঠপতির্বিষ্ণুর্বিরাট্ চেত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৬ ॥
যেনাত্মনায়ং জীবো জীবিতস্তমেবাত্মানং ন হি মন্যতে যস্তস্য জীবিতং কৃতঘ্নস্যেব ব্যর্থমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে যে যাহা প্রদান করে, সেই লক্ষ্মীপতি বিরাট্ পুরুষই তৎসমস্ত ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে সেই বিরাট্ পুরুষকে মন্ত্র ও বরপ্রদান করিয়া কহিলেন, বৎস! তোমার আর কি অভিলাষ হয় ব্যক্ত কর, এখনি প্রদান করিতেছি ॥ ৩২ ॥

সেই বিরাট্‌রূপী বালক শ্রীকৃষ্ণের বচন শ্রবণে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বিভো! আমার আর কোন বাসনাই নাই, কেবল ক্ষণকালই হউক্, আর দীর্ঘকালই হউক্, যাবৎ জীবিত থাকিব, তাবৎকাল যেন আপনার পাদপদ্মে সততই আমার বিমলা ভক্তি থাকে ॥ ৩৩—৩৪ ॥ এই জগতে যে ব্যক্তি তোমার ভক্ত, সে নিরন্তরই জীবন্মুক্ত। আর যে তোমার প্রতি ভক্তিশূন্য, সেই মূঢ় জীবিত থাকিয়াও মৃতের ন্যায় ॥ ৩৫ ॥ কৃষ্ণভক্তিবিহীন ব্যক্তির জপ তপ যজ্ঞ পূজা নিয়ম উপবাস পবিত্র তীর্থসেবা ও অন্যান্য পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রয়োজন কি? ॥ ৩৬ ॥ যে ব্যক্তি পরমাত্মরূপী শ্রীকৃষ্ণ হইতে জীবন ধারণ করিয়া আবার তাঁহাকেই অগ্রাহ্য করে, তাহার তুল্য কৃতঘ্ন আর কে আছে?

যাবদাত্মা শরীরেঽস্তি তাবৎ স শক্তিসংযুতঃ।
পশ্চাদ্‌যান্তি গতে তস্মিন্ স্বতন্ত্রাঃ সর্ব্বশক্তয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
স চ ত্বঞ্চ মহাভাগ! সর্ব্বাত্মা প্রকৃতেঃ পরঃ।
স্বেচ্ছাময়শ্চ সর্ব্বাদ্যো ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনঃ ॥ ৩৯ ॥
ইত্যুক্ত্বা বালকস্তত্র বিররাম চ নারদ!।
উবাচ কৃষ্ণঃ প্রত্যুক্তিং মধুরাং শ্রুতিসুন্দরীম্ ॥ ৪০ ॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

সুচিরং সুস্থিরং তিষ্ঠ যথাহং ত্বং তথা ভব।
ব্রহ্মণোঽসংখ্যপাতে চ পাতস্তে ন ভবিষ্যতি ॥ ৪১ ॥
অংশেন প্রতিব্রহ্মাণ্ডে ত্বঞ্চ ক্ষুদ্রবিরাড্ ভব।
ত্বন্নাভিপদ্মাদ্‌ব্রহ্মা চ বিশ্বস্রষ্টা ভবিষ্যতি ॥ ৪২ ॥
ললাটে ব্রহ্মণশ্চৈব রুদ্রাশ্চৈকাদশৈব তে।
শিবাংশেন ভবিষ্যন্তি সৃষ্টিসংহরণায় বৈ ॥ ৪৩ ॥

আত্মনাং জীবিতত্বমেবোপপাদয়তি যাবদাত্মেতি ॥ ৩৮ ॥

স চ ত্বঞ্চেতি। হে কৃষ্ণ! স চাত্মা ত্বমেবাসীত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

ব্রহ্মণোঽসংখ্যপাতে চেতি। অনেকব্রহ্মদেবপাতে নাশেঽপি তব নাশো ন ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। অনেকব্রহ্মাণ্ডাভিপ্রায়েণেয়মুক্তিঃ ॥ ৪১ ॥

অংশেনেতি। ত্বং স্বাংশেন প্রতিব্রহ্মাণ্ডং ক্ষুদ্রবিরাড়্রূপো বিরাড্ ভব প্রতিব্রহ্মাণ্ডং ভিন্নো ভিন্নো বিরাড্রূপো ভবেত্যর্থঃ। তেন চায়ং বিরাড়নেককোটিব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতবিরাড্রূপাণাং সমষ্টিরধিপতিরস্তীতি বোধিতম্ ॥ ৪২—৪৩ ॥

সেই কৃষ্ণভক্তি-বিরহিত মূঢ়ের জীবন ধারণ বৃথা ॥ ৩৭ ॥ যে পর্য্যন্ত দেহে আত্মা অধিষ্ঠান করে, তাবৎ সমস্ত শক্তিই বিদ্যমান থাকে, কিন্তু আত্মা প্রস্থান করিলেই আত্মাধীন সমুদায় ইন্দ্রিয়শক্তিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ হে মহাভাগ! যিনি প্রকৃতির অতীত স্বেচ্ছাময় আদি পুরুষ পরমজ্যোতিঃস্বরূপ সনাতন ব্রহ্ম, তুমিই স্বয়ং সেই বিশ্বাত্মা ॥ ৩৯ ॥

বৎস নারদ! বিরাট্‌রূপী বালক এইমাত্র বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রুতিমধুর বচনে কহিলেন, বৎস! তুমি অনন্তকাল আমার মত স্থিরভাবে অবস্থান কর, অসংখ্য ব্রহ্মা অতীত হইলেও তোমার পতন হইবে না ॥ ৪০—৪১ ॥ তুমি স্বীয় অংশে বিভক্ত হইয়া প্রতিব্রহ্মাণ্ডেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরাট্‌রূপে পরিণত হও। ব্রহ্মা তোমার নাভিপদ্ম হইতে আবির্ভূত হইয়া বিশ্বের সৃষ্টি করিবেন ॥ ৪২ ॥ সৃষ্টি সংহারের নিমিত্ত সেই ব্রহ্মার ললাটদেশ হইতে একাদশ রুদ্র সমুদ্ভূত হইবে। কিন্তু তাহারা

কালাগ্নিরুদ্রস্তেষ্বেকো বিশ্বসংহারকারকঃ ।
পাতা বিষ্ণুশ্চ বিষয়ী ক্ষুদ্রাংশেন ভবিষ্যতি ॥ ৪৪ ॥
মদ্ভক্তিযুক্তঃ সততং ভবিষ্যসি বরেণ মে ।
ধ্যানেন কমনীয়ং মাং নিত্যং দ্রক্ষ্যসি নিশ্চিতম্ ॥ ৪৫ ॥
মাতরং কমনীয়াঞ্চ মম বক্ষঃস্থলস্থিতাম্ ।
যামি লোকং তিষ্ঠ বৎসেত্যুক্ত্বা সোঽন্তরধীয়ত ॥ ৪৬ ॥
গত্বা স্বলোকং ব্রহ্মাণং শঙ্করং সমুবাচ হ ।
স্রষ্টারং স্রষ্টুমীশঞ্চ সংহর্ত্তুঞ্চৈব তৎক্ষণম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

সৃষ্টিং স্রষ্টুং গচ্ছ বৎস ! নাভিপদ্মোদ্ভবো ভব ।
মহাবিরাড়্‌লোমকূপে ক্ষুদ্রস্য চ বিধে ! শৃণু ॥ ৪৮ ॥

তেষু একাদশরুদ্রেষু একঃ কালাগ্নিরুদ্র ইত্যর্থঃ। বিষয়ী বিষয়ভোগবান্ ক্ষুদ্রাংশেন অল্পাংশেন ॥ ৪৪—৪৫ ॥

যামীতি। হে বৎস ! ত্বমত্র তিষ্ঠ অহং লোকং স্বলোকং গোলোকং যামি গচ্ছামীত্যুক্ত্বা স কৃষ্ণোঽন্তরধীয়তান্তর্দ্ধানং গতবানিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

স্বলোকং গত্বা স্রষ্টারং ব্রহ্মাণং স্রষ্টুং শঙ্করমীশং সংহর্ত্তুং চোবাচেত্যর্থঃ। ইমৌ ব্রহ্ম-শঙ্করৌ যৌ পূর্ব্বং কৃষ্ণশরীরান্নির্গতৌ তাবিতি বোধ্যম্ ॥ ৪৭ ॥

কিমুবাচ তদাহ সৃষ্টিং স্রষ্টুমিতি। প্রতিব্রহ্মাণ্ডং যে বিরাট্‌পুরুষা অসংখ্যা সন্তি তেষাং নাভিপদ্মোদ্ভবো ভব নাভিপদ্মাদুৎপন্নো ভব। কিমর্থং সৃষ্টিং স্রষ্টুমুৎপাদয়িতুম্। তে বিরাট্‌-পুরুষাঃ ক সন্তি তত্রাহ মহাবিরাড়িতি। সর্ব্ববিরাড়্‌রূপাণাং সমষ্টিভূতো যো মহাবিরাট্ তস্য লোমকূপেষু যান্যনেকানি ব্রহ্মাণ্ডানি তত্র যো যঃ ক্ষুদ্রবিরাট্ তস্য নাভিপদ্মেঽংশেন হে বিধে ! ত্বং ভব ইদং মদ্বচনং ত্বং শৃণ্বিত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

সকলেই শিবাংশ॥ ৪৩ ॥ ঐ একাদশ রুদ্রের মধ্যে যিনি কালাগ্নি নামক রুদ্র, তিনিই সমস্ত বিশ্বের সংহারকর্তা। তদ্ভিন্ন তোমার ক্ষুদ্রাংশে এক এক বিষ্ণু সম্ভূত হইবে এবং সেই ভোগবান্ বিষ্ণুই বিশ্বের পালক ॥ ৪৪ ॥ আমি বলিতেছি, আমার বরদানে তুমি নিয়ত আমার প্রতি ভক্তিমান্ হইবে এবং তুমি ধ্যানযোগ অবলম্বন করিবামাত্র আমার কমনীয় মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে ; তাহার আর সন্দেহ নাই। আমার বক্ষঃস্থলাশ্রিত তোমার জননীর দর্শনও দুর্লভ হইবে না। বৎস। তুমি স্বচ্ছন্দে এই স্থানে অবস্থান কর। আমি গোলোকে চলিলাম। জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণ এই বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৪৫—৪৬॥

অনন্তর তিনি গোলোকে উপস্থিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সৃষ্টি ও সংহার-কার্য্য পটু ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস বিধাতঃ ! তুমি শীঘ্র যাও। গিয়া সৃষ্টিকার্য্যের

গচ্ছ বৎস! মহাদেব! ব্রহ্মভালোদ্ভবো ভব।
অংশেন চ মহাভাগ! স্বয়ঞ্চ সুচিরং তপ ॥ ৪৯ ॥
ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথো বিররাম বিধেঃ সুত!।
জগাম ব্রহ্মা তং নত্বা শিবশ্চ শিবদায়কঃ ॥ ৫০ ॥
মহাবিরাড়্লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডগোলকে জলে।
বভূব চ বিরাট্‌ক্ষুদ্রো বিরাড়ংশেন সাম্প্রতম্ ॥ ৫১ ॥
শ্যামো যুবা পীতবাসাঃ শয়ানো জলতল্পকে।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যো বিশ্বব্যাপী জনার্দ্দনঃ ॥ ৫২ ॥
তন্নাভিকমলে ব্রহ্মা বভূব কমলোদ্ভবঃ।
সম্ভূয় পদ্মদণ্ডে চ বভ্রাম যুগলক্ষকম্ ॥ ৫৩ ॥

শিবং প্রত্যাহ গচ্ছেতি। হে শিব! বৎস! অনেকব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতানেকব্রহ্মদেবললাটান্ত-মংশেন জগৎসংহর্ত্তুমুৎপন্নো ভব। স্বয়ঞ্চ ত্বং সুচিরং বহুকালং তপ তপশ্চর্য্যাঞ্চ কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

বিধেঃ সুত! হে নারদ! ॥ ৫০ ॥

এবং ব্রহ্মরুদ্রৌ প্রতি যথোক্তবাংস্তথা চতুর্ভুজমপি বিষ্ণুং পালনার্থমুক্তবানেনেদঞ্চানুক্ত-মপ্যর্থাদ্বোধ্যম্। পূর্ব্বং বিরাজং প্রতি তথৈব প্রতিজ্ঞানাৎ। তদুক্তমধুনৈব পাতা বিষ্ণুশ্চ বিষয়ী ক্ষুদ্রাংশেন ভবিষ্যতীতি। ব্রহ্মরুদ্রৌ যাবৎকালপর্য্যন্তং তত্র ন গতৌ ততঃ পূর্ব্বমেব মহাবিরাট্ ক্ষুদ্রবিরাড্‌রূপেণ প্রতিব্রহ্মাণ্ডং ভিন্নো ভিন্নো বভূবেত্যাহ মহাঁবিরাড়িতি। বিরাড়ংশেন স্বাংশেনেত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

তস্য রূপমাহ শ্যাম ইতি ॥ ৫২ ॥

বভ্রাম মূলশোধনার্থম্ ॥ ৫৩ ॥

নিমিত্ত মহাবিরাটের লোমকূপ হইতে যে সকল ক্ষুদ্র বিরাট্ সমুৎপন্ন হইবে, সেই সকল ক্ষুদ্র বিরাটের নাভিপদ্ম হইতে অংশে সমুৎপন্ন হও। বৎস মহাদেব! তুমিও যাও, গিয়া সৃষ্টি সংহারের নিমিত্ত প্রতিবিশ্বে প্রত্যেক ব্রহ্মার কপালদেশ হইতে অংশে উৎপন্ন হও। কিন্তু দেখিও যেন স্বয়ং সুদীর্ঘকাল তপশ্চরণ করিতে বিস্মৃত হইও না ॥ ৪৭—৪৯ ॥"

হে বিধাতৃতনয় নারদ! শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে এইরূপ আদেশ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন। এদিকে ব্রহ্মা ও শিবদাতা শিব উভয়ে জগৎপতিকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫০ ॥ ওদিকে সেই ব্রহ্মাণ্ডগোলকজলে যে মহা-বিরাট্ ভাসমান ছিলেন, ইতিপূর্ব্বে তাঁহারই অংশে তাঁহারই প্রতিলোমকূপে এক এক ক্ষুদ্র বিরাট সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥৫১॥ দূর্ব্বাদলশ্যামরূপ পীতাম্বরধারী হাস্যপ্রফুল্লবদন যুবা বিশ্বব্যাপী যে বিরাটরূপী জনার্দ্দন জলশয্যায় শয়ান, ব্রহ্মা গিয়া তাঁহার নাভিপদ্মে জন্ম-গ্রহণ করিলেন। জন্মগ্রহণের পর কমলযোনি সেই নাভিপদ্মে ও তাহার মৃণালদণ্ডে লক্ষ-

নান্তং জগাম দণ্ডস্য পদ্মনালস্য পদ্মজঃ।
নাভিজস্য চ পদ্মস্য চিন্তামাপ পিতা তব ॥ ৫৪ ॥
স্বস্থানং পুনরাগম্য দধ্যৌ কৃষ্ণপদাম্বুজম্।
ততোদদর্শ ক্ষুদ্রং তং ধ্যানেন দিব্যচক্ষুষা ॥ ৫৫ ॥
শয়ানং জলতল্পে চ ব্রহ্মাণ্ডগোলকাপ্লুতে।
যল্লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডং তঞ্চ তৎপরমীশ্বরম্ ॥ ৫৬ ॥
শ্রীকৃষ্ণঞ্চাপি গোলোকং গোপগোপীসমন্বিতম্।
তং সংস্তূয় বরং প্রাপ ততঃ সৃষ্টিং চকার সঃ ॥ ৫৭ ॥
বভূবু র্ব্রহ্মণঃ পুত্রা মানসাঃ সনকাদয়ঃ।
ততোরুদ্রকলাশ্চাপি শিবস্যৈকাদশ স্মৃতাঃ॥ ৫৮ ॥
বভূব পাতা বিষ্ণুশ্চ ক্ষুদ্রস্য বামপার্শ্বতঃ।
চতুর্ভুজশ্চ ভগবান্ শ্বেতদ্বীপে স চাবসৎ ॥ ৫৯ ॥
ক্ষুদ্রস্য নাভিপদ্মে চ ব্রহ্মা বিশ্বং সসর্জ্জ হ।
স্বর্গং মর্ত্ত্যঞ্চ পাতালং ত্রিলোকীং সচরাচরাম্ ॥ ৬০ ॥

পিতা তবেতি নারদং প্রত্যুক্তিঃ ॥ ৫৪ ॥
ক্ষুদ্রং বিরাজম্ ॥ ৫৫ ॥
মহাবিরাজং তঞ্চ তৎপরমীশ্বরং ক্ষুদ্রং বিরাজঞ্চ দদর্শেত্যর্থঃ ॥ ৫৬—৫৮ ॥
ক্ষুদ্রস্য বামপার্শ্বতঃ ক্ষুদ্রবিরাজো বামভাগাদিত্যর্থঃ। স বামভাগান্নির্গতো বিষ্ণুঃ শ্বেতদ্বীপেঽবসন্নিবাসং কৃতবানিত্যর্থঃ॥ ৫৯—৬০ ॥

যুগ পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন॥ ৫২—৫৩ ॥ কিন্তু কিছুতেই না পদ্ম, না মৃণালদণ্ড কিছুরই অন্ত পাইলেন না। বৎস নারদ! তখন তোমার পিতা অতিশয় চিন্তাকুল হইয়া পুনরায় স্বস্থানে আগমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন। ধ্যানযোগে দিব্যচক্ষে প্রথমতঃ ক্ষুদ্রবিরাট, তৎপরে যাঁহার লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ড বিরাজমান সেই অনন্ত জলশয্যাশায়ী মহাবিরাট এবং তৎপরে গোপগোপীসমন্বিত গোলোকবিহারী পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। তখন তোমার পিতা গোলোকপতির স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইলে তিনি তোমার পিতাকে বরদান করিলেন। তৎপরে তোমার পিতা সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৫৪—৫৭॥ প্রথমতঃ তোমার পিতার মানস হইতে সনকাদি ভ্রাতৃগণ এবং তাহার পর কপালদেশ হইতে একাদশ রুদ্র সম্ভূত হইলেন ॥ ৫৮ ॥ তাহার পর সেই সলিল শয্যায় শয়ান ক্ষুদ্র বিরাট পুরুষের বামপার্শ্ব হইতে বিশ্বপাতা চতুর্ভুজ ভগবান্ বিষ্ণুর উৎপত্তি হইল। তিনি শ্বেতদ্বীপে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥ এদিকে তোমার

এবং সর্ব্বলোমকূপে বিশ্বং প্রত্যেকমেব চ।
প্রতিবিশ্বে ক্ষুদ্রবিরাড় ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ ॥ ৬১ ॥
ইত্যেবং কথিতং ব্রহ্মন্! কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং শুভম্।
সুখদং মোক্ষদং ব্রহ্মন্! কিম্ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাদিদেবতোৎপত্তিবর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ক্ষুদ্রবিরাড়ল্পবিরাট্। ৬১ ॥

অত্রেদং বোধ্যং প্রথমস্কন্ধে তস্যাস্ত সাত্ত্বিকী শক্তীরাজসী তামসী তথা। মহাকালী মহালক্ষ্মীর্মহাসরস্বতীতি তাঃ স্ত্রিয়ঃ। তাসাং তিসৃণাং শক্তীনাং দেহাঙ্গীকারলক্ষণঃ। সৃষ্ট্যর্থঞ্চ সমাখ্যাতঃ সর্গঃ শাস্ত্রবিশারদৈঃ। হরিদ্রুহিণরুদ্রাণামুৎপত্তিস্ত ততঃ স্মৃতা। পালনোৎপত্তিনাশার্থং প্রতিসর্গঃ স্মৃতো হি স ইত্যনেন প্রতিজ্ঞাতো যঃ সর্গঃ প্রতিসর্গশ্চ প্রথমস্কন্ধে পঞ্চমস্কন্ধে চ মধুকৈটভবধমহিষাসুরশুম্ভনিশুম্ভবধপ্রসঙ্গেন মহাকাল্যাদ্যুৎপত্তি-কথনেন। তথা তৃতীয়স্কন্ধে গুণত্রয়েণ সমস্তজগতোঽপঞ্চীকৃতভূতমহাভূতসৃষ্টিকথনোত্তরং ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদ্যুৎপত্তিকথনেন তেষাং সৃষ্টিস্থিতিসংহৃতিব্যাপারে আজ্ঞাকরণেন প্রতিপাদিতঃ। পুনশ্চ স এব সর্গঃ প্রতিসর্গশ্চ কল্পান্তরভেদেন ভিন্নঃ প্রকারান্তরেণ নবমস্কন্ধে উচ্যতে। তন্নিষ্কর্ষস্ত্বিত্থং প্রথমং মূলপ্রকৃতির্মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণী স্বতন্ত্রা স্বেচ্ছয়া প্রাণিকর্ম্মবশেনাপঞ্চী-কৃতপঞ্চভূতোৎপত্ত্যনন্তরং পঞ্চমহাভূতোৎপত্তিং তৃতীয়স্কন্ধোক্তপ্রকারেণেন্দ্রিয়প্রাণান্তঃকর-ণানামুৎপত্তিং পঞ্চমহাভূতাংশান্ গৃহীত্বানন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তিঞ্চ প্রথমং চকার। তত-স্তেষাং ব্রহ্মাণ্ডানামধিপত্যাকাঙ্ক্ষায়াং পঞ্চমহাভূতাংশান্ গৃহীত্বা স্বয়মেব প্রকৃতিঃ সর্ব্বাধি-পত্যর্দ্ধনারীশ্বরশ্রীকৃষ্ণরূপেণ প্রাদুর্বভূব যাং গোপালসুন্দরীং বদন্তি। এবং সর্ব্বাধিপতিঃ শ্রীকৃষ্ণোঽর্দ্ধনারীশ্বর উৎপাদিতঃ। তদনন্তরঞ্চ তয়ার্দ্ধনার্য্যা স কৃষ্ণো মিথুনীভূয় স্বষোড়-শাংশেনানন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডানি যস্য রোমকূপেষু স্থাস্যন্তি তাদৃশং সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডানামধিপতিং মহাবিরাজং শ্রীমূলপ্রকৃতিপ্রেরণয়ৈব জনয়ামাস। ততঃ শ্রীকৃষ্ণার্দ্ধভাগিনী পরাশক্তিঃ সমষ্টিব্যষ্টিজ্ঞানাধিষ্ঠাত্রীং সরস্বতীং স্বজিহ্বাগ্রাজ্জনয়ামাস। ততঃ কালান্তরে কৃষ্ণার্দ্ধভাগিনী শক্তির্দ্বিধা বভূব। বামভাগেন লক্ষ্মীরূপেণ দক্ষিণভাগেন রাধারূপেণ। তত্র লক্ষ্মীঃ সমষ্টি-ব্যষ্টিসম্পত্ত্যধিষ্ঠাতৃত্বেন কল্পিতা। রাধা তু সমষ্টিব্যষ্টিপ্রাণাধিষ্ঠাতৃত্বেন কল্পিতা। মূলপ্রকৃতি-প্রেরণয়ৈব ততোঽর্দ্ধভাগরূপঃ শ্রীকৃষ্ণোঽপি মূলপ্রকৃতীচ্ছয়ৈব বামভাগেন বিষ্ণুরূপেণ দক্ষিণ-ভাগেন শ্রীকৃষ্ণরূপেণ দ্বিধা জাতঃ। তদনন্তরং বাণীং লক্ষ্মীঞ্চ চতুর্ভুজায় বিষ্ণবে স্ত্রীত্বেন দদৌ। রাধান্ত স্ত্রীত্বেন স্বয়মেব কৃষ্ণো জগ্রাহ। ততো মূলপ্রকৃতেঃ সকাশাৎ সহস্রভুজা দুর্গা দেবতা সমষ্টিব্যষ্ট্যন্তঃকরণাধিষ্ঠাত্রী সমুৎপন্না। ততঃ পদ্মনাভেশ্চতুর্ভুজস্য বিষ্ণোর্নাভি-কমলাৎ সাবিত্রীস্ত্রীসহিতো ব্রহ্মদেবঃ সমুৎপন্নো মূলপ্রকৃতিরূপ এব। তত্র সাবিত্রী সর্ব্ব-জীবাত্মাধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ততঃ শ্রীকৃষ্ণো দ্বিভুজোঽপি পুনর্বামভাগেন মহাদেবরূপেণ

পিতা সেই ক্ষুদ্র বিরাজ পুরুষের নাভিপদ্মে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই ত্রিভুবনাত্মক স্থাবর-জঙ্গম-সমাকীর্ণ বিশ্বের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৬০ ॥ বৎস নারদ! এইরূপে সেই মহাবিরাটের লোমকূপ হইতে প্রত্যেক বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে এবং প্রতি ব্রহ্মাণ্ডেই এক এক জন ক্ষুদ্র বিরাট, এক এক জন ব্রহ্মা, এক এক জন বিষ্ণু, এক এক জন শিব

দক্ষিণভাগেন শ্রীকৃষ্ণরূপেণ দ্বিধা জাতঃ ততঃ সা দুর্গা দেবতা মহাদেবায় স্ত্রীত্বেন দত্তেত্যে-তদত্রানুক্তমপি নারদপুরাণাদবগন্তব্যম্। এতে সর্ব্বে কৃষ্ণাদয়ঃ পুরুষাঃ দুর্গাদয়ঃ পঞ্চপ্রকৃ-য়শ্চ মূলপ্রকৃতেঃ পূর্ণাবতারা এব। ততঃ শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞয়া মহাবিরাট্ প্রতিব্রহ্মাণ্ডং ভিন্নভিন্ন বিরাড়্রূপেণ বভূব। ততঃ শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞয়া মূলভূতশ্চতুর্ম্মুখো ব্রহ্মা সস্ত্রীকো ভিন্নভিন্নরূপৈ-স্তত্তদ্ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতবিরাট্পুরুষনাভিকমলাৎ প্রাদুর্বভূব মহাদেবোঽপি শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞয়া তত্তদ্-ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতচতুর্ম্মুখললাটাদ্ভিন্নভিন্নরূপৈঃ প্রাদুর্বভূব। ততঃ শ্রীকৃষ্ণাজ্ঞয়া চতুর্ভুজো বিষ্ণু-রপি তত্তদ্ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতবিরাট্পুরুষবামভাগাদ্ভিন্নরূপৈঃ প্রাদুর্বভূব। তদেবং প্রকারেণ প্রতিব্রহ্মাণ্ডং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ সস্ত্রীকাঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণো ভিন্নাঃ। বিরাট্ পুরুষোঽপি ভিন্নো মূলভূতা বিরাড়্ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাস্তু সকলব্রহ্মাণ্ডান্তর্গতবিরাট্চতুর্ম্মুখবিষ্ণুরুদ্রাণামধি-পতয়স্তেষাং সর্ব্বেষামধিপতির্বক্ষ্যমাণরীত্যা গোপালসুন্দরীরূপশ্রীকৃষ্ণস্তস্যাপ্যধিপতিঃ। সকলমূলভূতা মূলপ্রকৃতির্ম্মায়াশবলব্রহ্মরূপিণী তদভিমানিনী দেবতা তু শ্রীভুবনেশ্বরীতি তু তৃতীয়স্কন্ধেঽভিহিতম্। তাঃ পঞ্চপ্রকৃতয়স্তে কৃষ্ণব্রহ্মাদিপুরুষাশ্চ পরস্পরমভিন্না এব। ন তত্র ন্যূনাধিকভাবঃ কেনচিৎ কর্ত্তব্যঃ। ন্যূনাধিকভাবেন নরকপাতশ্রবণাৎ। তদেবং প্রকারেণ সর্ব্বং স্ত্রীপুরুষাত্মকং চেতনাচেতনাত্মকঞ্চ জগন্মূলপ্রকৃতিময়ং মূলপ্রকৃত্যধীন-ঞ্চেতি সৈব মূলপ্রকৃতিঃ সর্ব্বদা সর্ব্বৈঃ সর্ব্বরূপোপাস্যেতি তত্ত্বমিতি ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে নবমস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ও সনকাদি অন্যান্য সকল বিদ্যমান রহিয়াছে ॥৬১॥ দ্বিজবর! এই ত আমি অতি সুখকর ও মোক্ষপ্রদ কৃষ্ণগুণ সংকীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা হয়, বল ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের নবমস্কন্ধে ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাদিদেবতোৎপত্তি নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

শ্রুতং সর্ব্বং ময়া পূর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুধোপমম্।
অধুনা প্রকৃতীনাঞ্চ ব্যস্তং বর্ণয় পূজনম্ ॥ ১ ॥
কস্যাঃ পূজা কৃতা কেন কথং মর্ত্ত্যে প্রচারিতা।
কেন বা পূজিতা কা বা কেন কা বা স্তুতা প্রভো! ॥ ২ ॥
তাসাং স্তোত্রঞ্চ ধ্যানঞ্চ প্রভাবং চরিতং শুভম্।
কাভিঃ কেভ্যো বরোদত্তস্তন্মে ব্যাখ্যাতুমর্হসি ॥ ৩ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

গণেশজননী দুর্গা রাধা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী।
সাবিত্রী চ সৃষ্টিবিধৌ প্রকৃতিঃ পঞ্চধা স্মৃতা ॥ ৪ ॥
আসাং পূজা প্রসিদ্ধা চ প্রভাবঃ পরমাদ্ভুতঃ।
সুধোপমঞ্চ চরিতং সর্ব্বমঙ্গলকারণম্ ॥ ৫ ॥

একাধিকৈশ্চ নবতিশ্লোকৈরথ সমাসতঃ।
সরস্বতীস্তোত্রপূজাকবচাদিকমুচ্যতে ॥

অধুনা নারদঃ পূর্ব্বোক্তানাং দেবতানাং পূজাদিকং পৃচ্ছতি নারদ উবাচ শ্রুতং স
মিতি। ব্যস্তং ভিন্নং ভিন্নম্ ॥ ১ ॥

কস্যাঃ পূজা কেন পুরুষেণ কৃতা মর্ত্ত্যলোকে কথং কেন প্রকারেণ তস্যা দেবতা
পূজা প্রচারিতা সঞ্চারিতা কেন বা মন্ত্রেণ কা দেবতা পূজিতা কেন বা স্তোত্রেণ কা দেব
স্তুতা তৎসর্ব্বং বদেত্যর্থঃ ॥ ২—৪ ॥

নারদ কহিলেন, প্রভো! আমি আপনার অনুগ্রহে সুধাসদৃশ সুমধুর পূর্ব্বতন বৃত্ত
সকল শ্রবণ করিলাম; সম্প্রতি পঞ্চপ্রকৃতি দেবীর মধ্যে কাহাকে কে কোন্ মন্ত্রে পূ
করিয়াছেন? কে কি রূপে কাহার স্তব করিয়াছেন? কিরূপেই বা কাহার পূজা ম
লোকে প্রচারিত হইয়াছে? তাঁহাদিগের প্রত্যেকের স্তোত্র, ধ্যান, প্রভাব ও চরিতই
কি প্রকার? এবং কোন্ দেবীইবা কাহাকে কিরূপ বর প্রদান করিয়াছেন? আনু-
পূর্ব্বিক সমস্ত পৃথক্ পৃথক্ বর্ণন করুন ॥ ১—৩ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস! সৃষ্টিবিষয়ে গণেশজননী দুর্গা, রাধা, লক্ষ্মী, সরস্বতী এবং
সাবিত্রী এই পঞ্চপ্রকৃতিই মূলাধার, তাহা ত শুনিলে। তদ্ভিন্ন তাঁহাদিগের পূজাবিধি,
অদ্ভুত প্রভাব, অপূর্ব্ব স্তোত্র এবং সুধাসদৃশ সর্ব্বমঙ্গলনিদান চরিত, বেদ পুরাণ ও তন্ত্রাদি

প্রকৃত্যংশাঃ কলা যাশ্চ তাসাঞ্চ চরিতং শুভম্ ।
সর্ব্বং বক্ষ্যামি তে ব্রহ্মন্ ! সাবধানো নিশাময় ॥ ৬ ॥
কালী বসুন্ধরা গঙ্গা ষষ্ঠী মঙ্গলচণ্ডিকা ।
তুলসী মনসা নিদ্রা স্বধা স্বাহা চ দক্ষিণা ॥ ৭ ॥
সংক্ষিপ্তমাসাঞ্চরিতং পুণ্যদং শ্রুতিসুন্দরম্ ।
জীবকর্ম্মবিপাকঞ্চ তচ্চ বক্ষ্যামি সুন্দরম্ ॥ ৮ ॥
দুর্গায়াশ্চৈব রাধায়া বিস্তীর্ণং চরিতং মহৎ ।
তদ্বৎপশ্চাৎ প্রবক্ষ্যামি সংক্ষেপক্রমতঃ শৃণু ॥ ৯ ॥
আদৌ সরস্বতীপূজা শ্রীকৃষ্ণেন বিনির্ম্মিতা ।
যৎপ্রসাদান্মুনিশ্রেষ্ঠ ! মূর্খোভবতি পণ্ডিতঃ ॥ ১০ ॥
আবির্ভূতা যথা দেবী বক্ত্রতঃ কৃষ্ণযোষিতঃ ।
ইয়েষ কৃষ্ণং কামেন কামুকী কামরূপিণী ॥ ১১ ॥

আসাং পূজেতি । আসাং পঞ্চদেবতানাং পূজাস্তোত্রমন্ত্রচরিত্রাদিকং সর্ব্বং প্রসিদ্ধমেব সর্ব্বত্র বেদপুরাণতন্ত্রাদিষু বিদ্যতেঽতস্তন্ময়া নোচ্যতে । কিন্তু যাঃ প্রকৃত্যংশভূতাঃ কলাস্তাসাং পূজাদিকঞ্চ সর্ব্বং বক্ষ্যামীত্যাহ প্রকৃত্যংশা ইতি ॥ ৫—৬ ॥

কাস্তাঃ কলাস্তদাহ কালীবসুন্ধরেতি ॥ ৭ ॥

সংক্ষিপ্তমাসামিতি । আসামেতাদৃশীনাং দেবতানাং চরিতং প্রসঙ্গেন জীবকর্ম্মবিপাকঞ্চ বৈরাগ্যার্থং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

কিঞ্চ দুর্গায়া ইতি । চরিতমনুষ্ঠানবিধিং সঙ্ক্ষেপতঃ পশ্চাদন্তে প্রবক্ষ্যামীত্যন্বয়ঃ ॥৯—১০॥

কৃষ্ণযোষিতো রাধায়াঃ । দেবী সরস্বতী । বক্ত্রতো জিহ্বাগ্রাৎ । ইয়ং কথা পূর্ব্বমুক্তা । ইয়েষ কৃষ্ণমিতি । পতিত্বেন কৃষ্ণমিয়েষেত্যর্থঃ ॥ ১১—১৪ ॥

সমুদায়শাস্ত্রেই সুপ্রসিদ্ধ আছে, অতএব তাহা বর্ণন করিবার প্রয়োজন নাই ॥ ৪—৫ ॥ সম্প্রতি যাঁহারা প্রকৃতির অংশ ও কলা হইতে সম্ভূত তাঁহাদিগেরই শুভ চরিত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥ কালী, বসুন্ধরা, গঙ্গা, ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডিকা, তুলসী, মনসা, নিদ্রা, স্বধা, স্বাহা ও দক্ষিণা ইঁহারা প্রকৃতির অংশ ॥৭॥ ইঁহাদিগের পুণ্যদায়ক শ্রুতিসুখকর চরিত, তৎপ্রসঙ্গে জীবগণের কর্ম্মবিপাক এবং দুর্গা ও রাধার অতি বিস্তীর্ণ উদার চরিত ক্রমে সংক্ষেপে বর্ণন করিব ॥ ৮—৯ ॥ সম্প্রতি সরস্বতীর বৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। মুনিবর ! যে বীণাপাণির প্রভাবে অজ্ঞানান্ধ মূঢ় জনেরও হৃদয়াকাশ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপ্রথমে সেই দেবী সরস্বতীর পূজা ভারতে অবতীর্ণ করেন ॥১০॥ কামরূপিণী কামুকী দেবী সরস্বতী রাধার জিহ্বাগ্র ভাগ হইতে আবির্ভূত হইয়াই কামবশতঃ কৃষ্ণকেই পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষ করিলেন ॥১১॥ সর্ব্বান্তর্যামী

স চ বিজ্ঞায় তদ্ভাবং সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমাতরম্।
তামুবাচ হিতং সত্যং পরিণামে সুখাবহম্॥ ১২॥

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

ভজ নারায়ণং সাধ্বি! মদংশঞ্চ চতুর্ভুজম্।
যুবানং সুন্দরং সর্ব্বগুণযুক্তঞ্চ মৎসমম্॥ ১৩॥
কামজ্ঞং কামিনীনাঞ্চ তাসাঞ্চ কামপূরকম্।
কোটিকন্দর্পলাবণ্যলীলালঙ্কৃতমীশ্বরম্॥ ১৪॥
কান্তে! কান্তঞ্চ মাং কৃত্বা যদি স্থাতুমিহেচ্ছসি।
ত্বত্তোবলবতী রাধা ন ভদ্রন্তে ভবিষ্যতি॥ ১৫॥
যোযস্মাদ্বলবান্ বাণি! ততোঽন্যং রক্ষিতুং ক্ষমঃ।
কথং পরান্সাধয়তি যদি স্বয়মনীশ্বরঃ॥ ১৬॥
সর্ব্বেশঃ সর্ব্বশাস্তাহং রাধাং বাধিতুমক্ষমঃ।
তেজসা মৎসমা সা চ রূপেণ চ গুণেন চ॥ ১৭॥

কান্তে! হে সরস্বতি! মম রাধা পত্নী ত্বত্তো বলবত্যধিকা মানিনী ভবত্যতস্তব মৎ-পত্নীত্বে সপত্নীজন্যদুঃখেন ভদ্রং ন ভবিষ্যতীত্যর্থঃ॥ ১৫॥

নন্থু তাং পত্নীং শিক্ষয়েতি চেত্তত্রাহ যো যস্মাদিতি। হে বাণি! যঃ পুরুষো যস্মান্নির্বলাদ্ বলবান্ ভবতি তস্মান্নির্ব্বলাৎ সকাশাদ্রক্ষিতুমন্যং স সবলঃ ক্ষমো ভবতি। নাহং রাধাতো বলবাংস্ততশ্চ রাধাতো রক্ষিতুং ত্বাং ন ক্ষমোঽস্মীত্যর্থঃ। কথং ক্ষমো ন কথমপীত্যর্থঃ। তত্র প্রসিদ্ধং ন্যায়মাহ কথমিতি। সাধয়তি রক্ষতি॥ ১৬॥

সর্ব্বশাস্তাহং যদ্যপীত্যর্থঃ॥ ১৭॥

শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহা জানিতে পারিয়া সেই লোকমাতাকে সম্বোধনপূর্ব্বক পরিণাম সুখকর সত্য ও পথ্য বচনে কহিলেন॥ ১২॥ পতিব্রতে! আমার অংশসম্ভূত চতুর্ভুজ নারায়ণ যুবা, সুশ্রী ও সর্ব্বগুণান্বিত; এমন কি, আমার সদৃশ॥ ১৩॥ তিনি ঐশ্বরিক গুণে বিভূষিত; সুতরাং কামিনীগণের হৃদয়বাসনা বিলক্ষণ বিদিত আছেন এবং বাসনা পূর্ণও করিয়া থাকেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যের কথা কি বলিব, তাঁহার শরীরে কোটি কন্দর্পের লাবণ্য ক্রীড়া করিতেছে॥ ১৪॥ কান্তে! আর যদি আমাকে পতিত্বে বরণ করিয়া আমার নিকট অবস্থান করিতে ইচ্ছা কর, তাহা তোমার পক্ষে ভদ্রদায়ক নহে। কারণ, আমার সমীপস্থা রাধা, তোমা অপেক্ষা প্রবলা॥ ১৫॥ যদি কোন ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত বলবান্ হয়, তাহা হইলে সে আশ্রিত ব্যক্তিকে অন্য হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইতে পারে; কিন্তু যদি তদপেক্ষা দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে স্বয়ং অসমর্থ হইয়া কিরূপে অন্যকে রক্ষা করিতে পারিবে? যদিও আমি সর্ব্বেশ্বর, সকলকে শাসন করিয়া

প্রাণাধিষ্ঠাতৃদেবী সা প্রাণাংস্ত্যক্তুঞ্চ কঃ ক্ষমঃ।
প্রাণতোঽপি প্রিয়ঃ পুত্রঃ কেষাং বাস্তি চ কশ্চন ॥ ১৮ ॥
ত্বং ভদ্রে! গচ্ছ বৈকুণ্ঠং তব ভদ্রং ভবিষ্যতি।
পতিং তমীশ্বরং কৃত্বা মোদস্ব সুচিরং সুখম্ ॥ ১৯ ॥
লোভমোহকামক্রোধমানহিংসাবিবর্জ্জিতা।
তেজসা ত্বৎসমা লক্ষ্মীরূপেণ চ গুণেন চ ॥ ২০ ॥
তয়া সার্দ্ধং তব প্রীত্যা শশ্বৎকালঃ প্রয়াস্যতি।
গৌরবঞ্চ হরিস্তুল্যং করিষ্যতি দ্বয়োরপি ॥ ২১ ॥
প্রতিবিশ্বেষু তাং পূজাং মহতীং গৌরবান্বিতাম্।
মাঘস্য শুক্লপঞ্চম্যাং বিদ্যারম্ভে চ সুন্দরি! ॥ ২২ ॥

প্রাণতোঽপীতি। কেষামপি পুরুষাণাং কশ্চন কোঽপি পুত্রঃ প্রাণতোঽপি কিং প্রিয়োঽস্তি নাস্তীত্যর্থঃ। তথা চ পুত্রেভ্যোঽপি প্রিয়ঃ প্রাণস্তৎপ্রাণরূপাং রাধাং ত্যক্তুং কথমহং ক্ষম ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তর্হি মম কা গতিস্তত্রাহ ত্বং ভদ্রে! ইতি ॥ ১৯ ॥

নমু তত্রাপি লক্ষ্মীঃ সপত্নী বর্ত্তত ইতি চেন্ন সা লক্ষ্মী রাধাসদৃশী মানিনী কিন্তুতিশান্তা-স্তীত্যাহ লোভেতি ॥ ২০—২১ ॥

প্রতিবিশ্বেষু প্রতিব্রহ্মাণ্ডম্। তাং পূজামিত্যস্য করিষ্যতীত্যনেনান্বয়ঃ। মাঘস্য শুক্ল-পঞ্চম্যামিত্যনেন তদ্দিনে সরস্বত্যা মহোৎসবো বোধিতঃ। তদ্দিনস্য বিদ্যারম্ভ ইতি বিশে-ষণস্য শাস্ত্রে তদ্দিনে বিদ্যায়া আরম্ভঃ কর্ত্তব্য ইতি শ্রবণাৎ ॥ ২২—২৪ ॥

থাকি; কিন্তু আমার রাধাকে শাসন করিবার সামর্থ্য নাই। কারণ, তিনি কি প্রভাব, কি রূপ, কি গুণ, সর্ব্বাংশেই আমার সমান ॥ ১৬—১৭ ॥ রাধাকে পরিত্যাগ করাও আমার সাধ্যায়ত্ত নহে; কারণ, রাধা আমার প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অতএব কোন্ ব্যক্তি নিজ জীবন বিসর্জ্জন দিতে সমর্থ হয়? পুত্র যদিও সকলের সমাদরের সামগ্রী, তথাপি কি প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর হইতে পারে? ॥ ১৮ ॥ অতএব ভদ্রে! তুমি বৈকুণ্ঠধামে গমন কর, তথায় তোমার শ্রেয়ো লাভ হইবে। তুমি বৈকুণ্ঠনাথকে পতি লাভ করিয়া চিরকাল সুখে বিহার করিতে পারিবে ॥ ১৯ ॥ যদিও লক্ষ্মী তথায় বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তিনিও তোমার মত কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্যের বশীভূত নহেন এবং কি রূপ, কি গুণ, কি প্রভাব, সর্ব্বাংশেই তোমার তুল্য ॥ ২০ ॥ অতএব তাঁহার সহিত পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিবে। বৈকুণ্ঠনাথ হরিও তোমাদিগের উভয়কেই সমান সমাদর করিবেন ॥ ২১ ॥ বিশেষতঃ আমি বলিতেছি, প্রতিব্রহ্মাণ্ডেই মাঘ মাসের যে শুক্লা পঞ্চমী দিনে বিদ্যারম্ভ হয়, সেই দিনে মহামহোৎসবে কি মানবগণ, কি মনুগণ, কি দেবগণ, কি মুমুক্ষু মুনিগণ, কি বসুগণ, কি যোগিগণ, কি নাগগণ, কি সিদ্ধগণ, কি গন্ধর্ব্বগণ, কি রাক্ষসগণ

মানবা মনবোদেবা মুনীন্দ্রাশ্চ মুমুক্ষবঃ।
বসবোযোগিনঃ সিদ্ধা নাগা গন্ধর্ব্বরাক্ষসাঃ ॥ ২৩ ॥
মদ্বরেণ করিষ্যন্তি কল্পে কল্পে লয়াবধি।
ভক্তিযুক্তাশ্চ দত্ত্বা বৈ চোপচারাণি ষোড়শ ॥ ২৪ ॥
কণ্বশাখোক্তবিধিনা ধ্যানেন স্তবনেন চ।
জিতেন্দ্রিয়াঃ সংযতাশ্চ ঘটে চ পুস্তকেঽপি চ ॥ ২৫ ॥
কৃত্বা সুবর্ণগুটিকাং গন্ধচন্দনচর্চ্চিতাম্।
কবচং তে গ্রহীষ্যন্তি কণ্ঠে বা দক্ষিণে ভুজে ॥ ২৬ ॥
পঠিষ্যন্তি চ বিদ্বাংসঃ পূজাকালে চ পূজিতে।।
ইত্যুক্ত্বা পূজয়ামাস তান্দেবীং সর্ব্বপূজিতাম্ ॥ ২৭ ॥
ততস্তৎপূজনং চক্রু র্ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদয়ঃ।
অনন্তশ্চাপি ধর্ম্মশ্চ মুনীন্দ্রাঃ সনকাদয়ঃ ॥ ২৮ ॥
সর্ব্বে দেবাশ্চ মুনয়োনৃপাশ্চ মানবাদয়ঃ।
বভূব পূজিতা নিত্যা সর্ব্বলোকৈঃ সরস্বতী ॥ ২৯ ॥

কণ্বশাখোক্তেতি। যদ্যপি স বিধিরধুনোপলব্ধশাখায়াং নাস্তি তথাপ্যুচ্ছিন্নশাখাসু বর্ত্তত ইতি বোধ্যম্। ঘটে পুস্তকে বা আবাহ্যেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

সুবর্ণগুটিকামিতি। ভূর্জ্জপত্রে কবচমষ্টগন্ধেন সংলিখ্য স্বর্ণগুটিকায়াং ধারয়েত্তাঞ্চ গুটিকাং কণ্ঠাদিষু ধারয়েদিত্যর্থঃ ॥ ২৬—৩২ ॥

সকলেই, যাবৎ মহাপ্রলয় উপস্থিত না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত প্রতি কল্পে কল্পে ভক্তিভাবে ষোড়শোপচারে তোমার পূজা করিবে ॥ ২২—২৪ ॥ সকলেই জিতেন্দ্রিয় ও সংযমী হইয়া ঘটে বা পুস্তকে তোমায় আবাহন করিয়া যজুর্ব্বেদের কণ্বশাখোক্তবিধানে ধ্যান ও স্তবপাঠ করিয়া তোমার অর্চ্চনা করিবে ॥ ২৫ ॥ তোমার কবচ আট প্রকার গন্ধদ্রব্য দ্বারা ভূর্জত্বচে লিখিয়া স্বর্ণ গুটিকার মধ্যে নিধানপূর্ব্বক কণ্ঠে বা দক্ষিণ ভুজে ধারণ করিবে। বিশেষতঃ বিদ্বান্ ব্যক্তি মাত্রেই পূজাকালে তোমার স্তবপাঠে নিরত হইবে। এই কথা বলিয়া পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং সরস্বতী দেবীর পূজা করিলেন ॥ ২৬—২৭ ॥ সেই অবধি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এবং অনন্তদেব, ধর্ম্ম, সনকাদি মুনীন্দ্রগণ, সমস্ত দেবগণ, সমস্ত মুনিগণ, সমস্ত নরপতিগণ ও সমস্ত মানব সমাজ সরস্বতী দেবীর পূজা আরম্ভ করিয়াছে। বৎস নারদ! এইরূপে সেই অনন্তকালস্থায়িনী দেবী সরস্বতীর পূজা ত্রিলোকমধ্যে প্রচারিত হইয়াছে ॥ ২৮—২৯ ॥

নারদ উবাচ ।

পূজাবিধানং কবচং ধ্যানঞ্চাপি নিরন্তরম্ ।
পূজোপযুক্তং নৈবেদ্যং পুষ্পঞ্চ চন্দনাদিকম্ ॥ ৩০ ॥
বদ বেদবিদাংশ্রেষ্ঠ ! শ্রোতুং কৌতূহলং মম ।
বর্ত্ততে হৃদয়ে শশ্বৎ কিমিদং শ্রুতিসুন্দরম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ ।

শৃণু নারদ ! বক্ষ্যামি কণ্বশাখোক্তপদ্ধতিম্ ।
জগন্মাতুঃ সরস্বত্যাঃ পূজাবিধিসমন্বিতাম্ ॥ ৩২ ॥
মাঘস্য শুক্লপঞ্চম্যাং বিদ্যারম্ভে দিনেঽপি চ ।
পূর্ব্বেঽহ্নি সময়ং কৃত্বা তত্রাহ্নি সংযতঃ শুচিঃ ॥ ৩৩ ॥
স্নাত্বা নিত্যক্রিয়াঃ কৃত্বা ঘটং সংস্থাপ্য ভক্তিতঃ ।
স্বশাখোক্তবিধানেন তান্ত্রিকেণাথবা পুনঃ ॥ ৩৪ ॥
গণেশং পূর্ব্বমভ্যর্চ্চ্য ততোঽভীষ্টাং প্রপূজয়েৎ ।
ধ্যানেন বক্ষ্যমাণেন ধ্যাত্বাবাহ্য ঘটে ধ্রুবম্ ।
ধ্যাত্বা পুনঃ ষোড়শোপচারেণ পূজয়েদ্‌ব্রতী ॥ ৩৫ ॥
পূজোপযুক্তনৈবেদ্যং যচ্চ বেদনিরূপিতম্ ।
বক্ষ্যামি সৌম্য ! তৎ কিঞ্চিদ্‌যথাধীতং যথাগমম্ ॥ ৩৬ ॥

সময়ং সঙ্কেতম্ ॥ ৩৩—৩৪ ॥
অভীষ্টাং সরস্বতীম্ ॥ ৩৫—৩৬ ॥

নারদ কহিলেন, হে বেদবিদাম্বর ! সরস্বতীপূজার শ্রবণ-মনোহর পদ্ধতি, ধ্যান, কবচ, স্তোত্র এবং পূজার উপযুক্ত নৈবেদ্য, পুষ্প ও চন্দনাদি উপচার বিষয় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার হৃদয়ে নিরন্তর মহান্ কৌতূহল বিদ্যমান রহিয়াছে ; অতএব আপনি সেই সমস্ত কীর্ত্তন করুন ॥ ৩০—৩১ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ ! যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত কণ্ব শাখায় জগন্মাতা সরস্বতীর পূজাবিধিসমন্বিত যেরূপ পদ্ধতি প্রচলিত আছে, নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩২ ॥ মাঘী শুক্লা পঞ্চমীর বা বিদ্যারম্ভ দিবসের পূর্ব্ব দিনে সংযত হইয়া পরাহে স্নানান্তে নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক কণ্বশাখোক্ত বিধানেই হউক্, আর তন্ত্রোক্ত বিধানেই হউক্, ভক্তিপূর্ব্বক ঘটস্থাপন করিবে ॥ ৩৪ ॥ তৎপরে প্রথমে সেই ঘটে গণপতিকে পূজা করিয়া পরে যে ধ্যান বলিতেছি সেই ধ্যানে সরস্বতীকে ভাবনা করিয়া আবাহনপূর্ব্বক পুনরায় ধ্যান পাঠ করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে ॥ ৩৫ ॥ ভদ্র ! এক্ষণে বেদে বা তন্ত্রে

নবনীতং দধি ক্ষীরং লাজাংশ্চ তিললড্ডুকম্।
ইক্ষুমিক্ষুরসং শুক্লবর্ণং পক্বগুড়ং মধু॥ ৩৭॥
স্বস্তিকং শর্করা শুক্লধান্যস্যাক্ষতমক্ষতম্॥ ৩৮॥
অস্বিন্নশুক্লধান্যস্য পৃথুকং শুক্লমোদকম্।
ঘৃতসৈন্ধবসংযুক্তং হবিষ্যান্নং যথোদিতম্॥ ৩৯॥
যবগোধূমচূর্ণানাং পিষ্টকং ঘৃতসংযুতম্।
পিষ্টকং স্বস্তিকস্যাপি পক্বরম্ভাফলস্য চ॥ ৪০॥
পরমান্নং চ সঘৃতং মিষ্টান্নঞ্চ সুধোপমম্।
নারিকেলং তদুদকং কসেরুং মূলমার্দ্রকম্॥ ৪১॥
পক্বরম্ভাফলঞ্চারু শ্রীফলং বদরীফলম্।
কালদেশোদ্ভবঞ্চারু ফলং শুক্লঞ্চ সংস্কৃতম্॥ ৪২॥
সুগন্ধং শুক্লপুষ্পঞ্চ সুগন্ধং শুক্লচন্দনম্।
নবীনং শুক্লবস্ত্রঞ্চ শঙ্খঞ্চ সুন্দরং মুনে!।
মাল্যঞ্চ শুক্লপুষ্পাণাং শুক্লহারঞ্চ ভূষণম্॥ ৪৩॥
যাদৃশঞ্চ শ্রুতৌ ধ্যানং প্রশস্যং শ্রুতিসুন্দরম্।
তন্নিবোধ মহাভাগ! ভ্রমভঞ্জনকারণম্॥ ৪৪॥

ইক্ষুং সম্পূর্ণং খণ্ডং বা। স্বস্তিকমিতি। স্বস্তিকে মঙ্গলদ্রব্যচতুষ্কগৃহভেদয়োরিতি মেদিনীকোষান্মঙ্গলদ্রব্যং যদ্যত্তৎ সর্ব্বং গ্রাহ্যম্॥ ৩৭—৩৯॥

স্বস্তিকস্যাপি যস্য কস্যাপি মঙ্গলদ্রব্যস্য পিষ্টকং ঘৃতসংযুতমিত্যর্থঃ। পক্বরম্ভাফলস্য শুষ্কস্য পিষ্টকমিত্যর্থঃ॥ ৪০॥

পরমান্নং পায়সম্। কসেরুঃ প্রসিদ্ধঃ। মূলং মূলকম্॥ ৪১—৪৫॥

পূজার যেরূপ নৈবেদ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, স্বীয় জ্ঞানানুসারে সমস্ত কহিতেছি, শ্রবণ কর॥ ৩৬॥ নবনীত, দধি, ক্ষীর, লাজ, তিললড্ডুক, ইক্ষুখণ্ড, ইক্ষুরস, পরিপক্ব গুড়, মধু, স্বস্তিক, শর্করা, শুক্ল ধান্যের অক্ষত তণ্ডুল, অস্বিন্ন শুক্ল ধান্যের চিপিটক, শুক্লমোদক, ঘৃত-সৈন্ধবসংযুক্ত হবিষ্যান্ন, যবচূর্ণ বা গোধূম চূর্ণের ঘৃতসংযুক্ত পিষ্টক, স্বস্তিক পিষ্টক, স্বস্তিক-যুক্ত পক্ব রম্ভাফলের পিষ্টক, ঘৃতসংযুক্ত পরমান্ন, অমৃততুল্য মিষ্টান্ন, নারিকেল, নারিকেলোদক, কসেরু (কেশুর), মূলক, আর্দ্রক, পক্বরম্ভা, অত্যুৎকৃষ্ট শ্রীফল, বদরীফল এবং যথাকাল ও যথাদেশসম্ভূত অন্যান্য শুক্লবর্ণ সুসংস্কৃত ফল সকল প্রদান করিবে॥৩৭—৪২॥

বৎস নারদ! সুগন্ধ শুক্ল পুষ্প, সুগন্ধ শ্বেতচন্দন, নূতন শুক্লবস্ত্র, মনোহর শঙ্খ, শ্বেত পুষ্পের মাল্য, শুক্ল হার ও সুন্দর ভূষণ সরস্বতীকে প্রদান করিবে॥ ৪৩॥ হে মহাভাগ! বেদে সরস্বতী দেবীর যেরূপ ভ্রমভঞ্জন শ্রবণমনোহর ধ্যান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কহিতেছি

"সরস্বতীং শুক্লবর্ণাং সস্মিতাং সুমনোহরাম্ ॥ ৪৫ ॥
কোটিচন্দ্রপ্রভামুষ্টপুষ্টশ্রীযুক্তবিগ্রহাম্।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং বীণাপুস্তকধারিণীম্ ॥ ৪৬ ॥
রত্নসারেন্দ্রনির্ম্মাণনবভূষণভূষিতাম্।
সুপূজিতাং সুরগণৈর্ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিভিঃ।
বন্দে ভক্ত্যা বন্দিতাঞ্চ মুনীন্দ্রমনুমানবৈঃ ॥ ৪৭ ॥"
এবং ধ্যাত্বা চ মূলেন সর্ব্বং দত্ত্বা বিচক্ষণঃ।
সংস্তূয় কবচং ধৃত্বা প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভুবি ॥ ৪৮ ॥
যেষাঞ্চেয়মিষ্টদেবী তেষাং নিত্যা ক্রিয়া মুনে! ॥ ৪৯ ॥
বিদ্যারম্ভে চ বর্ষান্তে সর্ব্বেষাং পঞ্চমীদিনে।
সর্ব্বোপযুক্তো মূলঞ্চ বৈদিকাষ্টাক্ষরঃ পরঃ ॥ ৫০ ॥
যেষাং যেনোপদেশো বা তেষাং স মূলএব চ।
সরস্বতী চতুর্থ্যন্তং বহ্নিজায়ান্তমেব চ।
লক্ষ্মীমায়াদিকঞ্চৈব মন্ত্রোঽয়ং কল্পপাদপঃ ॥ ৫১ ॥

কোটিচন্দ্রপ্রভা মুষ্টা অপহৃতা যেন তাদৃশঃ। পুষ্টশ্রীপূর্ণশ্রীযুক্তঃ যুতো বিগ্রহো যস্যাঃ॥৪৬-৪৮॥

নিত্যা ক্রিয়েতি। সর্ব্বেষাং জনানাং বিদ্যারম্ভে বর্ষান্তে পঞ্চমীদিনে মাঘশুক্লপঞ্চম্যামিয়ং ক্রিয়া নিত্যাবশ্যং কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

মূলঞ্চ সর্ব্বস্য মূলভূতমিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

যেষাং পুরুষাণাং যেন হেতুনোপদেশো জাতস্তেন হেতুনা তেষাং স মন্ত্র এব সর্ব্বস্য মূলো মূলভূত ইত্যর্থঃ। মন্ত্রোঽয়মিতি। শ্রীং হ্রীং সরস্বত্যৈ স্বাহেতি বৈদিকো মন্ত্রঃ। কল্পবৃক্ষ ইত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫৬ ॥

শ্রবণ কর ॥ ৪৪ ॥ "যাঁহার শরীরপ্রভায় কোটি চন্দ্রের প্রভাও মলিনতা ধারণ করে, যাঁহার পরিধান অগ্নিপরীক্ষিত বিশুদ্ধ পট্টবস্ত্র, যাঁহার করে বীণাযন্ত্র ও পুস্তক, যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট-রত্নজাত-নবভূষণে বিভূষিত, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি দেবগণ নিয়ত যাঁহার অর্চ্চনা করেন, যিনি মুনীন্দ্র, মনু ও মানবগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা বন্দিত হন, আমি ভক্তিভাবে সেই শুক্লবর্ণা, হাস্যাননা সুমনোহরা সরস্বতীকে বন্দনা করি ॥ ৪৫—৪৭ ॥" বিচক্ষণ ব্যক্তি এইরূপে ধ্যান করিয়া যাবতীয় দ্রব্য মূলোচ্চারণপূর্ব্বক প্রদান করিবে। তৎপরে স্তবপাঠ ও কবচ ধারণপূর্ব্বক ভূতলে নিপতিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। মুনিবর! এই দেবী সরস্বতী যাহাদিগের ইষ্টদেবতা, তাহাদিগের ত কথাই নাই ॥ ৪৮—৪৯ ॥ তদ্ভিন্ন সাধারণত সকলেরই বিদ্যারম্ভ দিবসে এবং বৎসরান্তে মাঘী শুক্লা পঞ্চমী দিনে সরস্বতীর পূজা করা কর্ত্তব্য। বেদোক্ত অষ্টাক্ষরযুক্ত মন্ত্রই সরস্বতীর মূলমন্ত্র ॥ ৫০ ॥ অথবা যিনি যে

পুরা নারায়ণশ্চেমং বাল্মীকায় কৃপানিধিঃ।
প্রদদৌ জাহ্নবীতীরে পুণ্যক্ষেত্রে চ ভারতে ॥ ৫২ ॥
ভৃগুর্দদৌ চ শুক্রায় পুষ্করে সূর্য্যপর্ব্বণি ॥ ৫৩ ॥
চন্দ্রপর্ব্বণি মারীচো দদৌ বাক্‌পতয়ে মুদা।
ভৃগোশ্চৈব দদৌ তুষ্টো ব্রহ্মা বদরিকাশ্রমে ॥ ৫৪ ॥
আস্তিকস্য জরৎকারুর্দদৌ ক্ষীরোদসন্নিধৌ।
বিভাণ্ডকো দদৌ মেরৌ ঋষ্যশৃঙ্গায় ধীমতে ॥ ৫৫ ॥
শিবঃ কণাদমুনয়ে গোতমায় দদৌ মুদা।
সূর্য্যশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যায় তথা কাত্যায়নায় চ ॥ ৫৬ ॥
শেষঃ পাণিনয়ে চৈব ভারদ্বাজায় ধীমতে।
দদৌ শাকটায়নায় সুতলে বলিসংসদি ॥ ৫৭ ॥
চতুর্লক্ষজপেনৈব মন্ত্রঃ সিদ্ধো ভবেন্নৃণাম্।
যদি স্যান্মন্ত্রসিদ্ধো হি বৃহস্পতিসমো ভবেৎ ॥ ৫৮ ॥
কবচং শৃণু বিপ্রেন্দ্র! যদ্দত্তং ব্রহ্মণা পুরা।
বিশ্বস্রষ্টা বিশ্বজয়ং ভৃগবে গন্ধমাদনে ॥ ৫৯ ॥

বলিসংসদি বলিসভায়াম্ ॥ ৫৭—৫৮ ॥
বিশ্বজয়ং তন্নামকম্ ॥ ৫৯—৬০ ॥

মন্ত্রে দীক্ষিত হন, তাহাই তাঁহার মূলমন্ত্র; অতএব নিজ মূলমন্ত্রেই হউক, বা সরস্বতী শব্দে চতুর্থী বিভক্তি যোগ করিয়া অগ্নির পত্নী "স্বাহা" পর্য্যন্ত শেষ ধরিয়া তাহার পূর্ব্বে প্রণব শ্রীং হ্রীং বীজ উচ্চারণপূর্ব্বক, সেই মন্ত্রে অর্থাৎ "শ্রীং হ্রীং সরস্বত্যৈ স্বাহা" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রে সরস্বতীকে সমস্ত বস্তু প্রদান করিবে। এই মন্ত্রই কল্পবৃক্ষ, অর্থাৎ কল্পবৃক্ষের নিকট যেরূপ সমস্ত অভীষ্ট লাভ হয়; এই মন্ত্র হইতেও সেইরূপ সমস্ত অভীষ্ট লাভ হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥ কৃপানিধি নারায়ণ পূর্ব্বে পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে জাহ্নবীতীরে বাল্মীককে এই মন্ত্র প্রদান করেন। তাহার পর ভৃগু একদা সূর্য্যগ্রহণসময়ে পুষ্করতীর্থে মহর্ষি শুক্রাচার্য্যকে, মারীচ চন্দ্রগ্রহণসময়ে বৃহস্পতিকে, বদরিকাশ্রমে ব্রহ্মা ভৃগুকে, ক্ষীরোদসাগরতীরে জরৎকারু আস্তিককে, সুমেরুপর্ব্বতে বিভাণ্ডক ধীমান্ ঋষ্যশৃঙ্গকে, শিব কণাদ ও গোতমকে, সূর্য্য যাজ্ঞবল্ক্য ও কাত্যায়নকে, অনন্তদেব পাতালতলে বলিসভায় পাণিনি, ধীমান্ ভারদ্বাজ ও শাকটায়নকে এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৫২—৫৭ ॥ এই মন্ত্র চারিলক্ষবার জপ করিলেই মানবগণ সিদ্ধ হইয়া থাকে। মন্ত্রসিদ্ধ হইলেই বৃহস্পতির তুল্য ক্ষমতাশালী হইতে পারে ॥ ৫৮ ॥ পূর্ব্বে বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা

ভৃগুরুবাচ।

ব্রহ্মন্! ব্রহ্মবিদাংশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মজ্ঞানবিশারদ!।
সর্ব্বজ্ঞ! সর্ব্বজনক! সর্ব্বেশ! সর্ব্বপূজিত!॥ ৬০ ॥
সরস্বত্যাশ্চ কবচং ব্রূহি বিশ্বজয়ং প্রভো!।
অযাতযামং মন্ত্রাণাং সমূহসংযুতং পরম্॥ ৬১ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণু বৎস! প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্ব্বকামদম্।
শ্রুতিসারং শ্রুতিসুখং শ্রুত্যুক্তং শ্রুতিপূজিতম্॥ ৬২ ॥
উক্তং কৃষ্ণেন গোলোকে মহ্যং বৃন্দাবনে বনে।
রাসেশ্বরেণ বিভুনা রাসে বৈ রাসমণ্ডলে॥ ৬৩ ॥
অতীবগোপনীয়ঞ্চ কল্পবৃক্ষসমং পরম্।
অশ্রুতাদ্ভুতমন্ত্রাণাং সমূহৈশ্চ সমন্বিতম্॥ ৬৪ ॥
যদ্ধৃত্বা ভগবান্ শুক্রঃ সর্ব্বদৈত্যেষু পূজিতঃ।
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্ব্রহ্মন্! বুদ্ধিমাংশ্চ বৃহস্পতিঃ॥ ৬৫ ॥

অযাতযামং নির্দ্দোষম্॥ ৬১ ॥
শ্রুতিসুখং কর্ণমধুরম্॥ ৬২—৭০ ॥

গন্ধমাদন পর্ব্বতে ভৃগুকে বিশ্বজয় নামক যে কবচ প্রদান করিয়াছিলেন, কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর॥ ৫৯ ॥

একদা ভৃগু সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বপূজিত ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি সমুদায় বেদবেত্তাদিগের অগ্রগণ্য, বেদজ্ঞানবিষয়ে আপনার তুল্য দ্বিতীয় নাই; এমন কি আপনার অবিদিত কিছুই নাই, কারণ সমস্তই আপনা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, অতএব প্রভো! যাহা নির্দ্দোষ ও সমস্ত মন্ত্রগুণনিষ্ঠ, আপনি সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিশ্বজয়নামক সরস্বতীকবচ আমার নিকট ব্যক্ত করুন॥ ৬০—৬১ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! তুমি যে শ্রবণমনোহর বেদবিহিত বেদপূজিত সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ সরস্বতী কবচের কথা জিজ্ঞাসা করিলে কহিতেছি শ্রবণ কর। সর্ব্ব প্রথমে রাসেশ্বর বিভু শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধামে বৃন্দাবন নামক অরণ্যে রাসোৎসবসময়ে রাসমণ্ডলে এই সরস্বতী কবচ আমার নিকট ব্যক্ত করেন। এই কবচ অতীব গোপনীয় এবং অশ্রুত অদ্ভুত মন্ত্র সমূহে পরিপূর্ণ। এই কবচ পাঠ ও ধারণ করিয়া বৃহস্পতি বুদ্ধিমত্তা বিষয়ে অগ্রগণ্য হইয়াছেন, এই কবচবলে শুক্রাচার্য্য দৈত্যগণের নিকট প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, এই কবচ পাঠে মুনিবর বাল্মীকি বাগ্মিতা লাভ করিয়া কবীন্দ্রপদে আরো-

পঠনাদ্ধারণাদ্বাগ্মী কবীন্দ্রো বাল্মীকো মুনিঃ।
স্বায়ম্ভুবো মনুশ্চৈব যদ্ধৃত্বা সর্ব্বপূজিতঃ ॥ ৬৬ ॥
কণাদো গোতমঃ কণ্বঃ পাণিনিঃ শাকটায়নঃ।
গ্রন্থঞ্চকার যদ্ধৃত্বা দক্ষঃ কাত্যায়নঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৭ ॥
ধৃত্বা বেদবিভাগঞ্চ পুরাণান্যখিলানি চ।
চকার লীলামাত্রেণ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ স্বয়ম্ ॥ ৬৮ ॥
শাতাতপশ্চ সম্বর্ত্তো বশিষ্ঠশ্চ পরাশরঃ।
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্গ্রন্থং যাজ্ঞবল্ক্যশ্চকার সঃ ॥ ৬৯ ॥
ঋষ্যশৃঙ্গো ভরদ্বাজশ্চাস্তিকো দেবলস্তথা।
জৈগীষব্যো যযাতিশ্চ ধৃত্বা সর্ব্বত্র পূজিতাঃ ॥ ৭০ ॥
কবচস্যাস্য বিপ্রেন্দ্র! ঋষিরেব প্রজাপতিঃ।
স্বয়ং ছন্দশ্চ বৃহতী দেবতা শারদাম্বিকা ॥ ৭১ ॥
সর্ব্বতত্ত্বপরিজ্ঞানসর্ব্বার্থসাধনেষু চ।
কবিতাসু চ সর্ব্বাসু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৭২ ॥
শ্রীং হ্রীং সরস্বত্যৈ স্বাহা শিরো মে পাতু সর্ব্বতঃ।
শ্রীং বাগ্দেবতায়ৈ স্বাহা ভালং মে সর্ব্বদাবতু ॥ ৭৩ ॥

শারদা শারং শীর্ণং শরীরসমূহং দ্যতি খণ্ডয়তি যা সা শারদা দেবতা ॥ ৭১—৭২ ॥
প্রথমমন্ত্রে শ্রীবীজং মায়াবীজং ক্রমেণাদৌ বর্ত্ততে শ্রীবীজাদ্যো দ্বিতীয়ঃ ॥ ৭৩ ॥

হণ করিয়াছেন, স্বায়ম্ভুব মনু ইহা ধারণ করিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছেন ॥ ৬২—৬৬ ॥ কণাদ, গোতম, কণ্ব, পাণিনি, শাকটায়ন, দক্ষ ও কাত্যায়ন ইহাঁরা সকলেই এই কবচ-প্রভাবে গ্রন্থকারপদে অভিষিক্ত হইয়াছেন, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই কবচ ধারণ পূর্ব্বক বেদবিভাগ ও অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়াছেন। শাতাতপ, সংবর্ত্ত, বশিষ্ঠ, পরাশর ও যাজ্ঞবল্ক্য এই সরস্বতী কবচ ধারণ ও পাঠ করিয়া গ্রন্থকার হইয়াছেন। ঋষ্যশৃঙ্গ, ভরদ্বাজ, আস্তিক, দেবল, জৈগীষব্য ও যযাতি ইহাঁরা সকলে ইহারই বলে সর্ব্বত্র সমান সমাদর লাভ করিয়াছেন ॥ ৬৭—৭০ ॥

হে দ্বিজবর! প্রজাপতি স্বয়ং এই কবচের ঋষি, বৃহতী ইহার ছন্দ এবং শারদা অম্বিকা ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। কি তত্ত্বার্থজ্ঞান, কি প্রয়োজনসিদ্ধি, কি সমুদায় কবিতা সর্ব্বত্র ইহার বিনিয়োগ হইয়া থাকে ॥ ৭১—৭২ ॥ শ্রীং হ্রীং সরস্বত্যৈ স্বাহা, সর্ব্বতোভাবে আমার শিরোদেশ, শ্রীং বাগ্দেবতায়ৈ স্বাহা আমার কপালভাগ, ওঁ হ্রীং সরস্বত্যৈ স্বাহা সর্ব্বদা আমার কর্ণদ্বয়, ওঁ শ্রীং হ্রীং ভগবত্যৈ সরস্বত্যৈ স্বাহা সর্ব্বদা আমার নয়নদ্বয়,

ওঁ হ্রীং সরস্বত্যৈ স্বাহেতি শ্রোত্রে পাতু নিরন্তরম্।
ওঁ শ্রীং হ্রীং ভগবত্যৈ সরস্বত্যৈ স্বাহা নেত্রযুগ্মং সদাবতু॥৭৪॥
ঐং হ্রীং বাগ্বাদিন্যৈ স্বাহা নাসাং মে সর্ব্বদাবতু।
ওঁ হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা চোষ্ঠং সদাবতু ॥ ৭৫ ॥
ওঁ শ্রীং হ্রীং ব্রাহ্ম্যৈ স্বাহেতি দন্তপঙ্ক্তিং সদাবতু।
ঐমিত্যেকাক্ষরো মন্ত্রো মম কণ্ঠং সদাবতু ॥ ৭৬ ॥
ওঁ শ্রীং হ্রীং পাতু মে গ্রীবাং স্কন্ধৌ মে শ্রীং সদাবতু।
ওঁ হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা বক্ষঃ সদাবতু ॥ ৭৭ ॥
ওঁ হ্রীং বিদ্যাধিস্বরূপায়ৈ স্বাহা মে পাতু নাভিকাম্।
ওঁ হ্রীং ক্লীং বাণ্যৈ স্বাহেতি মম হস্তৌ সদাবতু ॥ ৭৮ ॥
ওঁ সর্ব্ববর্ণাত্মিকায়ৈ পাদযুগ্মং সদাবতু।
ওঁ বাগধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা সর্ব্বং সদাবতু ॥ ৭৯ ॥
ওঁ সর্ব্বকণ্ঠবাসিন্যৈ স্বাহা প্রাচ্যাং সদাবতু।
ওঁ সর্ব্বজিহ্বাগ্রবাসিন্যৈ স্বাহাগ্নিদিশি রক্ষতু ॥ ৮০ ॥
ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং সরস্বত্যৈ বুধজনন্যৈ স্বাহা।
সততং মন্ত্ররাজোঽয়ং দক্ষিণে মাং সদাবতু ॥ ৮১ ॥

তারমায়াদ্যস্তৃতীয়ঃ। তারশ্রীমায়াদ্যশ্চতুর্থকঃ ॥ ৭৪ ॥
বাগ্ভবমায়াদ্যঃ পঞ্চমঃ। তারমায়াদ্য ষষ্ঠঃ ॥ ৭৫ ॥
তারশ্রীমায়াদ্যঃ সপ্তমঃ। বাগ্ভবাদ্যোঽষ্টমঃ ॥ ৭৬ ॥
তারশ্রীমায়াদ্যো নবমঃ। শ্রীবীজাদ্যো দশমঃ তারমায়াদ্যো মন্ত্র একাদশঃ ॥ ৭৭ ॥
তারমায়াদ্যো দ্বাদশঃ। তারমায়াকামবীজাদ্যস্ত্রয়োদশঃ ॥ ৭৮ ॥
তারমায়াদ্যৌ চতুর্দ্দশপঞ্চদশৌ ॥ ৭৯ ॥
তারাদ্যৌ ষোড়শসপ্তদশৌ ॥ ৮০ ॥
তারবাগ্ভবমায়াশ্রীকামবীজাদ্যোঽষ্টাদশঃ ॥ ৮১ ॥

ঐং হ্রীং বাগ্বাদিন্যৈ স্বাহা সর্ব্বদা আমার নাসিকা, ওঁ হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেব্যৈ স্বাহা অনুক্ষণ আমার ওষ্ঠ, ওঁ শ্রীং হ্রীং ব্রাহ্ম্যৈ স্বাহা আমার দন্তপংক্তি, ঐং এই একাক্ষর মন্ত্র সর্ব্বদা আমার কণ্ঠদেশ, ওঁ শ্রীং হ্রীং আমার গ্রীবাদেশ, শ্রীং আমার স্কন্ধদ্বয়, ওঁ হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেব্যৈ স্বাহা সর্ব্বদা আমার বক্ষঃস্থল, ওঁ হ্রীং বিদ্যাধিস্বরূপায়ৈ স্বাহা আমার নাভিদেশ, ওঁ হ্রীং ক্লীং বাণ্যৈ স্বাহা আমার হস্তদ্বয়, ওঁ সর্ব্ববর্ণাত্মিকায়ৈ স্বাহা আমার চরণযুগল এবং ওঁ বাগধিষ্ঠাত্রীদেব্যৈ স্বাহা আমার সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বদা রক্ষা করুন ॥ ৭৩—৭৯ ॥
ওঁ সর্ব্বকণ্ঠবাসিন্যৈ স্বাহা আমার পূর্ব্বদিক্, ওঁ সর্ব্বজিহ্বাগ্রবাসিন্যৈ স্বাহা আমার

ঐং হ্রীং শ্রীং ত্র্যক্ষরো মন্ত্রো নৈর্ঋত্যাং সর্ব্বদাবতু।
ওঁ ঐং জিহ্বাগ্রবাসিন্যৈ স্বাহা মাং বারুণেঽবতু ॥ ৮২ ॥
ওঁ সর্ব্বাম্বিকায়ৈ স্বাহা বায়ব্যে মাং সদাবতু।
ওঁ ঐং শ্রীং ক্লীং গদ্যবাসিন্যৈ স্বাহা মামুত্তরেঽবতু ॥ ৮৩ ॥
ঐং সর্ব্বশাস্ত্রবাসিন্যৈ স্বাহেশান্যাং সদাবতু।
ওঁ হ্রীং সর্ব্বপূজিতায়ৈ স্বাহা চোর্দ্ধং সদাবতু ॥ ৮৪ ॥
হ্রীং পুস্তকবাসিন্যৈ স্বাহাধো মাং সদাবতু।
ওঁ গ্রন্থবীজস্বরূপায়ৈ স্বাহা মাং সর্ব্বতোঽবতু ॥ ৮৫ ॥
ইতি তে কথিতং বিপ্র ! ব্রহ্মমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্।
ইদং বিশ্বজয়ং নাম কবচং ব্রহ্মরূপকম্ ॥ ৮৬ ॥
পুরা শ্রুতং ধর্ম্মবক্ত্রাৎ পর্ব্বতে গন্ধমাদনে।
তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ ॥ ৮৭ ॥
গুরুমভ্যর্চ্য বিধিবদ্বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ।
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ কবচং ধারয়েৎ সুধীঃ ॥ ৮৮ ॥
পঞ্চলক্ষজপেনৈব সিদ্ধন্তু কবচং ভবেৎ।
যদি স্যাৎ সিদ্ধকবচো বৃহস্পতিসমোভবেৎ ॥ ৮৯ ॥

বাগ্ভবমায়া শ্রীবীজাদ্য উনবিংশঃ। তারবাগ্ভবাদ্যো বিংশঃ ॥ ৮২ ॥
তারাদ্য একবিংশঃ। তারবাগ্ভবশ্রীকামাদ্যো দ্বাবিংশঃ ॥ ৮৩ ॥
বাগ্ভবাদ্যস্ত্রয়োবিংশঃ। তারমায়াদ্যশ্চতুর্ব্বিংশঃ ॥ ৮৪ ॥
মায়াদ্যঃ পঞ্চবিংশঃ। তারাদ্যঃ ষড়্বিংশঃ ॥ ৮৫—৯১ ॥

অগ্নিকোণ, ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং ক্লীং সরস্বত্যৈ বুধজনন্যৈ স্বাহা আমার দক্ষিণ দিক্, ঐং হ্রীং শ্রীং এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র আমার নৈর্ঋতকোণ, ওঁ ঐং জিহ্বাগ্রবাসিন্যৈ স্বাহা আমার পশ্চিম দিক্, ওঁ সর্ব্বাম্বিকায়ৈ স্বাহা আমার বায়ুকোণ, ওঁ ঐং শ্রীং ক্লীং গদ্যবাসিন্যৈ স্বাহা আমার উত্তর দিক্, ঐং সর্ব্বশাস্ত্রবাসিন্যৈ স্বাহা আমার ঈশানকোণ, ওঁ হ্রীং সর্ব্বপূজিতায়ৈ স্বাহা আমার ঊর্দ্ধভাগ, হ্রীং পুস্তকবাসিন্যৈ স্বাহা আমার অধোভাগ এবং ওঁ গ্রন্থবীজস্বরূপায়ৈ স্বাহা আমার সকল দিক্ রক্ষা করুন ॥ ৮০—৮৫ ॥

বৎস নারদ ! এই মন্ত্রশরীর ব্রহ্মস্বরূপ বিশ্বজয় নামক কবচের কথা তোমায় কহিলাম। পূর্ব্বে আমি এই কবচ গন্ধমাদন পর্ব্বতে ধর্ম্মদেবের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি স্নেহাতিশয্যপ্রযুক্ত তোমায় বলিলাম, কিন্তু ইহা কদাচ কাহারও নিকট ব্যক্ত করিও না ॥ ৮৬—৮৭ ॥ বস্ত্র অলঙ্কার ও চন্দন দ্বারা যথাবিধি গুরুদেবকে অর্চনা করিয়া গুরু চরণে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্ব্বক এই কবচ ধারণ করিবে। পঞ্চলক্ষ বার জপ করিলে এই কবচ

মহাবাগ্মী কবীন্দ্রশ্চ ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ।
শক্নোতি সর্ব্বং জেতুঞ্চ কবচস্য প্রসাদতঃ॥ ৯০॥
ইদঞ্চ কাণ্বশাখোক্তং কবচং কথিতং মুনে।।
স্তোত্রপূজাবিধানঞ্চ ধ্যানঞ্চ বন্দনং শৃণু॥ ৯১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে সরস্বতীস্তোত্রপূজাকবচাদিবর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

(কাণ্বশাখোক্তসরস্বতীকবচধারণাৎ তৎপঠনাচ্চ মূঢ় অবাগ্মাপি বিদ্বান্ বিশ্ববিজয়ী চ ভবতীত্যত আহ মহাবাগ্মীতি॥ ৯০—৯১॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে নবমস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

সিদ্ধ হইয়া থাকে। কবচধারী ব্যক্তি কবচ সিদ্ধ হইলেই বৃহস্পতি তুল্য বুদ্ধিমান, বাগ্মী, কবীন্দ্র ও ত্রৈলোক্যবিজয়ী হইয়া থাকে। ফলতঃ এই কবচপ্রভাবে সমস্ত জয় করিতে সমর্থ হয়॥ ৮৮—৯০॥ মুনে! আমি তোমায় এই কাণ্বশাখোক্ত কবচবিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে পূজাবিধি, ধ্যান ও বন্দনাদি বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর॥ ৯১॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের নবমস্কন্ধে সরস্বতীস্তোত্রপূজাকবচাদি বর্ণন নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

বাগ্দেবতায়াঃ স্তবনং শ্রূয়তাং সর্ব্বকামদম্।
মহামুনির্যাজ্ঞবল্ক্যো যেন তুষ্টাব তাং পুরা ॥ ১ ॥
গুরুশাপাচ্চ স মুনির্হতবিদ্যো ৰভূব হ।
তদা জগাম দুঃখার্ত্তো রবিস্থানং সুপুণ্যদম্ ॥ ২ ॥
সম্প্রাপ্য তপসা সূর্য্যং লোলার্কে দৃষ্টিগোচরে।
তুষ্টাব সূর্য্যং শোকেন রুরোদ চ মুহুর্মুহুঃ ॥ ৩ ॥
সূর্য্যস্তম্পাঠয়ামাস বেদং বেদাঙ্গমীশ্বরঃ।
উবাচ স্তৌহি বাগ্দেবীং ভক্ত্যা চ স্মৃতিহেতবে ॥ ৪ ॥
তমিত্যুক্ত্বা দীননাথোঽপ্যন্তর্দ্ধানঞ্চকার সঃ।
মুনিঃ স্নাত্বা চ তুষ্টাব ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈশ্চ দ্বাত্রিংশৎ পদ্যৈর্ধর্ম্মাত্মজঃ পরম্।
সরস্বত্যা মহাস্তোত্রং নারদায়োক্তবান্ স্ফুটম্ ॥

নারায়ণ উবাচ বাগ্দেবতায়া ইতি ॥ ১ ॥
রবিস্থানং লোলার্কম্ ॥ ২—৩ ॥
সূর্য্যস্তমিতি। দেবঃ সূর্য্যস্তং যাজ্ঞবল্ক্যং বেদং বেদাঙ্গঞ্চ পাঠয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! পূর্ব্বে ঋষিবর যাজ্ঞবল্ক্য যে স্তোত্র দ্বারা বাগ্দেবী সরস্বতীর স্তব করিয়াছিলেন, এক্ষণে সর্ব্বকামপ্রদ সেই সরস্বতীস্তব কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ মুনিবর যাজ্ঞবল্ক্য গুরুশাপনিবন্ধন সমস্ত বেদাদি বিস্মৃত হইয়া সাতিশয় দুঃখিতচিত্তে পুণ্যপ্রদ রবিস্থানে গমন করিলেন। তথায় কিছুকাল তপশ্চরণের পর লোলাখ্য বিভাকর নয়নগোচর হইলে তীব্রতর শোকে প্রপীড়িত হইয়া মুহুর্মুহু রোদন করিতে করিতে তাঁহার স্তুতিপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন ॥২-৩॥ তখন ভগবান্ সূর্য্য প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে সমুদায় বেদ ও বেদাঙ্গ শিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে স্মরণশক্তি প্রাপ্তির নিমিত্ত ভক্তিপূর্ব্বক বাগ্দেবীর স্তব কর ॥ ৪ ॥ দিবাকর এই কথা বলিয়াই তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে মুনিবর যাজ্ঞবল্ক্য স্নান করিয়া ভক্তিবিনম্র মস্তকে বাগ্দেবীর স্তবপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।

কৃপাং কুরু জগন্মাতঃ ! মামেবং হততেজসম্।
গুরুশাপাৎ স্মৃতিভ্রষ্টং বিদ্যাহীনঞ্চ দুঃখিতম্ ॥ ৬ ॥
জ্ঞানং দেহি স্মৃতিং বিদ্যাং শক্তিং শিষ্যপ্রবোধিনীম্।
গ্রন্থকর্তৃত্বশক্তিঞ্চ সুশিষ্যং সুপ্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৭ ॥
প্রতিভাং সৎসভায়াঞ্চ বিচারক্ষমতাং শুভাম্।
লুপ্তং সর্ব্বং দৈবযোগান্নবীভূতং পুনঃ কুরু।
যথাঙ্কুরং ভস্মনি চ করোতি দেবতা পুনঃ ॥ ৮ ॥
ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতীরূপা সনাতনী।
সর্ব্ববিদ্যাধিদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ ॥ ৯ ॥
বিসর্গবিন্দুমাত্রাসু যদধিষ্ঠানমেব চ।
তদধিষ্ঠাত্রী যা দেবী তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ ॥ ১০ ॥
ব্যাখ্যাস্বরূপা যা দেবী ব্যাখ্যাধিষ্ঠাতৃরূপিণী।
যয়া বিনা প্রসংখ্যাবান্ সংখ্যাং কর্তুং ন শক্যতে ॥ ১১ ॥

দুঃখিতঞ্চ হতৌজসঞ্চ মাম্প্রতি কৃপাং কুর্ব্বিতি অন্বয়ঃ ॥ ৬ ॥

সুশিষ্যং সুপ্রতিষ্ঠিতং মহ্যং দেহীত্যন্বয়ঃ ॥ ৭ ॥

তত্র দৃষ্টান্তো যথা ভস্মন্যপ্যঙ্কুরন্দেবতা সর্ব্বেশ্বরঃ কদাচিৎ করোতি তদ্বন্ময়ি সর্ব্বং লুপ্তং সাধয়েত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥

বিসর্গবিন্দুমাত্রাস্বিতি। বিসর্গবিন্দুমাত্রাসু যদধিষ্ঠানং সর্ব্বাক্ষরাণি তদাশ্রয়া হি বিসর্গ-বিন্দুমাত্রাঃ। তেষামক্ষরাণামধিষ্ঠাত্রীত্যর্থঃ ॥ ১০—১৪ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, মাতঃ ! গুরুশাপে আমার স্মৃতিভ্রংশ হইয়াছে। আমি বিদ্যাবিহীন ও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছি। আমার দুঃখের অবধি নাই, জগজ্জননি! আমার প্রতি কৃপা কর। আমায় জ্ঞান, বিদ্যা, স্মৃতি, শিষ্যবোধিনী শক্তি, গ্রন্থকর্তৃত্ব ও প্রতিভাসম্পন্ন সুশিষ্য প্রদান কর। যেন সজ্জনসমাজে আমারও সম্পূর্ণরূপ প্রতিভা ও বিচারশক্তি প্রসারিত হয়। দৈব দুর্ব্বিপাকে আমার যাহা কিছু নষ্ট হইয়াছে, যেন ভস্মরাশিসমুদ্গত বীজাঙ্কুরের ন্যায় সে সমুদায় আমার উৎপাদিকাশক্তিপূর্ণ চিত্তক্ষেত্রে সমুদিত হইয়া পুনরায় নবীভাব ধারণ করে ॥ ৬—৮ ॥ মাতঃ! তুমি ব্রহ্মস্বরূপিণী, তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, তুমি জ্যোতিঃস্বরূপা, তুমি সনাতনী; তুমি সমুদায় বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রীদেবী; অতএব তোমাকে ভূয়োভূয় নমস্কার করি ॥৯॥ মাতঃ! অনুস্বার, বিসর্গ ও চন্দ্রবিন্দু যে সকল বর্ণকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, তুমি সেই বর্ণস্বরূপিণী; অতএব তোমাকে নমস্কার ॥ ১০ ॥ মাতঃ! তুমিই শাস্ত্রের ব্যাখ্যাস্বরূপা

কালসংখ্যাস্বরূপা যা তস্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ।
ভ্রমসিদ্ধান্তরূপা যা তস্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ ॥ ১২ ॥
স্মৃতিশক্তির্জ্ঞানশক্তির্বুদ্ধিশক্তিস্বরূপিণী।
প্রতিভা কল্পনাশক্তির্যা চ তস্যৈ নমো নমঃ ॥ ১৩ ॥
সনৎকুমারো ব্রহ্মাণং জ্ঞানং পপ্রচ্ছ যত্র বৈ।
বভূব মূকবৎ সোঽপি সিদ্ধান্তং কর্ত্তুমক্ষমঃ ॥ ১৪ ॥
তদাজগাম ভগবানাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরঃ।
উবাচ স চ তাং স্তৌহি বাণীমিষ্টাং প্রজাপতে! ॥ ১৫ ॥
স চ তুষ্টাব তাং ব্রহ্মা'চাজ্ঞয়া পরমাত্মনঃ।
চকার তৎপ্রসাদেন তদা সিদ্ধান্তমুত্তমম্ ॥ ১৬ ॥
যদাপ্যনন্তং পপ্রচ্ছ জ্ঞানমেকং বসুন্ধরা।
বভূব মূকবৎ সোঽপি সিদ্ধান্তং কর্ত্তুমক্ষমঃ ॥ ১৭ ॥
তদা তাং স চ তুষ্টাব সন্ত্রস্তঃ কশ্যপাজ্ঞয়া।
ততশ্চকার সিদ্ধান্তং নির্ম্মলং ভ্রমভঞ্জনম্ ॥ ১৮ ॥

আজগামেতিচ্ছেদঃ ॥ ১৫ ॥
সিদ্ধান্তম্ ব্রহ্মসিদ্ধান্তম্ ॥ ১৬—১৮ ॥

তুমিই সমস্ত ব্যাখ্যার অধিষ্ঠাত্রীদেবী, তোমা ব্যতিরেকে গণিতবিদ্যা পারদর্শীরাও কোন বিষয়ে গণনা করিতে সমর্থ হয় না। অতএব তুমি কাল গণনার সংখ্যাস্বরূপা, তুমি মানবগণের ভ্রমভঞ্জিনী সিদ্ধান্তশক্তিরূপা অতএব তোমাকে বারংবার নমস্কার ॥ ১১—১২ ॥ মাতঃ! তুমি স্মৃতিশক্তি, তুমি জ্ঞানশক্তি, তুমি বুদ্ধিশক্তি, তুমি প্রতিভাশক্তি, তুমিই কল্পনাশক্তি!! অতএব পুনঃ পুনঃ তোমাকে প্রণাম করি ॥ ১৩ ॥ স্বয়ং সনৎকুমারও ভ্রমে নিপতিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহার সিদ্ধান্ত করিতে অসমর্থ হইয়া মূকবৎ নিরুত্তর হইয়া রহিলেন ॥ ১৪ ॥ তখন পরমাত্মরূপী পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, প্রজাপতে! তুমি অভীষ্টদাত্রী বাগীশ্বরীর স্তব কর, তাহা হইলে তোমার সিদ্ধান্ত স্থির হইবে ॥১৫॥ তখন চতুরানন পরমেশ্বরের আজ্ঞাক্রমে দেবী সরস্বতীর স্তব করিয়া তাঁহার প্রসাদবলে অত্যুত্তম সিদ্ধান্ত স্থির করিলেন ॥ ১৬ ॥ এক দিন বসুন্ধরা সন্দিগ্ধচিত্তে অনন্তদেবের নিকট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনিও সিদ্ধান্ত স্থির করিতে অসমর্থ হইয়া মূকের ন্যায় নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরিশেষে মহাভীত হইয়া কশ্যপের আজ্ঞানুসারে তোমার স্তব করিলে, তাঁহার ভ্রমনিরাস হইয়া সিদ্ধান্ত স্থির হয় ॥ ১৭—১৮ ॥

ব্যাসঃ পুরাণসূত্রঞ্চ পপ্রচ্ছ বাল্মীকিং যদা।
মৌনীভূতশ্চ সস্মার ত্বামেব জগদম্বিকাম্ ॥ ১৯ ॥
তদা চকার সিদ্ধান্তং ত্বদ্বরেণ মুনীশ্বরঃ।
সংপ্রাপ্য নির্ম্মলং জ্ঞানং ভ্রমান্ধধ্বংসদীপকম্ ॥ ২০ ॥
পুরাণসূত্রং শ্রুত্বা চ ব্যাসঃ কৃষ্ণকলোদ্ভবঃ।
ত্বাং শিবাং বেদ দধ্যৌ চ শতবর্ষঞ্চ পুষ্করে ॥ ২১ ॥
তদা ত্বত্তো বরং প্রাপ্য সৎকবীন্দ্রো বভূব হ।
তদা বেদবিভাগঞ্চ পুরাণঞ্চ চকার সঃ ॥ ২২ ॥
যদা মহেন্দ্রঃ পপ্রচ্ছ তত্ত্বজ্ঞানং সদাশিবম্।
ক্ষণং ত্বামেব সঞ্চিন্ত্য তস্মৈ জ্ঞানং দদৌ বিভুঃ ॥ ২৩ ॥
পপ্রচ্ছ শব্দশাস্ত্রঞ্চ মহেন্দ্রশ্চ বৃহস্পতিম্।
দিব্যং বর্ষসহস্রঞ্চ স ত্বাং দধ্যৌ চ পুষ্করে ॥ ২৪ ॥

সস্মার বাল্মীকিঃ। পুরাণসূত্ররচনাশক্ত্যর্থং স্মৃতবানিত্যর্থঃ। হে দেবি! ত্বদ্বরেণ তদা স বাল্মীকির্ভ্রমরূপান্ধকারধ্বংসে দীপরূপং জ্ঞানং সম্প্রাপ্য সিদ্ধান্তং পুরাণসূত্রভূতঞ্চকার ॥ ১৯ ॥

তৎ পুরাণসূত্রং ব্যাসঃ কৃষ্ণকলোদ্ভবঃ কৃষ্ণকলাংশঃ শ্রুত্বা তদর্থং কবিতারূপেণ স্পষ্টীকর্ত্তুং ত্বাং শিবাং বেদ দধ্যৌ ধ্যাতবাংশ্চেত্যর্থঃ ॥ ২০—২২ ॥

সদাশিবং পপ্রচ্ছ কিং পপ্রচ্ছ তত্রাহ তত্ত্বজ্ঞানমিতি ॥ ২৩—২৪ ॥

বেদব্যাস বাল্মীকির নিকট গমন পূর্ব্বক পুরাণসূত্র বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে মুনিবর বাল্মীকি হতবুদ্ধি হইয়া জগন্মাতৃরূপা তোমাকে স্মরণ করিলেন। তোমার প্রসাদে জ্ঞান-জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইলে ঋষিবরের ভ্রমান্ধকার দূর হইল। তখন তিনি বেদব্যাসকৃত প্রশ্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত স্থির করিতে সমর্থ হইলেন ॥ ১৯—২০ ॥ তখন কৃষ্ণাংশসম্ভূত ব্যাস-দেব বাল্মীকিমুখে পুরাণসূত্র বিষয় শ্রবণ করিয়া তোমার মহিমা জানিতে পারিলেন এবং পুষ্করতীর্থে গমন করিয়া শতবর্ষকাল শান্তিদাত্রীস্বরূপা তোমার আরাধনায় প্রবৃত্ত হই-লেন ॥ ২১ ॥ তাহার পর তুমি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর দান করিলে, তিনি কবীন্দ্রপদবীতে আরূঢ় হইলেন। তখন তিনি বেদবিভাগ ও অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিতে সমর্থ হইলেন ॥ ২২ ॥

যখন মহেন্দ্র সদাশিবকে তত্ত্বজ্ঞানের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখন সদাশিব ক্ষণকাল তোমায় চিন্তা করিয়া তৎপরে মহেন্দ্রকে তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করেন। অনন্তর একদা দেবরাজ সুরগুরু বৃহস্পতির নিকট শব্দশাস্ত্র বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি তাহার উত্তর প্রদানে অসমর্থ হইয়া পুষ্করতীর্থে যাইয়া দেব পরিমাণে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত

তদা স্তুত্বো বরং প্রাপ্য দিব্যবর্ষসহস্রকম্।
উবাচ শব্দশাস্ত্রঞ্চ তদর্থঞ্চ সুরেশ্বরম্॥ ২৫॥
অধ্যাপিতাশ্চ যে শিষ্যা যৈরধীতং মুনীশ্বরৈঃ।
তে চ ত্বাং পরিসঞ্চিন্ত্য প্রবর্ত্তন্তে সুরেশ্বরীম্॥ ২৬॥
ত্বং সংস্তুতা পূজিতা চ মুনীন্দ্রৈর্ম্মনুমানবৈঃ।
দৈত্যেন্দ্রৈশ্চ সুরৈশ্চাপি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিভিঃ॥ ২৭॥
জড়ীভূতঃ সহস্রাস্যঃ পঞ্চবক্ত্রশ্চতুর্ম্মুখঃ।
যাং স্তোতুং কিমহং স্তৌমি তামেকাস্যেন মানবঃ॥ ২৮॥
ইত্যুক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ।
প্রণনাম নিরাহারো রুরোদ চ মুহুর্ম্মুহুঃ॥ ২৯॥
জ্যোতীরূপা মহামায়া তেন দৃষ্টাপ্যুবাচ তম্।
সুকবীন্দ্রো ভবেত্যুক্ত্বা বৈকুণ্ঠঞ্চ জগাম হ॥ ৩০॥

স বৃহস্পতিঃ॥ ২৫॥
শব্দশাস্ত্রং ব্যাকরণং তস্যার্থঞ্চোবাচ॥ ২৬—২৭॥
(দেবৈরপি যদা সহস্রাস্যেন পঞ্চবক্ত্রেন চতুর্ম্মুখেন চ ত্বাং স্তোতুং ন শক্যতে তদা কথমহং সামান্যো মানব একমুখেন ত্বাং স্তৌমীত্যত আহ জড়ীভূত ইতি। সহস্রাস্যঃ অনন্তদেবঃ পঞ্চবক্ত্রঃ পঞ্চাননঃ চতুর্ম্মুখঃ ব্রহ্মেত্যর্থঃ॥ ২৮—৩০॥)

তোমার আরাধনা করিয়া তোমার নিকট বর লাভ করিলে তখন দিব্য-সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত মহেন্দ্রকে শব্দশাস্ত্র ও শব্দশাস্ত্রার্থবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতে সমর্থ হন॥ ২৩—২৫॥ হে সুরেশ্বরি! যে মুনীন্দ্রগণ শিষ্যদিগকে শিক্ষা প্রদান করেন বা যাঁহারা স্বয়ং অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন তাঁহারা কেহই প্রথমে তোমায় স্মরণ না করিয়া স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না॥২৬॥ কতশত মুনীন্দ্র, কতশত মনু, কতশত মানব, কতশত দৈত্যেন্দ্র, কতশত অমর—এমন কি ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর পর্য্যন্ত তোমার পূজা ও তোমারই স্তব করিয়া থাকেন॥ ২৭॥ কিন্তু বিষ্ণু সহস্র মুখে, মহাদেব পঞ্চমুখে এবং ব্রহ্মা চারি মুখে যখন তোমায় স্তব করিতে জড়ীভূত হন, তখন আমি সামান্য মনুষ্য, এক মুখে আর কি স্তব করিব?॥ ২৮॥

কৃতোপবাস মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এই কথা বলিয়া ভক্তিভাবে অবনতমস্তকে দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিলেন এবং ক্ষণে ক্ষণে রোদন করিতে লাগিলেন॥ ২৯॥ ঐ সময় সেই জ্যোতীরূপা মহামায়া সরস্বতী আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তাঁহার সমক্ষে আগমন পূর্ব্বক "বৎস! তুমি সুকবীন্দ্র হও" এই বর দান করিয়াই বৈকুণ্ঠধামে প্রস্থান করিলেন॥ ৩০॥

যাজ্ঞবল্ক্যকৃতং বাণীস্তোত্রমেতত্তু যঃ পঠেৎ ।
স কবীন্দ্রো মহাবাগ্মী বৃহস্পতিসমো ভবেৎ ॥ ৩১ ॥
মহামূর্খশ্চ দুর্বুদ্ধির্বর্ষমেকং যদা পঠেৎ ।
স পণ্ডিতশ্চ মেধাবী সুকবীন্দ্রো ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যকৃতসরস্বতীস্তোত্রবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

সরস্বতীস্তোত্রস্য ফলশ্রুতিমাহ যাজ্ঞবল্ক্যকৃতমিতি ॥ ৩১—৩২ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে নবমস্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

যিনি যাজ্ঞবল্ক্যকৃত এই সরস্বতীস্তব পাঠ করেন তিনি সুকবি, বাগ্মী ও বৃহস্পতি-সদৃশ ধীশক্তিসম্পন্ন হইতে পারেন ॥ ৩১ ॥ যদি মহামূর্খ ব্যক্তিও এক বৎসরকাল এই বাণী-স্তব পাঠ করে, তাহা হইলে সে অনায়াসে সুপণ্ডিত, মেধাবী ও সুকবি হইতে সমর্থ হয় ॥ ৩২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের নবমস্কন্ধে যাজ্ঞবল্ক্যকৃত সরস্বতীস্তোত্র বর্ণন নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥*॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

সরস্বতী তু বৈকুণ্ঠে স্বয়ং নারায়ণান্তিকে।
গঙ্গাশাপেন কলহাৎ কলয়া ভারতে সরিৎ ॥ ১ ॥
পুণ্যদা পুণ্যরূপা চ পুণ্যতীর্থস্বরূপিণী।
পুণ্যবদ্ভির্নিষেব্যা চ স্থিতিঃ পুণ্যবতাং মুনে! ॥ ২ ॥
তপস্বিনাং তপোরূপা তপসঃ ফলরূপিণী।
কৃতপাপেধ্মদাহায় জ্বলদগ্নিস্বরূপিণী ॥ ৩ ॥
জ্ঞানাৎ সরস্বতীতোয়ে মৃতা যে মানবা ভুবি।
তেষাং স্থিতিশ্চ বৈকুণ্ঠে সুচিরং হরিসংসদি ॥ ৪ ॥
ভারতে কৃতপাপশ্চ স্নাত্বা তত্র চ লীলয়া।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকে বসেচ্চিরম্ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ সপ্তষষ্টিশ্লোকৈরথ সমাসতঃ।
লক্ষ্মীগঙ্গাভারতীনাং শাপাজ্জন্মোচ্যতে ভুবি ॥

সরস্বতী তু বৈকুণ্ঠে ইতি। স্বয়ং পূর্ণরূপেণ বৈকুণ্ঠে তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। পশ্চাদ্গঙ্গায়াঃ শাপেন কলয়াংশেন ভারতে খণ্ডে সরিৎ সরস্বতীনাম্নী সরিজ্জাতেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥
যস্যাস্তীরে পুণ্যবতাং স্থিতিরিত্যর্থঃ ॥ ২—৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! সরস্বতী নিয়তই বৈকুণ্ঠে নারায়ণের নিকট অবস্থান করেন, কিন্তু একদিন গঙ্গার সহিত কলহ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার শাপে অংশে সরিৎ রূপে ভারতে অবতীর্ণ হন ॥ ১ ॥ ইনি ভারতে অতি পাবনী, পুণ্যরূপা ও পবিত্র তীর্থ স্বরূপিণী। পুণ্যবান্ ব্যক্তিরা ইহাঁর তীরে অবস্থান করিয়া নিরন্তর ইহাঁকে সেবা করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥ ইনি তপস্বিগণের তপস্যা ও তপঃফলস্বরূপা। যাহারা পাপরূপ কাষ্ঠরাশির আহরণ করিয়া থাকে, ইনি প্রজ্বলিত হুতাশন রূপ ধারণ করিয়া তাহাদিগের সেই কাষ্ঠ-রাশি দগ্ধ করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ ভারতে যাহারা সজ্ঞানে সরস্বতী-সলিলে কলেবর পরিত্যাগ করে, তাহারা চিরকাল বৈকুণ্ঠে হরিসভায় অবস্থান করিতে পারে ॥ ৪ ॥ ভারতে যাহারা পাপাচরণ করিয়া সরস্বতীজলে অবগাহন করে, তাহারা অবলীলাক্রমে স্বকৃত সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সুদীর্ঘকাল বিষ্ণুলোকে বাস করিয়া থাকে ॥ ৫ ॥

চাতুর্ম্মাস্যাং পৌর্ণমাস্যামক্ষয়ায়াং দিনক্ষয়ে।
ব্যতীপাতে চ গ্রহণেঽন্যস্মিন্ পুণ্যদিনেঽপি চ॥ ৬॥
অনুষঙ্গেণ যঃ স্নাতো হেতুনাশ্রদ্ধয়াপি বা।
সারূপ্যং লভতে নূনং বৈকুণ্ঠে স হরেরপি॥ ৭॥
সরস্বতীমনুং তত্র মাসমেকঞ্চ যো জপেৎ।
মহামূর্খঃ কবীন্দ্রশ্চ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ॥ ৮॥
নিত্যং সরস্বতীতোয়ে যঃ স্নায়ান্মুণ্ডয়ন্নরঃ।
ন গর্ভবাসং কুরুতে পুনরেব স মানবঃ॥ ৯॥
ইত্যেবং কথিতং কিঞ্চিদ্ভারতে গুণকীর্ত্তনম্।
সুখদং কামদং সারভূতঃ কিং শ্রোতুমিচ্ছসি॥ ১০॥

সূত উবাচ।

নারায়ণবচঃ শ্রুত্বা নারদো মুনিসত্তমঃ।
পুনঃ পপ্রচ্ছ সন্দেহমিমং শৌনক! সত্বরম্॥ ১১॥

অক্ষয়ায়াস্তিথাবক্ষয়নবম্যাম্॥ ৬॥
অনুষঙ্গেণান্যকার্য্যার্থমাগতোমধ্যে তীর্থং পতিতমস্তীতি স্নানমপি কর্ত্তব্যমিতি বুদ্ধ্যা হেতুনান্যেন বা কারণেন দ্রব্যগ্রহণরূপেণ অশ্রদ্ধয়াপীচ্ছেদঃ॥ ৭॥
তত্র সরস্বতীতীরে॥ ৮॥
মুণ্ডয়ন্নেকবারং প্রথমতোমুণ্ডনং কুর্ব্বন্॥ ৯—১২॥

কি চাতুর্ম্মাস্ত সময়, কি পূর্ণিমা, কি অক্ষয়া, কি দিনক্ষয় সময়, কি ব্যতীপাতযোগ, কি গ্রহণকাল, কি অন্য পুণ্যদিন, অথবা আনুষঙ্গিক যে কোন কারণেই হউক্; অধিক কি, অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক হইলেও সরস্বতী-জলে একবারমাত্র স্নান করিলে বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া শ্রীহরির সারূপ্যলাভ করিতে সমর্থ হয়॥ ৬—৭॥ একমাস কাল সরস্বতীতীরে অবস্থানপূর্ব্বক সরস্বতী মন্ত্র জপ করিলে, মহামূর্খ ব্যক্তিও কবীন্দ্রপদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, তাহার আর সন্দেহ নাই॥ ৮॥ একবার মস্তক মুণ্ডন করিয়া সরস্বতী তীরে অবস্থানপূর্ব্বক যে ব্যক্তি প্রতিদিন তাহাতে অবগাহন করে, তাহাকে পুনরায় আর গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না॥ ৯॥ বৎস নারদ! এইত আমি ভারতের অসীম গুণরাশির মধ্যে সুখপ্রদ, কামপ্রদ ও সারভূত যৎকিঞ্চিৎ কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে বাসনা হয় বল?॥ ১০॥

সূত কহিলেন, হে শৌনক! মুনিবর নারদ, নারায়ণের শ্রীমুখাৎ এইরূপ শ্রবণ করিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিবার নিমিত্ত পুনরায় সেই মুহূর্ত্তে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কহিতেছি, শ্রবণ করুন॥ ১১॥

শ্রীনারদ উবাচ।

কথং সরস্বতী দেবী গঙ্গাশাপেন ভারতে।
কলয়া কলহেনৈব বভূব পুণ্যদা সরিৎ ॥ ১২ ॥
শ্রবণে শ্রুতিসারাণাং বর্দ্ধতে কৌতুকং মম।
কথামৃতে ন মে তৃপ্তিঃ কেন শ্রেয়সি তৃপ্যতে ॥ ১৩ ॥
কথং শশাপ সা গঙ্গা পূজিতাং তাং সরস্বতীম্।
সা তু সত্ত্বস্বরূপা যা পুণ্যদা শুভদা সদা ॥ ১৪ ॥
তেজস্বিনোর্দ্বয়োর্ব্বাদকারণং শ্রুতিসুন্দরম্।
সুদুর্লভং পুরাণেষু তন্মে ব্যাখ্যাতু মর্হসি ॥ ১৫ ॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

শৃণু নারদ! বক্ষ্যামি কথামেতাং পুরাতনীম্।
যস্যাঃ শ্রবণমাত্রেণ সর্ব্বপাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ১৬ ॥
লক্ষ্মীঃ সরস্বতী গঙ্গা তিস্রো ভার্য্যা হরেরপি।
প্রেম্না সমাস্তাস্তিষ্ঠন্তি সততং হরিসন্নিধৌ ॥ ১৭ ॥
চকার সৈকদা গঙ্গাবিষ্ণোর্মুখনিরীক্ষণম্।
সস্মিতা চ সকামা চ সকটাক্ষং পুনঃ পুনঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রুতেঃ সারাণাং সারভূতানাং শ্রবণে ইত্যন্বয়ঃ। মে তৃপ্তিঃ কথামৃতে নৈবাস্তি কেন শ্রেয়সি তৃপ্যতে ন কেনাপীত্যর্থঃ ॥ ১৩—১৮ ॥

নারদ কহিলেন, প্রভো! সরস্বতী দেবী গঙ্গার সহিত কলহ করিয়া তাঁহার শাপে কি রূপে স্বীয় অংশদ্বারা ভারতে পুণ্যপ্রদ সরিৎরূপে অবতীর্ণ হইলেন? এই শ্রুতিসার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমার চিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছে। আপনার বাক্যামৃত পান করিয়া কিছুতেই আমার তৃপ্তি বোধ হইতেছে না। ফলতঃ শ্রেয়োলাভে কাহার চিত্ত চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে? ॥১২—১৩॥ সরস্বতী সামান্যা নারী নহেন, ত্রিলোক মধ্যে সকলেই তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকে। অপিচ গঙ্গাও সত্ত্বগুণপ্রধানা, সুতরাং সর্ব্বদা সকলের পুণ্য ও শুভদাত্রী হইয়া সরস্বতীকে শাপ প্রদান করিলেন কেন? ॥ ১৪ ॥ উভয়েই তেজস্বিনী, অতএব যদবধি পক্ষদ্বয়ের বিবাদকারণ শ্রবণ যেন কর্ণকুহরে অমৃতধারা বর্ষণ করে। বিশেষতঃ পুরাণে এ সকল বৃত্তান্ত অতি দুর্লভ, অতএব আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ১৫ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! যে কথা শ্রবণে সমুদয় পাপ বিদূরিত হয়, এক্ষণে সেই পুরাতন ইতিবৃত্ত কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৬ ॥ লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা এই

বিভুর্জহাস তদ্বক্তুং নিরীক্ষ্য চ ক্ষণং তদা।
ক্ষমাঞ্চকার তদ্দৃষ্ট্বা লক্ষ্মীর্নৈব সরস্বতী॥ ১৯॥
বোধয়ামাস পদ্মা তাং সত্ত্বরূপা চ সস্মিতা।
ক্রোধাবিষ্টা চ সা বাণী ন চ শান্তা বভূব হ॥ ২০॥
উবাচ বাণী ভর্ত্তারং রক্তাস্যা রক্তলোচনা।
কম্পিতা কামবেগেন শশ্বৎ প্রস্ফুরিতাধরা॥ ২১॥

সরস্বত্যুবাচ।

সর্ব্বত্র সমতা বুদ্ধিঃ সদ্ভর্ত্তুঃ কামিনীং প্রতি।
ধর্ম্মিষ্ঠস্য বরিষ্ঠস্য বিপরীতা খলস্য চ॥ ২২॥
জ্ঞাতং সৌভাগ্যমধিকং গঙ্গায়াং তে গদাধর!।
কমলায়াং চ তত্তুল্যং ন চ কিঞ্চিন্ময়ি প্রভো!॥ ২৩॥
গঙ্গায়াঃ পদ্ময়া সার্দ্ধং প্রীতিশ্চাস্তি সুসম্মতা।
ক্ষমাঞ্চকার তেনেদং বিপরীতং হরিপ্রিয়া॥ ২৪॥

তদ্দৃষ্ট্বা বিষ্ণোর্হাস্যং দৃষ্ট্বা লক্ষ্মীঃ ক্ষমাঞ্চকার ন ক্রোধম্। সরস্বতী তু ন ক্ষমাঞ্চকার কিন্তু ক্রোধম্॥ ১৯॥
তাং ক্রুদ্ধাং সরস্বতীম্॥ ২০—২২॥
সৌভাগ্যং প্রেম। গঙ্গালক্ষ্ম্যোস্তব প্রেমাস্তি ময়ি নাস্তীত্যর্থঃ॥ ২৩॥
গঙ্গায়া ইতি। যদি লক্ষ্ম্যাং গঙ্গাতুল্যা তব প্রীতির্ন স্যাত্তদা গঙ্গয়া সার্দ্ধং লক্ষ্ম্যাঃ প্রীতির্নৈব ভবেৎ। প্রীতিস্তু বর্ত্ততে যতস্তেন হেতুনা প্রীতিসদ্ভাবহেতুনা বিপরীতমিদং সপত্নীহাস্যং

তিন জনই নারায়ণের নিকট অবস্থান করেন॥ ১৭॥ ইতিমধ্যে গঙ্গা একদিন হাস্যবদনে সাৎসুকচিত্তে বারম্বার নারায়ণের প্রতি কটাক্ষ বিক্ষেপ করিতে লাগিলেন॥ ১৮॥ প্রভু নারায়ণও তদ্দর্শনে চকিতের ন্যায় গঙ্গার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। তদ্দর্শনে লক্ষ্মী কোন অপরাধ গ্রহণ করিলেন না; কিন্তু সরস্বতী মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন॥ ১৯॥ সত্ত্বগুণান্বিতা পদ্মা হাস্যবদনে ক্রুদ্ধা সরস্বতীকে নানা প্রকার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাণী কিছুতেই শান্ত হইলেন না॥ ২০॥ প্রত্যুত ক্রোধে তাঁহার বদনমণ্ডল লোহিত রাগ ধারণ করিল, লোচনদ্বয় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি কামবশে কাঁপিতে লাগিলেন, তাঁহার ওষ্ঠ নিরন্তর প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল, তখন ভর্ত্তাকে বলিতে লাগিলেন॥ ২১॥ যে স্বামী সজ্জন, ধার্ম্মিক ও গুণবান্ তিনি সকল ভার্য্যাকেই সমানকে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু ধূর্ত্তের নিকট তাহার বিপরীত॥ ২২॥ গদাধর! গঙ্গার প্রতিই আপনার প্রণয়াতিশয় আছে, লক্ষ্মীর প্রতিও তাহা হইতে ন্যূন নহে; কেবল আমিই তাহাতে বঞ্চিত হলেও এই জন্যই গঙ্গাতে ও পদ্মাতে পরস্পর প্রণয় আছে; কারণ, আপনিও

স্ববলং যন্মম বলং বিজ্ঞাপয়িতুমিচ্ছতি।
জানন্তু সর্ব্বে হ্যুভয়োঃ প্রভাবং বিক্রমং সতি॥ ৩৮॥
ইত্যেবমুক্ত্বা সা দেবী বাণ্যৈ শাপং দদাবিতি।
সরিৎস্বরূপা ভবতু সা যা ত্বাঞ্চ শশাপ হ॥ ৩৯॥
অধোমর্ত্ত্যং সা প্রয়াতু সন্তি যত্রৈব পাপিনঃ।
কলৌ তেষাঞ্চ পাপানি গ্রহীষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৪০॥
ইত্যেবং বচনং শ্রুত্বা তাং শশাপ সরস্বতী।
ত্বমেব যাস্যসি মহীং পাপিপাপং লভিষ্যসি॥ ৪১॥
এতস্মিন্নন্তরে তত্র ভগবানাজগাম হ।
চতুর্ভুজশ্চতুর্ভিশ্চ পার্ষদৈশ্চ চতুর্ভুজৈঃ॥ ৪২॥
সরস্বতী করে ধৃত্বা বাসয়ামাস বক্ষসি।
বোধয়ামাস সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞানং পুরাতনম্॥ ৪৩॥

স্ববলমিতি। যদ্যস্মাৎ কারণাৎ স্ববলং মম বলং চেয়ং জ্ঞাতুমিচ্ছতি তস্মান্ মুঞ্চেত্যর্থঃ॥ ৩৮॥
সা দেবী গঙ্গা॥ ৩৯॥
যা সরস্বতী ত্বাং পদ্মাং শশাপ সা সরস্বতী সরিদ্ভবত্বিত্যর্থঃ॥ ৪০—৪১॥
লভিষ্যসি লপ্স্যসে॥ ৪২—৪৩॥

ঐ দুষ্টস্বভাবা মুখরাকে ছাড়িয়া দেও। ঐ দুঃশীলা বাচাল আমার কি করিবে? উনি বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী বলিয়া সর্ব্বদা কেবল কলহ লইয়াই থাকেন! ও দুর্ম্মুখীর যতদূর প্রভাব, যতদূর শক্তি, আমার সহিত বিবাদ করিয়া দেখুক। ওর নিজের বল কতদূর আর আমার বল কতদূর সেইটি জানিতে ইচ্ছা করিতেছে, অতএব উঁহাকে ছাড়িয়া দেও। সকলে আমাদিগের উভয়ের পরাক্রম ও প্রভাব জানিতে পারুক্॥ ৩৫—৩৮॥ এইরূপ কহিয়া গঙ্গা সরস্বতীকে অভিসম্পাত প্রদানে উদ্যত হইয়া লক্ষ্মীকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, সখি পদ্মে! ও যেমন তোমায় সরিৎরূপিণী হইবে বলিয়া শাপ প্রদান করিল, অমনি আমিও বলিতেছি, "উঁহাকেও সরিৎরূপ ধারণপূর্ব্বক পাপিজননিবাস মর্ত্ত্যলোকে গমন করিয়া কলিযুগে তাহাদিগের পাপরাশি গ্রহণ করিতে হইবে" ॥৩৯—৪০॥ গঙ্গার শাপবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সরস্বতীও তাঁহাকে শাপ প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন, "তোমাকেও সরিৎরূপে ভূলোকে গমন করিয়া পাপিগণের পাপ গ্রহণ করিতে হইবে"॥ ৪১॥

বৎস নারদ! এইরূপ কলহ চলিতেছে, ইতিমধ্যে চতুর্ভুজমূর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ হরি চতুর্ভুজ চারিজন পার্ষদের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সরস্বতীকে বক্ষে লইয়া পূর্ব্বতন রহস্য সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহারা কলহ বিবাদের কারণ ও কলহকারণ জানিতে পারিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন। ঐ সকল ভগবান্ হরি [illegible]

শ্রুত্বা রহস্যং তাসাঞ্চ শাপস্য কলহস্য চ।
উবাচ দুঃখিতাস্তাশ্চ বাচং সাময়িকীং বিভুঃ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

লক্ষ্মি! ত্বং কলয়া গচ্ছ ধর্মধ্বজগৃহং শুভে! ॥ ৪৫ ॥
অযোনিসম্ভবা ভূমৌ তস্য কন্যা ভবিষ্যসি।
তত্রৈব দৈবদোষেণ বৃক্ষত্বঞ্চ লভিষ্যসি ॥ ৪৬ ॥
মদংশস্যাসুরস্যৈব শঙ্খচূড়স্য কামিনী।
ভূত্বা পশ্চাচ্চ মৎপত্নী ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৭ ॥
ত্রৈলোক্যপাবনী নাম্না তুলসীতি চ ভারতে।
কলয়া চ সরিদ্ভূত্বা শীঘ্রং গচ্ছ বরাননে!।
ভারতং ভারতীশাপান্নাম্না পদ্মাবতী ভব ॥ ৪৮ ॥
গঙ্গে! যাস্যসি পশ্চাত্ত্বমংশেন বিশ্বপাবনী।
ভারতং ভারতীশাপাৎ পাপদাহায় পাপিনাম্ ॥ ৪৯ ॥
ভগীরথস্য তপসা তেন নীতা সুকল্পিতে!।
নাম্না ভাগীরথী পূতা ভবিষ্যসি মহীতলে ॥ ৫০ ॥

সাময়িকীং সময়োচিতাম্ ॥ ৪৪ ॥
ধর্মধ্বজো রাজা কলয়াংশেন ॥ ৪৫ ॥
ভূমৌ স্থিতা ভূমেরুৎপন্নেত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥
শঙ্খচূড়স্য কামিনী পত্নী ॥ ৪৭ ॥
তুলসীতি নাম্না পশ্চান্মম পত্নী ভবিষ্যসীত্যন্বয়ঃ। কলয়াংশেন সরিদপি ভব ॥ ৪৮ ॥
পদ্মামুক্ত্বা গঙ্গামাহ গঙ্গে ইতি ॥ ৪৯—৫০ ॥

চিত বচনে একাদিক্রমে তাঁহাদিগকে সমস্ত কহিতে লাগিলেন, ॥ ৪২—৪৪ ॥ অয়ি লক্ষ্মি! তুমি অংশে মর্ত্ত্যলোকে ধর্মধ্বজ রাজার গৃহে অযোনিসম্ভবা কন্যা রূপে অবতীর্ণ হইবে। দৈবদুর্বিপাকবশতঃ তথায় তোমাকে বৃক্ষত্ব লাভ করিতে হইবে ॥ ৪৫—৪৬ ॥ তথায় আমার অংশসম্ভূত অসুরেন্দ্র শঙ্খচূড় তোমার পাণিগ্রহণ করিবে। তাহার পর তুমি এখানে আগমন পূর্ব্বক যেমন আমার পত্নী আছ, সেইরূপই থাকিবে তাহার আর সন্দেহ নাই ॥ ৪৭ ॥ ভারতে গিয়া তুমি ত্রিলোকপাবনী তুলসী নামে অভিহিত হইবে। বরাননে! শীঘ্র ভারতে গিয়া অংশে সরিদ্রূপে অবতীর্ণ হইয়া পদ্মাবতী নামে বিখ্যাত হও ॥ ৪৮ ॥

গঙ্গে! তোমাকেও ভারতীশাপে ভারতে ভারতবাসিদিগের পাপরাশি নাশ করিবার নিমিত্ত বিশ্বপাবনী নদীরূপে অবতীর্ণ হইতে হইবে। ভগীরথ অনেক আরাধনা করিয়া

মদংশস্য সমুদ্রস্য জায়া জায়ে মমাজ্ঞয়া।
মৎকলাংশস্য ভূপস্য শান্তনোশ্চ সুরেশ্বরি ! ॥ ৫১ ॥
গঙ্গাশাপেন কলয়া ভারতং গচ্ছ ভারতি !।
কলহস্য ফলং ভুঙ্ক্ষ্ব সপত্নীভ্যাং সহাচ্যুতে ! ॥ ৫২ ॥
স্বয়ঞ্চ ব্রহ্মসদনে ব্রহ্মণঃ কামিনী ভব।
গঙ্গা যাতু শিবস্থানমত্র পদ্মৈব তিষ্ঠতু ॥ ৫৩ ॥
শান্তা চ ক্রোধরহিতা মদ্ভক্তা সত্ত্বরূপিণী।
মহাসাধ্বী মহাভাগা সুশীলা ধর্ম্মচারিণী ॥ ৫৪ ॥
যদংশকলয়া সর্ব্বা ধর্ম্মিষ্ঠাশ্চ পতিব্রতাঃ।
শান্তরূপাঃ সুশীলাশ্চ প্রতিবিশ্বেষু পূজিতাঃ ॥ ৫৫ ॥
তিস্রো ভার্য্যাস্ত্রিশীলাশ্চ ত্রয়ো ভৃত্যাশ্চ বান্ধবাঃ।
ধ্রুবং বেদবিরুদ্ধাশ্চ নহ্যেতে মঙ্গলপ্রদাঃ ॥ ৫৬ ॥

জায়েঃ ভবেঃ। যদ্বা হে জায়ে ! সমুদ্রস্য জায়া ভবেত্যর্থঃ। শান্তনোশ্চ কারণবশাজ্জায়া ভবেত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

সরস্বতীমাহ গঙ্গাশাপেনেতি ॥ ৫২ ॥

সপত্নীভ্যাং সহ কলহস্যেত্যন্বয়ঃ। স্বয়ঞ্চেতি। অংশেন ভারতে সরিদ্ভব স্বয়ঞ্চ পূর্ণরূপেণ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মণঃ পত্নী ভবেত্যর্থঃ। গঙ্গা যাত্বিতি গঙ্গাপ্যংশেন সরিদ্ভবতু পূর্ণরূপেণ তু শিবস্থানং যাতু তস্য সপত্নী ভবতু। অত্র মন্নিকটে তু পদ্মৈব তিষ্ঠতু ॥ ৫৩ ॥

যতঃ শান্তেত্যাহ শান্তা চেতি ॥ ৫৪—৫৫ ॥

স্বং খেদং বর্ণয়তি তিস্র ইতি। ত্রিশীলা ভিন্নস্বভাবাঃ। ত্রিশীলেতি সর্ব্বত্রাম্বেতি ॥ ৫৬ ॥

তোমাকে লইয়া যাইবে বলিয়া তুমি ভূলোকে পূততমা ভাগীরথী নামে বিখ্যাত হইবে। তথায় মদংশসম্ভূত সমুদ্র এবং আমার অংশের অংশ হইতে সমুদ্ভূত রাজা শান্তনু তোমার পতি হইবেন ॥ ৪৯—৫১ ॥

ভারতি ! গঙ্গাশাপে তুমিও ভারতে গিয়া অংশে অবতীর্ণ হও। সপত্নীদ্বয়ের সহিত কলহের ফলভোগ কর ॥ ৫২ ॥ ভদ্রে ! তুমি স্বয়ং পূর্ণরূপে ব্রহ্মসদনে গমন করিয়া ব্রহ্মার পত্নী হও। গঙ্গাও পূর্ণরূপে শিবসমীপে গমন করুন, আর পদ্মা আমার নিকটেই অবস্থান করুন। পদ্মা অতি শান্তপ্রকৃতি, ক্রোধবর্জ্জিতা মদ্ভক্তিপরায়ণা ও সত্ত্বগুণাবলম্বিনী। পদ্মার মত সাধ্বী, সচ্চরিত্রা ভাগ্যবতী ও ধর্ম্মচারিণী অতি বিরল ॥ ৫৩—৫৪ ॥ যে সকল সীমন্তিনীরা পদ্মার অংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা সকলেই সাত্ত্বিক ধার্ম্মিক ও পতিপরায়ণা হইয়া থাকেন। ফলতঃ শান্তস্বভাব ও সুশীল কামিনীরা সর্ব্বত্র সমাদরে সমাদৃত হইয়া থাকেন ॥ ৫৫ ॥ কি ভার্য্যা, কি ভৃত্য, কি বান্ধব; বিভিন্নস্বভাব তিন জনকে একত্র স্থাপন

স্ত্রীপুংবচ্চ গৃহে যেষাং গৃহিণ্যাং স্ত্রীবশঃ পুমান্।
নিষ্ফলঞ্চ জন্ম তেষামশুভঞ্চ পদে পদে ॥ ৫৭ ॥
মুখেদুষ্টা যোনিদুষ্টা যস্য স্ত্রী কলহপ্রিয়া।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং মহারণ্যং গৃহান্তরম্ ॥ ৫৮ ॥
জলানাঞ্চ স্থলানাঞ্চ ফলানাং প্রাপ্তিরেব চ।
সততং সুলভা তত্র ন তেষাং গৃহএব চ ॥ ৫৯ ॥
বরমগ্নৌ স্থিতির্হিংস্রজন্তূনাং সন্নিধৌ সুখম্।
ততোঽপি দুঃখং পুংসাঞ্চ দুষ্টস্ত্রীসন্নিধৌ ধ্রুবম্ ॥ ৬০ ॥
ব্যাধিজ্বালা বিষজ্বালা বরং পুংসাং বরাননে!।
দুষ্টস্ত্রীণাং মুখজ্বালা মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৬১ ॥
পুংসাঞ্চ স্ত্রীজিতানাঞ্চ ভস্মান্তং শৌচমধ্রুবম্ ॥ ৬২ ॥
যদহ্নি কুরুতে কর্ম্ম ন তস্য ফলভাগ্‌ভবেৎ।
নিন্দিতোঽত্র পরত্রৈব সর্ব্বত্র নরকং ব্রজেৎ ॥ ৬৩ ॥

এতে ত্রয়োবেদবিরুদ্ধা বেদানুমত্যবিষয়াঃ। যেষাং গৃহে পুংবৎ পুরুষবৎ প্রধানা স্ত্রী ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৭—৬১ ॥
ভস্মান্তং মরণান্তং শৌচং পবিত্রতা অধ্রুবং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬২—৬৩ ॥

করা নিষিদ্ধ, এমন কি বেদবিরুদ্ধ। কারণ তিনজন কখনই এক স্বভাবের হইতে পারে না, সুতরাং বিভিন্নপ্রকৃতি তিন জনের একত্রাবস্থান কখনই মঙ্গলদায়ক নহে ॥ ৫৬ ॥ যে গৃহে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকের আধিপত্যই প্রবল এবং পুরুষ স্ত্রীর বশীভূত, তাহার জন্ম নিষ্ফল, পদে পদে তাহার অশুভ সংঘটন হইয়া থাকে ॥৫৭॥ যাহার স্ত্রী মুখদুষ্ট, যোনিদুষ্ট ও কলহপ্রিয়, তাহার নিবিড় অরণ্যে গমন করাই শ্রেয়ঃ। কারণ তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে মহারণ্য গৃহ অপেক্ষা সুখের স্থান হইয়া থাকে ॥৫৮॥ সে ব্যক্তি গৃহে না পায় প্রক্ষালনাদির জল, না উপবেশনাদির স্থান, না ভক্ষণার্থ ফল, কিছুই পায় না, কিন্তু অরণ্যে তাহার কিছুরই অসদ্ভাব হয় না ॥ ৫৯ ॥ দুষ্টা স্ত্রীর সন্নিধানে অবস্থান অপেক্ষা হিংস্র জন্তুমধ্যে বাস বা বহ্নিপ্রবেশ করা তাহার পক্ষে শ্রেয়স্কর ॥ ৬০ ॥ বরাননে! বরং ব্যাধিযন্ত্রণা বা বিষজ্বালা সহ্য হয়, কিন্তু দুষ্টা স্ত্রীর বাক্যযন্ত্রণা কিছুতেই সহ্য হয় না; এমন কি, তাহা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃকর ॥ ৬১ ॥ যাহারা স্ত্রীর একান্ত বশীভূত, ইহা নিশ্চয় জানিও যে, তাহারা চিতারোহণ না করিলে, আর তাহাদিগের মনের শান্তি নাই। তাহারা প্রতিদিন যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, কিছুতেই তাহার ফলভোগী হইতে পারে না। তাহাদিগের, না ইহলোক, না পরলোক কুত্রাপি, যশ নাই; বরং চরমে নরকবাস লাভ হইয়া

যশঃকীর্ত্তিবিহীনো যো জীবন্নপি মৃতোহি সঃ।
বহ্বীনাঞ্চ সপত্নীনাং নৈকত্র শ্রেয়সে স্থিতিঃ ॥ ৬৪ ॥
একভার্য্যঃ সুখী নৈব বহুভার্য্যঃ কদাচন।
গচ্ছ গঙ্গে! শিবস্থানং ব্রহ্মস্থানং সরস্বতি!।
অত্র তিষ্ঠতু মদ্গেহে সুশীলা কমলালয়া ॥ ৬৫ ॥
সুসাধ্যা যস্য পত্নী চ সুশীলা চ পতিব্রতা।
ইহ স্বর্গে সুখং তস্য ধর্ম্মোমোক্ষঃ পরত্র চ ॥ ৬৬ ॥
পতিব্রতা যস্য পত্নী স চ মুক্তঃ শুচিঃ সুখী।
জীবন্মৃতোঽশুচির্দুঃখী দুঃশীলা পতিরেব চ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে লক্ষ্মীগঙ্গাসরস্বতীনাং ভূলোকাবতারবর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

(দুঃশীলা যস্য পত্নী দুঃশীলা তস্যাঃ পতিরিত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে নবমস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

থাকে ॥ ৬২—৬৩ ॥ যে ব্যক্তি যশোবিহীন ও কীর্ত্তিবিহীন, তাহার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র বহুতর সপত্নীর একত্রাবস্থান কথনই মঙ্গলের নিমিত্ত নহে ॥ ৬৪ ॥ একমাত্র দারপরিগ্রহ করিয়াই যথন লোক সুখী হইতে পারে না, তথন বহুভার্য্য ব্যক্তির যে কি কষ্ট, তাহা আর কি বলিব? গঙ্গে! তুমি শিব সন্নিধানে, আর সরস্বতি! তুমি ব্রহ্মার ভবনে গমন কর, কেবল কমলবাসিনী সুশীলা কমলা আমার নিকট অবস্থান করুন ॥ ৬৫ ॥ যাহার পত্নী পতিব্রতা ও আজ্ঞাকারিণী, তাহার ইহলোকে সুখ ও ধর্ম্ম এবং পরকালে মুক্তি লাভ হয় ॥ ৬৬ ॥ ফলতঃ যাহার স্ত্রী পতিব্রতা, সে সর্ব্বান্তঃকরণে সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকে, এমন কি সে জীবন্মুক্ত। আর যাহার স্ত্রী দুশ্চরিত্রা ইহলোকে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাহাকে কেবল দুঃখই ভোগ করিতে হয়। অধিক কি, তাহাকে জীবন্মৃত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ॥ ৬৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের নবমস্কন্ধে লক্ষ্মী, গঙ্গা ও সরস্বতীর ভারতাবতরণ কথন নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা জগতাং নাথো বিররাম চ নারদ!।
অতীব রুরুদুর্দেব্যঃ সমালিঙ্গ্য পরস্পরম্ ॥ ১ ॥
তাশ্চ সর্ব্বাঃ সমালোক্য ক্রমেণোচুস্তদেশ্বরম্।
কম্পিতাঃ সাশ্রুনেত্রাশ্চ শোকেন চ ভয়েন চ ॥ ২ ॥

সরস্বত্যুবাচ।

বিশাপং দেহি হে নাথ! দুষ্টমাজন্মশোচনম্।
সৎস্বামিনা পরিত্যক্তাঃ কুতো জীবন্তি তাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥ ৩ ॥
দেহত্যাগং করিষ্যামি যোগেন ভারতে ধ্রুবম্।
অত্যুন্নতো হি নিয়তং পাতুমর্হতি নিশ্চিতম্ ॥ ৪ ॥

অর্দ্ধাধিকৈশ্চতুঃপঞ্চাশদ্ভিঃ পদ্যৈরতঃপরম্।
শাপোদ্ধারপ্রকারশ্চ তিসৃণাং সম্যগুচ্যতে ॥

বিররাম চ নারদেতি। নারদং প্রতি নারায়ণোক্তিঃ ॥ ১—২ ॥
প্রথমং সরস্বতী প্রার্থনাং করোতি বিশাপমিতি ॥ ৩ ॥
অত্যুন্নততায়াঃ ফলং ময়া লব্ধমিত্যাহ অত্যুন্নতো হীতি ॥ ৪ ॥

নারায়ণ কহিলেন, বৎস নারদ! জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ কহিয়া মৌনাবলম্বন করিলে লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া সাতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ পরিশেষে তাঁহারা জগদীশ্বর কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া শোকাভিভূতচিত্তে ভয়-কম্পিত-কলেবরে বাষ্পপূর্ণনেত্রে ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকট স্ব স্ব মনোগতভাব ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২ ॥

প্রথমতঃ সরস্বতী কহিলেন, নাথ! আমাদিগের এই আজন্মক্লেশাবহ অতি কঠোর শাপবিমোচনের উপায় কি? অবলাগণ কি কখনও অনুকূল পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে? নাথ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি যে, ভারতে গিয়া যোগাবলম্বনপূর্ব্বক এ দেহ বিসর্জ্জন দিব। মহাত্মারা নিশ্চয়ই নিয়ত সকলকে রক্ষা করিয়া থাকেন ॥ ৩—৪ ॥

গঙ্গোবাচ।

অহং কেনাপরাধেন ত্বয়া ত্যক্তা জগৎপতে ! ।
দেহত্যাগং করিষ্যামি নির্দ্দোষায়া বধং লভ ॥ ৫ ॥
নির্দ্দোষকামিনীত্যাগং করোতি যো নরো ভুবি ।
স যাতি নরকং ঘোরং কিন্তু সর্ব্বেশ্বরোঽপি বা ॥ ৬ ॥

পদ্মোবাচ।

নাথ ! সত্ত্বস্বরূপস্ত্বং কোপঃ কথমহো তব।
প্রসাদং কুরু ভার্য্যে দ্বে সদীশস্য ক্ষমা বরা ॥ ৭ ॥
ভারতে ভারতীশাপাদ্‌যাস্যামি কলয়া হ্যহম্।
কিয়ৎকালং স্থিতিস্তত্র কদা দ্রক্ষ্যামি তে পদম্ ॥ ৮ ॥
দাস্যন্তি পাপিনঃ পাপং সদ্যঃ স্নানাবগাহনাৎ।
কেন তেন বিমুক্তাহমাগমিষ্যামি তে পদম্ ॥ ৯ ॥
কলয়া তুলসীরূপং ধর্ম্মধ্বজসুতা সতী।
ভুক্ত্বা কদা লভিষ্যামি ত্বৎপাদাম্বুজমচ্যুত ! ॥ ১০ ॥

তদনন্তরং গঙ্গোবাচ অহঙ্কেনেতি। সরস্বত্যা অপরাধঃ কৃতো ময়া তু ন কৃত ইতি ভাবঃ। তেন কারণেন নির্দ্দোষায়াস্ত্বং বধং লভ লভস্বেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥
সর্ব্বেশ্বরোঽপি যদিস্যাত্তথাপি ॥ ৬ ॥
দ্বে ভার্য্যে প্রতীত্যর্থঃ ॥ ৭—১৫ ॥

গঙ্গা কহিলেন, জগৎপতে ! আপনি কি অপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিলেন ? আমি কলেবর পরিত্যাগ করিব। সম্প্রতি আপনি এই দোষবিহীন রমণীর বধভাগী হউন। এই ভূমণ্ডলে যে ব্যক্তি নিরপরাধা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, তিনি সর্ব্বেশ্বর হইলেও তাঁহাকে নিরয়গামী হইতে হয় ॥ ৫—৬ ॥

পদ্মা কহিলেন, নাথ ! আপনি পূর্ণ সত্ত্বগুণস্বরূপ ; কি আশ্চর্য্য ! তবে আপনার শরীরে কি রূপে ক্রোধের সঞ্চার হইল ? যাহা হউক, সম্প্রতি আপনি সরস্বতী ও গঙ্গার প্রতি প্রসন্ন হউন। ক্ষমাই সৎপতির প্রধান গুণ ॥ ৭ ॥ আর সরস্বতী যখন আমাকে শাপ প্রদান করিয়াছেন, তখন আমি এই মুহূর্ত্তে ভারতে যাইতে প্রস্তুত আছি ; কিন্তু আমায় কতকাল তথায় অবস্থান করিতে হইবে ? কত দিনে আপনার পাদপদ্ম দর্শন করিতে পাইব ? ॥ ৮ ॥ পাপিগণ নিরন্তর স্নান ও অবগাহন দ্বারা আমার সলিলে পাপপঙ্ক প্রক্ষালন করিবে ; কিন্তু কি উপায়ে তাহা হইতে মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার আপনার চরণকমল প্রাপ্ত করিব ? আমি অংশে ধর্ম্মধ্বজ-দুহিতা হইয়া কত দিন পরে আপনার দর্শন পাইব ?

বৃক্ষরূপা ভবিষ্যামি ত্বদধিষ্ঠাতৃদেবতা ।
সমুদ্ধরিষ্যসি কদা তন্মে ব্রূহি কৃপানিধে ! ॥ ১১ ॥
গঙ্গা সরস্বতীশাপাৎ যদি যাস্যতি ভারতে ।
শাপেন মুক্তা পাপাচ্চ কদা ত্বাঞ্চ লভিষ্যতি ॥ ১২ ॥
গঙ্গাশাপেন বা বাণী যদি যাস্যতি ভারতম্ ।
কদা শাপাদ্বিনির্মুচ্য লভিষ্যতি পদং তব ॥ ১৩ ॥
তাং বাণীং ব্রহ্মসদনং গঙ্গাং বা শিবমন্দিরম্ ।
গন্তুং বদসি হে নাথ ! তৎক্ষমস্ব চ তে বচঃ ॥ ১৪ ॥
ইত্যুক্ত্বা কমলা কান্তপাদং ধৃত্বা ননাম সা ।
স্বকেশৈর্বেষ্টনং কৃত্বা রুরোদ চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১৫ ॥
"উবাচ পদ্মনাভস্তাং পদ্মাং কৃত্বা স্ববক্ষসি ।
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যো ভক্তানুগ্রহকাতরঃ ॥"

শ্রীভগবানুবাচ ।

ত্বদ্বাক্যমাচরিষ্যামি স্ববাক্যঞ্চ সুরেশ্বরি ! ।
সমতাঞ্চ করিষ্যামি শৃণু ত্বং কমলেক্ষণে ! ॥ ১৬ ॥

(সংপ্রতিকর্ত্তব্যং বিনির্দ্দিশন্ ভগবনাহ ত্বদ্বাক্যমাচরিষ্যামীতি। তব বাক্যং ত্বদ্বাক্যং যত্ত্বয়া উক্তং তৎ রক্ষিত্বা যন্ময়োক্তং তচ্চ প্রতিপালয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥)

কত দিনই বা আমাকে আপনার অধিষ্ঠানভূত তুলসীবৃক্ষরূপধারণ করিয়া অবস্থান করিতে হইবে ? কৃপানিধে ! বলুন দেখি, কত দিনে আমার উদ্ধার সাধন করিবেন ? ॥ ৯—১১ ॥ ভারতীশাপে যদি গঙ্গাকে ভারতে অবতীর্ণ হইতে হয়, তাহা হইলে শাপ ও পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া কত দিন পরে আপনার চরণ দর্শন করিতে পারিবেন ? ॥ ১২ ॥ আর যদি গঙ্গার শাপে সরস্বতীই ভারতে গমন করেন, তাহা হইলে উঁহার শাপাবসানে কত বিলম্ব হইবে ? কত দিন পরেই বা আপনার চরণ দর্শনে সমর্থ হইবেন ? ॥ ১৩ ॥ তদ্ভিন্ন সরস্বতীকে ব্রহ্মসদনে এবং গঙ্গাকে যে শিবভবনে যাইতে অনুমতি করিলেন, তদ্বিষয়ে ক্ষমা করুন ॥ ১৪

মহামুনে নারদ ! দেবী কমলা জগন্নাথকে এই কথা বলিয়া তাঁহার চরণে প্রণত হইলেন এবং স্বীয় কেশদ্বারা তাঁহার চরণ বেষ্টন করিয়া বারম্বার রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

ঐ সময় ভক্তানুগ্রহকাতর পদ্মনাভ হরি হাস্যমুখে প্রসন্নচিত্তে পদ্মাকে বক্ষে ধারণ করিয়া কহিলেন, সুরেশ্বরি ! স্ববাক্য রক্ষা করিয়া তোমার কথানুসারে কার্য্য করিব। কমললোচনে ! যে প্রকারে উভয় দিক রক্ষা হয়, কহিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৬ ॥ সরস্বতী

ভারতী যা তু কলয়া সরিদ্রূপা চ ভারতে।
অর্দ্ধা সা ব্রহ্মসদনং স্বয়ং তিষ্ঠতু মদ্‌গৃহে ॥ ১৭ ॥
ভগীরথেন সা নীতা গঙ্গা যাস্যতি ভারতে।
পূতং কর্ত্তুং ত্রিভুবনং স্বয়ং তিষ্ঠতু মদ্‌গৃহে ॥ ১৮ ॥
তত্রৈব চন্দ্রমৌলেশ্চ মৌলিং প্রাপ্স্যতি দুর্ল্লভম্।
ততঃ স্বভাবতঃ পূতাপ্যতিপূতা ভবিষ্যতি ॥ ১৯ ॥
কলাংশাংশেন গচ্ছ ত্বং ভারতে বামলোচনে!।
পদ্মাবতীসরিদ্রূপা তুলসীবৃক্ষরূপিণী ॥ ২০ ॥
কলেঃ পঞ্চসহস্রে চ গতে বর্ষে চ মোক্ষণম্।
যুষ্মাকং সরিতাঞ্চৈব মদ্গেহে চাগমিষ্যথ ॥ ২১ ॥
সম্পদাং হেতুভূতা চ বিপত্তিঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
বিনা বিপত্তের্মহিমা কেষাং পদ্মভবে! ভবে ॥ ২২ ॥
মন্মন্ত্রোপাসকানাঞ্চ সতাং স্নানাবগাহনাৎ।
যুষ্মাকং মোক্ষণং পাপাদ্দর্শনাৎ স্পর্শনাত্তথা ॥ ২৩ ॥

ভারতী কলয়ৈকাংশেন নদী ভবতু অর্দ্ধাংশেন ব্রহ্মসদনং গচ্ছতু পূর্ণাংশেন বৈকুণ্ঠে তিষ্ঠতু। তথৈব গঙ্গাপি তেন মম বাক্যমপি সত্যং জাতং বৈকুণ্ঠবাসেন তিসৃণাং সমতা চ জাতা ভবিষ্যতীতি ॥ ১৭—১৮ ॥

তত্রৈবেতি। একাংশাবতারে এবেত্যর্থঃ। নন্থ তস্যাঃ সরস্বতীবদর্দ্ধাংশাবতার ইত্যর্থঃ। তদপেক্ষয়াস্যা ন্যূনাপরাধত্বাৎ ॥ ১৯—২১ ॥

হে পদ্মভবে! ॥ ২২ ॥

মন্মন্ত্রোপাসকানামিতি। ইদমুপলক্ষণং ব্রহ্মনিষ্ঠশৈবশাক্তগাণেশসৌরাণাং ভক্তানামপি তেষামপি পুরাণান্তরেষু তীর্থাদিপাবকত্বস্য শ্রবণাৎ ॥ ২৩—২৮ ॥

একাংশে নদীরূপ ধারণ করিয়া ভারতে এবং অর্দ্ধাংশে ব্রহ্মার সমীপে বাস করুন; আর পূর্ণাংশে বৈকুণ্ঠে আমার নিকট বিদ্যমান থাকুন ॥ ১৭ ॥ ভগীরথের যত্নে ত্রিভুবন পূত করিবার নিমিত্ত গঙ্গাকে একাংশে ভারতে গমন করিতে হইবে; আর একাংশে চন্দ্রশেখরের দুর্ল্লভ জটামধ্যে স্থান লাভ করিয়া স্বভাবতঃ যেরূপ পূত আছেন, তদপেক্ষা অধিকতর পূত হইবেন। আর পূর্ণাংশে আমার সমীপে অবস্থান করুন ॥ ১৮—১৯ ॥ অয়ি বামলোচনে পদ্মে! তুমি সর্ব্বাপেক্ষা নিরপরাধা, অতএব তোমার অংশের অংশ ভারতে পদ্মাবতী নাম্নী নদী এবং তুলসীবৃক্ষরূপে পরিণত হউক ॥ ২০ ॥ কলির পঞ্চসহস্র বর্ষ অতীত হইলে তোমাদিগের শাপ মোচন হইবে। তোমরা পুনরায় আমার গৃহে আগমন করিতে পারিবে ॥ ২১ ॥ পদ্মে! বিপত্তিই দেহীদিগের সম্পত্তির নিদান; সংসারে বিপদ ভিন্ন কেহ সম্পদের গৌরব বুঝিতে পারে না ॥ ২২ ॥ আমার মন্ত্রোপাসক যে সকল

পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সন্ত্যসংখ্যানি সুন্দরি ।
ভবিষ্যন্তি চ পূতানি মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ২৪ ॥
মম মন্ত্রোপাসকা ভক্তা বিশ্রমন্তি চ ভারতে ।
পূতং কর্ত্তুং তারিতুঞ্চ সুপবিত্রাং বসুন্ধরাম্ ॥ ২৫ ॥
মদ্ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি পাদং প্রক্ষালয়ন্তি চ ।
তৎস্থানঞ্চ মহাতীর্থং সুপবিত্রং ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥ ২৬ ॥
স্ত্রীঘ্নো গোঘ্নঃ কৃতঘ্নশ্চ ব্রহ্মঘ্নো গুরুতল্পগঃ ।
জীবন্মুক্তো ভবেৎপূতো মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ২৭ ॥
একাদশীবিহীনশ্চ সন্ধ্যাহীনোঽথ নাস্তিকঃ ।
নরঘাতী ভবেৎপূতো মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ২৮ ॥
অসিজীবী মসীজীবী ধাবকো গ্রামযাচকঃ ।
বৃষবাহো ভবেৎপূতো মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ২৯ ॥
বিশ্বাসঘাতী মিত্রঘ্নো মিথ্যাসাক্ষ্যস্য দায়কঃ ।
স্থাপ্যহারী ভবেৎ পূতো মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৩০ ॥
অত্যুগ্রবাগ্দূষকশ্চ জারজঃ পুংশ্চলীপতিঃ ।
পূতশ্চ পুংশ্চলীপুত্রো মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৩১ ॥

ধাবক ইতি। রজককর্ম্মকর্ত্তা ব্রাহ্মণ ইত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥
পূতশ্চ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

সাধুব্যক্তি তোমাদিগের সলিলে স্নান ও অবগাহন করিবে, তাহাদিগের দর্শনে ও স্পর্শনে তোমাদিগের পাপ বিমোচন হইবে ॥ ২৩ ॥ সুন্দরি! আমার ভক্তগণের দর্শনে ও স্পর্শনে ভূলোকস্থিত যাবতীয় তীর্থ পবিত্র হইবে ॥ ২৪ ॥ সুপবিত্রা ধরার উদ্ধার ও পবিত্রতা সাধন নিমিত্ত আমার মন্ত্রোপাসক অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ শৈব, শাক্ত ও গাণপত্যাদি সমুদয় ভক্ত সম্প্রদায় ভারতে অবস্থান করিতেছে ॥ ২৫ ॥ আমার ভক্তগণ যথায় অবস্থান করিয়া পাদ-প্রক্ষালন করে, নিশ্চয়ই সে স্থান পবিত্র তীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে ॥ ২৬ ॥ এমন কি, আমার ভক্তজনের সংস্পর্শে ও দর্শনে স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যাকারী এবং কৃতঘ্ন ও গুরুদারাপহারী ব্যক্তি পর্য্যন্তও পূত ও জীবন্মুক্ত হয় ॥ ২৭ ॥ আমার ভক্তজনের দর্শনে ও স্পর্শনে একাদশীবিহীন, সন্ধ্যাবর্জ্জিত নাস্তিক, নরহত্যাকারীরও পাপবিমোচন হয় ॥ ২৮ ॥ আমার ভক্তজনের দর্শনে ও স্পর্শনে অসিজীবী, মসীজীবী, ধাবক অর্থাৎ রজককর্ম্মকারী, গ্রামযাচক ও বৃষবাহী ব্রাহ্মণেরও পাপ মোচন হয় ॥ ২৯ ॥ আমার ভক্তজনের দর্শনে ও স্পর্শনে বিশ্বাসঘাতক, মিত্রদ্রোহী, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা ও

শূদ্রাণাং সূপকারশ্চ দেবলো গ্রামযাজকঃ।
অদীক্ষিতো ভবেৎ পূতো মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৩২ ॥
পিতরং মাতরং ভার্য্যাং ভ্রাতরং তনয়ং সুতাম্।
গুরোঃ কুলঞ্চ ভগিনীং চক্ষুর্হীনঞ্চ বান্ধবম্ ॥ ৩৩ ॥
শ্বশ্রূঞ্চ শ্বশুরঞ্চৈব যো ন পুষ্ণাতি সুন্দরি!।
স মহাপাতকী পূতো মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৩৪ ॥
অশ্বত্থনাশকশ্চৈব মদ্ভক্তনিন্দকস্তথা।
শূদ্রান্নভোজী বিপ্রশ্চ পূতো মদ্ভক্তদর্শনাৎ ॥ ৩৫ ॥
দেবদ্রব্যাপহারী চ বিপ্রদ্রব্যাপহারকঃ।
লাক্ষালোহরসানাঞ্চ বিক্রেতা দুহিতুস্তথা ॥ ৩৬ ॥
মহাপাতকিনশ্চৈব শূদ্রাণাং শবদাহকঃ।
ভবেয়ুরেতে পূতাশ্চ মদ্ভক্তস্পর্শদর্শনাৎ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীমহালক্ষ্মীরুবাচ।

ভক্তানাং লক্ষণং ব্রূহি ভক্তানুগ্রহকাতর!।
যেষান্তু দর্শনস্পর্শাৎ সদ্যঃ পূতা নরাধমাঃ ॥ ৩৮ ॥

সূপকারঃ পাককর্ত্তা ॥ ৩২—৩৮ ॥

স্থাপ্যধনাপহারী ব্যক্তিও পাপবিমুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩০ ॥ আমার ভক্তজনের দর্শনে ও স্পর্শনে অতিশয় বাগ্দুষ্ট, জারজ, পুংশ্চলীপতি ও পুংশ্চলীপুত্রও পূত হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ আমার ভক্তজনের দর্শনে ও স্পর্শনে যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের পাচক, যিনি দেবল, যিনি গ্রাম-যাজক এবং যিনি গুরুমন্ত্রে অদীক্ষিত, তিনিও পূত হইয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

সুন্দরি! যে পামর পিতা, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, ভগিনী, অন্ধ, বন্ধু, গুরুকুল, শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের ভরণপোষণে বিমুখ হয়, আমার ভক্তজনের দর্শনে ও স্পর্শনে তাদৃশ মহা-পাতকীরও পাপ বিমোচন হইয়া থাকে ॥ ৩৩—৩৪ ॥ আমার ভক্তজনের দর্শনে ও স্পর্শনে অশ্বথচ্ছেদক, আমার ভক্তজনের নিন্দক ও শূদ্রান্নভোজী ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত স্বস্বকৃত পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥ যাহারা দেবদ্রব্য ও ব্রাহ্মণদ্রব্য অপহরণ করে, যাহারা লাক্ষা, লৌহ ও কন্যা বিক্রয় করে, যাহারা মহাপাতকী ও শূদ্রের শবদাহনকারী তাহারাও আমার ভক্তজনের দর্শনে ও স্পর্শনে স্ব স্ব পাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৬—৩৭ ॥

মহালক্ষ্মী কহিলেন, হে ভক্তবৎসল! যে ভক্তজনের দর্শনে ও স্পর্শনে নরাধম ব্যক্তি-[illegible] ঘোরতর অহঙ্কৃত আত্মশ্লাঘানিরত ধূর্ত্ত শঠ সাম্প্রদায়িক [illegible]

হরিভক্তিবিহীনাশ্চ মহাহঙ্কারসংযুতাঃ।
স্বপ্রশংসারতা ধূর্ত্তাঃ শঠাশ্চ সাধুনিন্দকাঃ॥ ৩৯॥
পুনন্তি সর্ব্বতীর্থানি যেষাং স্নানাবগাহনাৎ।
যেষাঞ্চ পাদরজসা পূতা পাদোদকান্মহী॥ ৪০॥
যেষাং সন্দর্শনং স্পর্শং যে বা বাঞ্ছন্তি ভারতে।
সর্ব্বেষাং পরমো লাভো বৈষ্ণবানাং সমাগমঃ॥ ৪১॥
নহ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যপি কালেন বিষ্ণুভক্তাঃ ক্ষণাদহো॥ ৪২॥

সূত উবাচ।

মহালক্ষ্মীবচঃ শ্রুত্বা লক্ষ্মীকান্তশ্চ সস্মিতঃ।
নিগূঢ়তত্ত্বং কথিতুমপি শ্রেষ্ঠোপচক্রমে॥ ৪৩॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ভক্তানাং লক্ষণং লক্ষ্মি! গূঢ়ং শ্রুতিপুরাণয়োঃ।
পুণ্যস্বরূপং পাপঘ্নং সুখদং ভক্তিমুক্তিদম্॥ ৪৪॥

কীদৃশা নরাধমাস্তানাহ হরিভক্তীতি॥ ৩৯॥
কীদৃশা বৈষ্ণবাস্তানাহ পুনন্তীতি। ক্ষণাদহো ইত্যেতৎ পর্য্যন্তং লক্ষ্মীপ্রশ্নঃ॥ ৪০—৪১॥
অম্ময়ানি জলময়ানীত্যর্থঃ॥ ৪২॥
শ্রেষ্ঠোপচক্রমে ইত্যত্র শ্রেষ্ঠেতি লুপ্ত প্রথমান্তং আর্ষত্বাৎ। শ্রেষ্ঠ উপচক্রমে ইত্যর্থঃ॥ ৪৩—৪৫॥

মহাপাতক হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে, যে ভক্তজনের স্নানাবগাহনে তীর্থ সকল পবিত্রতা প্রাপ্ত হয়, যে ভক্তজনের চরণরেণু ও পাদোদকস্পর্শে বসুন্ধরা পূত হন, ভারতীয় মানবগণ সর্ব্বদা যে ভক্তজনের সন্দর্শন ও সংস্পর্শ প্রার্থনা করে এবং যে ভক্তজনের সমাগম অপেক্ষা গুরুতর লাভ আর কিছুই নাই; বিশেষতঃ জলময় তীর্থ সকল এবং মৃন্ময় ও শিলাময় দেবগণ হইতে বহুকালে পাপ বিমোচন হয়, কিন্তু সম্প্রতি জিজ্ঞাস্য এই, আপনার যে ভক্তজন হইতে সদ্য মহাপাতক বিধ্বংস হইয়া থাকে; আপনার সেই নির্দ্দিষ্ট ভক্তজনের লক্ষণ কি প্রকার? ॥ ৩৮—৪২॥

সূত কহিলেন, মহর্ষে! লক্ষ্মীকান্ত মহালক্ষ্মীর বচন শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিয়া নিগূঢ়তত্ত্ব অর্থাৎ ভক্তজনের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার উপক্রম করিয়া কহিলেন॥ ৪৩॥ অয়ি লক্ষ্মি! ভক্তজনের লক্ষণ শ্রুতি ও পুরাণে অতি গূঢ়ভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা অতি পবিত্র পাপঘ্ন সুখদ ও ভক্তিমুক্তিদায়ক॥ ৪৪॥ এই [illegible] গোপনীয় লক্ষণ [illegible]

সারভূতং গোপনীয়ং ন বক্তব্যং খলেষু চ।
ত্বাং পবিত্রাং প্রাণতুল্যাং কথয়ামি নিশাময় ॥ ৪৫ ॥
গুরুবক্ত্রাদ্বিষ্ণুমন্ত্রো যস্য কর্ণে পতিষ্যতি।
বদন্তি বেদাস্তঞ্চাপি পবিত্রঞ্চ নরোত্তমম্ ॥ ৪৬ ॥
পুরুষাণাং শতং পূর্ব্বং তথা তজ্জন্মমাত্রতঃ।
স্বর্গস্থং নরকস্থং বা মুক্তিমাপ্নোতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৭ ॥
যৈঃ কৈশ্চিদ্ যত্র বা জন্ম লব্ধং যেষু চ জন্তুষু।
জীবন্মুক্তাস্তু তে পূতা যান্তি কালে হরেঃ পদম্ ॥ ৪৮ ॥
মদ্ভক্তিযুক্তো মর্ত্ত্যশ্চ সমুক্তো মদ্গুণান্বিতঃ।
মদ্গুণাধীনবৃত্তির্যঃ কথাবিষ্টশ্চ সন্ততম্ ॥ ৪৯ ॥
মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ সানন্দঃ পুলকান্বিতঃ।
সগদ্গদঃ সাশ্রুনেত্রঃ স্বাত্মবিস্মৃত এব চ ॥ ৫০ ॥
ন বাঞ্ছন্তি সুখং মুক্তিং সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
ব্রহ্মত্বমমরত্বং বা তদ্বাঞ্ছা মম সেবনে ॥ ৫১ ॥

বিষ্ণুমন্ত্র ইতি। ইদমুপলক্ষণং শিবশক্তিগণেশসূর্য্যমন্ত্রাণামপি ॥ ৪৬—৪৯ ॥
স্বাত্মা স্বদেহো ভক্তিবশতয়া বিস্মৃতো যেন। বাহিতাগ্ন্যাদিষু ইত্যনেন সাধুত্বম্ ॥৫০-৫২॥

প্রকাশ্য নহে। কিন্তু তুমি অতি সরলস্বভাবা এবং আমার প্রাণতুল্যা বলিয়াই তোমায় বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৪৫ ॥ সুন্দরি! গুরুদেবের আস্যদেশ হইতে যাহার কর্ণে বিষ্ণু শিব, গণেশ ও সূর্য্যাদি-মন্ত্র নিপতিত হয়, সমুদায় বেদই তাহাকে পবিত্র ও নরোত্তম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে ॥৪৬॥ এমন কি, তাদৃশ ব্যক্তি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাহার পূর্ব্বতন শতপুরুষ স্বর্গস্থ হউক্, আর নরকস্থ হউক্, তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥ আর তন্মধ্যে যদি কেহ কোন স্থানে বা কোন জীবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহারা জীবন্মুক্ত হইয়া চরমে বিষ্ণুপদ লাভ করে ॥ ৪৮ ॥ যে ব্যক্তি আমার ভক্তিরসে আর্দ্র হয়, যে ব্যক্তি নিরন্তর আমার গুণকীর্ত্তন ও তদনুরূপ ব্যবহার করে, যে ব্যক্তি নিরত আমার কথায় নিবিষ্টচিত্ত হয়, আর আমার গুণসংকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া যাহার মন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পরিপূর্ণ হয়, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া যায়, অনবরত নেত্র হইতে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে থাকে, বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হয়, সেই ব্যক্তিই আমার ভক্ত ॥ ৪৯—৫০ ॥ আমার ভক্তগণ না সুখ, না মুক্তি, না সাযুজ্য, না সারূপ্য, না সালোক্য, না ব্রহ্মত্ব, না অমরত্ব কিছুই বাঞ্ছা করে না; তাহারা কেবল

ইন্দ্রত্বঞ্চ মনুত্বঞ্চ ব্রহ্মত্বঞ্চ সুদুর্লভম্ ।
স্বর্গরাজ্যাদিভোগঞ্চ স্বপ্নেঽপি চ ন বাঞ্ছতি ॥ ৫২ ॥
ভ্রমন্তি ভারতে ভক্তাস্তাদৃগ্‌জন্ম সুদুর্লভম্ ।
মদ্‌গুণশ্রবণাঃ শ্রাব্যগানৈর্নিত্যং মুদান্বিতাঃ ॥ ৫৩ ॥
তে যান্তি চ মহীং পূত্বা পরং তীর্থং মমালয়ম্ ।
ইত্যেবং কথিতং সর্ব্বং পদ্মে ! কুরু যথোচিতম্ ।
তদাজ্ঞয়া তাস্তচ্চক্রুর্হরিস্তস্থৌ সুখাসনে ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে গঙ্গাদীনাং শাপোদ্ধারবর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

শ্রাব্যগানৈর্ম্মধুরগানৈঃ ॥ ৫৩—৫৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবততিলকে নবমস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

আমার সেবা করিতে একান্ত তৎপর হয় ॥ ৫১ ॥ বাস্তবিক তাহারা কখন স্বপ্নে ও সুদুর্লভ ইন্দ্রত্ব, মনুত্ব, ব্রহ্মত্ব ও স্বর্গরাজ্য সম্ভোগ করিতে বাসনা করে না ॥ ৫২ ॥ আমার ভক্তগণ কেবল আমারই গুণ শ্রবণে ব্যগ্র এবং আমারই সুমধুর গুণগানে নিত্য আনন্দিত হইয়া ভারতে পরিভ্রমণ করিতেছে। ফলতঃ ভারতে তাদৃশ ভক্তজন্ম নিতান্ত দুর্লভ ॥ ৫৩ ॥ তাহারা বসুন্ধরাকে পূত করিয়া পরিশেষে আমার আলয়রূপ শ্রেষ্ঠতম তীর্থে গমন করিয়া থাকে। পদ্মে ! এই আমি তোমার অভিলষিত সমস্ত বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে যাহা অভিরুচি হয় কর। অনন্তর গঙ্গাদি সকলেই শ্রীহরির আজ্ঞা পালনে গমন করিলেন, এদিকে তিনি স্বয়ং স্বধামে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌-ভাগবতের নবমস্কন্ধে গঙ্গা, সরস্বতী ও লক্ষ্মীর শাপোদ্ধার বর্ণন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

সরস্বতী পুণ্যক্ষেত্রমাজগাম চ ভারতে।
গঙ্গাশাপেন কলয়া স্বয়ং তস্থৌ হরেঃ পদে ॥ ১ ॥
ভারতী ভারতং গত্বা ব্রাহ্মী চ ব্রহ্মণঃ প্রিয়া।
বাণ্যধিষ্ঠাতৃদেবী সা তেন বাণী প্রকীর্ত্তিতা ॥ ২ ॥
সরোবাপ্যাঞ্চ স্রোতঃসু সর্ব্বত্রৈব হি দৃশ্যতে।
হরিঃ সরস্বাংস্তস্যেয়ং তেন নাম্না সরস্বতী ॥ ৩ ॥
সরস্বতী নদী সা চ তীর্থরূপাতিপাবনী।
পাপিনাং পাপদাহায় জ্বলদগ্নিস্বরূপিণী ॥ ৪ ॥

দশোত্তরশতৈঃ পদ্যৈর্গঙ্গাদীনাঞ্চ ভারতে।
কথয়িত্বা সমুৎপত্তিং কলৌ বর্ত্তনমুচ্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে তদাজ্ঞয়া তাস্তচ্চক্রুরিত্যনেন সরস্বত্যাদয়ো নদীরূপা অভবন্নিত্যুক্তং তদেব স্পষ্টয়তি নারায়ণ উবাচ সরস্বতীতি। গঙ্গায়াঃ শাপেন সরস্বতী কলয়াংশেন ভারতে খণ্ডে আজগাম। স্বয়ং পূর্ণরূপেণ হরেঃ পদে বৈকুণ্ঠে তস্থৌ স্থিতবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

সরস্বতীনাম্নাং নিরুক্তিমাহ ভারতীতি। ভারতখণ্ডে নদীরূপেণাগমনাদ্ভারতীত্বম্ অর্শ আদ্যজন্তাদ্গৌরাদিপাঠান্ ঙীষ্। ব্রহ্মণঃ প্রিয়ত্বাদ্ব্রাহ্মী ব্রহ্মণ ইয়মিত্যস্মিন্নর্থেঽপি ব্রাহ্মো জাতাবিতি নিপাতনাট্টিলোপে কৃতেঽদন্তত্বান্ ঙীপ্। বাণ্যধিষ্ঠাত্রিতি। বাণ্যা অধিষ্ঠাতৃত্বাল্লক্ষণয়া বাণীতি নাম ॥ ২ ॥

সরোবাপ্যামিতি। হি যতঃ সরসি বাপ্যাং স্রোতঃসু অন্যত্রাপি সর্ব্বত্রদেশে হরির্দৃশ্যতে ব্যাপকত্বাৎ তেন হেতুনা সরসি বিদ্যমানত্বাদ্ধরিঃসরস্বান্ ভবতি। তস্যেয়ং শক্তিঃ যতস্তেন

নারায়ণ কহিলেন, দেবর্ষে! অনন্তর সরস্বতী গঙ্গার শাপপ্রভাবে অংশে পুণ্যক্ষেত্র ভারতে আগমন এবং পূর্ণাংশে বিষ্ণুভবন বৈকুণ্ঠধামে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ ভারতগমন জন্য উঁহার নাম ভারতী এবং ব্রহ্মার প্রিয়া বলিয়া উঁহার অপর নাম ব্রাহ্মী হইয়াছে। আর বাণী অর্থাৎ বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, এই নিমিত্ত উনি বাণী নামে অভিহিত হইয়াছেন ॥ ২ ॥ হরি সর্ব্বব্যাপী, সুতরাং তিনি কি সরস্ অর্থাৎ সরোবর, কি বাপী, কি স্রোত, সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছেন। সরসে বিদ্যমান বলিয়া তিনি সরস্বান্। বাণী সেই সরস্বানের শক্তি; সুতরাং সরস্বতী নামে অভিহিত হইয়াছেন ॥ ৩ ॥ নদীরূপা সরস্বতী অতি পাবন তীর্থস্বরূপা। পাপিগণের পাপরূপকাষ্ঠ দহনে তিনি প্রজ্বলিত অনলস্বরূপ ॥ ৪ ॥

পশ্চাদ্ভাগীরথী নীতা মহীং ভগীরথেন চ।
সা বৈ জগাম কলয়া বাণীশাপেন নারদ ॥ ৫ ॥
তত্রৈব সময়ে তাঞ্চ দধার শিরসা শিবঃ।
বেগং সোঢ়ুময়ং শক্তো ভুবঃ প্রার্থনয়া বিভুঃ ॥ ৬ ॥
পদ্মা জগাম কলয়া সা চ পদ্মাবতীনদী।
ভারতং ভারতীশাপাৎ স্বয়ং তস্থৌ হরেঃ পদে ॥ ৭ ॥
ততোঽন্যয়া সা কলয়া লেভে জন্ম চ ভারতে।
ধর্ম্মধ্বজসুতা লক্ষ্মীর্বিখ্যাতা তুলসীতি চ ॥ ৮ ॥
পুরা সরস্বতীশাপাৎ পশ্চাচ্চ হরিশাপতঃ।
বভূব বৃক্ষরূপা সা কলয়া বিশ্বপাবনী ॥ ৯ ॥

হেতুনা নাম্না সরস্বতীয়ং কথাত ইত্যর্থঃ। সরস্বচ্ছব্দস্য লক্ষণয়া সরস্বৎসম্বন্ধিনীশক্তিরিত্যর্থে উগিতশ্চেতি ঙীপি সরস্বতীশব্দঃ সিদ্ধঃ ॥ ৩—৪ ॥

সরস্বত্যুৎপত্ত্যনন্তরং গঙ্গোৎপত্তিমাহ পশ্চাদিতি। বাণীশাপেন কলয়াংশেন জগাম ॥ ৫ ॥

তত্রৈবেতি। ঊর্দ্ধদেশাদধঃপতনসময়ে এব তস্যা ধারায়া বেগমসহমানায়া ভুবঃ প্রার্থনয়া বেগং সোঢ়ুং শক্তঃ সমর্থঃ শিবঃ শিরসা তাং গঙ্গাং দধারেত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

পদ্মেতি। যা পদ্মা কলয়া জগাম সা পদ্মাবতীনাম্না নদী অভবদিত্যর্থঃ। স্বয়ং পূর্ণরূপেণ হরেঃ পদে বৈকুণ্ঠে তস্থাবিতি পূর্ব্ববৎ ॥ ৭ ॥

ততোঽন্যয়েতি। একাংশেন যথা নদী জাতা তদনন্তরং অন্যয়া কলয়া দ্বিতীয়য়া কলয়া ভারতে খণ্ডে জন্ম লেভে। তজ্জন্ম ধর্ম্মধ্বজোদরে জাতমিতি ধর্ম্মধ্বজসুতেতি তথা লক্ষ্যাংশত্বাল্লক্ষ্মীতি তথা তুলসীতি চ নাম্না বিখ্যাতাভবদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

পুরেতি। সা লক্ষ্মীঃ পুরা পূর্ব্বং যঃ সরস্বতীশাপ উপপাদিতস্তস্মাৎ পশ্চাচ্চ হরিশাপো জাতস্তস্মাচ্চ মনুষ্যরূপিণী তুলসীতি নাম্না স্থিতাপি বৃক্ষরূপা বভূবেত্যর্থঃ। তব কেশসমূহশ্চ পুণ্যবৃক্ষো ভবিষ্যতীতি চতুর্বিংশাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণো হরিশাপঃ ॥ ৯ ॥

বৎস নারদ! সরস্বতীর শাপে দেবী গঙ্গা অংশে সলিলরূপ ধারণ করেন। তৎপরে ভগীরথ তাঁহাকে ভূলোকে আনয়ন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম ভাগীরথী হইয়াছে ॥ ৫ ॥ ভগীরথের প্রার্থনায় যখন গঙ্গার এক ধারা ঊর্দ্ধদেশ হইতে পৃথিবীতে নিপতিত হয়, তখন বসুন্ধরা ধারাপাতের বেগধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া একমাত্র ধারণপটু মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি সে সময় তাঁহাকে মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ ভারতীশাপে পদ্মাকেও অংশে পদ্মাবতীনদী নামে ভারতে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে। কিন্তু পূর্ণভাবে বৈকুণ্ঠে নারায়ণের অঙ্কলগ্না হইয়া অবস্থান করিতেছেন ॥ ৭ ॥ উঁহার অপর অংশ অবশেষে ভারতে রাজা ধর্ম্মধ্বজের তুলসী নামে বিখ্যাত কন্যারূপে অবতীর্ণ হন। পরিশেষে ভারতীর শাপে এবং শ্রীহরির আদেশে বিশ্বপাবনী তুলসী বৃক-

কলেঃ পঞ্চসহস্রঞ্চ বর্ষং স্থিত্বা চ ভারতে।
জগ্মুস্তাশ্চ সরিদ্রূপং বিহায় শ্রীহরেঃ পদম্॥ ১০॥
যানি সর্ব্বাণি তীর্থানি কাশীং বৃন্দাবনং বিনা।
যাস্যন্তি সার্দ্ধং তাভিশ্চ বৈকুণ্ঠমাজ্ঞয়া হরেঃ॥ ১১॥
শালগ্রামঃ শক্তিশিবৌ জগন্নাথশ্চ ভারতম্।
কলের্দ্দশসহস্রান্তে ত্যক্ত্বা যাস্তি নিজং পদম্॥ ১২॥
সাধবশ্চ পুরাণানি শঙ্খানি শ্রাদ্ধতর্পণে।
বেদোক্তানি চ কর্ম্মাণি যযুস্তৈঃ সার্দ্ধমেব চ॥ ১৩॥
দেবপূজা দেবনাম তৎকীর্ত্তিগুণকীর্ত্তনম্।
বেদাঙ্গানি চ শাস্ত্রাণি যযুস্তৈঃ সার্দ্ধমেব চ॥ ১৪॥
সন্তশ্চ সত্যধর্ম্মশ্চ বেদাশ্চ গ্রামদেবতাঃ।
ব্রতং তপশ্চানশনং যযুস্তৈঃ সার্দ্ধমেব চ॥ ১৫॥

এতা নদ্যঃ কিয়ৎপর্য্যন্তমত্র স্থাস্যন্তীতি চেত্তত্রাহ কলেরিতি। জগ্মুর্গমিষ্যন্তীত্যর্থঃ। হরেঃ পদং বৈকুণ্ঠম্॥ ১০॥

কাশীং বৃন্দাবনং বিনেতি। ইদং ক্ষেত্রদ্বয়ন্তু প্রলয়পর্য্যন্তং লোকোদ্ধারায় ভূমাবেব স্থাস্যতীতি ভাবঃ॥ ১১॥

জগন্নাথঃ পুরুষোত্তমঃ। শক্তিশিবৌ শক্তিশিবমূর্ত্তিস্থাপনা ন স্যাদিত্যর্থঃ। ভারতং ভারতখণ্ডং ত্যক্ত্বেত্যন্বয়ঃ নিজং পদং স্বস্থানম্॥ ১২॥

সাধবশ্চেতি। শাক্তশৈববৈষ্ণবাদ্যাঃ সাধবঃ। শঙ্খানি ক্লীবত্বমার্ষম্। যযুর্যাস্যন্তীত্যর্থঃ॥১৩॥

দেবপূজা দেবাদীনাং পূজা তেষামেব নাম তেষামেব কীর্ত্তীনাং গুণানাঞ্চ কীর্ত্তনম্॥১৪॥

অনশনং ব্রতম্॥ ১৫॥

রূপে পরিণত হইয়াছে॥ ৮—৯॥ কলির পঞ্চসহস্র বর্ষ সমতীত হইলেই, ইঁহারা সকলেই সরিৎরূপ পরিত্যাগ করিয়া ভারত হইতে আবার বৈকুণ্ঠধামে হরিসদনে গমন করিবেন॥ ১০॥ শ্রীহরির নিদেশানুসারে কাশী ও বৃন্দাবন ভিন্ন আর সমুদয় তীর্থ সরিৎগণের সঙ্গে সঙ্গে বৈকুণ্ঠে গমন করিবে॥ ১১॥ তৎপরে কলির দশসহস্র বৎসর অতীত হইলে শালগ্রামশিলা, শিব ও শিবশক্তি এবং পুরুষোত্তম জগন্নাথ এই ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিবেন; অর্থাৎ ভারত হইতে শালগ্রাম মাহাত্ম্য, পীঠস্থান-মাহাত্ম্য ও পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য একেবারে অন্তর্হিত হইবে॥ ১২॥ শৈব শাক্ত গাণপত্য ও বৈষ্ণবাদি ধর্মপরায়ণ সাধুগণ, অষ্টাদশপুরাণ, মাঙ্গল্য শঙ্খধ্বনি, শ্রাদ্ধ তর্পণ, ও বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপাদি কিছুই থাকিবে না॥ ১৩॥ দেবপূজা, দেবপ্রশংসা ও দেবগণের গুণগান দূরে থাক, দেবগণের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে। সাঙ্গবেদশাস্ত্রের নাম পর্য্যন্ত আর শ্রুতিগোচর হইবে না॥ ১৪॥ সাধুসকল, সত্যধর্ম্ম, বেদসমূহ, গ্রাম্য দেবদেবী, ব্রত-

বামাচাররতাঃ সর্ব্বে মিথ্যাকপটসংযুতাঃ।
তুলসীরহিতা পূজা ভবিষ্যতি ততঃ পরম্॥ ১৬॥
শঠাঃ ক্রূরা দাম্ভিকাশ্চ মহাহঙ্কারসংযুতাঃ।
চৌরাশ্চ হিংসকাঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি ততঃ পরম্॥ ১৭॥
পুংসো ভেদশ্চ স্ত্রীভেদো বিবাহো বাপি নির্ভয়ঃ।
স্বস্বামিভেদো বস্তূনাং ভবিষ্যতি ততঃপরম্॥ ১৮॥
সর্ব্বে স্ত্রীবশগাঃ পুংসঃ পুংশ্চল্যশ্চ গৃহে গৃহে।
তর্জ্জনৈর্ভর্ৎসনৈঃ শশ্বৎ স্বামিনং তাড়য়ন্তি চ॥ ১৯॥
গৃহেশ্বরী চ গৃহিণী গৃহী ভৃত্যাধিকোঽধমঃ।
চেটীদাসসমৌ বধ্বাঃ শ্বশ্রূশ্চ শ্বশুরস্তথা॥ ২০॥
কর্ত্তারো বলিনো গেহে যোনিসম্বন্ধিবান্ধবাঃ।
বিদ্যাসম্বন্ধিভিঃ সার্দ্ধং সম্ভাষাপি ন বিদ্যতে॥ ২১॥

বামাচারো মদ্যমাংসনিষেবণাদিঃ। কামাচাররতা ইত্যপি পাঠঃ। যথেষ্টাচাররতা ইতি তৎপক্ষেঽর্থঃ॥ ১৬—১৭॥

পুংসাং পরস্পরং ভেদো মিত্রত্বাভাব ইত্যর্থঃ। যদ্বা স্ত্রীপুংভেদ এব কেবলং স্থাস্যতি নতু জাতিভেদ ইত্যর্থঃ। অতএব জাতিভেদাভাবাদ্বিবাহঃ সর্ব্বস্ত্রীভিঃ সহ সর্ব্বপুরুষাণাং নির্ভয়ঃ স্যাদিত্যর্থঃ। স্বস্বামিভেদ ইতি। পিতুর্বস্তু পিতুরেব পুত্রস্য বস্তু পুত্রস্যৈব ন পরস্পরং দাস্যন্তীত্যর্থঃ॥ ১৮—১৯॥

ভৃত্যাধিকো ভৃত্যাপেক্ষয়াপ্যধিকোঽধমো গৃহী গৃহস্বামীত্যর্থঃ। বধ্বাঃ স্নুষায়াঃ শ্বশ্রূঃ চেটীসমা দাসীসমা। শ্বশুরশ্চ দাসসমঃ স্যাদিত্যর্থঃ॥ ২০॥

যোনিসম্বন্ধিনঃ স্ত্রীসম্বন্ধিনো বান্ধবা গৃহেষু কর্ত্তারো স্ববান্ধবাঃ। বিদ্যাসম্বন্ধিভিঃ সতীর্থ্যৈঃ॥ ২১॥

তপশ্চরণ ও উপবাস একেবারে লয় প্রাপ্ত হইবে॥ ১৫॥ সকলেই মদ্য মাংসাদি সেবায় অনুরক্ত হইবে। মিথ্যা ও কপটতা সকলকে আশ্রয় করিবে। যদিও কেহ পূজা করে, তাহা হইলে সে অর্চনা তুলসীবিহীন হইবে॥ ১৬॥ প্রায় সমস্ত লোক শঠ, ক্রূর, দাম্ভিক, অহঙ্কৃত, তস্কর ও হিংসক হইয়া উঠিবে॥ ১৭॥ পুরুষে পুরুষে বা স্ত্রীজনে স্ত্রীজনে পরস্পর প্রণয় থাকিবে না। কেবল স্ত্রীপুরুষ মাত্র ভেদ থাকিবে, জাতিভেদ একেবারে অন্তর্হিত হইবে। সুতরাং বিবাহ সম্বন্ধে ভয়ের নাম মাত্র থাকিবে না। প্রতি পদার্থেই স্ব স্ব স্বামিত্ব বদ্ধমূল হইবে অর্থাৎ পিতা পুত্রের এবং পুত্র পিতার দ্রব্য স্পর্শ করিতে পারিবে না॥ ১৮॥ পুরুষ মাত্রেই প্রায় স্ত্রীর বশীভূত হইবে এবং প্রতি গৃহেই প্রায় সমুদয় রমণীরা পুংশ্চলীধর্ম্ম অবলম্বন করিবে। তাহারা নিরন্তর তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া স্ব স্ব স্বামীকে তাড়না করিতে থাকিবে॥ ১৯॥ গৃহিণীরা গৃহকর্ত্রী হইবেন এবং গৃহস্বামীরা অধম ভৃত্যের ন্যায় তাহাদিগের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে থাকিবেন। শ্বশ্রূ ও শ্বশুর তাহাদিগের নিকট দাস

যথাপরিচিতা লোকাস্তথা পুংসোহত্র বান্ধবাঃ ।
সর্ব্বকর্ম্মাক্ষমাঃ পুংসো যোষিতামনুবর্ত্তিনঃ ॥ ২২ ॥
ব্রহ্মক্ষত্রবিট্‌শূদ্রাণাং জাত্যাচারবিবর্জ্জিতাঃ ।
সন্ধ্যা চ যজ্ঞসূত্রঞ্চ ভবেন্নূনং ন সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥
ম্লেচ্ছাচারা ভবিষ্যন্তি বর্ণাশ্চত্বার এব চ ।
ম্লেচ্ছশাস্ত্রং পঠিষ্যন্তি স্বশাস্ত্রাণি বিহায় চ ॥ ২৪ ॥
ব্রহ্মক্ষত্রবিশাং বংশাঃ শূদ্রাণাং সেবকাঃ কলৌ ।
সূপকারা ধাবকাশ্চ বৃষবাহাশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ২৫ ॥
সত্যহীনা জনা সর্ব্বে শস্যহীনা চ মেদিনী ।
ফলহীনাশ্চ তরবোঽপত্যহীনাশ্চ যোষিতঃ ॥ ২৬ ॥
ক্ষীরহীনাস্তথা গাবঃ ক্ষীরং সর্পির্ব্বিবর্জ্জিতম্ ।
দম্পতীপ্রীতিহীনৌ চ গৃহিণঃ সত্যবর্জ্জিতাঃ ॥ ২৭ ॥
প্রতাপহীনা ভূপাশ্চ প্রজাশ্চ করপীড়িতাঃ ।
জলহীনা মহানদ্যো দীর্ঘিকা কন্দরাদয়ঃ ॥ ২৮ ॥

যথা পরিচিতেতি । পুংসো গৃহস্বামিনো বান্ধবা যথা পরিচয়রহিতা লোকাস্তথা ভবিষ্যন্তীত্যর্থঃ । সর্ব্বকর্ম্মাক্ষমাঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি কর্ত্তুমক্ষমা অসমর্থাঃ ॥ ২২ ॥
জাত্যাচারবিবর্জ্জিতাস্তে তে বর্ণা ইত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥
সূপকারাঃ শূদ্রাণামন্নপাচকা ইত্যর্থঃ । তেষামেব ধাবকা বস্ত্রক্ষালকাঃ ॥ ২৫—২৭ ॥
দীর্ঘিকা অম্বনদ্যঃ ॥ ২৮—৩০ ॥

দাসীর ন্যায় ব্যবহৃত হইবে ॥ ২০ ॥ স্ত্রীর সহোদর প্রভৃতি বান্ধবেরাই গৃহের কর্ত্তা হইবে কিন্তু সহাধ্যায়িগণের সহিত আলাপমাত্র থাকিবে না ॥ ২১ ॥ গৃহস্বামীর ভ্রাতাদি বান্ধবগণ একেবারে আগন্তুক ব্যক্তির ন্যায় অপরিচিত হইয়া উঠিবে । গৃহিণীর অনুমতি ভিন্ন গৃহকর্ত্তার কোন বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করিবার সামর্থ্য থাকিবে না ॥ ২২ ॥ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদি জাতিভেদ একেবারে তিরোহিত হইবে । সন্ধ্যা বন্দনাদি কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান কথা দূরে থাক্‌, ব্রাহ্মণগণ একবারে যজ্ঞোপবীত বর্জ্জিত হইবেন ॥ ২৩ ॥ ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণই স্ব স্ব শাস্ত্র ও আচার পরিত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছশাস্ত্র অধ্যয়ন ও ম্লেচ্ছাচারে একান্ত আসক্ত হইবে ॥ ২৪ ॥ কলিযুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্যগণ শূদ্রের দাস হইবে [illegible] শূদ্রের পাচক, ধাবক ও বৃষবাহক হইবে ॥ ২৫ ॥ লোক [illegible] সত্যবর্জ্জিত [illegible] পৃথিবী শস্যশূন্য, বৃক্ষ সকল ফলশূন্য এবং যোষিদ্‌গণ পুত্রহীন হইবে ॥ ২৬ ॥ [illegible] [illegible] থাকিবে না, [illegible] হয়, তাহা হইতে ঘৃত [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সত্যবর্জ্জিত হইবে ॥ ২৭ ॥ [illegible]

স্মৃত্বা চক্রং তদা বিষ্ণুস্তাবুবাচ হসন্ হরিঃ।
হন্ম্যাদ্য বাং মহাভাগৌ নির্জ্জলে বিপুলে স্থলে ॥ ৭৭ ॥
ইত্যুক্ত্বা দেবদেবেশ ঊরূ কৃত্বাঽতিবিস্তরৌ।
দর্শয়ামাস তৌ তত্র নির্জ্জলঞ্চ জলোপরি ॥ ৭৮ ॥
নাস্ত্যত্র দানবৌ বারি শিরসী মুঞ্চতামিহ।
সত্যবাগহমদ্যৈব ভবিষ্যামি চ বাস্তথা ॥ ৭৯ ॥
তদাকর্ণ্য বচস্তথ্যং বিচিন্ত্য মনসা চ তৌ।
বর্দ্ধয়ামাসতুর্দ্দেহং যোজনানাং সহস্রকম্ ॥ ৮০ ॥
ভগবান্ দ্বিগুণং চক্রে জঘনং বিস্মিতৌ তদা।
শীর্ষে সন্দধতাং তত্র জঘনে পরমাদ্ভুতে ॥ ৮১ ॥
রথাঙ্গেন তদা ছিন্নে বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
জঘনোপরি বেগেন প্রকৃষ্টে শিরসী তয়োঃ ॥ ৮২ ॥
গতপ্রাণৌ তদা জাতৌ দানবৌ মধুকৈটভৌ।
সাগরঃ সকলো ব্যাপ্তস্তদা বৈ মেদসা তয়োঃ ॥ ৮৩ ॥

যুবাং সংহরামি তথা কুরুতামিত্যর্থঃ ॥৭২—৭৭॥) নির্জলং জলরহিতং স্থলমিত্যর্থঃ ॥৭৮—৭৯॥ (তদিতি। বিষ্ণোর্জলশূন্যপ্রদেশে হননরূপং সত্যং বাক্যং শ্রুত্বা চিন্তান্বিতৌ তৌ দানবৌ

ভক্ত জনের সর্ব্বসন্তাপহারী ভগবান্ বিষ্ণু মনে মনে সুদর্শন চক্রকে স্মরণ করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন; মধুকৈটভ! তোমরা মহাসৌভাগ্যবান, অতএব, অদ্য আমি তোমাদিগকে সলিলশূন্য পরিস্থত স্থলেই বিনাশ করিব ॥ ৭৭ ॥ সুরেশ্বর ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা বলিয়াই নিজ উরু দ্বয়কে অতীব বিস্তৃত করত সেই চতুর্দ্দিকে জলময় প্রলয় মহাসাগরের উপরিভাগেই তাহাদিগকে নির্জ্জল স্থলভাগ দেখাইলেন। এবং কহিলেন, দানবদ্বয়! এক্ষণে, আমি নিজ সত্যবাক্য রক্ষা করিলাম; সেইরূপ তোমরাও আপনাদিগের সত্য পালন কর, এই দেখ, এস্থলে জলের লেশমাত্র নাই, অতএব, এই স্থলে তোমরা উভয়েই আপনাদের দুইটী মস্তক পরিত্যাগ কর ॥ ৭৮—৭৯ ॥ তাহারা ভগবানের মুখে তাদৃশ তথ্যবাক্য শ্রবণে মনে মনে কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া শেষে আপনাদিগের দুইটী দেহ সহস্র যোজন পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত করিল; অমনি ভগবান্‌ও তৎক্ষণাৎ তাহার দ্বিগুণ পরিমাণে জঘন দ্বয় পরিবর্দ্ধন করিলেন। তদ্দর্শনে তাহারা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সেই লোকাশ্চর্য্যজনক বিশাল জঘনদেশে আপনাদিগের দুইটী মস্তক সমর্পণ করিল ॥৮০—৮১॥ তখন মহাপ্রভাবশালী ভগবান্ বিষ্ণু অসুরকুল সংহারক অমোঘ চক্র প্রচণ্ড বেগে সঞ্চালন পূর্ব্বক নিজ জঘনদেশে সংরক্ষিত তাহাদিগের সেই প্রকাণ্ড মস্তক দ্বয় দুই খণ্ডে ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৮২ ॥ ঋষিগণ! দানব মধুকৈটভ গতাসু হইয়া পতিত হইবামাত্র সেই প্রলয় প্লাবিত সমস্ত মহা-

মেদিনীতি ততো জাতং নাম পৃথ্ব্যাঃ সমন্ততঃ।
অভক্ষ্যা মৃত্তিকা তেন কারণেন মুনীশ্বরাঃ! ॥ ৮৪ ॥
ইতি বঃ কথিতং সর্ব্বং যৎপৃষ্টোঽস্মি সুনিশ্চিতম্।
মহাবিদ্যা মহামায়া সেবনীয়া সদা বুধৈঃ ॥ ৮৫ ॥
আরাধ্যা পরমা শক্তিঃ সর্ব্বৈরপি সুরাসুরৈঃ।
নাতঃ পরতরং কিঞ্চিদধিকং ভুবনত্রয়ে ॥ ৮৬ ॥
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং বেদশাস্ত্রার্থনির্ণয়ঃ।
পূজনীয়া পরা শক্তির্নির্গুণা সগুণাঽথ বা ॥ ৮৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
মধুকৈটভবধো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

উপায়ান্তরাভাবাৎ স্বশরীরং বর্দ্ধয়ামাসতুরিত্যর্থঃ ॥ ৮০—৮৩ ॥) মেদিনীতি। মধুকৈটভবধে জাতে পশ্চাদরাহেণ যদা পৃথিব্যুদ্ধৃতা তদা সা মেদোযুক্তা জাতেতি। মেদোঽস্তি যস্তামিতি ব্যুৎপত্তের্মেদিনীতি নাম জাতমিত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥

মহাবিদ্যেতি। যস্মাৎ কারণাৎ সর্ব্বশ্রুতিপ্রতিপাদ্যসাম্যাবস্থমায়াশবলব্রহ্মরূপা ভগবতী সর্ব্বকারণকারণা একৈকগুণোপাধিব্রহ্মাদ্যপেক্ষয়া সর্ব্বোৎকৃষ্টা ততঃ সৈবোপাস্যা ধ্যেয়া জ্ঞেয়া চেতি ভাবঃ ॥ ৮৫—৮৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে
নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

সাগর তাহাদিগের মেদ দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল; সেই অবধি এই পৃথিবীর নাম মেদিনী হইল; এবং সেই জন্যই মৃত্তিকা অভক্ষনীয় ॥ ৮৩—৮৪ ॥

হে মহর্ষিমণ্ডল! আপনারা আমাকে যে সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি তত্তৎ প্রসঙ্গের উপলক্ষে শাস্ত্রসকলের সুনিশ্চিত সার সিদ্ধান্ত মত অর্থাৎ সেই আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতীর অমের প্রভাবে মধুকৈটভের বধাদি সমস্ত বিবরণই বিবৃত করিলাম; অতএব ইহা স্থির জানিবেন যে, সেই সর্ব্বশ্রুতি-প্রতিপাদ্য মহামায়া অর্থাৎ সাম্যাবস্থ মায়া শবলিত ব্রহ্মরূপা মহাবিদ্যা দেবী ভগবতীই অবিদ্যা নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ সাধকদিগের নিত্য আরাধনীয় ॥ ৮৫ ॥ মহর্ষিগণ! সেই ব্রহ্মরূপিণী পরমাশক্তি যে কেবল বুধমণ্ডলীরই সেবনীয় এরূপ মনে করিবেন না; তিনি সুরাসুর প্রভৃতি সকলেরই আরাধ্যা জানিবেন। কেননা, এই ত্রিভুবন মধ্যে এমন কোন বস্তুই নাই যে তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে। ইহা যে কেবল আমি বলিতেছি তাহা নহে; বারংবার সত্য প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বেদ শাস্ত্রেও এইরূপ অর্থ নির্ণীত হইয়াছে যে, সগুণরূপেই হউক্ আর নির্গুণরূপেই হউক্ একমাত্র সেই পরব্রহ্মরূপিণী পরা শক্তিরই সর্ব্বতোভাবে অর্চ্চনা করা উচিত ॥ ৮৬—৮৭ ॥

অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথম স্কন্ধে মধুকৈটভ বধবিষয়ক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ ।

ঋষয় ঊচুঃ ।

সূত ! পূর্ব্বং ত্বয়া প্রোক্তং ব্যাসেনামিততেজসা ।
কৃত্বা পুরাণমখিলং শুকায়াধ্যাপিতং শুভম্ ॥ ১ ॥
ব্যাসেন তু তপস্তপ্ত্বা কথমুৎপাদিতঃ শুকঃ ।
বিস্তরং ব্রূহি সকলং যচ্ছ্রুতং কৃষ্ণতস্ত্বয়া ॥ ২ ॥

সূত উবাচ ।

প্রবক্ষ্যামি শুকোৎপত্তিং ব্যাসাৎ সত্যবতীসুতাৎ ।
যথোৎপন্নঃ শুকঃ সাক্ষাদ্‌যোগিনাং প্রবরো মুনিঃ ॥ ৩ ॥
মেরুশৃঙ্গে মহারম্যে ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ।
তপশ্চচার সোঽত্যুগ্রং পুত্রার্থং কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৪ ॥

ষট্‌ত্রিংশৎপদাকৈঃ সার্দ্ধৈর্ব্বরদানং শিবস্য চ ।
ব্যাসায় পুত্রবিষয়ং জাতমিত্যেতদীর্য্যতে ॥

পূর্ব্বং ব্যাসে পুত্রলাভার্থমনুষ্ঠানচিকীর্ষয়া পর্ব্বতং গতে সতি কস্য দেবস্যারাধনা ব ব্যেতি জিজ্ঞাসায়াং সত্যাং নারদসমাগমে জাতে নারদেন ব্রহ্মবিষ্ণুসংবাদমুখেন ভগবতে সর্ব্বোৎকৃষ্টা আরাধ্যেতি স্থাপিতং মধ্যে প্রসঙ্গাগতাঃ কথাঃ সমাপিতাঃ। ভগবত্যা আ ধনেন কথং পুত্রোৎপত্তির্জাতেতি যদ্যাপ্যবশিষ্টং তদৃষয়ঃ পৃচ্ছন্তি সূতেতি ॥ ১ ॥ কৃষ্ণ বেদব্যাসাৎ ॥ ২—৩ ॥ তপশ্চচারেতি। শক্তিরেবারাধ্যেতি নারদাচ্ছ্রুত্বা তস্যা বাগ্‌ভ

ঋষিগণ কহিলেন। হে সূত! পূর্ব্বে তুমি আমাদিগের নিকট বলিয়াছিলে যে, অমি তেজা বেদব্যাস পুরাণ সকল প্রণয়ন পূর্ব্বক শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন; তা জিজ্ঞাসা করি ব্যাসদেব কেবল তপশ্চর্য্যা প্রভাবে কিরূপে শুকদেবকে উৎপাদিত ক লেন? সূত! তুমি এ বিষয়ে, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের মুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছ, তৎসম বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা কর ॥ ১—২ ॥

সূত কহিলেন। হে মহর্ষিগণ! আমি আপনাদিগের নিকট শুকের উৎপত্তি অর্থ যোগিপ্রবর মননশীল শুকদেব, সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব হইতে যেরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলে সে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিব, শ্রবণ করুন ॥ ৩ ॥ সত্যবতী সুত ব্যাস পুত্রার্থে কৃ নিশ্চয় হইয়া পরম রমণীয় সুমেরুশৃঙ্গে গমন পূর্ব্বক উগ্রতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪ তপোনিধি মহর্ষি ব্যাস পুত্রকামনায় অর্থাৎ আকাশ বায়ু পৃথিবী ও অগ্নি প্রভৃতি মহাভূ সদৃশ অপরিমিত বীর্য্যশালী পুত্র হউক এইমত কামনা করিয়া দেবর্ষি নারদ মুখে, শ্র

জপন্নেকাক্ষরং মন্ত্রং বাগ্‌বীজং নারদাচ্ছ্রুতম্ ।
ধ্যায়ন্ পরাং মহামায়াং পুত্রকামস্তপোনিধিঃ ॥ ৫ ॥
অগ্নের্ভূমেস্তথা বায়োরন্তরিক্ষস্য চাপ্যয়ম্ ।
বীর্য্যেণ সংমিতঃ পুত্রো মম ভূয়াদিতি স্ম হ ॥ ৬ ॥
অতিষ্ঠৎ স গতাহারঃ শতসম্বৎসরং প্রভুঃ ।
আরাধয়ন্মহাদেবং তথৈব চ সদাশিবাম্ ॥ ৭ ॥
শক্তিঃ সর্ব্বত্র পূজ্যেতি বিচার্য্য চ পুনঃপুনঃ ।
অশক্তো নিন্দ্যতে লোকে শক্তস্তু পরিপূজ্যতে ॥ ৮ ॥
যত্র পর্ব্বতশৃঙ্গে বৈ কর্ণিকারবনাবৃতে ।
ক্রীড়ন্তি দেবতাঃ সর্ব্বে মুনয়শ্চ তপোঽধিকাঃ ॥ ৯ ॥
আদিত্যা বসবো রুদ্রা মরুতশ্চাশ্বিনৌ তথা ।
বসন্তি মুনয়ো যত্র যে চান্যে ব্রহ্মবিত্তমাঃ ॥ ১০ ॥
তত্র হেমগিরেঃ শৃঙ্গে সঙ্গীতধ্বনিনাদিতে ।
তপশ্চচার ধর্ম্মাত্মা ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ॥ ১১ ॥

বীজং নারদেনোপদিষ্টং গৃহীত্বা তজ্জপং তপশ্চচারেত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥ জপকালে এতাদৃশীং ভাবনাং কৃতবানিত্যাহ অগ্নের্ভূমেরিতি। বীর্য্যেণ শক্ত্যেত্যর্থঃ। সংমিতস্তুল্যঃ ॥ ৬ ॥ অতিষ্ঠদিতি। তপ ইতি শেষঃ। যদ্যপি ব্যাসেন নারদমুখাদ্ভগবতীং সর্ব্বোৎকৃষ্টাং শ্রুত্বা পরাশক্তেরেব ধ্যানং কৃতং তথাপি শক্তের্ধ্যানে কৃতে শিবস্য ধ্যানং জাতমেবেত্যভিপ্রায়েণ আরাধয়ন্মহাদেবমিত্যুক্তম্ ॥৭॥ (শক্তিরহিতস্য শিবস্যাপ্যারাধনেন অশক্তো লোকে নিন্দ্যতে ইত্যেবং মহান্তং ব্যতিক্রমং দর্শয়ন্নাহ শক্তিঃ সর্ব্বত্র পূজ্যেতি ॥ ৮ ॥ তপোঽধিকাঃ উৎকৃষ্ট-তপঃপ্রভাবসম্পন্নাঃ ॥ ৯ ॥ আশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ দেবচিকিসকাবিতি যাবৎ ॥ ১০ ॥ হেম-

একাক্ষর বাগ্‌ভব বীজমন্ত্র জপানুষ্ঠান পূর্ব্বক পরাশক্তি রূপা মহামায়ার ধ্যান করিতে লাগিলেন ॥ ৫—৬ ॥ এবং অখিল ভূমণ্ডল মধ্যে শক্তিমান্ ব্যক্তিই সর্ব্বতোভাবে সম্মানিত আর শক্তি বিরহিত মূঢ় জীব কেবল নিন্দা ভাজনই হইয়া থাকে ; অতএব শক্তিই সর্ব্বত্র পূজনীয়, মনে মনে বারংবার বিচার পূর্ব্বক মহর্ষি ব্যাস নিত্য মঙ্গলময়ী পরমাশক্তির সহিত দেব দেব মহাদেবের আরাধনা করত ক্রমে এতদূর প্রভাবশালী হইয়া উঠিলেন যে, তিনি একশত বৎসর কাল নিরাহারে অবস্থিত রহিলেন ॥ ৭—৮ ॥ হে মহর্ষিমণ্ডল ! পর্ব্বতের যে শৃঙ্গপ্রদেশটী আশ্চর্য্যজনক কর্ণিকার উপবনে পরিশোভিত, যে স্থলে সমধিক তপঃপ্রভাব সম্পন্ন মুনিবৃন্দ এবং আদিত্যগণ, বসুগণ, মরুদ্‌গণ ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবতারা নিরন্তর ক্রীড়া করিয়া থাকেন ; বিশেষতঃ যে স্থলে, ব্রহ্মবিত্তম মননশীল ঋষি ও অপরাপর সুরশ্রেষ্ঠগণ বাস করেন, সুবর্ণময় সুমেরুর সেই কিন্নর বৃন্দের সংগীতনিনাদিত শৃঙ্গেই সত্যবতী-তনয় মহর্ষি বেদব্যাস তপশ্চর্য্যায় নিরত ছিলেন ॥ ৯—১১ ॥ তৎকালে সেই ধীশক্তি

ততোঽস্য তেজসা ব্যাপ্তং বিশ্বং সর্ব্বং চরাচরম্।
অগ্নিবর্ণা জটা জাতাঃ পারাশর্য্যস্য ধীমতঃ॥ ১২॥
ততোঽস্য তেজ আলক্ষ্য ভয়মাপ শচীপতিঃ॥ ১৩॥
তুরাষাহং তদা দৃষ্ট্বা ভয়ত্রস্তং শ্রমাতুরম্।
উবাচ ভগবান্ রুদ্রো মঘবন্তং তথাস্থিতম্॥ ১৪॥

শঙ্কর উবাচ।

কথমিন্দ্রাদ্য ভীতোঽসি কিং দুঃখস্তে সুরেশ্বর!।
অমর্ষো নৈব কর্ত্তব্যস্তাপসেষু কদাচন॥ ১৫॥
তপশ্চরন্তি মুনয়ো জ্ঞাত্বা মাং শক্তিসংযুতম্।
ন ত্বেতেঽহিতমিচ্ছন্তি তাপসাঃ সর্ব্বথৈব হি॥ ১৬॥
ইত্যুক্তবচনঃ শক্রস্তমুবাচ বৃষধ্বজম্।
কস্মাত্তপস্যতি ব্যাসঃ কোঽর্থস্তস্য মনোগতঃ॥ ১৭॥

গিরেঃ সুমেরোঃ॥ ১১॥ পারাশর্য্যস্য পরাশরপুত্রস্য ব্যাসস্য জটাজ্যোঽপি জ্বলনশিখাবত্তপস্তেজঃপ্রকটিতমিবেতি ভাবঃ॥ ১২॥ অস্য ব্যাসস্য তপস্তেজ, আলক্ষ্য নিরীক্ষ্য॥ ১৩॥ তুরাষাহমিন্দ্রম্॥ ১৪—১৫॥) অহিতমিতিচ্ছেদঃ। অহিতং নেচ্ছন্তীত্যর্থঃ। (শক্তিযুতং সশক্তিকং শিবং মঙ্গলময়ং পরমেশানং মাং বিদিত্বা এব তে মুনয়ঃ ধ্যাননিরতাস্তপস্বিনঃ তপশ্চরন্তি অতস্তেষাং তাদৃশং তপঃপ্রভাবং দৃষ্ট্বা ভবতা তেষু তপস্বিষু অমর্ষঃ ক্রোধো ন কর্ত্তব্যঃ তেষাং তপোবিঘ্নোৎপাদনায় যত্নং মা কার্ষীঃ কিন্তু সর্ব্বথা ক্ষমৈব কর্ত্তব্যেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ॥ ১৬॥

সম্পন্ন পরাশরনন্দন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের তপস্তেজে এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব সংসার পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল; তাঁহার জটা সকল জ্বলৎ শিখা হুতাশনের বর্ণ ধারণ করিল॥১২॥ অধিক কি, শচীপতি ইন্দ্র তাঁহার তাদৃশ তপঃপ্রভাব সন্দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন; সুরপতি ইন্দ্রকে তাদৃশ ভয়ত্রস্ত ও ম্লানভাবে অবস্থিত দেখিয়া সর্ব্বকল্যাণকর ভগবান্ রুদ্রদেব কহিলেন॥ ১৩—১৪॥

ইন্দ্র! তুমি কি জন্য এত ভীত হইতেছ? এক্ষণে তোমার কি দুঃখ উপস্থিত হইল? সুরেশ্বর! তপোনিরত মুনিগণ আমাকে নিরন্তর শক্তিসমন্বিত জানিয়াই ঘোরতর তপশ্চর্য্যার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; তাঁহারা কখন কাহারও কোন প্রকার অনিষ্ট ইচ্ছা করেন না; অতএব তুমি তাপসগণের প্রতি কদাচ অসন্তুষ্ট হইও না॥ ১৫—১৬॥

দেবরাজ শতক্রতু এই কথা শ্রবণ করিয়া বৃষধ্বজ দেব দেব ভগবান্ শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! যদি কাহারও অনিষ্ট ইচ্ছা নাই তবে বেদব্যাস কি নিমিত্ত এতাদৃশ উগ্রতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন? তাঁহার মনোগত উদ্দেশ্য কি, সেইটী প্রকাশ করিয়া বলুন॥ ১৭॥

শিব উবাচ।

পারাশর্য্যস্তু পুত্রার্থী তপশ্চরতি দুশ্চরম্।
পূর্ণং বর্ষশতং জাতং দদাম্যদ্য সুতং শুভম্ ॥ ১৮ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বাসবং রুদ্রো দয়য়া মুদিতাননঃ।
গত্বা ঋষিসমীপস্তু তমুবাচ জগদ্গুরুঃ ॥ ১৯ ॥
উত্তিষ্ঠ বাসবীপুত্র! পুত্রস্তে ভবিতা শুভঃ।
সর্ব্বতেজোময়ো জ্ঞানী কীর্ত্তিকর্ত্তা তবাঽনঘ! ॥ ২০ ॥
অখিলস্য জনস্যাঽত্র বল্লভস্তে সুতঃ সদা।
ভবিষ্যতি গুণৈঃ পূর্ণঃ সাত্ত্বিকৈঃ সত্যবিক্রমঃ ॥ ২১ ॥

সূত উবাচ।

তদাঽকর্ণ্য বচঃ শ্লক্ষ্ণং কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তদা।
শূলপাণিং নমস্কৃত্য জগামাশ্রমমাত্মনঃ ॥ ২২ ॥
স গত্বাঽশ্রমমেবাঽশু বহুবর্ষশ্রমাতুরঃ।
অরণীসহিতং গুহ্যং মমন্থাগ্নিং চিকীর্ষয়া ॥ ২৩ ॥

ইত্যুক্তং বচনং যস্মৈ স ইত্যুক্তবচনঃ শক্রঃ ॥১৭—১৮॥ (কৃপাপারতন্ত্র্যাৎ ভক্তানুগ্রহায়ৈব মুদিতানন ইত্যুক্তম্ ॥১৯॥ সর্ব্বমহাভূতবত্তেজঃপ্রচুরঃ পঞ্চমহাভূততেজঃস্বরূপো বা যতঃ জ্ঞানী ব্রহ্মজ্ঞানপূর্ণঃ ॥ ২০ ॥ সত্যবিক্রমঃ অমোঘপ্রভাবঃ ॥ ২১—২২ ॥) গুহ্যং গুপ্তমগ্নিং মমন্থেত্য-

---

শিব কহিলেন, দেবরাজ! পরাশরনন্দন ব্যাসদেব একমাত্র পুত্রাভিলাষী হইয়াই ঈদৃশ তপোঽনুষ্ঠানে নিরত হইয়াছেন; ঐরূপ তপস্যায় তাঁহার শতবর্ষকাল পূর্ণ হইয়াছে, অতএব, যাহাতে তাঁহার পরম মঙ্গলময় পুত্র উৎপন্ন হয়, এক্ষণে আমি তাঁহাকে তাদৃশ বরই প্রদান করিব ॥ ১৮ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! ভগবান্ জগদ্গুরু রুদ্রদেব বাসবকে এই কথা বলিয়াই পরম প্রফুল্ল বদনে বেদব্যাসের নিকট যাইয়া কহিলেন, হে বাসবীপুত্র! তোমার একটী পরম মঙ্গলময় পুত্র হইবে; অতএব আর তপঃক্লেশে প্রয়োজন নাই, উত্থান কর ॥১৯—২০॥ আমার বরপ্রভাবে তোমার পুত্র এতদূর জ্ঞানী হইবে যে, সে পঞ্চ মহাভূতের ন্যায় তেজোময় হইয়া তোমার কীর্ত্তি স্থাপন করিবে; অধিক কি, এই অখিল সংসার মধ্যে তোমার পুত্র সর্ব্বদা সমস্ত সত্ত্বগুণে পরিপূর্ণ হইয়া সত্যপ্রভাবে সর্ব্ব জন প্রিয় হইবে ॥ ২১ ॥

মহর্ষিগণ! তৎকালে ঋষিপ্রবর কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তাদৃশ মধুর বাক্য শ্রবণে আহ্লাদে পুলকিত হইয়া ভগবান্ শূলপাণিকে প্রণাম করিয়া নিজ আশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥২২॥ তিনি বহু বর্ষের তপঃক্লেশে ক্লান্ত হইয়া স্বীয় আশ্রমে আসিবামাত্র অন্তর্ভূত অগ্নিদেবের

মন্থনং কুর্ব্বতস্তস্য চিত্তে চিন্তাভরস্তদা।
প্রাদুর্ব্বভূব সহসা সুতোৎপত্তৌ মহাত্মনঃ ॥ ২৪ ॥
মন্থানারণিসংযোগান্মন্থনাচ্চ সমুদ্ভবঃ।
পাবকস্য যথা তদ্বৎ কথং মে স্যাৎ সুতোদ্ভবঃ ॥ ২৫ ॥
পুত্রারণিস্তু যা খ্যাতা সা মমাদ্য ন বিদ্যতে।
তরুণী রূপসম্পন্না কুলোৎপন্না পতিব্রতা ॥ ২৬ ॥
কথং করোমি কান্তাঞ্চ পাদয়োঃ শৃঙ্খলাসমাম্।
পুত্রোৎপাদনদক্ষাঞ্চ পাতিব্রত্যে সদা স্থিতাম্ ॥ ২৭ ॥
পতিব্রতাপি দক্ষাপি রূপবত্যপি কামিনী।
সদা বন্ধনরূপা চ স্বেচ্ছাসুখবিধায়িনী ॥ ২৮ ॥
শিবোঽপি বর্ত্ততে নিত্যং কামিনীপাশসংযুতঃ।
কথং করোম্যহং চাত্র দুর্ঘটঞ্চ গৃহাশ্রমম্ ॥ ২৯ ॥

দ্বয়ঃ ॥ ২৩—২৪ ॥ মন্থানো মন্থনদণ্ডঃ ॥ ২৫ ॥ পুত্রারণিঃ পুত্রজননী কামিনী মম নাস্তি ॥ ২৬ ॥ (বিশুদ্ধবীজধারণোপযোগিক্ষেত্রস্যাপি প্রয়োজনমিতি দর্শয়ন্নাহ। পুত্রোৎপাদনদক্ষাং মহদ্বীজ-ধারণক্ষমামিতি ভাবঃ ॥ ২৭—২৮ ॥ দুর্ঘটং দুর্ঘটনায়া মূলীভূতং যদ্বা তপস্বিনো দরিদ্রস্ত মম

উৎপাদন কামনায় অরণীকাষ্ঠদ্বয় মন্থন করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥ অরণী মন্থন করিতে করিতে সহসা সেই মহাত্মার অন্তরে পুত্রোৎপত্তি বিষয়ক এইরূপ গভীর চিন্তাভার আসিয়া উপস্থিত হইল; (তিনি ভাবিলেন যে,) যেমন এই উত্তরারণী রূপ মন্থন লইয়া অধরারণীর সহিত সংযোগ করিয়া মন্থন (ঘর্ষণ) করিলে অগ্নির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ অধরারণীর অভাবে আমার পুত্র কিরূপে উৎপন্ন হইবে !! কেননা, এই ভূমণ্ডল মধ্যে যাহা পুত্রারণী বলিয়া বিশ্রুত, তাদৃশ সৎকুল সম্ভূত রূপ গুণ সম্পন্ন পতিব্রতা যুবতী ভার্য্যা ত, এক্ষণে আমার নিকট উপস্থিত নাই !! পরন্ত, কামিনী পুত্রোৎপাদন কুশলা পাতিব্রত্য ধর্ম্মাবলম্বিনী হইলেও যে, উভয় পদের নিগড় লৌহ শৃঙ্খলার ন্যায় তাহাতে সংশয় নাই; অতএব, আমি ইহা জানিয়া শুনিয়া কি রূপে দার পরিগ্রহ করিতে পারি !! আর কথা এই, স্ত্রী পতিব্রতা, সমস্ত গৃহকার্য্য নিপুণা মনোমোহিনী রূপবতী এমন কি, যদি নিজ ইচ্ছামত সুখদাত্রীও হয়, তথাপি যে, সে নিরন্তর বন্ধন স্বরূপ, তাহাতে আর সন্দেহ কি ॥ ২৪—২৮ ॥ অধিক কি, যখন স্বয়ং সদাশিবও সর্ব্বদা কামিনী রূপ নিগড় পাশে সংবদ্ধ, তখন অন্যের কথা আর কি বলিব। আমি এই সকল বুঝিতে পারিয়াও কি প্রকারে দুর্ঘটনার মূলীভূত গার্হস্থ আশ্রমে সম্মত হইতে পারি? ॥ ২৯ ॥

হে মহর্ষিমণ্ডল! মহাত্মা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দিব্য রূপিণী ঘৃতাচী অপ্সরা সমীপস্থ আকাশ মণ্ডলে থাকিয়াই তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল।

এবং চিন্তয়তস্তস্য ঘৃতাচী দিব্যরূপিণী ।
প্রাপ্তা দৃষ্টিপথং তত্র সমীপে গগনে স্থিতা ॥ ৩০ ॥
তাং দৃষ্ট্বা চপলাপাঙ্গীং সমীপস্থাং বরাপ্সরাম্ ।
পঞ্চবাণপরীতাঙ্গস্তূর্ণমাসীদ্ধৃতব্রতঃ ॥ ৩১ ॥
চিন্তয়ামাস চ তদা কিঙ্করোম্যদ্য সঙ্কটে ।
ধর্ম্মস্য পুরতঃ প্রাপ্তে কামভাবে দুরাসদে ॥ ৩২ ॥
অঙ্গীকরোমি যদ্যেনাং বঞ্চনার্থমিহাগতাম্ ।
হসিষ্যন্তি মহাত্মানস্তাপসা মাস্তু বিহ্বলম্ ॥ ৩৩ ॥
তপস্তপ্ত্বা মহাঘোরং পূর্ণং বর্ষশতন্ত্বিহ ।
দৃষ্ট্বাপ্সরাঞ্চ বিবশঃ কথং জাতো মহাতপাঃ ॥ ৩৪ ॥
কামং নিন্দাপি ভবতু যদি স্যাদতুলং সুখম্ ।
গৃহস্থাশ্রমসম্ভূতং সুখদং পুত্রকামদম্ ॥ ৩৫ ॥

গৃহাশ্রমো নিতরাং দুর্ঘটনায়ৈব ননু সুখায় ইতি মত্বাহ কথং করোমীতি ॥ ২৯—৩০ ॥) ধৃত-ব্রত ইতি । ধৃতব্রতোঽপি পঞ্চবাণেন পরীতাঙ্গো বিদ্ধাঙ্গ আসীদিত্যর্থঃ ॥৩১—৩২॥ (বঞ্চনার্থং মাং প্রতারয়িতুং মম তপস্তেজোহ্রাসার্থমিতি শেষঃ সমাগতাং এনাং ধূর্ত্তাং দেবকন্যাং ধর্ম্মস্যাগ্রতঃ কথং স্বীকরোমি জানন্নপীতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥) হাসমেবাহ তপস্তপ্ত্বেতি ॥ ৩৪ ॥

হে মহর্ষিগণ ! মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন যদিচ, আজীবন ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু, সেই চঞ্চল অপাঙ্গদেশ পরিশোভিত অপ্সরঃপ্রবরা ঘৃতাচীকে দর্শন করিবামাত্র মন্মথের শর-প্রভাবে তাঁহার সমস্ত অঙ্গ একেবারে অবশ হইয়া পড়িল ॥৩০—৩১॥ (তিনি আপনার তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া ভাবিলেন যে,) এক্ষণে আমি এই উপস্থিত সঙ্কট সময়ে কি উপায় অবলম্বন করিব !! এই অপ্সরা আমাকে প্রতারিত করিতে আসিয়াছে, ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াও যদি আমি দুর্নিবার কন্দর্পের বশবর্ত্তী হইয়া দেদীপ্যমান ধর্ম্ম সম্মুখে ইহাকে স্বীকার করি, তাহা হইলে এই মহাত্মা তাপসগণ আমার ঈদৃশ বিমূঢ় ভাব দেখিয়া যে অত্যন্ত উপহাস করিবেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥৩২—৩৩॥ মহাতপা ব্যাস শত সংবৎসর কাল ঘোরতরতপস্যা করিয়া ও একটা অপ্সরাকে দেখিবামাত্র কি প্রকারে একেবারে অবশাঙ্গ হইয়া পড়িল, কি আশ্চর্য্য !! চতুর্দ্দিক হইতেই যে এইরূপ নিন্দা বাদ সমুত্থিত হইবে তাহাও বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি ॥ ৩৪ ॥ আচ্ছা তাহাও হউক, যদি অতুলনীয় সুখোৎপত্তি হয়, তাহাও স্বীকার করিলাম। পূর্ব্বাচার্য্যগণও গৃহস্থাশ্রমকে সমস্ত পুণ্যের বা সর্ব্ব সুখের আকর অর্থাৎ পুত্রকামনাপ্রদ, স্বর্গপ্রদ এমন কি জ্ঞানীদিগের মুক্তিপ্রদ পর্য্যন্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু এই দেবকন্যা দ্বারা তাহার অর্থাৎ পুণ্যময় গার্হস্থ আশ্রম

স্বর্গদঞ্চ তথা প্রোক্তং জ্ঞানিনাং মোক্ষদং তথা।
ন ভবিষ্যতি তন্নূনমনয়া দেবকন্যয়া ॥ ৩৬ ॥
নারদাচ্চ ময়া পূর্ব্বং শ্রুতমস্তি কথানকম্।
যথোর্ব্বশীবশো রাজা পরাভূতঃ পুরূরবাঃ* ॥ ৩৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে ব্যাসায় শিববরপ্রদানো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

যদি স্যাদতুলমিতি। ইয়মপ্সরা ভোগং দত্বা গমিষ্যতি ন ত্বনয়া গৃহস্থাশ্রমজন্যং সুখং স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥ গৃহস্থাশ্রমসম্ভূতং পুণ্যমিতি শেষঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

অন্য যে কোন সুখই হইবে না তাহাতে আর সংশয় কি? কারণ, চন্দ্রবংশীয় মহারাজ পুরূরবা যে প্রকারে অপ্সরঃপ্রধানা উর্ব্বশীর বশবর্ত্তী হইয়া একেবারে অশেষ ক্লেশ সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন সেই সমস্ত বৃত্তান্ত পূর্ব্বে আমি দেবর্ষি নারদের মুখে শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৩৫—৩৭ ॥

অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের
প্রথমস্কন্ধে ব্যাস প্রতি শিবের বরপ্রদান বিষয়ক
দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

---

* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে সার্দ্ধ ষট্‌ত্রিংশৎ শ্লোক।

একাদশোঽধ্যায়ঃ ।

ঋষয় ঊচুঃ ।

কোঽসৌ পুরূরবা রাজা কোর্ব্বশী দেবকন্যকা ।
কথং কষ্টঞ্চ সম্প্রাপ্তং তেন রাজ্ঞা মহাত্মনা ॥ ১ ॥
সর্ব্বং কথানকং ব্রূহি লোমহর্ষণজাঽধুনা ।
শ্রোতুকামা বয়ং সর্ব্বে ত্বন্মুখাজ্জচ্যুতং রসম্ ॥ ২ ॥
অমৃতাদপি মিষ্টা তে বাণী সূত ! রসাত্মিকা ।
ন তৃপ্যামো বয়ং সর্ব্বে সুধয়া চ যথাঽমরাঃ ॥ ৩ ॥

সূত উবাচ ।

শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে কথাং দিব্যাং মনোরমাম্ ।
বক্ষ্যাম্যহং যথা বুদ্ধ্যা শ্রুতাং ব্যাসবরোত্তমাৎ ॥ ৪ ॥

ষড়শীতিমহাশ্লোকৈর্বুধোৎপত্তিস্তু কথ্যতে ।
কামবাণৈস্তু বিদ্ধত্বং মহতাং যত্র ভণ্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে 'যথোর্ব্বশীবশো রাজা পরাভূতঃ পুরূরবাঃ' ইত্যুক্তং তত্র কোঽসৌ পুরূরবাঃ কথমুৎপন্ন ইতি ঋষয়ঃ পৃচ্ছন্তি কোসাবিতি। কষ্টং ক্লেশঃ ॥ ১—২ ॥ ন তৃপ্যাম ইতি। তয়েতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

শৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন, সূত ! তুমি যাঁহার কথা বলিলে, সেই রাজা পুরূরবা কে ? আর সেই দেবকন্যা উর্ব্বশীই বা কে ? বিশেষতঃ সেই মহাত্মা নরপতি তাদৃশ কষ্টই বা কিরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? হে লোমহর্ষণ নন্দন ! বৎস সূত ! তোমার মুখকমল নিঃসৃত সুমধুর কথাপ্রসঙ্গ শ্রবণের নিমিত্ত আমরা সকলেই অত্যন্ত স্পৃহান্বিত হইয়াছি ; অতএব, তুমি আমাদিগের নিকট সেই কথা সবিস্তার বর্ণনা করিয়া বল ॥ ১—২ ॥ যেরূপ অমরবৃন্দ ভূরি ভূরি সুধাপানেও কদাচ পরিতৃপ্ত হয়েন না, সেইরূপ আমরাও তোমার অমৃত অপেক্ষাও সুমধুর রসময়ী কথা শ্রবণে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছি না ॥ ৩ ॥

সূত কহিলেন,হে মহর্ষিগণ! আপনারা সকলেই সেই অলৌকিক মনোহর কথাপ্রসঙ্গ শ্রবণ করুন। আমি গুরুদেব মহর্ষি বেদব্যাসের মুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি এবং তাঁহার অমোঘবরপ্রভাবে যেরূপ বোধশক্তি প্রাপ্ত হইয়াছি তদনুসারেই আপনাদিগের নিকট বর্ণনা করিব

গুরোস্তু দয়িতা ভার্য্যা তারা নামেতি বিশ্রুতা।
রূপযৌবনযুক্তা সা চার্ব্বঙ্গী মদবিহ্বলা ॥ ৫ ॥
গতৈকদা বিধোর্দ্ধাম যজমানস্য ভামিনী।
দৃষ্টা চ শশিনাঽত্যর্থং রূপযৌবনশালিনী ॥ ৬ ॥
কামাতুরস্তদা জাতঃ শশী শশিমুখীং প্রতি।
সাঽপি বীক্ষ্য বিধুং কামং জাতা মদনপীড়িতা ॥ ৭ ॥
তাবন্যোন্যং প্রেমযুক্তৌ স্মরার্ত্তৌ চ বভূবতুঃ।
তারা শশী মদোন্মত্তৌ কামবাণপ্রপীড়িতৌ ॥ ৮ ॥
রেমাতে মদমত্তৌ তৌ পরস্পরস্পৃহান্বিতৌ।
দিনানি কতিচিত্তত্র জাতানি রমমাণয়োঃ ॥ ৯ ॥
বৃহস্পতিস্তু দুঃখার্ত্তঃ তারামানয়িতুং গৃহম্।
প্রেষয়ামাস শিষ্যন্তু নায়াতা সা বশীকৃতা ॥ ১০ ॥
পুনঃ পুনর্যদা শিষ্যং পরাবর্ত্তত চন্দ্রমাঃ।
বৃহস্পতিস্তদা ক্রুদ্ধো জগাম স্বয়মেব হি ॥ ১১ ॥

যথা শ্রুতাস্তথেতি শেষঃ ॥ ৪ ॥ (চারূণি মনোজ্ঞানি অঙ্গানি যস্যাঃ সা ॥ ৫—৭ ॥ পরস্পরানুরাগং প্রদর্শয়ন্নাহ। তাবিতি ॥৮॥ মদেন শৃঙ্গারজনিতমত্ততয়া মত্তৌ উন্মত্তৌ ॥৯—১১॥

সন্দেহ নাই ॥ ৪ ॥ কোন সময় রূপযৌবনাঢ্যা মনোরম অঙ্গসৌষ্ঠব সমন্বিতা সর্ব্বদা হাবভাব বিহ্বলাঙ্গী ত্রিলোকবিশ্রুতা সুরগুরু বৃহস্পতির প্রিয়তমা ভার্য্যা বরবর্ণিনী তারা নিজপতির যজমান চন্দ্রদেবের গৃহে সমাগত হইলে, দৈবগতিকে শশধর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৫—৬ ॥ শশলাঞ্ছন তাদৃশ রূপ যৌবনসম্পনা শশিমুখী তারাকে অবলোকন করিবামাত্র কন্দর্পের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন; সেইরূপ তারাও সুধাকরের সেই অপূর্ব্ব সুধাময় কমনীয় কান্তি সন্দর্শনে একেবারে মন্মথবাণে প্রপীড়িত হইলেন ॥ ৭ ॥ হে মহর্ষিগণ! এইরূপে তারা আর শশাঙ্কদেব পরস্পর সন্দর্শন মাত্রেই কুসুম শরাসনের শরাঘাতে উভয়েই উভয়ের প্রেমলালসায় একেবারে মদোন্মত্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৮ ॥ তদনন্তর, তাঁহারা গুরুশিষ্য ভাব বিসর্জ্জন দিয়া মদিরামত্তের ন্যায় ঘোরতর আসক্ত হইয়া রমণে প্রবৃত্ত হইলেন; এইরূপে কতিপয় দিবস তাঁহাদিগের নিরন্তর রতিক্রীড়ায় অতিবাহিত হইলে, সুরাচার্য্য বৃহস্পতি অতীব দুঃখিত হইয়া তারাকে স্বগৃহে আনিবার নিমিত্ত একজন শিষ্যকে পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু, তারা মৃগলাঞ্ছনের এতদূর বশবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন যে তৎকালে তাঁহার অন্তর হইতে পতিস্নেহাদি একেবারে দূরে পলায়ন করিয়াছিল; ফলত তিনিসেই প্রেরিত শিষ্যের সহিত পতিগৃহে আর প্রত্যাগমন করিলেন না ॥ ৯—১০ ॥ পরন্তু, চন্দ্রদেব যখন, বারংবার গুরুপ্রেরিত শিষ্যকে প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখন গুরুদেব বৃহস্পতি

গত্বা সোমগৃহং তত্র বাচস্পতিরুদারধীঃ।
উবাচ শশিনং ক্রুদ্ধঃ স্ময়মানং মদান্বিতম্॥ ১২॥
কিং কৃতং কিল শীতাংশো! কর্ম্ম ধর্ম্মবিগর্হিতম্।
রক্ষিতা মম ভার্য্যেয়ং সুন্দরী কেন হেতুনা॥ ১৩॥
তব দেব! গুরুশ্চাহং যজমানোঽসি সর্ব্বথা।
গুরুভার্য্যা কথং মূঢ়! ভুক্তা কিং রক্ষিতাঽথবা॥ ১৪॥
ব্রহ্মহা হেমহারী চ সুরাপো গুরুতল্পগঃ।
মহাপাতকিনো হ্যেতে তৎসংসর্গী চ পঞ্চমঃ॥ ১৫॥
মহাপাতকযুক্তস্ত্বং দুরাচারোঽতিগর্হিতঃ।
ন দেবসদনার্হোঽসি যদি ভুক্তেয়মঙ্গনা॥ ১৬॥
মুঞ্চেমামসিতাপাঙ্গীং ন যামি সদনং মম।
নোচেদ্বক্ষ্যামি দুষ্টাত্মন্! গুরুদারাপহারিণম্॥ ১৭॥

বাচাং পতিঃ। উদারা মহতী ধীর্বুদ্ধির্যস্য॥১২॥ শীতা শীতলা অংশবো রশ্ময়ঃ যস্য তৎসম্বুদ্ধৌ। ধর্ম্মেণ ধর্ম্মশাস্ত্রেণ বিগর্হিতং নিন্দিতম্। গুরুভার্য্যাহরণন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ॥ ১৩॥) তব দেবগুরুশ্চাহমিতি। হে দেব! তবাহং গুরুরস্মীত্যন্বয়ঃ। কিং রক্ষিতেতি। কিমর্থং রক্ষিতেত্যর্থঃ॥ ১৪॥ (গুরোস্তল্পং শয্যাং গচ্ছতীতি। গুরুভার্য্যাগামীত্যর্থঃ॥ ১৫—১৬॥) নোচেদ্বক্ষ্যামীতি। শাপমিতি শেষঃ॥ ১৭—১৮॥

অত্যন্ত কুপিত হইয়া স্বয়ং তথায় গমন করিলেন॥ ১১॥ উদারমতি গুরুদেব বাচস্পতি সেস্থলে আসিয়াই সেই ঐশ্বর্য্যমদগর্ব্বিত শশধরকে ক্রোধভরে কহিলেন, হিমাংশো! তুমি কি প্রকারে এরূপ ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে? তুমি কি জন্যই বা আমার সর্ব্ব-সুলক্ষণা ভার্য্যাকে নিজগৃহে এতদিন রক্ষা করিলে? চন্দ্রদেব! দেখ, আমি সর্ব্বপ্রকারেই তোমার পুজনীয়! কারণ, আমি তোমার গুরু, তুমি আমার যজমান!! রে মূঢ়! তুই কি প্রকারে গুরুভার্য্যাকে উপভোগ করিলি? তাহা না হইলে তুই কি জন্য তাহাকে এতদিন নিজগৃহে রাখিয়াছিস্?॥ ১২—১৪॥ এই ভূমণ্ডলে ব্রহ্মহত্যাকারী, সুবর্ণচৌর, সুরাপায়ী আর গুরুপত্নীগামী ইহারা সকলেই মহাপাতকী; এমন কি যে ব্যক্তি এই চারিপ্রকার লোকের সংসর্গে থাকে সেই পঞ্চম ব্যক্তিও শাস্ত্রে মহাপাতকী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হই-য়াছে॥ ১৫॥ রে মূঢ়! যদি তুই আমার পত্নীকে সম্ভোগ করিয়া থাকিস্ তাহা হইলে তোর সদৃশ বিগর্হিতকর্ম্মকারী দুরাচার মহাপাতকী আর বিশ্বসংসারে বোধ হয় কোন ব্যক্তিই বর্ত্তমান নাই! সুতরাং তুই আর কোনক্রমেই দেবসমাজে যাইবার যোগ্যপাত্র নহিস॥ ১৬॥ রে দুরাত্মন্! তুই যখন গুরুদার অপহরণ করিয়াছিস্, তখন তোর অসাধ্য কোন কার্য্যই নাই! যাহা হউক্ তুই এখনও সেই অসিতাপাঙ্গী বরারোহা কামিনীকে

ইত্যেবং ভাষমাণং তমুবাচ রোহিণীপতিঃ।
গুরুং ক্রোধসমাযুক্তং কান্তাবিরহদুঃখিতম্ ॥ ১৮ ॥

ইন্দুরুবাচ।

ক্রোধাত্তে তু দুরারাধ্যা ব্রাহ্মণাঃ ক্রোধবর্জ্জিতাঃ।
পূজার্হা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞা বর্জ্জনীয়াস্ততোঽন্যথা ॥ ১৯ ॥
আগমিষ্যতি সা কামং গৃহস্তে বরবর্ণিনী।
অত্রৈব সংস্থিতা বালা কা তে হানিরিহানঘ! ॥ ২০ ॥
ইচ্ছয়া সংস্থিতা চাত্র সুখকামার্থিনী হি সা।
দিনানি কতিচিৎ স্থিত্বা স্বেচ্ছয়া চাগমিষ্যতি ॥ ২১ ॥
ত্বয়ৈবোদাহৃতং পূর্ব্বং ধর্ম্মশাস্ত্রমতস্তথা।
ন স্ত্রী দুষ্যতি চারেণ ন বিপ্রো বেদকর্ম্মণা ॥ ২২ ॥

ক্রোধাত্তে স্থিতি। ব্রাহ্মণাঃ ক্রোধাদেব দুরারাধ্যা অপূজ্যা ভবন্তীত্যর্থঃ। অথ ক্রোধবর্জ্জিতা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞাঃ পূজার্হা ভবন্তি। এতে যে পূজার্হা উক্তাস্ততস্তেভ্যোঽন্যথাঽন্যপ্রকারা যে ক্রোধযুক্তাস্তে পূজায়াং বর্জ্জনীয়া ইতি শাস্ত্রমর্য্যাদা। অতস্ত্বং গুরো! ক্রোধং বিহায় পূজ্যো ভব ন তু তমালস্যাপূজ্যো ভবেতি ভাবঃ ॥ ১৯—২১ ॥ পাতকে কৃতেঽপি চারেণ রজঃসঞ্চারেণ রজোদর্শনেন স্ত্রী ন দুষ্যতীতি ত্বয়া বার্হস্পত্যমতে উক্তমিতি ভাবঃ। তদুক্তম্।

পরিত্যাগ কর, নচেৎ আমি এই দণ্ডেই তোকে অভিসম্পাত প্রদান করিব; ফলত আমি তাহাকে না লইয়া কোনক্রমেই নিজগৃহে প্রতিগমন করিব না। হে মহর্ষিমণ্ডল! সুরাচার্য্য কান্তাবিরহ দুঃখে কুপিত হইয়া এই সমস্ত কথা বলিলে পর রোহিণীপতি চন্দ্র অতিশয় গর্ব্বভরে উন্মত্ত হইয়া তাঁহার প্রতি এইরূপ উত্তর করিলেন ॥ ১৭—১৮ ॥

এই ত্রিলোকীমধ্যে ক্রোধাদিরিপুবর্জ্জিত ধর্ম্মশাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণই সম্মান প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত পাত্র; আর যাহারা কেবল ক্রোধের বশীভূত, তাহারা কোনক্রমেই পূজনীয় নহে; বরং তাহাদিগকে দূর করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য ॥ ১৯ ॥ আপনি অন্তরে কোন কুভাব ভাবিবেন না; সেই বরারোহা অবলা নিজ ইচ্ছামত অবশ্যই আপনার গৃহে প্রতিগমন করিবেন; সম্প্রতি কয়েকদিবস এখানে অবস্থান করিতেছেন তাহাতে আপনার ক্ষতি কি? ॥ ২০ ॥ তিনি এস্থলে কেবল সুখসম্ভোগ লালসাতেই অবস্থান করিতেছেন; অতএব কতিপয় দিবস থাকিয়াই আবার নিজ ইচ্ছামত প্রতিগমন করিবেন ॥ ২১ ॥ যেরূপ, ব্রাহ্মণ শতসহস্র কুকর্ম্ম করিলেও একমাত্র বৈদিকক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা সমস্ত পাপরাশি হইতে বিমুক্ত হয় সেইরূপ ব্যভিচার দুষ্টা স্ত্রীলোকও মাসিক রজঃসঞ্চার দ্বারা পরপুরুষ সম্ভোগজনিত সমস্ত দুষ্কৃতি সাগর হইতে মুক্তিলাভ করে, পূর্ব্বে আপনিই ত, ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ

ইত্যুক্তঃ শশিনা তত্র গুরুরত্যন্তদুঃখিতঃ।
জগাম স্বগৃহং তূর্ণং চিন্তাবিষ্টঃ স্মরাতুরঃ॥ ২৩॥
দিনানি কতিচিত্তত্র স্থিত্বা চিন্তাতুরো গুরুঃ।
যযাবথ গৃহং তস্য ত্বরিতশ্চৌষধীপতেঃ॥ ২৪॥
স্থিতঃ ক্ষত্ত্রা নিষিদ্ধোঽসৌ দ্বারদেশে রুষান্বিতঃ।
নাজগাম শশী তত্র চুকোপাতি বৃহস্পতিঃ॥ ২৫॥
অয়ং মে শিষ্যতাং যাতো গুরুপত্নীস্তু মাতরম্।
জগ্রাহ বলতোঽধর্ম্মী শিক্ষণীয়ো ময়াধুনা॥ ২৬॥
উবাচ বাচং কোপাত্তু দ্বারদেশে স্থিতো বহিঃ।
কিং শেষে ভবনে মন্দ! পাপাচার! সুরাধম!॥ ২৭॥
দেহি মে কামিনীং শীঘ্রং নোচেচ্ছাপং দদাম্যহম্।
করোমি ভস্মসান্নুনং ন দদাসি প্রিয়াং মম॥ ২৮॥

প্রায়শ্চিত্তং ভবেৎ স্ত্রীণাং যন্মাসে রজসশ্চ্যুতিরিতি॥ ২২—২৩॥ (ওষধীনাং পতিশ্চন্দ্রস্তস্য। চন্দ্রকিরণস্পর্শেন হি সর্ব্বা ওষধয়ঃ পরিণতাং যান্তীতি তথাত্বম্॥ ২৪—২৮॥)

উপদেশ করিয়াছিলেন। (তবে আবার ক্রোধপরতন্ত্র হইয়া নিরর্থক কতকগুলা কটূক্তি প্রয়োগ করিতেছেন কেন?)॥ ২২॥

চন্দ্রদেব এইরূপ অবজ্ঞাসূচক উক্তিদ্বারা নিরাশ করিলে পর, বৃহস্পতি সে স্থলে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া অতি দুঃখিতভাবে নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; কিন্তু আসিবার সময় তিনি মনে মনে তারার অসামান্য রূপলাবণ্যের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ক্রমে একেবারে মন্মথপ্রপীড়িত হইয়া পড়িলেন॥ ২৩॥ এইরূপে কয়েকদিবস মাত্র অতিবাহিত করিয়াই ভার্য্যার বিরহযাতনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া অবিলম্বে ওষধীনাথ চন্দ্রের গৃহে আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি তথায় আসিয়াই কোপভরে যেমন চন্দ্রদেবের ভবনমধ্যে প্রবেশ করিবেন অমনি দ্বারপালকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া অগত্যা সেই দ্বারদেশেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে চন্দ্রদেব তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়াও অন্তঃপুর হইতে আর বাহিরে আসিলেন না। শশীর এতাদৃশ অসদ্ব্যবহার দর্শনে সুরাচার্য্য অতিশয় রোষভরে মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন, যে, হায়! এই অধার্ম্মিক দুরাত্মা চিরকাল আমার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াও এক্ষণে নিজ মাতার স্বরূপ গুরুপত্নীকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল, কি আশ্চর্য্য!! পরন্তু এখনি আমি ইহাকে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রদান করিব সন্দেহ নাই॥ ২৪—২৬॥ (তিনি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে) ক্রমশঃ ক্রোধে অধীর হইয়া সেই দ্বারের বহির্ভাগে থাকিয়াই চন্দ্রদেবকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, রে সুরাধম! দুর্ম্মতে! ঈদৃশ ঘোরতর পাপানুষ্ঠান করিয়াও কি প্রকারে নিশ্চিন্তভাবে অন্তঃ-

সূত উবাচ।

ক্রূরাণি চৈবমাদীনি ভাষণানি বৃহস্পতেঃ।
শ্রুত্বা দ্বিজপতিঃ শীঘ্রং নির্গতঃ সদনাদ্বহিঃ॥ ২৯॥
তমুবাচ হসন্ সোমঃ কিমিদং বহু ভাষসে।
ন তে যোগ্যাসিতাপাঙ্গী সর্ব্বলক্ষণসংযুতা॥ ৩০॥
কুরূপাঞ্চ স্বসদৃশীং গৃহাণান্যাং স্ত্রিয়ং দ্বিজ!।
ভিক্ষুকস্য গৃহে যোগ্যা নেদৃশী বরবর্ণিনী॥ ৩১॥
রতিঃ স্বসদৃশে কান্তে নার্য্যাঃ কিল নিগদ্যতে॥
ত্বং ন জানাসি মন্দাত্মন্! কামশাস্ত্রবিনির্ণয়ম্॥ ৩২॥
যথেষ্টং গচ্ছ দুর্ব্বুদ্ধে! নাহং দাস্যামি কামিনীম্।
যচ্ছক্যং কুরু তৎ কামং ন দেয়া বরবর্ণিনী॥ ৩৩॥

শীঘ্রং নির্গত ইতি। তস্য নিরাশাকরণং বিনা শান্তির্ন ভবিষ্যতীতি মত্বা নিরাশকরণার্থং শীঘ্রং নির্গত ইত্যর্থঃ॥ ২৯—৩০॥ (যদ্ যেন যুজ্যতে লোকে বুধস্তত্তেন যোজয়েদিতি ন্যায়মবলম্ব্যাহ। কুরূপামিতি॥ ৩১॥ মন্দঃ আত্মা বুদ্ধির্যস্য। কামশাস্ত্রাজ্ঞানাৎ তথাত্বম্। কামশাস্ত্রস্য বিনির্ণয়ম্ সিদ্ধান্তম্॥ ৩২—৩৩॥) কামার্ত্তস্যেতি। যদ্যপি ইন্দ্রপ্রভৃতীনাং গৌতমাদি-

---

পুরে শয়ন করিয়া রহিযাছিস্; দেখ্! তুই যদি অবিলম্বে আমার সেই মনোরমা ভার্য্যাকে আমার নিকট আনিয়া সমর্পণ না করিস্ তাহা হইলে এই দণ্ডেই অভিসম্পাত প্রদান করিব। রে মূঢ়! অধিক আর কি বলিব, তুই যদি আমার প্রিয়তমা রমণীকে প্রত্যর্পণ না করিস্ তাহা হইলে, নিশ্চয়ই তোকে এখনি ভস্মসাৎ করিব॥ ২৭—২৮॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! দ্বিজরাজ যামিনীপতি গুরুদেব বৃহস্পতির এইরূপ নানাপ্রকার কর্কশবাক্য সকল শ্রবণমাত্র সত্বর অন্তঃপুর হইতে বহির্ভাগে আগমন করিলেন॥ ২৯॥ তদনন্তর, রজনীপতি গুরুর নিকটস্থ হইয়াই হাসিতে হাসিতে কহিলেন, অহে দ্বিজ! তুমি কিজন্য এরূপ নানাপ্রকার কতকগুলা অপলাপবাক্য প্রয়োগ করিতেছ! তাদৃশ সর্ব্বসুলক্ষণা অসিতাপাঙ্গী কামিনী কি তোমার উপযুক্ত? তুমি নিজে যেরূপ কদাকার মূর্ত্তি, সেইরূপ আপনার সম্ভোগের উপযুক্ত কোন কুরূপা স্ত্রীকে যাইয়া গ্রহণ কর। বিশেষত তুমি ইহা স্থির জানিও যে, ভিক্ষুকের গৃহে কখনই সেরূপ বরারোহা রমণী থাকিবার যোগ্য নহে॥ ৩০—৩১॥ রে নির্ব্বোধ! বুঝিলাম তুমি কামশাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বের বিষয় কিছুমাত্র অবগত নহ; কারণ রতিশাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ, রমণীদিগের নিজ মনোমত নায়কেই রতির বিষয় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন॥ ৩২॥ রে দুর্ম্মতে! এক্ষণে তোমার যেখানে ইচ্ছা গমন কর, আমি তোমাকে আর সে কামিনী প্রদান করিব না। রে বিপ্র! তোকে অধিক আর কি বলিব, তোর যাহা ইচ্ছা হয় তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হ'॥ বস্তুত, আমি

কামার্ত্তস্য চ তে শাপো ন মাং বাধিতুমর্হতি।
নাহং দদে গুরো ! কান্তাং যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৩৪ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তঃ শশিনা চেজ্যশ্চিন্তামাপ রুষান্বিতঃ।
জগাম তরসা সদ্ম ক্রোধযুক্তঃ শচীপতেঃ ॥ ৩৫ ॥
দৃষ্ট্বা শতক্রতুস্তত্র গুরুং দুঃখাতুরং স্থিতম্।
পাদ্যার্ঘ্যাচমনীয়াদ্যৈঃ পূজয়িত্বা সুসংস্থিতঃ ॥ ৩৬ ॥
পপ্রচ্ছ পরমোদারস্তং তথাবস্থিতং গুরুম্।
কা চিন্তা তে মহাভাগ ! শোকার্ত্তোঽসি মহামুনে ! ॥ ৩৭ ॥
কেনাপমানিতোঽসি ত্বং মম রাজ্যে গুরুশ্চ মে।
ত্বদধীনমিদং সর্ব্বং সৈন্যং লোকাধিপৈঃ সহ ॥ ৩৮ ॥

শাপবাধা জাতৈব তথাপি (তে ইন্দ্রাদয়ো গোতমাদীন্ বঞ্চয়িত্বা স্বয়মেবাহল্যাদিষু বলাৎকারাৎ প্রবৃত্তাঃ। ইয়ন্তু তব ভার্য্যা বরবর্ণিনী তারা স্বয়ং ময্যেব রতা অতস্তে শাপো মাং পীড়য়িতুং নার্হতীতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৩৪ ॥)

শশিনা চেজ্য ইতি। ইজ্যো গুরুঃ। শচীপতেঃ সদ্ম গৃহম্ ॥ ৩৫—৩৬ ॥ (মহান্ ভাগো ভাগধেয়ো যস্য। বিষ্ণুপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বে দেবাঃ যস্য সাহায্যায় সমুদ্যতা কা কথা তস্য ভাগ্যস্যেতি

কথনই তোর হস্তে তাদৃশ বরবর্ণিণী রমণীকে সমর্পণ করিব না। আর তুমি যে আমাকে অভিসম্পাত করিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিতেছিলে, তাহাতে আমি কিঞ্চিৎমাত্রও ভীত নহি। কারণ, তুমি কামার্ত্ত হইয়া অভিসম্পাত প্রদান করিলে সে শাপ আমার কিছুমাত্র ক্লেশ উৎপাদন করিতে পারিবে না। ওগো গুরুদেব ! তোমাকে আর কি বলিব, আমি তোমাকে সেই কমনীয়মূর্ত্তি রমণীকে আর প্রত্যর্পণ করিব না ইহাতে তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয় করিতে ত্রুটি করিও না ॥ ৩৩—৩৪ ॥

সূত কহিলেন, মহর্ষিমণ্ডল ! চন্দ্রের এতাদৃশ কঠোরোক্তি সকল শ্রবণ করিলে পর পরম পূজ্যপাদ সুরাচার্য্য প্রথমতঃ অত্যন্ত চিন্তাপরায়ণ হইলেন ; পরে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া অবিলম্বে শচীপতি দেবেন্দ্রের আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৫ ॥ পরম উদারপ্রকৃতি শতক্রতু গুরুদেবকে মনোদুঃখে অতিশয় কাতর দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় প্রভৃতি দ্বারা পূজা পূর্ব্বক তাদৃশ বিষণ্ণ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহাত্মন্ ! আপনি সমাধিনিষ্ঠ যোগিগণেরও বন্দনীয় ; অতএব আপনার এমন কি চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইল যাহাতে আপনিও শোকার্ত্ত হইয়া পড়িলেন ? ভগবন্ ! সমস্ত লোকপালগণসমেত যাবতীয় সেনাবল বা এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য এ সকলই আপনার করায়ত্ত বলিয়া জানিবেন ; বিশেষতঃ

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা শম্ভুর্যে চান্যে দেবসত্তমাঃ।
করিষ্যন্তি চ সাহায্যং কা চিন্তা বদ সাম্প্রতম্ ॥ ৩৯ ॥

গুরুরুবাচ।

শশিনাঽপহৃতা ভার্য্যা তারা মম সুলোচনা।
ন দদাতি স দুষ্টাত্মা প্রার্থিতোঽপি পুনঃ পুনঃ ॥ ৪০ ॥
কিং করোমি সুরেশান! ত্বমেব শরণং মম।
সাহায্যং কুরু দেবেশ! দুঃখিতোঽস্মি শতক্রতো! ॥ ৪১ ॥

ইন্দ্র উবাচ

মা শোকং কুরু ধর্ম্মজ্ঞ! দাসোঽস্মি তব সুব্রত!।
আনয়িষ্যাম্যহং নূনং ভার্য্যাং তব মহামতে! ॥ ৪২ ॥

ভাবঃ ॥৩৭—৪০॥ কিং করোমীতি। হে সুরেশান! দেবানাং ঈশ্বর! এতেন ইন্দ্রস্য বৃহস্পতি-দুঃখনিরাকরণে সমর্থত্বং সূচিতম্। অধুনা অহং কিং করোমি নাস্তি মে কাচিৎ কার্য্যক্ষমতা

আপনি আমার গুরু হইয়া আমারই রাজ্য মধ্যে কাহার কর্তৃক অবমানিত হইলেন? গুরুদেব! অধিক আর কি বলিব আপনি আদেশ করিলে, অপরাপর প্রধান প্রধান দেবতার কথা দূরে থাকুক্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব পর্য্যন্তও আপনার সাহায্য করিবে; অতএব, সম্প্রতি আপনার চিন্তার বিষয় কি, প্রকাশ করিয়া বলুন্ ॥ ৩৬—৩৯ ॥

হে মহর্ষিগণ! সুরগুরু (ইন্দ্রের ঈদৃশ ভক্তিমূলক আশ্বাসপ্রদ বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া) কহিলেন, দেবরাজ! শশধর আমার ভার্য্যা বিশালনয়না তারাকে অপহরণ করিয়াছে; এক্ষণে আমি বারংবার তাহার নিকট প্রার্থনা করিতেছি তথাপি সে দুরাত্মা কিছুতেই আমাকে প্রত্যর্পণ করিতেছে না ॥৪০॥ সুরেশ্বর! আমি এক্ষণে কি উপায়াবলম্বন করি বল। ফলত তুমিই আমার পরমাশ্রয়; কেননা, তুমিই সমস্ত দেবের অধীশ্বর; বিশেষতঃ তুমি নিজ বাহুবল প্রভাবে একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছ; সুতরাং এ জগতে তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। অতএব, আমি নিতান্ত দুঃখসাগরে পতিত হইয়াছি এ বিষয়ে তুমি আমার সাহায্য কর ॥ ৪১ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি পরম তপোনিষ্ঠ এবং সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্বের অভিজ্ঞ, সুতরাং ভবাদৃশ মহাত্মাদিগের কোন বিষয়ে অভিভূত হওয়া কর্ত্তব্য নহে বিশেষতঃ যখন আমি আপনার দাস রহিয়াছি তখন আর চিন্তার বিষয় কি? হে উদারমতে! আমি নিশ্চয়ই আপনার ভার্য্যাকে প্রত্যানয়ন করিব, আপনি আর শোক করিবেন না ॥ ৪২ ॥ গুরুদেব! আমি এখনি চন্দ্রের নিকট দূত পাঠাইতেছি তাহাতে সে মদগর্ব্বিত যা যদি

প্রেষিতে চেন্ময়া দূতে ন দাস্যতি মদাকুলঃ।
ততো যুদ্ধং করিষ্যামি দেবসৈন্যৈঃ সমাবৃতঃ ॥ ৪৩ ॥
ইত্যাশ্বাস্য গুরুং শক্রো দূতং বক্তুং বিচক্ষণম্।
প্রেষয়ামাস সোমায় বার্ত্তাশংসিনমদ্ভুতম্ ॥ ৪৪ ॥
স গত্বা শশিলোকন্তু ত্বরিতঃ সুবিচক্ষণঃ।
উবাচ বচনৈনৈব বচনং রোহিণীপতিম্ ॥ ৪৫ ॥
প্রেষিতোঽহং মহাভাগ ! শক্রেণ ত্বাং বিবক্ষয়া।
কথিতং প্রভুণা যচ্চ তদ্ব্রবীমি মহামতে ! ॥ ৪৬ ॥
ধর্ম্মজ্ঞোঽসি মহাভাগ ! নীতিং জানাসি সুব্রত !।
অত্রিঃ পিতা তে ধর্ম্মাত্মা ন নিন্দ্যং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৪৭ ॥
ভার্য্যা রক্ষ্যা সর্ব্বভূতৈর্যথাশক্তি হ্যতন্দ্রিতৈঃ।
তদর্থে কলহঃ কামং ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

অতস্ত্বমেব শরণং রক্ষাকর্ত্তাঽসি। সাহায্যং কুরু তারায়া উদ্ধরণে ইতি শেষঃ ॥ ৪১—৪৪ ॥) রোহিণীপতিং চন্দ্রম্ ॥ ৪৫—৪৬ ॥ (নীতিবিদো ধার্ম্মিকা ভাগ্যশালিনো মহদ্‌বংশপ্রসূতা এব অধর্ম্মপথাৎ নিরস্তা ভবন্তীতি বক্তু মাহ ধর্ম্মজ্ঞোঽসীতি। নিন্দ্যং নিন্দনীয়ং অধর্ম্ম্যমিত্যর্থঃ ॥৪৭॥) কলহো বাক্‌চর্চ্চা ॥ ৪৮ ॥ যথা তবেতি। যথা তব দাররক্ষণে স্ত্রীরক্ষণে যত্নস্তথৈব তস্য গুরোঃ

আপনার ভার্য্যা সমর্পণ না করে, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই এই সমস্ত দেবসৈন্যে পরিবৃত হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব তাহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৪৩ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপে গুরুকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক যে ব্যক্তি গুরুর ভার্য্যা আনয়ন বিষয়ে বিশেষ করিয়া বলিতে সমর্থ হইবে তাদৃশ একজন অদ্ভুত ক্ষমতাশালী বক্তৃপ্রবর দূতকে দ্বিজরাজের নিকট প্রেরণ করিলেন ॥ ৪৪ ॥ ইন্দ্রপ্রেরিত কার্য্যদক্ষ সেই দূত অবিলম্বে চন্দ্রলোকে গমন করিয়া নীতিমূলক বাক্যের দ্বারা রোহিণীপতি চন্দ্রকে কহিলেন, হে মহাভাগ ! আপনাকে কিছু বলিবার নিমিত্ত সুরেশ্বর ইন্দ্র আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন; আপনি অতিশয় বুদ্ধিমান্ অতএব দূতবাক্যে কদাচ রুষ্ট হইবেন না; কেননা, প্রভু আমাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন আমি তাহাই বলিব মাত্র ॥ ৪৫—৪৬ ॥ আরও দেখুন, ধর্ম্মাত্মা ব্রহ্মর্ষি অত্রি আপনার পিতা, আপনি নিজেও ধর্ম্মজ্ঞ এবং সমস্ত নীতিশাস্ত্রও অবগত আছেন; বিশেষতঃ তপশ্চর্য্যা ও নিয়মাদিজনিত পুণ্য প্রভাবে পরম সৌভাগ্যও লাভ করিয়াছেন, অতএব এরূপ বিবিধ-গুণগ্রামে বিভূষিত হইয়া, কোন নিন্দিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করা কোনক্রমেই আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে না। আর ইহাও আপনি নিশ্চয় জানেন যে, নিজ নিজ ভার্য্যা প্রাণি মাত্রেরই যথাসাধ্য রক্ষণীয়, বস্তুতঃ সে বিষয়ে কেহই কোন প্রকার উপেক্ষা প্রদর্শন করে না; সুতরাং সেজন্য ঘোরতর কলহ উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪৭—৪৮ ॥ সুধাকর ! পত্নীরক্ষা বিষয়ে আপনার যেমন যত্ন আছে সেইরূপ তাঁহারও জানিবেন; অতএব

যথা তব তথা তস্য যত্নঃ স্যাদ্দাররক্ষণে।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতানি চিন্তয় ত্বং সুধানিধে! ॥ ৪৯ ॥
অষ্টাবিংশতিসংখ্যাস্তে কামিন্যো দক্ষজাঃ শুভাঃ।
গুরুপত্নীং কথং ভোক্তুং ত্বমিচ্ছসি সুধানিধে! ॥ ৫০ ॥
স্বর্গে সদা বসন্ত্যেতা মেনকাদ্যা মনোরমাঃ।
ভুঙ্ক্ষ্ব তাঃ স্বেচ্ছয়া কামং মুঞ্চ পত্নীং গুরোরপি ॥ ৫১ ॥
ঈশ্বরা যদি কুর্ব্বন্তি জুগুপ্সিতমহন্তয়া।
অজ্ঞাস্তদনুবর্ত্তন্তে তদা ধর্ম্মক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৫২ ॥
তস্মান্মুঞ্চ মহাভাগ! গুরোঃ পত্নীং মনোরমাম্।
কলহস্ত্বন্নিমিত্তোঽদ্য সুরাণাং ন ভবেদ্যথা ॥ ৫৩ ॥

সূত উবাচ।

সোমঃ শক্রবচঃ শ্রুত্বা কিঞ্চিৎ ক্রোধসমাকুলঃ।
ভঙ্গ্যা প্রতিবচঃ প্রাহ শক্রদূতং তদা শশী ॥ ৫৪ ॥

স্যাদিত্যর্থঃ॥৪৯॥ (কামিনীসম্ভোগজনিতসুখং তব সুলভমেব তত্রাপি স্বীয়সম্ভোগপ্রাচুর্য্যং প্রদর্শয়ন্নাহ অষ্টাবিংশতি সংখ্যা ইতি ॥ ৫০ ॥ পরকীয়াসম্ভোগসৌলভামপি প্রদর্শয়ন্নাহ স্বর্গে ইতি। স্বেচ্ছয়া নিজাভিলাষেণ এতেন তত্র বিরোধাভাবঃ সূচিতঃ ॥ ৫১ ॥) অহন্তয়েতি। অহঙ্কারেণেত্যর্থঃ ॥ ৫২—৫৩ ॥

আপনি সকল প্রাণীকেই আপনার মত বিবেচনা করুন্। (যেমন নিজের সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হইলে, হৃষ্ট বা বিষণ্ণ হয়েন তেমনি অন্যের সুখ দুঃখে সুখ দুঃখ প্রকাশ করা উচিত।) বিশেষতঃ আপনার আটাশটী মনোরমা পত্নী রহিয়াছেন, আর তাঁহারাও সামান্য নারী নহেন সকলেই প্রজাপতি দক্ষের ঔরসজাত কন্যা; এ সকল সত্ত্বেও আপনি কোন্ বিধি অনুসারে গুরুপত্নীকে সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? ॥ ৪৯—৫০ ॥ আর যদি আপনার পরকীয়া রমণী সম্ভোগেই নিতান্ত বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে মেনকা, রম্ভা প্রভৃতি এই যে সকল স্বর্গবেশ্যারা নিয়ত স্বর্গে বাস করিতেছে, তাহাদিগকে লইয়া আপনি সর্ব্বদাই আপনার ইচ্ছামত উপভোগ করুন্ না! দেখুন, মহামহিমশালী মহাত্মারাও যদি অহংমদে উন্মত্ত হইয়া নিন্দিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে অজ্ঞান লোক সেইটীকে কর্ত্তব্য মনে করিয়া সেই মহদাচরিত পথের অনুবর্ত্তী হয়; সুতরাং তাহাতে প্রকৃত ধর্ম্মও একেবারে অন্তর্হিত হইয়া পড়ে ॥ ৫১—৫২ ॥ অতএব, হে মহাভাগ! আপনি গুরুর সেই মনোমোহিনী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করুন্; অধিক আর কি বলিব, আপনার এই উপলক্ষে এক্ষণে যাহাতে দেবতাদিগের মধ্যে পরস্পর একটা বিষম বিরোধ উপস্থিত না হয়, আপনি তৎপক্ষে বিশেষ যত্নবান্ হউন ॥ ৫৩ ॥

ইন্দুরুবাচ ।

ধর্ম্মজ্ঞোঽসি মহাবাহো ! দেবানামধিপঃ স্বয়ম্ ।
পুরোধাপি চ তে তাদৃক্ যুবয়োঃ সদৃশী মতিঃ ॥ ৫৫ ॥
পরোপদেশে কুশলা ভবন্তি বহবো জনাঃ ।
দুর্লভস্তু স্বয়ং কর্ত্তা প্রাপ্তে কর্ম্মণি সর্ব্বদা ॥ ৫৬ ॥
বার্হস্পত্যপ্রণীতঞ্চ শাস্ত্রং গৃহ্লন্তি মানবাঃ ।
কো বিরোধোঽত্র দেবেশ ! কাময়ানাং ভজন্ স্ত্রিয়ম্ ॥ ৫৭ ॥
স্বকীয়ং বলিনাং সর্ব্বং দুর্ব্বলানাং ন কিঞ্চন ।
স্বীয়া চ পরকীয়া চ ভ্রমোঽয়ং মন্দচেতসাম্ ॥ ৫৮ ॥

ভঙ্গ্যা স্তুতিনিন্দাফলকাধিকার্থবাদরূপয়া ॥ ৫৪—৫৫ ॥ পরোপদেশে কুশলা ইতি। স্বস্মিন্নহল্যাজারত্বং কথং ন জানাসীত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥ বার্হস্পত্যপ্রণীতমিতি। তস্মিন্ শাস্ত্রে স্ত্রিয়ং কাময়ানাং ভজন্ন দুষ্যতীত্যুক্তং ততো মম কো বিরোধঃ ॥ ৫৭ ॥ স্বকীয়মিতি। বলিনাং প্রবলানাং সর্ব্বং কৃতাকৃতরূপং স্বকীয়মেব স্বেন কৃতমুত্তমমেব ভবতি। দুর্ব্বলানাস্তু কৃতমপি নোত্তমং ভবতীতি লোকরীতিরিয়ং দর্শিতা। কিঞ্চ মম ভার্য্যাং দেহীতি বদন্ বৃহস্পতিঃ কথং ন লজ্জতি তস্যাঃ ময্যনুরক্তত্বেন মদীয়ত্বাদিত্যাহ স্বীয়া চেতি। যদ্বা প্রবলানাং সর্ব্বং বস্তু স্বকীয়মেব ভবতি পরস্য বস্তুনো হরণে সামর্থ্যাৎ। দুর্ব্বলানাং তু ন কিঞ্চন স্বকীয়মপি পরকীয়ং ভবতীত্যর্থঃ। তথাচ মম প্রবলত্বান্মমৈব সা বর্ত্তত ইতি ভাবঃ। জ্ঞানদৃষ্টিমবলম্ব্য বদতি স্বীয়া চেতি। জ্ঞানিনস্তু মম সর্ব্বং স্বকীয়মেব ভবতীতি ভাবঃ ॥৫৮—৫৯॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিবৃন্দ ! চন্দ্রদেব দূতমুখে ইন্দ্র-সন্দিষ্ট সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ মাত্র একেবারে ক্রোধে ব্যাকুলিত হইয়া পড়িলেন; তাহার পর, তিনি তখনিই ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সেই দূতের সমক্ষেই ঈষৎ ভঙ্গীক্রমে প্রত্যুত্তর প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৪ ॥ অহে ইন্দ্র ! তুমি একেত নিজে মহান্ বাহুবলসম্পন্ন, তাহাতে আবার দেবতাদিগের অধিপতি হইয়াছ, অতএব প্রকৃত ধর্ম্মকে তুমিই চিনিয়াছ, আর সেইরূপ তোমার পুরোহিতটীও পরমধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ; কারণ, তোমাদিগের উভয়ের বুদ্ধিটীও একই প্রকার দেখিতেছি। ফলত কাহারও কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই ॥ ৫৫ ॥ বুঝিলাম, অনেকেই পরোপদেশ বিষয়ে পটু ; কিন্তু; সেইরূপ কার্য্য নিজের উপস্থিত হইলে, সকল সময়েই অনুষ্ঠান করিতে পারে, এ সংসারে এরূপ লোক দুর্লভ ॥ ৫৬ ॥ অহে দেবেন্দ্র ! ভাল, জিজ্ঞাসা করি, মানব মাত্রে সকলেই ত বৃহস্পতিপ্রণীত শাস্ত্র গ্রহণ করে ? তবে (তিনি যখন নিজ শাস্ত্রে কামার্ত্তা রমণীসম্ভোগে কোন দোষ নাই বলিয়া বিধি দিয়াছেন,) তখন আমিও যদি তাদৃশ সকামা স্ত্রীকে উপভোগ করিয়া থাকি, তাহাতে বিরোধ ঘটিবে কেন ? ॥ ৫৭ ॥ এই সংসার মধ্যে যাহা কিছু বস্তু জাত আছে, তৎসমস্তই প্রবলের ভোগ্য দুর্ব্বলের কিছুই নহে ; এটী আপনার আর এটী অন্যের এ সকল কেবল অবিদ্যাদৃষ্টি নির্ব্বোধদিগের পক্ষেই জানিবে' ॥ ৫৮ ॥ বিশেষতঃ তারা আমাতে যেরূপ অনুরাগিণী তোমার গুরুর প্রতি

তারা ময্যনুরক্তা চ যথা ন তু তথা গুরৌ।
অনুরক্তা কথং ত্যাজ্যা ধর্ম্মতো ন্যায়তস্তথা ॥ ৫৯ ॥
গৃহারম্ভস্তু রক্তায়াং বিরক্তায়াং কথং ভবেৎ।
বিরক্তেয়ং তদা জাতা চকমেঽনুজকামিনীম্ ॥ ৬০ ॥
ন দাস্যেঽহং বরারোহাং গচ্ছ দূত! বদ স্বয়ম্।
ঈশ্বরোঽসি সহস্রাক্ষ! যদিচ্ছসি কুরুষ্ব তৎ ॥ ৬১ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তঃ শশিনা দূতঃ প্রযযৌ শক্রসন্নিধিম্।
ইন্দ্রায়াচষ্ট তৎ সর্ব্বং যদুক্তং শীতরশ্মিনা ॥ ৬২ ॥
তুরাষাডপি তচ্ছ্রুত্বা ক্রোধযুক্তো বভূব হ।
সেনোদ্যোগং তথা চক্রে সাহায্যার্থং গুরোর্ব্বিভুঃ ॥ ৬৩ ॥

চকমেঽনুজকামিনীমিতি। যদাঽনুজকামিনীং• কনিষ্ঠবন্ধুকামিনীং সম্বর্ত্তভার্য্যাং বৃহস্পতি-শ্চকমে তদাপ্রভৃতীয়ং বিরক্তা জাতেতি কথা পাদ্মে প্রসিদ্ধা। যদ্বাঽনুজেতি প্রথমান্তং লুপ্ত-বিভক্তিকম্। তথাচাঽনুজঃ সন্ কনিষ্ঠবন্ধুঃ সন্নপি বৃহস্পতিঃ কামিনীং জ্যেষ্ঠবন্ধোরুতথ্যস্য কামিনীং মমতাভিধাং চকমে ভুক্তবানিত্যর্থঃ। তদাপ্রভৃতি বিরক্তা জাতেতি কথা মহা-ভারতে প্রসিদ্ধা ॥৬০॥ (এবং বৃহস্পতিং তিরস্কৃত্য ইন্দ্রমপি বক্রোক্ত্যা নিন্দন্ কথামুপসংহরং-শ্চাহ। ন দাস্যে ইতি। সহস্রাণি অক্ষীণি যস্য এতেন অহল্যাজারত্বং ব্যঞ্জিতম্ ॥ ৬১—৬২ ॥ তুরাষাড়িতি। গুরোঃ সাহায্যার্থং বৃহস্পতের্ভার্য্যোদ্ধারণার্থমিত্যর্থঃ। বিভুর্নিগ্রহানুগ্রহ-

---

সেরূপ নহে। অতএব, ধর্ম্ম ও ন্যায়ানুসারে তাদৃশ অনুরক্তা স্ত্রীকে কি প্রকারে ত্যাগ করিব? ॥৫৯॥ ফল কথা, লোকে অনুরক্তা কামিনীকে লইয়াই গৃহস্থ ধর্ম্মের সুখানুভব করিয়া থাকে; কিন্তু স্ত্রীলোকে স্বামীর প্রতি বিরক্ত হইলে, তাহা আর কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অতএব, বৃহস্পতি যখন নিজ কনিষ্ঠ সহোদর সম্বর্ত্তের পত্নীর প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন, তারা সেই অবধিই আর তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী নহে ॥ ৬০ ॥ ইন্দ্র! তুমি নিজে সহস্রলোচন হইয়াছ কেন, সেইটী একবার মনে ভাবিয়া দেখিও তোমায় অধিক আর কি বলিব, তুমিত স্বয়ং এক্ষণে দেবতাদিগের অধীশ্বর!! তোমার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হও; অহে দূত! তুমি যাও তাহাকে স্বয়ং বলিও, আমি সেই বরবর্ণিনী কামিনীকে প্রত্যর্পণ করিব না ॥ ৬১ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! শশাঙ্ক এইরূপ বলিলে পর, দূত তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের নিকট প্রস্থান করিলেন এবং শীতকিরণ চন্দ্রদেবের তাদৃশ গর্ব্বোক্তি সকল নিজ প্রভু দেবেন্দ্রের কাছে ব্যক্ত করিলেন ॥ ৬২ ॥ মহাপ্রভাব ইন্দ্র দূতমুখে চন্দ্রের সাহঙ্কার বাক্য শ্রবণমাত্র ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন; এবং তৎক্ষণাৎ গুরুদেবের সাহায্যের নিমিত্ত সৈন্য সকলকে সুসজ্জিত করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন ॥ ৬৩ ॥ এ দিকে, ভৃগুনন্দন অসুরাচার্য্য শুক্র এই সকল

শুক্রস্তু বিগ্রহং শ্রুত্বা গুরুদ্বেষাত্ততো যযৌ।
মা দদস্বেতি তং বাক্যমুবাচ শশিনং প্রতি ॥ ৬৪ ॥
সাহায্যং তে করিষ্যামি মন্ত্রশক্ত্যা মহামতে!।
ভবিতা যদি সংগ্রামস্তব চেন্দ্রেণ মারিষ! ॥ ৬৫ ॥
শঙ্করস্তু তদাকর্ণ্য গুরুদারাভিমর্শনম্।
গুরুশত্রুং ভৃগুং মত্বা সাহায্যমকরোত্তদা ॥ ৬৬ ॥
সংগ্রামস্তু তদা বৃত্তো দেবদানবয়োর্দ্রুতম্।
বহূনি তত্র বর্ষাণি তারকাসুরবৎ কিল ॥ ৬৭ ॥
দেবাসুরকৃতং যুদ্ধং দৃষ্ট্বা তত্র পিতামহঃ।
হংসারূঢ়ো জগামাশু তং দেশং ক্লেশশান্তয়ে ॥ ৬৮ ॥
রাকাপতিং তদা প্রাহ মুঞ্চ ভার্য্যাং গুরোরিতি।
নোচেদ্বিষ্ণুং সমাহূয় করিষ্যামি তু সংক্ষয়ম্ ॥ ৬৯ ॥

সমর্থঃ। এতেন শশধরদমনে তস্য সমর্থত্বং সূচিতম্ ॥৬৩—৬৫॥) সাহায্যং মন্ত্রাদিভির্বৃহস্পতেঃ শঙ্করোঽকরোদিত্যর্থঃ ॥ ৬৬—৬৮ ॥ (রাকাপতিং চন্দ্রম্ ॥ ৬৯ ॥) কিমন্যায়ে মতির্জাতেতি।

বৃত্তান্ত শ্রবণ মাত্রেই সুরাচার্য্য বৃহস্পতির প্রতি বিদ্বেষ প্রযুক্ত চন্দ্রের নিকট যাইয়া কহিলেন; চন্দ্র! তুমি কদাচ তারাকে প্রত্যর্পণ করিও না। হে মহাত্মন্! যদি ইন্দ্রের সহিত তোমার একান্তই সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, আমি মন্ত্রবলে তোমার সাহায্য করিব, অতএব তুমি ইহাতে কিছুমাত্র ভীত হইও না ॥ ৬৪—৬৫ ॥ পরন্তু, যখন দেবদেব ভগবান্ শঙ্কর শুনিলেন যে, চন্দ্র গুরুপত্নী অপহরণ করিয়াছেন এবং ভৃগুনন্দন শুক্রাচার্য্যও সে বিষয়ে সুরগুরুর শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; তখন তিনিও বৃহস্পতির পক্ষে সাহায্য দান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৬৬॥ মহর্ষিমণ্ডল! পুরাকালে যেমন তারকাসুরের সহিত দেবসৈন্যের ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, এই সময় বৃহস্পতি পত্নী তারার নিমিত্তও সেইরূপ পুনরায় দেবদানবে বহু বর্ষ ব্যাপিয়া ঘোরতর সমর চলিতে লাগিল ॥ ৬৭ ॥ এখানে লোক পিতামহ প্রজাপতি ব্রহ্মা দেবাসুরের তাদৃশ সৃষ্টি ক্ষয়কর ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত দেখিয়া সমস্ত ক্লেশ শান্তির নিমিত্ত অবিলম্বে হংসারোহণে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ৬৮ ॥ পিতামহ সমরাঙ্গণে আগমন মাত্রেই প্রথমতঃ সকলকেই যুদ্ধ হইতে নিবারণ করিলেন, পরে তারকাপতি চন্দ্রকে কহিলেন, শশধর! যদি নিজের মঙ্গল কামনা থাকে, তবে এখনি গুরুর ভার্য্যাকে পরিত্যাগ কর!! আর যদি অহংমদে উন্মত্ত হইয়া আমার আদেশ পালন না কর, তাহা হইলে, এই দণ্ডেই বিষ্ণুকে আনিয়া তোমাদিগের সকলকেই বিনাশ করিয়া ফেলিব ॥ ৬৯ ॥ তাহার পর অসুরাচার্য্য শুক্রকে বলিলেন, ওহে! তুমি মহাত্মা ভৃগুর ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ বিশে-

ভৃগুং নিবারয়ামাস ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
কিমন্যায়ে মতির্জ্জাতা সঙ্গদোষান্মহামতে!॥ ৭০॥
নিষেধয়ামাস ততো ভৃগুস্তং চৌষধীপতিম্।
মুঞ্চ ভার্য্যাং গুরোরদ্য পিত্রাঽহং প্রেষিতস্তব॥ ৭১॥

সূত উবাচ।

দ্বিজরাজস্তু তচ্ছ্রুত্বা ভৃগোর্ব্বচনমদ্ভুতম্।
দদাবতৎপ্রিয়াং ভার্য্যাং গুরোর্গর্ব্ভবতীং শুভাম্॥ ৭২॥
প্রাপ্য কান্তাং গুরুর্হৃষ্টঃ স্বগৃহং মুদিতো যযৌ।
ততো দেবাস্ততো দৈত্যা যযুঃ স্বান্ স্বান্ গৃহান্ প্রতি॥ ৭৩॥
ব্রহ্মা স্বসদনং প্রাপ্তঃ কৈলাসঞ্চাপি শঙ্করঃ।
বৃহস্পতিস্তু সন্তুষ্টঃ প্রাপ্য ভার্য্যাং মনোরমাম্॥ ৭৪॥
ততঃ কালেন কিয়তা তারাঽসূত সুতং শুভম্।
সুদিনে শুভনক্ষত্রে তারাপতিসমং গুণৈঃ॥ ৭৫॥

তবেতি শেষঃ॥ ৭০॥ ওষধীপতিং চন্দ্রম্। পিত্রাহং প্রেষিতস্তবেতি। তব পিত্রাঽত্রিণে ত্যর্থঃ॥ ৭১—৭৪॥

(তারাপতিনা চন্দ্রেণ সমং তদৌরসজাতত্বাৎ তথাত্বম্॥ ৭৫॥ বৃহস্পতিস্তু জ্ঞাত

যতঃ নিজেও পরম জ্ঞানী হইয়া একি করিতেছ? কেবল সঙ্গদোষ বশতই কি তোমার এরূপ অধর্ম্মমতি ঘটিল?॥৭০॥ তখন, ভৃগুকুলতিলক শুক্র পিতামহের বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া চন্দ্রদেবকে সংগ্রামে নিবৃত্ত করিলেন; পরে তাঁহাকে বলিলেন, সুধাংশো! দেখ, তোমার পিতা মহর্ষি অত্রি আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন; অতএব, আর গুরু ভার্য্যাকে রাখিবার প্রয়োজন নাই এই ক্ষণেই গিয়া তাঁহাকে প্রত্যর্পণ কর॥ ৭১॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! দ্বিজরাজ চন্দ্রদেব ভার্গবের তাদৃশ আশ্চর্য্য জনক বাক্য শ্রবণ করিয়া যদিচ দেবগুরু বৃহস্পতির ভার্য্যা মনোহরা তারা নিজ পতির প্রতি বিরক্তা, বিশেষতঃ গর্ভবতী, তথাপি অগত্যা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন॥৭২॥ গুরুদেব নিজ কান্তাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে নিজ গৃহে প্রতিগমন করিলেন; তদ্দর্শনে সুরাসুর সকলেই স্ব স্ব ভবনাভিমুখে প্রস্থান করিলেন॥ ৭৩॥ (দেব কি অসুর সকলেই যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন করিলে পর) পিতামহ ব্রহ্মা স্বীয় সত্যধামে এবং শঙ্করও কৈলাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এ দিকে বৃহস্পতিও নিজ মনোরমা পত্নীকে লাভ করিয়া পরমানন্দে কালাতিবাহিত করিতে লাগিলেন॥ ৭৪॥

অনন্তর, এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে, গুরুভার্য্যা তারা অনুকূল গ্রহ নক্ষত্রাদি সময়ে শুভক্ষণে শশধরসদৃশ রূপগুণসম্পন্ন পরম সুন্দর এক পুত্র প্রসব করিলেন॥ ৭৫॥

দৃষ্ট্বা পুত্ত্রং গুরুর্জাতং চকার বিধিপূর্ব্বকম্ ।
জাতকর্ম্মাদিকং সর্ব্বং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥ ৭৬ ॥
শ্রুতং চন্দ্রমসা জন্ম পুত্ত্রস্য মুনিসত্তমাঃ ! ।
দূতঞ্চ প্রেষয়ামাস গুরুং প্রতি মহামতিঃ ॥ ৭৭ ॥
ন চায়ং তব পুত্ত্রোঽস্তি মম বীর্য্যসমুদ্ভবঃ ।
কথং ত্বং কৃতবান্ কামং জাতকর্ম্মাদিকং বিধিম্ ॥ ৭৮ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য দূতস্য চ বৃহস্পতিঃ ।
উবাচ মম পুত্ত্রো মে সদৃশো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭৯ ॥
পুনর্ব্বিবাদঃ সংজাতো মিলিতা দেবদানবাঃ ।
যুদ্ধার্থমাগতাস্তেষাং সমাজঃ সমজায়ত ॥ ৮০ ॥
তত্রাগতং স্বয়ং ব্রহ্মা শান্তিকামঃ প্রজাপতিঃ ।
নিবারয়ামাস মুখে সংস্থিতান্ যুদ্ধদুর্ম্মদান্ ॥ ৮১ ॥

পুত্ত্রং স্বীয়ৌরসজাতং মত্বা তস্য জাতকর্ম্মাদিকং কৃতবানিত্যাহ দৃষ্ট্বেতি ॥ ৭৬—৭৭ ॥ কথমিতি। ত্বং জনক ইব কথং তস্য জাতপুত্ত্রস্য সংস্কারবিধিং কৃতবান্ মমৌরসজাতত্বাৎ ন তু

পুত্ত্রকে উৎপন্ন দেখিয়া গুরুদেব আহ্লাদে পুলকিত হইয়া যথাবিহিত জাতেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন ॥ ৭৬ ॥ এ দিকে মহাত্মা চন্দ্রদেব তারার গর্ব্ভে পুত্র জন্মিয়াছে শুনিবামাত্র একজন দূতকে এই কথা বলিয়া বৃহস্পতির নিকট পাঠাইয়া দিলেন যে, হে সুরাচার্য্য ! তারার গর্ব্ভে যে পুত্রটী জন্ম গ্রহণ করিয়াছে সেটী তোমার নহে; ফলত তাহাকে আমার ঔরসজাত বলিয়া জানিবে ; অতএব, তুমি পূর্ব্বাপর বিবেচনা না করিয়া নিতান্ত স্বেচ্ছাচারীর মত কি করিয়া সেই পুত্রের পিতৃবিধেয় জাত কর্ম্মাদি সম্পাদন করিলে ? ॥ ৭৭—৭৮ ॥ বৃহস্পতি দূতমুখে চন্দ্রের সেই সকল কথা শুনিয়া কহিলেন, এই পুত্রে যখন আমার সমস্ত অবয়ব সাদৃশ্য রহিয়াছে তখন এই পুত্র যে আমার ঔরস জাত, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই ॥ ৭৯ ॥

হে মুনিসত্তম মহর্ষিমণ্ডল ! সুরাচার্য্য পুত্রদানে অসম্মত হইয়া চন্দ্রের দূতকে প্রত্যাখ্যান করিলে পর পুনরায় ঘোরতর বিবাদের সূত্রপাত হইল ; অর্থাৎ দেব ও দানবগণ সমবেত হইয়া সকলেই সমরক্ষেত্রে আগমন করিলেন ; এবং সুমন্ত্রণার নিমিত্ত সেই স্থলে তাঁহাদের সাংগ্রামিক সভা সংস্থাপিত হইতে লাগিল ॥ ৮০ ॥ এখানে প্রজাপতি ব্রহ্মা এই সকল লোকক্ষয়কর সমরবৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া শান্তি বাসনায় স্বয়ং সেই স্থলে আগমন পূর্ব্বক রণমুখে অবস্থিত সেই সমস্ত যুদ্ধ দুর্ম্মদ দেব ও দানবদিগকে নিবারণ করিলেন ॥ ৮১ ॥ তার পর, ধর্ম্মাত্মা পিতামহ তারাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে ! তুমি রমণীমণ্ডলের

তারাং পপ্রচ্ছ ধর্ম্মাত্মা কস্যায়ং তনয়ঃ শুভে!।
সত্যং বদ বরারোহে! যথা ক্লেশঃ প্রশাম্যতি॥ ৮২॥
তমুবাচাঽসিতাপাঙ্গী লজ্জমানাপ্যধোমুখী।
চন্দ্রস্যেতি শনৈরন্তর্জগাম বরবর্ণিনী॥ ৮৩॥
জগ্রাহ তং সুতং সোমঃ প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা।
নাম চক্রে বুধ ইতি জগাম স্বগৃহং পুনঃ॥ ৮৪॥
যযৌ ব্রহ্মা স্বকং ধাম সর্ব্বে দেবাঃ সবাসবাঃ।
যথাগতং গতং সর্ব্বৈঃ সর্ব্বশঃ প্রেক্ষকৈর্জ্জনৈঃ॥ ৮৫॥
কথিতেয়ং বুধোৎপত্তির্গুরুক্ষেত্রে চ সোমতঃ।
যথা শ্রুতা ময়া পূর্ব্বং ব্যাসাৎ সত্যবতীসুতাৎ॥ ৮৬॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
প্রথমস্কন্ধে বুধোৎপত্তির্নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

ত্বমেবাত্রাধিকারীত্যর্থঃ॥ ৭৮—৮১॥ ক্লেশো যুদ্ধজনিতকৃচ্ছ্রঃ॥ ৮২॥ লজ্জমানা উপপতিসম্ভোগ-সূচনাদিত্যর্থঃ॥ ৮৩—৮৫॥ বুধোৎপত্তিমুক্ত্বা সূতঃ কথাং সংহরতি কথিতেয়মিতি। গুরোর্বৃহস্পতেঃ ক্ষেত্রে পত্ন্যাং তারায়ামিত্যর্থঃ॥ ৮৬॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে
একাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১১॥

শিরোমণি! অতএব, সত্য বল এই পুত্রটী কাহার? তাহা হইলেই এই মহাকষ্টকর সমরবহ্নি সম্পূর্ণ রূপে প্রশমিত হয়॥ ৮২॥ অসিতাপাঙ্গী বরারোহা তারা ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াও মহতের আদেশ অলঙ্ঘ্য ভাবিয়া অগত্যা অধোমুখে মৃদুস্বরে চন্দ্রমার পুত্র এই কথা বলিয়াই লজ্জাভরে সে স্থল হইতে অন্তর্হিতা হইলেন॥ ৮৩॥ তখন, দ্বিজরাজ চন্দ্র আনন্দে প্রফুল্ল চিত্ত হইয়া নিজ পুত্রকে গ্রহণ করিলেন এবং বুধ এইরূপ নাম রক্ষা করিয়া পুনরায় স্বীয় ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন॥ ৮৪॥ তদনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা স্বধামে যাত্রা করিবামাত্র ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ কি অপরাপর দর্শকগণ যিনি যে স্থল হইতে আসিয়াছিলেন, সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন॥৮৫॥ হে মহর্ষিগণ! দ্বিজরাজ সোমের ঔরসে সুরগুরু বৃহস্পতির ক্ষেত্রে বুধের এই উৎপত্তির বিষয় পূর্ব্বে আমি সত্যবতীতনয় শুকদেব বেদ-ব্যাসের মুখে যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম তৎসমস্তই বর্ণনা করিলাম॥ ৮৬॥

অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথম স্কন্ধে বুধোৎপত্তি নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ততঃ পুরূরবা জজ্ঞে ইলায়াং কথয়ামি বঃ।
বুধপুত্রোঽতিধর্ম্মাত্মা যজ্ঞকৃদ্দানতৎপরঃ ॥ ১ ॥
সুদ্যুম্নো নাম ভূপালঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সৈন্ধবং হয়মারুহ্য চচার মৃগয়াং বনে ॥ ২ ॥
যুতঃ কতিপয়ামাত্যৈর্দংশিতশ্চারুকুণ্ডলঃ।
ধনুরাজগবং বদ্ধা বাণসঙ্ঘস্তথাঽদ্ভুতম্ ॥ ৩ ॥
স ভ্রমংস্তদ্বনোদ্দেশে হন্যমানো রুরূন্ মৃগান্।
শশাংশ্চ শূকরাংশ্চৈব খড়্গাংশ্চ গবয়াংস্তথা ॥ ৪ ॥

ত্রিপঞ্চাশৎপদ্যবর্য্যৈরুৎপন্নস্তু পুরূরবাঃ।
দেবীপ্রসাদাম্মুক্তাভূদিলেত্যেবং হি কথ্যতে।

ঋষিভিঃ পুরূরবসো বৃত্তান্তপ্রশ্নে কৃতে কোঽসৌ পুরূরবা ইত্যাকাঙ্ক্ষানিবৃত্ত্যর্থং সোমবংশোদ্ভবরাজ্ঞাং কথাস্মিন্ পুরাণে ক্বচিদপি অবশ্যং বক্তব্যেতি পুরূরবসঃ প্রসঙ্গেন বক্তব্যাপি সোমাদ্বুধোৎপত্তিরুক্তা ততঃ পুরূরবস উৎপত্তিমাহ ততঃ পুরূরবা ইতি। ততো বুধোৎপত্ত্যনন্তরং পুরূরবা ইলায়াং কামিন্যাং জজ্ঞে প্রাদুর্ভূতঃ বুধপুত্রো বুধাদিলায়ামুৎপন্ন ইত্যর্থঃ ॥১॥ কাসাবিলেত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তদুৎপত্তিং কথয়তি সুদ্যুম্নো নামেতি। অয়ং সুদ্যুম্নো বৈবস্বত-

---

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিমণ্ডল! অতঃপর, আপনারা আমার নিকট যে বুধের জন্ম বিবরণ শ্রবণ করিলেন, আপনাদের পূর্ব্ব জিজ্ঞাসিত সেই বদান্যবর নিয়ত যজ্ঞানুষ্ঠান নিরত ধর্ম্মাত্মা পুরূরবা সেই বুধদেবের ঔরসে ইলা নামে কোন ক্ষত্রিয়-রমণীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন ॥ ১ ॥ (যদি বলেন যে, ইলা কে? তাহাও সবিশেষ বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ করুন। বৈবস্বত মনুর পুত্র) সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পৃথিবীপতি রাজচক্রবর্ত্তী সুদ্যুম্ন কোন সময় কর্ণে মনোহর কুণ্ডল হস্তে আজগব নামে শরাসন এবং পৃষ্ঠদেশে ভীষণ বাণময় তূণীর ধারণ পূর্ব্বক কতিপয় অমাত্য মাত্র সমভিব্যাহারে একটী সিন্ধুদেশ জাত অশ্ব আরোহণে মৃগয়া উদ্দেশে অরণ্য মধ্যে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন ॥ ২—৩ ॥

তিনি সেই বন প্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে প্রথমত কতকগুলি রুরু জাতীয় মৃগকে বিনাশ করিলেন পরে শশক, বরাহ, গণ্ডক, চমরীমৃগ, শরভ, মহিষ, সৃমর ও বন্যকুক্কুট প্রভৃতি

শরভাম্মহিষাংশ্চৈব সামরান্ বনকুক্কুটান্।
নিঘ্নন্ মেধ্যান্ পশূন্রাজা কুমারবনমাবিশৎ ॥ ৫ ॥
মেরোরধস্তলে দিব্যং মন্দারদ্রুমরাজিতম্।
অশোকলতিকাকীর্ণং বকুলৈরধিবাসিতম্ ॥ ৬ ॥
শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ চম্পকৈঃ পনসৈস্তথা।
আম্রৈর্নীপৈর্ম্মধূকৈশ্চ মাধবীমণ্ডপাবৃতম্ ॥ ৭ ॥
দাড়িমৈর্নারিকেলৈশ্চ কদলীষণ্ডমণ্ডিতম্।
যূথিকামালতীকুন্দপুষ্পবল্লীসমাবৃতম্ ॥ ৮ ॥
হংসকারণ্ডবাকীর্ণং কীচকধ্বনিনাদিতম্।
ভ্রমরালিরুতারামং বনং সর্ব্বসুখাবহম্ ॥ ৯ ॥
দৃষ্ট্বা প্রমুদিতো রাজা সুদ্যুম্নঃ সেবকৈর্বৃতঃ।
বৃক্ষান্ সুপুষ্পিতান্বীক্ষ্য কোকিলারাবমণ্ডিতান্ ॥ ১০ ॥

মনোঃ পুত্র ইতি বিষ্ণুভাগবতে। সৈন্ধবং সিন্ধুদেশোদ্ভবম্ ॥২—৪॥ মেধ্যান্ যজ্ঞিয়ান্ ॥৫—৬॥ মাধবী বাসন্তী। বাসন্তী মাধবীলতেতি বচনাৎ ॥ ৭—৮ ॥ কীচকধ্বনিনাদিতমিতি। বেণবঃ

যজ্ঞের উপযোগী পবিত্র-মাংস নানাজাতি পশু সকল সংহার পূর্ব্বক ক্রমে কুমার বনে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৪—৫ ॥

হে মহর্ষিগণ! সুমেরুর অধোভাগস্থ সেই পরম রমণীয় কুমার কাননের কোন কোন স্থানে শ্রেণীসংবদ্ধ মন্দার তরু সকল শোভা পাইতেছে, কোথায়ও বা বিবিধ লতাজাল সমাকীর্ণ অশোক ও বকুল প্রভৃতি সুরভিময় কুসুম গন্ধে সুবাসিত; কোন দিকে শাল, তাল, তমাল, পনস ও আম্র প্রভৃতি সুদীর্ঘ বৃক্ষরাজি মনোহর ফলভরে অবনত; আবার কোন স্থল বা চম্পক ও কেলি কদম্বাদি কুসুমদ্রুম সকল মাধবীলতা মণ্ডপে বিমণ্ডিত হইয়া অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে স্থলবিশেষ, যূথিকা, মালতী ও কুন্দ প্রভৃতি পুষ্পবল্লী সমাবৃত, ফলবান্ দাড়িম নারিকেল ও কদলী ষণ্ডমণ্ডিত সরোবর সকল হংসকারণ্ডব প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। বায়ু প্রতিহত তটভূমিস্থ কীচকাখ্য বংশ সকলের রন্ধ্রদেশ হইতে অবিকল বংশীধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে; সেই সঙ্গে অমনি ভ্রমর সকল গুণগুণ রবে গান ধরিয়া যূথে যূথে বিচরণ করত আগন্তুক শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জন করিতেছে। ঋষিগণ! সহচরগণপরিবৃত নরপতি সুদ্যুম্ন তাদৃশ সর্ব্বসুখাবহ উপবন এবং কোকিলকুলের সুমধুর ঝঙ্কার পূরিত কুসুমিত তরুরাজি সন্দর্শন করিয়া একেবারে আহ্লাদে পুলকিত হইয়া পড়িলেন ॥ ৬—১০ ॥ কিন্তু, তিনি সেই স্থলে প্রবিষ্ট হইবা-

প্রবিষ্টস্তত্র রাজর্ষিঃ স্ত্রীত্বমাপ ক্ষণাত্ততঃ ।
অশ্বোঽপি বড়বা জাতশ্চিন্তাবিষ্টঃ স ভূপতিঃ ॥ ১১ ॥
কিমেতদিতিচিন্তার্ত্তশ্চিন্ত্যমানঃ পুনঃ পুনঃ ।
দুঃখং বহুতরং প্রাপ্তঃ সুদ্যুম্নো লজ্জয়ান্বিতঃ ॥ ১২ ॥
কিং করোমি কথং যামি গৃহং স্ত্রীভাবসংযুতঃ ।
কথং রাজ্যং করিষ্যামি কেন বা বঞ্চিতো হ্যহম্ ॥ ১৩ ॥

ঋষয় ঊচুঃ ।

সূতাশ্চর্য্যমিদং প্রোক্তং ত্বয়া যল্লোমহর্ষণ ! ।
সুদ্যুম্নঃ স্ত্রীত্বমাপন্নো ভূপতির্দ্দেবসন্নিভঃ ॥ ১৪ ॥
কিং তৎকারণমাচক্ষ্ব বনে তত্র মনোহরে ।
কিং কৃতং তেন রাজ্ঞা চ বিস্তরং বদ সুব্রত ! ॥ ১৫ ॥

সূত উবাচ ।

একদা গিরিশং দ্রষ্টুমৃষয়ঃ সনকাদয়ঃ ।
দিশো বিতিমিরা ভাসা কুর্ব্বন্তঃ সমুপাগমন্ ॥ ১৬ ॥

কীচকাস্তে স্যুর্যে স্বনন্ত্যনিলোদ্ধতা ইতি কোষাৎ কীচকা বেণবঃ ॥ ৯—১২ ॥ যামি যাস্যামীত্যর্থঃ ॥ ১৩—১৪ ॥ কিং কৃতং কো বাঽপরাধঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৭ ॥ ভর্তুরমমাণা

মাত্র অমনি তৎক্ষণাৎ স্ত্রীভাবাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার অশ্বটীও ঘোটকী হইয়া পড়িল ইহা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত চিন্তাবিষ্ট হইলেন ॥ ১১ ॥

অনন্তর, পৃথ্বীপতি রাজর্ষি সুদ্যুম্ন আপনার তাদৃশ অবস্থা সন্দর্শনে প্রথমত ভাবিলেন যে, এ আবার কি হইল? পরে এই বিষয় লইয়া বারংবার যত আলোচনা করিতে লাগিলেন ততই ক্রমশঃ দুঃখ ও লজ্জায় কাতর হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন; এখন আমি কি উপায় করি? এ বেশে কি করিয়াই বা গৃহে ফিরিয়া যাই এবং স্ত্রীলোক হইয়া কি করিয়াই বা রাজকার্য্য সম্পাদন করিব !! হায় ! কে আমায় সহসা তাদৃশ পুরুষত্ব হইতে বঞ্চিত করিল !! ॥ ১২—১৩ ॥

ঋষিগণ কহিলেন, হে লোমহর্ষণনন্দন সূত ! তুমি যাহা বলিলে ইহা অতি আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে। দেবতুল্য পৃথিবীপাল রাজর্ষি সুদ্যুম্ন সেই মনোরম কুমার বনে প্রবিষ্ট হইয়া এমন কি কার্য্য করিয়াছিলেন যে, তদ্দ্বারা তিনি স্ত্রীভাবাপন্ন হইলেন? হে সুব্রত ! সে বিষয়ের সমস্ত কারণ আমাদিগের নিকট বিশেষরূপে বিবৃতি করিয়া বল ॥ ১৪—১৫ ॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিমণ্ডল ! কোন সময় ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি ঋষিগণ দেবাদিদেব ভগবান্ গিরিশকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিজ নিজ অঙ্গজ্যোতিঃপ্রভাবে দিক্

তস্মিংশ্চ সময়ে তত্র শঙ্করঃ প্রমদাযুতঃ।
ক্রীড়াসক্তো মহাদেবো বিবস্ত্রা কামিনী শিবা ॥ ১৭ ॥
উৎসঙ্গে সংস্থিতা ভর্ত্তূ রমমাণা মনোরমা।
তাংস্ত্রিলোক্যাম্বিকা দেবী বিবস্ত্রা ব্রীড়িতা ভৃশম্ ॥ ১৮ ॥
ভর্ত্তূরঙ্কাৎ সমুত্থায় বস্ত্রমাদায় পর্য্যধাৎ।
লজ্জাবিষ্টা স্থিতা তত্র বেপমানাতিমানিনী ॥ ১৯ ॥
ঋষয়োঽপি তয়োর্বীক্ষ্য প্রসঙ্গং রমমাণয়োঃ।
পরিবৃত্ত্য যযুস্তূর্ণং নরনারায়ণাশ্রমম্ ॥ ২০ ॥
হ্রীযুতাং কামিনীং বীক্ষ্য প্রোবাচ ভগবান্ হরঃ।
কথং লজ্জাতুরাঽসি ত্বং সুখন্তে প্রকরোম্যহম্ ॥ ২১ ॥
অদ্য প্রভৃতি যো মোহাৎ পুমান্ কোঽপি বরাননে!।
বনঞ্চ প্রবিশেদেতৎ স বৈ যোষিদ্ভবিষ্যতি ॥ ২২ ॥
ইতি শপ্তং বনন্তেন যে জানন্তি জনাঃ কচিৎ।
বর্জ্জয়ন্তীহ তে কামং বনং দোষসমৃদ্ধিমৎ ॥ ২৩ ॥

ইতি। রোরীতিলোপে ঢ্রলোপেতি দীর্ঘঃ ॥ ১৮ ॥ পর্য্যধাৎ পরিধানং কৃতবতী ॥ ১৯ ॥ প্রসঙ্গং প্রবৃত্তিং ক্রীড়ায়াম্ ॥ ২০ ॥ হ্রীযুতাং লজ্জাযুক্তাম্। সুখন্তে ইতি। তে যথা সুখং স্যাত্তথা প্রকরোমীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥ মোহান্মোহাদপীত্যর্থঃ ॥ ২২—২৩ ॥ তৈঃ সহেতি। তৈঃ সচিবৈঃ

সকল উদ্ভাসিত করত তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৬ ॥ কিন্তু, সেই সময় সর্ব্ব কল্যাণময় ভগবান্ মহাদেব নিজ প্রমোদার সহিত ক্রীড়াসক্ত ছিলেন; এবং মনোরমা হিমালয়নন্দিনীও রতিক্রীড়া উপলক্ষে বিবস্ত্রা হইয়া পতিক্রোড়ে অবস্থান করিতেছিলেন; এরূপ অবস্থায় সহসা কুমারগণকে আসিতে দেখিয়া বিবস্ত্রা অম্বিকা দেবী অত্যন্ত লজ্জান্বিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ কান্তের উৎসঙ্গ দেশ হইতে উত্থান করত বস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পরিধান করিয়া দূরে প্রস্থান করিলেন; পরন্তু, তিনি সেই অন্তরালদেশে অবস্থিত হইয়াও লজ্জা ও অভিমান ভরে কাঁপিতে লাগিলেন ॥ ১৭—১৯ ॥ এদিকে ঋষিগণও তাঁহাদের উভয়ের সেই রতিপ্রসঙ্গ দর্শনমাত্র তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নরনারায়ণাশ্রমে গমন করিলেন ॥ ২০ ॥

তদনন্তর সর্ব্বপাপহারী ভগবান্ শঙ্কর নিজ কামিনীকে তাদৃশ লজ্জান্বিতা দেখিয়া বলিলেন, তুমি কি জন্য এত লজ্জায় কাতর হইতেছ? আমি এই দণ্ডেই তোমার চিত্ত-বিনোদন কার্য্য করিতেছি। হে বরাননে! অদ্যাবধি যে কোন পুরুষ অজ্ঞানতাবশতও এই বনে প্রবেশ করিবে, সে তখনই স্ত্রীলোক হইয়া পড়িবে ॥ ২১—২২ ॥ হে ঋষিগণ! যদিচ কুমার উপবন সমস্ত সুখের আস্পদীভূত বটে! কিন্তু, যে অবধি সেই দেবদেব শম্ভু এতাদৃশ নিদারুণ অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছিলেন সেই অবধি যে সকল পুরুষ এই সকল

সুদ্যুম্নস্তু তদজ্ঞানাৎ প্রবিষ্টঃ সচিবৈঃ সহ।
তথৈব স্ত্রীত্বমাপন্নস্তৈঃ সহেতি ন সংশয়ঃ ॥ ২৪ ॥
চিন্তাবিষ্টঃ স রাজর্ষির্ন জগাম গৃহং হ্রিয়া।
বিচচার বহিস্তস্মাদ্বনদেশাদিতস্ততঃ ॥ ২৫ ॥
ইলেতি নাম সম্প্রাপ্তং স্ত্রীত্বে তেন মহাত্মনা।
বিচরংস্তত্র সংপ্রাপ্তো বুধঃ সোমসুতো যুবা ॥ ২৬ ॥
স্ত্রীভিঃ পরিবৃতাং তান্তু দৃষ্ট্বা কান্তাং মনোরমাম্।
হাবভাবকলাযুক্তাং চকমে ভগবান্ বুধঃ ॥ ২৭ ॥
সাপি তং চকমে কান্তং বুধং সোমসুতং পতিম্।
সংযোগস্তত্র সংজাতস্তয়োঃ প্রেমৃণা পরস্পরম্ ॥ ২৮ ॥

: তদ্বনং গতৈস্তৈঃ সহৈব স্ত্রীত্বং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৪—২৫ ॥ স্ত্রীত্বে ইতি। স্ত্রীত্বে প্রাপ্তে-
ত ইলেতি নাম প্রাপ্তং ইত্যন্বয়ঃ। নিকটস্থমন্ত্রিভিরিলেতি নাম স্থাপিতমিত্যর্থঃ। ইড়
তাবিত্যস্থ রূপম্। ইলা স্তুত্যা ড়লয়োরভেদঃ। হ্রস্বপাঠস্তু সংজ্ঞাশব্দত্বাজ্জাতঃ ॥ ২৬—৩০ ॥

ত্রান্ত লোক পরম্পরায় অবগত হইয়াছিল তাহারা আর কখনও সেই পুরুষত্ব নাশক অর-
্যের নিকটস্থও হইত না। অতএব, নরপতি সুদ্যুম্ন না জানিয়া সেই ভয়ঙ্কর দোষাকর
ন প্রবিষ্ট হইয়া অমাত্যবর্গের সহিত যে, স্ত্রীভাবাপন্ন হইবেন তাহাতে আর সন্দেহ
ক? ॥ ২৩—২৪ ॥

তদনন্তর, রাজর্ষি সুদ্যুম্ন চিন্তা করিতে করিতে সেই বনের বাহিরে আসিয়া অনেক
াকার বিচার করিয়াও স্ত্রীজাতি হওয়া প্রযুক্ত লজ্জায় কোনক্রমেই রাজধানী প্রত্যাগমন
রিতে সম্মত হইলেন না। হে মহর্ষিগণ! যদি চ তিনি তৎকালে স্ত্রীযোনি প্রাপ্ত হইয়া-
ছলেন তথাপি সুমহৎ রাজকুলে জন্ম গ্রহণ করায় এবং নিজেও মহান্ প্রভাবশালী ছিলেন
লিয়া সচিবগণ কর্তৃক ইলা (পূজ্যা) এইরূপ নাম প্রাপ্ত হইলেন। সেই সময় অলৌকিক
যৌবন শোভায় সুশোভিত চন্দ্রকুমার মহাত্মা বুধদেব ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে
দবগতিকে সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া হাব ভাবাদি বিবিধ কামকলা বিভূষিত স্ত্রীগণ পরিবৃত
কমনীয় মূর্ত্তি মনোরমা রমণীকে সন্দর্শন করিয়া সম্ভোগাভিলাষী হইলেন। এদিকে সেইরূপ
যৌবনাঢ্যা ইলা দেবীও মনোজ্ঞ মূর্ত্তি সোমনন্দনকে পতিরূপে প্রাপ্ত হইয়া রমণাভিলাষিণী
হইলেন। অনন্তর, তাঁহারা পরস্পর প্রেমাসক্ত হইয়া সেই স্থলেই রতি ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত
হইলেন ॥ ২৫—২৮ ॥

মহর্ষিগণ! আপনারা পূর্ব্বে যাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন সেই রাজর্ষি পুরূরবা
ভগবান্ বুধের পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। রাজা সুদ্যুম্ন কামিনীরূপে বুধদেবের ঔরসে
বনবাসিনী হইয়া সন্তান প্রসব করিলেন বটে, কিন্তু, পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ থাকায় নিরন্তর

স তস্যাং জনয়ামাস পুরূরবসমাত্মজম্ ॥ ২৯ ॥
সা প্রাসূত সুতং বালা চিন্তাবিষ্টা বনে স্থিতা ।
সস্মার স্বকুলাচার্য্যং বশিষ্ঠং মুনিসত্তমম্ ॥ ৩০ ॥
স তদাঽস্য দশাং দৃষ্ট্বা সুদ্যুম্নস্য কৃপান্বিতঃ ।
অতোষয়ন্মহাদেবং শঙ্করং লোকশঙ্করম্ ॥ ৩১ ॥
তস্মৈ স ভগবাংস্তুষ্টঃ প্রদদৌ বাঞ্ছিতং বরম্ ।
বশিষ্ঠঃ প্রার্থয়ামাস পুংস্ত্বং রাজ্ঞঃ প্রিয়স্য চ ॥ ৩২ ॥
শঙ্করস্তু নিজাং বাচমৃতাং কুর্ব্বন্নুবাচ হ ।
মাসং পুমাংস্তু ভবিতা মাসং স্ত্রী ভূপতিঃ কিল ॥ ৩৩ ॥
ইত্থং প্রাপ্য বরং রাজা জগাম স্বগৃহং পুনঃ ।
চক্রে রাজ্যং স ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠস্যাপ্যনুগ্রহাৎ ॥ ৩৪ ॥
স্ত্রীত্বে তিষ্ঠতি হর্ম্ম্যেষু পুংস্ত্বে রাজ্যং প্রশাস্তি চ ।
প্রজাস্তস্মিন্ সমুদ্বিগ্না নাভ্যনন্দন্মহীপতিম্ ॥ ৩৫ ॥

স তদাঽস্যেতি। সুদ্যুম্নস্যেত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥ ঋতাং কুর্ব্বন্নিতি। অয়ং স্ত্রীত্বং প্রাপ্স্য-
তীতি বাক্যং মম মিথ্যা নৈব ভবেদথাপি তব প্রার্থনানুরোধেন মাসং পুমান্ ভবিষ্যতি
পুনর্ম্মাসং স্ত্রী ভবিষ্যতি পুনর্ম্মাসং পুরুষ ইত্যুবাচেত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥ হর্ম্ম্যেষু গৃহাভ্যন্তরে
চেত্যর্থঃ। নাভ্যনন্দন্ আসাং প্রজানাং স্ত্রীরূপো রাজেতি লোকনিন্দয়েতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

চিন্তায় কাতর হইয়া পরিশেষে কুলাচার্য্য মুনিসত্তম বশিষ্ঠদেবকে ধ্যানযোগে স্মরণ করি-
লেন ॥ ২৯—৩০ ॥ যোগিপ্রবর বশিষ্ঠদেব জ্ঞানপ্রভাবে নিজ শিষ্য রাজর্ষি সুদ্যুম্নের তাদৃশ
দুরবস্থার বিষয় জানিতে পারিয়া অনুকম্পাবশত জগৎ কল্যাণকর কল্যাণময় ভগবান্
মহাদেবকে তপস্যায় পরিতুষ্ট করিলেন ॥ ৩১ ॥ দেবাদিদেব ভগবান্ শঙ্কর তাঁহার তপস্যায়
পরিতুষ্ট হইয়া অভিলষিত বরপ্রদানে উদ্যত হইলে, ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেব অপর বর না লইয়া
নিজ প্রিয়তম শিষ্য রাজা সুদ্যুম্নের পুনর্ব্বার যাহাতে পুরুষত্ব লাভ হয় তাদৃশ বর প্রার্থনা
করিলেন ॥ ৩২ ॥ ভগবান্ শঙ্কর বশিষ্ঠের এতাদৃশ অসম্ভব বরের কথা শ্রবণে আপনার
পূর্ব্ব প্রদত্ত অভিসম্পাত বাক্যের সত্যতা রক্ষা করিবার জন্য কহিলেন, বশিষ্ঠ ! তোমার
শিষ্য এই নরপতি এক মাস স্ত্রী, এক মাস পুরুষ অর্থাৎ মাসান্তরে মাসান্তরে স্ত্রীপুরুষত্ব
লাভ করিবে ; ইহাতে আর দ্বিরুক্তি করিও না ॥ ৩৩ ॥

তদনন্তর ধর্ম্মাত্মা রাজা সুদ্যুম্ন গুরুদেব ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেবের অনুগ্রহে ঈদৃশ বর লাভ
করিয়া পুনরায় স্বীয় রাজধানীতে প্রতিগমন পূর্ব্বক রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৪ ॥
পরন্তু, তিনি যে যে মাসে স্ত্রী ভাবাপন্ন হইতেন সেই সময়ে অন্তঃপুর মধ্যে অবস্থান করিতেন
আর যে সময়ে পুরুষত্ব লাভ করিতেন সেই সেই মাসে বাহিরে আসিয়া প্রজাদিগের

কালে তু যৌবনং প্রাপ্তঃ পুত্ত্রঃ পুরূরবাস্তদা।
প্রতিষ্ঠাং নৃপতিস্তস্মৈ দত্ত্বা রাজ্যং বনং যযৌ ॥ ৩৬ ॥
গত্বা তস্মিন্ বনে রম্যে নানাদ্রুমসমাকুলে।
নারদাৎ মন্ত্রমাসাদ্য নবাক্ষরমনুত্তমম্ ॥ ৩৭ ॥
জজাপ মন্ত্রমত্যর্থং প্রেমপূরিতমানসঃ।
পরিতুষ্টা তদা দেবী সগুণা তারিণী শিবা ॥ ৩৮ ॥
সিংহারূঢ়া স্থিতা চাগ্রে দিব্যরূপা মনোরমা।
বারুণীপানসংমত্তা মদাঘূর্ণিতলোচনা ॥ ৩৯ ॥
দৃষ্ট্বা তাং দিব্যরূপাঞ্চ প্রেমাকুলিতলোচনঃ।
প্রণম্য শিরসা প্রীত্যা তুষ্টাব জগদম্বিকাম্ ॥ ৪০ ॥

ইলোবাচ।

দিব্যঞ্চ তে ভগবতি! প্রথিতং স্বরূপং
দৃষ্টং ময়া সকললোকহিতানুরূপম্।
বন্দে ত্বদঙ্ঘ্রিকমলং সুরসঙ্ঘসেব্যং
কামপ্রদং জননি! চাপি বিমুক্তিদঞ্চ ॥ ৪১ ॥

রাজ্যং প্রতিষ্ঠাং তন্নামকং পুরঞ্চ দত্ত্বেত্যর্থঃ ॥৩৬—৪১॥ কো বেত্তীতি। এতদখিলং তবৈশ্বর্য্যং

ন্যায়ান্যায় বিষয়ের বিচার করিতেন। এরূপ করিলেও প্রজাগণ কেহই তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল; বস্তুতঃ তাদৃশ নরপতিকে কেহই অভিনন্দন করিল না ॥ ৩৫ ॥

এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে, যখন (বুধের ঔরসজাত পুত্র) পুরূরবা ক্রমে যৌবন প্রাপ্ত হইলেন, তখন নরপতি সুদ্যুম্ন প্রতিষ্ঠান নামে অভিনব রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে সেই রাজধানীতে রাজ্যেশ্বর করিয়া আপনি তপোবনে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৬ ॥ তিনি সেই নানাজাতি তরুরাজি সঙ্কুল মনোরম তপোবনে যাইয়া দেবর্ষি নারদের নিকট সর্ব্বোত্তম নবাক্ষর শক্তিমন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক অতিশয় প্রেমপূরিত অন্তঃকরণে তাহা জপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু কাল গত হইলে, জগন্নিস্তারকারিণী পূর্ণমঙ্গলময়ী দেবী ভগবতী, ইলারূপী নরপতি সুদ্যুম্নের তপস্যায় পরিতুষ্টা হইয়া বারুণীপান-প্রমত্ত মদবিঘূর্ণিত লোচন ভক্তজন মনোহর দিব্য সগুণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া সিংহারোহণে সেইস্থলে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া আবির্ভূত হইলেন ॥৩৭-৩৯॥ ইলা জগদম্বিকার সেই লোকাতীত নিরুপম মূর্ত্তি সন্দর্শন মাত্র প্রেমাকুলিত লোচনে প্রণাম করিয়া অতীব প্রীতিসহকারে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪০ ॥

কো বেত্তি তেঽম্ব! ভুবি মর্ত্ত্যতনুর্নিকামং
মুহ্যন্তি যত্র মুনয়শ্চ সুরাশ্চ সর্ব্বে।
ঐশ্বর্য্যমেতদখিলং কৃপণে দয়াঞ্চ
দৃষ্ট্বৈব দেবি! সকলং কিল বিস্ময়ো মে ॥ ৪২ ॥
শম্ভুর্হরিঃ কমলজো মঘবা রবিশ্চ
বিত্তেশবহ্নিবরুণাঃ পবনশ্চ সোমঃ।
জানন্তি নৈব বসবোঽপি হি তে প্রভাবং
বুধ্যেৎ কথং তব গুণানগুণো মনুষ্যঃ ॥ ৪৩ ॥
জানাতি বিষ্ণুরমিতদ্যুতিরম্ব! সাক্ষা-
ত্ত্বাং সাত্ত্বিকীমুদধিজাং সকলার্থদাঞ্চ।
কো রাজসীং হর উমাং কিল তামসীং ত্বাং
বেদাম্বিকে! ন তু পুনঃ খলু নির্গুণাং ত্বাম্ ॥ ৪৪ ॥

মাদৃশে কৃপণে দয়াঞ্চেয়ত্তয়া কো বেত্তি ন কোঽপিত্যর্থঃ। বিস্ময়ো মে ইতি। অহো ভগবত্যাং কিয়দৈশ্বর্য্যং তিষ্ঠতি কিয়তী চ পামরে দয়াস্তীতি ॥ ৪২ ॥ কুত আশ্চর্য্যমিতি চেত্তত্রাহ শম্ভুরিতি। এতে মহাপ্রভাববন্তোঽপি তব প্রভাবং ন জানন্তি তদাঽগুণো গুণশূন্যো মনুষ্যঃ কথং বুধ্যেৎ জানীয়াৎ কথমপীত্যর্থঃ। যতো ন জানাতি তত এবাশ্চর্য্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥ বিষ্ণুর্জানাতীতি চেত্তত্রাহ জানাতীতি। সত্যং বিষ্ণুর্জানাতি কিন্তু সাত্ত্বিকীং শক্তিং লক্ষ্মীরূপামেব কেবলং জানাতি। ন সাম্যাবস্থাত্মিকাং তুরীয়াং নির্গুণাম্। তথা কো ব্রহ্মা রাজসীং শক্তিমেব কেবলং জানাতি। তথা হর উমাং তামসীমেব কেবলং জানাতি ন তু

মাতঃ! ভগবতি! আপনার এই জগজ্জন হিতকর বিশ্ববিশ্রুত দিব্য মূর্ত্তি আমি এই চর্ম্মচক্ষু দ্বারাই দর্শন পাইলাম; কি সৌভাগ্য!! জননি! কি বলিয়া স্তব করিতে হয়, তাহার কিছুই জানি না; অতএব, কেবল আপনার এই শরণাগত ভক্তগণের ইহলোকে সর্ব্ব মনোরথ পূরণকারী আর পরত্র পরম মুক্তিপ্রদ অমরবৃন্দ বন্দনীয় চরণকমল বারংবার বন্দনা করিয়াই মনের সাধ পূর্ণ করি ॥ ৪১ ॥ মাতঃ! আপনার যে ঐশ্বর্য্যমহিমায় সমস্ত ঋষি এবং দেবগণও বিমুগ্ধ, এই পৃথিবীতে এমন কোন মনুষ্য আছে যে সেই ঐশ্বর্য্যের বিষয় সম্যক্‌রূপে অবগত হয়? দেবি! আমি আপনার সেই অখিল ঐশ্বর্য্য এবং দীনের প্রতি ঈদৃশ দয়া সন্দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি ॥ ৪২ ॥ জননি! যখন আপনার এই প্রভাব দেবরাজ ইন্দ্র, সূর্য্যদেব, কুবের, বহ্নি, বরুণ, পবন, চন্দ্র অথবা বসুগণ, অধিক কি মহেশ্বর বিষ্ণু বা ব্রহ্মাও বিশেষরূপে জানেন না, তখন গুণহীন মনুষ্য কিরূপে আপনার গুণমহিমা অবগত হইবে? ॥ ৪৩ ॥ জননি! ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং মহেশ্বর আপনাকে জানেন সত্য কিন্তু সম্যক্‌রূপে অবগত নহেন। কারণ, অমিত-

কাহং সুমন্দমতিরপ্রথিতপ্রভাবঃ
কায়ং তবাতিনিপুণো ময়ি সুপ্রসাদঃ ।
জানে ভবানি ! চরিতং করুণাসমেতং
যৎ সেবকাংশ্চ দয়সে ত্বয়ি ভাবযুক্তান্ ॥ ৪৫ ॥
বৃতস্ত্বয়া হরিরসৌ বনজেশয়াপি
নৈবাচরত্যপি মুদং মধুসূদনশ্চ ।
পাদৌ তবাদিপুরুষঃ কিল পাবকেন
কৃত্বা করোতি চ করেণ শুভৌ পবিত্রৌ ॥ ৪৬ ॥

পুনর্নির্গুণাম্ । একৈকশক্তিজ্ঞাতার এবৈতে ন তুরীয়রূপনির্গুণজ্ঞাতার ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥ এতাদৃশী ত্বং সর্ব্বোৎকৃষ্টাপি স্বভক্তসম্মতিসুলভাঽসীত্যাহ কাহমিতি । হে মাতরহং সুমন্দমতিঃ ক তথা তবায়ং ময়ি সুপ্রসাদঃ ক অতিদূরমিত্যর্থঃ । তথাপি মাদৃশানপি সেবকাংস্ত্বয়ি ভাবযুক্তান্ যদ্যস্মাৎকারণাদ্দয়সে দয়াং করোষি তস্মাৎ স্বভক্তবিষয়ে তব চরিতং করুণাসমেতমস্তীতি জানে নিশ্চিনোমি। ততঃ স্বভক্তস্যাতিসুলভাসীতি সত্যমেবেতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥ তবৈকৈকশক্তেরপি প্রভাবজ্ঞা ব্রহ্মাদয়ো ন সন্তি কিং পুনস্তব মূলশক্তেরিত্যাহ বৃত্ত ইতি। বনজং জীবনং ভুবনং বনমিতি কোশাদ্বনং জলং তস্মাজ্জাতং বনজং কমলং বনজস্যেশা স্বামিনী কমলবাসিনীত্যর্থঃ । তয়া পরশক্ত্যংশভূতয়া ত্বয়া বৃত্তোঽপি ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ বিবাহিতোঽপি মধুসূদনশ্চ মধুদৈত্যনাশকোঽপি মহাপরক্রমবান্ বিষ্ণুর্মুদং হর্ষং কৃত্বা নৈবাচরতি ব্যবহরতি । অহমেতস্যা ন যোগ্যোঽস্মীত্যভিপ্রায়েণ লক্ষ্মীং প্রাপ্যাপি ন হর্ষেণ ব্যবহরতীত্যর্থঃ । অতএব সর্ব্বদা ধ্যানস্থ এব ভবতীতি ভাবঃ। নন্বেবং চেৎ কিমিতি পরয়া লক্ষ্ম্যা স্বপাদসম্বাহনং কারয়তীতি চেত্তত্রাহ পাদৌ তবাদিপুরুষ ইতি। ন স্বপাদসম্বাহনমাদিপুরুষঃ কারয়তি। কিন্তু লোকোদ্ধারার্থং তব পাবকেন শুদ্ধিকারকেণ করেণ হস্তেন নিজৌ পাদৌ শুভৌ পবিত্রৌ করোতি চ। তথাচ বিষ্ণুরেকশক্তিপ্রভাবজ্ঞোঽপি ন ভবতি

ত্যুতি বিষ্ণু আপনাকে সকলার্থদাত্রী সত্ত্বগুণাধিষ্ঠাত্রী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী বলিয়াই জানেন; ব্রহ্মা আপনাকে রজোগুণাধীশ্বরী বলিয়াই স্থির করিয়াছেন; আর সংহারকর্ত্তা মহেশ্বর আপনাকে তমোগুণাধিষ্ঠাত্রী উমা বলিয়াই অবগত আছেন। কিন্তু মাতঃ! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, কেহই আপনাকে সাম্যাবস্থস্বরূপিণী তুরীয়া নির্গুণা বলিয়া জানেন না ॥ ৪৪ ॥ ঈশ্বরি ! আপনি এরূপ অবেদ্য হইলেও ভক্তজনের অনায়াসলভ্যা হয়েন। কারণ, বুদ্ধিপ্রভাব-বিহীন আমিই বা কোথায় ! আর আপনার এরূপ সুপ্রসন্নতাই বা কোথায় !! ফলত এ উভয়ের একত্র সমাবেশ অতীব অসম্ভব তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু, ভবানি ! আমি জানি, যে যাহারা আপনাতে একাগ্রভাবে রত থাকে আপনি সেই সকল সেবকের প্রতি করুণা বিতরণ করিয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥ কি আশ্চর্য্য ! মধুসূদন বিষ্ণু, আপনার অংশরূপিণী লক্ষ্মীদেবী কর্ত্তৃক পরিণীত হইয়াও আমি ইহার যোগ্য নহি এইরূপ ভাবিয়া, আনন্দলাভ করিতে পারেন না। তবে যে সেই আদিপুরুষ লক্ষ্মী দ্বারা নিজ চরণ সম্বাহন করান, সে কেবল

বাঞ্ছত্যহো হরিরশোক ইবাতিকামং
পাদাহতিং প্রমুদিতঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
তাং ত্বং করোষি রুষিতা প্রণতঞ্চ পাদে
দৃষ্ট্বা পতিং সকল দেবনুতং স্মরার্ত্তম্ ॥ ৪৭ ॥
বক্ষঃস্থলে বসসি দেবি! সদৈব তস্য
পর্য্যঙ্কবৎসুচরিতে বিপুলেঽতিশান্তে।
সৌদামনীব সুঘনে সুবিভূষিতে চ
কিন্তেন বাহনমসৌ জগদীশ্বরোঽপি ॥ ৪৮ ॥
ত্বং চেজ্জহাসি মধুসূদনমম্ব! কোপা-
ন্নৈবার্চ্চিতোঽপি স ভবেৎ কিল শক্তিহীনঃ।
প্রত্যক্ষমেব পুরুষং স্বজনাস্ত্যজন্তি
শান্তং শ্রিয়োজ্‌ঝিতমতীবগুণৈর্ব্বিযুক্তম্ ॥ ৪৯ ॥

কুতঃ পুনর্ম্মূলশক্তেঃ প্রভাবজ্ঞ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ তবোৎকৃষ্টত্বাদেব বক্ষ্যমাণং সম্ভবতীত্যুৎপ্রেক্ষতে বাঞ্ছত্যহো ইতি। অশোকবৃক্ষস্য হি স্বভাবঃ পাদতাড়নেন আত্মানং বর্দ্ধয়তীতি তথাচ স্ববর্দ্ধনার্থং পাদতাডনং স ইচ্ছতীত্যুচ্যতে তথাচ তাদৃশাশোক ইবাতিকামং যথেষ্টং যথা স্যাত্তথা প্রমুদিতো হর্ষিতো বিষ্ণুঃ পুরুষস্তব পাদাহতিং ত্বৎকৃতপাদতাড়নং বাঞ্ছতি তদিদমহো আশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ। তাঞ্চ পাদাহতিং সকলদেবস্তুতং স্মরার্ত্তং পতিং পাদে প্রণতঞ্চ দৃষ্ট্বা রুষিতা কুপিতা ত্বং করোষি তদেতত্তদোৎকৃষ্টত্বাভাবেন সঙ্গচ্ছত ইতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥ কিঞ্চ বক্ষঃস্থল ইতি। হে দেবি! তস্য বিষ্ণোর্ব্বক্ষস্থলে পর্য্যঙ্কবৎ সদৈব বসসি কীদৃশী ঘনে মেঘে কৃষ্ণবর্ণে সৌদামনী বিদ্যুল্লতেব। তেন কিন্তদ্ধ্রদয়ে বাসেনাসৌ জগদীশ্বরোঽপি তে তব বাহনং ন জাতঃ কিন্তু জাত এবেতি তবৈকদেশশক্তেরেবং মহিমা কিং পুনস্তব মূলপ্রকৃতে-

---

লক্ষ্মীর পবিত্র হস্তস্পর্শে নিজ পদদ্বয়কে পবিত্র এবং মঙ্গলজনক করেন ॥ ৪৬ ॥ জননি! বোধ হয় সেই পুরাণ পুরুষ বিষ্ণু অশোক বৃক্ষের ন্যায় নিজ প্রফুল্লতার জন্য আনন্দিত হইয়া স্ত্রীলোকের পাদতাড়না ইচ্ছা করেন, সেই জন্যই আপনি সকলদেব-বন্দিত স্মরার্ত্ত পতিকে চরণে পতিত দেখিয়া রুষ্টার ন্যায় পাদতাড়না করিয়া থাকেন ॥ ৪৭ ॥ দেবি! আপনি সেই বিষ্ণুর সুবিভূষিত পর্য্যঙ্কসদৃশ অতি বিপুল প্রশান্ত বক্ষঃস্থলে, অতি ঘন অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ মেঘ মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় অবিরাম বাস করিয়া থাকেন; এজন্য বিষ্ণু জগতের ঈশ্বর হইয়াও আপনার বাহনসদৃশ হইয়াছেন সন্দেহ নাই ॥৪৮॥ দেবি! অধিক আর কি বলিব, যদি কখনও আপনি কোপপূর্ব্বক বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করেন তাহা হইলে আর কেহই তাঁহাকে শক্তিবিহীন বলিয়া অর্চ্চনা করিবে না। জননি! ইহাত ইহ লোকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, স্বজনগণ নির্গুণ লক্ষ্মীবিহীন পুরুষ প্রশান্তমূর্ত্তি হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

ব্রহ্মাদয়ঃ সুরগণা ন তু কিং যুবত্যো
যে ত্বৎপদাম্বুজমহর্নিশমাশ্রয়ন্তি।
মন্যে ত্বয়ৈব বিহিতাঃ খলু তে পুমাংসঃ
কিং বর্ণয়ামি তব শক্তিমনন্তবীর্য্যে! ॥ ৫০ ॥
ত্বং নাঽপুমান্ন চ পুমানিতি মে বিকল্পো
যা কাঽসি দেবি! সগুণা ননু নির্গুণা বা।
তাং ত্বাং নমামি সততং কিল ভাবযুক্তো
বাঞ্ছামি ভক্তিমচলাং ত্বয়ি মাতরন্তে ॥ ৫১ ॥

সূত উবাচ।

ইতি স্তুত্বা মহীপালো জগাম শরণং তদা।
পরিতুষ্টা দদৌ দেবী তত্র সাযুজ্যমাত্মনি ॥ ৫২ ॥

রিতি ভাবঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥ নন্থ ত্বং যুবতীভাবং গতোঽসি ততস্ত্বং মমানুগ্রহযোগ্যো নাসীতি চেত্তত্রাহ ব্রহ্মাদয় ইতি। যে ত্বৎপাদাম্বুজমহর্নিশমাশ্রয়ন্তি তে ব্রহ্মাদয়ঃ কিং যুবত্যো ন জাতাঃ কিন্তু কদাচিন্মণিদ্বীপে গতাঃ সন্তো জাতা এব। তথাচ তে যথা ত্বদনুগ্রহযোগ্যা এবমহমপ্যস্মীতি ভাবঃ। মন্যে ত্বয়ৈবেতি। সাম্প্রতং পুমাংসোঽপি তে ত্বয়ৈব কৃতাঃ এবং যদি মাং করোষি পুমাংসং তর্হি কিমহং ন স্যাং কিন্তু ভবিষ্যাম্যেব। নন্থ কিং ময়ি যুবত্যাঃ পুরুষত্বপ্রদায়িকা শক্তিরস্তি তত্রাহ কিং বর্ণয়ামীতি। হে অনন্তবীর্য্যে! তব শক্তিমহং পামরঃ কিং বর্ণয়ামি যা বেদানামপ্যবিষয়া ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥ ত্বং নাপুমানিতি। অপুমানিতিচ্ছেদঃ। ন চ পুমান্ সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মণি লিঙ্গত্রয়াভাবাৎ। ইতি মে বিকল্পো বিতর্কো মনসি বর্ত্তত এব। তর্হি কথং ভজনং ক্রিয়তে গুণজ্ঞানাভাবাদিতি চেত্তত্রাহ যা কাঽসীতি। গুণজ্ঞানাভাবেঽপ্যেবংরীত্যাঽপি কিং ভজনং ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। অস্তীত্যেবোপলব্ধব্য ইত্যতো হে দেবি! ত্বাং তাদৃশীং তাং নমামি ভাবো ভক্তিস্তদ্যুক্তঃ। কিঞ্চান্তেঽচলাং ভক্তিং বাঞ্ছামি নান্যৎ কিঞ্চিদিতি ॥ ৫১ ॥

জননি! যে ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনাকে সর্ব্বদাই আশ্রয় করিয়া থাকেন তাঁহারাও কি এক সময়ে মণিদ্বীপে যাইয়া স্ত্রীরূপী হয়েন নাই? মাতঃ! আপনি নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে পুরুষ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব, যদি সেইরূপ আমাকেও করেন তাহা হইলে আমিও পুরুষ হইব। কারণ, আপনার অনন্ত শক্তি! সুতরাং তাহার বিষয় আমি আর কি বর্ণনা করিব ফলত আপনার অসাধ্য কিছুই নাই ॥ ৫০ ॥ আপনি স্ত্রী কি পুরুষ এ বিষয়ে আমার মনে অতিশয় বিতর্ক হইতেছে। দেবি! আপনি সগুণ বা নির্গুণ হউন, যে কেহই হউন, আমি আপনাকে ভক্তিভাবে নমস্কার করি। মাতঃ! আমার ইচ্ছা যেন অন্তিমসময়ে আপনাতে অচলা ভক্তি লাভ করিতে পারি ॥ ৫১ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! সেই মহীপাল সুদ্যুম্ন এইরূপে স্তব করিয়া দেবীর শরণাগত হইলে দেবীও সন্তুষ্ট হইয়া নিজ ব্রহ্মস্বরূপ সাযুজ্য মুক্তি প্রদান করিলেন ॥ ৫২ ॥

সুদ্যুম্নস্তু ততঃ প্রাপ পদং পরমকং স্থিরম্।
তস্যা দেব্যাঃ প্রসাদেন মুনীনামপি দুর্লভম্ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
পুরূরব-উৎপত্তির্নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

সাযুজ্যমাত্মনীতি। দেবী তুষ্টা সতী জ্ঞানপ্রদানেনাত্মনি ব্রহ্মরূপে সাযুজ্যমৈক্যং দদৌ দেবীপ্রসাদাদাত্মানুভবেন ব্রহ্মরূপোঽভবদিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ (পদমিতি। পরমকং পরমং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। স্থিরং নিত্যং যং প্রাপ্য জীবো ন পুনর্নিবর্ত্ততে ইতি বচনাৎ। পদং স্থানং ব্রহ্মত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

সুদ্যুম্নরাজ এইরূপে দেবীর প্রসাদে মুনিগণেরও দুর্ল্লভ অব্যয় পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫৩ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে
পুরূরবার জন্ম বিষয়ক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

সুদ্যুম্নে তু দিবং যাতে রাজ্যং চক্রে পুরূরবাঃ।
সদ্গুণশ্চ সুরূপশ্চ প্রজারঞ্জনতৎপরঃ ॥ ১ ॥
প্রতিষ্ঠানে পুরে রম্যে রাজ্যং সর্ব্বনমস্কৃতম্*।
চকার সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞঃ প্রজারক্ষণতৎপরঃ ॥ ২ ॥
মন্ত্রঃ সুগুপ্তস্তস্যাসীৎ পরত্রাভিজ্ঞতা তথা।
সদৈবোৎসাহশক্তিশ্চ প্রভুশক্তিস্তথোত্তমা ॥ ৩ ॥
সামদানাদয়ঃ সর্ব্বে বশগাস্তস্য ভূপতেঃ।
বর্ণাশ্রমান্ স্বধর্ম্মস্থান্ কুর্ব্বন্রাজ্যং শশাস হ ॥ ৪ ॥
যজ্ঞাংশ্চ বিবিধাংশ্চক্রে স রাজা বহুদক্ষিণান্।
দানানি চ বিচিত্রাণি দদাবথ নরাধিপঃ ॥ ৫ ॥
তস্য রূপগুণৌদার্য্যশীলদ্রবিণবিক্রমান্।
শ্রুত্বোর্ব্বশী বশীভূতা চকমে তং নরাধিপম্ ॥ ৬ ॥

চতুস্ত্রিংশচ্ছ্লোকবর্য্যৈঃ পুরূরবস উত্তমম্।
উর্ব্বশ্যাশ্চরিতঞ্চৈব বৈরাগ্যার্থমিহোচ্যতে ॥

(সোমবংশবর্ণনার্থং সুদ্যুম্নচরিতমুক্ত্বা পুরূরবসো বৃত্তান্তং কথয়তি সুদ্যুম্নে তু দিবং যাতে ইতি। সু সুন্দরং রূপং যস্য। অসৌ এতাদৃশরূপবানাসীৎ যেন উর্ব্বশ্যপি বশীভূতা জাতেতি-ভাবঃ ॥ ১—২ ॥) মন্ত্রঃ সুগুপ্ত ইতি। তস্য রাজ্ঞো মন্ত্রো গুপ্তোঽন্যৈরবিদিত আসীৎ। পরত্র

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! নৃপতি সুদ্যুম্ন স্বর্গগমন করিলে পর অশেষগুণশালী রূপবান্ পুরূরবা প্রজারঞ্জনে তৎপর হইয়া রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ সেই সর্ব্বধর্ম্মবিদ্ রাজা প্রজারক্ষণে বিশেষ যত্নবান্ হইয়া রমণীয় প্রতিষ্ঠান-নগরীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজধানী করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥ তাঁহার মন্ত্রণা কেহই জানিতে পারিত না, কিন্তু তিনি সকলেরই মন্ত্রণা জানিতে পারিতেন এবং সর্ব্বদাই উৎসাহবিশিষ্ট ও প্রভুশক্তিসম্পন্ন ছিলেন ॥ ৩ ॥ সামদান প্রভৃতি উপায় চতুষ্টয় যেন তাঁহার বশীভূত ছিল। ফলত পুরূরবা রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া বর্ণাশ্রমবাসিদিগকে স্ব স্ব ধর্ম্মে রাখিয়া যথাবিহিত শাসন করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ তিনি বহুদক্ষিণার সহিত নানাবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন এবং সেই উপলক্ষে অর্থিগণকে অশেষ প্রকার দান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫ ॥ ঋষিগণ! অধিক আর কি

---

* সর্ব্বনমস্কৃতঃ ইতি বা পাঠঃ।

ব্রহ্মশাপাভিভূতা সা মানুষং লোকমাস্থিতা।
গুণিনং তং নৃপং মত্বা বরয়ামাস মানিনী ॥ ৭ ॥
সময়ং চেদৃশং কৃত্বা স্থিতা তত্র বরাঙ্গণা।
এতাবুরণকৌ রাজন্! ন্যস্তৌ রক্ষস্ব মানদ! ॥ ৮ ॥
ঘৃতং মে ভক্ষণং নিত্যং নান্যৎ কিঞ্চিন্নৃপাশনম্।
নেক্ষে ত্বাঞ্চ মহারাজ! নগ্নমন্যত্র মৈথুনাৎ ॥ ৯ ॥
ভাষাবন্ধস্ত্বয়ং রাজন্! যদি ভগ্নো ভবিষ্যতি।
তদা ত্যক্ত্বা গমিষ্যামি সত্যমেতদ্ব্রবীম্যহম্ ॥ ১০ ॥
অঙ্গীকৃতঞ্চ তদ্রাজ্ঞা কামিন্যা ভাষিতন্তু যৎ।
স্থিতা ভাষণবন্ধেন শাপানুগ্রহকাম্যয়া ॥ ১১ ॥
রেমে তদা স ভূপালো লীনো* বর্ষগণান্ বহূন্।
ধর্ম্মকর্ম্মাদিকং ত্যক্ত্বা চোর্ব্বশ্যা মদমোহিতঃ ॥ ১২ ॥

পরমন্ত্রে তু তস্য রাজ্ঞোঽভিজ্ঞতাসীদেতাদৃশশ্চতুর ইত্যর্থঃ ॥ ৩—৬ ॥ (স্বর্গস্থা উর্ব্বশী কথং মর্ত্ত্যস্থেন পুরূরবসা সঙ্গতা ইত্যত আহ। ব্রহ্মশাপেতি ॥ ৭ ॥) সময়ং সঙ্কেতমেবাহ এতাবুরণকাবিতি। উরণকৌ মেষৌ ময়া ত্বন্নিকটে ন্যস্তৌ এতৌ রক্ষস্ব ॥ ৮ ॥ ঘৃতমিতি। কিঞ্চ হে নৃপ! মে মম ভক্ষণং ঘৃতমেব নান্যৎ কিঞ্চিৎ। কিঞ্চান্যত্র মৈথুনাত্ত্বাং নগ্নং নেক্ষে ন পশ্যাম্যহমিতি। যদি মৎপ্রতিজ্ঞাত্রয়ং ত্বয়া নির্ব্বাহ্যতে তর্হি ত্বন্নিকটে অহং স্থাস্যামি নোচেদ্গমিষ্যামীতি। ঘৃতং মে ভক্ষণমিতি। অমৃতং বা আজ্যমিতি শ্রুতেঃ দেবানাঞ্চামৃতাশিত্বাৎ ॥ ৯—১০ ॥ শাপানুগ্রহকাম্যয়েতি। শাপমোক্ষকামনয়েত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

বলিব, স্বর্বেশ্যা উর্ব্বশী সেই পুরূরবার রূপ, গুণ, উদারতা, ধন, স্বভাব ও বিক্রম প্রভৃতির বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহার বশীভূতা হইয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে কামনা করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ কিছুকাল পরে উর্ব্বশী ব্রহ্মশাপে অভিভূতা হইয়া পৃথিবীতে আগমন পূর্ব্বক সর্ব্বগুণালঙ্কৃত এই নৃপবরকেই বরণ করিলেন। এবং তাঁহার নিকট এইরূপ নিয়ম করিলেন যে, মহারাজ! আমি এই দুই মেষশাবককে আপনার নিকট গচ্ছিত রাখিলাম আপনি ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন তাহা হইলেই আমার মান রক্ষা করা হইবে। আমি প্রত্যহ ঘৃত ভক্ষণ করিব আমার অপর কোনও ভক্ষণে প্রয়োজন নাই এবং মৈথুনকাল ব্যতিরেকে আমি যেন কদাচ আপনাকে উলঙ্গ না দেখি। মহারাজ! এই আমার প্রতিজ্ঞাবাক্য; ভঙ্গ করিয়া যদি কখন আপনি উলঙ্গ বা মেষশাবক রক্ষণে অসমর্থ হন তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিব, ইহা সত্য বলিতেছি ॥ ৭—১০ ॥ ঋষিগণ! মহারাজ পুরূরবা কামিনী উর্ব্বশীর এই প্রতিজ্ঞা বাক্যগুলি স্বীকার করিলেন এবং উর্ব্বশীও শাপ মোক্ষণ কামনায় এই বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

---

* লীনঃ ইতি বা পাঠঃ।

একচিত্তস্তু সংজাতস্তন্মনস্কো মহীপতিঃ।
ন শশাক তয়া হীনঃ ক্ষণমপ্যতিমোহিতঃ ॥ ১৩ ॥
এবং বর্ষগণান্তে তু স্বর্গস্থঃ পাকশাসনঃ।
উর্ব্বশীং নাগতাং দৃষ্ট্বা গন্ধর্ব্বানাহ দেবরাট্ ॥ ১৪ ॥
উর্ব্বশীমানয়ধ্বং ভো গন্ধর্ব্বাঃ সর্ব্ব এব হি।
হৃত্বোরণৌ গৃহাত্তস্য ভূপতেঃ সময়ে কিল ॥ ১৫ ॥
উর্ব্বশীরহিতং স্থানং মদীয়ং নাতিশোভতে।
যেন কেনাপ্যুপায়েন তামানয়ত কামিনীম্ ॥ ১৬ ॥
ইত্যুক্তাস্তেঽথ গন্ধর্ব্বা বিশ্বাবসুপুরোগমাঃ।
ততো গত্বা মহাগাঢ়তমসি প্রত্যুপস্থিতে ॥ ১৭ ॥
জহ্রুস্তাবুরণৌ দেবা রমমাণং বিলোক্য তম্।
চক্রন্দতুস্তদা তৌ তু হ্রিয়মাণৌ বিহায়সা* ॥ ১৮ ॥
উর্ব্বশী তদুপাকর্ণ্য ক্রন্দিতং সুতয়োরিব।
কুপিতোবাচ রাজানং সময়োঽয়ং কৃতো ময়া ॥ ১৯ ॥

লীনোঽস্তর্গৃহে স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥ ন শশাকেতি। তয়া হীনোঽবস্থাতুং ন সমর্থো বভূব ॥ ১৩—১৪ ॥ সময়ে তেনাজ্ঞাতকালে ইত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৭ ॥ চক্রন্দতুরাহ্বানং রোদনং বা চক্রতুঃ ॥ ১৮ ॥ সময়োঽয়মিতি। ময়াযং সময়ঃ কৃতঃ স নষ্ট ইতি শেষঃ ॥ ১৯ ॥

অনন্তর সেই ভূপাল সমস্ত ধর্ম্মকার্য্যাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক উর্ব্বশীর ব্যসনমদে মোহিত হইয়া বহুবর্ষ ব্যাপিয়া অন্তঃপুরে তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময় মহীপতি পুরূরবা উর্ব্বশীতে এরূপ অনুরক্ত হইয়াছিলেন, যে ক্ষণমাত্রও তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না ॥ ১২—১৩ ॥

ঋষিগণ! এইরূপে বহুবর্ষ গত হইলে পর সুরপতি ইন্দ্র স্বর্গে থাকিয়া উর্ব্বশীকে না দেখিয়া গন্ধর্ব্বদিগকে বলিলেন। ওহে গন্ধর্ব্বসকল! তোমরা সকলেই একত্রিত হইয়া যথাসময়ে সেই ভূপতি পুরূরবার গৃহ হইতে মেষদ্বয়কে অপহরণ করত উর্ব্বশীকে আনয়ন কর ॥ ১৪—১৫ ॥ দেখ! আমাদের এই স্বর্গপুরী উর্ব্বশী বিহীন হইয়া কিছুতেই শোভা পাইতেছে না। অতএব যে কোনও উপায়ে সেই কামিনীকে আনয়ন কর ॥ ১৬ ॥

অনন্তর সেই বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ ইন্দ্রের এইরূপ আদেশ পাইয়া ঘোরতর অন্ধকার উপস্থিত হইলে পুরূরবার গৃহে যাইয়া তাঁহাকে উর্ব্বশীর সহিত ক্রীড়াসক্ত দেখিয়া সেই মেষ দুইটীকে অপহরণ করিলেন। অনন্তর সেই অপহৃত মেষ দুইটী আকাশ হইতে অতিশয় চীৎকার করিতে লাগিল ॥ ১৭—১৮ ॥ উর্ব্বশী, পুত্রের ন্যায় সেই ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া

---

* শক্রং দাতুং তদা তৌ তু হ্রিয়মাণৌ বিহায়সি। ইতি বা পাঠঃ।

নষ্টাঽহং তব বিশ্বাসাদ্ধৃতৌ চৌরৈর্ম্মমোরণৌ।
রাজন্! পুত্রসমাবেতৌ ত্বং কিং শেষে স্ত্রিয়া সমঃ ॥ ২০ ॥
হতাস্ম্যহং কুনাথেন নপুংসা বীরমানিনা।
উরণৌ মে গতৌ চাদ্য সদা প্রাণপ্রিয়ৌ মম ॥ ২১ ॥
এবং বিলপমানান্তাং দৃষ্ট্বা রাজা বিমোহিতঃ।
নগ্ন এব যযৌ তূর্ণং পৃষ্ঠতঃ পৃথিবীপতিঃ ॥ ২২ ॥
বিদ্যুৎ প্রকাশিতা তত্র গন্ধর্ব্বৈর্নৃপবেশ্মনি।
নগ্নভূতস্তয়া দৃষ্টো ভূপতির্গন্তুকাময়া ॥ ২৩ ॥
ত্যক্ত্বোরণৌ গতাঃ সর্ব্বে গন্ধর্ব্বাঃ পথি পার্থিবঃ।
নগ্নো জগ্রাহ তৌ শ্রান্তো জগাম স্বগৃহং প্রতি ॥ ২৪ ॥
তদোর্ব্বশীং গতাং দৃষ্ট্বা বিললাপাতিদুঃখিতঃ।
নগ্নং বীক্ষ্য পতিং নারী গতা সা বরবর্ণিনী ॥ ২৫ ॥
ক্রন্দন্ স দেশদেশেযু বভ্রাম নৃপতিঃ স্বয়ম্।
তচ্চিত্তো বিহ্বলঃ* শোচন্বিবশঃ কামমোহিতঃ ॥ ২৬ ॥

নষ্টা শোকগ্রস্তা জাতেতি শেবঃ। স্ত্রিয়া সমঃ নির্ব্বীর্য্য ইতি ভাবঃ ॥২০—২১॥ বিলপন্তীমূর্ব্বশী-মবলোক্য রাজা তৎকৃতপ্রতিজ্ঞাং বিস্মরন্ উলঙ্গ এব উরণৌ জিঘৃক্ষুর্গতবানিত্যর্থঃ ॥২২—২৭॥)

অতিশয় কুপিত হইয়া রাজাকে বলিল। মহারাজ! আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহা এক্ষণে অন্যথা হইয়াছে। অতএব আমি আপনার উপর বিশ্বাস করিয়াই বিচ্ছিন্ন হইলাম। ঐ দেখুন আমার মেষ দুইটীকে চোরগণে অপহরণ করিয়াছে। রাজন্! ঐ দুইটীকে আমার পুত্রের ন্যায় জানিবেন আপনি এখনও যে স্ত্রীলোকের ন্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন? (শীঘ্র উহাদিগকে বিমুক্ত করুন॥) ১৯—২০॥ হায়! আমি এই বীরাভিমানী ক্লীবতুল্য অসৎ স্বামীর হস্তে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইলাম। আমার প্রাণসদৃশ প্রিয় ঐ মেষদ্বয় অদ্য কোথায় যাইল॥ ২১॥ মহারাজ পুরূরবা উর্ব্বশীকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া বিমোহিত হইয়া উলঙ্গ অবস্থাতেই যেমন মেষের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন, অমনি গন্ধর্ব্বগণ সেই গৃহমধ্যে বিদ্যুৎ প্রকাশ করিল এবং তৎক্ষণাৎ স্বর্গগমনাভিলাষিণী উর্ব্বশী মহারাজকে উলঙ্গ দেখিলেন॥ ২২—২৩॥ ইহা দেখিয়া গন্ধর্ব্বগণ মেষদ্বয়কে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর সেই রাজা পথিমধ্যে নগ্ন অবস্থাতেই তাহাদিগকে গ্রহণ করত পরিশ্রান্ত হইয়া স্বগৃহে পুনরায় প্রত্যাগমন করিলেন॥ ২৪॥

তৎকালে, সেই বরবর্ণিনী কামিনী পতিকে উলঙ্গ দেখিবামাত্র প্রস্থান করিল। পুরূরবা ইহা দেখিয়া অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে বিলাপ করিতে লাগিলেন॥ ২৫॥ সেই কামমোহিত

* বিকৃতঃ ইতি বা পাঠঃ।

ভ্রমন্ বৈ সকলাং পৃথ্বীং কুরুক্ষেত্রে দদর্শ তাম্।
দৃষ্ট্বা সংহৃষ্টবদনঃ প্রাহ সূক্তং নৃপোত্তমঃ॥ ২৭॥
অয়ে জায়ে! তিষ্ঠ তিষ্ঠ ঘোরে ন ত্যক্তুমর্হসি।
মাং ত্বং ত্বন্মানসং কান্তং বশগঞ্চাপ্যনাগসম্॥ ২৮॥
স দেহোঽয়ং পতত্যত্র দেবি! দূরং হৃতস্ত্বয়া।
খাদন্ত্যেনং বৃকাঃ কাকাস্ত্বয়া ত্যক্তং বরোরু! যৎ॥ ২৯॥
এবং বিলপমানন্তং রাজানং প্রাহ চোর্ব্বশী।
দুঃখিতং কৃপণং শ্রান্তং কামার্ত্তং বিবশং ভৃশম্॥ ৩০॥

উর্ব্বশ্যুবাচ।

মূর্খোঽসি নৃপশার্দ্দূল! জ্ঞানং কুত্র গতন্তব।
ক্বাপি সখ্যং ন চ স্ত্রীণাং বৃকাণামিব পার্থিব!॥ ৩১॥
ন বিশ্বাসো হি কর্ত্তব্যস্ত্রীষু চৌরেষু পার্থিবৈঃ।
গৃহং গচ্ছ সুখং ভুঙ্ক্ষ্ব মা বিষাদে মনঃ কৃথাঃ॥ ৩২॥

অনাগসমনপরাধিনং ন ত্যক্তুমর্হসীত্যন্বয়ঃ॥ ২৮॥ কুত ইতি চেত্তত্রাহ স দেহ ইতি। যদ্যস্মাদ্ধেতোঃ স দেহো যঃ পূর্ব্বং ত্বয়াঽতিপ্রেম্ণা ভুক্তঃ সোঽয়ং দেহোঽত্র পততি। ত্বয়া দূরদেশং হৃতস্তদুদ্দেশেন দূরদেশং প্রাপ্তোঽতিকোমল ইতি কৃত্বা। কিঞ্চ হে বরোরু! এনং দেহং কাকা বৃকাঃ খাদন্তি। বর্ত্তমানসামীপ্যে লট্। ত্বয়া ত্যক্তং মৃতমধুনৈব

নৃপতি তন্মনস্ক হইয়া এরূপ বিবশ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে উর্ব্বশীর জন্য দেশবিদেশে ক্রন্দন করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন॥ ২৬॥ এইরূপে মহারাজ পুরূরবা সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া একদিবস কুরুক্ষেত্রে তাহাকে দেখিতে পাইলেন, এবং দেখিবামাত্র অতিশয় আনন্দিত হইয়া তাহাকে মধুরবাক্যে বলিলেন॥ ২৭॥ অয়ে পত্নি! থাক থাক!! আমাকে এই বিষম সঙ্কটে ফেলিয়া প্রস্থান করিও না। আমি ত কোন অপরাধ করি নাই বরং একান্ত চিত্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে তোমার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছি॥ ২৮॥ দেবি! তোমার জন্য আমি বহুদূর আসিয়াছি। হে বরোরু! যদি তুমি পরিত্যাগ কর তাহা হইলে যে দেহ পূর্ব্বে তুমি অতিশয় প্রণয়সহকারে উপভোগ করিয়াছিলে এক্ষণে তাহা পতিত হইলে সামান্য বৃককাকে ভক্ষণ করিবে॥ ২৯॥ উর্ব্বশী সেই কামার্ত্ত পরিশ্রান্ত দুঃখিত রাজাকে অতিশয় বিবশের ন্যায় বিলাপ করিতে দেখিয়া বলিল॥ ৩০॥

মহারাজ! আমি তোমাকে নৃপগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানি; কিন্তু, এক্ষণে মূর্খের ন্যায় ব্যবহার করিতেছ কেন? তোমার সেই জ্ঞান কোথায় গেল? তুমি কি জান না যে স্ত্রীলোকের বন্ধুতা বৃকগণের ন্যায় কুত্রাপি স্থির থাকে না। রাজগণ কথনই স্ত্রীলোক অথবা

ইত্যেবং বোধিতো রাজা ন বিবেদাতিমোহিতঃ।
দুঃখঞ্চ পরমং প্রাপ্তঃ স্বৈরিণীস্নেহযন্ত্রিতঃ ॥ ৩৩ ॥

সূত উবাচ।

ইতি সর্ব্বং সমাখ্যাতমূর্ব্বশীচরিতং মহৎ।
বেদে বিস্তরিতং চৈতৎ সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়া ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে উর্ব্বশীপুরূরবসোর্মেলনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

ভক্ষয়িষ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩৩ ॥ বেদে বিস্তরিতমিতি বহ্বৃচি মামৃথা ইতি সূক্তেনেত্যর্থঃ। স্ত্রীসঙ্গিনামিত্থং গতির্ভবতি তস্মাৎ স্ত্রীসঙ্গঃ সর্ব্বথা শ্রীভগবত্যুপাসকৈস্ত্যাজ্য ইত্যাবান্তরতাৎ পর্য্যম্ ॥ ৩৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে
ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

চোরের প্রতি বিশ্বাস করিবে না। অতএব মহারাজ! তুমি গৃহে যাও সুখে বিষয়ভো কর অনর্থক বিষণ্ণ হইও না ॥ ৩১—৩২ ॥ উর্ব্বশী এইরূপে প্রবোধ দিলেও সেই অতি মুগ্ধচিত্ত রাজা প্রবোধ মানিলেন না বরং সেই স্বর্ব্বেশ্যার স্নেহ-সংবদ্ধ হইয়া অতিশয় দুঃ পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! এই ত আমি উর্ব্বশীচরিত্র কথা সমস্তই বর্ণন করিলাম পরন্তু, ইহা বেদে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে আমি সংক্ষেপেই বর্ণনা করিলাম ॥ ৩৪ ॥

অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথম স্কন্ধে উর্ব্বশীপুরূরবাচরিত্রবর্ণন নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ।

দৃষ্ট্বা তামসিতাপাঙ্গীং ব্যাসশ্চিন্তাপরোঽভবৎ।
কিং করোমি ন মে যোগ্যা দেবকন্যেয়মপ্সরাঃ ॥ ১ ॥
এবং চিন্তয়মানস্তু দৃষ্ট্বা ব্যাসং তদাপ্সরাঃ।
ভয়ভীতা হি সঞ্জাতা শাপং মাং বিসৃজেদয়ম্ ॥ ২ ॥
সা কৃত্বাঽথ শুকীরূপং নির্গতা ভয়বিহ্বলা।
কৃষ্ণস্তু বিস্ময়ং প্রাপ্তো বিহঙ্গীং তাং বিলোকয়ন্ ॥ ৩ ॥
কামস্তু দেহে ব্যাসস্য দর্শনাদেব সঙ্গতঃ।
মনোঽতিবিস্মিতং জাতং সর্ব্বগাত্রেষু বিস্মিতঃ ॥ ৪ ॥

সপ্ততিশ্লোকবর্গৈস্তু শুকস্যোৎপত্তিরীর্য্যতে।
যত্র ধর্ম্মো গৃহস্থানাং কর্ত্তব্যত্বেন চোচ্যতে ॥

দৃষ্টান্তত্বেনোপাত্তাং পুরূরবঃকথাং সমাপ্য প্রকৃতাং শুকোৎপত্তিং কথয়তি। দৃষ্ট্বেতি। ন মে যোগ্যেতি। গৃহস্থাশ্রমযোগ্যা নেত্যর্থঃ। যতোঽপ্সরা ইয়ং ভবতি ॥ ১ ॥ মাং প্রতি শাপময়ং বিসৃজেদিতি হেতোঃ সাপ্সরা ভয়ভীতা অভবদিত্যাহ। ভয়ভীতেতি ॥ ২ ॥ শুকীতি। কীরাঙ্গনারূপমিত্যর্থঃ। বিস্ময়মিতি অহো অধুনৈবেয়ং বিলক্ষণা কামিনী কথং শুকী জাতেতি বিস্ময় ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ দর্শনাদেবেতি। অপ্সরোরূপদর্শনাদেবেত্যর্থঃ। বিস্মিতং

সূত কহিলেন, মহর্ষিগণ! ব্যাসদেব সেই চারুলোচনা অপ্সরাকে দেখিয়া অতিশয় চিন্তাতুর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, এই দেবকন্যা অপ্সরা ত আমার যোগ্যা নহে, তবে ইহাকে লইয়া আমি কি করিব ॥ ১ ॥ সেই সময় অপ্সরাও ব্যাসদেবকে চিন্তাতুর দেখিয়া, পাছে ইনি আমাকে শাপপ্রদান করেন এই ভয়ে অতিশয় ভীতা হইয়াছিল ॥ ২ ॥ অনন্তর সেই দেববারাঙ্গনা ঘৃতাচী শাপভয়ে বিহ্বল হইয়া শুকপক্ষিণীরূপ ধারণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। এদিকে মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নও এই মুহূর্ত্তে যাহাকে সর্ব্বসুলক্ষণা দিব্য কামিনীমূর্ত্তি দেখিলেন, পরক্ষণে তাহাকেই পক্ষিণীরূপ দেখিয়া একেবারে বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন ॥ ৩ ॥ হে মহর্ষিমণ্ডল! ইহ সংসারে ব্রহ্মর্ষিই হউন আর দেবতাই হউন্ পঞ্চবাণের লক্ষ্য হইতে কাহারই পরিত্রাণ নাই; অতএব, মহর্ষি বেদব্যাস যে ক্ষণে সেই অপ্সরঃপ্রধানা ঘৃতাচীর অসামান্য রূপলাবণ্য দেখিলেন, সেই অবসরেই কামদেব মহর্ষির দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িলেন; অমনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার মন অপরূপ কামিনী-মূর্ত্তি ভাবিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং সর্ব্বশরীর লোমহর্ষণে পরিপূর্ণ হইল ॥ ৪ ॥

স তু ধৈর্য্যেণ মহতা নিগৃহ্ণন্ মানসং মুনিঃ।
ন শশাক নিয়ন্তুঞ্চ স ব্যাসঃ প্রসৃতং মনঃ॥ ৫॥
বহুশো গৃহ্যমাণঞ্চ ঘৃতাচ্যা মোহিতং মনঃ।
ভাবিত্বান্নৈব বিধৃতং ব্যাসস্যামিততেজসঃ॥ ৬॥
মন্থনং কুর্ব্বতস্তস্য মুনেরগ্নিচিকীর্ষয়া।
অরণ্যামেব সহসা তস্য শুক্রমথাপতৎ॥ ৭॥
সোঽবিচিন্ত্য তথা পাতং মমন্থারণিমেব চ।
তস্মাচ্ছুকঃ সমুদ্ভূতো ব্যাসাকৃতিমনোহরঃ॥ ৮॥
বিস্ময়ং জনয়ন্ বালঃ সংজাতস্তদরণ্যজঃ।
যথাঽধ্বরে সমিদ্ধোঽগ্নির্ভাতি হব্যেন দীপ্তিমান্॥ ৯॥

প্রফুল্লং জাতম্। বিস্মিতঃ প্রফুল্লঃ॥ ৪॥ নিগৃহ্ণন্মানসমিতি। নিরুদ্ধং কুর্ব্বন্নপি নিয়ন্তুং ন শশাকেত্যর্থঃ। প্রসৃতমিতি। বিষয়েষু ব্যাপৃতমিত্যর্থঃ॥ ৫॥ নৈব বিধৃতমিতি। ন বিধৃতং নিরুদ্ধমভবদিতি শেষঃ॥ ৬—৭॥ সোঽবিচিন্ত্যেতি। অবিচিন্ত্যেতিচ্ছেদঃ। ন গণয়িত্বেত্যর্থঃ। নমু বীর্য্যপাতানন্তরং প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বৈব মন্থনং কর্ত্তব্যং তৎ কথমবিচিন্ত্যেত্যুক্তমিতি চেন্ন। যতো যজ্ঞে কর্ম্মণি যজ্ঞাঙ্গবৈকল্যে এব প্রায়শ্চিত্তং নান্যথেতি মন্যতে মুনিঃ। যদ্বাঽরণ্যাং পতিতং বীর্য্যমবিচিন্ত্যাঽজ্ঞায়েত্যর্থঃ। বীর্য্যপাতানন্তরং প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বৈব মন্থনং কৃতং পরন্তু অরণ্যাং পতিতমিত্যেব ন জ্ঞাতমিত্যর্থকল্পনাৎ। ব্যাসাকৃতিশ্চাসৌ মনোহরশ্চেতি

যদিচ, মহর্ষি ব্যাস অন্তস্তত্ত্ববিচারে অতিশয় নিপুণ ছিলেন, তথাপি তজ্জনিত সুমহৎ ধৈর্য্যপ্রভাবেও কন্দর্প শরসংবিদ্ধমানস মত্ত হস্তীকে নিগৃহীত করিতে ভূয়িষ্ঠপ্রয়াস পাইয়াও কোনক্রমেই সেই প্রেমলালসা বিগলিতচিত্তকে নিয়মিত করিতে সমর্থ হইলেন না॥ ৫॥ ভবিতব্যতাকে অতিক্রম করিতে পারে, এই ত্রিলোকীমধ্যে এরূপ কাহারও সাধ্য নাই; সুতরাং সেই অবশ্যম্ভাবি দৈবপ্রভাব নিবন্ধন মহর্ষি বেদব্যাস অপরিমেয় তপঃপ্রভাবসম্পন্ন হইয়াও ঘৃতাচীর অলৌকিক রূপে বিমোহিত মনোরূপ মাতঙ্গসহস্র প্রবোধ শৃঙ্খলায় নিরুদ্ধ করিতে ভূরি ভূরি যত্ন পাইয়াও কিছুতেই ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। অগ্নির উৎপাদন লালসায় তিনি যে অরণীদ্বয় লইয়া মন্থন করিতেছিলেন, হটাৎ তাঁহার বীর্য্য স্খলিত হইয়া সেই অরণীকাষ্ঠ মধ্যেই নিপতিত হইল॥ ৬—৭॥ তৎকালে, তিনি সেই রেতঃপাতের বিষয় অন্তরে স্থান না দিয়া যেমন অবিরত অরণীকাষ্ঠ ঘর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন, অমনি তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় বেদব্যাসমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহা হইতে সর্ব্বাঙ্গসুলক্ষণ মহাত্মা শুকদেব আবির্ভূত হইলেন। মহর্ষিগণ! যেমন যজ্ঞস্থলে প্রজ্বলিত হুতাশন ভূয়িষ্ঠ হবনীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া আরও সমধিক উদ্দীপ্তভাবে প্রতিভাত হইতে থাকেন, সেইরূপ তাঁহার সেই অরণীগর্ভজ বালকও সহসা সমুদ্ভূত হইয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদনকরত অনুপম শোভা পাইতে লাগিলেন॥ ৮—৯॥

ব্যাসস্তু সুতমালোক্য বিস্ময়ং পরমঙ্গতঃ।
কিমেতদিতি সঞ্চিন্ত্য বরদানাচ্ছিবস্য বৈ ॥ ১০ ॥
তেজোরূপী শুকো জাতোঽপ্যরণীগর্ভসম্ভবঃ।
দ্বিতীয়োঽগ্নিরিবাত্যর্থং দীপ্যমানঃ স্বতেজসা ॥ ১১ ॥
বিলোকয়ামাস তদা ব্যাসস্তু মুদিতং সুতম্।
দিব্যেন তেজসা যুক্তং গার্হপত্যমিবাপরম্ ॥ ১২ ॥
গঙ্গান্তঃ স্নাপয়ামাস সমাগত্য গিরেস্তদা।
পুষ্পবৃষ্টিস্তু খাজ্জাতা শিশোরুপরি তাপসাঃ! ॥ ১৩ ॥
জাতকর্ম্মাদিকং চক্রে ব্যাসস্তস্য মহাত্মনঃ।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্ননৃতুশ্চাপ্সরোগণাঃ ॥ ১৪ ॥
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ো মুদিতাস্তে দিদৃক্ষবঃ।
বিশ্বাবসুর্নারদশ্চ তুম্বুরুঃ শুকসম্ভবে ॥ ১৫ ॥

সমন্তম্ ॥ ৮ ॥ অরণ্যজঃ। অরণ্যকাষ্ঠজ ইত্যর্থঃ। শম্যা অরণ্যকাষ্ঠত্বাৎ। যথাধ্বরে ইতি। তথায়ং দীপ্তিমানিতি শেষঃ ॥ ৯ ॥

কিমেতদিতি। কামিন্যভাবে কথং পুত্রোৎপত্তিরিতি বিচিন্ত্য চিন্তাকুলত্বা শিবস্য বরদানাদেতদভবদিতি তর্কয়ামাসেতি শেষঃ ॥ ১০—১২ ॥

খাদাকাশাৎ ॥ ১৩ ॥ (শুকজন্মনি দেবাদেবযোনয়শ্চ সন্তুষ্টা জাতা ইত্যত আহ। দেবদুন্দুভয় ইতি ॥১৪—১৫॥ অরণী উত্তরাধরহোমকাষ্ঠদ্বয়ং তদ্ঘর্ষণাৎ সম্ভবং সঞ্জাতং অযোনিজ-

---

ব্যাসদেব সহসা তাদৃশ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্র সন্দর্শনে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া প্রথমত ভাবিলেন, এ আবার কি হইল? পরে, নিশ্চয় করিলেন যে, ইহা সেই দেবদেব ভগবান্ সদাশিবের বরপ্রভাব ভিন্ন অপর কিছুই নহে ॥ ১০ ॥ এদিকে অরণীগর্ভসম্ভূত সেই তেজোরাশি শুকদেব জাতমাত্র নিজ প্রচণ্ড তেজঃপ্রভাবে মূর্ত্তিমান্ হুতাশনের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। তখন, মহর্ষি ব্যাস দিব্যপ্রভাবসম্পন্ন দ্বিতীয় গার্হপত্য অগ্নিসদৃশ সেই সদানন্দময় কুমারের প্রতি নির্নিমেষনয়নে চাহিয়া রহিলেন ॥ ১১—১২ ॥

হে তাপসবৃন্দ! সেই সময় ভগবতী গঙ্গাদেবীও হিমালয়গিরি হইতে সেই স্থলে সমাগত হইয়া বালকের দেহের অভ্যন্তরস্থল (সমস্ত নাড়ী) পর্য্যন্ত নিজ পবিত্র সলিল দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া দিলেন; অমনি আকাশ হইতে সেই শিশুর উপরি পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল ॥ ১৩ ॥ অধিক কি বলিব যৎকালে সত্যবতী কুমার মহর্ষি ব্যাস সেই মহাত্মা পুত্রের জাতেষ্ট্যাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, সেই সময় শুকদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে আকাশে দেবদুন্দুভি নিনাদিত হইতে লাগিল, অপ্সরোবৃন্দ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল এবং নারদ, বিশ্বাবসু ও তুম্বুরু প্রভৃতি প্রধান গন্ধর্ব্বনায়কগণ বালকের দর্শন লালসায় তথায় আগমন পূর্ব্বক

তুষ্টুবুর্মুদিতাঃ সর্ব্বে দেবা বিদ্যাধরাস্তথা।
দৃষ্ট্বা ব্যাসসুতং দিব্যমরণীগর্ভসম্ভবম্ ॥ ১৬ ॥
অন্তরিক্ষাৎ পপাতোর্ব্ব্যাং দণ্ডঃ কৃষ্ণাজিনং শুভম্।
কমণ্ডলুস্তথা দিব্যঃ শুকস্যার্থে দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ১৭ ॥
সদ্যঃ স বৰৃধে বালো জাতমাত্রোঽতিদীপ্তিমান্।
তস্যোপনয়নং চক্রে ব্যাসো বিদ্যাবিধানবিৎ* ॥ ১৮ ॥
উৎপন্নমাত্রং তং বেদাঃ সরহস্যাঃ সসংগ্রহাঃ।
উপতস্থুর্মহাত্মানং যথাস্য পিতরন্তথা ॥ ১৯ ॥
যতো দৃষ্টং শুকীরূপং ঘৃতাচ্যাঃ সম্ভবে তদা।
শুকেতি নাম পুত্রস্য চকার মুনিসত্তমাঃ ! ॥ ২০ ॥
বৃহস্পতিমুপাধ্যায়ং কৃত্বা ব্যাসসুতস্তদা।
ব্রতানি ব্রহ্মচর্য্যস্য চকার বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২১ ॥

মিত্যর্থঃ ॥১৬॥ শুকস্যাবালব্রহ্মচর্য্যভাবিত্বাৎ আকাশাদেব ব্রহ্মচর্য্যোপকরণানি নিপেতুরিত্যত আহ দণ্ডঃ কৃষ্ণাজিনমিতি ॥ ১৭—১৮ ॥) উপতস্থুর্মনসি স্ফুরণং প্রাপুরিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

ঘৃতাচ্যাঃ সম্ভবে তদেতি। ঘৃতাচ্যাঃ শুকীরূপং সম্ভবে শুকোৎপত্তিসময়ে দৃষ্টং যতো যস্মাৎ কারণাৎ। তস্মাদেব তদা তস্মিন্ কালে। শুকেতি সন্ধিরার্ষঃ। শুক ইতি নাম চকারেত্যর্থঃ। যদুদ্দেশেন বীর্য্যং পতিতং সা তস্য মাতেতি শুকী মাতাস্যেতি শুক নামকরণতাৎপর্য্যম্ ॥ ২০—২১ ॥ (ধর্ম্মশাস্ত্রাণীতি। শুকো গুরুকুলেবৃহস্পতি গৃহে স্থিত্বেতি

আনন্দিতমনে গান করিতে লাগিলেন ॥ ১৪—১৫ ॥ সমস্ত দেব ও বিদ্যাধরগণ মহর্ষি ব্যাসের সেই অরণী গর্ভ সম্ভূত পুত্র সন্দর্শনে আহ্লাদে পুলকিত হইয়া স্তুতিপাঠ করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥ হে দ্বিজোত্তম মহর্ষিগণ! সেই সময় শুকদেবের নিমিত্ত অন্তরীক্ষ হইতে পৃথিবীতে দিব্যরূপী দণ্ড, কমণ্ডলু ও সর্ব্ব সুখাবহ কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্ম পতিত হইল ॥ ১৭ ॥ এ দিকে সেই বালক শুকদেব জন্মমাত্র প্রদীপ্ত বহ্নিশিখার ন্যায় তৎক্ষণাৎ পরিবর্দ্ধিত হইলেন ইহা দেখিয়া সর্ব্বশাস্ত্র বিধানে অভিজ্ঞ মহর্ষি ব্যাস তাঁহার উপনয়ন প্রদান করিলেন। হে মহর্ষিগণ! আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমস্ত সংগ্রহ ও রহস্য সমেত চতুষ্পাদ বেদ সকল যেমন মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট প্রতিনিয়ত আয়ত্তীকৃত রহিয়াছে সেইরূপ তাঁহার সেই মহাত্মা পুত্র উৎপন্ন হইবামাত্র তাঁহারও উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল অর্থাৎ তাঁহার অন্তরে স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল ॥ ১৮—১৯ ॥

হে মুনিসত্তমগণ! ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুত্রের জন্মকালে স্বর্গবেশ্যা ঘৃতাচীর মূর্ত্তি শুক পক্ষিণীর মত দেখিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামও শুকদেব রাখিলেন ॥ ২০ ॥ অনন্তর

---

* সর্ব্ববিধানবিৎ ইতি বা পাঠঃ।

সোঽধীত্য নিখিলান্ বেদান্ সরহস্যান্ সসংগ্রহান্।
ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি কৃত্বা গুরুকুলে শুকঃ ॥ ২২ ॥
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা সমাবৃত্তো মুনিস্তদা।
আজগাম পিতুঃ পার্শ্বে কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্য চ ॥ ২৩ ॥
দৃষ্ট্বা ব্যাসঃ শুকং প্রাপ্তং প্রেম্‌ণোত্থায় সসম্ভ্রমঃ।
আলিলিঙ্গ মুহুর্ঘ্রাণং মূর্দ্ধ্নি তস্য চকার হ ॥ ২৪ ॥
পপ্রচ্ছ কুশলং ব্যাসস্তথা চাধ্যয়নং শুচিঃ।
আশ্বাস্য স্থাপয়ামাস শুকং তত্রাশ্রমে শুভে ॥ ২৫ ॥
দারকর্ম্ম ততো ব্যাসঃ শুকস্য পর্য্যচিন্তয়ৎ।
কন্যাং মুনিসুতাং কান্তামপৃচ্ছদতিবেগবান্ ॥ ২৬ ॥
শুকং প্রাহ সুতং ব্যাসো বেদোঽধীতস্ত্বয়াঽনঘ !।
ধর্ম্মশাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি কুরু ভার্য্যাং মহামতে ! ॥ ২৭ ॥

শেষঃ। সর্ব্বাণি ধর্ম্মশাস্ত্রাণি কৃত্বা অধীত্য ইত্যর্থঃ। পিতুঃ সমীপে আগতবানিতি পর-শ্লোকেনান্বয়ঃ॥ ২২—২৩॥) ঘ্রাণং মূর্দ্ধ্নীতি। মস্তকাবঘ্রাণং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ আশ্বাস্যেতি। পুত্রাধ্যয়নং শ্রুত্বা সম্যক্ ত্বয়াঽধ্যয়নং কৃতমিত্যাশ্বাস্যেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥ (দারকর্ম্ম ভার্য্যাগ্রহণম্ ॥ ২৬ ॥ মহামতে ইতি সম্বোধনেন শুকস্য কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যতাবিচারশক্তিঃ

শুকদেব সুরগুরু বৃহস্পতিকে আচার্য্যত্বে বরণ করিয়া যথাবিহিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২১ ॥ এইরূপে মেধাশক্তি সম্পন্ন মহাত্মা শুক ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠায়ী হইয়া গুরুকুলে থাকিয়া সমস্ত রহস্যগণ সমন্বিত সাঙ্গ বেদ চতুষ্টয়, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি উপবেদ ও সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র অধ্যয়নানন্তর গুরু দক্ষিণা দিয়া সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক পিতা কৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২২—২৩॥ মহর্ষি ব্যাস শুকদেবকে নিকটে উপস্থিত দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া অত্যন্ত প্রীতিসহকারে আলিঙ্গন করিলেন এবং স্নেহা-ধিক্য বশতঃ বারংবার মস্তকের আঘ্রাণ লইতে লাগিলেন ॥ ২৪ ॥ পরে, ব্যাসদেব অতি সরলভাবে শুকদেবের শারীরিক ও অধ্যয়নাদি বিষয়ের কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, (এবং সকল বিষয়েই পুত্রকে সম্পূর্ণ কৃতী দেখিয়া) আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক সেই সর্ব্ব মঙ্গল-ময় আশ্রমে অবস্থান করিতে অনুমতি করিলেন ॥ ২৫ ॥

তদনন্তর, ভগবান্ ব্যাসদেব শুকদেবের দারপরিগ্রহের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন; পরম কমনীয় মূর্ত্তি হইবে অথচ মুনিকুমারী হয় এরূপ অনূঢ়া কন্যা পাইবার নিমিত্ত তিনি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং পুত্রকে কহিলেন, বৎস! সাঙ্গবেদ ও ধর্ম্ম শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া তোমার সমস্ত মনোমালিন্য দূর হইয়াছে ত? এক্ষণে, দারপরিগ্রহ কর। হে পুত্র! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান্ অতএব তোমাকে অধিক

গার্হস্থ্যঞ্চ সমাসাদ্য যজ দেবান্ পিতৄনথ।
ঋণান্মোচয় মাং পুত্র! প্রাপ্য দারান্মনোরমান্॥ ২৮॥
অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গো নৈব চ নৈব চ।
তস্মাৎ পুত্র! মহাভাগ! কুরুষাদ্য গৃহাশ্রমম্॥ ২৯॥
কৃত্বা গৃহাশ্রমং পুত্র! সুখিনং কুরু মাং শুক!।
আশা মে মহতী পুত্র! পূরয়স্ব মহামতে!॥ ৩০॥
তপস্তপ্ত্বা মহাঘোরং প্রাপ্তোঽসি ত্বমযোনিজঃ।
দেবরূপী মহাপ্রাজ্ঞ! পাহি মাং পিতরং শুক!॥ ৩১॥

সূত উবাচ।

ইতি বাদিনমভ্যাসে প্রাপ্তঃ* প্রাহ শুকস্তদা।
বিরক্তঃ সোঽতিরক্তং তং সাক্ষাৎ পিতরমাত্মনঃ॥ ৩২॥

সূচিতা॥ ২৭—২৮॥ গার্হস্থাশ্রমং প্রশংসন্নাহ অপুত্রস্যেতি। গৃহাশ্রমং কুরু গৃহস্থধর্মং পালয় দারপরিগ্রহেণ ইত্যর্থঃ॥ ২৯—৩০॥ তবোৎপত্ত্যর্থং ময়া মহান্ ক্লেশঃ কৃতঃ অতো ভবানধুনা মমাশাং নিরাকর্ত্তুং নার্হসীতি আহ তপস্তপ্ত্বেতি॥ ৩১॥)

আর কি বলিব কোন মনোরমা কামিনীকে পত্নীত্বে গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহস্থ ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া দেব ও পিতৃ লোকের অর্চ্চনা কর। ফল কথা এই যে, এই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া ঋণত্রয় হইতে আমাকে মুক্ত কর॥২৬—২৮॥ বৎস! পুত্রবিহীন মানবের সদ্গতি নাই; আর স্বর্গত কোন ক্রমেই হইবে না। ফলত অশেষপ্রকার দুর্গতিই ঘটিয়া থাকে; অতএব হে মহাত্মন্! তুমি সকল আশ্রমের সার স্বরূপ গৃহস্থ আশ্রম গ্রহণ কর। বৎস শুক! তুমি অসামান্য মনীষাশক্তি সম্পন্ন; সুতরাং তোমাকে অধিক আর কি বুঝাইব আমি তোমার প্রতি অনেক দূর আশা করিয়া রহিয়াছি; এক্ষণে তুমি আমার সেই সমস্ত আশা পূরণ কর। দেখ, শুক! আমি ঘোরতর তপস্যা করিয়া সেই ভগবান্ বৃষভধ্বজের প্রসাদেই তোমা হেন দেবরূপী অযোনিসম্ভূত পুত্র প্রাপ্ত হইয়াছি; রে বৎস! তুমি কেবল তাঁহারই প্রভাবে এতাদৃশ সুমহৎ প্রজ্ঞাশক্তি সম্পন্ন হইয়াছ, অতএব, তোমাকে অধিক আর কি বলিব তুমি আমার এই আদেশটী পালন করিয়া এ বিষয়ে আমার রক্ষা কর॥ ২৯—৩১॥

সূত কহিলেন, হে মহর্ষিমণ্ডল! মহর্ষি বেদব্যাস পুত্র শুকদেবকে নিকটে বসাইয়া এই প্রকার গৃহস্থ ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলে; সেই বিষয়ভোগ-বিরাগী মহাত্মা শুক নিজ পিতাকে অত্যন্ত সংসারাসক্ত দেখিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকারেই কহিলেন, পিতঃ! আপনি ঘোরতর তপঃপ্রভাবে এতাদৃশী মহতী বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন যে, যদ্দ্বারা আপনি বেদ সমস্তকেও বিভাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে

---

* ব্যাসং ইতি বা পাঠঃ।

শুক উবাচ।

কিং ত্বং বদসি ধর্ম্মজ্ঞ! বেদব্যাস! মহামতে!।
তত্ত্বেন শাধি শিষ্যং মাং ত্বদাজ্ঞাং করবাণ্যলম্ ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ত্বদর্থে যত্তপস্তপ্তং ময়া পুত্র! শতং সমাঃ।
প্রাপ্তস্ত্বং চাতিদুঃখেন শিবস্যারাধনেন চ ॥ ৩৪ ॥
দদামি তব বিত্তস্তু প্রার্থয়িত্বাঽথ ভূপতিম্।
সুখং ভুংক্ষ্ব মহাপ্রাজ্ঞ! প্রাপ্য যৌবনমুত্তমম্ ॥ ৩৫ ॥

শুক উবাচ।

কিং সুখং মানুষে লোকে ব্রূহি তাত! নিরাময়ম্।
দুঃখবিদ্ধং সুখং প্রাজ্ঞা ন বদন্তি সুখং কিল ॥ ৩৬ ॥

অভ্যাসে সমীপে ॥ ৩২ ॥ তত্ত্বেন পরমার্থদৃষ্ট্যেত্যর্থঃ। পূর্ব্বোক্তং তু ত্বয়া লৌকিক-দৃষ্ট্যোক্তমিতি ভাবঃ ॥ ৩৩ ॥ পরমার্থদৃষ্ট্যৈবেদমুক্তমিত্যভিপ্রায়েণ ব্যাস আহ ॥ ৩৪—৩৫ ॥ নিরাময়ম্। দুঃখেনাসম্ভিন্নমিত্যর্থঃ। দুঃখবিদ্ধন্তু সুখং নৈব সুখং ভবতীতি পণ্ডিতা বদন্তী-

---

বোধ হয় আপনার আর কিছুই জানিতে অবশিষ্ট নাই; আর আমি যখন আপনার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি তখন অবশ্যই শিষ্য মধ্যে গণ্য, তাহাতে আর সংশয় কি? পরন্তু আপনি পরমার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমাকে উপদেশ করুন্। তাহা হইলে আমি পরম আদরের সহিত আপনার আদেশ পালন করিব ॥ ৩২—৩৩ ॥

ব্রহ্মর্ষি ব্যাসদেব (পুত্র শুকদেবের এতাদৃশ সংসার বিরাগ জনক বাক্য শ্রবণে) বলিলেন রে পুত্রক! তোমাকে পাইবার নিমিত্ত আমি যে, তপশ্চর্য্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, সেই-রূপ নিয়ত শত বৎসর কাল অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া পরম মঙ্গলময় ভগবান্ মহাদেবের আরাধনা করায় তবে তোমাকে পাইয়াছি; বৎস! তুমি বেদাদি শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিয়া দিব্য জ্ঞান লাভ করিয়াছ, সুতরাং তোমাকে আর অধিক বলিতে হইবে না; দেখ, যৌবন কালই মনুষ্যের বিষয় ভোগের সময়, অতএব তুমিও এরূপ পরম সুখময় যৌবন পাইয়া হেলায় নষ্ট করিও না। রে বৎস! যদি তোমার দরিদ্রতা ভয়ে সংসারে বিরাগ জন্মিয়া থাকে, তবে তাহা অন্তঃকরণ হইতে একেবারে দূর করিয়া দেও; কারণ, আমি স্বয়ং কোন নরপতির নিকট হইতে অর্থ যাচ্ঞা করিয়া আনিয়া দিতেছি তুমি স্বচ্ছন্দে সংসার সুখ ভোগে প্রবৃত্ত হও ॥ ৩৪—৩৫ ॥ (শুকদেব এতাবৎ কাল নীরবে থাকিয়া ব্যাস-দেবের সংসার প্রবর্ত্তক বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া) কহিলেন, পিতঃ! প্রজ্ঞাবান্ ঋষিগণ সর্ব্বদাই এই কথা বলিয়া থাকেন যে, সংসারে যাহা কিছু সুখ আছে তৎসমস্তই অশেষ দুঃখ জালজড়িত। ভাল, আপনি বলুন দেখি, এই মনুষ্যলোক মধ্যে এমন কি নির্ম্মল সুখ আছে

স্ত্রিয়ং কৃত্বা মহাভাগ ! ভবামি তদ্বশানুগঃ।
সুখং কিং পরতন্ত্রস্য স্ত্রীজিতস্য বিশেষতঃ ॥ ৩৭ ॥
কদাচিদপি মুচ্যেত লোহকাষ্ঠাদিযন্ত্রিতঃ।
পুত্রদারৈর্নিবদ্ধস্তু ন বিমুচ্যেত কর্হিচিৎ ॥ ৩৮ ॥
বিণ্মূত্রসম্ভবো দেহো নারীণাং তন্ময়স্তথা।
কঃ প্রীতিং তত্র বিপ্রেন্দ্র ! বিবুধঃ কর্ত্তুমিচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥
অযোনিজোঽহং বিপ্রর্ষে ! যোনৌ মে কীদৃশী মতিঃ ॥
ন বাঞ্ছাম্যহমগ্রেঽপি যোনাবেব সমুদ্ভবম্ ॥ ৪০ ॥
বিট্সুখং কিমু বাঞ্ছামি ত্যক্ত্বাত্মসুখমদ্ভুতম্।
আত্মারামশ্চ ভূয়োঽপি ন ভবত্যতিলোলুপঃ* ॥ ৪১ ॥

ত্যাহ দুঃখবিদ্ধমিতি ॥ ৩৬ ॥ (গার্হস্থ্যসুখং দুঃখবিদ্ধমেবেতি স্পষ্টীকর্ত্তুমাহ। স্ত্রিয়ং কৃত্বেতি। ন তু তত্র কেবলং মহতামধীনতা কিন্তু নির্ব্বীর্য্যস্ত্রিয়া অপি স্বাধীনত্বমস্তীত্যত আহ স্ত্রীজিতস্যেতি ॥ ৩৭ ॥ কারাগারস্থস্যাপি মুক্তিলাভাশা বিদ্যতে কিন্তু সংসারবদ্ধস্য কদাচিৎনাস্তীতি বিশদীকর্ত্তুমাহ কদাচিদিতি ॥ ৩৮ ॥ জ্ঞানিনঃ কদাপি স্ত্রিয়ং ন প্রশংসন্তি অত আহ বিণ্মূত্রেতি ॥৩৯॥ অযোনিজত্বাৎ কদাপি মম যোনিপ্রীতির্নাস্তীত্যত আহ। অযোনিজেতি ॥৪০—৪১॥)

যাহাকে কোন প্রকার দুঃখের লেশ মাত্রও আসিয়া স্পর্শ করিতে পারে না? পিতঃ! আপনি মহাতপঃপ্রভাব সম্পন্ন ; সুতরাং আপনাকে বুঝাইবার চেষ্টা কেবল মূর্খতা মাত্র ; তথাপি যাহা বলিতেছি একবার বিচার করিয়া দেখুন। আমি আপনার আদেশ মত দারপরিগ্রহ করিলেই অগত্যা তাহার বশীভূত হইতে হইবে, তাহা হইলে বলুন দেখি, পরাধীন ব্যক্তির বিশেষত ইন্দ্রিয়পরায়ণ স্ত্রৈণ পুরুষের কি প্রকারে সুখোৎপত্তি হইতে পারে? ॥ ৩৬—৩৭ ॥ মনুষ্য কাষ্ঠ বা লৌহাদি নির্ম্মিত কারাগৃহে রুদ্ধ হইয়াও বরং কখন কোন প্রকারে মুক্তি লাভে সমর্থ হয়, কিন্তু, স্ত্রী পুত্রাদি রূপ নিগড় নিবদ্ধ ব্যক্তি, এ শরীরে আর কদাপিও মুক্ত হইতে পারে না ॥ ৩৮ ॥ অপরাপর প্রাণীদিগের দেহও যেমন পুরীষ মূত্রময় দেহ হইতে সমুৎপন্ন রমণীগণেরও সেইরূপ। পিতঃ! আপনি ত সমস্ত বেদ বিভাগ করিয়া বেদজ্ঞদিগের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন, ভাল বলুন দেখি, যে ব্যক্তি ইহ সংসারে মায়া নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ (জাগরিত) হইয়াছে তাদৃশ কোন্ পুরুষ সেই অমেধ্য বিষ্ঠামূত্রময় মহিলা শরীরে প্রীতি করিতে অভিলাষী হয়? পিতঃ! আপনি সমস্ত বেদে সর্ব্বতোভাবে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াও কি ইহা বুঝিতে পারিতেছেন না যে, আমি যখন অযোনি সম্ভূত, তখন যোনিতে আমার কিরূপ প্রবৃত্তি? কেবল এইবার নহে ইহার পূর্ব্ব জন্মেও আমি কখনই যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি নাই ॥ ৩৯—৪০ ॥ বিশেষত আমি অনির্ব্বচনীয় পরমাত্ম-জনিত সুখ বিসর্জ্জন দিয়া কি বিষ্ঠা ভোগ সুখের অভিলাষ করিব? পুনশ্চ ইহাও

---

* আত্মারামাশ্চ মুনয়ো ন ভবন্ত্যতিলোলুপাঃ। ইতি বা পাঠঃ।

প্রথমং পঠিতা বেদা ময়া বিস্তারিতাশ্চ তে।
হিংসাময়াস্তে পঠিতাঃ কর্ম্মমার্গপ্রবর্ত্তকাঃ॥ ৪২॥
বৃহস্পতির্গুরুঃ প্রাপ্তঃ সোঽপি মগ্নো গৃহার্ণবে।
অবিদ্যাগ্রস্তহৃদয়ঃ কথং তারয়িতুং ক্ষমঃ॥ ৪৩॥
রোগগ্রস্তো যথা বৈদ্যঃ পররোগচিকিৎসকঃ।
তথা গুরুর্ম্মুমুক্ষোর্ম্মে গৃহস্থোঽয়ং বিড়ম্বনা॥ ৪৪॥
কৃত্বা প্রণামং গুরবে ত্বৎসমীপমুপাগতঃ।
ত্রাহি মাং তত্ত্ববোধেন ভীতং সংসারসর্পতঃ॥ ৪৫॥
সংসারেঽস্মিন্মহাঘোরে ভ্রমণং নভচক্রবৎ।
ন চ বিশ্রমণং ক্বাপি সূর্য্যস্যেব দিবানিশি॥ ৪৬॥
কিং সুখং তাত! সংসারে নিজতত্ত্ববিচারণাৎ।
মূঢ়ানাং সুখবুদ্ধিস্তু বিট্সু কীটসুখং যথা॥ ৪৭॥

বিস্তারিতা বিচারিতা ইত্যর্থঃ। তত্রাপি ন শান্তির্লব্ধা তেষাং হিংসাময়ত্বাদিত্যাহ হিংসেতি॥ ৪২—৪৪॥ কৃত্বেতি। এতত্প্রাসাদেব বৃহস্পতিং প্রণম্য জ্ঞানপ্রাপ্ত্যর্থং ত্বৎসমীপমাগতোঽস্মীত্যর্থঃ॥৪৫॥ নভচক্রবৎ নক্ষত্রচক্রবদিত্যর্থঃ॥ ৪৬॥ নিজতত্ত্ববিচারণাদিতি ল্যব্লোপে পঞ্চমী। তং বিহায়েত্যর্থঃ। মূঢ়ানাং সুখবুদ্ধিঃ সংসারে ত্বকিঞ্চিৎকরীত্যাহ মূঢ়ানামিতি॥৪৭॥

স্থির জানিবেন যে, আত্মারামগণ কখনই নিতান্ত বিষয়লোলুপ হয়েন না॥ ৪১॥ প্রথমত বেদাধ্যয়ন করিয়া যখন বিশেষ রূপে তাহাদিগের তাৎপর্য্য বিচার করিয়া দেখিলাম, তখন বুঝিলাম তাহারা কেবল কর্ম্মমার্গপ্রবর্ত্তক হিংসাময় শাস্ত্র মাত্র!! তাহার পর বৃহস্পতির নিকট যাইয়া তাঁহাকে গুরুত্বে বরণ করিয়া দেখিলাম, তিনিও ঘোরতর অবিদ্যাগ্রস্ত হৃদয়; সুতরাং তিনি যে নিতান্ত গৃহার্ণবে নিমগ্ন তাহা বলা অত্যুক্তি মাত্র; অতএব তাদৃশ ব্যক্তি কি প্রকারে অন্যকে মুক্ত করিতে পারিবে?॥ ৪২—৪৩॥ যেমন, রোগগ্রস্ত বৈদ্য অন্যের রোগের চিকিৎসক হইলে, লোকে যাদৃশ ফল ফলিয়া থাকে, সেইরূপ আমিও সংসার পাশ-ছিন্ন লালসায় গৃহাসক্ত ব্যক্তিকে গুরু ধরিলাম। হায়! কি বিড়ম্বনা!!॥ ৪৪॥ পিতঃ! আমি এই জন্যই তাদৃশ গুরুকে প্রণাম করিয়া আপনার নিকট প্রত্যাগমন করিলাম; বস্তুতঃ আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি; তত্ত্বজ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক আমাকে এই ভীষণ সংসার-সর্পগ্রাস হইতে রক্ষা করুন!!॥ ৪৫॥ যেমন, সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া জ্যোতিশ্চক্র নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে সেইরূপ এই সমস্ত জীব নিকরও অবিশ্রান্ত গতিতে এই সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; কখনই আর শ্রান্তি সুখানুভবে সমর্থ হইতেছে না॥ ৪৬॥ পিতঃ! ইহ সংসারে আত্মার স্বরূপ বিচার অপেক্ষা প্রকৃত সুখ আর কি আছে? পরন্তু, বিষ্ঠাভোজী কীটের যেমন বিষ্ঠাতেই পরম সুখ; সেইরূপ, অবিদ্যাবিমূঢ়চেতা-দিগের সে, কেবল বিষয়ভোগেই সুখোদয় হয় তাহা অবশ্যই স্বীকার করি॥ ৪৭॥ বেদাদি

অধীত্য বেদশাস্ত্রাণি সংসারে রাগিণশ্চ যে।
তেভ্যঃ পরো ন মূর্খোঽস্তি সধর্ম্মাঃ শ্বাশ্বশূকরৈঃ ॥ ৪৮ ॥
মানুষ্যং দুর্লভং প্রাপ্য বেদশাস্ত্রাণ্যধীত্য চ।
বধ্যতে যদি সংসারে কো বিমুচ্যেত মানবঃ ॥ ৪৯ ॥
নাতঃ পরতরং লোকে কচিদাশ্চর্য্যমদ্ভুতম্।
পুত্রদারগৃহাসক্তঃ পণ্ডিতঃ পরিগীয়তে ॥ ৫০ ॥
ন বাধ্যতে যঃ সংসারে নরো মায়াগুণৈস্ত্রিভিঃ।
স বিদ্বান্ স চ মেধাবী শাস্ত্রপারঙ্গতো হি সঃ ॥ ৫১ ॥
কিং বৃথাঽধ্যয়নেনাত্র দৃঢ়বন্ধকরেণ চ।
পঠিতব্যং তদেবাশু মোচয়েদ্ভববন্ধনাৎ ॥ ৫২ ॥
গৃহ্নাতি পুরুষং যস্মাদ্গৃহস্তেন প্রকীর্ত্তিতম্।
ক সুখং বন্ধনাগারে তেন ভীতোঽস্ম্যহং পিতঃ ॥ ৫৩ ॥
যেঽবুধা মন্দমতয়ো বিধিনা মুষিতাশ্চ যে।
তে প্রাপ্য মানুষং জন্ম পুনর্ব্বন্ধং বিশন্ত্যুত ॥ ৫৪ ॥

সধর্ম্মা ইতি। শ্বাশ্বশূকরৈঃ সধর্ম্মাঃ সমানধর্ম্মবন্ত ইত্যর্থঃ। সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ ধর্ম্মাদনিচ্ কেবলাদিত্যনিজভাবঃ ॥ ৪৮ ॥ মানুষ্যমিতি। এতাদৃশো যদি বধ্যেত তর্হি মোক্ষোচ্ছেদ এব স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥ তর্হি কঃ পণ্ডিতস্তত্রাহ ন বাধ্যত ইতি। কূটস্থবদ্বস্তুভবেন গুণত্রয়াসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ ॥৫১॥ ভববন্ধনাদত্র যদিতি শেষঃ ॥৫২॥ গৃহ্নাতীতি। বধ্নাতীত্যর্থঃ ॥৫৩—৫৪॥

সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যাহারা সংসারে অনুরাগী হয়, তাহাদিগের একমাত্র কুক্কুর, অশ্ব বা শূকরের স্বভাবের সহিতই উপমা দেওয়া যাইতে পারে ॥ ৪৮ ॥ দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়া বেদাদি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যদি সংসারনিগড়ে নিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে, কোন মানব আর ইহা হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হইবে? ॥ ৪৯ ॥ স্ত্রী, পুত্র ও গৃহাদিতে আসক্ত হইয়াও যদি পণ্ডিত নামে বিশ্রুত হইতে পারেন, তবে ইহা অপেক্ষা অনির্ব্বচনীয় আশ্চর্য্যের বিষয় এই ত্রিলোকীমধ্যে আর কিছু আছে কিনা তাহা বলিতে পারি না ॥ ৫০ ॥ ফলত সংসারে আসিয়া যিনি মায়ার গুণত্রয়ে আবদ্ধ হন্ না, তিনিই বিদ্বান্ মেধাবী এবং প্রকৃতপক্ষে তিনিই শাস্ত্রসকলের পরপারে গমন করিয়াছেন অর্থাৎ শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম তিনিই পরিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন ॥ ৫১ ॥ তাহা না হইলে দৃঢ়তর সংসারবন্ধনকর শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আর কি ফল হইবে? অতএব, যে শাস্ত্র অচিরাৎ ভববন্ধন হইতে মুক্তিদানে সমর্থ, তাহাই অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য ॥ ৫২ ॥

পিতঃ! জীবকে বলপূর্ব্বক আনিয়া গৃহকারায় রুদ্ধ করে বলিয়াই গৃহ নামে কথিত হইয়াছে; অতএব বন্ধনাগারে আবার সুখ কোথায়? আমি সেই জন্যই অত্যন্ত ভীত

ব্যাস উবাচ।

ন গৃহং বন্ধনাগারং বন্ধনে ন চ কারণম্।
মনসা যো বিনির্ম্মুক্তো গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যতে ॥ ৫৫ ॥
ন্যায়াগতধনঃ কুর্ব্বন্ বেদোক্তং বিধিবৎ ক্রমাৎ।
গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যেত শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥ ৫৬ ॥
ব্রহ্মচারী যতিশ্চৈব বানপ্রস্থো ব্রতস্থিতঃ।
গৃহস্থং সমুপাসন্তে মধ্যাহ্নাতিক্রমে সদা ॥ ৫৭ ॥
শ্রদ্ধয়া চান্নদানেন বাচা সূনৃতয়া তথা।
উপকুর্ব্বন্তি ধর্ম্মস্থা গৃহাশ্রমনিবাসিনঃ ॥ ৫৮ ॥
গৃহাশ্রমাৎ পরো ধর্ম্মো ন দৃষ্টো ন চ বৈ শ্রুতঃ।
বশিষ্ঠাদিভিরাচার্য্যৈর্জ্ঞানিভিঃ সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫৯ ॥

ব্যাসস্তু কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্ম্মিকান্বিদধদিত্যাদি ছান্দোগ্যশ্রুতিমনুস্মৃত্য গৃহস্থাশ্রমং শ্রেষ্ঠত্বেন কথয়তি। ন গৃহং বন্ধনাগারমিতি। নহি জড়ং গৃহং পুরুষং বধ্নাতি ন চান্যদ্বন্ধনে কারণমস্তি কিন্তু মনস আসক্তিমাত্রং কারণং তাং বিহায় সংসারং কুর্ব্বাণো মুচ্যত এবেত্যর্থঃ ॥ ৫৫—৫৬ ॥ ব্রহ্মচারীতি। গৃহস্থাশ্রমে বসংস্তেভ্যো ভৈক্ষ্যং দত্বা তৎপুণ্যভাগী ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥ উপকুর্ব্বন্তীতি। পুণ্যাদিদানেনেত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥ (যদা বশিষ্টাদয়ঃ সপ্তর্ষয়ো বিশ্ববিশ্রুতা মহান্তস্তত্বজ্ঞাঃ সর্ব্বলোকোপদেষ্টারোঽপি গার্হস্থধর্ম্মমাশ্রিতবন্তঃ। তদা গৃহাশ্রমধর্ম্মাৎ কোঽপি শ্রেষ্ঠতমোধর্ম্মো নেহ দৃশ্যতে ইতি প্রদর্শয়ন্নাহ গৃহাশ্রমাদিতি ॥ ৫৯ ॥

হইয়াছি ॥ ৫৩ ॥ যে সকল দুর্ম্মতিজীবের মায়ানিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই, যাহারা বিধাতৃকর্ত্তৃক নিতান্ত প্রবঞ্চিত; কেবল সেই দুর্ভাগ্যগণই দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করিয়াও মূর্ত্তিমান্ কারাগৃহরূপ এই গৃহকূপে পুনরায় প্রবিষ্ট হয় ॥ ৫৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস (পুত্র শুকদেবের এতাবৎ বৈরাগ্যজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া) কহিলেন, বৎস! এই গৃহস্থাশ্রম কারাবন্ধন নহে এবং ইহা বন্ধনের প্রতি কারণও নহে; ফলত যিনি অন্তরে সমস্ত অবিদ্যা বাসনাজাল হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন তিনি গৃহে থাকিয়াও মুক্ত হইতে পারেন ॥ ৫৫ ॥ রে বৎস! সত্যবাদী শ্রদ্ধাবান্ পবিত্রাত্মা মানব ন্যায়ানুসারে ধনার্জ্জনপূর্ব্বক যথাবিহিত বেদোক্ত ক্রিয়াসকলের ক্রমান্বয়ে অনুষ্ঠান করিয়া গৃহস্থ হইলেও মুক্তি লাভে সমর্থ হয় ॥৫৬॥ বিশেষত ব্রহ্মচারী, যতি বা বাণপ্রস্থ অথবা যে কোন প্রকার নিয়মাবলম্বীই হউক্ না কেন সকলেই মধ্যাহ্নকালের পর ভিক্ষার নিমিত্ত গৃহস্থের দ্বারেই আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকেন ॥ ৫৭ ॥ সেই সময়, ধর্ম্মনিষ্ঠ গৃহাশ্রমবাসীরা শ্রদ্ধাসহকারে অন্নদান ও সুমধুর বাক্য দ্বারা তাঁহাদিগের উপকার করিয়া থাকেন। অতএব বৎস! গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা পরম ধর্ম্ম কুত্রাপি দৃষ্ট বা শ্রুত হয় নাই; এইজন্যই তত্বজ্ঞানসম্পন্ন বশিষ্ঠ প্রভৃতি আচার্য্যগণ এই ধর্ম্মই সমাশ্রয় করিয়াছেন ॥ ৫৮—৫৯ ॥ বৎস শুক! তুমি ত ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে

কিমসাধ্যং মহাভাগ ! বেদোক্তানি চ কুর্ব্বতঃ।
স্বর্গং মোক্ষঞ্চ সজ্জন্ম যদ্যদ্বাঞ্ছতি তদ্ভবেৎ ॥ ৬০ ॥
আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেদিতি ধর্ম্মবিদো বিদুঃ।
তস্মাদগ্নিং সমাধায় কুরু কর্ম্মাণ্যতন্দ্রিতঃ॥ ৬১ ॥
দেবান্ পিতৄন্মনুষ্যাংশ্চ সন্তর্প্য বিধিবৎ সুত !।
পুত্রমুৎপাদ্য ধর্ম্মজ্ঞ ! সংযোজ্য চ গৃহাশ্রমে ॥ ৬২ ॥
ত্যক্ত্বা গৃহং বনং গত্বা কর্ত্তাঽসি ব্রতমুত্তমম্।
বানপ্রস্থাশ্রমং কৃত্বা সন্ন্যাসঞ্চ ততঃ পরম্ ॥ ৬৩ ॥
ইন্দ্রিয়াণি মহাভাগ ! মাদকানি সুনিশ্চিতম্।
অদারস্য দুরন্তানি পঞ্চৈব মনসা সহ ॥ ৬৪ ॥

সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেদিতি শ্রুতিমনুস্মারয়ন্নুপদিশতি ভগবান্ বেদব্যাসঃ। মহাভাগ ! ইতি তু প্রাক্তনাভ্যাসবশাৎ সহসা বাল্যাবস্থায়ামেবেদৃশতত্ত্ববোধোদয়াচ্ছুকস্যাণিমাদ্যৈশ্বর্য্যবত্ত্ব-সূচকসম্বোধনমিত্যবধেয়ম্। কা কথাঽন্যেষাং ফল্গুসুখানাং যথাবিধি বেদোক্তকর্ম্মাণি কুর্ব্বাণস্য গৃহস্থস্য মোক্ষাদিসুখমপি করতলস্থমিতি দর্শয়ন্নাহ কিমসাধ্যমিতি ॥ ৬০ ॥ পরন্ত্বাশরীরপাতাৎ ন কেবলং গার্হস্থ্যমেবানুষ্ঠেয়ং পঞ্চাশদূর্দ্ধে বানপ্রস্থসন্ন্যাসাদিকোঽপি ধর্ম্মোঽবশ্যাশ্রয়ণীয় ইত্যুপ-দিশন্নাহ আশ্রমাদাশ্রমমিতি ॥ ৬১ ॥ দেবানিত্যারভ্যাদারস্যেতি পর্য্যন্তমুপদিশন্ শুকং দারান্ গ্রাহয়িতুং যততে কৃষ্ণদ্বৈপায়নো ব্যাসঃ। হে পুত্র! দেবান্ যজ্ঞাদিনা পিতৄন্ শ্রাদ্ধতর্পণাদিভি-র্মনুষ্যান্ ঋষীন্ স্বাধ্যায়াদিভিস্তথাঽন্যানপি প্রাণিনঃ অন্নপানাদিভিঃ সন্তর্পয়ন্। ফলত এতানি

জগতের সমস্ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করিতে পারিয়াছ, সুতরাং তোমাকে আর অধিক বলিতে হইবে না, দেখ, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে বেদোক্ত কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করে, তাহার পক্ষে কিছুই অসাধ্য নহে অর্থাৎ স্বর্গ বা মহৎ কুলে জন্ম এমন কি মোক্ষ পর্য্যন্তও যাহা কিছু অভিলাষ করে সে সমস্ত মনোরথই সিদ্ধ হয় ॥ ৬০ ॥ পরন্তু, যাবজ্জীবনই যে একাশ্রমেই কালাতিবাহিত করিতে হইবে এরূপ নিয়ম নহে; ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ আচার্য্যগণ এইরূপ আদেশ করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ একাশ্রম হইতে আশ্রমান্তর অর্থাৎ প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য পরে গার্হস্থ্য তাহার পর বাণপ্রস্থ, সর্ব্বশেষে সন্ন্যাস; ফলত ক্রমান্বয়ে আশ্রমচতুষ্টয় গ্রহণ করিবে। অতএব, তুমিও অগ্নি সমাধানপূর্ব্বক আলস্য পরিহার করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও ॥ ৬১ ॥ রে পুত্রক ! তুমি বেদাধ্যয়নদ্বারা সমস্ত ধর্ম্মই অবগত হইয়াছ, অতএব তোমাকে অধিক আর কি উপদেশ করিব, এক্ষণে তুমি গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া যথা-বিহিত দেবতা, পিতৃ এবং মনুষ্যদিগের তৃপ্তিসাধন পূর্ব্বক পুত্র উৎপাদন করিয়া কিয়ৎ-কাল গার্হস্থ্য সুখের অনুভব কর। পরে বার্দ্ধক্য অবস্থায় গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অরণ্যে যাইয়া উৎকৃষ্ট বাণপ্রস্থ ধর্ম্মের নিয়ম সকল পালন করিয়া পরে চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিবে ॥ ৬২—৬৩ ॥ বৎস ! ইহ সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়া যাহারা ভার্য্যাগ্রহণ না করে

তস্মাদ্দারান্ প্রকুর্ব্বীত তজ্জয়ায় মহামতে ! ।
বার্দ্ধকে তপ আতিষ্ঠেদিতি শাস্ত্রোদিতং বচঃ ॥ ৬৫ ॥
বিশ্বামিত্রো মহাভাগ ! তপঃ কৃত্বাঽতিদুশ্চরম্ ।
ত্রীণি বর্ষসহস্রাণি নিরাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৬৬ ॥
মোহিতশ্চ মহাতেজা বনে মেনকয়া স্থিতঃ ।
শকুন্তলা সমুৎপন্না পুত্রী তদ্বীর্য্যজা শুভা ॥ ৬৭ ॥
দৃষ্ট্বা দাশসুতাং কালীং পিতা মম পরাশরঃ ।
কামবাণার্দ্দিতঃ কন্যাং তাং জগ্রাহোড়ুপে স্থিতঃ ॥ ৬৮ ॥
ব্রহ্মাপি স্বসুতাং দৃষ্ট্বা পঞ্চবাণপ্রপীড়িতঃ ।
ধাবমানশ্চ রুদ্রেণ মূর্চ্ছিতশ্চ নিবারিতঃ ॥ ৬৯ ॥

লৌকিকবৈদিকর্ম্মাণি সমাধায় বানপ্রস্থভৈক্ষ্যধর্ম্মাদিকং কর্ত্তা চরিষ্যসীতি যাবৎ ॥৬২—৬৩॥ দারপরিগ্রহং বিনা ন কেনাপীহ দুর্দ্দান্তেন্দ্রিয়াণি সংযন্তুং শক্যন্তে বস্তুতস্তানি অভুক্তভোগানাং চতুর্থাশ্রমিণাং উন্মাদকরাণ্যেব ভবন্তীত্যাহ ইন্দ্রিয়াণীতি ॥৬৪—৬৫॥ ইদানীং স্বকীয়োপদিষ্ট-বাক্যসমর্থনায় দুশ্চরং তপস্ততো বিশ্বামিত্রস্যাপি মেনকারূপিণা বিঘ্নেন তপোব্যাহতিরাসী-দিতি ঐতিহাসিকপ্রবৃত্ত্যুদাহরণেনোপসংহরন্নাহ বিশ্বামিত্র ইতি ॥ ৬৬—৬৭ ॥ ন তু কেবলং বিশ্বামিত্রঃ অপিতু মম পিতা তপস্বিবর্য্যঃ পরাশরোঽপি বিমুগ্ধ আসীদিত্যাহ দৃষ্ট্বেতি । দাশস্য ধীবরস্য সুতাং কন্যাম্ । কালীং সত্যবতীম্ ॥ ৬৮ ॥ কাকথান্যেষাং স্বয়ং সৃষ্টিকর্ত্তা

তাহাদিগের পক্ষে এই দুরন্ত মন এবং উহার অধীন পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় অত্যন্ত উন্মাদকর হইয়া উঠে সন্দেহ নাই ॥ ৬৪ ॥ বৎস ! তুমি অসীম মনীষাশক্তিসম্পন্ন ! আমি যাহা বলিলাম, বোধ হয় অবশ্যই ধারণা করিতে পারিয়াছ ; শাস্ত্রে এইজন্যই দৃঢ় নির্বন্ধতাসহকারে উপ-দিষ্ট হইয়াছে যে, দুর্দ্দান্ত মন এবং তৎপরতন্ত্র প্রমাথি ইন্দ্রিয়গণের জয়ের নিমিত্ত অবশ্যই দারপরিগ্রহ করিবে ; তাহার পর, বয়সের তৃতীয় ভাগে তপোঽনুষ্ঠানে নিরত হইবে ॥ ৬৫ ॥ হে মহাভাগ বৎস শুক ! দেখ, মহাতেজা রাজর্ষি বিশ্বামিত্র ইন্দ্রিয়সকল সংযমনপূর্ব্বক নিরাহারে তিন সহস্র বৎসর দুষ্কর তপশ্চর্য্যা করিয়া পরিশেষে স্বর্বেশ্যা মেনকার প্রেমে মোহিত হইয়া সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন ; সেই সময় সেই অরণ্যমধ্যেই তাঁহার ঔরসে পরমসুন্দরী শকুন্তলা নামে একটী কন্যা উৎপন্ন হয় ॥ ৬৬—৬৭ ॥ অধিক কি বলিব, আমার পিতা তপস্তেজা ব্রহ্মর্ষি পরাশর দাশকন্যা কালীকে দেখিয়া কন্দর্পবাণে প্রপীড়িত হইয়া সেই যমুনামধ্যস্থ নৌকাতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৬৮ ॥ অন্যের কথা দূরে থাকুক্ স্বয়ং পিতামহ ব্রহ্মা নিজ কন্যাকে দেখিয়া পঞ্চশরশরে সংবিদ্ধ হওত পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া-ছিলেন পরে ক্রোধজ্বলিত রুদ্রদেব কর্ত্তৃক একটী মস্তক ছিন্ন হওয়ায় তাহাতে ক্ষান্ত হয়েন ॥ ৬৯ ॥ রে বৎস ! তুমি আমার সর্ব্ব কল্যাণময় পুত্র ! অতএব, আমার এই হিতকর

তস্মাত্ত্বমপি কল্যাণ! কুরু মে বচনং হিতম্।
কুলজাং কন্যকাং বৃত্বা বেদমার্গং সমাশ্রয় ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
শুকোৎপত্তির্নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পিতামহোঽপি স্বসুতাবলোকনেন বিমুগ্ধো জাত ইত্যাহ ব্রহ্মেতি ॥ ৬৯ ॥) এতদ্গ্রন্থস্থবাস্তর তাৎপর্য্যন্তু জ্ঞানাধিকারপ্রাপ্তিপর্য্যন্তং কর্ম্মমার্গো নিষ্কামতয়াশ্রয়িতব্য ইতি ॥ ৭০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

বাক্যটী রক্ষা কর, কোন সৎকুলসম্ভূত ঋষিকন্যাকে পত্নীত্বে বরণ করিয়া বেদোক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান পথ সমাশ্রয় কর ॥ ৭০ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের
প্রথমস্কন্ধে শুকোৎপত্তি ও গৃহস্থকর্ত্তব্যতাবিষয়ক
চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশুক উবাচ।

নাহং গৃহং করিষ্যামি দুঃখদং সর্ব্বদা পিতঃ!*।
বাগুরাসদৃশং নিত্যং বন্ধনং সর্ব্বদেহিনাম্॥ ১॥
ধনচিন্তাতুরাণাং হি ক সুখং তাত! দৃশ্যতে।
স্বজনৈঃ খলু পীড্যন্তে নির্ধনা লোলুপা জনাঃ॥ ২॥
ইন্দ্রোঽপি ন সুখী তাদৃগ্যাদৃশো ভিক্ষুর্নিস্পৃহঃ।
কোঽন্যঃ স্যাদিহ সংসারে ত্রিলোকীবিভবে সতি॥ ৩॥
তপস্তং তাপসং দৃষ্ট্বা মঘবা দুঃখিতো ভবন্†।
বিঘ্নান্ বহুবিধানস্য করোতি চ দিবস্পতিঃ॥ ৪॥

সপ্তষষ্টিশ্লোকবর্য্যৈঃ শুকবৈরাগ্যমুচ্যতে।
শ্রীদেব্যাশ্চোপদেশশ্চ হরয়ে কৃত উচ্যতে।

পিতুর্বাক্যং শ্রুত্বা শুক উবাচ নাহমিতি। গৃহং জায়াসম্বন্ধং গৃহস্থাশ্রমং বা বাগুরা মৃগবন্ধিনী রজ্জুস্তৎসদৃশং বন্ধকম্॥ ১—২॥ ত্রিলোকীবিভবে সতি ইন্দ্রোঽপি ন সুখী-ত্যন্বয়ঃ॥ ৩॥ ইন্দ্রদুঃখং কথয়তি তপস্তমিতি। ভবন্নিতি শত্রন্তং ব্যাসসম্বোধনম্॥ ৪॥

পিতঃ! আমাকে অনর্থকর সংসারে প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত যে সমস্ত প্রবৃত্তি-মার্গের উপদেশ প্রদান করিতেছেন তৎসমস্তই নিষ্ফল জানিবেন; কারণ, আমি বিলক্ষণ রূপে বুঝিতে পারিয়াছি যে, রমণীগণ দেহীদিগের কিরাত হস্তস্থ পশু বন্ধনপাশের স্বরূপ এবং সর্ব্বদাই দুঃখপ্রদ অর্থাৎ সমস্ত দুঃখের আকর; অতএব আমি কিছুতেই দারপরিগ্রহ করিব না॥ ১॥ এই সংসারমধ্যে যাহারা অবিরত ধনচিন্তায় অভিভূত তাহাদের কি কুত্রাপিও প্রকৃতরূপে সুখ দেখিয়াছেন? ফলত আপনি ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে, বিষয়-লিপ্সু অথচ নির্ধন গৃহস্থ আত্মপরিবার বা কুটুম্বগণ দ্বারা সর্ব্বদাই প্রপীড়িত হইয়া থাকে॥২॥ অপরের কথা দূরে থাকুক এই সংসারমধ্যে এক জন বিষয়বাসনাশূন্য ভিক্ষুক যাদৃশ সুখানুভব করিয়া থাকে, ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্যসত্বেও বোধ হয় সুরপতি ইন্দ্র ও তাদৃশ সুখের লেশমাত্র অনুভব করিতে পারেন না॥ ৩॥ কেন না, দেবরাজ মঘবান্ যদি সত্য সত্যই সুখের অধিকারী হইতেন তাহা হইলে, তিনি স্বর্গসিংহাসনের অধীশ্বর হইয়াও কি জন্য এক জন তপস্বীকে তপস্যায় প্রবৃত্ত দেখিয়া মহাদুঃখিত হইয়া বহুবিধ বিঘ্নাচরণ

---

* মত: ইতি বা পাঠঃ।   † ভবেৎ ইতি বা পাঠঃ।

ব্রহ্মাঽপি ন সুখী বিষ্ণুর্লক্ষ্মীং প্রাপ্য মনোরমাম্।
খেদং প্রাপ্নোতি সততং সংগ্রামৈরসুরৈঃ সহ ॥ ৫ ॥
করোতি বিপুলান্ যত্নান্* তপশ্চরতি দুশ্চরম্।
রমাপতিরপি শ্রীমান্ কস্যাস্তি বিপুলং সুখম্ ॥ ৬ ॥
শঙ্করোঽপি সদা দুঃখী ভবত্যেব চ বেদ্‌ম্যহম্।
তপশ্চর্য্যাং প্রকুর্ব্বাণো দৈত্যযুদ্ধকরঃ সদা† ॥ ৭ ॥
কদাচিন্ন সুখী শেতে ধনবানপি লোলুপঃ।
নির্ধনস্তু কথং তাত! সুখং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৮ ॥
জানন্নপি মহাভাগ! পুত্রং মাং বীর্য্যসম্ভবম্।
নিয়োক্ষ্যসি মহাঘোরে সংসারে দুঃখদে সদা ॥ ৯ ॥
জন্ম দুঃখং জরা দুঃখং দুঃখঞ্চ মরণে তথা।
গর্ভবাসে পুনর্দুঃখং বিষ্ঠামূত্রময়ে পিতঃ! ॥ ১০ ॥

(স্বয়ং রমায়া লক্ষ্যাঃ পতিঃ শ্রীমানপি সর্ব্বৈশ্বর্য্যবানপি ইত্যর্থঃ। দৈত্যসমরজন্তং খেদং ক্লান্তিং প্রাপ্নোতীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। এবং চেত্তর্হি অপরেষাং দুঃখাব্যাপ্তৌ কিমু বক্তব্যমিতি কৈমুতিক-ন্যায়েন সর্ব্বেষামপি দেহধারিণামিত্যেতদ্দর্শয়ন্নাহ ব্রহ্মাপীতি ॥ ৫—৮ ॥) জানন্নপীতি। ইত্থং জানন্নপি মামৌরসং পুত্রং কথমেবন্নিয়োজয়সীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥ (সংসারং দুঃখময়মিতি বিশদী-

---

করিয়া থাকেন?॥ ৪ ॥ লোকপিতামহ ব্রহ্মাও সুখী নহেন; বিষ্ণু মনোরমা লক্ষ্মীকে পাইয়াও নিরন্তর অসুরদিগের যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত থাকিয়া অশেষ প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥ পিতঃ! সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া স্বয়ং রমাপতিও যখন, শক্রদমনের জন্য বিরত হইয়া নানাপ্রকার চেষ্টা এবং দুষ্কর তপস্যার অনুষ্ঠানেও প্রবৃত্ত হয়েন, তখন, অপর কে এমন ব্যক্তি আছে যে সর্ব্বতোভাবে সুখের অধিকারী হইতে পারে?॥ ৬ ॥ অধিক আর কি বলিব, লোকে যাঁহাকে বিশ্বমঙ্গলকর বলিয়া কীর্ত্তন করে সেই দেবাদিদেব বিশ্বনাথও যে মহাদুঃখসাগরে নিমগ্ন তাহাও আমি জানি। কারণ, তিনি কখন দৈত্যদিগের সহিত সংগ্রাম কখনও বা ঘোরতর তপশ্চর্য্যায় নিরত; ফলত সর্ব্বদা কোন না কোন কর্ম্মাড়ম্বর লইয়াই বিব্রত থাকেন ॥ ৭ ॥ পিতঃ! বিষয়বাসনা থাকিলে, ঐশ্বর্য্যবান্ মহাপুরুষগণও যখন কখন সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন না, তখন, নির্ধন মনুষ্য কিরূপে প্রকৃত সুখলাভে সমর্থ হইবে?॥ ৮ ॥ পিতঃ! আপনি ত অজ্ঞ নহেন বস্তুতঃ মহান্ তপঃপ্রভাবসম্পন্ন এবং জগতের সমস্ত তত্ত্ব জানিতে পারিয়াও কিজন্য নিজ ঔরসজাত পুত্রকে নিরন্তর ভীষণ দুঃখপ্রদ সংসারসাগরে নিমজ্জিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন?॥৯॥ দেখুন, প্রথমতঃ জীবের জন্মকালে

---

* যজ্ঞান্ ইতি বা পাঠঃ।

† শঙ্করোঽপি সদা দুঃখী ভবত্যেব ন সংশয়ঃ। পদাহতঃ প্রমদয়া শান্তিং যাতি যতোঽমলঃ ॥
ইতি পাঠোঽপি দৃশ্যতে।

তস্মাদতিশয়ং দুঃখং তৃষ্ণালোভসমুদ্ভবম্।
যাচ্ঞায়াং পরমং দুঃখং মরণাদপি মানদ! ॥ ১১ ॥
প্রতিগ্রহধনা বিপ্রা ন বুদ্ধিবলজীবনাঃ।
পরাশা পরমং দুঃখং মরণঞ্চ দিনে দিনে ॥ ১২ ॥
পঠিত্বা সকলান্ বেদান্ শাস্ত্রাণি চ সমন্ততঃ।
গত্বা চ ধনিনাং কার্য্যা স্তুতিঃ সর্ব্বাত্মনা বুধৈঃ ॥ ১৩ ॥
একোদরস্য কা চিন্তা পত্রমূলফলাদিভিঃ।
যেন কেনাপ্যুপায়েন সন্তুষ্ট্যা চ প্রপূর্য্যতে ॥ ১৪ ॥
ভার্য্যা পুত্রাস্তথা পৌত্রাঃ কুটুম্বে বিপুলে সতি।
পূরণার্থং মহদ্দুঃখং ক সুখং পিতরদ্ভুতম্ ॥ ১৫ ॥

কর্ত্তুমাহ জন্মেতি। উৎপত্তিঃ স্থিতির্মরণং গর্ভবাসঃ পুনশ্চক্রবদুৎপত্ত্যাদিকং দুঃখাদ্দুঃখতরমিতিভাবঃ ॥ ১০ ॥ যাচ্ঞায়া দুঃখতমত্বং দর্শয়িতুমাহ তস্মাদিতি ॥ ১১ ॥ বিপ্রাস্ত প্রায়শঃ পরভাগ্যোপজীবিন ইতি বিশদীকর্ত্তুমাহ প্রতিগ্রহেতি। মরণঞ্চেতি। অপমান এব মরণং প্রতিদিনম্ ॥১২—১৩॥) বিরক্তস্য নৈব দুঃখমিত্যাহ একোদরস্যেতি ॥১৪॥ (সংসারাসক্তস্য তু ন কেবলং নিজদুঃখচিন্তা পরং পরচিন্তয়া এবাতিদুঃখেন কালো নীয়তে তাদৃশেন মূঢ়গৃহিণেতিশেষঃ

দুঃখ তাহার পর বার্দ্ধক্যে জরাজনিত দুঃখ পরে মরণসময়ে দুঃখ পুনর্ব্বার বিষ্ঠামূত্রময় গর্ভবাসের সেই অসীম যন্ত্রণাময় দুঃখ; (ফলত এই সকল কথা স্মৃতিপথে উদয় হইলে সর্ব্বশরীর ভয়ে লোমাঞ্চিত হইতে থাকে) ॥ ১০ ॥ এ সমস্ত অপেক্ষা বোধ হয় বিষয়বাসনা ও লোভসমুদ্ভূত দুঃখই সমধিক। ভাল, পিতঃ! আপনিত সর্ব্বদাই সকলের মান দান করিয়া থাকেন, কেননা আপনি স্বপ্রণীত পুরাণাদি শাস্ত্রে ভূয়ো ভূয়ো মানবদিগকে সম্মান করিতে উপদেশ করিয়াছেন, তবে বলুন দেখি যাচ্ঞাতে মরণ অপেক্ষাও বিপুল দুঃখরাশি আসিয়া উপস্থিত হয় কি না? ॥ ১১ ॥ হায়! কি দুর্ভাগ্য, পরপ্রতিগ্রহই দ্বিজগণের জীবনোপায়!! সুতরাং তাঁহাদের বল, বুদ্ধি বা জীবন সমস্তই নিষ্ফল। কেননা, ইহ সংসারে বোধ হয়, পর প্রত্যাশা অপেক্ষা কোনটাই অধিকতর ক্লেশকর নহে; এমন কি ভাবিয়া দেখিলে উহা এক প্রকার প্রতিদিনই মরণস্বরূপ ॥ ১২ ॥ সাঙ্গ বেদচতুষ্টয় এবং পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক পণ্ডিত হইয়া শেষে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য হইল কি না ধনীদিগের নিকট যাইয়া একাগ্রচিত্তে স্তুতি পাঠ করা!! ॥ ১৩ ॥ পিতঃ! একটী উদর পূরণের জন্য কি কোন চিন্তা হইতে পারে? পত্র বা ফলমূলাদি দ্বারা যে কোনও উপায়েই হউক পরম সন্তোষের সহিত অনায়াসেই তাহার পূরণ করা যাইতে পারে ॥ ১৪ ॥ কিন্তু, ভার্য্যা পুত্র ও পৌত্র প্রভৃতি বহু কুটুম্ব থাকিলে, তাহাদিগের ভরণপোষণের নিমিত্ত কেবল রাশি রাশি দুঃখভারই আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতে আর অনির্ব্বচনীয় সুখের আশা কোথায়? ॥ ১৫ ॥

যোগশাস্ত্রং বদ মম* জ্ঞানশাস্ত্রং সুখাকরম্।
কর্ম্মকাণ্ডেঽখিলে তাত! ন রমেঽহং কদাচন ॥ ১৬॥
বদ কর্ম্মক্ষয়োপায়ং প্রারব্ধং সঞ্চিতন্তথা।
বর্ত্তমানং যথা নশ্যেৎ ত্রিবিধং কর্ম্মমূলজম্ ॥ ১৭ ॥
জলূকেব সদা নারী রুধিরং পিবতীতি বৈ।
মূর্খস্তু ন বিজানাতি মোহিতো ভাবচেষ্টিতৈঃ ॥ ১৮ ॥
ভোগৈর্বীর্য্যং ধনং পূর্ণং মনঃ কুটিলভাষণৈঃ।
কান্তা হরতি সর্ব্বস্বং কঃ স্তেনস্তাদৃশোঽপরঃ ॥ ১৯ ॥
নিদ্রাসুখবিনাশার্থং মূর্খস্তু দারসংগ্রহম্।
করোতি বঞ্চিতো ধাত্রা দুঃখায় ন সুখায় চ* ॥ ২০ ॥

সূত উবাচ।

এবং বিধানি বাক্যানি শ্রুত্বা ব্যাসঃ শুকস্য চ।
সংপ্রাপ মহতীং চিন্তাং কিং করোমীত্যসংশয়ম্ ॥ ২১ ॥

অত আহ ভার্য্যেতি ॥ ১৫—১৬ ॥) প্রারব্ধং সঞ্চিতং বর্ত্তমানঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মমূলজমবিদ্যাজন্তং যথা নশ্যেদিত্যন্বয়ঃ ॥ ১৭—১৮ ॥ ভোগৈর্বীর্য্যং হরতি। পূর্ণং ধনং মনশ্চ কুটিলভাষণৈঃ।

পিতঃ! আপনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া সেই সর্ব্বসুখের আধারভূত তত্ত্বজ্ঞান-উৎপাদক শাস্ত্র বা যোগশাস্ত্রের উপদেশ করুন! প্রভূত কর্ম্মকাণ্ড আড়ম্বরে আমার অন্তঃকরণ কখনই নিরত হইবে না ॥ ১৬ ॥ পিতঃ! জন্ম ও জরামৃত্যু প্রভৃতি অশেষ যাতনাপ্রদ সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ কর্ম্মের মূলীভূত বাসনাময়ী অবিদ্যা যাহাতে সমূলে উন্মূলিত হয় সেই কর্ম্মক্ষয়ের উপায় বলুন ॥ ১৭ ॥ আপনি কি জানেন না যে, রমণীগণ জলোকা কীটের ন্যায় কেবল নিরন্তর পুরুষদিগের শরীরস্থ শোণিতরাশি শোষণ করিতে থাকে? মূর্খ লোক না জানিয়াই তাহাদিগের হাবভাব ও কটাক্ষপাত প্রভৃতি অঙ্গভঙ্গী দ্বারা বিমোহিত হয় ॥ ১৮ ॥ মূঢ় লোক যাহাকে কমনীয় মূর্ত্তি রমণী বলিয়া মনে করে, কিন্তু, সে প্রতিদিনই সম্ভোগের দ্বারা স্বামীর বীর্য্য এবং কৌটিল্যপূর্ণ প্রেমালাপে সমস্ত ধন ও মন প্রভৃতি সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইতেছে; অতএব, এই সংসারে এরূপ প্রকার প্রধান চোর আর কে আছে? ॥ ১৯ ॥ পিতঃ! আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি যে, মূর্খ লোক কেবল বিধাতা কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াই নিজ নিদ্রা ও সুখ বিনাশের জন্য দারপরিগ্রহ করিয়া থাকে; ফলতঃ ইহ সংসারে স্ত্রীগ্রহণ কেবল ভূয়িষ্ঠ দুঃখরাশি ভোগের জন্যই উহাতে সুখের লেশমাত্রও নাই ॥ ২০ ॥

---

* বিত্তো ইতি বা পাঠঃ।

* দুঃখায় নরকায় চ। ইতি বা পাঠঃ।

তস্য সুস্রুবুরশ্রূণি লোচনাদ্দুঃখজানি চ।
বেপথুশ্চ শরীরেঽভূদ্‌গ্লানিং প্রাপ মনস্তথা ॥ ২২ ॥
শোচন্তং পিতরং দৃষ্ট্বা দীনং শোকপরিপ্লুতম্।
উবাচ পিতরং ব্যাসং বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ॥ ২৩ ॥
অহো! মায়াবলঞ্চোগ্রং যন্মোহয়তি পণ্ডিতম্।
বেদান্তস্য চ কর্ত্তারং সর্ব্বজ্ঞং বেদসম্মিতম্ ॥ ২৪ ॥
ন জানে কা চ সা মায়া কিংস্বিৎ সাঽতীবদুষ্করা।
যা মোহয়তি বিদ্বাংসং ব্যাসং সত্যবতীসুতম্ ॥ ২৫ ॥
পুরাণানাঞ্চ বক্তা চ নির্ম্মাতা ভারতস্য চ।
বিভাগকর্ত্তা বেদানাং সোঽপি মোহমুপাগতঃ ॥ ২৬ ॥

স্তেনশ্চোরঃ ॥১৯—২১॥ অশ্রূণি নেত্রজলানি। বেপথুঃ কম্পঃ ॥২২—২৩॥ বেদসম্মিতং বেদবৎ-প্রমাণবাক্যম্ ॥ ২৪ ॥ কা চ সেতি। কাপ্যনির্ব্বচনীয়েত্যর্থঃ। কিংস্বিদিতি বিতর্কে। দুষ্করা

সূত কহিলেন, মহর্ষিমণ্ডল! ব্যাসদেব পুত্র শুকদেবের এইরূপ সংসার বৈরাগ্যজনক বাক্য শ্রবণে গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া ভাবিলেন, এক্ষণে আমি করি কি! পুত্রের যে প্রকার বৈরাগ্যের দৃঢ়তা দেখিতেছি, তাহাতে ইহাকে গার্হস্থ ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করা যে, দুঃসাধ্য ব্যাপার সে বিষয়ে আর সংশয় নাই ॥ ২১ ॥ ঋষিগণ! রহস্যের কথা অধিক আর কি বলিব আমার গুরুদেব মহর্ষি বেদব্যাস পুত্রের সেই বৈরাগ্যের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে দুঃখে এতদূর কাতর হইয়া পড়িলেন, যে, সেই সময় তাঁহার লোচনদ্বয় হইতে অনর্গল অশ্রুধারা নিঃসৃত হইতে লাগিল; বস্তুত তৎকালে তাঁহার অন্তরে এতদূর গ্লানি উপস্থিত হইল যে, তিনি কোনক্রমেই আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না ভয়ে মুহুর্মুহু তাঁহার দেহযষ্টি কাঁপিতে লাগিল ॥ ২২ ॥

শুকদেব দুঃখসাগরে ভাসমান পিতা বেদব্যাসকে নিতান্ত দীনভাবে শোক করিতে দেখিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত-লোচনে বলিতে লাগিলেন। একি! ইহ জগতীতলে যাঁহার উপদেশ লোকে বেদবাক্যের ন্যায় প্রমাণ করিয়া থাকে, যিনি বেদান্তদর্শনের প্রণেতা সেই সর্ব্বজ্ঞ তত্ত্বজ্ঞানবিশারদ বেদব্যাসকেও মায়া আসিয়া মোহিত করিল ॥ ২৩—২৪ ॥ অহো! মায়ার কি উৎকট প্রভাব!! সেই মায়া যখন ব্রহ্মবিদ্যাবিশারদ সত্যবতীনন্দন বেদব্যাসকেও মোহিত করিল, তখন সেই মায়া যে কিরূপ অনির্ব্বচনীয়া তাহা কিছুই জানিতে পারিলাম না এবং সেই দুরারাধ্যা মায়াকে কি উপায়ে যে, স্বায়ত্ত করিতে পারা যায় তাহা বহু তর্কের দ্বারাও স্থির করিতে পারিতেছি না ॥ ২৫ ॥ অহো কি আশ্চর্য্য! যিনি সমস্ত পুরাণশাস্ত্রের বক্তা যিনি মহাভারতের প্রণেতা অধিক কি বেদ-চতুষ্টয়ের বিভাগকর্ত্তা বলিয়া এই বিশ্বসংসারে বিশ্রুত; তিনিও ঘোরতর মোহজালে নিবদ্ধ

তাং যামি শরণং দেবীং যা মোহয়তি বৈ জগৎ।
ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদীংশ্চ কথাঽন্যেষাঞ্চ কীদৃশী ॥ ২৭ ॥
কোঽপ্যস্তি ত্রিষু লোকেষু যো ন মুহ্যতি মায়য়া।
যন্মোহং গমিতাঃ পূর্ব্বে ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ ॥ ২৯ ॥
অহো! বলমহো বীর্য্যং দেব্যা খলু বিনির্ম্মিতম্।
মায়য়ৈব বশং নীতঃ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ প্রভুঃ ॥ ২৯ ॥
বিষ্ণ্বংশসম্ভবো ব্যাস ইতি পৌরাণিকা জগুঃ।
সোঽপি মোহার্ণবে মগ্নো ভগ্নপোতো বণিগ্‌যথা ॥ ৩০ ॥
অশ্রুপাতং করোত্যদ্য বিবশঃ প্রাকৃতো যথা।
অহো! মায়াবলঞ্চৈতদ্দুস্ত্যজং পণ্ডিতৈরপি ॥ ৩১ ॥
কোঽয়ং কোঽহং কথঞ্চেহ কীদৃশোঽয়ং ভ্রমঃ কিল।
পঞ্চভূতাত্মকে দেহে পিতৃপুত্রেতি বাসনা ॥ ৩২ ॥

দুষ্করযত্নসাধ্যেত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥ ব্যাসশান্ত্যর্থং দেবীং প্রার্থয়তি তাং যামীতি। অন্তর্য্যামি-রূপিণীমিত্যর্থঃ ॥২৭—২৮॥ ঈশ্বরো বিষ্ণুঃ ॥ ২৯—৩১ ॥ কোঽয়মিতি। অয়ং ব্যাসো মম কঃ ন কোঽপি তথাঽহং শুক এতস্য কঃ ন কোঽপ্যথাপি কীদৃশোঽয়ং ভ্রম এতস্য মম গৃহস্থাশ্রমেণ

হইলেন!! পরন্তু, সেই মায়া যখন, ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরকেও স্বীয় প্রভাবে বিমোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, তখন, অন্যের পক্ষে যে কিরূপ ঘটিবে তাহা ত বিলক্ষণই অনুভূত হইতেছে; অতএব যিনি এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নাসারন্ধ্রে বিদ্ধ বলীবর্দ্দের ন্যায় নিরন্তর স্বেচ্ছামত পরিচালন করিতেছেন, আমি সেই দেবী মহামায়ার শরণাগত হইলাম ॥ ২৬—২৭ ॥ সেই অপরিমেয়প্রভাবা দেবী মায়া পূর্ব্বে যখন, ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরকেও বিমোহিত করিয়াছিলেন, তখন, এই সংসারমধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছে যে, সে মায়া বিমোহিত হয় না? সেই চৈতন্যরূপিণী ভগবতী মায়াশক্তির কি অনির্ব্বচনীয় বলবীর্য্যেরই সৃষ্টি করিয়াছেন। কি আশ্চর্য্য! এইরূপ শ্রুতি আছে যে, পূর্ব্বে সেই সর্ব্ব জীবের নিগ্রহানুগ্রহ সমর্থ সর্ব্বৈশ্বর্য্য শক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বিষ্ণুও মায়ার বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন; (তবে আর অপরের কথা কি বলিব) ॥ ২৮—২৯ ॥ তাহার সাক্ষী, পুরাণশাস্ত্রবেত্তা ঋষিরা সকলেই এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, মহর্ষি বেদব্যাস বিষ্ণু অংশে আবির্ভূত; কিন্তু, তিনিও ভগ্নতরী বণিকের ন্যায় ঘোরতর অজ্ঞানজলধিতে নিমগ্ন হইতেছেন; কি আশ্চর্য্য! এক্ষণে ইনিও প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় অভিভূত হইয়া অনর্গল অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতেছেন!! বুঝিলাম, সেই মায়ার অসীমপ্রভাবের নিকট পরম জ্ঞানী পুরুষেরও পরিত্রাণ নাই ॥ ৩০—৩১ ॥ এই জগন্মণ্ডলে এই এক কি প্রকার আশ্চর্য্যজনক ভ্রান্তি দেখ, উনি কে আর আমি কে তাহার

বলিষ্ঠা খলু মায়েয়ং মায়িনামপি মোহিনী ।
যয়াঽভিভূতঃ কৃষ্ণোঽপি করোতি রোদনং দ্বিজঃ ॥ ৩৩ ॥

সূত উবাচ ।

তাং নত্বা মনসা দেবীং সর্ব্বকারণকারণাম্ ।
জননীং সর্ব্বদেবানাং ব্রহ্মাদীনান্তথেশ্বরীম্ ॥ ৩৪ ॥
পিতরং প্রাহ দীনং তং শোকার্ণবপরিপ্লুতম্ ।
অরণীসম্ভবো ব্যাসং হেতুমদ্বচনং শুভম্ ॥ ৩৫ ॥
পারাশর্য্য ! মহাভাগ ! সর্ব্বেষাং বোধদঃ স্বয়ম্ ।
কিং শোকং কুরুষে স্বামিন্ ! যথাঽজ্ঞঃ প্রাকৃতো নরঃ ॥ ৩৬ ॥
অদ্যাহং তব পুত্রোঽস্মি ন জানে পূর্ব্বজন্মনি ।
কোঽহং কস্ত্বং মহাভাগ ! বিভ্রমোঽয়ং মহাত্মনি ॥ ৩৭ ॥

কল্যাণং ভবত্বিতি। কথং চেহ পঞ্চভূতাত্মকে মে দেহে পিতাপুত্র ইত্যেবংরূপা বাসনা আশ্চর্য্যমেতদিত্যর্থঃ ॥ ৩২—৩৬ ॥ বিভ্রমোঽয়ং মহাত্মনীতি। কথমিতি শেষঃ ॥ ৩৭—৩৯ ॥

স্থিরতা নাই, অথচ এই পঞ্চভূতময় দেহপিণ্ডে ইনি পিতা আমি পুত্র এইরূপ নিরর্থক বাসনা উপস্থিত হইতেছে ॥ ৩২ ॥ দ্বিজকুলচূড়ামণি ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নও যখন মোহে অভিভূত হইয়া রোদন করিতেছেন, তখন, জানিলাম যে, এই অনন্ত প্রভাবময়ী মায়া মহামায়াবীদিগেরও মোহজননী ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৩৩ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! তদনন্তর অরণীগর্ভসম্ভূত মহাত্মা শুকদেব সেই দেবাদিদেব ব্রহ্মাদিরও নিয়ন্ত্রী সর্ব্বদেবজননী সমস্ত কারণকূটের ও কারণীভূতা দেবী মহামায়াকে মনে মনে প্রণাম করিয়া সেই শোকসাগরে ভাসমান দীনভাবাপন্ন পিতা ব্যাসদেবকে রম কল্যাণকর হেতুগর্ভপূর্ণ বাক্য সকল বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩৪—৩৫ ॥

পিতঃ ! আপনি ঋষিপ্রবর মহাত্মা পরাশরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং নিজেও নেন্ত তপোরাশিপ্রভাবে অপরাপর ঋষিদিগকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়া থাকেন ; বস্তুত াপনি সর্ব্বজীবের নিগ্রহে বা অনুগ্রহে সমর্থ হইয়াও প্রাকৃত মূর্খ মনুষ্যের ন্যায় শোক রিতেছেন কেন ? ॥৩৬॥ হে মহাভাগ ! (আমি যাহা বলি একবার বিচার করিয়া দেখুন,) বারে আমি আপনার পুত্র হইয়াছি, কিন্তু ইহার পূর্ব্বজন্মে আপনি কে আর আমিই বা ক ছিলাম তাহার কিছুই স্থিরতা নাই অতএব আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, ইহা কিছুই হে, কেবল সেই কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাতে অনাদি সংসারবাসনা প্রবাহময়ী বিদ্যাপ্রভাবে জন্ম মৃত্যু বা পিতা পুত্র ও কলত্রাদিরূপ ভ্রান্তির আরোপ মাত্র। পিতঃ ! াপনি পরম তত্ত্বজ্ঞ সুতরাং আপনাকে প্রবোধিত করিতে যাওয়া কেবল বাচলতামাত্র।

কুরু ধৈর্য্যং প্রবুধ্যস্ব মা বিষাদে মনঃ কৃথাঃ।
মোহজালমিমং মত্বা মুঞ্চ শোকং মহামতে!॥ ৩৮॥
ক্ষুধানিবৃত্তির্ভক্ষ্যেণ ন পুত্রদর্শনেন হি।
পিপাসা জলপানেন যাতি নৈবাত্মজেক্ষণাৎ॥ ৩৯॥
ঘ্রাণং সুখং সুগন্ধেন কর্ণজং শ্রবণেন চ।
স্ত্রীসুখং তু স্ত্রিয়া নূনং পুত্রোঽহং কিঙ্করোমি তে॥ ৪০॥
অজীগর্ত্তেন পুত্রোঽপি হরিশ্চন্দ্রায় ভূভুজে।
পশুকামায় যজ্ঞার্থং দত্তো মৌল্যেন সর্ব্বথা॥ ৪১॥
সুখানাং সাধনং দ্রব্যং ধনাৎ সুখসমুচ্চয়ঃ।
ধনমর্জ্জয় লোভশ্চেৎ পুত্রোঽহং কিং করোম্যহম্॥ ৪২॥

পুত্রোঽহং কিংকরোমীতি। মদোপযোগঃ ক ইত্যর্থঃ। নমু পিতুঃ পরলোকক্রিয়ার্থং পুত্রোঽপেক্ষিত ইতি চেন্ন। তদ্বচনস্য কর্ম্মঠশ্রদ্ধাজাড্যাভিপ্রায়কত্বাৎ। অতএব ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদিতি সন্ন্যাসো ব্রহ্মচারিণামুক্ত ইতি ভাবঃ॥ ৪০॥ অজীগর্ত্তেন ব্রাহ্মণেনাতএব স্বপুত্রো দ্রব্যং গৃহীত্বা হরিশ্চন্দ্রায় পশ্বর্থং সমর্পিত ইত্যাহ অজীগর্ত্তেনেতি। তস্মাদ্দ্রব্যমেব

আপনি আর এরূপ বিষণ্ণ হইবেন না ধৈর্য্য অবলম্বন করুন; অধিক কি বলিব, আপনি অবিদ্যা নিদ্রা হইতে জাগরিত হউন; বাস্তবিক এই সমস্ত মিথ্যা মনঃকল্পিত সংসারকে মোহবাগুরাময় জানিয়া অশেষ ক্লেশজনক শোককে অন্তঃকরণ হইতে দূর করিয়া দিন॥ ৩৭—৩৮॥ দেখুন, ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি ভক্ষ্যদ্রব্য না খাইয়া যদি কেবল পুত্রমুখ সন্দর্শন করে তাহাতে কি তাহার কখন ক্ষুধা শান্তি হইতে পারে? না জল পিপাসু জলপান না করিয়া কেবল পুত্রমুখাবলোকনমাত্রে পিপাসা নিবৃত্তি করিতে পারে? (বস্তুত এস্থলে যেমন ক্ষুধা ও পিপাসা শান্তির নিমিত্ত অন্ন এবং জলেরই প্রয়োজন সেইরূপ ভব ক্ষুধাদি নিবারণের নিমিত্ত একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই প্রয়োজনীয় পুত্রকলত্রাদি নহে)॥ ৩৯॥ আরও দেখুন, এই সংসারে এইরূপ নিয়ম নিবন্ধ আছে যে একের দ্বারা কদাচ অন্যের কর্ত্তব্যকার্য্য সংসাধিত হইতে পারে না তাহার সাক্ষী, সুগন্ধ পাইলেই ঘ্রাণেন্দ্রিয় সুখানুভব করিয়া থাকে আর মধুরবাক্য বা সঙ্গীতবাদ্য শুনিলেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের সুখ; সেইরূপ রমণী-সম্ভোগ জন্য সুখ স্ত্রীসংযোগেই হইয়া থাকে অপর দ্রব্যে নহে; অর্থাৎ পুত্রের দ্বারা কদাচ এ সকল সুখ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই; অতএব, যদি সংসারের এইরূপ অলঙ্ঘ্য গতি নিশ্চিত হইল, তবে পুত্র হইয়া আমি আপনার কি সুখের উৎপাদন করিতে সমর্থ হইব? আপনি স্থির জানিবেন ইহ সংসারে নিজের মঙ্গল বা সুখের মূল আপনিই পুত্রাদি নহে। এ বিষয়ে আর একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখুন, যে সময় মহীপাল হরিশ্চন্দ্র নরমেধ যজ্ঞের নিমিত্ত নরপশু ক্রয় করিবার জন্য দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন তখন, সুদরিদ্র দ্বিজ অজীগর্ত্ত

মাং প্রবোধয় বুদ্ধ্যা ত্বং দৈবজ্ঞোঽসি মহামতে ।।
যথা মুচ্যেয়মত্যন্তং গর্ভবাসভয়াম্মুনে ! ॥ ৪৩ ॥
দুর্লভং মানুষং জন্ম কর্ম্মভূমাবিহানঘ ।।
তত্রাপি ব্রাহ্মণত্বং বৈ দুর্লভঞ্চোত্তমে কুলে ॥ ৪৪ ॥
বদ্ধোঽহমিতি মে বুদ্ধির্নাপসর্পতি চিত্ততঃ।
সংসারবাসনাজালে নিবিষ্টা বৃদ্ধগামিনী ॥ ৪৫ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তস্তু তদা ব্যাসঃ পুত্রেণামিতবুদ্ধিনা।
প্রত্যুবাচ শুকং শান্তং চতুর্থাশ্রমমানসম্ ॥ ৪৬ ॥

সুখদং ন পুত্রাদিকমিত্যর্থঃ। ইয়ং কথা সপ্তমস্কন্ধে বক্ষ্যমাণাঽস্তি ॥৪১—৪২॥ দৈবজ্ঞ ইতি। দৈবস্য সূক্ষ্মত্বাৎ সূক্ষ্মজ্ঞ ইত্যর্থঃ ॥৪৩—৪৪॥ বৃদ্ধগামিনী বৃদ্ধাশ্রয়িণ্যপীয়ং মতিরিত্যর্থঃ ॥৪৫—৪৬॥

প্রভূত অর্থরাশির পরিবর্ত্তে অবলীলাক্রমে নিজ ঔরসপুত্র শুনঃশেফকে রাজহস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন ॥৪০—৪১॥ পিতঃ! ধনই সমস্ত ঐহিক সুখের মূল, কেন না ধন হইতেই সমস্ত সুখের উৎপত্তি; অতএব যদি আপনার সাংসারিক সুখসম্ভোগে বাসনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ধনোপার্জ্জনে যত্নপরায়ণ হউন। আমি যদিচ আপনার পুত্র বটে, কিন্তু, আমার এই সংসারমধ্যে একমাত্র পরমার্থ তত্ত্ব ব্যতীত অপর কোন প্রকার সুখসম্ভোগে স্পৃহা নাই; সুতরাং আমা হইতে আপনার কোন উপকারেরই সম্ভাবনা নাই। হে মহাত্মন্! আপনি সুদীর্ঘকাল-ধারণা, ধ্যান ও সমাধি প্রভৃতি দ্বারা এই সমস্ত আধ্যাত্মিকাদি সূক্ষ্ম তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন, অতএব আমি যাহাতে এই ঘোর যাতনাময় গর্ভকারাবাস হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হই, আপনি কৃপা করিয়া তাদৃশ তত্ত্ববোধ প্রদানে আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিয়া দিন ॥ ৪২—৪৩ ॥ পিতঃ! তপোজ্ঞানপ্রভাবে আপনার অন্তঃকরণ অত্যন্ত নির্ম্মল হইয়াছে সুতরাং কোন বিষয়ই আপনার জানিতে অবশিষ্ট নাই; দেখুন, এই কর্ম্মক্ষেত্র ভূলোকে আসিয়া জীব বহু সুকৃতিফলেই দুর্লভ মনুষ্য জন্ম লাভ করে তাহাতে আবার যদি উত্তম ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হয়, তাহা যে, কতদূর পুণ্যরাশির ফল, তাহা আর কি বলিব!! (দৈবানুগ্রহে আমি সেই সমস্ত প্রাপ্ত হইয়াও অবহেলায় হারাইব।) হে পিতঃ! অধিক আর কি বলিব, যদিচ আমি যথাবিহিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠানপূর্ব্বক সুচিরকাল জ্ঞানবৃদ্ধ গুরুদিগের নিকট ভূরি ভূরি উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি, তথাপি, আমি সংসারপাশবদ্ধ অদ্যাপি মুক্ত হইতে পারি নাই, এইরূপ সংসারবাসনা জালজড়িত ঘোরতর অবিদ্যাতিমিরাবৃত তমোময়ী বুদ্ধিবৃত্তি চিত্ত হইতে কোন প্রকারেই তিরোহিত হইতেছে না ॥ ৪৪—৪৫ ॥

সূত কহিলেন, মহর্ষিমণ্ডল! ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুত্রের এইরূপ কথা শুনিয়া যখন, বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন, যে, প্রশান্তস্বভাব অসাধারণ বোধশক্তিসম্পন্ন শুকদেব চতুর্থাশ্রম

ব্যাস উবাচ।

পঠ পুত্র! মহাভাগ! ময়া ভাগবতং কৃতম্।
শুভং ন চাতিবিস্তীর্ণং পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ ॥ ৪৭ ॥
স্কন্ধা দ্বাদশ তত্রৈব পঞ্চলক্ষণসংযুতম্।
সর্ব্বেষাঞ্চ পুরাণানাং ভূষণং মম সম্মতম্ ॥ ৪৮ ॥
সদসজ্জ্ঞানবিজ্ঞানং শ্রুতমাত্রেণ জায়তে।
যেন ভাগবতেনেহ তৎ পঠ ত্বং মহামতে! ॥ ৪৯ ॥

চতুর্থাশ্রমযোগ্যস্য শুকপুত্রস্যৈতদ্ভাগবতোপদেশাদন্যোঽপি যো বিরক্তঃ পুত্রসদৃশঃ প্রিয়শ্চ তস্মা এবৈতদ্ভাগবতং বক্তব্যং নান্যস্মা ইতি সূচিতম্ ॥ ব্রহ্মসম্মিতং বেদসম্মিতম্ ॥ ৪৭ ॥ ভূষণং মুখ্যং সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মপ্রতিপাদকত্বাদেতস্য সর্ব্বপুরাণশ্রেষ্ঠত্বং যুক্তমেব ॥ অন্যপুরাণানাস্তু সাম্যাবস্থমায়াজন্যৈকৈকসত্ত্বাদি গুণোপাধিহরিহরব্রহ্মাদিকপ্রতিপাদকত্বান্ন মুখ্যত্বমিতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥ সদসজ্জ্ঞানবিজ্ঞানমিতি। যেন শ্রুতমাত্রেণ সৎ ব্রহ্ম জগদসদেতয়োঃ সদসতো-ব্র্হ্মজগতোঃ সত্ত্বেনাসত্ত্বেন চ জ্ঞানং পরোক্ষজ্ঞানং বিজ্ঞানমপরোক্ষজ্ঞানঞ্চ জায়ত ইত্যর্থঃ ॥৪৯॥

(সন্ন্যাস) গ্রহণেই একান্তচিত্ত হইয়াছেন; তখন, সুমধুরবাক্যে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, পুত্র! তোমার মহীয়সী বুদ্ধি অতীব সূক্ষ্ম তত্ত্ববোধের অধিকারিণী হইয়াছে; অতএব এক্ষণে, আমি যে, বেদতুল্য ভাগবতপুরাণ প্রণয়ন করিয়াছি, কিয়ৎকাল তাহাই অধ্যয়ন কর। ঐ গ্রন্থ বেদাদি সমস্ত শাস্ত্রের সারসংগ্রহ জন্য নিতান্ত বিস্তীর্ণ নহে অথচ উহাকে পরম পদাভিলাষী সংসারমুমুক্ষু জীবের পরম কল্যাণসাধন বলিয়া জানিবে ॥ ৪৬—৪৭ ॥ এই পুরাণটীতে দ্বাদশটী স্কন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণ পুরাণের সর্গ প্রতি-সর্গাদি যে পাঁচটী লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ইহাতে তাহারও কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। রে বৎস! যদিচ সমস্ত পুরাণগুলির আমিই রচয়িতা বটে, কিন্তু, সে সমস্তের মধ্যে এইটীই মুখ্যতম; তাহার কারণ এই যে, অপরাপর পুরাণে কেবল সাম্যাবস্থ মায়াশক্তি জন্য সত্ত্বাদি এক একটী গুণোপাধিবিশিষ্ট হরিহর প্রভৃতিরই প্রাধান্য সংস্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু, এই খানিতে ত্রিগুণসাম্যাবস্থমায়োপহিত পরম ব্রহ্মচৈতন্যই প্রতিপাদিত হইয়াছে; সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা এই ভাগবত পুরাণটীই আমার পরম আদরণীয় বস্তু ॥ ৪৮ ॥ পুত্র! তোমার বুদ্ধিও যেমন অত্যন্ত সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণার উপযোগিনী, সেইরূপ আমার এই ভাগবতটীও অসাধারণ গুণসম্পন্ন; ইহা শ্রবণমাত্র কোন্ বস্তু সৎ আর কোন্ বস্তু অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা মায়াময় এই জগৎ যে অনিত্য আর একমাত্র ব্রহ্মই যে নিত্য বস্তু তদ্বিষয়ক জ্ঞান (শাস্ত্র জন্য পরোক্ষ বোধ) এবং ঐ সমস্ত বিষয় ক্রমশঃ যত অনুশীলিত হইতে থাকিবে তত পরিমাণে বিজ্ঞান (অপরোক্ষানুভূতি) হইবে ফলকথা এই অচিরকাল মধ্যে মন বিশোধিত হইয়া আত্মার স্বরূপে অবস্থিত হইবে; অতএব তুমি অবহিতচিত্তে এই ভাগবত নামক পুরাণটী অধ্যয়ন কর ॥ ৪৯ ॥

বটপত্রশয়ানায় বিষ্ণবে বালরূপিণে ।
কেনাস্মি বালভাবেন নির্ম্মিতোঽহং চিদাত্মনা ॥ ৫০ ॥
কিমর্থং কেন দ্রব্যেণ কথং জানামি চাখিলম্ ।
ইত্যেবং চিন্ত্যমানায় মুকুন্দায় মহাত্মনে ॥ ৫১ ॥
শ্লোকার্দ্ধেন তয়া প্রোক্তং ভগবত্যাঽখিলার্থদম্ ।
সর্ব্বং খল্বিদমেবাহং নান্যদস্তি সনাতনম্ ॥ ৫২ ॥

ইদং ভাগবতং কেন কস্মা উপদিষ্টমিতি চেত্তত্রাহ বটপত্র ইতি। কথম্ভূতায় কেন কারণেনাহং বালভাবেন স্থিতোস্মি কিঞ্চ কেনচিদাত্মনা কেন চেতনেন পুরুষেণাহং নির্ম্মিতোস্মি ॥৫০॥ কিমর্থং কস্মৈ প্রয়োজনায় চ নির্ম্মিতোস্মি কেন দ্রব্যেণ পৃথিব্যাদিদ্রব্যমধ্যে কেন দ্রব্যেণাহং নির্ম্মিতোস্মি। কিঞ্চেদমখিলং সর্ব্বমহং কথং জানামি জ্ঞাস্যামীত্যেবং প্রকারেণ চিন্তয়তে ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥ এতৎসর্ব্বশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থং সর্ব্বার্থদং বাক্যং ভগবত্যা শ্লোকার্দ্ধেন প্রোক্তম্। কিন্তৎ। সর্ব্বং খলু ইদং জগদহমেব সনাতনমস্মি। বাধায়াং সামানাধিকরণ্যেন সর্ব্বং দৃশ্যমাত্রং মিথ্যারূপং নাস্তি। কিন্তু অহং সনাতনব্রহ্মরূপা কালত্রয়াবাধ্যা সচ্চিদানন্দরূপিণ্যহমেবাস্মি অনেন বাক্যেন সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি বাক্যস্যার্থ উক্তঃ। নমু মিথ্যাজগতো ভাবেঽপি চেতনান্তরসম্ভাবনা স্যাৎ তদর্থং নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেত্যস্যার্থমুপদিশতি। নান্যদস্তি-সনাতনমিতি মত্তোঽন্যস্তিন্নং সনাতনং দ্বিতীয়ং চেতনমপি নাস্তি তথাচ সর্ব্বদৃশ্যনিষেধেন চেতনান্তরনিষেধেন চৈকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মেতি মহাবাক্যার্থ উপদিষ্টো ভবতি। তেন চ ত্বয়া যদ্‌যচ্চিন্ত্যতে তস্য সর্ব্বস্য কারণং সচ্চিদানন্দরূপিণ্যদ্বিতীয়ানির্ব্বচনীয়শক্তিমত্যহমেব ভগবত্যস্মীত্যুপদিষ্টং ভবতি ॥ ৫২ ॥

(বৎস ! ঈদৃশ পরম মঙ্গলময় ভাগবত পূর্ব্বে কোন্ ব্যক্তি কাহাকে বলিয়াছিল এবং কি প্রকারেই বা আমি ইহা প্রাপ্ত হইলাম, এ সকল বিষয়ে যদি তোমার সংশয় উপস্থিত হইয়া থাকে তাহা হইলে, ইহার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতেছি শ্রবণ কর।)

রে বৎস ! কল্পান্তসময়ে, মহাত্মা ভগবান্ বিষ্ণু সেই একার্ণবস্থ বটপত্রোপরি শয়ান থাকিয়া ভাবিলেন, কোন্ চিদানন্দময় অনির্ব্বচনীয় বস্তু আমাকে এপ্রকার ক্ষুদ্র বালকরূপে সৃষ্ট করিল এবং কোন উপাদানে কি উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই বা আমার এই শিশুশরীর নির্ম্মিত হইল ? কিরূপেই বা আমি এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে সমর্থ হইব ? শরণাগত ভক্তগণের মুক্তিদাতা ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় সহসা আকাশ হইতে সেই সর্ব্বচৈতন্যরূপিণী আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতী "হে শিশুরূপিন্ ! বিষ্ণো ! কল্পারম্ভে যাহা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপে প্রকাশ পায় এবং প্রলয়সময়ে যে সমস্ত অতীব সূক্ষ্ম বীজরূপে প্রকৃতিগর্ভে নিহিত থাকে সে সমস্ত একমাত্র আমিই জানিবে আমা ব্যতীত আর চিরন্তন নিত্য দ্বিতীয় কোন বস্তুই নাই। ফলতঃ স্বজাতীয় বা বিজাতীয় ও স্বগত ভেদশূন্য একমাত্র অদ্বৈত বস্তু আমিই জানিবে শ্রুত বা দৃষ্ট কি অদৃষ্ট বস্তুজাত আমা হইতে অতিরিক্ত কিছুই নাই।" এইরূপ শ্লোকার্দ্ধভাগ উচ্চারণদ্বারা তাঁহার জিজ্ঞাস্য নিখিল অর্থই বোধ করাইয়া দিলেন ॥ ৫০—৫২ ॥

তদ্বচো বিষ্ণুনা পূর্ব্বং সংবিজ্ঞাতং মনস্যপি।
কেনোক্তা বাগিয়ং সত্যা চিন্তয়ামাস চেতসা ॥ ৫৩ ॥
কথং বেদ্মি প্রবক্তারং স্ত্রীপুংসৌ বা নপুংসকম্।
ইতি চিন্তাপ্রপন্নেন ধৃতং ভাগবতং হৃদি ॥ ৫৪ ॥
পুনঃ পুনঃ কৃতোচ্চারস্তস্মিন্নেবাস্তচেতসা।
বটপত্রে শয়ানঃ সন্নভূচ্চিন্তা সমন্বিতঃ ॥ ৫৫ ॥
তদা শান্তা ভগবতী* প্রাদুরাস চতুর্ভুজা।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মবরায়ুধধরা শিবা ॥ ৫৬ ॥
দিব্যাম্বরধরা দেবী দিব্যভূষণভূষিতা।
সংযুতা সদৃশীভিশ্চ সখীভিঃ স্ববিভূতিভিঃ ॥ ৫৭ ॥
প্রাদুর্বভূব তস্যাগ্রে বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
মন্দহাস্যং প্রযুঞ্জানা মহালক্ষ্মীঃ শুভাননা ॥ ৫৮ ॥

তদ্বচ ইতি। সংবিজ্ঞাতং বিধৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥ ভাগবতসর্দ্ধশ্লোকরূপং তদ্ধৃতং হৃদি তস্য জপং চকারেত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ অস্তচেতসা স্থাপিতচেতসা ॥ ৫৫ ॥ (তদা শান্তেতি। সপরিবারায়া দেব্যাস্তাৎকালিকরূপং বর্ণয়তি। ধৃতশঙ্খচক্রাদিভির্ভুজচতুষ্টয়ৈরুপশোভিতা স্ববিভূতিভিঃ প্রকাশিতাত্মৈশ্বর্য্যস্বরূপাভিঃ সদৃশীভিঃ সমানরূপবয়স্কাভিঃ সহচরীভিরিতি ভাবঃ। এবম্ভূতা

তদনন্তর, ভগবান্ বিষ্ণু সেই প্রলয়কালীন উপদিষ্ট বাক্যার্থগুলি দৃঢ়রূপে অন্তরে ধারণ করিলেন; পরন্তু মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন যে, কে আমাকে এরূপ অমৃতময় শ্লোকার্দ্ধ বলিয়া উপদেশ করিল? এই অদ্ভুত উপদেশবক্তা স্ত্রীজাতি না পুরুষ অথবা স্ত্রী-পুরুষাতিরিক্ত কোন অনির্ব্বচনীয় পদার্থ? হায়! কি প্রকারেই বা আমি তাঁহাকে জানিতে পারিব!! তিনি সুদীর্ঘকাল চিন্তা করিয়াও কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু, শ্লোকের দুইটী চরণ বিস্মৃত না হইয়া হৃদয়ের সহিত ঐক্য করিয়া জপ করিতে প্রবৃত্ত হই-লেন; অধিক কি বলিব, তৎকালে তিনি সেই বটপত্রে শয়ান থাকিয়াই বীজাক্ষর মন্ত্রের ন্যায় শ্লোকার্দ্ধ ভাগটী বারংবার উচ্চারণ করিয়া তাহাতেই চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক ক্রমে সমাহিত (একাগ্রচিত্ত) হইয়া পড়িলেন ॥ ৫৩—৫৫ ॥ তখন, সেই সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপিণী গুণা-তীতা দেবী ভগবতী বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণরূপ উপাধি স্বীকারপূর্ব্বক অলৌকিক বস্ত্রালঙ্কারে পরিশোভিত হইয়া নিরুপম চারিটী হস্তে গদাচক্রাদি উৎকৃষ্ট অস্ত্র সকল এবং জ্ঞানময় শঙ্খ ও বিশ্বের বীজভূত সুচারু পদ্ম ধারণ করত নিজ বিভূতিস্বরূপ আত্মতুল্য সখীগণ সমভিব্যাহারে

---

*তদা চ সাত্ত্বিকী শক্তিঃ। ইতি বা পাঠঃ।

সূত উবাচ।

তাং তথা সংস্থিতাং দৃষ্ট্বা হৃদয়ে কমলেক্ষণঃ।
বিস্মিতঃ সলিলে তস্মিন্নিরাধারাং মনোরমাম্॥ ৫৯॥
রতির্ভূতিস্তথাবুদ্ধির্মতিঃ কীর্ত্তিঃ স্মৃতির্ধৃতিঃ।
শ্রদ্ধা মেধা স্বধা স্বাহা ক্ষুধা নিদ্রা দয়া গতিঃ॥ ৬০॥
তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষমা লজ্জা জৃম্ভা তন্দ্রা চ শক্তয়ঃ।
সংস্থিতাঃ সর্ব্বতঃ পার্শ্বে মহাদেব্যাঃ পৃথক্ পৃথক্॥ ৬১॥
বরায়ুধধরাঃ সর্ব্বা নানাভূষণভূষিতাঃ।
মন্দারমালাকুলিতা মুক্তাহারবিরাজিতাঃ॥ ৬২॥
তাং দৃষ্ট্বা তাশ্চ সংবীক্ষ্য তস্মিন্নেকার্ণবে জলে।
বিস্ময়াবিষ্টহৃদয়ঃ সম্বভূব জনার্দ্দনঃ॥ ৬৩॥
চিন্তয়ামাস সর্ব্বাত্মা দৃষ্টমায়োতিবিস্মিতঃ।
কুতো ভূতাঃ স্ত্রিয়ঃ সর্ব্বাঃ কুতোঽহং বটতল্পগঃ॥ ৬৪॥

দেবী মহালক্ষ্মীরিত্যাখ্যয়া প্রসিদ্ধা। ঈষদ্ধাস্যং কুর্ব্বতী অমেয়তেজসো বিষ্ণোঃ সম্মুখভাগে প্রাদুর্ব্বভূবাবিরাসীদিত্যন্বয়ঃ॥ ৫৬—৫৮॥

তাং তথেতি। তাং তাদৃশীং পূর্ব্ববর্ণিতাং তস্মিন্ প্রলয়বারিধিসলিলে নিরাধারাং নিরালম্বাঞ্চ দৃষ্ট্বা বিস্মিতো বভূবেতি বোধ্যম্॥ ৫৯॥ ইদানীং রতিরিত্যারভ্য দেবীসঙ্গিনীশক্তীনাং নামানি নির্ব্বাচয়তি রতির্ভূতিরিতি॥ ৬০—৬২॥) তাং লক্ষ্মীং তাশ্চ পরিবার-

---

প্রশান্তভাবে জগন্মনোজ্ঞ বদনমণ্ডলে মন্দ মন্দ হাস্য করিতে করিতে মহালক্ষ্মীরূপে অমিততেজা বিষ্ণুর সম্মুখে আসিয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন॥ ৫৬—৫৮॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! কমললোচন ভগবান্ জনার্দ্দন, সখীগণ সমভিব্যাহারে সেই মনোরমা মহালক্ষ্মী দেবীকে প্রলয় বারিধির ভীষণ তরঙ্গমালাসঙ্কুল অগাধ সলিলোপরি নিরালম্বনে বিরাজমানা দেখিয়া অন্তরে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন॥ ৫৯॥ রতি, ভূতি, বুদ্ধি, মতি, কীর্ত্তি, স্মৃতি, ধৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, স্বধা, স্বাহা, ক্ষুধা, নিদ্রা, দয়া, গতি, তুষ্টি, পুষ্টি, ক্ষমা, লজ্জা, জৃম্ভা ও তন্দ্রা প্রভৃতি শক্তি সকল দিব্য মন্দারমালা ও মুক্তাহার এবং যথাযোগ্য বিবিধ রত্নভূষণে বিভূষিত হইয়া হস্তে নানাবিধ সুমহৎ দিব্যাস্ত্র নিচয় ধারণ পূর্ব্বক সেই মহাদেবীর উভয় পার্শ্বে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন॥৬০—৬২॥ মহর্ষিগণ! ভগবান্ বিষ্ণু একার্ণব নীরে তাদৃশ সর্ব্ব শোভার আধারভূমি সেই মহাদেবী এবং তত্তুল্য শোভাময়ী তাঁহার পার্শ্ব দেশস্থ সহচরীবৃন্দকে সন্দর্শন করিয়া যে নিতান্ত বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সেই সর্ব্বান্তরাত্মা ভগবান্ তাদৃশ অদ্ভুত মায়াময় ব্যাপার সন্দর্শনে

অস্মিন্নেকার্ণবে ঘোরে ন্যগ্রোধঃ কথমুত্থিতঃ।
কেনাহং স্থাপিতোঽস্ম্যত্র শিশুং কৃত্বা শুভাকৃতিঃ ॥ ৬৫ ॥
মমেয়ং জননী নো বা মায়া বা কাপি দুর্ঘটা।
দর্শনং কেন চিত্ত্বদ্য দত্তং বা কেন হেতুনা ॥ ৬৬ ॥
কিং ময়া চাত্র বক্তব্যং গন্তব্যং বা ন বা ক্বচিৎ।
মৌনমাস্থায় তিষ্ঠেয়ং বালভাবাদতন্দ্রিতঃ ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
শুকবৈরাগ্যকথনং হরয়ে ভগবত্যুপদেশো নাম চ
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

শক্তীশ্চ ॥ ৬৩—৬৫ ॥ দেবীং দৃশ্যমানামুৎপ্রেক্ষতে মমেয়ং জননীতি। দর্শনং কেনচিদিতি। কেনচিদনির্ব্বচনীয়েন দেবতাবিশেষেণ বা কেনাপি হেতুনা কারণেন দর্শনমদ্য দত্তং বা। অত্র নিশ্চয়াভাবে কিং বা ময়া বক্তব্যম্। ক্বচিদ্বা দেশে ময়া গন্তব্যং ন বা গন্তব্যমিতি কিমপ্যহং ন জানে কেবলং বালভাবাদতন্দ্রিতো মৌনমাস্থায়াশ্রিত্য তিষ্ঠেয়মিত্যেবং ময়াস্মিন্ সময়ে কর্ত্তব্যং নান্যদিতি ভাবঃ ॥ ৬৬—৬৭ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

মনে মনে এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন যে, আচ্ছা, এই কল্পান্ত সময়ে ঘোরতর তরঙ্গসঙ্কুল একার্ণব মধ্যে এই সকল নিরুপম সুন্দরী রমণীগণ কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল? আর আমিই বা কোথা হইতে আসিয়া এই বটপত্র শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছি? বস্তুত কে আমায় সুন্দরাকৃতি শিশুরূপে নির্ম্মাণ করিয়া এস্থলে সংস্থাপিত করিল, বিশেষতঃ এই অগাধ গম্ভীর প্রলয় সাগর মধ্যে বট বৃক্ষই বা কি প্রকারে সমুৎপন্ন হইল? তবে কি ইনি দুর্ঘট ঘটনা পটীয়সী কোন প্রকার মায়া? না ইনি আমার জননী? অথবা অদ্য কোন অনির্ব্বচনীয় দেবতা কোন কারণ বশত আসিয়া আমাকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করিলেন? এক্ষণে আমায় এস্থল হইতে কোন স্থানান্তরে যাইতে হইবে কি না এই স্থলেই থাকিতে হইবে? যখন এ বিষয়ে কিছুই জানিতে পারিতেছি না, তখন সহসা আর কি বলিব? সুতরাং এই বালক রূপেই মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক সাবধানে স্থির হইয়া এই স্থলেই অবস্থান করি!! ॥ ৬৩—৬৭ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে
শুকবৈরাগ্য কথন এবং হরির প্রতি ভগবতীর উপদেশ
নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

দৃষ্ট্বা তং বিস্মিতং দেবং শয়ানং বটপত্রকে ।
উবাচ সস্মিতং বাক্যং বিষ্ণো ! কিং বিস্মিতো হ্যসি ॥ ১ ॥
মহাশক্ত্যাঃ প্রভাবেণ ত্বং মাং বিস্মৃতবান্ পুরা ।
প্রভবে প্রলয়ে জাতে ভূত্বা ভূত্বা পুনঃ পুনঃ ॥ ২ ॥
নির্গুণা সা পরা শক্তিঃ সগুণস্ত্বং তথাপ্যহম্ ।
সাত্ত্বিকী কিল যা শক্তিস্তাং শক্তিং বিদ্ধি মামিকাম্ ॥ ৩ ॥

একষষ্টিশ্লোকবর্যোর্দ্দেবীভাষণপূর্ব্বকম্ ।
উপদিষ্টং শুকায়ৈতৎ পুরাণমিতি চোচ্যতে ॥

কিং বিস্মিতোঽসীতি । যদ্যহং নবীনা ত্বদপরিচিতা দেবী বা মায়া বা স্যাম্ । তদা তব বিস্ময়ো যুক্তো নচ তথাস্তি কিন্তু তবৈব শক্তিরস্মীতিভাবঃ ॥ ১ ॥ ননু তর্হি ময়া কুতো ন স্মর্য্যতে ইতি চেত্তত্রাহ মহাশক্ত্যা ইতি । মহাশক্তির্মায়াশবলব্রহ্মরূপিণী তস্যাঃ প্রভাবেণাবরণরূপেণ ত্বং মাং বিস্মৃতবান্ অতো মাং ন স্মরসি । ননু মমাঽধুনৈব জন্ম তথাচ তব মম চ সম্বন্ধো নৈব কদাপি জাতস্ততঃ কথমুচ্যতে বিস্মৃতবানসীতি চেত্তত্রাহ পুরেতি । পুরা পূর্ব্বে প্রভবে সৃষ্টৌ তথা পূর্ব্বে প্রলয়ে জাতে ত্বং পুনঃপুনর্ভূত্বা ভূত্বা উৎপদ্যোৎপদ্য তিষ্ঠসীতিশেষঃ । তথাচ তস্মিংস্তস্মিঞ্জন্মন্যহং তচ্ছক্তিরভবং তাং মাং ন জানাসীত্যতো বিস্মৃতবানিত্যুক্তং সত্যমেবেতিভাবঃ ॥ ২ ॥ ননু কা সা মহাশক্তিস্তত্রাহ নির্গুণেতি । সাম্যাবস্থোপাধিকেত্যর্থঃ । তর্হ্যহং কস্তত্রাহ সগুণস্ত্বমিতি । তর্হি ত্বং কাসি তত্রাহ তথাপ্যহমিতি ।

বেদব্যাস বলিলেন, বৎস শুক ! (তাহার পর যেরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপারের সঙ্ঘটন হইয়াছিল সমস্ত বলিতেছি শ্রবণ কর ।) সেই দেবী মহালক্ষ্মী বটপত্রে শয়ান দিব্যরূপী বালক বিষ্ণুকে বিস্মিত দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে কহিলেন, বিষ্ণো ! তুমি কি জন্য এরূপ বিস্ময়াপন্ন হইতেছ ? দেখ, পূর্ব্বে এই জগতের সৃষ্টি বা প্রলয় অনাদি কাল হইতে কত কোটিবার যে হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই এবং সেই সেই সময়ে তুমি যখন যেরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ আমিও তোমার সহিত তখনই আসিয়া সংমিলিত হইয়াছি, চিরকালই বারংবার এইরূপ সঙ্ঘটনা হইয়া আসিতেছে ; কিন্তু এক্ষণে তুমি সেই মহামায়া শবলিত পরব্রহ্মরূপিণী মহাশক্তির আবরণ শক্তি প্রভাবে সে সমস্তই বিস্মৃত হইয়াছ এই জন্যই আমায় চিনিতে পারিতেছ না। সেই পরম চৈতন্যস্বরূপা পরা শক্তি সমস্ত মায়াগুণের অতীত ; কিন্তু তুমি বা আমি আমরা উভয়েই সগুণ। অধিক আর কি পরিচয় দিব এই বিশ্ব সংসার যাঁহাকে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকী শক্তি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকে সে আমিই ; অধিক আর কি

ত্বন্নাভিকমলাদ্‌ব্রহ্মা ভবিষ্যতি প্রজাপতিঃ।
স কর্ত্তা সর্ব্বলোকস্য রজোগুণসমন্বিতঃ ॥ ৪ ॥
স তদা তপ আস্থায় প্রাপ্য শক্তিমনুত্তমাম্।
রজসা রক্তবর্ণঞ্চ করিষ্যতি জগত্রয়ম্ ॥ ৫ ॥
স গুণান্ পঞ্চভূতাংশ্চ সমুৎপাদ্য মহামতিঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়েশাংশ্চ মনঃপূর্ব্বান্ সমন্ততঃ ॥ ৬ ॥
করিষ্যতি ততঃ সর্গং তেন কর্ত্তা স উচ্যতে।
বিশ্বস্যাস্য মহাভাগ ! ত্বং বৈ পালয়িতা তথা ॥ ৭ ॥

যথা ত্বং সগুণস্তথৈবাহং সগুণাস্মীত্যর্থঃ। তব কোহসৌ গুণস্তত্রাহ সাত্ত্বিকীতি। সাত্ত্বিকী পরাশক্তিস্তাং মামিকাং মৎসম্বন্ধিনীং বিদ্ধি সত্ত্বগুণাত্মিকাহমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ কিমর্থমুৎপাদিতোস্মীত্যস্যোত্তরমাহ ত্বন্নাভীতি ॥ ৪—৫ ॥

সগুণান্ গুণসহিতান্ পঞ্চভূতানিত্যর্থঃ। পুংলিঙ্গমার্ষম্ ॥ ৬ ॥ (করিষ্যতীতি। ততঃ ভূতেন্দ্রিয়াদীন্যুৎপাদ্য তান্যেব সর্ব্বাণি সৃষ্ট্যুপকরণভূতান্যাদায় মূলপ্রকৃতিসম্ভূতোপাদানরূপাণি সংগৃহ্যেতিযাবৎ। অস্য বিশ্বস্যেতি প্রত্যক্ষবন্নির্দ্দেশেন গুণপর্য্যায়প্রবাহরূপস্য জগতঃ প্রলয়েঽপি সত্তাপ্রতিযোগিতাঽভাবং দর্শয়ন্নুপদিশতি। অয়মর্থঃ বিষ্ণো! ইদানীং যদিদং প্রকৃতিমূলকং বিশ্বং জগৎ কল্পান্তঘোরনিশামাসাদ্য মুদিতপ্রায়সরোরুহমিব বর্ত্ততে তদেতৎসর্ব্বং উদ্যচ্চৈতন্যঘনভাস্বদ্দর্শনমাত্রেণ "সোঽকাময়ত বহুস্যাম্ প্রজায়েয়" ইতিশ্রুতিগীত মায়াশবলিত সৃষ্ট্যুন্মুখপুরুষকটাক্ষপাতমাত্রেণেতি তাৎপর্য্যার্থঃ। বিকাশত্বং যাস্যতি। এতদেবস্ফুটীকরণায়াহ স অচিরান্নাভিকমলভবিষ্যন্ রজোময়ো ব্রহ্মাখ্যপুরুষঃ যতঃ সূক্ষ্মাত্মনা বর্ত্তমানমেতদ্‌বীজভূতং বিশ্বরূপকমলং স্থাবরজঙ্গমরূপেণ প্রপঞ্চয়িষ্যতি তস্মাৎ কর্ত্তা স্রষ্টা ইত্যাখ্যয়া উচ্যতে কীর্ত্ত্যতে সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বাভিমানবত্তয়া এবম্ভূতোপাধিমান্ ভবেদিতিভাবঃ। এবং প্রপঞ্চীভূতস্য জগতস্ত্বমেব পালনকর্ত্তা নান্যঃ। ত্বং বৈ পালয়িতেত্যত্র অন্যেষাং পালনসামর্থ্যং

বলিব আমাকে তোমারই সেই সত্ত্বগুণাত্মিকা মহালক্ষ্মীরূপা বৈষ্ণবীশক্তি বলিয়া জানিও ॥ ১—৩ ॥ তোমারই নাভিসরোজ হইতে রজোগুণের অধিষ্ঠাতা সর্ব্বলোক-স্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মা আবির্ভূত হইবেন ॥ ৪ ॥ সেই সময় তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াই ঘোরতর তপশ্চর্য্যার অনুষ্ঠানপূর্ব্বক সৃষ্টি করণোপযোগিনী মহতীশক্তি লাভ করিয়া নিজ রজোগুণ প্রভাবে রজোগুণাত্মিকা (প্রবৃত্তিময়ী) ত্রিলোকীর সৃষ্টি করিবেন ॥ ৫ ॥

তত্ত্ববোধ-বিশারদ প্রজাপতি ব্রহ্মা ত্রিগুণময় পঞ্চ মহাভূতের উৎপাদন করিয়াই মনঃপ্রভৃতি একাদশ ইন্দ্রিয় ও তাহাদিগের প্রত্যেকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকলের সৃষ্টি করিবেন ॥ ৬ ॥ তদনন্তর সেই ব্রহ্মা আত্মসৃষ্ট ভূতেন্দ্রিয়াদি উপকরণ লইয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিবেন এবং সেই জন্যই তিনি সমস্ত লোক মধ্যে সৃষ্টিকর্ত্তা নামে আখ্যাত হইবেন। পরন্তু, হে মহাভাগ বিষ্ণো! প্রজাপতি সৃষ্ট অখিল ব্রহ্মাণ্ডে আপনিই একমাত্র পালন কর্ত্তা হইবেন। (প্রজা সৃষ্টির প্রথমোদ্যমেই ব্রহ্মার মানস পুত্র কুমার চতুষ্টয় পিতৃ আদেশ হেলন

তদ্ভ্রুবোর্মধ্যদেশাচ্চ ক্রোধাদ্রুদ্রো ভবিষ্যতি ।
তপঃ কৃত্বা মহাঘোরং প্রাপ্য শক্তিস্তু তামসীম্ ॥ ৮ ॥
কল্পান্তে সোঽপি সংহর্ত্তা ভবিষ্যতি মহামতে ! ।
তেনাহং ত্বামুপায়াতা সাত্ত্বিকীং ত্বমবেহি মাম্ ॥ ৯ ॥
স্থাস্যেঽহং ত্বৎসমীপস্থা সদাহং মধুসূদন ! ।
হৃদয়ে তে কৃতাবাসা ভবামি সততং কিল ॥ ১০ ॥

বিষ্ণুরুবাচ ।

শ্লোকস্যার্দ্ধং ময়া পূর্ব্বং শ্রুতং দেবি ! স্ফুটাক্ষরম্ ।
তৎ কেনোক্তং বরারোহে ! রহস্যং পরমং শিবম্ ॥ ১১ ॥

নিরাকুর্ব্বন্ বৈ ইতি পদং প্রযুক্তম্ । ত্বমেব পালনকর্ত্তা ভবিষ্যসীতিশেষঃ.। বিমলসত্ত্বরাশ্যুপাধিমত্ত্বাৎ ॥ ৭ ॥) (অধুনা রুদ্রোৎপত্তিং বর্ণয়ন্নাহ তদ্ভ্রুবোরিতি তস্য নাভিকমলজাতস্য পুরুষস্য ভ্রুবোর্মধ্যভাগাৎ । ক্রোধাদিত্যস্যায়মর্থঃ যদাহি লঙ্ঘিতপিত্রাদেশান্ মানসজাতান্ সনৎকুমারাদীন্ প্রতি স পিতা ব্রহ্মা ক্রুদ্ধো ভবিষ্যতি তদৈব রুদ্র উৎপৎস্যতে ইতি পৌরাণিকী গাথাস্তি । মহাঘোরং অন্যৈরসাধ্যমুগ্রং তপোঽনুষ্ঠায় তামসীং তমোগুণাত্মিকাং কালীমিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥) তেনেতি । সৃষ্ট্যাদিনিমিত্তেন ॥ ৯—১০ ॥

তৎকেনোক্তমিতি । অত্র ময়োক্তং শ্লোকার্থং সা মূর্ত্তির্ব্বিষ্ণুনা দৃষ্টা অস্তি অতএব তৃতীয়স্কন্ধে মণিদ্বীপাধিবাসিনীং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুনোক্তম্ । গায়ন্তী চ বালভাবান্বয়েক্ষিতেতি । তস্মাৎ কেনোক্তমিত্যত্র যয়া শ্লোকার্দ্ধমুক্তং সা তদর্থমুক্ত্বা তিরোহিতা সা কা ভবতি কিংতত্ত্বা

করিবেন বলিয়া তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইবেন ; তদবস্থায় তাঁহার ভ্রূর মধ্যভাগ হইতে মহাতেজোময় রুদ্রদেবের আবির্ভাব হইবে । পরে সেই রুদ্রদেব ঘোরতর তপঃপ্রভাবে তমোগুণের অধিষ্ঠাত্রী (কালী নামে সংহাররূপা) মহাশক্তিকে প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৭—৮ ॥ সেই সংহার শক্তিবলেই কল্পান্ত (প্রলয়) সময়ে রুদ্র সমস্ত ভূতভৌতিকময় জগতকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবেন ; সুতরাং সেই জন্য তিনিই যে সংহারকর্ত্তা নামে বিশ্রুত হইবেন, তাহা আর তোমার ন্যায় সুমহৎ তত্ত্ববোধ-বিশারদ পুরুষকে অধিক বলিয়া বুঝাইতে হইবে না । (ফল কথা এই যে, সেই মহামায়া শবলিত পরব্রহ্ম চৈতন্যরূপা পরাশক্তির ইচ্ছাসম্মত-ভাবিসৃষ্টির উদ্দেশেই) সম্প্রতি আমি তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি ; অতএব, তুমি আমায় নিশ্চয়রূপে সেই চিরসঙ্গিনী সত্ত্বাত্মিকা শক্তি বলিয়া অবগত হও ॥ ৯ ॥ মধুসূদন ! তোমার হৃদয়-নিকুঞ্জধাম ভিন্ন আমার নিত্য বসতি স্থল অপর কোন স্থলেই নাই, সুতরাং আমি নিরন্তর ঐ স্থলেই বসবাস করিব ॥ ১০ ॥

এই সমস্ত শুনিয়া ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন, হে বরারোহে ! এই মুহূর্ত্তে আমি যে স্পষ্টাক্ষর পূর্ণ শ্লোকার্দ্ধভাগ শ্রবণ করিলাম সেই সর্ব্বসুখাবহ গুহ্যতম কথাগুলি কে উচ্চারণ করিল ? হে বরবর্ণিনি ! এই সংশয়টী আমার এতদূর প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে তাহা প্রকাশ

তন্মে ব্রূহি বরারোহে! সংশয়োঽয়ং বরাননে!।
নির্দ্ধনো হি যথা দ্রব্যং তৎ স্মরামি পুনঃ পুনঃ ॥ ১২ ॥

ব্যাস উবাচ।

বিষ্ণোস্তদ্বচনং শ্রুত্বা মহালক্ষ্মীঃ স্মিতাননা।
উবাচ পরয়া প্রীত্যা বচনং চারুহাসিনী ॥ ১৩ ॥

মহালক্ষ্মীরুবাচ।

শৃণু শৌরে! বচো মহ্যং সগুণাঽহং চতুর্ভুজ!।
মাং জানাসি ন জানাসি নির্গুণাং সগুণালয়াম্ ॥ ১৪ ॥
ত্বং জানীহি মহাভাগ! তয়া তৎ প্রকটীকৃতম্।
পুণ্যং ভাগবতং বিদ্ধি বেদসারং শুভাবহম্ ॥ ১৫ ॥

ভবতীতি তস্যাঃ স্বরূপনির্দ্ধারণার্থোঽয়ং প্রশ্ন ইতি মন্তব্যম্ ॥ ১১ ॥ (তন্মেব্রূহীতি। নির্দ্ধনঃ দরিদ্রপুরুষঃ যথা দৈবাৎ দ্রব্যং ধনং প্রাপ্য নিরন্তরং তদেবস্মরতি অহমপি তদ্বৎ স্মরামীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

ইদানীং বিষ্ণুকৃতপ্রশ্নস্যোত্তরবাক্যং বক্তুমুপক্রমন্নাহ বিষ্ণোরিতি। স্মিতাননা ঈষদ্ধাস্যবদনা। চারুমনোহরং হসতীতি ॥ ১৩ ॥ তদেব বক্তব্যমারভতে শৃণুশৌরে ইতি শৌরে ইতি সম্বোধনেন শৌর্য্যশালিনামগ্রণীত্বং সূচিতম্। যদ্বা সৃষ্টিপ্রবাহবৎ অবতারাদেরপি নিত্যত্বমনুস্মারয়ন্ প্রতিদ্বাপরং শূববংশে কৃষ্ণরূপেণাবতীর্ণত্বং বোধয়তি ॥ ১৪ ॥) যাং নির্গুণাং গুণত্রয়োপচয়াপচয়রহিতসাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণীং ন জানাসি ত্বং তয়া মূলদেব্যা ভুবনেশ্বর্য্যা তৎপ্রকটীকৃতমিত্যাহ তয়া তৎপ্রকটীকৃতমিতি। ভাগবতমিতি ভগবত্যা মায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণ্যা প্রতিপাদকমর্দ্ধশ্লোকাত্মকং সূত্রভূতমেব সর্ব্ববেদসারং সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তিকিঞ্চনেতি সর্ব্ববেদতাৎপর্য্যার্থপ্রতিপাদকবাক্যার্থাভিলাপকং

করিয়া বলিতে পারিতেছি না; বস্তুত কেবল দরিদ্র ব্যক্তির ধন লাভের ন্যায় বারংবার তাহাই স্মরণ করিতেছি, অতএব তুমি এই বৃত্তান্তটী বলিয়া আমার সমস্ত সন্দেহ অপনয়ন কর ॥ ১১—১২ ॥

বেদব্যাস বলিলেন, বৎস! তাহার পর সেই চারুহাসিনী দেবী মহালক্ষ্মী ভগবান্ বিষ্ণুর তাদৃশ বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত প্রীতিসহকারে ঈষৎ হাস্যবদনে কহিলেন, শৌরে! আমার কথা শ্রবণ কর, তাহা হইলেই তোমার সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হইবে। দেখ, তুমি যেমন গুণধর্ম্মী হইয়া চতুর্ভুজ রূপে আবির্ভূত হইয়াছ, সেইরূপ আমিও গুণধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছি বলিয়াই মূর্ত্তিমতী হইয়া তোমার দৃষ্টিগোচরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি; সেই জন্যই তুমি আমায় জানিতে পারিতেছ; কিন্তু, সেই সমস্তগুণের আশ্রয়রূপা নির্গুণা পরাশক্তিকে জানিতে পার নাই ॥ ১৩—১৪ ॥ (বিষ্ণো! তুমি মহাপ্রভাব সম্পন্ন হইয়াও সেই মহাদেবীর অর্থাৎ এখনি যাঁহাকে আমি গুণাতীতা সাম্যাবস্থ মহামায়োপহিত ব্রহ্মচৈতন্যরূপা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম,

কৃপাঞ্চ মহতীং মন্যে দেব্যাঃ শক্রনিষূদন ! ।
যয়া প্রোক্তং পরং গুহ্যং হিতায় তব সুব্রত ! ॥ ১৬ ॥
রক্ষণীয়ং সদা চিত্তে ন বিস্মার্য্যং কদাচন ।
সারং হি সর্ব্বশাস্ত্রাণাং মহাবিদ্যাপ্রকাশিতম্ ॥ ১৭ ॥
নাতঃ পরং বেদিতব্যং বর্ত্ততে ভুবনত্রয়ে ।
প্রিয়োঽসি খলু দেব্যাস্ত্বং তেন তে ব্যাহৃতং বচঃ ॥ ১৮ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি শ্রুত্বা বচো দেব্যা মহালক্ষ্ম্যাশ্চতুর্ভুজঃ ।
দধার হৃদয়ে নিত্যং মত্বা মন্ত্রমনুত্তমম্ ॥ ১৯ ॥

পুবাণং মন্ত্ররূপং প্রকটীকৃতং বিদ্ধি ॥ ১৫ ॥ নম্বেতাদৃশং রহস্যং ভুবনেশ্বর্য্যা পামরায় বালকায় মহ্যং কিমিত্যুপদিষ্টমিতি চেত্তত্রাহ কৃপাঞ্চেতি। নান্যদত্র কারণং পশ্যামি কেবলং ভগবতী-কৃপৈবাত্র কারণং মন্যে। যয়া স্বমুখেনৈবাতি রহস্যমুক্তম ॥ ১৬ ॥ মহাবিদ্যা শ্রীভুবনেশ্বরী তয়া প্রকাশিতম্ ॥১৭॥ ইদং যদি ত্বয়ানুভূয়তে তদাতঃপরং কিমপি বেদিতব্যমবশিষ্টং নৈবাস্তি। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেবসত্যমিতি। ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্‌ব্রহ্ম পশ্চাদ্দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বং বরিষ্ঠমিত্যাদিশ্রুতিভিঃ সর্ব্বকারণজ্ঞানেন ॥১৮॥
(ইতি শ্রুত্বেতি। দেবীমুখাৎ স্বপ্রশ্নস্যোত্তরবাক্যমাকর্ণ্য শ্লোকার্দ্ধভাগমপি সম্পূর্ণশ্লোকমপ্রজ্ঞায়াপি সর্ব্বোত্তমং মন্ত্রং বুদ্ধা হৃদয়ে দধার ধৃতবান্ বীজমন্ত্রবৎ শ্লোকতাৎপর্য্যার্থধারণাৎ

তাঁহারই আবরণশক্তি দ্বারা বিস্মৃত প্রায় হইয়াছ বলিয়াই কোথা হইতে শ্লোকার্দ্ধ উচ্চারিত হইল জানিতে পারিতেছ না; অতএব আমি সে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিতেছি নিশ্চয়রূপে অবধারণ কর। সেই মহাদেবী ভগবতীকর্ত্তৃক আকাশ মার্গ হইতে শ্লোকার্দ্ধ ভাগ প্রকটিত হইয়াছে। ঐ দুই চরণ শ্লোকটী সমস্ত বেদের সারভূত পরম পবিত্রকর ভাবী ভাগবত গ্রন্থের বীজস্বরূপ এবং জীবনিকরের বিশেষত তোমার ভূয়িষ্ঠ মঙ্গলজনক বলিয়া জানিবে। হে সুব্রত ! যিনি সেই পরম গুহ্যতম শ্লোকার্দ্ধ ভাগ বলিয়াছেন তিনি সেই মহাদেবী ভগবতীই অপর নহেন্। কারণ, তুমি প্রতি কল্পেই দেবতা ও ঋষিদিগের বিঘ্নকারী এমন কি সমস্ত জগতের কণ্টকস্বরূপ দুরাচার রাক্ষস বা অসুরগণের দমন করিয়া থাক বলিয়া বোধ হয় তোমার প্রতি সদয় হইয়া তোমারই মঙ্গলের জন্য ঐরূপ উপদেশ করিয়াছেন ॥ ১৫—১৬ ॥ তুমি ঐ উপদেশমূলক শ্লোকার্দ্ধভাগ অন্তরে দৃঢ়রূপে ধারণা করিও, কদাচ বিস্মৃত হইও না; কেননা, ঐ উপদেশটী বিশ্বনিস্তারকারিণী ভগবতী ব্রহ্মবিদ্যাকর্ত্তৃক প্রকটিত হইয়াছে; সুতরাং উহাই যে সর্ব্ব শাস্ত্রের সারভূত তাহাতে আর সংশয় নাই ॥ ১৭ ॥ এই ত্রিলোকী মধ্যে ইহা অপেক্ষা প্রকৃত জানিবার যোগ্য বিষয় আর কিছুই নাই; তুমি দেবীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র বলিয়া সেই জন্যই তিনি তোমাকে ঐরূপ পরম গুহ্য তত্ত্বটী উপদেশ করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

বেদব্যাস কহিলেন, বৎস শুক ! ভুজ চতুষ্টয় পরিশোভিত ভগবান্ বিষ্ণু দেবী মহালক্ষ্মীর এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া সেই শ্লোকার্দ্ধ ভাগকে অনির্ব্বচনীয় মহিমাপূর্ণ মন্ত্র বলিয়া বুঝিতে

কালেন কিয়তা তত্র তন্নাভিকমলোদ্ভবঃ।
ব্রহ্মা দৈত্যভয়াত্রস্তো জগাম শরণং হরিম্ ॥ ২০ ॥
ততঃ কৃত্বা মহাযুদ্ধং হত্বা তৌ মধুকৈটভৌ।
জজাপ ভগবান্ বিষ্ণুঃ শ্লোকার্দ্ধং বিশদাক্ষরম্* ॥ ২১ ॥
জপন্তং বাসুদেবঞ্চ দৃষ্ট্বা দেবঃ প্রজাপতিঃ।
পপ্রচ্ছ পরমপ্রীতঃ কঞ্জজঃ কমলাপতিম্ ॥ ২২ ॥
কিং ত্বং জপসি দেবেশ! ত্বত্তঃ কোঽপ্যধিকোঽস্তি বৈ।
যৎ স্মৃত্বা পুণ্ডরীকাক্ষ! প্রীতোঽসি জগদীশ্বর! ॥ ২৩ ॥

হরিরুবাচ।

ময়ি ত্বয়ি চ যা শক্তিঃ ক্রিয়াকারণলক্ষণা।
বিচারয় মহাভাগ! যা সা ভগবতী শিবা ॥ ২৪ ॥

কৃতবান্ নিত্যমনিশং জপন্ সন্নিতিশেষঃ ॥ ১৯ ॥ এবমুক্তিপ্রত্যুক্তিরূপবাক্যাবসানাৎ কিয়তিকালে গচ্ছতি সতি মহালক্ষ্ম্যাদিষ্টঃ পুরুষঃ বিষ্ণুনাভিকমলাজ্জাত ইতি সূচয়ন্নাহ শুকং প্রতিবেদব্যাসঃ ইতি শ্রুত্বেতি। দৈত্যৌ মধুকৈটভৌ তাভ্যাং যদ্ভয়ং তস্মাৎ ত্রস্তঃ প্রাণশঙ্কিতঃ। এতৌ দুর্জ্জয়ৌ দানবৌ অধুনৈব তপস্বিনং মাং সংহরিষ্যত ইতি জীবননাশভয়াৎ বিচলিত-হৃদয়ঃ সন্ হরেঃশরণং ভক্তক্লেশহরং হরিরূপমাশ্রয়ং জগাম প্রাপ ইত্যন্বয়ঃ ॥২০॥) ক্রিয়াকার-

---

পারিয়া নিরন্তর হৃদয়ে ধারণা করিয়া রাখিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে সর্ব্বলোক স্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মা সেই বটপত্র-শয়ান বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে আবির্ভূত হইলেন; (তৎকালে তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াই নিজের উৎপত্তির কারণ কে, আর আমিই বা কে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময় সহসা মধু আর কৈটভ নামে দুই দৈত্য আসিয়া তাঁহাকে সংহার করিবার উপক্রম করিল) তদ্দর্শনে, তিনি ভয়ে বিত্রত হইয়া সেই বটপত্রে শয়ান যোগ-নিদ্রাভিভূত ভগবান্ হরির শরণাগত হইলেন ॥১৯—২০॥ পরে ভগবান্ বিষ্ণু যোগনিদ্রা হইতে সমুত্থিত হইয়া দুর্দ্দান্ত দানব মধুকৈটভের সহিত সুচির কাল ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া তাহা-দিগকে কালকবলে প্রেরণপূর্ব্বক পূর্ব্বোল্লিখিত সেই বিস্পষ্টাক্ষর শ্লোকার্দ্ধরূপ মন্ত্রটী একান্ত চিত্তে জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ২১ ॥ পদ্মযোনি প্রজাপতি ব্রহ্মা কমলাপতি বাসুদেবকে জপ করিতে দেখিয়া পরম প্রীতিসহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২২ ॥ পুণ্ডরীকাক্ষ! আপনি সমস্ত দেবগণের এবং সমস্ত জগতের ঈশ্বর হইয়া কি জপ করিতেছেন? এই বিশ্বমধ্যে আপনা অপেক্ষা কোন শ্রেষ্ঠ বা পূজ্যতম বস্তু আছে কি? বিশেষত আপনি যখন জপ্য বিষয় স্মরণ করিয়া একেবারে প্রেমে উৎফুল্ল হইতেছেন, তখন, অবশ্যই ইহাতে কোন গূঢ় কারণ আছে! ॥ ২৩ ॥

---

* ষোড়শাক্ষরঃ ইতি বা পাঠঃ।

যস্যাধারে জগৎ সর্ব্বং তিষ্ঠত্যত্র মহার্ণবে।
সাকারা যা মহাশক্তিঃ* রমেয়া চ সনাতনী॥ ২৫॥
যয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে॥ ২৬॥
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥ ২৭॥
অহং ত্বমখিলং বিশ্বং তস্যাশ্চিচ্ছক্তিসম্ভবম্।
বিদ্ধি ব্রহ্মন্নসন্দেহঃ কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বদাঽনঘ!॥ ২৮॥

ণেতি। কার্য্যকারণলক্ষণেতি তাৎপর্য্যম্ ॥২১—২৪॥ সা সর্ব্বাধিষ্ঠানকূটস্থব্রহ্মরূপিণ্যস্তীত্যাহ যস্যাধারে ইতি। অত্র সন্ধিরার্ষঃ। যস্যা আধারে ইতি তু চ্ছেদঃ। অভেদে ভেদমারোপ্য যস্যা আধারে ইত্যুক্তম্। যদাত্মকে আধারে ইতি তু রহস্যম্। মহার্ণবে মহার্ণবসদৃশে গম্ভীরে অগাধে আধার ইত্যন্বয়ঃ॥ ২৫॥ বিস্তর ইতি। ব্যাসকৃতবিস্তর ইত্যর্থঃ। তথাযুগে কৃতযুগে হিরণ্যগর্ভকৃতবিস্তর ইত্যর্থঃ। দ্বাদশস্কন্ধে হিরণ্যগর্ভকৃতবিস্তরস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ॥ ২৬—২৯॥

ব্রহ্মার এই কথা শ্রবণে ভগবান্ হরি বলিলেন, প্রজাপতে! তুমিত নিজেও বিজ্ঞান-সম্পন্ন; তবে জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? একবার স্থিরচিত্তে স্বয়ং মনে বিচার করিয়া দেখ না কেন? তোমাতে এবং আমাতে যে কার্য্যকারণলক্ষণা শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছেন তিনি কে? ফল কথা এই যে, আমি যাঁহাকে জপ বা স্মরণ করিয়া আনন্দে বিভোর হইতেছি তিনি সেই সর্ব্ব-মঙ্গল-স্বরূপিণী ব্রহ্মময়ী দেবী ভগবতীই জানিবে॥২৪॥ এই প্রলয়কালী নমহার্ণবের উপরিভাগেও এই সমস্ত জগৎ যে সাকার রূপ আধার শক্তিতে অবস্থিত রহিয়াছে ইহা আর কেহ নহে; সেই নিত্য চৈতন্যরূপিণী সনাতনী অপরিমেয়া মহাশক্তি ব্রহ্মময়ী ভগবতীই জানিবে॥২৫॥ যিনি এই সচরাচর বিশ্বের পুনঃপুন সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তিনিই অর্থাৎ আমার এই উপাস্য মহাদেবীই যখন দেহিদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বরদাত্রী হয়েন, তখনই তাহারা অবলীলাক্রমে দুশ্ছেদ্য সংসারপাশ ছিন্ন করিয়া বিমুক্ত হইয়া যায়॥ ২৬॥ সেই নিত্যস্বরূপা পরাশক্তিই ব্রহ্মবিদ্যা রূপে বিশুদ্ধ চিত্ত সাধকদিগের মুক্তির হেতুভূত হয়েন; আবার মূঢ় মানবগণের সংসারপাশ বন্ধনের কারণও তিনি; ফলত এই বিশ্ব সংসার মধ্যে যাঁহারা ঈশ্বর বলিয়া বিশ্রুত, তিনি সেই সমস্ত ঈশ্বরগণেরও পরমেশ্বরী (অর্থাৎ সেই চিদ্রূপা পরাশক্তিই চৈতন্যরূপে দেহধারী মাত্রকেই পরিচালন করিয়া থাকেন। চিৎশক্তির অভাব হইলে সাধারণ জীবের কথা দূরে থাকুক্ সর্ব্ব মঙ্গলময় দেবাদিদেব শিবেরও নড়িবার শক্তি থাকে না। মূল কথা এই যে চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম আর তদাধারভূত চিৎশক্তি দুই পদার্থ নহে। যেমন দাহিকা-শক্তি, আর প্রকাশশক্তি অগ্নি বা সূর্য্যেরই নামান্তর মাত্র; এ পক্ষেও ঠিক সেইরূপ

---

* সা কাপি বর্ত্ততে শক্তিঃ ইতি বা পাঠঃ।

শ্লোকার্দ্ধেন তয়া প্রোক্তং তদ্বৈ ভাগবতং কিল।
বিস্তরো ভবিতা তস্য দ্বাপরাদৌ যুগে তথা ॥ ২৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

ব্রহ্মণা সংগৃহীতঞ্চ বিষ্ণোস্তু নাভিপঙ্কজে*।
নারদায় চ তেনোক্তং পুত্রায়ামিতবুদ্ধয়ে ॥ ৩০ ॥
নারদেন তথা মহ্যং দত্তং হি মুনিনা পুরা।
ময়া কৃতমিদং পূর্ণং দ্বাদশস্কন্ধবিস্তরম্ ॥ ৩১ ॥
তৎ পঠস্ব মহাভাগ! পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
পঞ্চলক্ষণযুক্তঞ্চ দেব্যাশ্চরিতমুত্তমম্ ॥ ৩২ ॥
তত্ত্বজ্ঞানরসোপেতং সর্ব্বেষামুত্তমোত্তমম্।
ধর্ম্মশাস্ত্রসমং পুণ্যং বেদার্থেনোপবৃংহিতম্ ॥ ৩৩ ॥

পূর্ণমিতি। ব্রহ্মণা শতকোটিবিস্তরং কৃত্বা নারদায়োপদিষ্টং তেন মহ্যমুপদিষ্টং ত সারাংশং গৃহীত্বা ময়া দ্বাদশস্কন্ধপরিমিতং পূর্ণং কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩১ ॥ (যত্তু দ্বাদশস্কন্ধা পরিপূর্ণং ময়া প্রণীতং তৎপঠস্ব অধ্যয়নেনাবধারয়েত্যর্থঃ ন কেবলং মৎপ্রণীতত্বাদধ্যয় প্রয়োজনং কিন্তু মায়াশবলিতকূটস্থচৈতন্যরূপিণ্যা দেব্যা ভগবত্যাশ্চরিতেনোপবৃংহিতত্বা ব্রহ্মসম্মিতং বেদতুল্যম্ কিঞ্চ সর্গপ্রতিসর্গাদিপঞ্চলক্ষণোপলক্ষিতম্ ॥ ৩২ ॥ ইদানীং অস্ত

জানিবে ॥ ২৭ ॥ প্রজাপতে! তোমার বুদ্ধি অত্যন্ত নির্ম্মল হইয়াছে বলিয়াই আমি এই সম গূঢ় কথা বলিতেছি। দেখ, তুমি বা আমি অথবা এই অখিল বিশ্ব ফল কথা এই যে বস্তুজা যাহা কিছু আছে সে সমস্তই তাঁহার সেই চিৎশক্তি হইতে সম্ভূত জানিবে; ইহাতে কো প্রকার সন্দেহ করিও না ॥ ২৮ ॥ সেই মহাদেবী ভগবতী শ্লোকার্দ্ধ দ্বারা আমায় যাহা উ দেশ করিয়াছেন উহাই ভাগবত শাস্ত্রের বীজস্বরূপ জানিবে; কিন্তু, দ্বাপর যুগের প্রথ নিশ্চয়ই সেই গ্রন্থের বিস্তার হইবে ॥ ২৯ ॥

বেদব্যাস কহিলেন, পূর্ব্বে (কল্পান্তসময়ে) লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকম বসিয়াই সেই গুহ্যতম সুদুর্লভ শ্লোকার্দ্ধরূপ উপদেশটী সংগ্রহ করিয়া অসামান্য ধীশক্তি সম্পন্ন নিজ মানসপুত্র দেবর্ষি নারদকে উপদেশ করেন। তাহার পর, মহামুনি নারদ কৃপ করিয়া আমাকে প্রদান করেন। আমি উহা লাভ করিয়াই দ্বাদশ স্কন্ধে সম্পূর্ণ করিয় গ্রন্থাকারে সুবিস্তার করিয়াছি ॥ ৩০—৩১ ॥ রে বৎস! ব্রহ্মচর্য্যাদির দ্বারা তুমি অত্যন্ত প্রভাবশালী হইয়াছ, সুতরাং ইহা তোমারই অধ্যয়নের যোগ্য। অতএব, তুমি এক্ষ সেই মহাদেবী ভগবতীর অনির্ব্বচনীয় চরিতাবলিপরিপূর্ণ পঞ্চ লক্ষণসম্পন্ন দ্বিতীয় বেদে ন্যায় এই মহাপুরাণ ভাগবত গ্রন্থটী আমার নিকট অধ্যয়ন কর ॥ ৩২ ॥ (রে বৎস! এই

---

* মুখপঙ্কজাৎ ইতি বা পাঠঃ।

বৃত্রাসুরবধোপেতং নানাখ্যানকথাযুতম্।
ব্রহ্মবিদ্যানিধানন্তু সংসারার্ণবতারকম্ ॥ ৩৪ ॥
গৃহাণ ত্বং মহাভাগ! যোগ্যোঽসি মতিমত্তরঃ।
পুণ্যং ভাগবতং নাম পুরাণং পুরুষর্ষভ! ॥ ৩৫ ॥
অষ্টাদশসহস্রাণাং শ্লোকানাং কুরু সংগ্রহম্।
অজ্ঞাননাশনং দিব্যং জ্ঞানভাস্করবোধকম্ ॥ ৩৬ ॥

পুরাণস্য সর্ব্বোত্তমতাং প্রতিপাদয়ন্নাহ তত্ত্বজ্ঞানেতি। সর্ব্বেষাং সর্ব্বেভ্যঃ পুরাণেভ্য উত্তমমিতিশেষঃ। যতঃ বেদার্থৈনোপবৃংহিতং ততঃ ধর্ম্মশাস্ত্রবৎ পুণ্যং পবিত্রজনকমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥ বৃত্রাসুরবধেতি। নানাখ্যানকথাযুতং শ্রুতিসুখদমুপদেশগর্ভঞ্চ বিবিধাখ্যানপূর্ণম্ বিশেষতঃ ব্রহ্মবিদ্যায়ানিধানং অতঃ সংসারসাগরস্য তারকমিতিভাবঃ ॥ ৩৪ ॥ এবং সর্ব্বগুণোপেত ভাগবতগ্রহণে স্বপুত্রস্য শুকস্যৈবাধিকারং প্রদর্শয়ন্নাহ গৃহাণ ত্বমিতি। যতস্ত্বং মতিমতাং শ্রেষ্ঠঃ অতএব গৃহাণ অধীত্যাবধারয় ॥ ৩৫ ॥ কতিশ্লোকগ্রহণে মম চিত্তশান্তির্ভবেদিতিচেৎ তত্রাহ অষ্টাদশসহস্রাণীতি। অজ্ঞাননাশনে কারণং দর্শয়তি জ্ঞানভাস্করবোধকমিতি ॥ ৩৬ ॥

অপূর্ব্ব ভাগবত গ্রন্থের কিরূপ মাহাত্ম্য এবং ইহাতে কোন্ কোন্ বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে ক্রমান্বয়ে বলিতেছি শ্রবণ কর।) এই ভূমণ্ডলে অপরাপর পুরাণ প্রভৃতি যে সমস্ত শাস্ত্র আছে তাহাদিগের সকলাপেক্ষা ইহাকেই সর্ব্বোত্তম বলিয়া জানিবে। কেননা এই গ্রন্থখানি তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণ এবং সমস্ত বেদার্থ দ্বারা পরিবর্দ্ধিত; সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় ইহা অত্যন্ত পবিত্র জনক।। এই গ্রন্থে বৃত্রাসুরবধ প্রভৃতি নানাকথা পূর্ণ ভূরি ভূরি আখ্যান সকল সন্নিবেশ করিয়াছি; বিশেষত ইহাতে নিগূঢ় ব্রহ্মবিদ্যা তত্ত্ব নিহিত থাকায় নিশ্চয় জানিও যে, ইহাই একমাত্র ভীষণ সংসার সমুদ্র পারের সেতু স্বরূপ! ॥ ৩৩—৩৪ ॥ বৎস! সাধারণ মানবের কথা দূরে থাকুক্ মহা মহা ঋষিদিগের মধ্যেও তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায় না; ইহাতে বোধ হয় সেই মহাদেবী ভগবতীর প্রসাদে তোমার পরম সৌভাগ্য পরিবর্দ্ধিত হইবে বলিয়াই সহসা এরূপ তত্ত্বদর্শিনী বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে! বলিতে কি এই ভাগবত গ্রন্থ ধারণে তুমিই যথার্থ যোগ্যপাত্র! অতএব তুমি এই পরম পবিত্রকর ভাগবত নামক মহাপুরাণটী আমার নিকট অধ্যয়ন করিয়া ইহার মর্ম্ম হৃদয়ে ধারণ কর। রে পুত্র! আমি তোমায় বারংবার অনুরোধ করিতেছি আমার কথা রক্ষা করিয়া এই অজ্ঞান অন্ধকার নাশক অচিরাৎ জ্ঞান সূর্য্যের উদ্বোধক অলৌকিক মাহাত্ম্য সম্পন্ন অষ্টাদশসহস্র শ্লোকপূর্ণ গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করিয়া ইহার সমস্ত তাৎপর্য্য সংগ্রহ কর। ইহার মাহাত্ম্য অধিক আর কি বলিব, সুমহৎ তত্ত্বজ্ঞানরূপ ধনে পরিপূর্ণ দীর্ঘায়ুষ্কর সমস্ত সুখশান্তিপ্রদ সর্ব্বমঙ্গলময় এই মহাপুরাণ ভক্তিভাবে পাঠ বা শ্রবণ করিলে, তাদৃশ সৌভাগ্যবান্ পবিত্রাত্মা মানবদিগের কেবল যে ভবযাতনাই তিরোহিত হইবে তাহা নহে ইহ কালেও পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধনপ্রভৃতি যে কোনও সুখসম্পদ্ মনুষ্য লোকে পাওয়া সম্ভব তৎসমস্তই আসিয়া তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইবে। বৎস! এই সর্ব্বমঙ্গলময়ী পুরাণ সংহিতাটী তুমি পাঠ

সুখদং শান্তিদং ধন্যং দীর্ঘায়ুষ্যকরং শিবম্।
শৃণ্বতাং পঠতাঞ্চেদং পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধনম্॥ ৩৭॥
শিষ্যোঽয়ং মম ধর্ম্মাত্মা লোমহর্ষণসম্ভবঃ।
পঠিষ্যতি ত্বয়া সার্দ্ধং পুরাণীং সংহিতাং শুভাম্॥ ৩৮॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তং তেন পুত্রায় মহ্যঞ্চ কথিতং কিল।
ময়া গৃহীতং তৎ সর্ব্বং পুরাণঞ্চাতিবিস্তরম্॥ ৩৯॥
শুকোঽধীত্য পুরাণন্তু স্থিতো ব্যাসাশ্রমে শুভে।
ন লেভে শর্ম্ম কর্ম্মাত্মা ব্রহ্মাত্মজ ইবাপরঃ॥ ৪০॥

ইদানীং শৃণ্বতাং পঠতাঞ্চ সম্যক্ ফলং নির্দ্দিশন্নুপসংহরতি ভাগবতমাহাত্ম্যম্। সুখদমিতি॥৩৭॥ শিষ্যোঽয়মিতি সূত ইত্যর্থঃ॥ ৩৮—৩৯॥ ন লেভে শর্ম্ম কর্ম্মাত্মেতি। নন্থ সর্ব্বক্লেশশান্ত্যর্থং ভাগবতং প্রণীতং তচ্ছ্রুত্বাপি যদি ন শান্তিস্তদা ভাগবতপ্রণয়নং ব্যর্থমেব। কিঞ্চ শুকোঽপি মহান্ বিরক্তঃ কর্ম্মানাসক্তমতিবতত্রব গৃহস্থাশ্রমানাকাঙ্ক্ষীতি পূর্ব্বমুক্তং তচ্ছান্ত্যর্থং চ ভাগবতং প্রণীতং তৎকথমত্রোচ্যতে ন লেভে শর্ম্ম কর্ম্মাত্মেতি চেৎসত্যং নাত্র কর্ম্মাত্মেত্যনেন কর্ম্মাসক্তমতিরিত্যর্থঃ। কিন্তু গৃহস্থাশ্রমিণাং কর্ম্মিণাং সংসর্গাদ্যজ্ঞোপবীতশিখাসূত্রসম্বন্ধাচ্চ কর্ম্মণ্যাসক্ত্যভাবেপি সন্ন্যাসাশ্রমং বিনা কর্ম্ম ত্যক্তুং ন শক্যত ইতি কর্ম্মাত্মেত্যুক্তম্। তথা চায়মর্থঃ। শ্রীমদ্দেবীভাগবতপ্রতিপাদ্যোঽর্থঃ সন্ন্যাসাশ্রমং বিনা চিত্তবিক্ষেপাদিনা নানুভবিতুং শক্যতে। ততশ্চ কথং মম সন্ন্যাসাশ্রমপুরঃসরং তদনুভবঃ স্যাদিতি চিন্তয়া ন লেভে শর্ম্ম

করিতে আরম্ভ করিলেই আমার এই প্রিয়তম শিষ্য ধর্ম্মাত্মা লোমহর্ষণ-পুত্রও তোমার সঙ্গে সঙ্গে পাঠ করিতে থাকিবে॥ ৩৫-৩৮॥

এ দিকে নৈমিশারণ্য মধ্যে মহাত্মা সূত শৌনকাদি ঋষিগণকে কহিলেন, মহর্ষিগণ! গুরুদেব ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন নিজ পুত্রকে ঐ কথা বলিয়া আমার প্রতিও সদয় হইয়া ঐরূপ আদেশ করিলে পর আমিও আপনাকে কৃতার্থন্মন্য বোধে শুকদেবের সঙ্গে সঙ্গে এই সুবিস্তার পুরাণ-গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত সমস্তই সংগ্রহ করি॥ ৩৯॥ শুকদেব পুরাণটী অধ্যয়নের পরই মনে মনে বিচার করিয়া দেখিলেন, এই গ্রন্থের স্থান বিশেষে এরূপ উল্লেখ আছে বটে যে, নিষ্কাম স্বধর্ম্মনিরত অনাসক্ত গৃহস্থও চরমে তত্ত্বজ্ঞান লাভে মুক্ত হইতে পারে; কিন্তু, বাসনাজনিত নানাপ্রকার বিক্ষেপাদি বিঘ্ন ভূয়িষ্ঠ থাকায় তাহা এক প্রকার সুদূর পরাহত হইয়া পড়িয়াছে!! বিশেষত সর্ব্বত্র প্রায় সন্ন্যাস ধর্ম্মেরই প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং সন্ন্যাসই যে একমাত্র সংসারপাশ ছেদনের অমোঘ উপায় তাহাতে আর সংশয় নাই; মহাত্মা শুক অন্তরে এইরূপ সন্ন্যাস গ্রহণে দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া যদিচ তৎকালে সেই যাগযজ্ঞাদি নিরত গৃহাশ্রমী ঋষিদিগের সুখাবহ পিতৃ আশ্রমে অবস্থান করিতে লাগিলেন, কিন্তু একেত তিনি ব্রহ্মার মানসপুত্র নিত্য সন্ন্যাসী সনৎকুমারাদির ন্যায় স্বভাবতই সংসার বিরক্ত, তাহাতে আবার পিতার নিতান্ত অনুরোধে গৃহাশ্রমী ব্রাহ্মণের

একান্তসেবী বিকলঃ স শূন্য ইব লক্ষ্যতে।
নাত্যন্তভোজনাসক্তো নোপবাসরতস্তথা ॥ ৪১ ॥
চিন্তাবিষ্টং শুকং দৃষ্ট্বা ব্যাসঃ প্রাহ সুতং প্রতি।
কিং পুত্র ! চিন্ত্যতে নিত্যং কস্মাদ্ব্যগ্রোঽসি মানদ! ॥ ৪২ ॥
আস্সে ধ্যানপরো নিত্যমৃণগ্রস্ত ইবাধনঃ।
কা চিন্তা বর্ত্ততে পুত্র ! ময়ি তাতে তু তিষ্ঠতি ॥ ৪৩ ॥
সুখং ভুঙ্ক্ষ্ব যথা কামং মুঞ্চ শোকং মনোগতম্।
জ্ঞানং চিন্তয় শাস্ত্রোক্তং বিজ্ঞানে চ মতিং কুরু ॥ ৪৪ ॥

কর্ম্মাত্মেত্যুক্তমিতি ন কশ্চিদ্দোষগন্ধোঽপীতি ॥ ৪০ ॥ তদেবাহ একান্তসেবীতি। বিকলঃ স শূন্য ইবেতি। সন্ন্যাসাতিরিক্তাশ্রমে সুখলেশাভাবাদ্যুক্তমেব বিকলত্বম্ ॥ ৪১ ॥ চিন্ত্যত ইতি কর্ম্মণি প্রয়োগঃ ॥৪২—৪৩॥ শাস্ত্রোক্তং ভাগবতোক্তম্। বিজ্ঞানে তদ্ভাগবতোক্তার্থানুভবে ॥৪৪॥

কর্ত্তব্য শিখাসূত্র ধারণ বা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডে মন দিয়া কিছুতেই সন্তোষ লাভ করিতে পারিলেন না ॥ ৪০ ॥ শুকদেব সর্ব্বদা নিভৃত স্থানে থাকিতেই ভাল বাসিতেন, তিনি উপবাসাদিতে নিরত ছিলেন না, এবং ভোজনেও নিতান্ত আসক্ত হইতেন না ; পরন্ত সন্ন্যাস গ্রহণের নিমিত্ত ক্রমশ এতদূর অস্থির হইয়া পড়িলেন যে, সে ভাব তাঁহার অন্তর হইতে কিছুতেই আর অপনীত হইল না ; নিরন্তর অন্যমনস্কতা জন্য শূন্য দেহের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥ শুকদেবকে সর্ব্বদা চিন্তাবিষ্ট দেখিয়া মহর্ষি বেদব্যাস জিজ্ঞাসা করিলেন, পুত্র ! তুমি সকল সময়েই আমার সম্মান রক্ষা করিয়া থাক, অতএব বোধ হয় আমার কোন আদেশই লঙ্ঘন করিবে না ; আচ্ছা বল দেখি তুমি দিন দিন এত ব্যগ্র হই তেছ কেন ? আর নিরন্তর অন্যমনস্কের ন্যায় কি বিষয়ের চিন্তা কর ? বৎস ! তুমি যেন ঋণগ্রস্ত দরিদ্রের ন্যায় সর্ব্বদাই গভীর চিন্তাপরায়ণ হইয়া বসিয়া থাক ! রে পুত্র ! পিতৃ বর্ত্তমানে অর্থাৎ আমি জীবিত থাকিতে তোমার কিসের চিন্তা ? তুমি আমার এই আশ্রমে থাকিয়া আপনার ইচ্ছামত সুখভোগ কর, অন্তর্দ্দগ্ধকারক শোককে দূর করিয়া দেও ! শাস্ত্রোক্ত জ্ঞানের চিন্তায় রত হও, সর্ব্বদা বিজ্ঞান শাস্ত্রের অনুশীলনে বুদ্ধির স্থিরতা সম্পাদন কর। রে পুত্র ! তুমি সুদীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য ব্রতানুষ্ঠান পূর্ব্বক গুরু সেবা করিয়াছ তাহার পর আমিও তোমায় নিয়ত উপদেশ করিতেছি তথাপি দেখিতেছি তুমি কোন প্রকারেই মনের চাঞ্চল্য দূর করিতে সমর্থ হইতেছ না ; বৎস ! যদি আমার এই সকল উপদেশ বাক্যে একান্তই তোমার মনের শান্তি না হয় তাহা হইলে এক্ষণে আমি যাহা বলি তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও ; তুমি আমার কথা রক্ষা করিয়া রাজর্ষি জনক পালিত মিথিলা নগরীতে গমন কর। সেই মহীপাল তোমার ঈদৃশ বুদ্ধিপ্রভাব দেখিলে নিশ্চয়ই সূক্ষ্মতত্ত্ব উপদেশ দ্বারা অবিদ্যা জন্য মোহের অপনয়ন করিবেন। রে বৎস ! ধর্ম্মাত্মা জনক সত্য তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ে অগাধ জলধি স্বরূপ ; অধিক কি তিনি অপরোক্ষ জ্ঞান

ন চেন্মনসি তে শান্তির্বচসা মম সুব্রত!।
গচ্ছ ত্বং মিথিলাং পুত্র! পালিতাং জনকেন হ॥ ৪৫॥
স তে মোহং মহাভাগ! নাশয়িষ্যতি ভূপতিঃ।
জনকো নাম ধর্ম্মাত্মা বিদেহঃ সত্যসাগরঃ॥ ৪৬॥
তং গত্বা নৃপতিং পুত্র! সন্দেহং স্বং নিবর্ত্তয়।
বর্ণাশ্রমাণাং ধর্ম্মাংস্ত্বং পৃচ্ছ পুত্র! যথাতথম্॥ ৪৭॥
জীবন্মুক্তঃ স রাজর্ষির্ব্রহ্মজ্ঞানমতিঃ শুচিঃ।
তথ্যবক্তাঽতিশান্তশ্চ যোগী যোগপ্রিয়ঃ সদা॥ ৪৮॥

সূত উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ব্যাসস্যামিততেজসঃ।
প্রত্যুবাচ মহাতেজাঃ শুকশ্চারণিসম্ভবঃ॥ ৪৯॥

(নচেদিতি। সুব্রতেতিসম্বোধনেন শুকস্য ব্রহ্মচর্য্যদার্ঢ্যং জ্ঞাপয়তি। মম বচসা উপদেশবাক্যেন যদি তে তব শান্তির্ন স্যাৎ তর্হি মিথিলাং গচ্ছ জনকেন পালিতামিত্যুক্ত্যা সাম্রাজ্যপালকস্যাপি তত্ত্বজ্ঞানবত্তাং সূচয়তি। পুনঃ পুত্রেতি সম্বোধ্য স্নেহাধিক্যং দর্শয়তি॥ ৪৫॥ মিথিলাগমনে ফলং দর্শয়ন্নাহ স তে মোহমিতি। স ভূপতিরপি বিদেহঃ দেহোপাধিশূন্যঃ তত্র হেতুং নির্দ্দিশতি সত্যসাগর ইতি ধর্ম্মে আত্মমনো যস্য সঃ॥ ৪৬॥ তং গত্বেতি। হে পুত্র! যথাতথং ক্রমমনতিক্রম্যেত্যর্থঃ তং তাদৃশং তত্ত্বজ্ঞানবিশারদং নরপতিং পৃচ্ছেত্যন্বয়ঃ। জিজ্ঞাস্যবিষয়ং নির্দ্দিশতি বর্ণানাং ব্রাহ্মণাদীনাং তথা আশ্রমাণাং ব্রহ্মচর্য্যাদীনাং তত্র তত্রাশ্রমে যে যে ধর্ম্মা অনুষ্ঠেয়াস্তানিতিশেষঃ॥ ৪৭॥ ভূয়ো জনকস্যপ্রভাবং সংকীর্ত্তয়ন্ শুকস্য শান্তিপ্রদানে সামর্থ্যং দর্শয়তি জীবন্মুক্ত ইতি॥ ৪৮॥) জীবন্মুক্তো বিদেহশ্চেতি। যদি জীবন্মুক্তোঽস্তি তর্হি কামক্রোধাদ্যভাবাৎকথং রাজ্যং শাস্তি যদি তৎসত্ত্বাদ্রাজ্যং শাস্তি তর্হি

প্রভাবে প্রত্যক্‌চৈতন্য স্বরূপ জানিয়া লোকে বিদেহ নামে বিশ্রুত হইয়াছেন॥ ৪২—৪৬॥
পুত্র! তুমি সেই নরপতির নিকট যাইয়া যথাযথ সমস্ত বর্ণধর্ম্ম এবং আশ্রম ধর্ম্মের বিষয় জিজ্ঞাসা কর; ফলকথা এই যে, তাঁহার নিকট নিগূঢ় তত্ত্ব সকলের উপদেশ লইয়া মনের সংশয় নিবারণ কর। সেই পবিত্রাত্মা রাজর্ষি জনকের বুদ্ধি ব্রহ্মবিদ্যায় দৃঢ়ীভূত হইয়াছে; তিনি আত্মতথ্য বক্তৃতায় অতীব পটীয়ান্ সর্ব্বদাই প্রশান্তস্বভাব, যোগশাস্ত্রপ্রিয়; কেবল যে, যোগ শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেই ভাল বাসেন তাহা নহে; স্বয়ং যোগের অনুষ্ঠান পর্য্যন্তও করিয়া থাকেন; অধিক আর কি বলিব বৎস! তিনি পৃথিবীতে জীবন্মুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ॥ ৪৭—৪৮॥

সূত কহিলেন, শৌনক! অরণীগর্ভ সম্ভূত মহাপ্রভাবশালী শুকদেব অমিততেজা বেদব্যাসের এইরূপ আশ্চর্য্যজনক জনক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! আপনি নিরন্তর ধর্ম্মগত চিত্ত; সুতরাং আপনার কথায় অশ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য নহে; তথাপি, এ বিষয়টীতে আমি অতীব বিস্মিত হইয়াছি; কারণ, আলোক আর অন্ধকার যেমন পরস্পর

দম্ভোঽয়ং কিল ধর্ম্মাত্মন্ ! ভাতি চিত্তে মমাঽধুনা ।
জীবন্মুক্তো বিদেহশ্চ রাজ্যং শাস্তি মুদান্বিতঃ ॥ ৫০ ॥
বন্ধ্যাপুত্র ইবাভাতি রাজাঽসৌ জনকঃ পিতঃ ।
কুর্ব্বন্ রাজ্যং বিদেহঃ কিং সন্দেহোঽয়ং মমাঽদ্ভুতঃ ॥ ৫১ ॥
দ্রষ্টুমিচ্ছাম্যহং ভূপং বিদেহং নৃপসত্তমম্ ।
কথং তিষ্ঠতি সংসারে পদ্মপত্রমিবাম্ভসি ॥ ৫২ ॥
সন্দেহোঽয়ং মহাংস্তাত ! বিদেহে পরিবর্ত্ততে ।
মোক্ষঃ কিং বদতাং শ্রেষ্ঠ ! সৌগতানামিবাপরঃ ॥ ৫৩ ॥
কথং ভুক্তমভুক্তং স্যাদকৃতং চ কৃতং কথম্ ।
ব্যবহারঃ কথং ত্যাজ্য ইন্দ্রিয়াণাং মহামতে ! ॥ ৫৪ ॥

জীবন্মুক্তঃ কথং তমঃপ্রকাশবদ্বিরুদ্ধস্বভাবত্বাদুভয়োর্ব্যবহারয়োরিত্যর্থঃ ॥৪৯—৫০॥ (বন্ধ্যেতি। অয়ং বন্ধ্যায়াঃ পুত্রো যাতি ইতি যথা তথা মম চিত্তে ভাতি অধুনা ভবদ্‌বাক্যং শ্রুত্বেতিযাবৎ তথা চেত্যত্র যদুক্তং পরমপূজ্যপাদৈঃশ্রীভগবচ্ছঙ্করাচার্য্যৈঃ। "কূর্ম্মপৃষ্ঠতনুত্রাণঃ খপুষ্পকৃত-শেখরঃ এষবন্ধ্যাসুতো যাতি শশশৃঙ্গধনুর্দ্ধরঃ।" ইত্যাদ্যলীকমিবভাতীত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥ ইদানীং তাদৃশং নরপতিং প্রতি দিদৃক্ষাতিশয্যং জ্ঞাপয়ন্নাহ দ্রষ্টুমিচ্ছামীতি ॥ ৫২ ॥) অস্মিন্ পক্ষে দেহপাত এব মোক্ষঃ সৌগতানামস্তি তদ্বদয়ং মোক্ষঃ সম্পন্নঃ যাবজ্জীবং রাজ্যং কৃত্বাত্মানু-ভবাভাবেঽপি মোক্ষঃ সিধ্যতীত্যাহ মোক্ষঃকিমিতি ॥ ৫৩ ॥ নমু জ্ঞানিনাং ভুক্তমপ্যভুক্তং

বিরুদ্ধ ধর্ম্মপ্রযুক্ত কখনই উভয়ের একত্র সমাবেশ হয় না, সেইরূপ রাজ্যশাসন আর তত্ত্বজ্ঞান কদাচই এক ব্যক্তিতে থাকিতে পারে না ; কিন্তু, এক্ষণে আপনার মুখে শুনিতেছি যে, নরপতি জনক পরমানন্দে রাজ্য শাসন করিতেছেন অথচ তিনি জীবন্মুক্ত ও বিদেহ নামে প্রসিদ্ধ ! ইহাতে আমার মনে এই উপাধি দুইটী কেবল দম্ভমাত্র বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে॥৪৯—৫০॥ পিতঃ ! বলিতে কি আপনার এই কথাটীতে আমার অন্তরে এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ; কেননা মিথিলাধিপতি জনক যথানিয়মে রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিয়াও কি প্রকারে যে দেহ উপাধিপরিশূন্য হইলেন ইহা ভাবিয়া দেখিলে ঠিক যেন চিরবন্ধ্যার পুত্রোপন্যাসের ন্যায় বলিয়া প্রতীতি হয়!। যাহা হউক্ এক্ষণে, সেই দেহ উপাধি বর্জ্জিত রাজসত্তম মিথিলাপতিকে দেখিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত অভিলাষ হই-য়াছে ; কেননা তিনি সংসারে থাকিয়া কিরূপে জলস্থ পদ্মপত্রের ন্যায় নির্লেপে অবস্থান করিতেছেন সেইটী প্রত্যক্ষ করিয়া সমস্ত সংশয় নিরাস করিব। পিতঃ ! আপনি বেদ-তত্ত্বাদি বক্তাদিগের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন এই জন্য কিছু বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছি ; কিন্তু, সেই নরপতি জনকের বিদেহত্ব বিষয়ে এতদূর সন্দেহ জন্মিয়াছে যে, তাহা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেছি না ; বস্তুত এটী যেন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত দেহাত্মবাদী চার্ব্বাকের যুক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে ! ॥ ৫১—৫৩ ॥

মাতা পুত্রস্তথা ভার্য্যা ভগিনী কুলটা তথা।
ভেদাভেদঃ কথং ন স্যাদ্যদ্যেতন্মুক্ততা কথম্ ॥ ৫৫ ॥
কটু ক্ষারং তথা তীক্ষ্ণং কষায়ং মিষ্টমেবচ।
রসনা যদি জানাতি ভুঙ্‌ক্তে ভোগাননুত্তমান্ ॥ ৫৬ ॥
শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিপরিজ্ঞানং যদা ভবেৎ।
মুক্ততা কীদৃশী তাত! সন্দেহোঽয়ং মমাদ্ভুতঃ ॥ ৫৭ ॥
শত্রুমিত্রপরিজ্ঞানং বৈরং প্রীতিকরং সদা।
ব্যবহারে পরে তিষ্ঠন্ কথং ন কুরুতে নৃপঃ ॥ ৫৮ ॥

কৃতমপ্যকৃতমস্তীতি ন দোষ ইতি চেত্তত্রাহ কথং ভুক্তমিতি ॥ ৫৪—৫৫ ॥ ভুঙ্‌ক্তে ভোগা-নন্যথা কথং ভোগঃ স্যাদিতিভাবঃ ॥ ৫৬ ॥ (শীতোষ্ণেতি। হে তাত! যদা শীতোষ্ণাদেঃ পরিজ্ঞানং ভবেৎ তদা সা মুক্তিঃ কীদৃশীত্যয়ং মমাদ্ভুত সন্দেহো জাত ইতি ॥ ৫৭ ॥ ভূয়োঽপি সন্দেহাধিক্যমুদ্ভাবয়ন্নাহ শত্রুমিত্রেতি। নৃপোজনকঃ পরে ব্যবহারে সমৃদ্ধিশালিনি রাজপদে প্রতিষ্ঠমানঃ ব্যবহারচূড়ান্তরূপং রাজ্যং পালয়ন্ সন্নিত্যর্থঃ শত্রুমিত্রাদেঃ পরিজ্ঞানং কথং ন

পিতঃ! আপনিত পরম জ্ঞানী; আচ্ছা, বিবেচনা করিয়া দেখুন, সংসারস্থ জ্ঞানী পুরুষের যদি সমস্ত কার্য্যই যথা নিয়মে সম্পাদিত হইতে থাকিল, তাহা হইলে আর কি করিয়া বলিব যে, তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার কার্য্য পরিত্যাগ হইয়াছে; তিনি নিয়মমত অন্নাদি ভক্ষণ বা কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, অথচ বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার সেসকল আহার বিহারাদি কোন কার্য্যই করা হয় নাই!। ইহা যে কেন স্বীকার করিতে হইবে তাহার কিছুই মর্ম্ম বুঝিলাম না। মাতা কি পুত্র কি ভার্য্যা কি ভগিনী অথবা কুলটা রমণী প্রভৃতিতে জ্ঞানীর কি ভেদাভেদ জ্ঞান হয়না? ফলত সংসারে থাকিলে, এসকল বিষয়ে অবশ্যই ভেদ বুদ্ধি থাকিবে; যদি থাকাই সম্ভব হইল, তবে কি বলিয়া তাঁহার জীবন্মুক্ততা স্বীকার করা যাইতে পারে?॥ ৫৪-৫৫ ॥ পিতঃ! যদি সংসারী তত্ত্বজ্ঞানীর রসনা কটু, ক্ষার, তীব্র, কষায় বা মিষ্টাদি সমস্ত রসের আস্বাদ অনুভব করিতে সমর্থ হইল, ফল কথা এই যে, সংসারে থাকিয়া তিনি ভোগবিলাসী পুরুষের মত নানা প্রকার উৎকৃষ্ট অন্ন ব্যঞ্জনাদিও উদর সাৎ করিবেন এবং সাধারণের ন্যায় তাঁহার শীতোষ্ণ বা সুখ দুঃখাদিরও অনুভব হইবে অথচ তিনি দেহোপাধি পরিশূন্য জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া বিখ্যাত; ইহা যে কি প্রকার মুক্তি তাহা কোন ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না; এই জন্যই আমার মনে অদ্ভুত সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৫৬-৫৭ ॥

যখন সামান্য ব্যবহারে থাকিলেও ভেদাভেদ বুদ্ধির অন্যথা হয় না, তখন তিনি যে নর-পতি হইয়া বিশেষত ব্যবহারের চূড়ান্ত স্বরূপ রাজপদে থাকিয়া এ শত্রু আর এ মিত্র এটী দ্বেষ্য আর এইটী প্রীতিদায়ক এইরূপ ভেদাভেদ জ্ঞান করিবেন না, ইহা কদাচই সম্ভবপর নহে; রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এক জন দুরাত্মা চোর আর এক জন নিরপরাধ ধর্ম্মাত্মা তাহাদকে

চৌরং বা তাপসং বাপি সমানং মন্যতে কথম্।
অসমা যদি বুদ্ধিঃ স্যান্মুক্ততা তর্হি কীদৃশী ॥ ৫৯ ॥
দৃষ্টপূর্ব্বো ন মে কশ্চিজ্জীবন্মুক্তশ্চ ভূপতিঃ।
শঙ্কেয়ং মহতী তাত! গৃহে মুক্তঃ কথং নৃপঃ ॥ ৬০ ॥
দিদৃক্ষা মহতী জাতা শ্রুত্বা তং ভূপতিং তথা।
সন্দেহবিনিবৃত্ত্যর্থং গচ্ছামি মিথিলাং প্রতি ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে শুকস্য জনক দর্শনার্থং মিথিলাগমনপ্রার্থনায়াং ষোড়ষোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

কুরুতে করোত্যেবেতি মন্মনসি ভাতীতি ভাবঃ ॥ ৫৮ ॥ শত্রুমিত্রাদৌ সমবুদ্ধৌ সত্যাং কথমপি রাজ্যরক্ষণং ন সম্ভবেৎ বুদ্ধের্বৈষম্যেঽপি চ নৈবকদাচিজ্জীবন্মুক্ততাসিদ্ধিরিতি দিবারাত্রয়োরেকত্রসমাবেশবৎ পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবয়োস্তয়োর্ব্রহ্মবিদ্যানিষ্ঠতাসাম্রাজ্যপালনক্রিয়য়োরেকপুরুষাবস্থায়িত্বাসম্ভাবনাং দর্শয়ন্নাহ চৌরমিতি ॥৫৯॥ পক্ষদ্বয়োরেকপুরুষনিষ্ঠতাং দূষয়িত্বেদানীং তাদৃশস্য বিষয়ভোগিজীবন্মুক্তপুরুষস্যাত্যন্তাভাবং সমর্থয়ন্নাহ দৃষ্টপূর্ব্বোনেতি। গৃহেতিষ্ঠন্ ভূপতির্ভূমিপালকোঽপি জীবন্মুক্তঃ কশ্চিন্নামাস্তি চেৎ ভদ্রম্ ময়াতু তাদৃশঃ খপুষ্পবৎ পুরুষো ন পূর্ব্বং দৃষ্ট ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৬০ ॥ দিদৃক্ষেতি। অসম্ভাবিত্বেঽপি ভবন্মুখাৎ তং ভূপতিং তাদৃশং জীবন্মুক্তং ভূপতিং শ্রুত্বা ভূপালকস্যাপি জীবন্মুক্ততাং শ্রুত্বেতিভাবঃ মম মহতী বলবতীত্যর্থঃ দিদৃক্ষা দর্শনলালসা জাতা এবম্ভূতস্যাদ্ভুতসন্দেহস্য নিরাকরণায় মিথিলাং প্রতি গচ্ছামি অতএব হে মহাভাগ ত্বামাপৃচ্ছে ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকেপ্রথমস্কন্ধেষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬॥

কি প্রকারে সমান বোধ করিবেন? সেরূপ করিলে অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার রাজ্য দস্যু-সঙ্কুল হইয়া উৎসন্ন যায় এবং তিনি নিজেও সেই ঘোর অধর্ম্ম-জন্য উভয় লোক হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া সুচিরকাল নিরয় নিলয়ে বাস করিয়া কঠোর যমযন্ত্রণা ভোগ করিতে থাকেন; আবার এ দিকেও দেখুন, যদি বুদ্ধির বৈষম্য ভাবই থাকিল, তাহা হইলে আর তিনি কি প্রকারে সেই জীবন্মুক্ততা-জন্য অনন্ত সুখানুভবের অধিকারী হইতে পারেন? ॥ ৫৮—৫৯ ॥ পিতঃ! কোনও ভূপতি যে জীবন্মুক্ত আছেন ইতঃপূর্ব্বে আমি আর কখনই এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্টিগোচর করি নাই; এই জন্যই আমার অন্তরে অতিশয় শঙ্কার উদয় হইতেছে; রাজর্ষি জনক গৃহে থাকিয়া বিশেষত যথাবিহিত রাজ্য শাসন করিয়াও জীবন্মুক্ত রূপে দেহ যাত্রা নিষ্পাদন করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! পিতঃ! আপনার মুখে সেই নরপতির তাদৃশ আশ্চর্য্য প্রভাবের কথা শুনিয়াবধি তাঁহাকে দর্শনের নিমিত্ত অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে; অতএব আপনি অনুমতি করিলেই এই সন্দেহটী নিবারণের জন্য মিথিলার উদ্দেশে যাত্রা করি ॥৬০-৬১॥

অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে জনক দর্শনার্থে শুকদেবের মিথিলা গমন প্রার্থনা বিষয়ক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা পিতরং পুত্রঃ পাদয়োঃ পতিতঃ শুকঃ।
বদ্ধাঞ্জলিরুবাচেদং গন্তুকামো মহামনাঃ ১ ॥ ॥
আপৃচ্ছে ত্বাং মহাভাগ গ্রাহ্যং তে বচনং ময়া।
বিদেহান্দ্রষ্টুমিচ্ছামি পালিতান্ জনকেন তু ॥ ২ ॥
বিনা দণ্ডং কথং রাজ্যং করোতি জনকঃ কিল।
ধর্ম্মে ন বর্ত্ততে লোকো দণ্ডশ্চেন্ন ভবেদ্যদি ॥ ৩ ॥
ধর্ম্মস্য কারণং দণ্ডো মন্বাদিপ্রহিতঃ সদা।
স কথং বর্ত্ততে তাত সংশয়োঽয়ং মহান্মম ॥ ৪ ॥

ষট্‌ষষ্টিশ্লোকবত্যেস্ত জনকস্য পরীক্ষণম্।
মিথিলায়াং গতঃ কর্ত্তুং শুকইত্যেতদীর্য্যতে॥

ইত্যুক্ত্বেতি ॥ ১—২ ॥ বর্ত্ততইতি। বর্ত্ততেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ (দণ্ডং বিনা কদাচিল্লোকস্থিতির্ন সম্ভবেদিতি পূর্ব্বশ্লোকোক্তং সমর্থয়ন্নাহ ধর্ম্মস্যেতি। ধর্ম্মরক্ষার্থমেব মন্বাদিভির্মহর্ষিভির্দণ্ডঃ প্রহিতঃ। ধর্ম্মস্য হি দণ্ডমূলকত্বাৎ। অয়মর্থঃ। যতঃ দণ্ডভয়াদেব সর্ব্বাঃ প্রজাঃ স্বধর্ম্মেতিষ্ঠন্তি

সূত বলিলেন, মহর্ষিগণ! তাহার পর বলিতেছি শ্রবণ করুন্। মহাত্মা শুকদেব মিথিলা গমনাভিলাষে এইরূপ মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াই পিতার চরণযুগলতলে পতিত হইয়া বদ্ধাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মহাভাগ! আপনার কথা আমি সমস্তই গ্রহণ করিলাম; এক্ষণে, সেই জনকরাজ-পালিত বিদেহরাজ্য দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি। নরপতি জনক দণ্ড প্রয়োগ ব্যতীত কিরূপে রাজ্য শাসন করেন? আর যদি দণ্ড প্রয়োগ না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার রাজ্যস্থ প্রজাগণ বিনাদণ্ডে কি প্রকারেইবা স্বধর্ম্মে অবস্থিত রহিয়াছে এই সমস্ত ব্যাপার দেখিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত বাসনা হইতেছে ॥ ১—৩ ॥ পিতঃ! এই সংসারস্থ সমস্ত প্রজাগণ কেবল দণ্ডভয়েই যে ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকে তাহা বোধ হয় কাহারই অবিদিত নাই; মনু প্রভৃতি মহাত্মা ঋষিগণ একমাত্র ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্তই দণ্ডবিধি শাস্ত্র সকলের প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু, নরপতি জনকের রাজ্যে যদি সেই দণ্ড প্রয়োগ না থাকে; তাহা হইলে কিরূপে যে তাঁহার প্রজাপুঞ্জ স্বধর্ম্মে অবস্থিত রহিয়াছে ইহা বুঝিতে সমর্থ হইতেছি না; সুতরাং এবিষয়ে আমার অন্তরে সুমহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। আপনি সুমহৎ তপঃপ্রভাবে সমস্ত দুর্দ্দান্ত রিপুদিগকে জয় করিয়াছেন; সুতরাং আপনার

মম মাতা স্থিরং বন্ধ্যা তদ্বদ্ভাতি বিচেষ্টিতম্।
পৃচ্ছামি ত্বাং মহাভাগ! গচ্ছামি চ পরন্তপ! ॥ ৫ ॥

সূত উবাচ।

তং দৃষ্ট্বা গন্তুকামঞ্চ শুকং সত্যবতীসুতঃ।
আলিঙ্গ্যোবাচ পুত্ত্রং তং জ্ঞানিনং নিঃস্পৃহং দৃঢ়ম্ ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

স্বস্ত্যস্তু শুক! দীর্ঘায়ুর্ভব পুত্ত্র! মহামতে!।
সত্যাং বাচং প্রদত্ত্বা মে গচ্ছ তাত! যথাসুখম্ ॥ ৭ ॥
আগন্তব্যং পুনর্গত্বা মমাশ্রমমনুত্তমম্।
ন কুত্রাপি চ গন্তব্যং ত্বয়া পুত্ত্র! কথঞ্চন ॥ ৮ ॥
সুখং জীবামি পুত্ত্রাহং দৃষ্ট্বা তে মুখপঙ্কজম্।
অপশ্যন্দুঃখমাপ্নোমি প্রাণস্ত্বমসি মে সুত! ॥ ৯ ॥

অতএব মন্বাদিভির্দ্দণ্ডঃপ্রযুক্তঃ ॥ ৪ ॥) মম মাতেতি। যদি মাতা বন্ধ্যা তদা বক্তুরভাবাদিদং বাক্যমেব নস্যাত্তদ্বদ্দণ্ডো যদি ন স্যাত্তর্হি ধর্ম্ম এব ন স্যাৎ। যদি পুনর্দণ্ডোঽস্তি তদা শমাদ্যভাবাদজ্ঞানমেব ন স্যাদিতি ভাবঃ ॥৫—৬॥ সত্যাং বাচং পুনরাগমিষ্যামীত্যেবং রূপাম্ ॥৭॥ (আগন্তব্যমিতি। মিথিলাং গত্বা পুনর্ম্মমৈবেদমুত্তমমাশ্রমং আগন্তব্যম্। হে পুত্ত্র! কথঞ্চন কথমপি চিত্তচাঞ্চল্যবশাদিত্যর্থঃ। ত্বয়া কুত্রাপি কস্মিন্নপি দেশে ন গন্তব্যং কদাচিৎ সন্ন্যাসাদ্যাশ্রমঃ সহসা নাঙ্গীকর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥ আশ্রমপ্রত্যাগমনপ্রয়োজনং দর্শয়ন্নাহ সুখং

কথায় অশ্রদ্ধা করা মূঢ়তামাত্র! কিন্তু, আমার এই মাতা বন্ধ্যা, এই কথাটীও যেমন সত্য, জনকের ব্যাপারও আমার মনে ঠিক্ সেইরূপ প্রতীতি হইতেছে; অতএব আপনি অনুমতি করুন, আমি মিথিলার উদ্দেশে গমন করি ॥ ৪—৫ ॥

সূত কহিলেন, মহর্ষিগণ! তাহার পর, সত্যবতী-তনয় মহর্ষি বেদব্যাস নিতান্ত সংসার নিস্পৃহ পরম প্রজ্ঞাবান্ পুত্ত্র শুকদেব মিথিলা যাইতে অভিলাষী হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহাকে পুনঃপুন আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিলেন ॥ ৬ ॥ বৎস! তুমি নিজ অসাধারণ প্রজ্ঞাবলে সংসারের সমস্ত তত্ত্বই বুঝিতে পারিয়াছ, সুতরাং তোমাকে কোন কথা অধিক বলা কেবল নিরর্থক বাগাড়ম্বর মাত্র! রে পুত্ত্র! আমি আশীর্ব্বাদ করি তুমি দীর্ঘজীবী হও, সর্ব্বতোভাবে তোমার মঙ্গল হউক। যদি মিথিলা যাইতে তোমার একান্তই বাসনা হইয়া থাকে তাহা হইলে আমার নিকট সত্যবাক্যরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া যথা সুখে গমন কর ॥ ৭ ॥ বৎস! (সেই সত্য প্রতিজ্ঞাটী কি প্রকার তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর) তুমি এখান হইতে মিথিলা যাইয়া মহাত্মা জনকের নিকট তত্ত্বোপদেশ গ্রহণপূর্ব্বক পুনরায় আমার এই মঙ্গলময় আশ্রমেই প্রত্যাগমন করিবে কদাচ আর অন্যত্র যাইবে না ॥ ৮ ॥

দৃষ্ট্বা ত্বং জনকং পুত্র ! সন্দেহং বিনিবর্ত্ত্য চ।
অত্রাগত্য সুখং তিষ্ঠ বেদাধ্যয়নতৎপরঃ ॥ ১০ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্তঃ সোঽভিবাদ্যার্য্যং কৃত্বা চৈব প্রদক্ষিণম্।
চলিতস্তরসাতীব ধনুর্মুক্তঃ শরো যথা ॥ ১১ ॥
সংপশ্যন্ বিবিধান্ দেশান্ লোকাংশ্চ বিত্তধর্ম্মিণঃ।
বনানি পাদপাংশ্চৈব ক্ষেত্রাণি ফলিতানি চ ॥ ১২ ॥
তাপসাংস্তপ্যমানাংশ্চ যাজকান্দীক্ষয়ান্বিতান্।
যোগাভ্যাসরতান্ যোগিবানপ্রস্থান্ বনৌকসঃ ॥ ১৩ ॥

জীবামীতি। হে পুত্র ! সর্ব্বসদ্গুণবত্তয়া ত্বমেব প্রাণস্বরূপোঽসি অতস্তে তব মুখপঙ্কজং দৃষ্ট্বা অহং সুখং যথা স্যাৎ তথা জীবামি জীবিতুং শক্নোমি যাবজ্জীবং সুখেনৈব কালং যাপয়িষ্যামীতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৯ ॥ ভবাংস্তু মন্মুখং দৃষ্ট্বা সুখং জীবিষ্যসি ময়া পুনঃ কেন কালোঽতিবাহনীয় ইতি চেত্তত্রাহ দৃষ্ট্বা ত্বমিতি। অত্রাশ্রমে প্রত্যাগত্য বেদাধ্যয়নতৎপরঃ সন্ ত্বমপি সুখং তিষ্ঠ অস্মাভিঃ সহ সুখেন কালমতিপাতয়িষ্যসীতি ভাবঃ ॥ ১০ ॥

ইত্যুক্ত ইতি। স শুকদেবঃ পিত্রা ইত্যাদিষ্টঃ সন্ আর্য্যং পিতরং বেদব্যাসং অভিবাদ্য প্রদক্ষিণঞ্চ কৃত্বা ধনুষঃ ক্ষিপ্তো বাণ ইব অতীব তরসা বেগেন চলিতঃ প্রস্থিতঃ ॥১১॥ সংপশ্যন্নিতি। বিত্তং ধনমেব ধর্ম্মঃ বিত্তধর্ম্মঃ সোঽস্ত্যেষামিতি বিত্তধর্ম্মিণস্তান্ অত্র তু নিন্দায়াং মতুবিতি বোধ্যম্ বিত্তার্জ্জনস্বভাবা ইতি যাবৎ। বিত্তেন ধর্ম্মাচরণশীলা ইত্যেকে ॥১২॥) যোগিবান-

---

রে পুত্র ! তুমিই আমার জীবনস্বরূপ ! অধিক কি, আমি যদি তোমাকে পুনরায় না দেখিতে পাই তাহা হইলে এতদূর যন্ত্রণা হইবে যে, বোধ হয় জীবন ধারণে সমর্থ হইব না, কিন্তু তুমি আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া যদি একান্তই দারপরিগ্রহ না কর তথাপি আমি তোমার ঐ নির্ম্মল মুখপঙ্কজ দর্শন করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে পারিব ॥ ৯ ॥ বৎস ! তুমি রাজর্ষি জনকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মনোগত সমস্ত সন্দেহ নিরাকরণ পূর্ব্বক এই আশ্রমে আসিয়া সতত বেদাধ্যয়নে তৎপর হইয়া সুখে অবস্থান কর ॥ ১০ ॥

সূত কহিলেন, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন এইমত আদেশ করিলে, মহাত্মা শুকদেব পরমগুরু পিতাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া কার্ম্মুকনিক্ষিপ্ত বাণের ন্যায় অতীব বেগসহকারে মিথিলা গমনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১১ ॥ পথিমধ্যে তিনি বিবিধ দেশ, নানাপ্রকার জীবিকাবলম্বী লোক ফলভারাবনত তরুবর শস্যময় ক্ষেত্র সকল দেখিতে দেখিতে গমন করিতে লাগিলেন; এবং স্থানে স্থানে তপশ্চর্য্যানিরত তাপসগণ কোন স্থানে বা দীক্ষান্বিত যাজ্ঞিকপুরুষ যোগাভ্যাসরত যোগী ও বানপ্রস্থধর্ম্মানুষ্ঠায়ী বনবাসী আবার দেশবিশেষে শৈব, পাশুপত, সৌর, শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী লোক সকলকে দেখিয়া অতীব বিস্মিত হইলেন; কিন্তু, কাহাকেও কিছু না বলিয়া মনে মনে কেবল নিজ স্বরূপ

শৈবান্ পাশুপতাংশ্চৈব সৌরাঞ্ছাক্তাংশ্চ বৈষ্ণবান্।
বীক্ষ্য নানাবিধান্ ধর্ম্মান্ জগামাতিস্ময়ন্মুনিঃ ॥ ১৪ ॥
বর্ষদ্বয়েন মেরুঞ্চ সমুল্লঙ্ঘ্য মহামতিঃ।
হিমাচলঞ্চ বর্ষেণ জগাম মিথিলাং প্রতি ॥ ১৫ ॥
প্রবিষ্টো মিথিলাং মধ্যে পশ্যন্ সর্ব্বর্দ্ধিমুত্তমাম্।
প্রজাশ্চ সুখিতাঃ সর্ব্বাঃ সদাচারাঃ সুসংস্থিতাঃ ॥ ১৬ ॥
ক্ষত্রা নিবারিতস্তত্র কস্ত্বমত্র সমাগতঃ।
কিন্তে কার্য্যং বদস্বেতি পৃষ্টস্তেন ন চাঽব্রবীৎ ॥ ১৭ ॥
নিঃসৃত্য নগরদ্বারাৎ স্থিতঃ স্থাণুরিবাচলঃ।
বিস্মিতোঽতিহসংস্তস্থৌ বচো নোবাচ কিঞ্চন ॥ ১৮ ॥

প্রতীহার উবাচ।

ব্রূহি মূকোঽসি কিং ব্রহ্মন্! কিমর্থং ত্বমিহাগতঃ।
চলনঞ্চ বিনা কার্য্যং ন ভবেদিতি মে মতিঃ ॥ ১৯ ॥

প্রস্থানিতি সমস্তপদম্ ॥ ১৩—১৫॥ মধ্যে মিথিলামধ্যে ॥ ১৬ ॥ ক্ষত্তা দ্বারপালঃ ॥ ১৭ ॥ নিস্সৃত্যেতি। মৌনমাস্থায় দ্বারদেশং মুক্ত্বা দ্বারস্যাগ্রে তস্থৌ ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তত্ত্ব বিচার করিতে করিতে গন্তব্য পথের অনুসরণ করিলেন ॥ ১২—১৪ ॥ এইরূপে মহাত্মা শুকদেব অবিচ্ছেদে দুই বৎসর কাল গমন করিয়া মেরুপর্ব্বত এবং এক বৎসরে হিমগিরিকে অতিক্রম করিয়া মিথিলায় উপস্থিত হইলেন ॥ ১৫ ॥ তিনি সেই ধন-ধান্যাদি-বিবিধঐশ্বর্য্য-শোভায় পরিশোভিত নগরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, তত্রত্য প্রজাগণ সকলেই স্বধর্ম্ম নিরত এবং সদাচারসম্পন্ন অথচ সকলেই পরম সুখে কাল হরণ করিতেছে ॥ ১৬ ॥ শুকদেব কিয়ৎকাল মাত্র এইরূপ শোভা সন্দর্শন করিয়া ক্রমশ যেমন পুরাভ্যন্তরভাগে প্রবিষ্ট হইবেন অমনি দ্বারপাল আসিয়া নিবারণ পূর্ব্বক কহিল, তুমি কে? কোথা হইতে আসিলে? এখানে তোমার কি কার্য্য আছে বল! দ্বারপাল এইরূপ বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি কিছুই বলিলেন না; কেবল নগরদ্বারের বহির্ভাগে আসিয়া স্থাণুর (মুড়গাছের) ন্যায় অচলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন; ফলত সে সময় তিনি একটী কথামাত্রেরও প্রয়োগ করিলেন না (দ্বারপালের তাদৃশ কঠোর ব্যবহার দর্শনে) অতীব বিস্মিত হইয়া মনে মনে হাসিতে লাগিলেন ॥ ১৭—১৮ ॥

(শুকদেবকে নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান দেখিয়া) প্রতীহার পুনরায় কহিল, অহে ব্রাহ্মণ! তুমি বোবা নাকি, কথা কহিতেছ না কেন? এস্থলে কিজন্য আসিয়াছ বল? কোনও কার্য্য ব্যতীত কাহারও কুত্রাপি যে গমনাগমন হয় না তাহা আমার বিলক্ষণ বোধ আছে। অহে

রাজাজ্ঞয়া প্রবেষ্টব্যং নগরেঽস্মিন্ সদা দ্বিজ ! ।
অজ্ঞাতকুলশীলস্য প্রবেশো নাত্র সর্ব্বথা ॥ ২০ ॥
তেজস্বী ভাসি নূনং ত্বং ব্রাহ্মণো বেদবিত্তমঃ।
কুলং কার্য্যঞ্চ মে ব্রূহি যথেষ্টং গচ্ছ মানদ ! ॥ ২১ ॥

শুক উবাচ।

যদর্থমাগতোঽস্ম্যত্র তৎ প্রাপ্তং বচনাত্তব।
বিদেহনগরং দ্রষ্টুং প্রবেশো যত্র দুর্লভঃ ॥ ২২ ॥
মোহোঽয়ং মম দুর্বুদ্ধেঃ সমুল্লঙ্ঘ্য গিরিদ্বয়ম্।
রাজানং দ্রষ্টুকামোঽহং পর্য্যটন্ সমুপাগতঃ ॥ ২৩ ॥

চলনং চেতি। আগমনমিত্যর্থঃ ॥ ১৯—২০ ॥ ততো যথেষ্টং গচ্ছেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥
যদর্থমিতি। মন্যতে স্বয়ং জ্ঞানী ন স্থিতঃ। কিন্তু পিত্রায়ং জ্ঞানী নিশ্চিতস্তত্রাশ্চর্য্যং মম জাতমিতি দ্রষ্টুমাগতঃ। স জ্ঞানপ্রকাশস্তত্রানুভূতো ময়া যন্মাদৃশানাং প্রবেশাভাব ইতি

দ্বিজ ! রাজার অনুমতি হইলে সকল সময়েই এই নগরে প্রবেশ করিতে পারা যায়, অন্যথা অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তির এ স্থলে কোন প্রকারেই প্রবেশাধিকার নাই ॥ ১৯—২০ ॥ আমি নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারিয়াছি আপনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য এবং অত্যন্ত তপস্তেজা সুতরাং বিনয় বা দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণসকল আপনাদের নৈসর্গিক ভূষণ; আমি পুনঃপুন কঠোর উক্তি করিলেও আপনি সেই জন্যই কোন উত্তর করেন নাই, আপনারাই প্রকৃতরূপ শাস্ত্র বা মহতের মান রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব, ব্রহ্মন্! আমি বিনয়সহকারে জিজ্ঞাসা করিতেছি আপনি কৃপা করিয়া বলুন্ এখানে কি কার্য্যের উদ্দেশে আসা হইয়াছে এবং নিজ আবির্ভাবে কোন কুলকে পবিত্র করিয়াছেন? দেখুন, ইহাতে আপনি দুঃখিত হইবেন না; কেননা, আমার কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়াই আমি এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি; ফলকথা এই যে আপনি আমার জিজ্ঞাসিত বিষয়গুলির উত্তর দিয়া এই নগরীর মধ্যে যে স্থলে ইচ্ছা হয় গমন করুন্ ॥ ২১ ॥

দ্বারাধ্যক্ষের এই সমস্ত কথা শুনিয়া শুক কহিলেন, প্রতীহার! এই নগরটীর নাম বিদেহ !! কেন না, ইহার অধীশ্বর দেহ-উপাধি বর্জ্জিত !! সুতরাং রাজ্য বা নগর সেই নামেই বিশ্রুত; এদিকে কিন্তু, কেহ দর্শন কামনায় আসিলে তাহার পক্ষে নগরে প্রবেশ পর্য্যন্ত ও দুর্লভ। অতএব, আমি এখানে যে প্রয়োজনে আসিয়াছিলাম তোমার কথা মাত্রেই আমার সে সমস্তই পাওয়া হইয়াছে ॥ ২২ ॥ আমার যদি বুদ্ধির লেশ মাত্র থাকিত তাহা হইলে আর এরূপ ভ্রমে পতিত হইতাম না; ফলত আমি অতিশয় নির্বোধ, সেইজন্য মেরু এবং হিমালয় নামক সেই সুদুস্তর পর্ব্বতদ্বয় অতিক্রম পূর্ব্বক একমাত্র রাজদর্শন লালসায় সুদীর্ঘ পথপর্য্যটন ক্লেশ সহ্য করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ॥ ২৩ ॥ মহাত্মন! দ্বার-

বঞ্চিতোঽহং স্বয়ং পিত্রা দূষণং কস্য দীয়তে ।
ভ্রামিতোঽহং মহাভাগ ! কর্ম্মণা বা মহীতলে ॥ ২৪ ॥
ধনাশা পুরুষস্যেহ পরিভ্রমণকারণম্ ।
সা মে নাস্তি তথাপ্যত্র সংপ্রাপ্তোঽস্মি ভ্রমাৎ কিল ॥ ২৫ ॥
নিরাশস্য সুখং নিত্যং যদি মোহে ন মজ্জতি ।
নিরাশোঽহং মহাভাগ ! মগ্নোঽস্মিন্ মোহসাগরে ॥ ২৬ ॥
ক্ক মেরুর্মিথিলা কেয়ং পদ্ভ্যাঞ্চ সমুপাগতঃ ।
পরিভ্রমফলং কিং মে বঞ্চিতো বিধিনা কিল ॥ ২৭ ॥
প্রারব্ধং কিল ভোক্তব্যং শুভং বাপ্যথবাশুভম্ ।
উদ্যমস্তদ্বশে নিত্যং কারয়ত্যেব সর্ব্বথা ॥ ২৮ ॥

ভাবঃ ॥ ২২—২৫ ॥ মোহসাগরে ইতি। অতো ময়া দুঃখং প্রাপ্তং ন তত্রান্যাপরাধ ইত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥ নন্বেবং ক্লেশং ভুক্ত্বা নিরর্থকঃ কিমর্থমাগতস্ত্বমিতি চেত্তত্রাহ প্রারব্ধমিতি। অবশ্যং প্রারব্ধং কর্ম্ম ভোক্তব্যম্। উদ্যম উদ্যোগস্তু তদ্বশে নিত্যং বর্ত্ততে তমিতি শেষোঽত্র কর্ত্তব্যঃ। তমুদ্যোগং তৎপ্রারব্ধং সর্ব্বথা কারয়তি ব্যাপারম্। উদ্যোগো যত্নো ব্যাপারং করোতি তেনোদ্যোগেন্ প্রারব্ধং কর্ম্ম কারয়তি ন তত্র মদধীনতা কাচিদস্তীতি ভাবঃ। হৃক্রোরন্যতরস্যামিতি দ্বিকর্ম্মত্বম্ ॥ ২৮ ॥ বিদেহো নাম ভূপতিরিতি। যত্রেতি-

---

পাল ! তুমি কিছু মনে করিও না আমি তোমার প্রতি কিছুমাত্র বিরক্ত হই নাই ; কেননা, আমার পিতাই যখন স্বয়ং আমাকে ঠকাইলেন, তখন অপরের প্রতি বৃথা দোষারোপ করিলে কি হইবে। অথবা আমার কর্ম্মসূত্রই হয়ত আমাকে ভূতলে আনিয়া ভ্রমণ করাইতেছে। এই পৃথিবীতে একমাত্র ধনাশাই মনুষ্যের পরিভ্রমণের কারণ, কিন্তু আমার অন্তরে সে আশার গন্ধমাত্রও নাই, তথাপি কেবল ভ্রমে পড়িয়াই এরূপ দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিলাম ॥২৪—২৫॥ বস্তুতঃ ! ইহ সংসারে যে মানব সর্ব্বতোভাবে আশাপাশ হইতে বিমুক্ত, সে যদি কোন প্রকারে মোহজালে নিমগ্ন না হয়, তাহা হইলে সে নিত্য সুখের অধিকারী হইতে পারে ; আমিও আশার দাস নহি, তথাপি কেবল ঘোরতর অজ্ঞানহ্রদে ডুবিয়াই ঈদৃশ দুর্দ্দশা গ্রস্ত হইলাম ॥২৬॥ হায় ! কোথায় সেই মেরু পর্ব্বত আর কোথায় এই মিথিলা ! পায়ে হাঁটিয়া এই সুদুস্তর পথ অতিক্রম পূর্ব্বক এখানে আসিলাম, ওঃ কি কর্ম্মভোগ ! আহা, আমার পর্য্যটনের কেমন চমৎকার ফল ফলিল দেখ ! পরন্তু, ইহাতে কাহারও দোষ নাই ; শুদ্ধ সেই বিধাতাই আমার প্রতি এইরূপ প্রতারণাজাল বিস্তার করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥ শুভই হউক আর অশুভই হউক প্রারব্ধ ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে ; যতই কেন চেষ্টা কর না কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবে না ; সমস্ত উদ্যমই প্রারব্ধের বশীভূত। ইচ্ছা না থাকিলেও প্রারব্ধকর্ম্ম ঠিক্ যেন কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক আনিয়া জীবকে ফল ভোগে প্রবর্ত্তিত করে ॥ ২৮ ॥ দেখ, এস্থলে স্বয়ং বেদও মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিরাজমান নাই আর

ন তীর্থং ন চ বেদোঽত্র যদর্থমিহ মে শ্রমঃ।
অপ্রবেশঃ পুরে জাতো বিদেহো নাম ভূপতিঃ॥ ২৯॥
ইত্যুক্ত্বা বিররামাশু মৌনীভূত ইব স্থিতঃ।
জ্ঞাতো হি প্রতিহারেণ জ্ঞানী কশ্চিদ্দ্বিজোত্তমঃ॥ ৩০॥
সামপূর্ব্বমুবাচাসৌ তং ক্ষত্তা সংস্থিতং মুনিম্।
গচ্ছ ভো যত্র তে কার্য্যং যথেষ্টং দ্বিজসত্তম!॥ ৩১॥
অপরাধো মম ব্রহ্মন্! যন্নিবারিতবানহম্।
তৎ ক্ষন্তব্যং মহাভাগ! বিমুক্তানাং ক্ষমা বলম্॥ ৩২॥

শুক উবাচ।

কিন্তেঽত্র দূষণং ক্ষত্তঃ পরতন্ত্রোঽসি সর্ব্বদা।
প্রভুকার্য্যং প্রকর্ত্তব্যং সেবকেন যথোচিতম্॥ ৩৩॥
ন ভূপদূষণঞ্চাত্র যদহং রক্ষিতস্ত্বয়া।
চৌরশত্রুপরিজ্ঞানং কর্ত্তব্যং সর্ব্বথা বুধৈঃ॥ ৩৪॥

শেষঃ ॥২৯—৩৫॥ প্রতীহারস্ত্বেষ জ্ঞানী বাঽজ্ঞানী বেতি বুভুৎসয়া অপ্রকৃতমেব পৃচ্ছতি কি

কোন তীর্থও নাই যে জন্য আমি অশেষ ক্লেশরাশি ভোগ করিয়া এখানে আসিয়াছিলাম এখানে আছেন কে? না, একটী রাজা! তিনি আবার দেহ উপাধি শূন্য অথচ তাঁহার পুর মধ্যে কাহারও প্রবেশ করিবার অধিকার নাই; কি আশ্চর্য্য!!॥ ২৯॥

শুকদেব এই সমস্ত কথা বলিয়াই তৎক্ষণাৎ তূষ্ণীম্ভূতের ন্যায় অবস্থিত রহিলেন; এদিকে দ্বারপাল তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা ও দেহকান্তি দেখিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, ইনি কোন ব্রহ্মর্ষি-কুলোৎপন্ন জ্ঞানী পুরুষ হইবেন॥ ৩০॥ তখন দ্বারপাল সেই মৌনভাবে অবস্থিত শুকদেবকে অতি বিনীতভাবে সুমধুর বাক্যে কহিল, দ্বিজসত্তম! এই পুর-মধ্যে আপনার যে স্থলে অভিলাষ হয় গমন করুন। ব্রহ্মন্! আমি প্রথমে আপনাকে চিনিতে না পারিয়া যে, প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম সে জন্য আমার ঘোরতর অপ-রাধ ঘটিয়াছে; আপনি স্বীয় ঔদার্য্য গুণে আমায় ক্ষমা করুন্! দেখুন, মুক্ত পুরুষদিগের ক্ষমাই প্রধান বল॥ ৩১—৩২॥

শুকদেব তাহার ঈদৃশ বিনয়গর্ভ বাক্য শ্রবণে কহিলেন, ক্ষত্তঃ! এ বিষয়ে তোমার দোষ কি? তুমিত, সর্ব্বদাই পরাধীন! যথাবিহিত প্রভুর আদেশ পালন করাই ত সেবকের কর্ত্তব্য কার্য্য। তুমি আমায় নিবারণ করিয়াছ বলিয়া যে, আমি এ বিষয়ে রাজার প্রতিই কোন প্রকার দোষারোপ করিতেছি তাহাও মনে করিও না; কেননা, চোর আসিল কি শত্রু আসিল, তাহার অনুসন্ধান লওয়া প্রজ্ঞাবান্ রাজা বা রাজপুরুষদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য

মমৈব সর্ব্বথা দোষো যদহং সমুপাগতঃ ।
গমনং পরগেহে যল্লঘুতায়াশ্চ কারণম্ ॥ ৩৫ ॥

প্রতীহার উবাচ ।

কিং সুখং দ্বিজ ! কিং দুঃখং কিং কার্য্যং শুভমিচ্ছতা ।
কঃ শত্রুর্হিতকর্ত্তা কো ব্রূহি সর্ব্বং মমাদ্য বৈ ॥ ৩৬ ॥

শুক উবাচ ।

দ্বৈবিধ্যং সর্ব্বলোকেষু সর্ব্বত্র দ্বিবিধো জনঃ ।
রাগী চৈব বিরাগী চ তয়োশ্চিত্তং দ্বিধা পুনঃ ॥ ৩৭ ॥
বিরাগী ত্রিবিধঃ কামং জ্ঞাতোঽজ্ঞাতশ্চ মধ্যমঃ ।
রাগী চ দ্বিবিধঃ প্রোক্তো মূর্খশ্চ চতুরস্তথা ॥ ৩৮ ॥
চাতুর্য্যং দ্বিবিধং প্রোক্তং শাস্ত্রজং মতিজন্তথা ।
মতিস্তু দ্বিবিধা লোকে যুক্তাযুক্তেতি সর্ব্বথা ॥ ৩৯ ॥

সুখমিতি । শুভমিচ্ছতা কার্য্যং কর্ত্তব্যং কিম্ ॥ ৩৬ ॥ দ্বৈবিধ্যমিতি । যতো দ্বিবিধো জনস্ততো দ্বৈবিধ্যং সর্ব্বত্র বর্ত্ততে । দ্বৈবিধ্যমেবাহ রাগী চৈব বিরাগী চেতি । কিং জ্ঞাত্যানয়োর্ভেদো নেত্যাহ তয়োশ্চিত্তমিতি । চিত্তদ্বৈবিধ্যাদেব রাগিবিরাগিদ্বৈবিধ্যং ন স্বত ইতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥ তত্র বিরাগিণোঽন্তর্ভেদমাহ বিরাগী ত্রিবিধ ইতি । জ্ঞাতঃ লোকৈরেতস্য বৈরাগ্যং স্পষ্টমেব জ্ঞায়ত ইতি তীব্রবৈরাগ্যবান্ জ্ঞাত ইত্যুচ্যতে । অজ্ঞাতশ্চ মন্দবৈরাগ্যবাঁল্লোকৈরজ্ঞাতবৈরাগ্যবান্ । মধ্যমস্তু লোকৈঃ কিঞ্চিজ্জ্ঞাতবৈরাগ্যবান্ । রাগিণোঽপ্যবান্তরভেদমাহ রাগী দ্বিতি ॥ ৩৮ ॥ মতিজং শাস্ত্রাবিরুদ্ধমযুক্তমতিরহিতং মত্যা তর্কিতবিষয়ং একম্ । শাস্ত্র-

---

কার্য্য বলিয়াই জানিও ॥ ৩৩—৩৪ ॥ অতএব যখন আমি সহসা এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি তখন আমারই সম্পূর্ণ দোষ ; কেননা, এই জগতে পরগৃহে গমনই লঘুতার প্রধান কারণ !! ॥ ৩৫ ॥ এই কথা শুনিয়া প্রতীহার কহিল, ব্রহ্মন্ ! ইহ সংসারে ঐশ্বর্য্যাভিলাষী পুরুষের কর্ত্তব্য কার্য্য কি ? আর সুখ দুঃখইবা কি এবং শত্রু কে ? আর হিতকর্ত্তাই বা কে ? এক্ষণে আপনি কৃপা করিয়া এই কয়েকটী কথার উত্তর প্রদানে আমায় চরিতার্থ করুন্ ॥ ৩৬ ॥

শুকদেব কহিলেন, প্রতীহার তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি শ্রবণ কর । দেখ, এই সমস্ত লোকমধ্যে মানবগণের চিত্তগত দুই প্রকার ভেদ থাকায়, সুতরাং তাহাদিগকেও রাগী ও বিরাগী নামে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ; অতএব তাহাদিগের সমস্ত কার্য্যগতিও দুই ভাগে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৩৭ ॥ তাহার পর, সেই বিরাগীও আবার জ্ঞাত, অজ্ঞাত ও মধ্যম নামে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত । সেইরূপ রাগীর মধ্যেও কতক মূর্খ আর কতকগুলি চতুর থাকায়, শাস্ত্রে তাহাদিগকেও দুই ভাগে বিভক্ত বলিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥ চাতুর্য্যও শাস্ত্র-জন্য আর বুদ্ধি-জন্য হওয়ায় দুই প্রকার বলিয়া উক্ত

প্রতীহার উবাচ।

যদুক্তং ভবতা বিদ্বন্নার্থজ্ঞোঽহং দ্বিজোত্তম!।
তৎ সর্ব্বং বিস্তরেণাদ্য যথার্থং বদ সত্তম!॥ ৪০ ॥

শুক উবাচ।

রাগো যস্যাস্তি সংসারে স রাগীত্যুচ্যতে ধ্রুবম্।
দুঃখং বহুবিধং তস্য সুখঞ্চ বিবিধং পুনঃ ॥ ৪১ ॥
ধনং প্রাপ্য সুতান্দারান্ মানঞ্চ বিজয়ন্তথা।
তদপ্রাপ্য মহদ্দুঃখং ভবত্যেব ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৪২ ॥
কার্য্যং তস্য সুখোপায়ঃ কর্ত্তব্যং সুখসাধনম্।
তস্যারাতিঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সুখবিঘ্নং করোতি যঃ ॥ ৪৩ ॥

বিষয়কং চাতুর্য্যং দ্বিতীয়ম্। শিষ্টলৌকিকব্যবহারবিষয়কং তৃতীয়ম্। তচ্ছাশিষ্টব্যবহারবিষয়কমিতি ফলিতোঽর্থঃ ॥৩৯—৪১॥ ধনং প্রাপ্যেতি। এতেন কিং সুখং কিং দুঃখমিত্যস্যোত্তরমুক্তং ভবতি ॥ ৪২ ॥ কিং কার্য্যমিত্যস্যোত্তরমাহ কার্য্যং তস্যেতি। যেন সুখং ভবতি স উপায়ঃ কর্ত্তব্যঃ। কঃ শত্রুরিত্যস্যোত্তরমাহ তস্যারাতিরিতি ॥ ৪৩ ॥ নমু সুখদুঃখকার্য্যশত্রু-

---

হইয়াছে; আবার বুদ্ধিও লোকে দুইপ্রকার দৃষ্ট হয়, একটী শাস্ত্রযুক্তিসঙ্গত আর একটী সর্ব্বপ্রকার শাস্ত্রযুক্তিবিরুদ্ধ ॥ ৩৯ ॥

প্রতীহার কহিল, ব্রহ্মন্! আপনি সাধুশিরোমণি তত্ত্বজ্ঞপুরুষ। সুতরাং আপনার এপ্রকার গভীর উপদেশগর্ভ বাক্যের সহজে অর্থ ভেদ করা কি মাদৃশ ক্ষুদ্রবুদ্ধির সাধ্য? ফলত আপনি যাহা বলিলেন, তাহার একটী বর্ণমাত্রও বুঝিতে পারি নাই অতএব এক্ষণে দয়া করিয়া এরূপ বিশদভাবে বলুন যাহাতে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারি ॥ ৪০ ॥

শুক বলিলেন, দ্বারপাল! স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর; যে ব্যক্তির সংসারে অনুরাগ থাকে তাহাকেই প্রকৃতপক্ষে রাগী বলা যাইতে পারে। সুতরাং তাহার সম্বন্ধেই নানাপ্রকার সুখদুঃখ আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে ॥ ৪১ ॥ সংসারাসক্ত ব্যক্তি যদি গৃহাশ্রমে থাকিয়া ইচ্ছামত ধন, পুত্র, কলত্র সর্ব্বত্র সম্মান ও বিজয়লাভ করিতে পারে তাহা হইলেই পরম সুখ; আর এই সমস্ত মনোমত দ্রব্যসকল না পাইলে প্রতিক্ষণেই তাহার কষ্ট বলিয়া জানিবে ॥ ৪২ ॥ এই সংসারমধ্যে তাহার ক্রিয়াকলাপাদি যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয় সে সমস্তই সুখের উদ্দেশে; সুখসাধন দ্রব্যগুলির আহরণই তাহার একমাত্র কর্ত্তব্যকার্য্য; অতএব, যে ব্যক্তি তাহার সেই সকল সুখের ব্যাঘাত উৎপাদন করে তাহাকেই তাহার শত্রু বলিয়া জানিও ॥ ৪৩ ॥ ফলকথা এই যে, সংসারানুরাগী ব্যক্তির যে কেহ সুখ উৎপাদন করিতে পারে সেই তাহার পরম মিত্র। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, চতুর মানব

সুখোৎপাদয়িতা মিত্রং রাগযুক্তস্য সর্ব্বদা।
চতুরো নৈব মুহ্যেত মূর্খঃ সর্ব্বত্র মুহ্যতি ॥ ৪৪ ॥
বিরক্তস্যাত্মরক্তস্য সুখমেকান্তসেবনম্।
আত্মানুচিন্তনঞ্চৈব বেদান্তস্য চ চিন্তনম্ ॥ ৪৫ ॥
দুঃখং তদেতৎসর্ব্বং হি সংসারকথনাদিকম্।
শত্রবো বহবস্তস্য বিজ্ঞস্য শুভমিচ্ছতঃ ॥ ৪৬ ॥
কামঃ ক্রোধঃ প্রমাদশ্চ শত্রবো বিবিধাঃ স্মৃতাঃ।
বন্ধুঃ সন্তোষ এবাস্য নান্যোঽস্তি ভুবনত্রয়ে ॥ ৪৭ ॥

সূত উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনন্তস্য মত্বা তং জ্ঞানিনং দ্বিজম্।
ক্ষত্তা প্রবেশয়ামাস কক্ষাঞ্চাতিমনোরমাম্ ॥ ৪৮ ॥
নগরং বীক্ষমাণঃ সংস্ত্রৈবিধ্যজনসংকুলম্।
নানাবিপণদ্রব্যাঢ্যং ক্রয়বিক্রয়কারকম্ ॥ ৪৯ ॥

মিত্রাণি মূর্খচতুরয়োঃ সমানি তদা মূর্খচতুরয়োঃকো ভেদস্তত্রাহ চতুরো নৈব মুহ্যেতেতি। শাস্ত্রাবলোকনজজ্ঞানযুক্তাযুক্তমত্যোঃ সত্ত্বাসতস্য মোহো মূর্খস্য তু সোঽস্তীতি তয়োর্ভেদঃ ॥৪৪॥ ইত্থং রাগিদ্বৈবিধ্যং তৎসুখদুঃখকার্য্যং শত্রুমিত্রাণ্যুপপাদ্য ত্রিবিধবিরাগিণোঽপি সুখদুঃখ-কার্য্যশত্রুমিত্রাণ্যুপপাদয়তি বিরক্তস্যেতি। আত্মানুচিন্তনঞ্চৈবেত্যাদিঃ কার্য্যনির্দ্দেশঃ ॥ ৪৫ ॥ দুঃখং তদেতদিতি দুঃখনির্দ্দেশঃ। শত্রবো বহব ইতিশত্রুনির্দ্দেশঃ ॥ ৪৬ ॥ বন্ধুঃ সন্তোষ ইতি মিত্রনির্দ্দেশঃ। এতেন জ্ঞানলাভায় হেয়োপাদেয়মুক্তং ভবতি। রাগিণো ব্যবহারস্য হেয়ত্বাৎ বিরক্তব্যবহারস্যোপাদেয়ত্বাদিতি ॥ ৪৭—৪৮ ॥ তৎস্থজনস্য ক্রয়বিক্রয়কারকত্বেপি নগরস্য

কোন বিষয়েই একেবারে মোহিত হয় না ; আর মূর্খ, সকল কার্য্যেই বিমোহিত হইয়া পড়ে ॥ ৪৪ ॥

প্রতীহার ! (এক্ষণে বিরাগীর কথা বলিতেছি শ্রবণ কর।) আত্মতত্ত্বানুরাগী সংসার-বিরক্ত মহাত্মারা নির্জ্জন স্থানে বসিয়া সর্ব্বদা মনে মনে বেদান্তশাস্ত্রের বিচার বা সেই সর্ব্বাত্মস্বরূপ নিত্যনিরঞ্জন পরম চৈতন্যদেবের ধ্যানে নিরত থাকিতে পাইলেই তাঁহা-দিগের পরমসুখ ॥ ৪৫ ॥ পারত্রিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী প্রজ্ঞাবান্ সংসারবিরাগীর অনিত্য সংসার-বিষয়ক কথোপকথনাদিকেই দুঃখের উৎপাদক বলিয়া জানিবে। যদিচ সংসাররাগীর ন্যায় ইহাঁদিগেরও কাম, ক্রোধ ও ভ্রমপ্রমাদাদি বহুবিধ শত্রু আছে, তথাপি একমাত্র সন্তোষ ব্যতীত আত্মরত সন্ন্যাসীর এই ত্রিলোকীমধ্যে বন্ধু আর কেহই নাই ॥ ৪৬—৪৭ ॥

সূত বলিলেন, (মহর্ষিগণ ! তাহার পর বলিতেছি শ্রবণ করুন্।) মিথিলার দ্বারাধ্যক্ষ তাদৃশ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ বাক্যসকল শ্রবণমাত্র তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞানপূর্ণ ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ মনোহর কক্ষ্যামধ্যে প্রবেশ করাইল ॥৪৮॥ (শুকদেব নগরকক্ষ্যায় প্রবিষ্ট

রাগদ্বেষযুতং কামলোভমোহাকুলস্তথা।
বিবদৎস্থ জনাকীর্ণংবস্থপূর্ণংমহত্তরম্॥ ৫০॥
পশ্যন্ স ত্রিবিধাঁল্লোকান্ প্রাসরদ্রাজমন্দিরম্।
প্রাপ্তঃ পরমতেজস্বী দ্বিতীয়ইব ভাস্করঃ॥ ৫১॥
নিবারিতশ্চ তত্রৈব প্রতিহারেণ কাষ্ঠবৎ।
তত্রৈব চ স্থিতো দ্বারি মোক্ষমেবানুচিন্তয়ন্॥ ৫২॥
ছায়ায়ামাতপে চৈব সমদর্শী মহাতপাঃ।
ধ্যানং কৃত্বা তথৈকান্তে স্থিতঃ স্থাণুরিবাচলঃ॥ ৫৩॥

তদভেদাৎ ক্রয়বিক্রয়কারকত্বমুক্তম্। যথা গ্রামঃ করোতীতি॥ ৪৯॥ (রাগদ্বেষযুতমিতি রাগশ্চ দ্বেষশ্চ তৌ রাগদ্বেষৌ তাভ্যাং যুতং কামলোভমোহৈরাকুলং সঙ্কুলং ব্যাপ্তমিত্যর্থঃ যদিচেদৃশৈরেবাকীর্ণং তথাপি তেষু তেষু কামলোভাদ্যভিভূতেষু দুরাত্মজনেষু অন্যোন্য বিবদৎস্থ সততং বিবদমানেষু সৎস্বপি তন্নগরং মহত্তরং বস্থপূর্ণং ধনপূর্ণঞ্চেতিধ্যেয়ম্। অয়মৎ যাদৃশৈর্দুরাত্মভিরাকুলং তন্নগরং যদিচ তাদৃশা এব কেবলং বিবদন্তে তত্রাপি অন্যৈর্মহদ্ভি র্মহত্তরঞ্চ। যদ্বা বিবদন্তশ্চ সুজনাশ্চ তৈরেবাকীর্ণম্। শতৃপ্রত্যয়োঽত্রার্ষঃ॥ ৫০॥ পশ্যন্নিতি স শুকঃ। ত্রিবিধান্ ত্রিপ্রকারান্ উত্তমমধ্যমাধমান্ সত্ত্বাদিগুণবদ্ধানিতিযাবৎ। পশ্য রাজমন্দিরং প্রাসরৎ॥ ৫১॥ নিবারিত ইতি। ক্ষত্রা নিবারিতোঽপি তজ্জন্যাবমানমচিন্তয় তত্রৈব দ্বারদেশে কাষ্ঠবৎ স্থিত ইত্যন্বয়ঃ। কুত এবং অত আহ মোক্ষমেবানুচিন্তয়ন্ কেব মাত্মস্বরূপং বিচারয়ন্॥ ৫২॥ মানাবমানাদ্যপেক্ষায়াং ভূয়োঽপি বিশেষহেতুং দর্শয়ন্না

হইয়াই) দেখিলেন উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধলোকে নগর পরিপূর্ণ ; হট্টস্থ দোকা সকল নানাবিধ দ্রব্যাদি দ্বারা পরিশোভিত, ক্রেতা ও বিক্রেতারা বিক্রেয় দ্রব্যে মূল্য উপলক্ষে মহাকোলাহল করিতেছে॥ ৪৯॥ নগরে নানাপ্রকার লোকেরই বসবা আছে বটে, কিন্তু রাগদ্বেষসমাকুল এবং কামলোভাদি-রিপুপরতন্ত্র লোকের সংখ্যাই অধিক। দুঃশীল লোকেরা হয় ত কোন স্থলে কোন বিষয়কর্ম্ম লইয়া ঘোরতর বিবাদ করি তেছে, কোথায়ও বা বহুমূল্য মণিমাণিক্যাদির ক্রয়বিক্রয় হইতেছে ; নানাপ্রকার লোকের বাস থাকিলেও নগরটী যে, মহাসমৃদ্ধিশালী তাহা আর শুকদেবের মত লোকের জানিতে অবশিষ্ট রহিল না। অনন্তর সেই দ্বিতীয় ভাস্করসদৃশ মহাতেজস্বী শুকদেব ধনী, মধ্যবর্ত্তী ও নিকৃষ্ট শ্রেণী এই ত্রিবিধ লোক দেখিতে দেখিতে যেমন রাজপ্রাসাদের নিকটস্থ হইলেন, অমনি সেই কক্ষ্যার দ্বারপাল আসিয়া নিবারণ করিবামাত্র সেই দ্বারদেশেই মোক্ষতত্ত্ব চিন্তা করিতে করিতে কাষ্ঠের ন্যায় অবস্থিত রহিলেন॥ ৫০—৫২॥

মহাত্মা শুকদেব জন্মজন্মান্তরীণ সুমহৎ তপঃপ্রভাবে মনের এতদূর উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন যে, তাহা সাধারণ বুদ্ধিতে কখনই অনুভূত হইতে পারে না ; বস্তুত তিনি ছায়া আর রৌদ্রকে সমান চক্ষে দেখিতেন ; সুতরাং দ্বারপালের নিষেধে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত না হইয়া

তং মুহূর্ত্তাদিবাগত্য রাজ্ঞোঽমাত্যঃ কৃতাঞ্জলিঃ ।
প্রাবেশয়ত্ততঃ কক্ষাং দ্বিতীয়াং রাজবেশ্মনঃ ॥ ৫৪ ॥
তত্র দিব্যং মনোরম্যং পুষ্পিতং দিব্যপাদপম্ ।
তদ্বনং দর্শয়িত্বা তু কৃত্বা চাতিথিসৎক্রিয়াম্ ॥ ৫৫ ॥
বারমুখ্যাঃ স্ত্রিয়স্তত্র রাজসেবাপরায়ণাঃ ।
গীতবাদিত্রকুশলাঃ কামশাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ৫৬ ॥
তা আদিশ্য চ সেবার্থং শুকস্য মন্ত্রিসত্তমঃ ।
নির্গতঃ সদনাত্তস্মাদ্ব্যাসপুত্রঃ স্থিতঃ সদা ॥ ৫৭ ॥
পূজিতঃ পরয়া ভক্ত্যা তাভিঃ স্ত্রীভির্যথাবিধি ।
দেশকালোপপন্নেন নানাঽন্নেনাতিতোষিতঃ ॥ ৫৮ ॥

ছায়ায়ামিতি ॥ ৫৩ ॥ (তং মুহূর্ত্তাদিতি । রাজ্ঞঃ জনকস্য অমাত্যো মন্ত্রী মুহূর্ত্তাদাগত্য কৃতাঞ্জলিঃ সন্ দ্বিতীয়াং কক্ষ্যাং প্রাবেশয়ৎ ॥ ৫৪ ॥ দ্বিতীয়াং কক্ষ্যাং প্রাবেশয়ন্ কিং কৃতবান্ ইত্যত্রাহ তত্র দিব্যমিতি ॥ ৫৫ ॥ বারমুখ্যেতি । যা বারমুখ্যা বারপ্রধানরমণ্যঃ গীতবাদিত্র কুশলাঃ কামশাস্ত্রবিশারদাশ্চ অতএব রাজসেবাপরায়ণাস্তাস্তাদৃশীগু ণবতীঃ শুকদেবসেবার্থমাদিশ্য মন্ত্রিষু সত্তমঃ প্রধানসচিবঃ তস্মাৎ সদনান্নির্গতঃ। ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ॥ ৫৬—৫৭ ॥ কেন ভাবেন স্থিত ইতি বিবৃণ্বন্নাহ। পূজিত ইতি। যথাবিধি বিধিমনতিক্রম্য তাভিঃ বারমুখ্যাভিঃ পরয়া ভক্ত্যা পূজিতঃ। দেশকালোপপন্নেন অন্নেন বিশেষতস্তোষিতঃ পরিতর্পিত-

---

আত্মধ্যানে নিরত থাকিয়া দ্বারের বাহিরে একটী নিভৃতদেশে স্থাণুর ন্যায় অচলভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥ এইরূপে মুহূর্ত্তকাল অতীত না হইতে হইতেই রাজমন্ত্রী বদ্ধাঞ্জলিপুরঃসর তাঁহার নিকটে আসিয়া বারংবার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন; পরে, পরম সমাদরসহকারে তাঁহাকে লইয়া রাজভবনের দ্বিতীয় কক্ষ্যামধ্যে প্রবেশ করাইলেন ॥ ৫৪ ॥

তদনন্তর, মন্ত্রিপ্রবর তাঁহাকে দ্বিতীয় কক্ষ্যার অভ্যন্তর দিয়া লইয়া যাইবার সময় তত্রত্য দিব্য কুসুমিত তরুরাজি-পরিশোভিত রমণীয় উদ্যানসকল দেখাইয়া যথাবিহিত আতিথ্যসৎকার সমাধানপূর্ব্বক একটী অট্টালিকামধ্যে উপস্থাপিত করিলেন। পরে, যে সকল গীতবাদ্যনিপুণ কামশাস্ত্রবিশারদ বারাঙ্গনাকামিনী রাজসেবায় নিরত থাকে তাহাদিগকেই নিরন্তর শুকের সেবায় নিয়োজিত করিয়া দিয়া তিনি সেই গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন; বেদব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পুত্র নিরুৎকণ্ঠচিত্তে সেই স্থলেই বিশ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫—৫৭ ॥

সেই সকল রমণীরা পরমভক্তি ও আদরের সহিত যথাবিধি সম্মান রক্ষাপূর্ব্বক দেশকালানুসারে যাহা কিছু উৎকৃষ্ট বস্তু পাওয়া যায় সেই সমস্ত সুস্বাদ অন্নব্যঞ্জন এবং পানীয় দ্রব্যদ্বারা তাঁহার তৃপ্তিসম্পাদনের জন্য নিরন্তর যত্ন করিতে লাগিল ॥ ৫৮ ॥

ততোঽন্তঃপুরবাসিন্যস্তস্যান্তঃপুরকাননম্।
রম্যং সন্দর্শয়ামাসুরঙ্গনাঃ কামমোহিতাঃ ॥ ৫৯ ॥
স যুবা রূপবান্ কান্তো মৃদুভাষী মনোরমঃ।
দৃষ্ট্বা তা মুমুহুঃ সর্ব্বাস্তঞ্চ কামমিবাপরম্ ॥ ৬০ ॥
জিতেন্দ্রিয়ং মুনিং মত্বা সর্ব্বাঃ পর্য্যচরংস্তদা।
আরণেয়স্তু শুদ্ধাত্মা মাতৃভাবমকল্পয়ৎ ॥ ৬১ ॥
আত্মারামো জিতক্রোধো ন হৃষ্যতি ন তপ্যতি।
পশ্যংস্তাসাং বিকারাংশ্চ স্বস্থএব স তস্থিবান্ ॥ ৬২ ॥
তস্মৈ শয্যাং সুরম্যাঞ্চ দদুর্নার্য্যঃ সুসংস্কৃতাম্।
পরার্দ্ধ্যাস্তরণোপেতাং নানোপস্করসংবৃতাম্ ॥ ৬৩ ॥
স কৃত্বা পাদশৌচঞ্চ কুশপাণিরতন্দ্রিতঃ।
উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং ধ্যানমেবান্বপদ্যত ॥ ৬৪ ॥

শেতিশেষঃ ॥৫৮॥ অন্তঃপুরস্থা মহিলাঃ রূপাদিদর্শনজন্যকামেনমোহিতাঃসত্যঃ। অন্তঃপুরস্থং রম্যং রমণীয়ং কাননং আরামং অন্তঃপুরস্থক্রীড়োদ্যানমিত্যর্থঃ দর্শয়ামাসুরিত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৯ ॥ অন্তঃপুরবাসিনীনাং কামমোহিতত্বে কারণং প্রদর্শয়ন্নাহ স যুবেতি ॥ ৬০ ॥ জিতেন্দ্রিয়মিতি। তা অন্তঃপুরবাসিন্যঃ কামমোহিতা অপি তং জিতেন্দ্রিয়ং মুনিং মত্বা বিজ্ঞায় পর্য্যচরৎ কেবলং পরিচর্য্যয়া তোষয়ামাসুরিত্যর্থঃ। তত্র কিং শুকদেবোঽপি বিকৃতমনা আসীৎ? আহোস্বিৎ স্বস্থ এব স্থিতঃ? ইতি জিজ্ঞাসায়াং তস্য জিতেন্দ্রিয়ত্বাদিগুণান্ প্রকটয়ন্নাহ। মাতৃভাবং অকল্পয়ৎ কুত এবং অত আহ শুদ্ধাত্মা ॥ ৬১ ॥ শুদ্ধাত্মত্বে কারণং নির্দ্দিশন্নাহ আত্মারামেতি ॥ ৬২ ॥

তাহার পর, অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীগণ পর্য্যাপ্ত ও কামে বিমোহিত হইয়া শুকদেবকে অন্তঃপুরের অভ্যন্তরবর্ত্তী মনোরম ক্রীড়াকানন দেখাইতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫৯ ॥ তাহার কারণ এই যে, মহাত্মা শুকদেব একেত যুবাপুরুষ তাহাতে আবার রূপের সাগর; দ্বিতীয় কন্দর্পের ন্যায় মনোরমকমনীয় মূর্ত্তি এবং স্বভাবত মৃদুভাষী ছিলেন, সুতরাং তাহারা তাঁহাকে দেখিবামাত্র একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ৬০ ॥ বিশেষত তাঁহাকে জিতেন্দ্রিয়পুরুষ জানিয়া পরমভক্তিসহকারে সর্ব্বদাই তাঁহার পরিচর্য্যায় নিরত হইল; কিন্তু, অরণিগর্ভসম্ভূত (অযোনিসম্ভব) পবিত্রাত্মা শুকদেব তাহাদিগকে অন্তরে মাতার ন্যায় জ্ঞান করিতে লাগিলেন। কেননা, তাঁহার চিত্ত নিরন্তর আত্মার সহিতই রমণ করিত; সুতরাং ক্রোধ, হর্ষ বা অনুতাপাদি কেহই তাঁহার অন্তরে এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থান প্রাপ্ত হইত না; ফলত তিনি সেই সমস্ত রমণীদিগের মনোবিকার বুঝিতে পারিয়াও অক্ষুব্ধভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬১—৬২ ॥ মহিলাগণ রজনী উপস্থিত হইল দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিমিত্ত সুখোপযোগি নানাপ্রকার বস্ত্রাদিসুসজ্জিত বহুমূল্য আস্তরণ পরিশোভিত

যামমেকং স্থিতো ধ্যানে সুষ্বাপ তদনন্তরম্।
সুপ্ত্বা যামদ্বয়ং তত্র চোদতিষ্ঠত্ততঃ শুকঃ॥ ৬৫॥
পাশ্চাত্যং যামিনীয়ামং ধ্যানমেবান্বপদ্যত।
স্নাত্বা প্রাতঃক্রিয়াঃ কৃত্বা পুনরাস্তে সমাহিতঃ॥ ৬৬॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
মিথিলারাজান্তঃপুরবাসিনীনাং মধ্যে শুকজিতেন্দ্রিয়তাদি-
প্রকাশো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭॥

ইদানীং তস্মৈ শয্যামিত্যারভ্য পুনরাস্তে সমাহিত ইত্যন্তৈঃ শ্লোকচতুষ্টয়ৈঃ শুকস্য ভোগ-নিস্পৃহতাং সংযতেন্দ্রিয়ত্বঞ্চ প্রদর্শ্যাধ্যায়ং সমাপয়তি তস্মা ইতি॥ ৬৩—৬৬॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৭॥

অতীব মনোরম অথচ বিশুদ্ধ শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল॥ ৬৩॥ শুকদেব সময় বুঝিয়া তখনই আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া হস্তপদাদি প্রক্ষালনপূর্ব্বক সায়ংসন্ধ্যোপাসনাদি সমাপ্ত করিয়া আত্মধ্যানে নিরত হইলেন॥ ৬৪॥ এইরূপে তিনি একপ্রহরকাল গভীর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া, পরে, দুইপ্রহরকাল নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন॥ ৬৫॥ যামিনীর শেষযামে তিনি পুনরায় ধ্যানপরায়ণ হইলেন; অনন্তর প্রকৃত ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তসময়ে স্নান ও প্রাতঃকালীন কর্ত্তব্য ক্রিয়াদি সমাধানপূর্ব্বক পুনরায় সমাধি অবলম্বনে বসিয়া রহিলেন॥ ৬৬॥

অষ্টাদশসহস্র-শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের প্রথম-
স্কন্ধে মিথিলার রাজান্তঃপুরবাসিনী কামিনীগণমধ্যে
শুকের জিতেন্দ্রিয়তাদি প্রকাশবিষয়ক
সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

শ্রুত্বা তমাগতং রাজা মন্ত্রিভিঃ সহিতঃ শুচিঃ।
পুরঃ পুরোহিতং কৃত্বা গুরুপুত্রং সমভ্যয়াৎ॥ ১॥
কৃত্বার্হণং নৃপঃ সম্যগ্ দত্ত্বাসনমনুত্তমম্।
পপ্রচ্ছ কুশলং গাঞ্চ বিনিবেদ্য পয়স্বিনীম্॥ ২॥
স চ তাং নৃপপূজাং বৈ প্রত্যগৃহ্লাদ্ যথাবিধি।
পপ্রচ্ছ কুশলং রাজ্ঞে স্বং নিবেদ্য নিরাময়ম্॥ ৩॥
কৃত্বা কুশলসংপ্রশ্নমুপবিষ্টং সুখাসনে।
শুকং ব্যাসসুতং শান্তং পর্য্যপৃচ্ছত পার্থিবঃ॥ ৪॥

অর্ঘ্যাধিকৈকষষ্ট্যা তু জনকেন মহাত্মনা।
বৈরাগ্যাদ্যুপদেশশ্চ শুকায় কৃত উচ্যতে॥

পুরোঽগ্রদেশে পুরোহিতং কৃত্বা॥ ১॥ (স পুরোহিতস্তত্রগতঃ সন্ কিং কৃতবান্ ইত্যত্র চিরশিষ্টাচারং দর্শয়ন্নাহ কৃত্বেতি। নৃপোজনকঃ তত্ত্বজ্ঞোঽপি লোকসংগ্রহং কুর্ব্বন্ তস্য গুরুপুত্রস্য শুকস্য সম্যক্ অর্হণাং পূজাং কৃত্বা আসনং দত্ত্বা পয়স্বিনীং দুগ্ধবতীং সবৎসামিত্যর্থঃ গাং ধেনুং নিবেদ্য তস্মৈ কুশলং পপ্রচ্ছেত্যন্বয়ঃ॥ ২॥ সচেতি। সোঽপি শুকঃ নৃপস্য পূজাং বৈ ধর্ম্মনিশ্চিতাং অকপটরূপামিতিশেষঃ যথাবিধি শাস্ত্রবিধিমনতিক্রম্য শাস্ত্রমতানুসারেণ প্রত্যগৃহ্লাৎ প্রতিজগ্রাহ তত আত্মনিরাময়ং অনাময়ং নিবেদ্য রাজ্ঞে নরপতয়ে জনকায় কুশলং পৃষ্টবান্॥৩॥ কৃত্বেতি। অন্যোন্যকুশলপ্রশ্নাদ্যনন্তরং সুখাসনে উপবিষ্টং তং ব্যাসসুতং প্রশান্তমনসং শুকং পার্থিবঃ পৃথিবীপতির্জনকঃ ভো মহাভাগ! মহাত্মন্! নিঃস্পৃহস্যাপি তব মাং

সূত কহিলেন, (মহর্ষিগণ! তাহার পর শ্রবণ করুন) নরপতি জনক গুরুপুত্র শুকদেবের আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ সচিবগণ সমভিব্যাহারে পুরোহিতকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া অতি পবিত্র ভাবে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন॥ ১॥ পরে পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার সবিশেষ অর্চ্চনা পূর্ব্বক বহুমূল্য আসনে উপবেশন করাইলেন; এবং বিধিমত একটী দুগ্ধবতী সবৎসা ধেনু তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ২॥ শুকদেব, জনকপ্রদত্ত শাস্ত্রসম্মত অকপটপূজাদি প্রতিগ্রহ করিয়া নিজ মঙ্গলবিষয়ের পরিচয় দিয়া রাজাকে সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসিলেন॥ ৩॥ এইরূপে পরস্পরের কুশল প্রশ্ন উপলক্ষে কিয়ৎকাল গত হইলে, পৃথ্বীপতি জনক সুখাসনে উপবিষ্ট প্রশান্তমূর্ত্তি ব্যাসপুত্র শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাত্মন্! আপনি নিজ নিস্পৃহতাগুণে সমাধিনিষ্ঠ যোগিদিগেরও বরেণ্য

কিং নিমিত্তং মহাভাগ! নিঃস্পৃহস্য চ মাংপ্রতি।
জাতং ত্বাগমনং ব্রূহি কার্য্যং তন্মুনিসত্তম ॥ ৫ ॥

শুক উবাচ।

ব্যাসেনোক্তো মহারাজ! কুরু দারপরিগ্রহম্।
সর্ব্বেষামাশ্রমাণাঞ্চ গৃহস্থাশ্রম উত্তমঃ ॥ ৬ ॥
ময়া নাঙ্গীকৃতং বাক্যং মত্বা বন্ধং গুরোরপি।
ন বন্ধোঽস্তীতি তেনোক্তো নাহং তৎকৃতবান্ পুনঃ ॥ ৭ ॥
ইতি সন্দিগ্ধমনসং মত্বা মাং মুনিসত্তমঃ।
উবাচ বচনং তথ্যং মিথিলাং গচ্ছ মা শুচঃ ॥ ৮ ॥

প্রতি কিং নিমিত্তমাগমনং জাতমত্র কিং কার্য্যমস্তি ময়া বা কিমনুষ্ঠেয়ন্তদ্ ব্রূহীতিপর্য্যপৃচ্ছদিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ ॥ ৪—৫ ॥ ইদানীং স্ববক্তব্যং বিজ্ঞাপয়ন্নাহ শুকদেবঃ। ব্যাসেনেতি। ভো মহারাজ! পিত্রা বেদব্যাসেন দারপরিগ্রহং কুর্ব্বিতি উক্ত আদিষ্টোঽহম্ যতঃ সর্ব্বেভ্য আশ্রমেভ্যো গৃহাশ্রমএবোত্তমঃ। ইত্যেবং স উপদিশতি মহ্যমিতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৬ ॥) গুরোঃ পিতুরপি ময়া নাঙ্গীকৃতমিত্যন্বয়ঃ। (পিতৃমতমুক্ত্বা স্বমতং স্ফুটয়ন্নাহ ময়েতি। গুরোরপীতি। অয়মর্থঃ পিতা মহান্ গুরুস্তজ্জানতাঽপি ময়া তস্য বাক্যং ভার্য্যাগ্রহণরূপাদেশ ইত্যর্থঃ নাঙ্গীকৃতম্ ন স্বীকৃতম্ কুতোনেতি চেত্তত্রাহ কেবলং বন্ধং বন্ধনস্বরূপং মত্বা বুদ্ধা ইত্যত্র পিত্রা তে কিমুক্তমিতিচেৎ অয়ম্ভাবঃ। ততঃ কিমিদানীং ভবতা পিত্রাদেশঃ পালিতঃ? ন বেত্যপেক্ষায়ামাহ নাহমিতি। পরমগুরুণা পিত্রোপদিষ্টোঽপি ভার্য্যাং বন্ধনরূপাং নিশ্চিত্যাহং ন গৃহীতবান্ ॥ ৭ ॥ ইদানীং কিং নিমিত্তং মাং প্রত্যাগমনং জাতমিত্যস্য পঞ্চমশ্লোককৃতপ্রশ্নস্যোত্তররূপমিথিলাগমনপ্রয়োজনং ব্যক্তীকুর্ব্বন্নাহ। ইতি সন্দিগ্ধমনসমিতি। ইতি ইত্যেতদ্বিষয়ে মাং সন্দিগ্ধমনসং মত্বা বিজ্ঞায় মুনিসত্তমঃ পিতা বেদব্যাসস্তথ্যমুবাচ উক্তবান্ হে পুত্র!

হইয়াছেন; তথাপি আমার নিকট কি উদ্দেশে আপনার আসা হইয়াছে বলুন; আমাকে যে কার্য্য করিতে হইবে আজ্ঞা করুন, তাহাতেই প্রস্তুত আছি ॥ ৪—৫ ॥

শুকদেব কহিলেন, মহারাজ! (আমার বক্তব্য বিষয় সমস্তই বলিতেছি শ্রবণ করুন, আমি ব্রহ্মচর্য্য সমাবর্ত্তনের পর আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলাম দেখিয়া আমার পিতা ভগবান্ বেদব্যাস আহ্লাদে পুলকিত হইয়া বলিলেন; রে বৎস! তোমার সমস্ত বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হইয়াছে ত?) তবে এক্ষণে, দার পরিগ্রহ কর; কারণ সকল আশ্রম অপেক্ষা গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; কিন্তু, আমি স্ত্রীলোককে বন্ধন স্বরূপ মনে করিয়া পিতা পরম গুরু হইলেও তাঁহার কথায় সম্মত হইনাই। তাহার পর, তিনি মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া (অনাসক্ত পুরুষের পক্ষে স্ত্রী, বন্ধন স্বরূপ নহে বরং কামাদি রিপু জয়ের প্রধান উপায়; এইরূপ বিবিধ উপদেশ করিলেও আমি কিছুতেই স্বীকার পাই নাই ॥ ৬—৭ ॥ তখন, আমার পিতা মুনিসত্তম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আমার আন্তরিক সংশয় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, রে পুত্র! আর শোক করিও না; এক্ষণে, আমি তথ্য কথা বলিতেছি অবহিত হও, মিথিলা প্রদেশের

যাজ্যোঽস্তি জনকস্তত্র জীবন্মুক্তো নরাধিপঃ।
বিদেহো লোকবিদিতঃ পাতি রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ৯।
কুর্ব্বন্রাজ্যং তথা রাজা মায়াপাশৈর্ন বধ্যতে।
ত্বং বিভেষি কথং পুত্র! বন্যবৃত্তিঃ পরন্তপ! ॥ ১০ ॥
পশ্য তং নৃপশার্দ্দূলং ত্যজ মোহং মনোগতম্।
কুরু দারান্মহাভাগ! পৃচ্ছ বা ভূপতিঞ্চ তম্ ॥ ১১ ॥
সন্দেহন্তে মনোজাতং কথয়িষ্যতি পার্থিবঃ।
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য মামেহি তরসা সুত! ॥ ১২ ॥

মাশুচঃ শোকং মাকার্ষীঃ শোকং ত্যক্ত্বা মিথিলাং গচ্ছেত্যাদিষ্টবানিতিশেষঃ। যতস্তত্র জনক ইতি নাম্না নরাধিপোঽস্তি নরপতিরপি জীবন্মুক্ত অতএব স লোকৈর্ব্বিদেহঃ দেহোপাধিশূন্য ইত্যেবং বিদিতঃ। ততস্তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবেনাকণ্টকং শত্রুশূন্যং রাজ্যং পাতি রক্ষতি পালয়তীত্যর্থঃ। পরং ত্বয়াত্র ন শঙ্কনীয়ং যতোঽসাবস্মাভির্যাজ্যঃ শিষ্য ইতি যাবৎ। ইত্যেবং মমোৎসাহ-বর্দ্ধনায়োক্তবান্ মৎপিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়নস্তৎসাহসেনৈবাহং এতাবন্তং সুদীর্ঘমধ্বানমতিক্রম্যা-গতোঽস্মীতি বিদ্ধি ॥ ৮—৯ ॥ ভূয়োঽপি ভবৎপ্রভাবং প্রকটয়ন্ যথা মমোৎসাহং বর্দ্ধয়ামাস মে পিতা তদপি ব্রবীম্যবধার্য্যতামিতি ব্যাসোক্তজনকনির্লেপত্বমনূদ্যাহ শুকঃ। কুর্ব্বন্নিতি। রে পুত্র! স রাজা তথা তাদৃশোঽপি জীবন্মুক্তোঽপি রাজ্যং কুর্ব্বন্ পালয়ন্নপি বিষয়ভোগং ভুঞ্জানোঽপীত্যর্থঃ মায়াপাশৈরবিদ্যা গুণৈর্নবধ্যতে ত্বং পুনর্বন্যবৃত্তিরপিবিভেষি কোঽয়ন্তে ভ্রম ইতিভাবঃ। পরন্তপেতি সম্বোধনেন শুকস্য কামাদিষড়্‌বর্গজেতৃত্বং সূচিতম্। ত্বং কাম-ক্রোধাদীনাং ষণ্ণাং রিপূণাং জেতাঽপি বনং বন্যং বনজাতবিশুদ্ধফলমূলাদিমাত্রং বৃত্তিরাহারঃ জীবনোপায়ো যস্য তাদৃশঃ সন্ কথং কেন হেতুনা বিভেষি ন চাত্র তে কিমপি ভয়কারণং পশ্যামীতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥১০॥ ত্বৎপুরে চ তদজ্ঞয়া। মোক্ষকামোঽস্মি। তপস্তীর্থব্রতেজ্যাশ্চ। জ্ঞানং বা বদেত্যাদিভিস্ত্রয়োদশচতুর্দ্দশশ্লোকোক্তবাক্যনিচয়ৈঃস্বারমনোগতপ্রার্থনাং বিজ্ঞা-পয়িষ্যামিদানীং পশ্য তং নৃপশার্দ্দূলং ত্যজ মোহং পৃচ্ছ তমিত্যাদ্যুপদিশ্য মৎপিতা মাং ত্বৎ-সকাশং প্রেষয়ামাসেত্যেবংমনঃক্লেশং প্রকটয়ন্ পিতৃবাক্যমনুবদতি পশ্য তমিতি ॥ ১১ ॥) পৃচ্ছেত্যস্যোত্তরশ্লোকস্থসন্দেহপদেনান্বয়ঃ। তস্য জনকস্য বচঃ শ্রুত্বা মামেহি তরসা বেগেন

রাজা জনক আমাদের শিষ্য; তিনি জীবন্মুক্ত হইয়াও নিষ্কণ্টকে রাজ্য পালন করিতেছেন; সেইজন্য এই ভূমণ্ডল মধ্যে তিনি বিদেহ নামে বিশ্রুত হইয়াছেন; অতএব, তুমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মিথিলায় গমন কর ॥ ৮—৯ ॥ পিতা আমার আরও বলিলেন, যে, রে পুত্র! নরপতি জনক রাজভোগে থাকিয়া বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসন করিয়াও মায়াপাশে বদ্ধ নহেন; আর তুমি বনজাত বিশুদ্ধ ফলমূল ভক্ষণে জিতেন্দ্রিয়তা লাভ করিয়াও ভীত হইতেছ কেন? ॥ ১০ ॥ মহর্ষি বেদব্যাস এইরূপ অনেক প্রবোধ বাক্যে বুঝাইয়া পরিশেষে বলিলেন বৎস! অন্তরের অজ্ঞানতা বিসর্জ্জন দেও, তুমি দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান দ্বারা মহাপ্রভাব সম্পন্ন হইয়াছ, তোমাকে অধিক আর কি বলিব, আমার কথা রক্ষা করিয়া দার-পরিগ্রহ কর, অথবা, মিথিলা যাইয়া সেই রাজশ্রেষ্ঠ জনককে দেখ, তিনি জীবন্মুক্ত কি না?

সংপ্রোক্তোঽহং মহারাজ ! ত্বৎপুরে চ তদাজ্ঞয়া ।
মোক্ষকামোঽস্মি রাজেন্দ্র ! ব্রূহি কৃত্যং মমানঘ ॥ ১৩ ॥
তপস্তীর্থব্রতেজ্যাশ্চ স্বাধ্যায়স্তীর্থসেবনম্ ।
জ্ঞানং বা বদ রাজেন্দ্র ! মোক্ষম্প্রতি চ কারণম্ ॥ ১৪ ॥

জনক উবাচ ।

শৃণু বিপ্রেণ কর্ত্তব্যং মোক্ষমার্গাশ্রিতেন যৎ ।
উপনীতো বসেদাদৌ বেদাভ্যাসায় বৈ গুরৌ ॥ ১৫ ॥
অধীত্য বেদবেদান্তান্ দত্ত্বা চ গুরুদক্ষিণাম্ ।
সমাবৃত্তস্তু গার্হস্থ্যে সদারো নিবসেন্মুনিঃ ॥ ১৬ ॥
ন্যায়বৃত্তিস্তু সন্তোষী নিরাশী গতকল্মষঃ ।
অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মাণি কুর্ব্বাণঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥ ১৭ ॥

ইত্যর্থঃ ॥ ১২—১৩ ॥ তপস্তীর্থেতি । যদ্যপি দেবীভাগবতশ্রবণেনায়ং তৃপ্তএবাস্তি তথাপ্যুপদেশার্থমাগত ইতি গুরুম্প্রতি স্বজ্ঞানমাচ্ছাদ্যৈব মূচ্যত ইতি বোধ্যম্ ॥১৪—১৬॥ ন্যায়বৃত্তিঃ

এবং মনে যে সকল সংশয় উপস্থিত হইয়াছে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবে। তাহা হইলে, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রকৃতরূপ উত্তর প্রদান করিবেন; কিন্তু, বৎস! তুমি তাঁহার উপদেশ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়াই আবার অবিলম্বে আমার এই আশ্রমে আসিয়া পৌছিবে; ইহাতে যেন কোন প্রকারেই অন্যথা না হয় ॥ ১১—১২ ॥ মহারাজ! আপনি জীবন্মুক্ত!! সুতরাং আপনাকে অধিক বলা বাচালতা প্রকাশ মাত্র। ফলকথা এই যে, পিতা আমাকে এই সকল কথা বলিয়া বিদায় দিলে পর, আমি তাঁহারই আদেশে আপনার রাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। মহারাজ! আমার অভিলাষ একমাত্র মুক্তিপথ ব্যতীত অপর কিছুতেই নাই; এই বুঝিয়া আপনি আমার যাহা অনুষ্ঠেয় উপদেশ করুন। অর্থাৎ স্নান, তীর্থপর্য্যটন, ব্রতোপবাস বা যজ্ঞ অথবা জপাদি কি তীর্থসেবন কি মুক্তিপথের উপযোগী জ্ঞানের লক্ষণাদি ইহার মধ্যে যে কোন বিষয়ে আমার অধিকার বোধ করেন তাহাই উপদেশ করুন ॥১৩—১৪॥

শুকদেবের সমস্ত বক্তব্য বিষয় শুনিয়া জনক কহিলেন, গুরুপুত্র! মুক্তিপথাশ্রিত ব্রাহ্মণের যাহা কর্ত্তব্য সমস্ত বলিতেছি শ্রবণ করুন্; ব্রাহ্মণ উপনয়ন সংস্কার প্রাপ্ত হইয়াই বেদাধ্যয়নের নিমিত্ত প্রথমে গুরুকুলে বাস করিবেন ॥ ১৫ ॥ বেদবেদান্তাদি শাস্ত্র সকলের অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে পর, গুরুদক্ষিণা দিয়া সমাবর্ত্তনানন্তর সর্ব্বদা ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ হইয়া সস্ত্রীক গৃহস্থাশ্রমে থাকিবেন ॥ ১৬ ॥ পরন্তু, গৃহস্থাশ্রমে থাকিলেই যে, অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, এরূপ নহে; বস্তুত সরলান্তঃকরণ ও সত্য বাক্যে নিষ্ঠ হইবেন এবং ন্যায়ানুসারে ধন উপার্জ্জনপূর্ব্বক পরিবারবর্গের ভরণ পোষণ করিবেন। ফলত আশার দাস না হইয়া নিরন্তর

পুত্রং পৌত্রং সমাসাদ্য বানপ্রস্থাশ্রমে বসেৎ।
তপসা ষড়্‌রিপূন্ জিত্বা ভার্য্যাং পুত্রে নিবেশ্য চ ॥ ১৮ ॥
সর্ব্বানগ্নীন্ যথান্যায়মাত্মন্যারোপ্য ধর্ম্মবিৎ।
বসেত্তুর্য্যাশ্রমে শ্রান্তঃ শুদ্ধে বৈরাগ্যসম্ভবে ॥ ১৯ ॥
বিরক্তস্যাধিকারোঽস্তি সন্ন্যাসে নান্যথা কচিৎ।
বেদবাক্যমিদন্তথ্যং নান্যথেতি মতির্ম্মম ॥ ২০ ॥
শুকাষ্টচত্বারিংশদ্বৈ সংস্কারা বেদবোধিতাঃ।
চত্বারিংশদ্‌গৃহস্থস্য প্রোক্তাস্তত্র মহাত্মভিঃ ॥ ২১ ॥
অষ্টৌ চ মুক্তিকামস্য প্রোক্তাঃ শমদমাদয়ঃ।
আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেদিতি শিষ্টানুশাসনম্ ॥ ২২ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

উৎপন্নে হৃদি বৈরাগ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবে।
অবশ্যমেব বস্তব্যমাশ্রমেষু বনেষু বা ॥ ২৩ ॥

ন্যায়প্রাপ্তযজনযাজনাদিবৃত্তিঃ ॥১৭॥ (বয়সস্তৃতীয়ে ভাগে বনং গচ্ছেদিতি মন্বাদিবিধিমনুস্মারয়ন্নাহ পুত্রং পৌত্রমাসাদ্যেতি। গার্হস্থ্যং সমাপয়ন্ বানপ্রস্থধর্ম্মং পরিগৃহ্নীতেত্যর্থঃ ॥১৮॥ সঞ্জাতবৈরাগ্যস্য সন্ন্যাসাধিকারং সূচয়ন্নাহ। সর্ব্বানগ্নীনিতি। তুর্য্যাশ্রমে চতুর্থাশ্রমে ভৈক্ষ্যাশ্রমে ইতি যাবৎ ॥১৯॥ ভোগাসক্তস্য সন্ন্যাসনিষেধং বিজ্ঞাপয়ন্নাহ বিরক্তস্যেতি। অন্যথা অপক্ববুদ্ধিচাঞ্চল্যবেগবশাৎ যদি সন্ন্যাসং গৃহ্নাতি তর্হি ভ্রশ্যেদেবেত্যবধেয়ম্ ॥ ২০ ॥) অষ্টচত্বারিংশৎ নিষেকাদিশ্মশানান্তাঃ ॥২১—২২॥ শুকস্তু স্বাভিপ্রেতং মুখ্যং প্রষ্টব্যং পৃচ্ছতি উৎপন্ন ইতি। হৃদি বুদ্ধৌ বৈরাগ্যে উৎপন্নে জ্ঞানং পরোক্ষজ্ঞানং বিজ্ঞানমপরোক্ষজ্ঞানং তয়োঃ সম্ভবে প্রাপ্তৌ সত্যাং কিমবশ্যমাশ্রমেষু গৃহস্থাশ্রমাদিষেব বস্তব্যমাহোস্বিদ্‌বনেষু বা বস্তব্যমিত্যর্থঃ। অয়ম্ভাবঃ মম শ্রীদেবীভাগবতশ্রবণেনানুভবস্তু জাতস্ততস্তস্যৈব পরিশীলনার্থং গৃহস্থাশ্রমে বিক্ষেপবাহুল্যাদ্-

---

পবিত্রভাবে অগ্নিহোত্রাদি কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করত সন্তুষ্ট চিত্তে কাল হরণ করিবেন ॥ ১৭ ॥ ক্রমে পুত্রপৌত্রাদি উৎপন্ন হইলে পর, ভার্য্যাকে পুত্রহস্তে সমর্পণ করিয়া তপোবলে কামক্রোধাদি ছয়টী দুর্দ্ধর্ষ শত্রু জয় করিবার জন্য অরণ্যে যাইয়া বানপ্রস্থ ধর্ম্মের আশ্রয় করিবেন ॥১৮॥ এইরূপে সেই ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণ কিয়ৎকাল বৈখানস ধর্ম্মে থাকিয়া যখন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন, এবং যখন দেখিবেন যে, নিজ অন্তরে বিমল বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, তখন, সমস্ত অগ্নিকে আত্মাতে অরোপিত করিয়া চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিবেন ॥ ১৯ ॥ কেননা, সংসার বিরক্ত পুরুষই যথার্থ সন্ন্যাসের অধিকারী ; ইহার অন্যথা হইলে নিশ্চয়ই ভ্রষ্ট হইতে হয়। আমার স্থির বোধ আছে যে, ইহা ব্যতীত বেদের তথ্য উপদেশ অপর কিছুই নাই ॥২০॥ শুকদেব ! বেদে গর্ভনিষেক প্রভৃতি আটচল্লিশটী সংস্কারের কথা উল্লেখ আছে; তাহার মধ্যে মহাত্মা পূর্ব্বাচার্য্যেরা এইরূপ বলিয়াছেন যে, চল্লিশটী গৃহস্থের আর শমদম প্রভৃতি আটটী

জনক উবাচ।

ইন্দ্রিয়াণি বলিষ্ঠানি ন নিযুক্তানি মানদ!।
অপকস্য প্রকুর্ব্বন্তি বিকারাংস্তাননেকশঃ ॥ ২৪ ॥
ভোজনেচ্ছাং সুখেচ্ছাঞ্চ শয্যেচ্ছামাত্মজস্য চ।
যতী ভূত্বা কথং কুর্য্যাদ্বিকারে সমুপস্থিতে ॥ ২৫ ॥

বৈরাগ্যাতিশয়েন চিত্তং বনং গন্তুমুৎসুকং ভবতি পিতুস্ত মতং গৃহস্থাশ্রমে এব প্রথমতঃ পরিশীলনং কৃত্বা পশ্চাদ্‌বানপ্রস্থাশ্রমং কৃত্বা পশ্চাৎ সন্ন্যাসং কৃত্বা বনং গন্তব্যমিতি তন্নির্ণয়ার্থ মহমত্রাগতোঽস্মি তত্তন্নির্ণয়ং বদেতি। জনকস্ত ক্রমেণাশ্রমাদাশ্রমান্তরঙ্গচ্ছেন্ন সহসেতি ব্যাস পক্ষমেবানুভবোপপত্তিভ্যাং স্থাপয়তি ॥ ২৩ ॥ ইন্দ্রিয়াণীতি। বলিষ্ঠানীতি। অপকদশায়াং কোমলবৈরাগ্যেণ যদ্যপীন্দ্রিয়জয়ো জাত ইতি প্রতিভাতি তথাপি ন তত্র বিশ্বাস আস্থেয়ঃ। কালান্তরে তস্যৈব পুরুষস্য বাসনাবশাদন্যথাব্যবহারস্ত দৃশ্যমানত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥ বিকারে সমুপস্থিতে ইতি। বাসনাবশাদিতি ভাবঃ। আত্মজস্য চ পুত্রস্য চেচ্ছামিতি শেষঃ ॥ ২৫ ॥

মোক্ষাভিলাষী যোগীদিগের পক্ষে। ফলত চিরকালাবধি এইরূপ শিষ্টপ্রথা আছে যে, ব্রাহ্মণ যথাবিধি এক একটী আশ্রমের কর্ত্তব্য সমাধান করিয়া আশ্রমান্তর গ্রহণ করিবেন॥২১—২২॥

শুকদেব এতক্ষণ পর্য্যন্ত স্থিরভাবে জনকের কথা শুনিয়া বলিলেন, মহারাজ! যদি কাহারও জন্মজন্মান্তরীণ সুকৃতি বলে সহসা জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পন্ন বিমল বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহা হইলেও কি তাহাকে নিতান্ত কারারুদ্ধের ন্যায় গৃহস্থাশ্রমেই থাকিতে হইবে? না, সে অরণ্যের আশ্রয় লইয়া ব্রহ্মচিন্তায় নিরত হইবে?॥ ২৩ ॥

জনক কহিলেন, মহাত্মন্! আপনি যখন শাস্ত্র বা গুরুজনের সম্মান রক্ষা করিয়া থাকেন, তখন, আপনাকে বুঝাইতে বিশেষ প্রয়াস পাইতে হইবে না; এক্ষণে যাহা বলি অবধারণ করুন। দেখুন, যোগের অপক অবস্থায় কোমল বৈরাগ্য প্রভাবে ইন্দ্রিয় সকল বশীকৃত হইয়াছে বলিয়া আপাতত বোধ হইতে থাকে বটে, কিন্তু, সেটী ভ্রান্তিমাত্র। কেননা, এই দুর্দ্দান্ত প্রমাথী ইন্দ্রিয়দিগকে সর্ব্বতোভাবে পরাজিত করিতে গুণময়ীমায়াবদ্ধ জীব কদাচই সমর্থ হয় না; অধিক কি, এই সমস্ত দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয়গণ, সময়ে সময়ে উত্তেজিত হইয়া পূজ্যপাদ মহাত্মাদিগকেও প্রকৃতপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া ফেলে; তখন, মৃদু বৈরাগ্য অপক যোগীদিগের যে, নানা প্রকার চিত্ত বিকার জন্মাইবে, তাহাতে আর সংশয় কি?॥২৪॥ আরও দেখুন, বাসনাবেগবশত নানাবিধ মনোবিকার উপস্থিত হইলেও সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া আর কি প্রকারে ভোজন ইচ্ছা, শয়ন ইচ্ছা কি অন্য প্রকার সুখসম্ভোগ বা পুত্র কামনা করিতে পারিবে? কেননা, একবার সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, আর কোন বিষয়েরই কামনা করিতে নাই; অথচ ইহার কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্তও নাই যে, তদ্দ্বারা যতি পুনরায় নিষ্পাপ হইতে পারে; সুতরাং তাহাকে একেবারে চিরদিনের জন্য অধঃপতিত হইতে হয়; কিন্তু, গৃহাশ্রমীর ঐ সমস্ত মনোবিকার জন্মিলেও তাহাকে ভ্রষ্ট হইতে হয় না; কারণ, দৈবাৎ কোন পাপকার্য্যে রত হইলেও তাহার পক্ষে প্রায়শ্চিত্তের বিধি আছে ॥ ২৫ ॥

দুর্জ্জরং বাসনাজালং ন শান্তিমুপয়াতি বৈ।
অতস্তচ্ছমনার্থায় ক্রমেণ চ পরিত্যজেৎ ॥ ২৬ ॥
ঊর্দ্ধং সুপ্তঃ পতত্যেব ন শয়ানঃ পতত্যধঃ।
পরিব্রজ্য পরিভ্রষ্টো ন মার্গং লভতে পুনঃ ॥ ২৭ ॥
যথা পিপীলিকা মূলাচ্ছাখায়ামধিরোহতি।
শনৈঃ শনৈঃ ফলং যাতি সুখেন পদগামিনী ॥ ২৮ ॥
বিহঙ্গস্তরসা যাতি বিঘ্নশঙ্কামুদস্য বৈ।
শ্রান্তো ভবতি বিশ্রম্য সুখং যাতি পিপীলিকা ॥ ২৯ ॥

অত আশ্রমক্রম আশ্রেয়ঃ পরবৈরাগ্যপর্য্যন্তমিত্যাহ দুর্জ্জরমিতি ॥২৬॥ তদতিক্রমে দোষমাহ ঊর্দ্ধং সুপ্ত ইতি। নমু কদাচিদিন্দ্রিয়প্রাবল্যাৎ সন্ন্যাসস্যৈবংরীত্যা ভ্রংশেপি পুনঃ প্রায়শ্চিত্তাদিনা শুদ্ধির্ভবিষ্যতি। যদি তু ভ্রংশো ন স্যাত্তর্হি কৃতার্থতৈবেতি চেত্তত্রাহ পরিব্রজ্যেতি। প্রায়শ্চিত্তাদ্যভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥ তস্মাৎ সন্ন্যাসে ত্বরা ন বিধেয়েত্যাহ যথা পিপীলিকেতি ॥ ২৮ ॥ বিহঙ্গ ইতি। বিঘ্নশঙ্কামুদস্য বিহঙ্গো যাতি পরন্তু শ্রান্তো ভবতি ত্বরয়া গম-

---

এই দুর্জ্জয় বাসনাজাল সহসা কিছুতেই প্রশমিত হয় না; অতএব তাহার নিবৃত্তির জন্য ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রম সকল অবলম্বন করিয়া ক্রমে সমস্ত বিষয়ই পরিত্যাগ করিতে হয়; ফলকথা এই যে, এই সমস্ত আশ্রম দ্বারা বাসনা প্রশান্ত হইলে, পরিশেষে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক নির্ব্বিকল্প সমাধির আশ্রয়ে তত্ত্বমসি মহাবাক্যের স্থিরতা সম্পাদনের নিমিত্ত সবিশেষ যত্ন পরায়ণ হইতে হয় ॥ ২৬ ॥ দেখুন, উচ্চস্থলে শয়ন করিলে অবশ্যই পতনের শঙ্কা থাকিতে পারে, কিন্তু যে ব্যক্তি নিম্নস্থলে অর্থাৎ মৃত্তিকার উপরি শয়ন করে, তাহার আর পতন ভয় কোথায়? এ পক্ষেও ঠিক সেইরূপ জানিবেন; কেননা, গৃহস্থাশ্রমে কোন প্রকার পাপ সঙ্ঘটন হইলেও শত শত প্রায়শ্চিত্ত বিধি আছে; কিন্তু, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভ্রষ্ট হইলে তাহার আর মুক্তি লাভের কোন উপায়ই নাই; তাহার কারণ, সন্ন্যাস শেষ আশ্রম! তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইলে কোন্ আশ্রমে যাইবে? সুতরাং তাহাকে জন্মের মত একেবারে অধঃপাতেই যাইতে হয়! ॥ ২৭ ॥ তাহার সাক্ষী যেমন, পিপীলিকা কোন বৃক্ষাদি আরোহণের সময় মূল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে তাহার শাখাপ্রশাখা দিয়া শেষে শিখরদেশ পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া থাকে। তাহারা ক্রমান্বয়ে গমন করে বলিয়া কোন প্রকার ক্লেশ ভোগ করে না; বস্তুত পরম সুখে গমন করিয়া অনায়াসেই নিজ অভীষ্ট বস্তু লাভ করে; আর ব্যোমচারী বিহঙ্গগণ উদ্দেশ্য স্থানে সত্বর পৌঁছিবার বাসনায় বিঘ্ন শঙ্কা না করিয়া অত্যন্ত বেগে উড্ডীন হয় বলিয়াই অবিলম্বে ক্লান্ত হইয়া পড়ে; কিন্তু, পিপীলিকারা যাইবার সময় মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম করিয়া ক্রমান্বয়ে গমন করে বলিয়া তাহাদিগকে কিছুমাত্র কষ্টভোগ করিতে হয় না ॥ ২৮—২৯ ॥

মনস্তু প্রবলং কামমজেয়মকৃতাত্মভিঃ।
অতঃ ক্রমেণ জেতব্যমাশ্রমানুক্রমেণ চ ॥ ৩০ ॥
গৃহস্থাশ্রমসংস্থোঽপি শান্তঃ সুমতিরাত্মবান্।
ন চ হৃষ্যেন্ন চ তপেল্লাভালাভে সমো ভবেৎ ॥ ৩১ ॥
বিহিতং কর্ম্ম কুর্ব্বাণস্ত্যজংশ্চিন্তান্বিতঞ্চ যৎ।
আত্মলাভেন সন্তুষ্টো মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩২ ॥
পশ্যাহং রাজ্যসংস্থোপি জীবন্মুক্তো যথাঽনঘ!।
বিচরামি যথাকামং ন মে কিঞ্চিৎপ্রজায়তে ॥ ৩৩ ॥
ভুঞ্জানো বিবিধান্ ভোগান্ কুর্ব্বন্ কার্য্যাণ্যনেকশঃ।
ভবিষ্যামি যথাহং ত্বং তথা মুক্তো ভবাঽনঘ! ॥ ৩৪ ॥

নাৎ ॥২৯—৩০॥ নমু গৃহস্থাশ্রমে বিক্ষেপবাহুল্যমিতি চেত্তত্রাহ গৃহস্থাশ্রমেতি। রাগদ্বেষৌ বিযুজ্য উদাসীনো ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥ এবংবিধঃ কো মুক্ত ইতি চেত্তত্রাহ পশ্যাহমিতি ॥ ৩৩ ॥ ভুঞ্জান ইতি। যথাহমুদাসীনবদাসীনো রাগদ্বেষাদিরহিতো ভগবতীপ্রীত্যর্থং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ জীবন্মুক্তঃ সন্ দেহান্তে মুক্তো বিদেহমুক্তো ভবিষ্যামি তথা ত্বমপি সদাচারং কুর্ব্বন্মুক্তো

শুকদেব! ইহ সংসারে এই মনকেই প্রবল শত্রু বলিয়া জানিবেন; সুতরাং দুর্ব্বল প্রকৃতি অজ্ঞ মানব ইহাকে কিছুতেই জয় করিতে সমর্থ হয় না; সেই জন্য গার্হস্থ্য প্রভৃতি এক একটী আশ্রমকে আশ্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত কামনার আকর স্বরূপ এই দুর্দ্দান্ত মনকে জয় করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। গৃহস্থ আশ্রমে থাকিয়াও যদি সদ্বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক প্রশান্তভাবে মনকে জয় করিবার নিমিত্ত যত্ন পরায়ণ হয়; এবং কোন অভীষ্ট লাভ হইলে, একেবারে আহ্লাদে উন্মত্ত আর বিফল মনোরথ হইলেই অমনি অনুতাপানলে দগ্ধ না হয়; বস্তুত বৃথা চিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বদা অনাসক্ত রূপে বেদবিহিত কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক আত্মার স্বরূপ লাভে আনন্দসাগরে ভাসমান হইতে পারে তাহা হইলে তাদৃশ মহাত্মা মানব যে, নিশ্চয়ই মুক্তি লাভ করিবে তাহাতে আর কোন সংশয় নাই ॥ ৩০—৩২ ॥ (আমি যাহা বলিলাম তাহাতে কোন সংশয় করিবেন না) এই দেখুন আমি বিশাল রাজ্য শাসনে নিযুক্ত থাকিয়াও জীবন্মুক্ত; কোন প্রকার সুখ দুঃখাদিতে আমার কিছুমাত্র ক্ষোভ উপস্থিত হয় না; আমি রাজ ভোগাদির কিছুতেই আসক্ত নহি; বস্তুত সর্ব্বদা স্বাধীন তন্ত্রে থাকিয়া নিজ ইচ্ছামত বিচরণ করিয়া থাকি। আপনিও ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে নিষ্পাপ হইয়াছেন; অতএব, আমার দৃষ্টান্তানুসারে গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া জীবন্মুক্ত রূপে কাল হরণ করিতে যত্নপরায়ণ হউন্ ॥ ৩৩ ॥ গুরুপুত্র! আপনার চিত্ত নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই আপনাকে এই সমস্ত গূঢ় তত্ত্ব বলিতেছি; দেখুন, আমি জীবন্মুক্ত হইয়াও নানাপ্রকার বিষয় ভোগ করিতেছি এবং ফল কামনা না

কথ্যতে খলু যদ্দৃশ্যমদৃশ্যং বধ্যতে কুতঃ।
দৃশ্যানি পঞ্চভূতানি গুণাস্তেষাং তথা পুনঃ ॥ ৩৫ ॥
আত্মা গম্যোঽনুমানেন প্রত্যক্ষো ন কদাচন।
স কথং বধ্যতে ব্রহ্মন্নির্ব্বিকারো নিরঞ্জনঃ ॥ ৩৬ ॥
মনস্তু সুখদুঃখানাং মহতাং কারণং দ্বিজ!।
জাতে তু নির্ম্মলে হ্যস্মিন্ সর্ব্বং ভবতি নির্ম্মলম্ ॥ ৩৭ ॥

ভবেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ জ্ঞানমুপদিশতি কথ্যত ইতি। যৎ খলু জড়ং জগৎ। অবিদ্যাদিকং দৃশ্যং কথ্যতে তেন দৃশ্যেন পরমার্থতোঽদৃশ্যমাত্মতত্ত্বং কুতঃ কেন হেতুনা বধ্যেত ন কেনাপীত্যর্থঃ। তৎসিদ্ধেরদৃশ্যাধীনত্বাৎ। নহি দীপভানুপ্রভয়া প্রকাশিতা ঘটাদয়ো দীপভানু প্রতিবধ্নন্তি। তত্র দৃশ্যাদৃশ্যশব্দার্থমাহ দৃশ্যানীতি। ইদমুপলক্ষণমবিদ্যাদেঃ ॥ ৩৫ ॥ আত্মা তু অনুমানেন গম্যো জ্ঞেয়োঽতএবাদৃশ্যো ন প্রত্যক্ষঃ সর্ব্বসাক্ষিত্বাৎ। সাক্ষিপ্রকাশরূপাত্মা ইতি কলিতম্। কিঞ্চ নির্ব্বিকারো নিরঞ্জনশ্চ। ইদমুপলক্ষণমসঙ্গিত্বাদিধর্ম্মাণাম্ ॥ ৩৬ ॥ নন্থ তর্হি বন্ধঃ কেন হেতুনানুভূয়ত ইতি চেত্তত্রাহ মনস্ত্বিতি। অবিদ্যাজন্যান্তঃকরণাবচ্ছিন্নো জীবো মনোবৃত্ত্যা স্বাবিদ্যয়া স্বকূটস্থমাত্মানমজ্ঞাত্বা বুদ্ধ্যাদ্যধ্যাসেন বুদ্ধ্যাদিনিষ্ঠধর্ম্মাংশ্চত্রিন্যায়েন কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ববদ্ধত্বমুক্তত্বাদীনাত্মন্যতিদিশতি তেন চ সুখদুঃখাদীন্ বুদ্ধিনিষ্ঠানাত্মন্যারোপয়তি। তস্মান্মনএব কারণং সুখদুঃখানাং নান্যদিতি ভাবঃ। জাতেত্বিতি। কর্ম্মোপাসনাদিভির্ভগবতীপ্রীত্যর্থমাচরিতৈঃ শ্রবণমননিদিধ্যাসনাদিভিশ্চাত্মানুভবেনাবিদ্যানাশেন মনসি নির্ম্মলেঽবিদ্যারহিতে জাতে সর্ব্বং নির্ম্মলমেব ভবতি নিঃশঙ্কমেব ভবতি। নন্থ পূর্ব্ববন্মোহাবৃতং ততশ্চ ন

থাকিলেও ক্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছি, অথচ পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় কিছুতেই লিপ্ত নহি; ফলত সকল কার্য্যেই আমায় উদাসীন বলিয়া জানিবেন; অতএব আমার স্থির বোধ আছে যে, এই দেহের অবসান হইলেই আমি বিদেহ মুক্তি লাভ করিব। সেইরূপ আপনিও আমার ন্যায় জীবন্মুক্ত হইয়া সদাচারের অনুষ্ঠান করুন। তাহা হইলে নিশ্চয়ই চরমে পরম নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন ॥ ৩৪ ॥

শুকদেব! বেদান্ত প্রভৃতি জ্ঞান শাস্ত্রে, যখন, অবিদ্যাজাত এই সমস্ত দৃশ্য জগৎ বস্তু মাত্রকেই জড়ময় অবস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তখন, অদৃশ্য চৈতন্য স্বরূপ সেই প্রকৃত বস্তু আত্মতত্ত্ব, দৃশ্য জড় পদার্থ দ্বারা কিরূপে বদ্ধ হইবেন? দেখুন, যেমন পৃথিবী প্রভৃতি স্থূলভূত সকল দৃশ্য পদার্থ হইলেও ইহাদিগের অদৃশ্য গন্ধাদি গুণ সকলকে একমাত্র অনুমান দ্বারা সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ অদৃশ্য চৈতন্য স্বরূপ আত্মাকেও কেবল অনুমান দ্বারাই জানিতে পারা যায়; কেননা, তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গের অতীত; সুতরাং কিছুতেই এই চর্ম্মচক্ষের গোচরীভূত হইবার নহেন। ইহাই যদি স্থির সিদ্ধান্ত হইল; তাহা হইলে, একেবার স্বয়ং বিচার করিয়া দেখুন দেখি যে, সেই নির্ব্বিকার নিরঞ্জন আত্মা, দৃশ্য এই জড়ময় ভৌতিক জগৎ পদার্থ দ্বারা বদ্ধ হইতে পারেন কি না? গুরুপুত্র! আপনি ব্রহ্মনিষ্ঠা প্রভাবে দ্বিজ কুলেরও অগ্রগণ্য হইয়াছেন! সুতরাং আপনাকে অধিক

ভ্রমন্ সর্ব্বেষু তীর্থেষু স্নাত্বা স্নাত্বা পুনঃ পুনঃ।
নির্ম্মলং ন মনো যাবত্তাবৎ সর্ব্বং নিরর্থকম্ ॥ ৩৮ ॥
ন দেহো ন চ জীবাত্মা নেন্দ্রিয়াণি পরন্তপ ।।
মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ ॥ ৩৯ ॥
শুদ্ধো মুক্তঃ সদৈবাত্মা ন বৈ বধ্যেত কর্হিচিৎ।
বন্ধমোক্ষৌ মনঃসংস্থৌ তস্মিন্ শান্তে প্রশাম্যতি ॥ ৪০ ॥
শত্রুর্ম্মিত্রমুদাসীনো ভেদাঃ সর্ব্বে মনোগতাঃ।
একাত্মত্বে কথং ভেদঃ সম্ভবে দ্বৈতদর্শনাৎ ॥ ৪১ ॥

দুঃখাদিকমনুভবতীত্যর্থঃ ॥৩৭॥ হে শুকেদং রহস্যং সর্ব্বপ্রাণিভিরবশ্যমাশ্রয়িতব্যং ইদমনাশ্রিত্য সর্ব্বং কৃতমপ্যকৃতমেব ভবতীত্যাহ, ভ্রমন্নিতি ॥ ৩৮॥ (ন দেহেতি। হে পরন্তপ! জিত-কামাদিরিপুষড়্বর্গ! মনুষ্যাণাং বন্ধমোক্ষয়োঃ কারণং মনএব অন্যে দেহাদয়ো নেতি বিদ্ধীতিশেষঃ ॥ ৩৯ ॥ মনএবকারণমিতি যদুক্তং তদেব স্ফুটয়ন্নাহ শুদ্ধো মুক্ত ইতি। শুদ্ধঃ নির্ম্মলঃ সর্ব্বোপাধিবর্জ্জিতো বা অতএব নিত্যমুক্তস্বরূপ আত্মা কদাচিৎ কেনাপি ন বধ্যেত। বন্ধমোক্ষৌ তু মনঃসংস্থৌ রজস্তমোবৃত্তিরাশিজড়িতং মনএবাশ্রিত্য স্থিতাবিত্যর্থঃ। নিতরাং তস্মিন্ মনসি শান্তে অবিদ্যোপাধিজন্যমনিত্যশোকমোহসুখদুঃখাদিকং সর্ব্বং প্রশাম্যতী-ত্যন্বয়ঃ ॥ ৪০ ॥) দ্বৈতদর্শনাৎ। দ্বৈতদর্শনং বিহায়ৈকাত্মত্বে লব্ধে কথং ভেদঃ সম্ভবেৎ ন

বলা মূঢ়তা মাত্র। আপনি ইহা স্থির জানিবেন যে, এই মনই একমাত্র সমস্ত সুখ দুঃখের কারণ; ইনি নির্ম্মল হইলেই বিশ্ব সংসার সমস্তই বিমল আত্মরূপে প্রতিভাত হইতে থাকে ॥ ৩৫—৩৭ ॥

শুকদেব! যদি কোন ব্যক্তি এই পৃথিবী মধ্যে কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা, মথুরা, দ্বার-বতী ও পুষ্কর পুরুষোত্তম প্রভৃতি সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন পূর্ব্বক সর্ব্বত্রই বারংবার স্নানাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া বেড়ায়, তথাপি যত দিন না তাহার চিত্তক্ষেত্র নির্ম্মল হইবে, তত দিন তাহার সেই তীর্থ ভ্রমণ বা স্নানদানাদি সমস্তই নিরর্থক জানিবেন; (বস্তুত সে সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় কোন কার্য্যকরই হইবে না) ॥ ৩৮ ॥ গুরুপুত্র! আপনি জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বজ্ঞপুরুষ; (সুতরাং এ জগতের কোন বিষয়ই আপনার জানিতে অবশিষ্ট নাই; তথাপি আমি কেবল সংশয় নিরাসের নিমিত্ত যাহা বলিতেছি তাহা স্থিরচিত্তে অবধারণ করিবেন।) মনুষ্যদিগের বন্ধ বা মোক্ষের প্রতি একমাত্র মনকেই কারণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিবেন; দেহ কি ইন্দ্রিয়বর্গ অথবা জীবাত্মা ইহাদের মধ্যে কেহই কারণ নহে। কেননা, আত্মা নির-ন্তরই নির্ম্মলস্বভাব এবং নিত্য মুক্তস্বরূপ; সুতরাং ইঁহাকে কেহই কখন বদ্ধ করিতে সমর্থ হয় না; বন্ধ বা মোক্ষ এই দুইটী পদার্থ একমাত্র মনকে আশ্রয় করিয়াই অবস্থান করে; অতএব মন প্রশান্ত হইলে, আপনা হইতে সকলেই প্রশান্ত হইয়া পড়ে ॥ ৩৯—৪০ ॥ শত্রু কি মিত্র বা উদাসীন প্রভৃতি ভেদজ্ঞান, কেবল মনের ধর্ম্ম জানিবেন; সমস্ত

জীবো ব্রহ্ম সদেবাহং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
ভেদবুদ্ধিস্তু সংসারে বর্ত্তমানা প্রবর্ত্ততে ॥ ৪২ ॥
অবিদ্যেয়ং মহাভাগ! বিদ্যা চ তন্নিবর্ত্তনম্।
বিদ্যাবিদ্যে চ বিজ্ঞেয়ে সর্ব্বদৈব বিচক্ষণৈঃ ॥ ৪৩ ॥
বিনাতপং হি ছায়ায়া জ্ঞায়তে চ কথং সুখম্।
অবিদ্যয়া বিনা তদ্বৎ কথং বিদ্যাঞ্চ বেত্তি বৈ ॥ ৪৪ ॥
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে ভূতানি চ তথৈব চ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু কো দোষস্তত্র চাত্মনঃ ॥ ৪৫ ॥

কথমপীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ সংসারে বর্ত্তমানা অবিদ্যাবস্থায়াং বর্ত্তমানা ভেদবুদ্ধিঃ জীবব্রহ্মভেদ-বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে উৎপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ কস্মাদুৎপদ্যত ইতি চেত্তত্রাহ। অবিদ্যেয়মিতি। অবিদ্যাকারণমস্ত ইত্যর্থঃ। তন্নিবর্ত্তকং তন্নাশকং বিদ্যা চ বিদ্যৈব ব্রহ্মবিষয়িণী নির্ব্বিকল্পক-বৃত্তিরেব নান্যৎ। অতো বিচক্ষণৈস্ত এববিদ্যাবিদ্যে জ্ঞাতব্যে পুরুষার্থহেতুত্বাৎ ॥ ৪৩ ॥ নন্ব-বিদ্যানাশেপি বিদ্যায়াঃ সত্বাদ্দ্বৈতং তদবস্থমেবেতি কথং ভবতাঽদ্বৈতং প্রতিপাদ্যতে চেত্ত-ত্রাহ বিনাতপমিতি। ছায়ায়াঃ সুখমাতপং বিনা কথং জ্ঞায়তে তথাঽবিদ্যয়া বিনা কথং বিদ্যাং বেত্তি ন কথমপীত্যর্থঃ। অয়ম্ভাবঃ। অবিদ্যাকার্য্যমেব বিদ্যা তয়া চ বিদ্যয়াঽবিদ্যানাশে সতি কতকরজোন্যায়েনাবিদ্যাসহিতা স্বয়মপি বিদ্যা নশ্যতি ততশ্চ ন দ্বৈতাপত্তিরিতি॥ ৪৪ ॥

দ্বৈতভাব তিরোহিত হইয়া যদি মনে একবার একাত্মরূপ অদ্বৈত দৃষ্টির উদয় হয়, তাহা হইলে আর ভেদ বুদ্ধির সম্ভাবনা কি? অজ্ঞ মানব যে, কেবল সংসার পাশে বদ্ধ থাকিয়াই তিনি ব্রহ্ম আর আমি জীব, এইরূপ জড়পিণ্ড দেহে আমিত্বের আরোপ করিয়া সর্ব্বদা ভেদ বুদ্ধি করিতে থাকে ইহাতে আর কোন সংশয় নাই। গুরুপুত্র! আপনি নিজ মহীয়সী প্রজ্ঞাদ্বারা বিচার করিয়া দেখিলে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিবেন যে শাস্ত্রে ইহাই অবিদ্যা নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; ফলত মনুষ্যগণ যাবৎ কাল এই সংসারবাগুরা-বিস্তারিণী অবিদ্যার দাস হইয়া থাকে, ততদিন তাহাদিগের অন্তর্নীড় হইতে এই ভেদবুদ্ধি বিহঙ্গী কোন প্রকারেই অন্তর্হিত হয় না। পরন্তু, একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যাকেই তাহার বিধ্বংসকারিণী বলিয়া জানিবেন। বস্তুত ব্রহ্মবিদ্যার উদয় মাত্রেই যে, অমনি অচির কাল মধ্যে সেই ভেদ বুদ্ধিপ্রকাশিনী কামকর্ম্মবাসনাময়ী অবিদ্যা সদলবলে পলায়ন পরায়ণ হয়েন, তাহাতে আর সংশয় নাই; অতএব, প্রজ্ঞাবান্ যোগীর বিদ্যা এবং অবিদ্যা এ উভয়কেই জানা কর্ত্তব্য ॥ ৪১—৪৩ ॥ কেননা, ছায়াতে যে, কি সুখ তাহা রৌদ্র ভোগ না করিলে কিছুতেই অনুভব হইতে পারেনা; সেইরূপ অবিদ্যাসম্ভূত অশেষ ক্লেশরাশি ভোগ না করিলে ব্রহ্মবিদ্যা সুখ কখনই বোধ হইতে পারে না ॥ ৪৪ ॥ যেমন, সত্বাদিগুণসকল গুণজাত দ্রব্যে এবং আকাশাদি মহাভূতসমস্ত ভৌতিক দেহ প্রভৃতিতে [illegible] প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ যদি রূপাদি স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে নিরন্তর

মর্য্যাদা সর্ব্বরক্ষার্থং কৃতা বেদেষু সর্ব্বশঃ ।
অন্যথা ধর্ম্মনাশঃ স্যাৎ সৌগতানামিবানঘ ! ॥ ৪৬ ॥
ধর্ম্মনাশে বিনষ্টঃ স্যাদ্বর্ণাচারোঽতিবর্ত্তিতঃ ।
অতো বেদপ্রদিষ্টেন মার্গেণ গচ্ছতাং শুভম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীশুক উবাচ ।

সন্দেহো বর্ত্ততে রাজন্ ! ন নিবর্ত্ততি মে ক্বচিৎ ।
ভবতা কথিতং যত্তচ্ছৃণ্বতো মে নরাধিপ ! ॥ ৪৮ ॥
বেদধর্ম্মেষু হিংসা স্যাদধর্ম্মবহুলা হি সা ।
কথং মুক্তিপ্রদো ধর্ম্মো বেদোক্তো বত ভূপতে ! ॥ ৪৯ ॥

জ্ঞানমুপসংহরতি । গুণাগুণেষ্বিতি । কো দোষ ইতি । অসঙ্গত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ যদ্যপ্যেবং বর্ত্ততে তথাপি মহদ্ভির্লোকসংগ্রহার্থং বেদমর্য্যাদাবশ্যং পালনীয়েত্যভিপ্রায়েণাহ মর্য্যাদেতি ॥৪৬॥ (ধর্ম্মনাশ ইতি । ধর্ম্মস্ত নাশে সতি উৎপথগতো বর্ণাচারঃ বিনষ্টঃ স্যাৎ । অতএব বেদোপদিষ্টমার্গেণ গচ্ছতাং জনানাং শুভং ভবেৎ যে হি বেদবিহিতধর্ম্মমাশ্রিত্যেহ বিচরন্তি তেষামবশ্যং মঙ্গলং স্যাদেবেত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥

সন্দেহ ইতি । রাজন্ ! ভবতা যৎ কথিতং তচ্ছৃণ্বতো মম সন্দেহঃ কচিৎ কথমপি ন নিবর্ত্ততে কিন্তু বর্ত্ততে ক্রমশ উৎপদ্যতে এবেতি ভাবঃ । নিবর্ত্ততীতি পরস্মৈপদমার্ষম্ ॥৪৮॥)

নির্ম্মল স্বভাব সর্ব্বসঙ্গবিরহিত নিরঞ্জনস্বরূপ আত্মার দোষ হইবে কেন ? গুরুপুত্র ! আপনি নিজ বিমলমতি প্রভাবে সমস্তই বুঝিতে পারেন, অতএব, আপনাকে অধিক আর কি বলিব ; ইহ সংসারে তত্ত্বজ্ঞপুরুষেরা বিধি নিষেধের দাস নহেন বটে, সুতরাং তাঁহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ও কিছু নাই ; তথাপি তাঁহারা শুদ্ধ লোকশিক্ষার উদ্দেশে বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বেদের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন ; জ্ঞানী পুরুষেরা যদি নিজে কর্ম্মানুষ্ঠায়ী না হয়েন, তাহা হইলে, অজ্ঞ বিমূঢ় মানব তাঁহাদের দৃষ্টান্তানুসারে চলিতে গিয়া একেবারে সদাচার ভ্রষ্ট হইয়া শেষে বেদমার্গ পরিত্যাগী দেহাত্মবাদী চার্ব্বাকদিগের মত সর্ব্বতোভাবে উৎপথগামী হইয়া পড়ে ; সুতরাং তখন ধর্ম্ম ও মানব সমাজ হইতে আস্তে আস্তে অন্তর্ধান করেন ॥ ৪৫—৪৬ ॥ ধর্ম্ম নাশ হইলে, সেই সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল লোকের বর্ণাচারাদিও উৎসন্ন হইয়া যায় ; অতএব, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পুরুষের সর্ব্বদা বেদপ্রদিষ্ট পথে গমন করাই বিধেয় ॥ ৪৭ ॥

রাজর্ষি জনকের মুখে বেদাভিমত উপদেশ সকল শ্রবণ করিয়া শুকদেব বলিলেন, মহারাজ ! আপনার নিকট বেদোক্ত উপদেশ সকল শুনিয়া আমার মনোগত সন্দেহের অপনয়ন হওয়া দূরে থাকুক্, ক্রমশ তাহার বৃদ্ধিই হইতেছে ॥ ৪৮ ॥ বৈদিক ধর্ম্মে যখন, অধর্ম্ম ভূয়িষ্ঠ ভূরি ভূরি পশু হিংসার আদেশ রহিয়াছে, তখন, তাদৃশ হিংসামূলক বেদোক্ত ধর্ম্ম যে, কিরূপে মুক্তিদানে সমর্থ হয়, তাহা আমার বুদ্ধিতে ধারণা হইতেছে না ॥ ৪৯ ॥

প্রত্যক্ষেণ ত্বনাচারঃ সোমপানং নরাধিপ ! ।
পশূনাং হিংসনং তদ্বদ্ভক্ষণং ত্বামিষস্য চ ॥ ৫০ ॥
সৌত্রামণৌ তথা প্রোক্তঃ প্রত্যক্ষেণ সুরাগ্রহঃ।
দ্যূতক্রীড়া তথা প্রোক্তা ব্রতানি বিবিধানি চ ॥ ৫১ ॥
শ্রূয়তে স্ম পুরা হ্যাসীচ্ছশবিন্দুর্নৃপোত্তমঃ।
যজ্বা ধর্ম্মপরো নিত্যং বদান্যঃ সত্যসাগরঃ ॥ ৫২ ॥
গোপ্তা চ ধর্ম্মসেতূনাং শাস্তা চোৎপথগামিনাম্।
যজ্ঞাশ্চ বিহিতাস্তেন বহবো ভূরিদক্ষিণাঃ ॥ ৫৩ ॥
চর্ম্মণাং পর্ব্বতো জাতো বিন্ধ্যাচলসমঃ পুনঃ।
মেঘাম্বুপ্লাবনাজ্জাতা নদী চর্ম্মণ্বতী শুভা ॥ ৫৪ ॥

সন্দেহমেবাহ বেদধর্ম্মেম্বিতি ॥৪৯—৫০॥ ব্রতানীতি। ব্রহ্মচারিপুংশ্চল্যোর্মৈথুনাদীনি ॥ ৫১ ॥ শ্রূয়তে স্মেতি। পুরা পূর্ব্বস্মিন্ কালে সূর্য্যবংশ্যঃ শশবিন্দুরিতি নাম্না নৃপোত্তমঃ রাজরাজেশ্বর আসীৎ নতু কেবলং সম্রাট্ পরং স ধর্ম্মপরঃ। অতএব যজ্বা নিত্যং বদান্যতাদিনানাগুণসম্পন্ন আসীদিতি শ্রূয়তে স্ম লোকপরম্পরয়া শ্রুতমিতি ময়েতি শেষঃ ॥ ৫২ ॥ গোপ্তেতি। স সম্রাট্ শশবিন্দুর্ধর্ম্মসেতূনাং গোপ্তা রক্ষিতা উৎপথগামিনাং উচ্ছৃঙ্খলবর্ত্তিনাং শাস্তা আসীৎ তেন চ রাজ্ঞা ভূরিদক্ষিণা বহবো যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ ভূর্য্যঃ প্রচুরাঃ দক্ষিণা যেষু তাদৃশা যজ্ঞা ইত্যর্থঃ ॥৫৩॥ কিমু বক্তব্যা তস্য যজ্ঞানুষ্ঠানকথেতি কৈমুতিকন্যায়েন হিংসাভূয়িষ্ঠযজ্ঞাদীনি বেদোক্তকর্ম্মাণীতি প্রদর্শয়ন্নাহ চর্ম্মণামিতি। তস্য রাজ্ঞঃ শশবিন্দোস্তেষু তেষু যজ্ঞেষু নিহতা যে পশবস্তেষাং স্তূপীকৃতৈশ্চর্ম্মোচ্ছ্রয়ৈর্বিন্ধ্যগিরিসদৃশশ্চর্ম্মপর্ব্বতো জাত ইত্যন্বয়ঃ। কালে মেঘাম্বুপ্লাবনাৎ বৃষ্টিবারিপ্লাবনাদিত্যর্থঃ। তৈশ্চর্ম্মক্লেদরাশিভিশ্চর্ম্মণ্বতী নাম নদী জাতা অজায়ত। শুভা দেবখাতবৎ

বিশেষত যে ধর্ম্মে প্রত্যক্ষ অনাচার রূপ সোমরস পান, নানা পশু হিংসা ও আমিষ ভক্ষণের বিধি আছে, আবার সৌত্রামণি যাগেতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুরা গ্রহণের উল্লেখ রহিয়াছে; ইহা ব্যতীত অপরাপর নানাবিধ ব্রতের কথাও আছে। এমন কি বেদে দ্যূতক্রীড়া পর্য্যন্তেরও বিধি দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫০—৫১ ॥ এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, পূর্ব্বে শশবিন্দু নামে এক জন সূর্য্যবংশীয় সম্রাট্ ছিলেন, সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ সম্রাট্ শশবিন্দু সতত সত্যব্রত হইয়া দেবাদির অর্চনা করিতেন। তাঁহার বদান্যতা গুণে রাজ্যস্থ প্রজা পুঞ্জ কখন দারিদ্র্যক্লেশ অনুভব করে নাই। তিনি প্রজাবর্গের ধর্ম্মসেতুরক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদাই লোক মর্য্যাদা অতিক্রমকারী দুরাত্মাদিগকে যথানিয়মে শাসন করিতেন। ইহা ভিন্ন তিনি প্রভূত দক্ষিণা সহকারে গোমেধ প্রভৃতি শত শত বেদোক্ত যজ্ঞ সকলেরও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ৫২—৫৩ ॥ তাঁহার সেই সকল যজ্ঞ উপলক্ষে এত গো হত্যা হইয়াছিল যে, গোচর্ম্ম স্তূপাকারে জড় হইয়া বিন্ধ্যগিরির ন্যায় একটী চর্ম্মময় পর্ব্বত হইয়া পড়ে। পরে সেই সমস্ত চর্ম্মস্থ ক্লেদরাশি কালক্রমে বর্ষাবারির সহিত সংমিলিত হওয়ায় চর্ম্মণ্বতী নামে একটী প্রকাণ্ড নদী জন্মিয়া যায় ॥ ৫৪ ॥

সোঽপি রাজা দিবং যাতঃ কীর্ত্তিরস্যাচলা ভুবি।
এবং ধর্ম্মেষু বেদেষু ন মে বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ৫৫ ॥
স্ত্রীসঙ্গেন সদা ভোগে সুখমাপ্নোতি মানবঃ।
অলাভে দুঃখমত্যন্তং জীবন্মুক্তঃ কথম্ভবেৎ ॥ ৫৬ ॥

জনক উবাচ।

হিংসা যজ্ঞেষু প্রত্যক্ষা সাঽহিংসা পরিকীর্ত্তিতা।
উপাধিযোগতো হিংসা নান্যথেতি বিনির্ণয়ঃ ॥ ৫৭ ॥
যথা চেন্ধনসংযোগাদগ্নৌ ধূমঃ প্রবর্ত্ততে।
তদ্বিযোগাত্তথা তস্মিন্নির্ধূমত্বং বিভাতি বৈ ॥ ৫৮ ॥
অহিংসা চ তথা বিদ্ধি বেদোক্তাং মুনিসত্তম !।
রাগিণাং সাঽপি হিংসৈব নিস্পৃহাণাং ন সা মতা ॥ ৫৯ ॥

বহুযোজনব্যাপিনীতি ভাবঃ। সুদৃশ্যা পবিত্রা বা ॥ ৫৪ ॥) ন মে বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে। স্বর্গাদ্যনিত্যফলকত্বাদ্বেদোক্তকর্ম্মণ ইতি ভাবঃ ॥ ৫৫ ॥ কিঞ্চ ত্বয়া জীবন্মুক্ততোক্তা তত্রাপি সন্দেহোঽস্তীত্যাহ স্ত্রীসঙ্গেনেতি ॥ ৫৬ ॥

সাঽহিংসেতি। অহিংসেতিচ্ছেদঃ। অহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্য ইতি শ্রুতেঃ। উপাধিযোগত ইতি। রাগরূপোপাধিনা কৃতা তু হিংসৈব ভবতি ॥ ৫৭—৫৮ ॥ অহিংসাঞ্চেতি। আর্দ্রেন্ধনোপাধিনা বহ্নেঃ সধূমত্বং অন্যথা নির্ধূমত্বং তথা রাগাদ্যুপাধিনা পশ্বালম্ভস্য

মহারাজ ! যিনি প্রজাপালক রাজা হইয়াও একমাত্র বেদের দোহাই দিয়া ঘোরতর নৃশংসের ন্যায় লক্ষ লক্ষ প্রাণীর প্রাণ সংহার করিলেন। তিনিও ইহলোকে অচলা কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া অবলীলাক্রমে স্বর্গধামে যাত্রা করিলেন। কি আশ্চর্য্য ! যাহাই হউক, কিন্তু, এরূপ অদ্ভুত বৈদিক ধর্ম্মে আমার বুদ্ধি প্রবৃত্ত হইতে চাহে না ॥ ৫৫ ॥ আরও এক কথা এই যে, যে ব্যক্তি রমণী বা অপরাপর বিষয়-সম্ভোগে বিলক্ষণ সুখানুভব করে, আর তাহা না পাইলেই অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে, তাদৃশ মানবও যদি জীবন্মুক্ত, তবে বদ্ধ কে ? ॥ ৫৬ ॥

জনক বলিলেন, গুরুপুত্র ! যজ্ঞস্থলে যে পশু হিংসা হয়, পূর্ব্বাচার্য্যগণ তাহাকে অহিংসা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। কেননা, বেদ বিধি ভিন্ন রাগদ্বেষাদি বশত যে সকল পশু হত্যা হয়, তাহাই হিংসা ; ইহাই বেদাদি শাস্ত্রের স্থির সিদ্ধান্ত জানিবেন ॥ ৫৭ ॥ অগ্নি স্বভাবত তেজোময় হইলেও কেবল কাষ্ঠের আর্দ্রতা নিবন্ধন রাশি রাশি ধূম উদ্‌গিরণ করিয়া থাকেন, আর কাষ্ঠাদির অভাবে ধূমাদির লেশমাত্রও দৃষ্ট হয় না বস্তুত কারণ অবস্থায় অগ্নি আপনার নিজ স্বরূপেই অবস্থান করেন এ পক্ষেও ঠিক সেইরূপ, অর্থাৎ রাগদ্বেষ বিরহিত হইয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে পশুচ্ছেদ করিলে, তাহা হিংসা মধ্যে গণ্য হইতে পারে না ; বস্তুত তাহা অহিংসা বলিয়াই জানিবেন। সংসারাসক্ত রাগদ্বেষ ব্যাকুলচিত্ত মানব-সম্বন্ধে যাহা

অরাগেণ চ যৎ কর্ম্ম তথাঽহঙ্কারবর্জ্জিতম্। *
অকৃতং বেদবিদ্বাংসঃ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৬০ ॥
গৃহস্থানাং তু হিংসৈব যা যজ্ঞে দ্বিজসত্তম!।
অরাগেণ চ যৎ কর্ম্ম তথাঽহঙ্কারবর্জ্জিতম্।
সা হিংসৈব মহাভাগ! মুমুক্ষূণাং জিতাত্মনাম্ ॥ ৬১ ॥*

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে শুকজনকয়োস্তত্ত্ববিচারো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

হিংসাত্বমন্যথা হিংসাত্বাভাব ইতি ॥ ৫৯ ॥ রাগাদিরহিতকর্ম্মণঃ ঈশ্বরপ্রসাদরহিতফলাভাবাৎ কৃতমপি কর্ম্মাকৃতমেব ভবতি পুনঃ কুতস্তস্য হিংসাদিদোষদুষ্টত্বমিত্যাহ অরাগেণ চেতি ॥ ৬০ ॥ গৃহস্থানাং ত্বিতি। রাগিণামিত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকেপ্রথমস্কন্ধেঽষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

হিংসা নামে প্রসিদ্ধ, আবার সেই সকল ধর্ম্মেরই যদি দেহাভিমান বর্জ্জিত ফলকামনা শূন্য মহাত্মারা অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে, উহাই অহিংসা বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ৫৮—৫৯ ॥ বেদতত্ত্বজ্ঞ পুরুষের আচরিত কর্ম্মে অহঙ্কার বা রাগদ্বেষ কিছুই নাই। এই জন্য মনীষি পূর্ব্বাচার্য্যগণ তাঁহাদিগের কর্ম্মকে অকর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ফলকথা এই যে, যে কর্ম্মে সংসার বন্ধন হয় না, তাহা কর্ম্মমধ্যে পরিগণিত নহে ॥ ৬০ ॥ শুকদেব! আপনি একে ত উৎকৃষ্ট দ্বিজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আবার অধ্যাত্ম চিন্তায় নিরত হইয়া মুনিগণেরও অগ্রণী হইয়াছেন; সুতরাং আপনার বুদ্ধি যে সূক্ষ্ম তত্ত্বানুসন্ধায়িনী হইবে, ইহাতে আর সংশয় কি? এক্ষণে আমি যাহা বলিতেছি বিচার করিয়া দেখুন সত্য কি না। ফললোলুপ সংসারাসক্ত গৃহস্থেরা রাগদ্বেষের বশীভূত হইয়া যজ্ঞাদিতে প্রবৃত্ত হয় বলিয়াই তাহা হিংসা নামে প্রসিদ্ধ; কিন্তু, মুমুক্ষুদিগের অহঙ্কার বা রাগদ্বেষ এ সমস্তেরই অভাব সুতরাং সেই সকল কর্ম্মই আবার ইহাদের সম্বন্ধে অহিংসা; অর্থাৎ দেহাভিমান-বর্জ্জিত নিষ্কাম জিতেন্দ্রিয় যোগীকে পশুহত্যাদিজন্য অপরাধ স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ৬১ ॥

অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে শুকদেবের প্রতি জনকের তত্ত্বোপদেশ প্রদান বিষয়ক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

---

* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে সার্দ্ধ একসটি শ্লোক।

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

—০০৩০০—

শ্রীশুক উবাচ।

সন্দেহোঽয়ং মহারাজ! বর্ত্ততে হৃদয়ে মম।
মায়ামধ্যে বর্ত্তমানঃ স কথং নিস্পৃহো ভবেৎ ॥ ১ ॥
শাস্ত্রজ্ঞানঞ্চ সংপ্রাপ্য নিত্যানিত্যবিচারণম্।
ত্যজতে ন মনো মোহং স কথং মুচ্যতে নরঃ ॥ ২ ॥
অন্তর্গতং তমশ্ছেত্তুং শাস্ত্রাদ্‌বোধো হি ন ক্ষমঃ।
যথা ন নশ্যতি তমঃ কৃতয়া দীপবার্ত্তয়া ॥ ৩ ॥
অদ্রোহঃ সর্ব্বভূতেষু কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বদা বুধৈঃ।
স কথং রাজশার্দ্দূল! গৃহস্থস্য ভবেত্তথা ॥ ৪ ॥

অর্দ্ধাধিকাষ্টপঞ্চাশচ্ছ্লোকৈর্জনকবাক্যতঃ।
শাস্তস্য শুকদেবস্য বিবাহাদিকমুচ্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে নিস্পৃহস্যারাগিণো দেবেশ্বরপ্রীত্যর্থং ক্রিয়মাণে বৈদিকে কর্ম্মণি হিংসা ন ভবতীত্যুক্তং তত্র নিস্পৃহত্বমেবাক্ষিপতি সন্দেহোঽয়মিতি। নহি জলমধ্যে বিদ্যমানো জলেনাসম্বন্ধো ভবতি। এবং মায়ায়াং বিদ্যমানো মায়াগুণৈঃ কথমসম্বন্ধঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥ নমু বেদান্তশাস্ত্রশ্রবণজন্যবোধেন বিবেকো জাগরূকএবেতি নিস্পৃহতা স্যাদিতি চেত্তত্রাহ শাস্ত্রজ্ঞানঞ্চেতি। জ্ঞানং সম্প্রাপ্য যাবদ্যোগাদিকং ন সাধিতং তাবন্মনো মোহন্ন ত্যজতে। আত্মনেপদমার্ষম্। শাস্ত্রজন্যবোধস্য পরোক্ষত্বাদিত্যভিমানঃ। তথাচ কেবলশাস্ত্রজন্যবোধেন ন কথঞ্চিন্নিস্পৃহতা সম্ভবতি। ততশ্চ সংসারে বিদ্যমানো নরঃ কথং মুচ্যতে ন কথমপীত্যর্থঃ। তস্মাৎ সংসারং বিহায় যোগাদিনিষ্ঠো ভবেদিত্যেষ সিদ্ধান্ত ইতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ২ ॥ অন্তর্গতমিতি। অবিদ্যারূপমন্তর্গতং তমো ন শাস্ত্রজন্যপরোক্ষজ্ঞানেন নশ্যতি। কিন্তু যোগজন্য-

---

শুক কহিলেন। রাজর্ষে! আমার হৃদয়ে এইরূপ গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে যে, জীব নিরন্তর মায়াময় সংসার মধ্যে বাস করিয়াও মায়াজাল-জড়িত বিষয় হইতে কিরূপে নিস্পৃহ হইবে? ॥ ১ ॥ যখন যোগাদির অভ্যাস ব্যতিরেকে কেবল শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া নিত্যানিত্য বিচার করিলেও মানসিক মোহ দূরীভূত হয় না; তখন, জীব সংসারাসক্ত হইয়া কিরূপে মুক্ত হইবে? ॥ ২ ॥ যেমন দীপের কথামাত্র বলিলে গৃহগত অন্ধকার অন্তর্হিত হয় না, সেইরূপ কেবল শাস্ত্রজ্ঞানও কদাচ অন্তর্গত অবিদ্যাজনিত অন্ধকারকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহে ॥ ৩ ॥ দেখুন, জীবগণের প্রতি হিংসা না করাই পণ্ডিতগণের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য; কিন্তু, গৃহস্থের নিকট ইহা কিরূপে হইতে পারিবে? ॥ ৪ ॥ নৃপবর!

বিত্তৈষণা ন তে শান্তা তথা রাজসুখৈষণা।
জয়ৈষণা চ সংগ্রামে জীবন্মুক্তঃ কথং ভবেঃ॥ ৫॥
চোরেষু চৌরবুদ্ধিস্তে সাধুবুদ্ধিস্তু তাপসে।
স্বপরত্বং তবাপ্যস্তি বিদেহস্ত্বং কথং নৃপ!॥ ৬॥
কটুতীক্ষ্ণকষায়াম্লরসান্ বেৎসি শুভাশুভান্।
শুভেষু রমতে চিত্তং নাশুভেষু তথা নৃপ!॥ ৭॥
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিশ্চ তব রাজন্! ভবন্তি হি।
অবস্থাস্তু যথাকালং তুরীয়া তু কথং নৃপ!॥ ৮॥
পদাত্যশ্বরথেভাশ্চ সর্ব্বে বৈ বশগা মম।
স্বাম্যহং চৈব সর্ব্বেষাং মন্যসে ত্বং ন মন্যসে॥ ৯॥
মিষ্টমৎসি সদা রাজন্! মুদিতো বিমনাস্তথা।
মালায়াঞ্চ তথা সর্পে সমদৃক্ ক নৃপোত্তম!॥ ১০॥
বিমুক্তস্তু ভবেদ্রাজন্! সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
একাত্মবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র হিতকৃৎ সর্ব্বজন্তুষু॥ ১১॥

জ্ঞানভাস্করোদয়েনৈবেত্যর্থঃ॥ ৩—৪॥ স্বয়ং চ ত্বং জীবন্মুক্তোঽহমস্মীতি বদসি তদপি ন সাম্প্রত-মিত্যাহ বিত্তৈষণেতি। বোধবিরুদ্ধধর্ম্মাণাং দর্শনাদ্বোধাভাবএব নিশ্চীয়ত ইত্যর্থঃ॥৫—৮॥ মন্যসে ত্বমুত ন মন্যসে ইতি বদেত্যর্থঃ॥ ৯॥ সমদৃক্ কেতি। মালাসর্পাদিভেদবুদ্ধেঃ সত্বাৎ

আপনি গৃহস্থ হইয়া আপনাকে জীবন্মুক্ত বলিতেছেন, কিন্তু এখনও আপনার ধন আশার শান্তি হয় নাই, রাজ্যোপযুক্ত সুখের ইচ্ছাও আছে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে জয়ের আশাও বিলক্ষণ রহিয়াছে; তবে আপনি কিরূপে জীবন্মুক্ত হইয়াছেন?॥ ৫॥ মহারাজ! এখনও আপনার চোরে চোরবুদ্ধি তপস্বিগণে সাধুবুদ্ধি রহিয়াছে এবং আত্মপর জ্ঞানটীও বিলক্ষণ রহিয়াছে; তথাপি আপনি যে কিরূপ বিদেহ (মুক্ত) তাহা আমার বুদ্ধিতে আসিতেছে না॥৬॥ রাজন্! অদ্যাপিও আপনার কটু তিক্ত কষায় প্রভৃতি রস সকলের আস্বাদ বোধ রহিয়াছে এবং ভাল হইলেই তাহাতে আপনার চিত্ত আনন্দিত হয়, মন্দ হইলে হয় না। এখনও আপ-নার জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাত্রয় যথাসময়ে হইয়া থাকে; তবে মহারাজ! কি করিয়া আপনার তুরীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে?॥ ৭—৮॥ মহারাজ! বলুন দেখি, এই পদাতি অশ্ব রথ হস্তী প্রভৃতি আমার বশীভূত, আমি এই সমস্তের অধিপতি, মনে মনে এরূপ চিন্তা করেন কি না?॥ ৯॥ রাজন্! আপনি ত মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিয়া সর্ব্বদা আনন্দিত থাকেন, এবং কখন কোন কারণ বশত নিরানন্দও হয়েন; তাহা হইলে আর আপনার কুসুমমালা ও সর্পেতে সমান দৃষ্টি কোথায় রহিল? মহারাজ! যিনি জীবন্মুক্ত তিনি মৃৎপিণ্ড প্রস্তর আর

ন মেঽদ্য রমতে চিত্তং গৃহদারাদিষু ক্বচিৎ।
একাকী নিস্পৃহোঽত্যর্থং চরেয়মিতি মে মতিঃ ॥ ১২ ॥
নিঃসঙ্গো নির্ম্মমঃ শান্তঃ পত্রমূলফলাশনঃ।
মৃগবদ্‌বিচরিষ্যামি নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহঃ ॥ ১৩ ॥
কিং মে গৃহেণ বিত্তেন ভার্য্যয়া চ স্বরূপয়া।
বিরাগমনসঃ কামং গুণাতীতস্য পার্থিব ! ॥ ১৪ ॥
চিন্ত্যসে বিবিধাকারং নানারাগসমাকুলম্।
দম্ভোঽয়ং কিল তে ভাতি বিমুক্তোঽস্মীতি ভাষসে ॥ ১৫ ॥
কদাচিচ্ছত্রুজা চিন্তা ধনজা চ কদাচন।
কদাচিৎ সৈন্যজা চিন্তা নিশ্চিন্তোঽসি কদা নৃপ ! ॥ ১৬ ॥
বৈখানসা যে মুনয়ো মিতাহারা জিতব্রতাঃ।
তেঽপি মুহ্যন্তি সংসারে জানন্তোঽপি হ্যসত্যতাম্ ॥ ১৭ ॥

ক ত্বং সমদৃগসীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ বিমুক্তস্য ত্বেতানি লক্ষণানি দৃশ্যন্ত ইত্যাহ বিমুক্তস্থিতি ॥১১॥ স্বাভিপ্রায়মাহ ন মেঽদ্যেতি ॥ ১২—১৪ ॥
ত্বং দাম্ভিকো বিমুক্তো ভাসীত্যাহ চিন্ত্যসে ইতি ॥ ১৫—১৬ ॥ এতাদৃশা মহান্তোঽপি জগতো সত্যতাং জানন্তোপি মুহ্যন্তি তদা তব কা কথা জীবন্মুক্ততায়া ইত্যাহ বৈখানসা যে ইতি ॥ ১৭ ॥ (তবেতি। তব বংশোৎপন্নানাং পুরাষাণাং বিদেহা বিদেহোপাধয় ইতি যৎ

সুবর্ণকে সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন; তিনি সকল পদার্থেই একাত্মবুদ্ধি এবং সকল প্রাণীর হিতকারী হইয়া থাকেন ॥ ১০—১১ ॥ রাজর্ষে ! অধিক কথা আর কি বলিব, গৃহদারাদি কোন বস্তুতেই আমার মন আনন্দিত হইতেছে না; আমার অভিলাষ এই যে, আমি একাকী স্পৃহাশূন্য হইয়া, কাহার সহিত না মিশিয়া কোনও পদার্থে মায়া না করিয়া, কাহারও নিকট কিছু গ্রহণ না করিয়া, নির্দ্বন্দ্ব ও শান্তভাবে ফলমূলপত্র ভক্ষণে মৃগের ন্যায় ইহ জগতে বিচরণ করি ॥ ১২—১৩ ॥ মহারাজ ! আমি এক্ষণে বিষয়ানুরাগরহিত ও গুণাতীত; অতএব আমার গৃহে, ধনে বা মনের মত ভার্য্যাতে কি প্রয়োজন ? ॥ ১৪ ॥

মহারাজ! আপনি বিষয় বিশেষে সানুরাগে বিবিধ প্রকার চিন্তা করিয়া থাকেন, আবার আপনাকে জীবন্মুক্ত বলিয়াও পরিচয় দেন ইহাতে আপনার দাম্ভিকতাই প্রকাশ পাইতেছে ॥ ১৫ ॥ দেখুন, আপনার কখন শত্রু বিষয়ক চিন্তা কখন বা ধন বিষয়ক চিন্তা কখন বা সৈন্য বিষয়ক চিন্তা উপস্থিত হইতেছে; অতএব আপনি কোন্ সময় নিশ্চিন্ত থাকেন বলুন দেখি ? ॥ ১৬ ॥ মিতাহারী জিতেন্দ্রিয় বৈখানস মুনিগণ যখন সংসারের অনিত্যতা জানিয়াও সংসারে বিমুগ্ধ হন, তখন, আর আপনার কথা কি বলিব ! ॥১৭॥ মহারাজ ! আপনার বংশজাত

তব বংশসমুত্থানাং বিদেহা ইতি ভূপতে ! ।
কুটিলং নাম জানীহি নান্যথেতি কদাচন ॥ ১৮ ॥
বিদ্যাধরো যথা মূর্খো জন্মান্ধস্তু দিবাকরঃ ।
লক্ষ্মীধরো দরিদ্রশ্চ নাম তেষাং নিরর্থকম্ ॥ ১৯ ॥
তব বংশোদ্ভবা যে যে শ্রুতাঃ পূর্ব্বে ময়া নৃপাঃ ।
বিদেহা ইতি বিখ্যাতা নামতঃ কর্ম্মতো ন তে ॥ ২০ ॥
নিমিনামাঽভবদ্রাজা পূর্ব্বং তব কুলে নৃপ ! ।
যজ্ঞার্থং স তু রাজর্ষির্ব্বশিষ্ঠং স্বগুরুং মুনিম্ ॥ ২১ ॥
নিমন্ত্রয়ামাস তদা তমুবাচ নৃপং মুনিঃ ।
নিমন্ত্রিতোঽস্মি যজ্ঞার্থং দেবেন্দ্রেণাধুনা কিল ॥ ২২ ॥
কৃত্বা তস্য মখং পূর্ণং করিষ্যামি তবাঽপি বৈ ।
তাবৎ কুরুষ্ব রাজেন্দ্র ! সম্ভারস্তু শনৈঃ শনৈঃ ॥ ২৩ ॥

তত্ত্ব কেবলং কুটিলং কাপট্যপূর্ণং জানীহি তদন্যন্ন কিঞ্চিদপি সত্যমিতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥ ১৮ ॥ ইদানীং কৌটিল্যপূর্ণবিদেহাদ্যুপাধের্নৈরর্থক্যং সমর্থয়ন্নাহ বিদ্যাধর ইতি ॥ ১৯ ॥ তব বংশোদ্ভবা ইতি। রাজন্ ! ত্বদীয়বংশোদ্ভবা যে যে পূর্ব্ববর্ত্তিনো ভূপা আসন্ তে সর্ব্বেএব বিদেহা বিদেহেত্যাখ্যয়া প্রসিদ্ধা ইতি শ্রুতা ময়েতি শেষঃ। পরং নামতএব বিদেহাস্তে নহি কার্য্যত ইতি বিদ্ধি কামকর্ম্মময্যবিদ্যাবদ্ধা অপি কেবলং ঐশ্বর্য্যমদমত্তাঃ সন্তঃ স্বানাং বিদেহত্বং প্রাচারয়ন্ লোকে ইতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥ ইদানীং দৃষ্টান্তমুখেনাস্মোক্তেঃ সত্যতাং প্রতিপাদয়ন্নাহ নিমিনামেতি ॥ ২১ ॥ নিমন্ত্রয়ামাসেতি। মিমন্ত্রয়ামাস বরয়ামাসেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ অধুনা সাম্প্রতং ত্বন্নিমন্ত্রণাং প্রাগেবাহং দেবরাজেনেন্দ্রেণ নিমন্ত্রিতোঽস্মি কিল অতস্তস্য মখং যজ্ঞং পূর্ণং কৃত্বা তবাপি যজ্ঞং সম্পাদয়িষ্যামি তাবৎ কালং সম্ভারং কুরুষ ভবতা শনৈঃ শনৈঃ যজ্ঞোপকরণদ্রব্যজাতানি সন্নিয়স্তামিতি ॥ ২২—২৩ ॥ ইত্যুক্তেতি।

নৃপগণের বিদেহ (দেহোপাধিশূন্য) বলিয়া যে একটী নাম আছে তাহা কেবল কপটতাপূর্ণ বলিয়াই জানিবেন ইহার অন্যথা ভাবিবেন না। ॥ ১৮ ॥ কারণ, যেমন মূর্খকে বিদ্যাধর, জন্মান্ধকে দিবাকর এবং দরিদ্রকে লক্ষ্মীধর বলিয়া আহ্বান করা যায়, তাহাদিগের নামও সেইরূপ নিরর্থক মাত্র ॥ ১৯ ॥ পূর্ব্বে আপনার বংশে যে যে নৃপগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই বিষয় আমি শুনিয়াছি। তাঁহারা সকলেই কেবল নামেতে বিদেহ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন কার্য্যেতে নহে ॥ ২০ ॥ মহারাজ ! পূর্ব্বকালে আপনার এই বংশে নিমি নামে একজন রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ; কোন সময় সেই রাজর্ষি নিজ গুরু বশিষ্ঠদেবকে যজ্ঞের জন্য বরণ করেন। মুনিবর বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে বলেন, এক্ষণে দেবরাজ ইন্দ্র নিজ যজ্ঞ পূর্ণার্থে আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, অতএব তাঁহার যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়া পরে তোমার যজ্ঞ পূর্ণ করিব; মহারাজ ! আপনি ততদিন যজ্ঞের উপকরণ সকল

ইত্যুক্ত্বা নির্যযৌ সোঽথ মহেন্দ্রযজনে মুনিঃ।
নিমিরন্যং গুরুং কৃত্বা চকার মখমুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
তচ্ছ্রুত্বা কুপিতোঽত্যর্থং বশিষ্ঠো নৃপতিং পুনঃ।
শশাপ চ পতত্বদ্য দেহস্তে গুরুলোপক ! ॥ ২৫ ॥
রাজাঽপি তং শশাপাথ তবাপি চ পতত্বয়ম্।
অন্যোন্যশাপাৎ পতিতৌ তাবেব চ ময়া শ্রুতম্ ॥ ২৬ ॥
বিদেহেন চ রাজেন্দ্র ! কথং শপ্তো গুরুঃ স্বয়ম্।
বিনোদ ইব মে চিত্তে বিভাতি নৃপসত্তম ! ॥ ২৭ ॥

জনক উবাচ।

সত্যমুক্তং ত্বয়া নাত্র মিথ্যা কিঞ্চিদিদং মতম্।
তথাপি শৃণু বিপ্রেন্দ্র ! গুরুর্মম সুপূজিতঃ ॥ ২৮ ॥

মুনির্বশিষ্ঠঃ ইত্যুক্ত্বা ইতি সামাদিনেত্যর্থঃ। দেবেন্দ্রযজনে যদা নির্যযৌ তদা হে রাজন্ জনক ! ভবদীয়পূর্ব্বপুরুষো নিমিস্তু অন্যং গুরুং কৃত্বা যজ্ঞং সম্পাদয়ামাস ॥২৪॥ তচ্ছ্রুত্বেতি। তং যজ্ঞসম্পাদনাদিকং বিবরণং শ্রুত্বা অত্যর্থং কুপিতঃ সন্ বশিষ্ঠঃ রে গুরুলোপক ! কুলগুরুপরিহারক ! অনেনাপরাধেন তে দেহঃ অদ্যৈব পততু ইতি নৃপতিং শশাপেত্যন্বয়ঃ ॥ ২৫ ॥ রাজাপি তমিতি। অথ বশিষ্ঠশাপশ্রবণানন্তরং রাজা নিমিরপি জীবন্মুক্তোঽপীতি ভাবঃ তবাপি অয়ং দেহঃ পততু ইতি গুরুং প্রতিশশাপ ততঃ পরস্পরশাপাৎ তৌ উভাবপি পতিতৌ পরিহীণদেহৌ জাতাবিত্যর্থঃ। কিংবদন্ত্যা ময়ৈতৎ সর্ব্বং শ্রুতং ভো মহারাজ ! নমু জীবন্মুক্তেনাপি তেন কথং স্বয়ং গুরুরপি প্রতিশপ্তঃ নৈবাহং জানে কেয়ং ভবদ্বংশ্যানাং জীবন্মুক্ততা কীদৃশং বা বিদেহত্বমিতি ভাবঃ ॥২৬॥ নহ্যেবং বিধে আচরণে জীবন্মুক্ততা সম্ভবতি। ন চ জীবন্মুক্ততায়াং সত্যামেতাদৃশাচরণসম্ভবস্তস্মান্নামত এব বিদেহা নত্বর্থত ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

ক্রমে ক্রমে সংগ্রহ করুন ॥ ২১—২৩ ॥ বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে এই কথা বলিয়া ইন্দ্র যজ্ঞে গমন করিলেন। এদিকে নিমিরাজ অপর ব্রাহ্মণকে গুরুপদে বরণ করিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন ॥২৪॥ অনন্তর বশিষ্ঠদেব এই সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া অতিশয় কুপিত হইয়া রাজাকে এই বলিয়া শাপ দেন যে, যখন তুই কুলগুরু পরিত্যাগ করিয়াছিস্ তখন তোর দেহ এখনই পতিত হউক ॥ ২৫ ॥ নিমিরাজও এই শাপ শ্রবণ করিয়া, তোমার দেহও পতিত হউক এই বলিয়া, বশিষ্ঠকেও শাপ প্রদান করিলেন। এইরূপে তাঁহারা উভয়েই অভিশপ্ত হইয়া পতিত হইয়াছিলেন, ইহা আমি শ্রবণ করিয়াছি ॥২৬॥ মহারাজ ! আপনিও রাজশ্রেষ্ঠ, বলুন দেখি, সেই বিদেহ (বিমুক্ত) নিমি কি অপরাধে নিজ গুরুকে শাপ প্রদান করিয়াছিলেন ?। এ বিষয়, আমার মনে হাস্যকর ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ২৭ ॥

রাজর্ষি জনক শুকদেবের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন। বিপ্রবর ! আপনি যে সকল কথা বলিলেন ইহা সমস্তই সত্য, এ বিষয় কিছুই মিথ্যা নহে, তাহা আমারও জানা আছে; তথাপি আমার পূজনীয় গুরুদেব বেদব্যাস যাহা বলিয়াছেন তাহা বলিতেছি

পিতুঃ সঙ্গং পরিত্যজ্য ত্বং বনং গন্তুমিচ্ছসি।
মৃগৈঃ সহ সুসম্বন্ধো ভবিতা তে ন সংশয়ঃ ॥ ২৯ ॥
মহাভূতানি সর্ব্বত্র নিঃসঙ্গঃ ক ভবিষ্যসি।
আহারার্থং সদা চিন্তা নিশ্চিন্তঃ স্যাঃ কদা মুনে! ॥ ৩০ ॥
দণ্ডাজিনকৃতা চিন্তা যথা তব বনেঽপি চ।
তথৈব রাজ্যচিন্তা মে চিন্তয়ানস্য বা ন বা ॥ ৩১ ॥
বিকল্পোপহতস্ত্বং বৈ দূরদেশমুপাগতঃ।
ন মে বিকল্পসন্দেহো নির্ব্বিকল্পোঽস্মি সর্ব্বথা ॥ ৩২ ॥

শুকবাক্যং শ্রুত্বা জনক উবাচ সত্যমুক্তমিতি। ত্বয়া যদুচ্যতে তৎসাধনং সত্যমেবাস্মদ্‌গুরোর্ব্যাসস্য মম চেষ্টমেব তৎ। বিবাদস্ত্বয়ুমেব স্বয়োচ্যতে। বনং গতে সতি বিক্ষেপাভাবঃ সম্ভবতি। অস্মাভিরুচ্যতে গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি নিশ্চয়েনাত্রৈবং বসতো গৃহেষ্বেব সাধনাদিকং কুর্ব্বতো বিক্ষেপাভাবো ভবতীতি। তত্র তথাপি শৃণু হে বিপেন্দ্র! শুক! মম সুপূজিতো ব্যাসো গুরুর্যদাহ তদেব সত্যমিতি শেষঃ ॥ ২৮ ॥ কুত ইতি চেত্বন্মতে দোষস্য সত্বাদিত্যাহ পিতুঃ সঙ্গমিতি। পিতুঃ সঙ্গত্রাসেন বনং গতস্য মৃগসঙ্গঃ পঞ্চমহাভূতসঙ্গস্বপরিহার্য্য এবেতি নিঃসঙ্গতা বনঙ্গতস্যাপি দুর্ল্লভা আহারাদিচিন্তাপ্যুভয়ত্রাপ্যপরিহার্য্যা এবেতি। তত্রাপি চিত্তসমাধানবিবেকাদিকমপেক্ষিতমস্ত্যেবেতি গৃহস্থাশ্রমত্যাগে বীজাভাবঃ। কিঞ্চ লোকসংগ্রহার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ সকললোককল্যাণকরত্বং গৃহস্থাশ্রমএব সম্ভবতি। অপরিপক্ককষায়স্য পক্কতাপ্যস্মিন্নেবাশ্রমে ভবতি। ততো গৃহস্থাশ্রমে এবাপরিপক্ককষায়েণ স্থাতব্যম্। অতএবাস্মৎপূর্ব্বজৈরেতদভিপ্রায়েণৈব জীবন্মুক্তত্বসিদ্ধৌ সত্যামপি ব্যবহারঃ কৃতইতি ন ত্বদুদ্ভাবিতানি দূষণানি মৎপূর্ব্বজেষু সন্তি যস্ত পরিপক্ককষায়ঃ স তু নৈব বিধেঃ কিঙ্করো নচ স সন্দেহঙ্করোতি ত্বন্তু সন্দেহময়োঽস্যতঃ পিত্রোক্তমেব কুরু তবাপরিপক্ককষায়ত্বাদিতি-সপ্তশ্লোকানাং সংপিণ্ডিতোঽর্থঃ ॥২৯—৩১॥ বিকল্পোপহতত্বমিতি বিবেকাভাবাৎ। অতএবাত্রাগতোঽসি। অতো গৃহস্থাশ্রমে এব সম্যক্‌নিশ্চয়ং সম্পাদ্যানন্তরং সন্ন্যাসং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

শ্রবণ করুন ॥ ২৮ ॥ দেখুন, আপনি পিতৃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বনে যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন। বনে যাইলে পর, সেই স্থানে মৃগগণের সহিত আপনার মিলন হইবে তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। বিশেষত সর্ব্বত্রই আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত দেদীপ্যমান রহিয়াছে; অতএব, আপনি কোন্ স্থানে যাইয়া সঙ্গ-বিরহিত হইবেন? আর দেখুন, সর্ব্বদাই অরণ্যে আহারের জন্য চিন্তা করিতে হইবে; তবে মুনিবর! কোন্ সময় আপনি নিশ্চিন্ত হইবেন? ॥ ২৯—৩০ ॥ (যদি বলেন নিরাহারী হইব; তাহা হইলে দণ্ড অজিনাদির জন্যও চিন্তা করিতে হইবে।) অতএব, বনে যাইয়া আপনার দণ্ডাজিনাদি জন্য চিন্তাও যেরূপ, সংসারে থাকিয়া আমার রাজ্য চিন্তাও সেইরূপ; এক্ষণে ভাবিয়া দেখুন ইহা যথার্থ কি না? ॥ ৩১ ॥ আপনি কেবল সন্দিগ্ধ-চিত্ত হইয়াই এত দূরদেশে আগমন করিয়াছেন; কিন্তু আমার অন্তরে কোনও বিষয়েই সংশয় নাই এজন্য সর্ব্বদাই নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে এক স্থানেই আছি ॥ ৩২ ॥ বিপ্রবর! এই জন্যই আমি সর্ব্বদা সুখে নিদ্রা যাই, সুখে বিষয়ভোগ করি।

সুখং স্বপিমি বিপ্রাহং সুখং ভুঞ্জামি সর্ব্বদা।
ন বদ্ধোঽস্মীতি বুদ্ধ্যাহং সর্ব্বদৈব সুখী মুনে!॥ ৩৩॥
ত্বং তু দুঃখী সদৈবাসি বদ্ধোঽহমিতি শঙ্কয়া।
ইতি শঙ্কাং পরিত্যজ্য সুখী ভব সমাহিতঃ॥ ৩৪॥
দেহোঽয়ং মম বদ্ধোঽয়ং ন মমেতি চ মুক্ততা।
তথা ধনং গৃহং রাজ্যং ন মমেতি চ নিশ্চয়ঃ॥ ৩৫॥

সূত উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনন্তস্য শুকঃ প্রীতমনাঽভবৎ।
আপৃচ্ছ্য তং জগামাশু ব্যাসস্যাশ্রমমুত্তমম্॥ ৩৬॥
আগচ্ছন্তং সুতং দৃষ্ট্বা ব্যাসোঽপি সুখমাপ্তবান্।
আলিঙ্গ্যাঘ্রায় মূর্দ্ধানং পপ্রচ্ছ কুশলং পুনঃ॥ ৩৭॥

(সুখমিতি। হে মুনে! শুকদেব! নির্ব্বিকল্পচিত্তত্বাং অহং সুখং স্বপিমি অয়ং ভাবঃ। যতঃ মম-চিত্তে বিকল্পনা নাস্তি অতোঽহং নিশ্চিন্ততয়া সুষুপ্তিসুখং অনুভবামি অনাসক্তঃ সন্ বিষয়-সুখমপি ভুঞ্জামি তথাপি নাহং বদ্ধোঽস্মীতি তত্ত্বনিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা সর্ব্বদৈব সুখী ভবামি সুখেন কালং ক্ষেপয়ন্ বর্ত্তেঽহমিতি ভাবঃ॥৩৩॥ ত্বমিতি। ত্বং পুনঃ বদ্ধোঽস্মীতি অবিদ্যোৎ-পন্নয়া কল্পিতশঙ্কয়া সদৈব দুঃখেন কালং নয়সীত্যহং মন্যে অতএব হে বিপ্রবর্য্য! শুক! মদ্-দৃষ্টান্তানুসারী ত্বং রজস্তমঃপ্রধানাবিদ্যাজাতাং মিথ্যাশঙ্কাং বিহায় সমাহিতঃ চিত্তং সমাধায়ে-ত্যর্থঃ নিত্যং সুখী ভব॥ ৩৪॥ ইদানীং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণং বোধয়ন্নুপদিশতি দেহোঽয়মিতি। অয়ং মম দেহঃ অহমেববদ্ধ ইতীয়ং বুদ্ধিরেব সংসারবন্ধনরূপাবিদ্যেতি বিদ্ধি কিন্তু ইদং রাজ্যগৃহধনাদিকং মম কিঞ্চিদপি নাস্তি ইত্যেবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরেব ব্রহ্মবিদ্যা ইমাং ব্রহ্মাত্মিকাং বিদ্যাং ধারয়ন্ মুক্তো ভবেতিতত্ত্বজ্ঞানমুপসংহৃত্যোপদিষ্টবান্ রাজর্ষির্জনকঃ॥৩৫॥

শুকদেব এতাবত্তত্ত্ববোধমাকর্ণ্য প্রীতমনা জাতঃ সমুদিতবিবেকত্বাৎ ততস্তং জনক-তত্ত্বোপদেষ্টারমাপৃচ্ছ্যামন্ত্র্য সুসম্ভাষয়ন্ পিত্রাশ্রমপ্রতিগমনানুমতিং গৃহীত্বেত্যর্থঃ। আশু শীঘ্রং বিলম্বমকুর্ব্বন্নিতি যাবৎ উত্তমং সর্ব্বসুখাবহং ব্যাসাশ্রমং প্রতিজগাম প্রতিযযৌ॥ ৩৬॥ আগচ্ছন্তমিতি। ব্যাসোঽপি বেদব্যাসোঽপীত্যর্থঃ তং সুতং শুকদেবং আগচ্ছন্তং দৃষ্ট্বা

"আমি কিছুতেই বদ্ধ নই" এই জ্ঞানেই সর্ব্বদা সুখী আছি; আর আপনি "সকল বিষয়েই বদ্ধ রহিয়াছি" এই আশঙ্কা করিয়া সর্ব্বদা দুঃখী হইতেছেন। অতএব, এই সমস্ত আশঙ্কা বিসর্জ্জন দিয়া নিত্য সুখের নিমিত্ত যত্নপর হউন॥ ৩৩—৩৪॥ দেখুন, এই দেহ আমার এই জ্ঞানেই বদ্ধ আর ইহা আমার নয় এই জ্ঞানেই মুক্তি; সেইরূপ, ধন গৃহ বা রাজ্য কিছু আমার নয় এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞান করিয়া মুক্তি লাভ করুন॥ ৩৫॥

সূত কহিলেন। ঋষিগণ! শুকদেব জনকের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রসন্নচিত্ত হইলেন এবং তাঁহাকে সাধু সম্ভাষণ করিয়া অচিরকাল মধ্যে ব্যাসদেবের সর্ব্ব-সুখাবহ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ৩৬॥ বেদব্যাসও পুত্রকে প্রত্যাগত দেখিয়া

স্থিতস্তত্রাশ্রমে রম্যে পিতুঃ পার্শ্বে সমাহিতঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৩৮ ॥
জনকস্য দশাং দৃষ্ট্বা রাজ্যস্থস্য মহাত্মনঃ।
স নির্ব্বৃতিং পরাং প্রাপ্য পিতুরাশ্রমসংস্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥
পিতৃণাং সুভগা কন্যা পীবরী নাম সুন্দরী।
শুকশ্চকার পত্নীন্তাং যোগমার্গস্থিতোঽপি হি ॥ ৪০ ॥
স তস্যাঞ্জনয়ামাস পুত্রাংশ্চতুর এব হি।
কৃষ্ণং গৌরপ্রভঞ্চৈব ভূরিং দেবশ্রুতস্তথা ॥ ৪১ ॥
কন্যাং কীর্ত্তিং সমুৎপাদ্য ব্যাসপুত্রঃ প্রতাপবান্।
দদৌ বিভ্রাজপুত্রায় ত্বণুহায় মহাত্মনে ॥ ৪২ ॥
অণুহস্য সুতঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মদত্তঃ প্রতাপবান্।
ব্রহ্মজ্ঞঃ পৃথিবীপালঃ শুককন্যাসমুদ্ভবঃ ॥ ৪৩ ॥

সুখং মুদমাপ্তবান্ লেভে তত আলিঙ্গ্য মূর্দ্ধানমাঘ্রায কুশলং পপ্রচ্ছ পুনরিত্যুক্ত্যা প্রথমতঃ স্বাগতাদিকং ততো জ্ঞানপ্রাপ্ত্যাদিকং পৃষ্টবানিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ স্থিতস্তত্রেতি। ততঃ সমাধিনিষ্ঠঃ সন্ মনোজ্ঞে পিতুরাশ্রমে স্থিতঃ তস্থৌ ॥ ৩৮ ॥ নম্ন সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদো বেদাধ্যয়নসম্পন্নোঽপি কথং পিত্রাশ্রমে স্থিত ইতি তত্রাহ জনকস্যেতি। মহাত্মনস্তস্য জনকস্য দশাং জীবন্মুক্ততাবস্থাং দৃষ্ট্বা মনসা বিচারয়ন্ স শুকঃ পরাং নির্ব্বৃতিং একান্তনির্ব্বিকল্পতারূপং সন্তোষং প্রাপ্য প্রশান্তচেতাঃ সন্ স্থিত ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৩৯ ॥ নতু ভ্রষ্টাশ্রমঃ সন্ স্থিতঃ কিন্তু গার্হস্থমাশ্রিত্যৈবাবস্থিত ইতি প্রদর্শয়ন্নাহ পিতৃণামিতি ॥ ৪০ ॥) চতুরএবহীতি। কৃষ্ণনামা একঃ গৌরপ্রভো দ্বিতীয়ঃ ভূরিস্তৃতীয়ঃ দেবশ্রুতশ্চতুর্থঃ। কূর্ম্মপুরাণে তু পঞ্চপুত্রা উক্তাঃ। শুকস্যাপ্যভবন্ পুত্রাঃ পঞ্চাত্যন্ততপস্বিনঃ। ভূরিশ্রবাঃ প্রভুঃ শম্ভুঃ কৃষ্ণো গৌরশ্চ পঞ্চমঃ। কন্যা কীর্ত্তিমতী চৈবেতি ॥ ৪১ ॥ কীর্ত্তিনাম্নীং কন্যাম্। বিভ্রাজরাজ্ঞঃ

আনন্দিত হইলেন এবং আলিঙ্গন ও মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৩৭॥ অনন্তর, সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ চতুর্ব্বেদবিৎ শুকদেব সেই রমণীয় আশ্রমে সমাধিনিষ্ঠ হইয়া পিতৃ নিকটেই বাস করিতে লাগিলেন এবং সেই মহাত্মা রাজর্ষি জনকের রাজ্যাবস্থান সত্বে ও তাদৃশী মুক্তাবস্থা দেখিয়া মনে মনে শান্তিলাভ করিলেন, (অর্থাৎ তিনি বুঝিলেন যে জীব, সংসারে নির্লিপ্ত হইয়া সংসারী হইলেও দুঃখভাগী হয় না।) ॥ ৩৮—৩৯ ॥ অনন্তর, শুকদেব, যোগমার্গাবলম্বী হইলেও পিতৃকুলের গৌরববর্দ্ধনকারি পুত্রোৎপাদনক্ষমা পীবরী না[illegible] সর্ব্বসুলক্ষণা একটী সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিলেন ॥ ৪০ ॥ পরে সেই কন্যা[illegible]র্ভে শুকদেবের ঔরসে, কৃষ্ণ, গৌরপ্রভ, ভূরি ও দেবশ্রুত নামে চারিটী পুত্র এবং [illegible]তী নামে একটী কন্যা উৎপন্ন হইল। পরে, মহাযোগী ব্যাসপুত্র শুকদেব বিভ্রা[illegible]ত্র মহাত্মা অণুহকে ঐ কন্যাটী সম্প্রদান করিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥ অনন্তর, সেই শু[illegible]র্ভে অণুহ-ঔরসে

কালেন কিয়তা তত্র নারদস্যোপদেশতঃ।
জ্ঞানং পরমকং প্রাপ্য যোগমার্গমনুত্তমম্ ॥ ৪৪ ॥
পুত্রে রাজ্যং নিধায়াথ গতো বদরিকাশ্রমম্।
মায়াবীজোপদেশেন তস্য জ্ঞানং নিরর্গলম্।
নারদস্য প্রসাদেন জাতং সদ্যো বিমুক্তিদম্ ॥ ৪৫ ॥
কৈলাসশিখরে রম্যে ত্যক্ত্বা সঙ্গং পিতুঃ শুকঃ।
ধ্যানমাস্থায় বিপুলং স্থিতঃ সঙ্গপরাঙ্মুখঃ ॥ ৪৬ ॥
উৎপপাত গিরেঃ শৃঙ্গাৎ সিদ্ধিঞ্চ পরমাঙ্গতঃ।
আকাশগো মহাতেজা বিররাজ যথা রবিঃ ॥ ৪৭ ॥
গিরেঃ শৃঙ্গং দ্বিধা জাতং শুকস্যোৎপতনে তদা।
উৎপাতা বহবো জাতাঃ শুকশ্চাকাশগোঽভবৎ ॥ ৪৮ ॥
অন্তরিক্ষে যথা বায়ুস্তূয়মানঃ সুরর্ষিভিঃ।
তেজসাতিবিরাজন্ বৈ দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥ ৪৯ ॥

পুত্রো অণুহনামা ॥ ৪২ ॥ ব্রহ্মদত্তনামকঃ শুকদৌহিত্রঃ ॥ ৪৩—৪৪ ॥ নারদেন মায়াবীজস্য ভুবনেশ্বরীমন্ত্রস্যোপদেশঃ কৃতস্তৎপ্রভাবেণ শ্রীপ্রসাদাত্তস্য জ্ঞানমভবৎ ॥ ৪৫ ॥

শুককথামাহ কৈলাসেতি ॥ ৪৬ ॥ ধ্যানমাস্থায়েতি। গৃহস্থাশ্রমে এব কর্ম্মোপাসনাযোগাদিভিঃ পক্ককষায়ে জাতে সতীতি শেষঃ। সিদ্ধিং চেতি। অণিমাদিকাং সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ॥৪৭॥ মহাতেজাঃ সদেহ এবেতোনির্গতঃ সূর্য্যবদ্বিররাজাকাশে গিরেঃ শৃঙ্গং দ্বিধাজাতমিতি। মহাপুরুষবিয়োগেনেত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥ যথা বায়ুরিতি সূত্রাত্মেত্যর্থঃ ॥ ৪৯—৫১ ॥ সর্ব্বভূতগত ইতি।

ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ প্রতাপশালী রাজাধিরাজ ব্রহ্মদত্ত উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ৪৩ ॥ কিছুকাল গত হইলে অণুহ দেবর্ষি নারদের উপদেশপ্রভাবে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগমার্গানুসারী জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন ॥৪৪॥ পরে সময় বুঝিয়া পুত্রে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করেন। মহামায়া ভুবনেশ্বরীর বীজমন্ত্র প্রভাবে তাঁহার নির্ম্মল জ্ঞানলাভ হইয়াছিল ॥ ৪৫ ॥

এদিকে শুকদেবও (ব্রহ্মর্ষি নারদপ্রসাদে মুক্তিপ্রদ জ্ঞানলাভ করিয়া) পিতৃসঙ্গ পরিত্যাগ করত রমণীয় কৈলাসশিখরে গমন করিলেন। তাহার পর সমস্ত বিষয়াসক্তিতে পরাঙ্মুখ হইয়া গভীরতর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। অনন্তর অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া কৈলাসশৃঙ্গ হইতে আকাশে উৎপতিত হইলেন এবং আকাশগত হইয়া প্রদীপ্যমান দিবাকরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥ শুকদেব যখন আকাশে উৎপতিত হন, তখন পর্ব্বতশৃঙ্গ দ্বিধা হইল এবং নানাবিধ উৎপাত হইতে লাগিল ॥৪৮॥ শুকদেবকে আকাশমার্গে তেজ দ্বারা দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় বিরাজ করিতে দেখিয়া দেবর্ষিগণ স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর, শুকদেব অন্তরীক্ষে বায়ুর ন্যায় সর্ব্বপদার্থের অন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৪৯ ॥ এদিকে

ব্যাসস্তু বিরহাক্রান্তঃ ক্রন্দন্ পুত্রেতি চাঽসকৃৎ।
গিরেঃ শৃঙ্গে গতস্তত্র শুকো যত্র স্থিতোঽভবৎ॥ ৫০ ॥
ক্রন্দমানস্তদা দীনং ব্যাসং মত্বা শ্রমাকুলম্।
সর্ব্বভূতগতঃ সাক্ষী প্রতিশব্দমদাত্তদা॥ ৫১ ॥
তত্রাদ্যাপি গিরেঃ শৃঙ্গে প্রতিশব্দঃ স্ফুটোঽভবৎ॥ ৫২ ॥
রুদন্তস্তং সমালক্ষ্য ব্যাসং শোকসমন্বিতম্।
পুত্রপুত্রেতি ভাষন্তং বিরহেণ পরিপ্লুতম্।
শিবস্তত্র সমাগত্য পারাশর্য্যমবোধয়ৎ॥ ৫৩ ॥
ব্যাস! শোকং মা কুরু ত্বং পুত্রস্তে যোগবিত্তমঃ।
পরমাঙ্গতিমাপন্নো দুর্ল্লভাঙ্কাকৃতাত্মভিঃ॥ ৫৪ ॥
তস্য শোকো ন কর্ত্তব্যস্ত্বয়াঽশোকং বিজানতা।
কীর্ত্তিস্তে বিপুলা জাতা তেন পুত্রেণ চানঘ!॥ ৫৫ ॥

অনেন চ বাক্যেন শুক আকাশং প্রতি গতো ব্যষ্টিদেহং সমষ্টৌ বিলুপ্য ব্যাপকরূপেণ স্থিত ইত্যবগম্যতে। প্রতিশব্দমিতি। তব মম চাত্মরূপেণাভেদ এবাস্তি কিমিতি মদর্থং শোকঃ ক্রিয়তে ইত্যেবং প্রতিশব্দ ইত্যর্থঃ। পরমাঙ্গতিং ব্রহ্মরূপত্বম্॥ ৫২—৫৪॥ অশোকং ব্রহ্ম বিজানতা ত্বয়া ব্রহ্মরূপেণ স্থিতস্য শুকস্য স্বস্য চ ভেদাভাবেন তন্নাশতদ্বিয়োগশঙ্কয়া বা শোকো ন কর্ত্তব্য ইত্যাহ তস্যেতি॥ ৫৫—৫৬॥

বেদব্যাস পুত্রবিরহে কাতর হইয়া পুত্র পুত্র বলিয়া বারংবার আহ্বান করিতে করিতে, যে পর্ব্বতশৃঙ্গে শুকদেব ছিলেন সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন॥ ৫০॥ অন্তর্যামি পুরুষের ন্যায় সর্ব্বভূতের অন্তর্গত শুকদেব সেই সময় ব্যাসদেবকে শ্রমাতুর এবং দীনভাবে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া বৃক্ষ ও পর্ব্বত প্রভৃতি হইতে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন॥ ৫১॥ ঋষিগণ! শুকদেব শোকসমন্বিত ব্যাসদেবকে রোরুদ্যমান দেখিয়া জড় পদার্থ হইতে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্যাপিও সেই শৃঙ্গে স্পষ্টরূপে প্রতিশব্দ হইয়া থাকে॥৫২॥

ঋষিগণ! মহাদেব, ব্যাসদেবকে বিরহকাতর এবং পুত্র পুত্র বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন॥ ৫৩॥ ব্যাস! তুমি আর বৃথা শোক করিও না; দেখ তোমার পুত্র পরম যোগী। সামান্য ব্রহ্মজ্ঞান-শূন্য ব্যক্তিরা যাহা কখনই লাভ করিতে পারে না তিনি সেই পরম গতি লাভ করিয়াছেন॥৫৪॥ বেদব্যাস! তুমি সর্ব্বশোকাদি-বর্জ্জিত ব্রহ্মকে জানিয়াও পুত্রের জন্য বৃথা শোক করিতেছ কেন? বিশেষতঃ তুমি অবিদ্যামূলক সমস্ত পাপরাশি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছ, [illegible] তোমার এরূপ শোক দুঃখে অভিভূত হওয়া উচিত নহে। ফলতঃ এই পুত্র দ্বারা তোমার সুমহৎ যশোলাভ হইবে সন্দেহ নাই॥ ৫৫॥

ব্যাস উবাচ।

ন শোকো যাতি দেবেশ! কিং করোমি জগৎপতে!।
অতৃপ্তে লোচনে মেঽদ্য পুত্রদর্শনলালসে ॥ ৫৬ ॥

মহাদেব উবাচ।

ছায়াং দ্রক্ষ্যসি পুত্রস্য পার্শ্বস্থাং সুমনোহরাম্।
তাং বীক্ষ্য মুনিশার্দ্দূল! শোকং জহি পরন্তপ! ॥ ৫৭ ॥

সূত উবাচ।

তদা দদর্শ ব্যাসস্তু ছায়াং পুত্রস্য সুপ্রভাম্।
দত্ত্বা বরং হরস্তস্মৈ তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ৫৮ ॥
অন্তর্হিতে মহাদেবে ব্যাসঃ স্বাশ্রমমভ্যগাৎ।
শুকস্য বিরহেণাপি তপ্তঃ পরমদুঃখিতঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে শুকবিবাহাদিবর্ণনো নাম একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

ছায়ামিতি। পুত্রসমানাকৃতিম্ ॥ ৫৭—৫৯ ॥ শ্রীদেবীভাগবতশ্রবণেন শুকস্যৈতৎ ফলং জাতং এতাদৃশোঽয়ং শ্রীদেবীভাগবতশ্রবণমহিমেত্যবান্তরতাৎপর্য্যম্ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে প্রথমস্কন্ধে
একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

ব্যাসদেব মহাদেব বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন। দেবদেব! আপনি বিশ্ব জগতের পতি সুতরাং আমার অন্তরের বিষয় আপনার কিছুই অগোচর নাই, প্রভো! পুত্র বিরহ জন্য আমার এই দুর্ভর শোক কিছুতেই অপনীত হইতেছে না। আমি কি করি। আমার লোচনদ্বয় পুত্রসন্দর্শনে এখনও অতৃপ্ত রহিয়াছে ॥ ৫৬ ॥

মহাদেব কহিলেন। মুনিবর! তোমার পুত্রের প্রিয়দর্শন প্রতিবিম্ব এই পার্শ্বে রহিয়াছে দেখ? ইহা দেখিয়াই পুত্রশোক নিবারণ কর ॥ ৫৭ ॥

সূত কহিলেন। ঋষিগণ! অনন্তর বেদব্যাস পুত্রের সেই সুন্দর ছায়া দর্শন করিলেন। মহাদেব ও তাঁহাকে বর প্রদান করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৫৮ ॥ এইরূপে মহাদেব অন্তর্হিত হইলে ব্যাসদেব শুকবিরহে অতিশয় দুঃখিত হইয়া নিজাশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ৫৯ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে শুকবিবাহাদিবর্ণন নামক একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

---

* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে অর্দ্ধাধিক অষ্টপঞ্চাশৎশ্লোক।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

শুকস্তু পরমাং সিদ্ধিমাপ্তবান্ দেবসত্তমঃ।
কিং চকার ততো ব্যাসস্তন্নো ব্রূহি সবিস্তরম্ ॥ ১ ॥

সূত উবাচ।

শিষ্যা ব্যাসস্য যেঽপ্যাসন্ বেদাভ্যাসপরায়ণাঃ।
আজ্ঞামাদায় তে সর্ব্বে গতাঃ পূর্ব্বং মহীতলে ॥ ২ ॥
অসিতো দেবলশ্চৈব বৈশম্পায়ন এব চ।
জৈমিনিশ্চ সুমন্তশ্চ গতাঃ সর্ব্বে তপোধনাঃ ॥ ৩ ॥
তানেতান্বীক্ষ্য পুত্রঞ্চ লোকান্তরিতমপ্যুত।
ব্যাসঃ শোকসমাক্রান্তো গমনায়াকরোন্মতিম্ ॥ ৪ ॥

চতুঃ সপ্ততিপদ্যেস্তু শুকনির্গমনোত্তরম্।
ব্যাসশ্চ কারয়ৎকৃত্যং তৎসমাসেন কথ্যতে ॥

এতাবৎপর্য্যন্তং কথং শুকেন পুরাণমধীতমিতি প্রথমপ্রশ্নস্যোত্তরং দত্তং মধ্যে প্রসঙ্গাগতাঃ কথাশ্চোক্তা ইদানীং শ্রীদেবীভাগবতপ্রতিপাদকাচার্য্যস্য ব্যাসস্য গুরোঃ কথাং গুরুভক্তা ঋষয়ঃ পৃচ্ছন্তি শুকাবিতি। তন্নো ব্রূহীতি। যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মন ইতি শ্রুতেরস্মভ্যং শ্রীগুরোঃ কথাং ব্রূহীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১—৩ ॥

পূর্ব্বং শিষ্যা আজ্ঞামাদায় গতাস্তজ্জন্যং দুঃখং জাতমেবাচার্য্যস্য পরন্তু শুকদেবমুখেন তন্নষ্টং শুকদেবনির্গমনে তু তদুভয়মপ্যেকবারমেব দুঃখং প্রাদুর্ভূতমিত্যাহ ব্যাসঃ শোকসমা-

---

ঋষিগণ কহিলেন। সূত! দেবতুল্য পরমযোগী শুকদেব সর্ব্বোৎকৃষ্ট অণিমাদি সিদ্ধি লাভ করিলে পর বেদব্যাস কি করিলেন ইহা আমাদিগকে বিস্তার পূর্ব্বক বল ॥ ১ ॥

সূত, ঋষিগণের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ঋষিগণ! পূর্ব্বেই ব্যাসদেবের অসিত দেবল বৈশম্পায়ন জৈমিনি এবং সুমন্ত প্রভৃতি এবং অন্যান্য যে সকল বেদাভ্যাসরত শিষ্য ছিল, তাহারা পাঠান্তে গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া মহীতলে ধর্ম্ম প্রচার জন্য প্রস্থান করিয়াছিলেন। এক্ষণে, ব্যাসদেব তাহাদিগকে পৃথিবীগত এবং পুত্র শুকদেবকে লোকান্তরিত দেখিয়া অতিশয় শোকাকুল হইলেন এবং সে স্থান হইতে অন্যত্র গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ২—৪ ॥ পরে জন্মস্থানে যাইব, ইহা স্থির করিয়া গঙ্গাতীরে যাইয়া পূর্ব্ব-পরিত্যক্ত

সস্মার মনসা ব্যাসস্তাং নিষাদসুতাং শুভাম্ ।
মাতরং জাহ্নবীতীরে মুক্তাং শোকসমন্বিতাম্ ॥ ৫ ॥

স্মৃত্বা সত্যবতীং ব্যাসস্ত্যক্ত্বা তং পর্ব্বতোত্তমম্ ।
আজগাম মহাতেজা জন্মস্থানং স্বকং মুনিঃ ॥ ৬ ॥

দ্বীপং প্রাপ্যাথ পপ্রচ্ছ ক্ব গতা সা বরাননা ।
নিষাদাস্তং সমাচখ্যুর্দ্দত্তা রাজ্ঞে তু কন্যকা ॥ ৭ ॥

দাশরাজোঽপি সংপূজ্য ব্যাসং প্রীতিপুরঃসরম্ ।
স্বাগতেনাভিসৎকৃত্য প্রোবাচ বিহিতাঞ্জলিঃ ॥ ৮ ॥

দাশরাজ উবাচ ।

অদ্য মে সফলং জন্ম পাবিতং নঃ কুলং মুনে ! ।
দেবানামপি দুর্দ্দর্শং যজ্জাতং তব দর্শনম্ ॥ ৯ ॥

যদর্থমাগতোঽসি ত্বং তদ্ব্রূহি দ্বিজসত্তম ! ।
অপি দারা ধনং পুত্রাস্ত্বদায়ত্তমিদং বিভো ! ॥ ১০ ॥

ক্রান্ত ইতি। এতাদৃশমহানুভাবানামপি সংসারজন্যক্লেশসম্ভবান্ন সংসারে আসক্তো ভবেৎ কিন্তু তস্মাদ্বিরজ্যেতৈবেতি তু রহস্যম্ ॥ ৪ ॥ মুক্তামিতি। ব্যাসস্য পুলিনে জন্মোত্তরং ব্যাসং গৃহীত্বা গতেন পরাশরেণ মুক্তাঽপি ব্যাসেন মুক্তা জাতৈবেত্যভিপ্রায়েণেয়মুক্তিঃ ॥ ৫—৬ ॥ (দত্তেতি। রাজ্ঞে শন্তনবে কন্যকা সত্যবতী দত্তা দাশরাজেনেতি শেষঃ ॥ ৭ ॥) দাশরাজোপীতি। স চ সত্যবত্যাঃ পিতা ॥ ৮—৯ ॥ (যদর্থমিতি। হে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ! অধুনা কিমর্থং মৎসমীপে আগতোঽসি তদ্বদ মম স্ত্রীপুত্রধনাদিকং যৎকিঞ্চিদস্তি তৎ সর্ব্বং তদধীনমেব বিদ্ধি যতস্ত্বং সর্ব্বব্যাপীশ্বরবৎ সর্ব্বত্র বর্ত্তসে ॥ ১০ ॥)

শোকাকুল কল্যাণস্বরূপিণী জননী ধীবরকন্যা সত্যবতীকে মনে মনে স্মরণ করিলেন। পরে সেই স্বর্গসদৃশ সুখাবহ পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া নিজ জন্মস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫—৬ ॥ অনন্তর যে দ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই দ্বীপে আসিয়া তত্রত্য ধীবরগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সেই চারুমুখী ধীবর-রাজকন্যা এক্ষণে কোথায় আছেন ? ধীবরগণ বেদব্যাসের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল, ধীবররাজ শন্তনু রাজাকে সেই কন্যা প্রদান করিয়াছেন ॥ ৭ ॥ অনন্তর, ধীবররাজ ব্যাসদেবকে সমাগত দেখিয়া প্রীতিসহকারে পূজা এবং স্বাগত সম্ভাষণ দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক বলিল ॥ ৮ ॥ মুনিবর ! যখন, দেবগণেরও দুর্লভ আপনার এই দর্শন লাভ করিলাম, তখন আজ আমার জন্ম সার্থক হইল এবং আজ আমার কুলকে আপনি পবিত্র করিলেন ॥ ৯ ॥ দ্বিজবর ! কিজন্য আসিয়াছেন তাহা বলুন, আমার স্ত্রী পুত্র ধন যাহা কিছু আছে তৎসমুদায়ই আপনার অধীন বলিয়া জানিবেন ॥ ১০ ॥

সরস্বত্যাস্তটে রম্যে চকারাশ্রমমণ্ডলম্।
ব্যাসস্তপঃসমাযুক্তস্তত্রৈবাস সমাহিতঃ ॥ ১১ ॥
সত্যবত্যাঃ সুতৌ জাতৌ শন্তনোরমিতদ্যুতেঃ।
মত্বা তৌ ভ্রাতরৌ ব্যাসঃ সুখমাপ বনে স্থিতঃ ॥ ১২ ॥
চিত্রাঙ্গদঃ প্রথমজো রূপবান্ শত্রুতাপনঃ।
বভূব নৃপতেঃ পুত্রঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতঃ ॥ ১৩ ॥
বিচিত্রবীর্য্যনামাসৌ দ্বিতীয়ঃ সমজায়ত।
সোঽপি সর্ব্বগুণোপেতঃ শন্তনোঃ সুখবর্দ্ধনঃ ॥ ১৪ ॥
গাঙ্গেয়ঃ প্রথমস্তস্য মহাবীরো বলাধিপঃ।
তথৈব তৌ সুতৌ জাতৌ সত্যবত্যা মহাবলৌ ॥ ১৫ ॥
শন্তনুস্তান্ সুতান্ বীক্ষ্য সর্ব্বলক্ষণসংযুতান্।
অমংস্তাজয্যমাত্মানং* দেবাদীনাং মহামনাঃ ॥ ১৬ ॥
অথ কালেন কিয়তা শন্তনুঃ কালপর্য্যয়াৎ।
তত্যাজ দেহং ধর্ম্মাত্মা দেহী জীর্ণমিবাম্বরম্ ॥ ১৭ ॥

সরস্বত্যা ইতি। তৎপ্রার্থনোত্তরং তস্য যথাযোগ্যমুত্তরং দত্ত্বা সরস্বতীতীরে তপশ্চর্য্যার্থমাশ্রমং চকারেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ শন্তনোঃ সকাশাদিতি শেষঃ। মত্বেতি। মম ভ্রাতরৌ সুখিনৌ স্ত ইতি মত্বা ॥ ১২ ॥ প্রথমশ্চিত্রাঙ্গদঃ ॥ ১৩ ॥ দ্বিতীয়ো বিচিত্রবীর্যঃ ॥ ১৪ ॥ তয়োঃ পূর্ব্বং গঙ্গাতো রাজ্ঞঃ শন্তনোঃ সকাশাৎ প্রথমতঃ পুত্রো গাঙ্গেয়নামকো জাতঃ অনন্তরং সত্যবত্যাং পুত্রদ্বয়ং জাতম্ ॥ ১৫—১৬ ॥

(শন্তনুরিতি। যথা শরীরী জীবঃ জীর্ণবস্ত্রাদিকং পরিত্যজতি তথা শন্তনুঃ কালধর্ম্মেণ জীর্ণং

বেদব্যাস এইরূপে নিজজননী সত্যবতীর বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রমণীয় সরস্বতীতীরে আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন এবং সেই স্থানেই সমাহিতচিত্তে তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন ॥ ১১ ॥ এদিকে অতুলতেজস্বীশন্তনুরাজ-ঔরসে সত্যবতীগর্ভে দুইটী পুত্র উৎপন্ন হইল। বেদব্যাস তাহাদিগকে নিজ ভ্রাতা বলিয়া জানিতে পারিয়া বনবাসী হইলেও অতিশয় সুখলাভ করিলেন ॥ ১২ ॥ শন্তনুরাজার পুত্র দুইটীর মধ্যে চিত্রাঙ্গদ জ্যেষ্ঠ অতিশয় রূপবান্ ও সর্ব্বলক্ষণবিভূষিত এবং কনিষ্ঠ বিচিত্রবীর্য্য ও সর্ব্বগুণযুক্ত ছিল ; ইহাতে নৃপতি শন্তনুর অতিশয় সুখ বৃদ্ধি হইয়াছিল ॥ ১৩—১৪ ॥ ঋষিগণ! শন্তনুরাজের সত্যবতীগর্ভে এই দুই মহাবল পুত্র হইয়াছিল ; পরন্তু, ইহার পূর্ব্বেই মহাবল পরাক্রান্ত মহাবীর ভীষ্ম গঙ্গাগর্ভে সম্ভূত হওয়ায় সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র তিনিই ছিলেন। নৃপতি শন্তনু সর্ব্বলক্ষণ-বিভূষিত এই পুত্রগণকে দেখিয়া আপনাকে দেবগণেরও অজেয় বিবেচনা করিলেন ॥ ১৫—১৬ ॥

---

* অমংস্তানৃণাম্। ইতি বা পাঠঃ।

কালধর্ম্মং গতে রাজ্ঞি ভীষ্মশ্চক্রে বিধানতঃ।
প্রেতকার্য্যাণি সর্ব্বাণি দানানি বিবিধানি চ ॥ ১৮ ॥
চিত্রাঙ্গদং ততো রাজ্যে স্থাপয়ামাস বীর্য্যবান্।
স্বয়ং ন কৃতবান্ রাজ্যং তস্মাদ্দেবব্রতোঽভবৎ ॥ ১৯ ॥
চিত্রাঙ্গদস্তু বীর্য্যেণ প্রমত্তঃ পরদুঃখদঃ।
বভূব বলবান্ বীরঃ সত্যবত্যাত্মজঃ শুচিঃ ॥ ২০ ॥
অথৈকদা মহাবাহুঃ সৈন্যেন মহতা বৃতঃ।
প্রচচার বনোদ্দেশান্ পশ্যন্ বধ্যান্ মৃগান্ রুরূন্ ॥ ২১ ॥
চিত্রাঙ্গদস্তু গন্ধর্ব্বো দৃষ্ট্বা তং মার্গগং নৃপম্।
উত্ততারান্তিকং ভূমের্ব্বিমানবরমাস্থিতঃ ॥ ২২ ॥
তত্রাভূচ্চ মহদ্‌যুদ্ধং তয়োঃ সদৃশবীর্য্যয়োঃ*।
কুরুক্ষেত্রে মহাস্থানে ত্রীণি বর্ষাণি তাপসাঃ! ॥ ২৩ ॥

শরীরং তত্যাজেত্যন্বয়ঃ ॥১৭॥) ভীষ্ম ইতি। তস্য জ্যেষ্ঠপুত্রত্বাৎ পিতৃকার্য্যেঽধিকারঃ ॥ ১৮ ॥ চিত্রাঙ্গদমিতি। পিতরি মৃতে স্বস্য রাজ্যাধিকারসত্ত্বেঽপি পিতরং প্রতি নাহং রাজ্যং বিবাহং বা করিষ্যামি ত্বং সত্যবতীং বৃণু ইতি সত্যবতীবিবাহসময়ে প্রতিজ্ঞাতত্বাচ্চিত্রাঙ্গদং সত্যবতীজ্যেষ্ঠ-পুত্রমেব রাজ্যে স্থাপয়ামাস। তাদৃশসত্যরূপস্য দেবানাং ব্রতস্য পরিপালনাদ্দেবব্রতনামা-ঽভবৎ ॥ ১৯—২২ ॥ (সদৃশং তুল্যং বীর্য্যং যয়োস্তয়োঃ উভাবেব পরাক্রমশালিনাবিত্যর্থঃ।

অনন্তর, কিছু কাল গত হইলে পর কালগতিবশত লোকে যেমন জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে, ধার্ম্মিকপ্রবর শন্তনুরাজ সেইরূপ দেহ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ১৭ ॥ রাজা মৃত হইলে ভীষ্মদেব যথাবিধি তাঁহার প্রেতকার্য্য সকল এবং তাঁহার স্বর্গ কামনায় নানাবিধ দান করিলেন ॥ ১৮ ॥ অনন্তর, তিনি অতিশয় পরাক্রমশালী হইলেও পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা পালন জন্য স্বয়ং রাজ্য না করিয়া সত্যবতীর জ্যেষ্ঠপুত্র চিত্রাঙ্গদকে রাজ্যে স্থাপন করিলেন। ঋষিগণ! ভীষ্মদেব এই সত্যব্রত পালন করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে দেবব্রত বলিয়া আহ্বান করিয়া থাকে ॥১৯॥ এদিকে, সেই সত্যবতী-তনয় ধর্ম্মাত্মা চিত্রাঙ্গদও এতদূর বলবান্ ও বীর্য্যোন্মত্ত বীরপুরুষ হইয়াছিলেন যে, শত্রুগণ তাঁহাকে দেখিলেই অতিশয় দুঃখিত হইত ॥২০॥ অনন্তর, এক দিবস মহাবাহু চিত্রাঙ্গদ সৈন্যপরিবৃত হইয়া মৃগয়া উপলক্ষে নানাজাতীয় মৃগপশুর বধ জন্য বনে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ২১ ॥ এদিকে, চিত্রাঙ্গদ নামে গন্ধর্ব্ব রাজাকে পথিমধ্যে দেখিতে পাইয়া বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২২ ॥ ঋষিগণ! এই সমান বলশালী রাজদ্বয় একত্র মিলিত হইলে, সেই

---

* সদৃশনাময়োঃ। ইতি বা পাঠঃ।

ইন্দ্রলোকমবাপাশু গন্ধর্ব্বেণ হতো রণে।
ভীষ্মঃ শ্রুত্বা চকারাশু তস্যৌর্দ্ধদেহিকং তদা॥ ২৪॥
গাঙ্গেয়ঃ কৃতশোকস্তু মন্ত্রিভিঃ পরিবারিতঃ।
বিচিত্রবীর্য্যনামানং রাজ্যেশঞ্চ চকার হ॥ ২৫॥
মন্ত্রিভির্বোধিতা পশ্চাদ্‌গুরুভিশ্চ মহাত্মভিঃ।
স্বপুত্রং রাজ্যগং দৃষ্ট্বা পুত্রশোকহতাপি চ* ॥ ২৬॥
সত্যবত্যতিসন্তুষ্টা বভূব বরবর্ণিনী।
ব্যাসোঽপি ভ্রাতরং শ্রুত্বা রাজানং মুদিতোঽভবৎ॥ ২৭॥
যৌবনং পরমং প্রাপ্তঃ সত্যবত্যাঃ সুতঃ শুভঃ।
চকার চিন্তাং ভীষ্মোঽপি বিবাহার্থং কনীয়সঃ॥ ২৮॥
কাশিরাজসুতাস্তিস্রঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতাঃ।
তেন রাজ্ঞা বিবাহার্থং স্থাপিতাশ্চ স্বয়ংবরে॥ ২৯॥

ত্রীণি বর্ষাণি ব্যাপ্য ইত্যর্থঃ॥ ২৩॥ ইন্দ্রলোকমিতি। ইন্দ্রলোকং স্বর্গম্। ধর্ম্মযুদ্ধেন হি বীরাঃ স্বর্গমাপ্নুবন্তীতি প্রসিদ্ধিঃ ॥২৪॥) বিচিত্রবীর্য্যনামানমিতি দ্বিতীয়ং পুত্রম্ ॥২৫—২৬॥ অতিসন্তুষ্টেতি। চিত্রাঙ্গদে হতে ভীষ্মস্য রাজ্যাধিকারসত্বেঽপি মৎপুত্রায়ৈব রাজ্যং দত্তমিতি

মহাপবিত্র স্থান কুরুক্ষেত্রে তিন বর্ষকাল ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল॥ ২৩॥ পরে চিত্রাঙ্গদ নৃপতি গন্ধর্ব্ব কর্তৃক নিহত হইয়া (ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম রক্ষার জন্য) তৎক্ষণাৎ স্বর্গে গমন করিলেন। এদিকে ভীষ্মদেব চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য নিষ্পন্ন করিলেন এবং ভ্রাতৃবিয়োগে অতিশয় শোকান্বিত হইয়া মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করত চিত্রাঙ্গদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যকে রাজ্যেশ্বর করিলেন॥২৪—২৫॥ সত্যবতী পুত্রশোকে অতিশয় পীড়িতা হইলেও মহাত্মা মন্ত্রিগণ ও গুরুগণ কর্তৃক প্রবোধিত হইয়া এবং কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। এদিকে ব্যাসদেবও ভ্রাতা রাজ্যেশ্বর হইয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন॥ ২৬—২৭॥

অনন্তর, কিছু কাল গত হইলে সত্যবতীপুত্র বিচিত্রবীর্য্যের যৌবন কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। ভীষ্মদেব ইহা দেখিয়া কনিষ্ঠের বিবাহ নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন॥ ২৮॥ ঋষিগণ! এদিকে কাশীরাজের সর্ব্বলক্ষণ-বিভূষিত তিনটী কন্যা যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছিল। কাশীরাজ তাহাদের বিবাহ জন্য স্বয়ংবর-সভা স্থাপন করিয়াছিলেন॥ ২৯॥

---

* কৃতাভিষেকঃ সচিবৈর্দ্বিজৈর্বেদবিত্তমৈঃ। রাজ্যং চকার ধর্ম্মাত্মা ভীষ্মস্যানুমতে স্থিতঃ॥
ইতি বা পাঠান্তরঃ।

রাজানো রাজপুত্রাশ্চ সমাহূতাঃ সহস্রশঃ।
ইচ্ছাস্বয়ংবরার্থং বৈ পূজ্যমানাঃ সমাগতাঃ ॥ ৩০ ॥
তত্র ভীষ্মো মহাতেজাস্তা জহার বলেন বৈ।
নির্ম্মথ্য রাজকং সর্ব্বং রথেনৈকেন বীর্য্যবান্ ॥ ৩১ ॥
স জিত্বা পার্থিবান্ সর্ব্বাংস্তাশ্চাদায় মহারথঃ।
বাহুবীর্য্যেণ তেজস্বী হ্যাসসাদ গজাহ্বয়ম্ ॥ ৩২ ॥
মাতৃবদ্ভগিনীবচ্চ পুত্রীবচ্চিন্তয়ন্ কিল।
তিস্রঃ সমানায়ামাস কন্যকা বামলোচনাঃ ॥ ৩৩ ॥
সত্যবত্যৈ নিবেদ্যাশু দ্বিজানাহূয় সত্বরঃ।
দৈবজ্ঞান্ বেদবিদুষঃ পর্য্যপৃচ্ছচ্ছুভং দিনম্ ॥ ৩৪ ॥
কৃত্বা বিবাহসম্ভারং যদা তং ভ্রাতরং নিজম্।
বিচিত্রবীর্য্যং ধর্ম্মিষ্ঠং বিবাহয়তি তা যদা ॥ ৩৫ ॥
তদা জ্যেষ্ঠাপ্যুবাচেদং কন্যকা জাহ্নবীসুতম্।
লজ্জমানাঽসিতাপাঙ্গী তিসৃণাং চারুলোচনা ॥ ৩৬ ॥

হেতোরিত্যর্থঃ ॥ ২৭—৩৪ ॥ তা যদেতি। তাস্তিস্রঃ কন্যাঃ। তিসৃণাং মধ্যে জ্যেষ্ঠেত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ (তদেতি। তদা উদ্বাহোদ্যমসময়ে জ্যেষ্ঠা অসিতাপাঙ্গী অম্বা লজ্জমানা সতী জাহ্নবীসুতং ভীষ্মমুবাচ। অসিতৌ অপাঙ্গৌ নেত্রান্তভাগৌ যস্যাঃ। তিসৃণামিতি নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী। তিসৃণাং মধ্যে ইত্যর্থঃ। চারুণী মনোজ্ঞে লোচনে যস্যাঃ ॥ ৩৬ ॥ কিমুবাচেত্যত্রাহ।

নানাদেশ হইতে সহস্র সহস্র রাজা এবং রাজপুত্র সকল নিমন্ত্রিত হইল। তাঁহারা সকলেই সাদরে পূজিত হইয়া স্বয়ংবর-সভায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩০ ॥ তাহার পর, মহাপ্রতাপশালী বলবান্ ভীষ্মদেব সেই সভায় একাকী সমস্ত রাজগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া কাশিরাজ কন্যাগণকে বল পূর্ব্বক হরণ করিলেন এবং তাঁহাদিগকে লইয়া হস্তিনাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩১—৩২ ॥ ভীষ্মদেব (স্বয়ং বিবাহ করিবেন না এই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য) সেই চারুলোচনা কন্যাগণকে হরণ করিয়া আনিবার সময় তাহাদিগকে মাতৃ, ভগিনী বা কন্যার ন্যায় বিবেচনা করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥ অনন্তর, (কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবির্য্যের বিবাহ জন্য) সত্যবতীকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইয়া, শীঘ্র দৈবতত্ত্বাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া বিবাহের শুভ দিন জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩৪ ॥ পরে দিন স্থির হইলে, ভীষ্ম বিবাহোপযোগী সমস্ত উপকরণ সংগ্রহ পূর্ব্বক যেমন, কাশীরাজের সেই তিনটী কন্যার সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধার্ম্মিকপ্রবর বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ জন্য উদ্যোগী হইবেন, অমনি সেই সময়, কন্যা তিনটীর মধ্যে জ্যেষ্ঠ কন্যাটী লজ্জাবনতমুখী হইয়া তাঁহাকে বলিল ॥ ৩৫—৩৬ ॥

গঙ্গাপুত্র! কুরুশ্রেষ্ঠ! ধর্ম্মজ্ঞ! কুলদীপক!।
ময়া স্বয়ংবরে শাল্বো বৃতোঽস্তি মনসা নৃপঃ॥ ৩৭॥
বৃতাঽহং তেন রাজ্ঞা বৈ চিত্তে প্রেমসমাকুলে।
যথাযোগ্যং কুরুষ্বাদ্য কুলস্যাস্য পরন্তপ!॥ ৩৮॥
তেনাহং বৃতপূর্ব্বাস্মি ত্বঞ্চ ধর্ম্মভৃতাং বরঃ।
বলবানসি গাঙ্গেয়! যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৩৯॥

সূত উবাচ।

এবমুক্তস্তয়া তত্র কন্যয়া কুরুনন্দনঃ।
অপৃচ্ছদ্ব্রাহ্মণান্ বৃদ্ধান্ মাতরং সচিবাংস্তথা॥ ৪০॥
সর্ব্বেষাং মতমাজ্ঞায় গাঙ্গেয়ো ধর্ম্মবিত্তমঃ।
গচ্ছেতি কন্যকাং প্রাহ যথারুচি বরাননে!॥ ৪১॥

গঙ্গাপুত্রেতি। কুরুষুশ্রেষ্ঠ! ইত্যনেন কুরুকুলমর্য্যাদা অবশ্যং ভবতা রক্ষিতব্যেতি সূচিতম্। স্বয়ংবরে স্বয়ংবরসময়ে ময়া শাল্বনামা নৃপো বৃতঃ। এবং সতি কথমস্মাভিস্তত্র ন দৃষ্ট ইতি চেদিত্যত্রাহ মনসেতি॥ ৩৭॥ ন তু কেবলং ময়া বৃতোঽসৌ কিন্তু তেনাপ্যহমপীতি বিজ্ঞাপয়ন্নাহ বৃতাঽহমিতি। কথং তেন বৃত ইতি চেত্তত্রাহ চিত্তে প্রেম্না সমাকুলে জাতে ইত্যর্থঃ। অতএব হে শত্রুতাপন! অদ্য অধুনা উপস্থিতকার্য্যক্ষেত্রে যথাভিধেয়ং তৎ কুরুষ অনুতিষ্ঠ॥৩৮॥ ইদানীং স্বমুক্তৌ বাধাং নিরাচিকীর্ষু র্ভীষ্মস্য সর্ব্বতঃ প্রভুত্বং বেদয়ন্তী ভূয়োঽপ্যাহ তেনাহমিতি। গাঙ্গেয়! ইত্যনেন সম্বোধনেন ভীষ্মস্য দিব্যশক্তিমত্ত্বাদিকং সূচিতম্। ন তু ত্বং কেবলং বলবান্ কিন্তু ধর্ম্মপালকোঽপ্যসীত্যর্থঃ॥ ৩৯॥

এমুক্তেতি। তয়া কন্যয়া এবং পুরুষান্তরগতচিত্তত্বং বিজ্ঞাপিতঃ কুরুনন্দনো ভীষ্মঃ বৃদ্ধান্ জ্ঞানবৃদ্ধান্ দীর্ঘদর্শিন ইত্যর্থঃ ব্রাহ্মণান্ সচিবাংশ্চ অপৃচ্ছদিত্যন্বয়ঃ॥ ৪০॥ সর্ব্বেষামিতি। ধর্ম্মবিদাং শ্রেষ্ঠতমো গঙ্গানন্দনো ভীষ্মঃ তেষাং পূর্ব্বোক্তানাং মতং বুদ্ধা গচ্ছেতি

কুরুবর! আপনিই কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ বিশেষত পতিতপাবনী গঙ্গার পুত্র সুতরাং ইহলোকে আপনিই একমাত্র ধর্ম্মজ্ঞ; অতএব যাহাতে এই কুল হীন-প্রভ না হয় তাহা অবশ্যই করিবেন। মহাশয়! স্বয়ংবর সভায় আমি মনে মনে শাল্ব নৃপতিকেই বরণ করিয়াছি এবং শাল্বরাজ ও প্রীতি সহকারে মনে মনে আমাকে বরণ করিয়াছেন। অতএব হে শত্রুতাপন! এক্ষণে যাহাতে এই কুলের মত কার্য্য হয় তাহা করুন॥ ৩৭—৩৮॥ গাঙ্গেয়! পূর্ব্বে আমি শাল্বরাজ কর্তৃক বৃত হইয়াছি সন্দেহ নাই; আপনি কেবল বলবান্ নহেন বস্তুত ধর্ম্মজ্ঞগণেরও শ্রেষ্ঠ; অতএব আপনার যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন॥ ৩৯॥

সূত কহিলেন। ঋষিগণ! কাশিরাজ-কন্যা এই সকল কথা বলিলে পর কুরুনন্দন ভীষ্ম কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, মন্ত্রিগণ ও মাতা সত্যবতীকে উপস্থিত কর্ত্তব্যতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ৪০॥ পরে, সেই ধার্ম্মিকপ্রবর ভীষ্ম সকলের মত জানিয়া কন্যাকে বলিলেন। চারুমুখি! আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম, তুমি যথা ইচ্ছা সেই স্থানে

বিসর্জ্জিতাঽথ সা তেন গতা শাল্বনিকেতনম্।
উবাচ তং বরারোহা রাজানং মনসেপ্সিতম্ ॥ ৪২ ॥
বিনির্মুক্তাস্মি ভীষ্মেণ ত্বন্মনস্কেতি ধর্ম্মতঃ।
আগতাঽস্মি মহারাজ! গৃহাণাদ্য করং মম ॥ ৪৩ ॥
ধর্ম্মপত্নী তবাত্যন্তং ভবামি নৃপসত্তম!।
চিন্তিতোঽসি ময়া পূর্ব্বং ত্বয়াহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

শাল্ব উবাচ।

গৃহীতা ত্বং বরারোহে! ভীষ্মেণ পশ্যতো মম।
রথে সংস্থাপিতা তেন ন গ্রহীষ্যে করং তব ॥ ৪৫ ॥
পরোচ্ছিষ্টাঞ্চ কঃ কন্যাং গৃহ্লাতি মতিমান্নরঃ।
অতোঽহং ন গ্রহীষ্যামি ত্যক্তাং ভীষ্মেণ মাতৃবৎ ॥ ৪৬ ॥
রুদতী বিলপন্তী সা ত্যক্তা তেন মহাত্মনা।
পুনর্ভীষ্মং সমাগত্য রুদতী চেদমব্রবীৎ ॥ ৪৭ ॥

কন্যকাং প্রত্যাহ ॥ ৪১ ॥ ভীষ্মেণ তক্তায়াস্তস্যা ভবিতব্যতাং সূচয়ন্নাহ। বিসর্জ্জিতাথেতি। রাজানং শাল্বং মনোগতভাবমুবাচ ॥ ৪২ ॥ বিনির্ম্মুক্তেতি। ত্বন্মনস্কাহমিতি বিজ্ঞায় ভীষ্মেণ, ধর্ম্মতঃ ধর্ম্মহেতোস্ত্যক্তা নত্বহং সতীত্বধর্ম্মাচ্চ্যুতেতি ভাবঃ। অতএব মহারাজ! ইদানীং মম করং পাণিং গৃহাণেত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ ধর্ম্মপত্নীতি। নৈবাহং তে কেবলং ভোগ্যা অপিতু ধর্ম্মপত্নী ভবামীতি ভাবঃ। যতো ময়া ত্বং পূর্ব্বমেব পতিত্বেন চিন্তিতোঽসি তথা ত্বয়া চাহমপি ভার্য্যাভাবেন চিন্তিতাস্মীতি শেষঃ ॥ ৪৪ ॥

শাল্বস্তামস্যাং অন্যপূর্ব্বাং মত্বা নিরাচিকীর্ষুরাহ গৃহীতেতি ॥ ৪৫ ॥ নিরাকরণে বিশেষ-কারণং প্রদর্শয়ন্নাহ পরোচ্ছিষ্টামিতি ॥ ৪৬ ॥ রুদতীতি। তেন মহাত্মনা শাল্বেনাপি ত্যক্তা

যাও? ॥ ৪১ ॥ অনন্তর, সেই নিতম্বিনী কাশিরাজের জ্যেষ্ঠকন্যা, ভীষ্ম কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে পর, নরপতি শাল্বনিকেতনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে চিত্তাভিলষিত সমস্ত বলিল ॥৪২॥ মহারাজ! ভীষ্মদেব, আমাকে আপনার প্রতি অনুরক্তা জানিয়া ধর্ম্মত পরিত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে, আমি আপনার নিকট আসিয়াছি আমার পানি গ্রহণ করুন ॥ ৪৩॥ নৃপবর! আমি আপনার ধর্ম্মপত্নী হইব বলিয়া পূর্ব্ব হইতেই আপনাকে চিন্তা করিতাম; আর বোধ হয় আপনিও আমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেন ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ৪৪ ॥

শাল্ব কাশিরাজকন্যার এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন। নিতম্বিনি! ভীষ্ম আমাকে অনাদর করিয়া আমার সমক্ষেই যখন তোমাকে গ্রহণ করিয়া রথে সংস্থাপন করিয়াছিল তখন আর আমি তোমার পাণি গ্রহণ করিতে পারিব না ॥ ৪৫ ॥ দেখ! বুদ্ধিমান্ হইয়া কোন্ ব্যক্তি পরোচ্ছিষ্ট কন্যাকে গ্রহণ করিয়া থাকে? ভীষ্ম তোমাকে মাতৃজ্ঞানে পরিত্যাগ করিলেও আমি তোমাকে গ্রহণ করিব না ॥ ৪৬ ॥ ঋষিগণ। সেই কাশিরাজকন্যা

শাল্বো মুক্তাং ত্বয়া বীর ! ন গৃহ্লাতি গৃহাণ মাম্।
ধর্ম্মজ্ঞোঽসি মহাভাগ ! মরিষ্যাম্যন্যথাঽহম্ ॥ ৪৮ ॥

ভীষ্ম উবাচ।

অন্যচিত্তাং কথং ত্বাং বৈ গৃহ্লামি বরবর্ণিনি ! ।
পিতরং স্বং বরারোহে ! ব্রজ শীঘ্রং নিরাকুলা ॥ ৪৯ ॥
তথোক্তা সা তু ভীষ্মেণ জগাম বনমেব হি।
তপশ্চকার বিজনে তীর্থে পরমপাবনে ॥ ৫০ ॥
দ্বে ভার্য্যে চাতিরূপাঢ্যে তস্য রাজ্ঞো ৰভূবতুঃ।
অম্বালিকা চাম্বিকা চ কাশিরাজসুতে শুভে ॥ ৫১ ॥
রাজা বিচিত্রবীর্য্যোঽসৌ তাভ্যাং সহ মহাবলঃ।
রেমে নানাবিহারৈশ্চ গৃহে চোপবনে তথা ॥ ৫২ ॥

সতী রুদতী বিলপন্তী চ পুনর্ভীষ্মং সমাগত্য রোদনং কুর্ব্বতী সত্যব্রবীদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৭ ॥) মুক্তাম্বয়েতি। প্রথমতো হস্তেন সংস্পৃশ্য রথে স্থাপিতা পশ্চান্মুক্তামিত্যর্থঃ। ততস্তন্নিমিত্তং মম জন্ম ব্যর্থং ভবতীতি। ত্বং মাং গৃহাণেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

অন্যচিত্তামন্যাসক্তামিত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥ (এবং ভীষ্মেণোক্তা কাশিরাজকন্যা পিতৃগৃহগমনং গর্হিততরং মত্বা বনং প্রস্থিতা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৫০ ॥)

রাজ্ঞো বিচিত্রবীর্য্যস্য ॥ ৫১ ॥ (রাজেতি। অসৌ মহাবলো রাজা বিচিত্রবীর্য্যঃ তাভ্যাং

রোদন ও বিলাপ করিলেও মহাত্মা শাম্ব তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন; এবং এইরূপে পরিত্যক্ত হইয়া পুনর্ব্বার ভীষ্মের নিকট আসিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল ॥ ৪৭ ॥ বীরবর! আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন শাম্ব ইহা জানিতে পারিয়া ভয়ে গ্রহণ করিল না; হে মহাভাগ! আপনিত ধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব জানেন অতএব এক্ষণে আমাকে গ্রহণ করুন। আর যদি আপনি আমাকে গ্রহণ না করেন তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই জীবন ত্যাগ করিব ॥ ৪৮ ॥

কাশিরাজকন্যার এই কথা শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম কহিলেন। বরবর্ণিনি! তোমার চিত্ত অন্য পুরুষে আসক্ত, অতএব আমি কি করিয়া তোমাকে গ্রহণ করি? নিতম্বিনি! এক্ষণে তুমি ব্যতিব্যস্ত হইও না শীঘ্র তোমার পিতার নিকট গমন কর ॥ ৪৯ ॥ কাশিরাজকন্যা ভীষ্ম কর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া পিতৃগৃহে যাওয়া অতিশয় গর্হিত বিবেচনা করিয়া বনে প্রস্থান করিল এবং পরম পবিত্র বিজন তীর্থস্থানে যাইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫০ ॥

অনন্তর, কাশিরাজের অবশিষ্ট অম্বালিকা ও অম্বিকা নামে অতি সুন্দরী দুই কন্যা রাজা বিচিত্রবীর্য্যের দুই পত্নী হইল ॥ ৫১ ॥ সেই মহাবল পরাক্রান্ত রাজা বিচিত্রবীর্য্যও তাহাদের সহিত গৃহ এবং উপবনাদিতে নানাপ্রকারে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥

বর্ষাণি নব রাজেন্দ্রঃ কুর্ব্বন্ ক্রীড়াং মনোরমাম্।
প্রাপাঽসৌ মরণং ভূপো গৃহীতো রাজযক্ষ্মণা ॥ ৫৩ ॥
মৃতে পুত্রেঽতিদুঃখার্ত্তা জাতা সত্যবতী তদা।
কারয়ামাস পুত্রস্য প্রেতকার্য্যাণি মন্ত্রিভিঃ ॥ ৫৪ ॥
ভীষ্মমাহ তদৈকান্তে বচনঞ্চাতিদুঃখিতা।
রাজ্যং কুরু মহাভাগ! পিতুস্তে শন্তনোঃ সুত! ॥ ৫৫ ॥
ভ্রাতুর্ভার্য্যাং গৃহাণ ত্বং বংশঞ্চ পরিরক্ষয়।
যথা ন নাশমায়াতি যযাতের্বংশ ইত্যুত ॥ ৫৬ ॥

ভীষ্ম উবাচ।

প্রতিজ্ঞা মে শ্রুতা মাতঃ! পিত্রর্থে যা ময়া কৃতা।
নাহং রাজ্যং করিষ্যামি ন চাপি দারসংগ্রহম্ ॥ ৫৭ ॥

অম্বালিকাম্বিকাভ্যাং সহ বিবিধবিহারৈ রেমে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৫২ ॥ নিরন্তরং স্ত্রীসঙ্গফলং প্রদর্শয়ন্নাহ। বর্ষাণীতি। নব বর্ষাণি ব্যাপ্য মনোরমাং ক্রীড়াং কুর্ব্বন্ রাজযক্ষ্মণা গৃহীতঃ সমাক্রান্তঃ মরণং প্রাপ ॥ ৫৩ ॥ মৃতে পুত্রে ইতি। তদা পুত্রে বিচিত্রবীর্য্যে মৃতে অতিদুঃখার্ত্তা জাতা। ততঃ মন্ত্রিভিঃ পুত্রস্য ঔর্দ্ধদেহিককার্য্যাণি কারয়ামাস সম্পাদয়ামাসেত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৪ ॥ অনন্তরকরণীয়মাহ। ভীষ্মমিতি। প্রেতকার্য্যাণি সম্পাদ্য অতিদুঃখিতা সতী ভীষ্মমাহ হে সুত! তে তব পিতুঃ শন্তনো রাজ্যং কুরু পালয় যতস্ত্বমপি তস্য জ্যেষ্ঠপুত্রঃ যদ্যপি পূর্ব্বং রাজ্যাদিকং বিহায় ব্রহ্মচর্য্যং গৃহীতবান্ তথাপীদানীং মদাজ্ঞয়া পুনঃ সাম্রাজ্যমঙ্গীকৃত্য যথাবিধি প্রজাঃ পালয়েতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৫৫ ॥ ভ্রাতুরিতি। অপিচ ভ্রাতুর্বিচিত্রবীর্য্যস্য ভার্য্যাং গৃহাণ স্বীকুরু স্ববংশঞ্চ পুনঃ প্রতিষ্ঠাপয়েতি ভাবঃ। অন্যথা রাজ্ঞো মহাত্মনো যযাতের্বংশো নাশং যাস্যতীতি ফলিতোঽর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

ঋষিগণ! রাজবর বিচিত্রবীর্য্য এইরূপে নয় বর্ষ ক্রমাগত তাহাদের সহিত নানাবিধ মনোহর বিহার করিয়া অতিশয় স্ত্রীসম্ভোগ হেতু শীঘ্রই রাজযক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন ॥ ৫৩ ॥ সত্যবতী পুত্রমরণে অতিশয় দুঃখিতা হইলেন এবং মন্ত্রিগণের সহিত তাঁহার প্রেতকার্য্যাদি সম্পন্ন করিলেন ॥ ৫৪ ॥ অনন্তর, রাজবিনাশে রাজ্যের নানাবিধ অমঙ্গল দেখিয়া অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে ভীষ্মদেবকে একদিন নির্জনে বলিলেন। পুত্র! তুমি অতিশয় ভাগ্যবান্; দেখ, তোমার পিতা শান্তনুর রাজ্য বিনষ্ট প্রায় হইতেছে; অতএব এক্ষণে তুমি সেই রাজ্য পালন কর। আর তোমার এই ভ্রাতৃপত্নীগণকে গ্রহণ করিয়া যাহাতে বংশ রক্ষা হয় তাহার উপায় কর, দেখ যেন মহাত্মা যযাতির বংশ বিনষ্ট না হয় ॥ ৫৫—৫৬ ॥

ভীষ্মদেব সত্যবতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন। মাতঃ! আমি পূর্ব্বে পিতার নিমিত্ত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহাত আপনি শ্রবণ করিয়াছেন। (তবে কিরূপ

সূত উবাচ।

তদা চিন্তাতুরা জাতা কথং বংশো ভবেদিতি।
নালসাদ্ধি সুখং মহ্যং* সমুৎপন্নে হ্যরাজকে ॥ ৫৮ ॥
গাঙ্গেয়স্তামুবাচেদং মা চিন্তাং কুরু ভামিনি!।
পুত্রং বিচিত্রবীর্য্যস্য ক্ষেত্রজঞ্চোপপাদয় ॥ ৫৯ ॥
কুলীনং দ্বিজমাহূয় বধ্বা সহ নিযোজয়।
নাত্র দোষোঽস্তি বেদেঽপি কুলরক্ষাবিধৌ কিল ॥ ৬০ ॥
পৌত্রঞ্চৈবং সমুৎপাদ্য রাজ্যং দেহি শুচিস্মিতে!।
অহঞ্চ পালয়িষ্যামি তস্য শাসনমেব হি ॥ ৬১ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য কানীনং স্বসুতং মুনিম্।
জগাম মনসা ব্যাসং দ্বৈপায়নমকল্মষম্ ॥ ৬২ ॥

পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতবাক্যমনুস্মারয়ন্নাহ প্রতিজ্ঞেতি। মাতঃ! পুরা ভবত্যা বিবাহকালে পিত্রার্থে ময়া যা প্রতিজ্ঞা কৃতা সা ভবত্যা কিং ন শ্রুতা অপিতু শ্রুতৈব। অতোঽহং রাজ্যং বা দারসংগ্রহং ন করিষ্যামীত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৭ ॥)

নালসাদ্ধি সুখমিতি। অরাজকে সমুৎপন্নে অলসাৎ সুখং নৈবাস্তি আলস্যং নৈব কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥ ক্ষেত্রজমিতি। বিচিত্রবীর্য্যস্য ক্ষেত্রেঽন্যস্মাৎ পুরুষাজ্জাতমিত্যর্থঃ ॥৫৯—৬০॥ পৌত্রমিতি। তব পৌত্রস্তমিত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥

(ভীষ্মবাক্যানন্তরং সত্যবতীকর্ত্তব্যতামাহ তচ্ছ্রুত্বেতি। কানীনং কন্যাবস্থায়াং সমুৎপন্নম্।

আমাকে এরূপ অনুরোধ করিতেছেন।) আমি এ জীবনে কখনই রাজ্য বা দার পরিগ্রহ করিব না ॥ ৫৭ ॥

সূত কহিলেন। ঋষিগণ! সত্যবতী ভীষ্মের এই কথা শ্রবণ করিয়া কিরূপে বংশ রক্ষা হইবে এই চিন্তায় অতিশয় কাতর হইলেন। কারণ, রাজ্য অরাজক হইলে তাহা হইতে আর কিছুতেই সুখের আশা করা যাইতে পারে না ॥ ৫৮ ॥ ভীষ্মদেব তাহাকে চিন্তা করিতে দেখিয়া বলিলেন। জননি! বৃথা চিন্তা করিবেন না যাহাতে বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপন্ন হয় তাহার উপায় করুন ॥ ৫৯ ॥ দেখুন, একজন সর্ব্ববেদপারদর্শী জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া তাহাকে আপনার বধূর সহিত মিলিত করান। কুলরক্ষার জন্য এরূপ বিধান করিলে কোন ও দোষ হইবে না ইহা বেদে স্পষ্ট উল্লিখিত আছে ॥ ৬০ ॥ জননি! আপনি এইরূপে পৌত্র উৎপন্ন করাইয়া তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করুন তাহা হইলে আমিও সেই নবরাজের শাসন প্রতিপালন করিয়া রাজ্য পালন করিতে পারিব ॥৬১॥

---

* নালসাদ সুখং তত্র। ইতি বা পাঠঃ।

স্মৃতমাত্রস্ততো ব্যাস আজগাম স তাপসঃ ॥
কৃত্বা প্রণামং মাত্রেঽথ সংস্থিতো দীপ্তিমান্ মুনিঃ ॥ ৬৩ ॥
ভীষ্মেণ পূজিতঃ কামং সত্যবত্যা চ মানিতঃ।
তস্থৌ তত্র মহাতেজা বিধূমোঽগ্নিরিবাপরঃ ॥ ৬৪ ॥
তমুবাচ মুনিং মাতা পুত্রমুৎপাদয়াধুনা।
ক্ষেত্রে বিচিত্রবীর্য্যস্য সুন্দরং তব বীর্য্যজম্ ॥ ৬৫ ॥
ব্যাসঃ শ্রুত্বা বচো মাতুরাপ্তবাক্যমমন্যত।
ওমিত্যুক্ত্বা স্থিতস্তত্র ঋতুকালমচিন্তয়ৎ ॥ ৬৬ ॥
অম্বিকা চ যদা স্নাতা নারী ঋতুমতী তদা।
সঙ্গং প্রাপ্য মুনেঃ পুত্রমসূতান্ধং মহাবলম্ ॥ ৬৭ ॥
জন্মান্ধং চ সুতং বীক্ষ্য দুঃখিতা সত্যবত্যতি।
দ্বিতীয়াং চ বধূমাহ পুত্রমুৎপাদয়াশু বৈ ॥ ৬৮ ॥

অকল্মষং নিষ্পাপম্। এতেন বেদব্যাসস্য নিয়োগসামর্থ্যং সূচিতম্ ॥ ৬২—৬৪ ॥ তমিতি। মাতা সত্যবতী। পুত্রং বেদব্যাসম্। ক্ষেত্রে পত্ন্যাম্। সত্যবতীবংশরক্ষার্থমেব স্বপুত্রং নিয়োজিতবান্ ইতি ভাবঃ ॥ ৬৫ ॥ ব্যাসস্তু মাতুরাদেশং অলঙ্ঘনীয়মিতি বিচিন্ত্য স্বীকৃতবান্ ইত্যাহ ওমিতি ॥ ৬৬ ॥) অসূতান্ধমিতি। ব্যাসতেজসা নিমীলিতনেত্রা গর্ভং দধার তস্মাৎ।

সত্যবতী ভীষ্মদেবের এই যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিযা নিজ বাল্যাবস্থায় সমুৎপন্ন পবিত্রাত্মা মুনি দ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে মমে মনে স্মরণ করিলেন ॥ ৬২ ॥ অনন্তর, সেই সূর্য্যবৎ দীপ্তিশালী তপস্বী ব্যাসদেব সত্যবতীর স্মরণ মাত্র সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং জননীকে প্রণাম করিয়া সেই স্থানেই উপবেশন করিলেন ॥ ৬৩ ॥ ভীষ্মদেব তাঁহাকে আগত দেখিয়া যথাবিধিবিধানে পূজা করিলেন এবং সত্যবতী পুত্রসদৃশ সংবর্দ্ধনা করিলেন। অনন্তর, সেই মহাতেজা ব্যাসদেব ধূমবিহীন দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৬৪ ॥ সত্যবতী পুত্র ব্যাসদেবকে সুস্থির চিত্তে উপবিষ্ট দেখিয়া বলিলেন। মুনিবর! বংশরক্ষার জন্য বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রে (পত্নীতে) তোমার ঔরসে যাহাতে একটী সর্ব্বগুণবিভূষিত পুত্র উৎপন্ন হয় তাহা কর ॥ ৬৫ ॥ ব্যাসদেব মাতৃবাক্য শ্রবণানন্তর বেদবাক্যের ন্যায় অলঙ্ঘনীয় বিবেচনা করিয়া স্বীকার করত অম্বিকা ও অম্বালিকার ঋতুকাল অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ৬৬॥ কিছুদিন পরে অম্বিকা ঋতুমতী হইলে স্নানানন্তর মুনি বেদব্যাসের সহিত মিলিত হইয়া (সঙ্গম কালে বেদব্যাসের রূপ দেখিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিল বলিয়া) মহাবল পরাক্রান্ত একটী অন্ধ পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৬৭ ॥ সত্যবতী অম্বিকাসুতকে জন্মান্ধ দেখিয়া (রাজার অনুপযুক্ত বিবেচনায়) অতিশয় দুঃখিতা হইলেন এবং বধূ অম্বালিকাকে

ঋতুকালেঽথ সংপ্রাপ্তে ব্যাসেন সহ সঙ্গতা।
তথা চাম্বালিকা রাত্রৌ গর্ভং নারী দধার সা॥ ৬৯॥
সোঽপি পাণ্ডুঃ সুতো জাতো রাজ্যযোগ্যো ন সম্মতঃ।
পুত্রার্থং প্রেরয়ামাস বর্ষান্তে চ পুনর্বধূম্॥ ৭০॥
আহূয় চ ততো ব্যাসং সংপ্রার্থ্য মুনিসত্তমম্।
প্রেষয়ামাস রাত্রৌ সা শয়নাগারমুত্তমম্॥ ৭১॥
ন গতা চ বধূস্তত্র প্রেষ্যা সংপ্রেষিতা তয়া।
তস্যাঞ্চ বিদুরো জাতো দাস্যাং ধর্মাংশতঃ শুভঃ॥ ৭২॥
এবং ব্যাসেন তে পুত্রা ধৃতরাষ্ট্রাদয়স্ত্রয়ঃ।
উৎপাদিতা মহাবীরা বংশরক্ষণহেতবে॥ ৭৩॥

ইদমন্যপুরাণে॥৬৭—৬৯॥ পাণ্ডুঃ সুত ইতি। ব্যাসতেজসা উষ্মণা দগ্ধা স্যামিতি হেতোঃ স্বশরীরং চন্দনেনোপলিপ্য সঙ্গং কৃতবতী তস্মাৎ। ইদমপ্যত্র স্পষ্টম্॥ ৭০—৭১॥ ন গতা চেতি। তত্তেজঃসহনশক্ত্যভাবাদিতি ভাবঃ॥ ৭২—৭৪॥

ইত্থমনেন গ্রন্থসন্দর্ভেণাস্মিন্ সংসারে মহতামপ্যেবং দশা জায়তে তস্মাৎ সংসারাদ্বিরজ্য শ্রীভগবত্যুপাসনয়া তজ্জ্ঞানেন চ সংসারং নিরস্য মুক্তো ভবেদিতি বোধিতম্॥

শ্রীমচ্ছৈবকুলোৎপন্নো রঙ্গনাথাত্মজঃ সুধীঃ।
শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসম্ভূতো নীলকণ্ঠোভিধানতঃ॥
দেবীভাগবতস্যাস্য ব্যাখ্যানরহিতস্য চ।

পুত্র উৎপাদন জন্য অনুরোধ করিলেন॥ ৬৮॥ অনন্তর, ঋতুকাল উপস্থিত হইলে অম্বালিকা রাত্রিকালে ব্যাসদেবের সহিত সঙ্গত হইয়া গর্ভবতী হইলেন॥ ৬৯॥ অম্বালিক ও সঙ্গমকালে বেদব্যাসের রূপ দেখিয়া ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল এজন্য তাহার পুত্র পাণ্ডুবং হইয়া উৎপন্ন হইল। সত্যবতী এই পুত্রটীকে ও রাজ্যের অনুপযুক্ত জানিয়া পুনর্ব্বা বর্ষশেষে পুত্র জন্য নিজবধূকে প্রেরণ করিলেন। এদিকে মুনিবর ব্যাসদেবকেও আহ্বান করিয়া যাহাতে সৎপুত্র উৎপন্ন হয় তজ্জন্য প্রার্থনা করিয়া রাত্রিতে শয়নগারে প্রেরণ করিলেন॥ ৭০—৭১॥ সত্যবতীবধূ ভয়ে নিজে না যাইয়া নিজদাসীকে অনুরোধ করিয়া প্রেরণ করিল। ঋষিগণ! এই দাসীর গর্ভে ধর্ম্মাংশে কল্যাণকর বিদুর উৎপন্ন হইল॥ ৭২॥

এইরূপে বেদব্যাস বংশরক্ষার জন্য মহাবল পরাক্রান্ত ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি তিনটী পুত্রকে ক্রমান্বয়ে উৎপাদন করিয়াছিলেন॥ ৭৩॥ ঋষিগণ! আপনারা যখন নৈমিশারণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন তখন সমস্ত পাপহস্ত হইতে মুক্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই। এক্ষণে

এতদ্বঃ সর্ব্বমাখ্যাতং তস্য বংশসমুদ্ভবম্।
ব্যাসেন রক্ষিতো বংশো ভ্রাতৃধর্ম্মবিদাঽনঘাঃ! ॥ ৭৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণেঽষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং প্রথমস্কন্ধে
ব্যাসকৃত্যবর্ণনো নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

বেদাষ্টেন্দুক্ষিতিমিতৈঃ সার্দ্ধৈঃ (১১৮৪ ॥) শ্লোকৈঃ সবিস্তরম্।
দেবীভাগবতস্যাস্য প্রথমস্কন্ধ ঈরিতঃ ॥ ১ ॥

তিলকাখ্যাং মহাব্যাখ্যাং সম্যগ্‌যঃ কৃতবান্ শুভাম্।
স্কন্ধস্তু প্রথমস্তস্যাঃ সমাপ্তোঽভূচ্ছুভার্থদঃ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছৈবকুলোৎপন্নরঙ্গনাথাত্মজ লক্ষ্মীগর্ভজ নীলকণ্ঠভট্টকৃতে দেবী-
ভাগবতব্যাখ্যানে তিলকাভিধানে প্রথমস্কন্ধে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২০॥

ভ্রাতৃক্ষেত্রে নিযোগধর্ম্মবিদ্ সেই বেদব্যাস যেরূপে শান্তনুবংশ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং যেরূপে তাহার বংশ প্রচলিত হইয়াছিল তাহা সমস্তই আপনাদিগকে বলিলাম ॥ ৭৪ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ দেবীভাগবতের প্রথমস্কন্ধে
ব্যাসকৃত্যবর্ণন নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

স্কন্ধশ্চায়ং সমাপ্তঃ।

দ্বিতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় উচুঃ।

আশ্চর্য্যকরমেতত্তে বচনং গর্ভহেতুকম্।
সন্দেহোঽত্র সমুৎপন্নঃ সর্ব্বেষাং নস্তপস্বিনাম্॥ ১ ॥
মাতা ব্যাসস্য মেধাবিন্! নাম্না সত্যবতীতি চ।
বিবাহিতা পুরা জ্ঞাতা রাজ্ঞা শন্তনুনা যথা॥ ২ ॥
তস্যাঃ পুত্রঃ কথং ব্যাসঃ সতী স্বভবনে স্থিতা।
ঈদৃশী সা কথং রাজ্ঞা পুনঃ শন্তনুনা বৃতা॥ ৩ ॥
তস্যাং পুত্রাবুভৌ জাতৌ তত্ত্বং কথয় সুব্রত!।
বিস্তরেণ মহাভাগ কথাং পরমপাবনীম্॥ ৪ ॥

জীবা যদংশভূতা যস্যা বেদা ভবন্তি নিঃশ্বসিতম্।
তামেতাং চিদ্রূপাং মায়াশক্তেঃ পরাশ্রয়াং বন্দে॥
অথাষ্টচত্বারিংশদ্ভিঃ শ্লোকৈর্ব্যাসস্য ধীমতঃ।
জন্মোচ্যতে যত্র দেব্যা মহিমাঽতীব ভাসতে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে পরাশরসুতস্য ব্যাসস্য মাতা শন্তনোঃ পত্নীতি বিরুদ্ধং শ্রুত্বাশ্চর্য্যবন্ত ঋষয়ঃ পৃচ্ছন্তি আশ্চর্য্যকরমেতত্ত ইতি। গর্ভহেতুকমিতি অস্পষ্টকারণমিত্যর্থঃ॥ ১ ॥ তমেব সন্দেহমাহ মাতা ব্যাসস্যেতি॥ ২ ॥ সতী স্বভবনে স্থিতেতি পরাশরপত্নী পতিব্রতা কথং শন্তনুনা রাজ্ঞা বিবাহিতেতি বিরুদ্ধং ভাতীত্যর্থঃ॥ ৩ ॥ (তস্যামিতি। ন তু সা কেবলং

ঋষিগণ কহিলেন। হে সূত! তুমি পূর্ব্বে কারণটী অস্পষ্ট রাখিয়া যে কথা বলিলে ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যকর বলিয়া বোধ হইতেছে; এজন্য এ বিষয়ে আমাদের সমস্ত তাপসবৃন্দেরই সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে॥ ১ ॥ হে মেধাবিন্! সত্যবতী নামে বিশ্রুতা বেদব্যাসজননী শান্তনুরাজা কর্ত্তৃক যে রূপে বিবাহিতা হইয়াছিলেন তাহা আমরা পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত আছি। কিন্তু, বেদব্যাস কিরূপে সেই সত্যবতীর পুত্র হইলেন? আর যদি তাহাই হয়, তবে, স্বভবনে

উৎপত্তিং বেদব্যাসস্য সত্যবত্যাস্তথা পুনঃ।
শ্রোতুকামাঃ পুনঃ সর্ব্বে ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৫ ॥

সূত উবাচ।

প্রণম্য পরমাং শক্তিং চতুর্ব্বর্গপ্রদায়িনীম্।
আদিশক্তিং বদিষ্যামি কথাং পৌরাণিকীং শুভাম্ ॥ ৬ ॥
যস্যোচ্চারণমাত্রেণ সিদ্ধির্ভবতি শাশ্বতী।
ব্যাজেনাপি হি বীজস্য বাগ্ভবস্য বিশেষতঃ ॥ ৭ ॥
সম্যক্ সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বৈঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে।
স্মর্ত্তব্যা সর্ব্বথা দেবী বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়িনী ॥ ৮ ॥

রাজ্ঞা শন্তনুনা বৃতা কিন্তু তদৌরসাত্তস্যাং ব্যাসমাতরি সত্যবত্যাং দ্বৌ পুত্রাবপি জাতৌ তৎ তস্মাৎ হে সুব্রত! ত্বং এতাং পরমপাবনীং কথাং কথয়েত্যন্বয়ঃ ॥ ৪ ॥ কিং তত্ত্বমাশ্রিত্য বর্ণয়িষ্যামীতি চেত্তত্রাহ উৎপত্তিমিতি। বেদব্যাসস্য তথা সত্যবত্যা উৎপত্তিং বয়ং সর্ব্বে ঋষয়ঃ শ্রোতুকামাঃ। সংশিতব্রতা ইতি বিশেষণেন ঋষীণাং শ্রবণাধিকারঃ সূচিতঃ ॥ ৫ ॥)

পরমাং শক্তিসাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণীম্। যদাহ গীতাসু অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং বিদ্ধি মে প্রকৃতিং পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগদিতি সৈবাদিশক্তিঃ ॥ ৬ ॥ যস্যোচ্চারেতি। যস্য বাগ্ভবস্য বীজস্য ব্যাজেন কপটেনাপ্যুচ্চারণেন সিদ্ধির্মোক্ষো জ্ঞানং বা ভবতি তেন বাগ্ভববীজেন স্মর্ত্তব্যা যা ভগবতী বাঞ্ছিতার্থপ্রদায়িনী দেবী তাং প্রণম্যেত্যন্বয়ঃ ॥ ৭ ॥ (নন্বু এতদ্ বাগ্ভবং বীজং কিং কেবলং সাধূনামেবোচ্চারণাধিকারোঽস্ত্যাহোস্বিৎ যেষাং কেষাঞ্চিদিতি শঙ্কায়াং পাক্ষিকতাং নিরাকৃত্য তত্র সর্ব্বেষামেবাধিকার ইতি প্রদর্শয়ন্নাহ সম্যগিতি। সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে সর্ব্বথা সর্ব্বাবস্থায়াং সর্ব্বাত্মনা একাগ্রচিত্তেন সর্ব্বৈরেব সা দেবী স্মর্ত্তব্যেতি বোধ্যম্ ॥ ৮ ॥)

স্থিতা পতিব্রতা সেই পরাশরপত্নীকে রাজা শান্তনুই বা কি করিয়া বিবাহ করিলেন এবং কিরূপেই বা তাহাতে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিল? হে সুব্রত! তুমি অতিশয় তপঃপ্রভাবে পুরাণাদি শাস্ত্রের পারদর্শন করিয়াছ সন্দেহ নাই, এক্ষণে বেদব্যাস এবং সত্যবতীর উৎপত্তিমূলক এই পরম পবিত্রকর কথা আমাদের নিকট বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা কর। অনুষ্ঠিতব্রত এই সমস্ত ঋষিগণই শ্রবণে সমুৎসুক হইয়াছেন ॥ ২—৫ ॥

ঋষিগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সূত কহিলেন। ঋষিগণ! যে বাগ্ভব বীজ ছলক্রমে উচ্চারিত হইলেও নিত্যসিদ্ধি উপস্থিত হয়, তাদৃশ বাগ্ভব বীজদ্বারা জীবসমস্ত সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য একান্ত প্রযত্ন সহকারে সর্ব্বদা স্মরণ করিলেই যিনি সর্ব্বতোভাবে অভিলষিত বস্তু প্রদান করেন, সেই ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-প্রদায়িনী সাম্যাবস্থমায়োপাধিকা ব্রহ্মরূপিণী আদ্যাশক্তিকে প্রণাম করিয়া এই মঙ্গলকর পৌরাণিক কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৬—৮ ॥

রাজোপরিচরো নাম ধার্ম্মিকঃ সত্যসঙ্গরঃ।
চেদিদেশপতিঃ শ্রীমান্ বভূব দ্বিজপূজকঃ ॥ ৯ ॥
তপসা তস্য তুষ্টেন বিমানং স্ফাটিকং শুভম্।
দত্তমিন্দ্রেণ তত্তস্মৈ সুন্দরং প্রিয়কাম্যয়া ॥ ১০ ॥
তেনারূঢ়স্তু সর্ব্বত্র যাতি দিব্যেন ভূপতিঃ।
ন ভূমাবুপরিস্থোঽসৌ তেনোপরিচরো বসুঃ ॥ ১১ ॥
বিখ্যাতঃ সর্ব্বলোকেষু ধর্ম্মনিত্যঃ স ভূপতিঃ।
তস্য ভার্য্যা বরারোহা গিরিকা নাম সুন্দরী ॥ ১২ ॥
পুত্রাশ্চাস্য মহাবীর্য্যাঃ পঞ্চাসন্নমিতৌজসঃ।
পৃথগ্‌দেশেষু রাজানঃ স্থাপিতাস্তেন ভূভুজা ॥ ১৩ ॥
বসোস্তু পত্নী গিরিকা কামান্ কালে ন্যবেদয়ৎ।
ঋতুকালমনুপ্রাপ্তা স্নাতা পুংসবনে শুচিঃ ॥ ১৪ ॥
তদহঃ পিতরশ্চৈনমূচুর্জ্জহি মৃগানিতি।
তচ্ছ্রুত্বা চিন্তয়ামাস ভার্য্যামৃতুমতীং তথা ॥ ১৫ ॥

কথামাহ রাজোপরিচর ইতি। বিমানেনোর্দ্ধং নিরন্তরং গমনাদুপরিচরনামকত্বম্ ॥ ৯ ॥ (তস্য দ্বিজপূজনাদিতপঃফলং সূচয়ন্নাহ তপসেতি। তস্মৈ রাজ্ঞে উপরিচরায় শুভং দেবাদিদর্শনক্ষমং স্ফাটিকং বিমানং আকাশযানং দত্তম্। কথং কেন বা দত্তমিতি জিজ্ঞাসায়ামাহ তপসা তুষ্টেন ইন্দ্রেণ দেবরাজেন তস্য প্রিয়কাম্যয়েতি ॥ ১০ ॥) তেন বিমানেন যাতীত্যন্বয়ঃ ॥ ন ভূমাবিতি। ভূমিগমনং তেন ত্যক্তমিতি ভাবঃ ॥ ১১—১৩ ॥
বসোরুপরিচরস্য পত্নী কামান্ স্বমনোরথান্ পুত্রবিষয়ান্ ॥ ১৪ ॥ তদহরিতি। যস্মিন্দিনেঽদ্য ঋতুকালোঽস্তীতি গিরিকয়া পত্ন্যোক্তং তস্মিন্নেব দিনে পিতর আহরস্মচ্ছ্রাদ্ধার্থং মৃগান্

পূর্ব্বকালে ধার্ম্মিক সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রভূতধনশালী ব্রাহ্মণ-সম্মানকারী উপরিচর নামে কোন রাজা চেদিপ্রদেশের অধীশ্বর ছিলেন ॥ ৯ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র সেই রাজা উপরিচরের তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রিয়কামনার নিমিত্ত তাঁহাকে একটী সুন্দর স্ফটিকময় ব্যোমযান প্রদান করিয়াছিলেন ॥১০॥ ভূপতি সেই দিব্য বিমানে আরোহণ করিয়াই সর্ব্বত্র গমন করিতেন। তিনি কখনও ভূমিতে গমন করিতেন না সর্ব্বদা শূন্যোপরি বিচরণ করিতেন বলিয়াই সমস্ত লোকমধ্যে উপরিচর বসু নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। গিরিকা নামে অতি সুন্দরী নিতম্বিনী তাঁহার এক পত্নী ছিলেন ॥ ১১—১২ ॥ ইঁহার অতিতেজস্বী অমিত-পরাক্রমশালী পাঁচটী পুত্র ছিল। চেদিরাজ তাঁহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ দেশে রাজ্য প্রদান করিয়াছিলেন ॥১৩॥
কোন সময় এই উপরিচর বসুর পত্নী গিরিকা ঋতুস্নাতা হইয়া পুংসবন জন্য তাঁহার নিকট নিজ মনোঽভিপ্রায় নিবেদন করেন ॥১৪॥ ঐ দিবসেই চেদিরাজ নিজ পিতৃগণ কর্তৃকও

পিতৃবাক্যং গুরুং মত্বা কর্ত্তব্যমিতি নিশ্চিতম্।
চচার মৃগয়াং রাজা গিরিকাং মনসা স্মরন্ ॥ ১৬ ॥
বনে স্থিতঃ স রাজর্ষিশ্চিত্তে সস্মার ভামিনীম্।
অতীবরূপসম্পন্নাং সাক্ষাচ্ছ্রিয়মিবাপরাম্ ॥ ১৭ ॥
তস্য রেতঃ প্রচস্কন্দ স্মরতস্তাঞ্চ কামিনীম্।
বটপত্রে তু তদ্রাজা স্কন্নমাত্রং সমাক্ষিপৎ ॥ ১৮ ॥
ইদং বৃথা পরিস্কন্নং রেতো বৈ ন ভবেৎ কথম্।
ঋতুকালং চ বিজ্ঞায় মতিং চক্রে নৃপস্তদা ॥ ১৯ ॥
অমোঘং সর্ব্বথা বীর্য্যং মম চৈতন্ন সংশয়ঃ।
প্রিয়ায়ৈ প্রেষয়াম্যেতদিতি বুদ্ধিমকল্পয়ৎ ॥ ২০ ॥
শুক্রপ্রস্থাপনে কালং মহিষ্যাঃ প্রসমীক্ষ্য সঃ।
অভিমন্ত্র্যাথ তদ্বীর্য্যং বটপর্ণপুটে কৃতম্ ॥ ২১ ॥
পার্শ্বস্থং শ্যেনমাভাষ্য রাজোবাচ দ্বিজং প্রতি।
গৃহাণেদং মহাভাগ ! গচ্ছ শীঘ্রং গৃহং মম ॥ ২২ ॥

গৃহীতি ॥ ১৫ ॥ তত্রোভয়োর্বাক্যয়োরগমনগমনপ্রয়োজকয়োর্বিরোধেঽপি পিতৃবাক্যং গমনপ্রয়োজকং গমনাভাবপ্রয়োজকস্ত্রীবাক্যতো গুরুং শ্রেষ্ঠং নিশ্চিতং মত্বা কর্ত্তব্যং তদেবেতি নিশ্চিত্যেতি শেষঃ। চচার গতবান্। গুরুমিত্যত্র বিভক্তিলোপাভাব আর্ষঃ ॥ ১৬—১৭। সমাক্ষিপৎ স্থাপিতবান্ ॥ ১৮—২০ ॥ কালং নক্ষত্রানুরূপং যোগ্যম্ ॥ ২১ ॥ পার্শ্বস্থং পালিতঃ

শ্রাদ্ধ জন্য মৃগয়া গমনে আদিষ্ট হয়েন। এইরূপে উপরিচর নৃপতি তৎকালে উভয় সঙ্কটে পড়িলেন ; কারণ, একপক্ষে ঋতুমতী ভার্য্যাবাক্য অপর পক্ষে পিতৃগণের আদেশ, সুতরাং ইহাতে অত্যন্ত চিন্তাতুর হইলেন ॥ ১৫ ॥ অনেক চিন্তার পর চেদিরাজ পিতৃ বাক্যকেই গুরুতর বিবেচনায় তাহাই কর্ত্তব্য স্থির করিয়া পত্নীকে মনে মনে স্মরণ করত মৃগয়ায় গমন করিলেন ॥ ১৬ ॥ সেই রাজর্ষি বনগত হইয়াও সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় অতীব রূপবতী পত্নীকে একাগ্রচিত্তে বারংবার স্মরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ অধিক কি, সেই কমনীয়া পত্নীকে স্মরণ করিতে করিতে সহসা তাঁহার রেতঃস্খলন হইয়া পড়িল এবং স্খলন মাত্রই উহা একটী বটপত্রপুটে স্থাপন করিলেন ॥ ১৮ ॥ রাজা উপরিচর, ঐ স্খলিত বীর্য্য কিরূপে বৃথা না হয় ইহা এবং সেই সময় পত্নীর ঋতুকাল এই দুইটী বিষয় ভাবিয়া ইহা স্থির করিলেন যে, যখন আমার এই বীর্য্য অমোঘ তখন ইহা প্রেয়সীর নিকট প্রেরণ করি তাহা হইলেই উভয় বিষয় রক্ষা হইবে ॥ ১৯—২০ ॥ অনন্তর, রাজা পত্রপুট-রক্ষিত সেই বীর্য্য মন্ত্রপূত করিয়া পক্ষিদ্বারা মহিষীর নিকট পাঠাইবার নিমিত্ত যথাযোগ্য কাল দেখিয়া পার্শ্বস্থ শ্যেনপক্ষীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, শ্যেন ! তুমি এই পত্র-রক্ষিত বীর্য্য গ্রহণ

মৎপ্রিয়ার্থমিদং সৌম্য ! গৃহীত্বা ত্বং গৃহং নয়।
গিরিকায়ৈ প্রযচ্ছাশু তস্যাস্ত্বার্ত্তবমদ্য বৈ ॥ ২৩ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ পর্ণং শ্যেনায় নৃপসত্তমঃ।
স গৃহীত্বোৎপপাতাশু গগনং গতিবিত্তমঃ ॥ ২৪ ॥
গচ্ছন্তং গগনং শ্যেনং ধৃত্বা চঞ্চুপুটে পুটম্।
তমপশ্যদথায়ান্তং খগং শ্যেনস্তথাঽপরঃ ॥ ২৫ ॥
আমিষং স তু বিজ্ঞায় শীঘ্রমভ্যদ্রবৎ খগম্।
তুণ্ডযুদ্ধমথাকাশে তাবুভৌ সমচক্রতুঃ ॥ ২৬ ॥
যুধ্যতোরপতদ্রেতস্তচ্চাপি যমুনাম্ভসি।
খগৌ তৌ নির্গতৌ কামং পুটকে পতিতে তদা ॥ ২৭ ॥

শ্যেনমিত্যর্থঃ। অতএব তস্য ভাষাজ্ঞানাত্তং প্রত্যুবাচেতি সঙ্গচ্ছতে ॥২২॥ (মৎপ্রিয়ার্থমিতি। হে সৌম্য শ্যেন ! ত্বং মদীয়প্রিয়ার্থং ইদং সহসা স্কন্নং বীর্য্যং গৃহীত্বা গৃহং নয় তথা গিরিকায়ৈ কোলাহলগিরিকন্যায়ৈ মম প্রিয়তমায়ৈ আশু প্রযচ্ছ আশুপ্রদানে কারণমাহ যতোঽদ্যৈব তস্যা আর্ত্তবং ঋতুরক্ষোপযোগি চতুর্থদিনং গর্ভাধানকাল ইতি যাবৎ ॥ ২৩ ॥

ইত্যুক্ত্বেতি। পর্ণং বীর্য্যসমেতং পত্রম্। উৎপপাত উজ্জগাম ব্যোম্নি উত্তস্থাবিত্যর্থঃ। গতিবিত্তমঃ আকাশগতিবেত্তৃণাং মধ্যে দক্ষঃ শ্যেন ইতি শেষঃ ॥ ২৪ ॥ অবশ্যভবিতব্যতাং সূচয়ন্নাহ গচ্ছন্তমিতি। পুটং পত্রপুটং অপরঃ শ্যেনঃ খগং আকাশগামিনং তমপশ্যদিত্যন্বয়ঃ ॥২৫॥ আমিষমিতি। স তু অন্যঃ শ্যেনঃ সবীর্য্যং পর্ণপুটং দৃষ্ট্বা আমিষং মাংসখণ্ডাদিকং মত্বা শীঘ্রং বেগেনাভ্যদ্রবৎ আক্রমণায়েতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥ যুধ্যতোরিতি। পত্রপুটকে যমুনাজলে পতিতে সতি তৌ খগৌ যথেষ্টং নির্গতৌ ॥ ২৭ ॥)

করিয়া শীঘ্র আমার গৃহে গমন কর ॥ ২১—২২ ॥ হে প্রিয়দর্শন ! ইহা আমার প্রিয়ার জন্য গ্রহণ করিয়া গৃহে লইয়া যাও অদ্য তাহার ঋতুকাল এজন্য শীঘ্র প্রিয়া গিরিকাকে ইহা প্রদান কর ॥ ২৩ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! নৃপপ্রবর এই কথা বলিয়া শ্যেনকে বীর্য্যসমেত পত্রপুট প্রদান করিলেন। তদনন্তর আকাশগমনপটু সেই শ্যেন তাহা গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ আকাশমার্গে উড্ডীন হইল ॥ ২৪ ॥ পরে অপর একটী শ্যেনপক্ষী এই শ্যেনকে চঞ্চুপুটে পত্রপুট ধারণ পূর্ব্বক আকাশে যাইতে দেখিতে পাইল ॥২৫॥ উক্ত শ্যেনপক্ষী পত্রপুটকে আমিষ খণ্ড বিবেচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে আক্রমণ করিল। অনন্তর, তাহারা উভয়েই আকাশে তুণ্ডযুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ২৬ ॥ তাহাদিগের ঘোরতর যুদ্ধ হইতেছে এমন সময় সেই পত্রসমেত রেতঃ যমুনার জলে নিপতিত হইল। এইরূপে পত্রপুট পতিত হইলে উভয় শ্যেনই যথাভিলষিত স্থানে গমন করিল ॥ ২৭ ॥

এতস্মিন্ সময়ে কাচিদদ্রিকা নাম চাপ্সরা।
ব্রাহ্মণং সমনুপ্রাপ্তা সন্ধ্যাবন্দনতৎপরম্ ॥ ২৮ ॥
কুর্ব্বন্তী জলকেলিং সা জলে মগ্না চচার সা।
জগ্রাহ চরণং নারী দ্বিজস্য বরবর্ণিনী ॥ ২৯ ॥
প্রাণায়ামপরঃ সোঽথ দৃষ্ট্বা তাং কামচারিণীম্।
শশাপ ভব মৎসী ত্বং ধ্যানবিঘ্নকরী যতঃ ॥ ৩০ ॥
সা শপ্তা বিপ্রমুখ্যেন বভূব যমুনাচরী।
শফরীরূপসম্পন্না হ্যদ্রিকা চ বরাপ্সরা ॥ ৩১ ॥
শ্যেনচঞ্চুপরিভ্রষ্টং তচ্ছুক্রমথ বাসবম্।
জগ্রাহ তরসাঽভ্যেত্য সাঽদ্রিকা মৎস্যরূপিণী ॥ ৩২ ॥
অথ কালেন কিয়তা মৎসীং তাং মৎস্যজীবনঃ।
সংপ্রাপ্তে দশমে মাসি ববন্ধ তাং মনোরমাম্ ॥ ৩৩ ॥
উদরং বিদদারাশু স তস্যা মৎস্যজীবনঃ।
যুগ্মং বিনিঃসৃতং তস্মাদুদরান্মানুষাকৃতি ॥ ৩৪ ॥
বালঃ কুমারঃ সুভগস্তথা কন্যা শুভাননা।
দৃষ্ট্বাশ্চর্য্যমিদং সোঽথ বিস্ময়ং পরমং গতঃ ॥ ৩৫ ॥

এতস্মিন্নেব সময়ে তয়োর্যুদ্ধসময়ে। অধোভূমৌ জাতং বৃত্তমাহ কাচিদিতি। সমনুপ্রাপ্তা যমুনাতীরে ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ চচার জলে ইত্যর্থাজ্জ্ঞেয়ম্ ॥ ২৯—৩১ ॥ তস্যাঃ শফরীরূপ-প্রাপ্তিসময়োঽথ শ্যেনপাদপরিভ্রষ্টবীর্য্যপাতসময় এক এব জাতস্ততস্তদ্বীর্য্যং সা জগ্রাহেত্যাহ শ্যেনেতি ॥ ৩২ ॥ দশমে মাসি গর্ভস্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

ঋষিগণ ! যে সময় শ্যেনদ্বয় আকাশমার্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় সেই সময় অদ্রিকা নামে কোন অপ্সরা যমুনাতীরে সন্ধ্যাবন্দনা-তৎপর কোনও ব্রাহ্মণের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল ॥২৮॥ পরে সেই বরবর্ণিনী জলমগ্ন হইয়া জলকেলি করিতে করিতে ব্রাহ্মণের চরণ গ্রহণ করিল ॥ ২৯ ॥ অনন্তর, সেই প্রাণায়াম-পরায়ণ দ্বিজ তাহাকে কামচারিণী দেখিয়া, যেহেতু তুমি আমার ধ্যান ভঙ্গ করিয়াছ অতএব মৎস্যরূপিণী হও, ইহা বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন ॥ ৩০ ॥ তখন, সেই অপ্সরঃশ্রেষ্ঠা অদ্রিকা ব্রাহ্মণপ্রবর কর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইয়া শফরী রূপ ধারণ করত যমুনাচারিণী হইল ॥ ৩১ ॥ অনন্তর, মৎস্যরূপিণী সেই অদ্রিকা উপরিচর বসুর বীর্য্য শ্যেনচঞ্চু হইতে পরিভ্রষ্ট হইবামাত্র দ্রুতবেগে আসিয়া ভক্ষণ করে ॥৩২॥ তাহার কিছু-কাল পরে যখন শুক্রভক্ষণজনিত গর্ভের দশম মাস উপস্থিত হয়, সেই সময় কোন মৎস্য-জীবী সেই চিত্তহারিণী মৎস্যরূপিণী অদ্রিকাকে বন্ধন করে ॥৩৩॥ মৎস্যজীবী যেমন অবিলম্বে

রাজ্ঞে নিবেদয়ামাস পুত্রৌ দ্বৌ তু ঝষোদ্ভবৌ।
রাজাঽপি বিস্ময়াবিষ্টঃ সুতং জগ্রাহ তং শুভম্ ॥ ৩৬ ॥
স মৎস্যো নাম রাজাঽসৌ ধার্ম্মিকঃ সত্যসঙ্গরঃ।
বসুপুত্রো মহাতেজাঃ পিত্রা তুল্যপরাক্রমঃ ॥ ৩৭ ॥
কালিকা বসুনা দত্তা তরসা জালজীবিনে।
নাম্না কালীতি বিখ্যাতা তথা মৎস্যোদরীতি চ ॥ ৩৮ ॥
মৎস্যগন্ধেতি নাম্না বৈ গুণেন সমজায়ত।
বিবর্দ্ধমানা দাশস্য গৃহে সা বাসবী শুভা ॥ ৩৯ ॥

ঋষয় ঊচুঃ।

অদ্রিকা মুনিনা শপ্তা মৎসী জাতা বরাপ্সরা।
বিদারিতা চ দাশেন মৃতা চ ভক্ষিতা পুনঃ ॥ ৪০ ॥

রাজ্ঞে তদ্দেশস্থায় রাজ্ঞে উপরিচরায়। যস্য বীর্য্যমস্তি তস্মৈ রাজ্ঞে ইতি ফলিতম্। সুতং জগ্রাহেতি। স্ববীর্য্যজং পুত্রং স্বসমানাকারত্বেন জ্ঞাত্বা স্বয়ং জগ্রাহেত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥ কালিকেতি। বসুনোপরিচরেণ রাজ্ঞা কালিকা নাম্নী কন্যকা তু যেনানীতা তস্মৈ জালজীবিনে দত্তা। লব্ধনিধেরর্দ্ধভাগস্য রাজ্ঞোঽধিকারাদবশিষ্টার্দ্ধস্য যেন লব্ধস্তস্যাধিকারাৎ ॥৩৮॥ (মৎস্যগন্ধেতি। গুণেন মৎস্যগন্ধত্বেন অয়মর্থঃ আ পরাশরসঙ্গাদস্যা দেহাৎ মৎস্যস্যেবামিষগন্ধো নিরন্তরং নিঃসসার মৎস্যোদরজাতত্বাৎ। অতোঽন্বর্থতয়া তন্নাম্নৈবোদাহৃতা পরাশরসঙ্গাৎ প্রাগেবেতি ধ্যেয়ম্। দাশস্য কৈবর্ত্তস্য ॥ ৩৯ ॥

ইদানীং প্রসঙ্গত উপনীতস্যাপ্সরোবৃত্তান্তস্যাবশিষ্টং শ্রোতুকামা ঋষয়ঃ পপ্রচ্ছুঃ সূতমদ্রি-

---

সেই মৎস্যের উদর বিদীর্ণ করিল; অমনি তৎক্ষণাৎ সেই উদর হইতে দুইটী মনুষ্যাকৃতি বিনির্গত হইল ॥ ৩৪ ॥ এই দুইটী মধ্যে একটী সুকুমার বালক ও অপরটী চারুবদনা কন্যা। মৎস্যজীবী ইহা দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইল ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর সেই মৎস্যজীবী তদ্দেশাধিপতি রাজা উপরিচরের নিকট আসিয়া অপত্যদ্বয়কে মৎস্যগর্ভ-সম্ভূত বলিয়া জানাইল। রাজাও অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়া সেই হিতজনক পুত্রটীকে গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৬ ॥ অতিতেজস্বী সেই বসুপুত্রও পিতৃসদৃশ পরাক্রমশালী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া মৎস্যরাজ নামে বিখ্যাত হয়েন ॥ ৩৭ ॥ উপরিচর বসু ঐ অপত্য যুগলের মধ্যে কন্যাটীকে সেই মৎস্যজীবীকে প্রদান করিলেন। এই কন্যার নাম কালী এবং সে মৎস্যোদরী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিল ॥ ৩৮ ॥ ইহার গাত্রে মৎস্যগন্ধ থাকায় মৎস্যগন্ধা বলিয়া অপর আর একটী নাম ছিল। এই শুভজননী বসুকন্যা এইরূপে ধীবরগৃহে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৩৯ ॥

ঋষিগণ সূতমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন। সূত! সেই অপ্সরঃপ্রধানা অদ্রিকা পূর্ব্বে মুনিকর্ত্তৃক অভিশপ্তা হইয়া মৎসী হইল, তদনন্তর ধীবরকর্ত্তৃক বিদারিতা ও ভক্ষিতা

কিং বভূব পুনস্তস্যা অপ্সরায়া বদস্ব তৎ।
শাপস্যান্তং কথং সূত! কথং স্বর্গমবাপ সা॥ ৪১॥

সূত উবাচ।

শপ্তা যদা সা মুনিনা বিস্মিতা সম্বভূব হ।
স্তুতিং চকার বিপ্রস্য দীনেব রুদতী তদা॥ ৪২॥
দয়াবান্ ব্রাহ্মণঃ প্রাহ তাং তদা রুদতীং স্ত্রিয়ম্।
মা শোকং কুরু কল্যাণি! শাপান্তং তে বদাম্যহম্॥ ৪৩॥
মৎক্রোধশাপযোগেন মৎস্যযোনিং গতা শুভে!।
মানুষৌ জনয়িত্বা ত্বং শাপমোক্ষমবাপ্স্যসি॥ ৪৪॥
ইত্যুক্তা তেন সা প্রাপ মৎস্যদেহং নদীজলে।
বালকৌ জনয়িত্বা সা মৃতা মুক্তা চ শাপতঃ॥ ৪৫॥
সন্ত্যজ্য রূপং মৎস্যস্য দিব্যরূপমবাপ চ।
জগামামরমার্গঞ্চ শাপান্তে বরবর্ণিনী॥ ৪৬॥

কেতি॥ ৪০॥ কিমিতি। হে সূত! তস্যা অপ্সরঃপ্রধানায়াঃ কিং বভূব চরমফলং কিং জাতমিত্যর্থঃ। কথং কেন প্রকারেণ তাদৃশস্য শাপস্য অন্তং জাতং কথং বা সা পুনঃ স্বর্গং প্রাপেতি পৃষ্টঃ সূতো মুনিভিঃ॥ ৪১॥

শপ্তেতি। যদা সা অদ্রিকা মুনিনা শপ্তা তদা প্রথমতো বিস্মিতা সম্বভূব ততো দীনা ইব কাতরীভূতা রোদনং কুর্ব্বতী তস্য বিপ্রস্য স্তুতিং চকার ॥৪২॥ দয়াবানিতি। রুদতীং তাম্প্রতি দয়াবান্ সন্ মুনিঃ প্রাহ হে কল্যাণি! তে তব শাপস্যান্তং অহং বদামি অতঃ শোকং মা কুর্ব্বিত্যাশ্বাস্য মুনিস্তাং সান্ত্বয়ামাসেতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥ ৪৩॥ ইদানীং শাপান্তকালং নির্দ্দিশন্নাহ। মৎক্রোধেতি। হে শুভে কল্যাণি!॥ ৪৪॥ ইত্যুক্তেতি। সা তেন মুনিনেত্যুক্তা সতী নদীজলে মৎস্যদেহং প্রাপ অপ্সরোরূপং বিহায়েতি শেষঃ। ততো বালকৌ জনয়িত্বা দাশেন বিদারিতা মৃতা চ শাপতো মুক্তেত্যন্বয়ঃ॥ ৪৫॥ সন্ত্যজ্যেতি। শাপান্তে মৎস্যরূপং

হইল॥ ৪০॥ ভাল, তাহার পর সেই অপ্সরার কি হইল? কি করিয়াই বা শাপের অন্ত হইল? এবং কি রূপেই বা পুনর্ব্বার স্বর্গলাভ করিল॥ ৪১॥

ঋষিগণের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া সূত কহিলেন। সেই অপ্সরা মুনিকর্তৃক অভিশপ্তা হইবামাত্র প্রথমত অতিশয় বিস্ময়াম্বিত হইল, পরে দীনের ন্যায় ক্রন্দন করত বিপ্রের স্তব করিতে লাগিল॥ ৪২॥ তখন, সেই বিপ্রবর তাহাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া বলিলেন। হে কল্যাণি! শোক করিও না আমি তোমার শাপান্ত বলিয়া দিতেছি শ্রবণ কর॥ ৪৩॥ কল্যাণি! তুমি আমার ক্রোধজাত শাপ জন্য মৎস্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরে দুইটী মনুষ্যসন্তান প্রসব করত শাপ হইতে মুক্ত হইবে॥ ৪৪॥ দ্বিজবর এইরূপ বলিলে, সেই অদ্রিকা যমুনামধ্যে মৎস্যদেহ লাভ করিল। পরে ঐ দুই বালক প্রসব

এবং জাতা বরা পুত্রী মৎস্যগন্ধা বরাননা।
পুত্রী চ পাল্যমানা সা দাশগেহে ব্যবর্দ্ধত ॥ ৪৭ ॥
মৎস্যগন্ধা তদা জাতা কিশোরী চাতিসুপ্রভা।
তস্য কার্য্যাণি কুর্ব্বাণা বাসবী চাতিসুপ্রভা ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে
মৎস্যগন্ধোৎপত্তির্নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

সন্ত্যজ্য দিব্যং পূর্ব্বরূপং প্রাপ্য সা বরবর্ণিনী অমরমার্গং আকাশপথমাশ্রিত্য ব্যোমপথেন দেবলোকং জগামেতি ভাবঃ ॥৪৬॥ ইতি সতবত্যা মৎস্যগন্ধেত্যন্বর্থনাম্না সহোৎপত্তিকথামুপসংহৃত্য দাশেন পাল্যমানায়াঃ তস্যাঃ ক্রমেণ কৈশোরাদিকং বর্ণয়ন্নধ্যায়ং সমাপয়ৎ ॥৪৭—৪৮॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

করিয়া মৃত এবং শাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৪৫ ॥ সেই বরবর্ণিনী অদ্রিকা শাপান্তে মৎস্যরূপ পরিত্যাগ করিয়া দিব্যরূপ ধারণ করত দেবমার্গে গমন করে ॥ ৪৬ ॥ ঋষিগণ! এইরূপে সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বরাননা কন্যা মৎস্যগন্ধা জন্ম পরিগ্রহ করেন এবং সেই ধীবরগৃহে প্রতিপালিতা ও পরিবর্দ্ধিতা হয়েন ॥ ৪৭ ॥ এইরূপে অতিসুন্দরী সেই বসুকন্যা মৎস্যগন্ধা কিশোর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ধীবরের কার্য্য সকল করত সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে
মৎস্যগন্ধোৎপত্তিনামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

একদা তীর্থযাত্রায়াং ব্রজন্ পারাশরো মুনিঃ।
আজগাম মহাতেজাঃ কালিন্দ্যাস্তটমুত্তমম্ ॥ ১ ॥
নিষাদমাহ ধর্ম্মাত্মা কুর্ব্বন্তং ভোজনং তদা।
প্রাপয়স্ব পরং পারং কালিন্দ্যা উড়ুপেন মাম্ ॥ ২ ॥
দাশঃ শ্রুত্বা মুনের্ব্বাক্যং কুর্ব্বাণো ভোজনং তটে।
উবাচ তাং সুতাং বালাং মৎস্যগন্ধাং মনোরমাম্ ॥ ৩ ॥
উড়ুপেন মুনিং বালে! পরং পারং নয়স্ব হ।
গন্তুকামোঽস্তি ধর্ম্মাত্মা তাপসোঽয়ং শুচিস্মিতে! ॥ ৪ ॥
ইত্যুক্তা সা তদা পিত্রা মৎস্যগন্ধাঽথ বাসবী।
উড়ুপে মুনিমাসীনং সংবাহয়তি ভামিনী ॥ ৫ ॥
ব্রজন্ সূর্য্যসুতাতোয়ে ভাবিত্বাদ্দৈবযোগতঃ।
কামার্ত্তস্তু মুনির্জাতো দৃষ্ট্বা তাং চারুলোচনাম্ ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈকপঞ্চাশচ্ছ্লোকৈরথ পরাশরাৎ।
দাশকন্যোদরে জন্ম বেদব্যাসস্য কথ্যতে ॥

এবং ব্যাসমাতুর্জন্মোক্ত্বা পরাশরপ্রসঙ্গমাহ একদেতি ॥১—২॥ দাশো নিষাদঃ। মৎস্যগন্ধামিতি। উপমানাচ্চেতীত্বাভাবশ্ছান্দসঃ ॥৩—৪॥ বাসবী বসুরাজস্য হ্যপত্যং বাসবী ॥ ৫—৬ ॥

সূত কহিলেন, একদা অতিতেজস্বী পরাশর মুনি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে যমুনাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥ ধর্ম্মাত্মা মুনিবর তৎকালে ভোজনে নিরত ধীবরের নিকট যাইয়া বলিলেন। ধীবর! তোমার নৌকাদ্বারা আমাকে যমুনার পরপারে লইয়া যাও ॥ ২ ॥ যমুনাতীরে ভোজনাসক্ত ধীবর মুনিবাক্য শ্রবণে সেই মনোরমা বালিকা মৎস্যগন্ধা কন্যাকে বলিল ॥ ৩ ॥ হে শুচিস্মিতে পুত্রি! এই ধর্ম্মাত্মা মুনিবর পরপারে যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, অতএব তুমি ইহাঁকে নৌকা করিয়া পরপারে লইয়া যাও ॥ ৪ ॥ অনন্তর, সেই বসুকন্যা মৎস্যগন্ধা পালকপিতা ধীবরের আদেশ পাইয়া নৌকারূঢ় মুনি পরাশরকে লইয়া যাইতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫ ॥ অনন্তর, যমুনামধ্যে যাইতে যাইতে পরাশর মুনি সেই চারুলোচনা মৎস্যগন্ধাকে দেখিয়া

গ্রহীতুকামঃ স মুনির্দৃষ্ট্বা ব্যঞ্জিতযৌবনাম্।
দক্ষিণেন করেণৈনামস্পৃশদ্দক্ষিণে করে ॥ ৭ ॥
তমুবাচাসিতাপাঙ্গী স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ।
কুলস্য সদৃশং বঃ কিং শ্রুতস্য তপসশ্চ কিম্ ॥ ৮ ॥
ত্বং বৈ বশিষ্ঠদায়াদঃ কুলশীলসমন্বিতঃ।
কিঞ্চিকীর্ষসি ধর্ম্মজ্ঞ! মন্মথেন প্রপীড়িতঃ ॥ ৯ ॥
দুর্লভং মানুষং জন্ম ভুবি ব্রাহ্মণসত্তম!।
তত্রাপি দুর্লভং মন্যে ব্রাহ্মণত্বং বিশেষতঃ ॥ ১০ ॥

কুলেন শীলেন তথা শ্রুতেন
দ্বিজোত্তমস্ত্বং কিল ধর্ম্মবিচ্চ।
অনার্য্যভাবং কথমাগতোঽসি
বিপ্রেন্দ্র! মাং বীক্ষ্য চ মীনগন্ধাম্ ॥ ১১ ॥

গ্রহীতুকামো ভোক্তুকামঃ ॥ ৭ ॥ স্মিতপূর্ব্বমিতি। অনেন সাপ্যন্তঃকামাতুরাসীদিতি বোধিতম্। স্ত্রীজাতিত্বাত্তু শৃঙ্গারবর্দ্ধনার্থমুপহাসং করোতি কুলস্য সদৃশমিতি। বঃ ঋষীণাং কুলস্য শ্রুতস্যাধীতস্য তপসশ্চ কিমিদং সদৃশং ভবতি যোগ্যং ভবতি যুষ্মাকং কিং নীচপরস্ত্রীগমনাদিকং ধর্ম্মোঽস্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮ ॥ (তস্য মহৎকুলজাতত্বমুখাপ্যোপহাস-চ্ছলেন গৌরবং বর্দ্ধয়ন্তীবাহ ত্বং বৈ বশিষ্ঠেতি ॥ ৯ ॥ ইহ খলু ব্রাহ্মণত্বস্যাতীব সুদুর্ল্লভত্বং প্রদর্শয়িতুকামাহ দুর্লভমিতি ॥ ১০ ॥ কুলেনেতি। হে দ্বিজ! নিজবংশেন বিনয়েন বেদাদি-শাস্ত্রজ্ঞানেন। ত্বং দ্বিজেষ্বপি শ্রেষ্ঠতাং প্রাপ্তঃ স্বয়মপি ধর্ম্মজ্ঞোঽসি তথাপি মীনগন্ধাং মৎস্যবৎ [illegible]গন্ধাং মাং বীক্ষ্য কথমনার্য্যভাবমাগতোঽসীত্যন্বয়ঃ ॥ ১১ ॥ চিত্তবৈকুল্যো-

---

দৈবঘটনাবশতই কামার্ত্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৬ ॥ মুনিবর তাহার যৌবনের অঙ্কুর দর্শনে উপভোগে অভিলাষী হইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহার দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিলেন ॥ ৭ ॥ পরে, সেই অসিতাপাঙ্গী মৎস্যগন্ধা পরাশরকে বলিলেন, ঋষিবর! (আপনি যে কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছেন) ইহা কি আপনার কুলের অথবা অধীত বেদাদির কিংবা তপস্যার উপযুক্ত কার্য্য হইতেছে? ॥ ৮ ॥ আপনি কুলশীলসমন্বিত বিশেষত বশিষ্ঠকুলে জন্ম পরি-গ্রহ করিয়াছেন; অতএব, হে ধর্ম্মজ্ঞ! এক্ষণে কামার্ত্ত হইয়া একি কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? ॥ ৯ ॥ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আমি বিবেচনা করি এই জগতে প্রথমত মানব জন্মই দুর্লভ, আবার সেই মানবমধ্যে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা অতিশয় সুদুর্লভ ॥ ১০ ॥ দ্বিজোত্তম! আপনি কুলীন, সচ্চরিত্র, বেদবেদান্তাদি-বিশারদ এবং ধর্ম্মতত্ত্ববেত্তা; অতএব হে বিপ্রবর! কি জন্য আমার এই শরীরকে মৎস্যগন্ধে পরিপূর্ণ অবলোকন করিয়াও এরূপ অনার্য্যভাব

মদীয়ে শরীরে দ্বিজামোঘবুদ্ধে !
শুভং কিং সমালোক্য প্যাণিং গ্রহীতুম্।
সমীপং সমায়াসি কামাতুরস্ত্বং
কথং নাভিজানাসি ধর্ম্মং স্বকীয়ম্ ॥ ১২ ॥
অহো মন্দবুদ্ধির্দ্বিজোঽয়ং গ্রহীষ্যন্
জলে মগ্ন এবাদ্য মাং বৈ গৃহীত্বা।
মনো ব্যাকুলং পঞ্চবাণাতিবিদ্ধং
ন কোঽপীহ শক্তঃ প্রতীপং হি কর্ত্তুম্ ॥ ১৩ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য সা বালা তমুবাচ মহামুনিম্।
ধৈর্য্যং কুরু মহাভাগ ! পরং পারং নয়ামি বৈ ॥ ১৪ ॥

সূত উবাচ।

পরাশরস্তু তচ্ছ্রুত্বা বচনং হিতপূর্ব্বকম্।
করং ত্যক্ত্বা স্থিতস্তত্র সিন্ধোঃ পারং গতঃ পুনঃ ॥ ১৫ ॥

কারণং জিজ্ঞাসুঃ পৃচ্ছতি মদীয়ে শরীরে ইতি ॥১২॥) ইত্থং মন্দহাসপূর্ব্বকনিষেধেনাতিকামাতুরং বীক্ষ্য মনসি বিচারয়ামাসেত্যাহ অহো ইতি। অয়ং দ্বিজো মাং গ্রহীষ্যন্ মন্দবুদ্ধিস্তব্ধবুদ্ধির্জাতঃ প্রথমং কামেন তদনুত্তরং মাং হস্তে ইতি শেষঃ। হস্তে গৃহীত্বা জলে শৃঙ্গাররসে মগ্ন এবাস্ত মনো যতঃ পঞ্চবাণেন কামেনাতিবিদ্ধং ততো ব্যাকুলং জাতমস্মিন্ সময়ে। অস্য প্রতীপং বিরুদ্ধং কর্ত্তুং ন কোঽপি সমর্থঃ শাপভয়াদিতি বিচারয়ামাস। (জলে যমুনাজলে ইতি বা। বলাৎ গ্রহণেন অসংযতায়াং নৌকায়াং জলমগ্নসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥) বিচার্য্য কিং কৃতবতী তদাহ ইতি সঞ্চিন্ত্যেতি। পরম্পারং নয়ামীতি। [illegible] যদিচ্ছসি তৎকুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

প্রাপ্ত হইতেছেন ॥১১॥ হে দ্বিজ ! আপনার বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু, আমার শরীরে এমন কি শুভচিহ্ন দেখিয়াছেন, যাহাতে পাণিগ্রহণ করিবার জন্য নিকটে আসিতেছেন। আপনি কি এক্ষণে এত কামাতুর হইয়াছেন যে আপনার নিজধর্ম্ম স্মরণ করিতেছেন না ? ॥ ১২ ॥ (এই কথা বলিয়া মৎস্যগন্ধা মুনির ভাবগতিক দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন।) কি আশ্চর্য্যের বিষয় ! এই ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই আমাকে গ্রহণ করিবার লালসায় বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়াছে; অদ্য আমাকে উপভোগ করিতে গিয়া ইনি নিশ্চয়ই নৌকাসমেত যমুনাজলে নিমগ্ন হইবেন; কেননা, ইহার চিত্ত কামবাণে বিদ্ধ হইয়া অতিশয় ব্যাকুল হইয়াছে। বোধ হয় এক্ষণে ইহার প্রতীকূল আচরণে কেহই সমর্থ হইবে না ॥ ১৩ ॥ মৎস্যগন্ধা এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই মহামুনি পরাশরকে বলিলেন, মহাভাগ ! ধৈর্য্য অবলম্বন করুন অগ্রে পরপারে লইয়া যাই (পরে যাহা ইচ্ছা হয় করিবেন) ॥ ১৪ ॥

মৎস্যগন্ধাং প্রজগ্রাহ মুনিঃ কামাতুরস্তদা।
বেপমানা তু সা কন্যা তমুবাচ পুরঃস্থিতম্ ॥ ১৬ ॥
দুর্গন্ধাঽহং মুনিশ্রেষ্ঠ! কথং ত্বং নোপশঙ্কসে।
সমানরূপয়োঃ কামসংযোগস্তু সুখাবহঃ ॥ ১৭ ॥
ইত্যুক্তেন তু সা কন্যা ক্ষণমাত্রেণ ভামিনী।
কৃতা যোজনগন্ধা তু সুরূপা চ বরাননা ॥ ১৮ ॥
মৃগনাভিসুগন্ধাং তাং কৃত্বা কান্তাং মনোহরাম্।
জগ্রাহ দক্ষিণে পাণৌ মুনির্ম্মন্মথপীড়িতঃ ॥ ১৯ ॥
গ্রহীতুকামং তং প্রাহ নাম্না সত্যবতী শুভা।
মুনে! পশ্যন্তি লোকোঽয়ং পিতা চৈব তটস্থিতঃ ॥ ২০ ॥
পশুধর্ম্মো ন মে প্রীতিং জনয়ত্যতিদারুণঃ।
প্রতীক্ষস্ব মুনিশ্রেষ্ঠ! যাবদ্ভবতি যামিনী ॥ ২১ ॥

সিন্ধোর্নদ্যাঃ ॥ ১৫ ॥ বেপমানেতি। কামাতুরোঽপি মুনির্মম দৌর্গন্ধ্যমনুভূয় মধ্যে এব মাং ত্যক্ষ্যতীতি ভীতা বেপমানা স্বদোষং স্বমুখেন বর্ণয়তি। তস্য মুনেঃ প্রিয়ত্বেন স্বীকারার্থম্। স্ত্রীণাং স্বভাব এবায়ম্ ॥ ১৬ ॥ কিমুবাচ তদাহ দুর্গন্ধাঽহমিতি ॥ ১৭—১৮ ॥ মৃগনাভিশব্দেন কস্তূরী ॥ ১৯—২০ ॥ পশুধর্ম্মো মৈথুনধর্ম্মঃ। ইদং বাক্যং মুনেঃ কামো·

ঋষিগণ! পরাশর সেই হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়া হস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই তরণী-মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু, পরপারে উপনীত হইয়াই অতিশয় কামাতুর ভাবে মৎস্যগন্ধাকে পুনরায় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর, মৎস্যগন্ধা কাঁপিতে কাঁপিতে সম্মুখস্থিত সেই মুনিবরকে বলিলেন ॥ ১৫—১৬ ॥ মুনিপ্রবর! আমার শরীর অতিশয় দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ ইহা কি আপনি জানিতে পারিতেছেন না? দেখুন, কাম-সংমিলন সমান রূপেতেই অতিশয় সুখকর হইয়া থাকে ॥ ১৭ ॥

মৎস্যগন্ধা কষ্টভাবে এইরূপ বলিলে পর, মুনিবর ক্ষণমাত্রেই তাঁহাকে চারুবদনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী এবং যোজনগন্ধা করিলেন ॥ ১৮ ॥ পরাশর সেই সুকুমারী মৎস্যগন্ধাকে মৃগনাভিবৎ সুগন্ধযুক্তা এবং মনোহারিণী করিয়া কামার্ত্তভাবে দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করিলেন ॥ ১৯ ॥ তখন, সেই কল্যাণী সত্যবতী মুনিকে উপভোগাভিলাষী দেখিয়া বলিলেন, মুনে! এক্ষণে দিবাভাগ, অতএব সমস্ত লোক বিশেষত তটস্থিত পিতা দেখিতে পাইবেন; ইহা পশুবৎ অতি জঘন্য কর্ম্ম ইহাতে আমার প্রীতি হইবে না। অতএব, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যতক্ষণ রাত্রি না হয় ততক্ষণ প্রতীক্ষা করুন ॥ ২০—২১ ॥ দেখুন, মনুষ্যের স্ত্রীসঙ্গ রাত্রিতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে

রাত্রৌ ব্যবায় উদ্দিষ্টো দিবা ন মনুজস্য হি।
দিবা সঙ্গে মহান্ দোষঃ পশ্যন্তি কিল মানবাঃ।
কামং যচ্ছ মহাবুদ্ধে! লোকনিন্দা দুরাসদা ॥ ২২ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যা যুক্তমুক্তমুদারধীঃ।
নীহারং কল্পয়ামাস শীঘ্রং পুণ্যবলেন বৈ ॥ ২৩ ॥
নীহারে চ সমুৎপন্নে তটেঽতিতমসা যুতে।
কামিনী তং মুনিং প্রাহ মৃদুপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ২৪ ॥
কন্যাঽহং দ্বিজশার্দ্দূল! ভুক্ত্বা গন্তাঽসি কামতঃ।
অমোঘবীর্য্যস্ত্বং ব্রহ্মন্! কা গতির্মে ভবেদিতি ॥ ২৫ ॥
পিতরং কিং ব্রবীম্যদ্য সগর্ভা চেদ্ভবাম্যহম্।
ত্বং গমিষ্যসি ভুক্ত্বা মাং কিং করোমি বদস্ব তৎ ॥ ২৬ ॥

দ্দীপনার্থম্। কিঞ্চাধুনা কালোঽপি নাস্তীত্যাহ প্রতীক্ষস্বেতি ॥ ২১ ॥ মহান্ দোষ ইতি। প্রাণং বা এতে প্রস্কন্দন্তি যে দিবারত্যা সংযুজ্যন্ত ইতি প্রশ্নোপনিষচ্ছ্রুতের্দিবাসঙ্গে মহান্ দোষঃ। কিঞ্চ মানবা অপি পশ্যন্তীতি লোকনিন্দা চাস্তীতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

নীহারং ভাষায়াং ধুঁয়ার ইতি প্রসিদ্ধম্। শ্রুত্যুক্তদোষস্য তপোবলেন শময়িষ্যামীতি মুনেরভিপ্রায়ঃ ॥ ২৩ ॥ (কামিনীতি। কামিনী স্বীয়রূপভাবভঙ্গ্যাদিভিঃ পুরুষমোহকারিণীত্যর্থঃ। মৃদুপূর্ব্বং মৃদুবাক্যমাশ্রিত্য বিনয়গর্ভাব্যক্তস্বরেণেতি ভাবঃ ॥ ২৪ ॥ অমোঘেতি। অমোঘবীর্য্যঃ অব্যর্থরেতাঃ ॥ ২৫—২৬ ॥

দিবাতে নয়। বরং দিবাসঙ্গমে গুরুতর দোষ এবং মনুষ্য সকলে দেখিলে নিন্দা হইবার সম্ভাবনা। হে মহামতে! লোকনিন্দা অতিশয় গুরুতর, অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার এই অভিলাষ পূরণ করুন ॥ ২২ ॥

ঋষিগণ! তখন সেই উদারমতি পরাশর সত্যবতীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ইহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিলেন; এবং তৎক্ষণাৎ তপঃপ্রভাবে চতুর্দ্দিক্ কুজ্ঝটিকাময় করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৩ ॥ সেই কুজ্ঝটিকা সমুৎপন্ন হইলে পর যমুনাকূল অতিশয় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল। অনন্তর, সেই কমনীয়া মৎস্যগন্ধা পরাশরকে অতি মৃদুস্বরে বলিলেন ॥ ২৪ ॥ হে দ্বিজবর! আমি এক্ষণে কন্যা, আপনি আমাকে উপভোগ করিয়াই যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইবেন। কিন্তু, আপনার বীর্য্য অমোঘ (নিশ্চয়ই আমাকে গর্ভবতী হইতে হইবে।) অতএব হে ব্রহ্মন্! তাহার পর আমার কি গতি হইবে? ॥ ২৫ ॥ দ্বিজবর! যদি আজ আমি গর্ভবতী হই তাহা হইলে পিতাকে কি বলিব। ফলকথা এই আপনি আমাকে উপভোগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, পরে আমি কি করিব তাহার উপায় বলুন? ॥ ২৬ ॥

পরাশর উবাচ।

কান্তেঽদ্য মৎপ্রিয়ং কৃত্বা কন্যৈব ত্বং ভবিষ্যসি।
বৃণীষ্ব চ বরং ভীরু! যত্ত্বমিচ্ছসি ভামিনি!॥ ২৭॥

সত্যবত্যুবাচ।

যথা মে পিতরৌ লোকে ন জানীতো হি মানদ!।
কন্যাব্রতং ন মে হন্যাত্তথা কুরু দ্বিজোত্তম!॥ ২৮॥
পুত্রশ্চ ত্বৎসমঃ কামং ভবেদদ্ভুতবীর্য্যবান্।
গন্ধোঽয়ং সর্ব্বদা মে স্যাদ্‌যৌবনঞ্চ নবং নবম্॥ ২৯॥

পরাশর উবাচ।

শৃণু সুন্দরি! পুত্রস্তে বিষ্ণ্বংশসম্ভবঃ শুচিঃ।
ভবিষ্যতি চ বিখ্যাতস্ত্রৈলোক্যে বরবর্ণিনি!॥ ৩০॥
কেনচিৎ কারণেনাহং জাতঃ কামাতুরস্ত্বয়ি।
কদাপি চ ন সংমোহো ভূতপূর্ব্বো বরাননে!॥ ৩১॥

কান্তেতি। হে কান্তে! কমনীয়ে! ত্বং ময়া ভুক্তাপি পুনঃ কন্যাভাবমবাপ্স্যসীতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥ ২৭॥ যথেতি। হে মানদ! যথা মে মম মাতা পিতা চ ন জানীতঃ জ্ঞাতুং ন শক্নুতস্তথা লোকে লোকমধ্যে অন্যেঽপি ন জানন্তি তথা কুর্ব্বিত্যন্বয়ঃ কন্যাব্রতং কন্যাধর্ম্মঃ অক্ষতযোনিত্বমিতি যাবৎ॥ ২৮॥ ইদানীং মুনিসঙ্গতো গর্ভনিশ্চয়ে পিতৃসমগুণবীর্য্যাদিসম্পন্নং পুত্রমপি কাময়মানাহ পুত্রশ্চেতি॥ ২৯॥

জনিষ্যমাণপুত্রস্য মহিমানং সূচয়ন্নাহ শৃণ্বিতি। হে সুন্দরি! তে তব পুত্রঃ বিষ্ণোরংশাৎ সম্ভবিষ্যতি অতঃ শুচিঃ নিত্যপবিত্রাত্মা ত্রিলোকমধ্যে বেদাদিবিভাগাৎ বিখ্যাতঃ বিশ্রুতশ্চ

পরাশর দাশকন্যার এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—কান্তে! অদ্য আমার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিয়া পুনর্ব্বার তুমি কন্যাই হইবে। হে ভামিনি! ইহাতেও যদি তোমার ভয় হয় তবে তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর?॥ ২৭॥

সত্যবতী কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনি ত কখনও কাহার অপমান করেন না বরং মান প্রদানই করিয়া থাকেন; অতএব, যাহাতে আমার পিতা মাতা বা অপর কেহ এবিষয়ের কিছুই না জানিতে পারেন এবং যাহাতে আমার কন্যাব্রত নষ্ট না হয় তাহাই করুন॥ ২৮॥ দ্বিজবর! আপনা হইতে সমুৎপন্ন পুত্র যেন আপনার সমান গুণসম্পন্ন এবং অদ্ভুত তেজস্বী হয়, ভবৎপ্রদত্ত এই সুগন্ধ যেন সর্ব্বদা আমার অঙ্গে থাকে এবং আমার যৌবন যেন সর্ব্বদা নব নব রূপে বিরাজ করে॥ ২৯॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া পরাশর বলিলেন, সুন্দরি! শ্রবণ কর? তোমার পুত্র বিষ্ণুর অংশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া এই ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইবে॥ ৩০॥ হে বরাননে! তুমি নিশ্চয়

দৃষ্ট্বা চাপ্সরসাং রূপং সদাঽহং ধৈর্য্যমাবহম্।
দৈবযোগেন বীক্ষ্য ত্বাং কামস্য বশগোঽভবম্ ॥ ৩২ ॥
তৎ কিঞ্চিৎ কারণং বিদ্ধি দৈবং হি দুরতিক্রমম্।
দৃষ্ট্বাঽহং চাতিদুর্গন্ধাং কথং মোহমবাপ্নুয়াম্ ॥ ৩৩ ॥
পুরাণকর্ত্তা পুত্রস্তে ভবিষ্যতি বরাননে!।
বেদবিভাগকর্ত্তা চ খ্যাতশ্চ ভুবনত্রয়ে ॥ ৩৪ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তাং বশং যাতাং ভুক্ত্বা স মুনিসত্তমঃ।
জগাম তরসা স্নাত্বা কালিন্দীসলিলে মুনিঃ ॥ ৩৫ ॥
সাঽপি সত্যবতী জাতা সদ্যো গর্ভবতী সতী।
সুষুবে যমুনাদ্বীপে পুত্রং কামমিবাপরম্ ॥ ৩৬ ॥

ভবিষ্যতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৩০ ॥ ইদানীং স্বমোহে কারণং নির্দ্দিশন্নাহ কেনচিদিতি॥ ৩১ ॥ পুরা অহং অপ্সরসাং স্বর্বেশ্যানাং রূপং দৃষ্ট্বাপি সর্ব্বদা ধৈর্য্যং আবহং কিমু তত্র মানুষীরূপাং ত্বাং দৃষ্ট্বেতি কৈমুতিকন্যায়েনাত্মজিতেন্দ্রিয়তাং সমর্থয়তীতি ভাবঃ ॥৩২॥ ইদানীং নিজকামাসক্তৌ দৈবকারণত্বং সূচয়ন্নাহ। তৎ কিঞ্চিদিতি। হি যস্মাৎ দৈবং দুরতিক্রমং ইহ জগত্যাং কেনাপি কথমপি ন দৈবমতিক্রমিতুং শক্যতে অতো মম কামার্ত্ততায়াং ন কোঽপি দোষসংস্রব ইতি বিজানীহি দৃষ্ট্বাহমিতি। অন্যথা অতিদুর্গন্ধাং ত্বাং দৃষ্ট্বা কথং অহং মোহমাপ্নুয়াম্ ॥ ৩৩ ॥ ইদানীং প্রকৃতমনুস্মারয়ন্নাহ পুত্রস্তে ভবিষ্যতীতি। পুরাণকর্ত্তা পঞ্চলক্ষণসম্পন্নপুরাবৃত্তগ্রন্থপ্রণেতা ভাগকর্ত্তা বেদবিভাগকর্ত্তা ॥ ৩৪ ॥

ইত্যুক্ত্বেতি। স মুনিঃ পরাশরঃ ইত্যুক্ত্বা তাং বশঙ্গতাং সত্যবতীং ভুক্ত্বা উপভোগং কৃত্বা যমুনাসলিলে স্নানং বিধায় তরসা বেগেন অবিলম্বেনেত্যর্থঃ জগামেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৫ ॥ সাপীতি। সাপি সত্যবতী সদ্যস্তৎক্ষণাৎ পরাশরগমনানন্তরমেব। গর্ভবতী জাতা সতী তত্রৈব

জানিও কোনও বিশেষ কারণ বশতঃ আমি তোমাতে কামাসক্ত হইয়াছি। নতুবা ইতিপূর্ব্বে কখনই আমার এরূপ মোহ উপস্থিত হয় নাই ॥৩১॥ পূর্ব্বে আমি সর্ব্বদা কত অপ্সরাদিগের রূপ দেখিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলাম; কিন্তু, এক্ষণে তোমাকে দেখিয়া নিশ্চয়ই দৈবযোগবশত কামের বশীভূত হইয়াছি ॥৩২॥ অতএব এ বিষয়ে কিছু নিগূঢ় কারণ আছে জানিও, আর দেখ, দৈবকে অতিক্রম করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই; নতুবা তোমাকে এরূপ দুর্গন্ধময় দেখিয়াও কি জন্য মোহপ্রাপ্ত হইলাম ॥৩৩॥ হে চারুমুখি! তোমার পুত্র পুরাণকর্ত্তা বেদজ্ঞ এবং বেদের বিভাগকর্ত্তা হইয়া এই ত্রিভুবনে বিশ্রুত হইবে ॥ ৩৪ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! সেই ঋষিবর পরাশর সত্যবতীকে এইরূপ বলিয়া বশে আনিয়া উপভোগান্তে যমুনায় স্নান করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। তখন সেই সতী সত্যবতীও সেই মুহূর্ত্তে গর্ভবতী হইয়া পড়িলেন এবং সেই যমুনাদ্বীপে দ্বিতীয় কন্দর্প সদৃশ

জাতমাত্রস্তু তেজস্বী তামুবাচ স্বমাতরম্।
তপস্যেব মনঃ কৃত্বা বিবিশে চাতিবীর্য্যবান্ ॥ ৩৭ ॥
গচ্ছ মাতর্যথা কামং গচ্ছাম্যহমতঃ পরম্।
তপঃ কর্ত্তুং মহাভাগে! দর্শয়িষ্যামি বৈ স্মৃতঃ ॥ ৩৮ ॥
মাতর্যদা ভবেৎ কার্য্যং তব কিঞ্চিদনুত্তমম্।
স্মর্ত্তব্যোঽহং তদা শীঘ্রমাগমিষ্যামি তেঽন্তিকম্ ॥ ৩৯ ॥
স্বস্তি তেঽস্তু গমিষ্যামি ত্যক্ত্বা চিন্তাং সুখং বস।
ইত্যুক্ত্বা নির্যযৌ ব্যাসঃ সাঽপি পিত্রন্তিকং গতা ॥ ৪০ ॥
দ্বীপে ন্যস্তস্তয়া বালস্তস্মাদ্দ্বৈপায়নোঽভবৎ।
জাতমাত্রো জগামাশু বৃদ্ধিং বিষ্ণ্বংশযোগতঃ ॥ ৪১ ॥
তীর্থে তীর্থে কৃতস্নানশ্চচার তপ উত্তমম্।
এবং দ্বৈপায়নো জজ্ঞে সত্যবত্যাং পরাশরাৎ ॥ ৪২ ॥

যমুনাদ্বীপে দ্বিতীয়কন্দর্পমিব পুত্রং সুষুবে প্রসূতবতী ॥ ৩৬ ॥ জাতমাত্র ইতি। পুত্রস্তু জাতমাত্রস্তেজস্বান্ তপস্যেব ভগবদারাধনেএব নতুঅন্যস্মিন্ বিষয়ভোগাদৌ ইতি ভাবঃ। মনঃ কৃত্বা স্বমাতরং উবাচ। বিবিশে তপস্যেব আবিষ্টঃ। আবেশে কারণমাহ বীর্য্যবান্ জন্মান্তরীয়তপোভিরত্যন্তপ্রভাববান্ ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৩৭ ॥) দর্শয়িষ্যামি বৈ স্মৃত ইতি। অহং ত্বয়া স্মৃতো নিজং রূপং দর্শয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ (স্মর্ত্তব্য ইতি। ত্বয়া কার্য্যকালেঽহং স্মর্ত্তব্যঃ স্মরণমাত্রেণাহং আগমিষ্যামি ॥ ৩৯ ॥ স্বস্তীতি। তে তুভ্যং স্বস্ত্যস্তু স্বস্তিশব্দযোগেন চতুর্থীতি বোধ্যম্। ত্বং স্বামিপুত্রাদিবিষয়িণীং চিন্তাং ত্যক্ত্বা সুখং বস সুখেন কালং যাপয়েতি ভাবঃ। অহং পরমেশ্বরারাধনার্থং তপোবনং গমিষ্যামি। ব্যাসঃ ইত্যুক্ত্বা নির্জগাম সাপি সত্যবতী পিতুর্দাশরাজস্য সমীপং গতা ॥ ৪০ ॥ যতস্তয়া সত্যবত্যা স বালঃ ব্যাসঃ যমুনাদ্বীপে ন্যস্তঃ প্রসূতঃ তস্মাৎ দ্বৈপায়নঃ অভবৎ দ্বৈপায়ন ইতি নাম্না উদাহৃত ইতি যাবৎ। জাতমাত্রঃ সন্ কথং বৃদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি চেৎ তত্র কারণমাহ বিষ্ণ্বংশ-

---

একটী পুত্র প্রসব করিলেন ॥ ৩৫—৩৬ ॥ অমিতপরাক্রমশালী অতিতেজস্বী সেই পুত্র জাত মাত্রই তপস্যায় মনোনিবেশ করিয়া নিজ মাতা সত্যবতীকে বলিলেন ॥ ৩৭ ॥ মাতঃ! আপনি এক্ষণে যথা ইচ্ছা গমন করুন। সম্প্রতি আমি তপস্যায় গমন করিব। হে মহাভাগে! স্মরণ মাত্রই আপনাকে দর্শন দিব ॥ ৩৮ ॥ জননি! যখন আপনার কোনও বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইবে, তখন আমাকে স্মরণ করিবেন, তাহা হইলেই আমি অবিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হইব। এক্ষণে আপনার মঙ্গল হউক আমি তপস্যায় চলিলাম; আপনি চিন্তা ত্যাগ করিয়া সুখে বাস করুন। ব্যাস এই কথা বলিয়া তপস্যায় নির্গত হইলেন। সত্যবতীও পিতৃ নিকটে গমন করিলেন ॥ ৩৯—৪০ ॥ ঋষিগণ! এই সত্যবতীপুত্র যমুনাদ্বীপে প্রসূত হইয়াছিলেন বলিয়া দ্বৈপায়ন নামে বিখ্যাত হয়েন এবং বিষ্ণুর অংশপ্রযুক্ত জাতমাত্রই তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধিলাভ করেন ॥ ৪১ ॥ অনন্তর, দ্বৈপায়ন নানাতীর্থে স্নানাদি করিয়া উগ্রতর তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত

চকার বেদশাখাশ্চ প্রাপ্তং জ্ঞাত্বা কলের্যুগম্।
বেদবিস্তারকরণাদ্ব্যাসনামাঽভবন্ মুনিঃ ॥ ৪৩ ॥
পুরাণসংহিতাশ্চক্রে মহাভারতমুত্তমম্।
শিষ্যানধ্যাপয়ামাস বেদান্ কৃত্বা বিভাগশঃ ॥ ৪৪ ॥
সুমন্তুং জৈমিনিং পৈলং বৈশম্পায়নমেব চ।
অসিতং দেবলঞ্চৈব শুকঞ্চৈব স্বমাত্মজম্ ॥ ৪৫ ॥

সূত উবাচ।

এতচ্চ কথিতং সর্ব্বং কারণং মুনিসত্তমাঃ!।
সত্যবত্যাঃ সুতস্যাপি সমুৎপত্তিস্তথা শুভা ॥ ৪৬ ॥
সংশয়োঽত্র ন কর্ত্তব্যঃ সম্ভবে মুনিসত্তমাঃ!।
মহতাং চরিতে চৈব গুণা গ্রাহ্যা মুনেরিতি ॥ ৪৭ ॥
কারণাচ্চ সমুৎপত্তিঃ সত্যবত্যা ঝষোদরে।
পরাশরেণ সংযোগঃ পুনঃ শন্তনুনা তথা ॥ ৪৮ ॥

যোগতঃ ॥ ৪১ ॥ তীর্থে ইতি। প্রতিতীর্থং কৃতস্নানঃ সন্ উত্তমং তপশ্চচার আচরিতবান্ ॥ ৪২ ॥ ইদানীং সূতঃ ব্যাসস্য জন্মনা সহ দ্বৈপায়ননাম্নঃ কারণাদিবিবরণমুপসংহৃত্য বেদব্যাসত্বকারণমাহ চকারেতি।) বেদবিস্তারো বিভাগপূর্ব্বকো বিস্তারস্তস্য কারণাদ্ব্যাসনামাভবৎ। তদুক্তং সূতসংহিতায়াম্। ব্যস্তবেদতয়া ব্যাস ইতি লোকে শ্রুতো মুনিরিতি ॥ ৪৩ ॥) (শিষ্যানিতি। ঋক্‌সামাদিনামভিঃ প্রত্যেকং বিভাগং কৃত্বা বেদান্ পৈলজৈমিনিবৈশম্পায়নাদীন্ শিষ্যান্ অধ্যাপয়ামাস। বিভাগকরণাৎ পূর্ব্বং হি এক এবাসীৎ বেদঃ। যদুক্তং ভাগবতে। "একএব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ। একো নারায়ণো দেব একোঽগ্নির্বর্ণএব চ ॥" ৪৪—৪৫ ॥

উৎপত্তিনামনিরুক্তিকারণতাদিকং বর্ণয়িত্বেদানীং তত্রোৎপত্ত্যাদৌ অসম্ভাবনীয়ত্বং মত্বা সংশয়ো ন কর্ত্তব্যঃ। যতো দেবমুনিপ্রভৃতীনাং মহতাং জন্মকর্ম্মাদিষু কিমপ্যসম্ভাব্যত্বং নেতি

হইলেন। এইরূপে দ্বৈপায়ন, পরাশর হইতে সত্যবতীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন এবং কলিযুগ আগত দেখিয়া বেদবৃক্ষকে শাখাদি রূপে বিভাগ করিয়াছেন। এই বেদ বিভাগ করিবার জন্যই পরাশরপুত্র ব্যাস নামে অভিহিত হইয়াছেন। পরে পুরাণ সংহিতা সকল এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাভারত রচনা করিয়াছেন। দ্বৈপায়ন বেদ সকল বিভাগ করিয়া শিষ্য সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, বৈশম্পায়ন, অসিত, দেবল, এবং নিজপুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন ॥ ৪২—৪৫ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! আমি তোমাদিগকে এই সমস্ত কারণ এবং সত্যবতীপুত্র বেদব্যাসের শুভজনক উৎপত্তি-কথাও বলিলাম ॥ ৪৬ ॥ ঋষিগণ! এই দ্বৈপায়নজন্মে কোনও সন্দেহ করিবেন না; কারণ, মহৎ লোকের বিশেষতঃ মুনি জনের চরিত্র বিষয়ে গুণ সকলই

অন্যথা তু মুনেশ্চিত্তং কথং কামাকুলং ভবেৎ ।
অনার্য্যজুষ্টং ধর্ম্মজ্ঞঃ কৃতবান্ স কথং মুনিঃ ॥ ৪৯ ॥
সকারণেয়মুৎপত্তিঃ কথিতাশ্চর্য্যকারিণী ।
শ্রুত্বা পাপাচ্চ নির্ম্মুক্তো নরো ভবতি সর্ব্বথা ॥ ৫০ ॥
য এতচ্ছুভমাখ্যানং শৃণোতি শ্রুতিমান্নরঃ ।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি সুখী ভবতি সর্ব্বদা ॥ ৫১ ॥*

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে ব্যাসোৎপত্তির্নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

সন্দেহং নিরাচিকীর্ষুরেতচ্চ কুথিতমিত্যারভ্য পঞ্চভিরুপসংহরন্নাহ সূত এতচ্চেতি ॥৪৬—৫০॥ এতাবতা গ্রন্থেন সত্যবতী পরাশরস্য বিবাহিতা স্ত্রী ন ইত্যুক্তম্ । অতএব সা শন্তনুনা বিবাহিতেতি ন বিরুদ্ধমিতি ভাবঃ । নচ মহতামুৎপত্তিচরিতাদিকং শ্রুত্বাঽপরাধভয়াৎ সংশয়মাত্রং ত্যক্তব্যমিতি বাচ্যম্ । ভক্ত্যা শৃণ্বতাম্ অশেষপাপরাশেরপি বিমুক্তিঃ স্যাদেবেতি দর্শনাৎ তদেব ফলমুপপাদয়ন্নাহ য এতদিতি ॥ ৫১ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

গ্রহণ করা উচিত ॥ ৪৭ ॥ দৈব কারণ বশতই মৎস্যগর্ভে সত্যবতীর জন্ম এবং প্রথমত পরাশরের সহিত তদনন্তর শান্তনুরাজের সহিত মিলন হইয়াছিল । অন্যথা, তাদৃশ মুনিবরের চিত্ত কি কখনও কামাসক্ত হইতে পারে ? আর, কি জন্যই বা পরাশর ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া এরূপ অনার্য্যসেবিত কার্য্য করিবেন ? ॥ ৪৮—৪৯ ॥ অতএব এই ব্যাসজন্ম অতি আশ্চর্য্যকর এবং নিগূঢ় কারণ-সঙ্ঘটিত বলিয়া জানিবেন । শ্রুতিযুগল বিশিষ্ট মনুষ্য এই শুভজনক আখ্যান শ্রবণ করিয়া পাপ হইতে বিমুক্ত হয় এবং কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না বরং চিরকাল সুখী হইতে পারে ॥ ৫০—৫১ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহপুরাণ দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে বেদব্যাসের জন্ম বিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

---

* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে অর্দ্ধাধিক একপঞ্চাশৎ শ্লোক ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

উৎপত্তিস্তু ত্বয়া প্রোক্তা ব্যাসস্যামিততেজসঃ।
সত্যবত্যাস্তথা সূত! বিস্তরেণ ত্বয়াঽনঘ!॥ ১॥
তথাপ্যেকস্তু সন্দেহশ্চিত্তেঽস্মাকং সুসংস্থিতঃ।
ন নিবর্ত্ততি ধর্ম্মজ্ঞ! কথিতেন ত্বয়াঽনঘ!*॥ ২॥
মাতা ব্যাসস্য যা প্রোক্তা নাম্না সত্যবতী শুভা।
সা কথং নৃপতিং প্রাপ্তা শন্তনুং ধর্ম্মবিত্তমম্॥ ৩॥
নিষাদপুত্রীং স কথং বৃতবান্ পতিঃ স্বয়ম্।
ধর্ম্মিষ্ঠঃ পৌরবো রাজা কুলহীনামসংবৃতাম্॥ ৪॥
শন্তনোঃ প্রথমা পত্নী কা হ্যভূৎ কথয়াঽধুনা।
ভীষ্মঃ পুত্রোঽথ মেধাবী বসোরংশঃ কথং পুনঃ॥ ৫।
ত্বয়া প্রোক্তং পুরা সূত! রাজা চিত্রাঙ্গদঃ কৃতঃ।
সত্যবত্যাঃ সুতো বীরো ভীষ্মেণামিততেজসা॥ ৬॥

অর্দ্ধাধিকৈকোনষষ্টিশ্লোকৈঃ শন্তনুনা তথা।
সত্যবত্যা বিবাহশ্চ গঙ্গায়াশ্চোপবর্ণ্যতে॥

যদ্যপি সত্যবতী পরাশরপত্নী নাস্তি ততশ্চ সা শন্তনুনা বৃতেতি যুক্তমেব তথাপি নিষাদপুত্রী সা কথং রাজ্ঞা বৃতেতি শঙ্কাবাশিষ্টৈবেতি মুনয়ঃ পৃচ্ছন্তি উৎপত্তিরিতি॥ ১—৪॥ প্রথমা পত্নী কা শন্তনোরভূদিতি দ্বিতীয়ঃ প্রশ্নঃ। যস্যাং ভীষ্ম উৎপন্নঃ স ভীষ্মো বসোরংশঃ কথমিতি তৃতীয়ঃ প্রশ্নঃ॥ ৫॥ (ত্বয়া প্রোক্তমিতি। হে সূত! পুরা ইতঃ প্রাক্ ত্বয়া অমিততেজসা

ঋষিগণ কহিলেন, হে পুণ্যাত্মন্ সূত! তুমি আমাদিগের নিকট অমিততেজা ব্যাসদেবের এবং সত্যবতীর জন্ম বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনা করিলে সত্য; তথাপি একটী সন্দেহ আমাদিগের চিত্তে গাঢ়তর রূপে অবস্থিতি করিতেছে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! তুমি এত বলিলেও তাহা নিবৃত্ত হইতেছে না॥১—২॥ সূত! ব্যাসদেবের মাতা, যাঁহাকে তুমি সত্যবতী বলিয়া কীর্ত্তন করিলে, তিনি কি প্রকারে ধর্ম্মবিত্তম শান্তনুরাজাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আর কি জন্যই বা সেই ধার্ম্মিকপ্রবর নৃপতি পুরুবংশসম্ভূত হইয়া কুলবিহীনা বিবাহের অযোগ্যা সেই ধীবর কন্যাকে পত্নীত্বে বরণ করিয়াছিলেন॥ ৩—৪॥ সূত! এক্ষণে বল শান্তনুর প্রথমা পত্নী কে ছিল, যাহাতে ভীষ্মরূপ পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন, বিশেষত সেই মেধাবী ভীষ্মতেই বা কিরূপে

---

* নহীনৃত্যতি ধর্ম্মজ্ঞ! কথিতেন তবাধুনা। ইতি বা পাঠঃ।

চিত্রাঙ্গদে হতে বীরে কৃতস্তদনুজস্তথা।
বিচিত্রবীর্য্যনামাঽসৌ সত্যবত্যাঃ সুতো নৃপঃ ॥ ৭ ॥
জ্যেষ্ঠে ভীষ্মে স্থিতে পূর্ব্বং ধর্ম্মিষ্ঠে রূপবত্যপি।
কৃতবান্ স কথং রাজ্যং স্থাপিতস্তেন জানতা ॥ ৮ ॥
মৃতে বিচিত্রবীর্য্যে তু সত্যবত্যতিদুঃখিতা।
বধূভ্যাং গোলকৌ পুত্রৌ জনয়ামাস সা কথম্ ॥ ৯ ॥
কথং রাজ্যং ন ভীষ্মায় দদৌ সা বরবর্ণিনী।
ন কৃতস্তু কথং তেন বীরেণ দারসংগ্রহঃ ॥ ১০ ॥
অধর্ম্মস্তু কৃতঃ কস্মাদ্ব্যাসেনামিততেজসা।
জ্যেষ্ঠেন ভ্রাতৃভার্য্যায়াং পুত্রাবুৎপাদিতাবিতি ॥ ১১ ॥
পুরাণকর্ত্তা ধর্ম্মাত্মা স কথং কৃতবান্ মুনিঃ।
সেবনং পরদারাণাং ভ্রাতুশ্চৈব বিশেষতঃ ॥ ১২ ॥
জুগুপ্সিতমিদং কর্ম্ম স কথং কৃতবান্ মুনিঃ।
শিষ্টাচারঃ কথং সূত ! বেদানুমিতিকারকঃ ॥ ১৩ ॥

ভীষ্মেণ সত্যবত্যাঃ পুত্রশ্চিত্রাঙ্গদো রাজা কৃতঃ রাজ্যে অসৌ প্রতিষ্ঠাপিতঃ তথা তস্মিন্ বীরে চিত্রাঙ্গদে নিহতে সতি তদনুজঃ চিত্রাঙ্গদকনিষ্ঠঃ বিচিত্রবীর্য্যনামা সত্যবত্যা অবরঃ সুতঃ নৃপঃ কৃত ইতি প্রোক্তঃ। ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ ॥ ৬—৭ ॥) জ্যেষ্ঠে ভীষ্মে স্থিতে সত্যপি কনিষ্ঠঃ কথং রাজ্যং প্রাপ্তবানিতি চতুর্থঃ প্রশ্নঃ ॥ ৮ ॥ কুলীনানাং কুলে মৃতে ভর্ত্তরি বিচিত্রবীর্য্যেঽন্যস্মাৎ পুরুষাদ্বেদব্যাসাৎ কথং গোলকাবুৎপাদিতাবিতি পঞ্চমঃ প্রশ্নঃ ॥ ৯ ॥ ভীষ্মেণ বীর্য্যবতা কথং ন বিবাহঃ কৃত ইতি তস্মৈ রাজ্যঞ্চ মাত্রা কথং ন দত্তমিতি ষষ্ঠসপ্তমৌ প্রশ্নৌ ॥ ১০ ॥ ব্যাসোঽপি ধর্ম্মাত্মা ভ্রাতুর্ব্বিচিত্রবীর্য্যস্য ভার্য্যায়াং পুত্রাবুৎপাদিতবানিত্যষ্টমঃ প্রশ্নঃ ॥ ১১ ॥ ভ্রাতুশ্চৈব দারাণামিতি শেষঃ ॥ ১২ ॥ শিষ্টাচারেণ হি শ্রুতিরনুমীয়তে।

অষ্টবসুর অংশ আসিল ॥ ৫ ॥ সূত ! তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছ, অতি প্রতাপশালী ভীষ্ম চিত্রাঙ্গদ নামে সত্যবতীপুত্রকে রাজা করিয়াছিলেন এবং সেই বীরপ্রবর চিত্রাঙ্গদ নৃপতির মৃত্যু হইলে পর তদনুজ বিচিত্রবীর্য্যকে রাজা করিয়াছিলেন ॥ ৬—৭ ॥ রূপবান্ ধার্ম্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভীষ্ম বর্ত্তমান থাকিতে কনিষ্ঠেরা কি করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিল এবং ভীষ্ম ইহা অধর্ম্ম জানিয়াও কিরূপে কনিষ্ঠকে রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ৮ ॥ এই বিচিত্রবীর্য্য মৃত হইলে পর সেই সত্যবতী অতি দুঃখিতা হইয়াও কি জন্য বেদব্যাস দ্বারা বধূদ্বয়ে গোলক পুত্র উৎপন্ন করাইয়াছিলেন ? কি জন্যই বা সেই বরবর্ণিনী ভীষ্মকে রাজ্য প্রদান করিলেন না এবং ভীষ্ম স্বয়ং বীরাগ্রগণ্য হইয়াও কি জন্য বিবাহ করেন নাই ? ॥ ৯—১০ ॥ আর কি জন্যই বা সেই অমিততেজা ব্যাসদেব জ্যেষ্ঠ হইয়া কনিষ্ঠের ভার্য্যাদ্বয়ে পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিয়া অধর্ম্ম সঞ্চয় করিয়াছিলেন ? ॥ ১১ ॥ বেদব্যাস পুরাণকর্ত্তা এবং ধর্ম্মাত্মা হইয়া কিরূপে

ব্যাসশিষ্যোঽসি মেধাবিন্! সন্দেহং ছেত্তুমর্হসি।
শ্রোতুকামা বয়ং সর্ব্বে ধর্ম্মক্ষেত্রে কৃতক্ষণাঃ ॥ ১৪ ॥

সূত উবাচ।

ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো মহাভিষ ইতি স্মৃতঃ।
সত্যবান্ ধর্ম্মশীলশ্চ চক্রবর্ত্তী নৃপোত্তমঃ ॥ ১৫ ॥
অশ্বমেধসহস্রেণ বাজপেয়শতেন চ।
তোষয়ামাস দেবেন্দ্রং স্বর্গং প্রাপ মহামতিঃ ॥ ১৬ ॥
একদা ব্রহ্মসদনং গতো রাজা মহাভিষঃ।
সুরাঃ সর্ব্বে সমাজগ্মুঃ সেবনার্থং প্রজাপতিম্ ॥ ১৭ ॥
গঙ্গা মহানদী তত্র সংস্থিতা সেবিতুং বিভুম্*।
তস্যা বাসঃ সমুদ্ধৃতং মারুতেন তরস্বিনা ॥ ১৮ ॥

স কিং শিষ্টাচার এতাদৃশ ইতি নবমঃ প্রশ্নঃ ॥ ১৩ ॥ (ভবৎকৃতদুর্ভরপ্রশ্নানামুত্তরবচনদানে মম কা শক্তিরিতি চেদত আহ ব্যাসশিষ্যোঽসীতি। মেধাবিনিতি সম্বুদ্ধ্যা ব্যাসশিষ্যত্বেঽধিকারঃ সূচিতঃ ॥ ১৪ ॥

প্রশ্নপ্রতিবচনদানপ্রবৃত্তেন সূতেন রাজ্ঞঃ শন্তনোরুৎপত্তিকথাদিকমারভ্য বিবক্ষুণা তৎপূর্ব্বজন্মান্তরীয়বৃত্তান্তং বক্তুমারভ্যতে। যোঽসৌ লোকে শন্তনুরিতি নাম্না বিশ্রুত আসীৎ স পূর্ব্বস্মিন্ জন্মনি কোঽভূৎ স কিং কশ্চিদ্দেবঃ আহোস্বিৎ মহর্ষিরাসীৎ? এবং চেৎ তর্হি কথং বাসৌ মনুষ্যলোকে শন্তনুরূপেণাবাতরদিতি ঋষীণাং সংশয়াপনোদনায় তথ্যং বিজিজ্ঞাপয়িষুঃ সূত ইক্ষ্বাকুবংশ্যভূপালচক্রবর্ত্তিনো মহাভিষাখ্যমহারাজস্য প্রবৃত্তিকথামাশ্রিত্য বক্তুমারভতে ইক্ষ্বাকিতি ॥ ১৫ ॥ তস্য সার্ব্বভৌমনৃপতের্মহাভিষস্য ইন্দ্রলোকব্রহ্মলোকাদিষব্যাহতগতিশক্ত্যাদিরূপমাহাত্ম্যকারণং বর্ণয়িতুকামঃ আহ। অশ্বমেধসহস্রে-

---

পরস্ত্রীতে বিশেষত কনিষ্ঠ-ভ্রাতৃপত্নীতে রত হইয়াছিলেন? ॥ ১২ ॥ তিনি বেদের বিভাগকর্ত্তা হইয়া কিরূপে এরূপ নিন্দিত কার্য্য করিয়াছিলেন জানি না। সূত! যে শিষ্টাচারদর্শনে বেদের অনুমান হয় এটীও কি সেই শিষ্টাচার মধ্যে গণ্য হইবে? ॥ ১৩ ॥ সূত! তুমি একে বেদব্যাসের শিষ্য তাহাতে আবার বুদ্ধিমান্; অতএব, তুমিই আমাদিগের সন্দেহ ছেদনে যোগ্য হইতেছ। আমরা সকলেই এই ধর্ম্মক্ষেত্র নৈমিষারণ্যে উৎসবের সহিত বর্ত্তমান থাকিয়াও তোমার বাক্য শ্রবণে উৎসুক হইতেছি ॥ ১৪ ॥

সূত ঋষিগণের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ঋষিগণ! পূর্ব্বকালে ইক্ষ্বাকুবংশসম্ভূত সত্যবাদী ধর্ম্মশীল মহাভিষ নামে কোন চক্রবর্ত্তী নৃপবর ছিলেন ॥ ১৫ ॥ এই মহামতি নৃপ সহস্র অশ্বমেধ এবং শত বাজপেয় যজ্ঞ দ্বারা দেবেন্দ্র শচীপতিকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥ একদা এই মহাভিষ রাজা ব্রহ্মসদনে গমন করিলেন।

---

* তত্র গঙ্গা সমায়াতা স্ত্রীরূপধারিণী তদা। নানাভূষণসংযুক্তা তোষণার্থং প্রজাপতেঃ।
ইত্যধিকঃ পাঠঃ কচিৎ দৃশ্যতে ॥

অধোমুখাঃ সুরাঃ সর্ব্বে ন বিলোক্যৈব তাং স্থিতাঃ ।
রাজা মহাভিষস্তাং তু নিঃশঙ্কঃ সমপশ্যত ॥
সাপি তং প্রেমসংযুক্তং নৃপং জ্ঞাতবতী নদী ॥ ১৯ ॥
দৃষ্ট্বা তৌ প্রেমসংযুক্তৌ নির্লজ্জৌ কামমোহিতৌ ।
ব্রহ্মা চুকোপ তৌ তূর্ণং শশাপ চ রুষান্বিতঃ ॥ ২০ ॥
মর্ত্ত্যলোকেষু ভূপাল ! জন্ম প্রাপ্য পুনর্দ্দিবম্ ।
পুণ্যেন মহতাবিষ্টস্ত্বমবাপ্স্যসি সর্ব্বথা ॥ ২১ ॥
গঙ্গাং তথোক্তবান্ ব্রহ্মা বীক্ষ্য প্রেমবতীং নৃপে ।
বিমনস্কৌ তু তৌ তূর্ণং নিঃসৃতৌ ব্রহ্মণোঽন্তিকাৎ ॥ ২২ ॥
স নৃপান্ চিন্তয়িত্বাথ ভূর্লোকে ধর্ম্মতৎপরান্ ।
প্রতীপং চিন্তয়ামাস পিতরং পুরুবংশজম্ ॥ ২৩ ॥

ণেতি ॥ ১৬—১৭ ॥ গঙ্গেতি । তত্র ব্রহ্মলোকে মহানদী গঙ্গা বিভুং ব্রহ্মাণং সেবিতুং সংস্থিতা এতস্মিন্ সময়ে তরস্বিনা বেগবতা মারুতেন বায়ুনা সহসা তস্যাঃ গঙ্গায়াঃ বাসঃ পরিহিতমধোবসনমুৎক্ষিপ্তং উচ্চালিতং উৎসারিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ অধোমুখা ইতি । সর্ব্বে সুরা দেবাঃ তাং গঙ্গাং তাদৃগবস্থাং বায়ূৎসারিতবসনামিত্যর্থঃ অবিলোক্যৈব অধোমুখাঃ সন্তঃ স্থিতাঃ । রাজা মহাভিষস্তু শঙ্কাশূন্যঃ সন্ সমপশ্যত সপ্রেমকটাক্ষেণেতি ভাবঃ । অপশ্যতে-ত্যাত্মনে পদমার্ষম্ । সা গঙ্গাপি তং মহাভিষং প্রেমসংযুক্তং জ্ঞাতবতী প্রেমচক্ষুষা দৃষ্টবতী-ত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ ততঃ কিং জাতমিত্যাহ দৃষ্ট্বেতি । তৌ গঙ্গামহাভিষৌ প্রেমসংযুক্তৌ ব্রহ্ম-লোকমধ্যেঽপি নির্লজ্জৌ কামমোহিতৌ চ দৃষ্ট্বা বিজ্ঞায়েত্যর্থঃ ব্রহ্মা চুক্রোধ ততঃ ক্রোধা-ক্রান্তঃ সন্ তৌ প্রতি শশাপ ॥ ২০ ॥ পুণ্যেনেতি । মহতা পুণ্যেন আবিষ্টঃ ত্বম্ হে ভূপাল ! পুনর্দিবমাপ্স্যসীতি চ বোধ্যম্ ॥ ২১ ॥ গঙ্গামিতি । তথা রাজ্ঞে অভিশাপং প্রদায় ব্রহ্মা পিতামহঃ নৃপে মহাভিষে গঙ্গাং প্রেমবতীং বীক্ষ্য ত্বমপি অস্য মর্ত্ত্যলোকগতস্যেতি ভাবঃ ভার্য্যা ভবিষ্যসীত্যুক্তবান্ । বিমনস্কাবিতি । তৌ গঙ্গামহাভিষৌ তু বজ্রপাতবদভিসম্পাতবাণী-

---

অনন্তর, সমস্ত দেবগণ প্রজাপতির সেবার জন্য সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৭ ॥ মহানদী গঙ্গাও বিভু ব্রহ্মার সেবা করিবার জন্য সেই স্থানে আসিলেন । অনন্তর, বেগবান্ বায়ুর দ্বারা তাঁহার বস্ত্র উৎসারিত হইল ॥ ১৮ ॥ দেবগণ ইহা দেখিয়া অধোমুখ হইলেন ; কিন্তু, সেই মহাভিষ রাজা তাঁহাকে নিঃশঙ্কচিত্তে দেখিতে লাগিলেন এবং সেই গঙ্গাও রাজাকে প্রেমসংযুক্ত বলিয়া জানিতে পারিলেন ॥ ১৯ ॥ ব্রহ্মা এই উভয়কে প্রেমোন্মত্ত এবং কন্দর্পবাণে মোহিত অতএব বিগতলজ্জ দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অতিশয় রোষান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ শাপপ্রদান করিলেন ॥২০॥ ব্রহ্মা বলিলেন নৃপতে ! তুমি এক্ষণে মর্ত্ত্যলোকে যাইয়া জন্মগ্রহণ কর, পরে মহৎ পুণ্যসঞ্চয় করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবে । গঙ্গে ! তুমিও যখন রাজার প্রতি প্রণয়িনী হইয়াছ তখন তুমি এই রাজার ভার্য্যা হইবে । অনন্তর ব্রহ্মশাপে দুঃখিতচিত্ত সেই গঙ্গাদেবী ও মহাভিষ নৃপতি শীঘ্রই ব্রহ্মার নিকট হইতে নিঃসৃত

এতস্মিন্ সময়ে চাষ্টৌ বসবঃ স্ত্রীসমন্বিতাঃ ।
বশিষ্ঠস্যাশ্রমং প্রাপ্তা রমমাণা যদৃচ্ছয়া ॥ ২৪ ॥
পৃথ্বাদীনাং বসূনাঞ্চ মধ্যে কোঽপি বসূত্তমঃ ।
দ্যৌর্নামা তস্য ভার্য্যাথ নন্দিনীং গাং দদর্শ হ ॥ ২৫ ॥
দৃষ্ট্বা পতিং সা পপ্রচ্ছ কস্যেয়ং ধেনুরুত্তমা ।
দ্যৌস্তামাহ বশিষ্ঠস্য গৌরিয়ং শৃণু সুন্দরি ! ॥ ২৬ ॥
দুগ্ধমস্যাঃ পিবেদ্যস্তু নারী বা পুরুষোঽথবা ।
অযুতায়ুর্ভবেন্নূনং সদৈবাগতযৌবনঃ ॥ ২৭ ॥
তচ্ছ্রুত্বা সুন্দরী প্রাহ মর্ত্ত্যলোকেঽস্তি মে সখী ।
উশীনরস্য রাজর্ষেঃ পুত্রী পরমশোভনা ॥ ২৮ ॥
তস্যা হেতোর্মহাভাগ ! সবৎসাং গাং পয়স্বিনীম্ ।
আনয়স্বাশ্রমশ্রেষ্ঠং* নন্দিনীং কামদাং শুভাম্ ॥ ২৯ ॥

মাকর্ণ্য বিমনস্কৌ সন্তৌ তূর্ণং সবেগং অবিলম্বেনেত্যর্থঃ । ব্রহ্মণঃ অন্তিকাৎ সমীপাৎ নিঃসৃতাবিত্যন্বয়ঃ ॥২২॥) প্রতীপমিতি । প্রতীপরাজোদরে জন্ম গ্রাহ্যমিতি চিন্তয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ইত্থং মহাভিষস্য রাজ্ঞঃ শন্তনুরূপেণাবতরণমুক্ত্বা গঙ্গায়া অবতরণপ্রকারং তস্যা উদরে বসূনামবতারপ্রকারঞ্চাহ এতস্মিন্ সময়ে ইতি । (বশিষ্ঠস্যেতি । তে বসবঃ যদৃচ্ছয়া দৈবগত্যা বশিষ্ঠস্য সপ্তর্ষীণামন্যতমস্য ব্রহ্মর্ষেরাশ্রমং প্রাপ্তাঃ ॥২৪॥ অথ কিং জাতং তদাহ অথ অনন্তরং তেষাং পৃথ্বাদীনাং বসূনাং মধ্যে দ্যৌরিতি নাম্না বিশ্রুতঃ বসুরস্তি তস্য ভার্য্যা নন্দিনীং নন্দিনীনাম্নীং সুরভীকন্যাং বশিষ্ঠপালিতাং কামধেনুমিত্যর্থঃ দদর্শ ॥ ২৫—২৬ ॥ দুগ্ধমিতি । যস্তু পুরুষঃ যা কাচিৎ নারী বা অস্যাঃ কামধেনোঃ দুগ্ধং পিবেৎ সঃ পুরুষঃ সা নারী বা অযুতায়ুর্ভবেৎ । ন জরাং প্রাপ্য জীবেৎ কিন্তু চিরযৌবনেনৈব অশেষবিষয়সুখমনুভবন্ অনুভবন্তী বা দশসহস্রবর্ষং জীবেদিতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ২৭ ॥ উশীনরস্যেতি । রাজর্ষেরুশীনরস্য পরমশোভনা পরমকল্যাণরূপিণী মম সখী অস্তীতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥ তস্যা ইতি । তস্যাঃ

হইলেন ॥ ২১—২২ ॥ পরে সেই রাজা মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ জন্য ধর্ম্মতৎপর নৃপগণকে চিন্তা করিয়া পুরুবংশজ প্রতীপ নৃপকে পিতৃত্বে স্থির করিলেন ॥ ২৩ ॥

ঋষিগণ ! এই সময় অষ্টবসু নিজ নিজ স্ত্রী সমভিব্যাহারে দৈবযোগে ক্রীড়া করিতে করিতে বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হন ॥ ২৪ ॥ অনন্তর এই পৃথ্বাদি বসুমধ্যে দ্যৌনামা কোন বসুশ্রেষ্ঠের পত্নী নন্দিনী নামে বশিষ্ঠের কামধেনুকে [illegible] করিল এবং দেখিবামাত্র এই সর্ব্বলক্ষণান্বিত ধেনুটী কাহার নিজ পতিকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিল। দ্যৌনামা বসু পত্নীবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিল । সুন্দরি ! এটী বশিষ্ঠের ধেনু ইহার দুগ্ধ পান করিলে কি পুরুষ কি স্ত্রী সকলে নিশ্চয়ই অযুতবর্ষ পরমায়ু এবং চিরকাল যৌবন লাভে সমর্থ হয় ॥ ২৫—২৭ ॥ সুন্দরী বসুপত্নী এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, হে মহাভাগ ! রাজর্ষি

---

* [illegible]

যাবদস্যাঃ পয়ঃ পীত্বা সখী মম সদৈব হি।
মানুষেষু ভবেদেকা জরারোগবিবর্জ্জিতা ॥ ৩০ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যা দ্যৌর্জহার চ নন্দিনীম্।
অবমন্য মুনিং দান্তং পৃথ্বাদ্যৈঃ সহিতোঽনঘঃ ॥ ৩১ ॥
হৃতায়ামথ নন্দিন্যাং বশিষ্ঠস্তু মহাতপাঃ।
আজগামাশ্রমপদং ফলান্যাদায় সত্বরঃ ॥ ৩২ ॥
নাপশ্যৎ স যদা ধেনুং সবৎসাং স্বাশ্রমে মুনিঃ।
মৃগয়ামাস তেজস্বী গহ্বরেষু বনেষ্বপি ॥ ৩৩ ॥
নাসাদিতা যদা ধেনুশ্চুকোপাতিশয়ং মুনিঃ।
বারুণিশ্চাপি বিজ্ঞায় ধ্যানেন বসুভির্হৃতাম্ ॥ ৩৪ ॥
বসুভির্মে হৃতা ধেনুর্যস্মান্মামবমন্য বৈ।
তস্মাৎ সর্ব্বে জনিষ্যন্তি মানুষেষু ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

সখ্যা হেতোঃ। মহাভাগেতি সম্বোধনেন ভর্ত্তারমুৎসাহয়ন্ত্যাহ। সবৎসাং বৎসসমন্বিতাং শুভাং মঙ্গলালয়াং অতঃ কামদাং সর্ব্বকামনাপূরণকারিণীং পয়স্বিনীং নিত্যক্ষীরবতীং আনয়স্ব ॥ ২৯ ॥ আনয়নে কারণমাহ মানুষেষ্বিতি। একা দ্বিতীয়রহিতা সতীত্যর্থঃ মানুষেষু মনুষ্যলোকেষু জরা বার্দ্ধক্যং রোগঃ শরীরধ্বংসকারিব্যাধিসমূহঃ তাভ্যাং বিবর্জ্জিতা ভবেদিত্যাশয়া হি ভবান্ যাচিতো ময়েতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৩০ ॥ অবমন্যেতি। দান্তং জিতেন্দ্রিয়ং মুনিং মননশীলং বশিষ্ঠমিত্যর্থঃ অবমন্য অবজ্ঞায় জহারেতি ॥ ৩১—৩২ ॥ নাপশ্যদিতি। যদা ধেনুং ন অপশ্যৎ তদা মৃগয়ামাসেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৩ ॥) বরুণস্যাপত্যং পুমান্ বারুণির্ব্বশিষ্ঠঃ ॥ ৩৪ ॥ ইদানীং মহদতিক্রমফলং প্রদর্শয়ন্নাহ সূতঃ। বসুভিরিতি।

উশীনরের কন্যা আমার প্রিয়সখী তিনি মর্ত্ত্যলোকে আছেন, তাঁহার জন্য এই কামনাপ্রদায়িনী হিতকারিণী পয়স্বিনী নন্দিনীকে বৎসের সহিত আশ্রমে আনয়ন করুন ॥ ২৮—২৯ ॥ তাহা হইলে আমার সখী ইহার দুগ্ধ পান করত জরারোগবর্জ্জিত হইয়া মনুষ্যলোকে অদ্বিতীয়া হইয়া বিরাজ করিবেন ॥ ৩০ ॥ সেই দ্যোনামা বসু নিষ্পাপ হইলেও পত্নীর এই কথা শ্রবণ করিয়া জিতেন্দ্রিয় মুনি বশিষ্ঠকে অগ্রাহ্য করিয়া পৃথ্বাদি বসুগণের সহিত নন্দিনীকে অপহরণ করিল ॥ ৩১ ॥ এইরূপে নন্দিনী অপহৃতা হইলে মহাতপা বশিষ্ঠ ফলাদি সংগ্রহ পূর্ব্বক সত্বর স্বাশ্রমে আসিলেন ॥ ৩২ ॥ অনন্তর সেই তেজস্বী বশিষ্ঠ ঋষি যখন আশ্রম মধ্যে সবৎসা নন্দিনীকে দেখিতে পাইলেন না, তখন নানা বনে এবং গহ্বরমধ্যে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ পরে, যখন অনেক অন্বেষণ করিয়াও প্রাপ্ত হইলেন না তখন অতিশয় কোপাবিষ্ট হইলেন এবং ধ্যান দ্বারা বসুকর্ত্তৃক হৃত হইয়াছে ইহা জানিতে পারিয়া এইরূপ শাপ দিলেন যে, "যে হেতু বসুগণ আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া নন্দিনীকে অপহরণ করিয়াছে এজন্য তাহারা সকলে নিশ্চয়ই মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করিবে". ধর্ম্মাত্মা বশিষ্ঠ

এবং শশাপ ধর্ম্মাত্মা বসূংস্তান্ বারুণিঃ স্বয়ম্।
শ্রুত্বা বিমনসঃ সর্ব্বে প্রযযুর্দুঃখিতাশ্চ তে ॥ ৩৬ ॥
শপ্তাঃ স্ম ইতি জানন্ত ঋষিং তমুপচক্রমুঃ।
প্রসাদয়ন্তস্তমৃষিং বসবঃ শরণং গতাঃ ॥ ৩৭ ॥
মুনিস্তানাহ ধর্ম্মাত্মা বসূন্দীনান্ পুরঃস্থিতান্।
অনুসংবৎসরং সর্ব্বে শাপমোক্ষমবাপ্স্যথ ॥ ৩৮ ॥
যেনেয়ং বিহৃতা ধেনুর্নন্দিনী মম বৎসলা।
তস্মাদ্দ্যোর্মানুষে দেহে দীর্ঘকালং বসিষ্যতি ॥ ৩৯ ॥
তে শপ্তাঃ পথি গচ্ছন্তীং গঙ্গাং দৃষ্ট্বা সরিদ্বরাম্।
ঊচুস্তাং প্রণতাঃ সর্ব্বে শপ্তাং চিন্তাতুরাং নদীম্ ॥ ৪০ ॥
ভবিষ্যামো বয়ং দেবি! কথং দেবাঃ সুধাশনাঃ।
মানুষাণাঞ্চ জঠরে চিন্তেয়ং মহতী হি নঃ ॥ ৪১ ॥

যস্মাদ্ধ্ তাস্তস্মাৎ মানুষেষু সর্ব্বে জনিষ্যন্তীত্যেবং শশাপেত্যন্বয়ঃ ॥৩৫—৩৬॥ শপ্তা ইতি। বয়ং শপ্তাঃ স্মেতি জানন্তঃ তমেব ঋষিং উপচক্রমুঃ তদন্তিকং প্রাপ্তা ইতি ভাবঃ। প্রসাদয়ন্তস্তর্পয়ন্তঃ প্রসন্নং কুর্ব্বাণা ইত্যর্থঃ শরণং গতাঃ ॥ ৩৭ ॥ ততঃ তৈঃ প্রসাদিতঃ সন্ মুনিস্তান্ পুরঃস্থিতান্ সম্মুখস্থান্ দীনান্ প্রত্যাহেত্যন্বয়ঃ।) অনুসংবৎসরমিতি। যুষ্মাকং জন্মনো যঃ সম্বৎসরস্তৎপূর্ব্বৈঃ পশ্চাদিত্যর্থঃ। জন্মসম্বৎসরমধ্যে এব জন্মমরণে ভবিষ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ (ইদানীং ধেনুহারিণো বসোস্তু দণ্ডাধিক্যং সূচয়ন্নাহ ভগবান্ বশিষ্ঠঃ যেনেতি যস্মাৎ ভার্য্যাপ্রচোদিতো দ্যোর্নাম বসুঃ মম নন্দিনীং হৃতবান্ তস্মাৎ মানুষে দেহে দীর্ঘকালং যাবৎ বসিষ্যতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

ঊচুরিতি। নদীং গঙ্গাং শপ্তাং ব্রহ্মণেতি শেষঃ। অতএব চিন্তাতুরাম্। তে বসবঃ প্রণতাঃ সন্ত ঊচুঃ ॥ ৪০ ॥ ভবিষ্যাম ইতি। হে দেবি গঙ্গে! বয়ং অমৃতাশনাঃ সন্তঃ কথং মানুষাণাং

সেই বসুগণকে এইরূপে শাপপ্রদান করিলে, বসুগণ ইহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিমনা ও দুঃখিত হইয়া প্রথমত আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥৩৪—৩৬॥ পরে, অভিশপ্ত হইয়াছি ইহা স্থির জানিয়া ঋষির নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল এবং তাঁহার স্তবস্তুতি করত শরণাগত হইল ॥ ৩৭ ॥ বশিষ্ঠ সম্মুখস্থ বসুদিগকে অতিশয় দুঃখিত দেখিয়া বলিলেন, বসুগণ! তোমরা সকলেই এক বৎসর মধ্যে শাপ হইতে মুক্ত হইবে; কিন্তু, দ্যোনামা বসু আমার অতি বৎসলা নন্দিনীকে হরণ করিয়াছিল, সেই জন্য তাহাকে মনুষ্য দেহধারী হইয়া বহুকাল মনুষ্যলোকে থাকিতে হইবে ॥ ৩৮—৩৯ ॥

ঋষিগণ! বসু সকল এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া ব্রহ্মশাপগ্রস্তা চিন্তাতুরা সরিদ্বরা গঙ্গাকে পথিমধ্যে গমন করিতে দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল ॥ ৪০ ॥ হে দেবি! আমরা অমৃতাশী দেবতা হইয়া কিরূপে মনুষ্যজঠরে জন্মগ্রহণ করিব? ইহাই আমাদের

তস্মাত্ত্বং মানুষী ভূত্বা জনয়াস্মান্ সরিদ্বরে ।
শন্তনুর্নাম রাজর্ষিস্তস্য ভার্য্যা ভবানঘে ! ॥ ৪২ ॥
জাতান্ জাতান্ জলে চাস্মান্ নিক্ষিপস্ব সুরাপগে !।
এবং শাপবিনির্মোক্ষো ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪৩ ॥
তথেত্যুক্তাশ্চ তে সর্ব্বে জগ্মুর্লোকং স্বকং পুনঃ ।
গঙ্গাপি নির্গতা দেবী চিন্ত্যমানা পুনঃপুনঃ ॥ ৪৪ ॥
মহাভিষো নৃপো জাতঃ প্রতীপস্য সুতস্তদা ।
শন্তনুর্নাম রাজর্ষির্ধর্ম্মাত্মা সত্যসঙ্গরঃ ॥ ৪৫ ॥
প্রতীপস্তু স্তুতিং চক্রে সূর্য্যস্যামিততেজসঃ ॥ ৪৬ ॥
তদা চ সলিলাত্তস্মান্নিঃসৃতা বরবর্ণিনী ।
দক্ষিণং শালসঙ্কাশমূরুং ভেজে শুভাননা ॥ ৪৭ ॥
অঙ্কে স্থিতাং স্ত্রিয়ং চাহ মা পৃষ্টা কিং বরাননে !।
মমোরাবাস্থিতাসি ত্বং কিমর্থং দক্ষিণে শুভে ॥ ৪৮ ॥

জঠরে ভবিষ্যাম ইতীয়ং নোঽস্মাকং মহতী চিন্তা জাতেতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৪১ ॥ হে অনঘে ! পরমপবিত্রে ! পূর্ব্বস্মিন্ জন্মনি যঃ ইক্ষ্বাকুবংশীয়ঃ মহাভিষনামা সার্ব্বভৌমনরপতিরাসীৎ স ইদানীং ব্রহ্মণাভিশপ্তঃ সন্ মানুষে লোকে আত্মানমবতারয়ন্ শন্তনুনাম্না জনিষ্যতি ত্বং তস্য রাজর্ষের্ভার্য্যা ভব ॥৪২॥ তেন কিমিতি চেত্তত্রাহ । জাতান্ জাতান্ অস্মান্ জলে তদীয়পবিত্র-সলিলে নিক্ষিপস্ব এবমনুষ্ঠিতে সতীত্যর্থঃ শাপনির্মোক্ষো ভবিতা অত্র সংশয়ো নাস্তি ॥ ৪৩॥ তথেতি । গঙ্গয়া চ তথাস্তু ইত্যুক্তাঃ তে সর্ব্বে স্বকং লোকং জগ্মুর্গতবন্তঃ। গঙ্গাপি পুনঃ পুনর্বারম্না চিন্ত্যমানা নির্গতা ॥ ৪৪ ॥

মহাভিষ ইতি। নৃপো মহাভিষস্তু তদা কুরুবংশ্যস্য রাজ্ঞঃ প্রতীপস্য সুতো জাতঃ সন্ শন্তনুর্নাম শন্তনুরিতি নাম্না বিশ্রুতোঽভবদিতি ॥ ৪৫ ॥) প্রতীপস্থিতি । যদা স্তুতিং চক্রে তদেত্যর্থঃ । বরবর্ণিনী বরার্থিনী গঙ্গা ॥ ৪৬—৪৭ ॥ দক্ষিণে শুভে ইতি। ইদং কন্যায়াঃ স্থানং

বলবতী চিন্তা ॥ ৪১ ॥ অতএব হে অনঘে গঙ্গে ! আপনি মনুষ্যরূপিণী ও রাজর্ষি শান্তনুর পত্নী হইয়া আমাদিগকে উৎপাদন করুন ॥ ৪২ ॥ গঙ্গে ! আমাদের জন্মমাত্রই আপনি আমাদিগকে জলে নিক্ষেপ করিবেন । তাহা হইলেই আমাদের শাপ মোক্ষ হইবে এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ৪৩ ॥ গঙ্গাদেবী তাহাই হইবে এইরূপ বলিলে পর বসুগণ পুনর্ব্বার নিজলোকে গমন করিলেন । গঙ্গাও পুনঃপুন চিন্তা করত প্রস্থান করিলেন ॥ ৪৪ ॥

এই সময় সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি মহাভিষ নৃপতি শান্তনু নামে প্রতীপরাজের পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন ॥ ৪৫ ॥ একদা প্রতীপরাজা অমিততেজা সূর্য্যের স্তব করিতেছেন এমন সময়ে গঙ্গা বরবর্ণিনীরূপধারণ করত সলিলমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া

সা তমাহ বরারোহা যদর্থং রাজসত্তম ! ।
স্থিতাস্ম্যঙ্কে কুরুশ্রেষ্ঠ ! কাময়ানাং ভজস্ব মাম্ ॥ ৪৯ ॥
তামবোচদথো রাজা রূপযৌবনশালিনীম্ ।
নাহং পরস্ত্রিয়ং কামাদ্গচ্ছেয়ং বরবর্ণিনীম্ ॥ ৫০ ॥
স্থিতা দক্ষিণমূরুং মে ত্বমাশ্লিষ্য চ ভামিনি ! ।
অপত্যানাং স্নুষাণাঞ্চ স্থানং বিদ্ধি শুচিস্মিতে ! ॥ ৫১ ॥
স্নুষা মে ভব কল্যাণি ! জাতে পুত্রেঽতিবাঞ্ছিতে ।
ভবিষ্যতি চ মে পুত্রস্তব পুণ্যান্ন সংশয়ঃ ॥ ৫২ ॥
তথেত্যুক্ত্বা গতা সা বৈ কামিনী দিব্যদর্শনা ।
রাজা চাপি গৃহং প্রাপ্তশ্চিন্তয়ংস্তাং স্ত্রিয়ং পুনঃ ॥ ৫৩ ॥

কামাতুরা ত্বং কথমাশ্রিতবত্যসীত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥ সা তমিতি । সা গঙ্গা বরারোহা নিতম্বিনীত্যর্থঃ । তং প্রতীপমাহ হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! যদর্থমহং অঙ্কে ক্রোড়ে স্থিতাস্মি তৎ শৃণু ইতি শেষঃ । কাময়ানাং মাং ভজস্বেত্যন্বয়ঃ । কামঃ কন্দর্পঃ যানং যস্যাঃ তাং তাদৃশীমিত্যর্থঃ কাময়মানাং বা ॥ ৪৯ ॥ তামবোচদিতি । অথো গঙ্গাবাক্যং শ্রুত্বেত্যর্থঃ । রূপেণ যৌবনেন চ শালতে শোভতে ইতি । বরবর্ণিনীং সুন্দরীমপি অহং কামাৎ কামবশাৎ পরস্ত্রিয়ং ন গচ্ছেয়ম্ ॥৫০॥ স্থিতেতি । হে ভামিনি ! যতস্ত্বং মে দক্ষিণমূরুদেশং আশ্লিষ্য আলিঙ্গ্য স্থিতা অতস্ত্বৎসঙ্গমে মমাধিকারো নাস্তীতি ভাবঃ । দক্ষিণোরুদেশস্তু স্নুষাণামপত্যানাঞ্চ স্থানমিতি জানীহি অবধারয়েতি যাবৎ ॥ ৫১ ॥ স্নুষেতি । হে কল্যাণি ! দক্ষিণোৎসঙ্গাশ্লেষবত্তয়া ত্বং মে স্নুষা ভব। কুতস্তে পুত্র ইতি চেত্তত্রাহ জাতে পুত্রে ইতি । জনিষ্যমাণস্য পুত্রস্য ভার্য্যা ভবিষ্যসীতি তাৎপর্য্যার্থঃ । তত্র সম্ভাবনা কেতি শঙ্কাং নিরস্যাহ তব পুণ্যাদিতি ॥ ৫২ ॥ তথেত্যুক্ত্বেতি ।

তাঁহার শালবৃক্ষসদৃশ দক্ষিণ উরুদেশে উপবেশন করিলেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥ অনন্তর, প্রতীপ রাজর্ষি অঙ্কে উপবিষ্টা সেই বরবর্ণিনীকে বলিলেন, হে সুমুখি ! তুমি কিজন্য আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমার কল্যাণালয় দক্ষিণ উরুদেশে উপবেশন করিলে ॥৪৮॥ ইহা শ্রবণ করিয়া সেই বরারোহা কামিনী বলিল, হে রাজসত্তম ! আমি যে জন্য আপনার অঙ্কে উপবেশন করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনাকে কামনা করি, অতএব আপনি আমাকে গ্রহণ করুন ॥ ৪৯ ॥ প্রতীপরাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া রূপযৌবনশালিনী সেই কামিনীকে বলিলেন, হে বরবর্ণিনি ! আমি ত কখনও কামবশে পরস্ত্রী গমন করি না ॥ ৫০ ॥ আর দেখ তুমি আমার দক্ষিণ উরুদেশ আশ্রয় করিয়াছ। হে শুচিস্মিতে ! এই স্থানটীকে কন্যা, পুত্র এবং বধূদিগের স্থান বলিয়া জানিবে ॥ ৫১ ॥ অতএব, হে কল্যাণি ! আমার অভিলষিত পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে পর তুমি আমার পুত্রবধূ হও ইহাই প্রার্থনা। আর তাহা হইলে তোমার পুণ্যবলে নিশ্চয়ই আমার পুত্র হইবে

ততঃ কালেন কিয়তা জাতে পুত্রে বয়স্বিনি।
বনং জিগমিষু রাজা পুত্রং বৃত্তান্তমূচিবান্ ॥ ৫৪ ॥
বৃত্তান্তং কথয়িত্বা তু পুনরূচে নিজং সুতম্ ॥ ৫৫ ॥
যদি প্রয়াতি সা বালা ত্বাং বনে চারুহাসিনী।
কাময়ানা বরারোহা তাং ভজেথা মনোরমাম্॥ ৫৬ ॥
ন প্রষ্টব্যা ত্বয়া কাসি মন্নিযোগান্নরাধিপ ! ।
ধর্ম্মপত্নীঞ্চ তাং কৃত্বা ভবিতা ত্বং সুখী কিল ॥ ৫৭ ॥

সূত উবাচ।

এবং সন্দিশ্য তং পুত্রং ভূপতিঃ প্রীতমানসঃ।
দত্ত্বা রাজ্যশ্রিয়ং সর্ব্বাং বনং রাজা বিবেশ হ ॥ ৫৮ ॥
তত্রাপি চ তপস্তপ্ত্বা সমারাধ্য পরাম্বিকাম্।
জগাম স্বর্গং রাজাসৌ দেহং ত্যক্ত্বা স্বতেজসা ॥ ৫৯ ॥

সা কামিনী গঙ্গা তথা ভবতু ইত্যুক্ত্বা গতা জগাম। দিবি ভবং দিব্যং অলৌকিকং দর্শনং যস্যাঃ। দিব্যেষু দেবেষ্বেব দর্শনং যস্যা ইতি বা ॥ ৫৩ ॥)

বয়স্বিনি তরুণে ॥ ৫৪ ॥ বৃত্তান্তং কাচিৎ স্ত্রী সমাগত্য মম দক্ষিণোরৌ স্থিতা। কামাতুরাং তাং সমীক্ষ্য ময়া নির্ভৎসিতা সা পুনঃ প্রার্থিতবতী ময়া প্রোক্তা মম ভবিষ্যতঃ সুতস্য পত্নী ভবেতি। সা তদুপশ্রুত্য গতেতি ॥ ৫৫ ॥ ভজেথা ইতি। মম সত্যবাক্যপালনার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৫৬—৫৭ ॥

তাহাতে সংশয় নাই ॥৫২॥ সেই দিব্যাঙ্গনা কামিনী ইহা স্বীকার করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। প্রতীপ নৃপতিও এই কামিনীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে নিজগৃহে আগমন করিলেন ॥ ৫৩ ॥

অনন্তর, কিছুকাল গত হইলে পর যখন নিজ পুত্র যৌবন অবস্থায় উপস্থিত হইল তখন প্রতীপ নৃপতি বানপ্রস্থ আশ্রমে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া পুত্রকে গঙ্গা-সম্বন্ধীয় পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্তই আদ্যোপান্ত অবগত করাইয়া পুনর্ব্বার বিশেষ করিয়া বলিলেন যে, যদি সেই চারুহাসিনী কন্যা কখন সেই বনে তোমার নিকট কামাতুরা হইয়া আগমন করে তবে তুমি সেই বরারোহা মনোহারিণী কামিনীকে আমার সত্য বাক্য রক্ষার জন্য 'তুমি কে' ইত্যাদি কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া ভজনা করিবে। পুত্র ! আমি বলিতেছি তুমি তাহাকে ধর্ম্মপত্নী করিয়া নিশ্চয়ই সুখী হইবে ॥ ৫৪—৫৭ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! প্রতীপনৃপতি, এইরূপে পুত্রকে আদেশ করিয়া প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে সমস্ত রাজ্যলক্ষ্মী প্রদান করিয়া তপস্যা জন্য বনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৫৮ ॥ অনন্তর কিছুকাল সেই বনে ব্রহ্মরূপিণী জগদম্বার আরাধনায় নিযুক্ত থাকিয়া ঘোরতর তপস্যা

রাজ্যং প্রাপ মহাতেজাঃ শন্তনুঃ সার্ব্বভৌমিকম্।
প্রজা বৈ পালয়ামাস ধর্ম্মদণ্ডো মহীপতিঃ॥ ৬০ ॥*

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে গঙ্গামহাভিষবসূনাং শাপকথনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩ ॥

পরাম্বিকাং সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণীম্॥ ৫৮—৬০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩ ॥

করত নিজ যোগপ্রভাবে দেহ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন॥ ৫৯ ॥ এদিকে মহা-প্রতাপশালী শান্তনু সাম্রাজ্য লাভ করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৬০ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে
গঙ্গা মহাভিষ নৃপতি এবং বসুগণের শাপবৃত্তান্ত কথন-
বিষয়ক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥ * ॥

---

* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে সার্দ্ধ একোনষষ্টিশ্লোক।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

প্রতীপেঽথ দিবং যাতে শন্তনুঃ সত্যবিক্রমঃ।
বভূব মৃগয়াশীলো নিঘ্নন্ ব্যাঘ্রান্ মৃগান্নৃপঃ ॥ ১ ॥
স কদাচিদ্বনে ঘোরে গঙ্গাতীরে চরন্নৃপঃ।
দদর্শ মৃগশাবাক্ষীং সুন্দরীং চারুভূষণাম্ ॥ ২ ॥
দৃষ্ট্বা তাং নৃপতির্মগ্নঃ পিত্রোক্তেয়ং বরাননা।
রূপযৌবনসম্পন্না সাক্ষাল্লক্ষ্মীরিবাপরা ॥ ৩ ॥
পিবন্মুখাম্বুজং তস্যা ন তৃপ্তিমগমন্নৃপঃ।
হৃষ্টরোমাভবত্তত্র ব্যাপ্তচিত্ত ইবানঘঃ ॥ ৪ ॥
মহাভিষং সাপি মত্বা প্রেমযুক্তা বভূব হ।
কিঞ্চিন্মন্দস্মিতং কৃত্বা তস্থাবগ্রে নৃপস্য চ ॥ ৫ ॥
বীক্ষ্য তামসিতাপাঙ্গীং রাজা প্রীতমনা ভৃশম্।
উবাচ মধুরং বাক্যং সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥ ৬ ॥

একোনসপ্ততিশ্লোকৈর্গঙ্গয়া সহ শন্তনোঃ।
বিবাহঃ কথ্যতে তত্র বসূনাং জন্ম চোচ্যতে ॥

প্রতীপস্য ভগবতীপ্রসাদাদুত্তমপদপ্রাপ্ত্যুত্তরং জাতং বৃত্তান্তমাহ প্রতীপেঽথেতি ॥১—২॥ মগ্নো মগ্নচিত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ ব্যাপ্তচিত্তস্তস্যাং মগ্নচিত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ মহাভিষমিতি। তস্যা

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! অনন্তর সেই প্রতীপনৃপতি স্বর্গে গমন করিলে বিক্রমশালী শান্তনুনৃপতি ব্যাঘ্র প্রভৃতি পশুগণকে বিনাশ করত অতিশয় মৃগয়াশীল হইলেন ॥ ১ ॥ একদা তিনি বিজনবনে ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া চারুভূষণা মৃগলোচনা সুন্দরী কামিনীকে দেখিতে পাইলেন ॥ ২ ॥ দেখিবামাত্র নৃপতি তাহাতে আসক্ত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন যে, পিতা আমাকে যাঁহার কথা বলিয়াছিলেন এই রূপযৌবনবতী সাক্ষাৎ দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় চারুবদনা সেই রমণীই হইবেন ॥ ৩ ॥ সেই পুণ্যশালী শান্তনুনৃপতি তাহার মুখপদ্ম দর্শন করিয়া তৃপ্তির শেষ পাইলেন না তিনি তাহাতে আসক্তচিত্ত হইয়া লোমাঞ্চিত কলেবর হইলেন ॥ ৪ ॥ এদিকে সেই কামিনীরূপিণী গঙ্গা তাঁহাকে শাপভ্রষ্ট মহাভিষ নৃপতি বলিয়া জানিতে পারিয়া তাঁহাতে প্রণয়িনী হইলেন এবং ঈষৎ হাস্য করত তাঁহার অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৫ ॥ রাজা শান্তনু সেই চারু-

দেবী বা ত্বঞ্চ বামোরু ! মানুষী বা বরাননে ! ।
গন্ধর্ব্বী বাথ যক্ষী বা নাগকন্যাপ্সরাপি বা ॥ ৭ ॥
যাসি কাসি বরারোহে ! ভার্য্যা মে ভব সুন্দরি ! ।
প্রেমযুক্তস্মিতৈব ত্বং ধর্ম্মপত্নী ভবাদ্য মে ॥ ৮ ॥

সূত উবাচ।

রাজা তাং নাভিজানাতি গঙ্গেয়মিতি নিশ্চিতম্।
মহাভিষং সমুৎপন্নং নৃপং জানাতি জাহ্নবী ॥ ৯ ॥
পূর্ব্বপ্রেমসমাযোগাচ্ছ্রুত্বা বাচং নৃপস্য তাম্।
উবাচ নারী রাজানং স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

স্ত্র্যুবাচ।

জানামি ত্বাং নৃপশ্রেষ্ঠ ! প্রতীপতনয়ং শুভম্।
কা ন বাঞ্ছতি চার্ব্বঙ্গী ভাবিত্বাৎ সদৃশং পতিম্ ॥ ১১ ॥
বাগ্বন্ধেন নৃপশ্রেষ্ঠ ! চরিষ্যামি পতিং কিল।
শৃণু মে সময়ং রাজন্ ! বৃণোমি ত্বাং নৃপোত্তম ! ॥ ১২ ॥

দেবতাত্বাদ্দিব্যজ্ঞানেনায়ং ব্রহ্মসভায়াং দৃষ্টো মহাভিষরাজা ভবতীতি ॥ ৫—৮ ॥ রাজা তাং নাভিজানাতীতি। দিব্যজ্ঞানাভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ৯—১০ ॥ ভাবিত্বাদিতি। স্ত্রীজাতেরবশ্যং পতিরপেক্ষিত এবেতি হেতোর্যো বা কো বাঽপি পতিরপেক্ষিত এব তত্রাপি সদৃশো মনোঽনুরূপো যদি লব্ধস্তর্হি তং কা ন বাঞ্ছতি সর্ব্বাপি বাঞ্ছত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ বাগ্বন্ধেন

লোচনাকে সমীপস্থ দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত সহকারে মনোহর বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করত মধুর বাক্যে বলিলেন ॥ ৬ ॥ হে চারুবদনে ! তুমি দেবী, মানুষী, গন্ধর্ব্বী, যক্ষাঙ্গনা, নাগকন্যা না অপ্সরা ? সুন্দরি ! তুমি যে কেহই হওনা কেন, আমার ভার্য্যা হও। বরারোহে ! তোমারও প্রেমযুক্ত হাস্য দেখিতে পাইতেছি, অতএব অদ্য তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী হও ইহাই প্রার্থনা ॥ ৭—৮ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! শান্তনু নৃপতি সেই সুন্দরীকে গঙ্গা বলিয়া জানিতে পারেন নাই, কিন্তু গঙ্গা দেবী তাঁহাকে শাপভ্রষ্ট মহাভিষরাজ শান্তনুরূপে উৎপন্ন, ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ অতএব সেই স্ত্রীরূপী গঙ্গা তাঁহার বাক্য শ্রবণানন্তর সেই পূর্ব্বপ্রণয়-ভাব মনে করিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১০ ॥

নৃপবর ! আপনি যে প্রতীপনৃপতিতনয় ইহা আমি জানি ; তবে স্ত্রীজাতির পতিলাভ বিষয়ে স্থির থাকিলেও কোন্ রমণী মনোমত পতিলাভে ইচ্ছা না করে ? ॥ ১১ ॥ নৃপবর ! আপনি রাজগণের শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই ; কিন্তু, আমি আপনার সহিত একটী প্রতি-

যচ্চ কুর্য্যামহং কার্য্যং শুভং বা যদি বাশুভম্।
ন নিষেধ্যা ত্বয়া রাজন্ন বক্তব্যং তথাপ্রিয়ম্ ॥ ১৩ ॥
যদা চ ত্বং নৃপশ্রেষ্ঠ! ন করিষ্যসি মে বচঃ।
তদা মুক্ত্বা গমিষ্যামি যথেষ্টং দেশ মারিষ! ॥ ১৪ ॥
স্মৃত্বা জন্ম বসূনাং সা প্রার্থনাপূর্ব্বকং হৃদি।
মহাভিষস্য প্রেমাথ বিচিন্ত্যৈব চ জাহ্নবী।
তথেত্যুক্তাথ সা দেবী চকার নৃপতিং পতিম্ ॥ ১৫ ॥
এবং বৃতা নৃপেণাথ গঙ্গা মানুষরূপিণী।
নৃপস্য মন্দিরং প্রাপ্তা সুভগা বরবর্ণিনী ॥ ১৬ ॥
নৃপতিস্তাং সমাসাদ্য চিক্রীড়োপবনে শুভে।
সাপি তং রময়ামাস ভাবজ্ঞা বৈ বরাঙ্গনা ॥ ১৭ ॥
ন বুবোধ নৃপঃ ক্রীড়ন্ গতান্বর্ষগণানথ।
স তয়া মৃগশাবাক্ষ্যা শচ্যা শতক্রতুর্যথা ॥ ১৮ ॥

পণেন। সময়ং পণম্ ॥ ১২ ॥ তথাপ্রিয়ম্। অপ্রিয়মিতিচ্ছেদঃ ॥ ১৩ ॥ তদেতি। তদা ত্বাং মুক্ত্বা ত্যক্ত্বা যথেষ্টং দেশং গমিষ্যামীত্যর্থঃ। যথেষ্টং দেশ মারিষেত্যত্র দেশপদোত্তর-বিভক্তিলোপশ্ছান্দসঃ ॥ ১৪ ॥ স্মৃত্বেতি। ইত্থং কার্য্যদ্বয়হেতোর্জাহ্নবী শন্তনোঃ পত্নী জাতেতি শেষঃ ॥ ১৫ ॥ যদ্বা পণং শ্রুত্বা রাজ্ঞা তথাস্ত্বিত্যঙ্গীকৃতপণা জাহ্নবা কার্য্যদ্বয়হেতোর্নৃপতিং পতিং চকারেত্যন্বয়ঃ ॥ (নৃপস্যেতি। নৃপস্য শন্তনোঃ মন্দিরং হাস্তিনপুরস্থভবনং প্রাপ্তা সা বরবর্ণিনীত্যন্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥ সাপীতি। সাপি বরাঙ্গনা গঙ্গা ভাবং মনোগতাভিপ্রায়ং জানাতীতি ভাবজ্ঞা ভর্ত্তুরভিপ্রায়ং বিদিত্বা রময়ামাসেতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥ স তয়েতি। তয়া সহ ক্রীড়ন্

জ্ঞায় বদ্ধ হইয়া আপনাকে পতিত্বে স্বীকার করিব। রাজন্! আমার সেই প্রতিজ্ঞাটী অগ্রে শ্রবণ করুন, পরে আপনাকে পতিত্বে বরণ করিব ॥ ১২ ॥ মহারাজ! আমি যখন যে কোন কার্য্য করিব তাহা ভাল বা মন্দ হইলেও আপনি নিষেধ করিতে বা ইহা আমার অপ্রিয় হইল এরূপ বলিতে পারিবেন না। যে দিবস আপনি আমার বাক্য পালন না করিবেন, সেই দিবসই আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইব ॥ ১৩—১৪ ॥ ঋষিগণ! জাহ্নবী বসুগণের সেই জন্ম প্রার্থনাবিষয় স্মরণ করিয়া এবং মহাভিষ নৃপতির প্রণয় ঘটনা চিন্তা করিয়া এই কথা বলিলেন। অনন্তর, শান্তনুরাজ ইহা স্বীকার করিলে, গঙ্গা তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলেন ॥ ১৫ ॥ ঋষিগণ! সেই বরবর্ণিনী গঙ্গাদেবী এইরূপে মানুষরূপিণী হইয়া শান্তনুনৃপকে পতিত্বে বরণ করিলেন এবং তাঁহার গৃহে গমন করিলেন ॥ ১৬ ॥ রাজাও তাঁহাকে লাভ করিয়া মনোহর উপবনে ক্রীড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সেই মানুষরূপিণী গঙ্গা নৃপতির অভিপ্রায় অবগত হইয়া বিবিধ প্রকারে তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥ এইরূপে বৎসরের পর বৎসর গত হইতে

সা সর্ব্বগুণসম্পন্না সোঽপি কামবিচক্ষণঃ।
রেমাতে মন্দিরে দিব্যে রমানারায়ণাবিব ॥ ১৯ ॥
এবং গচ্ছতি কালে সা দধার নৃপতেস্তদা।
গর্ভং গঙ্গা বসুং পুত্রং সুষুবে চারুলোচনা ॥ ২০ ॥
জাতমাত্রং সুতং বারি চিক্ষেপৈবং দ্বিতীয়কে।
তৃতীয়েঽথ চতুর্থেঽথ পঞ্চমে ষষ্ঠ এব চ ॥ ২১ ॥
সপ্তমে বা হতে পুত্রে রাজা চিন্তাপরোঽভবৎ।
কিং করোম্যদ্য বংশো মে কথং স্যাৎ সুস্থিরো ভুবি ॥ ২২ ॥
সপ্ত পুত্রা হতা নূনমনয়া পাপরূপয়া।
নিবারয়ামি যদি মাং ত্যক্ত্বা যাস্যতি সর্ব্বথা ॥ ২৩ ॥
অষ্টমোঽয়ং সুসম্প্রাপ্তো গর্ভো মে মনসীপ্সিতঃ।
ন বারয়ামি চেদদ্য সর্ব্বথেয়ং জলে ক্ষিপেৎ ॥ ২৪ ॥

নৃপঃ বর্ষপূগান্ গতানপি ন জ্ঞাতবান্। মৃগশাবকস্য অক্ষিণীব অক্ষিণী যস্যাঃ ॥ ১৮ ॥ রমা লক্ষ্মীঃ। লক্ষ্মীনারায়ণৌ ইব তৌ রেমাতে ॥ ১৯ ॥

এবমিতি। এবম্প্রকারেণ কালে গচ্ছতি সতি সা গঙ্গা নৃপতেঃ শন্তনোঃ সকাশাৎ গর্ভং দধার বসুরূপং পুত্রং চ সুষুবে। কিন্তু জাতমাত্রং তং সুতং স্বসলিলে চিক্ষেপ। ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ ॥ ২০—২১ ॥ সপ্তমে ইতি। সপ্তমে পুত্রে নিহতে রাজা চিন্তাপরোঽভবৎ। চিন্তাং বিবৃণোতি কিং করোম্যদ্যেতি। অদ্য অধুনা কিং করোমি কঞ্চোপায়ং বিদধে কথং কেনোপায়েন মে বংশঃ সুস্থিরঃ স্যাদিতি ॥ ২২ ॥ সপ্ত পুত্রা ইতি। অনয়া পাপরূপয়া সপ্ত পুত্রা হতা যদ্যেনাং পুত্রহননপ্রবৃত্তাং নিবারয়ামি তদা সর্ব্বথা মাং ত্যক্ত্বা যাস্যতি ॥ ২৩ ॥ অষ্টমো-

---

লাগিল তথাপি সেই ক্রীড়াসক্ত নৃপতি কিছুই জানিতে পারিলেন না। বরং ইন্দ্র যেরূপ শচীর সহিত শোভা পান সেইরূপ তিনিও সেই মৃগনয়নার সহিত শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ ঋষিগণ! ইহা ঘটিবার প্রধান কারণ এই যে, সেই রমণী যেরূপ সর্ব্বগুণবিভূষিতা রাজাও তদ্রূপ কামশাস্ত্রবিশারদ; অতএব, তাঁহারা সেই মনোহর মন্দিরে লক্ষ্মীনারায়ণের ন্যায় সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে সেই চারুলোচনা গঙ্গা গর্ভবতী হইলেন এবং শাপভ্রষ্ট বসুকে পুত্ররূপে প্রসব করিলেন ॥ ২০ ॥ গঙ্গাদেবী পুত্রটীকে জাতমাত্রই গ্রহণ করিয়া জলে নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম পুত্রও বিনষ্ট হইলে পর রাজা চিন্তাতুর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। এক্ষণে আমি কি করি, কিরূপেই বা আমার বংশ পৃথিবীতে সুস্থিররূপে বর্ত্তমান থাকিবে ॥ ২১—২২ ॥ এই পাপিষ্ঠা ত আমার সাতটী সন্তানকে অবলীলাক্রমে বিনাশ করিল। যদি এক্ষণে আমি ইহাকে নিবারণ করি তাহা হইলে এখনিই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিবে ॥ ২৩ ॥ আর এক্ষণে ত এই অভিলষিত

ভবিতা বা ন বা চাগ্রে সংশয়োঽয়ং মমাদ্ভুতঃ।
সম্ভবেঽপি চ দুষ্টেয়ং রক্ষয়েদ্বা ন রক্ষয়েৎ ॥ ২৫ ॥
এবং সংশয়িতে কার্য্যে কিং কর্ত্তব্যং ময়াধুনা।
বংশস্য রক্ষণার্থং হি যত্নঃ কার্য্যঃ পরো ময়া ॥ ২৬ ॥
ততঃ কালে যদা জাতঃ পুত্রোঽয়মষ্টমো বসুঃ।
মুনের্যেন হৃতা ধেনুর্নন্দিনী স্ত্রীজিতেন হি ॥ ২৭ ॥
তং দৃষ্ট্বা নৃপতিঃ পুত্রং তামুবাচ পতন্ পদে ॥ ২৮ ॥
দাসোঽস্মি তব তন্বঙ্গি! প্রার্থয়ামি শুচিস্মিতে!।
পুত্রমেকং পুষাম্যদ্য দেহি জীবং তমদ্য মে ॥ ২৯ ॥
হিংসিতাঃ সপ্ত পুত্রা মে করভোরু! ত্বয়া শুভাঃ।
অষ্টমং রক্ষ সুশ্রোণি! পতামি তব পাদয়োঃ ॥ ৩০ ॥

হ্বয়মিতি। অয়ং মনসেপ্সিতোঽষ্টমো গর্ভঃ সুসংপ্রাপ্তঃ যদি অদ্য ন নিবারয়ামি ইয়ং পাপা সর্ব্বথা জলে ক্ষিপেৎ ॥ ২৪ ॥ ভবিতেতি। ভবিতা বা ন ভবিতা অগ্রে অয়মেব মহান্ সংশয়ঃ। ততঃ সম্ভবেঽপি ইয়ং দুষ্টা নারী রক্ষয়েৎ ন রক্ষয়েদ্ বা ইত্যেব চাতিমহান্ সংশয়ঃ। অতএব সংশয়িতে কার্য্যে ইদানীং ময়া কিংকর্ত্তব্যম্। কিয়ৎকালং এবং বিচারয়ন্ নিশ্চিত্যাহ। বংশস্য রক্ষণার্থমেব ময়া পরো যত্নঃ কর্ত্তব্যঃ। রক্ষয়েদিতি স্বার্থে ণিচ্ ॥ ২৫—২৬ ॥

তত ইতি। ততঃ কালে প্রাপ্তে যেন স্ত্রীজিতেন বসুনা মুনের্বশিষ্ঠস্য নন্দিনী নাম ধেনুর্হৃতা স অষ্টমো বসুর্যদা শন্তনুপুত্ররূপেণ জাতঃ ॥ ২৭ ॥) তং দৃষ্ট্বেতি। তং দ্যৌর্নামানমিত্যর্থঃ। পতন্ পদে নমস্কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥ পুষামি পোষয়ামীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ (হিংসিতা ইতি। করভোরু! ত্বয়া মে শুভাঃ কল্যাণময়া সপ্ত পুত্রাঃ হিংসিতা জলে নিমজ্জিতাঃ। অতস্তে চর-

---

অষ্টম গর্ভ উপস্থিত হইয়াছে। যদি ইহাকে নিবারণ না করি তাহা হইলে নিশ্চয়ই জলে নিক্ষেপ করিবে ॥ ২৪ ॥ ইহার পর আর সন্তান হয় কি না এক্ষণে এই সন্দেহই গুরুতর হইতেছে। আর যদি হয়, তাহা হইলে এই দুষ্টা রক্ষা করিবে কি না তদ্বিষয়েরও স্থিরতা নাই ॥ ২৫ ॥ অতএব এরূপ সন্দেহ স্থলে এক্ষণে আমার কি করা উচিত। আমার বোধ হয় সর্ব্বপ্রকারে বংশরক্ষার জন্য যত্ন করাই কর্ত্তব্য ॥ ২৬ ॥

ঋষিগণ! (পরে, যেরূপ ঘটিল শ্রবণ করুন) যে বসু স্ত্রীবাক্যে বশিষ্ঠের ধেনু অপহরণ করিয়াছিল, সেই বসু যথাসময়ে অষ্টম পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিল ॥ ২৭ ॥ অনন্তর, শান্তনু নৃপতিজাত-পুত্রটীকে দর্শন করিয়া মানবরূপধারিণী গঙ্গার পদে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে কৃশাঙ্গি! আমি তোমার দাসস্বরূপ, হে শুচিস্মিতে! এক্ষণে তোমার নিকট আমার এই প্রার্থনা যে আমি একটী পুত্রকে প্রতিপালন করিব, অতএব তুমি ইহাকে বিনষ্ট করিও না ॥ ২৮—২৯ ॥ সুন্দরি! তুমি আমার সাতটী পুত্র বিনাশ করিয়াছ, এক্ষণে তোমার

অন্যদ্বৈ প্রার্থিতস্তেঽদ্য দদাম্যথ চ দুর্লভম্।
বংশো মে রক্ষণীয়োঽদ্য ত্বয়া পরমশোভনে! ॥ ৩১ ॥
অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গে বেদবিদো বিদুঃ।
তস্মাদদ্য বরারোহে! প্রার্থয়াম্যষ্টমং সুতম্ ॥ ৩২ ॥
ইত্যুক্তাপি গৃহীত্বা তং যদা গন্তুং সমুৎসুকা।
তদাতিকুপিতো রাজা তামুবাচাতিদুঃখিতঃ ॥ ৩৩ ॥
পাপিষ্ঠে! কিং করোষ্যদ্য নিরয়ান্ন বিভেষি কিম্।
কাসি পাপকরাণাং ত্বং পুত্রী পাপরতা সদা ॥ ৩৪ ॥
যথেচ্ছং গচ্ছ বা তিষ্ঠ পুত্রো মে স্থীয়তামিহ।
কিং করোমি ত্বয়া পাপে! বংশান্তকরয়াঽনয়া ॥ ৩৫ ॥
এবং বদতি ভূপালে সা গৃহীত্বা সুতং শিশুম্।
গচ্ছন্তী বচনং কোপসংযুতা সমুবাচ হ ॥ ৩৬ ॥

পয়োঃ পতামি অষ্টমং পুত্রং রক্ষেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩০ ॥ অন্যদিতি। হে পরমশোভনে অন্যৎ যৎ কিঞ্চিৎ সুদুর্লভং বস্তুজাতমপি ত্বয়া প্রার্থিতং সৎ অহং দদামি পরং মেঽদ্য বংশো রক্ষণীয়ঃ ॥ ৩১ ॥ পুত্ররক্ষণে কারণং সূচয়ন্নাহ। অপুত্রস্যেতি। ইহ সংসারে অপুত্রস্য গতির্নাস্তীতি বেদজ্ঞাঃ বিদুঃ তস্মাদ্ধেতোঃ অষ্টমং পুত্রং প্রার্থয়ামীতি ॥ ৩২ ॥ ইত্যুক্তাপীতি। রাজ্ঞা এবং প্রার্থিতাঽপি যদা যা তং পুত্রং গৃহীত্বা গন্তুমুৎসুকা তদা রাজা দুঃখিতোঽতিকুপিতশ্চ তামুবাচ ॥ ৩৩ ॥) পাপকরাণাম্পাপিনামিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ (যথেচ্ছমিতি। মে পুত্রঃ অত্র স্থীয়তাম্। ত্বং যথেষ্টং গচ্ছ তিষ্ঠ বা অনয়া বংশান্তকরয়া ত্বয়াহং কিং করোমীতি ॥ ৩৫ ॥

এবং বদতীতি। ভূপালে শন্তনৌ এবং বদতি সতি সা শিশুং সুতং গৃহীত্বা গচ্ছন্তী

পায়ে পড়িতেছি এই পুত্রটী রক্ষা কর ॥ ৩০ ॥ তুমি আমার নিকট যাহা ইচ্ছা প্রার্থনা কর তাহা দুর্লভ হইলেও তোমাকে প্রদান করিব; কিন্তু হে সুন্দরি! অদ্য আমার বংশ রক্ষা করা তোমার উচিত বিবেচনা করিতেছি ॥ ৩১ ॥ কারণ, বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন অপুত্রক ব্যক্তি কখনই স্বর্গে যাইতে সমর্থ হয় না। হে বরারোহে! এই জন্যই অদ্য এই অষ্টম পুত্রটীকে প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৩২ ॥ ঋষিগণ! নরপতি এইরূপে বারংবার প্রার্থনা করিলেও নারীরূপা গঙ্গা যখন পুত্রটীকে গ্রহণ করিয়া গমনোদ্যতা হইলেন; তখন রাজা শান্তনু অতি দুঃখিত এবং কুপিত হইয়া বলিলেন ॥ ৩৩ ॥ পাপিষ্ঠে! তুমি কি করিতেছ? তোমার কি নরকে ভয় নাই? পাপাত্মাদিগের মধ্যে তুমি কোন পাপাত্মার কন্যা যে সর্ব্বদাই আমার বংশ ধ্বংসে রত রহিয়াছ? ॥ ৩৪ ॥ আমার পুত্র এই স্থানে থাকুক তুমি যথা ইচ্ছা চলিয়া যাও। পাপিষ্ঠে! তুমি বংশনাশকারিণী তোমাকে লইয়া আমি কি করিব ॥ ৩৫ ॥

শান্তনুরাজ এইরূপ বলিলে পর সেই রমণী শিশু পুত্রটীকে লইয়া যাইবার সময়

পুত্রকামা সুতং ত্বেনং পালয়ামি বনে গতঃ ।
সময়ো মে গমিষ্যামি বচনং হ্যন্যথা কৃতম্ ॥ ৩৭ ॥
গঙ্গাং মাং বৈ বিজানীহি দেবকার্য্যার্থমাগতাম্ ।
বসবস্তু পুরা শপ্তা বশিষ্ঠেন মহাত্মনা ॥ ৩৮ ॥
ব্রজন্তু মানুষীং যোনিং স্থিতাং চিন্তাতুরাস্তু মাম্ ।
দৃষ্ট্বেদং প্রার্থয়ামাসুর্জননী নো ভবানঘে ! ॥ ৩৯ ॥
তেভ্যো দত্ত্বা বরং জাতা পত্নী তে নৃপসত্তম ! ।
দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থং জানীহি সম্ভবো মম ॥ ৪০ ॥
সপ্ত তে বসবঃ পুত্রা মুক্তাঃ শাপাদৃষেস্তু তে ।
কিয়ন্তং কালমেকোঽয়ং তব পুত্রো ভবিষ্যতি ॥ ৪১ ॥

সতী কোপসংযুতা বচনং বক্ষ্যমাণং উবাচ ॥ ৩৬ ॥) পুত্রকামেতি । হে রাজন্ ! পুত্রকামাহং পুত্রং গৃহীত্বা গমিষ্যামি বনে চৈনং পুত্রং পালয়ামি পালয়িষ্যামি । ইহৈব কুতো ন পাল্যতে ইতি চেদাতঃ সময়ো যো ময়া পণঃ কৃতঃ স নষ্ট ইতি হেতোঃ । কুতো নষ্ট ইতি চেন্মম বচনং পূর্ব্বোক্তং ত্বয়া অন্যথা কৃতমিতি হেতোঃ ॥ ৩৭ ॥ তত্র পুত্রং পালয়িষ্যসীত্যত্র কিং প্রমাণমিতি চেদহং গঙ্গাঽস্মি ততো মদ্বচনং সত্যং জানীহীত্যভিপ্রায়েণাহ । গঙ্গামিতি । তর্হি ত্বং মম পত্নী কুতো জাতা তথা পুত্রাশ্চ ত্বয়া কথং হিংসিতা ইতি চেত্তত্রাহ বসবস্তিতি ॥ ৩৮ ॥ (শাপপ্রকারং সূচয়ন্ত্যাহ ব্রজন্ত্বিতি । অয়মর্থঃ । নন্দিনীহরণাপরাদ্ধান্ বসূন্ প্রতি ব্রহ্মর্ষির্বশিষ্ঠঃ এবং শপ্তবান্ যথা, যতো ভবন্তো মম কামধেনুং হৃতবন্তঃ অতো মানুষীং যোনিং ব্রজন্তু ইত্যেবমভিশপ্তাঃ সন্তস্তে বসবঃ পথি স্থিতাং মাং দৃষ্ট্বা হে অনঘে ! ত্বং নোঽস্মাকং জননী ভবেতি প্রার্থয়ামাসুরিত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৯ ॥ তেভ্যো দত্ত্বেতি । তেভ্যো বসুভ্যঃ তথাস্ত্বিতি বরং দত্ত্বা তে তব পত্নী জাতাঽহমিতি শেষঃ । নত্বহং পঞ্চশরবিদ্ধা সতী পত্ন্যভবং কিন্তু তৈর্বসুভিঃ প্রার্থিতা দেবকার্য্যার্থসিদ্ধ্যর্থমেব মম সম্ভব ইতি নিশ্চিতং জানীহি ॥ ৪০ ॥ ততঃ কিং জাতমিতি জিজ্ঞাসায়ামাহ । সপ্তেতি । তে সপ্ত বসবঃ তব যে সপ্তপুত্রা ময়া জলে নিক্ষিপ্তাঃ তে নিহতাঃ সন্তঃ মুনের্বশিষ্ঠস্য শাপাৎ মুক্তাঃ । অয়ং য একো

কোপভরে বলিলেন ॥ ৩৬ ॥ রাজন্ ! পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার যে কথা ছিল তুমি তাহার অন্যথা করিলে ; অতএব, এক্ষণে সেই নিয়ম ভঙ্গ জন্য আমি বনে যাইয়া এই পুত্রটীকে প্রতিপালন করিব ॥ ৩৭ ॥ রাজন্ ! এক্ষণে তুমি আমাকে সুরনদী গঙ্গা বলিয়া অবগত হও । আমি কোনও দেবকার্য্যের জন্য এই মনুষ্যলোকে আসিয়াছিলাম। পূর্ব্বে মহাত্মা বশিষ্ঠ-ঋষি বসুগণকে মানুষযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে বলিয়া শাপ প্রদান করিয়াছিলেন । অনন্তর বসুগণ অতিশয় চিন্তাতুর হইয়া আমাকে দেখিতে পাইয়া, আপনি আমাদিগের জননী হউন এই বলিয়া প্রার্থনা করে । তদনন্তর আমি (তাহাই হইবে বলিয়া) তাহাদিগকে বর-প্রদান করিয়া তোমার পত্নী হইয়াছিলাম । নৃপবর ! দেবকার্য্য সিদ্ধির জন্যই আমার সম্ভব এইটীই স্থির জানিবেন॥ ৩৮—৪০ ॥ মহারাজ ! সাত জন বসু আপনার পুত্ররূপে জন্ম-

গঙ্গাদত্তমিমং পুত্রং গৃহাণ শন্তনো! স্বয়ম্।
বসুন্দেবং বিদিত্বৈনং সুখং ভুংক্ষ্ব সুতোদ্ভবম্ ॥ ৪২ ॥
গাঙ্গেয়োঽয়ং মহাভাগ! ভবিষ্যতি বলাধিকঃ।
অদ্য তত্র নয়াম্যেনং যত্র ত্বং বৈ ময়া বৃতঃ ॥ ৪৩ ॥
দাস্যামি যৌবনপ্রাপ্তং পালয়িত্বা মহীপতে!।
ন মাতৃরহিতঃ পুত্রো জীবেন্ন চ সুখী ভবেৎ ॥ ৪৪ ॥
ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে গঙ্গা তং গৃহীত্বা চ বালকম্।
রাজা চাতীবদুঃখার্ত্তঃ সংস্থিতো নিজমন্দিরে ॥ ৪৫ ॥
ভার্য্যাবিরহজং দুঃখং তথা পুত্রস্য চাদ্ভুতম্।
সর্ব্বদা চিন্তয়ন্নাস্তে রাজ্যং কুর্ব্বন্ মহীপতিঃ ॥ ৪৬ ॥
এবং গচ্ছতি কালেঽথ নৃপতির্মৃগয়াং গতঃ।
নিঘ্নন্ মৃগগণান্ বাণৈর্মহিষান্ শূকরানপি ॥ ৪৭ ॥

বর্ত্তমানঃ অষ্টমো বসুরিত্যর্থঃ। অসৌ কিয়ন্তং কালং তব পুত্রো ভবিষ্যতি ইহ লোকে তব পুত্রভাবেন কিয়ন্তং কালং ব্যাপ্যায়ং স্থাস্যতীতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৪১ ॥ গঙ্গাদত্তমিতি। হে শন্তনো! ত্বং ইমং স্বয়ং গঙ্গাদত্তং পুত্রং গৃহাণ এনং পুত্রমপি চ বসুং বিদিত্বৈব সুতোদ্ভবং সুখং ভুংক্ষ্ব নত্বয়ং সাধারণপুত্র ইতি ভাবঃ ॥৪২॥ দেবশক্তিগর্ভজাততয়া পুত্রস্য ভাবিপ্রভাবং বিজ্ঞাপয়িষুরাহ গাঙ্গেয়োঽয়মিতি ॥ ৪৩ ॥ কতিবর্ষং যাবত্ত্বদন্তিকং স্থাস্যতীতি চেত্তত্রাহ দাস্যামীতি। যতো মাতৃবিহীনঃ পুত্রো ন জীবেন্ন চ সুখী ভবেৎ অত এনং নয়ামীতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৪৪ ॥ ইত্যুক্ত্বেতি। এতাবদুক্ত্বা অন্তর্হিতা বভূব ॥ ৪৫ ॥ ভার্য্যেতি। মহীপতিঃ শন্তনুঃ ভার্য্যাবিরহজন্যং পুত্রবিরহজন্যঞ্চ অদ্ভুতং দুঃখং সর্ব্বদা চিন্তয়ন্ আস্তে পরং নৈব প্রজাপালনরূপং রাজধর্ম্মং মুক্ত্বা কেবলং দুঃখং চিন্তয়তি অত আহ রাজ্যং কুর্ব্বন্নিতি ॥ ৪৬ ॥

গ্রহণ করিয়া ঋষির শাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে। এই একটী বসু তোমার পুত্র হইয়া কিছুকাল ইহ লোকে অবস্থিতি করিবে ॥ ৪১ ॥ হে শান্তনুরাজ! আমি প্রদান করিতেছি পুত্রটীকে গ্রহণ কর। ইহাকে বসুদেব মনে করিয়া পুত্রজন্য সুখ উপভোগ কর ॥ ৪২ ॥ মহারাজ! তুমি অতি ভাগ্যশালী তাহাতে সন্দেহ নাই। তোমার এই পুত্রটী গঙ্গার গর্ভজাত অতএব এ অতিশয় বলশালী হইবে। কিন্তু পূর্ব্বে তোমার সহিত আমার যে স্থানে মিলন হইয়াছিল, অদ্য আমি ইহাকে সেই স্থানে লইয়া যাইব ॥ ৪৩ ॥ কারণ, মাতৃ-বিরহিত পুত্র কখনই সুখী হইতে বা জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, এজন্য লালন পালন করিয়া ইহার যৌবনকাল উপস্থিত হইলে পুনর্ব্বার আপনাকে প্রদান করিব ॥ ৪৪ ॥ ঋষিগণ! গঙ্গাদেবী এই কথা বলিয়া পুত্রটীকে গ্রহণ করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। রাজাও অতিশয় দুঃখিত হইয়া নিজগৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং ভার্য্যা ও পুত্রের বিষয় চিন্তা করিয়া অতিশয় বিরহজাত দুঃখের সহিত রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫—৪৬ ॥

গঙ্গাতীরমনুপ্রাপ্তঃ স রাজা শন্তনুস্তদা।
নদীং স্তোকজলাং দৃষ্ট্বা বিস্মিতঃ স মহীপতিঃ ॥ ৪৮ ॥
তত্রাপশ্যৎ কুমারং তং মুঞ্চন্তং বিশিখান্ বহূন্।
আকৃষ্য চ মহাচাপং ক্রীড়ন্তং সরিতস্তটে ॥ ৪৯ ॥
তং বীক্ষ্য বিস্মিতো রাজা ন স্ম জানাতি কিঞ্চন।
নোপলেভে স্মৃতিং ভূপঃ পুত্রোঽয়ং মম বা ন বা ॥ ৫০ ॥
দৃষ্ট্বাপ্যমানুষং কর্ম্ম বাণেষু লঘুহস্ততাম্।
বিদ্যাং বাহুপ্রতিমাং রূপং তস্য বৈ স্মরসন্নিভম্ ॥ ৫১ ॥
পপ্রচ্ছ বিস্মিতো রাজা কস্য পুত্রোঽসি চানঘ।!
নোবাচ কিঞ্চিদ্বীরোঽসৌ মুঞ্চন্ শিলীমুখানথ ॥ ৫২ ॥
অন্তর্ধানংগতঃ সোঽথ রাজা চিন্তাতুরোঽভবৎ।
কোঽয়ং মম সুতো বালঃ কিং করোমি ব্রজামি কম্ ॥ ৫৩ ॥

এবমিতি। এস্প্রকারেণ কালে গচ্ছতি অথ কদাচিৎ স রাজা মৃগয়াঙ্গতঃ মহিষাদীন্ বহূন মৃগান্ বাণৈর্নিঘ্নন্ গঙ্গাতীরমনুপ্রাপ্তঃ সন্ নদীং গঙ্গাং স্তোকজলাং স্বল্পসলিলবহাং দৃষ্ট্বা বিস্মিত আসীৎ ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ ॥ ৪৭—৪৮ ॥ তত্রাপশ্যদিতি। তত্র সরিতস্তটে কঞ্চিৎ কুমারং বহূন্ বিশিখান্ বাণান্ মুঞ্চন্তমপশ্যৎ ॥ ৪৯ ॥ তং বীক্ষ্যেতি। রাজা তং কুমারং বীক্ষ্য বিস্মিতঃ সন্ কিমপি ন জানাতি অয়ং মম পুত্রো ন চেতি স্মৃতিং ন উপলেভে ॥ ৫০ ॥ দৃষ্ট্বাপীতি। বাণেষু লঘুহস্ততাং ক্ষিপ্রকারিতাং তথা নদীজলশোষণরূপমমানুষং কর্ম্ম অপ্রতিমাং নিরুপমাং বিদ্যাং চ দৃষ্ট্বা রাজা বিস্মিতঃ সন্ পপ্রচ্ছেতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৫১—৫২ ॥) কোঽয়মিতি। অয়ং বালো মম সুতোঽন্যো বা কশ্চনাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৩॥ (গঙ্গামিতি। ভূপালঃ

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে একদিবস সেই শান্তনু নৃপতি মৃগয়ায় যাইয়া সুশাণিত বাণদ্বারা মহিষ, শূকর প্রভৃতি নানাজাতি পশুগণকে বধ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন এবং সহসা নদীর জল স্বল্পমাত্র প্রবাহিত হইতেছে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন ॥ ৪৭—৪৮ ॥ অনন্তর, সেই নদীতটে একটী বালককে ক্রীড়া উপলক্ষে একটা মহৎ শরাসন আকর্ষণ করিয়া অসংখ্য বাণ পরিত্যাগ করিতে দেখিলেন ॥ ৪৯ ॥ রাজা সেই বালককে দেখিবামাত্র অতিশয় বিস্মিত হইয়া পূর্ব্বকথা সমস্তই ভুলিয়া গেলেন, এজন্য এই বালক আমার পুত্র কি না ইহাও স্মরণ করিতে পারিলেন না ॥ ৫০ ॥ রাজা সেই বালকের অমানুষ কর্ম্ম, বাণে অতিশয় লঘুহস্ততা অতুল্য ধনুর্বিদ্যা এবং কন্দর্পসদৃশ রূপ সন্দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়া, তুমি কাহার পুত্র তাঁহাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু সেই বাণবর্ষণকারী বীর বালক রাজাকে কোনও প্রত্যুত্তর না দিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইল। বালক প্রস্থান করিলে রাজা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই বালক আমার পুত্র কি না।

গঙ্গাং তুষ্টাব ভূপালঃ স্থিতস্তত্র সমাহিতঃ।
দর্শনং সা দদাবাথ চারুরূপা যথা পুরা ॥৫৪॥
দৃষ্ট্বা তাং চারুসর্ব্বাঙ্গীং বভাষে নৃপতিঃ স্বয়ম্।
কোঽয়ং গঙ্গে! গতো বালো মম ত্বং দর্শয়াধুনা ॥ ৫৫ ॥

গঙ্গোবাচ।

পুত্ত্রোঽয়ং তব রাজেন্দ্র! রক্ষিতশ্চাষ্টমো বসুঃ।
দদামি তব হস্তে তু গাঙ্গেয়োঽয়ং মহাতপাঃ ॥ ৫৬ ॥
কীর্ত্তিকর্ত্তা কুলস্যাস্য ভবিতা তব সুব্রত!।
পাঠিতস্ত্বখিলান্ বেদান্ ধনুর্ব্বেদঞ্চ শাশ্বতম্ ॥ ৫৭ ॥
বশিষ্ঠস্যাশ্রমে দিব্যে সংস্থিতোঽয়ং সুতস্তব।
সর্ব্ববিদ্যাবিধানজ্ঞঃ সর্ব্বার্থকুশলঃ শুচিঃ ॥ ৫৮ ॥
যদ্বেদ জামদগ্ন্যোঽসৌ তদ্বেদায়ং সুতস্তব।
গৃহাণ গচ্ছ রাজেন্দ্র! সুখী ভব নরাধিপ! ॥ ৫৯ ॥

শন্তনুঃ তত্র নদীতটে স্থিতঃ সমাহিতঃ সন্ গঙ্গাং তুষ্টাব স্তুতিং চকার। অথ রাজ্ঞাঽভিষ্টুতা সা গঙ্গা পুরা পূর্ব্বং মানুষরমণীরূপং ধৃত্বা যথা রময়ামাস তথা ইদানীমপি তদ্রূপং বিধায় দর্শনং দদৌ শন্তনুরাজায়েতি শেষঃ ॥ ৫৪ ॥ দৃষ্ট্বেতি চারুসর্ব্বাঙ্গীং সর্ব্বাঙ্গমনোহরাম্। অয়ং বালকঃ কঃ যোঽয়ং গতঃ ত্বং ইদানীং তং দর্শয়েতি বভাষে ॥ ৫৫ ॥

পুত্ত্রোয়মিতি। হে রাজেন্দ্র! অয়ং মহাতপা গঙ্গাগর্ভজাতঃ তব পুত্ররূপোঽষ্টমো বসুঃ সাম্প্রতং তব হস্তে দদামি সমর্পয়ামি॥৫৬। কীর্ত্তিকর্ত্তেতি। নতু কেবলং পোষণাদিনা পরিবর্দ্ধিতোঽয়ং বালকঃ অখিলান্ বেদান্ ধনুর্বেদঞ্চ পাঠিত এব ॥৫৭॥ কুতোঽয়ম্প্রাপ বিদ্যাং ইতি চেত্তত্রাহ

এক্ষণে কি উপায় করি কাহার নিকট যাই ॥ ৫১—৫৩ ॥ এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়া রাজা সেই নদীতটে সমাহিত হইয়া গঙ্গাকে স্তব করিতে লাগিলেন। অনন্তর গঙ্গাদেবী পূর্ব্ববৎ মনোহর রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন ॥ ৫৪ ॥ রাজা সেই চারুরূপা গঙ্গাকে দর্শন করিবামাত্রই বলিলেন, গঙ্গে! এই বালকটী কে, এবং কোথায় যাইল, তুমি এক্ষণে সেই বালকটীকে আমায় দর্শন করাও ॥ ৫৫ ॥

গঙ্গা, রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, রাজেন্দ্র! এই বালকটী তোমারই পুত্র আমি এতদিন ইহাকে রক্ষা করিয়াছি। ইহাকে শাপভ্রষ্ট অষ্টম বসু বলিয়া জানিবেন। এক্ষণে আমি এই মহাতপা গাঙ্গেয়কে আপনার হস্তে প্রদান করিতেছি ॥ ৫৬ ॥ রাজন্! এই পুত্রটীই তোমার কুলের কীর্ত্তিকর হইবে। আমি ইহাকে বশিষ্ঠমুনির আশ্রমে রাখিয়া অখিল বেদ বিশেষত সমস্ত ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছি। তোমার এই পুত্রটী বশিষ্ঠের আশ্রমে বাস করত এক্ষণে সর্ব্ববিদ্যাবিৎ ও সর্ব্বকার্য্যদক্ষ হইয়াছে ॥ ৫৭—৫৮ ॥ রাজেন্দ্র! অধিক

ইত্যুক্ত্বান্তর্দধে গঙ্গা দত্ত্বা পুত্রং নৃপায় বৈ।
নৃপতিস্তু মুদা যুক্তো বভূবাতিসুখান্বিতঃ ॥ ৬০ ॥
সমালিঙ্গ্য সুতং রাজা সমাঘ্রায় চ মস্তকম্।
সমারোপ্য রথে পুত্রং স্বপুরং স প্রচক্রমে ॥ ৬১ ॥
গত্বা গজাহ্বয়ং রাজা চকারোৎসবমুত্তমম্।
দৈবজ্ঞঞ্চ সমাহূয় পপ্রচ্ছ চ শুভং দিনম্ ॥ ৬২ ॥
সমাহৃত্য প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সচিবান্ সর্ব্বশঃ শুভান্।
যৌবরাজ্যেঽথ গাঙ্গেয়ং স্থাপয়ামাস পার্থিবঃ ॥ ৬৩ ॥
কৃত্বা তং যুবরাজানং পুত্রং সর্ব্বগুণান্বিতম্।
সুখমাস স ধর্ম্মাত্মা ন সস্মার চ জাহ্নবীম্ ॥ ৬৪ ॥

সূত উবাচ।

এতদ্বঃ কথিতং সর্ব্বং কারণং বসুশাপজম্।
গাঙ্গেয়স্য তথোৎপত্তিং জাহ্নব্যাঃ সম্ভবং তথা ॥ ৬৫ ॥

বশিষ্ঠস্যেতি ॥ ৫৮ ॥ ধনুর্বেদপারদর্শিতাং সূচয়ন্ত্যাহ যদ্বেদেতি। জামদগ্ন্যঃ পরশুরামঃ ॥৫৯॥ ইত্যুক্তেতি। এতাবদুক্ত্বা অন্তর্দ্ধানং চকার নৃপতিস্তু মুদা যুক্তো বভূব পুত্রলাভেনেতি যাবৎ ॥ ৬০ ॥ সমালিঙ্গ্যেতি। সমালিঙ্গ্য সমাশ্লিষ্য শিরোঘ্রাণং নয়ন্ রথে সমারোপয়ন্ স্বপুরং হাস্তিনপুরং প্রচক্রমে প্রতস্থে ॥ ৬১ ॥ গত্বেতি। গজাহ্বয়ং হাস্তিনপুরং হস্তীতি নাম্না কশ্চিন্নরপতিরাসীৎ তেন নির্ম্মিতত্বাৎ পুরস্যাপি তদাখ্যা জাতেতি বোধ্যম্ ॥ ৬২ ॥ সমাদৃত্যেতি। শুভান্ কল্যাণকামান্ গাঙ্গেয়ং ভীষ্মং স্থাপয়মাস প্রতিষ্ঠাপিতবান্ ॥ ৬৩ ॥) ন সস্মারেতি। পুত্রসুখেন জাহ্নবীবিরহজদুঃখস্যনাশাত্তাং ন সস্মারেত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

আর কি বলিব, জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম যাহা কিছু অবগত আছেন সে সমস্তই তোমার পুত্র সম্যক্‌রূপে শিক্ষা করিয়াছে। এক্ষণে আপনি ইহাকে গ্রহণ করিয়া গৃহে যাইয়া সুখী হউন ॥ ৫৯ ॥ গঙ্গাদেবী এই কথা বলিয়া পুত্রটীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। নৃপতি ও অতিশয় আনন্দিত হইয়া পুত্রকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন এবং রথে আরোহণ করিয়া নিজ পুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৬০—৬১ ॥ অনন্তর, শান্তনুরাজ হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়াই পুত্রাগমন জন্য মহোৎসব করিলেন এবং সমস্ত প্রজা ও সর্ব্বদাহিতকারী মন্ত্রিবর্গকে আনয়ন পূর্ব্বক দৈবজ্ঞনির্দ্দিষ্ট শুভদিনে গঙ্গানন্দনকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৬২—৬৩ ॥ এইরূপে ধর্ম্মাত্মা শান্তনুরাজ সর্ব্বগুণান্বিত গাঙ্গেয়কে যুবরাজ করিয়া অতিশয় সুখী হইয়া গঙ্গা-বিরহজাত দুঃখ অন্তঃকরণ হইতে বিদূরিত করিলেন ॥ ৬৪ ॥

গঙ্গাবতরণং পুণ্যং বসূনাং সম্ভবং তথা।
যঃ শৃণোতি নরঃ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৬৬ ॥
পুণ্যং পবিত্রমাখ্যানং কথিতং মুনিসত্তমাঃ!।
যথা ময়া শ্রুতং ব্যাসাৎ পুরাণং বেদসম্মিতম্ ॥ ৬৭ ॥
শ্রীমদ্ভাগবতং পুণ্যং নানাখ্যানকথান্বিতম্।
দ্বৈপায়নমুখোদ্ভূতং পঞ্চলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৬৮ ॥
শৃণ্বতাং সর্ব্বপাপঘ্নং শুভদং সুখদং তথা।
ইতিহাসমিমং পুণ্যং কীর্ত্তিতং মুনিসত্তমাঃ! ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

(এতদ্বঃ কথিতমিতি। যো যুষ্মভ্যং এতৎ বসুশাপজং সর্ব্বং কারণং গাঙ্গেয়স্য ভীষ্মস্য উৎপত্তিঃ জাহ্নব্যাশ্চ সম্ভবঃ নরজাতীয়রমণীরূপধারণমিত্যর্থঃ কথিতং ময়েতি শেষঃ ॥ ৬৫ ॥ গঙ্গায়া ইতি। গঙ্গায়া অবতরণং বসূনাঞ্চ সম্ভবং যো নরঃ শৃণোতি ॥ ৬৬ ॥ ইদানীং শ্রীমদ্-ভাগবতান্তর্গতৈতদাখ্যানমাহাত্ম্যং শৃণ্বতাং পাপধ্বংসাদিফলশ্রুতিং বর্ণয়ন্নধ্যায়ং সমাপয়তি সূতঃ পুণ্যং পবিত্রমিতি ॥ ৬৭—৬৯ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! এই ত আমি আপনাদিগকে বসুশাপের সমস্ত কারণ, গঙ্গা-গর্ভসম্ভূত ভীষ্মের উৎপত্তি এবং গঙ্গাদেবীর সম্ভব কথা সমস্তই বলিলাম ॥৬৫॥ ইহ লোকে যে মনুষ্য এই পুণ্যজনক গঙ্গাবতারের এবং বসুদিগের উৎপত্তিকথা শ্রবণ করিবে সেই মনুষ্য নিশ্চয়ই সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে ॥৬৬॥ হে মুনিসত্তমগণ! আমি দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের নিকট নানাখ্যান সমন্বিত, পঞ্চলক্ষণ বিশিষ্ট, বেদসদৃশ এই পুণ্যজনক শ্রীমদ্ভাগবত যেরূপ শ্রবণ করিয়াছি আপনাদের নিকট সেই রূপই বলিলাম। ঋষিগণ! আমি যে এই পুণ্য-জনক ইতিহাস বলিলাম, যাহারা ইহা শ্রবণ করেন তাঁহাদের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় সর্ব্বদা মঙ্গল হইতে থাকে এবং তাঁহারা চিরসুখী হইয়া বিরাজ করিতে থাকেন ॥ ৬৭—৬৯ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের
দ্বিতীয়স্কন্ধে বসুগণের জন্মবিষয়ক
চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ঋষয় ঊচুঃ।

বসূনাং সম্ভবঃ সূত ! কথিতঃ শাপকারণাৎ।
গাঙ্গেয়স্য তথোৎপত্তিঃ কথিতা লৌমহর্ষণে ! ॥ ১ ॥
মাতা ব্যাসস্য ধর্ম্মজ্ঞ ! নাম্না সত্যবতী সতী।
কথং শন্তনুনা প্রাপ্তা ভার্য্যা গন্ধবতী শুভা ॥ ২ ॥
তন্মমাচক্ষ্ব বিস্তারং দাশপুত্রী কথং বৃতা।
রাজ্ঞা ধর্ম্মবরিষ্ঠেন. সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত ! ॥ ৩ ॥

সূত উবাচ।

শন্তনুর্নাম রাজর্ষির্ম্মৃগয়ানিরতঃ সদা।
বনং জগাম নিঘ্নন্ বৈ মৃগাংশ্চ মহিষান্ রুরূন্ ॥ ৪ ॥
চত্বার্য্যেব তু বর্ষাণি পুত্রেণ সহ ভূপতিঃ।
রমমাণঃ সুখং প্রাপ কুমারেণ যথা হরঃ ॥ ৫ ॥

একোনষষ্টিশ্লোকৈস্তু সত্যবত্যতিসুন্দরী।
বৃতা শন্তনুনা রাজ্ঞা কথেয়ং সম্যগীর্য্যতে ॥

গঙ্গয়া সহ শন্তনোর্বিবাহাদিকং শ্রুত্বা সত্যবতীবিবাহকথাং পৃচ্ছন্তি বসূনামিতি ॥ ১ ॥ (মাতেতি। ধর্ম্মজ্ঞ ! সূত ! ব্যাসশিষ্যত্বাত্তথাত্বম্। রাজ্ঞা শন্তনুনা কথং প্রাপ্তা লব্ধা গন্ধবতী যোজনগন্ধান্বিতা ॥ ২ ॥ তন্মমেতি। হে সুব্রত! ধর্ম্মবরিষ্ঠেন রাজ্ঞা দাশপুত্রী কথং বৃতে-ত্যেতন্মমাচক্ষ্ব উক্ত্বা চ সংশয়ং ছিন্ধীতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥
শন্তনুরিতি। সদা মৃগয়ানিরতঃ। রুরূন্ মৃগভেদান্ ॥ ৪ ॥) পুত্রেণ সহ ভীষ্মেণ সহ।

ঋষিগণ কহিলেন, হে লোমহর্ষণ পুত্র সূত ! তুমি বসুগণের শাপজন্য সমুদ্ভব এবং গঙ্গানন্দন ভীষ্মের উৎপত্তি কথা বলিয়াছ ॥ ১ ॥ হে ধর্ম্মজ্ঞ ! এক্ষণে প্রকাশ করিয়া বল, শান্তনু নৃপতি কি করিয়া সেই যোজনগন্ধা ব্যাসজননী সতী সত্যবতীকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা ধার্ম্মিকপ্রবর হইয়াও কি রূপে তাহাকে বরণ করিলেন? হে সুব্রত সূত ! আমাদিগের এই সংশয় ছেদ কর ॥ ২—৩ ॥

সূত ঋষিগণের এইরূপ প্রশ্নবাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ঋষিগণ। রাজর্ষি শান্তনু সর্ব্বদা মৃগয়ারত হইয়া হরিণ মহিষ ও অন্যান্য পশুগণকে বিনাশ করত বনে বনে ভ্রমণ করিতেন ॥ ৪ ॥ এইরূপে ভূপতি শান্তনু চারি বৎসর পর্য্যন্ত পুত্র ভীষ্মের সহিত একত্র থাকিয়া,

একদা বিক্ষিপন্ বাণান্ বিনিঘ্নন্ খড়্গশূকরান্।
স কদাচিদ্বনং প্রাপ্তঃ কালিন্দীং সরিতাং বরাম্ ॥ ৬ ॥
মহীপতিরনির্দ্দেশ্যমাজিঘ্রদ্গন্ধমুত্তমম্।
তস্য প্রভবমন্বিচ্ছন্ সঞ্চচার বনং তদা ॥ ৭ ॥
ন মন্দারস্য গন্ধোঽয়ং মৃগনাভিমদস্য ন।
চম্পকস্য ন মালত্যা ন কেতক্যা মনোহরঃ ॥ ৮ ॥
ন চানুভূতপূর্ব্বোঽয়ং বাতি গন্ধবহঃ শুভঃ।
কুতোঽয়মেতি বায়ুর্বৈ মম ঘ্রাণবিমোহনঃ ॥ ৯ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্যমানোঽসৌ বভ্রাম বনমণ্ডলম্।
মোহিতো গন্ধলোভেন শন্তনুঃ পবনানুগঃ ॥ ১০ ॥
স দদর্শ নদীতীরে সংস্থিতাং চারুদর্শনাম্।
শৃঙ্গারসহিতাং কান্তাং সুস্থিতাং মলিনাম্বরাম্ ॥ ১১ ॥
দৃষ্ট্বা তামসিতাপাঙ্গীং বিস্মিতঃ স মহীপতিঃ।
অস্যা দেহস্য গন্ধোঽয়মিতি সঞ্জাতনিশ্চয়ঃ ॥ ১২ ॥

কুমারেণ স্কন্দেন ॥ ৫ ॥ স কদাচিদিতি। প্রথমং বনং প্রাপ্তঃ পশ্চাদ্বনমধ্যস্থাং সরিদ্বরাং কালিন্দীং যমুনাং প্রাপ্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥ অনির্দ্দেশ্যং নির্ণেতুমশক্যং তস্য গন্ধস্য প্রভবমুৎপত্তিস্থানম্ ॥ ৭—৮ ॥ গন্ধবহো বায়ুঃ ॥ ৯ ॥ পবনানুগঃ পবনমনুলক্ষীকৃত্য গন্তা ॥ ১০ ॥ (স দদর্শেতি। স রাজা নদীতটস্থানে মনোজ্ঞদর্শনাং শৃঙ্গারসহিতাং যৌবনোপযোগিহাবভাবাদ্যাঢ্যাং অতঃ কান্তাং কমনীয়মূর্ত্তিমিত্যর্থঃ। সুস্থিতাং চাপল্যরহিতাং মলিনাম্বরামিত্যনেন নীচজাতিকন্যাত্বং সূচিতম্। এবম্ভূতাং দদর্শেত্যন্বয়ঃ ॥১১॥ দৃষ্ট্বা তামিতি। অসিতৌ ঈষদ্রক্তৌ

মহাদেব যেরূপ কার্ত্তিক সহবাসে আনন্দ লাভ করেন, তদনুরূপ সুখলাভ করিলেন ॥ ৫ ॥ অনন্তর, একদা মৃগয়া উপলক্ষে শূকর গণ্ডার প্রভৃতি বন্যপশুগণের সংহার করিতে করিতে সরিদ্বরা-কালিন্দীসমীপস্থ বনে উপস্থিত হইলেন ॥ ৬ ॥ উপস্থিত মাত্রই শান্তনুরাজ এক প্রকার সুগন্ধ আঘ্রাণ করিলেন ; কিন্তু, সেই গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অনন্তর, তিনি সেই সদ্গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে তাহার অন্বেষণ জন্য সেই বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭ ॥ পরে মনে মনে চিন্তা করিলেন, যে, এই মনোহর সদ্গন্ধ মন্দার পুষ্পের নয়, মৃগনাভিরও নয়, চম্পক, মালতী বা কেতকী পুষ্পেরও নয়। আমি পূর্ব্বে কখন এরূপ সুরভিময় বায়ু সেবন করি নাই এরূপ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিমোহনকারী বায়ু কোথা হইতে প্রবাহিত হইতেছে ? ॥ ৮—৯ ॥ ঋষিগণ। শান্তনুরাজ এইরূপ চিন্তা করত সমাগত গন্ধলোভে মোহিত হইয়া সেই গন্ধবহ বায়ুর অনুসরণ করত সমস্ত বন ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ অনন্তর, তিনি কালিন্দী-নদীতীরে সমুপবিষ্ট যৌবনোপযোগী

তদদ্ভুতং রূপমতীবসুন্দরং
তথৈব গন্ধোঽখিললোকসম্মতঃ।
বয়শ্চ তাদৃঙ্নবযৌবনং শুভং
দৃষ্ট্বৈব রাজা কিল বিস্মিতোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥
কেয়ং কুতো বা সমুপাগতাঽধুনা
দেবাঙ্গনা বা কিমু মানুষী বা।
গন্ধর্ব্বপুত্রী কিল নাগকন্যা
জানে কথং গন্ধবতীং নু কামিনীম্ ॥ ১৪ ॥
সঞ্চিন্ত্য চৈবং মনসা নৃপোঽসৌ
ন নিশ্চয়ং প্রাপ যদা ততঃ স্বয়ম্।
গঙ্গাং স্মরন্ কামবশং গতোঽথ
পপ্রচ্ছ কান্তাং তটসংস্থিতাঞ্চ ॥ ১৫ ॥
কাসি প্রিয়ে! কস্য সুতাসি কস্মা-
দিহ স্থিতা ত্বং বিজনে বরোরু!।
একাকিনী কিং বদ চারুনেত্রে!
বিবাহিতা বা ন বিবাহিতাসি ॥ ১৬ ॥

অপাঙ্গৌ লোচনপ্রান্তৌ যস্যাস্তাং দৃষ্ট্বা স মহীপতিঃ অস্যা দেহস্থায়ং গন্ধঃ ইতি সংজাতঃ নিশ্চয়ঃ যস্য ॥ ১২ ॥ রূপাধিক্যং বর্ণয়িতুকাম আহ তদদ্ভুতমিতি। অখিললোকসম্মতঃ সর্ব্বজনমনোহরো গন্ধঃ ॥ ১৩ ॥ ইদানীং রাজা মনসা বিচারয়ন্নাহ কেয়মিতি ॥ ১৪ ॥) গঙ্গাং স্মরন্ কামবশং গতঃ কামেন রূঢ়চিত্তঃ সন্ যয়া গঙ্গয়াঽহং ত্যক্তঃ সৈব গঙ্গা ত্বিয়ং ন স্যাদিতি তাং

অঙ্গসৌষ্ঠবে কমনীয়মূর্ত্তি মলিনবস্ত্রা একটী সুন্দরী কন্যাকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১১ ॥ মহীপতি শান্তনু সেই চারুলোচনা কামিনীকে দেখিবামাত্রই অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং এই গন্ধ ইহাঁরই শরীর হইতে সমুৎপন্ন ইহা স্থির করিলেন ॥ ১২ ॥ ঋষিগণ! রাজা তাঁহার সেই অতীবসুন্দর আশ্চর্য্যজনক রূপ, সর্ব্ব লোকের আমোদকর সেই গন্ধ এবং নবযৌবনান্বিত সেই বয়স দেখিয়াই বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন ; পরে চিন্তা করিলেন, এই রমণী কে? কোথা হইতেই বা আসিয়াছে? ইনি কি দেবকন্যা বা মানবী বা গন্ধর্ব্বকন্যা অথবা নাগকন্যা? এই সদ্গন্ধবিশিষ্টা কামিনী কে? ইহা আমি কিরূপে জানিতে পারিব ॥ ১৩—১৪ ॥ ঋষিগণ! শান্তনু নৃপতি মনে মনে এইরূপ নানাবিধ চিন্তা করিয়াও যখন কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না, তখন গঙ্গাকে স্মরণ করত কামাতুর হইয়া স্বয়ং যমুনাতটসংস্থিত সেই কামিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৫ ॥ সুন্দরি! তুমি কে এবং কাহার কন্যা? কিজন্য এই

সঞ্জাতকামোঽহমরালনেত্রে !
ত্বাং বীক্ষ্য কান্তাঞ্চ মনোরমাঞ্চ।
ব্রূহি প্রিয়ে ! যাসি চিকীর্ষসি ত্বং
কিং চেতি সর্ব্বং মম বিস্তরেণ ॥ ১৭ ॥
ইত্যেবমুক্তা সুদতী নৃপেণ
প্রোবাচ তং সস্মিতমম্বুজেক্ষণা।
দাশস্য পুত্রীং ত্বমবেহি রাজন্ !
কন্যাং পিতুঃ শাসনসংস্থিতাঞ্চ ॥ ১৮ ॥
তরীমিমাং ধর্ম্মনিমিত্তমেব
সংবাহয়ামীহ জলে নৃপেন্দ্র ! ।
পিতা গৃহে মেঽদ্য গতোঽস্তি কামং
সত্যং ব্রবীম্যর্থপতে ! তবাগ্রে ॥ ১৯ ॥
ইত্যেবমুক্ত্বা বিররাম বালা
কামাতুরস্তাং নৃপতির্বভাষে।
কুরুপ্রবীরং কুরু মাং পতিং ত্বং
বৃথা ন গচ্ছেন্ননু যৌবনং তে ॥ ২০ ॥

গঙ্গাং স্মরন্ পপ্রচ্ছেত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥ অরালনেত্রে কুটিলনেত্রে ॥ ১৭—১৮ ॥ ধর্ম্মনিমিত্ত-মেবেতি। অস্মাকং দাশানামার্য্যধর্ম্মোঽস্তীতি তন্নিমিত্তমিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ (ইত্যেবমিতি। বালা দাশকন্যা সত্যবতী ইত্যেবং উক্ত্বা বিরতা বভূব ততো নৃপতিঃ কামাতুরঃ সন্ তাং বভাষে। কিং বভাষে ইত্যত্রাহ মাং কুরুপ্রবীরং কুরুবংশ্যনরপতিং পতিং কুরু পতিত্বেন মাং বৃণ্বিতি

নির্জ্জন বনে একাকিনী অবস্থিতি করিতেছ ? চারুলোচনে ! তোমার বিবাহ হইয়াছে কি না আমাকে বল। কারণ, হে কুটিলকটাক্ষে ! তুমি কমনীয়া ও রমণীয়া। আমি তোমাকে দেখিয়াই কামাতুর হইয়াছি। প্রিয়ে ! তুমি কে এবং কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ তাহা আমাকে সমস্তই বিস্তার করিয়া বল ॥ ১৬—১৭ ॥

সেই পদ্মপত্রলোচনা সুন্দরী নরপতির এই কথার পর ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিল, রাজন্ ! আপনি আমাকে ধীবরের কন্যা এবং পিতার আদেশানুবর্ত্তিনী বলিয়া জানিবেন ॥১৮॥ নৃপবর ! আমি জাতিধর্ম্ম রক্ষার জন্য এই নৌকাখানি যমুনাজলে বহনাবহন করি। অদ্য আমার পিতা গৃহে গমন করিয়াছেন ইহা আপনার নিকট সত্য বলিতেছি ॥ ১৯ ॥ ঋষিগণ ! সেই কন্যা রাজাকে এই কথা বলিয়াই বিরত হইল। কিন্তু, কামাতুর নৃপতি তাহাকে পুনর্ব্বার বলিলেন। সুন্দরি ! আমি কুরুবংশীয় রাজা তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ কর। দেখ, তোমার এই

ন চাস্তি পত্নী মম বৈ দ্বিতীয়া
ত্বং ধর্ম্মপত্নী ভব মে মৃগাক্ষি!।
দাসোঽস্মি তেঽহং বশগঃ সদৈব
মনোভবস্তাপয়তি প্রিয়ে! মাম্ ॥ ২১ ॥
গতা প্রিয়া মাং পরিহৃত্য কান্তা
নান্যা বৃতাহং বিধুরোঽস্মি কান্তে!।
ত্বাং বীক্ষ্য সর্ব্বাবয়বাতিরম্যাং
মনো হি জাতং বিবশং মদীয়ম্ ॥ ২২ ॥
শ্রুত্বামৃতাস্বাদরসং নৃপস্য
বচোঽতিরম্যং খলু দাশকন্যা।
উবাচ তং সাত্ত্বিকভাবযুক্তা
কৃত্বাঽতিধৈর্য্যং নৃপতিং সুগন্ধা ॥ ২৩ ॥
যদাত্থ রাজন্! ময়ি তত্তথৈব
মন্যেঽহমেতত্তু যথা বচস্তে।
নাস্মি স্বতন্ত্রা ত্বমবেহি কামং
দাতা পিতা মেঽর্থয় তং ত্বমাশু ॥ ২৪ ॥

ভাবঃ। তে তব যৌবনং বৃথা ন গচ্ছেদিত্যতোঽহং ব্রবীমীতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ২০ ॥ ইদানীং সাপত্ন্যশঙ্কাং নিরাকুর্ব্বন্নাহ ন চাস্তীতি। হে মৃগাক্ষি! মম দ্বিতীয়া পত্নী নাস্তি অতস্ত্বং মম ধর্ম্মপত্নী ভব ন তু কেবলমেতাবতৈব পর্য্যবসানং কিন্ত্বহং তে বশগো দাসোঽস্মীতি। মনোভবঃ কন্দর্পঃ ॥ ২১ ॥) বিবশং কামাধীনমিতি যাবৎ ॥ ২২ ॥

অতিধৈর্য্যমিতি। অনেন সাপি কামাতুরা জাতেতি বোধিতম্ ॥ ২৩ ॥ যদাত্থ রাজন্নিতি।

যৌবন যেন বৃথা না যায়। তুমি সপত্নীর আশঙ্কা করিও না; কারণ, আমার অন্য পত্নী নাই। মৃগলোচনে! তুমিই আমার ধর্ম্মপত্নী হও। প্রিয়ে! আমি দাসের ন্যায় সর্ব্বদা তোমার বশীভূত থাকিব। দেখ, কামদেব আমাকে অতিশয় তাপিত করিতেছে। আমি পূর্ব্বে বিবাহ করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু আমার সেই পত্নী আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন; সেই অবধি আমি অন্য পত্নী গ্রহণ করি নাই। হে সুন্দরি! এক্ষণে, আমি তোমার সর্ব্বাবয়ব-সৌন্দর্য্য দেখিয়া একেবারে কাতর হইয়াছি, আমার মন অতিশয় চঞ্চল হইয়াছে, (কোনরূপেই বশীভূত করিতে পারিতেছি না) ॥ ২০—২২ ॥

পদ্মগন্ধা ধীবরকন্যা শান্তনুরাজের অতি রমণীয় অমৃততুল্য এই বাক্য শ্রবণ করিয়া সাত্ত্বিকভাবাক্রান্ত হইলেও অতিযত্নে ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাকে বলিল ॥ ২৩ ॥

ন স্বৈরিণীহাস্ম্যপি দাশপুত্রী
পিতুর্ব্বশেঽহং সততং চরামি।
স চেদ্দদাতি প্রথিতঃ পিতা মে
গৃহাণ পাণিং বশগাঽস্মি তেঽহম্ ॥ ২৫ ॥
মনোভবস্ত্বাং নৃপ! কিন্দুনোতি
যথা পুনর্ম্মাং নবযৌবনাঞ্চ।
দুনোতি তত্রাপি হি রক্ষণীয়া
ধৃতিঃ কুলাচারপরম্পরাসু ॥ ২৬ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্যা নৃপতিঃ কামমোহিতঃ।
গতো দাশপতের্গেহং তস্যা যাচনহেতবে ॥ ২৭ ॥

হে রাজন্! যত্তবাভিলষিতং তদেতন্মমাপ্যভিলষিতমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ ন স্বৈরিণী ন কুলটা-ঽহমস্মি অপি তু কুলীনস্য দাশস্য পুত্রী ॥ ২৫ ॥ নন্থ ত্বৎপিতা প্রষ্টব্য ইত্যবকাশঃ কামান্ধস্য মম নৈবাস্তীতি চেত্তত্রাহ মনোভব ইতি। যথা মাং পুনর্নবযৌবনাং মনোভবো দুনোতি ক্লেশয়তি তথা নৃপ! ত্বাং কিং দুনোতি নৈব দুনোতি। পুরুষাপেক্ষয়া অষ্টগুণিতকামস্য স্ত্রীষু সত্ত্বাৎ তথাপ্যহং যথা ধৈর্য্যেণ ন বিহ্বলাস্মি। এবং ত্বয়া তত্রাপি কামোদ্ভবেঽপি ধৃতিঃ কুলাচারপরম্পরাসু রক্ষণীয়েত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

(ইত্যাকর্ণ্যেতি। তস্যা ইত্যেতদ্বচঃ বচনং আকর্ণ্য শ্রুত্বা কামমোহিতঃ সন্ তস্যা সত্য-বত্যা যাচনার্থং দাশপতের্গেহং গতঃ ॥ ২৭ ॥ দৃষ্ট্বেতি। দাশঃ ধীবরঃ কুরুবংশীয়নরপতিং

রাজন্! আপনি যাহা বলিতেছেন তাহাতে আমি সম্মত আছি; কেবল, আমাকে দেখিয়াই যে আপনার মন চঞ্চল হইয়াছে তাহা নয়, আমারও এইরূপ জানিবেন; কিন্তু, কি করিব আমি স্বাধীনা নহি ইহা আপনি বিশেষরূপে অবগত হউন। আমার পিতা আমার সম্প্রদান-কর্ত্তা। মহারাজ! আপনি সত্বর তাঁহার নিকট আমায় প্রার্থনা করুন ॥ ২৪ ॥ মহারাজ! আমাকে কুলটা বিবেচনা করিবেন না। আমি সৎকুলজাত দাশরাজের কন্যা। আমি সততই পিতার আদেশানুক্রমে কার্য্য করিয়া থাকি। যদি তিনি প্রদান করেন তাহা হইলে আপনি আমার পাণিগ্রহণ করুন, আমি আপনার বশীভূতা হইব ॥ ২৫ ॥ মহারাজ! কন্দর্প আপনাকে পীড়া প্রদান করিতেছে সত্য কিন্তু তদপেক্ষা আমাকে অধিকতর কষ্ট দিতেছে; কারণ, আমি নবযৌবনাক্রান্তা। তথাপি কি করি, অগ্রে কুলাচারপরম্পরাগত ধৈর্য্য রক্ষা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ॥ ২৬ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! কন্দর্পবাণপীড়িত সেই শান্তনু নৃপতি সত্যবতীর এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহার প্রার্থনা জন্য দাশপতির গৃহে গমন করিলেন ॥ ২৭ ॥ ধীবর নৃপতিকে

দৃষ্ট্বা নৃপতিমায়ান্তং দাশোঽতিবিস্ময়ং গতঃ।
প্রণামং নৃপতেঃ কৃত্বা কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ২৮ ॥

দাশ উবাচ।

দাসোঽস্মি তব ভূপাল! কৃতার্থোঽহং তবাগমে।
আজ্ঞাং দেহি মহারাজ! যদর্থমিহ চাগমঃ ॥ ২৯ ॥

রাজোবাচ।

ধর্ম্মপত্নীং করিষ্যামি সুতামেতাং তবানঘ!।
ত্বয়া চেদ্দীয়তে মহ্যং সত্যমেতদ্‌ব্রবীমি তে ॥ ৩০ ॥

দাশ উবাচ।

কন্যারত্নং মদীয়ং চেদ্‌যত্ত্বং প্রার্থয়সে নৃপ!।
দাতব্যং তু প্রদাস্যামি ন ত্বদেয়ং কদাচন ॥ ৩১ ॥
তস্যাঃ পুত্রো মহারাজ! ত্বদন্তে পৃথিবীপতিঃ।
সর্ব্বথা চাভিষেক্তব্যো নান্যঃ পুত্রস্তবেতি বৈ ॥ ৩২ ॥

শন্তনুমাগচ্ছন্তং দৃষ্ট্বা বিলোক্য অতিবিস্ময়ং গতঃ। অত্যসম্ভবঘটনযেতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥ দাসোঽস্মীতি। হে ভূপাল! অহং তব দাসোঽস্মি তবাগমনেঽহং চরিতার্থশ্চ অধুনা ভবতঃ ইহ মম গৃহে যদর্থং আগমঃ আগমনং। আজ্ঞাং দেহি আজ্ঞাপয়েতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

ধর্ম্মপত্নীমিতি। ত্বয়া চেৎ যদি এষা কন্যা মহ্যং দীয়তে তর্হি এতাং তব সুতাং ধর্ম্মপত্নীং করিষ্যামি ন তু কেবলং ভোগার্থমেব গ্রহীষ্যামীতি বিজানীহি এতৎ সত্যং ব্রবীমি। অনঘেতি সম্বুদ্ধ্যা মহতামপি তৎকন্যাগ্রহণাধিকারিত্বং প্রদর্শিতম্ ॥ ৩০ ॥)

প্রার্থয়সে চেদিত্যন্বয়ঃ। দাতব্যং ত্ববশ্যং দাতব্যমেবাস্তি তদ্বস্তু ন গৃহে স্থাপনীয়ং ত্বাদৃশো যদি প্রার্থয়তে তদাবশ্যং দাস্যামি ॥ ৩১ ॥ পুত্রস্তবেতি বৈ ইতি। ইতি যদি তবেষ্টং তদা দাস্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

সমাগত দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি-পূর্ব্বক বলিল ॥২৮॥ মহারাজ! আমি আপনার দাস, অদ্য আপনার সমাগমে কৃতার্থ হইলাম। রাজন্! কিজন্য আমার গৃহে আগমন করিয়াছেন আজ্ঞা করুন তাহা সম্পন্ন করিব ॥ ২৯ ॥

শান্তনু নৃপতি এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ধীবর! তুমি অতিশয় পুণ্যশালী সন্দেহ নাই। এক্ষণে যদি তুমি আমাকে তোমার কন্যা প্রদান কর তাহা হইলে আমি তাহাকে আমার ধর্ম্মপত্নী করিব ইহা তোমাকে সত্য বলিতেছি ॥ ৩০ ॥

ধীবর রাজার এই কথা শ্রবণ করিয়া উত্তর করিল, মহারাজ! যাহা দাতব্য বস্তু তাহা অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে, বিশেষত কন্যাধন কখনই অদেয় হইতে পারে না। অতএব,

সূত উবাচ।

শ্রুত্বা বাক্যং তু দাশস্য রাজা চিন্তাতুরোঽভবৎ।
গাঙ্গেয়ং মনসা কৃত্বা নোবাচ নৃপতিস্তদা॥ ৩৩॥
কামাতুরো গৃহং প্রাপ্তশ্চিন্তাবিষ্টো মহীপতিঃ।
ন সস্নৌ বুভুজে নাথ ন সুষ্বাপ গৃহং গতঃ॥ ৩৪॥
চিন্তাতুরন্তু তং দৃষ্ট্বা পুত্রো দেবব্রতস্তদা।
গত্বাপৃচ্ছন্ মহীপালং তদসন্তোষকারণম্॥ ৩৫॥
দুর্জ্জয়ঃ কোঽস্তি শত্রুস্তে করোমি বশগন্তব।
কা চিন্তা নৃপশার্দ্দূল! সত্যং বদ নৃপোত্তম!॥ ৩৬॥
কিং তেন জাতেন সুতেন রাজন্!
দুঃখং ন জানাতি ন নাশয়েদ্যঃ।
ঋণং গ্রহীতুং সমুপাগতোঽসৌ
প্রাগ্জন্মজং নাত্র বিচারণাঽস্তি॥ ৩৭॥

গাঙ্গেয়ং মনসা রাজ্যাধিপং কৃত্বা প্রত্যুত্তরং নোবাচ। গাঙ্গেয়সদৃশে পুত্রে সতি কথমেতস্যাঃ পুত্রায় রাজ্যং দেয়মিতি ভাবঃ॥ ৩৩॥ তস্যাঃ পুত্রায় রাজ্যদানেঽনিষ্টেঽপি সা ত্বিষ্টেবেত্যাহ। কামাতুর ইতি॥ ৩৪॥ দেবব্রতো ভীষ্মঃ॥ ৩৫—৩৬॥ দুঃখং পিতুরিতি শেষঃ। যো দুঃখং পিতুর্ন নাশয়তি স পুত্র ঋণং প্রাগ্জন্মনি গৃহীতং পিত্রা তদ্গ্রহীতুমাগতোঽস্তীতি।

আপনি যদি আমার এই কন্যারত্নটীকে প্রার্থনা করেন তাহা হইলে অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু, মহারাজ! আপনার ঔরসে এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে আপনার অন্তে সেই পুত্রকেই রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে হইবে। আপনার অন্য পুত্রকে অভিষিক্ত করিতে পারিবেন না॥ ৩১—৩২॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! রাজা ধীবরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় চিন্তাতুর হইলেন এবং গঙ্গানন্দন ভীষ্মকে স্মরণ করত কোনও উত্তর করিলেন না। বরং সেইরূপ কামাতুর অবস্থাতেই গৃহে যাইয়া স্নান ভোজন বা শয়ন কিছুই করিলেন না॥ ৩৩—৩৪॥ অনন্তর দেবব্রত গাঙ্গেয় তাঁহাকে চিন্তাতুর দেখিয়া তাঁহার নিকটে যাইয়া অসন্তোষের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ৩৫॥ হে নৃপবর! আপনার কি কেহ দুর্জ্জয় শত্রু আছে তাহা হইলে বলুন তাহাকে আপনার বশীভূত করিয়া দিতেছি। মহারাজ! আপনার কি চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে আমাকে সত্য করিয়া বলুন॥ ৩৬॥ মহারাজ! যে পুত্র পিতার দুঃখ জানিতে পারে না বা জানিয়াও তাহার নিরাকরণের উপায় করে না তাদৃশ পুত্রের জন্মতে কি প্রয়োজন? সে নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ঋণ গ্রহণ করিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, ইহাতে

বিমুচ্য রাজ্যং রঘুনন্দনোঽপি
তাতাজ্ঞয়া দাশরথিস্তু রামঃ।
বনং গতো লক্ষ্মণজানকীভ্যাং
সহৈব শৈলং কিল চিত্রকূটম্ ॥ ৩৮ ॥
সুতো হরিশ্চন্দ্রনৃপস্য রাজন্!
যো রোহিতশ্চেতি প্রসিদ্ধনামা।
ক্রীতোঽথ পিত্রা বিপণোদ্যতশ্চ
দাসার্পিতো বিপ্রগৃহে তু নূনম্ ॥ ৩৯ ॥
তথাঽজিগর্ত্তস্য সুতো বরিষ্ঠো
নাম্না শুনঃশেফ ইতি প্রসিদ্ধঃ।
ক্রীতস্তু পিত্রাপ্যথ যূপবদ্ধঃ
সংমোচিতো গাধিসুতেন পশ্চাৎ ॥ ৪০ ॥
পিত্রাজ্ঞয়া জামদগ্ন্যেন পূর্ব্বং
ছিন্নং শিরো মাতুরিতি প্রসিদ্ধম্।
অকার্য্যমপ্যাচরিতঞ্চ তেন
গুরোরনুজ্ঞা চ গরীয়সী কৃতা ॥ ৪১ ॥
ইদং শরীরং তব ভূপ! তেন
ক্ষমোঽস্মি নূনং বদ কিং করোম্যহম্।
ন শোচনীয়ং ময়ি বর্ত্তমানে-
ঽপ্যসাধ্যমর্থং প্রতিপাদয়াম্যদঃ ॥ ৪২ ॥

ধিক্ তাদৃশং পুত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥ সুত ইতি। দাসার্পিতো লক্ষণয়া দাসত্বেনার্পিত ইত্যর্থঃ। ইয়ং কথা সপ্তমস্কন্ধে বক্ষ্যমাণা ॥ ৩৯ ॥ তথাঽজিগর্ত্তস্যেতি। ইয়মপি কথা সপ্তমস্কন্ধে বক্ষ্যমাণা। গাধিসুতেন বিশ্বামিত্রেণ ॥ ৪০ ॥ পিত্রাজ্ঞয়েতি। গুরোরনুজ্ঞা গুরোঃ

আর বিচার কি? ॥৩৭॥ দেখুন, রঘুনন্দন দশরথপুত্র রামচন্দ্র পিতার আজ্ঞায় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া লক্ষ্মণ এবং জানকীর সহিত বনে যাইয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করিয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥ মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের পুত্র প্রসিদ্ধনামা রোহিত পিতৃকর্ত্তৃক বিক্রীত হইয়া ব্রাহ্মণগৃহে দাসত্ব স্বীকার করিয়া পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ॥৩৯॥ এইরূপ শুনঃশেফ নামে প্রসিদ্ধ অজিগর্ত্তের পুত্র পিতৃকর্ত্তৃক বিক্রীত হইয়া যূপবদ্ধ হইয়াছিল; পরে মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহাকে বিমুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥ আর দেখুন, জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম পিতৃ আজ্ঞায় নিজ জননীর মস্তক ছেদন করিলেন ইহাও প্রসিদ্ধ আছে। তিনি ইহা অন্যায় কার্য্য করিয়া-

প্রব্রূহি রাজংস্তব কাঽস্তি চিন্তা
নিবারয়াম্যদ্য ধনুর্গৃহীত্বা।
দেহেন মে চেচ্চরিতার্থতা বা
ভবত্বমোঘা ভবতশ্চিকীর্ষা ॥ ৪৩ ॥
ধিক্ তং সুতং যঃ পিতুরীপ্সিতার্থং
ক্ষমোঽপি সন্ন প্রতিপাদয়েদ্যঃ।
জাতেন কিং তেন সুতেন কামং
পিতুর্ন চিন্তাং হি সমুদ্ধরেদ্যঃ ॥ ৪৪ ॥

সূত উবাচ।

নিশম্যেতি বচস্তস্য পুত্রস্য শন্তনুর্নৃপঃ।
লজ্জমানস্তু মনসা তমাহ ত্বরিতং সুতম্ ॥ ৪৫ ॥

রাজোবাচ।

চিন্তা মে মহতী পুত্র! যস্ত্বমেকোঽসি মে সুতঃ।
শূরোঽতি বলবান্ মানী সংগ্রামেষ্বপরাঙ্মুখঃ ॥ ৪৬ ॥

পিতুর্জমদগ্নেরিত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥ ক্ষমোঽস্মি নূনমিতি। কিমপি ভবৎপ্রিয়ং কর্ত্তুং ক্ষমঃ সমর্থোঽস্মি অধুনাহং কিং করোমীতি বদ ময়া কিংকর্ত্তব্যমিতি বদেত্যর্থঃ। অদঃ ইদমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ দেহেনেতি। যদি কার্য্যকরণে মম দেহঃ পততি তদা দেহেন চরিতার্থতা মম জাতা মম দেহঃ সার্থকো জাতঃ। অথবা কার্য্যং জাতং তদা ভবতশ্চিকীর্ষা অমোঘা সফলা জাতা উভয়তোঽপি ফলমেবাঽস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ সমুদ্ধরেন্নাশয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

(নিশম্যেতি। নৃপঃ শন্তনুঃ তস্য পুত্রস্য বচো নিশম্য শ্রুত্বা মনসা লজ্জমানঃ সন্ বক্ষ্যমাণং বাক্যমাহ ॥ ৪৫ ॥ চিন্তা ইতি। হে পুত্র! মে মম মহতী চিন্তা জাতা যতস্ত্বং মে একঃ সুতঃ

ছিলেন সত্য, কিন্তু পিতার আজ্ঞাকেই গুরুতর করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥ মহারাজ! আমার এই শরীর আপনারই জানিবেন, আমি আপনার প্রিয়কার্য্য করিতে সমর্থ ইহা সত্য জানিবেন; অতএব কি করিতে হইবে বলুন। আমি জীবিত থাকিতে আপনার শোক করা উচিত নয়। আপনি যাহা বলিবেন তাহা অসাধ্য হইলেও সম্পন্ন করিব ॥ ৪২ ॥ রাজন্! আপনার মনে কি চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে আমাকে বলুন, আমি ধনু গ্রহণ করিয়া অদ্যই তাহা নিবারণ করিব। আর যদি কার্য্য সম্পন্ন করিতে আমার দেহ বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে আমার দেহ দ্বারা কৃতার্থতা লাভ হইল; অন্যথা কার্য্যসিদ্ধ হইলে আপনার ইচ্ছা সফল হইল, অতএব এ বিষয়ে উভয়তই মঙ্গল ॥ ৪৩ ॥ মহারাজ! যে পুত্র সমর্থ হইয়াও পিতার অভিলষিত কার্য্য সম্পন্ন না করে তাহাকে ধিক্! আর যে পুত্র পিতার চিন্তা দূর করিতে না পারে সে পুত্রের জন্মগ্রহণ করিয়াই বা কি ফল? ॥ ৪৪ ॥

একাপত্যস্য মে তাত! বৃথেদং জীবিতং কিল।
মৃতে ত্বয়ি মৃধে কাপি কিং করোমি নিরাশ্রয়ঃ ॥ ৪৭ ॥
এষা মে মহতী চিন্তা তেনাদ্য দুঃখিতোঽস্ম্যহম্।
নান্যা চিন্তাস্তি মে পুত্র! যাং তবাগ্রে বদাম্যহম্ ॥ ৪৮ ॥

সূত উবাচ।

তদাকর্ণ্যাথ গাঙ্গেয়ো মন্ত্রিবৃদ্ধানপৃচ্ছত।
ন মাং বদতি ভূপালো লজ্জয়াদ্য পরিপ্লুতঃ ॥ ৪৯ ॥
বিত্ত বার্ত্তাং নৃপস্যাদ্য পৃষ্ট্বা যূয়ং বিনিশ্চয়াৎ।
সত্যং ব্রুবন্তু মাং সর্ব্বং তৎ করোমি নিরাকুলঃ ॥ ৫০ ॥
তচ্ছ্রুত্বা তে নৃপং গত্বা সংবিজ্ঞায় চ কারণম্।
শশংসুর্ব্বিদিতার্থস্তু গাঙ্গেয়স্তদচিন্তয়ৎ ॥ ৫১ ॥

ততোঽপি অতি বলবান্ শূরঃ মানী সংগ্রামেষু অপরাঙ্মুখঃ জীবিতনিরপেক্ষঃ ॥ ৪৬ ॥) মৃধে যুদ্ধেঽকস্মাৎ ॥ ৪৭ ॥ (এষা মে মহতীতি। অদ্য ইদানীং এষৈব মে মহতী চিন্তা সমুপস্থিতা অতোঽহং দুঃখিতঃ অপরা কাপি চিন্তা নাস্তি যাং তবাগ্রে অহং বদামি ॥ ৪৮ ॥

তদাকর্ণ্যেতি। গাঙ্গেয়ঃ গঙ্গায়া অপত্যং পুমান্ ভীষ্মঃ। পিতৃবাক্যমাকর্ণ্য মন্ত্রিবৃদ্ধান্ অপৃচ্ছত পরিপ্লুতঃ ব্যাপ্তঃ লজ্জয়াক্রান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥) বিত্তেতি। যূয়ং পৃষ্ট্বা নৃপস্য বার্ত্তাং বিত্ত জানীত ॥ ৫০ ॥

বিদিতার্থো জ্ঞাতার্থঃ ॥৫১॥ (সহিতৈস্তৈরিতি। তৈঃ মন্ত্রিভিঃ সহ দাশস্য ধীবরপতেঃ সদনং গৃহং আশু জগাম। প্রেমপূর্ব্বং প্রীতিপূর্ব্বকং জাহ্নবীসুতঃ গঙ্গানন্দনো ভীষ্মঃ ॥ ৫২ ॥ পিত্রে

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! মহারাজ শান্তনু, পুত্র ভীষ্মদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৪৫ ॥ পুত্র! আমার চিন্তা অতিশয় গুরুতর; দেখ তুমি অতিশয় বলবান্ বীরপুরুষ শৌর্য্যাভিমানী, সংগ্রামে অপরাঙ্মুখ একমাত্র পুত্র। অতএব, বৎস! যে পিতার একমাত্র পুত্র তাহার জীবন বৃথা; কারণ, সহসা যদি কোন যুদ্ধে মৃত্যু হয় তাহা হইলে আমি একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া তখন কি করিব ॥ ৪৬—৪৭ ॥ পুত্র! এইটীই আমার গুরুতর চিন্তা এবং এই জন্যই অদ্য আমি দুঃখিত হইয়াছি। আমার অন্য আর কোন চিন্তা নাই যে তোমার নিকট বলিব ॥ ৪৮ ॥

ঋষিগণ! গঙ্গানন্দন পিতার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিগণকে বলিলেন, মহারাজ লজ্জায় আকুল হইয়া আমাকে কিছুই বলিতেছেন না। আপনারা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার মনোগত ভাব নিশ্চয়রূপে অবগত হইয়া আমাকে সত্য করিয়া বলুন। তাহা হইলে আমি নিরাকুল হইয়া সে সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিব ॥ ৪৯—৫০ ॥

মন্ত্রিগণ ইহা শ্রবণ করিয়া নৃপসমীপে গমন করত তাঁহার মনোগত ভাব অবগত হইয়া গাঙ্গেয়কে বলিলেন। ভীষ্মও সমস্ত বিষয় জানিতে পারিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥৫১॥

সহিতৈস্তৈর্জগামাশু দাশস্য সদনং তদা।
প্রেমপূর্ব্বমুবাচেদং বিনম্রো জাহ্নবীসুতঃ॥ ৫২॥

গাঙ্গেয় উবাচ।

পিত্রে দেহি সুতাস্তেঽদ্য প্রার্থয়ামি সুমধ্যমাম্।
মাতা মেঽস্তু সুতেয়ং তে দাসোঽস্ম্যস্যাঃ পরন্তপ!॥ ৫৩॥

দাশ উবাচ।

ত্বং গৃহাণ মহাভাগ! পত্নীং কুরু নৃপাত্মজ!।
পুত্রোঽস্যা ন ভবেদ্রাজা বর্ত্তমানে ত্বয়ীতি বৈ॥ ৫৪॥

গাঙ্গেয় উবাচ।

মাতেয়ং মম দাশেয়ী রাজ্যং নৈব করোম্যহম্।
পুত্রোঽস্যাঃ সর্ব্বথা রাজ্যং করিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৫৫॥

দাশ উবাচ।

সত্যং বাক্যং ময়া জ্ঞাতং পুত্রস্তে বলবান্ ভবেৎ।
সোঽপি রাজ্যং বলাৎ নূনং গৃহ্লীয়াদিতি নিশ্চয়ঃ॥ ৫৬॥

দেহীতি। ইমাং তে সুমধ্যমাং কন্যাং অহং প্রার্থয়ামি কুত ইতি চেৎ তত্রাহ পিত্রে দেহীতি অদ্য প্রভৃতি ইয়ং মম মাতাস্তু। পরন্তপেতি সম্বোধনাৎ রাজশ্বশুরত্বেন তস্য ভাবিসুভগত্বং সূচিতম্॥ ৫৩॥

ত্বং গৃহাণেতি। হে মহাভাগ নৃপাত্মজ! ত্বং ইমাং কন্যাং গৃহাণ পত্নীং কুরু অন্যথা ত্বং-পিতৃগৃহীতায়াশ্চেদিত্যর্থঃ অস্যাঃ পুত্রঃ ত্বয়ি বর্ত্তমানে রাজ্যাধিকারী ন ভবিষ্যতীতি॥ ৫৪॥

মাতেয়মিতি। ইয়ং দাশেয়ী দাশকন্যা মম মাতা স্যাৎ অহং রাজ্যং ন করিষ্যামি অস্যাঃ ভবৎ-কন্যায়াঃ পুত্রঃ সর্ব্বথা রাজ্যং করিষ্যতি অত্র কোঽপি সংশয়ো নাস্তীতি বোধ্যম্॥৫৫॥)

সত্যং বাক্যমিতি। ত্বং যদ্যপি সত্যবাক্যতয়া রাজ্যং ন করিষ্যসি তথাপি ত্বৎসুতস্তু বলাদ্রাজ্যং গৃহ্লীয়ান্মম দৌহিত্রস্যেত্যর্থঃ॥ ৫৬॥

অনন্তর গঙ্গাপুত্র সেই মন্ত্রিগণের সহিত অবিলম্বে ধীবরগৃহে গমন করিলেন এবং বিনত হইয়া প্রীতিসহকারে বলিলেন॥ ৫২॥ হে ধীবরবর! তুমি এক্ষণে তোমার শত্রুদিগকে উত্তপ্ত করিবে সন্দেহ নাই। কারণ, আমি এক্ষণে প্রার্থনা করিতেছি, তোমার সুমধ্যমা কন্যা-টীকে আমার পিতাকে প্রদান কর। ইনি আমার মাতা হউন এবং আমি ইহার দাস হই॥৫৩॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া ধীবর কহিল, হে রাজপুত্র! আপনি মহাভাগ্যশালী; অতএব, আপনিই গ্রহণ করুন, এই কন্যা আপনারই পত্নী হউক। কারণ, রাজা গ্রহণ করিলে আপনি জীবিত থাকিতে ইহার পুত্র রাজা হইতে পারিবে না॥ ৫৪॥

ভীষ্ম বলিলেন, ধীবর! তোমার এই কন্যাকে আমার মাতা বলিয়া জানিবে। দেখ, আমি রাজ্য গ্রহণ করিব না। ইহার পুত্রই রাজ্য গ্রহণ করিবে তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় নাই॥৫৫

গাঙ্গেয় উবাচ।

ন দারসংগ্রহং নূনং করিষ্যামি হি সর্ব্বথা।
সত্যং মে বচনং তাত! ময়া ভীষ্মং ব্রতং কৃতম্॥ ৫৭॥

সূত উবাচ।

এবং কৃতাং প্রতিজ্ঞাং তু নিশম্য ঝষজীবকঃ।
দদৌ সত্যবতীং তস্মৈ রাজ্ঞে সর্ব্বাঙ্গশোভনাম্॥ ৫৮॥
অনেন বিধিনা তেন বৃতা সত্যবতী প্রিয়া।
ন জানাতি পরং জন্ম ব্যাসস্য নৃপসত্তমঃ॥ ৫৯॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে সত্যবতীপরিণয়ো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

ময়া বিবাহে কৃতে সত্যোতদ্ভয়ম্। ততো বিবাহমেবাহং ন করিষ্যামীতি ভীষ্মং ভয়ঙ্করং ব্রতং ময়া কৃতমিতি জানীহি॥ ৫৭॥

ঝষজীবকো মৎস্যজীবনো দাশরাজঃ॥ ৫৮॥ নমু ব্যাসমাতা অন্যস্ত্রী কথং তেন বিবাহিতেতি চেত্তত্রাহ ন জানাতীতি। তদুদরে ব্যাসস্য জন্ম রাজা ন জানাতি। কন্যৈবেয়মিতি নিশ্চিতমতিরিত্যর্থঃ। এতেন ধর্ম্মজ্ঞেন রাজ্ঞা কথং দাশকন্যাঽন্যস্ত্রী বিবাহিতেতি দূষণং নিরস্তম্। কামাতুরত্বাচ্ছাশ্লাঘ্যমপ্যাচরিতমহো ভগবত্যা অন্তর্যামিরূপিণ্যা অয়ং মহিমা যদকার্য্যমপি মহদ্ভিঃ কারয়তি কারয়িত্বা চ স্বোপাসনাবলেন সর্ব্বান্মহীকরোতীতি। অতএব বক্ষ্যতি সপ্তমস্কন্ধে সোমসূর্য্যোদ্ভবা রাজানঃ সর্ব্বে শক্ত্যুপাসনয়া মহত্বং প্রাপ্তা ইতি॥ ৫৯॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥ ৫॥

ইহা শ্রবণ করিয়া ধীবর কহিল, রাজকুমার! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা আমি সত্য বলিয়া জানিলাম; কিন্তু, যদি আপনার পুত্র বলবান্ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি বলপূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিবেন॥ ৫৬॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া গাঙ্গেয় কহিলেন, তাত! আমি কখনই দারপরিগ্রহ করিব না ইহা সত্য বলিতেছি। অদ্য প্রভৃতি আমি এই ভয়ানক গুরুতর ব্রত অবলম্বন করিলাম॥ ৫৭॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! মৎস্যজীবী সেই ধীবর গঙ্গানন্দনের এইরূপ প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী সত্যবতী কন্যা মহারাজ শান্তনুকে প্রদান করিল॥ ৫৮॥ নৃপবর শান্তনুও এইরূপে সত্যবতীকে পত্নী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু সেই নৃপবর ব্যাসদেবের জন্মবিষয়ে কিছুই অবগত ছিলেন না॥ ৫৯॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণশ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে সত্যবতীপরিণয় নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥ * ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এবং সত্যবতী তেন বৃতা শন্তনুনা কিল।
দ্বৌ পুত্রৌ চ তথা জাতৌ মৃতৌ কালবশাদপি ॥ ১ ॥
ব্যাসবীর্য্যাত্তু সঞ্জাতো ধৃতরাষ্ট্রোঽন্ধ এব চ।
মুনিং দৃষ্ট্বাঽথ কামিন্যা নেত্রসংমীলনে কৃতে ॥ ২ ॥
শ্বেতরূপা যতো জাতা দৃষ্ট্বা ব্যাসং নৃপাত্মজা।
ব্যাসকোপাৎ সমুৎপন্নঃ পাণ্ডুস্তেন ন সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥
সন্তোষিতস্তয়া ব্যাসো দাস্যা কামকলাবিদা।
বিদুরস্তু সমুৎপন্নো ধর্ম্মাংশঃ সত্যবাক্ শুচিঃ ॥ ৪ ॥

একসপ্ততিপদ্যৈস্তু ব্যাসাৎ পুত্রত্রয়োদ্ভবঃ।
পাণ্ডবানাস্তথোৎপত্তিঃ সংক্ষেপাদিহ কথ্যতে ॥

তৃতীয়াধ্যায়ে যে প্রশ্নাঃ কৃতাস্তেষাং সর্ব্বেষামুত্তরমেতৎপর্য্যন্তং দত্তম্। কথং গোলকাবুৎপাদিতাবিতি শঙ্কা কেবলমবশিষ্টা তদর্থমাহ এবং সত্যবতীতি। দ্বৌ পুত্রৌ চিত্রাঙ্গদবিচিত্রবীর্য্যৌ। বংশাভাবে গোলকাবপ্যুৎপাদনীয়াবিতি বেদাজ্ঞয়া গোলকৌ বংশসংরক্ষণার্থমুৎপাদিতাবিত্যাহ কালবশাদপীতি। ইদমুত্তরান্বয্যপি। যতো বংশোচ্ছেদকালঃ সমাগতস্তদ্বশাদেবেত্যর্থঃ। এতেন ধার্ম্মিকেণ ব্যাসেন কথং ভ্রাতৃভার্য্যাগমনং কৃতমিতি শঙ্কা নিরস্তা। বংশোচ্ছেদপ্রাপ্তাবেতাদৃশকর্ম্মকরণে বেদাজ্ঞায়াঃ সত্ত্বাদিতি। ইদং কলিযুগাতিরিক্তপরম্ ॥ ১ ॥ অন্ধত্বে নিমিত্তমাহ মুনিং দৃষ্ট্বেতি। জটিলং ব্যাসং দৃষ্ট্বা তত্রানুরাগাভাবেন স্ত্রিয়া নেত্রনিমীলনে কৃতে সতি তন্নিমিত্তবশাদন্ধো জাত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ শ্বেতরূপেতি মুনিং দৃষ্ট্বা তত্রানুরাগাভাবান্নির্লোভা শ্বেতা জাতেতি হেতোঃ। স্বস্মিন্ননুরাগাভাবাদ্ব্যাসস্য কোপ উৎপন্নস্তস্মাদ্ধেতোঃ পুত্রঃ পাণ্ডুঃ শ্বেত উৎপন্নঃ ॥ ৩ ॥ যদা পুনর্বর্ষান্তে

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! সেই শান্তনু নৃপতি এইরূপে সত্যবতীকে বিবাহ করেন। পরে, সত্যবতীগর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে তাঁহার দুই পুত্র উৎপন্ন হয়, কিন্তু কালগতিবশত যৌবনকালেই তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল ॥ ১ ॥ অনন্তর, ব্যাসের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করেন। অম্বিকাদেবী বেদব্যাসকে দেখিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়াছিল বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হইয়াছিলেন ॥ ২ ॥ (ইহাকে অন্ধ দেখিয়া সত্যবতী ব্যাসদেবকে অন্য পুত্রের উৎপত্তির জন্য পুনরায় অনুরোধ করায়) নৃপকন্যা অম্বালিকা বেদব্যাসকে দেখিয়া পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল বলিয়াই দ্বিতীয় পুত্র ব্যাসকোপে পাণ্ডু হইয়াছিল ॥ ৩ ॥ অনন্তর, বেদব্যাস রতি-

রাজ্যে সংস্থাপিতঃ পাণ্ডুঃ কনীয়ানপি মন্ত্রিভিঃ।
অন্ধত্বাদ্ধৃতরাষ্ট্রোঽসৌ নাধিকারে নিয়োজিতঃ ॥ ৫ ॥
ভীষ্মস্যানুমতে রাজ্যং প্রাপ্তঃ পাণ্ডুর্মহাবলঃ।
বিদুরোঽপ্যথ মেধাবী মন্ত্রকার্য্যে নিয়োজিতঃ ॥ ৬ ॥
ধৃতরাষ্ট্রস্য দ্বে ভার্য্যে গান্ধারী সৌবলী স্মৃতা।
দ্বিতীয়া চ তথা বৈশ্যা গার্হস্থ্যেষু প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৭ ॥
পাণ্ডোরপি তথা পত্ন্যৌ দ্বে প্রোক্তে বেদবাদিভিঃ।
শৌরসেনী তথা কুন্তী মাদ্রী চ মদ্রদেশজা ॥ ৮ ॥
গান্ধারী সুষুবে পুত্রশতং পরমশোভনম্।
বৈশ্যাপ্যেকং সুতং কান্তং যুযুৎসুং সুষুবে প্রিয়ম্ ॥ ৯ ॥

বিচিত্রবীর্য্যপত্নী প্রেষিতা সা ন গতা। তয়া স্বকীয়া দাসী প্রেষিতা তয়া শৃঙ্গারাদিরসৈঃ কামকলাবিদা কামশাস্ত্রাভিজ্ঞয়া দাস্যা ব্যাসঃ সন্তোষিতস্তৎসন্তোষবশাৎ সম্যক্ পুত্রো বিদুর উৎপন্নঃ ॥ ৪ ॥ প্রথমাধ্যায়মারভ্যৈতাবৎপর্য্যন্তমৃষিভির্যে যে প্রশ্নাঃ কৃতাস্তেষা-মুত্তরমেতৎপর্য্যন্তং সূতেন ক্রমেণ দত্তমিতঃ পরমপৃষ্টমপ্যৃষিভিঃ পাণ্ডবাখ্যানং জনমেজয়-পর্য্যন্তং সূতেন কথ্যতে। তৎপ্রয়োজনং ত্বগ্রে জনমেজয়ায় স্বপূর্ব্বজদুর্গতিগতপাণ্ডবোদ্ধারার্থং ব্যাসো দেবীভাগবতং কথয়ামাসেতি বক্তব্যমস্তি। তত্র কে পাণ্ডবাঃ কিঞ্চ তৈদুর্বিতমা-চরিতং কো জনমেজয় ইত্যাকাঙ্ক্ষা স্যাত্তন্নিবৃত্ত্যর্থং প্রকৃতমপৃষ্টমপ্যাখ্যানং পাণ্ডবানাং বক্তুমারভতে রাজ্যে সংস্থাপিত ইতি। নম্বু শুকায় ভাগবতোপদেশসময়ে জনমেজয়োৎ-পত্ত্যভাবেন জনমেজয়ায়োপদিষ্টং ভাগবতমিতি কথা শুকোপদিষ্টভাগবতেঽসঙ্গতেতি চেন্ন। ব্যাসস্য সর্ব্বজ্ঞত্বেন জনমেজয়ং প্রত্যেবং বক্তাঽস্মীত্যভিপ্রায়েণ পূর্ব্বমেব গ্রন্থং ভবিষ্যাখ্যান-ঘটিতং কৃত্বা শুকায়োপদিদেশেতি কল্পনাৎ ॥ ৫—৬ ॥ সৌবলী সুবলস্যাপত্যং কন্যা ॥ ৭ ॥ শূরসেনস্যাপত্যং কন্যা শৌরসেনী। মদ্রদেশজা মদ্রদেশরাজজেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ (গান্ধারী গান্ধার-দেশীয়রাজকন্যা পুত্রাণাং দুর্য্যোধনাদীনাং শতং শতসংখ্যাকং সুষুবে বৈশ্যকন্যাপি একং যুযুৎসুনামানং পুত্রং সুষুবে ॥ ৯॥ কুন্তী তু কুন্তিভোজপালিতা রাজ্ঞঃ শূরসেনস্য দুহিতা কন্যা

কোবিদা দাসীর আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এজন্য দাসীর গর্ভে সত্যবাদী পবিত্রাত্মা বিদুর ধর্ম্মাংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥ মন্ত্রিগণ ধৃতরাষ্ট্রকে অন্ধ দেখিয়া রাজ্যাধিকারে নিযোজিত না করিয়া পাণ্ডু কনিষ্ঠ হইলেও তাহাকেই রাজ্যে স্থাপন করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ সেই মহাবল পাণ্ডু ভীষ্মদেবের অনুমতিতেই রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং মেধাশালী বিদুরও তাঁহার মন্ত্রণাকার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন ॥৬॥ সুবলরাজ কন্যা গান্ধারী আর একটী বৈশ্য কন্যা এই দুইটী ধৃতরাষ্ট্রের ভার্য্যা। তন্মধ্যে দ্বিতীয়া স্ত্রী বৈশ্যকন্যা গৃহস্থ কার্য্যেই অনুরক্তা ছিল ॥ ৭ ॥ ঐরূপ পাণ্ডুরও রাজা শূরসেনকন্যা কুন্তী এবং মদ্ররাজদুহিতা মাদ্রী এই দুইটী পত্নী ছিল ॥ ৮॥ ধৃতরাষ্টপত্নীমধ্যে গান্ধারী সুশোভন শত পুত্র এবং বৈশ্যা সর্ব্বজনপ্রিয়

কুন্তী তু প্রথমং কন্যা সূর্য্যাৎ কর্ণং মনোহরম্।
সুষুবে পিতৃগেহস্থা পশ্চাৎ পাণ্ডুপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

ঋষয় ঊচুঃ।

কিমেতৎ সূত ! চিত্রং ত্বং ভাষসে মুনিসত্তম !।
জনিতশ্চ সুতঃ পূর্ব্বং পাণ্ডুনা সা বিবাহিতা ॥ ১১ ॥
সূর্য্যাৎ কর্ণঃ কথং জাতঃ কন্যায়াং বদ বিস্তরাৎ।
কন্যা কথং পুনর্জাতা পাণ্ডুনা সা বিবাহিতা ॥ ১২ ॥

সূত উবাচ।

শূরসেনসুতা কুন্তী বালভাবে যদা দ্বিজাঃ !।
কুন্তিভোজেন রাজ্ঞা তু প্রার্থিতা কন্যকা শুভা ॥ ১৩ ॥
কুন্তিভোজেন সা বালা পুত্রী তু পরিকল্পিতা।
সেবনার্থং তু দীপ্তস্য বিহিতা চারুহাসিনী ॥ ১৪ ॥

সতী অনূঢ়াপীত্যর্থঃ মন্ত্রবলেনাকৃষ্টাৎ সূর্য্যাৎ মনোহরং রূপবন্তং কর্ণং প্রসূতবতী। কুত্র সুষুবে ইতি চেৎ তত্রাহ পিতৃগেহস্থা। পশ্চাৎ পাণ্ডোঃ পরিগ্রহঃ ততঃ পরং রাজ্ঞা পাণ্ডুনা পরিগৃহীতা বিবাহিতা ॥ ১০ ॥)

জনিত উৎপাদিতঃ। বিবাহিতায়াঃ পুনর্ব্বিবাহোঽসঙ্গত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥ পিত্রা যদি সা ন বিবাহিতা তর্হি সূর্য্যাৎ কর্ণঃ কথমুৎপন্নঃ কন্যাবস্থায়াং ব্যভিচারেণোৎপত্তৌ তু পুনঃ কন্যা কথং জাতা কন্যাত্বাভাবে পাণ্ডুনা কথং সা বিবাহিতেত্যাহ সূর্য্যাৎ কর্ণ ইতি ॥ ১২ ॥

যদেতি। বাল্যভাবে যদা স্থিতা কুন্তী তদা কুন্তিভোজেন রাজ্ঞা মম কন্যা নাস্তি ভবৎকন্যা মমাস্ত্বিতি প্রার্থিতঃ শূরসেনস্তস্মৈ কন্যাং দত্তবানিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ দীপ্তস্যাগ্নিহোত্রস্থিতস্যাগ্নেঃ ॥ ১৪ ॥

একমাত্র পুত্র যুযুৎসুকে প্রসব করিয়াছিল ॥ ৯ ॥ পাণ্ডুপত্নী কুন্তী প্রথমে কন্যা অবস্থায় পিতৃগৃহে থাকিয়াই সূর্য্য হইতে মনোহর কর্ণকে প্রসব করিয়াছিলেন, ইহার কিছু দিন পরে পাণ্ডুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয় ॥ ১০ ॥

ঋষিগণ সূতমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, মুনিবর সূত ! তুমি এ কিরূপ আশ্চর্য্য কথা বলিতেছ। পূর্ব্বে যাহার পুত্র হইয়াছিল, পাণ্ডুরাজ তাহাকেই বিবাহ করিয়াছিলেন ? ॥ ১১ ॥ সূত ! কুন্তীর কন্যা অবস্থায় কর্ণ সূর্য্য হইতে কিরূপে জন্মিয়াছিল তাহা বিস্তৃতরূপে আমাদিগকে বল। আর যদি কুন্তীর সন্তান হইয়াছিল তাহা হইলে পুনর্ব্বার কিরূপে তিনি কন্যা হইলেন এবং পাণ্ডুই বা কি করিয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন ॥ ১২ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! শূরসেন কন্যা কুন্তীর বাল্যাবস্থায় কুন্তিভোজ-রাজ তাহাকে নিজ-কন্যা করিবার মানসে প্রার্থনা করেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর, কুন্তিরাজ সেই চারুহাসিনী কন্যাকে নিজকন্যারূপে লালন পালন করেন। পরে কুন্তীর কিঞ্চিৎ বোধের উদয় হইলে তাহাকে অগ্নিহোত্রীয় বহ্নির পরিচর্য্যার জন্য নিয়োজিত করিলেন ॥ ১৪ ॥ পরে এক দিবস চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতাবলম্বী

দুর্ব্বাসাস্তু মুনিঃ প্রাপ্তশ্চাতুর্ম্মাস্যে স্থিতো দ্বিজঃ।
পরিচর্য্যা কৃতা কুন্ত্যা মুনিস্তোষং জগাম হ॥ ১৫॥
দদৌ মন্ত্রং শুভং তস্মৈ যেনাহূতঃ সুরঃ স্বয়ম্।
সমায়াতি তথা কামং পূরয়িষ্যতি বাঞ্ছিতম্॥ ১৬॥
গতে মুনৌ ততঃ কুন্তী নিশ্চয়ার্থং গৃহে স্থিতা।
চিন্তয়ামাস মনসা কং সুরং সংবিচিন্তয়ে॥ ১৭॥
উদিতশ্চ তদা ভানুস্তয়া দৃষ্টো দিবাকরঃ।
মন্ত্রোচ্চারং তথা কৃত্বা চাহূতস্তিগ্মগুস্তদা॥ ১৮॥
মণ্ডলান্মানুষং রূপং কৃত্বা সর্ব্বাতিপেশলম্।
অবাতরত্তদাকাশাৎ সমীপে তত্র মন্দিরে॥ ১৯॥
দৃষ্ট্বা দেবং সমায়ান্তং কুন্তী ভানুং সুবিস্মিতা।
বেপমানা রজোদোষং প্রাপ্তা সদ্যস্তু ভামিনী॥ ২০॥
কৃতাঞ্জলিঃ স্থিতা সূর্য্যং বভাষে চারুলোচনা।
সুপ্রীতা দর্শনেনাদ্য গচ্ছ ত্বং নিজমণ্ডলম্॥ ২১॥

(কুন্ত্যা দৈবমন্ত্রপ্রাপ্তেঃ কারণং সূচয়ন্নাহ দুর্ব্বাসাস্থিতি। চাতুর্ম্মাস্যব্রতে স্থিতঃ সন্ কুন্তিভোজগৃহং প্রাপ্তঃ। ততঃ কুন্ত্যাস্য পরিচর্য্যা কৃতা অতো মুনির্দুর্ব্বাসাঃ তোষং জগামেত্যন্বয়ঃ॥১৫॥) যেন মন্ত্রেণ সুরো বা যো বা কো বা সমায়াতি সমায়াস্যতি॥১৬॥ (গতে মুনাবিতি। মুনৌ দুর্ব্বাসসি গতে সতি কুন্তী গৃহস্থিতা মন্ত্রনিশ্চয়ার্থং কং দেবং অহং সংবিচিন্তয়ে চিন্তয়ামীতি মনসা চিন্তয়ামাস॥ ১৭॥ উদিতশ্চেতি। যদা কুন্তী চিন্তয়তি তস্মিন্ কালে ভানুঃ কিরণমালী দিবাকরঃ উদিতো কুন্ত্যা দৃষ্টঃ। অতস্তয়া মন্ত্রোচ্চারং কৃত্বা স দেবস্তিগ্মগুঃ তিগ্মা তীব্রা উষ্ণা ইতি যাবৎ গাবঃ রশ্ময়ো যস্য স সূর্য্যঃ আহূতঃ॥ ১৮॥) পেশলং সুন্দরম্॥ ১৯॥ রজোদোষং

দুর্ব্বাসা ঋষি সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন, কুন্তী তাঁহার সেবা করিলে পর তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একটী মন্ত্র প্রদান করেন। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া যে কোন দেবতাকে আহ্বান করিলে তিনি সমাগত হইয়া আহ্বানকারীর মনোবাঞ্ছা পূরণ করিয়া থাকেন॥১৫-১৬॥ অনন্তর, দুর্ব্বাসা গমন করিলে সেই গৃহস্থিতা কুন্তী মন্ত্রের পরীক্ষার্থ কোন্ দেবকে আহ্বান করি ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন॥১৭॥ এই সময় দিবাকর সূর্য্যকে উদিত দেখিয়া কুন্তী সেই মন্ত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন॥ ১৮॥ সূর্য্যদেব মন্ত্রপ্রভাবে নিজ মণ্ডল হইতে অতিসুন্দর মানুষমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আকাশমার্গ হইতে সেই গৃহে কুন্তীর সম্মুখে অবতরণ করিলেন॥ ১৯॥ চারুলোচনা কুন্তী সূর্য্যদেবকে সমাগত দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিতা হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে তৎক্ষণাৎ রজস্বলা হইয়া পড়িলেন এবং কৃতাঞ্জলি

সূর্য্য উবাচ।

আহূতোঽস্মি কথং কুন্তি! ত্বয়া মন্ত্রবলেন বৈ।
ন মাং ভজসি কস্মাত্ত্বং সমাহূয় পুরোগতম্॥ ২২॥
কামার্ত্তোঽস্ম্যসিতাপাঙ্গি! ভজ মাং ভাবসংযুতম্।
মন্ত্রেণাধীনতাং প্রাপ্তং ক্রীড়িতুং নয় মামিতি॥ ২৩॥

কুন্ত্যুবাচ।

কন্যাঽস্ম্যহং তু ধর্ম্মজ্ঞ! সর্ব্বসাক্ষিন্নমাম্যহম্।
তবাপ্যহং ন দুর্ব্বাচ্যা কুলকন্যাঽস্মি সুব্রত!॥ ২৪॥

সূর্য্য উবাচ।

লজ্জা মে মহতী চাদ্য যদি গচ্ছাম্যহং বৃথা।
বাচ্যতাং সর্ব্বদেবানাং যাস্যাম্যত্র ন সংশয়ঃ॥ ২৫॥

প্রাপ্তা রজস্বলা জাতেত্যর্থঃ॥ ২০॥ সুপ্রীতাঽস্মি ত্বং গচ্ছ। মম ত্বদ্দর্শনাতিরিক্তং প্রয়োজনান্তরং নাস্তীত্যর্থঃ॥ ২১॥

(আহূতোঽস্মীতি। হে কুন্তি! ত্বয়া মন্ত্রবলেন কথমহমাহূতোঽস্মি সমাহূয় পুরোগতং সম্মুখস্থং মাং কস্মাৎ ন ভজসি॥ ২২॥ কামার্ত্তোঽস্মীতি। হে অসিতাপাঙ্গি! ভাবসংযুতং ত্বৎপ্রণয়পরং মাং ভজ মন্ত্রবলেনাধীনতাং ত্বদ্বশ্যতাং প্রাপ্তং মাং রতিক্রীড়ার্থং নয়েত্যন্বয়ঃ॥ ২৩॥)

নদুর্ব্বাচ্যা দুর্ব্বাক্যবিষয়া নাস্মি যতোঽহং কুলকন্যাঽস্মি॥ ২৪॥

হইয়া বলিলেন, দেব! আপনার দর্শনেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি এক্ষণে নিজ মণ্ডলে গমন করুন॥ ২০—২১॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া সূর্য্য কহিলেন, কুন্তি! তুমি মন্ত্রবলে কিজন্য আমাকে আহ্বান করিলে এবং আহ্বান করিয়া কিজন্যই বা সম্মুখাগত আমাকে ভজনা করিতেছ না। হে চারুলোচনে! আমি এক্ষণে কামার্ত্ত হইয়াছি, বিশেষত তোমার প্রতি আমার প্রেমাসক্তি হইয়াছে, অতএব আমাকে ভজনা কর। আমি মন্ত্রবলে তোমার অধীন হইয়াছি, অতএব রতিক্রীড়ার জন্য আমাকে গ্রহণ কর॥ ২২—২৩॥

সূর্য্যদেবের এই কথা শ্রবণ করিয়া কুন্তী কহিল, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনিই সকলের সাক্ষীস্বরূপ। এক্ষণে আমি ত কন্যা, আপনাকে নমস্কার করি। হে সুব্রত! আমাকে কুলকন্যা বলিয়া জানিবেন অতএব কোনরূপ দুর্ব্বাক্য বলিবেন না॥ ২৪॥

সূর্য্যদেব ইহা শুনিয়া বলিলেন, কুন্তি! যদি আমি অদ্য বৃথা ফিরিয়া যাই তাহা হইলে সমস্ত দেবগণের নিকট নিন্দাভাজন হইব এবং ইহা আমার অতিশয় লজ্জার বিষয় তাহাতে সন্দেহ নাই। কুন্তি! অদ্য তুমি যদি আমাকে ভজনা না কর তাহা হইলে তোমাকে

শপ্স্যামি তং দ্বিজঞ্চাদ্য যেন মন্ত্রঃ সমর্পিতঃ।
ত্বাঞ্চাপি সুভৃশং কুন্তি! নোচেন্মাং ত্বং ভজিষ্যসি ॥ ২৬ ॥
কন্যাধর্ম্মঃ স্থিরস্তে স্যান্ন জ্ঞাস্যন্তি জনাঃ কিল।
মৎসমস্তু তথা পুত্রো ভবিতা তে বরাননে! ॥ ২৭ ॥
ইত্যুক্ত্বা তরণিঃ কুন্তীং তন্মনস্কাং সুলজ্জিতাম্।
ভুক্ত্বা জগাম দেবেশো বরং দত্ত্বাভিবাঞ্ছিতম্ ॥ ২৮ ॥
গর্ভং দধার সুশ্রোণী সুগুপ্তে মন্দিরে স্থিতা।
ধাত্রী বেদ প্রিয়া চৈকা ন মাতা ন জনস্তথা ॥ ২৯ ॥
গুপ্তঃ সদ্মনি পুত্রস্তু জাতশ্চাতিমনোহরঃ।
কবচেনাতিরম্যেণ কুণ্ডলাভ্যাং সমন্বিতঃ ॥ ৩০ ॥
দ্বিতীয় ইব সূর্য্যস্তু কুমার ইব চাপরঃ ॥ ৩১ ॥
করে কৃত্বাথ ধাত্রেয়ী তামুবাচ সুলজ্জিতাম্।
কাং চিন্তাং করভোরু! ত্বমাধৎসেঽদ্য স্থিতাস্ম্যহম্ ॥ ৩২ ॥

বাচ্যতাং নিন্দ্যতাম্ ॥ ২৫ ॥ (শপ্স্যামীতি। যেন দ্বিজেন মন্ত্রঃ সমর্পিতঃ দত্তঃ তং শপ্স্যামি তস্মৈ শাপং দাস্যামীত্যর্থঃ ত্বামপি শপ্স্যামীতি শেষঃ ॥ ২৬ ॥ ইদানীং স্ববশানয়নার্থং কন্যাত্বনাশশঙ্কাং নিরাকুর্ব্বন্নাহ কন্যেতি। হে বরাননে! তে তব কন্যাধর্ম্মঃ স্থিরঃ স্যাৎ অপিচ কেচিদপি জনাঃ ন জ্ঞাস্যন্তি কিল মৎসমস্তে পুত্রশ্চ ভবিতা ॥ ২৭ ॥
ইত্যুক্ত্বেতি। তরণিঃ সূর্য্যঃ তন্মনস্কাং সূর্য্যগতচিত্তাং কুন্তীং ভুক্ত্বা জগামেত্যন্বয়ঃ ॥২৮॥) একা ধাত্রী বেদ নান্যো জনঃ ॥২৯॥ (গুপ্তঃ সদ্মনীতি। অতিমনোহরঃ পুত্রঃ অতিরম্যেণ কবচেন কুণ্ডলাভ্যাং সমন্বিতঃ সন্ সদ্মনি গৃহে জাতঃ ॥ ৩০ ॥ দ্বিতীয়ঃ সূর্য্যো বা কুমারঃ কার্ত্তিকেয় ইব বা জাত ইতিপূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৩১ ॥) কাঞ্চিন্তামিতি। অহং ত্বদাজ্ঞাপ্রতিপালিকা স্থিতাঽস্মি

এবং যে ব্রাহ্মণ তোমায় এই মন্ত্র প্রদান করিয়াছে তাহাকে অতিকঠোর শাপ প্রদান করিব ॥ ২৫—২৬ ॥ (আর যদি তুমি আমায় ভজনা কর তাহা হইলে) হে বরাননে! তোমার কন্যাধর্ম্ম স্থির থাকিবে, কেহই এ বিষয় জানিতে পারিবে না এবং আমার সদৃশ তোমার একটী সন্তান হইবে ॥ ২৭ ॥

দেবপতি সূর্য্য এই কথা বলিয়া সেই একাগ্রচিত্তা এবং অতিলজ্জিতা কুন্তীকে উপভোগ করিয়া অভিলষিত বর প্রদান করত প্রস্থান করিলেন ॥ ২৮ ॥ অনন্তর সেই সুশ্রোণী কুন্তী গৃহে থাকিয়া গোপনে গর্ভধারণ করিতে লাগিল। ইহা কেবল তাঁহার প্রিয়-ধাত্রী জানিত অন্য কেহ অধিক কি তাঁহার মাতা পর্য্যন্তও জানিতে পারেন নাই ॥ ২৯ ॥ এইরূপে কিছুদিন গত হইলে অতি গোপনে সেই গৃহে একটী মনোহর পুত্র জন্মিল। পুত্রটী সুরম্য কবচ ও কুণ্ডলযুগল সুশোভিত এবং দ্বিতীয় সূর্য্য বা কার্ত্তিকের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ কলে-

মঞ্জূষায়াং সুতং কুন্তী মুঞ্চন্তী বাক্যমব্রবীৎ।
কিং করোমি সুতার্ত্তাঽহং ত্যজে ত্বাং প্রাণবল্লভম্।
মন্দভাগ্যা ত্যজামি ত্বাং সর্ব্বলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৩৩ ॥
পাতু ত্বা সগুণাগুণা ভগবতী সর্ব্বেশ্বরী চাম্বিকা
স্তন্যং সৈব দদাতু বিশ্বজননী কাত্যায়নী কামদা।
দ্রক্ষ্যেঽহং মুখপঙ্কজং সুললিতং প্রাণপ্রিয়ার্হং কদা
ত্যক্ত্বা ত্বাং বিজনে বনে রবিসুতং দুষ্টা যথা স্বৈরিণী ॥ ৩৪ ॥
পূর্ব্বস্মিন্নপি জন্মনি ত্রিজগতাং মাতা ন চারাধিতা
ন ধ্যাতং পদপঙ্কজং সুখকরং দেব্যাঃ শিবায়াশ্চিরম্।
তেনাহং সুত! দুর্ভগাস্মি সততং ত্যক্ত্বা পুনস্ত্বাং বনে
তপ্স্যামি প্রিয়! পাতকং স্মৃতবতী বুদ্ধ্যা কৃতং যৎ স্বয়ম্॥ ৩৫ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তং সুতং কুন্তী মঞ্জূষায়াং ধৃতং কিল।
ধাত্রীহস্তে দদৌ ভীতা জনদর্শনত্রস্তথা ॥ ৩৬ ॥

যদ্যত্ত্বয়াজ্ঞাপ্যতে তৎ সর্ব্বং ক্রিয়তে ততঃ কাং চিন্তাগাধৎসে ধারয়সি নৈতাদৃশী চিন্তাঽস্তীত্যর্থঃ ॥৩২॥ ততো মঞ্জূষায়াং স্থাপিতং পুত্রং নদ্যাং ত্যক্তুমিচ্ছন্তী কুন্তী প্রাহেত্যর্থঃ। (কিং করোমীতি। সর্ব্বলক্ষণসংযুতং প্রাণবল্লভমপি ত্বাং মন্দভাগ্যাঽহং ত্যজামি ॥ ৩৩ ॥ ॥) সর্ব্বেশ্বরীং ভগবতীং স্বত্বাশিষো দদাতি পাতুত্বামিতি। অধুনা ত্বাং ত্যক্ত্বা তব মুখপঙ্কজং কদা দ্রক্ষ্যে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৪ ॥ সুত প্রিয়েতি সম্বোধনদ্বয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

বর হইল ॥ ৩০—৩১ ॥ তদ্দর্শনে, কুন্তী অতিশয় লজ্জিতা হইলে ধাত্রী তাহার হস্ত ধরিয়া বলিল, সুন্দরি! যখন আমি রহিয়াছি তখন তোমার চিন্তা কি? ॥ ৩২ ॥ পরে, সন্তানটীকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়া মঞ্জূষামধ্যে তাহাকে রক্ষা করত কুন্তী বলিল, পুত্র! আমি দুঃখিতা হইলেও প্রাণবল্লভ স্বরূপ তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছি; কি করি, এক্ষণে আমি এমনি মন্দভাগ্যা হইয়াছি যে, সর্ব্বলক্ষণান্বিত তোমাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছি ॥ ৩৩ ॥ পুত্র! আশীর্ব্বাদ করিতেছি; সেই গুণাতীতা ও গুণময়ী সর্ব্বেশ্বরী বিশ্বজননী কাত্যায়নী অম্বিকা আমার অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য তোমাকে স্তন্যদুগ্ধ প্রদান করিয়া রক্ষা করুন। হায়! আমি এক্ষণে দুষ্টা স্বৈরিণীর ন্যায় রবির পুত্র তোমাকে নির্জ্জন বনে পরিত্যাগ করিয়া কবে আবার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় এই সুললিত মুখপদ্ম দর্শন করিব ॥ ৩৪ ॥ পুত্র! নিশ্চয়ই আমি পূর্ব্ব জন্মে ত্রিজগতের মাতা জগদম্বিকার আরাধনা করি নাই; নিশ্চয়ই সেই মঙ্গলদাত্রী দেবীর সর্ব্বসুখপ্রদ পাদপদ্ম ধ্যান করি নাই; সেই জন্যই আমি ভাগ্যহীনা

স্নাত্বা ত্রস্তা তদা কুন্তী পিতৃবেশ্মন্যুবাস সা।
মঞ্জূষা বহমানা চ প্রাপ্তা হ্যধিরথেন বৈ ॥ ৩৭ ॥
রাধা সূতস্য ভার্য্যা বৈ তয়াসৌ প্রার্থিতঃ সুতঃ।
কর্ণোঽভূদ্বলবান্বীরঃ পালিতঃ সূতসদ্মনি ॥ ৩৮ ॥
কুন্তী বিবাহিতা কন্যা পাণ্ডুনা সা স্বয়ংবরে।
মাদ্রী চৈবাপরা ভার্য্যা মদ্ররাজসুতা শুভা ॥ ৩৯ ॥
মৃগয়ারমমাণস্তু বনে পাণ্ডুর্মহাবলঃ।
জঘান মৃগবুদ্ধ্যা তু রমমাণং মুনিং বনে ॥ ৪০ ॥
শপ্তস্তেন তদা পাণ্ডুর্মুনিনা কুপিতেন চ।
স্ত্রীসঙ্গং যদি কর্ত্তাসি তদা তে মরণং ধ্রুবম্ ॥ ৪১ ॥

ধাত্রীহস্তে ইতি। গঙ্গায়াং ত্যক্তুং দদৌ ॥ ৩৬ ॥ (স্নাত্বেতি। কুন্তী ত্রস্তা সতী স্নাত্বা পিতৃবেশ্মনি গৃহে উবাস বাসঞ্চকার অবতস্থে ইতি যাবৎ। গঙ্গায়াং বহমানা মঞ্জূষা তু অধিরথেন সূতেন প্রাপ্তা লব্ধা ॥ ৩৭ ॥) অধিরথস্য সূতস্য ভার্য্যা রাধা তয়া সুতঃ প্রার্থিতঃ পুত্রত্বেন স্বীকৃত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

(কুন্তীতি। সূর্য্যদেবপ্রভাবেণ পুনঃ কন্যাভাবং প্রাপ্তা কুন্তী স্বয়ংবরে স্বয়ংবরসভায়াং রাজ্ঞা পাণ্ডুনা বিবাহিতা তস্য পাণ্ডোরপরা ভার্য্যা মদ্ররাজসুতা শুভা সুন্দরী সুলক্ষণা বা ॥ ৩৯ ॥ মৃগয়েতি। মহাবলঃ পাণ্ডুঃ মৃগয়ায়াং রমমাণঃ কদাচিৎ বনে রমমাণং মৃগবধ্বাং রতিক্রীড়াং কুর্ব্বাণং কঞ্চিৎ মুনিং মৃগবুদ্ধ্যা মৃগং মত্বেত্যর্থঃ জঘান বাণেন নিহতবান্ ॥ ৪০ ॥ শপ্তস্তেনেতি। তদা প্রাণপ্রয়াণাব্যবহিতপ্রাক্কালে তেন মুনিনা স পাণ্ডুঃ শপ্তঃ। শাপ-

---

হইয়াছি সন্দেহ নাই। প্রিয়পুত্র! এক্ষণে তোমাকে বনে পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক নিজকৃত এই পাতক স্মরণ করিয়া নিরন্তর সন্তাপে দগ্ধ হইব সন্দেহ নাই ॥ ৩৫ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! কুন্তী এই প্রকারে অনুতাপ করিয়া, পাছে অপর কোনও লোক দেখিতে পায় এই ভয়ে ভীতা হইয়া সিন্ধুকমধ্যে আবদ্ধ পুত্রটীকে ধাত্রীর হস্তে প্রদান করিল ॥ ৩৬ ॥ অনন্তর, মঞ্জূষাটী জলে নিক্ষেপ করাইয়া কুন্তী ত্রস্তভাবে গঙ্গাতে স্নানাদি সমাপন পূর্ব্বক পিতৃগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে, অধিরথ নামে কোন সূত গঙ্গায় ভাসমান সেই মঞ্জূষাটী প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৭ ॥ এই অধিরথের ভার্য্যা রাধা সেই সন্তানটীকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিল। অনন্তর, এই সন্তানটীই সূতগৃহে প্রতিপালিত হইয়া কর্ণ নামে প্রসিদ্ধ বলবান্ বীর হয়েন ॥ ৩৮ ॥

ঋষিগণ! এইরূপে কিছুকাল গত হইলে, পাণ্ডুরাজ স্বয়ংবরে কুন্তীকে বিবাহ করিলেন। তাঁহার অপর আর একটী সুন্দরী ভার্য্যা মদ্ররাজকন্যা মাদ্রী নামে প্রসিদ্ধা ছিল ॥ ৩৯ ॥ এক দিবস মহাবল পাণ্ডু মৃগয়ায় ভ্রমণ করিয়া বনে মৃগরূপে মৃগীতে রতিক্রীড়ানিরত কোন মুনিকে মৃগবোধে বধ করিলেন ॥ ৪০ ॥ মুনি মৃত্যুসময়ে কুপিত হইয়া তাঁহাকে এই

ইতি শপ্তস্তু মুনিনা পাণ্ডুঃ শোকসমন্বিতঃ।
ত্যক্ত্বা রাজ্যং বনে বাসং চকার ভৃশদুঃখিতঃ ॥ ৪২ ॥
কুন্তী মাদ্রী চ ভার্য্যে দ্বে জগ্মতুঃ সহসঙ্গতে।
সেবনার্থং সতীধর্ম্মং সংশ্রিতে মুনিসত্তমাঃ! ॥ ৪৩ ॥
গঙ্গাতীরে স্থিতঃ পাণ্ডুর্মুনীনামাশ্রমেষু চ।
শৃণ্বানো ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চকার দুশ্চরং তপঃ ॥ ৪৪ ॥
কথায়াং বর্ত্তমানায়াং কদাচিদ্ধর্ম্মসংশ্রিতম্।
অশৃণোদ্বচনং রাজা সুস্পষ্টং মুনিভাষিতম্ ॥ ৪৫ ॥
অপুত্রস্য গতির্নাস্তি স্বর্গে গন্তুং পরন্তপ!।
যেন কেনাপ্যুপায়েন পুত্রস্য জননং চরেৎ ॥ ৪৬ ॥
অংশজঃ পুত্রিকাপুত্রঃ ক্ষেত্রজো গোলকস্তথা।
কুণ্ডঃ সহোঢ়ঃ কানীনঃ ক্রীতঃ প্রাপ্তস্তথা বনে ॥ ৪৭ ॥

প্রকারমাহ যদি ত্বং স্ত্রীসঙ্গং কর্ত্তাসি তদা তে তব ধ্রুবং নিঃসংশয়ং মরণং ভবিষ্যতীতি বিদ্ধি ॥ ৪১ ॥ ইতি শপ্তস্ত্বিতি। পাণ্ডুরিত্যেবম্প্রকারেণাভিশপ্তঃ সন্ শোকসমন্বিতঃ ভৃশদুঃখিতশ্চ রাজ্যং ত্যক্ত্বা তপোবনে বাসং চকার উবাসেত্যর্থঃ ॥৪২॥ কুন্তীতি। তস্য পাণ্ডোর্দ্বে ভার্য্যে কুন্তীমাদ্র্যৌ সতীধর্ম্মং সংশ্রিতে পতিসেবনার্থং সহসঙ্গতে পত্যা সহ বনং জগ্মতুঃ॥৪৩॥ কুত্র গতঃ পাণ্ডুরিতি জিজ্ঞাসায়ামাহ গঙ্গাতীর ইতি। মুনীনামাশ্রমসন্নিকর্ষে গঙ্গাতীরে স্থিতঃ। কথং তত্র স্থিত ইতি চেত্তত্রাহ ধর্ম্মশাস্ত্রাণি শৃণ্বান ইতি ॥ ৪৪ ॥ কথায়ামিতি। রাজা পাণ্ডুরিত্যর্থঃ কদাচিৎ কথায়াং পৌরাণিকীগাথায়াং বর্ত্তমানায়াং ধর্ম্মসংশ্রিতং বচনং অশৃণোদিত্যন্বয়ঃ ॥৪৫॥ কিং বচনমশৃণোদিত্যাশয়েনাহ অপুত্রস্যেতি। অপুত্রস্য গতির্গমনশক্তির্নাস্তি। কুত্র গন্তুমিতি চেত্তত্রাহ স্বর্গে সুরলোকে সুখময়াভীষ্টস্থানে। অতো যেন কেনাপ্যুপায়েন পুত্রস্য জননং উৎপাদনং চরেৎ পুত্রোৎপত্তৌ প্রযতেতেত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥) অংশজঃ স্ববীর্য্যজঃ।

বলিয়া শাপ প্রদান করেন যে, পাণ্ডুরাজ! যখন তুমি স্ত্রীসঙ্গ করিবে তখনই তোমার মৃত্যু হইবে ॥৪১॥ পাণ্ডু মুনিকর্ত্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া অতিশয় শোকাতুর হইলেন এবং রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে বনে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥ মুনিসত্তমগণ! তাহার দুই ভার্য্যা কুন্তী ও মাদ্রী পতিব্রতা ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া সেবার জন্য তাঁহার সঙ্গেই গমন করিলেন ॥ ৪৩ ॥ পাণ্ডুরাজ গঙ্গাতীরস্থ মুনিগণের আশ্রমের সন্নিকটে বাস করিলেন এবং তাহাদিগের নিকট সর্ব্বদা নানাবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করত দুশ্চর তপস্যায় রত হইলেন ॥ ৪৪ ॥ এক দিবস ধর্ম্মাশ্রিত কথার প্রসঙ্গক্রমে রাজা মুনিদিগের মুখে স্পষ্টত শ্রবণ করিলেন যে, যাঁহার পুত্র নাই তিনি কদাচ স্বর্গে যাইবার অধিকারী নহেন, অতএব যে কোনও প্রকারে পুত্রোৎপত্তির জন্য উপায় করা উচিত ॥৪৫—৪৬॥ ঔরসজাত, পুত্রিকাপুত্র,

দত্তঃ কেনাপি চাশক্তৌ ধনগ্রাহিসুতাঃ স্মৃতাঃ।
উত্তরোত্তরতঃ পুত্রা নিকৃষ্টা ইতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৪৮ ॥
ইত্যাকর্ণ্য তদা প্রাহ কুন্তীং কমললোচনাম্।
সুতমুৎপাদয়াশু ত্বং মুনিং গত্বা তপোঽন্বিতম্ ॥ ৪৯ ॥
মমাজ্ঞয়া ন দোষস্তে পুরা রাজ্ঞা মহাত্মনা।
বশিষ্ঠাজ্জনিতঃ পুত্রঃ সৌদাসেনেতি মে শ্রুতম্ ॥ ৫০ ॥
তং কুন্তী বচনং প্রাহ মম মন্ত্রোঽস্তি কামদঃ।
দত্তো দুর্ব্বাসসা পূর্ব্বং সিদ্ধিদঃ সর্ব্বথা প্রভো! ॥ ৫১ ॥

পুত্রিকাপুত্রঃ কন্যাপুত্রঃ অস্যাং জায়মানঃ পুত্রো মমেতি সঙ্কেতিতঃ। ক্ষেত্রজো যস্তল্পজঃ প্রমৃতস্য ক্লীবস্য ব্যাধিতস্য বা। স্বধর্ম্মেণ নিযুক্তায়াং স পুত্রঃ ক্ষেত্রজঃ স্মৃত ইতি মনুঃ। গোলক ইত্যেকঃ। স্বক্ষেত্রে স্বস্ত্রিয়াং মৃতে ভর্ত্তরি জায়মানো গোলকঃ। অমৃতে জারজঃ কুণ্ডঃ। সহোঢজস্তু গর্ভে স্থিতো গর্ভিণ্যাং পরিণীতায়াং যঃ পরিণীতঃ স বোঢুঃ পুত্রঃ। কানীনঃ পিতৃবেশ্মনি কন্যা তু যং পুত্রং জনয়েদ্রহঃ। তং কানীনং বদেন্নাম্নেতি। ক্রীতো মৌল্যেন গৃহীতঃ। বনে প্রাপ্তশ্চ ॥ ৪৭ ॥ অশক্তৌ পুত্রপালনাসামর্থ্যে কেনাপি দত্তঃ। এতে ধনগ্রাহিসুতা ভবন্তি ॥ ৪৮ ॥

(ইত্যাকর্ণ্যেতি। পাণ্ডুঃ কুন্তীম্প্রত্যাহ। কঞ্চিত্তপসান্বিতং তপোবলসম্পন্নং মুনিমাশ্রিত্য আশু সুতং উৎপাদয় মুনেরৌরসেন পুত্র উৎপাদ্যতাম্ ॥ ৪৯ ॥ কথমহং সতীধর্ম্মং বিহায় পুরুষান্তরাশ্রয়েণ সুতমুৎপাদ্য পাপচারিণী ভবেয়মিতি চেত্তত্রাহ। মমাজ্ঞয়েতি। মমাজ্ঞয়া তে দোষঃ ন ভবেৎ বিশেষতঃ পুরা পূর্ব্বস্মিন্ কালে মহাত্মনা রাজ্ঞা সৌদাসেন মহর্ষের্বশিষ্ঠাৎ পুত্রো জনিত উৎপাদিত ইতি শ্রুতং ময়েতি ॥ ৫০ ॥ তং কুন্তীতি। তং পতিং পাণ্ডুমিত্যর্থঃ। বচনং প্রাহ হে প্রভো! মম কামদঃ কামনাপ্রদঃ মন্ত্রোঽস্তি। কুতোঽয়ং প্রাপ্ত

ক্ষেত্রজ কিংবা গোলক অথবা কুণ্ড, সহোঢ়, কানীন, ক্রীত বা কোন বনাদিতে প্রাপ্ত অথবা পুত্রপালনে অশক্ত কোনও লোককর্ত্তৃক প্রদত্ত, এই পুত্র সকল শাস্ত্রে উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে পরে পরে কথিত পুত্র পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া জানিবে ॥ ৪৭—৪৮ ॥

ঋষিগণ! মহারাজ পাণ্ডু এই কথা শ্রবণ করিয়া কমলনয়না কুন্তীকে বলিলেন, কুন্তি! তুমি শীঘ্র কোনও তপোবীর্য্যসম্পন্ন মুনির নিকট যাইয়া পুত্র উৎপাদন কর ॥ ৪৯ ॥ দেখ, আমি তোমাকে আজ্ঞা করিতেছি ইহাতে তোমার কোনও দোষ হইবে না। আর, আমি শ্রবণ করিয়াছি পূর্ব্বে মহাত্মা সৌদাস নামে নৃপতি বশিষ্ঠ মুনি দ্বারা পুত্র উৎপন্ন করাইয়াছিলেন ॥৫০॥ কুন্তী ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, মহারাজ! আমার নিকট অভীষ্টপ্রদ কোনও মন্ত্র আছে। দুর্ব্বাসা মুনি পূর্ব্বে আমাকে ইহা প্রদান করিয়াছিলেন। প্রভো! এই মন্ত্রটী সর্ব্বসিদ্ধি প্রদানে সমর্থ ॥ ৫১ ॥ রাজন্! এই মন্ত্র দ্বারা আমি যে

নিমন্ত্রয়েঽহং যং দেবং মন্ত্রেণানেন পার্থিব!।
আগচ্ছেৎ সর্ব্বথা সো বৈ মম পার্শ্বে নিয়ন্ত্রিতঃ॥ ৫২॥
ভর্ত্তুর্বাক্যেন সা তত্র স্মৃত্বা ধর্ম্মং সুরোত্তমম্।
সঙ্গম্য সুষুবে পুত্রং প্রথমং চ যুধিষ্ঠিরম্॥ ৫৩॥
বায়োর্বৃকোদরং পুত্রং জিষ্ণুং চৈব শতক্রতোঃ।
বর্ষে বর্ষে ত্রয়ঃ পুত্রাঃ কুন্ত্যা জাতা মহাবলাঃ॥ ৫৪॥
মাদ্রী প্রাহ পতিং পাণ্ডুং পুত্রং মে কুরুসত্তম!।
কিং করোমি মহারাজ! দুঃখং নাশয় মে প্রভো!॥ ৫৫॥
প্রার্থিতা পতিনা কুন্তী দদৌ মন্ত্রং দয়ান্বিতা।
একপুত্রপ্রবন্ধেন মাদ্রী পতিমতে স্থিতা॥ ৫৬॥
স্মৃত্বা তদাশ্বিনৌ দেবৌ মদ্ররাজসুতা সুতৌ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুষুবে বরবর্ণিনী॥ ৫৭॥
এবং তে পাণ্ডবাঃ পঞ্চ ক্ষেত্রোৎপন্নাঃ সুরাত্মজাঃ।
বর্ষবর্ষান্তরে জাতা বনে তস্মিন্ দ্বিজোত্তমাঃ!॥ ৫৮॥

ইতি চেত্তত্রাহ। পূর্ব্বং মৎসেবাপরিতুষ্টেন মুনিনা দুর্ব্বাসসা সর্ব্বথা সিদ্ধিদো মন্ত্রো দত্তঃ মহ্যমিতি শেষঃ॥ ৫১॥) সো বৈ ইত্যত্র সন্ধিরার্ষঃ॥ ৫২॥

সঙ্গম্য মিথুনীভূয়॥ ৫৩—৫৪॥ পুত্রং মে ইতি। দেহীতি শেষঃ। কুরুসত্তমেতি-সম্বোধনম্। যদ্বা পুত্রং মে কুরু হে সত্তমেতি সম্বোধনম্॥ ৫৫॥ একপুত্রপ্রবন্ধেন এক-পুত্রোদ্দেশেন॥ ৫৬॥ তদনন্তরং মাদ্রী মদ্ররাজসুতা সা অশ্বিনীকুমারৌ স্মৃত্বা নকুলঃ সহদেব-শ্চেত্যেতৌ সুতৌ সুষুবে ইতি সম্বন্ধঃ॥ ৫৭—৫৮॥

কোন দেবকে আহ্বান করিব তিনি তৎক্ষণাৎ বদ্ধের ন্যায় আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইবেন॥ ৫২॥

তদনন্তর, কুন্তী স্বামীর আজ্ঞায় সেই স্থানে সুরোত্তম ধর্ম্মরাজকে স্মরণ করিয়া তাঁহার সহযোগে প্রথমে যুধিষ্ঠিরকে পরে বায়ু হইতে ভীমসেনকে, এবং ইন্দ্র হইতে অর্জ্জুনকে প্রসব করিলেন। এইরূপে প্রতিবর্ষে মহাবলপরাক্রান্ত তিন পুত্র কুন্তীর গর্ভে উৎপন্ন হইল॥৫৩—৫৪॥ পরে, মদ্ররাজদুহিতা পতি পাণ্ডুরাজকে বলিল, হে সত্তম! আপনি আমার পুত্র উৎপাদনের উপায় করুন। মহারাজ! আমি এক্ষণে কি করি আমার দুঃখ বিমোচন করুন। কারণ, আপনিই আমাদিগের নিগ্রহ এবং অনুগ্রহে সমর্থ॥ ৫৫॥ তদনন্তর কুন্তী পতির প্রার্থনামতে এবং আপনিও দয়ান্বিতা হইয়া মাদ্রীকে একবার মাত্র পুত্র উৎপাদনের জন্য মন্ত্র প্রদান করিলেন। তাহাতে সেই বরবর্ণিনী মাদ্রীও পতির আজ্ঞানুসারে অশ্বিনী-কুমারকে স্মরণ করত তাহাদের সহযোগে নকুল ও সহদেবকে প্রসব করিল॥ ৫৬—৫৭॥

একস্মিন্ সময়ে পাণ্ডুর্মাদ্রীং দৃষ্ট্বাথ নির্জ্জনে।
আশ্রমে চাতিকামার্ত্তো জগ্রাহাগতবৈশসঃ ॥ ৫৯ ॥
মা মা মা মেতি বহুধা নিষিদ্ধোঽপি তথা ভৃশম্।
আলিলিঙ্গ প্রিয়াং দৈবাৎ পপাত ধরণীতলে ॥ ৬০ ॥
যথা বৃক্ষগতা বল্লী ছিন্নে পততি বৈ দ্রুমে।
তথা সা পতিতা বালা কুর্ব্বতী রোদনং বহু ॥ ৬১ ॥
প্রত্যাগতা তদা কুন্তী রুদতী বালকাস্তথা।
মুনয়শ্চ মহাভাগাঃ শ্রুত্বা কোলাহলং তদা ॥ ৬২ ॥
মৃতঃ পাণ্ডুস্তদা সর্ব্বে মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
সহাগ্নিভির্ব্বিধিং কৃত্বা গঙ্গাতীরে তদাদহন্ ॥ ৬৩ ॥
চক্রে সহৈব গমনং মাদ্রী দত্ত্বা সুতৌ শিশূ।
কুন্ত্যৈ ধর্ম্মং পুরস্কৃত্য সতীনাং সত্যকামতঃ ॥ ৬৪ ॥

আগতবৈশসঃ প্রাপ্তমরণঃ ॥ ৫৯ ॥ (মা মা মা মেতি। মাদ্র্যা মামেতি অত্যন্তভয়ার্ত্তয়া বহুধা নিষিদ্ধোঽপি পাণ্ডুঃ দৈবাত্তাং প্রিয়ামালিলিঙ্গ ততো ধরণীতলে পপাত। মৃত ইতি-শেষঃ ॥৬০॥ যথেতি। যথা ছিন্নে বৃক্ষে পততি সতি বল্লী তদাশ্রিতা লতা পততি তথা সা বালা বহু রোদনং কুর্ব্বতী পতিতা ॥ ৬১ ॥ প্রত্যাগতেতি। তদা তস্মিন্ কালে কার্য্যান্তরাৎ প্রত্যা-গতা কুন্তী রুদতী তথা বালকাঃ যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ রুদন্তশ্চ। মহাভাগা মুনয়শ্চ কোলাহলং শ্রুত্বা পাণ্ডুর্মৃত ইত্যবগচ্ছন্তি স্মেতি শেষঃ। তদা অগ্নিভিঃ বিধিং কৃত্বা গঙ্গাতীরে পাণ্ডোর্দেহমদহ-

---

ঋষিগণ! এইরূপে সেই বনমধ্যে বর্ষবর্ষান্তরে ক্রমশঃ দেব-ঔরসে পাণ্ডুর ক্ষেত্রজ পাঁচটী সন্তান জন্মগ্রহণ করিল ॥ ৫৮ ॥

এক দিবস পাণ্ডু সেই নির্জ্জন আশ্রমে মদ্ররাজদুহিতাকে একাকিনী দেখিয়া অতিশয় কামার্ত্ত হইয়া পড়িলেন এবং মৃত্যুহস্তে পতিত হইয়াই যেন তাহাকে ধারণ করিলেন ॥৫৯॥ মহারাজ! আলিঙ্গন করিবেন না করিবেন না বলিয়া মাদ্রী পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও দৈববশত তিনি সেই প্রিয় মাদ্রীকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মৃত হইয়া মহীতলে পতিত হইলেন ॥ ৬০ ॥ বৃক্ষ ছিন্ন হইলে যেমন তদাশ্রিতা লতাও পতিতা হয় সেইরূপ পাণ্ডুরাজ পতিত হইবামাত্রই মাদ্রীও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে পতিতা হইল ॥৬১॥ সেই সময় কুন্তীও সেই স্থানে আসিয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন, বালকগণও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। তখন, কঠোরনিয়ম-পরায়ণ মহাত্মা মুনিগণ সেই ক্রন্দন কোলাহল শ্রবণ করিয়া পাণ্ডু মৃত হইয়াছে ইহা অবগত হইলেন এবং সকলেই অগ্নির দ্বারা যথাবিধি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গঙ্গাতীরে তাঁহাকে দগ্ধ করিলেন ॥ ৬২—৬৩ ॥

জলদানাদিকং কৃত্বা মুনয়স্তত্রবাসিনঃ।
পঞ্চপুত্রযুতাং কুন্তীমনয়ন্ হস্তিনাপুরম্ ॥ ৬৫ ॥
তাং প্রাপ্তাঞ্চ সমাজ্ঞায় গাঙ্গেয়ো বিদুরস্তথা।
নাগরা ধৃতরাষ্ট্রস্য সর্ব্বে তত্র সমাযযুঃ ॥ ৬৬ ॥
পপ্রচ্ছুশ্চ জনাঃ সর্ব্বে কস্য পুত্রা বরাননে!।
পাণ্ডোঃ শাপং সমাজ্ঞায় কুন্তী দুঃখান্বিতা তদা ॥ ৬৭ ॥
তানুবাচ সুরাণাং বৈ পুত্রাঃ কুরুকুলোদ্ভবাঃ।
বিশ্বাসার্থে সমাহূতাঃ কুন্ত্যা সর্ব্বে সুরাস্তদা ॥ ৬৮ ॥
আগত্য খে তদা তৈস্তু কথিতং নঃ সুতাঃ কিল।
ভীষ্মেণ সৎকৃতং বাক্যং দেবানাং সৎকৃতাঃ সুতাঃ ॥ ৬৯ ॥
গতা নাগপুরং সর্ব্বে তানাদায় সুতান্ বধূম্।
ভীষ্মাদয়ঃ প্রীতচিত্তাঃ পালয়ামাসুরর্থতঃ ॥ ৭০ ॥

ন্নিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ ॥৬২—৬৩॥ চক্রে সহৈবেতি। মাদ্রী শিশূ নকুলসহদেবৌ কুন্ত্যৈ দত্ত্বা সত্য-কামতঃ সতীনাং ধর্ম্মং পুরস্কৃত্য সহগমনং চক্রে ॥ ৬৪ ॥ জলদানাদিকমিতি। মুনয়ঃ জলদানা-দিকং কৃত্বা পঞ্চপুত্রযুতাং কুন্তীং হস্তিনাপুরং অনয়ন্ প্রাপয়ামাসুঃ ॥ ৬৫ ॥ তামিতি। গাঙ্গেয়ো ভীষ্মঃ বিদুরঃ তথা ধৃতরাষ্ট্রস্য নাগরা জনাঃ তাং সসুতাং কুন্তীং প্রাপ্তাং উপনীতাং সমাজ্ঞায় বিদিত্বা তত্র সর্ব্বে সমাযযুরিত্যন্বয়ঃ ॥ ৬৬॥) পাণ্ডোঃ শাপং সমাজ্ঞায় কস্যৈতে পুত্রা ইতি সর্ব্বে পপ্রচ্ছুঃ ॥ ৬৭—৬৮ ॥ তৈঃ সুরৈর্নোঽস্মাকং দেবানাং সুতা ইতি কথিতম্ ॥ ৬৯ ॥

মাদ্রী নিজের শিশু সন্তান দুইটী কুন্তীকে প্রদান করিয়া সত্যলোক-কামনাপ্রযুক্ত সতীগণের ধর্ম্মকে অগ্রে করিয়া পতির সহিত অনুগমন করিলেন ॥৬৪॥ অনন্তর, সেই আশ্রমবাসী মুনিগণ রাজার তর্পণাদি করিয়া সেই পঞ্চপুত্রের সহিত কুন্তীকে হস্তিনাপুরে আনয়ন করিলেন ॥৬৫॥ ভীষ্মদেব, বিদুর এবং ধৃতরাষ্ট্রের সমস্ত আত্মীয় ও নগরবাসিগণ কুন্তীকে সমাগত জানিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৬৬ ॥ তদনন্তর, সকলেই পাণ্ডুর শাপ অবগত থাকায় এ পুত্র পাঁচটী কাহার এই বলিয়া কুন্তীকে জিজ্ঞাসা করিল। কুন্তী নগরবাসিগণের বাক্য শুনিয়া অতিশয় দুঃখসহকারে বলিলেন, এই পুত্র কয়টী দেবগণ হইতে কুরুকুলে সমুদ্ভূত হইয়াছে এবং তাহাদের বিশ্বাসের জন্য কুন্তী সেই স্থানে দেবগণকে আহ্বান করি-লেন ॥ ৬৭—৬৮॥ অনন্তর, দেবগণ আকাশে সমাগত হইয়া, এই পাঁচটী আমাদের পুত্র ইহা বলিলেন। ভীষ্মদেব দেবগণের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া পুত্রগণকে সম্মানিত করিলেন ॥৬৯॥ পরে তাঁহারা সকলেই আনন্দিত হইয়া কুন্তীও পুত্র সকলকে গ্রহণ করিয়া পুরমধ্যে গমন

এবং পার্থাঃ সমুৎপন্না গাঙ্গেয়েনাথ পালিতাঃ ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
দ্বিতীয়স্কন্ধে পাণ্ডবোৎপত্তির্নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

বধূং কুন্তীং চ। অর্থতো যথাযোগ্যং ধনাদিভিঃ ॥ ৭০—৭১ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

করিলেন এবং অকপটভাবে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ঋষিগণ! পৃথাপুত্রগণ এইরূপে সমুৎপন্ন এবং ভীষ্মকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন॥ ৭০—৭১ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে
পাণ্ডবোৎপত্তি নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

পঞ্চানাং দ্রৌপদী ভার্য্যা সামান্যা সা পতিব্রতা ।
পঞ্চপুত্রাস্তু তস্যাঃ স্যুর্ভর্তৃভ্যোঽতীব সুন্দরাঃ ॥ ১ ॥
অর্জ্জুনস্য তথা ভার্য্যা কৃষ্ণস্য ভগিনী শুভা ।
সুভদ্রা যা হৃতা পূর্ব্বং জিষ্ণুনা হরিসংমতে ॥ ২ ॥
তস্যাং জাতো মহাবীরো নিহতোঽসৌ রণাজিরে ।
অভিমন্যুর্হতাস্তত্র দ্রৌপদ্যাশ্চ সুতাঃ কিল ॥ ৩ ॥
অভিমন্যোর্ব্বরা ভার্য্যা বৈরাটী চাতিসুন্দরী ।
কুলান্তে সুষুবে পুত্রং মৃতো বাণাগ্নিনা শিশুঃ ॥ ৪ ॥
জীবিতঃ স তু কৃষ্ণেন ভাগিনেয়সুতঃ স্বয়ম্ ।
দ্রৌণিবাণাগ্নিনির্দ্দগ্ধঃ প্রতাপেনাদ্ভুতেন চ ॥ ৫ ॥
পরিক্ষীণেষু বংশেষু জাতো যস্মাদ্বরঃ সুতঃ ।
তস্মাৎ পরিক্ষিতো নাম বিখ্যাতঃ পৃথিবীতলে ॥ ৬ ॥

অ ষ্টষষ্টিশ্লোকবর্য্যৈঃ পাণ্ডবানাং কথানকম্ ।
মৃতানাং দর্শনং দেবীপ্রসাদাদিহ কথ্যতে ॥

পঞ্চানামিতি ॥ ১ ॥ জিষ্ণুনাঽর্জ্জুনেন হরিসম্মতে সতি। কৃষ্ণানুমতেনেত্যর্থঃ ॥ ২—৩ ॥ বৈরাটী বিরাটকন্যা উত্তরা কুলান্তে কুলক্ষয়ে সতি। স পুত্রো গর্ভ এবাশ্বত্থামবাণাগ্নিনা মৃতঃ ॥ ৪ ॥ পুনর্দ্রৌণিরশ্বত্থামা তস্য বাণাগ্নিনির্দ্দগ্ধো ভাগিনেয়ো ভগিন্যা অপত্যং তস্য সুতঃ। অদ্ভুতপ্রতাপেন কৃষ্ণেন জীবিত ইত্যন্বয়ঃ ॥৫॥ তস্য পুত্রস্য জীবিতস্য পরিক্ষিত ইতি নাম কিং

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ পাণ্ডবের সাধারণত দ্রৌপদী নামে এক ভার্য্যা ছিল; তাহা হইলেও দ্রৌপদী অতিশয় পতিব্রতা ছিলেন। পঞ্চজন স্বামী হইতে তাঁহার অতি সুন্দর পাঁচটী পুত্র হইয়াছিল ॥১॥ এই দ্রৌপদী ভিন্ন কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রাও অর্জ্জুনের আর একটী পত্নী ছিল। পূর্ব্বে অর্জ্জুন কৃষ্ণের সম্মতিক্রমে তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়াছিলেন ॥২॥ এই সুভদ্রাতে মহাবীর অভিমন্যু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ইনি রণাঙ্গণে সপ্তরথি-হস্তে নিহত হন। এই দারুণ যুদ্ধসময়ে দ্রৌপদীর সন্তানগণও হত হইয়াছিল ॥৩॥ এই অভিমন্যুর পত্নী অতিসুন্দরী বিরাটতনয়া উত্তরা কুরুকুল ধ্বংস হইলে পর একটী সন্তান প্রসব করেন। এই সন্তান গর্ভাবস্থাতেই অশ্বত্থামার বাণাগ্নিতে দগ্ধ হয়, পরে কৃষ্ণ এই ভাগিনেয়-পুত্রটীকে

নিহতেষু চ পুত্রেষু ধৃতরাষ্ট্রোঽতিদুঃখিতঃ।
তস্থৌ পাণ্ডবরাজ্যে চ ভীমবাগ্বাণপীড়িতঃ ॥ ৭ ॥
গান্ধারী চ তথাতিষ্ঠৎপুত্রশোকাতুরা ভৃশম্।
সেবাং তয়োর্দ্দিবারাত্রং চকারার্ত্তো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৮ ॥
বিদুরোঽপ্যতিধর্ম্মাত্মা প্রজ্ঞানেত্রমবোধয়ৎ।
যুধিষ্ঠিরস্যানুমতে ভ্রাতৃপার্শ্বে ব্যতিষ্ঠত ॥ ৯ ॥
ধর্ম্মপুত্রোঽপি ধর্ম্মাত্মা চকার সেবনং পিতুঃ।
পুত্রশোকোদ্ভবং দুঃখং তস্য বিস্মারয়ন্নিব ॥ ১০ ॥
যথা শৃণোতি বৃদ্ধোঽসৌ তথা ভীমোঽতিরোষিতঃ।
বাগ্বাণেনাহনত্তং তু শ্রাবয়ন্ সংস্থিতাঞ্জনান্ ॥ ১১ ॥
ময়া পুত্রা হতাঃ সর্ব্বে দুষ্টস্যান্ধস্য তে রণে।
দুঃশাসনস্য রুধিরং পীতং হৃদ্যং তথা ভৃশম্ ॥ ১২ ॥

নিমিত্তং তত্রাহ পরিক্ষীণেম্বিতি ॥৬॥ (নিহতেম্বিতি। পুত্রেষু দুর্য্যোধনাদিষু নিহতেষু ধৃতরাষ্ট্রঃ ভীমোক্তবাগ্বাণেন পীড়িতঃ পাণ্ডবরাজ্যে তস্থাবিত্যন্বয়ঃ ॥ ৭ ॥ গান্ধারী চেতি। নতু কেবলং ধৃতরাষ্ট্রঃ গান্ধারী গান্ধাররাজকন্যা দুর্য্যোধনাদিশতপুত্রাণাং মাতাপি ভৃশং পুত্রশোকার্ত্তা পত্যা সহ পাণ্ডবরাজ্যে অতিষ্ঠৎ। পরং যুধিষ্ঠিরঃ তয়োর্গান্ধারীধৃতরাষ্ট্রয়োঃ সেবাং চকার ॥ ৮ ॥ বিদুরোঽপীতি। অতিধর্ম্মাত্মা বিদুরোঽপি প্রজ্ঞানেত্রং ধৃতরাষ্ট্রং প্রবোধিতবান্ যুধিষ্ঠিরানুমতেন ভ্রাতুর্ধৃতরাষ্ট্রস্য পার্শ্বে ব্যতিষ্ঠতেত্যন্বয়ঃ ॥ ৯ ॥ ধর্ম্মপুত্রোঽপীতি। পিতুর্ধৃতরাষ্ট্রস্য ॥ ১০॥ যথা শৃণোতীতি। বৃদ্ধো ধৃতরাষ্ট্রঃ যথা শৃণোতি তথা তাদৃশরূপেণ তত্রস্থিতান্ জনান্ শ্রাবয়ন্ বাগ্বাণেন বাক্শল্যেনাহনৎ ন্যপীড়য়দিত্যর্থঃ। পীড়নে কারণং দর্শয়ন্নাহ অতিরোষিত ইতি ॥ ১১ ॥ বাগবাণপ্রকারং বর্ণয়ন্নাহ। ময়া পুত্রা ইতি। অন্ধস্য

অলৌকিক মহিমা দ্বারা পুনর্জীবিত করেন ॥ ৪—৫ ॥ এই সন্তানটী কুরুকুল পরিক্ষীণ হইলে পর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া পৃথিবীতলে পরিক্ষিৎ নামে বিখ্যাত হয়েন ॥ ৬ ॥ এদিকে ধৃতরাষ্ট্র, পুত্রগণ নিহত হইলে পর অতিশয় দুঃখিত এবং ভীমের বাক্যবাণে প্রপীড়িত হইয়া পাণ্ডব রাজ্যেই অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৭॥ গান্ধারীও পুত্রশোকে অতিশয় কাতর হইয়া অগত্যা সেই স্থানেই পতির সহিত অবস্থান করিলেন। ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাঁহাদের দুঃখে সমদুঃখী হইয়া দিবারাত্র সেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৮ ॥ ধর্ম্মাত্মা বিদুরও যুধিষ্ঠিরের অনুমতিক্রমে নিজ ভ্রাতা প্রজ্ঞানেত্র ধৃতরাষ্ট্রকে সর্ব্বদা বুঝাইবার জন্য তাঁহার নিকটে থাকিতেন ॥৯॥ ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির যাহাতে তাঁহার পুত্রশোকজনিত দুঃখ অন্তর্হিত হয় সেইরূপে সেবা করিতেন ॥ ১০ ॥ কিন্তু, অতিক্রুদ্ধ ভীমসেন যাহাতে এই বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র শুনিতে পান সেইরূপে সমীপস্থ লোকদিগকে শুনাইয়া বাক্যবাণ দ্বারা তাঁহাকে মর্ম্মাহত করিতেন ॥১১॥ ভীমসেন বলিত, সভ্যগণ! আমি রণাঙ্গনে এই দুষ্ট অন্ধের সেই সমস্ত পুত্রকে নিহত

ভুনক্তি পিণ্ডমন্ধোঽয়ং ময়া দত্তং গতত্রপঃ।
ধ্বাঙ্ক্ষবদ্বা শ্ববচ্চাপি বৃথা জীবত্যসৌ জনঃ ॥ ১৩ ॥
এবং বিধানি রূক্ষাণি শ্রাবয়ত্যনুবাসরম্।
আশ্বাসয়তি ধর্ম্মাত্মা মূর্খোঽয়মিতি চ ব্রুবন্ ॥ ১৪ ॥
অষ্টাদশৈব বর্ষাণি স্থিত্বা তত্রৈব দুঃখিতঃ।
ধৃতরাষ্ট্রো বনে যানং প্রার্থয়ামাস ধর্ম্মজম্ ॥ ১৫ ॥
অযাচত ধর্ম্মপুত্রং ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ।
পুত্রেভ্যোঽহং দদাম্যদ্য নির্ব্বাপং বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৬ ॥
বৃকোদরেণ সর্ব্বেষাং কৃতমত্রৌর্দ্ধদেহিকম্।
ন কৃতং মম পুত্রাণাং পূর্ব্ববৈরমনুস্মরন্ ॥ ১৭ ॥
দদাসি চেদ্ধনং মহ্যং কৃত্বা চৈবৌর্দ্ধদেহিকম্।
গমিষ্যেঽহং বনং তপ্তুং তপঃ স্বর্গফলপ্রদম্ ॥ ১৮ ॥

ধৃতরাষ্ট্রস্য হৃদ্যং হৃদ্গ্রাহি হৃদয়শান্তিকারকমিতি ভাবঃ। কিন্তং দুঃশাসনস্য রুধিরম্। শত্রু-শোণিতদর্শনং হি শস্ত্রজীবিনাং রাজসপ্রকৃতীনামতীবপ্রীতিকরমিতিপ্রসিদ্ধেস্তথাত্বম্ ॥ ১২ ॥ ভুনক্তীতি। অয়মন্ধো ময়া দত্তং পিণ্ডং ধাঙ্ক্ষবৎ কাকবৎ অথবা শ্ববৎ কুক্কুরবৎ ভুনক্তি অতোঽসৌ জনঃ বৃথা জীবতি শত্রুদত্তপিণ্ডভোজনাদিতি ভাবঃ ॥১৩॥) ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মরাজঃ ॥
ধর্ম্মজং যমধর্ম্মাজ্জাতং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ১৫ ॥ (অযাচতেতি। নির্ব্বাপং জলপিণ্ডাদিকং পুত্রেভ্যো দদামীতি ধর্ম্মপুত্রং অযাচত নত্বন্যপাণ্ডবং প্রার্থয়ামাসেতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥ ১৬ ॥ পুত্রনির্ব্বাপদানে কারণং সূচয়ন্নাহ বৃকোদরেণেতি। মম পুত্রাণাং দুর্য্যোধনাদীনাম্ ॥ ১৭ ॥ দদাসীতি। ঔর্দ্ধদেহিকং পারত্রিককৃত্যম্ ॥ ১৮ ॥

করিয়াছি এবং ইহার পুত্র দুঃশাসনের হৃদয়স্থ রক্ত আমি ভাল করিয়া পান করিয়াছি ॥১২॥ সভাসদ্গণ! এই নির্লজ্জ অন্ধ এক্ষণে কাক বা কুক্কুরের ন্যায় আমার প্রদত্ত পিণ্ড ভোজন করিতেছে। এক্ষণে ইহার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ; এ দুষ্ট এক্ষণে বৃথা জীবন ধারণ করিতেছে ॥ ১৩ ॥ ভীমসেন প্রতিদিনই এইরূপে ধৃতরাষ্ট্রকে কঠোর বাক্য সকল শ্রবণ করাইত; কিন্তু ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির, এই ভীম অতিশয় মূর্খ এইরূপ নানাবিধ মধুর বাক্য দ্বারা অন্ধরাজকে সান্ত্বনা করিতেন ॥ ১৪ ॥

এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত সেই স্থানে অবস্থান করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট বনগমন প্রার্থনা করিলেন ॥ ১৫ ॥ তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, আমি অদ্য বিধিপূর্ব্বক পুত্রগণের তর্পণাদি করিব। ভীম সকলের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করিয়াছে সত্য, কিন্তু পূর্ব্বশত্রুতা স্মরণ করিয়া আমার পুত্রগণের কিছুই করে নাই ॥ ১৬—১৭ ॥ অতএব, যদি তুমি আমাকে কিছু ধন প্রদান কর তাহা হইলে পুত্রগণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়া স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য তপস্যা করিতে বন গমন করি ॥ ১৮ ॥

একান্তে বিদুরেণোক্তো রাজা ধর্ম্মসুতঃ শুচিঃ।
ধনং দাতুং মনশ্চক্রে ধৃতরাষ্ট্রায় চার্থিনে ॥ ১৯ ॥
সমাহূয়ানুজান্ সর্ব্বানুবাচ পৃথিবীপতিঃ।
ধনং দাস্যে মহাভাগাঃ! পিত্রে নির্ব্বাপকামিনে ॥ ২০ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্যামিততেজসঃ।
সংগ্রহেঽস্য মহাবাহুর্মারুতিঃ কুপিতোঽব্রবীৎ ॥ ২১ ॥
ধনং দেয়ং মহাভাগ! দুর্য্যোধনহিতায় কিম্।
অন্ধোঽপি সুখমাপ্নোতি মূর্খত্বং কিমতঃ পরম্ ॥ ২২ ॥
তব দুর্ম্মন্ত্রিতেনার্য্য দুঃখং প্রাপ্তা বনে বয়ম্।
দ্রৌপদী চ মহাভাগা সমানীতা দুরাত্মনা ॥ ২৩ ॥
বিরাটভবনে বাসঃ প্রসাদাত্তব সুব্রত!।
দাসত্বঞ্চ কৃতং সর্ব্বৈর্মৎস্যস্যামিতবিক্রমৈঃ ॥ ২৪ ॥

একান্তে বিদুরেণেতি। শুচিঃ পবিত্রাত্মা অর্থিনে প্রার্থিনে ধৃতরাষ্ট্রায় ধনং দাতুং মনশ্চক্রে। একান্তে নিভৃতে ভীমাদীনামসমক্ষে ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥) নির্বাপকামিনে পুত্রপিণ্ডপ্রদানকামবতে ॥২০॥ মারুতির্ভীমসেনঃ ॥২১॥ অন্ধোঽপ্যেতাদৃশদুষ্টো ধৃতরাষ্ট্রোঽপীত্যর্থঃ ॥২২॥ দুরাত্মনা দুঃশাসনেন। সভায়ামিতি শেষঃ ॥ ২৩—২৪ ॥ মাগধং জরাসন্ধং হত্বা লব্ধযশা অহং

অনন্তর, বিদুর ভীমাদির অসমক্ষে যুধিষ্ঠিরকে ধৃতরাষ্ট্রের অভিলষিত ধন প্রদানের নিমিত্ত অনুরোধ করিলে পর, রাজা ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রের প্রার্থনামত ধন দিবার জন্য ইচ্ছা করিলেন এবং অনুজগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে ভাগ্যশালিগণ! আমাদিগের জ্যেষ্ঠতাত এই অন্ধ নরপতি নিজ পুত্রদিগকে জলপিণ্ডাদি প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন সেই জন্য অদ্য আমি তাঁহাকে তাঁহার প্রার্থনামত ধন প্রদান করিব, অতএব তোমাদিগের মত কি? ॥ ১৯—২০ ॥ মহাবাহু ভীমসেন অমিততেজা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিলেন ॥ ২১ ॥ মহারাজ! আপনি ভাগ্যশালী সত্য; কিন্তু, দুর্য্যোধনের মঙ্গলের জন্য ধনপ্রদান করিতে হইবে আর এই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সুখী হইবে, ইহা হইতে আর মূর্খত্ব প্রকাশ কি হইতে পারে? ॥ ২২ ॥ মহারাজ! আপনি আমাদিগের প্রভু সত্য কিন্তু আপনারই অসৎ মন্ত্রণাতে আমরা বনে কষ্ট পাইয়াছিলাম এবং সেই সৌভাগ্যশালিনী দ্রৌপদীকে দুরাত্মা দুঃশাসন সভাতে আনয়ন করিয়াছিল ॥ ২৩ ॥ হে সত্যব্রত! আপনারই জন্য বিরাটনগরে বাস করিতে হইয়াছিল এবং অতুল বিক্রমশালী

---

* তং হসন্নট্টহাসেন। ইতি বা পাঠঃ।

দেবিতা ত্বং ন চেজ্জ্যেষ্ঠঃ প্রভবেৎ সংক্ষয়ঃ কথম্।
সূপকারো বিরাটস্য হত্বাঽভূবং তু মাগধম্॥ ২৫ ॥
বৃহন্নলা কথং জিষ্ণুর্ভবেদ্‌বালস্য নর্ত্তকঃ।
কৃত্বা বেষং মহাবাহুর্যোষায়া বাসবাত্মজঃ॥ ২৬ ॥
গাণ্ডীবশোভিতৌ হস্তৌ কৃতৌ কঙ্কণশোভিতৌ।
মানুষং চ বপুঃ প্রাপ্য কিং দুঃখং স্যাদতঃপরম্॥ ২৭ ॥
দৃষ্ট্বা বেণীং কৃতাং মূর্দ্ধ্নি কজ্জলং লোচনে তথা।
অসিং গৃহীত্বা তরসা ছেদ্মাহং নান্যথা সুখম্॥ ২৮ ॥
অপৃষ্ট্বা ত্বাং মহীপাল নিক্ষিপ্তোঽগ্নির্ময়া গৃহে।
দগ্ধুকামশ্চ পাপাত্মা নির্দ্দগ্ধোঽসৌ পুরোচনঃ॥ ২৯ ॥
কীচকা নিহতাঃ সর্ব্বে ত্বামপৃষ্ট্বা জনাধিপ!।
ন তথা নিহতাঃ সর্ব্বে সভায়াং ধৃতরাষ্ট্রজাঃ॥ ৩০ ॥

বিরাটস্য সূপকারোঽভূবমেতাদৃশঃ ক্ষয়ঃ কথং স্যাত্ত্বং জ্যেষ্ঠো দেবিতা দ্যূতব্যসনী ন চেদিত্যর্থঃ॥ ২৫ ॥ বাসবাত্মজো দেবেন্দ্রজঃ॥ ২৬—২৭ ॥ দৃষ্ট্বেতি। অর্জ্জুনস্য মূর্দ্ধ্নি কৃতাং বেণীং লোচনে কজ্জলং চ দৃষ্ট্বা দুঃখিতস্য মম তদা সুখং স্যাদ্‌যদ্যহং ধৃতরাষ্ট্রমসিং গৃহীত্বা তরসা বেগেন মস্তকে ছেদ্মি ছেৎস্যামি নান্যথেত্যর্থঃ॥ ২৮ ॥ অপৃষ্ট্বেতি। হে মহীপাল! ত্বামপৃষ্ট্বা ময়া গৃহে লাক্ষাগৃহেঽগ্নির্নিক্ষিপ্তঃ তেন অসৌ দুষ্টাত্মা পুরোচনঃ দগ্ধুকামঃ অস্মানিতি শেষঃ। স্বয়মেব নির্দ্দগ্ধ আসীৎ। ত্বয়ি বিদতি তদাসৌ ন মৃতঃস্যাদতো মহদ্দুঃখমস্মাভিস্ত্বৎকারণাদেব লব্ধমিতি ভাবঃ॥২৯॥ ন তথেতি। অয়ং মনসি খেদোঽদ্যাপি বর্ত্তত ইত্যর্থঃ॥৩০॥

হইয়াও আমরা মৎস্যরাজের দাসত্ব করিয়াছিলাম॥ ২৪ ॥ যদি আপনি জ্যেষ্ঠ বা দ্যূতাসক্ত না হইতেন, তাহা হইলে কি তখন সেরূপ সর্ব্বনাশ হইতে পারিত? না আমি মগধরাজ জরাসন্ধের হন্তা হইয়াও বিরাটরাজের পাচক হইতাম? অথবা মহাবাহু ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুনকে স্ত্রীবেশে বৃহন্নলা সাজিয়া বালকগণের নর্ত্তক হইতে হইত?॥ ২৫—২৬ ॥ হায়! যে হস্ত গাণ্ডীব দ্বারা শোভিত হয় অর্জ্জুন সেই হস্তকে কঙ্কণ দ্বারা শোভিত করিয়াছিল। মনুষ্য জন্মে ইহা হইতে অধিক আর কি দুঃখ হইতে পারে?॥ ২৭ ॥ হায়! অর্জ্জুনের মস্তকে বিরচিত বেণী এবং লোচনদ্বয়ে কজ্জল দেখিয়া যদি আমি অসি গ্রহণ করিয়া বেগে আসিয়া ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতির মস্তক ছেদন করিতে পারিতাম তাহা হইলে সুখী হইতে পারিতাম॥ ২৮ ॥ পূর্ব্বে পুরোচন আমাদিগকে দগ্ধ করিবার ইচ্ছায় জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, আমি সেই গৃহে আপনাকে না বলিয়া অগ্নি নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, সেই জন্যই সেই পাপিষ্ঠ পুরোচন দগ্ধ হইয়াছিল॥ ২৯ ॥ মহারাজ! আপনাকে না বলিয়াই আমি কীচকগণকে নিহত করিয়াছিলাম; কিন্তু এই বড় দুঃখ রহিল যে, সেইরূপে আপনাকে না বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র

মূর্খত্বং তব রাজেন্দ্র ! গন্ধর্ব্বেভ্যশ্চ মোচিতাঃ ।
দুর্য্যোধনাদয়ঃ কামং শত্রবো নিগড়ীকৃতাঃ ॥ ৩১ ॥
দুর্য্যোধনহিতায়াদ্য ধনং দাতুং ত্বমিচ্ছসি ।
নাহং দদে মহীপাল ! সর্ব্বথা প্রেরিতস্ত্বয়া ॥ ৩২ ॥
ইত্যুক্ত্বা নির্গতে ভীমে ত্রিভিঃ পরিবৃতো নৃপঃ ।
দদৌ বিত্তং সুবহুলং ধৃতরাষ্ট্রায় ধর্ম্মজঃ ॥ ৩৩ ॥
কারয়ামাস বিধিবৎ পুত্ত্রাণাং চৌর্দ্ধদেহিকম্ ।
দদৌ দানানি বিপ্রেভ্যো ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ ॥ ৩৪
কৃত্বৌর্দ্ধদেহিকং সর্ব্বং গান্ধারীসহিতো নৃপঃ ।
প্রবিবেশ বনং তূর্ণং কুন্ত্যা চ বিদুরেণ চ ॥ ৩৫ ॥
সঞ্জয়েন পরিজ্ঞাতো নির্গতোঽসৌ মহামতিঃ ।
পুত্রৈর্নিবার্য্যমাণাপি শূরসেনসুতা গতা ॥ ৩৬ ॥
বিলপন্ ভীমসেনোঽপি তথান্যে চাপি কৌরবাঃ ।
গঙ্গাতীরাৎ পরাবৃত্য যযুঃ সর্ব্বে গজাহ্বয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

গন্ধর্ব্বেণ নিগড়ীকৃতা বদ্ধা দুর্য্যোধনাদয়ঃ শত্রবস্ত্বয়া মোচিতা ইদং তব মূর্খত্বমেব। এতাদৃশেষু দয়া নৈব বিধেয়েত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥
ত্রিভিরর্জ্জুননকুলসহদেবৈঃ ॥৩৩—৩৫॥ শূরসেনসুতা কুন্তী ॥ ৩৬ ॥ যযুরিতি । তান্ বনং

পুত্রগণকে ভার্য্যাসহিত নিহত করিতে পারিলাম না ॥ ৩০ ॥ মহারাজ ! আপনি যে নিগড়-বদ্ধ দুর্য্যোধনাদি শত্রুগণকে গন্ধর্ব্বগণের নিকট হইতে মুক্ত করাইয়াছিলেন, তাহা আপনার মূর্খত্ব প্রকাশ ভিন্ন আর কি হইতে পারে ? ॥৩১॥ অদ্য আপনি সেই দুর্য্যোধনের মঙ্গল জন্য ধন প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন, মহারাজ ! আপনি আমাকে বারংবার আজ্ঞা করিলেও আমি কখনই প্রদান করিব না ॥ ৩২ ॥

ভীমসেন এই কথা বলিয়া নির্গত হইলে পর মহারাজ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন নকুল এবং সহদেবের সহিত মিলিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রকে বিপুল অর্থ প্রদান করিলেন ॥৩৩॥ অনন্তর, অম্বিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্র বিধিপূর্ব্বক পুত্রগণের ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করাইলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে ধন প্রদান করিলেন ॥৩৪॥ এইরূপে ধৃতরাষ্ট্র ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া গান্ধারী কুন্তী এবং বিদুরের সহিত শীঘ্র বনগমনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৩৫॥ মহামতি ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয় দ্বারা গন্তব্য পথ অবগত হইয়া পুর হইতে নির্গত হইলেন এবং শূরসেনকন্যা কুন্তী পুত্রগণ কর্ত্তৃক বারংবার নিবারিতা হইলেও ধৃতরাষ্ট্রের সহিত প্রস্থান করিলেন ॥৩৬॥ (কৌরবগণ ইহাঁদের সহিত গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত যাইলেন ।) অনন্তর, তাঁহাদিগকে বনে পাঠাইয়া সমস্ত কৌরবগণ,

তে গত্বা জাহ্নবীতীরে শতযূপাশ্রমং শুভম্।
কৃত্বা তৃণৈঃ কুটীং তত্র তপস্তেপুঃ সমাহিতাঃ॥ ৩৮॥
গতান্যব্দানি ষট্ তেষাং যদা যাতা হি তাপসাঃ।
যুধিষ্ঠিরস্তু বিরহাদনুজানিদমব্রবীৎ॥ ৩৯॥
স্বপ্নে দৃষ্টা ময়া কুন্তী দুর্ব্বলা বনসংস্থিতা।
মনো মে ত্বরতে দ্রষ্টুং মাতরং পিতরৌ তথা॥ ৪০॥
বিদুরঞ্চ মহাত্মানং সঞ্জয়ঞ্চ মহামতিম্।
রোচতে যদি বঃ সর্ব্বান্ ব্রজাম ইতি মে মতিঃ॥ ৪১॥
ততস্তে ভ্রাতরঃ সর্ব্বে সুভদ্রা দ্রৌপদী তথা।
বৈরাটী চ মহাভাগা তথা নাগরিকো জনঃ॥ ৪২॥
প্রাপ্তাঃ সর্ব্বজনৈঃ সার্দ্ধং পাণ্ডবা দর্শনোৎসুকাঃ।
শতযূপাশ্রমং প্রাপ্য দদৃশুঃ সর্ব্ব এব তে॥ ৪৩॥
বিদুরো ন যদা দৃষ্টো ধর্ম্মস্তং পৃষ্টবাংস্তদা।
কাস্তে স বিদুরো ধীমাংস্তমুবাচাম্বিকাসুতঃ॥ ৪৪॥

প্রেষয়িত্বা॥ ৩৭—৩৮॥ যদা যাতা হি তাপসা যুধিষ্ঠিরাদয়স্তদারভ্যেত্যর্থঃ॥ ৩৯॥ মাতরং কুন্তীম্। পিতরৌ ধৃতরাষ্ট্রগান্ধার্য্যাবিতি॥ ৪০॥ (বিদুরঞ্চেতি। বঃ সর্ব্বানিতি চতুর্থীস্থানে দ্বিতীয়া। সর্ব্বেভ্যো যদি রোচতে তর্হি বয়ং সর্ব্বে তান্ দ্রষ্টুং ব্রজাম ইতি মে মতির্ম্মতমিত্যর্থঃ॥ ৪১॥

বৈরাটী বিরাটরাজকন্যা উত্তরা॥ ৪২॥ প্রাপ্তা ইতি। সর্ব্বৈঃ সার্দ্ধং দর্শনোৎসুকাঃ পাণ্ডবাঃ শতযূপলক্ষিতাশ্রমং প্রাপ্য ধৃতরাষ্ট্রাদীন্ দদৃশুরিত্যন্বয়ঃ॥ ৪৩॥) অম্বিকাসুতো

অধিক কি ভীমসেনও বিলাপ করিতে করিতে গঙ্গাতীর হইতে হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসিলেন॥ ৩৭॥ এদিকে ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি, গঙ্গাতীরস্থ পবিত্র শতযূপাশ্রমে গমন করিয়া তৃণাদি দ্বারা একটী কুটীর নির্ম্মাণ করত সমাহিতচিত্তে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৩৮॥ এইরূপে তাঁহাদের গমন দিবস হইতে ছয় বৎসরকাল গত হইলে তাঁহাদের বিরহে দুঃখিত যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে বলিলেন, অদ্য আমি স্বপ্নে বনবাসিনী জননী কুন্তীকে অতিশয় দুর্ব্বলা নিরীক্ষণ করিয়াছি, এজন্য আমার মন তাঁহাকে এবং গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র আর মহাত্মা বিদুর ও সুমতি সঞ্জয়কে দেখিতে একান্ত অস্থির হইতেছে; অতএব, যদি তোমাদের অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে আমরা সকলেই সেই স্থানে যাই, আমার এই অভিপ্রায়॥ ৩৯—৪১॥

অনন্তর সকলের মত হইলে, দর্শনোৎসুক পাণ্ডবগণ, সুভদ্রা দ্রৌপদী বিরাটকন্যা উত্তরা এবং অপরাপর নগরবাসী জনগণের সহিত শতযূপাশ্রমে গমন করিয়া সকলেই তাঁহাদিগকে দর্শন করিলেন॥ ৪২—৪৩॥ কিন্তু, যুধিষ্ঠির সেই স্থানে বিদুরকে দেখিতে না পাইয়া ধৃত

বিরক্তশ্চরতে ক্ষত্তা নিরীহো নিষ্পরিগ্রহঃ।
কুত্রাপ্যেকান্তসংবাসী ধ্যায়তেঽন্তঃ সনাতনম্ ॥ ৪৫ ॥
গঙ্গাং গচ্ছন্ দ্বিতীয়েঽহ্নি বনে রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
দদর্শ বিদুরং ক্ষামং তপসা সংশিতব্রতম্ ॥ ৪৬ ॥
দৃষ্ট্বোবাচ মহীপালো বন্দেঽহং ত্বাং যুধিষ্ঠিরঃ।
তস্থৌ শ্রুত্বা চ বিদুরঃ স্থাণুভূত ইবানঘঃ ॥ ৪৭ ॥
ক্ষণেন বিদুরস্যাস্যান্নিঃসৃতং তেজ অদ্ভুতম্।
লীনং যুধিষ্ঠিরস্যাস্যে ধর্ম্মাংশত্বাৎ পরস্পরম্ ॥ ৪৮ ॥
ক্ষত্তা জহৌ তদা প্রাণাঞ্ছোচাঽতি যুধিষ্ঠিরঃ।
দাহার্থং তস্য দেহস্য কৃতবানুদ্যমং নৃপঃ ॥ ৪৯ ॥
শৃণ্বতস্তু তদা রাজ্ঞো বাগুবাচাশরীরিণী।
বিরক্তোঽয়ং ন দাহার্হো যথেষ্টং গচ্ছ ভূপতে! ॥ ৫০ ॥

ধৃতরাষ্ট্রঃ ॥ ৪৪ ॥ (বিরক্তশ্চেতি। ক্ষত্তা বিদুরঃ বৈরাগ্যমালম্ব্য নিষ্পরিগ্রহঃ সন্ যত্র কুত্রাপি একান্তে বিবিক্তদেশে অন্তর্হৃদয়পদ্মে সনাতনং নিত্যস্বরূপং চিদাত্মানং ধ্যায়তে। ধ্যানমাশ্রিত্যাস্তে ইতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

গঙ্গামিতি। যুধিষ্ঠিরঃ দ্বিতীয়েঽহ্নি দ্বিতীয়ে দিবসে গঙ্গাং গচ্ছন্ বনে তপসা ক্ষামং বিদুরং দদর্শেত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৬ ॥ দৃষ্ট্বোবাচেতি। যুধিষ্ঠিরোঽয়মহং ত্বাং বন্দে। স্থাণুভূতঃ শাখাপল্লবাদিবিরহিতো বৃক্ষ ইব বা যৌগস্থমহেশ্বর ইব তস্থৌ ॥ ৪৭ ॥) তেজ অদ্ভুতমিত্যার্ষম্। ধর্ম্মাংশত্বাদুভয়োর্যমধর্ম্মজন্যত্বাৎ ॥ ৪৮—৪৯ ॥ বিরক্তো জ্ঞানীত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥ (শ্রুত্বেতি।

রাষ্ট্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই পরমজ্ঞানী বিদুর এক্ষণে কোথায় আছেন? ধৃতরাষ্ট্র ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, বিদুর এক্ষণে বিষয়ভোগে আগ্রহশূন্য ও বিরক্ত হইয়া কোন নির্জ্জন স্থলে বাস করিয়া অন্তরে সনাতন পরমব্রহ্মের ধ্যান করিতেছেন ॥ ৪৪—৪৫ ॥

অনন্তর, দ্বিতীয় দিবসে রাজা যুধিষ্ঠির গঙ্গাস্নানে গমন করিতে করিতে বন মধ্যে কঠোরব্রতাচারী তপঃক্ষীণ-কলেবর বিদুরকে দেখিতে পাইলেন। দেখিবামাত্রই বলিলেন, আমি যুধিষ্ঠির নৃপতি, আপনাকে বন্দনা করিতেছি। পবিত্রাত্মা বিদুর এই কথা শ্রবণমাত্র স্থাণুর ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিলেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥ ক্ষণকাল পরেই বিদুরের মুখ হইতে এক অপূর্ব্ব তেজ নির্গত হইল এবং পরস্পরের ধর্ম্মাংশসম্ভবত্ব হেতু উক্ত তেজ যুধিষ্ঠিরের মুখে লীন হইয়া গেল ॥ ৪৮ ॥ সেই সময় বিদুর প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন এবং যুধিষ্ঠির অতিশয় শোক করত তাঁহার দেহ অগ্নিতে দগ্ধ করিবার জন্য উদ্যোগ করিলেন ॥ ৪৯ ॥ পরে যেমন দাহ করিবেন অমনি সহসা আকাশে দৈববাণী হইল যে, এই বিদুর মহাজ্ঞানী অতএব ইনি দাহযোগ্য নহেন। মহারাজ! আপনি ইহাঁকে দাহ না করিয়া যথা ইচ্ছা গমন করুন ॥ ৫০ ॥

শ্রুত্বা তাং ভ্রাতরঃ সর্ব্বে সম্নু গঙ্গাজলেঽমলে।
গত্বা নিবেদয়ামাসুর্ধৃতরাষ্ট্রায় বিস্তরাৎ* ॥ ৫১ ॥
স্থিতাস্তত্রাশ্রমে সর্ব্বে পাণ্ডবা নাগরৈঃ সহ।
তত্র সত্যবতীসূনুর্নারদশ্চ সমাগতঃ ॥ ৫২ ॥
মুনয়োঽন্যে মহাত্মানশ্চাগতা ধর্ম্মনন্দনম্।
কুন্তী প্রাহ তদা ব্যাসং সংস্থিতং শুভদর্শনম্ ॥ ৫৩ ॥
কৃষ্ণ! কর্ণস্তু পুত্রো মে জাতমাত্রস্তু বীক্ষিতঃ।
মনো মে তপ্যতে সর্ব্বং দর্শয়স্ব তপোধন! ॥ ৫৪ ॥
সমর্থোঽসি মহাভাগ! কুরু মে বাঞ্ছিতং প্রভো ॥ ৫৫ ॥

গান্ধার্য্যুবাচ।

দুর্য্যোধনো রণে গচ্ছন্ বীক্ষিতো ন ময়া মুনে!।
তং দর্শয় মুনিশ্রেষ্ঠ! পুত্রং মে ত্বং সহানুজম্ ॥ ৫৬ ॥

সুভদ্রোবাচ।

অভিমন্যুং মহাবীরং প্রাণাদপ্যধিকং প্রিয়ম্।
দ্রষ্টুকামাস্মি সর্ব্বজ্ঞ! দর্শয়াদ্য তপোধন! ॥ ৫৭ ॥

তে সর্ব্বে ভ্রাতরঃ অমলে গঙ্গাজলে সম্নুঃ স্নানং কৃতবন্তঃ ॥ ৫১ ॥ স্থিতাস্তত্রেতি। যত্রাশ্রমে নাগরৈঃ সহ পাণ্ডবাঃ স্থিতাস্তত্র সত্যবতীসূনুর্বেদব্যাসঃ নারদশ্চ সমাগত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৫২ ॥ মুনয়োঽন্যে ইতি। ধর্ম্মনন্দনং যুধিষ্ঠিরম্। শুভদর্শনং ব্যাসম্প্রত্যাহ ॥ ৫৩ ॥) হে কৃষ্ণ! কৃষ্ণদ্বৈপায়নেত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ (যতস্ত্বং সমর্থোঽস্যতো মে বাঞ্ছিতং কুরু ॥ ৫৫ ॥ দুর্য্যোধন ইতি। সহানুজং অনুজৈঃ সহ বর্ত্তমানং দুর্য্যোধনং দর্শয়েত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৬ ॥ প্রাণাৎ জীবনাদপ্যধিকং প্রিয়ং অভিমন্যুং দর্শয় নত্বত্র জীবনবোধকতয়া প্রাণশব্দস্য বহুত্বমিতি বোধ্যম্ ॥ ৫৭ ॥)

যুধিষ্ঠির এই কথা শুনিয়া সমস্ত ভ্রাতৃগণের সহিত নির্ম্মল গঙ্গাজলে স্নান করিলেন এবং আশ্রমে আসিয়া ধৃতরাষ্ট্রকে সমস্ত কথা বিস্তার পূর্ব্বক বলিলেন ॥ ৫১ ॥ পরে, পাণ্ডবগণ কিছু কালের জন্য নগরবাসিগণের সহিত সেই আশ্রমে বাস করিলেন। এই সময় সত্যবতীপুত্র বেদব্যাস, নারদ এবং অন্যান্য মহাত্মা মুনিগণ যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুন্তী পবিত্রদর্শন বেদব্যাসকে অবস্থিত দেখিয়া বলিলেন, কৃষ্ণ! আপনি তপস্বিপ্রধান আপনার দর্শন ত বিফল হইবার নহে। তপোধন! আমি আমার পুত্র কর্ণকে জাতমাত্র একবার দেখিয়াছিলাম এক্ষণে আমার মন সর্ব্বদা পরিতপ্ত হইতেছে আপনি একবার তাহাকে দেখান। হে মহাভাগ! আপনি এবিষয়ে সমর্থ অতএব আমার বাঞ্ছা পূরণ করুন ॥৫২—৫৫॥ অনন্তর, গান্ধারী কহিলেন, মুনিবর! দুর্য্যোধন যখন রণস্থলে গমন করে তখন আমি

---

* "শুশোচ চাম্বিকাপুত্রঃ কুন্তী চ সৌবলী তথা।" কচিদিত্যধিকঃ পাঠোঽপি দৃশ্যতে।

সূত উবাচ।

এবংবিধানি বাক্যানি শ্রুত্বা সত্যরতীসুতঃ।
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা দধ্যৌ দেবীং সনাতনীম্ ॥ ৫৮ ॥
সন্ধ্যাকালেঽথ সম্প্রাপ্তে গঙ্গায়াং মুনিসত্তমঃ।
সর্ব্বাংস্তাংশ্চ সমাহূয় যুধিষ্ঠিরপুরোগমান্।
তুষ্টাব বিশ্বজননীং স্নাত্বা পুণ্যে সরিজ্জলে ॥ ৫৯ ॥
প্রকৃতিং পুরুষারামাং সগুণাং নির্গুণাং তথা।
দেবদেবীং ব্রহ্মরূপাং মণিদ্বীপাধিবাসিনীম্ ॥ ৬০ ॥

যদা ন বেধা ন চ বিষ্ণুরীশ্বরো
ন বাসবো নৈব জলাধিপস্তথা।
ন বিত্তপো নৈব যমশ্চ পাবক-
স্তদাঽসি দেবি! ত্বমহং নমামি তাম্ ॥ ৬১ ॥
জলং ন বায়ুর্ন ধরা ন চাম্বরং
গুণা ন তেষাঞ্চ ন চেন্দ্রিয়াণ্যহম্।
মনো ন বুদ্ধির্ন চ তিগ্মগুঃ শশী
তদাঽসি দেবি! ত্বমহং নমামি তাম্ ॥ ৬২ ॥

সনাতনীং নিত্যাং দেবীং সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণীং ভুবনেশ্বরীমিত্যর্থঃ ॥৫৮—৫৯॥ পুরুষারামাং পুরুষাশ্রয়াং চৈতন্যাভিন্নামিত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

(যদেতি। বেধা ব্রহ্মা ঈশ্বরো মহাদেবঃ জলাধিপো বরুণঃ বিত্তপঃ কুবেরঃ ॥৬১॥ জলমিতি। তেষাং জলাদীনাং গুণাঃ রসস্পর্শাদয়ঃ। অহং অহন্তত্ত্বম্। তিগ্মাঃ প্রখরাস্তীব্রা বা

তাহাকে দেখি নাই, এক্ষণে আপনি আমার সেই পুত্রকে তাহার অনুজগণের সহিত দর্শন করান ॥ ৫৬ ॥ অনন্তর সুভদ্রা বলিলেন, হে তপোধন! আপনিত সমস্তই জানেন, মহাবীর অভিমন্যু আমার প্রাণ অপেক্ষাও অধিক প্রিয় আমি তাঁহাকে একবার দেখিতে ইচ্ছা করি আপনি অদ্য তাহাকে একবার দেখান ॥ ৫৭ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! সত্যবতীপুত্র বেদব্যাস এইরূপ নানাবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রাণায়াম পূর্ব্বক সনাতনী দেবীর ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৮ ॥ অনন্তর, সন্ধ্যাকাল সমাগত হইলে সেই মুনিসত্তম, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলকে আহ্বান পূর্ব্বক গঙ্গার পবিত্র সলিলে স্নান করিয়া যিনি পুরুষাশ্রিতা সগুণা নির্গুণাত্মিকা প্রকৃতি; যিনি দেবতাদিগেরও পরম দেবতাস্বরূপা, সেই মণিদ্বীপ-নিবাসিনী ব্রহ্মরূপিণী ভুবনেশ্বরীর স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৯—৬০ ॥

ইমং জীবলোকং সমাধায় চিত্তে
গুণৈর্লিঙ্গকোশঞ্চ নীত্বা সমাধৌ।
স্থিতা কল্পকালং নয়স্যাত্মতন্ত্রা
ন কোঽপ্যস্তি বেত্তা বিবেকং গতোঽপি ॥ ৬৩ ॥
প্রার্থয়ত্যেষ মাং লোকো মৃতানাং দর্শনং পুনঃ।
নাহং ক্ষমোঽস্মি মাতস্ত্বং দর্শয়াশু জনান্ মৃতান্ ॥ ৬৪ ॥

সূত উবাচ।

এবং স্তুতা তদা দেবী মায়া শ্রীভুবনেশ্বরী।
স্বর্গাদাহূয় সর্ব্বান্ বৈ দর্শয়ামাস পার্থিবান্ ॥ ৬৫ ॥

গাবো রশ্ময়ো যস্য স সূর্য্য ইত্যর্থঃ ॥ ৬২ ॥) সাম্যাবস্থাং বর্ণয়তি ইমমিতি। ইমং জীবলোকং জীবসমুদায়ং চিত্তে হিরণ্যগর্ভাত্মকে সমষ্টৌ সমাধায় সংস্থাপ্য তদেকতাং নীত্বেত্যর্থঃ। তং লিঙ্গকোশং চ সমদৃষ্টিলিঙ্গশরীরাত্মকং হিরণ্যগর্ভঞ্চেত্যর্থঃ। তং হিরণ্যগর্ভং গুণৈঃ পৃথগ্‌ভিন্নৈঃ সত্ত্বাদিভিশ্চ সহিতং সমাধৌ সাম্যাবস্থাত্মকে সুষুপ্তিদ্বারা নীত্বা স্থিতা ত্বং কল্পকালং যাবৎ কল্পস্য পরিমাণং তাবন্তং কালং স্বতন্ত্রা সতী নয়সি তস্মিন্ সময়ে বিবেকং গতো জ্ঞানবান্ বেত্তা তব কোঽপি নাস্ত্যেতাদৃশী ত্বং সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণী সর্ব্বোত্তরেত্যর্থঃ। যাবান্ প্রপঞ্চস্য কালস্তাবানেব প্রলয়স্যাপীতি তু পুরাণে প্রসিদ্ধম্ ॥ ৬৩ ॥ (প্রার্থয়তীতি। এষ লোকঃ অত্রত্যঃ সর্ব্বো জনঃ মৃতানাং দর্শনং মাং প্রার্থয়তি কর্ণদুর্য্যোধনাদীনাং দর্শনকামনয়া মাং যাচতে ইতি ভাবঃ। পরং তত্রাহং ন ক্ষমঃ শক্তঃ অতস্ত্বং মৃতান্ তান্ কৌরবান্ দর্শয়েত্যন্বয়ঃ ॥ ৬৪ ॥

এবমিতি। এবম্প্রকারেণ বেদব্যাসেন স্তুতা সা মায়োপহিতপরব্রহ্মচৈতন্যরূপা ভুবনেশ্বরী তান্ সর্ব্বান্ সুরলোকাৎ আহূয় দর্শয়ামাস ॥৬৫॥ দৃষ্টেতি। স্বকান্ আত্মীয়জনান্ বীক্ষ্য সর্ব্বে

হে দেবি! যৎকালে অগ্নি, যম, কুবের, বরুণ বা ইন্দ্র অধিক কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও ছিলেন না তখন আপনিই একমাত্র বিরাজ করিতেন; অতএব আপনাকে নমস্কার করি ॥৬১॥ সে সময় জল, বায়ু, পৃথিবী কি আকাশ বা তাহাদিগের (এই সমস্ত মহাভূতের) রস স্পর্শ গন্ধ ও শব্দাদি গুণ সমুদয় কি ইন্দ্রিয় বা তাহাদিগের প্রবর্ত্তক মন বা অহংতত্ত্ব কি বুদ্ধিতত্ত্ব এমন কি বিশ্ব প্রকাশক চন্দ্র সূর্য্য পর্য্যন্তও ছিল না; কিন্তু, হে মাতঃ! তৎকালে এক মাত্র আপনিই নিত্যরূপে বিরাজমানা ছিলেন; অতএব আপনাকে নমস্কার করি ॥ ৬২ ॥ মাতঃ! আপনি এই সমস্ত জীবলোককে হিরণ্যগর্ভাত্মক সমষ্টিতে সমাধান করিয়া সেই লিঙ্গকোষকে সত্ত্বাদিগুণের সহিত সাম্যাবস্থায় আনয়ন করত কল্পকাল পর্য্যন্ত স্বতন্ত্ররূপে মহাসমাধিতে অবস্থান করেন। জননি! এ সময়ে কেহ মহাবিবেক প্রাপ্ত হইলেও আপনাকে জানিতে সমর্থ হয় না ॥৬৩॥ মাতঃ! এই সমস্ত লোকগণ আমার নিকট মৃতপুত্রাদির পুনর্দর্শন প্রার্থনা করিতেছে; জননি! এ বিষয়ে ত আমার ক্ষমতা নাই অতএব আপনিই সেই মৃতগণকে দর্শন করান ॥ ৬৪ ॥

দৃষ্ট্বা কুন্তী চ গান্ধারী সুভদ্রা চ বিরাটজা।
পাণ্ডবা মুমুদুঃ সর্ব্বে বীক্ষ্য প্রত্যাগতান্ স্বকান্ ॥ ৬৬ ॥
পুনর্ব্বিসর্জ্জিতা তেন ব্যাসেনামিততেজসা।
স্মৃত্বা দেবীং মহামায়ামিন্দ্রজালমিবোদ্যতম্ ॥ ৬৭ ॥
তদা পৃষ্ট্বা যযুঃ সর্ব্বে পাণ্ডবা মুনয়স্তথা।
রাজা নাগপুরং প্রাপ্তঃ কুর্ব্বন্ ব্যাসকথাং পথি ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে
মৃতসন্দর্শনো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

মুমুদুরিত্যন্বয়ঃ ॥ ৬৬ ॥ পুনরিতি। অমিততেজসা ব্যাসেন তে স্বর্গাদাগতাঃ কর্ণাদয়ঃ সর্ব্বে পুনর্ব্বিসর্জ্জিতাঃ সুরলোকং প্রাপিতা ইত্যর্থঃ। পরাং দেবীং স্মৃত্বৈব নতু স্বশক্ত্যা ব্যাসোঽপি কিঞ্চিৎ কর্ত্তুং ক্ষম ইতি বোধ্যম্। অতস্তদা তত্র উদ্যতেন্দ্রজালমিবাসীদিত্যর্থঃ।) ইন্দ্রজালমিত্যনেন জগতো মিথ্যাত্বপ্রতিপাদনান্মিথ্যাভূতসংসারাদেতাদৃশানামীশ্বরানুগৃহীতানামপীদৃশী দশা জায়ত ইতি বিরক্তো ভূত্বা ভগবতীস্বরূপং মোক্ষার্থং বিচিন্তয়েদিত্যবান্তরতাৎপর্য্যম্ ॥ ৬৭ ॥ ব্যাসকথাং ব্যাসে শ্রীভুবনেশ্বর্য্যনুগ্রহকথাম্ ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! সেই মায়োপাধিকা ভুবনেশ্বরী দেবী এইরূপে স্তুত হইলে পর স্বর্গ হইতে মৃত ক্ষত্রিয়দিগকে আহ্বান করিয়া সকলকে দেখাইলেন ॥ ৬৫ ॥ কুন্তী, গান্ধারী, সুভদ্রা, বিরাটকন্যা এবং পাণ্ডবগণ ও অন্যান্য সকলেই আত্মীয় স্বজনদিগকে প্রত্যাগত দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥ ৬৬ ॥ অনন্তর, সেই অমিত তপোবলসম্পন্ন ব্যাসদেব মহামায়া দেবীকে স্মরণ করিয়া পুনর্ব্বার তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। ঋষিগণ! এই সময়ে ইহা যেন ইন্দ্রজালের ন্যায় বোধ হইয়াছিল ॥ ৬৭ ॥ তদনন্তর পাণ্ডবগণ ও ঋষিগণ পরস্পর শুভবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া স্বস্বস্থানে গমন করিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরও পথে ব্যাসদেবের মহিমার কথা কহিতে কহিতে হস্তিনাপুরে প্রতিগমন করিলেন ॥ ৬৮ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে
মৃতদর্শন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

সূত উবাচ।

ততো দিনে তৃতীয়ে চ ধৃতরাষ্ট্রঃ স ভূপতিঃ।
দাবাগ্নিনা বনে দগ্ধঃ সভার্য্যঃ কুন্তিসংযুতঃ ॥ ১ ॥
সঞ্জয়স্তীর্থযাত্রায়াং গতস্ত্যক্ত্বা মহীপতিম্।
শ্রুত্বা যুধিষ্ঠিরো রাজা নারদাদ্দুঃখমাপ্তবান্ ॥ ২ ॥
ষট্‌ত্রিংশেঽথ গতে বর্ষে কৌরবাণাং ক্ষয়াৎ পুনঃ।
প্রভাসে যাদবাঃ সর্ব্বে বিপ্রশাপাৎ ক্ষয়ং গতাঃ ॥ ৩ ॥
তে পীত্বা মদিরাং মত্তাঃ কৃত্বা যুদ্ধং পরস্পরম্।
ক্ষয়ং প্রাপ্তা মহাত্মানঃ পশ্যতো রামকৃষ্ণয়োঃ ॥ ৪ ॥
দেহং তত্যাজ রামস্তু কৃষ্ণঃ কমললোচনঃ।
ব্যাধবাণহতঃ শাপং পালয়ন্ ভগবান্ হরিঃ ॥ ৫ ॥

পঞ্চাশৎপদ্যকৈরেকেনোনৈর্নষ্টং হরেঃ কুলম্।
কীর্ত্তয়িষ্যোত্তরাহ্নোবৃত্তঞ্চ পরিগীয়তে ॥

তত ইতি। পাণ্ডবানাং হস্তিনাপুরাগমনোত্তরম্ ॥ ১ ॥ নারদাচ্ছ্রুত্বেত্যন্বয়ঃ ॥ ২ ॥ ষট্‌ত্রিংশেঽথেতি। কৌরবাণাং ক্ষয়াদনন্তরং ষট্‌ত্রিংশে বর্ষে গতে সত্যথ প্রভাসে যাদবা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩ ॥ পশ্যতো রামকৃষ্ণয়োরিত্যনেনেশ্বরয়োরপি ভাবিত্বস্যাপরিহারকত্বমুক্তং ভবতি ॥৪॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! পাণ্ডবদিগের হস্তিনাপুরে গমনানন্তর তৃতীয় দিবসে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কুন্তী ও গান্ধারীর সহিত সেই বনমধ্যে দাবানলে দগ্ধ হইয়াছেন এবং সঞ্জয় ও ইতিপূর্ব্বে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন, রাজা যুধিষ্ঠির নারদমুখ হইতে ইহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন ॥ ১—২ ॥ এদিকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবকুল ধ্বংস হইবার ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসরান্তে সমস্ত যাদবগণও প্রভাসে মিলিত হইয়া ব্রহ্মশাপহেতু বিনষ্ট হইলেন ॥ ৩ ॥ সেই মহাত্মা যদুবংশীয়গণ প্রভাসতীর্থে মদ্যপান করত অতিশয় মত্ত হইয়া বলরাম এবং কৃষ্ণের সমক্ষে অবস্থিত হইয়াই পরস্পর যুদ্ধ করত নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৪ ॥ বলরাম আত্মীয়গণের বিনাশের পর স্বয়ং দেহ পরিত্যাগ করিলেন এবং ভগবান্ ভক্তজনতাপহারী কমললোচন শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণশাপের গৌরব রক্ষা করিবার জন্য ব্যাধবাণে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন ॥ ৫ ॥

বসুদেবস্তু তচ্ছ্রুত্বা দেহত্যাগং হরেরথ।
জহৌ প্রাণাঞ্ছুচীন্ কৃত্বা চিত্তে শ্রীভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৬ ॥
অর্জ্জুনস্ত ততো গত্বা প্রভাসে চাতিদুঃখিতঃ।
সংস্কারং তত্র সর্ব্বেষাং যথাযোগ্যং চকার হ ॥ ৭ ॥
সমীক্ষ্যাথ হরের্দ্দেহং কৃত্বা কাষ্ঠস্য সঞ্চয়ম্।
অষ্টাভিঃ সহ পত্নীভির্দ্দাহয়ামাস পার্থিবঃ ॥ ৮ ॥
দেহং রামস্য রেবত্যা সহ দগ্ধ্বা বিভাবসৌ।
অর্জ্জুনো দ্বারকামেত্য পুরান্নিষ্ক্রাময়জ্জনম্ ॥ ৯ ॥
পুরী সা বাসুদেবস্য প্লাবিতোদধিনা ততঃ।
অর্জ্জুনঃ সর্ব্বলোকান্ বৈ গৃহীত্বা নির্গতস্তদা ॥ ১০ ॥
কৃষ্ণপত্ন্যস্তদা মার্গে চৌরাভীরৈশ্চ লুণ্ঠিতাঃ।
ধনং সর্ব্বং গৃহীতঞ্চ নিস্তেজাশ্চার্জ্জুনোঽভবৎ ॥ ১১ ॥
ইন্দ্রপ্রস্থে সমাগম্য বজ্রো রাজা কৃতস্তদা।
অনিরুদ্ধসুতো নাম্না পার্থেনামিততেজসা ॥ ১২ ॥

এবং রামকৃষ্ণয়োরপি চূর্দ্দশাং দর্শয়তি দেহং তত্যাজেতি ॥ ৫ ॥ শ্রীভুবনেশ্বরীং চিত্তে কৃত্বেত্যন্বয়ঃ ॥ ৬—৮ ॥ নিষ্ক্রাময়জ্জনমিতি। বাসুদেবেন স্বশক্ত্যা তৎপুরং সমুদ্রমধ্যে নির্ম্মিতং তস্মিন্নীশ্বরে গতে সতীশ্বরেণ স্বশক্ত্যপকর্ষান্নিশ্চয়েন সমুদ্রো নগরীং প্লাবয়িষ্যতীতি ভয়েন নিষ্ক্রাময়ন্নিষ্কাসিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৯—১১ ॥

ইন্দ্রপ্রস্থে ইতি। অনিরুদ্ধসুতো বজ্রনামা যাদবানাং রাজা কৃতঃ ॥ ১২ ॥ কথিতং

অনন্তর, বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে ভুবনেশ্বরী ভগবতীকে ধ্যান করত পবিত্র প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করিলেন ॥ ৬ ॥

এই সমস্ত ঘটনার পর, অর্জ্জুন অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে প্রভাসে যাইয়া সমস্ত যাদবগণের যথাযোগ্য প্রেতকৃত্যাদি সম্পাদন করিলেন ॥ ৭ ॥ পরে, কাষ্ঠাদি সংগ্রহ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার প্রধান অষ্টমহিষীর সহিত এবং বলরামকে রেবতীর সহিত চিতাগ্নিতে দগ্ধ করিয়া দ্বারকাপুরীতে আগমন পূর্ব্বক তথা হইতে সমস্ত পুরবাসিগণকে নিষ্ক্রামিত করিলেন ॥ ৮—৯ ॥ অনন্তর, শ্রীকৃষ্ণের সেই দ্বারকাপুরী সমুদ্র দ্বারা প্লাবিত হইয়া গেল। এদিকে অর্জ্জুন, কৃষ্ণের অপর মহিষীগণ ও দ্বারকাবাসী সমস্ত জনগণের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থে আসিবার জন্য তথা হইতে নির্গত হইলেন ॥ ১০ ॥ পথিমধ্যে আসিতে আসিতে কতকগুলি আভীর জাতীয় দস্যু কৃষ্ণপত্নীদিগকে লুটপাট করিয়া সমস্ত ধন অপহরণ করিল। ঋষিগণ! অর্জ্জুন এই সময়ে কৃষ্ণবিরহে এরূপ নিস্তেজ হইয়াছিলেন যে, তাহাদিগকে কোন প্রকারেই নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ১১ ॥

ব্যাসায় কথিতং দুঃখং তেনোক্তোঽসৌ মহারথঃ।
পুনর্যদা হরিস্ত্বং চ ভবিতাসি মহামতে!।
তদা তেজস্তবাত্যুগ্রং ভবিষ্যতি পুনর্যুগে ॥ ১৩॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং পার্থো গত্বা নাগপুরেঽর্জ্জুনঃ।
দুঃখিতো ধর্ম্মরাজানং বৃত্তান্তং সর্ব্বমব্রবীৎ ॥ ১৪॥
দেহত্যাগং হরেঃ শ্রুত্বা যাদবানাং ক্ষয়ং তথা।
গমনায় মতিং চক্রে রাজা হৈমাচলং প্রতি ॥ ১৫॥
ষট্‌ত্রিংশদ্বার্ষিকং রাজ্যে স্থাপয়িত্বোত্তরাসুতম্।
নির্জগাম বনং রাজা দ্রৌপদ্যা ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥ ১৬॥
ষট্‌ত্রিংশচ্চৈব বর্ষাণি কৃত্বা রাজ্যং গজাহ্বয়ে।
গত্বা হিমাচলে ষট্ তে জহুঃ প্রাণান্ পৃথাসুতাঃ ॥ ১৭॥
পরীক্ষিদপি রাজর্ষিঃ প্রজাঃ সর্ব্বাঃ সুধার্ম্মিকঃ।
অপালয়চ্চ রাজেন্দ্রঃ ষষ্টিবর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ ॥ ১৮॥

দুঃখমিতি। মম মহতী শক্তিঃ ক্ব গতেতি দুঃখং কথিতমিত্যন্বয়ঃ। পুনর্যুগে ইতি। অধুনা শক্তির্হরিণাপহৃতা সা পুনর্হরেরবতারে জাতে তবাপি চাবতারে জাতে আয়াস্যতি ন মধ্যে ॥ ১৩—১৫॥ উত্তরাসুতং পরীক্ষিতম্। (রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ভ্রাতৃভির্দ্রৌপদ্যা চ সহ নির্জগামেত্যন্বয়ঃ ॥ ১৬॥ তে দ্রৌপদ্যা সহ ষট্। পৃথা কুন্তী তস্যাঃ সুতাঃ পাণ্ডবা ইত্যর্থঃ। হিমাচলে প্রাণান্ জহুঃ ॥ ১৭॥

তাহার পর, সকলে ইন্দ্রপ্রস্থে আসিলে অর্জ্জুন বজ্র নামে অনিরুদ্ধপুত্রকে যাদবগণের রাজ-পদে অভিষিক্ত করিলেন এবং বেদব্যাসকে পথিমধ্যে সঙ্ঘটিত সমস্ত দুঃখের বিষয় জানাই-লেন। বেদব্যাস ইহা শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনকে বলিলেন, (অর্জ্জুন! এবিষয়ের জন্য তুমি দুঃখিত হইও না, শ্রীকৃষ্ণের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ জানিবে।) মহারথ! পুনর্ব্বার যুগপর্য্যায়ে যখন আবার শ্রীকৃষ্ণের সহিত তুমি অবতীর্ণ হইবে, তখন আবার তোমার সেই-রূপ উগ্রতর বলবীর্য্যাদি উপস্থিত হইবে ॥১২—১৩॥ পৃথাতনয় অর্জ্জুন এই কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিতান্তঃকরণে হস্তিনাপুরে গমনপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন ॥ ১৪॥ ধর্ম্মরাজ সমস্ত যাদবগণের বিশেষত শ্রীকৃষ্ণের দেহনাশের কথা শ্রবণে হিমালয় পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিতে মনস্থ করিয়া ষট্‌ত্রিংশদ্বর্ষবয়স্ক উত্তরাপুত্র পরীক্ষিৎকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন এবং দ্রৌপদী ও অপর ভ্রাতৃগণের সহিত হিমাচলস্থ বনপ্রস্থানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৫—১৬॥ ঋষিগণ! যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পৃথাপুত্রগণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর এইরূপে হস্তিনাপুরে ষট্‌ত্রিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্যপালন করিয়া পরে হিমাচলে যাইয়া প্রাণত্যাগ করেন ॥ ১৭॥ এদিকে, ধার্ম্মিকপ্রবর রাজর্ষি পরীক্ষিৎও ষষ্টিবর্ষ

বভূব মৃগয়াশীলো জগাম চ বনং মহৎ।
বিদ্ধং মৃগং বিচিন্বানো মধ্যাহ্নে ভূপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ১৯ ॥
তৃষিতশ্চ পরিশ্রান্তঃ ক্ষুধিতশ্চাতুরাস্তুতঃ।
রাজা ঘর্ম্মেণ সন্তপ্তো দদর্শ মুনিমন্তিকে ॥ ২০ ॥
ধ্যানে স্থিতং মুনিং রাজা জলং পপ্রচ্ছ চাতুরঃ।
নোবাচ কিঞ্চিন্মৌনস্থশ্চুকোপ নৃপতিস্তদা ॥ ২১ ॥
মৃতং সর্পং তদাদায় ধনুষ্কোট্যা তৃষাতুরঃ।
কলিনাবিষ্টচিত্তস্তু কণ্ঠে তস্য ন্যবেশয়ৎ ॥ ২২ ॥
আরোপিতে তথা সর্পে নোবাচ মুনিসত্তমঃ।
ন চচাল সমাধিস্থো রাজাপি স্বগৃহং গতঃ ॥ ২৩ ॥
তস্য পুত্রোঽতিতেজস্বী গবিজাতো মহাতপাঃ।
মহাশাক্তোঽথ* শুশ্রাব ক্রীড়মানো বনান্তিকে ॥ ২৪ ॥

পরীক্ষিদিতি। সর্ব্বাঃ প্রজাঃ অপালয়ৎ পালয়ামাস ॥ ১৮—১৯ ॥ বিদ্ধমিতি। বিচিন্বানঃ অন্বিষ্যন্। অনুসন্ধান ইতি যাবৎ ॥ ২০ ॥) ঘর্ম্মেণোষ্ণজন্যজলেন রৌদ্রেণ বা ॥ ২১ ॥ তৃষাতুরস্তৃষাপীড়িতঃ ॥ ২২ ॥ আরোপিতেঽপীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥
গবিজাতস্তন্নামক ইত্যর্থঃ। মহাশাক্ত ইতি। পরাশক্তেরুপাসক ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

পর্য্যন্ত আলস্যপরিশূন্য হইয়া সমস্ত প্রজাগণকে প্রতিপালন করিলেন ॥ ১৮ ॥ অনন্তর, এক দিবস মৃগয়াভিলাষী হইয়া মহারণ্যে গমনপূর্ব্বক একটী মৃগকে বাণবিদ্ধ করিলেন। মৃগটী গুরুতর আঘাত পাইয়া পলায়ন করিল, রাজাও তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন ; কিন্তু, মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হইলে, অতিশয় পরিশ্রান্ত এবং তৃষ্ণা ও ক্ষুধাতে কাতর হইয়া পড়িলেন। ক্রমে, অতিশয় রৌদ্রে সন্তপ্ত হইয়া সম্মুখে একটী মুনিকে দেখিতে পাইলেন ॥ ১৯—২০ ॥ সেই তৃষ্ণাতুর রাজা পরীক্ষিৎ ধ্যানস্থ মুনিকে বারংবার জলের জন্য অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু, সেই মৌনাবলম্বী ঋষি কোনও প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না, তাহাতে মহারাজ অতিশয় কুপিত হইয়া ধনুকের অগ্রভাগ দ্বারা একটী মৃত সর্প গ্রহণ পূর্ব্বক অতিশয় ক্রোধাক্রান্তচিত্তে সেই মুনির কণ্ঠদেশে সংলগ্ন করিয়া দিলেন ॥ ২১—২২ ॥ সেই মৃত সর্প কণ্ঠদেশে সমর্পিত হইলেও সমাধিস্থ মুনিবর কিছুই বলিলেন না এবং ধ্যান হইতেও বিচ্যুত হইলেন না। রাজাও ইহা দেখিয়া হস্তিনাপুরে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৩ ॥
ঋষিগণ! এই মুনির মহাপ্রভাবশালী শৃঙ্গী নামে এক পুত্র ছিল। পুত্রটী অতিশয় তপোবল-সম্পন্ন এবং ভগবতী মহাশক্তির উপাসকদিগের অগ্রগণ্য। এই সময় সেই

---

* শৃঙ্গী নামাথ। ইতি বা পাঠঃ।

মিত্রাণ্যাহুশ্চ তৎপুত্রং পিতুঃ কণ্ঠে তবাধুনা।
লম্বিতোঽস্তি মৃতঃ সর্পঃ কেনাপীতি মুনীশ্বর! ॥ ২৫ ॥
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা চুকোপাতিশয়ং তদা।
শশাপ নৃপতিং ক্রুদ্ধো গৃহীত্বাশু করে জলম্ ॥ ২৬ ॥
পিতুঃ কণ্ঠেঽদ্য মে যেন বিনিক্ষিপ্তো মৃতোরগঃ।
তক্ষকঃ সপ্তরাত্রেণ তং দশেৎ পাপপূরুষম্ ॥ ২৭ ॥*
মুনেঃ শিষ্যোঽথ রাজানং সমুপেত্য গৃহে স্থিতম্।
শাপং নিবেদয়ামাস মুনিপুত্রেণ চার্পিতম্ ॥ ২৮ ॥
অভিমন্যুসুতঃ শ্রুত্বা শাপং দত্তং দ্বিজেন বৈ।
অনিবার্য্যঞ্চ বিজ্ঞায় মন্ত্রিবৃদ্ধানুবাচ হ ॥ ২৯ ॥
শপ্তোঽহং দ্বিজপুত্রেণ মম দোষাদসংশয়ম্।
কিং বিধেয়ং ময়ামাত্যা উপায়শ্চিন্ত্যতামিহ ॥ ৩০ ॥
মৃত্যুঃ কিলানিবার্য্যোঽসৌ বদন্তি বেদবাদিনঃ।
যত্নস্তথাপি শাস্ত্রোক্তঃ কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা বুধৈঃ ॥ ৩১ ॥

তৎপুত্রং যস্য কণ্ঠে সর্প আরোপিতস্তস্য পুত্রমিত্যর্থঃ। লম্বিতঃ স্থাপিতঃ ॥ ২৫—২৬ ॥ (পিতুরিতি। অদ্য যেন মে পিতুঃ কণ্ঠে কণ্ঠদেশে মৃতসর্পঃ নিক্ষিপ্তঃ সপ্তরাত্রেণ তং পাপপূরুষং তক্ষকঃ দশেৎ দংশনং কুর্য্যাৎ ॥ ২৭ ॥ মুনেরিতি। অথ শৃঙ্গিণা অভিশপ্তে সতি মুনেঃ শমীকস্য কশ্চিৎ শিষ্যঃ গৃহস্থিতং রাজানং শাপবৃত্তান্তং নিবেদয়ামাস ॥ ২৮—২৯ ॥) মম দোষান্মমাপরাধাদিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ (কিং বিধেয়মিতি। মৃত্যুরনিবার্য্যঃ কিল ইতি বেদ-

---

পুত্রটী বনান্তিকে ক্রীড়া করিতে করিতে বন্ধুগণের নিকট শ্রবণ করিল যে, তাহার পিতার কণ্ঠদেশে অদ্য কে এক জন একটী মৃত সর্প প্রদান করিয়াছে ॥ ২৪—২৫ ॥ শৃঙ্গী বন্ধুগণের কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ জল গ্রহণ পূর্ব্বক নৃপতিকে এই বলিয়া শাপপ্রদান করিলেন যে, অদ্য আমার পিতার কণ্ঠদেশে যে ব্যক্তি মৃত সর্প প্রদান করিয়াছে, আজ হইতে সপ্ত রাত্রে সর্পরাজ তক্ষক সেই পাপিষ্ঠ পুরুষকে দংশন করিবে ॥ ২৬—২৭ ॥ শৃঙ্গী এইরূপ শাপপ্রদান করিলে পর, সেই মুনির একজন শিষ্য হস্তিনাপুরে রাজা পরীক্ষিতের নিকট আসিয়া মুনিপুত্র প্রদত্ত শাপের বিষয় জানাইল ॥ ২৮ ॥ অভিমন্যু-পুত্র পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপবার্ত্তা শ্রবণমাত্র তাহা অনিবার্য্য ইহা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিয়া বৃদ্ধ মন্ত্রিগণকে বলিলেন ॥ ২৯ ॥ মন্ত্রিগণ! আমি নিজ অপরাধেই মুনিপুত্র কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি; এক্ষণে আমার কি কর্ত্তব্য তাহার সদুপায় চিন্তা কর ॥ ৩০ ॥ দেখ, যদিও বেদজ্ঞ

---

* ইতি শপ্তবদা তেন রাজা শ্রুত্বাস্ত বৈ পিতা। পুত্রং বিনিন্দ্য বেগেন রাজ্ঞে শাপং ন্যবেদয়ৎ ॥
ইত্যধিকঃ পাঠঃ ক্বচিৎ দৃশ্যতে ॥

উপায়বাদিনঃ কেচিৎ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিজ্ঞোপায়েন সিধ্যন্তি কার্য্যাণি নেতরস্য চ ॥ ৩২ ॥
মণিমন্ত্রৌষধীনাং বৈ প্রভাবাঃ খলু দুর্ব্বিদঃ।
ন ভবেদিতি কিং তৈস্তু মণিমন্ত্রৈঃ সুসাধিতৈঃ ॥ ৩৩ ॥
সর্পদষ্টা পুরা ভার্য্যা মুনেঃ সঞ্জীবিতা মৃতা।
দত্ত্বার্দ্ধমায়ুষস্তেন মুনিনা সা বরাপ্সরাঃ ॥ ৩৪ ॥
ভবিতব্যে ন বিশ্বাসঃ কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা বুধৈঃ।
প্রত্যক্ষং তত্র দৃষ্টান্তং পশ্যন্তু সচিবাঃ কিল ॥ ৩৫ ॥
দিবি কোঽপি পৃথিব্যাং বা দৃশ্যতে পুরুষঃ ক্বচিৎ।
দৈবে মতিং সমাধায় যস্তিষ্ঠেত্তু নিরুদ্যমঃ ॥ ৩৬ ॥
বিরক্তস্তু যতির্ভূত্বা ভিক্ষার্থং যাতি সর্ব্বথা।
গৃহস্থানাং গৃহে কামমাহূতো বাথবান্যথা ॥ ৩৭ ॥

বাদিনো বদন্তি। তথাপি শাস্ত্রোক্তো যত্নঃ সর্ব্বথা বুধৈঃ কর্ত্তব্যঃ। যত্নে কৃতে কার্য্যসিদ্ধিসম্ভাবনাৎ ॥ ৩১—৩২ ॥) বিজ্ঞোপায়েনাভিজ্ঞকৃতোপায়েন দুর্ল্লভা অপ্যর্থাঃ সিধ্যন্তীত্যর্থঃ। দুর্ব্বিদোঽচিন্ত্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥ ভবিতব্যে ন বিশ্বাসঃ কার্য্যো ভবিতব্যমাশ্রিত্যৈব নিরুদ্যোগেন স্থাতব্যমিতি ন। কিন্তূদ্যোগোঽপি কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। অয়ং সর্পদষ্টোঽনেন প্রত্যক্ষং জীবিত ইতি প্রত্যক্ষং দৃষ্টান্তং প্রথমং পশ্যন্তু ময়োচ্যমানমালোচয়ন্তু। যঃ কেবলং দৈবে মতিমাশ্রিত্য নিরুদ্যমস্তিষ্ঠেৎ তথাবিধো দিবি পৃথিব্যাং বা যঃ কোঽপি পুরুষো বিদ্যতে ক্বচিৎ স আনেয় ইতি শেষঃ ॥৩৫—৩৬॥ নমু দৈবং প্রারব্ধমেব মুখ্যমিতি কেচিদ্বদন্তি তত্রাহ বিরক্ত ইতি। এতাদৃশো নিরুদ্যমস্তু পুরুষো বিরক্তো দৈবে প্রারব্ধে নিশ্চয়াত্মিকাং মতিং কৃত্বা যস্তিষ্ঠতি স যতির্ভূত্বা ভিক্ষার্থং গৃহস্থানাং গৃহং যাতি। নতু গৃহস্থাশ্রমে তিষ্ঠতি অতো

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন এরূপ মৃত্যু অনিবার্য্য, তথাপি বুদ্ধিমানের সর্ব্বপ্রকারে শাস্ত্রোক্ত প্রতিকারে যত্নপর হওয়া কর্ত্তব্য ॥ ৩১ ॥ কারণ, বিজ্ঞজনের উপায় দ্বারা সমস্ত কার্য্যই সিদ্ধ হইতে পারে অবিজ্ঞের দ্বারা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না; অতএব, মন্ত্রিগণ! মণি, মন্ত্র বা ওষধি সকলের প্রভাব অচিন্তনীয়, সম্যক্ রূপে তাহাদের প্রয়োগ করিতে পারিলে কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হইতে না পারে? ॥ ৩২—৩৩ ॥ দেখ, পূর্ব্বকালে কোন মুনিবরের পত্নী সর্প দংশনে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেও মুনিবর সেই নিজ ভার্য্যা অপ্সরাকে আয়ুর অর্দ্ধভাগ প্রদান করিয়া বাঁচাইয়া ছিলেন ॥ ৩৪ ॥ অতএব, বিজ্ঞগণের যাহা হইবার তাহা হইবে বলিয়া ভবিতব্যের প্রতি বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। মন্ত্রিগণ! এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণও দর্শন কর ॥ ৩৫ ॥ বল দেখি, পৃথিবীতে বা স্বর্গেতে এমন কাহাকেও কি দেখিতে পাও যে, কোনও ব্যক্তি কেবলমাত্র দৈব অবলম্বনে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছে? দেখ, সন্ন্যাসিগণ সংসার বিরক্ত হইয়াও ভিক্ষার জন্য গৃহস্থগণের গৃহে গৃহে, আহূত হউক আর না হউক,

যদৃচ্ছয়োপপন্নঞ্চ ক্ষিপ্তং কেনাপি বা মুখে।
উদ্যমেন বিনা চাস্যাদুদরে সংবিশেৎ কথম্॥ ৩৮॥
প্রযত্নশ্চোদ্যমে কার্য্যো যদা সিদ্ধিং ন যাতি চেৎ।
তদা দৈবং স্থিতং চেতি চিত্তমালম্বয়েদ্বুধঃ॥ ৩৯॥

মন্ত্রিণ ঊচুঃ।

কো মুনির্যেন দত্তার্দ্ধমায়ুষো জীবিতা প্রিয়া॥
কথং মৃতা মহারাজ! তন্নো ব্রূহি সবিস্তরম্॥ ৪০॥

রাজোবাচ।

ভৃগোর্ভার্য্যা বরারোহা পুলোমা নাম সুন্দরী।
তস্যাস্তু চ্যবনো নাম মুনির্জাতোঽতিবিশ্রুতঃ॥ ৪১॥
চ্যবনস্য চ শর্য্যাতেঃ সুকন্যা নাম সুন্দরী।
তস্যাং জজ্ঞে সুতঃ শ্রীমান্ প্রমতির্নাম বিশ্রুতঃ॥ ৪২॥
প্রমতেস্তু প্রিয়া ভার্য্যা প্রতাপী নাম বিশ্রুতা।
রুরুর্নাম সুতো জাতস্তস্যাং পরমতাপসঃ॥ ৪৩॥

মম গৃহাশ্রমিণো ন তন্মতং যুক্তমিতি ভাবঃ। উদ্যোগস্তু তদাশ্রমেপ্যপেক্ষিতোঽন্যথানির্ব্বাহাদিতি তন্মতেঽপি দূষণমস্ত্যেবেত্যাহ গৃহস্থানামিতি। আহুতোঽথবানাহুতো বা যদ্গচ্ছতি গৃহস্থানাং গৃহং প্রতি যতিঃ স উদ্যোগেনৈব গচ্ছতি নতু কেবলং দৈবেন তথা যদৃচ্ছয়োপাত্তং কেনাপি মুখে নিক্ষিপ্তমন্নমুদ্যোগেন বিনা যত্নং বিনা কথমুদরে সংবিশেৎ। ন কথমপীত্যর্থঃ। তস্মাদ্বিরক্তোপ্যুদ্যোগপ্রধান এবেতি ভাবঃ॥ ৩৭—৩৮॥ তদেবাহ প্রযত্ন ইতি। যদোদ্যমে কৃতেঽপি কার্য্যং ন সিধ্যতি তদা দৈবং প্রবলমিতি নিশ্চয়ঃ কর্ত্তব্যো ন তু ততঃ পূর্ব্বমিত্যাহ তদা দৈবং স্থিতঞ্চেতি॥৩৯—৪১॥ সুন্দরীতি। শর্য্যাতেঃ সুকন্যা শোভনা কন্যা চ্যবনস্য সুন্দরী পত্নী আসীদিত্যর্থঃ॥ ৪২॥ (প্রমতেরিতি। তস্যাং প্রতাপ্যাং রুরুর্জাতঃ॥ ৪৩—৪৪॥ বরাপ্সরা

সকল সময়েই যাইয়া থাকে॥ ৩৬—৩৭॥ আর দেখ, যদিও বা কখন কেহ দৈবাৎ উপস্থিত অন্নাদি মুখে উত্তোলন করিয়া দেয়; তাহা হইলে, ভোজন চেষ্টা ব্যতিরেকে কিরূপে সেই অন্নপিণ্ডাদি মুখ হইতে উদর মধ্যে প্রবেশ করিবে?॥ ৩৮॥ অতএব, মন্ত্রিগণ! যত্নপূর্ব্বক কার্য্যোদ্যোগ করা উচিত। তাহা করিলেও যদি কার্য্য সিদ্ধি না হয় তাহা হইলে সেইরূপ স্থলেই পণ্ডিতগণ দৈবের বলবত্তা বলিয়া বিবেচনা করেন॥ ৩৯॥

মন্ত্রিগণ কহিলেন, মহারাজ! কোন মুনি আয়ুর অর্দ্ধেক প্রদান করিয়া নিজ প্রিয়াকে জীবন দান করিয়াছিলেন এবং কি জন্যই বা তাঁহার ভার্য্যা জীবনত্যাগ করিয়াছিল। এ বিষয়টী বিস্তার পূর্ব্বক আমাদের নিকট বলুন॥ ৪০॥

রাজা কহিলেন, মন্ত্রিগণ! পূর্ব্বকালে পুলোমা নামে অতিসুন্দরী ভৃগুর একটী ভার্য্যা ছিল, তাঁহার গর্ভে চ্যবন নামে সুপ্রসিদ্ধ মুনি জন্মগ্রহণ করেন॥৪১॥ শর্য্যাতির সুকন্যা নামে অতি সুন্দরী কন্যা এই চ্যবনের পত্নী ছিল। ইঁহারই গর্ভে প্রমতি নামে একটী রূপবান্ পুত্র হয়॥৪২॥

তস্মিংশ্চ সময়ে কশ্চিৎ স্থূলকেশশ্চ বিশ্রুতঃ।
বভূব তপসা যুক্তো ধর্ম্মাত্মা সত্যসম্মতঃ॥ ৪৪॥
এতস্মিন্নন্তরেঽম্লাত্যা মেনকা চ বরাপ্সরাঃ।
ক্রীড়াং চক্রে নদীতীরে সর্ব্বলোকাতিসুন্দরী॥ ৪৫॥
গর্ভং বিশ্বাবসোঃ প্রাপ্য নির্গতা বরবর্ণিনী।
স্থূলকেশাশ্রমে গত্বা বিসসর্জ্জ বরাপ্সরাঃ॥ ৪৬॥
কন্যকাঞ্চ নদীতীরে ত্রিষু লোকেষু সুন্দরীম্।
দৃষ্ট্বাঽনাথাং তদা কন্যাং জগ্রাহ মুনিসত্তমঃ॥ ৪৭॥
পুপোষ স্থূলকেশস্তু নাম্না চক্রে প্রমদ্বরাম্॥ ৪৮॥
সা কালে যৌবনং প্রাপ্তা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা।
রুরুর্দৃষ্ট্বাথ তাং বালাং কামবাণার্দ্দিতো ঽভবৎ॥ ৪৯॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে যদুবংশধ্বংস-পরীক্ষিদ্বৃত্তান্তো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

মেনকা নদীতীরে ক্রীড়াং চক্রে॥৪৫॥ স্থূলকেশাশ্রমে গত্বা গর্ভং বিসসর্জ্জ সুষুবে ইত্যর্থঃ॥৪৬॥ মুনিসত্তমঃ স্থূলকেশঃ নদীতীরে ত্রিষু লোকেষু সুন্দরীং কন্যাং অনাথাং অনাথবৎ পতিতাং দৃষ্ট্বা জগ্রাহ॥ ৪৭॥) প্রমদ্বরামিতি। তদর্থস্তু মহাভারতে প্রমদাভ্যো বরা সা তু সত্ত্বরূপা গুণান্বিতা। ততঃ প্রমদ্বরেত্যস্যা নাম চক্রে মহানৃষিরিতি॥ ৪৮—৪৯॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

তাঁহার প্রতাপী নামে বিখ্যাত ভার্য্যা ছিল। তাঁহার গর্ভে রুরু নামে পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন পরে কালক্রমে ইনি পরম তপস্বী হইয়া উঠেন॥ ৪৩॥

মন্ত্রিগণ! এই সময় সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা স্থূলকেশ নামে বিশ্রুত কোনও পুরুষ ঘোরতর তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন॥ ৪৪॥ সর্ব্বলোক মধ্যে সুন্দরীপ্রধানা মেনকা নামে অপ্সরা সেই সময় নদীতীরে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হয়॥ ৪৫॥ এই বরবর্ণিনী অপ্সরা পূর্ব্বে বিশ্বাবসু হইতে গর্ভ-প্রাপ্ত হইয়াছিল এক্ষণে ক্রীড়া করিতে করিতে স্থূলকেশ মুনির আশ্রমে যাইয়া একটী কন্যা প্রসব করত তাহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করে॥ ৪৬॥ মুনিবর স্থূলকেশ, মেনকা কর্তৃক পরিত্যক্ত কন্যাটীকে ত্রিলোকসুন্দরী এবং নদীতটে অনাথের ন্যায় পতিত দেখিয়া গ্রহণ করিলেন এবং প্রমদ্বরা নাম রাখিয়া পরিপোষণ করিতে লাগিলেন॥ ৪৭—৪৮॥ কিছু-কাল গত হইলে সর্ব্বলক্ষণান্বিতা সেই কন্যা যৌবন প্রাপ্ত হইল। অনন্তর তপস্বী রুরু তাহাকে দেখিবামাত্র একেবারে কামবাণে পীড়িত হইয়া পড়িলেন॥ ৪৯॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে
যদুবংশ ধ্বংস ও পরীক্ষিৎ-বৃত্তান্তকথন নামক
অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

পরীক্ষিদুবাচ।

কামার্ত্তঃ স মুনির্গত্বা রুরুঃ সুপ্তো নিজাশ্রমে।
পিতা পপ্রচ্ছ দীনং তং কিং রুরো! বিমনা অসি ॥ ১ ॥
স তমাহাতিকামার্ত্তঃ স্থূলকেশস্য চাশ্রমে।
কন্যা প্রমদ্বরা নাম সা মে ভার্য্যা ভবেদিতি ॥ ২ ॥
স গত্বা প্রমতিস্তূর্ণং স্থূলকেশং মহামুনিম্।
প্রমুহ্য সুমুখং কৃত্বা যযাচে তাং বরাননাম্ ॥ ৩ ॥
দদৌ বাচং স্থূলকেশঃ প্রদাস্যামি শুভেঽহনি।
বিবাহার্থঞ্চ সম্ভারং রচয়ামাসতুর্ব্বনে ॥ ৪ ॥
প্রমতিঃ স্থূলকেশশ্চ বিবাহার্থং সমুদ্যতৌ।
বভূবতুর্মহাত্মানৌ সমীপস্থৌ তপোবনে ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈকপঞ্চাশৎপদ্যৈর্বৃত্তং রুরোঃ পুরঃ।
কীর্ত্তয়িত্বা গুপ্তগেহে রাজ্ঞো বাসস্তথোচ্যতে।

কামার্ত্তঃ কামপীড়িতঃ সন্ ॥ বিমনাঃ খিন্নঃ ॥ ১—২ ॥ প্রমতিঃ পিতা প্রমুহ্য স্বভাষণেন মোহয়িত্বাঽতিসঙ্কটেন সুমুখং প্রসন্নম্ ॥ ৩ ॥ শুভেঽহনি প্রদাস্যামীতি বাচমিত্যর্থঃ। ততো বাক্যনিশ্চয়োত্তরং সম্ভারং সামগ্রীমুভাবপি সম্বন্ধিনৌ রচয়ামাসতুঃ ॥ ৪ ॥ সমীপস্থৌ দূর-

---

পরীক্ষিৎ বলিলেন, মন্ত্রিগণ! সেই রুরু কামবাণে অতিশয় পীড়িত হইয়া নিজাশ্রমে গমন করত শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন। অনন্তর, তাঁহার পিতা প্রমতি তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রুরো! তুমি এত অন্যমনস্ক হইয়াছ কেন? (তোমার কি হইয়াছে আমাকে বিশেষ করিয়া সমস্ত বল) ॥ ১ ॥ রুরু অতিশয় কামার্ত্ত হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহার পিতাকে বলিলেন, পিতঃ! স্থূলকেশ মুনির আশ্রমে প্রমদ্বরা নামে যে কন্যাটী আছে সেইটী যাহাতে আমার ভার্য্যা হয় তাহা করুন ॥ ২ ॥ প্রমতি, পুত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া শীঘ্র স্থূলকেশ মুনির নিকট গমন করিলেন এবং নানাবিধ সুমিষ্ট আলাপে তাহাকে প্রসন্ন করিয়া সেই চারুমুখী কন্যাটীকে প্রার্থনা করিলেন ॥ ৩ ॥ স্থূলকেশ মুনিও শুভ দিনে কন্যার বিবাহ দিব বলিয়া বাক্য দান করিলেন। অনন্তর, মহাত্মা প্রমতি ও স্থূলকেশ উভয়েই একত্রিত হইয়া সেই তপোবনে বিবাহের উপযোগি দ্রব্য সামগ্রী আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত

তস্মিন্নবসরে কন্যা রমমাণা গৃহাঙ্গণে।
প্রসুপ্তং পন্নগং পাদেনাস্পৃশচ্চারুলোচনা ॥ ৬ ॥
দষ্টা তু পন্নগেনাথ সা মমার বরাঙ্গনা ॥ ৭ ॥
কোলাহলস্তদা জাতো মৃতাং দৃষ্ট্বা প্রমদ্বরাম্।
মিলিতা মুনয়ঃ সর্ব্বে চুক্রুশুঃ শোকসংযুতাঃ ॥ ৮ ॥
ভূমৌ তাং পতিতাং দৃষ্ট্বা পিতা তস্যাশ্চ দুঃখিতঃ।
রুরোদ বিগতপ্রাণাং দীপ্যমানাং স্বতেজসা ॥ ৯ ॥
রুরুঃ শ্রুত্বা তদাক্রন্দং দর্শনার্থং সমাগতঃ।
দদর্শ পতিতাং তত্র সজীবামিব কামিনীম্ ॥ ১০ ॥
রুদন্তং স্থূলকেশঞ্চ দৃষ্ট্বান্যানৃষিসত্তমান্।
রুরুঃ স্থানাদ্বহির্গত্বা রুরোদ বিরহাকুলঃ ॥ ১১ ॥
অহো দৈবেন সর্পোঽয়ং প্রেষিতঃ পরমাদ্ভুতঃ।
মম শর্ম্মবিঘাতায় দুঃখহেতুরয়ং কিল ॥ ১২ ॥

দেশাদাগত্য সমীপদেশস্থৌ ॥ ৫ ॥ (ভাবিঘটনাং সূচয়ন্নাহ। তস্মিন্নিতি। তস্মিন্ বিবাহ-দ্রব্যসম্ভারায়োজনকালাভ্যন্তরে সা কন্যা প্রমদ্বরা গৃহাঙ্গণে গৃহাজিরে ক্রীড়াং কুর্ব্বতী প্রসুপ্তং সর্পং পাদেন অস্পৃশদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৬ ॥ দষ্টেতি। বরাঙ্গনেতি গন্ধর্ব্বাপ্সরোজন্যত্বাৎ। পন্নগেন দষ্টা মমার ॥ ৭ ॥ মিলিতা ইতি। একত্রস্থা মুনয়ঃ শোকসংযুতাশ্চ ক্রুশুঃ চীৎকারং চক্রিরে রুরুদুরিতি যাবৎ ॥ ৮ ॥ রুরোদেতি। পিতা তাং স্বতেজসা দীপ্যমানাং গতপ্রাণাং দৃষ্ট্বা রুরোদ ॥ ৯ ॥) সজীবামিবেতি। মৃতামপি তেজস্বিনীমিত্যর্থঃ ॥ ১০—১১ ॥ (মমেতি। শর্ম্মবিঘাতায় সুখবিনাশায় ॥ ১২ ॥

হইলেন ॥৪—৫॥ মন্ত্রিগণ! এই সময়ে সেই চারুনয়না কন্যাটী অঙ্গনে ক্রীড়া করিতে করিতে একটী নিদ্রিত সর্পকে পদ দ্বারা আঘাত করিল। সর্পটী পদাহত হইবামাত্রই তাহাকে দংশন করিল এবং দংশন মাত্রই উগ্রবিষপ্রভাবে প্রমদ্বরা জীবন ত্যাগ করিল॥৬—৭॥ ঋষিগণ তাহাকে মৃত দেখিয়া সকলে একবারে শোকাভিভূত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ইহাতে তথায় অতিশয় কোলাহল হইয়া পড়িল ॥ ৮ ॥ যদিচ প্রমদ্বরার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছিল, তথাপি তাহার সেই ভূতলে নিপতিত জীবনশূন্য শরীরের প্রোজ্জ্বলিত-লাবণ্যচ্ছটা-দর্শনে প্রতিপালক পিতা স্থূলকেশ অতিশয় দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥ রুরু এই ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই স্থানে দেখিতে আসিলেন এবং গত-প্রাণ হইলেও সেই কামিনীকে জীবিতার ন্যায় ভূমিতে পতিত দেখিলেন ॥ ১০ ॥ অনন্তর, স্থূলকেশ ও অপর অপর ঋষিগণকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া সেই স্থান হইতে বাহিরে যাইয়া অতিশয় বিরহাকুলিত চিত্তে ক্রন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১১ ॥

কিং করোমি ক গচ্ছামি মৃতা মে প্রাণবল্লভা।
ন বৈ জীবিতুমিচ্ছামি বিযুক্তঃ প্রিয়য়াঽনয়া ॥ ১৩ ॥
নালিঙ্গিতা বরারোহা ন ময়া চুম্বিতা মুখে।
ন পাণিগ্রহণং প্রাপ্তং মন্দভাগ্যেন সর্ব্বথা ॥ ১৪ ॥
লাজাহোমস্তথাচার্য্যৌ ন কৃতস্ত্বনয়া সহ।
মানুষ্যং ধিগিদং কামং গচ্ছন্ত্বদ্য মমাসবঃ ॥ ১৫ ॥
দুঃখিতস্য ন বা মৃত্যুর্ব্বাঞ্ছিতঃ সমুপৈতি হি।
সুখং তর্হি কথং দিব্যমাপ্যতে ভুবি বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৬ ॥
প্রপতামি হ্রদে ঘোরে পাবকে প্রপতাম্যহম্।
বিষমদ্মি গলে পাশং কৃত্বা প্রাণাংস্ত্যজাম্যহম্ ॥ ১৭ ॥
বিলপ্যৈবং রুরুস্তত্র বিচার্য্য মনসা পুনঃ।
উপায়ং চিন্তয়ামাস স্থিতস্তস্মিন্নদীতটে ॥ ১৮ ॥
মরণাৎ কিং ফলং মে স্যাদাত্মহত্যা দুরত্যয়া।
দুঃখিতশ্চ পিতা মে স্যাজ্জননী চাতিদুঃখিতা ॥ ১৯ ॥

প্রিয়য়া বিযুক্তঃ বিরহিতঃ জীবিতুং নেচ্ছামি বৈ ॥ ১৩ ॥ নালিঙ্গিতেতি। মন্দভাগ্যেন ময়া পাণিগ্রহণং ন প্রাপ্তম্ ॥ ১৪ ॥ মমাসবঃ মম প্রাণা অদ্য গচ্ছন্তু ॥ ১৫ ॥ দুঃখিতস্যেতি। বাঞ্ছিতোঽপি মৃত্যুঃ ন সমুপৈতি।) সুখং তর্হীতি। অনয়া বিনেতি শেষঃ ॥ ১৬ ॥ যতঃ সুখং নাস্তি অতঃ প্রপতামীত্যর্থঃ। বর্ত্তমানসামীপ্যে লট্। পতিষ্যামীতি তু ফলিতম্ ॥ ১৭ ॥
ইত্থং প্রথমতো মরণনিশ্চয়ং কৃত্বা পুনর্মনসা বিচার্য্যোপায়ং চিন্তয়ামাসেতি বক্ষ্যমাণ-

---

হায়! দৈব, নিশ্চয়ই এই সর্পকে আমার দুঃখের কারণ করিয়া সমস্ত সুখনাশের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে আমি কি করি, কোথায় বা যাই; হায়! আমার প্রাণ অপেক্ষাও যাহা প্রিয় তাহা ত পলায়ন করিল! এই প্রিয়ার সহিত ক্ষণ মাত্র বিযুক্ত হইয়া আমি ত জীবন ধারণ করিতে পারিব না ॥ ১২—১৩ ॥ হায়! এই নিতম্বিনী ত আমাকে আলিঙ্গন করিল না এবং আমিও ত ইহার মুখে চুম্বন করিতে পারিলাম না, অধিক কি এই মন্দভাগ্য অদ্যাপি ইহার পাণিগ্রহণ জন্য সুখলাভ করে নাই বা ইহার সহিত অগ্নিতে লাজহোমও করে নাই। হায়! এই মনুষ্য জন্মকে ধিক্!! আমার জীবনে ফল কি? এখনই আমার প্রাণ বহির্গত হউক ॥ ১৪—১৫ ॥ কিন্তু, হায়! দুঃখিত ব্যক্তি মৃত্যু কামনা করিলেও তাহার মৃত্যু হয় না, তবে কি করিয়া আমি ইহ লোকে এই পত্নী ব্যতিরেকে সেই অভিলষিত স্বর্গীয় সুখ লাভ করিতে সমর্থ হইব? আমি এক্ষণে গভীর হ্রদে পতিত হই কিংবা অগ্নিতে প্রবেশ করি অথবা বিষপান করি, না হয় গলায় রজ্জু বাঁধিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি ॥ ১৭ ॥
মন্ত্রিগণ! রুরু এইরূপ নানাবিধ বিলাপের পর মনে মনে অনেক বিচার করিয়া সেই

দৈবস্তুষ্টো ভবেৎ কামং দৃষ্ট্বা মাং ত্যক্তজীবিতম্।
সর্ব্বঃ প্রমুদিতশ্চ স্যান্মৎক্ষয়ে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥
উপকারঃ প্রিয়ায়াঃ কঃ পরলোকে ভবেদপি।
মৃতে মষ্যাত্মঘাতেন বিরহাৎ পীড়িতেঽপি চ ॥ ২১ ॥
পরলোকে প্রিয়া সাপি ন মে স্যাদাত্মঘাতিনঃ।
এতদর্থং মৃতে দোষা ময়ি নৈবামৃতে পুনঃ ॥ ২২ ॥
বিমৃশ্যৈবং রুরুস্তত্র স্নাত্বাচম্য শুচিঃ স্থিতঃ।
অব্রবীদ্বচনং কৃত্বা জলং পাণাবসৌ মুনিঃ ॥ ২৩ ॥
যন্ময়া সুকৃতং কিঞ্চিৎ কৃতং দেবার্চ্চনাদিকম্।
গুরবঃ পূজিতা ভক্ত্যা হুতং জপ্তং তপঃ কৃতম্ ॥ ২৪ ॥
অধীতাস্ত্বখিলা বেদা গায়ত্রী সংস্মৃতা যদি।
রবিরারাধিতস্তেন সঞ্জীবতু মম প্রিয়া ॥ ২৫ ॥

রূপমিত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥ দৈবো বিধিঃ। পুংলিঙ্গমার্ষম্ সর্ব্বো লোকঃ শত্রুলোকঃ ॥ ২০ ॥ যদর্থং প্রাণো দেয়স্তস্যাঃ স্ত্রিয়াঃ পরলোকে ক উপকারঃ স্যাদিত্যাহ উপকার ইতি। নমু তদ্বাসনয়া মরণে পরলোকে সা প্রাপ্স্যতি তত্রাহ মৃতে ময়ীতি। আত্মঘাতব্যতিরিক্তস্য তদর্থং কর্ম্মাচরিতবতস্তদ্বাসনয়া তৎ ফলং ভবতি ॥ ২১ ॥ নাত্মঘাতিনস্তস্য ত্বেতদর্থমেতন্মৃতপ্রিয়াপ্রয়োজনায়াধোগতেরেব শ্রবণাদিত্যর্থঃ। তস্মান্ময়ি মৃতে দোষা এব ভবেয়ুর্নামৃতে ॥ ২২—২৩ ॥ (যন্ময়েতি। দেবার্চ্চনাদিকং যৎ কিঞ্চিৎ সুকৃতং কৃতমিতি ॥ ২৪ ॥ যদি

নদীতটে থাকিয়াই ইহার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥ প্রাণত্যাগ করিয়া কি ফল হইবে? তাহাতে বরং আমি আত্মহত্যা-পাপ হইতে কদাচ উত্তীর্ণ হইতে পারিব না; আর, আমার মরণে পিতা মাতা অতিশয় দুঃখিত হইবেন সন্দেহ নাই ॥১৯॥ আমি যে প্রাণ নাশে উদ্যত হইয়াছি, তাহাতে দৈব কি আমাকে মৃত দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবেন? কখন নয়; বরং আমার শত্রুপক্ষীয়গণ আমার নাশে অতিশয় সন্তুষ্ট হইবে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥ আর আমি বিরহে পীড়িত হইয়া আত্মঘাতী হইলে পরলোকে প্রিয়ার কি উপকার হইবে; বরং সেই প্রিয়া পরোলোকে আত্মহত্যা-পাপ জন্য আমার সহিত মিলিত হইবেন না। অতএব জীবন ত্যাগ করিলে এতগুলি দোষ দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু জীবন ত্যাগ না করিলে এ সমস্ত অনিষ্টের কোনটীই ঘটিতে পারিবে না ॥ ২১—২২ ॥

মন্ত্রিগণ! রুরু এইরূপ বহুবিধ বিবেচনা করিয়া সেই স্থানে স্নান ও আচমনাদি করিয়া শুচি হইলেন এবং জল গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, যদি আমি দেবার্চ্চনাদি ও গুরুগণকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকি এবং হোম বা জপ করিয়া থাকি, অথবা অখিল বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকি কিংবা গায়ত্রীস্মরণ করিয়া থাকি আর যদি সূর্য্যদেবের আরাধনা

যদি জীবেন্ন মে কান্তা ত্যজে প্রাণানহং ততঃ।
ইত্যুক্ত্বা তজ্জলং ভূমৌ চিক্ষেপারাধ্য দেবতাঃ ॥ ২৬ ॥

রাজোবাচ।

এবং বিলপতস্তস্য ভার্য্যয়া দুঃখিতস্য চ।
দেবদূতস্তদাভ্যেত্য বাক্যমাহ রুরুং ততঃ ॥ ২৭ ॥

দেবদূত উবাচ।

মা কার্ষীঃ সাহসং ব্রহ্মন্! কথং জীবেন্মৃতা প্রিয়া।
গতায়ুরেষা সুশ্রোণী গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঃ সুতা ॥ ২৮ ॥
অন্যাং কাময় চার্ব্বঙ্গীং মৃতেয়ং চাবিবাহিতা।
কিং রোদিষি সুদুর্ব্বুদ্ধে! কা প্রীতিস্তেঽনয়া সহ ॥ ২৯ ॥

রুরুরুবাচ।

দেবদূত! ন চান্যাং বৈ বরিষ্যাম্যহমঙ্গনাম্।
যদি জীবেন্ন জীবেদ্বা মর্ত্তব্যঞ্চাধুনা ময়া ॥ ৩০ ॥

গায়ত্রী সম্যক্ স্মৃতা রবির্বারাধিতো বা তেন সুকৃতেন মম প্রিয়া জীবতু ॥ ২৫ ॥ ইতি পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ উক্ত্বা দেবতাঃ আরাধ্য তজ্জলং ভূমৌ চিক্ষেপ ॥ ২৬ ॥

ভার্য্যয়া ভার্য্যাহেতুনা দুঃখিতস্যেতি ॥ ২৭ ॥) দেবদূত ইতি। সর্ব্বপুণ্যকর্ম্মণঃ শপথে কৃতে সতি দেবেনেশ্বরেণ বোধনার্থং প্রেষিতো দূতোঽয়ং দেবদূত ইতি বোধ্যম্ ॥ ২৮ ॥ (অন্যামিতি। চারুণি মনোজ্ঞানি অঙ্গানি যস্যাস্তাং তাদৃশীং অন্যাং কাঞ্চিৎ কাময় কাময়স্ব ॥ ২৯ ॥

দেবদূতেতি। যদি জীবেৎ তর্হি এনামেব বরিষ্যামি যদি ন জীবেৎ তর্হি অধুনা মর্ত্তব্যমিতি মে নিশ্চয় ইতি জানীহি ॥ ৩০ ॥

করিয়া থাকি, তাহা হইলে তদ্দ্বারা আমার যে কিছু পুণ্য সঞ্চয় হইয়াছে সেই পুণ্যবলে আমার প্রিয়া পুনর্জীবিতা হউক ॥ ২৩—২৫ ॥ যদি ইহাতেও প্রিয়া জীবিতা না হয় তখন আমি প্রাণত্যাগ করিব। রুরু এই কথা বলিয়া ইষ্টদেবের আরাধনা করত সেই জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন ॥ ২৬ ॥

মন্ত্রিগণ! সেই দুঃখিত রুরু ভার্য্যার নিমিত্ত এইরূপে বিলাপ করিতেছেন এমন সময় একটী দেবদূত তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন, ব্রহ্মন্! আপনি বৃথা সাহস করিবেন না। মৃত ব্যক্তি প্রিয় হইলেও কি আবার জীবিত হয়? এই নিতম্বিনী বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্বের ঔরসে অপ্সরা মেনকার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল, এক্ষণে ইহার পরমায়ু শেষ হইয়াছে, অতএব আপনি অন্য কোন বরবর্ণিনীকে অভিলাষ করুন; বোধ হয় নিশ্চয়ই আপনার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে; আপনি ক্রন্দন করিতেছেন কেন? এই কামিনী ত অনূঢ়া-অবস্থাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে, অতএব ইহার সহিত আবার আপনার প্রণয় কি? ॥ ২৭—২৯ ॥

রাজোবাচ ।

বিদিত্বেতি হঠং তস্য দেবদূতো মুদান্বিতঃ ।
উবাচ বচনং তথ্যং সত্যং চাতিমনোহরম্ ॥ ৩১ ॥
উপায়ং শৃণু বিপ্রেন্দ্র ! বিহিতং যৎ সুরৈঃ পুরা ।
আয়ুষোঽর্দ্ধপ্রদানেন জীবয়াশু প্রমদ্বরাম্ ॥ ৩২ ॥

রুরুরুবাচ ।

আয়ুষোঽর্দ্ধং প্রযচ্ছামি কন্যায়ৈ নাত্র সংশয়ঃ ।
অদ্য প্রত্যাবৃতপ্রাণা প্রোত্তিষ্ঠতু মম প্রিয়া ॥ ৩৩ ॥

রাজোবাচ ।

বিশ্বাবসুস্তদা তত্র বিমানেন সমাগতঃ ।
জ্ঞাত্বা পুত্রীং মৃতাং চাশু স্বর্গলোকাৎ প্রমদ্বরাম্ ॥ ৩৪ ॥
ততো গন্ধর্ব্বরাজশ্চ দেবদূতশ্চ সত্তমঃ ।
ধর্ম্মরাজমুপেত্যেদং বচনং প্রত্যভাষতাম্ ॥ ৩৫ ॥
ধর্ম্মরাজ ! রুরোঃ পত্নী সুতা বিশ্বাবসোস্তথা ।
মৃতা প্রমদ্বরা কন্যা দষ্টা সর্পেণ চাধুনা ॥ ৩৬ ॥

হঠং হঠকারিত্বং নির্ব্বন্ধাতিশয়মিতি যাবৎ ॥ ৩১ ॥ পুরা যৎ সুরৈর্বিহিতং তাদৃশমুপায়ং শৃণ্বিতি ॥ ৩২ ॥ প্রত্যাবৃতপ্রাণা প্রত্যাগতজীবা সতী প্রোত্তিষ্ঠতু ॥ ৩৩ ॥)
স্বর্গলোকাৎসমাগত ইত্যন্বয়ঃ ॥৩৪॥ (ততো গন্ধর্ব্বরাজ ইতি। ধর্ম্মরাজং যমমিত্যর্থঃ ॥৩৫॥

দেবদূতের এই কথা শ্রবণ করিয়া রুরু কহিলেন, দেবদূত ! এই কামিনী জীবনলাভ করুক আর নাই করুক আমি অন্য কাহাকেও বিবাহ করিব না। আর যদি জীবনলাভ না করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি জীবন পরিত্যাগ করিব ॥ ৩০ ॥

মন্ত্রিগণ ! দেবদূত রুরুর এই প্রকার অসংসাহসের বিষয় অবগত হইয়া অতিশয় আনন্দিতান্তঃকরণে রুরুর প্রিয়জনক সত্য অথচ প্রকৃত হিতকর বাক্য বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥৩১॥ হে বিপ্রবর ! দেবগণ পূর্ব্বে এই রমণীর জীবন লাভের যেরূপ উপায় করিয়াছেন তাহা শ্রবণ করুন। এখনি নিজ আয়ুর অর্দ্ধেক প্রদান করিয়া এই প্রমদ্বরাকে পুনর্জীবিত করুন ॥ ৩২ ॥ এই কথা শ্রবণ করিয়া রুরু বলিলেন, দেবদূত ! আমি নিজের পরমায়ুর অর্দ্ধেক এই কন্যাকে প্রদান করিতেছি, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। অতএব, এক্ষণে আমার এই প্রিয়া জীবন লাভ করিয়া উত্থিত হইক ॥ ৩৩ ॥

মন্ত্রিগণ ! এই সময়, গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু নিজ কন্যা প্রমদ্বরাকে মৃত জানিয়া স্বর্গলোক হইতে বিমান আরোহণে সেই স্থানে আগমন করিলেন ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর, গন্ধর্ব্বরাজ এবং সেই

সা রুরোরায়ুষোঽর্দ্ধেন মর্ত্তুকামস্য সূর্য্যজ ! ।
সমুত্তিষ্ঠতু তন্বঙ্গী ব্রতচর্য্যাপ্রভাবতঃ ॥ ৩৭ ॥

ধর্ম্ম উবাচ।

বিশ্বাবসুসুতাং কন্যাং দেবদূত ! যদীচ্ছসি ।
উত্তিষ্ঠত্বায়ুষোঽর্দ্ধেন রুরুং গত্বা ত্বমর্পয় ॥ ৩৮ ॥

রাজোবাচ।

এবমুক্তস্ততো গত্বা জীবয়িত্বা প্রমদ্বরাম্ ।
রুরোঃ সমর্পয়ামাস দেবদূতস্ত্বরান্বিতঃ ॥ ৩৯ ॥*
ততঃ শুভেঽহ্নি বিধিনা রুরুণাপি বিবাহিতা ।
ইত্থং চোপায়যোগেন মৃতাপ্যুজ্জীবিতা তদা ॥ ৪০ ॥

ধর্ম্মরাজেতি। হে ধর্ম্মরাজ ! মৃত্যুপতে ! রুরোঃ পত্নী তথা বিশ্বাবসুগন্ধর্ব্বস্য সুতা সা প্রমদ্বরা সর্পেণ দংশনং প্রাপ্তা মৃতা ইদানীং রুরোর্ব্রতচর্য্যাপ্রভাবতস্তথা তস্যায়ুষোঽর্দ্ধেন প্রোত্তিষ্ঠত্বিতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

বিশ্বাবসুসুতামিতি। রুরুং রুরুমুনেঃ সমীপং গত্বা তস্মৈ তাং পুনঃ প্রাপ্তজীবনাং অর্পয় ॥ ৩৮ ॥

এবমুক্ত ইতি। ধর্ম্মরাজেন এবমুক্তে দেবদূতস্ত্বরান্বিত ইতি রুরুমরণশঙ্কয়েতি বোধ্যম্। সমর্পয়ামাস ॥ ৩৯ ॥ তত ইতি ইত্থঞ্চোপায়যোগেন তদা পূর্ব্বকালে যতঃ প্রমদ্বরা মৃতাপ্যুজ্জীবিতা ততঃ শাস্ত্রসম্মত উপায়ঃ সর্ব্বথা প্রকর্ত্তব্যঃ। ইতি দ্বাভ্যামন্বয়ঃ॥ ৪০—৪১ ॥

দেবদূত ধর্ম্মরাজ যমের নিকট আগমন করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৩৫ ॥ ধর্ম্মরাজ ! প্রমদ্বরা নামে এই বিশ্বাবসুর কন্যা এবং ঋষিপুত্র রুরুর পত্নী সংপ্রতি সর্পদংশনে তোমার আলয়ে আসিয়াছে। দ্বিজ রুরু এক্ষণে তাহার জন্য জীবন ত্যাগে অভিলাষী হইতেছেন। অতএব, হে সূর্য্যপুত্র ! রুরুর ব্রহ্মচর্য্যপ্রভাবে এবং তাঁহারই আয়ুর অর্দ্ধেক দ্বারা সেই ক্ষীণাঙ্গী এক্ষণে জীবন লাভ করুক ॥ ৩৬—৩৭ ॥

ইহা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ বলিলেন, দেবদূত ! এই বিশ্বাবসুর কন্যাকে যদি তুমি জীবিত করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই কন্যা রুরুর আয়ুর অর্দ্ধেক দ্বারা জীবন লাভ করুক। তুমি এখনিই যাইয়া এই কন্যা রুরুকে সমর্পণ কর ॥ ৩৮ ॥

রাজা কহিলেন, মন্ত্রিগণ ! ধর্ম্মরাজ দেবদূতকে এইরূপ বলিলে পর দেবদূত তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে যাইয়া প্রমদ্বরাকে পুনর্জীবিত করিয়া রুরুর হস্তে সমর্পণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥ অনন্তর, শুভদিনে যথাবিধি রুরু তাহাকে বিবাহ করিলেন। এইরূপে পূর্ব্বে ঋষিকন্যা প্রমদ্বরা কালগ্রাসে পতিত হইয়াও উপায় দ্বারা পুনর্ব্বার জীবনলাভ করিয়াছিল ॥ ৪০ ॥

---

* রুরুশ্চাতীব সন্তুষ্টস্তাং প্রাপ্য চারুলোচনাম্। ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে।

উপায়স্তু প্রকর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা শাস্ত্রসম্মতঃ।
মণিমন্ত্রৌষধীভিশ্চ বিধিবৎপ্রাণরক্ষণে ॥ ৪১ ॥
ইত্যুক্ত্বা সচিবান্ রাজা কল্পয়িত্বা সুরক্ষকান্।
কারয়িত্বাথ প্রাসাদং সপ্তভূমিকমুত্তমম্ ॥ ৪২ ॥
আরুরোহোত্তরাসূনুঃ সচিবৈঃ সহ তৎক্ষণম্।
মণিমন্ত্রধরাঃ শূরাঃ স্থাপিতাস্তত্র রক্ষণে ॥ ৪৩ ॥
প্রেষয়ামাস ভূপালো মুনিং গৌরমুখং ততঃ।
প্রসাদার্থং সেবকস্য ক্ষমস্বেতি পুনঃপুনঃ ॥ ৪৪ ॥
ব্রাহ্মণান্ সিদ্ধমন্ত্রজ্ঞান্ রক্ষণার্থমিতস্ততঃ।
মন্ত্রীপুত্রঃ স্থিতস্তত্র স্থাপয়ামাস দন্তিনঃ ॥ ৪৫ ॥
ন কশ্চিদারুহেত্তত্র প্রাসাদে চাতিরক্ষিতে।
বাতোঽপি ন চরেত্তত্র প্রবেশে বিনিবার্য্যতে ॥ ৪৬ ॥
ভক্ষ্যভোজ্যাদিকং রাজা তত্রস্থশ্চ চকার সঃ।
স্নানসন্ধ্যাদিকং কর্ম্ম তত্রৈব বিনিবর্ত্ত্য চ ॥ ৪৭ ॥

ইত্যুক্তেতি। সুরক্ষকান্ কল্পয়িত্বা স্থাপয়িত্বা সপ্তভূমিকং প্রাসাদং বৃহচ্ছায়াট্টালকং কারয়িত্বা উত্তরাসূনুঃ পরীক্ষিৎ সচিবৈঃ সহারুরোহেতি পরেণান্বয়ঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥) প্রেষয়ামাসেতি। যেন মুনিনা শাপো দত্তস্তং মুনিং প্রতি সেবকস্য মম প্রসাদার্থং পুনঃপুনঃ ক্ষমস্বেতি প্রার্থয়িতুং গৌরমুখং মুনিং প্রেষয়ামাসেত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৪ ॥ ব্রাহ্মণানিতি। ইতস্ততোযত্র কুত্রচিদ্বিদ্যমানান্ সিদ্ধমন্ত্রজ্ঞান্ রক্ষণার্থমানিনায়েত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ বাতোঽপীতি। বিনি-

---

অতএব, মন্ত্রিগণ! প্রাণরক্ষার জন্য মণি মন্ত্র এবং ওষধি সকলের দ্বারা শাস্ত্র সম্মত যথাবিধানে উপায় করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ॥ ৪১ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ মন্ত্রিগণকে এইরূপ বলিয়া প্রধান প্রধান রক্ষক সকল সংস্থাপন পূর্ব্বক একটী সুন্দর অতি উচ্চ সপ্ততল প্রাসাদ নির্ম্মাণানন্তর তাহার রক্ষার জন্য চতুর্দ্দিকে মণিমন্ত্রাদিধারী বলবান্ রক্ষিগণকে স্থাপন করিয়া তৎক্ষণাৎ মন্ত্রিগণের সহিত তাহাতে আরোহণ করিলেন ॥ ৪২—৪৩ ॥ তদনন্তর, মুনিবর শৃঙ্গীর ক্রোধশান্তির জন্য "সেবকের অপরাধ ক্ষমা করুন" ইহা বলিয়া পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে গৌরমুখ নামে মুনিকে পাঠাইলেন ॥ ৪৪ ॥ পরে, আত্মরক্ষার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে সিদ্ধ মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিলেন। এদিকে মন্ত্রিপুত্র সেই স্থানে থাকিয়া হস্তিগণকে এরূপে যথাস্থানে স্থাপিত করিলেন যে, কোনও ব্যক্তি এই রক্ষিত প্রাসাদে আরোহণ করিতে না পারে; অধিক কি নিষেধ-অনুমতির পর বায়ুরও সে স্থলে প্রবেশের সম্ভাবনা ছিল না; অন্যের কথা আর কি বলিব ॥৪৫—৪৬॥ রাজা পরীক্ষিৎ এই স্থানে থাকিয়াই তক্ষকের আগমন দিবস গণনা করত

রাজকার্য্যাণি সর্ব্বাণি তত্রস্থশ্চাকরোন্নৃপঃ।
মন্ত্রিভিঃ সহ সংমন্ত্র্য গণয়ন্দিবসানপি ॥ ৪৮ ॥
কশ্চিচ্চ কশ্যপো নাম ব্রাহ্মণো মন্ত্রিসত্তমঃ।
শুশ্রাব চ তথা শাপং প্রাপ্তং রাজ্ঞা মহাত্মনা ॥ ৪৯ ॥
স ধনার্থী দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ কশ্যপঃ সমচিন্তয়ৎ।
ব্রজামি তত্র যত্রাস্তে শপ্তো রাজা দ্বিজেন হ ॥ ৫০ ॥
ইতি কৃত্বা মতিং বিপ্রঃ স্বগৃহান্নিঃসৃতঃ পথি।
কশ্যপো মন্ত্রবিদ্বিদ্বান্ ধনার্থী মুনিসত্তমঃ ॥ ৫১ ॥*

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে কুরুবৃত্তান্তকথনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

বার্য্যতে সেবকৈরন্যস্য প্রবেশে তত্র কা বার্ত্তেতি ভাবঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥ (রাজকার্য্যাণীতি। তত্রস্থঃ প্রাসাদোপরি তিষ্ঠন্। তক্ষকাগমনদিবসান্ গণয়ন্ ॥ ৪৮ ॥

কশ্চিচ্চেতি। মন্ত্রিসত্তমঃ মন্ত্রবিৎসু সত্তমঃ অগ্রণীরিত্যর্থঃ ॥৪৯॥ স ধনার্থীতি। যত্র দ্বিজেন শপ্তো রাজা আস্তে তত্র ব্রজামীতি সমচিন্তয়ৎ ॥ ৫০ ॥ বিপ্রঃ কশ্যপ ইতি মতিং কৃত্বা গৃহাৎ নিঃসৃতঃ নির্জগাম ॥ ৫১ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯॥

স্নান সন্ধ্যাদি এবং ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে লাগিলেন; অধিক কি, মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া রাজকার্য্য পর্য্যন্তও সেই স্থানে থাকিয়া নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন ॥৪৭—৪৮॥

ঋষিগণ! এমন সময় কশ্যপ নামে কোনও মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ রাজার এই শাপ বৃত্তান্ত শ্রবণে রাজাকে তক্ষকবিষ হইতে মুক্ত করিয়া বহুতর ধন লাভ করিব এই আশায় এইরূপ বিবেচনা করিলেন যে, অভিশপ্ত রাজা পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণগণের সহিত যে স্থানে আছেন আমি সেই স্থানে যাই। ব্রাহ্মণ এইরূপ বিবেচনা করিয়াই ধন লাভের আশায় নিজ গৃহ হইতে নির্গত হইলেন ॥ ৪৯—৫১ ॥

অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক ব্যাসপ্রণীত মহাপুরাণ দেবীভাগবতের দ্বিতীয়-স্কন্ধে কুরুবৃত্তান্তকথন নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

---

* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে সার্দ্ধ এক পঞ্চাশৎ শ্লোক।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

তস্মিন্নেব দিনে নাম্না তক্ষকস্তং নৃপোত্তমম্।
শপ্তং জ্ঞাত্বা গৃহাত্তূর্ণং নিঃসৃতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১ ॥
বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশেন তক্ষকঃ পথি নির্গতঃ।
অপশ্যৎ কশ্যপং মার্গে ব্রজন্তং নৃপতিং প্রতি ॥ ২ ॥
তমপৃচ্ছৎ পন্নগোঽসৌ ব্রাহ্মণং মন্ত্রবাদিনম্।
ক ভবাংস্ত্বরিতো যাতি কিঞ্চ কার্য্যং চিকীর্ষতি ॥ ৩ ॥

কশ্যপ উবাচ।

পরীক্ষিতং নৃপশ্রেষ্ঠং তক্ষকশ্চ প্রধক্ষ্যতি।
তত্রাহং ত্বরিতো যামি নৃপং কর্ত্তুমপজ্বরম্ ॥ ৪ ॥
মন্ত্রোঽস্তি মম বিপ্রেন্দ্র! বিষনাশকরঃ কিল।
জীবয়িষ্যাম্যহং তং বৈ জীবিতব্যেঽধুনা কিল ॥ ৫ ॥

অষ্টাধিকৈঃ ষষ্টিপদ্যৈস্তক্ষকদ্বিজয়োঃ কথাম্।
সমাপ্য তক্ষকেণাথো রাজা মৃত ইতীর্য্যতে॥

তস্মিন্নেব দিনে ইতি। যস্মিন্দিনে কশ্যপো গৃহান্নির্গত স্তস্মিন্নেবেত্যর্থঃ। পুরুষোত্তমঃ পুরুষাকৃতিঃ সন্ ॥ ১ ॥ (কীদৃশরূপেণ পথি নির্গত ইত্যত আহ বৃদ্ধব্রাহ্মণবেশেনেতি। নৃপতিং প্রতি পরীক্ষিতমুদ্দিশ্য ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥ মন্ত্রজ্ঞব্রাহ্মণদর্শনেন সন্দিহানস্তক্ষকস্তস্য চিকীর্ষামবগন্তুমপৃচ্ছৎ ক ভবানিতি। ত্বরিতস্ত্বরাযুক্তঃ ॥ ৩ ॥ অপজ্বরং প্রশমিতবিষত্বেন লব্ধস্বাস্থ্যম্ ॥৪॥) জীবিতব্যে আয়ুষ্যে সতি। তদভাবে ব্রহ্মণাপি জীবয়িতুমশক্যত্বাদিতি ॥ ৫ ॥ অহং স ইতি।

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! যে দিবস দ্বিজবর কশ্যপ গৃহ হইতে নির্গত হইলেন, সেই দিবসেই তক্ষক, নৃপবর পরীক্ষিৎকে ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত জানিয়া তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ পূর্ব্বক গৃহ হইতে নির্গত হইল এবং পরীক্ষিৎ-নৃপতির আরোগ্যের জন্য দ্বিজ কশ্যপ পথিমধ্যে গমন করিতেছেন ইহা দেখিতে পাইল ॥১—২॥ তক্ষক সেই মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এত সত্বর কোথায় যাইতেছেন এবং কি কার্য্যের জন্যই বা অভিলাষী হইয়াছেন? ॥ ৩ ॥

কশ্যপ কহিলেন, নৃপবর পরীক্ষিৎকে তক্ষকে দংশন করিবে শুনিয়াছি, এই জন্য আমি সেই নৃপতিকে আরোগ্য করিতে সত্বর সেই স্থানে গমন করিতেছি ॥ ৪ ॥ দ্বিজবর! আমার

তক্ষক উবাচ।

অহং স পন্নগো ব্রহ্মন্! তং ধক্ষ্যামি মহীপতিম্।
নিবর্ত্তস্ব ন শক্তস্ত্বং ময়া দষ্টং চিকিৎসিতুম্॥ ৬॥

কশ্যপ উবাচ।

অহং দষ্টং ত্বয়া সর্প! নৃপং শপ্তং দ্বিজেন বৈ।
জীবয়িষ্যাম্যসন্দেহং কামং মন্ত্রবলেন বৈ॥ ৭॥

তক্ষক উবাচ।

যদি ত্বং জীবিতুং যাসি ময়া দষ্টং নৃপোত্তমম্।
মন্ত্রশক্তিবলং বিপ্র! দর্শয় ত্বং মমানঘ!।
ধক্ষ্যাম্যেনঞ্চ ন্যগ্রোধং বিষদংষ্ট্রাভিরদ্য বৈ॥ ৮॥

কশ্যপ উবাচ।

জীবয়িষ্যে ত্বয়া দষ্টং দগ্ধং বা পন্নগোত্তম!॥ ৯॥

সূত উবাচ।

অদশৎ পন্নগো বৃক্ষং ভস্মসাচ্চ চকার তম্।
উবাচ কশ্যপং ভূয়ো জীবয়ৈনং দ্বিজোত্তম!॥ ১০॥

যস্ত বিষং নাশয়িতুমিচ্ছসি সোঽহং তক্ষকোঽস্মি রাজানমধুনৈব ধক্ষ্যামি ভস্মসাৎকরিষ্যামি॥৬॥ অসন্দেহং মৃতশরীরম্.(নিশ্চয়মিতি বা)॥৭॥ (কশ্যপস্ত মন্ত্রবলং বিবিদিষুস্তস্য পরীক্ষার্থমাহ যদি ত্বমিতি। জীবিতুং জীবয়িতুমিত্যর্থঃ। মম ইতি সম্বন্ধবিবক্ষয়া ষষ্ঠী॥৮॥) ন্যগ্রোধং বটম্॥ ৯॥

নিকট বিষনাশক মন্ত্র আছে, যদি এক্ষণে আয়ু থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি সেই মন্ত্র-বলে তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিব॥ ৫॥

কশ্যপের এইকথা শ্রবণ করিয়া তক্ষক কহিল, বিপ্র! আমিই সেই তক্ষক নামক সর্প, আমিই সেই মহারাজকে দংশন করিব। তুমি নিবৃত্ত হও! কারণ, আমি যাহাকে দংশন করিব তুমি তাহাকে চিকিৎসা করিয়া আরোগ্য করিতে সমর্থ হইবে না॥ ৬॥

কশ্যপ কহিলেন, তক্ষক! রাজা পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত হইয়াছেন বলিয়াই তুমি তাঁহাকে দংশন করিবে; কিন্তু, আমি নিশ্চয় বলিতেছি তুমি দংশন করিলে আমি মন্ত্রবলে তাঁহাকে বাঁচাইতে সমর্থ হইব ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই॥ ৭॥

তক্ষক কহিল, বিপ্রবর! আমি দংশন করিলে যদি সত্যই তুমি সেই নৃপতিকে বাঁচাইতে যাইতেছ, তবে অগ্রে আমাকে তোমার মন্ত্রের কতদূর শক্তি তাহা দেখাও? এক্ষণে আমি এই ন্যগ্রোধবৃক্ষকে বিষদন্ত দ্বারা দংশন করিতেছি। ইহা শুনিবামাত্র কশ্যপ কহিলেন, সর্পবর! তুমি এ বৃক্ষটীকে দংশনই কর অথবা বিষাগ্নিতে দগ্ধই কর, আমি নিশ্চয়ই এই বৃক্ষকে পুনরুজ্জীবিত করিব॥ ৮—৯॥

দৃষ্ট্বা ভস্মীকৃতং বৃক্ষং পন্নগেন বিষাগ্নিনা।
সর্ব্বং ভস্ম সমাহৃত্য কশ্যপো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১১ ॥
পশ্য মন্ত্রবলং মেঽদ্য ন্যগ্রোধং পন্নগোত্তম!।
জীবয়াম্যদ্য বৃক্ষং বৈ পশ্যতস্তে মহাবিষ!॥ ১২ ॥
ইত্যুক্ত্বা জলমাদায় কশ্যপো মন্ত্রবিত্তমঃ।
সিষেচ ভস্মরাশিং তং মন্ত্রিতেনৈব বারিণা ॥ ১৩ ॥
তদ্বারিসেচনাজ্জাতো ন্যগ্রোধঃ পূর্ব্ববচ্ছুভঃ।
বিস্ময়ং তক্ষকঃ প্রাপ্তো দৃষ্ট্বা তং জীবিতং নগম্ ॥ ১৪ ॥
তদাহ কশ্যপং নাগঃ কিমর্থং তে পরিশ্রমঃ।
সম্পাদয়ামি তং কামং ব্রূহি বাড়ব! বাঞ্ছিতম্ ॥ ১৫ ॥

কশ্যপ উবাচ।

বিত্তার্থী নৃপতিং মত্বা শপ্তং পন্নগ! নিঃসৃতঃ।
গৃহাদহং চোপকর্ত্তুং বিদ্যয়া নৃপসত্তমম্ ॥ ১৬॥

(অদশদিতি। বৃক্ষং ন্যগ্রোধং ভস্মসাৎ চকার বিষাগ্নিনা দগ্ধং চকার। ভূয়ঃ পুনরপি উবাচ এতেন সোল্লুণ্ঠনোক্তিঃ সূচিতা ॥ ১০—১১ ॥ পশ্যেতি। মন্ত্রবলং মন্ত্রশক্তিম্। পশ্যতস্তে ইত্যত্রানাদরে ষষ্ঠী পশ্যন্তং ত্বামনাদৃত্য ইত্যর্থঃ ॥ ১২—১৩ ॥ পূর্ব্ববৎ যথাপূর্ব্বং শাখাপ্রশাখাদিসমেত ইত্যর্থঃ।) নগং বৃক্ষম্ ॥ ১৪ ॥ কিমর্থমিতি। কিং ধনলোভার্থমিত্থং প্রয়াসং করোষি অথবা প্রতিষ্ঠার্থমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ হে পন্নগ! নৃপতিং শপ্তং মত্বা বিদ্যয়া সঞ্জীবন্যা নৃপসত্তমমুপকর্ত্তুং বিত্তার্থঞ্চ গৃহাদহং নিঃসৃত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥ সকামোঽহমিতি।

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! তক্ষক সেই বৃক্ষটীকে দংশন করিয়া ভস্মসাৎ করিল এবং গর্ব্বসহকারে পুনর্ব্বার কশ্যপকে কহিল, ওহে বিপ্রবর! এক্ষণে এই বৃক্ষটীকে জীবিত কর ॥ ১০ ॥ কশ্যপ বৃক্ষটীকে তক্ষকের বিষবহ্নি দ্বারা ভস্মীকৃত দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত ভস্ম সংগ্রহ পূর্ব্বক বলিলেন, ওহে সর্পবর! তোমার বিষ অতিশয় তীক্ষ্ণ তাহা জানিতে পারিয়াছি। এক্ষণে, আমার মন্ত্রবল দেখ? আমি এই ন্যগ্রোধবৃক্ষটীকে তোমার সম্মুখেই বাঁচাইতেছি ॥ ১১—১২ ॥

সেই মন্ত্রজ্ঞশ্রেষ্ঠ কশ্যপ এই কথা বলিয়াই জলগ্রহণ করিলেন, এবং সেই জল মন্ত্রপূত করিয়া ভস্মরাশির উপর সেচন করিলেন ॥ ১৩ ॥ ঋষিগণ! এই জল সেচন করিবামাত্র ন্যগ্রোধবৃক্ষ পূর্ব্বের ন্যায় শাখা প্রশাখাদির সহিত পুনর্জ্জীবিত হইল। তক্ষক বৃক্ষকে জীবিত দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল ॥ ১৪ ॥ অনন্তর, তক্ষক কশ্যপকে বলিল, ব্রহ্মন্! তুমি এত পরিশ্রম করিয়া কিজন্য রাজার নিকট যাইতেছ? তোমার অভিলাষ কি আমি তাহা সম্পন্ন করিতেছি ॥ ১৫ ॥

তক্ষক উবাচ।

বিত্তং গৃহাণ বিপ্রেন্দ্র! যাবদিচ্ছসি পার্থিবাৎ।
দামি স্বগৃহং যাহি সকামোঽহং ভবাম্যতঃ॥ ১৭॥

সূত উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য কশ্যপঃ পরমার্থবিৎ।
চিন্তয়ামাস মনসা কিং করোমি পুনঃপুনঃ॥ ১৮॥
ধনং গৃহীত্বা স্বগৃহং প্রয়ামি যদ্যহং পুনঃ।
ভবিষ্যতি ন মে কীর্ত্তির্লোকে লোভসমাশ্রয়াৎ॥ ১৯॥
জীবিতেঽথ নৃপশ্রেষ্ঠে কীর্ত্তিঃ স্যাদচলা মম।
ধনপ্রাপ্তিশ্চ বহুধা ভবেৎ পুণ্যঞ্চ জীবনাৎ॥ ২০॥
রক্ষণীয়ং যশঃ কামং ধিগ্ধনং যশসা বিনা।
সর্ব্বস্বং রঘুণা পূর্ব্বং দত্তং বিপ্রায় কীর্ত্তয়ে॥ ২১॥

অতস্তব গমনাদহং সকামঃ পূর্ণকামো ভবামি ভবিষ্যামীত্যর্থঃ॥ ১৭॥ (তদিতি। তস্য তক্ষকস্য তৎ পূর্ব্বোক্তং বিত্তপ্রলোভনকরং বাক্যং শ্রুত্বা অধুনাহং কিং করোমি রাজসমীপং গচ্ছামি ন বা ইত্যাদিকং চিন্তয়ামাস॥ ১৮॥) রাজানং ন গত্বা তক্ষকান্মধ্যে এব ধনগ্রহণে ধনং তু লব্ধং পরন্তু রাজসঞ্জীবনজন্যা মহতী কীর্ত্তির্ন স্যাৎ॥ ১৯॥ গমনে তু ফলত্রয়ং ভবিষ্যতীত্যাহ জীবিতেঽথেতি॥ ২০॥ (কীর্ত্তিধনয়োর্গুরুলঘুত্বং সূচয়ন্নাহ রক্ষণীয়মিতি। যশ এব সর্ব্বথা রক্ষণীয়ং যশসা বিনা ধনং ধিক্ কীর্ত্তিরহিতধনলাভেনালমিত্যর্থঃ। ইদমেব

কশ্যপ কহিলেন, তক্ষক! আমি নৃপতিকে সর্পদংশন-শাপে অভিশপ্ত জানিয়া মন্ত্রবলে তাঁহাকে নীরোগ করিয়া তাহার উপকার সাধনপূর্ব্বক কিছু ধন পাইব এই আশায় গৃহ হইতে নির্গত হইয়াছি॥ ১৬॥

তক্ষক কশ্যপের এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, বিপ্রবর! তুমি রাজা পরীক্ষিতের নিকট হইতে যত ধন পাইতে ইচ্ছা কর তাহা আমি প্রদান করিতেছি গ্রহণ কর এবং গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হও; তাহা হইলেই আমি পূর্ণমনোরথ হই॥ ১৭॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! পরমমন্ত্রশক্তি-সম্পন্ন সেই কশ্যপ তক্ষকের এই কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে আমি কি করি, যদি ধন গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে এই লোভ জন্য জগতে ত আমার যশ হইবে না; আর যদি নৃপবর পরীক্ষিৎ জীবন লাভ করেন, তাহা হইলে ইহ জগতে আমার অচলা কীর্ত্তি থাকিবে অথচ আমিও বহু ধন লাভ করিব এবং জীবন দান হেতু আমার মহৎপুণ্যও হইবে॥ ১৮—২০॥ অতএব, সর্ব্বপ্রকারে যশোরক্ষা করাই কর্ত্তব্য; যে ধনলাভে যশ নাই সে লাভকে ধিক্! পূর্ব্বকালে রঘুরাজ যশের জন্যই যাচক ব্রাহ্মণকে সর্ব্বস্ব প্রদান করিয়া-

হরিশ্চন্দ্রেণ কর্ণেন কীর্ত্ত্যর্থং বহুবিস্তরম্।
উপেক্ষেয়ং কথং ভূপং দহ্যমানং বিষাগ্নিনা ॥ ২২ ॥
জীবিতেঽদ্য ময়া রাজ্ঞি সুখং সর্ব্বজনস্য চ।
অরাজকে প্রজানাশো ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৩ ॥
প্রজানাশস্য পাপং মে ভবিষ্যতি মৃতে নৃপে।
অপকীর্ত্তিশ্চ লোকেষু ধনলোভাদ্ভবিষ্যতি ॥ ২৪ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা ধ্যানং কৃত্বা স কশ্যপঃ।
গতায়ুষঞ্চ নৃপতিং জ্ঞাতবান্ বুদ্ধিমত্তরঃ ॥ ২৫ ॥
আপন্নমৃত্যুং রাজানং জ্ঞাত্বা ধ্যানেন কশ্যপঃ।
গৃহং যযৌ স ধর্ম্মাত্মা ধনমাদায় তক্ষকাৎ ॥ ২৬ ॥
নিবর্ত্ত্য কশ্যপং সর্পঃ সপ্তমে দিবসে নৃপম্।
হন্তুকামো জগামাশু নগরং নাগসাহ্বয়ম্ ॥ ২৭ ॥

দৃষ্টান্তেন সমর্থয়ন্নাহ সর্ব্বস্বমিতি ॥ ২১ ॥) উপেক্ষেয়ং কথমুপেক্ষাং কুর্য্যামহম্ ॥ ২২ ॥ ময়া ধার্ম্মিকে রাজ্ঞি জীবিতে সর্ব্বজনসুখং স্যাদিত্যপি মহাফলম্। অজীবিতে তু দোষপ্রাপ্তিশ্চ ফলম্ ॥ ২৩ ॥ অহো! ধনলোভেন দুষ্টেনাঽনেন ধার্ম্মিকো রাজা ন রক্ষিতঃ প্রজাশ্চ নাশিতা ইত্যপকীর্ত্তিঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ ইতি বিচার্য্যাঽধুনা ময়া কিংকর্ত্তব্যমিতি নিশ্চেতুং যোগজ-জ্ঞানেন ধ্যানং কৃতবাংস্তস্মিংশ্চ ধ্যানে গতায়ুষং নৃপতিং জ্ঞাতবান্ ॥ ২৫ ॥ (আপন্নমৃত্যুমিতি। যোগী কশ্যপস্তু ধ্যানেন রাজানং পরীক্ষিতং আপন্নমৃত্যুং সন্নিহিতমরণং বিজ্ঞায় তক্ষকাৎ ধনং গৃহীত্বা স্বগৃহং যযৌ। তক্ষকদংশনাৎ পরং রাজাসৌ কেনোপায়েনাপি ন জীবিষ্যতীতি যদায়ং যোগবলেন জ্ঞাতবান্ তদৈব তক্ষকাৎ ধনং জগ্রাহ অন্যথা তাদৃশধর্ম্মাত্মনাং কথমেতাদৃশী নীচপ্রবৃত্তিঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥ নিবর্ত্ত্যেতি। সর্পস্তক্ষকঃ কশ্যপং কীর্ত্তিবিনাশসমুদ্যতমিতি

ছিলেন। কেবল রঘুরাজ কেন? মহারাজ হরিশ্চন্দ্র এবং কর্ণও কীর্ত্তির নিমিত্ত অনেক করিয়া-ছেন। আর বিশেষত নৃপতি বিষাগ্নির দ্বারা দহ্যমান হইবেন ইহা জানিয়াও আমি কি করিয়া উপেক্ষা করিব? ॥২১-২২॥ যদি আজ আমি রাজাকে জীবিত করিতে পারি তাহা হইলে সকল লোকেরই সুখ সাধন করা হইবে; কারণ, অরাজক হইলে নিশ্চয়ই প্রজা নাশ হইবে ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ২৩ ॥ আর এক কথা, রাজার মৃত্যু হইলে যে প্রজানাশ হইবে তাহার পাপ আমারই হইবে; আর নিশ্চয়ই এই ধনলোভ বশতঃ সর্ব্বত্র আমার অপযশ হইবে ॥২৪॥ ঋষিগণ! সেই বুদ্ধিমান্ কশ্যপ এইরূপে মনে মনে নানাবিধ চিন্তা করিয়া পরে ধ্যানস্থ হইয়া দেখিলেন যে পরীক্ষিতের পরমায়ু শেষ হইয়াছে। অতএব, তাঁহার মৃত্যু আসন্ন ইহা স্থির করিয়া তক্ষকের নিকট হইতে ধন গ্রহণপূর্ব্বক গৃহে প্রতিগমন করিলেন ॥ ২৫—২৬ ॥

তক্ষক এইরূপে দ্বিজবর কশ্যপকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া সপ্তম দিবসে রাজাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া শীঘ্র হস্তিনাপুরে গমন করিলেন এবং নগরের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়া

শুশ্রাব নগরস্থাস্তে প্রাসাদস্থং পরীক্ষিতম্।
মণিমন্ত্রৌষধৈঃ কামং রক্ষ্যমাণমতন্দ্রিতম্ ॥ ২৮ ॥
চিন্তাবিষ্টস্তদা নাগো বিপ্রশাপভয়াকুলঃ।
চিন্তয়ামাস যোগেন প্রবিশেয়ং গৃহং কথম্ ॥ ২৯ ॥
বঞ্চয়ামি কথঞ্চৈনং রাজানং পাপকারিণম্।
বিপ্রশাপাদ্ধতং মূঢ়ং বিপ্রপীড়াকরং শঠম্ ॥ ॥ ৩০ ॥
পাণ্ডবানাং কুলে জাতঃ কোঽপি নৈতাদৃশো ভবেৎ।
তাপসস্য গলে যেন মৃতঃ সর্পো নিবেশিতঃ ॥ ৩১ ॥
কৃত্বা বিগর্হিতং কর্ম্ম জানন্ কালগতিং নৃপঃ।
রক্ষকান্ ভবনে কৃত্বা প্রাসাদমভিগম্য চ ॥ ৩২ ॥
মৃত্যুং বঞ্চয়তে রাজা বর্ত্ততেঽদ্য নিরাকুলঃ।
তং কথং ধর্ষয়িষ্যামি বিপ্রবাক্যেন চোদিতঃ ॥ ৩৩ ॥
ন জানাতি চ মন্দাত্মা মরণে হ্যনিবর্ত্তনম্।
তেনাসৌ রক্ষকান্ স্থাপ্য সৌধারূঢ়োঽদ্য মোদতে ॥ ৩৪ ॥

ভাবঃ। নিবর্ত্ত্য পূর্ব্বোক্তধনদানাদিকৌশলেনেত্যর্থঃ। সপ্তমে দিবসে রাজানং জিঘাংসুর্হস্তিনাপুরং গতবান্ ॥ ২৭—২৮ ॥) বিপ্রশাপভয়াকুল ইতি। যদি রাজা ময়া ন দশ্যতে তদা রাজশাপদাতা ব্রাহ্মণো মাং শপেদিতি ভয়াকুল ইত্যর্থঃ। যোগেন কেনোপায়েনেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ (বঞ্চয়ামীতি। রাজা তু মণিমন্ত্রৌষধাদিভির্মাং বঞ্চয়িতুং সমুদ্যতঃ অতঃ শঠে শাঠ্যং সমাচরেদিতি ন্যায়তঃ কথং কেন প্রকারেণ অহমপি এনং শঠং বঞ্চয়ামি। বিপ্রশাপাদিতি। অহো যদৈব ব্রহ্মশাপো জাতস্তদৈবায়ং মৃতঃ কিন্তু মূঢ়োঽয়ং পাপকারী তদপি ন জানাতীতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥ অধুনা রাজানং তিরস্কুর্ব্বন্নাহ। পাণ্ডবানামিতি। ব্রাহ্মণাবমাননা পাণ্ডবকুলোৎপন্নেন কেনাপি ন কৃতা অনেন তু কৃতা অতোঽয়ং পাণ্ডবকুলাঙ্গার ইতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥ কৃত্বেতি। বিগর্হিতং নিন্দিতং কর্ম্ম দ্বিজাবমাননারূপমিত্যর্থঃ। কালস্য গতিং

শুনিলেন যে, পরীক্ষিত মণিমন্ত্র-ঔষধি দ্বারা সুরক্ষিত প্রাসাদে সতর্কতার সহিত বাস করিতেছেন ॥ ২৭—২৮ ॥ তক্ষক ইহা শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল যে, যদি আমি সপ্তম দিবসে রাজাকে দংশন করিতে না পারি তাহা হইলে নিশ্চয়ই শৃঙ্গী মুনি আমাকে শাপপ্রদান করিবেন; এক্ষণে কিরূপে এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করি এবং কিরূপেই বা ব্রাহ্মণপীড়াকর পাপকার্য্যকারী অতএব ব্রহ্মশাপে মৃতপ্রায় এই শঠ রাজাকে বঞ্চনা করি ॥ ২৯—৩০ ॥ হায়! পাণ্ডববংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়া তপস্বিদিগের গলদেশে মৃত সর্প প্রদান করে এরূপ ত কেহই হয় নাই ॥ ৩১ ॥ এই মূঢ় রাজা নিন্দিত কর্ম্ম করিয়া কালের কুটিলগতি জানিয়াও রক্ষকগণ নিযুক্ত করিয়া নিরাকুলচিত্তে প্রাসাদমধ্যে বাস করিয়া

যদি বৈ বিহিতো মৃত্যুর্দ্দৈবেনামিততেজসা।
স কথং পরিবর্ত্তেত কৃতৈর্যত্নৈস্তু কোটিভিঃ ॥ ৩৫ ॥
পাণ্ডবস্য চ দায়াদো জানন্ মৃত্যুং গতং নৃপঃ।
জীবনে মতিমাস্থায় স্থিতঃ স্থানে নিরাকুলঃ ॥ ৩৬ ॥
দানপুণ্যাদিকং রাজা কর্ত্তুমর্হতি সর্ব্বথা।
ধর্ম্মেণ হন্যতে ব্যাধির্যেনায়ুঃ শাশ্বতং ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥
নোচেন্মৃত্যুবিধিং কৃত্বা স্নানদানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
মরণং স্বর্গলোকায় নরকায়ান্যথা ভবেৎ ॥ ৩৮ ॥
দ্বিজপীড়াকৃতং পাপং পৃথগ্‌বাস্য চ ভূপতেঃ।
বিপ্রশাপস্তথা ঘোর আসন্নে মরণে কিল ॥ ৩৯ ॥

কালগতির্দুর্নিবার্য্যৈব ইতি জানন্নপি ॥ ৩২—৩৩ ॥ ন জানাতীতি। মন্দাত্মা মূঢ়োঽয়ং মরণে অনিবর্ত্তনং জীবানাং স্থিরমৃত্যুত্বং ন জানাতি তেনৈব সৌধে প্রাসাদে আরূঢ়ঃ সন্ মোদতে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৪—৩৫ ॥) মৃত্যুং গতং নষ্টমিতি জানন্। জীবনে মতিং বুদ্ধিমাস্থায়েত্যর্থঃ ॥৩৬॥ ভবেদিতি। ইতি হেতোরিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ নোচেদিতি। যদ্যেতস্য মনসি নোচেত্তর্হি মৃত্যুবিধিং আসন্নমৃত্যোর্যো বিধিস্তং কৃত্বা স্নানদানাদিক্রিয়াঃ কৃত্বা স্বর্গলোকায় স্বর্গলোকং গন্তুং মরণং প্রতীক্ষেত। অন্যথা স্নানাদিক্রিয়াঽভাবে মরণং নরকায় ভবেদিতি ভয়ান্ন চ তথাঽয়ং করোতি তস্মান্মৃত্যুং জিতবানহমিতি জানাতীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥ দ্বিজপীড়াকৃতং পাপমস্য জাতং তথা বিপ্রশাপোঽপি জাতস্তাবুভাবপ্যাসন্নমরণে এব ভবতো নান্যথা তস্মাদয়মাসন্নমরণ ইত্যর্থঃ।

মৃত্যুকে বঞ্চনা করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। আমি একণে, ব্রহ্মবাক্যে প্রেরিত হইয়াও কি উপায়ে ইহাঁকে দংশন করিব ॥ ৩২—৩৩ ॥ এই দুর্ব্বুদ্ধি ত জানিতে পারিতেছে না যে, মৃত্যু কখন নিবৃত্ত হইবার নয়। বোধ হয় এই জন্যই একণে রক্ষকগণকে নিযুক্ত করিয়া প্রাসাদে আরোহণ পূর্ব্বক আমোদ করিতেছে ॥ ৩৪ ॥ হায়! অমিতপরাক্রমশালী দৈব যদি মৃত্যু স্থির করিয়া থাকে তাহা হইলে কোটি কোটি যত্ন দ্বারাও সে যে কখনই প্রতিনিবৃত্ত হইবে না বোধ হয় এ মূঢ় তাহা অবগত নহে ॥ ৩৫ ॥ ইহাও অতি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, পরীক্ষিৎ পাণ্ডববংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়া এবং মৃত্যুই স্থির ইহা জানিয়াও জীবনের আশা করিয়া নিরাকুলচিত্তে প্রাসাদমধ্যে বাস করিতেছেন ॥ ৩৬ ॥ আমার মতে একণে সর্ব্ব-প্রকারে রাজার দান পুণ্যাদি কর্ম্ম করা উচিত। কারণ, ধর্ম্ম দ্বারা ব্যাধিনাশ এবং দীর্ঘ-জীবনও লাভ হইতে পারে। আর যদি তাহাই না হয়, তথাপি মৃত্যুকালে কর্ত্তব্য স্নান-দানাদি পুণ্যকর্ম্ম করিয়া মৃত্যুলাভ হইলে স্বর্গে গমন হইবে; অন্যথা নরকে যাইতে হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৩৭—৩৮ ॥ একে ত ব্রাহ্মণ-পীড়ন জন্য গুরুতর পাপ! তাহাতে আবার ঘোর ব্রহ্মশাপ!! ইহার মধ্যে প্রত্যেকটী পৃথক্‌রূপে যে আসন্ন মৃত্যুর কারণ, তাহা কি এই মূঢ়

ন কোঽপি ব্রাহ্মণঃ পার্শ্বে য এবং প্রতিবোধয়েৎ।
বেধসা বিহিতো মৃত্যুরনিবার্য্যস্তু সর্ব্বথা ॥ ৪০ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য সর্পোঽসৌ স্বান্নাগান্নিকটে স্থিতান্।
কৃত্বা তাপসবেশাংস্তান্ প্রাহিণোৎ সুভুজঙ্গমান্ ॥ ৪১ ॥
ফলমূলাদিকং গৃহ্য রাজ্ঞে নাগোঽথ তক্ষকঃ।
স্বয়ঞ্চ কীটরূপেণ ফলমধ্যে সসার হ ॥ ৪২ ॥
নির্গতাস্তে তদা নাগাঃ ফলান্যাদায় সত্বরাঃ।
তে রাজভবনং প্রাপ্য স্থিতাঃ প্রাসাদসন্নিধৌ ॥ ৪৩ ॥
রক্ষকাস্তাপসান্ দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছুস্তচ্চিকীর্ষিতম্।
ঊচুস্তে ভূপতিং দ্রষ্টুং প্রাপ্তাঃ স্মোঽদ্য তপোবনাৎ ॥ ৪৪ ॥
অভিমন্যুসুতং বীরং কুলার্কং চারুদর্শনম্।
পরিবর্দ্ধয়িতুং প্রাপ্তা মন্ত্রৈরাথর্ব্বণৈস্তথা ॥ ৪৫ ॥
নিবেদয়ধ্বং রাজানং দর্শনার্থাগতান্মুনীন্।
কৃত্বাভিষেকান্ যাস্যামো দত্ত্বা মিষ্টফলানি চ ॥ ৪৬ ॥

ইদং স্বয়ং ন জানাত্যেতাদৃশো মূঢ়োঽয়মিতি ভাবঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥ (অধুনা পরীক্ষিতোবঞ্চনে তক্ষকস্য চাতুর্য্যং বর্ণয়ন্নাহ কৃত্বেতি ॥ ৪১ ॥) গৃহ্যেতি ল্যবন্তমার্ষং সংগৃহ্যেত্যর্থঃ। সসার গতবান্ ॥ ৪২—৪৪ ॥ (রাজানং প্রলোভয়িতুমাহ পরিবর্দ্ধয়িতুমিতি। আথর্ব্বণৈরথর্ব্ববেদোক্তৈঃ ॥ ৪৫ ॥ অভিষেকান্ কৃত্বা আশীর্ব্বাদসলিলৈরিতি শেষঃ। তথা মিষ্টফলানি দত্ত্বা

জানিতে পারিতেছে না ॥ ৩৯ ॥ হায়! এমন কোন সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণ কি ইহার নিকটে নাই; যিনি দৈব-বিহিত মৃত্যু সর্ব্বপ্রকারে অনিবার্য্য, ইহা সম্যক্‌রূপে ইহাকে বুঝাইয়া দেন ॥৪০॥

তক্ষক এইরূপে নানাবিধ চিন্তা করত নিকটস্থিত আত্মীয় সর্পগণকে তপস্বিবেশে কতকগুলি ফলমূলাদি গ্রহণ করাইয়া রাজাকে প্রদান করিবার জন্য রাজনিকটে প্রেরণ করিল এবং স্বয়ং কীটরূপ ধারণ করিয়া সেই ফলমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৪১—৪২ ॥ অনন্তর, সেই সর্পসকল ফল গ্রহণ করিয়া শীঘ্র রাজভবনে যাইয়া যে প্রাসাদে রাজা পরীক্ষিৎ আছেন সেই প্রাসাদনিকটে উপস্থিত হইল ॥ ৪৩ ॥ রক্ষকগণ তপস্বীদিগকে দেখিয়া তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। অনন্তর, সেই তপস্বিবেশধারী সর্পগণ কহিল যে, অদ্য আমরা পাণ্ডববংশের সূর্য্যস্বরূপ সেই বীরবর অভিমন্যুপুত্র পরীক্ষিৎকে দেখিবার জন্য এবং অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিবার জন্য তপোবন হইতে আসিয়াছি ॥ ৪৪—৪৫ ॥ রক্ষকগণ! তোমরা শীঘ্র রাজাকে জানাও যে, আপনাকে দেখিবার জন্য কতকগুলি মুনি আসিয়াছেন। দেখ, আমরা রাজাকে আশীর্ব্বাদ-সলিলে অভিষেক করিয়া

ভারতানাং কুলে কাপি ন দৃষ্টা দ্বাররক্ষকাঃ।
ন শ্রুতং তাপসানান্তু রাজ্ঞোঽসন্দর্শনং কিল ॥ ৪৭ ॥
আরোহামো বয়ং তত্র যত্র রাজা পরীক্ষিতঃ।
আশীর্ভির্ব্বর্দ্ধয়িত্বৈনং দত্তাজ্ঞাঃ প্রব্রজামহে ॥ ৪৮ ॥

সূত উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তেষাং তাপসানান্তু রক্ষকাঃ।
প্রত্যূচুস্তান্ দ্বিজান্মত্বা নিদেশং ভূপতের্যথা ॥ ৪৯ ॥
নাদ্য বো দর্শনং বিপ্রা রাজ্ঞঃ স্যাদিতি নো মতিঃ।
শ্বঃ সর্ব্বতাপসৈরত্র ত্বাগন্তব্যং নৃপালয়ে ॥ ৫০ ॥
অনারোহস্তু প্রাসাদো বিপ্রাণাং মুনিসত্তমাঃ!।
বিপ্রশাপভয়াদ্রাজ্ঞা বিহিতোঽস্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৫১ ॥
তদোচুস্তানথো বিপ্রাঃ ফলমূলজলানি চ।
বিপ্রাশিষশ্চ রাজ্ঞেঽথ গ্রাহয়ন্তু সুরক্ষকাঃ ॥ ৫২ ॥

চ যাস্যাম ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৬ ॥) রাজ্ঞঃ অসন্দর্শনমিতিচ্ছেদঃ ॥ ৪৭—৪৮ ॥ (প্রত্যূচুরিতি। ভূপতেঃ পরীক্ষিতো যথা নিদেশং আদেশং প্রাসাদারোহণনিষেধাদিরূপমিত্যর্থঃ। তথা রক্ষকাস্তান্ ব্রাহ্মণবেশধারিণো নাগান্ দ্বিজান্ মত্বা ব্রাহ্মণত্বেনাবধার্য্য প্রত্যূচুঃ ॥ ৪৯ ॥ রাজনিদেশপ্রকারমাহ নাদ্যেতি। অদ্য বো যুষ্মাকং সম্বন্ধে রাজ্ঞো দর্শনং ন স্যাৎ নোঽস্মাকং ইতি মতিঃ বয়ং ইত্যেবং মন্যামহে ইত্যর্থঃ। অতঃ শ্বঃ আগামিদিনে সর্ব্বৈঃ পুনরত্র নৃপালয়ে আগন্তব্যং রাজদর্শনায় ইতি শেষঃ ॥ ৫০ ॥ রাজ্ঞোঽদর্শনে কারণমাহ অনারোহ ইতি। প্রাসাদোঽয়ং বিপ্রাণামপি অনারোহঃ আরোহণাযোগ্যঃ। নন্থ বিপ্রা নির্ব্বিবাদেন সর্ব্বত্র গচ্ছন্তি কদাপি ব্রাহ্মণেভ্যঃ কস্যাপি ভীতির্নাস্তীত্যাহ বিপ্রশাপভয়াদিতি ॥ ৫১ ॥ তদেতি।

এবং এই মিষ্ট ফলগুলি তাঁহাকে প্রদান করিয়া প্রস্থান করিব ॥ ৪৬ ॥ ভাল, ইতিপূর্ব্বে ত কখনই ভারতবংশে এরূপ দ্বার রক্ষক নিযুক্ত দেখি নাই অথবা তপস্বিগণের রাজ-দর্শনের অলাভও কখন শ্রবণ করি নাই ॥ ৪৭ ॥ রক্ষকগণ! রাজা পরীক্ষিৎ যে স্থানে আছেন আমরা সেই স্থানে যাইব এবং রাজাকে আশীর্ব্বাদ দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিয়া প্রস্থান করিব ॥ ৪৮ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! রক্ষিপুরুষ সকল সেই তপস্বিগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভূপতির আদেশ মত তাঁহাদিগকে বলিল ॥ ৪৯ ॥ বিপ্রগণ! বোধ হয় অদ্য রাজার সহিত আপনাদের সাক্ষাৎ হইবে না; অতএব আপনারা কল্য সকলেই এই রাজগৃহে আগমন করিবেন ॥ ৫০ ॥ তপস্বিগণ! এই প্রাসাদে ব্রাহ্মণগণের আরোহণ করিবার উপায় নাই; কারণ, রাজা ব্রহ্মশাপে ভীত হইয়াই যে ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই ॥৫১॥ অনন্তর, বিপ্রগণ এই কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে বলিল যে, রক্ষিগণ! তোমরা

তে গত্বা নৃপতিং প্রোচুস্তাপসানাগতাঞ্জনাঃ।
রাজোবাচানয়ধ্বং বৈ ফলমূলাদিকঞ্চ যৎ ॥ ৫৩ ॥
পৃচ্ছধ্বং তাপসান্ কার্য্যং প্রাতরাগমনং পুনঃ।
প্রণামং কথয়ধ্বং মে নাদ্য সন্দর্শনং মম ॥ ৫৪ ॥
তে গত্বাথ সমাদায় ফলমূলাদিকঞ্চ যৎ।
রাজ্ঞে সমর্পয়ামাসুর্ব্বহুমানপুরঃসরম্ ॥ ৫৫ ॥
গতেষু তেষু নাগেষু বিপ্রবেশাবৃতেষু চ।
ফলান্যাদায় রাজাসৌ সচিবানিদমব্রবীৎ ॥ ৫৬ ॥
সুহৃদো ভক্ষয়ন্ত্বদ্য ফলান্যেতানি সর্ব্বশঃ।
অদ্যহং চৈকমেতদ্বৈ ফলং বিপ্রার্পিতং মহৎ ॥ ৫৭ ॥
ইত্যুক্ত্বা তৎ ফলং দত্ত্বা সুহৃদ্ভ্যশ্চোত্তরাসুতঃ।
করে কৃত্বা ফলং পক্বং দদার নৃপতিঃ স্বয়ম্ ॥ ৫৮ ॥
বিদারিতং ফলং রাজ্ঞা তত্র কৃমিরভূদণুঃ।
স কৃষ্ণনয়নস্তাম্রো দৃষ্টো ভূপতিনা স্বয়ম্ ॥ ৫৯ ॥

অথো অনন্তরং বিপ্রাঃ বিপ্রবেশধারিণস্তদা যদা কেনাপ্যুপায়েন প্রাসাদমারোঢুং ন সমর্থাস্তদৈব ইত্যর্থঃ। তান্ রক্ষকান্ উচুঃ। ভোঃ সুরক্ষকাঃ এতেন তেষাং যথাবৎ কর্ত্তব্যতাপালকত্বং সূচিতম্। এতানি ফলমূলজলানি অস্মদাশিষশ্চ রাজ্ঞে গ্রাহয়ন্তু ভবন্তু ইতি শেষঃ ॥৫২—৫৩॥) কিং কার্য্যমিতি পৃচ্ছধ্বং প্রাতরাগমনং যুষ্মাকং ভবত্বিতি শেষঃ ॥৫৪—৫৬॥ (সু শোভনং হৃৎ হৃদয়ং যেষাং তে সুহৃদো বান্ধবাঃ ॥ ৫৭—৫৯ ॥) ন মে ভয়মিতি। সপ্তম-

---

যথার্থই তোমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য প্রতিপালন করিতেছ; এক্ষণে আশীর্ব্বাদরূপ এই ফল মূল এবং জল লইয়া রাজাকে প্রদান কর ॥ ৫২ ॥ অনন্তর, রক্ষিগণ রাজার নিকটে গমন করিয়া আগত তপস্বিগণের সমস্ত কথা বলিল। রাজা ইহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, তোমরা সমস্ত ফলমূলাদি এই স্থানে আনয়ন কর এবং তপস্বিগণকে আমার প্রণাম জানাইয়া বল যে, আমার নিকট তাহাদের কি প্রয়োজন? অদ্য আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, কল্য প্রাতে যেন পুনর্ব্বার আগমন করেন ॥ ৫৩—৫৪ ॥ রক্ষিগণ রাজার এই আদেশ পাইয়া সেই সমস্ত ফলমূলাদি গ্রহণ করত বহুসম্মান পূর্ব্বক রাজাকে সমর্পণ করিল ॥৫৫॥ এইরূপে সেই ব্রাহ্মণবেশধারি সর্প সকল প্রস্থান করিলে পর, রাজা পরীক্ষিৎ ফল সকল গ্রহণ করিয়া মন্ত্রিগণকে বলিল, মন্ত্রিগণ! তোমরা আমার পরম বন্ধু, অতএব এ সমস্ত ফল তোমরাই ভক্ষণ কর এবং বিপ্র-প্রদত্ত বলিয়া ইহার মধ্য হইতে একটী মাত্র আমি ভক্ষণ করি ॥ ৫৬—৫৭ ॥ উত্তরাপুত্র পরীক্ষিৎ এই কথা বলিয়া এবং বন্ধুবর্গকে সেই সমস্ত ফল প্রদান করিয়া তন্মধ্য হইতে নিজে একটী সুপক্ক ফল লইয়া বিদীর্ণ করিলেন ॥ ৫৮ ॥ ফল বিদারিত হইবামাত্র তন্মধ্যে

তং দৃষ্ট্বা নৃপতিঃ প্রাহ সচিবান্বিস্মিতানথ।
অস্তমভ্যেতি সবিতা বিষাদদ্য ন মে ভয়ম্ ॥ ৬০ ॥
অঙ্গীকরোমি তং শাপং কৃমিকো মাং দশত্বয়ম্।
এবমুক্ত্বা স রাজেন্দ্রো গ্রীবায়াং সম্ন্যবেশয়ৎ ॥ ৬১ ॥
অস্তং যাতে দিবানাথে ধৃতঃ কণ্ঠেঽথ কীটকঃ।
তক্ষকস্তু তদা জাতঃ কালরূপো ভয়ানকঃ ॥ ৬২ ॥
রাজা সংবেষ্টিতস্তেন দষ্টশ্চাপি মহীপতিঃ।
মন্ত্রিণো বিস্ময়ং প্রাপ্য রুরুদুর্ভৃশদুঃখিতাঃ ॥ ৬৩ ॥
ঘোররূপমহিং বীক্ষ্য দুদ্রুবুস্তে ভয়ার্দ্দিতাঃ।
চুক্রুশূ রক্ষকাঃ সর্ব্বে হাহাকারো মহানভূৎ ॥ ৬৪ ॥
বেষ্টিতো ভোগিভোগেন বিনষ্টবহুপৌরুষঃ।
নোবাচ নৃপতিঃ কিঞ্চিন্ন চচালোত্তরাসুতঃ ॥ ৬৫ ॥

দিবসস্যান্তং গতে সবিতরি তক্ষকস্যাভাবেন তক্ষকবিষজন্যমরণভয়স্য গতত্বাদিতি ভাবঃ ॥৬০॥ অথ ব্রাহ্মণশাপসার্থক্যায় গ্রীবায়ামেনং কীটং স্থাপয়ামি স চ মাং দশতু তেন দষ্টে সতি তক্ষকসদৃশকীটদংশনেনাপি যথাকথঞ্চিদ্ব্রাহ্মণবাক্যসার্থক্যং ভবিষ্যতীত্যভিপ্রায়েণাহ অঙ্গীকরোমীতি। ব্রাহ্মণবাক্যানৈরর্থক্যাভাবায়েত্যর্থঃ। অঙ্গীকরোমীত্যনেন রাজ্ঞ উন্মাদশ্চ ধ্বনিতঃ ॥ ৬১ ॥ অস্তং যাতে ইতি। অস্তগমনসময়ে এবেতি ভাবঃ। তথাচ দিবৈব মরণেন ব্রাহ্মণশাপো যথার্থো জাত ইতি বোধ্যম্ ॥৬২—৬৪॥ ন চচাল ধৈর্য্যাদিতি শেষঃ ॥৬৫—৬৭॥

একটী ক্ষুদ্র কীট উৎপন্ন হইল। রাজা স্বয়ং সেই কীটকে কৃষ্ণলোচন এবং তাম্রবর্ণ নিরীক্ষণ করিলেন ॥ ৫৯ ॥ অনন্তর, মন্ত্রিবর্গ ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, কিন্তু রাজা এই কীট দেখিয়া বিস্মিত মন্ত্রিগণকে বলিলেন, অদ্য সূর্য্যদেব অস্ত যাইতেছেন এক্ষণে আমার তক্ষক বিষ হইতে আর ভয় নাই। অতএব, সেই ব্রহ্মশাপের মান্য রক্ষা করি, এই উৎপন্ন কীট আমাকে দংশন করুক। রাজা পরীক্ষিৎ এই কথা বলিয়াই তাহাকে গ্রীবাদেশে স্থাপন করিলেন ॥ ৬০—৬১ ॥

অনন্তর, সূর্য্যের অস্তগমন সময়ে যেমন ইহা কণ্ঠদেশে ধৃত হইল অমনি সেই ক্ষুদ্র কীট ভয়ানক কালস্বরূপ তক্ষক-মূর্ত্তি ধারণ করিল এবং রাজাকে বেষ্টন করিয়াই দংশন করিল। মন্ত্রিগণ ইহা দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইল এবং অতিশয় দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৬২—৬৩ ॥ সকলেই সেই সর্পের ভীষণ মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া ভয়েতে সেই স্থান হইতে পলায়ন করিল। রক্ষিগণ উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। এই সময়ে সেই স্থানে একটী হাহাকার ধ্বনি সমুত্থিত হইল ॥৬৪॥ উত্তরাপুত্র রাজা পরীক্ষিৎ সর্প দ্বারা বেষ্টিত হইয়া সমস্ত বল হারাইয়াছিলেন এজন্য চলিতে বা নড়িতে পারিলেন না ॥ ৬৫ ॥

উত্থিতাগ্নিশিখা ঘোরা বিষজা তক্ষকাননাৎ।
প্রজজ্বাল নৃপং ত্বাশু গতপ্রাণং চকার হ ॥ ৬৬ ॥
হত্বাশু জীবিতং রাজ্ঞস্তক্ষকো গগনে গতঃ।
জগদ্দগ্ধন্তু কুর্ব্বাণং দদৃশুস্তং জনা ইহ ॥ ৬৭ ॥
স পপাত গতপ্রাণো রাজা দগ্ধ ইব দ্রুমঃ।
চুক্রুশুশ্চ জনাঃ সর্ব্বে মৃতং দৃষ্ট্বা নরাধিপম্ ॥ ৬৮ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে পরীক্ষিন্মরণং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

(স পপাতেতি। স রাজা দগ্ধঃ দবাগ্নিনা ভস্মীকৃতঃ দ্রুমো বৃক্ষ ইব দগ্ধঃ বিষাগ্নিনেত্যর্থঃ। অতএব গতপ্রাণঃ সন্ পপাত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৬৮ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

অনন্তর, সেই তক্ষকমুখ হইতে ভয়ানক বিষজাত অগ্নিশিখা উত্থিত হইল এবং রাজাকে শীঘ্রই প্রজ্বালিত করিয়া বিনাশ করিল ॥ ৬৬ ॥ এইরূপে তক্ষক রাজাকে বিনাশ করিয়া গগনে প্রস্থান করিল। এই সময়ে অপরাপর লোক সকল তাহাকে যেন জগৎ দগ্ধ করিতে সমুদ্যত দেখিল ॥ ৬৭ ॥ ঋষিগণ! রাজা পরীক্ষিৎ এইরূপে বিগতপ্রাণ হইয়া দগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইলেন এবং সমস্ত লোক তাহাকে মৃত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৬৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে পরীক্ষিৎ-মৃত্যুবিষয়ক
দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

গতপ্রাণস্তু রাজানং বালং পুত্রং সমীক্ষ্য চ।
চক্রুশ্চ মন্ত্রিণঃ সর্ব্বে পরলোকস্য সৎক্রিয়াঃ॥ ১ ॥
গঙ্গাতীরে দগ্ধদেহং ভস্মপ্রায়ং মহীপতিম্।
অগুরুভিশ্চাভিযুক্তায়াং চিতায়ামধ্যরোপয়ন্॥ ২ ॥
দুর্ম্মরেণ মৃতস্যাস্য, চক্রুশ্চৈবৌর্দ্ধদেহিকীম্।
ক্রিয়াং পুরোহিতাস্তস্য বেদমন্ত্রৈর্ব্বিধানতঃ॥ ৩ ॥
দদুর্দ্দানানি বিপ্রেভ্যো গাঃ সুবর্ণং যথোচিতম্।
অন্নং বহুবিধং তত্র বস্ত্রাণি বিবিধানি চ॥ ৪ ॥
সুমুহূর্ত্তে সুতং বালং প্রজানাং প্রীতিবর্দ্ধনম্।
সিংহাসনে শুভে তত্র মন্ত্রিণঃ সংন্যবেশয়ন্॥ ৫ ॥

সার্দ্ধপঞ্চাধিকৈঃ ষষ্টিপদ্যৈশ্চ জনমেজয়ঃ।
সর্পসত্রে কৃতোদ্যোগ আস্তীকেন নিবারিতঃ।

গতপ্রাণমিতি॥ ১ ॥ প্রথমং দুর্ম্মরণেন মৃতস্যামন্ত্রকং দাহমাহ গঙ্গাতীরে ইতি। পশ্চাৎ পালাশবিধিনা অগুরুচন্দনকাষ্ঠযুক্তায়াং চিতায়ামধ্যরোপয়ন্ স্থাপিতবন্ত ইত্যর্থঃ॥২॥ তত্র পালাশবিধৌ হেতুমাহ দুর্ম্মরেণেতি। মরো মরণং দুর্ম্মরো দুর্মৃতিস্তেন মৃতস্যৌর্দ্ধদেহিকাঃ ক্রিয়াঃ সমন্ত্রকাশ্চক্রুরিত্যর্থঃ॥ ৩ ॥ (রাজ্ঞঃ স্বর্গকামনয়া দানাদিকমপি কৃতবন্ত ইত্যত আহ দদুরিতি॥৪॥ অরাজকে জনপদে নানাবিধদুর্ঘটনাসম্ভবাৎ নবরাজাভিষেকোঽবশ্যবিধেয়

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! অনন্তর, মন্ত্রিগণ রাজা পরীক্ষিৎকে গতাসু এবং তাঁহার পুত্রকে অতি শিশু দেখিয়া নিজেরাই সেই পরলোকগত রাজার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিলেন॥১॥ প্রথমে তাঁহারা রাজার অপঘাত মৃত্যুজন্য তাঁহাকে গঙ্গাতীরে অমন্ত্রক দাহ করিয়া পরে কুশপুত্তল-দহন বিধিজন্য অগুরুপ্রভৃতি-সংযুক্ত চিতাতে অধিরোপণ করিলেন॥ ২ ॥ রাজার অপমৃত্যু হওয়াতে পুরোহিতগণই বেদমন্ত্র উচ্চারণ পুর্ব্বক যথাবিধি তাঁহার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সকল সমাধা করিলেন, এবং তাঁহার মঙ্গল জন্য বিপ্রগণকে যথোচিত সুবর্ণ, গাভী, বহু প্রকার ভোজনীয় দ্রব্য এবং নানাবিধ বস্ত্র সকল প্রদান করিলেন॥ ৩—৪ ॥ অনন্তর, মন্ত্রিগণ শুভ লগ্ন স্থির করিয়া প্রজাগণের আনন্দবর্দ্ধক সেই শিশু বালকটীকে পবিত্র রাজসিংহাসনে

পৌরজানপদা লোকাশ্চক্রুস্তং নৃপতিং শিশুম্।
জনমেজয়নামানং রাজলক্ষণসংযুতম্ ॥ ৬ ॥
ধাত্রেয়ী শিক্ষয়ামাস রাজচিহ্নানি সর্ব্বশঃ।
দিনে দিনে বর্দ্ধমানঃ স বভূব মহামতিঃ ॥ ৭ ॥
প্রাপ্তে চৈকাদশে বর্ষে তস্মৈ কুলপুরোহিতঃ।
যথোচিতাং দদৌ বিদ্যাং জগ্রাহ স যথোচিতাম্ ॥ ৮ ॥
ধনুর্ব্বেদং কৃপঃ পূর্ণং দদাবস্মৈ সুসংস্কৃতম্।
অর্জ্জুনায় যথা দ্রোণঃ কর্ণায় ভার্গবো যথা ॥ ৯ ॥
সংপ্রাপ্তবিদ্যো বলবান্ বভূব দুরতিক্রমঃ।
ধনুর্ব্বেদে তথা বেদে পারগঃ পরমার্থবিৎ ॥ ১০ ॥
ধর্ম্মশাস্ত্রার্থকুশলঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
চকার রাজ্যং ধর্ম্মাত্মা পুরা ধর্ম্মসুতো যথা ॥ ১১ ॥

ইত্যত আহ সুমুহূর্ত্তে ইতি। সুমুহূর্ত্তে শুভক্ষণে। বালং সুতং জনমেজয়মিত্যর্থঃ ॥ ৫—৭ ॥) দদৌ বিদ্যাং গায়ত্রীং ক্ষত্রিয়জাতেস্তস্মিন্ কালে ব্রতবন্ধস্য সত্বাৎ ॥ ৮ ॥ (কৃপঃ কৃপাচার্য্যঃ সুসংস্কৃতং পূর্ণং ধনুর্ব্বেদং অস্মৈ জনমেজয়ায় দদৌ শিক্ষয়ামাস ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥) তথা বেদে-স্বশাখায়াম্ ॥১০॥ (ধর্ম্মশাস্ত্রাণাং অর্থোঽভিধেয়ঃযথার্থতত্বমিত্যর্থঃ তস্মিন্ কুশলো দক্ষঃ শাস্ত্রতত্বার্থবেত্তা ইত্যর্থঃ। ধর্ম্মসুতো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১১ ॥

স্থাপন করিলেন ॥ ৫ ॥ পুরবাসিগণ এই নবীন-রাজকুমারকে সমস্ত রাজলক্ষণে বিভূষিত দেখিয়া জনমেজয় নামে সম্বোধন করিতে লাগিল ॥ ৬ ॥ ধাত্রেয়ী সর্ব্বদাই ইঁহাকে রাজনিয়ম গুলির শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিল। এইরূপে সেই নবভূপতি দিনে দিনে যেমন বাড়িতে লাগিলেন তেমনই ক্রমশ তাঁহার বুদ্ধিশক্তি প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥ ৭ ॥ অনন্তর, একাদশ বর্ষ উপস্থিত হইলে কুল পুরোহিত তাঁহাকে গায়ত্রী বিদ্যা প্রদান করিলেন, এবং তিনি ইহাই ক্ষত্রিয়ের সময়োচিত জানিয়া আনন্দ সহকারে তাহা গ্রহণ করিলেন ॥ ৮ ॥ অনন্তর, দ্রোণাচার্য্য যেরূপ অর্জ্জুনকে এবং পরশুরাম যেরূপ কর্ণকে সমস্ত ধনুর্ব্বিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন, সেইরূপ কৃপাচার্য্য তাঁহাকে সুসংস্কৃত ধনুর্ব্বেদ সকল সম্পূর্ণরূপে প্রদান করিলেন ॥৯॥ এইরূপে জনমেজয় সমস্ত বিদ্যা-লাভ করিয়া অতিশয় বলবান্ এবং শত্রুগণের দুরতিক্রমণীয় হইয়া উঠিলেন। তিনি ধনুর্ব্বেদে যেরূপ পারদর্শী হইলেন সেইরূপ অপর বেদেরও নিগূঢ়ার্থ সকল জানিতে পারিলেন ॥১০॥ এইরূপে সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় নরপতি জনমেজয়, পূর্ব্বে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যেরূপে রাজ্য পালন করিয়াছিলেন সেইরূপ রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

ততঃ সুবর্ণবর্ম্মাখ্যো রাজা কাশিপতিঃ কিল।
বপুষ্টমাং শুভাং কন্যাং দদৌ পারীক্ষিতায় চ ॥ ১২ ॥
স তাং প্রাপ্যাসিতাপাঙ্গীং মুমুদে জনমেজয়ঃ।
কাশিরাজসুতাং কান্তাং প্রাপ্য রাজা যথা পুরা।
বিচিত্রবীর্য্যো মুমুদে সুভদ্রাঞ্চ যথার্জ্জুনঃ ॥ ১৩ ॥
বিজহার মহীপালো বনেষূপবনেষু চ।
তয়া কমলপত্রাক্ষ্যা শচ্যা শতক্রতুর্যথা ॥ ১৪ ॥
প্রজাস্তস্য সুসন্তুষ্টা বভূবুঃ সুখলালিতাঃ।
মন্ত্রিণঃ কর্ম্মকুশলাশ্চক্রুঃ কার্য্যাণি সর্ব্বশঃ ॥ ১৫ ॥
এতস্মিন্নেব কালে তু মুনিরুত্তঙ্কনামকঃ।
তক্ষকেণ পরিক্লিষ্টো হস্তিনাপুরমভ্যগাৎ ॥ ১৬ ॥
বৈরস্যাপচিতিং কোঽস্য প্রকুর্য্যাদিতি চিন্তয়ন্।
পরীক্ষিতসুতং মত্বা তং নৃপং সমুপাগতঃ ॥ ১৭ ॥

তত ইতি। পরীক্ষিতোঽপত্যং পুমান্ পারীক্ষিতো জনমেজয়স্তস্মৈ। শুভাং লক্ষণান্বিতাম্ ॥ ১২ ॥ স তামিতি। পুরা পূর্ব্বকালে রাজা বিচিত্রবীর্য্যঃ কাশীরাজসুতাং অম্বিকাং অম্বালিকাং চ প্রাপ্য তথা অর্জ্জুনশ্চ সুভদ্রাং লব্ধা যথা মুমুদে হর্ষং প্রাপ্তবান্ তথা স জনমেজয়স্তাং বপুষ্টমাং প্রাপ্য মুমুদে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৩—১৫ ॥)

তক্ষকেণ পরিক্লিষ্ট ইতি ॥ ১৬ ॥ বৈরস্য তক্ষকেণ কৃতস্যাঽপচিতিং প্রতিক্রিয়াম্। উত্তঙ্কস্য গুরোঃ পত্ন্যা রাজপত্নীকুণ্ডলানয়নার্থমুত্তঙ্কে প্রেষিতে স চোত্তঙ্কো রাজপত্নীং প্রার্থয়িত্বা

অনন্তর, কাশীরাজ সুবর্ণবর্ম্মাক্ষ এই পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়কে নিজকন্যা বপুষ্টমাকে প্রদান করিলেন ॥ ১২ ॥ জনমেজয় সেই চারুলোচনা বপুষ্টমাকে পাইয়া, পূর্ব্বে মহারাজ বিচিত্রবীর্য্য কাশীরাজ-কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে এবং অর্জ্জুন সুভদ্রাকে লাভ করিয়া যেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ আনন্দিত হইলেন ॥ ১৩ ॥ ইন্দ্র যেরূপ শচীর সহিত বিহার করেন, সেইরূপ মহীপাল জনমেজয় এই কমলনয়না বপুষ্টমার সহিত নানা বন ও উপবনে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥ প্রজাগণও সুখেতে প্রতিপালিত হইয়া তাহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইল এবং কার্য্যকুশল মন্ত্রিগণও বিশেষ দক্ষতার সহিত স্ব স্ব কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

ঋষিগণ! এই সময় উত্তঙ্ক নামে কোনও মুনি, তক্ষক হইতে অতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া হস্তিনাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কোন্ ব্যক্তি ইহার প্রতীকার করিতে সমর্থ ইহা চিন্তা করত পরীক্ষিৎপুত্র রাজা জনমেজয়কেই যথার্থ পাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক বলিলেন, মহারাজ! আপনি সময়ানুসারে কোন্‌টী কর্ত্তব্য আর

কার্য্যাকার্য্যং ন জানাসি সময়ে নৃপসত্তম!।
অকর্ত্তব্যং করোষ্যদ্য কর্ত্তব্যং ন করোষি বৈ ॥ ১৮ ॥
কিং ত্বাং সম্প্রার্থয়াম্যদ্য গতামর্ষং নিরুদ্যমম্।
অবৈরজ্ঞমতন্ত্রজ্ঞং বালচেষ্টাসমন্বিতম্ ॥ ১৯ ॥

জনমেজয় উবাচ।

কিং বৈরন্ন ময়া জ্ঞাতং ন কিং প্রতিকৃতং ময়া।
তদ্বদ ত্বং মহাভাগ! করোমি যদনন্তরম্ ॥ ২০ ॥

উত্তঙ্ক উবাচ।

পিতা তে নিহতো ভূপ তক্ষকেণ দুরাত্মনা।
মন্ত্রিণস্ত্বং সমাহূয় পৃচ্ছস্ব পিতৃনাশনম্ ॥ ২১ ॥

সূত উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা পপ্রচ্ছ মন্ত্রিসত্তমান্।
উচুস্তে দ্বিজশাপেন দষ্টঃ সর্পেণ বৈ মৃতঃ ॥ ২২ ॥

তয়া দত্তে কুণ্ডলে সংগৃহ্য মার্গমধ্যে কস্যচিৎ সরসঃ তীরে কুণ্ডলে স্থাপয়িত্বা স্নানার্থমুত্ততার তস্মিন্নেব সময়ে তক্ষকোঽপ্যাগত্য কুণ্ডলেঽপহৃতবাননন্তরং মহতায়াসেন তে কুণ্ডলে উত্তঙ্কেন লব্ধে তদ্দিনাত্তক্ষকেণ সহোত্তঙ্কস্য বৈরমাসীদিতি কথা মহাভারতে প্রসিদ্ধা। পরীক্ষিতস্সুতো জনমেজয়ঃ কুর্য্যাদিতি মত্বা তং নৃপং সমুপাগতঃ সন্ বভাষে ইতি শেষঃ ॥১৭-১৮॥ অতন্ত্রজ্ঞমশাস্ত্রজ্ঞং ন হি শাস্ত্রজ্ঞঃ সন্ পিতৃশত্রোরক্ষতং জীবিতং স্থাপয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

কিং বৈরমিতি। যস্তবতা বৈরমুচ্যতে তৎ কিমিতি বদ ন তন্ময়া জ্ঞাতমস্তীত্যর্থঃ। ন

কোন্‌টী অকর্ত্তব্য তাহা জানেন না। আমি দেখিতেছি, আপনি এক্ষণে যাহা অকর্ত্তব্য তাহাই করিতেছেন আর যাহা কর্ত্তব্য কার্য্য তাহার প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য করিতেছেন না ॥ ১৬—১৮ ॥ মহারাজ! আপনি সন্ন্যাসীর ন্যায় কেবল ক্ষমাগুণাবলম্বী হইয়া একেবারে নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছেন; সুতরাং শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া পূর্ব্ব শত্রুতা ভুলিয়া রহিয়াছেন; ফলত আপনাকে যেরূপ বালকের মত কার্য্যকারী দেখিতেছি তাহাতে আর আপনার নিকট কি প্রার্থনা করিব ॥ ১৯ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া জনমেজয় কহিলেন, বিপ্রবর! আমি কোন্ বিষয়ে কাহার পূর্ব্ব শত্রুতা জানিতে পারিতেছি না বা জানিয়া তাহার প্রতীকার করিতেছি না, হে মহাভাগ! আপনি তাহা বলুন; শ্রবণানন্তরই তাহার প্রতীকার করিতেছি ॥ ২০ ॥ ইহা শুনিয়া উত্তঙ্ক কহিলেন, মহারাজ! দুরাত্মা তক্ষক যে, আপনার পিতাকে নিহত করিয়াছে, তাহা কি আপনি জানেন না? এক্ষণে মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া একবার আপনার পিতৃনাশের কথা জিজ্ঞাসা করুন? ॥ ২১ ॥

জনমেজয় উবাচ।

শাপোঽত্র কারণং রাজ্ঞঃ শপ্তস্য মুনিনা কিল।
তক্ষকস্য তু কো দোষো ব্রূহি মে মুনিসত্তম! ॥ ২৩ ॥

উত্তঙ্ক উবাচ।

তক্ষকেণ ধনং দত্ত্বা কশ্যপঃ সন্নিবারিতঃ।
ন স কিং তক্ষকো বৈরী পিতৃহা তব ভূপতে! ॥ ২৪ ॥
ভার্য্যা রুরোঃ পুরা ভূপ! দষ্টা সর্পেণ সা মৃতা।
অবিবাহিতা তু মুনিনা জীবিতা চ পুনঃ প্রিয়া ॥ ২৫ ॥
রুরুণাপি কৃতা তত্র প্রতিজ্ঞা চাতিদারুণা।
যং যং সর্পং প্রপশ্যামি তং তং হন্ম্যায়ুধেন বৈ ॥ ২৬ ॥
এবং কৃত্বা প্রতিজ্ঞাং স শস্ত্রপাণী রুরুস্তদা।
ব্যচরৎ পৃথিবীং রাজন্নিঘ্নন্ সর্পান্ যতস্ততঃ ॥ ২৭ ॥

কিং প্রতিকৃতমিতি। বৈরং জ্ঞাত্বা ময়া ন তৎপ্রতিকৃতমিতি নৈবাঽস্তীত্যর্থঃ। তথাঽপি চেত্তদপি বদেত্যর্থঃ। করোমি করিষ্যামি। বর্ত্তমানসামীপ্যে লট্ ॥২০—২২॥ শাপেন মৃতস্য দোষস্তক্ষকে নৈব সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

ব্রাহ্মণশাপাত্তক্ষকেণ দংশঃ কর্ত্তব্যঃ। সঞ্জীবয়িতা কশ্যপো ব্রাহ্মণো ধনং দত্ত্বা কিমিতি নিবারিতঃ। ন চ তদভাবে তস্য কাচিৎ ক্ষতিরভূত্তস্মাৎ স এব তস্যাপরাধ ইত্যর্থঃ। ইত্থমপরাধে স তক্ষকো বৈরী তব পিতৃহা ন কিমিতি বদেত্যাহ ন স কিমিতি ॥২৪॥ নম্বেতাদৃশা-

---

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! নৃপতি জনমেজয় উত্তঙ্কের এই কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রিবর্গকে পিতৃ বিনাশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিল, মহারাজ! আপনার পিতা ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন, এই জন্য তক্ষক তাঁহাকে দংশন করে এবং সেই জন্যই তাঁহার জীবন নষ্ট হইয়াছে ॥ ২২ ॥ জনমেজয় মন্ত্রিগণের এই সমস্ত কথা শুনিয়া উত্তঙ্ককে বলিলেন, মুনিসত্তম! আমার পিতা মহারাজ পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার মৃত্যু বিষয়ে একমাত্র ব্রহ্মশাপই কারণ দেখিতেছি; ইহাতে তক্ষকের কি দোষ তাহা বলুন ॥ ২৩ ॥

উত্তঙ্ক কহিলেন, মহারাজ! তক্ষক, যখন আপনার পিতার চিকিৎসার জন্য সমাগত সর্পবিদ্যা-বিশারদ কশ্যপ মুনিকে ধন প্রদান করিয়া নিবৃত্ত করিয়াছিল, তখন সেই তক্ষক কি আপনার পিতৃহন্তা বা শত্রু নহে? ॥২৪॥ মহারাজ! পূর্ব্বকালে রুরু মুনির ভার্য্যা প্রমদ্বরা অনূঢ়াবস্থাতেই সর্পদংশনে মৃত হইলেও মুনিবর রুরু তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি কেবল শত্রুতার প্রতীকার করিবার জন্য এই দারুণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, অদ্যাবধি আমি যে যে সর্প দেখিতে পাইব তাহাকেই দণ্ডাদি দ্বারা

একদা স বনে ঘোরং ডুণ্ডুভঞ্জরসান্বিতম্।
অপশ্যদ্দণ্ডমুদ্যম্য হন্তুং তং সমুপাযযৌ ॥ ২৮ ॥
অভ্যহন্ রুষিতো বিপ্রস্তমুবাচাথ ডুণ্ডুভঃ।
নাপরাধ্নোমি তে বিপ্র! কস্মান্মামভিহংসি বৈ ॥ ২৯ ॥

রুরুরুবাচ।

প্রাণপ্রিয়া মে দয়িতা দষ্টা সর্পেণ সা মৃতা।
প্রতিজ্ঞেয়ং তদা সর্প! দুঃখিতেন ময়া কৃতা ॥ ৩০ ॥

ডুণ্ডুভ উবাচ।

নাহং দশামি তেঽন্যে বৈ যে দশন্তি ভুজঙ্গমাঃ।
শরীরসমযোগেন ন মাং হিংসিতুমর্হসি ॥ ৩১ ॥

উত্তঙ্ক উবাচ।

শ্রুত্বা তাং মানুষীং বাণীং সর্পেণোক্তাং মনোহরাম্।
রুরুঃ পপ্রচ্ছ কোঽসি ত্বং কস্মাড্ডুণ্ডুভতাঙ্গতঃ ॥ ৩২ ॥

পরাধিনঃ শিক্ষা কেন কৃতেতি চেত্তত্রাহ ভার্য্যেতি ॥ ২৫ ॥ হন্মি হনিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ২৬—
ডুণ্ডুভমজগরম্ ॥ ২৮ ॥ তে তুভ্যং নাপরাধ্নোমি দ্রোহং করোমি ॥ ২৯ ॥
ইয়মিতি। সর্পজাতির্হন্তব্যেত্যেবংরূপেত্যর্থঃ ॥৩০॥ দংশকসর্পবিষয়ে সা প্রতিজ্ঞা তব
নাহং দংশক ইত্যাহ নাহমিতি ॥ ৩১—৩২ ॥

বিনাশ করিব ॥ ২৫—২৬ ॥ মহারাজ! রুরু এইরূপে প্রতিজ্ঞা করিয়া শস্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক
কুল বিনাশ করিতে করিতে সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥ অনন্তর, এক
সেই মুনি বনমধ্যে জরাজীর্ণ দীর্ঘকায় একটী ডুণ্ডুভ (ঢোঁড়া) সর্প দেখিতে পাইয়া তাহ
মারিবার জন্ম লগুড় উত্তোলন পূর্ব্বক তাহার নিকটে যাইয়াই রোষভরে অতিশয় প্র
করিলেন। তখন, সেই ডুণ্ডুভ তাঁহাকে বলিল, ব্রহ্মন! আমি ত আপনার কোনও অপ
করি নাই তবে কি জন্ম আমাকে মারিতেছেন ॥ ২৮—২৯ ॥

রুরু এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, সর্প! পূর্ব্বে আমার প্রাণাধিক প্রিয়পত্নী সর্প-দং
প্রাণ হারাইয়াছিল, এজন্ম আমি দুঃখিত হইয়াই সেই সময় এইরূপ প্রতিজ্ঞা ক
রাছি ॥ ৩০ ॥ ডুণ্ডুভ কহিল, ব্রহ্মন্! যে সকল সর্প দংশন করে তাহারাত অন্যজাতী
আমি ত কখন দংশন করি না; অতএব শরীরসাদৃশ্যে আমাকে প্রহার করা আপ
উচিত হইতেছে না ॥ ৩১ ॥

মহারাজ! রুরু সেই সর্পের মুখে মনোহর মনুষ্য বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞ
করিলেন, সর্প! তুমি কে? কি জন্যই বা সর্প দেহ প্রাপ্ত হইয়াছ তাহা আমাকে বল ॥ ৩

সর্প উবাচ।

ব্রাহ্মণোঽহং পুরা বিপ্র ! সখা মে খগমাভিধঃ।
বিপ্রো ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৩৩ ॥
স ময়া বঞ্চিতো মৌর্খ্যাৎ সর্পং কৃত্বা চ তার্ণকম্।
ভয়ঞ্চ প্রাপিতোঽত্যর্থমগ্নিহোত্রগৃহে স্থিতঃ ॥ ৩৪ ॥
তেন ভীতেন শপ্তোঽহং বিহ্বলেনাঽতিবেপিনা।
ভব সর্পো মন্দবুদ্ধে ! যেনাহং ধর্ষিতস্ত্বয়া ॥ ৩৫ ॥
ময়া প্রসাদিতোঽত্যর্থং সর্পেণাঽসৌ দ্বিজোত্তমঃ।
মামুবাচাথ তৎক্রোধাৎ কিঞ্চিচ্ছান্তিমবাপ্য চ ॥ ৩৬ ॥
রুরুস্তে মোচিতা শাপস্যাস্য সর্প ! ভবিষ্যতি।
প্রমতেস্তু সুতো নূনমিতি মাং সোঽব্রবীদ্বচঃ ॥ ৩৭ ॥
সোঽহং সর্পো রুরুস্ত্বঞ্চ শৃণু মে পরমং বচঃ।
অহিংসা পরমো ধর্ম্মো বিপ্রাণাং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

খগমঃ খেচর ইত্যন্বর্থনামা ॥৩৩॥ তার্ণকং তৃণনির্ম্মিতং সর্পং কৃত্বা বঞ্চিতঃ। ময়া অত্যর্থং ভয়ং প্রাপিতশ্চ ॥ ৩৪—৩৬ ॥ (অধুনা শাপমোক্ষোপায়মাহ রুরুরিতি। হে সর্প ! ডুণ্ডুভরূপ-ধারিন্ ! প্রমতেঃ সুতো রুরুর্নাম মুনিস্তে অস্য শাপস্য মোচিতা মুক্তিকর্ত্তা ভবিষ্যতীতি নূনং নিশ্চিতমেব জানীহি ॥৩৭॥ সোহমিতি। অহং স এব সর্পঃ ভবৎকরুণাধিগম্যমুক্তিরিতি ভাবঃ। ত্বঞ্চ রুরুঃ অস্মৎমুক্তিকর্ত্তা ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। সর্ব্বেষামেব অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ। বিশেষতো

সর্প কহিল, বিপ্র ! পূর্ব্বে আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম এবং আমার একজন খগম নামে বিপ্র বন্ধু ছিলেন। তিনি ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় এবং অতিশয় সত্যবাদী। একদিন আমি মূর্খতাবশত একটী তৃণের সর্প নির্ম্মাণ করিয়া, যখন তিনি অগ্নিহোত্র গৃহে ছিলেন, সেই সময় তাঁহাকে ভয় দেখাইয়াছিলাম, ইহাতে তিনি অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন ॥ ৩৩—৩৪ ॥ অনন্তর, তিনি এই ভয়ে বিহ্বল হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আমাকে এইরূপ শাপ প্রদান করিলেন যে, রে মূঢ় ! তুমি যেমন নির্ব্বিষ সর্প দ্বারা আমাকে ভয় দেখাইলে তেমনি তুমিও বিষবিহীন সর্প দেহ লাভ করিয়া অবস্থান কর ॥ ৩৫ ॥ অনন্তর, আমি এই ডুণ্ডুভ সর্পরূপ ধারণ করিয়া সেই দ্বিজোত্তমকে অতি কাতরতা প্রকাশ পূর্ব্বক প্রসন্ন করিলাম। পরে তিনিও তাদৃশ ক্রোধ হইতে কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়া আমাকে বলিলেন, সর্প ! প্রমতি-পুত্র রুরু তোমার এই শাপের মুক্তিকর্ত্তা হইবেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ॥৩৬—৩৭॥ অতএব, বিপ্রবর ! আমি সেই সর্প এবং আপনিও সেই রুরু। এক্ষণে আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন। দেখুন, সাধারণত অহিংসাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের পক্ষে উহাই যে সারধর্ম্ম

দয়া সর্ব্বত্র কর্ত্তব্যা ব্রাহ্মণেন বিজানতা।
যজ্ঞাদন্যত্র বিপ্রেন্দ্র! ন হিংসা যাজ্ঞিকী মতা॥ ৩৯॥

উতঙ্ক উবাচ।

সর্পযোনের্ব্বিনির্মুক্তো ব্রাহ্মণোঽসৌ রুরুস্ততঃ।
কৃত্বা তস্য চ শাপান্তং পরিত্যক্তঞ্চ হিংসনম্॥ ৪০॥
বিবাহিতা তেন বালা মৃতা সঞ্জীবিতা পুনঃ।
কদনং সর্ব্বসর্পাণাং কৃতং বৈরমনুস্মরন্॥ ৪১॥
ত্বন্তু বৈরং সমুৎসৃজ্য বর্ত্তসে পন্নগেষ্বথ।
বিমন্যুর্ভরতশ্রেষ্ঠ! পিতৃঘাতকরেষু বৈ॥ ৪২॥
অন্তরিক্ষে মৃতস্তাতঃ স্নানদানবিবর্জ্জিতঃ।
তস্যোদ্ধারঞ্চ রাজেন্দ্র! কুরু হত্বাথ পন্নগান্॥ ৪৩॥
পিতুর্বৈরং ন জানাতি জীবন্নেব মৃতো হি সঃ।
দুর্গতিস্তে পিতুস্তাবদ্যাবত্তান্ন হনিষ্যসি॥ ৪৪॥

ব্রাহ্মণানামিত্যর্থঃ॥ ৩৮॥) যজ্ঞাদন্যত্র দয়া কর্ত্তব্যা। যজ্ঞে তু হিংসৈব কর্ত্তব্যা। ন সা যাজ্ঞিকী হিংসা হিংসা ভবতি অহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্য ইতি শ্রুতেরিত্যাহ। যজ্ঞাদন্যত্রেতি॥ ৩৯—৪০॥ এবম্প্রকারেণ রুরুণা বালা স্ত্রী মৃতাপি সঞ্জীবিতায়ুষোর্দ্ধদানেন ততো বিবাহিতা চ। পুনরনন্তরং পূর্ব্ববৈরমনুস্মরন্ সর্পাণাং তেন কদনং নাশনং কৃতম্। ততঃ শাপান্তং কৃত্বা হিংসনং পরিত্যক্তমিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ॥৪১॥ ত্বন্তু বৈরমিতি। ইদমাশ্চর্য্যং মম ভাতীত্যর্থঃ॥ ৪২॥ (অধুনা পরীক্ষিতো দুর্ম্মরণমুক্ত্বা জনমেজয়মুত্তেজয়ন্নাহ অন্তরিক্ষে ইতি। তাতস্তব পিতা অন্তরিক্ষে শূন্যে স্নানদানাদিপুণ্যকর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ সন্ মৃতস্তক্ষকেণ দষ্ট-

---

তাহাতে আর সংশয় কি?॥ ৩৮॥ তবে যজ্ঞে যে পশুহিংসা উক্ত আছে, সে হিংসা হিংসার মধ্যে নয় বলিয়াই বেদতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞস্থলে পশুবধ করিয়া থাকেন; অতএব, যজ্ঞ ভিন্ন সর্ব্বত্রই দয়া প্রকাশ করা কর্ত্তব্য॥ ৩৯॥

উতঙ্ক কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ সর্পযোনি হইতে বিমুক্ত হইলেন এবং রুরুও তাঁহার শাপান্ত করিয়া সর্পহিংসা পরিত্যাগ করিলেন। মহারাজ! দেখুন, রুরু সেই মৃত বালিকাকে নিজ আয়ুর অর্দ্ধেক প্রদান পূর্ব্বক বাঁচাইয়া বিবাহ করিয়াও কেবল শত্রুতা স্মরণ করত সর্পগণের পীড়ন করিয়াছিলেন; কিন্তু, হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনি মন্যুবিহীন হইয়া সেই পিতৃবিনাশক সর্পগণের প্রতি একেবারেই পূর্ব্বশত্রুতা বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছেন॥ ৪০—৪২॥ মহারাজ! আপনার পিতা স্নানদান-বর্জ্জিত হইয়া শূন্যস্থলে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন; অতএব আপনি এক্ষণে সেই পিতৃশত্রু সর্পগণকে বিনাশ করিয়া তাঁহার উদ্ধার করুন॥ ৪৩॥ দেখুন, যে পুত্র পিতৃশত্রুর শত্রুতা স্মরণ না করে, সে জীবিত

অস্বামথমিষং কৃত্বা কুরু যজ্ঞং নৃপোত্তম ! ।
সর্পসত্রং মহারাজ ! পিতুর্বৈরমনুস্মরন্ ॥ ৪৫ ॥

সূত উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা রাজা জন্মেজয়স্তদা।
নেত্রাভ্যামশ্রুপাতঞ্চ চকারাতীবদুঃখিতঃ ॥ ৪৬ ॥
ধিঙ্মামস্তু সুদুর্ব্বুদ্ধের্বৃথামানকরস্য বৈ।
পিতা যস্য গতিং ঘোরাং প্রাপ্তঃ পন্নগপীড়িতঃ ॥ ৪৭ ॥
অদ্যাহং মখমারভ্য করোম্যপচিতিং পিতুঃ।
হত্বা সর্পানসন্দিগ্ধো দীপ্যমানে বিভাবসৌ ॥ ৪৮ ॥
আহূয় মন্ত্রিণঃ সর্ব্বান্ রাজা বচনমব্রবীৎ।
কুর্ব্বন্তু যজ্ঞসম্ভারং যথার্হং মন্ত্রিসত্তমাঃ ! ॥ ৪৯ ॥
গঙ্গাতীরে শুভাং ভূমিং মাপয়িত্বা দ্বিজোত্তমৈঃ।
কুর্ব্বন্তু মণ্ডপং স্বস্থাঃ শততম্ভং মনোহরম্ ॥ ৫০ ॥

সন্নিতি শেষঃ। অতঃ সর্পহননেন তস্যোদ্ধারঃ অবশ্যমেব কর্ত্তব্য ইত্যত আহ তস্যেতি ॥ ৪৩ ॥) যাবত্ত্বাম্ হনিষ্যসীতি স্বশত্রুনাশনে তস্য বাসনায়া অবশিষ্টত্বাত্তয়া বাসনয়া দুর্গতির্যুক্তৈব ॥৪৪॥ অশ্বামখো বক্ষ্যমাণো নবরাত্রোৎসবঃ ॥ ৪৫ ॥

জন্মেজয় ইতি। জন্মনৈবাতিশুদ্ধেন শত্রূনেজিতবান্ যতঃ। এজৃকম্পনে ধাতোর্হি জন্মেজয় ইতি শ্রুতঃ। ইতি বচনাৎ। শকন্ধাদিত্বাৎপররূপে জন্মেজয় ইত্যপি সাধু ॥ ৪৬—৪৯ ॥ মাপয়িত্বেতি পরিচ্ছিদ্যেত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥ তদঙ্গত্বে সতি তাদৃশবেদ্যাদ্যঙ্গত্বে সতি সর্পসত্রো বিধেয়ো

থাকিলেও মৃতস্বরূপ। অধিক আর কি বলিব, যত দিন না আপনি সর্পগণকে বিনাশ করিবেন তত দিন আপনার পিতার দুর্গতি থাকিবে ॥ ৪৪ ॥ মহারাজ! (সর্প বিনাশের উপায় বলিতেছি শ্রবণ করুন।) আপনি পিতৃশত্রুর শত্রুতা স্মরণ করত অশ্বাযজ্ঞচ্ছলে সর্প যজ্ঞ করুন। (তাহা হইলেই সর্পগণ বিনষ্ট হইবে) ॥ ৪৫ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! রাজা জনমেজয় উত্তঙ্কের এই সকল বাক্য শ্রবণ করত অতিশয় দুঃখিত হইয়া অশ্রুপাত করিলেন এবং বলিলেন, আমায় ধিক্! আমি অতিশয় নির্ব্বোধ! আমি বৃথা অভিমান করি; যাহার পিতা সর্পদংশনে ঘোর দুর্গতি পাইয়াছে তাহার আবার অভিমান কি? ॥ ৪৬—৪৭ ॥ এক্ষণে, আমি নিশ্চয়ই সর্পযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া প্রদীপ্ত অগ্নিতে সর্পগণকে দগ্ধ করিয়া পরলোকগত পিতার হিতসাধন করিব ॥ ৪৮ ॥ অনন্তর, মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, মন্ত্রিগণ! শীঘ্র যথাযোগ্য যজ্ঞের উপকরণ সকল প্রস্তুত কর ॥ ৪৯ ॥ দ্বিজগণ দ্বারা গঙ্গাতীরে পবিত্র ভূমি মাপাইয়া মনোনিবেশ পূর্ব্বক একটী মনোহর শতস্তম্ভ-বিশিষ্ট মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাও এবং তন্মধ্যে একটী বিস্তৃত যজ্ঞবেদী রচিত কর।

বেদী-যজ্ঞস্য কর্ত্তব্যা মমাদ্য সচিবাঃ খলু।
তদঙ্গত্বে বিধেয়ো বৈ সর্পসত্রঃ সুবিস্তরঃ ॥ ৫১ ॥
তক্ষকস্তু পশুস্তত্র হোতোত্তঙ্কো মহামুনিঃ।
শীঘ্রমাহূয়তাং বিপ্রাঃ সর্ব্বজ্ঞা বেদপারগাঃ ॥ ৫২ ॥

সূত উবাচ।

মন্ত্রিণস্তু তদা চক্রুর্ভূপবাক্যৈর্ব্বিচক্ষণাঃ।
যজ্ঞস্য সর্ব্বসম্ভারং বেদীং যজ্ঞস্য বিস্তৃতাম্ ॥ ৫৩ ॥
হবনে বর্ত্তমানে তু সর্পাণাং তক্ষকো গতঃ।
ইন্দ্রং প্রতি ভয়ার্ত্তোঽহং ত্রাহি মামিতি চাব্রবীৎ ॥ ৫৪ ॥
ভয়ভীতং সমাশ্বাস্য স্বাসনে সন্নিবেশ্য চ।
দদাবভয়মত্যর্থং নির্ভয়ো ভব পন্নগ! ॥ ৫৫ ॥
তমিন্দ্রশরণং জ্ঞাত্বা মুনির্দ্দত্তাভয়ং তথা।
উত্তঙ্কোঽহ্বয়দুদ্বিগ্নঃ সেন্দ্রং কৃত্বা নিমন্ত্রণম্ ॥ ৫৬ ॥
স্মৃতস্তদা তক্ষকেণ যাযাবরকুলোদ্ভবঃ।
আস্তীকো নাম ধর্ম্মাত্মা জরৎকারুসুতো মুনিঃ ॥ ৫৭ ॥

নাঙ্গপেত্যর্থঃ। পুংস্ত্বমার্ষম্ ॥ ৫১ ॥ (আহূয়তামিত্যেকবচননির্দ্দেশ আর্ষঃ ॥ ৫২—৫৫ ॥) উত্তঙ্কোঽহ্বয়ৎ আহূতবান্ সেন্দ্রং তক্ষকং প্রথমতঃ পুরোঽনুবাক্যাদিভির্নিমন্ত্রণং কৃত্বে-

---

এইরূপে সমস্ত অঙ্গবিধান করিলে পর আমি সেই স্থানে সর্পযজ্ঞ করিব ॥৫০—৫১॥ মন্ত্রিগণ! এই যজ্ঞে মহামুনি উত্তঙ্ক হোতা আর তক্ষক যজ্ঞীয় পশু হইবে। তোমরা শীঘ্র সর্ব্বজ্ঞ বেদ-পারগ ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ কর ॥ ৫২ ॥

ঋষিগণ! অনন্তর, কার্য্যাধ্যক্ষ মন্ত্রিসকল ভূপতি জনমেজয়ের এইরূপ আদেশ পাইয়া যজ্ঞের জন্য অতি বিস্তৃত বেদী এবং অন্যান্য উপকরণ সকল আয়োজন করিলেন ॥ ৫৩ ॥ পরে, যজ্ঞ আরম্ভ হইলে মন্ত্রবলে নানাবিধ সর্প সকল আহূত হইয়া জলন্ত হুতাশন-মুখে পতিত হইতেছে দেখিয়া, তক্ষক অতি ভীত হইয়া ইন্দ্রের নিকট গমন পূর্ব্বক বলিল, দেবরাজ! আমায় রক্ষা করুন, সর্প যজ্ঞ দেখিয়া আমি অতিশয় ভীত হইয়াছি ॥ ৫৪ ॥ ইন্দ্র তক্ষককে ভীত দেখিয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক নিজাসনে বসাইলেন এবং ভয় নাই তুমি নির্ভয় হও বলিয়া অভয় প্রদান করিলেন ॥ ৫৫ ॥ মুনিবর উত্তঙ্ক তক্ষককে ইন্দ্রের শরণাগত এবং ইন্দ্রকর্ত্তৃক আশ্বাসিত জানিতে পারিয়া প্রথমত উদ্বিগ্ন হইলেন, পরে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তক্ষককে ইন্দ্রের সহিত আহ্বান করিলেন ॥ ৫৬ ॥ এই সময় তক্ষক নিরুপায় হইয়া যাযাবর-কুলোদ্ভব জরৎকারু মুনির পুত্র ধর্ম্মাত্মা আস্তীককে স্মরণ করিল ॥৫৭॥

তত্রাগত্য মুনের্বালস্তুষ্টাব জনমেজয়ম্।
রাজা তমর্চয়ামাস দৃষ্ট্বা বালং সুপণ্ডিতম্ ॥ ৫৮ ॥
অর্চ্চয়িত্বা নৃপস্তস্তু ছন্দয়ামাস বাঞ্ছিতৈঃ।
স তু বব্রে মহাভাগ! যজ্ঞোঽয়ং বিরমত্বিতি ॥ ৫৯ ॥
সত্যবদ্ধো নৃপস্তেন প্রার্থিতশ্চ পুনস্তথা।
হোমং নিবর্ত্তয়ামাস সর্পাণাং মুনিবাক্যতঃ ॥ ৬০ ॥
ভারতং শ্রাবয়ামাস বৈশম্পায়ন বিস্তরাৎ।
শ্রুত্বাপি নৃপতিঃ কামং ন শান্তিমভিজগ্মিবান্ ॥ ৬১ ॥
ব্যাসং পপ্রচ্ছ ভূপালো মম শান্তিঃ কথং ভবেৎ।
মনোঽতিদহ্যতে কামং কিংকরোমি বদস্ব মে ॥ ৬২ ॥
পিতা মে দুর্ভগস্ত্বেবং মৃতঃ পার্থসুতাত্মজঃ।
ক্ষত্রিয়াণাং মহাভাগ! সংগ্রামে মরণং বরম্ ॥ ৬৩ ॥
রণে বা মরণং ব্যাস! গৃহে বা বিধিপূর্ব্বকম্।
মরণং ন পিতুর্ম্মেঽভূদন্তরিক্ষে মৃতোঽবশঃ ॥ ৬৪ ॥

ত্যর্থঃ ॥ ৫৬—৫৮ ॥ বাঞ্ছিতৈরিতি। বাঞ্ছিতং বৃণীত্যুক্তবানিত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥ বৈশম্পায়ন ইতি প্রথমান্তং ছান্দসত্বাল্লুপ্তবিভক্ত্যন্তম্ ॥ ৬১ ॥ ভারতশ্রবণেনাপি শান্তির্ন জাতেতি ব্যাসং পপ্রচ্ছেত্যাহ ব্যাসমিতি ॥ ৬২—৬৩ ॥ সংগ্রামে মহতি রণে। রণে সামান্যে। মরণং মে

সেই মুনিপুত্র আস্তীক এই সময় সেই স্থানে যাইয়া নানাবিধ বাক্যে জনমেজয়কে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। অনন্তর, রাজা বালকটীকে সুপণ্ডিত দেখিয়া পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা অর্চ্চনা পূর্ব্বক বলিলেন যে, আপনার যাহা অভিলাষ হয় বলুন, আমি তাহা প্রদান করিব ; রাজার এই কথা শুনিয়া আস্তীক বলিলেন, মহারাজ! আপনি অতিশয় ভাগ্যশালী সন্দেহ নাই ; এক্ষণে আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে, আপনি এই যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হউন ॥ ৫৮—৫৯ ॥ মহারাজ জনমেজয় একেত প্রথমে সত্যবদ্ধ হইয়াছিলেন তাহাতে আবার এক্ষণে পুনঃ পুনঃ আস্তীক কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া তাঁহার বাক্য রক্ষার জন্য সর্পাহুতি নিবারণ করিলেন ॥ ৬০ ॥ অনন্তর, বৈশম্পায়ন চিত্ত শুদ্ধির জন্য তাহাকে সমস্ত ভারত বিস্তার পূর্ব্বক শ্রবণ করাইলেন। রাজা জনমেজয় সমস্ত ভারত শ্রবণ করিয়াও যখন শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না, তখন ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমার মন অতিশয় শোকাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে, এক্ষণে কি করি, কি হইলেই বা শান্তি লাভ হয়, আপনি সেইরূপ উপদেশ করুন ॥ ৬১—৬২ ॥ হায়! আমি কি দুর্ভাগ্য !! আমার পিতা অর্জ্জুনের পৌত্র হইয়াও অপমৃত্যুতে জীবন ত্যাগ করিয়াছেন। মুনিবর! ক্ষত্রিয়গণের সামান্যই হউক আর বিষম সংগ্রামই হউক একমাত্র

শান্ত্যুপায়ং বদস্বাত্র ত্বঞ্চ সত্যবতীসুত ।।
যথা স্বর্গং ব্রজেদাশু পিতা মে দুর্গতিং গতঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে সর্পযজ্ঞবিবৃতির্নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

পিতুর্নাভূদিতি গৃহে বা বিধিপূর্ব্বকমিত্যনেনান্বেতি ॥ ৬৪ ॥ দুর্গতিং গত ইতি। পরীক্ষিতো দুর্গতিশ্চ মহাভারতেপ্যুক্তা। অপৃচ্ছৎ স তদা রাজা মন্ত্রিণস্তান্ সুদুঃখিতঃ। উত্তঙ্কস্যৈব সান্নিধ্যে পিতুঃ স্বর্গগতিং প্রতীতি ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে দ্বিতীয়স্কন্ধে
একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

সমরাঙ্গণে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর; যদি তাহা না হয় তবে গৃহেতে বিধিপূর্ব্বক মৃত্যুই ভাল। কিন্তু হায়! আমার পিতার ইহার কিছুই হয় নাই; তিনি দ্বিজশাপে অবশ হইয়া অন্তরীক্ষেই জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছেন ॥ ৬৩—৬৪ ॥ হে সত্যবতীনন্দন! এক্ষণে এ বিষয়ের শান্তির উপায় কি বলুন। যাহাতে পিতা সেইরূপ দুর্গতি পাইয়াও শীঘ্র স্বর্গে যাইতে পারেন তাহা উপায় বিধান করুন ॥ ৬৫ ॥

মহর্ষিবেদব্যাস-প্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্দেবীভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে সর্পযজ্ঞকথন-নামক
একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
উবাচ বচনং তত্র সভায়াং নৃপতিঞ্চ তম্ ॥ ১ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি পুরাণং গুহ্যমদ্ভুতম্।
পুণ্যং ভাগবতং নাম নানাখ্যানযুতং শিবম্ ॥ ২ ॥
অধ্যাপিতং ময়া পূর্ব্বং শুকায়াত্মসুতায় বৈ।
শ্রাবয়ামি নৃপ! ত্বাং হি রহস্যং পরমং মম ॥ ৩ ॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং কারণং শ্রবণাৎ কিল।
শুভদং সুখদং নিত্যং সর্ব্বাগমসমুদ্ধৃতম্ ॥ ৪ ॥

জনমেজয় উবাচ।

আস্তীকোঽয়ং সুতঃ কস্য বিপ্রার্থং কথমাগতঃ।
প্রয়োজনং কিমত্রাস্য সর্পাণাং রক্ষণে প্রভো! ॥ ৫ ॥

চতুঃষষ্টিশ্লোকবর্যৈরাস্তীকস্য সমুদ্ভবঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতস্যাপি মাহাত্ম্যমিতি কথ্যতে ॥

তচ্ছ্রুত্বেতি। ভারতাদিশ্রবণেন মম চিত্তশান্তির্ন জাতেতি মম পিতা দুর্গতিঙ্গত ইতি জন্মেজয়বাক্যং শ্রুত্বেত্যর্থঃ ॥ ১—৩ ॥ শ্রবণাৎ কারণমিত্যন্বয়ঃ। সর্ব্বাগমসমুদ্ধৃতম্ সর্ব্ববেদেভ্যঃ সারং গৃহীত্বা কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! সত্যবতীতনয় বেদব্যাস, মহারাজ জনমেজয়ের তাদৃশ আক্ষেপোক্তি শ্রবণ করিয়া সেই সভামধ্যেই তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥ মহারাজ আমি তোমায় অত্যদ্ভুত পবিত্রকারক ভাগবত পুরাণ বলিতেছি শ্রবণ কর। এই ভাগবত গূঢ়তত্ত্বে পরিপূর্ণ এবং ইহাতে নানা বিষয়ের পরম মঙ্গলময় উপাখ্যান সকল বর্ণিত আছে ॥ ২ ॥ রাজন্! ইহাকেই আমার পরম রহস্য বলিয়া জানিবেন, পূর্ব্বে আমি ইহা নিজ পুত্র শুকদেবকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলাম, এক্ষণে তোমাকেও শ্রবণ করাইতেছি ॥ ৩ ॥ ইহা সমস্ত বেদের সারসংগ্রহে বিরচিত, এজন্য এই কল্যাণকর সুখপ্রদ ও নিত্য ভাগবত শ্রবণ করিলে, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারা যায় সন্দেহ নাই ॥ ৪ ॥

কথয়ৈতন্মহাভাগ ! বিস্তরেণ কথানকম্।
পুরাণঞ্চ তথা সর্ব্বং বিস্তরাদ্বদ সুব্রত ! ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

জরৎকারুর্ম্মুনিঃ শান্তো ন চকার গৃহাশ্রমম্।
তেন দৃষ্টা বনে গর্ত্তে লম্বমানাঃ স্বপূর্ব্বজাঃ ॥ ৭ ॥

ততস্তমাহুঃ কুরু পুত্রদারান্
যথা চ নঃ স্যাৎ পরমা হি তৃপ্তিঃ।
স্বর্গে ব্রজামঃ খলু দুঃখমুক্তা
বয়ং সদাচারযুতে সুতে বৈ ॥ ৮ ॥
সতানুবাচাথ লভে সনাম্না-
ময়াচিতাং চাতি বশানুগাঞ্চ।
তদা গৃহারম্ভমহঙ্করোমি
ব্রবীমি তথ্যং মম পূর্ব্বজা বৈ ॥ ৯ ॥

বিঘ্নার্থং সর্পসত্রবিঘ্নার্থম্ ॥ ৫ ॥ ইদং প্রথগত উক্ত্বানন্তরং সর্ব্বং পুরাণং বদেত্যর্থঃ ॥ ৬
স্বপূর্ব্বজাঃ স্ববংশজাঃ ॥ ৭ ॥ ততস্তমাহুরিতি। তং জরৎকারুং তৎপিতর আহুঃ। (
দারকরণেন নোঽস্মাকং তৃপ্তিঃ স্যাত্তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ। তথাচ ত্বয়ি সুতে সতি বয়ং স্ব
ব্রজামস্তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥৮॥ ইত্থং পূর্ব্বজবাক্যং শ্রুত্বা জরৎকারুস্তানাহ স তানিতি। সনা
নাম্না সমানাং যস্যাঃ কন্যায়া নাম মম নাম চ সমানমেকমস্তি। পুনরযাচিতাং ময়াঽপ্রার্থিত

জনমেজয় কহিলেন, প্রভো! এই আস্তীক মুনি কাহার বংশধর এবং কেনইবা য
ব্যাঘাত করিতে এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ? সর্পগণের রক্ষা করিয়া ইহার
প্রয়োজন সিদ্ধ হইল ? হে মহাভাগ ! অগ্রে এই উপাখ্যানটী বিশেষরূপে বর্ণন করিয়া প
সমস্ত পুরাণখানি বিস্তার পূর্ব্বক বলুন, ইহাই আমার ইচ্ছা ॥ ৫—৬ ॥

ব্যাসদেব জনমেজয়ের এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, পূর্ব্বে জরৎকারু নামে কো
ঋষি নিরন্তর তপস্যারত থাকিয়া অতিশয় শান্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন। তিনি কদাপি দা
পরিগ্রহ করিয়া সংসারশ্রমে প্রবিষ্ট হন নাই। একদিন তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে
যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বনমধ্যস্থিত একটী গর্ত্তমধ্যে লম্বমানভাবে থাকিয়া পতনো
হইতেছেন ॥ ৭ ॥ (ইহা দেখিয়া জরৎকারু তাঁহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে
তাঁহারা বলিলেন, জরৎকারো ! তুমি আমাদের মুক্তির জন্য দারপরিগ্রহ করিয়া পুত্রো
পাদন কর তাহা হইলেই আমাদিগের পরম তৃপ্তি লাভ হইবে। দেখ, যদি তোমার এক
সদাচারনিষ্ঠ সন্তান উৎপন্ন হয় তাহা হইলেই আমরা এই দুঃখহস্ত হইতে মুক্তিলাভ করি
নিশ্চয়ই স্বর্গে যাইব ॥ ৮ ॥ অনন্তর, জরৎকারু ঋষি তাহাদিগের এই কথা শ্রবণ করি

ইত্যুক্ত্বা তান্ জরৎকারুর্গতস্তীর্থান্ প্রতি দ্বিজঃ।
তদৈব পন্নগাঃ শপ্তা মাত্রাগ্নৌ নিপতন্ত্বিতি ॥ ১০ ॥
কশ্যপস্য মুনেঃ পত্ন্যৌ কদ্রুশ্চ বিনতা তথা।
দৃষ্ট্বাদিত্যরথে চাশ্বমূচতুশ্চ পরস্পরম্ ॥ ১১ ॥
তং দৃষ্ট্বা চ তদা কদ্রুর্বিনতামিদমব্রবীৎ।
কিংবর্ণোঽয়ং হয়ো ভদ্রে! সত্যং প্রব্রূহি মাচিরম্ ॥ ১২ ॥

বিনতোবাচ।

শ্বেত এবাশ্বরাজোঽয়ং কিংবা ত্বং মন্যসে শুভে!।
ব্রূহি বর্ণং ত্বমপ্যস্য ততস্তু বিপণাবহে ॥ ১৩ ॥

কদ্রুরুবাচ।

কৃষ্ণবর্ণমহং মন্যে হয়মেনং শুচিস্মিতে!।
এহি সার্দ্ধং ময়া দিব্যং দাসীভাবায় ভামিনি! ॥ ১৪ ॥

পুনরতিবশানুগামতিবশ্যামেতাদৃশীং কন্যাং যদ্যহং লভে প্রাপ্নুয়াং তর্হি গৃহারং করোমি করিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

আগ্নৌ পতন্ত্বিতি মাত্রা শপ্তা ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ তত্র কা মাতা কথং বা শপ্তা ইতি সর্ব্বং বৃত্তান্তমাহ কশ্যপস্যেতি। ঊচতুর্বক্ষ্যমাণম্ ॥ ১১ ॥ কিংতত্তদাহ তং দৃষ্ট্বেতি ॥ ১২—১৩ ॥

দাসীভাবায়েতি। যস্যাঃ পরাভবঃ সা তস্যা দাসীতি দাসীভবনায় দিব্যং পণং কুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

বলিলেন, হে পূর্ব্বপুরুষগণ! আমি আপনাদের নিকট সত্য বলিতেছি যে, যদি আমি একান্ত বশবর্ত্তিনী অথচ আমার সদৃশনাম্নী কোনও কন্যা বিনা প্রার্থনায় লাভ করিতে পারি তাহা হইলেই তাহাকে বিবাহ করিয়া গৃহাশ্রমে প্রবিষ্ট হইব ॥ ৯ ॥

ঋষিগণ! সেই দ্বিজ জরৎকারু পূর্ব্বপুরুষগণকে এইরূপে বলিয়া তীর্থ যাত্রার উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। এদিকে এই সময়ের মধ্যেই সর্পগণ, তাহাদের মাতা কদ্রু কর্ত্তৃক "অগ্নিতে পতিত হইয়া ভস্মীভূত হও" এই বলিয়া অভিশপ্ত হইল। ইহার বৃত্তান্ত এই যে, কশ্যপ ঋষির কদ্রু ও বিনতা নামে দুই পত্নী এক দিবস সূর্য্যরথস্থিত অশ্বকে দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন ॥১০—১১॥ প্রথমতঃ কদ্রু সেই অশ্বকে দেখিয়া বিনতাকে বলিলেন, অয়ি কল্যাণি! এই ঘোটকের বর্ণ কিরূপ সত্য করিয়া শীঘ্র বল দেখি ॥ ১২ ॥

বিনতা বলিলেন, এই ঘোটকবর নিশ্চয়ই শুক্লবর্ণ; ভদ্রে! তুমি ইহাকে কিরূপ বিবেচনা কর? শীঘ্র ইহার কিরূপ বর্ণ বল দেখি? আইস এক্ষণে এ বিষয়ে আমরা একটী পণ করি ॥১৩॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া কদ্রু বলিলেন, ভগিনি! তুমি অক্ষুব্ধভাবে মন্দ হাস্য করিতেছ বটে, কিন্তু আমি এই ঘোটককে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়াই বিবেচনা করি। রুষ্ট হইও না; আমার

সূত উবাচ।

কদ্রুশ্চ স্বসুতানাহ সর্ব্বান্ সর্পান্ বশে স্থিতান্।
বালান্ শ্যামান্ প্রকুর্ব্বন্তু যাবন্তোঽশ্বশরীরকে ॥ ১৫ ॥
নেতি কেচন তত্রাহুস্তানথাসৌ শশাপ হ।
জন্মেজয়স্য যজ্ঞে বৈ গমিষ্যথ হুতাশনম্ ॥ ১৬ ॥
অন্যে চক্রুর্হয়ং সর্পাঃ কর্ব্বুরং বর্ণভোগকৈঃ।
বেষ্টয়িত্বাস্য পুচ্ছং তু মাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ১৭ ॥
ভগিন্যৌ চ সুসংযুক্তে গত্বা দদৃশতুর্হয়ম্।
কর্ব্বুরং তং হয়ং দৃষ্ট্বা বিনতা চাতিদুঃখিতা ॥ ১৮ ॥
তদাজগাম গরুড়ঃ সুতস্তস্যা মহাবলঃ।
স দৃষ্ট্বা মাতরং দীনামপৃচ্ছৎ পন্নগাশনঃ ॥ ১৯ ॥
মাতঃ! কথং সুদীনাসি রুদিতেব বিভাসি মে।
জীবমানে ময়ি সুতে তথান্যে রবিসারথৌ ॥ ২০ ॥

বালানশ্বস্য কেশান্। শ্যামান্ স্বকৃষ্ণশরীরবেষ্টনেনেত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ গমিষ্যথ পতিতেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ কর্ব্বুরং বহুলকৃষ্ণবর্ণকম্। বর্ণভোগকৈর্নানাবর্ণবিশিষ্টশরীরৈঃ ॥১৭॥ (ভগিন্যাবিতি। ভগিন্যৌ সপত্ন্যৌ কদ্রুবিনতে হয়ং অশ্বং দদৃশতুঃ। অথ বিনতা তং হয়ং নানাবর্ণ-

সহিত এই প্রতিজ্ঞা কর যে, যে এই বিষয়ে পরাস্ত হইবে সে অপরের দাসী হইয়া থাকিবে ॥ ১৪॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! অনন্তর তাঁহাদিগের এই প্রতিজ্ঞা স্থির হইলে, কদ্রু বিনতাকে বঞ্চনা করিবার জন্য একান্ত অনুরক্ত নিজপুত্র সর্পগণকে বলিল, পুত্রগণ! তোমরা শীঘ্র নিজ কলেবর দ্বারা অশ্বকে বেষ্টন করত তাহার দেহস্থিত সমস্ত কেশগুলিকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া রাখ ॥ ১৫ ॥ জননীর এই অসঙ্গত কথা শ্রবণ করিয়া তাহাদের মধ্যে কতকগুলি সর্প উত্তর করিল, ইহা আমরা কখনই করিব না; অনন্তর, কদ্রু ইহাদিগকে এই বলিয়া শাপ প্রদান করিল যে, তোমরা জনমেজয়ের যজ্ঞে যাইয়া প্রদীপ্ত অগ্নিতে দগ্ধ হও ॥ ১৬॥ অপর সর্পসকল জননীর প্রিয়কার্য্য বাসনায় কৃষ্ণবর্ণ শরীর দ্বারা অশ্বপুচ্ছ বেষ্টন করত অশ্বকে কৃষ্ণবর্ণ করিয়া তুলিল ॥ ১৭ ॥ পরে, অশ্বটী এইরূপে সর্পদ্বারা সুন্দররূপে বেষ্টিত হইলে, কদ্রু ও বিনতা উভয়ে যাইয়া ঘোটককে দেখিলেন; পরন্তু, বিনতা ঘোটকটীকে কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া (সপত্নীর দাসী হইতে হইল ইহা ভাবিয়া) অতিশয় দুঃখিত হইলেন ॥ ১৮ ॥ এইরূপে কিছুদিন গত হইলে পর, একদা বিনতার কনিষ্ঠ পুত্র মহাবল পরাক্রান্ত সর্পভোজী গরুড় সেই স্থানে আসিয়া নিজ জননীকে দীনভাবাপন্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল ॥ ১৯॥ মাতঃ! আপনি এত বিষণ্ণভাবে

দুঃখিতাসি ততো বাঙ্ধিগ্ জীবিতং চারুলোচনে ! ।
কিং জাতেন সুতেনাথ যদি মাতা সুদুঃখিতা ।
শংস মে কারণং মাতঃ ! করোমি বিগতজ্বরাম্ ॥ ২১ ॥

বিনতোবাচ ।

সপত্ন্যা দাস্যহং পুত্র ! কিং ব্রবীমি বৃথাক্ষতা ।
বহ মাং সা ব্রবীত্যদ্য তেনাস্মি দুঃখিতা সুত ! ॥ ২২ ॥

গরুড় উবাচ ।

বহিষ্যেঽহং তত্র কিল যত্র সা গন্তুমুৎসুকা ।
মা শোকং কুরু কল্যাণি ! নিশ্চিন্তাং ত্বাং করোম্যহম্ ॥ ২৩ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তা সা গতা পার্শ্বং কদ্রবাশ্চ বিনতা তদা ॥ ২৪ ॥

যুতং দৃষ্ট্বা অতিদুঃখিতা আসীৎ সপত্নীদাসীভাবশঙ্কয়েতি শেষঃ ॥ ১৮—১৯ ॥ রবিসারথি-ররুণঃ। অন্তে অন্তস্মিন্নিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥ বাং গরুড়ারুণয়োঃ ॥ ২১ ॥

বৃথাক্ষতা ব্যর্থং খণ্ডিতাহং সপত্ন্যা দাসী জাতা ততো দাসীভাবাদধিকং দুঃখং কিং ব্রবীমি। বৃথাকৃতেত্যপি পাঠঃ ॥ ২২ ॥

বহ মামিতি। স্বস্কন্ধে মাং স্থাপয়িত্বা যত্র দেশে গন্তুমিচ্ছামি তং দেশং মাং বহ প্রাপয়ে-

---

বসিয়া রহিয়াছেন কেন ? আমার বোধ হয় আপনি যেন রোদন করিতেছিলেন ; জননি ! আপনার জ্যেষ্ঠপুত্র সূর্য্যসারথি অরুণদেব এবং আমি জীবিত থাকিতেও আপনি দুঃখিতা হইয়াছেন, আমাদিগকে ধিক্ ! আমাদের জীবনকেও ধিক্ !! যদি পুত্র থাকিতেও মাতা দুঃখিতা হয়, তবে সেরূপ পুত্রের জন্ম হইয়াই বা কি ফল ! জননি ? আপনার দুঃখের কারণ বলুন। আমি আপনার দুঃখনাশ করিব ॥ ২০—২১ ॥

বিনতা, নিজপুত্র গরুড়ের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে কহিলেন, পুত্র ! আমি ছলক্রমে সপত্নীর দাসী হইয়া পড়িয়াছি, এক্ষণে ইহা হইতে আর অধিক দুঃখের কথা কি বলিব। বিশেষত অদ্য সেই সপত্নী সগর্ব্বে কহিল, বিনতে ! এক্ষণে তুমি আমার স্কন্ধে করিয়া বহন কর, রে বৎস ! সপত্নী কদ্রুর ঈদৃশ গর্ব্বিত আদেশে আমি অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়াছি ॥ ২২ ॥

গরুড়, জননীর মুখে এই কথা শুনিয়া বলিলেন, মাতঃ ! আপনি শোক করিবেন না আমি আপনার ভাবনা দূর করিব। আপনার সেই সপত্নী যে স্থানে যাইতে ইচ্ছা করিবেন আমি তাহাকে সেই স্থানে বহন করিয়া লইয়া যাইব ॥ ২৩ ॥

মহারাজ ! গরুড় এইরূপ বলিলে পর বিনতা কদ্রুর নিকটে গমন করিল এবং সেই মহাবল গরুড়ও জননীকে দাসীভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য পুত্রগণের সহিত কদ্রুকে

দাসীভাবমপাকর্তুং গরুড়োঽপি মহাবলঃ।
উবাহ তাং সপুত্রাং বৈ সিন্ধোঃ পারং জগাম হ ॥ ২৫ ॥
গত্বা তাং গরুড়ঃ প্রাহ ব্রূহি মাতর্নমোঽস্তু তে।
কথং মুচ্যেত মে মাতা দাসীভাবাদসংশয়ম্ ॥ ২৬ ॥

কদ্রুরুবাচ।

অমৃতং দেবলোকাত্ত্বং বলাদানীয় মে সুতান্।
সমর্প্য সুতাদ্যাশু মাতরং মোচয়াবলাম্ ॥ ২৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তঃ প্রযযৌ শীঘ্রমিন্দ্রলোকং মহাবলঃ।
কৃত্বা যুদ্ধং জহারাশু সুধাকুম্ভং খগোত্তমঃ ॥ ২৮ ॥
সমানীয়ামৃতং মাত্রে বৈনতেয়ঃ সমর্পয়ৎ।
মোচিতা বিনতা তেন দাসীভাবাদসংশয়ম্ ॥ ২৯ ॥
অমৃতং সঞ্জহারেন্দ্রঃ স্নাতুং সর্পা যদা গতাঃ।
দাসীভাবাদ্বিনির্মুক্তা বিনতা বিপতের্ব্বলাৎ ॥ ৩০ ॥

ত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৫ ॥ কথং মুচ্যেত তদ্বদেত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥ (বিনতায়াঃ শাপমোচনোপায়মাহ অমৃতমিতি। দেবলোকাৎ স্বর্গাৎ। অবলাং পরতন্ত্রাম্ ॥ ২৭ ॥

গরুড়স্য অমৃতানয়নায় স্বর্গগমনাদিকমাহ। ইত্যুক্ত ইতি। মহাবল ইত্যনেন দেবগণরক্ষিতস্যাপ্যমৃতস্যানয়নে শক্তিঃ সূচিতা ॥২৮॥ সমানীয় ইতি। বৈনতেয়ঃ বিনতাপুত্রো গরুড়ঃ। মাত্রে বিমাত্রে ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥) সঞ্জহারাপহৃতবানিত্যর্থঃ। যদা সর্পাঃ স্নানং কর্তুং গতাস্তদেত্যর্থঃ।

বহন করিতে করিতে সমুদ্রের পরপারে লইয়া যাইল ॥ ২৪—২৫ ॥ সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া গরুড় বিমাতা কদ্রুকে বলিল, মাতঃ! আমি আপনাকে নমস্কার করিতেছি; এক্ষণে বলুন কি করিলে আমার জননী আপনার দাসীভাব হইতে একেবারে মুক্তিলাভ করিতে পারেন ॥ ২৬ ॥ এই কথা শ্রবণ করিয়া কদ্রু কহিল, পুত্র! (যদি তোমার জননীকে মুক্ত করিতে ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে) অদ্য এই মুহূর্ত্তেই তুমি স্বর্গ হইতে বলপূর্ব্বক অমৃত আনয়ন কর এবং আমার সন্তানগণকে ভোজন করাইয়া তোমার পরাধীনা জননীকে বিমুক্ত কর॥২৭॥

মহারাজ! সেই মহাবল পরাক্রান্ত পক্ষিরাজ গরুড় এইরূপে বিমাতৃকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অবিলম্বে ইন্দ্রলোকে যাইয়া দেবগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অমৃতকুম্ভ হরণ করিল ॥ ২৮ ॥ অনন্তর, সেই কুম্ভ আনয়ন পূর্ব্বক বিমাতা কদ্রুর হস্তে সমর্পণ করিয়া নিজ মাতাকে বিমাতার দাসীভাব হইতে চিরদিনের মত মুক্ত করিলেন ॥ ২৯ ॥ এদিকে সর্পগণ অমৃত ভক্ষণ করিবার জন্য যেমন স্নান করিতে নির্গত হইল অমনি ইন্দ্র আসিয়া সেই অমৃতকুম্ভ লইয়া অন্তর্হিত হইলেন। মহারাজ! এইরূপে পক্ষিরাজ গরুড়ের বলে বিনতা

তত্রাস্তীর্ণাঃ কুশাস্তৈস্তু লীঢাঃ পন্নগনায়কৈঃ।
দ্বিজিহ্বাস্তে সুসম্পন্নাঃ কুশাগ্রস্পর্শমাত্রতঃ ॥ ৩১ ॥
মাত্রা শপ্তাশ্চ যে নাগা বাসুকিপ্রমুখাঃ শুচা।
ব্রহ্মাণং শরণং গত্বা তে হোচুঃ শাপজং ভয়ম্ ॥ ৩২ ॥
তানাহ ভগবান্ ব্রহ্মা জরৎকারুর্মহামুনিঃ।
বাসুকের্ভগিনীং তস্মৈ অর্পয়ধ্বং সনামিকাম্ ॥ ৩৩ ॥
তস্যাং যো জায়তে পুত্রঃ স বস্ত্রাতা ভবিষ্যতি।
আস্তীক ইতি নামাসৌ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৪ ॥
বাসুকিস্তু তদাকর্ণ্য বচনং ব্রহ্মণঃ শিবম্ ।
বনং গত্বা স্বতাং তস্মৈ দদৌ বিনয়পূর্ব্বকম্ ॥ ৩৫ ॥
সনামাং তাং মুনির্জ্ঞাত্বা জরৎকারুরুবাচ তম্।
অপ্রিয়ং মে যদা কুর্য্যাত্তদা তাং সন্ত্যজাম্যহম্ ॥ ৩৬ ॥
বাগ্‌বন্ধং তাদৃশং কৃত্বা মুনির্জগ্রাহ তাং স্বয়ম্।
দত্ত্বা চ বাসুকিঃ-কামং ভবনং স্বং জগাম হ ॥ ৩৭ ॥

বিপতেঃ পক্ষিরাজস্য ॥ ৩০ ॥ লীঢা অমৃতকুম্ভস্থানস্থিতানাং কুশানামমৃতদ্রবযুক্তত্ববু
আস্বাদিতা জিহ্বয়া ততঃ কুশানাং তীক্ষ্ণাগ্রত্বান্মধ্যে জিহ্বাঃ স্ফালিতাঃ ॥ ৩১—৩২ ॥ ম
মুনিরস্তীতি শেষঃ। সনামিকাং সমাননামিকাং জরৎকারুনামিকামিত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৫
তং বাসুকিম্ ॥ ৩৬ ॥ (বাগ্‌বন্ধমিতি। তাদৃশং অপ্রিয়ং মে যদা কুর্য্যাদিত্যাদিরূপং পূর্ব্বোব

দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করিলেন ॥৩০॥ অনন্তর, সর্পগণ আসিয়া অমৃত কুম্ভ অপহ
দেখিয়া, যে স্থানে কুম্ভ ছিল সেই স্থানস্থিত আস্তীর্ণ কুশ সকল চাটিতে আরম্ভ করি
ইহাতে সকলেই কুশাগ্রের ধার দ্বারা ছিন্নজিহ্ব হইয়া দ্বিজিহ্ব হইয়া গেল ॥ ৩১ ॥

এদিকে বাসুকিপ্রভৃতি যে সকল সর্পগণ মাতৃকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিল তাহারা অতি
শয় শোকাভিভূত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া শাপসমুৎপন্ন ভয়ের কথা জানাইল ॥ ৩২
ভগবান্ ব্রহ্মা তাহাদিগকে, মহর্ষি জরৎকারুর সমস্ত বিষয় বলিয়া তাঁহার হস্তে জরৎকার
নাম্নী বাসুকির ভগিনীকে সমর্পণ করিতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, এই বাসুকি
ভগিনীর গর্ভে যে সন্তান উৎপন্ন হইবে সেই তোমাদিগকে এই বিপদ হইতে পরিত্রা
করিবে। আর ইহাও স্থির জানিবে যে, সেই পুত্রটী এই ভূমণ্ডল মধ্যে আস্তীক না
বিখ্যাত হইবে ॥ ৩৩—৩৪ ॥ বাসুকি ব্রহ্মার এই কল্যাণকর বাক্য শ্রবণে বনগমন কর
সেই জরৎকারু ঋষির হস্তে বিনয়পূর্ব্বক নিজভগিনীকে সমর্পণ করিলেন ॥ ৩৫ ॥ জরৎকা
প্রথমে তাহাকে সনাম্নী জানিয়া পরে বাসুকিকে বলিলেন যে, যখন তোমার এই ভগিনী
আমার কোনও অপ্রিয় কার্য্য করিবে তখনই আমি ইহাকে পরিত্যাগ করিব ॥ ৩৬ ॥ সে

কৃত্বা পর্ণকুটীং শুভ্রাং জরৎকারুর্মহাবনে।
তয়া সহ সুখং প্রাপ রমমাণঃ পরন্তপ ! ॥ ৩৮ ॥
একদা ভোজনং কৃত্বা সুপ্তোঽসৌ মুনিসত্তমঃ।
ভগিনী বাসুকেস্তত্র সংস্থিতা বরবর্ণিনী ॥ ৩৯ ॥
ন সম্বোধয়িতব্যোঽহং ত্বয়া কান্তে ! কথঞ্চন।
ইত্যুক্ত্বা তু গতো নিদ্রাং মুনিস্তাং সুদতীং তদা ॥ ৪০ ॥
রবিরস্তগিরিং প্রাপ্তঃ সন্ধ্যাকাল উপস্থিতে।
কিং করোমি ন মে শান্তিস্ত্যজেন্মাং বোধিতঃ পুনঃ ॥ ৪১ ॥
ধর্ম্মলোপভয়াদ্ভীতা জরৎকারুরচিন্তয়ৎ।
নোচেৎ প্রবোধয়াম্যেনং সন্ধ্যাকালো বৃথা ব্রজেৎ ॥ ৪২ ॥
ধর্ম্মনাশাদ্বরং ত্যাগস্তথাপি মরণং ধ্রুবম্।
ধর্ম্মহানির্নরাণাং হি নরকায় ভবেৎ পুনঃ ॥ ৪৩ ॥

বাগ্‌বন্ধং প্রতিজ্ঞাম্ ॥ ৩৭—৩৮ ॥ অথ জরৎকারুপরিত্যাগকথাং সূচয়ন্নাহ একদেতি ॥ ৩৯ ॥ ন সম্বোধয়িতব্য ইতি। হে কান্তে ! কথঞ্চন কেনাপি কারণেন অহং ন সম্বোতয়িতব্যঃ ন জাগরণীয়ঃ মম নিদ্রাবিচ্ছেদো ন কর্ত্তব্য ইতি যাবৎ ॥৪০—৪১॥) জরৎকারুর্জরৎকারুমুনেঃ পত্নী ॥ ৪২ ॥ ধর্ম্মনাশাপেক্ষয়া মম ত্যাগং করিষ্যতি অথবা মম মরণং স্যাদিদং বরং ন তু

মুনি এইরূপে প্রতিজ্ঞা করাইয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন ; বাসুকিও ভগিনীকে প্রদান করিয়া নিজ ভবনে প্রস্থান করিলেন ॥ ৩৭ ॥ মহারাজ ! জরৎকারু ঋষি এইরূপে বাসুকি-ভগিনীকে গ্রহণ করিয়া সেই ঘোর বিপিনে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাহার সহিত পরম আনন্দে কাল যাপন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ একদা ঐ মুনিবর ভোজনান্তে শয়ন করিয়া বাসুকিভগিনীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন ; কান্তে ! যে কোন কারণই উপস্থিত হউক, তুমি কিছুতেই আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিও না ; এইমত আদেশ করিয়াই নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। এতচ্ছ্রবণে সেই সুন্দরী বাসুকিভগিনীও সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগি-লেন ॥ ৩৯—৪০ ॥ এদিকে সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে সূর্য্যদেব অস্তাচলশিখরে গমনোন্মুখ হইলেন। বাসুকিভগিনী জরৎকারু ইহা দেখিয়া স্বামীর ধর্ম্মলোপভয়ে ভীত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক্ষণে আমি কি করি, ইহাঁকে জাগরিত না করিলে আমার শান্তিলাভ হইতেছে না ; কিন্তু, যদি জাগরিত করি, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন ; আর যদি ইহাঁকে প্রবোধিত না করি, তাহা হইলে এই সন্ধ্যাসময় বৃথা অতি-বাহিত হইবে। অতএব, ধর্ম্মনাশ হওয়া অপেক্ষা বরং পরিত্যাগ বা মরণ শ্রেয়স্কর ; কারণ, মনুষ্যের ধর্ম্মনাশই একমাত্র নরকের হেতু ॥ ৪১—৪৩ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্য সা বালা তং মুনিং প্রত্যবোধয়ৎ ।
সন্ধ্যাকালোঽপি সঞ্জাত উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ সুব্রত ! ॥ ৪৪ ॥
উত্থিতোঽসৌ মুনিঃ কোপাত্তামুবাচ ব্রজাম্যহম্ ।
ত্বন্তু ভ্রাতৃগৃহং যাহি নিদ্রাবিচ্ছেদকারিণী ॥ ৪৫ ॥
বেপমানাব্রবীদ্বাক্যমিত্যুক্তা মুনিনা তদা ।
ভ্রাত্রা দত্তা যদর্থং তৎ কথং স্যাদমিতপ্রভ ! ॥ ৪৬ ॥
মুনিঃ প্রাহ জরৎকারুং তদস্তীতি নিরাকুলঃ ।
গতা সা মুনিনা ত্যক্তা বাসুকেঃ সদনং তদা ॥ ৪৭ ॥
পৃষ্টা ভ্রাত্রাব্রবীদ্বাক্যং যথোক্তং পতিনা তদা ।
অস্তীত্যুক্তা চ হিত্বা মাং গতোঽসৌ মুনিসত্তমঃ ॥ ৪৮ ॥
বাসুকিস্তু তদাকর্ণ্য সত্যবাঙ্মুনিরিত্যুত ।
বিশ্বাসঞ্চ পরং কৃত্বা ভগিনীং তাং সমাশ্রয়ৎ ॥ ৪৯ ॥

ধর্ম্মনাশ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥ (ইতি সঞ্চিন্ত্যেতি। সা বালা বাসুকিভগিনী ইতি পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ সঞ্চিন্ত্য মুনিং জরৎকারুং প্রত্যবোধয়ৎ ॥৪৪॥ উত্থিত ইতি। কোপাৎ নিদ্রাভঙ্গজন্যক্রোধাৎ। অহং ব্রজামি যথেচ্ছং গচ্ছামি ত্বাং পরিত্যজ্য ইতি শেষঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥) তদস্তীতি তব ভ্রাতুর্য ইষ্টঃ পুত্রঃ স তব গর্ভেঽস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥ (পৃষ্টেতি। ভ্রাতা বাসুকিনা পৃষ্টা জিজ্ঞাসিতা পুত্রবিষয়মিতি শেষঃ। পতিনা ইত্যার্ষম্। তদা পরিত্যাগকালে ॥ ৪৮ ॥ বাসুকিরিতি। বাসুকিঃ সর্পরাজস্তৎভগিনীকথিতমাকর্ণ্য মুনিঃ সত্যবাক্ ইতি নিশ্চিত্য চ তস্মিন্ পরং বিশ্বাসং কৃত্বা

মহারাজ ! সেই তপস্বিনী বাসুকিভগিনী এইরূপ চিন্তা করিয়া, হে সুব্রত ! সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইয়াছে আপনি গাত্রোত্থান করুন, এই বলিয়া সেই ঋষিকে জাগরিত করিলেন ॥ ৪৪ ॥ পরে মুনি জরৎকারু গাত্রোত্থান করিয়া ক্রোধপূর্ব্বক বাসুকিভগিনীকে বলিলেন, যে হেতু তুমি আমার বাক্য অবহেলা করিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছ, এজন্য আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলাম ; তুমি এক্ষণে তোমার ভ্রাতৃগৃহে গমন কর ॥ ৪৫ ॥ মহর্ষি জরৎকারু এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিলে পর বাসুকিভগিনী কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, মুনিবর ! আপনার প্রভাবের যে পরিমাণ নাই তাহা সত্য ; কিন্তু, ভ্রাতা আমায় যে জন্য আপনাকে প্রদান করিয়াছেন তাহা কি করিয়া নিষ্পন্ন হইবে ॥ ৪৬ ॥ এই কথা শ্রবণ করিয়া মুনি ব্যস্ততা পরিত্যাগ করিয়া বাসুকিভগিনী জরৎকারুকে বলিলেন, তোমার ভ্রাতা সর্পকুলের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যেরূপ পুত্রের ইচ্ছা করেন তাহা তোমার গর্ভেই আছে ; এই কথা বলিয়াই তিনি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বাসুকিভগিনী ও তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ভ্রাতৃগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৪৭ ॥ অনন্তর, তাঁহার ভ্রাতা বাসুকি তাঁহাকে সন্তানের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে, সেই মুনিপ্রবর "সন্তানটী গর্ভে আছে" এই কথা বলিয়াই আমাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন ॥ ৪৮ ॥

ততঃ কালেন কিয়তা জাতোঽসৌ মুনিবালকঃ।
আস্তীক ইতি নামাসৌ বিখ্যাতঃ কুরুসত্তম!॥ ৫০ ॥
তেনায়ং রক্ষিতো যজ্ঞস্তব পার্থিবসত্তম!।
মাতৃপক্ষস্য রক্ষার্থং মুনিনা ভাবিতাত্মনা॥ ৫১ ॥
ভব্যং কৃতং মহারাজ! মানিতোঽয়ং ত্বয়া মুনিঃ।
যাযাবরকুলোৎপন্নো বাসুকের্ভগিনীসুতঃ॥ ৫২ ॥
স্বস্তি তেঽস্তু মহাবাহো! ভারতং সকলং শ্রুতম্।
দানানি বহুদত্তানি পূজিতা মুনয়স্তথা॥ ৫৩ ॥
কৃতেন সুকৃতেনাপি ন পিতা স্বর্গতিং গতঃ।
পাবিতং ন কুলং কৃৎস্নং ত্বয়া ভূপতিসত্তম!॥ ৫৪ ॥
দেব্যাশ্চায়তনং ভূপ! বিস্তীর্ণং কুরু ভক্তিতঃ।
যেন বৈ সকলা সিদ্ধিস্তব স্যাজ্জনমেজয়!॥ ৫৫ ॥

তাং ভগিনীং সমাশ্রয়ং ভগিনীমেব শাপমোচকপ্রসূতিতয়া অবলম্বিতবানিত্যর্থঃ ॥৪৯॥ সর্প-শাপবিবরণমুক্ত্বা ইদানীং জনমেজয়স্য প্রশ্নোত্তরমাহ তেনায়মিতি ॥ ৫০—৫১ ॥) ভব্যং কৃতং মঙ্গলং কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ যত্ত্বয়োক্তং ভারতং সকলং শ্রুতং দানানি নানাবিধানি দত্তানি তথাপি মে চিত্তশান্তির্ন জাতা ন বা পিতুঃ স্বর্গোঽভূদিতি তত্তথৈবাস্তীত্যাহ ভারতং সকলমিতি ॥ ৫৩ ॥ অদ্যাপ্যেভিঃ কর্মভিরপি ত্বয়া ন কুলং পাবিতম্। অতো ময়া যদুচ্যতে ত্বৎকল্যাণার্থং তচ্ছৃণ্বিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৪ ॥ তৎ কিং তদাহ দেব্যাশ্চায়তনমিতি। তদুক্তং শিবপুরাণে যো দেবীং স্থাপয়েৎ স্কন্দ! প্রাসাদে ভক্তিভাবতঃ। ত্রৈলোক্যং স্থাপিতং তেন যতঃ সর্বময়ী শিবা। নানেন সদৃশো ধর্মো দেবীস্থাপনকর্মণা। তুষ্টায়াং খলু তস্যাং তু সন্তুষ্টং ভুবনত্রয়ম্। যঃ করোতি নরো ভক্ত্যা দেবীপ্রাসাদমদ্ভুতম্। স কোটিকুলমুদ্ধৃত্য মণিদ্বীপে

বাসুকি এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণে মুনির বাক্য অমোঘ জানিয়া এই কথায় দৃঢ়তর বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক ভগিনীকেই বিপদনাশের উপায় মনে করিয়া স্বগৃহে রক্ষা করিলেন ॥ ৪৯ ॥ অনন্তর, কিছুকাল গত হইলে, এই মুনিকুমার জন্মগ্রহণ করিয়া আস্তীক নামে বিখ্যাত হইলেন ॥ ৫০ ॥ মহারাজ! সেই আত্মদর্শী মুনি আস্তীক মাতৃপক্ষীয়গণের রক্ষা জন্যই তোমাকে সর্পযজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছেন ॥ ৫১ ॥ এক্ষণে তুমি এই যাযাবর কুলোৎপন্ন বাসুকিভগিনীপুত্র আস্তীকের সম্মান রক্ষা করিয়া অতি সাধু কার্য্যই করিয়াছ ॥ ৫২ ॥ হে মহাবাহো! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি ইতিপূর্ব্বে সমস্ত ভারতই শ্রবণ করিয়াছ, বহু ধনদান করিয়াছ এবং মুনিগণকেও যথোচিত সম্মান করিয়াছ সত্য; কিন্তু, মহারাজ! এই বিহিত সুকৃতবলেও তোমার পিতা স্বর্গপ্রাপ্ত হয়েন নাই আর তুমি নিজ-কুলকেও পবিত্র করিতে পার নাই ॥ ৫৩—৫৪ ॥ অতএব, হে জনমেজয়! তুমি ভক্তি পূর্ব্বক দেবী মহাশক্তির অর্চনার নিমিত্ত তাঁহার আয়তন বিস্তীর্ণ কর, তাহা হইলেই সমস্ত সিদ্ধিলাভ

পূজিতা পরয়া ভক্ত্যা শিবা সকলদা সদা।
কুলবৃদ্ধিং করোত্যেব রাজ্যঞ্চ সুস্থিরং সদা ॥ ৫৬ ॥
দেবীমখং বিধানেন কৃত্বা পার্থিবসত্তম!।
শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণং পরমং শৃণু ॥ ৫৭ ॥
ত্বামহং শ্রাবয়িষ্যামি কথাং পরমপাবনীম্।
সংসারতারিণীং দিব্যাং নানারসসমাহৃতাম্ ॥ ৫৮ ॥
ন শ্রোতব্যং পরং চাস্মাৎ পুরাণাদ্বিদ্যতে ভুবি।
নারাধ্যং বিদ্যতে রাজন্! দেবীপাদাম্বুজাদৃতে ॥ ৫৯ ॥
তে সভাগ্যাঃ কৃতপ্রজ্ঞা ধন্যাস্তে নৃপসত্তম!।
যেষাং চিত্তে সদা দেবী বসতি প্রেমসঙ্কুলে ॥ ৬০ ॥
সুদুঃখিতাস্তে দৃশ্যন্তে ভুবি ভারত! ভারতে।
নারাধিতা মহামায়া যৈর্জনৈশ্চ সদাম্বিকা ॥ ৬১ ॥

বিরাজতে। কুলকোটিসমাযুক্তো দেবীলোকে বসেন্নরঃ। জ্ঞানং দিব্যং পরং প্রাপ্য কৈবল্যং মোক্ষমাপ্নুয়াৎ ইত্যাদিবচনানি পুরাণান্তরেষ্বপি দ্রষ্টব্যানি ॥৫৫॥ রাজ্যং চকারান্মোক্ষঞ্চ ॥৫৬॥ দেবীমখং নবরাত্রোৎসবাদিকং জ্যোতিষ্টোমাদিকং কোটিহোমাদিকঞ্চ দেবীপ্রীত্যর্থং কৃতং দেবীমখশব্দেনোচ্যেতে। তং দেবীমখং কৃত্বা শ্রীদেবীভাগবতং শৃণু। অনেন বচনেন নবরাত্রোৎসবে দেবীভাগবতপারায়ণবিধিঃ প্রদর্শিতঃ। অতোঽবশ্যং নবরাত্রচতুষ্টয়ে দেবীভাগবতপারায়ণং কর্ত্তব্যং শ্রোতব্যঞ্চ ॥৫৭॥ কিং ফলং তচ্ছ্রবণেনেতি চেৎ সংসারতারিণীমিতি। কেবলং দেবীভাগবতশ্রবণেনৈব দেবীপ্রসাদে জাতে সংসারান্মুক্তো ভবতীতি মহাফলং শ্রবণেনেতি ভাবঃ ॥ ৫৮ ॥ অস্মাৎ পুরাণাদধিকং সমং বান্যৎ পুরাণং শ্রোতব্যং নৈব ভুবি বিদ্যতে অস্য পুরাণস্য সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মপ্রতিপাদকত্বাদন্যেষাঞ্চ পুরাণানামেকৈক সত্ত্বাদিগুণোপাধিহরিহরব্রহ্মাদিপ্রতিপাদকত্বাৎ। অতএব সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণ্যাং ভগবত্যা একৈকসত্ত্বাদিগুণোপাধিহরিহরাদ্যপেক্ষয়া সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বাদেব দেবীপাদাম্বুজাদৃতে

করিতে সমর্থ হইবে ॥ ৫৫ ॥ সেই মঙ্গলময়ী মহাশক্তি ভক্তিপূর্ব্বক পূজিতা হইলে কুলের বৃদ্ধি করিয়া থাকেন ও রাজ্যকে সর্ব্বদা সুস্থিরে রাখেন ; অধিক কি, জীব যাহা অভিলাষ করে তৎসমস্তই প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥ মহারাজ! তুমি এক্ষণে, বিধিপূর্ব্বক দেবী ভগবতীর পূজাদি উৎসব করিয়া দেবীমাহাত্ম্য-পরিপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত নামে মহাপুরাণ শ্রবণ কর ॥ ৫৭ ॥ রাজন্! সংসার-সমুদ্রের একমাত্র তরণীস্বরূপ পরম-পবিত্রকর অথচ নানারস সমন্বিত এই দিব্য পুরাণকথা আমি নিজেই তোমাকে শ্রবণ করাইব ॥ ৫৮ ॥ মহারাজ! ইহা তুমি নিশ্চয়ই জানিবে যে, পৃথিবীতে, এই পুরাণ হইতে অপর কিছুই বিশেষ শ্রোতব্য নাই এবং দেবীপাদপদ্ম ব্যতিরেকে অপর কিছুই আরাধ্য নাই ॥ ৫৯ ॥ নৃপবর! যাহাদিগের প্রেমপূর্ণ-হৃদয়ে দেবী ভগবতী নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন, ইহ লোকে তাহারাই ধন্য এবং তাহারাই ভাগ্যবান্ ও যথার্থ বুদ্ধিমান্ ॥ ৬০ ॥ ভারতসত্তম! এই ভারতবর্ষে জন্ম-

ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ সর্ব্বে যদারাধনতৎপরাঃ।
বর্ত্তন্তে সর্ব্বদা রাজংস্ত্বাং ন সেবেত কো জনঃ ॥ ৬২ ॥
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ।
ভগবত্যা সমাখ্যাতং বিষ্ণবে যদনুত্তমম্ ॥ ৬৩ ॥
তেন শ্রুতেন তে রাজংশ্চিত্তশান্তির্ভবিষ্যতি ॥
পিতৃণাঞ্চাক্ষয়ঃ স্বর্গঃ পুরাণশ্রবণাদ্ভবেৎ ॥ ৬৪ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে
আস্তীকজন্মকথনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

দ্বাবিংশত্যধিকসংখ্যৈঃ পদ্যৈঃ সপ্তশতৈঃ শুভৈঃ। শ্রীমদ্ব্যাসমুখোদ্গীতৈর্দ্বিতীয়স্কন্ধ ঈরিতঃ ॥

আরাধ্যং নৈবাস্তি তদেব সর্ব্বৈরারাধ্যমিতি ভাবঃ ॥৫৯—৬১॥ মনুষ্যৈর্ভগবতী সর্ব্বদারাধ্যে-ত্যত্র কিং বক্তব্যমিতি কৈমুতিকন্যায়েনাহ ব্রহ্মাদয় ইতি ॥ ৬২ ॥ বিষ্ণবে যদনুত্তমমিতি। পূর্ব্বোক্তার্থশ্লোকাত্মকং যদ্ভাগবতং সাক্ষাদ্ভগবত্যা স্বমুখেনৈব বিষ্ণবে উপদিষ্টং যস্মাত্তস্মাদনেন সদৃশং মহাফলং কিমন্যৎ স্যান্ন কিমপীতি ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥ যদুক্তং মম চিত্তশান্তির্ন জাতা পিতণামুদ্ধারোঽপি ন জাত ইতি তত্রাহ তেন শ্রুতেনেতি ॥ ৬৪ ॥

শ্রীমচ্ছৈবকুলোৎপন্নো রঙ্গনাথাত্মজঃ সুধীঃ।
শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসম্ভূতো নীলকণ্ঠোঽভিধানতঃ ॥ ১ ॥
দেবী ভাগবতস্যাস্য ব্যাখ্যানরহিতস্য চ।
তিলকাখ্যাং মহাব্যাখ্যাং সম্যগ্ যঃ কৃতবান্ শুভাম্ ॥ ২ ॥
স্কন্ধো দ্বিতীয়স্তস্যাস্ত সমাপ্তোঽভূচ্ছুভার্থদঃ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীশৈবকুলোৎপন্নরঙ্গনাথাত্মজশ্রীলক্ষ্মীগর্ভসম্ভবনীলকণ্ঠ-
কৃতে দেবীভাগবতব্যাখ্যানে তিলকাভিধে দ্বিতীয়স্কন্ধে
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ ১২ ॥

পরিগ্রহ করিয়া যে সকল মনুষ্য সেই মহামায়া অম্বিকাকে আরাধনা করিল না; এই পৃথিবীতে তাহাদিগকেই নিতান্ত দুঃখার্ণবে মগ্ন দেখিতে পাইবেন ॥ ৬১ ॥ দেখুন, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণও সর্ব্বদা যাঁহার আরাধনায় তৎপর রহিয়াছেন, তবে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে, তাঁহার আরাধনা করিবে না? ॥ ৬২ ॥ অতএব, যে ব্যক্তি এই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ নিত্য শ্রবণ করে সে অভিলষিত সমস্ত কামনাই প্রাপ্ত হয়। এই সর্ব্বোত্তম শ্রীমদ্ভাগবত পূর্ব্বে ভগবতী স্বয়ং বিষ্ণুকে উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ৬৩ ॥ অতএব, মহারাজ! এই ভাগবত পুরাণ শ্রবণ করিলেই তোমার চিত্তের শান্তি হইবেক এবং এই শ্রবণফলে তোমার পিতারও অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবেক ॥ ৬৪ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবী-
ভাগবতের দ্বিতীয়স্কন্ধে আস্তীকজন্মকথন-নামক
দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

॥ স্কন্ধশ্চায়ং সমাপ্তঃ ॥

তৃতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

ভগবন্! ভবতা প্রোক্তং যজ্ঞমম্বাভিধং মহৎ।
সা কা কথং সমুৎপন্না কুত্র কস্মাচ্চ কিংগুণা ॥ ১ ॥
কীদৃশশ্চ মখস্তস্যাঃ স্বরূপং কীদৃশস্তথা।
বিধানং বিধিবদ্ব্রূহি সর্ব্বজ্ঞোঽসি দয়ানিধে! ॥ ২ ॥
ব্রহ্মাণ্ডস্য তথোৎপত্তিং বদ বিস্তরতস্তথা।
যথোক্তং যাদৃশং ব্রহ্মন্নখিলং বেৎসি ভূসুর! ॥ ৩ ॥

শ্রীগণেশায় নমঃ ॥

পাশাঙ্কুশবরাভীতিধরাং দেবীং চিদাত্মিকাম্।
বন্দে সমন্দহসিতাং মণিদ্বীপাধিবাসিনীম্ ॥
পঞ্চাশৎপদ্যকৈরর্দ্ধশ্লোকোকৈর্ভুবনেশ্বরীম্।
সম্যক্পৃষ্টবতে রাজ্ঞে নির্ণয়ঃ সম্যগুচ্যতে ॥

সর্ব্বৈর্ভগবত্যেবারাধ্যা পূজ্যা চেতি ব্যাসবাক্যং শ্রুত্বা জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি ভগবন্নিতি। যজ্ঞং যজনীয়ং পূজ্যমিত্যর্থঃ। অম্বাভিধমম্বাসংজ্ঞকং তত্ত্বমিত্যর্থঃ। যত্ত্বয়া প্রোক্তং তত্র কা সা অম্বা কিংস্বরূপা কথং কেন প্রকারেণোৎপন্না কুত্র কস্মিন্ দেশে কালে বা উৎপন্না কস্মাৎ কারণাদুৎপন্না কিংগুণা কিংগুণবতী সা চ ॥ ১ ॥

তস্যা দেব্যা মখো যজ্ঞো যত্ত্বয়া প্রোক্তঃ স কীদৃশস্তস্য মখস্য স্বরূপং কীদৃশং তথা বিধানং চ কীদৃশং তৎ সর্ব্বং বিধিবদ্ব্রূহি যতস্ত্বং সর্ব্বজ্ঞোঽসি ॥ ২ ॥

যথোক্তং যাদৃশং পৃষ্টং ময়া তৎ সর্ব্বং ত্বং বেৎসি ॥ ৩—৪ ॥

জন্মেজয় কহিলেন, ভগবন্! আপনি যে, অম্বা নামক মহাযজ্ঞের কথা বর্ণনা করিলেন, সে অম্বা কে? কি নিমিত্ত কোনস্থলে কোন সময়ে কি প্রকারেই বা তিনি উৎপন্ন হইয়াছিলেন? তাঁহার স্বরূপ কেমন? আর অর্চ্চনাই বা কি প্রকার? দয়ানিধান! এই বিশ্বসংসারে এমন কোনও বিষয় নাই যাহা আপনার অবিদিত আছে; অতএব আপনি কৃপা করিয়া এ বিষয়ের সমস্ত অনুষ্ঠান বিধি প্রকাশ করিয়া বলুন ॥ ১—২ ॥ এই সঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিও বিস্তাররূপে বলিতে হইবে; ব্রহ্মন্! এই ভূলোক মধ্যে আপনি সাক্ষাৎ দেবতা; অতএব, আমি যে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম ইহা ত অতি সামান্য কথা; বস্তুত আপনি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত তত্ত্বই অবগত আছেন ॥ ৩ ॥ হে পরাশর-

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ত্রয়ো দেবা ময়া শ্রুতাঃ।
সৃষ্টিপালনসংহারকারকাঃ সগুণাস্ত্রয়ী ॥ ৪ ॥
স্বতন্ত্রাস্তে মহাত্মানঃ পারাশর্য্য! বদস্ব মে।
আহোস্বিৎ পরতন্ত্রাস্তে শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্ ॥ ৫ ॥
মৃত্যুধর্ম্মাশ্চ তে নো বা সচ্চিদানন্দরূপিণঃ।
আধিভূতাদিভির্যুক্তা ন বা দুঃখৈস্ত্রিধাত্মকৈঃ ॥ ৬ ॥
কালস্য বশগা নো বা তে সুরেন্দ্রা মহাবলাঃ।
কথং তে বৈ সমুৎপন্নাঃ কস্মাদিতি চ সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥
হর্ষশোকযুতাস্তে বৈ নিদ্রালস্যসমন্বিতাঃ।
সপ্তধাতুময়াস্তেষাং দেহাঃ কিং বান্যথা মুনে! ॥ ৮ ॥
কৈর্দ্রব্যৈর্নির্ম্মিতাস্তে বৈ কৈগুণৈরিন্দ্রিয়ৈস্তথা।
ভোগশ্চ কীদৃশস্তেষাং প্রমাণমায়ুষস্তথা ॥ ৯ ॥

তে কিং স্বতন্ত্রা আহোস্বিৎ পরতন্ত্রা ইত্যপি পারাশর্য্য! বদ ॥ ৫ ॥

মৃত্যুধর্ম্মা জীবা বা আহোস্বিৎ সচ্চিদানন্দরূপিণস্তে ব্রহ্মাদয়ঃ। তথাধিভৌতিকাধিদৈবিকাধ্যাত্মিকৈস্ত্রিধাত্মকৈস্ত্রিবিধৈর্দুঃখৈস্তে যুক্তা অথবা ন যুক্তাঃ ॥ ৬ ॥

ইতি চ সংশয়োঽস্তীতি শেষঃ ॥ ৭ ॥

হর্ষশোকযুতাস্তে সন্তি। কিমন্যথা বেতি পাদত্রয়েণ সংবধ্যতে ॥ ৮ ॥

কুলতিলক গুরো! আমি শুনিয়াছি যে, স্বয়ং ঈশ্বরই সৃষ্টি পালন ও সংহার কার্য্য সাধন করিবার জন্য প্রকৃতির গুণত্রয়কে সমাশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্ররূপে আবির্ভূত হয়েন; ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, অসীম প্রভাবশালী সেই মহাত্মাত্রয় কি স্বতন্ত্র? না কি কাহারও অধীনে থাকিয়া কেবল নিজ নিজ নির্দ্দিষ্টকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন মাত্র? সম্প্রতি এই বিষয়টী শুনিবার জন্যই আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে॥৪—৫॥ সেই মহাবল পরাক্রান্ত সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সাধারণ জীবের ন্যায় মর্ত্যধর্ম্মাবলম্বী অথবা সকলেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ? আর এক কথা এই যে, তাঁহারা আধিভৌতিক আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক প্রভৃতি ত্রিবিধ দুঃখে সমাক্রান্ত হন্ কি না? ফলতঃ সেই দেবত্রয় সর্ব্বসংহারক-কালের অধীন কি না এবং তাঁহাদিগের উৎপত্তিই বা কোথা হইতে হইল? এই সমস্ত বিষয়ে আমার মনে অত্যন্ত সংশয় জন্মিয়াছে। মহর্ষে! তাঁহারাও কি আমাদের মত হর্ষ শোকের এবং নিদ্রা ও আলস্যের বশীভূত? আর একটী সন্দেহ এই যে, তাঁহাদিগের দেহ অস্থিমাংসাদি সপ্তধাতুময় অথবা অন্য প্রকার?॥ ৬—৮॥ যদি তাঁহাদিগের দেহ পঞ্চভূতজাত না হয়, তবে তাহা কোন উপাদানে নির্ম্মিত? আর তাঁহাদিগের ইন্দ্রিয় সকলই বা কোন অনির্ব্বচনীয় গুণাশ্রয়ে সৃষ্ট হইল? যদি অপ্রাকৃত দেহই হয়, তাহা হইলে, সেই

নিবাসস্থানমপ্যেষাং বিভূতিং চ বদস্ব মে।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং ব্রহ্মন্! বিস্তরেণ কথামিমাম্ ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ।

দুর্গমঃ প্রশ্নভারোঽয়ং কৃতো রাজংস্ত্বয়াধুনা।
ব্রহ্মাদীনাং সমুৎপত্তিঃ কস্মাদিতি মহামতে! ॥ ১১ ॥
এতদেব ময়া পূর্ব্বং পৃষ্টোঽসৌ নারদো মুনিঃ।
বিস্মিতঃ প্রত্যুবাচেদমুত্থিতঃ শৃণু ভূপতে! ॥ ১২ ॥
কস্মিংশ্চ সময়ে চাহং গঙ্গাতীরে স্থিতং মুনিম্।
অপশ্যং নারদং শান্তং সর্ব্বজ্ঞং বেদবিত্তমম্ ॥ ১৩ ॥

কৈর্দ্রব্যৈরিতি। তেষাং দেহাঃ পাঞ্চভৌতিকা উত ন ॥ ৯—১০ ॥

ব্রহ্মাদীনামিতি। ইদমুপলক্ষণং জনমেজয়েন কৃতানাং সর্ব্বেষাং প্রশ্নানাম্ ॥ ১১ ॥

এতদেবেতি। ননু জনমেজয়প্রশ্না অন্যবিধাঃ কৃতাঃ ব্যাসস্য নারদং প্রতি প্রশ্নাস্ত্বন্য-বিধাঃ সন্তি তৎ কথমুচ্যতে এতদেব ময়েতি চেন্ন। এতদেবেত্যস্যৈতৎসদৃশমিত্যর্থাৎ। যে ত্বয়া প্রশ্নাঃ কৃতাস্তৎসদৃশা এব প্রশ্না ময়া নারদং প্রতি কৃতাস্তেষাং প্রশ্নানাং প্রত্যুত্তরং নারদো দত্তবাংস্তেনৈব ত্বৎপ্রশ্নানাং সমাধানং ভবিষ্যতি। ন ত্বৎপ্রশ্নানাং পৃথক্প্রতিবচনং দেয়ং ভবতীতি ভাবঃ। অতএব জনমেজয়েন কৃতপ্রশ্নানাং প্রত্যেকং প্রতিবচনং ব্যাসো ন দত্তবানিতি বোধ্যম্। উত্থিত আবির্ভূতো মদগ্রে প্রকটীভূতঃ ॥ ১২ ॥

অপ্রাকৃত দেহে বিষয় সম্ভোগইবা কি প্রকার? অপিচ তাদৃশ অলৌকিক দেহের জীবন কালই বা কতদিন? ॥ ৯ ॥ ব্রহ্মন্! সেই সুরোত্তমত্রয়ের বাসস্থান কোথায় এবং তাঁহাদিগের ঐশ্বর্য্যশক্তিই বা কিরূপ? এই সমস্ত কথা শুনিবার জন্য আমার স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী হইয়াছে, আপনি বিস্তার পূর্ব্বক উহা আমার নিকট বর্ণনা করুন ॥ ১০ ॥

বেদব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বুঝিলাম, তোমার বুদ্ধি অতিশয় সূক্ষ্মতত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছে; কেননা, অদ্য তুমি আমার নিকট ব্রহ্মাদির উৎপত্তি এবং তাঁহারা সাধারণ জীবের ন্যায় জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি কাল ধর্ম্মের অধীন কি না ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল প্রশ্ন করিলে উহার উত্তর প্রদান করা বড় সহজ ব্যাপার নহে ॥ ১১ ॥ পূর্ব্বে কোন সময়ে দেবর্ষি নারদ আমার নিকট আবির্ভূত হওয়ায় আমিও তাঁহার কাছে প্রায় তোমারই প্রশ্ন সকলের মত কতকগুলি দুর্ব্বোধ্য বিষয়ের প্রশ্ন করিয়াছিলাম। দেবর্ষি আমার তাদৃশ প্রশ্ন শ্রবণে প্রথমতঃ বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; পরে নিজ অপরিমিত জ্ঞানশক্তিপ্রভাবে যথাবিহিত উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাজ! অদ্য আমি তোমার নিকট আমাদিগের সেই গুরু শিষ্য সঙ্ঘটিত প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গ বর্ণন করিব; তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, ইহার দ্বারা তোমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর সমাধান হইবে ॥ ১২ ॥

দৃষ্ট্বাহং মুদিতো গত্বা পাদয়োরপতম্মুনেঃ।
তেনাজ্ঞপ্তঃ সমীপেঽস্য সংবিষ্টশ্চ বরাসনে ॥ ১৪ ॥
শ্রুত্বা কুশলবার্ত্তাং বৈ তমপৃচ্ছং বিধেঃ সুতম্।
নিবিষ্টং জাহ্নবীতীরে নির্জ্জনে সূক্ষ্মবালুকে ॥ ১৫ ॥
মুনেঽতিবিততস্যাস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য মহামতে!।
কঃ কর্ত্তা পরমঃ প্রোক্তস্তন্মে ব্রূহি বিধানতঃ ॥ ১৬ ॥
কস্মাদেতৎ সমুৎপন্নং ব্রহ্মাণ্ডং মুনিসত্তম!।
অনিত্যং বা তথা নিত্যং তদাচক্ষ্ব দ্বিজোত্তম! ॥ ১৭ ॥
এককর্ত্তৃকমেতদ্বা বহুকর্ত্তৃকমন্যথা।
অকর্ত্তৃকং ন কার্য্যং স্যাদ্বিরোধোঽয়ং বিভাতি মে ॥ ১৮ ॥
ইতি সন্দেহসন্দোহে মগ্নং মাং তারয়াধুনা।
বিকল্পকোটীঃ কুর্ব্বাণং সংসারেঽস্মিন্ প্রবিস্তরে ॥ ১৯ ॥

(অহমপি ত্বমিব সংশয়াপন্নঃ সন্ পুরা স্বগুরুং দেবর্ষিনারদমপৃচ্ছমিতি বিবক্ষুরাহ কস্মিংশ্চ সময় ইতি ॥ ১৩ ॥

ইদানীং গুরুদর্শনজমানন্দত্বং সূচয়ন্নাহ দৃষ্ট্বাসিতি ॥ ১৪ ॥

প্রকৃতমনুস্হত্যাহ শ্রুত্বা কুশলবার্ত্তামিতি ॥ ১৫ ॥

মুনেঽতিবিততস্যেতি। অতিবিস্তৃতস্য ব্রহ্মাণ্ডস্য পরমঃ সর্ব্বোপরিবর্ত্তি এবম্ভূতঃ কর্ত্তা কঃ শাস্ত্রেষু প্রোক্ত ইতি বিধানতঃ শাস্ত্রবিধিমনুল্লঙ্ঘ্য ব্রূহীতিভাবঃ ॥ ১৬ ॥

কস্মাদিতি। এতদ্ব্রহ্মাণ্ডং কস্মাৎ সকাশাৎ সঞ্জাতং কিঞ্চ এতন্নিত্যং অবিনশ্বরং বা তদপি ব্রূহীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥)

বিরোধোঽয়মিতি। কৃতিজন্যত্বাভাবে কার্য্যত্বমেব ন স্যাদিতি বিরোধঃ ॥ ১৮—১৯ ॥

কোন সময় আমি দেখিলাম, বেদবেত্তাগণের অগ্রগণ্য কালত্রয়দর্শী প্রশান্তমূর্ত্তি ভগবান্ নারদ জাহ্নবীতটে মৌনাবলম্বনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। গুরুদেব মৌনাবলম্বনে থাকিলেও আমি দর্শনমাত্র আনন্দভরে নিকটে যাইয়া তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইলাম; পরে তাঁহার আদেশক্রমে সমীপস্থ একটী উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিলাম। অনন্তর, সেই ব্রহ্মার মানসপুত্র ঋষিপ্রবর গুরুদেবের অপরাপর কুশল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে নির্জ্জনে গঙ্গাতীরস্থ সূক্ষ্ম বালুকাময় আসনে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ভগবন্! এই অতীব বিস্তৃত বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বময় কর্ত্তা কে? আমাকে যথার্থ করিয়া বলুন ॥ ১৩—১৬ ॥ মুনিসত্তম! এই ব্রহ্মাণ্ড কোথা হইতে সমুৎপন্ন হইল, ইহা কি নিত্য অবিনশ্বর পদার্থ না অনিত্য? আর এক কথা এই, ইহার কর্ত্তা একটী না বহু? ফলতঃ কর্ত্তা অবশ্যই আছে, তাহার কারণ, কর্ত্তা না থাকিলে যে, কখনই কার্য্যের উৎপত্তি হয় না; ইহা বোধ হয় সাধারণেই স্বীকার করিয়া থাকে। গুরুদেব! এই সুবিস্তীর্ণ সংসার বিষয়ে

ব্রুবন্তি শঙ্করং কেচিন্মত্বা কারণকারণম্।
সদাশিবং মহাদেবং প্রলয়োৎপত্তিবর্জ্জিতম্ ॥ ২০ ॥
আত্মারামং সুরেশঞ্চ ত্রিগুণং নির্ম্মলং হরম্।
সংসারতারকং নিত্যং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্ ॥ ২১ ॥
অন্যে বিষ্ণুং স্তুবন্ত্যেনং সর্ব্বেষাং প্রভুমীশ্বরম্।
পরমাত্মানমব্যক্তং সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্ ॥ ২২ ॥
ভুক্তিদং মুক্তিদং শান্তং সর্ব্বাদিং সর্ব্বতোমুখম্।
ব্যাপকং বিশ্বশরণমনাদিনিধনং হরিম্ ॥ ২৩ ॥
ধাতারঞ্চ তথা চান্যে ব্রুবন্তি সৃষ্টিকারণম্।
তমেব সর্ব্ববেত্তারং সর্ব্বভুতপ্রবর্ত্তকম্ ॥ ২৪ ॥
চতুর্ম্মুখং সুরেশানং নাভিপদ্মভবং বিভুম্।
স্রষ্টারং সর্ব্বলোকানাং সত্যলোকনিবাসিনম্ ॥ ২৫ ॥

যা বিকল্পকোটীস্তা অহমুক্তবানিত্যাহ। ব্রুবন্তি শঙ্করমিতি ॥ ২০ ॥
(তস্যেশ্বরত্বে হেতুং বর্ণয়ন্নাহাত্মারামেতি ॥ ২১ ॥
অন্যে বিষ্ণুমিতি দ্বাভ্যাং প্রতিপাদয়তি বিষ্ণোরীশ্বরত্বমিতি শেষঃ ॥ ২২—২৩ ॥
ধাতারমিতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ২৪—২৫ ॥

যে সমস্ত কূট সংশয় ছিল সে সমস্তই প্রকাশ করিলাম; এক্ষণে কৃপা বিতরণ পূর্ব্বক এই সমস্ত প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দানে ভীষণ সন্দেহ-সাগরে নিমগ্নপ্রায় শিষ্যকে ত্রাণ করুন ॥১৭-১৯॥
এ বিষয়ে আর এক আশ্চর্য্য দেখুন, কতকগুলি পণ্ডিত শঙ্করকেই সর্ব্বকারণ-কারণ পরমেশ্বর মনে করিয়া এইরূপ বলেন যে, সেই সর্ব্বদেবেশ্বর প্রভু মহাদেবই জীব-নিস্তারের হেতুভূত; তিনিই উৎপত্তি-প্রলয় বর্জ্জিত সদা মঙ্গলময় আত্মারাম ও গুণত্রয়ের নিয়ন্তা। সর্ব্ব-পাপবিরহিত ভক্তজনের পাপহারী সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কারণস্বরূপ ॥ ২০—২১ ॥
আবার কোন কোন পণ্ডিতেরা বিষ্ণুকেই সর্ব্বেশ্বর ভাবিয়া এইরূপে স্তব করিয়া থাকেন যে, তিনিই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মা সকলের প্রভু ও আদ্যপুরুষ; সেই হরিই জন্মমৃত্যু-বিবর্জ্জিত বিশ্বজীবের তারণকর্ত্তা সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বতোমুখ ভক্তজনের ভোগমুক্তিদাতা ॥২২—২৩॥
কেহ কেহ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাকেই সর্ব্বকারণরূপ ঈশ্বর ভাবিয়া এইমত বলেন যে, তিনিই সমস্ত সৃষ্টির কারণ; সুতরাং তিনিই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিধানকর্ত্তা, সর্ব্বভূতের প্রবর্ত্তক সর্ব্বজ্ঞ। ব্রহ্মাই পরম কারণ স্বরূপ কোন অনির্ব্বচনীয় অব্যক্ত অনন্ত শক্তির নাভিপদ্ম হইতে আবির্ভূত; অর্থাৎ অপর কেহ তাঁহার পিতা মাতা নাই। বিশেষতঃ তাঁহার বসতি সর্ব্বলোকোপরি সত্যলোকে; অতএব তিনিই লোক সমূহের উৎপাদয়িতা এবং সমস্ত

দিনেশং প্রবদন্ত্যন্যে সর্ব্বেশং বেদবাদিনঃ।
স্তুবন্তি চৈব গায়ন্তি সায়ম্প্রাতরতন্দ্রিতাঃ ॥ ২৬ ॥
যজন্তি চ তথা যজ্ঞে বাসবঞ্চ শতক্রতুম্।
সহস্রাক্ষং দেবদেবং সর্ব্বেষাং প্রভুমুল্বণম্ ॥ ২৭ ॥
যজ্ঞাধীশং সুরাধীশং ত্রিলোকেশং শচীপতিম্।
যজ্ঞানাঞ্চৈব ভোক্তারং সোমপং সোমপপ্রিয়ম্ ॥ ২৮ ॥
বরুণঞ্চ তথা সোমং পাবকং পবনন্তথা।
যমং কুবেরং ধনদং গণাধীশং তথা পরে ॥ ২৯ ॥
হেরম্বং গজবক্ত্রঞ্চ সর্ব্বকার্য্যপ্রসাধকম্।
স্মরণাৎ সিদ্ধিদং কার্য্যকামদং কামগং পরম্ ॥ ৩০ ॥
ভবানীং কেচনাচার্য্যাঃ প্রবদন্ত্যখিলার্থদাম্।
আদিমায়াং মহাশক্তিং প্রকৃতিং পুরুষানুগাম্ ॥ ৩১ ॥

দিনেশমিতি। অতন্দ্রিতা আলস্যাদিবর্জ্জিতাঃ ॥ ২৬ ॥
শতক্রতুং শতাশ্বমেধযাজিনং বাসবমিন্দ্রম্ ॥ ২৭—২৮ ॥
ভিন্নরুচিত্বাৎ দুর্ব্বলসাধকৈঃ পরমেশ্বরবিভূতিরূপা বরুণাদয়োদিগীশা অপীজ্যাস্তে অত আহ বরুণমিতিদ্বাভ্যাম্ ॥ ২৬—৩০ ॥

দেবগণেরও ঈশ্বর ॥ ২৪—২৫ ॥ আবার অপর বেদবাদী পণ্ডিতগণ দিনপতিকেই সর্ব্বেশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করেন; অতএব তাঁহারা সায়ং সন্ধ্যা ও প্রাতঃসন্ধ্যা সময়ে অতন্দ্রিতভাবে বেদোক্ত মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহারই স্তুতি গান করিয়া থাকেন ॥ ২৬ ॥ কোন কোন ঋষি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবরাজ বাসবের অর্চ্চনা করেন। তাঁহারা এই কথা বলেন যে, ইন্দ্রই সমস্ত দেবগণের দেবতাস্বরূপ; তিনি একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, সকল জীবের নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ। তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক পরাক্রান্ত; তিনি সহস্র লোচন, সমস্ত দেবের অধীশ্বর; অতএব সেই শচীপতিই এই লোকত্রয়ের নিয়ন্তা ও সর্ব্ব যজ্ঞের আরাধ্য ঈশ্বর। তিনি স্বয়ং সোমপানে নিরত এবং সোমপায়িগণই তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়; সুতরাং তিনিই একমাত্র যজ্ঞভোক্তা ॥ ২৭—২৮ ॥ এইরূপে মানবগণ নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে কেহ বরুণ, কেহ সোম, কেহ হুতাশন, কেহ পবন, কেহ যম, কেহ বা সর্ব্বধনের অধীশ্বর কুবেরের, কোন কোন মহাত্মা যিনি স্মৃতিমাত্রে সমস্ত কার্য্যের সিদ্ধি প্রদান করেন এবং যিনি স্বয়ং সর্ব্বকামনার পরপারগত হইয়াও ভক্তজনের সমস্ত কামনা পূরণ করিয়া থাকেন সেই সর্ব্বকার্য্যপ্রসাধক গজেন্দ্রবদন গণপতির আরাধনায় নিরত হয়েন ॥ ২৯—৩০ ॥ পরন্তু কতকগুলি জ্ঞান বিজ্ঞানসম্পন্ন আচার্য্য এইরূপ বলেন যে, যিনি পরব্রহ্মের সহিত

ব্রহ্মৈকতাসমাপন্নাং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীম্।
মাতরং সর্ব্বভূতানাং দেবতানাং তথৈব চ ॥ ৩২ ॥
অনাদিনিধনাং পূর্ণাং ব্যাপিকাং সর্ব্বজন্তুষু।
ঈশ্বরীং সর্ব্বলোকানাং নির্গুণাং সগুণাং শিবাম্ ॥ ৩৩ ॥
বৈষ্ণবীং শাঙ্করীং ব্রাহ্মীং বাসবীং বারুণীন্তথা।
বারাহীং নারসিংহীঞ্চ মহালক্ষ্মীং তথাদ্ভুতাম্ ॥ ৩৪ ॥
বেদমাতরমেকাঞ্চ বিদ্যাং ভবতরোঃ স্থিরাম্।
সর্ব্বদুঃখনিহন্ত্রীঞ্চ স্মরণাৎ সর্ব্বকামদাম্ ॥ ৩৫ ॥
মোক্ষদাঞ্চ মুমুক্ষূণাং কামদাঞ্চ ফলার্থিনাম্।
ত্রিগুণাতীতরূপাঞ্চ গুণবিস্তারকারকাম্ ॥ ৩৬ ॥
নির্গুণাং সগুণাং তস্মাত্তাং ধ্যায়ন্তি ফলার্থিনঃ।
নিরঞ্জনং নিরাকারং নির্লেপং নির্গুণং কিল ॥ ৩৭ ॥

ইদানীং আদ্যাশক্তের্মহাদেব্যা ভগবত্যা এব ষড়্ভিঃ শ্লোকৈর্বৈষ্ণব্যাদিব্যষ্টিরূপৈস্তথা মায়াশবলিতপরব্রহ্মাত্মকসমষ্টিরূপেণ সর্ব্বগুণোপাধিবর্জ্জিতসচ্চিৎসুখস্বরূপেণ চ সর্বৈশ্বর্য্য-শক্তিমত্ত্বং মিতরাং সর্ব্বতোমুখপ্রভুত্বং সর্ব্বারাধ্যত্বং চ প্রতিপাদয়ন্নাহ ভবানীতি। কেচন অতিবিরলান্তে যে আচার্য্যা ভবানীং অখিলার্থদাং প্রবদন্তীতি ভাবঃ ॥ ৩১—৩৬ ॥)

অভিন্নরূপিণী সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের অদ্বিতীয় কারণস্বরূপা, দেবতা প্রভৃতি সমস্ত প্রাণিগণের জননী, জন্মমৃত্যু বিরহিতা এবং যিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া সর্ব্বপ্রাণীতে অবস্থিতি করিতেছেন সেই সগুণ নির্গুণরূপা পরম-মঙ্গলময়ী সর্ব্বলোকেশ্বরী মহাশক্তি আদি মায়া ভবদারাই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ প্রভৃতি অখিলার্থের প্রদাত্রী, অতএব তিনিই সর্ব্বতো-ভাবে সর্ব্ব জীবের আরাধ্যা ॥ ৩১—৩৩ ॥ সেই মহাশক্তিই বৈষ্ণবী, শঙ্করমোহিনী বাসবী, বারুণী, বারাহী, নারসিংহী, মহালক্ষ্মী ও অদ্বিতীয়া বেদমাতা প্রভৃতি অনন্ত মূর্ত্তি ধারণ করেন; বস্তুত সেই ব্রহ্মবিদ্যারূপিণীই যে, এই ভবসংসার-মহীরুহের একমাত্র নিশ্চল মূলস্বরূপা তাহাতে আর সংশয় নাই। তিনি স্মরণমাত্রেই ভক্তজনের অনন্ত দুঃখ রাশি ধ্বংস করিয়া সর্ব্ব কামনা পূরণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪—৩৫ ॥ পরন্তু, যাহাদিগের অন্তরে ইহলোকে পার্থিব বিষয় ভোগ আর পরলোকে স্বর্গভোগাদি ভূরি ভূরি বাসনা সকল জাজ্বল্যমানরূপে নিহিত থাকে, তিনি তাদৃশ দুর্ব্বল প্রকৃতি সকাম-সাধকদিগকেই কেবল ক্ষণভঙ্গুর অনিত্য ফল দিয়া ভুলাইয়া রাখেন; আর নিষ্কামান্তঃকরণ প্রবলাধিকারী মুমুক্ষুদিগকে একমাত্র সচ্চিৎ সুখস্বরূপ অক্ষয় মোক্ষতত্ত্বই প্রদান করিয়া থাকেন। আর এক কথা এই, তিনি স্বয়ং ত্রিগুণের অতীত হইয়াও নিজপ্রভাবে বারংবার এই গুণময় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার করেন; সেই জন্য নিষ্কাম যোগেন্দ্র পুরুষেরাই কেবল তাঁহার সেই গুণোপাধিবর্জ্জিত কৈবল্য-

অরূপং ব্যাপকং ব্রহ্ম প্রবদন্তি মুনীশ্বরাঃ।
বেদোপনিষদি প্রোক্তিস্তেজোময় ইতি কচিৎ ॥ ৩৮ ॥
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রনয়নস্তথা।
সহস্রকরকর্ণশ্চ সহস্রাস্যঃ সহস্রপাৎ ॥ ৩৯ ॥
বিষ্ণোঃ পাদমথাকাশং পরমং সমুদাহৃতম্।
বিরাজং বিরজং শান্তং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৪০ ॥
পুরুষোত্তমং তথা চান্যে প্রবদন্তি পুরাবিদঃ।
নৈকোপীতি বদন্ত্যন্যে প্রভুরীশঃ কদাচন ॥ ৪১ ॥
অনীশ্বরমিদং সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডমিতি কেচন।
ন কদাপীশজন্যং যজ্জগদেতদচিন্তিতম্ ॥ ৪২ ॥

বেদান্তমতমাহ। নিরঞ্জনমিতি ॥ ৩৭—৩৮ ॥

বিরাট্স্বরূপবাদিমতমাহ। সহস্রশীর্ষেতি ॥ ৩৯—৪০ ॥

অনেকেশ্বরবাদিমতমাহ। নৈকোপীতি গৃহপ্রাসাদাদিবিচিত্রং কার্য্যমনেককর্তৃকং দৃষ্টং তথেদং জগৎ কার্য্যমপ্যনেককর্তৃকমেবেতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

অনীশ্বরং স্বভাবাদেবেদং জগদভূদিতি কেষাঞ্চিন্মতমাহ। অনীশ্বরমিতি তন্মতসাধকমাহ। ন কদাপীশজন্যমিতি। যদীদং জগদীশজন্যং স্যাত্তদাচিন্তিতমনির্ব্বচনীয়ং কিমিতি স্যান্নহি কুলালকর্তৃকো ঘটোঽনির্ব্বচনীয়োঽস্তি তস্মাদচিন্তিতত্বাদনির্ব্বচনীয়ত্বাৎ স্বভাবাদেব জন্যং নত্বীশজন্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

ভাবের ধ্যানে নিরত থাকেন। ফলতঃ কর্ম্মফলাসক্ত সকামীরাই তাঁহার কার্য্যময় স্থূল মূর্ত্তি সকলের ভাবনা করে। পরন্তু, বেদান্ততত্ত্বাভিজ্ঞ পরমজ্ঞানী মুনীশ্বরগণ তাঁহাকে নির্ব্বিকার নিরাকার নিরঞ্জন সমস্ত রূপ ও গুণাদিধর্ম্মবর্জ্জিত সর্ব্বব্যাপক পরব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন; আবার বেদ ও উপনিষদ্ সকলের মধ্যে কোন কোন স্থলে তিনি শুদ্ধ তেজোময় রূপেই পরিগীত হইয়াছেন ॥ ৩৬—৩৮ ॥ অপিচ কোন কোন মনীষী পুরুষেরা তাঁহাকে অনন্ত মস্তক অনন্ত চক্ষুঃ অনন্ত শ্রুতি, অনন্তবদন, অনন্ত পদ, সর্ব্বপাপ-পরিশূন্য বিরাটপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তাঁহারা আকাশকেই বিষ্ণুর পরম পদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ৩৯—৪০ ॥ অপরাপর পুরাণ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলিয়া বর্ণনা করেন। কতকগুলি স্থূলদর্শী অজ্ঞ এইরূপ বলে যে, এতাদৃশ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড কি কখনও একটী মাত্র ঈশ্বর সৃষ্টি করিতে পারেন? (বস্তুতঃ গৃহ অট্টালিকাদি নির্ম্মাণের ন্যায় ইহাতেও অনেকগুলি কর্ত্তা আছেন ॥ ৪১ ॥) আবার কতকগুলা নিরীশ্বরবাদী দুরাত্মা পাষণ্ড এই কথা বলে যে, বুদ্ধির অগম্য এই অচিন্তিত অনন্ত জগৎ যে, কোথাকার একজন ঈশ্বর আসিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এরূপ অসম্ভাবিত কখনই হইতে পারে না; ফলতঃ এ ব্রহ্মাণ্ডের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তা

সদৈবেদমনীশঞ্চ স্বভাবোত্থং সদেদৃশম্।
অকর্ত্তাসৌ পুমান্ প্রোক্তঃ প্রকৃতিস্তু তথা চ সা ॥ ৪৩ ॥
এবং বদন্তি সাংখ্যাশ্চ মুনয়ঃ কপিলাদয়ঃ।
এতে সন্দেহসন্দোহাঃ প্রভবন্তি তথাপরে ॥ ৪৪ ॥
বিকল্পোপহতং চেতঃ কিং করোমি মুনীশ্বর!।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবক্ষায়াং ন মনো মে স্থিরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥
কো ধর্ম্মঃ কীদৃশো ধর্ম্মশ্চিহ্নং নৈবোপলভ্যতে।
দেবাঃ সত্ত্বগুণোৎপন্নাঃ সত্যধর্ম্মব্যবস্থিতাঃ ॥ ৪৬ ॥
পীড্যন্তে দানবৈঃ পাপৈঃ কুত্র ধর্ম্মব্যবস্থিতিঃ।
ধর্ম্মস্থিতাঃ সদাচারাঃ পাণ্ডবা মম বংশজাঃ ॥ ৪৭ ॥

সাঙ্খ্যমতম্প্রাহ। অকর্ত্তেতি। তথাচ সেতি। কর্ত্রীত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৪৫ ॥

যত্র কল্যাণং তিষ্ঠতীতি ধর্ম্মস্য কল্যাণং চিহ্নং জ্ঞেয়মিতি চেত্তত্রাহ দেবাঃ সত্ত্বগুণোৎপন্না ইতি ॥ ৪৬ ॥

ধর্ম্মিষ্ঠানাং দেবানাং মম বংশজানাং পাণ্ডবানাঞ্চ ধর্ম্মিষ্ঠত্বেপ্যকল্যাণোপহতত্বাদ্যত্র কল্যাণং তত্র ধর্ম্মস্তিষ্ঠতীত্যত্র ব্যাপ্ত্যভাবান্ন ধর্ম্মচিহ্নং জ্ঞাতুং শক্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

কেহই নহে ॥ ৪২ ॥ কর্ত্তা না থাকিলেও এই জগৎ স্বভাব হইতে উৎপন্ন হইয়া অনাদিকাল হইতে এক মাত্র স্বভাব দ্বারাই পরিচালিত হইতেছে। আবার সাঙ্খ্যমতাবলম্বীরা বলেন যে, পুরুষ চৈতন্যস্বরূপ হইলেও জগতের প্রতি তাঁহার কোন কর্তৃত্ব নাই; অতএব সেই একমাত্র ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিই এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপাদনকর্ত্রী ॥ ৪৩ ॥

প্রভো! আপনি সমাধিনিষ্ঠ যোগীদিগেরও পরমারাধ্য, এই জন্য আপনার নিকট সাঙ্খ্যাচার্য্য মহামুনি কপিল ও তাঁহার শিষ্য পরম্পরার উক্তি এবং অপরাপর বাদীদিগেরও মত সকল ব্যক্ত করিলাম; আমার অন্তরে সর্ব্বদাই এই সমস্ত নানাপ্রকার সন্দেহ রাশি সমুদিত হইতেছে। অধিক কি এই সমস্ত সংশয়জালে জড়িত হইয়া আমার চিত্ত এতদূর উপহত হইয়াছে যে, আমি এ বিষয়ে কি করিব স্থির করিতে পারিতেছি না; বস্তুত ধর্ম্মাধর্ম্মবিবক্ষা বিষয়ে আমার মন কিছুতেই স্থির হইতেছে না ॥ ৪৪—৪৫ ॥ ধর্ম্ম কি আর অধর্ম্মই বা কি তাহার কোন লক্ষণেরই উপলব্ধি হয় না; কেননা, দেখুন, দেবগণ সকলেই সত্ত্বগুণে সমুৎপন্ন এবং সর্ব্বদাই সত্যধর্ম্মে নিরত; তথাপি পাপাত্মা দুর্বৃত্ত দানবগণ কর্ত্তৃক প্রায়ই মধ্যে মধ্যে প্রপীড়িত হইয়া থাকেন; ইহাতে কি করিয়া ধর্ম্মের স্থায়িত্ব বিশ্বাস করিব? আরও একটী দেখুন, আমার পূর্ব্বপুরুষ সদাচারসম্পন্ন মহাত্মা পাণ্ডবেরা নিরত ধর্ম্মপথে থাকিয়াও অশেষ-ক্লেশরাশি ভোগ করিয়াছেন, এমন স্থলে ধর্ম্মের কি মর্য্যাদা রহিল? অতএব হে গুরো! এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া আমার মন সংশয় হ্রদে

দুঃখং বহুবিধং প্রাপ্তাস্তত্র ধর্ম্মস্য কা স্থিতিঃ।
অতো মে হৃদয়ং তাত! বেপতেঽতীবসংশয়ে ॥ ৪৮ ॥
কুরু মেঽসংশয়ঞ্চেতঃ সমর্থোঽসি মহামুনে!।
ত্রাহি সংসারবার্দ্ধেস্ত্বং জ্ঞানপোতেন মাং মুনে! ॥ ৪৯ ॥
মজ্জন্তং চোৎপতন্তঞ্চ মগ্নং মোহজলাবিলে ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণেঽষ্টাদশসাহস্র্যাংসংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে জনমেজয়প্রশ্নে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দুঃখং বহুবিধমিতি। ধর্ম্মপরায়ণা অপি মম বংশজাঃ পাণ্ডবা দুঃখং প্রাপ্তাশ্চেত্তত্র ধর্ম্মস্য স্থিতিঃ মর্য্যাদা কা অতো হৃদয়ং মে বেপতে কম্পতে এতদ্ধর্ম্মগতিকং সমালোচ্যেতি ভাবঃ ॥ ৪৮—৫০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

নিমগ্ন হইয়া নিতান্ত কম্পিত হইতেছে ॥ ৪৬—৪৮ ॥ প্রভো! আপনি মননশীল (ধ্যাননিষ্ঠ) ঋষিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য, আপনার কিছুই অসাধ্য নাই; অতএব আমার মনের সংশয় বিদূরিত করুন্। গুরুদেব! আমি এই মোহসলিল কলুষময় অজ্ঞান হ্রদে নিরন্তর উন্মজ্জিত নিমজ্জিত হইতেছি; দয়াময়! কৃপাবিতরণ পূর্ব্বক বিজ্ঞানতরণী দানে আমায় এই ভীষণ সংসার বারিধি হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ৪৯—৫০ ॥

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীদেবীভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে জনমেজয়প্রশ্ন নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

যত্ত্বয়া চ মহাবাহো! পৃষ্টোঽহং কুরুসত্তম!।
তান্ প্রশ্নান্নারদঃ প্রাহ ময়া পৃষ্টো মুনীশ্বরঃ ॥ ১ ॥

নারদ উবাচ।

ব্যাস! কিংতে ব্রবীম্যদ্য পুরায়ং সংশয়ো মম।
উৎপন্নো হৃদয়েঽত্যর্থং সন্দেহাসারপীড়িতঃ ॥ ২ ॥
গত্বাহং পিতরং স্থানে ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্।
অপৃচ্ছং যত্ত্বয়া পৃষ্টং ব্যাসাদ্য প্রশ্নমুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

চত্বারিংশচ্ছ্লোকৈর্ব্যৈরর্দ্ধশ্লোকাধিকৈরথ।
বিমানেন গতির্ব্রহ্মাদীনামিহ তু কথ্যতে।

যত্ত্বয়েতি। হে মহাবাহো! যত্ত্বয়াহং পৃষ্টো যান্ যান্ প্রশ্নান্ ত্বং মাং প্রত্যকার্ষীস্তান্ সর্ব্বা প্রশ্নান্ মুনীশ্বরো নারদো ময়া পৃষ্টো নারদস্প্রতি তান্ সর্ব্বান্ প্রশ্নানন্যাংশ্চ প্রশ্নান্ কৃতবানি ত্যর্থঃ। অত্র ব্যাস উবাচেত্যত উত্তরং যত্ত্বয়া চেত্যতঃ পূর্ব্বমেকাদশশ্লোকা দাক্ষিণাত্যপাঠে সন্তি পরন্তু সোঽপপাঠঃ। সঙ্গত্যগ্রহাৎপুনরুক্তিদোষাচ্চ গৌড়পাঠে প্রাচীনপুস্তকেষু চ তেষ মনুপলম্ভাচ্চ ॥ ১ ॥

ততস্তদুত্তরং নারদঃ কিমুবাচ তদাহ। ব্যাস কিন্তে ইতি। সন্দেহাসারেণ সন্দেহধার সম্পাতেন ॥ ২ ॥

অদ্য যত্ত্বয়া পৃষ্টং প্রশ্নমপৃচ্ছমিত্যন্বয়ঃ। অদ্য যত্ত্বয়াপৃষ্টঃ প্রশ্নস্তথাবিধমন্যং প্রশ্নং ব্রহ্মাণ স্প্রত্যহকৃতবাংস্তৎপ্রত্যুত্তরং যদেব ব্রহ্মা প্রাহ তদেব ত্বৎপ্রশ্নানাং প্রতিবচনং ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

বেদব্যাস কহিলেন, হে মহাবাহো কুরুসত্তম! তুমি আমায় যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, পূবে আমিও এইমত প্রশ্ন করায় মুনীশ্বর দেবর্ষি নারদ যেরূপ উত্তর দিয়াছিলেন বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ নারদ কহিলেন, বেদব্যাস! পূর্ব্বে যখন, আমারই অন্তরে এইরূপ প্রভূত সংশয়জাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তোমায় আর কি বলিব। বস্তুত এক্ষণে, তুমি আমার নিকট যে উৎকৃষ্ট প্রশ্ন উত্থাপন করিলে, পূর্ব্বে আমিও এইরূপ ধারাবাহিক সন্দেহ ভারে আক্রান্ত-হৃদয় হইয়া নিজ পিতা অসীম-প্রভাব প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকট যাইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলাম। (তৎকালে যে সকল কথা উত্থাপিত হইয়াছিল বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২—৩ ॥)

পিতঃ কুতঃ সমুৎপন্নং ব্রহ্মাণ্ডমখিলং বিভো!।
ভবৎকৃতেন বা সম্যক্ কিং বা বিষ্ণুকৃতং ত্বিদম্ ॥ ৪ ॥
রুদ্রকৃতং বা বিশ্বাত্মন্! ব্রূহি সত্যং জগৎপতে!।
আরাধনীয়ঃ কঃ কামং সর্ব্বোৎকৃষ্টশ্চ কঃ প্রভুঃ ॥ ৫ ॥
তৎ সর্ব্বং বদ মে ব্রহ্মন্! সন্দেহাংশ্ছিন্ধি চানঘ!।
নিমগ্নো হ্যস্মি সংসারে দুঃখরূপেঽনৃতোপমে ॥ ৬ ॥
সন্দেহান্দোলিতং চেতো ন প্রশাম্যতি কুত্রচিৎ।
ন তীর্থেষু ন দেবেষু সাধনেষ্বিতরেষু চ ॥ ৭ ॥
অবিজ্ঞায় পরং তত্ত্বং কুতঃ শান্তিঃ পরন্তপ!।
বিকীর্ণং বহুধা চিত্তং নৈকত্র স্থিরতাং ব্রজেৎ ॥ ৮ ॥
কং স্মরামি যজে কং বা কং ব্রজাম্যর্চ্চয়ামি কম্।
স্তৌমি কং নাভিজানামি দেবং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্ ॥ ৯ ॥

ভবৎকৃতেন ভবদ্ব্যাপারেণেত্যর্থঃ। অস্ত্যোৎপন্নমিতি শেষঃ ॥ ৪ ॥
আরাধনীয়ঃ পূজ্যঃ সর্ব্বদেবেষূৎকৃষ্টঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টশ্চ কঃ ॥ ৫—৬ ॥
(সংশয়ক্লিষ্টস্যাত্মনঃ খেদং বিজ্ঞাপয়ন্নাহ তৎসর্ব্বমিতি। অনৃতোপমে ইন্দ্রজালবদলীকে]ংসারে ইত্যর্থঃ। ইতরেষু কেষ্বপি চেতো ন প্রশাম্যতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥
অশান্তিহেতুমাহাবিজ্ঞায়েতি ॥ ৮ ॥
অজ্ঞানলক্ষণং নির্দ্দিশন্নাহ কং স্মরামীতি ॥ ৯ ॥

পিতঃ! আপনি বিশ্বব্যাপক; আপনিই সমস্ত জগতের অধীশ্বর। এইজন্য আপনার নিকট একটী প্রশ্ন করিতেছি, উত্তর দানে কৃতার্থ করুন! এই অখিল সংসারের সৃষ্টি কি আপনিই সমগ্ররূপে করিয়াছেন? অথবা বিষ্ণু বা মহাদেব করিয়াছেন? ঈদৃশ, অখিল ব্রহ্মাণ্ড কোথা হইতে উৎপন্ন হইল ফলকথা এই যে, এই জগতের মধ্যে সর্ব্বারাধ্য কে? সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা কাহার হস্তে? ॥ ৪—৫ ॥

ব্রহ্মন্! আমি মিথ্যাময় দুঃখজালজড়িত সংসার-সাগরে ক্রমশ নিমগ্ন হইতেছি; আমার চিত্ত নিরন্তর সন্দেহ তরঙ্গে আন্দোলিত হইতেছে; সেইজন্য সে, সাধন বা কোন তীর্থে কি কোন দেবতায় বা অপর কোন বিষয়ে কিছুতেই প্রশান্ত হইতেছে না; অতএব, আপনিই এই বিষয়ের যথাবিহিত উত্তর দিয়া আমার সন্দেহ অপনয়ন করুন ॥ ৬—৭ ॥

প্রভো! কামক্রোধাদি শত্রুগণ সমস্তই আপনার করায়ত্ত সুতরাং জগতের কোন তত্ত্বই আপনার অবিদিত নাই। ফলতঃ যে ব্যক্তি ইহ সংসারে জন্মপরিগ্রহ করিয়া পরমতত্ত্ব জানিতে পারে নাই, তাহার আর শান্তি কোথায়? অনন্ত বিষয়ব্যাপারে বিক্ষিপ্তচিত্ত কি [illegible] স্থিরতা লাভ করিতে পারে? ॥ ৮ ॥ এই জগতে যাহারা ঈশ্বর বলিয়া বিশ্রুত তাহা-

তত্তো মাং প্রত্যুবাচেদং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
ময়া সত্যবতীসূনো! কৃতে প্রশ্নে সুদুস্তরে ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

কিং ব্রবীমি সুতাদ্যাহং দুর্ব্বোধং প্রশ্নমুত্তমম্।
ত্বয়াশক্যং মহাভাগ! বিষ্ণোরপি সুনিশ্চয়াৎ ॥ ১১ ॥
রাগী কোঽপি ন জানাতি সংসারেঽস্মিন্মহামতে!।
বিরক্তশ্চ বিজানাতি নিরীহো যো বিমৎসরঃ ॥ ১২ ॥
একার্ণবে পুরা জাতে নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে।
ভূতমাত্রে* সমুৎপন্নে সঞ্জজ্ঞে কমলাদহম্ ॥ ১৩ ॥

তত্তো মামিতি। ততঃ মদীয়সংশয়মূলকপ্রশ্নানাকর্ণ্যেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥) হে সুত! ত্বয়া কৃতং দুর্ব্বোধং প্রশ্নং কিং ব্রবীমি যদ্বিষ্ণোরপি নিশ্চয়াদ্বক্তুমশক্যং ভবতীত্যন্বয়ঃ ॥ ১১ ॥

এতস্য জ্ঞাতা রাগী বহির্মুখঃ কোঽপি নাস্তি কিন্তু যোঽন্তর্মুখো জ্ঞানী স এব জানাতি। তথাচ শ্রুতিঃ তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি ॥ ১২ ॥

তত্র বিষ্ণ্বাদিভিরপ্যজ্ঞেয়ত্বে পূর্ব্বকথামাহ। একার্ণবে ইতি। নষ্টে স্থাবরজঙ্গমে সতি প্রলয়কালেঽনন্তরমাত্মন আকাশঃ সম্ভূত ইত্যেবংরীত্যা ভূতমাত্রে পঞ্চমহাভূতমাত্রেঽন্য-পদার্থরহিতে উৎপন্নে সতি তদানীমহং কমলাজ্জজ্ঞে উৎপন্নঃ ॥ ১৩ ॥

দিগের সর্ব্বোপরি পরমেশ্বর কে? তাহা অদ্যাপি বিশেষরূপে জানিতে পারিলাম না; অতএব, আমি যে সর্ব্বারাধ্য জ্ঞানে কাহার নিকট যাইয়া কাহাকে স্মরণ করিব বা কাহার অর্চ্চনাদি করিয়া কাহার স্তুতিপাঠে নিরত হইব, তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ৯ ॥ হে সত্যবতীতনয়! আমি এইরূপ নিতান্ত দুস্তর-বিষয়ের প্রশ্ন করিলে, লোকপিতামহ ব্রহ্মা যাহা উত্তর করিয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১০ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, পুত্র! অদ্য তুমি আমার নিকট যে প্রকার দুর্ব্বোধ্য উৎকট বিষয়ের প্রশ্ন করিলে, ইহার উত্তর আমি কি করিব? বোধ হয় ভগবান্ বিষ্ণুও এ বিষয় নিশ্চয়রূপে বলিতে সমর্থ নহেন ॥ ১১ ॥ হে মহামতে! তুমি ইহা স্থির জানিও যে, এই অখিল সংসার মধ্যে ভোগাসক্ত ব্যক্তি মাত্রেই ইহা অবগত নহে; তবে, যাঁহারা সমস্ত বিষয়ে একেবারে বিরত হইয়াছেন, তাদৃশ নির্ম্মৎসর নিরীহ মহাত্মাদিগের কিছুই অবিদিত নাই ॥ ১২ ॥ পূর্ব্বে (দৈনন্দিন-প্রলয়ে) এই সমস্ত স্থাবর-জঙ্গমময় বস্তুজাত প্রকৃতিগর্ভে বিলীন হইলে পর, সেই একার্ণব সময়ে (পুনঃ সৃষ্টির উপক্রমে) আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতমাত্র উৎপন্ন হইলে, আমি ভগবান্ বিষ্ণুর নাভিসরোজ হইতে আবির্ভূত হইলাম ॥ ১৩ ॥ তৎকালে আমি, চন্দ্র কি সূর্য্য বা বৃক্ষ পর্ব্বতাদি কিছুই দেখিতে পাইলাম না; চতুর্দ্দিক্ শূন্যময় দেখিয়া অগত্যা সেই নাভিপদ্মের কর্ণিকা মধ্যে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম ॥ ১৪ ॥

---

* জলমাত্রে ইতি বা পাঠঃ।

নাপশ্যং তরণিং সোমং ন বৃক্ষান্ চ পর্ব্বতান্।
কর্ণিকায়াং সমাবিষ্টশ্চিন্তামকরবং তদা ॥ ১৪ ॥
কস্মাদহঞ্চ সমুদ্ভূতঃ সলিলেঽস্মিন্মহার্ণবে।
কো মে ত্রাতা প্রভুঃ কর্ত্তা সংহর্ত্তা বা যুগাত্যয়ে ॥ ১৫ ॥
ন চ ভূর্ব্বিদ্যতে স্পষ্টা যদাধারং জলস্ত্বিদম্।
পঙ্কজং কথমুৎপন্নং প্রসিদ্ধং রূঢ়িযোগয়োঃ ॥ ১৬ ॥
পশ্যাম্যদ্যাস্য পঙ্কং তং মূলং বৈ পঙ্কজস্য চ।
ভবিষ্যতি ধরা তত্র মূলং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ১৭ ॥
উত্তরন্ সলিলে তত্র যাবদ্বর্ষসহস্রকম্।
অন্বেষমাণো ধরণীং নাবাপং তং যদা তদা ॥ ১৮ ॥
তপস্তপেতি চাকাশে বাগভূদশরীরিণী।
ততো ময়া তপস্তপ্তং পদ্মে বর্ষসহস্রকম্ ॥ ১৯ ॥

(তরণিং সূর্য্যম্ ॥ ১৪ ॥
কস্মাদিতি। যুগাত্যয়ে প্রলয়কালে ॥ ১৫ ॥)
পঙ্কজং হি পঙ্কাজ্জাতম্। পঙ্কস্ত্বত্র নাস্তি ততঃ পঙ্কজং কথমুৎপন্নম্ ॥ ১৬ ॥
মা দৃশ্যতামত্র পঙ্কস্তথাপি কার্য্যেণ পঙ্কজেন কারণস্য পঙ্কস্যানুমানাদস্ত্যেব। স কুত্র-চিদিতি নিশ্চিত্য তং পঙ্কং পশ্যামীতি নিশ্চয়ং কৃতবানিত্যাহ। পশ্যামীতি। পঙ্কস্যাপি ধরা মূলং সাপি তত্র স্যাদিতি পঙ্কান্বেষণেন ধরাপি প্রাপ্তা ভবেদিতি ভাবঃ ॥ ১৭ ॥
নাবাপং তাং ধরণীং তং পঙ্কঞ্চ নাবাপং ন প্রাপ্তবানহম্ ॥ ১৮ ॥

এই জলময় মহার্ণব মধ্যে আমি কোথা হইতে কিজন্যই বা উৎপন্ন হইলাম? কে আমায় সৃষ্টি করিল? এই বিষম সঙ্কটস্থলে কে আমায় রক্ষা করিবে? আমার নিয়ন্তাই বা কে? আর যুগান্তসময়ে আমার সংহারকর্ত্তাই বা কে? ॥ ১৫ ॥ (বস্তু মাত্রেই ত আধারে অবস্থিত) কিন্তু এস্থলে যদি কোনও আধারভূমিই বিদ্যমান নাই; তবে, এই অগাধ জলরাশি কাহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে? আর এক কথা এই যে, পঙ্কে জন্ম হেতুই পঙ্কজ এই শব্দটী যোগরূঢ়শব্দ বলিয়া প্রসিদ্ধ। যদি সেই পঙ্কময়ী আধারভূমি না থাকে, তাহা হইলে, এই পঙ্কজটী কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? ॥ ১৬ ॥

এক্ষণে, আমি এই পঙ্কজের মূলরূপ পঙ্ককে দেখিতে চেষ্টা করি, কেননা, পঙ্ক দেখিতে পাইলেই পঙ্কের আধার স্বরূপ ভূমিও যে পাওয়া যাইবে ইহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥ আমি এইরূপ ভাবিয়া সেই যুগান্তকালের অগাধ জলরাশির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সহস্র বৎসর অন্বেষণ করিয়াও যখন পঙ্কজের মূলীভূত পঙ্ক বা পঙ্কের আধাররূপ ভূভাগ কিছুই প্রাপ্ত হইলাম না, তখন, 'তপ' তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হও, কোনও অদৃশ্য শরীর হইতে এইরূপ

স্বজেতি পুনরুক্তা বাণী তত্র শ্রুতা ময়া।
বিমূঢ়োঽহং তদাকর্ণ্য কং স্বজামি করোমি কিম্ ॥ ২০ ॥
তদা দৈত্যাবতিপ্রাপ্তৌ দারুণৌ মধুকৈটভৌ।
তাভ্যাং বিভীষিতশ্চাহং যুদ্ধায় মকরালয়ে ॥ ২১ ॥
ত্রস্তোঽহং নালমালম্ব্য বারিমধ্যমবাতরম্।
তদা তত্র ময়া দৃষ্টঃ পুরুষঃ পরমাদ্ভুতঃ ॥ ২২ ॥
মেঘশ্যামশরীরস্তু পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ।
শেষশায়ী জগন্নাথো বনমালাবিভূষিতঃ ॥ ২৩ ॥
শঙ্খচক্রগদাপদ্মাদ্যায়ুধৈঃ সুবিরাজিতঃ।
তমদ্রাক্ষং মহাবিষ্ণুং শেষপর্য্যঙ্কশায়িনম্ ॥ ২৪ ॥
যোগনিদ্রাসমাক্রান্তমবিস্পন্দিনমচ্যুতম্।
শয়ানং তং সমালোক্য ভোগিভোগোপরিস্থিতম্ ॥ ২৫ ॥

(পদ্মে নাভিকমলে উপবিশন্নিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥
বিমূঢ়ত্বং প্রকটয়ন্নাহ কং স্বজামীতি ॥ ২০ ॥)
যুদ্ধায় যুদ্ধং কর্ত্তুম্ ॥ ২১ ॥
(নালং মৃণালম্ ॥ ২২ ॥
শেষঃ অনন্তঃ ॥ ২৩ ॥ মেঘশ্যাম ইতি দ্বাভ্যাং বিষ্ণুং বিশিনষ্টি ॥ ২৪—২৫ ॥

আকাশবাণী হইল ; এতৎ শ্রবণে আমি সেই নিজ জন্মভূমিরূপ সরোজে বসিয়া সহস্র বৎসর কাল ঘোরতর তপস্যায় নিরত হইলাম ॥ ১৮—১৯ ॥ পরে, 'স্বজ' সৃষ্টিকর এইরূপ, অদৃশ্য শরীর হইতে আকাশবাণী প্রাদুর্ভূত হইল। সেই কথা শুনিয়া আমি একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়িলাম ; কারণ, কোন্ বিষয় সৃষ্টি করিব বা কি করিব তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না ॥২০॥ সেই সময় মধুকৈটভ নামে অতি দারুণপ্রকৃতি দুই দৈত্য সহসা আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল ; তাহারা সেই প্রলয়বারিধি-সলিলে নিরবলম্বনে দণ্ডায়মান থাকিয়া আমাকে যুদ্ধের নিমিত্ত বারংবার নানা প্রকার বিভীষিকা প্রদর্শন করিতে লাগিল ॥ ২১ ॥ তদনন্তর, আমি সেই পদ্মের মৃণাল আশ্রয় পূর্ব্বক জল মধ্যে অবতীর্ণ হইলাম ; তখন, সেই স্থলে যাইয়াই দেখিলাম নবীননীরদের ন্যায় শ্যামকলেবর পীতবসন-পরিধারী ভুজ-চতুষ্টয়ে পরিশোভিত বনমালাবিভূষিত অখিলজগতের আশ্রয়স্বরূপ আশ্চর্য্যময় এক মহা পুরুষ অনন্ত শয্যায় শয়ান রহিয়াছেন ॥ ২২—২৩ ॥ দেখিলাম, শেষ-নাগরূপ পর্য্যঙ্কে শয়ান সেই বিরাট্‌রূপ মহাপুরুষের আজানুলম্বিত বিশালবাহুচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র গদা ও পদ্ম প্রভৃতি বিবিধ আয়ুধ সকল বিরাজ করিতেছে ॥ ২৪ ॥ পরন্তু বৎস নারদ ! অনন্ত সর্পের বিশ্বব্যাপি-কলেবরে শয়ান সেই অদ্ভুত পুরুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি একেবারে স্পন্দন শূন্য

চিন্তা মমাদ্ভুতা জাতা কিং করোমীতি নারদ ! ।
ময়া স্মৃতা তদা দেবী স্তুতা নিদ্রাস্বরূপিণী ॥ ২৬ ॥
দেহান্নির্গত্য সা দেবী গগনে সংস্থিতা শিবা ।
অবিতর্ক্যশরীরা সা দিব্যাভরণমণ্ডিতা ॥ ২৭ ॥
বিষ্ণোর্দ্দেহং বিহায়াশু বিররাজ নভঃস্থিতা ।
উদতিষ্ঠদমেয়াত্মা ত্যা মুক্তো জনার্দ্দনঃ ॥ ২৮ ॥
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি কৃতবান্ যুদ্ধমুত্তমম্ ।
তদা বিলোকিতৌ দৈত্যৌ হরিণা বিনিপাতিতৌ ।
উৎসঙ্গং বিপুলং কৃত্বা তত্রৈব নিহতৌ চ তৌ ॥ ২৯ ॥
রুদ্রস্তত্রৈব সম্প্রাপ্তো যত্রাবাং সংস্থিতাবুভৌ ।
ত্রিভিঃ সংবীক্ষিতাস্মাভিঃ খস্থা দেবী মনোহরা ॥ ৩০ ॥

নিদ্রাস্বরূপিণী যোগনিদ্রাশক্তিঃ ॥ ২৬ ॥
দেহাৎ বিষ্ণুদেহাৎ ॥ ২৭ ॥
তয়া যোগনিদ্রয়া মুক্ত উদতিষ্ঠৎ উত্তস্থৌ ॥ ২৮ ॥)
তদা বিলোকিতৌ দেব্যা কটাক্ষেণ প্রথমং বিলোকিতৌ ততো বিমোহিতৌ ততো হরিণা নিপাতিতাবিতি পূর্ব্ববৃত্তান্তঃ স্মারিতঃ ॥ ২৯ ॥
রুদ্রস্তত্রৈব সংপ্রাপ্ত ইতিবচনেনায়ং রুদ্রো ব্রহ্মললাটাদুৎপন্নাদ্বক্ষ্যমাণাক্রুদ্রাদন্য এবেতি নিঃসংশয়মেব বোধ্যতে। অতএব কূর্ম্মপুরাণাদিপুরাণেষু ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাত্মকত্রিমূর্ত্তিরহিতস্তুরীয়ো রুদ্রোঽস্তীত্যুক্তম্। এতাবাংস্তু বিশেষঃ। কচিৎ পুরাণেষু ব্রহ্মললাটোদ্ভবস্য মূর্ত্তি-

---

হইয়া রহিয়াছে; তাঁহাকে এতাদৃশ যোগনিদ্রা-সমাক্রান্ত দেখিয়া আমার এইরূপ ভাবনা উপস্থিত হইল যে, এখন আমি কি করি! তখন, অগত্যা সেই যোগনিদ্রা স্বরূপিণী দেবীভাগবতীকে স্মরণ করিয়া তাঁহারাই স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলাম ॥ ২৫—২৬ ॥ শত শত তর্কাদির দ্বারা যাঁহার রূপ বা মূর্ত্তির নির্ণয় হয় না, সেই সর্ব্বমঙ্গলময়ী দেবী ভগবতী যোগনিদ্রা আমার প্রতি কৃপা করিয়া বিষ্ণুর দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বর্গীয় আভরণে বিভূষিত হইয়া গগনমণ্ডলে বিরাজ করিতে লাগিলেন। বৎস! দেবী যোগনিদ্রা যেমন বিষ্ণুদেহ ত্যাগ করিয়া অন্তরীক্ষে অবস্থিতা হইলেন, অমনি তৎক্ষণাৎ অমেয়াত্মা ভগবান্ জনার্দ্দন যোগনিদ্রার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া অনন্তশয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থান করিলেন ॥ ২৭—২৮ ॥ অনন্তর, তিনি সেই দুর্জ্জয় দানব মধুকৈটভের সহিত পঞ্চ সহস্র বৎসর কাল ঘোরতর সংগ্রাম করিয়াও যখন, কিছুতেই বিনাশ করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন ভক্তিভাবে ভগবতীর স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; পরে দেবীর মায়াময় কটাক্ষপাতে অসুরদ্বয় বিমোহিত হইলে, ভগবান্ জনার্দ্দন নিজ উৎসঙ্গ বিস্তৃত করিয়া অবলীলাক্রমে তাঁহাদিগকে নিপাতিত করিলেন। মধুকৈটভ বিনাশের পর ভগবান্ বিষ্ণু ও আমি যেস্থলে অবস্থান করিতেছিলাম

সংস্তুতা পরমা শক্তিরুবাচাস্মানবস্থিতান্।
কৃপাবলোকনৈঃ কৃত্বা পাবনৈর্মুদিতানথ ॥ ৩১ ॥

দেব্যুবাচ।

কাজেশাঃ! স্বানি কার্য্যাণি কুরুধ্বং সমতন্দ্রিতাঃ।
সৃষ্টিস্থিতিবিশিষ্টানি হতাবেতৌ মহাসুরৌ ॥ ৩২ ॥
কৃত্বা স্বানি নিকেতানি বসধ্বং বিগতজ্বরাঃ।
প্রজাশ্চতুর্ব্বিধাঃ সর্ব্বাঃ সৃজধ্বং স্ববিভূতিভিঃ ॥ ৩৩ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যাঃ পেশলং সুখদং মৃদু।
অব্রূম তামশক্তাঃ স্ম কথং কুর্ম্মস্ত্বিমাঃ প্রজাঃ ॥ ৩৪ ॥
ন মহী বিততা মাতঃ! সর্ব্বত্র বিততং জলম্।
ন ভূতানি গুণাশ্চাপি তন্মাত্রাণীন্দ্রিয়াণি চ ॥ ৩৫ ॥

ত্রয়ান্তর্গতত্বমস্য তুরীয়ত্বং কচিত্বস্যৈব মূর্ত্তিত্রয়ান্তর্গতত্বং তস্য ব্রহ্মললাটোদ্ভবস্য তু ন তুরীয়ত্বং নাপি তৃতীয়ত্বমিতি ॥ ৩০ ॥

(ত্রিভির্ব্রহ্মাদিভিরিত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

পাবনৈঃ পাবিত্র্যজনকৈঃ কৃপাবলোকনৈরস্মান্ মুদিতান্ কৃত্বেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩২ ॥)

বিশিষ্টানি সৃষ্টিস্থিতিসংহাররূপাণীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

(পেশলং মধুরাক্ষরম্ ॥ ৩৪ ॥

মহী আধাররূপা পৃথ্বী বিস্তৃতা ন কেবলং সর্ব্বত্র জলং বিস্তৃতমিত্যর্থঃ। আধাররূপায়া অভাবাৎ সৃষ্টিরসম্ভাব্যেতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

সহসা ভগবান্ রুদ্রদেবও সেইস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২৯—৩০ ॥ বৎস! আমরা তিনজনে একত্র অবস্থিত হইবা মাত্র দেখিলাম দেবী আদ্যাশক্তি অভয়া মনোমোহিনী মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অম্বরতলে বিরাজ করিতেছেন, তদ্দর্শনে আমরা তিনজনেই যথাশক্তি তাঁহার স্তব করিয়া সেইস্থলে দণ্ডায়মান থাকিলে, তিনি পরম পবিত্র কৃপা দৃষ্টির দ্বারা আমাদিগকে আনন্দিত করিয়া কহিলেন; ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বর! দুর্দ্দান্ত দানব মধুকৈটভ ত নিহত হইয়াছে, এক্ষণে তোমরা তিনজনে নিজ নিজ নিকেতন নির্ম্মাণপূর্ব্বক নিরুদ্বেগে তথায় অবস্থান করিয়া আলস্যপরিশূন্য হইয়া সৃষ্টি স্থিতি সংহার রূপ স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য পালনে যত্নপরায়ণ হও এবং নিজ নিজ বিভূতিশক্তি বিকাশ পূর্ব্বক চতুর্ব্বিধ প্রজার সৃষ্টি কর ॥৩১—৩৩॥

বৎস! আমরা দেবী ভগবতীর ঈদৃশ কোমল শ্রুতি-সুখকর, মধুময় বাক্য শ্রবণে কহিলাম, মাতঃ! এক্ষণে এই পৃথিবীর কিয়ন্মাত্র ভূভাগেও কিছুমাত্র অবকাশ নাই, সর্ব্বত্রই অনন্ত জলরাশিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে; বিশেষতঃ আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত কি পঞ্চতন্মাত্র বা ইন্দ্রিয়, অধিক কি, গুণধর্ম্মের কিছুই বর্ত্তমান নাই; তবে আমরা কি করিয়া সৃষ্টি করিতে সমর্থ

তদাকর্ণ্য বচোঽস্মাকং শিবা জাতা স্মিতাননা।
ঝটিত্যেবাগতং তত্র বিমানং গগনাচ্ছুভম্ ॥ ৩৬ ॥
সোবাচাস্মিন্ সুরাঃ কামং বিশধ্বং গতসাধ্বসাঃ।
বিমানে ব্রহ্মবিষ্ণ্বীশা দর্শয়াম্যদ্য চাদ্ভুতম্ ॥ ৩৭ ॥
তন্নিশম্য বচস্তস্যা ওমিত্যুক্ত্বা পুনর্ব্বয়ম্।
সমারুহ্যোপবিষ্টাঃ স্মো বিমানে রত্নমণ্ডিতে ॥ ৩৮ ॥
মুক্তাদামসুসংবীতে কিঙ্কিণীজালশব্দিতে।
সুরসদ্মনিভে রম্যে ত্রয়স্তত্রাবিশঙ্কিতাঃ ॥ ৩৯ ॥
সোপবিষ্টাংস্ততো দৃষ্ট্বা দেব্যস্মান্বিজিতেন্দ্রিয়ান্।
স্বশক্ত্যা তদ্বিমানং বৈ নোদয়ামাস চাম্বরে ॥ ৪০ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে ব্রহ্মাদীনাং দেবীদত্তবিমানারোহণেনোর্দ্ধলোক-গমনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

সৃষ্ট্যুপাদানাদ্যদর্শনাদাহ ন ভূতানীতি ॥ ৩৬ ॥)
গতসাধ্বসা গতভয়াঃ। (ইদানীং ব্রহ্মাদীন্ অব্যক্তস্থষ্টের্নিত্যত্বং দর্শয়িতুমাসমাপ্তেরাহ মান ইতি ॥ ৩৭—৪০ ॥)

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

হইব ? আমাদের এই সকল কথা শুনিবামাত্র তখন, সেই পরম কল্যাণরূপিণী দেবীর বদনে ঈষৎ হাস্তের সঞ্চার হইল। অমনি তৎক্ষণাৎ নভোমণ্ডল হইতে সেইস্থলে একটী পরম শোভাময় বিমান আসিয়া উপস্থিত হইল ॥৩৪—৩৬॥ তদনন্তর দেবী কহিলেন, সুরগণ! তোমাদের কোন শঙ্কা নাই। আমার আদেশ মতে তোমরা তিনজনেই এই বিমানে আরোহণ কর। যদিচ তোমরা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর রূপে সকল দেবগণের ও শ্রেষ্ঠ হইয়াছ, তথাপি অদ্য আমি তোমাদিগকে এক অতীব আশ্চর্য্যকর বস্তু দেখাইব। তাঁহার এইরূপ আদেশ শ্রবণ মাত্র তৎক্ষণাৎ আমরা তিনজনেই নির্ব্বিশঙ্কচিত্তে সেই নানারত্নসুশোভিত মুক্তাদাম-বিজড়িত কিঙ্কিণীজাল-নিনাদিত অমরপ্রাসাদ-সন্নিভ দিব্যযানে আরোহণ পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলাম ॥ ৩৭—৩৯ ॥ তখন, দেবী অম্বিকা আমাদিগকে সেই বিমানোপরি নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া উহাকে স্বীয় অনন্তশক্তি প্রভাবে ক্রমশ ঊর্দ্ধাকাশে পরিচালিত করিলেন ॥ ৪০ ॥

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ দেবী-ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীপ্রদত্তবিমানে ব্রহ্মাদি দেবগণের ঊর্দ্ধলোকগমন-নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

বিমানং তন্মনোবেগং যত্র স্থানান্তরে গতম্।
ন জলং তত্র পশ্যামো বিস্মিতাঃ স্মো বয়স্তদা ॥ ১ ॥
বৃক্ষাঃ সর্ব্বফলা রম্যাঃ কোকিলারাবমণ্ডিতাঃ।
মহী মহীধরাঃ কামং বনান্যুপবনানি চ ॥ ২ ॥
নার্য্যশ্চ পুরুষাশ্চৈব পশবশ্চ সরিদ্বরাঃ।
বাপ্যঃ কূপাস্তড়াগাশ্চ পল্বলানি চ নির্ঝরাঃ ॥ ৩ ॥
পুরতো নগরং রম্যং দিব্যপ্রাকারমণ্ডিতম্।
যজ্ঞশালাসমাযুক্তং নানাহর্ম্ম্যবিরাজিতম্ ॥ ৪ ॥
প্রত্যভিজ্ঞা তদা জাতাপ্যস্মাকং প্রেক্ষ্য তৎ পুরম্।
স্বর্গোঽয়মিতি কেনাসৌ নির্ম্মিতোঽস্তি তদাদ্ভুতম্ ॥ ৫ ॥

সপ্তষষ্টিশ্লোকবর্য্যৈর্ব্বিমানস্থা হরাদয়ঃ।
দদৃশুস্তে দেবদেবীমিতি সম্যগিহোচ্যতে ॥

বিমানস্যাম্বরগমনানন্তরং জাতং বৃত্তমাহ বিমানং তন্মনোবেগমিতি ॥ ১—২ ॥
নির্ঝরা গিরিপ্রস্রবণানি ॥ ৩—৪ ॥
স্বর্গোঽয়মিত্যস্মাকং প্রত্যভিজ্ঞা জাতা পরন্তু স স্বর্গোঽস্মদস্মৎসৃষ্টিস্থস্বর্গাপেক্ষয়ান্যঃ কেন-নির্ম্মিত ইত্যদ্ভুতমাশ্চর্য্যং তদা জাতম্ ॥ ৫ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস নারদ! কিয়ৎকাল পরে মনের ন্যায় বেগগামী সেই বিমান যেস্থলে উপনীত হইল, সেস্থলে দেখিলাম জলের লেশ মাত্রও নাই; তদ্দর্শনে আমরা সকলেই বিস্মিত হইলাম। দেখিলাম, তথায় প্রাণিগণের আধারভূতা দেবী বসুন্ধরা, গিরি-সকল, বন ও উপবন প্রভৃতি সমস্তই দেদীপ্যমান রহিয়াছে; ফলভারাবনত নানাবিধ তরু-রাজি কোকিলকুলের কলনাদে ঝঙ্কারিত হইতেছে ॥ ১—২ ॥ কোন স্থানে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বেগবতী স্রোতস্বতী প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে; কোথাও বা নির্ঝরিণী সকল ঝরঝর শব্দে গিরি হইতে নিঃসৃত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে; স্থানে স্থানে বাপী, কূপ, তড়াগ ও পল্বল সকল শোভা পাইতেছে; চতুর্দ্দিকে নর, নারী ও পশু প্রভৃতি নানাবিধ জীবনিকর নিজনিজ প্রয়োজনানুসারে বিচরণ করিতেছে; তাহার পর ক্রমে অগ্রসর হইয়া দেখি যে, আমাদের সম্মুখে যজ্ঞশালা-সুশোভিত নানাবিধ সৌধমালা বিরাজিত দিব্যপ্রাকার পরিবেষ্টিত

রাজানং দেবসঙ্কাশং ব্রজন্তং মৃগয়াং বনে।
অস্মাভিঃ সংস্থিতা দৃষ্টা বিমানোপরি চাম্বিকা ॥ ৬ ॥
ক্ষণাচ্চচাল গগনে বিমানং পবনেরিতম্।
মুহূর্ত্তাদ্বাততঃ প্রাপ্তং দেশে চান্তে মনোহরে ॥ ৭ ॥
নন্দনঞ্চ বনং তত্র দৃষ্টমস্মাভিরুত্তমম্।
পারিজাততরুচ্ছায়াসংশ্রিতা সুরভিঃ স্থিতা ॥ ৮ ॥
চতুর্দ্দন্তো গজস্তস্যাঃ সমীপে সমবস্থিতঃ।
অপ্সরসাস্ত বৃন্দানি মেনকাপ্রভৃতীনি চ ॥ ৯ ॥
ক্রীড়ন্তি বিবিধৈর্ভাবৈর্গাননৃত্যসমন্বিতৈঃ।
গন্ধর্ব্বাঃ শতশস্তত্র যক্ষা বিদ্যাধরাস্তথা ॥ ১০ ॥

তত্র যদা বিমানমাগতং তস্মিন্ সময়ে তৎস্বর্গস্থো দেবরাজো মৃগয়াং কর্ত্তুং বহির্নির্গতঃ সোঽস্মাভির্দৃষ্টঃ। তস্মিন্নেব স্থলে স্থিতৈরস্মাভিঃ পূর্ব্বদৃষ্টা যাম্বিকা সাপি বিমানোপরিস্থিতা দৃষ্টা ॥ ৬ ॥

মৃগয়াং কর্ত্তুং গতমিত্যনেন স্বর্গাদ্বহুদূরং যদা বিমানং স্থিতং তৎকালিকো বৃত্তান্ত এতৎ পর্য্যন্তমুপপাদিতোঽথ যদা মুহূর্ত্তান্তরেণ বিমানং স্বর্গনিকটে গতং তৎকালিকং বৃত্তান্তমাহ ক্ষণাচ্চচালেতি দেশে চান্ত ইতি স্বর্গনিকটে দেশ ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

রমণীয় নগর ॥৩—৪॥ তাদৃশ নগর দর্শনে তৎক্ষণাৎ আমাদিগের এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞান হইল যে, একি? এবে স্বর্গধাম দেখিতেছি; ঈদৃশ আশ্চর্য্যময়ী নগরী কে নির্ম্মাণ করিল? ॥ ৫ ॥ দেখিলাম, সেই সময়ে একটী মহাতেজোময় পুরুষ সর্ব্বতোভাবে সুসজ্জিত হইয়া মৃগয়ার্থে গমন করিতেছেন; তাঁহাকে দেখিয়াই বোধ হইল তিনিই সেই স্বর্গপুরীর রাজা; আবার তখনিই দেখিলাম যে যাঁহাকে পূর্ব্বে আমাদিগের সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে অক্ষমতার বিষয় জানাইয়াছিলাম, সেই দেবী অম্বিকা বিমানোপরি অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ৬॥ ইহার ক্ষণকাল পরেই আমাদিগের সেই বিমান বায়ুভরে ক্রমে ঊর্দ্ধগগনে সমুত্থিত হইয়া প্রচণ্ড সমীরণ বেগে মুহূর্ত্তকাল মধ্যে অপর একটী মনোরম স্থলে উপনীত হইল ॥ ৭ ॥ দেখিলাম সেখানে, দিব্য নন্দনকানন শোভা পাইতেছে। তাহার মধ্যে একটী পারিজাত তরুমূলে ছায়াতে গোমাতা সুরভীদেবী শয়ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন ॥ ৮ ॥ তাঁহার অনতিদূরে অনুপম দন্ত-চতুষ্টয় পরিশোভিত গজরাজ ঐরাবত দণ্ডায়মান; তথায় মেনকা প্রভৃতি অপ্সরোবৃন্দ নানাবিধ হাবভাব সহকারে নৃত্য করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেছে। আবার মন্দার-কুসুমবাটিকা মধ্যে শত শত যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধরগণ বিবিধ রাগ, মূর্চ্ছনাদিপরিপূর্ণ সংগীতরসে বিভোর হইয়া চিত্ত রমণ করিতেছে; তাহার মধ্যে আবার দেখি যে, তথায় পুলোমকন্যা শচীদেবীর সহিত দেবরাজ শতক্রতু ও বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ৯—১১ ॥

মন্দারবাটিকামধ্যে গায়ন্তি চ রমন্তি চ।
দৃষ্টঃ শতক্রতুস্তত্র পৌলোম্যা সহিতঃ প্রভুঃ ॥ ১১ ॥
বয়ন্তু বিস্মিতাশ্চাস্ম দৃষ্ট্বা ত্রৈবিষ্টপস্তদা।
যাদঃপতিং কুবেরঞ্চ যমং সূর্য্যং বিভাবসুম্ ॥ ১২ ॥
বিলোক্য বিস্মিতাশ্চাস্ম বয়ং তত্র সুরান্ স্থিতান্।
তদা বিনির্গতো রাজা পুরাত্তস্মাৎ সুমণ্ডিতাৎ ॥ ১৩ ॥
দেবরাজ ইবাক্ষোভ্যো নরবাহ্যাবনৌ স্থিতঃ।*
বিমানস্থা বয়ং তচ্চ চচাল† তরসাগতম্ ॥ ১৪ ॥
ব্রহ্মলোকং তদা দিব্যং সর্ব্বদেবনমস্কৃতম্।
তত্র ব্রহ্মাণমালোক্য বিস্মিতৌ হরকেশবৌ ॥ ১৫ ॥
সভায়াং তত্র বেদাশ্চ সর্ব্বে সাঙ্গাঃ স্বরূপিণঃ।
সাগরাঃ সরিতশ্চৈব পর্ব্বতাঃ পন্নগোরগাঃ ॥ ১৬ ॥

সুরভিঃ স্থিতা দৃষ্টেত্যর্থঃ ॥ ৮—১০ ॥

রমন্তি চেতি। তে চ দৃষ্টা ইত্যর্থঃ। ইন্দ্রাসনে ইন্দ্রোঽপি দৃষ্ট ইত্যাহ। শতক্রতুরিতি। মৃগয়াং কৃত্বাগতঃ স্বাসনে স্থিতো দৃষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

যাদঃপতিং বরুণম্ ॥ ১২ ॥

তাহার পর, জলচরপতি বরুণ, কুবের, যম, সূর্য্য ও হুতাশন প্রভৃতি দেবগণকে দেখিয়া আমরা একেবারে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলাম; বৎস নারদ! অধিক আর কি বলিব, একেত আমরা সেই অভিনব দিক্পালগণকে দেখিয়াই বিস্মিত হইয়াছিলাম, তাহাতে আবার সহসা সেই রত্নবিমণ্ডিত পুরবর হইতে দেবরাজকে নির্গত হইতে দেখিয়া এককালে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলাম; কেননা, এইমাত্র যাঁহাকে নন্দনকাননে শচীর সহিত ক্রীড়া করিতে দেখিয়া আসিলাম, সেই অক্ষুব্ধস্বভাব দেবরাজ তখনই আবার কি করিয়া একখানি মর্ত্ত্যলোক স্থিতের ন্যায় নরবাহিত শিবিকায় আরোহণ পূর্ব্বক আমাদিগের সম্মুখীন হইলেন? কারণ তৎকালে আমরা সেই বিমানযোগে পূর্ব্বস্থল হইতে অতীব দূরপ্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। যাহা হউক্ বিমানে থাকিয়া সেই সমস্ত অদ্ভুত কাণ্ড দর্শন করিতেছি, এমন সময় আমাদিগের ব্যোমযান সহসা পবনবেগে সর্ব্বদেবনমস্য সর্ব্বলোকাতীত ব্রহ্মলোকে আসিয়া উপনীত হইল। সেখানে আসিয়া দেখি যে, একটী চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা তথায় বিরাজ করিতেছেন। তদ্দর্শনে ভগবান্ শম্ভু এবং কেশব অতিশয় বিস্মিত হইয়া পড়িলেন ॥ ১২—১৫ ॥ সেই নিরুপম ব্রহ্মসভামধ্যে সাঙ্গবেদ সকল মূর্ত্তিমান্ রূপে শোভা পাই-

---

* ক্বচিৎ পুস্তকে পাঠোঽয়ং ন দৃশ্যতে।

† বিমানন্তু মুহূর্ত্তাত্তাৎ চালতং। ইতি পাঠঃ ক্বচিৎ দৃশ্যতে।

মামূচতুশ্চতুর্ব্বক্ত্র! কোঽয়ং ব্রহ্মা সনাতনঃ।
তাববোচমহং নৈব জানে সৃষ্টিপতিং পতিম্।
কোঽহং কোঽয়ং কিমর্থং বা ভ্রমোঽয়ং মম চেশ্বরৌ॥ ১৭॥
ক্ষণাদথ বিমানং তচ্চচালাশু মনোজবম্।
কৈলাসশিখরে প্রাপ্তং রম্যে যক্ষগণান্বিতে॥ ১৮॥
মন্দারবাটিকারম্যে কীরকোকিলকূজিতে।
বীণামুরজবাদ্যৈশ্চ নাদিতে সুখদে শিবে॥ ১৯॥
যদা প্রাপ্তং বিমানন্তত্তদৈব সদনাচ্ছুভাৎ।
নির্গতো ভগবাঞ্ছম্ভুর্বৃষারূঢ়স্ত্রিলোচনঃ॥ ২০॥
পঞ্চাননো দশভুজঃ কৃতসোমার্দ্ধশেখরঃ।
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানো গজচর্ম্মোত্তরীয়কঃ॥ ২১॥
পার্ষ্ণিরক্ষৌ মহাবীরৌ গজাননষড়াননৌ।
শিবেন সহ পুত্রৌ দ্বৌ ব্রজমানৌ বিরেজতুঃ॥ ২২॥

বিস্মিতা ইতি অস্মৎসৃষ্টিস্থদেবতাপেক্ষয়াস্ত এতে' কস্মাদাগতা ইতি বিস্মিতা ইত্যর্থঃ। তস্মিন্নেব সময়ে যঃ সিংহাসনে স্থিত ইন্দ্রো দৃষ্টঃ স তস্মাৎ পুরান্নির্গতো দেবরাজঃ। ইব শব্দো নিশ্চয়ার্থকঃ। দেবরাজ এব নরবাহ্যা যাবনিঃ শিবিকারূপা তস্যাং স্থিতো দৃষ্টঃ॥ ১৩—২৩॥

তেছে; তদ্ভিন্ন, নাগ, পন্নগ, পর্ব্বত, সাগর ও অসংখ্য স্রোতস্বতী সকল দেদীপ্যমান রূপে বিরাজিত রহিয়াছে॥১৬॥ এই সমস্ত আশ্চর্য্যময় ব্যাপার দেখিয়া কেশব ও মহাদেব আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে চতুর্ম্মুখ! এই সনাতন পুরুষস্বরূপ ব্রহ্মা কে? তাঁহাদিগের এইরূপ জিজ্ঞাসায় আমি কহিলাম, এই সৃষ্টিপতি প্রভু যে, কে, আমি ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। দেখুন, আপনারাও ত, উভয়েই সাক্ষাৎ ঈশ্বর স্বরূপ! সুতরাং আপনাদিগের নিকট আর অধিক কি পরিচয় দিব, ফলত ইনি যে, কে? আর আমিই বা কে, এ বিষয়ে আমার বিষম ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে?॥ ১৭॥ আমরা পরস্পর এই সকল কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময় আমাদিগের সেই মনোবেগগামী বিমান তথা হইতে পুনরায় প্রচণ্ড-বেগে আকাশমণ্ডলে সমুত্থিত হইল। অনন্তর, মুহূর্ত্তকাল মধ্যে মন্দারতরুবাটিকা পরিশোভিত শুক ও কোকিল কুলের কলনাদে ঝঙ্কারিত বীণা ও মুরজ প্রভৃতি বিবিধ মনোরম বাদ্যে নিনাদিত সর্ব্বসুখপ্রদ যক্ষগণপরিবৃত পরম কল্যাণময় কৈলাস শিখরে আসিয়া উপস্থিত হইল॥ ১৮—১৯॥ যে সময় সেই স্থানে উপনীত হইলাম, অমনি দেখিলাম যে, দশটী বিশাল বাহুসমন্বিত নেত্রত্রয়-পরিশোভিত শার্দ্দূলচর্ম্মাম্বরধারী পঞ্চবদন চন্দ্রশেখর ভগবান্ শম্ভু গজাসুরের চর্ম্মকে উত্তরীয় করিয়া পার্ষ্ণিরক্ষক স্বরূপ মহাবীর গজানন ও ষড়ানন সমভিব্যাহারে বৃষারোহণে সেই রমণীয় ধাম হইতে নির্গত হইতেছেন। তৎকালে, গুহ ও

নন্দিপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বে গণপাশ্চ বরাশ্চ তে।
জয়শব্দং প্রযুঞ্জানা ব্রজন্তি শিবপৃষ্ঠগাঃ॥ ২৩॥
তং বীক্ষ্য শঙ্করং চান্যং বিস্মিতাস্তত্র নারদ!।
মাতৃভিঃ সংশয়াবিষ্টস্তত্রাহং ন্যবসন্মুনে!॥ ২৪॥
ক্ষণাত্তস্মাদ্গিরেঃ শৃঙ্গাদ্বিমানং বাতরংহসা।
বৈকুণ্ঠসদনং প্রাপ্তং রমারমণমন্দিরম্॥ ২৫॥
অসম্ভাব্যা বিভূতিশ্চ তত্র দৃষ্টা ময়া সুত!।
বিসিস্মিয়ে তদা বিষ্ণুর্দৃষ্ট্বা তৎপুরমুত্তমম্॥ ২৬॥
সদনাগ্রে যযৌ তাবদ্ধরিঃ কমললোচনঃ।
অতসীকুসুমাভাসঃ পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ॥ ২৭॥
দ্বিজরাজাধিরূঢ়শ্চ দিব্যাভরণভূষিতঃ।
বীজ্যমানস্তদা লক্ষ্ম্যা কামিন্যা চামরৈঃশুভৈঃ॥ ২৮॥
তং বীক্ষ্য বিস্মিতাঃ সর্ব্বে বয়ং বিষ্ণুং সনাতনম্।
পরস্পরং নিরীক্ষন্তঃ স্থিতাস্তস্মিন্ বরাসনে॥ ২৯॥

শঙ্করমিতি। এতচ্ছঙ্করাদ্বিমানস্থাচ্ছঙ্করাদন্যমিত্যর্থঃ॥ ২৪॥
মাতৃভিঃ সহিতং শঙ্করমিত্যন্বয়ঃ॥ ২৫—২৬॥

গজানন নামক মহাদেবের সেই পুত্রদ্বয় পিতৃসমভিব্যাহারে আসিতে আসিতে পরম রমণীয় শোভায় শোভিত হইয়াছিলেন, এবং নন্দি প্রভৃতি প্রধান প্রধান গণাধ্যক্ষ সকল নিয়ত জয়শব্দ প্রয়োগ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গমন করিতেছিল॥ ২০—২৩॥ বৎস নারদ! অধিক কি বলিব, সেস্থলে আমরা মাতৃগণপরিবৃত অপর একটী শঙ্কর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তিনজনেই বিস্মিত হইয়া পড়িলাম। বিশেষত আমিত একেবারে নিতান্ত সংশয়াপন্ন হইয়া কিয়ৎক্ষণ সেইখানেই বসিয়া রহিলাম॥ ২৪॥ এদিকে, দেখিতে দেখিতে আমাদের ব্যোমযান কৈলাস শৃঙ্গ হইতে মুহূর্ত্ত মধ্যে বায়ুবেগে যাইয়া লক্ষ্মী-ক্রীড়ামন্দির-পরিশোভিত বৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইল॥ ২৫॥ পুত্র! সেখানে পৌছিয়া একটী অসম্ভাবনীয় বিভূতি দর্শন করিলাম অর্থাৎ সেই পুরাগ্রভাগে দেখি যে অপর এক পদ্মপলাশলোচন বিষ্ণুমূর্ত্তি গমন করিতেছেন। আমাদিগের সমভিব্যাহারী বিষ্ণু সেই উত্তম পুরিটী দেখিয়া একেবারে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলেন। বৎস! বৈকুণ্ঠে যাইয়া আমরা যে বিষ্ণুকে দর্শন করিলাম, তিনিও আমাদের সমভিব্যাহারী বিষ্ণুর ন্যায় অঙ্গজ্যোতিঃসম্পন্ন পীতাম্বরপরিধারী চতুর্ভুজ; এবং নানাবিধ দিব্যাভরণে বিভূষিত হইয়া বিহগেন্দ্র গরুড়োপরি আরূঢ় ছিলেন। পরমপ্রণয়িনী কমলাদেবী তাঁহাকে সুষমাশোভিত চামর দ্বারা ব্যজন

ততশ্চচাল তরসা বিমানং বাতরংহসা।
সুধাসমুদ্রং সম্প্রাপ্তো মিষ্টবারিমহোর্ম্মিমান্॥ ৩০॥
যাদোগণসমাকীর্ণশ্চলদ্বীচিবিরাজিতঃ।
মন্দারপারিজাতাদ্যৈঃ পাদপৈরতিশোভিতঃ॥ ৩১॥
নানাস্তরণসংযুক্তো নানাচিত্রবিচিত্রিতঃ।
মুক্তাদামপরিক্লিষ্টো নানাদামবিরাজিতঃ॥ ৩২॥
অশোকবকুলাখ্যৈশ্চ বৃক্ষৈঃ কুরুবকাদিভিঃ।
সংবৃতঃ সর্ব্বতঃ সৌম্যৈঃ কেতকীচম্পকৈর্বৃতঃ॥ ৩৩॥
কোকিলারাবসংঘুষ্টো দিব্যগন্ধসমন্বিতঃ।
দ্বিরেফাতিরণৎকারৈরঞ্জিতঃ পরমাদ্ভুতঃ॥ ৩৪॥

সদনাগ্রে ইতি। যদ্বৈকুণ্ঠস্থিতো বিষ্ণুস্তদ্বৈকুণ্ঠসদনাগ্রে ইত্যর্থঃ। যযৌ প্রাপ্তবান্ ইমে ব্রহ্মাদয়োঽন্যব্রহ্মাণ্ডস্থা এতৈর্দৃষ্টা ইতি বোধ্যম্॥ ২৭—৩১॥
মন্দারপারিজাতেতি। অতিশোভিতো মণিদ্বীপদেশ ইতি শেষঃ। অতএবাগ্রে তস্মিন্ দ্বীপ ইত্যুক্তং সঙ্গচ্ছতে॥ ৩২—৩৪॥

করিতেছিলেন॥২৬—২৮॥ নারদ! সেই সনাতনমূর্ত্তি অভিনব বিষ্ণুকে দর্শন করিয়া আমরা এতদূর আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে, তৎকালে আমরা তিনজনেই একেবারে বাক্‌শক্তি বিহীন হইয়া কেবল সেই বিমানস্থ বরাসনে বসিয়া পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম॥২৯॥ এমন সময়, আমাদিগের আকাশযান আবার তৎক্ষণাৎ সমীরণ বেগে সমুত্থিত হইল। অনন্তর উহা ক্ষণমধ্যে মধুময় বারিরাশি-পরিপ্লাবিত অসংখ্য জলচরসমাকীর্ণ সুধাসাগর মধ্যে উপনীত হইল; দেখিলাম, ঐ সুধাসিন্ধুর কোন কোন স্থানে উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালা যেন গগনমণ্ডলকে গ্রাস করিবে বলিয়া প্রচণ্ডবেগে উল্লম্ফন করিতেছে; আবার কোথায়ও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চপল স্বভাব জলহিল্লোল সকল ঠিক্ যেন আহ্লাদে স্ফীত হইয়া সমুদ্রের বক্ষঃস্থলে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতেছে। এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে আমরা ক্রমশঃ সেই সমুদ্রের মধ্যে মন্দার ও পারিজাত প্রভৃতি স্বর্গীয় কুসুমতরুরাজি পরিশোভিত বিবিধ আস্তরণাবৃত নানা-প্রকার চিত্র বিচিত্রিত মুক্তাদাম বিমণ্ডিত একটী মণিময় দ্বীপে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, দ্বীপটী স্তবিকত কুসুমভারাবনত অশোক, বকুল, কেতকী চম্পক ও কুরুবক প্রভৃতি পাদপাবলীতে পরিবৃত হইয়া রমণীয় শোভা ধারণ করিতেছে; সেই সকল বৃক্ষের শাখায় বসিয়া কলনাদী পুংস্কোকিলকুল মধুপানে প্রমত্ত দ্বিরেফ মালার গুন্ গুন্ স্বরের সহিত নিজ নিজ সুমধুর পঞ্চমস্বর সংমিশ্রিত করিয়া ক্ষণে ক্ষণে কল কলধ্বনি পূর্ব্বক এমন তান ধরিয়াছে যে, বোধ হইল যেন সেই অনির্ব্বচনীয় কাকলী কুহুরব-কোলাহলে দিঙ্মণ্ডলকে একখানি মধুময় একতান যন্ত্র স্বরূপ করিয়া তুলিয়াছে॥ ৩০—৩৪॥ বৎস নারদ! তাহার

তস্মিন্ দ্বীপে শিবাকারঃ পর্য্যঙ্কঃ সুমনোহরঃ।
রত্নালিখচিতোঽত্যর্থং নানারত্নবিরাজিতঃ ॥ ৩৫ ॥
দৃষ্টোঽস্মাভির্বিমানস্থৈর্দূরতঃ পরিমণ্ডিতঃ ॥ ৩৬ ॥
নানাস্তরণসংছন্ন ইন্দ্রচাপসমন্বিতঃ।
পর্য্যঙ্কপ্রবরে তস্মিন্নুপবিষ্টা বরাঙ্গনা ॥ ৩৭ ॥
রক্তমাল্যাম্বরধরা রক্তগন্ধানুলেপনা।
সুরক্তনয়না কান্তা বিদ্যুৎকোটিসমপ্রভা ॥ ৩৮ ॥
সুচারুবদনা রক্তদন্তচ্ছদবিরাজিতা।
রমাকোট্যধিকা কান্ত্যা সূর্য্যবিম্বনিভাখিলা ॥ ৩৯ ॥
বরপাশাঙ্কুশাভীতিধরা শ্রীভুবনেশ্বরী।
অদৃষ্টপূর্ব্বা দৃষ্টা সা সুন্দরী স্মিতভূষণা ॥ ৪০ ॥

শিবাকারঃ পর্য্যঙ্কঃ ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রেশ্বরাঃ পর্য্যঙ্কখুরাঃ সদাশিবস্তু ফলকস্থানীয়ঃ ততঃশিবাকারো জাতঃ। ইদং সপ্তমস্কন্ধে স্পষ্টম্। অত্র মণিদ্বীপস্থানং ব্রহ্মাণ্ডাদ্বহিরস্তীতি দ্বাদশস্কন্ধে বক্ষ্যতে। সুমেরুমধ্যশৃঙ্গে ভবতীতি তু ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ললিতোপাখ্যানে স্পষ্টম্। তৎপরিমাণং তদ্বর্ণনঞ্চ তত্রৈব স্পষ্টম্। দুর্ব্বাসঃকৃতে স্তবরত্নে শিবরহস্যে দ্বিতীয়াংশে চ ॥৩৫॥

রত্নালয়ো রত্নভ্রমরাঃ ॥ ৩৬ ॥

ইন্দ্রচাপসমন্বিতঃ ইন্দ্রচাপবদনেকবর্ণবিশিষ্টমণিসমন্বিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৩৯ ॥

বরপাশাঙ্কুশেতি। আয়ুধস্থানানি বামাধঃকরমারভ্য দক্ষিণাধঃকরপর্য্যন্তম্। তদুক্তং মহাসম্মোহনে তন্ত্রে। "দক্ষিণে চাঙ্কুশং দদ্যাদ্বামে পাশং প্রদাপয়েৎ। অতয়ং দক্ষিণে দদ্যা-

---

পর আমরা সেই ব্যোমযানে বসিয়া দূর হইতে দেখি যে, সেই দ্বীপের অভ্যন্তরভাগে বিবিধ মহামূল্য মণিরাজি-বিরাজিত রত্নাবলীখচিত পরমসুন্দর অনর্ঘ আস্তরণসমাচ্ছাদিত ইন্দ্রধনু সদৃশ একখানি রমণীয় শিবাকার পর্য্যঙ্ক; তাহার পরেই আবার দেখি যে, তাদৃশ সুসজ্জিত সর্ব্বজন-মনোহর পর্য্যঙ্কের উপরিভাগে রক্তাম্বরধারিণী একটী নিরুপম রূপলাবণ্যময়ী দিব্যাঙ্গনা রমণী অঙ্গনিচয়ে রক্তচন্দন বিলেপন পূর্ব্বক উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন; সেই বিশ্বমোহিনীর বক্ষঃস্থলে দোদুল্যমান কুসুমময় মালাও সম্পূর্ণ লোহিতপ্রভা, বিশেষত তাঁহার নয়নের অভ্যন্তরদেশ অতীব রক্তবর্ণ। পরন্তু, সেই সুচারুবদনার অনির্ব্বচনীয় দেহকান্তির নিকট এককালে কোটি কোটি সৌদামিনী আসিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইলেও উপমার যোগ্য নহে। আহা! তাঁহার সেই উমপাশুভ্র লোহিতবর্ণ ওষ্ঠাধরেরই বা কি অনির্ব্বচনীয় শোভা!! বৎস! অধিক আর কি বলিব, বোধ হয় কোটি কোটি লক্ষ্মী বা একত্রিত কোটি কোটি সূর্য্যমণ্ডল প্রভাও তাঁহার সেই অতুল্য দেহকান্তির নিকট পরাভূত হয় ॥ ৩৫—৩৯ ॥ সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণা ভগবতী ভুবনেশ্বরী অতুল্য ভুজ চতুষ্টয়ে বরাভয় ও পাশাঙ্কুশাদি আয়ুধ সকল ধারণ পূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য বদনে বোধ হয়

হ্রীঙ্কারজপনিষ্ঠৈস্তু পক্ষিবৃন্দৈর্নিষেবিতা।
অরুণা করুণামূর্ত্তিঃ কুমারী নবযৌবনা ॥ ৪১ ॥
সর্ব্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যা মন্দস্মিতমুখাম্বুজা।
উদ্যৎপীনকুচদ্বন্দ্বনির্জ্জিতাম্ভোজকুট্মলা ॥ ৪২ ॥
নানামণিগণাকীর্ণভূষণৈরুপশোভিতা।
কনকাঙ্গদকেয়ূরকিরীটপরিশোভিতা ॥ ৪৩ ॥
কনচ্ছ্রীচক্রতাটঙ্কবিটঙ্কবদনাম্বুজা।
হৃল্লেখাভুবনেশীতি নামজাপপরায়ণৈঃ ॥ ৪৪ ॥

বরং বামে প্রদাপয়েদিতি। দশপটল্যামপি ভুবনেশীধ্যানে দক্ষেঽঙ্কুশাভয়ে প্রোক্তে বামে পাশমথেষ্টদমিতি। ইষ্টদং বরম্। আয়ুধার্থস্তু প্রপঞ্চসারে ভুবনেশ্বরীপটলে শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপাদৈর্ব্বিস্তরেণোপপাদিত ইতি তত এবাবধার্য্যঃ। ভুবনেশ্বরী সর্ব্বভুবনেশ্বরীত্যর্থঃ। ভুবনেশ্বরীপদনিরুক্তিস্তু ভুবনেশ্বরীপারিজাতে ভুবনেশ্বরীহৃদয়ে দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায়াঞ্চ। ইদঞ্চ ধ্যানং দেব্যথর্ব্বশিরসি হৃৎপুণ্ডরীকমধ্যস্থাং প্রাতঃসূর্য্যসমপ্রভাম্। পাশাঙ্কুশধরাং সৌম্যাং বরদাভয়হস্তকাম্। ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং ভক্তকামদুঘাং ভজে ইত্যুক্তম্ ॥ ৪০ ॥

হ্রীঙ্কারজপনিষ্ঠৈস্থিতি। যদা পক্ষিগণোঽপি হ্রীঙ্কারং জপতি তদান্যে জপন্তি হ্রীঙ্কারবীজমিত্যত্র কিং বক্তব্যম্ ॥ ৪১ ॥

উদ্যৎপীনেতি। স্তনদ্বয়েন কমলকুট্মলে জিতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥

কনচ্ছ্রীচক্রতাটঙ্কেতি। কনতী দীপ্যমানে যে শ্রীচক্রাকারে ত্রিপুরসুন্দরীচক্রাকারে তাটঙ্কে রত্নকুণ্ডলে তাভ্যাং বিটঙ্কং সুন্দরং বদনারবিন্দং যস্যাঃ সা। হৃল্লেখা ভুবনেশীতি। হৃল্লেখাপদব্যুৎপত্তিস্তু ভুবনেশ্বরীরহস্যে উক্তা। হৃদি লেখেব জাগর্ত্তি প্রাণশক্তিরিয়ং পরা।

ত্রৈলোক্যের সমষ্টি সৌন্দর্য্য রাশিকে একস্থলে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছেন; ফলতঃ আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়াই মনে মনে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম, যে, এরূপ মূর্ত্তি আর ইতঃপূর্ব্বে কখনই আমার নয়ন গোচর হয় নাই ॥ ৪০ ॥ বৎস! আর এক আশ্চর্য্য কথা শ্রবণ কর, দেখিলাম, তত্রত্য বন্যবিহঙ্গকুলও হ্রীং বীজ উচ্চারণ পূর্ব্বক সেই নবযৌবনাঢ্যা অরুণবর্ণা করুণাপূর্ণ কুমারীর সেবায় নিরত রহিয়াছে ॥ ৪১ ॥ জগতে যাহা কিছু উত্তম বেশভূষা বা সৌন্দর্য্য আছে, বোধ হয় তৎসমস্তই সেই সরোজবদনার চরণ সরোরুহে আসিয়া শরণ লইয়াছে; বোধ হয় তাঁহার সেই উন্নতোন্মুখ কুচযুগলকে দর্শন করিয়াই কমলকুট্মল লজ্জাভিমানে গিয়া জলমধ্যে বাস করিয়া থাকে ॥ ৪২ ॥ বৎস! একেত তাঁহার নিসর্গ সৌন্দর্য্যেরই সীমা নাই তাহাতে আবার বিবিধ মহামূল্য মণিনিচয়-বিজড়িত রত্নময় অঙ্গদ, কেয়ূর ও কিরীট প্রভৃতি নানাজাতি দিব্যালঙ্কার সকল ধারণ করায় তিনিই এই বিশ্ব জগতের একমাত্র সমস্ত সৌন্দর্য্য লক্ষ্মীর আধারভূত বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিলেন; বিশেষত তাঁহার সেই তুলনারহিত মুখপঙ্কজ খানি দেদীপ্যমান শ্রীচক্রাকার মণিময় কুণ্ডলযুগল দ্বারা উজ্জ্বলিত হইয়া যেরূপ লোকাতীত শোভা ধারণ করিতেছিল, তাহা বর্ণাবলী

সখীবৃন্দৈঃ স্তুতা নিত্যং ভুবনেশী মহেশ্বরী।
হৃল্লেখাদ্যাভিরমরকন্যাভিঃ পরিবেষ্টিতা ॥ ৪৫ ॥
অনঙ্গকুসুমাদ্যাভির্দ্দেবীভিঃ পরিবেষ্টিতা।
দেবীষট্‌কোণমধ্যস্থা যন্ত্ররাজোপরিস্থিতা ॥ ৪৬ ॥
দৃষ্ট্বা তাং বিস্মিতাঃ সর্ব্বে বয়ং তত্র স্থিতাভবন্।
কেয়ং কান্তা চ কিংনাম ন জানীমোঽত্র সংস্থিতাঃ ॥ ৪৭ ॥
সহস্রনয়না রামা সহস্রকরসংযুতা।
সহস্রবদনা রম্যা ভাতি দূরাদসংশয়ম্ ॥ ৪৮ ॥

হৃল্লেখা কথ্যতে তস্মাদিতি। ত্রিপুরতাপনীয়শ্রুতিরপি। হৃদয়াগারবাসিনী হৃল্লেখেতি। ভুবনেশীপদব্যুৎপত্তিস্তু ভুবনেশীপারিজাতে ভুবনেশী হৃদয়ে দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায়াঞ্চ। ব্যোম-বীজে মহেশানি কৈলাসাদিপ্রতিষ্ঠিতম্। বহ্নিবীজাৎ সুবর্ণাদিনিষ্পন্নং বহুধা প্রিয়ে। তেনায়ং বর্ত্ততে লোকো ভূমণ্ডলসমস্থিতঃ। তুর্য্যস্বরেণ পাতালে শেষরূপেণ ধার্য্যতে। মহাভূমণ্ডলং তস্মাৎ পাতালস্যাপি নায়িকা। অতএব মহেশানী ভুবনেশীতি কথ্যতে। বিন্দুচন্দ্রামৃতং দেবি! প্লাবয়ন্তী জগত্রয়ম্। দ্রবরূপা ভবেত্তস্মাৎ সৃজন্তী চার্দ্ধমাত্রয়া। অতএব মহেশানী ভুবনেশীতি কথ্যত ইতি। ভুবনেশ্বর্য্যুপনিষদি ভুবনাধীশ্বরী তুর্য্যাতীতা বিশ্ববিমোহিনীতি। যন্ত্রার্থস্তু হালাস্তমাহাত্ম্যে উক্তঃ। সচোপোদ্বাতেএব দর্শিতঃ ॥ ৪৪ ॥

হৃল্লেখাদ্যা অমরকন্যাঃ ॥ ৪৫ ॥

অনঙ্গকুসুমাদ্যাশ্চ যন্ত্রাবরণদেবতাঃ। ইদমুপলক্ষণং সেবার্থমাগতানামন্যদেবতানামপি। তদুক্তং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে। সেবার্থমাগতাস্তত্র ব্রহ্মাণী ব্রহ্মকোটয়ঃ। লক্ষ্মীনারায়ণানাঞ্চ কোটয়ঃ সমুপাগতাঃ। গৌরীকোটিসহস্রাণাং রুদ্রাণামপি কোটয় ইতি। যন্ত্রমাহ। দেবীষট্‌কোণেতি। ষড়্‌গুণিতযন্ত্রমধ্যস্থেত্যর্থঃ। তত্র যন্ত্রং প্রপঞ্চসারে স্পষ্টম্। যদ্বা পদ্মমষ্টদলং ব্রাহ্মে বৃত্তং ষোড়শভির্দ্দলৈঃ। বিলিখেৎ কর্ণিকামধ্যে ষটকোণমতিসুন্দরমিতি শারদোক্তং গ্রাহ্যম্ ॥ ৪৬-৪৭ ॥

দ্বারা বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাওয়া বাগাড়ম্বর মাত্র !! তাহার পর ক্রমশ নিকটস্থ হইয়া দেখি, হৃল্লেখা প্রভৃতি কতকগুলি দেবকন্যা সহচরী হৃল্লেখা, (যে পরা প্রাণশক্তি লেখার ন্যায় হৃদয় মধ্যে নিরন্তর জাগরূক থাকেন) ভুবনেশী, এই নাম যপ করিতে করিতে অহর্নিশ্ সেই ভুবননিয়ন্ত্রী ভগবতী মহেশ্বরীর চতুর্দ্দিক্ পরিবেষ্টন পূর্ব্বক স্তুতিগান করিতে-ছেন ॥ ৪৫ ॥ বৎস ! আমরা তাঁহার বিষয় যতই নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলাম ততই অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত ব্যাপার সকল লক্ষিত হইতে লাগিল অর্থাৎ তাহার পর দেখি যে, সেই জ্যোতির্ময়ী দেবী অনঙ্গকুসুমাদি যন্ত্রাবরণরূপ দেবীগণে পরিবৃত হইয়া ষট্‌কোণাকার যন্ত্ররাজের উপরি বিরাজ করিতেছেন ; ফলত তথায় আমরা সেই অশ্রুতপূর্ব্ব অদৃষ্টচর রমণীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম, যে, এই অনির্ব্বচনীয় রূপলাবণ্যবতী কামিনী কে ? ইঁহার নামই বা কি ? এস্থলে থাকিয়াও, আমরা ইঁহার কিছুই জানিতে পারিতেছি না ॥ ৪৬—৪৭ ॥ আর এক আশ্চর্য্য এই যে, প্রথমে

নাপ্সরা নাপি গন্ধর্ব্বী নেয়ং দেবাঙ্গনা কিল।
ইতি সংশয়মাপন্নাস্তত্র নারদ! সংস্থিতাঃ॥ ৪৯॥
তদাসৌ ভগবান্বিষ্ণুর্দৃষ্ট্বা তাং চারুহাসিনীম্।
উবাচাস্মাং স্ববিজ্ঞানাৎ কৃত্বা মনসি নিশ্চয়ম্॥ ৫০॥
এষা ভগবতী দেবী সর্ব্বেষাং কারণং হি নঃ।
মহাবিদ্যা মহামায়া পূর্ণা প্রকৃতিরব্যয়া॥ ৫১॥
দুর্জ্ঞেয়াল্পধিয়াং দেবী যোগগম্যা দুরাশয়া।
ইচ্ছা পরাত্মনঃ কামং নিত্যানিত্যস্বরূপিণী॥ ৫২॥

ইতি যাবচ্চতুর্ভুজাং পশ্যন্তি তাবদেব সৈব মূর্ত্তির্ব্বিরাড়্রূপেণ দৃশ্যমানাভবদিত্যাহ। সহস্রনয়নারামেতি। বিরাট্স্বরূপং দেব্যাস্ত সপ্তমস্কন্ধে স্পষ্টম্॥ ৪৮—৪৯॥

সবিজ্ঞানাৎ স্বকীয়স্মরণাৎ॥ ৫০॥

এষেতি। যস্মোঽস্মাকং কারণং সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপং তদিদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসী-ত্তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত ইত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদ্যং মায়া বা এষা নারসিংহী সর্ব্বমিদং সৃজতি সর্ব্বমিদং রক্ষতি সর্ব্বমিদং সংহরতি তস্মান্মায়ামেতাং শক্তিং বিদ্যাদিতি। অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং ন তস্য কার্য্যং কারণং চেত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদ্যঞ্চ। তদেষা ভগবতী তস্যৈব মুখ্যা মূর্ত্তিরিয়মিতি ভাবঃ। পরং ব্রহ্মৈব সর্ব্বকারণমায়াশবলিতং ভক্তানুগ্রহার্থমিদং রূপং দধারেত্যর্থঃ॥ ৫১॥

ইচ্ছেতি। ইচ্ছাশক্তিরুমাকুমারীতি শিবসূত্রপ্রতিপাদ্যা। তৎ কিং জড়া নেত্যাহ। নিত্যা-নিত্যস্বরূপিণীতি। নিত্যং ব্রহ্মানিত্যং মায়া তদুভয়রূপিণী মায়াশবলব্রহ্মরূপিণীত্যর্থঃ। তথা চ ভগবত্যা উভয়াত্মকত্বাৎ কদাচিদ্ব্রহ্মরূপেণৈব বর্ণনং কদাচিচ্ছক্তিরূপেণৈব বর্ণন-মিতীচ্ছাশক্তিরূপত্বেন বর্ণনেঽপি দোষাভাবঃ। তথাচ স্মৃতিঃ। হ্রীঙ্কার উভয়াত্মক ইতি। শিবশক্ত্যাত্মক ইত্যর্থঃ। হ্রীং ব্রহ্মেতি শ্রুতেশ্চ॥ ৫২॥

যাঁহাকে দূর হইতে চতুর্ভুজা রমণী বলিয়া বোধ হইতেছিল; তিনিই আবার এক্ষণে দেখিতে দেখিতে অনন্ত চক্ষুঃ অনন্ত কর চরণ ও অনন্ত বদনমণ্ডল অদ্ভুত বিরাট্রূপে প্রতীত হইতে লাগিলেন; দেখ, নারদ! তৎকালে, আমরা সংশয়ারূঢ় চিত্ত হইয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম, যে; এ যেরূপ অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতেছি তাহাতে ইহাঁকে কোন অপ্সরা কি গন্ধর্ব্বকন্যা বা কোন অমরাঙ্গনা বলিয়াও বিবেচনা হইতেছে না; এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময় ভগবান্ বিষ্ণু সেই চারুহাসিনী বিশ্বমাতাকে একাগ্রচিত্তে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক স্বীয় বিজ্ঞানজ্যোতিঃ প্রভাবে মনে মনে নিশ্চয় করিয়া কহিলেন, বেদাদি শাস্ত্রে যিনি জন্ম-মৃত্যু বিবর্জ্জিত পূর্ণা প্রকৃতি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত, ইনি সেই মহাবিদ্যারূপা মহামায়া; এই দেবী ভগবতীই আমাদিগের তিন জনের উৎপত্তির হেতুভূতা॥ ৪৮—৫১॥ এই দেবী ক্ষুদ্রমতি নরের পক্ষে সুদুর্জ্ঞেয়া ও দুর্লভ্যা হইলেও তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ ইহাঁকে সমাধিযোগে নিজ আত্মাতেই সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন; ইনি মায়ারূপে অনিত্যা বটেন, কিন্তু, চিদানন্দ ব্রহ্মরূপে নিত্য; ইহাঁকেই আবার বেদে পরাত্মা পরব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ

দুরারাধ্যাল্পভাগ্যৈশ্চ দেবী বিশ্বেশ্বরী শিবা।
বেদগর্ভা বিশালাক্ষী সর্ব্বেষামাদিরীশ্বরী ॥ ৫৩ ॥
এষা সংহৃত্য সকলং বিশ্বং ক্রীড়তি সংক্ষয়ে।
লিঙ্গানি সর্ব্বজীবানাং স্বশরীরে নিবেশ্য চ ॥ ৫৪ ॥
সর্ব্ববীজময়ী হ্যেষা রাজতে সাম্প্রতং সুরৌ!।
বিভূতয়ঃ স্থিতাঃ পার্শ্বে পশ্যতাং কোটিশঃ ক্রমাৎ ॥ ৫৫ ॥
দিব্যাভরণভূষাঢ্যা দিব্যগন্ধানুলেপনাঃ।
পরিচর্য্যাপরাঃ সর্ব্বাঃ পশ্যতাং ব্রহ্মশঙ্করৌ! ॥ ৫৬ ॥
ধন্যা বয়ং মহাভাগাঃ কৃতকৃত্যাঃ স্ম সাম্প্রতম্।
যদত্র দর্শনং প্রাপ্তা ভগবত্যাঃ স্বয়ন্ত্বিদম্ ॥ ৫৭ ॥
তপস্তপ্তং পুরা যত্নাত্তস্যেদং ফলমুত্তমম্।
অন্যথা দর্শনং কুত্র ভবেদস্মাকমাদরাৎ ॥ ৫৮ ॥
পশ্যন্তি পুণ্যপুঞ্জা যে যে বদান্যাস্তপস্বিনঃ।
রাগিণো নৈব পশ্যন্তি দেবীং ভগবতীং শিবাম্ ॥ ৫৯ ॥

বেদগর্ভা বেদজনয়িত্রী। অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্বেদ ইত্যাদিশ্রুতেঃ। মমৈবাজ্ঞা পরাশক্তির্ব্বেদসংজ্ঞা পুরাতনী। ঋগ্‌যজুঃসামরূপেণ সর্গাদৌ সংপ্রবর্ত্ততে ইতি কূর্ম্মপুরাণে দ্বাদশাধ্যায়ে শ্রীভগবত্যুক্তেশ্চ ॥ ৫৩ ॥

করিয়াছেন ॥ ৫২ ॥ এই দেবী বিশালাক্ষী বিশ্বেশ্বরীই জগতের আদিভূতা, ইনিই সর্ব্বভূতের নিয়ন্ত্রী; মহাত্মা ঋষিরা ইহাঁকেই সর্ব্ব জীবের কল্যাণরূপিণী বেদগর্ভা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; অল্পভাগ্য ব্যক্তিগণই ইহাঁর আরাধনায় সমর্থ হইতে পারে না। ইনি প্রলয়-কালে সমস্ত বিশ্বসংসার সংহার পূর্ব্বক জীবনিবহের বাসনাসমন্বিত ব্যষ্টি-সূক্ষ্ম-শরীর সকল সূত্রাত্মরূপ নিজ সমষ্টি-শরীরে (মূল প্রকৃতিতে) সন্নিবেশিত করিয়া একমাত্র অদ্বৈতাত্ম-স্বরূপে ক্রীড়া করিয়া থাকেন ॥ ৫৩—৫৪ ॥ হে সুরশ্রেষ্ঠ শঙ্কর! হে ব্রহ্মন্! সংপ্রতি যিনি এইরূপে বিরাজ করিতেছেন, ইনিই বিশ্বজগতের কারণ-স্বরূপিণী; ঐ দেখুন, উহাঁর কোটি কোটি বিভূতি সকল যথাক্রমে চতুঃপার্শ্বে অবস্থিত রহিয়াছেন; দেখুন দেখি, ঐ সকল দেব-দেবীগণ কেমন দিব্যাভরণে বিভূষিত!! আর কেমন স্বর্গীয় গন্ধদ্রব্যে বিলেপিতাঙ্গ হইয়া পরিচর্য্যার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ॥ ৫৫—৫৬ ॥ আজ যখন আমরা দেবী ভগবতীর ঈদৃশ অনির্ব্বচনীয় দুর্ল্লভ রূপ সন্দর্শন করিতে পাইলাম, তখন, অবশ্যই আমরা ধন্যবাদের পাত্র!! সংপ্রতি আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে, সন্দেহ নাই; তাহা না হইলে, আমরা কদাচই এরূপ কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হইতাম না ॥ ৫৭ ॥ পূর্ব্বে যে আমরা ঘোরতর কঠোর তপঃক্লেশ সহ করিয়াছিলাম, ইহা নিশ্চয় তাহারই ফল জানিবে; অন্যথা, দেবী জগৎ-

মূলপ্রকৃতিরেবৈষা সদা পুরুষসঙ্গতা।
ব্রহ্মাণ্ডং দর্শয়ত্যেষা কৃত্বা বৈ পরমাত্মনে ॥ ৬০ ॥
দ্রষ্টাসৌ দৃশ্যমখিলং ব্রহ্মাণ্ডং দেবতাঃ সুরৌ!।
তস্যৈষা কারণং সর্ব্বা মায়া সর্ব্বেশ্বরী শিবা ॥ ৬১ ॥
কাহং বা ক সুরাঃ সর্ব্বে রমাদ্যাঃ সুরযোষিতঃ।
লক্ষাংশেন তুলামস্যা ন ভবামঃ কথঞ্চন ॥ ৬২ ॥
সৈষা বরাঙ্গনা নাম যা দৃষ্টা বৈ মহার্ণবে।
বালভাবে মহাদেবী দোলয়ন্তীব মাং মুদা ॥ ৬৩ ॥
শয়ানং বটপত্রে চ পর্য্যঙ্কে সুস্থিরে দৃঢ়ে।
পাদাঙ্গুষ্ঠং করে কৃত্বা নিবেশ্য মুখপঙ্কজে ॥ ৬৪ ॥

কারণস্বরূপং ভগবত্যা বিশদয়তি। এষা সংহৃত্যেতি। সর্ব্বজীবানামিতি। ব্যষ্টিলিঙ্গ-শরীরাণি তদ্বাসনাশ্চ সমষ্টৌ সূত্রাত্মনি স্থাপয়িত্বা তৎসমষ্টিলিঙ্গশরীরং সবাসনং স্বশরীরে প্রলয়কালে সন্নিবেশ্য স্থাপয়িত্বা একাকিনী ক্রীড়তি ॥ ৫৪—৫৯ ॥

মূলপ্রকৃতিরেবৈষেতি। এবং বর্ণনং জড়শক্তিরূপত্বেন ক্রিয়তে। ভুবনেশ্বর্য্যা জড়াজড়-রূপত্বেন বিদ্যমানত্বাৎ ॥ ৬০ ॥

দ্রষ্টাসৌ জীবো দৃশ্যমিদং সর্ব্বং বিশ্বস্তস্যোভয়বিধস্যাপ্যেষৈব কারণম্। যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গা ইতিশ্রুতের্জীববিশ্ববিভাগস্য কারণং ব্রহ্মাধীনত্বাৎ ॥ ৬১—৬২ ॥

সৈষেতি। অনয়ৈব মমার্থশ্লোকাত্মকভাগবতস্য রহস্যভূতস্যোপদেশঃ কৃত ইত্যস্যা মূর্ত্তি-দর্শনেন মম প্রত্যভিজ্ঞা সমুত্থিতা। তস্য শ্লোকার্দ্ধস্যার্থস্তু। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মাহমেবেতি।

জননী আমাদিগকে এস্থলে আনিয়া সমাদর পূর্ব্বক নিজস্বরূপ দর্শন করাইবেন কেন ? ॥৫৮॥ ইহ সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া যাঁহারা ভূরি ভূরি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সতত পুণ্যপুঞ্জ উপার্জ্জন করেন, যাঁহারা নিয়ত তপশ্চর্য্যায় নিরত থাকিয়া সৎপাত্রে অপর্য্যাপ্ত ধনাদি দান করিয়া থাকেন, তাদৃশ মহাত্মারাই এই দেবী কল্যাণরূপিণী ভগবতী ভুবনেশ্বরীর দর্শনলাভে সমর্থ; বৎস ! যাহারা কেবল ঐহিক ভোগবিলাসেই প্রমত্ত তাহাদিগের ভাগ্যে কদাচ ইহাঁর সন্দর্শন লাভ ঘটে না ॥৫৯॥ ইনিই সেই আদ্যা মূলপ্রকৃতি ; ইনি নিরন্তরই সেই চিদানন্দময় পুরুষের সহিত সংমিলিত হইয়া রহিয়াছেন ; এই দেবী সনাতনীই নিজ প্রভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়া পরমাত্মাকে প্রদর্শন করিয়া থাকেন। হে সুরদ্বয় ! ব্রহ্মশঙ্কর ! এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড এবং এতদন্তর্গত দেবতা প্রভৃতির শরীর সমস্তই দৃশ্যপদার্থ আর কূটস্থ চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মাই জীবত্ব উপাধি অঙ্গীকার করিয়া প্রত্যেক শরীরেই সাক্ষিরূপে বিরাজ করিয়া থাকেন ; কিন্তু, এ উভয়বিধ বিষয়েরই একমাত্র কারণ এই সর্ব্ব মঙ্গলময়ী সর্ব্বেশ্বরী সমষ্টি মায়াশক্তি জানিবেন ॥৬০-৬১॥ এই সমস্ত দেবতা বা লক্ষ্মী প্রভৃতি সুররমণীগণ কি আমিই অন্যকথা আমরা কেহই ইহাঁর লক্ষাংশের একাংশের সহিত ও তুল্য নহি ॥৬২॥ ইনি নিশ্চয়ই

লেলিহন্তঞ্চ ক্রীড়ন্তমনেকৈর্ব্বালচেষ্টিতৈঃ।
রমমাণং কোমলাঙ্গং বটপত্রপুটে স্থিতম্ ॥ ৬৫ ॥
গায়ন্তী দোলয়ন্তী চ বালভাবান্ময়ি স্থিতে।
সেয়ং সুনিশ্চিতং জ্ঞানং জাতং মে দর্শনাদিব ॥ ৬৬ ॥
কামং নো জননী সৈষা শৃণুতাং প্রবদাম্যহম্।
অনুভূতং ময়া পূর্ব্বং প্রত্যভিজ্ঞা সমুত্থিতা ॥ ৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়-স্কন্ধে মহাদেবীদত্তবিমানারোহণেন দেবদেবীদর্শনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩॥

তস্মাৎ যা ময়া দৃষ্টা সৈবেয়ং সা চ সর্ব্বকারণত্বং স্বস্যাহ। তস্মাদিয়ং সর্ব্বকারণমেবেতি ভাবঃ। নন্বু কস্যামবস্থায়ামিয়ং ত্বয়া দৃষ্টা তত্রাহ, বালভাবে ইতি ॥ ৬৩—৬৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

সেই রমণীগণের শিরোমণিস্বরূপা মহাদেবী জগদম্বিকা, যাঁহাকে আমি প্রলয়প্লাবিত মহার্ণব মধ্যে আমাকেই একটী ক্ষুদ্র বালকমূর্ত্তি করিয়া পরমাহ্লাদসহকারে দোলাইতে দেখিয়াছিলাম; পূর্ব্বে যখন আমি নিশ্চল দৃঢ়ীভূত পর্য্যঙ্কসদৃশ বটপত্রে শয়ান থাকিয়া সাধারণ বালকের ন্যায় নিজ দক্ষিণ পদাঙ্গুষ্ঠ করে ধারণপূর্ব্বক মুখপঙ্কজে নিবেশিত করিয়া উহা সংলেহন করিতে করিতে ক্রীড়া করিতেছিলাম; সেই সময়, জননী যেমন স্বীয় শিশুসন্তানকে বিবিধ উল্লাপন পূর্ব্বক দোলাইয়া থাকেন ইনি সেইরূপ বটপত্রপুটে ক্রীড়ানিরত আমার কোমলাঙ্গ সকলকে নানাবিধ স্বরে গান করিতে করিতে দোলাইয়াছিলেন। এক্ষণে, আমি ইহাঁকে দর্শন মাত্রেই জানিতে পারিয়াছি; ইনি নিশ্চয়ই সেই মহাদেবী বিশ্বকর্ত্রী জগদম্বিকা ॥ ৬৩—৬৬॥ শঙ্কর! ব্রহ্মন্! আপনাদের উভয়কে যাহা বলি শ্রবণ করুন, ইনি নিশ্চই আমাদের সেই জননী; পূর্ব্বে যে, আমি ইহাঁর দর্শন লাভ করিয়াছিলাম, তাহা আমার বিলক্ষণ অনুভূত হইতেছে, কেননা, সম্প্রতি আমার অন্তরে তদ্বিষয়ের প্রত্যভিজ্ঞান সমুদিত হইয়াছে ॥ ৬৭ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবী-ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীদর্শন বিষয়ক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুঃ পুনরাহ জনার্দ্দনঃ।
বয়ং গচ্ছেম পার্শ্বেঽস্যাঃ প্রণমন্তঃ পুনঃ পুনঃ॥ ১॥
সেয়ং বরা মহামায়া দাস্যত্যেষা বরান্ হি নঃ।
স্তুরামশ্চ সন্নিধিং প্রাপ্য নির্ভয়াশ্চরণান্তিকে॥ ২॥
যদি নো বারয়িষ্যন্তি দ্বারস্থাঃ পরিচারকাঃ।
পঠিষ্যামশ্চ তত্রস্থাঃ স্তুতিং দেব্যাঃ সমাহিতাঃ॥ ৩॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুক্তে হরিণা বাক্যে সুপ্রহৃষ্টৌ সুসংস্থিতৌ।
জাতৌ প্রমুদিতৌ কামং নিকটে গমনায় চ॥ ৪॥

একোনপঞ্চাশৎপদ্যৈঃ স্ত্রীভাবগমনোত্তরম্।
বিষ্ণুনাথ কৃতং স্তোত্রং শ্রীদেব্যা ইতি কথ্যতে॥

শ্রীদেবীদর্শনোত্তরং ব্রহ্মাদীনাং বৃত্তমাহ ইত্যুক্ত্বেতি। ইতি পূর্ব্বোক্তাং বালাবস্থাকথাং ব্রহ্মণে বিষ্ণুরুক্ত্বা পুনর্ব্রহ্মাণং বিষ্ণুরাহ॥ ১—২॥

তত্রস্থা যদ্দেশে বারয়িষ্যন্তি তস্মিন্নেব দেশে স্থিতাঃ স্তুতিং করিষ্যামস্তাবতা দয়ার্দ্রা সর্ব্বজ্ঞা দেবী জ্ঞাস্যত্যস্মাকং কৃপাঞ্চ করিষ্যতীত্যর্থঃ॥ ৩॥

নারদং প্রতি ব্রহ্মাহ। ইত্যুক্তে ইতি। হরিবাক্যং শ্রুত্বা অহং হরশ্চোভৌ প্রমুদিতৌ জাতৌ নিকটে শ্রীদেবীসমীপে গমনায় তদা হরিং প্রত্যোমিত্যঙ্গীকারবাক্যমুক্ত্বা স্থিতৌ॥৪॥

লোক পিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ! তাহার পর জনাসুর-নিসূদনকারী ভগবান্ বিষ্ণু ঐ সকল কথা বলিয়াই পুনরায় কহিলেন, চলুন্ আমরা সকলেই বারংবার প্রণাম করিতে করিতে উঁহার নিকটে যাই তাহা হইলে, ঐ দেবী বিশ্ববন্দিনী মহামায়া প্রসন্ন হইয়া নিশ্চয়ই আমাদিগকে বর প্রদান করিবেন সন্দেহ নাই; মাতার নিকট যাইতে সন্তানের কি কখন ভয় হয়? অতএব, চলুন্ আমরা নির্ভয়ে যাইয়া জগজ্জননীর পদপ্রান্তে দাঁড়াইয়া স্তব করি॥ ১—২॥ যদি দ্বারপাল বা পরিচারকগণ আমাদিগকে নিকটে যাইতে বারণ করে, তাহা হইলে, আমরা সেই স্থলে দাঁড়াইয়াই একাগ্রচিত্তে মহাদেবীর স্তুতিপাঠ করিতে থাকিব। ব্রহ্মা কহিলেন, বৎস! ভগবান্ হরি শঙ্করকে আর আমাকে এই কথা বলিলে পর, আমরা উভয়েই লোমাঞ্চিত কলেবরে কিয়ৎকাল সেইস্থলেই দণ্ডায়মান রহিলাম; পরে জননীর নিকটে যাইবার জন্য একেবার আহ্লাদে স্ফীত হইয়া উঠিলাম॥ ৩—৪॥

ওমিত্যুক্ত্বা হরিং সর্ব্বে বিমানাত্ত্বরিতাস্ত্রয়ঃ।
উত্তীর্য্য নির্গতা দ্বারি শঙ্কমানা মনস্থলম্॥ ৫॥
দ্বারস্থান্ বীক্ষ্য তান্ সর্ব্বান্ দেবী ভগবতী তদা।
স্মিতং কৃত্বা চকারাশু তাংস্ত্রীন্ স্ত্রীরূপধারিণঃ॥ ৬॥
বয়ং যুবতয়ো জাতাঃ স্বরূপাশ্চারুভূষণাঃ।
বিস্ময়ং পরমং প্রাপ্তা গতাস্তৎসন্নিধিং পুনঃ॥ ৭॥
সা দৃষ্ট্বা নঃ স্থিতাংস্তত্র স্ত্রীরূপাংশ্চরণান্তিকে।
ব্যলোকয়ত চার্ব্বঙ্গী প্রেমসম্পূর্ণয়া দৃশা॥ ৮॥
প্রণম্য তাং মহাদেবীং পুরতঃ সংস্থিতা বয়ম্।
পরস্পরং লোকয়ন্তঃ স্ত্রীরূপাশ্চারুভূষণাঃ॥ ৯॥
পাদপীঠং প্রেক্ষমাণা নানামণিবিভূষিতম্।
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং স্থিতাস্তত্র বয়স্ত্রয়ঃ॥ ১০॥
কাশ্চিদ্রক্তাম্বরাস্তত্র সহচর্য্যঃ সহস্রশঃ।
কাশ্চিন্নীলাম্বরা নার্য্যস্তথা পীতাম্বরাঃ শুভাঃ॥ ১১॥

ততঃ সর্ব্বে বয়ং বিমানাদুত্তীর্য্য তত্র গতা ইত্যাহ। ওমিত্যুক্ত্বেতি॥ ৫॥
স্ত্রীরূপধারিণ ইতি। তে বয়ং ত্রয়স্ত্রীরূপা জাতা ইত্যর্থঃ॥ ৬—৯॥

অনন্তর, হরিকে তাহাই হউক্ এইরূপ বলিয়া তিন জনেই অবিলম্বে বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া অত্যন্ত শঙ্কিতচিত্তে দ্বারদেশের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলাম॥ ৫॥

নারদ! তাহার পর এক অদ্ভুত কথা শ্রবণ কর, তৎকালে দেবী ভগবতী আমাদিগের তিন জনকে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করত ক্ষণমাত্রে আমাদের তিনজনকেই স্ত্রী মূর্ত্তি করিয়া ফেলিলেন॥ ৬॥ এইরূপে তখন, আমরা তিনজনেই মনোরম অলঙ্কারে বিভূষিত স্বরূপা যুবতী হইয়া একেবারে বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইলাম; পরন্তু, সেই অবস্থাতেই দেবীর সন্নিধানে গমন করিলাম॥ ৭॥ আমরা সকলেই স্ত্রীভাবাপন্ন হইয়া চরণোপান্তে দণ্ডায়মান আছি দেখিয়া সেই অনির্ব্বচনীয় রূপলাবণ্যময়ী দেবী ভগবতী প্রীতি-প্রফুল্লনয়নে আমাদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন আমরা মনোজ্ঞ অলঙ্কার পরিশোভিত স্ত্রীমূর্ত্তিতেই মহাদেবীকে প্রণাম করিয়া পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করত তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত রহিলাম॥৮—৯॥ তৎকালে আমরা তিনজনেই সেই স্থলে থাকিয়া কেবল বিবিধ মণি-বিভূষিত কোটি সূর্য্য সদৃশ প্রভাসম্পন্ন মহাদেবীর মণিময় পাদপীঠটীকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম॥ ১০॥ দেখিলাম, কাহারও পরিধানে রক্তাম্বর, কাহারও নীলাম্বর, কাহারও বা পীতাম্বর এইরূপ বিচিত্র বসন ভূষণে সুসজ্জিতা পরম রমণীয়মূর্ত্তি প্রিয়দর্শনা সহস্র সহস্র

দেব্যঃ সর্ব্বাঃ শুভাকারা বিচিত্রাম্বরভূষণাঃ।
বিরেজুঃ পার্শ্বতস্তস্যাঃ পরিচর্য্যাপরাঃ কিল॥ ১২॥
জগুশ্চ ননৃতুশ্চান্যাঃ পর্য্যুপাসন্ত তাঃ স্ত্রিয়ঃ।
বীণামারুতবাদ্যানি বাদয়ন্ত্যো মুদান্বিতাঃ॥ ১৩॥
শৃণু নারদ! বক্ষ্যামি যদ্দৃষ্টং তত্র চাদ্ভুতম্।
নখদর্পণমধ্যে বৈ দেব্যাশ্চরণপঙ্কজে॥ ১৪॥
ব্রহ্মাণ্ডমখিলং সর্ব্বং তত্র স্থাবরজঙ্গমম্।
অহং বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ বায়ুরগ্নির্যমো রবিঃ॥ ১৫॥
বরুণঃ শীতগুস্ত্বষ্টা কুবেরঃ পাকশাসনঃ।
পর্ব্বতাঃ সাগরা নদ্যো গন্ধর্ব্বাপ্সরসস্তথা॥ ১৬॥
বিশ্বাবসুশ্চিত্রকেতুঃ শ্বেতশ্চিত্রাঙ্গদস্তথা।
নারদস্তুম্বরুশ্চৈব হাহাহূহূস্তথৈব চ॥ ১৭॥
অশ্বিনৌ বসবঃ সাধ্যাঃ সিদ্ধাশ্চ পিতরস্তথা।
নাগাঃ শেষাদয়ঃ সর্ব্বে কিন্নরোরগরাক্ষসাঃ॥ ১৮॥

পাদপীঠং সিংহাসনম্। অনেন দাসমর্য্যাদা বোধিতা। যদ্দাসেন স্বামিমুখনিরীক্ষণং ন বিধেয়ং কিন্তু পাদয়োরেব দৃষ্টিঃ স্থাপনীয়েতি॥ ১০—১২॥

মারুতবাদ্যং বেণ্বাদিকম্॥ ১৩॥

তদুত্তরং শ্রীভুবনেশ্বর্য্যাঃ স্বপাদনখমধ্যে এবানেককোটিব্রহ্মাণ্ডানি দর্শিতানীত্যাহ। শৃণু নারদেতি॥ ১৪—১৮॥

সহচরী দেবকন্যারা পরিচর্য্যা-পরায়ণা হইয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে বিরাজমান রহিয়াছেন॥১১—১২॥ সেই সমস্ত দেবরমণীদিগের মধ্যে কেহ বীণাবাদন, কেহ নৃত্য, কেহ বা সুস্বরে সংগীতালাপ করিতেছেন; ফলতঃ তাঁহারা সকলেই আহ্লাদে পুলকিত হইয়া সর্ব্বতোভাবে মহাদেবীর উপাসনা করিতেছেন॥ ১৩॥

নারদ! সে স্থলে আর একটী যে অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছিলাম তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর, সেই সকল দেব কন্যাগণের নৃত্যগানাদি দেখিতে দেখিতে সহসা মহাদেবী ভগবতীর চরণপঙ্কজের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখি যে, তত্রত্য নখদর্পণ মধ্যে স্থাবর জঙ্গমময় অখিল ব্রহ্মাণ্ড দেদীপ্যমান রূপে বিরাজিত রহিয়াছে; অর্থাৎ বন, ভূমি, পর্ব্বত, নদ, নদী ও সাগর প্রভৃতি স্থাবর বস্তু সকল এবং সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি, যম, কুবের, প্রজাপতি ত্বষ্টা ও মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ; অধিক কি আমি, বিষ্ণু ও রুদ্রদেব পর্য্যন্তও লক্ষিত হইতে লাগিল। তাহার পর আবার দেখি যে, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোবৃন্দ প্রভৃতি উপদেবদেবগণ এবং গন্ধর্ব্ব

বৈকুণ্ঠো ব্রহ্মলোকশ্চ কৈলাসঃ পর্ব্বতোত্তমঃ।
সর্ব্বং তদখিলং দৃষ্টং নখমধ্যস্থিতঞ্চন ॥ ১৯ ॥
মজ্জন্মপঙ্কজং তত্র স্থিতোঽহং চতুরাননঃ।
শেষশায়ী জগন্নাথস্তথাচ মধুকৈটভৌ ॥ ২০ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

এবং দৃষ্টং ময়া তত্র পাদপদ্মনখে স্থিতম্।
বিস্মিতোঽহং ততো বীক্ষ্য কিমেতদিতিশঙ্কিতঃ ॥ ২১ ॥
বিষ্ণুশ্চ বিস্ময়াবিষ্টঃ শঙ্করশ্চ তথাস্থিতঃ।
তাং তদা মেনিরে দেবীং বয়ং বিশ্বস্য মাতরম্ ॥ ২২ ॥
ততো বর্ষশতং পূর্ণং ব্যতিক্রান্তং প্রপশ্যতঃ।
সুধাময়ে শিবে দ্বীপে বিহারং বিবিধং তদা ॥ ২৩ ॥
সখ্য ইব তদা তত্র মেনিরেঽস্মানবস্থিতান্।
দেব্যঃ প্রমুদিতাকারা নানাভরণমণ্ডিতাঃ ॥ ২৪ ॥

চনেত্যব্যয়মপ্যর্থকং নখমধ্যস্থিতমপীত্যর্থঃ ॥ ১৯—২১ ॥

প্রধান বিশ্বাবসু, চিত্রকেতু, চিত্রাঙ্গদ, শ্বেত, নারদ, তুম্বুরু ও হাহাহুহুও বিরাজ করিতেছেন। অপরদিকে স্বর্বৈদ্য অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অষ্টবসু, সাধ্যগণ, সিদ্ধগণ, পিতৃগণ, অনন্তাদি নাগগণ এবং কিন্নর, উরগ ও রাক্ষসগণ পর্য্যন্তও যথানিয়মে অবস্থিত রহিয়াছে ॥১৪—১৮॥ এই সমস্ত ব্যাপার দর্শনের পর, দেখি যে, ঊর্দ্ধভাগে বৈকুণ্ঠধাম, ব্রহ্মলোক ও পরম পূজনীয় কৈলাসপর্ব্বত নিত্যরূপে বিরাজ করিতেছে; ফলকথা এই যে, একমাত্র সেই চরণপঙ্কজস্থ নখদর্পণ মধ্যেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুই দৃষ্ট হইল ॥ ১৯ ॥ এমন কি, তথায় অনন্ত শয্যায় শয়ান জগৎপতি ভগবান্ বিষ্ণু এবং তাঁহার নাভিদেশে আমার জন্মভূমিরূপ সেই পঙ্কজ; তন্মধ্যে আমিও এইরূপ চতুর্ম্মুখে পরিশোভিত হইয়া উপবিষ্ট রহিয়াছি। পরে দেখি যে, আবার আমার বিরোধি দানবপ্রধান মধুকৈটভও যুদ্ধলালসায় সম্মুখে দণ্ডায়মান ॥ ২০ ॥ লোকপিতামহ ভগবান্ কহিলেন, তৎকালে আমি সেই মহাদেবী ভগবতীর চরণপঙ্কজস্থ নখরশুধাংশু মধ্যে যে এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়াছিলাম, তাহাতে আর কোন সংশয় হইতেছে না; পরন্তু সেই সকল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপার দেখিয়া একেবারে বিস্মিত হইয়া সশঙ্কচিত্তে ভাবিলাম যে, এ আবার কি? ॥ ২১ ॥ রে বৎস! কেবল আমি নহে, আমার সমভিব্যাহারী ভগবান্ বিষ্ণু এবং শঙ্কর পর্য্যন্তও বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন; ফলতঃ তখন, আমরা তিনজনেই তাঁহাকে বিশ্বসংসারের জননী বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম ॥২২॥ তদনন্তর, এইরূপে সেই সুধাময় শিবদ্বীপে মহাদেবীর নানাবিধ লীলা বিহারাদি দেখিতে

বয়মপ্যতিরম্যত্বাদ্বভূবিম বিমোহিতাঃ।
প্রহৃষ্টমনসঃ সর্ব্বে পশ্যন্ ভাব্যাত্মনোরমান্॥ ২৫॥
একদা তাং মহাদেবীং দেবীং শ্রীভুবনেশ্বরীম্।
তুষ্টাব ভগবান্ বিষ্ণুর্যুবতীভাবসংস্থিতঃ॥ ২৬॥

শ্রীভগবানুবাচ।

নমো দেব্যৈ প্রকৃত্যৈ চ বিধাত্র্যৈ সততং নমঃ।
কল্যাণ্যৈ কামদায়ৈ চ বৃদ্ধ্যৈ সিদ্ধ্যৈ নমো নমঃ॥ ২৭॥
সচ্চিদানন্দরূপিণ্যৈ সংসারারণয়ে নমঃ।
পঞ্চকৃত্যবিধাত্র্যৈ তে ভুবনেশ্যৈ নমো নমঃ॥ ২৮॥
সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপায়ৈ কূটস্থায়ৈ নমো নমঃ।
অর্দ্ধমাত্রার্থভূতায়ৈ হৃল্লেখায়ৈ নমো নমঃ॥ ২৯॥

ইতি দর্শনেনেয়মেব সর্ব্বকারণমিত্যস্মাকং নিশ্চয়ো জাত ইত্যাহ। বিশ্বস্য মাতরমিতি॥ ২২—২৭॥

সংসারারণয়ে সংসারযোনয়ে। পঞ্চকৃত্যবিধাত্র্যৈ পঞ্চবিধং তৎকৃত্যং সৃষ্টিস্থিতিসংহৃতিতিরোভাবাঃ। তদ্বদনুগ্রহকরণং প্রোক্তং সততোদিতস্যাস্যেতিবচনোক্তানি পঞ্চকৃত্যানি-তেষাং বিধাত্রী কর্ত্রী॥ ২৮॥

দেখিতে আমাদিগের পূর্ণশতবর্ষকাল অতিক্রান্ত হইয়া গেল। পরন্তু, যতদিন আমরা সে স্থলে অবস্থান করিয়াছিলাম, তাবৎকাল তত্রত্য সেই মহাদেবীর সহচরী বিচিত্র বসনাভরণ পরিশোভিতা মূর্ত্তিমতী প্রমোদরূপিণী দিব্যাঙ্গনারীগণ আমাদিগকে নিজ সখী বলিয়াই মনে করিতেন॥২৩—২৪॥ সেইরূপ আমরাও তাঁহাদিগের সকল বিষয়েই অত্যন্ত রমণীয়তা প্রযুক্ত একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেইজন্য সে স্থলে যতদিন বাস করিয়াছিলাম, ততদিন সর্ব্বদাই প্রফুল্লান্তঃকরণে কেবল তাঁহাদিগের মনোরম হাবভাবাদি সন্দর্শন করিতাম॥ ২৫॥ একদিবস আমাদের সমভিব্যাহারী ভগবান্ বিষ্ণু সেইরূপ যুবতীভাবে থাকিয়াই সদানন্দময়ী মহাদেবী ভগবতী ভুবনেশ্বরীকে স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ২৬॥

ভগবান্ কহিলেন, যিনি এই অনন্ত বিশ্বসংসারের সর্ব্বতোবিধানকর্ত্রী সেই জ্যোতিঃস্বরূপিণী পরমাপ্রকৃতিকে নিরন্তর প্রণাম করি। যিনি ভক্তবৃন্দকে সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রদান করেন, সেই সর্ব্বসিদ্ধি-স্বরূপিণী অদ্যা সনাতনী কল্যাণরূপিণীকে বারংবার প্রণাম করি॥২৭॥ যিনি স্বরূপতঃ ত্রিগুণাতীত হইয়াও সমস্ত সংসারের অদ্বিতীয় কারণস্বরূপা সেই সচ্চিদানন্দরূপিণীকে প্রণাম করি। মাতঃ! এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের (সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব এবং নিজ-সৃষ্ট জীবনিবহের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশরূপ) এই পঞ্চবিধ কৃত্যের তুমিই একমাত্র বিধাত্রী, অতএব হে ভুবনেশ্বরি তোমাকে বারংবার প্রণাম করি॥ ২৮॥ যিনি এই

জ্ঞাতং ময়াখিলমিদং ত্বয়ি সন্নিবিষ্টং
ত্বত্তোঽস্য সম্ভবলয়াবপি মাতরদ্য।
শক্তিশ্চ তেঽস্য করণে বিততপ্রভাবা
জ্ঞাতাধুনা সকললোকময়ীতি নূনম্ ॥ ৩০ ॥
বিস্তার্য্য সর্ব্বমখিলং সদসদ্বিকারং
সন্দর্শয়স্যবিকলং পুরুষায় কালে।
তত্ত্বৈশ্চ ষোড়শভিরেব চ সপ্তভিশ্চ
ভাসীন্দ্রজালমিব নঃ কিল রঞ্জনায় ॥ ৩১ ॥

সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপায়ৈ সর্ব্বং বিবর্ত্তরূপং মিথ্যাজগত্তদধিষ্ঠানাবিকৃতব্রহ্মরূপায়ৈ ইত্যর্থঃ। তথাচ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে মিথ্যাজগদধিষ্ঠানেতি। কূটস্থায়ৈ দেহদ্বয়াধিষ্ঠানং কূটবন্নির্ব্বিকারং চৈতন্যং কূটস্থং তদ্রূপায়ৈ। অর্দ্ধমাত্রার্থঃ পরং ব্রহ্ম। অর্দ্ধমাত্রাত্মিকা দেবী ব্রহ্মানন্দৈক-বিগ্রহা। ভুবনাধীশ্বরী তুর্য্যাতীতা বিশ্ববিমোহিনীতি শ্রুতেঃ। অকারো ভগবান্ ব্রহ্মা উকারো বিষ্ণুরুচ্যতে। মকারো ভগবান্ রুদ্র অর্দ্ধমাত্রা পরম্পদম্। অর্দ্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যেতি স্মৃতেশ্চ। তদ্রূপিণ্যৈ। হৃল্লেখায়ৈ প্রত্যগাত্মভূতায়ৈ ॥ ২৯ ॥

ইত্থং নির্গুণব্রহ্মরূপত্বেন বর্ণয়িত্বা কারণব্রহ্মত্বেন স্তৌতি। জ্ঞাতমিতি। ত্বয়ি সন্নিবিষ্টং স্থিতমিত্যর্থঃ। তে ব্রহ্মরূপিণ্যা অস্য জগতঃ করণে যা শক্তির্মায়াখ্যা সকললোকময়ীতি-প্রসিদ্ধাস্তি সা জ্ঞাতা ময়া। নখদর্পণমধ্যেঽনেকব্রহ্মাণ্ডদর্শনাৎ। সর্ব্বং খল্বিদমেবাহং নান্য-দস্তি সনাতনমিতি ভগবত্যুক্তেশ্চ। তস্মাৎ সর্ব্বকারণভূতা ত্বমেবাসীতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

ইত্থং কারণব্রহ্মরূপিণীং বর্ণয়িত্বা মায়াশক্তিমাত্রাং বর্ণয়তি। বিস্তার্য্যেতি। সৎ আকাশ-বায়ুরূপমমূর্ত্তভূতদ্বয়ম্। অসৎ তেজো জলভূমিরূপং মূর্ত্তং ভূতত্রয়ম্। তয়োর্ব্বিকারং তৎপরি-ণামরূপং সর্ব্বং জগৎ বিস্তার্য্য পুরুষায় চেতনায় ভোক্ত্রে দর্শয়সি। কিমর্থং রঞ্জনায় তস্য নানাপ্রকারৈর্ভোগং কর্ত্তুমিত্যর্থঃ। এতাদৃশী ষোড়শভিস্তত্ত্বৈঃ সাংখ্যোক্তৈস্তদ্রূপৈঃ পরি-

---

মিথ্যাভূত মায়াময় বিশ্বজগতের অধিষ্ঠান স্বরূপ (বিবর্ত্তকারণ) সেই কূটস্থ চৈতন্যরূপাকে প্রণাম করি। যিনি চৈতন্যরূপে সমস্ত বিশ্বের অন্তরে এবং বাহিরে নিরন্তর প্রকাশ পাইতে-ছেন, সেই অর্দ্ধমাত্রার্থস্বরূপা হৃল্লেখাকে বারংবার প্রণাম করি ॥২৯॥ মাতঃ! আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি যে, এই অখিল সংসারের উৎপত্তি ও লয় আপনা হইতেই হইয়া থাকে। ইদানীং এই স্থূলজগৎ আপনাতেই সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। আর আপনার নিকট আগমন করিয়া এক্ষণে ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, এই বিশ্বের উৎপাদনার্থে (স্থূলরূপ প্রকটের নিমিত্ত) আপনার শক্তি প্রভাববিস্তারে উন্মুখ হইয়া থাকে। ফলত আপনিই যে এই অখিল-লোকময়ী তাহাতে আর সংশয় নাই ॥৩০॥ জননি! আপনি সৃষ্টিকালে ষোড়শ বিকার ও মহদাদি সপ্ত-বিকৃতিপ্রকৃতিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া আকাশ ও বায়ুরূপ দুই অমূর্ত্তভূত এবং তেজঃ প্রভৃতি মূর্ত্তভূতত্রয় অর্থাৎ সমষ্টি পঞ্চভূত ময় এই জগৎকে স্থূলরূপে বিস্তারিত করিয়া ভোক্তৃ-রূপ জীবাত্মাকে তাহার চিত্তরঞ্জন কারক বিবিধ ভোগের নিমিত্ত দর্শন করাইয়া থাকেন।

ন ত্বামৃতে কিমপি বস্তুগতং বিভাতি
ব্যাপ্যৈব সর্ব্বমখিলং ত্বমবস্থিতাসি।
শক্তিং বিনা ব্যবহৃতৌ পুরুষোঽপ্যশক্তো
বক্তণ্যতে জননি! বুদ্ধিমতা জনেন ॥ ৩২ ॥
প্রীণাসি বিশ্বমখিলং সততং প্রভাবৈঃ
স্বৈস্তেজসা চ সকলং প্রকটীকরোষি।
অৎস্যেব দেবি! তরসা কিল কল্পকালে
কো বেদ দেবি! চরিতং তব বৈভবস্য ॥ ৩৩ ॥
ত্রাতা বয়ং জননি! তে মধুকৈটভাভ্যাং
লোকাশ্চ তে সুবিততাঃ খলু দর্শিতা বৈ।
নীতাঃ সুখস্য ভবনে পরমাঞ্চ কোটিং
যদ্দর্শনং তব ভবানি! মহাপ্রভাবম্ ॥ ৩৪ ॥

ণতা তথা সপ্তভিশ্চ মহদাদ্যৈস্তৈস্তৈস্তদ্রূপৈঃ পরিণতা ত্বমোঽস্মাকমিন্দ্রজালমিব বিলক্ষণা ভাসি। অনির্ব্বচনীয়েত্যর্থঃ। যদাহুঃ সাংখ্যাঃ। মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্ম্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতি-বিকৃতয়ঃ সপ্ত। ষোড়শকস্তু বিকার ইতি ॥ ৩১ ॥

ত্বামৃতে কিমপি বস্তু নৈবাস্তীতি ব্যাপ্তিমাহ। নত্বামিতি। যদ্বস্তু ভাসতে তন্নামরূপ-বিশিষ্টমেব ভাসতে তচ্চ নামরূপং ত্বদ্রূপমেব ততস্তব ব্যাপ্তিরব্যাহতেতি ভাবঃ ॥ ৩২ ॥

প্রীণাসীতি। ইদং বিশ্বং প্রকটীকরোষ্যুৎপাদয়সি তথা প্রীণাসি অন্তর্ভাবিতণ্যর্থাত্তোষয়সি তেন ত্বং করুণাবত্যসীতি ভাসি। প্রলয়কালে সর্ব্বমৎসি ভক্ষয়সি তেন চ ক্রূরেতি-ভাসীতি তে বৈভবস্যৈশ্বর্য্যস্য চরিতং কো বেদ ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

অতএব, মাতঃ! আপনার এই সমস্ত অনির্ব্বচনীয় কার্য্যপরম্পরা আমাদিগের বুদ্ধিতে ঠিক্ যেন ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ হে ঈশানি! এই বিশ্বমধ্যে আপনি না থাকিলে কোন বস্তুই প্রকাশ পাইতে পারে না। বস্তুত আপনিই যে, নানাপ্রকার নামরূপাদি দ্বারা অনন্তব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। জননি! এই জন্যই তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মারা সর্ব্বদাই এইরূপ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন যে, অধিক কথা কি, শক্তি ব্যতীত স্বয়ং পরমপুরুষও কোন কার্য্যে সমর্থ নহেন ॥ ৩২ ॥ বিশ্বেশ্বরি! কল্পারম্ভে আপনি স্বীয় তেজোদ্বারা অব্যক্তভাবাপন্ন অখিল সংসারকে প্রকাশ করেন। পরে, নিজ প্রভাবে সৃষ্টজীবনিবহের পোষণ করিয়া থাকেন; আবার প্রলয় সময়ে এতাদৃশ বিস্তীর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকে ক্ষণমাত্রে গ্রাস করিয়া আত্মোদরসাৎ করেন। অতএব, দেবি! এ জগতে এমন পুরুষ কে আছে যে, আপনার সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্যশক্তির তত্ত্ব অবগত হইতে পারে? ॥ ৩৩ ॥ জননি! আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে যেরূ

নাহং ভবো ন চ বিরিঞ্চিবিবেদ মাতঃ!
কোঽন্যো হি বেত্তি চরিতং তব দুর্ব্বিভাব্যম্।
কানীহ সন্তি ভুবনানি মহাপ্রভাবে!
হ্যস্মিন্ ভবানি! চরিতে রচনাকলাপে ॥ ৩৫ ॥
অস্মাভিরত্র ভুবনে হরিরন্য এব
দৃষ্টঃ শিবঃ কমলজঃ প্রথিতপ্রভাবঃ।
অন্যেষু দেবি! ভুবনেষু ন সন্তি কিন্তে
কিং বিদ্ম দেবি! বিততং তব সুপ্রভাবম্ ॥ ৩৬ ॥
যাচেঽম্ব! তেঽঙ্ঘ্রিকমলং প্রণিপত্য কামং
চিত্তে সদা বসতু রূপমিদং তবৈতৎ।
নামাপি বক্ত্রকুহরে সততং তবৈব
সন্দর্শনং তব পদাম্বুজয়োঃ সদৈব ॥ ৩৭ ॥

অন্বন্যত্র কথংচিদস্মাসু তু ত্বমতিকরুণাবত্যসীতি নিদর্শনমাহ। ত্রাতা বয়মিতি। রক্ষিতা মধুকৈটভাভ্যাং সকাশাৎ। সুখস্থ ভবনে মণিদ্বীপে নীতা আনীতাঃ পরমাঙ্ক কোটিং নীতা প্রাপিতাঃ। যদ্‌যস্মাত্তব মহাপ্রভাবং দর্শনং জাতং তস্মাদিত্যর্থঃ। নহ্যেতৎ করুণামন্তরা সম্ভবতি তস্মাদস্মাসু করুণাবত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

নাহং ভব ইতি। যানীহ নখদর্পণে দৃষ্টানি ভুবনানি তাদৃশান্যন্যানি কানি কতিসংখ্যানি তবাস্মিন্ প্রভাবে চরিতে রচনাকলাপরূপে সন্তি তানি কো বেদ ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

দানব মধুকৈটভের হস্তে রক্ষা করিলেন; তাহার পর, পরমসুখময় ধাম মণিদ্বীপে আনয়ন পূর্ব্বক যখন আপনার বিরচিত সুবিস্তৃত লোকসকল এবং নিজ মহাপ্রভাব সন্দর্শন করাইলেন, তখন আমাদিগের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আর পরম সুখ লাভ কি হইতে পারে? ॥৩৪॥ মাতঃ! আমি, অথবা ভব কি বিরিঞ্চি আমরা তিন জনেও যখন, আপনার এই দুর্ব্বিভাব্য চরিত্রের বিষয় জানিতে পারিলাম না; তখন, অপরে আর কে জানিতে সমর্থ হইবে? ভবানি! আমরা আপনার ঐ নখদর্পণ মধ্যে যে সমস্ত অসংখ্য লোকপূর্ণ ভুবন-ব্যাপার দর্শন করিলাম তাহা ব্যতীত আরও অমন কত শত ভুবন যে আপনার মায়াময় চাজাল মধ্যে গূঢ়ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? ॥ ৩৫ ॥ দেবি! দ আমরা আপনার প্রদর্শিত এই ভুবনমধ্যে মহাপ্রভাবসম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হেশ্বর যাহা দর্শন করিলাম ঐরূপ অপরাপর ভুবন সকল মধ্যেও যে, পৃথক্ পৃথক্ ব্রহ্মাদি মান নাই তাহা কিরূপে বোধ করিব? কেননা, আপনার অনন্ত প্রভাবের সীমা ই ॥৩৬॥ হে অম্বিকে! আপনার ঐ চরণকমলে বারংবার প্রণিপাতপূর্ব্বক এই প্রার্থনা করি

ভৃত্যোঽয়মস্তি সততং ময়ি ভাবনীয়ং
ত্বাং স্বামিনীতি মনসা ননু চিন্তয়ামি।
এষাবয়োরবিরতা কিল দেবি! ভূয়া-
দ্ব্যাপ্তিঃ সদৈব জননীসুতয়োরিবার্য্যে! ॥ ৩৮ ॥
ত্বং বেৎসি সর্ব্বমখিলং ভুবনপ্রপঞ্চং
সর্ব্বজ্ঞতাপরিসমাপ্তিনিতান্তভূমিঃ।
কিং পামরেণ জগদম্ব! নিবেদনীয়ং
যদ্যুক্তমাচর ভবানি! তবেঙ্গিতং স্যাৎ ॥ ৩৯ ॥
ব্রহ্মা সৃজত্যবতি বিষ্ণুরুমাপতিশ্চ
সংহারকারক ইয়ন্তু জনে প্রসিদ্ধিঃ।
কিং সত্যমেতদপি দেবি! তবেচ্ছয়া বৈ
কর্ত্তুং ক্ষমা বয়মজে! তব শক্তিযুক্তাঃ ॥ ৪০ ॥

অস্মাভিরিতি। যথাস্মিন্ ভুবনে অস্মাভির্ব্রহ্মাদয়ো দৃষ্টাঃ সন্তি তথান্যেষু ভুবনেষু কিং ন সন্তি সন্ত্যেব। কথমিদং ভবিষ্যতীতি চেত্তব বৈভবস্য চরিতং কো বেদ স কোপীত্যর্থঃ। তব বৈভবেন সম্ভবিষ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

জননীসুতয়োর্ম্মাতাপুত্রয়োরিব ব্যাপ্তিঃ সম্বন্ধঃ স্বস্বামিভাবঃ সদৈব ভূয়াৎ ॥ ৩৮ ॥

যতঃ সর্ব্বজ্ঞতায়াঃ পরিসমাপ্তের্নিতান্তভূমিশ্চরমভূমিস্ত্বমসি। ইঙ্গিতমভিপ্রেতম্ ॥ ৩৯ ॥

কিং সত্যমেতন্ন সত্যমিত্যর্থঃ। যতস্তবেচ্ছয়া তব শক্তিযুক্তা বয়ং কর্ত্তুং ক্ষমা নান্যথা তস্মাদিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

যেন আপনার এই রূপই নিরন্তর আমার মনোময় মন্দিরে প্রতিভাত হয়; আর আপনারই নাম যেন আমার মুখকুহরে সতত উচ্চারিত হয় এবং আমার চক্ষুর্দ্বয় যেন সর্ব্বদাই আপনার পাদপদ্মযুগল দর্শনে সমর্থ হয় ॥৩৭॥ আর্য্যে! আমি যেন আপনাকে নিত্য স্বামিনী বলিয়া মনে রাখিতে পারি এবং আপনিও আমাকে সর্ব্বদাই যেন এ আমার ভৃত্য এইরূপ মনে করেন; আমাতে এ ভাবটী কখনও যেন বিস্মৃত না হন্। জননি! অধিক আর কি জানাইব, আমাদিগের উভয়ত যেন চিরদিন অখণ্ডিতভাবে মাতৃপুত্রভাব দেদীপ্যমান থাকে ॥ ৩৮ ॥ জগদম্বিকে! এই অখিল বিশ্বমধ্যে এমন কোন বিষয়ই নাই যাহা আপনার অজ্ঞাত থাকিতে পারে, কারণ, আপনি সর্ব্বজ্ঞতার চরমভূমি। অতএব ভবানি! এ পামর আর আপনাকে অধিক কি জানাইবে। তথাপি যাহা কিছু বলা হইয়াছে, সে আপনার অভিপ্রেত মত; অতএব করুণাবিতরণ পূর্ব্বক মদুক্ত প্রার্থনাগুলি গ্রহণ করুন্ ॥৩৯॥ ভগবতি! ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন আর উমাপতি মহেশ্বর সংহার করিয়া থাকেন, লোকমধ্যে এই কথাই প্রসিদ্ধ; কিন্তু, মা! এইটী কি যথার্থ কথা? বস্তুতঃ আম

ধাত্রী ধরাধরসুতে! ন জগদ্বিভর্ত্তি
আধারশক্তিরখিলং তব বৈ বিভর্ত্তি।
সূর্য্যোঽপি ভাতি বরদে! প্রভয়া যুতস্তে
ত্বং সর্ব্বমেতদখিলং বিরজা বিভাসি ॥ ৪১ ॥
ব্রহ্মাঽহমীশ্বরবরঃ কিল তে প্রভাবাৎ
সর্ব্বে বয়ং জনিযুতা ন যদা তু নিত্যাঃ।
কেঽন্যে সুরাঃ শতমখপ্রমুখাশ্চ নিত্যা-
নিত্যা ত্বমেব জননী প্রকৃতিঃ পুরাণা ॥ ৪২ ॥
ত্বঞ্চেদ্ভবানি! দয়সে পুরুষং পুরাণং
জানেঽহমদ্য তব সন্নিধিগঃ সদৈব।
নোচেদহং বিভুরনাদিরনীহ ঈশো
বিশ্বাত্মধীরিতি তমঃপ্রকৃতিঃ সদৈব ॥ ৪৩ ॥

ত্বং প্রথমতো বিরজা নিগুর্ণাস্বরূপিণী বিভাসি পশ্চাত্তে প্রভয়া যুতঃ সূর্য্যো বিভাতি। তথাচ শ্রুতিঃ তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি ॥ ৪১ ॥

তে প্রভাবাত্তব শক্তের্ব্বয়ং সর্ব্বে জনিমন্তো জন্মবন্তো ন নিত্যাস্ততোঽন্যোঽস্মদপেক্ষয়া জন্মবান্ কো নিত্যঃ স্যাৎ ন কোপীত্যর্থঃ। কিন্তু ত্বমেব নিত্যেত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

ত্বঞ্চেদিতি। যদি পুরুষং পুরাণং ত্বং দয়সে দয়াঙ্করোষি ব্রহ্মাকারমনোবৃত্তিরূপব্রহ্মবিদ্যা-প্রদানেন তদা স স্বস্বরূপং জানীয়াদিতি শেষঃ। ইদং তব সন্নিধিগোঽহং জানে নিশ্চিনোমি।

যে আপনারই শক্তিবলে বলীয়ান্ হইয়া আপনারই ইচ্ছানুমত সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারে সমর্থ, এ কথা মহাত্মা তত্ত্বদর্শী ব্যতীত অপরে কে বুঝিতে পারে? ॥ ৪০ ॥ গিরিবর-তনয়ে! আপনি স্বরূপত গুণাতীতা হইয়াও সৃষ্টিকালে স্বীয় মায়াশক্তিকে সমাশ্রয় করিয়া সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন; অতএব, সত্য সত্য এই পৃথিবী বিশ্ব জগতের ধারয়িত্রী নহে, প্রকৃতপক্ষে আপনার আধারশক্তিই অখিল জগতের ধারণকর্ত্রী; অন্যের কথা কি, স্বয়ং সূর্যদেবও আপনার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া বিশ্ব সংসার প্রকাশ করিয়া থাকেন। বরদে! এ জগতে এমন কোন বস্তু নাই যাহা আপনা ভিন্ন প্রকাশ পাইতে পারে, বস্তুত আপনি স্বীয় স্বরূপ শক্তি দ্বারা অখিল জগৎকে প্রকাশিত করিয়া নিরন্তর স্বয়ম্প্রভারূপে প্রতিভাসিত হইতেছেন ॥ ৪১ ॥ মাতঃ! আমি, ব্রহ্মা বা মহাদেব আমরা তিন জনও যখন আপনার প্রভাবে বারংবার জন্মপরিগ্রহ করি সুতরাং নিত্য পদার্থ নহি, তখন, নিরন্তর জন্ম মৃত্যুর অধীন ইন্দ্র প্রভৃতি অপর আর কোন্ দেবতা নিত্য হইতে পারে? বস্তুত আপনিই একমাত্র নিত্যপদার্থ, কেননা আপনিই এই অনন্ত বিশ্বের উৎপাদনকর্ত্রী সনাতনী মূলপ্রকৃতি ॥ ৪২ ॥ ভবানি! সম্প্রতি আমি আপনার সন্নিকর্ষে বাস

বিদ্যা ত্বমেব ননু বুদ্ধিমতাং নরাণাং
শক্তিস্ত্বমেব কিল শক্তিমতাং সদৈব।
ত্বং কীর্ত্তিকান্তিকমলামলতুষ্টিরূপা
মুক্তিপ্রদা বিরতিরেব মনুষ্যলোকে ॥ ৪৪ ॥
গায়ত্র্যসি প্রথমবেদকলা ত্বমেব
স্বাহা স্বধা ভগবতী সগুণার্দ্ধমাত্রা।
আম্নায় এব বিহিতো নিগমো ভবত্যা
সঞ্জীবনায় সততং সুরপূর্ব্বজানাম্ ॥ ৪৫ ॥
মোক্ষার্থমেব রচয়স্যখিলং প্রপঞ্চং
তেষাং গতাঃ খলু যতো ননু জীবভাবম্।
অংশা অনাদিনিধনস্য কিলানঘস্য
পূর্ণার্ণবস্য বিততা হি যথা তরঙ্গাঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্যথা বিদ্যাবত্ত্বেনানেকাহঙ্কারাদিধর্ম্মবাংস্তমঃপ্রকৃতির্মূঢ়প্রকৃতিরেব স্যাৎ বিভুরহমনাদিরহমনীহোঽহমীশোহমিত্যাদয়োঽহঙ্কারধর্ম্মাস্তদ্বান্ স্যাৎ স পুরুষস্তথা নজ্ঞ্যাতেবেতি ভাবঃ॥৪৩-৪৪॥

সুরপূর্ব্বজানাং দেবাদিজীবানামপি সঞ্জীবনায় রক্ষণায় মোক্ষায় চাম্নায়রূপঃ শাস্ত্ররূপোঽম্নসত্রস্থানীয়ো নিগম এব বিহিতো ভবত্যৈ তাদৃশী ত্বং দয়াবত্যসীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

মোক্ষার্থমেবেতি। সমুদ্রতরঙ্গবদনাদিনিধনস্য ব্রহ্মণো যেঽংশা জীবভাবং গতাস্তেষাং মোক্ষপ্রাপ্ত্যর্থমেব স্বপ্রয়োজনাভাবেঽপি প্রপঞ্চং কষ্টেন রচয়স্যেতাদৃশ্যতিদয়াবত্যসীতিভাবঃ ॥৪৬॥

করিয়া ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি যে, যদি আপনি পুরাণপুরুষের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যার উদয় করিয়া দেন তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ নিজ স্বরূপ জানিতে সমর্থ হয়, অন্যথা সর্ব্বদাই বিমূঢ় প্রকৃতি হইয়া কেবল আমি বিভু আমি অনাদি পুরুষ আমিই বিশ্বের আত্মা ঈশ্বর, ইত্যাদি বিবিধ অহঙ্কারে সমাচ্ছন্ন হয় মাত্র !! ॥ ৪৩ ॥ জননি ! অধিক আর কি বলিব, এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আপনিই বুদ্ধিমান্ মানবগণের বিদ্যা এবং আপনিই সমস্ত শক্তিমান্, জীবগণের সর্ব্বশক্তিস্বরূপা ; আপনিই কমলা (লক্ষ্মী) কান্তি, কীর্ত্তি ও বিমল সন্তোষ স্বরূপা। দেবি ! এই মনুষ্যলোক মধ্যে মুক্তিপ্রদ বৈরাগ্যও আপনি ॥ ৪৪ ॥ মাতঃ ! বেদের জননী গায়ত্রীরূপাও আপনি এবং স্বাহা ও স্বধাদি সমস্ত শক্তিই আপনি, ফলত সর্ব্বৈশ্বর্য্যস্বরূপিণী ত্রিগুণাত্মিকা বা অর্দ্ধমাত্রা-স্বরূপা তুরীয়রূপা এ সমস্তই আপনি ; বিশ্বব্যাপী মহাসাগরের তরঙ্গমালার ন্যায় সেই অনাদিনিধন (জন্মমরণ-পরিবর্জ্জিত) বিমলানন্দ-স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম-সনাতনের অংশ স্বরূপ, যাঁহারা দেবতা প্রভৃতি জীবত্ব লাভ করিয়াছে তাহাদিগের রক্ষা ও মুক্তির নিমিত্ত আপনি এই অখিল প্রপঞ্চময় সৃষ্টি রচনা এবং বেদাদি শাস্ত্র বিধান করিয়া থাকেন ॥ ৪৫—৪৬ ॥ মাতঃ ! আপনার

জীবো যদা তু পরিবেত্তি তবৈব কৃত্যং
ত্বং সংহরস্যখিলমেতদিতিপ্রসিদ্ধম্।
নাট্যং নটেন রচিতং বিতথেঽন্তরঙ্গে
কার্য্যে কৃতে বিরমসে প্রথিতপ্রভাবা ॥ ৪৭ ॥
ত্রাতা ত্বমেব মম মোহময়াদ্ভবাব্ধে-
স্ত্বামম্বিকে! সততমেমি মহার্ত্তিদে! চ।
রাগাদিভির্ব্বিরচিতে বিতথে কিলান্তে
মামেব পাহি বহুদুঃখকরে চ কালে ॥ ৪৮ ॥
নমো দেবি! মহাবিদ্যে! নমামি চরণৌ তব।
সদা জ্ঞানপ্রকাশং মে দেহি সর্ব্বার্থদে! শিবে! ॥ ৪৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবতে মহাপুরাণেঽষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিষ্ণুকৃতশ্রীদেবীস্তোত্রকথনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

জীবো যদেতি। যদা জীবঃ। কৃত্যং কর্ত্তৃত্বাদিকং তত্রৈব ত্বৎকর্ত্তৃকমেব পরিবেত্তি জানাতি ন স্বকর্ত্তৃকম্। স্বয়ং ত্বসঙ্গোদাসীন এবাহমিতি বিবেকতো জানাতি। তথা অখিলমেতত্ত্বমেব সংহরসীত্যপি প্রসিদ্ধং জানাতি। তদা ত্বং জীবস্যাসঙ্গত্বাদিজ্ঞানস্য সত্ত্বাদ্বিরমসে উপশমং প্রাপ্নোষি স্বকৃত্যাৎ। তত্র দৃষ্টান্তো যথা বিতথে মিথ্যারূপেঽন্তরঙ্গেঽতিরহস্যে চমৎকাররূপে কার্য্যে কৃতে নটেন রচিতং নাট্যং যথা বিরমতে তথেত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

ত্রাতা ত্বমেবেতি। মোহময়াদ্ভবাব্ধেঃ সকাশান্মম ত্রাতা ত্বমেব নান্যঃ। এমি অত শরণমিতি শেষঃ। মহার্ত্তিদে! চেত্যুত্তরেণ কালে ইত্যনেনান্বেতি। অন্তকালে নাশকালে ইত্যর্থঃ ॥৪৮-৪৯॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

প্রভাবের সীমা নাই, কিন্তু জীব যখন বিবেক বিজ্ঞানবলে জানিতে পারে যে নট রচিত অতি চমৎকৃত অথচ মিথ্যাভূত নাট্যাভিনয়ের ন্যায় এই অনির্ব্বচনীয় রহস্য রূপ জগতের রচনা ও সংহারাদি প্রসিদ্ধ ব্যাপার সমস্তই আপনার কার্য্য এবং নিজে অসঙ্গ ও নিষ্ক্রিয় রূপ তখনই আপনি তাহার সম্বন্ধে সমস্ত কার্য্য কলাপ হইতে বিরত হয়েন ॥ ৪৭ ॥ হে অম্বিকে! মোহময় ভবসাগর হইতে আপনিই আমার ত্রাণকর্ত্রী অতএব আমি নিরন্তর আপনার শরণাগত হইলাম; জননি! রাগদ্বেষাদিজনিত মহতীপীড়াপ্রদ সর্ব্বানর্থকর বহুদুঃখজনক অন্তিমকালে আমায় রক্ষা করিবেন ॥ ৪৮ ॥ হে সর্ব্বমঙ্গলরূপিণি! আপনিই ভক্তের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী, অতএব হে মহাদেবি! আমি আপনার চরণযুগলে প্রণাম করি; আপনি এইরূপ কৃপা করুন্ যেন ক্ষণকালের জন্যও আমি তত্ত্ববোধ বিস্মৃত না হই ॥ ৪৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্দেবীভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বিষ্ণুকৃত মহাদেবীস্তোত্র কথন নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বিরতে বিষ্ণৌ দেবদেবে জনার্দ্দনে।
উবাচ শঙ্করঃ শর্ব্বঃ প্রণতঃ পুরতঃ স্থিতঃ ॥ ১ ॥

শিব উবাচ।

যদি হরিস্তবদেবি বিভাবজ-
স্তদনু পদ্মজ এব তবোদ্ভবঃ।
কিমহমত্র তবাপি ন সদ্গুণঃ
সকললোকবিধৌ চতুরা শিবে ! ॥ ২ ॥

ত্বমসি ভূসলিলং পবনস্তথা
খমপি বহ্নিগুণশ্চ তথা পুনঃ।
জননি ! তানি পুনঃ করণানি চ
ত্বমসি বুদ্ধিমনোঽপ্যথ হঙ্কৃতিঃ ॥ ৩ ॥

চত্বারিংশৎপদ্যৈকেস্তু ষট্পদ্যৈরধিকৈরথ।
হরস্তত্যুত্তরং ব্রহ্মস্তুতিরত্রাপি বর্ণ্যতে॥

ব্রহ্মা নারদং প্রত্যাহ। ইত্যুক্ত্বেতি ॥ ১ ॥

যদীতি। হে দেবি ! যদি হরিস্তব বিভাবজঃ পরাক্রমাজ্জাতস্তর্হি তস্য বিষ্ণোরনু পশ্চাজ্জায়মানঃ পদ্মজো ব্রহ্মাপি তবোদ্ভবঃ ত্বজ্জন্য এব। যদেবমস্তি তত্রাহং সদ্গুণস্তমোগুণবান্ তব ত্বজ্জন্যো ন কিং অপি তু ত্বজ্জন্য এব। গুণত্রয়স্য ত্বৎসম্বন্ধিত্বাদস্মাকং চ তদাত্মকত্বাৎ। যতস্ত্বং সকললোকবিধানে চতুরাসি ততোঽস্মাকং জননং ত্বয়া কথং কৃতমিত্যত্র কিমাশ্চর্য্যম্ ॥ ২ ॥

ত্বমসীতি। বহ্নিগুণস্বরূপতাপ্রতিপাদনং বহ্নিস্বরূপতাপ্রতিপাদনস্যাপ্যুপলক্ষণম্। করণানি জ্ঞানেন্দ্রিয়কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি। অথ অহঙ্কৃতিরহঙ্কারঃ। শকন্ধাদিত্বাৎ পররূপম্ ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ ! দেবাদিদেব জনার্দ্দন বিষ্ণু এই বলিয়া বিরত হইলে সর্ব্বসংহারক শঙ্কর প্রণিপাত পূর্ব্বক দেবীর সম্মুখীন হইয়া বলিতে লাগিলেন ॥১॥ দেবি ! হরি যদি আপনার প্রভাব হইতে উৎপন্ন হইলেন এবং তদনন্তর পদ্মযোনিও যদি আপনা হইতে জন্মগ্রহণ করিলেন, তবে তমোগুণান্বিত হইয়া আমিও আপনার সৃষ্টপদার্থ কেন না হইব ? শিবে ! সৃষ্টি বিষয়ে আপনার চাতুর্য্য সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইতেছে, অতএব, আমার উৎপত্তি যে আপনা হইতেই হইয়াছে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ॥ ২ ॥ জননি ! আপনিই ভূমি, জল,

কর্ত্তাহং প্রকরোমি সর্ব্বমখিলং ব্রহ্মাণ্ডমত্যদ্ভুতং
কোঽন্যস্তীহ চরাচরে ত্রিভুবনে মত্তঃ সমর্থঃ পুমান্।
ধন্যোঽস্ম্যত্র ন সংশয়ঃ কিল যদা ব্রহ্মাস্মি লো-
মগ্নোঽহং ভবসাগরে প্রবিততে গর্ব্বাভি-
অদ্যাহং তব পাদপঙ্কজপরাগা-

...মৃত্তিবিদুষাং ... বেৎ।
যদি তদা কথমদ্য চ তৎস্ফুটং
প্রভবতীতি তবাম্ব! কলামৃতে ॥ ৫ ॥
ভবসি সর্ব্বমিদং সচরাচরং
ত্বমজবিষ্ণুশিবাকৃতিকল্পিতম্।
বিবিধবেশবিলাসকুতূহলৈ-
র্ব্বিরমসে রমসেঽম্ব! যথারুচি ॥ ৬ ॥

ন চ বিদন্তীতি। যে নিখিলং জগদ্বিষ্ণুহরব্রহ্মকৃতমিত্যন্যথা বদন্তি তে ন শাস্ত্রসিদ্ধান্তং বিদন্তি জানন্তি। যতস্তে ত্রয়স্তব কৃতাস্ত্বয়া কৃতা এব জগদ্বিরচয়ন্তি। তস্মাত্ত্বমেব সকলজগৎকর্ত্রীতি সিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

নন্বু পঞ্চমহাভূতৈরেব জগচ্ছৎপদ্যতাং নেশ্বরস্যোপযোগ ইতিচেত্তত্রাহ অবনীতি। যদি পঞ্চভূতৈর্ব্বিষয়সহিতৈর্গুণসহিতৈঃ শব্দস্পর্শাদিসহিতৈশ্চ জগদ্ভবেদিতিমতং তদা তদ্ভূতপঞ্চকং তব কলাং চিদংশরূপামৃতে কথং স্ফুটং ভবেৎ তস্য ভূতপঞ্চকস্য দৃশ্যত্বেন কার্য্যত্বাৎ কার্য্যস্য কর্ত্রপেক্ষত্বাৎকশ্চিচ্চেতনঃ কর্ত্তাপেক্ষিত এবেতি ত্বমেব জগৎকর্ত্রীতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

একোঽহং বহুস্যাং প্রজায়েয়ং ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়ত ইতিশ্রুতেরেকৈব ত্বমনেকরূপা ভবসীত্যাহ। ভবসীতি। বিবিধবেশৈর্বে বিলাসাঃ ক্রীড়াস্তাসু কুতূহলৈরাশ্চর্য্যৈ রমসে ক্রীড়সে বিরমসে ক্রীড়ানন্তরং প্রলয়কালে বিরামং চ প্রাপ্নোষি। তথাচ ব্যাসসূত্রম্। লোকবত্ত লীলাকৈবল্যমিতি ॥ ৬ ॥

বহ্নি, পবন ও আকাশ এবং আপনিই রসনাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় আপনিই বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কারস্বরূপা ॥ ৩ ॥ অতএব যাহারা অন্যথা অর্থাৎ এই অখিল জগৎ হরিহর-বিরিঞ্চি-বিরচিত বলিয়া বর্ণনা করে, তাহারা যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া ভ্রম বশতঃ মিথ্যা বলিয়া থাকে, ফলতঃ! তাহারা নিশ্চয়ই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বুঝিতে পারে না। কেননা, হরি প্রভৃতি তিনজনই আপনাকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া আপনার এই চরাচর জগতের রচনা করিতেছে ॥ ৪ ॥ জননি! যদি শব্দাদি প্রভৃতি গুণ-সমন্বিত ভূমি জল বহ্নি বায়ু ও আকাশ প্রভৃতি পঞ্চমহাভূত দ্বারা জগৎ নির্ম্মিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই কার্য্যাত্মক সগুণ মহাভূত পঞ্চক আপনার চিদংশ ব্যতিরেকে কিরূপে ব্যক্ত হইল? ॥ ৫ ॥ মাতঃ শিবে! আপনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপিণী হইয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং আপনিই আবার অখিল চরাচর

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

যদি দ[illegible] [illegible]বিষ্ণৌ দেবদেবে জনার্দ্দনে।
কথমহং বিহিতশ্চ [illegible]
কমলজশ্চ রজোগুণসম্ভবঃ
সুবিহিতঃ কিমু সত্ত্বগুণো হরিঃ ॥ ৮ ॥
যদি ন তে বিষমা মতিরম্বিকে।
কথমিদং বহুধা বিহিতং জগৎ।
সচিবভূপতিভৃত্যজনাবৃতং
বহুধনৈরধনৈশ্চ সমাকুলম্ ॥ ৯ ॥

অস্মাসু যৎ কর্ত্তৃত্বং তত্তু ত্বৎসৃষ্টপদার্থেষ্বেবাকারান্তরোৎপাদকত্বং ঘটং প্রতি কুলালস্যেবেত্যাহ। সকললোকেতি। এতে বয়ং ভবেম জগৎকর্ত্তারো ভবামঃ। কদা। যদা ত্বৎপদরজো ভূজলাদিকং সমধিগম্য প্রাপ্য তস্যাকারবিশেষং চক্রিম কৃতবন্তস্তদেত্যর্থঃ। ইতিপূর্ব্বকল্পীয়কথা স্মারিতা॥ ৭ ॥

যদি দয়ার্দ্রেতি। যদি দেবি ত্বং দয়াবতী নাসি তদা প্রলয়কালে সুষুপ্তিমূর্চ্ছাগতেভ্যোঽস্মভ্যং তত্তদ্‌গুণোপাধিকং জ্ঞানযোগ্যং দেহং কো দদ্যাদ্‌যতো দেহো দত্তস্তস্মাদ্‌দয়াবতীত্বাত্তব মষ্যপি দয়াং কুর্ব্বিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

নন্বু মম সর্ব্বে প্রাণিনঃ সমা এবেতিকথং তাম্বিহায় ত্বহ্যপর্য্যেব দয়া কর্ত্তব্যেতি চেত্তত্রাহ। যদি ন তে ইতি। যদি তব বিষমা মতির্নাস্তি কিন্তু সমৈব তর্হি সর্ব্বে প্রাণিনঃ সমদুঃখসুখাঃ কিমিতি ন কৃতা বিষমাশ্চ কৃতাস্তত্তৎপ্রাণিকৃতকর্ম্মবশাত্তস্মাত্তবাপি জগৎকর্ম্মবশাদ্বিষমা মতিরস্ত্যেবেতি মষ্যপি ভক্তিপ্রেমযুক্তে দয়াং কুর্ব্বিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, এইরূপ বিবিধ ক্রীড়া কৌতুক দ্বারা আপনি আপন ইচ্ছানুসারে কখনও লীলা করিতেছেন, কখনও বা (প্রলয়ে) তাহা হইতে বিরত হইতেছেন ॥ ৬ ॥ জননি! ব্রহ্মা বিষ্ণু ও আমি যখন অখিল জগতের সৃষ্টিকরণাভিলাষী হইয়া তত্তৎকার্য্যের কর্ত্তৃত্বে নিযুক্ত হই, তখন সে কেবল আপনার চরণকমলের ভূজলাদিরূপ স্বচ্ছরজঃ প্রাপ্ত হইয়াই তাহা সম্পাদন করিয়া থাকি ॥ ৭ ॥ মাতঃ! আপনি যদি দয়াবতী না হইবেন, তবে বিশ্বস্রষ্টা অজযোনি রজোগুণসম্পন্ন, অখিল-লোকপালক হরি সত্ত্বগুণসম্পন্ন এবং সংসার-সংহারক আমিই বা কিরূপে তমোগুণসম্পন্ন হইতে পারিতাম? ॥ ৮ জগদম্বিকে! জীবগণকে কর্ম্মফল প্রদান করিবার নিমিত্ত যদি আপনার বিষমা মতিই না থাকিবে তবে, ভূপতি, অমাত্য ও ভৃত্যজন পরিবৃত এবং বহুধন ও নির্দ্ধন পরিপূরিত এ

কর্ত্তাহং প্রকরোমি সর্ব্বমখিলং ব্রহ্মাণ্ডমত্যদ্ভুতং
কোঽন্যস্তীহ চরাচরে ত্রিভুবনে মত্তঃ সমর্থঃ পুমান্ ।
ধন্যোঽস্ম্যত্র ন সংশয়ঃ কিল যদা ব্রহ্মাস্মি লোকাধি[illegible]
মগ্নোঽহং ভবসাগরে প্রবিততে গর্ব্বাভি[illegible]
অদ্যাহং তব পাদপঙ্কজপরাগাদান[illegible]

কমলজে[illegible]তৈম বৈ ।
পথি গতৈর্ভুবনানি কৃতানি বা
কথয় কেন ভবানি ! নবানি চ ॥ ১১ ॥
সৃজসি পাসি জগজ্জগদম্বিকে !
স্বকলয়া কিয়দিচ্ছসি নাশিতুম্ ।
রময়সে স্বপতিং পুরুষং সদা
তব গতিং ন হি বিদ্ম বয়ং শিবে ! ॥ ১২ ॥

নন্বু যুষ্মভ্যং পূর্ব্বং জগন্ময়া কেন সাধনেন নির্ম্মিতং তত্রাহ। তব গুণা ইতি। তব গুণত্রয়মেব জগৎ কর্ত্তুং সমর্থমিত্যর্থঃ। তর্হি ভবন্তঃ কথং জগতাং কারণমিতি চেত্তত্রাহ। হরিহরেতি। ত্বৎসৃষ্টপদার্থানাং পঞ্চমহাভূতানামাকারবিশেষরূপাণাং ত্রিজগতাং কারণং বয়ং ত্বয়া রচিতাঃ। ত্বৎসৃষ্টপদার্থেষ্বহঙ্কারাদিষু জগদাকারবিশেষোৎপাদকত্বমেবাস্মাকং কারণত্বং ন ততোঽতিরিক্তমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

যদি ত্বদ্গুণানাং কর্ত্তৃত্বং ন স্যাত্তদাহ। পরিচিতানীতি ময়া হরিণা চ বিমানগতেন কমলজেন চ এতৈরস্মাভিঃ পথি গতানি নবানি ভুবনানি দৃষ্টানি তানি কেন কৃতানীতি- কথয়। নহ্যস্মাকং তৎকর্ত্তৃত্বং কিন্তু ত্বদ্গুণানামেবেতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

তস্মাত্ত্বমেব জগৎস্রষ্ট্রীত্যাহ। সৃজসীতি। কথং জগদেকাকিনী সৃজসীতি তব লীলাং ন বিদ্ম ইতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

অখিল জগৎ বহুপ্রকারে বিভক্ত হইবে কেন ? ॥ ৯ ॥ জননি ! সর্ব্বকালেই আপনার গুণত্রয়ই জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহরণে সমর্থ, তবে আপনি ইচ্ছানুসারে হরি, হর ও বিরিঞ্চিকে ত্রিজগতের কারণরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন ॥ ১০ ॥ ভবানি ! যদি জগতের সৃষ্ট্যাদিতে আপনার গুণত্রয়ের কর্ত্তৃত্বই না থাকিবে তবে আমি হরি ও বিরিঞ্চি যখন বিমানযোগে গগন দিয়া গমন করিয়াছিলাম, তখন পথিমধ্যে বিরচিত নব নব ভুবন সকল কি প্রকারে দেখিতে পাইলাম ? আপনি তাহার কারণ বলুন ॥ ১১ ॥ জগদম্বিকে ! আপনি স্বকীয়কলা মায়া দ্বারা এই অনন্ত জগতের সৃষ্টি এবং পালন করিতেছেন আবার তাহার দ্বারাই সংহার করিবার ইচ্ছা করিতেছেন। আপনি স্বীয়পতি পুরুষের সহিত সততই রমণ করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করিতেছেন, দেবি ! আমরা আপনার কার্য্যবিধি অবগত হইতে কিরূপে সমর্থ

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ন রুচিরা[illegible] [illegible]শিক্ষো দেবদেবে জনার্দ্দনে ।
তব বিহায় শিবে ! ভুবনেষ্বপি
নিবসিতুং নরদেহমবাপ্য চ
ত্রিভুবনস্থ পতিত্বমবাপ্য বৈ ॥ ১৪ ॥

সুদতি ! নাস্তি মনাগপি মে রতি-
র্যুবতিভাবমবাপ্য তবান্তিকে ।
পুরুষতা ক সুখায় ভবত্যলং
তব পদং ন যদীক্ষণগোচরঃ ॥ ১৫ ॥

ত্রিভুবনেষু ভবত্বিয়মম্বিকে !
মম সদৈব হি কীর্ত্তিরনাবিলা ।
যুবতিভাবমবাপ্য পদাম্বুজং
পরিচিতং তব সংসৃতিনাশনম্ ॥ ১৬ ॥

ভুবি বিহায় তবান্তিকসেবনং
ক ইহ বাঞ্ছতি রাজ্যমকণ্টকম্ ।
ত্রুটিরসৌ কিল যাতি যুগাত্মতাং
ন নিকটং যদি তেঽঙ্ঘ্রিসরোরুহম্ ॥ ১৭ ॥

ভগবতীসান্নিধ্যং প্রার্থয়তে । জননীতি ॥ ১৩—১৫ ॥
পরিচিতং সেবিতম্ ॥ ১৬—১৭ ॥

হইব ? ॥ ১২ ॥ জননি ! আমরা রমণীভাব প্রাপ্ত হইয়াছি আপনি আমাদিগকে চরণাম্বুজ সেবনে নিয়োজিত করুন ; পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া আপনার পাদপদ্ম-বিরহিত হইলে আমরা কোথায় আর সুবিমল সুখ লাভ করিতে পারিব ? ॥ ১৩ ॥ শিবে ! আপনার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিয়া ভুবন মধ্যে নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া ত্রিভুবনের আধিপত্য লাভ করিতেও আমার অভিলাষ নাই ॥ ১৪ ॥ সুবদনে ! আপনার নিকট যুবতিভাব প্রাপ্ত হইয়া পুরুষতায় আমার আর কিছুমাত্রই অনুরাগ নাই, যদি আপনার চরণ কমল নয়ন গোচর না হইল, তবে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে আর কি সুখলাভ হইবে ? ॥ ১৫ ॥ জগদম্বিকে !

কর্ত্তাহং প্রকরোমি সর্ব্বমখিলং ব্রহ্মাণ্ডমত্যদ্ভুতং
কোঽন্যস্তীহ চরাচরে ত্রিভুবনে মত্তঃ সমর্থঃ পুমান্।
ধন্যোঽস্ম্যত্র ন সংশয়ঃ কিল যদা ব্রহ্মাস্মি লোকাতি-
মগ্নোঽহং ভবসাগরে প্রবিততে গর্ব্বাভিবেশ-
অদ্যাহং তব পাদপঙ্কজপরাগাদানগ-
[illegible] যথার্থব্রাজুভির্যথা।
তব পদাব্জপরাগনিষেবণা-
দ্ভবতি মুক্তিরজে! ভবসাগরাৎ ॥ ১৯
কুরু দয়াং দয়সে যদি দেবি! মাং
কথয় মন্ত্রমনাবিলমদ্ভুতম্।
সমভবম্প্রজপন্ সুখিতো হ্যহং
সুবিশদঞ্চ নবার্ণমনুত্তমম্ ॥ ২০ ॥

এতাদৃশন্ত্বৎপদাম্বুজং যে ন ভজন্তি তে হতভাগ্যা ইত্যাহ। তপসীতি। বিভবে ঐশ্বর্য্যে তপোরূপে সত্যপি পরাভবো মোক্ষাৎ সকাশাৎ পরিকল্পিতো জাতস্তেষামিত্যর্থঃ॥ ১৮ ॥

তস্মান্ন তপসেতি। ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুরিত্যাদিশ্রুতেঃ। অহমেব স্বয়মিদংবদামি জুষ্টন্দেবেভিরুতমানুষেভিঃ। কাময়ে যং যং কাময়ে হহং তন্তমুগ্রঙ্কৃণোমি তম্ব্রহ্মাণন্তমৃষিন্তং সুমেধমিতি শ্রুতেশ্চ। তবপদাব্জনিষেবণাদ্যথা মুক্তিঃ সা চ ঝটিতি ভবতি তথা ন কুত্রাপীতি ভাবঃ॥ ১৯ ॥

প্রজপন্ সুখিতঃ সমভবমিত্যন্বয়ঃ॥ ২০ ॥

যে, যুবতিভাব প্রাপ্ত হইয়া আপনার সংসারযাতনা-প্রশমংকারি চরণপদ্মের পরিচর্য্যা লাভ করিলাম, আমার এই নির্ম্মলকীর্ত্তি ত্রিভুবন মধ্যে সততই পরিকীর্ত্তিত হউক ॥ ১৬ ॥ আপনার পাদপদ্মের সান্নিধ্য সেবা পরিত্যাগ করিয়া কোন্ ব্যক্তি অবনিতলে যাইয়া অকণ্টক রাজ্য লাভে বাসনা করিয়া থাকে? তোমার চরণসরোজ যাহার সন্নিহিত না হয়, এই দুর্ভাগ্যত্বাজন্ত তাহাকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া যুগপরিমিত কাল তাহার ফলভোগ করিতে হয় ॥ ১৭ ॥ জননি! যে নির্ম্মলবুদ্ধি মুনিগণ আপনার চরণাম্বুজের পূজা পরিহার করিয়া তপস্যায় নিরত হন, তাঁহারা নিশ্চিতই বিধাতৃকর্ত্তৃক প্রতারিত হন, তাঁহাদের তপোরূপ বিভব বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহারা মোক্ষপ্রাপ্ত না হইয়া কেবল আপনার গুণত্রয়ের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥ আপনার পাদপদ্মের পূজা ব্যতিরেকে কেহই তপস্যা, যম, সমাধি অথবা বেদবিহিত যজ্ঞানুষ্ঠানাদি কোনও প্রকারে সংসারসাগর হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। কেননা, জন্মমৃত্যুবিহীন পদার্থের শরণ গ্রহণ ব্যতীত কদাচ তাহা হইতে পরিত্রাণের উপায়ান্তর নাই ॥ ১৯ ॥ করুণাময়ি! যদি আপনি

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

শিক্ষো দেবদেবে জনার্দ্দনে।
ইত্যুক্তা সা তদা দেবী [illegible]।
উচ্চচারাম্বিকা মন্ত্রং প্রস্ফুটঞ্চ নবাক্ষরম্ ॥ ২২ ॥
তং গৃহীত্বা মহাদেবঃ পরাং মুদমবাপ হ।
প্রণম্য চরণৌ দেব্যাস্তত্রৈবাবস্থিতঃ শিবঃ ॥ ২৩ ॥
জপন্নবাক্ষরং মন্ত্রং কামদং মোক্ষদং তথা।
বীজযুক্তং শুভোচ্চারং শঙ্করস্তুষ্টিবাংস্তদা ॥ ২৪ ॥
তং তথাবস্থিতং দৃষ্ট্বা শঙ্করং লোকশঙ্করম্।
অবোচন্তাং মহামায়াং সংস্থিতোঽহং পদান্তিকে ॥ ২৫ ॥
ন বেদাস্ত্বামেবং কলয়িতুমিহাসন্ন পটবো
যতস্তে নোচুস্ত্বাং সকলজনধাত্রীমবিকলাম্।
স্বাহাভূতা দেবী সকলমখহোমেষু বিহিতাং
তদা ত্বং সর্ব্বজ্ঞা জননি! খলু জাতা ত্রিভুবনে ॥ ২৬ ॥

নন্থ নবার্ণমন্ত্রোঽস্তীত্যেব প্রথমন্তস্বয়া কথং জ্ঞাতমিতি চেত্তত্রাহ। প্রথমজন্মনীতি। পূর্ব্ব-জন্মনি ময়া গুরোঃ সকাশাদধিগতঃ প্রাপ্তঃ স্থিতঃ। স ইহ জন্মন্যধুনা ন বিভাতি বিস্মৃতস্তথাপি সংস্কারস্ত তিষ্ঠতি তস্মাৎ স্মরণজ্ঞাতমিতি ভাবঃ। নবাক্ষর ইতি। নবার্ণচণ্ডিকামন্ত্র ইত্যর্থঃ। তদ্বিধানঞ্চ নবমষষ্ঠাস্তিমাধ্যায়ে বক্ষ্যতি। অনেন চ ব্রহ্মাদীনা শ্রীবত্বং স্পষ্টমেবোক্তম্॥২১-২৩॥

বীজযুক্তং বাক্কামমায়াযুক্তম্ ॥ ২৪—২৫ ॥

আমার প্রতি দয়া করেন তবে আমাকে সেই অনন্তবীর্য্যজনক নির্ম্মল চণ্ডিকা মন্ত্রের উপদেশ করুন, দেবি! আমি সেই সর্ব্বশ্রেয়স্কর অত্যুত্তম নবাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া সুখী হইতে পারিব সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥ জননি! আমি পূর্ব্বজন্মে গুরুর নিকট হইতে নবাক্ষর মন্ত্র লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু ইহ জন্মে তাহা স্ফুরিত হইতেছে না, তারিণি! এখন আপনি আমাকে সেই মন্ত্রের উপদেশ করিয়া ভবার্ণব হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ! অমিততেজা মহাদেব এইরূপ স্তুতি করিলে পর, দেবী অম্বিকা পরিস্ফুটরূপে নবাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন ॥ ২২ ॥ মহাদেব তাহা প্রাপ্ত হইয়া পরম আনন্দিত হইলেন এবং দেবীর চরণযুগলে প্রণিপাত পূর্ব্বক সেই স্থানেই অবস্থিতি করিয়া

কর্ত্তাহং প্রকরোমি সর্ব্বমখিলং ব্রহ্মাণ্ডমত্যদ্ভুতং
কোঽন্যস্তীহ চরাচরে ত্রিভুবনে মত্তঃ সমর্থঃ পুমান্।
ধন্যোঽস্ম্যত্র ন সংশয়ঃ কিল যদা ব্রহ্মাস্মি লোকাতিগো
মগ্নোঽহং ভবসাগরে প্রবিততে গর্ব্বাভিবেশাদিতি ॥ ২৭ ॥
অদ্যাহং তব পাদপঙ্কজপরাগাদানগর্ব্বেণ বৈ
ধন্যোঽস্মীতি যথার্থবাদনিপুণো জাতঃ প্রসাদাচ্চ তে।
যাচে ত্বাং ভবভীতিনাশচতুরাং মুক্তিপ্রদাং চেশ্বরীং
হিত্বা মোহকৃতং মহার্ত্তিনিগড়ং ত্বদ্ভক্তিযুক্তং কুরু ॥ ২৮ ॥

ন বেদা ইতি। বেদাত্বামেবং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টাঙ্কলয়িতুং জ্ঞাতুম্পটবো নাসন্ ইতি ন কিন্তর্হি পটব এব। যতস্ত্বাং সকলজনধাত্রীমবিকলাং ক্ষুদ্রকর্ম্মণি যজ্ঞাদিষু নোচুস্তদেতত্ত্বন্মহিমজ্ঞানাভাবে সম্ভবতি কিং নৈব সম্ভবতি তস্মাজ্জানন্ত্যেব তে। নমু তর্হি সর্ব্বথা ন জানন্তি মামতো নোচুরিত্যেব কিং ন স্যাত্তত্রাহ। স্বাহাভূতেতি। যদি ত্বাং সর্ব্বথা ন জানন্তি তর্হি ত্বদেকদেশভূতশক্তিঃ স্বাহাভূতা কথং সকলমখহোমেষু বিহিতা তৈস্তস্মাজ্জানন্ত্যেব তে। অতএব তব বেদৈকবেদ্যত্বমস্ত্যেব। যতস্ত্বং ক্ষুদ্রকর্ম্মণি ন বিহিতা ততএব ত্বং সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বোত্তরা জাতা নত্বিন্দ্রাদিক্ষুদ্রদেবগণপংক্তিস্থা জাতেতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

ভক্ত্যাভিনিবেশাৎ স্বধন্যতাং বর্ণয়তি কর্ত্তাহমিতি শ্লোকদ্বয়েন। কর্ত্তাহং ধন্যোঽস্মীত্যাদ্যে-তাদৃশাভিমানেন কেবলগর্ব্বাভিনিবেশান্মোহসাগরে মগ্নঃ স্থিতঃ। বিলক্ষণগুণাভাবেঽভিমানস্য মূর্খধর্ম্মত্বাৎ ॥ ২৭ ॥

যদ্যপ্যেতাবৎ কালপর্য্যন্তমেতাদৃশঃ স্থিতস্তথাপ্যদ্যাহং ধন্যোঽস্মীতি বক্তা। যথার্থবাদনিপুণো যথার্থবক্তা জাতোঽস্মি মহাগুণলাভাৎ। কোঽসৌ মহাগুণস্তত্রাহ। তব পাদপঙ্কজ-

---

সর্ব্বৈশ্বর্য্যকামনা-পূরণকারী মোক্ষপ্রদ অথচ অনায়াসে উচ্চরণীয় সেই নবাক্ষর বীজমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩—২৪ ॥ নারদ! অখিল লোকের কল্যাণকর শঙ্করকে সেইরূপে অবস্থিত দেখিয়া আমি পাদপদ্ম সন্নিকর্ষে সংস্থিত হইয়া সেই মহামায়াকে কহিলাম ॥ ২৫ ॥ জননি! বেদ সকল আপনার তত্ত্ব জানিতে পটু নহে এমন নয়, যেহেতু যজ্ঞাদি ক্ষুদ্রকর্ম্মে সর্ব্বজনবিধাত্রী ও নিষ্কল অর্থাৎ পূর্ণরূপিণী আপনার উল্লেখ না করিয়া ইন্দ্রাদি অপ্রধান দেবতাগণেরই উল্লেখ করিয়াছেন এবং ত্বদীয় অংশভূত স্বাহাদেবীকে হোমযজ্ঞাদি কার্য্যের বিধাত্রীরূপে বিধান করিয়াছেন; অতএব, দেবি! আপনি এই অখিল ভুবন মধ্যে চৈতন্যরূপিণী, সর্ব্বজ্ঞা এবং দেবাদি-সমন্বিত সমস্ত লোকের অতীত বলিয়া প্রতিপাদিত হইতেছেন ॥২৬॥ দেবি! আমি এই অতিশয় অদ্ভুত সর্ব্ব চরাচর সমন্বিত অখিল ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলের সৃষ্টি করিয়াছি, অতএব আমি এই অখিলের কর্ত্তা, এই চরাচর ত্রিভুবনে আমার তুল্য ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষ অন্য আর কে আছে? আমি সর্ব্বলোকাতীত ব্রহ্মা, অতএব আমিই ধন্য তাহাতে আর সংশয় নাই; এইরূপ গর্ব্বের অভিনিবেশ বশেই আমি এই অতি বিস্তৃত সংসারসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি ॥ ২৭ ॥ পরন্তু, জননি! এখন আমি আপনার পাদ-

অতোঽহঞ্চ জাতো বিমুক্তঃ কথঞ্চ্যাং
সরোজাদমেয়াত্বদাবিষ্কৃতাদ্বৈ।
তবাজ্ঞাকরঃ কিঙ্করোঽস্মীতি নূনং
শিবে! পাহি মাং মোহমগ্নং ভবাব্ধৌ ॥ ২৯ ॥

ন জানন্তি যে মানবাস্তে বদন্তি
প্রভুং মাং তবাদ্যং চরিত্রং পবিত্রম্।
যজন্তীহ যে যাজকাঃ স্বর্গকামা
ন তে তে প্রভাবং বিদন্ত্যেক-কামম্ ॥ ৩০ ॥

ত্বয়া নির্ম্মিতোঽহং বিধিত্বে বিহারং
বিকর্ত্তুং চতুর্দ্ধা বিধায়াদিসর্গম্।
অহং বেদ্মি কোঽন্যো বিবেদাদিমায়ে!
ক্ষমস্বাপরাধং ত্বহঙ্কারজং মে ॥ ৩১ ॥

পরাগস্বাদানং গ্রহণং তত্ত্ব যো গর্ব্বঃ স এব মহান্ গুণস্তেন। অনেন চ ভক্তিনির্ভরো দর্শিতঃ। ত্ত এতাদৃশী ভক্তির্নিগুণস্যাপি দুরাচারবতো মহত্বপ্রদা। তস্মান্মহার্ত্তিনিগড়ং হিত্বা স্বভক্তি-যুক্তং কুরু ইত্যেব প্রার্থনা মমেতি ভাবঃ ॥ ২৮ ॥

অত-ইতি। হে শিবে! ত্বদাবিষ্কৃতাৎ সরোজাদহঞ্জাতঃ কথং মুক্তঃ স্যামিতিচিন্তয়া যুক্ত-স্তবাজ্ঞাকরঃ কিঙ্করোঽস্মীতি নূনং মাং নিশ্চিত্য ভবাব্ধৌ মোহেনাবিবেকেন মগ্নং মামতো ভক্তিপ্রদানেন পাহি রক্ষ ॥ ২৯ ॥

যে তবাদ্যম্পবিত্রঞ্চরিত্রঞ্জগৎ সর্জ্জনাদিরূপং ন জানন্তি তে মাম্প্রভুংবদন্তি। তথা যে যাজকাঃ স্বর্গকামাস্তেঽপি তে প্রভাবং ন জানন্তি। যতো মোক্ষার্থং ত্বামনারাধ্য স্বর্গার্থ-মিন্দ্রাদিদেবানেব যথেষ্টং যজন্তি মোহিতা এব তব মায়য়েতে ইতি ভাবঃ। তদুক্তং ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে। অশ্রুতা সঃ শ্রুতা সশ্চ যজ্বানো যেঽপ্যযজ্বনঃ। স্বর্যন্তো যে নাপেক্ষন্তে ইন্দ্রমগ্নিঞ্চ যে বহ্নিঃ। সিকতা ইব সংযন্তি রশ্মিভিঃ সমুদীরিতাঃ। অস্মাল্লোকাদমুষ্মাচ্চেত্যাহ চারণ্যক-শ্রুতিরিতি ॥ ৩০ ॥

পঙ্কজের পরাগগ্রহণগর্ব্বে যথার্থই ধন্য হইয়াছি এবং আপনার প্রসাদে যথার্থই স্বরূপবত্তা হইয়াছি। মাতঃ! আপনার লীলাময় বিলাস ভবভয় নাশনে ও মোক্ষপ্রদানে নিপুণতম; অতএব, ঈশ্বরি! আপনার নিকট এই প্রার্থনা যে, আপনি আমার এই মোহজালগ্রহত মহাদুঃখময় নিগড় অপনয়ন করিয়া আমাকে আপনার প্রতি ভক্তিযুক্ত করুন ॥ ২৮ ॥ মাতঃ শিবে! আমি আপনার আবিষ্কৃত পদ্ম হইতে জন্মলাভ করিয়া, এক্ষণে কি প্রকারে মুক্তিলাভ করিব এইরূপ চিন্তাকুলিত চিত্তে ভবার্ণবে মোহবশে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছি, আপনি আমাকে আপনার আজ্ঞাবহ কিঙ্কর নিশ্চয় করিয়া সেই দুস্তর সাগর হইতে পরিত্রাণ করুন ॥ ২৯ ॥ জননি! যাহারা আপনার পবিত্র চরিতগাথা অবগত নহে, তাহারাই আমাকে

শ্রমং যেঽষ্টধাযোগমার্গে প্রবৃত্তাঃ
প্রকুর্ব্বন্তি মূঢ়াঃ সমাধৌ স্থিতা বৈ ।
ন জানন্তি তে নাম মোক্ষপ্রদং বা
সমুচ্চারিতং জাতু মাতর্ম্মিষেণ ॥ ৩২ ॥
বিচারে পরে তত্ত্বসংখ্যাবিধানে
পদে মোহিতা নাম তে সংবিহায় ।
ন কিং তে বিমূঢ়া ভবাব্ধৌ ভবানি!
ত্বমেবাসি সংসারমুক্তিপ্রদা বৈ ॥ ৩৩ ॥

ত্বয়েতি। বিহারং সংসারসর্জ্জনাদিরূপং বিশেষেণ কর্ত্তুমহং বিধিত্বে বিধিত্বপদব্যাপ্ত্যা নির্ম্মিত উৎপাদিতঃ সন্নপ্যাদিসর্গং চতুর্দ্ধাণ্ডজস্বেদজজরায়ুজোদ্ভিজ্জাদিরূপেণ বিধায়াহঙ্কারাদহমেব বেদ্মি সর্ব্বং মত্তঃ কোঽন্যো বিবেদেতিবৃত্তিমান্ জাতস্তদহঙ্কারজমপরাধং ক্ষমস্ব। নহি ত্বয়া নির্ম্মিতস্যৈবমপরাধো যুক্ত ইতিভাবঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রমমিতি। মিষেণাপি ব্যাজেনাপি যন্নাম শ্রীদেব্যাঃ সমুচ্চারিতং জাতু কদাচিদপি ন নিরন্তরন্তথাপি তন্নামোচ্চারিতং মোক্ষপ্রদম্ভবতি। ইত্থং সতি মোক্ষার্থং যেঽষ্টাঙ্গযোগাদিসাধনশ্রমঙ্কুর্ব্বন্তি তে মূঢ়া এব। তদুক্তং মহাকালসংহিতায়াম্। সহেলং বা সলীলং বা যস্যাঃ স্মরণমাত্রতঃ। করামলকবন্মুক্তিস্তাং নসেবেত কো জন ইতি ॥ ৩২ ॥

বিচারে পরে। ইতি যথা যোগিনো মূঢ়া এবেত্যাহ। বিচারে ইতি। তত্ত্বসংখ্যাবিধানে তত্ত্বসংখ্যাবিধানবতি বিচারে পদে স্থানে মোহিতা এতে ভবাব্ধৌ কিং ন মূঢ়া এব। যতঃ সংসারমুক্তিপ্রদা ত্বমেবাসি ততস্ত্বন্নাম বিহায় তস্মিন্ পদে মোহিতা মূঢ়াঃ কথং ন স্যুরিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

এই জগতের প্রভু বলিয়া মনে করে, আর যাহারা আপনার প্রভাব বিদিত নহে তাহারাই স্বর্গকামনায় যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ৩০ ॥ মাতঃ শিবে! আপনি সনাতনী মহামায়া, আপনি সংসার সৃষ্টি প্রভৃতি লীলা করিবার নিমিত্ত আমাকে বিধাতৃপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য উৎপাদন করিলে আমি স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারিপ্রকার জীব সৃষ্টি করিয়া "আমিই সকল জানি অন্য কেহই আমা অপেক্ষা অধিক অবগত নহে" এই অহঙ্কারে অহঙ্কৃত হইয়া যে অপরাধ করিয়াছি তাহা আপনি ক্ষমা করুন ॥ ৩১ ॥ মাতঃ! কোনও প্রকার ছলক্রমে আপনার নাম উচ্চারণ করিলেই যে মোক্ষপ্রাপ্ত হওয়া যায় ইহা যাহারা অবগত নহে সেই সকল মূঢ় মানবই তপস্যায় নিরত বা যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগমার্গে প্রবৃত্ত হইয়া অতিশয় পরিশ্রম করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥ জননি! যাহারা আপনার নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরম ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ বিচারে প্রবৃত্ত হয় সেই সাংখ্যযোগিগণ যথার্থ বস্তু বিষয়ে বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছে সংশয় নাই, ভবানি! তাহারা কি ভবসমুদ্রে পতিত হইয়া মহামোহের কল্লোল-লীলায় পরিপ্লুত হয় নাই? কেননা আপনিই একমাত্র এই অখিল সংসারে মোক্ষদায়িনী রহিয়া-

পরং তত্ত্ববিজ্ঞানমাদ্যৈর্জ্জনৈর্যে-
রজে! চানুভূতং ত্যজন্ত্যেব তে কিম্।
নিমেষার্দ্ধমাত্রং পবিত্রং চরিত্রং
শিবা চাম্বিকাশক্তিরীশেতি নাম ॥ ৩৪ ॥
ন কি ত্বং সমর্থাসি বিশ্বং বিধাতুং
দৃশৈবাশু সর্ব্বং চতুর্দ্ধা বিভক্তম্।
বিনোদার্থমেবং বিধিং মাং বিধায়া-
দিসর্গে কিলেদং করোষীতি কামম্ ॥ ৩৫
হরিঃ পালকঃ কিং ত্বয়াসৌ মধোর্ব্বা
তথা কৈটভাদ্রক্ষিতঃ সিন্ধুমধ্যে।
হরঃ সংহৃতঃ কিস্ত্বয়াসৌ ন কালে
কথং মে ভ্রুবোর্ম্মধ্যদেশাৎ স জাতঃ ॥ ৩৬ ॥

অত্র মূঢ়ানামিয়ং বার্ত্তা পূর্ণা জ্ঞানিনস্তু ত্বয়ি প্রেম্ণোঽতিশয়াত্ত্বন্নাম কদাপি ন ত্যজন্তী-ত্যাহ। পরং তত্ত্বেতি। আদ্যৈর্হরিহরাদিভির্জ্জনৈঃ যৈঃ পরং তত্ত্বজ্ঞানমনুভূতং তেঽপি কিং নিমেষার্দ্ধমপি শিবা চাম্বিকাশক্তিরীশেতি নাম ত্যজন্তি নৈব ত্যজন্তীত্যর্থঃ। তদুক্তং ভুব-নেশীসংহিতায়াম্। আত্মানুভূতিনিষ্ণাতা দ্বৈতভাববিবর্জ্জিতাঃ। তেঽপি প্রেম্ণা ভজন্ত্যে-নামিত্থং সর্ব্বোত্তমা শিবেতি ॥ ৩৪—৩৫ ॥

হরিঃ পালক ইতি। যঃ সিন্ধুমধ্যে ত্বয়া মধোর্ব্বা কৈটভাদ্বা রক্ষিতো হরিরসৌ জগতঃ পালকঃ কিং ভবতি নৈব ভবতীত্যর্থঃ। যঃ স্বরক্ষণে সমর্থো ন স কথমন্যপালনে সমর্থঃ স্যাদিতি ভাবঃ। তথা সর্ব্বসংহারকো যদি হরস্তর্হি ত্বয়াসৌ কিং কালে প্রলয়কালে সংহৃতো নাশিতঃ যদি ন নাশিতস্তর্হি কথং মে ভ্রুবোর্ম্মধ্যদেশাৎ স জাতস্তস্মাৎ সোঽপি সর্ব্বসংহারকো ন। ন হি সর্ব্বসংহারকমন্যঃ সংহরেত্তস্মান্মুখ্যা সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্রী ত্বমেবাসীতি ভাবঃ ॥৩৬॥

ছেন ॥ ৩৩ ॥ অনাদিনিধনে! হরি ও হর প্রভৃতি যে যে সনাতন পুরুষগণ পরতত্ত্বজ্ঞান অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা আপনার পবিত্র মহিমা এবং শিবা অম্বিকাশক্তি ও ঈশানী প্রভৃতি নাম কি নিমেষ মাত্রের জন্যও পরিত্যাগ করিয়াছেন? ॥ ৩৪ ॥ মাতঃ! আপনি কটাক্ষমাত্রেই স্বেদজাদি চতুর্ব্বিধ জীবনিবহ সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং কি পরিচালনে সমর্থ নহেন? বস্তুতঃ কেবল আপনি বিনোদের নিমিত্তই আমাকে বিধাতৃপদে নিযুক্ত করিয়াছেন; কিন্তু আপন ইচ্ছামাত্রে মহৎ ও অহং তত্ত্ব প্রভৃতি সৃষ্টির আদ্য উপকরণ সমুদায় সকলন পূর্ব্বক পূর্ব্বেই এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন ॥৩৫॥ জগদম্বিকে! আপনিই হরিকে এই অখিল লোকের পালন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। আপনি কি প্রলয় সাগর মধ্যে মধু ও কৈটভ নামক ঘোরতর এই দৈত্যের হস্তে তাঁহাকে রক্ষা করেন নাই? মাতঃ! যিনি আত্মরক্ষণে অসমর্থ তিনি কি অপরের রক্ষণে সমর্থ হইতে পারেন? অতএব আপনি হরি দ্বারা এই

ন তে জন্ম কুত্রাপি দৃষ্টং শ্রুতং বা
কুতঃ সম্ভবস্তে ন কোঽপীহ বেদ।
কিলাদ্যাসি শক্তিস্ত্বমেকা ভবানি!
স্বতন্ত্রৈঃ সমস্তৈরতো বোধিতাসি ॥ ৩৭ ॥
ত্বয়া সংযুতোঽহং বিকর্ত্তুং সমর্থো
হরিস্ত্রাতুমম্ব! ত্বয়া সংযুতশ্চ।
হরঃ সম্প্রহর্ত্তুং ত্বয়ৈবেহ যুক্তঃ
ক্ষমা নাদ্য সর্ব্বে ত্বয়া বিপ্রযুক্তাঃ ॥ ৩৮ ॥
যথাহং হরিঃ শঙ্করঃ কিং তথান্যে
ন জাতা ন সন্তীহ নো বা ভবিষ্যন্।
ন মুহ্যন্তি কেঽস্মিংস্তবাত্যন্তচিত্রে
বিনোদে বিবাদাস্পদেঽল্পাশয়ানাম্ ॥ ৩৯ ॥
অকর্ত্তাগুণস্পৃষ্ট এবাদ্য দেবো
নিরীহোঽনুপাধিঃ সদৈবাকলশ্চ।
তথাপীশ্বরস্তে বিতীর্ণং বিনোদং
সুসম্পশ্যতীত্যাহুরেবং বিধিজ্ঞাঃ ॥ ৪০ ॥

স্বতন্ত্রৈর্বেদৈরিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥
ত্বয়া বিপ্রযুক্তা বিযুক্তাঃ ক্ষমা নেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৮ ॥
অল্পাশয়ানামল্পবুদ্ধীনাং বিবাদাস্পদে সত্ত্বাসত্ত্বেত্যাদিবিকল্পাস্পদে ॥ ৩৯ ॥

জগতের পালন করিতেছেন। আর আপনি কি জগৎসংহারক হয়ে যথাকালে সংহার করেন না অবশ্যই করিয়া থাকেন, তাহা না হইলে সেই রুদ্রদেব আমার ভ্রূমধ্য হইতে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন? ॥ ৩৬ ॥ ভবানি! আপনার উৎপত্তি কেহ কখন কোথাও দর্শন বা শ্রবণ করে নাই, কোথা হইতে আপনার উদ্ভব হইল তাহাও এই অখিল বিশ্বে কেহই অবগত নহে, আপনি আদ্যা ও অদ্বিতীয়া সনাতনী শক্তি, অতএব অন্য কেহই আপনার তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না, কেবল একমাত্র অপৌরুষেয় শ্রুতি সকলই তাহা বুঝাইয়া দিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥ অম্বিকে! আমি আপনার সহায় বলেই সৃষ্টি করিতে সমর্থ হই, হরি এবং হরও সেইরূপ আপনার প্রভাবেই পালন ও সংহার করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। আপনার আশ্রয় ব্যতীত আমরা ঐ সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে কদাচই সমর্থ নহি ॥ ৩৮ ॥ জননি! আপনার আশ্চর্য্যজনক লীলা ব্যাপারে অদূরদর্শী পণ্ডিতগণে যে পরস্পর বিবাদ করিবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? কেননা, আমি, হরি বা শঙ্কর কি অন্য

দৃষ্টাদৃষ্টবিভেদেঽস্মিন্ প্রাক্ত্বত্তো বৈ পুমান্ পরঃ।
নান্যঃ কোঽপি তৃতীয়োঽস্তি প্রমেয়ে সুবিচারিতে॥ ৪১॥
ন মিথ্যা বেদবাক্যং বৈ কল্পনীয়ং কদাচন।
বিরোধোঽয়ং ময়াত্যন্তং হৃদয়ে তু বিশঙ্কিতঃ॥ ৪২॥
একমেবাদ্বিতীয়ং যদ্ ব্রহ্ম বেদা বদন্তি বৈ।
সা কিং ত্বং বাপ্যসৌ বা কিং সন্দেহং বিনিবর্ত্তয়॥ ৪৩॥
নিঃসংশয়ং ন মে চেতঃ প্রভবত্যবিশঙ্কিতম্।
দ্বিত্বৈকত্ববিচারেঽস্মিন্নিমগ্নং ক্ষুল্লকং মনঃ॥ ৪৪॥

নির্গুণোঽপীশ্বরস্তব বিনোদং সংপশ্যতীতি বিধিজ্ঞাঃ শাস্ত্রজ্ঞা বদন্তীত্যন্বয়ঃ এতাদৃশী ত্বং মহাচমৎকারকর্ত্রী। যস্যাশ্চমৎকৃতিং নিরীহোঽপীশ্বরো বেদিতুমিচ্ছতীতি॥ ৪০॥

ইত্থং দেবীং স্তুত্বা স্বমনসি স্থিতাং শঙ্কাং দূরীকর্ত্তুং পৃচ্ছতি। দৃষ্টাদৃষ্টবিভেদেঽস্মিন্নিতি। দৃষ্টাদৃষ্টয়োর্মূর্ত্তামূর্ত্তয়োর্বিভেদো যস্মিন্ সংসারে দৃশ্যাদৃশ্যরাশিদ্বয়াত্মকে ইত্যর্থঃ। তস্মিন্ সংসারে স্বতঃ প্রাগাধারভূতস্তবপরঃ পুমান্ ভবতি। আধারাধেয়য়োঃ পূর্ব্বাপরীভাবস্য লোকদৃষ্ট্যোক্তত্বাৎ। নতুবা পূর্ব্বাপরীভাবঃ উভয়োরপ্যনাদিত্বস্য বেদসিদ্ধত্বাৎ। তথাচৈকা ত্বং সদৈক ইতি তত্ত্বদ্বয়ং সিদ্ধম্। অনেন তত্ত্বদ্বয়েনৈব সর্ব্বপ্রপঞ্চনির্ব্বাহে তৃতীয়স্যোপযোগাভাবান্নান্যঃ কোঽপি তৃতীয়োঽস্তি। ইত্থং প্রমেয়ে পদার্থে শ্রুত্যা যুক্ত্যা লাঘবেন চ বিচারিতে পদার্থদ্বয়মেব সিধ্যতি। অবিচারিতে তু মতান্তরেঽনেকানি তত্ত্বানি জাতান্যেবেতি তদুপযোগাভাবঃ॥ ৪১॥

তত্রৈকমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেতি শ্রুতিবাক্যং কদাপি মিথ্যা নৈব কল্পনীয়ম্। সর্ব্বপ্রমাণমূর্দ্ধন্যত্বাৎ। তত্রৈবং সতি পদার্থদ্বয়মনুভবেন ভাসতে শ্রুতিস্ত্বৈকং বক্তি তস্মাচ্ছ্রুত্যনুভবয়োর্ম্মহান্ বিরোধো ময়া হৃদয়ে বিশঙ্কিতস্তর্কিত ইত্যর্থঃ॥ ৪২॥

তত্র শ্রুতিপ্রামাণ্যাদাত্মব্যতিরিক্তস্য মিথ্যাত্বং বক্তব্যং তদা কিং স্বমাত্মরূপাম্যতাসৌ পুরুষ ইতি সন্দেহং বিনিবর্ত্তয়। মিথ্যাপদার্থভজনে শ্রদ্ধায়া অজায়মানত্বাদিতি নির্ণয় আবশ্যক ইতি ভাবঃ॥ ৪৩॥

কোনও পুরুষ এমন কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই করিবে না অথবা এক্ষণে বিদ্যমান নাই যে এ বিষয়ে বিমোহিত না হয়, অতএব দেবি! আপনার লীলা অনির্ব্বচনীয় সন্দেহ নাই॥৩৯॥ শাস্ত্রজ্ঞ মনীষিগণ কহেন যে ঈশ্বর নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, নিরুপাধিক, নিরংশ ও নিরীহ হইয়াও আপনার সুবিস্তীর্ণ সংসাররূপ লীলা নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন॥ ৪০॥ যে সকল মূর্ত্ত ও অমূর্ত্তভেদ সংসার মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাতে আপনার পূর্ব্বাধারভূত অপর এক পুরুষ আছেন, সেই প্রমেয় পদার্থ বিচার বিষয়ে আপনাদের এই উভয় ব্যতীত তৃতীয় আর কোন বস্তুই নাই॥ ৪১॥ বেদবাক্য মিথ্যা বলিয়া কল্পনা করা কদাচই কর্ত্তব্য নহে। অনুভব দ্বারা প্রকৃতি পুরুষরূপ পদার্থদ্বয় প্রতিভাত হইতেছেন কিন্তু শ্রুতি, অদ্বৈতের কথাই কহিতেছেন, অতএব মাতঃ! আমি হৃদয় মধ্যে এ বিষয়ের বিরোধ আশঙ্কা করিতেছি॥৪২॥ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদার্থ একই, বেদ সকল এই কথাই কহিতেছেন, জননি!

স্বমুখেনাপি সন্দেহং ছেত্তুমর্হসি মামকম্ ।
পুণ্যযোগাচ্চ মে প্রাপ্তা সঙ্গতিস্তব পাদয়োঃ ॥ ৪৫ ॥
পুমানসি ত্বং স্ত্রী বাসি বদ বিস্তরতো মম ।
জ্ঞাত্বাহং পরমাং শক্তিং মুক্তঃ স্যাম্ভবসাগরাৎ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়-স্কন্ধে হরবিরিঞ্চিকৃতস্তোত্রবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

দ্বিধৈকত্বেতি । দ্বৈতং সত্যং বাদ্বৈতং সত্যং বেতি বিচারে ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥
স্বমুখেনাপি স্বমুখেনৈবেত্যর্থঃ । বহুপুণ্যযোগেন তব পাদয়োঃ সঙ্গতির্লব্ধাস্তি তত এতাদৃশং রহস্যমেব প্রষ্টব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥
যেন জ্ঞানেন তাং পরমাং শক্তিং জ্ঞাত্বা ভবসাগরান্মুক্তঃ স্যামিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

সেই পদার্থ কি আপনি ? অথবা সেই পুরুষ ? আপনি আমার এই সংশয় নিরাকরণ করুন ॥ ৪৩ ॥ আমার চিত্ত নিঃসংশয় রূপে শঙ্কাহীন হইতে সমর্থ হইতেছে না এবং আমার এই ক্ষুদ্র মন এই দ্বৈতাদ্বৈত বিচারসাগরে নিমগ্ন হইয়া তত্ত্বান্বেষণ করিতেও পারিতেছে না ; অতএব মাতঃ শিবে ! আপনি নিজমুখেই আমার এই সন্দেহ অপনোদন করুন ; বিপুল পুণ্যযোগ প্রভাবেই আমরা আপনার চরণ যুগলের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৪৪—৪৫ ॥ আপনি পুরুষ বা স্ত্রী বটেন ইহা আমাকে বিস্তার পূর্ব্বক বলুন, তাহা হইলেই আমি পরমা-শক্তিকে অবগত হইয়া সংসার সাগর হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিব ॥ ৪৬ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক শ্রীমদ্দেবীভাগবত মহাপুরাণের তৃতীয়স্কন্ধে হরবিরিঞ্চিকৃতস্তোত্র বর্ণন নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

ইতি পৃষ্টা ময়া দেবী বিনয়াবনতেন চ।
উবাচ বচনং ব্রহ্মন্নাদ্যা ভগবতী হি সা॥ ১॥

দেব্যুবাচ।

সদৈকত্বং ন ভেদোঽস্তি সর্ব্বদৈব মমাস্য চ।
যোঽসৌ সাহমহং যাসৌ ভেদোঽস্তি মতিবিভ্রমাৎ॥ ২॥

পঞ্চাশীতিমহাপদ্যৈরর্দ্ধশ্লোকাধিকৈরথ।
শ্রীদেব্যা উপদেশশ্চ ব্রহ্মণে কৃত ঈর্য্যতে।

ব্রহ্মপ্রশ্নোত্তরং শ্রীদেবীনিজরূপোপদেশং চকারেত্যাহ। ইতি পৃষ্টেতি॥ ১॥
সদৈকত্বমিতি। যত্ত্বয়োক্তমদ্বৈতং সত্যং চেদ্দ্বৈতস্য মিথ্যাত্বাদ্দ্বৈতান্তর্গত এব মায়াদিপদার্থঃ সম্ভবতীতি মিথ্যাপদার্থভজনে শ্রদ্ধা ন জায়ত ইতি ত্বং ব্রহ্মরূপিণ্যাসি বা ততো ভিন্নাসি চেতি। তত্রৈতদুচ্যতে। সত্যমদ্বৈতমেব তথাপ্যদ্বৈতরূপাদ্ব্রহ্মণো নাহং ভিন্নাস্মি শক্তেশ্চ শক্তাব্যতিরেকাৎ। অগ্ন্যাদিশক্তীনামগ্নের্ব্যতিরেকেণাদর্শনাৎ। দ্বিবিধং হি শক্তিরূপং কার্য্যং কারণঞ্চ। তত্র কার্য্যরূপমাবরণবিক্ষেপাদিরূপং তত্তু শক্তিমদ্রূপাৎ পৃথগেব ভাসতে। অহমজ্ঞোঽহং সুখী দুঃখী চেত্যাদ্যনুভবাৎ। অগ্নিরূপাদ্ভিন্নত্বেন ভাসমানদাহস্ফোটাদিশক্তিকার্য্যবৎ। যচ্চ কারণভূতং মহামায়ারূপং ন তচ্ছক্তিমতো ব্রহ্মণঃ পৃথগবভাসতে অগ্নের্দ্দাহাদিকার্য্যভিন্নদাহাদিকার্য্যজনকশক্তের্ভেদেনাদর্শনাৎ স্বাত্মস্থাবরণবিক্ষেপভিন্নাবরণবিক্ষেপজনকমহামায়াশক্তেরনুভবাচ্চ। তস্যাঃ সদ্ভাবে তর্হি কিং প্রমাণমিতি চেদাবরণবিক্ষেপরূপকার্য্যান্যথানুপপত্তিঃ শ্রুত্যাদিকং চেতি ব্রূমঃ। তত্রৈবং সতি যথাগ্নৌ হোমেঽগ্নিশক্ত্যাং হোমোঽর্থসিদ্ধো যথাবাগ্নিশক্তৌ হোমেঽগ্নৌ হোমোঽর্থসিদ্ধ এবং ব্রহ্মোপাসনায়ামপি মমোপাসনার্থাদেব সিদ্ধা মমোপাসনায়ামপি ব্রহ্মোপাসনার্থাদেব সিদ্ধা। তথাচোভয়ত্র মায়োপাসনায়াং ব্রহ্মোপাসনায়াঞ্চ মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপমেবোপাস্যং ভবতি। তথাচ মমোভয়াত্মকত্বাদেকস্য ভাগস্য মায়ারূপস্য মম মিথ্যাত্বেঽপি দ্বিতীয়ভাগস্য ব্রহ্মরূপস্য মম সত্যত্বান্নাদ্বৈতশ্রুতিবিরোধো ন বোপাসনায়ামশ্রদ্ধা স্যাৎ। অয়ন্তু ভ্রমঃ সর্ব্বেষাং, মায়োপাসনা মায়ায়া এব ব্রহ্মোপাসনা ব্রহ্মণ এবেতি। তস্মাৎ কেবলমায়ায়াঃ কারণভূতায়া ব্রহ্মানধিষ্ঠিতায়া উপাস্যত্বাসম্ভবে ন মায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব সর্ব্বেষামুপাস্যমিতি। তদেব চ মম মুখ্যং স্বরূপমিতি ন কশ্চিদ্দোষলেশ ইতি। ইদং সর্ব্বমুপোদ্যাতে এব স্পষ্টীকৃতং তদেতৎ সর্ব্বং

ব্রহ্মা বলিলেন নারদ! আমি বিনীতভাবে সেই আদ্যাশক্তি দেবী ভগবতীকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি আমাকে মধুর বাক্যে বলিলেন, ব্রহ্মন্! সেই পুরুষের এবং আমার সর্ব্বদাই একত্বভাব, আমাদের কোনও ভেদ নাই। যে পুরুষ সেই আমি এবং যে আমি সেই পুরুষ; তবে যে, শক্তি ও শক্তিমানে ভেদবুদ্ধি হয়, একমাত্র মতিবিভ্রমই তাহার কারণ

আবয়োরন্তরং সূক্ষ্মং যো বেদ মতিমান্ হি সঃ।
বিমুক্তঃ স তু সংসারান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩ ॥
একমেবাদ্বিতীয়ং বৈ ব্রহ্ম নিত্যং সনাতনম্।
দ্বৈতভাবং পুনর্যাতি কাল উৎপিৎসুসংজ্ঞকে ॥ ৪ ॥
যথাদীপস্তথোপাধের্যোগাৎ সঞ্জায়তে দ্বিধা।
ছায়েবাদর্শমধ্যে বা প্রতিবিম্বং তথাবয়োঃ ॥ ৫ ॥
ভেদ উৎপত্তিকালে বৈ সর্গার্থং প্রভবত্যজ !।
দৃশ্যাদৃশ্যবিভেদোঽয়ং দ্বৈবিধ্যে সতি সর্ব্বথা ॥ ৬ ॥

মনসি নিধায় শ্রীদেব্যুবাচ। সদৈকত্বমিতি। তদুক্তং পাবকস্যোষ্ণতেবেয়মুষ্ণাংশোরিব দীধিতিঃ। চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং শিবস্য সহজা ধ্রুবেতি। যোঽসৌ পরমাত্মা স এবাহম্ অহং যাস্মি স এব যোঽসৌ পরমাত্মা সোঽস্মি। শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ। মতিবিভ্রমাদিতি শক্তিঃ শক্তিমতো ভিন্নেতি ভেদো ভ্রমমূলক এবেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

আবয়োঃ শক্তিশক্তিমতোরন্তরমন্তেদঃ। কার্য্যরূপেণ শক্তিঃ শক্তাদ্ভিন্নেতি রূপত্বং যো বেদ অর্থাৎ কারণশক্তিরূপস্য ব্রহ্মণা সহাভেদং যো বেদ স পুরুষো মায়াশক্তিজ্ঞানসময়ে তদভিন্নব্রহ্মজ্ঞানবান্ সন্ জ্ঞানসময়ে এব বিমুক্তঃ সন্নপি দেহান্তে সংসারান্মুচ্যতে বিদেহকৈবল্যং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। যদ্বাবয়োরন্তরং নাস্ত্যেব ভেদো ন স্বরূপতো ভেদস্তং যো বেদেতি সমানার্থম্ ॥ ৩ ॥

যদ্যেকমেব ব্রহ্ম তর্হীদং দ্বৈতং কস্মাদাগতমিতি চেত্তত্রাহ। একমেবেতি। কালে উৎপিৎসুসংজ্ঞকে উৎপাদনেচ্ছাবতি কালে সৃষ্টিকালে ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

যথা দীপ ইতি। যথা দীপ একঃ সন্নপ্যুপাধিযোগাদনেকধা ভবতি। তথা মায়া কার্য্যোপাধিভেদাদাত্মৈকোঽপি দ্বিধানেকদৃশ্যাদৃশ্যকোটিভেদেন দ্বিধা ভবতি। যথা মুখমেকমপ্যুপাধিদর্পণভেদাৎ প্রতিবিম্বরূপেণ বহুধা ভবতি যথা বা পুরুষস্য ছায়োপাধিভেদাদনেকধা ভবতি তথৈবাবয়োঃ প্রতিবিম্বং মায়াকার্য্যান্তঃকরণরূপোপাধিষ্বনেকধা ভবতি ॥ ৫ ॥

কিমর্থময়ং ভেদো ভবতি তত্রাহ। সর্গার্থমিতি। অয়ম্ভাবঃ। নিয়তকালপরিপাকানাং কর্ম্মণাং মধ্যে পরিপক্কানামুপভোগেন ক্ষয়াদিতরেষাং চাপরিপক্কানাং ভোগাসম্ভবে ন যথার্থায়া সৃষ্টেরনুপযোগাৎ প্রাকৃতঃ প্রলয়ো ভবতি তস্মিন্ প্রলয়ে সর্ব্বং জগদ্বীজরূপেণ মায়া

বলিয়া জানিবে ॥ ১—২ ॥ যে সাধক আমাদের উভয়ের (শক্তি ও শক্তিমানের) যে বিষয়ক সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝিতে পারে, অর্থাৎ স্বরূপত ভেদ না থাকিলেও কেবল কার্য্য ভেদমাত্র এইটী যাহার অনুভূত হয় সেই তত্ত্বজ্ঞ পুরুষই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয় সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥ একটী অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তু আছেন তিনি নিত্য সনাতন স্বরূপ হইলেও সৃষ্টিকাল উপস্থিত হইলে তিনিই দ্বৈতভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪ ॥ যেমন একমাত্র দীপ উপাধি যোগে দ্বৈধভাব প্রাপ্ত হয়, যেমন একমাত্র মুখ, দর্পণরূপ উপাধিযোগে প্রতিবিম্বিত যেমন একমাত্র পুরুষ ছায়ারূপ উপাধিযোগে দ্বিত্বপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মায়ার কার্য্য অন্তঃকরণোপাধিতে প্রতিবিম্বিত হইলেই আমাদের ভেদ প্রতীয়মান হয় ॥ ৫ ॥ হে ব্রহ্মন্

নাহং স্ত্রী ন পুমাংশ্চাহং ন ক্লীবং সর্ব্বসংক্ষয়ে।
সর্গে সতি বিভেদঃ স্যাৎ কল্পিতোঽয়ং ধিয়া পুনঃ ॥ ৭ ॥
অহং বুদ্ধিরহং শ্রীশ্চ ধৃতিঃ কীর্ত্তির্ম্মতিঃ স্মৃতিঃ।
শ্রদ্ধা মেধা দয়া লজ্জা ক্ষুধা তৃষ্ণা ক্ষমাক্ষমা ॥ ৮ ॥
কান্তিঃ শান্তিঃ পিপাসা চ নিদ্রা তন্দ্রা জরাজরা।
বিদ্যাবিদ্যা স্পৃহা বাঞ্ছা শক্তিশ্চাশক্তিরেব চ ॥ ৯ ॥

লীনং ভবতি মায়া চ গ্রস্তসমস্তপ্রপঞ্চা ব্রহ্মাভেদেন তিষ্ঠতি। তদা নিস্তরঙ্গসমুদ্রকল্পং ব্রহ্ম-নিরীহং তথৈব তিষ্ঠতি। যদধিকৃত্যোচ্যতে। নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো-ব্যোমাপরো যদিত্যাদি তুচ্ছেনাভ্বপিহিতমিত্যন্তম্। পরিপক্কেষু তু কর্ম্মসু তত্তৎকালকর্ম্ম-বশাৎ ক্ষেত্রস্থং বীজং যথোচ্ছূনং ভবতি তত্রৈবাদ্বৈতং নিরীহং ব্রহ্মাপি কালকর্ম্মবশাদুচ্ছূনং ভবতি। পশ্চাদঙ্কুরস্ততঃ শাখাস্তাভ্যঃ পত্রাণি ততঃ পুষ্পং ততঃ ফলমেবমেব ক্ষেত্রবীজবদ-ত্রাপি মায়াবীজাদঙ্কুরাদিকং জায়তে। স চোচ্ছূনতাদিপরিণামো মায়ায়া এব ন ব্রহ্মণস্তস্য নিরবয়বত্বান্মায়ায়াশ্চ সাবয়বত্বাৎ পরিণামে সাবয়ববস্তুন এবাপেক্ষণাৎ। ব্রহ্ম তু বিবর্ত্তোপা-দানং তদ্বিনা মায়ায়াঃ সত্তাস্ফূর্ত্ত্যোরভাবেন পরিণামাযোগাৎ। তথাচ মায়ায়াং তৎকার্য্যে চ ব্রহ্মণোঽনুস্যূতত্বাদ্যাবন্তো মায়াভেদাস্তাবন্ত এব ব্রহ্মণো ভেদাঃ সর্গার্থং জাতা ইতি। যদৈবং জাতস্তদা দ্বৈবিধ্যে সতি দৃশ্যাদৃশ্যভেদোঽপি সর্ব্বথা জাতঃ ॥ ৬ ॥

তথাচাহং মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণ্যেব ন পুরুষরূপা ক্লীবরূপা বা ন বা স্ত্রীরূপেত্যাহ। নাহং স্ত্রীতি। সর্ব্বসংক্ষয়ে প্রলয়ে ইদং কিমপি নাস্তি অহং পুরুষো বা স্ত্রীবেতি পুনঃ সর্গে সতি জীবানুগ্রহার্থময়ং ভেদো ময়া ধিয়া স্ববৃত্ত্যাত্মিকয়া কল্পিতঃ ॥ ৭ ॥

অনাদি ও অনন্তরূপে প্রবহমান এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রাকৃতিক প্রলয়কালে জীবের অভুক্ত কর্ম্ম সমুদয় জগতের বীজরূপে মায়ার সহিত অভিন্নভাবে উহাতেই সংলীন হইয়া থাকে এবং মায়া, সমস্ত প্রপঞ্চরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিঃশেষে গ্রাস করিয়া পরব্রহ্মের সহিত অভেদে অবস্থান করে, তখন ব্রহ্মবস্তু নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের ন্যায় নিরীহভাবে অবস্থিতি করে। তদনন্তর জীবের সেই কর্ম্ম কালযোগে পরিপক্ক হইলে ক্ষেত্রস্থিত বীজের ন্যায় সেই নিরীহ ব্রহ্মবস্তু কাল ও কর্ম্মবশে উচ্ছূন হইয়া থাকে, সেই জন্য মায়া সংক্ষোভ প্রাপ্ত হয়, তদনন্তর কর্ম্মবীজযুক্ত সেই মায়া হইতেই বৃক্ষের অঙ্কুর পত্র পুষ্প ফলাদির ন্যায় এই বিশ্ব প্রপঞ্চের সৃষ্টি হইতে থাকে। ইহাতে মায়া ও মায়ার কার্য্যে পরব্রহ্ম অনুস্যূত থাকেন, অতএব সৃষ্টির নিমিত্ত মায়ার যত প্রকার ভেদ হয় ব্রহ্মবস্তুরও ততপ্রকার ভেদ হইয়া থাকে। যখন এইরূপে সৃষ্টি হয়, তখন উক্তরূপে দ্বৈধভাব প্রাপ্ত হইলে দৃশ্য ও অদৃশ্যরূপে সর্ব্বথা প্রভেদ প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ৬ ॥ পদ্মাসন! একমাত্র প্রলয়কালে আমি, স্ত্রী বা পুরুষ নহি এবং ক্লীবও নহি, কেবল সৃষ্টি কালেই বুদ্ধি দ্বারা আমার ভেদ কল্পিত হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥ পদ্মজন্মন্! আমিই বুদ্ধি, আমিই শ্রী এবং আমিই ধৃতি, কীর্ত্তি, মতি, স্মৃতি, শ্রদ্ধা, মেধা, দয়া, লজ্জা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্ষমা, অক্ষমা; কান্তি ও শান্তি এবং আমিই পিপাসা, নিদ্রা, তন্দ্রা, জরা ও অজরা এবং আমিই

বসা মজ্জা চ ত্বক্ চাহং দৃষ্টির্বাগনৃতা নৃতা।
পরা মধ্যা চ পশ্যন্তী নাড্যোঽহং বিবিধাশ্চ যাঃ ॥ ১০ ॥
কিং নাহং পশ্য সংসারে মদ্বিযুক্তং কিমস্তি হি।
সর্ব্বমেবাহমিত্যেবং নিশ্চয়ং বিদ্ধি পদ্মজ ! ॥ ১১ ॥
এতৈর্মে নিশ্চিতৈ রূপৈর্বিহীনং কিং বদস্ব মে।
তস্মাদহং বিধে ! চাস্মিন্সর্গে বৈ বিততাভবম্ ॥ ১২
নূনং সর্বেষু দেবেষু নানানামধরা হ্যহম্।
ভবামি শক্তিরূপেণ করোমি চ পরাক্রমম্ ॥ ১৩ ॥
গৌরী ব্রাহ্মী তথা রৌদ্রী বারাহী বৈষ্ণবী শিবা।
বারুণী চাথ কৌবেরী নারসিংহী চ বাসবী ॥ ১৪ ॥
উৎপন্নেষু সমস্তেষু কার্য্যেষু প্রবিশামি তান্।
করোমি সর্ব্বকার্য্যাণি নিমিত্তং তং বিধায় বৈ ॥ ১৫ ॥

ভেদানামানন্ত্যেঽপ্যুদাহরণার্থং কাংশ্চিদ্ভেদানাহ। অহম্বুদ্ধিরিতি ॥ ৮—১০ ॥

সর্ব্বমেবাহমিতি। একোঽহং বহুস্যাং প্রজায়েয় ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়ত ইতি শ্রু(তে)র্মায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব সর্ব্বাকারেণ ভাসত ইতি মদ্বিযুক্তং বস্তু কিমস্তি নৈবাস্তীত্যর্থঃ। ‹…›স্যাত্তর্হি তদ্বন্ধ্যাপুত্রোপমমসদেব স্যাদিতি ॥ ১১ ॥

বিততা ব্যাপিকা ॥ ১২—১৪ ॥

প্রবিশামি তানিতি। তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিতিশ্রুতেঃ। তান্ পদার্থানিত্যর্থ। অনেন চান্তর্যামিত্বং ভগবত্যা স্বস্যোক্তম্। নিমিত্তং তমিতি। স করোতীতি তং পুরু(ষং) নিমিত্তমাত্রং বিধায়াহমেব সর্ব্বং করোমীত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

বিদ্যা, অবিদ্যা, স্পৃহা, বাঞ্ছা, শক্তি ও অশক্তি এবং আমিই বসা, মজ্জা, ত্বক্, দৃষ্টি ও সত্য সত্য বাক্য এবং আমিই পরা মধ্যা ও পশ্যন্তী প্রভৃতি সার্দ্ধত্রিকোটি সংখ্য[illegible] রূপিণী ॥ ৮—১০ ॥ বিধাতঃ ! আমি সংসারে কোন্ বস্তু নহি ? আমা হইতে বিযুক্ত হই কোন্ বস্তু বিদ্যমান থাকিতে পারে ? ফলতঃ আমিই এই প্রপঞ্চময় সংসারে অখিল বস্তুরূ বিদ্যমান রহিয়াছি ইহাই স্থির নিশ্চয় জানিও ॥ ১১ ॥ ব্রহ্মন্ ! আমার এই সকল নিত্যরূ দ্বারা বিহীন হইয়া কোন্ বস্তু থাকিতে পারে ? তাহা তুমি আমাকে বল ; ফলত কোনহ ও তাহা দৃষ্ট হয় না, অতএব আমি এই অখিল সংসারের সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইয়া র যাছি ॥১২॥ আমি নিশ্চয়ই নানা নাম ধারণ পূর্ব্বক শক্তিরূপে সমস্ত দেবগণে অবস্থিত হই পরাক্রম ও প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকি ॥ ১৩ ॥ কমলাসন ! আমি শঙ্করে গৌরী, ব্রহ্ম ব্রাহ্মী, রুদ্রদেবে রৌদ্রী, বরাহে বারাহী, বিষ্ণুতে বৈষ্ণবী, শিবে শিবা, বরুণে বারুণী, কুবে কৌবেরী, নরসিংহে নারসিংহী এবং ইন্দ্রে ইন্দ্রাণী শক্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছি ॥ ১৪ বস্তুজাতমাত্রেই উৎপন্ন হইলে সেই সমস্ত পদার্থ মধ্যেই আমি অনুপ্রবিষ্ট হই ফলতঃ ে

জলে শীতা তথা বহ্নাবৌষ্ণ্যং জ্যোতির্দিবাকরে।
নিশানাথে হিমা কামং প্রভবামি যথা তথা ॥ ১৬ ॥
ময়া ত্যক্তং বিধে! নূনং স্পন্দিতুং ন ক্ষমং ভবেৎ।
জীবজাতঞ্চ সংসারে নিশ্চয়োঽয়ং ব্রুবে ত্বয়ি ॥ ১৭ ॥
অশক্তঃ শঙ্করো হন্তুং দৈত্যান্ কিল ময়োজ্ঝিতঃ।
শক্তিহীনং নরং ব্রূতে লোকশ্চৈবাতিদুর্ব্বলম্ ॥ ১৮ ॥
রুদ্রহীনং বিষ্ণুহীনং ন বদন্তি জনাঃ কিল।
শক্তিহীনং যথা সর্ব্বে প্রবদন্তি নরাধমম্ ॥ ১৯ ॥
পতিতঃ স্খলিতো ভীতঃ শান্তঃ শত্রুবশঙ্গতঃ।
অশক্তঃ প্রোচ্যতে লোকে নারুদ্রঃ কোঽপি কথ্যতে ॥ ২০ ॥
তদ্বিদ্ধি কারণং শক্তির্যথা ত্বং চ সিসৃক্ষসি।
ভবিতা চ যদা যুক্তঃ শক্ত্যা কর্ত্তা তদাখিলম্ ॥ ২১ ॥
তথা হরিস্তথা শম্ভুস্তথেন্দ্রোঽথ বিভাবসুঃ।
শশী সূর্য্যো যমস্ত্বষ্টা বরুণঃ পবনস্তথা ॥ ২২ ॥
ধরা স্থিরা তদা ধর্ত্তুং শক্তিযুক্তা যদা ভবেৎ।
অন্যথা চেদশক্তা স্যাৎ পরমাণোশ্চ ধারণে ॥ ২৩ ॥

হিমা শীতলা চন্দ্রিকেত্যর্থঃ ॥ ১৬—২৪ ॥

পুরুষকে নিমিত্তমাত্র করিয়া আমি সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করিয়া থাকি ॥ ১৫ ॥ পরমেষ্ঠিন্! আমি সলিলে শৈত্য, অনলে উষ্ণতা, দিবাকরে জ্যোতিঃ ও নিশাকরে শীতলচন্দ্রিকা; ব্রহ্মন্! এইরূপে আমি সর্ব্ব বস্তুতেই অবস্থিত হইয়া আপনার প্রভাব প্রকাশ করিয়া থাকি ॥ ১৬ ॥ আমি তোমাকে নিশ্চয় কহিতেছি যে, এই সংসারে জীবসমূহ শক্তিবিহীন হইলে কদাচ নড়িতেও সমর্থ হয় না ॥১৭॥ অধিক কি শঙ্করও আমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে দৈত্য বিনাশে সমর্থ হয় না। আর দেখ লোক সকল দুর্ব্বল ব্যক্তিকে শক্তিহীনই বলিয়া থাকে। কিন্তু রুদ্রহীন বা বিষ্ণুহীন এরূপ কেহই বলে না ॥১৮—১৯॥ পতিত, স্খলিত, ভীত, শান্ত ও শত্রুর বশতাপন্ন মানবগণকে লোকে অশক্ত (শক্তিহীন) বলিয়া থাকে কিন্তু এ ব্যক্তি "রুদ্র-হীন" এরূপ ত কেহ কখনই বলে না ॥ ২০ ॥ অতএব, তুমি যদ্দ্বারা সৃষ্টি করিয়া থাক, সেই শক্তিকেই সকলের কারণ বলিয়া জানিবে। তুমি যখন শক্তিযুক্ত হইবে তখনই অখিলের সৃষ্টি কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে। হরি, শম্ভু, ইন্দ্র, বিভাবসু, সূর্য্য, শশধর, শমন, বিশ্বকর্ম্মা, বরুণ ও পবন প্রভৃতি দেবতাগণ শক্তিযুক্ত হইয়াই স্ব স্ব কার্য্য-

তথা শেষস্তথা কূর্ম্মো যেঽন্যে সর্ব্বে চ দিগ্‌গজাঃ।
মদ্‌যুক্তা বৈ সমর্থাশ্চ স্বানি কার্য্যাণি সাধিতুম্‌ ॥ ২৪ ॥
জলং পিবামি সকলং সংহরামি বিভাবসুম্‌।
পবনং স্তম্ভয়াম্যদ্য যদিচ্ছামি তথাচরম্‌ ॥ ২৫ ॥
তত্ত্বানাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং কদাপি কমলোদ্ভব!।
অসতাং ভাবসন্দেহঃ কর্ত্তব্যো ন কদাচন ॥ ২৬ ॥
কদাচিৎ প্রাগভাবঃ স্যাৎ প্রধ্বংসাভাব এব বা।
মৃৎপিণ্ডেষু কপালেষু ঘটাভাবো যথা তথা ॥ ২৭ ॥

যদিচ্ছামীতি। যদ্‌যদিচ্ছামি তত্তৎ সর্ব্বং স্বাতন্ত্র্যেণ করোমি ন মত্তোঽন্যঃ কোঽপ্যস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

নম্থ যদি ত্বমেব সর্ব্বস্বরূপা তর্হি তব নিরন্তরং বিদ্যমানত্বাৎ সর্ব্বপ্রপঞ্চস্যাপি বিদ্যমানতাস্ত্যেবেতি জগৎ ময়োৎপাদ্যতে ইতি তব বচনং ন সঙ্গচ্ছেত। অথচ যদি ত্বৎসকাশাত্ত্বত্তোঽতিরিক্তমেব জগদপূর্ব্বমুৎপদ্যত ইতি মতম্‌ তদা ত্বং সর্ব্বরূপাসীতি বচনং ন সঙ্গচ্ছেতেতিশঙ্কাং নিরাকর্ত্তুমাহ। তত্ত্বানাং চৈবেতি। হে ব্রহ্মন্‌! সর্ব্বেষাং তত্ত্বানামসতাং ভাবসন্দেহ উৎপত্তিসন্দেহঃ কদাপি নৈব কর্ত্তব্যঃ। অসত উৎপত্ত্যাদ্যাশ্রয়ত্বাযোগাৎ। ন হ্যসন্‌ বন্ধ্যাপুত্র উৎপত্ত্যাদ্যাশ্রয়ো ভবতি। কিন্তু সদ্রূপেণ সতাং বিদ্যমানানামেব তত্ত্বানামুৎপত্তিরিতি জানীহি ॥ ২৬ ॥

নম্থ তর্হি সতাং বিদ্যমানানাং তত্ত্বানামুৎপত্ত্যাদ্যাশ্রয়ত্বমপি ন সম্ভবতীতি চেদাবির্ভাবতিরোভাবাবেব সৎকার্য্যবাদে উৎপত্তিপ্রলয়ৌ নান্যাবিত্যাহ। কদাচিদিতি। যথাবিদ্য-

---

সাধনে সমর্থ হইয়া থাকে ॥ ২১—২২ ॥ যখন শক্তিসমন্বিত হয় তখনই ধরাদেবী স্থির থাকিয়া বিবিধ জীব নিবহ সম্বলিত পদার্থ সমূহ ধারণ করিতে সমর্থ হয় নতুবা একটী পরমাণু মাত্র ধারণ করিতে ও সমর্থ হয় না ॥২৩॥ সেইরূপ শেষ নাগ, কূর্ম্ম ও দিগ্‌গজগণ এবং অন্যান্য সকলেই মদ্‌যুক্ত (শক্তিবিশিষ্ট) হইয়া স্ব স্ব কার্যসাধন করিতে সমর্থ হয় ॥ ২৪ ॥ ব্রহ্মন্‌! আমি যাহা যাহা ইচ্ছা করি তৎসমুদায়ই স্বাতন্ত্র্যভাবে সম্পাদন করিয়া থাকি, আমি ইচ্ছা করিলে সমস্ত জল ও অনলের সংহার করিতে এবং সমীরণকেও স্তম্ভিত করিতে পারি ॥ ২৫ ॥ কমলাসন! এই অখিল বিশ্বমণ্ডল অনাদি ও অনন্তরূপে নিরন্তর প্রবাহমান রহিয়াছে, "আপনি তবে কিরূপে ইহার উৎপাদন করিতেছেন?" এইরূপে সমস্ত অসৎ পদার্থের ভাব সন্দেহ অর্থাৎ উৎপত্তির প্রতি সংশয় কদাচই কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু উৎপত্তি প্রভৃতির আশ্রয়াযোগত্ব (আশ্রয়ের অসংযোগ) অসৎ পদার্থের অনুৎপত্তির প্রতি কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। দেখ বন্ধ্যাপুত্র এবং শশবিষাণ ও আকাশকুসুম প্রভৃতির উৎপত্তির আশ্রয়যোগ সম্ভব হইতে পারে না কিন্তু সৎরূপে বিদ্যমান পদার্থ সমূহেরই উৎপত্তি সম্ভব হইয়া থাকে, অতএব এই জগৎ ভিন্ন, খপুষ্পাদির ন্যায় অন্য পদার্থের উৎপত্তির প্রতি সন্দেহ, তুমি একবারেই পরিত্যাগ কর ॥ ২৬ ॥ যদি বল, তবে সৎপদার্থ সমূহের উৎপত্তি

অদ্যাত্র পৃথিবী নাস্তি ক গতেতি বিচারণে।
সঞ্জাতা ইতি বিজ্ঞেয়া অস্তাস্ত পরমাণবঃ ॥ ২৮ ॥
শাশ্বতং ক্ষণিকং শূন্যং নিত্যানিত্যং সকর্তৃকম্।
অহঙ্কারাগ্রিমঞ্চৈব সপ্তভেদৈর্ব্বিবক্ষিতম্ ॥ ২৯ ॥
গৃহাণাজ! মহত্তত্ত্বমহঙ্কারস্তদুদ্ভবঃ।
ততঃ সর্ব্বাণি ভূতানি রচয়স্ব যথা পুরা ॥ ৩০ ॥

মানস্যৈব ঘটস্য মৃৎপিণ্ডেঽভাবঃ প্রাগভাব আবির্ভাবজনকঃ। যথা বা কপালেষু ঘটাদের্বিদ্যমানস্যৈবাভাবঃ প্রধ্বংসাভাবস্তিরোভাবজনকঃ। তথৈব কারণাত্মনা বিদ্যমানানান্তত্ত্বানামাবির্ভাবতিরোভাবাবেবোৎপত্তিপ্রলয়ৌ নান্যাবিতি ন সৎকারণবাদে সর্ব্বাত্মত্বং মম ব্যাহতমিতি ভাবঃ॥ ২৭ ॥

অত্র সৎকার্য্যবাদেঽনুভবমাহ। অদ্যাত্রেতি। অদ্যাত্র পৃথিবী ঘটরূপা নাস্তি ধ্বংসে সতি সা ক গতেতি বিচারণে সতি লোকা অস্যা ঘটরূপায়াঃ পৃথিব্যাঃ পরমাণবো জাতা ইতি বদন্তি। তথাচ পরমাণুরূপেণ ঘটস্য বিদ্যমানতাস্ত্যেবেতি লোকসিদ্ধ এব সৎকার্য্যবাদ ইতি॥ ২৮ ॥

ইত্থং ভগবত্যুপদিশ্যাজ্ঞাপয়তি। শাশ্বতমিতি। শাশ্বতমিত্যাদিপরস্পরবিরুদ্ধবিশেষণৈর্মহত্তত্ত্বস্যাপি মায়াজন্যত্বাদনির্ব্বচনীয়ত্বং সূচিতম্। অহঙ্কারাস্যাগ্রে প্রথমতো ভবং সপ্তভেদৈর্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্তেত্যেবংরূপৈর্ভেদৈর্ব্বিবক্ষিতম্। মহত্তত্ত্বাদেরন্যেষাং তত্ত্বানাং সত্ত্বাৎ স্বস্যাপি স্বান্তর্ভাববিবক্ষয়া সপ্ততোক্তিঃ॥ ২৯—৩০ ॥

প্রভৃতির আশ্রয়যোগত্বেরও সম্ভব হয় না, কিন্তু তাহা তুমি বলিতে পার না যেহেতু সৎপদার্থ সমূহের কার্য্যবিচারে আবির্ভাব ও তিরোভাবই উৎপত্তি ও প্রলয় নামে কথিত হয়, উহা অন্য আর কিছুই নহে। তুমি বিচার করিয়া দেখ, মৃৎপিণ্ডে সৎপদার্থরূপ ঘটের প্রাগভাব বিদ্যমান রহিয়াছে, কিন্তু তাহাই আবার ঘটের আবির্ভাবের কারণ, আর কপাল সকলেও ঘটের প্রধ্বংসাভাব বিদ্যমান, কিন্তু সেই প্রধ্বংসাভাবই আবার ঘটের তিরোভাবের জনক হইয়া থাকে। সেইরূপে কারণাত্মক সৎপদার্থ সমূহের আবির্ভাব ও তিরোভাবই উৎপত্তি ও প্রলয় শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব ব্রহ্মন্! কারণ বিচারেও আমার সর্ব্বাত্মকত্ব অব্যাহতরূপেই প্রতিপন্ন হইতেছে। তাহাতে তোমার সন্দেহের অবসর কিছুই নাই॥ ২৭ ॥ পদ্মাসন! সৎকার্য্য বিচারে এইরূপ অনুভব হয় যে এখন এখানে ঘটরূপা পৃথিবী নাই যদি তাহার ধ্বংস হইল তবে সেই মৃত্তিকা কোথায় গেল এইরূপ বিচারে পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, ঐ ঘটরূপা পৃথিবী পরমাণুরূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে॥ ২৮ ॥ পরমেষ্ঠিন্! নিত্য স্থিতিশীল ও ক্ষণস্থায়ী, অমূর্ত্ত প্রভৃতি নিত্যানিত্য পদার্থ সমুদায়ই সকর্তৃক অর্থাৎ কারণ জন্য জানিবে; কিন্তু অহঙ্কার সেই সমস্ত পদার্থের মধ্যে অগ্রিম অর্থাৎ প্রথমে উৎপন্ন হয়। এইরূপে মহদাদি সপ্ত পদার্থ প্রকৃতি বিকৃতির সপ্ত প্রকার ভেদ মাত্র, তাহাতে বিশেষ এই যে, অগ্রে প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে

ব্রজন্তু স্বানি ধিষ্ণ্যানি বিরচ্য নিবসন্তু বঃ।
স্বানি স্বানি চ কার্য্যাণি কুর্ব্বন্তু দৈবভাবিতাঃ ॥ ৩১ ॥
গৃহাণেমাং বিধে! শক্তিং সুরূপাং চারুহাসিনীম্।
মহাসরস্বতীং নাম্না রজোগুণযুতাং বরাম্ ॥ ৩২ ॥
শ্বেতাম্বরধরাং দিব্যাং দিব্যভূষণভূষিতাম্।
বরাসনসমারূঢ়াং ক্রীড়ার্থং সহচারিণীম্ ॥ ৩৩ ॥
এষা সহচরী নিত্যং ভবিষ্যতি বরাঙ্গনা।
মাবমংস্থা বিভূতিং মে মত্বা পূজ্যতমাং প্রিয়াম্ ॥ ৩৪ ॥
গচ্ছ ত্বমনয়া সার্দ্ধং সত্যলোকং ব্রজাশু বৈ।
বীজাচ্চতুর্ব্বিধং সর্ব্বং সমুৎপাদয় সাম্প্রতম্ ॥ ৩৫ ॥
লিঙ্গকোশাশ্চ জীবৈস্তৈঃ সহিতাঃ কর্ম্মভিস্তথা।
বর্ত্তন্তে সংস্থিতাঃ কালে তান্ কুরু ত্বং যথা পুরা ॥ ৩৬ ॥
কালকর্ম্মস্বভাবাখ্যৈঃ কারণৈঃ সকলং জগৎ।
স্বভাবস্বগুণৈর্যুক্তং* পূর্ব্ববৎ সচরাচরম্ ॥ ৩৭ ॥

ইতঃ পরমস্মাৎ স্থানাত্তবন্তো ব্রজন্তু নির্গত্য চেদং কুর্ব্বন্ত্বিত্যাহ। ব্রজন্ত্বিতি। দেবভাবিতাঃ প্রারব্ধেনোৎপাদিতাঃ ॥ ৩১—৩৪ ॥

বীজান্মহত্তত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥

তস্মিন্ বীজে কিঙ্কিমস্তি তত্রাহ লিঙ্গেতি। লিঙ্গশরীরাণি কর্ম্মজীবসহিতানি সন্তি তানি যথা পুরা পূর্ব্ববৎ পৃথক্কুরু ॥ ৩৬ ॥

অহঙ্কার, তদনন্তর অন্যান্য সমস্ত ভূতবর্গ, এইরূপে তুমিও পূর্ব্বের ন্যায় যথাকালে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের রচনা করিতে থাক ॥ ২৯—৩০ ॥ পিতামহ! একণে তোমরা এস্থান হইতে নিজ নিজ আলয়ে গমন কর এবং এইরূপে বিশ্বসংসারের রচনা করিয়া বাস করিতে থাক এবং দৈবভাবিত অর্থাৎ প্রারব্ধকর্ত্তৃক উৎপাদিত স্ব স্ব কার্য্য সকল নির্ব্বাহ করিতে থাক ॥ ৩১ ॥ ব্রহ্মন্! তুমি এই দিব্যরূপা, চারুহাসিনী রজোগুণযুতা, শ্বেতাম্বর ধারিণী, দিব্যভূষণে বিভূষিতা, শ্বেতসরোজবাসিনী, মহাসরস্বতী নাম্নী শক্তিকে, ক্রীড়া-সহচারিণী করিবার নিমিত্ত গ্রহণ কর ॥ ৩২—৩৩ ॥ এই অত্যুত্তমা ললনা তোমার প্রিয়-সহচরী হইবেন; ইহাঁকে আমার বিভূতি জানিয়া সর্ব্বদাই পূজ্যতমা বিবেচনা করিবে, কদাচই অবমাননা করিবে না ॥ ৩৪ ॥ তুমি ইহাঁর সহিত সত্যলোকে গমন কর এবং একণে তথায় থাকিয়া মহত্তত্ত্বরূপ বীজ হইতে চতুর্ব্বিধ জীবনিবহের সৃষ্টি কর ॥ ৩৫ ॥ লিঙ্গ শরীর সকল জীব ও কর্ম্ম সমূহের সহিত মিলিত হইয়া একত্র সংস্থিত রহিয়াছে,

---

* স্বভাবস্ব গুণৈঃ সর্ব্বং ইতি বা পাঠঃ।

মাননীয়স্ত্বয়া বিষ্ণুঃ পূজনীয়শ্চ সর্ব্বদা।
সত্ত্বগুণপ্রধানত্বাদধিকঃ সর্ব্বতঃ সদা ॥ ৩৮ ॥
যদা যদা হি কার্য্যং বো ভবিষ্যতি সুরত্রয়ম্।
করিষ্যতি পৃথিব্যাং বৈ অবতারং তদা হরিঃ ॥ ৩৯ ॥
তির্য্যগ্‌যোনাবথান্যত্র মানুষীং তনুমাশ্রিতঃ।
দানবানাং বিনাশং বৈ করিষ্যতি জনার্দ্দনঃ ॥ ৪০ ॥
ভবোঽয়ং তে সহায়শ্চ ভবিষ্যতি মহাবলঃ।
সমুৎপাদ্য সুরান্ সর্ব্বান্ বিহরস্ব যথাসুখম্ ॥ ৪১ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা নানাযজ্ঞৈঃ সদক্ষিণৈঃ।
যজিষ্যন্তি বিধানেন সর্ব্বান্ বঃ সুসমাহিতাঃ ॥ ৪২ ॥
মন্নামোচ্চারণাৎ সর্ব্বে মখেষু সকলেষু চ।
সদা তৃপ্তাশ্চ সন্তুষ্টা ভবিষ্যধ্বং সুরাঃ কিল ॥ ৪৩ ॥

সামগ্র্যন্তরমাহ। কালকর্ম্মস্বভাবাখ্যৈঃ কারণৈরিতি। এভিঃ কারণৈঃ স্বভাবভূতাঃ স্বগুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ শব্দাদয়শ্চ তৈশ্চ যুক্তং পূর্ব্ববৎ কুর্ব্বিত্যর্থঃ। যো যস্য গুণো যদ্‌যস্য প্রারব্ধং যো যস্য ফলভোগস্য কালো যো যস্য স্বভাবভূতো গুণস্তস্মিন্ কালে তাদৃশকর্ম্মগুণানুরোধেন তাদৃশং ফলং দেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৪২ ॥

মন্নামিস্বাহেতি ॥ ৪৩—৪৫ ॥

তুমি যথাকালে পূর্ব্বের ন্যায় তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ করিও ॥ ৩৬ ॥ কাল, কর্ম্ম ও স্বভাব এই সকল কারণে স্বভাবভূত স্বগুণ সমূহ অর্থাৎ সত্ত্বাদি ও শব্দাদি গুণ সমস্ত দ্বারা এই অখিল জগৎকে পূর্ব্বের ন্যায় সংযুক্ত কর, অর্থাৎ যাহার যেরূপ গুণ, যাহার যে প্রারব্ধ কর্ম্ম, যাহার যে ফলযোগের কাল, যাহার যেরূপ স্বভাব ভূতগুণ, সেইকালে তুমি সেইরূপ গুণ ও কর্ম্মানুরোধে তাহাদিগকে ফল প্রদান করিও ॥ ৩৭ ॥ এই বিষ্ণু-সত্ত্বগুণপ্রধান, অতএব তোমা অপেক্ষা সততই সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, সেই কারণে তুমি ইঁহার সর্ব্বদাই সম্মান ও পূজা করিও ॥ ৩৮ ॥ যখন যখন তোমাদের দুষ্কর কার্য্য উপস্থিত হইবে তখন এই হরি সেই কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত অবনীতে অবতীর্ণ হইবে ॥ ৩৯ ॥ এই জনার্দ্দন তির্য্যগ্‌যোনি অথবা মানবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া দুর্দ্দান্ত দানবদিগের বিনাশ সাধন করিবে ॥ ৪০ ॥ এই মহাবল মহাদেব তোমার সহায় হইবে; তুমি যথাকালে সুরগণকে উৎপাদিত করিয়াই যথাসুখে বিহার করিতে থাকিবে ॥ ৪১ ॥ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ, সমাহিতচিত্তে নানাবিধ সদক্ষিণ যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তোমাদের তুষ্টি সাধন করিবে ॥ ৪২ ॥ সমস্ত যজ্ঞেই আমার স্বাহা নাম উচ্চারণ হেতু তোমরা সমস্ত দেবতাই

শিবশ্চ মাননীয়ো বৈ সর্ব্বথা তমোগুণঃ।
যজ্ঞকার্য্যেষু সর্ব্বেষু পূজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৪৪ ॥
যদা পুনঃ সুরাণাং বৈ ভয়ং দৈত্যাদ্ভবিষ্যতি।
শক্তয়ো মে তদোৎপন্না হরিষ্যন্তি সুবিগ্রহাঃ ॥ ৪৫ ॥
বারাহী বৈষ্ণবী গৌরী নারসিংহী শচী শিবা।
এতাশ্চান্যাশ্চ কার্য্যাণি কুরু ত্বং কমলোদ্ভব ! ॥ ৪৬ ॥
নবাক্ষরমিমং মন্ত্রং বীজধ্যানযুতং সদা।
জপন্ সর্ব্বাণি কার্য্যাণি কুরু ত্বং কমলোদ্ভব ! ॥ ৪৭ ॥
মন্ত্রাণামুত্তমোঽয়ং বৈ ত্বং জানীহি মহামতে !।
হৃদয়ে তে সদা ধার্য্যঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪৮ ॥
ইত্যুক্ত্বা মাং জগন্মাতা হরিং প্রাহ শুচিস্মিতা।
বিষ্ণো ! ব্রজ গৃহাণেমাং মহালক্ষ্মীং মনোহরাম্ ॥ ৪৯ ॥
সদা বক্ষঃস্থলে স্থানে ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ।
ক্রীড়ার্থং তে ময়া দত্তা শক্তিঃ সর্ব্বার্থদা শিবা ॥ ৫০ ॥

এতাশ্চান্যাশ্চেত্যস্য হরিষ্যন্তীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৪৬ ॥

নবাক্ষরমিমং মন্ত্রমিতি। স চ দুর্গায়া নবার্ণঃ প্রসিদ্ধঃ। এতদ্বিধানং নবমস্কন্ধান্তিমাধ্যায়ে বক্ষ্যতি ॥ ৪৭—৫৫ ॥

সতত তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হইতে পারিবে ॥ ৪৩ ॥ তমঃপ্রধান মহাদেবও সকলের মাননীয়, অতএব সমস্ত যজ্ঞ কার্য্যেই যত্নপূর্ব্বক ইঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য ॥ ৪৪ ॥ প্রজাপতে ! যখন দৈত্য হইতে দেবগণের ভয় উৎপন্ন হইবে তখন বারাহী, বৈষ্ণবী, গৌরী, নারসিংহী, সদাশিবা এই সকল এবং অন্যান্য আমার বিভূতিরূপা শক্তি সকল মিলিত হইয়া অদ্ভুতরম বিগ্রহধারণ পূর্ব্বক উৎপন্ন হইয়া সেই ভয় হরণ করিবে ; অতএব ব্রহ্মন্ ! তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া যথাসুখে আপনার কর্ত্তব্য সমুদায় সম্পাদন করিতে থাকিবে ॥ ৪৫—৪৬ ॥ পদ্মজন্মন্ ! তুমি বীজ ও ধ্যান সমন্বিত এই নবাক্ষর মন্ত্র জপ করিতে করিতে সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিও। মহামতে ! এই মন্ত্র সমস্ত মন্ত্রগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সমস্ত কামনা ও প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদাই ইহা হৃদয়ে ধারণ করা কর্ত্তব্য ॥ ৪৭—৪৮ ॥

নারদ ! জগন্মাতা ভগবতী, আমাকে এইরূপ বলিয়া ঈষৎ হাস্য সহকারে ভগবান্ হরিকে কহিলেন, বিষ্ণো ! এই মনোরমা মহালক্ষ্মীকে গ্রহণ কর, এই কল্যাণরূপিণী সতত্তই তোমার বক্ষঃস্থলবাসিনী হইয়া থাকিবে সন্দেহ নাই, তোমার বিহারের নিমিত্তই এই

ত্বয়েয়ং নাবমন্তব্যা মাননীয়া চ সর্ব্বদা।
লক্ষ্মীনারায়ণাখ্যোঽয়ং যোগো বৈ বিহিতো ময়া ॥ ৫১ ॥
জীবনার্থং কৃতা যজ্ঞা দেবানাং সর্ব্বথা ময়া।
অবিরোধেন সততং বর্ত্তিতব্যং ত্রিভিঃ সদা ॥ ৫২ ॥
ত্বং চ বেধাঃ শিবস্ত্বেতে দেবা মদ্গুণসম্ভবাঃ।
মান্যাঃ পূজ্যাশ্চ সর্ব্বেষাং ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥
যে বিভেদং করিষ্যন্তি মানবা মূঢ়চেতসঃ।
নিরয়ং তে গমিষ্যন্তি বিভেদান্নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৪ ॥
যো হরিঃ স শিবঃ সাক্ষাদ্ যঃ শিবঃ স স্বয়ং হরিঃ।
এতয়োর্ভেদমাতিষ্ঠন্নরকায় ভবেন্নরঃ ॥ ৫৫ ॥
তথৈব দ্রুহিণো জ্ঞেয়ো নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
অপরো গুণভেদোঽস্তি শৃণু বিষ্ণো! ব্রবীমি তে ॥ ৫৬ ॥
মুখ্যঃ সত্ত্বগুণস্তেঽস্তু পরমাত্মবিচিন্তনে।
গৌণত্বেঽপি পরৌ খ্যাতৌ রজোগুণতমোগুণৌ ॥ ৫৭ ॥

অপরো গুণভেদোঽস্তীতি। যূয়ং তত্তৎকার্য্যেষু তত্তদ্গুণযুক্তা ভবিতারঃ। অন্তকার্য্যেষু ত্বন্যগুণযুক্তা ইতি গুণত্রয়াত্মকত্বমেব সর্ব্বেষামিতি ভাবঃ ॥ ৫৬ ॥
যদা যো গুণো মুখ্যস্তদান্যৌ গুণৌ গৌণত্বে এব স্থিতৌ স্যাতাম্ ॥ ৫৭—৫৮ ॥

সর্ব্বার্থসিদ্ধি প্রদায়িনী মহালক্ষ্মীকে তোমারে অর্পণ করিলাম ॥ ৪৯—৫০ ॥ তুমি সর্ব্বদাই ইঁহার সম্মান করিবে কদাচ অবমাননা করিও না। জনার্দ্দন! আমি জগতের হিত সাধনের নিমিত্তই এই লক্ষ্মীনারায়ণ নামক কল্যাণকর যোগ সংবিধান করিয়াছি ॥ ৫১ ॥ দেবতাদিগের জীবন ধারণের নিমিত্ত আমি যজ্ঞ ক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছি; পরন্ত, তোমরা তিনজনে সর্ব্বদাই মিলিত থাকিয়া পরস্পর অবিরোধে কার্য্য সম্পাদন করিবে। তুমি, বিধাতা ও শঙ্কর এই তিনজন আমার, তিনটী গুণসম্ভূত দেবতা, অতএব তোমরা এই সংসারের মাননীয় ও পূজনীয় হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৫২—৫৩ ॥ যে মূঢ়বুদ্ধি মানব তোমাদিগের ভেদ কল্পনা করিবে তাহারা যে নিশ্চয় নিরয়গামী হইবে তাহাতে আর সংশয় নাই ॥ ৫৪ ॥ যে হরি সেই সাক্ষাৎ শিব, যে শিব সেই স্বয়ং হরি, যে নর এই উভয়ের ভেদ কল্পনা করিবে, সে নিশ্চয়ই নরকে পতিত হইবে ॥ ৫৫ ॥ যেরূপ হরি ও হরে ভেদ নাই, সেইরূপ ব্রহ্মার সহিতও হরি হরের কিছুমাত্র ভেদ নাই জানিও। রমাপতে! তবে অন্যান্য বিষয়ে গুণভেদ আছে, তাহা আমি তোমাকে কহিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৫৬ ॥ পরমাত্মার ধ্যান বিষয়ে তোমাতে মুখ্যরূপে সত্ত্বগুণ অবস্থিতি করুক,

লক্ষ্ম্যা সহ বিকারেষু নানাভেদেষু সর্ব্বদা ।
রজোগুণযুতো ভূত্বা বিহরস্বানয়া সহ ॥ ৫৮ ॥
বাগ্বীজং কামরাজঞ্চ মায়াবীজং তৃতীয়কম্* ।
মন্ত্রোঽয়ং ত্বং রমাকান্ত ! মদ্দত্তঃ পরমার্থদঃ ॥ ৫৯ ॥
গৃহীত্বা জপ তং নিত্যং বিহরস্ব যথাসুখম্ ।
ন তে মৃত্যুভয়ং বিষ্ণো ! ন কালপ্রভবং ভয়ম্ ॥৬০ ॥
যাবদেষ বিহারো মে ভবিষ্যতি সুনিশ্চয়ঃ ।
সংহরিষ্যাম্যহং সর্ব্বং যদা বিশ্বং চরাচরম্ ।
ভবন্তোঽপি তদা নূনং ময়ি লীনা ভবিষ্যথ ॥ ৬১ ॥
স্মর্ত্তব্যোঽয়ং সদা মন্ত্রঃ কামদো মোক্ষদস্তথা ।
উদ্গীতেন চ সংযুক্তঃ কর্ত্তব্যঃ শুভমিচ্ছতা ॥ ৬২ ॥
কারয়িত্বাথ বৈকুণ্ঠং বস্তব্যং পুরুষোত্তম ! ।
বিহরস্ব যথাকামং চিন্তয়ন্মাং সনাতনীম্ ॥ ৬৩ ॥

বাগ্বীজং কামরাজঞ্চেতি। অয়ঞ্চ ত্র্যক্ষরো ভুবনেশীমন্ত্রো ভুবনেশীসংহিতায়াং প্রসিদ্ধঃ। ধ্যানপূজাদিযন্ত্রাদিকঞ্চ তত্রৈব স্পষ্টম্ ॥ ৫৯—৬০ ॥

বিহারঃ ক্রীড়া জগৎসর্জ্জনাদিরূপা ॥ ৬১ ॥

আর রজোগুণ ও তমোগুণ গৌণরূপে অবস্থিত হউক। নানাবিধ ভিন্ন ভিন্ন বিকারে এবং লক্ষ্মীর সহিত বিহার বিষয়ে রজোগুণযুক্ত হইয়া উহাঁর সহিত সততই বিহার করিতে থাক ॥ ৫৭—৫৮ ॥ রমাকান্ত ! আমি তোমাকে বাগ্বীজ, কামবীজ ও মায়াবীজ এই অক্ষরত্রয় সমন্বিত পরমার্থপ্রদ ভুবনেশ্বরীমন্ত্র প্রদান করিতেছি, গ্রহণ পূর্ব্বক নিরন্তর জপ কর এবং যথাসুখে বিহার করিতে থাক, এই মন্ত্র প্রভাবে তোমার মৃত্যুভয় অথবা কাল-ভয় কিছুই থাকিবে না ॥ ৫৯—৬০ ॥ যখন আমার এই জগৎ সৃষ্ট্যাদিরূপ লীলা সুনিশ্চয় রূপে সম্পাদিত হইবে, যখন আমি এই চরাচর বিশ্বের সংহার করিব, তখন তোমরাও আমাতে লীন হইবে সংশয় নাই ॥ ৬১ ॥ পরন্তু, যদি কল্যাণ কামনা থাকে তাহা হইলে নিরন্তর আমার এই কামমোক্ষপ্রদ মন্ত্রে প্রণব সংযুক্ত করিয়া নিরন্তর জপ করিবে ॥ ৬২ ॥ পুরুষোত্তম ! তুমি অতঃপর বৈকুণ্ঠপুরী রচনা করাইয়া আমার সনাতনী মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ পূর্ব্বক যথেচ্ছরূপে বিহার করিতে থাক ॥ ৬৩ ॥

---

* দৈত্যানাং ধারণাকালে তমোগুণযুতঃ সদা । বিনাশং ঘোররূপাণাং কর্ত্তা দৈব ত্বং ময়া কৃতঃ ॥ গৃহাণেদং মহাভাগ ! বাগ্বীজং পরমং মম । কামরাজং দ্বিতীয়ঞ্চ মায়াবীজং তৃতীয়কম্ ।
ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে ।

ব্রহ্মোবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা বাসুদেবং সা ত্রিগুণা প্রকৃতিঃ পরা ।
নির্গুণা শঙ্করং দেবমবোচদমৃতং বচঃ ॥ ৬৪ ॥

দেব্যুবাচ ।

গৃহাণ হর ! গৌরীং ত্বং মহাকালীং মনোহরাম্ ।
কৈলাসং কারয়িত্বা চ বিহরস্ব যথাসুখম্ ॥ ৬৫ ॥
মুখ্যস্তমোগুণস্তেহস্তু গৌণৌ সত্ত্বরজোগুণৌ ।
বিহরাসুরনাশার্থং রজোগুণতমোগুণৌ ॥ ৬৬ ॥
তপস্তপ্তুং তথা কর্ত্তুং স্মরণং পরমাত্মনঃ ।
শর্ব্ব ! সত্ত্বগুণঃ শান্তো গৃহীতব্যঃ সদানঘ ! ॥ ৬৭ ॥
সর্ব্বথা ত্রিগুণা যূয়ং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারকাঃ ।
এভির্ব্বিহীনং সংসারে বস্তু নৈবাত্র কুত্রচিৎ ॥ ৬৮ ॥
বস্তুমাত্রং তু যদ্দৃশ্যং সংসারে ত্রিগুণং হি তৎ ।
দৃশ্যঞ্চ নির্গুণং লোকে ন ভূতং নো ভবিষ্যতি ॥ ৬৯ ॥
নির্গুণঃ পরমাত্মাসৌ নতু দৃশ্যঃ কদাচন ।
সগুণা নির্গুণা চাহং সময়ে শঙ্করোত্তমা ॥ ৭০ ॥

উদ্গীথেনেতি । প্রণবেন সংযুক্তোহয়ং মন্ত্রো জপ্য ইত্যর্থঃ । তথাচ প্রণবাদিচতুরক্ষরো-মন্ত্রঃ সম্পন্নঃ ॥ ৬২—৬৯ ॥
সময় ইতি । সৃষ্ট্যাদিসময়ে সগুণা সমাধিসময়ে নির্গুণা ॥ ৭০ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ ! যিনি স্বরূপত গুণাতীতা হইয়াও সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের নিমিত্ত গুণত্রয়কে সমাশ্রয় করেন, সেই পরমা প্রকৃতি দেবী ভগবতী বাসুদেবকে এইরূপ বলিয়া, তদনন্তর শঙ্করকে এইরূপ অমৃতময় বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে হর ! এই মহাকাল-রূপিণী মনোরমা গৌরীকে গ্রহণ কর, তুমি কৈলাসপুরী রচনা করাইয়া তাহাতে ইহার সহিত যথাসুখে বিহার করিতে থাক ॥ ৬৪—৬৫ ॥ তোমাতে তমোগুণ প্রধানরূপে এবং সত্ত্ব ও রজোগুণ গৌণরূপে অবস্থিতি করিবে, তুমি অসুরগণের বিনাশের নিমিত্ত রজোগুণ ও তমোগুণ ধারণ পূর্ব্বক সংসারে বিচরণ করিতে থাক ॥ ৬৬ ॥ বিমলাত্মন্ ! তপশ্চরণ ও পরমাত্মার স্মরণ করিবার নিমিত্ত তুমি সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদাই শান্তিপথ অবলম্বন করিবে ॥ ৬৭ ॥ তোমরা সকলেই সর্ব্বতোভাবে ত্রিগুণ-সমন্বিত হইয়া সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয় করিতে থাক । হে ঈশান ! এই সংসারে ত্রিগুণ-বিহীন হইয়া কোনও বস্তু কোনও স্থানে বিদ্যমান থাকিতে পারে না । সংসারে যে যে বস্তু দৃশ্য হইয়া থাকে,

সদাহং কারণং শম্ভো ! ন চ কার্য্যং কদাচন।
সগুণা কারণত্বাদ্বৈ নির্গুণা পুরুষান্তিকে ॥ ৭১ ॥
মহত্তত্ত্বমহঙ্কারো গুণাঃ শব্দাদয়স্তথা।
কার্য্যকারণরূপেণ সংসরন্তে হ্বহর্নিশম্ ॥ ৭২ ॥
সদুদ্ভূতস্ত্বহঙ্কারস্তেনাহং কারণং শিবা।
অহঙ্কারশ্চ মে কার্য্যং ত্রিগুণোঽসৌ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৭৩ ॥

সদাহমিতি। অহং হে শম্ভো ! কার্য্যং কদাপি নাস্মি মমানাদিসিদ্ধত্বেনোৎপত্ত্যাভাবাৎ। কিন্তু সর্ব্বকারণরূপৈবাস্মীত্যর্থঃ। নম্বু নির্গুণায়াস্তব কারণত্বমপি কথমিতি চেত্তত্রাহ। সগুণেতি। ন মম সদা নির্গুণত্বং কিন্তু পরমাত্মাভিন্নাস্তর্হিতগুণত্রয়সাম্যাবস্থায়ামুক্ত্ তদ্গুণাভাবেন নির্গুণাহম্। সৃষ্ট্যাদি দশায়াস্তু সগুণৈবাস্মি। ততশ্চ কারণত্বং ন বিরুদ্ধত ইতিভাবঃ ॥ ৭১ ॥

কারণত্বং বিশদয়তি মহত্তত্ত্বমিতি। শব্দাদয়ঃ শব্দস্পর্শাদয়ো গুণা ইত্যর্থঃ। কার্য্যকারণরূপেণেতি। পূর্ব্বপূর্ব্বস্য কারণত্বমুত্তরোত্তরস্য কার্য্যত্বং তদ্রূপেণ সংসরন্তে পরিণমন্ত্যহর্নিশং ন কদাচিদ্বিরামোঽস্তি ॥ ৭২ ॥

তত্র মহত্তত্ত্বমব্যক্তাৎ কেন ক্রমেণোৎপদ্যতে তত্রাহ। সদুদ্ভূতস্ত্বহঙ্কার ইতি। অহঙ্কারো দ্বিবিধঃ। একঃ পরাহন্তারূপো দ্বিতীয়ো মহত্তত্ত্বাদুৎপন্নঃ। পরাহন্তারূপশ্চ বৃহদারণ্যকে সো বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি বৃত্তিরূপউক্তঃ। তথাচ সৃষ্টিসময়ে যঃ প্রথমো ভাবো ব্যক্তস্য পরাবাণীরূপো যমহমস্মীত্যুৎপন্নঃ পরাহন্তারূপঃ সোঽহঙ্কারঃ সদুদ্ভূতঃ। সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদিত্যত্রোক্তত্বাৎ সত উৎপন্ন ইত্যর্থঃ। তেন হেতুনাহমব্যক্তরূপাকারণং পরাহন্তারূপাহঙ্কারস্যেত্যর্থঃ। স চ পরাহন্তারূপোঽহঙ্কারোঽপি মৎকার্য্যভূতো গুণত্রয়াত্মকঃ প্রতিষ্ঠিতোঽস্তি। সর্ব্বস্যৈব পদার্থজাতস্য গুণত্রয়াত্মকত্বাৎ ॥ ৭৩ ॥

তৎসমুদায়ই ত্রিগুণবিশিষ্ট। মহেশ্বর ! দৃশ্য অথচ নির্গুণ এমত বস্তু জগতে কখন হয় নাই এবং হইবেও না ॥ ৬৮—৬৯ ॥ পরমাত্মা নির্গুণ, তিনি কদাচই দৃশ্য হয়েন না, হে শঙ্কর ! পরমপ্রকৃতিরূপিণী আমি সৃজনাদির সময় সগুণা আর সমাধি সময়ে নির্গুণা হইয়া থাকি ॥ ৭০ ॥ শম্ভো ! আমি অনাদি, অতএব সততই এই সংসারের কারণরূপে বিদ্যমান থাকি কার্য্যরূপ কখনই হই না। শঙ্কর ! আমি যখন কারণরূপিণী হই তখনই সগুণা, আর যখন পুরুষ সন্নিধানে পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করি, গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা হেতু গুণোদ্ভবের অভাবে তখনই আমি নির্গুণা হইয়া থাকি ॥ ৭১ ॥ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও শব্দ স্পর্শাদি গুণসমুদয় ইহারা দিবারাত্রই পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্রমে কারণরূপে এবং উত্তরোত্তর ক্রমে কার্য্যরূপে পরিণত হইয়া সংসার কার্য্য সম্পাদন করিতেছে, কদাচই তাহার বিরাম হয় না ॥ ৭২ ॥ অহঙ্কার দুই প্রকার, তন্মধ্যে একটী পরমাহঙ্কাররূপ সৎপদার্থ হইতে উৎপন্ন, অপরটী মহত্তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। মহেশ ! আমিই সেই পরাহঙ্কার-সৎপদার্থরূপিণী ; বিচারতত্ত্ব-নিপুণ পণ্ডিতগণ, সেই পরাহঙ্কাররূপা আমাকেই অব্যক্ত শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন, অতএব অখিলের কল্যাণকারিণী আমিই এই জগতের কারণ,

অহঙ্কারান্মহত্তত্ত্বম্বুদ্ধিঃ সা পরিকীর্ত্তিতা।
মহত্তত্ত্বং হি কার্য্যং স্যাদহঙ্কারো হি কারণম্ ॥ ৭৪ ॥
তন্মাত্রাণি ত্বহঙ্কারাদুৎপদ্যন্তে সদৈব হি।
কারণং পঞ্চভূতানাং তানি সর্ব্বসমুদ্ভবে ॥ ৭৫ ॥
কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চৈব পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ।
মহাভূতানি পঞ্চৈব মনঃ ষোড়শমেব চ ॥ ৭৬ ॥
কার্য্যঞ্চ কারণঞ্চৈব গণোঽয়ং ষোড়শাত্মকঃ।
পরমাত্মা পুমানাদ্যো ন কার্য্যং ন চ কারণম্ ॥ ৭৭ ॥

তথাচাব্যক্তাৎ প্রথমং পরাহন্তারূপোঽহঙ্কার উৎপন্নস্ততোঽহঙ্কারান্মহত্তত্ত্বমুৎপন্নমিত্যাহ। অহঙ্কারান্মহত্তত্ত্বমিতি বুদ্ধিঃ সমষ্টিবুদ্ধিরিত্যর্থঃ। এতেন সাঙ্খ্যোক্তং মহত্তত্ত্বমনাশ্রিতং ভবতি। তন্মহত্তত্ত্বং হি কার্য্যম্ অহঙ্কারো হি পরাহন্তারূপস্তস্য মহত্তত্ত্বস্য কারণমিত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥

তস্মাদহঙ্কারো দ্বিতীয় উৎপন্নস্তস্মাদহঙ্কারাত্তন্মাত্রাপরপর্য্যায়াণি সূক্ষ্মভূতান্যুৎপন্নানি। দ্বিতীয়াহঙ্কারস্যোৎপত্তিরনেন বাক্যেনার্থাদ্বোধিতা। কারণং পঞ্চভূতানাং তানীতি। তানি সূক্ষ্মভূতানি পঞ্চীকৃতানাং পঞ্চভূতানাং কারণম্ভবন্তি। অপঞ্চীকৃতভূতেভ্যঃ পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতোৎপত্তির্ভবতীত্যর্থঃ। সর্ব্বপ্রপঞ্চস্য সমুদ্ভবে উৎপত্তিসময়ে ॥ ৭৫ ॥

তত্র পঞ্চভূতানাং সাত্ত্বিকাংশেভ্যঃ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি ভবন্তি। মনস্তু পঞ্চভূতানাং মিলিতসাত্ত্বিকাংশেভ্যো ভবতি তথা প্রাণোঽপি. পঞ্চভূতানাং মিলিতরাজসাংশেভ্যো ভবতি ॥ ৭৬ ॥

তত্র কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ ভূতানি মনশ্চষোড়শমিত্যেবং কার্য্যমিন্দ্রিয়রূপঙ্কারণং মহাভূতরূপং মিলিত্বায়ং গুণসমুদায়ঃ ষোড়শাত্মকো ভবতি। যদধিকৃত্যোচ্যতে-ষোড়শকস্তু বিকার ইতি। এবমষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ ষোড়শবিকারাশ্চোক্তাঃ। সোঽয়ং সর্ব্বোঽপি পরিণামো মায়ায়া এব ন পরমাত্মন ইত্যাহ। পরমাত্মেতি। পরমাত্মা ন কস্যচিৎ কার্য্যম্ ন কস্যাপি কারণমুপাদানং ভবতি। কিন্তু বিবর্ত্তকারণমেব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

অহঙ্কার আমার কার্য্য, আমি তাহাকে ত্রিগুণ সমন্বিত করিয়া জগতের কার্য্যসাধনার্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছি ॥ ৭৩ ॥ সেই পরাহঙ্কার (সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব) হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি, পণ্ডিতগণ তাহাকেই বুদ্ধি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। অতএব মহত্তত্ত্ব কার্য্য এবং পরাহঙ্কার তাহার কারণ ॥ ৭৪ ॥ পরন্তু মহত্তত্ত্বজাত-কার্য্যরূপ অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ভূতপঞ্চকের উৎপত্তি হইয়াছে, এই পঞ্চতন্মাত্রই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের কারণ হয়। সমস্ত প্রপঞ্চের উৎপত্তি কালে এই পঞ্চতন্মাত্রের সাত্ত্বিকাংশ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং রজ অংশ হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং ঐ তন্মাত্রপঞ্চকের পঞ্চীকরণ দ্বারা পঞ্চভূত এবং পঞ্চভূতের মিলিত সাত্ত্বিক অংশ হইতে মন এই ষোড়শ পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চভূত ও মন এই কার্য্য সমুদায় মহাভূতরূপ কারণে মিলিয়া ষোড়শাত্মক একটী গণ বলিয়া উক্ত হইয়া

এবং সমুদ্ভবঃ শম্ভো ! সর্ব্বেষামাদিসম্ভবে।
সংক্ষেপেণ ময়া প্রোক্তস্তত্র সমুদ্ভবঃ ॥ ৭৮ ॥
ব্রজন্ত্বদ্য বিমানেন কার্য্যার্থং মম সত্তমাঃ।
স্মরণাদ্দর্শনস্তুভ্যং দাস্যেঽহং বিষমে স্থিতে ॥ ৭৯ ॥
স্মর্ত্তব্যাহং সদা দেবাঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।
উভয়োঃ স্মরণাদেব কার্য্যসিদ্ধিরসংশয়ম্ ॥ ৮০ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বিসসর্জ্জাস্মান্ দত্ত্বা শক্তীঃ সুসংস্কৃতাঃ।
বিষ্ণবেঽথ মহালক্ষ্মীং মহাকালীং শিবায় চ ॥ ৮১ ॥
মহাসরস্বতীং মহ্যং স্থানাত্তস্মাদ্বিসর্জ্জিতাঃ।
স্থলান্তরং সমাসাদ্য তে জাতাঃ পুরুষা বয়ম্ ॥ ৮২ ॥
চিন্তয়ন্তঃ স্বরূপন্তৎ প্রভাবং পরমাদ্ভুতম্।
বিমানন্তৎ সমাসাদ্য সংরূঢ়াস্তত্র বৈ ত্রয়ঃ ॥ ৮৩ ॥

এবং সমুদ্ভব ইতি। আদিসম্ভবে আদিসর্গে ঈশ্বরকৃতসৃষ্টৌ সর্ব্বেষামুদ্ভবো মত্তঃ সকাশাদেবং ভবতীতি সংক্ষেপেণাত্রোক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

পূর্ব্বোক্তং শ্রীদেব্যা দত্তং মহত্তত্ত্বং গৃহীত্বা চতুর্ম্মুখাদিভিঃ ক্রিয়মাণাব্যষ্টিদেহাদিসৃষ্টি-জীবসৃষ্টিঃ। ইত্থং মহাসৃষ্টিং ব্যষ্টিসৃষ্টিঞ্চোক্ত্বানন্তরমাহ। ব্রজন্ত্বিতি বিষমে সঙ্কটে ॥ ৭৯ ॥

ইদানীমুপাসনাস্বরূপমাহ। স্মর্ত্তব্যাহমিতি। পরমাত্মোপাসনায়ামপি ন কেবলং পরমাত্মা স্মর্ত্তব্যো মায়ায়াস্তদভিন্নায়া বহ্নিশক্তিবত্ত্যক্তুমশক্যত্বাত্তথা শক্ত্যুপাসনায়ামপি ন কেবলা শক্তিঃ স্মর্ত্তব্যা। পরমাত্মনস্তদভিন্নস্ত বহ্নিবত্ত্যক্তুমশক্যত্বাত্তস্মাম্মায়া বিশিষ্টং ব্রহ্মৈবোভয়ত্র দেবতেতি ব্রহ্মোপাসকৈঃ শক্ত্যুপাসকৈশ্চ তদেবোপাস্যঞ্চেয়ং জ্ঞেয়ঞ্চেতি। তদভিপ্রায়েণাহ। উভয়োরিতি সর্ব্বঞ্চেদমুপোদ্ঘাতে স্পষ্টম্ ॥ ৮০—৮১ ॥

থাকে ॥ ৭৫—৭৭ ॥ শম্ভো ! আদিপুরুষ সনাতন পরমাত্মা কার্য্যও নহেন কারণও নহেন এই প্রপঞ্চ সমুদয় মায়ারই কার্য্য। আদি সৃষ্টিকালে উক্তরূপে সকলেরই উৎপত্তি হইয়া থাকে। মহেশ্বর ! এই আদি সৃষ্টির বিষয় আমি তোমার নিকট সংক্ষেপেই কহিলাম ॥ ৭৮ ॥ হে সুরসত্তমগণ ! এক্ষণে তোমরা আমার কার্য্য সাধনের নিমিত্ত বিমানে আরোহণপূর্ব্বক গমন কর। সঙ্কটস্থল উপস্থিত হইলে আমাকে স্মরণ করিবামাত্রই দর্শন দিব। দেবগণ ! তোমরা সততই আমার এবং সনাতন পরমাত্মার স্মরণ করিও, উভয়ের স্মরণ করিলে কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে কিছুমাত্রই সন্দেহ থাকিবে না ॥ ৭৯—৮০ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবী ভুবনেশ্বরী এই বলিয়া আমাদিগকে সেই দিব্যকান্তিময়ী শক্তি সকল প্রদানপূর্ব্বক বিদায় দিলেন। তদনুসারে বিষ্ণুকে মহালক্ষ্মী, মহাদেবকে মহাকালী এবং আমাকে মহাসরস্বতী প্রদান করিয়া সেইস্থান হইতে বিসর্জ্জন করিলেন ॥ ৮১—৮২

ন দ্বীপোঽসৌ ন সা দেবী সুধাসিন্ধুস্তথৈব চ।
পুনর্দৃষ্টং বিমানং বৈ তত্রাস্মাভির্ন চান্যথা ॥ ৮৪ ॥
আসাদ্য তস্মিন্বিততে বিমানে
প্রাপ্তা বয়ং পঙ্কজসন্নিধৌ চ।
মহার্ণবে যত্র হতৌ দুরত্যয়ৌ
মুরারিণা তৌ মধুকৈটভাখ্যৌ ॥ ৮৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে শ্রীদেব্যা উপদেশদানং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

মহৎ দম্বেতিশেষঃ ॥ ৮২—৮৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্দেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

আমরা সেখান হইতে স্থানান্তরে আসিয়া দেবীর স্বরূপ ও অত্যদ্ভুত প্রভাব চিন্তা করিতে করিতে পুনর্ব্বার পুরুষ হইয়া পড়িলাম ॥ ৮৩ ॥ সেই বিমান প্রাপ্ত হইয়া আমরা তিনজনে তাহাতে আরোহণ করিয়া দেখি, সেই মণিদ্বীপ নাই, সেই দেবী নাই, কেবল সেই সুধা-সমুদ্রই রহিয়াছে, অনন্তর আমরা সেই বিমান ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না ॥ ৮৪ ॥ আমরা সেই সুবিস্তীর্ণ বিমান প্রাপ্ত হইয়া যেখানে দেবদেব জনার্দ্দন, মধুকৈটভ নামক দুর্দ্দান্ত অসুরদ্বয়কে সংহার করিয়াছেন, তৎক্ষণাৎ সেই মহার্ণবে আমার জন্মপঙ্কজের সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম ॥ ৮৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্দেবীভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীর বিভূতি বর্ণন
নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

এবম্প্রভাবা সা দেবী ময়া দৃষ্টাথ বিষ্ণুনা।
শিবেনাপি মহাভাগ! তাস্তা দেব্যঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য পিতুর্ব্বাক্যং নারদো মুনিসত্তমঃ।
প্রপচ্ছ পরমপ্রীতঃ প্রজাপতিমিদং বচঃ ॥ ২ ॥

নারদ উবাচ।

পুমানাদ্যোঽবিনাশী যো নির্গুণোঽচ্যুতিরব্যয়ঃ।
দৃষ্টশ্চৈবানুভূতশ্চ তত্ত্বদস্ব পিতামহ! ॥ ৩ ॥
ত্রিগুণা বীক্ষিতা শক্তির্নির্গুণা কীদৃশী পিতঃ!।
তস্যাঃ স্বরূপং মে ব্রূহি পুরুষস্য চ পদ্মজ! ॥ ৪ ॥
যদর্থঞ্চ ময়া তপ্তং শ্বেতদ্বীপে মহত্তপঃ।
দৃষ্টা সিদ্ধা মহাত্মানস্তাপসা গতমন্যবঃ ॥ ৫ ॥

দ্বিপঞ্চাশৎপদ্যৈকেস্ত প্রোক্তং তত্ত্বস্বরূপকম্।
গুণানাং ভেদসংস্থানৈঃ সাধিদৈবমথোচ্যতে ॥

তাস্তা দেব্য আবরণদেবতাঃ ॥ ১—২ ॥
অচ্যুতির্নাশরহিতঃ। দৃষ্টশ্চৈবেতি। দৃষ্টোঽনুভূতশ্চ স্তাত্বং যথাদৃষ্টং যথানুভূতঞ্চ বদ ॥ ৩ ॥
যথা ত্রিগুণা স্থূলরূপা শক্তির্ম্মণিদ্বীপে করচরণাদিবিশিষ্টা দৃষ্টা তথা নির্গুণাপি দৃষ্টা-স্তাত্তথাচ সা নির্গুণা কীদৃশীতি তস্যা অপি স্বরূপং ব্রূহি ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, নারদ! এইরূপে আমি, বিষ্ণু ও মহাদেব আমরা তিনজনে সেই মহা-প্রভাবশালিনী দেবীকে এবং তাঁহার সেই মহাবৈভবসম্পন্না আবরণরূপিণী দেবীদিগকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে দর্শন করিয়াছিলাম ॥ ১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! মুনিসত্তম নারদ পিতার এই সমস্ত বচন শ্রবণ করিয়া পরম-প্রীতিসহকারে প্রজাপতিকে কহিলেন,লোকপিতামহ! আপনি যে, আদি ও অবিনশ্বর নির্গুণ, অচ্যুত ও অব্যয় পুরুষকে মনে মনে অনুভব করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার বিষয় কীর্ত্তন করুন ॥ ২—৩ ॥ পিতঃ! আপনি কর-চরণ-সংযুক্তা ত্রিগুণান্বিতা শক্তি দর্শন করিয়াছেন, কিন্তু অদৃষ্টরূপা নির্গুণা শক্তি কিম্প্রকার? পদ্মজন্মন্! সেই প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ

পরমাত্মা ন সংপ্রাপ্তো [illegible] দৃষ্টিগোচরঃ।

পুনঃপুনস্তপস্তীব্রং কৃতস্তত্র প্রজাপতে ! ॥ ৬ ॥

ভবতা সগুণা শক্তির্দৃষ্টা তাত ! মনোরমা।

নির্গুণা নির্গুণশ্চৈব কীদৃশৌ তৌ বদস্ব মে ॥ ৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি পৃষ্টঃ পিতা তেন নারদেন প্রজাপতিঃ।

উবাচ বচনন্তথ্যং স্মিতপূর্ব্বং পিতামহঃ ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

নির্গুণস্য মুনে ! রূপং ন ভবেদ্দৃষ্টিগোচরম্।

দৃশ্যঞ্চ নশ্বরং যস্মাদরূপং দৃশ্যতে কথম্ ॥ ৯ ॥

নির্গুণা দুর্গমা শক্তির্নির্গুণশ্চ তথা পুমান্।

জ্ঞানগম্যৌ মুনীনান্তু ভাবনীয়ৌ তথা পুনঃ ॥ ১০ ॥

এতৎ পরমাত্মদেব্যোর্দর্শনার্থং বহুতপস্তপ্তং তথাপি তৌ ন লব্ধাবিত্যাহ। যদর্থমিতি ॥ ৫—৮ ॥

দৃশ্যঞ্চ নশ্বরমিতি। যস্মাদ্ধেতোর্যদ্‌যদ্দৃশ্যং তত্তন্নশ্বরমিতি ব্যাপ্তিস্তস্মাৎ পরমাত্মনো নশ্বরত্বাভাবায় দৃশ্যত্বং দৃশ্যত্বে নশ্বরত্বং স্যাদেবেত্যর্থঃ। এতেন প্রথমাধ্যায়োক্তস্য সা কা কথমুৎপন্নেতি জনমেজয়প্রশ্নস্যোত্তরং ব্যাসেন নারদব্রহ্মসম্বাদমুখেনোক্তমিতি বোধ্যম্ ॥৯-১০॥

কীর্ত্তন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন্ ॥ ৪ ॥ প্রজাপতে ! সেই নির্গুণ পরমাত্মার এবং নির্গুণা দেবীর দর্শনলালসায়, আমি শ্বেতদ্বীপে মহাতপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম এবং জিতেন্দ্রিয় ও জিতক্রোধ অনেক মহাত্মা সিদ্ধ পুরুষকেও তন্নিমিত্ত তপস্যা করিতে দেখিয়াছিলাম, কিন্তু আমি সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইলাম না, পিতঃ ! তাহাতেও আমি একবারে ক্ষান্ত হই নাই, বরং পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করিয়াছিলাম, তথাপি তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হই না ॥ ৫-৬ ॥ তাত ! আপনি সেই মনোরমা সগুণাশক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, কিন্তু অদৃষ্টরূপা নির্গুণা শক্তি ও নির্গুণ পুরুষ কি প্রকার? তাঁহাদের কথা কীর্ত্তন করিয়া আমার চিরপ্রার্থিত মনোরথ সফল করুন্ ॥ ৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! নারদ পিতার নিকট এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে, লোকপিতামহ প্রজাপতি ঈষৎ হাস্য সহকারে তথ্য বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥৮॥ মুনিবর ! নির্গুণ পুরুষের রূপ দৃষ্টিগোচর হয় না, কারণ, দৃশ্য [illegible] নশ্বর হইয়া থাকে, অতএব [illegible] রূপ কোথায় এবং তিনি কিরূপে দর্শন গোচর হইবেন ? [illegible] । নির্গুণা শক্তি [illegible] নির্গুণ পুরুষ সহজে জ্ঞানগম্য হয়েন না, তবে [illegible] ধ্যানগম্য

অনাদিনিধনৌ বিদ্ধি সদা প্রকৃতিপূরুষৌ ।
বিশ্বাসেনাভিগম্যৌ তৌ নাবিশ্বাসেন কর্হিচিৎ ॥ ১১ ॥
চৈতন্যং সর্ব্বভূতেষু যত্তদ্বিদ্ধি পরাত্মকম্ ।
তেজঃ সর্ব্বত্রগং নিত্যং নানাভাবেষু নারদ ! ॥ ১২ ॥
তঞ্চ তাঞ্চ মহাভাগ ! ব্যাপকৌ বিদ্ধি সর্ব্বগৌ ।
তাভ্যাং বিহীনং সংসারে ন কিঞ্চিদ্বস্তু বিদ্যতে ॥ ১৩ ॥
তৌ বিচিন্ত্যৌ সদা দেহে মিশ্রীভূতৌ সদাব্যয়ৌ ।
একরূপৌ চিদাত্মানৌ নির্গুণৌ নির্ম্মলাবুভৌ ॥ ১৪ ॥
যা শক্তিঃ পরমাত্মাসৌ যোঽসৌ সা পরমা মতা ।
অন্তরং নৈতয়োঃ কোঽপি সূক্ষ্মং বেদ চ নারদ ! ॥ ১৫ ॥
অধীত্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বেদান্ সাঙ্গাংশ্চ নারদ ! ।
ন জানাতি তয়োঃ সূক্ষ্মমন্তরং বিরতিং বিনা ॥ ১৬ ॥

বিশ্বাসেনেতি। অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োরিতি শ্রুত্যনুক্তবিশ্বাসেনৈব জ্ঞেয়াবিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

তত্র তয়োর্ব্ব্যাপকত্বমাহ। চৈতন্যমিতি। নানাভাবেষু নানাজীবেষু ॥ ১২ ॥

যথা চৈতন্যং ব্যাপকং তথা তাং তদভিন্নাং শক্তিমপি ব্যাপিকাং বিদ্ধি তস্মাদুভাবপি ব্যাপকৌ। তাভ্যাং বিহীনমিতি। তথা চ শ্রুতিঃ। মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্। তয়োর্ব্বিভূতিলেশো বৈ জগদেতচ্চরাচরমিতি ॥ ১৩ ॥

তাবিতি। তৌ চ পৃথঙ্নোপাস্তৌ কিন্তু মিশ্রীভূতাবেবোপাস্তৌ। তয়োর্নিরন্তরং মিশ্রীভূতয়োরেব সত্ত্বাৎ পৃথক্ত্বেনৈকস্যাপ্যবস্থানাভাবাদিতি ভাবঃ। অতএব শাস্ত্রে দেব্যা উপাসনা যা উক্তা সা জড়ায়া মিথ্যাভূতায়া উক্তেতি ন ভ্রমিতব্যম্। তথা চ মায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব দেবীপদবাচ্যং মায়াপদশক্ত্যাদিপদবাচ্যমিতি সিদ্ধান্তঃ। স্পষ্টং চেদমুপোদ্ঘাতে ॥ ১৪ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি। যা শক্তিরিতি। অন্তরং ভেদঃ। সূক্ষ্মমপি ন বেদ ॥ ১৫ ॥

ও জ্ঞানগম্য হইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥ প্রকৃতি ও পুরুষের আদি এবং অন্ত কখনই নাই, বিশ্বাস দ্বারা তাঁহাদিগকে লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণ, কদাচই তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইতে পারে না ॥ ১১ ॥ নারদ! সমস্ত ভূতগণে যে চৈতন্য অনুভব হয় এবং বিবিধ জীবে যে সর্ব্বত্রগামী নিত্য তেজঃপদার্থ দৃষ্ট হয়, তাঁহাকে পরমাত্মা বলিয়া জানিবে ॥ ১২ ॥ মহাভাগ! সেই পুরুষ ও প্রকৃতি সর্ব্বত্রগামী ও সর্ব্ব বস্তুতেই অবস্থিতি করিতেছেন, ইহ সংসারে তদুভয় বিহীন হইয়া কোন বস্তুই বিদ্যমান থাকিতে পারে না ॥ ১৩ ॥ সেই উভয়েই চিদাত্মা, নির্গুণ, নির্ম্মল ও অব্যয়; এই উভয়ের মিশ্রীভূত একরূপ সততই হৃদয়ে চিন্তা করা কর্ত্তব্য ॥ ১৪ ॥ যিনি শক্তি, তিনিই পরমাত্মা, যিনি পরমাত্মা, তিনিই পরমাশক্তি, নারদ! ইহাদের সূক্ষ্ম প্রভেদ কেহই অবগত হইতে পারে

অহঙ্কারকৃতং সর্ব্বং বিশ্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
কথং তদ্রহিতং পুত্র! ভবেৎ কল্পশতৈরপি ॥ ১৭ ॥
নির্গুণং সগুণঃ পুত্র! কথং পশ্যতি চক্ষুষা।
সগুণঞ্চ মহাবুদ্ধে! চেতসা সংবিচারয় ॥ ১৮ ॥
পিত্তেনাচ্ছাদিতা জিহ্বা চক্ষুশ্চ মুনিসত্তম!।
কটুপীতং বিজানাতি রসং রূপং ন তত্তথা ॥ ১৯ ॥
গুণৈঃ সমাবৃতং চেতঃ কথং জানাতি নির্গুণম্।
অহঙ্কারোদ্ভবং তচ্চ তদ্বিহীনং কথং ভবেৎ ॥ ২০ ॥
যাবন্ন গুণবিচ্ছেদস্তাবত্তদ্দর্শনং কুতঃ।
তং পশ্যতি তদা চিত্তে যদাহঙ্কারবর্জ্জিতঃ ॥ ২১ ॥

যাবৎপর্য্যন্তং সত্ত্বাদিশুদ্ধ্যা বৈরাগ্যং নাস্তি তাবৎপর্য্যন্তং সর্ব্বশাস্ত্রাণ্যপ্যধীত্য তয়োঃ পরমাত্মদেব্যোর্নামমাত্রকৃতং সূক্ষ্মমন্তরং ভেদং ন জানাতি কিন্তু স্বরূপত এব মূঢ়ো ভেদং জানাতি। বিরক্তঃ সত্ত্বশুদ্ধস্তু তয়োঃ স্বরূপতো ভেদং নৈব জানাতীতি ভাবঃ ॥ ১৬॥

নন্বু তদ্বৈরাগ্যং কুতো দুর্ল্লভমিতি চেত্তত্রাহ। অহঙ্কারেতি। সর্ব্বং বিশ্বং দেহাদিষ্বহঙ্কারেণ ব্যাপ্তং তদ্বিশ্বং কল্পশতৈরপি কথং তদ্রহিতং স্যান্নচ তৎসত্ত্বে বৈরাগ্যং ভবতি ততো বৈরাগ্যং দুর্ল্লভমিতি ॥ ১৭ ॥

তস্মান্নির্গুণং পরমাত্মানং স্বয়ং সগুণোঽহঙ্কারাদিবিশিষ্টঃ পুরুষঃ কথং চক্ষুষা পশ্যতি ন কথমপীত্যর্থঃ। তস্মাদ্যোগ্যতাভাবাৎ সগুণমেবাধিকারপ্রাপ্তিপর্য্যন্তং চেতসা সংবিচার্য্যোপাস্স্ব ॥ ১৮ ॥

দৃষ্টান্তমাহ পিত্তেনেতি। রসং রূপং নেতি। যথার্থরসং যথার্থরূপং জানাতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

দার্ষ্টান্তিকমাহ গুণৈরিতি। তদ্বিহীনং গুণবিহীনম্। অহঙ্কারস্ত গুণত্রয়াত্মকত্বেন তদ্ভূতস্য চেতসস্তন্ময়ত্বেন কথং তস্য চেতসো গুণরহিতত্বং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

না ॥১৫॥ নারদ! জীবলোক, সমস্ত শাস্ত্র ও সাঙ্গবেদ চতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়া কেবল তাঁহাদের নামমাত্র ভেদ জ্ঞাত হয়, বস্তুত বিশুদ্ধ বৈরাগ্য ব্যতিরেকে কেহই সূক্ষ্মপ্রভেদ অবগত হইতে সমর্থ হয় না ॥ ১৬ ॥ বৎস! অহঙ্কারের নিরাকরণ না হইলে তাঁহাদিগকে জানিবার উপায় নাই; এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক অখিল বিশ্ব অহঙ্কার রূপ উপাদানে নির্ম্মিত, অতএব কল্পশতকাল বিশেষরূপ আয়াস ও যত্ন করিলেও কিরূপে অহঙ্কাররহিত হইবে? অতএব নারদ! বৈরাগ্য অতিশয় দুর্ল্লভ পদার্থ ॥ ১৭ ॥ জীবগণ, সগুণ হইয়া নির্গুণ পদার্থকে কিরূপে চক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে? অতএব হে সুবুদ্ধে! যদি যোগ্যতারই অভাব হইতেছে, তবে তুমি অধিকার প্রাপ্তি পর্য্যন্ত চিত্ত দ্বারা সগুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা কর ॥ ১৮ ॥ মুনিসত্তম! রসনা ও দৃষ্টি যদি পিত্ত দ্বারা দূষিত হয়, তবে যেমন কটুরস ও পীতরূপ পূর্ব্বের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ সমস্ত জীবগণের গুণময় চিত্ত ও নির্গুণ বস্তু অবগতি করিতে অক্ষম হইয়া থাকে। নারদ! সেই চিত্ত অহঙ্কার হইতে

নারদ উবাচ।

স্বরূপং দেবদেবেশ ! ত্রয়াণামেব বিস্তরাৎ।
গুণানাং যৎ স্বরূপোহস্তি হ্যহঙ্কারস্ত্রিরূপকঃ ॥ ২২ ॥
সাত্ত্বিকো রাজসশ্চৈব তামসশ্চ তথাপরঃ।
বিভেদেন স্বরূপাণি বদস্ব পুরুষোত্তম ! ॥ ২৩ ॥
যজ্জ্ঞাত্বা ক্ষিপ্রমুচ্যেঽহং জ্ঞানং তদ্বদ মে প্রভো ! ।
গুণানাং লক্ষণান্যেব বিততানি বিভাগশঃ ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

ত্রয়াণাং শক্তয়স্তিস্রস্তদ্ব্রবীমি তবানঘ ! ।
জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিরর্থশক্তিস্তথাপরা ॥ ২৫ ॥
সাত্ত্বিকস্য জ্ঞানশক্তী রাজসস্য ক্রিয়াত্মিকা।
দ্রব্যশক্তিস্তামসস্য তিস্রশ্চ কথিতাস্তব ॥ ২৬ ॥
তেষাং কার্য্যাণি বক্ষ্যামি শৃণু নারদ ! তত্ত্বতঃ।
তামস্যা দ্রব্যশক্তেশ্চ শব্দস্পর্শসমুদ্ভবঃ ॥ ২৭ ॥

ন যাবদ্গুণবিচ্ছেদস্তাবত্তয়োঃ পরমাত্মদেব্যোর্দর্শনাশাপি নাস্তীত্যাহ। যাবন্নেতি॥২১-২৪॥
ত্রয়াণামহঙ্কারাণাম্। তিস্রঃ শক্তয়ঃ। জ্ঞানজনিকা শক্তিঃ সাত্ত্বিকস্য ক্রিয়াজনিকা শক্তী রাজসস্য পৃথিব্যাদ্যর্থরূপকার্য্যজনিকা শক্তিস্তামসস্যেত্যাহ ত্রয়াণামিতি ॥ ২৫—২৬ ॥
তামস্যা ইতি। তামসাহঙ্কারসম্বন্ধিদ্রব্যজনকশক্তেঃ সকাশাচ্ছব্দাদিগুণানামুৎপত্তিঃ ॥২৭॥

উৎপন্ন, তবে তাহা কিরূপে অহঙ্কার বিহীন হইতে পারিবে ॥ ১৯—২০ ॥ জীবগণও যাবৎ নির্গুণ হইতে না পারে, তাবৎ সেই নির্গুণ পুরুষ-প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ করিবার সম্ভাবনা নাই, নারদ ! জীব যখন অহঙ্কারবর্জ্জিত হয়, তখনই চিত্তমধ্যে সেই নির্গুণ পুরুষাদিকে দর্শন করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥

নারদ কহিলেন, হে পুরুষোত্তম ! গুণত্রয়ের স্বরূপ অহঙ্কার ত সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস-ভেদে তিন প্রকার, সেই সমুদায়ের স্বরূপগত প্রকার ভেদ আপনি বিস্তারিত ক্রমে বর্ণন করুন, আর যাহা জানিতে পারিলে আমি মুক্তিলাভে সমর্থ হইব সেই জ্ঞানের বিষয় এবং গুণত্রয়ের লক্ষণ সকল বিস্তার পূর্ব্বক বিভাগ ক্রমে কীর্ত্তন করিয়া আমার অজ্ঞানান্ধকার বিনষ্ট করুন ॥ ২২—২৪ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, হে অনঘ ! জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও অর্থশক্তি ভেদে অহঙ্কারের শক্তি তিন প্রকার ; তন্মধ্যে সাত্ত্বিক অহঙ্কারের জ্ঞানজনিকা শক্তি, রাজসের ক্রিয়াজনিকা শক্তি এবং তামসের অর্থশক্তি জানিবে ; নারদ ! আমি তোমার নিকট ত্রিবিধ অহঙ্কারের পৃথক্ পৃথক্ শক্তি বিভাগক্রমে বর্ণন করিলাম ॥ ২৫—২৬ ॥ এক্ষণে তাহাদের কার্য্য সমুদায়

রূপঞ্চ রসশ্চ গন্ধশ্চ তন্মাত্রাণি প্রচক্ষতে।
শব্দৈকগুণমাকাশং বায়ুঃ স্পর্শগুণস্তথা ॥ ২৮ ॥
স্বরূপৈকগুণোঽগ্নিশ্চ জলং রসগুণাত্মকম্।
পৃথ্বী গন্ধগুণা জ্ঞেয়া সূক্ষ্মাণ্যেতানি নারদ! ॥ ২৯ ॥
দশৈতানি মিলিত্বা তু দ্রব্যশক্তিযুতানি বৈ।
তামসাহঙ্কারজোঽয়ং সর্গস্তদনুবৃত্তিকঃ ॥ ৩০ ॥
রাজস্যাশ্চ ক্রিয়াশক্তেরুৎপন্নানি শৃণুষ্ব মে।
শ্রোত্রং ত্বগ্রসনাচক্ষুর্ঘ্রাণং চৈবচ পঞ্চমম্ ॥ ৩১ ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চৈতানি তথা কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ।
বাক্পাণিপাদপায়ুশ্চ গুহ্যান্তানি চ পঞ্চ বৈ ॥ ৩২ ॥
প্রাণোঽপানশ্চ ব্যানশ্চ সমানোদানবায়বঃ।
পঞ্চদশ মিলিত্বৈব রাজসঃ সর্গ উচ্যতে ॥ ৩৩ ॥
সাধনানি কিলৈতানি ক্রিয়াশক্তিময়ানি চ।
উপাদানং কিলৈতেষাং চিদনুবৃত্তিরুচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

এতেভ্যো গুণেভ্যঃ শব্দৈকগুণমাকাশমিত্যাদিক্রমেণ সূক্ষ্মাণি তন্মাত্রাপরপর্য্যায়াণি পঞ্চভূতান্যুৎপদ্যন্ত ইত্যাহ। শব্দৈকগুণমিতি ॥ ২৮—২৯ ॥

পুনর্ব্বক্ষ্যমাণরীত্যা পঞ্চীকরণে কৃতে সতি দ্রব্যশক্তিযুততামসাহঙ্কারানুবৃত্তিযুক্তো ব্রহ্মাণ্ডসর্গো জায়ত ইত্যাহ। দশৈতানীতি ॥ ৩০ ॥

রাজসাহঙ্কারসম্বন্ধিক্রিয়াজনকশক্তেঃ কার্য্যাণ্যাহ। রাজস্যা ইতি। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ প্রাণাশ্চোৎপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৩ ॥

তথ্যানুসারে কহিতেছি শ্রবণ কর। তামসাহঙ্কারসম্বন্ধিনী দ্রব্যজনকশক্তি হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এবং ঐ সমস্ত গুণ হইতে পঞ্চতন্মাত্র অর্থাৎ সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূত উৎপন্ন হইয়াছে। আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর স্পর্শ, অগ্নির রূপ, জলের রস ও পৃথিবীর গন্ধ। নারদ! এই সূক্ষ্ম দশটী পদার্থ মিলিত হইয়া পৃথিব্যাদি রূপ কার্য্যজননিকাশক্তিবিশিষ্ট হয়। পরে পঞ্চীকরণ নিষ্পাদিত হইলে দ্রব্যশক্তি বিশিষ্ট তামসাহঙ্কারের অনুবৃত্তিযুক্ত হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে ॥ ২৭—৩০ ॥ এক্ষণে রাজসীশক্তি হইতে যাহা যাহা উৎপন্ন তৎসমুদায় শ্রবণ কর। শ্রোত্র, ত্বক্, রসনা, চক্ষুঃ, ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান এই পঞ্চবিধ বায়ু সমুদায়ে এই পঞ্চদশ পদার্থ মিলিত হইয়া যে সৃষ্টি হয়, তাহাকে রাজস সৃষ্টি বলিয়া থাকে। নারদ! এই [illegible] সাধন অর্থাৎ [illegible] ইন্দ্রিয় সকল, আর ইহাদের উপাদান কারণ, ইহাদিগকে চিদনুবৃত্তি অর্থাৎ [illegible] বলিয়া

জ্ঞানশক্তিসমাযুক্তাঃ সাত্ত্বিকাচ্চ সমুদ্ভবাঃ।
দিশো বায়ুশ্চ সূর্য্যশ্চ বরুণশ্চাশ্বিনাবপি ॥ ৩৫ ॥
জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং পঞ্চানাং পঞ্চাধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ।
চন্দ্রো ব্রহ্মা তথা রুদ্রঃ ক্ষেত্রজ্ঞশ্চ চতুর্থকঃ ॥ ৩৬ ॥
ইত্যন্তঃকারণাখ্যস্য বুদ্ধ্যাদেশ্চাধিদৈবতম্।
চত্বার্য্যেব তথা প্রোক্তাঃ কিল্যধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ ॥ ৩৭ ॥
মনসা সহ চৈতানি নূনং পঞ্চদশৈব তু।
সাত্ত্বিকস্য তু সর্গোঽয়ং সাত্ত্বিকাখ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৮ ॥
স্থূলসূক্ষ্মাদিভেদেন দ্বে রূপে পরমাত্মনঃ।
জ্ঞানরূপং নিরাকারং নিদানন্তৎ প্রচক্ষতে ॥ ৩৯ ॥

সাধনানি কিলেতি। সাধনানি করণসংজ্ঞকানীন্দ্রিয়াণ্যেতানীত্যর্থঃ। কিঞ্চ ক্রিয়াশক্তিযুক্তত্বাৎ ক্রিয়াশক্তিময়ানি। এতেষাং সর্ব্বেষামুপাদানং বিবর্ত্তোপাদানন্তু চিদনুবৃত্তিশ্চিদেব বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। যদ্বা উপাদানং সমবায়িকারণন্তু চিদনুবৃত্তিশ্চিতোঽনুবৃত্তিরনুস্যূততা যস্যাং মায়ায়াং সা মায়োচ্যত ইত্যর্থঃ। মায়ৈব সর্ব্বেষাং পরিণামোপাদানমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

সমুদ্ভবা অর্শ আদ্যজন্তম্। সাত্ত্বিকাদহঙ্কারাধিষ্টাতৃদেবতা দিশো বায়ুশ্চেতি বক্ষ্যমাণা উৎপন্না ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অত্র জ্ঞানেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতা কথনং কর্ম্মেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতানামুপলক্ষণম্। বৈকারিকাদহঙ্কারাদ্দ্বয়োরপ্যুৎপন্নত্বাৎ। চন্দ্রো ব্রহ্মেতি চতুষ্টয়ন্তু বৃত্তিভেদেন চতুর্দ্ধাভিন্নস্যান্তঃকরণস্যাধিষ্ঠাত্রিতি বোধ্যম্ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

বৃত্তিভেদেনৈব মনসশ্চতুষ্টয়াত্মকত্বং ন স্বরূপতঃ। স্বরূপতস্ত্বেকত্বমেবেতি। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ প্রাণা ইতি পঞ্চদশ বস্তূনি একেন মনসা যুক্তানি ষোড়শ বিকারে গণিতানি ষোড়শৈব ভবন্তি নত্বধিকানীতি ভাবঃ। তদুক্তং মূলভূতাত্ততোঽব্যক্তাদ্বিকৃতাৎ পরবস্তুনঃ। আসীৎ কিল মহত্তত্ত্বং গুণান্তঃকরণাত্মকম্। অভূত্তস্মাদহঙ্কারস্ত্রিবিধঃ সৃষ্টিভেদতঃ। বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেত্যয়ং ত্রিধা। বৈকারিকাদহঙ্কারাদ্দেবা বৈকারিকা দশ। দিগ্বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ। তৈজসাদিন্দ্রিয়াণ্যাসংস্তন্মাত্রাক্রমযোগতঃ। ভূতাদিকাদহঙ্কারাৎ পঞ্চভূতানি জজ্ঞিরে ইতি শারদায়াম্। অত্রেন্দ্রিয়সৃষ্টিবিষয়ে পঞ্চভূতসৃষ্টিবিষয়ে চ শৈবসাঙ্খ্যবেদান্তিনাং পরস্পরং বহুবিরোধো দৃশ্যতে তথাপি সৃষ্টের্মায়িকত্বেন মিথ্যাত্বাত্তদাদরাভাবেন যথা কথঞ্চিদিন্দ্রজালবদ্দৃশ্যমানস্য নিরুক্তির্ম্মূঢ়জনবুদ্ধিশঙ্কানিবারণার্থং যাকাঞ্চিদপি প্রক্রিয়ামাশ্রিত্য কর্ত্তব্যেত্যভিপ্রায়েণ গ্রন্থকৃদুক্তা সৃষ্টির্মতান্তরবিরুদ্ধেতি ন মন্তব্যমিতি ॥ ৩৮ ॥

থাকে ॥ ৩১—৩৪ ॥ নারদ! সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জ্ঞানশক্তি সমন্বিত পঞ্চ অধিষ্ঠাতৃ দেবতা অর্থাৎ দিক্, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ ও অশ্বিনীকুমার দ্বয় এবং বুদ্ধি প্রভৃতি চারিপ্রকারে বিভক্ত অন্তঃকরণের চন্দ্র, ব্রহ্মা, রুদ্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই চারি অধিষ্ঠাতৃ দেবতা উৎপন্ন হইয়াছেন। এইরূপে [illegible] জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ বায়ু [illegible] ও মন এই ষোড়শ পদার্থ [illegible] বলিয়া উক্ত হইয়া

সাধকস্য তু ধ্যানাদৌ স্থূলরূপং প্রচক্ষতে।
শরীরং সূক্ষ্মমেবেদং পুরুষস্য প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ৪০ ॥
মম চৈব শরীরং বৈ সূত্রমিত্যভিধীয়তে।
স্থূলং শরীরং বক্ষ্যামি ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ॥ ৪১ ॥
শৃণু নারদ! যত্নেন যচ্ছ্রুত্বা বিপ্রমুচ্যতে।
তন্মাত্রাণি পুরোক্তানি ভূতসূক্ষ্মাণি যানি বৈ ॥ ৪২ ॥
পঞ্চীকৃত্যা তু তান্যেব পঞ্চভূতসমুদ্ভবঃ।
পঞ্চীকরণভেদোঽয়ং শৃণু সংবদতঃ কিল ॥ ৪৩ ॥

ইত্থং তত্ত্বসৃষ্টিমুপপাদ্যোপাসনার্থং মায়াশক্তিবিশিষ্টব্রহ্মণো ভগবতীপদবাচ্যস্য দ্বিবিধং রূপমাহ স্থূলসূক্ষ্মাদিভেদেনেতি। নিদানমিতি। জ্ঞানরূপং সর্ব্বাধিষ্ঠানং নিদানং বিবর্ত্তাদি-কারণমিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

তত্তূত্তমাধিকারিজ্ঞানগম্যমেব নতু মধ্যমাধিকারিধ্যানগম্যম্। ততো মধ্যমাধিকারিণ উপাসনার্থং দ্বিতীয়ং স্থূলরূপমস্তীত্যাহ সাধকস্যেতি। সূক্ষ্মমেবেত্তিণ মায়াশক্তে রূপদ্বয়-মন্তর্ম্মুখবহির্ম্মুখরূপভেদেন। তত্রান্তর্ম্মুখং রূপন্তু পরাহন্তারূপমুত্তমাধিকারিজ্ঞানবিষয়ো বহির্ম্মুখং রূপন্তু তদপেক্ষয়া স্থূলং ভবতি ততো বহির্ম্মুখমায়াশক্ত্যাকারবিশিষ্টং ব্রহ্মরূপং মধ্যমাধিকারিভিরুপাস্যমিত্যর্থঃ। অক্ষরার্থস্তু পুরুষস্য পরমাত্মনো লিঙ্গদেহাপেক্ষয়া সূক্ষ্মমে-বেদং বহির্ম্মুখমায়াকারাপেক্ষয়া তু স্থূলং শরীরং প্রকীর্ত্তিতং ততস্তদুপাস্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

মম চেতি। মম চ যচ্ছরীরং সূত্রং সূত্রসংজ্ঞকস্তদপি পরমাত্মনঃ স্থূলং শরীরমিত্যভি-ধীয়তে। ততস্তদ্বিশিষ্টঃ পরমাত্মাপ্যুপাস্য ইত্যর্থঃ। অথ স্থূলতমং বিরাট্‌শরীরমাহ স্থূলং শরীরমিতি ॥ ৪১ ॥

প্রথমমস্যোৎপত্তিমাহ শৃণ্বিতি ॥ ৪২ ॥

তান্যেবেতি। তান্যেব সূক্ষ্মভূতানীশ্বরেণ পঞ্চীকৃত্য পঞ্চভূতসমুদ্ভবঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥৪৩॥

থাকে ॥ ৩৫—৩৮ ॥ বৎস! স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে পরমাত্মার রূপ দুই প্রকার, তন্মধ্যে নিরাকার জ্ঞানরূপ এক প্রকার, তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ তাহাকেই নিদান অর্থাৎ অখিলের মূলকারণ বলিয়া থাকেন। উহা কেবল উত্তমাধিকারী জ্ঞানীদিগেরই, অন্যের নহে। আর মায়োপহিত ব্রহ্ম-রূপা ভগবতীর অন্তর্মুখ ও বহির্মুখ ভেদে সূক্ষ্ম ও স্থূল ভাবে যে দুই রূপ আছে, তাহাও উপাসকদিগের মধ্যমাধমভেদে ধ্যানাদিতে প্রতিভাত হয় ॥৩৯—৪০॥ [illegible]! আমার এই শরীর সূত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, ইহাকে ও পরমাত্মার স্থূল শরীর কহে, অতএব ঐ সূত্রসমন্বিত পরমাত্মারও উপাসনা করা কর্ত্তব্য। নারদ! আমি এক্ষণে তোমার নিকট পরমাত্মা ব্রহ্মের বিরাট্‌রূপ স্থূল শরীরের বিবর কীর্ত্তন করিতেছি তুমি ইহা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর, শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে উহা শ্রবণ করিলে মনুষ্যগণ মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় ॥৪১॥ বৎস! পূর্ব্বে আমি তোমাকে যে সূক্ষ্মভূত রূপ পঞ্চতন্মাত্রের বিবর বলিয়াছি ঈশ্বর

[illegible] | [illegible]পাদানং [illegible]। সাধকসাধনাসাধ্যাদিরূপং পরমাত্মনঃ।

প্রথমং রসতন্মাত্রামুপাদায় মনস্যপি।
কল্পয়েচ্চ তথা তদ্বৈ যথা ভবতি চোদকম্ ॥ ৪৪ ॥
শিষ্টানাং চৈব ভূতানামংশান্ কৃত্বা পৃথক্-পৃথক্।
উদকে মিশ্রয়েচ্চাংশান্ কৃতে রসময়ে ততঃ ॥ ৪৫ ॥

প্রথমং রসতন্মাত্রামিতি। রসতন্মাত্রাং মনস্যুপাদায় নিশ্চিত্য দ্বেধা কল্পয়েদিতি শেষঃ। অনন্তরং যথা তৎ স্থূলমুদকং ভবতি তথা কল্পয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

সেই সকলের পঞ্চীকরণ-ক্রিয়া দ্বারা স্থূল পঞ্চভূতের উৎপাদন করিয়াছেন। সেই পঞ্চীকরণ আমি বিশেষরূপে বলিতেছি শ্রবণ কর ॥৪২—৪৩॥ মনে কর উদক নামক ভূতসৃষ্টি করিবার নিমিত্ত প্রথমে রসতন্মাত্রকে দুইভাগে বিভক্ত করা হইল, এইরূপে অবশিষ্ট সূক্ষ্মভূতরূপ তন্মাত্র চতুষ্টয়ও পৃথক্ পৃথক্ দুইভাগে বিভাজিত হইল। এক্ষণে পঞ্চভূতের প্রত্যেকের অর্দ্ধভাগ রাখিয়া দিয়া, অবশিষ্ট প্রত্যেক অর্দ্ধভাগকে পুনর্ব্বার চারিভাগে বিভক্ত কর, সেই চারি ভাগের এক এক ভাগ, নিজের অর্দ্ধাংশে যোগ না করিয়া অন্য অর্দ্ধ চতুষ্টয়ের প্রত্যেকেই যোগ কর। এইরূপ করিলে জল ও ক্ষিতি আদি স্থূল পঞ্চভূতের উৎপত্তি হইবে ॥ ৪৪—৪৫ ॥* এইরূপে জলাদির সৃষ্টি হইলে পর তাঁহাতে অধিষ্ঠাতৃরূপে চৈতন্য

---

* স্পষ্টরূপে বুঝাইবার নিমিত্ত আমরা পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়ার একটী চিত্র প্রদান করিতেছি।

	আকাশ	বায়ু	তেজ	জল	ক্ষিতি
আকাশ	॥০	৵০	৵০	৵০	৵০
বায়ু	৵০	॥০	৵০	৵০	৵০
তেজ	৵০	৵০	॥০	৵০	৵০
জল	৵০	৵০	৵০	॥০	[illegible]
ক্ষিতি	৵০	৵০	৵০	৵০	॥০
স্থূল পঞ্চভূত	১	১	[illegible]	১	১

তদা ভূতবিভাগে চ চৈতন্যে চ প্রবেশিতে।

চৈতন্যস্য প্রবেশাত্তু তদাহমিতি সংশয়ঃ॥ ৪৬॥

প্রতীয়মানে তেনৈব বিশেষেণাভিমানতঃ।

আদিনারায়ণো দেবো ভগবানিতি [illegible]চ্যতে॥ ৪৭॥

ঘনীভূতেঽথ ভূতানাং বিভাগে স্পষ্টতাং গতে।

বৃদ্ধিং প্রাপ্য গুণৈশ্চৈবমেকৈকগুণবৃদ্ধিতঃ॥ ৪৮॥

আকাশস্য গুণশ্চৈকঃ শব্দ এব ন চাপরঃ।

শব্দস্পর্শৌ চ বায়োশ্চ দ্বৌ গুণৌ পরিকীর্ত্তিতৌ॥ ৪৯॥

অগ্নেঃ শব্দশ্চ স্পর্শশ্চ রূপমেতে ত্রয়ো গুণাঃ।

শব্দস্পর্শরূপরসাশ্চত্বারো বৈ জলস্য চ॥ ৫০॥

কয়া কল্পনয়া তথা ভবতি তৎ স্বয়মেবাহ শিষ্টানামিতি। যথা রসতন্মাত্রা দ্বিধা কৃতা তথাবশিষ্টা ভূততন্মাত্রা অপি দ্বিধা কর্ত্তব্যাঃ। তত্র সর্ব্বেষর্দ্ধভাগস্তথৈব স্থাপনীয়োঽবশিষ্টার্দ্ধভাগস্তাংশান্ পৃথক্ পৃথক্ চতুর্দ্ধা কৃত্বা স্বস্বার্দ্ধভাগরহিতেঽর্দ্ধভাগে তানংশান্ মেলয়েৎ। তথা চ রসতন্মাত্রার্দ্ধভাগে উদকে রসতন্মাত্রাতিরিক্তভূততন্মাত্রার্দ্ধভাগচতুঃখণ্ডান্ মিশ্রয়েন্মেলয়েদেবং কৃতে রসময়ে স্থূলজলং জাতমিত্যর্থঃ॥ ৪৫॥

ততোঽনন্তরমেব তদা ভূতবিভাগে ইতরেষাং চতুর্ণাং ভূতানাং পঞ্চীকরণেন বিভাগে জাতে তস্মিন্ পঞ্চীকৃতপঞ্চভূতাত্মকেঽধিষ্ঠানতয়া চৈতন্যস্য প্রবেশে জাতেঽপি প্রতিবিম্বতয়া প্রবেশ উচ্যতে চৈতন্যে চ প্রবেশিত ইতি। তস্য প্রতিবিম্বরূপচৈতন্যস্য প্রবেশাৎ পঞ্চভূতাত্মকে দেহে অহমিতি সংশয়স্তাদাত্ম্যরূপঃ সংশয়ো মনোবৃত্তিরূপ উৎপদ্যতে। তস্য দেহেঽহমিতি তাদাত্ম্যমুৎপদ্যত ইতি ফলিতম্॥ ৪৬॥

তৎ স্থূলদেহাভিমানং বিশিষ্টং চৈতন্যং [illegible] ইত্যাদিভিঃ নারায়ণ ইত্যাদিভিশ্চ সংজ্ঞাভিরুচ্যতে॥ ৪৭॥

পঞ্চীকৃতপঞ্চভূতানাং গুণবৃদ্ধ্যা স্বরূপমাহ ঘনীভূত ইতি। ঘনীভূতে পঞ্চীকরণেন দৃঢ়ীভূতে সতি বিভাগে আকাশাদিরূপেণ বিভাগে স্পষ্টতাং গতে সতি [illegible]তন্মাত্রগুণৈঃ কারণভূতৈর্বৃদ্ধিং প্রাপ্য কারণগুণাঃ কার্য্যগুণানারভন্তে [illegible] বৃদ্ধিং প্রাপ্যৈকৈকগুণবৃদ্ধিতো যুক্তান্যেকৈকভূতানি ভবন্তীত্যর্থঃ [illegible]

[illegible] কয়া গুণবৃদ্ধ্যা কিং কিম্ভূতং যুক্তমভি[illegible] নির্দ্দিশতি [illegible]॥ ৪৮—৫০॥

[illegible] তখন সেই পঞ্চভূতাত্মক দেহে আমিই এই পঞ্চভূতাত্মক [illegible] মনোবৃত্তির উদয় হয়॥ ৪৬॥ এইরূপ [illegible] চৈতন্য ভগবান্ আদিদেব [illegible] আকাশাদি ভূতগণ [illegible] হইয়ে, [illegible]॥ ৪৮॥ [illegible] অগ্নির [illegible]

শব্দস্পর্শরূপরসা গন্ধশ্চ পৃথিবীগুণাঃ।

এবং মিলিতযোগেন ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তিরুচ্যতে ॥ ৫১ ॥

সর্ব্বজীবা মিলিত্বৈব ব্রহ্মাণ্ডাংশসমুদ্ভবাঃ।

চতুরশীতিলক্ষাশ্চ প্রোক্তা বৈ জীবজাতয়ঃ* ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং অধিদেবতাসহিতং গুণপ্রভেদৈস্তত্ত্বস্বরূপবর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

এবমিতি। এবং পঞ্চীকৃতভূতাত্মকমেব ব্রহ্মাণ্ডমুৎপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

সর্ব্বে জীবা। এতে সর্ব্বে জীবা মিলিত্বৈব সর্ব্বজীবাবিদ্যাভিরেব ব্রহ্মাণ্ডস্যোৎপত্তিরিত্যর্থঃ। জীবাবিদ্যাভিরেব ব্রহ্মাণ্ডং কল্পিতং স্বকর্ম্মফলভোগার্থমিতি ভাবঃ। নত্বীশ্বরস্ত তৎকল্পনে কিঞ্চিৎ[illegible]। কিন্তহনেশ্বরোঽপি জীবাবিদ্যাভিরেব কল্পিত ইতি রহস্যম্। কতি জীবাঃ সন্তি তত্রাহ চতুরশীতীতি। তদেতৎ স্থূলতমং রূপমপ্যুপাস্যম্। তথা চ এতাবতা সর্ব্বগ্রন্থেন সর্ব্বা মহাসৃষ্টিরীশ্বরকর্ত্তৃকা জীবসৃষ্টিশ্চোপপাদিতা তস্যাং সৃষ্টৌ বিদ্যমানজীবানামুত্তমাধিকারিণাং জ্ঞানঘনস্তরীয়ং প্রণবমাত্রাবীজবাচ্যং ব্রহ্মজ্ঞেয়মুক্তম্। মধ্যমাধিকারিণাস্তু স্থূলসূক্ষ্মকারণদেহাবচ্ছিন্নং ব্রহ্মবৈশ্বানরসূত্রহিরণ্যগর্ভাব্যাকৃতসংজ্ঞকং ব্যষ্টৌ বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞসংজ্ঞকং প্রণবমাত্রাবীজাবয়ববর্ণত্রয়বাচ্যমুপাস্যমুক্তং ভবতি। চতুষ্পাদেব চ ব্রহ্মমাণ্ডুক্যাদিষু প্রতিপাদিতং তদ্বাচকা বর্ণাশ্চ প্রতিপাদিতা ইতি বোধ্যম্ ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলের শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীর শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ পাঁচটী গুণই নির্দ্দিষ্ট আছে। এইরূপে পঞ্চীকৃত ভূত সমূহের মিলন প্রক্রিয়া দ্বারা এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডরূপ ব্রহ্মের বিরাট্‌মূর্ত্তি উৎপন্ন হইয়াছে ॥৪৯—৫১॥ অতএব এইরূপে জীবসমষ্টি এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, এই জীবজাতি চতুরশীতিলক্ষ প্রকার ॥ ৫২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে সৃষ্টিতত্ত্ব-স্বরূপ ও অধিষ্ঠাতৃ দেবতার সহিত গুণভেদ বর্ণন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

---

* [illegible] সর্ব্বদেব হি। বিরাড়িত্যুচ্যতে [illegible] [illegible]
[illegible] ইত্যধিকঃ পাঠঃ [illegible]।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

সর্গোঽয়ং কথিতস্তাত! যৎ পৃষ্টোঽহং ত্বয়াধুনা।
গুণানাং রূপসংস্থাং বৈ শৃণু চৈকাগ্রমানসঃ॥ ১ ॥
সত্ত্বং প্রীত্যাত্মকং জ্ঞেয়ং সুখাৎ প্রীতিসমুদ্ভবঃ।
আর্জ্জবঞ্চ তথা সত্যং শৌচং শ্রদ্ধা ক্ষমা ধৃতিঃ ॥ ২ ॥
অনুকম্পা তথা লজ্জা শান্তিঃ সন্তোষ এব চ।
এতৈঃ সত্ত্বপ্রতীতিশ্চ জায়তে নিশ্চলা সদা ॥ ৩ ॥
শ্বেতবর্ণং তথা সত্ত্বং ধর্ম্মে প্রীতিকরং সদা।
সচ্ছ্রদ্ধোৎপাদকং নিত্যমসচ্ছ্রদ্ধানিবারকম্ ॥ ৪ ॥
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চ তথা পরা।
শ্রদ্ধা তু ত্রিবিধা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ৫ ॥

একাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্যৈরথ চতুর্ম্মুখঃ।
গুণানাং রূপসংস্থাং বৈ কথয়ামাস বিস্তরাৎ॥

সর্গোঽয়মিতি। দৃশ্যমাত্রস্য সর্গ ইত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

গুণানাং মুমুক্ষিভির্হেয়োপাদেয়ত্বজ্ঞানার্থং স্বরূপং কার্য্যঞ্চাহ প্রীত্যাত্মকমিতি। সত্ত্বাদ্ধি সর্ব্বত্র সুখং ভবতি। সুখে জাতে সর্ব্বপদার্থেষু [illegible] প্রীতিরুৎপদ্যতে। [illegible]তোঃ সত্ত্বং প্রীত্যাত্মকমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

এতৈরুক্তৈঃ সত্ত্বকার্য্যভূতৈঃ কারণস্য প্রতীতির্নিশ্চয়া জায়তে যদি সত্ত্বং নিশ্চল-মুৎপন্নমিতি ॥ ৩ ॥

সত্ত্বস্য [illegible]পীহ শ্বেতবর্ণমিতি ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস নারদ! তুমি আমাকে যে সৃষ্ট-সৃষ্টির বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা বর্ণন করিলাম, এক্ষণে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের কিরূপ [illegible] এবং তাঁহাদিগের সংস্থান কিরূপ তাহা কীর্ত্তন করিতেছি একাগ্রমনে শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ বৎস! [illegible] প্রীতিজনক জানিবে; কারণ, সত্ত্বগুণ হইতে সুখের উৎপত্তি হয়, [illegible] উৎপন্ন হইলে [illegible] পদার্থই [illegible] এবং তজ্জন্য সর্ব্বত্রই প্রীতির [illegible] সত্য, শৌচ, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৃতি, অনুকম্পা, লজ্জা, শান্তি [illegible] [illegible] এই সকল লক্ষণ দ্বারা সত্ত্বগুণ উৎপন্ন হইয়াছে [illegible] [illegible] সত্ত্বগুণ শ্বেতবর্ণ, ইহা দ্বারা [illegible] প্রীতি জন্মে, [illegible] এবং [illegible] নিবারণ হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ, শ্রদ্ধাকে সাত্ত্বিকী, রাজসী ও

রক্তবর্ণং রজঃ প্রোক্তমপ্রীতিকরমদ্ভুতম্ ।
অপ্রীতির্দুঃখযোগত্বাদ্ভবত্যেব সুনিশ্চিতা ॥ ৬ ॥
প্রদ্বেষোহথ তথা দ্রোহো মৎসরঃ স্তম্ভ এব চ ।
উৎকণ্ঠা চ তথানিদ্রাশ্রদ্ধা তত্র চ রাজসী ॥ ৭ ॥
মানো মদস্তথা গর্ব্বো রজসা কিল জায়তে ।
প্রত্যেতব্যং রজস্ত্বেতৈর্লক্ষণৈশ্চ বিচক্ষণৈঃ ॥ ৮ ॥
কৃষ্ণবর্ণং তমঃ প্রোক্তং মোহদঞ্চ বিষাদকৃৎ ।
আলস্যঞ্চ তথাজ্ঞানং নিদ্রা দৈন্যং ভয়ন্তথা ॥ ৯ ॥
বিবাদশ্চৈব কার্পণ্যং কৌটিল্যং রোষ এব চ ।
বৈষম্যঞ্চাতিনাস্তিক্যং পরদোষানুদর্শনম্ ॥ ১০ ॥
প্রত্যেতব্যং তমস্ত্বেতৈর্লক্ষণৈঃ সর্ব্বথা বুধৈঃ ।
তামস্যা শ্রদ্ধয়া যুক্তং পরতাপোপপাদকম্ ॥ ১১ ॥
সত্ত্বং প্রকাশয়িতব্যং নিয়ন্তব্যং রজঃ সদা ।
সংহর্ত্তব্যং তমঃ কামং জনেন শুভমিচ্ছতা ॥ ১২ ॥

নমু শ্রদ্ধা কিমনেকবিধাস্তি যস্মাদত্রোচ্যতেঽসচ্ছ্রদ্ধানিবারকমিতি চেদস্ত্যেবেত্যাহ সাত্ত্বিকীতি । সাত্ত্বিক্যতিরিক্তা সতী শ্রদ্ধেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অপ্রীতিকরমিতি । রজো হি দুঃখপ্রদং সর্ব্বত্র দুঃখে জাতে সর্ব্বপদার্থেষপ্রীতির্জায়ত ইত্যপ্রীতিকরমুচ্যতে । তদেবাহ অপ্রীতিরিতি ॥ ৬—৭ ॥

রজসেতি । রজঃকার্য্যাণ্যেতানীত্যর্থঃ । প্রত্যেতব্যমিতি । এতৈর্লক্ষণৈ রজঃকার্য্যভূতৈর্ময়ি কারণভূতো রজোগুণোঽস্তীতি জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৮—১০ ॥

পরতাপোপপাদকমিতি পূর্ব্বাবধি তমোগুণলক্ষণম্ ॥ ১১ ॥

তামসীভেদে তিন প্রকার কহিয়া থাকেন ॥ ৫ ॥ রজোগুণ রক্তবর্ণ, অদ্ভুত ও অপ্রীতিকর ; কারণ, ইহা হইতেই দুঃখের উৎপত্তি হয়, দুঃখ হইতেই সকল বস্তুতে অপ্রীতির উৎপত্তি হয় ইহা নিশ্চিতই বলিয়াছে ॥৬॥ যখন দ্বেষ, দ্রোহ, মৎসর, স্তম্ভ, উৎকণ্ঠা, অনিদ্রা, অশ্রদ্ধা, অভিমান, মদ ও গর্ব্ব এই সকলের উৎপত্তি হয়, তখন বিচক্ষণ ব্যক্তি এই সকল লক্ষণ দ্বারা আমাতে [illegible] উৎপত্তি হইয়াছে এইরূপ প্রত্যয় করিবেন ॥ ৭—৮ ॥ তমোগুণ কৃষ্ণবর্ণ, [illegible] ও বিষাদকর । তমোগুণ হইতে আলস্য, অজ্ঞান, নিদ্রা, দৈন্য, ভয়, বিবাদ, কৃপণতা, কুটিলতা, ক্রোধ, বুদ্ধিবৈষম্য, অতিশয় নাস্তিকতা, [illegible] এই সকলের [illegible] এই সকল লক্ষণ দ্বারা প্রত্যয় [illegible] আমাতে তমোগুণের [illegible] হইয়াছে । এই তমোগুণ যখন [illegible] তখন [illegible] দুঃখোৎপাদক হইয়া থাকে ॥ ৯—১১ ॥ [illegible] ব্যক্তিগণ সত্ত্বগুণকে প্রকাশ করিবেন,

অন্যোন্যাভিভবাচ্চৈতে বিরুধ্যন্তি পরস্পরম্।
তথান্যোন্যাশ্রয়াঃ সর্ব্বে ন তিষ্ঠন্তি নিরাশ্রয়াঃ ॥ ১৩ ॥
সত্ত্বং ন কেবলং কাপি ন রজো ন তমস্তথা।
মিলিতাশ্চ সদা সর্ব্বে তেনান্যোন্যাশ্রয়াঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৪ ॥
অন্যোন্যমিথুনাশ্চৈব বিস্তারং কথয়াম্যহম্।
শৃণু নারদ! যজ্জ্ঞাত্বা মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ ১৫ ॥
সন্দেহোঽত্র ন কর্ত্তব্যো জ্ঞাত্বেত্যুক্তং ময়া বচঃ।
জ্ঞাতং তদনুভূতং যৎ পরিজ্ঞাতং ফলে সতি ॥ ১৬ ॥
শ্রবণাদ্দর্শনাচ্চৈব সপদ্যেব মহামতে!।
সংস্কারানুভবাচ্চৈব পরিজ্ঞাতং ন জায়তে ॥ ১৭ ॥

কিমর্থমেতানি লক্ষণান্যুক্তানি তত্রাহ সত্ত্বং প্রকাশয়িতব্যমিতি। সত্ত্ববৃদ্ধির্যথা ভবতি তথা কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। ন হি তৎ সত্ত্বলক্ষণজ্ঞানমন্তরা সম্ভবতি। হেয়োপাদেয়য়োঃ স্বরূপজ্ঞানস্যাপেক্ষিতত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

অন্যোন্যেতি। এতেঽন্যোন্যাভিভবাৎ পরস্পরাভিভবাদ্বিরুধ্যন্তীতি স্বভাব এষাম্। ততশ্চ সত্ত্বস্যৈর্য্যোপেতরয়োরভিভবঃ কর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ১৩—১৫ ॥

ময়েত্যুক্তং বচো জ্ঞাত্বেত্যন্বয়ঃ। জ্ঞাতং তদনুভূতমিতি। হে মহামতে! শ্রবণাদ্দর্শনাচ্চৈব সপদি তৎকালমেব ফলে সতি যৎ পরিজ্ঞানং ফলজনকত্বেন পরিজ্ঞাতং তদেব জ্ঞাতং শ্রুতমনুভূতঞ্চ ভবতি। যত্তু সংস্কারানুভবাৎ সংস্কারজন্যস্মরণাজ্জ্ঞাতং তত্র তৎকালে-তৎপদার্থস্যানুভবাভাবে ফলস্যাভাবান্ন তজ্জ্ঞাতং জায়তে। ন হি গঙ্গাতীরে আম্রা দৃষ্টা ইতি স্মরণেন কিঞ্চিৎ ফলমস্তি তদ্বত্তরং তদনুভবস্যৈব সফলত্বাৎ। তথা চ যত্র কর্ম্মণি ফলং ন দৃশ্যতে তৎ কৃতমকৃতমেব। তাদৃশঞ্চ রাজসতামসং বা কর্ম্ম ভবতীতি ভাবঃ ॥১৬-১৭॥

রজোগুণকে নিয়মিত করিয়া রাখিবেন এবং তমোগুণকে নিঃশেষরূপে সংহার করিবেন ॥১২॥ এই তিন গুণ পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে, নিরাশ্রয় হইয়া অবস্থান করিতে পারে না; ইহাদের স্বভাব এই যে, ইহারা পরস্পরকে জয় করিবার জন্য বিরোধ করিয়া থাকে। অতএব বুধগণ সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি করিয়া অপর গুণদ্বয়কে পরাজয় করিবেন ॥ ১৩ ॥ কেবলমাত্র সত্ত্ব, রজ অথবা তমোগুণ কোথাও থাকিতে পারে না, অতএব তাহারা সকলে মিলিত হইয়া সর্ব্বদাই পরস্পরের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ নারদ! এক্ষণে কোন গুণ কোন গুণের সহিত মিলিত হইয়া মিথুন ভাব প্রাপ্ত হয় তদ্বিষয় বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর, তদ্বিষয়ক [illegible] ইহা [illegible] করিলে জীবগণ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয় ॥ ১৫ ॥ আমি এই সকল বিষয় [illegible] [illegible] বলিতেছি, ইহাতে কদাচ সন্দেহ করিও না, [illegible] এবং ইহার [illegible] হইলেই ইহার যাথার্থ্য বিশেষরূপে জানিতে পারা যায় ॥ ১৬ ॥ হে মহামতে!

প্রসহ্যাভিভবত্যেকস্তত্রজস্তমসী উভে।
রজঃ সমুৎকটং জাতং প্রবৃত্তং লোভযোগতঃ ॥ ৩০
তথাভিভবত্যেব তমঃ সত্ত্বে তথা উভে।
তমস্তথোৎকটং ভূত্বা প্রবৃদ্ধং মোহযোগতঃ ॥ ৩১
তৎ সত্ত্বরজসী চোভে সম্যগ্‌ব্যাভিভবত্যপি।
বিস্তরং কথয়াম্যদ্য যথাভিভবতীতি বৈ ॥ ৩২ ॥
যদা সত্ত্বং প্রবৃদ্ধং বৈ মতির্ধর্ম্মে স্থিতা তদা।
ন চিন্তয়ন্তি বাহ্যার্থং রজস্তমঃসমুদ্ভবম্‌ ॥ ৩৩ ॥
অর্থং সত্ত্বসমুদ্ভূতং গৃহ্লাতি চ ন চান্যথা।
অনায়াসকৃতকার্য্যং ধর্ম্মং যজ্ঞঞ্চ বাঞ্ছতি ॥ ৩৪ ॥
সাত্ত্বিকেষেব ভোগেষু কামং বৈ কুরুতে তদা।
রাজসেষু ন মোক্ষার্থী তামসেষু পুনঃ কুতঃ ॥ ৩৫ ॥
এবং জিত্বা রজঃ পূর্ব্বং ততশ্চ তমসো জয়ঃ।
সত্ত্বঞ্চ কেবলং পুত্র। তদা ভবতি নির্ম্মলম্‌ ॥ ৩৬ ॥

একৈকস্য কারণবশাদুৎকটত্বে জাতেঽন্যয়োরভিভবো ভবতীত্যাহ সত্ত্বমিতি। শাস্ত্রং বিবেকশাস্ত্রং বেদান্তস্তদ্দর্শনং সত্ত্বোদ্রেকে কার্য্যমুক্তম্‌। তেন দর্শনেন তামসার্থেষু রাজসেষু চ বৈরাগ্যং ফলম্‌ ॥ ২৯ ॥
তৎ সত্ত্বং প্রসহ্য বলাৎকারেণ ॥ ৩০—৩২ ॥
বিবৃদ্ধসত্ত্বস্য লক্ষণমাহ যদা সত্ত্বমিতি ॥ ৩৩ ॥
ন চান্যথা রজস্তমঃসমুদ্ভূতং বাহ্যার্থং ন গৃহ্লাতীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥
মোক্ষার্থী সন্‌ রাজসেষু তামসেষু ন কামং কুরুত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥
(রজস্তমোজয়ানন্তরং সত্ত্বমেব নির্ম্মলং ভবতীত্যন্ত আহ এবং জিত্বেতি ॥ ৩৬—৩৮ ॥

আবার লোভবশতঃ যখন রজোগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উৎকট হইয়া উঠে তখন সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করে, এইরূপে মোহযোগে তমোগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উৎকট হইলে [illegible] [illegible]গুণকে সম্যক্‌রূপেই অভিভব করিয়া থাকে। নারদ! গুণনিকরের [illegible] বিষয় আমি বিস্তাররূপে বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ২৯—৩২ ॥ যখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি [illegible] মতি ধর্ম্ম বিষয়েই স্থির থাকে, তম ও রজোগুণ হইতে উৎপন্ন বাহ্যবস্তু [illegible] চিন্তা করে না, কেবল সত্ত্বগুণোৎপন্ন পদার্থ গ্রহণ করে, অন্য কিছুই গ্রহণ করে না, [illegible] অনায়াস কৃত কার্য্য, ধর্ম্ম ও যজ্ঞাদিতে এবং সাত্ত্বিক ভোগে কামনা [illegible] [illegible] সেই ব্যক্তি মোক্ষার্থী হইয়া রাজস ও তামস বিষয়ের কামনা পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥৩৩—৩৫॥

যদা রজঃ প্রবৃদ্ধং বৈ ত্যক্ত্বা ধর্ম্মান্ সনাতনান্।
অন্যথা কুরুতে ধর্ম্মান্ শ্রদ্ধাং প্রাপ্য তু রাজসীম্ ॥ ৩৭ ॥
রাজসাদর্থসংবৃদ্ধিস্তথা ভোগাস্তু রাজসাঃ ।
সত্ত্বং বিনির্গতং তেন তমসশ্চাপি নিগ্রহঃ ॥ ৩৮ ॥
যদা তমো বিবৃদ্ধং স্যাদুৎকটং সম্বভূব হ ।
তদা বেদে ন বিশ্বাসো ধর্ম্মশাস্ত্রে তথৈব চ ॥ ৩৯ ॥
শ্রদ্ধাঞ্চ তামসীং প্রাপ্য করোতি চ ধনাত্যয়ম্ ।
দ্রোহং সর্ব্বত্র কুরুতে ন শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৪০ ॥
জিত্বা সত্ত্বং রজশ্চৈব ক্রোধনো দুর্ম্মতিঃ শঠঃ ।
বর্ত্ততে কামচারেণ ভাবেষু বিততেষু চ ॥ ৪১ ॥
এবং সত্ত্বং ন ভবতি রজশ্চৈকং তমস্তথা ।
সদৈবাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে গুণা মিথুনধর্ম্মিণঃ ॥ ৪২ ॥
রজো বিনা ন সত্ত্বং স্যাদ্রজঃ সত্ত্বং বিনা কচিৎ ।
তমো বিনা ন চৈবৈতে বর্ত্তন্তে পুরুষর্ষভ ! ॥ ৪৩ ॥
তমস্তাভ্যাং বিহীনস্তু কেবলং ন কদাচন ।
সর্ব্বে মিথুনধর্ম্মাণো গুণাঃ কার্য্যান্তরেষু বৈ ॥ ৪৪ ॥

যদা তমোগুণস্ত বৃদ্ধিঃ স্যাৎ তদা নরস্ত ধর্ম্মাদিশাস্ত্রে বিশ্বাসো ন স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৯-৪১ ॥ গুণানাং মিথুনধর্ম্মত্বং সূচয়তি এবমিতি ॥ ৪২—৪৫ ॥)

সত্ত্বগুণ নির্ম্মল হয় ॥ ৩৬ ॥ যখন রজোগুণ বাড়িয়া উঠে তখন মানবগণ রাজসী শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইয়া সনাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের অন্যথা করিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥ রাজস প্রবৃত্তি দ্বারা ধনবৃদ্ধির এবং তখন রাজস ভোগেই কামনা হইয়া থাকে। রজোগুণ সত্ত্বগুণকে বহির্গত করিয়া দেয় এবং তমোগুণের নিগ্রহ করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ নারদ ! এইরূপে যখন তমোগুণ বাড়িয়া উৎকট হইয়া উঠে, তখন বেদে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে বিশ্বাস হয় না। তামসী শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইয়া জীব ধন বিনাশ করে এবং সর্ব্বত্রই কলহ, বিবাদ ও দ্রোহে নিরত হইয়া কদাচই শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তখন তমোগুণপ্রধান সেই ব্যক্তি সত্ত্ব ও রজোগুণকে জয় করিয়া ক্রোধনস্বভাব দুর্ম্মতি ও শঠ হইয়া সকল বিষয়েই যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৩৯—৪১ ॥ নারদ ! এইরূপে সত্ত্ব, রজ কিংবা তমোগুণ কেহই একাকী থাকিতে পারে না, মিথুনধর্ম্মী গুণত্রয় সর্ব্বদাই অন্যান্যের আশ্রয়ে অবস্থিতি করিয়া থাকে ॥ ৪২ ॥ রজোগুণ ব্যতিরেকে সত্ত্ব, সত্ত্বগুণ ব্যতিরেকে রজ এবং তমোগুণ ব্যতিরেকে ঐ উভয় গুণ এবং রজ ও সত্ত্বগুণ ব্যতিরেকে কেবল তমোগুণ থাকিতে পারে না। গুণ সকল ভিন্ন ভিন্ন

অন্যোন্যসংশ্রিতাঃ সর্ব্বে তিষ্ঠন্তি ন বিয়োজিতাঃ।
অন্যোন্যজনকাশ্চৈব যতঃ প্রসবধর্ম্মিণঃ ॥ ৪৫ ॥
সত্ত্বং কদাচিচ্চ রজস্তমসী জনয়ত্যুত।
কদাচিত্তু রজঃ সত্ত্বতমসী জনয়ত্যপি ॥ ৪৬ ॥
কদাচিত্তু তমঃ সত্ত্বরজসী জনয়ত্যুভে।
জনয়ন্ত্যেবমন্যোন্যং মৃৎপিণ্ডশ্চ ঘটং যথা ॥ ৪৭ ॥
বুদ্ধিস্থাস্তে গুণাঃ কামান্ বোধয়ন্তি পরস্পরম্।
দেবদত্তবিষ্ণুমিত্রযজ্ঞদত্তাদয়ো যথা ॥ ৪৮ ॥
যথা স্ত্রীপুরুষশ্চৈব মিথুনৌ চ পরস্পরম্।
তথা গুণাঃ সমায়ান্তি যুগ্মভাবং পরস্পরম্ ॥ ৪৯ ॥
রজসো মিথুনে সত্ত্বং সত্ত্বস্য মিথুনে রজঃ।
উভে তে সত্ত্বরজসীতমসো মিথুনে বিদুঃ ॥ ৫০ ॥

পরস্পরজনকত্বমুপপাদয়তি সত্ত্বং কদাচিচ্চেতি ॥ ৪৬—৪৭ ॥

কস্মিন্ স্থলে স্থিতা গুণা ইত্থং কার্য্যং কুর্ব্বন্তি তত্রাহ বুদ্ধিস্থা ইতি। যথা একৈকোৎকটত্বেপ্যেকৈকং স্বকার্য্যং চোক্তং কুর্ব্বন্তি তথা মিথুনীভূয়াপ্যুভয়গুণকং কার্য্যমুৎপাদয়ন্তীতি দৃষ্টান্তমুখেনাহ দেবদত্তেতি। যথা দেবদত্তাদয়স্ত্রয়ো মিলিত্বা কার্য্যং কুর্ব্বন্তি যথা বা স্ত্রীপুরুষৌ মিথুনীভূয় কার্য্যমুৎপাদয়তস্তথেত্যর্থঃ ॥ ৪৮ ॥

যুগ্মভাবং মিথুনীভাবং পরস্পরং যান্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

তদেব দর্শয়তি রজসো মিথুনে সত্ত্বমিতি। রজঃসত্ত্বরূপমেকং মিথুনমিত্যর্থঃ। এবমন্যদপ্যূহ্যম্। যথা রজসো মিথুনে সত্ত্বং গৌণং স্ত্রীস্থানাপন্নং যথা বা সত্ত্বস্য মিথুনে রজো গৌণং

কার্য্যে মিথুনধর্ম্মী হইয়া কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ৪৩—৪৪ ॥ ইহারা বিয়োজিত হইয়া অবস্থিতি করে না অন্যান্যের আশ্রয়ে থাকিয়া অন্যান্যের জনক হয়; কারণ, এই গুণ সকল প্রসবধর্ম্মী, অর্থাৎ সত্ত্বগুণ কথনও রজ ও তমোগুণ উৎপাদন করে এবং রজোগুণ কদাচিৎ সত্ত্ব এবং তমোগুণের আবার কথনও তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণের উৎপত্তি করে; এইরূপে পরস্পরে মৃৎপিণ্ডের ঘটোৎপাদনের ন্যায় পরস্পরের উৎপাদন করিয়া থাকে ॥ ৪৫—৪৭ ॥ দেবদত্ত, বিষ্ণুমিত্র ও যজ্ঞদত্ত এই তিনজনে মিলিয়া যেমন কার্য্য সম্পাদন করে সেইরূপ তিনটি গুণ মিলিত হইয়া জীব বুদ্ধিতে অবস্থান পূর্ব্বক বিষয়াদির জ্ঞান জন্মাইয়া দিয়া থাকে ॥৪৮॥ স্ত্রী ও পুরুষ যেমন মিথুনভাব প্রাপ্ত হয় গুণ সকলও সেইরূপ পরস্পর যুগ্মভাব ধারণ করে ॥ ৪৯ ॥ আর রজোগুণের মিথুনে সত্ত্ব অর্থাৎ রজঃ সত্ত্বরূপ এক মিথুন ও সত্ত্বের মিথুনে রজ অর্থাৎ সত্ত্ব রজোরূপ এক মিথুন, এইরূপে সত্ত্ব ও রজঃ তমোগুণের সহিত পৃথক্ পৃথক্ মিলিয়া এক এক মিথুন হইয়া থাকে ॥ ৫০ ॥

নারদ উবাচ।

ইত্যেতৎ কথিতং পিত্রা গুণরূপমনুত্তমম্।
শ্রুত্বাপ্যেতৎ স এবাহং ততোঽপৃচ্ছং পিতামহম্ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
গুণানাং রূপসংস্থানকীর্ত্তনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

স্ত্রীসংস্থানাপন্নং তথৈব সত্বতমো মিথুনং রজস্তমো মিথুনমিত্যাহ উভে তে সত্বরজসী ইতি। সত্বস্থ মিথুনে তমস্তমসো মিথুনে সত্বং তথা রজসো মিথুনে তমস্তমসো মিথুনে রজ ইত্যর্থঃ। একং প্রধানং পুরুষভাবাপন্নমিতরদ্গৌণং স্ত্রীভাবাপন্নমিত্যর্থঃ। এতেষাং মিথুনানাং বুদ্ধৌ বর্ত্তমানতোৎপদ্যমানোভয়াত্মককার্য্যেণ প্রত্যেতব্যা ॥ ৫০—৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

নারদ কহিলেন, দ্বৈপায়ন! আমি পিতার নিকট এইরূপে গুণ সমুদয়ের বিষয় শ্রবণ করিয়াও পুনর্ব্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ॥ ৫১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে গুণগণের রূপ সংস্থান কীর্ত্তন
নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

গুণানাং লক্ষণং তাত! ভবতা কথিতং কিল।
ন তৃপ্তোঽস্মি পিবন্মিষ্টং ত্বন্মুখাৎ প্রচ্যুতং রসম্॥ ১॥
গুণানাস্তু পরিজ্ঞানং যথাবদনুবর্ণয়।
যেনাহং পরমাং শান্তিমধিগচ্ছামি চেতসি॥ ২॥

ব্যাস উবাচ।

ইতিপৃষ্টস্তু পুত্রেণ নারদেন মহাত্মনা।
উবাচ চ জগৎকর্ত্তা রজোগুণসমুদ্ভবঃ॥ ৩॥

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণু নারদ! বক্ষ্যামি গুণানাং পরিবর্ণনম্।
সম্যগ্‌গুনাহং বিজানামি যথামতি বদামি তে॥ ৪॥
সত্ত্বস্তু কেবলং নৈব কুত্রাপি পরিলক্ষ্যতে।
মিশ্রীভাবাত্তু তেষাং বৈ মিশ্রত্বং প্রতিভাতি বৈ॥ ৫॥

অষ্টাধিকৈস্তু চত্বারিংশৎপদ্যৈর্নারদেন চ।
গুণানাং লক্ষণং পৃষ্টং পুনরেবোপবর্ণ্যতে॥

মুমুক্ষুভির্গুণানাং হেয়োপাদেয়ত্বজ্ঞানার্থং স্বরূপং কার্য্যঞ্চ পুনরাহ গুণানামিতি॥১—৪॥ সত্ত্বস্তু কেবলমিতি। একৈকগুণোঽন্যগুণাসহায়ঃ কুত্রাপি ন তিষ্ঠতি। তেষাং গুণানাং পরস্পরং মিশ্রীভাবাত্তু মিশ্রত্বমেব সর্ব্বদাস্তি॥ ৫॥

নারদ কহিলেন, পিতঃ! আপনি গুণত্রয়ের লক্ষণ বর্ণন করিলেন, কিন্তু আমি আপনার মুখাম্বুজ-নির্গলিত অতি সুমধুর রস পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না। আপনি যথাযথরূপে গুণসমূহের পরিজ্ঞান বর্ণন করুন যাহা শ্রবণ করিলে আমি মনোমধ্যে পরম শান্তি লাভ করিতে পারিব॥ ১—২॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রজোগুণোৎপন্ন জগৎকর্ত্তা কমলযোনি, মহাত্মা নারদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ৩॥ নারদ! গুণসমূহের পরিজ্ঞান, আমি সম্যক্‌রূপে অবগত নহি, তবে আমার এ বিষয়ে যেরূপ জ্ঞান আছে সেইরূপ বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর॥ ৪॥ বিশুদ্ধ একমাত্র সত্ত্বগুণ কোথাও পরিলক্ষিত হয় না সেই গুণ

যথা কাচিদ্বরা নারী সর্ব্বভূষণভূষিতা।
হাবভাবযুতা কামং ভর্তৃপ্রীতিকরী ভবেৎ॥ ৬॥
মাতাপিত্রোস্তথা সৈব বন্ধুবর্গস্য প্রীতিদা।
দুঃখং মোহং সপত্নীষু জনয়ত্যপি সৈব হি॥ ৭॥
এবং সত্ত্বেন তেনৈব স্ত্রীত্বমাপাদিতেন চ।
রজসস্তমসশ্চৈব জনিতা বৃত্তিরন্যথা॥ ৮॥
রজসা স্ত্রীকৃতেনৈবং তমসা চ তথা পুনঃ।
অন্যোন্যস্য সমাযোগাদন্যথা প্রতিভাতি বৈ॥ ৯॥
অবস্থানাৎ স্বভাবেষু ন বৈ জাত্যন্তরাণি চ।
লক্ষ্যন্তে বিপরীতানি যোগাম্নারদ! কুত্রচিৎ॥ ১০॥

মিশ্রীভাবাদেব গুণানাং সুখদুঃখমোহাত্মকত্বং ভবতি নান্যথেতি দৃষ্টান্তমুখেনাহ যথা-কাচিদিতি॥ ৬—৭॥

যথৈকৈব স্ত্রী সুখদুঃখমোহাত্মিকা ব্যক্তিভেদেন ভিন্নং প্রতি কালভেদেন বা একাং ব্যক্তিং প্রতি ভবতি তথৈব সত্ত্বং ভবতীত্যাহ এবং সত্ত্বেনেতি। স্ত্রীত্বমাপাদিতেনেতি-স্ত্রীস্থানাপন্নমিত্যর্থঃ। তেন সত্ত্বেন কস্যচিৎ পুরুষস্য সুখজনিকা বৃত্তির্জ্জনিতা ভবতি তস্যৈব পুরুষস্য কালান্তরেঽন্যথা দুঃখমোহাত্মিকরজসঃ সম্বন্ধিনী তমসো বা সম্বন্ধিনী বৃত্তির্জ্জনিতা ভবতি॥ ৮॥

এবং রজো যদা স্ত্রীকৃতং স্ত্রীভাবাপন্নং তথা তমো যদা স্ত্রীভাবাপন্নং স্ত্রীস্থানত্বেন কল্পিতং তদা তেন রজসা তমসা বা দুঃখাত্মিকা মোহাত্মিকা বা কস্যচিৎ পুরুষস্য বৃত্তির্জ্জনিতা ভবতি তস্যৈব পুরুষস্য কালান্তরে সুখবৃত্তিমুৎপাদ্যতে। ন চৈতদ্গুণানামন্যগুণসহায়তা-ভাবে সম্ভবতি তস্মান্মিশ্রীভূতা এব গুণা ইতি জ্ঞেয়মিত্যাহ অন্যোন্যস্যেতি॥ ৯॥

অবস্থানাৎস্বভাবেষ্বিতি। যদি গুণা একৈকা এব স্যুর্ন মিশ্রীভূতাস্তদা তেষাং স্বভাবে-ঽবস্থানাদেকরূপৈব বৃত্তিঃ স্যান্ন জাত্যন্তরাণি স্যুঃ। লক্ষ্যন্তে তু বিপরীতানি জাত্যন্তরাণি।

সকলের পরস্পর মিশ্রণদ্বারা মিশ্রভাবই দৃষ্ট হইয়া থাকে॥ ৫॥ যেমন হাবভাবসম্পন্না সর্ব্ব-ভূষণে বিভূষিতা কোনও কামিনী, এক পক্ষে পতি, মাতা, পিতা ও বন্ধুবর্গের পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রীতি, এবং অপর পক্ষে সপত্নীগণের দুঃখ উৎপাদন করিয়া থাকে; সত্ত্বগুণকে যদি সেই রমণীর রমণীরূপে কল্পনা করা যায়, সেইরূপে তবে তাহা কোনও পুরুষের সত্ত্বসম্বন্ধি সুখ জনক মনোবৃত্তি, কালভেদে কোনও পুরুষের দুঃখাত্মক রজঃ-সম্বন্ধি মনো-বৃত্তি কাহারও মোহাত্মক তমঃ-সম্বন্ধি মনোবৃত্তি উৎপাদিত করিয়া থাকে। এইরূপ, রজ বা তমোগুণকে যদি সেই কামিনী স্থানীয় করা যায় তাহা হইলে সেই রজো বা তমো গুণ কোনও পুরুষের দুঃখাত্মক ও মোহাত্মক মনোবৃত্তি, কালভেদে তাহারই [illegible] সুখাত্মক মনোবৃত্তি উৎপাদন করে। গুণান্তরের সাহায্য ব্যতিরেকে এইরূপ সম্ভব হয় না অতএব গুণ সমবায়ের মিশ্রভাবই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে॥ ৬—৯॥ নারদ! গুণত্রিতয় যখন স্ব

যথা রূপবতী নারী যৌবনেন বিভূষিতা।
লজ্জামাধুর্য্যযুক্তা চ তথা বিনয়সংযুতা ॥ ১১ ॥
কামশাস্ত্রবিধিজ্ঞা চ ধর্মশাস্ত্রেঽপি সম্মতা।
ভর্ত্তুঃ প্রীতিকরী ভূত্বা সপত্নীনাঞ্চ দুঃখদা ॥ ১২ ॥
মোহদুঃখস্বভাবস্থা সত্ত্বস্থেত্যুচ্যতে জনৈঃ।
তথা সত্ত্বং বিকুর্ব্বাণমন্যভাবং বিভাতি বৈ ॥ ১৩ ॥
চৌরৈরুপক্রতানাং হি সাধূনাং সুখদা ভবেৎ।
দুঃখা মূঢ়া চ দস্যূনাং সৈব সেনা তথাগুণাঃ।
বিপরীতপ্রতীতিং বৈ জনয়ন্তি স্বভাবতঃ ॥ ১৪ ॥
যথাচ দুর্দ্দিনং জাতং মহামেঘঘনাবৃতম্।
বিদ্যুৎস্তনিতসংযুক্তং তিমিরেণাবগুণ্ঠিতম্ ॥ ১৫ ॥
সিঞ্চদ্ভূমিং প্রবর্ষদ্বৈ তমোরূপমুদাহৃতম্ ॥ ১৬ ॥

কদাচিৎ সুখাত্মকং কদাচিদ্দুঃখাত্মকং কদাচিন্মোহাত্মকমিতি তস্মান্মিশ্রীভূতা এব গুণা ইতি-ভাবঃ ॥ ১০ ॥

যথা রূপবতীত্যারভ্য চৌরৈরুপক্রতেতি পর্য্যন্তং পাঠঃ পুনরুক্তার্থকোঽপি দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকয়োরুপসংহারার্থমিতি বোধ্যম্ ॥ ১১—১৩ ॥

দৃষ্টান্তান্তরমাহ চৌরৈরিতি। সেনা রাজসেনা ॥ ১৪ ॥

জনয়ন্তি এতে দৃষ্টান্তার্থা যথা তথা গুণাঃ বিপরীতপ্রতীতিং জনয়ন্তীত্যর্থঃ। যথেতি। দুর্দ্দিনং মেঘাচ্ছন্নো দিবসঃ ॥ ১৫ ॥

স্বভাবে অবস্থান করে তখন তাহাদের প্রত্যেকেরই কোনও অন্যথা ভাব লক্ষিত হয় না, কিন্তু যখন মিশ্রভাব প্রাপ্ত হয় তখনই জাত্যন্তর অর্থাৎ স্বীয় স্বভাবের বিপরীত ভাব ধারণ করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥ যেমন যৌবন ভূষিতা লজ্জা ও মাধুর্য্য-সমন্বিতা ধর্ম্মমর্ম্মজ্ঞা বিনীতা কামকলাবতী রসবতী ও রূপবতী যুবতী বল্লভের প্রেয়সী ও প্রীতিকরী এবং সপত্নীগণের দুঃখদায়িনী হয় সেইরূপ গুণগণও পাত্র ও কালভেদে বিপরীত ভাব ধারণ করে সন্দেহ নাই। দেখ নারদ! যেমন লোকে এই এক রমণীই সপত্নীগণের পক্ষে মোহ ও দুঃখপ্রদা এবং পতিপ্রভৃতি বন্ধুগণের পক্ষে সুখদায়িনী, সেইরূপ সত্ত্বগুণ বিকৃত হইয়াই দুঃখজনক ও মোহজনক স্বভাব প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ১১—১৩ ॥ নারদ! এ বিষয়ে আরও প্রমাণ কহিতেছি, শ্রবণ কর। যেমন সেনাগণ, চৌরকর্ত্তৃক উপক্রত সাধুগণের সুখপ্রদ এবং দস্যুগণের দুঃখ ও মোহপ্রদ হয়, যেমন মহামেঘ সমূহ দ্বারা ঘনরূপে আচ্ছন্ন, বিদ্যুৎ ও গভীর গর্জ্জনান্বিত, নিবিড় অন্ধকারে আবৃত, ঘোরতর ধারাসারে ধরাতল প্লাবী দুর্দ্দিন, বীজ ও উপকরণ সমন্বিত কৃষকগণের সুখপ্রদ এবং যে দুর্ভাগ্য গৃহস্থগণের গৃহ সকল তৃণাদি

যদেতৎ কর্ষকাণাং বৈ তদেবাতীব দুর্দ্দিনম্।
বীজোপস্করযুক্তানাং সুখদং প্রভবত্যুত ॥ ১৭ ॥
অপ্রচ্ছন্নগৃহাণাঞ্চ দুর্ভগানাং বিশেষতঃ।
তৃণকাষ্ঠগৃহীতৄণাং দুঃখদং গৃহমেধিনাম্ ॥ ১৮ ॥
প্রোষিতভর্ত্তৃকাণাং বৈ মোহদং প্রবদন্ত্যপি।
স্বভাবস্থা গুণাঃ সর্ব্বে বিপরীতা বিভান্তি বৈ ॥ ১৯ ॥
লক্ষণানি পুনস্তেষাং শৃণু পুত্র! ব্রবীম্যহম্।
লঘুপ্রকাশকং সত্ত্বং নির্ম্মলং বিশদং সদা ॥ ২০ ॥
যদাঙ্গানি লঘূন্যেব নেত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি চ।
নির্ম্মলঞ্চ তথা চেতো গৃহ্লাতি বিষয়ান্ তান্।
তদা সত্ত্বং শরীরে বৈ মন্তব্যঞ্চ সমুৎকটম্ ॥ ২১ ॥
জৃম্ভাং স্তম্ভঞ্চ তন্দ্রাঞ্চ চলং চৈব রজঃ পুনঃ।
যদা তত্তুৎকটং জাতং দেহে যস্য চ কস্যচিৎ ॥ ২২ ॥

তমোরূপং নিবিড়ান্ধকারপ্রায়ম্ ॥ ১৬—১৮ ॥

প্রোষিতভর্ত্তৃকাণাং বিরহিণীনাং কামিনীনাম্। স্বভাবস্থা ইতি। এতে যথা দৃষ্টান্তা এবমেতে গুণাঃ স্বভাবস্থা অন্যগুণসাহায্যেন বিপরীতা ভান্তি তস্মান্মিশ্রীভূতা এবেতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

সত্ত্বাদিগুণোদ্রেকে সতি জায়মানানি লক্ষণান্যাহ লক্ষণানীতি ॥ ২০ ॥

লঘুস্বরূপমাহ যদাঙ্গানীতি। লঘূন্যেব ন ভারবন্তি। তান্ রাজসাংস্তামসান্ বা বিষয়ান্ গৃহ্লাতীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

জৃম্ভামিতি। জৃম্ভাং স্তম্ভং শরীরগুরুতাং তন্দ্রাঞ্চ যদা পশ্যতি তদা চলং রজঃ সমুৎকটং জাতমিত্যন্বয়ঃ ॥ ২২ ॥

যারা আচ্ছাদিত ও তৃণ কাষ্ঠাদি সংগৃহীত হয় নাই, তাহাদিগের দুঃখপ্রদ এবং প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা কামিনীগণের মোহপ্রদ হয়, সেইরূপ স্বভাবস্থিত গুণ সকল ও অন্য গুণের সাহায্যে বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৪—১৯ ॥ বৎস! আমি তোমাকে পুনর্ব্বার গুণ সমূহের লক্ষণ কহিতেছি শ্রবণ কর। সত্ত্বগুণ নির্ম্মল, প্রকাশক, লঘু ও বিশদ ॥ ২০ ॥ যখন নয়নাদি ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ সকল লঘু (ভারবত্তা রহিত) এবং চিত্ত নির্ম্মল হইয়া রাজস ও তামসাদি ভোগ্যবিষয় গ্রহণ করে না তখন শরীরে সমধিক সত্ত্বগুণের উদয় হইয়াছে জানিবে। যখন জৃম্ভা, স্তম্ভ ও তন্দ্রাদি দৃষ্ট হয় তখন রজোগুণের আধিক্য হইয়াছে বিবেচনা করিবে। যাহার দেহে উৎকট তমোগুণের উৎপত্তি হইয়াছে, সে কলহ অন্বেষণ করে গ্রাম্য-ধর্ম্ম যাজন করে এবং সর্ব্বদাই চঞ্চলচিত্ত ও বিবাদে উদ্যত হয়; তাহার দেহ যেন গুরু আবরণে আবৃত হইয়া থাকে। তখন অঙ্গ ও ইন্দ্রিয় সকল গুরু ও আবৃত এবং মন শূন্য

কলিং মৃগয়াত্তে কুর্ত্তুং গন্তুং গ্রামান্তরং তথা।
চলচিত্তশ্চ মোহত্যর্থং বিবাদে চোদ্যতস্তথা ॥ ২৩ ॥
গুরুত্বাবরণং কামং তমো ভবতি তদ্‌যদা।
তদাঙ্গানি গুরূণ্যাশু প্রভবন্ত্যাবৃতানি চ ॥ ২৪ ॥
ইন্দ্রিয়াণি মনঃ শূন্যং নিদ্রাং নৈবাভিবাঞ্ছতি।
গুণানাং লক্ষণান্যেবং বিজ্ঞেয়ানীহ নারদ! ॥ ২৫ ॥

নারদ উবাচ।

বিভিন্নলক্ষণাঃ প্রোক্তাঃ পিতামহ! গুণাস্ত্রয়ঃ।
কথমেকত্র সংস্থানে কার্য্যং কুর্ব্বন্তি শাশ্বতম্ ॥ ২৬ ॥
পরস্পরং মিলিত্বা হি বিভিন্নাঃ শত্রবঃ কিল।
একত্রস্থাঃ কথং কার্য্যং কুর্ব্বন্তীতি বদস্ব মে ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

শৃণু পুত্র! প্রবক্ষ্যামি গুণাস্তে দীপবৃত্তয়ঃ।
প্রদীপশ্চ যথা কার্য্যং প্রকরোত্যর্থদর্শনম্ ॥ ২৮ ॥

তমোলক্ষণমাহ কলিমিতি। কলিঃ কলহঃ। এতানি লক্ষণানি যদা ভবন্তি তদা তত্তম উৎকটং জাতমিতি জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥

গুরুত্বাবরণমিত্যস্যার্থমাহ তদাঙ্গানীতি। আবৃতানি তমসেত্যর্থঃ। শূন্যং জ্ঞানশূন্যম্ ॥২৫॥

মিশ্রীভূতা গুণাঃ কার্য্যং কুর্ব্বন্তীতি শ্রুত্বা নারদঃ শঙ্কতে বিভিন্নেতি। যথা শত্রবো মিলিতাঃ কার্য্যং ন কুর্ব্বন্তি তথা গুণাঃ পরস্পরং শত্রবঃ সন্তঃ কথং মিলিত্বা কার্য্যং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥

হয়, সে, নিদ্রা কামনা করে না। নারদ! গুণ সকলের লক্ষণ এইরূপ জানিও ॥ ২১—২৫ ॥

নারদ কহিলেন, পিতঃ! আপনি গুণত্রয়ের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ সকল কহিলেন, কিন্তু যখন তাহারা একত্র অবস্থিত হয় তখন তাহারা কিরূপে কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া থাকে? ॥ ২৬ ॥ শত্রু সকল যেরূপ একত্র মিলিয়া কার্য্য করে না তাহারা সর্ব্বদাই বিভিন্ন থাকে সেইরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মী গুণ সকল কি প্রকারে একত্র মিলিয়া কার্য্য সাধন করিবে? তাহা আমাকে বলুন ॥ ২৭ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, নারদ! গুণ সকল দীপবৃত্তি অর্থাৎ প্রদীপের ন্যায় ধর্ম্ম বিশিষ্ট, প্রদীপ যেমন দ্রব্য প্রদর্শন রূপ কার্য্য করে ইহারাও সেইরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। দেখ, বর্ত্তিকা তৈল ও বহ্নিশিখা পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ; তৈল অগ্নির বিরুদ্ধ হইলেও তাহার সহিত সংযুক্ত হয়। তৈল, বর্ত্তিকা এবং অগ্নি পরস্পর বিরোধী হইয়াও ইহারা সকলে

বর্ত্তিস্তৈলং যথার্চিশ্চ বিরুদ্ধানি পরস্পরম্।
বিরুদ্ধং হি তথা তৈলমগ্নিনা সহ সঙ্গতম্॥ ২৯॥
তৈলং বর্ত্তিবিরোধ্যেব পাবকোঽপি পরস্পরম্।
একত্রস্থাঃ পদার্থানাং প্রকুর্ব্বন্তি প্রদর্শনম্॥ ৩০॥*

নারদ উবাচ।

এবং প্রকৃতিজাঃ প্রোক্তা গুণাঃ সত্যবতীসুত!।
বিশ্বস্য কারণং তে বৈ ময়া পূর্ব্বং যথাশ্রুতম্॥ ৩১॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তং নারদেনাথ মম সর্ব্বং সবিস্তরম্।
গুণানাং লক্ষণং সর্ব্বং কার্য্যঞ্চৈব বিভাগশঃ॥ ৩২॥
আরাধ্যা পরমা শক্তির্যয়া সর্ব্বমিদং ততম্।
সগুণা নির্গুণা চৈব কার্য্যভেদে সদৈব হি॥ ৩৩॥

দীপবৃত্তয় ইতি। তথাচ যথা দীপবর্ত্তিকা তৈলানি পরস্পরবিরুদ্ধান্যপি মিলিত্বা ঘটার্থ-প্রকাশনমেকং কুর্ব্বন্তি তদ্বদ্গুণা অপীতি ভাবঃ॥ ২৮—৩০॥

ইত্থমেতাবৎ পর্য্যন্তং ব্রহ্মণা নারদং প্রত্যুক্তং নারদো ব্যাসং প্রত্যুক্তবানিত্যাহ এবং প্রকৃতিজা ইতি। অত্র নারদ উবাচেত্যনেনৈব ব্রহ্মনারদসম্বাদসমাপ্তেঃ সিদ্ধত্বাৎ সা পুরাণে-নোক্তেতি বোধ্যম্॥ ৩১॥

তে বৈ বিশ্বস্য কারণন্তে বৈ প্রকৃতিসম্বন্ধিনো গুণা এব নান্যো বিশ্বস্য কারণমিত্যর্থঃ। ইত্যুক্তমিতি। হে রাজন্ জনমেজয়! যত্ত্বয়া পৃষ্টং তদেবোদ্দিশ্য ময়া পৃষ্টো নারদো মাং প্রত্যেবমুক্তবানিত্যর্থঃ॥ ৩২॥

একত্র অবস্থিত থাকিয়া দ্রব্য প্রদর্শন রূপ কার্য্য করিয়া থাকে। নারদ! গুণ সকল পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াও সেইরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করে॥ ২৮—৩০॥

নারদ কহিলেন, সত্যবতীনন্দন! কমলযোনি গুণসমূহকে এইরূপ প্রকৃতিজাত বলিয়া আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং এই গুণ সকলই বিশ্বের কারণ। পূর্ব্বে আমি পিতামহের নিকট প্রকৃতির গুণ যেরূপ শুনিয়াছিলাম, এক্ষণে আমি তোমার নিকটও সেইরূপ বর্ণনা করিলাম॥ ৩১॥

ব্যাস বলিলেন, রাজেন্দ্র! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমি মহর্ষি নারদের নিকট পূর্ব্বে তদুদ্দেশে প্রশ্ন করিলে তিনি গুণত্রয়ের লক্ষণ ও কার্য্য সকল বিভাগক্রমে বিস্তার পূর্ব্বক এইরূপ কহিয়াছিলেন॥ ৩২॥ রাজন্! শাস্ত্রমধ্যে যেখানে যাহাই উক্ত হউক

---

* তথা সম্বাদয়ঃ কার্য্যং পুরুষার্থ সহহিতাঃ। বিরুদ্ধা অপি কুর্ব্বন্তি [illegible] মিলিতাঃ [illegible]।
ইত্যধিকঃ পাঠঃ [illegible] দৃশ্যতে।

অকর্ত্তা পুরুষঃ পূর্ণো নিরীহঃ পরমোঽব্যয়ঃ।
করোত্যেষা মহামায়া বিশ্বং সদসদাত্মকম্॥ ৩৪॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রঃ শচীপতিঃ।
অশ্বিনৌ বসবস্ত্বষ্টা কুবেরো যাদসাম্পতিঃ॥ ৩৫॥
বহ্নির্ব্বায়ুস্তথা পূষা সেনানীশ্চ বিনায়কঃ।
সর্ব্বে শক্তিযুতাঃ শক্তাঃ কর্ত্তুং কার্য্যাণি স্বানি চ॥ ৩৬॥
অন্যথা তেঽপ্যশক্তা বৈ প্রস্পন্দিতুমনীশ্বরাঃ।
সা চৈব কারণং রাজন্! জগতঃ পরমেশ্বরী॥ ৩৭॥
সমারাধয় তাং ভূপ! কুরু যজ্ঞং জনাধিপ!।
পূজনং পরয়া ভক্ত্যা তস্যা এব বিধানতঃ॥ ৩৮॥
মহালক্ষ্মীর্ম্মহাকালী তথা মহাসরস্বতী।
ঈশ্বরী সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বকারণকারণম্॥ ৩৯॥

ইত্থং সম্বাদশ্রবণেন জনমেজয়স্য সর্ব্বপ্রশ্নসমাধানে জাতেঽপি সম্বাদনির্গলিতার্থং নিগমনস্থানীয়ং ব্যাস আহ আরাধ্যেতি। হে রাজন্! যতো যয়া দেব্যা সর্ব্বমিদং ব্যাপ্তং যা জগৎসৃষ্টিস্থিতিক্ষয়তিরোধানানুগ্রহপঞ্চকৃত্যকর্ত্রী উৎপত্তিস্থিতিক্ষয়রহিতা গুণত্রয়সমুদ্ভূত পঞ্চভূতসমুদ্ভূতদেহবতামেকৈকগুণাভিমানিব্রহ্মাদিজীবানাং সৃষ্টিস্থিতিক্ষয়কারিণী সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণী শ্রীদেবী হেয়গুণাংস্তৎকার্য্যাণি চ জ্ঞাত্বা কর্ম্মোপাসনাদিভির্ব্বেদান্তশাস্ত্রশ্রবণাদিভিশ্চ হেয়গুণাংস্তৎকার্য্যাণি চ নিরুধ্য গ্রাহ্যং সত্ত্বগুণং তৎকার্য্যাণি চ জ্ঞাত্বা তং সম্পাদ্য সত্ত্বগুণোদ্রেকেণ যুক্তেন পুরুষেণ সৈব সর্ব্বোৎকৃষ্টা দেবী সর্ব্ববেদান্ততাৎপর্য্যভূমিরারাধ্যা জ্ঞেয়া চ মোক্ষকামেনেত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

কার্য্যভেদে মোক্ষরূপে কার্য্যে ব্রহ্মাভিন্না নির্গুণা আরাধ্যা তদন্যকামে তু সগুণা গুণবিশিষ্টৈয়মেব মায়া বিশিষ্টব্রহ্মরূপিণী শ্রীদেবী জগৎকর্ত্রী ন কেবলং ব্রহ্ম ন বা ব্রহ্মাদয়ো দেবা ইত্যাহ। অকর্ত্তেতি॥ ৩৪—৩৬॥

তাহার সার মর্ম্ম এই যে, যিনি এই অখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, যিনি কার্য্যভেদে সর্ব্বদাই সগুণা ও নির্গুণা, সেই পরমাশক্তিকেই পরমারাধ্যা বলিয়া জানিবে॥ ৩৩॥ পুরুষ অব্যয়, পরম ও পূর্ণ হইলেও নিরীহ; তিনি কোনও কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হন না; এই মহামায়াই সৎ ও অসদাত্মক বিশ্বকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন॥ ৩৪॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, অশ্বিনদ্বয়, বসুগণ, বিশ্বকর্ম্মা, কুবের, বরুণ, বহ্নি, বায়ু, পূষা, কার্ত্তিক ও গণপতি, ইঁহারা সকলে শক্তিযুক্ত হইয়াই স্ব স্ব কার্য্যসাধনে সমর্থ হন, নতুবা স্পন্দনাদিতেও অশক্ত হইয়া থাকেন; অতএব নরপতে! সেই পরমেশ্বরী মহামায়াকেই এই জগতের কারণ জানিও॥ ৩৫—৩৭॥ নরনাথ! তুমি তাঁহার আরাধনা কর, তাঁহারই উদ্দেশে যজ্ঞ কর এবং পরম ভক্তি সহকারে সেই পরমাশক্তিরই পূজা কর॥ ৩৮॥ রাজন্! সেই মহামায়াই মহালক্ষ্মী, তিনিই মহাকালী এবং তিনিই মহা সরস্বতী; তিনি সমস্ত ভূতগণের ঈশ্বরী এবং

সর্ব্বকামার্থদা শান্তা সুখসেব্যা দয়ান্বিতা।
নামোচ্চারণমাত্রেণ বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদা ॥ ৪০ ॥
দেবৈরারাধিতা পূর্ব্বং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরৈঃ।
মোক্ষকামৈশ্চ বিবিধৈস্তাপসৈর্বিজিতাত্মভিঃ ॥ ৪১ ॥
অস্পষ্টমপি তন্নাম প্রসঙ্গেনাপি ভাষিতম্।
দদাতি বাঞ্ছিতানর্থান্ দুর্ল্লভানপি সর্ব্বথা ॥ ৪২ ॥
ঐ ঐ ইতি ভয়ার্ত্তেন দৃষ্ট্বা ব্যাঘ্রাদিকং বনে।
বিন্দুহীনমপীত্যুক্তং বাঞ্ছিতং প্রদদাতি বৈ ॥ ৪৩ ॥
তত্র সত্যব্রতস্যৈব দৃষ্টান্তো নৃপসত্তম!
প্রত্যক্ষ এব চাস্মাকং মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥ ৪৪ ॥
ব্রাহ্মণানাং সমাজেষু তস্যোদাহরণং বুধৈঃ।
কথ্যমানং ময়া রাজন্! শ্রুতং সর্ব্বং সবিস্তরম্ ॥ ৪৫ ॥

সা চৈব কারণমিতি। যানি ময়া নারদং প্রতি জগৎকারণানি শঙ্কিতানি তানি তানি সর্ব্বাণি ন স্বস্বশক্তিং বিহায় জগৎ কর্ত্তুং সমর্থানি তস্মাৎ সা শক্তিরেব জগৎকারণং সৈব সর্ব্বোৎকৃষ্টা ধ্যেয়া জ্ঞেয়া চেতি মম নারদস্য সম্বাদে নারদস্য ব্রহ্মণশ্চ সম্বাদে নির্ণীতমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

যজ্ঞমস্বামথমিত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৪১ ॥

অস্পষ্টং যথাবর্ণরহিতমিত্যর্থঃ। প্রসঙ্গেনাপি দেবতানামবুদ্ধিরহিতেনাপি পুরুষেণান্যপ্রসঙ্গেনাপীত্যর্থঃ। ইতরদেবতাস্ত্বারধনেনৈব যৎকিঞ্চিৎ ফলং দদতি। ইয়ন্তু অশুদ্ধনামোচ্চারণে প্রসঙ্গেনাপি কৃতে পুরুষার্থচতুষ্টয়ং দদাতীতি কথং ন সর্বৈঃ সেব্যেতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

তদুদাহরণমাহ। ঐ ঐ ইতি ॥ ৪৩ ॥

সমস্ত কারণের কারণরূপিণী ॥৩৯॥ সেই শান্তিরূপা সুখসেব্যা করুণাময়ীর আরাধনা করিলে, তিনি ভক্তজনের সকল কামনাই পরিপূর্ণ করেন ; অধিক কি, তাঁহার নামোচ্চারণ করিলেই তিনি বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করিয়া থাকেন ॥৪০॥ পুরাকালে মুক্তিকামনায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সমস্ত দেবগণ এবং বহুতর জিতেন্দ্রিয় তাপসগণও তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন ॥ ৪১ ॥ মহারাজ! অধিক কি বলিব যদি অস্পষ্টরূপেও তাঁহার নাম উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে তিনি [illegible]দুর্লভ বাঞ্ছিতার্থ সকলও প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥ বনমধ্যে ব্যাঘ্রাদিদর্শনে ভয়াতুর হইয়া ঐং ঐং বীজ দ্বয়ের বিন্দু পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঐ ঐ এইরূপ উচ্চারণ করিলেও তিনি বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করেন ॥ ৪৩ ॥ নৃপসত্তম! এতদ্বিষয়ে সত্যব্রতের একটী দৃষ্টান্ত আছে। বুধবর লোমশ মুনি ব্রাহ্মণসমাজে আমার এবং বহু তত্ত্বদর্শী মুনিগণের প্রত্যক্ষে তাহার উদাহরণ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে আমি তদ্বিবরণ সবিস্তার শ্রবণ করিয়াছিলাম ॥ ৪৩—৪৫ ॥

অনক্ষরো মহামূর্খো নাম্না সত্যব্রতো দ্বিজঃ ॥ ৪৬ ॥
শ্রুত্বাক্ষরং কোলমুখাৎ সমুচ্চার্য্য স্বয়ং ততঃ।
বিন্দুহীনং প্রসঙ্গেন জাতোঽসৌ বিবুধোত্তমঃ ॥ ৪৭ ॥
ঐকারোচ্চারণাদ্দেবী তুষ্টা ভগবতী তদা।
চকার কবিরাজং তং দয়ার্দ্রা পরমেশ্বরী ॥ ৪৮ ॥*

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
তৃতীয়স্কন্ধে গুণবর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

প্রত্যক্ষ এবেতি। অস্মাকং মুনীনাং ভগবতীনামমহিমস্বরূপং নানাপ্রকারকজাত-সিদ্ধিভির্ব্বারংবারং প্রত্যক্ষমেবাস্তি ন সংশয়োঽস্মাকমত্রেতি ভাবঃ ॥ ৪৪—৪৬ ॥

অক্ষরমিতি। ঐকারমক্ষরমিত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

হে রাজন্নেতাদৃশী দয়ার্দ্রা ভগবতী সর্ব্বোৎকৃষ্টা ভক্তকামকল্পদ্রুমাস্তীতি সৈবারাধ্যেতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

মহারাজ! সত্যব্রত নামে এক নিরক্ষর মহামূর্খ ব্রাহ্মণ, শূকরের মুখ হইতে ঐকার অক্ষর শ্রবণ এবং প্রসঙ্গক্রমে ঐ অক্ষর স্বয়ং উচ্চারণ করিয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল ॥ ৪৬—৪৭ ॥ তাঁহার ঐকার উচ্চারণ শ্রবণ করিয়া করুণাময়ী পরমেশ্বরী দেবী ভগবতী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কবিশ্রেষ্ঠ করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে গুণলক্ষণবর্ণন-নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

---

* "ত্রৈলোক্যে বিশ্রুতশ্চাসীৎ স হি সত্যব্রতো দ্বিজঃ। অনারাধ্য মহাকালীং শ্রদ্ধয়া চ মহেশ্বরীম্ ॥
অতস্ত্বাং নৃপশার্দ্দূল! প্রব্রবীমি পুনঃ পুনঃ। যজ্ঞং কুরু মহারাজ! বিধিং তে কথয়াম্যহম্ ॥"
ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে।

দশমোঽধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

কোঽসৌ সত্যব্রতো নাম ব্রাহ্মণো দ্বিজসত্তমঃ ।
কস্মিন্দেশে সমুৎপন্নঃ কীদৃশশ্চ বদস্ব মে ॥ ১ ॥
কথং তেন শ্রুতঃ শব্দঃ কথমুচ্চারিতঃ পুনঃ ।
সিদ্ধিশ্চ কীদৃশী জাতা তস্য বিপ্রস্য * তৎক্ষণাৎ ॥ ২ ॥
কথং তুষ্টা ভবানী সা সর্ব্বজ্ঞা সর্ব্বসংস্থিতা ।
বিস্তরেণ বদস্বাদ্য কথামেতাং মনোরমাম্ ॥ ৩ ॥

সূত উবাচ ।

ইতি পৃষ্টস্তদা রাজ্ঞা ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ।
উবাচ পরমোদারং বচনং রসবচ্ছুচি ॥ ৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি কথাং পৌরাণিকীং শুভাম্ ।
শ্রুতাং মুনিসমাজেষু ময়া পূর্ব্বং কুরূদ্বহ ॥ ৫ ॥

পঞ্চষষ্টিশ্লোকবর্গৈর্ব্বাগ্বীজমহিমা মহান্ ।
সত্যব্রতকথাযোগাৎ প্রোচ্যতে ভক্তিকারকঃ ।

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে প্রশ্নবীজমুপলভ্য কোঽসৌ সত্যব্রতঃ কথং তেন প্রসঙ্গেনাস্পষ্টনামোচ্চারণং কৃতং কা চ তেন সিদ্ধির্জ্জাতেতি পরমভাবুকো রাজা পৃচ্ছতি কোঽসাবিতি ॥১—৫॥

জনমেজয় কহিলেন, হে মহর্ষে ! আপনি যে সত্যব্রতের নামোল্লেখ করিলেন, এই ব্রাহ্মণসত্তম সত্যব্রত কে ? ইনি কোন্ দেশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন ? ইহাঁর স্বভাবাদি কিরূপ ? তৎসমুদয় বর্ণন করিয়া আমার কৌতূহল চরিতার্থ করুন ॥ ১ ॥ মহর্ষে ! সেই সত্যব্রত, কি প্রকারে সেই শব্দ শ্রবণ করিয়াছিলেন, কি প্রকারেই বা সেই অস্পষ্ট নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সেই বিপ্রের কি রূপই বা সিদ্ধি লাভ হইয়াছিল ? ॥ ২ ॥ সেই সর্ব্বব্যাপিনী সর্ব্বজ্ঞা ভগবতী ভবানী কি জন্যই বা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হন, এই মনোরম পবিত্র আখ্যান আপনি বিস্তারিত রূপে বর্ণন করুন ॥ ৩ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ ! রাজা জনমেজয় এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে সত্যবতীসুত ব্যাসদেব অতিউদারভাব-সম্পন্ন রসময়ী পবিত্র বচনাবলী দ্বারা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪ ॥

---

* মূর্খস্য ইতি বা পাঠঃ ।

একদাহং কুরুশ্রেষ্ঠ [illegible] তীর্থাটনং শুচি।
সংপ্রাপ্তো [illegible] রণ্যং পাবনং মুনিসেবিতম্ ॥ ৬ ॥
প্রণম্য মুনীন্ সর্ব্বান্ স্থিতস্তত্র বরাশ্রমে।
[illegible] বপুত্রাস্ত যত্রাসন্ জীবন্মুক্তা মহাব্রতাঃ ॥ ৭ ॥
কথাপ্রসঙ্গ এবাসীত্তত্র বিপ্রসমাগমে।
জমদগ্নিস্তু পপ্রচ্ছ মুনীনেবং সমাস্থিতঃ ॥ ৮ ॥

জমদগ্নিরুবাচ।

সন্দেহোঽস্তি মহাভাগা মম চেতসি তাপসাঃ!।
সমাজেষু মুনীনাং বৈ নিঃসন্দেহো ভবাম্যহম্ ॥ ৯ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রো মঘবা বরুণোঽনলঃ।
কুবেরঃ পবনস্ত্বষ্টা সেনানীশ্চ গণাধিপঃ ॥ ১০ ॥
সূর্য্যোঽশ্বিনৌ ভগঃ পূষা নিশানাথো গ্রহাস্তথা।
আরাধনীয়তমঃ কোঽত্র বাঞ্ছিতার্থফলপ্রদঃ ॥ ১১ ॥
সুখসেব্যশ্চ সততং চাশুতোষশ্চ মানদাঃ!।
ব্রবন্তু মুনয়ঃ শীঘ্রং সর্ব্বজ্ঞাঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ১২ ॥

(সত্যব্রতবিবরণং বক্তুমাহ একদেতি ॥ ৬ ॥
জীবন্মুক্তা জীবদ্দশায়াং মায়াবন্ধরহিতাঃ ॥ ৭—১০ ॥)

রাজন্! তুমি কুরুকুলশ্রেষ্ঠ, অতএব আমি পূর্ব্বে মুনিজন সমাজে যাহা শুনিয়াছিলাম সেই কল্যাণদায়িনী পৌরাণিকী কথা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৫ ॥ কুরুবর! আমি এক সময়ে পবিত্র তীর্থপর্য্যটন করিতে করিতে মুনিজন-সেবিত পরম-পাবন নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হইলাম ॥ ৬ ॥ এই সময় সেই অমুত্তম আশ্রমে মহাব্রত জীবন্মুক্ত সনক-সনাতনপ্রভৃতি বিধাতৃপুত্রগণ অবস্থিতি করিতেছিলেন; আমিও সেই স্থানে গমনপূর্ব্বক সমস্ত মুনিগণকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলাম। অনন্তর, সেই বিপ্রসমাজে কথাপ্রসঙ্গ উত্থিত হইল; পরে, তত্রস্থিত মহর্ষি জমদগ্নি, মুনিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৭—৮ ॥

হে মহাভাগ মহাতাপস মুনিগণ! আমার মনোমধ্যে এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, মহর্ষিগণের সমাজে আমি সেই সন্দেহ ভঞ্জন করিব এইরূপ অভিলাষ করিয়াছি ॥ ৯ ॥ হে সংশিতব্রত মানপ্রদ মহর্ষিগণ! আপনারা সর্ব্বজ্ঞ তাহাতে কোনও সংশয় নাই; এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ, অনল, কুবের, পবন, বিশ্বকর্ম্মা, ষড়ানন, গণপতি, সূর্য্য, অশ্বিনদ্বয়, ভগ, পূষা, চন্দ্র ও গ্রহগণ ইঁহাদের মধ্যে কে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

[illegible]শ্বতম্।

এবং প্রশ্নে কৃতে তত্র লো[illegible] বাক্যমব্রবীৎ।
জমদগ্নে! শৃণুষ্বৈতদ্যৎ পৃষ্টং বৈ [illegible]ব ॥ ১৩ ॥
সেবনীয়তমা শক্তিঃ সর্ব্বেষাং শুভমিচ্ছতাম্।
পরা প্রকৃতিরাদ্যা চ সর্ব্বগা সর্ব্বদা শিবা ॥ ১৪ ॥
দেবানাং জননী সৈব ব্রহ্মাদীনাং মহাত্মনাম্।
আদিপ্রকৃতির্মূলং সা সংসারপাদপস্য বৈ ॥ ১৫ ॥
স্মৃতা চোচ্চারিতা দেবী দদাতি কিল বাঞ্ছিতম্।
সর্ব্বদৈবার্দ্রচিত্তা সা বরদানায় সেবিতা ॥ ১৬ ॥
ইতিহাসং প্রবক্ষ্যামি শৃণ্বন্তু মুনয়ঃ শুভম্।
অক্ষরোচ্চারণাদেব যথা প্রাপ্তং দ্বিজেন বৈ ॥ ১৭ ॥

আরাধনীয়তমঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ পূজ্যতমশ্চেত্যর্থঃ ॥ ১১—১৩ ॥

পরা প্রকৃতিঃ সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণী। তদুক্তং গীতাসু। ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং বিদ্ধি মে প্রকৃতিং পরাম্। জীবরূপাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগদিতি। জীবরূপা চৈতন্যরূপাম্। তথা সূতসংহিতায়াম্। চিন্মাত্রাশ্রয়মায়ায়াঃ শক্ত্যাকারে দ্বিজোত্তমাঃ অনুপ্রবিষ্টা যা সম্বিন্নির্ব্বিকল্পা স্বয়ম্প্রভা ॥ সদাকারা সদানন্দা সংসারোচ্ছেদকারিণী। স শিবা পরমা দেবী শিবা ভিন্না শিবঙ্করীতি। শিবাভিন্না ব্রহ্মাভিন্নেত্যর্থঃ। জগদঙ্কুররূপিণ্যা শক্ত্যা যদবচ্ছিন্নং চৈতন্যং সা মূলপ্রকৃতিঃ পরা শক্তিরিতি চোচ্যতে ইতি তট্টীকায়াং মাধবঃ ॥ ১৪ ॥

সংসারবৃক্ষস্য মূলং মূলভূতেত্যর্থঃ। সেবিতা সতী বরদানার্থং সদৈবার্দ্রচিত্তা যা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥

আরাধ্য ও সুখসেব্য; কাহার আরাধনা করিলে তিনি শীঘ্র সন্তুষ্ট হইয়া অভিলষিত ফল প্রদান করিয়া থাকেন, ইহা আপনারা সত্বর আমাকে বলুন ॥ ১০—১২ ॥

জমদগ্নি মুনিসমাজে এইরূপ প্রশ্ন করিলে তাঁহাদের মধ্যে মহর্ষি লোমশ কহিতে লাগিলেন; জমদগ্নে! আপনি এখন যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, তদ্বিষয়ের বিশেষ বিবরণ শ্রবণ করুন ॥ ১৩ ॥ শক্তিদেবীই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পরমারাধ্য দেবতা; যাঁহারা কল্যাণ কামনা করেন, তাঁহাদিগের শক্তির আরাধনা করাই কর্ত্তব্য। তিনি পরাপ্রকৃতি অর্থাৎ মায়োপাধি-বিশিষ্ট ব্রহ্মরূপিণী; তিনিই সর্ব্বকামপ্রদা, শিবঙ্করী, সর্ব্বত্রব্যাপিনী ও ব্রহ্মাদি মহাত্মা দেবগণের জননী। তিনিই আদ্যা প্রকৃতি এবং সংসার-মহীরুহের মূলরূপিণী ॥ ১৪—১৫ ॥ সেই দেবীকে স্মরণ করিলে কিংবা তাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে তিনি জীবের সমস্ত মনোরথ সিদ্ধ করিয়া থাকেন। তাঁহার আরাধনা করিলে বর দানের নিমিত্ত তিনি অত্যন্ত দয়ার্দ্রচিত্ত হন ॥ ১৬ ॥ মুনিগণ! এক ব্রাহ্মণ এই দেবীর বীজমন্ত্রের একটী অক্ষর

কোশলেষু দ্বিজঃ কশ্চিদ্দেবদত্তেতি বিশ্রুতঃ।
অনপত্যশ্চকারেষ্টিং পুত্রায় বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৮ ॥
তমসাতীরমাস্থায় কৃত্বা মণ্ডপমুত্তমম্।
দ্বিজানাহূয় বেদজ্ঞান্ সত্রকর্ম্মবিশারদান্ ॥ ১৯ ॥
কৃত্বা বেদীং বিধানেন স্থাপয়িত্বা বিভাবসূন্।
পুত্রেষ্টিং বিধিবত্তত্র চকার দ্বিজসত্তমঃ ॥ ২০ ॥
ব্রহ্মাণং কল্পয়ামাস সুহোত্রং মুনিসত্তমম্।
অধ্বর্য্যুং যাজ্ঞবল্ক্যঞ্চ হোতারঞ্চ বৃহস্পতিম্ ॥ ২১ ॥
প্রস্তোতারং তথা পৈলং * উদ্গাতারঞ্চ গোভিলম্।
সভ্যানন্যান্ মুনীন্ কৃত্বা বিধিবৎ প্রদদৌ বসু ॥ ২২ ॥
উদ্গাতা সামগঃ শ্রেষ্ঠঃ সপ্তস্বরসমন্বিতম্।
রথন্তরমগায়ত্তু স্বরিতেন সমন্বিতম্ ॥ ২৩ ॥
তদাস্য স্বরভঙ্গোঽভূৎ কৃতে শ্বাসে মুহুর্ম্মুহুঃ।
দেবদত্তশ্চ কোপাশু গোভিলং প্রত্যুবাচ হ ॥ ২৪ ॥

যথাপ্রাপ্তং ফলমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥
পুত্রায় পুত্রার্থম্ ॥ ১৮ ॥
তমসানাম্নী নদী তত্তীরম্ ॥ ১৯—২৪ ॥

উচ্চারণমাত্রেই যেরূপে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই মঙ্গলময় ইতিহাস আপনাদের নিকট বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ১৭ ॥

কোশল দেশে দেবদত্ত নামে বিখ্যাত কোন এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি অনপত্য থাকায় পুত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত যথাবিধি পুত্রেষ্টি যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৮ ॥ সেই দ্বিজসত্তম তমসানদীর তীরদেশে মণ্ডপ ও বেদী নির্ম্মাণ করিয়া যজ্ঞকর্ম্মে বিশারদ বেদজ্ঞ দ্বিজেন্দ্রগণকে আহ্বান করত হুতাশন স্থাপন পূর্ব্বক যথাবিধানে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥ ১৯—২০ ॥ সেই যজ্ঞে মুনিসত্তম সুহোত্র ব্রহ্মা, যাজ্ঞবল্ক্য অধ্বর্য্যু, বৃহস্পতি হোতা, পৈল প্রস্তোতা, গোভিল উদ্গাতা এবং অন্যান্য মুনিগণকে সদস্যরূপে পরিকল্পিত করিয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য অর্থ প্রদান করিলেন ॥২১—২২॥ সেই যজ্ঞে উৎকৃষ্ট সামগায়ক উদ্গাতা গোভিল, সপ্তস্বরসমন্বিত রথন্তর সাম স্বরিতস্বরে গান করিতে লাগিলেন। তখন মুহুর্মুহুঃ শ্বাস হইয়া গোভিলের স্বরভঙ্গ হইল, তদ্দর্শনে দেবদত্ত কুপিত হইয়া গোভিলকে বলিতে

---

* কণ্ঠং ইতি বা পাঠঃ।

মূর্খোঽসি মুনিমুখ্যাদ্য স্বরভঙ্গস্ত্বয়া কৃতঃ।
কাম্যকর্ম্মণি সম্প্রাপ্তে পুত্রার্থং যজতশ্চ মে ॥ ২৫ ॥
গোভিলস্তু তদোবাচ দেবদত্তং সুকোপিতঃ।
মূর্খস্তে ভবিতা পুত্রঃ শঠঃ শব্দবিবর্জ্জিতঃ ॥ ২৬ ॥
সর্ব্বপ্রাণিশরীরে তু শ্বাসোচ্ছ্বাসঃ সুদুর্গ্রহঃ।
ন মেঽত্র দূষণং কিঞ্চিৎ স্বরভঙ্গে মহামতে! ॥ ২৭ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য গোভিলস্য মহাত্মনঃ।
শাপাদ্ভীতো দেবদত্তস্তমুবাচাতিদুঃখিতঃ ॥ ২৮ ॥
কথং ক্রুদ্ধোঽসি বিপ্রেন্দ্র! বৃথা ময়ি নিরাগসি।
অক্রোধনা হি মুনয়ো ভবন্তি সুখদাঃ সদা ॥ ২৯ ॥
স্বল্পেঽপরাধে বিপ্রেন্দ্র! কথং শপ্তস্ত্বয়া হ্যহম্।
অপুত্রোঽহং সুতপ্তঃ প্রাক্ তাপযুক্তঃ পুনঃ কৃতঃ ॥ ৩০ ॥
মূর্খপুত্রাদপুত্রত্বং বরং বেদবিদো বিদুঃ।
তথাপি ব্রাহ্মণো মূর্খঃ সর্ব্বেষাং নিন্দ্য এব হি ॥ ৩১ ॥

কাম্যেতি। কাম্যকর্ম্মভ্রংশে কাম্যসিদ্ধির্ন স্যাদিতি ভাবঃ। সম্প্রাপ্তে প্রাপ্তে ॥ ২৫ ॥
শব্দবিবর্জ্জিতো মূকঃ ॥ ২৬ ॥
সর্ব্বপ্রাণিশরীরে শ্বাসোচ্ছ্বাসঃ সুদুর্গ্রহঃ স্বাধীনো নাস্তি তথাচ মদপরাধাভাবে দুর্ব্বাক্যং বদতস্তব পুত্রস্তথৈব স্যাদিতি ॥ ২৭—৩০ ॥

আরম্ভ করিলেন ॥২৩—২৪॥ গোভিল! আপনি মুনিগণের শ্রেষ্ঠ হইয়াও অদ্য নিতান্ত অজ্ঞের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন; যেহেতু আমার পুত্রনিমিত্তক কাম্যকর্ম্মসময়ে আপনি স্বরভঙ্গ করিলেন, ইহাতে আমার কাম্য সিদ্ধির বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা ॥২৫॥ তখন গোভিল অত্যন্ত কুপিত হইয়া দেবদত্তকে কহিলেন, তোমার পুত্র, মূর্খ শঠ ও শব্দবর্জ্জিত মূক হইবে ॥ ২৬ ॥ দেখ, প্রাণিগণের দেহে শ্বাস ও উচ্ছ্বাস অত্যন্ত দুর্দ্দম্য, এই স্বরভঙ্গ বিষয়ে আমার কিছুই দোষ নাই, তুমি মহাবুদ্ধি হইয়াও কি তাহা বুঝিতে পারিতেছ না ॥ ২৭ ॥ দেবদত্ত মহাত্মা গোভিলের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শাপভয়ে ভীত ও অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, বিপ্রবর! আমি নিরপরাধ, আমার প্রতি আপনি বিনা কারণে ক্রুদ্ধ হইলেন কেন? দেখুন, মুনিগণ ক্রোধহীন এবং সর্ব্বদাই সুখপ্রদ হইয়া থাকেন ॥ ২৮—২৯ ॥ হে দ্বিজেন্দ্র! আমার অপরাধ অত্যন্ত অল্প, তাহাতেও আপনি আমাকে এরূপ কঠোর অভিশাপ প্রদান করিলেন কেন? আমি পুত্রহীন বলিয়া পূর্ব্বাবধিই সুতপ্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে আপনি আবার আমাকে অধিকতর উত্তাপিত করিলেন ॥ ৩০ ॥ কারণ, বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়া

পশুবচ্ছূদ্রবচ্চৈব ন যোগ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
কিংকরোমীহ মূর্খেণ পুত্রেণ দ্বিজসত্তম! ॥ ৩২ ॥
যথা শূদ্রস্তথা মূর্খো ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ।
ন পূজার্হো ন দানার্হো নিন্দ্যশ্চ সর্ব্বকর্ম্মসু ॥ ৩৩ ॥
দেশে বৈ বসমানশ্চ ব্রাহ্মণো বেদবর্জ্জিতঃ।
করদঃ শূদ্রবচ্চৈব মন্তব্যঃ স চ ভূভুজা ॥ ৩৪ ॥
নাসনে পিতৃকার্য্যেষু দেবকার্য্যেষু স দ্বিজঃ।
মূর্খঃ সমুপবেশ্যশ্চ কার্য্যস্য ফলমিচ্ছতা ॥ ৩৫ ॥
রাজ্ঞা শূদ্রসমো জ্ঞেয়ো ন যোজ্যঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
কর্ষকস্তু দ্বিজঃ কার্য্যো ব্রাহ্মণো বেদবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৬ ॥
বিনা বিপ্রেণ কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং কুশবটেন বৈ।
ন তু বিপ্রেণ মূর্খেণ শ্রাদ্ধং কার্য্যং কদাচন ॥ ৩৭ ॥
আহারাদধিকং চান্নং ন দাতব্যমপণ্ডিতে।
দাতা নরকমাপ্নোতি গৃহীতা তু বিশেষতঃ* ॥ ৩৮ ॥

তদুক্তং বরং পুত্রাদপুত্রত্বং মূর্খশ্চেদ্ভবিতা সুত ইতি ॥ ৩১—৩৩ ॥
দেশে বসমানো বাসং কুর্ব্বাণঃ ॥ ৩৪—৩৮ ॥

থাকেন যে,মূর্খপুত্র অপেক্ষা পুত্র না হওয়াই উত্তম,তন্মধ্যে আবার ব্রাহ্মণের পুত্র মূর্খ হইলে সে সকলেরই নিন্দনীয় হইয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ মূর্খপুত্র পশুর ও শূদ্রের স্থায় সকল কর্ম্মেরই অযোগ্য ; হে দ্বিজোত্তম ! আমি ইহ লোকে মূর্খপুত্র লইয়া কি করিব ? ॥ ৩২ ॥ মূর্খ ব্রাহ্মণ শূদ্রের ন্যায়, সুতরাং পূজার ও দানের পাত্র হইতে পারে না ; সে সকল কর্ম্মেই অযোগ্য হইয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ বেদবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ দেশমধ্যে বাস করিলে রাজা তাহাকে শূদ্রের ন্যায় বিবেচনা করিয়া তাহার নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥ যিনি কর্ম্মফল লাভের অভিলাষ করেন, তিনি পিতৃকার্য্যের ও দেবকার্য্যের আসনে কদাচই মূর্খ ব্রাহ্মণকে উপবেশন করাইবেন না ॥৩৫॥ রাজা মূর্খ ব্রাহ্মণকে শূদ্র সমান জ্ঞান করিয়া তাহাকে কোনও ধর্ম্মকর্ম্মে নিয়োজিত না করিয়া কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত করিবেন ॥৩৬॥ বিপ্র-গ্রহণ না করিয়া কুশবট নির্ম্মাণ দ্বারা বরং শ্রাদ্ধ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবে তথাপি শ্রাদ্ধে কদাচই মূর্খ ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিবে না ॥ ৩৭ ॥ অপণ্ডিত ব্যক্তিকে পরিমিত আহারের উপযুক্ত অন্ন প্রদান করিবে কদাচই অধিক অন্ন প্রদান করিবে না, তাহা করিলে দাতা বিশেষত গৃহীতা

---

* হমূর্খস্য চ বিপ্রস্য বস্তান্নমুদরে গতম্। পচ্যন্তে নরকে ঘোরে সর্ব্বে বৈ তস্য পূর্ব্বজাঃ ॥
ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে।

ধিগ্রাজ্যং তস্য রাজ্ঞো বৈ যস্য দেশেঽবুধা জনাঃ ।
পূজ্যন্তে ব্রাহ্মণা মূর্খা দানমানাদিকৈরপি ॥ ৩৯ ॥
আসনে পূজনে দানে যত্র ভেদো ন চাণ্বপি ।
মূর্খপণ্ডিতয়োর্ভেদো জ্ঞাতব্যো বিবুধেন বৈ ॥ ৪০ ॥
মূর্খা যত্র সুগর্ব্বিষ্ঠা দানমানপরিগ্রহৈঃ ।
তস্মিন্ দেশে ন বস্তব্যং পণ্ডিতেন কথঞ্চন ॥ ৪১ ॥
অসতামুপকারায় দুর্জ্জনানাং বিভূতয়ঃ ।
পিচুমর্দ্দঃ ফলাঢ্যোঽপি কাকৈরেবোপভুজ্যতে ॥ ৪২ ॥
ভুক্ত্বান্নং বেদবিদ্বিপ্রো বেদাভ্যাসং করোতি বৈ ।
ক্রীড়ন্তি পূর্ব্বজাস্তস্য স্বর্গে প্রমুদিতাঃ কিল ॥ ৪৩ ॥
গোভিলাতঃ কিমুক্তং বৈ ত্বয়া বেদবিদুত্তম ! ।
সংসারে মূর্খপুত্রত্বং মরণাদতিগর্হিতম্ ॥ ৪৪ ॥
কৃপাং কুরু মহাভাগ ! শাপস্যানুগ্রহং প্রতি ।
দীনোদ্ধারণশক্তোঽসি পতামি তব পাদয়োঃ ॥ ৪৫ ॥

দেশে অবুধা-ইতি চ্ছেদঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥
অসতামিতি। যথা পিচুমর্দ্দো নিম্বঃ ফলাঢ্যোঽপি কাকৈরেবোপভুজ্যতে স যথাসত্কাকানামুপকারায় তথেত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৬ ॥

নরকাগামী হয় ॥ ৩৮ ॥ যে রাজার রাজ্যে অপণ্ডিত মূর্খ ব্রাহ্মণগণ বাস করে এবং তাহা দানমানাদি দ্বারা সম্মানিত হয় তাঁহার সেই রাজ্যে ধিক্ !! ॥ ৩৯ ॥ যেখানে আসন, পূজ ও দানাদিতে বিন্দুমাত্রও ভেদ লক্ষিত হইবে না, সেখানে বুধগণ বুদ্ধি দ্বারা মূর্খ পণ্ডিতের প্রভেদ বুঝিয়া লইবেন ॥ ৪০ ॥ যেখানে দান ও মান পরিগ্রহ করিয়া মূর্খে অত্যন্ত গর্ব্বিত হয়, সেই স্থানে পণ্ডিত ব্যক্তি কদাচই বাস করিবেন না ॥৪১॥ দুর্জ্জনদিগে সম্পত্তি অসজ্জনের উপকারের নিমিত্তই হইয়া থাকে ; কারণ, নিম্ববৃক্ষসকল ফলাঢ্য হইলে কেবল কাকেরই উপভোগের নিমিত্তই হয় ॥ ৪২ ॥ আর, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অন্ন ভোজ করিয়াও বেদাভ্যাস করিলে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ প্রমুদিত হইয়া স্বর্গধামে ক্রীড়া কর থাকেন ॥ ৪৩ ॥ অতএব হে গোভিল ! আপনি বেদজ্ঞগণের অগ্রগণ্য হইয়াও এ কি কর লেন ? দেখুন, সংসারে মূর্খপুত্রপ্রাপ্তি অপেক্ষা মরণও বরং ভাল ; অতএব, কি জন্য আপ মহামুনি এবং মহাজ্ঞানী হইয়াও আমাকে মূর্খপুত্রপ্রাপ্তির অভিসম্পাত প্রদান কর লেন ? ॥ ৪৪ ॥ হে মহাভাগ ! আপনি দীনজনের উদ্ধরণে সমর্থ, আমি আপনার চরণত নিপতিত হইতেছি, কৃপা করিয়া আমার অভিশাপ বিষয়ে অনুগ্রহ করুন ॥ ৪৫ ॥

লোমশ উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা দেবদত্তস্তু পতিতস্তস্য পাদয়োঃ ।
স্তুবন্ দীনহৃদত্যর্থং কৃপণঃ সাশ্রুলোচনঃ ॥ ৪৬ ॥
গোভিলস্য দয়োৎপন্না দৃষ্ট্বা তং দীনচেতসম্ ।
ক্ষণকোপা মহান্তো বৈ পাপিষ্ঠাঃ কল্পকোপনাঃ ॥ ৪৭ ॥
জলং স্বভাবতঃ শীতং পাবকাতপযোগতঃ ।
উষ্ণং ভবতি তচ্ছীঘ্রং তদ্বিনা শিশিরং ভবেৎ ॥ ৪৮ ॥
দয়াবান্ গোভিলস্ত্বাহ দেবদত্তং সুদুঃখিতম্ ।
মূর্খো ভূত্বা সুতস্তে বৈ বিদ্বানপি ভবিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥
ইতিদত্তবরঃ সোঽথ মুদিতোঽভূদ্দ্বিজর্ষভঃ ।
ইষ্টিং সমাপ্য বিপ্রান্ বৈ বিসসর্জ্জ যথাবিধি ॥ ৫০ ॥
কালেন কিয়তা তস্য ভার্য্যা রূপবতী সতী ।
গর্ভং দধার কালে সা রোহিণী রোহিণীসমা ॥ ৫১ ॥
গর্ভাধানাদিকং কর্ম্ম চকার বিধিবদ্দ্বিজঃ ।
পুংসবনবিধানঞ্চ শৃঙ্গারকরণং তথা ॥ ৫২ ॥
সীমন্তোন্নয়নং চৈব কৃতং বেদবিধানতঃ ।
দদৌ দানানি মুদিতো মন্বেষ্টিং সফলাং তথা ॥ ৫৩ ॥

কল্পকোপনাঃ বহুকালপর্য্যন্তং কোপবন্তঃ ॥ ৪৭—৫৩ ॥

লোমশ কহিলেন, মুনিগণ ! দেবদত্ত এই বলিয়া তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইলেন এবং দীন ও সাশ্রুলোচন হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হৃদয়ে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৪৬ ॥ তখন, তাঁহাকে দীনচিত্ত দর্শন করিয়া গোভিলের দয়ার উদয় হইল, কারণ যাঁহারা মহান্, ক্ষণকাল পরেই তাঁহাদের কোপ শান্তি হইয়া যায়, আর পাপিষ্ঠগণের ক্রোধ বহুকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে ॥৪৭॥ জল স্বভাবতই শীতল কিন্তু পাবক বা আতপযোগে উষ্ণ হইয়া উঠে, কিন্তু তাহার অভাবে শীঘ্রই শীতল হইয়া থাকে ॥৪৮॥ তখন দয়াবান্ গোভিল সুদুঃখিত দেবদত্তকে কহিলেন, তোমার পুত্র মূর্খ হইয়াও তৎপরে বিদ্বান্ হইবে ॥ ৪৯ ॥ সেই দ্বিজ-বর দেবদত্ত এইরূপে বর প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত হর্ষলাভ করিলেন ; অনন্তর, সেই যজ্ঞ সমাপন করিয়া বিপ্রগণকে যথাবিধি দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিলেন ॥৫০॥ কালবশে তাঁহার রূপবতী পতিব্রতা রোহিণীতুল্য রোহিণীনাম্নী ভার্য্যা গর্ভধারণ করিল ॥ ৫১ ॥ দেবদত্ত গর্ভাধান পুংসবন প্রভৃতি শুদ্ধিসাধন কর্ম্মসমুদয় বিধিপূর্ব্বক সম্পাদন করিলেন ॥৫২॥ তিনি বেদবিধি

শুভেঽহ্নি-সুষুবে পুত্রং রোহিণী রোহিণীযুতে।
দিনে লগ্নে শুভেঽত্যর্থং জাতকর্ম্ম চকার সঃ ॥ ৫৪ ॥
পুত্রদর্শনকং কৃত্বা নামকর্ম্ম চকার চ।
উতথ্য ইতি পুত্রস্য কৃতং নাম পুরাবিদা ॥ ৫৫ ॥
স চাষ্টমে তথা বর্ষে শুভে বৈ শুভবাসরে।
তস্যোপনয়নং কর্ম্ম চকার বিধিবৎ পিতা ॥ ৫৬ ॥
বেদমধ্যাপয়ামাস গুরুস্তং বৈ ব্রতে স্থিতম্।
নোচ্চচার তথোতথ্যঃ সংস্থিতো মূকবত্তদা ॥ ৫৭ ॥
বহুধা পাঠিতঃ পিত্রা ন দধার মতিং শঠঃ।
মূঢ়বত্তিষ্ঠতেঽত্যর্থং তং শুশোচ পিতা তদা ॥ ৫৮ ॥
এবং কুর্ব্বন্ সদাভ্যাসং জাতো দ্বাদশবার্ষিকঃ।
ন বেদ বিধিবৎ কর্ত্তুং সন্ধ্যাবন্দনকং বিধিম্ ॥ ৫৯ ॥
মূর্খোঽভূদিতি লোকেষু গতা বার্ত্তাতিবিস্তরম্।
ব্রাহ্মণেষু চ সর্ব্বেষু তাপসেষিতরেষু চ ॥ ৬০ ॥

(রোহিণীযুতে রোহিণীনক্ষত্রসংযুক্তে শুভেদিনে ॥ ৫৪—৫৫ ॥
স চাষ্টমে ইতি। গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপনায়নমিতি বচনাৎ গর্ভাদষ্টমে বর্ষে ইত্যর্থঃ ॥ ৫৬—৬৩ ॥)

অনুসারে সীমন্তোন্নয়ন সমাপন পূর্ব্বক তাঁহার পুত্রেষ্টি যাগ সফল হইল বিবেচনা করিয়া হৃষ্টচিত্তে ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ বস্ত্র দান করিলেন ॥ ৫৩ ॥ অনন্তর রোহিণী, রোহিণীযুক্ত সুলগ্নে ও শুভদিনে পুত্র প্রসব করিলে দেবদত্ত নবজাত পুত্রের জাতক্রিয়াদি সম্পাদন পূর্ব্বক পুত্র দর্শন করিলেন। পরে, সেই পুরাবিৎ দেবদত্ত পুত্রের উতথ্য এই নাম রক্ষা করিলেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥ অনন্তর, পুত্র অষ্টমবর্ষে উপনীত হইলে দেবদত্ত তাহার উপনয়ন ক্রিয়া যথাবিধি সম্পাদন করিলেন ॥ ৫৬ ॥ তৎপরে গুরু উতথ্যকে ব্রহ্মচর্য্যব্রতাবলম্বী করিয়া তাহাকে বেদ পড়াইতে আরম্ভ করিলে সে কোনও বাক্য উচ্চারণ না করিয়া কেবল মূকের ন্যায় বসিয়া থাকিত। তাহার পিতা তাহাকে বহুপ্রকারে পড়াইলেও সেই শঠ মুনিবালক কিছুতেই মনোযোগ করিল না কেবল মূঢ়ের ন্যায় বসিয়াই রহিল, তদ্দর্শনে তাঁহার পিতা অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইলেন ॥ ৫৭—৫৮ ॥ এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে দ্বাদশ বর্ষ অতীত হইল তথাপি সে বিধি পূর্ব্বক সন্ধ্যাবন্দনাদি শিক্ষা করিতে সমর্থ হইল না ॥ ৫৯ ॥ দেবদত্তের পুত্র উতথ্য অতিশয় মূর্খ হইল এই জনরব, সমস্ত ব্রাহ্মণ তাপস এবং অন্যান্য ইতর জনগণের মধ্যে বিস্তারিত হইয়া পড়িল ॥ ৬০ ॥ উতথ্য

জহাস লোকস্তং বিপ্রং যত্র তত্র গতং বনে ।
পিতা মাতা নিনিন্দাথ মূর্খং তমতিভৎ র্সয়ন্ ॥ ৬১ ॥
নিন্দিতোঽথ জনৈঃ কামং পিতৃভ্যামথ বান্ধবৈঃ ।
বৈরাগ্যমগমদ্বিপ্রো জগাম বনমপ্যসৌ ॥ ৬২ ॥
অন্ধো বরস্তথা পঙ্গুর্ন মূর্খস্তু বরঃ সুতঃ ।
ইত্যুক্তোঽসৌ পিতৃভ্যাং বৈ বিবেশ কাননং প্রতি ॥ ৬৩ ॥
গঙ্গাতীরে শুভে স্থানে কৃত্বোটজমনুত্তমম্ ।
বন্যাং বৃত্তিঞ্চ সঙ্কল্প্য স্থিতস্তত্র সমাহিতঃ ॥ ৬৪ ॥
নিয়মঞ্চ পরং কৃত্বা নাসত্যং প্রব্রবীম্যহম্ ।
স্থিতস্তত্রাশ্রমে রম্যে ব্রহ্মচর্য্যব্রতো হি সঃ ॥ ৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে সত্যব্রতকথাযোগেন বাগ্বীজমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

উটজং কুটিম্। বন্যাং বৃত্তিং ফলমূলাশনরূপাম্ ॥ ৬৪—৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

বনস্থলীর যে কোন স্থলে গমন করিলে লোক সকল তাহাকে দেখিয়া উপহাস করিত এবং তাহার পিতা ও মাতা সেই মূর্খ পুত্রকে ভৎর্সনা করিয়া সততই নিন্দা করিত ॥ ৬১ ॥ এইরূপে সকল লোক জনক জননী এবং বান্ধবগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইলে উতথ্যের চিত্তে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল ॥ ৬২ ॥ একদিন তাহার পিতা মাতা, বরং অন্ধ এবং পঙ্গু পুত্র ভাল তথাপি মূর্খ পুত্র কোন কার্য্যেরই নহে, তাহা হইতে দুঃখলাভ ব্যতীত কোনও প্রকার সুখলাভের সম্ভাবনা থাকে না, এইরূপ ভৎর্সনা করিলে উতথ্য বৈরাগ্য আশ্রয় পূর্ব্বক নিবিড় অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিল ॥ ৬৩ ॥ অনন্তর, গঙ্গাতীরে বিঘ্নবিহীন সুশোভন স্থানে এক উত্তম কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বনজাত ফলমূল দ্বারা আহারক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক সমাহিত চিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিল। উতথ্য উত্তমরূপ নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক "আমি কখনই মিথ্যা কহিব না" এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণ করত সেই রমণীয় আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৬৪—৬৫ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে সত্যব্রতকথা উপলক্ষে বাগ্বীজের মাহাত্ম্য-কথন নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

লোমশ উবাচ।

ন বেদাধ্যয়নং কিঞ্চিজ্জানাতি ন জপং তথা।
ধ্যানং ন দেবতানাঞ্চ ন চৈবারাধনং তথা ॥ ১ ॥
নাসনং বেদ বিপ্রোঽসৌ প্রাণায়ামং তথা পুনঃ।
প্রত্যাহারন্তু নো বেদ ভূতশুদ্ধিঞ্চ কারণম্ ॥ ২ ॥
ন মন্ত্রং কীলকং জাপ্যং গায়ত্রীঞ্চ ন বেদ সঃ।
শৌচং স্নানবিধিং চৈব তথাচমনকং পুনঃ ॥ ৩ ॥
প্রাণাগ্নিহোত্রং নো বেদ বলিদানং ন চাতিথিম্।
ন সন্ধ্যাং সমিধো হোমং বিবেদ চ তথা মুনিঃ ॥ ৪ ॥
সোঽকরোৎ প্রাতরুত্থায় যৎকিঞ্চিদ্দন্তধাবনম্।
স্নানঞ্চ শূদ্রবত্তত্র গঙ্গায়াং মন্ত্রবর্জ্জিতম্ ॥ ৫ ॥
ফলান্যাদায় বন্যানি মধ্যাহ্নেঽপি যদৃচ্ছয়া।
ভক্ষ্যাভক্ষ্যপরিজ্ঞানং ন জানাতি শঠস্তথা ॥ ৬ ॥
সত্যং ব্রূতে স্থিতস্তত্র নানৃতং বদতে পুনঃ।
জনৈঃ সত্যতপা নাম কৃতমস্য দ্বিজস্য বৈ ॥ ৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশত্তিরেব পদ্যৈঃ সত্যব্রতস্য হ।
বাগ্‌বীজোচ্চারণাৎ সিদ্ধির্জ্জাতেতি পরিগীয়তে।

বনং গতস্যোতথ্যস্য বৃত্তমাহ লোমশঃ ন বেদেতি ॥ ১ ॥
কারণং সর্ব্বেশ্বরঞ্চ ন বেদ ॥ ২—৪ ॥
তর্হি তত্র কিমকরোত্তত্রাহ সোঽকরোদিতি ॥ ৫—৬ ॥
সত্যমেব তপো যস্য স সত্যতপা অয়ঞ্চ ঋষিঃ সত্য ইতি সত্যতপারাথীতর ইতি তৈত্তিরীয়শ্রুতিপ্রসিদ্ধঃ ॥ ৭ ॥

লোমশ কহিলেন, মুনিগণ! দেবদত্তপুত্র উতথ্য বেদাধ্যয়ন, জপ, ধ্যান, দেবতাদিগের আরাধনা, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ভূতশুদ্ধি, মন্ত্র, কীলক, গায়ত্রী, শৌচ, স্নানবিধি, আচমন, প্রাণাগ্নিহোত্র, বলিদান, আতিথ্য, সন্ধ্যা, সমিধাহরণ ও হোম এই সকল বিষয়ের কিছুই জানিত না, প্রত্যহ প্রাতঃকালে উঠিয়া যথাকথঞ্চিৎরূপে দন্তধাবন এবং গঙ্গাজলে শূদ্রের ন্যায় মন্ত্রবর্জ্জিত স্নান করিত ॥১—৫॥ সেই শঠের ভক্ষ্যাভক্ষ্য জ্ঞান ছিল না, মধ্যাহ্ন-কাল উপস্থিত হইলে যদৃচ্ছাক্রমে বন্যফল আহরণ করিয়া ভক্ষণ করিত ॥ ৬ ॥ কিন্তু সেই

নাহিতং কস্যচিৎ কুর্য্যান্ন তথাপি হিতং কচিৎ।
সুখং স্বপিতি তত্রৈব নির্ভয়শ্চিন্তয়ন্নিতি ॥ ৮ ॥
কদা মে মরণং ভাবি দুঃখং জীবামি কাননে।
জীবিতং ধিক্ চ মূর্খস্য তরসা মরণং ধ্রুবম্ ॥ ৯ ॥
দৈবেনাহং কৃতো মূর্খো নান্যোঽত্র কারণং মম।
প্রাপ্য চৈবোত্তমং জন্ম বৃথা জাতং মমাধুনা ॥ ১০ ॥
যথা বন্ধ্যা সুরূপা চ যথা বা নিষ্ফলো দ্রুমঃ।
অদুগ্ধদোহা ধেনুশ্চ তথাহং নিষ্ফলঃ কৃতঃ ॥ ১১ ॥
কিং নু নিন্দাম্যহং দৈবং নূনং কর্ম্ম মমেদৃশম্।
ন দত্তং পুস্তকং কৃত্বা ব্রাহ্মণায় মহাত্মনে ॥ ১২ ॥
ন বৈ বিদ্যা ময়া দত্তা পূর্ব্বজন্মনি নির্ম্মলা।
তেনাহং কর্ম্মযোগেন শঠোঽস্মি চ দ্বিজাধমঃ ॥ ১৩ ॥
ন চ তীর্থে তপস্তপ্তং সেবিতা ন চ সাধবঃ।
ন দ্বিজাঃ পূজিতা দ্রব্যৈস্তেন জাতোঽস্মি দুষ্টধীঃ* ॥ ১৪ ॥

নাহিতং কস্যচিৎ কুর্য্যাদিতি। জানাতীতি শেষঃ। চিন্তয়ন্নিতীতি ইতি বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ ॥ ৮—১০ ॥

অদুগ্ধদোহেতি। ন বিদ্যতে দুগ্ধং পয়ো দোহে দোহনে যস্যাঃ সা ॥ ১১ ॥

স্থানে অবস্থিতি করিয়া সদা সত্য কথা বলিত কদাচই মিথ্যা কহিত না, সেই হেতু তত্রস্থিত জনগণ তাহার "সত্যতপা" এই নাম রাখিয়াছিল ॥ ৭ ॥ সেই উতথ্য কাহারও অহিত বা হিত করিত না, সেই স্থানেই সুখে নিদ্রা যাইত; কিন্তু মনে মনে চিন্তা করিত যে, কখন্ আমার মরণ হইবে, বন মধ্যে এইরূপ দুঃখে থাকিয়া আর কতদিন বাঁচিতে হইবে, মূর্খের জীবনে ধিক্, মূর্খের সত্বর মরণই উত্তম কল্প ॥ ৮—৯ ॥ দৈবই আমাকে মূর্খ করিয়াছেন, এ বিষয়ে অন্য কোনও কারণ দেখিতে পাই না; হায়! আমি অত্যুত্তম মানব জন্ম লাভ করিয়াছিলাম, কিন্তু দৈববশে তাহা বিফল হইল ॥ ১০ ॥ হায়! রূপবতী বন্ধ্যা, দুগ্ধহীনা ধেনু এবং ফলহীন পাদপ যেমন নিষ্ফল হয়, সেইরূপ দৈব আমার জীবনকেও বিফল করিল ॥ ১১ ॥ অহো! আমি দৈবনিন্দাই বা কেন করিতেছি ইহা আমারই কর্ম্মফল, আমি পূর্ব্বে পুস্তক প্রস্তুত করিয়া মহাত্মা ব্রাহ্মণকে দান করি নাই বলিয়াই আমার এইরূপ মূর্খতা ঘটিয়াছে ॥ ১২ ॥ আমি পূর্ব্বজন্মে প্রিয়শিষ্যগণকে বিমল বিদ্যা দান করি

---

* দ্বিজাস্তাসন্ত তেনাহং জাতোঽস্মিন্ জন্মনি কিল।
ইতি বা পাঠঃ।

বর্ত্তন্তে মুনিপুত্রাশ্চ বেদশাস্ত্রার্থপারগাঃ।
অহং সুমূঢ়ঃ সঞ্জাতো দৈবযোগেন কেনচিৎ॥ ১৫ ॥
ন জানামি তপস্তপ্তুং কিং করোমি সুসাধনম্।
মিথ্যায়ং মেঽত্র সঙ্কল্পো ন মে ভাগ্যং শুভং কিল ॥ ১৬ ॥
দৈবমেব পরং মন্যে ধিক্ পৌরুষমনর্থকম্।
বৃথা শ্রমকৃতং কার্য্যং দৈবাদ্ভবতি সর্ব্বথা ॥ ১৭ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ শক্রাদ্যাঃ কিল দেবতাঃ।
কালস্য বশগাঃ সর্ব্বে কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥ ১৮ ॥
এবংবিধান্ বিতর্কাংস্তু কুর্ব্বাণোঽহর্নিশং দ্বিজঃ।
স্থিতস্তত্রাশ্রমে তীরে জাহ্নব্যাঃ পাবনে স্থলে ॥ ১৯ ॥
বিরক্তঃ স তু সঞ্জাতঃ স্থিতস্তত্রাশ্রমে দ্বিজঃ।
কালাতিবাহনং শান্তশ্চকার বিজনে বনে ॥ ২০ ॥

কিংন্বিতি। দৈবং বিধিং কিন্নু কিমর্থং নিন্দামি যতো মম কর্ম্মৈবেদৃশং ভবতি বিধেঃ কর্ম্মানুরূপমেব ফলদাতৃত্বাৎ ॥ ১২—১৫ ॥

ইদং ন ময়া কৃতমিতি.সঙ্কল্পঃ পশ্চাত্তাপোঽপি মিথ্যৈব যতো ভাগ্যং মে শুভং নাস্তি ততঃ পশ্চাত্তাপেঽপি ন সৎকর্ম্ম ভবিতুমর্হতীতি ॥ ১৬ ॥

বৃথেতি। শ্রমেণ পৌরুষেণ কৃতং কার্য্যং দৈবাৎ সর্ব্বথা বৃথা ভবতি ॥ ১৭—২১ ॥

নাই সেই কারণেই শঠ ও দ্বিজাধম মূর্খ হইয়াছি ॥ ১৩ ॥ আমি, তীর্থস্থানে তপস্যা করি নাই, সাধুজনের সেবা করি নাই, দ্রব্যজাত দ্বারা দ্বিজগণের পূজা করি নাই সেই সমস্ত কারণেই আমি দুষ্টবুদ্ধি হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি ॥ ১৪ ॥ বহুতর মুনিপুত্র বেদ ও শাস্ত্রার্থের পারগামী হইয়াছেন, কিন্তু আমি কোন দৈবযোগবশত এইরূপ মূঢ় হইয়া কালযাপন করিতেছি ॥ ১৫ ॥ আমি ত তপস্যা করিতে জানি না, তবে আর কি প্রকারে তপস্যা সাধন করিব, আমার তপশ্চরণবিষয়ের সঙ্কল্প করাই বৃথা; আমার ভাগ্য অতিশয় মন্দ, অতএব আমার সৎসঙ্কল্প কোনমতেই সম্পন্ন হইয়া উঠিবে না ॥ ১৬ ॥ আমি দৈবকেই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ মনে করি, নিরর্থক পৌরুষকে ধিক্; যেহেতু উদ্যোগ ও পরিশ্রমাদি দ্বারা কৃত কার্য্য সকল দৈবদ্বারা সর্ব্বতোভাবেই নিষ্ফল হইয়া যায় ॥ ১৭ ॥ কাল অত্যন্ত দুরতিক্রমনীয়; কারণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু, রুদ্র ও শক্রাদি দেবতাগণ সকলেই কালের অধীন ॥১৮॥

ঋষিগণ! সেই দ্বিজপুত্র উতথ্য এবংবিধ বিবিধ বিতর্ক করিয়া জাহ্নবীর সুপবিত্র তীরস্থিত সেই আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥১৯॥ পরে, সেই আশ্রমস্থলে বাস করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে সকল বিষয়েই বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং শান্তভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অতিকষ্টে

এবং স্থিতস্য তু বনে বিমলোদকে বৈ
বর্ষাণি তত্র নব পঞ্চ গতানি কামম্।
নারাধনং ন চ জপং ন বিবেদ মন্ত্রং
কালাতিবাহনমসৌ কৃতবান্ বনে বৈ ॥ ২১ ॥
জানাতি তস্য বিততং ব্রতমেব লোকঃ
সত্যং বদত্যপি মুনিঃ কিল নাম জাতম্।
জাতং যশশ্চ সকলেষু জনেষু কামং
সত্যব্রতোঽয়মনিশং ন মৃষাভিভাষী ॥ ২২ ॥
তত্রৈকদা তু মৃগয়াং রমমাণ এব
প্রাপ্তো নিষাদনিশঠো ধৃতচাপবাণঃ ॥
ক্রীড়ন্ বনেঽতিবিপুলে যমতুল্যদেহঃ
ক্রূরাকৃতির্হননকর্ম্মণি চাতিদক্ষঃ ॥ ২৩ ॥
তেনাতিকৃষ্টেন শরেণ বিদ্ধঃ
কোলঃ কিরাতেন ধনুর্দ্ধরেণ।
পলায়মানো ভয়বিহ্বলশ্চ
মুনেঃ সমীপং বিদ্রুতো জগাম ॥ ২৪ ॥

সত্যং বদতীতি ব্রতমিত্যন্বয়ঃ। অতএব সত্যতপা ইতি নাম জাতমিত্যর্থঃ ॥ ২২—২৩ ॥
কোলো বরাহঃ ॥ ২৪—২৫ ॥

সেই বিজনবনে কাল যাপন করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥ এইরূপে বিমলজল-সমন্বিত অরণ্য মধ্যে বাস করিতে করিতে তাহার চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল। তথাপি তাহার আরাধনা, জপ ও মন্ত্রাদি কিছুরই জ্ঞান হইল না, কেবলমাত্র সেই বনে বাস করিয়া কালযাপন করিতে লাগিল ॥ ২১ ॥ জনগণ, তাঁহার একমাত্র ব্রত অবগত ছিল যে, এই মুনি সততই সত্য কথা কহিয়া থাকেন, এই জন্যই ইঁহার সত্যব্রত নাম হইয়াছে এবং তাঁহার এই এক যশঃ সকল লোক মধ্যে প্রথিত হইল যে, ইনি "সত্যব্রত" ইনি কখনই মিথ্যা কথা কহেন না ॥ ২২ ॥

একদিন দ্বিতীয় যমের ন্যায় ক্রূরাকৃতি এবং মৃগয়ায় অতিশয় নিপুণ নিশঠ নামে নিষাদ ধনুঃশর ধারণ পূর্ব্বক মৃগয়ায় উৎসুক হইয়া মৃগয়া ক্রীড়া করিতে করিতে সেই সুবিস্তীর্ণ অরণ্যমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৩ ॥ অনন্তর, সেই ধনুর্দ্ধারী কিরাত আকর্ণ আকর্ষণ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরদ্বারা এক বরাহকে বিদ্ধ করিলে সে ভয়বিহ্বলচিত্তে পলায়ন পূর্ব্বক

বিকম্পমানো রুধিরার্দ্রদেহো
যদা জগামাশ্রমমণ্ডলং বৈ।
কোলস্তদাতীব দয়ার্দ্রভাবং
প্রাপ্তো মুনিস্তত্র সমীক্ষ্য দীনম্ ॥ ২৫ ॥

অগ্রে ব্রজন্তং রুধিরার্দ্রদেহং
দৃষ্ট্বা মুনিঃ শূকরমাশু বিদ্ধম্।
দয়াভিবেশাদতিকম্পমানঃ
সারস্বতং বীজমথোচ্চচার ॥ ২৬ ॥

অজ্ঞাতপূর্ব্বঞ্চ তথাশ্রুতঞ্চ
দৈবান্মুখে বৈ সমুপাগতঞ্চ।
ন জ্ঞাতবান্ বীজমসৌ বিমূঢ়ো
মমজ্জ শোকে স মুনির্ম্মহাত্মা ॥ ২৭ ॥

কোলঃ প্রবিশ্যাশ্রমমণ্ডলং তদ্
স্থিতো নিকুঞ্জে প্রবিলীয় গূঢ়ম্।
অপ্রাপ্তমার্গো দৃঢ়নির্ব্বিণ্নচেতাঃ
প্রবেপমানঃ শরপীড়িতত্বাৎ ॥ ২৮ ॥

সারস্বতং বীজমিতি। ঐঐ ইতি শব্দং চকারেত্যর্থঃ। স্বভাব এবায়ং মনুষ্যাণাং দুঃখাতুরং দৃষ্ট্বা ঐঐ ইতি শব্দ উচ্চারণীয় ইতি ॥ ২৬ ॥

ন জ্ঞাতবানিতি। ময়া যদুচ্চারিতং তদ্বীজমস্তীতি ন জ্ঞাতবান্ অথ চ তং শূকরং দৃষ্ট্বা শোকে মমজ্জ চ ॥ ২৭ ॥

নিকুঞ্জে নিবিড়বৃক্ষদেশে প্রবিলীয়াদৃশ্যো ভূত্বা ॥ ২৮ ॥

অতিশয় বেগে ধাবমান হইয়া সেই সত্যব্রত মুনির সন্নিধানে উপস্থিত হইল ॥ ২৪ ॥ শূকর আশ্রমে আসিয়া ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তাহার দেহ রুধিরধারায় আর্দ্র হইয়া গেল ; মুনি সেই দীন ভাবাপন্ন বরাহকে দর্শন করিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত হইলেন ॥ ২৫ ॥ শরবিদ্ধ শূকর রুধির ধারায় আর্দ্র হইয়া সম্মুখে গমন করিতেছে ইহা দর্শন করিয়াই সত্যব্রতের মানসে দয়ার আবেশ হইল, তাহাতে তিনি কম্পমান হইতে লাগিলেন এবং দুঃখাতুর জীবদর্শনে মানুষতা সুলভ স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া ঐ ঐ এইরূপ বিন্দুহীন সরস্বতীর বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন ॥ ২৬ ॥ সেই মূর্খ ব্রাহ্মণপুত্র ঐকারাক্ষর যে সারস্বত বীজ তাহা পূর্ব্বে কখনও শ্রবণ করেন নাই এবং অন্য কোনও রূপে জানিতে পারেন নাই ; দৈবাৎ তাহা মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল সেই জন্য তিনিও বলিয়া ফেলিলেন ; কিন্তু সেই মহাত্মা,

ততঃ ক্ষণাদাকরণান্তকৃষ্টং
চাপং দধানোঽতিকরালদেহঃ।
প্রাপ্তস্তদস্থে স চ মৃগ্যমাণো
নিষাদরাজঃ কিল কাল এব ॥ ২৯ ॥
দৃষ্ট্বা মুনিং তত্র কুশাসনে স্থিতং
নাম্না তু সত্যব্রতমদ্বিতীয়ম্।
ব্যাধঃ প্রণম্য প্রমুখে স্থিতোঽসৌ
পপ্রচ্ছ কোলঃ ক গতো দ্বিজেশ ! ॥ ৩০ ॥
জানামি তেঽহং সুব্রতং প্রসিদ্ধং
তেনাদ্য পৃচ্ছে মম বাণবিদ্ধম্।
ক্ষুধার্দ্দিতং মে সকলং কুটুম্বং
বিভর্ত্তুকামঃ কিল আগতোঽস্মি ॥ ৩১ ॥
বৃত্তির্মমৈষা বিহিতা বিধাত্রা
নান্যাস্তি বিপ্রেন্দ্র ! ঋতং ব্রবীমি।
ভর্ত্তব্যমেবেহ কুটুম্বমঞ্জসা
কেনাপ্যুপায়েন শুভাশুভেন ॥ ৩২ ॥

তত ইতি। শূকরে আশ্রমং প্রবিশ্যানন্তরং নিবিড়বনে গতে সতি ততোঽনন্তরমেবা-করণান্তং কৃষ্টং করণং শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং তৎপর্য্যন্তং কৃষ্টং চাপং দধান ইত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥
কিল আগতোঽস্মীত্যত্র সন্ধ্যভাব আর্ষঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

মুনি শূকরকে অত্যন্ত আতুর দেখিয়া শোকে নিমগ্ন হইলেন ॥ ২৭ ॥ অনন্তর শরপীড়িত, অত্যন্ত খিন্নচিত্ত শূকর কাঁপিতে কাঁপিতে আশ্রমমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইল এবং আর পথ না পাইয়া নিবিড় নিকুঞ্জ মধ্যে লীন হইয়া গূঢ়ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ২৮ ॥ ক্ষণকাল পরেই, ভীষণমূর্ত্তি দ্বিতীয় যমের ন্যায় সেই নিষাদরাজ, আকর্ণাকৃষ্ট শরাসন ধারণ পূর্ব্বক সেই শূকরের অন্বেষণ করিতে করিতে সত্যব্রতের সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৯ ॥ সেইস্থানে সত্যব্রত মুনিকে মৌনাবলম্বী এবং কুশাসনে একাকী উপবিষ্ট দেখিয়া ব্যাধ প্রণামান্তে তাঁহার সম্মুখে অবস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, দ্বিজবর ! বাণবিদ্ধ শূকর কোন্ দিকে গমন করিল ? ব্রহ্মন্ ! আমি আপনার সুপ্রসিদ্ধ সত্যব্রতের বিষয় অবগত আছি, এই জন্যই আপনাকে বাণবিদ্ধ শূকরের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। আমার পরিবারবর্গ সকলেই ক্ষুধায় কাতর, তাহাদিগের পোষণ কামনায় মৃগয়ায় আগমন করিয়াছি, পশুমারণ কর্ম্মই আমার বিধি নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি, আমার ইহাভিন্ন অন্য কোনও জীবনো-

সত্যং ব্রবীত্বদ্য সত্যব্রতোঽসি
ক্ষুধাতুরো বর্ত্ততে পোষ্যবর্গঃ।
কাসৌ গতঃ শূকরো বাণবিদ্ধঃ
পৃচ্ছাম্যহং বাড়ব! ব্রূহি তূর্ণম্॥ ৩৩।
তেনেতি পৃষ্টঃ স মুনির্মহাত্মা
বিতর্কমগ্নঃ প্রবভূব কামম্।
সত্যব্রতং মেঽদ্য ভবেন্ন ভগ্নং
ন দৃষ্ট ইত্যুচ্চরিতেন কিং বৈ॥ ৩৪॥
গতোঽত্র কোলঃ শরবিদ্ধদেহঃ
কথং ব্রবীম্যদ্য মৃষামৃষা বা।
ক্ষুধার্দ্দিতোঽয়ং পরিপৃচ্ছতীব
দৃষ্ট্বা হনিষ্যত্যপি শূকরং বৈ॥ ৩৫॥
সত্যং ন সত্যং খলু যত্র হিংসা
দয়ান্বিতং চানৃতমেব সত্যম্।
হিতং নরাণাং ভবতীহ যেন
তদেব সত্যং ন তথান্যথৈব॥ ৩৬॥

সত্যমিতি। ভবান্ সত্যং ব্রবীতু॥ ৩৩॥
বিতর্কমগ্নঃ সন্দেহমগ্নঃ। সন্দেহমেবাহ সত্যমিতি। ন দৃষ্ট ইত্যুচ্চারিতে মম সত্যব্রতং ভগ্নং ন ভবেৎ কিং অপিতু ভবেদেব॥ ৩৪॥
অতো গতঃ কোলঃ শরবিদ্ধদেহ ইত্যমৃষা সত্যং বক্তব্যমিতি চেত্তত্রাহ কথং ব্রবীমীতি। হিংসাদোষভয়াদপি সত্যং কথং ব্রবীমীতি। তত উভয়তো দোষান্মৃষা বামৃষা কথং ব্রবীমীতি। কথং ব্রবীমীতি বাক্যস্ত দেহলীদীপকন্যায়েনান্বয়ঃ। সত্যে উক্তেঽয়ং হনিষ্যত্যেবেত্যাহ। ক্ষুধার্দ্দিত ইতি॥ ৩৫॥

পায় নাই, ইহা আপনাকে সত্যই বলিতেছি, অনিন্দিত হউক বা নিন্দিতই হউক যে কোনও উপায় দ্বারা কুটুম্ববর্গের পোষণ করা কর্ত্তব্য, তন্নিমিত্তই আমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি॥ ৩০—৩২॥ হে ব্রহ্মন্! আপনি সত্যব্রত নামে বিখ্যাত, আমার পোষ্যবর্গ উপবাসী, আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই বাণবিদ্ধ শূকর কোথায় গেল আপনি সত্বর কৃপা করিয়া এবিষয়ের উত্তর প্রদান করুন॥ ৩৩॥ সেই নিষাদ এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে মহাত্মা সত্যব্রত মুনি সংশয় সমুদ্রে নিমগ্ন হইলেন; তিনি ভাবিতে লাগিলেন, আমি যদি "দেখিনাই" এই বাক্য উচ্চারণ করি তবে আমার সত্যব্রত কি ভঙ্গ হইবে না? অবশ্যই ভঙ্গ হইবে॥ ৩৪॥ শরবিদ্ধ শূকর এই স্থান দিয়া গিয়াছে সত্য, তবে কিরূপে মিথ্যা বলিব?

হিতং কথং স্যাদুভয়োর্ব্বিরুদ্ধয়ো-
স্তদুত্তরং কিং ন যথা মৃষা বচঃ।
বিচারয়ন্ বাড়বধর্ম্মসঙ্কটে
ন প্রাপ বক্তুং বচনং যথোচিতম্ ॥ ৩৭ ॥
বাণাহতং বীক্ষ্য দয়ান্বিতেন
কোলং তদন্তে সমুদাহৃতং বচঃ।
তেন প্রসন্না নিজবীজতঃ শিবা
বিদ্যাং দুরাপাং প্রদদৌ চ তস্মৈ ॥ ৩৮ ॥
বীজোচ্চারণতো দেব্যা বিদ্যা প্রস্ফুরিতাখিলা।
বাল্মীকেশ্চ যথাপূর্ব্বং তথা স হ্যভবৎ কবিঃ ॥ ৩৯ ॥

সত্যং ন সত্যমিতি। যেন সত্যভাষণেন হিংসা ভবতি তৎ সত্যং সত্যং ন ভবতি দয়ান্বিতং দয়য়াঽন্যকল্যাণার্থং প্রযুজ্যমানমপ্যনৃতং সত্যমেব ভবতি ॥ ৩৬ ॥

যদ্যপ্যন্যকল্যাণার্থমনৃতমপি সত্যং তথাচ মমানৃতকথনেঽত্র দোষো নাস্তি তথাপ্যুভয়ং সংরক্ষিতং স্যাচ্চেৎ সর্ব্বতো বরমিতি মনসি বিচারয়ন্নাহ হিতং কথং স্যাদিতি। উভয়ো-র্ব্বিরুদ্ধয়োঃ প্রসঙ্গে মম হিতং কথং স্যাত্তস্তোত্তরং চ ময়া কিং বক্তব্যং যেন মম বচো মৃষা ন স্যাদিতি বিচারয়ন্ সন্ হে বাড়ব! হে জমদগ্নে! ধর্ম্মসঙ্কটে যথোচিতং বচনং বক্তুং ন প্রাপ ন সমর্থো বভুব ॥ ৩৭ ॥

বাণাহতমিতি। হে জমদগ্নে! অস্মিন্ সময়ে নিজবীজতো নিজবীজবাগ্‌ভববীজোচ্চারতো দেবী প্রসন্না সতী দুরাপাং বিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং তস্মৈ সত্যব্রতায় দদৌ। যয়া বিদ্যয়া বাণাহতং কোলং বীক্ষ্য তদন্তে বিচারান্তে দয়ান্বিতেন সত্যব্রতেন বচঃ সমুদাহৃতম্। যথা বচঃ ঐঐ-ইতি সমুদাহৃতং তেন বচসেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

তদেবাহ বীজোচ্চারণত ইতি ॥ ৩৯—৪০ ॥

আবার এই ব্যক্তি ক্ষুধার্দ্দিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে, এ শূকরকে দেখিতে পাইয়াই বিনাশ করিবে তবে সত্যই বা কিরূপে বলিব ? ॥ ৩৫ ॥ যে সত্যভাষণে হিংসা হয় সে সত্য সত্যই নহে, কিন্তু দয়াদ্বারা অন্যের কল্যাণের নিমিত্ত প্রযুক্ত মিথ্যা সত্যই হইয়া থাকে। ফলত যদ্দ্বারা ইহলোকে প্রাণিগণের হিতসাধন হয় তাহাই সত্য অন্য কিছুই সত্য নহে ॥৩৬॥ জমদগ্নে! সত্যব্রত এইরূপে ধর্ম্মের সঙ্কটস্থলে পতিত হইয়া এই উভয় বিরুদ্ধ বিষয়ের মধ্যে কিরূপে হিতসাধন হয় এবং আমারও মিথ্যা না হয় এমন উত্তর কি ? এইরূপ বহু বিচার করিয়াও এবিষয়ের যথোচিত বাক্য প্রাপ্ত হইলেন না ॥ ৩৭ ॥ সত্যব্রত, সেই শরাহত শূকরকে দেখিয়া দয়া প্রকাশ পুরঃসর যে বীজাক্ষর উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেই বীজের উচ্চারণহেতু ভগবতী মঙ্গলদায়িনী দেবী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে দুর্লভ বিদ্যা প্রদান করিলেন ॥ ৩৮ ॥ দেবীর বীজ উচ্চারণহেতু তাঁহার অখিল বিদ্যা প্রস্ফুরিত হইল,

সারস্বতং ততো বীজং জজাপ বিধিপূর্ব্বকম্।
পণ্ডিতশ্চাতিবিখ্যাতো দ্বিজোঽসৌ ধরণীতলে ॥ ৪৪ ॥
প্রতিপর্ব্বসু গায়ন্তি ব্রাহ্মণা যদ্‌যশঃ সদা।
আখ্যানং চাতিবিস্তীর্ণং স্তুবন্তি মুনয়ঃ কিল ॥ ৪৫ ॥
তচ্ছ্রুত্বা সদনং তস্য সমাগম্য তদাশ্রমে।
যেন ত্যক্তঃ পুরা তেন গৃহং নীতোঽতিমানতঃ ॥ ৪৬ ॥
তস্মাদ্রাজন্! সদা সেব্যা পূজনীয়া চ ভক্তিতঃ।
আদিশক্তিঃ পরা দেবী জগতাং কারণং হি সা ॥ ৪৭ ॥
তস্যা যজ্ঞং মহারাজ! কুরু বেদবিধানতঃ।
সর্ব্বকামপ্রদং নিত্যং নিশ্চয়ং কথিতং পুরা ॥ ৪৮ ॥
স্মৃতা সম্পূজিতা ভক্ত্যা ধ্যাতা চোচ্চারিতা স্তুতা।
দদাতি বাঞ্ছিতানর্থান্ কামদা তেন কীর্ত্ত্যতে ॥ ৪৯ ॥

অত্রত্যমেব সত্যব্রতমুনেরাখ্যানং লঘুস্তবে শ্রীমদাচার্য্যৈরপি সংগৃহীতম্। দৃষ্ট্বা সম্ভ্রমকারি বস্তু সহসা ঐঐইতি ব্যাহৃতং যেনাকৃতবশাদপীহ বরদে! বিন্দুং বিনাপ্যক্ষরম্। তস্যাপি ধ্রুবমেব দেবি! তরসা জাতে তবানুগ্রহে বাচঃ সূক্তিসুধারসদ্রবমুচো নির্যান্তি বক্ত্রাম্বুজাৎ॥ যন্নিত্যে! তব কামরাজমপরং মন্ত্রাক্ষরং নিষ্কলং তৎসারস্বতমিত্যবৈতি বিরলঃ কশ্চিজ্জনশ্চেদ্ভুবি। আখ্যানং প্রতিপর্ব্ব সত্যতপসো যৎ কীর্ত্তয়ন্তো দ্বিজাঃ প্রারম্ভে প্রণবাস্পদপ্রণয়তাং নীত্বোচ্চরন্তি স্ফুটমিতি॥ তথা পৃথ্বীধরাচার্য্যৈরপি। ঋক্‌সাময়োর্যজুষি সন্ধিবশাদুদীর্ণং বীজং সরস্বতি! সকৃত্তব যে জপন্তি। তে সত্যবাক্যমুনিবদ্বিদিতত্রয়ীকা আথর্ব্বণাদিকমবাপ্য সুখীভবন্তীতি ॥ ৪৫ ॥

যেন ত্যক্তস্তেন পিত্রেত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

এতাদৃশমহৎফলদাত্রী যৎকিঞ্চিন্মিষেণ স্মৃতা ভগবতী তস্মাদন্যদেবতা বিহায়েয়মেবারাধ্যেত্যাহ তস্মাদিতি ॥ ৪৭—৪৮ ॥

সত্যব্রত বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন ॥ ৪৩ ॥ অনন্তর তিনি বিধিপূর্ব্বক্ সারস্বত মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন, এই দ্বিজ তৎপ্রভাবে অবনীতলে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৪৪ ॥ ব্রাহ্মণগণ প্রতি পর্ব্ব সময়ে সততই তাঁহার যশোগান, এবং মুনিগণ সর্ব্বদাই তাঁহার সুবিস্তীর্ণ আখ্যান কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥ তাঁহার যশোঘোষণা শ্রবণ করিয়া যিনি পূর্ব্বে সেই পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই পিতা দেবদত্ত তদীয় আশ্রমে আগমন পূর্ব্বক সম্মান ও আদর করিয়া তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেলেন ॥ ৪৬ ॥

অতএব হে রাজন্! জগতের কারণরূপিণী আদিশক্তি সেই পরমাদেবীর সর্ব্বদা ভক্তিপূর্ব্বক পূজা ও সেবা করাই কর্ত্তব্য ॥ ৪৭ ॥ মহারাজ! তুমি বৈদিক বিধানে সর্ব্ব কামপ্রদ ও নিত্য এবং নিশ্চিত ফলপ্রদ দেবীযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর, আমি এবিষয়ের কথা পূর্ব্বেই

অনুমানমিদং রাজন্! কর্ত্তব্যং সর্ব্বথা বুধৈঃ।
দৃষ্ট্বা রোগযুতান্ দীনান্ ক্ষুধিতান্নির্দ্ধনান্ শঠান্ ॥ ৫০ ॥
জনানার্ত্তাংস্তথা মূর্খান্ পীড়িতান্ বৈরিভিঃ সদা।
দাসানাজ্ঞাকরান্ ক্ষুদ্রান্ বিকলান্ বিহ্বলানথ ॥ ৫১ ॥
অতৃপ্তান্ ভোজনে ভোগে সদার্ত্তানজিতেন্দ্রিয়ান্।
তৃষ্ণাধিকানশক্তাংশ্চ সদাধিপরিপীড়িতান্ ॥ ৫২ ॥
তথা বিভবসম্পন্নান্ পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধনান্।
পুষ্টদেহাংশ্চ সম্ভোগৈঃ সংযুতান্ বেদবাদিনঃ ॥ ৫৩ ॥
রাজলক্ষ্ম্যা যুতান্ শূরান্ বশীকৃতজনানথ।
স্বজনৈরবিযুক্তাংশ্চ সর্ব্বলক্ষণলক্ষিতান্ ॥ ৫৪ ॥
ব্যতিরেকান্বয়াভ্যাঞ্চ বিচেতব্যং বিচক্ষণৈঃ।
এভির্ন পূজিতা দেবী সর্ব্বার্থফলদা শিবা ॥ ৫৫
সমারাধিতা চ তথা নৃভিরেভিঃ সদাম্বিকা।
যতোঽমী সুখিনঃ সর্ব্বে সংসারেঽস্মিন্ন সংশয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

তেন কারণেন কামদেতি লোকে কীর্ত্তাতে ॥ ৪৯ ॥

(অনুমানমিতি। কার্য্যদর্শনাৎ কারণস্যানুমানং পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাদিত্যাদিবৎ অত্র দুঃখরূপকার্য্যদর্শনাৎ ভগবত্যা অপূজনরূপকারণং সুখরূপকার্য্যদর্শনাৎ ভগবত্যাঃ পূজনরূপকারণমনুমেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৫০—৫৬ ॥)

তোমাকে কহিয়াছি ॥৪৮॥ মানবগণ, ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার স্মরণ, পূজন, নামোচ্চারণ, ধ্যান ও স্তব করিলে, তিনি বাঞ্ছিত ফলপ্রদান করেন বলিয়া কামদা শব্দে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥ রাজন্! বিচক্ষণ বুধগণ, রোগযুক্ত ও দীন এবং ক্ষুধিত, নির্দ্ধন, শঠ, আর্ত্ত, মূর্খ বৈরিপীড়িত, কিঙ্কর, ক্ষুদ্র, বিকল, বিহ্বল, ভোগে ও ভোজনে অতৃপ্ত, সর্ব্বদাই পীড়িত, অজিতেন্দ্রিয়, অধিকতর লোভী, অশক্ত, সর্ব্বদাই মনোব্যথায় পরিপীড়িত লোকগণকে এবং বিভবসম্পন্ন, পুত্রপৌত্র-সমন্বিত, সমৃদ্ধিমান্, পুষ্টদেহ, ভোগ্যসমন্বিত, বেদবাদী বিদ্বান্ রাজলক্ষ্মী-সমন্বিত, শূর, বহুজন যাহার বশীভূত, সর্ব্বদাই স্বজন সংযুক্ত ও সর্ব্বলক্ষণ-সমন্বিত ব্যক্তিগণকে দর্শন করিয়া অন্বয়ব্যতিরেকে বিচার দ্বারা অনুমান করিবেন যে, এই এই ব্যক্তি অম্বিকা দেবীর আরাধনা করে নাই, এই জন্য ইহারা অসুখী আর এই এই ব্যক্তি অম্বিকা দেবীর আরাধনা করিয়াছেন, এই হেতু ইহারা সংসার মধ্যে সুখী হইয়া রহিয়াছেন ॥ ৫০—৫৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি রাজন্! শ্রুতং তত্র ময়া মুনিসমাগমে।
লোমশস্য মুখাৎ কামং দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৫৭ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য রাজেন্দ্র! কর্ত্তব্যঞ্চ সদার্চ্চনম্।
ভক্ত্যা পরময়া দেব্যাঃ প্রীত্যা চ পুরুষর্ষভ! ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে সত্যব্রতবাগ্‌বীজসিদ্ধিবর্ণনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

সুখিনো জনান্ দৃষ্ট্বৈতৈর্ভগবত্যারাধিতাস্তীত্যনুমানং কর্ত্তব্যম্। দুঃখিনো দৃষ্ট্বা যত এতে দুঃখিনস্তস্মাদেতৈর্ভগবতী নারাধিতেত্যনুমানং কর্ত্তব্যমিতি সমুদায়ার্থঃ ॥ ৫৭—৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! এইরূপে আমি মুনিগণের সমাজমধ্যে মহর্ষি লোমশের মুখ হইতে দেবীর উত্তম মাহাত্ম্য কথা শ্রবণ করিয়াছিলাম ॥ ৫৭ ॥ হে রাজেন্দ্র! এই সকল বিবেচনা করিয়া ভক্তি ও প্রীতিসহকারে পরমাদেবী ভগবতীর সর্ব্বদা পূজা করাই একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৫৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক শ্রীমদ্‌ভাগবত মহা-
পুরাণের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীমাহাত্ম্যবর্ণনে সত্যব্রতের
উপাখ্যান বর্ণননামক একাদশ
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

রাজোবাচ ।

বদ যজ্ঞবিধিং সম্যগ্‌দেব্যাস্তস্যাঃ সমন্ততঃ ।
শ্রুত্বা করোম্যহং স্বামিন্ ! যথাশক্তি হৃতন্দ্রিতঃ ॥ ১ ॥
পূজাবিধিঞ্চ মন্ত্রাংশ্চ হোমদ্রব্যমসংশয়ম্ ।
ব্রাহ্মণাঃ কতিসংখ্যাশ্চ দক্ষিণাশ্চ তথা পুনঃ ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

শৃণু রাজন্ ! প্রবক্ষ্যামি দেব্যা যজ্ঞং বিধানতঃ ।
ত্রিবিধস্তু সদা জ্ঞেয়ং বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥ ৩ ॥
সাত্ত্বিকং রাজসঞ্চৈব তামসঞ্চ তথাপরম্ ।
মুনীনাং সাত্ত্বিকং প্রোক্তং নৃপাণাং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৪ ॥
তামসং রাক্ষসানাং বৈ জ্ঞানিনাস্তু গুণোজ্‌ঝিতম্ ।
বিমুক্তানাং জ্ঞানময়ং বিস্তরাৎ প্রব্রবীমি তে ॥ ৫ ॥

সপ্তাশীতিমহাপদ্যৈরম্বাযজ্ঞবিধির্ম্মহান্ ।
যথাবৎ প্রোচ্যতে যেন মুক্তো ভবতি মানবঃ ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে অম্বাযজ্ঞস্য মহাফলত্বং শ্রুত্বা তদ্‌যজ্ঞবিধিং রাজা পৃচ্ছতি বদ যজ্ঞেতি ॥১-২॥
ত্রিবিধমিতি । সর্ব্বং কর্ম্ম বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণানুষ্ঠানেন ত্রিবিধং জ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥
ত্রৈবিধ্যমাহ সাত্ত্বিকমিতি ॥ ৪ ॥
জ্ঞানিনাং বিমুক্তানাং গুণোজ্‌ঝিতং জ্ঞানময়মিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

রাজা জনমেজয় কহিলেন, প্রভো ! আপনি সেই দেবীর যজ্ঞবিধি যথাযথরূপে কীর্ত্তন করুন, আমি তাহা শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে বিশেষরূপে উদ্যোগী হইয়া যথাশক্তি তাহা সম্পাদন করিব ॥১॥ মুনিবর ! সেই যজ্ঞের দ্রব্যসম্ভার,পূজাবিধি ও মন্ত্র সকল এবং তাহাতে কতগুলি ব্রাহ্মণ আবশ্যক করে, তাহার দক্ষিণাই বা কিরূপ দিতে হয় তৎসমুদয় বিস্তার পূর্ব্বক বলুন ॥ ২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দেবী যজ্ঞের বিধান বলিতেছি শ্রবণ কর। সমস্ত কর্ম্ম সর্ব্বদাই বিধিদৃষ্ট অনুষ্ঠান দ্বারা সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে তিন প্রকার ; তন্মধ্যে মুনিগণের সাত্ত্বিক, নৃপগণের রাজসিক ও রাক্ষসগণের কর্ম্ম তামস বলিয়া উক্ত হয় ; আর এক প্রকার কর্ম্ম আছে তাহা গুণ বর্জ্জিত, বিমুক্ত জ্ঞানিগণেই তাহার অনুষ্ঠান করিয়া

দেশঃ কালস্তথা দ্রব্যং মন্ত্রাশ্চ ব্রাহ্মণাস্তথা।
শ্রদ্ধা চ সাত্ত্বিকী যত্র তং যজ্ঞং সাত্ত্বিকং বিদুঃ ॥ ৬ ॥
দ্রব্যশুদ্ধিঃ ক্রিয়াশুদ্ধির্মন্ত্রশুদ্ধিশ্চ ভূমিপ !।
ভবেদ্‌যদি তদা পূর্ণং ফলং ভবতি নান্যথা ॥ ৭ ॥
অন্যায়োপার্জ্জিতেনৈব দ্রব্যেণ সুকৃতং কৃতম্।
ন কীর্ত্তিরিহ লোকে চ পরলোকে ন তৎফলম্ ॥ ৮ ॥
তস্মান্ন্যায়ার্জ্জিতেনৈব কর্ত্তব্যং সুকৃতং সদা।
যশসে পরলোকায় ভবত্যেব সুখায় চ ॥ ৯ ॥
প্রত্যক্ষং তব রাজেন্দ্র ! পাণ্ডবৈস্তু মখঃ কৃতঃ।
রাজসূয়ঃ ক্রতুবরঃ সমাপ্তবরদক্ষিণঃ ॥ ১০ ॥
যত্র সাক্ষাদ্ধরিঃ কৃষ্ণো যাদবেন্দ্রো মহামনাঃ।
ব্রাহ্মণাঃ পূর্ণবিদ্যাশ্চ ভারদ্বাজাদয়স্তথা ॥ ১১ ॥
কৃত্বা যজ্ঞং সুসংপূর্ণং মাসমাত্রেণ পাণ্ডবৈঃ।
প্রাপ্তং মহত্তরং কষ্টং বনবাসশ্চ দারুণঃ ॥ ১২ ॥

তত্র সাত্ত্বিকরূপমাহ দেশ ইতি। সাত্ত্বিকো দেশো বারাণস্যাদিঃ। কাল উত্তরায়ণাদিঃ। দ্রব্যং ন্যায়ার্জ্জিতম্। মন্ত্রা বৈদিকাঃ। ব্রাহ্মণাঃ শ্রোত্রিয়াঃ। শ্রদ্ধাস্তিক্যবুদ্ধিঃ সাত্ত্বিকী বিষয়সৌন্দর্য্যজনিতরাগাদ্যকলুষিতা ॥ ৬—৯ ॥

থাকেন, তোমাকে তৎসমস্তই বিস্তার পূর্ব্বক বলিব ॥ ৩—৫ ॥ রাজেন্দ্র ! বারাণসী প্রভৃতি সাত্ত্বিকদেশ, উত্তরায়ণাদি সাত্ত্বিককাল, ন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্য, বৈদিক মন্ত্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, বিষয়রাগাদিরহিতা সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা, যেখানে এই সমস্তই সংঘটিত হয় তাহাকেই সাত্ত্বিক যজ্ঞ জানিবে। নরনাথ ! উক্ত সমস্ত দ্রব্য সাত্ত্বিক এবং যদি দ্রব্যশুদ্ধি, ক্রিয়াশুদ্ধি ও মন্ত্রশুদ্ধি হয় তবে সেই যজ্ঞ পূর্ণ হয় এবং তাহার ফল অবশ্যই হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৬-৭ ॥ যদি ন্যায়বর্জ্জিত বিগর্হিত কার্য্যদ্বারা উপার্জ্জিত দ্রব্যে সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা যায়, তবে তাহাতে ইহলোকে কীর্ত্তি লাভ হয় না এবং পরলোকেও তাহার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব ন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্য দ্বারাই সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য, তাহাতে ইহলোকে যশঃ, পরলোকে সদ্গতি ও সুখলাভ হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৮—৯ ॥ রাজেন্দ্র ! পাণ্ডবগণ যে অত্যুত্তম যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহার ফল ত তুমি শ্রবণ করিয়াছ, সেই রাজসূয় মহাযজ্ঞ সমাপ্ত এবং সমাপনকালে তদনুরূপ প্রভূত দক্ষিণাও প্রদত্ত হইয়াছিল ॥ ১০ ॥ সেই যজ্ঞে মহাবুদ্ধি যাদবেন্দ্র কৃষ্ণরূপী সাক্ষাৎ হরি, এবং ভারদ্বাজাদি পূর্ণবিদ্য ব্রাহ্মণও বিদ্যমান ছিলেন ॥ ১১ ॥ কিন্তু যজ্ঞ সমাপনের পর তিনমাস মধ্যেই পাণ্ডবগণ মহত্তর কষ্ট এবং

পীড়নঞ্চৈব পাঞ্চাল্যাস্তথা দ্যূতে পরাজয়ঃ।
বনবাসো মহৎ কষ্টং ক্ব গতং মখজং ফলম্ ॥ ১৩ ॥
দাসত্বঞ্চ বিরাটস্য কৃতং সর্ব্বৈর্ম্মহাত্মভিঃ।
কীচকেন পরিক্লিষ্টা দ্রৌপদী চ প্রমদ্বরা ॥ ১৪ ॥
আশীর্ব্বাদা দ্বিজাতীনাং ক্ব গতাঃ শুদ্ধচেতসাম্।
ভক্তির্ব্বা বাসুদেবস্য ক্ব গতা তত্র সঙ্কটে ॥ ১৫ ॥
ন রক্ষিতা তদা বালা কেনাপি দ্রুপদাত্মজা।
প্রাপ্তকেশগ্রহা কালে সাধ্বী চ বরবর্ণিনী ॥ ১৬ ॥
কিমত্র চিন্তনীয়ং বৈ ধর্ম্মবৈগুণ্যকারণম্।
কেশবে সতি দেবেশে ধর্ম্মপুত্রে যুধিষ্ঠিরে ॥ ১৭ ॥
ভবিতব্যমিতি প্রোক্তে নিষ্ফলঃ স্যাত্তদাগমঃ।
বেদমন্ত্রাস্তথান্যে বৈ বিতথাঃ স্যুরসংশয়ম্ ॥ ১৮ ॥

যদ্যেতাদৃশী সামগ্রী নাস্তি তর্হি তত্র তৎকর্ম্মণঃ ফলং নৈব ভবতি। তত্র দৃষ্টান্তমাহ প্রত্যক্ষং তবেতি ॥ ১০—১৬ ॥

কিমত্রেতি। পরমেশ্বরে কেশবে সত্যপি ধর্ম্মমূর্ত্তৌ যুধিষ্ঠিরে সত্যপি তাদৃশযজ্ঞোত্তরমেতাদৃশো মহাননর্থো জাতস্তস্মাত্তত্র ধর্ম্মবৈগুণ্যং জাতমিতি কিমত্র চিন্তনীয়ং বিচারণীয়ম্। জাতমেব ধর্ম্মবৈগুণ্যমিত্যেব নিশ্চেতব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

ননু ধর্ম্মবৈগুণ্যং তত্র ন জাতং কিন্তু তেষাং পাণ্ডবানাং ভবিতব্যং প্রারব্ধং তথৈব স্থিতমতস্তথা ফলং জাতমিতি চেত্তত্রাহ ভবিতব্যমিতি প্রোক্তে ইতি। যদি প্রারব্ধমেব মুখ্যং ন পুরুষার্থ ইতিমতং স্বীক্রিয়তে তদাগমোঽনুষ্ঠানপ্রতিপাদকো ব্যর্থ এব স্যাৎ। যথা প্রারব্ধং স্যাত্তথা ভবিষ্যত্যাগমস্তত্র কিং করিষ্যতীতি ॥ ১৮ ॥

নিদারুণ বনবাস ক্লেশ লাভ করিয়াছিলেন ॥১২॥ মহারাজ! তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ যজ্ঞ পরিপূর্ণ হইবার পরই যদি মানিনী দ্রুপদনন্দিনীর পীড়ন ও অবমাননা এবং পাণ্ডবগণ দ্যূতক্রীড়ায় পরাজয় এবং বনবাসরূপ মহৎ কষ্টপ্রাপ্ত হইল, তবে তাহাদের সেই মহাযজ্ঞের ফল কি হইল? ॥১৩॥ আর যদি সেই মহাত্মা পাণ্ডুপুত্রগণ বিরাটের দাসত্ব লাভ করিল এবং যদি অপাংশুলা ভূপাল বালা দ্রৌপদী কীচককর্ত্তৃক ক্লিষ্ট ও অবমানিত হইল, তবে বিশুদ্ধচেতা দ্বিজাতিগণের আশীর্ব্বাদের ফল কি হইল? এবং সেই সঙ্কটস্থলে বাসুদেবের প্রতি ভক্তির ফলই বা কোথায় গেল? ॥ ১৪—১৫ ॥ দ্যূতসভায় আনয়নপূর্ব্বক দুঃশাসন যখন দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিয়াছিল তখন সেই বরবর্ণিনী দ্রুপদবালাকে কেহই রক্ষা করেন নাই ॥ ১৬॥ রাজন্! পরমেশ্বর কেশব এবং ধর্ম্মমূর্ত্তি ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির বিদ্যমান থাকিলেও তাদৃশ মহাযজ্ঞ সমাপনের পর এরূপ মহান্ অনর্থপাত কেন হইল; এই বিষয়ের বিচার করিলে "কোন প্রকার বৈগুণ্য সংঘটিত হইয়াছিল" এইরূপ স্থিরনিশ্চয় হয় ॥১৭॥ যদি বল যে কোন বৈগুণ্য

সাধনং নিষ্ফলং সর্ব্বমুপায়শ্চ নিরর্থকঃ।
ভবিতব্যং ভবত্যেব বচনে প্রতিপাদকে ॥ ১৯ ॥
আগমোঽপ্যর্থবাদঃ স্যাৎ ক্রিয়াঃ সর্ব্বা নিরর্থকাঃ।
স্বর্গার্থঞ্চ তপো ব্যর্থং বর্ণধর্ম্মশ্চ বৈ তথা ॥ ২০ ॥
সর্ব্বং প্রমাণং ব্যর্থং স্যাদ্‌ভবিতব্যে কৃতে হৃদি।
উভয়ঞ্চাপি মন্তব্যং দৈবঞ্চোপায় এব চ ॥ ২১ ॥
কৃতে কর্ম্মণি চেৎ সিদ্ধির্ব্বিপরীতা যদা ভবেৎ।
বৈগুণ্যং কল্পনীয়ং স্যাৎ প্রাজ্ঞৈঃ পণ্ডিতমৌলিভিঃ ॥ ২২ ॥
তৎ কর্ম্ম বহুধা প্রোক্তং বিদ্বদ্ভিঃ কর্ম্মকারিভিঃ।
কর্ত্তৃভেদান্মন্ত্রভেদাদ্‌দ্রব্যভেদাত্তথা পুনঃ ॥ ২৩ ॥
যথা মঘবতা পূর্ব্বং বিশ্বরূপো বৃতো গুরুঃ।
বিপরীতং কৃতং তেন কর্ম্ম মাতৃহিতায় বৈ ॥ ২৪ ॥

বচনে বেদবচনে ফলপ্রতিপাদকে সত্যপি তত্র বিশ্বাসঃ কস্যাপি ন স্যাৎ। যদ্যস্মাকং প্রারব্ধং স্যাত্তদানুষ্ঠানমন্তরাপি তৎ কার্য্যং ভবিষ্যতি নোচেদনুষ্ঠানে কৃতেঽপি ন ভবিষ্যতীতি। ভবিতব্যং ভবত্যেব বচনে প্রতিপাদকে সত্যপি কিং ফলমিত্যক্ষরার্থঃ ॥ ১৯ ॥

নন্থ তর্হি ফলপ্রতিপাদকবেদঃ কিমর্থমিতি চেৎ সোঽপি ত্বন্মতেঽর্থবাদঃ স্যাদিত্যাহ আগমোঽপীতি। এতানি সর্ব্বাণি দূষণানি ত্বন্মতে স্যুরিত্যর্থঃ। ভবিতব্যমেব মুখ্যমিতিমতে হৃদি কৃতে সতি ॥ ২০ ॥

উভয়মিতি। তস্মাদ্দৈবং পুরুষকারশ্চেত্যুভয়ং ফলসিদ্ধিপ্রতিকারণমিতি বক্তব্যম্। ততশ্চ পুরুষব্যাপারে ব্যঙ্গমেব ফলং ভবতীতি সিদ্ধম্ ॥ ২১ ॥

তদেবাহ কৃতে কর্ম্মণীতি ॥ ২২—২৩ ॥

হয় নাই কিন্তু ভবিতব্যতা এইরূপই ছিল তাহারই ফলে সেই সমস্ত সংঘটিত হইয়াছে, তাহা হইলে আগম ও বেদমন্ত্র এবং অন্যান্য বৈদিক কর্ম্ম সমস্ত নিশ্চয়ই নিষ্ফল হইয়া যায় ॥ ১৮ ॥ যদি বল বেদবাক্য ফলপ্রতিপাদক হইলেও যাহা ভবিতব্য তাহা হইবেই হইবে, তবেত সমস্ত সাধন নিষ্ফল ও সমস্ত উপায়ই নিরর্থক হইয়া যায় ॥ ১৯ ॥ আর আগম সকল অর্থবাদ মাত্র অর্থাৎ তাহার বিধান সমস্তই বিফল, ক্রিয়া সমুদায় নিরর্থক, স্বর্গ প্রাপ্তির নিমিত্ত তপস্যা ও বর্ণধর্ম্ম সমস্তই বিফল হইয়া যায়; রাজন্! এই মত নিতান্তই দূষণীয়, ইহা মহাত্মাগণের গ্রাহ্য হইতে পারে না ॥২০॥ রাজন্! যদি ভবিতব্যতাকেই মুখ্য প্রমাণ মনে কর তবে সমস্ত প্রমাণই ব্যর্থ হইয়া যায় অতএব দৈব ও পুরুষকার এই উভয়কেই ফল সিদ্ধির কারণ বলিয়া বিবেচনা করা একান্তই কর্ত্তব্য ॥২১॥ কর্ম্ম করিলে যখন বিপরীত ফলের উৎপত্তি হয় তখন প্রাজ্ঞ পণ্ডিতগণ সেই কর্ম্মের বৈগুণ্য কল্পনা করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥ কৃতবিদ্য যজ্ঞানুষ্ঠাতা পণ্ডিতগণ, কর্ত্তা মন্ত্র ও দ্রব্যভেদে বহুপ্রকার কর্ম্মের উল্লেখ করিয়াছেন ॥ ২৩ ॥ মহারাজ!

দেবেভ্যো দানবেভ্যস্তু স্বস্তীত্যুক্ত্বা পুনঃপুনঃ।
অসুরা মাতৃপক্ষীয়াঃ কৃতং তেষাঞ্চ রক্ষণম্ ॥ ২৫ ॥
দৈত্যান্ দৃষ্ট্বাতিসম্পুষ্টাংশ্চুকোপ মঘবা তদা।
শিরাংসি তস্য বজ্রেণ চিচ্ছেদ তরসা হরিঃ ॥ ২৬ ॥
ক্রিয়াবৈগুণ্যমত্রৈব কর্ত্তৃভেদাদসংশয়ম্।
নোচেৎ পঞ্চালরাজেন রোষেণাপি কৃতা ক্রিয়া ॥ ২৭ ॥
ভারদ্বাজবিনাশায় পুত্রস্যোৎপাদনায় চ।
ধৃষ্টদ্যুম্নঃ সমুৎপন্নো বেদীমধ্যাচ্চ দ্রৌপদী ॥ ২৮ ॥
পুরা দশরথেনাপি পুত্রেষ্টিস্তু কৃতা যদা।
অপুত্রস্য সুতাস্তস্য চত্বারঃ সম্প্রজজ্ঞিরে ॥ ২৯ ॥
অতঃ ক্রিয়া কৃতা যুক্ত্যা সিদ্ধিদা সর্ব্বথা ভবেৎ।
অযুক্ত্যা বিপরীতা স্যাৎ সর্ব্বথা নৃপসত্তম! ॥ ৩০ ॥

অত্রানেকোদাহরণান্যাহ যথেতি। মাতৃহিতায় মাতৃপক্ষীয়দৈত্যহিতায়েত্যর্থঃ ॥২৪—২৫॥
তস্য বিশ্বরূপস্য ॥ ২৬ ॥
বৈগুণ্যে সতি বিপরীতং ফলং ভবতীত্যুক্ত্বা নোচেদ্বৈগুণ্যং তদাধিকং ফলং ভবতীত্যাহ নোচেদিতি। কর্ম্মবৈগুণ্যং নচেদিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥
ভারদ্বাজো দ্রোণঃ। পুত্রোঽপি লব্ধো দ্রৌপদ্যপ্যধিকা লব্ধা ॥ ২৮ ॥
পুরেতি। একপুত্রার্থং কৃতে যজ্ঞে চত্বারঃ পুত্রা উৎপন্না ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

এ বিষয়ের অনেক উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বরূপকে গুরু বলিয়া বরণ করেন, কিন্তু সেই বিশ্বরূপ মাতৃপক্ষীয় দৈত্যগণের হিতের নিমিত্ত বিপরীত কর্ম্ম করিলেন ॥২৪॥ বিশ্বরূপ, প্রত্যক্ষে দেবগণের এবং পরোক্ষে অসুরগণের মঙ্গলময় বাক্য পুনঃ পুনঃ বলিয়া পরিশেষে মাতৃপক্ষীয় অসুরগণকেই রক্ষা করিলেন ॥ ২৫ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র তখন অসুর গণকেই অতিশয় পুষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বজ্রদ্বারা বিশ্বরূপের শিরশ্ছেদন করিলেন ॥ ২৬ ॥ মহারাজ! এই স্থলেই কর্ত্তৃভেদে ক্রিয়াবৈগুণ্য ঘটিয়াছিল তদ্বিষয়ে তাহার সম্ভাবনা নাই। আর দেখ, পাঞ্চালরাজ, দ্রোণ-বিনাশের নিমিত্ত পুত্রোৎপাদনার্থ রোষ সহকারে ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলেও অগ্নিমধ্য হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নের এবং বেদীমধ্য হইতে দ্রৌপদীর উৎপত্তি হইয়াছিল ॥ ২৮ ॥ আর পুরাকালে অপুত্রক কোশলেন্দ্র রাজা দশরথ যখন একটি পুত্রের নিমিত্ত পুত্রেষ্টি যাগের অনুষ্ঠান করেন তখন তাঁহার চারিটি পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল ॥২৯॥ অতএব হে নৃপসত্তম! ন্যায়মার্গ দ্বারা ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে তাহা সর্ব্বতোভাবেই সিদ্ধি প্রদান করে, আর অন্যায় মার্গ দ্বারা কৃত হইলে তাহা

পাণ্ডবানাং যথা যজ্ঞে কিঞ্চিদ্বৈগুণ্যযোগতঃ।
বিপরীতং ফলং প্রাপ্তং নির্জ্জিতাস্তে দুরোদরে ॥ ৩১ ॥
সত্যবাদী তথা রাজন্! ধর্ম্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
দ্রৌপদী চ তথা সাধ্বী তথান্যেঽপ্যনুজাঃ শুভাঃ ॥ ৩২ ॥
কুদ্রব্যযোগাদ্বৈগুণ্যং সমুৎপন্নং মখেঽথবা।
সাভিমানৈঃ কৃতাদ্বাপি দূষণং সমুপস্থিতম্ ॥ ৩৩ ॥
সাত্ত্বিকস্তু মহারাজ! দুর্ল্লভো বৈ মখঃ স্মৃতঃ।
বৈখানসমুনীনাং হি বিহিতোঽসৌ মহামখঃ ॥ ৩৪ ॥
সাত্ত্বিকং ভোজনং যে বৈ নিত্যং কুর্ব্বন্তি তাপসাঃ।
ন্যায়ার্জ্জিতঞ্চ কব্যঞ্চ তথা ঋষ্যং সুসংস্কৃতম্ ॥ ৩৫ ॥
পুরোডাশপরা নিত্যং বিযূপা মন্ত্রপূর্ব্বকাঃ।
শ্রদ্ধাধিকা মখা রাজন্! সাত্ত্বিকাঃ পরমাঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৬ ॥
রাজসা দ্রব্যবহুলাঃ সযূপাশ্চ সুসংস্কৃতাঃ।
ক্ষত্রিয়াণাং বিশাঞ্চৈব সাভিমানাশ্চ বৈ মখাঃ ॥ ৩৭ ॥

উপসংহরতি অত ইতি ॥ ৩০—৩২ ॥

কিং তত্র বৈগুণ্যং পাণ্ডবানাং মখে জাতমিতি চেত্তত্রাহ কুদ্রব্যেতি। অনেকরাজবধপূর্ব্বকং সম্পাদিতত্বাৎ কুদ্রব্যত্বং ধনস্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

তস্মাদ্দুর্ল্লভঃ সাত্ত্বিকো যজ্ঞোঽস্তি স চ বৈখানসাদিসাত্ত্বিকমুনীনামেব সম্ভবতি নান্যস্যেত্যাহ সাত্ত্বিকস্ত্বিতি ॥ ৩৪ ॥

ঋষ্যং ঋষিভ্যো হিতম্ ॥ ৩৫ ॥

সর্ব্বথাই বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥৩০॥ অতএব পাণ্ডবদিগের যজ্ঞেও কোন প্রকার বৈগুণ্য হইয়াছিল বলিয়া বিপরীত ফল ফলিয়াছিল; তদনুসারে সত্যবাদী ধর্ম্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির, তাঁহার বীর্য্যবান্ অনুজগণ এবং সাধুশীলা দ্রৌপদী এই সকলেই দুরোদরে নির্জ্জিত হইয়াছিল ॥ ৩১—৩২ ॥ অথবা কুদ্রব্য অর্থাৎ অনেক রাজগণের বিনাশ পূর্ব্বক অন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্য যোগেই বৈগুণ্য জন্মিয়াছিল, কিংবা তাহারা অভিমানী হইয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন সেই হেতুই দোষ সংঘটিত হয়, ফলতঃ যে কোনরূপেই হউক তাহাদের যজ্ঞে বৈগুণ্য জন্মিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৩৩ ॥ মহারাজ! সাত্ত্বিক যজ্ঞ দুর্ল্লভ, এই মহাযজ্ঞ বৈখানসাদি সাত্ত্বিক মুনিগণের পক্ষেই সম্ভব, অন্যের পক্ষে তাহা সম্ভবপর হয় না ॥ ৩৪ ॥ যে তাপসগণ নিত্য নিত্য ন্যায়ার্জ্জিত ঋষিজনের পক্ষে হিতকর পরিষ্কৃত বস্তু ও সাত্ত্বিক দ্রব্য ভোজন করেন, তাঁহারাই সমধিক শ্রদ্ধা বিশিষ্ট হইয়া যূপ বিহীন অর্থাৎ পশুহিংসাবর্জ্জিত, পুরোডাশবিশিষ্ট যে যজ্ঞ, মন্ত্র পূর্ব্বক সমাধান করেন তাহাকেই অত্যুত্তম

তামসা দানবানাং বৈ সক্রোধা মদবর্দ্ধকাঃ।
সামর্ষাঃ সম্পৃহাঃ ক্রূরা মখাঃ প্রোক্তা মহাত্মভিঃ॥ ৩৮ ॥
মুনীনাং মোক্ষকামানাং বিরক্তানাং মহাত্মনাম্।
মানসস্তু স্মৃতো যাগঃ সর্ব্বসাধনসংযুতঃ॥ ৩৯ ॥
অন্যেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু কিঞ্চিন্ন্যূনং ভবেদপি।
দ্রব্যেণ শ্রদ্ধয়া বাপি ক্রিয়য়া ব্রাহ্মণৈস্তথা॥ ৪০ ॥
দেশকালপৃথগ্দ্রব্যসাধনৈঃ সকলৈস্তথা।
নান্যো ভবতি পূর্ণো বৈ যথা ভবতি মানসঃ॥ ৪১ ॥
প্রথমন্তু মনঃ শোধ্যং কর্ত্তব্যং গুণবর্জ্জিতম্।
শুদ্ধে মনসি দেহো বৈ শুদ্ধ এব ন সংশয়ঃ॥ ৪২ ॥
ইন্দ্রিয়ার্থপরিত্যক্তং যদা জাতং মনঃ শুচি।
তদা তস্য মখস্যাসৌ প্রভবেদধিকারবান্॥ ৪৩ ॥

বিযূপাঃ পশুবন্ধনস্তম্ভরহিতা ইত্যর্থঃ। অপশুকা যজ্ঞা ইতি তাৎপর্য্যম্॥ ৩৬—৩৮॥
তত্র সাত্ত্বিকদেবীমখোঽপি বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন দ্বিবিধঃ। বাহ্যস্তু বৈদিকমন্ত্রাদিপূর্ব্বোক্তসাত্ত্বিকসাধননির্ব্বৃত্তো গৃহস্থানাং স্বকল্যাণার্থিনামাভ্যন্তরস্তু মোক্ষকামানামিত্যাহ মুনীনামিতি॥ ৩৯॥
মানসমখযজ্ঞং স্তৌতি অন্যেষ্বিতি॥ ৪০—৪১॥
মানসাখ্যযজ্ঞস্যাধিকারিণমাহ প্রথমং ত্বিতি॥ ৪২—৪৩॥

সাত্ত্বিক যজ্ঞ বলা যায়॥ ৩৫—৩৬॥ ক্ষত্র ও বৈশ্যগণ অভিমানী হইয়া বহুল দ্রব্য প্রদান পূর্ব্বক যূপসংযুক্ত সুসংস্কৃত যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন তাহাই রাজস শব্দে উক্ত হইয়া থাকে॥ ৩৭॥ দানবেরা মদগর্ব্ব, ক্রোধ, ক্রূরতা ও অমর্ষে পরিপূর্ণ হইয়া শত্রু বিনাশাদি অভিলাষ করত যে যজ্ঞ করিয়া থাকে, মহাত্মা মুনিগণ তাহাকেই তামস যজ্ঞ কহিয়া থাকেন॥ ৩৮॥ বিষয় বাসনা বিবর্জ্জিত মোক্ষকামী মহাত্মা মুনিগণ মনে মনে উপযুক্ত সমস্ত দ্রব্য সংগ্রহ করত যে যাগ করেন তাহাই মানসযাগ বলিয়া উক্ত হয়॥ ৩৯॥ অন্যান্য সমস্ত যজ্ঞেই দ্রব্য, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া অথবা ব্রাহ্মণাদি দ্বারা কিঞ্চিৎ ন্যূনতা হইয়া থাকে॥ ৪০। মানস যজ্ঞ যেমন পূর্ণ হয়, অন্য কোন যজ্ঞ সেরূপ পূর্ণ হয় না, কারণ সেই সকল যজ্ঞ দেশ, কাল এবং পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্যরূপ কারণ দ্বারা কিঞ্চিৎ হীন হইয়া থাকে॥ ৪১। রাজন্! মানসিক মখযজ্ঞের অধিকারী প্রভৃতির বিষয় শ্রবণ কর। প্রথমে চিত্তকে শুদ্ধ ও গুণবর্জ্জিত করা একান্ত কর্ত্তব্য; কারণ, মন শুদ্ধ হইলে শরীরও শুদ্ধ হয় তাহাতে সংশয় নাই॥ ৪২॥ মন যখন ইন্দ্রিয় ভোগ্য বিষয় সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্পূর্ণরূপ শুদ্ধ হয়, তখনই সেই ব্যক্তি মখযজ্ঞের অধিকারী হইতে সমর্থ হইয়া থাকে॥ ৪৩॥ অধিকারী

তদাসৌ মণ্ডপং কৃত্বা বহুযোজনবিস্তৃতম্।
স্তম্ভৈশ্চ বিপুলৈঃ শ্লক্ষ্ণৈর্যজ্ঞিয়দ্রুমসম্ভবৈঃ ॥ ৪৪ ॥
বেদীঞ্চ বিশদাং তত্র মনসা পরিকল্পয়েৎ।
অগ্নয়োঽপি তথা স্থাপ্যা বিধিবন্মনসা কিল ॥ ৪৫ ॥
ব্রাহ্মণানাঞ্চ বরণং তথৈব প্রতিপাদ্য চ।
ব্রহ্মাধ্বর্য্যুস্তথা হোতা প্রস্তোতা বিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৬ ॥
উদ্গাতা প্রতিহর্ত্তা চ সভ্যাশ্চান্যে যথাবিধি।
পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন মনসৈব দ্বিজোত্তমাঃ ॥ ৪৭ ॥
প্রাণোঽপানস্তথা ব্যানঃ সমানোদান এব চ।
পাবকাঃ পঞ্চ এবৈতে স্থাপ্যা বেদ্যাং বিধানতঃ ॥ ৪৮ ॥
গার্হপত্যস্তদা প্রাণোঽপানশ্চাহবনীয়কঃ।
দক্ষিণাগ্নিস্তথা ব্যানঃ সমানশ্চাবসথ্যকঃ ॥ ৪৯ ॥
সভ্যোদানঃ স্মৃতা হ্যেতে পাবকাঃ পরমোৎকটাঃ।
দ্রব্যঞ্চ মনসা ভাব্যং নির্গুণং পরমং শুচি ॥ ৫০ ॥
মন এব তদা হোতা যজমানস্তথৈব তৎ।
যজ্ঞাধিদেবতা ব্রহ্ম নির্গুণঞ্চ সনাতনম্ ॥ ৫১ ॥

মণ্ডপং মানসম্ ॥ ৪৪—৪৫ ॥
তথৈব মানসমেব ॥ ৪৬—৪৭ ॥
বায়ুম্বেবাগ্নিভাবনা কার্য্যেত্যাহ পাবকা ইতি ॥ ৪৮—৪৯ ॥
উদানঃ সভ্যঃ। আর্ষ উকারলোপঃ। নির্গুণং দোষরহিতমিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

ব্যক্তি, তথন ধৈর্য্যাদিরূপ যজ্ঞীয়দ্রুম সম্ভূত সুদীর্ঘ ও মসৃণ স্তম্ভ সমন্বিত বহুযোজন বিস্তৃত মানস মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে সুপ্রশস্ত বেদী মনে মনে কল্পনা এবং সেইরূপ মনে মনেই তাহাতে বিধিপূর্ব্বক বহ্নি স্থাপন করিবে ॥ ৪৪—৪৫ ॥ সেইরূপেই ব্রাহ্মণগণের বরণ করিয়া ব্রহ্মা, অধ্বর্য্যু, হোতা, প্রস্তোতা, উদ্গাতা প্রতিহর্ত্তা ও সভ্য সকলকে বিধিপূর্ব্বক কল্পনানন্তর মনে মনে যত্নপূর্ব্বক দ্বিজবর গণের যথাবিধি পূজা করিবে ॥ ৪৬—৪৭ ॥ অনন্তর প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান ও উদান এই পঞ্চ বায়ুকে পঞ্চাগ্নি কল্পনা করিয়া বিধানক্রমে বেদীতে স্থাপন করিবে ॥ ৪৮ ॥ তন্মধ্যে প্রাণ বায়ুকে গার্হপত্য, অপানকে আহবনীয়ক, ব্যানকে দক্ষিণাগ্নি, সমানকে অবসথ্যক এবং উদানকে সভ্যরূপে কল্পনা করা কর্ত্তব্য, এই পাবক সকল অত্যন্ত উৎকট্ট অতএব সমাহিত হইয়া ইহাঁদের স্থাপনাদি সম্পাদন করিতে হয়। আর মনে মনে দ্রব্য সকল সংগ্রহ করত পরম পবিত্র ও শুদ্ধ এইরূপ ভাবনা

ফলদা নির্গুণা শক্তিঃ সদা নির্ব্বেদদা শিবা।
ব্রহ্মবিদ্যাখিলাধারা ব্যাপ্য সর্ব্বত্র সংস্থিতা॥ ৫২॥
তদুদ্দেশেন তদ্দ্রব্যং হুনেৎ প্রাণাগ্নিষু দ্বিজঃ।
পশ্চাচ্চিত্তং নিরালম্বং কৃত্বা প্রাণানপি প্রভো।॥ ৫৩॥
কুণ্ডলীমুখমার্গেণ হুনেদ্ব্রহ্মণি শাশ্বতে।
স্বানুভূত্যা স্বয়ং সাক্ষাৎ স্বাত্মভূতাং মহেশ্বরীম্॥ ৫৪॥
সমাধিনৈব যোগেন ধ্যায়েচ্চেতস্যনাকুলঃ।
সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি॥ ৫৫॥

মন এবেতি সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকমিত্যর্থঃ। তথৈব তদিতি। তদহঙ্কারবৃত্তিবিশিষ্টং মন এব যজমান ইত্যর্থঃ॥ ৫১॥

নির্গুণা শক্তিরিতি। সাম্যাবস্থমায়ারূপিণী ফলদাত্রী যা শক্তিঃ সা চ দেবতেত্যর্থঃ। তথাচ সাম্যবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণী ভগবতী দেবতেতি ফলিতম্॥ ৫২॥

তদুদ্দেশেন মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপভগবত্যুদ্দেশেন দ্রব্যং মনসা কল্পিতং যৎ স্যাত্তদিদং দ্রব্যমেতাবদাহুতিকমেতৈর্ম্মন্ত্রৈরেতেষগ্নিষু ময়া হূয়তে ইতি ভাবনাময় এব হোমো ভগবতী-প্রীত্যর্থং কর্ত্তব্য ইতি মানসিকহোমোত্তরং পশ্চাগ্নিজং চিত্তং নিরালম্বং নিরাশ্রয়ং নির্ব্বিষয়ং কৃত্বা কুণ্ডলীমুখমার্গেণ সুষুম্নারন্ধ্রেণ তান্ প্রাণাগ্নীন্ ব্রহ্মণি ভগবতীপদবাচ্যে হুনেদ্বিলা-পয়েৎ॥ ৫৩॥

ইত্থং প্রাণলয়ে জাতে সঙ্কল্পবিকল্পাবপি মনসোঽনায়াসেন লীনৌ ভবত এব প্রাণমনসো-র্দুগ্ধাম্বুবন্মিলিতত্বাৎ। তদুক্তম্। দুগ্ধাম্বুবৎ সংমিলিতাবুভৌ তৌ তুল্যক্রিয়ৌ মানসমারুতৌ তৌ। তত্রৈকনাশাদপরস্য নাশস্তত্রৈকবৃত্তেঽপ্যপরপ্রবৃত্তিরিতি। ইত্থং প্রাণলয়ে সঙ্কল্পবিকল্প-লয়ে চ সমাধির্ভবতি। তস্মিন্ সমাধৌ স্বাত্মভূতাং মহেশ্বরীং স্বাভিন্নাং ভগবতীং নির্ব্বিকল্প-চেতসি ধ্যায়েৎ॥ ৫৪॥

ইত্থং ধ্যায়তো যদৈবং জ্ঞানং ভবতি তদাত্মস্বরূপভগবত্যাঃ সাক্ষাৎকারো জাত ইতি-জ্ঞেয়মিত্যাহ সর্ব্বভূতস্থমাত্মানমিতি। সর্ব্বভূতেষধিষ্ঠানতয়া স্থিতমাত্মানং যদানুভবতি সর্ব্বভূতানি চ রজ্জুসর্পবন্ময়ি কল্পিতানীতি যদা পশ্যতি তদা ভগবতীসাক্ষাৎকারো জাত ইতি বোধ্যমিত্যর্থঃ॥ ৫৫॥

করিবে॥ ৪৯—৫০॥ মানসিক যজ্ঞে মনই হোতা ও মনই যজমান এবং সনাতন নির্গুণ ব্রহ্মই যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। যিনি সততই নির্ব্বেদ প্রদান করিয়া থাকেন সেই নির্গুণা শক্তিই এই যজ্ঞের ফলদায়িনী। অখিলের আধাররূপিণী ব্রহ্মরূপিণী বিদ্যা সর্ব্বত্রই ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, দ্বিজগণ, তাঁহার উদ্দেশেই প্রাণাগ্নিতে হোম করিবেন, অনন্তর চিত্ত ও প্রাণ পবনকে নিরালম্ব করিয়া কুণ্ডলীর মুখমার্গ দিয়া শাশ্বত ব্রহ্মের হোম করিবে। অনন্তর স্বকীয় অনুভূতি দ্বারা, নির্ব্বিকল্পক মানসে সমাধি যোগে স্বকীয় আত্ম-স্বরূপা সাক্ষাৎ স্বয়ং মহেশ্বরীকে মনোমধ্যে ধ্যান করিবে। এই রূপে যখন আত্মাকে সর্ব্বভূতে অবস্থিত এবং সমস্ত ভূতগণকেই আত্মাতে অবস্থিত

যদা পশ্যন্তি ভূতাত্মা তদা পশ্যতি তাং শিবাম্।
দৃষ্ট্বা তাং ব্রহ্মবিদ্ভূয়াৎ সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ৫৬ ॥
তদা মায়াদিকং সর্ব্বং দগ্ধং ভবতি ভূমিপ!।
প্রারব্ধকর্ম্মমাত্রস্তু যাবদ্দেহশ্চ তিষ্ঠতি ॥ ৫৭ ॥
জীবন্মুক্তস্তদা জাতো মৃতো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।
কৃতকৃত্যো ভবেত্তাত! যো ভজেজ্জগদম্বিকাম্ ॥ ৫৮ ॥
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ধ্যেয়া শ্রীভুবনেশ্বরী।
শ্রোতব্যা চৈব মন্তব্যা গুরুবাক্যানুসারতঃ ॥ ৫৯ ॥
রাজন্নেবং কৃতো যজ্ঞো মোক্ষদো নাত্র সংশয়ঃ।
অন্যে যজ্ঞাঃ সকামাস্তু প্রভবন্তি ক্ষয়োন্মুখাঃ ॥ ৬০ ॥
অগ্নিষ্টোমেন বিধিবৎ স্বর্গকামো যজেদিতি।
বেদানুশাসনঞ্চৈতৎ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ৬১ ॥

ইথমাত্মরূপিণ্যা ভগবত্যাঃ সাক্ষাৎকারে জাতে স নরো ব্রহ্মবিদ্ভূয়াৎ। আত্মনো ব্রহ্মণশ্চৈকত্বাৎ ॥ ৫৬ ॥

ইত্থং যদা ভগবত্যাঃ সাক্ষাৎকারো ভবতি তদা মায়াবিদ্যাদ্যন্ধকাররূপসকলসংসার-কারণং দগ্ধং ভবতীত্যাহ তদা মায়াদিকমিতি। তর্হি দেহঃ কথং তিষ্ঠতীতি চেৎ প্রারব্ধকর্ম্ম-শেষাদিত্যাহ প্রারব্ধকর্ম্মমাত্রস্ত্বিতি। তস্য মুক্তেষুবৎ স্ববেগসমাপ্তিং বিনা পতনাভাবাৎ ॥৫৭॥

তাবতা জ্ঞানেন জীবন্মুক্তঃ সন্মৃতো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ তত্র ন সন্দেহ ইত্যাহ জীবন্মুক্ত ইতি ॥ ৫৮ ॥

শ্রোতব্যা চ সেবেত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥

দর্শন করিবে, তখন জীব সেই কৈবল্য-কল্যাণময়ী মহাবিদ্যা দেবীর দর্শন প্রাপ্ত হইবে। রাজন্! মহাত্মা মুনিগণ সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী দেবীকে দর্শন করিলে পর তখন ব্রহ্মবিৎ হইয়া থাকেন। তখন মায়াদি সংসারকারণ সমস্তই দগ্ধ হইয়া যায়, কেবল দেহাবসান পর্য্যন্ত প্রারব্ধ কর্ম্মমাত্র অবশিষ্ট থাকে ॥ ৫১—৫৭ ॥ তখন জীবগণ জীবন্মুক্ত, পরে দেহত্যাগান্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। অতএব বৎস! যে ব্যক্তি জগদম্বিকার ভজনা করে সেই সুধীর ব্যক্তি কৃতকৃত্য হয় সন্দেহ নাই ॥ ৫৮ ॥ অতএব গুরু বাক্যের অনুসারী হইয়া সর্ব্বপ্রযত্নে সেই ভুবনেশ্বরীর শ্রবণ, মনন এবং নিদিধ্যাসন অর্থাৎ ধারাবাহিক ধ্যান করা একান্তই কর্ত্তব্য ॥ ৫৯ ॥

মহারাজ! এইরূপে মানস যজ্ঞ করিলে পর তাহা যে মোক্ষপ্রদ হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, মানস-যজ্ঞ ব্যতিরেকে অন্য সমস্ত যজ্ঞই সকাম, অতএব সর্ব্বদাই ক্ষয়োন্মুখ ॥৬০॥ যিনি স্বর্গকামনা করেন, তিনি বিধিপূর্ব্বক অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন, বেদের

ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি চ যথামতি ।
তস্মাত্তু মানসঃ শ্রেষ্ঠো যজ্ঞোঽপ্যক্ষয় এব সঃ ॥ ৬২ ॥
ন রাজ্ঞা সাধিতুং যোগ্যো মখোঽসৌ জয়মিচ্ছতা ।
তামসস্তু কৃতঃ পূর্ব্বং সর্পযজ্ঞস্ত্বয়াধুনা ॥ ৬৩ ॥
বৈরং নির্ব্বাহিতং রাজংস্তক্ষকস্য দুরাত্মনঃ ।
যৎকৃতে নিহতাঃ সর্পাস্ত্বয়াগ্নৌ কোটিশঃ পরে ॥ ৬৪ ॥
দেবীযজ্ঞং কুরুষ্বাদ্য বিততং বিধিপূর্ব্বকম্ ।
বিষ্ণুনা যঃ কৃতঃ পূর্ব্বং সৃষ্ট্যাদৌ নৃপসত্তম ! ॥ ৬৫ ॥
তথা ত্বং কুরু রাজেন্দ্র ! বিধিং তে প্রব্রবীম্যহম্ ।
ব্রাহ্মণাঃ সন্তি রাজেন্দ্র ! বিধিজ্ঞা বেদবিত্তমাঃ ॥ ৬৬ ॥
দেবীবীজবিধানজ্ঞা মন্ত্রমার্গবিচক্ষণাঃ ।
যাজকাস্তে ভবিষ্যন্তি যজমানস্ত্বমেব হি ॥ ৬৭ ॥
কৃত্বা যজ্ঞং বিধানেন দত্ত্বা পুণ্যং মখার্জ্জিতম্ ।
সমুদ্ধর মহারাজ ! পিতরং দুর্গতিং গতম্ ॥ ৬৮ ॥
বিপ্রাবমানজং পাপং দুর্ঘটং নরকপ্রদম্ ।
তথৈব শাপজো দোষঃ প্রাপ্তঃ পিত্রা তবানঘ ! ॥ ৬৯ ॥

ক্ষয়োন্মুখত্বমেবাহ অগ্নিষ্টোমেনেতি ॥ ৬১—৬৬ ॥

এইরূপ অনুশাসন বাক্য, কিন্তু সেই পুণ্যক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার মরণশীল মনুষ্যলোকে প্রবেশ করিতে হয় ইহা পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন, অতএব হে রাজেন্দ্র ! মানস যজ্ঞই অক্ষয় এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ৬১—৬২ ॥ এই যজ্ঞ, জয়াকাঙ্ক্ষী রাজগণের অনুষ্ঠান যোগ্য নহে। মহারাজ ! পূর্ব্বে আপনি যে সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা তামস, কারণ, আপনি সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তক্ষকের বৈরনির্যাতন সমাধান করিয়াছেন এবং সেই বৈরনির্যাতন উপলক্ষে যজ্ঞাগ্নিতে কোটি কোটি সর্পগণকে দগ্ধ করিয়াছেন, নৃপবর ! বিষ্ণু সৃষ্টির আদিতে যে দেবীযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তুমি এক্ষণে বিধিপূর্ব্বক সেই দেবীযজ্ঞের অনুষ্ঠান কর ॥ ৬৩—৬৫ ॥ রাজেন্দ্র ! আমি তোমাকে সমস্ত বিধিই বলিতেছি শ্রবণ কর। বেদজ্ঞ ও বিধিজ্ঞগণের অগ্রগণ্য এবং দেবীবীজের বিধানবিৎ উত্তম মন্ত্র জ্ঞানী বহু ব্রাহ্মণগণ তোমার যাজক হইবেন এবং তুমি স্বয়ংই যজমান হইবে ॥৬৬-৬৭॥ মহারাজ ! তুমি বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞ করিয়া তদর্জ্জিত পুণ্যবলে তোমার দুর্গতিগ্রস্ত পিতাকে উদ্ধার কর ॥ ৬৮ ॥ হে অনঘ ! বিপ্রের অবমাননা-জনিত পাপ ঘোরতর ও নরকপ্রদ

তথা দুর্ম্মরণং প্রাপ্তং সর্পদংশেন ভূভুজা।
অন্তরালে তথা মৃত্যুর্ন ভূমৌ কুশসংস্তরে ॥ ৭০ ॥
ন সংগ্রামে ন গঙ্গায়াং স্নানদানাদিবর্জ্জিতম্।
মরণং তে পিতুস্তত্র সৌধে জাতং কুরূদ্বহ ॥ ৭১ ॥
কপূণানি* চ সর্ব্বাণি নরকস্য নৃপোত্তম!।
তত্রৈকং কারণং তস্য ন জাতং চাতিদুর্ল্লভম্ ॥ ৭২ ॥
যত্র যত্র স্থিতঃ প্রাণী জ্ঞাত্বা কালং সমাগতম্।
সাধনানামভাবেঽপি হ্যবশশ্চাতিসঙ্কটে ॥ ৭৩ ॥
যদা নির্ব্বেদমায়াতি মনসা নির্ম্মলেন বৈ।
পঞ্চভূতাত্মকো দেহো মম কিঞ্চাত্র দুঃখদম্ ॥ ৭৪ ॥
পতত্বদ্য যথাকামং মুক্তোঽহং নির্গুণোঽব্যয়ঃ।
নাশাত্মকানি তত্ত্বানি তত্র কা পরিদেবনা ॥ ৭৫ ॥

দেবীবীজং মায়াবীজং তদ্বিধানজ্ঞাঃ ॥ ৬৭—৭১ ॥
কপূণানি কুৎসিতানি। ইমানি সর্ব্বাণি দুষ্টসাধনানি সন্তি চেৎ সন্তু যদ্যেকং সাধনং স্যাত্তর্হি মনুষ্যো মুক্ত এব তদপি সাধনং তস্য ন জাতমিতিপ্রাহ তত্রৈকং কারণমিতি ॥ ৭২ ॥
কিং তন্মোক্ষকারণং তদাহ যত্র যত্র স্থিত ইতি। যত্র কুত্রাপি স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥

অতএব তোমার পিতাও সেই ব্রহ্মশাপ এবং তজ্জন্য ঘোর নরক প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ ৬৯ ॥ আর সেই ভূপতির সর্প দংশনে প্রাণ বিয়োগ হয় অতএব তাহার প্রশস্তরূপে মৃত্যু না হইয়া দুর্ম্মরণই ঘটিয়াছে। আরও দেখ ভূমিতলে কুশস্তরের উপর তাহার মৃত্যু না হইয়া আকাশ স্থিত প্রাসাদের তলোপরিই ঘটিয়াছে ॥ ৭০ ॥ রাজন্! সংগ্রামে অথবা গঙ্গাতীরে তাহার মৃত্যু হয় নাই। তিনি স্নান দান বর্জ্জিত হইয়া সৌধোপরি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন ॥ ৭১ ॥ নৃপবর! নরকলাভের প্রতি কুৎসিত সমস্ত কারণই তোমার পিতার সম্বন্ধে বিদ্যমান রহিয়াছে; আর দেখ, মুক্তির জন্য অতিশয় দুর্ল্লভ একটী কারণ বিদ্যমান আছে, কিন্তু তোমার পিতা তাহাও প্রাপ্ত হন নাই ॥ ৭২ ॥ সে কারণটী এই যে, প্রাণিগণ যে কোনও স্থানে থাকুক, কাল সমাগত হইয়াছে জানিতে পারিয়া, অন্য কোন প্রকার সাধন না থাকিলেও এবং মৃত্যুসঙ্কটে অবশ হইলেও যখন বিষয় চিন্তা বিরহিত নির্ম্মল মানসে বৈরাগ্য আসিয়া উদিত হয় তখন এইরূপ চিন্তা করা কর্ত্তব্য যে, আমার এই পঞ্চভূতাত্মক দেহ এক্ষণে বিনষ্ট হইবেক ইহাতে আমার কিছুমাত্র দুঃখের কারণ নাই, আমি মুক্ত, নির্গুণ ও অক্ষয় পুরুষ, মৃত্যু আমার কিছুই করিতে সমর্থ নহে, ভূততত্ত্ব সমস্তই নাশাত্মক তাহার বিনাশে আমার কি অনুতাপ হইতে পারে? আমি সংসারী নহি, আমি

---

* কারণানি ইতি বা পাঠঃ।

ব্রহ্মৈবাহং ন সংসারী সদা মুক্তঃ সনাতনঃ।
দেহে ন মম সম্বন্ধঃ কর্ম্মণা প্রতিপাদিতঃ ॥ ৭৬ ॥
তানি সর্ব্বাণি ভুক্তানি শুভানি চেতরাণি চ।
মনুষ্যদেহযোগেন সুখদুঃখানুসাধনাৎ ॥ ৭৭ ॥
বিমুক্তোঽতিভয়াদ্ঘোরাদস্মাৎ সংসারসঙ্কটাৎ।
ইত্যেবং চিন্তয়মানস্ত স্নানদানবিবর্জ্জিতঃ ॥ ৭৮ ॥
মরণং চেদবাপ্নোতি সমুচ্যেজ্জন্মদুঃখতঃ।
এষা কাষ্ঠা পরা প্রোক্তা যোগিনামপি দুর্ল্লভা ॥ ৭৯ ॥
পিতা তে নৃপশার্দ্দূল! শ্রুত্বা শাপং দ্বিজোদিতম্।
দেহে মমত্বং কৃতবান্ন নির্ব্বেদমবাপ্তবান্ ॥ ৮০ ॥
নীরোগো মম দেহোঽয়ং রাজ্যং নিহতকণ্টকম্।
কথং জীবাম্যহং কামং মন্ত্রজ্ঞানানয়ন্তু বৈ ॥ ৮১ ॥
ঔষধং মণিমন্ত্রে চ যন্ত্রং পরমকং তথা।
আরোহণং তথা সৌধে কৃতবান্নৃপতিস্তদা ॥ ৮২ ॥
ন স্নানং ন কৃতং দানং ন দেব্যাঃ স্মরণং কৃতম্।
ন ভূমৌ শয়নঞ্চৈব দৈবং মত্বা স্থিরং তথা ॥ ৮৩ ॥

মম কিঞ্চাত্র দুঃখদমিতি। দেহাতিরিক্তোঽহমস্মি। মম দুঃখদং কিমত্রাস্তি ন কিমপীত্যর্থঃ ॥ ৭৪—৭৯ ॥
নির্ব্বেদং বৈরাগ্যম্ ॥ ৮০—৮২ ॥

নিত্যমুক্ত সনাতন ব্রহ্ম, এই কর্ম্ম জন্য দেহের সহিত আমার কিছুই সম্বন্ধ নাই ॥৭৩—৭৬॥ আমি পূর্ব্বে দুঃখপ্রদ ও সুখদায়ক পাপ পুণ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, তজ্জন্যই এই মনুষ্য দেহ ধারণ পূর্ব্বক সেই সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ করিয়াছি ॥ ৭৭ ॥ মহারাজ! যে পুরুষ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে স্নান দান বর্জ্জিত হইয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হয় সে নিশ্চয়ই এই অতি ভয়ঙ্কর ঘোরতর সংসার সঙ্কট হইতে বিমুক্ত হইয়া পুনর্জ্জন্মের ঘোরতর দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে ॥ ৭৮ ॥ রাজন্! এই আমি যোগিজনেরও অতি দুর্ল্লভ, সাধনের পরকাষ্ঠা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম ॥ ৭৯ ॥ কিন্তু, হে রাজেন্দ্র! তোমার পিতা দ্বিজকথিত শাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দেহে মমতা করিয়াছিলেন, সেই কারণেই নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হয়েন নাই ॥ ৮০ ॥ তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন যে, আমার দেহ রোগহীন, রাজ্যও নিষ্কণ্টক; অতএব আমি কিরূপে অকাল মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইব, তিনি এই ভাবিয়াই, "মন্ত্রজ্ঞানিগণকে আনয়ন কর" এইরূপ আজ্ঞা প্রদান

মগ্নো মোহার্ণবে ঘোরে মৃতঃ সৌধেঽহিনা হতঃ।

কৃত্বা পাপং কলেৰ্যোগাত্তাপসস্থাবমানজম্‌॥ ৮৪॥

অবশ্যমেব নরকং এতৈরাচরণৈর্ভবেৎ।

তস্মাত্ত্বং পিতরং পাপাৎ সমুদ্ধর নৃপোত্তম! ॥ ৮৫॥

সূত উবাচ।

ইতি শ্রুত্বা বচস্তস্য ব্যাসস্যামিততেজসঃ।

সাশ্রুকণ্ঠোঽতিদুঃখার্ত্তো বভূব জনমেজয়ঃ॥ ৮৬॥

ধিগিদং জীবিতং মেঽদ্য পিতা মে নরকে স্থিতঃ।

তৎ করোমি যথৈবাদ্য স্বর্গং যাত্যুত্তরাসুতঃ॥ ৮৭॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে
অশ্বযজ্ঞবিধিপ্রশ্নো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২॥

দৈবং প্রারব্ধং মুখ্যং মত্বা বৈরাগ্যমাস্থায় ন স্থিত ইত্যর্থঃ॥ ৮৩॥
অহিনা সর্পেণ হতঃ॥ ৮৪—৮৭॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২॥

করেন॥ ৮১॥ তখন সেই নরপতি ঔষধ, মণিমন্ত্র ও যন্ত্রযোগ প্রয়োগ পূর্ব্বক সৌধোপরি আরোহণ করিয়াছিলেন॥ ৮২॥ তিনি তখন স্বীয় প্রারব্ধকে প্রধান মানিয়া তীর্থস্নান, দান, ভূমিতে শয়ন বা দেবীর স্মরণাদি কোন কর্ম্মই করেন নাই; কলির প্রবেশবশত তাপসের অপমানরূপ পাপ করিয়া কেবল ঘোরতর মোহার্ণবে নিমগ্ন হইয়া সৌধের উপরিভাগে তক্ষক কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া নিহত হইয়াছিলেন॥ ৮৩—৮৪॥ এই সকল পাপাচরণ দ্বারা সেই নৃপতি অবশ্যই নরকে পড়িয়াছেন, অতএব হে নৃপোত্তম! তুমি আপনার পিতারে পাপ হইতে পরিত্রাণ কর॥ ৮৫॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! রাজা জনমেজয় অমিততেজা ব্যাসদেবের নিকট এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, তখন অশ্রুজল বিগলিত হইয়া তাঁহার কপোল ও কণ্ঠস্থল দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল॥ ৮৬॥ তখন তিনি গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, আমার জীবনে ধিক্‌! আমার পিতা এখন নরকে নিপতিত রহিয়াছেন যে কোনও উপায়ে আমার পিতা স্বর্গলাভ করিতে পারেন এক্ষণে আমি তাঁহাই করিব॥ ৮৭॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌-ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে অশ্বযজ্ঞ বিধিবর্ণন নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

হরিণা তু কথং যজ্ঞঃ কৃতঃ পূর্ব্বং পিতামহ!।
জগৎকারণরূপেণ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা॥ ১॥
কে সহায়াস্তু তত্রাসন্ ব্রাহ্মণাঃ কে মহামতে!।
ঋত্বিজো বেদতত্ত্বজ্ঞাস্তন্মে ব্রূহি পরন্তপ!॥ ২॥
পশ্চাৎ কারোম্যহং যজ্ঞং বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা।
শ্রুত্বা বিষ্ণুকৃতং যাগমম্বিকায়াঃ সমাহিতঃ॥ ৩॥

ব্যাস উবাচ।

রাজঞ্ছৃণু মহাভাগ! বিস্তরং পরমাদ্ভুতম্।
যথা ভগবতা যজ্ঞঃ কৃতশ্চ বিধিপূর্ব্বকঃ॥ ৪॥
বিসর্জ্জিতা যদা দেব্যা দত্ত্বা শক্তীশ্চ তাস্ত্রয়ঃ।
কাজেশাঃ পুরুষা জাতা বিমানবরমাস্থিতাঃ॥ ৫॥

অর্দ্ধাধিকৈরষ্টপঞ্চাশৎপদ্যৈরম্বিকামখঃ।
বিষ্ণুনা চ কৃতঃ স্বার্থমিতিসমাগিহোচ্যতে॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে বিষ্ণুনা দেবীমখঃ কৃত ইতি শ্রুত্বা পরমভাবুকো জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি হরিণা চেতি। পিতামহ! হে পূর্ব্বজ ব্যাস!॥ ১—৪॥

রাজা কহিলেন, পিতামহ! জগতের কারণরূপী নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ ভগবান্ বিষ্ণু, পুরাকালে কিরূপে অম্বাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? মহামতে! সেই যজ্ঞে কে কে সহায় ছিলেন এবং কোন্ কোন্ বেদতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণই বা ঋত্বিক্ হইয়াছিলেন তৎসমুদয় আমাকে বিশেষরূপে বলুন। আমি সমাহিত চিত্তে বিষ্ণুকৃত অম্বাযজ্ঞের বিষয় শ্রবণ করিয়া পরে যথাবিধি সেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব॥ ১—৩॥

ব্যাস বলিলেন, মহাভাগ! ভগবান্ হরি, কিরূপ বিধিপূর্ব্বক অম্বিকাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই আশ্চর্য্যকর যজ্ঞের কথা বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর॥ ৪॥ দেবী ভুবনেশ্বরী যখন ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে নিজাংশ-সম্ভূত তিনটী শক্তি প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন, তখন তাঁহারা বিমানে থাকিয়াই স্ত্রীভাব হইতে পরিমুক্ত হইয়া পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইলেন॥৫॥ সেই সুরোত্তমত্রয় ঘোরতর মহার্ণবে উপনীত হইয়া ধরিত্রীকে উৎপাদন

প্রাপ্তা মহার্ণবং ঘোরং ত্রয়স্তে বিবুধোত্তমাঃ।
চক্রুঃ স্থানানি বাসার্থং সমুৎপাদ্য ধরাং স্থিতাঃ॥ ৬॥
আধারশক্তিরচলা মুক্তা দেব্যা স্বয়ং ততঃ।
তদাধারা স্থিতা জাতা ধরা মেদঃসমন্বিতা॥ ৭॥
মধুকৈটভয়োর্মেদঃসংযোগাম্মেদিনী স্মৃতা।
ধারণাচ্চ ধরা প্রোক্তা পৃথ্বী বিস্তারযোগতঃ॥ ৮॥
মহী চাপি মহীয়স্ত্বাদ্ধৃতা সা শেষমস্তকে।
গিরয়শ্চ কৃতাঃ সর্ব্বে ধারণার্থং প্রবিস্তরাঃ॥ ৯॥
লোহকীলং যথা কাষ্ঠে তথা তে গিরয়ঃ কৃতাঃ।
মহীধরা মহারাজ! প্রোচ্যন্তে বিবুধৈর্জ্জনৈঃ॥ ১০॥
জাতরূপময়ো মেরুর্ব্বহুযোজনবিস্তরঃ।
কৃতো মণিময়ৈঃ শৃঙ্গৈঃ শোভিতঃ পরমাদ্ভুতঃ॥ ১১॥
মরীচির্নারদোঽত্রিশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ।
দক্ষো বশিষ্ঠ ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ প্রথিতাঃ সুতাঃ॥ ১২॥

কদা যজ্ঞঃ কৃত ইত্যাশঙ্কাং নিবর্ত্তয়ন্ প্রথমং তৎসময়মাহ বিসর্জ্জিতা ইতি। যদা মণিদ্বীপাধিবাসিন্যা ভুবনেশ্বর্য্যা শক্তীর্দত্বা তে ত্রয়ো ব্রহ্মাদয়ো বিসর্জ্জিতাস্তদনন্তরং তে ত্রয়ো যুবতীভাবং বিহায় পুরুষা জাতাঃ। তদনন্তরমিতি সর্ব্বত্র যোজ্যম্॥ ৫—১২॥

পূর্ব্বক বাস করিবার নিমিত্ত স্থান নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন॥ ৬॥ তদনন্তর দেবী স্বয়ং তাহাতে অচলা আধারশক্তি প্রদান করিলেন, মেদসমন্বিত ধরণী সেই শক্তিরূপ আধার দ্বারা স্থির হইয়া রহিলেন॥ ৭॥ রাজন্! মধুকৈটভ নামক অসুরদ্বয়ের মেদযোগে উৎপন্ন হইল বলিয়া এই আধাররূপা ধরিত্রীর নাম মেদিনী, অখিল জীবাদিভূত-নিবহের ধারণ করেন বলিয়া ইহাঁর নাম ধরা, অত্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া ইহার নাম পৃথ্বী এবং জীবগণের জীবনরক্ষণ ও মহত্ব হেতুক মহয়সী অর্থাৎ অতিমহতী বলিয়া মহী শব্দেও উক্ত হইয়াছে। রাজন্! শেষ নাগ এই ধরাকে শিরোদেশে ধারণ করিয়া রহিলেন। এইরূপে ব্রহ্মা পৃথিবী ধারণ জন্য, স্থানে স্থানে সুবিস্তৃত পর্ব্বত সকলের সৃষ্টি করিলেন, লৌহকীলক যেমন কাষ্ঠমধ্যে নিহিত থাকে গিরিগণও সেইরূপ ধরণীর অভ্যন্তরে থাকিয়া উহার দৃঢ়তা সম্পাদনপূর্ব্বক ধারণ করিয়া রহিল; রাজন্! এই নিমিত্ত পণ্ডিতগণ পর্ব্বত সকলকে মহীধর শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন॥ ৮—১০॥ রাজন্! এইরূপে বহুযোজন-বিস্তীর্ণ, মণিময় শৃঙ্গে সুশোভিত কনকময় মেরু নামক মহাগিরির সৃষ্টি হইল॥ ১১॥ মরীচি, নারদ, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ এবং বশিষ্ঠ ইহাঁরা ব্রহ্মা হইতে উৎপন্ন

মরীচেঃ কশ্যপো জাতো দক্ষকন্যাস্ত্রয়োদশ।
তাভ্যো দেবাশ্চ দৈত্যাশ্চ সমুৎপন্না হ্যনেকশঃ॥ ১৩॥
ততস্তু কাশ্যপী সৃষ্টিঃ প্রবৃত্তা চাতিবিস্তরা।
মনুষ্যপশুসর্পাদিজাতিভেদৈরনেকধা॥ ১৪॥
ব্রহ্মণশ্চার্দ্ধদেহাত্তু মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽভবৎ।
শতরূপা তথা নারী সঞ্জাতা বামভাগতঃ॥ ১৫॥
প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ সুতৌ তস্যা বভূবতুঃ।
তিস্রঃ কন্যা বরারোহা হ্যভবন্নতিসুন্দরাঃ॥ ১৬॥
এবং সৃষ্টিং সমুৎপাদ্য ভগবান্ কমলোদ্ভবঃ।
চকার ব্রহ্মলোকঞ্চ মেরুশৃঙ্গে মনোহরম্॥ ১৭॥
বৈকুণ্ঠং ভগবান্ বিষ্ণু রমারমণমুত্তমম্।
ক্রীড়াস্থানং সুরম্যঞ্চ সর্ব্বলোকোপরি স্থিতম্॥ ১৮॥
শিবোঽপি পরমং স্থানং কৈলাসাখ্যঞ্চকার হ।
সমাসাদ্য ভূতগণং বিজহার যথারুচি॥ ১৯॥
স্বর্গস্ত্রিবিষ্টপো মেরুশিখরোপরি কল্পিতঃ।
তচ্চ স্থানং সুরেন্দ্রস্য নানারত্নবিরাজিতম্॥ ২০॥

দক্ষকন্যাস্ত্রয়োদশ কশ্যপস্য স্ত্রিয়স্তাভ্যো দেবা দৈত্যাশ্চোৎপন্নাঃ॥ ১৩—১৫॥
অতিসুন্দরাঃ কন্যাঃ॥ ১৬—১৭॥

হইলেন; ইঁহারা ব্রহ্মার মানস পুত্র॥ ১২॥ মরীচির কশ্যপ নামে একটী পুত্র এবং দক্ষের ত্রয়োদশটী কন্যা উৎপন্ন হইল। কশ্যপের ঔরসে তাঁহাদিগের গর্ভ হইতে অনেকানেক দেব ও দৈত্যগণ জন্মগ্রহণ করিলেন॥ ১৩॥ তদনন্তর, মনুষ্য পশু ও সর্পাদি জাতিভেদে অনেক প্রকার সুবিস্তীর্ণ কাশ্যপী সৃষ্টির আরম্ভ হইল॥১৪॥ এদিকে ব্রহ্মার দেহের অর্দ্ধভাগ হইতে স্বায়ম্ভুব মনু এবং বামভাগ হইতে শতরূপানাম্নী কন্যা উৎপন্ন হইলেন॥ ১৫॥ শতরূপার গর্ভে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ নামে মনুর দুই পুত্র এবং রূপ লাবণ্যবতী অত্যন্ত সুন্দরী তিনটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিল॥ ১৬॥

ভগবান্ কমলযোনি, এইরূপে সৃষ্টি করিয়া মেরুগিরির শৃঙ্গের উপর মনোহর ব্রহ্মলোক নির্ম্মাণ করিলেন॥১৭॥ ভগবান্ বিষ্ণু সকল লোকের উপরিভাগে লক্ষ্মীর সহিত একত্রে ক্রীড়ার নিমিত্ত বৈকুণ্ঠপুরী নির্ম্মাণ করিলেন॥ ১৮॥ মহাদেবও পরম মনোহর কৈলাসপুরী রচনা করিয়া ভূতগণের সহিত যথেচ্ছ বিহার করিতে লাগিলেন॥১৯॥ তৃতীয় ভুবন স্বর্গ মেরুগিরির উপরিভাগে বিরচিত হইল; বিবিধ-রত্নরাজি-বিরাজিত সেই স্থান দেবরাজ ইন্দ্রের নিবাসের

সমুদ্রমথনাৎ প্রাপ্তঃ পারিজাতস্তরূত্তমঃ।*
চতুর্দ্দন্তস্তথা নাগঃ কামধেনুশ্চ কামদা ॥ ২১ ॥
উচ্চৈঃশ্রবাস্তথাশ্বো বৈ রম্ভাদ্যপ্সরসস্তথা।
ইন্দ্রেণোপাত্তমখিলং জাতং বৈ স্বর্গভূষণম্ ॥ ২২ ॥
ধন্বন্তরিশ্চন্দ্রমাশ্চ সাগরাচ্চ সমুদ্ভবৌ।
স্বর্গে স্থিতৌ বিরাজেতে দেবৌ বহুগণৈর্ব্বৃতৌ ॥ ২৩ ॥
এবং সৃষ্টিঃ সমুৎপন্না ত্রিবিধা নৃপসত্তম!।
দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাদিভেদৈর্ব্বিবিধকল্পিতা ॥ ২৪ ॥
অণ্ডজাঃ স্বেদজাশ্চৈব চোদ্ভিজ্জাশ্চ জরায়ুজাঃ।
চতুর্ভেদৈঃ সমুৎপন্না জীবাঃ কর্ম্মযুতাঃ কিল ॥ ২৫ ॥
এবং সৃষ্টিং সমাসাদ্য ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
বিহারং স্বেষু স্থানেষু চক্রুঃ সর্ব্বে যথেপ্সিতম্ ॥ ২৬ ॥
এবং প্রবর্ত্তিতে সর্গে ভগবান্ প্রভুরচ্যুতঃ।
মহালক্ষ্ম্যা সমং তত্র চিক্রীড় ভুবনে স্বকে ॥ ২৭ ॥
একস্মিন্ সময়ে বিষ্ণুর্ব্বৈকুণ্ঠে সংস্থিতঃ পুরা।
সুধাসিন্ধুস্থিতং দ্বীপং সস্মার মণিমণ্ডিতম্ ॥ ২৮ ॥

রমারমণং রমাক্রীড়াস্থানং বৈকুণ্ঠম্ ॥ ১৮—২৫ ॥
(এবমিতি। এবমিত্থং প্রকারেণ দেব্যাঃ প্রসাদলাভেনেত্যর্থঃ ॥ ২৬—২৭ ॥)

নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হইল ॥ ২০ ॥ সুররাজ, সমুদ্রমথন সময়ে, তরুবর পারিজাত, ঐরাবত নামক চতুর্দ্দন্ত নাগ, কামপ্রদা কামধেনু, উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ববর এবং রম্ভাদি অপ্সরগণ প্রাপ্ত হইলেন। রাজেন্! এ সমস্তই স্বর্গের ভূষণ স্বরূপ হইল ॥২১—২২॥ ধন্বন্তরি ও চন্দ্রমা সাগর হইতে সমুত্থিত এবং বহুতর পারিষদ্‌গণে পরিবেষ্টিত হইয়া স্বর্গোপরি অবস্থান পূর্ব্বক বিরাজ করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

মহারাজ! এইরূপে বহুপ্রকার তির্য্যক্, মনুষ্য ও দেবতা ভেদে ত্রিবিধ সৃষ্টি সম্পাদিত হইল ॥ ২৪ ॥ অণ্ডজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও জরায়ুজ এই চারিপ্রকার জীব শুভাশুভ কর্ম্মফল বিশিষ্ট হইয়া উৎপন্ন হইল ॥ ২৫ ॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এইরূপে সৃষ্টি কার্য্য সম্পাদন করিয়া স্ব স্ব স্থানে যথেচ্ছ বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ এইরূপে সৃষ্টিকার্য্য প্রবর্ত্তিত হইলে পরমপ্রভু ভগবান্ অচ্যুতদেব, স্বীয় ধাম বৈকুণ্ঠভুবনে মহালক্ষ্মীর সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ অনন্তর এক দিবস ভগবান্ বিষ্ণু, বৈকুণ্ঠধামে উপবিষ্ট আছেন, সেই সময়ে মণিমণ্ডিত মনোহর দ্বীপ তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল ॥ ২৮ ॥

যত্র দৃষ্টা মহামায়া মন্ত্রশ্চাসাদিতঃ শুভঃ।
স্মৃত্বা তাং পরমাং শক্তিং স্ত্রীভাবং গমিতো যয়া ॥ ২৯ ॥
যজ্ঞং কর্ত্তুং মনশ্চক্রে অম্বিকায়া রমাপতিঃ।
উত্তীর্য্য ভুবনাত্তস্মাৎ সমাহূয় মহেশ্বরম্ ॥ ৩০ ॥
ব্রহ্মাণং বরুণং শক্রং কুবেরং পাবকং যমম্।
বশিষ্ঠং কশ্যপং দক্ষং বামদেবং বৃহস্পতিম্ ॥ ৩১ ॥
সম্ভারং কল্পয়ামাস যজ্ঞার্থং চাতিবিস্তরম্।
মহাবিভবসংযুক্তং সাত্ত্বিকঞ্চ মনোহরম্ ॥ ৩২ ॥
মণ্ডপং বিততং তত্র কারয়ামাস শিল্পিভিঃ।
ঋত্বিজো বরয়ামাস সপ্তবিংশতিসুব্রতান্ ॥ ৩৩ ॥
চিতিঞ্চ কারয়ামাস বেদীশ্চৈব সুবিস্তরাঃ।
প্রজেপুর্ব্রাহ্মণা মন্ত্রান্ দেব্যা বীজসমন্বিতান্ ॥ ৩৪ ॥
জুহুবুস্তে হবিঃ কামং বিধিবৎপরিকল্পিতে।
কৃতে তু বিততে হোমে বাগুবাচাশরীরিণী ॥ ৩৫ ॥

ইত্থমেতাবৎপর্য্যন্তং ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রা ন স্বতন্ত্রাঃ কিন্তু পরশক্ত্যধীনাঃ পরাশক্তেরুৎপন্নত্বান্মৃত্যুধর্ম্মাণস্তাপত্রয়যুক্তাঃ পাঞ্চভৌতিকদেহবন্তো যাবৎকল্পপর্য্যন্তমায়ুষ্যবন্তো বৈকুণ্ঠব্রহ্মলোককৈলাসবাসিন ইতিপ্রথমাধ্যায়োক্তপ্রশ্নস্যোত্তরমুক্তং ভবতি ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তিকথনেন চ তৎপ্রশ্নস্যাপ্যুত্তরং নিরূপিতং অম্বাযজ্ঞবিষয়প্রশ্নস্যোত্তরং কিঞ্চিৎপূর্ব্বং দত্তমগ্রে চ দাস্যতীতি বোধ্যম্। এতাবৎপর্য্যন্তং পূর্ব্বং জাতে কথিতে সত্যনন্তরং জাতং বৃত্তমাহ একস্মিন্ সময় ইতি ॥ ২৮—৩৩ ॥

দেব্যা বীজং মায়াবীজং হৃল্লেখাশক্তিদেব্যাখ্যা ইতি মন্ত্রকোশাৎ। মায়াবীজস্য নামানি মালিনী শিববল্লরী। বাতাবর্ত্তিঃ কলা বাণী বীজং শক্তিশ্চ কুণ্ডলীতি মন্ত্রকোশাচ্চ তেন সমন্বিতান্ ॥ ৩৪ ॥

রাজন্! ভগবান্ বিষ্ণু এই স্থানেই মহামায়ার দর্শন এবং কল্যাণদায়ক মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে যাঁহার দ্বারা তিনি স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হন্, সেই পরাশক্তিকে স্মরণ করিয়া অম্বিকাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত মানস করিলেন। অনন্তর স্বীয় ভবন হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ইন্দ্র, কুবের, বরুণ, হুতাশন ও যম, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, দক্ষ, বামদেব ও বৃহস্পতি প্রভৃতিকে আহ্বান করিলেন এবং যজ্ঞের নিমিত্ত অতি বিস্তর সামগ্রীসম্ভার সকল আহরণ করিতে লাগিলেন। রমাপতি মহাবৈভবযুক্ত মনোহর সাত্ত্বিক স্থান নিরূপিত করিয়া তথায় শিল্পিগণের দ্বারা সুবিস্তৃত মণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইলেন এবং যজ্ঞকার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত সপ্তবিংশতি সংখ্যক সুব্রত ঋত্বিক্‌কে বরণ করিলেন ॥ ২৯—৩৩ ॥ সুবিস্তৃত বেদী ও চিতি

বিষ্ণুং তদা সমাভাষ্য সুস্বরা মধুরাক্ষরা ।
বিষ্ণো ! ত্বং ভব দেবানাং হরে ! শ্রেষ্ঠতমঃ সদা ॥ ৩৬ ॥
মান্যশ্চ পূজনীয়শ্চ সমর্থশ্চ সুরেষ্বপি ।
সর্ব্বে ত্বামর্চ্চয়িষ্যন্তি ব্রহ্মাদ্যাশ্চ সবাসবাঃ ॥ ৩৭ ॥
প্রভবিষ্যন্তি ভো ভক্ত্যা মানবা ভুবি সর্ব্বতঃ ।
বরদস্ত্বঞ্চ সর্ব্বেষাং ভবিতা মানবেষু বৈ ॥ ৩৮ ॥
কামদঃ সর্ব্বদেবানাং পরমঃ পরমেশ্বরঃ ।
সর্ব্বযজ্ঞেষু মুখ্যস্ত্বং পূজ্যঃ সর্ব্বৈশ্চ যাজ্ঞিকৈঃ ॥ ৩৯ ॥
ত্বাং জনাঃ পূজয়িষ্যন্তি বরদস্ত্বং ভবিষ্যসি ।
শ্রয়িষ্যন্তি চ দেবাস্ত্বাং দানবৈরতিপীড়িতাঃ ॥ ৪০ ॥
শরণং ত্বঞ্চ সর্ব্বেষাং ভবিতা পুরুষোত্তম ! ।
পুরাণেষু চ সর্ব্বেষু বেদেষু বিততেষু চ ।
ত্বং বৈ পূজ্যতমঃ কামং কীর্ত্তিস্তব ভবিষ্যতি ॥ ৪১ ॥

জুহুবুরিতি। তে ব্রাহ্মণা বিধিবৎ পরিকল্পিতে বহ্নৌ যথেষ্টং হবিরষ্টদ্রব্যরূপং জুহুবুঃ কোটিহোমাদিকং চক্রুরিত্যর্থঃ। তদুক্তং ভুবনেশ্বরীসংহিতায়াম্। 'অশ্বত্থোডুম্বরপ্লক্ষন্যগ্রোধসমিধস্তিলাঃ। সিদ্ধার্থপায়সাজ্যানি দ্রব্যাণ্যষ্টৌ বিদুর্ব্বুধাঃ।' যথেষ্টসংখ্যাপূর্ত্তিরেকৈকদ্রব্যেণ যথাবিভাগং কৃত্বা কর্ত্তব্যা দ্রব্যন্যূনতায়ামন্তিমদ্রব্যাবৃত্তিরাধিক্যেঽন্তিমদ্রব্যাহুতিদ্বয়ং ত্রয়ং বা একীকৃত্যৈকৈকমন্ত্রেণ হোমঃ ॥ ৩৫—৩৭ ॥

নির্ম্মিত হইলে, ব্রাহ্মণগণ বীজসমন্বিত দেবীমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর হুতাশনে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইতে লাগিল। এইরূপে যখন বিধিপূর্ব্বক পরিকল্পিত হইয়া হোম কার্য্য বাহুল্যরূপে সম্পাদিত হইতে লাগিল, তখন মোহন ও মধুর স্বরে ভগবান্ বিষ্ণুকে সম্ভাষণ করিয়া এই আকাশবাণী উচ্চারিত হইল যে, বিষ্ণো! তুমি সর্ব্বদাই সকল দেবতার শ্রেষ্ঠতম হও। তুমি সমস্ত দেবগণের মধ্যে মাননীয়, পূজনীয় ও প্রভাবশালী হইবে। দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত ব্রহ্মাদি সমস্ত সুরগণই তোমার অর্চ্চনা করিবেন ॥ ৩৫-৩৭ ॥ হে অচ্যুত! পৃথিবীতলের সকল স্থলেই যে মানবগণ তোমার প্রতি ভক্তি সমন্বিত হইবে তাহারা নিশ্চয়ই প্রভাবসম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই, আর তুমি সকল মানবগণের বরপ্রদ ও কামপ্রদ হইবে। বিষ্ণো! তুমিই সর্ব্ব দেবগণের শ্রেষ্ঠ, তুমিই সমস্ত ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর এবং সকল যজ্ঞেই মুখ্য ও যাজ্ঞিকগণের পূজনীয় হইবে ॥ ৩৮—৩৯ ॥ জনগণ তোমার পূজা করিবে এবং তুমি তাহাদিগকে বরদান করিবে। হে পুরুষোত্তম! দেবতারা যে যে সময় অসুরগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইবে তখনই তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিবে। তুমিই সকলের রক্ষাকর্ত্তা হইবে. সন্দেহ নাই। আর সমস্ত পুরাণ ও সুবিস্তৃত অখিল বেদমধ্যে

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভূতলে।
তদাংশেনাবতীর্য্যাশু কর্ত্তব্যং ধর্ম্মরক্ষণম্ ॥ ৪২ ॥
অবতারাঃ সুবিখ্যাতাঃ পৃথিব্যাং তব ভাগশঃ।
ভবিষ্যন্তি ধরায়াং বৈ মাননীয়া মহাত্মনাম্ ॥ ৪৩ ॥
অবতারেষু সর্ব্বেষু নানাযোনিষু মাধব!।
বিখ্যাতঃ সর্ব্বলোকেষু ভবিতা মধুসূদন! ॥ ৪৪ ॥
অবতারেষু সর্ব্বেষু শক্তিস্তে সহচারিণী।
ভবিষ্যতি মমাংশেন সর্ব্বকার্য্যপ্রসাধিনী ॥ ৪৫ ॥
বারাহী নারসিংহী চ নানাভেদৈরনেকধা।
নানাযুধাঃ শুভাকারাঃ সর্ব্বাভরণমণ্ডিতাঃ ॥ ৪৬ ॥
তাভির্যুক্তঃ সদা বিষ্ণো! সুরকার্য্যাণি মাধব!।
সাধয়িষ্যসি তৎ সর্ব্বং মদ্দত্তবরদানতঃ ॥ ৪৭ ॥
তাস্ত্বয়া নাবমন্তব্যাঃ সর্ব্বদা গর্ব্বলেশতঃ।
পূজনীয়াঃ প্রযত্নেন মাননীয়াশ্চ সর্ব্বথা ॥ ৪৮ ॥
নূনন্তা ভারতে খণ্ডে শক্তয়ঃ সর্ব্বকামদাঃ।
ভবিষ্যন্তি মনুষ্যাণাং পূজিতাঃ প্রতিমাসু চ ॥ ৪৯ ॥

প্রভবিষ্যন্তীতি। ত্বয়ীতি শেষঃ। ভক্ত্যা তৎসুহিতা মানবা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৮—৪১ ॥
(যদা যদেতি। হে বিষ্ণো! যস্মিন্ যস্মিন্ সময়ে ধর্ম্মস্য গ্লানির্গোব্রাহ্মণদেবাদ্যভিভবযজ্ঞ-বিঘাতাদিরূপেত্যর্থঃ। তদা সত্বরমবনীতলে অবতীর্য্য ধর্ম্মাভিভবস্য কারণমপনীয় ধর্ম্ম-রক্ষণং করিষ্যসীতি মহৎ তে কার্য্যং ভবেদিতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥)

তুমিই পূজ্যতম-রূপে পরিকীর্ত্তিত হইবে ॥ ৪০—৪১ ॥ হে কেশব! ভূমিতলে যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইবে তখনই তুমি অংশে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মরক্ষা করিবে ॥৪২॥ মধুসূদন! ধরাতলে বিভাগক্রমে, নানাযোনিতে তত্রত্য মহাত্মা ব্যক্তিগণের মাননীয়, সর্ব্বলোকে বিখ্যাত,সর্ব্ব অবতারগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তোমার অনেক অবতার হইবে ॥৪৩-৪৪॥ সমস্ত অবতারেই আমার অংশে উৎপন্ন সমস্ত কার্য্যসাধনী শক্তিসকল তোমার সহচারিণী হইবে ॥ ৪৫ ॥ বারাহী, নারসিংহী প্রভৃতি বিবিধ শক্তি সকল বিবিধ আয়ুধযুক্ত ও সমস্ত আভরণে বিভূষিত হইয়া তোমার সহকারিণী হইবে সন্দেহ নাই। হে বিষ্ণো! তুমি তাহাদের সহিত সততই মিলিত হইয়া মদ্দত্ত বরপ্রভাবে সুরকার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইবে,সন্দেহ নাই ॥ ৪৬—৪৭ ॥ তুমি কিঞ্চিন্মাত্রও গর্ব্বপ্রকাশ করিয়া তাহাদের অবমাননা করিবে না, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহাদিগের পূজা ও সম্মান করিবে ॥ ৪৮ ॥ ভারতবর্ষে এই সর্ব্ব-

তাসাং তব চ দেবেশ! কীর্ত্তিঃ স্যাদখিলেষ্বপি।
দ্বীপেষু সপ্তস্বপি চ বিখ্যাতা ভুবি মণ্ডলে॥ ৫০॥
তাশ্চ ত্বাং বৈ মহাভাগ! মানবা ভুবি মণ্ডলে।
অর্চ্চয়িষ্যন্তি বাঞ্ছার্থং সকামাঃ সততং হরে!॥ ৫১॥
অর্চ্চাসু চোপহারৈশ্চ নানাভাবসমন্বিতাঃ।
পূজয়িষ্যন্তি বেদোক্তৈর্ম্মন্ত্রৈর্নামজপৈস্তথা॥ ৫২॥
মহিমা তব ভূর্ল্লোকে স্বর্গে চ মধুসূদন!।
পূজনাদ্দেবদেবেশ! বৃদ্ধিমেষ্যতি মানবৈঃ॥ ৫৩॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি দত্ত্বা বরান্ বাণী বিররাম খসম্ভবা।
ভগবানপি প্রীতাত্মা হ্যভবচ্ছ্রবণাদিব॥ ৫৪॥
সমাপ্য বিধিবদ্‌যজ্ঞং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ॥ ৫৫॥
বিসর্জ্জয়িত্বা তান্ দেবান্ ব্রহ্মপুত্রান্মুনীনথ।
জগামানুচরৈঃ সার্দ্ধং বৈকুণ্ঠং গরুড়ধ্বজঃ॥ ৫৬॥
স্বানি স্বানি চ ধিষ্ণ্যানি পুনঃ সর্ব্বে সুরাস্ততঃ।
মুনয়ো বিস্মিতা বার্ত্তাং কুর্ব্বন্তস্তে পরস্পরম্॥ ৫৭॥

অতএব দেবীপ্রসাদাদ্বিষ্ণোরধিকা লোকে প্রসিদ্ধিঃ॥ ৪৩—৫২॥
মহিমেতি। এবং তব মহিমা ভবিষ্যতীত্যর্থঃ॥ ৫৩॥

কামপ্রদ শক্তিসকল মানবগণ কর্ত্তৃক প্রতিমাতে পূজিত হইবে॥ ৪৯॥ হে দেবাধিপ! সেই শক্তিসকলের এবং তোমার কীর্ত্তি এই সপ্তদ্বীপে অধিক কি অখিল ভুবনে বিখ্যাত হইবে সন্দেহ নাই॥৫০॥ হরে! অবনিমণ্ডলস্থিত মানবগণ ফল-কামনা করিয়া বাসনা সিদ্ধির নিমিত্ত এই শক্তিগণের এবং তোমার নিয়তই অর্চ্চনা করিবে॥ ৫১॥ নানাবিধ কামনা-সমন্বিত মনুষ্যগণ ঐ অর্চ্চনায়, বিবিধ উপহারে বেদমন্ত্র ও নামজপ দ্বারা তোমাদিগের পূজা করিবে॥ ৫২॥ বিষ্ণো! তুমি সমস্ত অমরগণের ঈশ্বর হইবে এবং তোমার মহিমা ভূর্লোকে অধিক কি স্বর্গলোকেও মানবগণের অর্চ্চনা দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে॥ ৫৩॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! আকাশসম্ভবা বাণী, এইরূপ বর দান করিয়া বিরত হইলে ভগবান্ বিষ্ণু তাহা শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন॥ ৫৪॥ অনন্তর, সর্ব্বেশ্বর হরি, এইরূপে যথাবিধানে যজ্ঞ সমাপন করিয়া দেবগণ ও ব্রহ্মনন্দন মুনিগণকে বিদায় দিয়া গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক অনুচরগণের সহিত বৈকুণ্ঠধামে গমন করিলেন। সুরগণ সকলেই

যযুঃ প্রমুদিতাঃ কামং স্বাশ্রমান্ পাবনানথ ॥ ৫৮ ॥

শ্রুত্বা বাণীং পরমবিশদাং ব্যোমজাং শ্রোত্ররম্যাং
সর্ব্বেষাং বৈ প্রকৃতিবিষয়ে ভক্তিভাবশ্চ জাতঃ।
চক্রুঃ সর্ব্বে দ্বিজমুনিগণাঃ পূজনং ভক্তিযুক্তা-
স্তস্যাঃ কামং নিখিলফলদং চাগমোক্তং মুনীন্দ্রাঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিষ্ণুকৃতাম্বাযজ্ঞবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

খসম্ভবা আকাশজন্যা ॥ ৫৪—৫৮ ॥
প্রকৃতিবিষয়ে মূলপ্রকৃতৌ। তস্যাঃ প্রকৃতের্ভুবনেশ্বর্য্যাঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

নিজ নিজ নিকেতনে গমন করিতে লাগিলেন। মুনিগণ বিস্মিত হইয়া পরস্পর যজ্ঞাদি বিষয়ক কথোপকথন করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে নিজ নিজ পবিত্র আশ্রমে গমন করিলেন ॥৫৫—৫৮॥ রাজন্! সেই বিশদাক্ষরসমন্বিত শ্রবণ-মনোহর আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া সকলেরই প্রকৃতি-বিষয়ে ভক্তিভাবের উদয় হইল; তখন সমস্ত দ্বিজ, মুনি ও মুনীন্দ্রগণ ভক্তিযুক্ত হইয়া বাহুল্যরূপে সেই পরমাপ্রকৃতি দেবীর অখিলফলপ্রদা বেদবিহিত পূজা করিতে লাগি-লেন ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বিষ্ণুর অম্বাযজ্ঞানুষ্ঠানবর্ণন নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

শ্রুতো বৈ হরিণা কৢপ্তো যজ্ঞো বিস্তরতো দ্বিজ!।
মহিমানং তথাম্বায়া বদ বিস্তরতো মম ॥ ১ ॥
শ্রুত্বা দেব্যাশ্চরিত্রং বৈ কুর্ব্বে মখমনুত্তমম্।
প্রসাদাত্তব বিপ্রেন্দ্র! ভবিষ্যামি চ পাবনঃ ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি দেব্যাশ্চরিতমুত্তমম্।
ইতিহাসং পুরাণঞ্চ কথয়ামি সুবিস্তরম্ ॥ ৩ ॥
কোশলেষু নৃপশ্রেষ্ঠঃ সূর্য্যবংশসমুদ্ভবঃ।
পুষ্পপুত্রো মহাতেজা ধ্রুবসন্ধিরিতি স্মৃতঃ ॥ ৪ ॥
ধর্ম্মাত্মা সত্যসন্ধশ্চ বর্ণাশ্রমহিতে রতঃ।
অযোধ্যায়াং সমৃদ্ধায়াং রাজ্যং চক্রে শুচিব্রতঃ ॥ ৫ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চান্যে তথা দ্বিজাঃ।
স্বাং স্বাং বৃত্তিং সমাস্থায় তদ্রাজ্যে ধর্ম্মতোঽভবন্ ॥ ৬ ॥

ত্রিপঞ্চাশৎপদ্যৈস্তু রাজপ্রশ্নোত্তরং ততঃ।
বৈভবং প্রোচ্যতে সম্যগ্‌যথাবন্তুবনেশিতুঃ ॥

বিষ্ণুকৃতমখযজ্ঞং শ্রুত্বা পুনর্ভগবতীমহিম্নো বুভুৎসুর্জ্জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি। শ্রুত ইতি ॥১-৫॥

জনমেজয় কহিলেন, তপোধন! আমি বিষ্ণুকৃত অশ্বযজ্ঞের বিষয় বিশেষ রূপে শ্রবণ করিলাম, এক্ষণে অম্বিকাদেবীর মহিমা-গাথা বিস্তার পূর্ব্বক বলুন। আমি দেবীর চরিত-কথা শ্রবণান্তর সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অশ্বযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। হে বিপ্রেন্দ্র! তাহাতে আমি আপনার প্রসাদেই পবিত্র হইব সন্দেহ নাই ॥ ১—২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দেবীর চরিতবিষয়ক পরমোত্তম পৌরাণিক ইতিহাস বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর॥ ৩ ॥ পূর্ব্বকালে কোশলদেশে পুষ্পনামক নৃপতির পুত্র, ধ্রুবসন্ধি নামে বিখ্যাত এক মহাতেজা সূর্য্যবংশীয় রাজা ছিলেন। সেই সত্যসন্ধ শুভাভিলাষী ধর্ম্মাত্মা নৃপতিবর ব্রাহ্মণাদিচতুর্ব্বর্ণ প্রজাপুঞ্জের হিত সাধনে মনোনিবেশ করিয়া সুসমৃদ্ধ অযোধ্যানগরীতে বাস করত রাজকার্য্য পর্য্যালোচন করিতে লাগিলেন ॥ ৪—৫ ॥ তাঁহার রাজ্যপালনগুণে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এবং অন্যান্য দ্বিজগণ ধর্ম্মানুযায়ী নিজ

ন চৌরাঃ পিশুনা ধূর্ত্তাস্তস্য রাজ্যে চ কুত্রচিৎ।
দম্ভাঃ কৃতঘ্না মূর্খাশ্চ বসন্তি কিল মানবাঃ ॥ ৭ ॥
এবং বৈ বর্ত্তমানস্য নৃপস্য কুরুসত্তম!।
দ্বে পত্ন্যৌ রূপসম্পন্নে হ্যাসতুঃ কামভোগদে ॥ ৮ ॥
মনোরমা ধর্ম্মপত্নী সুরূপাতিবিচক্ষণা।
লীলাবতী দ্বিতীয়া চ সাপি রূপগুণান্বিতা ॥ ৯ ॥
বিজহার স পত্নীভ্যাং গৃহেষূপবনেষু চ।
ক্রীড়াগিরৌ দীর্ঘিকাসু সৌধেষু বিবিধেষু চ ॥ ১০ ॥
মনোরমা শুভে কালে সুষুবে পুত্রমুত্তমম্।
সুদর্শনাভিধং পুত্রং রাজলক্ষণসংযুতম্ ॥ ১১ ॥
লীলাবত্যপি তৎপত্নী মাসেনৈকেন ভামিনী।
সুষুবে সুন্দরং পুত্রং শুভে পক্ষে দিনে তথা ॥ ১২ ॥
চকার নৃপতিস্তত্র জাতকর্ম্মাদিকং দ্বয়োঃ।
দদৌ দানানি বিপ্রেভ্যঃ পুত্রজন্মপ্রমোদিতঃ ॥ ১৩ ॥
প্রীতিং তয়োঃ সমাং রাজা চকার সুতয়োর্নৃপ!।
নৃপশ্চকার সৌহার্দ্দেষ্বন্তরং ন কদাচন ॥ ১৪ ॥

ধর্ম্মতো ধর্ম্মেণ যুক্তা অভবন্নিত্যর্থঃ ॥ ৬—৮ ॥
(ধর্ম্মায় ধর্ম্মকার্য্যায় যা পত্নী সহধর্ম্মিণীত্যর্থঃ ॥ ৯-১১ ॥

নিজ বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহার রাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ তাঁহার রাজত্ব কালে চৌর, খল, ধূর্ত্ত, দাম্ভিক, কৃতঘ্ন এবং মূর্খ মানবগণ, কোনও স্থানে বাস করিতে পারিত না ॥ ৭ ॥ সেই প্রজারঞ্জন রাজার রূপযৌবনসম্পন্ন ও প্রীতিপ্রদ দুই যুবতী বনিতা ছিল ॥ ৮ ॥ তাহার মধ্যে মনোরমা প্রধানা ধর্ম্মপত্নী এবং লীলাবতী দ্বিতীয়া পত্নী; তাহারা উভয়েই পরমরূপবতী, বুদ্ধিমতী ও গুণবতী ছিলেন ॥৯॥ রাজা ধ্রুবসন্ধি পত্নীদ্বয়ের সহিত গৃহ, উপবন, ক্রীড়াপর্ব্বত, দীর্ঘিকা এবং বিবিধ প্রকার মনোহর সৌধমধ্যে বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ কিছু দিন গত হইলে মনোরমা শুভদিনে রাজলক্ষণ-সমন্বিত একটী পুত্ররত্ন প্রসব করিলেন। পরে রাজা এই পুত্রটীর সুদর্শন এই নাম রক্ষা করিলেন ॥ ১১ ॥ অনন্তর, তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী লীলাবতীও একমাস মধ্যেই শুভপক্ষে ও শুভদিনে এক সুন্দর পুত্র প্রসব করিলেন ॥১২॥ রাজা তখন পুত্রদ্বয়ের জাতকর্ম্মাদি সমাপন করিলেন এবং পুত্রজন্ম-জনিত প্রমোদে প্রফুল্লিত হইয়া বিপ্রগণকে বহুতর ধন দান করিলেন ॥ ১৩ ॥ নরপতি, এই পুত্রদ্বয়ের প্রতি সমান প্রীতি করিতে লাগিলেন, কদাচই স্নেহের প্রভেদ করিতেন না ॥১৪॥

চূড়াকর্ম্ম তয়োশ্চক্রে বিধিনা নৃপসত্তমঃ।
যথাবিভবমেবাসৌ প্রীতিযুক্তঃ পরন্তপঃ ॥ ১৫ ॥
কৃতচূড়ৌ সুতৌ কামং জহ্রতুর্নৃপতের্ম্মনঃ।
ক্রীড়মানাবুভৌ কান্তৌ লোকানামনুরঞ্জকৌ ॥ ১৬ ॥
তয়োঃ সুদর্শনো জ্যেষ্ঠো লীলাবত্যাঃ সুতঃ শুভঃ।
শত্রুজিৎসংজ্ঞকঃ কামং চাটুবাক্যো বভূব হ ॥ ১৭ ॥
নৃপতেঃ প্রীতিজনকো মঞ্জুবাক্ চারুদর্শনঃ।
প্রজানাং বল্লভঃ সোঽভূত্তথা মন্ত্রিজনস্য বৈ ॥ ১৮ ॥
যথা তস্মিন্নৃপঃ প্রীতিং চকার গুণযোগতঃ।
মন্দভাগ্যান্মন্দভাবো ন তথা বৈ সুদর্শনে ॥ ১৯ ॥
এবং গচ্ছতি কালে তু ধ্রুবসন্ধির্নৃপোত্তমঃ।
জগাম বনমধ্যেঽসৌ মৃগয়াভিরতঃ সদা ॥ ২০ ॥
নিঘ্নন্ মৃগানুরূন্ কম্বূন্ শূকরান্ গবয়ান্ শশান্।
মহিষান্ শরভান্ খড়্গাংশ্চিক্রীড় নৃপতির্ব্বনে ॥ ২১ ॥

তথা শুভে ইত্যর্থঃ ॥ ১২-১৭ ॥
চাটূনি মনোহরাণি বাক্যানি যস্য ॥ ১৮ ॥)
মন্দভাগ্যাদিতি। সুদর্শনস্য মন্দভাগ্যাত্তস্মিন্ সুদর্শনে মন্দভাবো নৃপতির্যথা শত্রুজিতি প্রীতিং চকার তথা সুদর্শনে প্রীতিং ন চকারেত্যর্থঃ ॥ ১৯—২০ ॥

অনন্তর, সেই পরন্তপ নরপতি প্রীতিযুক্ত হইয়া নিজবৈভবের অনুরূপ যথাবিধি তাহাদের চূড়াকরণ সম্পাদন করিলেন ॥ ১৫ ॥ এই শোভন-দর্শন পুত্রদ্বয়কে দর্শন করিলে লোকের আনন্দ হইত। এক্ষণে ইহাদিগকে কৃতচূড় ও ক্রীড়া করিতে দেখিয়া রাজার মন আনন্দ রসে আপ্লুত হইল ॥১৬॥ এই পুত্রযুগলের মধ্যে সুদর্শন জ্যেষ্ঠ; কিন্তু, লীলাবতীর শুভদর্শন পুত্র শত্রুজিৎ অত্যন্ত প্রিয়ভাষী হইল। তাহার মনোরম রূপদর্শন এবং মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা অত্যন্ত প্রীতি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এই সকল গুণ বর্ত্তমান থাকায় শত্রুজিৎ প্রজাজনের ও মন্ত্রিগণেরও বল্লভ হইয়া উঠিল ॥ ১৭—১৮ ॥ নানাবিধ গুণযুক্ত বলিয়া রাজা শত্রুজিতের প্রতি যেরূপ প্রীতিপ্রকাশ করিতে লাগিলেন, সুদর্শনের মন্দ্যভাগ্যবশত তাঁহার প্রতি সেরূপ প্রীতিমান্ হইলেন না ॥ ১৯ ॥

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে একদিন রাজা ধ্রুবসন্ধি বনে গমন করিয়া নিরন্তর মৃগয়ায় নিরত হইলেন। তিনি মৃগ, রুরু, করী, শূকর, গবয়, শশক, মহিষ, শরভ ও গণ্ডারগণকে নিহত করিয়া বনমধ্যে মৃগয়াক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ২০—২১ ॥ রাজা

ক্রীড়মানে নৃপে তত্র বনে ঘোরেঽতিদারুণে।
উদতিষ্ঠন্নিকুঞ্জাত্তু সিংহঃ পরমকোপনঃ ॥ ২২ ॥
রাজ্ঞা শিলীমুখেনাদৌ বিদ্ধঃ ক্রোধবশং গতঃ।
দৃষ্ট্বাগ্রে নৃপতিং সিংহো ননাদ মেঘনিঃস্বনঃ ॥ ২৩ ॥
কৃত্বাচোর্দ্ধং স লাঙ্গূলং প্রসারিতবৃহৎসটঃ।
হন্তুং নৃপতিমাকাশাদুৎপপাতাতিকোপনঃ ॥ ২৪ ॥
নৃপতিস্তং সমালোক্য দধারাসিং করে তদা।
বামে চর্ম্ম সমাদায় স্থিতঃ সিংহ ইবাপরঃ ॥ ২৫ ॥
সেবকাস্তস্য যে সর্ব্বে তেঽপি বাণান্ পৃথক্ পৃথক্।
অমুঞ্চন্ কুপিতাঃ কামং সিংহোপরি রুষান্বিতাঃ ॥ ২৬ ॥
হাহাকারো মহানাসীৎ সম্প্রহারশ্চ দারুণঃ।
উৎপপাত ততঃ সিংহো নৃপস্যোপরি দারুণঃ ॥ ২৭ ॥
তং পতন্তং সমালোক্য খড়্গেনাভিহনন্নৃপঃ।
সোঽপি ক্রূরৈর্নখাগ্রৈশ্চ তত্রাগত্য বিদারিতঃ ॥ ২৮ ॥
স নখৈরাহতো রাজা পপাত চ মমার বৈ।
চুক্রুশুঃ সৈনিকাস্তত্র নির্জ্জগ্মুর্ব্বিশিখৈস্তদা ॥ ২৯ ॥

কম্বূনিতি। কম্বুঃ শঙ্খে স্ত্রিয়াং পুংসি শম্বূকে বলয়ে গজে ইতি মেদিনীকোষাদ্গজানিত্যর্থঃ ॥ ২১—২৭ ॥
সোঽপি রাজাপি। তত্রাগত্য সিংহেনেতি শেষঃ ॥ ২৮—২৯ ॥

সেই ঘোরতর নিদারুণ বনে মৃগয়া-ক্রীড়া করিতেছেন এমন সময়ে এক সিংহ অতি কুপিত হইয়া নিকুঞ্জ স্থান হইতে উল্লম্ফন প্রদান পূর্ব্বক রাজার অগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃগরাজ প্রথমেই রাজার শরদ্বারা বিদ্ধ হইয়াছিল; এক্ষণে রাজাকে সম্মুখে দর্শন করিয়া মেঘগম্ভীর রবে ধ্বনি করিয়া উঠিল ॥২২—২৩॥ সে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া স্বীয় সুদীর্ঘ লাঙ্গুল উৎক্ষিপ্ত এবং বৃহৎ কেশর জাল প্রসারিত করিয়া নৃপতিকে হনন করিবার নিমিত্ত লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক আকাশমার্গে উত্থিত হইল; তদ্দর্শনে রাজা তৎক্ষণাৎ বাম করে চর্ম্ম ও দক্ষিণ করে অসি ধারণ পূর্ব্বক অপর সিংহের ন্যায় অবস্থিত রহিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥ রাজার অনুচরগণ, সকলেই কুপিত হইয়া রোষভরে সিংহের উপর পৃথক্ পৃথক্ শরনিক্ষেপ করিতে লাগিল ॥ ২৬ ॥ তখন তথায় মহা হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল এবং সিংহের উপর নিদারুণ প্রহার হইতে লাগিল। কিন্তু, সেই দারুণ সিংহ সেই সময়ে রাজার উপর আসিয়া নিপতিত হইল ॥ ২৭ ॥ নরপতি, তাহাকে নিজের উপর নিপতিত হইতে নিরীক্ষণ করিয়া অসিদ্বারা

মৃতঃ সিংহোঽপি তত্রৈব ভূপতিশ্চ তথা মৃতঃ।
সৈনিকৈর্ম্মন্ত্রিমুখ্যাশ্চ তত্রাগত্য নিবেদিতাঃ ॥ ৩০ ॥
পরলোকগতং ভূপং শ্রুত্বা তে মন্ত্রিসত্তমাঃ।
সংস্কারং কারয়ামাসুর্গত্বা তত্র বনান্তিকে ॥ ৩১ ॥
পরলোকক্রিয়াং সর্ব্বাং বশিষ্ঠো বিধিপূর্ব্বকম্।
কারয়ামাস তত্রৈবং পরলোকসুখাবহাম্ ॥ ৩২ ॥
প্রজাঃ প্রকৃতয়শ্চৈব বশিষ্ঠশ্চ মহামুনিঃ।
সুদর্শনং নৃপং কর্ত্তুং মন্ত্রং চক্রুঃ পরস্পরম্ ॥ ৩৩ ॥
ধর্ম্মপত্নীসুতঃ শান্তঃ সুরূপশ্চ সুলক্ষণঃ।
অয়ং নৃপাসনার্হশ্চ হ্যব্রুবন্মন্ত্রিসত্তমাঃ ॥ ৩৪ ॥
বশিষ্ঠোঽপি তথৈবাহ যোগ্যোঽয়ং নৃপতেঃ সুতঃ।
বালোঽপি ধর্ম্মবান্ রাজা নৃপাসনমিহার্হতি ॥ ৩৫ ॥
কৃতে মন্ত্রে মন্ত্রিবৃদ্ধৈর্যুধাজিন্নাম পার্থিবঃ।
তত্রাজগাম তরসা শ্রুত্বা তূজ্জয়িনীপতিঃ ॥ ৩৬ ॥

(তত্র অযোধ্যায়ামিত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩২ ॥
প্রজা ইতি। সর্ব্বে সুদর্শনং নৃপং কর্ত্তুং মন্ত্রণাং চক্রুঃ। এতেন জ্যেষ্ঠপুত্রস্যৈব রাজাসনার্হত্বং সূচিতম্ ॥ ৩৩—৩৬ ॥

আঘাত করিলেন, কিন্তু সেই সিংহ খরতর নখরাগ্র দ্বারা রাজাকে বিদারিত করিয়া ফেলিল॥২৮॥ রাজা সিংহের নখাঘাতে আহত হইয়া ধরণীতলে পতিত হইয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন সৈন্যগণ আর্ত্তরব করিতে করিতে শরপ্রহার দ্বারা সিংহের প্রাণ বিনাশ করিল ॥ ২৯ ॥ এইরূপে সেই স্থানে নরপতি ও পশুপতি পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলে সৈন্যগণ রাজপুরে আগমনপূর্ব্বক মন্ত্রিগণকে সেই বৃত্তান্ত নিবেদন করিল ॥ ৩০ ॥ মন্ত্রিগণ, রাজার পরলোক-গমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সেই বনস্থলীতে গমনপূর্ব্বক তাঁহার সৎকার করাইলেন ॥৩১॥ মহর্ষি বশিষ্ঠ, পরলোকে মঙ্গলপ্রদ তাঁহার সমস্ত পারলৌকিক কার্য্য সেই স্থানেই বিধিপূর্ব্বক সম্পাদন করাইলেন ॥ ৩২ ॥ প্রজা ও পৌরগণ এবং মহামুনি বশিষ্ঠ ইঁহারা সকলেই সুদর্শনকে রাজা করিবার নিমিত্ত পরস্পর মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ মন্ত্রিপ্রবরগণ কহিলেন যে, সুদর্শন রাজার ধর্ম্মপত্নী-গর্ভজাত পুত্র শান্ত, সুরূপ ও রাজলক্ষণে বিভূষিত; অতএব, এই রাজপুত্রই নৃপাসনের যথার্থ যোগ্যপাত্র। মহর্ষি বশিষ্ঠও বলিলেন, এই রাজপুত্র বালক হইলেও ধার্ম্মিক, অতএব এই বালকই রাজা হইবার ও রাজাসনে উপবেশন করিবার যথার্থ উপযুক্ত ॥ ৩৪—৩৫ ॥

মৃতং জামাতরং শ্রুত্বা লীলাবত্যাঃ পিতা তদা।
তত্রাজগাম ত্বরিতো দৌহিত্রপ্রিয়কাম্যয়া ॥ ৩৭ ॥
বীরসেনস্তথায়াতঃ সুদর্শনহিতেচ্ছয়া।
কলিঙ্গাধিপতিশ্চৈব মনোরমাপিতা নৃপঃ ॥ ৩৮ ॥
উভৌ তৌ সৈন্যসংযুক্তৌ নৃপৌ সাধ্বসসংস্থিতৌ।
চক্রতুর্মন্ত্রিমুখ্যৈস্তৈর্মন্ত্রং রাজ্যস্য কারণাৎ ॥ ৩৯ ॥
যুধাজিত্তু তদাপৃচ্ছজ্জ্যেষ্ঠঃ কঃ সুতয়োর্দ্বয়োঃ।
রাজ্যং প্রাপ্নোতি জ্যেষ্ঠো বৈ ন কনীয়ান্ কদাচন ॥ ৪০ ॥
বীরসেনোঽপি তত্রাহ ধর্ম্মপত্নীসুতঃ কিল।
রাজ্যার্হঃ স যথা রাজন্! শাস্ত্রজ্ঞেভ্যো ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪১ ॥
যুধাজিৎ পুনরাহেদং জ্যেষ্ঠোঽয়ঞ্চ যথা গুণৈঃ।
রাজলক্ষণসংযুক্তো ন তথায়ং সুদর্শনঃ* ॥ ৪২ ॥
বিবাদোঽত্র সুসম্পন্নো নৃপয়োস্তত্র লুব্ধয়োঃ।
কঃ সন্দেহমপাকর্ত্তুং ক্ষমঃ স্যাদতিসঙ্কটে ॥ ৪৩ ॥

শ্রুত্বেতি। স্বদৌহিত্রস্য শত্রুজিতো রাজ্যাপ্রাপ্তিমাকর্ণ্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥)
সাধ্বসসংস্থিতৌ ভয়সংস্থিতৌ ভয়ঙ্করাবিত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

বৃদ্ধ মন্ত্রিগণ এইরূপ মন্ত্রণা করিলে উজ্জয়িনী রাজ্যের অধিপতি যুধাজিৎ নামক রাজা সেই মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়া সত্বর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৬ ॥ তিনি লীলাবতীর পিতা, সুতরাং জামতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া যাহাতে দৌহিত্রের রাজ্যলাভ হয় এই কামনায় তথায় আগমন করিলেন ॥ ৩৭ ॥ অনন্তর, মনোরমার পিতা কলিঙ্গ দেশের অধিপতি রাজা বীরসেন নিজদৌহিত্র সুদর্শনের হিতসাধনার্থ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৮ ॥ সৈন্যসংযুক্ত প্রবল পরাক্রান্ত সেই ভূপতিদ্বয় নিজ নিজ দৌহিত্রের রাজ্যলাভ জন্য প্রধান মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ তখন যুধাজিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন রাজপুত্রদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কে? যে জ্যেষ্ঠ সেই কি কেবল রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, কনিষ্ঠ পুত্র কি কদাচই রাজ্য প্রাপ্ত হয় না? ॥৪০॥ তখন বীরসেন কহিলেন, রাজন্! যে ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত পুত্র, সেই রাজ্য পাইবে, আমি শাস্ত্রবিদ্ জ্ঞানিগণের মুখে ইহা শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৪১ ॥ বীরসেনের বাক্য শ্রবণ করিয়া যুধাজিৎ পুনর্ব্বার কহিলেন, এই রাজপুত্র শত্রুজিৎ যেরূপ রাজলক্ষণসম্পন্ন এবং গুণজ্যেষ্ঠ সুদর্শন তদ্রূপ নহে,

---

* অভিলেষুঃ সুদর্শনং কর্ত্তুং মন্ত্রিবরা নৃপম্। বশিষ্ঠশ্চ মহাতেজা বামদেবস্তথৈবচ।
ইত্যধিকপাঠঃ কেষুচিৎ পুস্তকেষু দৃশ্যতে।

যুধাজিন্মন্ত্রিণঃ প্রাহ যূয়ং স্বার্থপরাঃ কিল।
সুদর্শনং নৃপং কৃত্বা ধনং ভোক্তুং কিলেচ্ছথ ॥ ৪৪ ॥
যুষ্মাকস্তু বিচারোঽয়ং ময়া জ্ঞাতস্তথেঙ্গিতৈঃ।
শত্রুজিৎ সবলস্তস্মাৎ সম্মতো বৈ নৃপাসনে ॥ ৪৫ ॥
ময়ি জীবতি কঃ কুর্য্যাৎ কনীয়াংসং নৃপং কিল।
ত্যক্ত্বা জ্যৈষ্ঠং গুণার্হঞ্চ সেনয়া চ সমন্বিতম্ ॥ ৪৬ ॥
নূনং যুদ্ধং করিষ্যামি তেন খড়্গস্য মেদিনী।
ধারয়া চ দ্বিধা ভূয়াদ্ যুষ্মাকং তত্র কা কথা ॥ ৪৭ ॥
বীরসেনস্তু তচ্ছ্রুত্বা যুধাজিতমভাষত।
বালৌ দ্বৌ সদৃশপ্রজ্ঞৌ কো ভেদোঽত্র বিচক্ষণ! ॥ ৪৮ ॥
এবং বিবদমানৌ তৌ সংস্থিতৌ নৃপতী সদা।
প্রজাশ্চ ঋষয়শ্চৈব বভূবুর্ব্ব্যগ্রমানসাঃ ॥ ৪৯ ॥

জ্যেষ্ঠঃ ক ইতি। যদ্যপি বয়সা জ্যেষ্ঠঃ সুদর্শনস্তথাপি গুণেন জ্যেষ্ঠঃ শত্রুজিদেব ভবতীতি যুধাজিতোঽভিপ্রায়ঃ ॥ ৪০—৪৪ ॥

তস্মাৎ সুদর্শনাৎ সবলো ধর্ম্মপত্নীজন্যত্বাচ্ছত্রুজিদেব নৃপাসনে সম্মতো নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

(জ্যেষ্ঠং রাজলক্ষণাদিবিশেষগুণৈরিতি শেষঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥

সদৃশী তুল্যা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যয়োস্তৌ। ন হি কশ্চিদেতয়োর্জ্ঞানজ্যেষ্ঠোঽস্তীতি ভাবঃ ॥৪৮-৪৯॥

অতএব কিরূপে সে রাজ্যার্হ হইতে পারে ॥ ৪২ ॥ মহারাজ! অনন্তর, সেই রাজ্যলুব্ধ নৃপদ্বয়ের মধ্যে বিলক্ষণ বিবাদ ঘটিয়া উঠিল। এইরূপ অতিশয় সঙ্কটস্থলে সন্দেহ নিরসন করিতে কে সমর্থ হইয়া থাকে? ॥ ৪৩॥ তখন যুধাজিৎ মন্ত্রিগণকে কহিলেন, তোমরা স্বার্থপর, সুদর্শনকে রাজা করিয়া প্রচুর ধনলাভের অভিলাষ করিতেছ ॥ ৪৪ ॥ তোমাদিগের বিচার এইরূপ তাহা আমি ইঙ্গিত দ্বারা জানিতে পারিয়াছি; যাহা হউক বহুগুণের আধার হেতু সুদর্শন অপেক্ষা শত্রুজিৎই প্রবল অধিকারী; অতএব, এই পুত্রই তোমাদিগের রাজাসন প্রাপ্ত হইবার একান্ত উপযুক্ত, অন্য কেহই নহে। আর, আমি বাঁচিয়া থাকিতে কোন্ ব্যক্তি সেনাসমন্বিত ও গুণজ্যেষ্ঠ পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া গুণহীনকে রাজা করিতে পারে ॥ ৪৫—৪৬ ॥ আমি নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিব এবং এই যুদ্ধহেতু আমার খড়্গ ধারায় নিশ্চয়ই পৃথিবী দ্বিধা বিভক্ত হইবে, ইহাতে তোমাদিগের আর কি কথা আছে ॥৪৭॥ বীরসেন ইহা শুনিয়া যুধাজিৎকে কহিলেন, আমিত এই বালকদ্বয়ের বুদ্ধি সমানই দেখিতেছি। আপনি ত বিচক্ষণ ব্যক্তি ইহাঁদের উভয়ে কি প্রভেদ আছে তাহা আপনিই বিবেচনা করিয়া বলুন ॥ ৪৮ ॥

সমাজগ্মুশ্চ সামন্তাঃ সসৈন্যাঃ ক্লেশতৎপরাঃ।
বিগ্রহং চাভিকাঙ্ক্ষন্তঃ পরস্পরমতন্দ্রিতাঃ ॥ ৫০ ॥
নিষাদা হ্যাযযুস্তত্র শৃঙ্গবেরপুরাশ্রয়াঃ।
রাজদ্রব্যমুপাহর্ত্তুং মৃতং শ্রুত্বা মহীপতিম্ ॥ ৫১ ॥
পুত্রৌ চ বালকৌ শ্রুত্বা বিগ্রহঞ্চ পরস্পরম্।
চৌরাস্তত্র সমাজগ্মুর্দ্দেশদেশান্তরাদপি ॥ ৫২ ॥
সংমর্দ্দস্তত্র সঞ্জাতঃ কলহে সমুপস্থিতে।
যুধাজিদ্বীরসেনৌ চ যুদ্ধকামৌ বভূবতুঃ ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে ধ্রুবসন্ধিমৃত্যুবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

অরাজকে জনপদে বহবো দোষা ভবন্তীতি সূচয়ন্নাহ সমাজগ্মুরিতি চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ ॥ ৫০—৫৩ ॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

মহারাজ! সেই নৃপতিদ্বয় এইরূপে বিবাদ করিয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, প্রজাগণ ও ঋষিগণ তদ্দর্শনে চঞ্চলচিত্ত হইলেন ॥ ৪৯ ॥ শত শত সামন্ত রাজগণ পরস্পরের বিবাদ কামনা করিয়া সৈন্যসমভিব্যাহারে বহুক্লেশ স্বীকার করিয়াও তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৫০ ॥ শৃঙ্গবেরপুরবাসী নিষাদ সকল, মহীপতির মৃত্যুবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাজার দ্রব্যসমস্ত লুঠ করিবার নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইল ॥৫১॥ রাজপুত্র দুইটীকে বালক এবং তাহাদের উভয় পক্ষের পরস্পর বিবাদ শ্রবণ করিয়া দেশদেশান্তর হইতে চৌরগণ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল ॥ ৫২ ॥ এইরূপে সেই রাজদ্বয়ের বিবাদ উপস্থিত হইলে সেই রাজ্যমধ্যে ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইল; এদিকে যুধাজিৎ ও বীরসেন যুদ্ধ কামনায় সজ্জিত হইলেন ॥ ৫৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে ভুবনেশ্বরীর বৈভবকথনে
কোশলরাজ ধ্রুবসন্ধির মৃত্যুবর্ণন নামক
চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

সংযুগে চ সতি তত্র ভূপয়ো-
রাহবায় সমুপাত্তশস্ত্রয়োঃ।
ক্রোধলোভবশয়োঃ সমং ততঃ
সম্বভূব তুমুলস্তু বিমর্দ্দঃ ॥ ১ ॥

সংস্থিতঃ স সমরে ধৃতচাপঃ
পার্থিবঃ পৃথুলবাহুযুধাজিৎ।
সংযুতঃ স্ববলবাহনাদিকৈ-
রাহবায় কৃতনিশ্চয়ো নৃপঃ ॥ ২ ॥

বীরসেন ইহ সৈন্যসংযুতঃ
ক্ষাত্রধর্ম্মমনুস্মৃত্য সঙ্গরে।
পুত্রিকাত্মজহিতায় পার্থিবঃ
সংস্থিতঃ সুরপতেঃ সমতেজাঃ ॥ ৩ ॥

স বাণবৃষ্টিং বিসসর্জ্জ পার্থিবো
যুধাজিতং বীক্ষ্য রণে স্থিতঞ্চ।
গিরিং তড়িত্বানিব তোয়বৃষ্টিভিঃ
ক্রোধান্বিতঃ সত্যপরাক্রমোঽসৌ ॥ ৪ ॥

একষষ্টিশ্লোকবর্ষ্যৈর্যুধাজিদ্বীরসেনয়োঃ।
দৌহিত্রার্থং মহাযুদ্ধমভূদিতি তু বর্ণ্যতে॥

তৌ যুধাজিদ্বীরসেনৌ যুদ্ধকামৌ জাতৌ তদুত্তরং সংগ্রামঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ সংযুগে চ সতীতি। আহবায় যুদ্ধার্থং সংগৃহীতশস্ত্রয়োঃ সংগ্রামে সতি বিমর্দ্দঃ সঙ্ঘর্ষো বভূব ॥ ১ ॥ পৃথুলবাহুঃ পুষ্টবাহুশ্চাসৌ যুধাজিচ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। স সমরে সংস্থিতঃ ॥ ২—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! সেই ভূপতিদ্বয়ের সমর উপস্থিত হইলে উভয়েই লোভ ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া অস্ত্র ধারণ করিলেন, তখন সংগ্রামস্থলে ঘোরতর সংঘর্ষ হইয়া উঠিল ॥ ১ ॥ একদিকে দীর্ঘবাহু রাজা যুধাজিৎ ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় সৈন্যাদি সমভি-ব্যাহারে যুদ্ধের নিমিত্ত কৃতনিশ্চয় হইলেন ॥ ২ ॥ অপর দিকে সুরপতিতুল্য তেজঃসম্পন্ন

তং বীরসেনো বিশিখৈঃ শিলাশিতৈঃ
সমাবৃণোদাশুগমৈরজিহ্মগৈঃ।
চিচ্ছেদ বাণৈশ্চ শিলীমুখানসৌ
তেনৈব মুক্তানতিবেগপাতিনঃ ॥ ৫ ॥
গজরথতুরগাণাং সম্বভূবাতিযুদ্ধং
সুরনরমুনিসংঘৈর্বীক্ষিতং চাতিঘোরম্।
বিততবিহগবৃন্দৈরাবৃতং ব্যোম সদ্যঃ
পিশিতমশিতুকামৈঃ কাকগৃধ্রাদিভিশ্চ ॥ ৬।
তত্রাদ্ভুতক্ষতজসিন্ধুরুবাহ ঘোরা
বৃন্দেভ্য* এব গজবীরতুরঙ্গমানাম্।
ত্রাসাবহা নয়নমার্গগতা নরাণাং
পাপাত্মনাং রবিজমার্গভবেব কামম্ ॥ ৭ ॥

তং যুধাজিতং তেনৈব যুধাজিতৈব। অসৌ বীরসেনঃ ॥ ৫ ॥
পিশিতং মাংসম্। বিহগবৃন্দৈঃ পক্ষিবৃন্দৈঃ ॥ ৬ ॥
ক্ষতজং রক্তং তস্য সিন্ধুর্নদী উবাহ নির্গতা গজবীরতুরঙ্গমানাং বৃন্দেভ্যঃ সমুদায়েভ্যঃ। কীদৃশী। রবিজঃ সূর্য্যজো যমস্তস্য লোকস্য মার্গে ভবা যা বৈতরণী নদী সা পাপাত্মনাং পাপিনাং যথা নয়নমার্গগতা ত্রাসাবহা তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

রাজা বীরসেনও নিজ দৌহিত্রের হিতের নিমিত্ত ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের অনুসরণ পূর্ব্বক সেই যুদ্ধস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৩ ॥ তখন, সেই সত্যপরাক্রম রাজা বীরসেন যুধাজিৎকে যুদ্ধস্থলে দর্শন করিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন এবং বারিধর যেমন গিরির উপর বারিবর্ষণ করে সেইরূপে তাঁহার উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥ বীরসেন শিলাশাণিত সুতীক্ষ্ণ বেগগামী শরনিকর দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিলে যুধাজিৎও সত্বর অতিবেগে শিলামুখ সমূহ দ্বারা তাঁহার সেই শর সকল ছেদন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫ ॥ মহারাজ! সেই সময় অশ্বারোহী গজারোহী ও রথারূঢ় যোধগণের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল, তখন সুরগণ, নরগণ ও মুনিগণ বিস্মিত হইয়া সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন। অবিলম্বেই কাক গৃধ্রাদি বিহঙ্গগণ ছিন্ন সৈন্যগণের মাংস ভক্ষণে অভিলাষী হইয়া আকাশমার্গে সমুড্ডীন হইল ॥ ৬ ॥ সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধস্থলে গজ, বাজী ও বীরগণের দেহভূধর হইতে অদ্ভুতাকার শোণিতনদী সমুৎপন্ন হইয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। যেমন শমনমার্গে প্রবাহিতা বৈতরণী পাপাত্মাগণের ভয়াবহ হয়, সেইরূপ এই নদীও সমস্ত নরগণের দৃষ্টিপথে উদিত হইয়া

---

* দেহেভ্যঃ। ইত্যপি পাঠঃ।

কীর্ণানি ভিন্নপুলিনে নরমস্তকানি
কেশাবৃতানি চ বিভান্তি যথৈব সিন্ধৌ।
তুম্বীফলানি বিহিতানি বিহর্ত্তুকামৈ-
র্বালৈর্যথা রবিসুতাপ্রভবৈশ্চ নূনম্ ॥ ৮ ॥
বীরং মৃতং ভুবি গতং পতিতং রথাদ্বৈ
গৃধ্রঃ পলার্থমুপরি ভ্রমতীতি মন্যে।
জীবোঽপ্যসৌ নিজশরীরমবেক্ষ্য কান্তং
কাঙ্ক্ষত্যহোঽতিবিবশোঽপি পুনঃ প্রবেষ্টুম্ ॥ ৯ ॥
আজৌ হতোঽপি নৃবরঃ সুবিমানরূঢ়ঃ
স্বাঙ্কে স্থিতাং সুরবধূং প্রবদত্যভীষ্টম্।
পশ্যাধুনা মম শরীরমিদং পৃথিব্যাং
বাণাহতং নিপতিতং করভোরু! কান্তম্ ॥ ১০ ॥
একো হতস্তু রিপুণৈব গতোঽন্তরীক্ষং
দেবাঙ্গনাং সমধিগম্য যুতো বিমানে।
তাবৎপ্রিয়া হুতবহে সুসমর্প্য দেহং
জগ্রাহ কান্তমবলা সবলা স্বকীয়া ॥ ১১ ॥

কীর্ণানীতি। ভিন্নং নাশিতং প্রবাহবেগেন পুলিনং তটং যেন তস্মিন্ প্রবাহে রক্তময়ে কেশাবৃতানি নরমস্তকানি যোধমস্তকানি কীর্ণানি বিক্ষিপ্তানি কথং বিভান্তি যথা রবিসুতা যমুনা তত্তীরপ্রভবৈর্ব্বিহর্ত্তুকামৈর্ব্বালৈস্তুম্বীফলানি সিন্ধৌ যমুনায়াং বিহিতানি স্থাপিতানি তথৈব তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

বীরমিতি মৃতং বীরং দৃষ্ট্বা তস্যোপরি গৃধ্রো ভ্রমতি যত্তদহমসৌ জীবো নিজশরীরং কান্তং রণে পতিতং পুনঃ প্রবেষ্টুং কাঙ্ক্ষতীচ্ছতীতি মন্যে ॥ ৯ ॥

ত্রাসাবহ হইয়া উঠিল ॥ ৭ ॥ ঐ নদী বেগে প্রবাহিত হইলে তাহার পুলিনদেশে কেশাবৃত নরমুণ্ড সকল নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাতে বোধ হইল যেন যমুনার তীরজাত বালক সকল ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত তুম্বীফল সকল রাখিয়া দিয়াছে ॥ ৮ ॥ কোন বীর প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতলে পতিত হইলে, কোনও গৃধ্র তাহার মাংস ভক্ষণের নিমিত্ত আকাশমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল, তাহাতে বোধ হইল যেন সেই জীব, আপনার মনোহর কলেবর দর্শন করিয়া অত্যন্ত অনারত্ত হইলেও তাহাতে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিবার নিমিত্ত কামনা করিতেছে ॥ ৯ ॥ কোনও বীরবর যুদ্ধে নিহত হইবামাত্র দিব্যবিমানে আরোহণ করিয়া উৎসঙ্গস্থিতা দেবাঙ্গনাকে আপনার অভীষ্ট প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন যে, হে করভোরু! আমার কেমন মনোহর শরীর শরাহত হইয়া এখন অবনিতলে নিপতিত রহিয়াছে তাহা

যুদ্ধে মৃতৌ চ সুভটৌ দিবি সঙ্গতৌ তা-
বন্যোন্যশস্ত্রনিহতৌ সহ সম্প্রয়াতৌ।
তত্রৈব জঘ্নতুরলং পরমাহিতাস্ত্রা-
বেকাপ্সরোঽর্থবিহতৌ কলহাকুলৌ চ ॥ ১২ ॥
কশ্চিদ্যুবা সমধিগম্য সুরাঙ্গনাং বৈ
রূপাধিকাং গুণবতীং কিল ভক্তিযুক্তঃ।
স্বীয়ান্ গুণান্ প্রবিততান্ প্রবদংস্তদাসৌ
তাং প্রেমদামনুচকার চ যোগযুক্তঃ ॥ ১৩ ॥
ভৌমং রজোঽতিবিততং দিবি সংস্থিতঞ্চ
রাত্রিং চকার তরণিঞ্চ সমাবৃণোদ্যৎ।
মগ্নং তদেব রুধিরাম্বুনিধাবকস্মাৎ
প্রাদুর্ব্বভূব রবিরপ্যতিকান্তিযুক্তঃ ॥ ১৪ ॥

তস্মিন্কারাতীর্থে মৃতানাং স্বর্গতানাং বৃত্তমাহ আজাবিতি। আজৌ যুদ্ধে। সুর স্বর্ব্বেশ্যাম্ ॥ ১০ ॥

তদ্বদেবান্যস্য বৃত্তমাহ একো হত ইতি। দেবাঙ্গনাং স্বর্ব্বেশ্যাং সমধিগম্য প্রাপ্য যুতো বিমানে যাবত্তিষ্ঠতি তাবদেব তস্য মৃতদেহস্য প্রিয়া স্ত্রী হুতবহেঽগ্নৌ সতী ভূত্বা সমর্প্য পত্যা সহ স্বদেহং দগ্ধ্বা দিব্যদেহা ভূত্বা সবলা স্বকীয়া তস্যৈব স্ত্রী কান্তং স্বপ জগ্রাহেত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

তস্মিন্ যুদ্ধে মৃতানামন্যমপি চমৎকারমাহ যুদ্ধে মৃতাবিতি। অত্র যৌ ভটৌ পরস্পরং যুদ্ধং কৃত্বা দিবং গতৌ তৌ তত্রাপ্যেকা যাপ্সরাঃ সমানপুণ্যসাধ্যা তদর্থং তত্রাপি কলহাকুলৌ ভূত্বা সঞ্জঘ্নতুরিতি চমৎকারঃ ॥ ১২ ॥

কশ্চিদিতি। কশ্চিদ্যুবা যুদ্ধে মৃতঃ স্বাপেক্ষযাধিকগুণবতীং প্রাপ্য সা ময়ি গুণাভাবাদ্বিরজ্যেতেতি ভিয়া যথা সা স্বস্মিন্ প্রেমদানুকূলগুণদর্শনেন ভবিষ্যতি তথা স্বীয়ান্ গুণান্ প্রবদন্ সন্ তাং প্রেমদামুদ্দিশ্যানুচকার তদ্গুণানুরূপমেবানুকরণং কৃতবানিত্যর্থঃ। যোগযুক্তঃ প্রেমযুক্তঃ ॥ ১৩ ॥

অবলোকন কর ॥ ১০ ॥ এক বীর রণস্থলে অরিকর্ত্তৃক নিহত হইয়া বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক দেবাঙ্গনা প্রাপ্ত হইয়া তাহার সহিত যখন বিমানে বসিয়া রহিয়াছে, সেই সময়ে তাহার পূর্ব্বপ্রেয়সী প্রজ্বলিত অনলমধ্যে শরীর সমর্পণ পূর্ব্বক পতিদেহের সহিত স্বীয় শরীর দগ্ধ করিয়া দিব্যদেহ ধারণ পূর্ব্বক সেই স্বকীয়া নায়িকা পুণ্যবলান্বিতা যুবতী নিজ কান্তকে তাহার নিকট হইতে আকর্ষণ করিয়া লইল ॥ ১১ ॥ দুই বীর পরস্পরের অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়া এক সময়েই স্বর্গে গমন করিল, পরে একমাত্র অপ্সরার নিমিত্ত পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হইয়া অন্তরীক্ষেই অস্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১২ ॥ কোন যুবাপুরুষ আপন অপেক্ষা রূপগুণবতী সুরাঙ্গনা লাভ করিয়া, তাহার

কশ্চিদ্‌গতস্তু গগনং কিল দেবকন্যাং
সম্প্রাপ্য চারুবদনাং কিল ভক্তিযুক্তাম্।
নাঙ্গীচকার চতুরো ব্রতনাশভীতো
যাস্যত্যয়ং মম বৃথা হ্যনুকূলশব্দঃ ॥ ১৫ ॥

সংগ্রামে সংবৃতে তত্র যুধাজিৎ পৃথিবীপতিঃ।
জঘান বীরসেনং তং বাণৈস্তীব্রৈঃ সুদারুণৈঃ ॥ ১৬ ॥
নিহতঃ স পপাতোর্ব্ব্যাং ছিন্নমূর্দ্ধা মহীপতিঃ।
প্রভগ্নং তদ্‌বলং সর্ব্বং নির্গতঞ্চ চতুর্দ্দিশম্ ॥ ১৭ ॥
মনোরমা হতং শ্রুত্বা পিতরং রণমূর্দ্ধনি।
ভয়ত্রস্তাথ সঞ্জাতা পিতুর্ব্বৈরমনুস্মরন্ ॥ ১৮ ॥
হনিষ্যতি যুধাজিদ্‌বৈ পুত্রং মম দুরাশয়ঃ।
রাজ্যলোভেন পাপাত্মা সেতিচিন্তাপরাভবৎ ॥ ১৯ ॥

ভৌমং রজ ইতি। যদ্‌যুদ্ধসময়ে সেনয়োঃ সংমর্দ্দাদুত্থিতং ভৌমং রজো দিবি গতং তরণিং সূর্য্যং সমাবৃণোদ্‌যচ্চ দিবসেঽপি রাত্রিং চকার তদ্রজো যুদ্ধমধ্যেঽকস্মাদনায়াসেন রুধিরাম্বুনিধৌ রক্তসমুদ্রে মগ্নং যদাভবত্তদাতিকান্তিযুক্তো রবিরপি সহসা প্রাদুর্ব্বভূবেত্যাশ্চর্য্যমেবং মহাভয়ঙ্করং যুদ্ধমভূদিতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ১৪ ॥

প্রতি প্রেমভক্তিসমন্বিত হইল এবং যাহাতে সেই সুন্দরী আপনার প্রতি আসক্ত হয় সেইরূপে আপনার গুণ বর্ণন পূর্ব্বক, প্রণয়সহকারে সেই প্রণয়িনীর গুণের অনুকরণ করিতে লাগিল ॥ ১৩ ॥ সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধস্থলে ভূমিতলস্থ রজোরাশি সৈন্যগণের বিমর্দ্দহেতু বিস্তৃত হইয়া অন্তরীক্ষে উত্থান ও অবস্থান পূর্ব্বক দিবাকরকে আচ্ছাদিত করিয়া দিবাভাগকে রাত্রি করিয়া তুলিল, কিয়ৎক্ষণ পরে সেই রজোরাশি শোণিতসমুদ্রে নিমগ্ন হইলে অকস্মাৎ সূর্য্যদেব অতিশয় কান্তিযুক্ত হইয়া প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥১৪॥ কোনও ব্রহ্মচারী রণস্থলে নিহত হইয়া গগনে গমন করিলেন, তৎক্ষণাৎ একটী চারুনয়না দেবকন্যা ভক্তিযুক্ত চিত্তে তাঁহাকে বরণ করিতে বাঞ্ছা করিলে, সেই চতুর ব্যক্তি 'আপনার ব্রহ্মচারীরূপ প্রিয়শব্দ বিফল হইবে' এই ভাবিয়া ব্রতভঙ্গ-ভয়ে তাহাকে অঙ্গীকার করিলেন না ॥ ১৫ ॥

মহারাজ! সেই সংগ্রাম অতিশয় ঘোরতররূপে আরম্ভ হইলে পৃথিবীপতি যুধাজিৎ সুদারুণ সুতীক্ষ্ণ শরদ্বারা বীরসেনকে আঘাত করিলেন, মহীপতি বীরসেন তদ্দ্বারা ছিন্নমস্তক হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন, তখন তাঁহার সমস্ত সৈন্যগণ রণে ভঙ্গ দিয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল ॥১৬—১৭॥ মনোরমা রণস্থলে পিতার মরণবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভয়ে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন যে, দুষ্টাশয় পাপাত্মা যুধাজিৎ রাজ্যলোভ বশতঃ এবং আমার পিতার শত্রুতা স্মরণ করিয়া নিশ্চয়ই পুত্রকে নিহত করিবে ॥১৮-১৯॥

কিংকরোমি ক গচ্ছামি পিতা মে নিহতো রণে।
ভর্ত্তা চাপি মৃতোঽদ্যৈব পুত্রোঽয়ং মম বালকঃ॥ ২০ ॥
লোভোঽতীব চ পাপিষ্ঠস্তেন কো ন বশীকৃতঃ।
কিং ন কুর্য্যাত্তদাবিষ্টঃ পাপং পার্থিবসত্তমঃ॥ ২১ ॥
পিতরং মাতরং ভ্রাতৄন্ গুরূন্ স্বজনবান্ধবান্।
হন্তি লোভসমাবিষ্টো জনো নাত্র বিচারণা॥ ২২ ॥
অভক্ষ্যভক্ষণং লোভাদগম্যাগমনং তথা।
করোতি কিল তৃষ্ণার্ত্তো ধর্ম্মত্যাগং তথা পুনঃ॥ ২৩ ॥
ন সহায়োঽস্তি মে কশ্চিন্নগরেঽত্র মহাবলঃ।
যদাধারে স্থিতা চাহং পালয়ামি সুতং শুভম্॥ ২৪ ॥
হতে পুত্রে নৃপেণাদ্য কিং করিষ্যাম্যহং পুনঃ।
ন মে ত্রাতাস্তি ভুবনে যেনাহং সুস্থিতা হ্যহম্॥ ২৫ ॥
সাপি বৈরযুতা কামং সপত্নী সর্ব্বদা ভবেৎ।
লীলাবতী ন মে পুত্রে ভবিষ্যতি দয়াবতী॥ ২৬ ॥
যুধাজিতি সমায়াতে ন মে নিঃসরণং ভবেৎ।
জ্ঞাত্বা বালং সুতং সোঽদ্য কারাগারং নয়িষ্যতি॥ ২৭ ॥

কশ্চিদিতি। অনুকূলঃ শব্দঃ অয়ং ব্রহ্মচারীত্যনুকুলশব্দো যোগ্যঃ শব্দো বৃথা স্যাদিতি ভিয়েত্যর্থঃ॥ ১৫—২৩ ॥
পালয়ামি পালয়িষ্যামি॥ ২৪—২৭ ॥

এক্ষণে পিতা ত রণস্থলে নিহত হইলেন, বিপিনবাসী দুর্দ্দান্তসিংহ স্বামীকে বিনাশ করিল, আমার এই পুত্রও নিতান্ত বালক, এখন আমি কি করি, কোথাই বা গমন করি॥ ২০॥ লোভ, অতিশয় পাপকর, তদ্দ্বারা কোন্ ব্যক্তি বশীভূত না হয়; যে রাজা, ভূপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ধর্ম্মিষ্ঠ, লোভের বশীভূত হইলে সেও সমস্ত পাপ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে॥ ২১॥ লোভাকৃষ্ট ব্যক্তি পিতা, মাতা, গুরু ও বন্ধু বান্ধবদিগকে হনন করিয়া থাকে তাহাতে আর সন্দেহ নাই॥ ২২॥ বিষয়-তৃষ্ণাতুর ব্যক্তি লোভহেতুই অগম্যাগমন, লোভ হেতুই অভক্ষ্য ভক্ষণ এবং লোভহেতুই ধর্ম্ম পরিবর্জ্জন করিয়া থাকে॥ ২৩॥ এই নগরমধ্যে এমত প্রবল সহায় কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না, যাহাকে অবলম্বন করিয়া এই নগরীমধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক এই প্রিয়সন্তানকে পালন করিতে পারি॥ ২৪॥ রাজা যুধাজিৎ যদি এই পুত্রকে বিনাশ করে তবে আমি কি করিতে পারিব, এই ভুবনমধ্যে আমার এমত ত্রাণকর্ত্তা কেহই নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া আমি সুস্থির হইতে

শ্রূয়তে হি পুরেন্দ্রেণ মাতুর্গর্ভগতঃ শিশুঃ।
কৃন্তিতঃ সপ্তধা পশ্চাৎ কৃতান্তে সপ্তসপ্তধা ॥ ২৮ ॥
প্রবিশ্য চোদরং মাতুঃ করে কৃত্বাল্পকং পবিম্।
একোনপঞ্চাশদপি তেঽভবন্মরুতো দিবি ॥ ২৯ ॥
সপত্ন্যৈ গরলং দত্তং সপত্ন্যা নৃপভার্য্যয়া।
গর্ভনাশার্থমুদ্দিশ্য পুরৈতদ্বৈ ময়া শ্রুতম্ ॥ ৩০ ॥
জাতস্তু বালকঃ পশ্চাদ্দেহে বিষযুতঃ কিল।
তেনাসৌ সগরো নাম বিখ্যাতো ভুবি মণ্ডলে ॥ ৩১ ॥
জীবমানোঽথ ভর্ত্তা বৈ কৈকেয্যা নৃপভার্য্যয়া।
রামঃ প্রব্রাজিতো জ্যেষ্ঠো মৃতো দশরথো নৃপঃ ॥ ৩২ ॥
মন্ত্রিণস্ত্ববশাঃ কামং যে মে পুত্রং সুদর্শনন্।
রাজানং কর্ত্তুকামা বৈ যুধাজিদ্বশগাশ্চ তে ॥ ৩৩ ॥
ন মে ভ্রাতা তথা শূরো যো মে বন্ধাৎ প্রমোচয়েৎ।
মহৎ কষ্টঞ্চ সম্প্রাপ্তং ময়া বৈ দৈবযোগতঃ ॥ ৩৪ ॥

এবমনর্থাঃ পূর্ব্বং বহবো জাতা ইত্যাহ শ্রূয়তে হীতি ॥ ২৮ ॥
অল্পকমল্পং পবিং বজ্রম্ ॥ ২৯ ॥
কথান্তরমাহ সপত্ন্যা ইতি। গর্ভনাশার্থং গর্ভনাশরূপমর্থমুদ্দিশ্যেত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩২ ॥

পারি ॥ ২৫ ॥ আর সেই সপত্নী লীলাবতীও সততই শত্রুতা সাধন করিবে, সে কখনই আমার পুত্রের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবে না ॥ ২৬ ॥ যুধাজিৎ এইস্থানে আগমন করিলে আমি আর নগর হইতে বাহির হইতে পারিব না, সে অদ্যই আমার পুত্রকে বালক বুঝিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিবে ॥ ২৭ ॥ আমি শুনিয়াছি যে, পুরাকালে দেবরাজ ইন্দ্র একটী ক্ষুদ্র বজ্র করে গ্রহণ করিয়া উদরে প্রবেশ পূর্ব্বক বিমাতার গর্ভস্থিত শিশু পুত্রকে প্রথমে সপ্তভাগে ছিন্ন করিয়া পরে, সেই সপ্ত ভাগের প্রত্যেক ভাগকে পুনর্ব্বার সপ্ত সপ্ত ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন তাহাতেই ত্রিদিব মধ্যে ঊনপঞ্চাশৎ মরুদ্গণ উৎপন্ন হইয়াছিল ॥ ২৮—২৯ ॥ আরও শুনিয়াছি যে, পুরাকালে এক রাজপত্নী, সপত্নীর গর্ভবিনাশের নিমিত্ত গরল প্রদান করিয়াছিল। সেই গর্ভস্থ শিশুসন্তান বিষযুক্ত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, সেই হেতু সেই বালক পৃথিবীমধ্যে সগর নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ৩০—৩১ ॥ ভর্ত্তা বাঁচিয়াছিলেন তথাপি রাজভার্য্যা কৈকেয়ী, রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে কাননে নির্ব্বাসিত করিলেন, রাজা দশরথও সেই কারণেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেন ॥ ৩২ ॥ মন্ত্রিগণ এখন স্বাধীন নহেন, পূর্ব্বে তাঁহারা আমার সুদর্শনকে রাজা করিতে চাহিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু

উদ্যমঃ সর্ব্বথা কার্য্যঃ সিদ্ধির্দ্দৈবাদ্ধি জায়তে।
উপায়ং পুত্ররক্ষার্থং করোম্যদ্য ত্বরান্বিতা ॥ ৩৫ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য সা বালা বিদল্লং চাতিমানিনম্।
নিপুণং সর্ব্বকার্য্যেষু চিন্ত্যং মন্ত্রিবরোত্তমম্ ॥ ৩৬ ॥
সমাহূয় তমেকান্তে প্রোবাচ বহুদুঃখিতা।
গৃহীত্বা বালকং হস্তে রুদতী দীনমানসা ॥ ৩৭ ॥
পিতা মে নিহতঃ সংখ্যে পুত্রোঽয়ং বালকস্তথা।
যুধাজিদ্‌বলবান্ রাজা কিং বিধেয়ং বদস্ব মে ॥ ৩৮ ॥
তামুবাচ বিদল্লোঽসৌ নাত্র স্থাতব্যমেব চ।
গমিষ্যামো বনে কামং বারাণস্যাঃ পুনঃ কিল ॥ ৩৯ ॥
তত্র মে মাতুলঃ শ্রীমান্ বর্ত্ততে বলবত্তরঃ।
সুবাহুরিতি বিখ্যাতো রক্ষিতা স ভবিষ্যতি ॥ ৪০ ॥
যুধাজিদ্দর্শনোৎকণ্ঠমনসা নগরাদ্‌বহিঃ।
নির্গত্য রথমারুহ্য গন্তব্যং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪১ ॥

অবশাঃ ন স্বাধীনাঃ ॥ ৩৩—৩৮ ॥
বারাণস্যা বনে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

এখন তাঁহারা যুধাজিতের বশবর্ত্তী হইয়াছেন ॥ ৩৩ ॥ আমার এমত শৌর্য্যশালী ভ্রাতা কেহই নাই যে আমাকে বন্ধন হইতে মোচন করিতে সমর্থ হইবে, অতএব দেখিতেছি যে, এখন আমি দৈবযোগে মহৎ সঙ্কটেই পতিত হইলাম ॥ ৩৪ ॥ কার্য্যসিদ্ধি, দৈবের অধীন হইলেও উদ্যোগ করা মনুষ্যগণের একান্ত কর্ত্তব্য, যেহেতু কার্য্যের উদ্যোগ না করিলে দৈবও প্রসুপ্ত থাকেন। অতএব আমি সত্বরই পুত্ররক্ষার নিমিত্ত উপায় স্থির করিতেছি ॥ ৩৫ ॥

মহারাজ! সেই বালা মনোরমা এইরূপে চিন্তা করিয়া সমস্ত-কার্য্যকুশল ও মতিমান্ বিদল্ল নামক মন্ত্রিবরকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে দীন মানসে বালকের হস্তধারণ পূর্ব্বক কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিলেন, মন্ত্রিবর! আমার পিতা রণস্থলে নিহত হইয়াছেন, এই পুত্র অত্যন্ত বালক, আর যুধাজিৎ একজন বলবান্ রাজা, এই সকল বিবেচনা করিয়া এক্ষণে আমার কি কর্ত্তব্য তাহা আপনি বলুন ॥ ৩৬—৩৮ ॥ তখন মন্ত্রিবর বিদল্ল সেই রাজপত্নী মনোরমাকে কহিলেন, এখানে অবস্থিতি করা কদাচই কর্ত্তব্য নহে, আমরা শীঘ্রই বারাণসীর বনমধ্যে গমন করিব। তথায় সুবাহু নামে বিখ্যাত আমার একজন মাতুল আছেন তিনি সমৃদ্ধিসম্পন্ন এবং সৈন্যবলে বলীয়ান্ তিনিই আমাদিগের

ইত্যুক্ত্বা তেন সা রাজ্ঞী গত্বা লীলাবতীং প্রতি।
উবাচ পিতরং দ্রষ্টুং গচ্ছাম্যদ্য সুলোচনে! ॥ ৪২ ॥
ইত্যুক্ত্বা রথমারুহ্য সৈরন্ধ্রীসংযুতা তদা।
বিদল্লেন চ সংযুক্তা নিঃসৃতা নগরাদ্বহিঃ ॥ ৪৩ ॥
ত্রস্তা হার্ত্তাতিকৃপণা পিতুঃ শোকসমাকুলা।
দৃষ্ট্বা যুধাজিতং ভূপং পিতরং গতজীবিতম্ ॥ ৪৪ ॥
সংস্কার্য্য চ ত্বরাযুক্তা বেপমানা ভয়াকুলা।
দিনদ্বয়েন সম্প্রাপ্তা রাজ্ঞী ভাগীরথীতটম্ ॥ ৪৫ ॥
নিষাদৈর্লুণ্ঠিতা তত্র গৃহীতং সকলং বসু।
রথঞ্চাপি গৃহীত্বা তে নির্গতা দস্যবঃ শঠাঃ ॥ ৪৬ ॥
রুদতী সুতমাদায় চারুবস্ত্রা মনোরমা।
নির্যযৌ জাহ্নবীতীরে সৈরন্ধ্রীকরলম্বিতা ॥ ৪৭ ॥
আরুহ্য চ ভয়াচ্ছীঘ্রমুড়ুপং সা ভয়াকুলা।
তীর্ত্বা ভাগীরথীং পুণ্যাং যযৌ ত্রিকূটপর্ব্বতম্ ॥ ৪৮ ॥

নগরান্নির্গমনোপায়মাহ যুধাজিদ্দর্শনোৎকণ্ঠেতি। যুধাজিদ্রাজস্য দর্শনোৎকণ্ঠচেতসা ময়া দর্শনার্থং রাজ্ঞো গম্যত ইত্যভিপ্রায়ং বহির্দ্দর্শয়িত্বেত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥
পিতরং যুধাজিতম্ ॥ ৪২—৪৩ ॥
পিতরং গতজীবিতমিতি। বীরসেনঞ্চ পিতরং সংস্কার্য্যেত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৭ ॥

রক্ষক হইবেন ॥ ৩৯—৪০ ॥ আমি যেন যুধাজিৎ রাজার দর্শনের নিমিত্তই উৎকণ্ঠিত চিত্তে গমন করিতেছি এইরূপ ছল করিয়া নগরের বহির্দ্দেশে নির্গত হইয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিব সন্দেহ নাই ॥ ৪১ ॥ বিদল্লের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজমহিষী মনোরমা লীলাবতীর নিকট গমন করিয়া কহিলেন, সুলোচনে! অদ্য আমি পিতা যুধাজিতকে দেখিবার নিমিত্ত গমন করিব। এই বলিয়া পুত্র ও পরিচারিকা সমভিব্যাহারে রথে আরোহণ পূর্ব্বক বিদল্লের সহিত মিলিত হইয়া নগরের বহির্দ্দেশে নির্গত হইলেন ॥ ৪২—৪৩ ॥ পিতৃশোকে সমাকুলা, ভয়সন্ত্রস্তা, কাতরা ও দীনা মনোরমা যুধাজিতের দর্শন পূর্ব্বক পিতা বীরসেনের অগ্নিসংস্কারাদি সমাধা করিয়া, ভয়ব্যাকুলচিত্তে কাঁপিতে কাঁপিতে সত্বর গমন পূর্ব্বক দুই দিনের পর ভাগীরথীর তীর প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৪—৪৫ ॥ সেইস্থানে নিষাদগণ তাঁহার সমস্ত ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লইল এবং সেই শঠ দস্যুগণ রথখানি গ্রহণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিল। তখন কেবল মনোরমার পরিধেয় সুচারু বস্ত্রমাত্র অবশিষ্ট রহিল, মনোরমা কাঁদিতে কাঁদিতে পরিচারিণীর কর ধারণ পূর্ব্বক জাহ্নবীর তীর-

ভারদ্বাজাশ্রমং প্রাপ্তা ত্বরয়া চ ভয়াকুলা।
সংবীক্ষ্য তাপসাংস্তত্র সঞ্জাতা নির্ভয়া তদা ॥ ৪৯ ॥
মুনিনা সা ততঃ পৃষ্টা কাসি কস্য পরিগ্রহঃ।
কষ্টেনাত্র কথং প্রাপ্তা সত্যং ব্রূহি শুচিস্মিতে ! ॥ ৫০ ॥
দেবী বা মানুষী বাসি বালপুত্রা বনে কথম্।
রাজ্যভ্রষ্টেব বামোরু ! ভাসি ত্বং কমলেক্ষণে ! ॥ ৫১ ॥
এবং সা মুনিনা পৃষ্টা নোবাচ বরবর্ণিনী।
রুদতী দুঃখসন্তপ্তা বিদল্লঞ্চ সমাদিশৎ ॥ ৫২ ॥
বিদল্লস্তমুবাচেদং ধ্রুবসন্ধির্নৃপোত্তমঃ।
তস্য ভার্য্যা ধর্ম্মপত্নী নাম্না চেয়ং মনোরমা ॥ ৫৩ ॥
সিংহেন নিহতো রাজা সূর্য্যবংশী মহাবলঃ।
পুত্রোঽয়ং নৃপতেস্তস্য নাম্না চৈব সুদর্শনঃ ॥ ৫৪ ॥
অস্যাঃ পিতাতিধর্ম্মাত্মা দৌহিত্রার্থে মৃতো রণে।
যুধাজিদ্ভয়সংত্রস্তা সম্প্রাপ্তা বিজনে বনে ॥ ৫৫ ॥

ত্রিকূটপর্ব্বতং চিত্রকূটম্ ॥ ৪৮—৪৯ ॥
কস্য পরিগ্রহঃ কস্য স্ত্রীত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

দেশে গমন করিয়া উড়ুপে আরোহণ পূর্ব্বক ভয়াকুলিত চিত্তে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া ত্রিকূট পর্ব্বতে গমন করিলেন ॥ ৪৬—৪৮ ॥ সেই ভয়াকুলা দেবী সত্বর গমন করিয়া মহর্ষি ভারদ্বাজের আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন, তথায় তাপসগণকে দর্শন করিয়া তাহার ভয় দূর হইল ॥ ৪৯ ॥ ভারদ্বাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, কমলেক্ষণে! তুমি কে, কাহার পত্নী, এত কষ্ট সহ্য করিয়া এখানে আগমন করিলে কেন? এই সমস্ত বিষয় তুমি সত্য করিয়া বল ॥ ৫০ ॥ শুচিস্মিতে! তুমি দেবী না মানবী, তোমার পুত্রও অতি শিশু, তুমি এই বিজন বনমধ্যে আগমন করিলে কেন? হে বামোরু! তুমি যেন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছ, আমার এইরূপ বোধ হইতেছে ॥৫১॥ মুনিবর এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে বরবর্ণিনী মনোরমা দুঃখসন্তপ্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন স্বয়ং কিছুই বলিতে না পারিয়া বিদল্লকে তদ্বিষয় নিবেদন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন ॥৫২॥ তখন বিদল্ল কহিলেন, ধ্রুবসন্ধি নামে এক নরপতি কোশল রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, ইনি তাঁহারই ধর্ম্মপত্নী, ইহাঁর নাম মনোরমা। সেই সূর্য্যবংশীয় মহাবল রাজা বনস্থলে সিংহকর্ত্তৃক নিহত হন। এই বালক সুদর্শন তাঁহারই পুত্র ॥৫৩—৫৪॥ এই মনোরমার পিতা অতিশয় ধর্ম্মশীল, তিনি দৌহিত্রের নিমিত্ত রণস্থলে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ইনি যুধাজিতের ভয়ে ভীত হইয়া বিজনবনে উপস্থিত হইয়া-

ত্বামেব শরণং প্রাপ্তা বালপুত্রা নৃপাত্মজা।
ত্রাতা ভব মহাভাগ! ত্বমস্যা মুনিসত্তম! ॥ ৫৬ ॥
আর্ত্তস্য রক্ষণে পুণ্যং যজ্ঞাধিকমুদাহৃতম্।
ভয়ত্রস্তস্য দীনস্য বিশেষফলদং স্মৃতম্ ॥ ৫৭ ॥

ঋষিরুবাচ।

নির্ভয়া বস কল্যাণি! পুত্রং পালয় সুব্রতে!।
ন তে ভয়ং বিশালাক্ষি! কর্ত্তব্যং শত্রুসম্ভবম্ ॥ ৫৮ ॥
পালয়স্ব সুতং কান্তং রাজা তেঽয়ং ভবিষ্যতি।
নাত্র দুঃখং তথা শোকঃ কদাচিৎ সম্ভবিষ্যতি ॥ ৫৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তা মুনিনা রাজ্ঞী স্বস্থা সা সম্বভূব হ।
উটজে মুনিনা দত্তে বীতশোকা তদাবসৎ ॥ ৬০ ॥

বিদল্লং স্বমন্ত্রিণং বক্তুং সমাদিশদাজ্ঞাপিতবতী ॥ ৫২—৫৫ ॥

(ত্বামেবেতি। বালপুত্রেতি বিশেষণেন যুধাজিন্ মহান্ শত্রুরস্যাঃ পিতরং নিহত্য বালকমিমং হন্তুমিচ্ছুঃ বালোঽয়ং তৎপ্রতিকর্ত্তুমক্ষমস্তত ইদানীং ভগবতঃ শরণমাগতা মুনিসত্তমত্বমুভয়ো রক্ষণে সমর্থোঽসীতি ভাবো ব্যজ্যতে ॥ ৫৬—৫৮ ॥

মুনিরাশ্বাসয়ন্নাহ পালয়স্বেতি। অয়ং তে পুত্রো রাজা ভবিষ্যতি। অস্যাকৃতিকমনীয়ত্বাদি নৃপতিলক্ষণত্বং দৃষ্ট্বাহং কথয়ামীতি মহর্ষেরভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৯—৬০ ॥)

ছেন ॥ ৫৫ ॥ এই নৃপতনয়ার পুত্র বালক, ইনি এক্ষণে আপনার শরণ লইতেছেন, হে মুনিসত্তম! আপনি ইহাঁকে পরিত্রাণ করুন ॥ ৫৬ ॥ আর্ত্ত ব্যক্তিমাত্রকে রক্ষা করিলে যজ্ঞ অপেক্ষাও অধিকতর পুণ্যলাভ হইয়া থাকে, কিন্তু ভয়ত্রস্ত ও দীন ব্যক্তিকে রক্ষা করিলে যে তাহা হইতেও বিশেষ ফল লাভ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৫৭ ॥

ভারদ্বাজ কহিলেন, চারুলোচনে! তুমি এই আশ্রমে নির্ভয়ে বাস কর, এই স্থানেই থাকিয়া তোমার পুত্রকে প্রতিপালন কর, কল্যাণি! শত্রু হইতে তোমার কোনও ভয়ের আশঙ্কা নাই ॥ ৫৮ ॥ তুমি এই সুন্দর পুত্রটীকে প্রতিপালন কর; তোমার এই পুত্র নিশ্চয়ই রাজা হইবে, আর এই আশ্রমে থাকিলে কথনই তোমার শোক বা দুঃখ হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না ॥ ৫৯ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহামুনি ভারদ্বাজ এইরূপ বলিলে পর রাজপত্নী মনোরমা সুস্থ হইলেন। মুনিবর, তাঁহাদিগকে পর্ণকুটীর প্রদান করিলে শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬০ ॥ এইরূপে সেই মনোরমা মুনিবর ভারদ্বাজের আশ্রমে প্রিয়

সৈরন্ধ্রীসহিতা তত্র বিদল্লেন চ সংযুতা ।
সুদর্শনং পালয়ানা হ্যবসৎ সা মনোরমা ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে যুধাজিদ্বীরসেনয়োর্যুদ্ধবর্ণনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

সৈরন্ধ্রীসহিতা তত্র বিদল্লেন চ সংযুতা ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

দাসীর এবং বিদল্লের সহিত অবস্থিতি করিয়া সুদর্শনকে প্রতিপালন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীমাহাত্ম্যকথনে যুধাজিৎ ও বীর-সেনের যুদ্ধ এবং মনোরমার বনগমন বর্ণননামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

যুধাজিত্ত্বথ সংগ্রামাদ্গত্বাযোধ্যাং মহাবলঃ।
মনোরমাঞ্চ পপ্রচ্ছ সুদর্শনজিঘাংসয়া॥ ১॥
সেবকান্ প্রেষয়ামাস ক্ব গতেতি মুহুর্ব্বদন্।
শুভে দিনেঽথ দৌহিত্রং স্থাপয়ামাস চাসনে॥ ২॥
মন্ত্রিভিশ্চ বশিষ্ঠেন মন্ত্রৈরাথর্ব্বণৈঃ শুভৈঃ।
অভিষিক্তশ্চ সম্পূর্ণৈঃ কলশৈর্জ্জলপূরিতৈঃ॥ ৩॥
ভেরীশঙ্খনিনাদৈশ্চ তূর্য্যাণাং চাথ নিঃস্বনৈঃ।
উৎসবস্তু নগর্য্যাং বৈ সম্বভূব কুরূদ্বহ!॥ ৪॥
বিপ্রাণাং বেদপাঠৈশ্চ বন্দিনাং স্তুতিভিস্তথা।
অযোধ্যা মুদিতেবাসীজ্জয়শব্দৈঃ সুমঙ্গলৈঃ॥ ৫॥
হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণা স্তুতিবাদিত্রনিঃস্বনা।
নবে তস্মিন্মহীপালে পূর্ব্বভৌ নূতনেব সা॥ ৬॥

ষষ্টিশ্লোকৈর্য়ুধাজিত্তু সুদর্শনজিঘাংসয়া।
ভারদ্বাজাশ্রমং প্রাপ্ত ইতি সম্যগিহোচ্যতে॥

ভারদ্বাজাশ্রমে মনোরমায়াং গতায়ামনন্তরং জাতং বৃত্তমাহ যুধাজিত্ত্বথেতি। মনোরমাং চকারাত্তৎপুত্রঞ্চ॥ ১—৫॥

ব্যাস বলিলেন, যুদ্ধ জয়ের পর মহারাজ যুধাজিৎ মহতী সেনা সমভিব্যাহারে সংগ্রাম স্থল হইতে অযোধ্যা নগরীতে গমন করিয়া সুদর্শনকে বিনাশ করিবার অভিলাষে মনোরমা ও সুদর্শন কোথায় রহিয়াছে ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ১॥ তাহারা কোথায় গেল, মুহুর্মুহু এইরূপ বলিয়া তাহাদিগের অন্বেষণের নিমিত্ত সেবকগণকে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর, শুভদিনে নিজ দৌহিত্রকে রাজাসনে স্থাপন করিলেন॥২॥ মন্ত্রিগণ ও মহর্ষি বশিষ্ঠ অভিষেক কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া অথর্ব্ববেদোক্ত মঙ্গলপ্রদ মন্ত্রে সংস্কৃত বারিপূরিত পূর্ণকলস দ্বারা শত্রুজিৎকে অভিষিক্ত করিলেন॥৩॥ কুরুবর! সেই সময় শঙ্খনাদ হইতে লাগিল, চতুর্দ্দিকে ভেরী ও তূর্য্য বাদ্যের ধ্বনি হইতে লাগিল এবং নগরী মধ্যে মহান্ উৎসব হইতে লাগিল॥ ৪॥ ব্রাহ্মণদিগের বেদপাঠ, বন্দিগণের স্তুতিপাঠ এবং মঙ্গল সূচক জয়-শব্দ দ্বারা অযোধ্যাপুরী যেন আহ্লাদে পুলকিত হইয়া উঠিল॥৫॥ নব ভূপতি শত্রুজিৎ রাজসিংহাসনে

কেচিৎ সাধুজনা যে বৈ চক্রুঃ শোকং গৃহে স্থিতাঃ।
সুদর্শনং বিচিন্ত্যাদ্য ক্ব গতোঽসৌ নৃপাত্মজঃ ॥ ৭ ॥
মনোরমাতিসাধ্বী সা ক্ব গতা সুতসংযুতা।
পিতাস্যা নিহতঃ সঙ্খে রাজ্যলোভেন বৈরিণা ॥ ৮ ॥
ইত্যেবং চিন্তমানাস্তে সাধবঃ সমবুদ্ধয়ঃ।
অতিষ্ঠন্দুঃখিতাস্তত্র শত্রুজিদ্বশবর্ত্তিনঃ ॥ ৯ ॥
যুধাজিদপি দৌহিত্রং স্থাপয়িত্বা বিধানতঃ।
রাজ্যঞ্চ মন্ত্রিসাৎ কৃত্বা চলিতঃ স্বাং পুরীং প্রতি ॥ ১০ ॥
শ্রুত্বা সুদর্শনং তত্র মুনীনামাশ্রমে স্থিতম্।
হন্তুকামো জগামাশু চিত্রকূটং স পর্ব্বতম্ ॥ ১১ ॥
নিষাদাধিপতিং শূরং পুরস্কৃত্য বলাভিধম্।*
দুর্দ্দর্শাখ্যমগাদাশু শৃঙ্গবেরপুরাধিপম্ ॥ ১২ ॥
শ্রুত্বা মনোরমা তত্র বভূবাতিসুদুঃখিতা।
আগচ্ছন্তং বালপুত্রা ভয়ার্ত্তা সৈন্যসংযুতম্ ॥ ১৩ ॥

পূর্ন্নগরী নূতনেব বভৌ ॥ ৬—৮ ॥
(সমবুদ্ধয়ঃ সর্ব্বভূতেষু সমদর্শিন ইত্যর্থঃ ॥ ৯—১২ ॥

আরোহণ করিলে প্রজাগণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল, চতুর্দ্দিকে স্তুতিধ্বনি ও বাদিত্র নিস্বন হইতে লাগিল, ইহাতে অযোধ্যানগরী নবীনার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৬ ॥ মহারাজ! অযোধ্যানগরীতে এরূপ উৎসব হইলেও কোন কোন সাধু ব্যক্তি ঘরে বসিয়া সুদর্শনের স্মরণ পূর্ব্বক শোক করিতে লাগিলেন, হায়! সেই রাজপুত্র কোথায় গেল, সেই সাধ্বী রাজপত্নী মনোরমাই বা পুত্রের সহিত কোথায় গমন করিল; আহা! বৈরিগণ রাজ্যলোভে তাহার পিতাকেও রণস্থলে বিনাশ করিয়াছে ॥ ৭—৮ ॥ সর্ব্বজীবে সমদর্শী সাধুগণ এইরূপ চিন্তাযুক্ত, দুঃখিত ও শত্রুজিতের বশবর্ত্তী হইয়া সেই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥ যুধাজিৎও দৌহিত্রকে বিধিপূর্ব্বক রাজ্যে সংস্থাপিত করিয়া মন্ত্রিগণের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ পূর্ব্বক স্বীয় পুরীর অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ১০ ॥

অনন্তর, যুধাজিৎ শ্রবণ করিলেন যে সুদর্শন মুনিগণের আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছে। তখন তিনি সত্বর চিত্রকূট পর্ব্বতে যাত্রা করিয়া বলনামক নিষাদপতিকে সঙ্গে লইয়া দুর্দ্দর্শ নামক শৃঙ্গবের পতির নিকট সত্বর গমন করিলেন ॥ ১১—১২ ॥ যুধাজিৎ সৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন করিতেছেন মনোরমা ইহা শ্রবণ করিয়া এবং আপনার পুত্রটি বালক এই ভাবিয়া

---

* বলাধিকং। ইতি বা পাঠঃ ॥

তমুবাচাতিশোকার্ত্তা মুনিং সাশ্রুবিলোচনা।
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি যুধাজিৎ সমুপস্থিতঃ ॥ ১৪ ॥
পিতা মে নিহতোঽনেন দৌহিত্রো ভূপতিঃ কৃতঃ।
সুতং মে হন্তুকামোঽত্র সমায়াতি বলান্বিতঃ ॥ ১৫ ॥
পুরা শ্রুতং ময়া স্বামিন্! পাণ্ডবা বৈ বনে স্থিতাঃ।
মুনীনামাশ্রমে পুণ্যে পাঞ্চাল্যা সহিতাস্তদা ॥ ১৬ ॥
গতাস্তে মৃগয়াং পার্থা ভ্রাতরঃ পঞ্চ এব তে।
দ্রৌপদী সংস্থিতা তত্র মুনীনামাশ্রমে শুভে ॥ ১৭ ॥
ধৌম্যোঽত্রির্গালবঃ পৈলো জাবালির্গৌতমো ভৃগুঃ।
চ্যবনশ্চাত্রিগোত্রশ্চ কণ্বশ্চৈব জতুঃ ক্রতুঃ ॥ ১৮ ॥
বীতিহোত্রঃ সুমন্তুশ্চ যজ্ঞদত্তোঽথ বৎসলঃ।
রাশাসনঃ কহোড়শ্চ যবক্রীর্যজ্ঞকৃৎ ক্রতুঃ ॥ ১৯ ॥
এতে চান্যে চ মুনয়ো ভারদ্বাজাদয়ঃ শুভাঃ।
বেদপাঠযুতাঃ সর্ব্বে সংস্থিতাশ্চাশ্রমে স্থিতাঃ ॥ ২০ ॥
দাসীভিঃ সহিতা তত্র যাজ্ঞসেনী স্থিতা মুনে!।
আশ্রমে চারুসর্ব্বাঙ্গী নির্ভয়া মুনিসংবৃতে ॥ ২১ ॥
পার্থা মৃগানুগাস্তাবৎ প্রযাতাশ্চ বনাদ্বনম্।
ধনুর্ব্বাণধরা বীরাঃ পঞ্চৈব শত্রুতাপনাঃ ॥ ২২ ॥

বালো বালকঃ পুত্রো যস্যা এতেন রক্ষকাভাবত্বং সূচিতম্ ॥ ১৩—২০ ॥)

অত্যন্ত দুঃখিত ও ত্রাসযুক্ত হইলেন এবং অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিতে লাগিলেন, ঋষিবর! যুধাজিৎ এখানে সসৈন্যে আগমন করিতেছেন, আমি এখন কি করি এবং কোথায় বা যাই ॥ ১৩—১৪ ॥ তিনি আমার পিতাকে নিহত করিয়া আপন দৌহিত্রকে রাজা করিয়াছেন, তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া আমার এই শৈশব পুত্রকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত সৈন্য সমভিব্যাহারে এখানে আগমন করিতেছেন ॥ ১৫ ॥ প্রভো! আমি শুনিয়াছি পূর্ব্বকালে পাণ্ডবগণ বন গমন করিয়া মুনিগণের পবিত্র আশ্রমে দ্রৌপদীর সহিত বাস করিয়াছিলেন, একদিন তাঁহারা পঞ্চ ভ্রাতায় একেবারেই মৃগয়া করিতে গমন করিলে, পাঞ্চালরাজতনয়া দ্রৌপদী, বেদপাঠে নিরত ধৌম্য, অত্রি, গালব, পৈল, জাবালি, গৌতম, ভৃগু, চ্যবন, অত্রিগোত্র কণ্ব, জতু, ক্রতু, বীতিহোত্র, সুমন্ত, যজ্ঞদত্ত, বৎসল, রাশাসন, কহোড়, যবক্রী, যজ্ঞকৃৎ ও ক্রতু এবং অন্যান্য পুণ্যাত্মা ও মহাত্মা

তাবৎ সিন্ধুপতিঃ শ্রীমান্মার্গস্থো বলসংযুতঃ।
আগতশ্চাশ্রমাভ্যাসে শ্রুত্বা তু নিগমধ্বনিম্॥ ২৩॥
শ্রুত্বা বেদধ্বনিং রাজা মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্।
উত্ততার রথাত্তূর্ণং দর্শনাকাঙ্ক্ষয়া নৃপঃ॥ ২৪॥
যদা নিরগমত্তত্র ভৃত্যদ্বয়সমন্বিতঃ।
বেদপাঠযুতান্ বীক্ষ্য মুনীনুদ্যমসংস্থিতঃ॥ ২৫॥
কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্বামিন্! সংস্থিতোঽথ জয়দ্রথঃ।
আশ্রমে মুনিভির্জুষ্টে ভূপতিঃ সংবিবেশ হ॥ ২৬॥
তত্রোপবিষ্টং রাজানং দ্রষ্টুকামাঃ স্ত্রিয়স্তদা।
আযযুর্মুনিভার্য্যাশ্চ কোঽয়মিত্যব্রবন্নৃপম্॥ ২৭॥
তাসাং মধ্যে বরারোহা যাজ্ঞসেনী সমাগতা।
জয়দ্রথেন দৃষ্টা সা রূপেণ শ্রীরিবাপরা॥ ২৮॥
তাং বিলোক্যাসিতাপাঙ্গীং দেবকন্যামিবাপরাম্।
পপ্রচ্ছ নৃপতির্ধৌম্যং কেয়ং শ্যামা বরাননা॥ ২৯॥

বলাভিধং নিষাদাধিপতিং শৃঙ্গবেরপুরাধিপং দুর্দ্দর্শাখ্যং পুরস্কৃত্য রাজাগাদিত্যর্থঃ॥২১-২৫॥

ভারদ্বাজাদি ঋষিগণে পরিপূর্ণ সেই আশ্রমে দাসীগণের সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন॥ ১৬—২১॥ এদিকে শত্রুবিনাশন মহাবীর পার্থগণ যখন ধনুর্ব্বাণ ধারণ পূর্ব্বক মৃগগণের অনুসরণ করিয়া বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই সময়ে শ্রীমান্ সিন্ধুপতি জয়দ্রথ সৈন্যসহিত আশ্রমমার্গে গমন করিতে করিতে, বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া আশ্রম সন্নিধানে আগমন করিলেন॥ ২২—২৩॥ সেই নরপতি পবিত্রাত্মা মহর্ষিগণের বেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া দর্শন করিবার নিমিত্ত সত্বর রথ হইতে অবতরণ করিলেন॥ ২৪॥ তখন তিনি দুইটিমাত্র ভৃত্য সঙ্গে করিয়া মুনিগণের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বেদপাঠে নিরত অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবসর প্রতীক্ষায় অবস্থিত রহিলেন। প্রভো! রাজা জয়দ্রথ এইরূপে মুনিগণের আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই স্থানে উপবিষ্ট হইলে পর মুনিপত্নীগণ, এ ব্যক্তি কে, ইহা জিজ্ঞাসা করত সেই রাজাকে দেখিবার নিমিত্ত তথায় আগমন করিলেন॥ ২৫—২৭॥ তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে দিব্যাঙ্গী যাজ্ঞসেনীও আগমন করিলে জয়দ্রথ দ্বিতীয়া কমলার ন্যায় তাঁহাকে দর্শন করিলেন॥ ২৮॥ জয়দ্রথ দেবকন্যার ন্যায় কান্তিমতী সেই অসিতাপাঙ্গী রাজতনয়ারে দর্শন করিয়া মহর্ষি ধৌম্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সৌম্য! মনোরমা শ্যামা ও কমলাননা এই অঙ্গনা কে? ইনি কাহার ভার্য্যা বা কাহার তনয়া, ইঁহার নামই বা কি? আহা! ইহার রূপলাবণ্য দর্শনে বোধ হয় যেন

ভার্য্যা কস্য সুতা কস্য নাম্না কা বরবর্ণিনী।
রূপলাবণ্যসংযুক্তা শচীব বসুধাং গতা ॥ ৩০ ॥
বর্ব্বুরবনমধ্যস্থা লবঙ্গলতিকা যথা।
রাক্ষসীবৃন্দগা নূনং রম্ভেবাভাতি ভামিনী ॥ ৩১ ॥
সত্যং বদ মহাভাগ ! কস্যেয়ং বল্লভাবলা।
রাজপত্নী বচাভাতি নৈষা মুনিবধূর্দ্বিজ ! ॥ ৩২ ॥

ধৌম্য উবাচ।

পাণ্ডবানাং প্রিয়া ভার্য্যা দ্রৌপদী শুভলক্ষণা।
পাঞ্চালী সিন্ধুরাজেন্দ্র ! বসত্যত্র বরাশ্রমে ॥ ৩৩ ॥

জয়দ্রথ উবাচ।

ক্ব গতাঃ পাণ্ডবাঃ পঞ্চ শূরাঃ সম্প্রতি বিশ্রুতাঃ।
বসন্ত্যত্র বনে বীরা বীতশোকা মহাবলাঃ ॥ ৩৪ ॥

ধৌম্য উবাচ।

মৃগয়ার্থং গতাঃ পঞ্চ পাণ্ডবা রথসংস্থিতাঃ।
আগমিষ্যন্তি মধ্যাহ্নে মৃগানাদায় পার্থিবাঃ ॥ ৩৫ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য উদতিষ্ঠদসৌ নৃপঃ।
দ্রৌপদীসন্নিধৌ গত্বা প্রণম্যেদমুবাচ হ ॥ ৩৬ ॥

স্বামিন্ ! হে ভারদ্বাজ ! ॥ ২৬—২৭ ॥
(তাসাং মুনিপত্নীনাম্। যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদী ॥ ২৮—৩০ ॥)
বর্ব্বুরাঃ কণ্টকবৃক্ষাঃ ॥ ৩১—৩৬ ॥

শচীদেবী অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ২৯—৩০ ॥ এই ভামিনী কণ্টক বৃক্ষের মধ্যস্থিত লবঙ্গলতিকার ন্যায় এবং রাক্ষসীবৃন্দের মধ্যগতা রম্ভার ন্যায় শোভা পাইতেছেন ॥ ৩১ ॥ মহাভাগ ! আপনি সত্য করিয়া বলুন এই অবলা কাহার প্রেয়সী ? হে দ্বিজ ! আমার বোধ হইতেছে ইনি মুনিবধূ নহেন কোনও রাজার বনিতা হইবেন ॥ ৩২ ॥

ধৌম্য কহিলেন, সিন্ধুরাজ ! এই শুভলক্ষণা অঙ্গনা, পাঞ্চালরাজার তনয়া দ্রৌপদী, ইনি পাণ্ডবগণের ভার্য্যা, এক্ষণে এই পবিত্র আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৩৩ ॥

জয়দ্রথ কহিলেন, সেই সর্ব্বত্র বিখ্যাত শৌর্য্যবীর্য্য-সম্পন্ন মহাবল পাণ্ডবগণ এক্ষণে কোথায় গিয়াছেন, তাহারা বিগত শোক হইয়া এই বনেই কি বাস করিতেছেন ? ॥ ৩৪ ॥

ধৌম্য কহিলেন, সিন্ধুরাজ ! পঞ্চ পাণ্ডুপুত্র রথে আরোহণ পূর্ব্বক মৃগয়ার নিমিত্ত গমন করিয়াছেন, তাহারা মধ্যাহ্ন সময়ে মৃগ লইয়া আগমন করিবেন ॥ ৩৫ ॥ মুনিবরের সেই

কুশলন্তে বরারোহে! ক্ব গতাঃ পতয়শ্চ তে।
একাদশ গতান্যদ্য বর্ষাণি চ বনে কিল ॥ ৩৭ ॥
দ্রৌপদী তু তদোবাচ স্বস্তি তেঽস্তু নৃপাত্মজ!।
বিশ্রমস্বাশ্রমাভ্যাসে ক্ষণাদায়াস্তি পাণ্ডবাঃ ॥ ৩৮ ॥
এবং ব্রুবন্ত্যাং তস্যান্তু লোভাবিষ্টঃ স ভূপতিঃ।
জহার দ্রৌপদীং বীরোঽনাদৃত্য মুনিসত্তমান্ ॥ ৩৯ ॥
কস্যচিন্নৈব বিশ্বাসঃ কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা বুধৈঃ।
কুর্ব্বন্ দুঃখমবাপ্নোতি দৃষ্টান্তস্তত্র বৈ বলিঃ ॥ ৪০ ॥
বিরোচনসুতঃ শ্রীমান্ ধর্ম্মিষ্ঠঃ সত্যসঙ্গরঃ।
যজ্ঞকর্ত্তা চ দাতা চ শরণ্যঃ সাধুসম্মতঃ ॥ ৪১ ॥
নাধর্ম্মে নিরতঃ ক্বাপি প্রহ্লাদস্য চ পৌত্রকঃ।
একোনশতযজ্ঞান্ বৈ স চকার সদক্ষিণান্ ॥ ৪২ ॥
সত্ত্বমূর্ত্তিঃ সদা বিষ্ণুঃ সেব্যঃ স যোগিনামপি।
নির্ব্বিকারোঽপি ভগবান্ দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে ॥ ৪৩ ॥

(বনে বসতাং পাণ্ডবানাং একাদশ বর্ষাণি গতানি। অতঃ পাণ্ডবা হি অতিদুর্ভাগ্যা ইতি সূচিতম্ ॥ ৩৭—৩৯ ॥
লোভাকৃষ্টঃ কোঽপি ন বিশ্বসনীয় ইত্যত আহ কস্যচিন্নৈবেতি ॥ ৪০—৪৮ ॥)

বাক্য শ্রবণে সিন্ধুরাজ উঠিয়া দ্রৌপদীর সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বলিলেন, বরবর্ণিনি! আপনার মঙ্গল ত? আপনার বল্লভগণ কোথায় গমন করিয়াছেন? অদ্য একাদশ বৎসর গত হইল আপনারা বনমধ্যে বাস করিতেছেন ॥৩৬—৩৭॥ তখন দ্রৌপদী কহিলেন, রাজপুত্র! তোমার মঙ্গল হউক তুমি আশ্রম সন্নিধানে ক্ষণকাল অপেক্ষা কর পাণ্ডবগণ এখনি আগমন করিবেন ॥ ৩৮ ॥ পাঞ্চালী এই কথা বলিলে সেই বীর্য্যবান্ রাজা লোভাবিষ্ট হইয়া মুনিসত্তমগণকে অনাদর করত দ্রৌপদীকে হরণ করিলেন ॥ ৩৯ ॥ প্রভো! কাহার প্রতি কোনও প্রকারে বিশ্বাস করা বুধগণের কর্ত্তব্য নহে, যদি কেহ কখন করেন তবে তিনি অবশ্যই দুঃখে পতিত হইবেন, বলিরাজাই এই বিষয়ের প্রবল দৃষ্টান্তস্থল। বিরোচনের পুত্র শ্রীমান্ ধর্ম্মনিরত, যজ্ঞকর্ত্তা, দাতা, শরণ্য সাধুজনের সম্মত এবং মহাযোদ্ধা ছিলেন, তাঁহার মন কখন অধর্ম্ম পথে গমন করিত না, তিনি নবনবতি সংখ্যক সদক্ষিণ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন ॥ ৪০—৪২ ॥ কিন্তু, যোগিগণ সততই যাঁহার সেবা করিয়া থাকেন সেই সত্ত্বমূর্ত্তি নির্ব্বিকার ভগবান্ বিষ্ণু, দেবতাদিগের কার্য্য সাধনার্থ, কপট বামনরূপে কশ্যপ ঋষি হইতে উৎপন্ন হইয়া, ছলপূর্ব্বক তাঁহার রাজ্য এবং সসাগরা পৃথিবী হরণ

কশ্যপাচ্চ সমুদ্ভূতো বিষ্ণুঃ কপটবামনঃ ।
রাজ্যঞ্ছলেন হৃতবান্ মহীঞ্চৈব সসাগরাম্ ॥ ৪৪ ॥
সোঽভবৎ সত্যবাগ্রাজা বলির্বৈরোচনিস্তদা ।
কপটং কৃতবান্ বিষ্ণুরিন্দ্রার্থে তু ময়া শ্রুতম্ ॥ ৪৫ ॥
অন্যঃ কিং ন করোত্যেবং কৃতং বৈ সত্ত্বমূর্ত্তিনা ।
বামনং রূপমাস্থায় যজ্ঞপাতং* চিকীর্ষতা ॥ ৪৬ ॥
ন চ বিশ্বসিতব্যং বৈ কদাচিৎ কেনচিত্তথা ।
লোভশ্চেতসি চেৎ স্বামিন্ ! কীদৃক্ পাপকৃতং ভয়ম্ ॥ ৪৭ ॥
লোভাহতাঃ প্রকুর্ব্বন্তি পাপানি প্রাণিনঃ কিল ।
পরলোকাদ্ভয়ং নাস্তি কস্যচিৎ কর্হিচিন্মুনে ! ॥ ৪৮ ॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা পরস্বাদানহেতুতঃ ।
প্রপতন্তি নরাঃ সম্যগ্ লোভোপহতচেতসঃ ॥ ৪৯ ॥
দেবানারাধ্য সততং বাঞ্ছন্তি চ ধনং নরাঃ ।
ন দেবাস্তৎ করে কৃত্বা সমর্থা দাতুমঞ্জসা ॥ ৫০ ॥
অন্যস্মানীয় তে বিত্তং প্রযচ্ছন্তি মনীষিতম্ ।
বাণিজ্যেনাথ দানেন চৌর্য্যেণাপি বলেন বা ॥ ৫১ ॥

প্রপতন্তি নরকে ইতি শেষঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥

করিয়াছিলেন ॥ ৪৩—৪৪ ॥ প্রভো ! আমি শ্রবণ করিয়াছি সেই বিরোচনতনয় সদাশয় রাজা, অঙ্গীকৃত প্রদানপুরঃসর সত্যবাদী হইয়াছিলেন, কিন্তু বিষ্ণু কপটাচার করিয়া ইন্দ্রের অভীষ্ট সাধন করিয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥ যজ্ঞ ব্যাঘাত করিবার বাসনায় বামনরূপ ধারণ পূর্ব্বক সত্ত্বমূর্ত্তি বিষ্ণুই যদি এরূপ কার্য্য করিলেন, তবে অন্য প্রাকৃত ব্যক্তি যে সেইরূপ কার্য্য করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? ॥ ৪৬ ॥ অতএব কোনও প্রকারে কদাচিৎ কাহাকেও বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে, প্রভো ! যাহার চিত্তে লোভ বিদ্যমান রহিল, তাহার আবার পাপের ভয় কি ? ॥ ৪৭ ॥ মুনিবর ! প্রাণিগণ লোভে আবিষ্ট হইয়াই পাপকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে কখন কাহারও পরলোকে ইষ্টানিষ্টের ভয় হয় না। মানবগণ লোভ হেতু সম্যক্‌রূপে অভিভূতচিত্ত হইয়া বাক্য, কর্ম্ম ও মানস দ্বারা পরস্ব গ্রহণ পূর্ব্বক পাতিত্য প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৮—৪৯ ॥ দেখুন, নরগণ নিয়তই দেবতার আরাধনা করিয়া ধন কামনা করে, কিন্তু দেবতাগণ তাহা হস্ত দ্বারা তৎক্ষণাৎ প্রদান করিতে সমর্থ হন না,

---

* পক্ষপাতং ইতি বা পাঠঃ।

বিক্রয়ার্থং গৃহীত্বা চ ধান্যবস্ত্রাদিকং বহু।
দেবানর্চ্চয়তে বৈশ্যো মহর্দ্ধির্মে ভবেদিতি ॥ ৫২ ॥
অত্র কিং পরবিত্তেচ্ছা বাণিজ্যে ন পরন্তপ!।
গ্রহণকালে সম্প্রাপ্তে মহার্ঘঞ্চাপি কাঙ্ক্ষতি ॥ ৫৩ ॥
এবং হি প্রাণিনঃ সর্ব্বে পরস্বাদানতৎপরাঃ।
বর্ত্তন্তে সততং ব্রহ্মন্! বিশ্বাসঃ কীদৃশঃ পুনঃ ॥ ৫৪ ॥
বৃথা তীর্থং বৃথা দানং বৃথাধ্যয়নমেব চ।
লোভমোহবৃতানাং বৈ কৃতং তদকৃতং ভবেৎ ॥ ৫৫ ॥
তস্মাদেনং মহাভাগ! বিসর্জ্জয় গৃহং প্রতি।
সপুত্রাহং বসিষ্যামি জানকীব দ্বিজোত্তম! ॥ ৫৬ ॥
ইত্যুক্তোঽসৌ মুনিস্তাবদ্‌গত্বা যুধাজিতং নৃপম্।
উবাচ বচনং রাজ্ঞে ভারদ্বাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫৭ ॥

সর্ব্বো ব্যবহারো লোভমূলক এবেতি দর্শয়তি অন্নস্থানীয় তে ইতি। তে দেবা অন্নস্থ পুরুষস্য বিত্তমানীয় তেভ্যঃ প্রযচ্ছন্তি মনীষিতং ধনং বাণিজ্যাদিব্যবহারেণ বা তস্মাদ্দেবা অপি পরস্বাদানতৎপরা এবেত্যর্থঃ ॥ ৫১—৫২ ॥

তাঁহারা ইহা বাণিজ্য, দান, চৌর্য্য বা বলাদি দ্বারা অন্যের নিকট হইতে আনয়ন পূর্ব্বক প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ৫০—৫১ ॥ বৈশ্যগণ বহুতর ধান্য বস্ত্রাদি বিক্রয়ের নিমিত্ত গ্রহণ পূর্ব্বক আমার মহৎ ঋদ্ধিলাভ হইবে ভাবিয়া দেবতাদিগের অর্চ্চনা করিয়া থাকে ॥ ৫২ ॥ হে সংযতাত্মন্! এই বাণিজ্য বিষয়ে কি পর ধন গ্রহণেচ্ছা নাই? অবশ্যই আছে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাদিগের নিকট হইতে লোকগণের যে সময় দ্রব্য ক্রয় করিবার প্রয়োজন হয় তখন তাহারা এই দ্রব্য মহার্ঘ হউক এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥ হে তপোধন! এইরূপে সকল প্রাণিগণ পর ধন গ্রহণের নিমিত্ত তৎপর হয়, তবে তাহাদিগের প্রতি কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? ॥ ৫৪ ॥ যাহারা লোভ ও মোহে আচ্ছন্ন, তাহাদের তীর্থ পর্য্যটন, ধনাদি দান ও বেদাদি অধ্যয়ন সমস্তই বিফল হয়, যদিও তাহারা তীর্থাদি করিয়া থাকেন, তথাপি তৎসমস্তই অকৃতের ন্যায় হইয়া যায় ॥ ৫৫ ॥ অতএব হে মহাভাগ! আপনি যুধাজিৎকে গৃহের প্রতি প্রতিনিবৃত্ত করুন, তাহা হইলে আমি পুত্রের সহিত এই স্থানে জানকীর ন্যায় অবস্থিতি করিব ॥ ৫৬ ॥

মনোরমা এইরূপ নিবেদন করিলে তেজঃশালী মহর্ষি ভারদ্বাজ যুধাজিতের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! তুমি নিজপুরে অথবা যথা ইচ্ছা গমন কর; মনোরমার পুত্র

গচ্ছ রাজন্ ! যথাকামং স্বপুরং নৃপসত্তম ! ।
নেয়ং মনোরমাভ্যেতি বালপুত্রা সুদুঃখিতা ॥ ৫৮ ॥
যুধাজিদুবাচ ।
মুনে ! মুঞ্চ হঠং সৌম্য ! বিসর্জ্জয় মনোরমাম্ ।
ন চ যাস্যাম্যহং মুক্ত্বা নেষ্যাম্যদ্য বলাৎ পুনঃ ॥ ৫৯ ॥
ঋষিরুবাচ ।
নয়স্ব যদি শক্তিস্তে বলেনাদ্য মমাশ্রমাৎ ।
বিশ্বামিত্রো যথা ধেনুং বশিষ্ঠস্য মুনেঃ পুরা ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে সুদর্শনহননেচ্ছয়া যুধাজিতো ভারদ্বাজাশ্রমগমনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

গ্রহণকাল ইতি । যস্মাদ্‌যাবৎপরিমিতং বার্দ্ধুষিকং গ্রাহ্যং তস্মাত্তদপেক্ষয়াধিকং কাঙ্ক্ষতি ॥ ৫৩—৫৯ ॥

বিশ্বামিত্র ইতি । স যথা নীতবাংস্তথা ত্বং নয় । তস্য গতিবত্তবাপি গতির্ভবিষ্যতীতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

বালক, সেই রাজদুহিতা অত্যন্ত দুঃখিত রহিয়াছে, অতএব সে এখন তোমার নিকট আসিতে পারিবে না ॥ ৫৭—৫৮ ॥

যুধাজিৎ কহিলেন, হে সৌম্য ! আপনি হঠকারিতা পরিত্যাগ করিয়া মনোরমাকে প্রদান করুন ; আমি তাহাকে কখনই ছাড়িয়া যাইব না, যদি সহজে প্রদান না করেন, তাহা হইলে আমি বলপূর্ব্বক লইয়া যাইব ॥ ৫৯ ॥ ঋষি কহিলেন, মহারাজ ! যদি তোমার শক্তি থাকে তবে, পূর্ব্বে যেমন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রম হইতে ধেনু হরণ করিয়াছিল, সেইরূপ তুমিও আমার আশ্রম হইতে বলপূর্ব্বক মনোরমাকে লইয়া যাও ॥ ৬০ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দেবীমাহাত্ম্যকথনে সুদর্শনের হননেচ্ছায় যুধাজিতের ভারদ্বাজাশ্রমে গমন নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য মুনেস্তত্রাবনীপতিঃ।
মন্ত্রিবৃদ্ধং সমাহূয় পপ্রচ্ছ তমতন্দ্রিতঃ॥ ১॥
কিং কর্ত্তব্যং সুবুদ্ধেঽত্র ময়াদ্য বদ সুব্রত!।
বলান্নয়ামি তাং কামং সপুত্রাঞ্চ সুভাষিণীম্*॥ ২॥
রিপুরল্পোঽপি নোপেক্ষ্যঃ সর্ব্বথা শুভমিচ্ছতা।
রাজযক্ষ্মেব সম্বৃদ্ধো মৃত্যবে পরিকল্পয়েৎ॥ ৩॥
নাত্র সৈন্যং ন যোদ্ধাস্তি যো মামত্র নিবারয়েৎ।
গৃহীত্বা হন্মি তং তত্র দৌহিত্রস্য রিপুং কিল॥ ৪॥
নিষ্কণ্টকং ভবেদ্রাজ্যং যতাম্যদ্য বলাদহম্।
হতে সুদর্শনে নূনং নির্ভয়োঽসৌ ভবেদিতি॥ ৫॥

দ্বিষষ্টিশ্লোকবর্যৈস্তু বিশ্বামিত্রকথোত্তরম্।
কামবীজস্য সম্প্রাপ্তী রাজপুত্রস্য কথ্যতে॥

মুনিবাক্যশ্রবণোত্তরং রাজা যৎকৃতবাংস্তদাহ ইত্যাকর্ণ্যেতি। অবনীপতির্যুধাজিৎ॥১॥
স্বমতমাহ নয়ামি নেষ্যামি॥ ২—৩॥
হন্মি হনিষ্যামি॥ ৪॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রাজা যুধাজিৎ মহর্ষির সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার দৃঢ়তার কথা বুঝিতে পারিয়া শীঘ্রই প্রধান বৃদ্ধমন্ত্রিকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাবুদ্ধে! এখন আমার কর্ত্তব্য কি? আমি সেই সুভাষিণী মনোরমাকে পুত্রের সহিত বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে চাই, কারণ আত্মহিতাভিলাষী মানবগণ ক্ষুদ্র রিপুকেও উপেক্ষা করিবে না, যদি করে তাহা হইলে সেই ক্ষুদ্র বৈরিও রাজযক্ষ্মার ন্যায় সম্যক্‌রূপে বৃদ্ধি পাইয়া মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে॥ ১—৩॥ আর দেখুন, এস্থলে সৈন্যও নাই যোদ্ধাও নাই, অতএব আমাকে কেহই বাধা দিতে সমর্থ হইবে না, আমি যথেচ্ছরূপে দৌহিত্রশত্রুকে গ্রহণ করিয়া বিনাশ করিতে পারিব॥ ৪॥ অদ্য আমি তাহাকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে যত্ন করিব কারণ, সুদর্শন হত হইলে রাজ্য নিষ্কণ্টক হইবে এবং আমার দৌহিত্রও নির্ভয় হইবে সন্দেহ নাই॥ ৫॥

---

* সপুত্রাঞ্চ ভামিনীম্। ইতি বা পাঠঃ।

প্রধান উবাচ।

সাহসং ন হি কর্ত্তব্যং শ্রুতং রাজন্মুনের্ব্বচঃ।
বিশ্বামিত্রস্য দৃষ্টান্তঃ কথিতস্তেন মারিষ! ॥ ৬ ॥
পুরা গাধিসুতঃ শ্রীমান্ বিশ্বামিত্রোঽতিবিশ্রুতঃ।
বিচরন্ স নৃপশ্রেষ্ঠো বশিষ্ঠাশ্রমমভ্যগাৎ ॥ ৭ ॥
নমস্কৃত্য চ তং রাজা বিশ্বামিত্রঃ প্রতাপবান্।
উপবিষ্টো নৃপশ্রেষ্ঠো মুনিনা দত্তবিষ্টরঃ ॥ ৮ ॥
নিমন্ত্রিতো বশিষ্ঠেন ভোজনায় মহাত্মনা।
সসৈন্যশ্চ স্থিতো রাজা গাধিপুত্রো মহাযশাঃ ॥ ৯ ॥
নন্দিন্যাসাদিতং সর্ব্বং ভক্ষ্যভোজ্যাদিকঞ্চ যৎ।
ভুক্ত্বা রাজা সসৈন্যশ্চ বাঞ্ছিতং তত্র ভোজনম্ ॥ ১০ ॥
প্রতাপং তঞ্চ নন্দিন্যাঃ পরিজ্ঞায় স পার্থিবঃ।
যযাচে নন্দিনীং রাজা বশিষ্ঠং মুনিসত্তমম্ ॥ ১১ ॥

যতামি যত্নং করিষ্যামি ॥ ৫ ॥

রাজ্ঞো মতস্য শ্রবণান্তরং মন্ত্রী মুনিনা বিশ্বামিত্রস্য দৃষ্টান্ত উক্তস্তদভিপ্রায়মুপবর্ণ্য রাজানং সাহসান্নিবারয়তীত্যাহ সাহসমিতি ॥ ৬ ॥

দৃষ্টান্তমুপপাদয়ন্ দৃষ্টান্তোক্তেরভিপ্রায়মাহ পুরেতি। গাধিরাজস্য সুতঃ ॥ ৭ ॥

মুনিনা বশিষ্ঠেন ॥ ৮—৯ ॥

নন্দিন্যাসাদিতং নন্দিন্যা কামধুক্‌কন্যয়া স্বস্তনেভ্যো নিষ্কাশ্য দত্তং বাঞ্ছিতং যস্য যদপেক্ষিতং তৎ ॥ ১০—১১ ॥

মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ! এক্ষণে আপনার সাহস করা কর্ত্তব্য নহে, আপনি ত মুনিবরের বাক্য শ্রবণ করিলেন; ইনি আপনাকে বিশ্বামিত্রের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিয়াছেন ॥ ৬ ॥ মহারাজ! পূর্ব্বে গাধিরাজের পুত্র বিশ্বামিত্র অতি বিখ্যাত রাজা ছিলেন, একদিন সেই নৃপবর ভ্রমণ করিতে করিতে মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন ॥ ৭ ॥ প্রতাপান্বিত রাজা বিশ্বামিত্র তাঁহাকে প্রণাম করিলে ঋষিবর তাঁহাকে উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিলেন, রাজাও তাহাতে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৮ ॥ অনন্তর মহাত্মা বশিষ্ঠ, তাঁহাকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলে সেই মহাযশা গাধিপুত্র সৈন্যগণের সহিত সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন ॥ ৯ ॥ বশিষ্ঠের নন্দিনী নামে একটি ধেনু ছিল, ঋষিবর তাঁহার দুগ্ধ হইতে সমস্ত খাদ্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদান করিলেন, রাজা সমস্ত সৈন্যের সহিত সেই সুমিষ্ট ভোজনীয় দ্রব্য সকল ভোজন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিলেন এবং নন্দিনীর প্রভাব জানিতে পারিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের নিকট নন্দিনীকে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, মুনিবর! যে সকল

বিশ্বামিত্র উবাচ।

মুনে! ধেনুসহস্রং তে ঘটোধ্নীনাং দদাম্যহম্।
নন্দিনীং দেহি মে ধেনুং প্রার্থয়ামি পরন্তপ! ॥ ১২ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

হোমধেনুরিয়ং রাজন্ন দদামি কথঞ্চন।
সহস্রঞ্চাপি ধেনূনাং তবেদং তব তিষ্ঠতু ॥ ১৩ ॥

বিশ্বামিত্র উবাচ।

অযুতং বাথ লক্ষং বা দদামি মনসেপ্সিতম্।
দেহি মে নন্দিনীং সাধো! গ্রহীষ্যামি বলাদথ ॥ ১৪ ॥

বশিষ্ঠ উবাচ।

কামং গৃহাণ নৃপতে! বলাদদ্য যথারুচি।
নাহং দদামি তে রাজন্! স্বেচ্ছয়া নন্দিনীং গৃহাৎ ॥ ১৫ ॥
তচ্ছ্রুত্বা নৃপতির্ভৃত্যানাদিদেশ মহাবলান্।
নয়ধ্বং নন্দিনীং ধেনুং বলদর্পসুসংস্থিতাঃ ॥ ১৬ ॥
তে ভৃত্যা জগৃহুর্ধেনুং হঠাদাক্রম্য যন্ত্রিতাম্।
বেপমানা মুনিং প্রাহ সুরভিঃ সাশ্রুলোচনা ॥ ১৭ ॥

ঘটোধ্নীনাং ঘটবদূধো যাসাং গবাং তাসাং বহুদুগ্ধবতীনামিতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ১২ ॥
ন দদামি ন দাস্যামি। তবেদং তবৈব তিষ্ঠতু ॥ ১৩—১৪ ॥
গৃহান্নিষ্কাশ্যেত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৬ ॥

ধেনুর আলান কলসের ন্যায় বৃহৎ আমি আপনাকে সেইরূপ সহস্র ধেনু প্রদান করিব, কিন্তু আমি প্রার্থনা করিতেছি এই নন্দিনী ধেনু আমাকে প্রদান করুন ॥ ১০-১২ ॥

বশিষ্ঠ কহিলেন, রাজন্! এইটী আমার হোমধেনু, আমি ইহাকে কোনক্রমেই প্রদান করিতে পারি না, আপনার সহস্র ধেনু আপনারই থাকুক ॥ ১৩ ॥

বিশ্বামিত্র কহিলেন, হে সাধুবর! আমি আপনাকে অযুত বা লক্ষ অথবা আপনার ইচ্ছামত ধেনু প্রদান করিব, আপনি আমাকে এই নন্দিনী ধেনুটী প্রদান করুন, আর যদি সহজে না দেন, তাহা হইলে আমি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিব ॥ ১৪ ॥

বশিষ্ঠ কহিলেন, মহারাজ! আপনার যেরূপ অভিরুচি, যেরূপ অভিলাষ, আপনি বলপূর্ব্বক সেই রূপেই গ্রহণ করুন, রাজন্! আমি আপন ইচ্ছানুসারে গৃহ হইতে নন্দিনীকে প্রদান করিতে পারিব না ॥ ১৫ ॥ মহারাজ! বশিষ্ঠের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা বিশ্বামিত্র, বলশালী ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন তোমরা আপন বলদর্পে এই

মুনে! ত্যজসি মাং কস্মাৎ কর্ষয়ন্তি সুযন্ত্রিতাম্*।
মুনিস্তাং প্রত্যুবাচেদং ত্যজে নাহং সুদুগ্ধদে! ॥ ১৮ ॥
বলান্নয়তি রাজাসৌ পূজিতোঽদ্য ময়া শুভে!।
কিং করোমি ন চেচ্ছামি ত্যক্তুং ত্বাং মনসা কিল ॥ ১৯ ॥
ইত্যুক্তা মুনিনা ধেনুঃ ক্রোধযুক্তা বভূব হ।
হম্বারবং চকারাশু ক্রূরশব্দং সুদারুণম্ ॥ ২০ ॥
উদ্গতাস্তত্র দেহাত্তু দৈত্যা ঘোরতরাস্তদা।
সায়ুধাস্তিষ্ঠতিষ্ঠেতি ব্রুবন্তঃ কবচাবৃতাঃ ॥ ২১ ॥
সৈন্যং সর্ব্বং হতং তৈস্তু নন্দিনী প্রতিমোচিতা।
একাকী নির্গতো রাজা বিশ্বামিত্রোঽতিদুঃখিতঃ ॥ ২২ ॥
হন্ত পাপোঽতিদীনাত্মা নিন্দন্ ক্ষাত্রবলং মহৎ।
ব্রাহ্মং বলং দুরারাধ্যং মত্বা তপসি সংস্থিতঃ ॥ ২৩ ॥
তপ্ত্বা বহূনি বর্ষাণি তপো ঘোরং মহাবনে।
ঋষিত্বং প্রাপ গাধেয়স্ত্যক্ত্বা ক্ষাত্রং বিধিং পুনঃ ॥ ২৪ ॥

যন্ত্রিতাং হস্তপাদাদিষু বদ্ধাম্ ॥ ১৭—১৯ ॥

ধেনুকে বন্ধন করিয়া লইয়া চল ॥ ১৬ ॥ ভৃত্যগণ এই আদেশ পাইয়া ধেনুকে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলে সুরভিনন্দিনী কাঁপিতে কাঁপিতে অশ্রুপূর্ণলোচনে মুনিবরকে কহিলেন; তপোধন! আমাকে কি পরিত্যাগ করিতেছেন, নতুবা ইহারা আমাকে বন্ধন করিয়া আকর্ষণ করিতেছে কেন? মুনি কহিলেন, নন্দিনি! তোমার দুগ্ধে আমার সমস্ত হোমকার্য্য সম্পন্ন হয়; আমি তোমাকে ত্যাগ করি নাই। কল্যাণি! আমি এই রাজাকে সম্মান পূর্ব্বক আতিথ্যাদি দ্বারা তোমার দুগ্ধে ভোজন করাইয়াছি, সেই জন্য ইনি বলপূর্ব্বক আমার নিকট হইতে তোমাকে লইয়া যাইতেছেন, আমি কি করিব, নন্দিনি! তোমাকে পরিত্যাগ করিতে আমার কিছুতেই ইচ্ছা নাই ॥ ১৭—১৯ ॥ মুনির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধেনু ক্রোধান্বিতা হইয়া ঘোরতর হম্বারব করিয়া উঠিলেন ॥ ২০ ॥ তখন তাঁহার দেহ হইতে সেই স্থানেই আয়ুধধারী কবচযুক্ত ঘোরতর দৈত্য সকল বহির্গত হইয়া কহিতে লাগিল, থাক্ থাক্ এখনিই প্রতিফল প্রদান করিতেছি ॥ ২১ ॥ অনন্তর, সেই দৈত্যগণ বিশ্বামিত্রের সমস্ত সৈন্যগণকেই বিনাশ করিল। রাজাও অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে একাকী সেই স্থান হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ২২ ॥ হায়! সেই পাপমতি রাজা কাতর হইয়া অতিশয় দীনভাবে মহৎ ক্ষত্রিয় বলের নিন্দা করিলেন এবং ব্রহ্মবল অত্যন্ত দুর্লভ ভাবিয়া তপস্যাচরণে প্রবৃত্ত

* কবচাদ্যা সুসংস্থিতাম্। ইতি বা পাঠঃ।

তস্মাত্ত্বমপি রাজেন্দ্র! মা কৃথা বৈরমদ্ভুতম্।
কুলনাশকরং নূনং তাপসৈঃ সহ সংযুগম্ ॥ ২৫ ॥
মুনিবর্য্যং ব্রজাদ্য ত্বং সমাশ্বাস্য তপোনিধিম্।
সুদর্শনোঽপি রাজেন্দ্র! তিষ্ঠত্বত্র যথাসুখম্ ॥ ২৬ ॥
বালোঽয়ং নির্ধনঃ কিং তে করিষ্যতি নৃপাহিতম্।
বৃথা তে বৈরভাবোঽয়মনাথে দুর্ব্বলে শিশৌ ॥ ২৭ ॥
দয়া সর্ব্বত্র কর্ত্তব্যা দৈবাধীনমিদং জগৎ।
ঈর্ষ্যয়া কিং নৃপশ্রেষ্ঠ! যদ্ভাব্যং তদ্ভবিষ্যতি ॥ ২৮ ॥
বজ্রং তৃণায়তে রাজন্! দৈবযোগান্ন সংশয়ঃ।
তৃণং বজ্রায়তে ক্বাপি সময়ে দৈবযোগতঃ ॥ ২৯ ॥
শশকো হন্তি শার্দ্দূলং মশকো বৈ যথা গজম্।
সাহসং মুঞ্চ মেধাবিন্! কুরু মে বচনং হিতম্ ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য যুধাজিন্নৃপসত্তমঃ।
প্রণম্য তং মুনিং মূর্দ্ধ্না জগাম স্বপুরং নৃপঃ ॥ ৩১ ॥

হম্বেতি গবাং শব্দস্যানুকরণম্ ॥ ২০—২৪ ॥

তথা হে রাজন্মুনিনা দৃষ্টান্তো দত্তোঽয়ং তস্যেদং তাৎপর্য্যং ত্বয়াপি সাহসং ক্রিয়তে চেত্তবাপি তথৈবাবস্থা ভবিষ্যতীতি যস্মাদেবং তস্মাদিত্যাহ তস্মাদিতি ॥ ২৫—৩২ ॥

হইলেন ॥ ২৩ ॥ গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র মহাবনে অবস্থিতি করিয়া বহুকাল ঘোরতর তপস্যা করিয়া ক্ষাত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঋষিধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ২৪ ॥

অতএব রাজেন্দ্র! আপনিও কদাচ তাপসদিগের সহিত কুলবিনাশকর এবং ঘোরতর শত্রুতাজনক সমর করিবেন না ॥ ২৫ ॥ আপনি মুনিবরকে আশ্বাস প্রদান করিয়া এক্ষণে গৃহে গমন করুন। সুদর্শনও এইস্থানে যথাসুখে অবস্থিতি করুক ॥ ২৬ ॥ রাজন্! এই বালক নির্ধন, এ আপনার কি অপকার করিবে? এই অনাথ, দুর্ব্বল, শিশুর প্রতি আপনার শত্রুতাভাব প্রকাশ করা বিফল ॥ ২৭ ॥ এই জগৎ দৈবের অধীন, অতএব সর্ব্বত্রই দয়া করা কর্ত্তব্য; নৃপবর! ঈর্ষ্যা করিয়া কি হইবে? যাহা ভবিতব্য তাহা অবশ্যই ঘটিবে ॥ ২৮ ॥ রাজন্! দৈবযোগে কখন বজ্রও তৃণতুল্য এবং তৃণও বজ্রতুল্য হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ মহারাজ! আপনি অতিশয় বুদ্ধিমান্, বিবেচনা করিয়া দেখুন, দৈবযোগে শশকও শার্দ্দূলরাজকে এবং মশকও গজরাজকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয়; অতএব, আপনি সাহস পরিত্যাগ করিয়া মদুক্ত হিতকর বাক্য শ্রবণ করুন ॥ ৩০ ॥

মনোরমাপি স্বস্থাভূদাশ্রমে তত্র সংস্থিতা।
পালয়ামাস পুত্রন্তং সুদর্শনমৃতব্রতম্॥ ৩২॥
দিনে দিনে কুমারোঽসৌ জগামোপচয়ং ততঃ।
মুনিবালগতঃ ক্রীড়ন্নির্ভয়ঃ সর্ব্বতঃ শুভঃ॥ ৩৩॥
একস্মিন্ সময়ে তত্র বিদল্লং সমুপাগতম্।
ক্লীবেতি মুনিপুত্রস্তমামন্ত্রয়ত্তদন্তিকে॥ ৩৪॥
সুদর্শনস্তু তচ্ছ্রুত্বা দধারৈকাক্ষরং স্ফুটম্।
অনুস্বারাযুতং তচ্চ প্রোবাচাতি পুনঃপুনঃ॥ ৩৫॥
বীজং বৈ কামরাজাখ্যং গৃহীতং মনসা তদা।
জজাপ বালকোঽত্যর্থং ধৃত্বা চেতসি সাদরম্॥ ৩৬॥
ভাবিযোগান্মহারাজ! কামরাজাখ্যমদ্ভুতম্।
স্বভাবেনৈব তেনেত্থং গৃহীতং বালকেন বৈ॥ ৩৭॥
তদাসৌ পঞ্চমে বর্ষে প্রাপ্য মন্ত্রমনুত্তমম্।
ঋষিচ্ছন্দোবিহীনঞ্চ ধ্যানং ন্যাসবিবর্জ্জিতম্॥ ৩৮॥

উপচয়ং বৃদ্ধিম্॥ ৩৩॥

একস্মিন্নিতি। কস্মিংশ্চিৎ সময়ে বিদল্লং মন্ত্রিণং মুনিপুত্রো হাস্যবশাৎ ক্লীবেতি নাম্নামন্ত্রযৎ॥ ৩৪॥

সুদর্শনস্থিতি। তদ্বাক্যং সুদর্শনঃ শ্রুত্বা তস্য নাম্ন আদ্যমেকাক্ষরং প্রারব্ধবশাদনুস্বারাযুতমনুস্বারেণ বিহীনমপি চিত্তে দধার স্থাপয়ামাস পুনঃপুনঃ প্রোবাচ জজাপ চেত্যর্থঃ।

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! নৃপসত্তম যুধাজিৎ মন্ত্রিবরের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া অবনতমস্তকে মুনিবরের চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক নিজ নগরীতে গমন করিলেন॥ ৩১॥ মনোরমাও সুস্থচিত্তে সেই আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া ব্রতনিরত সুদর্শনকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন॥ ৩২॥ সেই প্রিয়দর্শন রাজকুমার দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং তথায় মুনিবালকগণের সহিত মিলিত হইয়া নির্ভয়ে সর্ব্বত্র ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতে লাগিল॥ ৩৩॥ একদিন বিদল্লমন্ত্রী সেই স্থানে উপস্থিত হইলে মুনিবালকগণ আমোদ করিয়া সুদর্শনের সন্নিধানে তাঁহাকে "ক্লীব ক্লীব" বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল॥ ৩৪॥ সুদর্শন সেই ক্লীব শব্দ শ্রবণ করিয়া তাহার মধ্য হইতে একাক্ষর "ক্লী" এই শব্দ ধরিয়া লইল এবং অনুস্বার বর্জ্জিত সেই কামরাজাখ্য বীজ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিল॥ ৩৫॥ তখন রাজপুত্র সেই কামরাজাখ্য বীজ গ্রহণ করিয়া সাদরে মনে মনে নিরন্তর জপ করিতে লাগিল॥ ৩৬॥ মহারাজ! ভবিতব্যতার বলবত্তা হেতু বালক সুদর্শন এই প্রকারে কামরাজ নামক অদ্ভুত বীজমন্ত্র স্বীয় স্বভাব দ্বারাই গ্রহণ করিয়াছিল॥ ৩৭॥

প্রজপন্মনসা নিত্যং ক্রীড়ন্ত্যপি স্বপিত্যপি।
বিসস্মার ন তং মন্ত্রং জ্ঞাত্বা সারমিতি স্বয়ম্ ॥ ৩৯ ॥
বর্ষে চৈকাদশে প্রাপ্তে কুমারোঽসৌ নৃপাত্মজঃ।
মুনিনা চোপনীতোঽথ বেদমধ্যাপিতস্তথা ॥ ৪০ ॥
ধনুর্ব্বেদং তথা সাঙ্গং নীতিশাস্ত্রং বিধানতঃ।
অভ্যস্তা সকলা বিদ্যা তেন মন্ত্রবলাদিব ॥ ৪১ ॥
কদাচিৎ সোঽপি প্রত্যক্ষং দেবীরূপং দদর্শ হ।
রক্তাম্বরং রক্তবর্ণং রক্তসর্ব্বাঙ্গভূষণম্ ॥ ৪২ ॥
গরুড়ে বাহনে সংস্থাং বৈষ্ণবীং শক্তিমদ্ভুতাম্।
দৃষ্ট্বা প্রসন্নবদনঃ স বভূব নৃপাত্মজঃ ॥ ৪৩ ॥
বনে তস্মিন্ স্থিতঃ সোঽথ সর্ব্ববিদ্যার্থতত্ত্ববিৎ।
মাতরং সেবমানস্তু বিজহার নদীতটে ॥ ৪৪ ॥
শরাসনঞ্চ সম্প্রাপ্তং বিশিখাশ্চ শিলাশিতাঃ।
তূণীরং কবচং তস্মৈ দত্তং চাম্বিকয়া বনে ॥ ৪৫ ॥
এতস্মিন্ সময়ে পুত্রী কাশীরাজস্য সুপ্রিয়া।
নাম্না শশিকলা দিব্যা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা ॥ ৪৬ ॥

তেন বকারে উক্তেঽপ্যুপাংশূচ্চারণাদ্বকারমশ্রুত্বা ক্লীত্যেব নাম চমৎকৃতমস্তীত্যভিপ্রায়েণ জজাপেত্যর্থঃ ॥ ৩৫—৪৯ ॥

রাজপুত্র পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে, ঋষি ও ছন্দোবিহীন ধ্যান ও ন্যাসবর্জ্জিত এই অত্যুত্তম মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া প্রতিদিন কি ক্রীড়াকালে কি শয়ন সময়ে সর্ব্বদাই ইহা মনে মনে জপ করিতে লাগিল; নিজে স্বভাবতই ইহাকে সার পদার্থ জানিয়া আর বিস্মৃত হইল না ॥ ৩৮—৩৯ ॥ নৃপনন্দন ক্রমে ক্রমে একাদশ বর্ষে উপনীত হইলে, মুনিবর তাহার উপনয়ন দিয়া বেদ অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। রাজপুত্রও সেই মন্ত্রবলে সাঙ্গ ধনুর্ব্বেদ ও সমস্ত নীতিশাস্ত্র বিধি পূর্ব্বক অল্প দিনের মধ্যেই অধ্যয়ন করিয়া ফেলিল ॥ ৪০—৪১ ॥ একদিন সুদর্শন রক্তবর্ণ, রক্তবস্ত্রধারী ও রক্তবর্ণ ভূষণে বিভূষিত দেবীরূপ দর্শন করিল এবং গরুড়বাহনে অবস্থিত অদ্ভুত বৈষ্ণবীশক্তি সন্দর্শন করিয়া রাজকুমারের বদনপদ্ম বিকসিত হইয়া উঠিল ॥ ৪২—৪৩ ॥ অনন্তর বহুবিদ্যা-বিশারদ সুদর্শন সেই বনমধ্যে অবস্থিতি করিয়া জননীর সেবা করত নদীতটে বিহার করিয়া বেড়াইত ॥ ৪৪ ॥ একদিন, জগজ্জননী সেই ক্ষত্রিয় বালককে কানন মধ্যে শরাসন, শিলাশাণিত শর, তূণীর ও কবচ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪৫ ॥

শুশ্রাব নৃপপুত্রং তং বনস্থঞ্চ সুদর্শনম্ ।
সর্ব্বলক্ষণসম্পন্নং শূরং কামমিবাপরম্ ॥ ৪৭ ॥
বন্দীজনমুখাচ্ছ্রুত্বা রাজপুত্রং সুসম্মতম্ ।
চকমে মনসা তং বৈ বরং বরয়িতুং ধিয়া ॥ ৪৮ ॥
স্বপ্নে তস্যাঃ সমাগম্য জগদম্বা নিশান্তরে ।
উবাচ বচনঞ্চেদং সমাশ্বাস্য সুসংস্থিতাম্ ॥ ৪৯ ॥
বরং বরয় সুশ্রোণি ! মম ভক্তঃ সুদর্শনঃ ।
সর্ব্বকামপ্রদস্তেঽস্তু বচনান্মম ভামিনি ! ॥ ৫০ ॥
এবং শশিকলা দৃষ্ট্বা স্বপ্নে রূপং মনোহরম্ ।
অম্বায়া বচনং স্মৃত্বা জহর্ষ ভৃশমানিনী ॥ ৫১ ॥
উত্থিতা সা মুদা যুক্তা পৃষ্টা মাত্রা পুনঃপুনঃ ।
প্রমোদকারণং বালা নোবাচাতিত্রপান্বিতা ॥ ৫২ ॥
জহাস মুদমাপন্না স্মৃত্বা স্বপ্নং মুহুর্ম্মুহুঃ ।
সখীং প্রাহ তদান্যাং বৈ স্বপ্নবৃত্তং সবিস্তরম্ ॥ ৫৩ ॥

বরং বরয় যত্তবেষ্টং তদ্বরয় প্রার্থয়। অথচ মম ভক্তঃ সুদর্শনস্তব কামপ্রদঃ পতিরস্তু মে বচনাৎ ॥ ৫০—৫৫ ॥

মহারাজ ! এই সময়ে সর্ব্বসুলক্ষণা অলৌকিক রূপলাবণ্যবতী শশিকলা নাম্নী কাশী-রাজের প্রিয়তমা কন্যা, শ্রবণ করিলেন যে, সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন শৌর্য্যসমন্বিত, দ্বিতীয় কন্দর্পের ন্যায় পরম সুন্দর রাজপুত্র সুদর্শন বনমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৪৬—৪৭ ॥ নৃপনন্দিনী স্তুতিপাঠকের মুখে সেই অভিমত রাজপুত্রের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে মনে মনে কামনা করিলেন এবং তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন ॥৪৮॥ অনন্তর, একদিন যামিনীশেষে জগদম্বিকা রাজনন্দিনীকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক স্বপ্নযোগে কহিলেন, নিতম্বিনি ! তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর, সুদর্শন আমার ভক্ত, সে আমার বাক্যে তোমার সকল কামনাই পরিপূর্ণ করিবে ॥ ৪৯—৫০ ॥ মানিনী শশিকলা এইরূপে স্বপ্নযোগে জগদম্বিকার মনোহর রূপ দর্শন করিয়া তাঁহার মধুর বচন স্মরণ করিতে করিতে আহ্লাদ সাগরে মগ্ন হইলেন ॥৫১॥ অনন্তর, রাজবালা প্রফুল্লবদনে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, তাঁহার জননী তাঁহার হর্ষ সন্দর্শনে আন্তরিক সন্তোষের অনুমান করিয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেও শশিকলা লজ্জাপ্রযুক্ত আমোদের কারণ প্রকাশ করিলেন না ॥৫২॥ তিনি স্বপ্ন স্মরণে আহ্লাদে পুলকিত হইয়া পুনঃ পুনঃ হাস্য করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে এক সখীর নিকট এই বৃত্তান্ত সবিস্তার বর্ণন করিয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥

কদাচিৎ সা বিহারার্থমবাপোপবনং শুভম্।
সখীযুক্তা বিশালাক্ষী চম্পকৈরুপশোভিতম্ ॥ ৫৪ ॥
পুষ্পাণি চিন্বতী বালা চম্পকাধঃস্থিতাবলা।
অপশ্যদ্‌ব্রাহ্মণং মার্গে আগচ্ছন্তং ত্বরান্বিতম্ ॥ ৫৫ ॥
তং প্রণম্য দ্বিজং শ্যামা বভাষে মধুরং বচঃ।
কুতো দেশান্মহাভাগ! কৃতমাগমনং ত্বয়া ॥ ৫৬ ॥
দ্বিজ উবাচ।
ভারদ্বাজাশ্রমাদ্‌বালে! নূনমাগমনং মম।
জাতং বৈ কার্য্যযোগেন কিং পৃচ্ছসি বদস্ব মে ॥ ৫৭ ॥
শশিকলোবাচ।
তত্রাশ্রমে মহাভাগ! বর্ণনীয়ং কিমস্তি বৈ।
লোকাতিগং বিশেষেণ প্রেক্ষণীয়তমং কিল ॥ ৫৮ ॥
ব্রাহ্মণ উবাচ।
ধ্রুবসন্ধিসুতঃ শ্রীমানাস্তে সুদর্শনো নৃপঃ।
যথার্থনামা সুশ্রোণি! বর্ত্ততে পুরুষোত্তমঃ ॥ ৫৯ ॥
তস্য লোচনমত্যন্তং নিষ্ফলং প্রতিভাতি মে।
যেন দৃষ্টো ন বামোরু! কুমারস্তু সুদর্শনঃ ॥ ৬০ ॥

(তমিতি শ্যামা পারিভাষিকোক্তলক্ষণা উত্তমা স্ত্রী। তদুক্তং, শীতকালে ভবেদুষ্ণা উষ্ণকালে চ শীতলা। সর্ব্বাঙ্গেষনবদ্যাঙ্গী সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা ইতি ॥ ৫৬—৬০ ॥)

কোন সময়ে সেই বিশালাক্ষী শশিকলা বিহারার্থ সখীর সহিত চম্পক শোভিত এক মনোহর উপবনে গমন করেন ॥ ৫৪ ॥ রাজবালা চম্পকতলে অবস্থিত হইয়া পুষ্পচয়ন করিতেছেন, এমন সময়ে এক ব্রাহ্মণ দ্রুতপদে আগমন করিতেছেন দেখিতে পাইলেন ॥ ৫৫ ॥ সর্ব্বসুলক্ষণা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রাজকুমারী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া প্রিয় সম্ভাষণে কহিলেন, মহাভাগ! আপনি কোন্‌দেশ হইতে আগমন করিতেছেন? ॥ ৫৬ ॥ ব্রাহ্মণ বলিলেন, বালিকে! আমি কার্য্যবশতঃ ভারদ্বাজ মুনির আশ্রম হইতে আসিতেছি, তুমি কি জিজ্ঞাসা করিতেছ বল ॥ ৫৭ ॥

শশিকলা কহিলেন, মহাভাগ! সেই আশ্রমে অলৌকিক ও বর্ণনীয়, বিশেষতঃ দেখিতে অতি সুন্দর এমন কোন বস্তু আছে কি? ॥ ৫৮ ॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন, নিতম্বিনি! সেখানে ধ্রুবসন্ধিনামক নরপতির পুত্র পুরুষমধ্যে পরমসুন্দর শ্রীমান্ সুদর্শন তথায় অবস্থিতি করিতেছেন ॥৫৯॥ হে বামোরু! যে ব্যক্তি রাজকুমার

একত্র নিহিতা ধাত্রা গুণাঃ সর্ব্বে সিসৃক্ষুণা।
গুণানামাকরং দ্রষ্টুং মন্যে তেনৈব কৌতুকাৎ ॥ ৬১ ॥
তব যোগ্যঃ কুমারোঽসৌ ভর্ত্তা ভবিতুমর্হতি।
যোগোঽয়ং বিহিতোঽপ্যাসীন্মণিকাঞ্চনয়োরিব ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বিশ্বামিত্রকথাকথনপূর্ব্বককামবীজপ্রাপ্তিবর্ণনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

কৌতুকাৎ সর্ব্বগুণানামেকমাকরং দ্রষ্টুং তেনৈব বিধাত্রৈকস্মিন্ সুদর্শনে সর্ব্বে গুণা নিহিতা ইত্যহং মন্যে ॥ ৬১—৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

সুদর্শনকে কখন দর্শন করে নাই, আমার বোধ হয় তাহার লোচনযুগল নিতান্তই নিষ্ফল ॥ ৬০ ॥ হে কল্যাণি! আমার মনে হয় সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা যেন গুণ সমূহের আকর দেখিবার নিমিত্ত কৌতুকান্বিত হইয়া সমস্ত গুণকেই একাধারে রক্ষা করিয়াছেন ॥ ৬১ ॥ শোভনে! অধিক আর কি বলিব সেই রাজকুমার তোমার পতি হইবারই একান্ত উপযুক্ত; আমি বিবেচনা করি বিধাতা নিশ্চয়ই মণিকাঞ্চনের ন্যায় তোমাদের মিলন স্থির করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বিশ্বামিত্র কথা ও রাজপুত্রের কামবীজ প্রাপ্তি বর্ণন নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

শ্রুত্বা তদ্বচনং শ্যামা প্রেমযুক্তা ৰভুব হ।
প্রতস্থে ব্রাহ্মণস্তস্মাৎস্থানাদুক্ত্বা সমাহিতঃ ॥ ১ ॥
সা তু পূর্ব্বানুরাগাদ্বৈ মগ্না প্রেম্নাতিচঞ্চলা।
কামবাণহতেবাস গতে তস্মিন্ দ্বিজোত্তমে ॥ ২ ॥
অথ কামার্দ্দিতা প্রাহ সখীং ছন্দোঽনুবর্ত্তিনীম্।
বিকারশ্চ সমুৎপন্নো দেহে যচ্ছ্রবণাদনু ॥ ৩ ॥
অজ্ঞাতরসবিজ্ঞানং কুমারং কুলসম্ভবম্।
দুনোতি মদনঃ পাপঃ কিং করোমি ক যামি চ ॥ ৪ ॥
স্বপ্নেষু বা ময়া দৃষ্টঃ পঞ্চবাণ ইবাপরঃ।
তপতে মে মনোঽত্যর্থং বিরহাকুলিতং মৃদু ॥ ৫ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎ পদ্যৈরথ নিজাং সুতাম্।
বিবাহয়িতুমুদ্যুক্তঃ কাশীরাজ ইতীর্য্যতে ॥

ইত্থং শশিকলাং সুদর্শনসমাচারং ব্রাহ্মণ উক্ত্বা গতবানিত্যাহ শ্রুত্বেতি ॥ ১—২ ॥
যচ্ছ্রবণাদনু দেহে বিকার উৎপন্ন ইতি সখীং প্রাহেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩ ॥
অজ্ঞাতং রসবিজ্ঞানং যস্য। এতস্য শৃঙ্গাররসবিজ্ঞানং লোকৈর্ন জ্ঞাতমিত্যর্থঃ। অধুনৈব সম্প্রাপ্তযৌবন ইত্যর্থঃ ॥ ৪—৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, সেই শ্যামা* নৃপনন্দিনী ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সাতিশয় প্রেমান্বিতা হইলেন এবং বিপ্রবরও সেই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ১ ॥ রাজনন্দিনী পূর্ব্বাবধি সেই নৃপনন্দনের প্রতি অনুরাগ হেতু তদীয় প্রেমনিমগ্না এবং চঞ্চলাচিত্তা ছিলেন, এখন ঐ দ্বিজবর গমন করিলে তিনি কামবাণে আহত হইয়া পড়িলেন ॥ ২ ॥ অনন্তর স্মরপীড়িতা শশিকলা ছন্দোনুবর্ত্তিনী প্রিয়সখীকে কহিলেন, সখি! আমার এখনও সেই সৎকুলজ রাজকুমারের রসজ্ঞান হয় নাই, তথাপি ব্রাহ্মণ মুখে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া দেহে ও মানসে কামবিকারের উদয় হইল। পাপ মদন আমাকে অত্যন্ত যাতনা প্রদান করিতেছে, বল সখি! এখন কি করি, কোথায় যাই? ॥ ৩—৪ ॥ প্রিয়সখি! আমি তাঁহাকে স্বপ্নযোগে দ্বিতীয় কামদেবের ন্যায় দর্শন করিয়াছি, তদবধি আমার কোমল মানস, তাঁহার বিরহে একান্ত আকুলিত হইয়া অতিশয় সন্তপ্ত হইতেছে ॥ ৫ ॥

---

* যে নারী শীতকালে উষ্ণা ও উষ্ণকালে শীতলা এবং যাহার সর্ব্বাঙ্গ অনিন্দিত তাহাকে শ্যামা কহে।

চন্দনং দেহলগ্নং মে বিষবস্তাতি ভামিনি!।
স্রগিয়ং সর্পবচ্চৈব চন্দ্রপাদাশ্চ বহ্নিবৎ ॥ ৬ ॥
ন চ হর্ম্ম্যে বনে শং মে দীর্ঘিকায়াং ন পর্ব্বতে।
ন দিবা ন নিশায়াং বা ন সুখং সুখসাধনৈঃ ॥ ৭ ॥
ন শয্যা ন চ তাম্বূলং ন গীতং ন চ বাদনম্।
প্রীণয়ন্তি মনো মেঽদ্য ন তৃপ্তে মম লোচনে ॥ ৮ ॥
প্রয়াম্যদ্য বনে তত্র যত্রাসৌ বর্ত্ততে শঠঃ।
ভীতাস্মি কুললজ্জায়াঃ পরতন্ত্রা পিতুস্তথা ॥ ৯ ॥
স্বয়ংবরং পিতা মেঽদ্য ন করোতি করোমি কিম্।
দাস্যামি রাজপুত্রায় কামং সুদর্শনায় বৈ ॥ ১০ ॥
সন্ত্যন্যে পৃথিবীপালাঃ শতশঃ সংভৃতর্দ্ধয়ঃ।
রমণীয়া ন মে তেঽদ্য রাজ্যহীনোঽপ্যসৌ মতঃ ॥ ১১ ॥

শং কল্যাণং হর্ম্ম্যে গৃহে ন বনেঽপি ন দীর্ঘিকায়াং বাপ্যামপি ন ॥ ৭ ॥
ন প্রীণয়ন্তি এতে উপচারা ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥
শঠ ইত্যনেনাতিপ্রেমবিরহাকুলচিত্তত্বং সূচিতম্। প্রয়ামি যাস্যামি পরন্তু কুললজ্জায়াঃ সকাশাদ্ভীতাস্মি তথাপি পিতুঃ পরতন্ত্রাস্মি ততো ন ময়া গন্তুং শক্যতে ইতিভাবঃ ॥ ৯ ॥
যদ্যদ্য মে সুদর্শনেনৈব বিবাহং করিষ্যতি তর্হি সুদর্শনায় রাজপুত্রায় কামং মৈথুনং দাস্যামি ॥ ১০ ॥
সন্ত্যন্যে ইতি। ন মে তে মতা ইতিশেষঃ ॥ ১১—১২ ॥

হে ভামিনি! আমার এই দেহলগ্ন চন্দন বিষের ন্যায়, এই মালা ভুজঙ্গের ন্যায় এবং চন্দ্রকিরণ অনলের ন্যায় বোধ হইতেছে ॥ ৬ ॥ সখি! কি প্রাসাদ, কি বন, কি দীর্ঘিকা-কি পর্ব্বত, কি দিবা, কি নিশা কিছুতেই আমার শান্তিলাভ হইতেছে না, সুখসাধন বস্তু সকল বিপরীত ভাব ধারণ পূর্ব্বক আমাকে নিয়ত দুঃখ প্রদান করিতেছে ॥৭॥ শয্যা, তাম্বূল, গীত, বাদ্য কিছুতেই আমার মন ও নয়ন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছে না ॥৮॥ সখি! সেই বঞ্চক যে বনে অবস্থান করিতেছে আমি অদ্যই তথায় গমন করিতাম, কিন্তু পিতার ও কুললজ্জার অধীন বলিয়াই ভয় করিতেছি ॥ ৯ ॥ আমার পিতা এখনও স্বয়ংবর করিতেছেন না আমি কি করিব, যদি তিনি সুদর্শনের সহিত বিবাহ দিতেন তবে অদ্যই আমি সেই রাজকুমারকে আলিঙ্গন ও রতিদান করিতাম ॥ ১০ ॥ সখি! দেখ দেখি বিধাতার কি আশ্চর্য্য লীলা! অন্যান্য শত শত সমৃদ্ধিসম্পন্ন পৃথিবীপতি রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে রমণীয় বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না, কিন্তু সেই রাজপুত্র রাজ্যভ্রষ্ট হইলেও তিনি আমার মন হরণ করিয়াছেন ॥ ১১ ॥

ব্যাস উবাচ।

একাকী নির্ধনশ্চৈব বলহীনঃ সুদর্শনঃ।
বনবাসী ফলাহারস্তস্যাংশ্চিত্তে সুসংস্থিতঃ ॥ ১২ ॥
বাগ্‌বীজস্য জপাৎ সিদ্ধিস্তস্যা এষাপ্যুপস্থিতা।
সোঽপি ধ্যানপরোঽত্যন্তং জজাপ মন্ত্রমুত্তমম্ ॥ ১৩ ॥
স্বপ্নে পশ্যত্যসৌ দেবীং বিষ্ণুমায়ামখণ্ডিতাম্।
বিশ্বমাতরমব্যক্তাং সর্ব্বসম্পৎকরাম্বিকাম্ ॥ ১৪ ॥
শৃঙ্গবেরপুরাধ্যক্ষো নিষাদঃ সমুপেত্য তম্।
দদৌ রথবরং তস্মৈ সর্ব্বোপস্করসংযুতম্ ॥ ১৫ ॥
চতুর্ভিস্তুরগৈর্যুক্তং পতাকাবরমণ্ডিতম্।
জৈত্রং রাজসুতং জ্ঞাত্বা দদৌ চোপায়নং তদা ॥ ১৬ ॥
সোঽপি জগ্রাহ তং প্রীত্যা মিত্রত্বেন সুসংস্থিতম্।
বন্যৈর্মূলফলৈঃ সম্যগর্চ্চয়ামাস শম্বরম্ ॥ ১৭ ॥
কৃতাতিথ্যে গতে তস্মিন্নিষাদাধিপতৌ তদা।
মুনয়ঃ প্রীতিযুক্তাস্তে তমূচুস্তাপসা মিথঃ ॥ ১৮ ॥

তস্যাশ্চিত্তে সুসংস্থিত ইতি ইয়ং যা চিত্তস্থৈবংস্থিতিঃ সা বাগ্‌বীজস্য জপং করোতি যা শশিকলা তজ্জাপাদ্‌যা সিদ্ধিস্তস্যাঃ সকাশাদেবোপস্থিতা ॥ ১৩—১৫ ॥
জৈত্রং জয়কারিণম্ ॥ ১৬ ॥
তং রথমুপায়নভূতং জগ্রাহ মিত্রত্বেন স্থিতং শম্বরং নিষাদমর্চ্চয়ামাস ॥ ১৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, এইরূপে সেই অসহায়, বনবাসী, ফলমূলাহারী, ধনহীন ও বলবীর্য্য-বিহীন সুদর্শন সততই রাজতনয়ার মনোমন্দিরে বিরাজ করিতে লাগিল ॥১২॥ শশিকলারও সরস্বতী-বীজমন্ত্র জপহেতু, এই রাজপুত্রে অনুরাগরূপ ফলসিদ্ধির সঞ্চার হইয়াছিল। সুদর্শন ধ্যানরত হইয়া অত্যুত্তম কামরাজ-মন্ত্র নিরন্তর জপ করিতে করিতে একদিন স্বপ্নযোগে সেই পূর্ণরূপা, বৈষ্ণবীশক্তি, অব্যক্তা সর্ব্বসম্পৎস্বরূপিণী বিশ্বমাতা অম্বিকার দর্শন পাইয়াছিল ॥ ১৩—১৪ ॥ এই সময়ে শৃঙ্গবেরপুরের অধিপতি নিষাদরাজ সুদর্শনকে সমস্ত উপকরণ-সমন্বিত এক উৎকৃষ্ট রথ প্রদান করিবার মানসে ভারদ্বাজের পুণ্যাশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিল। এই রথখানি অশ্ব-চতুষ্টয়যুক্ত, উত্তম পতাকায় সুশোভিত ও সর্ব্বত্র বিজয়শীল, অতএব ইহা এই রাজপুত্রের উপযুক্ত জানিয়া উপহার স্বরূপ তাহাকে প্রদান করিয়াছিল ॥ ১৫—১৬ ॥ সুদর্শনও মিত্রদত্ত সেই উত্তম রথ গ্রহণ করিয়া বনজাত ফলমূল দ্বারা নিষাদরাজের সম্যক্‌রূপে পূজা করিল ॥১৭॥ নিষাদপতি আতিথ্য গ্রহণান্তর গমন করিলে মুনিগণ ও তাপসগণ প্রীতিসহকারে কহিতে

রাজপুত্র ! ধ্রুবং রাজ্যং প্রাপ্স্যসি ত্বঞ্চ সর্ব্বথা।
স্বল্পৈরহোভিরব্যগ্রঃ প্রতাপান্নাত্র সংশয়ঃ॥ ১৯॥
প্রসন্না তেঽম্বিকা দেবী বরদা বিশ্বমোহিনী॥
সহায়স্তু সুসম্পন্নো ন চিন্তাং কুরু সুব্রত !॥ ২০॥
মনোরমাং তথোচুস্তে মুনয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
পুত্রস্তেঽদ্য ধরাধীশো ভবিষ্যতি শুচিস্মিতে !॥ ২১॥
সা তানুবাচ তন্বঙ্গী বচনং বোঽস্তু সৎফলম্।
দাসোঽয়ং ভবতাং বিপ্রাঃ কিং চিত্রং সদুপাসনাৎ॥ ২২॥
ন সৈন্যং সচিবাঃ কোশো ন সহায়শ্চ কশ্চন।
কেন যোগেন পুত্রো মে রাজ্যং প্রাপ্তুমিহার্হতি॥ ২৩॥
আশীর্ব্বাদৈশ্চ বো নূনং পুত্রোঽয়ং মে মহীপতিঃ।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহো ভবন্তো মন্ত্রবিত্তমাঃ॥ ২৪॥

ব্যাস উবাচ।

রথারূঢ়ঃ স মেধাবী যত্র যাতি সুদর্শনঃ।
অক্ষৌহিণীসমাবৃত ইবাভাতি স তেজসা॥ ২৫॥

তং রাজপুত্রম্॥ ১৮—২৩॥
অন্যৎ সাধনং মৎপুত্রস্য রাজ্যপ্রাপ্তৌ ন দৃশ্যতে ভবতামাশীর্ব্বাদৈরেব কেবলং ভবেৎ॥ ২৪॥
রথারূঢ় ইতি। এক এব সন্নক্ষৌহিণীসমাবৃত ইব ভাতি॥ ২৫॥

লাগিলেন, রাজপুত্র! ব্যগ্র হইও না, তুমি আপন প্রতাপে অল্প দিনের মধ্যে নিশ্চয় রাজ্য প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই॥ ১৮—১৯॥ হে সুব্রত! বিশ্বমোহিনী বরপ্রদা অম্বিকা-দেবী তোমার প্রতি প্রসন্না হইয়াছেন; তোমার সহায়ও সুসম্পন্ন হইয়াছে অতএব তুমি আর চিন্তা করিও না॥ ২০॥ ধৃতব্রত মুনিগণ মনোরমাকেও কহিলেন, শুচিস্মিতে! তুমি আর ভাবনা করিও না, তোমার পুত্র শীঘ্রই পৃথিবীপতি হইবে সন্দেহ নাই॥ ২১॥ অনন্তর কৃশাঙ্গী মনোরমা মুনিগণের মধুর বচন শ্রবণ করিয়া বলিল, বিপ্রগণ! আপনা-দিগের বাক্য সফল হউক, সুজনগণের উপাসনা দ্বারা যে রাজ্যলাভ হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?॥ ২২॥ সৈন্য নাই, সচিব নাই, সহায় নাই, সম্পত্তিও নাই, তবে কিরূপে কি উপায়ে আমার পুত্র রাজ্যপ্রাপ্ত হইতে পারে?॥ ২৩॥ আপনারা মন্ত্রবিদ্-গণের শ্রেষ্ঠ, আপনাদের আশীর্ব্বাদ-বলেই আমার পুত্র নিশ্চয় মহীপতি হইবে নচেৎ অপর কোন উপায় নাই॥ ২৪॥

প্রতাপো মন্ত্রবীজস্য নান্যঃ কশ্চন ভূয়তে ।
এবং বৈ জপতস্তস্য প্রীতিযুক্তস্য সর্ব্বথা ॥ ২৬ ॥
সম্প্রাপ্য সদ্‌গুরোর্ব্বীজং কামরাজাখ্যমদ্ভুতম্ ।
জপেদ্‌যস্তু শুচিঃ শান্তঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৭ ॥
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি বাপি সুদুর্লভম্ ।
প্রসন্নায়াঃ শিবায়াশ্চ যদপ্রাপ্যং নৃপোত্তম ! ॥ ২৮ ॥
তে মন্দাস্তেঽতিদুর্ভাগ্যা রোগৈস্তে সমভিদ্রুতাঃ ।
যেষাং চিত্তে ন বিশ্বাসো ভবেদম্বার্চ্চনাদিষু ॥ ২৯ ॥
যা মাতা সর্ব্বদেবানাং যুগাদৌ পরিকীর্ত্তিতা ।
আদিমাতেতি বিখ্যাতা নাম্না তেন কুরূদ্বহ ! ॥ ৩০ ॥
বুদ্ধিঃ কীর্ত্তির্ধৃতির্লক্ষ্মীঃ শক্তিঃ শ্রদ্ধা মতিঃ স্মৃতিঃ ।
সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং সা বৈ প্রত্যক্ষং বৈ বিভাসতে ॥ ৩১ ॥
ন জানন্তি নরা যে বৈ মোহিতা মায়য়া কিল ।
ন ভজন্তি কুতর্কজ্ঞা দেবীং বিশ্বেশ্বরীং শিবাম্ ॥ ৩২ ॥

কুত এবমিতিচেন্মন্ত্রমহিমাঽয়মিত্যাহ প্রতাপ ইতি। এবং বৈ এবং ফলং জাতমিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

গুরোর্মন্ত্রমপ্রাপ্য জপত এবং সিদ্ধিরদ্ভুতা যস্তু সদ্‌গুরোর্ব্বীজং কামরাজাখ্যমদ্ভুতং সম্প্রাপ্য জপেৎ স সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াদিত্যাহ সম্প্রাপ্যেতি ॥ ২৭ ॥

প্রসঙ্গাজ্জনমেজয়ায় শ্রীদেবীমহিমানমনুবদতি ব্যাসঃ ন তদস্তীতি। শিবায়াঃ সকাশাদিত্যর্থঃ ॥ ২৮—৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, সেই মেধাবী সুদর্শন রথারূঢ় হইয়া যেখানে গমন করিতে লাগিল, সেই স্থানেই নিজতেজে অক্ষৌহিণী-পরিবৃতের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল ॥২৫॥ হে ভূপ ! ইহা বীজমন্ত্রের প্রতাপ, অন্য কোন সামান্য পদার্থ নহে, সুদর্শন প্রীতিসহকারে একাগ্রমনে জপ করিয়াই উক্তরূপ প্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই ॥ ২৬ ॥ যে ব্যক্তি শুচি ও শান্ত হইয়া কামরাজ নামক আশ্চর্য্য-জনক বীজমন্ত্র সদ্‌গুরুর নিকট হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক নিরন্তর জপ করে, নিশ্চয়ই তাহার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয় ॥২৭॥ হে নৃপোত্তম ! স্বর্গে বা মর্ত্ত্যে এমন কোনও বস্তু নাই যাহা শিবাদেবী প্রসন্না হইলে প্রাপ্ত হইতে পারা যায় না ॥ ২৮ ॥ যাহারা অম্বাদেবীর অর্চ্চনাদিতে বিশ্বাস না করে তাহারা অত্যন্ত মন্দমতি ও দুর্ভাগ্য এবং নিরন্তর রোগাক্রান্ত হইয়া সর্ব্বদা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ হে কুরুবর ! সৃষ্টিকালে অম্বাদেবীই সমস্ত দেবতাগণের জননী, সেই হেতু তিনি আদিমাতা বলিয়া বিখ্যাতা হইয়াছেন ॥ ৩০ ॥ তিনি বুদ্ধি, কীর্ত্তি, ধৃতি, লক্ষ্মী, শক্তি, শ্রদ্ধা, মতি, স্মৃতি

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা শম্ভুর্বাসবো বরুণো যমঃ।
বায়ুরগ্নিঃ কুবেরশ্চ ত্বষ্টা পূষাশ্বিনৌ ভগঃ ॥ ৩৩ ॥
আদিত্যা বসবো রুদ্রা বিশ্বেদেবা মরুদ্‌গণাঃ।
সর্ব্বে ধ্যায়ন্তি তাং দেবীং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীম্ ॥ ৩৪ ॥
কো ন সেবেত বিদ্বান্‌বৈ তাং শক্তিং পরমাত্মিকাম্।
সুদর্শনেন সা জ্ঞাতা দেবী সর্ব্বার্থদা শিবা ॥ ৩৫ ॥
ব্রহ্মৈব সাতিদুষ্প্রাপা বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপিণী।
যোগগম্যা পরাশক্তির্মুমুক্ষূণাঞ্চ বল্লভা ॥ ৩৬ ॥
পরমাত্মস্বরূপং কো বেত্তুমর্হতি তাং বিনা।
যা সৃষ্টিং ত্রিবিধাং কৃত্বা দর্শয়ত্যখিলাত্মনে ॥ ৩৭ ॥
সুদর্শনস্তু তাং দেবীং মনসা পরিচিন্তয়ন্।
রাজ্যলাভাৎ পরং প্রাপ্য সুখং বৈ কাননে স্থিতঃ ॥ ৩৮ ॥

বুদ্ধিঃ কীর্ত্তিরিতি। ইত্যাদিরূপৈঃ সর্ব্বেষাং কল্যাণকর্ত্রী প্রত্যক্ষং স্পষ্টমেব বিভাসতে ॥ ৩১—৩৪ ॥

সুদর্শনেনেতি। তস্মাত্তস্য কথমেবং ফলং ন স্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মরূপিণ্যাঃ সম্বিদ এব দেবীপদবাচ্যত্বমিতি ভাবঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। সর্ব্বে বৈ দেবা দেবীমুপতস্থুঃ কাসি ত্বং মহাদেবী সাব্রবীদহং ব্রহ্মরূপিণী মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগদিতি মুমুক্ষূণাঞ্চ বল্লভেতি। মুমুক্ষবো হি সর্ব্বং বিহায় মহাপ্রেম্ণা স্বাত্মরূপাং সম্বিদমেব পরিশীলয়ন্তি তস্মাত্তেষাং প্রিয়েত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

মায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব দেবী তত্র ব্রহ্মভাগরূপেণ বর্ণনং কৃত্বা মায়াভাগরূপেণাপি বর্ণয়তি পরমাত্মস্বরূপমিতি। সর্ব্বপুরাণতন্ত্রাদিষু বেদেষু চেত্থমেব রীতিঃ। দেব্যা মায়াবিশিষ্ট-

---

প্রভৃতি রূপে এই জগতীতলে প্রত্যক্ষ প্রতিভাত হইতেছেন ॥ ৩১ ॥ যে যে নরগণ মায়ায় মোহিত, তাহারা দেবীর স্বরূপ জানিতে পারে না এবং যাহারা কুতর্ক-পিশাচের কুহকজালে নিহতচিত্ত, তাহারাই কল্যাণময়ী বিশ্বেশ্বরী দেবীকে ভজনা করে না ॥ ৩২ ॥ রাজন্! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শম্ভু, ইন্দ্র, বরুণ, যম, বায়ু, অগ্নি, কুবের, বিশ্বকর্ম্মা, পূষা, ভগ, আশ্বিনদ্বয়, আদিত্য, বসুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বদেবগণ, মরুদ্‌গণ, এই সকলেই সেই সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী দেবীর ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ৩৩—৩৪ ॥ কোন্ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি, সেই পরাশক্তির সেবা না করে? সুদর্শন সেই সর্ব্বার্থদায়িনী কল্যাণরূপিণীর স্বরূপ জানিতে পারিয়াছিল ॥ ৩৫ ॥ তিনিই দুর্লভ ব্রহ্মবস্তু, তিনিই বিদ্যা ও অবিদ্যারূপিণী এবং তিনিই মুক্তিকাম যোগিব্রজগণের যোগগম্যা পরাশক্তি ॥ ৩৬ ॥ রাজন্! যিনি সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ সৃষ্টি করিয়া অখিলাত্মাকে প্রদর্শন করিতেছেন, তাঁহার আশ্রয় ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি পরমাত্মার স্বরূপ বিদিত হইতে সমর্থ হয়? ॥ ৩৭ ॥ সুদর্শন অরণ্যমধ্যে অবস্থিত হইয়াও

সাপি চন্দ্রকলাত্যর্থং কামবাণপ্রপীড়িতা।
নানোপচারৈরনিশং দধার দুঃখিতং বপুঃ ॥ ৩৯ ॥
তাবত্তস্যাঃ পিতা জ্ঞাত্বা কন্যাং পুত্রবরার্থিনীম্।
সুবাহুঃ কারয়ামাস স্বয়ংবরমতন্দ্রিতঃ ॥ ৪০ ॥
স্বয়ংবরস্তু ত্রিবিধো বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
রাজ্ঞাং বিবাহযোগ্যো বৈ নান্যেষাং কথিতঃ কিল ॥ ৪১ ॥
ইচ্ছাস্বয়ংবরশ্চৈকো দ্বিতীয়শ্চ পণাভিধঃ।
যথা রামেণ ভগ্নং বৈ ত্র্যম্বকস্য শরাসনম্ ॥ ৪২ ॥
তৃতীয়ঃ শৌর্য্যশুল্কশ্চ শূরাণাং পরিকীর্ত্তিতঃ।
ইচ্ছাস্বয়ংবরং তত্র চকার নৃপসত্তমঃ ॥ ৪৩ ॥
শিল্পিভিঃ কারিতা মঞ্চাঃ শুভৈরাস্তরণৈর্যুতাঃ।
ততশ্চ বিবিধাকারাঃ সুক্লৃপ্তাঃ সভ্যমণ্ডপাঃ ॥ ৪৪ ॥
এবং কৃতেঽতিসম্ভারে বিবাহার্থং সুবিস্তরে।
সখীং শশিকলা প্রাহ দুঃখিতা চারুলোচনা ॥ ৪৫ ॥
ইদং মে মাতরং ব্রূহি ত্বমেকান্তে বচো মম।
ময়া বৃতঃ পতিশ্চিত্তে ধ্রুবসন্ধিসুতঃ শুভঃ ॥ ৪৬ ॥

ব্রহ্মরূপত্বাৎ কচিন্মায়োপসর্জ্জনব্রহ্মরূপত্বেন বর্ণনং কচিদ্ব্রহ্মোপসর্জ্জনমায়ারূপত্বেন বর্ণনমিতীদং চাস্মাভিরসকৃদুক্তং ন বিস্মর্ত্তব্যম্ ॥ ৩৭—৪২ ॥

সেই দেবীকে মনে মনে চিন্তা করিয়া রাজ্যলাভ-জনিত সুখ অপেক্ষাও অধিকতর সুখ প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩৮ ॥ এবং শশিকলাও স্মরসায়কে সাতিশয় পীড়িত ও দুঃখিত হইয়া নানাবিধ পরিচর্য্যা দ্বারা দেহ ধারণমাত্র করিতেছিল ॥ ৩৯ ॥ তখন রাজা সুবাহু নিজ কন্যাকে বরাকাঙ্ক্ষিণী জানিয়া বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক স্বয়ংবর করিয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে রাজাদিগের বিবাহযোগ্য স্বয়ম্বর তিন প্রকার, কিন্তু অন্যের পক্ষে তাহা নহে। সেই ত্রিবিধ স্বয়ংবর যথা—ইচ্ছা-স্বয়ংবর প্রথম; পণ্য-স্বয়ংবর দ্বিতীয়, যেমন রামচন্দ্র শিবশরাসন ভগ্ন করিয়া জানকীর পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন; এবং শূরগণের শৌর্য্য-শুল্ক-স্বয়ংবর তৃতীয়; এই তিন প্রকার স্বয়ংবরের মধ্যে নৃপসত্তম সুবাহু ইচ্ছা-স্বয়ংবর করিয়াছিলেন ॥৪১-৪৩॥ রাজা শিল্পিগণের দ্বারা সুশোভন আস্তরণ সমন্বিত মঞ্চ এবং বিবিধ প্রকার সুসজ্জিত সভামণ্ডপ সকল নির্ম্মাণ করাইলেন ॥ ৪৪ ॥ এইরূপে স্বয়ংবর সভা নির্ম্মিত ও সুসজ্জিত এবং সামগ্রী-সম্ভার সমাহৃত হইলে চারুলোচনা শশিকলা সুদুঃখিত হইয়া সখীকে কহিল, তুমি মাতার নিকট গমন করিয়া আমার বচনানুসারে তাঁহাকে নির্জ্জনে

নান্যং বরং বরিষ্যামি তন্মতে বৈ সুদর্শনম্।
স মে ভর্ত্তা নৃপসুতো ভগবত্যা প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৪৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তা সা সখী গত্বা মাতরং প্রাহ সত্বরা।
বৈদর্ভীং বিজনে বাক্যং মধুরং মঞ্জুভাষিণী ॥ ৪৮ ॥
পুত্রী তে দুঃখিতা প্রাহ সাধ্বি! ত্বাং মন্মুখেন যৎ।
শৃণু ত্বং কুরু কল্যাণি! তদ্ধিতং ত্বরিতাধুনা ॥ ৪৯ ॥
ভারদ্বাজাশ্রমে পুণ্যে ধ্রুবসন্ধিসুতোঽস্তি যঃ।
স মে ভর্ত্তা বৃতশ্চিত্তে নান্যং ভূপং বৃণোম্যহম্ ॥ ৫০ ॥

ব্যাস উবাচ।

রাজ্ঞী তদ্বচনং শ্রুত্বা স্বপতৌ গৃহমাগতে।
নিবেদয়ামাস তদা পুত্রীবাক্যং যথাতথম্ ॥ ৫১ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা বিস্মিতঃ প্রহসন্মুহুঃ।
ভার্য্যামুবাচ বৈদর্ভীং সুবাহুস্তু শ্রুতং বচঃ ॥ ৫২ ॥

শৌর্য্যশুল্কশ্চ শৌর্য্যং শুল্কং যস্মিন্ স ইত্যর্থঃ। যস্য শৌর্য্যং বর্ত্ততে তেন সর্ব্বান্ রাজ্ঞো জিত্বা কন্যাহরণীয়েতি ॥ ৪৩—৫১ ॥

কহিবে, আমি ধ্রুবসন্ধির সুশোভন পুত্র সুদর্শনকে মনে মনে বরণ করিয়াছি, আমি, সেই রাজকুমার ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিব না, দেবী ভগবতী তাঁহাকেই আমার ভর্ত্তা বলিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৪৫—৪৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, সখী রাজকুমারীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর গমন পূর্ব্বক তাঁহার মাতা বৈদর্ভীকে মধুর বচনে নির্জ্জনে কহিল, সাধ্বি! আপনার তনয়া দুঃখিত হইয়া আমার দ্বারা যাহা বলিয়া পাঠাইলেন তাহা শ্রবণ করুন এবং যাহা হিতকর হয় তাহাই অবিলম্বে সম্পাদন করুন ॥ ৪৮—৪৯ ॥ তিনি বলিলেন "ভারদ্বাজ ঋষির পবিত্র আশ্রমে ধ্রুবসন্ধি রাজার পুত্র আছেন, তাঁহাকেই আমি মনে মনে বরণ কবিয়াছি, আর অন্য কোনও ভূপতিকে বরণ করিব না" ॥ ৫০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজমহিষী তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার পতি গৃহে আগমন করিলে তাঁহাকে তনয়ার বাক্য যথাযথরূপে সমস্তই নিবেদন করিলেন। ॥ ৫১ ॥ তাহা শুনিয়া রাজা সুবাহু বিস্মিত হইলেন, পরে মুহুর্মুহু হাস্য করিয়া নিজ মহিষী বিদর্ভরাজতনয়াকে তথ্য বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন, সুভ্রু! সেই রাজপুত্র সুদর্শন বালক, রাজ্য হইতে বনে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, এক্ষণে অসহায় হইয়া মাতার সহিত নির্জ্জন বনে বাস করি-

সুভ্রু ! জানাসি বালোঽসৌ রাজ্যান্নিষ্কাষিতো বনে।
একাকী সহ মাত্রা বৈ বসতে নির্জ্জনে বনে ॥ ৫৩ ॥
তৎকৃতে নিহতো রাজা বীরসেনো যুধাজিতা।
স কথং নির্ধনো ভর্ত্তা যোগ্যঃ স্যাচ্চারুলোচনে ! ॥ ৫৪ ॥
ব্রূহি পুত্রীং ততো বাক্যং কদাচিদপি বিপ্রিয়ম্।
আগমিষ্যন্তি রাজানঃ স্থিতিমন্তঃ স্বয়ংবরে ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে কাশীরাজকন্যায়া বিবাহোদ্যোগ বর্ণনং নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

সুনৃতমিত্যপি পাঠঃ ॥ ৫২—৫৪ ॥

ব্রূহীতি। অস্মিন্ স্বয়ংবরে স্থিতমন্তঃ প্রতিষ্ঠিতা রাজান আগমিষ্যন্তি তস্মাদেতাদৃশং সর্ব্বেষাং বিপ্রিয়ং বাক্যং কদাপি ত্বয়া ন বক্তব্যমিতিশেষঃ। ইতি পুত্রীং ব্রূহীতি ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

তেছে ॥ ৫২—৫৩ ॥ তাহারই নিমিত্ত রাজা বীরসেন যুধাজিৎ কর্ত্তৃক সমরে নিহত হইয়াছেন, হে চারুলোচনে ! সেই নির্ধন বনগত অসহায় বালক কিরূপে তাহার ভর্ত্তা হইবে ? ॥ ৫৪ ॥ অতএব শশিকলাকে বলিও তোমার স্বয়ংবর-সভায় বহুতর মর্য্যাদাশালী মহৎ মহৎ রাজগণ আগমন করিবেন তুমি তাহাদের যাহাকে হয় মনোনীত করিবে, অতএব এরূপ অপ্রিয় বাক্য আর উচ্চারণ করিও না ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষিবেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে কাশিরাজের কন্যা শশিকলারস্বয়ংবরের উদ্যোগ বর্ণন নামক অষ্টাদশঅধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ভর্ত্রা সাভিহিতা বালাং পুত্রীং কৃত্বাঙ্কসংস্থিতাম্।
উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণং সমাশ্বাস্য শুচিস্মিতাম্ ॥ ১ ॥
কিং বৃথা সুদতি! ত্বং হি বিপ্রিয়ং মম ভাষসে।
পিতা তে দুঃখমাপ্নোতি বাক্যেনানেন সুব্রতে! ॥ ২ ॥
সুদর্শনোঽতিদুর্ভাগ্যো রাজ্যভ্রষ্টো নিরাশ্রয়ঃ।
বলকোশবিহীনশ্চ পরিত্যক্তস্তু বান্ধবৈঃ ॥ ৩॥
মাত্রা সহ বনং প্রাপ্তঃ ফলমূলাশনঃ কৃশঃ।
ন তে যোগ্যো বরোঽয়ং বৈ বনবাসী চ দুর্ভগঃ ॥ ৪ ॥
রাজপুত্রাঃ কৃতপ্রজ্ঞা রূপবন্তঃ সুসম্মতাঃ।
তবার্হাঃ পুত্রি! সন্ত্যন্যে রাজচিহ্নৈরলঙ্কৃতাঃ ॥ ৫ ॥
ভ্রাতাস্য বর্ত্ততে কান্তঃ স রাজ্যং কোশলেষু বৈ।
করোতি রূপসম্পন্নঃ সর্ব্বলক্ষণসংযুতঃ ॥ ৬ ॥

দ্বিষষ্টিশ্লোকবর্গৈস্তু সুদর্শনযুতা নৃপাঃ।
স্বয়ংবরে সমাজগ্মুরিতি সম্যক্‌কথোচ্যতে ॥

ভর্ত্তা সেতি। সা রাজপত্নী ভর্ত্রা রাজ্ঞেত্যর্থঃ ॥ ১—৪ ॥
রাজচিহ্নৈশ্ছত্রচামরাদিভিঃ ॥ ৫—৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, সুবাহু এইরূপ বলিলে পর রাজমহিষী নিজতনয়া শুচিস্মিতা শশিকলাকে ক্রোড়ে বসাইয়া আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক মধুর বচনে বলিতে আরম্ভ করিলেন, চারুলোচনে! তুমি সর্ব্বদা ব্রতাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাক অতএব কেন আমার অপ্রিয় কথা বলিতেছ? রাজা তোমার এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছেন ॥ ১-২ ॥ সেই সুদর্শন অতি দুর্ভাগ্য, রাজভ্রষ্ট, নিরাশ্রয়, বলকোষ-বিহীন, বান্ধবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, মাতার সহিত বনে নির্ব্বাসিত, ফলমূলাহারী এবং কৃশ অতএব এরূপ বনবাসী ভাগ্যবিহীন ব্যক্তি তোমার যোগ্য বর নহে। বহুতর কৃতবিদ্য রূপবান্, সকলের সুসম্মত, রাজচিহ্নে অলঙ্কৃত, তোমার যোগ্য রাজপুত্র আছেন, তাঁহারা এই স্বয়ংবরে আগমন করিবেন ॥ ৩—৫ ॥ ঐ সুদর্শনের সর্ব্বসুলক্ষণ-সমন্বিত ও মনোহর রূপগুণ-সম্পন্ন এক ভ্রাতা আছেন, তিনি কোশল দেশে

অন্যচ্চ কারণং সুভ্রু! শৃণু যচ্চ ময়া শ্রুতম্।
যুধাজিৎ সততং তস্য বধকামোঽস্তি ভূমিপঃ॥ ৭॥
দৌহিত্রঃ স্থাপিতস্তেন রাজ্যে কৃত্বাতিসঙ্গরম্।
বীরসেনং নৃপং হত্বা সংমন্ত্র্য সচিবৈঃ সহ॥ ৮॥
ভারদ্বাজাশ্রমং প্রাপ্তো হন্তুকামঃ সুদর্শনম্।
মুনিনা বারিতঃ পশ্চাজ্জগাম নিজমন্দিরম্॥ ৯॥

শশিকলোবাচ।

মাতর্ম্মমেপ্সিতঃ কামে বনস্থোঽপি নৃপাত্মজঃ।
শর্য্যাতিবচনেনৈব সুকন্যা চ পতিব্রতা॥ ১০॥
চ্যবনঞ্চ যথা প্রাপ্য পতিশুশ্রূষণে রতা।
ভর্ত্তৃশুশ্রূষণং স্ত্রীণাং স্বর্গদং মোক্ষদং তথা।
অকৈতবকৃতং নূনং সুখদং ভবতি স্ত্রিয়াঃ॥ ১১॥
ভগবত্যা সমাদিষ্টং স্বপ্নে বরমনুত্তমম্।
তমৃতেঽহং কথং চান্যং সংশ্রয়ামি নৃপাত্মজম্॥ ১২॥

অতিসঙ্গরমতিসংগ্রামম্॥ ৮—৯॥

এবং মাতুর্ব্বচনং বাক্যং সুদর্শনপ্রত্যাখ্যানাভিপ্রায়কং শ্রুত্বা শশিকলোবাচ মাতর্ম্মমেপ্সিত ইতি। কামে মন্মনোরথবিষয়ে। তত্র দৃষ্টান্তমাহ শর্য্যাতীতি॥ ১০॥

যথেতি। যথা শর্য্যাতে রাজ্ঞো বচনেন সুকন্যানাম্নী শর্য্যাতিসুতা চ্যবনং বৃদ্ধং পতিং প্রাপ্য পতিশুশ্রূষণে রতা তথৈব মম রাজ্যাদিলোভো নাস্তি কিন্তু ভর্ত্তৃশুশ্রূষণমেবাভিলষিতং তত্তু মম সুদর্শনে পত্যাবস্ত্যেবেতি ভাবঃ। ভর্ত্তৃশুশ্রূষণমেব স্ত্রীণাং পরো ধর্ম্ম ইত্যাহ। ভর্ত্রিতি॥ ১১॥

রাজত্ব করিতেছেন॥ ৬॥ আমি অন্য আর এক বিশেষ কারণ শুনিয়াছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর, যুধাজিৎ নামক ভূপাল সুদর্শনকে বধ করিবার নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান্ আছেন॥ ৭॥ তিনি সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা পূর্ব্বক ঘোরতর যুদ্ধে বীরসেনকে নিহত করিয়া আপন দৌহিত্রকে সেই রাজ্যে স্থাপিত করিয়াছেন॥ ৮॥ সুদর্শনকে বিনাশ করিবার মানসে যুধাজিৎ ভারদ্বাজের আশ্রম পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন; পরে মুনি কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া নিজ গৃহে প্রতিগমন করেন॥ ৯॥

শশিকলা কহিলেন, জননি! বনস্থ হইলেও সেই রাজপুত্র আমার মনোরথ বিষয়ে সুসম্মত; শর্য্যাতির বাক্যে পতিব্রতা সুকন্যা যেমন চ্যবনকে প্রাপ্ত হইয়া পতিশুশ্রূষায় নিরত ছিলেন, আমিও এখন সেই রাজপুত্রকে লাভ করিয়া নিরন্তর তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিব। পতির শুশ্রূষা করিলে নারীগণ স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয়; অতএব,

মচ্চিত্তভিত্তৌ লিখিতো ভগবত্যা সুদর্শনঃ।
তং বিহায় প্রিয়ং কান্তং করিষ্যেঽহং ন চাপরম্ ॥ ১৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

প্রত্যাদিষ্টাথ বৈদর্ভী তয়া বহুনিদর্শনৈঃ।
ভর্ত্তারং সর্ব্বমাচষ্ট পুত্র্যোক্তং বচনং ভৃশম্ ॥ ১৪ ॥
বিবাহস্য দিনাদর্ব্বাগাপ্তং শ্রুতসমন্বিতম্।
দ্বিজং শশিকলা তত্র প্রেষয়ামাস সত্বরম্ ॥ ১৫ ॥
যথা ন বেদ মে তাতো তথা গচ্ছ সুদর্শনম্।
ভারদ্বাজাশ্রমে ব্রূহি মদ্বাক্যাত্তরসা বিভো ! ॥ ১৬ ॥
পিত্রা মে সম্ভৃতঃ কামং মদর্থেন স্বয়ংবরঃ।
আগমিষ্যন্তি রাজানো বলযুক্তা হ্যনেকশঃ ॥ ১৭ ॥
ময়া ত্বং বৈ বৃতশ্চিত্তে সর্ব্বথা প্রীতিপূর্ব্বকম্।
ভগবত্যা সমাদিষ্টঃ স্বপ্নে মম সুরোপম ! ॥ ১৮ ॥

কিঞ্চ সুদর্শনবিষয়ে মম ভগবত্যা আজ্ঞাপ্যস্তীত্যাহ। ভগবত্যেতি। সমাদিষ্টস্তং সুদর্শনং বরং পতিমৃতে ইত্যন্বয়ঃ। সংশ্রয়ামি সংশ্রয়িষ্যামি ॥ ১২-১৩ ॥
প্রত্যাদিষ্টা প্রত্যাখ্যাতা ॥ ১৪ ॥
অস্মিন্ সময়ে শশিকলা যৎ কৃতবতী তদাহ। বিবাহস্যেতি ॥ ১৫—১৬ ॥
মদর্থেন মৎপ্রয়োজনেন স্বয়ংবরঃ সম্ভৃতঃ সম্পাদিতঃ ॥ ১৭ ॥

সরলভাবে পতিসেবায় নিরত থাকিলে তাহাদের সুখলাভ হয়, সন্দেহ নাই ॥ ১০—১১ ॥ আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি দেবী ভগবতী তাঁহাকেই আমার বর নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই রাজপুত্র ব্যতীত আমি কিরূপে অন্য কাহারও আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি ॥ ১২ ॥ দেবী ভুবনেশ্বরী আমার চিত্তভিত্তিতে সুদর্শনকে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই প্রিয়তম কমনীয় কান্তকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য কাহাকেও বরণ করিতে পারিব না ॥ ১৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! এইরূপে বিদর্ভরাজ তনয়া বহুতর নিদর্শন দ্বারা নিরস্ত হইয়া শশিকলার বাক্য সমুদায় রাজার নিকট নিবেদন করিলেন ॥ ১৪ ॥ অনন্তর শশিকলা ব্যস্ত হইয়া বিবাহের পূর্ব্ব দিনে একজন বেদজ্ঞ ও বিশ্বস্ত বিপ্রবরকে ভারদ্বাজের আশ্রমে এই বলিয়া পাঠাইলেন, দ্বিজবর ? যাহাতে আমার পিতা জানিতে না পারেন আপনি সেই-রূপে সুদর্শনের নিকট গমন পূর্ব্বক আমার বাক্য সকল তাঁহাকে বলুন ॥ ১৫—১৬ ॥ পিতা আমার নিমিত্ত এক স্বয়ংবর সভা করিয়াছেন, বহুতর সৈন্যসমন্বিত পরাক্রমশালী রাজগণ তাহাতে উপস্থিত হইবেন, হে অমরোপম ! দেবী ভগবতী স্বপ্নযোগে আমাকে তোমার বিষয়ে আদেশ করিলে আমি পূর্ব্ব হইতেই তোমাকে প্রীতি পূর্ব্বক মনে মনে বরণ করি-

বিষমগ্নিং হুতাশে বা প্রপতামি প্রদীপিতে।
বরয়ে ত্বদৃতে নান্যং পিতৃভ্যাং প্রেরিতাপি বা ॥ ১৯ ॥
মনসা কর্ম্মণা বাচা সংবৃতস্ত্বং ময়া বরঃ।
ভগবত্যাঃ প্রসাদেন শর্ম্মাবাভ্যাং ভবিষ্যতি ॥ ২০ ॥
আগন্তব্যং ত্বয়াত্রৈব দৈবং কৃত্বা পরং বলম্।
যদধীনং জগৎ সর্ব্বং বর্ত্ততে সচরাচরম্ ॥ ২১ ॥
ভগবত্যা যদাদিষ্টং ন তন্মিথ্যা ভবিষ্যতি।
যদ্বশে দেবতাঃ সর্ব্বা বর্ত্তন্তে শঙ্করাদয়ঃ ॥ ২২ ॥
বক্তব্যোঽসৌ ত্বয়া ব্রহ্মন্নেকান্তে বৈ নৃপাত্মজঃ।
যথা ভবতি মে কার্য্যং তৎ কর্ত্তব্যং ত্বয়ানঘ ! ॥ ২৩ ॥
ইত্যুক্ত্বা দক্ষিণাং দত্ত্বা মুনির্ব্ব্যাপারিতস্তয়া।
গত্বা সর্ব্বং নিবেদ্যাশু তত্র প্রত্যাগতো দ্বিজঃ ॥ ২৪ ॥
সুদর্শনস্তু তজ্জ্ঞাত্বা নিশ্চয়ং গমনে তদা।
চকার মুনিনা তেন প্রেরিতঃ পরমাদরাৎ ॥ ২৫ ॥

হে সুরোপম ত্বং ভগবত্যা স্বপ্নে সমাদিষ্টো দর্শিত আজ্ঞপ্তো ময়া চিত্তে বৃত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৮—২২ ॥
বক্তব্যোঽসাবিতি। হে ব্রহ্মন্মদ্বাক্যান্নৃপাত্মজঃ সুদর্শনস্ত্বয়ৈবং বক্তব্যঃ ॥ ২৩ ॥
তত্র শশিকলা যদ্দেশে তত্র প্রত্যাগতঃ ॥ ২৪ ॥

য়াছি ॥১৭—১৮॥ আমি বিষ ভক্ষণ করিব, অথবা প্রদীপ্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিব ইহাও শ্রেয়, তথাপি তোমা ব্যতিরেকে পিতা মাতার আদেশমত অন্যকে বরণ করিব না ॥১৯॥ আমি মন, কর্ম্ম ও বাক্য দ্বারা তোমাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছি, ভগবতীর প্রসাদে আমাদের অবশ্যই সুখ সংঘটিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥ এই চরাচর অখিল জগৎ যাহার অধীন সেই দৈব-বলের উপর নির্ভর করিয়া তুমি এই স্থানে অবশ্যই আগমন করিবে ॥ ২১ ॥ শঙ্করাদি দেবগণ যাঁহার বশবর্ত্তী সেই দেবী ভগবতী যাহা আদেশ করিয়াছেন তাহা কদাচ মিথ্যা হইবে না ॥ ২২ ॥ হে ব্রহ্মন্ ! আপনি ধার্ম্মিকগণের মধ্যে অগ্রগণ্য অতএব আপনি সেই নৃপতিপুত্রকে নির্জ্জনে আহ্বান করিয়া এই সকল বাক্য বলিবেন ; অধিক আর কি বলিয়া দিব, যাহাতে আমার কার্য্য সাধন হয় তাহা আপনি অবশ্য অবশ্যই করিবেন ॥ ২৩ ॥ এই বলিয়া দাক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক বিপ্রবরকে সুদর্শন সন্নিধানে পাঠাইয়া দিলেন, তিনি তথায় গমন পূর্ব্বক সমস্ত নিবেদন করিয়া সত্বর প্রত্যাগত হইলেন ॥ ২৪ ॥ সুদর্শন ইহা অবগত হইয়া তথায় গমন করিতে স্থির নিশ্চয় হইলে মহর্ষি ভারদ্বাজ তাঁহাকে পরম সমাদরে প্রেরণ করিলেন ॥ ২৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

গমনায়োদ্যতং পুত্রং তমুবাচ মনোরমা।
বেপমানাতিদুঃখার্ত্তা জাতত্রাসাশ্রুলোচনা ॥ ২৬ ॥
কুত্র গচ্ছসি তত্রাদ্য সমাজে ভূভৃতাং কিল।
একাকী কৃতবৈরশ্চ কিং বিচিন্ত্য স্বয়ংবরে ॥ ২৭ ॥
যুধাজিদ্ধন্তুকামস্ত্বাং সমেষ্যতি মহীপতিঃ।
ন তেঽন্যোঽস্তি সহায়শ্চ তস্মান্মা ব্রজ পুত্রক ! ॥ ২৮ ॥
একপুত্রাতিদীনাস্মি তবাধারা নিরাশ্রয়া।
নার্হসি ত্বং মহাভাগ ! নিরাশাং কর্ত্তুমদ্য মাম্ ॥ ২৯ ॥
পিতা মে নিহতো যেন সোঽপি তত্রাগতো নৃপঃ।
একাকিনং গতং তত্র যুধাজিত্ত্বাং হনিষ্যতি ॥ ৩০ ॥

সুদর্শন উবাচ।

ভবিতব্যং ভবত্যেব নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
আদেশাচ্চ জগন্মাতুর্গচ্ছাম্যদ্য স্বয়ংবরে ॥ ৩১ ॥
মা শোকং কুরু কল্যাণি ! ক্ষত্রিয়াসি বরাননে ! ।
ন বিভেমি প্রসাদেন ভগবত্যা নিরন্তরম্ ॥ ৩২ ॥

মুনিনা ভারদ্বাজেন প্রেরিতো গমনে নিশ্চয়ং চকার ॥ ২৫—২৬ ॥
কিং বিচিন্ত্যেতি। কিমাশ্রয়ং বিচিন্ত্য স্বয়ংবরে গচ্ছসীত্যন্বয়ঃ ॥ ২৭—৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, পুত্রকে গমনোদ্যত দেখিয়া মনোরমা দুঃখিতা ও কম্পমানা হইয়া অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন ॥ ২৬ ॥ সুদর্শন! তুমি এখন কোথায় যাইতেছ? যেখানে তোমার বিষম বৈরি সকল বিদ্যমান তুমি একাকী কি ভাবিয়া সেই রাজাদিগের স্বয়ংবর সভায় গমন করিতেছ। পুত্র! তুমি এখন বালক, রাজা যুধাজিৎ তোমার বিনাশের বাসনা করিয়া তথায় আগমন করিবে, সেখানে তোমার কেহই সহায় নাই অতএব তুমি কদাচই গমন করিও না ॥ ২৭—২৮ ॥ তুমি আমার একমাত্র পুত্র, আমি অতি দীন ও নিরাশ্রয়, আমার অন্য কোন অবলম্বন নাই, অতএব এসময় আমাকে নিরাশ করা তোমার উচিত হয় না ॥ ২৯ ॥ দেখ সুদর্শন! যে যুধাজিৎ আমার পিতাকে নিহত করিয়াছে, সেই দুর্দ্দান্ত রাজা তথায় আগমন করিবে, তুমি একাকী সেস্থলে গমন করিলে সে তোমাকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিবে ॥ ৩০ ॥ সুদর্শন কহিলেন মাতঃ! যাহা ভবিতব্য তাহা অবশ্যই হইবে, এ বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই, জগন্মাতার আদেশের অনুবর্ত্তী হইয়া

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা রথমারুহ্য গন্তুকামং সুদর্শনম্।
দৃষ্ট্বা মনোরমা পুত্রমাশীর্ভিশ্চাভ্যমোদয়ৎ ॥ ৩৩ ॥
অগ্রতস্তেঽম্বিকা পাতু পৃষ্ঠে পদ্মদলেক্ষণা।
পার্ব্বতীপার্শ্বয়োঃ পাতু শিবা সর্ব্বত্র সাম্প্রতম্ ॥ ৩৪ ॥
বারাহী বিষমে মার্গে দুর্গা দুর্গেষু কর্হিচিৎ।
কালিকা কলহে ঘোরে পাতু ত্বাং পরমেশ্বরী ॥ ৩৫ ॥
মণ্ডপে তত্র মাতঙ্গী তথা সৌম্যা স্বয়ংবরে।
ভবানী ভূপমধ্যে তু পাতু ত্বাং ভবমোচনী ॥ ৩৬ ॥
গিরিজা গিরিদুর্গেষু চামুণ্ডা চত্বরেষু চ।
কামগা কাননেষ্বেবং রক্ষতু ত্বাং সনাতনী ॥ ৩৭ ॥
বিবাদে বৈষ্ণবী শক্তিরবতাত্ত্বাং রঘূদ্বহ !।
ভৈরবী চ রণে সৌম্য ! শত্রূণাং বৈ সমাগমে ॥ ৩৮ ॥
সর্ব্বদা সর্ব্বদেশেষু পাতু ত্বাং ভুবনেশ্বরী।
মহামায়া জগদ্ধাত্রী সচ্চিদানন্দরূপিণী ॥ ৩৯ ॥

আদেশাদাজ্ঞয়া ॥ ৩১—৩৩ ॥
অগ্রতস্তেঽম্বিকা পাতু। তে তবাগ্রতোঽগ্রদেশে স্থিতাম্বিকা ত্বাং পাত্বিত্যর্থঃ। উত্তরত্রাপ্যেবমেবার্থঃ ॥ ৩৪—৩৬ ॥

আমি অদ্য স্বয়ংবর সভায় গমন করিব ॥ ৩১ ॥ কল্যাণি ! আপনি শোক করিবেন না আমি ভগবতীর প্রসাদে কাহাকেও কখন ভয় করি না ॥ ৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, সুদর্শন এই বলিয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক গমনেচ্ছুক হইল দেখিয়া মনোরমা তাহাকে আশীর্ব্বচন দ্বারা আনন্দিত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ পুত্র ! অম্বিকাদেবী তোমাকে অগ্রভাগে রক্ষা করুন, পদ্মলোচনা পশ্চাৎভাগে, পার্ব্বতী উভয় পার্শ্বে, শিবাদেবী সর্ব্বত্রে, বারাহী বিষম মার্গে, দুর্গা রাজদুর্গে, কালিকা ঘোর কলহে, পরমেশ্বরী মণ্ডপস্থানে, মাতঙ্গী স্বয়ংবর স্থানে, ভবমোচনী ভবানী ভূপগণের মধ্যে, গিরিজা গিরিদুর্গে, চামুণ্ডা চত্বরস্থানে, সনাতনী কামগা কানন মধ্যে রক্ষা করুন ॥৩৪-৩৭॥ হে রঘুকুলোদ্ভব ! বৈষ্ণবী শক্তি তোমাকে বিবাদে রক্ষা করুন, ভৈরবী রণে ও শত্রুসমাগমে রক্ষা করুন ॥ ৩৮ ॥ রে পুত্রক ! সচ্চিদানন্দময়ী জগদ্ধাত্রী মহামায়া ভুবনেশ্বরী তোমাকে সর্ব্বদাই সকল স্থলে রক্ষা করুন ॥ ৩৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা তং তদা মাতা বেপমানা ভয়াকুলা ।
উবাচাহং ত্বয়া সার্দ্ধমাগমিষ্যামি সর্ব্বথা ॥ ৪০ ॥
নিমিষার্দ্ধং বিনা ত্বাং বৈ নাহং স্থাতুমিহোৎসহে ।
সহৈব নয় মাং বৎস ! যত্র তে গমনে মতিঃ ॥ ৪১ ॥
ইত্যুক্ত্বা নিঃসৃতা মাতা ধাত্রেয়ীসংযুতা তদা ।
বিপ্রৈর্দ্দত্তাশিষঃ সর্ব্বে নির্যযুর্হর্ষসংযুতাঃ ॥ ৪২ ॥
বারাণস্যাং ততঃ প্রাপ্তো রথেনৈকেন রাঘবঃ ।
জ্ঞাতঃ সুবাহুনা তত্র পূজিতশ্চার্হণাদিভিঃ ॥ ৪৩ ॥
নিবেশার্থং গৃহং দত্তমন্নপানাদিকং তথা ।
সেবকং সমনুজ্ঞাপ্য পরিচর্য্যার্থমেব চ ॥ ৪৪ ॥
মিলিতাস্তথ রাজানো নানাদেশাধিপাঃ কিল ।
যুধাজিদপি সম্প্রাপ্তো দৌহিত্রেণ সমন্বিতঃ ॥ ৪৫ ॥
করূষাধিপতিশ্চৈব তথা মদ্রেশ্বরো নৃপঃ ।
সিন্ধুরাজস্তথা বীরো যোদ্ধা মাহিষ্মতীপতিঃ ॥ ৪৬ ॥

গিরিসন্ধিনো যে দুর্গাস্তেষু । পূর্ব্বোক্তা দুর্গাস্ত স্থলদুর্গাঃ ॥ ৩৭—৪২ ॥
রাঘবঃ রঘুকুলোৎপন্নঃ সুদর্শনঃ ॥ ৪৩—৪৪ ॥
দৌহিত্রেণ শত্রুজিতা ॥ ৪৫—৪৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, অনন্তর মনোরমা তাহাকে এই বলিয়া ভয়ে ব্যাকুল অন্তঃকরণে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, সুদর্শন ! আমি তোমার সঙ্গে গমন করিব, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবে না ॥ ৪০ ॥ তোমা ব্যতিরেকে আমি নিমেষ মাত্রও এখানে অবস্থিতি করিতে পারিব না, বৎস ! যেখানে গমন করিতে তোমার বাসনা হইয়াছে, আমাকেও তথায় লইয়া চল ॥ ৪১ ॥ এই বলিয়া তখন তাহার মাতা ধাত্রীর সহিত নির্গত হইলেন, বিপ্রগণ আশীর্ব্বচন প্রদান করিলে সকলেই সেস্থান হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৪২ ॥ রঘুকুলনন্দন সুদর্শন একই রথে আরোহণ পূর্ব্বক বারাণসীতে উপনীত হইলে, তত্রত্য রাজা সুবাহু তাহার আগমন অবগত হইয়া সৎকারাদি দ্বারা যথাযোগ্য পূজা করিলেন ॥ ৪৩ ॥ বাসের নিমিত্ত গৃহ ও অন্ন পানাদি সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তু প্রদান করিয়া পরিচর্য্যার নিমিত্ত ভৃত্যদিগকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন ॥ ৪৪ ॥ অনন্তর নানাদেশ হইতে বহুতর নৃপতিগণ আসিয়া মিলিত হইলেন এবং যুধাজিৎও নিজ দৌহিত্র শত্রুজিৎকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥৪৫॥ করূষাধিপতি, মদ্ররাজ, সিন্ধুরাজ, প্রসিদ্ধ বীর ও যোদ্ধৃবর মাহিষ্মতীর অধীশ্বর, পাঞ্চাল-

পাঞ্চালঃ পর্ব্বতীয়শ্চ কামরূপোঽতিবীর্য্যবান্।
কার্ণাটশ্চোলদেশীয়ো বৈদর্ভশ্চ মহাবলঃ॥ ৪৭॥
অক্ষৌহিণীত্রিষষ্টিশ্চ মিলিতা সংখ্যয়া তদা।
বেষ্টিতা নগরী সা তু সৈন্যৈঃ সর্ব্বত্র সংস্থিতৈঃ॥ ৪৮॥
এতে চান্যে চ বহবঃ স্বয়ংবরদিদৃক্ষয়া।
মিলিতাস্তত্র রাজানো বরবারণসংযুতাঃ॥ ৪৯॥
অন্যোন্যনৃপপুত্রাস্ত ইত্যূচুর্ম্মিলিতাস্তদা।
সুদর্শনো নৃপসুতো হ্যাগতোঽস্তি নিরাকুলঃ॥ ৫০॥
একাকী রথমারুহ্য মাত্রা সহ মহামতিঃ।
বিবাহার্থমিহায়াতঃ কাকুৎস্থঃ কিং নু সাম্প্রতম্॥ ৫১॥
এতান্ রাজসুতাংস্ত্যক্ত্বা সসৈন্যান্ সায়ুধানথ।
কিমেনং রাজপুত্রী সা বরিষ্যতি মহাভুজম্॥ ৫২॥
যুধাজিদথ রাজেশস্তানুবাচ মহীপতীন্।
অহমেনং হনিষ্যামি কন্যার্থে নাত্র সংশয়ঃ॥ ৫৩॥
কেরলাধিপতিঃ প্রাহ তং তদা নীতিবিত্তমঃ।
নাত্র যুদ্ধং প্রকর্ত্তব্যং রাজন্নিচ্ছাস্বয়ংবরে॥ ৫৪॥

কামরূং দেশম্পাতীতি কামরূপঃ॥ ৪৭—৫০॥

কিং নু সাম্প্রতমিতি। যুধাজিৎপ্রমুখাস্ত্রিষষ্ট্যক্ষৌহিণীসহিতাঃ প্রাণহারকাঃ শত্রবঃ সর্ব্বে সমাগতাঃ। অস্মিন্ সমাজে একাকিন আগমনং কিং নু সাম্প্রতং যোগ্যং ন যোগ্যমিতি তাৎপর্য্যম্॥ ৫১—৫৩॥

রাজ, পর্ব্বতীয়রাজ, কর্ণাটরাজ, বীর্য্যবান্ কামরূপাধিপতি, চোলরাজ এবং মহাবল বিদর্ভ-রাজ ত্রিষষ্টি অক্ষৌহিণী সেনার সহিত মিলিত হইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বারাণসীর চারিদিক সর্ব্বত্রই সেনা দ্বারা পরিপূরিত হইল॥ ৪৬-৪৮॥ অন্যান্য নৃপতিগণ, স্বয়ংবর দর্শন মানসে উত্তম উত্তম হস্তি আরোহণ পূর্ব্বক উপস্থিত হইলেন॥ ৪৯॥ তখন রাজ-পুত্রগণ, বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, রাজকুমার সুদর্শনও এখানে আসিয়া নিরাকুল চিত্তে অবস্থিতি করিতেছেন॥ ৫০॥ কাকুৎস্থ কুলোৎপন্ন মহামতি সহায়বিহীন সুদর্শন বিবাহের নিমিত্তই কি রথারোহণ পূর্ব্বক মাতার সহিত এখানে আগমন করিয়াছেন?॥ ৫১॥ এই সৈন্যসংযুক্ত, সায়ুধ রাজপুত্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া সেই রাজপুত্রী কি এই মহাভুজ সুদর্শনকে বরণ করিবেন?॥ ৫২॥ অনন্তর রাজবর যুধাজিৎ সমস্ত মহীপতি-গণকে কহিলেন, আমি কন্যার নিমিত্ত ইহাকে নিশ্চয়ই বিনাশ করিব॥ ৫৩॥ তাঁহার সেই

বলেন হরণং নাস্তি নাত্র শুল্কস্বয়ংবরঃ।
কন্যেচ্ছয়াত্র বরণং বিবাদঃ কীদৃশস্ত্বিহ ॥ ৫৫ ॥
অন্যায়েন ত্বয়া পূর্ব্বমসৌ রাজ্যাৎ প্রবাসিতঃ।
দৌহিত্রায়ার্পিতং রাজ্যং বলবন্নৃপসত্তম ! ॥ ৫৬ ॥
কাকুৎস্থোঽয়ং মহাভাগ ! কোসলাধিপতেঃ সুতঃ।
কথমেনং রাজপুত্রং হনিষ্যসি নিরাগসম্ ॥ ৫৭ ॥
লপ্স্যসে তৎফলং নূনমনয়স্য নৃপোত্তম !।
শাস্তাস্তি কশ্চিদায়ুষ্মন্ ! জগতোঽস্য জগৎপতিঃ ॥ ৫৮ ॥
ধর্ম্মো জয়তি নাধর্ম্মঃ সত্যং জয়তি নানৃতম্।
মানয়ং কুরু রাজেন্দ্র ! ত্যজ পাপমতিং কিল ॥ ৫৯ ॥
দৌহিত্রস্তব সম্প্রাপ্তঃ সোঽপি রূপসমন্বিতঃ।
রাজ্যযুক্তস্তথা শ্রীমান্ কথং তং ন বরিষ্যতি ॥ ৬০ ॥

নীতিসত্তমো নীতিজ্ঞঃ। ইচ্ছাস্বয়ংবরে কন্যায়া যস্মিন্নিচ্ছা ভবতি স তয়া বরণীয় ইতি মর্য্যাদারাঃ সত্বাদত্র যুদ্ধং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

বলেনেতি। অস্মিন্নিচ্ছাস্বয়ম্বরে বলেন হরণং নাস্তি তত্তু শৌর্য্যশুল্কে এব বর্ত্ততে নাত্র শুল্কোঽস্তি কিন্তর্হি তত্রাহ। কন্যেচ্ছয়েতি ॥ ৫৫ ॥

কিঞ্চাস্যাপরাধাভাবেন কথমেনং হনিষ্যসীত্যাহ। অন্যায়েনেতি ॥ ৫৬—৫৭ ॥

জগৎপতিঃ পরমেশ্বরোঽন্যোব শাস্তা কশ্চিদ্বিলক্ষণঃ ॥ ৫৮—৫৯ ॥

কথং তং ন বরিষ্যতীতি। যদি কন্যায়া ইচ্ছাস্তি তর্হি তং কথং ন বরিষ্যতি যদি নাস্তি তর্হি তব বিবাদেনাপি কিং ফলম্। কন্যেচ্ছায়াঃ স্বতন্ত্রত্বাৎ ॥ ৬০ ॥

বাক্য শ্রবণ করিয়া নীতিজ্ঞগণের অগ্রগণ্য কেরলরাজ কহিতে লাগিলেন, রাজন্ ! ইচ্ছা-স্বয়ংবরে যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে ॥৫৪॥ এস্থানে শুল্ক-স্বয়ংবর হইবে না সুতরাং বলপূর্ব্বক কন্যা হরণের ব্যবস্থাও নাই,এখানে কন্যা আপন ইচ্ছায় বরণ করিবে,অতএব ইহাতে আবার বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা কি ? ॥৫৫॥ তুমি পূর্ব্বে অন্যায় করিয়া উঁহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছ এবং শ্রেষ্ঠ নৃপতি হইয়াও বলপূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিয়া নিজ দৌহিত্রকে প্রদান করিয়াছ ॥৫৬॥ হে মহাভাগ ! সুদর্শন কাকুৎস্থ কুলোৎপন্ন ও কোশলাধিপতির তনয়, তুমি এই নিরপরাধ রাজপুত্রকে কেন বিনাশ করিবে ? ॥ ৫৭ ॥ আয়ুষ্মন্ ! তুমি নিশ্চয় জানিও যে এই জগতে কেহ না কেহ ঈশ্বর আছেন, তিনিই এই অখিলের শাসন করিয়া থাকেন, তুমি যদি কোন দুর্নয়ের অনুষ্ঠান কর, তবে অবশ্যই তাঁহার নিকট হইতে যথোচিত ফল প্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই ॥৫৮॥ রাজেন্দ্র ! ধর্ম্ম ও সত্যেরই সর্ব্বত্র জয় এবং অধর্ম্ম ও মিথ্যার পরাজয় হইয়া থাকে, অতএব তুমি নীচ অভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া আপনার কলুষিত মতি প্রশমিত কর ॥ ৫৯ ॥ তোমার দৌহিত্রও এখানে উপস্থিত হইয়াছে, সে রূপবান্ ও শ্রীমান্ এবং

অন্যে রাজসুতাঃ কামং বর্ত্তন্তে বলবত্তরাঃ।
কন্যাস্বয়ংবরে কন্যা স্বীকরিষ্যতি সাম্প্রতম্॥ ৬১॥
কৃতে তথা বিবাহঃ কঃ প্রবদন্তু মহীভুজঃ।
পরস্পরং বিরোধোঽত্র ন কর্ত্তব্যো বিজানতা॥ ৬২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে সুদর্শনাদিনৃপগণানাং স্বয়ংবরসভাগমনং নাম ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯॥

কং বা সাম্প্রতং স্বীকরিষ্যতি তং স্বীকরোতু॥ ৬১—৬২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ঊনবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৯॥

রাজ্যসমন্বিত, রাজকন্যা তাহাকে বরণ না করিবে কেন?॥ ৬০॥ আরও বিবেচনা করিয়া দেখ অন্যান্য বহুতর বলবান্ রাজপুত্রও কন্যা-স্বয়ংবরে উপস্থিত হইয়াছেন, রাজতনয়া তাহাদিগকেও বরণ করিতে পারে। অতএব এই মহীপালগণ সকলেই বলুন, যদি সেই-রূপে বরণ কার্য্য সমাধা হয় তবে তাহাতে আর বিবাদ কি আছে? এরূপ জানিয়া শুনিয়া ইহাতে বিবাদ বিসম্বাদ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে॥ ৬১—৬২॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে সুদর্শন ও রাজগণের স্বয়ংবরসভা-গমন নামক ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইতি বাদিনি ভূপালে কেরলাধিপতৌ তদা।
প্রত্যুবাচ মহাভাগ! যুধাজিদপি পার্থিবঃ ॥ ১ ॥
নীতিরিয়ং মহীপাল! যদ্‌ব্রবীতি ভবানিহ।
সমাজে পার্থিবানাং বৈ সত্যবাগ্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২ ॥
যোগ্যেষু বর্ত্তমানেষু কন্যারত্নং কুলোদ্বহ!।
অযোগ্যোঽর্হতি ভূপালো ন্যায়োঽয়ং তব রোচতে ॥ ৩ ॥
ভাগং সিংহস্য গোমায়ুর্ভোক্তুমর্হতি বা কথম্।
তথা সুদর্শনোঽয়ং বৈ কন্যারত্নং কিমর্হতি ॥ ৪ ॥
বলং বেদো হি বিপ্রাণাং ভূভুজাং চাপজং বলম্।
কিমন্যায্যং মহারাজ! ব্রবীম্যহমিহাধুনা ॥ ৫ ॥

একসপ্ততিপদ্যৈস্তু রাজ্ঞাং তত্র পরস্পরম্।
সংবাদস্তু বিনির্ব্বর্ত্ত্য কন্যাবোধ উদীর্যতে ॥

কেরলাধিপতিবাক্যানন্তরং যুধাজিদ্বাক্যমাহেত্যাহ। ইতি বাদিনীতি। মহাভাগ! হে জনমেজয়! ॥ ১ ॥

নীতিরিয়মিতি। ইয়ং নীতিঃ কিমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অয়ং ন্যায়স্তবৈব রোচতে। নান্যস্যেত্যাহ ॥ ৩ ॥

অসাম্প্রতং তব মতমিত্যাহ ভাগমিতি। সিংহস্য ভাগং গোমায়ুঃ শৃগালঃ কথং ভোক্তুমর্হতি ন কথমপীত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহাভাগ! কেরল দেশের অধিপতি এইরূপ বলিলে রাজা যুধাজিৎও প্রত্যুত্তরে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥ রাজন্! আপনি সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়, আপনি এই রাজসমাজে যাহা যাহা বলিলেন সে সকলই সত্য ও নীতিসম্মত। নৃপবর! আপনি সৎকুলজাত, অতএব আপনিই বলুন দেখি যে, এই সকল যোগ্যপাত্র বিদ্যমান থাকিতেও অযোগ্য ব্যক্তি কন্যারত্ন লাভ করিবে? এই নীতিই কি আপনার অভিমত? ॥ ২—৩ ॥ যেমন শৃগাল কখন সিংহের ভাগ ভোগ করিতে যোগ্য হয় না, সেইরূপ সুদর্শনও এই কন্যারত্ন লাভ করিবার উপযুক্ত নহে ॥ ৪ ॥ বিপ্রগণের বেদই বল, ক্ষত্রিয় রাজার ধনুর্ব্বাণই বল, ইহা সর্ব্বত্রই নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে; অতএব, মহারাজ! আমি এ বিষয়ে কি অন্যায়

বলং শুল্কং যথা রাজ্ঞাং বিবাহে পরিকীর্ত্তিতম্।
বলবানেব গৃহ্লাতু নাবলস্তু কদাচন ॥ ৬ ॥
তস্মাৎ কন্যাং পণং কৃত্বা নীতিরত্র বিধীয়তাম্।
অন্যথা কলহঃ কামং ভবিষ্যতি মহীভুজাম্ ॥ ৭ ॥
এবং বিবাদে সংবৃত্তে রাজ্ঞাং তত্র পরস্পরম্।
আহূতস্তু সভামধ্যে সুবাহুর্নৃপসত্তমঃ ॥ ৮ ॥
সমাহূয় নৃপাঃ সর্ব্বে তমূচুস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
রাজন্নীতিস্ত্বয়া কার্য্যা বিবাহেঽত্র সমাহিতঃ ॥ ৯ ॥
কিং তে চিকীর্ষিতং রাজংস্তদ্বদস্ব সমাহিতঃ।
পুত্র্যাঃ প্রদানং কস্মৈ তে রোচতে নৃপ! চেতসি ॥ ১০ ॥

সুবাহুরুবাচ।

পুত্র্যা মে মনসা কামং বৃতঃ কিল সুদর্শনঃ।
ময়া নিবারিতাত্যর্থং ন সা প্রত্যেতি মে বচঃ ॥ ১১ ॥

যদুক্তমিচ্ছাস্বয়ংবর ইতি তত্রাহ। বলং শুল্কমিতি। নির্ব্বলরাজানাং স স্বয়ংবরো বীর্য্যবতাং রাজ্ঞাস্তু বলমেব শুল্কং পরিকীর্ত্তিতম্। শুল্কং বরাদিদেয়ে স্যাদ্বরাদর্থগ্রহে স্ত্রিয়ামিতি মেদিনীকোশাচ্ছুল্কং বরাদর্থগ্রহরূপং পরিকীর্ত্তিতং নান্যৎ। তস্য শুল্কবিবাহরূপস্য স্পষ্টং রূপমাহ বলবানেবেতি। যতো রাজ্ঞাং বলমেব শুল্কং তস্মাৎ কন্যাং বলবানেব গৃহ্লাত্ববলস্তু কদাচন কদাপি ন গৃহ্লাত্বিতি পণং কৃত্বাত্র বিবাহে নীতির্মমাভিলষিতোঽয়ং ন্যায়ো বিধীয়তাং ক্রিয়তাম্। অস্বীকারে দোষমাহ। অন্যথেতি ॥ ৬—৮ ॥

রাজন্নিতি। পণরূপা পূর্ব্বোক্তা রাজভির্নিশ্চিতা নীতির্ন্যায়স্ত্বয়া কার্য্যাত্র স্বয়ংবরে ইত্যস্মদভিলষিতমস্তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

তব যচ্চিকীর্ষিতং তত্ত্বমপি বদেত্যাহ কিং তে ইতি। ত্বয়া পণস্তু ন কৃতোঽথ বিবাহার্থং প্রবৃত্তোঽসি তস্মাৎ পুত্র্যাঃ প্রদানং কস্মৈ তে রোচতে তদ্বদেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

কামং যথেষ্টং সুদর্শনো বৃতঃ। প্রত্যেতি স্বীকরোতি ॥ ১১ ॥

বলিতেছি তাহা আপনিই বলুন ॥ ৫ ॥ রাজাদিগের বলই শুল্ক, তদনুসারে বলবান্ ব্যক্তিই কন্যারত্ন গ্রহণ করুক, দুর্ব্বল ক্ষত্রিয় কখনই তাহা গ্রহণ করিতে পারিবে না, এইরূপ পণ করিয়া এই বিবাহে নীতি বিধান করুন, তাহা না হইলে মহীপালগণের মধ্যে নিশ্চয়ই কলহ উপস্থিত হইবে ॥ ৬—৭ ॥

সেই স্বয়ংবর সভায় এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইলে, নৃপসত্তম সুবাহুকে তথায় আহ্বান করা হইল ॥ ৮ ॥ তত্ত্বদর্শী নৃপতিগণ সকলেই সুবাহুকে কহিলেন, রাজন্! আপনি মনোযোগী হইয়া এই বিবাহ কার্য্যে একটী সুনীতি স্থাপন করুন্ ॥ ৯ ॥ আপনার অভিলাষ কি? আপনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া সমাহিত চিত্তে তাহা প্রকাশ করুন। হে নৃপ!

কিং করোমি সুতায়া মে ন বশে বর্ত্ততে মনঃ।
সুদর্শনস্তথৈকাকী সম্প্রাপ্তোঽস্তি নিরাকুলঃ ॥ ১২ ॥

ব্যাস উবাচ।

সম্পন্নভূভুজঃ* সর্ব্বে সমাহূয় সুদর্শনম্।
ঊচুঃ সমাগতং শান্তমেকাকিনমতন্দ্রিতম্ ॥ ১৩ ॥
রাজপুত্র! মহাভাগ! কেনাহূতোঽসি সুব্রত!।
একাকী যঃ সমায়াতঃ সমাজে ভূভৃতামিহ ॥ ১৪ ॥
ন বৈ সৈন্যং ন সচিবা ন কোশো ন বৃহদ্‌বলম্।
কিমর্থঞ্চ সমায়াতস্তত্ত্বং ব্রূহি মহামতে! ॥ ১৫ ॥
যুদ্ধকামা নৃপতয়ো বর্ত্তন্তেঽত্র সমাগমে।
কন্যার্থং সৈন্যসম্পন্নাঃ কিং ত্বং কর্ত্তুমিহেচ্ছসি ॥ ১৬ ॥
ভ্রাতা তে সুবলঃ শূরঃ সম্প্রাপ্তোঽস্তি জিঘৃক্ষয়া।
যুধাজিচ্চ মহাবাহুঃ সাহায্যং কর্ত্তুমাগতঃ ॥ ১৭ ॥

মে সুতায়া মনো বশে নাস্তীত্যর্থঃ। তথা যথা তস্যাঃ কন্যায়া অভিপ্রায়স্তথৈব সুদর্শনোপ্যনাহূতো ময়াত্র প্রাপ্তঃ। তেন জানামি নূনং কন্যয়ৈবায়মাহূত ইতি ॥ ১২ ॥

সুবাহুবচনং শ্রুত্বা কেনাহূতস্ত্বং কিমর্থমত্রাগতোঽসীত্যভিপ্রায়েণ সুদর্শনং পপ্রচ্ছুরিত্যাহ সম্পন্নভূভুজ ইতি। শিষ্টা ভূভুজ ইত্যর্থঃ ॥ ১৩—১৭ ॥

কাহাকে কন্যা প্রদান করিতে আপনার অভিলাষ হয়, তাহা আপনি প্রকাশ করিয়া বলুন ॥ ১০ ॥

সুবাহু কহিলেন, আমার তনয়া মনে মনে সুদর্শনকে বরণ করিয়াছে, আমি বহুবার বারণ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে আমার বাক্য গ্রহণ করে নাই। আমি কি করিব, এক্ষণে আমার কন্যার মানস, তাহার বশীভূত নহে। এদিকে সুদর্শন অনিমন্ত্রিত হইলেও একাকী এখানে আগমন করিয়া নিরাকুল-চিত্তে অবস্থিতি করিতেছে ॥ ১১—১২ ॥

ব্যাস বলিলেন, অনন্তর, প্রধান প্রধান মহীপালগণ সকলেই সুদর্শনকে আহ্বান করিলেন; সুদর্শনও একাকী শান্তভাবে আগমন করিলে তাঁহারা সুস্থির ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুব্রত! তোমাকে কোন্ ব্যক্তি আহ্বান করিয়াছে? তুমি অসহায় হইয়া এই মহারাজগণের সমাজে আগমন করিয়াছ কেন? ॥ ১৩—১৪ ॥ তোমার সৈন্য নাই, সচিব নাই, সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, আর তোমার কোনও বিশেষরূপ বল দৃষ্ট হইতেছে না, মতিমন্! তবে তুমি কেন একাকী এখানে আগমন করিয়াছ তাহা বিশেষ করিয়া বল ॥ ১৫ ॥ এই রাজসমাজে সৈন্য সম্পন্ন মহাবল নরপতিগণ কন্যার নিমিত্ত যুদ্ধার্থী

---

* সংমন্ত্র্য ভূভুজঃ। ইতি বা পাঠঃ ॥

গচ্ছ বা তিষ্ঠ রাজেন্দ্র! যাথাতথ্যমুদাহৃতম্।
ত্বয়ি সৈন্যবিহীনে চ যথেষ্টং কুরু সুব্রত! ॥ ১৮ ॥

সুদর্শন উবাচ।

ন বলং ন সহায়ো মে ন কোশো দুর্গসংশ্রয়ঃ।
ন মিত্রাণি ন সৌহার্দী ন নৃপা রক্ষকা মম ॥ ১৯ ॥
অত্র স্বয়ংবরং শ্রুত্বা দ্রষ্টুকাম ইহাগতঃ।
স্বপ্নে দেব্যা প্রেরিতোঽস্মি ভগবত্যা ন সংশয়ঃ ॥ ২০ ॥
নান্যচ্চিকীর্ষিতং মেঽদ্য মামাহ জগদীশ্বরী।
তয়া যদ্বিহিতং তচ্চ ভবিতাদ্য ন সংশয়ঃ ॥ ২১ ॥
ন শত্রুরস্তি সংসারে কোঽপ্যত্র জগতীশ্বরাঃ!।
সর্ব্বত্র পশ্যতো মেঽদ্য ভবানীং জগদম্বিকাম্ ॥ ২২ ॥
যঃ করিষ্যতি শত্রুত্বং ময়া সহ নৃপাত্মজাঃ!।
শাস্তা তস্য মহাবিদ্যা নাহং জানামি শত্রুতাম্ ॥ ২৩ ॥

ত্বয়ি সৈন্যবিহীনে দৃষ্টে সত্যাস্মাভির্দ্দয়াবশাদ্যাথাতথ্যমর্শ আদ্যজন্তম্। যাথাতথ্যবিশিষ্টং বাক্যং সত্যং বাক্যমুদাহৃতমুক্তং তদুত্তরং গচ্ছাথবা তিষ্ঠ যথেষ্টং স্যাত্তথাকুর্ব্বিত্যর্থঃ ॥১৮-১৯॥

কেনাহূতঃ কিমর্থমাগতোঽসীত্যস্যোত্তরমাহ অত্রেতি। ন কেনাপ্যাহূতঃ কিন্তু ভগবতী-প্রেরণয়ৈব স্বয়ংবরং দ্রষ্টুমাগতোঽস্মীতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥

হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন, এস্থলে তুমি কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ? ॥ ১৬ ॥ তোমার ভ্রাতাও বলশালী এবং শৌর্য্যবীর্য্য সম্পন্ন, সে কন্যা গ্রহণ লালসায় এখানে উপস্থিত হইয়াছে, মহাবাহু যুধাজিৎও তাহার সাহায্য করিবার নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥ হে সুব্রত! তোমাকে সৈন্যবিহীন দেখিয়া, যেরূপ ঘটনা, তাহা আমরা তোমার নিকট বলিলাম, এক্ষণে তুমি অন্যত্র যাও বা এইস্থানে থাক, তোমার যাহা অভিলাষ হয়, বিবেচনা পূর্ব্বক সেইরূপ অনুষ্ঠান কর ॥ ১৮ ॥ সুদর্শন কহিলেন, আমার সৈন্য, সহায়, কোষ, দুর্গ, বন্ধুবান্ধব অথবা রক্ষাকারক রাজা কেহই নাই; এইস্থানে স্বয়ংবর হইবে শ্রবণ করিয়া দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি, কিন্তু বিশেষ এক কথা এই যে দেবী ভগবতী স্বপ্নযোগে আমাকে এখানে আসিবার নিমিত্ত আদেশ করিয়াছেন; তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই আমি এখানে আগমন করিয়াছি তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই ॥ ১৯—২০ ॥ এক্ষণে আমার অন্য কোনও কার্য্যের অভিলাষ নাই, ভগবতী ভুবনেশ্বরী আমাকে যাহা আদেশ করিয়াছেন, আমি তাহাই করিয়াছি। তিনি যাহা বিধান করিয়াছেন, তাহাই অদ্য সংঘটিত হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২১ ॥ হে মহীশ্বরগণ! আমি জগদীশ্বরী জগদম্বিকা ভগবতী ভবানীকে সর্ব্বত্রই দর্শন করিতেছি, অতএব এই জগতীতলে আমার

যদ্ভাবি তদ্বৈ ভবিতা নান্যথা নৃপসত্তমাঃ!।
কা চিন্তা হ্যত্র কর্তব্যা দৈবাধীনোঽস্মি সর্ব্বদা ॥ ২৪ ॥
দেবভূতমনুষ্যেষু সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বদা।
সর্ব্বেষাং তৎকৃতা শক্তির্নান্যথা নৃপসত্তমাঃ! ॥ ২৫ ॥
সা যং চিকীর্ষতে ভূপং তং করোতি নৃপাধিপাঃ!।
নির্দ্ধনং বা নরং কামং কা চিন্তা বৈ তদা মম ॥ ২৬ ॥
তাম্বতে পরমাং শক্তিং ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ।
ন শক্তাঃ স্পন্দিতুং দেবাঃ কা চিন্তা মে তদা নৃপাঃ! ॥ ২৭ ॥
অশক্তো বা সশক্তো বা যাদৃশস্তাদৃশস্ত্বহম্।
তদাজ্ঞয়া নৃপাদ্যৈব সম্প্রাপ্তোঽস্মি স্বয়ংবরে ॥ ২৮ ॥
সা যদিচ্ছতি তৎ কুর্য্যান্মম কিং চিন্তনেন বৈ।
নাত্র শঙ্কা প্রকর্তব্যা সত্যমেতদ্‌ব্রবীম্যহম্ ॥ ২৯ ॥

কিং ত্বং কর্ত্তুমিচ্ছসীত্যস্যোত্তরমাহ নান্যদিতি। মাং জগদীশ্বরী যদাহ ত্বয়া তত্র গন্তব্যমিতি তস্মাত্তদ্বাক্যপরিপালনাদন্যন্মম চিকীর্ষিতং নাস্ত্যেব। যুদ্ধং ভবিষ্যতি তদা তব কাবস্থেতি চেত্তত্রাহ তয়েতি ॥ ২১—২৬ ॥

তাম্বতে ইতি। তদুক্তং সূতসংহিতায়াং যজ্ঞবৈভবখণ্ডে ত্রয়োদশাধ্যায়ে। যস্ত ব্রহ্মত্বমাপন্নঃ শিবো যো মুনিসত্তমাঃ। সা তস্যাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ। যস্ত বিষ্ণুত্বমা-

---

কেহই শত্রু নাই তবে যে ব্যক্তি আমার সহিত শত্রুতায় প্রবৃত্ত হইবে, মহাবিদ্যা মহামায়া তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করিবেন; শত্রুতা কাহাকে বলে আমিও অবগত নহি ॥২২-২৩॥ হে নৃপসত্তমগণ! যাহা ভবিতব্য তাহা অবশ্যই ঘটিবে, কদাচই অন্যথা হইবে না আমি সর্ব্বদাই দৈবের অধীন রহিয়াছি, অতএব এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া কি ফলোদয় হইবে? ॥ ২৪ ॥ নৃপবরগণ! কি দেবতা, কি ভূতযোনি, কি মনুষ্য সকল প্রাণীতেই দেবীদত্ত শক্তি বিদ্যমান আছে, কদাচই তাহার অন্যথা হয় না ॥২৫॥ রাজেন্দ্রগণ! তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকেই ভূপতি, ধনপতি বা নির্ধন করিয়া থাকেন, তবে তাহাতে আমার চিন্তার বিষয় কি? ॥২৬॥ যখন সেই পরাশক্তি ব্যতিরেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শম্ভু প্রভৃতি দেবতাগণও নড়িতে চড়িতে সমর্থ নহেন, তবে তাহাতে আমার চিন্তার বিষয় কি আছে? ॥ ২৭ ॥ নৃপগণ! আমি অশক্তই হই, অথবা শক্তই হই, কিংবা একজন সামান্য ব্যক্তিই হই আমি সেই দেবী ভগবতীর আদেশে এই স্বয়ংবর সভায় আগমন করিয়াছি ॥ ২৮ ॥ তিনি যাহা ইচ্ছা করিতেছেন তাহাই করিবেন আমার সে চিন্তায় প্রয়োজন নাই। হে মহাভাগগণ! আপনারা এ বিষয়ে কোনও আশঙ্কা করিবেন না, আমি আপনাদিগকে সত্য কথাই

জয়ে পরাজয়ে লজ্জা ন মেঽস্ত্রাণ্যপি পার্থিবাঃ।।
ভগবত্যাস্তু লজ্জাস্তি তদধীনোঽস্মি সর্ব্বদা ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য তদাকর্ণ্য বচনং রাজসত্তমাঃ।
ঊচুঃ পরস্পরং প্রেক্ষ্য নিশ্চয়জ্ঞা নরাধিপাঃ ॥ ৩১ ॥
সত্যমুক্তং ত্বয়া সাধো! ন মিথ্যা কর্হিচিদ্ভবেৎ।
তথাপ্যুজ্জয়নীনাথস্ত্বাং হন্তুং পরিকাঙ্ক্ষতি ॥ ৩২ ॥
ত্বৎকৃতেন দয়াদিষ্টাস্ত্বাং ব্রবীমো মহামতে!।
যদ্‌যুক্তং তত্ত্বয়া কার্য্যং বিচার্য্য মনসানঘ! ॥ ৩৩ ॥

সুদর্শন উবাচ।

সত্যমুক্তং ভবদ্ভিশ্চ কৃপাবদ্ভিঃ সুহৃজ্জনৈঃ।
কিং ব্রবীমি পুনর্বাক্যমুক্ত্বা নৃপতিসত্তমাঃ ॥ ৩৪ ॥
ন মৃত্যুঃ কেনচিদ্ভাব্যঃ কস্যচিদ্‌বা কদাচন।
দৈবাধীনমিদং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্ ॥ ৩৫ ॥

পন্নঃ শিবো যো মুনিসত্তমাঃ। সা তস্যাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থকঃ। যস্তু রুদ্রত্বমাপন্নঃ শিবো যো মুনিসত্তমাঃ। সা তস্যাপি ভবেচ্ছক্তিস্তয়া হীনো নিরর্থক ইতি ॥ ২৭—৩২ ॥

ত্বৎকৃতেন ত্বদাচরণেন দয়য়াদিষ্টাঃ প্রেরিতাঃ তস্মাত্ত্বাং বয়ং ব্রবীমো ব্রূমো নান্যথেত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৬ ॥

কহিলাম। জয় বা পরাজয় বিষয়ে আমার অনুমাত্রও লজ্জা নাই; কারণ, আমি সর্ব্বদাই সেই ভগবতীর অধীন, অতএব তদ্বিষয়ের যে লজ্জা, তাহা তাঁহারই আছে ॥ ২৯-৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, নরপতিগণ তাঁহার সেইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া এবং ভগবতীর প্রতি তাহার স্থির নিশ্চয়তা জানিয়া পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া সুদর্শনকে কহিতে লাগিলেন, সাধো! তুমি যাহা কহিয়াছ, তাহা সত্য, কদাচই মিথ্যা নহে, তথাপি উজ্জয়িনীপতি যুধাজিৎ, তোমাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ॥ ৩১—৩২ ॥ হে বুদ্ধিমন্! তোমার শরীরে যে পাপের লেশ মাত্র নাই তাহা আমরা জানিয়াছি; তোমার নিমিত্ত আমাদিগের মানসে দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল, সেই হেতু তোমাকে এই বিষয় জানাইলাম, এক্ষণে মনে মনে তদ্বিষয়ের বিচার করিয়া যাহা যুক্তিযুক্ত হয় তাহাই কর ॥ ৩৩ ॥

সুদর্শন কহিলেন, আপনারা কৃপালু ও সদাশয়, আপনারা যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্য, আমি বালক হইয়া আপনাদিগকে আর কি বলিব? ॥ ৩৪ ॥ নৃপবরগণ! কোনও ব্যক্তি কখন কাহারও মৃত্যু ঘটাইতে সমর্থ হয় না, এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎই দৈবের

স্ববশোঽয়ং ন জীবোঽস্তি স্বকর্ম্মবশগঃ সদা।
তৎ কর্ম্ম ত্রিবিধং প্রোক্তং বিদ্বদ্ভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ৩৬॥
সঞ্চিতং বর্ত্তমানঞ্চ প্রারব্ধঞ্চ তৃতীয়কম্।
কালকর্ম্মস্বভাবৈশ্চ ততং সর্ব্বমিদং জগৎ॥ ৩৭॥
ন দেবো মানুষং হন্তুং শক্তঃ কালাগমং বিনা।
হতং নিমিত্তমাত্রেণ হন্তি কালঃ সনাতনঃ॥ ৩৮॥
যথা পিতা মে নিহতঃ সিংহেনামিত্রকর্ষণঃ।
তথা মাতামহোঽপ্যেবং যুদ্ধে যুধাজিতা হতঃ॥ ৩৯॥
যত্নকোটিং প্রকুর্ব্বাণো হন্যতে দৈবযোগতঃ।
জীবেদ্বর্ষসহস্রাণি রক্ষণেন বিনা নরঃ॥ ৪০॥
নাহং বিভেমি ধর্ম্মিষ্ঠাঃ কদাচিচ্চ যুধাজিতঃ।
দৈবমেব পরং মত্বা সুস্থিতোঽস্মি সদা নৃপাঃ !॥ ৪১॥
স্মরণং সততং নিত্যং ভগবত্যাঃ করোম্যহম্।
বিশ্বস্য জননী দেবী কল্যাণং সা করিষ্যতি॥ ৪২॥
পূর্ব্বার্জ্জিতং হি ভোক্তব্যং শুভং বাপ্যশুভং তথা।
স্বকৃতস্য চ ভোগেন কীদৃক্ শোকো বিজানতাম্॥ ৪৩॥

ন কেবলং কর্ম্মবশগঃ কিন্তু কালকর্ম্মস্বভাববশগশ্চেত্যাহ কালেতি। স্বভাবো মূলভূতা প্রকৃতিঃ। ততং ব্যাপ্তং তদ্বশগমিত্যর্থঃ॥ ৩৭॥
তদেবোপপাদয়তি ন দেব ইতি॥ ৩৮—৪৩॥

অধীন॥ ৩৫॥ জীবগণের মধ্যে কেহই নিজবশে অবস্থিত নহে, সকলে সর্ব্বদাই নিজ নিজ কর্ম্মের বশবর্ত্তী। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ কহেন, সঞ্চিত, বর্ত্তমান ও প্রারব্ধভেদে কর্ম্ম তিন প্রকার; এই অখিল জগৎ, কাল কর্ম্ম ও স্বভাব কর্ত্তৃক বিস্তারিত রহিয়াছে, সময় উপস্থিত না হইলে দেবতারাও মনুষ্যদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ হন না; জীবগণ কোনও নিমিত্ত-কারণ দ্বারা নিহত হয়, কিন্তু সনাতন কালই তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন॥৩৬-৩৮॥ সেইরূপে আমার পিতা শত্রুগণের সংহারক হইলেও সিংহ দ্বারা এবং মাতামহ যুধাজিতের দ্বারা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াছেন॥ ৩৯॥ জীবগণ জীবনের জন্য কোটি কোটি যত্ন করিলেও সহসা দৈবযোগে নিহত হয় এবং কেহ রক্ষা না করিলেও দৈবযোগে সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতে পারে সন্দেহ নাই॥৪০॥ হে পরম ধার্ম্মিক নরপতিগণ! আমি যুধাজিৎ হইতে কদাচই ভয় করি না, দৈবকেই প্রধান মানিয়া সর্ব্বদা সুস্থির চিত্তে অবস্থিতি করিতেছি॥৪১॥ আমি নিত্য নিত্য সততই ভগবতীর স্মরণ করিয়া থাকি, যিনি বিশ্বসংসারের জননী সেই

স্বকর্ম্মফলযোগেন প্রাপ্য দুঃখমচেতনঃ।
নিমিত্তকারণে বৈরং করোত্যল্পমতিঃ কিল ॥ ৪৪ ॥
ন তথাহং বিজানামি বৈরং শোকং ভয়ং তথা।
নিঃশঙ্কমিহ সম্প্রাপ্তঃ সমাজে ভূভৃতামিহ ॥ ৪৫ ॥
একাকী দ্রষ্টুকামোঽহং স্বয়ংবরমনুত্তমম্।
ভবিষ্যতি চ যদ্ভাব্যং প্রাপ্তোঽস্মি চণ্ডিকাজ্ঞয়া ॥ ৪৬ ॥
ভগবত্যাঃ প্রমাণং মে নান্যং জানামি সংযতঃ।
তৎকৃতঞ্চ সুখং দুঃখং ভবিষ্যতি চ নান্যথা ॥ ৪৭ ॥
যুধাজিৎ সুখমাপ্নোতু ন মে বৈরং নৃপোত্তমাঃ!।
যঃ করিষ্যতি মে বৈরং স প্রাপ্স্যতি ফলং তথা ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তাস্তে তথা তেন সন্তুষ্টা ভূভুজঃ স্থিতাঃ।
সোঽপি স্বমাশ্রমং প্রাপ্য সুস্থিতঃ সম্বভূব হ ॥ ৪৯ ॥
অপরেঽহ্নি শুভে কালে নৃপাঃ সংমন্ত্রিতাঃ কিল।
সুবাহুনা নৃপেণাথ রুচিরে বৈ স্বমণ্ডপে ॥ ৫০ ॥

অচেতনো বুদ্ধিরহিতো মূঢ়ঃ। নিমিত্তকারণে দুঃখস্যেত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥
একাকীত্যাদি পূর্ব্বান্বয়ি ॥ ৪৬ ॥
ভগবত্যা বাক্যমিতি শেষঃ ॥ ৪৭—৫২ ॥

দেবীই আমার কল্যাণ বিধান করিবেন ॥ ৪২ ॥ দেখ, শুভই হউক আর অশুভই হউক, পূর্ব্বার্জিত নিজকর্ম্ম অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে, নিজ নিজ কৃতকর্ম্ম অবশ্যই ভোক্তব্য, যে ব্যক্তি ইহা জানিতে পারেন সে ব্যক্তি আর শোক করিবেন কেন? ॥ ৪৩ ॥ মোহাচ্ছন্ন অল্পমতি মানবগণ নিজকৃত কর্ম্মযোগে দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া সামান্য কারণেই শত্রুতা করিয়া থাকে ॥৪৪॥ আমি সেরূপ শত্রুতাজনিত শোক বা ভয় কিছুই জানি না; আমি নিঃশঙ্কচিত্তে এই ভূপতিগণের সভামধ্যে উপস্থিত হইয়াছি ॥ ৪৫ ॥ আমি চণ্ডিকার আজ্ঞায় এই অত্যুত্তম স্বয়ংবর দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি; যাহা ভবিতব্য, তাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে ॥ ৪৬ ॥ ভগবতীর বাক্যই আমার প্রমাণ, আমি অন্য কিছুই জানি না, একান্ত মনে তাঁহাকেই জানি; তিনি যেরূপ সুখ দুঃখের বিধান করিয়াছেন কদাচই তাহার অন্যথা হইবে না ॥ ৪৭ ॥ রাজগণ! যুধাজিৎ সুখলাভ করুন, তাঁহার প্রতি আমার বৈরভাব নাই, যিনি আমার প্রতি শত্রুতাচরণ করিবেন তিনি অবশ্যই তাহার ফল প্রাপ্ত হইবেন সন্দেহ নাই ॥ ৪৮ ॥

দিব্যাস্তরণযুক্তেষু মঞ্চেষু রচিতেষু চ ।
উপবিষ্টাশ্চ রাজানঃ শুভালঙ্করণৈর্যুতাঃ ॥ ৫১ ॥
দিব্যবেশধরাঃ কামং বিমানেষমরা ইব ।
দীপ্যমানাঃ স্থিতাস্তত্র স্বয়ংবরদিদৃক্ষয়া ॥ ৫২ ॥
ইতি চিন্তাপরাঃ সর্ব্বে কদা সাপ্যাগমিষ্যতি ।
ভাগ্যবন্তং নৃপশ্রেষ্ঠং শ্রুতপুণ্যং বরিষ্যতি ॥ ৫৩ ॥
যদি সুদর্শনং দৈবাৎ স্রজা সম্ভূষয়েদিহ ।
বিবাদো বৈ নৃপাণাঞ্চ ভবিতা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৪ ॥
ইত্যেবং চিন্ত্যমানাস্তে ভূপা মঞ্চেষু সংস্থিতাঃ ।
বাদিত্রঘোষঃ সুমহানুত্থিতো নৃপমণ্ডপে ॥ ৫৫ ॥
অথ কাশীপতিঃ প্রাহ সুতাং স্নাতাং স্বলঙ্কৃতাম্ ।
মধূকমালাসংযুক্তাং ক্ষৌমবাসোবিভূষিতাম্ ॥ ৫৬ ॥
বিবাহোপস্করৈর্যুক্তাং দিব্যাং সিন্ধুসুতোপমাম্ ।
চিন্তাপরাং সুবসনাং স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ৫৭ ॥

শ্রুতপুণ্যং কং বরিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫৩—৫৬ ॥
সিন্ধুসুতা লক্ষ্মীঃ । চিন্তাপরাং ভগবতীধ্যানপরাম্ ॥ ৫৭—৬১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! সুদর্শন এইরূপ কহিলে পর নরপতিগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া সেই স্থানেই অবস্থিত রহিলেন, সুদর্শনও আপন আশ্রমে গমন করিয়া সুস্থিরচিত্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥ পরদিন নরপতি সুবাহু সমস্ত সমাগত নৃপতিগণকেই স্বয়ংবর সভায় নিজ নিজ মনোহর মণ্ডপে আহ্বান করিলেন ॥ ৫০ ॥ অনন্তর রাজগণ মনোহর অলঙ্কারসমূহে সুশোভিত হইয়া সুরচিত দিব্য আস্তরণ পরিশোভিত মঞ্চোপরি উপবেশন করিলেন ॥ ৫১ ॥ তখন তথায় তাঁহারা দিব্য বেশধারী বিমান স্থিত অমর বৃন্দের ন্যায় রত্ন-সমূহের সমুজ্জ্বল প্রভাজালে দীপ্যমান হইয়া স্বয়ংবর দর্শনাভিলাষে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥ সকলেই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, কখন্ সেই রাজবালা আগমন করিয়া কোন্ ভাগ্যবান্ ও পুণ্যবান্ ব্যক্তিকে বরণ করিবে ॥ ৫৩ ॥ এই স্বয়ংবর সভায় যদি দৈববশে সুদর্শনকে মাল্য প্রদান করে তাহা হইলে অবশ্যই নৃপতিগণের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ৫৪ ॥ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ভূপগণ মঞ্চোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমত সময়ে সেই নৃপতিগণের সভামণ্ডপে সুমহৎ বাদিত্র নির্ঘোষ সমুত্থিত হইল ॥ ৫৫ ॥ অনন্তর কাশিপতি সুবাহু, কন্যার সন্নিধানে গমন করিয়া দেখিলেন যে শশিকলা স্নান করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক বিবিধ অলঙ্কারে ও মধূকমালার

উত্তিষ্ঠ পুত্রি! সুমনসে! করে ধৃত্বা শুভাং স্রজম্।
ব্রজ মণ্ডপমধ্যেঽদ্য সমাজং পশ্য ভূভুজাম্॥ ৫৮॥
গুণবান্ রূপসম্পন্নঃ কুলীনশ্চ নৃপোত্তমঃ।
তব চিত্তে বসেদ্যস্তু তং বৃণুষ্ব সুমধ্যমে!॥ ৫৯॥
দেশদেশাধিপাঃ সর্ব্বে মঞ্চেষু রচিতেষু চ।
সংবিষ্টাঃ পশ্য তন্বঙ্গি! বরয়স্ব যথারুচি॥ ৬০॥

ব্যাস উবাচ।

তং তথা ভাষমাণং বৈ পিতরং মিতভাষিণী।
উবাচ বচনং বালা ললিতং ধর্ম্মসংযুতম্॥ ৬১॥

শশিকলোবাচ।

নাহং দৃষ্টিপথে রাজ্ঞাং গমিষ্যামি পিতঃ! কিল।
কামুকানাং নরেশানাং গচ্ছন্ত্যন্যাশ্চ যোষিতঃ॥ ৬২॥
ধর্ম্মশাস্ত্রে শ্রুতং তাত! ময়েদং বচনং কিল।
এক এব বরো নার্য্যা নিরীক্ষ্যঃ স্যান্ন চাপরঃ॥ ৬৩॥
সতীত্বং নির্গতং তস্যা যা প্রযাতি বহূনথ।
সঙ্কল্পয়ন্তি তে সর্ব্বে দৃষ্ট্বা মে ভবতাদিতি॥ ৬৪॥

অন্যা ব্যভিচারিণ্যঃ॥ ৬২—৬৩॥

সুশোভিত এবং সমস্ত বিবাহ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় শোভা পাইতেছেন। নৃপতি, ক্ষৌমবসনে বিভূষিত তনয়ারে চিন্তাতুরা নিরীক্ষণ করিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত কহিলেন, বৎসে! উঠ উঠ, করকমলে সুশোভন মালা ধারণ করিয়া মণ্ডপ মধ্যে গমন পূর্ব্বক রাজগণের সমাজ অবলোকন কর॥ ৫৬—৫৮॥ তন্বঙ্গি! গুণবান্, রূপবান্ ও আভিজাত্যসম্পন্ন যে নৃপসত্তম, তোমার মনোমন্দিরে বাস করিতেছেন, তুমি তাহাকেই বরণ কর॥৫৯॥ হে শোভনাঙ্গি! দেশদেশান্তরের অধিরাজগণ সুরচিত মঞ্চোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন, তুমি যাইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন কর এবং যাহাকে তোমার অভিরুচি হয় তাঁহাকেই বরমাল্য প্রদান কর॥ ৬০॥

ব্যাস বলিলেন, সুবাহু এইরূপ বলিলে পর মিতভাষিণী শশিকলা তাহাকে ধর্ম্মসংযুক্ত সুললিত মনোহর মধুর বচন বলিতে আরম্ভ করিলেন॥৬১॥ পিতঃ! আমি কামুক নরপতিগণের দৃষ্টিপথে গমন করিব না, তথায় আমার ন্যায় রমণীগণ গমন করে না, ব্যভিচারিণী কামিনীরাই গমন করিয়া থাকে॥৬২॥ পিতঃ! আমি ধর্ম্মশাস্ত্রে শ্রবণ করিয়াছি যে, নারীগণ

স্বয়ংবরে স্রজং ধৃত্বা যদা গচ্ছতি মণ্ডপে।
সামান্যা সা তদা জাতা কুলটেবাপরা বধূঃ ॥ ৬৫ ॥
বারস্ত্রী বিপণে গত্বা যথা বীক্ষ্য নরান্ স্থিতান্।
গুণাগুণপরিজ্ঞানং করোতি নিজমানসে ॥ ৬৬ ॥
নৈকভাবা যথা বেশ্যা বৃথা পশ্যতি কামুকম্।
তথাহং মণ্ডপে গত্বা কুর্ব্বে বারস্ত্রিয়া কৃতম্ ॥ ৬৭ ॥
বৃদ্ধৈরেতৈঃ কৃতং ধর্ম্মং ন করিষ্যামি সাম্প্রতম্।
পত্নীব্রতং তথা কামং চরিষ্যেঽহং ধৃতব্রতা ॥ ৬৮ ॥
সামান্যা প্রথমং গত্বা কৃত্বা সঙ্কল্পিতং বহু।
বৃণোতি চৈকং তদ্বদ্বৈ বৃণোমি কথমদ্য বৈ ॥ ৬৯ ॥
সুদর্শনো ময়া পূর্ব্বং বৃতঃ সর্ব্বাত্মনা পিতঃ!।
তমৃতে নান্যথা কর্ত্তুমিচ্ছামি নৃপসত্তম! ॥ ৭০ ॥

সঙ্কল্পয়ন্তীতি। মাং দৃষ্ট্বেয়ং মে ভবতাদিতি তে সঙ্কল্পয়ন্তি। ভবতাদিত্যাশীর্লোটি তাতঙ্ ॥ ৬৪—৬৬ ॥

কুর্ব্বে ইতি। বারস্ত্রিয়া কৃতং কথং কুর্ব্বে ইত্যর্থঃ ॥ ৬৭ ॥

নন্থ বৃদ্ধসম্প্রদায় এবমেবাস্তি স চ ত্বয়াপ্যাশ্রয়ণীয় ইতি চেত্তত্রাহ বৃদ্ধৈরিতি ॥ ৬৮ ॥

একমাত্র বরকেই নিরীক্ষণ করিবেন অপরকে নিরীক্ষণ করিবেন না ॥ ৬৩ ॥ যে নারী বহুজনের নিকট গমন করে তাহাকে সকলেই "আমার হউক" বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া থাকে, তাহাতে তাহার সতীত্ব বিদূরিত হইয়া যায় ॥৬৪॥ বরার্থিনী রমণী যখন বরমাল্য ধারণ করিয়া স্বয়ংবর সভায় রাজমণ্ডপে গমন করে, তখন সে কুলটার ন্যায় সামান্য বধূ হইয়া থাকে। যেমন বারবধূ বিপণি স্থানে গমন পূর্ব্বক বহুতর নরগণকে নিরীক্ষণ করিয়া নিজ মানসে গুণাগুণ পরিজ্ঞান করে, স্বয়ংবরগামিনী রমণীকেও সেইরূপ করিতে হয় ॥৬৫—৬৬॥ বেশ্যা যেমন একজনেরও প্রতি বদ্ধভাব না হইয়া কামুক জনগণকে নিরন্তর অবলোকন করে, আমি রাজগণের সভামণ্ডপে গমন করিয়া বারবনিতার ন্যায় সেইরূপ কার্য্য কিরূপে সম্পাদন করিব? ॥ ৬৭ ॥ বৃদ্ধগণ ধর্ম্মের এইরূপ অনুমোদন করিলেও আমি এক্ষণে তাহার অনুসরণ করিব না, আমি পাতিব্রত্য ধারণ পূর্ব্বক উত্তমরূপে পত্নীব্রতের আচরণ করিব ॥৬৮॥ সামান্য রমণী যেমন প্রথমে গমন পূর্ব্বক বহুতর ব্যক্তিকে সংকল্প করিয়া পরে এক ব্যক্তিকে বরণ করে আমি কদাচই সেরূপ করিতে পারিব না ॥ ৬৯ ॥ পিতঃ! আমি প্রথমেই কায়মনো বাক্যে সুদর্শনকে বরণ করিয়াছি; তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য ব্যক্তিকে বরণ করিয়া তাহার অন্যথা করিতে কোনমতেই আমার ইচ্ছা নাই ॥ ৭০ ॥ হে নৃপসত্তম! যদি

বিবাহবিধিনা দেহি কন্যাদানং শুভে দিনে।
সুদর্শনায় নৃপতে! যদীচ্ছসি শুভং মম ॥ ৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং রাজ্ঞাং পরস্পরসংবাদকথনপূর্ব্বকং কন্যায়া বোধবর্ণনং নাম বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

তত্র দোষমাহ সামান্যেতি। যথা কাচিৎ সামান্যা স্ত্রী প্রথমং সভায়াং গত্বা মনসি বহুপুরুষসঙ্গং সঙ্কল্পিতং কৃত্বা পশ্চাৎ স্বভাগ্যে লিখিতমেকমেব বৃণোতি তথা সামান্যাবৎ কথমদ্য পুরুষং বৃণোম্যহং পতিব্রতা সতীত্যর্থঃ ॥ ৬৯—৭১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

আপনি আমার কল্যাণ চিন্তা করেন, তবে শুভদিনে শুভলগ্নে বিবাহের বিধান অনুসারে সুদর্শনকে কন্যা প্রদান করুন ॥ ৭১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে স্বয়ংবর সভায় রাজগণের পরস্পর কথোপকথন নামক বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

সুবাহুরপি তচ্ছ্রুত্বা যুক্তমুক্তং তয়া তদা।
চিন্তাবিষ্টো বভূবাশু কিং কর্ত্তব্যমিতঃ পরম্ ॥ ১ ॥
সঙ্গতাঃ পৃথিবীপালাঃ সসৈন্যাঃ সপরিগ্রহাঃ।
উপবিষ্টাশ্চ মঞ্চেষু যোদ্ধুকামা* মহাবলাঃ ॥ ২ ॥
যদি ব্রবীমি তান্ সর্ব্বান্ সুতা নায়াতি সাম্প্রতম্।
তথাপি কোপসংযুক্তা হন্যুর্মাং দুষ্টবুদ্ধয়ঃ ॥ ৩ ॥
ন মে সৈন্যবলং তাদৃঙ্ন দুর্গবলমদ্ভুতম্।
যেনাহং নৃপতীন্ সর্ব্বান্ প্রত্যাদেষ্টুমিহোৎসহে ॥ ৪ ॥
সুদর্শনস্তথৈকাকী হ্যসহায়োঽধনঃ শিশুঃ।
কিং কর্ত্তব্যং নিমগ্নোঽহং সর্ব্বথা দুঃখসাগরে ॥ ৫ ॥
ইতিচিন্তাপরো রাজা জগাম নৃপসন্নিধৌ।
প্রণম্য তানুবাচাথ প্রশ্রয়াবনতো নৃপঃ ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ ষষ্টিপদ্যৈরাজ্ঞাং কোলাহলে সতি।
কন্যায়াঃ সম্মতৌ রাজা স্থিত ইত্যেতদুচ্যতে ॥

কন্যাবাক্যোত্তরং চিন্তাগ্রস্তো রাজা যচ্চকার তদুচ্যতে সুবাহুরপীতি। কন্যয়া তু সম্যগুক্তং পরন্তু ময়া কিং কর্ত্তব্যমিতি চিন্তাবিষ্টো বভূবেত্যর্থঃ ॥ ১—২ ॥

নায়াতীতি। ইতীতি শেষঃ ॥ ৩ ॥

প্রত্যাদেষ্টুং প্রত্যাখ্যাতুম্ ॥ ৪—৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, কাশীরাজ সুবাহু স্বীয় কন্যা শশিকলার যুক্তিযুক্ত বচন পরম্পরা শ্রবণ করিয়া এখন শীঘ্র কি কর্ত্তব্য এই বিষয়ে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন ॥ ১ ॥ পরাক্রান্ত ভূপাল সকল যুদ্ধ কামনায় সৈন্য সমূহ সঙ্গে করিয়া নিজ নিজ অনুচরগণের সহিত এখানে আগমন পূর্ব্বক স্বয়ংবর মঞ্চে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এখন যদি আমি তাঁহাদিগকে বলি যে মদীয় তনয়া শশিকলা স্বয়ংবর সভায় আসিতেছে না, তাহা হইলে সেই দুর্ব্বুদ্ধি ভূপালগণ ক্রোধান্ধ হইয়া আমাকে বিনাশ করিবে ॥ ২—৩ ॥ আমার তাদৃশ সৈন্যবল অথবা দুর্গবল নাই যে তাহার উপর নির্ভর করিয়া এই নৃপতিগণের বাক্য অস্বীকার করত তাহাদিগকে দূরীভূত করিতে সমর্থ হইব ॥ ৪ ॥ সুদর্শনও একাকী, অসহায়, নির্ধন ও বালক, এখন আমার কর্ত্তব্য

---

* অষ্টুকামাঃ ইতি বা পাঠঃ।

কিং কর্ত্তব্যং নৃপাঃ কামং নৈতি মে মণ্ডপে সুতা।
বহুশঃ প্রের্য্যমাণাপি সা মাত্রাপি ময়াপি চ ॥ ৭ ॥
মূর্দ্ধ্না পতামি পাদেষু রাজ্ঞাং দাসোঽস্মি সাম্প্রতম্।
পূজাদিকং গৃহীত্বাদ্য ব্রজন্তু সদনানি বঃ ॥ ৮ ॥
দদামি বহুরত্নানি বস্ত্রাণি চ গজান্ রথান্।
গৃহীত্বাদ্য কৃপাং কৃত্বা ব্রজন্তু ভবনান্যত ॥ ৯ ॥
ন বশে মে সুতা বালা যদি ম্রিয়েত খেদিতা।
তদা মে স্যান্মহদ্দুঃখং তেন চিন্তাতুরোঽস্ম্যহম্ ॥ ১০ ॥
ভবন্তঃ করুণাবন্তো মহাভাগ্যা মহৌজসঃ।
কিমেতয়া দুহিত্রা মে মন্দয়া দুর্ব্বিনীতয়া ॥ ১১ ॥
অনুগ্রাহ্যোঽস্মি বঃ কামং দাসোঽহমিতি সর্ব্বথা।
সুতা সুতেব মন্তব্যা ভবদ্ভিঃ সর্ব্বথা মম ॥ ১২ ॥

ব্যাস উবাচ।

শ্রুত্বা সুবাহুবচনং নোচুঃ কেচন ভূমিপাঃ।
যুধাজিৎ ক্রোধতাম্রাক্ষস্তমুবাচ রুষান্বিতঃ ॥ ১৩ ॥

মাত্রা জনন্যা ॥ ৭ ॥
বঃ সদনানি যূয়ং ব্রজন্ত্বিত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥
খেদিতা তাড়িতা সতী যদি ম্রিয়েতেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

কি? হায়! আমি এক্ষণে দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইলাম ॥ ৫ ॥ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নরপতি সুবাহু বিনয়াবনত হইয়া রাজগণের নিকট গমন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥৬॥ ভূপতিগণ! আমি এখন কি করি? আমি এবং তাহার জননী বহুবার স্বয়ংবর সভায় আসিতে বলিলেও আমার কন্যা আসিতে সম্মত হইতেছে না ॥ ৭ ॥ আমি আপনাদিগের দাস আপনাদের চরণতলে উত্তমাঙ্গ নিপাতিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, এক্ষণে পূজাদি গ্রহণ পূর্ব্বক আপনারা নিজ নিজ ভবনে গমন করুন। আমি বহুতর রত্ন, বস্ত্র, গজ ও রথ প্রদান করিতেছি গ্রহণ পূর্ব্বক কৃপাপরতন্ত্র হইয়া গৃহে গমন করুন ॥ ৮—৯ ॥ আমার তনয়া এখন বালিকা, তাহাকে তাড়না করিলে যদি প্রাণ পরিত্যাগ করে তাহা হইলে আমার আত্যন্তিক দুঃখ হইবে এই নিমিত্তই আমি অত্যন্ত চিন্তাতুর হইতেছি ॥ ১০ ॥ আপনারা সৌভাগ্যশালী, তেজস্বী ও করুণাবান্, আমার এই দুর্ব্বিনীত মন্দভাগ্য কন্যা গ্রহণে আপনাদের প্রয়োজন কি? ॥ ১১ ॥ আমি আপনাদিগের দাস, অতএব আমার প্রতি করুণা প্রকাশ এবং আমার কন্যাকে আপনাদিগের তনয়ার ন্যায় মনে করা একান্তই কর্ত্তব্য ॥ ১২ ॥

রাজন্মূর্খোঽসি কিং ব্রূষে কৃত্বা কার্য্যং সুনিন্দিতম্।
স্বয়ংবরঃ কথং মোহাদ্রচিতঃ সংশয়ে সতি ॥ ১৪ ॥
মিলিতা ভূভুজঃ সর্ব্বে ত্বয়াহূতাঃ স্বয়ংবরে।
কথমদ্য নৃপা গন্তুং যোগ্যাস্তে স্বগৃহান্ প্রতি ॥ ১৫ ॥
অবমান্য নৃপান্ সর্ব্বাংস্ত্বং কিং সুদর্শনায় বৈ।
দাতুমিচ্ছসি পুত্রীঞ্চ কিমনার্য্যমতঃপরম্ ॥ ১৬ ॥
বিচার্য্য পুরুষেণাদৌ কার্য্যং বৈ শুভমিচ্ছতা।
আরব্ধব্যং ত্বয়া তত্তু কৃতং রাজন্নজানতা ॥ ১৭ ॥
এতান্ বিহায় নৃপতীন্ বলবাহনসংযুতান্।
বরং সুদর্শনং কর্ত্তুং কথমিচ্ছসি সাম্প্রতম্ ॥ ১৮ ॥
অহং ত্বাং হন্মি পাপিষ্ঠ! তথা পশ্চাৎ সুদর্শনম্।
দৌহিত্রায়াদ্য মে কন্যাং দাস্যামীতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ১৯ ॥

কিমেতয়েতি। এতয়া দুষ্টয়া মন্দভাগ্যয়া ভবতাং কিং ফলং ভবিষ্যতি যদর্থমেতাবানাগ্রহো ভবদ্ভিঃ ক্রিয়তে ॥ ১১—১৫ ॥

অবমান্যেতি। পুত্রীং দাতুং কিমিচ্ছসি। যদীচ্ছসি তর্হি অতোঽস্মাৎ পরমধিকমনার্য্যমশ্লাঘ্যং কিমস্তি। মহানপরাধস্তব তদেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

বিচার্য্যেতি। শুভমিচ্ছতা পুরুষেণাদৌ কার্য্যং সাধ্যমসাধ্যং বেতি বিচার্য্য পশ্চাদারব্ধব্যম্। ত্বয়া তু রাজন্নজানতা তৎ কার্য্যং কৃতমতঃ ফলং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১৭—১৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, সুবাহুর বাক্য শ্রবণ করিয়া ভূপালগণ কেহ কিছুই বলিলেন না, কিন্তু যুধাজিৎ ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া রোষভরে কাশীরাজকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৩ ॥ রাজন্! তুমি নিতান্ত মূর্খ, অত্যন্ত নিন্দিত কর্ম্ম করিয়া এখন কি বলিতেছ ; যদি তোমার সন্দেহ ছিল, তবে না বুঝিয়া মোহবশে স্বয়ংবর সভা রচনা করিলে কেন? ॥ ১৪ ॥ তুমি আহ্বান করিয়াছ বলিয়া ভূপালগণ সকলেই স্বয়ংবর সভায় আসিয়া মিলিত হইয়াছেন, এখন তাঁহারা কিরূপে নিজ নিজ ভবনে গমন করিতে পারেন ॥১৫॥ সমস্ত নরপতিগণের অবমাননা করিয়া তুমি কি সুদর্শনকে কন্যাদান করিতে ইচ্ছা করিতেছ? তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা অনার্য্য কার্য্য আর কি হইতে পারে? ॥ ১৬ ॥ কল্যাণাকাঙ্ক্ষী পুরুষগণের প্রথমে বিচার করিয়াই কার্য্য আরম্ভ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু তুমি বিবেচনা না করিয়াই কার্য্যারম্ভ করিয়াছ, ইহার ফল অবশ্যই পাইতে হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥ তুমি এখন এই বলবাহনসম্পন্ন পৃথিবীন্দ্রগণকে পরিত্যাগ করিয়া, নিঃসহায় ও নির্ধন সুদর্শনকে বরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ কেন? ॥ ১৮ ॥ পাপাধম! আমি অদ্য তোমাকে বধ করিব, পশ্চাৎ সুদর্শনকে বিনাশ করিয়া দৌহিত্রকে কন্যা প্রদান করিব,

ময়ি তিষ্ঠতি কোঽন্যোঽস্তি যঃ কন্যাং হর্ত্তুমিচ্ছতি।
সুদর্শনঃ কিয়ানদ্য নির্দ্ধনো নির্ব্বলঃ শিশুঃ ॥ ২০ ॥
ভারদ্বাজাশ্রমে পূর্ব্বং মুক্তো মুনিকৃতে ময়া।
নাদ্যাহং মোচয়িষ্যামি সর্ব্বথা জীবিতং শিশোঃ ॥ ২১ ॥
তস্মাদ্বিচার্য্য সমক্ ত্বং পুত্র্যা চ ভার্য্যয়া সহ।
দৌহিত্রায় প্রিয়াং কন্যাং দেহি মে সুভ্রুবং কিল ॥ ২২ ॥
সম্বন্ধী ভব দত্ত্বা ত্বং পুত্রীমেতাং মনোরমাম্*।
উচ্চাশ্রয়ঃ প্রকর্ত্তব্যঃ সর্ব্বদা শুভমিচ্ছতা ॥ ২৩ ॥
সুদর্শনায় দত্ত্বা ত্বং পুত্রীং প্রাণপ্রিয়াং শুভাম্।
একাকিনেঽপ্যরাজ্যায় কিং সুখং প্রাপ্তুমিচ্ছসি ॥ ২৪ ॥
"কুলং বিত্তং বলং রূপং রাজ্যং দুর্গং সুহৃজ্জনম্।
দৃষ্ট্বা কন্যা প্রদাতব্যা নান্যথা সুখমৃচ্ছতি ॥ ১ ॥"
পরিচিন্তয় ধর্ম্মং ত্বং রাজনীতিঞ্চ শাশ্বতীম্।
কুরু কার্য্যং যথাযোগ্যং মা কৃথা মতিমন্যথা ॥ ২৫ ॥

দৌহিত্রায়ৈবেমাং কন্যাং দাস্যামীতি মে বিনিশ্চয়োঽস্তি ॥ ১৯—২০ ॥
মুনিকৃতে মুনিসঙ্কোচার্থম্ ॥ ২১—২২ ॥
সম্বন্ধী ভবেতি। মমেতি শেষঃ ॥ ২৩—২৬ ॥

ইহাই আমার স্থির নিশ্চয় জানিও ॥ ১৯ ॥ আমি বিদ্যমান থাকিতে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে কন্যা হরণের ইচ্ছা করিতে পারে? বলহীন, নির্ধন ও শিশু সুদর্শনের ক্ষমতাত গণণায় আনিবারই যোগ্য নহে ॥ ২০ ॥ পূর্ব্বে ভারদ্বাজের আশ্রমে মুনিজনের অনুরোধ মানিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু অদ্য আমি সেই শিশুর জীবন কোন-মতেই রাখিব না ॥ ২১ ॥ অতএব, তুমি ভার্য্যা ও কন্যার সহিত এই বিষয়ের পরামর্শ করিয়া, আপনার প্রিয়তমা মনোরমা কন্যা আমার দৌহিত্রকে প্রদান কর ॥ ২২ ॥ তুমি আমার দৌহিত্রকে এই পরমাসুন্দরী কন্যাদান করিয়া আমার সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হও, দেখ, কল্যাণাকাঙ্ক্ষী মানবগণের সর্ব্বদা মহদাশ্রয়ই কর্ত্তব্য ॥ ২৩ ॥ প্রাণতুল্য প্রিয়তমা এই কল্যাণী কন্যাকে রাজ্যভ্রষ্ট অসহায় সুদর্শনকে প্রদান করিয়া কি সুখ লাভের প্রত্যাশা করিতেছ? ॥ ২৪ ॥ "কুল, বিত্ত, বল, রূপ, রাজ্য, দুর্গ ও সুহৃদ্ সহায়াদি দর্শন করিয়া কন্যাদান করা কর্ত্তব্য, তাহা না হইলে সুখ লাভের সম্ভাবনা নাই।" তুমি রাজনীতি ও সনাতন ধর্ম্মতত্ত্ব চিন্তা করিয়া যথাযোগ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, নীতি ও ধর্ম্মপথ পরিহার

---

* সম্বন্ধী ভব মে রাজন্। সহায়োঽস্মি সদা তব। ইতি পাঠোঽপি কুত্রচিৎ দৃশ্যতে।

সুহৃদসি মমাত্যর্থং হিতন্তে প্রব্রবীম্যহম্ ।
সমানয় সুতাং রাজন্ ! মণ্ডপে তাং সখীবৃতাম্ ॥ ২৬ ॥
সুদর্শনমৃতে চেয়ং বরিষ্যতি যদাপ্যসৌ ।
বিগ্রহো মে তদা ন স্যাদ্বিবাহোঽস্তু তবেপ্সিতঃ ॥ ২৭ ॥
অন্যে নৃপতয়ঃ সর্ব্বে কুলীনাঃ সবলাঃ সমাঃ ।
বিরোধঃ কীদৃশস্ত্বেনং বৃণোদ্যদি নৃপোত্তম ! ॥ ২৮ ॥
অন্যথাহং হরিষ্যেঽদ্য বলাৎ কন্যামিমাং শুভাম্ ।
মা বিরোধং সুদুঃসাধ্যং গচ্ছ পার্থিবসত্তম ! ॥ ২৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

যুধাজিতা সমাদিষ্টঃ সুবাহুঃ শোকসংযুতঃ ।
নিঃশ্বসন্ ভবনং গত্বা ভার্য্যাং প্রাহ শুচাবৃতঃ ॥ ৩০ ॥
পুত্রীং ব্রূহি সুধর্ম্মজ্ঞে ! কলহে সমুপস্থিতে ।
কিং কর্ত্তব্যং ময়া শক্যং ত্বদ্বশোঽস্মি সুলোচনে ! ॥ ৩১ ॥

বহু যদি ত্বয়া প্রার্থ্যতে তর্হীদং স্বীকরোমীত্যাহ সুদর্শনমৃত ইতি । সুদর্শনং বিহায় যং বা কং বা নৃপতিমিয়ং কন্যা বরিষ্যতি তদাসৌ বিগ্রহো ন স্যাত্তদা তবেপ্সিতো বিবাহোঽস্তু নোচেন্নেতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

বিরোধঃ কীদৃশ ইতি । বিরোধঃ কিংবিষয় ইত্যর্থঃ । স্বয়মেব বদতি এনং বৃণোদ্যদীতি । এনং সুদর্শনমিয়ং কন্যা যদি বৃণোদ্বৃণুয়াত্তর্হি তদ্বিষয়ে বিরোধো নান্যরাজবিষয় ইত্যর্থঃ ॥২৮॥

অন্যথেতি । যদি সুদর্শনায় দাস্যসীত্যর্থঃ । অতো নিরর্থকং ময়া সহ বিরোধং দুঃসাধ্যং মা গচ্ছ মা ব্রজেত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

করিয়া অন্যমতে কদাচই কার্য্য করিও না ॥ ২৫ ॥ তুমি আমার অত্যন্ত সুহৃৎ এই নিমিত্তই তোমাকে হিতকথা কহিতেছি, রাজন্ ! তুমি নিজ তনয়াকে সখীপরিবৃত করিয়া স্বয়ংবর সভামণ্ডপে আনয়ন কর ॥২৬॥ এই বালা, সুদর্শন ব্যতিরেকে অন্য যাহাকে বরণ করে করুক তাহাতে আমার বিগ্রহ করিবার বাসনা নাই, তাহা হইলে তোমার অভিলাষ অনুসারেই বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাইবে ॥২৭॥ হে নৃপোত্তম ! অন্যান্য নৃপতিগণ সকলেই কুলীন ও সৈন্যবলসমন্বিত এবং সর্ব্বতোভাবেই তোমার সদৃশ, তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও বরণ করিলে কোনও বিরোধ সংঘটিত হইতে পারে না ; কিন্তু যদি এই কন্যা সুদর্শনকে বরণ করে, তবে নিশ্চয়ই বলপূর্ব্বক তাহাকে হরণ করিব, অতএব হে নৃপসত্তম !, ভয়ঙ্কর বিবাদ বিসম্বাদ না করিতে হয় তাহার উপায় কর ॥ ২৮—২৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, এইরূপে যুধাজিৎ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কাশীরাজ সুবাহু অত্যন্ত শোকান্বিত হইলেন এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে গমন করিয়া শোক-

ব্যাস উবাচ।

সা শ্রুত্বা পতিবাক্যন্তু গত্বা প্রাহ সুতান্তিকম্।
বৎসে! রাজাতিদুঃখার্ত্তঃ পিতা তেঽদ্যাপি বর্ত্ততে ॥ ৩২ ॥
ত্বদর্থে বিগ্রহঃ কামং সমুৎপন্নোঽদ্য ভূভৃতাম্।
অন্যং বরয় সুশ্রোণি! সুদর্শনমৃতে নৃপম্ ॥ ৩৩ ॥
যদি সুদর্শনং বৎসে! হঠাত্ত্বং বৈ বরিষ্যসি?
যুধাজিৎ ত্বাঞ্চ মাঞ্চৈব হনিষ্যতি বলান্বিতঃ ॥ ৩৪ ॥
সুদর্শনঞ্চ* রাজাসৌ বলমত্তঃ প্রতাপবান্।
দ্বিতীয়স্তে পতিঃ পশ্চাদ্ভবিতা কলহে সতি ॥ ৩৫ ॥
তস্মাৎ সুদর্শনং ত্যক্ত্বা বরয়ান্যং নৃপোত্তমম্।
সুখমিচ্ছসি চেন্মহ্যং তুভ্যং বা মৃগলোচনে! ॥ ৩৬ ॥
ইতি মাত্রা বোধিতাং তাং পশ্চাদ্রাজাপ্যবোধয়ৎ।
উভয়োর্ব্বচনং শ্রুত্বা নির্ভয়োবাচ কন্যকা ॥ ৩৭ ॥

পুত্রীং ব্রূহীতি। এতাদৃশে কলহে জাতে প্রাপ্তে ময়া শক্যং যৎ কিং কর্ত্তব্যং তস্মাত্ত্বদংশোঽস্মি তব যদ্যুক্তং ভাসতে তথা কুর্ব্বিতি পুত্রীং ব্রূহীত্যর্থঃ ॥ ৩১—৪২ ॥

সন্তপ্তচিত্তে মহিষীকে কহিলেন, সুলোচনে! আমি এক্ষণে তোমারই বশবর্ত্তী হইয়াছি তুমি শশিকলাকে বুঝাইয়া বল, যে বিষম কলহ উপস্থিত, এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য কি? ॥ ৩০—৩১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজমহিষী পতিবাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তনয়ার নিকট গমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, বৎসে! তোমার পিতা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রহিয়াছেন, তোমার নিমিত্ত নিশ্চয়ই নৃপতিগণের মধ্যে বিগ্রহ উপস্থিত হইল, অতএব হে সুশ্রোণি! তুমি সুদর্শন ব্যতিরেকে অন্যকে বরণ কর ॥ ৩২—৩৩ ॥ বৎসে! যদি বিবেচনা না করিয়া হঠকারিতা দ্বারা সুদর্শনকেই বরণ কর তবে সৈন্যসমন্বিত বলবীর্য্যমত্ত প্রতাপান্বিত রাজা যুধাজিৎ তোমাকে, আমাকে এবং সুদর্শনকে বিনাশ করিবে সন্দেহ নাই। এইরূপে কলহ উপস্থিত হইলে পর তোমার দ্বিতীয় পতি হইবারও সম্ভাবনা, অতএব এই সময়েই বিবেচনা করিয়া কার্য্য করাই একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৩৪—৩৫ ॥ মৃগনয়নে! তন্নিমিত্তই বলিতেছি যে যদি তোমার এবং আমার সুখ ও মঙ্গল কামনা থাকে তবে অন্য এক নৃপতিকে বরণ করা তোমার একান্তই কর্ত্তব্য ॥ ৩৬ ॥ মাতা এইরূপে বুঝাইলে পর রাজাও তাঁহাকে বিস্তর বুঝাইলেন। উভয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া শশিকলা নির্ভয়চিত্তে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৭ ॥

---

* ত্বাং হনিষ্যতি। ইতি বা পাঠঃ।

কন্যোবাচ।

সত্যমুক্তং নৃপশ্রেষ্ঠ! জানাসি চ ব্রতং মম।
নান্যং বৃণোমি ভূপালং সুদর্শনমৃতে কচিৎ॥ ৩৮॥
বিভেষি যদি রাজেন্দ্র! নৃপেভ্যঃ কিল কাতরঃ।
সুদর্শনায় দত্ত্বা মাং বিসর্জ্জয় পুরাদ্বহিঃ॥ ৩৯॥
স মাং রথে সমারোপ্য নির্গমিষ্যতি তে পুরাৎ।
ভবিতব্যস্তু পশ্চাদ্বৈ ভবিষ্যতি ন চান্যথা॥ ৪০॥
নাত্র চিন্তা ত্বয়া কার্য্যা ভবিতব্যে নৃপোত্তম!।
যদ্ভাবি তদ্ভবত্যেব সর্ব্বথা নাত্র সংশয়ঃ॥ ৪১॥

রাজোবাচ।

ন পুত্রি! সাহসং কার্য্যং মতিমদ্ভিঃ কদাচন।
বহুভির্ন্ন বিরোদ্ধব্যমিতি বেদবিদো বিদুঃ॥ ৪২॥
বিস্রক্ষ্যামি কথং কন্যাং দত্ত্বা রাজসুতায় চ।
রাজানো বৈরসংযুক্তাঃ কিং ন কুর্য্যুরসাম্প্রতম্॥ ৪৩॥
যদি তে রোচতে বৎসে! পণং সংবিদধাম্যহম্।
জনকেন যথাপূর্ব্বং কৃতঃ সীতাস্বয়ংবরে॥ ৪৪॥

পণে কৃতে কলহো ন ভবিষ্যতীত্যাহ যদি ত্বদিতি॥ ৪৩—৪৫॥

নৃপবর! আপনি যাহা কহিলেন তাহা সত্য বটে, কিন্তু আমার দৃঢ়ব্রতের কথাত আপনি অবগত আছেন, আমি সুদর্শন ব্যতিরেকে অন্য কোনও ভূপতিকে বরণ করিব না॥ ৩৮॥ রাজেন্দ্র! আপনি যদি রাজগণের ভয়ে ভীত ও কাতর হন, তবে আমাকে সুদর্শনের করে সম্প্রদান করিয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিউন, তিনি আমাকে রথে আরোপিত করিয়া নগর হইতে নির্গত হইবেন, তাহার পর যাহা ভবিতব্য, তাহা অবশ্যই সংঘটিত হইবে, কদাচই তাহার অন্যথা হইবে না॥ ৩৯—৪০॥ হে নৃপোত্তম! ভবিতব্য বিষয়ে আপনি কিছুই ভাবনা করিবেন না, যাহা হইবার, তাহা অবশ্যই হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই॥ ৪১॥

রাজা কহিলেন, বৎসে! বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ কদাচই অতিশয় সাহস করেন না, বেদজ্ঞগণ কহিয়া থাকেন যে বহু ব্যক্তির সহিত বিরোধ করা কর্ত্তব্য নহে॥ ৪২॥ আমি রাজপুত্রকে কন্যাদান করিয়া তাহার সহিত নিজ কন্যাকে কিরূপে বিসর্জ্জন দিব? রাজগণ বৈর-ভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছেন। এমন অকার্য্য কিছুই নাই যাহা তাঁহারা এখন সম্পাদন করিতে না পারেন?॥ ৪৩॥ বৎসে! যদি তোমার অভিমত হয়, তবে পূর্ব্বে জনকরাজ যেমন সীতার

শৈবং ধনুর্যথা তেন ধৃতং কৃত্বা পণং তথা।
তথাহমপি তম্বঙ্গি ! করোম্যদ্য দুরাসদম্ ॥ ৪৫ ॥
বিবাদো যেন রাজ্ঞাং বৈ কৃতে সতি শমং ব্রজেৎ।
পালয়িষ্যতি যঃ কামং স তে ভর্ত্তা ভবিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥
সুদর্শনস্তথান্যো বা যঃ কশ্চিদ্বলবত্তরঃ।
পালয়িত্বা পণং ত্বাং বৈ বরয়িষ্যতি সর্ব্বথা ॥ ৪৭ ॥
এবং কৃতে নৃপাণাস্তু বিবাদঃ শমিতো ভবেৎ।
সুখেনাহং বিবাহং তে করিষ্যামি ততঃপরম্ ॥ ৪৮ ॥

কন্যোবাচ।

সন্দেহেনৈব মজ্জামি মূর্খকৃত্যমিদং যতঃ।
ময়া সুদর্শনঃ পূর্ব্বং ধৃতশ্চেতসি নান্যথা ॥ ৪৯ ॥
কারণং পুণ্যপাপানাং মন এব মহীপতে !।
মনসা বিধৃতং ত্যক্ত্বা কথমন্যং বৃণে পিতঃ ! ॥ ৫০ ॥
কৃতে পণে মহারাজ ! সর্ব্বেষাং বশগা হ্যহম্।
একঃ পালয়িতা দ্বৌ বা বহবো বা ভবন্তি চেৎ ॥ ৫১ ॥

কামং পণম্ ॥ ৪৬—৫০ ॥
সর্ব্বেষামিতি। যে যে পণং সাধয়িষ্যন্তি তেষাং সর্ব্বেষাং বশগা ভবিষ্যামীত্যর্থঃ। ন হ্যেকেনৈব পণঃ সাধনীয় ইতি পণসময়ে নিয়মঃ ক্রিয়তে কিন্তু সমুদায়োদ্দেশেনেতি।

স্বয়ংবরে পণ করিয়াছিলেন, আমিও তোমার নিমিত্ত সেইরূপ পণ সংস্থাপন করি ॥ ৪৪ ॥ তিনি যেমন শৈবধনু পণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ দুঃসাধ্য পণ সংস্থাপন করিতে পারি। তাহা হইলে রাজগণের বিবাদও প্রশমিত হইতে পারে। কারণ, যে ব্যক্তি পণ প্রতিপালনে সমর্থ হইবেন সেই ব্যক্তিই তোমার পাণি গ্রহণ করিবেন; তাহাতে সুদর্শনই হউন অথবা অন্য যে কোন ব্যক্তিই হউন, যে বলবান্ হইবে সেই ব্যক্তিই পণ প্রতিপালন পূর্ব্বক তোমাকে বরণ করিবেন ॥ ৪৫—৪৭ ॥ এইরূপ করিলে নৃপতিগণের বিবাদ প্রশমিত হইয়া যাইবে, আমিও তাহার পর সুখে তোমার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিব ॥ ৪৮ ॥

কন্যা কহিলেন, পিতঃ! আপনার বাক্য শুনিয়া আমি সংশয় সাগরে নিমগ্ন হইলাম; কারণ, আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহা মূর্খের কার্য্য বলিয়াই বোধ হইতেছে; আমি পূর্ব্বেই মনে মনে সুদর্শনকে বরণ করিয়াছি তাহার আর অন্যথা হইবে না ॥ ৪৯ ॥ মহীপতে! মনই পাপ পুণ্যের কারণ হইয়া থাকে, যাহাকে আমি মনে মনে ধারণ করিয়াছি, তাহাকে পরি-

কিং কর্ত্তব্যং তদা তাত ! বিবাদে সমুপস্থিতে।
সংশয়াধিষ্ঠিতে কার্য্যে মতিং নাহং করোম্যতঃ ॥ ৫২ ॥
মা চিন্তাং কুরু রাজেন্দ্র ! দেহি সুদর্শনায় মাম্।
বিবাহং বিধিনা কৃত্বা শং বিধাস্যতি চণ্ডিকা ॥ ৫৩ ॥
যন্নামকীর্ত্তনাদেব দুঃখৌঘো বিলয়ং ব্রজেৎ।
তাং স্মৃত্বা পরমাং শক্তিং কুরু কার্য্যমতন্দ্রিতঃ ॥ ৫৪ ॥
গত্বা বদ নৃপেভ্যস্ত্বং কৃতাঞ্জলিপুটোঽদ্য বৈ।
আগন্তব্যঞ্চ শ্বঃ সর্ব্বৈরিহ ভূপৈঃ স্বয়ংবরে ॥ ৫৫ ॥
ইত্যুক্ত্বা ত্বং বিসৃজ্যাশু সর্ব্বং নৃপতিমণ্ডলম্।
বিবাহং কুরু রাত্রৌ মে বেদোক্তবিধিনা নৃপ ! ॥ ৫৬ ॥
পারিবর্হং যথা যোগ্যং দত্ত্বা তস্মৈ বিসর্জ্জয়।
গমিষ্যতি গৃহীত্বা মাং ধ্রুবসন্ধিসুতঃ কিল ॥ ৫৭ ॥

এতদেবাহ একঃ পালয়িতেতি। ত্রিভির্যদি বা দ্বাভ্যাং বা পণঃ সাধ্যতে তদৈকা কন্যা কস্য ভবিষ্যতীতি বিবাদে সমুপস্থিতে কিং কর্ত্তব্যম্। ন কশ্চিদত্রোপায়ো বিদ্যতে তস্মাদ্দ্বাভ্যাং ত্রিভ্যো বা সা কন্যা দেয়েতিপ্রসঙ্গঃ স্যাত্ততশ্চ মহাননর্থঃ পণে কৃতে সতি ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

সংশয়াধিষ্ঠিতে সংশয়বিষয় ইত্যর্থঃ। অয়ং বা পতিরয়ং বা পতিরিতি পতিবিষয়ে সংশয়ে কুলটাবদহং মতিং ন করোমি পতিব্রতা সতীতিভাবঃ ॥ ৫২ ॥

ত্যাগ করিয়া অন্য ব্যক্তিকে কিরূপে বরণ করিতে পারি ॥৫০॥ মহারাজ ! পণ করিলে আমি সকলেরই বশবর্ত্তিনী হইব, যদি একজন, দুইজন অথবা বহু ব্যক্তি সেই পণ প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয়, তবেত আমি সকলেরই বশীভূতা হইব সন্দেহ নাই, পিতঃ ! তাহাতেও বিবাদ উপস্থিত হইতে পারে, তখন আমি কি করিব, অতএব সংশয়সংযুক্ত কার্য্যে আমি কিছুতেই সম্মতি প্রদান করিতে পারিব না ॥ ৫১-৫২ ॥ রাজেন্দ্র ! আপনি কোনও চিন্তা করিবেন না, আপনি আমাকে বিবাহ বিধি-দ্বারা সুদর্শনে সমর্পণ করুন, তাহাতে চণ্ডিকা দেবী অবশ্যই আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন ॥ ৫৩ ॥ রাজন্ ! যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিলে দুঃখরাশি বিলয় প্রাপ্ত হয়, সেই পরমাশক্তিকে স্মরণ করিয়া সাবধানে কার্য্য সাধন করুন ॥ ৫৪ ॥ আপনি অদ্য নৃপতিগণের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে বলুন, আপনারা সকলেই কল্য স্বয়ংবর সভায় আগমন করিবেন ॥ ৫৫ ॥ এই বলিয়া সমস্ত ভূপতিমণ্ডলকে বিদায় দিয়া রাত্রিযোগে বেদোক্ত বিধানে আমার পাণিপীড়ন কার্য্য সমাধান করুন। তদনন্তর যথাযোগ্য বিবাহের দান দ্রব্য প্রদানানন্তর রাজপুত্র সুদর্শনকে বিদায় দিউন, তাহা হইলে ধ্রুবসন্ধি তনয় সুদর্শন আমাকে লইয়া গমন করিবেন ॥ ৫৬—৫৭ ॥

কদাচিত্তে নৃপাঃ ক্রুদ্ধাঃ সংগ্রামং কর্ত্তুমুদ্যতাঃ।
ভবিষ্যন্তি তদা দেবী সাহায্যং নঃ করিষ্যতি ॥ ৫৮ ॥
সোঽপি রাজসুতৈস্তৈস্তু সংগ্রামং সংবিধাস্যতি।
দৈবান্মৃধে মৃতে তস্মিন্মরিষ্যাম্যহমপ্যুত ॥ ৫৯ ॥
স্বস্তি তেঽস্তু গৃহে তিষ্ঠ দত্ত্বা মাং সহসৈন্যকঃ।
একৈবাহং গমিষ্যামি তেন সার্দ্ধং রিরংসয়া ॥ ৬০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্যা বচঃ শ্রুত্বা রাজাসৌ কৃতনিশ্চয়ঃ।
মতিং চক্রে তথাকর্ত্তুং বিশ্বাসং প্রতিপদ্য চ ॥ ৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে কাশীপতেঃ কন্যায়া মতানুসরণং নাম একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

বিবাহং বিধিনা কৃত্বা সুদর্শনায় মাং দেহীতিপূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ৫৩—৬১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

তাহাতেও যদি নৃপগণ ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার সহিত সংগ্রাম করিতে উদ্যত হন, তবে দেবী ভগবতী আমাদিগের সহায় হইবেন সন্দেহ নাই ॥ ৫৮ ॥ সুদর্শনও তখন সেই রাজপুত্রগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন, তাহাতে যদি দৈবাৎ রণস্থলে তাঁহার মৃত্যু হয়, তবে আমিও প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার অনুগামিনী হইব ॥ ৫৯ ॥ রাজন্! আপনার মঙ্গল হউক আপনি আমাকে সুদর্শনে সমর্পণ করিয়া সসৈন্যে গৃহে অবস্থান করুন; তাঁহার সহিত প্রণয়-বাসনায় আমি একাকিনীই তাঁহার সঙ্গে গমন করিব ॥ ৬০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা সুবাহু নিজ তনয়ার এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে বিশ্বাস করিলেন এবং কৃতনিশ্চয় হইয়া সেইরূপে শশিকলার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিতে মানস করিলেন ॥ ৬১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মকমহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে কাশীপতির কন্যামতানুসরণ নামক একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

শ্রুত্বা সুতাবাক্যমনিন্দিতাত্মা
নৃপাংশ্চ গত্বা নৃপতির্জ্জগাদ।
ব্রজন্তু কামং শিবিরাণি ভূপাঃ
শ্বো বা বিবাহং কিল সংবিধাস্যে॥ ১॥
ভক্ষ্যাণি পেয়ানি ময়ার্পিতানি
গৃহ্নন্তু সর্ব্বে ময়ি সুপ্রসন্নাঃ।
শ্বো ভাবি কার্য্যং কিল মণ্ডপেঽত্র
সমেত্য সর্ব্বৈরিহ সংবিধেয়ম্॥ ২॥
নায়াতি পুত্রী কিল মণ্ডপেঽদ্য
করোমি কিং ভূপতয়োঽত্র কামম্।
প্রাতঃ সমাশ্বাস্য সুতাং নয়িষ্যে
গচ্ছন্তু তস্মাচ্ছিবিরাণি ভূপাঃ॥ ৩॥

অষ্টাধিকৈশ্চ চত্বারিংশৎপদ্যৈরথ বর্ণ্যতে।
সুদর্শনবিবাহশ্চ সুবাহোশ্চৈব কন্যয়া॥

কন্যাবাক্যং শ্রুত্বা যচ্চকার রাজা তদাহ শ্রুত্বেতি। কামং যথেষ্টম্। শ্বো বা শ্ব এব॥ ১॥
কার্য্যং বিবাহরূপম্॥ ২॥
নয়িষ্যে আনয়িষ্যে॥ ৩॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! অনন্তর সেই উদারাত্মা কাশীপতি সুবাহু, কন্যার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক নৃপতিগণের সমীপে আসিয়া কহিলেন, রাজেন্দ্রগণ! আপনারা এখন আপন আপন শিবিরে গমন করুন, আমি কল্য কন্যার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিব॥ ১॥ রাজগণ সকলেই আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া মদত্ত পান ভোজনাদি গ্রহণ করুন, আপনারা কল্য এই সভামণ্ডপে আগমন করিয়া বিবাহ কার্য্যের বিধান করিয়া দিবেন॥ ২॥ ভূপগণ! অদ্য আমার তনয়া এই সভামণ্ডপে আগমন করিল না, তাহাতে আমি আর কি করিব, কল্য প্রাতঃকালে আশ্বাসিত করিয়া তাহাকে এই স্থানে আনয়ন করিব, অতএব আপনারা এক্ষণে স্ব স্ব শিবিরে গমন করুন॥ ৩॥ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের

ন বিগ্রহো বুদ্ধিমতাং নিজাশ্রিতে
কৃপা বিধেয়া সততং স্বপত্যে।
বিধায় তাং প্রাতরিহানয়িষ্যে
সুতাং তু গচ্ছন্তু নৃপা যথেষ্টম্ ॥ ৪ ॥
ইচ্ছাপণং বা পরিচিন্ত্য চিত্তে
প্রাতঃ করিষ্যাম্যথ সংবিবাহম্ ।*
সর্ব্বৈঃ সমেত্যাত্র নৃপৈঃ সমেতৈঃ
স্বয়ংবরঃ সর্ব্বমতেন কার্য্যঃ ॥ ৫ ॥
শ্রুত্বা নৃপাস্তেঽবিতথং বিদিত্বা
বচো যযুঃ স্বানি নিকেতনানি।
বিধায় পার্শ্বে নগরস্য রক্ষাং
চক্রুঃ ক্রিয়ামধ্যদিনোদিতাশ্চ ॥ ৬ ॥
সুবাহুরপ্যার্য্যজনৈঃ সমেত-
শ্চকার কার্য্যাণি বিবাহকালে।
পুত্রীং সমাহূয় গৃহে সুগুপ্তে
পুরোহিতৈর্ব্বেদবিদাং বরিষ্ঠৈঃ ॥ ৭ ॥

ন বিগ্রহ ইতি। বিগ্রহো ন যুক্ত ইতি শেষঃ। প্রাতরিহ সুতামানয়িষ্যে। অধুনা তাং কৃপাং বিধায় যথেষ্টং নৃপা গচ্ছন্তু ॥ ৪ ॥

কথং শ্বো বিবাহং করিষ্যসীতি চেত্তত্রাহ ইচ্ছাপণং বেতি। ইচ্ছাপণং বা শৌর্য্যপণং বা যথা ভবতাং মনীষিতং বর্ত্ততে তথা চিত্তে পণং পরিচিন্ত্যেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

অবিতথং সত্যং নগরস্য পার্শ্বে আসমন্তাদ্রক্ষাং বিধায় কদাচিদ্রাজা ছলং বিধাস্যতীতি শঙ্কয়া ॥ ৬ ॥

বিবাদ অথবা বিগ্রহ করা কর্ত্তব্য নহে, তাঁহারা নিজাশ্রিত সন্তানের প্রতি সতত কৃপা প্রকাশ করিয়া থাকেন। যাহা হউক তনয়াকে বুঝাইয়া প্রাতঃকালে এই স্থানে আনয়ন করিব, আপনারা এক্ষণে যথাভিলষিত স্থানে গমন করুন ॥ ৪ ॥ কল্য প্রাতঃকালে ইচ্ছাপণ অথবা শৌর্য্যপণ যাহা ভাল হয় তাহা বিবেচনা করিয়া বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করা হইবে, অথবা আপনারা সকলে একত্র মিলিত হইয়া, সকলের অভিমত স্বয়ংবর কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন ॥৫॥ নৃপতিগণ সুবাহুর বাক্য শ্রবণানন্তর তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন এবং নগরের চারি দিকে রক্ষা বিধান পূর্ব্বক নিজ নিজ নিকেতনে গমন করিয়া মধ্যাহ্ন কার্য্য

---

* সম্প্রচারম্। ইতি বা পাঠঃ।

স্নানাদিকং কর্ম্ম বরস্য কৃত্বা
বিবাহভূষাকরণং তথৈব।
আনায্য বেদীরচিতে গৃহে বৈ
তস্যার্হণাং ভূমিপতিশ্চকার ॥ ৮ ॥
সবিষ্টরং চাচমনীয়মর্ঘ্যং
বস্ত্রদ্বয়ং গামথ কুণ্ডলে দ্বে।
সমর্প্য তস্মৈ বিধিবন্নরেন্দ্র
ঐচ্ছৎ সুতাদানমহীনসত্ত্বঃ ॥ ৯ ॥
সোঽপ্যগ্রহীৎ সর্ব্বমদীনচেতাঃ
শশাম চিন্তাথ মনোরমায়াঃ।
কন্যাং সুকেশীং নিধিকন্যকাসমাং*
মেনে তদাত্মানমনুত্তমঞ্চ ॥ ১০ ॥
সুপূজিতং ভূষণবস্ত্রদানৈ-
র্বরোত্তমং তং সচিবাস্তদানীম্।
নিন্যুশ্চ তে কৌতুকমণ্ডপান্ত-
র্মুদান্বিতা বীতভয়াশ্চ সর্ব্বে ॥ ১১ ॥

আর্য্যজনৈঃ পুরোহিতাদিভিঃ ॥ ৭ ॥
তস্য জামাতুঃ। অর্হণাং পূজাম্ ॥ ৮—৯ ॥
মনোরমায়াশ্চিন্তা মম পুত্রায় কন্যাং দাস্যতি বা ন দাস্যতীতি সা শশাম। নিধিকন্যকা-সমাং কুবেরকন্যকাসমাং মেনে। আত্মানং ত্বনুত্তমমন্নং কন্যাপেক্ষয়া মেনে মহতাং বিবাহে এষৈব রীতিঃ ॥ ১০—১১ ॥

সকল নির্ব্বাহ করিলেন ॥ ৬ ॥ এদিকে রাজা সুবাহুও প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের সহিত মিলিত হইয়া বৈবাহিক কার্য্য সমুদায় সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তিনি বিবাহকালে সুগুপ্ত গৃহমধ্যে কন্যাকে আনয়ন করিয়া বেদবিদাগ্রগণ্য পুরোহিতগণের দ্বারা বরের স্নানাদি কার্য্য সম্পাদন পুরঃসর তাহার বেশ ভূষাদি কার্য্য সমুদায় সমাধান করাইলেন; অনন্তর, বরকে গৃহমধ্যে বিরচিত বেদীতে আনয়ন করিয়া তাহার বরোচিত পূজাবিধান সম্পাদন করিলেন ॥৭—৮॥ তদনন্তর উদারচেতা মহীপতি আসন, আচমনীয়, অর্ঘ্য, ক্ষৌম্য বস্ত্রযুগল, গো ও কুণ্ডলদ্বয় অর্পণ পূর্ব্বক সুদর্শনকে কন্যা প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন ॥ ৯ ॥ উন্নতমনা সুদর্শনও নৃপতিদত্ত তৎসমুদায় গ্রহণ করিলেন। ইহা দেখিয়া

---

* কন্যাং বারাংনিধিপুত্রীতুল্যাম্। ইতি বা পাঠঃ।

সমাপ্তভূষাং বিধিবদ্বিধিজ্ঞাঃ
স্ত্রিয়শ্চ তাং রাজসুতাং সুযানে।
আরোপ্য নিন্যুর্ব্বরসন্নিধানং
চতুষ্কযুক্তে কিল মণ্ডপে বৈ ॥ ১২ ॥
অগ্নিং সমাধায় পুরোহিতোঽসৌ
হুত্বা যথাবচ্চ তদন্তরালে।
আহ্বায়য়ত্তৌ কৃতকৌতুকৌ তু
বধূবরৌ প্রেমযুতৌ নিকামম্ ॥ ১৩ ॥
লাজাবিসর্গং বিধিবদ্বিধায়
কৃত্বা হুতাশস্য প্রদক্ষিণাঞ্চ।
তৌ চক্রতুস্তত্র যথোচিতং তৎ
সর্ব্বং বিধানং কুলগোত্রজাতম্ ॥ ১৪ ॥
শতদ্বয়ং চাশ্বযুজাং রথানাং
সুভূষিতঞ্চাপি শরৌঘসংযুতম্।
দদৌ নৃপেন্দ্রস্তু সুদর্শনায়
সুপূজিতং পারিবর্হং বিবাহে ॥ ১৫ ॥

চতুষ্কযুক্তে বেদীযুক্তে ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥
আহ্বায়য়ৎ পিত্রাদিনেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥
লাজাবিসর্গং লাজাহোমম্ ॥ ১৪—১৫ ॥

মনোরমার উৎকণ্ঠা প্রশমিত হইল। মনোরমা সেই সুশোভনা কন্যাকে কুবেরতনয়ার ন্যায় ভাবিতে ভাবিতে আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্য বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥ অনন্তর রাজসচিবগণ নির্ভয়ে ও আহ্লাদ সহকারে বসন ভূষণাদি দ্বারা সুপূজিত বরোত্তম সুদর্শনকে উত্তম যানে আরোপিত করিয়া কৌতুকমণ্ডপের মধ্যভাগে লইয়া গেলেন ॥ ১১ ॥ এদিকে বিধিবেদিনী গৃহিণীগণ রাজকন্যার বিবাহোচিত বেশভূষা সমাপিত করিয়া উত্তম যানে আরোপণ পূর্ব্বক বেদীবিশিষ্ট মণ্ডপে বরসন্নিধানে লইয়া গিয়া উপবেশন করাইলেন ॥ ১২ ॥ অনন্তর, রাজপুরোহিত মণ্ডপমধ্যে অগ্নিস্থাপন করিয়া যথাবিধি হোম করিলেন, তদনন্তর প্রেমসংযুক্ত বধূবরের কৌতুক মঙ্গলকার্য্য বিধি পূর্ব্বক সমাধা করিয়া পিত্রাদি দ্বারা তাহাদিগকে আহ্বান করাইলেন। তৎপরেই বর ও বধূ যথাবিধি লাজাহোম সমাপন পূর্ব্বক হুতাগ্নির প্রদক্ষিণ সম্পাদন করিলেন। এইরূপে গোত্রনিষ্ঠ ও কুলপ্রচলিত সমস্ত কার্য্যই যথাবিধানে যথোচিতরূপে সম্পাদন করিলেন ॥ ১৩—১৪ ॥ অনন্তর, মহারাজ সুবাহু

মদোৎকটান্ হেমবিভূষিতাংশ্চ
গজান্ গিরেঃ শৃঙ্গসমানদেহান্।
শতং সপাদং নৃপসূনবেঽসৌ
দদাবথ প্রেমযুতো নৃপেন্দ্রঃ ॥ ১৬ ॥
দাসীশতং কাঞ্চনভূষিতঞ্চ
করেণুকানাঞ্চ শতং সুচারু।
সমর্পয়ামাস বরায় রাজা
বিবাহকালে মুদিতোঽনুবেলম্ ॥ ১৭ ॥
অদাৎ পুনর্দাসসহস্রমেকং
সর্ব্বায়ুধৈঃ সংভৃতভূষিতঞ্চ।
রত্নানি বাসাংসি যথোচিতানি
দিব্যানি চিত্রাণি তথাবিকানি ॥ ১৮ ॥
দদৌ পুনর্বাসগৃহাণি তস্মৈ
রম্যাণি দীর্ঘাণি-বিচিত্রিতানি।
সিন্ধূদ্ভবানাং তুরগোত্তমানা-
মদাৎ সহস্রদ্বিতয়ং সুরম্যম্ ॥ ১৯ ॥
ক্রমেলকানাঞ্চ শতত্রয়ং বৈ
প্রত্যাদিশদ্ভারভৃতাং সুচারু।
শতদ্বয়ং বৈ শকটোত্তমানাং
তস্মৈ দদৌ ধান্যরসৈঃ প্রপূরিতম্ ॥ ২০ ॥

সপাদং পঞ্চবিংশত্যধিকং শতমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥
করেণুকানাং শতম্ ॥ ১৭ ॥
সম্ভৃতং ভূষিতমিতি কর্ম্মধারয়ঃ। আবিকানি ঊর্ণাবস্ত্রাণি ॥ ১৮—১৯ ॥

প্রেমসংযুক্ত হইয়া বিবাহকালে রাজপুত্র সুদর্শনকে, শররাশি পরিপূরিত সুশোভিত ও অশ্বযুক্ত দুইশত রথ, এবং হেমবিভূষিত গিরিশৃঙ্গ তুল্য দেহধারী পঞ্চবিংশাধিক একশত মদমত্ত মাতঙ্গ, স্বর্ণাভরণ ভূষিত শত দাসী ও শত সংখ্যক সুচারুদর্শনা হস্তিনী প্রদান করিলেন ॥ ১৫—১৭ ॥ আর তিনি তাঁহাকে সর্ব্বায়ুধ সম্পন্ন ও বিভূষিত এক সহস্র দাস ও বহুতর রত্ন বস্ত্র এবং দিব্য বিচিত্র ঊর্ণাবসন এবং মনোরম সুপ্রশস্ত বাস গৃহ এবং অত্যুত্তম দুই সহস্র সিন্ধুজাত অশ্ব, ভারবাহী তিনশত অত্যুত্তম উষ্ট্র এবং ধান্যরস পরিপূরিত

মনোরমাং রাজসুতাং প্রণম্য
জগাদ বাক্যং বিহিতাঞ্জলিঃ পুরঃ।
দাসোঽস্মি তে রাজসুতে! বরিষ্ঠে
তদ্ব্রূহি যৎ স্যাত্তু মনোগতন্তে ॥ ২১ ॥
তং চারুবাক্যং নিজগাদ সাপি
স্বস্ত্যস্তু তে ভূপ! কুলস্য বৃদ্ধিঃ।
সম্মানিতাহং মম সূনবে ত্বয়া
দত্তা যতো রত্নবরা স্বকন্যা ॥ ২২ ॥
ন বন্দিপুত্রী নৃপ! মাগধী বা
স্তৌমীহ কিং ত্বাং স্বজনং মহত্তরম্।
সুমেরুতুল্যস্তু কৃতঃ সুতোঽদ্য মে
সম্বন্ধিনা ভূপতিনোত্তমেন ॥ ২৩ ॥
অহোঽতিচিত্রং নৃপতেশ্চরিত্রং
পরং পবিত্রং তব কিং বদামি।
যদ্ভ্রষ্টরাজ্যায় সুতায় মেঽদ্য
দত্তা ত্বয়া পূজ্যসুতা বরিষ্ঠা ॥ ২৪ ॥

ক্রমেলকানাং উষ্ট্রাণাঞ্চ ॥ ২০ ॥

ইত্থং পারিবর্হং বরায় দত্ত্বা বরমাতরং তোষয়তি মনোরমামিতি ॥ ২১ ॥

হে ভূপতে! কুলস্য বৃদ্ধিরপ্যস্ত্বিত্যর্থঃ। মম দুর্ভগায়াঃ সূনবে ত্বয়া কন্যা দত্তা ততস্তব কল্যাণং ভবত্বস্মাচ্চাধিকং ন কিঞ্চিন্মমাভিলষণীয়মস্তি ॥ ২২ ॥

অথাস্মিন্ সময়ে তব মহত্তরা স্তুতিঃ কর্তব্যা পরন্তু সা স্তুতিঃ স্তুতিবিষয়স্য পরকীয়ত্বে স্তুতিং কর্তুং বন্দিজনবৎ কবিতাশক্তিমত্ত্বে এবং সম্ভবতি ন চাত্রৈতদুভয়মস্তি তব স্বজনত্বা-ন্মম চ কুলীনায়া বন্দিজনত্বাভাবাদিত্যাহ ন বন্দিপুত্রীতি ॥ ২৩ ॥

দুইশত শকট প্রদান করিলেন ॥ ১৮—২০ ॥ অনন্তর, রাজা রাজতনয়া মনোরমাকে প্রণাম করিয়া অঞ্জলি বন্ধন পূর্ব্বক কহিলেন, নৃপসুতে! আমি আপনার দাস হইলাম, এক্ষণে আপনার মনোগত কি? তাহা আমাকে বলুন ॥ ২১ ॥ রাজার সেই শ্রবণ-মনোহর বাক্য শ্রবণ করিয়া মনোরমা কহিলেন, মহারাজ! আপনার কুশল এবং কুলবৃদ্ধি হউক; আমার পুত্রকে আপনি কন্যারত্ন প্রদান করিয়া আমার সম্মান বৃদ্ধি করিলেন আপনার কুশল ও কুলবৃদ্ধি ব্যতিরেকে আমার অন্য কোনও অভিলাষ নাই ॥ ২২ ॥ রাজন্! আপনি নৃপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আপনি কন্যা প্রদান পূর্ব্বক পুত্রকে সম্বন্ধবদ্ধ করিয়া তাহাকে সুমেরু তুল্য মহান্ করিয়া তুলিলেন, আপনি মহত্তর ও আমার স্বজন, আমি বন্দীজনের

বনাধিবাসায় কিলাধনায়
পিত্রা বিহীনায় বিসৈন্যকায় ।
সর্ব্বানিমান্ ভূমিপতীন্ বিহায়
ফলাশনায়ার্থবিবর্জ্জিতায় ॥ ২৫ ॥
সমানবিত্তেঽথ কুলে বলে চ
দদাতি পুত্রীং নৃপতিশ্চ ভূপ ! ।
ন কোঽপি মে ভূপসুতেঽর্থহীনে
গুণান্বিতাং রূপবতীঞ্চ দদ্যাৎ ॥ ২৬ ॥
বৈরন্তু সর্ব্বৈঃ সহ সংবিধায়
নৃপৈর্ব্বরিষ্ঠৈর্ব্বলসংযুতৈশ্চ ।
সুদর্শনায়াথ সুতার্পিতা মে
কিং বর্ণয়ে ধৈর্য্যমিদং ত্বদীয়ম্ ॥ ২৭ ॥
নিশম্য বাক্যানি নৃপঃ প্রহৃষ্টঃ
কৃতাঞ্জলির্ব্বাক্যমুবাচ ভূয়ঃ ।
গৃহাণ রাজ্যং মম সুপ্রসিদ্ধং
ভবামি সেনাপতিরদ্য চাহম্ ॥ ২৮ ॥

পূজ্যস্থ সুতা ॥ ২৪ ॥
কথম্ভূতায় মম সুতায় তত্রাহ বনাধিবাসায়েতি ॥ ২৫ ॥
বলে বলবতীত্যর্থঃ । হে ভূপ ! মেঽর্থহীনে সুতে ন কোঽপি দদ্যাদিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৬—২৭ ॥
নিশম্যেতি । রাজ্যং ত্বং গৃহাণাহং তু তব সেনাধিপতির্ভবামি ভবিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

তনয়া বা স্তুতিপাঠিকা নহি, অতএব আপনার এই সমস্ত মহৎ কার্য্যের নিমিত্ত আমি কি স্তুতি করিতে সমর্থ হইব ॥ ২৩ ॥ মহারাজ ! আপনার চরিত্র অতি বিচিত্র ও পবিত্র, তাহা আপনাকে আর কি বলিব, যেহেতু আপনি সমস্ত ভূপতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যভ্রষ্ট, বনবাসী, পিতৃহীন, ধনহীন, সৈন্যবিহীন, ফলমূলভোজী মদীয় পুত্রকে কন্যারত্ন প্রদান করিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥ নৃপতিগণ প্রায়ই সমানকুল, সমানবল ও সমানবিত্তশালী ব্যক্তিকেই কন্যা প্রদান করিয়া থাকেন, কোনও রাজা মদীয় পুত্রের ন্যায় অর্থহীন রাজপুত্রকে রূপবতী কন্যা প্রদান করেন না ॥ ২৬ ॥ মহারাজ ! সৈন্যবল-সমন্বিত সমস্ত শ্রেষ্ঠ ভূপতিগণের সহিত শত্রুতা করিয়া মদীয় পুত্র সুদর্শনকে সুতা সমর্পণ করিলেন, এ বিষয়ে আপনার যে কতদূর ধৈর্য্য, আমি স্ত্রীজাতি হইয়া তাহার আর কি বর্ণনা করিতে পারি ? ॥ ২৭ ॥ কাশীরাজ সুবাহু, মনোরমার সুমধুর বচন শ্রবণ করিয়া অধিকতর হৃষ্ট

নোচেত্তদর্দ্ধং প্রতিগৃহ্য চাত্র
সুতান্বিতা রাজ্যফলানি ভুঙ্ক্ষ্ব।
বিহায় বারাণসিকানিবাসং
বনে পুরে বা স মতো ন মেঽস্তি ॥ ২৯ ॥
নৃপাস্তু সন্ত্যেব রুষান্বিতা বৈ
গত্বা করিষ্যে প্রথমন্তু সান্ত্বনম্।
ততঃ পরং দ্বাবপরাবুপায়ৌ
নো চেত্ততো যুদ্ধমহং করিষ্যে ॥ ৩০ ॥
জয়াজয়ৌ দৈববশৌ তথাপি
ধর্ম্মে জয়ো নৈব কৃতেঽপ্যধর্ম্মে।
তেষাং কিলাধর্ম্মবতাং নৃপাণাং
কথং ভবিষ্যত্যনুচিন্তিতং বৈ ॥ ৩১ ॥
আকর্ণ্য তদ্ভাষিতমর্থবচ্চ
জগাদ বাক্যং হিতকারকং তম্।
মনোরমা মানমবাপ্য তস্মাৎ
সর্ব্বাত্মনা মোদযুতা প্রসন্না ॥ ৩২ ॥

বনেঽথবা পুরে স বাসো মে মতো ন মান্যোঽস্তি। এতাদৃশক্ষেত্রবাসং বিহায় নান্যত্র গন্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

কুপিতনৃপভয়ং ত্বয়া নৈব কর্ত্তব্যমিত্যাহ নৃপাস্থিতি। দ্বাবপরাবুপায়ৌ দানভেদৌ তৈস্ত্রিভিস্তেষাং সান্ত্বনং জাতং চেদ্বরম্। নোচেদ্যুদ্ধমহং করিষ্যে ত্বয়া ন ভীতিঃ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

নন্থু যুদ্ধে তব পরাজয়ে মম ভয়ং তদবস্থমেবেতি চেত্তত্রাহ জয়াজয়াবিতি। যদ্যপি তৌ দৈববশৌ তথাপি যতো ধর্ম্মস্ততো জয় ইতিনিয়মাদ্ধর্ম্মে ময়ৈতাদৃশে কৃতে জয় এব মম

হইয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন, দেবি! আপনি আমার এই সুপ্রসিদ্ধ রাজ্য গ্রহণ করুন, আমি এক্ষণে সেনাপতি হইয়া এই রাজ্য রক্ষার নিমিত্ত যত্ন করিতে থাকিব ॥ ২৮ ॥ অথবা এই রাজ্যের অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করিয়া এই স্থানেই পুত্রের সহিত রাজ্য ভোগ করুন; বারাণসীবাস পরিত্যাগ করিয়া বনে বা অন্য নগরে বসবাস আমার অভিমত নহে ॥ ২৯ ॥ রাজগণ রোষান্বিত হইয়াছেন, আমি প্রথমে তাঁহাদিগের নিকট গমন করিয়া সান্ত্বনা করিব, তাহাতে ক্ষান্ত না হইলে দান ও ভেদ নামক উপায় দ্বয় অবলম্বন করিব, তাহাতেও শান্ত না হইলে পরিশেষে অবশ্যই যুদ্ধ করিব। দেবি! জয় পরাজয় দৈবায়ত্ত; তথাপি ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় হইয়া থাকে, তবে অধার্ম্মিক নৃপতিবর্গের জয়লাভ-

রাজন্ ! শিবং তেঽস্তু কুরুষ্ব রাজ্যং
ত্যক্ত্বা ভয়ং ত্বং স্বসুতৈঃ সমেতঃ।
সুতোঽপি মে নূনমবাপ্য রাজ্যং
সাকেতপুর্য্যাং প্রচরিষ্যতীহ ॥ ৩৩ ॥
বিসর্জ্জয়াস্মান্নিজসদ্ম গন্তুং
শিবং ভবানী তব সংবিধাস্যতি।
ন কাপি চিন্তা মম ভূপ ! বর্ত্ততে
সঞ্চিন্তয়ন্ত্যাঃ পরমাম্বিকাং বৈ ॥ ৩৪ ॥
দোষা গতা বিবিধবাক্যপদৈ রসালৈ-
রন্যোন্যভাষণপদৈরমৃতোপমৈশ্চ।
প্রাতর্নৃপাঃ সমধিগম্য কৃতং বিবাহং
রোষান্বিতা নগরবাহ্যগতাস্তথোচুঃ ॥ ৩৫ ॥
অদ্যৈব তং নৃপকলঙ্কধরঞ্চ হত্বা
বালং তথৈব কিল তং নবিবাহযোগ্যম্।
গৃহ্ণীম তাং শশিকলাং নৃপতেশ্চ লক্ষ্মীং
লজ্জামবাপ্য নিজসদ্ম কথং ব্রজেম ॥ ৩৬ ॥

ভবিষ্যতি। অধর্ম্মেঽপি অধর্ম্মে তু কৃতেনৈব জয়স্তস্মাত্তেষামনুচিন্তিতমভিলষিতং কথং ভবেন্ন কথমপীত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

রাজ্যমবাপ্যেতি। অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডনায়িকাশ্রীভুবনেশ্বরীভগবতীপ্রসাদাদিতি রহস্যম্। সাকেতপুর্য্যামযোধ্যায়াম্ ॥ ৩৩ ॥

তদেবাহ বিসর্জ্জয়েতি। পরমাম্বিকাং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ৩৪ ॥

দোষা গতেতি। এবং বদতোঃ সম্বন্ধিনোর্ভাষণৈরেব দোষা রাত্রির্গতানন্তরং প্রাতঃ কৃতং বিবাহং নৃপাঃ সমধিগম্য জ্ঞাত্বা নগরবাহ্যগতাস্তথা বক্ষ্যমাণপ্রকারেণোচুঃ ॥ ৩৫ ॥

রূপ অভিলষিতসিদ্ধি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? ॥ ৩০—৩১ ॥ রাজার সেই সারগর্ভ বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া মনোরমা অত্যন্ত সম্মান লাভানন্তর প্রহৃষ্ট হইয়া প্রসন্ন মানসে হিতকর বাক্যাবলি বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥৩২॥ রাজন্ ! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি ভয় পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সুতগণের সহিত রাজত্ব করুন, আমার পুত্র সুদর্শনও অনন্ত-কোটি ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী ভগবতী ভুবনেশ্বরীর প্রসাদে অযোধ্যার অধীশ্বর হইয়া এই সংসারমধ্যে বিচরণ করিবে সন্দেহ নাই ॥ ৩৩ ॥ ভগবতী ভবানী আপনার মঙ্গলবিধান করুন, আপনি আমাদিগকে গৃহ গমনের নিমিত্ত বিদায় করুন; নৃপবর ! আমি নিয়তই পরমাদেবী অম্বিকার চিন্তা করিয়া থাকি, অতএব আমার অন্য কোনও চিন্তার অবসর নাই ॥ ৩৪ ॥

শৃণ্বন্তু তূর্য্যনিনদান্ কিল বাদ্যমানান্
শঙ্খস্বনানভিভবন্তি মৃদঙ্গশব্দাঃ।
গীতধ্বনিঞ্চ বিবিধং নিগমস্বনঞ্চ
মন্যামহে নৃপতিনাত্র কৃতো বিবাহঃ॥ ৩৭॥
অস্মান্ প্রতার্য্য বচনৈর্ব্বিবিধৈবচ্চকার
বৈবাহিকেন বিধিনা করপীড়নং বৈ।
কর্ত্তব্যমদ্য কিমহো প্রবিচিন্তয়ন্তু
ভূপাঃ পরস্পরমতিঞ্চ সমর্থয়ন্তু॥ ৩৮॥
এবং বদৎসু নৃপতিষ্বথ কন্যকায়াঃ
কৃত্বা বিবাহবিধিমপ্রতিমপ্রভাবঃ।
ভূপান্নিমন্ত্রয়িতুমাশু জগাম রাজা
কাশীপতিঃ স্বসুহৃদৈঃ প্রথিতপ্রভাবৈঃ॥ ৩৯॥
আগচ্ছন্তঞ্চ তং দৃষ্ট্বা নৃপাঃ কাশীপতিং তদা।
নোচুঃ কিঞ্চিদপি ক্রোধান্মৌনমাধায় সংস্থিতাঃ॥ ৪০॥

অদ্যৈবেতি। অস্মৎপ্রতারণকর্ত্তারং সুবাহুং তং বালং সুদর্শনঞ্চ হত্বা তাং কন্যাং লক্ষ্মীং রাজ্ঞো লক্ষ্মীঞ্চ গৃহ্লীমো যদ্যেতন্ন ক্রিয়তে তর্হি লজ্জামবাপ্য নিজসদ্ম নিজগৃহং কথং ব্রজেম॥৩৬॥ বিবাহনিশ্চয়ঃ কথং ভবতা জ্ঞাত ইতি চেত্তত্রোচুঃ শৃণ্বন্তিতি। মৃদঙ্গশব্দা মধুরা অপি নিজ-বাহুল্যাৎ ক্রূরান্ শঙ্খস্বনানভিভবন্তি এতৈর্লক্ষণৈর্ব্বিবাহঃ কৃত ইতি মন্যামহে॥ ৩৭॥

মনোরমা ও রাজা সুবাহু, এইরূপে প্রীতিপ্রদ অমৃতোপম বিবিধ সদালাপ করিতে লাগিলেন, ইত্যবসরে রজনী প্রভাত হইল; প্রাতঃকালে রাজগণ, কন্যার পাণিগ্রহণ কার্য্য সমাধা হইয়াছে জানিতে পারিয়া অত্যন্ত রোষান্বিত হইলেন এবং নগরের বহির্দ্দেশে গমন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন॥ ৩৫॥ অদ্যই সেই নৃপতি কুলের কলঙ্ক স্বরূপ সুবাহুকে এবং বিবাহের অযোগ্য সেই বালককে নিহত করিয়া রাজলক্ষ্মী ও শশিকলাকে গ্রহণ করিব, অন্যথা আমরা এইরূপে লজ্জা পাইয়া কিরূপে গৃহে প্রতিগমন করিব?॥ ৩৬॥ ভূপালগণ! তোমরা শ্রবণ কর, বাদ্যমান তূর্য্যনিনাদ এবং মৃদঙ্গধ্বনিকে শঙ্খনিঃস্বন অভিভূত করিয়া সমুত্থিত হইতেছে। ঐ শোন! বিবিধ সঙ্গীতধ্বনি এবং বেদধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। ইহাতে নিশ্চিতই বোধ হইতেছে যে নরপতি সুবাহু সুদর্শনের সহিত নিজ কন্যা শশিকলার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিল॥ ৩৭॥ অহো! এই রাজা আমাদিগকে বাক্যদ্বারা প্রতারিত করিয়া বৈবাহিক বিধি অনুসারে নিজ নন্দিনীর পাণিপীড়ন কার্য্য সম্পাদন করিল; ভূপগণ! তোমরা এক্ষণে এই বিষয়ের কর্ত্তব্যতা অবধারণ করিয়া সকলেই সেই বিষয়ে ঐক্যমত্য

স গত্বা প্রণিপত্যাহ কৃতাঞ্জলিরভাষত।
আগন্তব্যং নৃপৈঃ সর্ব্বৈর্ভোজনার্থং গৃহে মম ॥ ৪১ ॥
কন্যয়াসৌ বৃতো ভূপঃ কিং করোমি হিতাহিতম্।
ভবদ্ভিস্তু শমঃ কার্য্যো মহান্তো হি দয়ালবঃ ॥ ৪২ ॥
তন্নিশম্য বচস্তস্য নৃপাঃ ক্রোধপরিপ্লুতাঃ।
প্রত্যূচুর্ভুক্তমস্মাভিঃ স্বগৃহং নৃপতে ব্রজ ॥ ৪৩ ॥
কুরু কার্য্যাণ্যশেষাণি যথেষ্টং সুকৃতং কৃতম্।
নৃপাঃ সর্ব্বে প্রয়াস্ত্বদ্য স্বানি স্বানি গৃহাণি বৈ ॥ ৪৪ ॥
সুবাহুরপি তচ্ছ্রুত্বা জগাম শঙ্কিতো গৃহম্।
কিং করিষ্যন্তি সংবিগ্নাঃ ক্রোধযুক্তা নৃপোত্তমাঃ ॥ ৪৫ ॥
গতে তস্মিন্মহীপালাশ্চক্রুশ্চ সময়ং পুনঃ।
রুদ্ধ্বা মার্গং গ্রহীষ্যামঃ কন্যাং হত্বা সুদর্শনম্ ॥ ৪৬ ॥

করপীড়নং কন্যাকরগ্রহণং চকারান্তর্ভাবিতণিজর্থত্বাৎ কারয়ামাসেত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৪২ ॥
হে নৃপতে! স্বগৃহং ব্রজেত্যেবাস্মাকং প্রার্থনা ভবতোঽন্যৎ সর্ব্বমেবাস্মাভির্ভুক্তং পূর্ণকামা বয়ং জাতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥
সুকৃতং কৃতং হে রাজংস্ত্বয়া সুকৃতং পুণ্যং কৃতং সম্যক্ সম্পাদিতম্। অস্মদবজ্ঞয়েত্যর্থঃ। ইত্থং রাজানমুক্ত্বা পরস্পরং বদন্তি নৃপা ইতি ॥ ৪৪ ॥
তচ্ছ্রুত্বাস্তুতিনিন্দাফলকং বাক্যং শ্রুত্বা নেমে সান্ত্বনাযোগ্যা ইতি মত্বৈতে সংবিগ্না দুঃখেন ক্রোধযুক্তাঃ কিং করিষ্যন্তীতি ন জানে ইতি শঙ্কিতো গৃহং জগাম ॥ ৪৫ ॥

অবলম্বন কর ॥ ৩৮ ॥ নৃপতিগণ এইরূপ বলিতেছেন এমত সময়ে অতুল্যপ্রভাব কাশীপতি রাজা সুবাহু, কন্যার বিবাহ কার্য্য সমাধান পূর্ব্বক রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিবার নিমিত্ত প্রথিতপ্রভাব সুহৃদগণের সহিত গমন করিলেন ॥ ৩৯ ॥ নরপতিগণ কাশীপতিকে সমাগত দেখিয়া কিছুই বলিলেন না, পরন্তু রোষভরে পরিপূরিত হইয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থিত হইয়া রহিলেন ॥ ৪০ ॥ সুবাহু রাজগণের সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আপনারা সকলেই ভোজন করিবার নিমিত্ত আমার গৃহে আগমন করুন ॥ ৪১ ॥ ভূপালগণ! মদীয়কন্যা শশিকলা, একান্তই সেই সুদর্শনকেই বরণ করিল, আমি তদ্বিষয়ে হিতাহিত কিছুই করিতে পারিলাম না; আপনারা দয়াবান্ ও মহান্, অতএব এ বিষয়ে সকলেই ক্ষান্ত হউন ॥ ৪২ ॥ নৃপগণ, তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, আমরা সকলেই ভোজন করিয়াছি, আমাদের কামনা পরিপূর্ণ হইয়াছে তুমি এখন গৃহে গমন কর ॥ ৪৩ ॥ তোমার যথেষ্ট সদাচরণ করা হইয়াছে এক্ষণে তোমার অন্যান্য সমস্ত কার্য্যই সম্পাদন কর, রাজগণ এক্ষণে নিজ নিজ গৃহে প্রস্থান

কেচনোচুঃ কিমস্মাকং হন্তু তেন নৃপেণ বৈ।
দৃষ্ট্বা তু কৌতুকং সর্ব্বং গমিষ্যামো যথাগতম্ ॥ ৪৭ ॥
ইত্যুক্ত্বা তে নৃপাঃ সর্ব্বে মার্গমাক্রম্য সংস্থিতাঃ।
চকারোত্তরকার্য্যাণি সুবাহুঃ স্বগৃহং গতঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে সুদর্শনবিবাহো নাম দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

সময়ং সঙ্কেতম্ ॥ ৪৬ ॥
কেচনোচুরিতি। উদাসীনা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥
উত্তরকার্য্যাণি বরবধূপ্রস্থাপনবিষয়াণি ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

করুন ॥ ৪৪ ॥ রাজগণের বাক্য শ্রবণে কাশীপতি, অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া গৃহে গমন করিলেন এবং প্রধান প্রধান নৃপগণ অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়াছেন এক্ষণে আমার কি অনিষ্ট করেন এই ভাবিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মানসে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫ ॥ রাজা সুবাহু গমন করিলে ভূপালগণ মিলিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে আমরা গমনমার্গ অবরোধ পূর্ব্বক সুদর্শনকে নিহত করিয়া কন্যা রত্ন গ্রহণ করিব ॥ ৪৬ ॥ তন্মধ্যে কেহ কেহ কহিলেন সেই নৃপতিপুত্রকে নিহত করিবার প্রয়োজন কি আছে? আমরা সকলেই কৌতুক দর্শন পূর্ব্বক যথেচ্ছ প্রতিগমন করিব ॥ ৪৭ ॥ এই বলিয়া সেই ভূপতিগণ গমনমার্গ রোধ করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, রাজা সুবাহুও গৃহে গমন করিয়া বরবধূর প্রস্থান বিষয়ক কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষিবেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে সুদর্শনের বিবাহ নামক দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

তস্মৈ গৌরবভোজ্যানি বিধায় বিধিবত্তদা ।
বাসরাণি চ ষড়্রাজা ভোজয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ১ ॥
এবং বিবাহকার্য্যাণি কৃত্বা সর্ব্বাণি পার্থিবঃ ।
পারিবর্হং প্রদত্ত্বাথ মন্ত্রয়ন্ সচিবৈঃ সহ ॥ ২ ॥
দূতৈস্তু কথিতং শ্রুত্বা মার্গসংরোধনং কৃতম্ ।
বভূব বিমনা রাজা সুবাহুরমিতদ্যুতিঃ ॥ ৩ ॥
সুদর্শনস্তদোবাচ শ্বশুরং সংশিতব্রতঃ ।
অস্মান্ বিসর্জ্জয়াশু ত্বং গমিষ্যামো হ্যশঙ্কিতাঃ ॥ ৪ ॥
ভারদ্বাজাশ্রমং পুণ্যং গত্বা তত্র সমাহিতাঃ ।
নিবাসায় বিচারো'বৈ কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা নৃপ ! ॥ ৫ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্যৈরথ মহারণে ।
শত্রবো নিহতা দেব্যেত্যেবমর্থোঽত্র বর্ণ্যতে ॥

তস্মৈ ইতি। গৌরবভোজ্যানি গৌরবেণ মানেন ভোজ্যানি মানপুরঃসরং ভোজ্যানীত্যর্থঃ ॥ ১—২ ॥

মার্গসংরোধনং কৃতং রাজভিরিতি শেষঃ ॥ ৩—৪ ॥

ভারদ্বাজাশ্রমমিতি। ভারদ্বাজমুনেরাজ্ঞয়া বয়মত্রাগতাঃ পুনস্তমৃষিং দ্রষ্টুং ভারদ্বাজাশ্রমং গত্বা স্থাস্যামঃ পশ্চাদস্মাভিস্তস্মিন্নাশ্রমে স্থেয়মুত তব গৃহে স্থেয়মিতি বিচারঃ কর্ত্তব্যো ন মধ্যে ইতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা সুবাহু জামাতার সম্মান পুরঃসর যথাবিধি অনুসারে বিবিধ ভোজ্য দ্রব্য প্রদান করিয়া প্রীতমানসে তাঁহাকে ছয়দিন ভোজন করাইলেন ॥ ১ ॥ এইরূপে সমস্ত বিবাহ কার্য্য সমাধা করিয়া সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করত বরবধূকে বিবাহ-দেয় বিবিধ প্রকার বস্ত্র-ভূষণাদি প্রদান করিলেন ॥ ২ ॥ অনন্তর, অমিতদ্যুতি কাশীপতি দূত মুখ হইতে নরপতিগণ সুদর্শনের গমনমার্গ রুদ্ধ করিয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিমনা হইয়া রহিলেন ॥ ৩॥ তখন দৃঢ়ব্রত সুদর্শন শ্বশুরকে কহিলেন, মহারাজ ! আমাদিগকে সত্বর বিদায় করুন, আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে গমন করিব ॥৪॥ নৃপবর ! অগ্রে আমরা সুপবিত্র ভারদ্বাজের আশ্রমে গমন করিয়া তদনন্তর কোন স্থানে বাস করিব তাহার সম্যক্‌রূপ বিচার

নৃপেভ্যশ্চ ন কর্ত্তব্যং ভয়ং কিঞ্চিত্ত্বয়ানঘ!।
জগন্মাতা ভবানী মে সাহায্যং বৈ করিষ্যতি ॥ ৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

তস্যেতি মতমাজ্ঞায় জামাতুর্নৃপসত্তমঃ।
বিসসর্জ্জ ধনং দত্ত্বা প্রতস্থে সোঽপি সত্বরঃ ॥ ৭ ॥
বলেন মহতাবিষ্টো যযাবন্নু নৃপোত্তমঃ।
সুদর্শনো বৃতস্তত্র চচাল পথি নির্ভয়ঃ ॥ ৮ ॥
রথৈঃ পরিবৃতঃ শূরঃ সদারো রথসংস্থিতঃ।
গচ্ছন্দদর্শ সৈন্যানি নৃপাণাং রঘুনন্দনঃ ॥ ৯ ॥
সুবাহুরপি তান্ বীক্ষ্য চিন্তাবিষ্টো বভূব হ।
বিধিবৎ স শিবাং চিত্তে জগাম শরণং মুদা ॥ ১০ ॥
জজাপৈকাক্ষরং মন্ত্রং কামরাজমনুত্তমম্।
নির্ভয়ো বীতশোকশ্চ পত্ন্যা সহ নবোঢ়য়া ॥ ১১ ॥
ততঃ সর্ব্বে মহীপালাঃ কৃত্বা কোলাহলং তদা।
উত্থিতাঃ সৈন্যসংযুক্তা হর্ত্তুকামাস্তু কন্যকাম্ ॥ ১২ ॥

ইদমুত্তরং পূর্ব্বং রাজ্ঞা মদ্‌গৃহে স্থেয়মিত্যুক্তং তস্যেতি বোধ্যম্ ॥ ৬ ॥
সোঽপি সুদর্শনোঽপি ॥ ৭ ॥
অনু পশ্চান্নৃপোত্তমঃ সুবাহুঃ। বৃতো বিবাহিতঃ ॥ ৮—৯ ॥
সুদর্শনঃ শিবাং শরণং জগাম পত্ন্যা সহ নির্ভয়ো জাতো মন্ত্রজপপ্রভাবাদিত্যর্থঃ ॥১০-১২॥

করিব ॥ ৫ ॥ বিমলাত্মন্! আপনি নৃপগণ হইতে কিছুমাত্র ভয় করিবেন না, জগন্মাতা ভগবতী ভবানী অবশ্যই আমার সাহায্য করিবেন ॥ ৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ জনমেজয়! নৃপতিসত্তম সুবাহু জামাতার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বিপুল ধন প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে বিদায় দিলেন, সুদর্শনও সত্বর হইয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন ॥৭॥ তদনন্তর নৃপসত্তম সুবাহু, মহতী সেনা সমভিব্যাহারে তাঁহার অনুগমন করিলেন। এইরূপে সুদর্শন বিবাহ করিয়া পথিমধ্যে নির্ভয়চিত্তে গমন করিতে লাগিলেন ॥৮॥ রঘুনন্দন বীরবর সুদর্শন নববধূর সহিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক রথ সমূহে পরিবৃত হইয়া গমন করিতে করিতে রাজগণের সৈন্য সকল দেখিতে পাইলেন ॥ ৯ ॥ রাজা সুবাহু তাহাদিগকে দর্শন করিয়া চিন্তাবিষ্ট হইলেন। কিন্তু, সুদর্শন আনন্দিত মনে সম্পূর্ণরূপে শিবরূপিণী শঙ্করীর শরণ গ্রহণ করিলেন ॥ ১০ ॥ তিনি অত্যুত্তম একাক্ষর কামরাজ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন এবং তৎপ্রভাবে নবোঢ়া পত্নীর সহিত বীতশোক ও নির্ভয় হইয়া অবস্থিতি

কাশীরাজস্তু তান্ দৃষ্ট্বা হন্তুকামো বভূব হ।
নিবারিতস্তদাত্যর্থং রাঘবেণ জিগীষতা ॥ ১৩ ॥
তত্রাপি নেদুঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চানকদুন্দুভিঃ।
সুবাহোশ্চ নৃপাণাঞ্চ পরস্পরজিঘাংসতাম্ ॥ ১৪ ॥
শত্রুজিত্তু সুসংবৃত্তঃ স্থিতস্তত্র জিঘাংসয়া।
যুধাজিৎ তৎসহায়ার্থং সন্নদ্ধঃ প্রবভূব হ ॥ ১৫ ॥
কেচিচ্চ প্রেক্ষকাস্তস্থ্য সহানীকৈঃ স্থিতাস্তদা।
যুধাজিদগ্রতো গত্বা সুদর্শনমুপস্থিতঃ ॥ ১৬ ॥
শত্রুজিত্তেন সহিতো হন্তুং ভ্রাতরমানুজঃ।
পরস্পরং তে বাণৌঘৈস্ততক্ষুঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতাঃ ॥ ১৭ ॥
সংমর্দ্দঃ সুমহাংস্তত্র সম্প্রবৃত্তঃ সুমার্গণৈঃ।
কাশীপতিস্তদা তূর্ণং সৈন্যেন বহুনাবৃতঃ।
সাহায্যার্থং জগামাশু জামাতরমনিন্দিতম্ ॥ ১৮ ॥

রাঘবেণ সুদর্শনেন ॥ ১৩ ॥
পরস্পরজিঘাংসতাং রাজ্ঞাং শঙ্খা ভের্য্যশ্চ নেদুরিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৫ ॥
অগ্রতঃ সর্ব্বসৈন্যস্য তু সুদর্শনমুপস্থিতঃ প্রাপ্তস্তেন যুধাজিতা সহিতঃ শত্রুজিচ্চোপস্থিত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ১৬ ॥

করিতে লাগিলেন ॥১১॥ অনন্তর মহীপালগণ সকলেই কন্যাহরণ-কামনায় সৈন্যগণের সহিত কোলাহল শব্দে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত উত্থিত হইল ॥ ১২ ॥ কাশীরাজ, তাহাদিগকে দর্শন করিয়া নিধন করিতে ইচ্ছা করিলে, জয়াভিলাষী রঘুনন্দন সুদর্শন তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥ তখন পরস্পর হননেচ্ছুক নরপতিগণের ও সুবাহুর শঙ্খ, ভেরী ও রণঢক্কা ঘোরশব্দে নিনাদিত হইতে লাগিল ॥ ১৪ ॥ শত্রুজিৎ, শত্রুসংহার বাসনায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন, যুধাজিৎ তাঁহার সাহায্যার্থ সুসজ্জিত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥ কোন কোন বীরগণ, নিজ নিজ সৈন্যগণের সহিত উদাসীনভাবে কেবল মাত্র দর্শন করত অবস্থিত রহিলেন। অনন্তর যুধাজিৎ সুদর্শনের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলেন, যুধাজিতের সহিত অনুজ শত্রুজিৎও ভ্রাতাকে বিনাশ করিবার অভিলাষে যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইলেন। তখন যোধগণ ক্রোধমূর্চ্ছিত হইয়া শরসমূহ দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল ॥ ১৬—১৭ ॥ সেই সংগ্রামস্থলে সুতীক্ষ্ণ সায়কসমূহ দ্বারা ঘোরতর সংমর্দ্দ হইয়া উঠিলে, কাশীপতি বহুতর সৈন্যসমভিব্যাহারে জামাতার সাহায্যার্থ সত্বর গমন করিলেন ॥ ১৮ ॥

এবং প্রবৃত্তে সংগ্রামে দারুণে লোমহর্ষণে।
প্রাদুর্ব্বভূব সহসা দেবী সিংহোপরিস্থিতা॥ ১৯॥
নানায়ুধধরা রম্যা বরভূষণভূষিতা।
দিব্যাম্বরপরীধানা মন্দারস্রকৃসুসংযুতা॥ ২০॥
তাং দৃষ্ট্বা তেঽথ ভূপালা বিস্ময়ং পরমং গতাঃ।
কেয়ং সিংহসমারূঢ়া কুতো বেতি সমুত্থিতা॥ ২১॥
সুদর্শনস্তু তাং বীক্ষ্য সুবাহুমিতি চাব্রবীৎ।
পশ্য রাজন্! মহাদেবীমাগতাং দিব্যদর্শনাম্॥ ২২॥
অনুগ্রহায় মে নূনং প্রাদুর্ভূতা দয়ান্বিতা।
নির্ভয়োঽহং মহারাজ! জাতোঽস্মি নির্ভয়াদপি॥ ২৩॥
সুদর্শনঃ সুবাহুশ্চ তামালোক্য বরাননাম্।
প্রণামং চক্রতুস্তস্যা মুদিতৌ দর্শনেন চ॥ ২৪॥
ননাদ চ তথা সিংহো গজাস্ত্রস্তাশ্চকম্পিরে।
ববুর্ব্বাতা মহাঘোরা দিশশ্চাসন্ সুদারুণাঃ॥ ২৫॥
সুদর্শনস্তদা প্রাহ নিজং সেনাপতিং প্রতি।
মার্গে ব্রজ ত্বং তরসা ভূপালা যত্র সংস্থিতাঃ॥ ২৬॥

কিমর্থং ভ্রাতরং সুদর্শনং হন্তুম্। অনুজ এবানুজঃ। প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্। ততক্ষুশ্চিচ্ছিদুস্তে ত্রয়ঃ॥ ১৭—২০॥

বিস্ময়মেবাহ। কেয়মিতি॥ ২১—২৩॥

এইরূপে সেই নিদারুণ লোমহর্ষণ সমর উপস্থিত হইলে, সিংহাধিরূঢ়া দেবী ভগবতী সহসা তথায় আবির্ভূত হইলেন॥ ১৯॥ তাঁহার দেহকান্তি অতিশয় মনোহর, তিনি বিবিধ উৎকৃষ্ট ভূষণে বিভূষিত হইয়া বিবিধ আয়ুধ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার পরিধানে দিব্য অম্বর ও গলদেশে আজানুলম্বিত মনোহর মন্দারমালা শোভা পাইতেছে। ভূপাল-সকল তাঁহাকে অবলোকন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন এই সিংহসমারূঢ়া রমণী কে, কোথা হইতেই বা সহসা উপস্থিত হইলেন॥২০-২১॥ সুদর্শন তাঁহাকে দর্শন করিয়া কাশীপতি সুবাহুকে কহিলেন, রাজন্! দিব্যদর্শনা দয়ান্বিতা মহাদেবী আমাকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন অবলোকন করুন, মহারাজ! এক্ষণে আমি নির্ভয় হইতেও নির্ভয় হইলাম॥ ২২—২৩॥ সুদর্শন ও সুবাহু সেই বরাননা মহাদেবীকে দর্শন করিয়া হর্ষভরে পুলকিত হইলেন এবং ভক্তিভাবে তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন॥ ২৪॥ তখন মহাদেবীর বাহন সিংহ ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া উঠিল, সেই

কিং করিষ্যন্তি রাজানঃ কুপিতা দুষ্টচেতসঃ।
শরণার্থঞ্চ সম্প্রাপ্তা দেবী ভগবতী হি নঃ ॥ ২৭ ॥
নিরাতঙ্কৈশ্চ গন্তব্যং মার্গেঽস্মিন্ ভূপসঙ্কুলে।
স্মৃতা ময়া মহাদেবী রক্ষণার্থমুপাগতা ॥ ২৮ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং সেনাপতিস্তেন পথাব্রজৎ ॥ ২৯ ॥
যুধাজিত্তু সুসংক্রুদ্ধস্তানুবাচ মহীপতীন্।
কিং স্থিতা ভয়সন্ত্রস্তা নিরস্তু কন্যকান্বিতম্ ॥ ৩০ ॥
অবমন্য চ নঃ সর্ব্বান্ বলহীনো বলাধিকান্।
কন্যাং গৃহীত্বা সংযাতি নির্ভয়স্তরসা শিশুঃ ॥ ৩১ ॥
কিং ভীতাঃ কামিনীং বীক্ষ্য সিংহোপরি সুসংস্থিতাম্।
নোপেক্ষ্যো হি মহাভাগা হন্তব্যোঽত্র সমাহিতৈঃ ॥ ৩২ ॥
হত্বৈনং সংগ্রহীষ্যামঃ কন্যাং চারুবিভূষণাম্।
নায়ং কেশরিণাদত্তাং ছেত্তুমর্হতি জম্বুকঃ ॥ ৩৩ ॥

তস্যা দর্শনেন মুদিতাবিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৪—২৭ ॥

(আতঙ্কশূন্যতায়াঃ কারণমাহ স্মৃতেতি। যেষাং দেবী স্বয়ং রক্ষাকর্ত্রী তেষাং ন কুতোঽপ্যাতঙ্কেতি ভাবঃ ॥ ২৮—২৯ ॥

যুধাজিদিতি। সুসংক্রুদ্ধঃ নির্বিঘ্নেন সেনাপতিগমনদর্শনাদিতি ভাবঃ ॥ ৩০ ॥

ঘোরতর সিংহনাদ শ্রবণে মাতঙ্গগণ কম্পিত হইতে লাগিল; সেই সময়ে ঘোরতর বায়ু বহিতে লাগিল এবং দিক্ সকল নিদারুণ ভাব ধারণ করিল ॥২৫॥ সুদর্শন তখন আপন সেনাপতিকে কহিলেন, ভূপাল সকল মার্গ রোধ করিয়া যেখানে অবস্থিতি করিতেছেন, তুমি সত্বর সেই স্থানে গমন কর। দুষ্টচেতা নৃপতিগণ প্রকুপিত হইলেও আমাদের কি করিতে পারিবে? দেবী ভগবতী আমাদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ২৬—২৭ ॥ তোমরা নিরাকুল হইয়া সেই ভূপসঙ্কুল মার্গমধ্যে গমন কর, আমি স্মরণ করিবামাত্র মহাদেবী কৃপান্বিত হইয়া আমাদিগের রক্ষণার্থ আগমন করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

সেনাপতি সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই পথেই গমন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন যুধাজিৎ অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া মহীপতিগণকে কহিতে লাগিলেন, আপনারা ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া রহিলেন কেন? এই কন্যাহারী সুদর্শনকে নিহত করুন॥ ২৯-৩০ ॥ এই বলহীন শিশু, বলাধিক সকল ভূপালকে অবমাননা করিয়া কন্যা গ্রহণ পূর্ব্বক নির্ভয়চিত্তে বলপূর্ব্বক গমন করিতেছে, আর আপনারা কিছুই করিতে পারিতেছেন না, ইহা অত্যন্তই আশ্চর্য্যের বিষয় ॥ ৩১ ॥ আপনারা কি সিংহোপরিস্থিত একটি কামিনীকে দর্শন করিয়া ভীত হইতেছেন?। হে মহাভাগ ভূপতিগণ! এই বালককে কদাচই উপেক্ষা করিবেন না,

ইত্যুক্ত্বা সৈন্যসংযুক্তঃ শত্রুজিৎসহিতস্তদা।
যোদ্ধুকামঃ সুসংপ্রাপ্তো যুধাজিৎ ক্রোধসংবৃতঃ ॥ ৩৪ ॥
মুমোচ বিশিখাংস্তূর্ণং সমপুঙ্খাঞ্ছিলাশিতান্।
ধনুরাকৃষ্য কর্ণান্তং কর্ম্মারপরিমার্জ্জিতান্ ॥ ৩৫ ॥
হন্তুকামঃ সুদুর্মেধাঃ সুদর্শনমথোপরি।
সুদর্শনস্তু তান্ বাণৈশ্চিচ্ছেদাপততঃ ক্ষণাৎ ॥ ৩৬ ॥
এবং যুদ্ধে প্রবৃত্তেঽথ চুকোপ চণ্ডিকা ভৃশম্।
দুর্গা দেবী মুমোচাথ বাণান্ যুধাজিতং প্রতি ॥ ৩৭ ॥
নানারূপা তদা জাতা নানাশস্ত্রধরা শিবা।
সম্প্রাপ্তা তুমুলং তত্র চকার জগদম্বিকা ॥ ৩৮ ॥
শত্রুজিন্নিহতস্তত্র যুধাজিদপি পার্থিবঃ।
পতিতৌ তৌ রথাভ্যাস্তু জয়শব্দস্তদাভবৎ ॥ ৩৯ ॥

নৃপানুক্তেজয়িতুমাহ অবমন্যেতি ॥ ৩১—৩২ ॥)
কেসরিণা আদত্তাং গৃহীতাম্। আদত্তামিতি চ্ছেদঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥
কর্ম্মারেণ লোহকারেণ পরিমার্জ্জিতাংস্তীক্ষ্ণীকৃতান্ ॥ ৩৫ ॥
সুদর্শনং হন্তুকামঃ সুদর্শনস্যৈবোপরীত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥
তত্র সম্প্রাপ্তা জগদম্বিকা তুমুলং যুদ্ধঞ্চকারেত্যন্বয়ঃ। যদ্যপি মনুষ্যেষু ভগবত্যাঃ শস্ত্রধারণমনুচিতং তথাপি ভক্তবাৎসল্যাদনুচিতমপি কর্ম্ম ভগবতী করোতীত্যনেন বোধিতম্ ॥ ৩৮—৩৯ ॥

মনোযোগ পূর্ব্বক ইহাকে নিহত করুন ॥ ৩২ ॥ ইহাকে হনন করিয়া এই চারুভূষণা কামিনীকে গ্রহণ করিব। এই শৃগাল সিংহ-গৃহীত কামিনীকে ছিনাইয়া লইতে কখনই সমর্থ হইবে না ॥ ৩৩ ॥

রাজা যুধাজিৎ এই বলিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া সৈন্যসমভিব্যাহারে যুদ্ধ বাসনায় শত্রুজিতের সহিত সংগ্রাম স্থলে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৪ ॥ সেই সুদুর্ব্বুদ্ধি রাজা সুদর্শনের নিধনবাসনায় আকর্ণ ধনুরাকর্ষণ পূর্ব্বক শিলাশাণিত ও কর্ম্মার-পরিমার্জ্জিত সমপুঙ্খ সায়ক তাঁহার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; সুদর্শন সেই সংবেগপাতী শায়ক সকলকে শর-সমূহ দ্বারা তৎক্ষণাৎ ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৩৫—৩৬ ॥ এইরূপে ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হইলে চণ্ডিকাদেবী অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইলেন এবং যুধাজিতের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥ বিবিধ অস্ত্রধারিণী কল্যাণময়ী জগদম্বিকা দুর্গাদেবী নানারূপ ধারণ পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইয়া তুমুল সংগ্রাম করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮ ॥ সেই ভীষণ সংগ্রামে শত্রুজিৎ ও রাজা যুধাজিৎ নিহত হইল। দুই জনেই রথ হইতে নিপতিত হইলে

বিস্ময়ং পরমং প্রাপ্তা ভূপাঃ সর্ব্বে বিলোক্য তান্।
নিধনং মাতুলস্যাপি ভাগিনেয়স্য সংযুগে ॥ ৪০ ॥
সুবাহুরপি তদ্দৃষ্ট্বা নিধনং সংযুগে তয়োঃ।
তুষ্টাব পরমপ্রীতো দুর্গাং দুর্গতিনাশিনীম্ ॥ ৪১ ॥

সুবাহুরুবাচ।

নমো দেব্যৈ জগদ্ধাত্র্যৈ শিবায়ৈ সততং নমঃ।
দুর্গায়ৈ ভগবত্যৈ তে কামদায়ৈ নমো নমঃ ॥ ৪২ ॥
নমঃ শিবায়ৈ শান্ত্যৈ তে বিদ্যায়ৈ মোক্ষদে ! নমঃ।
বিশ্বব্যাপ্ত্যৈ জগন্মাতর্জগদ্ধাত্র্যৈ নমঃ শিবে ! ॥ ৪৩॥
নাহং গতিং তব ধিয়া পরিচিন্তয়ন্ বৈ
জানামি দেবি ! সগুণঃ কিল নির্গুণায়াঃ।
কিং স্তৌমি বিশ্বজননি ! প্রকটপ্রভাবাং
ভক্তার্ত্তিনাশনপরাং পরমাঞ্চ শক্তিম্ ॥ ৪৪ ॥

মাতুলস্যাপীতি। মাতুলভাগিনেয়ৌ সুবাহো রাজ্ঞঃ। তৌ চ যুধাজিৎপক্ষপাতিনৌ স্থিতৌ ॥ ৪০—৪৩ ॥

নাহমিতি। অহং সগুণো গুণত্রয়বদ্ধাত্মমতির্ধিয়া তব নির্গুণায়াঃ সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণ্যা গতিং পরাক্রমং ব্যাপ্তিং বা পরিচিন্তয়ন্ বাঙ্মনসয়োরবিষয়ত্বান্ন জানামি। তদা কিং স্তৌমি স্তুতিবিষয়স্যৈব জ্ঞানাভাবাৎ ॥ ৪৪ ॥

সুদর্শনের পক্ষ হইতে মহান্ জয়শব্দ সমুত্থিত হইল ॥ ৩৯ ॥ সুবাহুর মাতুল ও ভাগিনেয় যুধাজিতের পক্ষপাতী ছিলেন তাঁহারাও এই যুদ্ধে নিহত হইলেন। ভূপাল সকল তাঁহাদের মরণ দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ॥ ৪০ ॥ রাজা সুবাহুও যুদ্ধস্থলে তাঁহাদের নিধন দর্শন পূর্ব্বক পরম প্রীতিপ্রাপ্ত হইয়া দুর্গতিনাশিনী দুর্গাদেবীর স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

আমি শিবরূপিণী জগদ্ধাত্রী দেবীকে নমস্কার করি, কামপ্রদা ভগবতী দুর্গাদেবীকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। যিনি মঙ্গলময়ী শান্তি ও বিদ্যারূপিণী তাঁহাকে নিয়তই নমস্কার করি। মাতর্মোক্ষদে ! শিবে! আপনি বিশ্বব্যাপিনী, জগন্মাতা ও জগদ্ধাত্রী আমি আপনাকে প্রণাম করি ॥ ৪২—৪৩ ॥ হে বিশ্বজননি ! দেবি ! আপনি নির্গুণা, আমি সগুণ, অতএব বাক্য মনের অগোচর আপনার প্রভাব পরাক্রমাদি বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা করিয়াও জানিতে সমর্থ নহি। জননি ! আপনি পরমাশক্তি, সততই ভক্তজনের দুঃখ বিনাশের নিমিত্ত তৎপর থাকেন, আপনার প্রভাব সর্ব্বত্রই প্রকটিত রহিয়াছে আমি আপনার কি স্তুতি

বাগ্দেবতা ত্বমসি সর্ব্বগতৈব বুদ্ধি-
র্বিদ্যা মতিশ্চ গতিরপ্যসি সর্ব্বজন্তোঃ।
ত্বাং স্তৌমি কিং ত্বমসি সর্ব্বমনোনিয়ন্ত্রী
কিং স্তূয়তে হি সততং খলু চাত্মরূপম্ ॥ ৪৫ ॥
ব্রহ্মা হরশ্চ হরিরপ্যনিশং স্তুবন্তো
নান্তং গতাঃ সুরবরাঃ কিল তে গুণানাম্।
ক্বাহং বিভেদমতিরম্ব ! গুণৈর্ব্বৃতো বৈ
বক্তুং ক্ষমস্তব চরিত্রমহোঽপ্রসিদ্ধঃ ॥ ৪৬ ॥
সৎসঙ্গতিঃ কথমহো ন করোতি কামং
প্রাসঙ্গিকাপি বিহিতা খলু চিত্তশুদ্ধিঃ।
জামাতুরস্য বিহিতেন সমাগমেন
প্রাপ্তং ময়াদ্ভুতমিদং তব দর্শনং বৈ ॥ ৪৭ ॥

ত্বাং স্তৌমীতি। যতস্ত্বং সর্ব্বমনোনিয়ন্ত্রী ততস্ত্বাং কিং স্তৌমি মনসো বিষয়ত্বাভাবাদিতি ভাবঃ। কিং স্তূয়ত ইতি। সর্ব্বব্যাপকমাত্মরূপং কিং স্তূয়তে ন স্তূয়তে। মনোবিষয়ত্বাভাবাৎ তথৈব তদাত্মাভিন্নাং ত্বাং মনোবিষয়ত্বাভাবাৎ কিং স্তৌমি ন কিমপীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

ব্রহ্মা হরশ্চেতি। এতাদৃশা ব্রহ্মাদয়ো মহান্তোঽনিশং স্তুবন্তোঽপি তব গুণানামন্তং ন গতাঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। যস্যাঃ স্বরূপং ব্রহ্মাদয়ো ন বিজানন্তি তস্মাদুচ্যতেঽজ্ঞেয়া যস্যাঃ অন্তো ন বিদ্যতে তস্মাদুচ্যতেঽনন্তেতি। যদেত্থমস্তি তদাঽহমপ্রসিদ্ধো গুণৈঃ সত্ত্বাদিভির্ব্বদ্ধো বিভেদমতির্জীবব্রহ্মভেদমতিরজ্ঞস্তব চরিত্রং বক্তুং ক্ব কস্মিন্ কালে ক্ষমো ন কস্মিন্নপীত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

মম চিত্তশুদ্ধ্যভাবাদ্যদ্যপি ভবত্যা দর্শনযোগ্যতা নাস্তি তথাপি ভবচ্চরণকমলনিমগ্নান্তঃকরণানাং সতাং সঙ্গত্যা কঃ কামো ন সিধ্যেদপি তু সিধ্যত্যেবেত্যাহ সৎসঙ্গতিরিতি। সৎসঙ্গতিঃ কামং মনোরথং কথং ন করোতি সম্পাদয়তি অপিতু করোত্যেব। ভগবত্যাঃ স্বস্মিন্ ভক্তিং কুর্ব্বাণাপেক্ষয়া স্বভক্তে ভক্তিং কুর্ব্বাণেঽধিকপ্রেমযুক্তত্বাৎ। তদুক্তং দেবীপুরাণে মদ্ভক্ত্যপেক্ষয়া ভক্তে মম ভক্তিস্তু সিদ্ধিদেতি। নহু চিত্তশুদ্ধিং বিনা কথং মদ্দর্শনার্হ-

---

করিব ? ॥ ৪৪ ॥ দেবি ! আপনি প্রাণিগণের বাগ্দেবী সর্ব্বত্রগতা বুদ্ধি, মতি ও গতি এবং আপনিই সকলের মনোনিয়ন্ত্রী ; অতএব আমি আপনার কি স্তব করিব ? দেবি ! আপনি আত্মরূপিণী, আমি বাঙ্মনের অগোচর পরমাত্মময়ীর স্তব করিতে কিরূপে সমর্থ হইব ? ॥ ৪৫ ॥ ব্রহ্মা হরি, হর এবং প্রধান প্রধান দেবগণ নিরন্তর স্তুতি করিয়াও আপনার গুণগণের অন্ত প্রাপ্ত হন নাই, অম্বিকে ! আমি কীটাণুকীট তুল্য অপ্রসিদ্ধ এবং গুণ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সম্বদ্ধ, অজ্ঞ আমি, জীবব্রহ্মের প্রভেদ জ্ঞান কিরূপে বুঝিব, মাতঃ ! আমি তোমার দুরবগাহ চরিত্র বর্ণনে কস্মিন্ কালেও সমর্থ হইব না ॥ ৪৬ ॥ জননি ! সৎসঙ্গ

ব্রহ্মাপি বাঞ্ছতি সদৈব হরো হরিশ্চ
সেন্দ্রাঃ সুরাশ্চ মুনয়ো বিদিতার্থতত্ত্বাঃ ।
যদ্দর্শনং জননি ! তেঽদ্য ময়া দুরাপং
প্রাপ্তং বিনা দমশমাদিসমাধিভিশ্চ ॥ ৪৮ ॥
কাহং সুমন্দমতিরাশু তবাবলোকং
কেদং ভবানি ! ভবভেষজমদ্বিতীয়ম্ ।
জ্ঞাতাসি দেবি ! সততং কিল ভাবযুক্ত-
ভক্তানুকম্পনপরামরবর্গপূজ্যা ॥ ৪৯ ॥
কিং বর্ণয়ামি তব দেবি ! চরিত্রমেতদ্
যদ্রক্ষিতোঽস্তি বিষমেঽত্র সুদর্শনোঽয়ম্ ।
শত্রূ হতৌ সুবলিনৌ তরসা ত্বয়া যদ্-
ভক্তানুকম্পি চরিতং পরমং পবিত্রম্ ॥ ৫০ ॥

তেতি চেৎ সা চিত্তশুদ্ধির্ভবদ্ভক্তদর্শনপ্রসঙ্গেনানায়াসেনাপি বিহিতা ভবতি কৃতা ভবতি। এতাদৃশো ভবদ্ভক্তদর্শনমহিমেতি ভাবঃ। কোঽসৌ মম ভক্তস্তবৈতাদৃশো মিলিত ইতি চেদস্য জামাতুঃ সুদর্শনস্য তব ভক্তস্য যদ্দৈবেন বিহিতেন সমাগমেন চ প্রাপ্তং ময়াদ্ভুতমিদং তব দর্শনং বৈ ॥ ৪৭ ॥

ইদানীং স্বস্য ধন্যতাং বর্ণয়তি ব্রহ্মাপীতি। শমদমাদিসমাধিভির্বিনাপি প্রাপ্তং ততো মৎসমোঽন্যঃ কো বা ধন্যোঽস্তীতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

কেন না মনোরথ সিদ্ধি সম্পাদন করিবে ? আমার এই চিত্তশুদ্ধি প্রাসঙ্গিকক্রমেই সম্পাদিত হইয়াছে ; জননি ! আমার এই জামাতা আপনার একান্ত ভক্ত, দৈববশে তাঁহার সহিত আমার সঙ্গতি সংঘটিত হইয়াছে তাহাতেই আমি আপনার দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৪৭ ॥ জননি ! ব্রহ্মা, হরি, হর, ইন্দ্রাদি সুরগণ ও বিদিততত্ত্ব মুনিগণও যাহার কামনা করিয়া থাকেন, অদ্য শম দমাদি ও সমাধি ব্যতিরেকেও আমি আপনার সেই দুর্লভ দর্শন প্রাপ্ত হইলাম ; অতএব দেবি ! ত্রিভুবনে আমার তুল্য ধন্য ব্যক্তি আর কে আছে ? ॥ ৪৮ ॥ ভবানি ! সুমন্দমতি আমিই বা কোথায় ? এবং একমাত্র ভবরোগের ঔষধ স্বরূপ ভবদীয় দর্শনই বা কোথায় ? তথাপি হে সুরপূজ্যে ! আমি আপনার দর্শন লাভ করিলাম, জননি ! আমি আপনাকে জানিতে পারিয়াছি যে, আপনি ভাবযুক্ত ভক্তগণের প্রতি নিয়তই অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ৪৯ ॥ দেবি ! আপনি যে এই বিষম সমর সঙ্কটে সুদর্শনকে রক্ষা করিলেন এবং দুইজন অতিশয় বলবান্ ব্যক্তি নিহত করিলেন তদ্বিষয়ে আপনার চরিত্র কথা আর কি বর্ণন করিব ? বুঝিলাম আপনার পবিত্র চরিত্র ভক্তগণের প্রতি

নাশ্চর্য্যমেতদিতি দেবি ! বিচারিতেঽর্থে
ত্বং পাসি সর্ব্বমখিলং স্থিরজঙ্গমং বৈ।
ত্রাতস্ত্বয়া চ বিনিহত্য রিপুর্দয়াতঃ
সংরক্ষিতোঽয়মধুনা ধ্রুবসন্ধিসূনুঃ ॥ ৫১ ॥
ভক্তস্য সেবনপরস্য যশোঽতিদীপ্তং
কর্ত্তুং ভবানি ! রচিতং চরিতং ত্বয়ৈতৎ।
নোচেৎ কথং স্বপরিগৃহ্য সুতাং মদীয়াং
যুদ্ধে ভবেৎ কুশলবাননবদ্যশীলঃ ॥ ৫২ ॥
শক্তাসি জন্মমরণাদিভয়ান্ বিহন্তুং
কিঞ্চিত্রমত্র কিল ভক্তজনস্য কামম্।
ত্বং গীয়সে জননি ! ভক্তজনৈরপারা
ত্বং পাপপুণ্যরহিতা সগুণাগুণা চ ॥ ৫৩ ॥
ত্বদ্দর্শনাদহমহো সুকৃতী কৃতার্থো
জাতোঽস্মি দেবি ! ভুবনেশ্বরি ! ধন্যজন্মা।
বীজং ন তেন ভজনং কিল বেদ্মি মাত-
র্জ্ঞাতস্তবাদ্য মহিমা প্রকটপ্রভাবঃ ॥ ৫৪ ॥

জ্ঞাতাসীতি। অথাপি ময়া জ্ঞাতাসি দৃষ্টাসি ততো মদন্যঃ কোঽস্তি ধন্যঃ। কথম্ভূতা ত্বং ভাবযুক্তভক্তেষ্বনুকম্পনপরা ॥ ৪৯—৫২ ॥

নিয়তই অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ৫০ ॥ দেবি ! এইরূপ বিচারিত বিষয়েই বা বিচিত্রতা ও আশ্চর্য্য কিছুই দৃষ্ট হয় না, যেহেতু আপনিই ত এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক অখিল বিশ্বের রক্ষা করিতেছেন, তদনুসারে আপনি এক্ষণে করুণাবশে ভক্তের শত্রুকে নিহত করিয়া এই ধ্রুবসন্ধির পুত্র সুদর্শনকে রক্ষা করিলেন। ॥ ৫১ ॥ ভবানি ! আপনি স্বীয় সেবানিরত ভক্তজনের রক্ষার নিমিত্তই যে কেবল এইরূপ চরিত প্রকাশ করেন তাহা নহে, ভক্তগণের যশোরাশি প্রদীপ্ত করিবার নিমিত্তও করিয়া থাকেন ; নতুবা এই ভবদীয় ভক্ত সাধুচরিত সুদর্শন মদীয় কন্যার পাণিপীড়ন পুরঃসর যুদ্ধস্থলে বিজয় লাভ করিয়া কুশলী হইলেন কেন ? ॥ ৫২ ॥ জননি ! আপনি জন্ম ও মরণ ভয় বিনাশে একান্তই সমর্থ ; আপনি যে ভক্তজনের মনোরথ সাধন করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে ? ভক্তগণ আপনাকে পাপপুণ্য-বিরহিতা অপারা এবং সগুণা ও নির্গুণা বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৫৩ ॥ দেবি ! ভুবনেশ্বরি ! আমি আপনার দর্শন লাভ করিয়া সুকৃতী

ব্যাস উবাচ।

এবং স্তুতা তদা দেবী প্রসন্নবদনা শিবা।
উবাচ তং নৃপং দেবী বরং বরয় সুব্রত ! ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে মহারণে সুদর্শনশক্রসংহারো নাম ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

কামং মনোরথং 'কর্ত্তুং শক্তাসীতি কিং চিত্রমিত্যন্বয়ঃ। অতএব ত্বং ভক্তৈ-র্গীয়সে ॥ ৫৩—৫৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

ও কৃতার্থ হইলাম, মাতঃ ! আমি ভজন সাধন ও বীজমন্ত্রাদি কিছুই জানিনা, অদ্য কেবল আপনার মহিমার প্রকটিত প্রভাব মাত্র অবগত হইলাম ॥ ৫৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা সুবাহু এইরূপে কৈবল্যকল্যাণময়ী ভগবতীর স্তুতি করিলে দেবী প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, হে সুব্রত ! তুমি আমার নিকট বর প্রার্থনা কর ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগ-বতের তৃতীয়স্কন্ধে মহারণে সুদর্শনের শক্রসংহার বর্ণন নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥
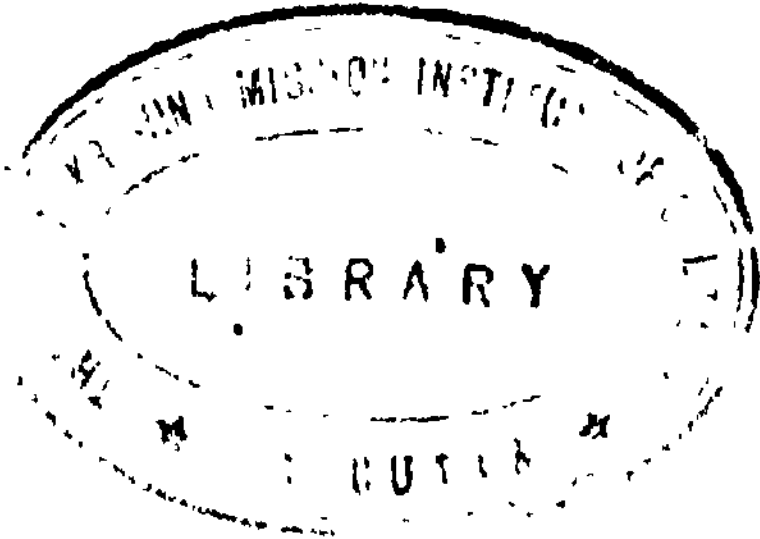
চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তস্যাস্তদ্বচনং শ্রুত্বা ভবান্যাঃ স নৃপোত্তমঃ।
প্রোবাচ বচনং তত্র সুবাহুর্ভক্তিসংযুতঃ ॥ ১ ॥

সুবাহুরুবাচ।

একতো দেবলোকস্য রাজ্যং ভূমণ্ডলস্য চ।
একতো দর্শনন্তে বৈ ন চ তুল্যং কদাচন ॥ ২ ॥
দর্শনাৎ সদৃশং কিঞ্চিত্রিষু লোকেষু নাস্তি মে।
কং বরং দেবি! যাচেঽহং কৃতার্থোঽস্মি ধরাতলে ॥ ৩ ॥
এতদিচ্ছাম্যহং মাতর্যাচিতুং বাঞ্ছিতং বরম্।
তব ভক্তিঃ সদা মেঽস্তু নিশ্চিতা হ্যনপায়িনী ॥ ৪ ॥
নগরেঽত্র ত্বয়া মাতঃ! স্থাতব্যং মম সর্ব্বদা।
দুর্গা দেবীতি নাম্না বৈ ত্বং শক্তিরিহ সংস্থিতা ॥ ৫ ॥
রক্ষা ত্বয়া চ কর্ত্তব্যা সর্ব্বদা নগরস্য হ।
যথা সুদর্শনস্ত্রাতো রিপুসঙ্ঘাদনাময়ঃ ॥ ৬ ॥

পঞ্চাশদ্ভিস্তথা শ্লোকৈঃ শ্রীদেবীমহিমোচ্যতে।
দুর্গাদেব্যা নিবাসশ্চ কাশ্যাং কৃত ইতীর্য্যতে ॥

তস্যা ইতি ॥ ১—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, দেবীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া নৃপসত্তম সুবাহু ভক্তিসমন্বিত হইয়া তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১ ॥ দেবি! একদিকে দেবলোকের ও ভূমণ্ডলের সমস্ত রাজ্য এবং অপরদিকে আপনার দর্শন, যদি এই উভয়ের তুলনা করা যায় তাহা হইলে ঐ রাজ্যাদি কদাচই আপনার দর্শনের তুল্য হইতে পারে না। দেবি! আপনার দর্শন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু ত্রিভুবন মধ্যে কিছুই দৃষ্ট হয় না, তবে জননি! আমি আর কোন্ বর প্রার্থনা করিব, আমি আপনার দর্শনলাভ করিয়া এই ধরণীমণ্ডলে ধন্য ও কৃতার্থ হইয়াছি ॥ ২—৩ ॥ মাতঃ শিবে! আমার বাঞ্ছিত এই বর আপনার নিকট প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করিতেছি যে, সততই যেন আপনার প্রতি আমার ভক্তি অবিনাশিনী ও অচলা হয়। জননি! আপনি নিয়তই যেন আমার এই নগরী মধ্যে অবস্থিতি করেন, আপনি দুর্গাদেবী এই নামে বিখ্যাত হইয়া শক্তিরূপে এই স্থানে অবস্থান করেন ইহাই

তথাত্র রক্ষা কর্ত্তব্যা বারাণস্যাস্ত্বয়াম্বিকে ।।
যাবৎ পুরী ভবেদ্ভূমৌ সুপ্রতিষ্ঠা সুসংস্থিতা ॥ ৭ ॥
তাবত্ত্বয়াঽত্র স্থাতব্যং দুর্গে ! দেবি ! কৃপানিধে ! ।
বরোঽয়ং মম তে দেয়ঃ কিমন্যৎ প্রার্থয়াম্যহম্ ॥ ৮ ॥
বিবিধান্ সকলান্ কামান্ দেহি মে বিদ্বিষো জহি ।
অভদ্রাণাং বিনাশঞ্চ কুরু লোকস্য সর্ব্বদা ॥ ৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইতি সম্প্রার্থিতা দেবী দুর্গা দুর্গার্ত্তিনাশিনী ।
তমুবাচ নৃপং তত্র স্তুত্বা বৈ সংস্থিতং পুরঃ ॥ ১০ ॥

দুর্গোবাচ ।

রাজন্ ! সদা নিবাসো মে মুক্তিপুর্য্যাং ভবিষ্যতি ।
রক্ষার্থং সর্ব্বলোকানাং যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী ॥ ১১ ॥
অথো সুদর্শনস্তত্র সমাগম্য মুদান্বিতঃ ।
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা তুষ্টাব জগদম্বিকাম্ ॥ ১২ ॥

অহো কৃপা তে কথয়াম্যহং কিং
ত্রাতস্ত্বয়া যৎ কিল ভক্তিহীনঃ ।
ভক্তানুকম্পী সকলো জনোঽস্তি
বিমুক্তভক্তেরবনং ব্রতং তে ॥ ১৩ ॥

ত্বং পরাশক্তির্দুর্গাদেবীতি নাম্না সংস্থিতা ভবেতি শেষঃ ॥ ৫—১১ ॥
অথো ইত্যোকারান্তো নিপাতঃ ॥ ১২ ॥

আমি আপনার নিকট কামনা করিতেছি ॥ ৪—৫ ॥ দেবি ! অম্বিকে আপনি যেমন সুদর্শনকে বিঘ্নবিহীন করিয়া পরিত্রাণ করিলেন, সেইরূপে এই স্থানে অবস্থিত হইয়া, যে পর্য্যন্ত এই বারাণসীপুরী পৃথিবীতলে সুসংস্থিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে তাবৎকাল আপনি ইহার রক্ষা করুন ; দুর্গে ! আমি প্রার্থনা করিতেছি আমাকে এই বর প্রদান করুন । দেবি ! আপনি আমাকে অন্যান্য বিবিধ প্রকার মনোরথ প্রদান এবং আমার শত্রু সংহার করুন ; আর এই লোক মধ্যে সমস্ত অভদ্র জনগণের বিনাশ সাধন করুন । করুণাময়ি ! ইহা হইতে আর অপর কি প্রার্থনা করিব ॥ ৬—৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা সুবাহু দুর্গতিবিনাশিনী দুর্গাকে এইরূপে স্তুতি ও প্রার্থনা করিয়া পুরোভাগে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলে দেবী তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্ ! যাবৎ পর্য্যন্ত

ত্বং দেবি! সর্ব্বং সৃজসি প্রপঞ্চং
শ্রুতং ময়া পালয়সি স্বসৃষ্টম্।
ত্বমৎসি সংহারপরে চ কালে
ন তেঽত্র চিত্রং মম রক্ষণং বৈ॥ ১৪॥
করোমি কিং তে বদ দেবি! কার্য্যং
ক্ব বা ব্রজামীত্যনুমোদয়াশু।
কার্য্যে বিমূঢ়োঽস্মি তবাজ্ঞয়াহং
গচ্ছামি তিষ্ঠে বিহরামি মাতঃ!॥ ১৫॥

ব্যাস উবাচ।

তং তথা ভাষমাণন্তু দেবী প্রাহ দয়ান্বিতা।
গচ্ছাযোধ্যাং মহাভাগ! কুরু রাজ্যং কুলোচিতম্॥ ১৬॥

ভক্তানুকম্পীতি। সকলোঽপি জনো দেবাদিলোকো ভক্তানুকম্প্যস্তি বিমুক্তভক্তৈর্ভক্তিরহিতস্য পুরুষস্য ত্ববনং ন কোঽপি করোতি তে তব ব্রতং তু তাদৃশভক্তিরহিতস্য পুরুষস্যাপ্যবনং কর্ত্তব্যমিতি॥ ১৩—১৪॥

মেদিনী বর্ত্তমান থাকিবে তাবৎকাল পর্য্যন্ত সমস্ত লোকগণের রক্ষার নিমিত্ত আমি এই মুক্তিনগরী বারাণসীতে অবস্থিতি করিব সন্দেহ নাই॥ ১০—১১॥ অনন্তর সুদর্শন হৃষ্টচিত্তে সেই স্থানে আগমন পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া পরমাপ্রীতি ও ভক্তি সহকারে জগদম্বিকার স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১২॥ জগদম্বিকে! এই অখিল ভুবন মধ্যে সকলেই ভক্তজনের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া থাকেন, কিন্তু জননি! আমি দেখিতেছি যে আপনার ভক্তিবিহীন ব্যক্তিকে পরিত্রাণ করাই দৃঢ়তর ব্রত হইয়াছে; কারণ, আমি ভক্তিহীন হইলেও আপনি আমাকে পরিত্রাণ করিলেন; অতএব জননি! আপনার অপার করুণাসিন্ধুর বর্ণনে আমি কিরূপে সমর্থ হইব?॥ ১৩॥ দেবি! আমি শ্রবণ করিয়াছি আপনি এই অখিল বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই নিজসৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের পালন করিতেছেন এবং যথাকালে তাহার সংহার করিবেন; অতএব মাতঃ! আপনি যে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে?॥ ১৪॥ দেবি! এক্ষণে আমি আপনার কি কার্য্য সম্পাদন করিব এবং কোথায় গমন করিব, আপনি শীঘ্র তাহার অনুমোদন করুন। মাতঃ! এক্ষণে কর্ত্তব্যকার্য্যে বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি, অতএব আমাকে আজ্ঞা করুন আমি এই স্থানে অবস্থিতি করিব, অথবা অন্য কোথাও গমন করিব কিংবা যথেচ্ছ বিহার করিব॥ ১৫॥

ব্যাস বলিলেন, সুদর্শন এইরূপ নিবেদন করিলে দেবী দয়াপ্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, মহাভাগ! তুমি অযোধ্যায় গমন কর এবং কুলোচিত রাজ্য প্রতিপালন করি

স্মরণীয়া সদাহং তে পূজনীয়া প্রযত্নতঃ।
শং বিধাস্যাম্যহং নিত্যং রাজ্যে তে নৃপসত্তম ! ॥ ১৭ ॥
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাঞ্চ বিশেষতঃ।
মম পূজা প্রকর্ত্তব্যা বলিদানবিধানতঃ ॥ ১৮ ॥
অর্চ্চা মদীয়া নগরে স্থাপনীয়া ত্বয়ানঘ !।
পূজনীয়া প্রযত্নেন ত্রিকালং ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৯ ॥
শরৎকালে মহাপূজা কর্ত্তব্যা মম সর্ব্বদা।
নবরাত্রবিধানেন ভক্তিভাবযুতেন চ ॥ ২০ ॥
চৈত্রেঽশ্বিনে তথাষাঢ়ে মাঘে কার্য্যো মহোৎসবঃ।
নবরাত্রে মহারাজ ! পূজা কার্য্যা বিশেষতঃ ॥ ২১ ॥
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যাং মম ভক্তিসমন্বিতৈঃ।
কর্ত্তব্যা নৃপশার্দ্দূল ! তথাষ্টম্যাং সদা বুধৈঃ ॥ ২২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতা দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী।
নতা সুদর্শনেনাথ স্তুতা চ বহুবিস্তরম্ ॥ ২৩ ॥
অন্তর্হিতাং তু তাং দৃষ্ট্বা রাজানঃ সর্ব্ব এব তে।
প্রণেমুস্তং সমাগম্য যথা শক্রং সুরাস্তথা ॥ ২৪ ॥

করোমীতি। কিং তে কার্য্যং ময়া কর্ত্তব্যমিতি বদেত্যর্থঃ ॥ ১৫—১৮ ॥
অর্চ্চা প্রতিমা ॥ ১৯—২০ ॥
চৈত্রে মাঘেঽশ্বিনে আষাঢ়ে নবরাত্রে ইত্যন্বয়ঃ। ইতি নবরাত্রচতুষ্টয়েঽপীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

থাক ॥ ১৬ ॥ নৃপসত্তম ! তুমি সততই আমার স্মরণ এবং যত্নপূর্ব্বক পূজা করিবে, আমি তোমার রাজ্যমধ্যে নিয়তই কল্যাণ বিধান করিব ॥ ১৭ ॥ বিশেষতঃ অষ্টমী চতুর্দ্দশী ও নবমীতে বিধিপূর্ব্বক আমার পূজা ও বলি প্রদান করিও ॥ ১৮ ॥ হে অনঘ ! তুমি নগরী মধ্যে আমার প্রতিমা স্থাপন করিয়া যত্নপূর্ব্বক ভক্তি সহকারে ত্রিসন্ধ্যা পূজা করিবে ॥ ১৯ ॥ শরৎকালে ভক্তিভাব-সমন্বিত চিত্তে নবরাত্র বিধান দ্বারা আমার মহাপূজা করা একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ২০ ॥ মহারাজ ! চৈত্র, মাঘ, আশ্বিন ও আষাঢ় মাসে অর্থাৎ এই নবরাত্র চতুষ্টয়ে আমার মহোৎসব এবং বিশেষতঃ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী ও অষ্টমীতে ভক্তি-যুক্ত মানসে আমার পূজা করা মানবগণের একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ২১—২২ ॥

ব্যাস বলিলেন, বিপদ্-বিনাশিনী দুর্গা এইরূপ বলিলে পর, সুদর্শন তাঁহাকে বহুবিস্তর স্তব ও প্রণাম করিলেন। দেবী ও উক্ত প্রকারে উপদেশ প্রদান করিয়া অন্তর্হিত

সুবাহুরপি তং নত্বা স্থিতশ্চাগ্রে মুদান্বিতঃ।
ঊচুঃ সর্ব্বে মহীপালা অযোধ্যাধিপতিং তদা ॥ ২৫ ॥
ত্বমস্মাকং প্রভুঃ শাস্তা সেবকাস্তে বয়ং সদা।
কুরু রাজ্যমযোধ্যায়াং পালয়াস্মান্নৃপোত্তম! ॥ ২৬ ॥
ত্বৎপ্রসাদান্মহারাজ! দৃষ্টা বিশ্বেশ্বরী শিবা।
আদিশক্তির্ভবানী সা চতুর্বর্গফলপ্রদা ॥ ২৭ ॥
ধন্যস্ত্বং কৃতকৃত্যোঽসি বহুপুণ্যো ধরাতলে।
যস্মাচ্চ ত্বৎকৃতে দেবী প্রাদুর্ভূতা সনাতনী ॥ ২৮ ॥
ন জানীমো বয়ং সর্ব্বে প্রভাবং নৃপসত্তম!।
চণ্ডিকায়াস্তমোযুক্তা মায়য়া মোহিতাঃ সদা ॥ ২৯ ॥
ধনদারসুতানাঞ্চ চিন্তনেঽভিরতাঃ সদা।
মগ্না মহার্ণবে ঘোরে কামক্রোধঝষাকুলে ॥ ৩০ ॥
পৃচ্ছামস্ত্বাং মহাভাগ! সর্ব্বজ্ঞোঽসি মহামতে!।
কেয়ং শক্তিঃ কুতো জাতা কিংপ্রভাবা বদস্ব তৎ ॥ ৩১ ॥

বুধৈর্মহোৎসবঃ তথা পূজা চ কার্য্যেত্যর্থঃ ॥ ২২—২৪ ॥
অযোধ্যাধিপতিং সুদর্শনম্ ॥ ২৫—২৭ ॥
ত্বৎকৃতে ত্বদর্থম্ ॥ ২৮—৩১ ॥

হইলেন ॥ ২৩ ॥ সমস্ত রাজগণ, তাঁহার অন্তর্ধান দর্শন করিয়া সুরগণ যেরূপ দেবরাজের নিকট গমন করেন সেইরূপ সুদর্শনের সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ॥ ২৪ ॥ কাশীপতি সুবাহুও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া হৃষ্টচিত্তে অগ্রে অবস্থিত রহিলেন, তখন সমস্ত ভূপালগণ, অযোধ্যাপতি সুদর্শনকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৫ ॥ নৃপবর! আপনি আমাদিগের প্রভু ও শাসনকর্ত্তা, আমরা সর্ব্বদাই আপনার সেবক, আপনি অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়া আমাদিগকে প্রতিপালন করুন ॥ ২৬ ॥ মহারাজ! আপনার প্রসাদেই আমরা চতুর্বর্গ ফলপ্রদা আদ্যাশক্তি কল্যাণময়ী বিশ্বেশ্বরী সনাতনী ভবানী দেবীকে দর্শন করিলাম ॥ ২৭ ॥ রাজন্! আপনার নিমিত্তই সেই নিত্যরূপা পরমাপ্রকৃতি দেবী প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, অতএব আপনিই এই ধরাতলে বহুপুণ্য, কৃতকৃত্য ও ধন্যপুরুষ ॥ ২৮ ॥ নৃপোত্তম! আমরা সেই মহামায়া চণ্ডিকাদেবীর মায়ায় সর্ব্বদাই বিমোহিত, অতএব আমরা কেহই তাঁহার প্রভাব অবগত হইতে সমর্থ নহি ॥ ২৯ ॥ আমরা ধন পুত্র ও কলত্রাদির চিন্তনেই নিরন্তর নিরত, অতএব আমরা কামক্রোধাদিরূপ গ্রাহ-সঙ্কুল ঘোরতর মোহার্ণবে মগ্ন হইয়া রহিয়াছি ॥ ৩০ ॥ মহাভাগ! আপনি মহামতি ও

ভব ত্বং নৌশ্চ সংসারে সাধবোঽতিদয়াপরাঃ।
তস্মান্নো বদ কাকুৎস্থ! দেবীমাহাত্ম্যমুত্তমম্ ॥ ৩২ ॥
যৎপ্রভাবা চ সা দেবী যৎস্বরূপা যদুদ্ভবা।
তৎ সর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামস্ত্বং ব্রূহি নৃবরোত্তম! ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি পৃষ্টস্তদা তৈস্তু ধ্রুবসন্ধিসুতো নৃপঃ।
বিচিন্ত্য মনসা দেবীং তানুবাচ মুদান্বিতঃ ॥ ৩৪ ॥

সুদর্শন উবাচ।

কিং ব্রবীমি মহীপালাস্তস্যাশ্চরিতমুত্তমম্।
ব্রহ্মাদয়ো ন জানন্তি সেশাঃ সুরগণাস্তথা ॥ ৩৫ ॥
সর্ব্বস্যাদ্যা মহালক্ষ্মীর্বরেণ্যা শক্তিরুত্তমা।
সাত্ত্বিকীয়ং মহীপালা জগৎপালনতৎপরা ॥ ৩৬ ॥
সৃজতে যা রজোরূপা সত্ত্বরূপা চ পালনে।
সংহারে চ তমোরূপা ত্রিগুণা সা সদা মতা ॥ ৩৭ ॥

ভব ত্বং নৌশ্চেতি। ত্বং সংসারে সংসাররূপে সমুদ্রে নৌর্ভব নৌকা ভবাস্মাংস্তারয়িতুম্। যতঃ সাধবোঽতিদয়াপরা ভবন্তি ॥ ৩২—৩৫ ॥

চতুর্ব্যূহাত্মকং হি ভগবত্যাঃ স্বরূপং ক্রমেণ দর্শয়তি। সর্ব্বস্যাদ্যেতি। একা পালয়িত্রী সাত্ত্বিকী মহালক্ষ্মীর্ব্বিষ্ণুশক্তিঃ সর্ব্বপ্রপঞ্চস্যাদ্যেয়ম্। দ্বিতীয়া তু সৃজতি যা রজোরূপা সত্ত্ব-রূপা চ পালনে ইতিপুনরুক্তিরনুবাদরূপা। সংহারে তমোরূপা যা সেয়ং তৃতীয়া শক্তিঃ। এতাসাং নামানি প্রথমস্কন্ধ এবোক্তানি। তস্যাস্তু সাত্ত্বিকী শক্তী রাজসী তামসী তথা। মহালক্ষ্মীঃ সরস্বতী মহাকালীতি তাঃ স্ত্রিয় ইতি। নন্বু রহস্যে তু সত্ত্বাখ্যেনাতিশুদ্ধেন গুণে-

---

সর্ব্বজ্ঞ; এজন্য আপনাকে জিজ্ঞাসা কনিতেছি, এই শক্তি কে, কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, ইহাঁর প্রভাব কিরূপ? তৎসমুদায় আমাদের নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ৩১ ॥ হে কাকুৎস্থ! সাধুগণ সততই কৃপাপরবশ, অতএব আপনি করুণা করিয়া আমাদিগের সংসারসাগরের তরণিস্বরূপ হইয়া অত্যুত্তম দেবীর মাহাত্ম্য কথা আমাদের নিকট বর্ণন করুন ॥ ৩২ ॥ নরপতে! সেই দেবীর প্রভাব ও স্বরূপ যেরূপ এবং যাহা হইতে তাঁহার উদ্ভব, তৎসমুদায় শ্রবণ করিতে আমাদিগের বলবতী বাসনা জন্মিয়াছে ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, নৃপগণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ধ্রুবসন্ধিতনয় রাজা সুদর্শন, আনন্দিত হইয়া মনে মনে দেবীকে স্মরণ করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥ রাজগণ! যাঁহার অনুত্তম চরিত ইন্দ্রাদি সুরগণ অধিক কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পর্য্যন্তও অবগত নহেন, আমি সেই মহামায়ার মহৎ চরিত্র কিরূপে বর্ণন করিব ॥ ৩৫ ॥ হে মহীপালগণ! ভগবতী

নির্গুণা পরমা শক্তিঃ সর্ব্বকামফলপ্রদা।
সর্ব্বেষাং কারণং সা হি ব্রহ্মাদীনাং নৃপোত্তমাঃ!॥ ৩৮॥
নির্গুণা সর্ব্বথা জ্ঞাতুমশক্যাযোগিভির্নৃপাঃ!।
সগুণা সুখসেব্যা সা চিন্তনীয়া সদা বুধৈঃ॥ ৩৯॥

রাজান ঊচুঃ।

বাল এব বনং প্রাপ্তস্ত্বন্তু নূনং ভয়াতুরঃ।
কথং জ্ঞাতা ত্বয়া দেবী পরমা শক্তিরুত্তমা॥ ৪০॥
উপাসিতা কথং চৈব পূজিতা চ কথং নৃপ!।
যা প্রসন্না তু সাহায্যং চকার ত্বরয়ান্বিতা॥ ৪১॥

নেন্দুপ্রভাং দধাবিতি বচনেন মহালক্ষ্মী রজোগুণা সরস্বতী সত্ত্বগুণেতি লভ্যত ইতি চেন্ন। কল্পভেদেন গুণভেদব্যবস্থায়াঃ সুস্থত্বাৎ। এতাসাং শক্তীনাং শক্তস্বরূপাব্যতিরেকাদ্ব্রহ্মাশ্রয়ং বিহায়াবস্থানাসম্ভবে ন তদ্গুণবিশিষ্টং ব্রহ্মৈব মহালক্ষ্ম্যাদিনামকমিতি বোধ্যম্॥৩৬-৩৭॥

নির্গুণেতি। অথ যা গুণত্রয়কারণভূতা সাম্যাবস্থাত্মিকা সা নির্গুণা। তস্যা অপি পরাশক্তিত্বেন ব্রহ্মাশ্রয়ং বিনাবস্থানাসম্ভবেন সাম্যাবস্থমায়োপাধিকং ব্রহ্মৈব পরা শক্তির্মায়া ভুবনেশ্বরী শব্দবাচ্যং ভবতি। সর্ব্বং চেদমুপোদ্ঘাতে স্পষ্টম্। তত্র নির্গুণা সর্ব্বেষাং কারণমিত্যাহ। সর্ব্বেষাং কারণং সা হীতি। সর্ব্বকারণস্থানবস্থাভিয়া কস্মাদপ্যুৎপত্ত্যভাবেন নিত্যত্বমুক্তং তেন চ কেয়ং শক্তিঃ কুতো জাতেত্যস্যোত্তরং দত্তং ভবতি॥ ৩৮॥

রূপচতুষ্টয়মধ্যেপ্যাহ নির্গুণেতি। অযোগিভিরিতি চ্ছেদঃ। অযোগিভির্নির্ব্বিকল্পসমাধিরহিতৈর্নির্গুণা জ্ঞাতুমশক্যা যোগিবুদ্ধিগম্যৈব সেত্যর্থঃ। তথাচ শ্বেতাশ্বতরে তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়ামিতি। মধ্যমাধিকারিণামযোগিনাং তু

ভবানী চারি রূপে বিভক্ত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন, যিনি সকলের আদি সেই সর্ব্বপূজ্যা উত্তমা সাত্ত্বিকীশক্তি, মহালক্ষ্মীরূপে এই অখিল জগতের পালনকার্য্যে নিরন্তর নিরত রহিয়াছেন। যিনি সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত, তিনিই রজোগুণরূপা এবং যিনি সংহারকার্য্যে নিরত, তিনিই তমোরূপা শক্তি; আর যিনি ব্রহ্মাদি অখিলের কারণ সেই সর্ব্বকামার্থদায়িনী পরমাশক্তি নির্গুণাই চতুর্থশক্তি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন॥ ৩৬—৩৮॥ হে রাজন্যবর্গ! যাঁহারা যোগী নহেন, তাঁহারা নির্গুণাশক্তিকে কোনরূপে অবগত হইতে সমর্থ হন না, সগুণা শক্তিই সুখসেব্যা, মধ্যমাধিকারী বুধগণ নিরন্তর তাঁহারই ধ্যান ও পূজা করিয়া থাকেন॥ ৩৯॥

রাজগণ কহিলেন, নরপতে! আপনি বাল্যকালেই ভয়াতুর হইয়া বনগমন করিয়াছিলেন, তবে কি প্রকারে আপনি পরমোত্তমা দেবী মহামায়াকে জানিতে পারিলেন? কিরূপেই বা তাঁহার পূজা ও উপাসনা করিলেন? যাহাতে তিনি সত্বর প্রসন্ন হইয়া আপনার সাহায্য করিলেন॥ ৪০—৪১॥

সুদর্শন উবাচ।

বালভাবান্ময়া প্রাপ্তং বীজং তস্যাঃ সুসম্মতম্।
স্মরামি প্রজপন্নিত্যং কামবীজাভিধং নৃপাঃ ! ॥ ৪২ ॥
ঋষিভিঃ কথ্যমানা সা ময়া জ্ঞাতাম্বিকা শিবা।
স্মরামি তাং দিবারাত্রং ভক্ত্যা পরময়া পরাম্ ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

তন্নিশম্য বচস্তস্য রাজানো ভক্তিতৎপরাঃ।
তাং মত্বা পরমাং শক্তিং নির্য্যযুঃ স্বগৃহান্ প্রতি ॥ ৪৪ ॥
সুবাহুরগমৎ কাশ্যাং তমাপৃচ্ছ্য সুদর্শনম্।
সুদর্শনোঽপি ধর্ম্মাত্মা নির্জ্জগাম সুকোশলান্ ॥ ৪৫ ॥
মন্ত্রিণস্তু নৃপং শ্রুত্বা হতং শত্রুজিতং মৃধে।
জিতং সুদর্শনঞ্চৈব বভূবুঃ প্রেমসংযুতাঃ ॥ ৪৬ ॥
আগচ্ছন্তং নৃপং শ্রুত্বা তং সাকেতনিবাসিনঃ।
উপায়নান্যুপাদায় প্রযযুঃ সংমুখে জনাঃ ॥ ৪৭ ॥
তথা প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বে নানোপায়নপাণয়ঃ।
ধ্রুবসন্ধিসুতং মত্বা মুদিতাঃ প্রযযুঃ প্রজাঃ ॥ ৪৮ ॥

সগুণা মহালক্ষ্ম্যাদিরূপা চিন্তনীয়েত্যর্থঃ। তদ্দ্বারা মূলপ্রকৃতেরেব সর্ব্বত্রোপাস্যত্বমিতি রহস্যম্। সর্ব্বং চেদং মৎকৃতশক্তিতত্ত্ববিমর্শিন্যাং স্পষ্টম্ ॥ ৩৯—৪৭ ॥

সুদর্শন কহিলেন, নৃপগণ ! আমি বাল্যকালে তাঁহার কামবীজ নামক অত্যুত্তম বীজমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, সেই বীজ প্রতিদিনই স্মরণ ও জপ করিতাম। পরে, ঋষিগণের নিকট হইতে আমি সেই নিত্য কল্যাণময়ী অম্বিকাকে অবগত হইয়াছিলাম, এবং তদবধিই পরম-ভক্তি সহকারে দিবারাত্রই সেই পরাৎপরা দেবীকে স্মরণ করিয়া থাকি ॥ ৪২—৪৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজগণ সুদর্শনের সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণানন্তর সেই দেবীকেই পরমা-শক্তি মনে করিয়া তাঁহার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিসমন্বিত হইয়া নিজ নিজ গৃহে গমন করি-লেন ॥ ৪৪ ॥ কাশিপুরাধিপতি সুবাহুও সুদর্শনকে সম্ভাষণ করিয়া নিজ নগরীতে প্রস্থান করিলেন। ধর্ম্মাত্মা সুদর্শনও কোশলরাজ্যের অভিমুখে গমন করিলেন ॥৪৫॥ মন্ত্রিগণ শত্রুজিৎ নরপতির সমরে মরণ এবং সুদর্শনের বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় প্রেমান্বিত হই-লেন ॥ ৪৬ ॥ সাকেত নগরবাসী সেনাগণ ও প্রজাবর্গ সুদর্শনের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাহাকে ধ্রুবসন্ধির পুত্র জানিয়া হৃষ্টচিত্তে বিবিধ উপহার দ্রব্য সমভিব্যাহারে তাঁহার

স্ত্রিয়োপসংযুতঃ সোঽথ প্রাপ্যাযোধ্যাং সুদর্শনঃ।
সম্মান্য সর্ব্বলোকাংশ্চ যযৌ রাজা নিবেশনম্ ॥ ৪৯ ॥
বন্দিভিস্তূয়মানস্তু বন্দ্যমানশ্চ মন্ত্রিভিঃ।
কন্যাভিঃ কীর্য্যমাণশ্চ লাজৈঃ সুমনসৈস্তথা ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে দেব্যাঃ কাশীনিবাসবর্ণনং নাম চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

প্রকৃতয়োঽযোধ্যাবাসিনো মহাজনাঃ ॥ ৪৮—৪৯ ॥
সুমনসৈঃ পুষ্পৈঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে চতুর্ব্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

সম্মুখে গমন করিল ॥ ৪৭—৪৮ ॥ সুদর্শন, নববধূর সহিত প্রফুল্লচিত্তে অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত প্রজাবর্গের যথোচিত সম্মাননা করিলেন। অনন্তর মন্ত্রিগণ আসিয়া তাঁহার বন্দনা করিল, কন্যাগণ তাঁহার উপর লাজাঞ্জলি ও পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল ; বন্দিগণ উচ্চৈঃস্বরে তাহার স্তুতিগান করিতে আরম্ভ করিল ; এইরূপে রাজা সুদর্শন নানাবিধ মাঙ্গলিক কার্য্য দ্বারা সম্মানিত হইয়া রাজভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪৯—৫০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে দুর্গাদেবীর কাশীবাস এবং সুদর্শনের অযোধ্যাগমন নামক চতুর্ব্বিংশতি অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

গত্বাযোধ্যাং নৃপশ্রেষ্ঠো গৃহং রাজ্ঞঃ সুহৃদ্বৃতঃ।
শত্রুজিন্মাতরং প্রাহ প্রণম্য শোকসঙ্কুলাম্ ॥ ১ ॥
মাতর্ন তে ময়া পুত্রঃ সংগ্রামে নিহতঃ কিল।
ন পিতা তে যুধাজিচ্চ শপে তে চরণৌ তথা ॥ ২ ॥
দুর্গয়া তৌ হতৌ সংখ্যে নাপরাধো মমাত্র বৈ।
অবশ্যম্ভাবিভাবেষু প্রতীকারো ন বিদ্যতে ॥ ৩ ॥
ন শোকোঽত্র ত্বয়া কার্য্যো মৃতপুত্রস্য মানিনি!।
স্বকর্ম্মবশগো জীবো ভুঙ্‌ক্তে ভোগান্ সুখাসুখান্ ॥ ৪ ॥
দাসোঽস্মি তব ভো মাতর্যথা মম মনোরমা।
তথা ত্বমপি ধর্ম্মজ্ঞে! ন ভেদোঽস্তি মনাগপি ॥ ৫ ॥
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।
তস্মান্ন শোচিতব্যং তে সুখে দুঃখে কদাচন ॥ ৬ ॥

ষট্‌শ্লোকৈরথিকৈশ্চত্বারিংশৎপদ্যৈর্নিজাম্বিকাম্।
তোষয়িত্বা পুরে দেবী স্থাপিতেত্যুচ্যতে পরা॥

সুদর্শনস্যাযোধ্যাগমনোত্তরং কৃত্যমাহ গত্বেতি ॥ ১—২ ॥
সংখ্যে যুদ্ধে ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, নৃপবর সুদর্শন সুহৃদ্‌গণে পরিবৃত হইয়া অযোধ্যার রাজগৃহে গমনপূর্ব্বক শোকাকুলা শত্রুজিতের জননী লীলাবতীকে প্রণাম করিয়া কহিতে লাগিলেন, মাতঃ! আপনার চরণ স্পর্শ করত শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি আপনার পুত্র শত্রুজিৎকে এবং আপনার পিতা যুধাজিৎকে সংগ্রামে বিনাশ করি নাই, দেবী দুর্গা তাঁহাদিগকে বিনাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র অপরাধ নাই। জননি! আপনি অভিমান করিবেন না; যাহা অবশ্য ঘটিবে সে বিষয়ের কোন প্রতীকার নাই; অতএব, আপনি মৃতপুত্রের নিমিত্ত শোক করিবেন না, আপনি জানিবেন যে, জীবগণ আপন আপন কর্ম্মবশেই সুখদুঃখ ভোগ করিয়া থাকে ॥ ১—৪ ॥ জননি! আমি আপনার দাস, যেমন মনোরমা আমার পূজনীয়া আপনিও সেইরূপ তাহাতে কিছুমাত্র ভেদ নাই জানিবেন ॥ ৫ ॥ মাতঃ! স্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্মের ফলভোগ অবশ্যই করিতে হইবে; অতএব, সুখ বা দুঃখ উপস্থিত হইলে আপনি

দুঃখে দুঃখাধিকান্ পশ্যেৎ সুখে পশ্যেৎ সুখাধিকান্।
আত্মানং শোকহর্ষাভ্যাং শত্রুভ্যামিব নার্পয়েৎ ॥ ৭ ॥
দৈবাধীনমিদং সর্ব্বং নাত্মাধীনং কদাচন।
ন শোকেন তদাত্মানং শোষয়েন্মতিমান্নরঃ ॥ ৮ ॥
যথা দারুময়ী যোষা নটাদীনাং প্রচেষ্টতে।
তথা স্বকর্ম্মবশগো দেহী সর্ব্বত্র বর্ত্ততে ॥ ৯ ॥
অহং বনগতো মাতর্নাভবং দুঃখমানসঃ।
চিন্তয়ন্ স্বকৃতং কর্ম্ম ভোক্তব্যমিতি বেদ্মি চ ॥ ১০ ॥
মৃতো মাতামহোঽত্রৈব বিধুরা জননী মম।
ভয়াতুরা গৃহীত্বা মাং নির্যযৌ গহনং বনম্ ॥ ১১ ॥
লুণ্ঠিতা তস্করৈর্মার্গে বস্ত্রমাত্রা তথা কৃতা।
পাথেয়ঞ্চ হৃতং সর্ব্বং বালপুত্রা নিরাশ্রয়া ॥ ১২ ॥
মাতা গৃহীত্বা মাং প্রাপ্তা ভারদ্বাজাশ্রমং প্রতি।
বিদল্লোঽয়ং সমায়াতস্তথা ধাত্রেয়িকাঽবলা ॥ ১৩ ॥
মুনিভির্মুনিপত্নীভির্দয়াযুক্তৈঃ সমন্ততঃ।
পোষিতাঃ ফলনীবারৈর্বয়ং তত্র স্থিতাস্ত্রয়ঃ ॥ ১৪ ॥

সুখাসুখানিত্যর্থ আদ্যাজন্তম্ ॥ ৪—৭ ॥
আত্মাধীনমন্তঃকরণাধীনং ন নাত্মানং নান্তঃকরণং শোষয়েৎ ॥ ৮ ॥

কদাচই হর্ষ বা শোক করিবেন না ॥ ৬ ॥ দুঃখ উপস্থিত হইলে অধিকতর দুঃখ দর্শন এবং সুখ উপস্থিত হইলে অধিকতর সুখ দর্শন হয় বটে, কিন্তু পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে অতিশয় শোক ও হর্ষ শত্রুতুল্য বলিয়া তাহাদের হস্তে কদাচ আত্মাকে সমর্পণ করা কর্ত্তব্য নহে ॥ ৭ ॥ জননি! এই অখিল জগৎ দৈবের অধীন, আপনার কিছুই নহে; অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ কদাচই শোক দ্বারা আত্মাকে পরিশোষিত করিবেন না ॥ ৮ ॥ দারুময়ী পুত্তলিকা যেমন রঙ্গভূমে নটাদির বশবর্ত্তিনী হইয়া কার্য্য করে, সেইরূপ জীবগণও সর্ব্বদাই নিজ নিজ কর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়াই কার্য্য করিয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥ মাতঃ! আমি জানি যে নিজকৃত কর্ম্মফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, অতএব আমি বন মধ্যে গমন করিয়াও দুঃখিতচিত্ত হই নাই ॥ ১০ ॥ আপনি জানেন যে আমার মাতামহ এই স্থানেই নিহত হইয়াছেন, আমার জননী তাহাতে শোকাতুর ও ভয়াতুর হইয়া আমাকে লইয়া গহন বনে প্রস্থান করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ তথায় তস্করগণ পথিমধ্যে সমস্ত পাথেয়াদি লুণ্ঠন করিয়া বস্ত্রমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়াছিল; আমি তখন তাঁহার একমাত্র বালক পুত্র; নিরাশ্রয়া জননী আমাকে

দুঃখং ন মে তদা হ্যাসীৎ সুখং নাদ্য ধনাগমে।
ন বৈরং ন চ মাৎসর্য্যং মম চিত্তে তু কর্হিচিৎ ॥ ১৫ ॥
নীবারভক্ষণং শ্রেষ্ঠং রাজভোগাৎ পরন্তপে!।
তদাশী নরকং যাতি ন নীবারাশনঃ ক্বচিৎ ॥ ১৬ ॥
ধর্ম্মস্যাচরণং কার্য্যং পুরুষেণ বিজানতা।
সন্নিযতেন্দ্রিয়বর্গং বৈ যথা ন নরকং ব্রজেৎ ॥ ১৭ ॥
মানুষ্যং দুর্লভং মাতঃ! খণ্ডেঽস্মিন্ ভারতে শুভে।
আহারাদিসুখং নূনং ভবেৎ সর্ব্বাসু যোনিষু ॥ ১৮ ॥
প্রাপ্য তং মানুষং দেহং কর্ত্তব্যং ধর্ম্মসাধনম্।
স্বর্গমোক্ষপ্রদং নৃণাং দুর্লভং চান্যযোনিষু ॥ ১৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তা সা তদা তেন লীলাবত্যতিলজ্জিতা।
পুত্রশোকং পরিত্যজ্য তমাহাশ্রুবিলোচনা ॥ ২০ ॥

দারুময়ী পুত্তলী। নটাদীনামিত্যস্য বশগেতি শেষঃ ॥ ৯—১৫ ॥
তদাশী রাজভোগাশী ॥ ১৬ ॥
যথা ন নরকং ব্রজেত্তথা ধর্ম্মাচরণং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৭—২০ ॥

সঙ্গে লইয়া এই বিদল্লমন্ত্রী ও অবলা ধাত্রীর সহিত ভারদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হইয়াছিলেন ॥ ১২—১৩ ॥ তথায় দয়ালু মুনি ও মুনিপত্নীগণের সহিত বাস করিয়া বন্যফল ও নীবার দ্বারা আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এইরূপে আমরা সকলে সেই স্থানে বাস করিয়াছিলাম ॥ ১৪ ॥ মাতঃ! আমার তখন দুঃখ ছিল না এবং এই ধনাগম সময়েও সুখ নাই অধিক কি আমার মানসে বৈর মাৎসর্য্যাদি কিছুই নাই ॥ ১৫ ॥ জননি! আমার বিবেচনায় রাজ্য ভোগ অপেক্ষা বরং নীবার ভোজন ভাল; যেহেতু রাজ্যভোগী ব্যক্তিগণ নরকগামী হয়, কিন্তু নীবারভোজী ব্যক্তিগণ কদাচই সেরূপ হয়েন না ॥ ১৬ ॥ ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়া নরকে যাইতে না হয় এইরূপ বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মের আচরণ করা জ্ঞানিগণের পক্ষে একান্তই কর্ত্তব্য ॥ ১৭ ॥ মাতঃ! এই কল্যাণময় ভারতবর্ষে মনুষ্য জন্ম একান্তই দুর্ল্লভ। আহার-বিহারাদি জন্য সুখ সকল যোনিতেই সম্ভব হইয়া থাকে; কিন্তু, মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া অন্য যোনিতে দুর্ল্লভ, স্বর্গমোক্ষপ্রদ ধর্ম্ম উপার্জ্জন করা মানবগণের পক্ষে একান্তই কর্ত্তব্য ॥ ১৮—১৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, সুদর্শন এইরূপ বলিলে পর লীলাবতী অত্যন্ত লজ্জান্বিতা হইলেন এবং পুত্রশোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, পুত্র সুদর্শন!

সাপরাধাস্মি পুত্রাহং কৃতা পিত্রা যুধাজিতা।
হত্বা মাতামহং তেঽত্র হৃতং রাজ্যন্তু যেন বৈ ॥ ২১ ॥
ন তং বারয়িতুং শক্তা তদাহং ন সুতং মম।
যৎ কৃতং কর্ম্ম তেনৈব নাপরাধোঽস্তি মে সুত ! * ॥ ২২ ॥
তৌ মৃতৌ স্বকৃতেনৈব কারণং ত্বং তয়োর্ন চ।
নাহং শোচামি তং পুত্রং সদা শোচামি তৎকৃতম্ ॥ ২৩ ॥
পুত্রস্ত্বমসি কল্যাণ ! ভগিনী মে মনোরমা।
ন ক্রোধো ন চ শোকো মে ত্বয়ি পুত্র ! মনাগপি ॥ ২৪ ॥
কুরু রাজ্যং মহাভাগ ! প্রজাঃ পালয় সুব্রত !।
ভগবত্যাঃ প্রসাদেন প্রাপ্তমেতদকণ্টকম্ ॥ ২৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

তদাকর্ণ্য বচো মাতুর্নত্বা তাং নৃপনন্দনঃ।
জগাম ভবনং রম্যং যত্র পূর্ব্বং মনোরমা ॥ ২৬ ॥

লীলাবতী তু তব নাপরাধঃ কিন্তু পিত্রা তু তবানিষ্টং কৃতং তজ্জন্যোযোঽপরাধঃ স মমৈবেত্যাহ সাপরাধাস্মীতি ॥ ২১ ॥

ন সুতং শত্রুজিতং বারয়িতুং শক্তাহং তদা তস্য মৎপিত্রধীনত্বাদিতি ভাবঃ। যৎকৃতমিতি। যদ্‌যদ্দুষ্টং কর্ম্ম কৃতং তত্তৎ সর্ব্বং তেনৈব যুধাজিতা কৃতম্ ॥ ২২ ॥

আমার জনক যুধাজিৎ তোমার মাতামহকে নিহত করিয়া রাজ্যগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমিই অত্যন্ত অপরাধিনী হইয়াছি ॥ ২০—২১ ॥ আমি তখন আমার পিতা ও পুত্রকে নিবারণ করিতে সমর্থ হই নাই, তখন যে যে দুষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তৎ সমস্তই পিতা যুধাজিৎ করিয়াছিলেন, অতএব বৎস ! সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্রই অপরাধ নাই ॥ ২২ ॥ আমার পিতা ও পুত্র, উভয়েই নিজ নিজ কার্য্য দোষেই নিহত হইয়াছেন, তোমাকে তাঁহাদের বিনাশের কারণ কিরূপে বলা যাইতে পারে ? পুত্র ! আমি আমার পুত্রের নিমিত্ত শোক করিতেছি না, তাহার কার্য্যের নিমিত্তই শোক করিতেছি ॥ ২৩ ॥ হে সুভগ ! তুমিই আমার পুত্র, মনোরমা আমার ভগিনী ; বৎস ! তোমার প্রতি আমার ক্রোধ অথবা তোমার রাজ্যলাভ জন্য দুঃখ কিছুমাত্রই নাই ; বৎস ! তুমি অতিশয় ভাগ্যশালী এজন্য ভগবতীর প্রসাদে এই অকণ্টক রাজ্যলাভ করিয়াছ, এক্ষণে ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন পূর্ব্বক রাজ্য করিতে থাক ॥ ২৪—২৫ ॥

---

* জিত্বা চ ত্বাং বিলোক্যৈব পিত্রা পূর্ব্বধিবাসিতম্। মনোরমাং তথা দৃষ্ট্বা ত্রপা মে মহতী সুত !। ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুত্রচিৎ দৃশ্যতে।

ন্যবসত্তত্র গত্বা তু সর্ব্বানাহূয় মন্ত্রিণঃ ।
দৈবজ্ঞানথ পপ্রচ্ছ মুহূর্ত্তং দিবসং শুভম্ ॥ ২৭ ॥
সিংহাসনং তথা হৈমং কারয়িত্বা মনোহরম্ ।
সিংহাসনে স্থিতাং দেবীং পূজয়িষ্যে সদাপ্যহম্ ॥ ২৮ ॥
স্থাপয়িত্বাসনে দেবীং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদাম্ ।
রাজ্যং পশ্চাৎ করিষ্যামি যথা রামাদিভিঃ কৃতম্ ॥ ২৯ ॥
পূজনীয়া সদা দেবী সর্ব্বৈর্নাগরিকৈর্জনৈঃ ।
মাননীয়া শিবা শক্তিঃ সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদা ॥ ৩০ ॥
ইত্যুক্তা মন্ত্রিণস্তে তু চক্রুর্বৈ রাজশাসনম্ ।
প্রাসাদং কারয়ামাসুঃ শিল্পিভিঃ সুমনোরমম্ ॥ ৩১ ॥
প্রতিমাং কারয়িত্বাথ মুহূর্ত্তেঽথ শুভে দিনে ।
দ্বিজানাহূয় বেদজ্ঞান্ স্থাপয়ামাস ভূপতিঃ ॥ ৩২ ॥
হবনং বিধিবৎ কৃত্বা পূজয়িত্বাথ দৈবতান্ ।
প্রাসাদে মতিমান্ দেব্যাঃ স্থাপয়ামাস ভূমিপঃ ॥ ৩৩ ॥

ত্বং তয়োর্ম্মরণে কারণং নৈবাসি ॥ ২৩—২৭ ॥

কস্মৈ প্রয়োজনায় মুহূর্ত্তপ্রশ্ন ইতি চেত্তত্রাহ। সিংহাসনং তথা হৈমমিতি। দেবীস্থাপনার্থমিত্যর্থঃ ২৮—২৯ ॥

অথ মন্ত্রিণ আজ্ঞাপয়তি। পূজনীয়েতি ॥ ৩০—৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! নৃপনন্দন সুদর্শন লীলাবতীর সেই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত পুরঃসর মনোরমা যেখানে পূর্ব্বেই গমন করিয়াছেন সেই মনোরম ভবনে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর, মন্ত্রিগণকে আহ্বান করিয়া দৈবজ্ঞদিগকে শুভদিন ও শুভ মুহূর্ত্তের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, আমি মনোহর হৈম সিংহাসন নির্ম্মাণ করাইব এবং তাহাতে দুর্গাদেবীর প্রতিষ্ঠা করিয়া সততই তাঁহার পূজা করিব ॥ ২৬—২৮ ॥ মন্ত্রিগণ! আমি অগ্রে ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গদায়িনী দেবীকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া পরে রামচন্দ্র প্রভৃতি নৃপগণ যেরূপ রাজ্য পালন করিয়াছিলেন সেইরূপে রাজ্য পালনে প্রবৃত্ত হইব ॥ ২৯ ॥ আর নিখিল নগরবাসী নরগণেরও সেই সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিপ্রদা সর্ব্বজন-মাননীয়া কল্যাণময়ী শক্তিদেবীর পূজা করা একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৩০ ॥ অনন্তর, মন্ত্রিগণ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া নগরমধ্যে রাজশাসন প্রচার করিলেন এবং শিল্পিদিগের দ্বারা মনোহর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন ॥ ৩১ ॥ তদনন্তর নরপতি সুদর্শন দেবীর প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া বেদজ্ঞ দ্বিজগণকে আনয়ন

উৎসবস্তত্র সংবৃত্তো বাদিত্রাণাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ।
ব্রাহ্মণানাং বেদঘোষৈর্গানৈস্তু বিবিধৈর্নৃপ! ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

প্রতিষ্ঠাপ্য শিবাং দেবীং বিধিবদ্বেদবাদিভিঃ।
পূজাং নানাবিধাং রাজা চকারাতিবিধানতঃ ॥ ৩৫ ॥
কৃত্বা পূজাবিধিং রাজা রাজ্যং প্রাপ্য স্বপৈতৃকম্।
বিখ্যাতশ্চাম্বিকা দেবী কোশলেষু বভূব হ ॥ ৩৬ ॥
রাজ্যং প্রাপ্য নৃপঃ সর্ব্বসামন্তকনৃপানথ।
বশে চক্রেঽতিধর্ম্মাত্মা সদ্ধর্ম্মবিজয়ী নৃপঃ ॥ ৩৭ ॥
যথা রামস্য রাজ্যেঽভূদ্দিলীপস্য রঘোর্যথা।
প্রজানাং বৈ সুখং তদ্বন্মর্য্যাদাপি তথাভবৎ ॥ ৩৮ ॥
ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমাণাঞ্চ চতুষ্পাদভবত্তথা।
নাধর্ম্মে রমতে চিত্তং কেষামপি মহীতলে ॥ ৩৯ ॥

প্রাসাদে মতিমান্ দেব্যা ইতি। মূর্ত্তিমিতি শেষঃ। পূর্ব্বং সামান্যতঃ স্থাপনমুক্তমত্র তু ক্রমেণেতি ন পুনরুক্তিঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

কৃত্বেতি। কৃত্বা বিখ্যাতো বভূবেত্যন্বয়ঃ। অম্বিকা চ দেবী বিখ্যাতা বভূবেত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৮ ॥

(রামাদিরাজ্যবৎ প্রজানাং সুখাদিকং জাতমিতি বিশদীকর্ত্তুমাহ ধর্ম্ম ইতি ॥ ৩৯ ॥

পূর্ব্বক শুভদিনে ও শুভমুহূর্ত্তে দেবীর মূর্ত্তি স্থাপন করিলেন ॥ ৩২ ॥ মতিমান্ নৃপতি যথাবিধি পূজা ও হোমকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক প্রাসাদে দেবীর প্রতিষ্ঠা করিলেন ॥ ৩৩ ॥ জনমেজয়! তথায় বিবিধ বাদিত্র নিঃস্বন, ব্রাহ্মণগণের বেদ শব্দ এবং বহুবিধ সংগীত ধ্বনির সহিত নানাবিধ উৎসব হইতে লাগিল ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজা সুদর্শন বেদবাদি বিপ্রগণের দ্বারা শিবাদেবীর প্রতিষ্ঠা কার্য্য এইরূপে সম্পাদন পুরঃসর বিধানানুসারে বিবিধ প্রকারে তাঁহার পূজা করিলেন ॥ ৩৫ ॥ সুদর্শন, আপন পৈতৃক রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া এইরূপ বিধানানুসারে দেবীর পূজাবিধি সংস্থাপন করিলেন। তাহাতে তিনি এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত অম্বিকাদেবী কোশল-রাজ্যমধ্যে বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন ॥ ৩৬ ॥ ধর্ম্মবিজয়ী সদাশয় সুদর্শন রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া সামন্ত রাজগণকে ধর্ম্মবলেই আপন বশে আনয়ন করিলেন ॥৩৭॥ প্রজাগণ, মহারাজ দিলীপ রঘু এবং রামচন্দ্রের রাজ্যের ন্যায় সুদর্শনের রাজ্যে সুখ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে লাগিল ॥৩৮॥ তখন বর্ণাশ্রমি জনগণের ধর্ম্ম চতুষ্পাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং অবনীতলে কাহারও অধর্ম্মে মতি রহিল না ॥ ৩৯ ॥

গ্রামে গ্রামে চ প্রাসাদাংশ্চক্রুঃ সর্ব্বে জনাধিপাঃ ।
দেব্যাঃ পূজা তদা প্রীত্যা কোশলেষু প্রবর্ত্তিতা ॥ ৪০ ॥
সুবাহুরপি কাশ্যান্তু দুর্গায়াঃ প্রতিমাং শুভাম্ ।
কারয়িত্বা চ প্রাসাদং স্থাপয়ামাস ভক্তিতঃ ॥ ৪১ ॥
তত্র তস্যা জনাঃ সর্ব্বে প্রেমভক্তিপরায়ণাঃ ।
পূজাং চক্রুর্বিধানেন যথা বিশ্বেশ্বরস্য হ ॥ ৪২ ॥
বিখ্যাতা সা বভূবাথ দুর্গা দেবী ধরাতলে ।
দেশে দেশে মহারাজ ! তস্যা ভক্তির্ব্যবর্দ্ধত ॥ ৪৩ ॥
সর্ব্বত্র ভারতে লোকে সর্ব্ববর্ণেষু সর্ব্বথা ।
ভজনীয়া ভবানী তু সর্ব্বেষামভবত্তদা ॥ ৪৪ ॥
শক্তিভক্তিরতাঃ সর্ব্বে মানিনশ্চাভবন্নৃপ ! ।
আগমোক্তৈরথ স্তোত্রৈর্জপধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ৪৫ ॥

দেবীপূজামাহাত্ম্যবিস্তৃতিং বর্ণয়িতুমাহ গ্রামে গ্রামে ইতি ॥ ৪০ ॥
এবং অযোধ্যায়াং দেবীমাহাত্ম্যবিস্তারমুক্ত্বা কাশ্যামপি তদ্বক্তুমাহ সুবাহুরিতি। কারয়িত্বা নিজানুচরবর্গৈরিতি শেষঃ ॥ ৪১ ॥
তত্র কাশ্যাং সর্ব্বে জনাঃ প্রগাঢ়প্রীতিভক্তিপূর্ণেন মনসা বিশ্বেশ্বরবত্তাং পূজয়ামাসেত্যর্থঃ। এতেনস্যা মাহাত্ম্যং ভক্তমনোরথপ্রদত্বঞ্চ সূচিতম্ ॥ ৪২ ॥
বিখ্যাতেতি। তস্যা মাহাত্ম্যাধিক্যাৎ ভক্তির্ববৃধে ইতিভাবঃ ॥ ৪৩ ॥
সর্ব্বত্রেতি। বিশেষেণ ভজনীয়ত্বমাহ ভারতে ইতি ॥ ৪৪ ॥
নৃপ ইতি জনমেজয়সম্বোধনম্ ॥ ৪৫ ॥

প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ, গ্রামে গ্রামে দেবীর প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া প্রীতি পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন, এইরূপে কোশল রাজ্যের সর্ব্বত্রে দেবীর পূজা প্রবর্ত্তিত হইল ॥৪০॥ এদিকে রাজা সুবাহুও কাশীতে দুর্গা দেবীর প্রাসাদ ও প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিলেন ॥ ৪১ ॥ কাশীবাসি জনগণ সকলেই প্রেমভক্তি-পরায়ণ হইয়া বিশ্বেশ্বরের ন্যায় বিধি পূর্ব্বক দেবীর পূজা করিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥ অনন্তর, সেই দুর্গাদেবী ধরণীতলে বিখ্যাত হইলেন। মহারাজ ! এইরূপে দেশ-বিদেশে তাঁহার প্রতি ভক্তি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল ॥ ৪৩ ॥ তখন ভগবতী ভবানী দেবী, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই সর্ব্ববর্ণের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বজনেরই ভজনীয়া ও পূজনীয়া হইলেন ॥ ৪৪ ॥ এইরূপে সকলেই ভগবতীর জপ ও ধ্যান এবং আগমোক্ত স্তোত্র দ্বারা নিরন্তর স্তুতি পরায়ণ ও শক্তিভক্তিতে অনুরক্ত হইয়া সর্ব্বত্রই মাননীয় হইয়া উঠিল ॥ ৪৫ ॥ মহারাজ ! তদবধি সমস্ত লোকগণ প্রত্যেক

নবরাত্রেষু সর্ব্বেষু চক্রুঃ সর্ব্বে বিধানতঃ।
অর্চ্চনং হবনং যাগং দেব্যা ভক্তিপরা জনাঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে অযোধ্যায়াং কাশ্যাঞ্চ দেবীসংস্থাপনং নাম পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

নবরাত্রেষিতি। সর্ব্বেষু নবরাত্রেষু শরৎকালীনপ্রভৃতিষু ইত্যর্থঃ। হবনং হোমঃ। বিধানতঃ আগমোক্তবিধিনা ॥ ৪৬ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

নবরাত্রিতেই ভক্তিপরায়ণ হইয়া বিধি পূর্ব্বক দেবীর অর্চ্চনা, হোম ও যাগ করিতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥

মহর্ষিবেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে অযোধ্যা এবং কাশীপুরীতে দেবীর প্রতিষ্ঠা বর্ণন নামক পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥*॥

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

নবরাত্রে তু সম্প্রাপ্তে কিং কর্ত্তব্যং দ্বিজোত্তম !।
বিধানং বিধিবদ্‌ ব্রূহি শরৎকালে বিশেষতঃ ॥ ১ ॥
কিং ফলং খলু কস্তত্র বিধিঃ কার্য্যো মহামতে !।
এতদ্বিস্তরতো ব্রূহি কৃপয়া দ্বিজসত্তম ! ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্‌ ! প্রবক্ষ্যামি নবরাত্রব্রতং শুভম্‌।
শরৎকালে বিশেষেণ কর্ত্তব্যং বিধিপূর্ব্বকম্‌ ॥ ৩ ॥
বসন্তে চ প্রকর্ত্তব্যং তথৈব প্রেমপূর্ব্বকম্‌।
দ্বাবৃতূ যমদংষ্ট্রাখ্যৌ নূনং সর্ব্বজনেষু বৈ ॥ ৪ ॥
শরদ্বসন্তনামানৌ দুর্গমৌ প্রাণিনামিহ।
তস্মাদ্‌যত্নাদিদং কার্য্যং সর্ব্বত্র শুভমিচ্ছতা ॥ ৫ ॥
দ্বাবেব সুমহাঘোরাবৃতূ রোগকরৌ নৃণাম্‌।
বসন্তশরদাবেব জননাশকরাবুভৌ ॥ ৬ ॥

দ্বিষষ্টিশ্লোকবর্ণ্যোক্ত নবরাত্রবিধিং নৃপঃ।
পপ্রচ্ছ তস্মৈ প্রোবাচ ব্যাস ইত্যোতদুচ্যতে ॥

নবরাত্রোৎসবঃ কর্ত্তব্য ইতি পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে উক্তং তস্য বিধিং জনমেজয়ঃ পৃচ্ছতি নবরাত্রে তু সম্প্রাপ্ত ইতি ॥ ১—৩ ॥

জনমেজয় কহিলেন, দ্বিজসত্তম ! নবরাত্রের সময় উপস্থিত হইলে মনুষ্যগণের কি করা কর্ত্তব্য ? বিশেষতঃ শরৎকালে নবরাত্র ব্রতোপলক্ষে কিরূপ বিধানে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়, আপনি তৎসমুদায় বিধিপূর্ব্বক আমাকে বলুন ॥১॥ হে মহাবুদ্ধে ! সেই নবরাত্র ব্রতের ফল কি এবং তাহাতে কিরূপ বিধি কর্ত্তব্য তাহা আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকট বিস্তারিত রূপে কীর্ত্তন করুন ॥ ২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্‌ ! মঙ্গলময় নবরাত্র ব্রতের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর, এই ব্রত প্রীতিপূর্ব্বক বসন্তকালে বিশেষতঃ শরৎকালেই বিশেষরূপে কর্ত্তব্য। শরৎ ও বসন্ত নামক ঋতুদ্বয় সমস্ত লোকমধ্যে যমদংষ্ট্রা নামে বিখ্যাত এবং উহা প্রাণিগণের পক্ষে অত্যন্ত দুর্গম ; অতএব, কল্যাণাকাঙ্ক্ষী জনগণ সর্ব্বত্রই যত্ন পূর্ব্বক এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন ॥ ৩—৫ ॥

তস্মাত্তত্র প্রকর্ত্তব্যং চণ্ডিকাপূজনং বুধৈঃ।
চৈত্রেঽশ্বিনে শুভে মাসে ভক্তিপূর্ব্বং নরাধিপ! ॥ ৭ ॥
অমাবাস্যাঞ্চ সম্প্রাপ্য সম্ভারং কল্পয়েচ্ছুভম্।
হবিষ্যঞ্চাশনং কার্য্যমেকভুক্তন্তু তদ্দিনে ॥ ৮ ॥
মণ্ডপস্তু প্রকর্ত্তব্যঃ সমে দেশে শুভে স্থলে।
হস্তষোড়শমানেন স্তম্ভধ্বজসমন্বিতঃ ॥ ৯ ॥
গৌরমৃদ্গোময়াভ্যাঞ্চ লেপনং কারয়েত্ততঃ।
তন্মধ্যে বেদিকা শুভ্রা কর্ত্তব্যা চ সমা স্থিরা ॥ ১০ ॥
চতুর্হস্তা চ হস্তোচ্ছ্রা পীঠার্থং স্থানমুত্তমম্।
তোরণানি বিচিত্রাণি বিতানঞ্চ প্রকল্পয়েৎ ॥ ১১ ॥
রাত্রৌ দ্বিজানথামন্ত্র্য দেবীতত্ত্ববিশারদান্।
আচারনিরতান্ দান্তান্ বেদবেদাঙ্গপারগান্ ॥ ১২ ॥

ঋতুদ্বয়ে কিমিত্যবশ্যং কর্ত্তব্যং তত্রাহ দ্বাবৃতূ ইতি ॥ ৪—৭ ॥
অমাবাস্যাং চেতি। পূর্ব্বেহ্যুরমাবাস্যায়াং পূজাসামগ্রী সম্পাদনীয়েত্যর্থঃ। একভুক্তং ত্বিতি। অমাবস্যায়ামেকবারং ভোজনং হবিষ্যাশনরূপং কার্য্যম্ ॥ ৮ ॥
অমাবাস্যায়ামেব মণ্ডপাদিকং কার্য্যং কর্ত্তব্যমিত্যাহ মণ্ডপস্ত্বিতি। শুভে স্থলে ইত্যনেন ভূশোধনাদিকমুক্তং ভবতি। সমে স্থলে নিম্নোন্নতরহিতে প্রাচীসাধনযুতে ইত্যর্থঃ। হস্তষোড়শেতি। তদুক্তং শারদায়াম্। পঞ্চভিঃ সপ্তভির্হস্তৈর্নবভির্বা মিতান্তরম্। ষোড়শস্তম্ভসংযুক্তং চত্বারস্তেষু মধ্যগা ইতি। তত্র সপ্তভির্নবভির্হস্তৈর্মিলিত্বা ষোড়শহস্তাঃ সম্পন্নাঃ। ইদং চোত্তমমানম্ ॥ ৯—১১ ॥

মহারাজ! শরৎ ও বসন্ত এই দুই ঋতুতে নরগণ ঘোরতর রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে সেই হেতু অনেকের প্রাণ নষ্ট হয়; অতএব, নরপতে! সেই শুভজনক চৈত্র ও আশ্বিন মাসে ভক্তি পূর্ব্বক চণ্ডিকাদেবীর পূজা করা জ্ঞানীগণের একান্তই কর্ত্তব্য ॥ ৬—৭ ॥ ব্রতের পূর্ব্বদিনে অমাবস্যা তিথি প্রাপ্ত হইলে পূজার সামগ্রী সম্ভার আহরণ করিবে ঐ তিথিতে একবার মাত্র হবিষান্ন ভোজন করিয়া ঐ দিনেই সমদেশে বিশুদ্ধস্থানে ষোড়শহস্ত পরিমাণ স্তম্ভ ও ধ্বজ-সমন্বিত মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে; অনন্তর গৌরমৃত্তিকা ও গোময় দ্বারা ঐ মণ্ডপ লেপন করাইয়া তন্মধ্যে প্রশস্ত চারিহস্ত ও উচ্চে একহস্ত পরিমিত সমান ও সুদৃঢ় বেদী নির্ম্মাণ করিবে এবং তন্মধ্যে দেবীর পীঠের নিমিত্ত উত্তম স্থান রচনা করিবে; এই মণ্ডপমধ্যে বিচিত্র তোরণ সকল রচনা করিয়া উপরিভাগে শূন্যে বিতান যোজনা করিবে ॥ ৮—১১ ॥ রাত্রিকালে, আচারনিষ্ঠ দান্ত ও বেদবেদাঙ্গ-পারগ বিশেষতঃ দেবীর পূজাবিধান-বিশারদ দ্বিজগণকে আমন্ত্রণ করিবে। অনন্তর, প্রতিপদ্দিবসে নদী, নদ, দীর্ঘিকা, কূপ অথবা নিজগৃহে বিধিপূর্ব্বক প্রাতঃস্নান করিয়া অগ্রে নিত্য-

প্রতিপদ্দিবসে কার্য্যং প্রাতঃস্নানং বিধানতঃ ।
নদ্যাং নদে তড়াগে বা বাপ্যাং কূপে গৃহেঽথ বা ॥ ১৩ ॥
প্রাতর্নিত্যং পুরঃ কৃত্বা দ্বিজানাং বরণং ততঃ ।
অর্ঘ্যপাদ্যাদিকং সর্ব্বং কর্ত্তব্যং মধুপূর্ব্বকম্ ॥ ১৪ ॥
বস্ত্রালঙ্করণাদীনি দেয়ানি চ স্বশক্তিতঃ ।
বিত্তশাঠ্যং ন কর্ত্তব্যং বিভবে সতি কর্হিচিৎ ॥ ১৫ ॥
বিপ্রৈঃ সন্তোষিতৈঃ কার্য্যং সম্পূর্ণং সর্ব্বথা ভবেৎ ।
নব পঞ্চ ত্রয়শ্চৈকো দেব্যাঃ পাঠে দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৬ ॥
বরয়েদ্‌ব্রাহ্মণং শান্তং পারায়ণকৃতে তদা ।
স্বস্তিবাচনকং কার্য্যং বেদমন্ত্রবিধানতঃ ॥ ১৭ ॥
বেদ্যাং সিংহাসনং স্থাপ্য ক্ষৌমবস্ত্রসমন্বিতম্ ।
তত্র স্থাপ্যাম্বিকা দেবী চতুর্হস্তায়ুধান্বিতা ॥ ১৮ ॥
রত্নভূষণসংযুক্তা মুক্তাহারবিরাজিতা ।
দিব্যাম্বরধরা সৌম্যা সর্ব্বলক্ষণসংযুতা ॥ ১৯ ॥

অমাবাস্যাযামেব রাত্রাবৃত্বিঙ্‌নিমন্ত্রণং কার্য্যমিত্যাহ রাত্রাবিতি ॥ ১২—১৩ ॥

মধুপূর্ব্বকং মধুপর্কপূর্ব্বকমিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৫ ॥

বিপ্রৈঃ সন্তোষিতৈঃ কার্য্যং নিজং সম্পূর্ণং ভবেন্নান্যথা তস্মাত্তেষাং সন্তোষঃ কার্য্য ইত্যর্থঃ। দেব্যাঃ পাঠে সপ্তশত্যাখ্যস্তোত্রপাঠে কর্ত্তব্যে দেবীভাগবতপাঠে কর্ত্তব্যে চেত্যর্থঃ। তদুক্তং দুর্গাতরঙ্গিণ্যাং যামলে। নবরাত্রে তু দেবেশি ! দৌর্গং ভাগবতং পঠেৎ। জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং নিয়মেন সমাহিত ইতি। মহেশঠক্কুরকৃতদুর্গাপ্রদীপে দেবীযামলে চ। দেবীভাগবতং ভক্ত্যা পঠেন্নিত্যমতন্দ্রিতঃ। নবরাত্রে বিশেষেণ শ্রীদেবীপ্রীতয়ে মুদেতি। দ্বিজাঃ স্মৃতাঃ শক্ত্যনুসারেণ লঘুগুর্ব্বনুষ্ঠানানুসারেণ চ ॥ ১৬ ॥

একব্রাহ্মণপক্ষে আহ বরয়েদিতি। তত্রাদৌ স্বস্তিবাচনং কার্য্যমিত্যাহ ॥ ১৭ ॥

কর্ত্তব্য সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিবে, তৎপরে পাদ্য অর্ঘ্য ও মধুপর্কাদি দ্বারা বিপ্রগণকে বরণ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় শক্তি অনুসারে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি প্রদান করিবে ; বৈভব থাকিলে কদাচই তাহাতে বিত্তশাঠ্য বা কৃপণতা করিবে না, কারণ বিপ্রগণ সন্তুষ্ট হইলেই সর্ব্বতো-ভাবে কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া থাকেন। রাজন্! এই ব্রতে দেবীর প্রীতির নিমিত্ত চণ্ডীপাঠে ও দেবীভাগবত পাঠে, নয়জন অথবা পাঁচজন, কিংবা তিনজন বা একজন ব্রাহ্মণ নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য, এতদ্ভিন্ন পারায়ণের নিমিত্ত এক শান্তচিত্ত দ্বিজবরকে বরণ করিবে ; এই সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া পরে কৃতিব্যক্তি বেদোক্ত মন্ত্রবিধানে স্বস্তিবাচন করিবে ॥ ১২-১৭ ॥

মহারাজ ! এইরূপে কর্ম্মারম্ভ হইলে বেদীর উপর ক্ষৌমবসনযুগ্ম-সমন্বিত সিংহাসন সংস্থাপন পুরঃসর, আয়ুধবিশিষ্ট ভুজচতুষ্টয়সম্পন্না বা অষ্টাদশভুজা মুক্তাহারে বিরাজিতা,

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধরা সিংহে স্থিতা শিবা।
অষ্টাদশভুজা বাপি প্রতিষ্ঠাপ্যা সনাতনী॥ ২০॥
অর্চ্চাভাবে তথা যন্ত্রং নবার্ণমন্ত্রসংযুতম্।
স্থাপয়েৎ পীঠপূজার্থং কলসং তত্র পার্শ্বতঃ॥ ২১॥
পঞ্চপল্লবসংযুক্তং বেদমন্ত্রৈঃ সুসংস্কৃতম্।
সুতীর্থজলসম্পূর্ণং হেমরত্নৈঃ সমন্বিতম্॥ ২২॥
পার্শ্বে পূজার্থসম্ভারান্ পরিকল্প্য সমন্ততঃ।
গীতবাদিত্রনির্ঘোষান্ কারয়েন্মঙ্গলায় বৈ॥ ২৩॥
তিথৌ হস্তান্বিতায়াঞ্চ নন্দায়াং পূজনং বরম্।
প্রথমে দিবসে রাজন্! বিধিবৎ কামদং নৃণাম্॥ ২৪॥

তদনন্তরং দেবীস্থাপনমাহ বেদ্যামিতি॥ ১৮—১৯॥

অষ্টাদশভুজা বা প্রতিমা কার্য্যা। তদ্ধ্যানং ত্বক্ষস্রক্পরশুগদেষুকুলিশমিত্যাদিকং প্রাধানিকরহস্যাজ্জ্ঞেয়ম্॥ ২০॥

অর্চ্চাভাবে প্রতিমায়া অপ্যভাবে তস্মিন্ সিংহাসনে নবার্ণমন্ত্রসংযুতং মধ্যে লিখিতং নবার্ণমন্ত্রেণ সংযুতং প্রত্যাসত্ত্যা নবার্ণমন্ত্রস্যৈব যন্ত্রং স্থাপয়েদিত্যর্থঃ। তদ্‌যন্ত্রং তদাবরণদেবতাশ্চ মন্ত্রমহোদধ্যাদিগ্রন্থেষু স্পষ্টাঃ। স্থাপয়েদিতি। তত্র বেদ্যাং পার্শ্বতঃ সিংহাসনস্য দক্ষিণভাগে কলসং কলসস্থাপনবিধানেন স্থাপয়েৎ। স চ বিধিগ্রন্থান্তরে স্পষ্ট এব। কচিৎ-সিহাসনস্যাগ্রেঽপি কলসস্থাপনমুক্তম্। নমু স্থানদ্বয়ে দেবীস্থাপনস্য কিং প্রয়োজনমিতি চেন্ন। সিংহাসনে নিত্যপূজা মূর্ত্তেঃ স্থাপনস্য কলসে তু নৈমিত্তিকনবরাত্রপূজার্থং দেব্যাঃ স্থাপনস্যাভিহিতত্বাত্তথাচ কলসে এব প্রাণাদিস্থাপনং সিংহাসনস্থমূর্ত্তৌ তু পূর্ব্বং জাতমেবেতি ন তত্র তদ্বিধেয়ম্। তদুক্তং দেবীপুরাণে। নিত্যপূজাকৃতেরগ্রে কলসং স্থাপয়েত্তত ইতি নিত্যপূজাকৃতের্নিত্যপূজামূর্ত্তেরিত্যর্থঃ॥ ২১॥

কলসস্থাপনপ্রকারমাহ পঞ্চপল্লবেতি॥ ২২॥

পার্শ্বে স্বস্যেতি শেষঃ॥ ২৩॥

নন্দায়াং হস্তনক্ষত্রযুতানন্দাপ্রতিপত্তিথিস্তস্যাং পূজনং সর্ব্বোত্তমমিত্যর্থঃ॥ ২৪॥

বিবিধ-রত্নভূষণে বিভূষিতা, দিব্যাম্বর-সমন্বিতা সর্ব্ব-সুলক্ষণসম্পন্না, সিংহোপরি সংস্থিতা, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী সনাতনী বিশ্বজননী দেবীর প্রতিষ্ঠা করিবে॥ ১৮-২০॥ যদি প্রতিমার অভাব হয়, তাহা হইলে সেই সিংহাসনে পীঠপূজার্থ নবাক্ষর মন্ত্র সংযুত যন্ত্র এবং তাহার পার্শ্বে পঞ্চপল্লব সমন্বিত, উত্তম তীর্থজলে পরিপূরিত, সুবর্ণ রত্নসমন্বিত ও বেদমন্ত্রে সুসংস্কৃত কলস স্থাপন করিবে॥২১—২২॥ আপন পার্শ্বদেশে পূজার সামগ্রীসম্ভার সর্ব্বতঃ সংস্থাপিত রাখিয়া মঙ্গলের নিমিত্ত গীত ও বাদিত্র নির্ঘোষ করাইবে॥ ২৩॥

রাজন্! প্রথম দিন যদি নন্দা অর্থাৎ প্রতিপত্তিথি হস্তানক্ষত্রযুক্ত হয়, তবে তাহাতে বিধিপূর্ব্বক পূজা করাই সর্ব্বোত্তম, ইহাতে নরগণের বিশেষ ফল লাভ হয় সন্দেহ নাই॥২৪॥

নিয়মং প্রথমং কৃত্বা পশ্চাৎ পূজাং সমাচরেৎ ।
উপবাসেন নক্তেন চৈকভক্তেন বা পুনঃ ॥ ২৫ ॥
করিষ্যামি ব্রতং মাতর্নবরাত্রমনুত্তমম্ ।
সাহায্যং কুরু মে দেবি ! জগদম্ব ! মমাখিলম্ ॥ ২৬ ॥
যথাশক্তি প্রকর্ত্তব্যো নিয়মো ব্রতহেতবে ।
পশ্চাৎ পূজা প্রকর্ত্তব্যা বিধিবন্মন্ত্রপূর্ব্বকম্ ॥ ২৭ ॥
চন্দনাগুরুকর্পূরৈঃ কুসুমৈশ্চ সুগন্ধিভিঃ ।
মন্দারকরঞ্জাশোকচম্পকৈঃ করবীরকৈঃ ॥ ২৮ ॥
মালতীব্রহ্মকাপুষ্পৈস্তথাবিল্বদলৈঃ শুভৈঃ ।
পূজয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধূপৈর্দীপৈর্বিধানতঃ ॥ ২৯ ॥
ফলৈর্নানাবিধৈরর্ঘ্যং প্রদাতব্যঞ্চ তত্র বৈ ।
নারিকেলৈর্মাতুলিঙ্গৈর্দাড়িমীকদলীফলৈঃ ॥ ৩০ ॥
নারঙ্গৈঃ পনসৈশ্চৈব তথা পূর্ণফলৈঃ শুভৈঃ ।
অন্নদানং প্রকর্ত্তব্যং ভক্তিপূর্ব্বং নরাধিপ* ! ॥ ৩১ ॥
মাংসাশনং যে কুর্ব্বন্তি তৈঃ কার্য্যং পশুহিংসনম্ ।
মহিষাজবরাহাণাং বলিদানং বিশিষ্যতে ॥ ৩২ ॥

নিয়মং সঙ্কল্পম্ । তৎ স্বরূপমাহ উপবাসেনেতি ॥ ২৫—২৬ ॥
উপবাসাদ্যশক্তাবাহ যথাশক্তীতি ॥ ২৭ ॥
করজং পুষ্পজাতিবিশেষঃ ॥ ২৮ ॥
ব্রহ্মকাপুষ্পৈর্ব্রাহ্মীপুষ্পৈরিত্যর্থঃ ॥ ২৯—৩০ ॥
পূর্ণফলৈর্বিল্বফলৈঃ ॥ ৩১ ॥

[পূ]র্ব্ব রাত্রিতে উপবাস অথবা পূর্ব্ব দিবসে একবার মাত্র হবিষ্যান্ন ভক্ষণ পূর্ব্বক পরদিন প্রথমেই [সঙ্ক]ল্প করিয়া পশ্চাৎ পূজার অনুষ্ঠান করিবে ॥ ২৫ ॥ দেবীর নিকট প্রার্থনা করিবে যে, [মা]তর্জগদম্বিকে ! আমি অত্যুত্তম নবরাত্র ব্রতের অনুষ্ঠান করিব আপনি আমাকে সকল [বি]ষয়েই সাহায্য করুন ॥ ২৬ ॥ ব্রতের নিমিত্ত যথাশক্তি নিয়ম অবলম্বন করিয়া পশ্চাৎ [বি]ধি অনুসারে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পূজা করিবে ॥ ২৭ ॥ চন্দন, অগুরু কর্পূর, মন্দার, করঞ্জ, [অ]শোক, চম্পক, করবীর মালতী ও ব্রাহ্মী প্রভৃতি উত্তম উত্তম সুগন্ধি পুষ্প সকল ও উত্তম [উ]ত্তম বিল্বদল, ধূপ ও দীপাদি দ্বারা জগদ্ধাত্রীর বিধিপূর্ব্বক পূজা করিয়া নারিকেল, মাতু-

---

* নৈবেদ্যানি বিচিত্রাণি সর্ব্বান্নসংযুতানি চ । ওদনং পায়সঞ্চৈব পূপাংশ্চ বটকাংস্তথা ॥
ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে।

দেব্যগ্রে নিহতা যান্তি পশবঃ স্বর্গমব্যয়ম্।
ন হিংসা পশুজা তত্র নিঘ্নতাং তৎকৃতেঽনঘ। ॥ ৩৩ ॥
অহিংসা যাজ্ঞিকী প্রোক্তা সর্ব্বশাস্ত্রবিনির্ণয়ে।
দেবতার্থে বিসৃষ্টানাং পশূনাং স্বর্গতির্ধ্রুবা ॥ ৩৪ ॥
হোমার্থঞ্চৈব কর্ত্তব্যং কুণ্ডঞ্চৈব ত্রিকোণকম্।
স্থণ্ডিলং বা প্রকর্ত্তব্যং ত্রিকোণং মানতঃ শুভম্ ॥ ৩৫ ॥
ত্রিকালং পূজনং নিত্যং নানাদ্রব্যৈর্মনোহরৈঃ।
গীতবাদিত্রনৃত্যৈশ্চ কর্ত্তব্যশ্চ মহোৎসবঃ ॥ ৩৬ ॥

মাংসাশনং যে কুর্ব্বন্তীতি। যদ্যপি মাংসাশনং ব্রাহ্মণৈরপি ক্রিয়তে তথাপি ব্রাহ্মণস্য কালিকাপুরাণাদিষু সাক্ষাদ্বলিদানস্য নিষেধকথনাৎ ক্ষত্রিয়বিষয়ক এবায়ং বিধিরিতি বোধ্যম্। তথাচ শারদায়াং ব্রাহ্মণো নিয়তঃ শুদ্ধঃ সাত্ত্বিকং বলিমাহরেদিতি। তথা হিংসাযুক্তো বলিস্ত্বাদ্যবর্ণং হিত্বা প্রশস্যতে ইতি। আদ্যবর্ণং ব্রাহ্মণবর্ণং হিত্বা ত্যক্ত্বেত্যর্থঃ। তথা কালিকাপুরাণে। সিংহব্যাঘ্রাদিকং দত্ত্বা চাত্মবধ্যামবাপ্নুয়াৎ। মদ্যং দত্ত্বা ব্রাহ্মণস্তু ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে। অবশ্যং বিহিতো যত্র বলিস্তত্র দ্বিজঃ পুনঃ। পিষ্টেনাপি ঘৃতেনাপি নির্ম্মিতন্তু সমর্পয়েদিতি। ছান্দোগ্যশ্রুতিরপি। অহিংসন্ সর্ব্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্য ইতি ন হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানীত্যপি ॥ ৩২ ॥

নন্বু দেব্যতিরিক্তদেবতাসু শাস্ত্রেবলিদানমনুক্ত্বা দেব্যুপাসনায়ামেব কিমিতি বলিদানং শাস্ত্রেযুক্তমিতি চেদত্র সমাহিতং দুর্গাপ্রদীপে যামলে। ব্রহ্মবিদ্যাজীবদশানিহন্ত্রীতি শ্রুতৌ শ্রুতং তত্তস্মাৎ কারণাদ্দেব্যা বলিদানং প্রিয়ং মতমিতি। যতঃ কারণাদ্দেবী ব্রহ্মবিদ্যাধিষ্ঠাত্রী ভবতি ব্রহ্মবিদ্যায়াশ্চ স্বভাবো জীবদশা নাশয়িতব্যেতি তস্মাদ্দেব্যাঃ প্রিয়ো বলির্ভবতীতি তদর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

ন হিংসা পশুজা তত্রেতি অহিংসা যাজ্ঞিকী প্রোক্তেতি চ ক্ষত্রিয়োদ্দেশেনৈব তস্য চিত্তে জায়মানহিংসাশঙ্কানিবৃত্ত্যর্থং ন ব্রাহ্মণোদ্দেশেনেতি বোধ্যম্ ॥ ৩৪ ॥

মানত ইতি। হোমানুসারেণৈকহস্তাদিদশহস্তান্তমানত ইত্যর্থঃ। তদুক্তং শারদায়াম্। দশহস্তান্তমন্যেষামিতি। মুষ্টিমাত্রমিতং কুণ্ডং শতার্দ্ধে সম্প্রচক্ষতে। শতহোমেঽরত্নি-

---

লিঙ্গ, দাড়িম, কদলী, নারঙ্গ, পনস ও বিল্বাদি বিবিধ ফল দ্বারা অর্ঘ্যপ্রদান পুরঃসর ভক্তিসমন্বিত চিত্তে অন্ন প্রদান করিবে ॥ ২৮—৩১ ॥ যাহারা মাংসভোজী তাহারা দেবীর পূজায় পশু হিংসা করিতে পারিবে এবং তজ্জন্য ছাগ অথবা বন্যবরাহের বলি প্রদানই উত্তম কল্প ॥৩২॥ হে অনঘ! দেবীর অগ্রে নিহত পশুগণ অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে; অতএব পশুঘাতী ব্যক্তিগণের পশু হনন নিমিত্ত পাতক জন্মে না। রাজন্! দেবতাদিগের বলিকার্য্যে কৃতোৎসর্গ পশুগণের নিশ্চয়ই স্বর্গলাভ হয়, এজন্য সকল শাস্ত্রসিদ্ধান্তে যাজ্ঞিকী হিংসা অহিংসা বলিয়াই পরিগণিত হইয়াছে ॥৩৩—৩৪॥ হোমের নিমিত্ত তাহার পরিমাণ অনুসারে একহস্ত হইতে দশহস্ত পর্য্যন্ত ত্রিকোণ কুণ্ড এবং ত্রিকোণ স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য ॥ ৩৫ ॥ প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যায় বিবিধ মনোহর দ্রব্যে দেবীর পূজা করিয়া পরিশেষে গীত ও নৃত্যাদি

নিত্যং ভূমৌ চ শয়নং কুমারীণাঞ্চ পূজনম্ ।
বস্ত্রালঙ্করণৈর্দ্দিব্যৈর্ভোজনৈশ্চ সুধাময়ৈঃ ॥ ৩৭ ॥
একৈকাং পূজয়েন্নিত্যমেকবৃদ্ধ্যা তথা পুনঃ ।
দ্বিগুণং ত্রিগুণং বাপি প্রত্যেকং নবকঞ্চ বা ॥ ৩৮ ॥
বিভবস্যানুসারেণ কর্ত্তব্যং পূজনং কিল ।
বিত্তশাঠ্যং ন কর্ত্তব্যং রাজন্ শক্তিমখে সদা ॥ ৩৯ ॥
একবর্ষা ন কর্ত্তব্যা কন্যাপূজাবিধৌ নৃপ ! ।
পরমজ্ঞা তু ভোগানাং গন্ধাদীনাঞ্চ বালিকা ॥ ৪০ ॥
কুমারিকা তু সা প্রোক্তা দ্বিবর্ষা যা ভবেদিহ ।
ত্রিমূর্ত্তিশ্চ ত্রিবর্ষা চ কল্যাণী চতুরব্দিকা ॥ ৪১ ॥
রোহিণী পঞ্চবর্ষা চ ষড়্‌বর্ষা কালিকা স্মৃতা ।
চণ্ডিকা সপ্তবর্ষা স্যাদষ্টবর্ষা চ শাম্ভবী ॥ ৪২ ॥

মাত্রমিত্যাদি। অত্র হোমস্তু তত্তৎকল্পোক্ত এব গ্রাহ্যো যো যন্ত্রোক্তো নিত্যনৈমিত্তিককাম্য-ভেদেন ॥ ৩৫—৩৬ ॥

সুধাময়ৈরমৃতময়ৈর্মিষ্টৈরিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

কুমারীপূজনে পক্ষানাহ একৈকামিতি। প্রত্যহমেকৈকামিত্যেকঃ পক্ষঃ। একৈক-বৃদ্ধ্যেতি তু দ্বিতীয়ঃ। দ্বিগুণত্রিগুণবৃদ্ধ্যেতি তু তৃতীয়চতুর্থপক্ষৌ। প্রত্যেকং প্রত্যহং নবকঞ্চ বা নব নব কুমারীণাং পূজনমিত্যুত্তমঃ পক্ষঃ ॥ ৩৮ ॥

শক্তিমখেঽম্বাযজ্ঞে ॥ ৩৯ ॥

একবর্ষা ন কর্ত্তব্যেতি। তত্র হেতুর্যতঃ সা গন্ধাদিভোগানামজ্ঞা ততঃ ॥ ৪০ ॥

দ্বিবর্ষাদিদশবর্ষান্তানাং পূজ্যানাং কুমারীণাং নামানি তৎপূজাফলং তাসাং পূজামন্ত্রা-শ্চোচ্যন্তে। কুমারিকা তু সেতি ॥ ৪১—৪২ ॥

দ্বারা উৎসব করিবে ॥৩৬॥ প্রতিদিন ভূমিতলে শয়ন করিবে এবং সুধা সদৃশ সুমিষ্ট ভোজ্য-দ্রব্য ও দিব্য বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা কুমারীগণের পূজা করিবে ॥৩৭॥ প্রতিদিন এক একটী অথবা প্রত্যহ এক একটী বৃদ্ধি করিয়া কিংবা প্রতি দিবস দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ অথবা প্রতিদিন নয় নয়টী করিয়া কুমারী পূজা কর্ত্তব্য ॥ ৩৮ ॥ রাজন্! বৈভবানুসারে দেবীর প্রীতির নিমিত্ত কুমারী পূজা করিবে, তাহাতে কদাচই বিত্তশাঠ্য বা কৃপণতা প্রকাশ করিবে না ॥ ৩৯ ॥

মহারাজ! কুমারী পূজার নিয়ম বলিতেছি শ্রবণ করুন; একবর্ষীয় কুমারী পূজা করা কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু তাহারা গন্ধাদি ভোগ্য বস্তুর রসাস্বাদ গ্রহণে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ॥ ৪০ ॥ এ বিষয়ে দ্বিবর্ষীয়া কন্যাই কুমারী, ত্রিবর্ষীয়া ত্রিমূর্ত্তি, চতুর্বর্ষীয়া কল্যাণী, পঞ্চবর্ষীয়া রোহিণী, ষড়্‌বর্ষীয়া কালিকা, সপ্তবর্ষীয়া চণ্ডিকা, অষ্টবর্ষীয়া শাম্ভবী, নববর্ষীয়া দুর্গা, দশবর্ষীয়া সুভদ্রা নামে কথিত হইয়া থাকে; ইহার অধিক বয়স্ক কন্যা সর্ব্ব কার্য্যেই গর্হিত, অতএব তাহা-

নববর্ষা ভবেদ্দুর্গা সুভদ্রা দশবার্ষিকী।
অত ঊর্দ্ধং ন কর্ত্তব্যা সর্ব্বকার্য্যবিগর্হিতা ॥ ৪৩ ॥
এভিশ্চ নামভিঃ পূজা কর্ত্তব্যা বিধিসংযুতা।
তাসাং ফলানি বক্ষ্যামি নবানাং পূজনে সদা ॥ ৪৪ ॥
কুমারী পূজিতা কুর্য্যাদ্দুঃখদারিদ্র্যনাশনম্।
শত্রুক্ষয়ং ধনায়ুষ্যবলবৃদ্ধিং করোতি বৈ ॥ ৪৫ ॥
ত্রিমূর্ত্তিপূজনাদায়ুস্ত্রিবর্গস্য ফলং ভবেৎ।
ধনধান্যাগমশ্চৈব পুত্রপৌত্রাদিবৃদ্ধয়ঃ ॥ ৪৬ ॥
বিদ্যার্থী বিজয়ার্থী চ রাজ্যার্থী যশ্চ পার্থিবঃ।
সুখার্থী পূজয়েন্নূনং কল্যাণীং সর্ব্বকামদাম্ ॥ ৪৭ ॥
রোহিণীং রোগনাশায় পূজয়েদ্বিধিবন্নরঃ।
কালিকাং শত্রুনাশার্থং পূজয়েদ্ভক্তিপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৮ ॥
ঐশ্বর্য্যধনকামশ্চ চণ্ডিকাং পরিপূজয়েৎ।
পূজয়েচ্ছাম্ভবীং নিত্যং নৃপ! সংমোহনায় চ ॥ ৪৯ ॥
দুঃখদারিদ্র্যনাশায় সংগ্রামে বিজয়ায় চ।
ক্রূরশত্রুবিনাশার্থং তথোগ্রকর্ম্মসাধনে ॥ ৫০ ॥
দুর্গাঞ্চ পূজয়েদ্ভক্ত্যা পরলোকসুখায় চ।
বাঞ্ছিতার্থস্য সিদ্ধ্যর্থং সুভদ্রাং পূজয়েৎ সদা ॥ ৫১ ॥

ন কর্ত্তব্যা পূজার্থং ন কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৫১ ॥

দিগকে পূজার নিমিত্ত কুমারী কল্পনা কর্ত্তব্য নহে ॥ ৪১—৪৩ ॥ এই সকল নাম দ্বারা বিধি পূর্ব্বক দেবীর পূজা করিবে। নববিধ কুমারী পূজনের ফল বলিতেছি শ্রবণ কর ॥৪৪॥ কুমারীর পূজা করিলে দুঃখ নাশ দারিদ্র্যভঞ্জন, শত্রুক্ষয়, ধন, আয়ু এবং বলবৃদ্ধি হয় ॥ ৪৫ ॥ ত্রিমূর্ত্তি পূজা করিলে আয়ু বৃদ্ধি, ত্রিবর্গের ফললাভ, ধনাগম ও পুত্র পৌত্রাদির বৃদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ৪৬ ॥ যে ব্যক্তি বিদ্যার্থী বিজয়ার্থী রাজ্যার্থী ও সুখাভিলাষী হইবেন তিনি সর্ব্ব-কামদায়িনী কল্যাণী কুমারীর পূজা করিবেন ॥ ৪৭ ॥ মানবগণ, রোগবিনাশের নিমিত্ত বিধি পূর্ব্বক রোহিণীর পূজা করিবে। শত্রু বিনাশের নিমিত্ত ভক্তিপূর্ব্বক কালিকা পূজা, এবং ঐশ্বর্য্য ও ধন কামনায় ভক্তিসহকারে চণ্ডিকা পূজা করিবে। রাজন্! শত্রু সম্মোহনের নিমিত্ত, দুঃখ ও দারিদ্র্য বিনাশের এবং সংগ্রামে বিজয় লাভের নিমিত্ত শাম্ভবীর পূজা করা কর্ত্তব্য ॥ ৪৮—৪৯ ॥ অতিশয় নিষ্ঠুর শত্রু নিপাতের নিমিত্ত এবং পারলৌকিক

শ্রীরস্থিতি চ মন্ত্রেণ পূজয়েদ্ভক্তিতৎপরঃ।
শ্রীযুক্তমন্ত্রৈরথবা বীজমন্ত্রৈরথাপি বা ॥ ৫২ ॥
কুমারস্য চ তত্ত্বানি যা সৃজত্যপি লীলয়া।
কাদীনপি চ দেবাংস্তাং কুমারীং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৩ ॥
সত্ত্বাদিভিস্ত্রিমূর্ত্তির্যা তৈর্হি নানাস্বরূপিণী।
ত্রিকালব্যাপিনী শক্তিস্ত্রিমূর্ত্তিং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৪ ॥
কল্যাণকারিণী নিত্যং ভক্তানাং পূজিতানিশম্।
পূজয়ামি চ তাং ভক্ত্যা কল্যাণীং সর্ব্বকামদাম্ ॥ ৫৫ ॥
রোহয়ন্তী চ বীজানি প্রাগ্‌জন্মসঞ্চিতানি বৈ।
যা দেবী সর্ব্বভূতানাং রোহিণীং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৬ ॥
কালী কালয়তে সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্।
কল্পান্তসময়ে যা তাং কালিকাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৭ ॥
চণ্ডিকাং চণ্ডরূপাঞ্চ চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনীম্।
তাং চণ্ডপাপহরিণীং চণ্ডিকাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৮ ॥

শ্রীমন্ত্রযুক্তৈরন্যৈর্মন্ত্রৈর্বা ॥ ৫২ ॥

তান্ মন্ত্রানেবাহ কুমারস্য চেতি। কুমারস্য বালকস্য স্কন্দস্য বা তত্ত্বানি রহস্যভূতানি বস্তূনি যা সৃজতীত্যর্থঃ। কাদীন্ ব্রহ্মাদীনপি দেবান্ ॥ ৫৩ ॥

সত্ত্বাদিভিঃ সত্ত্বাদিগুণৈস্ত্রিমূর্ত্তির্মহালক্ষ্ম্যাদিরূপিণী। তৈঃ সত্ত্বাদিগুণৈরেব নানারূপিণী প্রস্তাররীত্যা ত্রিকালব্যাপিনী কালত্রয়াবাধ্যা চিদ্রূপিণী ॥ ৫৪—৫৫ ॥

রোহয়ন্তী অঙ্কুরীভূতানি কুর্ব্বন্তী ॥ ৫৬—৫৮ ॥

সুখের নিমিত্ত দুর্গার অর্চ্চনা করিবে। নরগণ, বাঞ্ছিতার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত সুভদ্রার পূজা করিবেন ॥ ৫০—৫১ ॥ মানবগণ, ভক্তি তৎপর হইয়া শ্রীরস্তু ইত্যাদি মন্ত্রে অথবা শ্রীযুক্ত মন্ত্রে কিংবা বীজমন্ত্র দ্বারা কুমারীগণের পূজা করা কর্ত্তব্য ॥ ৫২ ॥ যিনি অবলীলাক্রমে কুমার কার্ত্তিকেয়ের রহস্যভূত পবিত্র তত্ত্ব সকলের এবং ব্রহ্মাদি দেবতাগণের সৃষ্টি করিয়াছেন, আমি সেই কুমারী দেবীর পূজা করিতেছি ॥ ৫৩ ॥ যিনি সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় ভেদে ত্রিমূর্ত্তি হইয়াছেন, এবং সেই গুণত্রিতয়ের বহুল প্রভেদে বহুরূপিণী হইয়াছেন, ত্রিকালব্যাপিনী সেই ত্রিমূর্ত্তিকে আমি পূজা করিতেছি ॥ ৫৪ ॥ যিনি পূজিতা হইয়া নিয়তই কল্যাণ প্রদান করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্বকামদায়িনী কুমারী কল্যাণীকে আমি ভক্তিসহকারে পূজা করিতেছি ॥ ৫৫ ॥ যিনি সমস্ত জীবগণের পূর্ব্বজন্ম সঞ্চিত কর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত করিয়া থাকেন সেই রোহিণীদেবীকে আমি ভক্তি সমন্বিত চিত্তে পূজা করিতেছি ॥ ৫৬ ॥ যিনি কল্পান্ত সময়ে কালীরূপে চরাচর সহিত এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলের সঙ্কলন

অকারণাৎ সমুৎপত্তির্যন্ময়ৈঃ* পরিকীর্ত্তিতা।
যস্যাস্তাং সুখদাং দেবীং শাম্ভবীং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৫৯ ॥
দুর্গা ত্রায়তি ভক্তং যা সদা দুর্গার্ত্তিনাশিনী।
দুর্জ্জ্ঞেয়া সর্ব্বদেবানাং তাং দুর্গাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৬০ ॥
সুভদ্রাণি চ ভক্তানাং কুরুতে পূজিতা সদা।
অভদ্রনাশিনীং দেবীং সুভদ্রাং পূজয়াম্যহম্ ॥ ৬১ ॥
এভির্মন্ত্রৈঃ পূজনীয়াঃ কন্যকাঃ সর্ব্বদা বুধৈঃ।
বস্ত্রালঙ্করণৈর্মাল্যৈর্গন্ধৈরুচ্চাবচৈরপি ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে নবরাত্রবিধিকীর্ত্তনং নাম ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

অকারণাদিতি। যস্যাঃ সমুৎপত্তির্যন্ময়ৈর্যৎস্বরূপৈর্বেদৈরকারণাদেব পরিকীর্ত্তিতা। যস্যা আবির্ভাবো কারণাদেব ভবতি। স্বস্মাদেব স্বয়মাবির্ভবতি নান্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৯—৬১ ॥ নবরাত্রপূজাক্রমস্বনুষ্ঠানগ্রন্থাদবসেয়ঃ। গৌরবাদত্র ন লিখ্যতে ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

করিয়াছেন সেই কালিকা দেবীকে আমি ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিতেছি ॥ ৫৭ ॥ যিনি চণ্ডরূপিণী বলিয়া চণ্ডিকা নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন, যিনি চণ্ড মুণ্ড নামক অসুরদ্বয়কে বিনাশ করিয়াছেন, সেই প্রচণ্ড পাপহারিণী চণ্ডিকা দেবীকে আমি ভক্তিনম্র মানসে পূজা করিতেছি ॥ ৫৮ ॥ বেদ ব্রহ্ম যাঁহার স্বরূপ, সেই বেদে অকারণেই যাঁহার উৎপত্তি পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সর্ব্বসুখপ্রদা শাম্ভবী দেবীকে আমি পূজা করিতেছি ॥ ৫৯ ॥ যিনি ভক্তগণকে পরিত্রাণ করেন এবং যিনি নিয়তই বিপদ্ বিনাশ করিয়া থাকেন, অখিল দেবগণও যাহাকে জানিতে সমর্থ নহেন, আমি সেই দুর্গতিনাশিনী দুর্গাদেবীকে ভক্তি পূর্ব্বক পূজা করিতেছি॥ ৬০ ॥ যিনি পূজিতা হইয়া ভক্তগণের অমঙ্গল বিনাশ করিয়া নিরন্তর কল্যাণবিধান করেন সেই সুভদ্রা দেবীকে আমি ভক্তি সমন্বিত মানসে অর্চ্চনা করিতেছি ॥ ৬১ ॥ বুধগণ এই সকল মন্ত্রে বস্ত্র, অলঙ্কার, মাল্য গন্ধাদি ও অন্যান্য নানাপ্রকার দ্রব্য দ্বারা সর্ব্বদাই কুমারী প্রভৃতি কন্যাগণের পূজা করিবেন ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে নবরাত্রবিধানকীর্ত্তন নামক ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

---

* যন্ময়ৈঃ। ইতি বা পাঠঃ।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

হীনাঙ্গীং বর্জ্জয়েৎ কন্যাং কুষ্ঠযুক্তাং ব্রণাঙ্কিতাম্।
গন্ধস্ফুরিতহীনাঙ্গীং* বিশালকুলসম্ভবাম্† ॥ ১ ॥
জাত্যন্ধাং কেকরাং কাণীং কুরূপাং বহুরোমশাম্।
সন্ত্যজেদ্রোগিণীং কন্যাং রক্তপুষ্পাদিনাঙ্কিতাম্ ॥ ২ ॥
ক্ষামাং গর্ভসমুদ্ভূতাং‡ গোলকাং কন্যকোদ্ভবাম্।
বর্জ্জনীয়াঃ সদা চৈতাঃ সর্ব্বপূজাদিকর্ম্মসু ॥ ৩ ॥
অরোগিণীং সুরূপাঙ্গীং সুন্দরীং ব্রণবর্জ্জিতাম্।
একবংশসমুদ্ভূতাং কন্যাং সম্যক্ প্রপূজয়েৎ ॥ ৪ ॥
ব্রাহ্মণী সর্ব্বকার্য্যেষু জয়ার্থে নৃপবংশজা।
লাভার্থে বৈশ্যবংশোত্থা ক্ষেমে চ শূদ্রবংশজা ॥ ৫ ॥

সপ্তাধিকৈস্তু পঞ্চাশৎপদৈর্বথ কুমারিকাঃ।
কথয়িত্বা বর্জ্জনীয়া মাহাত্ম্যঃ পি চোচ্যতে ॥

বর্জনীয়াঃ কুমারিকা আহ হীনাঙ্গীমিতি। ন্যূনাঙ্গীমিত্যর্থঃ। গন্ধেন দুর্গন্ধেন স্ফুরিতং যুক্তমতএব হীনমঙ্গং যস্যাস্তাম্। বিশালং বেঃ শালঙ্কঙ্কটচৌ। বিশালকুলসম্ভবাং দুষ্টকুল-সম্ভবামিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

রক্তপুষ্পাদিনাঙ্কিতাং রক্তপুষ্পং স্ত্রীরজ আদিযৌবনচিহ্নস্তেনান্বিতাম্ ॥ ২ ॥

ক্ষামাং কৃশাম্। গর্ভসমুদ্ভূতামতিবালামেকদিনাদিজাতাম্। গোলকাং মৃতভর্তৃমাতৃজাতাং বিধবাজন্যামিত্যর্থঃ। কন্যকোদ্ভবামবিবাহিতকন্যাজন্যাম্ ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! হীনাঙ্গী, কুষ্ঠরোগিণী, ব্রণান্বিতা, দুর্গন্ধদূষিতাঙ্গী ও দুষ্টকুল-সম্ভবা কুমারীগণকে নবরাত্রপূজায় গ্রহণ করিবেন না ॥১॥ আর যাহারা জন্মান্ধা, কেকরাক্ষী (যাহার চক্ষু টেরা,) কাণী (একচক্ষু হীনা) কুরূপা, বহুরোমান্বিতা, রোগিণী ও রজ-স্বলা অথবা অন্য কোন যৌবনচিহ্নযুক্তা, অতিকৃশা, সদ্যোজাতা, বিধবার গর্ভোৎ-পন্না অথবা অবিবাহিতার গর্ভজাতা, সেই সকল কুমারীগণ, সর্ব্বদা পূজাদি সমস্ত কার্য্যেই বর্জনীয় ॥২—৩॥ রাজন্! অরোগিণী, সুরূপাঙ্গী, সুন্দরী, ব্রণবর্জ্জিতা ও যাহারা জারজ নহে সেই সকল কুমারীগণের পূজা করাই কর্ত্তব্য ॥৪॥ সমস্ত কার্য্যেই ব্রাহ্মণবংশজা, জয়ের নিমিত্ত

---

* গ্রন্থিস্ফুটিত শীর্ণাঙ্গীং। ইতি বা পাঠঃ। † বিলাসকুলসম্ভবাম্। ইতি বা পাঠঃ।
‡ দাসীগর্ভসমুদ্ভূতাম্। ইতি বা পাঠঃ।

ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মজাঃ পূজ্যাঃ রাজন্যৈর্ব্রহ্মক্ষত্রজাঃ।
বৈশ্যৈস্ত্রিবর্গজাঃ পূজ্যাশ্চতস্রঃ পাদসম্ভবৈঃ ॥ ৬ ॥
কারুভিশ্চৈব বংশোত্থা যথাযোগ্যং প্রপূজয়েৎ।
নবরাত্রবিধানেন ভক্তিপূর্ব্বং সদৈব হি ॥ ৭ ॥
অশক্তো নিয়তং পূজাং কর্ত্তুং চেন্নবরাত্রকে।
অষ্টম্যাঞ্চ বিশেষেণ কর্ত্তব্যং পূজনং সদা ॥ ৮ ॥
পুরাষ্টম্যাং ভদ্রকালী দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী।
প্রাদুর্ভূতা মহাঘোরা যোগিনীকোটিভিঃ সহ ॥ ৯ ॥
অতোঽষ্টম্যাং বিশেষেণ কর্ত্তব্যং পূজনং সদা।
নানাবিধোপহারৈশ্চ গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ ॥ ১০ ॥
পায়সৈরামিষৈর্হোমৈর্ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনৈঃ।
ফলপুষ্পোপহারৈশ্চ তোষয়েজ্জগদম্বিকাম্ ॥ ১১ ॥
উপবাসে হ্যশক্তানাং নবরাত্রব্রতে পুনঃ।
উপোষণত্রয়ং প্রোক্তং যথোক্তং ফলদং নৃপ! ॥ ১২ ॥

একবংশসমুদ্ভূতামজারজামিত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥

পাদসম্ভবৈঃ শূদ্রৈশ্চতস্রো বর্ণচতুষ্টয়জন্যাঃ কন্যা পূজ্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৬॥

কারুভিরিতি। কারুর্বিশ্বকর্ম্মণি না ত্রিষু কারকশিল্পিনোরিতি মেদিনীকোশাৎ কারুভিঃ শিল্পিভিঃ স্বস্ববংশোত্থাঃ পূজ্যাঃ। শূদ্রাপেক্ষয়ৈতেষয়ং বিশেষঃ ॥ ৭—৯ ॥

অত ইতি। তদুক্তমীশানসংহিতায়াম্। একাদশীকোটিসহস্রতুল্যা জন্মাষ্টমী পর্ব্বতরাজপুত্র্যাঃ। ততোঽপি শুক্লা গণিতা শতেন পরাশরব্যাসবশিষ্ঠমুখ্যৈরিতি ॥ ১০ ॥

ক্ষত্রকুলজা, লাভের নিমিত্ত এবং বৈশ্যবংশজা মঙ্গলের জন্য শূদ্র কুলোৎপন্না কুমারীর পূজা করিবে ॥ ৫ ॥ রাজেন্দ্র! নবরাত্রবিধানে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ বংশজা; ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের কুলোৎপন্না; বৈশ্য, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবংশজা এবং শূদ্রগণ, ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বংশজা কুমারীর ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিবেক, কিন্তু শিল্পজীবিগণ নিজ নিজ বংশোৎপন্না কুমারীকে যথাযোগ্য পূজা করিবেক ॥ ৬—৭ ॥ নবরাত্র ব্রতে যদি নরগণ নিয়ত পূজা করিতে অক্ষম হয়, তবে অষ্টমীতেই বিশেষ রূপ পূজা করিবে ॥ ৮ ॥ পুরাকালে দক্ষযজ্ঞনাশিনী ভদ্রকালী কোটি কোটি যোগিনীগণের সহিত ঘোরতর রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; অতএব, গন্ধ মাল্য ও অনুলেপনাদি নানাবিধ উপহার দ্বারা বিশেষ রূপে অষ্টমীতেই পূজা করিবে ॥ ৯—১০ ॥ এই তিথিতে পায়স ও আমিষ দ্রব্য প্রদান, হোম ও ব্রাহ্মণ ভোজন ও ফলপুষ্পাদি বহুবিধ উপহার দ্বারা জগদম্বিকার পূজা করিবে ॥ ১১ ॥ নৃপবর। নবরাত্র ব্রতে যাঁহারা উপবাসে

সপ্তম্যাঞ্চ তথাষ্টম্যাং নবম্যাং ভক্তিভাবতঃ।
ত্রিরাত্রকরণাৎ সর্ব্বং ফলং ভবতি পূজনাৎ ॥ ১৩ ॥
পূজাভিশ্চৈব হোমৈশ্চ কুমারীপূজনৈস্তথা।
সম্পূর্ণং তদ্‌ব্রতং প্রোক্তং বিপ্রাণাঞ্চৈব ভোজনৈঃ ॥ ১৪ ॥
ব্রতানি যানি চান্যানি দানানি বিবিধানি চ।
নবরাত্রব্রতস্যাস্য নৈব তুল্যানি ভূতলে ॥ ১৫ ॥
ধনধান্যপ্রদং নিত্যং সুখসন্তানবৃদ্ধিদম্।
আয়ুরারোগ্যদঞ্চৈব স্বর্গদং মোক্ষদং তথা ॥ ১৬ ॥
বিদ্যার্থী বা ধনার্থী বা পুত্রার্থী বা ভবেন্নরঃ।
তেনেদং বিধিবৎ কার্য্যং ব্রতং সৌভাগ্যদং শিবম্ ॥ ১৭ ॥
বিদ্যার্থী সর্ব্ববিদ্যাং বৈ প্রাপ্নোতি ব্রতসাধনাৎ।
রাজ্যভ্রষ্টো নৃপো রাজ্যং সমবাপ্নোতি সর্ব্বথা ॥ ১৮ ॥
পূর্ব্বজন্মনি যৈর্নূনং ন কৃতং ব্রতমুত্তমম্।
তে ব্যাধিনো দরিদ্রাশ্চ ভবন্তি পুত্রবর্জ্জিতাঃ ॥ ১৯ ॥
বন্ধ্যা চ যা ভবেন্নারী বিধবা ধনবর্জ্জিতা।
অনুমা তত্র কর্ত্তব্যা নেয়ং কৃতবতী ব্রতম্ ॥ ২০ ॥

আমিষৈর্মাংসৈঃ। ইদং ক্ষত্রিয়াদিপরম্ ॥ ১১—১৩ ॥
বিপ্রাণাং চৈব ভোজনৈরেতৈঃ সর্ব্বৈর্ব্রতং সম্পূর্ণং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৯ ॥

অশক্ত, তাঁহারা তিন দিন উপবাস করিলেই যথোক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১২ ॥ সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী এই তিন তিথিতে ভক্তিভাবে ত্রিরাত্র করিয়া পূজা করিলে সমস্ত ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥ দেবীর পূজা, হোম, কুমারী পূজা ও ব্রাহ্মণ ভোজন এই সমস্ত কার্য্য দ্বারা নবরাত্র ব্রত সম্পূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ জনমেজয়! ভূতলে অন্যান্য যে কিছু ব্রত ও দান কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; তৎসমস্তই এই নবরাত্র ব্রতের তুল্য ফলপ্রদ নহে ॥ ১৫ ॥ এই ব্রতের অনুষ্ঠানে ধন, ধান্য, সন্তান বৃদ্ধি, সুখসমৃদ্ধি, আয়ু, আরোগ্য এবং স্বর্গ অধিক কি মোক্ষ পর্য্যন্তও লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৬ ॥ বিদ্যার্থী, ধনার্থী অথবা পুত্রার্থী হইয়া বিধি পূর্ব্বক এই কল্যাণকর সৌভাগ্যপ্রদ নবরাত্র ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে সফলমনোরথ হইবে সন্দেহ নাই ॥ ১৭ ॥ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে বিদ্যার্থী ব্যক্তি সমস্ত বিদ্যা এবং রাজ্যভ্রষ্ট ব্যক্তি সমস্ত রাজ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন ॥ ১৮ ॥ যাহারা পূর্ব্বজন্মে এই অত্যুত্তম পুণ্যপ্রদ ব্রতের অনুষ্ঠান করে নাই, তাহারা এই জন্মে ব্যাধিগ্রস্ত, দরিদ্র ও পুত্রবর্জ্জিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥ যে নারী বন্ধ্যা, বিধবা ও পুত্রবর্জ্জিতা; তাহাদিগকে দর্শন

নবরাত্রব্রতং প্রোক্তং ন কৃতং যেন ভূতলে।
স কথং বিভবং প্রাপ্য মোদতেঽত্র তথা দিবি ॥ ২১ ॥
রক্তচন্দনসংমিশ্রৈঃ কোমলৈর্ব্বিল্বপত্রকৈঃ।
ভবানী পূজিতা যেন স ভবেন্নৃপতিঃ ক্ষিতৌ ॥ ২২ ॥
নারাধিতা যেন শিবা সনাতনী
দুঃখার্ত্তিহা সিদ্ধিকরী জগদ্বরা।
দুঃখাবৃতঃ শত্রুযুতশ্চ ভূতলে
নূনং দরিদ্রো ভবতীহ মানবঃ ॥ ২৩ ॥
যাং বিষ্ণুরিন্দ্রো হরপদ্মজৌ তথা
বহ্নিঃ কুবেরো বরুণো দিবাকরঃ।
ধ্যায়ন্তি সর্ব্বার্থসমাপ্তিনন্দিতা
স্তাং কিং মনুষ্যা ন ভজন্তি চণ্ডিকাম্ ॥ ২৪ ॥
স্বাহাস্বধানামমনুপ্রভাবৈ-
স্তৃপ্যন্তি দেবাঃ পিতরস্তথৈব।
যজ্ঞেষু সর্ব্বেষু মুদা হরন্তি
যন্নামযুগ্মং শ্রুতিভির্মুনীন্দ্রাঃ। ২৫ ॥

ইয়ং বিধবা ব্রতং ন কৃতবতীত্যনুমানুমিতিঃ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ। যত ইয়ং বিধবা জাতা তত ইতি ভাবঃ ॥ ২০—২৩ ॥

সর্ব্বার্থানাং সমাপ্তিঃ সমবাপ্তিঃ প্রাপ্তিস্তয়া নন্দিতা ইত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

করিয়া এই অনুমান করিবে যে, তাহারা পূর্ব্ব জন্মে কখন এই ব্রতের অনুষ্ঠান করে নাই ॥ ২০ ॥ এই অবনিতলে যে ব্যক্তি উপরোক্ত নবরাত্র ব্রতের অনুষ্ঠান করে নাই, সে কিরূপে বিভব প্রাপ্ত হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে আনন্দে ও সুখ সম্ভোগে বাস করিতে পারিবে? ॥ ২১ ॥ যিনি রক্তচন্দনলিপ্ত কোমল বিল্বদল দ্বারা ভগবতী ভবানী দেবীর পূজা করিয়াছেন, তিনিই এই পৃথিবীতলে রাজা হইবেন সন্দেহ নাই ॥ ২২ ॥ যে মানব এই অখিল জগতের ঈশ্বরী, সর্ব্বার্থসিদ্ধিকারিণী দুঃখার্ত্তিবিনাশিনী কল্যাণরূপিণী ভগবতী ভবানীর আরাধনা করে নাই, সে ব্যক্তি এই অবনীতে দুঃখিত দরিদ্র ও শত্রুসংযুত হইয়া বাস করিয়া থাকে ॥২৩॥ হরি, হর, ব্রহ্মা, বাসব, বহ্নি, বরুণ, কুবের ও দিবাকর, ইহাঁরা সর্ব্ববিধ বৈভবে ও পরমানন্দে পরিপূর্ণ থাকিয়াই যখন সেই সচ্চিদানন্দময়ী জগদম্বিকার ধ্যান করিয়া থাকেন, তখন মনুষ্যগণ, সেই সর্ব্বার্থসাধিকা চণ্ডিকাদেবীর ভজনা করে না কেন? ॥ ২৪ ॥ স্বাহা ও স্বধা নামক মন্ত্র প্রভাবে দেবগণ ও পিতৃগণ পরিতৃপ্ত হইয়া

যস্যেচ্ছয়া সৃজতি বিশ্বমিদং প্রজেশো
নানাবতারকলনং কুরুতে হরিশ্চ ।
নূনং করোতি জগতঃ কিল ভস্ম শম্ভু-
স্তাং শর্ম্মদাং ন ভজতে নু কথং মনুষ্যঃ ॥ ২৬ ॥
নৈকোঽস্তি সর্ব্বভুবনেষু তয়া বিহীনো
দেবো নরোঽথ বিহগঃ কিল পন্নগো বা ।
গন্ধর্ব্বরাক্ষসপিশাচনগেষু নূনং
যঃ স্পন্দিতুং ভবতি শক্তিযুতো যথেচ্ছম্ ॥ ২৭ ॥
তাং ন সেবেত কশ্চণ্ডীং সর্ব্বকামার্থদাং শিবাম্ ।
ব্রতং তস্যা ন কঃ কুর্য্যাদ্বাঞ্ছন্নর্থচতুষ্টয়ম্ ॥ ২৮ ॥
মহাপাতকসংযুক্তো নবরাত্রব্রতঞ্চরেৎ ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ২৯ ॥

স্বাহেতি। স্বাহাস্বধানামরূপো যো মনুস্তৎপ্রভাবৈর্মুদা হর্ষেণ হরন্তি বদন্তি। যন্নামযুগ্মং স্বাহাস্বধেত্যেবং রূপং শ্রুতিভির্বেদমন্ত্রান্তে ইত্যর্থঃ। যতস্তুপ্যন্তি ততো যজ্ঞেষু শ্রাদ্ধেষু চ বেদমন্ত্রান্তে স্বাহা স্বধেতি প্রযুঞ্জত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

ব্যাসো জনান্ শোচতি যস্যেচ্ছয়েতি। (যস্যা ইচ্ছয়া ইত্যত্র সন্ধিরার্ষঃ)॥ ২৬ ॥

নৈকোঽস্তীতি। তয়া শক্ত্যা বিহীনঃ সন্ যথেচ্ছং স্পন্দিতুং শক্তিযুতঃ সামর্থ্যযুতো ভবতি এতাদৃশো নৈকোঽপ্যস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

অর্থচতুষ্টয়ং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষরূপং বাঞ্ছন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

মুচ্যত ইতি। তদুক্তমুমাসংহিতায়াম্। প্রায়শ্চিত্তং ন পাপানাং যেষাস্তেষাস্তু নাশনে। প্রায়শ্চিত্তমিদং প্রোক্তং জগদম্বাপদস্মৃতিঃ। স্মরণেনৈব দুর্গায়া নিমিষার্দ্ধেন যৎ ফলম্। ন তদ্বক্তুং সমর্থোঽস্তি শিবো বর্ষশতৈরপি। বিষ্ণুনামসহস্রেভ্যঃ শিবনাম বিশিষ্যতে। শিবনাম-

---

থাকেন সেই স্বাহা ও স্বধা যাহার নামান্তর মাত্র; মুনিবরগণ যাহার উক্ত নামদ্বয় সমস্ত যজ্ঞেই শ্রুতির সহিত কীর্ত্তন করেন; যাঁহার ইচ্ছার অধীন হইয়া প্রজাপতি এই বিশ্বের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, দেবদেব জনার্দ্দন নানাবিধ রূপে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়া সেই বিশ্বের পালন করেন এবং শঙ্কর এই অখিল জগৎ সংহার করেন, মানবগণ সেই সর্ব্বশর্ম্মপ্রদায়িনী ভবানীকে কেননা ভজনা করিবে ॥ ২৫—২৬ ॥ এই অখিল সংসার মধ্যে সেই শক্তিরূপিণী প্রকৃতি দেবী ব্যতিরেকে কেহই থাকিতে পারে না; কি দেব কি মানব কি বিহগ, পন্নগ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, পিশাচ ও নগাদি সকলে শক্তিযুক্ত হইয়াই যথেচ্ছ নড়িতে চড়িতে সমর্থ হয় সন্দেহ নাই ॥ ২৭ ॥ অতএব কোন্ ব্যক্তি সেই সর্ব্বকামার্থদায়িনী চণ্ডিকাদেবীর পূজা না করিবে? আর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়ের বাসনা করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা তাঁহার ব্রতানুষ্ঠান না করিবে? ॥ ২৮ ॥ মহাপাতকী মানব নবরাত্র

পুরা কশ্চিদ্বণিগ্ দীনো ধনহীনঃ সুদুঃখিতঃ।
কুটুম্বী চাভবৎ কশ্চিৎ কোশলে নৃপসত্তম!॥ ৩০॥
অপত্যানি বহূন্যস্যাভবন্ ক্ষুৎপীড়িতানি চ।
ভক্ষ্যং কিঞ্চিত্তু সায়াহ্নে প্রাপুস্তস্য চ বালকাঃ॥ ৩১॥
ভুঙ্‌ক্তে স্ম কার্য্যকর্ত্তাসৌ পরস্যাথ বুভুক্ষিতঃ।
কুটুম্বভরণং তত্র চকারাতিনিরাকুলঃ॥ ৩২॥
সদা ধর্ম্মরতঃ শান্তঃ সদাচারশ্চ সত্যবাক্।
অক্রোধনশ্চ ধৃতিমান্নির্মদশ্চানসূয়কঃ॥ ৩৩॥
সম্পূজ্য দেবতা নিত্যং পিতৃনপ্যতিথীংস্তথা।
ভুঞ্জানে পোষ্যবর্গেঽথ কৃতবান্ ভোজনং বণিক্॥ ৩৪॥
এবং গচ্ছতি কালে বৈ সুশীলো নামতো গুণৈঃ।
দারিদ্র্যার্ত্তো দ্বিজং শান্তং পপ্রচ্ছাতিবুভুক্ষিতঃ॥ ৩৫॥

সুশীল উবাচ।

ভো ভূদেব! কৃপাং কৃত্বা বদস্বাদ্য মহামতে!।
কথং দারিদ্র্যনাশঃ স্যাদিতি মে নিশ্চয়েন বৈ॥ ৩৬॥

সহস্রেভ্যো দেবীনাম বিশিষ্যতে। স সাধকো মহাজ্ঞানী যশ্চ দুর্গাপদানুগঃ। ন চ ভুক্তির্ন বা মুক্তির্ন গতির্নগনন্দিনি!। বিনা দুর্গাং জগদ্ধাত্রীং নিষ্ফলং জীবনং ভবেদিতি। চরমে জন্মনি পরং শ্রীদেবীভক্তিমান্ ভবেদিতি॥ ২৯॥

দীনো দুঃখী॥ ৩০॥

সায়াহ্নে কিঞ্চিৎ প্রাপুর্নোদরপরিমিতমিত্যর্থঃ॥ ৩১॥

ব্রতানুষ্ঠান করিলে সমস্ত পাপ হইতেই যে মুক্তিলাভ করিতে পারে তদ্বিষয়ের আর বিচারে প্রয়োজন নাই॥২৯॥

মহারাজ! পূর্ব্বকালে কোন এক ধনহীন দুঃখী বণিক্ কোশল রাজ্যে বহু কুটুম্ববর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিত॥ ৩০॥ তাহার অনেকগুলি পুত্র কন্যা হইয়াছিল, তাহারা ক্ষুধায় পীড়িত ও কাতর হইয়া দিনান্তে সায়াহ্নকালে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইত॥৩১॥ ঐ বণিক্ও ক্ষুধাতুর হইয়া পরের কার্য্য করিয়া সায়াহ্নকালে ভোজন করিত; এইরূপে সে অত্যন্ত আকুল হইয়া আপনার পোষ্যবর্গের প্রতিপালন করিত॥ ৩২॥ এই বণিক্ শান্তচিত্ত, সদাচার, সত্যবাদী, সততই ধর্ম্ম তৎপর, ক্রোধহীন, ধৃতিমান্, মদবর্জ্জিত ও অসূয়াপরিশূন্য ছিল; সে প্রতিদিন, দেবতা, পিতৃ ও অতিথিগণের পূজা করিয়া পোষ্যবর্গ ভোজন করিলে পর, আপনি আহার করিত॥ ৩৩—৩৪॥ এইরূপে কিছুকাল গত হইলে

ধনৈষণা মে নৈবাস্তি ধনী স্যামিতি মানদ ! ।
কুটুম্বভরণার্থং বৈ পৃচ্ছামি ত্বাং দ্বিজোত্তমঃ ॥ ৩৭ ॥
পুত্রী সুতস্তু মে বালো ভক্ষার্থী রোদতে ভৃশম্ ।
তাবন্মাত্রং গৃহে নান্নং মুষ্টিমেকাং দদাম্যহম্ ॥ ৩৮ ॥
বিসর্জ্জিতো যতো গেহাদ্গতো বালো রুদন্ময়া ।
অতো মে দহ্যতেঽত্যর্থং কিং করোমি ধনং বিনা ॥ ৩৯ ॥
বিবাহোঽস্তি সুতায়া মে নাস্তি বিত্তং করোমি কিম্ ।
দশবর্ষাধিকায়াস্তু দানকালোঽপি যাত্যলম্ ॥ ৪০ ॥
তেন শোচামি বিপ্রেন্দ্র ! সর্ব্বজ্ঞোঽসি দয়ানিধে !
তপো দানং ব্রতং কিঞ্চিদ্ব্রূহি মন্ত্রজপং তথা ॥ ৪১
যেনাহং পোষ্যবর্গস্য করোমি দ্বিজ ! পোষণম্ ।
তাবন্মে স্যাদ্ধনপ্রাপ্তির্নাধিকং প্রার্থয়ে কিল ॥ ৪২ ॥

ভুঙ্‌ক্তে স্মেতি । বুভুক্ষিতঃ পরস্য কার্য্যকর্ত্তাসাবপি সায়াহ্নে এব ভুঙ্‌ক্তে স্মেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩২—৩৮ ॥

সুশীল নামক সেই সুশীল বণিক্ একদিন দারিদ্র্যপীড়িত ও ক্ষুধিত হইয়া শান্তচিত্ত এক দ্বিজবরকে জিজ্ঞাসা করিল ; ভো ! ভূদেব ! কিরূপে দারিদ্র্য বিনাশ হয় আপনি কৃপা করিয়া নিশ্চিত রূপে অদ্য আমাকে তাহা বলুন ॥৩৫—৩৬॥ মহামতে ! যাহাতে আমার মান রক্ষা হয় তাহা করুন ; আমার ধন বাসনা নাই, ধনী হইব এরূপ কামনাও করি না, দ্বিজোত্তম ! আমি কেবল কুটুম্ব ভরণের নিমিত্তই আপনাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥ ৩৭ ॥ আমার তনয় তনয়া সকল বালক, তাহারা ক্ষুধাতুর হইয়া অত্যন্ত রোদন করিয়া থাকে, আমার এতাদৃশমাত্র অন্নও গৃহে নাই যে তাহাদিগকে মুষ্টি মাত্র প্রদান করিতে পারি ॥৩৮॥ হায় ! অদ্য আমার বালকপুত্র ভোজনের নিমিত্ত রোদন করিতেছিল, আমি তর্জ্জনাদি দ্বারা তাহাকে গৃহ হইতে দূরীকৃত করিয়াছি, দ্বিজবর ! যখন আমার পুত্র ক্ষুধাতুর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইল, সেই অবধি আমার হৃদয় সন্তাপানলে দগ্ধ হইতেছে, আমার ধন নাই আমি কি করিব ? ॥৩৯॥ আমার তনয়ার বিবাহকাল উপস্থিত, ধন নাই আমি কি করি, হায় ! তাহার বয়ঃক্রম দশ বৎসরেরও অধিক হইল, তাহার সম্প্রদান কাল গত হইয়া যাইতেছে ॥৪০॥ হে দ্বিজেন্দ্র ! আমি সেই নিমিত্তই শোক করিতেছি, আপনি দয়ানিধি ও সর্ব্বজ্ঞ, আমাকে তপস্যা, দান, ব্রত ও মন্ত্র জপ প্রভৃতির মধ্যে যাহা কিছু একটী উপায় বলিয়া দিউন, আমি সেই উপায়ে পোষ্যবর্গের পরিপোষণ করিব, বিপ্রবর ! যাহাতে পরিবারবর্গের পোষণ হয় আমি সেই পরিমিত ধনই প্রার্থনা করিতেছি ; অধিক প্রার্থনা করি

ত্বৎপ্রসাদাৎ কুটুম্বং মে সুখিতং প্রভবেদিহ।
তৎ কুরুষ্ব মহাভাগ! জ্ঞানেন পরিচিন্ত্য চ ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতিপৃষ্টস্তথা তেন ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ।
উবাচ পরমপ্রীতস্তং বৈশ্যং নৃপসত্তম! ॥ ৪৪ ॥
বৈশ্যবর্য্যং কুরুষ্বাদ্য নবরাত্রব্রতং শুভম্।
পূজনং ভগবত্যাশ্চ হর্বনং ভোজনং তথা ॥ ৪৫ ॥
বেদপারায়ণং শক্তিজপহোমাদিকং তথা।
কুরুষ্বাদ্য যথাশক্তি তব কার্য্যং ভবিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥
এতস্মাদপরং কিঞ্চিদ্‌ব্রতং নাস্তি ধরাতলে।
নবরাত্রাভিধং বৈশ্য! পাবনং সুখদং তথা ॥ ৪৭ ॥
জ্ঞানদং মোক্ষদঞ্চৈব সুখসন্তানবর্দ্ধনম্।
শত্রুনাশকরং কামং নবরাত্রব্রতং সদা ॥ ৪৮ ॥
রাজ্যভ্রষ্টেন রামেণ সীতাবিরহিতেন চ।
কিষ্কিন্ধায়াং ব্রতং চৈতৎ কৃতং দুঃখাতুরেণ বৈ ॥ ৪৯ ॥
প্রতপ্তেনাপি রামেণ সীতাবিরহবহ্নিনা।
বিধিবৎ পূজিতা দেবী নবরাত্রব্রতেন বৈ ॥ ৫০ ॥

ময়া বিসর্জ্জিতো যতো রুদন্ বালো গেহান্নাতোঽহত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৯—৫০ ॥

নাই ॥ ৪১—৪২ ॥ হে মহাভাগ! আপনার প্রসাদে আমার পরিজনবর্গ যাহাতে এই সংসারে সুখী হইতে পারে, আপনি আপনার জ্ঞান দ্বারা চিন্তা করিয়া সেইরূপ উপায় করিয়া দিউন ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! ব্রতধারী ব্রাহ্মণ বৈশ্যকর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পরম প্রীতিসহকারে তাহাকে কহিতে লাগিলেন, বৈশ্যবর! তুমি এক্ষণে কল্যাণদায়ক নবরাত্র ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ভগবতীর পূজা ও হোম এবং ব্রাহ্মণ ভোজন, বেদ-পারায়ণ, শক্তিমন্ত্র জপ ও হোমাদির যথাশক্তি অনুষ্ঠান কর, তাহাতে অবশ্যই তোমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে ॥৪৪—৪৬॥ ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রত অবনীতলে আর নাই, এই ব্রত অতি পবিত্র ও সুখদায়ক ॥ ৪৭ ॥ এই নবরাত্র ব্রত জ্ঞান ও মোক্ষপ্রদ শত্রুনাশক এবং সুখ ও সন্তান বৃদ্ধি করিয়া থাকে ॥৪৮॥ পূর্ব্বে রামচন্দ্র রাজ্যভ্রষ্ট ও সীতার বিরহে আকুল এবং অতিশয় দুঃখিত হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥৪৯॥ রাম সীতার বিরহানলে অত্যন্ত

তেন প্রাপ্তাথ বৈদেহী কৃত্বা সেতুং মহার্ণবে।
হত্বা মন্দোদরীনাথং কুম্ভকর্ণং মহাবলম্ ॥ ৫১ ॥
মেঘনাদং সুতং হত্বা কৃত্বা ভূপং বিভীষণম্।
পশ্চাদযোধ্যামাগত্য প্রাপ্তং রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ৫২ ॥
নবরাত্রব্রতস্যাস্য প্রভাবেন বিশাংবর!।
সুখং ভূমিতলে প্রাপ্তং রামেণামিততেজসা ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি বিপ্রবচঃ শ্রুত্বা স বৈশ্যস্তং দ্বিজং গুরুম্।
কৃত্বা জগ্রাহ সন্মন্ত্রং মায়াবীজাভিধং নৃপ! ॥ ৫৪ ॥
জজাপ পরয়া ভক্ত্যা নবরাত্রমতন্দ্রিতঃ।
নানাবিধোপহারৈশ্চ পূজয়ামাস সাদরম্ ॥ ৫৫ ॥
নবসংবৎসরং চৈব মায়াবীজপরায়ণঃ।
নবমে বৎসরান্তে তু মহাষ্টম্যাং মহেশ্বরী ॥ ৫৬ ॥

(তেনেতি। তেন নবরাত্রব্রতানুষ্ঠানেন হেতুনেত্যর্থঃ। মহার্ণবে সেতুকরণং মহাবল-কুম্ভকর্ণাদিবীরাণাং বিনাশশ্চ কিষ্কিন্ধ্যায়াং দেবীপূজনস্য ফলং, মন্দোদরীনাথহননমকণ্টক রাজ্যপ্রাপ্ত্যাদিকঞ্চ লঙ্কায়াং দেবীপূজনস্য ফলমিতি নির্গলিতার্থঃ ॥ ৫১—৫২ ॥

নবরাত্রেতি। অমিতপ্রভাবেণ রামেণাপি তৎকৃতমিত্যহো! দেবীমাহাত্ম্যমিতি ॥৫৩॥)

মায়াবীজাভিধং ভুবনেশ্বরীমন্ত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

(জজাপেতি। অতন্দ্রিতো জাগরঃ। পরয়া ভক্ত্যা জজাপ ভুবনেশ্বরীমন্ত্রমিতি শেষঃ। বিবিধোপহারৈর্বলিভিঃ সাদরং শ্রদ্ধাপূর্ব্বকমিত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

নবসংবৎসরমিতি। মায়াবীজপরায়ণঃ মায়াবীজজপনিরতঃ। দেব্যাপ্রসাদকালমাহ। নবমে বৎসরান্ত ইতি নবমে বৎসরান্তে দশমে প্রাপ্তে সতীত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

সন্তাপিত হইয়াও নবরাত্র ব্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা বিধি পূর্ব্বক দেবীর পূজা করিয়াছিলেন ॥৫০॥ সেই ফলেই তিনি মহাসাগরে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদ এবং লঙ্কেশ্বর রাবণকে বিনাশ করিয়া মৈথিলীকে প্রাপ্ত হন এবং বিভীষণকে লঙ্কার রাজা করিয়া পরিশেষে অযোধ্যায় আসিয়া অকণ্টক রাজ্যলাভ করেন ॥ ৫১—৫২ ॥ বৈশ্যবর! অমিততেজা রামচন্দ্র নবরাত্র ব্রতের প্রভাবেই ভূমিতলে সুখ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন ॥ ৫৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, নৃপবর! সেই বণিক্ বিপ্রবরের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক তাঁহাকে গুরু করিয়া তাঁহার নিকট হইতে মায়াবীজ নামক মন্ত্র গ্রহণ করিল এবং আলস্য পরিশূন্য হইয়া পরম ভক্তিসহকারে নবরাত্র জপ করিয়া পরম যত্নে নানাবিধ উপহার দ্বারা দেবীর পূজা করিতে লাগিল। এইরূপে মায়াবীজের জপানুষ্ঠানে রত হইয়া নয় বৎসর যাপন করিলেন, পরে নবম বৎসর পরিপূর্ণ হইলে মহেশ্বরী দেবী মহাষ্টমীর নিশীথ সময়ে প্রত্যক্ষরূপে

অর্দ্ধরাত্রে তু সম্প্রাপ্তে প্রত্যক্ষং দর্শনং দদৌ।
নানাবরপ্রদানৈশ্চ কৃতকৃত্যং চকার তম্॥ ৫৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে বর্জনীয়কুমারীবর্ণনপুরঃসরং দেবীমাহাত্ম্যবর্ণনং নাম সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭॥

দেব্যা অধিষ্ঠান সময়মাহ অর্দ্ধরাত্র ইতি। প্রত্যক্ষং দর্শনমিত্যনেন দেব্যা ভূরিভক্তবৎসলত্বং সূচিতম্। কৃতকৃত্যং দারিদ্র্যখণ্ডনেন সম্পত্তিপ্রদানেন চেত্যর্থঃ॥ ৫৭॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৭॥

দর্শন দিয়া নানাবিধ বর প্রদান পূর্ব্বক তাহাকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও কৃতার্থ করিয়া দারিদ্র্যসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিলেন॥ ৫৪—৫৫॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে বর্জ্জনীয়াকুমারীর বিষয় বর্ণন পূর্ব্বক দেবীর মাহাত্ম্যকীর্ত্তন নামক সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

কথং রামেণ তচ্চীর্ণং ব্রতং দেব্যাঃ সুখপ্রদম্ ।
রাজ্যভ্রষ্টঃ কথং সোঽথ কথং সীতা হৃতা পুনঃ ॥ ১ ॥

ব্যাস উবাচ ।

রাজা দশরথঃ শ্রীমানযোধ্যাধিপতিঃ পুরা ।
সূর্য্যবংশবরশ্চাসীদ্দেবব্রাহ্মণপূজকঃ ॥ ২ ॥
চত্বারো জজ্ঞিরে তস্য পুত্রা লোকেষু বিশ্রুতাঃ ।
রামলক্ষ্মণশত্রুঘ্না ভরতশ্চেতি নামতঃ ॥ ৩ ॥
রাজ্ঞঃ প্রিয়করাঃ সর্ব্বে সদৃশা গুণরূপতঃ ।
কৌশল্যায়াঃ সুতো রামঃ কৈকেয্যা ভরতঃ সুতঃ ॥ ৪ ॥
সুমিত্রাতনয়ৌ জাতৌ যমলৌ দ্বৌ মনোহরৌ ।
তে জাতা বৈ কিশোরাশ্চ ধনুর্ব্বাণধরাঃ কিল ॥ ৫ ॥

একোনসপ্ততিশ্লোকৈর্নবরাত্রপ্রসঙ্গতঃ ।
রামায়ণকথা রাজ্ঞা পৃষ্টা ব্যাসেন চোচ্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে রাজ্যভ্রষ্টেন রামেণ নবরাত্রব্রতং কৃতং তেন তৎকল্যাণং জাতমিতি বর্ণিতং তৎপ্রশ্নবীজমুপলভ্য রাজা পৃচ্ছতি কথং রামেণ তচ্চীর্ণমিতি ॥ ১ ॥

সূর্য্যবংশে বর উৎকৃষ্টঃ ॥ ২—৫ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর ! রামচন্দ্র কিরূপে সেই সুখপ্রদ দেবীব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ? তাঁহার রাজ্যভ্রষ্ট হইবার কারণ কি ? কিরূপে কোন্ ব্যক্তি সীতাকে হরণ করিয়াছিল ? এই সকল বিষয় কীর্ত্তন করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন ॥ ১ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! পূর্ব্বকালে অযোধ্যানগরে দশরথ নামে সূর্য্যবংশীয় এক সমৃদ্ধিশালী রাজা ছিলেন ; তিনি সর্ব্বদাই দেবতা ও ব্রাহ্মণগণের পূজা করিতেন ॥ ২ ॥ তাঁহার রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন নামক চারিটী লোকবিখ্যাত পুত্র উৎপন্ন হয় । ইহাঁরা চারি জনেই রূপে ও গুণে তুল্য ছিলেন এবং চারি জনেই রাজার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিতেন । তন্মধ্যে রামচন্দ্র কৌশল্যার পুত্র, ভরত কৈকেয়ীর পুত্র এবং সুভদর্শন লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন দুইজনই সুমিত্রার যমজ পুত্র ছিলেন । রাজপুত্র চতুষ্টয় কিশোর অবস্থায়

সূনবঃ কৃতসংস্কারা ভূপতেঃ সুখবর্দ্ধকাঃ।
কৌশিকেন তদাগত্য প্রার্থিতো রঘুনন্দনঃ ॥ ৬ ॥
রাঘবং মখরক্ষার্থং সূনুং ষোড়শবার্ষিকম্‌।
তস্মৈ সোঽথ দদৌ রামং কৌশিকায় সলক্ষ্মণম্‌ ॥ ৭ ॥
তৌ সমেত্য মুনিং মার্গে জগ্মতুশ্চারুদর্শনৌ।
তাটকা নিহতা মার্গে রাক্ষসী ঘোরদর্শনা ॥ ৮ ॥
রামেণৈকেন বাণেন মুনীনাং দুঃখদা সদা।
যজ্ঞরক্ষা কৃতা তত্র সুবাহুর্নিহতঃ শঠঃ ॥ ৯ ॥
মারীচোঽথ মৃতপ্রায়ো নিক্ষিপ্তো বাণবেগতঃ।
এবং কৃত্বা মহৎ কর্ম্ম যজ্ঞস্য পরিরক্ষণম্‌ ॥ ১০ ॥
গতাস্তে মিথিলাং সর্ব্বে রামলক্ষ্মণকৌশিকাঃ।
অহল্যা মোচিতা শাপান্নিষ্পাপা সা কৃতাবলা ॥ ১১ ॥
বিদেহনগরে তৌ তু জগ্মতুর্ম্মুনিনা সহ।
বভঞ্জ শিবচাপঞ্চ জনকেন পণীকৃতম্‌ ॥ ১২ ॥

কৌশিকেন বিশ্বামিত্রেণ। রঘুনন্দনো দশরথঃ ॥ ৬—৯ ॥
মারীচসুবাহূ দৈত্যৌ ॥ ১০—১২ ॥

ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিয়া শরশরাসন ধারণ পূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥৩—৫॥ এইরূপে পুত্র সকল কৃতসংস্কার হইয়া রাজা দশরথের সুখ বর্দ্ধন করিতে লাগিল; অনন্তর, এক দিবস মহর্ষি বিশ্বামিত্র, অযোধ্যায় আগমন করিয়া রাজা দশরথের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, আমার যজ্ঞ রক্ষার নিমিত্ত রামচন্দ্রকে প্রদান করুন। রাজা মহর্ষির বাক্য উল্লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া সেই ষোড়শবর্ষীয় পুত্র রাম ও লক্ষ্মণকে মুনির সহিত প্রেরণ করিলেন ॥ ৬—৭ ॥ চারুদর্শন রাম ও লক্ষ্মণ মুনির সহিত মিলিত হইয়া পথিমধ্যে গমন করিতে লাগিলেন, সেই মার্গে তাড়কা নাম্নী এক ঘোরদর্শনা রাক্ষসী বনমধ্যে বাস করিয়া সর্ব্বদাই মুনিগণকে দুঃখ দিত, রামচন্দ্র এই রাক্ষসীকে এক শরাঘাতেই নিহত করিলেন। অনন্তর, সুবাহুকে বধ করিয়া এবং মারীচ নামক নিশাচরকে বাণবেগে মৃতপ্রায় করত বহু দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা করিলেন। এইরূপে যজ্ঞরক্ষণ রূপ মহৎকর্ম্ম সম্পাদন করিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও মুনিবর কৌশিক তিনজনে মিলিত হইয়া মিথিলা যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে অহল্যাকে শাপ হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার পাপমোচন করিলেন ॥৮—১১॥ অনন্তর মুনির সহিত তাঁহারা দুইজনে বিদেহনগরে উপনীত হইলেন; এই সময় জনক রাজা, হরধনু ভঙ্গ করিলে সীতাকে প্রদান করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া

উপযেমে ততঃ সীতাং জানকীঞ্চ রমাংশজাম্।
লক্ষ্মণায় দদৌ রাজা পুত্রীমেকাং তথোর্ম্মিলাম্ ॥ ১৩ ॥
কুশধ্বজসুতে কন্যে প্রাপতুর্ভ্রাতরাবুভৌ।
তথা ভরতশত্রুঘ্নৌ সুশীলৌ শুভলক্ষণৌ ॥ ১৪ ॥
এবং দারক্রিয়াস্তেষাং ভ্রাতৃণাং চাভবন্নৃপ!।
চতুর্ণাং মিথিলায়াস্তু যথাবিধি বিধানতঃ ॥ ১৫ ॥
রাজ্যযোগ্যং সুতং দৃষ্ট্বা রাজা দশরথস্তদা।
রাঘবায় ধুরং দাতুং মনশ্চক্রেঽগ্রজায় বৈ ॥ ১৬ ॥
সম্ভারং বিহিতং দৃষ্ট্বা কৈকেয়ী পূর্ব্বকল্পিতৌ।
বরৌ সম্প্রার্থয়ামাস ভর্ত্তারং বশবর্ত্তিনম্ ॥ ১৭ ॥
রাজ্যং সুতায় চৈকেন ভরতায় মহাত্মনে।
রামায় বনবাসঞ্চ চতুর্দ্দশ সমাস্তথা ॥ ১৮ ॥
রামস্তু বচনাত্তস্যাঃ সীতালক্ষ্মণসংযুতঃ।
জগাম দণ্ডকারণ্যং রাক্ষসৈরুপসেবিতম্ ॥ ১৯ ॥
রাজা দশরথঃ পুত্রবিরহেণ প্রপীড়িতঃ।
জহৌ প্রাণানমেয়াত্মা পূর্ব্বশাপমনুস্মরন্ ॥ ২০ ॥

উপযেমে বিবাহং কৃতবান্ স্বীকৃতবানিতি বা ॥ ১৩ ॥
কুশধ্বজো জনকবন্ধুঃ ॥ ১৪—১৫ ॥
ধুরং রাজ্যভাবম্ ॥ ১৬—১৭ ॥

ছিলেন ; রামচন্দ্র সেই শিবশরাসন ভগ্ন করিয়া লক্ষ্মীর অংশজাতা সীতাকে বিবাহ করিলেন। রাজা জনক, আপনার অন্য কন্যা উর্ম্মিলার সহিত লক্ষ্মণের বিবাহ দিলেন ॥ ১২-১৩ ॥ সুশীল ও সুলক্ষণ সম্পন্ন ভরত ও শত্রুঘ্ন কুশধ্বজের মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি নামক কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করিলেন ॥ ১৪ ॥ রাজন্! এইরূপে মিথিলানগরীতে সেই চারি ভ্রাতার যথাবিধি বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল ॥ ১৫ ॥ রাজা দশরথ, তখন জ্যেষ্ঠপুত্র রামচন্দ্রকে রাজ্যভার গ্রহণের উপযুক্ত দর্শন করিয়া, তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিবার মানস করিলেন ॥১৬॥ কৈকেয়ী রামের রাজ্যাভিষেকের নিমিত্ত সামগ্রীসম্ভার সংগৃহীত হইয়েছে দেখিয়া আপনার বশবর্ত্তী স্বামীর নিকট পূর্ব্বকল্পিত বরদ্বয় প্রার্থনা করিলেন ॥১৭॥ একবরে নিজপুত্র মহাত্মা ভরতের রাজ্য এবং অন্যবরে রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস প্রার্থিত হইল ॥ ১৮ ॥ রামচন্দ্র, সেই কৈকেয়ীর বাক্যে সীতা এবং লক্ষ্মণের সহিত রাক্ষসপরিসেবিত দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন ॥ ১৯ ॥ মহাত্মা রাজা দশরথ পুত্র বিরহে পরিপীড়িত হইয়া অন্ধক মুনির শাপ

ভরতঃ পিতরং দৃষ্ট্বা মৃতং মাতৃকৃতেন বৈ।
রাজ্যমৃদ্ধং ন জগ্রাহ ভ্রাতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥ ২১ ॥
পঞ্চবট্যাং বসন্রামো রাবণাবরজাং বনে।
শূর্পণখাং বিরূপাং বৈ চকারাতিস্মরাতুরাম্ ॥ ২২ ॥
খরাদয়স্তু তাং দৃষ্ট্বা ছিন্ননাসাং নিশাচরাঃ।
চক্রুঃ সংগ্রামমতুলং রামেণামিততেজসা ॥ ২৩ ॥
স জঘান খরাদীংশ্চ দৈত্যানতিবলান্বিতান্।
মুনীনাং হিতমন্বিচ্ছন্রামঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥ ২৪ ॥
গত্বা শূর্পণখা লঙ্কাং খরদূষণঘাতনম্।
দূষিতা কথয়ামাস রাবণায় চ রাঘবাৎ ॥ ২৫ ॥
সোঽপি শ্রুত্বা বিনাশং তং জাতঃ ক্রোধবশঃ খলঃ।
জগাম রথমারুহ্য মারীচস্যাশ্রমং তদা ॥ ২৬ ॥
কৃত্বা হেমমৃগং নেতুং প্রেষয়ামাস রাবণঃ।
সীতাপ্রলোভনার্থায় মায়াবিনমসম্ভবম্ ॥ ২৭ ॥
সোঽথ হেমমৃগো ভূত্বা সীতাদৃষ্টিপথং গতঃ।
মায়াবী চাতিচিত্রাঙ্গশ্চরন্ প্রবলমন্তিকে ॥ ২৮ ॥

একেন বরেণ ভরতায় রাজ্যং দ্বিতীয়েন বরেণার্থাদ্রামায় বনবাসং বব্রে ইত্যর্থঃ ॥১৮-২৬॥

স্মরণ পূর্ব্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন ॥ ২০ ॥ ভরত, নিজ মাতার নিমিত্ত পিতার মরণ দর্শন করিয়া, ভ্রাতা রামচন্দ্রের প্রিয় কামনায় সেই সুসমৃদ্ধ রাজ্য গ্রহণ করিলেন না ॥ ২১ ॥

রামচন্দ্র বন গমন করিয়া পঞ্চবটী নামক বিজন অরণ্যে বসতি করিলেন; অনন্তর, এক দিবস রাবণের কনিষ্ঠা ভগিনী শূর্পণখা কামাতুর হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলে কর্ণ ও নাসা ছেদন পূর্ব্বক তাহাকে বিরূপ করিয়া দিলেন ॥ ২২ ॥ তাহার নাসাচ্ছেদ দর্শন করিয়া খরদূষণাদি রাক্ষস সকল বিপুল বিক্রমশালী রামচন্দ্রের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিল ॥২৩॥ সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র মুনিগণের হিত কামনা করিয়া বহুতর সৈন্যসমন্বিত খরাদি নিশাচরগণকে সসৈন্যে নিধন করিলেন ॥ ২৪ ॥ অনন্তর শূর্পণখা লঙ্কায় গমন পূর্ব্বক রাম হইতে আপনার নাসাচ্ছেদন এবং খরদূষণের নিধন বার্ত্তা রাবণকে নিবেদন করিল ॥ ২৫ ॥ ক্রূর-প্রকৃতি রাবণ, তাহাদের বিনাশ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধে পরিপূর্ণ হইল এবং সত্বর রথে আরোহণ করিয়া মারীচের আশ্রমে গমন করিল ॥ ২৬ ॥ রাবণ, সীতাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার প্রলোভন জন্য সেই অদ্ভুত মায়াবী রাক্ষসকে হেমমৃগ রূপে পাঠাইয়া

তং দৃষ্ট্বা জানকী প্রাহ রাঘবং দৈবনোদিতা।
চর্ম্মানয়স্ব কান্তেতি স্বাধীনপতিকা যথা ॥ ২৯ ॥
অবিচার্য্যাথ রামোঽপি তত্র সংস্থাপ্য লক্ষ্মণম্।
সশরং ধনুরাদায় যযৌ মৃগপদানুগঃ ॥ ৩০ ॥
সারঙ্গোঽপি হরিং দৃষ্ট্বা মায়াকোটিবিশারদঃ।
দৃশ্যাদৃশ্যো বভূবাথ জগাম চ বনান্তরম্ ॥ ৩১ ॥
গত্বা দূরতরং রামঃ ক্রোধাকৃষ্টধনুঃ পুনঃ।
জঘান চাতিতীক্ষ্ণেন শরেণ কৃত্রিমং মৃগম্ ॥ ৩২ ॥
মহতোঽতিবলাত্তেন চুক্রোশ ভৃশদুঃখিতঃ।
হা লক্ষ্মণ! হতোঽস্মীতি মায়াবী নশ্বরঃ খলঃ ॥ ৩৩ ॥
স শব্দস্তুমুলস্তাবজ্জানক্যা সংশ্রুতস্তদা।
রাঘবস্যেতি সা মত্বা দীনা দেবরমব্রবীৎ ॥ ৩৪ ॥
গচ্ছ লক্ষ্মণ! তূর্ণং ত্বং হতোঽসৌ রঘুনন্দনঃ।
ত্বামাহ্বয়তি সৌমিত্রে! সাহায্যং কুরু সত্বরম্ ॥ ৩৫ ॥

কৃত্বেতি। সীতাপ্রলোভনপ্রয়োজনায় তং হেমমৃগং কৃত্বা সীতাং নেতুমিত্যন্বয়ঃ। রামং দূরদেশং নেতুমিতি বা ॥ ২৭—৩০ ॥
সারঙ্গো মৃগরূপঃ পশুঃ ॥ ৩১—৩২ ॥
স মারীচো মৃগরূপস্তেন রামেণ নিহতোঽতিবলাচ্চুক্রোশ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

দিল ॥ ২৭ ॥ মায়াবী মারীচ হেমমৃগের আকার ধারণ পূর্ব্বক জানকীর দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইল। অনন্তর, সেই চিত্রিতাঙ্গ কুরঙ্গ, সীতার সন্নিহিত স্থানে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল ॥ ২৮ ॥ হেমমৃগের মনোহর তনুকান্তি অবলোকন করিয়া, সীতাদেবী দৈবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া স্বাধীনপতিকা কামিনীর ন্যায় রামচন্দ্রকে কহিলেন, প্রভো! এই হৈমমৃগের চর্ম্ম আনয়ন কর ॥ ২৯ ॥ দৈবনির্ব্বন্ধ বশতঃ রামচন্দ্রও বিচার না করিয়াই লক্ষ্মণকে তথায় রাখিয়া ধনুঃশর গ্রহণ পূর্ব্বক মৃগের অনুগমন করিলেন ॥ ৩০ ॥ কোটি মায়া-বিশারদ কুরঙ্গও রামরূপী হরিকে দর্শন করিয়া কখন দৃশ্য এবং কখন অদৃশ্য হইয়া একবন হইতে বনান্তরে গমন করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥ রামচন্দ্র যখন দেখিলেন যে, বহুদূর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তিনি ক্রোধে শরাসন আকর্ষণ পূর্ব্বক সুতীক্ষ্ণ শরাসন দ্বারা সেই মায়ারূপী মৃগকে প্রহার করিলেন ॥ ৩২ ॥ খলস্বভাব মায়াবী রাক্ষস অতি বেগে আহত ও অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া মৃত্যুকালে "হা লক্ষ্মণ হত হইলাম" এই বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল ॥ ৩৩ ॥ সেই উচ্চতর তুমুল চীৎকার শব্দ জানকীর কর্ণগোচর হইলে, তিনি সেই স্বর রামচন্দ্রের

তত্রাহ লক্ষ্মণঃ সীতামম্ব ! রামবধাদপি।
নাহং গচ্ছেঽদ্য মুক্ত্বা ত্বামসহায়ামিহাশ্রমে ॥ ৩৬ ॥
আজ্ঞা মে রাঘবস্যাত্র তিষ্ঠেতি জনকাত্মজে !।
তদতিক্রমভীতোঽহং ন ত্যজামি তবান্তিকম্ ॥ ৩৭ ॥
হৃতং বৈ রাঘবং দৃষ্ট্বা বনে মায়াবিনা কিল।
ত্যক্ত্বা ত্বাং নাধিগচ্ছামি পদমেকং শুচিস্মিতে ! ॥ ৩৮ ॥
কুরু ধৈর্য্যং ন মন্যেঽদ্য রামং হন্তুং ক্ষমং ক্ষিতৌ।
নাহং ত্যক্ত্বা গমিষ্যামি বিলঙ্ঘ্য রামভাষিতম্ ॥ ৩৯ ॥

ব্যাস উবাচ।

রুদতী সুদতী প্রাহ তং তদা বিধিনোদিতা।
অক্রূরা বচনং ক্রূরং লক্ষ্মণং শুভলক্ষণম্ ॥ ৪০ ॥

রামবধাদপীতি। রামবধে জাতেঽপি ত্বামসহায়ামাশ্রমে মুক্ত্বাহং ন গচ্ছে। আত্মনেপদমার্ষম্। কিং পুনঃ রামে জীবতি সতীত্যর্থঃ ॥ ৩৬—৩৭ ॥

হৃতং বৈ ইতি। যদা বধে জাতেঽপি ন গমিষ্যামি তদা হৃতমেব দূরদেশং প্রতি মায়াবিনেতি জ্ঞাত্বা কথং গমিষ্যামীতি ভাবঃ। যদ্বা রাঘবসদৃশং পরাক্রমিণং মায়াবিনা কেন চিদ্দৈত্যেন দৃষ্টোপদ্রবযুক্তে তাদৃশে দেশে ত্বাং ত্যক্ত্বা পদমেকমপি নাধিগচ্ছামি ন গমিষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

রামং হন্তুং ক্ষিতৌ ক্ষমঃ সমর্থস্তং ন মন্যে নৈব তাদৃশোঽস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

মনে করিয়া দীনমনে দেবরকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি শীঘ্র যাও, রঘুনন্দন বুঝি হত হইলেন ঐ শ্রবণ কর, "সৌমিত্রে! শীঘ্র আসিয়া আমার সাহায্য কর" এই বলিয়া তিনি তোমাকে আহ্বান করিতেছেন ॥ ৩৪—৩৫ ॥ তখন লক্ষ্মণ উত্তর করিলেন, মাতঃ! আপনি এই আশ্রমে একাকিনী রহিয়াছেন, অতএব রামচন্দ্রের নিধন হইলেও আমি আপনাকে ছাড়িয়া এস্থান হইতে গমন করিতে পারিব না ॥ ৩৬ ॥ জনকনন্দিনি! রামচন্দ্র আমাকে আজ্ঞা করিয়াছেন যে তুমি এই স্থানে থাক, আমি যদি আপনার সন্নিধান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করি, তবে তাঁহার সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়, অতএব আমি সেই ভয়েই এই স্থান পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ৩৭ ॥ বিশেষতঃ আমার বোধ হইতেছে কোনও মায়াবী এই স্থান হইতে রামচন্দ্রকে লইয়া গিয়াছে, অতএব আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া একপাদও গমন করিতে পারিব না ॥৩৮॥ আপনি ধৈর্য্য ধারণ করুন, আমি বিবেচনা করি, এই অবনীতলে কোন ব্যক্তিই রামচন্দ্রকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহে; আমি রামের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আপনাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক এস্থান হইতে কোনমতেই গমন করিব না ॥ ৩৯ ॥

অহং জানামি সৌমিত্রে ! সানুরাগঞ্চ মাং প্রতি ।
প্রেরিতং ভরতেনৈব মদর্থমিহ সঙ্গতম্ ॥ ৪১ ॥
নাহং তথাবিধা নারী স্বৈরিণী কুহকাধম ! ।
মৃতে রামে পতিং ত্বাং ন কর্ত্তুমিচ্ছামি কামতঃ ॥ ৪২ ॥
নাগমিষ্যতি চেদ্রামো জীবিতং সংত্যজাম্যহম্ ।
বিনা তেন ন জীবামি বিধুরা দুঃখিতা ভৃশম্ ॥ ৪৩ ॥
গচ্ছ বা তিষ্ঠ সৌমিত্রে ! ন জানেঽহং তবেপ্সিতম্ ।
ক্ক গতং তেঽত্র সৌহার্দ্দং জ্যেষ্ঠে ধর্ম্মরতে কিল ॥ ৪৪ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যা লক্ষ্মণো দীনমানসঃ ।
প্রোবাচ রুদ্ধকণ্ঠস্তু তাং তদা জনকাত্মজাম্ ॥ ৪৫ ॥
কিমাত্থ ক্ষিতিজে ! বাক্যং ময়ি ক্রূরতরং কিল ।
কিং বদস্যত্যনিষ্টং তে ভাবি জানে ধিয়া হ্যহম্* ॥ ৪৬ ॥

মদর্থং মৎপ্রাপ্ত্যর্থম্ ॥ ৪১ ॥
হে কুহক ! হে অধম । স্বৈরিণী কুলটা ॥ ৪২—৪৫ ॥
কিং বদসীতি । এতাদৃশবদনেন তেঽত্যনিষ্টং ভবতীত্যাহং ধিয়া জানে জানামি ॥ ৪৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! তখন সুদতী রাম-যুবতী ক্রূরস্বভাবা না হইলেও দৈবনির্ব্বন্ধ বশত রোদন করিতে করিতে নিষ্ঠুর বচনে নির্ম্মল-চিত্ত লক্ষ্মণকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৪০ ॥ সুমিত্রা-নন্দন ! তুমি যে আমার প্রতি অনুরাগী তাহা আমি জানি, তুমি ভরত-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমাকে লাভ করিবার নিমিত্ত আমাদের সহিত এখানে মিলিত হইয়াছ, তাহাও আমি বিলক্ষণ অবগত আছি ॥৪১॥ রে মায়াবিন্ ক্ষত্রিয়াধম ! আমি সেরূপ স্বেচ্ছাচারিণী রমণী নহি, রামচন্দ্র নিহত হইলে আমি কদাচই স্বেচ্ছাক্রমে তোমাকে পতি করি না ॥ ৪২ ॥ যদি রামচন্দ্র, ফিরিয়া না আইসেন, তবে আমি নিশ্চয়ই জীবন বিসর্জ্জন করিব ; আমি রামচন্দ্র ব্যতিরেকে অত্যন্ত শোকার্ত্তা ও দুঃখিতা হইয়া প্রাণ ধারণ করিতে কদাচই সমর্থ হইব না ॥ ৪৩ ॥ সৌমিত্রে ! তুমি এখন যাও বা থাক, তাহাতে আর আমি কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না, যেহেতু তোমার মনে কি আছে তাহা আমি জানি না ; কিন্তু, এইমাত্র বলিতে চাই যে ধর্ম্মনিরত জ্যেষ্ঠের প্রতি তোমার যে সৌহার্দ্দ্য ছিল তাহা এক্ষণে কোথায় গেল ? ॥ ৪৪ ॥

---

* বিধিনা প্রেরিতা ব্রূষে ময়ি ত্বং দারুণং বচঃ । অকল্যাণমহং মন্যে ভ্রাতুর্মম চ তেঽনঘে ! ॥
বাগ্‌বাণপীড়িতো যামি ত্যক্ত্বা ত্বাং রঘুনন্দনম্ । ন দোষোমেঽত্র বৈদেহি ! ভবিতব্যো শুভাশুভে ।
ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে ।

ইত্যুক্ত্বা নির্যযৌ বীরস্তাং ত্যক্ত্বা প্ররুদন্ ভৃশম্।
অগ্রজস্য পদং পশ্যন্ শোকার্ত্তঃ পৃথিবীপতে!॥ ৪৭ ॥
গতেঽথ লক্ষ্মণে তত্র রাবণঃ কপটাকৃতিঃ।
ভিক্ষুবেষং ততঃ কৃত্বা প্রবিবেশ তদাশ্রমে ॥ ৪৮ ॥
জানকী তং যতিং মত্বা দত্ত্বার্ঘ্যং বন্যমাদরাৎ।
ভৈক্ষ্যং সমর্পয়ামাস রাবণায় দুরাত্মনে ॥ ৪৯ ॥
তাং পপ্রচ্ছ স দুষ্টাত্মা নম্রপূর্ব্বং মৃদুস্বরঃ।
কাসি পদ্মপলাসাক্ষি! বনে চৈকাকিনী প্রিয়ে!॥ ৫০ ॥
পিতা কস্তেঽথ বামোরু! ভ্রাতা কঃ কঃ পতিস্তব।
মূঢ়েবৈকাকিনী চাত্র স্থিতাসি বরবর্ণিনী ॥ ৫১ ॥
নির্জ্জনে বিপিনে কিং ত্বং সৌধার্হা ভ্রমসি প্রিয়ে!।
উটজে মুনিপত্নীব দেবকন্যাসমপ্রভা ॥ ৫২ ॥

অগ্রজস্য রামস্য পদং পদচিহ্নং ভূম্যাং পশ্যংস্তেন মার্গেণ যযাবিত্যর্থঃ॥ ৪৭—৫১ ॥
সৌধার্হা সৌধযুক্তমহাগৃহে বস্তুমর্হা॥ ৫২ ॥

সীতাদেবীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ অত্যন্ত দুঃখিতচিত্ত হইলেন এবং অন্তর্ব্বাষ্পে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া সীতাকে কহিলেন, অযোনিজে! আপনি আমাকে ক্রূরতর নিষ্ঠুর বাক্য কেন বলিতেছেন? এরূপ অযোগ্য বাক্য বলিতেছেন বলিয়া আমি স্পষ্টই জানিতে পারিতেছি যে আপনার শীঘ্রই অতিশয় অনিষ্ট সংঘটন হইবে॥ ৪৫—৪৬ ॥ রাজন্! এই বলিয়া তেজস্বী লক্ষ্মণ সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া অতিশয় রোদন করিতে করিতে বহির্গত হইলেন এবং শোকার্ত্ত হইয়া অগ্রজের পাদচিহ্ন দর্শন করিয়া সেই মার্গে গমন করিতে লাগিলেন ॥৪৭॥ এদিকে লক্ষ্মণ গমন করিলে রাবণ, কপট ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিল ॥ ৪৮ ॥ জানকী দুরাত্মা রাবণকে যোগী মনে করিয়া আদর পূর্ব্বক অর্ঘ্য ও বন্যফল প্রদান করিলেন ॥ ৪৯ ॥ দুষ্টাত্মা রাবণ সীতাকে নম্রভাবে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, সুন্দরি! তোমার লোচন পদ্মপলাশের ন্যায় মনোহর, অতএব তোমাকে সামান্যা রমণী বলিয়া বোধ হইতেছে না, তুমি একাকিনী এই বিজন বনমধ্যে বাস করিতেছ, কেন? হে বামোরু! তোমার পিতা কে? এবং তোমার ভ্রাতা ও পতিই বা কে? তুমি বরবর্ণিনী হইয়া মুগ্ধবুদ্ধি রমণীর ন্যায় একাকিনী এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছ কেন! সুন্দরি! তুমি সুধাধবলিত গৃহে বাস করিবার উপযুক্ত; তুমি কি জন্য দেবকন্যার ন্যায় প্রভাজালে পরিশোভিত হইয়াও মুনিপত্নীর ন্যায় এই বিজন বিপিন মধ্যে পর্ণ কুটীরে বাস করিতেছ? ॥ ৫০—৫২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তদ্বচনং শ্রুত্বা প্রত্যুবাচ বিদেহজা।
দিব্যং দিষ্ট্যা যতিং জ্ঞাত্বা মন্দোদর্য্যাঃ পতিং তদা ॥ ৫৩ ॥
রাজা দশরথঃ শ্রীমাংশ্চত্বারস্তস্য বৈ সুতাঃ।
তেষাং জ্যেষ্ঠঃ পতির্মেঽস্তি রামনামেতি বিশ্রুতঃ ॥ ৫৪ ॥
বিবাসিতোঽথ কৈকেয্যা কৃতে ভূপতিনা বনে।
চতুর্দ্দশ সমা রামো বসতেঽত্র সলক্ষ্মণঃ ॥ ৫৫ ॥
জনকস্য সুতা চাহং সীতানাম্নীতি বিশ্রুতা।
ভংক্ত্বা শৈবং ধনুঃ কামং রামেণাহং বিবাহিতা ॥ ৫৬ ॥
রামবাহুবলেনাত্র বসামো নির্ভয়া বনে।
কাঞ্চনং মৃগমালোক্য হন্তুং মে নির্গতঃ পতিঃ ॥ ৫৭ ॥
লক্ষ্মণোঽপি পুনঃ শ্রুত্বা রবং ভ্রাতুর্গতোঽধুনা।
তয়োর্বাহুবলাদত্র নির্ভয়াহং বসামি বৈ ॥ ৫৮ ॥
ময়েদং কথিতং সর্ব্বং বৃত্তান্তং বনবাসজম্।
তেঽত্রাগত্যার্হণাং তে বৈ করিষ্যন্তি যথাবিধি ॥ ৫৯ ॥
যতির্বিষ্ণুস্বরূপোঽসি তস্মাত্ত্বং পূজিতো ময়া।
আশ্রমো বিপিনে ঘোরে কৃতোঽস্তি রাক্ষসংকুলে ॥ ৬০ ॥

দিব্যং দিষ্ট্যেতি। মন্দোদর্য্যাঃ পতিং রাবণং দিষ্ট্যা প্রারব্ধবশেন যতিং দিব্যং জ্ঞাত্বা ॥ ৫৩—৫৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, জনকতনয়া মন্দোদরীপতি রাবণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্ভাগ্যবশে তাহাকে দিব্য যোগী মনে করিয়া প্রত্যুত্তর প্রদান পূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥৫৩॥ আপনি শুনিয়া থাকিবেন অযোধ্যানগরীতে দশরথ নামে সমৃদ্ধি সম্পন্ন এক রাজা আছেন। তাঁহার চারিপুত্র, তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ যিনি রামনামে বিখ্যাত, তিনিই আমার পতি। রাজা কৈকেয়ীকে বর দিয়া ছিলেন, তাহা দ্বারাই রামচন্দ্র চতুর্দ্দশবর্ষ বনে নির্বাসিত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত এই বনে বাস করিতেছেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥ আমি জনক রাজার দুহিতা আমার নাম সীতা, রামচন্দ্র শিবশরাশন ভগ্ন করিয়া আমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ৫৬ ॥ আমি রামচন্দ্রের বাহুবলেই এই বিজন বনে নির্ভয়ে বাস করিতেছি, কাঞ্চন মৃগ অবলোকন করিয়া আমার নিমিত্ত সেই মৃগকে মারিবার জন্য তিনি এখান হইতে নির্গত হইয়াছেন ॥৫৭॥ লক্ষ্মণও তাঁহার স্বর শুনিয়া এখনি গমন করিলেন, যোগিবর! আমি সেই দুই জনের বাহুবলেই এই স্থানে বাস করিতেছি ॥ ৫৮ ॥ আমি আপনার নিকট বনবাসের বৃত্তান্ত সমস্তই

তস্মাত্ত্বাং পরিপৃচ্ছামি সত্যং ব্রূহি মমাগ্রতঃ।
কোঽসি ত্রিদণ্ডিরূপেণ বিপিনে ত্বং সমাগতঃ॥ ৬১ ॥

রাবণ উবাচ।

লঙ্কেশোঽহং মরালাক্ষি! শ্রীমান্মন্দোদরীপতিঃ।
ত্বৎকৃতে তু কৃতং রূপং ময়েত্থং শোভনাকৃতে!॥ ৬২ ॥
আগতোঽহং বরারোহে ভগিন্যা প্রেরিতোঽত্র বৈ।
জনস্থানে হতৌ শ্রুত্বা ভ্রাতরৌ খরদূষণৌ॥ ৬৩ ॥
অঙ্গীকুরু নৃপং মাং ত্বং ত্যক্ত্বা তং মানুষং পতিম্।
হৃতরাজ্যং গতশ্রীকং নির্ধনং বনবাসিনম্॥ ৬৪ ॥
পট্টরাজ্ঞী ভব ত্বং মে মন্দোদর্য্যুপরি স্ফুটম্।
দাসোঽস্মি তব তন্বঙ্গি! স্বামিনী ভব ভামিনি!॥ ৬৫ ॥
জেতাহং লোকপালানাং পতামি তব পাদয়োঃ।
করং গৃহাণ মেঽদ্য ত্বং সনাথং কুরু জানকি!॥ ৬৬ ॥

(যতেঃ পরিচয়মিচ্ছন্তী প্রাহ যতিরিতি॥ ৬০ ॥
তস্মাদিতি। তস্মাৎ রাক্ষসসঙ্কুলবিজনারণ্যে আশ্রমকরণাদ্ধেতোরিত্যর্থঃ। রাক্ষসানামীদৃশবেশেনাগমনসম্ভবাৎ পরিপৃচ্ছামীতিভাবঃ॥ ৬১ ॥
সীতাং বশীকর্ত্তুং রাবণঃ স্বীয়ৈশ্বর্য্যং প্রকটয়ন্নাহ লঙ্কেশোঽহমিতি)॥ ৫২ ॥

বলিলাম; এক্ষণে তাঁহারা আগমন করিয়া আপনার যথাবিধি পূজা করিবেন॥ ৫৯ ॥ যতি ব্যক্তি বিষ্ণু স্বরূপ, সেই হেতু আমি আপনার পূজা করিলাম। যোগিবর! এই রাক্ষসপরিসেবিত ঘোরতর অরণ্যমধ্যে আমাদিগের আশ্রম, এই নিমিত্ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমার নিকট সত্য করিয়া বলুন, ত্রিদণ্ডিরূপে এই বনমধ্যে আগমন করিলেন, অতএব আপনি কে?॥ ৬০—৬১ ॥

রাবণ কহিল, কুটিলনয়নে! আমি মন্দোদরীর স্বামী শ্রীমান্ লংকেশ্বর, শোভনে! তোমার নিমিত্তই আমি এই যতিবেশ ধারণ করিয়াছি॥ ৬২ ॥ সুন্দরি! জনস্থানে খরদূষণ নামক ভ্রাতৃদ্বয় নিহত হইয়াছে বলিয়া ভগিনী কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আমি এখানে আগমন করিয়াছি॥ ৬৩ ॥ এক্ষণে তুমি হতরাজ্য শ্রীহীন, ধনহীন ও বনবাসী মানুষ পতিকে পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা কর। হে তন্বঙ্গি! আমি রাজাধিরাজ রাবণ, তুমি মন্দোদরীর উপরি পরিস্ফুটরূপে পট্টমহিষী হও, আমি তোমার দাস, তুমি এক্ষণে আমার স্বামিনী হও॥ ৬৪—৬৫ ॥ জনকনন্দিনি! আমি লোকপালগণের জেতা হইয়াও তোমার চরণকমলতলে নিপতিত হইতেছি তুমি আমায় অঙ্গীকার করিয়া আমাকে কৃতার্থ ও চরিতার্থ

পিতা তে যাচিতঃ পূর্ব্বং ময়া বৈ ত্বৎকৃতেঽবলে ! ।
জনকো মামুবাচেত্থং পণবন্ধো ময়া কৃতঃ ॥ ৬৭ ॥
রুদ্রচাপভয়ান্নাহং সম্প্রাপ্তস্তু স্বয়ংবরে ।
মনো মে সংস্থিতং তাবন্নিমগ্নং বিরহাতুরম্ ॥ ৬৮ ॥
বনেঽত্র সংস্থিতাং শ্রুত্বা পূর্ব্বানুরাগমোহিতঃ ।
আগতোঽস্ম্যসিতাপাঙ্গি ! সফলং কুরু মে শ্রমম্ ॥ ৬৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে রামায়ণবর্ণনং নাম অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

রুদ্রচাপভয়াদিতি। মমারাধ্যো যো রুদ্রস্তস্য চাপভঙ্গে ময়া কৃতে তস্যাবমানো ভবিষ্যতীতি হেতোর্ময়া স্বয়ংবরে নাগতং ন পুনর্মম বলং নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৬৮—৬৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

কর ॥ ৬৬ ॥ পূর্ব্বে আমি তোমার জনক জনকরাজের নিকট তোমার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি কহিয়াছিলেন যে, আমি ধনুর্ভঙ্গরূপ পণবন্ধন করিয়াছি। ভগবান্ রুদ্রদেব আমার গুরু, তাঁহার শরাশন ভগ্ন করিতে হইবে এই ভয়ে আমি তোমার স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইতে পারি নাই, কিন্তু তদবধিই আমার মন তোমার বিরহসাগরে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে। হে অসিতাপাঙ্গি ! তুমি এই বনে অবস্থিতি করিতেছ ইহা শ্রবণ করিয়া সেই পূর্ব্বানুরাগে বিমোহিত হইয়া এখানে আগমন করিয়াছি, এক্ষণে তুমি আমার এই পরিশ্রম সফল কর ॥ ৬৭—৬৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে নবরাত্রব্রত প্রসঙ্গে রামায়ণবর্ণন নামক অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তদাকর্ণ্য বচো দুষ্টং জানকী ভয়বিহ্বলা।
বেপমানা স্থিরং কৃত্বা মনো বাচমুবাচ হ॥ ১॥
পৌলস্ত্য! কিমসদ্বাক্যং ত্বমাত্থ স্মরমোহিতঃ।
নাহং বৈ স্বৈরিণী কিন্তু জনকস্য কুলোদ্ভবা॥ ২॥
গচ্ছ লঙ্কাং দশাস্য! ত্বং রামস্ত্বাং বৈ হনিষ্যতি।
মৎকৃতে মরণং তত্র ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥ ৩॥
ইত্যুক্ত্বা পর্ণশালায়াং গতা সা বহ্নিসন্নিধৌ।
গচ্ছ গচ্ছেতি বদতী রাবণং লোকরাবণম্॥ ৪॥
সোঽথ কৃত্বা নিজং রূপং জগামোটজমন্তিকম্।
বলাজ্জগ্রাহ তাং বালাং রুদতীং ভয়বিহ্বলাম্॥ ৫॥
রামরামেতি ক্রন্দন্তীং লক্ষ্মণেতি মুহুর্মুহুঃ।
গৃহীত্বা নির্গতঃ পাপো রথমারোপ্য সত্বরঃ॥ ৬॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্যৈঃ সীতাহৃতেঃ পরম্।
রামঃ শোকং চকারেতি ভণ্যতে বিস্তরাদিহ॥

রাবণবাক্যশ্রবণোত্তরং যজ্জাতং তদাহ তদাকর্ণ্যেতি॥ ১—৩॥
বহ্নিসন্নিধাবগ্নিহোত্রসম্বন্ধিগার্হপত্যসন্নিধৌ। লোকান্ দুঃখাদিনা রাবয়তি স লোকরাবণঃ॥ ৪॥

ব্যাস বলিলেন, জানকী সেই দুষ্টবাক্য শ্রবণানন্তর ভয়ে বিহ্বল ও কম্পমান হইয়া চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন। পৌলস্ত্যকুল-তিলক! তুমি স্মরমোহিত হইয়া এরূপ অসদ্বাক্য কেন বলিতেছ? আমি জনকের কুলে উৎপন্ন হইয়াছি অতএব স্বেচ্ছাচারিণী নহি॥ ১—২॥ দশানন! তুমি সত্বর লঙ্কায় গমন কর, নতুবা রামচন্দ্র তোমার প্রাণ বিনাশ করিবেন, আমার নিমিত্ত তোমার মৃত্যু হইবে সন্দেহ নাই॥ ৩॥ এই বলিয়া সীতাদেবী "যাও যাও" বলিতে বলিতে অগ্নিহোত্রি গৃহস্থিত গার্হপত্য অগ্নি সন্নিধানে গমন করিলেন। যাহার দৌর্জ্জন্যজনিত ক্লেশ পরম্পরায় লোক সকল ত্রাহি ত্রাহি রবে চীৎকার করিতে থাকে, সেই দুষ্টবুদ্ধি রাবণ, স্বকীয় বেশ ধারণ পূর্ব্বক কুটীর নিকটে গমন করিয়া, ক্রন্দনশীলা বালা ও ভয়-বিহ্বলা জানকীকে ধারণ করিল॥ ৪—৫॥ সীতা

গচ্ছন্নরুণপুত্রেণ মার্গে রুদ্ধো জটায়ুষা।
সংগ্রামোঽভূন্মহারৌদ্রস্তয়োস্তত্র বনান্তরে ॥ ৭ ॥
হত্বা তং তাং গৃহীত্বা চ গতোঽসৌ রাক্ষসাধিপঃ।
লঙ্কায়াং ক্রন্দতী তাত! কুররীব দুরাত্মনা ॥ ৮ ॥
অশোকবনিকায়াং সা স্থাপিতা রাক্ষসীযুতা।
স্ববৃত্তান্নৈব চলিতা সামদানাদিভিঃ কিল ॥ ৯ ॥
রামোঽপি তং মৃগং হত্বা জগামাদায় নির্বৃতঃ।
আয়ান্তং লক্ষ্মণং বীক্ষ্য কিং কৃতং তেঽনুজাসমম্ ॥ ১০ ॥
একাকিনীং প্রিয়াং হিত্বা কিমর্থং ত্বমিহাগতঃ।
শ্রুত্বা স্বনন্তু পাপস্য রাঘবস্ত্বব্রবীদিদম্ ॥ ১১ ॥
সৌমিত্রিস্ত্বব্রবীদ্বাক্যং সীতাবাগ্‌বাণতাড়িতঃ।
প্রভোঽত্রাহং সমায়াতঃ কালযোগান্ন সংশয়ঃ ॥ ১২ ॥
তদা তৌ পর্ণশালায়াং গত্বা বীক্ষ্যাতিদুঃখিতৌ।
জানক্যন্বেষণে যত্নমুভৌ কর্ত্তুং সমুদ্যতৌ ॥ ১৩ ॥

নিজং রাক্ষসরূপম্ ॥ ৫—৭ ॥
তং জটায়ুষং হত্বা তাং জানকীঞ্চ গৃহীত্বা গত ইত্যন্বয়ঃ। লঙ্কায়ামিত্যস্যোত্তরেণান্বয়ঃ। দুরাত্মনা লঙ্কায়ামশোকবনিকায়াং কুররীব ক্রন্দতী স্থাপিতেত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥
হে অনুজ লক্ষ্মণ! অসমং বিষমম্ ॥ ১০ ॥

রাম রাম ও লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, পাপমতি রাবণ তাঁহাকে ধরিয়া সত্বর রথে আরোপিত করিয়া তথা হইতে নির্গত হইল ॥ ৬ ॥ পথিমধ্যে অরুণপুত্র জটায়ুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সেই বনমধ্যে উভয়ের ঘোরতর সংগ্রাম হইল, দুষ্টবুদ্ধি রাক্ষসেশ্বর রাবণ তাহাকে বিনাশ করিল। সেই দুরাত্মা সীতারে গ্রহণ করিয়া লঙ্কায় গমন করিল। অনন্তর, সীতা কুররীর ন্যায় ক্রন্দন করিতে লাগিলে রাবণ তাঁহাকে রাক্ষসীগণে পরিবেষ্টিত করিয়া অশোক-বনমধ্যে রাখিয়া দিল। লঙ্কাপতি সীতাকে অনেক সান্ত্বনা প্রয়োগ পূর্ব্বক ঐশ্বর্য্য দানাদির প্রলোভন দেখাইল; কিন্তু তিনি কিছুতেই নিজ নির্ম্মল ও পবিত্র চরিত্র হইতে বিচলিত হইলেন না ॥ ৭—৯ ॥

এদিকে রামচন্দ্র, সেই মৃগকে বধ করিয়া গ্রহণপূর্ব্বক সুস্থির চিত্তে আগমন করিতেছেন, এমত সময়ে লক্ষ্মণকে আসিতে দেখিয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি কি বিষম কর্ম্মই করিয়াছ, তুমি পাপিষ্ঠ মায়াবীর স্বর শ্রবণ করিয়া একাকিনী প্রেয়সীরে পরিত্যাগ পূর্ব্বক এখানে আগমন করিলে কেন? লক্ষ্মণ কহিলেন, প্রভো! আমি সীতাদেবীর বাক্যবাণে বিতাড়িত হইয়া দৈব বশতই এখানে আগমন করিয়াছি, সন্দেহ নাই ॥ ১০—১২ ॥ তখন

মার্গমাণৌ তু সম্প্রাপ্তৌ যত্রাসৌ পতিতঃ খগঃ।
জটায়ুঃ প্রাণশেষস্তু পতিতঃ পৃথিবীতলে ॥ ১৪ ॥
তেনোক্তং রাবণেনাদ্য হৃতাসৌ জনকাত্মজা।
ময়া নিরুদ্ধঃ পাপাত্মা পাতিতোঽহং মৃধে পুনঃ ॥ ১৫ ॥
ইত্যুক্তাসৌ গতপ্রাণঃ সংস্কৃতো রাঘবেণ বৈ।
কৃত্বৌর্দ্ধদৈহিকং রামলক্ষ্মণৌ নির্গতৌ ততঃ ॥ ১৬ ॥
কবন্ধং ঘাতয়িত্বাসৌ শাপাচ্চামোচয়ৎপ্রভুঃ।
বচনাত্তস্য হরিণা সখ্যং চক্রেঽথ রাঘবঃ ॥ ১৭ ॥
হত্বা চ বালিনং বীরং কিষ্কিন্ধারাজ্যমুত্তমম্।
সুগ্রীবায় দদৌ রামঃ কৃতসখ্যায় কার্য্যতঃ ॥ ১৮ ॥
তত্রৈব বার্ষিকান্মাসাংস্তস্থৌ লক্ষ্মণসংযুতঃ।
চিন্তয়ন্ জানকীং চিত্তে দশাননহৃতাং প্রিয়াম্ ॥ ১৯ ॥
লক্ষ্মণং প্রাহ রামস্তু সীতাবিরহপীড়িতঃ।
সৌমিত্রে! কৈকয়সুতা জাতা পূর্ণমনোরথা ॥ ২০ ॥

শ্রুত্বেতি। পাপস্য দুষ্টস্য মারীচেঃ স্বনং শ্রুত্বা প্রিয়ামেকাকিনীং হিত্বা কিমর্থং ত্বমিহাগত ইতীদং রাঘবোঽব্রবীৎ ॥ ১১—১৪ ॥
পাতিতস্তেনেতি শেষঃ ॥ ১৫—১৬ ॥
তস্য কবন্ধস্য। হরিণা বানরেণ সুগ্রীবেণ ॥ ১৭—২০ ॥

তাঁহারা দুইজনে পর্ণশালায় গমন করিয়া সীতাকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, এবং জানকীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৩ ॥ রাম ও লক্ষ্মণ, সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে, প্রাণমাত্রাবশিষ্ট খগরাজ জটায়ু যেখানে পৃথিবী পৃষ্ঠে পতিত রহিয়াছেন, সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৪ ॥ জটায়ু কহিলেন, অদ্য লঙ্কেশ্বর রাবণ, সীতাদেবীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, আমি সেই পাপাত্মাকে রোধ করিয়াছিলাম তাহাতে সে আমার সহিত সংগ্রাম করিয়া অস্ত্রাঘাতে আমাকে অবনীতলে পাতিত করিয়াছে। এই বলিয়া পক্ষিরাজ প্রাণ পরিত্যাগ করিলে রামচন্দ্র তাঁহার দেহসংকার ও ঔর্দ্ধদৈহিক কর্ম্ম সমাধা করিলেন, তদনন্তর উভয়েই সেই স্থান হইতে নির্গত হইলেন ॥ ১৫—১৬ ॥ অনন্তর, প্রভু রামচন্দ্র কবন্ধকে নিপাতিত করিয়া তাহাকে শাপ হইতে বিমোচিত করিলেন এবং তাহারই বাক্যে বানররাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতাবন্ধনে সম্বদ্ধ হইলেন ॥ ১৭ ॥ তৎপরে রামচন্দ্র কার্য্যবশত বালীকে বিনাশ করিয়া কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য নববন্ধু সুগ্রীবকে প্রদান করিলেন ॥ ১৮ ॥ অনন্তর, রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃত সীতার বিষয় নিরন্তর চিন্তা করিতে করিতে বর্ষা চারি মাস লক্ষ্মণের সহিত সেই স্থানেই অতিবাহিত করিলেন ॥ ১৯ ॥ রামচন্দ্র

न প্রাপ্তা জানকী নূনং নাহং জীবামি তাং বিনা।
নাগমিষ্যাম্যযোধ্যায়াম্ঋতে জনকনন্দিনীম্ ॥ ২১ ॥
গতং রাজ্যং বনে বাসো মৃতস্তাতো হৃতা প্রিয়া।
পীড়য়ন্মাং স দুষ্টাত্মা দৈবোঽগ্রে কিং করিষ্যতি ॥ ২২ ॥
দুর্জ্ঞেয়ং ভবিতব্যং হি প্রাণিনাং ভরতানুজ!।
আবয়োঃ কা গতিস্তাত! ভবিষ্যতি সুদুঃখদা ॥ ২৩ ॥
প্রাপ্য জন্ম মনোর্ব্বংশে রাজপুত্রাবুভৌ কিল।
বনেঽতিদুঃখভোক্তারৌ জাতৌ পূর্ব্বকৃতেন চ ॥ ২৪ ॥
ত্যক্ত্বা ত্বমপি ভোগাংস্তু ময়া সহ বিনির্গতঃ।
দৈবযোগাচ্চ সৌমিত্রে! ভুঙ্‌ক্ষ্ব দুঃখং দুরত্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥
ন কোঽপ্যস্মৎকুলে পূর্ব্বং মৎসমো দুঃখভাঙ্ নরঃ।
অকিঞ্চনোঽক্ষমঃ ক্লিষ্টো ন ভূতো ন ভবিষ্যতি ॥ ২৬ ॥
কিং করোম্যদ্য সৌমিত্রে! মগ্নোঽস্মি দুঃখসাগরে।
ন চাস্তি তরণোপায়ো হ্যসহায়স্য মে কিল ॥ ২৭ ॥

(ন প্রাপ্তেতি। সীতায়ত্তজীবিতত্বাৎ তাং বিনা ন জীবামীতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥
গতমিতি। রাজ্যভ্রংশাদিনা কষ্টস্যাবশেষো ন রক্ষিতঃ। ন জানে অতঃপরং দৈবং কিং কষ্টাৎ কষ্টতরমস্মাকং পাতয়িষ্যতি যতঃ স দুষ্টাত্মেতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥
পূর্ব্বমস্য প্রতীকারো নাস্তীত্যাহ। দুর্জ্ঞেয়মিতি ॥ ২৩ ॥
সুখাভ্যস্তস্য দুঃখভোগঃ অতিশয়ক্লেশকর ইত্যাহ প্রাপ্য জন্মেতি ॥ ২৪—২৬ ॥

সীতার বিরহে একান্ত পরিপীড়িত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! কেকয়রাজ-তনয়ার মনোরথ এখন পরিপূর্ণ হইল ॥২০॥ জানকীরে আর পাওয়া যাইবে না, জানকী ব্যতিরেকে আমিও অযোধ্যায় গমন করিব না দেখ, জানকী ব্যতিরেকে আমি প্রাণ ধারণ করিতেও সমর্থ হইব না ॥ ২১ ॥ রাজ্য গেল, বনে বসতি হইল, পিতা প্রাণত্যাগ করিলেন, প্রিয়াকেও হারাইলাম; দুষ্টাত্মা দৈব, এখন আমাকেত এইরূপ পীড়া দিতেছে, পরে যে কি করিবে, তাহা আমি এখন কিরূপে বলিব? ॥ ২২ ॥ বৎস লক্ষ্মণ! ভবিতব্য প্রাণিগণের অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয় ইহার পর আমাদিগের যে কি হইবে তাহা আমি এখন বলিতে পারি না ॥ ২৩ ॥ দেখ, আমরা উভয়ে মনুর বংশে রাজপুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াও পূর্ব্বকৃত কর্ম্মবশে বনবাসের দুঃখভাগী হইলাম ॥ ২৪ ॥ লক্ষ্মণ! তুমিও দৈবযোগে রাজভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার সহিত নির্গত হইয়াছ, এক্ষণে আমার সহিত দুস্তর দুঃখরাশি ভোগ করিতে থাক ॥ ২৫ ॥ আমাদের কুলে পূর্ব্বে আমার মত দুঃখভাগী কখনও কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই, কেবল আমাদিগের কুলের কথা কেন আমার ন্যায় ক্লেশযুক্ত, অক্ষম ও অকিঞ্চন

ন বিত্তং ন বলং বীর ! ত্বমেকঃ সহচারকঃ।
কোপং কস্মিন্ করোম্যদ্য ভোগেঽস্মিন্ স্বকৃতেঽনুজ ! ॥২৮॥
গতং হস্তগতং রাজ্যং ক্ষণাদিন্দ্রসভোপমম্।
বনে বাসস্তু সম্প্রাপ্তঃ কো বেদ বিধিনির্ম্মিতম্ ॥ ২৯ ॥
বালভাবাচ্চ বৈদেহী চলিতা চাবয়োঃ সহ।
নীতা দৈবেন দুষ্টেন শ্যামা দুঃখতরাং দশাম্ ॥ ৩০ ॥
লঙ্কেশস্য গৃহে শ্যামা কথং দুঃখং ভবিষ্যতে।
পতিব্রতা সুশীলা চ ময়ি প্রীতিযুতা ভৃশম্ ॥ ৩১ ॥
ন চ লক্ষ্মণ ! বৈদেহী সা তস্য বশগা ভবেৎ।
স্বৈরিণীব বরারোহা কথং স্যাজ্জনকাত্মজা ॥ ৩২ ॥
ত্যজেৎ প্রাণান্নিয়ন্তৃত্বে মৈথিলী ভরতানুজ !।
ন রাবণস্য বশগা ভবেদিতি সুনিশ্চিতম্ ॥ ৩৩ ॥
মৃতা চেজ্জানকী বীর ! প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যাম্যসংশয়ম্।
মৃতা চেদসিতাপাঙ্গী কিং মে দেহেন লক্ষ্মণ ! ॥ ৩৪ ॥

অকিঞ্চনস্য মে নাস্তি কোঽপ্যুপায় ইত্যত আহ কিং করোমীতি ॥ ২৭—৩০ ॥)
কথং দুঃখং ভবিষ্যতীত্যনুভবিষ্যতীত্যর্থঃ। তন্ন বেদ্ম্যহমিতি শেষঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

ব্যক্তি কখন হয় নাই এবং হইবেও না ॥ ২৬ ॥ সৌমিত্রে ! আমি দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইলাম, আমার সহায় নাই, অন্য কোন উপায়ও নাই, আমি এখন কি করিব ? ॥২৭॥ আমার বল নাই, বিত্ত নাই, হে বীর ! তুমিই কেবল আমার একমাত্র সহচর, ভাই ! এই নিজকৃত কর্ম্মভোগে আমি কাহার উপর কোপ করিব ॥ ? ২৮ ॥ হায় ! ইন্দ্রসভাসদৃশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হস্তগত রাজ্য ক্ষণকাল মধ্যে হারাইয়া বনবাস প্রাপ্ত হইলাম, লক্ষ্মণ ! বিধি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম কোন্ ব্যক্তি অবগত হইতে পারে ? ॥২৯॥ আহা ! কোমলাঙ্গী বৈদেহী বালস্বভাববশে আমাদের সহিত বনে আসিল, দুর্দ্দান্ত দৈব সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী মনোরমা কামিনীকে দুস্তর দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিল ॥ ৩০ ॥ সেই শ্যামা জনকনন্দিনী আমার প্রতি অত্যন্তই প্রীতিমতী, তিনি সততই সাধুচরিত্রা ও পতিব্রতা, অতএব লঙ্কেশ্বরের গৃহে কিরূপে দুঃখভোগে সমর্থ হইবেন ? ॥ ৩১ ॥ লক্ষ্মণ ! সীতাদেবী কখনই রাবণের বশবর্ত্তিনী হইবেন না, সেই বরবর্ণিনী পতিব্রতা জনকনন্দিনী কিরূপে স্বৈরিণীর ন্যায় আচরণ করিতে সমর্থ হইবেন ? ॥ ৩২ ॥ লক্ষ্মণ ! তুমি নিশ্চয় জানিও যে রাবণ আপনার প্রভুত্ব বলে যদি জনকজার প্রতি বল প্রয়োগ করে, তবে সীতা বরং প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন তথাপি তাহার বশবর্ত্তিনী হইবেন না ॥ ৩৩ ॥ লক্ষ্মণ ! জানকী যদি জীবন বিসর্জ্জন করেন তবে আমি নিশ্চয়ই

এবং বিলপমানং তং রামং কমললোচনম্।
লক্ষ্মণঃ প্রাহ ধর্ম্মাত্মা সান্ত্বয়ন্নৃতয়া গিরা॥ ৩৫॥
ধৈর্য্যং কুরু মহাবাহো! ত্যক্ত্বা কাতরতামিহ।
আনয়িষ্যামি বৈদেহীং হত্বা তং রাক্ষসাধমম্॥ ৩৬॥
আপদি সম্পদি তুল্যা ধৈর্য্যাদ্‌ভবন্তি তে ধীরাঃ।
অল্পধিয়স্তু নিমগ্নাঃ কষ্টে ভবন্তি বিভবেঽপি॥ ৩৭॥
সংযোগো বিপ্রযোগশ্চ দৈবাধীনাবুভাবপি।
শোকস্তু কীদৃশস্তত্র দেহেঽনাত্মনি চ ক্বচিৎ॥ ৩৮॥
রাজ্যাদ্‌যথা বনে বাসো বৈদেহ্যা হরণং যথা।
তথা কালে সমীচীনে সংযোগোঽপি ভবিষ্যতি॥ ৩৯॥
প্রাপ্তব্যং সুখদুঃখানাং ভোগান্নির্বর্ত্তনং ক্বচিৎ।
নান্যথা জানকীজানে! তস্মাচ্ছোকং ত্যজাধুনা॥ ৪০॥

নিয়ন্তৃত্বে রাবণেন নিয়ন্তৃত্বে স্বীকৃতে সতীত্যর্থঃ। নিয়ন্তৃত্বং স্বীকৃত্য যদি বলাৎকারং কুর্য্যাদিতি তাৎপর্য্যম্॥ ৩৩—৩৬॥

আপদি সম্পদি সত্যামিত্যর্থঃ। তুল্যাঃ সমচিত্তা ইত্যর্থঃ। নিমগ্নাঃ কষ্টে ইতি। অল্পধিয়স্তু বিভবেঽপি সতি কষ্টে নিমগ্না ভবন্তি॥ ৩৭॥

(সংযোগাদের্দৈবাধীনত্বাৎ বৃথা শোকাদিকং মা কুরু ইত্যত আহ সংযোগ ইতি। অনাত্মনি দেহে শোকঃ কীদৃশঃ অকর্ত্তব্যঃ এব ইতি ভাবঃ॥ ৩৮॥

রাজ্যাদিতি। সমীচীনে দৈবেন পুরুষকারেণ চানীতে সমুপস্থিতে বা কালে ইত্যর্থঃ। দৈবং পুরুষকারশ্চ কালশ্চ ফলহেতবঃ। ত্রয়মেতন্নরাণান্তু পিণ্ডিতং স্যাৎ ফলাবহমিতি বচনাৎ॥ ৩৯॥

প্রাণ পরিত্যাগ করিব; কারণ, সেই অসিতাপাঙ্গী সীতাই যদি প্রাণ-পরিত্যাগ করিলেন, তবে আমার এই দেহে প্রয়োজন কি?॥ ৩৪॥

কমললোচন রামচন্দ্র এইরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিলে ধর্ম্মাত্মা লক্ষ্মণ তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া মধুর বচনে বলিতে লাগিলেন॥ ৩৫॥ বীরবর! আপনি কাতরতা পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্যধারণ করুন, আমি সত্বরই সেই রাক্ষসাধম রাবণকে বিনাশ করিয়া সীতা-দেবীকে আনয়ন করিব॥ ৩৬॥ ধীরগণ, ধৈর্য্যধারণ হেতু আপদে এবং সম্পদে অবিচলিত-চিত্তই থাকেন, স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ, সম্পদ্ সত্ত্বেও কষ্টে নিমগ্ন হয়॥ ৩৭॥ সংযোগ ও বিয়োগ উভয়ই দৈবের অধীন; তবে এই অনাত্মা দেহের নিমিত্ত শোক করিবার প্রয়োজন কি?॥৩৮॥ যেরূপে রাজ্য হইতে বনবাস হইয়াছে এবং যেরূপে সীতা বিয়োগ ঘটিয়াছে, সেইরূপ উপযুক্ত কাল উপস্থিত হইলেই আবার সীতার সহিত সংযোগ হইবে॥ ৩৯॥ হে

বানরাঃ সন্তি ভূয়াংসো গমিষ্যন্তি চতুর্দ্দিশম্।
শুদ্ধিং জনকনন্দিন্যা আনয়িষ্যন্তি তে কিল ॥ ৪১ ॥
জ্ঞাত্বা মার্গস্থিতিং তত্র গত্বা কৃত্বা পরাক্রমম্।
হত্বা তং পাপকর্ম্মাণমানয়িষ্যামি মৈথিলীম্ ॥ ৪২ ॥
সসৈন্যং ভরতং বাপি সমাহূয় সহানুজম্।
হনিষ্যামো বয়ং শত্রুং কিং শোচসি বৃথাগ্রজ! ॥ ৪৩ ॥
রঘুণৈকরথেনৈব জিতা সর্ব্বা দিশঃ পুরা।
তদ্বংশজঃ কথং শোকং কর্ত্তুমর্হসি রাঘব! ॥ ৪৪ ॥
একোঽহং সকলান্ জেতুং সমর্থোঽস্মি সুরাসুরান্।
কিংপুনঃ সসহায়ো বৈ রাবণং কুলপাংসনম্ ॥ ৪৫ ॥
জনকং বা সমানীয় সাহায্যে রঘুনন্দন!।
হনিষ্যামি দুরাচারং রাবণং সুরকণ্টকম্ ॥ ৪৬ ॥
সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
চক্রনেমিরিবৈকান্তং ন ভবেদ্রঘুনন্দন! ॥ ৪৭ ॥

প্রাপ্তব্যমিতি। ক্বচিৎ সুখদুঃখানাং বা নিবর্ত্তনমস্তি সুখদুঃখয়োশ্চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীলত্বাদিত্যর্থঃ। অতঃ শোকস্ত্যাজ্য ইতিভাবঃ ॥ ৪০—৪৩ ॥)

অধুনা রামমুত্তেজয়িতুমাহ রঘুণেতি ॥ ৪৪ ॥

একোঽহমিতি। ত্রিভুবনজয়সমর্থস্য মে রাবণস্তু তৃণবৎ প্রতিভাতি। অতঃশোকো ন কর্ত্তব্য ইতি ভাবঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥

জানকীবল্লভ! কোনও সময়ে সুখভোগ ও দুঃখভোগ অবশ্যই বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই; অতএব আপনি এক্ষণে শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধৈর্য্য ধারণ করুন ॥ ৪০ ॥ বহুতর বানর আমাদের সহায় হইয়াছে, ইহারা চারিদিকে গমন করিয়া জনকনন্দিনীর সমাচার আনয়ন করিবে ॥ ৪১ ॥ প্রভো! লঙ্কার গমনমার্গ অবগত হইয়া সেখানে গমন ও পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক পাপকর্ম্মা রাবণকে নিহত করিয়া মৈথিলীকে আনয়ন করিব ॥ ৪২ ॥ অথবা সৈন্য ও শত্রুঘ্ন সহিত ভরতকে আহ্বান করিয়া সকলে মিলিয়াই শত্রু সংহার করিব, তবে আপনি বৃথা শোক করিতেছেন কেন? ॥ ৪৩ ॥ প্রভো! আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষ মহারাজ বীরবর রঘু, পূর্ব্বে একাকী দশ দিক্ জয় করিয়াছিলেন, আপনি সেই বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়া কিরূপে শোক করিতেছেন? ॥ ৪৪ ॥ আমি একাকীই সুরাসুর সকলকেই পরাজয় করিতে সমর্থ, তবে যদি সহায় পাই তাহা হইলে রাক্ষসকুলকলঙ্ক রাবণকে যে সংহার করিব তাহাতে আর সন্দেহ কি? ॥ ৪৫ ॥ হে মহাবাহো! আমরা সাহায্যের নিমিত্ত

মনোঽতিকাতরং যস্য সুখদুঃখসমুদ্ভবে ।
স শোকসাগরে মগ্নো ন সুখী স্যাৎ কদাচন ॥ ৪৮ ॥
ইন্দ্রেণ ব্যসনং প্রাপ্তং পুরা বৈ রঘুনন্দন ! ।
নহুষঃ স্থাপিতো দেবৈঃ সর্ব্বৈর্মঘবতঃ পদে ॥ ৪৯ ॥
স্থিতঃ পঙ্কজমধ্যে চ বহুবর্ষগণানপি ।
অজ্ঞাতবাসং মঘবা ভীতস্ত্যক্ত্বা নিজং পদম্ ॥ ৫০ ॥
পুনঃ প্রাপ্তং নিজস্থানং কালে বিপরিবর্ত্তিতে ।
নহুষঃ পতিতো ভূমৌ শাপাদজগরাকৃতিঃ ॥ ৫১ ॥
ইন্দ্রানীং কাময়ানস্তু ব্রাহ্মণানবমন্য চ ।
অগস্তিকোপাৎ সঞ্জাতঃ সর্পদেহো মহীপতিঃ ॥ ৫২ ॥
তস্মাচ্ছোকো ন কর্ত্তব্যো ব্যসনে সতি রাঘব ! ।
উদ্যমে চিত্তমাস্থায় স্থাতব্যং বৈ বিপশ্চিতা ॥ ৫৩ ॥
সর্ব্বজ্ঞোঽসি মহাভাগ ! সমর্থোঽসি জগৎপতে ! ।
কিং প্রাকৃত ইবাত্যর্থং কুরুষে শোকমাত্মনি ॥ ৫৪ ॥

সুখদুঃখানামস্থিরত্বং বিজ্ঞায় দুঃখং ন কর্ত্তব্যমিত্যাহ সুখস্যানন্তরমিতি ॥ ৪৭—৪৯ ॥)
অজ্ঞাতবাসং কৃতবানিতি শেষঃ ॥ ৫০—৫৪ ॥

জনকরাজকে আনয়ন করিয়া সেই দুরাচার সুরকণ্টক রাবণকে নিহত করিব ॥ ৪৬ ॥ রঘুনন্দন ! চক্রনেমির ন্যায় সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ উপস্থিত হইয়া থাকে, সুখ এবং দুঃখ একবারে কখনই হয় না। সুখ ও দুঃখে যাহার মন অত্যন্ত অভিভূত হয়, সেই ব্যক্তি শোকসাগরে নিমগ্ন হয় এবং সে কদাচই সুখী হইতে পারে না ॥ ৪৭—৪৮ ॥ দেখুন, পূর্ব্বে দেবরাজ ইন্দ্র অত্যন্ত ব্যসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন দেবগণ একত্রিত হইয়া নহুষরাজকে ইন্দ্রত্ব পদে সংস্থাপিত করিলেন ॥ ৪৯ ॥ সেই সময় দেবরাজ ভীত হইয়া আপনার পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহুতর বৎসর অজ্ঞাত বাস করিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥ কাল পরিবর্ত্তিত হইলে তিনি আপন পদ পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন, এবং নহুষরাজ ঋষিশাপে ভূমিতলে পতিত হইয়া অজগর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রহিলেন ॥ ৫১ ॥ মহীপতি নহুষ ইন্দ্রাণী দেবীকে কামনা এবং ব্রাহ্মণের অবমাননা করিয়া মহর্ষি অগস্তির কোপবশে ভুজঙ্গ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥ অতএব হে রাঘব ! বিপদ উপস্থিত হইলে শোক করা কর্ত্তব্য নহে ; বিপদ্কালে উদ্যমে চিত্ত সমর্পণ পূর্ব্বক অবস্থিতি করা পণ্ডিতগণের একান্তই কর্ত্তব্য ॥ ৫৩ ॥ হে জগতীপতে ! আপনি মহাভাগ, সর্ব্বজ্ঞ ও সকল কার্য্যেই সমর্থ ; এক্ষণে প্রাকৃত জনের ন্যায় অতিশয় শোকে অভিভূত হইতেছেন কেন ? ॥ ৫৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি লক্ষ্মণবাক্যেন বোধিতো রঘুনন্দনঃ।
ত্যক্ত্বা শোকং তথাত্যর্থং বভূব বিগতজ্বরঃ॥ ৫৫॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে সীতাহরণরামশোকবর্ণনং নাম একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৯॥

অত্যর্থমতিশয়িতম্‌। (প্রতীকারশ্রবণাৎ ভবিষ্যে কালেঽপি সীতাসংযোগ স্মরণেন আত্যন্তিকসন্তাপস্য বিগমাৎ বিগতজ্বরত্বম্‌॥ ৫৫॥)

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবততিলকে তৃতীয়স্কন্ধে ঊনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ২৯॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! তখন রামচন্দ্র লক্ষ্মণের এইরূপ সান্ত্বনা বাক্যে সেই কঠোর-তর শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থিরচিত্ত হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন॥ ৫৫॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের তৃতীয়স্কন্ধে সীতাহরণানন্তর রামের দুঃখ বর্ণন নামক ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

এবং তৌ সম্বিদং কৃত্বা যাবত্তূষ্ণীং বভূবতুঃ।
আজগাম তদাকাশান্নারদো ভগবানৃষিঃ ॥ ১ ॥
রণয়ন্মহতীং বীণাং স্বরগ্রামবিভূষিতাম্।
গায়ন্ বৃহদ্রথং সাম তদা তমুপতস্থিবান্ ॥ ২ ॥
দৃষ্ট্বা তং রাম উত্থায় দদাবথ বৃষং শুভম্।
আসনং চার্ঘ্যপাদ্যঞ্চ কৃতবানমিতদ্যুতিঃ ॥ ৩ ॥
পূজাং পরমিকাং কৃত্বা কৃতাঞ্জলিরুপস্থিতঃ।
উপবিষ্টঃ সমীপে তু কৃতাজ্ঞো মুনিনা হরিঃ ॥ ৪ ॥
উপবিষ্টং তদা রামং সানুজং দুঃখমানসম্।
পপ্রচ্ছ নারদঃ প্রীত্যা কুশলং মুনিসত্তমঃ ॥ ৫ ॥
কথং রাঘব! শোকার্ত্তো যথা বৈ প্রাকৃতো নরঃ।
হৃতাং সীতাঞ্চ জানামি রাবণেন দুরাত্মনা ॥ ৬ ॥

ত্রিষষ্টিশ্লোকবর্য্যোক্ত নারদো ব্রতমাহ হি।
রামশ্চকার তচ্চাপি সম্যগেতদিহোচ্যতে ॥
লক্ষ্মণভাষণানন্তরং জায়মানং কৃত্যমাহ। এবং তাবিতি। সম্বিদং বিচারম্ ॥ ১ ॥
তং রামমুপতস্থিবান্ ॥ ২ ॥
রামস্তং দৃষ্ট্বোত্থায় বৃষং শ্রেষ্ঠমাসনং দদৌ ॥ ৩—৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! রাম ও লক্ষ্মণ এইরূপ বিচার করিয়া মৌনাবলম্বন করিলে ভগবান্ নারদঋষি, স্বরগ্রামসমন্বিত আপনার মহতীবীণা যোগে রথন্তর-সামবেদ গান করিতে করিতে আকাশমার্গ হইতে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন ॥ ১—২ ॥ অমিততেজা রামচন্দ্র, তাঁহাকে দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সত্বর উত্তম আসন ও পাদ্য অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন এবং মুনিবর আজ্ঞা করিলে ভগবান্ তাঁহার সন্নিধানে উপবেশন করিলেন ॥ ৩—৪ ॥ রামচন্দ্র অনুজের সহিত দুঃখিতচিত্তে উপবেশন করিলে মুনিসত্তম নারদ প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রঘুনন্দন! আপনি প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায় শোকার্ত্ত হইয়া রহিয়াছেন কেন? দুরাত্মা রাবণ যে সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছে তাহা আমি জানি। ত্রিদশভবনে অবস্থিতি করিতে

স্মরসন্নগতশ্চাহং শ্রুতবাঞ্জনকাত্মজাম্।
পৌলস্ত্যেন হৃতাং মোহান্মরণং স্বমজানতা ॥ ৭ ॥
তব জন্ম চ কাকুৎস্থ! পৌলস্ত্যনিধনায় বৈ।
মৈথিলীহরণং জাতমেতদর্থং নরাধিপ! ॥ ৮ ॥
পূর্ব্বজন্মনি বৈদেহী মুনিপুত্রী তপস্বিনী।
রাবণেন বনে দৃষ্টা তপস্যন্তী শুচিস্মিতা ॥ ৯ ॥
প্রার্থিতা রাবণেনাসৌ ভব ভার্য্যেতি রাঘব!।
তিরস্কৃতস্তয়াসৌ বৈ জগ্রাহ কবরং বলাৎ ॥ ১০ ॥
শশাপ তৎক্ষণং রাম! রাবণং তাপসী ভৃশম্।
কুপিতা ত্যক্তুমিচ্ছন্তী দেহং সংস্পর্শদূষিতম্ ॥ ১১ ॥
দুরাত্মংস্তব নাশার্থং ভবিষ্যামি ধরাতলে।
অযোনিজা বরা নারী ত্যক্ত্বা দেহং জহাবপি ॥ ১২ ॥
সেয়ং রমাংশসম্ভূতা গৃহীতা তেন রক্ষসা।
বিনাশার্থং কুলস্যৈব ব্যালী স্রগিব সম্ভ্রমাৎ ॥ ১৩ ॥

কবরং কেশপাশম্ ॥ ১০ ॥
সংস্পর্শদূষিতং পরস্পর্শদূষিতং দেহং ত্যক্তুমিচ্ছন্তীত্যন্বয়ঃ ॥ ১১—১২ ॥
ব্যালী স্রগিবেতি। সম্ভ্রমাদ্ব্যালী স্রগিব স্রগ্বুদ্ধ্যা মালাবুদ্ধ্যা গৃহীতা ব্যালীব সর্পিণীবেত্যর্থঃ। রমায়াঃ শাপেন পূর্ব্বজন্মনি মুনিপুত্রীত্বং জাতং তৎকথা তু স্কান্দে প্রসিদ্ধা সৈব দ্বিতীয়জন্মনি সীতাভবৎ ॥ ১৩ ॥

করিতে শুনিলাম যে পুলস্ত্যকুলজ রাবণ আপনার মরণ না বুঝিয়া মোহবশে জানকীরে হরণ করিয়াছে। হে কাকুৎস্থকুলতিলক! পৌলস্ত্যকুলের নিধনের নিমিত্তই আপনার জন্মগ্রহণ হইয়াছে, অতএব তজ্জন্যই এক্ষণে এই জানকী হরণ সংঘটিত হইল ॥ ৫—৮ ॥ রাঘব! জানকীদেবী পূর্ব্বজন্মে মুনিতনয়া ও তপস্বিনী ছিলেন। তিনি তপোবনে তপস্যার অনুষ্ঠানে নিরত আছেন, এমত সময়ে রাবণ আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া প্রার্থনা করিল, শুচিস্মিতে! তুমি আমার ভার্য্যা হও। ইহা শুনিয়া তিনি রাবণকে তিরস্কার করিলে দুষ্টমতি দশানন বলপূর্ব্বক তাহার কবরীবন্ধন ধারণ করিল। তখন তাপসী অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং দুষ্টের স্পর্শে দূষিত দেহ পরিত্যাগে স্থিরনিশ্চয় হইয়া রাবণকে অভিশাপ দিলেন, দুরাত্মন্! আমি তোমার বিনাশের নিমিত্ত অযোনিজা রমণী হইয়া অবনীতলে জন্মগ্রহণ করিব। এই বলিয়া তিনি আপনার প্রাণ ত্যাগ করিলেন ॥ ৯—১২ ॥ হে পরন্তপ! রাক্ষসাধিপতি রাবণ নিজ কুল বিনাশের নিমিত্ত মালাভ্রমে তীক্ষ্ণবিষা সর্পিণীর

তব জন্ম চ কাকুৎস্থ! তস্য নাশায় চামরৈঃ।
প্রার্থিতস্য হরেরংশাদজবংশেঽপ্যজন্মনঃ ॥ ১৪ ॥
কুরু ধৈর্য্যং মহাবাহো! তত্র সা বর্ত্ততে বশা।
সতী ধর্ম্মরতা সীতা ত্বাং ধ্যায়ন্তী দিবানিশম্ ॥ ১৫ ॥
কামধেনুপয়ঃ পাত্রে কৃত্বা মঘবতা স্বয়ম্।
পানার্থং প্রেষিতং তস্যাঃ পীতং চৈবামৃতং তথা ॥ ১৬ ॥
সুরভীদুগ্ধপানাৎ সা ক্ষুৎতৃড়্দুঃখবিবর্জ্জিতা।
জাতা কমলপত্রাক্ষী বর্ত্ততে বীক্ষিতা ময়া ॥ ১৭ ॥
উপায়ং কথয়াম্যদ্য তস্য নাশায় রাঘব!।
ব্রতং কুরুষ্ব শ্রদ্ধাবানাশ্বিনে মাসি সাম্প্রতম্ ॥ ১৮ ॥
নবরাত্রোপবাসঞ্চ ভগবত্যাঃ প্রপূজনম্।
সর্ব্বসিদ্ধিকরং রাম! জপহোমবিধানতঃ ॥ ১৯ ॥
মেধ্যৈশ্চ পশুভির্দেব্যা বলিং দত্ত্বা বিশংসিতৈঃ।
দশাংশং হবনং কৃত্বা সুশক্তস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ২০ ॥

অজো নাম রঘুপুত্রস্তস্য বংশে ॥ ১৪ ॥

যত এতাদৃশঃ পরমেশ্বরস্ত্বং সীতা চ পরমেশ্বর্য্যংশভূতা ততঃ কুরু ধৈর্য্যমিত্যাহ কুরু ধৈর্য্যমিতি। ত্বাং ধ্যায়ন্তীত্যনেন প্রাতিব্রত্যভঙ্গো ন জাত ইতি বোধিতম্ ॥ ১৫ ॥

উদরক্ষুধয়া পীড়িতা সতী রাবণস্য বশ্যা ভবিষ্যতীতি চেত্তত্রাহ। কামধেনুপয় ইতি ॥ ১৬—১৭ ॥

অস্ত্বেতত্তস্যাঃ পাতিব্রত্যং যদি সা প্রাপ্স্যতি তর্হি তদুপযোগায় নোচেন্মম কিং ফলং তস্যেতি চেত্তত্রাহ উপায়মিতি ॥ ১৮—১৯ ॥

ন্যায় সেই রমার অংশভূতা সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছে ॥ ১৩ ॥ হে কাকুৎস্থ! সেই দুর্দ্দান্ত রাবণের বিনাশের নিমিত্ত অমরগণ প্রার্থনা করিলে জন্ম, জরা ও মরণ বর্জ্জিত হরির অংশ হইতে অবনীধামে অজবংশে আপনার জন্ম হইয়াছে ॥ ১৪ ॥ হে মহাবাহো! আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন, সীতাদেবী দিবারাত্র আপনাকেই ধ্যান করিতেছেন ॥ ১৫ ॥ স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার পানের নিমিত্ত অমৃত ও কামধেনুর দুগ্ধ পাত্রে করিয়া নিত্য নিত্য প্রেরণ করেন, তিনি তাহাই পান করিয়া থাকেন। প্রভো! সুরধেনুর পয়ঃপানে পদ্মপলাশাক্ষী সীতাদেবী ক্ষুধাতৃষ্ণাদি বর্জ্জিত হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন, আমি নিত্যনিত্য তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেছি ॥ ১৬—১৭ ॥ রঘুনন্দন! এখন তোমাকে আমি রাবণের নিধনোপায় বলিতেছি শ্রবণ কর। আপনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া এই আশ্বিনমাসেই ব্রতানুষ্ঠানে নিরত হউন ॥ ১৮ ॥ নবরাত্র উপবাস করিয়া ভগবতীর পূজা ও বিধিপূর্ব্বক জপ হোমাদির অনু-

বিষ্ণুনাচরিতং পূর্ব্বং মহাদেবেন ব্রহ্মণা।
তথা মঘবতা চীর্ণং স্বর্গমধ্যস্থিতেন বৈ॥ ২১॥
সুখিনা রাম! কর্ত্তব্যং নবরাত্রব্রতং শুভম্।
বিশেষেণ চ কর্ত্তব্যং পুংসা কষ্টগতেন বৈ॥ ২২॥
বিশ্বামিত্রেণ কাকুৎস্থ! কৃতমেতন্ন সংশয়ঃ।
ভৃগুণাথ বশিষ্ঠেন কশ্যপেন তথৈব চ॥ ২৩॥
গুরুণা হৃতদারেণ কৃতমেতন্মহাব্রতম্।
তস্মাত্ত্বং কুরু রাজেন্দ্র! রাবণস্য বধায় চ॥ ২৪॥
ইন্দ্রেণ বৃত্রনাশায় কৃতং ব্রতমনুত্তমম্।
ত্রিপুরস্য বিনাশায় শিবেনাপি পুরা কৃতম্॥ ২৫॥
হরিণা মধুনাশায় কৃতং মেরৌ মহামতে!।
বিধিবৎ কুরু কাকুৎস্থ! ব্রতমেতদতন্দ্রিতঃ॥ ২৬॥

শ্রীরাম উবাচ।

কা দেবী কিম্প্রভাবা সা কুতো জাতা কিমাহ্বয়া।
ব্রতং কিং বিধিবৎ ব্রূহি সর্ব্বজ্ঞোঽসি দয়ানিধে!॥ ২৭॥

বিশংসিতৈঃ শস্তৈঃ। দশাংশং হবনং জপদশাংশমিত্যর্থঃ॥ ২০—২৫॥

মধুনাশায়েতি। যদ্যপি তস্মিন্ সময়ে ব্রতং কর্ত্তুমবকাশো ন জাতো নিদ্রোত্তরমব্যবহিতকালে এব যুদ্ধস্য জায়মানত্বাৎ তথাপি মম জয়ো ভবত্বহং ব্রতং করিষ্যামীতি তস্মিন্ সময়ে সঙ্কল্প্যানন্তরং কৃতমিত্যত্র তাৎপর্য্যাৎ॥ ২৬—২৭॥

ষ্ঠান করিলে সর্ব্ব কামনাই পরিপূর্ণ হয় সন্দেহ নাই॥ ১৯॥ রঘুকুলতিলক! পবিত্র ও প্রশস্ত পশুদ্বারা দেবীর বলি প্রদান ও জপ এবং জপের দশাংশ হোম করিলে নিশ্চয়ই সীতার সমুদ্ধারে সমর্থ হইবেন॥২০॥ পূর্ব্বে বিষ্ণু, ত্রিলোচন ও পদ্মাসন, এবং স্বর্গস্থিত দেবরাজও এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন॥ ২১॥ অতএব হে রাঘব! সুখী ব্যক্তির বিশেষতঃ কষ্টসঙ্কটে নিপতিত পুরুষগণের এই কল্যাণকর ব্রতের অনুষ্ঠান করা একান্তই কর্ত্তব্য॥ ২২॥ হে কাকুৎস্থ! বিশ্বামিত্র, ভৃগু, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ ইহাঁরা সকলেই এই ব্রতের আচরণ করিয়াছিলেন। সোম সুরগুরুর ভার্য্যা তারারে হরণ করিলে, তিনিও এই মহাব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া স্বীয় পত্নী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব রাজেন্দ্র! আপনিও রাবণ বধের নিমিত্ত এই ব্রতের আচরণ করুন॥ ২৩—২৪॥ হে মহামতে! ইন্দ্র বৃত্রবিনাশের নিমিত্ত ত্রিলোচন ত্রিপুরবিনাশার্থ এবং নারায়ণ মধুকৈটভবিনাশের নিমিত্ত পূর্ব্বে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, অতএব আপনিও সমাহিতচিত্তে বিধিপূর্ব্বক এই ব্রতানুষ্ঠানে দৃঢ়সঙ্কল্প হউন॥ ২৫—২৬॥

নারদ উবাচ।

শৃণু রাম! সদা নিত্যা শক্তিরাদ্যা সনাতনী।
সর্ব্বকামপ্রদা দেবী পূজিতা দুঃখনাশিনী ॥ ২৮ ॥
কারণং সর্ব্বজন্তূনাং ব্রহ্মাদীনাং রঘূদ্বহ!।
তস্যাঃ শক্তিং বিনা কোঽপি স্পন্দিতুং ন ক্ষমো ভবেৎ ॥২৯॥

প্রশ্নচতুষ্টয়স্য ক্রমেণোত্তরমাহ শৃণু রামেতি। হে রাম! যা নিত্যা কালত্রয়াবাধ্যা আদ্যা র্ব্বাদিকারণভূতা ব্রহ্মরূপা.যা চ সনাতন্যনাদিসিদ্ধা শক্তির্জ্জড়রূপা মায়াখ্যা বহ্নৌ বহ্নিশক্তি-দব্রহ্মণি স্থিতা। এতদুভয়াত্মকমায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মরূপং তত্ত্বং সা দেবী দেবীপদবাচ্যং ভবতি। থা গজশরীরে প্রবিষ্টং চৈতন্যং গজনামকং ভবতি তথা জগৎকরণমায়াশরীরে প্রবিষ্টং প্রথম-চৈতন্যং মুখ্যতয়া মায়াশক্তিপ্রকৃতিসংজ্ঞকং ভবতি অতএব সর্ব্বোৎকৃষ্টং প্রথমং দেবীতত্ত্বং বতি তদনন্তরং দেবীতত্ত্বমেব তত্তদ্‌গুণোপাধিষু প্রবিষ্টং ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিসংজ্ঞাং ভজতে তদেব ৃতন্মাত্রাসু প্রবিষ্টং তথা মহাভূতেষু প্রবিষ্টং তত্তৎসংজ্ঞাং ভজতে ইতি দেবীরূপমেব র্ব্বমিতি সর্ব্ববেদসিদ্ধান্তো জাগর্ত্তি ন পুনর্ব্বৈষ্ণবশৈবমতাপভ্রংশাঃ। কীদৃশী সা যা পূজিতা তী দুঃখনাশিনী জননমরণাদিসর্ব্বসংসারদুঃখনাশিনী সর্ব্বকামপ্রদা ধর্ম্মকামার্থমোক্ষপ্রদা বতি। এতেন কা দেবীতি রামপ্রশ্নস্যোত্তরং দত্তং ভবতি। ইদং ভগবত্যাঃ স্বরূপং হদারণ্যকে গার্গিব্রাহ্মণে স্পষ্টম্। তত্র হি পৃথিব্যাদিকং কস্মিন্নোতম্প্রোতং চেতি গার্গ্যা থমে প্রশ্নে কৃতে যাজ্ঞবল্ক্যেন পরাকাশশব্দিতায়াং চিদম্বরশক্তৌ মায়ায়ামোতম্প্রোতং চত্যুত্তরিতে পুনঃ সা চিদম্বরশক্তিঃ পরাকাশশব্দিতা মায়া কস্মিন্নোতা চ প্রোতা চেত্যভি-প্রায়েণ সা হোবাচ। যদূর্দ্ধং যাজ্ঞবল্ক্যদিবো যদবাক্‌পৃথিব্যাং যদন্তরা দ্যাব্যাপৃথিবী ইমে দ্ভূতং চ ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে কস্মিন্নেব তদোতং চ প্রোতং চেতি গার্গ্যা প্রশ্নে কৃতে হ্মণ্যেব সা শক্তিরোতা চ প্রোতা চেত্যভিপ্রায়েণ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সহোবাচ যদূর্দ্ধং গার্গি দবো যদবাক্ পৃথিব্যা যদন্তরাদ্যাবাপৃথিবী ইমে যদ্ভূতং চ ভবচ্চেত্যাক্ষতে। আকাশ এব দোতং চ প্রোতং চেতি কস্মিন্বাকাশ ওতপ্রোতশ্চেতি সহোবাচ এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি! াহ্মণা অভিবদন্ত্যস্থুলমনণ্বহ্রস্বমিত্যাদিনোত্তরং দত্তবান্। তেন চ গ্রন্থেনেদমেব ভগবতী-বরূপং প্রতিপাদিতং ভবতি স্পষ্টীকৃতং চৈতন্মাভির্বৃহদারণ্যকটীকায়াং নীলকণ্ঠ্যামিতী-হাপরম্যতে। অথ কিম্প্রভাবা সেতি পৃষ্টস্যোত্তরমাহ কারণমিতি। সর্ব্বজন্তূনামিতীদং সর্ব্ব-জড়াপ্রপঞ্চস্যোপলক্ষণম্। তথাচ সর্ব্বকর্ত্তৃত্বমেবাস্যাঃ প্রভাব ইত্যর্থঃ তথাচ শ্রুতিঃ। তথাক্ষ-রাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বমিতি। মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্। তয়োর্ব্বিভূতিলেশো বৈ জগদেতচ্চরাচরমিতি ॥ ২৮ ॥

অধুনা কুতো জাতেতি পৃষ্টস্যোত্তরমাহ তস্যাঃ শক্তিং বিনেতি। তস্যা ব্রহ্মরূপিণ্যা ভগ-বত্যাঃ সম্বিদঃ শক্তির্ম্মায়াখ্যা তাং বিনা কোঽপি প্রাণী স্পন্দিতুং চলিতুং ক্ষমঃ সমর্থো নৈব ভবেৎ ॥ ২৯ ॥

রাম কহিলেন, জ্ঞাননিধে!, সেই দেবী কে? তাঁহার প্রভাব কিরূপ, কোথা হইতে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার নাম কি, সেই ব্রতই বা কি প্রকার? আপনি করুণাবিতরণ পূর্ব্বক তৎসমস্তই বিস্তারিত রূপে আমার নিকট কীর্ত্তন করুন ॥ ২৭ ॥

নারদ কহিলেন, রাঘব! শ্রবণ করুন, সেই দেবী নিত্যা ও সনাতনী আদ্যাশক্তি, তাঁহার পূজা করিলে তিনি সকল দুঃখ দূর করিয়া সমস্ত কামনা সিদ্ধ করিয়া থাকেন ॥২৮॥

বিষ্ণোঃ পালনশক্তিঃ সা কর্তৃশক্তিঃ পিতুর্মম।
রুদ্রস্য নাশশক্তিঃ সা ত্বন্যা শক্তিঃ পরা শিবা ॥ ৩০ ॥
যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্ভুবনত্রয়ে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিস্তদুৎপত্তিঃ কুতো ভবেৎ ॥ ৩১ ॥
ন ব্রহ্মা ন যদা বিষ্ণুর্ন রুদ্রো ন দিবাকরঃ।
ন চেন্দ্রাদ্যাঃ সুরাঃ সর্ব্বে ন ধরা ন ধরাধরাঃ ॥ ৩২ ॥
তদা সা প্রকৃতিঃ পূর্ণা পুরুষেণ পরেণ বৈ।
সংযুতা বিহরত্যেব যুগাদৌ নির্গুণা শিবা ॥ ৩৩ ॥
সা ভূত্বা সগুণা পশ্চাৎ করোতি ভুবনত্রয়ম্।
পূর্ব্বং সংসৃজ্য ব্রহ্মাদীন্ দত্ত্বা শক্তীশ্চ সর্ব্বশঃ ॥ ৩৪ ॥
তাং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুর্জন্মসংসারবন্ধনাৎ।
সা বিদ্যা পরমা জ্ঞেয়া বেদাদ্যা বেদকারিণী ॥ ৩৫ ॥

কিঞ্চ বিষ্ণোরিতি। বিষ্ণ্বাদীনাং শক্তিত্রয়মপি সৈবেত্যর্থঃ। কা সা তত্রাহ অন্যা শক্তিরিতি। পরা শিবা বাত্বন্যা শক্তিঃ পরব্রহ্মশক্তিঃ সৈব বিষ্ণ্বাদিশক্তিত্রয়রূপিণীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

কিং বহুনা যচ্চ কিঞ্চিদিতি। যদৈতাদৃশো যদীয়ায়াঃ শক্তের্মহিমা তদা তাদৃশশক্তিমত্যা ব্রহ্মরূপিণ্যা ভগবত্যা উৎপত্তিঃ কুতো ভবেন্ন কুতোঽপীত্যর্থঃ। নহি সর্ব্বকারণস্যোৎপত্তিঃ কস্মাদপি সম্ভবত্যনবস্থাপাতাদিতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

সর্ব্বাদিত্বমেব বর্ণয়ন্নুৎপত্তিরাহিত্যং দ্রঢ়য়তি ন ব্রহ্মেতি ॥ ৩২ ॥

যদা সর্ব্বাভাবস্তদা সা প্রকৃতিঃ পূর্ণা পুরুষেণ পরচিদ্রূপেণ সংযুতা নির্গুণা সাম্যাবস্থারূপা যুগাদৌ বিহরতি ॥ ৩৩ ॥

সা ভূত্বেতি। সৈব পশ্চাৎ সগুণা গুণত্রয়সম্ভিন্না ভূত্বা তত্তদ্‌গুণোপাধিভিঃ পূর্ব্বং ব্রহ্মাদীন্ সংসৃজ্যোৎপাদয়িত্বা তেভ্যঃ শক্তীশ্চ দত্ত্বা ভুবনত্রয়ং করোতি ॥ ৩৪ ॥

তিনি ব্রহ্মাদি অখিল জীবগণের কারণ, তাঁহার শক্তি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি নড়িতে চড়িতেও সমর্থ হয় না ॥ ২৯ ॥ সেই পরাৎপরা শিবাদেবীই বিষ্ণুর পালনশক্তি, বিধাতার সৃষ্টিশক্তি, এবং মহেশ্বরের সংহারশক্তি ॥ ৩০ ॥ এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে যে কোনও স্থানে যে কিছু নশ্বর ও নিত্য বস্তু বিদ্যমান আছে, তিনিই তৎসমুদায়ের শক্তি; অতএব তাঁহার উৎপত্তি আর কোথা হইতে হইবে? ॥ ৩১ ॥ তাঁহার উৎপত্তির কারণ ব্রহ্মা নহেন, বিষ্ণু নহেন, রুদ্র নহেন, সূর্য্য নহেন, ইন্দ্রাদি সুরগণ নহেন, ধরা নহেন, ধরাধরও নহেন, অতএব তিনিই নির্গুণা কৈবল্যরূপিণী পূর্ণা প্রকৃতি, তিনি প্রলয়কালে পরমপুরুষের সহিত মিলিত হইয়া বিহার করিয়া থাকেন ॥ ৩২—৩৩ ॥ তিনিই আবার সগুণা হইয়া প্রথমে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদির সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে সমস্ত শক্তি প্রদান পূর্ব্বক এই ভুবনত্রয়ের সৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ৩৪ ॥ তিনিই পরমাবিদ্যা বেদাদ্যা ও বেদকারিণী, জীবগণ তাঁহার

অসংখ্যাতানি নামানি তস্যা ব্রহ্মাদিভিঃ কিল।
গুণকর্ম্মবিধানৈস্তু কল্পিতানি চ কিং ব্রুবে ॥ ৩৬ ॥
অকারাদিক্ষকারান্তৈঃ স্বরৈর্ব্বর্ণৈস্তু যোজিতৈঃ।
অসংখ্যেয়ানি নামানি ভবন্তি রঘুনন্দন! ॥ ৩৭ ॥

রাম উবাচ।

বিধিং মে ব্রূহি বিপ্রর্ষে! ব্রতস্যাস্য সমাসতঃ।
করোম্যদ্যৈব শ্রদ্ধাবান্ শ্রীদেব্যাঃ পূজনং তথা ॥ ৩৮ ॥

নারদ উবাচ।

পীঠং কৃত্বা সমে স্থানে সংস্থাপ্য জগদম্বিকাম্।
উপবাসান্নবৈব ত্বং কুরু রাম! বিধানতঃ ॥ ৩৯ ॥
আচার্য্যোঽহং ভবিষ্যামি কর্ম্মণ্যস্মিন্মহীপতে!।
দেবকার্য্যবিধানার্থমুৎসাহং প্রকরোম্যহম্ ॥ ৪০ ॥

তাং জ্ঞাত্বেতি। তাং ব্রহ্মরূপিণীং জ্ঞাত্বা নির্ব্বিকল্পচেতসা স্বাভেদেন সাক্ষাৎকৃত্য জন্তু-র্জীবো জন্মাদিরূপসংসাররূপবন্ধনান্মুচ্যতে। তথাচ শ্রুতিঃ ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতীতি। সা বিদ্যেতি। পরমা যা বিদ্যা নির্ব্বিকল্পবৃত্তিরূপা সা ভগবতী ব্রহ্মরূপিণী জ্ঞেয়া। ব্রহ্মণো বিদ্যাশরীরত্বাৎ। তদুক্তং শক্তিঃ শরীরমধিদৈবতমন্তরাত্মা জ্ঞানং ক্রিয়াঃ করণমাসনজাল-মিচ্ছা। ঐশ্বর্য্যমায়তনমাবরণানি চ ত্বাং কিন্তন্ন যত্তবসি দেবি! শশাঙ্কমৌলেঃ। এতাদৃশ্যা ভগবত্যাশ্চিদ্রূপিণ্যা উৎপত্তির্ম্মনসাপি ন সম্ভাব্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

অথ কিমাহ্বয়েতি পৃষ্টস্যোত্তরমাহ। অসংখ্যাতানীতি। হে রাম! শ্রীভগবত্যা নামৈক-মস্তীতি চেন্ময়া বক্তব্যং কিন্তু যাবন্তঃ পদার্থাস্তে সর্ব্বে ভগবতীরূপাঃ। একৈব সর্ব্বত্র বর্ত্ততে তস্মাদুচ্যতে একেতিশ্রুতেঃ একোহং বহুস্যাং প্রজায়েয়েতিশ্রুতেঃ। তথাচ যাবন্তঃ পদার্থা-স্তেষাং গুণকর্ম্মভেদেন বিধানেন ব্রহ্মাদিভিরসংখ্যেয়ানি নামানি কল্পিতানি যদেত্থং রাম বর্ত্ততে তদেদং নাম ভবতীদং নেতি কথং ব্রুবে তস্মাৎ সর্ব্বাণি নামান্যস্যা এব ভবন্তীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়ত ইতি ॥ ৩৬ ॥

স্বরূপ জানিতে পারিলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩৫ ॥ ব্রহ্মাদি-দেবগণ, গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে তাঁহার অসংখ্য নাম কল্পনা করিয়া থাকেন। তাহা আমি বর্ণন করিতে সমর্থ নহি ॥ ৩৬ ॥ হে রঘুনন্দন! বিবিধ স্বরবর্ণ সংযোজিত অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণ সমূহ দ্বারা তাঁহার অসংখ্য নাম বিরচিত হইয়াছে ॥ ৩৭ ॥

রাম কহিলেন, বিপ্রবর! আপনি সংক্ষেপে সেই ব্রতের বিধি সমস্ত আমাকে উপদেশ করুন, আমি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া অদ্যই দেবীর পূজা করিব ॥ ৩৮ ॥

নারদ বলিলেন, রাঘব! সমতল স্থানে পীঠ রচনা করিয়া তথায় জগদম্বিকার সংস্থাপন পুরঃসর বিধিপূর্ব্বক নয় দিন উপবাস করুন ॥ ৩৯ ॥ রাজন্! আমি এই কর্ম্মে আচার্য্য হইয়া দেবকার্য্য সাধনের নিমিত্ত উৎসাহ সহকারে ইহা সম্পাদন করিব ॥ ৪০ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং সত্যং মত্বা রামঃ প্রতাপবান্।
কারয়িত্বা শুভং পীঠং স্থাপয়িত্বাম্বিকাং শিবাম্ ॥ ৪১ ॥
বিধিবৎ পূজনং তস্যাশ্চকার ব্রতবান্ হরিঃ।
সম্প্রাপ্তে চাশ্বিনে মাসি তস্মিন্ গিরিবরে তদা ॥ ৪২ ॥
উপবাসপরো রামঃ কৃতবান্ ব্রতমুত্তমম্।
হোমঞ্চ বিধিবত্তত্র বলিদানঞ্চ পূজনম্ ॥ ৪৩ ॥
ভ্রাতরৌ চক্রতুঃ প্রেম্ণা ব্রতং নারদসম্মতম্।
অষ্টম্যাং মধ্যরাত্রে তু দেবী ভগবতী হি সা ॥ ৪৪ ॥
সিংহারূঢ়া দদৌ তত্র দর্শনম্প্রতিপূজিতা।
গিরিশৃঙ্গে স্থিতোবাচ রাঘবং সানুজং গিরা।
মেঘগম্ভীরয়া চেদং ভক্তিভাবেন তোষিতা ॥ ৪৫ ॥

দেব্যুবাচ।

রাম রাম মহাবাহো! তুষ্টাস্ম্যদ্য ব্রতেন তে।
প্রার্থয়স্ব বরং কামং যত্তে মনসি বর্ত্ততে ॥ ৪৬ ॥
নারায়ণাংশসম্ভূতস্ত্বং বংশে মানবেঽনঘে।
রাবণস্য বধায়ৈব প্রার্থিতস্ত্বমরৈরসি ॥ ৪৭ ॥

তদেব স্পষ্টয়তি অকারাদিক্ষকারান্তৈরিতি ॥ ৩৭—৪৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, অনন্তর সেই প্রতাপবান্ ভগবান্ হরি মুনিবরের সেই সমস্ত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক সত্য মনে করিয়া আশ্বিনমাস উপস্থিত হইলে সেই গিরিশৃঙ্গের উপর সুশোভন পীঠ নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় জগদম্বিকা শিবা দেবীকে সংস্থাপিত করিলেন এবং বিধিপূর্ব্বক সেই ব্রতের অনুষ্ঠান ও দেবীর পূজা করিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥ রঘুবর উপবাস করিয়া সেই মহা ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া, বিধিপূর্ব্বক হোম, বলিদান ও পূজা করিলেন ॥ ৪৩ ॥ ভ্রাতৃদ্বয় ভক্তিভাবে অষ্টমীর মহারাত্রে সেই নারদ সম্মত ব্রত সম্পূর্ণ করিলে তখন মহাদেবী ভগবতী পূজায় পরিতুষ্ট হইয়া সিংহোপরি আরোহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দর্শন দিলেন এবং গিরিশৃঙ্গে অবস্থিতি করিয়া মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরে ও মধুর বচনে রাম লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিলেন, রাম! আমি তোমার ব্রতানুষ্ঠানে পরিতুষ্ট হইলাম, যাহা তোমার মনের অভিলাষ তাহা এখন আমার নিকট প্রার্থনা কর ॥ ৪৪—৪৬ ॥ রাম! তুমি রাব বধের নিমিত্ত দেবগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া মনুর নির্ম্মল ও পবিত্র বংশে নারায়ণের অংে

পুরা মৎস্যতনুং কৃত্বা হত্বা ঘোরঞ্চ রাক্ষসম্।
ত্বয়া বৈ রক্ষিতা বেদাঃ সুরাণাং হিতমিচ্ছতা ॥ ৪৮ ॥
ভূত্বা কচ্ছপরূপস্তু ধৃতবান্ মন্দরং গিরিম্।
অকূপারং প্রমন্থানং কৃত্বা দেবানপোষয়ৎ ॥ ৪৯ ॥
কোলরূপং পুরা কৃত্বা দশনাগ্রেণ মেদিনীম্।
ধৃতবানসি যদ্রাম! হিরণ্যাক্ষং জঘান চ ॥ ৫০ ॥
নারসিংহীং তনুং কৃত্বা হিরণ্যকশিপুং পুরা।
প্রহ্লাদং রাম! রক্ষিত্বা হতবানসি রাঘব! ॥ ৫১ ॥
বামনং বপুরাস্থায় পুরা ছলিতবান্ বলিম্।
ভূত্বেন্দ্রস্যানুজঃ কামং দেবকার্য্যপ্রসাধকঃ ॥ ৫২ ॥
জমদগ্নিসুতস্ত্বং বৈ বিষ্ণোরংশেন সংগতঃ।
কৃত্বান্তং ক্ষত্রিয়াণান্তু দানং ভূমেরদাদ্দ্বিজে ॥ ৫৩ ॥
তদেদানীং তু কাকুৎস্থ! জাতো দশরথাত্মজঃ।
প্রার্থিতস্তু সুরৈঃ সর্ব্বৈ রাবণেনাতিপীড়িতৈঃ ॥ ৫৪ ॥
কপয়স্তে সহায়া বৈ দেবাংশা বলবত্তরাঃ।
ভবিষ্যন্তি নরব্যাঘ্র! মচ্ছক্তিসংযুতা হ্যমী ॥ ৫৫ ॥

অকূপারঃ সমুদ্রঃ ॥ ৫০—৫৩ ॥

জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ॥ ৪৭ ॥ তুমিই পুরাকালে দেবতাগণের হিত কামনায় মৎস্যতনু পরিগ্রহ করিয়া ঘোরতর রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া বেদ সকলের রক্ষা করিয়াছ ॥ ৪৮ ॥ তুমিই কচ্ছপ-রূপে অবতীর্ণ হইয়া মন্দরগিরি ধারণপূর্ব্বক পয়োনিধি মন্থন করিয়া দেবতাদিগের পুষ্টিসাধন করিয়াছ ॥ ৪৯ ॥ রাম! তুমিই পুরাকালে বরাহাবতার হইয়া দশনাগ্রভাগে মেদিনীমণ্ডল ধারণ করিয়াছি এবং নারসিংহ তনু পরিগ্রহ পূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুর দেহ পর্ব্বত-খরতর-নখরাগ্র-কুলিশে বিদারণ করিয়া প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছ ॥ ৫০—৫১ ॥ রঘুনন্দন! তুমিই পুরাকালে বামনরূপ ধারণ পূর্ব্বক ইন্দ্রের অনুজরূপে বলিকে ছলনা করিয়া দেবতাগণের কার্য্য সাধন করিয়াছ॥৫২॥ কৌশল্যানন্দন! তুমিই যমদগ্নির পুত্ররূপে বিপ্রবংশে অংশাবতার হইয়া ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূলরূপে সংহার পূর্ব্বক ভগবান্ কশ্যপ ঋষিকে অখিল ভূমণ্ডল প্রদান করিয়াছ ॥৫৩॥ সেইরূপ এক্ষণে তুমি রাবণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত সুরগণের প্রার্থনায় নির্ম্মল কাকুৎস্থকুলে দশরথের পুত্র হইয়া জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ ॥ ৫৪ ॥ অতএব দেবতাদিগের অংশোৎপন্ন মদীয় শক্তি সমন্বিত অত্যন্ত বলশালী কপীন্দ্রগণ তোমার সহায় হইবে। তোমার

শেষাংশোঽপ্যনুজস্তেঽয়ং রাবণাত্মজনাশকঃ।
ভবিষ্যতি ন সন্দেহঃ কর্ত্তব্যোঽত্র ত্বয়ানঘ!॥ ৫৬॥
বসন্তে সেবনং কার্য্যং ত্বয়া তত্রাতিশ্রদ্ধয়া।
হত্বাথ রাবণং পাপং কুরু রাজ্যং যথাসুখম্॥ ৫৭॥
একাদশসহস্রাণি বর্ষাণি পৃথিবীতলে।
কৃত্বা রাজ্যং রঘুশ্রেষ্ঠ! গন্তাসি ত্রিদিবং পুনঃ॥ ৫৮॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে দেবী রামস্তু প্রীতমানসঃ।
সমাপ্য তদ্ব্রতং চক্রে প্রয়াণং দশমীদিনে॥ ৫৯॥
বিজয়াপূজনং কৃত্বা দত্ত্বা দানান্যনেকশঃ।
নারদায় প্রতস্থেঽসৌ সমুদ্রাভিমুখো হরিঃ॥ ৬০॥
কপিপতিবলযুক্তঃ সানুজঃ শ্রীপতিশ্চ,
প্রকটপরমশক্ত্যা প্রেরিতঃ পূর্ণকামঃ।
উদধিতটগতোঽসৌ সেতুবন্ধং বিধায়া-
ত্যহনদমরশত্রুং রাবণং গীতকীর্ত্তিঃ॥ ৬১॥
যঃ শৃণোতি নরো ভক্ত্যা দেব্যাশ্চরিতমুত্তমম্।
স ভুক্ত্বা বিপুলান্ ভোগান্ প্রাপ্নোতি পরমং পদম্॥ ৬২॥

দ্বিজে দ্বিজাধিকরণে॥ ৫৪—৫৮॥
ইত্যুক্ত্বেতি। ইতি বরং দত্ত্বেত্যর্থঃ॥ ৫৯—৬২॥

অনুজ লক্ষ্মণ শেষনাগের অবতার, এই অতুল ভুজবলশালী পুরুষ, রাবণাত্মজ ইন্দ্রজিৎকে সংহার করিবে তাহাতে তুমি কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না॥ ৫৫—৫৬॥ তুমি রাবণকে সংহার করিয়া বসন্তকালে শ্রদ্ধার সহিত আমার পূজা করিয়া যথাসুখে রাজত্ব করিতে থাকিবে॥৫৭॥ রঘুবর! তুমি একাদশ সহস্র বৎসর এই পৃথিবীতলে রাজ্য করিয়া পুনর্ব্বার ত্রিদশ ভবনে গমন করিবে॥ ৫৮॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! এই বলিয়া দেবী অন্তর্হিত হইলে রামচন্দ্র অত্যন্ত প্রীতচিত্ত হইলেন এবং সেই কল্যাণকর ব্রত সমাপন পূর্ব্বক দশমীদিনে বিজয়া-পূজা সমাধা এবং মহর্ষি নারদকে বহুবিধ বস্ত্র দান করিয়া সমুদ্রাভিমুখে প্রস্থান করিলেন॥ ৫৯-৬০॥ রাজন্! এইরূপে প্রত্যক্ষীভূত মহাশক্তি মহাদেবী কর্ত্তৃক প্রেরিত ও পূর্ণকাম হইয়া কমলাপতি রামচন্দ্র অনুজের সহিত কপিসৈন্য সমভিব্যাহারে সিন্ধুতটে গমন করিয়া সমুদ্রে সেতুবন্ধন পূর্ব্বক সুরশত্রু রাবণকে সংহার করিলেন। তাঁহার এই অতুল কীর্ত্তি ত্রৈলোক্য মণ্ডলের সর্ব্বত্রই

সন্ত্যন্যানি পুরাণানি বিস্তরাণি বহূনি চ।
শ্রীমদ্ভাগবতস্যাস্য ন তুল্যানীতি মে মতিঃ ॥ ৬৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণেঽষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং তৃতীয়স্কন্ধে রামায়ণবর্ণনং নাম ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

দেব্যা ভাগবতস্যাস্য তৃতীয়স্কন্ধবিস্তরম্। (১৮১৬।) সার্দ্ধৈঃ বড়ব্ধিশৈলেন্দুপদ্যৈর্ব্যাসো ব্যরীরচৎ ॥

ন তুল্যানীতি। তানি পুরাণান্যেকৈকগুণোপাধিব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিপ্রতিপাদকানীদন্ত দেবীভাগবতং তদ্‌গুণমূলভূতসাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপপরাশক্তিপ্রতিপাদকমতো ন তত্তুল্যানি তানি পুরাণানীতি ভাবঃ ॥ ৬৩ ॥

শ্রীমচ্ছৈবকুলোৎপন্নরঙ্গনাথাত্মজঃ সুধীঃ।
শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসম্ভূতো নীলকণ্ঠোঽভিধানতঃ ॥ ১ ॥
দেবীভাগবতস্যাস্য ব্যাখ্যানরহিতস্য চ।
তিলকাখ্যাং মহাব্যাখ্যাং সম্যগ্ যঃ কৃতবান্ শুভাম্ ॥ ২ ॥
তৃতীয়স্কন্ধ এতস্যাঃ সমাপ্তো ভূচ্ছুভার্থদঃ।
তেন তুষ্যতু সা দেবী সচ্চিদানন্দরূপিণী ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে তিলকাখ্যে ত্রিংশদধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

পরিকীর্ত্তিত হইতে লাগিল ॥৬১॥ যে মানব ভক্তি সমন্বিত চিত্তে দেবীর এই অত্যুত্তম চরিত কথা শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তি বিপুল সুখসম্ভোগ প্রাপ্ত হইয়া অন্তকালে পরমপদ প্রাপ্ত হয় সন্দেহ নাই ॥৬২॥ মহারাজ! অন্যান্য বহুতর পুরাণ বিদ্যমান আছে, কিন্তু কোনটিই এই শ্রীমদ্দেবীভাগ-বতের তুল্য নহে, ইহা আমার স্থির নিশ্চয় জানিবেন ॥ ৬৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত নারদের নবরাত্র ব্রত বর্ণন ও রামচন্দ্রের তদনুষ্ঠান বর্ণন নামক ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সমাপ্তশ্চায়ং তৃতীয়স্কন্ধঃ।

চতুর্থঃ স্কন্ধঃ ।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

জনমেজয় উবাচ ।

বাসবেয় ! মুনিশ্রেষ্ঠ ! সর্ব্বজ্ঞাননিধেঽনঘ ! ।
প্রষ্টুমিচ্ছাম্যহং স্বামিন্নস্মাকং কুলবর্দ্ধন ! ॥ ১ ॥
শূরসেনসুতঃ শ্রীমান্ বসুদেবঃ প্রতাপবান্ ।
শ্রুতং ময়া হরির্যস্য পুত্রভাবমবাপ্তবান্ ॥ ২ ॥
দেবানামপি পূজ্যোঽভূন্নাম্না চানকদুন্দুভিঃ ।
কারাগারে কথং বদ্ধঃ কংসস্য ধর্ম্মতৎপরঃ ॥ ৩ ॥

গণেশায় নমঃ ।

যদুন্মেষনিমেষাভ্যাং জগতঃ প্রলয়োদ্ভবৌ ।
বন্দে তাং ভুবনেশানীং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥
অষ্টাধিকৈশ্চ চত্বারিংশদ্ভিঃ পদ্যৈরনন্তরম্ ।
কৃষ্ণাবতারসম্প্রশ্নো রাজ্ঞা কৃত উদীর্য্যতে ॥

পূর্ব্বাঽধ্যায়ান্তে রামাবতারপর্য্যন্তমবতারাঃ শ্রীভগবত্যধীনাস্তয়া যথা যথা প্রের্য্যন্তে তথা-তথা তে কুর্ব্বন্তীত্যুক্তং ন তু কৃষ্ণাবতারস্তদধীন উক্তঃ । তথা চ তস্যেশ্বরশক্তিযুক্তত্বে ন তস্য দুর্দ্দশা তদাশ্রিতানাং যাদবানাং পাণ্ডবানাং দুর্দ্দশা কিমিতি জাতেত্যভিপ্রায়েণ । কিঞ্চ জগতঃ কারণং শ্রীভুবনেশ্বরী ভগবতী মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণীতি সর্ব্ববেদসিদ্ধং তস্যাশ্চ বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যরাহিত্যেনোচ্চাবচসৃষ্টিকল্পনং কিংনিমিত্তমভবদিতি তন্নিমিত্তপরিচয়ার্থঞ্চ জনমে-জয়ঃ পৃচ্ছতি বাসবেয় মুনিশ্রেষ্ঠেতি। বাসব্যাঃ সুগন্ধায়াঃ অপত্যং বাসবেয়ঃ। স্ত্রীভ্যো ঢগিতি ঢক্ । হে ব্যাস ! ॥ ১—৩ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞাননিধে ! প্রভো ! হে বিমলাত্মন্ ! মুনিবর ! বাস-বেয় ! আপনি নিয়তই অস্মৎকুলের কল্যাণ কামনা করিয়া থাকেন, আমি আপনাকে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা করিতেছি ॥ ১ ॥ মুনিবর ! আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছি যে, স্বয়ং ভগবান্ হরি যাঁহার পুত্রভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই প্রতাপবান্ আনকদুন্দুভি দেবগণেরও পূজনীয়, সেই শ্রীমান্ শূরসেন-তনয় বসুদেব, সতত ধর্ম্মনিরত থাকিয়াও কি

দেবক্যা ভার্য্যয়া সার্দ্ধং কিমাগঃ কৃতবানসৌ।
দেবক্যা বালষট্‌কস্য বিনাশশ্চ কৃতঃ পুনঃ ॥ ৪ ॥
তেন কংসেন কস্মাদ্বৈ যয়াতিকুলজেন চ।
কারাগারে কথং জন্ম বাসুদেবস্য বৈ হরেঃ ॥ ৫ ॥
গোকুলে চ কথং নীতো ভগবান্ সাত্বতাম্পতিঃ।
গতো জন্মান্তরং কস্মাৎ পিতরৌ নিগড়ে স্থিতৌ ॥ ৬ ॥
দেবকীবসুদেবৌ চ কৃষ্ণস্যামিততেজসঃ।
কথং ন মোচিতৌ বদ্ধৌ পিতরৌ হরিণামুনা ॥ ৭ ॥
জগৎ কর্ত্তুং সমর্থেন স্থিতেন জনকোদরে।
প্রাক্তনং কিং তয়োঃ কর্ম্ম দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং মহাত্মভিঃ ॥ ৮ ॥
জন্ম বৈ বাসুদেবস্য যত্রাসীৎ পরমাত্মনঃ।
কে তে পুত্রাশ্চ কা বালা যা কংসেন বিপোথিতা ॥ ৯ ॥

আগোঽপরাধঃ। যেনাপরাধেন কারাগারে বদ্ধস্তাদৃশমাগঃ কিং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥
যযাতেঃ কুলমুত্তমমেব তদুদ্ভবেনাপি কংসেন কুলীনেনেত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥
গতো জন্মান্তরমিতি। ক্ষত্রিয়বংশজঃ সন্ গোপালবংশজত্ববিশিষ্টং লোকদৃষ্ট্যা জন্মান্ত কস্মাদগত ইত্যর্থঃ। পিতরাবিত্যস্যোত্তরত্রান্বয়ঃ ॥ ৬—৭ ॥
নম্ন প্রাক্তনকর্ম্মবশাত্তৌ বদ্ধৌ তত্র হরিঃ কিং করিষ্যতীতি চেত্তত্রাহ প্রাক্তনং কিমিতি যত্র পরমাত্মনো জন্মাভবত্তত্র প্রাক্তনং কিমবশিষ্টম্। যন্মহাত্মভিরপি দুর্জ্ঞেয়ম্। ন হি তস্মি সতি পরমেশ্বরস্য জন্ম স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

নিমিত্ত কংসের কারাগারে বদ্ধ হইয়াছিলেন ॥ ২—৩ ॥ দেবকী-ভার্য্যার সহিত তিনি কি অপরাধ করিয়াছিলেন ? কি নিমিত্ত যযাতিকুলনন্দন কংসরাজ, দেবকীর ছয়টী শিশু পুত্রকে বিনাশ করিয়াছিলেন। কি নিমিত্তই বা হরি বসুদেবের পুত্র হইয়া কারাগারে জন্মগ্রহ করিয়াছিলেন ? ॥ ৪—৫ ॥ কেনই বা সাত্বত কুলপতি ভগবান্ বাসুদেব গোকুলে নী হইয়াছিলেন, ক্ষত্রবংশে উৎপন্ন হইয়া কেনই বা তিনি লোকমধ্যে গোপালকুলজ বলিয় বিখ্যাত হইয়াছিলেন ; অপ্রমিত তেজঃসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের জনকজননী বসুদেব ও দেবকী কি নিমিত্ত নিগড়-নিবদ্ধ হইয়াছিলেন, যিনি জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় করিতে সমর্থ, সেই অপ্রমিত-প্রভাব হরি জননীর জঠরদেশে অবস্থিত হইয়াও কি নিমিত্ত নিগড়বদ্ধ পিত মাতাকে কারাগার হইতে অবিলম্বে মুক্ত করিয়া দিলেন না। তাঁহারা যে মহাত্মাগণেরও দুর্জ্ঞের আপন আপন প্রাক্তন কর্ম্মফলে কারাবন্ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বলা যাইতে পারে না, কারণ, পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ যেস্থানে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সেস্থানে কি আর প্রাক্তন কর্ম্মের ফলভোগ হইতে পারে ? আর, বসুদেবের ঔরসে ও দেবকী গর্ভে সমুৎপন্ন হইয়া পরিশেষে যাহারা কংস কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল তাহারা পূর্ব্বজন্মে কে ছিল ? ॥ ৬-৮ ।

শিলায়াং নির্গতা ব্যোম্নি জাতা হ্যষ্টভুজা পুনঃ।
গার্হস্থ্যঞ্চ হরের্ব্রূহি বহুভার্য্যস্য চানঘ। ॥ ১০ ॥
কার্য্যাণি তত্র তান্যেব দেহত্যাগঞ্চ তস্য বৈ।
কিংবদন্ত্যা শ্রুতং যত্তন্মনো মোহয়তীব মে ॥ ১১ ॥
চরিতং বাসুদেবস্য ত্বমাখ্যাহি যথাতথম্।
নরনারায়ণৌ দেবৌ পুরাণাবৃষিসত্তমৌ ॥ ১২ ॥
ধর্ম্মপুত্রৌ মহাত্মানৌ তপশ্চেরতুরুত্তমম্।
যৌ মুনী বহুবর্ষাণি পুণ্যে বদরিকাশ্রমে ॥ ১৩ ॥
নিরাহারৌ জিতাত্মানৌ নিঃস্পৃহৌ জিতষড়্গুণৌ।
বিষ্ণোরংশৌ জগৎস্বেম্নে তপশ্চেরতুরুত্তমম্ ॥ ১৪ ॥
তয়োরংশাবতারৌ হি জিষ্ণুকৃষ্ণৌ মহাবলৌ।
প্রসিদ্ধৌ মুনিভিঃ প্রোক্তৌ সর্ব্বজ্ঞৈর্নারদাদিভিঃ ॥ ১৫ ॥

কিঞ্চ কে তে পুত্রা ইতি। শিলায়াং যে বিপোথিতা ইতি শেষঃ। তে কে পূর্ব্বজন্মনি স্থিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৯—১০ ॥

কিংবদন্ত্যা জনশ্রুত্যা মনো মোহয়তীবেতি। কচিদীশ্বরবচ্চরিতেন কচিজ্জীববচ্চরিতেন কিময়মীশ্বরো বা জীবো বেতি মনসো মোহো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

কিঞ্চ নরনারায়ণাবিতি ॥ ১২—১৩ ॥

জিতষড়্গুণৌ জিতকামক্রোধাদিষট্কৌ। জগৎস্বেম্নে জগৎকল্যাণায় ॥ ১৪—১৫ ॥

য বালিকা কংস কর্ত্তৃক শিলায় আহত ও তৎক্ষণাৎ অষ্টভুজা হইয়া আকাশপথে উত্থিত হইয়াছিলেন তিনিই বা কে? হে বিমলাত্মন্! যিনি বহুতর রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই শ্রীহরি কিরূপে গৃহস্থ ধর্ম্মের আচরণ করিলেন; এবং তিনি সেই জন্মে যে যে কর্ম্ম করিয়া যরূপে দেহত্যাগ করেন তৎসমুদায় আমার নিকট বর্ণন করুন। আমি কিংবদন্তীতে যাহা াহা শ্রবণ করিয়াছি, তৎসমুদয় যেন আমার মনকে মোহিত করিয়া আনিতেছে। ভগবন্! াহাতে শুনিতেছি যে বাসুদেবের চরিত্র কখন ঈশ্বরের ন্যায় কখনও বা সামান্য জীবের ্যায়, অতএব তিনি ঈশ্বর অথবা সামান্য মানব এইরূপ সংশয়বিজৃম্ভিত মোহে আমার মন ্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে আপনি বাসুদেবের চরিত যথার্থরূপে বর্ণন করিয়া আমার এই মাহ বিদূরিত করুন ॥ ৯—১১ ॥

হে ভগবন্! পূর্ব্বে, ধর্ম্মপুত্র মহাত্মা পুরাতন মুনি, ঋষিশ্রেষ্ঠ, নরনারায়ণ নামক দেবতা ায় পবিত্র বদরিকাশ্রমে বহুবর্ষ ব্যাপিয়া অত্যুত্তম তপস্যা করিয়াছিলেন ॥ ১২—১৩ ॥ এই ্মুনিদ্বয় বিষ্ণুর অংশ, ইঁহারা জগতের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত, নিস্পৃহ, জিতেন্দ্রিয় ও নিরাার হইয়া কামক্রোধাদি রিপুবর্গের পরাজয় পূর্ব্বক অত্যুত্তম তপস্যা করিয়াছিলেন ॥১৪॥ সর্ব্ব-

বিদ্যমানশরীরৌ তৌ কথং দেহান্তরং গতৌ।
নরনারায়ণৌ দেবৌ পুনঃ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ কথম্ ॥ ১৬ ॥
যৌ চক্রতুস্তপশ্চোগ্রং মুক্ত্যর্থং মুনিসত্তমৌ।
তৌ কথং প্রাপতুর্দেহৌ প্রাপ্তযোগৌ মহাতপৌ ॥ ১৭ ॥
শূদ্রঃ স্বধর্ম্মনিষ্ঠস্তু মৃতো বৈশ্যত্বমাপ্নুয়াৎ।
বৈশ্যঃ স্বধর্ম্মনিষ্ঠস্তু দেহান্তে ক্ষত্রিয়ো ভবেৎ ॥ ১৮ ॥
ক্ষত্রিয়স্তু শুভাচারো মৃতো বৈ ব্রাহ্মণো ভবেৎ।
ব্রাহ্মণো নিঃস্পৃহঃ শান্তো ভবরোগাদ্বিমুচ্যতে ॥ ১৯ ॥
বিপরীতমিদং ভাতি নরনারায়ণৌ চ তৌ।
তপসা শোষিতাত্মানৌ ক্ষত্রিয়ৌ তৌ বভূবতুঃ ॥ ২০ ॥
কেন তৌ কর্ম্মণা শান্তৌ জাতৌ শাপেন বা পুনঃ।
ব্রাহ্মণৌ ক্ষত্রিয়ৌ জাতৌ কারণং তন্মুনে! বদ ॥ ২১ ॥

বিদ্যমানশরীরৌ তাবিতি। পূর্ব্বদেহং পরিত্যজ্যৈব দেহান্তরগমনং সম্ভবতি ন চ তদিহাস্তি। তথা চ কথং তয়োর্দেহান্তরগমনমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

কিঞ্চ যৌ চক্রতুরিতি। মুক্ত্যর্থং তপস্যতোর্দেহান্তরগমনফলং বিরুদ্ধং কথমভূদিতি-প্রশ্নার্থঃ ॥ ১৭ ॥

যদ্যত্তপসা যদ্যদ্ফলং ভবতি তদাহ শূদ্র ইতি ॥ ১৮—১৯ ॥

এবং নিয়মে সতি নরনারায়ণয়োর্ব্রাহ্মণয়োর্জ্ঞানিনোর্বিপরীতং ক্ষত্রিয়জন্মফলং কথমভূদিত্যাহ বিপরীতমিতি ॥ ২০ ॥

বিপরীতফলকারণং তর্কয়তি কেন তাবিতি ॥ ২১ ॥

জ্ঞানসম্পন্ন নারদাদি মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে, সুপ্রসিদ্ধ মহাবল অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ পূর্ব্বোক্ত পুরাতন মুনিদ্বয়ের অংশাবতার ॥১৫॥ সেই নরনারায়ণ দেবতাদ্বয় পূর্ব্বদেহ বিদ্যমান সত্ত্বে কিরূপে দেহান্তর গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণার্জ্জুন হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিলেন? ॥ ১৬ ॥ আর যে মুনীন্দ্রযুগল মুক্তির নিমিত্ত উগ্রতর তপস্যা করিয়া যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কিরূপে দেহ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন? ॥ ১৭ ॥ হে ব্রহ্মন্! আমরা শুনিয়াছি, স্বধর্ম্ম নিরত শূদ্র, দেহান্তে বৈশ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এইরূপ বৈশ্য সদাচারনিষ্ঠ হইলে ক্ষত্রিয়কুলে জন্মিয়া থাকে এবং সদাচার সম্পন্ন ক্ষত্র, দেহ পরিহার পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়া থাকে। আর ব্রাহ্মণ যদি নিঃস্পৃহ ও শান্তিপথাবলম্বী হয়েন তাহা হইলে ভবযন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৮—১৯ ॥ ভগবন্! সেই নরনারায়ণ, তপস্যা দ্বারা শরীর শোষণ করিয়াও যে ক্ষত্রিয় হইয়াছিলেন, এ বিষয় নিয়মের বিপরীত বলিয়াই আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে ॥ ২০ ॥ তাঁহারা যোগী হইলেও কি কর্ম্ম দ্বারা পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন? অথবা তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়া শাপপ্রযুক্তই ক্ষত্রিয় হইয়া জন্মিয়াছিলেন?

যাদবানাং বিনাশশ্চ ব্রহ্মশাপাদিতি শ্রুতিঃ।
কৃষ্ণস্যাপি হি গান্ধার্য্যাঃ শাপেনৈব কুলক্ষয়ঃ॥ ২২॥
প্রদ্যুম্নহরণং চৈব শম্বরেণ কথং কৃতম্।
বর্ত্তমানে বাসুদেবে দেবদেবে জনার্দ্দনে।
পুত্রস্য সূতিকাগেহাদ্ধরণঞ্চাতিদুর্ঘটম্॥ ২৩॥
দ্বারকাদ্দুর্গমধ্যাদ্ বৈ হরিবেশ্মাদ্দুরত্যয়াৎ।
ন জ্ঞাতং বাসুদেবেন তৎ কথং দিব্যচক্ষুষা॥ ২৪॥
সন্দেহোঽয়ং মহান্ ব্রহ্মন্নিঃসন্দেহং কুরু প্রভো!।
যৎ পত্ন্যো বাসুদেবস্য দস্যুভির্লুণ্ঠিতা হৃতাঃ॥ ২৫॥
স্বর্গতে দেবদেবে তু তৎ কথং মুনিসত্তম!।
সংশয়োঽন্যোঽস্তি মে ব্রহ্মংশ্চিত্তান্দোলনকারকঃ॥ ২৬॥
বিষ্ণোরংশঃ সমুদ্ভূতঃ শৌরির্ভূভারহারকৃৎ।
স কথং মথুরারাজ্যং ভয়াত্ত্যক্ত্বা জনার্দ্দনঃ॥ ২৭॥

কিঞ্চ যাদবানামিতি। স কথং জাত ইতি বদেতি শেষঃ। কৃষ্ণস্যাপীতি। গান্ধার্য্যাঃ শাপেনেশ্বরস্যাপি কৃষ্ণস্য কুলক্ষয়ঃ কথং জাত ইত্যপি বদেত্যর্থঃ॥ ২২॥
বাসুদেবে বর্ত্তমানে পুত্রস্য হরণং কথং কৃতমিত্যন্বয়ঃ॥ ২৩॥
কিঞ্চ তেন কৃতং হরণং বাসুদেবেন দিব্যচক্ষুষা কথং ন জ্ঞাতম্। যদর্থং মহামোহে নিমগ্ন ইত্যাহ ন জ্ঞাতমিতি॥ ২৪॥
কিঞ্চ যৎ পত্ন্য ইতি॥ ২৫॥
স্বর্গতে বৈকুণ্ঠং গতে॥ ২৬॥

যাহাই হউক, হে মুনে! আপনি আমার নিকট ইহার কারণ বর্ণন পূর্ব্বক সংশয় অপনোদন করুন॥ ২১॥ আমি শুনিয়াছি যে ব্রহ্মশাপে যদুকুল ধ্বংস হয় এবং শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার হইলেও গান্ধারীর অভিশাপে তাঁহার কুলক্ষয় হইয়াছিল॥ ২২॥ অসুররাজ শম্বর কি নিমিত্ত প্রদ্যুম্নকে হরণ করিয়াছিল, দেবদেব বাসুদেব জনার্দ্দন বিদ্যমান থাকিলেও সূতিকাগার হইতে পুত্রের হরণ অত্যন্ত দুর্ঘট বলিয়া মনে হয়॥ ২৩॥ শম্বরাসুর দুরতিক্রম্য দ্বারকা মধ্যস্থিত হরির গৃহ হইতে প্রদ্যুম্নকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেও বাসুদেব দিব্যচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাইলেন না কেন?॥ ২৪॥ হে ব্রহ্মন্! বাসুদেব দেহত্যাগ করিলে দস্যুগণ তাঁহার পত্নীগণকে যে লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছিল, এ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে॥ ২৫॥ হে মুনিসত্তম! দেবদেব বাসুদেব স্বর্গগত হইলেই উক্ত ব্যাপার কেন সংঘটিত হইল, ব্রহ্মন্! ইহা ব্যতীত আমার আর একটী গুরুতর সংশয় আছে যাহা মানসপথে উদিত হইয়া চিত্তকে আলোড়িত করিতেছে॥ ২৬॥ সাধো! শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশ হইতে

দ্বারবত্যাং গতঃ সাধো ! সসৈন্যঃ সসুহৃদ্গণঃ।
অবতারো হরেঃ প্রোক্তো ভূভারহরণায় বৈ ॥ ২৮ ॥
পাপাত্মনাং বিনাশায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ।
তৎ কথং বাসুদেবেন চৌরাস্তে ন নিপাতিতাঃ ॥ ২৯ ॥
যৈর্হৃতা বাসুদেবস্য পত্ন্যঃ সংলুণ্ঠিতাশ্চ তাঃ।
স্তেনাস্তে কিং ন বিজ্ঞাতাঃ সর্ব্বজ্ঞেন সতা পুনঃ ॥ ৩০ ॥
ভীষ্মদ্রোণবধঃ কামং ভূভারহরণে মতঃ।
অবিতাশ্চ মহাত্মানঃ পাণ্ডবা ধর্ম্মতৎপরাঃ ॥ ৩১ ॥
কৃষ্ণভক্তাঃ সদাচারা যুধিষ্ঠিরপুরোগমাঃ।
তে কৃত্বা রাজসূয়ঞ্চ যজ্ঞরাজং বিধানতঃ ॥ ৩২ ॥
দক্ষিণা বিবিধা দত্ত্বা ব্রাহ্মণেভ্যোঽতিভাবতঃ।
পাণ্ডুপুত্রাস্তু দেবাংশা বাসুদেবাশ্রিতা মুনে ! ॥ ৩৩ ॥

কিঞ্চ বিষ্ণোরিতি ॥ ২৭—৩০ ॥
ভীষ্মদ্রোণাদয়ো ধর্ম্মাত্মানোঽপি ভূভারকারকা ইতি জ্ঞাত্বা তেষাং বধস্তস্য মত ইষ্টো জাতস্তথা সতি তেষাং স্তেনানাং কথং তেন বধো ন কৃত ইতি বদেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩১ ॥
কিঞ্চ কৃষ্ণভক্তা ইতি ॥ ৩২—৩৩ ॥

উৎপন্ন; মুনিগণও কহিয়া থাকেন যে ভূভার হরণের নিমিত্ত ভগবান্ হরি অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ, জরাসন্ধের ভয়ে মথুরারাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সৈন্য ও সুহৃদ্গণের সহিত দ্বারবতী নগরীতে গমন করিয়াছিলেন। এ বিষয় আমার আশ্চর্য্য বলিয়াই বোধ হইতেছে। আর দেখুন যদি অমেয়াত্মা বাসুদেব, পৃথিবীর ভার হরণ, পাপাত্মাগণের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তবে যে সকল দুষ্ট তস্কর তাঁহার পত্নীগণের লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছিল; তাহাদিগকে পূর্ব্বে তিনি বিনাশ করেন নাই কেন? তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও কি সেই চৌরগণকে জানিতেন না? ॥ ২৭—৩০ ॥ তিনি ধর্ম্মনিরত মহাত্মা পাণ্ডবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অতি মহাত্মা ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্ম দ্রোণাদিকে ভূভার বিবেচনা করিয়া কিরূপে তাহাদের বধ সাধন করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে আমার মহান্ সংশয় জন্মিয়া রহিয়াছে ॥ ৩১ ॥ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডুপুত্রগণ সদাচার দেবাংশ সম্ভূত কৃষ্ণভক্ত, তাঁহারা ভক্তিভাবে বিধিপূর্ব্বক রাজসূয় মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ প্রকার দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক বাসুদেবের আশ্রিত হইয়াছিলেন, তথাপি হে মুনে! তাঁহারা কিজন্য ঘোরতর দুঃখ পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের সুকৃতিরাশি কোথায় অপহৃত হইয়াছিল, মুনিবর! তাহারা এমন কি ঘোরতর পাপ

ঘোরং দুঃখং কথং প্রাপ্তাঃ ক গতং সুকৃতঞ্চ তৎ ।
কিং তৎ পাপং মহারৌদ্রং যেন তে পীড়িতাঃ সদা ॥ ৩৪ ॥
দ্রৌপদী চ মহাভাগা বেদীমধ্যাৎ সমুত্থিতা ।
রমাংশজা চ সাধ্বী চ কৃষ্ণভক্তিযুতা তথা ॥ ৩৫ ॥
সা কথং দুঃখমতুলং প্রাপ ঘোরং পুনঃ পুনঃ ।
দুঃশাসনেন সা কেশে গৃহীতা পীড়িতা ভৃশম্ ॥ ৩৬ ॥
রজস্বলা সভায়াস্তু নীতা ভীতৈকবাসসা ।
বিরাটনগরে দাসী জাতা মৎস্যস্য সা পুনঃ ॥ ৩৭ ॥
ধর্ষিতা কীচকেনাথ রুদতী কুররী যথা ।
হৃতা জয়দ্রথেনাথ ক্রন্দমানাতিদুঃখিতা ॥ ৩৮ ॥
মোচিতা পাণ্ডবৈঃ পশ্চাদ্বলবদ্ভির্মহাত্মভিঃ ।
পূর্ব্বজন্মকৃতং কিং তদ্ পাতকং যেন পীড়িতাঃ ॥ ৩৯ ॥
দুঃখান্যনেকান্যাপ্তাস্তে কথয়াদ্য মহামতে ! ।
রাজসূয়ং ক্রতুবরং কৃত্বা তে মম পূর্ব্বজাঃ ॥ ৪০ ॥

ক্ব গতং সুকৃতঞ্চ তদিতি। নমু পূর্ব্বমেবোক্তং রাজসূয়ঃ সাঙ্গো যজ্ঞো ন জাত ইতি তৎকথমত্র শঙ্ক্যতে ক্ব গতং সুকৃতঞ্চ তদিতি চেন্ন। এতাদৃশবাসুদেবাদিসর্ব্বজ্ঞপুরুষসান্নিধ্যে কথং সাঙ্গো যজ্ঞো ন জাত ইত্যত্রৈব প্রশ্নতাৎপর্য্যাৎ। তদেবাহ কিং তৎ পাপমিতি। যেন পাপেন সাঙ্গো যজ্ঞো ন জাত ইতি কৃত্বা দুঃখেন পীড়িতাস্তৎ পাপং কিমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥
কিঞ্চ দ্রৌপদীতি ॥ ৩৫—৩৯ ॥
কিঞ্চ রাজসূয়মিতি ॥ ৪০ ॥

করিয়াছিলেন, যদ্বারা তাঁহাদিগকে নিরন্তরই ক্লেশরাশি ভোগ করিতে হইয়াছিল ॥৩২-৩৪॥ মহাভাগা দ্রৌপদী বেদিমধ্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তিনি লক্ষ্মীর অংশজাতা, সাধ্বী ও কৃষ্ণভক্তিসমন্বিতা; তিনিই বা কি নিমিত্ত অতুলনীয় ঘোরতর দুঃখ পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? হায়! দ্রৌপদী দুঃশাসন কর্ত্তৃক কেশাকর্ষণে অতিশয় প্রপীড়িতা এবং রজস্বলা একবস্ত্রা ও ভীতা হইলেও সেই দুষ্ট কর্ত্তৃক রাজসভায় আনীতা হইয়াছিলেন, তিনি বিরাটনগরে মৎস্যরাজের দাসী, ও কুররীর ন্যায় রোদন করিলেও কীচক কর্ত্তৃক ধর্ষিতা ও অপমানিতা হইয়াছিলেন; হায়! সেই দ্রৌপদী অতিশয় দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিলেও জয়দ্রথ কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া পরিশেষে বলবান্ মহাত্মা পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক মোচিত হইয়াছিলেন; মুনে! পূর্ব্বজন্মে সেই পাণ্ডবগণ এমন কি পাপ করিয়াছিলেন যদ্বারা তাহাদিগকে এরূপ ঘোরতর মহাক্লেশে পড়িতে হইয়াছিল? ॥ ৩৫—৩৯ ॥ হে মহামতে! আমার পূর্ব্বপুরুষগণ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াও কি কারণে এবংবিধ অনেক প্রকার দুঃখ

দুঃখং মহত্তরং প্রাপ্তাঃ পূর্ব্বজন্মকৃতেন বৈ।
দেবাংশানাং কথং তেষাং সংশয়োঽয়ং মহান্ হি মে ॥ ৪১ ॥
সদাচারৈস্তু কৌন্তেয়ৈর্ভীষ্মদ্রোণাদয়ো হতাঃ।
ছলেন ধনলোভার্থং জানানৈর্নশ্বরং জগৎ ॥ ৪২ ॥
প্রেরিতা বাসুদেবেন পাপে ঘোরে মহাত্মনা।
কুলং ক্ষয়িতবন্তস্তে হরিণা পরমাত্মনা ॥ ৪৩ ॥
বরং ভিক্ষাটনং সাধো নীবারৈর্জীবনং বরম্।
যোধান্ হত্বা লোভেন শিল্পেন জীবনং বরম্ ॥ ৪৪ ॥
বিচ্ছিন্নস্তু ত্বয়া বংশো রক্ষিতো মুনিসত্তম!।
সমুৎপাদ্য সুতানাশু গোলকাঞ্ছক্রনাশনান্* ॥ ৪৫ ॥

মম পূর্ব্বজাঃ পূর্ব্বজন্মকৃতপাপেন দুঃখং প্রাপ্তা ইতি বক্তব্যং তদপি ন সম্ভবতি। দেবাংশানাং তেষাং পূর্ব্বজন্মাভাবাদ্ দেবানাঞ্চ পরমেশ্বরাধিকারিপুরুষত্বাৎ পাপসম্ভাবনাভাবস্তথা চ দেবাংশানাং তেষাং কথং দুঃখসম্ভব ইত্যয়ং সংশয়ো মে বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

কিঞ্চ সদাচারৈস্থিতি। নশ্বরং মিথ্যাজগজ্জানানৈর্জ্ঞানবদ্ভিঃ সদাচারৈঃ কথং হতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

কিঞ্চ প্রেরিতা ইতি। বাসুদেবেনেশ্বরেণ কথং পাপে প্রেরিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

লোভেন যোধান্ হত্বা ন বিনাশ্য ভিক্ষাটনাদিনা জীবনং বরম্। ন তু লোভেন যোধান্ হত্বা রাজ্যভোগো বর ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

কিঞ্চ বিচ্ছিন্নস্থিতি ॥ ৪৫ ॥

ভোগ করিয়াছিলেন তাহা আপনি আমার নিকট বর্ণন করুন ॥ ৪০ ॥ যদি বলেন তাঁহারা পূর্ব্বজন্মকৃতকর্ম্মবশে অতি মহত্তর দুঃখপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা সম্ভব হইতে পারে না; কারণ, তাঁহারা দেবাংশ, অতএব তাঁহাদের এরূপ দুঃখভোগ কিজন্য ঘটিয়াছিল, এতদ্বিষয়ে আমার মহৎ সংশয় রহিয়াছে ॥ ৪১ ॥ কুন্তীপুত্রগণ সদাচার সম্পন্ন হইয়া এবং এই জগতের নশ্বরতা জানিয়াও ধনলোভে কি নিমিত্ত ছলপূর্ব্বক ভীষ্মদ্রোণাদির বধ সাধন করিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥ তাঁহারা, পরমাত্মস্বরূপ মহাত্মা বাসুদেব হরি কর্ত্তৃক ঘোরতর পাপকার্য্যে প্রেরিত হইয়া আপনাদের কুলক্ষয় করিয়াছিলেন ইহাত আমার নিকট অতিশয় আশ্চর্য্য বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে ॥৪৩॥ হে সাধো! বরং ভিক্ষাটনও ভাল, বরং নীবার কণিকায় প্রাণ ধারণও ভাল, বরং শিল্পকর্ম্ম দ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করাও ভাল তথাপি লোভবশে অন্যায় যুদ্ধে যোধগণের বধ সাধন করা কদাপি কর্ত্তব্য নহে ॥ ৪৪ ॥ হে মুনিসত্তম! আপনিই, অতুল পরাক্রমী গোলক পুত্র সকল † উৎপন্ন করিয়া এই বিচ্ছিন্ন বংশের রক্ষা

---

* মাতৃশাসনাৎ। ইতি বা পাঠঃ।

† পতি, মৃত হইলে সেই নারীর গর্ভে অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক উৎপাদিত পুত্রের নাম গোলক।

সোঽল্পেনৈব তু কালেন বিরাটতনয়াসুতঃ ।
তাপসস্য গলে সর্পং ন্যস্তবান্ কথমদ্ভুতম্ ॥ ৪৬ ॥
ন কোঽপি ব্রাহ্মণং দ্বেষ্টি ক্ষত্রিয়স্য কুলোদ্ভবঃ ।
তাপসং মৌনসংযুক্তং পিত্রা কিং তৎ কৃতং মুনে ! ॥ ৪৭ ॥
এতৈরন্যৈশ্চ সন্দেহৈর্বিকলং মে মনোঽধুনা ।
স্থিরং কুরু পিতঃ ! সাধো ! সর্ব্বজ্ঞোঽসি দয়ানিধে ! ॥ ৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে
জনমেজয়স্য সন্দেহকথনপুরঃসরং কৃষ্ণাবতারপ্রশ্নকথনং নাম
প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

ত্বাদৃশমহানুভাবাদুৎপন্নে বংশে জায়মানঃ সঃ বিরাটতনয়া উত্তরা তস্যাঃ সুতঃ পরিক্ষি-
ত্তাপসস্য গলে সর্পং কথং ন্যস্তবানিত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৪৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

করিয়াছিলেন ॥৪৫॥ আর সেই সংকুলসম্ভূত উত্তরাত্মজ মহানুভব পিতৃদেব, অকস্মাৎ কিজন্য তাপস ব্রাহ্মণের গলদেশে, মৃতসর্প বিন্যস্ত করিয়াছিলেন ? এই বিষয় আমার মহৎ আশ্চর্য্য বলিয়াই বোধ হইতেছে ॥ ৪৬ ॥ ক্ষত্রকুলোদ্ভব কোনও ব্যক্তি ব্রাহ্মণের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করেন না ; পিতৃদেব কি মৌনব্রতধারী তাপসের প্রতি সেইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন ? আপনি কি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন ? ॥ ৪৭ ॥ মুনিবর ! এই সকল এবং অন্যান্য বহুতর সন্দেহজালে জড়িত হইয়া আমার মন এক্ষণে অত্যন্ত বিকল ও ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, হে দয়ানিধে ! সাধো আপনি সর্ব্বজ্ঞ ; আপনি কৃপা করিয়া আমার এই চঞ্চল মানসের স্থিরতা সম্পাদন করুন ॥ ৪৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে জনমেজয়ের প্রশ্ন নামক প্রথম
অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

এবং পৃষ্টঃ পুরাণজ্ঞো ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
পরিক্ষিতসুতং শান্তং ততো বৈ জনমেজয়ম্।
উবাচ সংশয়চ্ছেত্তৃ বাক্যং বাক্যবিশারদঃ॥ ১ ॥

ব্যাস উবাচ।

রাজন্! কিমেতদ্বক্তব্যং কর্ম্মণাং গহনা গতিঃ।
দুর্জ্ঞেয়া কিল দেবানাং মানবানাঞ্চ কা কথা॥ ২ ॥
যদা সমুত্থিতং চৈতদ্‌ব্রহ্মাণ্ডং ত্রিগুণাত্মকম্।
কর্ম্মণৈব সমুৎপত্তিঃ সর্ব্বেষাং নাত্র সংশয়ঃ॥ ৩ ॥
অনাদিনিধনা জীবাঃ কর্ম্মবীজসমুদ্ভবাঃ।
নানাযোনিষু জায়ন্তে ম্রিয়ন্তে চ পুনঃপুনঃ॥ ৪ ॥

ষষ্টিশ্লোকৈর্ব্বিচিত্রস্ত প্রপঞ্চস্ত চ কারণম্।
দেবাদীনাঞ্চ সর্ব্বেষাং কর্ম্মৈবেত্যেতদুচ্যতে।

ইত্থং জনমেজয়েনানেকবিধান্ কৃতান্ প্রশ্নান্ শ্রুত্বা তেষাং সর্ব্বেষাং প্রশ্নানাং সমাধানং প্রপঞ্চস্ত দেবাদীনাঞ্চ কর্ম্মাধীনত্বমিতি ব্যাস উবাচেতি শৌনকাদীন্ প্রতি সূত আহ এবং পৃষ্টঃ পুরাণজ্ঞ ইতি॥ ১ ॥

কিমুবাচ তদাহ রাজন্! কিমিতি। এতত্ত্বয়া পৃষ্টং কিং বক্তব্যং যতো দেবানামপি কর্ম্মণাং গহনা কষ্টা গতির্দুর্জ্ঞেয়া ভবতি। যদা দেবাদীনামপি কর্ম্মণৈবং গতিস্তদা মানবানাং কা কথা। তস্মাৎ কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ॥ ২ ॥

কর্ম্মাধীনত্বমেব সর্ব্বেষামাহ যদেতি। অত্র তদেতি শেষঃ॥ ৩ ॥

কর্ম্মবীজসমুদ্ভবাঃ কর্ম্মরূপকারণজন্যাঃ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন, অনন্তর সত্যবতীতনয় পুরাণবিদ্ বাক্যবিশারদ ব্যাসদেব, এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া পরীক্ষিৎপুত্র প্রশান্তচেতা জনমেজয়কে সংশয়চ্ছেদি বাক্য সকল বলিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১ ॥ রাজন্! এ বিষয়ে অধিক বক্তব্য আর কি আছে? আপনি জানিবেন এই সংসারে কর্ম্মের গতি সহজেই বোধগম্য হয় না; ইহার বিচিত্র গতি দেবতারাও হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহেন, মনুষ্যদিগের পক্ষে আর কি বলিব॥ ২ ॥ যখন এই ত্রিগুণাত্মক জগৎ উৎপন্ন হয়, তখন কর্ম্মের দ্বারাই সকলের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই॥ ৩ ॥ কর্ম্মরূপ বীজ হইতে উৎপন্ন জীব

কর্ম্মণা রহিতো দেহসংযোগো ন কদাচন ॥ ৫ ॥
শুভাশুভৈস্তথা মিশ্রৈঃ কর্ম্মভির্বেষ্টিতং ত্বিদম্।
ত্রিবিধানি হি তান্যাহুর্বুধাস্তত্ত্ববিদশ্চ যে ॥ ৬ ॥
সঞ্চিতানি ভবিষ্যাণি প্রারব্ধানি তথা পুনঃ।
বর্ত্তমানানি দেহেঽস্মিংস্ত্রৈবিধ্যং কর্ম্মণাং কিল ॥ ৭ ॥
ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সর্ব্বেষাং তদ্বশত্বং নরাধিপ!।
সুখদুঃখজরামৃত্যুহর্ষশোকাদয়স্তথা ॥ ৮ ॥
কামক্রোধৌ চ লোভশ্চ সর্ব্বে দেহগতা গুণাঃ।
দৈবাধীনাশ্চ সর্ব্বেষাং প্রভবন্তি নরাধিপ! ॥ ৯ ॥

দেহসংযোগোঽয়ং ত্রিবিধকর্ম্মরহিতঃ কদাপি ন তিষ্ঠতি ॥ ৫ ॥

তত্র কর্ম্মাণি ত্রিবিধানি সন্তীত্যাহ শুভাশুভৈরিতি। শুভানি সাত্ত্বিকানি। অশুভানি তামসানি। মিশ্রাণি রাজসানি। তেষাং স্বরূপঞ্চ তৃতীয়স্কন্ধে সত্ত্বাদিগুণনিরূপণপ্রকরণে স্পষ্টীকৃতম্ ॥ ৬ ॥

তানি চ প্রত্যেকং ত্রিবিধানীত্যাহ সঞ্চিতানীতি এবং কর্ম্মণাং ত্রৈবিধ্যং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

যদ্যপি ব্রহ্মাদয় ঈশ্বরাঃ সন্তি তথাপি তে কর্ম্মণৈবেশ্বরা জাতা ইতি কর্ম্মবশ্যত্বং তেষামস্ত্যেবেত্যাহ ব্রহ্মাদীনামিতি। পূর্ব্বজন্মনি কশ্চিদ্বিদ্যমানো জীবঃ কর্ম্মোপাসনাতিশয়েন হিরণ্যগর্ভো ভবতি। সো বিভেৎ স নৈব রেমে ইতি বৃহদারণ্যকশ্রুতেঃ। কর্ম্মভির্বদ্ধ এবং স পূর্ব্বজন্মকৃতশ্রবণাদিসাধনসংস্কারবশাদেব হিরণ্যগর্ভজন্মনি জ্ঞানবাংশ্চ ভবতীত্যেতদপি বৃহদারণ্যক এবোক্তম্। কর্ম্মাধীনস্তু তস্য হিরণ্যগর্ভস্যৈবাবতারা এতে ব্রহ্মবিষ্ণুহরাদয়ঃ ইতি। হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ইত্যাদিশ্রুত্যোক্তম্। তথাচ কর্ম্মাধীনহিরণ্যগর্ভাংশত্বাদ্ব্রহ্মাদীনামপি কর্ম্মাধীনত্বং ভবত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

দৈবাধীনাঃ কর্ম্মাধীনা ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

সকলের আদি ও অন্ত নাই, ইহারা ঐ কর্ম্ম-বীজ দ্বারাই নানাবিধ যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ও পুনঃ পুনঃ বিনাশ প্রাপ্ত হয়, কারণ, কর্ম্মক্ষয় হইলে জীবকে কদাচই আর দেহের সহিত সংযুক্ত হইতে হয় না ॥ ৪—৫ ॥ জীবগণের কর্ম্ম শুভ, অশুভ ও মিশ্র, তন্মধ্যে সাত্ত্বিক কর্ম্ম শুভ, তামস কর্ম্ম অশুভ এবং রাজসিক কর্ম্ম মিশ্রিত, তত্ত্বদর্শি পণ্ডিতগণ জীবের কর্ম্ম এই তিন প্রকার বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন ॥ ৬ ॥ উক্ত তিন প্রকার কর্ম্মের প্রত্যেকই আবার সঞ্চিত, ভবিষ্য ও প্রারব্ধভেদে তিন প্রকারে বিভক্ত; এই তিন প্রকার কর্ম্ম জীবদেহে নিয়তই বিদ্যমান থাকে ॥ ৭ ॥ হে নৃপতে! ব্রহ্মাদি সকলেই সেই কর্ম্মের বশীভূত। আর সুখ, দুঃখ, জরা, মৃত্যু, হর্ষ, শোকাদি এবং কাম, ক্রোধ ও লোভাদি দেহগত গুণ সকল কর্ম্মজনিত অদৃষ্টের বশবর্ত্তী হইয়া প্রাদুর্ভূত হয় ॥ ৮—৯ ॥ অতএব রাগ দ্বেষাদি শারীরিক ধর্ম্ম সকল সমভাবেই

রাগদ্বেষাদয়ো ভাবাঃ সর্ব্বেঽপি প্রভবন্তি হি।
দেবানাং মানবানাঞ্চ তিরশ্চাঞ্চ তথা পুনঃ ॥ ১০ ॥
বিকারাঃ সর্ব্ব এবৈতে দেহেন সহ সঙ্গতাঃ।
পূর্ব্ববৈরানুযোগেন স্নেহযোগেন বা পুনঃ ॥ ১১ ॥
উৎপত্তিঃ সর্ব্বজন্তূনাং বিনা কর্ম্ম ন বিদ্যতে।
কর্ম্মণা ভ্রমতে সূর্য্যঃ শশাঙ্কঃ ক্ষয়রোগবান্ ॥ ১২ ॥
কপালী চ তথা রুদ্রঃ কর্ম্মণৈব ন সংশয়ঃ।
অনাদিনিধনঞ্চৈতৎ কারণং কর্ম্মসম্ভবে ॥ ১৩ ॥
তেনেহ শাশ্বতং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
নিত্যানিত্যবিচারেঽত্র নিমগ্না মুনয়ঃ সদা ॥ ১৪ ॥
ন জানন্তি কিমেতদ্বৈ নিত্যং বানিত্যমেব চ।
মায়ায়াং বিদ্যমানায়াং জগন্নিত্যং প্রতীয়তে ॥ ১৫ ॥

দেবানাং মানবানাঞ্চ তিরশ্চাং সর্ব্বেষামপি কর্ম্মাধীনত্বস্য তুল্যত্বাদিত্যাহ দেবানামিতি ॥ ১০ ॥

পূর্ব্ববৈরানুযোগেনেত্যর্দ্ধং পূর্ব্বান্বয়ি ॥ ১১ ॥

কর্ম্মাধীনত্বং নিগময়তি উৎপত্তিরিতি ॥ ১২ ॥

ননু কস্মাদেতাদৃশং দুর্ঘটং কর্ম্মোৎপন্নমিতি চেত্তত্রাহ অনাদিতি। বীজাঙ্কুরবদেতস্যানাদিত্বাদনাদিত্বম্। অনিধনত্বন্তু মোক্ষপর্য্যন্তাবস্থানাৎ। তদেতাদৃশকর্ম্মসম্ভবে সর্ব্বস্যোৎপত্তৌ কারণং ভবতীত্যর্থঃ। তেন কারণেন সর্ব্বং জগচ্ছাশ্বতং প্রবাহরূপেণ নিত্যং ভবতীত্যর্থঃ। তথাচ কৈবল্যশ্রুতিঃ। পুনশ্চ জন্মান্তরকর্ম্মযোগাৎ স এব জীবঃ স্বপিতি প্রবুদ্ধ ইতি। কর্ম্মণ এব কারণত্বং দর্শয়তি। তথাচ নৈতাদৃশং কর্ম্ম কস্মাদপ্যুৎপন্নং ভবিতুমিত্যর্থঃ। অতএবাহুঃ ষড়স্মাকমনাদয় ইতি ॥ ১৩ ॥

ইত্থং কর্ম্মসদ্ভাবে আগমং প্রদর্শ্যার্থাপত্তিমপ্যাহ নিত্যানিত্যেতি। ইদং জগন্নিত্যং প্রলয়রহিতমাহোস্বিদনিত্যং প্রলয়সহিতং ভবতি ইতিবিচারে সদা মুনয়ো নিমগ্নাঃ ॥ ১৪ ॥

প্রভুত্ব করিয়া থাকে। দেব মানব ও তির্য্যগ্জাতির পূর্ব্ব বৈরানুযোগ জন্য ক্রোধ ঈর্ষা দ্বেষাদি এবং স্নেহযোগ জন্য দয়া দাক্ষিণ্যাদি সকলপ্রকার বিকারই দেহের সহিত কর্ম্মসূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে ॥ ১০—১১ ॥ রাজন্! কর্ম্ম ব্যতিরেকে কোন জীবেরই উৎপত্তি হইতে পারে না। কর্ম্ম দ্বারাই সূর্য্যদেব, গগনমণ্ডলে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, কর্ম্ম দ্বারাই নিশাকর, রাজযক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং রুদ্রদেব কর্ম্ম দ্বারাই কপাল মালা ধারণ করিয়াছেন। অতএব, এই কর্ম্মের আদিও নাই এবং মোক্ষের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত বিনাশও নাই, এই কর্ম্মকেই জগতের উৎপত্তি বিষয়ে একমাত্র কারণ বলিয়া জানিবে ॥১২-১৩॥ এই জন্যই স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই অখিল জগৎ নিত্য, কিন্তু মুনিগণ, ইহার

কার্য্যাভাবঃ কথং বাচ্যঃ কারণে সতি সর্ব্বথা।
মায়া নিত্যা কারণঞ্চ সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা কিল ॥ ১৬ ॥
কর্ম্মবীজং ততো নিত্যং চিন্তনীয়ং সদা বুধৈঃ।
ভ্রমত্যেব জগৎ সর্ব্বং রাজন্! কর্ম্মনিয়ন্ত্রিতম্ ॥ ১৭ ॥
নানাযোনিষু রাজেন্দ্র! নানাধর্ম্মময়েষু চ।
ইচ্ছয়া চ ভবেজ্জন্ম বিষ্ণোরমিততেজসঃ ॥ ১৮ ॥
যুগেযুগেষ্বনেকাসু নীচযোনিষু তৎকথম্।
ত্যক্ত্বা বৈকুণ্ঠসংবাসং সুখভোগানেকশঃ।
বিণ্মূত্রমন্দিরে বাসং স্বতন্ত্রঃ কোঽভিবাঞ্ছতি ॥ ১৯ ॥

কুতো নিমগ্নাস্তত্রাহ ন জানন্তীতি। যতো নিত্যং বানিত্যং বেতি ন জানন্তি ততো নিমগ্না ইত্যর্থঃ। নন্বু জগন্নশ্বরং ভাতি ততো নিত্যকোটিঃ কথমুত্থিতেতি চেদনুমিত্যেত্যাহ যারোয়ামিতি। কারণস্য নিত্যত্বে কার্য্যমপি সদৈব স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

তদেবাহ কার্য্যাভাব ইতি অতো হেতোর্নিত্যত্বকোটিঃ সমুত্থিতেত্যর্থঃ। নন্বু মায়ৈবা-নিত্যা স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ মায়া নিত্যেতি। মোক্ষপর্য্যন্তং নিত্যেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

তর্হি প্রত্যক্ষোপলভ্যমানস্য জগতো নশ্বরত্বস্য কা গতিরিতি চেত্তদন্যথাঽনুপপত্ত্যা কর্ম্ম-রূপবীজস্য সহকারিকারণস্যানিত্যত্বং কল্পনীয়মিত্যাহ কর্ম্মবীজমস্ততোঽনিত্যমিতি। অনিত্যং কর্ম্মবীজং সহকারিকারণং বুদ্ধৌ চিন্তনীয়মিত্যর্থঃ। তস্মাজ্জগত উৎপত্তিপ্রলয়াস্যথানুপপ-ত্ত্যাপি কর্ম্মসদ্ভাবঃ সিদ্ধ ইতি ভাবঃ। তস্মিংশ্চানিত্যে কর্ম্মণি স্বীকৃতে যদা প্রারব্ধং কর্ম্মো-ত্তিষ্ঠতি তদা মায়া বিসৃজতি যদা প্রারব্ধং সর্ব্বপ্রাণিনাং নশ্যতি তদা কারণভূতায়া মায়ায়া নিত্যত্বেঽপি সহকারিকারণস্য কর্ম্মণোঽভাবাজ্জগতঃ প্রলয়ো ভবতীতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্ ॥১৭॥

যদি কর্ম্মনিয়ন্ত্রিতং জগন্ন স্যাত্তদেশ্বরাণাং কথমেতাদৃশী গতির্ভবেদিত্যাহ নানাযোনি-ষ্বিতি। ইচ্ছয়া যদি নানাযোনিষু অধর্ম্মময়েষু দেশেষু জন্ম ন স্যাত্তদা দেবাদীনাং কর্ম্মনিয়-ন্ত্রিতত্বং ন স্যান্ন চেচ্ছয়া কশ্চন দুঃখেষু পততি তস্মাদ্দেবাদীনামপি কর্ম্মনিয়ন্ত্রিতত্বমেবেতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥

নিত্যানিত্য বিচারে সর্ব্বদা নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন ॥ ১৪ ॥ এই জগৎ নিত্য কি অনিত্য তাহা তাঁহারা বিশেষরূপে জানিতে পারেন না, যেখানে মায়া বিদ্যমান সেখানে জগৎ নিত্য বলিয়াই প্রতীত হয়; কারণ, যেখানে কারণ সর্ব্বতোভাবে বর্ত্তমান, সেখানে [কা]র্য্যাভাব কিরূপে বলা যাইতে পারে। মায়া নিত্য ও সর্ব্বদাই সকলের কারণরূপে [বি]দ্যমান রহিয়াছে ॥ ১৫-১৬ ॥ অতএব রাজন্! বুধগণ, কর্ম্মবীজ নিত্য বলিয়া বিবেচনা [ক]রিয়া থাকেন। হে নৃপ! এই অখিল জগৎ কর্ম্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াই নিরন্তরই পরি-[ব]র্ত্তিত হইতেছে ॥১৭॥ রাজেন্দ্র! এই জগৎ অমিততেজা বিষ্ণুর ইচ্ছা দ্বারা নানাবিধ ধর্ম্মময় [না]না যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতেছে ॥ ১৮ ॥ নৃপতে! যদি অমিতপরাক্রমশালী বিষ্ণুর জন্ম [ই]চ্ছাক্রমেই হইয়া থাকে তবে কি জন্য তিনি অধর্ম্মময় নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? [কি] জন্যই বা ভগবান্ বিষ্ণু যুগে যুগে অনেকানেক নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন?

পুষ্পাবচয়লীলা চ জলকেলিঃ সুখাসনম্।
ত্যক্ত্বা গর্ভগৃহে বাসং কোঽভিবাঞ্ছতি বুদ্ধিমান্ ॥ ২০ ॥
তূলিকাং মৃদুসংযুক্তাং দিব্যাং শয্যাং বিনির্ম্মিতাম্।
ত্যক্ত্বাঽধোমুখবাসঞ্চ কোঽভিবাঞ্ছতি পণ্ডিতঃ ॥ ২১ ॥
গীতং নৃত্যঞ্চ বাদ্যঞ্চ নানাভাবসমন্বিতম্।
মুক্ত্বা কো নরকে বাসং মনসাপি বিচিন্তয়েৎ ॥ ২২ ॥
সিন্ধুজাদ্ভুতভাবানাং রসং ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজম্।
বিণ্মূত্ররসপানঞ্চ ক ইচ্ছেন্মতিমান্নরঃ ॥ ২৩ ॥
গর্ভবাসাৎ পরো নাস্তি নরকো ভুবনত্রয়ে।
তদ্ভীতাশ্চ প্রকুর্ব্বন্তি মুনয়ো দুস্তরং তপঃ ॥ ২৪ ॥
হিত্বা ভোগঞ্চ রাজ্যঞ্চ বনে যান্তি মনস্বিনঃ।
যদ্ভীতাস্তু বিমূঢ়াত্মা কস্তং সেবিতুমিচ্ছতি ॥ ২৫ ॥
গর্ভে তুদন্তি কৃময়ো জঠরাগ্নিস্তপত্যধঃ।
বপাসংবেষ্টনং ক্রূরং কিং সুখং তত্র ভূপতে ! ॥ ২৬ ॥

ইচ্ছয়া দেবাদীনাং নানাজন্মভোক্তৃত্বমিতি বক্তারমুপহসতি। যুগেযুগেষ্বিতি ॥ ১৯—২১ ॥
অধোমুখবাসং বাল্যাবস্থায়াং গর্ভে বা ॥ ২৫ ॥
যদ্ভীতাস্বিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ২৬ ॥

কোন্ স্বতন্ত্র ব্যক্তি বৈকুণ্ঠবাস এবং বিবিধ সুখসম্ভোগ পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ঠা মূত্র পরিপূরিত মন্দির মধ্যে বাস করিতে বাসনা করিয়া থাকে ? ॥ ১৯ ॥ কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি পুষ্পচয়ন লীলাবিলাস, জলকেলি ও সুখাসন বিসর্জ্জন দিয়া গর্ভ গৃহে বাস করিতে অভিলাষ করিয়া থাকে ॥ ২০ ॥ তূলিকাপূর্ণ, সুকোমল মনোরম দিব্য শয্যা পরিত্যাগ করিয়া কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি অধোমুখে গর্ভবাস করিতে অভিলাষী হয় ? ॥ ২১ ॥ হে নরেন্দ্র ! নানাবিধ হাবভাব-পরিপূর্ণ নৃত্য গীত ও বাদ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন্ ব্যক্তি নরকে বাস করিতে মনে মনেও চিন্তা করিতে পারে ? ॥ ২২ ॥ রাজেন্দ্র ! ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মীর অনুপম মনোরম অদ্ভুত ভাবের দুস্ত্যজ্য মোহনরস পরিবর্জ্জন পুরঃসর বিষ্ঠামূত্রের রসপান করিতে কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে ॥ ২৩ ॥ হে জনমেজয় ! এই ভুবনত্রয়ে গর্ভবাসের তুল্য নরক আর কিছুই নাই, ইহারই ভয়ে ভীত হইয়া মুনিগণ, দুশ্চর তপস্যা করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥ মনীষিগণ, যাহার ভয়ে ভীত হইয়া রাজ্য ও বিষয় সম্ভোগ পরিহার পূর্ব্বক বনগমন করেন, এমন মূঢ় ব্যক্তি কে আছে যে, সেই নরকের সেবা করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা পূর্ব্বক কামনা করিয়া থাকে ॥ ২৫ ॥ দেখ, গর্ভবাসকালে ক্রিমিগণ দংশন করিতে এবং জঠরাগ্নি অধোভাগে তাপ দান করিতে থাকে, তাহাতে আবার গর্ভবেষ্টন মাংস দ্বারা নিয়তই নির্দ্দয়রূপে বদ্ধ

বরং কারাগৃহে বাসো বন্ধনং নিগড়ৈর্ব্বরম্।
অল্পমাত্রং ক্ষণং নৈব গর্ভবাসঃ ক্বচিচ্ছুভঃ ॥ ২৭ ॥
গর্ভবাসে মহদ্দুঃখং দশমাসনিবাসনম্।
তথা নিঃসরণে দুঃখং যোনিযন্ত্রেঽতিদারুণে ॥ ২৮ ॥
বালভাবে তথা দুঃখং মূকাজ্ঞভাবসংযুতম্।
ক্ষুত্তৃষ্ণাবেদনাশক্তঃ পরতন্ত্রোঽতিকাতরঃ ॥ ২৯ ॥
ক্ষুধিতে রুদিতে বালে মাতা চিন্তাতুরা তদা।
ভেষজং পাতুমিচ্ছন্তী জ্ঞাত্বা ব্যাধিব্যথাং দৃঢ়াম্ ॥ ৩০ ॥
নানাবিধানি দুঃখানি বালভাবে ভবন্তি বৈ।
কিং সুখং বিবুধা দৃষ্ট্বা জন্ম বাঞ্ছন্তি চেচ্ছয়া ॥ ৩১ ॥
সংগ্রামমমরৈঃ সার্দ্ধং সুখং ত্যক্ত্বা নিরন্তরম্।
কর্ত্তুমিচ্ছেচ্চ কো মূঢ়ঃ শ্রমদং সুখনাশনম্ ॥ ৩২ ॥
সর্ব্বথৈব নৃপশ্রেষ্ঠ ! সর্ব্বে ব্রহ্মাদয়ঃ সুরাঃ।
কৃতকর্ম্মবিপাকেন প্রাপ্নুবন্তি সুখাসুখে ॥ ৩৩ ॥
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।
দেহবদ্ভির্নৃভির্দেবৈস্তির্য্যগ্ভিশ্চ নৃপোত্তম ! ॥ ৩৪ ॥

গর্ভবেষ্টনমাংসং বপা ॥ ২৭—৩৭ ॥

হইয়া থাকিতে হয়। রাজেন্দ্র ! তাহাতে কিছুই ত সুখ দৃষ্ট হয় না ॥ ২৬ ॥ কারাগৃহে নিবাস, ও নিগড় দ্বারা বন্ধনও বরং ভাল, তথাপি অল্পক্ষণমাত্রও গর্ভবাস শুভকর নহে ॥২৭॥ প্রথমত দশমাস গর্ভবাসে এবং তৎপরে নিদারুণ যোনিযন্ত্র দিয়া নির্গমনকালেও জীবকে মহৎ দুঃখ অনুভব করিতে হয় ॥ ২৮ ॥ বাল্যাবস্থায় বাক্যনিস্ফুরণের অভাব ও অজ্ঞানতা নিবন্ধন ক্ষুধা তৃষ্ণা জানাইতে অশক্ত, সুতরাং পরাধীন ও অতিশয় কাতর হইয়া জীবগণ দুঃখ প্রাপ্ত হয় ॥২৯॥ আবার, বালক ক্ষুধিত হইয়া রোদন করিলে তৎশ্রবণে মাতা ও চিন্তাতুর হইয়া থাকেন। তখন তিনি বালকের ব্যাধির যাতনা অধিকতর জানিয়া ঔষধ পান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন ॥ ৩০ ॥ এইরূপে বাল্যাবস্থাতেও নানাবিধ দুঃখ সংঘটিত হইয়া থাকে। অতএব দেবগণ কি সুখ দেখিয়া এই ঘোরতর দুঃখসঙ্কুল সংসারে স্বেচ্ছাক্রমে জন্মগ্রহণ করিতে বাঞ্ছা করিবেন ॥ ৩১ ॥ হে নৃপ ! নিরন্তর সন্তোষ সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন্ মূঢ় ব্যক্তি, অমরগণের সহিত শ্রমদায়ক ও সুখনাশক সংগ্রাম করিতে ইচ্ছা করেন। ॥ ৩২ ॥ নৃপেন্দ্র ! ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সকলেই কৃতকর্ম্মের বিপাক হেতু সর্ব্বতোভাবে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৩৩ ॥ নৃপোত্তম ! কি অমর কি নর কি তির্য্যগ্জাতি যে

তপসা দানযজ্ঞৈশ্চ মানবশ্চেন্দ্রতাং ব্রজেৎ।
ক্ষীণে পুণ্যেঽথ শক্রোঽপি পতত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫ ॥
রামাবতারযোগেন দেবা বানরতাং গতাঃ।
তথা কৃষ্ণসহায়ার্থং গোপযাদবতাং গতাঃ ॥ ৩৬ ॥
এবং যুগে যুগে বিষ্ণুরবতারাননেকশঃ।
করোতি ধর্ম্মরক্ষার্থং ব্রহ্মণা প্রেরিতো ভৃশম্ ॥ ৩৭ ॥
পুনঃপুনর্হরেরেবং নানাযোনিষু পার্থিব!।
অবতারা ভবন্ত্যন্যে রথচক্রবদদ্ভুতাঃ ॥ ৩৮ ॥
দৈত্যানাং হননং কর্ম্ম কর্ত্তব্যং হরিণা স্বয়ম্।
অংশাংশেন পৃথিব্যাং বৈ কৃত্বা জন্ম মহাত্মনা ॥ ৩৯ ॥
তদহং সম্প্রবক্ষ্যামি কৃষ্ণজন্মকথাং শুভাম্।
স এব ভগবান্বিষ্ণুরবতীর্ণো যদোঃ কুলে ॥ ৪০ ॥
কশ্যপস্য মুনেরংশো বসুদেবঃ প্রতাপবান্।
গোবৃত্তিরভবদ্রাজন্! পূর্ব্বশাপানুভাবতঃ ॥ ৪১ ॥

রথচক্রবৎ পরিবর্ত্তনমিত্যর্থঃ ॥ ৩৮—৪০ ॥

ইত্থং সর্ব্বপ্রপঞ্চস্য সামান্যতঃ কর্ম্মজন্যত্বমুপপাদিতম্। অয়ং ভাবঃ সচ্চিদানন্দরূপিণ্যা ভগবত্যা নিত্যতৃপ্তায়া জগৎকল্পনেন কিঞ্চিৎ ফলমস্তি। কিন্তু নানাকর্ম্মভির্ব্বদ্ধাঃ প্রাণিনো জগৎসর্জ্জনাভাবে বিষয়াভাবাদ্ভোগাসম্ভবে ন তৈথর্ব্বদ্ধাঃ স্যুরিতি তেষাং ভোগেন কর্ম্মক্ষয়ার্থং স্বপ্রয়োজনাভাবেঽপি কেবলং প্রাণিদয়ামবলম্ব্যৈব ভগবত্যা জগৎসর্জ্জনে প্রবৃত্তিঃ।

কোনও দেহধারী মাত্রকেই আপন আপন কৃতকর্ম্মের শুভাশুভ ফলভোগ অবশ্যই করিতে হইবে তাহাতে কিছুমাত্রই সন্দেহ নাই ॥ ৩৪ ॥ হে পার্থিব! মনুষ্য তপস্যা দান ও যজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু পুণ্য ক্ষীণ হইলে, ইন্দ্রও স্বস্থান হইতে নিপতিত হইয়া থাকেন ॥ ৩৫ ॥ দেখ, রামাবতার সময়ে দেবগণ, তাঁহার সাহায্য করিবার নিমিত্ত বানর হইয়া এবং কৃষ্ণাবতারে গোপ ও যাদব হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥ এইরূপে যুগে যুগে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু, ধর্ম্মরক্ষার নিমিত্ত অনেকবার অবনিমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৩৭ ॥ হে পৃথিবীন্দ্র! এইরূপে ভগবান্ হরি রথচক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইয়া নানাযোনিতে বহুবার অদ্ভুতরূপে পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৩৮ ॥ অমেয়াত্মা হরি স্বয়ং অংশাংশে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া দৈত্যসংহাররূপ কর্ত্তব্য কর্ম্মসম্পাদন করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥ অতএব আমি আপনাকে সেই কল্যাণদায়িনী কৃষ্ণকথাই বলিব। সেই ভগবান্ বিষ্ণুই যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৪০ ॥ রাজন্! কশ্যপমুনির অংশোৎপন্ন প্রভাবসম্পন্ন বসুদেব পূর্ব্বশাপ হেতু জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক

কশ্যপস্য চ দ্বে পত্ন্যৌ শাপাদত্র মহীতলে।
অদিতিঃ সুরসা চৈবমাসতুঃ পৃথিবীপতে! ॥ ৪২ ॥
দেবকী রোহিণী চোভে ভগিন্যৌ ভরতর্ষভ!।
বরুণেন মহাঞ্চাপো দত্তঃ কোপাদিতি শ্রুতম্ ॥ ৪৩ ॥

রাজোবাচ।

কিং কৃতং কশ্যপেনাগো যেন শপ্তো মহানৃষিঃ।
সভার্য্যঃ স কথং জাতস্তদ্বদস্ব মহামতে! ॥ ৪৪ ॥
কথঞ্চ ভগবান্বিষ্ণুস্তত্র জাতোঽস্তি গোকুলে।
বাসী বৈকুণ্ঠনিলয়ে রমাপতিরখণ্ডিতঃ ॥ ৪৫ ॥
নিদেশাৎ কস্য ভগবান্ বর্ত্ততে প্রভুরব্যয়ঃ।
নারায়ণঃ সুরশ্রেষ্ঠো যুগাদিঃ সর্ব্বধারকঃ ॥ ৪৬ ॥

তত্র যথা যথা যস্য কর্ম্ম বর্ত্ততে তথা তথা তস্য ফলং দেয়মিতি ন ভগবত্যা বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাদোষপ্রসক্তিঃ। ন চ প্রপঞ্চে সতি কর্ম্মোদ্ভবস্তস্মিন্ সতি তন্নিমিত্তঃ প্রপঞ্চ ইত্যন্যোন্যাশ্রয়ো বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাদোষপ্রসক্তিশ্চ তদবস্থৈবেতি চেন্ন, বীজাঙ্কুরবৎ কর্ম্মণাং প্রপঞ্চস্য চানাদিত্বাৎ। যদাহুঃ ষড়স্মাকমনাদয় ইতি। অতএব বৃহদারণ্যকে পূর্ব্বজন্মনি কৃতকর্ম্মোপাসনস্য যজমানস্য হিরণ্যগর্ভপদপ্রাপ্তৌ সত্যাং কর্ম্মবদ্ধত্বাদেবেশ্বরস্যাপি হিরণ্যগর্ভস্য ভয়ারত্যাদিকং সো বিভেৎ স নৈব রেমে ইত্যাদিনোক্তম্। অনন্তরং চ সো বেদাহং ব্রহ্মাস্মি ইত্যনেন তত্ত্বজ্ঞানমপ্যুক্তম্। যদা হিরণ্যগর্ভস্যাপি কর্ম্মবদ্ধত্বং তদা তদবতারেষু হরিব্রহ্মাদিষু তদবতারাবতারেষু রামকৃষ্ণাদিষু কর্ম্মবদ্ধত্বে কা কথেতি। অধুনা শাপাদিবিশেষকর্ম্মবদ্ধত্বং চ বদন্ পূর্ব্বপ্রশ্নানামুত্তরমপ্যাহ কশ্যপস্য মুনেরংশ ইতি। গোবৃত্তিঃ পশুপালবৃত্তিঃ ॥ ৪১ ॥

কশ্যপস্য ঋষেঃ পত্ন্যাবদিতিঃ সুরসা চেত্যেবং নাম্না বভূবতুস্তে বরুণশাপাদ্দেবকীরোহিণীচ জাতে ইত্যর্থঃ ॥ ৪২—৪৩ ॥

যেন শপ্ত ইতি। যেনাগসাপরাধেন সভার্য্যঃ স ঋষিঃ কথং শপ্তো জাত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

গোকুলে বৈকুণ্ঠাপেক্ষয়াঽতিনিকৃষ্টে ॥ ৪৫ ॥

পশু পালন বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন ॥ ৪১ ॥ নৃপবর! কশ্যপ ঋষির দুই পত্নী অদিতি ও সুরসা অভিশাপ বশে দেবকী ও রোহিণী দুই ভগিনীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হে ভরতর্ষভ! আমরা এরূপ শুনিয়াছি যে জলাধিপতি বরুণ কোন সময়ে কোপভরে তাঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৪২—৪৩ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মহামতে! মহর্ষি কশ্যপ কি অপরাধ করিয়াছিলেন যদ্দ্বারা তিনি ভার্য্যার সহিত পশুজীবী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠবাসী অখণ্ডিতাত্মা বিষ্ণুই বা কি জন্য গোকুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা আমাকে বলুন ॥ ৪৪—৪৫ ॥ যিনি, ভগবান্ ও নারায়ণ, যিনি সুরশ্রেষ্ঠ ও নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ, যিনি সর্ব্বাধার ও অব্যয় সেই সর্ব্বযুগাদি, বৈকুণ্ঠবাসী হৃষীকেশ কি নিমিত্ত আপন ভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক নর-

স কথং সদনং ত্যক্ত্বা কর্ম্মবানিব মানুষে।
করোতি জননং কস্মাদত্র মে সংশয়ো মহান্ ॥ ৪৭ ॥
প্রাপ্য মানুষদেহন্তু করোতি চ বিড়ম্বনম্।
ভাবান্নানাবিধাংস্তত্র মানুষে দুষ্টজন্মনি ॥ ৪৮ ॥
কামঃ ক্রোধোঽমর্ষশোকৌ বৈরং প্রীতিশ্চ কর্হিচিৎ।
সুখং দুঃখং ভয়ং নৃণাং দৈন্যমার্জবমেব চ ॥ ৪৯ ॥
দুষ্কৃতং সুকৃতং চৈব বচনং হননং তথা।
পোষণং চলনং তাপো বিমর্শশ্চ বিকত্থনম্ ॥ ৫০ ॥
লোভো দম্ভস্তথা মোহঃ কপটং শোচনং তথা।
এতে চান্যে তথা ভাবা মানুষ্যে সম্ভবন্তি হি ॥ ৫১ ॥
স কথং ভগবান্ বিষ্ণুস্ত্যক্ত্বা সুখমনশ্বরম্।
করোতি মানুষং জন্ম ভাবৈরেতৈরভিদ্রুতম্ ॥ ৫২ ॥
কিং সুখং মানুষং প্রাপ্য ভুবি জন্ম মুনীশ্বর!।
কিংনিমিত্তং হরিঃ সাক্ষাদ্গর্ভবাসং করোতি বৈ ॥ ৫৩ ॥
গর্ভদুঃখং জন্মদুঃখং বালভাবে তথা পুনঃ।
যৌবনে কামজং দুঃখং গার্হস্থ্যেঽতিমহত্তরম্ ॥ ৫৪ ॥
দুঃখান্যেতান্যবাপ্নোতি মানুষে দ্বিজসত্তম!।
কথং স ভগবান্ বিষ্ণুরবতারান্ পুনঃপুনঃ ॥ ৫৫ ॥

কস্য নিদেশাদাজ্ঞয়েতাদৃশো বর্ত্ততে ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৬—৪৮ ॥
দুষ্টত্বমেবোপপাদয়তি কামঃ ক্রোধ ইতি ॥ ৪৯ ॥

লোকে জন্মগ্রহণ করিয়া মানুষের কর্ম্ম করিয়াছিলেন এ বিষয়ে আমার মহান্ সন্দেহ রহিয়াছে ॥৪৬-৪৭॥ তিনি মানবদেহ ধারণ করিয়া নানাবিধ বিড়ম্বনা ভোগ এবং নানাবিধ দুষ্টভাব অনুভব করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥ কারণ, মনুষ্য জন্মে কখন কাম, ক্রোধ, অমর্ষ, শোক ও বৈর; কখন প্রীতি, কখন সুখ, কখন দুঃখ, কখনও মানুষতাসুলভ দৈন্য, সুকৃত দুষ্কৃত, বচন ও হনন, পোষণ ও চলন, তাপ, বিমর্শ ও শ্লাঘা লোভ, দম্ভ ও মোহ, কাপট্য ও অনুশোচনা এই সকল ও অন্যান্য নানাপ্রকার ভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥৪৯-৫১॥ অতএব সেই ভগবান্ বিষ্ণু, নিত্য সুখ পরিহার করিয়া কি নিমিত্ত এই সকল দুষ্টভাব পরিপ্লুত মানুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥ হে মুনিবর! ভূতলে মানুষজন্ম গ্রহণে এমন কি সুখ আছে যে, সেই সাক্ষাৎ হরিও যাহার নিমিত্ত গর্ভবাস স্বীকার করিয়াছিলেন? ॥৫৩॥ হে মুনীন্দ্র! যে মনুষ্যজন্মে গর্ভবাসে, উৎপত্তিকালে, বালভাবে ও যৌবনেও দুঃখ এবং গার্হস্থ্য আচরণে ত দুঃখের

প্রাপ্য রামাবতারং হি হরিণা ব্রহ্মযোনিনা।
দুঃখং মহত্তরং প্রাপ্তং বনবাসেঽতিদারুণে ॥ ৫৬ ॥
সীতাবিরহজং দুঃখং সংগ্রামশ্চ পুনঃপুনঃ।
কান্তাত্যাগোঽপ্যনেনৈবমনুভূতো মহাত্মনা ॥ ৫৭ ॥
তথা কৃষ্ণাবতারেঽপি জন্ম রক্ষাগৃহে পুনঃ।
গোকুলে গমনং চৈব গবাং চারণমিত্যুত ॥ ৫৮ ॥
কংসস্য হননং কষ্টাদ্দ্বারকাগমনং পুনঃ।
নানাসংসারদুঃখানি ভুক্তবান্ ভগবান্ কথম্ ॥ ৫৯ ॥
স্বেচ্ছয়া কঃ প্রতীক্ষেত মুক্তো দুঃখানি জ্ঞানবান্।
সংশয়ং ছিন্ধি সর্ব্বজ্ঞ! মম চিত্তপ্রশান্তয়ে ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে কর্ম্ম ফল প্রাধান্য কথনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

বচনং বিশ্বাসভাষণম্। বিমর্শো বিচারঃ। বিকত্থনং বল্গনম্ ॥ ৫০—৫৬ ॥
এবমিদং সর্ব্বমনুভূতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥
রক্ষাগৃহে কারাগৃহে ॥ ৫৮—৫৯ ॥
নহ্যেতৎ স্বেচ্ছয়া কশ্চিৎ করোতি কিন্ত্বন্যাধীনতয়ৈবেত্যাহ স্বেচ্ছয়েতি ॥ ৬০ ॥

ইতিশ্রীদেবীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সীমা নাই, হে দ্বিজসত্তম! তবে সেই ভগবান্ বিষ্ণু কি জন্য পুনঃ পুনঃ মানুষ জন্মে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? ॥ ৫৪-৫৫ ॥ দেখুন, সেই ব্রহ্মসম্ভব হরি, রামাবতার প্রাপ্ত হইয়া নিদারুণ বনবাসে অতি মহৎ দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই মহাত্মা, জনকাত্মজার বিরহজনিত দুঃখ; পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম, প্রিয়তমা কান্তার বিয়োগ প্রভৃতি মহত্তর দুঃখকর বিষয় সকল অনুভব করিয়াছিলেন ॥ ৫৬—৫৭ ॥ এইরূপে কৃষ্ণাবতারে, কারাগৃহে জন্ম, গোকুলে গমন ও গোচারণ, কংসনাশ, অতি কষ্টে দ্বারকায় গমন প্রভৃতি নানাবিধ সংসার দুঃখ কেন ভোগ করিয়াছিলেন ॥ ৫৮—৫৯ ॥ হে ভগবন্! আপনি সমস্তই অবগত আছেন; অতএব বলুন, কোন জ্ঞানবান্ মুক্ত ব্যক্তি দুঃখ লাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, আপনি আমার চিত্ত শান্তির নিমিত্ত এই মহান্ সংশয় ছিন্ন করিয়া আমার প্রতি করুণা প্রকাশ করুন ॥ ৬০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে কর্ম্মফল-প্রাধান্যবর্ণন নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

কারণানি বহূন্যত্রাপ্যবতারে হরেঃ কিল।
সর্ব্বেষাঞ্চৈব দেবানামংশাবতরণেষ্বপি ॥ ১ ॥
বসুদেবাবতারস্য কারণং শৃণু তত্ত্বতঃ।
দেবক্যাশ্চৈব রোহিণ্যা অবতারস্য কারণম্* ॥ ২ ॥
একদা কশ্যপঃ শ্রীমান্ যজ্ঞার্থং ধেনুমাহরৎ।
যাচিতোঽয়ং বহুবিধং ন দদৌ ধেনুমুত্তমাম্† ॥ ৩ ॥
বরুণস্তু ততো গত্বা ব্রহ্মাণং জগতঃ প্রভুম্।
প্রণম্যোবাচ দীনাত্মা স্বদুঃখং বিনয়ান্বিতঃ ॥ ৪ ॥
কিং করোমি মহাভাগ! মত্তোঽসৌ ন দদাতি গাম্।
শাপো ময়া বিসৃষ্টোঽস্মৈ গোপালো ভব মানুষে ॥ ৫ ॥

সাদ্ধপঞ্চাধিকৈঃ পঞ্চাশদ্ভিঃ পদ্যৈরনন্তরম্।
অদিতেঃ শাপকথনং বিস্তরাদিহ বর্ণ্যতে ॥

দেবকী কেন শাপেন জাতেতি রাজ্ঞা পৃষ্টে ব্যাস উবাচ কারণানীতি। মুখ্যং কারণং তু কর্ম্মৈভূ্যক্তমবান্তরকারণানি তু বহূনি সন্তীত্যর্থঃ। ন হরের্দ্দেবক্যা এব কিন্তু সর্ব্বেষাং দেবানামবতারেম্বিত্যর্থঃ ॥ ১—২ ॥

ধেনুমিতি জাত্যৈকবচনং উত্তরত্র ধেনব ইতি বচনাৎ। বরুণস্য সম্বন্ধিনীমাহরদাহৃতবান্। বরুণেন স্বধেন্বর্থে যাচমানোঽপি কশ্যপো ন দদাবিত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥

মত্ত উন্মত্তঃ অতো ময়া শাপো বিসৃষ্টঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! এই হরির অবতারে, এবং অখিল দেবগণের অংশাবতারে বহুতর কারণ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১ ॥ এক্ষণে আপনি বসুদেব, দেবকী ও রোহিণীর অবতারের কারণ বিশেষরূপে শ্রবণ করুন ॥ ২ ॥ এক দিবস শ্রীমান্ কশ্যপ ঋষি যজ্ঞের নিমিত্ত বরুণদেবের কামধেনু অপহরণ করিয়া আনেন; অনন্তর বরুণদেব ঐ ধেনুর নিমিত্ত বারংবার প্রার্থনা করিলেও তিনি তাঁহাকে ঐ উত্তমা ধেনু প্রদান করিলেন না ॥ ৩ ॥ তদনন্তর বরুণদেব, অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং জগৎপ্রভু ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া বিনয় সহকারে আপন দুঃখ নিবেদন করিয়া কহিলেন ॥ ৪ ॥ মহাভাগ! মহর্ষি কশ্যপ

---

* শাপাত্তু বরুণস্য বৈ। ইতি বা পাঠঃ।

† একদা কশ্যপঃ শ্রীমান্ যজ্ঞার্থং বরুণস্য হ। জহার যাজ্ঞীয়া গাবঃ পয়োদাঃ সুরভি সমাঃ ॥
অদিতিঃ সুরভিশ্চৈব ভার্য্যে দ্বে তস্য সুপ্রিয়ে। তস্যাঃ প্রিয়ার্থং তেনাদ্য রক্ষিতা গাঃ পয়োযুতাঃ ॥
ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে।

ভার্য্যে দ্বে অপি তত্রৈব ভবেতাং চাতিদুঃখিতে।
যতো বৎসা রুদন্ত্যত্র মাতৃহীনাঃ সুদুঃখিতাঃ ॥ ৬ ॥
মৃতবৎসাদিতিস্তস্মাদ্ভবিষ্যতি ধরাতলে।
কারাগারনিবাসা চ তেনাপি বহুদুঃখিতা ॥ ৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য যাদোনাথস্য পদ্মভূঃ।
সমাহূয় মুনিং তত্র তমুবাচ প্রজাপতিঃ ॥ ৮ ॥
কস্মাত্ত্বয়া মহাভাগ! লোকপালস্য ধেনবঃ।
হৃতাঃ পুনর্ন দত্তাশ্চ কিমন্যায়ং করোষি বৈ ॥ ৯ ॥
জানন্ ন্যায়ং মহাভাগ! পরবিত্তাপহারণম্।
কৃতবান্ কথমন্যায়ং সর্ব্বজ্ঞোঽসি মহামতে! ॥ ১০ ॥
অহো লোভস্য মহিমা মহতোঽপি ন মুঞ্চতি।
লোভং নরকদং নূনং পাপাকরমসম্মতম্ ॥ ১১ ॥
কশ্যপোঽপি ন তং ত্যক্তুং সমর্থঃ কিং করোম্যহম্।
সর্ব্বদৈবাধিকস্তস্মাল্লোভো বৈ কলিতো ময়া ॥ ১২ ॥

তত্রৈব মানুষে এব। বৎসা রুদন্তি ত্বয়াদত্তানাং গবামিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥
তস্মাৎ তেন কারণেনেত্যর্থঃ। তেনাপি তেনৈব কারণেন ইতি শাপে দত্তেঽপি ন দদাতীত্যাশ্চর্য্যং ব্রহ্মাণং প্রত্যুক্তবানিতি ভাবঃ ॥ ৭—১০ ॥

এক্ষণে উন্মত্ত প্রায় তিনি কোন প্রকারেই আমাকে ধেনু প্রদান করিলেন না। আমি, মাতৃবিরহে অতিশয় দুঃখিত বৎসগণের রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে, এই বলিয়া শাপ প্রদান করিয়াছি যে, আপনি নরলোকে গোপাল হইয়া জন্মগ্রহণ করুন্ এবং আপনার ভার্য্যাদ্বয়, অতিশয় দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানে জন্মলাভ করুক" ॥ ৫—৬ ॥ হে ব্রহ্মন্! বৎসগণের সেই কষ্ট দর্শন করিয়া অতিশয় রোষভরে পুনর্ব্বার অদিতিকে কহিয়াছি যে তুমি, ধরাতলে মৃতবৎসা, কারাবাসিনী এবং বহুদুঃখভাগিনী হইবে ॥ ৭ ॥

জনমেজয়! পদ্মযোনি ব্রহ্মা, বরুণের সেই বচন শ্রবণ পূর্ব্বক মুনিবর কশ্যপকে আহ্বান করিয়া কহিলেন ॥ ৮ ॥ মহাভাগ! আপনি কি নিমিত্ত লোকপাল বরুণদেবের ধেনু সকল হরণ করিয়াছেন? কি নিমিত্তই বা ধেনু সকল পুনঃ প্রদান না করিয়া অন্যায় করিয়াছেন? ॥ ৯ ॥ ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও মতিমান্ হইয়া এবং ন্যায়ের তথ্য অবগত হইয়াও পরধন অপহরণ করিয়া কি জন্য অন্যায়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? ॥১০॥ অহো! লোভের কি অপূর্ব্ব মহিমা! মহৎ ব্যক্তিগণও লোভের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হয়েন না। লোভ,

ধন্যাস্তে মুনয়ঃ শান্তা জিতো যৈর্লোভ এব চ।
বৈখানসৈঃ শমপরৈঃ প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখৈঃ ॥ ১৩ ॥
সংসারে বলবাঞ্ছত্রুর্লোভোঽমেধ্যবরঃ সদা।
কশ্যপোঽপি দুরাচারঃ কৃতস্নেহো* দুরাত্মনা ॥ ১৪ ॥
ব্রহ্মাপি তং শশাপাথ কশ্যপং মুনিসত্তমম্।
মর্য্যাদা রক্ষণার্থং হি পৌত্রং পরমবল্লভম্ ॥ ১৫ ॥
অংশেন ত্বং পৃথিব্যাং বৈ প্রাপ্য জন্ম যদোঃ কুলে।
ভার্য্যাভ্যাং সংযুতস্তত্র গোপালত্বং করিষ্যসি ॥ ১৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং শপ্তঃ কশ্যপোঽসৌ বরুণেন চ ব্রহ্মণা।
অংশাবতরণার্থায় ভূভারহরণায় চ ॥ ১৭ ॥
তথা দিত্যাদিতিঃ শপ্তা শোকসন্তপ্তয়া ভৃশম্।
জাতাজাতা বিনশ্যেরংস্তব পুত্রাস্তু সপ্ত বৈ ॥ ১৮ ॥

অহো লোভস্যেতি। যো লোভো মহতোঽপীতি দ্বিতীয়াবহুবচনম্। তানপি ন মুঞ্চতীত্যর্থঃ। লোভং নরকদমিত্যস্যোত্তরত্র তমিত্যনেনান্বয়ঃ ॥ ১১—১৩ ॥

অমেধ্যবর ইতি চ্ছেদঃ যতো দুরাত্মনা কৃতস্নেহস্ততো দুরাচার ইত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৭ ॥

পাপের আকর, সজ্জনগণের অসম্মত এবং নিশ্চয়ই নরকপ্রদ হইয়া থাকে ॥ ১১ ॥ মহর্ষি কশ্যপও এই লোভকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইলেন না, তবে আমি আর কি করিব? এক্ষণে সর্ব্বপ্রকার দৈব হইতেও লোভকে অধিকতর প্রভাববিশিষ্ট বলিয়া অবধারণ করিলাম ॥ ১২ ॥ যে সকল মহর্ষিগণ, শান্তিপরায়ণ প্রশান্তচেতা ও প্রতিগ্রহে পরাঙ্মুখ এবং বৈখানস বৃত্তি অবলম্বন করিয়া লোভকে পরাজিত করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য ॥১৩॥ সংসারে লোভই বলবান্ শত্রু, লোভের তুল্য অপবিত্র ও ঘৃণিত বস্তু সংসারে আর নাই; হায়! সেই লোভ, মহর্ষি কশ্যপকেও সামান্য স্নেহে বদ্ধ ও দুরাচার করিয়া তুলিল! ইহা অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই ॥ ১৪ ॥ অনন্তর, প্রজাপতি ব্রহ্মাও ন্যায় ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার নিমিত্ত পরমপ্রিয়তম আপন পৌত্র কশ্যপকে অভিশাপ প্রদান করিয়া কহিলেন, তুমি পৃথিবীতলে যদুকুলে জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত মিলিত হইয়া গোপালন কার্য্য সম্পাদন করিবে ॥ ১৫-১৬ ॥

মহারাজ! অংশাবতার ও ভূভার হরণের নিমিত্ত ব্রহ্মা ও বরুণ, মহর্ষি কশ্যপকে এইরূপে অভিশাপ প্রদান করিলেন ॥ ১৭ ॥ আর দিতি, অত্যন্ত শোকসন্তপ্তা হইয়া অদিতিকে এই বলিয়া শাপ দিয়াছিলেন যে, তোমার সাতটী পুত্র জন্মিয়া জন্মিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥১৮॥

---

* কৃতস্নেন। ইতি বা পাঠঃ।

জনমেজয় উবাচ।

কস্মাদ্দিত্যা চ ভগিনী শপ্তেন্দ্রজননী মুনে!।
কারণং বদ শাপে চ শোকস্তু মুনিসত্তম!॥ ১৯॥

সূত উবাচ।

পারিক্ষিতেন পৃষ্টস্তু ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
রাজানং প্রত্যুবাচেদং কারণং সুসমাহিতঃ॥ ২০॥

ব্যাস উবাচ।

রাজন্! দক্ষসুতে দ্বে তু দিতিশ্চাদিতিরুত্তমে।
কশ্যপস্য প্রিয়ে ভার্য্যে বভূবতুরুরুক্রমে॥ ২১॥
অদিত্যা মঘবা পুত্রো যদাভূদতিবীর্য্যবান্।
তদা তু তাদৃশং পুত্রং চকমে দিতিরোজসা॥ ২২॥
পতিমাহাসিতাপাঙ্গী পুত্রং মে দেহি মানদ!।
ইন্দ্রতুল্যবলং বীরং ধর্ম্মিষ্ঠং বীর্য্যবত্তমম্॥ ২৩॥
তামুবাচ মুনিঃ কান্তে! স্বস্থা ভব ময়োদিতে।
ব্রতান্তে ভবিতা তুভ্যং শতক্রতুসমঃ সুতঃ॥ ২৪॥

অদিতেঃ শাপান্তরমপ্যাহ তথেতি॥ ১৮॥
শোকস্ত্বিতি। অস্মিন্বিষয়ে মম শোকো ভবতীত্যর্থঃ॥ ১৯—২৩॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিসত্তম! দিতি, ইন্দ্রজননী ভগিনী অদিতিকে কি কারণে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহার শাপের কারণ কি? তাহা আমাকে বলুন, এই বিষয় শ্রবণ করিয়া আমার অন্তঃকরণে শোকের উদয় হইতেছে॥ ১৯॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়, সত্যবতীতনয় ব্যাসদেবকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, মহর্ষি সমাহিত হইয়া রাজাকে এইরূপে সেই সেই বিষয়ের কারণ,কহিতে আরম্ভ করিলেন॥২০॥ রাজন্! দিতি ও অদিতি নামে প্রজাপতি দক্ষের দুইটী তনয়া ছিল; এই সুব্রতা কামিনী দুইটী মহর্ষি কশ্যপের প্রিয়তমা ভার্য্যা হন॥২১॥ অদিতির গর্ভে অতিশয় বীর্য্যবান্ দেবরাজ ইন্দ্র উৎপন্ন হইলে, দিতি আপনার সেইরূপ বীর্য্যবান্ ও তেজঃসম্পন্ন পুত্র কামনা করিলেন॥২২॥ সেই অসিতাপাঙ্গী দিতি পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, স্বামিন্! আপনি সকলের মানদান করিয়া থাকেন, অতএব প্রার্থনা করি আমাকে ইন্দ্রতুল্য বলশালী বীর, ধীর, ধর্ম্মিষ্ঠ ও বীর্য্যবান্ পুত্র প্রদান করুন॥ ২৩॥ মহর্ষি কহিলেন, কান্তে! সুস্থ হও আমি তোমাকে যে ব্রতাচরণের কথা কহিতেছি, সেই ব্রত সমাপন হইলেই তুমি ইন্দ্র তুল্য

সা তথেতি প্রতিশ্রুত্য চকার ব্রতমুত্তমম্।
নিষিক্তং মুনিনা গর্ভং বিভ্রাণা সুমনোহরম্ ॥ ২৫ ॥
ভূমৌ চকার শয়নং পয়োব্রতপরায়ণা।
পবিত্রা ধারণাযুক্তা বভূব বরবর্ণিনী ॥ ॥ ২৬ ॥
এবঞ্জাতঃ সুসম্পূর্ণো যদা গর্ভোঽতিবীর্য্যবান্।
শুভ্রাংশুমতিদীপ্তাঙ্গীং দিতিং দৃষ্টা তু দুঃখিতা* ॥ ২৭ ॥
মঘবৎসদৃশঃ পুত্রো ভবিষ্যতি মহাবলঃ।
দিত্যাস্তদা মম সুতস্তেজোহীনো ভবেৎ কিল ॥ ২৮ ॥
ইতিচিন্তাপরা পুত্রমিন্দ্রঞ্চোবাচ মানিনী।
শক্রস্তেঽদ্য সমুৎপন্নো দিতিগর্ভেঽতিবীর্য্যবান্ ॥ ২৯ ॥
উপায়ং কুরু নাশায় শত্রোরদ্য বিচিন্ত্য চ।
উৎপত্তিরেব হন্তব্যা দিত্যা গর্ভস্য শোভন ! ॥ ৩০ ॥
বীক্ষ্য তামসিতাপাঙ্গীং সপত্নীভাবমাস্থিতাম্।
দুনোতি হৃদয়ে চিন্তা সুখমর্ম্মবিনাশিনী ॥ ৩১ ॥

ময়োদিতং যদ্ব্রতং তস্যাস্তে ইত্যর্থঃ। তস্যাঃ কিঞ্চিৎপুত্রজনকং ব্রতমুক্তমিতি তাৎপর্য্যম্ ॥ ২৪—২৬ ॥

শুভ্রাংশুং শ্বেতবর্ণাং গর্ভিণীস্বভাবত্বাচ্ছুভ্রবর্ণস্তেত্যর্থঃ ॥ ২৭—৩১ ॥

পুত্র লাভ করিবে ॥ ২৪ ॥ আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, আমি তাহাই করিব এই বলিয়া দিতি সেই উত্তম ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে, মহর্ষি কশ্যপ তাঁহার উদরে গর্ভ নিষেক করিলেন। দিতি সেই গর্ভ যথানিয়মে ধারণ করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ বরবর্ণিনী দিতি, নিয়মান্বিত ও পবিত্র থাকিয়া একান্তচিত্তে পয়োব্রতের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ভূমিতে শয়ন করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ এইরূপে সেই তেজঃসম্পন্ন গর্ভ যখন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তখন অদিতি, দিতিকে শ্বেতবর্ণা ও দীপ্তাঙ্গী দর্শন করিয়া দুঃখিত চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, যখন দিতির ইন্দ্রতুল্য মহাবল পুত্র উৎপন্ন হইবে তখন আমারপুত্র তেজোহীন হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২৭—২৮॥ অভিমানিনী অদিতি, এইরূপ চিন্তান্বিতা হইয়া আপন পুত্র অমররাজকে কহিলেন, বৎস ! অতিশয় বীর্য্যবান্ তোমার এক শত্রু, এক্ষণে দিতির গর্ভে বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ২৯ ॥ তুমি এখন হইতেই শত্রুবিনাশের নিমিত্ত উপায় চিন্তা কর। হে সুশোভন ! দিতির গর্ভ যাহাতে ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বেই বিনাশ পায়, তদ্বিষয়ে তুমি যত্নবান্ হও ॥ ২৯—৩০॥ সপত্নীভাবে গর্ব্বিতা সেই অসিতাপাঙ্গী দিতিকে দর্শন করিয়া,

---

* বীক্ষ্য তামসিতাপাঙ্গীং সপত্নীং ভাবমাস্থিতাম্। অদিতিশ্চিন্তয়ামাস কিং করোমীতি দুঃখিতা ॥ ইতি বা পাঠঃ।

রাজযক্ষ্মেব সংবৃদ্ধো নষ্টো নৈব ভবেদ্রিপুঃ।
তস্মাদঙ্কুরিতং হন্যাদ্‌বুদ্ধিমানহিতং কিল ॥ ৩২ ॥
লোহশঙ্কুরিব ক্ষিপ্তো গর্ভো বৈ হৃদয়ে মম।
যেন কেনাপ্যুপায়েন পাতয়াদ্য শতক্রতো! ॥ ৩৩ ॥
সামদানবলেনাপি হিংসনীয়স্ত্বয়া সুত!।
দিত্যা গর্ভো মহাভাগ! মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ম্‌ ॥ ৩৪ ॥

ব্যাস উবাচ।

শ্রুত্বা মাতৃবচঃ শক্রো বিচিন্ত্য মনসা ততঃ।
জগামাপরমাতুঃ স সমীপমমরাধিপঃ ॥ ৩৫ ॥
ববন্দে বিনয়াৎ পাদৌ দিত্যাঃ পাপমতির্নৃপ!।
প্রোবাচ বিনয়েনাসৌ মধুরং বিষগর্ভিতম্‌ ॥ ৩৬ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

মাতস্ত্বং ব্রতযুক্তাসি ক্ষীণদেহাতিদুর্ব্বলা।
সেবার্থমিহ সম্প্রাপ্তঃ কিং কর্ত্তব্যং বদস্ব মে ॥ ৩৭ ॥
পাদসংবাহনং তেঽহং করিষ্যামি পতিব্রতে!।
গুরুশুশ্রূষণাৎ পুণ্যং লভতে গতিমক্ষয়াম্‌ ॥ ৩৮ ॥

অহিতং শত্রুম্‌ ॥ ৩২—৩৩ ॥
(সামদানেতি। চেৎ যদি মম প্রিয়ং অভিলষসি তদা ত্বয়া দিত্যা গর্ভো হিংসনীয়ো বিনাশ্য ইত্যর্থঃ। দিতিগর্ভনাশনাৎ মে অন্যৎ কিমপি প্রিয়ং নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৩৪—৩৫ ॥

সুখনাশিনী ও মর্ম্মঘাতিনী চিন্তা আমার হৃদয়কে একান্ত পরিতাপিত করিতেছে ॥ ৩১ ॥ দেখ শক্র, রাজযক্ষ্মার ন্যায় বদ্ধমূল হইলে আর তাহাকে বিনাশ করা যায় না, অতএব বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি, শত্রুকে অঙ্কুরিত অবস্থাতেই বিনাশ করিবেন ॥ ৩২ ॥ হে শতক্রতো! দিতির গর্ভ, লৌহ শঙ্কুর ন্যায় আমার হৃদয়ে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তুমি যে কোন উপায়ে ইহার নিপাত সাধন কর ॥ ৩৩ ॥ মহাভাগ! যদি তুমি আমার প্রিয়কামনা করিয়া থাক, তবে সাম দানাদি অথবা বল দ্বারা দিতির গর্ভ বিনাশ করিয়া আমার সন্তাপিত চিত্তকে সুশীতল কর ॥ ৩৪ ॥

মহারাজ! অমররাজ ইন্দ্র, মাতার বচন শ্রবণানন্তর মনে মনে বহুবিধ চিন্তা করিয়া বিমাতার নিকটে গমন করিলেন ॥ ৩৫ ॥ সেই পাপমতি বিনয়ান্বিত হইয়া দিতির পাদ বন্দন পূর্ব্বক বিষগর্ভিত মধুর বাক্যে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥ মাতঃ! আপনি ব্রতাচরণে ক্ষীণদেহ ও অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছেন, আমি আপনার সেবার নিমিত্ত আগমন

ন মে কিমপি ভেদোঽস্তি তবাদিত্যা শপে কিল।
ইত্যুক্ত্বা চরণৌ স্পৃষ্ট্বা সংবাহনপরোঽভবৎ ॥ ৩৯ ॥
সংবাহনসুখং প্রাপ্য নিদ্রামাপ সুলোচনা।
শ্রান্তা ব্রতকৃশা সুপ্তা বিশ্বস্তা পরমা সতী ॥ ৪০ ॥
তাং নিদ্রাবশমাপন্নাং বিলোক্য প্রাবিশত্তনুম্।
রূপং কৃত্বাতিসূক্ষ্মঞ্চ শস্ত্রপাণিঃ সমাহিতঃ ॥ ৪১ ॥
উদরং প্রবিশেশাশু তস্যা যোগবলেন বৈ।
গর্ভং চকর্ত্ত বজ্রেণ সপ্তধা পবিনায়কঃ ॥ ৪২ ॥
রুরোদ চ তদা বালো বজ্রেণাভিহতস্তথা।
মা রুদেতি শনৈর্ব্বাক্যমুবাচ মঘবানমুম্ ॥ ৪৩ ॥
শকলানি পুনঃ সপ্ত সপ্তধা কর্ত্তিতানি চ।
তদা চৈকোনপঞ্চাশন্মরুতশ্চাভবন্নৃপ ! ॥ ৪৪ ॥
তদা প্রবুদ্ধা সুদতী জ্ঞাত্বা গর্ভং তথাকৃতম্।
ইন্দ্রেণ চ্ছলরূপেণ চুকোপ ভৃশদুঃখিতা ॥ ৪৫ ॥

পাপে বিমাতৃগর্ভবিনাশরূপে মতির্যস্য। বিষগর্ভিতং দুষ্টাভিপ্রায়ত্বাৎ ॥ ৩৬—৩৮ ॥)
অদিত্যা মম মাত্রা সহ তব ভেদঃ কিমপি মে নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥
পবিনায়কঃ পবিধারকঃ ॥ ৪২ ॥
মঘবানমুমিতি। মঘবা বহুলমিতি সিদ্ধম্। অমুং বালম্ ॥ ৪৩ ॥

করিলাম, এক্ষণে কি করিব আজ্ঞা করুন ॥ ৩৭ ॥ হে পতিব্রতে ! আমি আপনার পদসেবা করিতে ইচ্ছা করি ; কারণ গুরুসেবা করিলে পুণ্য ও অক্ষয়গতি লাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥ মাতঃ ! আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার অন্তঃকরণে অদিতি ও আপনাতে কিছুমাত্র ভেদ বুদ্ধি নাই। এই বলিয়া চরণস্পর্শন পূর্ব্বক পাদসংবাহন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥৩৯॥ ব্রতপরিশ্রান্তা কৃশা সুলোচনা দিতি সংবাহনের সুখ প্রাপ্ত হইয়া এবং ইন্দ্র বচনে বিশ্বাস করিয়া, গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন ॥ ৪০॥ বজ্রপাণি ইন্দ্র, তাঁহাকে সুষুপ্তা দেখিয়া অত্যন্ত সূক্ষ্মরূপ ধারণ পূর্ব্বক সাবধানে যোগবলে তাঁহার উদর মধ্যে আশু প্রবেশ করিলেন এবং বজ্র দ্বারা ছেদন পূর্ব্বক তাঁহার গর্ভ সপ্তভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥ উদরস্থ বালক বজ্রদ্বারা আহত হইয়া রোদন করিতে লাগিল, ইন্দ্র, কাঁদিও না কাঁদিও না বলিয়া বালককে বারংবার সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু বালক নিবৃত্ত হইল না দেখিয়া সেই সপ্ত খণ্ডের প্রত্যেককেই পুনর্ব্বার সপ্ত সপ্ত ভাগে বিভক্ত করিলেন। নৃপবর ! তাহা হইতেই ঊনপঞ্চাশৎ মরুদ্গণের উৎপত্তি হইল ॥ ৪৩—৪৪ ॥ সুদতী দিতি তখন জাগরিতা

ভগিনীকৃতং সা বুদ্ধ্বা শশাপ কুপিতা তদা ।
অদিতিং মঘবন্তঞ্চ সত্যব্রতপরায়ণা ॥ ৪৬ ॥
যথা মে কর্ত্তিতো গর্ভস্তব পুত্রেণ ছদ্মনা ।
তথা তন্নাশমায়াতু রাজ্যং ত্রিভুবনস্য তু ॥ ৪৭ ॥
যথা গুপ্তেন পাপেন মম গর্ভো নিপাতিতঃ ।
অদিত্যা পাপচারিণ্যা যথা মে ঘাতিতঃ সুতঃ ॥ ৪৮ ॥
তস্যাঃ পুত্রাস্তু নশ্যন্তু জাতা জাতাঃ পুনঃপুনঃ ।
কারাগারে বসত্বেষা পুত্রশোকাতুরা ভৃশম্ ।
অন্যজন্মনি চাপ্যেবং মৃতাপত্যা ভবিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুৎসৃষ্টং তদা শ্রুত্বা শাপং মরীচিনন্দনঃ ।
উবাচ প্রণয়োপেতো বচনং শময়ন্নিব ॥ ৫০ ॥
মা কোপং কুরু কল্যাণি ! পুত্রস্তে বলবত্তরাঃ ।
ভবিষ্যন্তি সুরাঃ সর্ব্বে মরুতো মঘবৎসখাঃ ॥ ৫১ ॥
শাপোঽয়ং তব বামোরু ! ত্বষ্টাবিংশেঽথ দ্বাপরে ।
অংশেন মানুষং জন্ম প্রাপ্য ভোক্ষ্যতি ভামিনী ॥ ৫২ ॥

সপ্তধেতি । সপ্তশকলেষু মধ্যে একৈকং শকলং সপ্তধা সপ্তধা কৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ৪৪—৪৯ ॥
মরীচিনন্দনঃ কশ্যপঃ ॥ ৫০ ॥
মঘবৎসখাঃ । রাজাহঃসখিভ্যষ্টজিতি টচ্‌সমাসান্তঃ ॥ ৫১—৫২ ॥

হইয়া জানিতে পারিলেন যে, কপটচারী ইন্দ্র তাঁহার গর্ভচ্ছেদ করিয়াছে, তাহাতে তিনি অতিশয় দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন ॥ ৪৫ ॥ এই সকল কার্য্য তাঁহার ভগিনীকৃত জানিয়া সত্যবাদিনী ব্রতপরায়ণা দিতি, অদিতি ও ইন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, তোমার পুত্র ছল পূর্ব্বক যেমন আমার গর্ভ কর্ত্তন করিয়াছে, তেমনি তাহার ত্রিভুবন রাজ্য বিনষ্ট হউক ॥ ৪৬—৪৭ ॥ আর পাপচারিণী অদিতি যেমন গোপনে আমার গর্ভ নিপাত করাইয়া আমার পুত্র নাশ করিয়াছে তেমনি তাহার পুত্র সকল পুনঃ পুনঃ জন্মিয়া জন্মিয়াই বিনাশ পাইবে, পুত্রশোকে একান্ত কাতরা হইয়া কারাগারে বসতি করিবে এবং জন্মান্তরেও মৃতবৎসা হইবে ॥ ৪৮—৪৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ ! মরীচিনন্দন মহর্ষি কশ্যপ, অভিশাপ বচন শ্রবণ পূর্ব্বক প্রণয়বচনে তাঁহার কোপ শান্তি করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ কল্যাণি ! তুমি কোপ করিও না, তোমার পুত্র সকল অতিশয় বলবান্ এবং মরুৎ নামক দেবগণ হইয়া ইন্দ্রের

বরুণেনাপি দত্তোঽস্তি শাপঃ সন্তাপিতেন চ।
উভয়োঃ শাপযোগেন মানুষীয়ং ভবিষ্যতি ॥ ৫৩ ॥
ব্যাস উবাচ।
পতিনাশ্বাসিতা দেবী সন্তুষ্টা সা ভবত্তদা।
নোবাচ বিপ্রিয়ং কিঞ্চিত্ততঃ সা বরবর্ণিনী ॥ ৫৪ ॥
ইতি তে কথিতং রাজন্! পূর্ব্বশাপস্য কারণম্।
অদিতির্দেবকী জাতা স্বাংশেন নৃপসত্তম! ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে অদিতিশাপকথনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

ইয়মদিতিঃ ॥ ৫৩—৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

সখা হইবে ॥ ৫১ ॥ হে বামোরু! তোমার এই অভিশাপ বিফল হইবে না, অষ্টাবিংশমন্বন্তরে দ্বাপরযুগান্তে ইহার ফল ফলিবে; তখন ঈর্ষ্যাকলুষিতা কোপনা অদিতি অংশ দ্বারা মানুষ জন্ম প্রাপ্ত হইয়া ইহার ফলভোগ করিবে ॥ ৫২ ॥ বরুণও সন্তাপিত হইয়া ইহাকে অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন, তোমাদের উভয়ের শাপযোগে এই অদিতি মানুষী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে ॥ ৫৩ ॥

মহারাজ! তখন বরবর্ণিনী দেবী দিতি, পতি কর্ত্তৃক আশ্বাসিত হইয়া সন্তোষ লাভ করিলেন, তদনন্তর আর কিছু অপ্রিয় বাক্য বলিলেন না ॥ ৫৪ ॥ রাজন্! এই আমি তোমার নিকট পূর্ব্ব শাপের কারণ বর্ণন করিলাম। হে নৃপসত্তম! এইরূপে অদিতি আপন অংশ দ্বারা দেবকী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে দেবকী বসুদেবের পূর্ব্বশাপ বর্ণন নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

বিস্মিতোঽস্মি মহাভাগ! শ্রুত্বাখ্যানং মহামতে!।
সংসারোঽয়ং পাপরূপঃ কথং মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ১ ॥
কশ্যপস্যাপি দায়াদস্ত্রিলোকীবিভবে সতি।
কৃতবানীদৃশং কর্ম্ম কো ন কুর্য্যাজ্জুগুপ্সিতম্ ॥ ২ ॥
গর্ভে প্রবিশ্য বালস্য হননং দারুণং কিল।
সেবামিষেণ মাতুশ্চ কৃত্বা শপথমদ্ভুতম্ ॥ ৩ ॥
শাস্তা ধর্ম্মস্য গোপ্তা চ ত্রিলোক্যাঃ পতিরপ্যুত।
কৃতবানীদৃশং কর্ম্ম কো ন কুর্য্যাদসাম্প্রতম্ ॥ ৪ ॥

অর্দ্ধাধিকৈর্দ্বিপঞ্চাশৎপদ্যৈরথ নিরন্তরম্।
অধর্ম্মে চ স্থিতং সর্ব্বং জগদিত্যেতদীর্য্যতে।

পূর্ব্বাধ্যায়ে ইন্দ্রাদীনামপি মহতাং গর্ভহননাদ্যধর্ম্মচরণং দৃষ্ট্বা বিস্মিতো রাজা পৃচ্ছতি বিস্মিতোঽস্মীতি। অয়ং পাপরূপঃ সংসারঃ। অস্মাদ্বন্ধনাৎ সংসাররূপান্মনুষ্যঃ কথং মুচ্যেত। নাস্মান্মোচনাশা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

কুত ইতি চেত্তত্রাহ কশ্যপস্যাপীতি। দায়াদঃ পুত্রঃ উত্তমকুলোৎপন্নোঽপীত্যর্থঃ। ত্রৈলোক্যাধিপত্যেঽপি জুগুপ্সিতং কর্ম্ম কৃতবাংস্তদান্যঃ কো ন কুর্য্যাজ্জুগুপ্সিতং নিন্দ্যং কর্ম্ম। সর্ব্বোঽপি কুর্য্যাদেব। ততশ্চ সংসারান্মোক্ষো দুর্লভ ইতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

কিং তজ্জুগুপ্সিতং কর্ম্ম কৃতবাংস্তত্রাহ গর্ভে প্রবিশ্যেতি। শপথং কৃত্বা হননং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৩—৪ ॥

রাজা কহিলেন, মহাভাগ! এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। হে মহামতে! আমি দেখিতেছি এই সংসারই পাপের স্বরূপ, তবে জীবগণ সংসারে আসিয়া কিরূপে মুক্তি লাভ করিবে তদ্বিষয়ের আশাত কিছুই করা যাইতে পারে না ॥ ১ ॥ কারণ, যিনি পরম পবিত্র কশ্যপ ঋষির ঔরসে জন্মগ্রহন করিয়াছেন, ত্রৈলোক্য যাঁহার বিভব, সেই দেবরাজ ইন্দ্রও যখন এরূপ গর্হিত কার্য্য করিলেন, তখন আর কোন্ ব্যক্তি জুগুপ্সিত কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইবে ॥ ২ ॥ সেবা করিবার ছলে গুরুতর শপথ করিয়া মাতার গর্ভে প্রবেশ পূর্ব্বক বালকের প্রাণ বিনাশ করা অতিশয় নিদারুণ কার্য্য সন্দেহ নাই ॥ ৩ ॥ যিনি, অখিলের শাসক ও ধর্ম্মের রক্ষক, যিনি ত্রিলোকের অধিপতি, যখন তিনিও এরূপ ঘৃণিত কর্ম্ম করিলেন, তবে আর কোন্ ব্যক্তি গর্হিত ও দূষিত কার্য্যে প্রবৃত্ত না

পিতামহা মে সংগ্রামে কুরুক্ষেত্রেঽতিদারুণম্।
কৃতবন্তস্তথাশ্চর্য্যং দুষ্টং কর্ম্ম জগদ্গুরো! ॥ ৫ ॥
ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো ধর্ম্মাংশোঽপি যুধিষ্ঠিরঃ।
সর্ব্বে বিরুদ্ধধর্ম্মেণ বাসুদেবেন নোদিতাঃ ॥ ৬ ॥
অসারতাং বিজানন্তঃ সংসারস্য সুমেধসঃ।
দেবাংশাশ্চ কথং চক্রুর্নিন্দিতং ধর্ম্মতৎপরাঃ ॥ ৭ ॥
কাস্থা ধর্ম্মস্য বিপ্রেন্দ্র! প্রমাণং কিং বিনিশ্চিতম্।
চলচিত্তোঽস্মি সংজাতঃ শ্রুত্বা চৈতৎ কথানকম্ ॥ ৮ ॥
আপ্তবাক্যং প্রমাণং চেদাপ্তঃ কঃ পরদেহবান্।
পুরুষো বিষয়াসক্তো রাগী ভবতি সর্ব্বথা ॥ ৯ ॥

ন কেবলং স এব কৃতবান্ কিন্ত্বন্যোঽপি ধর্ম্মাত্মানো মৎপিতামহাদয়োঽপি দুষ্টং কর্ম্ম গুরুজ্যেষ্ঠবধাদিকং কৃতবন্তস্তদেতদাশ্চর্য্যমিত্যাহ পিতামহা ম ইতি ॥ ৫ ॥

তথান্যেঽপীত্যাহ ভীষ্মো দ্রোণ ইতি। বাসুদেবেন বিরুদ্ধধর্ম্মেণ গুরুজ্যেষ্ঠবধাদিরূপেণ নোদিতাঃ প্রেরিতাঃ। ন হীশ্বরস্যাধর্ম্মে প্রেরকত্বং যুক্তম্ ॥ ৬ ॥

তদেবাহ অসারতামিতি। ন হি সংসারেঽসারতাং জানতাং তদাগ্রহেণাধর্ম্মাচরণং সাম্প্রতম্ ॥ ৭ ॥

এতাদৃশানাং যদেথমাচরণং তদা ধর্ম্মস্যাবস্থানে কা আস্থা কা শ্রদ্ধা ন কাপীত্যর্থঃ। কিঞ্চ প্রমাণভূতং বস্তু কিমস্তি বিনিশ্চিতম্। ন কিমপীত্যর্থঃ। ধর্ম্মস্যাচরণে এতে ধর্ম্মাত্মানঃ প্রমাণমিতি স্থিতম্। যদা ত্বেত এবাধর্ম্মাচরণবন্তস্তদা প্রমাণং কিমবশিষ্টং ন কিমপীত্যর্থঃ। ধর্ম্মস্যাচরণে এতাদৃশং কথানকং শ্রুত্বা চলচিত্তোঽস্মীত্যাহ চলচিত্তোঽস্মীতি ॥ ৮ ॥

কিঞ্চাগমোঽপ্যুচ্ছিন্নঃ। এতাদৃশাচরণবতামাপ্তত্বাভাবাদাপ্তবাক্যমাগম ইত্যস্য বিষয়াভাবাদিত্যাহ আপ্তবাক্যমিতি। আপ্তঃ কঃ ন কোঽপ্যস্তীত্যর্থঃ। যো যো হি পরদেহবানুৎকৃষ্টদেহবান্ দেহতাদাত্ম্যবানিত্যর্থঃ। স সর্ব্বোঽপি পুরুষো বিষয়াসক্তো রাগী সর্ব্বথা ভবতি। ততো নাপ্তোঽস্তীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

হইবে ॥ ৪ ॥ হে জগদ্গুরো! আমার পিতামহগণ কুরুক্ষেত্রের সংগ্রামস্থলে অতিশয় নিদারুণ নিন্দিত কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিয়াছিলেন ইহাও অতি আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ৫ ॥ দেখুন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, কর্ণ অধিক কি ধর্ম্মের অংশাবতার যুধিষ্ঠিরও সেই নিন্দিত কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন; তাহারা সকলেই দেবাংশ, ধর্ম্মনিরত ও বুদ্ধিমান্ হইয়া এবং সংসারের অসারতা জানিয়াও বাসুদেব কর্ত্তৃক গুরুবধাদিরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মে প্রেরিত হইয়া কিরূপে ঘৃণিত কর্ম্মের আচরণ করিলেন? ॥ ৬—৭ ॥ হে বিপ্রকুলেন্দ্র! এতাদৃশ মহান্ ব্যক্তিগণের যখন ধর্ম্ম বিষয়ে এরূপ আচরণ, তখন ধর্ম্মের অবস্থিতি বিষয়ে আস্থা বা শ্রদ্ধা কি আছে? আর তদ্বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণই বা কি? হে মুনীন্দ্র! এই সকল আখ্যান শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত একান্তই বিচলিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥ যদি

রাগো দ্বেষো ভবেন্নূনমর্থনাশাদসংশয়ম্।
দ্বেষাদসত্যবচনং বক্তব্যং স্বার্থসিদ্ধয়ে॥ ১০॥
জরাসন্ধবিঘাতার্থং হরিণা সত্ত্বমূর্ত্তিনা।
ছলেন রচিতং রূপং ব্রাহ্মণস্য বিজানতা॥ ১১॥
তদাপ্তঃ কঃ প্রমাণং কিং সত্ত্বমূর্ত্তিরপীদৃশঃ।
অর্জ্জুনোঽপি তথৈবাত্র কার্য্যে যজ্ঞবিনির্ম্মিতে॥ ১২॥
কীদৃশোঽয়ং কৃতো যজ্ঞঃ কিমর্থং শমবর্জ্জিতঃ।
পরলোকপদার্থং বা যশসে বান্যথা কিল॥ ১৩॥
ধর্ম্মস্য প্রথমঃ পাদঃ সত্যমেতচ্ছ্রুতের্ব্বচঃ।
দ্বিতীয়স্তু তথাশৌচং দয়াপাদস্তৃতীয়কঃ॥ ১৪॥

তদেবাহ রাগদ্বেষ ইতি। যতঃ সর্ব্বস্য পুরুষস্যার্থনাশাদ্দ্বেষো ভবেদেবাসংশয়ম্। দ্বেষাচ্চ স্বার্থসিদ্ধয়ে অসত্যবচনং বক্তব্যমেবেতি নিয়মস্ততো নাপ্তোঽস্তীত্যর্থঃ। আপ্তো হি হিতকারী যথার্থবক্তা। যদা তু সর্ব্বে স্বহিতকারিণঃ স্বহিতার্থমনর্থমপ্যাচরন্তি তদাপ্তঃ ক তিষ্ঠতীত্যর্থঃ॥ ১০॥

আপ্তাসম্ভবমেবাহ জরাসন্ধেতি॥ ১১॥

অত্যন্তসাত্ত্বিকবিষ্ণোরপি স্বহিতার্থছলকর্তৃত্বাদাপ্তত্বাভাবো যথা তথা অর্জ্জুনোঽপি যজ্ঞরূপে বিনির্ম্মিতে উৎপাদিতে কার্য্যে ছলকারী ভবতি তস্মাদাপ্তো নাস্তীত্যর্থঃ॥ ১২॥

কথমর্জ্জুনস্য ছলকারিত্বন্তদাহ কীদৃশোঽয়মিতি। যত্র শিশুপালবধাদিরূপোঽনর্থো জাতঃ স যজ্ঞঃ কীদৃশঃ। সাত্ত্বিকো বা রাজসো বা কৃতঃ। স চ শমবর্জ্জিতঃ কিমর্থং কৃতং ন হি কিমত্র ছলং নাস্তীতি স চ পরলোকার্থে বা যশসে বান্যফলার্থং বা কৃতঃ স্যাদিত্যর্থঃ॥ ১৩॥

তদপি ফলং ন সম্ভবতীত্যাহ ধর্ম্মস্য প্রথমঃ পাদ ইতি॥ ১৪॥

আপ্তবাক্যেই ধর্ম্মবিষয়ের প্রমাণ কহেন তবে উৎকৃষ্ট-দেহধারী আপ্ত ব্যক্তিই বা কে আছেন? সমস্ত বিষয়াসক্ত পুরুষগণ সর্ব্বতোভাবে বিষয়ে অনুরাগী হইয়া থাকে অতএব তাহারা আপ্ত হইতে পারে না॥ ৯॥ আমি নিশ্চিত বুঝিয়াছি যে স্বার্থনাশ হইলেই রাগ ও দ্বেষ উৎপন্ন হয়, এবং স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সেই দ্বেষ হইতে অসত্য বাক্য সকল উক্ত হইয়া থাকে॥ ১০॥ সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ বধের নিমিত্ত জানিয়া শুনিয়াও ছলপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করিয়াছিলেন॥ ১১॥ সাত্ত্বিকমূর্ত্তি বাসুদেবও যেরূপে স্বার্থসাধনার্থ ছল অবলম্বন করিলেন, অর্জ্জুনও সেইরূপ যজ্ঞকার্য্য সাধনের নিমিত্ত ছলাবলম্বী হইলেন, তবে আপ্তই বা কে? আর প্রমাণই বা কি?॥ ১২॥ যেখানে শিশুপাল-বধাদিরূপ অনর্থের উৎপত্তি সেই যজ্ঞই বা কিরূপ; এই যজ্ঞ কি জন্য শান্তিবিবর্জ্জিত হইল? ইহা পরলোক প্রাপ্তির নিমিত্ত বা যশের নিমিত্ত অথবা অন্য কোন অভিপ্রেত সাধনার্থ সম্পাদিত হইয়াছিল?॥ ১৩॥ পুরাণবিৎ পণ্ডিতগণ কহিয়া থাকেন যে, "সত্য ধর্ম্মের প্রথম পাদ, শৌচ দ্বিতীয় পাদ, দয়া তৃতীয় পাদ এবং দান চতুর্থ পাদ ইহা শ্রুতিবাক্য;" এই

দানং পাদশ্চতুর্থশ্চ পুরাণজ্ঞা বদন্তি বৈ।
তৈর্ব্বিহীনঃ কথং ধর্ম্মস্তিষ্ঠেদিহ সুসম্মতঃ ॥ ১৫ ॥
ধর্ম্মহীনং কৃতং কর্ম্ম কথং তৎফলদং ভবেৎ।
ধর্ম্মে স্থিরা মতিঃ ক্বাপি ন কস্যাপি প্রতীয়তে ॥ ১৬ ॥
ছলার্থঞ্চ যদা বিষ্ণুর্বামনোঽভূজ্জগৎপ্রভুঃ।
যেন বামনরূপেণ বঞ্চিতোঽসৌ বলির্নৃপঃ ॥ ১৭ ॥
বিহর্ত্তা শতযজ্ঞস্য বেদাজ্ঞাপরিপালকঃ।
ধর্ম্মিষ্ঠো দানশীলশ্চ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্থানাৎ প্রভ্রংশিতোঽকস্মাদ্বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥ ১৮ ॥
জিতং কেন তয়োঃ কৃষ্ণ বলিনা বামনেন বা।
ছলকর্ম্মবিদা চায়ং সন্দেহোঽত্র মহান্মম ॥ ১৯ ॥
বঞ্চয়িত্বা বঞ্চিতেন সত্যং বদ দ্বিজোত্তম!।
পুরাণকর্ত্তা ত্বমসি ধর্ম্মজ্ঞশ্চ মহামতিঃ ॥ ২০ ॥

তৈঃ পাদৈঃ ॥ ১৫ ॥

ধর্ম্মহীনমিতি। তথাচ পাণ্ডবৈঃ সত্যদয়াবিবর্জ্জিতৈঃ কৃতং যজ্ঞরূপং কর্ম্ম কথং তৎফলদং ভবেন্ন কথমপীত্যর্থঃ। তস্মাৎ সোঽপি দাম্ভিকো যজ্ঞস্ততস্তৎকর্ত্তারঃ কথমাপ্তা ভবেয়ুরিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

কিঞ্চ ছলার্থঞ্চেতি। যদা বিষ্ণুরপি ছলার্থং বামনোঽভূত্তদাপ্তঃ কোঽবশিষ্ট ইতিভাবঃ। কিং বামনেন কৃতমিতিচেত্তত্রাহ যেনেতি ॥ ১৭—১৮ ॥

সম্বেতে ছলিনস্তত্র মম জাতামাশঙ্কাম্প্রথমং বদ পশ্চান্ময়া পৃষ্টস্যার্থস্যোত্তরং বদেত্যভিপ্রায়েণাহ জিতং কেনেতি হে কৃষ্ণ ব্যাস!। তয়োর্ম্মধ্যে বলিনা বা জিতং বামনেন বা জিতং চানয়োর্ম্মধ্যে ক উৎকৃষ্ট ইত্যর্থঃ ॥ ১৯—২০ ॥

পাদবিহীন ধর্ম্ম, সকলের সুসম্মত হইয়া এই সংসারে উত্তমরূপে অবস্থিতি করিতে পারে না ॥ ১৪—১৫ ॥ পাণ্ডবগণ সত্য ও দয়াদি বর্জ্জিত হইয়া যজ্ঞ কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন, অতএব তাহা কি প্রকারে ফলপ্রদ হইতে পারে? ধর্ম্মবিষয়ে যে কোথাও কাহারও মতি স্থির ছিল এমত প্রতীতি হয় না, অতএব তাঁহারা দম্ভপূর্ণ হইয়াই যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তবে তাঁহারা কিরূপে আপ্ত হইতে পারেন? ॥ ১৬ ॥ জগদ্বিভু বিষ্ণু ছল করিবার নিমিত্তই বামনাবতার হইয়াছিলেন, তদনুসারে ঐ বামনরূপে বলিরাজকে বঞ্চনা করিয়াছিলেন। হে মুনে! যখন ভগবান্ বিষ্ণুই এবংবিধ ছল অবলম্বন করিয়াছিলেন, তবে আর কোন্ ব্যক্তি আপ্ত হইবার নিমিত্ত অবশিষ্ট রহিলেন? ॥ ১৭ ॥ বলিরাজ শত যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্ত্তা, বেদাজ্ঞার প্রতিপালক, ধর্ম্মিষ্ঠ, দানশীল, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, জগৎপ্রভু বিষ্ণু

ব্যাস উবাচ।

জিতং বৈ বলিনা রাজন্! দত্তা যেন চ মেদিনী।
ত্রিবিক্রমোঽপি নাম্না যঃ প্রথিতো বামনোঽভবৎ ॥ ২১ ॥
ছলনার্থমিদং রাজন্! বামনত্বং নরাধিপ!।
সম্প্রাপ্তং হরিণা ভূয়ো দ্বারপালত্বমেবচ ॥ ২২ ॥
সত্যাদন্যতরং নাস্তি মূলং ধর্ম্মস্য পার্থিব!।
দুঃসাধ্যং দেহিনা রাজন্! সত্যং সর্ব্বাত্মনা কিল ॥ ২৩ ॥
মায়া বলবতী ভূপ! ত্রিগুণা বহুরূপিণী।
যয়েদং নির্ম্মিতং বিশ্বং গুণৈঃ শবলিতং ত্রিভিঃ ॥ ২৪ ॥
তস্মাচ্ছলবতা সত্যং কুতোঽবিঘ্নং ভবেন্নৃপ!।
মিশ্রেণ জনিতশ্চৈব স্থিতিরেষা সনাতনী ॥ ২৫ ॥

বলিরেব স্বসত্যান্ন চলিত ইতি স বিষ্ণোরধিক ইতি প্রতিভাতি। তথাচেশ্বরস্যাপ্তত্বভঙ্গ-ছলকর্তৃত্বাচ্চেতি গূঢ়োঽভিসন্ধির্নৃপস্যেতি রাজবাক্যং শ্রুত্বা রাজাভিপ্রেতমেব ব্যাস আহ জিতং বৈ বলিনেতি। ভূমিং দাস্যামীতি প্রতিজ্ঞাতস্য সত্যস্য পরিপালনাৎ তদেবাহ দত্তেতি ॥ ২১—২২ ॥

সত্যং স্তৌতি। সত্যাদন্যতরদিতি ॥ ২৩—২৪ ॥

এরূপ বহুতর সদ্গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিকে কেন যে স্থানভ্রষ্ট করিলেন তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। হে দ্বৈপায়ন! এ বিষয়ে বঞ্চিত বলির জয় হইল? কি ছলকর্ম্মজ্ঞ বামন-দেবের জয় হইল? ইহার মধ্যে উৎকৃষ্ট কে? এই বিষয়ে আমার মহান্ সন্দেহ রহিয়াছে। দ্বিজোত্তম! আপনি পুরাণকর্ত্তা, ধর্ম্মজ্ঞ ও উদারচেতা, আপনি এ বিষয়ের যথার্থ তথ্য প্রকাশ করিয়া আমার সন্দেহ-দোলিত চিত্তবৃত্তির স্থৈর্য্য সম্পাদন করুন ॥ ১৮—২০ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ! বলিরাজ ভূমিদান করিব বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহার প্রতিপালন পূর্ব্বক সত্য রক্ষা করেন বলিয়া বলিরাজেরই জয়লাভ হইয়াছিল। হে নরেন্দ্র! ত্রিবিক্রম যিনি বামন বলিয়া বিখ্যাত, তিনি ছলাবলম্বী হইয়াছিলেন বলিয়া বামনমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলেন; অর্থাৎ নিজ শরীর দ্বারাই ছলাবলম্বীর ক্ষুদ্রত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, হে পার্থিব! সত্যের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মূল ধর্ম্ম আর কিছুই নাই, আপনি দেখুন, সেই সত্যাপহারী হরি ছলের ফলে, বলির দ্বারপালত্ব লাভ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; অতএব, রাজন্! সর্ব্বতোভাবে সত্য রক্ষা, দেহিগণের পক্ষে দুঃসাধ্য জানিবে ॥ ২১—২৩॥ রাজন্! ত্রিগুণাত্মিকা বহুরূপিণী অঘটনঘটনাপটীয়সী মায়াই বলবতী, সেই মায়া আপনার বিমিশ্রিত গুণত্রয় দ্বারা এই বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন জানিবেন ॥ ২৪ ॥ অতএব ছলশালী ব্যক্তিগণ কিরূপে সত্যকে অক্ষুণ্ণরূপে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, এই

বৈখানসাশ্চ মুনয়ো নিঃসঙ্গা নিষ্প্রতিগ্রহাঃ।
সত্যযুক্তা ভবন্ত্যত্র বীতরাগা গতশ্রমাঃ ॥ ২৬ ॥
দৃষ্টান্তদর্শনার্থায় নির্ম্মিতাস্তে চ তাদৃশাঃ।
অন্যৎ সর্ব্বং শবলিতং গুণৈরেভিস্ত্রিভির্নৃপ ! ॥ ২৭ ॥
নৈকং বাক্যং পুরাণেষু বেদেষু নৃপসত্তম !।
ধর্ম্মশাস্ত্রেষু চাঙ্গেষু সগুণৈরচিতেষ্বিহ ॥ ২৮ ॥
সগুণঃ সগুণং কুর্য্যান্নির্গুণো ন করোতি বৈ।
গুণাস্তে মিশ্রিতাঃ সর্ব্বে ন পৃথগ্ভাবসঙ্গতাঃ ॥ ২৯ ॥
নির্ব্যলীকে স্থিরে ধর্ম্মে মতিঃ কস্যাপি ন স্থিরা।
ভবোদ্ভবে মহারাজ ! মায়য়া মোহিতস্য বৈ ॥ ৩০ ॥

তস্মাদিতি। তথা মায়য়া চ্ছলবতা পুরুষেণ সত্যং কুতোঽবিদ্ধমনাশ্রিতং ভবেন্ন কুতোঽপীত্যর্থঃ। অবিদ্ধমিতি চ্ছেদঃ। মিশ্রেণেতি। প্রায়োঽয়ং জনো মিশ্রেণ রজোগুণেন জনিতো নির্ম্মিতঃ। তথাচৈতাদৃশস্য রজোগুণযুক্তস্য সত্যং দুর্লভমেব ভবতি ॥ ২৫ ॥

যদ্যপি রাজন্মায়য়া কলুষিতঃ সর্ব্বজনো ভবতি তথাপি তয়ৈব মায়য়া ছলরহিতা অপি প্রাণিনঃ সত্যপরিপালকা বৈখানসাদ্যা মুনয়ো দৃষ্টান্তপ্রদর্শনায় কল্পিতাস্তথাচ তাদৃশমায়াবিশিষ্টপরমেশ্বরস্য ভগবতীপদবাচ্যস্যাপ্তত্বং ভবিষ্যতি তস্যা বাচো বেদরূপায়া আপ্তবাক্যত্বং তস্য প্রামাণ্যং চ ভবিষ্যতীতি ন কাপি চিন্তাস্তীতি তাৎপর্য্যেণাহ বৈখানসাশ্চ মুনয় ইতি ॥ ২৬ ॥

অন্যদিতি। তাদৃশঋষিভ্যোঽন্যজ্জীবজাতমিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

নৈকং বাক্যমিতি। যতঃ সর্ব্বস্য জীবজাতস্য গুণমিশ্রিতত্বম্। তত এব তেষাং মতেনার্থস্য ভিন্নত্বাত্তদনুভবানুবাদিনাং পুরাণানাং স্মৃতীনাং বেদেষপি তদনুভবানুবাদস্যার্থবাদভাগে সত্ত্বাদ্বেদবাক্যানাঞ্চ নৈকং বাক্যং কিন্তু ভিন্নং ভিন্নমেব প্রতিভাতীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

বিশ্ব মিশ্রগুণে অর্থাৎ রজোগুণ দ্বারা নির্ম্মিত ; অতএব রজোগুণাত্মক এই সংসারে অক্ষুণ্ণ নির্ম্মল সত্য দুর্লভ, রাজন্! ইহাকেই সনাতনী মর্য্যাদা অর্থাৎ বিধিনির্দ্দিষ্ট নিত্যকার্য্য বলিয়া জানিবেন ॥ ২৫ ॥ যদি বলেন, বৈখানস মুনিগণ নির্ম্মল সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন ; তাহা সত্য বটে, কিন্তু তাঁহারা নিঃসঙ্গ, নিষ্পরিগ্রহ, বিগতরাগ ও শ্রম রহিত ; এবং দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। উক্ত মুনিগণ ভিন্ন সমস্তই ত্রিগুণ-সমন্বিত, অতএব মুনিগণের সহিত অপরের তুলনা হইতে পারে না ॥ ২৬—২৭ ॥ হে নৃপসত্তম ! সগুণ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বিরচিত ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণাদি ও সাঙ্গবেদে একরূপ উক্তি হয় নাই, প্রণেতাগণের গুণের বিভিন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে ॥ ২৮ ॥ কারণ, সগুণ ব্যক্তি সগুণ কার্য্যই করিয়া থাকেন ; কিন্তু নির্গুণ ব্যক্তি সগুণ কার্য্য করেন না ; গুণ সকল মিশ্রিত হইলে কদাচ পৃথক্ ভাব অবলম্বন করে না, তাহারা যে যে গুণের সহিত পরস্পর মিশ্রিত হয়, সেই সেই গুণেরই ভাব প্রকাশ করিয়া

ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি তদাসক্তং মনস্তথা ।
করোতি বিবিধান্ ভাবান্ গুণৈস্তৈঃ প্রেরিতং ভৃশম্ ॥ ৩১ ॥
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্যন্তাঃ প্রাণিনঃ স্থিরজঙ্গমাঃ ।
সর্ব্বে মায়াবশা রাজন্ ! সানুক্রীড়তি তৈরিহ ॥ ৩২ ॥
সর্ব্বান্ বৈ মোহয়ত্যেষা বিকুর্ব্বত্যনিশং জগৎ ।
অসত্যো জায়তে রাজন্ ! কার্য্যবান্ প্রথমং নরঃ ॥ ৩৩ ॥
ইন্দ্রিয়ার্থাংশ্চিন্তয়ানো ন প্রাপ্নোতি যদা নরঃ ।
তদর্থং ছলমাদত্তে ছলাৎ পাপে প্রবর্ত্ততে ॥ ৩৪ ॥
কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ বৈরিণো বলবত্তরাঃ ।
কৃতাকৃতং ন জানন্তি প্রাণিনস্তদ্বশঙ্গতাঃ ॥ ৩৫ ॥
বিভবে সত্যহঙ্কারঃ প্রবলঃ প্রভবত্যপি ।
অহঙ্কারাদ্ভবেন্মোহো মোহান্মরণমেব চ ॥ ৩৬ ॥

তদেবাহ সগুণ ইতি ॥ ২৯—৩১ ॥
সানুক্রীড়তীতি । সা মায়া তৈঃ সহানুক্রীড়তীত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥
কার্য্যকারণভাবমাহ অসত্য ইতি । কার্য্যবান্ কার্য্যেচ্ছাবান্ পুরুষঃ প্রথমমসত্যো ভবত্যসত্যেনাপি কার্য্যং সম্পাদয়িষ্যামীত্যসত্যাভিসন্ধিমান্ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৫ ॥
বিভবে সতীতি । এতাদৃশাসত্যাদিস্বীকারেণাপি কার্য্যসিদ্ধৌ সত্যামহঙ্কারো ভবতি ততো মোহো মোহান্মরণং নাশো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

থাকে ॥২৯॥ মহারাজ ! এই সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া সকলেই মায়ার দ্বারা মোহিত হয় ; অতএব ছলাদিশূন্য নির্ম্মল ও অটল ধর্ম্মে কাহারও মতি স্থির থাকিতে পারে না ॥ ৩০ ॥ ইন্দ্রিয়গণ, বুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ভোগমার্গে বিচরণ করাইয়া থাকে ; মন সেই ইন্দ্রিয়গণেরই আসক্ত, অতএব গুণত্রয় দ্বারা অতিশয়িত রূপে প্রেরিত হইয়া নানাবিধ ভাবে বিচরণ করিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ রাজন্! ব্রহ্মা হইতে স্থাবর জঙ্গম পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণিগণই মায়ার বশীভূত, সেই মায়া তাহাদিগকে লইয়া বিবিধ প্রকারে ক্রীড়া করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥ এই মায়াই সকলকে বিমোহিত করিতেছে এবং নিয়তই জগতের বিকৃতি সাধন করিতেছে । হে নরেন্দ্র ! নরগণ প্রথমে কার্য্যবশে অসত্যের আশ্রয় করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥ তাহারা যখন ইন্দ্রিয়ার্থ-ভোগ্যাদির চিন্তা করিয়া প্রাপ্ত না হয় তখন ছল অবলম্বন করিয়া থাকে এবং তজ্জন্য পাপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥৩৪॥ কাম, ক্রোধ ও লোভ ইহারা প্রাণিগণের অতিশয় বলবান্ শত্রু ; জীবগণ ইহাদের বশীভূত হইয়া কার্য্যাকার্য্যের বিবেচনা করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩৫ ॥ বৈভব বিদ্যমান থাকিলে অহঙ্কার প্রবল হইয়া নিজ প্রভাব প্রকাশ করে ; সেই অহঙ্কার হইতে মোহ এবং মোহ হইতে পরিশেষে মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

সঙ্কল্পা বহুবস্তত্র বিকল্পাঃ প্রভবন্তি চ।
ঈর্ষ্যাসূয়া তথা দ্বেষঃ প্রাদুর্ভবতি চেতসি ॥ ৩৭ ॥
আশা তৃষ্ণা তথা দৈন্যং দম্ভোঽধর্ম্মমতিস্তথা।
প্রাণিনাং প্রভবন্ত্যেতে ভাবা মোহসমুদ্ভবাঃ ॥ ৩৮ ॥
যজ্ঞদানানি তীর্থানি ব্রতানি নিয়মাস্তথা।
অহঙ্কারাভিভূতস্তু করোতি পুরুষোঽস্বহম্ ॥ ৩৯ ॥
অহম্ভাবকৃতং সর্ব্বং প্রভবেদ্ বৈ ন শৌচবৎ*।
রাগলোভাৎ কৃতং কর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গং শুদ্ধিবর্জ্জিতম্ ॥ ৪০ ॥
প্রথমং দ্রব্যশুদ্ধিশ্চ দ্রষ্টব্যা বিবুধৈঃ কিল।
অদ্রোহেণার্জ্জিতং দ্রব্যং প্রশস্তং ধর্ম্মকর্ম্মণি ॥ ৪১ ॥
দ্রোহার্জ্জিতেন দ্রব্যেণ যৎ করোতি শুভং নরঃ।
বিপরীতং ভবেত্তত্তু ফলকালে নৃপোত্তম ! ॥ ৪২ ॥

অন্যান্যপি মোহকার্য্যাণ্যাহ সঙ্কল্পা ইতি ॥৩৭---৩৮॥

যেঽপি যজ্ঞাদিকর্ত্তারস্তেঽপি মায়াজন্যাহঙ্কারেণ যুক্তাঃ কুর্ব্বন্তীতি তে মায়াবশগা এবেত্যাহ যজ্ঞদানানীতি ॥ ৩৯ ॥

স চাহঙ্কারো মহাদুষ্ট ইতি বৈরাগ্যার্থমাহ অহম্ভাবকৃতমিতি। শৌচবচ্ছুদ্ধিবন্নেত্যর্থঃ। রাগলোভাদিতি। সর্ব্বাঙ্গমপি কর্ম্ম রাগলোভাৎ কৃতং শুদ্ধিবর্জ্জিতং ভবতি। ততোঽহঙ্কারবদ্রাগলোভাবপি ত্যাজ্যাবিতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

অতোঽহঙ্কারং রাগলোভৌ বিহায় প্রথমং দ্রব্যশুদ্ধির্দ্রষ্টব্যেত্যাহ প্রথমমিতি ॥ ৪১-৪২ ॥

সংসারে জীবগণের মনে বহুতর সংকল্প, বিকল্প, ঈর্ষা, অসূয়া ও দ্বেষাদি প্রাদুর্ভূত হয়, অনন্তর আশা, তৃষ্ণা, দৈন্য, দম্ভ ও বিপথগামিনী বুদ্ধি, এই সকল মোহ হইতে সমুদ্ভূত হইয়া প্রাণিগণের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে থাকে ॥ ৩৭-৩৮ ॥ পুরুষগণ, অহঙ্কার দ্বারা অভিভূত হইয়াই দিন দিন যজ্ঞ, দান, তীর্থসেবা, ব্রত ও নিয়মাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ৩৯ ॥ এই সমস্ত যজ্ঞাদি অহঙ্কারভাব দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া শৌচাদির ন্যায় মালিন্য দূর কবিতে সমর্থ হয় না। বিশেষতঃ রাগ বা লোভবশত কোনও কার্য্য করিলে তাহা সর্ব্বাঙ্গ শুদ্ধ হয় না ॥ ৪০ ॥ অতএব যজ্ঞাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে প্রথমে তাহার দ্রব্যশুদ্ধি দর্শন করাই বুধগণের কর্ত্তব্য। হিংসাদি না করিয়া যে দ্রব্য উপার্জ্জন করা যায়, সেই দ্রব্য ধর্ম্মকর্ম্মে প্রশস্ত ॥ ৪১ ॥ হে নৃপোত্তম ! নরগণ দ্রোহার্জ্জিত দ্রব্য দ্বারা শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহা ফলদান কালে বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে ॥৪২॥

---

* ভবেদ্ বৈ গজশৌচবৎ। ইতি বা পাঠঃ।

মনোঽতিনির্ম্মলং যস্য স সম্যক্ ফলভাগ্ভবেৎ।
তস্মিন্ বিকারযুক্তে তু ন যথার্থফলং লভেৎ॥ ৪৩॥
কর্ত্তারঃ কর্ম্মণাং সর্ব্ব আচার্য্য-ঋত্বিজাদয়ঃ।
স্যুস্তে বিশুদ্ধমনসস্তদা পূর্ণং ভবেৎ ফলম্॥ ৪৪॥
দেশকালক্রিয়াদ্রব্যকর্ত্তৃণাং শুদ্ধতা যদি।
মন্ত্রাণাঞ্চ তদা পূর্ণং কর্ম্মণাং ফলমশ্নুতে॥ ৪৫॥
শত্রূণাং নাশমুদ্দিশ্য স্ববৃদ্ধিং পরমাং তথা।
করোতি সুকৃতং তদ্বদ্বিপরীতং ভবেৎ কিল॥ ৪৬॥
স্বার্থাসক্তঃ পুমান্নিত্যং ন জানাতি শুভাশুভম্।
দৈবাধীনঃ সদা কুর্য্যাৎ পাপমেব ন সৎকৃতম্॥ ৪৭॥
প্রাজাপত্যাঃ সুরাঃ সর্ব্বে হ্যসুরাশ্চ তদুদ্ভবাঃ।
সর্ব্বে তে স্বার্থনিরতাঃ পরস্পরবিরোধিনঃ॥ ৪৮॥
সত্ত্বোদ্ভবাঃ সুরাঃ সর্ব্বেঽপ্যুক্তা বেদেষু মানুষাঃ।
রজোদ্ভবাস্তামসাস্তু তির্য্যঞ্চঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ৪৯॥

মনঃশুদ্ধিফলমাহ মনোঽতিনির্ম্মলমিতি॥ ৪৩॥
কর্ম্মশুদ্ধিমাহ কর্ত্তার ইতি॥ ৪৪—৪৫॥
তচ্চ কর্ম্ম পরনাশায় ন কর্ত্তব্যমিত্যাহ শত্রূণামিতি॥ ৪৬॥
স্বার্থমপি ন কর্ম্ম কুর্য্যাৎ কিন্তীশ্বরারাধনবুদ্ধ্যৈবেত্যাহ স্বার্থাসক্ত ইতি। স্বার্থকরণে দোষমুক্তাবয়তি ন জানাতীতি। দৈবাধীনঃ প্রারব্ধাধীনঃ সৎকৃতং পুণ্যম্॥ ৪৭॥
পরস্পরেতি। যতঃ স্বার্থপরাস্তত ইত্যর্থঃ॥ ৪৮॥

যাহার মন অতিশয় নির্ম্মল সেই ব্যক্তিই সম্যক্ শুভফল লাভ করিয়া থাকে; বিকৃতামনা ব্যক্তিগণ যথার্থ ফললাভে সমর্থ হয় না॥ ৪৩॥ যদি কার্য্যকালে আচার্য্য ঋত্বিক্ প্রভৃতি কর্ম্মকর্ত্তাগণ বিশুদ্ধমনা হয়েন এবং যদি দেশ কাল ক্রিয়া দ্রব্য যজমান ও মন্ত্র এই সকল পরিশুদ্ধ হয়, তাহা হইলেই কর্ম্মের ফল সম্পূর্ণরূপে হইতে পারে॥ ৪৪-৪৫॥ শক্রবিনাশ এবং আপনার উন্নতির উদ্দেশে ক্রিয়া করিলে তাহা বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে; অতএব পরবিনাশার্থ কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য নহে॥ ৪৬॥ স্বার্থনিরত পুরুষগণ শুভাশুভ কর্ম্ম বিবেচনা করিতে সমর্থ হয় না, তাহারা দৈবের অধীন হইয়া পাপই করিয়া থাকে, পুণ্যকার্য্য করিতে ক্ষমবান হয় না॥ ৪৭॥ সমস্ত সুরগণ ও অসুরগণ প্রজাপতি হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহারা সকলেই স্বার্থনিরত বলিয়াই পরস্পর বিরোধ করিয়া থাকেন॥ ৪৮॥ বেদে উক্ত হইয়াছে যে, সুরগণ সত্ত্বগুণ হইতে, মানুষগণ রজোগুণ হইতে এবং তির্য্যগ্গণ তমোগুণ

সত্ত্বোদ্ভবানাং তৈর্বৈরং পরস্পরমনাবৃতম্।
তিরশ্চামত্র কিং চিত্রং জাতিবৈরসমুদ্ভবে ॥ ৫০ ॥
সদা দ্রোহপরা দেবাস্তপোবিঘ্নকরাস্তথা।
অসন্তুষ্টা দ্বেষপরাঃ পরস্পরবিরোধিনঃ ॥ ৫১ ॥
অহঙ্কারসমুদ্ভূতঃ সংসারোঽয়ং যতো নৃপ !।
রাগদ্বেষবিহীনস্তু স কথং জায়তে নৃপ ! ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে জগতোঽধর্ম্মেস্থিতিবর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

মানুষা রজোদ্ভবা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৯—৫২ ॥

তস্মাদ্দেবাদিভির্ম্মম পূর্ব্বজ্যাদিভিশ্চ কথং পাপং কৃতমিতিশঙ্কাবসর এব নাস্তি। মায়ান্তঃপাতিত্বাৎ সর্ব্বস্য জীবজাতস্য মায়াপ্রেরণয়ৈবাচরণাদতঃ সংসারনাশায় মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মরূপিণ্যেব ভগবত্যারাধ্যেতি ভাবঃ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে ॥৪৯॥ রাজন্! যদি সত্ত্বসঞ্জাত সুরগণই পরস্পর নিয়তই বৈরিতা করেন, তবে তির্য্যগ্গণের যে জাতিবৈরিতা সংঘটিত হইবে তদ্বিষয়ে আর বিচিত্রতা কি? ॥ ৫০ ॥ যখন দেবগণ নিয়তই অসন্তুষ্ট, দ্বেষকলুষিত, পরস্পর বিরোধী এবং পরের তপোবিঘ্নকারক, তখন নিশ্চয়ই জানিবেন যে, এই সংসার অহঙ্কার হইতেই উৎপন্ন, অতএব কিরূপে তাহা রাগদ্বেষাদি পরিশূন্য হইতে পারিবে? ॥ ৫১—৫২ ॥

মহর্ষিবেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে জগতের অধর্ম্মে অবস্থিতিবর্ণন নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

অথ কিং বহুনোক্তেন সংসারেঽস্মিন্নৃপোত্তম!।
ধর্ম্মাত্মা দ্রোহবুদ্ধিস্তু কশ্চিদ্ভবতি কর্হিচিৎ ॥ ১ ॥
রাগদ্বেষাবৃতং বিশ্বং সর্ব্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
আদ্যে যুগেঽপি রাজেন্দ্র! কিমদ্য কলিদূষিতে ॥ ২ ॥
দেবাঃ সের্ষ্যাশ্চ সদ্রোহাশ্ছলকর্ম্মরতাঃ সদা।
মানুষাণাং তিরশ্চাঞ্চ কা বার্ত্তা নৃপ! গণ্যতে ॥ ৩ ॥
দ্রোহপরে দ্রোহপরো ভবেদিতি সমানতা।
অদ্রোহিণি তথা শান্তে বিদ্বেষঃ খলতা স্মৃতা ॥ ৪ ॥
যঃ কশ্চিত্তাপসঃ শান্তো জপধ্যানপরায়ণঃ।
ভবেত্তস্য জপে বিঘ্নকর্ত্তা বৈ মঘবা পরম্ ॥ ৫ ॥

একাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্যৈশ্চ নিখিলং জগৎ।
মায়য়াবৃতমিত্যুক্ত্বা নারায়ণকথোচ্যতে।

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে রাগদ্বেষবিহীনস্তু স কথং জায়তে নৃপেত্যুক্তং তদেব বিশদয়তি অথ কিমিতি। কশ্চিদিতি শুদ্ধসত্ত্ব ইত্যর্থঃ ॥ ১—৩ ॥

দেবাঃ সের্ষ্যা ইত্যুক্তং তত্রোদাহরণমাহ দ্রোহপরে ইতি। দ্রোহপরে জনে দ্রোহপরো ভবেদিতি সমানতা সাম্যতা সর্ব্বত্র বর্ত্ততে। অদ্রোহিণি শান্তে তু বিদ্বেষো যঃ সা খলতা দুষ্টতা সা কচিদেবাস্তি ন সর্ব্বত্রেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রো দেবরাজোঽপি সংস্তাং খলতাং স্বীকৃতবাংস্ততঃ পরং কিমবশিষ্টমিত্যাহ যঃ কশ্চিদিতি। তাপসো দ্রোহাভাববাংস্তস্মিঞ্জপবিঘ্নকর্ত্তৃতা খলতেন্দ্রস্য ॥ ৫ ॥

দ্বৈপায়ন কহিলেন, হে নৃপসত্তম! বহুবাক্য ব্যয়ে প্রয়োজন কি, এই মাত্র বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, এই সংসারে হিংসা দ্বেষাদিজনিত কলুষিত বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া থাকেন এরূপ ব্যক্তি অতি বিরল ॥১॥ রাজেন্দ্র! সত্যযুগেও এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্ব, রাগদ্বেষাদি দ্বারা পরিবৃত ছিল, এখন কলুষিত কলিকাল উপস্থিত, এ সময়ে যে সংসার রাগদ্বেষাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে ॥ ২ ॥ নৃপবর! দেবগণ যখন দ্বেষ ও ঈর্ষাসমন্বিত এবং প্রবঞ্চনা-পরায়ণ, তখন আর তির্য্যক্ ও মনুষ্যগণের কথা কি বলিব ॥ ৩ ॥ হে পৃথিবীপতে! দ্রোহকারী জীবে দ্রোহপর হইবে এ বিষয়ে সামঞ্জস্য দৃষ্ট হইতেছে; কিন্তু হিংসাবর্জ্জিত শান্ত জীবে বিদ্বেষ করিলেই খলতা হইল ॥ ৪ ॥ যে কোনও

সতাং সত্যযুগং সাক্ষাৎ সর্ব্বদৈবাসতাং কলিঃ।
মধ্যমো মধ্যমানাং তু ক্রিয়াযোগৌ যুগে স্মৃতৌ ॥ ৬ ॥
কশ্চিৎ কদাচিদ্ভবতি সত্যধর্ম্মানুবর্ত্তকঃ।
অন্যথান্যযুগানাং বৈ সর্ব্বে ধর্ম্মপরায়ণাঃ ॥ ৭ ॥
বাসনাকারণং রাজন্! সর্ব্বত্র ধর্ম্মসংস্থিতৌ।
তস্যাং বৈ মলিনায়ান্তু ধর্ম্মোঽপি মলিনো ভবেৎ।
মলিনা বাসনা সত্যং বিনাশায়েতি সর্ব্বথা ॥ ৮ ॥

নন্বেবং চেৎ কথং ধর্ম্মস্থিতিঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ সতামিতি। সর্ব্বযুগেষু ত্রিবিধা নরাঃ সন্তি সাধবোঽসাধবো মধ্যমাশ্চ। তত্র সতাং সর্ব্বং যুগং সত্যযুগমেব। অসতাং সর্ব্বং যুগং কলিরেব। যস্মিন্ যুগে ক্রিয়াযোগৌ ব্যবস্থিতৌ স মধ্যমঃ কালো দ্বাপরত্রেতাত্মকো মধ্যমানাং ভবতি। তথাচ যে সাধবো মধ্যমাশ্চ তদাশ্রয়েণ ধর্ম্মঃ স্থাস্যতীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

নমু তর্হি সাধবো নৈব সন্তীতি কথং পূর্ব্বমুক্তমিতি চেদ্বহবো ন সন্তীত্যভিপ্রায়েণেত্যাহ কশ্চিৎ কদাচিদিতি। অন্যথা বহবস্ত্বন্যযুগানাং যে ধর্ম্মাস্তৎপরায়ণাঃ সর্ব্বে ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

নমু কিমিতি বহবস্তথা ভবন্তি সর্ব্বেঽপি সত্যভাজঃ সাধবঃ কুতো ন ভবন্তীতি চেত্তত্রাহ বাসনেতি। শুদ্ধবাসনানাং পুণ্যসাধ্যত্বাদল্পত্বম্। মলিনবাসনানাং স্বভাবত্বাদ্বহুত্বম্। তথাচ বাসনাবহুত্বাত্তাদৃশানামপি বহুত্বমিত্যর্থঃ। যদাপি বহুত্বং তেষাং তথাপি মলিনাবাসনাবিনাশায়ৈব ভবন্তীতি নিশ্চিত্য তাসামাচরণং কদাপি ন কুর্য্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৮ ॥

শান্ত তাপস জপপরায়ণ ও ধ্যাননিমগ্ন থাকিলে অমররাজ তাঁহার তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাইয়া থাকেন অতএব ইন্দ্রের খলতা স্পষ্টই দৃষ্ট হইতেছে ॥ ৫ ॥ রাজন্! সর্ব্বযুগেই সাধু, অসাধু ও মধ্যম এই তিন প্রকার মানব দৃষ্ট হইয়া থাকে, তন্মধ্যে যাঁহারা সাধু তাঁহাদের সর্ব্বদাই সত্যযুগ, যাহারা অসাধু তাহাদের সর্ব্বদাই কলিযুগ; আর যে যে যুগে ক্রিয়া ও যোগ ব্যবস্থিত সেই দ্বাপরাত্মক ও ত্রেতাত্মক যুগই সর্ব্বদা মধ্যমদিগের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে ॥ ৬ ॥ রাজন্! আপনি জানিবেন যে, কদাচিৎ কোনও ব্যক্তি সত্যধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাহা না হইলে, ভিন্ন ভিন্ন যুগের সকল ব্যক্তিই তত্তদ্যুগধর্ম্মের অনুবর্ত্তন করিত ॥ ৭ ॥ হে রাজেন্দ্র! ধর্ম্মস্থিতি বিষয়ে সর্ব্বত্রই বাসনাকে কারণ বলিয়া অবগতি করিবেন, সেই বাসনা মলিনা হইলে ধর্ম্মও মলিন হইয়া থাকে। আপনি জানিবেন যে, শুদ্ধ বাসনা পুণ্যসাধ্য বলিয়া তাহা অল্পই হয়, আর মলিনা বাসনা স্বভাবতই অধিকতর হইয়া থাকে। এই মলিনা বাসনাই জীবগণকে সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট করিয়া থাকে। অতএব ইহার আচরণ কদাচই কর্ত্তব্য নহে। (নৃপোত্তম! এই সকল বচনপরম্পরা দ্বারা কৃষ্ণ ও ইন্দ্রাদির ছল ও অধর্ম্মাচরণ এবং পাণ্ডবগণের অধর্ম্মশীলতার কারণ বুঝিয়া লইবেন; একণে, মুক্তির নিমিত্ত তপশ্চরণশীল নরনারায়ণের দেহান্তর প্রাপ্তি কথা শ্রবণ করুন ॥ ৮ ॥)

ব্রহ্মণো হৃদয়াজ্জাতঃ পুত্রো ধর্ম্ম ইতি স্মৃতঃ ।
ব্রাহ্মণঃ সত্যসম্পন্নো বেদধর্ম্মরতঃ সদা ॥ ৯ ॥
দক্ষস্য দুহিতারো হি বৃতা দশ মহাত্মনা ।
বিবাহবিধিনা সম্যঙ্মুনিনা গৃহধর্ম্মিণা ॥ ১০ ॥
তাস্বজীজনয়ৎ পুত্রান্ ধর্ম্মঃ সত্যবতাং বরঃ ।
হরিং কৃষ্ণং নরঞ্চৈব তথা নারায়ণং নৃপ ! ॥ ১১ ॥
যোগাভ্যাসরতো নিত্যং হরিঃ কৃষ্ণো ৰভুব হ ॥ ১২ ॥
নরনারায়ণৌ চৈব চেরতুস্তপ উত্তমম্ ।
প্রালেয়াদ্রিং সমাগত্য তীর্থে ৰদরিকাশ্রমে ॥ ১৩ ॥
তপস্বিষু ধুরীণৌ তৌ পুরাণৌ মুনিসত্তমৌ ।
গৃণন্তৌ তৎপরং ব্রহ্ম গঙ্গায়া বিপুলে তটে ॥ ১৪ ॥
হরেরংশৌ স্থিতৌ তত্র নরনারায়ণাবৃষী ।
পূর্ণং বর্ষসহস্রন্তু চক্রাতে তপ উত্তমম্ ॥ ১৫ ॥
তাপিতঞ্চ জগৎ সর্ব্বং তপসা সচরাচরম্ ।
নরনারায়ণাভ্যাঞ্চ শক্রঃ ক্ষোভং তদা যযৌ ॥ ১৬ ॥

ইত্থমেতৎপর্য্যন্তং কিমর্থং শাপো জাতো দেবকীবসুদেবয়োঃ কথং কৃষ্ণেন্দ্রপ্রভৃতয়ো দেবাশ্ছলেনাধর্ম্মাচরণবন্তঃ পাণ্ডবাদয়শ্চ কথমধর্ম্মশীলা ইত্যস্যোত্তরং দত্তমধুনা নরনারায়ণয়োর্ম্মুক্ত্যর্থং তপঃ কুর্ব্বতোঃ কথং দেহান্তরপ্রাপ্তির্মনুষ্যদেহেনেতিপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ ব্রহ্মণো হৃদয়াদিতি ॥ ৯—১২ ॥

প্রালেয়াদ্রিং হিমালয়ম্ ॥ ১৩ ॥

তৎপরং ব্রহ্ম গায়ত্রীসংজ্ঞকমিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৬ ॥

ব্রহ্মার হৃদয় হইতে ধর্ম্মনামক এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠ, সত্যসম্পন্ন এবং সর্ব্বদাই বেদধর্ম্মে অনুরক্ত ছিলেন ॥ ৯ ॥ সেই মহাত্মা গৃহস্থ-ধর্ম্মাবলম্বী মুনিবর ধর্ম্ম, দক্ষপ্রজাপতির দশটি কন্যাকে যথাবিধি বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ সত্যনিষ্ঠগণের অগ্রগণ্য সেই ধর্ম্ম, তাঁহাদিগের গর্ভে হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ নামে চারিটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥ তন্মধ্যে হরি ও কৃষ্ণ, নিয়তই যোগাভ্যাসে নিরত হইয়া রহিলেন ॥ ১২ ॥ নর এবং নারায়ণও হিমালয় পর্ব্বতে আগমন করিয়া বদরিকাশ্রম তীর্থে অত্যুত্তম তপস্যা আরম্ভ করিলেন ॥ ১৩ ॥ সেই তপস্বিপ্রধান পুরাণ-মুনিদ্বয় গঙ্গার সুপ্রশস্ত তটদেশে গায়ত্রীসংজ্ঞক পরব্রহ্ম মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ॥১৪॥ হরির অংশ হইতে সমুৎপন্ন নরনারায়ণ নামক ঋষিদ্বয় পূর্ণ সহস্রবৎসর সেই স্থানে উত্তম তপস্যা করিলেন ॥ ১৫ ॥ তাঁহাদের তপস্তেজে চরাচর অখিল জগৎ পরিতপ্ত হইয়া উঠিল। তখন দেবরাজ ইন্দ্রও

চিন্তাবিষ্টঃ সহস্রাক্ষো মনসা সমকল্পয়ৎ।
কিং কর্ত্তব্যং ধর্ম্মপুত্রৌ তাপসৌ ধ্যানসংযুতৌ ॥ ১৭ ॥
সিদ্ধার্থৌ সুভৃশং শ্রেষ্ঠমাসনং সংগ্রহীষ্যতঃ।
বিঘ্নঃ কথং প্রকর্ত্তব্যস্তপো যেন ভবেন্ন হি ॥ ১৮ ॥
উৎপাদ্য কামং ক্রোধঞ্চ লোভং বাপ্যতিদারুণম্।
ইত্যুদ্দিশ্য সহস্রাক্ষঃ সমারুহ্য গজোত্তমম্ ॥ ১৯ ॥
বিঘ্নকামস্তু তরসা জগাম গন্ধমাদনম্।
গত্বা তত্রাশ্রমে পুণ্যে তাবপশ্যচ্ছতক্রতুঃ ॥ ২০ ॥
তপসা দীপ্তদেহৌ তু ভাস্করাবিব চোদিতৌ।
ব্রহ্মবিষ্ণূ কিমেতৌ বৈ প্রকটৌ বা বিভাবসূ।
ধর্ম্মপুত্রাবৃষী বেতৌ তপসা কিং করিষ্যতঃ ॥ ২১ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য তৌ দৃষ্ট্বা তদোবাচ শচীপতিঃ।
কিং বাং কার্য্যং মহাভাগৌ ব্রূতাং ধর্ম্মসুতৌ কিল ॥ ২২ ॥
দদামি বাং বরং শ্রেষ্ঠং দাতুং যাতোঽস্ম্যহং ঋষী।
অদেয়মপি দাস্যামি তুষ্টোঽস্মি তপসা কিল ॥ ২৩ ॥

কুতশ্চিন্তা কিঞ্চ কল্পিতবাংস্তদুভয়মপ্যাহ কিং কর্ত্তব্যমিতি ॥ ১৭ ॥
আসনং মমেতি শেষঃ। বিঘ্ন ইতি। কামং ক্রোধং বোৎপাদ্য যেন বিঘ্নেন তপো ন ভবেৎ স তাদৃশো বিঘ্নঃ কথং কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৮—২২ ॥

সংকুচিত হইয়া উঠিলেন ॥ ১৬ ॥ সহস্রলোচন চিন্তাবিষ্ট হইয়া মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিলেন যে, এই ধর্ম্মপুত্রদ্বয় তপোনিরত ও ধ্যানপরায়ণ হইয়াছেন, ইহাঁরা তপঃসিদ্ধ হইলে আমার এই অত্যুত্তম রাজাসন অধিকার করিতে পারিবেন, তবে এক্ষণে ইহাঁদের তপস্যা ভঙ্গের নিমিত্ত কি প্রকারে বিঘ্ন উৎপাদন করি ॥ ১৭—১৮ ॥ দেবরাজ, এই উদ্দেশে কাম, ক্রোধ, এবং অতি নিদারুণ লোভকে উৎপাদন করিয়া ঐরাবতে আরোহণ পূর্ব্বক বিঘ্নাচরণের নিমিত্ত গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করত সেই পুণ্যাশ্রমে উপস্থিত হইয়া সেই পুরাতন ঋষিদ্বয়কে দর্শন করিলেন ॥ ১৯—২০ ॥ তাঁহাদিগকে তপস্তেজে ভাস্করের ন্যায় দীপ্তিমান্ দর্শন করিয়া দেবরাজ বিবেচনা করিতে লাগিলেন ইহাঁরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু অথবা বিভাবসুই হইবেন ॥ ২১ ॥ ইহাঁরা ধর্ম্মপুত্র এবং ঋষি, ইহাঁরা তপস্যা দ্বারা কি করিবেন? এইরূপ চিন্তা করিয়া শচীনাথ তাঁহাদিগের সম্মুখে গমন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥ হে মহাভাগ ধর্ম্মতনয় ঋষিদ্বয়! আপনাদিগের কার্য্য বা প্রার্থনা কি বলুন, আমি আপনাদিগকে উত্তম বর প্রদান করিবার নিমিত্ত এখানে উপস্থিত হইয়াছি;

ব্যাস উবাচ।

এবং পুনঃপুনঃ শক্রস্তাবুবাচ পুরঃস্থিতঃ।
নোচতুস্তাবৃষী ধ্যানসংস্থিতৌ দৃঢ়চেতসৌ ॥ ২৪ ॥
ততো বৈ মোহিনীং মায়াঞ্চকার ভয়দাং বৃষঃ।
বৃকান্ সিংহাংশ্চ ব্যাঘ্রাংশ্চ সমুৎপাদ্যাবিভীষয়ৎ ॥ ২৫ ॥
বর্ষং বাতং তথা বহ্নিং সমুৎপাদ্য পুনঃপুনঃ।
ভীষয়ামাস তৌ শক্রো মায়াং কৃত্বা বিমোহিনীম্ ॥ ২৬ ॥
ভয়তোঽপি বশং নীতৌ ন তৌ ধর্ম্মসুতৌ মুনী।
নরনারায়ণৌ দৃষ্ট্বা শক্রঃ স্বভুবনং গতঃ ॥ ২৭ ॥
বরদানে প্রলুব্ধৌ ন ন ভীতৌ বহ্নিবায়ুতঃ।
ব্যাঘ্রসিংহাদিভিঃ ক্রান্তৌ চলিতৌ নাশ্রমাৎ স্বকাৎ ॥ ২৮ ॥
ন তয়োর্ধ্যানভঙ্গং বৈ কর্ত্তুং কোঽপি ক্ষমোঽভবৎ।
ইন্দ্রোঽপি সদনং গত্বা চিন্তয়ামাস দুঃখিতঃ ॥ ২৯ ॥

দাতুং যাতো স্ম্যহং ঋষী। হে ঋষী তং বরং দাতুং যাতঃ প্রাপ্তোঽস্মীত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৪ ॥
বৃষ ইন্দ্রঃ ॥ ২৫—২৭ ॥
নাশ্রমাৎ স্বকাদাশ্রমনিমিত্ততপসো ন চলিতাবিত্যর্থঃ ॥ ২৮—২৯ ॥

আমি আপনাদের তপস্যায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, অতএব আপনারা যাহা প্রার্থনা করিবেন, তাহা অদেয় হইলেও আমি প্রদান করিব ॥ ২৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, ইন্দ্র তাঁহাদের সম্মুখে অবস্থিতি করিয়া পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিতে লাগিলেন, কিন্তু ঋষিদ্বয় দৃঢ়চিত্ত ও ধ্যানমগ্ন ছিলেন, এজন্য কোন কথাই বলিলেন না, তদ্দর্শনে অমররাজ, অতিশয় ভয়প্রদা মোহিনী-মায়ার অবতারণা করিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥ তিনি সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক প্রভৃতি হিংস্রজন্তু সকল এবং বৃষ্টি বাত্যা ও বহ্নি প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ উৎপাদন পূর্ব্বক ভয় দেখাইতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥ শক্র মোহিনী-মায়ার আবির্ভাব করিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারাও সেই ধর্ম্মপুত্র মুনিদ্বয়কে বশে আনিতে পারিলেন না ॥ ২৭ ॥ সেই নরনারায়ণ মুনিদ্বয়, বর গ্রহণে লুব্ধ, অথবা সিংহাদি বা বহ্নি পবনাদি দ্বারা ভীত হইলেন না দেখিয়া দেবরাজ নিজ ভবনে গমন করিলেন। অনন্তর ইন্দ্র গৃহে গমন পূর্ব্বক দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে যখন এই মুনিদ্বয় সিংহ-ব্যাঘ্রাদির দ্বারা আক্রান্ত হইয়াও নিজ আসন হইতে বিচলিত হইলেন না, তখন কেহই ইঁহাদের ধ্যান ভঙ্গ করিতে সমর্থ হইবে না। এই মুনিবরদ্বয়, ভয়লোভাদি দ্বারা বিচলিত হইলেন না, ইঁহারা আদিশক্তি মহাবিদ্যা সনাতনী, ত্রিলোকেশ্বরী অদ্ভুত-

চলিতৌ ভয়লোভাভ্যাং নেমৌ মুনিবরোত্তমৌ।
চিন্তয়ন্তৌ মহাবিদ্যামাদিশক্তিং সনাতনীম্ ॥ ৩০ ॥
ঈশ্বরীং সর্ব্বলোকানাং পরাং প্রকৃতিমদ্ভুতাম্।
ধ্যায়তাং কঃ ক্ষমো লোকে বহুমায়াবিদপ্যুত ॥ ৩১ ॥
যন্মূলাঃ সকলা মায়া দেবাসুরকৃতাঃ কিল।
তে কথং বাধিতুং শক্তা ধ্যায়ন্তি গতকল্মষাঃ* ॥ ৩২ ॥
বাগ্বীজং কামবীজঞ্চ মায়াবীজং তথৈব চ।
চিত্তে যস্য ভবেত্তস্য বাধিতুং কোঽপি ন ক্ষমঃ ॥ ৩৩ ॥
মায়য়া মোহিতঃ শক্রো ভূয়স্তস্য প্রতিক্রিয়াম্।
কর্ত্তুং কামরসন্তৌ তু সমাহূয়াব্রবীদ্বচঃ ॥ ৩৪ ॥

কুতো ন চলিতৌ তত্র নিমিত্তমাহ চিন্তয়ন্তাবিতি। মহাবিদ্যাং শ্রীভুবনেশ্বরীং পরাং প্রকৃতিং সাম্যাবস্থমায়োপাধিকব্রহ্মরূপিণীম্। বিদ্ধি মে প্রকৃতিং পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো! যয়েদং ধার্য্যতে জগদিতিগীতোক্তাম্ ॥ ৩০ ॥

বহুমায়াবিৎ সোঽপীত্যর্থঃ। ধ্যায়তাং মনেঃ নশয়িতুমিতিশেষঃ ॥ ৩১ ॥

যন্মূলা ইতি। যৎপরাশক্তিমূলাঃ সকলা দেবা সুরকৃতমায়া ভবন্তীতি তাং পরাং শক্তিমিতিপূর্ব্বেণান্বয়ঃ তে কথং বাধিতুমিতি। অন্যেন বাধিতুমিত্যর্থঃ। যে গতকল্মষা ধ্যায়ন্তি তে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩২ ॥

তৃতীয়স্কন্ধোক্তং ভুবনেশ্বরীমন্ত্রমাহ বাগ্বীজমিতি। বাধিতুং কোঽপি ন ক্ষম ইতি। তদুক্তং মুণ্ডমালায়াম্। পার্ব্বতীচরণদ্বন্দ্বভজনাৎ কিঙ্করো ভবেৎ। স্বর্গভোগশ্চ মোক্ষশ্চ শাক্তানাং ন ভবেৎ কিমু। শাক্তানাঞ্চৈব নিন্দাং যে কুর্ব্বন্তি হি নরাধমাঃ। তেষাং শোণিতপানং বৈ কুর্ব্বন্তি ভৈরবীগণাঃ। ভৈরবাশ্চৈব ভৈরব্যঃ সদা হিংসন্তি পামরান্। শাক্তান্ হিংসন্তি নিন্দন্তি গর্জ্জন্তি বহুজল্পকাঃ। ছিনত্তি তেষাং দেবেশী শিরাংসি হরবল্লভেতি ॥ ৩৩ ॥

রূপিণী পরমা প্রকৃতি শ্রীভুবনেশ্বরীর ধ্যান করিতেছেন, এক্ষণে বহুমায়া বিশারদ হইলেও এমন কে আছে যে ইঁহাদের ধ্যানভঙ্গ করিতে সমর্থ হয় ॥ ২৮—৩১ ॥ কারণ যে পরমা শক্তি দেবাসুরকৃত সকল মায়ার মূল, সেই যোগমায়া মহাশক্তির ধ্যানপরায়ণ হইয়া যাঁহারা পাপের হস্ত হইতে নির্মুক্ত রহিয়াছেন, এই ত্রিলোকে এমন কোন ব্যক্তি আছে যে, তাঁহাদের ধ্যান ভঙ্গ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩২ ॥ যাঁহারা সরস্বতীবীজ, কামবীজ, ও মায়াবীজ জপ করিয়া নিষ্পাপ ও বিশুদ্ধাত্মা হইয়াছেন, যাঁহাদের চিত্তক্ষেত্রে ভুবনেশ্বরীবীজ উপ্ত হইয়াছে তাঁহাদিগের বিঘ্ন আচরণ করিতে কে সমর্থ হইবে? ॥ ৩৩ ॥ মহারাজ! মায়ার কি প্রভাব দেখুন, শাক্তগণের অত্যাচারে কেহই সমর্থ হয় না, ইহা জানিয়াও দেবরাজ মায়ায় মোহিত হইয়া পুনর্ব্বার তৎপ্রতীকারার্থ মন্মথ ও বসন্তকে আহ্বান করিয়া

---

* তাঃ কথং বাধিতুং শক্তাস্তাং ধ্যায়ন্তমকল্মষম্। ইতি বা পাঠঃ।

মনোভব ! বসন্তেন রত্যা যুক্তো ব্রজাধুনা।
অপ্সরোভিঃ সমাযুক্তস্তরসা গন্ধমাদনম্ ॥ ৩৫ ॥
নরনারায়ণৌ তত্র পুরাণাবৃষিসত্তমৌ।
কুরুতস্তপ একান্তে স্থিতৌ বদরিকাশ্রমে ॥ ৩৬ ॥
গত্বা তত্র সমীপে তু তয়োর্মন্মথ ! মার্গণৈঃ।
চিত্তং কামাতুরং কার্য্যং কুরু কার্য্যং মমাধুনা ॥ ৩৭ ॥
মোহয়োচ্চাটয়েনৌ ত্বং বিশিখৈস্তাড়য়াশু চ।
বশীকুরু মহাভাগ ! মুনী ধর্ম্মসুতাবপি ॥ ৩৮ ॥
কো হ্যস্মিন্ সর্ব্বসংসারে দেবো দৈত্যোঽথ মানবঃ।
যস্তে বাণবশং প্রাপ্তো ন যাতি ভৃশতাড়িতঃ ॥ ৩৯ ॥
ব্রহ্মাহং গিরিজানাথশ্চন্দ্রো বহ্নির্ব্বিমোহিতঃ।
গণনা কানয়োঃ কাম ! ত্বদ্বাণানাং পরাক্রমে ॥ ৪০ ॥
বারাঙ্গনাগণোঽয়ন্তে সহায়ার্থং ময়েরিতঃ।
আগমিষ্যতি তত্রৈব রম্ভাদীনাং মনোরমঃ ॥ ৪১ ॥

প্রতিক্রিয়াং পরিহারম্ ॥ ৩৪—৩৬ ॥
হে মন্মথ মার্গণৈঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥
ন যাতীতি মোহমিতি শেষঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥
বারাঙ্গনানাং গণঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

কহিতে লাগিলেন, হে মনোভব! তুমি, এক্ষণে বসন্ত ও রতির সহিত মিলিত হইয়া অপ্সরাগণকে সঙ্গে লইয়া সত্বর গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন কর ॥ ৩৪—৩৫ ॥ সেই স্থানে নর-নারায়ণ নামে পুরাতন ঋষিদ্বয়, বদরিকাশ্রমে একান্তে অবস্থিত হইয়া তপস্যা করিতেছেন ॥৩৬॥ হে মন্মথ ! তুমি তাঁহাদের নিকট গমন পূর্ব্বক স্বীয় শায়ক প্রভাবে তাঁহাদের চিত্ত কামাতুর করিয়া আমার এই কার্য্য সম্পাদন কর ॥ ৩৭ ॥ তুমি স্বীয় শরাঘাতে তাঁহাদিগকে মোহিত ও উচ্চাটিত করিবে, কদাচ তাহাতে কুণ্ঠিত হইও না; হে মহাভাগ! এইরূপে তুমি সেই ধর্ম্মপুত্র মুনিদ্বয়কে বশীভূত কর ॥ ৩৮ ॥ কন্দর্প! এই অখিল সংসারে দেব দৈত্য বা মানবগণের মধ্যে এমন কে আছে যে বিতাড়িত হইয়া তোমার বাণের বশীভূত না হইয়াছে? ॥ ৩৯ ॥ ব্রহ্মা, আমি, গিরিজানাথ, চন্দ্র এবং বহ্নিও যখন তোমার বাণে বিমোহিত, তখন তোমার শায়ক যে সেই ঋষিদ্বয়ের প্রতি পরাক্রম প্রকাশে সমর্থ হইবে তদ্বিষয়ে আর কি বিচার করিতে হইবে? ॥ ৪০ ॥ তোমার সাহায্য করিবার নিমিত্ত এই বারাঙ্গনাগণকে তোমার সহিত প্রেরণ করিলাম, এই রম্ভাদি মনোরম অপ্সরা

একা তিলোত্তমা রম্ভা কার্য্যং সাধয়িতুং ক্ষমা।
ত্বমেবৈকঃ ক্ষমঃ কামং মিলিতৈঃ কস্তু সংশয়ঃ ॥ ৪২ ॥
কুরু কার্য্যং মহাভাগ! দদামি তব বাঞ্ছিতম্ ॥ ৪৩ ॥
প্রলোভিতৌ ময়াত্যর্থং বরদানৈস্তপস্বিনৌ।
স্থানান্ন চলিতৌ শান্তৌ বৃথায়ং মে গতঃ শ্রমঃ ॥ ৪৪ ॥
তথা বৈ মায়য়া কৃত্বা ভীষিতৌ তাপসৌ ভৃশম্।
তথাপি নোত্থিতৌ স্থানাদ্দেহরক্ষাপরৌ ন তৌ ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা শক্রং প্রাহ মনোভবঃ।
বাসবাদ্য করিষ্যামি কার্য্যং তে মনসেপ্সিতম্ ॥ ৪৬ ॥
যদি বিষ্ণুং মহেশং বা ব্রহ্মাণং বা দিবাকরম্।
ধ্যায়ন্তৌ তৌ তদাস্মাকং ভবিতারৌ বশৌ মুনী ॥ ৪৭ ॥
দেবীভক্তং বশীকর্ত্তুং নাহং শক্তঃ কথঞ্চন।
কামরাজং মহাবীজং চিন্তয়ন্তং মনস্থলম্ ॥ ৪৮ ॥

তব বাঞ্ছিতং তুভ্যং দদামীত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥
তৌ ন সামান্যাবিত্যাহ প্রলোভিতাবিতি ॥ ৪৪ ॥

সকলও সেই স্থানে গমন করিবে ॥ ৪১ ॥ তিলোত্তমা রম্ভা অথবা তুমি একাকীই কার্য্য সাধনে সমর্থ, তবে সকলে মিলিত হইয়া যে কার্য্য সাধন করিবে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি? ॥ ৪২ ॥ হে মহাভাগ! তুমি কার্য্য সাধন কর, আমি তোমাকে বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করিব ॥ ৪৩ ॥ মন্মথ! আমি তপস্বিদ্বয়কে বরদান করিব বলিয়া প্রলোভিত করিয়াছিলাম; কিন্তু, সেই প্রশান্তাত্মা তাপসযুগল, স্বকীয় নিশ্চিতার্থ হইতে বিচলিত হন নাই, তাহাতে আমার যত্ন ও পরিশ্রম সকলই বিফল হইয়া গিয়াছে ॥ ৪৪ ॥ আর আমি ঐ তাপসদ্বয়কে মায়া দ্বারা অত্যন্ত ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলাম, তথাপি তাঁহারা স্বস্থান হইতে উত্থিত হন নাই, অতএব বোধ হইতেছে তাঁহারা দেহ রক্ষায় যত্নবান্ নহেন ॥ ৪৫ ॥

ব্যাসদেব বলিলেন, কামদেব দেবরাজের বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন দেবেন্দ্র! অদ্য আমি আপনার অভিলষিত কার্য্য সম্পাদন করিব ॥ ৪৬ ॥ কিন্তু এক কথা এই যে, যদি সেই তাপসদ্বয় বিষ্ণু, মহেশ্বর, ব্রহ্মা বা দিবাকরের ধ্যানপরায়ণ হয়েন, তবে আমরা তাঁহাদিগকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইব ॥ ৪৭ ॥ নতুবা যে ব্যক্তি কামরাজ মহাবীজ-মন্ত্র চিন্তনে নিরত, আমি সেই দেবীভক্ত ব্যক্তিকে বশীভূত করিতে কদাচই সমর্থ হইব

তাং দেবীং চেন্মহাশক্তিং সংশ্রিতৌ ভক্তিভাবতঃ।
ন তদা মম বাণানাং গোচরৌ তাপসৌ কিল ॥ ৪৯ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

গচ্ছ ত্বঞ্চ মহাভাগ! সর্ব্বৈস্তত্র সমুদ্যতৈঃ।
কার্য্যং মমাতিদুঃসাধ্যং কর্ত্তা হিতমনুত্তমম্ ॥ ৫০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তেন সমাদিষ্টা যযুঃ সর্ব্বে সমুদ্যতাঃ।
যত্র তৌ ধর্ম্মপুত্রৌ দ্বৌ তেপাতে দুষ্করং তপঃ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে নরনারায়ণকথাবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

মায়য়া কৃত্বা ভয়মিতি শেষঃ ॥ ৪৫—৪৯ ॥

গচ্ছ ত্বঞ্চেতি। তৌ পরাশক্তিদেবীভক্তৌ বর্ত্তেতে তত্র সন্দেহো নাস্তি তথাপি ত্বং যত্নন্তু কুরু যদগ্রে ভবিষ্যতি তদ্ভবত্বিত্যর্থঃ। সর্ব্বৈঃ সমুদ্যতৈঃ সহেত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫১ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

না ॥ ৪৮ ॥ যদি তাপসদ্বয়, সেই মহাশক্তি মহাদেবীকে ভক্তিভাবে আশ্রয় করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা মদীয় শরের গোচরীভূত হইবেন না ॥ ৪৯ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, হে মহাভাগ! তুমি কার্য্যসাধনোদ্যত অনুচরগণের সহিত গমন কর, আমার এই দুঃসাধ্য হিতকর কার্য্যের সাধন কর্ত্তা তুমি ভিন্ন আর কেহই নাই ॥ ৫০ ॥

ব্যাস বলিলেন, এই রূপে ইন্দ্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাহারা সকলেই যেখানে সেই ধর্ম্মপুত্রদ্বয় নরনারায়ণ দুষ্কর তপস্যা করিতেছিলেন সেই স্থানে গমন করিল ॥ ৫১ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে নরনারায়ণকথাবর্ণন নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

প্রথমং তত্র সম্প্রাপ্তো বসন্তঃ পর্ব্বতোত্তমে।
পুষ্পিতাঃ পাদপাঃ সর্ব্বে দ্বিরেফালিবিরাজিতাঃ ॥ ১ ॥
আম্রাশ্চ বকুলা রম্যাস্তিলকাঃ কিংশুকাঃ শুভাঃ।
সালাস্তালাস্তমালাশ্চ মধূকাঃ পুষ্পিতা বভুঃ ॥ ২ ॥
বভূবুঃ কোকিলালাপা বৃক্ষাগ্রেষু মনোহরাঃ।
বল্ল্যোঽপি পুষ্পিতাঃ সর্ব্বা আলিলিঙ্গুর্নগোত্তমান্ ॥ ৩ ॥
প্রাণিনঃ স্বাসু ভার্য্যাসু প্রেমযুক্তাঃ স্মরাতুরাঃ।
বভূবুশ্চাতিমত্তাশ্চ ক্রীড়াসক্তাঃ পরস্পরম্ ॥ ৪ ॥
ববুর্মন্দাঃ সুগন্ধাশ্চ সুস্পর্শা দক্ষিণানিলাঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি মুনীনামপি চাভবন্ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈকষষ্টপকাশস্থিঃ পদ্যৈর্নরাগ্রজঃ।
উর্ব্বশীং সম্ভবে চেতি কথেয়ং সমুদীর্য্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে বসন্তাগমনমুপবর্ণিতম্। তদনন্তরং জাতং বৃত্তমাহ প্রথমং তত্রেতি। তেন বসন্তাগমনেন পুষ্পিতাঃ পাদপা বৃক্ষাঃ বভুঃ শোভিতা ইত্যর্থঃ। দ্বিরেফালিবিরাজিতাঃ ভ্রমরপংক্তিবিরাজিতাঃ ॥ ১—২ ॥
নগোত্তমান্ বৃহদ্বৃক্ষান্ ॥ ৩—৪ ॥
প্রমাথীনি বলবন্তি স্বাধীনানীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! প্রথমেই ঋতুরাজ বসন্ত সেই মনোহর পর্ব্বতোপরি আবির্ভূত হইলেন। তখন পাদপ সকল পুষ্পিত ও দ্বিরেফ মালায় পরিশোভিত হইয়া উঠিল ॥ ১ ॥ মনোহর আম্র, বকুল, তিলক ও সুশোভন কিংশুক, সাল, তাল, তমাল ও মধূকাদি তরুরাজী, কুসুমমালায় বিরাজিত হইয়া অনুপম শোভা ধারণ করিল ॥২॥ বৃক্ষের উপরিভাগে কোকিল-কুলের মধুর আলাপ শ্রুত হইতে লাগিল, লতাসকল পুষ্পিত হইয়া বনস্পতিগণকে আলিঙ্গন করিল ॥৩॥ প্রাণিগণ স্মরাতুর হইয়া আপন আপন ভার্য্যায় প্রেমযুক্ত ও পরস্পর ক্রীড়াসক্ত হইয়া অতিশয় উন্মত্ত হইয়া উঠিল ॥ ৪ ॥ মন্দ, সুগন্ধ ও সুখস্পর্শ দক্ষিণ পবন প্রবাহিত হইতে লাগিল, ইন্দ্রিয় সকল বলবান্ হইয়া আর মুনিগণের মানসের বশীভূত রহিল না ॥ ৫ ॥ তখন মীনকেতন, রতির সহিত সম্মিলিত হইয়া পঞ্চবাণ ধারণ পূর্ব্বক সেই বদরিকা-

রতিযুক্তস্ততঃ কামঃ পূরয়ন্ পঞ্চমার্গণান্।
চকার ত্বরিতস্তত্র বাসং বদরিকাশ্রমে ॥ ৬ ॥
রম্ভাতিলোত্তমাদ্যাশ্চ গত্বা তত্র বরাশ্রমে।
গানং চক্রুঃ সুগীতজ্ঞাঃ স্বরতানসমন্বিতম্ ॥ ৭ ॥
তচ্ছ্রুত্বা মধুরোদ্গীতং কোকিলানাঞ্চ কূজিতম্।
ভ্রমরালিবিরাবঞ্চ প্রবুদ্ধৌ তৌ মুনীশ্বরৌ ॥ ৮ ॥
ঋতুরাজময়কালে তু দৃষ্ট্বা তৌ পুষ্পিতং বনম্।
জাতৌ চিন্তাপরৌ তত্র নরনারায়ণাবৃষী ॥ ৯ ॥
কিমদ্য শিশিরাপায়ঃ সংবৃত্তঃ সময়ং বিনা।
প্রাণিনো বিহ্বলাঃ সর্ব্বে লক্ষ্যন্তেঽতিস্মরাতুরাঃ ॥ ১০ ॥
কালধর্ম্মবিপর্য্যাসঃ কথমদ্য দুরাসদঃ।
নরং নারায়ণঃ প্রাহ বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ ॥ ১১ ॥

নারায়ণ উবাচ।

পশ্য ভ্রাতরিমে বৃক্ষাঃ পুষ্পিতাঃ প্রতিভান্তি বৈ।
কোকিলালাপসংঘুষ্টা ভ্রমরালিবিরাজিতাঃ ॥ ১২ ॥

পূরয়ন্ পঞ্চমার্গণান্ পঞ্চবাণান্ পূর্ণান্ ব্যাপকান্ কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। পঞ্চবাণৈঃ সর্ব্বাংস্তাড়য়ন্নিতি ভাবঃ ॥ ৬—৭ ॥
ভ্রমরালির্ভ্রমরপংক্তিঃ ॥ ৮—১১ ॥
ইতি মনসি ঋতুকালবিপর্য্যাসং চিন্তয়িত্বা নারায়ণ উবাচ যত্তদাহ পশ্যেতি ॥ ১২ ॥

শ্রমে সত্বর গমনপূর্ব্বক বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥ সঙ্গীতনিপুণা রম্ভা ও তিলোত্তমাদি প্রধান প্রধান অপ্সরা সকল সেই মনোরম আশ্রমে গমন পূর্ব্বক স্বর তান ও লয় সমন্বয়ে গান করিতে লাগিল ॥৭॥ সেই সুমধুর সঙ্গীত, কোকিলগণের মনোহর কূজন ও ভ্রমরগণের সুমধুর কলধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই মহর্ষিদ্বয় জাগরিত হইলেন ॥ ৮ ॥ নরনারায়ণ ঋষিযুগল অকালে ঋতুরাজ বসন্তের উদয় ও বনপাদপগণের পুষ্পোদয় পরিদর্শন করিয়া চিন্তাপরায়ণ হইলেন ॥ ৯ ॥ নিয়ম ব্যতিরেকে এখন কিরূপে বসন্ত ঋতুর উদয় হইল? দেখিতেছি, সকল প্রাণীই অতিশয় স্মরাতুর ও বিহ্বল হইয়া রহিয়াছে ॥ ১০ ॥ কালধর্ম্মের বিপর্য্যয় অতিশয় দুর্ঘট, কিরূপে তাহা সংঘটিত হইল? তদনন্তর নারায়ণ, বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে নরনামক ঋষিবরকে কহিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

ভ্রাতঃ! দেখ এই বৃক্ষ সকল পুষ্পিত হইয়া পরিশোভিত হইতেছে, কোকিলের কলধ্বনি সংঘোষিত হইতেছে, ভ্রমরসকল সুমধুরধ্বনি করিয়া ইতস্ততঃ বিহরণ

শিশিরং ভীমমাতঙ্গং দারয়ন্ স্বখরৈর্নখৈঃ।
বসন্তকেশরী প্রাপ্তঃ পলাশকুসুমৈর্মুনে! ॥ ১৩ ॥
রক্তাশোককরা তন্বী দেবর্ষে! কিংশুকাঙ্ঘ্রিকা।
নীলাশোককচা শ্যামা বিকাসিকমলাননা ॥ ১৪ ॥
নীলেন্দীবরনেত্রা সা বিল্ববৃক্ষফলস্তনী।
প্রোৎফুল্লকুন্দরদনা মঞ্জরীকর্ণশোভিতা ॥ ১৫ ॥
বন্ধুজীবাধরা শুভ্রা সিন্ধুবারনখাদ্ভুতা।
পুংস্কোকিলস্বরা পুণ্যা কদম্ববসনা শুভা ॥ ১৬ ॥
বর্হিবৃন্দকলাপা চ সারসস্বননূপুরা।
বাসন্তীবদ্ধরশনা মত্তহংসগতিস্তথা ॥ ১৭ ॥
পুত্রজীবাংশুকন্যস্তরোমরাজিবিরাজিতা।
বসন্তলক্ষ্মীঃ সম্প্রাপ্তা ব্রহ্মন্! বদরিকাশ্রমে ॥ ১৮ ॥

ভীমমাতঙ্গং শীতভয়প্রদানেন ভীমং ভয়ঙ্করং মাতঙ্গং গজং শিশিরঋতুরূপং পলাশকুসুমাত্মকৈঃ স্বস্য খরৈঃ কঠিনৈর্নখৈর্দারয়ন্ প্রাপ্তো বসন্তকেশরী বসন্তরূপঃ সিংহো বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ন কেবলং স্বয়মেব প্রাপ্তঃ কিন্তু লক্ষ্মীনৃসিংহবত্তস্য যা শক্তির্বসন্তলক্ষ্মীঃ সাপি প্রাপ্তেতি বদন্ বসন্তলক্ষ্মীং বর্ণয়তি রক্তাশোকেতি। রক্তো নবীনপল্লবযোগাৎ যোঽশোকোঽশোকবৃক্ষঃ স এব করৌ যস্যাঃ সা। কিংশুকঃ পুষ্পিতপলাশবৃক্ষঃ স এবাঙ্ঘ্রী চরণৌ যস্যাঃ। নীলো যোঽশোকো হরিতপল্লবযোগাৎ স এব কচাঃ কেশা যস্যাঃ ॥ ১৪ ॥

বিল্ববৃক্ষফলান্যেব স্তনৌ যস্যাঃ। মঞ্জর্য্য এব কর্ণৌ যস্যাঃ ॥ ১৫ ॥

সিন্ধুবারমেব নখানি যস্যাঃ ॥ ১৬ ॥

বর্হিবৃন্দো ময়ূরবৃন্দঃ স এব কলাপো ভূষণং যস্যাঃ। সারসঃ পুষ্করাহ্বস্তু সারস ইতি কোষঃ। তস্য স্বন এব নূপুরে যস্যাঃ। বাসন্তী মাধবীলতা তদ্রূপা বদ্ধা রশনা কটিসূত্রং যয়া সা। চলন্তো যে মত্তা হংসাস্ত এব গতির্যস্যাঃ ॥ ১৭ ॥

করিতেছে ॥ ১২ ॥ ঐ দেখ, বসন্তকেশরী পলাশকুসুমরূপ স্বকীয় খরনখর দ্বারা শিশিররূপ ভীষণ মাতঙ্গকে বিদারিত করিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥ হে ব্রহ্মন্! দেখ দেখ কেমন মনোহর সুষমাসম্পন্না বসন্তলক্ষ্মী বদরিকাশ্রমে উদিত হইয়াছেন; দেবর্ষে! রক্তাশোক ইহাঁর করতল; কিংশুক কুসুম ইহাঁর মনোহর চরণ; নীলাশোক ইহাঁর শ্যামল কেশকলাপ; বিকসিত কমল ইহাঁর বদন; নীল ইন্দীবর ইহাঁর নয়ন; বিল্বফল ইহাঁর মনোহর পয়োধর, প্রফুল্ল কুন্দ কুসুম ইহাঁর দশন, মঞ্জরী ইঁহার মোহনকর্ণ, বন্ধুজীব ইহাঁর অধর, সিন্ধুবার অদ্ভুত নখর; পুংস্কোকিল কলধ্বনি ইঁহার কণ্ঠস্বর; কদম্বকুসুম ইঁহার বসন; শিখিকুল ইঁহার ভূষণ; সারসস্বর ইঁহার নূপুরধ্বনি; কুসুমদাম ইঁহার চন্দ্রহার;

অকালে কিমিয়ং প্রাপ্তা বিস্ময়োঽয়ং মমাধুনা।
তপোবিঘ্নকরা নূনং দেবর্ষে! পরিচিন্তয় ॥ ১৯ ॥
শ্রূয়তে সুরনারীণাং গানং ধ্যানবিনাশনম্।
আবয়োস্তপিভঙ্গায় কৃতং মঘবতা কিল ॥ ২০ ॥
ঋতুরাড়ন্যথা কালে প্রীতিং সঞ্জনয়েৎ কথম্।
বিঘ্নোঽয়ং বিহিতো ভাতি ভীতেনাসুরশত্রুণা ॥ ২১ ॥
বাতাঃ সুগন্ধাঃ শীতাশ্চ সমায়ান্তি মনোহরাঃ।
নান্যৎ কারণমস্তীহ শতক্রতুকৃতিং বিনা ॥ ২২ ॥
ইতি ব্রুবতি বিপ্রাগ্র্যে দেবে নারায়ণে বিভৌ।
সর্ব্বে দৃষ্টিপথং প্রাপ্তা মন্মথপ্রমুখাস্তদা ॥ ২৩ ॥
দদর্শ ভগবান্ সর্ব্বাম্বরো নারায়ণস্তথা।
বিস্ময়াবিষ্টমনসৌ বভূবতুরুভাবপি ॥ ২৪ ॥

কদম্ববৃক্ষাধো যে পুত্রজীবা বৃক্ষাস্ত এব কদম্ববৃক্ষরূপং যৎ পূর্ব্বোক্তমংশুকং বস্ত্রং তস্মিন্ ন্যস্তা ক্ষিপ্তা আচ্ছাদিতা যা রোমরাজী রোমপংক্তিস্তয়া বিরাজিতা। কদম্ববৃক্ষাণাং বস্ত্রত্ব-কল্পনা তদধঃস্থিতপুত্রজীবানাং রোমরাজিকল্পনেতি বোধ্যম্ ॥ ১৮—১৯ ॥
তপিভঙ্গায় তপিস্তপিক্রিয়া তপশ্চর্য্যেত্যর্থঃ। তস্যা ভঙ্গায় ॥ ২০ ॥
ঋতুরাড়িতি। অন্যথা মহৎকার্য্যাভাবেঽকালে সময়াভাবেঽপি ঋতুরাড়্বসন্তঃ কথং প্রীতিং জনয়েন্ন কথমপীত্যর্থঃ। অসুরশত্রুণেন্দ্রেণ ॥ ২১—২২ ॥
বিপ্রাগ্র্যে দ্বিজশ্রেষ্ঠে ॥ ২৩—২৬ ॥

প্রমত্তহংস গতিই ইঁহার গমন; কদম্বকেশর ইঁহার রোমরাজী; ঋষিবর! এই সকল দ্বারা বসন্তলক্ষ্মী কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছেন ॥ ১৪—১৮ ॥ ইনি অকালে উপনীত হইলেন কেন? এ বিষয়ে এখন আমার বিস্ময় জন্মিতেছে, তুমি চিন্তা করিয়া দেখ, ইনি নিশ্চিতই তপস্যার বিঘ্নকারিণী ॥১৯॥ ঐ শ্রবণ কর সুরকামিনীগণ, কেমন মনোমোহন ধ্যানবিনাশন গান করিতেছে, বোধ হইতেছে, আমাদিগের তপোভঙ্গ করিবার নিমিত্ত দেবরাজ এই সকল উপায় নিয়োজিত করিয়াছেন ॥ ২০ ॥ ঋতুরাজ অসময়ে প্রীতি জন্মাইতেছেন কেন? ইহাতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে অসুরারি ইন্দ্র, আমাদের তপস্যায় ভীত হইয়া তপোভঙ্গের উপায় স্বরূপ এই সকল বিঘ্ন নিয়োজিত করিয়াছেন ॥ ২১ ॥ দেখ শীতল, সুগন্ধ ও মনোহর পবন প্রবাহিত হইতেছে, শতক্রতুর কার্য্য ব্যতিরেকে ইহাতে আর কোনও কারণ দৃষ্ট হয় না ॥ ২২ ॥

বিপ্রবর বিভু দেব নারায়ণ, এই সকল বাক্য বলিতেছেন এমন সময়ে মন্মথাদি সকলেই তাঁহাদের দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইলেন ॥ ২৩ ॥ ভগবান্ নর ও নারায়ণ উভয়েই তাহাদিগকে

মন্মথং মেনকাঞ্চৈব রম্ভাঞ্চৈব তিলোত্তমাম্।
পুষ্পগন্ধাং সুকেশীঞ্চ মহাশ্বেতাং মনোরমাম্ ॥ ২৫ ॥
প্রমদ্বরাং ঘৃতাচীঞ্চ গীতজ্ঞাং চারুহাসিনীম্।
চন্দ্রপ্রভাঞ্চ সোমাঞ্চ কোকিলালাপমণ্ডিতাম্ ॥ ২৬ ॥
বিদ্যুন্মালাম্বুজাক্ষীঞ্চ তথা কাঞ্চনমালিনীম্।
এতাশ্চান্যা বরারোহা দৃষ্টাস্তাভ্যাং তদান্তিকে ॥ ২৭ ॥
তাসাং ষষ্টসহস্রাণি পঞ্চাশদধিকানি চ।
বীক্ষতৌ বিস্মিতৌ জাতৌ কামসৈন্যং সুবিস্তরম্ ॥ ২৮ ॥
প্রণম্যাগ্রে স্থিতাঃ সর্ব্বা দেববারাঙ্গনাস্তদা।
দিব্যাভরণভূষাঢ্যা দিব্যমাল্যোপশোভিতাঃ ॥ ২৯ ॥
জগুশ্ছলেন তাঃ সর্ব্বাঃ পৃথিব্যামতিদুর্লভম্।
তত্রথাবস্থিতং দিব্যং মন্মথাদিবিবর্দ্ধনম্ ॥ ৩০ ॥
শুশ্রাব ভগবান্ বিষ্ণুর্নরো নারায়ণস্তদা।
শ্রুত্বা প্রোবাচ তাস্তত্র প্রীত্যা নারায়ণো মুনিঃ ॥ ৩১ ॥
আস্যতাং সুখমত্রৈব করোম্যাতিথ্যমদ্ভুতম্।
ভবন্ত্যোঽতিথিধর্ম্মেণ প্রাপ্তাঃ স্বর্গাৎ সুমধ্যমাঃ ॥ ৩২ ॥

বিদ্যুন্মালা চ সা চাম্বুজাক্ষী চেতি। কচিত্তু বিদ্যুন্মালাম্বুজাক্ষ্যৌ চেতি পাঠস্তদা স্ত্রী-দ্বয়ম্ ॥ ২৭—২৮ ॥

দেববারাঙ্গনা অপ্সরসঃ ॥ ২৯ ॥

দর্শন করিয়া বিস্মিতচিত্ত হইলেন ॥ ২৪ ॥ তাঁহারা মনোভব, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, পুষ্পগন্ধা, সুকেশী, মহাশ্বেতা, মনোরমা, প্রমদ্বরা, চারুহাসিনী সঙ্গীতজ্ঞা ঘৃতাচী, চন্দ্রপ্রভা, কোকিলভাষিণী সোমা, অম্বুজাক্ষী কাঞ্চনমালিনী বিদ্যুন্মালা, এই সকল ও অন্যান্য বরারোহা অপ্সরাগণকে সন্নিধানে দর্শন করিলেন ॥ ২৫—২৭ ॥ অষ্টসহস্র পঞ্চাশৎ অপ্সরা-গণকে এবং কামের সুবিস্তর সৈন্য সকলকে দর্শন করিয়া মুনিদ্বয় বিস্মিত হইলেন ॥ ২৮ ॥ তখন, দিব্যমালায় পরিশোভিতা, দিব্যাভরণা দেববারাঙ্গনাগণ মুনিদ্বয়কে প্রণাম করিয়া সম্মুখে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ২৯ ॥ সেই অপ্সরা সকল, ক্ষিতিতলে দুর্লভ ও মন্মথ-বর্দ্ধন স্বর্গীয় সঙ্গীত আরম্ভ করিল ॥ ৩০ ॥ ভগবান্ বিষ্ণুস্বরূপ নরনারায়ণ মুনিদ্বয় সেই সঙ্গীত শ্রবণানন্তর প্রীত হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, হে শোভনমধ্যমা অপ্সরাগণ তোমরা স্বর্গ হইতে অতিথিধর্ম্মেই এইস্থানে আগমন করিয়াছ। তোমরা এইস্থানে সুখে অবস্থিতি কর, আমরা উত্তমরূপে তোমাদের আতিথ্য সম্পাদন করিব ॥ ৩১—৩২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

সাভিমানস্তু সঞ্জাতস্তদা নারায়ণো মুনিঃ ।
ইন্দ্রেণ প্রেষিতা নূনং তপোবিঘ্নচিকীর্ষয়া ॥ ৩৩ ॥
বরাক্যঃ কা ইমাঃ সর্ব্বাঃ সৃজাম্যদ্য নবাঃ কিল ।
এতাভ্যো দিব্যরূপাশ্চ দর্শয়ামি তপোবলম্ ॥ ৩৪ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা করেণোরুং প্রতাড্য বৈ ।
তরসোৎপাদয়ামাস নারীং সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীম্ ॥ ৩৫ ॥
নারায়ণোরুসম্ভূতা হ্যুর্ব্বশীতি ততঃ শুভা ।
দদৃশুস্তাঃ স্থিতাস্তত্র বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥ ৩৬ ॥
তাসাঞ্চ পরিচর্য্যার্থং তাবতীশ্চাতিসুন্দরীঃ ।
প্রাদুশ্চকার তরসা তদা মুনিরসম্ভ্রমঃ ॥ ৩৭ ॥
গায়ন্ত্যশ্চ হসন্ত্যশ্চ নানোপায়নপাণয়ঃ ।
প্রণেমুস্তা মুনী সর্ব্বাঃ স্থিতাঃ কৃত্বাঞ্জলিং পুরঃ ॥ ৩৮ ॥

যথা শাস্ত্রেণোক্তং তথাবস্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩৩ ॥

অভিমানস্বরূপমাহ বরাক্য ইতি ॥ ৩৪ ॥

ইতি সঞ্চিন্ত্যেতি । তরসা বেগেনোরুং করেণ প্রতাড্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীং নারীমুৎপাদয়ামাস ॥ ৩৫ ॥

নারায়ণেতি । হি যতো নারায়ণোরুসম্ভূতা ততস্তস্মাদ্ধেতোরুর্ব্বশীতি নাম্নাভবদিত্যর্থঃ । উরুমশ্নাত্যাশ্রয়ত্বাৎপত্তিস্থানত্বেনেত্যুর্ব্বশীতি ব্যুৎপত্তেঃ । পৃষোদরাদিত্বাদহ্রস্বত্বম্ । দদৃশুরিতি । তা ইন্দ্রেণ প্রেষিতাস্তামুর্ব্বশীং দদৃশুঃ দৃষ্ট্বা পরমং বিস্ময়ং যযুঃ প্রাপুঃ ॥ ৩৬ ॥

তাসাং চেতি । ইন্দ্রপ্রেষিতানাং স্ত্রীণাং পরিচর্য্যার্থং তাবতীঃ পঞ্চাশদধিকষোড়শসহস্রসংখ্যকা অতিসুন্দরীস্তাভ্যোঽপ্যতিসুন্দরীঃ ॥ ৩৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দেবরাজ ইন্দ্র তপস্যার বিঘ্ন করিবার বাসনায় নিশ্চয়ই সেই অপ্সরাগণকে প্রেরণ করিয়াছেন ইহা চিন্তা করিয়া, নরনারায়ণ মুনিদ্বয় অভিমানে পূর্ণ হইয়া মনে করিলেন যে, এই অপ্সরা সকল সামান্য-রূপসম্পন্ন ও জঘন্য আমি এক্ষণে ইহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর দিব্যরূপসম্পন্ন নূতন অপ্সরা-সৃষ্টি করিয়া আমার তপোবল প্রদর্শন করাইব ॥ ৩৩—৩৪ ॥ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া কর দ্বারা উরুতাড়ন পূর্ব্বক শীঘ্রই এক সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নারী উৎপাদন করিলেন ॥ ৩৫ ॥ সেই শুভাননা মুনিবরের উরুস্থল হইতে উৎপন্ন হইল বলিয়া উর্ব্বশী নামে বিখ্যাত হইল। অনন্তর, তত্রস্থ অপ্সরা সকল তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল ॥ ৩৬ ॥

পরে নারায়ণ মুনি, ইন্দ্রপ্রেরিত রমণীগণের পরিচর্য্যার নিমিত্ত তাহাদের অপেক্ষা সুন্দরী তাবৎ সংখ্যক নারী সকল নিরুদ্বেগে সৃষ্টি করিলেন ॥ ৩৭ ॥ প্রাদুর্ভূত অপ্সরা সকল

তাং বীক্ষ্য বিভ্রমকরীং তপসো বিভূতিং
দেবাঙ্গনা হি মুমুহুঃ প্রবিমোহয়ন্ত্যঃ।
ঊচুশ্চ তৌ প্রমুদিতাননপদ্মশোভা
রোমোদ্গমোল্লসিতচারুনিজাঙ্গবল্ল্যঃ ॥ ৩৯ ॥
কুর্য্যুঃ কথং স্তুতিমহো তপসো মহত্ত্বং
ধৈর্য্যং তথৈব ভবতামভিবীক্ষ্য বালাঃ।
অস্মৎকটাক্ষবিষদিগ্ধশরেণ দগ্ধঃ
কো বা ন তত্র ভবতাং মনসো ব্যথা ন ॥ ৪০ ॥
জাতৌ যুবাং নরহরেঃ পরমাংশভূতৌ
দেবৌ মুনী শমদমাদিনিধী সদৈব।
সেবানিমিত্তমিহ নো গমনং ন কামং
কার্য্যং হরেঃ শতমখস্য বিধাতুমেব ॥ ৪১ ॥

প্রণেমুরিতি। তা নারায়ণোৎপন্নাস্ত্রিয়োঽঞ্জলিং কৃত্বা পুরঃ স্থিতাস্তৌ মুনী নরনারায়ণৌ প্রণেমুরিত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

তদনন্তরমিন্দ্রপ্রেষিতাঃ স্তুতিং চক্রুরিত্যাহ তাং বীক্ষ্যেতি। অন্যান্ প্রবিমোহয়ন্ত্যোঽপি দেবানাং বিভ্রমকরীং স্বস্যাপি মোহকরীং তপসো বিভূতিং দৃষ্ট্বা তৌ নরনারায়ণৌ প্রত্যূচুঃ কথম্ভূতা রোমোদ্গমেন রোমাঙ্কোদ্গমেন চার্ব্যঃ সুন্দর্য্যো নিজাঙ্গবল্ল্যো নিজাঙ্গলতা যাসা তাঃ ॥ ৩৯ ॥

কুর্য্যুঃ কথমিতি। হে দেবৌ বয়ং বালা মূঢ়া ভবতাং তপসো মহত্ত্বং তথৈব ধৈর্য্য মনসোঽপ্যবিষয়মভিবীক্ষ্য স্তুতিং কথং কুর্য্যুর্ন কথমপীত্যর্থঃ। অস্মৎকটাক্ষকজ্জলরূপ বিষেণ দিগ্ধো যুক্তঃ শরস্তেন দগ্ধঃ কো বা পৃথিব্যাং ন ভবতি অপি তু সর্ব্বো ভবত্যেব। তত্র তস্মিন্ সত্যপি ভবতাং মনসো ব্যথা বিকারো নেতি পরমাশ্চর্য্যং ভবতামিতি ভাবঃ ॥ ৪০ ॥

নানাবিধ উপহার দ্রব্য হস্তে করিয়া গান ও হাস্য করিতে করিতে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক মুনিদ্বয়ের অগ্রস্থিত হইয়া প্রণাম করিল ॥ ৩৮ ॥ ইন্দ্রপ্রেরিত দেবাঙ্গনাগণ অন্যের মোহনকারিণী হইলেও আপনাদের মানস-বিভ্রমকারিণী তপস্যার ফলসম্পত্তিস্বরূপিণী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী উর্ব্বশীরে দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইল এবং তাহাদের অঙ্গবল্লী সকল রোমাঞ্চজালে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; তখন তাহারা নিজ নিজ বদনকমলের পরমা শোভা বিস্তারিত করিয়া মুনিদ্বয়কে বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৯ ॥ হে দেবযুগল! আমরা বালা, আমাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই আপনাদিগের তপস্যার মহত্ত্ব ও আপনাদের ধৈর্য্য দর্শন করিয়া আমরা কিরূপে আপনাদের স্তুতি করিতে সমর্থ হইব? অহো! আমাদের কটাক্ষরূপ বিষদিগ্ধ শরে নির্দ্দগ্ধ হয় নাই, পৃথিবীতলে এমন ব্যক্তি দৃষ্ট হয় না; কিন্তু, তাহাতে আপনাদিগের মনোবিকার কিছুই লক্ষিত হইল না; অতএব, আপনাদের মাহাত্ম্য অতিশয় আশ্চর্য্যজনক ॥ ৪০ ॥

ভাগ্যেন কেন যুবয়োঃ কিল দর্শনং নঃ
সম্পাদিতং ন বিদিতং খলু সঞ্চিতং তৎ।
চিত্তং ক্ষমং নিজজনে বিহিতং যুবাভ্যা-
মস্মদ্বিধে কিল কৃতাগসি তাপমুক্তম্॥
কুর্ব্বন্তি নৈব বিবুধাস্তপসো ব্যয়ং বৈ
শাপেন তুচ্ছফলদেন মহানুভাবাঃ॥ ৪২॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্থং নিশম্য বচনং সুরকামিনীনাং
তাবূচতুর্মুনিবরৌ বিনয়ানতানাম্।
প্রীতৌ প্রসন্নবদনৌ জিতকামলোভৌ
ধর্ম্মাত্মজৌ নিজতপোরুচিশোভিতাঙ্গৌ॥ ৪৩॥

অতএব যুবাং ন সাধারণৌ কিন্তু পরমেশ্বরস্যাংশভূতাবেবেত্যস্মাভির্জ্ঞাতাবিত্যাহুঃ জ্ঞাতাবিতি। নরহরের্বিষ্ণোঃ। হে ভগবন্তৌ কপটেনাগতানামপ্যস্মাকং কো বা ভাগ্যোদয়ো জাতো যেন ভবদ্দর্শনমস্মাভির্লব্ধমিত্যাহুঃ সেবানিমিত্তমিতি। নোঽস্মাকং গমনমাগমনমিহ ভবৎসেবানিমিত্তং ন কিন্তু কামং যথেচ্ছং হরেরিন্দ্রস্য শতমখস্য কার্য্যং ভবত্তপোবিঘাতরূপং বিধাতুং কর্ত্তুমেব॥ ৪১॥

তাদৃশদুষ্টানামস্মাকং যুবয়োর্দর্শনং কেন ভাগ্যেন সম্পাদিতং তৎ সঞ্চিতং ভাগ্যং খলু ন বিদিতমস্মাভিঃ। কিঞ্চাস্মদ্বিধেঽস্মৎসদৃশে নিজজনে কৃতাগসি কৃতাপরাধে চিত্তং ক্ষমং শাপাদিকর্ত্তুং সমর্থমপি যুবাভ্যাং তাপমুক্তং সন্তাপরহিতং কৃতম্। অহোঽতিধন্যা ভবতাং ক্ষমেতি ভাবঃ। ইয়ঞ্চ রীতির্ভবদ্বিধানাং মহানুভাবানাং কেনাভিপ্রায়েণেতি তমভিপ্রায়মাহ। কুর্ব্বন্তীতি॥ ৪২—৪৩॥

আমরা জানিলাম আপনারা উভয়ে বিষ্ণুর অংশ স্বরূপ দেব ও মননশীল এবং শমদমাদিই আপনাদিগের নিধিস্বরূপ। আপনাদের সেবার নিমিত্ত আমাদের এখানে আগমন হয় নাই, আপনাদের তপস্যার বিঘ্নসম্পাদনরূপ, দেবরাজ ইন্দ্রের কার্য্য সাধন উদ্দেশেই আমরা এখানে আগমন করিয়াছি॥ ৪১॥ আমরা এতাদৃশ দুর্জ্জন হইলেও আমাদের কোন্ সঞ্চিত ভাগ্যফল দ্বারা আপনাদিগের দর্শন লাভ হইল, তাহা আমরা অবগত নহি। আর আমাদের ন্যায় কৃতাপরাধ ব্যক্তির প্রতি শাপাদি প্রদান করিতে সক্ষম হইয়াও নিজজন ভাবিয়া যে শাপাদি প্রদান না করিয়া মনস্তাপ বিদূরিত করিলেন, তাহাতে আপনাদের ক্ষমাগুণ অত্যন্ত প্রশংসনীয় হইল। আমরা জানিলাম মহানুভব বুধগণ তুচ্ছফলপ্রদ শাপাদি দ্বারা আপনাদিগের তপস্যার ব্যয় করেন না॥ ৪২॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! জিতকাম ও জিতলোভ সেই ধর্ম্মতনয় মহর্ষি দ্বয় বিনয়াবনত সুরকামিনীগণের এইরূপ বচনপরম্পরা শ্রবণ করিয়া প্রীত ও প্রসন্নবদন হইলেন এবং

নরনারায়ণাবূচতুঃ।

ব্রুবন্তু বাঞ্ছিতান্ কামান্দদাবস্তুষ্টমানসৌ।
যান্তু স্বর্গং গৃহীত্বেমামুর্ব্বশীং চারুলোচনাম্ ॥ ৪৪ ॥
উপায়নমিয়ং বালা গচ্ছত্বদ্য মনোহরা।
দত্তাবাভ্যাং মঘবতঃ প্রীণনায়োরুসম্ভবা ॥ ৪৫ ॥
স্বস্ত্যস্তু সর্ব্বদেবেভ্যো যথেষ্টং প্রব্রজন্তু চ।
ন কস্যাপি তপোবিঘ্নং প্রকর্ত্তব্যমতঃপরম্ ॥ ৪৬ ॥

দেব্য ঊচুঃ।

ক্ব গচ্ছামো মহাভাগ! প্রাপ্তাস্তে পাদপঙ্কজম্।
নারায়ণ সুরশ্রেষ্ঠ! ভক্ত্যা পরময়া মুদা ॥ ৪৭ ॥
বাঞ্ছিতং চেদ্বরং নাথ! দদাসি মধুসূদন!।
তুষ্টঃ কমলপত্রাক্ষ! ব্রবীমো মনসেপ্সিতম্ ॥ ৪৮ ॥
পতিস্ত্বং ভব দেবেশ! বরমেনং পরন্তপ!।
ভবামঃ প্রীতিযুক্তাস্ত্বাং সেবিতুং জগদীশ্বর! ॥ ৪৯ ॥

(কামপ্রদানে হেতুগর্ভবিশেষণমাহ তুষ্টমানসাবিতি ॥ ৪৪ ॥)
ইয়ং বালা রাজানমিন্দ্রং প্রত্যুপায়নং গচ্ছতু। আবাভ্যাং নরনারায়ণাভ্যাম্ ॥ ৪৫—৪৯ ॥

আপন তপঃপ্রভায় প্রদীপ্তাঙ্গ হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন ॥ ৪৩ ॥ রমণীগণ! আমরা তোমাদের প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, তোমরা অভিলষিত বর কামনা কর আমরা এখনি তাহা প্রদান করিতেছি। আর তোমরা এই চারুলোচনা উর্ব্বশীকে লইয়া স্বর্গ গমন কর। এই মনোরমা বালিকা উর্ব্বশী দেবরাজের উপহার স্বরূপ তোমাদের সহিত গমন করুক। আমরা অমররাজের প্রীতির নিমিত্ত উরুসম্ভবা এই উর্ব্বশীকে প্রদান করিলাম ॥ ৪৪—৪৫ ॥ এক্ষণে সমস্ত দেবগণের কল্যাণ হউক, তোমরা আপন আপন ইষ্ট স্থানে গমন কর, ইহার পর আর কাহারও তপস্যার বিঘ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইও না ॥ ৪৬ ॥

অপ্সরাগণ কহিল, হে নারায়ণ! হে সুরশ্রেষ্ঠ! আমরা পরম ভক্তিযোগে আপনার পাদপঙ্কজ প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছি, আমরা এখন কোথায় যাইব? ॥ ৪৭ ॥ হে নাথ! হে মধুসূদন! হে কমললোচন! আপনি যদি সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের বাঞ্ছিত বর প্রদান করেন, তাহা হইলে আমাদের মনোরথ আপনার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ৪৮ ॥ হে দেবেশ! আপনি জগতের পতি অতএব আপনি আমাদিগের পতি হউন, হে পরন্তপ! আমরা প্রসন্নচিত্তে আপনার সেবায় নিয়তই নিযুক্ত থাকিব ॥ ৪৯ ॥

ত্বয়া চোৎপাদিতা নার্য্যঃ সন্ত্যত্রাশ্চারুলোচনাঃ।
উর্ব্বশ্যাদ্যাস্তথা যান্তু স্বর্গং বৈ ভবদাজ্ঞয়া॥ ৫০॥
স্ত্রীণাং ষোড়শসাহস্রং তিষ্ঠত্বত্র শতার্দ্ধকম্।
সেবাং তেঽত্র করিষ্যামো যুবয়োস্তাপসোত্তমৌ!॥ ৫১॥
বাঞ্ছিতং দেহি দেবেশ! সত্যবাগ্ ভব মাধব!।
আশাভঙ্গো হি নারীণাং হিংসনং পরিকীর্ত্তিতম্॥
কামার্ত্তানাঞ্চ মুনিভির্ধর্ম্মজ্ঞৈস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ ৫২।
ভাগ্যযোগাদিহ প্রাপ্তাঃ স্বর্গাৎ প্রেমপরিপ্লুতাঃ।
ত্যক্তুং নার্হসি দেবেশ! সমর্থোঽসি জগৎপতে!॥ ৫৩॥

নারায়ণ উবাচ।

পূর্ণং বর্ষসহস্রন্তু তপস্তপ্তং ময়াত্র বৈ।
জিতেন্দ্রিয়েণ চার্ব্বঙ্গ্যঃ! কথং ভঙ্গং করোম্যতঃ॥ ৫৪॥
নেচ্ছা কামে সুখে কাচিৎ সুখধর্ম্মবিনাশকে।
পশূনামপি সাধর্ম্ম্যে রমেত মতিমান্ কথম্॥ ৫৫॥

ত্বয়া পঞ্চাশদধিকষোড়শসহস্রস্ত্রিয় উৎপাদিতাস্তাঃ স্বর্গং গচ্ছন্তু। তাবৎসংখ্যকা এব বয়মত্র স্থাস্যাম ইতি ভাবঃ॥ ৫০—৫১॥

আপনি যে সকল নারীর উৎপাদন করিয়াছেন, সেই চারুনেত্রা রমণীগণও এই স্থানে রহিয়াছে, এক্ষণে উর্ব্বশী প্রভৃতি এই পঞ্চাশদধিক ষোড়শসহস্র নারীগণ সকলেই আপনার আজ্ঞায় স্বর্গে গমন করুক॥ ৫০॥ আর, আমরা এই পঞ্চাশদধিক ষোড়শসহস্র রমণী এই স্থানে আপনাদের সেবায় নিযুক্ত থাকি॥ ৫১॥ হে মাধব! আপনি দেবগণের প্রভু অতএব আমাদের বাঞ্ছিত বর প্রদান করিয়া আপনি সত্যভাষী হউন। তত্ত্বদর্শী ধর্ম্মজ্ঞ মুনিগণ কহিয়াছেন যে, কামাতুরা নারীদিগের আশাভঙ্গ করিলে হিংসাজনিত পাপে লিপ্ত হইতে হয়॥ ৫২॥ আমরা ভাগ্যবশে স্বর্গ হইতে এখানে আগমন করিয়া প্রেমে পরিপ্লুত হইয়াছি। হে দেবেশ! আপনি জগতের স্বামী, আপনি সকল কার্য্যেই সমর্থ; অতএব, আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না॥ ৫৩॥

নারায়ণ কহিলেন, হে তন্বঙ্গী অপ্সরাগণ! আমি এই স্থানে পূর্ণ সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়া তপস্যা করিয়াছি, এক্ষণে কিরূপে বিষয়াসঙ্গে লিপ্ত হইয়া সেই তপস্যার ভঙ্গ করিতে পারি?॥৫৪॥ পরমানন্দ ও ধর্ম্মের বিনাশক বিষয়-সম্ভোগ সুখে আমার বাসনা হয় না। কারণ, কোন্ মতিমান্ ব্যক্তি, পশুর সমান বিষয়সম্ভোগধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে?॥ ৫৫॥

অপ্সরস ঊচুঃ।

শব্দাদীনাঞ্চ পঞ্চানাং মধ্যে স্পর্শসুখং বরম্।
আনন্দরসমূলং বৈ নান্যদস্তি সুখং কিল ॥ ৫৬ ॥
অতোঽস্মাকং মহারাজ! বচনং কুরু সর্ব্বথা।
নির্ভরং সুখমাসাদ্য চরস্ব গন্ধমাদনে ॥ ৫৭ ॥
যদি বাঞ্ছসি নাকং ত্বং নাধিকো গন্ধমাদনাৎ।
রমস্বাত্র শুভে স্থানে প্রাপ্য সর্ব্বাঃ সুরাঙ্গনাঃ ॥ ৫৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে উর্ব্বশীসম্ভবো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

(স্বর্গং প্রাপ্তুং যদি তপঃক্রিয়তে তদা অত্রৈব স্বর্গসুখমনুভব ইত্যত আহ যদি বাঞ্ছসীতি ॥ ৫৮ ॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥৬॥

অপ্সরাগণ কহিল, মুনিবর! শব্দাদি পঞ্চের মধ্যে স্পর্শ সুখই আনন্দরসমূলক ও উৎকৃষ্ট, ইহার তুল্য উৎকৃষ্ট সুখ অন্য আর কিছুই নাই; অতএব আপনি আমাদের বচনানুসারে কার্য্য করিয়া আনন্দরস উপভোগ করুন। আপনি এই গন্ধমাদন পর্ব্বতে নিরতিশয় সুখলাভ করিয়া বিচরণ করুন ॥ ৫৬—৫৭ ॥ আপনি যদি স্বর্গ কামনা করেন, তবে জানিবেন যে, গন্ধমাদন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্বর্গ আর নাই। আপনি এই পরম মনোহর সুশোভন স্থানে সুরাঙ্গনাগণের সহিত পরম সুখে বিহার করিয়া পরমানন্দ রস অনুভব করুন ॥ ৫৮ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে উর্ব্বশীজন্মবর্ণন নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য বচস্তাসাং ধর্ম্মপুত্রঃ প্রতাপবান্।
বিমর্শমকরোচ্চিত্তে কিং কর্ত্তব্যং ময়াধুনা ॥ ১ ॥
হাস্যোঽহং মুনিবৃন্দেষু ভবিষ্যাম্যদ্য সঙ্গমাৎ।
অহঙ্কারাদিদং প্রাপ্তং দুঃখং নাত্র বিচারণা।
মূলং ধর্ম্মবিনাশস্য প্রথমং যদহঙ্কৃতিঃ ॥ ২ ॥
মূলং সংসারবৃক্ষস্য যতঃ প্রোক্তো মহাত্মভিঃ।
দৃষ্ট্বা মৌনং সমাধায় ন স্থিতোঽহং সমাগতম্ ॥ ৩ ॥
বারাঙ্গনাগণং জুষ্টং তেনাসং দুঃখভাজনম্।
উৎপাদিতাস্তথা নার্য্যো ময়া ধর্ম্মব্যয়েন বৈ ॥ ৪ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশদ্ভিঃ পদ্যৈঃ সমনন্তরম্।
অহঙ্কারাবৃতং বিশ্বং বৈরাগ্যার্থমিহোচ্যতে ॥

রমস্বাত্র শুভে স্থানে প্রাপ্য সর্ব্বাঃ সুরাঙ্গনা ইত্যপ্সরসাং প্রার্থনাং শ্রুত্বা নারায়ণো বিচারং কৃতবানিত্যাহ ইত্যাকর্ণ্যেতি। বিমর্শং বিচারম্ ॥ ১ ॥

ইতি বিচারং কৃত্বা প্রথমত ইদং সঙ্কটং কস্মান্মূলাদুৎপন্নমিতি তন্মূলং শোধিতবানিত্যাহ অহঙ্কারাদিদং প্রাপ্তমিতি ॥ ২ ॥

নম্নু কুতো ধর্ম্মবিনাশস্য মূলমহঙ্কার ইতি চেত্তত্রাহ মূলমিতি। যতঃ সংসারবৃক্ষস্য মূলমহঙ্কারস্ততস্তস্মিন্ সংসারে যদ্যদ্ভবতি শুভং বাশুভং বা তস্য সর্ব্বস্য মূলমহঙ্কার এবেত্যর্থঃ। কা এতা বরাক্যোঽহমেতদপেক্ষয়াপ্যতিসুন্দরীরুৎপাদয়িষ্যামীত্যহঙ্কারস্বরূপং তু পূর্ব্বমুক্তমেবাত্রাহঙ্কারপদেন স্মারিতং পুনঃ স্বয়মেব বদতি দৃষ্ট্বেতি ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সুমহৎপ্রভাব-সম্পন্ন ধর্ম্মনন্দন নারায়ণ সেই অপ্সরাগণের এবংবিধ বচন শ্রবণ করিয়া নিজের কর্ত্তব্য বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১ ॥ যদি আমি এক্ষণে বিষয়াসঙ্গে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে মুনিগণের মধ্যে অবশ্যই উপহাসাস্পদ হইব। আর অহঙ্কারই ধর্ম্মবিনাশের আদিম ও প্রধান মূল, অহঙ্কার হইতেই যে, এই দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে তদ্বিষয়ের বিচারে আর প্রয়োজন নাই ॥ ২ ॥ মহাত্মা মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন যে অহঙ্কারই সংসারবৃক্ষের মূল। আমি বারাঙ্গনাগণকে দর্শন করিয়া মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করি নাই, তাহাদের সহিত সম্ভাষণাদি করিয়াছি, তাহাতেই দুঃখভাজন হইলাম। অধিকন্তু ধর্ম্মব্যয় করিয়া নারীগণের উৎপাদন করিয়াছি। ইন্দ্রপ্রেরিত ঐ উত্তম ও মনোরম প্রমদাগণ কামাতুর হইয়া তপোধর্ষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। যদি অহঙ্কারবশে ইহাদিগকে উৎপাদিত না করিতাম তাহা হইলে আমার এই দুঃখপ্রসঙ্গ উপস্থিতই হইত না।

তাস্ত মাং বাধিতুং বৃত্তাঃ কামার্ত্তাঃ প্রমদোত্তমাঃ।
ঊর্ণনাভিরিবাদ্যাহং জালেন স্বকৃতেন বৈ।
বদ্ধোঽস্মি সুদৃঢ়েনাত্র কিং কর্ত্তব্যমতঃ পরম্ ॥ ৫ ॥
যদি চিন্তাং সমুৎসৃজ্য সন্ত্যজাম্যবলা ইমাঃ।
শপ্ত্বা ভ্রষ্টা ব্রজিষ্যন্তি সর্ব্বা ভগ্নমনোরথাঃ ॥ ৬ ॥
মুক্তোঽহং সঞ্চরিষ্যামি বিজনে পরমন্তপঃ।
তস্মাৎ ক্রোধং সমুৎপাদ্য ত্যক্ষ্যামি সুন্দরীগণম্ ॥ ৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা মুনির্নারায়ণস্তদা।
বিমর্শমকরোচ্চিত্তে সুখোৎপাদনসাধনে ॥ ৮ ॥
দ্বিতীয়োঽয়ং মহাশত্রুঃ ক্রোধঃ সন্তাপকারকঃ।
কামাদপ্যধিকো লোকে লোভাদপি চ দারুণঃ ॥ ৯ ॥

বারাঙ্গনাগণং দৃষ্টমত্র সমাগতং দৃষ্ট্বাহং মৌনং সমাধায় ন স্থিতঃ কিন্তু তেন সাকং ভাষণাদিকং কৃতং তেনাহং দুঃখভাজনং জাতঃ। কিঞ্চ ধর্ম্মস্য তপসো ব্যয়োঽপি জাতস্তপোবলাত্তাসামুৎপাদনেনেত্যাহ। উৎপাদিতা ইতি ॥ ৪ ॥

তাসামুৎপত্ত্যৈব স্বর্গস্য নির্ব্বাহো জাত ইতি মত্বা তাঃ স্বর্গস্থা দেবাঙ্গনা মাং বাধিতুং প্রবৃত্তাঃ। যদ্যহঙ্কারমবলম্ব্য তা নোৎপাদিতাঃ স্যুস্তদায়ং প্রসঙ্গঃ কিমিত্যুপস্থিতঃ স্যাৎ। তস্মাদূর্ণনাভিরিব লূতাকীট ইব স্বকৃতেনৈব জালেনাহং বদ্ধ ইত্যর্থঃ। ইতি মনসি স্বাপরাধং বিনিশ্চিত্যাতঃপরং কিঙ্কর্ত্তব্যমিতি বিচারয়ামাসেত্যাহ কিং কর্ত্তব্য মিতঃ পরমিতি ॥ ৫ ॥

তত একমুপায়ং বিচারিতবানিত্যাহ যদীতি। যদীমাস্ত্যজামি তর্হি শাপং দত্ত্বা গমিষ্যন্তি ॥ ৬ ॥

তথাপ্যাভির্মুক্তোঽহং তপঃ সঞ্চরিষ্যামীতি মহৎ ফলং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। ইতি বিচার্য্য তত্রৈব নিশ্চয়ঃ কৃত ইত্যাহ তস্মাৎ ক্রোধমিতি ॥ ৭ ॥

ইতি নিশ্চিত্য মনসা পুনর্নারায়ণো বিমর্শমকরোদিত্যাহ বিমর্শমিতি ॥ ৮ ॥

এক্ষণে আমি ঊর্ণনাভের ন্যায় নিজকৃত সুদৃঢ়জালে নিজেই নিবদ্ধ হইলাম; অতঃপর আমার কর্ত্তব্য কি? ॥৩—৫॥ 'এই তপঃপরিপন্থিনী রমণীগণের পরিত্যাগে আবার চিন্তা কি' এই ভাবিয়া যদি এই অবলাগণকে পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে ইহারা ভগ্নমনোরথ হইয়া অভিশাপ মাত্র প্রদান পূর্ব্বক চলিয়া যাইবে তাহা হইলেই আশু বিষম বিপদ্ হইতে মুক্ত হইয়া বিজন স্থানে উত্তম তপশ্চরণ করিতে সমর্থ হইব অতএব ক্রোধ উৎপাদন পূর্ব্বক এই সুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করি ॥ ৬—৭ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! নারায়ণ মুনি সুখোৎপাদন সাধনার্থ ঐরূপ চিন্তা করিয়া পুনর্ব্বার মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ দ্বিতীয় মহাশত্রু ক্রোধ ত্রৈলোক্য মধ্যে

ক্রোধাভিভূতঃ কুরুতে হিংসাং প্রাণবিঘাতিনীম্।
দুঃখদাং সর্ব্বভূতানাং নরকারামদীর্ঘিকাম্॥ ১০॥
যথাগ্নির্ঘর্ষণাজ্জাতঃ পাদপং প্রদহেত্তথা।
দেহোৎপন্নস্তথা ক্রোধো দেহং দহতি দারুণঃ॥ ১১॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি সঞ্চিন্ত্যমানং তং ভ্রাতরং দীনমানসম্।
উবাচ বচনং তথ্যং নরো ধর্ম্মসুতোঽনুজঃ॥ ১২॥

নর উবাচ।

নারায়ণ মহাভাগ! কোপং যচ্ছ মহামতে!।
শান্তং ভাবং সমাশ্রিত্য নাশয়াহঙ্কৃতিং পরাম্॥ ১৩॥
পুরাহঙ্কারদোষেণ তপো নষ্টং কিলাবয়োঃ।
সংগ্রামশ্চাভবত্তাভ্যাং ভাবাভ্যামসুরেণ হ॥ ১৪॥
দিব্যবর্ষসহস্রন্তু প্রহ্লাদেন মহাদ্ভুতম্।
দুঃখং বহুতরং প্রাপ্তং তত্রাবাভ্যাং সুরোত্তম!॥ ১৫॥

কীদৃশো বিমর্শ ইত্যাহ দ্বিতীয়োঽয়মিতি। একোঽহঙ্কারশক্ররবলম্বিতস্তস্যেদং ফলং জাতম্ পুনর্দ্বিতীয়স্য ক্রোধস্যাঽবলম্বে বহুদুঃখমেব ভবিষ্যতীত্যর্থঃ তস্য দুষ্টত্বমেবাহ কামাদিতি॥ ৯॥
দীর্ঘিকাং নদীম্॥ ১০—১৩॥

অত্যন্ত সন্তাপদায়ক; ইহা কাম হইতেও অধিক বলবান্ এবং লোভ হইতেও অতিশয় নিদারুণ॥ ৯॥ জনগণ ক্রোধে অভিভূত হইয়া প্রাণ-বিনাশিনী হিংসা করিয়া থাকে; এই হিংসা, নরকের আরাম-ভূমির দীর্ঘিকারূপিণী এবং সর্ব্ব জীবের দুঃখপ্রদা॥ ১০॥ যেমন পাদপগণের পরস্পর সংঘর্ষণ হেতু অগ্নি উৎপন্ন হইয়া নিজ-উৎপত্তি কারণ পাদপগণকেই দহন করে, সেইরূপ দারুণ ক্রোধও দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়া দেহকেই দহন করিয়া থাকে॥ ১১॥

দ্বৈপায়ন কহিলেন, নর নামক কনিষ্ঠ ধর্ম্মতনয় ভ্রাতাকে চিন্তাতুর ও দীনমানস দর্শন করিয়া যথার্থ বাক্য বলিতে লাগিলেন॥ ১২॥ হে নারায়ণ! আপনি মহাভাগ ও মহামতি; অতএব ক্রোধভাব পরিহার করিয়া শান্তভাব অবলম্বনপূর্ব্বক দুর্দ্ধর্ষ অহঙ্কারের বিনাশ সাধন করুন॥ ১৩॥ আপনার কি স্মরণ নাই যে পূর্ব্বে অহঙ্কার দোষে আমাদের তপস্যা বিনষ্ট হইয়াছিল এবং দিব্য সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া অসুরেন্দ্র প্রহ্লাদের সহিত অতিশয় অদ্ভুত সংগ্রাম সংঘটিত হইয়াছিল। হে সুরোত্তম! তাহাতে আমরা বহুতর দুঃখ প্রাপ্ত

তস্মাৎ ক্রোধং পরিত্যজ্য শান্তো ভব মুনীশ্বর!।
শান্তত্বং তপসো মূলং মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা শান্তোঽভূদ্ধর্ম্মনন্দনঃ ॥ ১৭ ॥

জনমেজয় উবাচ।

সংশয়োঽয়ং মুনিশ্রেষ্ঠ! প্রহ্লাদেন মহাত্মনা।
বিষ্ণুভক্তেন শান্তেন কথং যুদ্ধং কৃতং পুরা ॥ ১৮ ॥
কৃতবন্তৌ কথং যুদ্ধং নরনারায়ণাবৃষী।
তাপসৌ ধর্ম্মপুত্রৌ দ্বৌ সুশান্তমনসাবুভৌ ॥ ১৯ ॥
সমাগমঃ কথং জাতস্তয়োর্দৈত্যসুতস্য চ।
সংগ্রামস্তু কথং তাভ্যাং কৃতস্তেন মহাত্মনা ॥ ২০ ॥
প্রহ্লাদোঽপ্যতিধর্ম্মাত্মা জ্ঞানবান্ বিষ্ণুতৎপরঃ।
নরনারায়ণৌ তদ্বত্তাপসৌ সত্যসংস্থিতৌ ॥ ২১ ॥
তেন তাভ্যাং সমুদ্ভূতং বৈরং যদি পরস্পরম্।
তদা তপসি ধর্ম্মে চ শ্রম এব হি কেবলম্।
ক্ব জপঃ ক্ব তপশ্চর্য্যা পুরা সত্যযুগেঽপি চ ॥ ২২ ॥

তাভ্যাং ভাবাভ্যামহঙ্কারক্রোধাভ্যাম্ ॥ ১৪—১৭ ॥

হইয়াছিলাম। অতএব, হে মুনীন্দ্র! আপনি ক্রোধভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তভাব অবলম্বন করুন; মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে, শান্তিই তপস্যার একমাত্র মূল ॥ ১৪—১৬ ॥ ব্যাস বলিলেন, রাজন্! নর ঋষির এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মনন্দন নারায়ণ শান্তভাব অবলম্বন করিলেন ॥ ১৭ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনীশ্বর! মহাত্মা প্রহ্লাদ বিষ্ণুভক্ত ও প্রশান্তচেতা, পুরাকালে তাঁহার সহিত কিরূপে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, নরনারায়ণ ঋষি দ্বয়ই বা কিরূপে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এ বিষয়ে আমার সাতিশয় সংশয় জন্মিল ॥ ১৮ ॥ এই ধর্ম্মপুত্রদ্বয় উভয়েই তাপস ও প্রশান্ত মানস, ইহাঁদের সহিত দৈত্যসুতের সমাগম কিরূপে সংঘটিত হইয়াছিল? সেই মহাত্মার সহিত ঋষিদ্বয় কিরূপে সংগ্রাম করিয়াছিলেন ॥ ১৯-২০ ॥ প্রহ্লাদও অতিশয় ধার্ম্মিক, জ্ঞানবান্ ও একান্ত বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন। নরনারায়ণও সত্ত্বগুণসম্পন্ন তাপস; অতএব, প্রহ্লাদের সহিত যদি নরনারায়ণের পরস্পর বৈরভাব সংঘটিত হইয়াছিল তবে পূর্ব্বে সত্যযুগেও তপস্যাধর্ম্মে কেবল শ্রম মাত্রই দৃষ্ট হইতেছে এবং জপ ও তপ সকলই

তাদৃশৈর্ন জিতং চিত্তং ক্রোধাহঙ্কারসংবৃতম্।
ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্য্যমহঙ্কারাঙ্কুরং বিনা॥ ২৩॥
অহঙ্কারাৎ সমুৎপন্নাঃ কামক্রোধাদয়ঃ কিল।
বর্ষকোটিসহস্রন্তু তপঃ কৃত্বাতিদারুণম্।
অহঙ্কারাঙ্কুরে জাতে ব্যর্থং ভবতি সর্ব্বথা॥ ২৪॥
যথা সূর্য্যোদয়ে জাতে তমোরূপং ন তিষ্ঠতি।
অহঙ্কারাঙ্কুরস্যাগ্রে তথা পুণ্যং ন তিষ্ঠতি॥ ২৫॥
প্রহ্লাদোঽপি মহাভাগ! হরিণা সমযুধ্যত।
তদা ব্যর্থং কৃতং সর্ব্বং সুকৃতং কিল ভূতলে॥ ২৬॥
নরনারায়ণৌ শান্তৌ বিহায় পরমং তপঃ।
কৃতবন্তৌ যদা যুদ্ধং ক শমঃ সুকৃতং পুনঃ॥ ২৭॥
ঈদৃগ্‌ভ্যাং সত্ত্বযুক্তাভ্যামজেয়া যদ্যহঙ্কৃতিঃ।
মাদৃশানাঞ্চ কা বার্ত্তা মুনেঽহঙ্কারসংক্ষয়ে॥ ২৮॥
অহঙ্কারপরিত্যক্তো কোঽপ্যস্তি ভুবনত্রয়ে।
ন ভূতো ভবিতা নৈব যস্ত্যক্তস্তেন সর্ব্বথা॥ ২৯॥

কথমিতি। সোঽপি প্রহ্লাদঃ শান্তস্তাবপি নরনারায়ণৌ শান্তৌ তথা চ ক্রোধাহঙ্কারয়োরভাবাৎ কথং যুদ্ধমিত্যর্থঃ॥ ১৮—২৮॥

কোঽপ্যস্তি ভুবনত্রয়ে। এতাদৃশা যদাহঙ্কারযুক্তাস্তদাহঙ্কারবিনির্মুক্তঃ কোঽপ্যস্তি ন কোঽপীত্যর্থঃ॥ ২৯॥

বৃথা বোধ হইতেছে॥ ২১—২২॥ তাদৃশ তপস্বিগণও ক্রোধাবৃত ও অহঙ্কারাচ্ছন্ন চিত্তকে জয় করিতে পারিলেন না? কারণ, অহঙ্কারের অঙ্কুর ব্যতিরেকে ক্রোধ ও মাৎসর্য্য কখনই উদ্ভূত হইতে পারে না॥২৩॥ অহঙ্কার হইতেই কামক্রোধাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। কোটি-সহস্র বৎসর নিদারুণ তপস্যা করিয়াও যদি অহঙ্কারের অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, তবে সেই সমস্ত তপই ব্যর্থ হইয়া যায়॥ ২৪॥ যেমন সূর্য্যোদয় হইলে অন্ধকারের বিন্দুমাত্রও থাকিতে পারে না, সেইরূপ অহঙ্কারের অঙ্কুরের অগ্রভাগ উদিত হইলেই কিছুমাত্র পুণ্য অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয় না॥ ২৫॥ প্রহ্লাদও যদি ভগবান্ হরির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তবে ত! ভূতলে সুকৃত সমস্তই বিফল হইয়া গিয়াছে॥ ২৬॥ শান্তচিত্ত নরনারায়ণ ঋষিদ্বয় পরম পদার্থ তপস্যা পরিত্যাগ করিয়া যখন যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তখন শান্তি ও সুকৃতি কোথায়?॥ ২৭॥ যখন এবম্ভূত সত্ত্বগুণসম্পন্ন ঋষিদ্বয়ের অহঙ্কার অজেয় হইল, তখন মাদৃশ অসার চিত্ত ব্যক্তিগণের অহঙ্কার বিনাশ বিষয়ে আর কি বক্তব্য আছে॥২৮॥ এতাদৃশ

মুচ্যতে লোহনিগড়ৈর্বদ্ধঃ কাষ্ঠময়ৈস্তথা।
অহঙ্কারনিবদ্ধস্তু ন কদাচিদ্বিমুচ্যতে ॥ ৩০ ॥
অহঙ্কারাবৃতং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
ভ্রমত্যেব হি সংসারে বিষ্ঠামূত্রপ্রদূষিতে * ॥ ৩১ ॥
ব্রহ্মজ্ঞানং কুতস্তাবৎ সংসারে মোহসংবৃতে।
মতং মীমাংসকানাং বৈ সম্মতং ভাতি সুব্রত ! ॥ ৩২ ॥
মহান্তোঽপি সদা যুক্তাঃ কামক্রোধাদিভির্মুনে ! ।
মাদৃশানাং কলাবস্মিন্ কা কথা মুনিসত্তম ! ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

কার্য্যং বৈ কারণাদ্ভিন্নং কথং ভবতি ভারত ! ।
কটকং কুণ্ডলঞ্চৈব সুবর্ণসদৃশং ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥

নিগড়ৈঃ শৃঙ্খলাভিঃ ॥ ৩০—৩১ ॥

মীমাংসকানামিতি। কর্ম্মৈব প্রধানং সর্ব্বৈঃ কর্ত্তব্যম্। ন তু ব্রহ্মজ্ঞানাদিকমস্তি সম্ভবতি বেতি মতম্ ॥ ৩২—৩৩ ॥

ইত্থং জনমেজয়েনাহঙ্কারময়ত্বং সর্ব্বস্যোক্তং তদেব ব্যাসঃ স্থাপয়তি কার্য্যমিতি। অহঙ্কারস্য সর্ব্বং কার্য্যং তৎকারণাদহঙ্কারাৎ কথং ভিন্নং ভবতি ন হি কটকং কুণ্ডলং বা সুবর্ণাদ্ভিন্নং ভবতি। কিন্তু সুবর্ণসদৃশং সুবর্ণমেব ভবতি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

মহান্ ব্যক্তিগণ যখন অহঙ্কার নির্ম্মুক্ত ছিলেন না, তখন ভুবনত্রয়ে অহঙ্কার পরিশূন্য আর কে হইতে পারে ? । আমি নিশ্চিতই বুঝিতেছি এই বিশ্বমধ্যে অহঙ্কার নির্ম্মুক্ত ব্যক্তি হয় নাই এবং হইবেও না ॥ ২৯ ॥ লৌহময় নিগড় অথবা কাষ্ঠময় নিগড় হইতেও মুক্ত হইতে পারা যায়, কিন্তু একবার অহঙ্কার দ্বারা নিবদ্ধ হইলে আর কদাচিৎ তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় না ॥ ৩০ ॥ এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক অখিল জগৎ অহঙ্কারে আবৃত হইয়া বিষ্ঠামূত্রপ্রদূষিত এই সংসারে ভ্রমণ করিতেছে ॥ ৩১ ॥ অতএব এই মোহসংবৃত সংসারে ব্রহ্মজ্ঞান কোথায়? হে সুব্রত ! মীমাংসকগণের কর্ম্ম প্রধান মতই সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে ॥ ৩২ ॥ মুনে ! যখন প্রধান প্রধান জনগণও সতত কামক্রোধাদি দ্বারা অভিভূত হইয়া থাকেন, তখন কলিযুগে মাদৃশ লঘুচিত্ত ব্যক্তিগণের আর কি কথা আছে ? ॥ ৩৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, হে ভারতকুলভূষণ ! কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন, ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে, কটক ও কুণ্ডল উপাধিভেদে বিভিন্ন হইলেও উভয়েই নিজ কারণ সুবর্ণ

---

* প্রস্রবৃত্ত্যাস্রবাময়ে। ইতি বা পাঠঃ।

অহঙ্কারোদ্ভবং সর্ব্বং ব্রহ্মাণ্ডং সচরাচরম্ ।
পটস্তন্তুবশঃ প্রোক্তস্তদ্বিযুক্তঃ কথং ভবেৎ ॥ ৩৫ ॥
মায়াগুণৈস্ত্রিভিঃ সর্ব্বং রচিতং স্থিরজঙ্গমম্ ।
সতৃণং স্তম্বপর্যন্তং কা তত্র পরিদেবনা ॥ ৩৬ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রস্তে চাহঙ্কারমোহিতাঃ ।
ভ্রমন্ত্যস্মিন্মহাগাধে সংসারে নৃপসত্তম ! ॥ ৩৭ ॥
বশিষ্ঠনারদাদ্যাশ্চ মুনয়ো জ্ঞানিনঃ পরে ।
তেঽভিভূতাঃ সংসরন্তি সংসারেঽস্মিন্ পুনঃপুনঃ ॥ ৩৮ ॥
ন কোঽপ্যস্তি নৃপশ্রেষ্ঠ ! ত্রিষু লোকেষু দেহভৃৎ ।
এভির্মায়াগুণৈর্মুক্তঃ শান্ত আত্মসুখে স্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥
কামক্রোধৌ তথা লোভো মোহোঽহঙ্কারসম্ভবঃ ।
ন মুঞ্চন্তি নরং সর্ব্বং দেহবন্তং নৃপোত্তম ! ॥ ৪০ ॥
অধীত্য বেদশাস্ত্রাণি পুরাণানি বিচিন্ত্য চ ।
কৃত্বা তীর্থাটনং দানং ধ্যানঞ্চৈব সুরার্চ্চনম্ ॥ ৪১ ॥

তদেবাহ অহংকারোদ্ভবমিতি । পট স্তন্তুবশস্তন্তুনতিরিক্তো যথা তথা তদ্বিযুক্তমহঙ্কার-বিযুক্তং কথং চরাচরং ভবেন্ন কথমপীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

যদ্যপ্যহঙ্কারাবৃতমেব সর্ব্বং ভবতি তথাপি মায়াগুণৈস্ত্রিভির্ম্মহত্তত্ত্বাদিকৈঃ সর্ব্বং রচিতম্ । তথাচ মায়াময়ত্বাৎ সর্ব্বং মিথ্যা ভবতীতি জ্ঞানিনাং কা পরিদেবনা খেদো ন কাপীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

পুনরহঙ্কারাবৃতত্বং স্থাপয়তি ব্রহ্মাবিষ্ণুরিতি ॥ ৩৭—৩৮ ॥

শান্তে পরমাত্মসুখে স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯—৪০ ॥

সদৃশই হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ বস্ত্রের কারণ তন্তু, অতএব বস্ত্র যেরূপ তন্তু হইতে অভিন্ন, হইতে পারে না, সেইরূপ চরাচর-সহিত এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন হইয়া কিরূপে তাহা হইতে বিমুক্ত হইতে পারে ? ॥ ৩৫ ॥ ক্ষুদ্র তৃণ হইতে স্তম্ব পর্য্যন্ত স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই অখিল জগৎ ত্রিবিধ মায়াগুণে বিরচিত, অতএব তাহা মিথ্যা হইলে জ্ঞানিগণের তাহাতে পরিদেবনা কি আছে ? ॥ ৩৬ ॥ হে নৃপসত্তম ! ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইহাঁরাও অহঙ্কারে মোহিত হইয়া এই অগাধ সংসার সমুদ্রে পরিভ্রমণ করিতেছেন ॥ ৩৭ ॥ বশিষ্ঠ নারদাদি মহাজ্ঞানী মুনিগণও এই সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন ॥ ৩৮ ॥ হে রাজেন্দ্র ! এই ত্রৈলোক্যমণ্ডলে এমন কোনও দেহধারী ব্যক্তি নাই, যিনি মায়াগুণ হইতে একবারে মুক্ত এবং শান্ত ও পরমাত্ম-সুখে অবস্থিত হইতে পারেন ॥ ৩৯ ॥ হে নৃপোত্তম ! কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ এই সকলই অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন, ইহারা

করোতি বিষয়াক্তঃ সর্ব্বং কর্ম্ম চ চৌরবৎ।*
বিচারয়তি নো পূর্ব্বং কামমোহমদান্বিতঃ ॥ ৪২ ॥
কৃতে যুগেঽপি ত্রেতায়াং দ্বাপরে কুরুনন্দন!।
বিদ্ধোঽত্রাস্তি চ ধর্ম্মোঽপি কা কথাদ্য কলৌ পুনঃ ॥ ৪৩ ॥
স্পর্দ্ধা সদৈব সদ্রোহা লোভামর্ষৌ চ সর্ব্বদা।
এবংবিধোঽস্তি সংসারো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ৪৪ ॥
সাধবো বিরলা লোকে ভবন্তি গতমৎসরাঃ।
জিতক্রোধা জিতামর্ষা দৃষ্টান্তার্থং ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৪৫ ॥

রাজোবাচ।

তে ধন্যাঃ কৃতপুণ্যাস্তে মদমোহবিবর্জ্জিতাঃ।
জিতেন্দ্রিয়াঃ সদাচারা জিতং তৈর্ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৪৬ ॥
দুনোমি পাতকং স্মৃত্বা পিতুর্মম মহাত্মনঃ।
কৃতস্তপস্বিনঃ কণ্ঠে মৃতসর্পো হ্যঘং বিনা ॥ ৪৭ ॥

কৃত্বেতি। শাস্ত্রাণ্যপ্যধীত্য তীর্থাটনাদিকঞ্চ কৃত্বা যস্তাহঙ্কারস্ত যোগাদ্বিষয়াসক্তঃ সন্ সর্ব্বং কর্ম্ম করোতি চৌরবদ্দাম্ভিকঃ স্বান্তস্থিতদ্রুগুণাপহারকঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

বিদ্ধোত্রাস্তীতি। অত্র কৃতাদিষু যত্র কলৌ স্পর্দ্ধা দ্রোহলোভাদয়ঃ সন্তি তত্র কা কথেত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

এবংবিধোঽস্তীতি। যথা ময়া জ্ঞাতোঽহঙ্কারময়ঃ সংসারস্তথৈবাস্তি ন তত্র সন্দেহ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

তর্হি সাধবো নৈব সন্তীতি চেন্ন তথা বক্তব্যং শ্রীভগবত্যনুগ্রহবন্তোঽহঙ্কারাদিবাধারহিতা বিরলাঃ সন্ত্যেব বৈখানসাদয়ঃ পূর্ব্বমুক্তা দৃষ্টান্তদর্শনার্থমিত্যাহ সাধব ইতি ॥ ৪৫—৪৬ ॥

শরীরিগণের মধ্যে কাহাকেও পরিত্যাগ করে না ॥ ৪০ ॥ সমস্ত বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং পুরাণ সকলের আলোচনা, তীর্থপর্য্যটন, দান, ধ্যান এবং দেবার্চ্চনা করিয়াও মানবগণ বিষয়াসক্ত হইয়া চৌরের ন্যায় সকল কর্ম্মই করিতে থাকে। তাহারা কামান্ধ, মোহান্ধ ও মদান্ধ হইয়া প্রথমে কিছুই বিচার করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪১—৪২ ॥ হে কুরুনন্দন! এই সংসারে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর, এই তিন যুগেই ধর্ম্ম বিদ্ধ ও ক্ষত বিক্ষত হইয়াছেন, এখন কলিকালের কথা আর কি বলিব ॥ ৪৩ ॥ এই কলিযুগে সর্ব্বদাই দ্রোহ, লোভ ও অমর্ষাদি বর্ত্তমান রহিয়াছে; অতএব এই কাল যে অতিশয় দূষিত হইবে তাহাতে আর কি কথা আছে? ॥ ৪৪ ॥ এই কালে বিগতমৎসর, জিতক্রোধ জিতামর্ষ সাধু ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল, কেবল আদর্শ প্রদর্শনের নিমিত্ত কোন কোনও শান্তচিত্ত ব্যক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছেন ॥৪৫॥

---

* কুম্ভরশৌচবৎ। ইতি বা পাঠঃ।

অতস্তস্য মুনিশ্রেষ্ঠ ! ভবিতা কিং মমাগ্রতঃ ।
ন জানে বুদ্ধিসংমোহাৎ কিং বা কার্য্যং ভবিষ্যতি ॥ ৪৮ ॥
মধু পশ্যতি মূঢ়াত্মা প্রপাতং নৈব পশ্যতি ।
করোতি নিন্দিতং কর্ম্ম নরকান্ন বিভেতি চ ॥ ৪৯ ॥
কথং যুদ্ধং পুরা বৃত্তং বিস্তরাত্তদ্বদস্ব মে ।
প্রহ্লাদেন যথাচোগ্রং নরনারায়ণস্য বৈ ॥ ৫০ ॥
প্রহ্লাদস্তু কথং যাতঃ পাতালাত্তদ্বদস্ব মে ।
সারস্বতে মহাতীর্থে পুণ্যে বদরিকাশ্রমে ॥ ৫১ ॥
নরনারায়ণৌ শান্তৌ তাপসৌ মুনিসত্তমৌ ।
কৃতবন্তৌ তথা যুদ্ধং হেতুনা কেন মানদ ! ॥ ৫২ ॥

সর্ব্বপ্রপঞ্চস্যাহঙ্কারবাধাপীড়িতত্বোক্ত্যাহঙ্কারস্য চ মায়াজন্যত্বোক্ত্যা মায়াবিশিষ্টব্রহ্ম-রূপভগবত্যা আরাধনয়াহঙ্কারাদিবাধারহিতো ভবতীতি মুনের্গূঢ়োঽভিসন্ধিঃ। হে মুনে এতাদৃশীং সংসারাবস্থাং দৃষ্ট্বা মৎপিত্রাদীনাঞ্চাচরণং মমাচরণঞ্চ দৃষ্ট্বা কথমস্মাকং গতি-র্ভবিষ্যতীতিভিয়া চিত্তেঽহং দুনোমি খেদং প্রাপ্নোমীত্যাহ দুনোমীতি ॥ ৪৭ ॥

মমাগ্রতো মৎসম্মুখম্ ॥ ৪৮—৪৯ ॥

অস্ত্বেতদ্দুঃখকরং কিয়ানস্য খেদঃ কর্ত্তব্যঃ। প্রকৃতাং যুদ্ধকথাং বিস্তরাদ্বর্ণয়েত্যাহ কথং যুদ্ধমিতি ॥ ৫০—৫২ ॥

রাজা কহিলেন, মুনে ! যাঁহারা মোহবর্জ্জিত, জিতেন্দ্রিয় ও সদাচারসম্পন্ন তাঁহারাই ধন্য ও পুণ্যবান্, তাঁহারাই ত্রিলোক জয় করিয়াছেন ॥ ৪৬ ॥ মুনিবর ! আমার মহাত্মা পিতা বিনা অপরাধে তপস্বীর কণ্ঠদেশে মৃতসর্প সংযোজনা করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই পাপকার্য্য স্মরণ করিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত ও ক্লিষ্ট হইতেছি ॥৪৭॥ অতএব হে মুনে ! আপনি বলুন আমি তাহার কি প্রতীকার করিতে পারি ? ভগবন্ ! বুদ্ধিদোষে এ বিষয়ে যে কি সংঘটিত হইবে তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না ॥ ৪৮ ॥ মূঢ়াত্মা ব্যক্তিগণ মধুলোভে মধুই দর্শন করে, সম্মুখভাগে যে প্রাণসংহারক পর্ব্বত-প্রপাত রহিয়াছে তাহা তাহারা বুদ্ধিদোষে কখনই দেখিতে পায় না, এইরূপে লোক সকল নিন্দিত কর্ম্ম করিয়া থাকে, সম্মুখে যে ঘোর-তর ভয়ঙ্কর নরক রহিয়াছে, তাহা তাহারা মোহবশত দেখিতে পায় না সুতরাং তাহাতে ভীতও হয় না ॥ ৪৯ ॥ সে যাহাহউক হে মুনীন্দ্র ! পুরাকালে কিরূপে প্রহ্লাদের সহিত নরনারায়ণের ঘোরতর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল তাহা আপনি বিস্তারিতরূপে আমাকে বলুন ॥ ৫০ ॥ প্রহ্লাদ, পাতালতল হইতে সারস্বত মহাতীর্থে এবং পুণ্যকর ও পবিত্র বদরিকাশ্রমে কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন তাহা আপনি আমাকে বলুন ॥ ৫১ ॥ হে মুনে ! প্রশান্ত-চেতা মুনিবর নরনারায়ণই বা কি হেতু প্রহ্লাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া-

বৈরং ভবতি বিত্তার্থং দারার্থং বা পরস্পরম্।
এষণারহিতৌ কস্মাচ্চক্রতুঃ প্রধনং মহৎ ॥ ৫৩ ॥
প্রহ্লাদোঽপি চ ধর্ম্মাত্মা জ্ঞাত্বা দেবৌ সনাতনৌ।
কৃতবান্ স কথং যুদ্ধং নরনারায়ণৌ মুনী ॥ ৫৪ ॥
এতদ্বিস্তরতো ব্রহ্মঞ্ছ্রোতুমিচ্ছামি কারণম্ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে বিশ্বস্য অহঙ্কারাবৃতত্ববর্ণনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

প্রধনং যুদ্ধম্ ॥ ৫৩—৫৫ ॥

ইতি শ্রীদেবীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

ছিলেন ? ॥ ৫২ ॥ ধনসম্পত্তির নিমিত্ত অথবা বনিতার নিমিত্ত সাধারণতঃ পরস্পর বিবাদ হইয়া থাকে ; উক্ত মহর্ষিযুগল বাসনা-বিরহিত ছিলেন, তবে কি নিমিত্ত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ? ॥ ৫৩ ॥ আর প্রহ্লাদও ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি, তিনি জানিতেন যে নর-নারায়ণ মুনিদ্বয় সনাতন দেবতা, তবে তিনিই বা কেন তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ? হে ব্রহ্মন্ ! ইহার কারণ বিস্তারিত রূপে শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা জন্মিতেছে ॥ ৫৪—৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে অহঙ্কারাদি বর্ণন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

ইতি পৃষ্টস্তদা বিপ্রো রাজ্ঞা পারীক্ষিতেন বৈ।
উবাচ বিস্তরাৎ সর্ব্বং ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ॥ ১ ॥
জনমেজয়োঽপি ধর্ম্মাত্মা নির্ব্বেদং পরমং গতঃ।
পিতুর্দুশ্চরিতং মত্বা বৈরাটীতনয়স্য বৈ ॥ ২ ॥
তস্যৈবোদ্ধরণার্থায় চকার সততং মনঃ।
বিপ্রাবমানপাপেন যমলোকং গতস্য বৈ ॥ ৩ ॥
পুন্নামনরকাদ্‌যস্মাৎ ত্রায়তে পিতরং স্বকম্।
পুত্রেতি নাম সার্থং স্যাত্তেন তস্য মুনীশ্বরাঃ ॥ ৪ ॥
সর্পদষ্টং নৃপং শ্রুত্বা হর্ম্ম্যোপরি মৃতং তথা।
বিপ্রশাপাদৌত্তরেয়ং স্নানদানবিবর্জ্জিতম্ ॥ ৫ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ সপ্তচত্বারিংশচ্ছ্লোকৈরতঃ পরম্।
প্রহ্লাদনারায়ণয়োঃ সমাগম উদীর্য্যতে ॥

রাজাপি কিঞ্চিদ্‌যৎ পৃষ্টবানিতি তদভিপ্রায়মাহ জনমেজয়োঽপীতি। বৈরাটী বিরাট-তনয়োত্তরা তস্যাঃ সুতঃ পরিক্ষিত্তস্য চিত্তং দুশ্চরিতং দুরাচারং মত্বেত্যর্থঃ ॥ ১—৩ ॥
তেন তস্যেতি। তেন পিতৃত্রাণেন তস্য পিতৃত্রাণকর্ত্তুঃ পুত্রেতি নাম সার্থকমন্বর্থকং স্যাদ্ভবেত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥
ঔত্তরেয়মুত্তরায়া অপত্যম্। স্ত্রীভ্যো ঢগিতি ঢক্ ॥ ৫ ॥

সূত কহিলেন, তাপসবৃন্দ! পরীক্ষিত্তনয় জনমেজয় কর্ত্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্যবতীপুত্র বিপ্রবর ব্যাসদেব, সেই সকল বিষয় বিস্তারিত রূপে বলিয়াছিলেন ॥ ১ ॥ ধর্ম্মাত্মা জনমেজয় সেই সকল শ্রবণ করিয়া নিজ পিতা উত্তরাতনয় পরীক্ষিতের দুশ্চরিত মনে করিয়া অত্যন্ত নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥২॥ তাঁহার পিতা, বিপ্রের অবমাননারূপ পাপাচরণ নিমিত্তই যমলোকে গমন করেন, তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত তিনি সততই মনে মনে চিন্তা করিতেন ॥ ৩ ॥ ঋষিগণ! পুন্নামক নরক হইতে পিতাকে পরিত্রাণ করে বলিয়া আত্মজের "পুত্র" এই নাম হইয়াছে; অতএব, যে কোনও উপায়ে পিতার পরিত্রাণ করিলেই আত্মজের পুত্র এই নামের সার্থক হইয়া থাকে ॥ ৪ ॥ উত্তরাপুত্র নরপতি পরিক্ষিৎ বিপ্রশাপে, স্নানদান-বর্জ্জিত হইয়া প্রাসাদের উপরিভাগে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন,

পিতুর্গতিং নিশম্যাসৌ নির্ব্বেদং গতবান্নৃপঃ।
পারিক্ষিতো মহাভাগঃ সন্তপ্তো ভয়বিহ্বলঃ ॥ ৬ ॥
পপ্রচ্ছাথ মুনিং ব্যাসং গৃহাগতমনিন্দিতং।
নরনারায়ণস্যেমাং কথাং পরমবিস্তৃতাম্ ॥ ৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

স যদা নিহতো রৌদ্রো হিরণ্যকশিপুর্নৃপ!।
অভিষিক্তস্তদারাজ্যে প্রহ্লাদো নাম তৎসুতঃ ॥ ৮ ॥
তস্মিন্ শাসতি দৈত্যেন্দ্রে দেবব্রাহ্মণপূজকে।
মখৈর্ভূম্যাং নৃপতয়োঽযজন্ত শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ ॥ ৯ ॥
ব্রাহ্মণাশ্চ তপোধর্ম্মতীর্থযাত্রাশ্চ কুর্ব্বতে।
বৈশ্যাশ্চ স্বস্ববৃত্তিস্থাঃ শূদ্রাঃ শুশ্রূষণে রতাঃ ॥ ১০ ॥
নৃসিংহেন চ পাতালে স্থাপিতঃ সোঽথ দৈত্যরাট্।
রাজ্যং চকার তত্রৈব প্রজাপালনতৎপরঃ ॥ ১১ ॥
কদাচিদ্ভৃগুপুত্রোঽথ চ্যবনাখ্যো মহাতপাঃ।
জগাম নর্ম্মদাং স্নাতুং তীর্থং বৈ ব্যাহৃতীশ্বরম্ ॥ ১২ ॥

পিতুর্গতিমিতি। ইতিপূর্ব্বশ্লোকোক্তপ্রকারেণ পিতুর্দুর্গতিং শ্রুত্বেত্যর্থঃ। মহাভারতেঽপি পরিক্ষিদ্রাজস্য দুর্গতিরুক্তা। তদ্বচনঞ্চ অপৃচ্ছৎ স তদা রাজা মন্ত্রিণস্তান্ সুদুঃখিতঃ। উত্তঙ্কস্যৈব সান্নিধ্যে পিতুঃ স্বর্গগতিং প্রতীতি ॥ ৬—৭ ॥

তৎপ্রশ্নোত্তরং ব্যাসো যদুক্তবাংস্তদাহ স যদেতি ॥ ৮—১১ ॥

পিতার এইরূপ দুর্গতি শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিৎপুত্র মহাভাগ নরপতি জনমেজয় অত্যন্ত সন্তপ্ত ও ভয়বিহ্বল হইয়া নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৫—৬ ॥ অনন্তর ঋষিশ্রেষ্ঠ নির্ম্মলাত্মা ব্যাসদেব গৃহে আগমন করিলে তিনি তাঁহাকে নরনারায়ণের এই অত্যন্ত বিস্তৃত কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

ঋষিবর ব্যাসদেব জনমেজয়ের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, নৃপতে! যখন অতিশয় উগ্রবীর্য্য অসুররাজ হিরণ্যকশিপু নিহত হইল, তখন প্রহ্লাদ নামক তাঁহার পুত্র সেই রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন ॥ ৮ ॥ দেব ও ব্রাহ্মণ পূজক সেই দৈত্যবর যখন রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন, তখন অবনিতলস্থিত নরপতিগণ শ্রদ্ধান্বিত হইয়া বিবিধ প্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক দেবতাগণের তৃপ্তিসাধন করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৯ ॥ তাঁহার রাজত্বকালে ব্রাহ্মণগণ তপস্যা, ধর্ম্ম ও তীর্থযাত্রায় নিরত, বৈশ্যগণ বাণিজ্যাদি স্ব স্ব কার্য্যে আসক্ত এবং শূদ্রগণ সেবায় নিবিষ্টচেতা হইল ॥ ১০ ॥ হরির অবতার নৃসিংহদেব, দৈত্যরাজ

রেবাং মহানদীং দৃষ্ট্বা ততস্তস্যামবাতরৎ।
উত্তরন্তং প্রজগ্রাহ নাগো বিষভয়ঙ্করঃ ॥ ১৩ ॥
গৃহীতো ভয়ভীতস্তু পাতালে মুনিসত্তমঃ।
সস্মার মনসা বিষ্ণুং দেবদেবং জনার্দ্দনম্ ॥ ১৪ ॥
সংস্মৃতে পুণ্ডরীকাক্ষে নির্ব্বিষোঽভূন্মহোরগঃ।
ন প্রাপ চ্যবনো দুঃখং নীয়মানো রসাতলম্ ॥ ১৫ ॥
দ্বিজিহ্বেন মুনিস্ত্যক্তো নির্ব্বিণ্ণেনাতিশঙ্কিনা*।
মাং শপেত মুনিঃ ক্রুদ্ধস্তাপসোঽয়ং মহানিতি ॥ ১৬ ॥
চচার নাগকন্যাভিঃ পূজিতো মুনিসত্তমঃ।
বিবেশাপ্যথ নাগানাং দানবানাং মহৎ পুরম্ ॥ ১৭ ॥
কদাচিদ্‌ভৃগুপুত্রং তং বিচরন্তং পুরোত্তমে।
দদর্শ দৈত্যরাজোঽসৌ প্রহ্লাদো ধর্ম্মবৎসলঃ ॥ ১৮ ॥
দৃষ্ট্বা তং পূজয়ামাস মুনিং দৈত্যপতিস্তদা।
পপ্রচ্ছ কারণং কিং তে পাতালাগমনে বদ ॥ ১৯ ॥

ব্যাহৃতীশ্বরং ব্যাহৃতীশ্বরসম্বন্ধিতীর্থম্ ॥ ১২ ॥

প্রহ্লাদকে পাতালতলে স্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রহ্লাদ সেই স্থানেই প্রজাপালনে নিরত থাকিয়া রাজ্য করিতেন ॥ ১১ ॥ কোনও সময়ে ভৃগুপুত্র মহাতপা চ্যবন মুনি নর্ম্মদা জলে স্নান করিবার নিমিত্ত ব্যাহৃতীশ্বর নামক তীর্থে গমন করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥ সেই স্থানে মহানদী রেবা দর্শন করিয়া তাহাতে অবতরণ করিতেছেন এমন সময়ে এক ভয়ঙ্কর সর্প আসিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করিল ॥ ১৩ ॥ সেই মুনিসত্তম নাগ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া পাতালতলে নীত হইলে অতিশয় ভীত হইয়া ভগবান্ দেবদেব জনার্দ্দন বিষ্ণুকে মনে মনে স্মরণ করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥ পুণ্ডরীকাক্ষের স্মরণে সেই মহাসর্প নির্ব্বিষ হইয়াছিল, অতএব মুনিবর পাতালতলে নীয়মান হইলেও বিষজনিত কোন প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন না ॥১৫॥ তখন সর্পরাজ মুনিবরের প্রভাব অবগত হইয়া, পাছে সেই তপস্বিবর তাহাকে শাপপ্রদান করেন এই ভয়ে অতিশয় শঙ্কিত ও নির্ব্বেদযুক্ত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল ॥ ১৬ ॥ মুনিসত্তম চ্যবন নাগকন্যাগণের পূজিত হইয়া তথায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর এক সময়ে নাগগণের ও দানবগণের পরম মনোহর পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥১৭॥ ভৃগুনন্দন চ্যবন, কোনও সময়ে অন্তঃপুর মধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন এমত সময়ে দৈত্যরাজ ধর্ম্মবৎসল

---

* নির্ব্বিষেণাতিশঙ্কিনা। ইতি বা পাঠঃ।

প্রেষিতোঽসি কিমিন্দ্রেণ সত্যং ব্রূহি দ্বিজোত্তম ! ।
দৈত্যবিদ্বেষযুক্তেন মম রাজ্যদিদৃক্ষয়া ॥ ২০ ॥

চ্যবন উবাচ ।

কিং মে মঘবতা রাজন্ ! যদহং প্রেষিতঃ পুনঃ ।
দূতকার্য্যং প্রকুর্ব্বাণঃ প্রাপ্তবান্নগরে তব ॥ ২১ ॥
বিদ্ধি মাং ভৃগুপুত্রং তং স্বনেত্রং ধর্ম্মতৎপরম্ ।
মা শঙ্কাং কুরু দৈতেন্দ্র ! বাসবপ্রেষিতস্য বৈ ॥ ২২ ॥
স্নানার্থং নর্ম্মদাং প্রাপ্তঃ পুণ্যতীর্থে নৃপোত্তম ! ।
নদ্যামেবাবতীর্ণোঽহং গৃহীতশ্চ মহাহিনা ॥ ২৩ ॥
জাতোঽসৌ নির্ব্বিষঃ সর্পো বিষ্ণোঃ সংস্মরণাদিব ।
মুক্তোঽহং তেন নাগেন প্রভবাৎ স্মরণস্য বৈ ॥ ২৪ ॥
অত্রাগতেন রাজেন্দ্র ! ময়াপ্তং তব দর্শনম্ ।
বিষ্ণুভক্তোঽসি দৈত্যেন্দ্র ! তদ্ভক্তং মাং বিচিন্তয় ॥ ২৫ ॥

তস্যাং স্নানার্থমবাতরৎ ॥ ১৩—২০ ॥

কিং মে মঘবতেতি। যদহং প্রেষিতো দূতকার্য্যং কুর্ব্বাণস্তব নগরে প্রাপ্তবানিতি মঘবতেন্দ্রেণ মম কার্য্যং কিমস্তি ন কিমপীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

তর্হি কিমর্থমাগতস্তত্রাহ বিদ্ধীতি। স্বনেত্রং জ্ঞানচক্ষুষম্ ॥ ২২—২৪ ॥

প্রহ্লাদ তাঁহাকে অবলোকন করিলেন ॥ ১৮ ॥ দৈত্যপতি, তাঁহাকে দর্শন করিয়া তখন তাঁহার পূজা করিলেন এবং পাতালে আসিবার কারণ কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১৯ ॥ প্রহ্লাদ তাঁহাকে বলিলেন, দ্বিজোত্তম ! আপনি কি ইন্দ্রকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন ? তাহা সত্য বলুন, আমার বোধ হইতেছে যে, দৈত্যবিদ্বেষী ইন্দ্রই আপনাকে আমার রাজ্যদর্শন করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছেন ॥ ২০ ॥

চ্যবন কহিলেন, রাজন্ ! ইন্দ্রের সহিত আমার কোনও কার্য্য ও সংস্রব নাই, তৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তাঁহার দৌত্যকার্য্য করিবার নিমিত্ত আমি তোমার নগরীতে কেন আগমন করিব ? ॥ ২১ ॥ আপনি, আমাকে ধর্ম্মতৎপর জ্ঞাননেত্র ভৃগুনন্দন চ্যবন বলিয়া জানিবেন; হে দৈত্যেন্দ্র ! ইন্দ্রের প্রেরিত মনে করিয়া কোনও আশঙ্কা করিবেন না ॥ ২২ ॥ রাজেন্দ্র ! আমি স্নান করিবার নিমিত্ত নর্ম্মদার পবিত্র তীর্থে গমন করিয়া নদীজলে অবতীর্ণ হইলে এক মহাসর্প আমাকে ধারণ করিল ॥ ২৩ ॥ তখন আমি বিষ্ণুকে স্মরণ করিলাম, বিষ্ণুস্মরণে সর্প নির্ব্বিষ হইয়া আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে ॥ ২৪ ॥ রাজেন্দ্র ! আমি এখানে আসিয়া আপনার দর্শন লাভ করিলাম আপনি বিষ্ণুভক্ত, আমাকেও সেই বিষ্ণুভক্ত বলিয়া জানিবেন ॥ ২৫ ॥

ব্যাস উবাচ ।

তন্নিশম্য বচঃ শ্লক্ষ্ণং হিরণ্যকশিপোঃ সুতঃ ।
পপ্রচ্ছ পরয়া প্রীত্যা তীর্থানি বিবিধানি চ ॥ ২৬ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ ।

পৃথিব্যাং কানি তীর্থানি পুণ্যানি মুনিসত্তম ! ।
পাতালে চ তথাকাশে তানি নো বদ বিস্তরাৎ ॥ ২৭ ॥

চ্যবন উবাচ ।

মনোবাক্কায়শুদ্ধানাং রাজংস্তীর্থং পদে পদে ।
তথা মলিনচিত্তানাং গঙ্গাপি কীকটাধিকা ॥ ২৮ ॥
প্রথমং চেন্মনঃ শুদ্ধং জাতং পাপবিবর্জ্জিতম্ ।
তদা তীর্থানি সর্ব্বাণি পাবনানি ভবন্তি বৈ ॥ ২৯ ॥
গঙ্গাতীরে হি সর্ব্বত্র বসন্তি নগরাণি চ ।
ব্রজাশ্চৈবাকরা গ্রামাঃ সর্ব্বে খেটাস্তথাপরে ॥ ৩০ ॥
নিষাদানাং নিবাসাশ্চ কৈবর্ত্তানাং তথাপরে ।
হূণবঙ্গখসানাঞ্চ ম্লেচ্ছানাং দৈত্যসত্তম ! ॥ ৩১ ॥
পিবন্তি সর্ব্বদা গাঙ্গ্যং জলং ব্রহ্মোপমং সদা ।
স্নানং কুর্ব্বন্তি দৈত্যেন্দ্র ! ত্রিকালং স্বেচ্ছয়া জনাঃ ॥ ৩২ ॥

তত্তক্কমিতি। অয়ং শাক্তোঽপীতি সপ্তমস্কন্ধে বক্ষ্যতি ॥ ২৫ ॥
(তন্নিশম্যেতি। পরয়া প্রীত্যা ইত্যনেন প্রহ্লাদস্য পরমভাগবতত্বং বিষ্ণুভক্তত্বং প্রশান্তচিত্তত্বং শান্তরসত্বঞ্চ ব্যজ্যতে ॥ ২৬—২৭ ॥)

ব্যাস বলিলেন, রাজন্। হিরণ্যকশিপুতনয় প্রহ্লাদ, তাঁহার মধুর বচন শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতিসহকারে তাঁহাকে বিবিধ তীর্থের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৬ ॥ প্রহ্লাদ কহিলেন, হে মুনিসত্তম! পৃথিবীতলে, পাতালে অথবা গগনমণ্ডলে কোন্ কোন্ তীর্থ পুণ্যপ্রদ, সেই সমস্ত আমার নিকট বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন ॥ ২৭ ॥

চ্যবন কহিলেন, রাজেন্দ্র! যাঁহাদের দেহ বাক্য ও মানস বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহাদের পদে পদেই তীর্থ; যাহারা মলিন চিত্ত, তাহাদের নিকট গঙ্গাও কীকটদেশের অপেক্ষা অধিক জুগুপ্সাত্মক ও অধম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥ যদি প্রথমে মন পাপবর্জ্জিত ও বিশুদ্ধ হয়, তবে তাহার পক্ষে সকল তীর্থই পবিত্রকর হইয়া থাকে ॥ ২৯ ॥ হে দৈত্যসত্তম! গঙ্গাতীরে বহুতর নগর, বসতি, ব্রজ বা গোষ্ঠ, আকর, গ্রাম, ক্ষুদ্রপল্লী, নিষাদনিবাস এবং কৈবর্ত্তনিবাস, হূণ, বঙ্গ, খস অধিক কি ম্লেচ্ছগণের বহুতর বাসস্থান রহি-

তত্রৈকোঽপি বিশুদ্ধাত্মা ন ভবত্যেব মারিষ ! ।
কিং ফলং তর্হি তীর্থস্য বিষয়োপহতাত্মনঃ ॥ ৩৩ ॥
কারণং মন এবাত্র নান্যদ্রাজন্ ! বিচিন্তয় ।
মনঃশুদ্ধিঃ প্রকর্ত্তব্যা সততং শুদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ৩৪ ॥
তীর্থবাসী মহাপাপী ভবেত্তত্রান্যবঞ্চনাৎ ।
তত্রৈবাচরিতং পাপমানন্ত্যায় প্রকল্পতে ॥ ৩৫ ॥
যথেন্দ্রবারুণং পক্বং মিষ্টং নৈবোপজায়তে ।
ভাবদুষ্টস্তথা তীর্থে কোটিস্নাতো ন শুধ্যতি ॥ ৩৬ ॥
প্রথমং মনসঃ শুদ্ধিঃ কর্ত্তব্যা শুভমিচ্ছতা ।
শুদ্ধে মনসি দ্রব্যস্য শুদ্ধির্ভবতি নান্যথা ॥ ৩৭ ॥
তথৈবাচারশুদ্ধিঃ স্যাত্ততস্তীর্থং প্রসিধ্যতি ।
অন্যথা তু কৃতং সর্ব্বং ব্যর্থং ভবতি তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৮ ॥
"হীনবর্ণস্য সংসর্গং তীর্থে গত্বা সদা ত্যজেৎ" ।
ভূতানুকম্পনং চৈব কর্ত্তব্যং কর্ম্মণা ধিয়া ।
যদি পৃচ্ছসি রাজেন্দ্র ! তীর্থং বক্ষ্যাম্যনুত্তমম্ ॥ ৩৯ ॥

কীকটাধিকা কীকটদেশাপেক্ষয়াধিকা ॥ ২৮—৩৪ ॥
কোটিস্নাতঃ কোটিবারং স্নাত ইতি মধ্যমপদলোপী সমাসঃ ॥ ৩৫—৩৬ ॥

য়াছে ॥ ৩০—৩১ ॥ তৎতন্নিবাসিজনগণ, স্বেচ্ছাক্রমে সর্ব্বদাই ব্রহ্মোপম গঙ্গোদক পান করিতেছে এবং তজ্জলে স্নানাদি সম্পাদন করিতেছে ॥ ৩২ ॥ হে রাজেন্দ্র ! সেই সকলের মধ্যে কেহই বিশুদ্ধাত্মা হইতে পারে না, তবে দেখুন যাহাদের চিত্ত বিষয় দ্বারা আসক্ত সুতরাং যাহারা বিনষ্টচিত্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহাদের আর তীর্থের ফল কি হইতে পারে ? ॥ ৩৩ ॥ তীর্থাদি ধর্ম্মকর্ম্ম বিষয়ে মনই প্রধান কারণ জানিবেন অন্য কিছুই নহে। যাঁহারা শুদ্ধি কামনা করেন, মনঃশুদ্ধি করাই তাঁহাদের প্রধান কর্ত্তব্য ॥ ৩৪ ॥ তীর্থবাসী ব্যক্তিগণ, তীর্থ স্থানে অন্য ব্যক্তিকে বঞ্চনা করিয়া মহাপাপী হয়। তীর্থস্থানে পাপাচরণ করিলে তাহার আর ক্ষয় হয় না, সেই পাপ অনন্ত ও অক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ৩৫ ॥* যেমন ইন্দ্রবারুণ ফল পক্ব হইলেও মিষ্ট হয় না, সেইরূপ যাহাদের চিত্তভাব দূষিত, তাহারা কোটিবার তীর্থজলে স্নান করিলেও শুদ্ধ হয় না ॥ ৩৬ ॥ যাঁহারা কল্যাণ কামনা করেন, অগ্রে মনঃশুদ্ধিই তাঁহাদের কর্ত্তব্য, মন শুদ্ধ হইলে তৎপরে দ্রব্যশুদ্ধি তদনন্তর আচারশুদ্ধি এবং তৎপরেই তীর্থভ্রমণ সিদ্ধ হইয়া থাকে; ইহার অন্যথা হইলে তৎক্ষণাৎ সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায় ॥ ৩৭—৩৮ ॥ তীর্থে গমন করিয়া হীনবর্ণের সহিত সংসর্গ পরিহার করিয়া বুদ্ধি ও কর্ম্ম দ্বারা জীবগণের প্রতি অনু-

প্রথমং নৈমিষং পুণ্যং চক্রতীর্থঞ্চ পুষ্করম্।
অন্যেষাঞ্চৈব তীর্থানাং সংখ্যা নাস্তি মহীতলে।
পাবনানি চ স্থানানি বহূনি নৃপসত্তম! ॥ ৪০ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং রাজা নৈমিষং গন্তুমুদ্যতঃ।
নোদয়ামাস দৈত্যান্ বৈ হর্ষনির্ভরমানসঃ ॥ ৪১ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

উত্তিষ্ঠন্তু মহাভাগা গমিষ্যামোঽদ্য নৈমিষম্।
দ্রক্ষ্যামঃ পুণ্ডরীকাক্ষং পীতবাসসমচ্যুতম্ ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তা বিষ্ণুভক্তেন সর্ব্বে তে দানবাস্তদা।
তেনৈব সহ পাতালান্নির্যযুঃ পরয়া মুদা ॥ ৪৩ ॥
তে সমেত্য চ দৈতেয়া দানবাশ্চ মহাবলাঃ।
নৈমিষারণ্যমাসাদ্য স্নানং চক্রুর্মুদান্বিতাঃ ॥ ৪৪ ॥
প্রহ্লাদস্তত্র তীর্থেষু চরন্ দৈত্যৈঃ সমন্বিতঃ।
সরস্বতীং মহাপুণ্যাং দদর্শ বিমলোদকাম্ ॥ ৪৫ ॥

(ইত্যুক্তেতি। দানবা বিষ্ণুভক্তেন প্রহ্লাদেন উক্তাঃ সন্তঃ পাতালান্নির্যযুর্নির্গতবন্তঃ। পরয়া মুদা ইত্যনেন প্রহ্লাদস্যানুচরা অপি বিষ্ণুভক্তাঃ সত্ত্বপ্রধানাশ্চ ইত্যপি ব্যজ্যতে ॥ ৩৭—৪৫ ॥)

কম্পা প্রকাশ কর্ত্তব্য। হে রাজেন্দ্র! আপনি পুণ্য তীর্থের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি অত্যুত্তম তীর্থ সকল আপনার নিকট কীর্ত্তন করিব শ্রবণ করুন ॥ ৩৯ ॥ হে নৃপ! পুণ্যপ্রদ নৈমিষারণ্যই প্রথম, তদনন্তর, চক্রতীর্থ তৎপরেই পুষ্করতীর্থ; ইহা ভিন্ন পৃথিবীতলে অন্যান্য বহুতর তীর্থ আছে, তাহাদের সংখ্যা নাই। নৃপোত্তম! ইহা ভিন্ন ভূমণ্ডলে বহুতর পবিত্র স্থানও বিদ্যমান আছে ॥ ৪০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ, তাঁহার সেই বচন শ্রবণ করিয়া নৈমিষ গমনে উদ্যত হইয়া হর্ষভরে দৈত্যগণকে কহিলেন, হে মহাভাগগণ! তোমরা সকলেই গাত্রোত্থান কর আমরা সকলে অদ্যই নৈমিষারণ্যে গমন করিয়া, পুণ্ডরীকাক্ষ, পীতবাসা অচ্যুতদেবকে দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইব ॥ ৪১—৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক এইরূপে কথিত হইয়া দানবগণ, মুদিতমানসে তাঁহার সহিত পাতালতল হইতে নির্গত হইল ॥ ৪৩ ॥ সেই মহাবল দৈত্য

তীর্থে তত্র নৃপশ্রেষ্ঠ! প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ।
মনঃ প্রসন্নং সঞ্জাতং স্নাত্বা সারস্বতে জলে ॥ ৪৬ ॥
বিধিবত্তত্র দৈত্যেন্দ্রঃ স্নানদানাদিকং শুভে।
চকারাতিপ্রসন্নাত্মা তীর্থে পরমপাবনে ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে প্রহ্লাদস্য তীর্থসমাগমো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

(তীর্থে ইতি। তীর্থে প্রহ্লাদস্য মনসঃ প্রসন্নত্বকথনাদস্য মনঃশুদ্ধিঃ সূচিতা ॥৪৬-৪৭॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধেঽষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

ও দানবগণ মিলিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে তথায় গমন পূর্ব্বক স্নান করিয়াছিল ॥ ৪৪ ॥ প্রহ্লাদ সেই তীর্থে দৈত্যগণের সহিত বিচরণ করিতে করিতে মহাপুণ্যপ্রদা নির্ম্মলজলা সরস্বতী নদী দর্শন করিলেন ॥ ৪৫ ॥ হে নরেন্দ্র! সরস্বতীর বিমল সলিলে স্নান করিয়া মহাত্মা প্রহ্লাদের মন প্রসন্ন হইল ॥ ৪৬ ॥ দৈত্যরাজ সুপ্রসন্ন হইয়া সেই কল্যাণপ্রদ পরমপবিত্র তীর্থে স্নানদানাদি কর্ম্ম সমাপন করিয়াছিলেন ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে চতুর্থস্কন্ধে প্রহ্লাদের তীর্থ-সমাগম নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

কুর্ব্বংস্তীর্থবিধিং তত্র হিরণ্যকশিপোঃ সুতঃ।
ন্যগ্রোধং সুমহচ্ছায়মপশ্যৎ পুরতস্তদা ॥ ১ ॥
দদর্শ বাণানপরান্নানাজাতীয়কাংস্তদা।
গৃধ্রপক্ষযুতাংস্তীব্রাঞ্ছিলাধৌতান্মহোজ্জ্বলান্ ॥ ২ ॥
চিন্তয়ামাস মনসা কস্যেমে বিশিখাস্ত্বিহ।
ঋষীণামাশ্রমে পুণ্যে তীর্থে পরমপাবনে ॥ ৩ ॥
এবং চিন্তয়তানেন কৃষ্ণাজিনধরৌ মুনী।
সমুন্নতজটাভারৌ দৃষ্টৌ ধর্ম্মসুতৌ তদা ॥ ৪ ॥
তয়োরগ্রে ধৃতে শুভ্রে ধনুষী লক্ষণান্বিতে।
শার্ঙ্গমাজগবঞ্চৈব তথাক্ষয্যৌ মহেষুধী ॥ ৫ ॥
ধ্যানস্থৌ তৌ মহাভাগৌ নরনারায়ণাবৃষী।
দৃষ্ট্বা ধর্ম্মসুতৌ তত্র দৈত্যানামধিপস্তদা ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ পঞ্চপঞ্চাশদ্ভিঃ পদ্যৈরনন্তরম্।
প্রহ্লাদনারায়ণয়োর্যুদ্ধমেবানুবর্ণ্যতে ॥

প্রহ্লাদস্য সরস্বতীতীর্থপ্রাপ্ত্যুত্তরং জাতং বৃত্তমাহ কুর্ব্বংস্তীর্থবিধিমিতি ॥ ১ ॥
অপরানুৎকৃষ্টান্নানাজাতীযকান্ ভল্লত্বাদিজাতিসম্ভিন্নান্ ॥ ২—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্!. হিরণ্যকশিপুতনয় সেই স্থানে বিধিপূর্ব্বক তীর্থক্রিয়া করিতে করিতে পুরোভাগে ছায়াপ্রধান একটী বটবৃক্ষ দর্শন করিলেন ॥১॥ অনন্তর, তথায় গৃধ্রপক্ষ-সমন্বিত, শাণিত, সুতীক্ষ্ণ, মহোজ্জ্বল বাণ সকল সুসজ্জিত রহিয়াছে দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই পরম পবিত্র পুণ্যতীর্থরূপ ঋষিগণের আশ্রমে কাহার শর সকল সুরক্ষিত রহিয়াছে? ॥ ২—৩ ॥ প্রহ্লাদ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে কৃষ্ণাজিনধারী সমুন্নত-জটাজালে সুশোভিত ধর্ম্মতনয় মুনিযুগল নরনারায়ণকে এবং তাঁহাদের অগ্রভাগে শাস্ত্রোক্ত-লক্ষণান্বিত সুশোভিত, শার্ঙ্গ ও আজগব নামক ধনুর্দ্বয় ও অক্ষয় তূণীরযুগল অবস্থাপিত রহিয়াছে ইহা দেখিতে পাইলেন ॥ ৪—৫ ॥ ধর্ম্মপুত্র মহাভাগ নর নারায়ণ ঋষিদ্বয় ধ্যানস্থ ছিলেন, অসুরপালক প্রহ্লাদ তখন তাঁহাদিগকে

ক্রোধরক্তেক্ষণস্তৌ তু প্রোবাচাসুরপালকঃ।
কিং ভবদ্ভ্যাং সমারব্ধো দম্ভো ধর্ম্মবিনাশনঃ ॥ ৭ ॥
ন শ্রুতং নৈব দৃষ্টং হি সংসারেঽস্মিন্ কদাপি হি।
তপসশ্চরণং তীব্রং তথা চাপস্য ধারণম্ ॥ ৮ ॥
বিরোধোঽয়ং যুগে চাদ্যে কথং যুক্তং কলিপ্রিয়ম্।
ব্রাহ্মণস্য তপো যুক্তং তত্র কিং চাপধারণম্ ॥ ৯ ॥
ক্ব জটাধারণং দেহে কেষুধী চ বিড়ম্বনৌ।
ধর্ম্মস্যাচরণং যুক্তং যুবয়োর্দ্দিব্যভাবয়োঃ ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা নরঃ প্রোবাচ ভারত!।
কা তে চিন্তাত্র দৈত্যেন্দ্র! বৃথা তপসি চাবয়োঃ ॥ ১১ ॥
সামর্থ্যে সতি যঃ কুর্য্যাত্তৎ সম্পদ্যেত তস্য হি।
আবাং কার্য্যদ্বয়ে মন্দ! সমর্থৌ লোকবিশ্রুতৌ ॥ ১২ ॥
যুদ্ধে তপসি সামর্থ্যং ত্বং পুনঃ কিং করিষ্যসি।
গচ্ছ মার্গে যথাকামং কস্মাদত্র বিকত্থসে ॥ ১৩ ॥

আজগবং পিনাকঃ ॥ ৫—৮ ॥

বিরোধোঽয়মিতি। তপশ্চরণচাপধারণয়োর্ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ধর্ম্মত্বাদেকত্রাবস্থানে বিরোধ ইত্যর্থঃ। অথৈতৎ কলিপ্রিয়ং কলৌ যোগ্যমেতদনুষ্ঠানমস্মিন্নাদ্যে সত্যযুগে তু কথং যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৯—১১ ॥

দর্শন করিয়া ক্রোধে লোহিতলোচন হইয়া কহিতে লাগিলেন, তাপসদ্বয়! আপনাদিগের মানসে কি ধর্ম্মবিনাশক দম্ভ প্রবেশ করিয়াছে? আপনারা কখনও কি দর্শন বা শ্রবণ করেন নাই যে, এই সংসারে সত্যযুগে তপশ্চরণ এবং উগ্রতর শরাসন ধারণ এ উভয়ের পরস্পর অত্যন্ত বিরোধ রহিয়াছে। ইহা কলিকালের উপযুক্ত, সত্যযুগে এ উভয়ের অনুষ্ঠান কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? তপশ্চরণই ব্রাহ্মণের উপযুক্ত ধর্ম্ম, তবে আপনারা চাপধারণ করিতেছেন কেন? ॥৬—৯॥ শিরোদেশে জটাভার ধারণই বা কোথায়? আর বিড়ম্বনা-স্বরূপ তূণ ধারণই বা কোথায়? অতএব, আপনাদের দিব্যভাবসম্পন্ন হইয়া ধর্ম্মাচরণ করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ১০ ॥

ব্যাস বলিলেন, হে ভরতভূষণ! মুনিবর নর প্রহ্লাদের এইরূপ বচন শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দৈত্যেন্দ্র! আমাদের এই তপস্যা বিষয়ে তোমার বৃথা এত কি চিন্তা পড়িয়াছে? ॥১১॥ যাহার সামর্থ্য থাকে তাহার সমস্তই সম্পন্ন হয়; মন্দবুদ্ধে! আমরা এই উভয়

ব্রাহ্মং তেজো দুরারাধ্যং ন ত্বং বেদ বিমোহিতঃ।
বিপ্রচর্চ্চা ন কর্ত্তব্যা প্রাণিভিঃ সুখমীপ্সুভিঃ ॥ ১৪ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

তাপসৌ মন্দবুদ্ধী স্থো মৃষাবাং গর্ব্বমোহিতৌ।
ময়ি তিষ্ঠতি দৈত্যেন্দ্রে ধর্ম্মসেতুপ্রবর্ত্তকে ॥ ১৫ ॥
ন যুক্তমেতত্তীর্থেঽস্মিন্নধর্ম্মাচরণং পুনঃ।
কা শক্তিস্তব যুদ্ধেঽস্তি দর্শয়াদ্য তপোধন ! ॥ ১৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

তদাকর্ণ্য বচস্তস্য নরস্তং প্রত্যুবাচ হ।
যুধ্যস্বাদ্য ময়া সার্দ্ধং যদি তে মতিরীদৃশী ॥ ১৭ ॥
অদ্য তে স্ফোটয়িষ্যামি মূর্দ্ধানমসুরাধম !।
যুদ্ধে শ্রদ্ধা ন তে পশ্চাদ্ভবিষ্যতি কদাচন ॥ ১৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

তন্নিশম্য বচস্তস্য দৈত্যেন্দ্রঃ কুপিতস্তদা।
প্রহ্লাদো বলবানত্র প্রতিজ্ঞামারুরোহ সঃ ॥ ১৯ ॥

বিরোধোঽয়মিত্যুক্তং তত্র কিমধিকারাভাবাদ্বা সামর্থ্যাভাবাদ্বা। নাদ্যঃ। উভয়োরপ্যুভয়ত্রাধিকারাৎ। ন দ্বিতীয়ো যত্র সামর্থ্যাভাবস্তত্র তথাস্তু নাত্র তথাস্তীত্যাহ সামর্থ্যে সতীতি ॥ ১২—১৯ ॥

কার্য্যেই উত্তমরূপে সমর্থ, ইহা ত্রিলোকেই বিখ্যাত আছে ॥ ১২ ॥ আমাদের যুদ্ধ ও তপস্যা এই উভয় কার্য্যেই সামর্থ্য আছে, তুমি এ বিষয়ে কি করিবে? এই পথ পরিষ্কৃত রহিয়াছে যথেচ্ছ গমন কর, এখানে কি নিমিত্ত শ্লাঘা প্রকাশ করিতেছ? ॥১৩॥ তুমি মূঢ়বুদ্ধি, সুদুর্লভ ব্রহ্মতেজ কিরূপে বিদিত হইতে পারিবে? তুমি জানিও যে যাঁহারা সুখলাভ করিতে অভিলাষ করেন, তাঁহাদের ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধীয় কোনও বিষয়ের বিচার করা কখনই কর্ত্তব্য নহে ॥১৪॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, তাপসদ্বয়! তোমরা মন্দবুদ্ধি এবং বৃথা গর্ব্বে বিমোহিত; ধর্ম্মসেতুর প্রবর্ত্তক দৈত্যরাজ আমি এই তীর্থে বিদ্যমান থাকিতে এখানে অধর্ম্মাচরণ যুক্তিযুক্ত হইতেছে না। তপোধন! তোমার যুদ্ধ বিষয়ে কি শক্তি আছে, তাহা অদ্য আমাকে প্রদর্শন করাও ॥ ১৫—১৬ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! মুনিবর নর প্রহ্লাদের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, যদি তোমার এইরূপ বুদ্ধিই ঘটিয়া থাকে তবে আমার সহিত অদ্য যুদ্ধ কর ॥১৭॥ রে অসুরাধম! অদ্য যুদ্ধ করিয়া আমি তোমার মস্তক বিদীর্ণ করিয়া ফেলিব, তাহা হইলে তোমার আর কখন যুদ্ধ করিতে অভিলাষ হইবে না ॥ ১৮ ॥

যেন কেনাপ্যুপায়েন জেষ্যামি তাবুভাবপি।
নরনারায়ণৌ দান্তাবৃষী তাপসসম্মিতৌ * ॥ ২০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বচনং দৈত্যঃ প্রতিগৃহ্য শরাসনম্।
আকৃষ্য তরসা চাপং জ্যাশব্দঞ্চ চকার হ ॥ ২১ ॥
নরোঽপি ধনুরাদায় শরাংস্তীব্রাঞ্ছিলাশিতান্।
মুমোচ বহুশঃ ক্রোধাৎ প্রহ্লাদোপরি পার্থিব ! ॥ ২২ ॥

তান্ দৈত্যরাজস্তপনীয়পুঙ্খৈ-
শ্চিচ্ছেদ বাণৈস্তরসা সমেত্য।
সমীক্ষ্য ছিন্নাংশ্চ নরঃ স্বসৃষ্টা-
নন্যান্ মুমোচাশু রুষান্বিতো বৈ ॥ ২৩ ॥
দৈত্যাধিপস্তানপি তীব্রবেগৈ-
শ্ছিত্ত্বা জঘানোরসি তং মুনীন্দ্রম্।
নরোঽপি তং পঞ্চভিরাশুগৈশ্চ
ক্রুদ্ধোঽহনদ্দৈত্যপতিং ভুজান্তে ॥ ২৪ ॥

(তপ্যতে ইতি তাপস্তপস্তেন সমন্বিতৌ ॥ ২০—২২ ॥)
সমীক্ষ্যেতি। নরঃ স্বসৃষ্টান্ স্বেন ত্যক্তান্ বাণাংশ্ছিন্নান্ সমীক্ষ্যেত্যন্বয়ঃ ॥ ২৩—২৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! মহাবলশালী দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কুপিত হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যে কোনও উপায়ে এই তপস্বী নরনারায়ণ ঋষি-দ্বয়কে যুদ্ধে পরাজিত করিব ॥ ১৯—২০ ॥ তদনন্তর দৈত্যরাজ শরাসন গ্রহণ করিয়া সত্বর আকর্ষণ পূর্ব্বক জ্যাশব্দ করিতে লাগিলেন। হে রাজেন্দ্র ! তখন ঋষিবর নরও শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধান্বিত হইয়া বহুতর শিলাশাণিত অস্ত্র সকল প্রহ্লাদের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥ ২১—২২ ॥ অনন্তর, দৈত্যপতি সত্বর হইয়া স্বর্ণপুঙ্খ শরনিকর দ্বারা নরনিক্ষিপ্ত বাণ সকল ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন, ঋষিবর নরও নিজনিক্ষিপ্ত শর সকল ছিন্ন হইল দেখিয়া ক্রোধান্বিত হইলেন এবং অন্যান্য বহুতর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥২৩॥ তখন দৈত্যাধিপতি প্রহ্লাদ তীব্রবেগী শর দ্বারা সেই সমস্ত বাণ ছিন্ন করিয়া সেই মুনি-বরের উরঃস্থলে আঘাত করিলেন। নরও ক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চবাণ দ্বারা দৈত্যরাজের বাহুযুগল

---

* তাপসসন্নিভৌ। ইতি বা পাঠঃ।

সেন্দ্রাঃ সুরাস্তত্র তয়োর্হি যুদ্ধং
দ্রষ্টুং বিমানৈর্গগনস্থিতাশ্চ।
নরস্য বীর্য্যং যুধি সংস্থিতস্য
তে তুষ্টুবুর্দৈত্যপতেশ্চ ভূয়ঃ ॥ ২৫ ॥
ববর্ষ দৈত্যাধিপ আত্তচাপঃ
শিলীমুখানম্বুধরো যথাপঃ।
গিরৌ নরে চাতিরুষান্বিতোঽসৌ
নরস্তদা গ্লানিমবাপ রাজন্! ॥ ২৬ ॥
গ্লানিং গতং বীক্ষ্য নরং তদাসৌ
নারায়ণঃ ক্রোধযুতো বভূব।
আদায় শার্ঙ্গং ধনুরপ্রমেয়ং
মুমোচ বাণান্ কিল হেমপুঙ্খান্ ॥ ২৭ ॥
বভূব যুদ্ধং তুমুলং তয়োস্তু
জয়ৈষিণোঃ পার্থিব! দেবদৈত্যয়োঃ।
ববর্ষুরাকাশপথে স্থিতাস্তে
পুষ্পাণি দিব্যানি প্রহৃষ্টচিত্তাঃ ॥ ২৮ ॥

(নরস্যেতি। তে দেবাঃ যুধি সংগ্রামভূমৌ সম্যক্‌প্রকারেণ স্থিতস্য নরস্য দৈত্যাধিপতেঃ প্রহ্লাদস্য চ বীর্য্যং ভূয়ঃ পুনঃ পুনঃ তুষ্টুবুঃ। স্বস্ববাণমোক্ষকালে বিপক্ষবাণচ্ছেদনকালে চ উভৌ প্রশংসিতবন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥)

অস্মিন্নেব সময়ে নারায়ণোঽপি ধনুরাদায় যুদ্ধার্থং প্রবৃত্ত ইত্যাহ আদায়েতি ॥ ২৭-২৮ ॥

বিদ্ধ করিলেন ॥ ২৪ ॥ তাঁহাদের যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রাদি দেবতাগণ বিমানে আরোহণ করিয়া গগনমণ্ডলে অবস্থান করত কখন নর ঋষির কখন বা প্রহ্লাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ২৫ ॥ দৈত্যরাজ চাপ গ্রহণ করিয়া, মেঘ যেরূপ পর্ব্বত শৃঙ্গে বারি বর্ষণ করে সেইরূপ নরের উপর অতি রোষভরে নানাবিধ অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; মহারাজ! সেই সময় নরমুনি প্রহ্লাদের শরনিকর দ্বারা বিদ্ধ হইয়া অতিশয় গ্লানিযুক্ত হইলেন ॥ ২৬ ॥ তখন নারায়ণ নরকে ক্লান্ত দেখিয়া অতিশয় রুষ্ট হইলেন এবং অপ্রমেয় শার্ঙ্গ শরাসন ধারণ করিয়া সুবর্ণপুঙ্খ শর সকল মোচন করিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ হে পৃথিবীন্দ্র! তখন পরস্পর জয়াকাঙ্ক্ষী নারায়ণ ও প্রহ্লাদের তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, দেবগণ আকাশমার্গে অবস্থিতি করিয়া তাঁহাদের উপর হৃষ্টচিত্তে পুষ্পবৃষ্টি করিতে আরম্ভ

চুকোপ দৈত্যাধিপতির্হরৌ স
মুমোচ বাণানতিতীব্রবেগান্।
চিচ্ছেদ তান্ ধর্ম্মসুতঃ সুতীক্ষ্ণৈ-
র্দ্ধনুর্ব্বিমুক্তৈর্ব্বিশিখৈস্তদাশু॥ ২৯॥
ততো নারায়ণং বাণৈঃ প্রহ্লাদশ্চাতিকর্ষিতৈঃ।
ববর্ষ সুস্থিতং বীরং ধর্ম্মপুত্রং সনাতনম্॥ ৩০॥
নারায়ণোঽপি তং বেগামুক্তৈর্ব্বাণৈঃ শিলাশিতৈঃ।
তুতোদাতীব পুরতো দৈত্যানামধিপং স্থিতম্॥ ৩১॥
সন্নিপাতোঽম্বরে তত্র দিদৃক্ষূণাং বভূব হ।
দেবানাং দানবানাঞ্চ কুর্ব্বতাং জয়ঘোষণম্॥ ৩২॥
উভয়োঃ শরবর্ষেণ চ্ছাদিতে গগনে তদা।
দিবাপি রাত্রিসদৃশং বভূব তিমিরং মহৎ॥ ৩৩॥
ঊচুঃ পরস্পরং দেবা দৈত্যাশ্চাতীব বিস্মিতাঃ।
অদৃষ্টপূর্ব্বং যুদ্ধং বৈ বর্ত্ততেঽদ্য সুদারুণম্॥ ৩৪॥
দেবর্ষয়োঽথ গন্ধর্ব্বা যক্ষকিন্নরপন্নগাঃ।
বিদ্যাধরাশ্চারণাশ্চ বিস্ময়ং পরমং যযুঃ॥ ৩৫॥
নারদঃ পর্ব্বতশ্চৈব প্রেক্ষণার্থং স্থিতৌ মুনী।
নারদঃ পর্ব্বতং প্রাহ নেদৃশং চাভবৎ পুরা॥ ৩৬॥

হরৌ নারায়ণে॥ ২৯—৩৫॥
নেদৃশমিত্যস্য তারকাসুরযুদ্ধমিত্যনেনান্বয়ঃ॥ ৩৬—৩৭॥

করিলেন॥ ২৮॥ দৈত্যরাজ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অত্যন্ত তীব্রবেগে অস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মপুত্র নারায়ণ ধনুর্নির্মুক্ত সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত অস্ত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন॥২৯॥ তদনন্তর প্রহ্লাদ সুতীক্ষ্ণ শরনিকর দ্বারা, যুদ্ধে অটল সেই বীরবর ধর্ম্মপুত্র নারায়ণের প্রতি বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন॥ ৩০॥ নারায়ণও শিলাশাণিত বাণ সকল বেগভরে নিক্ষেপ করিয়া পুরঃস্থিত দৈত্যপতিকে প্রপীড়িত ও অস্থির করিলেন॥ ৩১॥ এই যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত অম্বরতলে দেব ও দৈত্যগণের মহতী জনতা উপস্থিত হইল, তাহারা মধ্যে মধ্যে উভয়ের জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন॥ ৩২॥ উভয়ের শরবর্ষণে গগনতল আচ্ছাদিত হইলে দিবাভাগও রাত্রিসদৃশ অন্ধকারময় হইয়া উঠিল। তখন দেবগণ ও দৈত্যগণ, অতিশয় বিস্ময়াম্বিত হইয়া পরস্পর কহি-

তারকাসুরযুদ্ধঞ্চ তথা বৃত্রাসুরস্য চ।
মধুকৈটভয়োর্যুদ্ধং হরিণা নেদৃশং কৃতম্ ॥ ৩৭ ॥
প্রহ্লাদঃ প্রবলঃ শূরো যস্মান্নারায়ণেন চ।
করোতি সদৃশং যুদ্ধং সিদ্ধেনাদ্ভুতকর্ম্মণা ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

দিনে দিনে তথা রাত্রৌ কৃত্বা কৃত্বা পুনঃপুনঃ।
চক্রতুঃ পরমং যুদ্ধং তৌ তদা দৈত্যতাপসৌ ॥ ৩৯ ॥
নারায়ণস্তু চিচ্ছেদ প্রহ্লাদস্য শরাসনম্।
তরসৈকেন বাণেন স চান্যদ্ধনুরাদদে ॥ ৪০ ॥
নারায়ণস্তু তরসা মুক্ত্বান্যঞ্চ শিলীমুখম্।
তদেব মধ্যতশ্চাপং চিচ্ছেদ লঘুহস্তকঃ ॥ ৪১ ॥
ছিন্নং ছিন্নং পুনর্দৈত্যো ধনুরন্যৎ সমাদদে।
নারায়ণস্তু চিচ্ছেদ বিশিখৈরাশু কোপিতঃ ॥ ৪২ ॥
ছিন্নে ধনুষি দৈত্যেন্দ্রঃ পরিঘং সুসমাদদে।
জঘান ধর্ম্মজং তূর্ণং বাহোর্ম্মধ্যেঽতিকোপনঃ ॥ ৪৩ ॥

(প্রহ্লাদস্য শূরত্বে কারণমাহ যস্মাদিতি ॥ ৩৮—৪২ ॥
ছিন্নে ধনুষি ইতি। ধনুর্যুদ্ধং পরিত্যজ্য পরিঘাদিভিরস্ত্রৈর্নারায়ণং জঘান ॥ ৪৩—৫০ ॥)

লেন, এরূপ সুদারুণ যুদ্ধ আমরা পূর্ব্বে কখনও দর্শন করি নাই ॥ ৩৩—৩৪ ॥ তখন দেবর্ষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ, যক্ষগণ, কিন্নরগণ, পন্নগগণ, বিদ্যাধরগণ ও চারণগণ, সকলেই অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন ॥ ৩৫ ॥ নারদ এবং পর্ব্বত ঋষিও এই যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। দেবর্ষি নারদ পর্ব্বতকে কহিলেন, পূর্ব্বে কখনই এরূপ যুদ্ধ সংঘটিত হয় নাই; তারকাসুরের ও বৃত্রাসুরের যুদ্ধ এবং হরির সহিত মধুকৈটভের যে যুদ্ধ হইয়াছিল সে সকল যুদ্ধও এরূপ নহে ॥ ৩৬—৩৭ ॥ বোধ হইতেছে প্রহ্লাদ অতিশয় বীর্য্যবান্; যেহেতু সিদ্ধপুরুষ অদ্ভুতকর্ম্মা নারায়ণের সহিত এ পর্য্যন্তও সদৃশ যুদ্ধই করিতেছে ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! তখন সেই দৈত্য ও তাপস নারায়ণ এই দুইজনে দিবসে দিবসে ও নিশায় নিশায় পুনঃ পুনঃ পরম ঘোরতর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তখন নারায়ণ একবাণে সত্বর প্রহ্লাদের শরাসন ছেদন করিয়া দিলেন প্রহ্লাদও অন্য ধনু গ্রহণ করিলেন; লঘুহস্ত নারায়ণ সত্বর শর নিক্ষেপ করিয়া সেই চাপ মধ্যভাগে ছেদন করিলেন; এইরূপে বারংবার শরাসন ছিন্ন করিলে প্রহ্লাদও পুনঃ পুনঃ তাহা গ্রহণ করিতে লাগিলেন, নারায়ণও অস্ত্র দ্বারা তাহা পুনঃ পুনঃ ছেদন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৯—৪২ ॥ এইরূপে

তমায়ান্তং স বলবান্মার্গণৈর্নবভির্মুনিঃ।
চিচ্ছেদ পরিঘং ঘোরং দশভিস্তমতাড়য়ৎ ॥ ৪৪ ॥
গদামাদায় দৈত্যেন্দ্রঃ সর্ব্বায়সময়ীং দৃঢ়াম্।
জানুদেশে জঘানাশু দেবং নারায়ণং রুষা ॥ ৪৫ ॥
গদয়া চাপি গিরিবৎ সংস্থিতঃ স্থিরমানসঃ।
ধর্ম্মপুত্রোঽতিবলবান্মুমোচাশু শিলীমুখান্ ॥ ৪৬ ॥
গদাং চিচ্ছেদ ভগবাংস্তদা দৈত্যপতের্দৃঢ়াম্।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ প্রেক্ষকা গগনে স্থিতাঃ ॥ ৪৭ ॥
স তু শক্তিং সমাদায় প্রহ্লাদঃ পরবীরহা।
চিক্ষেপ তরসা ক্রুদ্ধো বলান্নারায়ণোরসি ॥ ৪৮ ॥
তামাপতন্তীং সংবীক্ষ্য বাণেনৈকেন লীলয়া।
সপ্তধা কৃতবানাশু সপ্তভিস্তং জঘান হ ॥ ৪৯ ॥
দিব্যবর্ষসহস্রন্তু তদ্যুদ্ধং পরমং তয়োঃ।
জাতং বিস্ময়দং রাজন্! সর্ব্বেষাং তত্র চাশ্রমে ॥ ৫০ ॥
তদাজগাম তরসা পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ।
প্রহ্লাদস্যাশ্রমং তত্র জগাদ চ গদাধরঃ।
চতুর্ভুজো রমাকান্তো রথাঙ্গগদপদ্মভৃৎ ॥ ৫১ ॥

আজগাম জগাদ চ প্রহ্লাদং প্রতি ভাষিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

সমস্ত ধনু ছিন্ন হইলে পর, দৈত্যরাজ পরিঘ ধারণ করিলেন এবং অতিশয় কুপিত হইয়া নারায়ণের বাহুর মধ্যে সত্বর নিক্ষেপ করিলেন। বলবীর্য্যবান্ ভগবান্ নারায়ণ সেই ঘোরতর পরিঘ আসিতেছে দেখিয়া সত্বর নয় বাণ নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাহা ছিন্ন করিলেন এবং দশটী বাণ দ্বারা প্রহ্লাদকে বিদ্ধ করিলেন ॥ ৪০—৪৪ ॥ অনন্তর, প্রহ্লাদ লৌহময়ী সুদৃঢ়া গদা গ্রহণ পূর্ব্বক রোষভরে নারায়ণের জানুদেশ লক্ষ্য করিয়া সবেগে নিক্ষেপ করিলেন। অতিশয় বলবান্ ধর্ম্মনন্দন গদা দর্শনেও স্থিরমানস ও গিরির ন্যায় অচল ভাবে অবস্থিত থাকিয়া সত্বর শরজাল বর্ষণ দ্বারা দৈত্যপতির সেই দৃঢ় গদা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন গগনস্থিত দর্শকগণ অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন ॥ ৪৫—৪৭ ॥ তখন শত্রুবিনাশী প্রহ্লাদ, কুপিত হইয়া শক্তি গ্রহণ পূর্ব্বক সত্বর নারায়ণের উরঃস্থল লক্ষ্য করিয়া তীব্রবেগে নিক্ষেপ করিলেন। সেই শক্তি আসিতেছে দর্শন করিয়া নারায়ণ এক শর দ্বারা অবলীলায় তাহা সপ্তভাগে ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং সপ্ত শর দ্বারা সত্বর তাঁহাকে বিদ্ধ করি-

দৃষ্ট্বা তমাগতং তত্র হিরণ্যকশিপোঃ সুতঃ।
প্রণম্য পরয়া ভক্ত্যা প্রাঞ্জলিঃ প্রত্যুবাচ হ ॥ ৫২ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

দেবদেব! জগন্নাথ ভক্তবৎসল মাধব!।
কথং ন জিতবানাজাবহমেতৌ তপস্বিনৌ ॥ ৫৩ ॥
সংগ্রামস্তু ময়া দেব! কৃতঃ পূর্ণং শতং সমাঃ।
সুরাণাং ন জিতৌ কস্মাদিতি মে বিস্ময়ো মহান্ ॥ ৫৪ ॥

বিষ্ণুরুবাচ।

সিদ্ধাবিমৌ মদংশৌ চ বিস্ময়ঃ কোঽত্র মারিষ!।
তাপসৌ ন জিতাত্মানৌ নরনারায়ণৌ জিতৌ ॥ ৫৫ ॥
গচ্ছ ত্বং বিতলং রাজন্! কুরু ভক্তিং মমাচলাম্।
নাভ্যাং কুরু বিরোধং ত্বং তাপসাভ্যাং মহামতে! ॥ ৫৬ ॥

(হিরণ্যকশিপোঃ সুতঃ প্রহ্লাদঃ। তং বিষ্ণুম্ ॥ ৫২—৫৩ ॥)
সুরাণাং সুরৈঃ সাকমিত্যর্থঃ। ময়া শতং সমাঃ। শতসংবৎসরং সংগ্রামঃ কৃত এতাদৃশেন শূরেণ ময়া কস্মাদ্ধেতোর্ন জিতাবিতি মহান্বিস্ময়ঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥
(জিতাত্মানৌ তাপসৌ নরনারায়ণৌ ন জিতাবিত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৫—৫৬ ॥)

লেন ॥ ৪৮—৪৯ ॥ এইরূপে সেই আশ্রমে প্রহ্লাদ ও নারায়ণের দিব্য সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া সর্ব্বজীবের পরম বিস্ময়কব ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ৫০ ॥ তখন পীতবাসা চতুর্ভুজ গদাধর সত্বর প্রহ্লাদের সন্নিধানে আগমন করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। হিরণ্যকশিপুপুত্র প্রহ্লাদ, চতুর্ভুজ রমাকান্ত, পদ্মধারী চক্রধর নারায়ণকে সেইখানে সমাগত দেখিয়া, পরম ভক্তিসহকারে প্রণাম পুরঃসর কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন ॥ ৫১—৫২ ॥

হে দেবদেব! আপনি জগন্নাথ ও ভক্তবৎসল, হে মাধব! আমি দিব্য পূর্ণ শতবর্ষ ধরিয়া সংগ্রাম করিলাম তথাপি এই তপস্বী দুই জনকে সমরে পরাজয় করিতে পারিলাম না কেন? এ বিষয়ে আমার মহান্ বিস্ময় জন্মিয়াছে ॥ ৫৩—৫৪ ॥

বিষ্ণু বলিলেন, হে ক্ষমাশীল! এই নরনারায়ণ ঋষিদ্বয়, সিদ্ধ তাপস, জিতাত্মা এবং আমার অংশসম্ভূত; এজন্য তুমি ইহাঁদিগকে পরাজয় করিতে পার নাই, তাহাতে আর বিস্ময় কি আছে? হে রাজেন্দ্র! তুমি এক্ষণে পাতালে গমন কর এবং আমার প্রতি সেইরূপ অচলাভক্তি কর। হে মহামতে! তাপস দ্বয়ের সহিত তুমি আর বিরোধ করিও না ॥ ৫৫-৫৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যাজ্ঞপ্তো দৈত্যরাজো নির্যযাবসুরৈঃ সহ।
নরনারায়ণৌ ভূয়স্তপোযুক্তৌ বভূবতুঃ ॥ ৫৭ ॥*

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে নরনারায়ণাভ্যাং সহ প্রহ্লাদস্য সমরবর্ণনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

(দৈত্যরাজঃ প্রহ্লাদঃ অসুরৈঃ সহ নির্যযৌ নরনারায়ণাশ্রমাদিতি শেষঃ ॥ ৫৭ ॥)

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ বিষ্ণু কর্ত্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হইয়া অসুরগণের সহিত তথা হইতে নির্গত হইলেন এবং নরনারায়ণ দ্বয় ও পুনর্ব্বার তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে প্রহ্লাদ ও নরনারায়ণের সংগ্রাম বর্ণন নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

---

* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে সার্দ্ধ পঞ্চপঞ্চাশৎ শ্লোকঃ।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

সন্দেহোঽয়ং মহানত্র পরাশর্য্য ! কথানকে।
নরনারায়ণৌ শান্তৌ বৈষ্ণবাংশৌ তপোধনৌ ॥ ১ ॥
তীর্থাশ্রয়ৌ সত্ত্বযুক্তৌ বন্যাশনপরৌ সদা।
ধর্ম্মপুত্রৌ মহাত্মানৌ তাপসৌ সত্যসংস্থিতৌ ॥ ২ ॥
কথং রাগসমাযুক্তৌ জাতৌ যুদ্ধে পরস্পরম্।
সংগ্রামং চক্রতুঃ কস্মাৎ ত্যক্ত্বা তপিমনুত্তমাম্ ॥ ৩ ॥
প্রহ্লাদেন সমং পূর্ণং দিব্যবর্ষশতং কিল।
হিত্বা শান্তিসুখং যুদ্ধং কৃতবন্তৌ কথং মুনী * ॥ ৪ ॥
কথং তৌ চক্রতুর্যুদ্ধং প্রহ্লাদেন সমং মুনী।
কথয়স্ব মহাভাগ ! কারণং বিগ্রহস্য বৈ ॥ ৫ ॥

পঞ্চাশত্তিবথ শ্লোকৈর্হরয়ে ভৃগুণা পুনঃ।
শাপো দত্তো যতঃ কৃষ্ণো জাত ইত্যেতদীর্য্যতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়স্থকথাং শ্রুত্বাসম্ভাবিতমেতদিতি পুনঃ পুনর্বিমৃশ্য সংশয়বান্ পৃচ্ছতি জনমেজয়ঃ সন্দেহোঽয়মিতি ॥ ১—২ ॥

তপিং তপিক্রিয়াম্ ॥ ৩ ॥

বর্ষশতমিতি। অত্র তথোত্তরত্র যুদ্ধস্য শতসংবৎসরপরিমাণকত্বোক্ত্যা পূর্ব্বত্র দিব্যং সহস্রং স্থিত্যাত্র সহস্রশব্দোঽনেকপর্যায়ো বহূনামনুরোধস্য ন্যায্যত্বাৎ ॥ ৪—৫ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে পরাশরনন্দন ! আপনার পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার মহান্ সংশয় জন্মিয়াছে। নরনারায়ণ দুইজন ধর্ম্মপুত্র, তপোধন, শান্ত, বিষ্ণুর অংশ, তীর্থাশ্রয়ী, সত্ত্বগুণসম্পন্ন, সতত বন্যফলমূলাহারী মহাত্মা তাপস ও সত্যনিষ্ঠ, হইয়া কি রূপে সংগ্রামে এরূপ অনুরাগবান্ হইয়াছিলেন ? এবং কি হেতুই বা পরমকল্যাণকরী তপস্যা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ দিব্য সহস্র বৎসর ধরিয়া প্রহ্লাদের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। কি জন্যই বা শান্তি সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এরূপ দুঃখকর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ? ॥১—৪॥ হে মহাভাগ মুনিবর ! কি নিমিত্ত তাঁহারা প্রহ্লাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন ? আপনি সেই

---

* ঈদৃশৌ চেন্মনো জেতুং ন শক্তৌ মুনিসত্তমৌ। মাদৃশানাঞ্চ কা বার্ত্তা সমে গুণসমুদ্ভবে ॥
ন রাজ্যার্থে ন দ্রব্যার্থে ন নরাণাং সমাগমে। ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে।

কামিনী কনকং কার্য্যং কারণং বিগ্রহস্য বৈ।
যুদ্ধবুদ্ধিঃ কথং জাতা তয়োশ্চ তদ্বিরক্তয়োঃ ॥ ৬ ॥
তথাবিধং তপস্তপ্তং তাভ্যাঞ্চ কেন হেতুনা।
মোহার্থং সুখভোগার্থং স্বর্গার্থং বা পরন্তপ! ॥ ৭ ॥
কৃতমত্যুৎকটং তাভ্যাং তপঃ সর্ব্বফলপ্রদম্।
মুনিভ্যাং শান্তচিত্তাভ্যাং প্রাপ্তং কিং ফলমদ্ভুতম্ ॥ ৮ ॥
তপসা পীড়িতো দেহঃ সংগ্রামেণ পুনঃপুনঃ।
দিব্যবর্ষশতং পূর্ণং শ্রমেণ পরিপীড়িতৌ ॥ ৯ ॥
ন রাজ্যার্থে ধনে বাপি ন দারেষু গৃহেষু চ।
কিমর্থস্তু কৃতং যুদ্ধং তাভ্যাং তেন মহাত্মনা ॥ ১০ ॥
নিরীহঃ পুরুষঃ কস্মাৎ প্রকুর্য্যাদ্‌যুদ্ধমীদৃশম্।
দুঃখদং সর্ব্বথা দেহে জানন্ ধর্ম্মং সনাতনম্ ॥ ১১ ॥
সুবুদ্ধিঃ সুখদানীহ কর্ম্মাণি কুরুতে সদা।
ন দুঃখদানি ধর্ম্মজ্ঞ! স্থিতিরেষা সনাতনী ॥ ১২ ॥
ধর্ম্মপুত্রৌ হরেরংশৌ সর্ব্বজ্ঞৌ সর্ব্বভূষিতৌ।
কৃতবন্তৌ কথং যুদ্ধং দুঃখং ধর্ম্মবিনাশকম্ ॥ ১৩ ॥

(যুদ্ধবুদ্ধিরিতি। তদ্বিরক্তয়োঃ কামিনীকনকাদ্যনুরাগরহিতয়োঃ ॥ ৬—১০ ॥
নিরীহ ইতি। নিরীহঃ বিষয়বাসনাপরিহারাৎ তচ্চেষ্টারহিত ইত্যর্থঃ ॥ ১১—১৩ ॥)

বিগ্রহের কারণ আমার নিকট বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন ॥ ৫ ॥ কামিনী সুবর্ণ অথবা অন্য কোন বৈষয়িক কার্য্য বিগ্রহের কারণ হইয়া থাকে; কিন্তু, নরনারায়ণ মুনিদ্বয় এ সমস্ত বিষয়েই বিরাগী, তাঁহাদের ঐ সকল বিষয়ে কোনও প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না, তবে তাঁহাদের যুদ্ধবুদ্ধি কেন জন্মিয়াছিল? ॥ ৬ ॥ হে তপোধন! তাঁহারা কেনই বা সেইরূপ তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন? হে মুনিবর! তাঁহারা পরের মোহার্থ অথবা সুখভোগার্থ কিংবা স্বর্গলাভার্থ এই উৎকট সর্ব্বফলপ্রদ কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন? আর এই শান্তচিত্ত মুনিদ্বয় তপস্যার কি অদ্ভুত ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? ॥ ৭—৮ ॥ তাঁহারা তপস্যায় শীর্ণ দেহ হইয়াও পূর্ণ দিব্য সহস্র বৎসর পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম করিয়া, শ্রম দ্বারা পরিপীড়িত হইয়াছিলেন না কি? ॥ ৯ ॥ তাঁহারা রাজ্যলাভার্থ বা ধনলাভার্থ অথবা বনিতালাভের নিমিত্ত অথবা কোনও গৃহকার্য্যের নিমিত্ত এরূপ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন নাই, তবে কি নিমিত্ত তাহারা সেই মহাত্মা প্রহ্লাদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন? ॥ ১০ ॥ নিরীহ পুরুষ, ধর্ম্মকে সনাতন জানিয়াও কি নিমিত্ত এরূপ দেহদুঃখপ্রদ যুদ্ধে সর্ব্বতোভাবে প্রবৃত্ত হইবেন? ॥ ১১ ॥ হে ধর্ম্মজ্ঞ!

ত্যক্ত্বা তপঃসমাধিং তং সুখারামং মহৎফলম্।
সংযুগং দারুণং কৃষ্ণ! নৈব মূর্খোঽপি বাঞ্ছতি ॥ ১৪ ॥
শ্রুতো ময়া যযাতিস্তু চ্যুতঃ স্বর্গাৎ মহীপতিঃ।
অহঙ্কারভবাৎ পাপাৎ পাতিতঃ পৃথিবীতলে ॥ ১৫ ॥
যজ্ঞকৃদ্দানকর্ত্তা চ ধার্ম্মিকঃ পৃথিবীপতিঃ।
শব্দোচ্চারণমাত্রেণ পাতিতো বজ্রপাণিনা ॥ ১৬ ॥
অহঙ্কারমৃতে যুদ্ধং ন ভবত্যেব নিশ্চয়ঃ।
কিং ফলং তস্য যুদ্ধস্য মুনেঃ পুণ্যবিনাশনম্ ॥ ১৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

রাজন্! সংসারমূলং হি ত্রিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
অহঙ্কারস্তু সর্ব্বজ্ঞৈর্মুনিভির্ধর্ম্মনিশ্চয়ৈঃ ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন! তত্রৈবং সতি কারণান্তরাভাবাদ্যদ্যুদ্ধং কৃতং তৎ কেবলমহঙ্কারেণৈব কৃতমিতি নিশ্চীয়তে তদপাতিদোষকরম্। অহঙ্কারেণ কৃতস্যাতিদোষাধায়কত্বাৎ॥১৪॥

কিং তত্র প্রমাণমিতি চেত্তত্রাহ শ্রুতো ময়েতি ॥ ১৫ ॥

কীদৃশোঽহঙ্কারস্তস্যেতি চেত্তত্রাহ শব্দোচ্চারণমাত্রেণেতি। ময়া জ্যোতিষ্টোমঃ কৃতো ময়াশ্বমেধঃ কৃত ইতি সাভিনিবেশং কর্ম্মণামভিলাষঃ কৃতস্তাদৃশশব্দোচ্চারণমাত্রেণৈবেত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

নন্বু তেন যযাতিনাহঙ্কারঃ কৃতোঽস্তু নরনারায়ণাভ্যাং ত্বহঙ্কারো ন কৃত ইতি চেত্তত্রাহ অহঙ্কারমৃত ইতি। নিশ্চয় ইত্যত্র' ইতীতিশেষঃ। কিঞ্চ কিম্ফলমিতি তপোবলেন কৃতে যুদ্ধে পুণ্যবিনাশস্য স্পষ্টত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

সুবুদ্ধি ব্যক্তি সততই সুখপ্রদ কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহারা কখনই দুঃখপ্রদ কর্ম্ম করেন না, ইহাই সনাতনী সংসারমর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ॥ ১২ ॥ ধর্ম্মপুত্রদ্বয় হরির অংশ, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বসম্পদে বিভূষিত, তবে তাঁহারা দুঃখকর ও ধর্ম্মনাশক সংগ্রামে কেন প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন? ॥ ১৩ ॥ হে মহর্ষে! ইহ সংসারে মূর্খ ব্যক্তিও তাদৃশ সুখ ও আরাম জনক এবং সর্ব্বফলপ্রদ তপস্যা ও সমাধি পরিত্যাগ করিয়া দারুণ দুঃখদায়ক যুদ্ধ কামনা করে না ॥১৪॥ আমি শুনিয়াছি মহীপতি যযাতি যজ্ঞ দান ও ধর্ম্মনিরত রাজা হইয়াও অহঙ্কারজনিত পাপ হেতুই স্বর্গ হইতে পরিচ্যুত হইয়া পৃথিবীতলে পতিত হইয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥ আমি অশ্বমেধাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্ত্তা ইত্যাদি অহঙ্কার সূচক শব্দোচ্চারণমাত্রই বজ্রপাণি ইন্দ্র তাহাকে পাতিত করিয়াছিলেন, অতএব অহঙ্কার ব্যতিরেকে যুদ্ধ সংঘটিত হয় না, ইহাই স্থিরনিশ্চয়। হে মুনে! মুনিগণের দেহবল নাই, সুতরাং তাঁহাদিগকে তপোবল দ্বারাই যুদ্ধ করিতে হয়; অতএব মুনিগণ যুদ্ধ করিলে তপোবিনাশ ব্যতিরেকে আর তাহাতে কি ফল ফলিতে পারে? ॥ ১৬—১৭ ॥

স কথং মুনিনা ত্যক্তুং যোগ্যো দেহভৃতা কিল।
কারণেন বিনা কার্য্যং ন ভবত্যেব নিশ্চয়ঃ ॥ ১৯ ॥
তপো দানং তথা যজ্ঞাঃ সাত্ত্বিকাৎ প্রভবন্তি তে।
রাজসাদ্বা মহাভাগ! তামসাৎ কলহস্তথা ॥ ২০ ॥
ক্রিয়া স্বল্পাপি রাজেন্দ্র! নাহঙ্কারং বিনা কচিৎ।
শুভা বাপ্যশুভা বাপি প্রভবত্যপি নিশ্চয়ঃ ॥ ২১ ॥
অহঙ্কারাদ্‌বন্ধকারী নান্যোঽস্তি জগতীতলে।
তেনেদং রচিতং বিশ্বং কথং তদ্রহিতং ভবেৎ ॥ ২২ ॥
ব্রহ্মা রুদ্রস্তথা বিষ্ণুরহঙ্কারযুতাস্ত্রমী।
অন্যেষাং চৈব কা বার্ত্তা মুনীনাং বসুধাধিপ! ॥ ২৩ ॥
অহঙ্কারাবৃতং বিশ্বং ভ্রমতীদং চরাচরম্।
পুনর্জন্ম পুনর্মৃত্যুঃ সর্ব্বং কর্ম্মবশানুগম্ ॥ ২৪ ॥

ত্রিবিধঃ সাত্ত্বিকাদিভেদেন ॥ ১৮ ॥

কারণেন বিনেতি। কারণেনাহঙ্কারেণ বিনা রহিতং কার্য্যং জগদ্রূপং নৈব ভবতীতি নিশ্চয়স্তস্মাদ্রাজংস্ত্বয়া যদ্বিনিশ্চিতমহঙ্কারমৃতে যুদ্ধং ন ভবত্যেব নিশ্চয় ইতি তৎ সম্যগেবেতি ভাবঃ ॥ ১৯ ॥

যদ্যচ্চেষ্টিতং তৎ সর্ব্বমহঙ্কারেণৈবেত্যাহ তপো দানমিতি ॥ ২০ ॥

(ক্রিয়েতি। জগতোঽহঙ্কারকারণেনৈবাস্তুস্থাত্বাৎ স্বল্পাপি ক্রিয়া অহঙ্কারমৃতে ন ভবতীত্যর্থঃ। শুভা কল্যাণদায়িকা সাত্ত্বিকেতি ভাবঃ ॥ ২১—২৪ ॥)

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! ধর্ম্মে নিশ্চিতমতি সর্ব্বজ্ঞ মুনিগণ সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ অহঙ্কারকেই সংসারের কারণ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ১৮ ॥ অতএব, মুনিগণ দেহধারী হইয়া সেই অহঙ্কারকে কিরূপে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইবেন। কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না ইহা স্থিরনিশ্চয় জানিবেন ॥ ১৯ ॥ হে মহাভাগ! সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে তপস্যা দান ও যজ্ঞ এবং রাজস বা তামস অহঙ্কার হইতে কলহের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ২০ ॥ হে রাজেন্দ্র! অহঙ্কার ব্যতিরেকে এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডের কোন স্থানে স্বল্প মাত্রও ক্রিয়া উৎপন্ন হয় না। শুভই হউক আর অশুভই হউক অহঙ্কার হইতেই তাহা উৎপন্ন হয় ইহাই স্থির নিশ্চয় জানিবেন ॥ ২১ ॥ এই জগতীতলে অহঙ্কার ব্যতিরেকে আর অন্য কোনও বন্ধনকারক বস্তু নাই। অহঙ্কার কর্ত্তৃক এই বিশ্ব বিরচিত হইয়াছে, অতএব ইহা কিরূপে অহঙ্কার-বিরহিত হইতে পারে? ॥ ২২ ॥ হে রাজন্! যখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং রুদ্র, ইহাঁরাও অহঙ্কারযুক্ত, তখন ইহাঁদের হইতে ভিন্ন সামান্য মুনিগণ যে অহঙ্কারযুক্ত হইবেন তদ্বিষয়ে আর কি কথা আছে? ॥ ২৩ ॥ অহঙ্কার কর্ত্তৃক আবৃত হইয়া এই চরাচর

দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যাণাং সংসারেঽস্মিন্মহীপতে!।
রথাঙ্গবদসর্ব্বার্থং ভ্রমণং সর্ব্বদা স্মৃতম্ ॥ ২৫ ॥
বিষ্ণোরপ্যবতারাণাং সংখ্যাং জানাতি কঃ পুমান্।
বিততেঽস্মিংস্তু সংসার উত্তমাধমযোনিষু ॥ ২৬ ॥
নারায়ণো হরিঃ সাক্ষাৎ মাৎস্যং বপুরুপাশ্রিতঃ।
কামঠং শৌকরঞ্চৈব নারসিংহঞ্চ বামনম্ ॥ ২৭ ॥
যুগে যুগে জগন্নাথো বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ।
অবতারানসংখ্যাতান্ করোতি বিধিযন্ত্রিতঃ ॥ ২৮ ॥
বৈবস্বতে মহারাজ! সপ্তমে ভগবান্ হরিঃ।
মন্বন্তরেঽবতারান্ বৈ চক্রে তাঞ্ছৃণু তত্ত্বতঃ ॥ ২৯ ॥
ভৃগুশাপান্মহারাজ! বিষ্ণুর্দ্দেববরঃ প্রভুঃ।
অবতারাননেকাংস্তু কৃতবানখিলেশ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

রাজোবাচ।

সন্দেহোঽয়ং মহাভাগ! হৃদয়ে মম জায়তে।
ভৃগুণা ভগবান্ বিষ্ণুঃ কথং শপ্তঃ পিতামহ! ॥ ৩১ ॥
হরিণা চ মুনেস্তস্য বিপ্রিয়ং কিং কৃতং মুনে!।
যদ্রোষাদ্ভৃগুণা শপ্তো বিষ্ণুর্দ্দেবনমস্কৃতঃ ॥ ৩২ ॥

ভ্রমণং সর্ব্বদা স্মৃতমিতি। অহঙ্কারেণৈবেত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥
বিষ্ণোরপ্যবতারাণামিতি। অহঙ্কারাভিনিবেশাদেব বিষ্ণোরবতারা যে জাতাস্তেষাং সংখ্যামিত্যর্থঃ ॥ ২৬—৩০ ॥

বিশ্ব পরিভ্রমণ করিতেছে। পুনর্জন্ম ও পুনর্মৃত্যু প্রভৃতি সমস্তই কর্ম্মবশেই নিষ্পন্ন হইতেছে ॥ ২৪ ॥ হে মহীন্দ্র! দেবতা তির্য্যক্ ও মনুষ্যগণ এই সংসারে রথচক্রের ন্যায় সততই পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ২৫ ॥ এই সুবিস্তীর্ণ সংসারে উত্তম ও অধম যোনিতে ভগবান বিষ্ণুর অবতারের সংখ্যা যে কত হইতেছে তাহাই বা কে জানিতে পারে? ॥২৬॥ সাক্ষাৎ নারায়ণ হরি, বিধিকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া মৎস্য, কূর্ম্ম, শূকর, নৃসিংহ ও বামন দেহ আশ্রয় করিয়াছিলেন ॥ ২৭ ॥ বাসুদেব জগন্নাথ জনার্দ্দন যুগে যুগে অসংখ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥ মহারাজ! বৈবস্বত নামক সপ্তম মন্বন্তরে, ভগবান্ হরির যে সকল অবতার হইয়াছিল তৎসমুদায় যথাতত্ত্ব শ্রবণ করুন ॥ ২৯ ॥ হে রাজেন্দ্র! দেবতাপ্রবর অখিলেশ্বর বিভু বিষ্ণু, ভৃগু-শাপহেতু অনেক বার ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি ভৃগোঃ শাপস্য কারণম্।
পুরা কশ্যপদায়াদো হিরণ্যকশিপুর্নৃপঃ ॥ ৩৩ ॥
যদা তদাসুরৈঃ সার্দ্ধং কৃতং সখ্যং পরস্পরম্।
কৃতে সখ্যে জগৎ সর্ব্বং ব্যাকুলং সমজায়ত ॥ ৩৪ ॥
হতে তস্মিন্নৃপে রাজা প্রহ্লাদঃ সমজায়ত।
দেবান্ স পীড়য়ামাস প্রহ্লাদঃ শক্রকর্ষণঃ ॥ ৩৫ ॥
সংগ্রামো হ্যভবদ্দেবারঃ শক্রপ্রহ্লাদয়োস্তদা।
পূর্ণং বর্ষশতং রাজংল্লোকবিস্ময়কারকঃ ॥ ৩৬ ॥
দেবৈর্যুদ্ধং কৃতং চোগ্রং প্রহ্লাদস্তু পরাজিতঃ।
নির্ব্বেদং পরমং প্রাপ্তো জ্ঞাত্বা ধর্ম্মং সনাতনম্ ॥ ৩৭ ॥
বিরোচনসুতং রাজ্যে প্রতিষ্ঠাপ্য বলিং নৃপ!।
জগাম স তপস্তপ্তুং পর্ব্বতে গন্ধমাদনে ॥ ৩৮ ॥
প্রাপ্য রাজ্যং বলিঃ শ্রীমান্ সুরৈর্বৈরং চকার হ।
ততঃ পরস্পরং যুদ্ধং জাতং পরমদারুণম্ ॥ ৩৯ ॥

প্রশ্নবীজমুপলভ্য রাজোবাচ সন্দেহোঽয়মিতি ॥ ৩১—৩৩ ॥

রাজা কহিলেন, মহাভাগ! আমার হৃদয়ে আবার এক মহাসংশয় উৎপন্ন হইল, ভগবান্ ভৃগু বিষ্ণুকে কি হেতু অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন? ॥ ৩১ ॥ হে মুনে! ভগবান্ হরিই বা তাঁহার কি অনিষ্ট সাধন করিয়াছিলেন, যদ্দ্বারা দেবতাগণের নমস্কৃত জনার্দ্দন বিষ্ণু ভৃগুকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিলেন? ॥ ৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! ভৃগুর অভিশাপ প্রদানের কারণ কহিতেছি শ্রবণ করুন। পূর্ব্বকালে কশ্যপপুত্র রাজা হিরণ্যকশিপু যখন তখন সুরগণের সহিত সমর করিতেন। এইরূপ নিরত সংগ্রামে অখিল জগৎ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল ॥৩৩—৩৪॥ তদনন্তর দৈত্যপতি নৃসিংহকর্ত্তৃক নিহত হইলে শত্রুতাপন প্রহ্লাদ রাজা হইয়া পিতৃশত্রু দেবগণকে পরিপীড়িত করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥ তখন দেবরাজ ও দৈত্যরাজের শতবৎসর ব্যাপিয়া লোকবিস্ময়কর ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥ রাজন্! এই যুদ্ধে দেবতারাই উগ্রতর যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং প্রহ্লাদ পরাজিত হইয়াছিলেন। তখন প্রহ্লাদ অতিশয় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া সনাতন ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ জানিতে পারিয়া বিরোচনপুত্র বলিকে রাজ্য প্রদান পূর্ব্বক তপস্যা করিবার নিমিত্ত গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন ॥ ৩৭—৩৮ ॥ বলিও রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া দেবগণের সহিত শত্রুতা করিতে লাগিল। অনন্তর, পরস্পর

ততঃ সুরৈর্জ্জিতা দৈত্যা ইন্দ্রেণামিততেজসা ।
বিষ্ণুনা চ সহায়েন রাজ্যভ্রষ্টাঃ কৃতা নৃপ ! ॥ ৪০ ॥
ততঃ পরাজিতা দৈত্যাঃ কাব্যস্য শরণং গতাঃ ।
কিং ত্বং ন কুরুষে ব্রহ্মন্ ! সাহায্যং নঃ প্রতাপবান্ ॥ ৪১ ॥
স্থাতুং ন শক্নুমো হ্যত্র প্রবিশামো রসাতলম্ ।
যদি ত্বং ন সহায়োঽসি ত্রাতুং মন্ত্রবিদুত্তমঃ ॥ ৪২ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ইত্যুক্তঃ সোঽব্রবীদ্দৈত্যান্ কাব্যঃ কারুণিকো মুনিঃ ।
মা ভৈষ্ট ধারয়িষ্যামি তেজসা স্বেন ভোঽসুরাঃ ॥ ৪৩ ॥
মন্ত্রৈস্তথৌষধীভিশ্চ সাহায্যং বঃ সদৈব হি ।
করিষ্যামি কৃতোৎসাহা ভবন্তু বিগতজ্বরাঃ ॥ ৪৪ ॥

ব্যাস উবাচ ।

ততস্তে নির্ভয়া জাতা দৈত্যাঃ কাব্যস্য সংশ্রয়াৎ ।
দেবৈঃ শ্রুতস্তু বৃত্তান্তঃ সর্ব্বশ্চারমুখাৎ কিল ॥ ৪৫ ॥

যদেতি । অভবদিতিশেষঃ । সঙ্খ্যং যুদ্ধম্ ॥ ৩৭—৪৬ ॥

ঘোরতর সংগ্রাম চলিলে সুরগণ অসুরগণকে পরাজিত করিলেন ॥ ৩৯—৪০ ॥ হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর অমিততেজা ইন্দ্র বিষ্ণুর সাহায্যে দৈত্যগণকে রাজ্যভ্রষ্ট করিলে পরাজিত দৈত্যগণ কুলগুরু শুক্রাচার্য্যের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে কহিল, ব্রহ্মন্ ! আপনি তপোবলসম্পন্ন ও প্রতাপবান্, আপনি দৈত্যকুলের সাহায্য করিতেছেন না কেন? হে মন্ত্রবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য ! আপনি আমাদের পরিত্রাণের নিমিত্ত যদি সহায়তা না করেন তবে আর আমরা অবনীতলে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতেছি না, আমাদের শীঘ্রই রসাতলে প্রবেশ করিতে হইবে ॥ ৪১—৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! দৈত্যগণ এইরূপ বলিলে পর পরম করুণাময় মুনিবর শুক্র তাহাদিগকে কহিলেন, দৈত্যগণ ! তোমরা ভয় করিও না, আমি স্বীয় তেজ দ্বারা তোমাদিগকে রক্ষা করিব এবং মন্ত্র ও ঔষধ দ্বারা তোমাদের সাহায্য করিব ; তোমরা উৎসাহান্বিত হও এবং মনের দুঃখ ও সন্তাপ দূর কর ॥ ৪৩—৪৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্ ! তদনন্তর দৈত্যগণ শুক্রের আশ্রয় লাভ করিয়া নির্ভয় হইল। দেবগণ এই সমস্ত বৃত্তান্ত চারমুখে অবগত হইলেন এবং ইন্দ্রের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এই স্থির করিলেন যে, দৈত্যগণ শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রের প্রভাবে আমাদিগকে রাজ্যচ্যুত না করিতে

তত্র সংমন্ত্র্য তে দেবাঃ শক্রেণ চ পরস্পরম্।
মন্ত্রং চক্রুঃ সুসংবিগ্নাঃ কাব্যমন্ত্রপ্রভাবতঃ ॥ ৪৬ ॥
যোদ্ধুং গচ্ছামহে তূর্ণং যাবন্ন চ্যাবয়ন্তি বৈ।
প্রসহ্য হত্বা শিষ্টাংস্তু পাতালং প্রাপয়ামহে ॥ ৪৭ ॥
দৈত্যান্ জগ্মুস্ততো দেবাঃ সংক্রুষ্টাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ।
জঘ্নুস্তান্ বিষ্ণুসহিতা দানবান্ হরিণোদিতাঃ ॥ ৪৮ ॥
বধ্যমানাস্তু তে দৈত্যাঃ সন্ত্রস্তা ভয়পীড়িতাঃ।
কাব্যস্য শরণং জগ্মূ রক্ষ রক্ষেতিচাব্রুবন্ ॥ ৪৯ ॥
তান্ শুক্রঃ পীড়িতান্ দৃষ্ট্বা দেবৈর্দৈত্যান্মহাবলান্।
মা ভৈষ্টেতি বচঃ প্রাহ মন্ত্রৌষধবলান্বিতঃ।
দৃষ্ট্বা কাব্যং সুরাঃ সর্ব্বে ত্যক্ত্বা তান্ প্রযযুঃ কিল ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুং প্রতি ভৃগুশাপস্য প্রশ্নবীজকথনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

যাবন্ন চ্যাবয়ন্তি বৈ ইতি। যাবদ্দৈত্যা মন্ত্রবলেনাস্মান্ স্বস্থানাচ্চ্যাবয়ন্তি তাবদিত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৪৯ ॥

তান্ প্রযযুঃ কিলেতি। তান্দৈত্যানিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

করিতেই আমরা অতিসত্বর তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করি। এইরূপে সহসা আক্রমণ করত বিনাশ করিয়া অবশিষ্ট অসুরদিগকে পাতালতলে প্রবেশ করাইব ॥৪৫-৪৭॥ দেবগণ এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক রোষভরে দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে গমন করিলেন এবং ইন্দ্র কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বিষ্ণুর সহিত দৈত্যদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন ॥৪৮॥ এইরূপে দেবগণ দৈত্যগণকে বধ করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া 'হে প্রভু রক্ষা করুন্ রক্ষা করুন্' এই বলিয়া শুক্রের শরণাগত হইল ॥ ৪৯ ॥ শুক্রাচার্য্য সেই মহাবল দৈত্যগণকে দেবগণ কর্ত্তৃক পরিপীড়িত দেখিয়া মন্ত্রৌষধ প্রভাবে 'ভয় নাই, ভয় নাই' এই বাক্য উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন। অনন্তর, দেবগণ শুক্রাচার্য্যকে দর্শন করিয়া অসুরগণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্র শ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুর প্রতি ভৃগুর শাপপ্রদানের প্রশ্নবীজ বর্ণন নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তথা গতেষু দেবেষু কাব্যস্তান্ প্রত্যুবাচ হ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বমুক্তং যচ্ছৃণুধ্বং দানবোত্তমাঃ ॥ ১ ॥
বিষ্ণুর্দ্দৈত্যবধে যুক্তো হনিষ্যতি জনার্দ্দনঃ।
বারাহরূপমাস্থায় হিরণ্যাক্ষো যথা হতঃ ॥ ২ ॥
যথা নৃসিংহরূপেণ হিরণ্যকশিপুর্হতঃ।
তথা সর্ব্বান্ কৃতোৎসাহো হনিষ্যতি ন চান্যথা ॥ ৩ ॥
ন মে মন্ত্রবলং সম্যক্ প্রতিভাতি যথা হরিম্।
জেতুং যূয়ং সমর্থাঃ স্ম ময়া ত্রাতাঃ সুরানথ ॥ ৪ ॥
তস্মাৎ কালং প্রতীক্ষধ্বং কিয়ন্তং দানবোত্তমাঃ।
অহমদ্য মহাদেবং মন্ত্রার্থং প্রব্রজামি বৈ ॥ ৫ ॥

সপ্তাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্যৈঃ শুক্রঋষেরথ।
মন্ত্রলাভার্থগমনকথা সম্যগিহোচ্যতে ॥

এবং কাব্যমন্ত্রসামর্থ্যবশাদ্দেবেষু গতেষু ততো দৈত্যানাহূয় কাব্য উবাচেত্যাহ তথা-গতেষ্বিতি ॥ ১—২ ॥

ন চান্যথেত্যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

তস্মান্নৈতয়া বিদ্যমানয়া সামগ্র্যা তেষাং পরাজয়ো ভবিষ্যতীত্যভিপ্রায়েণাহ ন মে মন্ত্রবলমিতি। সুরানথ সুরানপি জেতুং সমর্থা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪—৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দেবগণ শুক্রাচার্য্যকে দর্শন করিয়া সমর পরিহার পূর্ব্বক প্রস্থান করিলে, শুক্রাচার্য্য দানবগণকে, সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে দনুজগণ! পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ জনার্দ্দন বিষ্ণু দৈত্যবধে নিযুক্ত হইয়া সমস্ত দৈত্যগণকেই নিহত করিবেন। পূর্ব্বে তিনি বরাহরূপ ধারণ করিয়া অসুরবর হিরণ্যাক্ষকে যেরূপে সংহার করিয়াছিলেন, নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক হিরণ্যকশিপুকে যেরূপে নিহত করিয়াছিলেন; এক্ষণে, সেইরূপে উৎসাহান্বিত হইয়া সমস্ত দৈত্যগণকে নিহত করিবেন, সন্দেহ নাই ॥ ২-৩ ॥ এক্ষণে, আমার মন্ত্রবল হরির নিকট সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হইবে না। আর আমি তোমাদিগকে রক্ষা করিলে পর তবে তোমরা সুরগণকে জয় করিতে সমর্থ হইবে; অতএব, হে দানবোত্তমগণ! কিছুকাল প্রতীক্ষা কর আমি অদ্যই মন্ত্র প্রাপ্তির নিমিত্ত মহাদেবের নিকট গমন

প্রাপ্য মন্ত্রান্মহাদেবাদাগমিষ্যামি সাম্প্রতম্।
যুষ্মভ্যং তান্ প্রদাস্যামি যথার্থন্দানবোত্তমাঃ! ॥ ৬ ॥

দৈত্যা ঊচুঃ।

পরাজিতাঃ কথং স্থাতুং পৃথিব্যাং মুনিসত্তম!।
শক্তা ভবামোঽপ্যবলাস্তাবৎ কালং প্রতীক্ষিতুম্ ॥ ৭ ॥
নিহতা বলিনঃ সর্ব্বে কেচিচ্ছিষ্টাশ্চ দানবাঃ।
নাদ্য যুক্তাশ্চ সংগ্রামে স্থাতুমেবং সুখাবহাঃ* ॥ ৮ ॥

শুক্র উবাচ।

যাবদহং মন্ত্রবিদ্যামানয়িষ্যামি শঙ্করাৎ।
তাবদ্ভবদ্ভিঃ স্থাতব্যং তপোযুক্তৈঃ শমান্বিতৈঃ ॥ ৯ ॥
সামদানাদয়ঃ প্রোক্তা বিদ্বদ্ভিঃ সময়োচিতাঃ।
দেশং কালং বলং বীরৈর্জ্ঞাত্বা শক্তিবলং বুধৈঃ ॥ ১০ ॥
সেবাথ সময়ে কার্য্যা শত্রূণাং শুভকাম্যয়া।
স্বশক্ত্যুপচয়ে কালে হন্তব্যাস্তে মনীষিভিঃ ॥ ১১ ॥

ইতি দৈত্যবাক্যং শ্রুত্বা শুক্র আহ যাবদহমিতি ॥ ৯—১২ ॥

করিব ॥ ৪—৫ ॥ অনন্তর, আমি সেই স্থান হইতে মন্ত্র লাভ করিয়া সত্বরই প্রত্যাগমন করিতেছি। হে দানবোত্তমগণ! আমি সেই মন্ত্রবলে তোমাদিগকে যথার্থরূপে রক্ষা করিব ॥ ৬ ॥

দৈত্যগণ কহিল, মুনিবর! আমরা পরাজিত ও দুর্ব্বল হইয়াছি, এক্ষণে অবনীতে অবস্থান পূর্ব্বক তাবৎ কাল প্রতীক্ষা করিতে কিরূপে সমর্থ হইব? ॥ ৭ ॥ আমাদের মধ্যে যাহারা বলশালী ছিলেন, তাহারা সকলেই নিহত হইয়াছেন, আমরা এক্ষণে স্বল্পমাত্র দানব অবশিষ্ট আছি। এরূপ অবস্থায় আমাদিগের সমরে, অবস্থান যুক্তিযুক্ত ও শুভকর বলিয়া বোধ হইতেছে না ॥ ৮ ॥

শুক্র কহিলেন, আমি মহাদেবের নিকট হইতে মন্ত্রবিদ্যা-গ্রহণ করিয়া যে পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন না করি, তাবৎকাল তোমরা শান্তিসমন্বিত ও তপস্যায় নিযুক্ত হইয়া অবস্থিতি কর ॥ ৯ ॥ পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন যে, বীরগণ সাম দান ভেদ ও দণ্ড এই চারি প্রকার উপায়কে সময়ানুসারে দেশ, কাল, বল ও সামর্থ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবেন ॥ ১০ ॥ কল্যাণকামী ব্যক্তিগণ সময়ের গতি অনুসারে শত্রুগণেরও সেবা করিবে; কিন্তু, যখন দেখিবে যে, নিজ শক্তির সম্যক্ বৃদ্ধি হইয়াছে তখন শত্রুগণকে বিনাশ করিতে সচেষ্ট হইবে ॥ ১১ ॥

---

* নাদ্য যুক্তম্ সংগ্রামো যুক্তমেব সুখাবহম্। ইতি বা পাঠঃ।

তদদ্য বিনয়ং কৃত্বা সামপূর্ব্বং ছলেন বৈ।
তিষ্ঠধ্বং স্বনিকেতেষু মদাগমনকাঙ্ক্ষয়া ॥ ১২ ॥
প্রাপ্য মন্ত্রান্মহাদেবাদাগমিষ্যামি দানবাঃ।
যুধ্যামহে পুনর্দ্দেবান্মান্ত্রমাস্থায় বৈ বলম্ ॥ ১৩ ॥
ইত্যুক্ত্বাথ ভৃগুস্তেভ্যো জগাম কৃতনিশ্চয়ঃ।
মহাদেবং মহারাজ ! মন্ত্রার্থং মুনিসত্তমঃ ॥ ১৪ ॥
দানবাঃ প্রেষয়ামাসুঃ প্রহ্লাদং সুরসন্নিধৌ।
সত্যবাদিনমব্যগ্রং সুরাণাং প্রত্যয়প্রদম্ ॥ ১৫ ॥
প্রহ্লাদস্তু সুরান্ প্রাহ প্রশ্রয়াবনতো নৃপঃ।
অসুরৈঃ সহিতস্তত্র বচনং নম্রতাযুতম্ ॥ ১৬ ॥
ন্যস্তশস্ত্রা বয়ং সর্ব্বে নিঃসন্নাহাস্তথৈব চ।
দেবাস্তপশ্চরিষ্যামঃ সংবৃতা বল্কলৈর্যুতাঃ ॥ ১৭ ॥
প্রহ্লাদস্য বচঃ শ্রুত্বা সত্যাভিব্যাহৃতং তু তৎ।
ততো দেবা ন্যবর্ত্তন্ত বিজ্বরা মুদিতাশ্চ তে ॥ ১৮ ॥

মান্ত্রং মন্ত্রজন্যং বলমাস্থায়াশ্রিত্যেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥
ভৃগুর্ভৃগুপুত্রঃ শুক্র ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥
কাব্যে গতে দেবা আগত্যাস্মান্নাশয়িষ্যন্তীতি ভিয়া সামার্থং প্রহ্লাদং প্রেষয়ামাসুরিত্যাহ দানবা ইতি ॥ ১৫ ॥
নম্রতাযুতং নম্রমিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥
নিঃসন্নাহা যুদ্ধার্থং নিরুদ্যোগাঃ অতো যুষ্মাভির্বৈরং বিহায় দয়া বিধেয়েত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

অতএব এক্ষণে বিনয়সহকারে ছল প্রকাশ পূর্ব্বক সাম অবলম্বন করিয়া আমার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া নিজ নিকেতনে অবস্থান কর ॥ ১২ ॥ হে দানবগণ ! আমি মহাদেবের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক আগমন করিলে তখন মন্ত্রবলসমন্বিত হইয়া পুনর্ব্বার দেবগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিব ॥ ১৩ ॥

রাজন্ ! শুক্রাচার্য্য এই বলিয়া মন্ত্র আনয়নে কৃতনিশ্চয় হইয়া মহাদেবের নিকট গমন করিলেন ॥ ১৪ ॥ এদিকে দানবগণ সন্ধি করিবার নিমিত্ত সত্যবাদী, সুস্থিরচিত্ত, বিশেষত সুরগণের বিশ্বাসপ্রদ প্রহ্লাদকে সুরগণের সন্নিধানে, প্রেরণ করিল ॥ ১৫ ॥ রাজবর প্রহ্লাদ অসুরগণের সহিত বিনয়াবনত হইয়া অতি বিনয়সহকারে দেবগণকে এইরূপ বাক্য বলিলেন ॥ ১৬ ॥ অমরগণ ! এক্ষণে আমরা সকলেই অস্ত্র ও বর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে আমরা বল্কল ধারণ পূর্ব্বক তপস্যার অনুষ্ঠান করিব ইহাই আমাদের ইচ্ছা ॥ ১৭ ॥ দেবগণ প্রহ্লাদের সেই সত্যবচন শ্রবণ করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং সংগ্রাম-

ন্যস্তশস্ত্রেষু দৈত্যেষু বিনিবৃত্তাস্তদা সুরাঃ।
বিশ্রব্ধাঃ স্বগৃহান্ গত্বা ক্রীড়াসক্তাঃ সুসংস্থিতাঃ ॥ ১৯ ॥
দৈত্যা দম্ভং সমালম্ব্য তাপসাস্তপিসংযুতাঃ।
কশ্যপস্যাশ্রমে বাসং চক্রুঃ কাব্যাগমেচ্ছয়া ॥ ২০ ॥
কাব্যো গত্বাথ কৈলাসং মহাদেবং প্রণম্য চ।
উবাচ বিভুনা পৃষ্টঃ কিং তে কার্য্যমিতি প্রভুঃ ॥ ২১ ॥

শুক্র উবাচ।

মন্ত্রানিচ্ছাম্যহং দেব! যে ন সন্তি বৃহস্পতৌ।
পরাজয়ায় দেবানামসুরাণাং জয়ায় চ ॥ ২২ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য সর্ব্বজ্ঞঃ শঙ্করঃ শিবঃ।
চিন্তয়ামাস মনসা কিং কর্ত্তব্যমতঃ পরম্ ॥ ২৩ ॥
সুরেষু দ্রোহবুদ্ধ্যাসৌ মন্ত্রার্থমিহ সাম্প্রতম্।
প্রাপ্তঃ কাব্যো গুরুস্তেষাং দৈত্যানাং বিজয়ায় চ ॥ ২৪ ॥
রক্ষণীয়া ময়া দেবা ইতি সঞ্চিন্ত্য শঙ্করঃ।
দুষ্করং ব্রতমত্যুগ্রং তমুবাচ মহেশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥

সত্যমভিব্যাহৃতং ভাষণং প্রহ্লাদস্য তচ্ছ্রুত্বা দেবা স্বর্বস্ত যুদ্ধাদিতি শেষঃ। মুদিতাশ্চা-ভবন্নিত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥
তপিসংযুতাঃ তপঃক্রিয়াযুক্তাঃ ॥ ২০—২১ ॥

জনিত দুঃখ সন্তাপ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আনন্দিত হইলেন ॥ ১৮ ॥ দৈত্যগণ, শস্ত্র পরিত্যাগ করিলে দেবগণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া বিশ্বস্তচিত্তে গৃহে গমন পূর্ব্বক সুস্থিরচিত্তে আমোদ প্রমোদে রত হইলেন ॥ ১৯ ॥ দৈত্যগণ ও দম্ভ অবলম্বন পূর্ব্বক তপোনিরত তাপস হইয়া কাব্যের আগমন আকাঙ্ক্ষায় কশ্যপের আশ্রমে বাস করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥ এদিকে, শুক্রাচার্য্য কৈলাসে গমন পূর্ব্বক মহাদেবকে প্রণাম করিলে মহেশ্বর তাঁহার আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন কাব্য কহিলেন, দেব! যে সকল মন্ত্র বৃহস্পতির নিকট নাই, আমি দেবগণের পরাজয় ও অসুরগণের জয়ের নিমিত্ত, সেই সকল মন্ত্র গ্রহণ করিতে কামনা করিতেছি ॥ ২১—২২ ॥

রাজন্! কল্যাণপ্রদ সর্ব্বজ্ঞ মহাদেব, তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া 'অতঃপর কি কর্ত্তব্য' মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে, দৈত্যগুরু শুক্র সুরগণের প্রতি বিদ্রোহাচরণ করিবে এইরূপ বুদ্ধি করিয়া, অসুরগণের

পূর্ণং বর্ষসহস্রন্তু কণধূমমবাক্‌শিরাঃ।
যদি পাস্যসি ভদ্রং তে ততো মন্ত্রানবাপ্স্যসি ॥ ২৬ ॥
ইত্যুক্তোঽসৌ প্রণম্যেশং বাঢমিত্যব্রবীদ্বচঃ।
ব্রতং চরাম্যহং দেব ত্বয়াজ্ঞপ্তঃ সুরেশ্বর ! ॥ ২৭ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা শঙ্করং কাব্যশ্চকার ব্রতমুত্তমম্।
ধূমপানরতঃ শান্তো মন্ত্রার্থং কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ২৮ ॥
ততো দেবাঃ পরিজ্ঞায় কাব্যং ব্রতরতং তদা।
দৈত্যান্ দম্ভরতাংশ্চৈব বভূবুর্মন্ত্রতৎপরাঃ ॥ ২৯ ॥
বিচার্য্য মনসা সর্ব্বে সংগ্রামায়োদ্যতা নৃপ !।
যযুর্ধৃতায়ুধাস্তত্র যত্র তে দানবোত্তমাঃ ॥ ৩০ ॥
তানাগতান্ সমীক্ষ্যাথ সায়ুধান্দংশিতাংস্তথা।
আসংস্তে ভয়সংবিগ্না দৈত্যা দেবান্ সমন্ততঃ ॥ ৩১ ॥

অসুরাণাং জয়ায় চেতি। প্রভুঃ শুক্রাচার্য্য উবাচেতি শেষঃ ॥ ২২—২৫ ॥

অবাক্‌শিরাঃ সন্ কণধূমং যদি পাস্যসীত্যর্থঃ। এতদ্‌ব্রতং কঠিনময়ং ন করিষ্যতি ততো মন্ত্রানপি ন দাস্যামীতি ভাবঃ ॥ ২৬—২৮ ॥

মন্ত্রতৎপরা বিচারনিষ্ঠাঃ ॥ ২৯—৩১ ॥

বিজয়ের নিমিত্ত আমার নিকট মন্ত্রগ্রহণ মানসে আগমন করিয়াছে ॥২৩—২৪॥ কিন্তু, দেবগণকে রক্ষা করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য; তিনি এইরূপ বিবেচনা করিয়া কাব্যকে এক দুষ্কর ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন যে, পূর্ণ সহস্র বৎসর উর্দ্ধপদ ও নিম্নশিরাঃ হইয়া যদি কণধূম (তুষের ধূম) পান করিতে পার তবে তোমার কামনা পূর্ণ হইবে এবং তদ্দ্বারা মন্ত্রলাভ করিতে পারিবে ॥ ২৫—২৬ ॥ শুক্রাচার্য্য এইরূপে উক্ত হইয়া মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়া; সুরেশ্বর আপনি যেরূপ অনুমতি করিতেছেন আমি সেইরূপ ব্রতেরই অনুষ্ঠান করিব, এই বলিয়া তাহা স্বীকার করিলেন ॥ ২৭ ॥

রাজন্! শুক্রাচার্য্য মহাদেব নিকটে এইরূপ স্বীকার করত মন্ত্রজন্য কৃতনিশ্চয় হইলেন এবং শমগুণ অবলম্বন পূর্ব্বক ধূমপানে নিরত হইয়া সেই কঠোরতর অত্যুত্তম ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥২৮॥ তদনন্তর দেবগণ শুক্রাচার্য্যকে ব্রতনিরত ও দৈত্যদিগকে দম্ভযুক্ত জানিতে পারিয়া মন্ত্রণার তৎপর হইলেন ॥২৯॥ হে নরেন্দ্র! দেবগণ মনে মনে বিচার করিয়া, যেখানে দানবপ্রবরগণ অবস্থিতি করিতেছিল, অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সমরে উদ্যত হইয়া সেই স্থানে গমন করিলেন ॥ ৩০ ॥ দৈত্যগণ, দেবগণকে আয়ুধ ও কবচ ধারণ পুরঃসর

উৎপেতুঃ সহসা তে বৈ সন্নদ্ধান্ ভয়কর্শিতাঃ।
অব্রুবন্ বচনং তথ্যং তে দেবান্ বলদর্পিতান্ ॥ ৩২ ॥
ন্যস্তশস্ত্রে ভয়বতি আচার্য্যে ব্রতমাস্থিতে।
দত্ত্বাভয়ং পুরা দেবাঃ সম্প্রাপ্তা নো জিঘাংসয়া ॥ ৩৩ ॥
সত্যং বঃ ক গতং দেবা ধর্ম্মশ্চ শ্রুতিনোদিতঃ।
ন্যস্তশস্ত্রা ন হন্তব্যা ভীতাশ্চ শরণং গতাঃ ॥ ৩৪ ॥

দেবা ঊচুঃ।

ভবদ্ভিঃ প্রেষিতঃ কাব্যো মন্ত্রার্থং কুহকেন চ।
তপো জ্ঞাতং হি যুষ্মাকং তেন যুধ্যামহে ভৃশম্ ॥ ৩৫ ॥
সজ্জা ভবন্তু যুদ্ধায় সংরব্ধাঃ শস্ত্রপাণয়ঃ।
শত্রুশ্ছিদ্রেণ হন্তব্য এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥ ৩৬ ॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং দৈত্যা বিচার্য্য চ পরস্পরম্।
পলায়নপরাঃ সর্ব্বে নির্গতা ভয়বিহ্বলাঃ ॥ ৩৭ ॥

উৎপেতুর্দ্দেবান্ প্রত্যাজগ্মুঃ। সন্নদ্ধান্ শস্ত্রাস্ত্রৈর্যুক্তান্ ॥ ৩২ ॥
ন্যস্তশস্ত্রে ইতি। এতেষু পুরা প্রথমমভয়ং দত্ত্বা পুনর্জ্জিঘাংসয়ানোঽস্মান্ প্রাপ্তা ইদং কিমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩—৩৪ ॥

চারিদিক্ হইতে সমাগত দেখিয়া ভয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল ॥ ৩১ ॥ তাহারা দেবগণকে সহসা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত দেখিয়া চমকিয়া উঠিল এবং ভয়ে কাতর হইয়া বলদর্পিত দেবগণকে নাতিগর্ভ বাক্য সকল বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩২ ॥ দেবগণ! আমরা অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছি, আমাদের আচার্য্যদেব ব্রতনিরত হইয়াছেন, আর আপনারা পূর্ব্বে আমাদিগকে অভয় প্রদান করিয়াছেন, তবে কি জন্য একণে আমাদিগকে নিধন করিবার নিমিত্ত সুসজ্জিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ৩৩ ॥ দেবগণ! আপনাদিগের সত্য ও শ্রুতিবিহিত ধর্ম্ম কোথায় গেল? শ্রুতিতে উক্ত আছে যে ন্যস্তশস্ত্র, ভীত ও শরণাগত ব্যক্তিগণকে বিনাশ করিবে না। সেই ধর্ম্ম আপনারা পরিত্যাগ করিতেছেন কেন? ॥ ৩৪ ॥

দেবগণ কহিলেন, তোমরা মন্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত শুক্রাচার্য্যকে ছল পূর্ব্বক প্রেরণ করিয়াছ, তোমাদিগের দুষ্টভাব সংযুক্ত তপস্যা আমরা জানিতে পারিয়াছি; অতএব একণে, আমরা তোমাদের সহিত নিশ্চয়ই যুদ্ধ করিব ॥ ৩৫ ॥ তোমরা এখন যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া সুসজ্জিত হও। দেখ, 'ছিদ্র পাইলেই শত্রুদিগকে নিহত করিবে' ইহাই সনাতন ধর্ম্ম ॥ ৩৬ ॥

শরণং দানবা জগ্মুর্ভীতাস্তে কাব্যমাতরম্।
দৃষ্ট্বা তানতিসন্তপ্তানভয়ং চ দদাবথ ॥ ৩৮ ॥

কাব্যমাতোবাচ।

ন ভেতব্যং ন ভেতব্যং ভয়ং ত্যজত দানবাঃ।
মৎসন্নিধৌ বর্ত্তমানান্ন ভীর্ভবিতুমর্হতি ॥ ৩৯ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং দৈত্যাঃ স্থিতাস্তত্র গতব্যথাঃ।
নিরায়ুধা হ্যসম্ভ্রান্তাস্তত্রাশ্রমবরেঽসুরাঃ ॥ ৪০ ॥
দেবাস্তান্ বিদ্রুতান্ বীক্ষ্য দানবাংস্তে পদানুগাঃ।
অভিজগ্মুঃ প্রসহ্যৈতানবিচার্য্য বলাবলম্ ॥ ৪১ ॥
তত্রাগতাঃ সুরাঃ সর্ব্বে হন্তুং দৈত্যান্ সমুদ্যতাঃ।
বারিতাঃ কাব্যমাত্রাপি জঘ্নুস্তানাশ্রমস্থিতান্ ॥ ৪২ ॥
হন্যমানান্ সুরৈর্দৃষ্ট্বা কাব্যমাতাতিকোপিতা।
উবাচ সর্ব্বান্ সনিদ্রাংস্তপসা বৈ করোম্যহম্ ॥ ৪৩ ॥
ইত্যুক্ত্বা প্রেরিতা নিদ্রা তানাগত্য পপাত চ।
সেন্দ্রা নিদ্রাবশং যাতা দেবা মূকবদাস্থিতাঃ ॥ ৪৪ ॥

কুহকেন কপটেন তেন হেতুনা ভবতাং তপো দুষ্টভাবেন বর্ত্তত ইত্যস্মাভির্জ্ঞাতং তেন কারণেন দুষ্টান্ প্রতি দুষ্টা ভূত্বা যুধ্যামহে যুদ্ধং কুর্ম্ম ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫—৪০ ॥
পদং পদপঙ্‌ক্তিমনুলক্ষ্য লক্ষীকৃত্য গচ্ছন্তোঽভিজগ্মুঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দৈত্যগণ দেবগণের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক পরস্পর বিচার করিয়া সকলেই ভয়বিহ্বল হইল এবং সেই স্থান হইতে নির্গত হইয়া পলায়ন করিল ॥ ৩৭ ॥ দানবগণ ভীত হইয়া শুক্রমাতার শরণাপন্ন হইলে শুক্রজননী তাহাদিগকে ভয়ে অতিসন্তপ্ত দর্শন করিয়া অভয় প্রদান করিয়া কহিলেন, তোমাদের ভয় নাই ভয় নাই, দানবগণ! তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর, তোমরা যখন আমার সন্নিধানে অবস্থান করিতেছ তখন আর ভয়ের বিষয় কিছুই নাই নির্ভয়ে এই স্থানে অবস্থান কর ॥ ৩৮-৩৯ ॥ অসুরগণ তাঁহার সেই বচন শ্রবণ করিয়া উদ্বেগবিহীন হইল এবং আয়ুধশূন্য হইয়াও সেই আশ্রমে ভয়সম্ভ্রম রহিত হইয়া বাস করিতে লাগিল ॥ ৪০ ॥ এদিকে, দেবগণ দানবদিগকে পলায়িত দেখিয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন এবং বলাবল না বুঝিয়া সেই আশ্রমে গমন পূর্ব্বক দৈত্যদিগকে হনন করিতে উদ্যত হইলেন। তখন কাব্যজননী নিবারণ করিলেও দেবগণ তাহার বাক্য না শুনিয়া আশ্রমস্থিত দৈত্যদিগকে হনন করিতে লাগিলেন ॥ ৪১—৪২ ॥ সুরগণ, অসুরগণকে নিহত করিতেছে দর্শন করিয়া শুক্রজননী অতিশয় রুষ্টা হইয়া

ইন্দ্রং নিদ্রাজিতং দৃষ্ট্বা দীনং বিষ্ণুরভাষত।
মাং ত্বং প্রবিশ ভদ্রং তে নয়ে ত্বাঞ্চ সুরোত্তম! ॥ ৪৫ ॥
এবমুক্তস্ততো বিষ্ণুং প্রবিবেশ পুরন্দরঃ।
নির্ভয়ো গতনিদ্রশ্চ বভূব হরিরক্ষিতঃ ॥ ৪৬ ॥
রক্ষিতং হরিণা দৃষ্ট্বা শক্রং তত্র গতব্যথম্।
কাব্যমাতা ততঃ ক্রুদ্ধা বচনং চেদমব্রবীৎ ॥ ৪৭ ॥
মঘবংস্ত্বাং ভক্ষয়ামি সবিষ্ণুং বৈ তপোবলাৎ।
পশ্যতাং সর্ব্বদেবানামীদৃশং মে তপোবলম্ ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্তৌ তু তয়া দেবৌ বিষ্ণ্বিন্দ্রৌ যোগবিদ্যয়া।
অভিভূতৌ মহাত্মানৌ স্তব্ধৌ তৌ সম্বভূবতুঃ ॥ ৪৯ ॥
বিস্মিতাস্তু তদা দেবা দৃষ্ট্বা তাবভিবাধিতৌ।
চক্রুঃ কিলকিলাশব্দং ততস্তে দীনমানসাঃ ॥ ৫০ ॥
ক্রোশমানান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা বিষ্ণুং প্রাহ শচীপতিঃ।
বিশেষেণাভিভূতোঽস্মি ত্বত্তোঽহং মধুসূদন! ॥ ৫১ ॥

সনিদ্রাম্নিদ্রাযুক্তানিত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৪৪ ॥
হে ইন্দ্র মাং প্রবিশ ত্বামহমন্যত্র নয়ে প্রাপয়ামি ভদ্রং তেঽস্ত ভবেত্যর্থঃ ॥ ৪৫—৪৮ ॥
যোগবিদ্যয়া তস্যা যোগজশক্ত্যা ॥ ৪৯—৫০ ॥

কহিলেন, আমি তপোবলে এক্ষণেই দেবগণকে নিদ্রাগত করিব ॥ ৪৩ ॥ তিনি এই বলিয়া নিদ্রাকে প্রেরণ করিলেন, নিদ্রা যাইয়া দেবদিগকে মোহিত করিয়া ভূমিতলে নিপাতিত করিল। তখন দেবগণ ইন্দ্রের সহিত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া মূকের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥ ভগবান্ বিষ্ণু, ইন্দ্রকে নিদ্রাদ্বারা পরিভূত ও দীন দর্শন করিয়া কহিলেন, সুরোত্তম! তুমি আমাতে প্রবেশ কর, ইহাতে তোমার মঙ্গল হইবে, আমি তোমাকে অন্যত্র লইয়া যাইব ॥ ৪৫ ॥ ইন্দ্র এইরূপে উক্ত হইয়া বিষ্ণুর শরীরে প্রবেশ করিলেন। তখন হরিকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া পুরন্দর বিগতনিদ্র ও নির্ভয় হইলেন ॥ ৪৬ ॥ দেবরাজ, হরিরক্ষিত ও বিগতব্যথ হইল দেখিয়া কাব্যমাতা, ক্রুদ্ধা হইয়া এইরূপ কহিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥ ইন্দ্র! আমি আজ তপোবলে বিষ্ণুর সহিত তোমাকে ভক্ষণ করিব সমস্ত দেবগণ তাহা দর্শন করিবে। ইন্দ্র! তুমি আমার তপোবল এইরূপই জানিবে ॥ ৪৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! শুক্রমাতা এইরূপ কহিলে বিষ্ণু ও ইন্দ্র উভয়েই যোগবিদ্যায় অভিভূত ও স্তব্ধ হইয়া রহিলেন ॥ ৪৯ ॥ দেবগণ তাহাদিগকে অত্যন্ত অভিভূত ও পীড়িত

জহ্যেনাং তরসা বিষ্ণো! যাবন্নৌ ন দহেৎ প্রভো!।
তপসা দর্পিতাং দুষ্টাং মা বিচারয় মাধব! ॥ ৫২ ॥
ইত্যুক্তো ভগবান্ বিষ্ণুঃ শক্রেণ ব্যথিতেন চ।
চক্রং সস্মার তরসা ঘৃণাং ত্যক্ত্বাথ মাধবঃ ॥ ৫৩ ॥
স্মৃতমাত্রং তু সম্প্রাপ্তং চক্রং বিষ্ণুবশানুগম্।
দধার চ করে ক্রুদ্ধো বধার্থং শক্রনোদিতঃ ॥ ৫৪ ॥
গৃহীত্বা তৎ করে চক্রং শিরশ্চিচ্ছেদ রংহসা।
হতাং দৃষ্ট্বা তু তাং শক্রো মুদিতশ্চাভবত্তদা ॥ ৫৫ ॥
দেবাশ্চাতীবসন্তুষ্টা হরিং জয় জয়েতি চ।
তুষ্টুবুর্মুদিতাঃ সর্ব্বে সঞ্জাতা বিগতজ্বরাঃ ॥ ৫৬ ॥
ইন্দ্রাবিষ্ণু তু সঞ্জাতৌ তৎক্ষণাদ্বিগতব্যথৌ।
স্ত্রীবধাচ্ছঙ্কমানৌ তু ভৃগোঃ শাপং দুরত্যয়ম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে শুক্রাচার্য্যস্য মন্ত্রলাভার্থং মহাদেবসমীপগমনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

অভিভূতোঽশক্তঃ ॥ ৫১—৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলেন এবং অত্যন্ত দীনমানস হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ শচীপতি, দেবগণকে আর্ত্তনাদ করিতে দেখিয়া বিষ্ণুকে কহিলেন, হে মধুসূদন! আমি আপনার অপেক্ষা বিশেষরূপে অভিভূত হইয়াছি ॥ ৫১ ॥ হে মাধব! আর বিচারের প্রয়োজন নাই এই তপোদর্পিতা দুষ্টা আমাদিগকে যাবৎ দগ্ধ না করে, তন্মধ্যেই সত্বর ইহাকে বিনাশ করুন ॥ ৫২ ॥ ভগবান্ বিষ্ণু, অতিপীড়িত শক্র কর্ত্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া স্ত্রীবধজনিত ঘৃণা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্বর সুদর্শনকে স্মরণ করিলেন ॥ ৫৩ ॥ বিষ্ণুর বশীভূত চক্র স্মরণ মাত্রেই উপস্থিত হইল; তখন ইন্দ্রের প্রবর্ত্তনায় ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবান্ চক্র ধারণ করিলেন এবং গ্রহণানন্তর ক্রোধভরে সবেগে নিক্ষেপ করিয়া শুক্রমাতার শিরশ্ছেদ করিলেন। তদ্দর্শনে ইন্দ্র অতিশয় আনন্দিত হইলেন ॥ ৫৪—৫৫ ॥ দেবগণ ও বিগতসন্তাপ, হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট হইয়া জয় জয় শব্দে হরির স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫৬ ॥ ইন্দ্র ও বিষ্ণু তখন সমস্ত ক্লেশ হইতে মুক্ত হইলেন; কিন্তু, ভৃগুর নিদারুণ দুরতিক্রমণীয় শাপের কথা মনে করিয়া অত্যন্ত শঙ্কা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রলাভ জন্য মহাদেবসমীপগমন নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তং দৃষ্ট্বা স্ত্রীবধং ঘোরং চুক্রোধ ভগবান্ ভৃগুঃ।
বেপমানোঽতিদুঃখার্ত্তঃ প্রোবাচ মধুসূদনম্ ॥ ১ ॥

ভৃগুরুবাচ।

অকৃতং তে কৃতং বিষ্ণো! জানন্ পাপং মহামতে!।
বধোঽয়ং বিপ্রজাতায়া মনসা কর্ত্তুমক্ষমঃ ॥ ২ ॥
আখ্যাতস্ত্বং সত্ত্বগুণঃ স্মৃতো ব্রহ্মা চ রাজসঃ।
তথাসৌ তামসঃ শম্ভুর্ব্বিপরীতং কথং স্মৃতম্ ॥ ৩ ॥
তামসস্ত্বং কথং জাতঃ কৃতং কর্ম্মাতিনিন্দিতম্।
অবধ্যা স্ত্রী ত্বয়া বিষ্ণো! হতা কস্মান্নিরাগসা ॥ ৪ ॥
শপামি ত্বাং দুরাচারং কিমন্যৎ প্রকরোমি তে।
বিধুরোঽহং কৃতঃ পাপ! ত্বয়াহং শক্রকারণাৎ ॥ ৫ ॥

একোনষষ্টিশ্লোকৈস্তু বিষ্ণোঃ শাপাদ্যন্তরম্।
প্রেষিতা শুক্রসেবার্থং জয়ন্তীতি নিগদ্যতে।

ভৃগুপত্নীবধানন্তরং জাতং কৃত্যমাহ তং দৃষ্ট্বেতি ॥ ১ ॥
অকৃতমিতি। তে ত্বয়া অকৃতমকার্য্যং কৃতমিত্যর্থঃ। বিপ্রজাতায়া বিপ্রকন্যায়া অয়ং বধো মনসাপি কর্ত্তুমক্ষমঃ স ত্বয়া সাক্ষাৎ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥
কথং স্মৃতং কথং জাতমিত্যর্থঃ ॥ ৩—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, মহারাজ জনমেজয়! অনন্তর ভগবান্ ভৃগু বিষ্ণুর স্ত্রীবধরূপ নিদারুণ পাপকার্য্য দর্শন করিয়া ক্রোধে কম্পান্বিত হইতে লাগিলেন এবং অতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়া মধুসূদনকে কহিলেন ॥ ১ ॥ মধুসূদন! তুমি অতিশয় বুদ্ধিমান্ হইয়া এবং জানিয়া শুনিয়াও এই অকার্য্য করিলে; কি আশ্চর্য্য! এই বিপ্রকন্যার বধ একবার মনে ধারণ করিতেও সমর্থ হওয়া যায় না আর তুমি তাহা সাক্ষাৎ সম্পাদন করিলে ॥ ২ ॥ দেব! মহর্ষিগণ তোমাকে সত্ত্বগুণসম্পন্ন, ব্রহ্মাকে রজোগুণযুক্ত এবং শম্ভুকে তমোগুণসম্পন্ন কহিয়া থাকেন, তবে এক্ষণে তাহার বিপরীত হইল কেন? ॥ ৩ ॥ তুমি কিজন্য তমোগুণযুক্ত হইয়া অতি নিন্দিত কর্ম্ম করিলে? বিষ্ণু! স্ত্রীজাতি অবধ্যা ইহা লোক-প্রসিদ্ধ, তবে বিনা অপরাধে এই অবলা নারীকে কেন বিনাশ করিলে ॥ ৪ ॥ তুমি অত্যন্ত নিন্দিত কার্য্যের

ন শপেঽহং তথা শক্রং শপে ত্বাং মধুসূদন!।
সদা ছলপরোঽসি ত্বং কীটযোনিৰ্দ্দুরাশয়ঃ ॥ ৬ ॥
যে চ ত্বাং সাত্ত্বিকং প্রাহুস্তে মূর্খা মুনয়ঃ কিল।
তামসস্ত্বং দুরাচারঃ প্রত্যক্ষং মে জনার্দ্দন! ॥ ৭ ॥
অবতারা মৃত্যুলোকে সন্তু মচ্ছাপসম্ভবাঃ।
প্রায়ো গর্ভভবং দুঃখং ভুঙ্‌ক্ষ্ব পাপাজ্জনার্দ্দন! ॥ ৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ততস্তেনাথ শাপেন নষ্টে ধর্ম্মে পুনঃপুনঃ।
লোকস্য চ হিতার্থায় জায়তে মানুষেষ্বিহ ॥ ৯ ॥

রাজোবাচ।

ভৃগুভার্য্যা হতা তত্র চক্রেণামিততেজসা।
গার্হস্থ্যঞ্চ পুনস্তস্য কথং জাতং মহাত্মনঃ ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি শপ্ত্বা হরিং রোষাত্তদাদায়শিরস্ত্বরন্।
কায়ে সংযোজ্য তরসা ভৃগুঃ প্রোবাচ কার্য্যবিৎ ॥ ১১ ॥

কীটযোনিঃ কৃষ্ণসর্প ইত্যর্থঃ ॥ ৬—৮ ॥
যৎ পৃষ্টং ভৃগুশাপঃ কথং জাত ইতি সা কথাত্র সমাপিতা তদুপসংহরতি ততস্তেনাথেতি। ধর্ম্মে নষ্টে সতীত্যর্থঃ ॥ ৯—১১ ॥

আচরণ করিয়াছ; এক্ষণে আমি তোমার আর কি করিব? তোমায় অভিশাপ প্রদান করাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা হইতেছে। পাপিষ্ঠ! তুমি ইন্দ্রের নিমিত্ত আমাকে অতিশয় দুঃখান্বিত ও কাতর করিয়াছ? আমি ইন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করিব না, তুমি নিয়তই কপটভাব অবলম্বন এবং কৃষ্ণসর্পের ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাক; তুমি অত্যন্ত দুষ্টাশয়, আমি তোমাকেই অভিশাপ প্রদান করিব ॥৫—৬॥ জনার্দ্দন! যে সকল মুনিগণ, তোমাকে সত্ত্বগুণ সম্পন্ন বলে তাহারা অতিশয় মূর্খ; তুমি যে অতিশয় দুরাচার অদ্য আমি তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম ॥ ৭ ॥ বিষ্ণু! তুমি আমার অভিশাপে মর্ত্ত্যলোকে বহুবার অবতীর্ণ হইয়া পাপকর্ম্মের ফলস্বরূপ প্রায়ই গর্ভযন্ত্রণা ভোগ করিবে সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥ রাজন্! ভগবান্ বিষ্ণু সেই শাপবশেই ধর্ম্মনষ্ট হইলে লোকের হিতের নিমিত্ত এই মনুষ্যলোকে পুনঃ পুনঃ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর! তেজঃপুঞ্জশালি চক্রদ্বারা ভৃগুভার্য্যা তথায় নিহত হইলে সেই মহাত্মার পুনর্ব্বার গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম কিরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল? ॥ ১০ ॥

অদ্য ত্বাং বিষ্ণুনা দেবি! হতাং সঞ্জীবয়াম্যহম্।
যদি কৃৎস্নো ময়া ধর্ম্মো জ্ঞায়তে চরিতোঽপি বা॥ ১২॥
তেন সত্যেন জীবেত যদি সত্যং ব্রবীম্যহম্।
পশ্যন্তু দেবতাঃ সর্ব্বা মম তেজো বলং মহৎ॥ ১৩॥
অদ্ভিস্ত্বাং প্রোক্ষ্য শীতাভির্জীবয়ামি তপোবলাৎ।
সত্যং শৌচং তথা বেদা যদি মে তপসো বলম্॥ ১৪॥

ব্যাস উবাচ।

অদ্ভিঃ সম্প্রোক্ষিতা দেবী সদ্যঃ সঞ্জীবিতা তদা।
উত্থিতা পরমপ্রীতা ভৃগোর্ভার্য্যা শুচিস্মিতা॥ ১৫॥
ততস্তাং সর্ব্বভূতানি দৃষ্ট্বা সুপ্তোত্থিতামিব।
সাধু সাধ্বিতি তং তাং তু তুষ্টুবুঃ সর্ব্বতো দিশম্॥ ১৬॥
এবং সঞ্জীবিতা তেন ভৃগুণা বরবর্ণিনী।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুর্দ্দেবাঃ সেন্দ্রা বিলোক্য তৎ॥ ১৭॥

অদ্য ত্বামিতি বাক্যং বৌদ্ধস্ত্রীবিষয়ং প্রত্যক্ষায়াস্ত্ব মৃতত্বাদিত্যুক্ত্বা মনসি সঙ্কল্পং করোতি যদীতি॥ ১২॥

যদি সত্যমিতি। যদি চাহং সত্যং ব্রবীমি তেন সত্যেন তেন ধর্ম্মাচরণেন চেয়ং জীবেদিতি মনসি সঙ্কল্পং কৃত্বা দেবান্ বদতি পশ্যন্ত্বিতি॥ ১৩—১৫॥

তং ভৃগুম্। তাং তৎপত্নীম্॥ ১৬—১৭॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! কার্য্যবিদ্ ভৃগু, রোষভরে হরিকে এইরূপে অভিশাপ প্রদান করিয়া পরে সেই ছিন্ন মস্তক গ্রহণ করত সত্বর দেহোপরি সংযোজন পূর্ব্বক কহিলেন॥১১॥ দেবি! অদ্য বিষ্ণু তোমাকে নিহত করিয়াছেন, আমি তোমাকে এখনই জীবিত করিতেছি। যদি আমি সমস্ত ধর্ম্মই অবগত হইয়া থাকি, যদি আমি ধর্ম্মসমূহের আচরণ করিয়া থাকি, যদি আমি সততই সত্য কহিয়া থাকি, তবে সেই ধর্ম্মবলে তুমি জীবন লাভ কর। সমস্ত দেবতাগণ আমার তেজোবল দর্শন করুক। যদি আমার সত্য, বেদাধ্যয়ন ও বেদজ্ঞান থাকে, যদি আমার তপোবল থাকে, তবে তোমাকে অভিমন্ত্রিত শীতলজল দ্বারা প্রোক্ষিত করিয়া তপোবলে এইক্ষণেই জীবিত করিব॥ ১২—১৪॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! ভৃগুকর্ত্তৃক বারিদ্বারা সম্প্রোক্ষিত হইয়া ভৃগুভার্য্যা তৎক্ষণাৎ জীবন লাভ করিয়া উত্থিত হইলেন এবং পরমপ্রীতি লাভ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিতে লাগিলেন॥১৫॥ তখন সমস্ত জীবগণ তাঁহাকে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় দর্শন করিয়া ভৃগুকে ও তাঁহাকে চারিদিক্ হইতে সাধু সাধু বলিয়া স্তব করিয়াছিল॥ ১৬॥ রাজন্! এইরূপে সেই বরবর্ণিনী ভৃগু হইতে জীবন লাভ করিলে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তাহা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত

ইন্দ্রঃ সুরানথোবাচ মুনিনা জীবিতা সতী।
কাব্যস্তপ্ত্বা তপো ঘোরং কিং করিষ্যতি মন্ত্রবিৎ ॥ ১৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

গতা নিদ্রা সুরেন্দ্রস্য দেহেঽক্ষেমমভূন্নৃপ!।
স্মৃত্বা কাব্যস্য বৃত্তান্তং মন্ত্রার্থমতিদারুণম্ ॥ ১৯ ॥
বিমৃশ্য মনসা শক্রো জয়ন্তীং স্বসুতাং তদা।
উবাচ কন্যাং চার্ব্বঙ্গীং স্মিতপূর্ব্বমিদং বচঃ ॥ ২০ ॥
গচ্ছ পুত্রি! ময়া দত্তা কাব্যায় ত্বং তপস্বিনে।
সমারাধয় তন্বঙ্গি! মৎকৃতে তং বশং কুরু ॥ ২১ ॥
উপচারৈর্মুনিং তৈস্তৈঃ সমারাধ্য মনঃপ্রিয়ৈঃ।
ভয়ং মে তরসা গত্বা হর তত্র বরাশ্রমে ॥ ২২ ॥
সা পিতুর্ব্বচনং শ্রুত্বা তত্রাগচ্ছন্মনোরমা।
তমপশ্যদ্বিশালাক্ষী পিবন্তং ধূমমাশ্রমে ॥ ২৩ ॥
তস্য দেহং সমালোক্য স্মৃত্বা বাক্যং পিতুস্তদা।
কদলীদলমাদায় বীজয়ামাস তং মুনিম্ ॥ ২৪ ॥

কিং করিষ্যতীতি। প্রথমতোঽস্মাৎ ক্রোধেনৈব গতস্ততো মাতৃবধং শ্রুত্বা দ্বিগুণিত-ক্রোধেন কিং করিষ্যতি ন জানে ইত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

অক্ষেমমিতি চ্ছেদঃ। মন্ত্রার্থং মন্ত্রপ্রাপ্ত্যর্থমতিদারুণমধোমুখতয়া ধূমপানাদিকম্ ॥১৯-২১॥

হইলেন ॥ ১৭ ॥ তখন ইন্দ্র দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ! এক্ষণে ত শুক্রজননী ভৃগুকর্তৃক জীবন লাভ করিল; কিন্তু, শুক্রাচার্য্য ঘোরতর তপস্যা করিয়া মন্ত্রলাভ করিলে না জানি তিনি আমাদের কি অনিষ্ট সাধন করিবেন ॥ ১৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, নরেন্দ্র! তখন দেবরাজের সেই নিদ্রারূপিণী মায়া বিগত হইলেও শুক্রাচার্য্যের মন্ত্রপ্রাপ্তির নিমিত্ত সেই অতি দারুণ তপস্যা-বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া তাঁহার দেহে অসুখের সঞ্চার হইয়াছিল ॥ ১৯ ॥ অনন্তর, সুরপতি মনে মনে বিবেচনা করিয়া নিজতনয়া তন্বঙ্গী জয়ন্তীকে সম্বোধন পূর্ব্বক সস্মিত বচনে কহিলেন ॥ ২০ ॥ তনয়ে! আমি তোমাকে শুক্রাচার্য্যের সেবায় নিয়োজিত করিলাম, হে তন্বঙ্গি! তথায় গমন করিয়া আমার কার্য্য সাধনের নিমিত্ত সেই তপশ্চারী শুক্রকে আরাধনা করিয়া বশীভূত কর। সেই উত্তম আশ্রমে সত্বর গমন করিয়া যে যে কার্য্য দ্বারা মুনির মন পরিতুষ্ট হইবে, সেই সেই প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠান দ্বারা তুমি তাঁহার আরাধনা করিয়া আমার ভয় হরণ কর ॥২১—২২ ॥ সেই বিশালাক্ষী মনোরমা জয়ন্তী পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া তথায় গমন করিল এবং তথায় উপস্থিত হইয়া

নির্ম্মলং শীতলং বারি সমানীয় সুবাসিতম্।
পানায় কল্পয়ামাস ভক্ত্যা পরময়া লঘু ॥ ২৫ ॥
ছায়াং বস্ত্রাতপত্রেণ ভাস্করে মধ্যগে সতি।
রচয়ামাস তন্বঙ্গী স্বয়ং ধর্ম্মে স্থিতা সতী ॥ ২৬ ॥
ফলান্যানীয় দিব্যানি পক্বানি মধুরাণি চ।
মুমোচাগ্রে মুনেস্তস্য ভক্ষ্যার্থং বিহিতানি চ ॥ ২৭ ॥
কুশাঃ প্রাদেশমাত্রা হি হরিতাঃ শুকসন্নিভাঃ।
দধারাগ্রেঽথ পুষ্পাণি নিত্যকর্ম্মসমৃদ্ধয়ে ॥ ২৮ ॥
নিদ্রার্থং কল্পয়ামাস সংস্তরং পল্লবান্বিতম্।
তস্মিন্মুনৌ চাদরস্থা চকার ব্যজনং শনৈঃ ॥ ২৯ ॥
হাবভাবাদিকং কিঞ্চিদ্বিকারজননঞ্চ তৎ।
ন চকার জয়ন্তী সা শাপভীতা মুনেস্তদা ॥ ৩০ ॥
স্তুতিং চকার তন্বঙ্গী গীর্ভিস্তস্য মহাত্মনঃ।
সুভাষিণ্যনুকূলাভিঃ প্রীতিকর্ত্রীভিরপ্যত ॥ ৩১ ॥
প্রবুদ্ধে জলমাদায় দধারাচমনায় চ।
মনোঽনুকূলং সততং কুর্ব্বন্তী ব্যচরত্তদা ॥ ৩২ ॥

তত্র গত্বা যে তস্যং হরেত্যর্থঃ ॥ ২২—৩৫ ॥

দেখিতে পাইল যে, শুক্রাচার্য্য আশ্রমে তপস্যায় নিরত থাকিয়া ধূমপান করিতেছেন ॥ ২৩ ॥ শুক্রাচার্য্যের দেহ অবলোকন এবং পিতার বাক্য স্মরণ করিয়া জয়ন্তী কদলীদল আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে বীজন করিতে লাগিলেন ॥২৪॥ বুদ্ধিশালিনী জয়ন্তী অব্যগ্রা থাকিয়া নির্ম্মল, সুশীতল ও সুবাসিত বারি আনয়ন পূর্ব্বক পরম ভক্তি সহকারে তাঁহার পানের নিমিত্ত ধীরে ধীরে রাখিয়া দিতেন ॥ ২৫ ॥ সেই সুন্দরী জয়ন্তী স্বয়ং ধর্ম্মে নিযুক্তা থাকিয়া এইরূপে শুক্রাচার্য্যের সেবা করিতে লাগিলেন। যখন মার্ত্তণ্ডদেব মস্তকোপরি গমন করিতেন তখন বস্ত্র দ্বারা তাঁহার মস্তকোপরি আতপত্র রচনা করিয়া ছায়া করিয়া দিতেন ॥২৬॥ মুনির ভক্ষণের নিমিত্ত শাস্ত্রবিহিত, দিব্য সুপক্ব ও সুমধুর ফল সকল আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিতেন ॥ ২৭ ॥ তাঁহার নিত্যকর্ম্ম সমাধানের নিমিত্ত শুকশরীরবৎ হরিদ্বর্ণ প্রাদেশ প্রমাণ কুশ এবং পুষ্প সকল তাঁহার অগ্রে রাখিয়া দিতেন ॥ ২৮ ॥ মুনির নিদ্রার নিমিত্ত কোমল পল্লব সকল দ্বারা শয্যা রচনা করিয়া রাখিতেন এবং সেই মুনির প্রতি ভক্তিসমন্বিতা হইয়া বীজন করিতেন ॥ ২৯ ॥ জয়ন্তী মুনির অভিশাপ ভয়ে ভীত হইয়া কখন হাবভাবাদি

ইন্দ্রোঽপি সেবকাংস্তত্র প্রেষয়ামাস চাতুরঃ।
প্রবৃত্তিং জ্ঞাতুকামো বৈ মুনেস্তস্য জিতাত্মনঃ॥ ৩৩॥
এবং বহূনি বর্ষাণি পরিচর্য্যাপরাভবৎ।
নির্ব্বিকারা জিতক্রোধা ব্রহ্মচর্য্যপরা সতী॥ ৩৪॥
পূর্ণে বর্ষসহস্রে তু পরিতুষ্টো মহেশ্বরঃ।
বরেণ চ্ছন্দয়ামাস কাব্যং প্রীতমনা হরঃ॥ ৩৫॥

ঈশ্বর উবাচ।

যচ্চ কিঞ্চিদপি ব্রহ্মন্! বিদ্যতে ভৃগুনন্দন!।
প্রতিপশ্যসি যৎ সর্ব্বং যচ্চ বাচ্যং ন কস্যচিৎ॥ ৩৬॥
সর্ব্বাভিভাবকত্বেন ভবিষ্যসি ন সংশয়ঃ।
অবধ্যঃ সর্ব্বভূতানাং প্রজেশশ্চ দ্বিজোত্তমঃ॥ ৩৭॥

ব্যাস উবাচ।

এবং দত্ত্বা বরান্ শম্ভুস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
কাব্যস্তামথ সংবীক্ষ্য জয়ন্তীং বাক্যমব্রবীৎ॥ ৩৮॥

যচ্চ কিঞ্চিদিতি। হে ব্রহ্মন্! যচ্চ কিঞ্চিদপি বস্তু বিদ্যতে লোকে যচ্চ ত্বং প্রতিপশ্যসি চক্ষুষা যচ্চ কস্যচিৎ কস্যাপি বাচ্যং বচনবিষয়ো ন তস্য সর্ব্বস্যাভিভাবকত্বেন যুক্তস্ত্বং ভবিষ্যসীত্যর্থঃ। সর্ব্বজেতা ভবিষ্যসীতি তাৎপর্য্যম্॥ ৩৬—৪২॥

মনোবিকারজনক কার্য্য কিছুই করিতেন না॥৩০॥ সেই সুভাষিণী, কৃশাঙ্গী, প্রীতিকর ও অনুকূল বাক্য দ্বারা মহাত্মা শুক্রাচার্য্যের স্তুতি করিতেন॥৩১॥ মুনিবর জাগরিত হইলে তাঁহার আচমনের নিমিত্ত জল লইয়া সম্মুখে ধারণ করিতেন। এইরূপে মুনির মনের অনুকূল আচরণ করিয়া জয়ন্তী সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিল॥ ৩২॥ ভয়াতুর ইন্দ্রও সেই জিতেন্দ্রিয় মুনির প্রবৃত্তি জানিবার নিমিত্ত তথায় সেবকগণকে প্রেরণ করিতেন॥ ৩৩॥ এইরূপে ক্রোধবর্জ্জিতা ও ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণা ইন্দ্রতনয়া জয়ন্তী বহুকাল শুক্রের পরিচর্য্যায় নিযুক্তা রহিলেন॥ ৩৪॥ ক্রমে ক্রমে সহস্র বৎসর পরিপূর্ণ হইলে মহাদেব পরিতুষ্ট ও প্রীতমনা হইয়া বর প্রদানের নিমিত্ত শুক্রাচার্য্যকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন॥ ৩৫॥

হে ব্রহ্মন্ ভৃগুনন্দন! এই বিশ্বসংসারে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে, তুমি নেত্রদ্বারা যাহা কিছু দেখিতেছ এবং যাহা কাহারও বচনগোচর নহে তুমি সেই সকলেরই অবিভাবক হইয়া প্রভুত্ব করিবে ও সর্ব্বজেতা হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। তুমি সকল জীবগণেরই অবধ্য এবং প্রজাগণের ঈশ্বর ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ হইবে সন্দেহ নাই॥ ৩৬—৩৭॥

কাসি কস্যাসি সুশ্রোণি! ব্রূহি কিং তে চিকীর্ষিতম্।
কিমর্থমিহ সংপ্রাপ্তা কার্য্যং বদ বরোরু! মে ॥ ৩৯ ॥
কিং বাঞ্ছসি করোম্যদ্য দুষ্করং চেৎ সুলোচনে!।
প্রীতোঽস্মি ত্বৎকৃতেনাদ্য বরং বরয় সুব্রতে! * ॥ ৪০ ॥
ততঃ সা তু মুনিং প্রাহ জয়ন্তী মুদিতাননা।
চিকীর্ষিতং মে ভগবংস্তপসা জ্ঞাতুমর্হসি ॥ ৪১ ॥

কাব্য উবাচ।

জ্ঞাতং ময়া তথাপি ত্বং ব্রূহি যন্মনসেপ্সিতম্।
করোমি সর্ব্বথা ভদ্রং প্রীতোঽস্মি পরিচর্য্যয়া ॥ ৪২ ॥

জয়ন্ত্যুবাচ।

শক্রস্যাহং সুতা ব্রহ্মন্! পিত্রা তুভ্যং সমর্পিতা।
জয়ন্তী নামতশ্চাহং জয়ন্তাবরজা মুনে! ॥ ৪৩ ॥

জয়ন্তস্যাবরজা কনিষ্ঠভগিনী ॥ ৪৩—৪৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দেবদেব শম্ভু এইরূপ বর প্রদান পূর্ব্বক সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। তখন শুক্রাচার্য্য জয়ন্তীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিলেন। হে সুশ্রোণি! তুমি কে? কাহার কন্যা? তোমার মনের অভিলাষ কি? কি নিমিত্ত তুমি এখানে আগমন করিয়াছ? হে বামোরু! তোমার কার্য্য কি তাহা বল ॥৩৮—৩৯॥ হে সুলোচনে! আমি তোমার কার্য্যে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি, তুমি আমার নিকট কি বাঞ্ছা করিতেছ? হে সুব্রতে! তুমি বর প্রার্থনা কর, অত্যন্ত দুষ্কর হইলেও তাহা আমি তোমাকে প্রদান করিব ॥ ৪০ ॥ ইহা শুনিয়া জয়ন্তীর মুখপদ্ম প্রফুল্লিত হইল, তখন সুব্রতা বালা বিনয় নম্রবচনে তপোধনকে কহিল, ভগবন্! আমার মনোরথ আপনি তপোবলে অবগত হউন ॥ ৪১ ॥

কাব্য কহিলেন, আমি তোমার মনোভাব জানিয়াছি, তথাপি তুমি বিশেষরূপে ব্যক্ত করিয়া বল, সর্ব্বথা তোমার মঙ্গল সম্পাদন করিব, আমি তোমার পরিচর্য্যায় অত্যন্ত প্রীত ও পরিতুষ্ট হইয়াছি ॥ ৪২ ॥

জয়ন্তী কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি ইন্দ্রের কন্যা জয়ন্তের কনিষ্ঠা ভগিনী; পিতা আমাকে আপনাকে সমর্পণ করিয়াছেন, আমি আপনাতে সকামা হইয়াছি এক্ষণে আপনি আমার

---

* তপসা তব ভক্ত্যা চ মনো মে প্রবণীকৃতম্। বরং বরয় সুশ্রোণি! তুষ্টোঽস্মি প্রদদামি তে ॥
ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে।

সকামাস্মি ত্বয়ি বিভো ! বাঞ্ছিতং কুরু মেঽধুনা।
রংস্যে ত্বয়া মহাভাগ ! ধর্ম্মতঃ প্রীতিপূর্ব্বকম্ ॥ ৪৪ ॥

শুক্র উবাচ।

ময়া সহ ত্বং সুশ্রোণি ! দশ বর্ষাণি ভমিনি !।
সর্ব্বৈর্ভূতৈরদৃশ্যা চ রমস্বেহ যদৃচ্ছয়া ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবমুক্ত্বা গৃহং গত্বা জয়ন্ত্যাঃ পাণিমুদ্বহন্।
তয়া সহাবসদ্দেব্যা দশবর্ষাণি ভার্গবঃ ॥ ৪৬ ॥
অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং মায়য়া সংবৃতঃ প্রভুঃ।
দৈত্যাস্তমাগতং শ্রুত্বা কৃতার্থং মন্ত্রসংযুতম্ ॥ ৪৭ ॥
অভিজগ্মু র্গৃহে তস্য মুদিতাস্তে দিদৃক্ষবঃ।
নাপশ্যন্ রমমাণং তে জয়ন্ত্যা সহ সংযুতম্ ॥ ৪৮ ॥
তদা বিমনসঃ সর্ব্বে জাতা ভগ্নোদ্যমাশ্চ তে।
চিন্তাপরাতিদীনাশ্চ বীক্ষমাণাঃ পুনঃপুনঃ ॥ ৪৯ ॥
অদৃষ্ট্বা তং সুসংবৃতং প্রতিজগ্মু র্যথাগতম্।
স্বগৃহান্ দৈত্যবর্য্যাস্তে চিন্তাবিষ্টা ভয়াতুরাঃ ॥ ৫০ ॥

চিন্তাপরাশ্চ তেঽতিদীনাশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥

বাঞ্ছা পূরণ করুন। হে মহাভাগ ! আমি ধর্ম্মানুসারে প্রীতিপূর্ণ-হৃদয়ে আপনার সহিত রমণ করিব ইহাই আমার ইচ্ছা ॥ ৪৩—৪৪ ॥

শুক্রাচার্য্য কহিলেন, নিতম্বিনি ! তুমি দশ বৎসর কাল সকল ভূতের অদৃশ্য হইয়া যদৃচ্ছায় আমার সহিত রমণ কর ॥ ৪৫ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহারাজ ! ভার্গব শ্রেষ্ঠ কাব্য এইরূপ কহিয়া গৃহে গমন পূর্ব্বক জয়ন্তীর পাণি গ্রহণ করিলেন এবং মায়ায় সংবৃত ও জীবগণের অদৃশ্য থাকিয়া সেই দেবীর সহিত দশ বৎসর পর্য্যন্ত বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে শুক্রাচার্য্য মন্ত্রলাভ পূর্ব্বক কৃতার্থ হইয়া গৃহে আগত হইয়াছেন ইহা শ্রবণ করিয়া দৈত্যগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত তদীয় গৃহে অভিগমন করিল। কিন্তু, তিনি জয়ন্তীর সহিত রমণ করিতেছিলেন, অতএব অসুরগণ তাঁহাকে দেখিতে পাইল না ॥ ৪৬—৪৮ ॥ তখন তাহারা অত্যন্ত বিমনা ও ভগ্নোদ্যম হইয়া, চিন্তান্বিত ও দীনভাবাপন্ন হইয়া পুনঃপুন তাহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥ মায়াসংবৃত শুক্রাচার্য্যকে দেখিতে না পাইয়া

রমমাণং তথা জ্ঞাত্বা শক্রঃ প্রোবাচ তং গুরুম্।
বৃহস্পতিং মহাভাগং কিং কর্ত্তব্যমিতঃপরম্॥ ৫১॥
গচ্ছাদ্য দানবান্ ব্রহ্মন্ মায়য়া ত্বং প্রলোভয়।
অস্মাকং কুরু কার্য্যং ত্বং বুদ্ধ্যা সঞ্চিন্ত্য মানদ!॥ ৫২॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং কাব্যং রমমাণং সুসংবৃতম্।
জ্ঞাত্বা তদ্রূপমাস্থায় দৈত্যান্ প্রতি যযৌ গুরুঃ॥ ৫৩॥
গত্বা তত্রাতিভক্ত্যাসৌ দানবান্ সমুপাহ্বয়ৎ।
আগতাস্তেঽসুরাঃ সর্ব্বে দদৃশুঃ কাব্যমগ্রতঃ॥ ৫৪॥
প্রণম্য সংস্থিতাঃ সর্ব্বে কাব্যং মত্বাতিমোহিতাঃ।
ন বিদুস্তে গুরোর্মায়াং কাব্যরূপবিভাবিনীম্॥ ৫৫॥
তানুবাচ গুরুঃ কাব্যরূপঃ প্রচ্ছন্নমায়য়া।
স্বাগতং মম যাজ্যানাং প্রাপ্তোঽহং বো হিতায় বৈ॥ ৫৬॥
অহং বো বোধয়িষ্যামি বিদ্যাং প্রাপ্তামমায়য়া।
তপসা তোষিতঃ শম্ভুর্যুষ্মৎকল্যাণহেতবে॥ ৫৭॥

সুসংবৃতং মায়য়া আচ্ছন্নম্॥ ৫০—৫২॥
সুসংবৃতং মায়য়া আচ্ছন্নং তদ্রূপং শুক্রাচার্য্যরূপমাস্থায়াশ্রিত্যেত্যর্থঃ॥ ৫৩—৫৬॥

দৈত্যগণ চিন্তাবিষ্ট ও ভয়াতুর হইয়া আপন আপন ভবনে প্রত্যাগমন করিল॥ ৫০॥ এদিকে শুক্রাচার্য্যকে জয়ন্তীর সহিত ক্রীড়াসক্ত জানিয়া দেবরাজ মহাভাগ সুরগুরু বৃহস্পতিকে কহিলেন, গুরো! অতঃপর আমাদিগের কি করা কর্ত্তব্য তাহা করুন॥ ৫১॥ ব্রহ্মন্! আপনি অদ্য দানবগণের নিকট গমন করুন, হে মানদ! যাহাতে মান রক্ষা হয় তাহা করিবেন, আপনি দৈত্যগণকে মায়াজালে মুগ্ধ করিয়া বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক আমাদের কার্য্য করুন॥ ৫২॥ বৃহস্পতি ইন্দ্র বাক্য শ্রবণ করিয়া এবং কাব্যকে মায়াসংবৃত ও জয়ন্তীর সহিত রমমাণ জানিয়া শুক্রাচার্য্যের রূপধারণ পূর্ব্বক দৈত্যদিগের নিকটে গমন করিলেন॥ ৫৩॥ সেইখানে গমন পূর্ব্বক বৃহস্পতি অতি আদরের সহিত দৈত্যদিগকে আহ্বান করিলেন। তখন অসুরগণ আগমন করিয়া শুক্রাচার্য্যকে সম্মুখে দেখিতে পাইল॥ ৫৪॥ তাহারা অতিশয় আহ্লাদে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে কাব্য মনে করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক অগ্রে অবস্থিত রহিল, কিন্তু তাহা যে কাব্যরূপধারিণী বৃহস্পতির মায়া তাহা তাহারা জানিতে পারিল না॥ ৫৫॥ তখন মায়ায় প্রচ্ছন্ন কাব্যরূপী সুরগুরু দৈত্যদিগকে কহিলেন, তোমাদিগের কুশল ত? আমি তোমাদের হিতের নিমিত্তই আগমন করিয়াছি॥ ৫৬॥ তোমাদের কল্যাণের নিমিত্ত আমি দুষ্কর তপস্যা দ্বারা শম্ভুকে সন্তুষ্ট করিয়া

তচ্ছ্রুত্বা প্রীতমনসো জাতাস্তে দানবোত্তমাঃ।
কৃতকার্য্যং গুরুং মত্বা জহৃষুস্তে বিমোহিতাঃ ॥ ৫৮ ॥
প্রণেমুস্তে মুদা যুক্তা নিরাতঙ্কা গতব্যথাঃ।
দেবেভ্যশ্চ ভয়ং ত্যক্ত্বা তস্থুঃ সর্ব্বে নিরাময়াঃ ॥ ৫৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুং প্রতি ভৃগুশাপকথনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

বিদ্যাং প্রাপ্তাং সদাশিবাদিত্যর্থাৎ ॥ ৫৭—৫৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

যে বিদ্যালাভ করিয়াছি, তাহা তোমাদিগকে নিষ্কপটে বুঝাইয়া দিব ॥ ৫৭ ॥ তাহা শুনিয়া দানবোত্তমগণ প্রীতমনা হইল এবং গুরু কৃতকার্য্য হইয়াছেন মনে করিয়া আহ্লাদে বিমোহিত হইল ॥ ৫৮ ॥ তাহারা হৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, এবং নিরাতঙ্ক ও গতব্যথ হইয়া দেবগণ হইতে ভয়ের আশঙ্কা পরিহার পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দ মানসে বাস করিতে লাগিল ॥ ৫৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুর প্রতি ভৃগুশাপ কথন
নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

কিং কৃতং গুরুণা পশ্চাত্ত্ব্ গুরুরূপেণ তিষ্ঠতা।
ছলেনৈব হি দৈত্যানাং পৌরোহিত্যেন ধীমতা ॥ ১ ॥
গুরুঃ সুরাণামনিশং সর্ব্ববিদ্যানিধিস্তথা।
সুতোঽঙ্গিরস এবাসৌ স কথং ছলকৃন্মুনিঃ ॥ ২ ॥
ধর্ম্মশাস্ত্রেষু সর্ব্বেষু সত্যং ধর্ম্মস্য কারণম্।
কথিতং মুনিভির্যেন পরমাত্মাপি লভ্যতে ॥ ৩ ॥
বাচস্পতিস্তথা মিথ্যাবক্তা চেদ্দানবান্ প্রতি।
কঃ সত্যবক্তা সংসারে ভবিষ্যতি গৃহাশ্রমী ॥ ৪ ॥
আহারাদধিকং ভোজ্যং ব্রহ্মাণ্ডবিভবেঽপি ন।
তদর্থং মুনয়ো মিথ্যা প্রবর্ত্তন্তে কথং মুনে ! ॥ ৫ ॥

দ্বিষষ্টিশ্লোকবর্ষোন্ত দেবানাং গুরুণা তথা।
শুক্ররূপেণ তে দৈত্যা বঞ্চিতা ইতি কথ্যতে।

ইত্থং দেবগুরুণা শুক্রাচার্য্যরূপেণ দৈত্যেষু সন্তোষিতেষু তদনন্তরং জাতং বৃত্তং পৃচ্ছতি কিং কৃতমিতি। ভৃগুরূপেণ লক্ষণয়া ভৃগুপুত্ররূপেণেত্যর্থঃ। ছলেন কপটেন দৈত্যানাং সম্বন্ধিপৌরহিত্যেন যুক্তেনেতি শেষঃ ॥ ১ ॥

ইত্যেকং প্রশ্নং কৃত্বা দ্বিতীয়ং প্রশ্নমাহ গুরুঃ সুরাণামিতি। ন হি মুনেশ্ছলকর্ত্তৃত্বং যুক্তমিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

ধর্ম্মশাস্ত্রেষিতি। যেন সত্যেন পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম লভ্যতে প্রাপ্যতে। তথা চ শ্রুতিঃ। সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মেতি ॥ ৩—৪ ॥

রাজা কহিলেন, ঋষিবর ! বুদ্ধিমান্ বৃহস্পতি অসুরগৃহে শুক্ররূপে বাস করিয়া এবং ছল পূর্ব্বক দৈত্যগণের পৌরহিত্যে ব্রতী হইয়া কি করিয়াছিলেন ? ॥ ১ ॥ মুনে ! বৃহস্পতি সুরগণের গুরু, তিনি সর্ব্বদাই বেদাদির আলোচনা করিয়া থাকেন, বিশেষত তিনি অঙ্গিরা মহর্ষির পুত্রও স্বয়ং মুনি ; এবংবিধ গুণসম্পন্ন হইয়াও তিনি কিরূপে ছল অবলম্বন করিয়াছিলেন ? ॥ ২ ॥ মুনিগণ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই কহিয়াছেন যে, সত্যই ধর্ম্মের কারণ এবং সত্য হইতেই পরমাত্মা লাভ হইয়া থাকে ; তবে বৃহস্পতি যখন দৈত্যগণের নিকট মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তখন সংসারে কোন্ গৃহাশ্রমী সত্যবক্তা হইবে ? মুনিবর ! এ বিষয়ে আমি ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না ॥ ৩—৪ ॥ যদি বলেন লোভে লোক

শব্দপ্রমাণমুচ্ছেদং শিষ্টাভাবে গতং ন কিম্।
ছলকর্ম্মপ্রবৃত্তে বাঽবিগীতত্বং গুরৌ কথম্ ॥ ৬ ॥
দেবাঃ সত্ত্বসমুদ্ভূতা রাজসা মানবাঃ স্মৃতাঃ।
তির্য্যঞ্চস্তামসাঃ প্রোক্তা উৎপত্তৌ মুনিভিঃ কিল ॥ ৭ ॥
অমরাণাং গুরুঃ সাক্ষান্মিথ্যাবাদী স্বয়ং যদি।
তদা কঃ সত্যবক্তা স্যাদ্রাজসস্তামসঃ পুনঃ ॥ ৮ ॥
ক স্থিতিস্তস্য ধর্ম্মস্য সন্দেহোঽয়ং মহান্ মম।
কা গতিঃ সর্ব্বজন্তূনাং মিথ্যাভূতে জগত্রয়ে ॥ ৯ ॥
হরির্ব্রহ্মা শচীকান্তস্তথান্যে সুরসত্তমাঃ।
সর্ব্বে ছলবিধৌ দক্ষা মনুষ্যাণাঞ্চ কা কথা ॥ ১০ ॥

নন্ু লোভার্থমসত্যবক্তা জাত ইতি চেত্তত্রাহ আহারাদধিকমিতি। অতিলোভেন বহুতরে ধনে সম্পাদিতেঽপি আহারাদধিকমন্নং কেঽপি ন ভোক্ষ্যন্তি। আহারপরিপূর্ত্তি-পর্য্যন্তং তু প্রারব্ধং দাস্যত্যেবেতি জ্ঞাত্বা কিমর্থং ব্যর্থায়ুঃক্ষপণার্থং লোভং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ ॥৫॥

কিঞ্চাবিগীতশিষ্টা হিতকারিণো হ্যাপ্তাস্তেষাং বাক্যং প্রমাণমিত্যাপ্তবাক্যমাগম ইত্যস্যার্থঃ। তত্র মহতাং সর্ব্বেষামেবমাচরণে ক্বাবিগীতত্বমনিন্দিতত্বং তিষ্ঠতি তদভাবে ক্বাপ্তস্তদভাবে শব্দপ্রমাণমুচ্ছেদং নাশং প্রতি কথং ন গতমিত্যাহ শব্দপ্রমাণমিতি। অবিগীতত্বমিতি। অবিগীতত্বাভাবেঽনিন্দিতত্বাভাবে শিষ্টত্বস্যাপ্যভাবো যতোঽবিগীতত্বস্যৈব শিষ্টত্বাৎ ॥৬॥

অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাও যথার্থ বলিয়া বোধ হইতেছে না; কারণ, এই অখিলব্রহ্মাণ্ডে যদি কাহারও ঐশ্বর্য্য হয় তথাপি তাহার আহার পূরণ ব্যতিরেকে আর কিছুই প্রয়োজন হয় না, অতএব সেই লোভ নিমিত্ত মুনিগণ কেন মিথ্যায় প্রবৃত্ত হইবেন? ॥ ৫ ॥ মুনীশ্বর! পুরাতন শিষ্ট মুনিগণ যে শব্দ প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, তাহার বাচকপদার্থ অবশ্যই আছে, এইরূপ বিশ্বাসে পণ্ডিতগণ প্রমাণের মধ্যে শিষ্টপ্রযুক্ত শব্দকে এক প্রমাণ বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকেন, এক্ষণে দেখিতেছি শিষ্ট ব্যক্তির অভাবে সেই শব্দ প্রমাণ উচ্ছিন্ন হইয়া গেল? কারণ, ছলকার্য্য-নিরত বৃহস্পতিতে গর্হিত কার্য্য বর্ত্তমান থাকায় তাহার আর শিষ্টত্ব কোথায়? ॥ ৬ ॥ উৎপত্তি বিষয়ে মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে, দেবগণ সত্ত্বগুণ হইতে, মানবগণ রজোগুণ হইতে এবং তীর্য্যগ্‌গণ তমোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৭ ॥ তবে, সেই সত্ত্বগুণাশ্রিত যিনি দেবগণের সাক্ষাৎ গুরু তিনিও যদি স্বয়ং মিথ্যাবাদী হইলেন তবে আর রাজস ও তামসগণের মধ্যে কে সত্যবাদী হইবে? ॥ ৮ ॥ কি আশ্চর্য্য! যদি সমস্ত বিশ্বই মিথ্যায় আচ্ছন্ন হইল, তবে সনাতন ধর্ম্মের স্থান কোথায়? এবং সমস্ত জীবগণেরই বা কি গতি? মুনিবর! এ বিষয়ে আমার মহৎ সংশয় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৯ ॥ যখন ভগবান্ হরি, ব্রহ্মা ও শচীপতি, এবং অন্যান্য সুরসত্তমগণ সকলেই কাপট্য কর্ম্মে দক্ষ হইলেন, তবে স্বল্পসত্ত্ব ও স্বল্পবুদ্ধি মানবগণের পক্ষে আর কি কথা

কামক্রোধাভিসন্তপ্তা লোভোপহতচেতসঃ।
ছলে দক্ষাঃ সুরাঃ সর্ব্বে মুনয়শ্চ তপোধনাঃ॥ ১১॥
বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ বিশ্বামিত্রো গুরুস্তথা।
এতে পাপরতাঃ কাত্র গতির্ধর্ম্মস্য মানদ!॥ ১২॥
ইন্দ্রোঽগ্নিশ্চন্দ্রমা বেধাঃ পরদারাভিলম্পটাঃ।
আর্য্যত্বং* ভুবনেষেষু স্থিতং কুত্র মুনে! বদ॥ ১৩॥
বচনং কস্য মন্তব্যমুপদেশধিয়াঽনঘ!।
সর্ব্বে লোভাভিভূতাস্তে দেবাশ্চ মুনয়স্তদা॥ ১৪॥

ব্যাস উবাচ।

কিং বিষ্ণুঃ কিং শিবো ব্রহ্মা মঘবা কিং বৃহস্পতিঃ।
দেহবান্ প্রভবত্যেব বিকারৈঃ সংযুতস্তদা॥ ১৫॥
রাগী বিষ্ণুঃ শিবো রাগী ব্রহ্মাপি রাগসংযুতঃ।
রাগবান্ কিমকৃত্যং বৈ ন করোতি নরাধিপ!† ॥ ১৬॥

তদুচ্ছেদমেব দ্রঢ়য়তি দেবাঃ সবগমুদ্ভূতা ইতি॥ ৭—১২॥
আর্য্যত্বং শিষ্টত্বম্॥ ১৩—১৪॥
ইতি জনমেজয়বাক্যং শ্রুত্বা ব্যাসস্তদুক্তমেব স্থাপয়তি কিং বিষ্ণুরিতি। বিষ্ণুর্ব্বাস্তু ব্রহ্মা-বাস্তু বো যো দেহবান্ স পূর্ব্বোক্তদোষরূপবিকারৈর্যুক্ত এব ভবতি নান্যথেত্যন্বয়ঃ॥১৫ ১৬॥

আছে?॥১০॥ হে মানদ! যখন সকল সুরগণ, বশিষ্ট, বামদেব, বিশ্বামিত্র ও বৃহস্পতি প্রভৃতি তপোধন মুনিগণও কামক্রোধে অভিভূত, লোভে বিনষ্টচিত্ত, ছলকর্ম্মে দক্ষ ও পাপে নিরত, তখন ধর্ম্মের আর কি গতি আছে?॥ ১১—১২॥ হায়! যখন ইন্দ্র, অগ্নি, চন্দ্রমা, বিধাতা ইহাঁরাও কামের উৎকট প্রলোভনে অভিভূত হইয়া পরদারাসক্ত, তখন এই অখিল ভুবন মধ্যে শিষ্টতা আর কোথায় থাকিবে?॥১৩॥ হে বিমলাত্মন্! যখন সমস্ত দেবগণ ও মুনিগণ লোভে অভিভূত হইলেন তবে আর কাহার বাক্য উপদেশ স্বরূপে গ্রহণ করিব॥ ১৪॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! ইন্দ্রই হউন, বৃহস্পতিই হউন, ব্রহ্মাই হউন, বিষ্ণুই হউন অথবা মহাদেবই হউন যিনি দেহ ধারণ করিবেন, তাহাকেই পূর্ব্বোক্ত অহঙ্কার ও লোভাদি বিকারদোষে সংস্পৃষ্ট হইতে হইবে সন্দেহ নাই॥ ১৫॥ মহারাজ! ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব

---

* আর্যত্বং। ইতি বা পাঠঃ।
† দেহী দেহগুণৈর্যুক্তঃ কিং চিত্রং নৃপতেঽত্র বৈ। নির্গুণঃ পরমাত্মাসৌ বিদেহঃ পরমঃ পরঃ।
ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে।

রাগবানপি চাতুর্য্যাদ্বিদেহ ইব লক্ষ্যতে।
সম্প্রাপ্তে সঙ্কটে সোঽপি গুণৈঃ সম্বাধ্যতে কিল।
কারণাদ্রহিতং কার্য্যং কথং ভবিতুমর্হতি ॥ ১৭ ॥
ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সর্ব্বেষাং গুণা এব হি কারণম্।
পঞ্চবিংশৎসমুদ্ভূতা দেহাস্তেষাং ন চান্যথা ॥ ১৮ ॥
কালে মরণধর্ম্মাস্তে সন্দেহঃ কোঽত্র তে নৃপ!।
পরোপদেশে বিস্পষ্টং শিষ্টাঃ সর্ব্বে ভবন্তি চ ॥ ১৯ ॥
বিপ্লুতির্হি বিশেষেণ স্বকার্য্যে সমুপস্থিতে।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভদ্রোহাহঙ্কারমৎসরাঃ ॥ ২০ ॥
দেহবান্ কঃ পরিত্যক্তুমীশো ভবতি তান্ পুনঃ।
সংসারোঽয়ং মহারাজ! সদৈবৈবংবিধঃ স্মৃতঃ ॥ ২১ ॥
নান্যথা প্রভবত্যেব শুভাশুভময়ঃ কিল।
কদাচিদ্ভগবান্বিষ্ণুস্তপশ্চরতি দারুণম্ ॥ ২২ ॥

চাতুর্য্যাদিতি। ধৌর্ত্ত্যাদিত্যর্থঃ। কথং ধৌর্ত্ত্যাদিতি জ্ঞাতমিতি চেত্তত্রাহ সম্প্রাপ্তে ইতি। সঙ্কটস্য প্রসঙ্গে তস্য ধৌর্ত্ত্যং বহির্নিঃসরতীত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তৈশ্চৈবং বহুবিধাঃ পরোপদেশে চতুরাঃ স্বয়মেকান্তে কামিনীকজ্জলবিষদিগ্ধকটাক্ষশরেণ তাড়িতা মোহিতা জাতা এবেতি ভাবঃ। ইদং রাজন্নাশ্চর্য্যং কিন্তু স্বভাব এব সর্ব্বেষামিত্যাহ কারণাদ্রহিতমিতি। গুণত্রয়ং হি সর্ব্বেষাং কারণম্। তস্য গুণত্রয়স্য প্রারব্ধবশত উপচয়াপচয়ে সতি কচিৎ কদাচিৎ কস্যচিদপি বিষয়াচরণং ভবত্যেব নহি কারণাদ্রহিতং কার্য্যং কদাপি তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥
পঞ্চবিংশৎসমুদ্ভূতা আর্ষপ্রয়োগঃ। পঞ্চবিংশতিতত্ত্বসমুদ্ভূতা ইত্যর্থঃ ॥ ১৮—১৯ ॥

ইঁহারা সকলেই বিষয়ানুরাগী; অতএব অনুরাগী ব্যক্তি কোন্ অকার্য্য সাধন করিতে না পারে? ॥ ১৬ ॥ হে নরেন্দ্র! অনুরাগী ব্যক্তি চাতুর্য্যবশে কেবল মুক্তের ন্যায় লক্ষিত হইয়া থাকেন; কিন্তু, সঙ্কটস্থল উপস্থিত হইলে তখন স্ব স্ব গুণ দ্বারা তাঁহার ধূর্ত্ততা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তখন তিনি গুণের বশীভূত কার্য্য করিয়া থাকেন। অতএব, তদ্বিষয়ে গুণত্রয়কেই কারণ বলিয়া জানিবেন যেহেতু কারণ ব্যতিরেকে কদাপি কার্য্যোৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে না ॥ ১৭ ॥ ব্রহ্মাদি দেবগণেরও গুণত্রয়ই কারণ; যেহেতু তাঁহাদের দেহ সকলও প্রধান মহত্তত্ত্বাদি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে সন্দেহ নাই ॥ ১৮ ॥ নৃপবর! ব্রহ্মাদিও মরণ ধর্ম্মশীল অতএব তাহাতে আর আপনার সন্দেহ কি? আপনি জানিবেন যে, সকলেই পরের উপদেশ প্রদান সময়ে উত্তমরূপেই শিষ্টতা প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু স্বকার্য্য উপস্থিত হইলেই স্বভাবের বিপ্লব ঘটিয়া যায়; তখন তাহার কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা অহঙ্কার ও মাৎসর্য্যাদি সকলেই উপস্থিত হইয়া কার্য্য করিতে থাকে ॥ ১৯—২০ ॥

কদাচিদ্বিবিধান্ যজ্ঞান্ বিতনোতি সুরাধিপঃ।
কদাচিত্তু রমারঙ্গরঞ্জিতঃ পরমেশ্বরঃ॥ ২৩॥
রমতে কিল বৈকুণ্ঠে তদ্বশস্তরুণো বিভুঃ।
কদাচিদ্দানবৈঃ সার্দ্ধং যুদ্ধং পরমদারুণম্॥ ২৪॥
করোতি করুণাসিন্ধুস্তদ্বাণপীড়িতো ভৃশম্।
কদাচিজ্জয়মাপ্নোতি দৈবাৎ সোঽপি পরাজয়ম্॥ ২৫॥
সুখদুঃখাভিভূতোঽসৌ ভবত্যেব ন সংশয়ঃ।
শেষে শেতে কদাচিদ্বৈ যোগনিদ্রাসমাবৃতঃ॥ ২৬॥
কালে জাগর্ত্তি বিশ্বাত্মা স্বভাবপ্রতিবোধিতঃ।
শর্ব্বো ব্রহ্মা হরিশ্চৈত ইন্দ্রাদ্যা যে সুরাস্তথা॥ ২৭॥
মুনয়শ্চ বিনির্ম্মাণৈঃ স্বায়ুষো বিচরন্তি হি।
নিশাবসানে সঞ্জাতে* জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্॥ ২৮॥
বর্ত্ততে নাত্র সন্দেহো নৃপ! কিঞ্চিৎ কদাপি চ।
স্বায়ুষোঽন্তে পদ্মজাদ্যাঃ ক্ষয়মিচ্ছন্তি পার্থিব!॥ ২৯॥

বিপ্লুতিরিতি। স্বকার্য্যে প্রাপ্তে সর্ব্বেষাং বিপ্লুতিঃ স্বভাবচ্যুতির্ভবতীত্যর্থঃ। অনুপদমেবেতদ্ব্যাখ্যাতম্॥ ২০—২২॥

কালবশেন গুণব্যত্যয়মেব দেবাদিষু দর্শয়তি কদাচিদিতি। রমারঙ্গেণ রঞ্জিত ইত্যর্থঃ॥ ২৩—৩০॥

কোনও দেহবান্ ব্যক্তি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। মহারাজ! মহর্ষিগণ কহিয়া থাকেন, এই সংসার সর্ব্বদাই এইরূপে চলিয়া আসিতেছে॥ ২১॥ এই শুভাশুভময় সংসার কখনই অন্য ভাব প্রাপ্ত হয় না, ইহা একরূপেই চলিয়া আসিতেছে। দেখুন, ভগবান্ বিষ্ণু কখনও নিদারুণ তপশ্চরণ করিতেছেন; দেবরাজ ইন্দ্রও কখন বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আর দেখুন, পরমপ্রভু লীলাময় বিষ্ণু কখনও কমলার কমনীয় বিলাসরঙ্গতরঙ্গে রঞ্জিতচিত্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে বিহার করিয়া থাকেন, আবার কখনও করুণাসিন্ধু হইয়াও দুর্জ্জয় দানবগণের সহিত অতি দারুণ যুদ্ধ করিয়া তাহাদের শরজালে অতীব পীড়িত হইয়া থাকেন, কখন বা জয়লাভ করেন এবং কখনও বা দৈববশে পরাজিত হইয়া থাকেন; তাহাতে তিনি নিশ্চয়ই সুখদুঃখের বশীভূত হন সন্দেহ নাই। মহারাজ! সেই নারায়ণ কখনও বিশ্বসংসারকে নিজ কুক্ষিমধ্যে রক্ষা করত যোগনিদ্রায় অভিভূত হইয়া শেষশয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন আবার যথাকালে প্রকৃতি দ্বারা প্রতিবোধিত হইয়া জাগরিত হইয়া থাকেন। রাজন্! অধিক কি বলিব এই বিশ্বসংসারে মহেশ্বর, ব্রহ্মা, হরি, ইন্দ্রাদি

* আজন্মা জীয়তে সর্ব্বম্। ইতি বা পাঠঃ।

প্রভবন্তি পুনর্বিষ্ণুহরশক্রাদয়ঃ সুরাঃ।
তস্মাৎ কামাদিকান্ ভাবান্ দেহবান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ৩০ ॥
নাত্র তে বিস্ময়ঃ কার্য্যঃ কদাচিদপি পার্থিব !।
সংসারোঽয়ন্তু সন্দিগ্ধঃ কামক্রোধাদিভির্নৃপ ! ॥ ৩১ ॥
দুর্লভস্তদ্বিনির্ম্মুক্তঃ পুরুষঃ পরমার্থবিৎ।
যো বিভেতীহ সংসারে স দারান্ন করোত্যপি ॥ ৩২ ॥
বিমুক্তঃ সর্ব্বসঙ্গেভ্যো বিচরত্যবিশঙ্কিতঃ।
তস্মাদ্বৃহস্পতের্ভার্য্যা শশিনা লম্ভিতা পুনঃ ॥ ৩৩ ॥
গুরুণা লম্ভিতা ভার্য্যা তথা ভ্রাতুর্যবীয়সঃ।
এবং সংসারচক্রেঽস্মিন্রাগলোভাদিভির্বৃতঃ ॥ ৩৪ ॥
গার্হস্থ্যঞ্চ সমাস্থায় কথং মুক্তো ভবেন্নরঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন হিত্বা সংসারসারতাম্।
আরাধয়েন্মহেশানীং সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ৩৫ ॥

সন্দিগ্ধঃ সম্যগ্দিগ্ধো যুক্তঃ ॥ ৩১—৩২ ॥

তস্মাদিতি। গুণত্রয়বদ্ধত্বাদিত্যর্থঃ লম্ভিতোপভুক্তেত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

ভ্রাতুর্যবীয়স ইতি। উতথ্যো জ্যেষ্ঠো বৃহস্পতির্মধ্যম আনর্ত্তঃ কনিষ্ঠস্তস্য ভার্য্যা গুরুণা লম্ভিতা ভুক্তেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

গার্হস্থ্যং সংসারাসক্তিমিত্যর্থঃ। ন হি সংসারাসক্তঃ সন্ সংসারান্মুক্তো ভবেৎ তস্মাৎ সংসারাসক্তিং বিহায় সংসারনাশায়োদ্যোগঃ কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। তথাচ যে সংসারাসক্তিরহি-

---

সুরগণ ও মুনিগণ সকলেই নিজ নিজ আয়ুর পরিমাণ কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া বিচরণ করিয়া থাকেন। প্রলয়কালের অবসান হইলে নষ্টপ্রায় এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ পুনর্ব্বার উৎপন্ন হয় তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সন্দেহ নাই। হে রাজন্! নিজ নিজ আয়ুর অবসানে ব্রহ্মাদি সকলেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই। ২২—২৯ ॥ আবার যথা সময়ে বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি সুরগণ দেহধারী হইয়া সেই সেই কামাদি ভাব সকল লাভ করিয়া থাকেন। হে পার্থিব! আপনি এ বিষয়ে বিস্মিত হইবেন না, এই সংসার, কাম ক্রোধাদি দ্বারা সংযুক্ত হইয়া নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে ॥৩০—৩১॥ রাজন্! এই সংসারে কামাদি-বিনির্মুক্ত পরমার্থবিৎ পুরুষ অত্যন্ত দুর্লভ। যে ব্যক্তি এই সংসারে ভীত হন, তিনি দারপরিগ্রহ করেন না, তাঁহাতে তিনি সর্ব্বপ্রকার বিষয়াসঙ্গ হইতে বিমুক্ত এবং শঙ্কাবিহীন হইয়া বিচরণ করিয়া থাকেন। এই কারণেই চন্দ্রমা বৃহস্পতির ভার্য্যা হরণ করিয়াছিলেন, গুরুও আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যাকে হরণ করিয়াছিলেন। এইরূপে এই সংসারচক্রে সমস্ত জীবই নিয়ত রাগ লোভাদি দ্বারা আবৃত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৩২—৩৪ ॥ রাজন্!

তন্মায়াগুণতশ্ছন্নং জগদেতচ্চরাচরম্।
ভ্রমত্যুন্মত্তবৎ সর্ব্বং মদিরামত্তবন্নৃপ! ॥ ৩৬ ॥
তস্যা আরাধনেনৈব গুণান্ সর্ব্বান্ বিমৃদ্য চ।
মুক্তিং ভজেত মতিমান্নান্যঃ পন্থাস্তিতঃ পরঃ ॥ ৩৭ ॥
আরাধিতা মহেশানী ন যাবৎ কুরুতে কৃপাম্।
তাবদ্ভবেৎ সুখং কস্মাৎ কোঽন্যোঽস্তি দয়য়া যুতঃ ॥ ৩৮ ॥
করুণাসাগরামেতাং ভজেত্তস্মাদমায়য়া।
যস্যাস্তু ভজনেনৈব জীবন্মুক্তত্বমশ্নুতে ॥ ৩৯ ॥
মানুষ্যং দুর্ল্লভং প্রাপ্য সেবিতা ন মহেশ্বরী।
নিঃশ্রেণিকাগ্রাৎ পতিতা অধ ইত্যেব বিদ্মহে ॥ ৪০ ॥

তাস্তু এবাপ্তা ইতি নাপ্তবাক্যপ্রমাণোচ্ছেদরূপং দূষণং ভবেতি ভাবঃ। নন্থ সংসারাসক্তিরাহিত্যং তেন সংসারনাশশ্চাত্যন্তাসম্ভাব্যেব স্বভাবভূতগুণানাং নাশাসম্ভবাদিতি চেৎ যস্যা গুণৈরয়ং বদ্ধস্তস্যা এবোপাসনয়া সর্ব্বং ভবিষ্যতীত্যাহ তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেনেতি। হিত্বেতি বৈরাগ্যমবলম্ব্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৫—৩৬ ॥

বিমৃদ্যোপমৃদ্য নাশয়িত্বেত্যর্থঃ। নান্যঃ পন্থা ইতি। তথাচ শ্রুতিঃ। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়েতি ॥ ৩৭ ॥

কোঽন্যোঽস্তীতি। যা সর্ব্বকর্ত্রী সা যদি দয়াং ন করোতি তদা তদিচ্ছামুল্লঙ্ঘ্যান্যঃ কঃ সমর্থোঽস্তি সর্ব্বেষাং তদধীনত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৮—৩৯ ॥

সেবিতেতি যৈরিত্যর্থঃ। নিঃশ্রেণিকাগ্রাদিতি। নিঃশ্রেণিকা সোপানপংক্তিস্তস্যা অগ্রং প্রাপ্য তস্মাদধঃপতিতা ইত্যেব জানীমহ ইত্যর্থঃ। তদুক্তং আসাদ্য জন্ম মনুজেষু চিরাদ্দুরাপং তত্রাপি পাটবমবাপ্য নিজেন্দ্রিয়াণাম্। নাভ্যর্চ্চয়ন্তি জগতাং জনয়িত্রি! যে ত্বাং নিঃশ্রেণিকাগ্রমধিরুহ্য পুনঃ পতন্তীতি ॥ ৪০ ॥

গার্হস্থ্য অবলম্বন করিলে নরগণ কোনরূপেই মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে সংসারের সারতা চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক সচ্চিদানন্দরূপিণী মহেশানীর আরাধনা করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৫ ॥ এই চরাচার জগৎ তাঁহারই মায়াগুণে আচ্ছন্ন হইয়া মদিরামত্তের ন্যায় অথবা উন্মত্তের ন্যায় নিয়তই পরিভ্রমণ করিতেছে ॥ ৩৬ ॥ মতিমান্ ব্যক্তিরা তাহার আরাধনা দ্বারাই সকল গুণকে পদদলিত করিয়া মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন; হে রাজেন্দ্র! ইহা ভিন্ন মুক্তিলাভের অন্য আর কিছুই পথ নাই ॥ ৩৭ ॥ মহেশানীর আরাধনা করিয়া যে পর্য্যন্ত তাঁহার করুণাকণা লাভ করিতে পারা না যায়, সে পর্য্যন্ত আর সুখ কোথায়? তিনি ভিন্ন অন্য আর কাহার প্রকৃত দয়া দৃষ্ট হয় না; অতএব বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া সেই করুণাময়ীর ভজনা করা উচিত; কারণ, তাহার আরাধনা করিলেই জীবন্মুক্ত হইতে পারা যায় ॥৩৮-৩৯॥ যে ব্যক্তি মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া মহেশ্বরীর সেবা না করিল, সে ব্যক্তি সোপান-

অহঙ্কারাবৃতং বিশ্বং গুণত্রয়সমন্বিতম্।
অসত্যেনাপি সম্বদ্ধং মুচ্যতে কথমন্যথা ॥ ৪১ ॥
হিত্বা সর্ব্বং ততঃ সর্ব্বৈঃ সংসেব্যা ভুবনেশ্বরী ॥ ৪২ ॥

রাজোবাচ।

কিং কৃতং গুরুণা তত্র কাব্যরূপধরেণ চ।
কদা শুক্রঃ সমায়াতস্তন্মে ব্রূহি পিতামহ! ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি যৎ কৃতং গুরুণা তদা।
কৃত্বা কাব্যস্বরূপঞ্চ প্রচ্ছন্নেন মহাত্মনা ॥ ৪৪ ॥
গুরুণা বোধিতা দৈত্যা মত্বা কাব্যং স্বকং গুরুম্।
বিশ্বাসং পরমং কৃত্বা বভূবুস্তন্ময়াস্তদা ॥ ৪৫ ॥
বিদ্যার্থং শরণং প্রাপ্তা ভৃগুং মত্বাতিমোহিতাঃ।
গুরুণা বিপ্রলব্ধাস্তে লোভাৎ কো বা ন মুহ্যতি ॥ ৪৬ ॥

অহঙ্কারাবৃতমিতি। যস্যা মায়াজন্যগুণত্রয়েণ তজ্জন্যাহঙ্কারেণ তজ্জন্যাসত্যাদিদোষেণ সম্বদ্ধং জগদ্ভবতি তস্যা মায়াবিশিষ্টব্রহ্মরূপিণ্যা ভগবত্যা আরাধনেনৈব সর্ব্বং গলিতং নষ্টং ভবিষ্যতীতি সৈব সচ্চিদানন্দরূপিণী ভুবনেশ্বরী সর্ব্বৈরারাধ্যেতি ভাবঃ ॥ ৪১—৪২ ॥

ইত্থং জনমেজয়স্য ধর্ম্মাত্মনো ধর্ম্মনাশসন্দর্শনক্ষুভিতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণস্য ভগবত্যারাধনাবলম্বেন স্বাস্থ্যমভিধায়াবস্থিতং মুনিং প্রতি তৎস্বাস্থ্যশ্রবণসমুদ্যদানন্দো জনমেজয়ঃ পুনঃ প্রকৃতামেব কথাং পৃচ্ছতি কিং কৃতমিতি। হে পিতামহ শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৩—৪৪ ॥

তন্ময়াস্তৎপরায়ণাঃ ॥ ৪৫ ॥

ভৃগুং ভৃগুপুত্রধিয়েত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রেণীর উপরিভাগ হইতে অধঃপতিত হইল, ইহাই আমি বিবেচনা করি ॥ ৪০ ॥ এই ত্রিগুণসমন্বিত বিশ্ব অহঙ্কারে আবৃত ও অসত্যে সম্বদ্ধ, অতএব সেই সর্ব্বেশ্বরীর আরাধনা ব্যতিরেকে আর কিরূপে মুক্তিলাভ হইতে পারে। রাজন্! সকল বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই ভুবনেশ্বরীর সেবা করাই সকলের একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৪১—৪২ ॥

জনমেজয় কহিলেন, মুনে! কাব্যরূপধারী দেবগুরু তখন কি করিয়াছিলেন। শুক্রাচার্য্যই বা কত দিন পরে দৈত্যগণ সমীপে আগমন করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন ॥ ৪৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! কাব্যবেশধারী মহাত্মা বৃহস্পতি প্রচ্ছন্নভাবে তখন কি করিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥৪৪॥ দেবগুরু বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিলে দৈত্যগণ তাঁহাকেই আপনাদের গুরু কাব্য ভাবিয়া যথার্থরূপে বিশ্বাস করিয়া তৎপরায়ণ হইয়া

দশবর্ষাত্মকে কালে সংপূর্ণসময়ে তদা।
জয়ন্ত্যা সহ ক্রীড়িত্বা কাব্যো যাজ্যানচিন্তয়ৎ ॥ ৪৭ ॥
আশয়া মম মার্গং তে পশ্যন্তঃ সংস্থিতাঃ কিল।
গত্বা তান্ বৈ প্রপশ্যেঽহং যাজ্যানতিভয়াতুরান্ ॥ ৪৮ ॥
মা দেবেভ্যো ভয়ং তেষাং মদ্ভক্তানাং ভবেদিতি।
সঞ্চিন্ত্য বুদ্ধিমাস্থায় জয়ন্তীং প্রত্যুবাচ হ ॥ ৪৯ ॥
দেবানেবোপসংযান্তি পুত্রা মে চারুলোচনে!।
সময়স্তেঽদ্য সংপূর্ণো জাতোঽয়ং দশবার্ষিকঃ ॥ ৫০ ॥
তস্মাদ্গচ্ছাম্যহং দেবি! দ্রষ্টুং যাজ্যান্ সুমধ্যমে!।
পুনরেবাগমিষ্যামি তবান্তিকমনুক্রতঃ ॥ ৫১ ॥
তথেতি তমুবাচাথ জয়ন্তী ধর্ম্মবিত্তমা।
যথেষ্টং গচ্ছ ধর্ম্মজ্ঞ! ন তে ধর্ম্মং বিলোপয়ে ॥ ৫২ ॥
তচ্ছ্রুত্বা বচনং কাব্যো জগাম ত্বরিতস্ততঃ।
অপশ্যদ্দানবানাং স পার্শ্বে বাচস্পতিং তদা ॥ ৫৩ ॥

এতৎ পর্য্যন্তং শুক্রবৃত্তান্তং বর্ণয়িত্বা কাব্যবৃত্তান্তং বর্ণয়তি দশবর্ষাত্মকে কালে ইতি ॥ ৪৭—৪৯ ॥
উপসংযান্তি শরণং গচ্ছন্তি ॥ ৫০—৫৩ ॥

তাঁহার আজ্ঞাবহ হইল ॥ ৪৫ ॥ বৃহস্পতি-মায়ায় মোহিত ও প্রতারিত দৈত্যগণ বিদ্যা প্রাপ্তির জন্য শুক্রাচার্য্য বোধে তাহার শরণাগত হইল; কারণ, এই সংসারে লোভবশে সকলেই মুগ্ধ হইয়া থাকে ॥৪৬॥ এদিকে যখন দশবর্ষ পরিপূর্ণ হইয়া আসিল, তখন দৈত্যগুরু জয়ন্তীর সহিত ক্রীড়া সমাপন পূর্ব্বক যজমানগণকে স্মরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥ তিনি ভাবিতে লাগিলেন, দৈত্যগণ আমার আগমনপথ নিরীক্ষণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে, আমি যাইয়া সেই ভয়াতুর অসুরগণকে অবলোকন করি ॥ ৪৮ ॥ তাহারা আমার ভক্ত; অতএব দেবগণ হইতে যাহাতে তাহাদের ভয় না হয় তাহা করা উচিত এইরূপ চিন্তা করিয়া জয়ন্তীকে কহিলেন, হে চারুলোচনে! আমার পুত্র সকল দেবগণের শরণ লউক, তোমার দশবর্ষ সময় অদ্য সম্পূর্ণ হইল, অতএব হে সুমধ্যমে! আমি এখন আমার যজমানগণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিতেছি, পুনর্ব্বার শীঘ্রই তোমার নিকটে আগমন করিব ॥ ৪৯—৫১ ॥ পতিব্রতা জয়ন্তী তথাস্তু বলিয়া তাঁহার গমনে সম্মতি প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি যথেচ্ছ গমন করুন, আমি আপনার ধর্ম্ম বিলোপ করিতে ইচ্ছা করি না ॥ ৫২ ॥ শুক্রাচার্য্য তাহার বচন শ্রবণ করিয়া সত্বর দানবগণ সমীপে উপস্থিত

ছদ্মরূপধরং সৌম্যং বোধয়ন্তং ছলেন তান্।
জৈনং ধর্ম্মং কৃতং স্বেন যজ্ঞনিন্দাপরং তথা ॥ ৫৪ ॥
ভো দেবরিপবঃ! সত্যং ব্রবীমি ভবতাং হিতম্।
অহিংসা পরমো ধর্ম্মোঽহন্তব্যা হ্যাততায়িনঃ ॥ ৫৫ ॥
দ্বিজৈর্ভোগরতৈর্ব্বেদে দর্শিতং হিংসনং পশোঃ।
জিহ্বাস্বাদপরৈঃ কামমহিংসৈব পরা মতা ॥ ৫৬ ॥
এবং বিধানি বাক্যানি বেদনিন্দাপরাণি চ।
ব্রুবাণং গুরুমাকর্ণ্য বিস্মিতোঽসৌ ভৃগোঃ স্থতঃ ॥ ৫৭ ॥
চিন্তয়ামাস মনসা মম দ্বেষ্যো গুরুঃ কিল।
বঞ্চিতাঃ কিল ধূর্ত্তেন যাজ্যা মে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৮ ॥
ধিগ্লোভং পাপবীজং বৈ নরকদ্বারমূর্জ্জিতম্।
গুরুরপ্যনৃতং ব্রূতে প্রেরিতো যেন পাপ্মনা ॥ ৫৯ ॥
প্রমাণং বচনং যস্য সোঽপি পাষণ্ডধারকঃ।
গুরুঃ সুরাণাং সর্ব্বেষাং ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ ॥ ৬০ ॥

স্বেন বৃহস্পতিনা কৃতং প্রণীতং জৈনং ধর্ম্মং জৈনশাস্ত্রং তান্ দৈত্যাংশ্ছলেন বোধয়ন্তমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

বৃহস্পতিমতমাহ ভো দেবরিপব ইতি। আততায়িনোঽপি অহন্তব্যা ইতি চ্ছেদঃ। ন হন্তব্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

হইয়া দেখিতে পাইলেন যে, দানবগণের সন্নিধানে ছদ্মরূপধারী সৌম্যাকৃতি বৃহস্পতি বসিয়া রহিয়াছেন। তিনি নিজপ্রণীত জৈনধর্ম্ম ছলপূর্ব্বক তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছেন এবং হিংসাদিদোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক যজ্ঞের নিন্দা করিতেছেন ॥ ৫৩—৫৪ ॥ তিনি কহিতেছেন, অহে দেববৈরিগণ! আমি তোমাদিগের হিতকর সত্য বাক্যই বলিতেছি। অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, অধিক কি আততায়িগণকেও বধ করা কর্ত্তব্য নয় ॥ ৫৫ ॥ তোমরা নিশ্চয়ই জানিবে, ভোগনিরত দ্বিজগণ, নিজ নিজ রসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই, বেদে পশুহিংসা-পথপ্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু অহিংসার তুল্য উৎকৃষ্ট পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই ॥ ৫৬ ॥

রাজন্! দেবগুরু বেদের নিন্দা করত এই সকল বাক্য বলিতেছেন শ্রবণ করিয়া ভৃগুপুত্র অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই গুরু নিশ্চয়ই আমার বিদ্বেষী ॥ এই ধূর্ত্ত কর্ত্তৃক আমার যজমানগণ বঞ্চিত হইয়াছে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৫৭—৫৮ ॥ পাপের একমাত্র কারণস্বরূপ যে লোভ কর্ত্তৃক প্রেরিত

কিং কিং ন লভতে লোভান্মলিনীকৃতমানসঃ।
অন্যোঽপি গুরুরপ্যেবং জাতঃ পাষণ্ডপণ্ডিতঃ ॥ ৬১ ॥
শৈলূষবেষ্টিতং সর্ব্বং পরিগৃহ্য দ্বিজোত্তমঃ।
বঞ্চয়ত্যতিসংমূঢ়ান্ দৈত্যান্ যাজ্যান্ মমাপ্যসৌ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে দৈত্যবঞ্চনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

বেদোক্তাপি হিংসা ন কর্ত্তব্যেত্যাহ দ্বিজৈরিতি ॥ ৫৬—৬২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

হইয়া এই গুরুও মিথ্যা কহিতেছেন সেই পাপবীজ এবং নরকের দ্বার স্বরূপ লোভকে ধিক্ ॥ ৫৯ ॥ কি আশ্চর্য্য! যিনি সকল সুরগণের গুরু এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রবর্ত্তক, যাঁহার বচন প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া থাকে, তিনিও আজ পাষণ্ড মত ধারণ করিলেন? অহো! লোভের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! ॥ ৬০ ॥ লোভের বশীভূত হইয়া সুরগুরুও যখন পাষণ্ড পণ্ডিত হইলেন, তবে লোভবশে মলিনমানস মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ কি অকার্য্য না করিবে? ॥ ৬১ ॥ আজ এই সুরগুরু দ্বিজবর হইলেও নটের স্থায় সমস্তই গ্রহণ করিয়া আমার মূঢ়বুদ্ধি যাজ্য দৈত্যগণকে বঞ্চনা করিতেছেন ॥ ৬২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে সুরগুরুর দৈত্যবঞ্চনা নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা তানুবাচ হসন্নিব।
বঞ্চিতা মৎস্বরূপেণ দৈত্যাঃ কিং গুরুণা কিল ॥ ১ ॥
অহং কাব্যো গুরুশ্চায়ং দেবকার্য্যপ্রসাধকঃ।
অনেন বঞ্চিতা যূয়ং মদ্যাজ্যা নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২ ॥
মা শ্রদ্ধধ্বং বচোঽস্যার্য্যা দাম্ভিকোঽয়ং মদাকৃতিঃ।
অনুগচ্ছত মাং যাজ্যাস্ত্যজতৈনং বৃহস্পতিম্ ॥ ৩ ॥
ইত্যাকর্ণ্য বচস্তস্য দৃষ্ট্বা তৌ সদৃশৌ পুনঃ।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ কাব্যোঽয়মিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ৪ ॥
স তান্ বীক্ষ্য সুসম্ভ্রান্তান্ গুরুর্ব্বাক্যমুবাচ হ।
গুরুর্ব্বো বঞ্চয়ত্যেব মদ্রূপোঽয়ং বৃহস্পতিঃ ॥ ৫ ॥
প্রাপ্তো বঞ্চয়িতুং যুষ্মান্ দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
মা বিশ্বাসং বচস্যস্য কুরুধ্বং দৈত্যসত্তমাঃ ! ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধাধিকৈঃ সপ্তপঞ্চাশদ্ভিঃ পদ্যৈরনন্তরম্।
দৈত্যানাং শুক্রসম্প্রাপ্তির্ব্বঞ্চিতানামিহোচ্যতে ॥

দৈত্যাধ্যয়নং বৃহস্পতিকর্ত্তৃকং শ্রুত্বা দৈত্যান্ প্রতি শুক্র উবাচেত্যাহ ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসেতি ॥ ১—৪ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! শুক্রাচার্য্য মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া দৈত্যগণকে হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন, দৈত্যগণ! তোমরা মদীয়রূপধারী সুরগুরু বৃহস্পতি কর্ত্তৃক কি জন্য বঞ্চিত হইলে? ॥ ১ ॥ আমি শুক্রাচার্য্য, তোমরা আমার যাজ্য; ইনি দেব-কার্য্যসাধক সুরগুরু বৃহস্পতি; ইনি যে তোমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই ॥২॥ এই দাম্ভিক আমার আকার ধারণ করিয়াছেন, তোমরা ইহাঁর বাক্যে কদাচ শ্রদ্ধা করিও না; হে দৈত্যগণ! তোমরা আমার যাজ্য, অতএব আমার অনুবর্ত্তী হও; এই বৃহস্পতিকে পরিত্যাগ কর ॥ ৩ ॥ দৈত্যগণ, তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহাদের উভয়েরই তুল্য আকৃতি দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইল, এবং উপস্থিত ব্যক্তিকেই শুক্রাচার্য্য বলিয়া নিশ্চয় করিল ॥ ৪ ॥ তখন বৃহস্পতি তাহাদিগকে সরল-স্বভাবান্বিত ও মায়াবিমোহিত

প্রাপ্তা বিদ্যা ময়া শম্ভোর্যুষ্মানধ্যাপয়ামি তাম্।
দেবেভ্যো বিজয়ং নূনং করিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ৭ ॥
ইতি শ্রুত্বা গুরোর্ব্বাক্যং কাব্যরূপধরস্য তে।
বিশ্বাসং পরমং জগ্মুঃ কাব্যোঽয়মিতি নিশ্চয়াৎ ॥ ৮ ॥
কাব্যেন বহুধা তত্র বোধিতাঃ কিল দানবাঃ।
বুবুধুর্ন গুরোর্মায়ামোহিতাঃ কালপর্য্যয়াৎ ॥ ৯ ॥
এবং তে নিশ্চয়ং কৃত্বা ততো ভার্গবমব্রুবন্।
অয়ং গুরুর্নো ধর্ম্মাত্মা বুদ্ধিদশ্চ হিতে রতঃ ॥ ১০ ॥
দশবর্ষাণি সততময়ং নঃ শাস্তি ভার্গবঃ।
গচ্ছ ত্বং কুহকো ভাসি নাস্মাকং গুরুরপ্যত ॥ ১১ ॥
ইত্যুক্ত্বা ভার্গবং মূঢ়া নির্ভৎর্স্য চ পুনঃ পুনঃ।
জগৃহুস্তং গুরুং প্রীত্যা প্রণিপত্যাভিবাদ্য চ ॥ ১২ ॥

স তানিতি। স্বসংভ্রান্তান্মোহিতান্মদ্রূপেণায়ং বৃহস্পতির্বো যুষ্মান্ বঞ্চয়তি বঞ্চয়িষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫—৮ ॥

কাব্যেন বাস্তবিকেন। কালপর্য্যয়াৎ কালবৈপরীত্যেন গুরোর্বৃহস্পতের্মায়য়া মোহিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৯—১১ ॥

অবলোকন করিয়া কহিলেন, ইনিই দেবগুরু বৃহস্পতি, এক্ষণে আমার রূপ ধারণ করিয়া তোমাদিগকে বঞ্চনা করাই ইহাঁর অভিপ্রায় ॥ ৫ ॥ ইনি দৈব-কার্য্য-সাধনের নিমিত্ত তোমাদিগকে বঞ্চনা করিতে এই স্থানে আসিয়াছেন, হে অসুরপ্রবরগণ! তোমরা ইহাঁর বাক্যে কখনও বিশ্বাস করিও না ॥ ৬ ॥ আমি শম্ভুর নিকট হইতে যে বিদ্যা লাভ করিয়াছি, তোমাদিগকে তাহাই অধ্যয়ন করাইতেছি। আমি, দেবগণের সহিত যুদ্ধে তোমাদিগকে বিজয়ী করিব,সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥ তখন কাব্যরূপধারী গুরুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক দৈত্যগণ "ইনিই কাব্য" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, তদ্বাক্যে সাতিশয় বিশ্বাস সংস্থাপন করিল ॥ ৮ ॥ যাহা হউক, তখন দানব-গুরু শুক্রাচার্য্য যদিও দানবদিগকে বিস্তর বুঝাইয়াছিলেন, তথাপি তাহারা বৃহস্পতির মায়ায় মোহিত হইয়া, বিপরীত কাল-বৈচিত্র্য-নিবন্ধন সে সকল কিছুই বুঝিল না ও তাহাতে কর্ণপাত করিল না ॥ ৯ ॥ তখন তাহারা স্থিরনিশ্চয় হইয়া মহাত্মা শুক্রাচার্য্যকে কহিল, ইনিই আমাদের বুদ্ধিপ্রদ ও হিতনিরত গুরু, ইনিই ধার্ম্মিক-চূড়ামণি ভার্গব, দশবৎসর কাল নিরতই আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন, তুমি আমাদের গুরু নহ, তোমাকে মায়াবী বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি এ স্থান হইতে চলিয়া যাও ॥ ১০—১১ ॥ মূঢ়বুদ্ধি দৈত্যগণ ভার্গবকে এই কথা বলিয়া এবং পুনঃ পুনঃ ভর্ৎসনা করিয়া, গুরুরূপী সুরগুরুকে প্রণাম ও অভিবাদন পূর্ব্বক প্রীতমনে তাঁহাকেই গুরু বলিয়া গ্রহণ করিল ॥ ১২ ॥

কাব্যস্তু তন্ময়ান্ দৃষ্ট্বা চুকোপাথ শশাপ চ।
দৈত্যান্ বিবোধিতাম্মত্বা গুরুণা চাতিবঞ্চিতান্ ॥ ১৩ ॥
যস্মাম্ময়া বোধিতা বৈ গৃহ্লীয়ুর্ন চ মে বচঃ।
তস্মাৎ প্রনষ্টসংজ্ঞা বৈ পরাভবমবাপ্স্যথ ॥ ১৪ ॥
মদবজ্ঞাফলং কামং স্বল্পে কালে হ্যবাপ্স্যথ।
তদাস্য কপটং সর্ব্বং পরিজ্ঞাতং ভবিষ্যতি ॥ ১৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বাসৌ জগামাশু ভার্গবঃ ক্রোধসংযুতঃ।
বৃহস্পতির্মুদং প্রাপ্য তস্থৌ তত্র সমাহিতঃ ॥ ১৬ ॥
ততঃ শপ্তান্ গুরুর্জ্ঞাত্বা দৈত্যাংস্তান্ ভার্গবেণ হি।
জগাম তরসা ত্যক্ত্বা স্বরূপং স্বং বিধায় চ ॥ ১৭ ॥
গত্বোবাচ তদা শক্রং কৃতং কার্য্যং ময়া ধ্রুবম্।
শপ্তাঃ শুক্রেণ তে দৈত্যা ময়া ত্যক্তাঃ পুনঃ কিল ॥ ১৮ ॥
নিরাধারা কৃতা নূনং যতধ্বং সুরসত্তমাঃ।
সংগ্রামার্থং মহাভাগাঃ শাপদগ্ধা ময়া কৃতাঃ ॥ ১৯ ॥

তং গুরুং বৃহস্পতিং শুক্রাচার্য্যরূপেণ জগৃহুঃ ॥ ১২—১৬ ॥

এদিকে কাব্য, দৈত্যদিগকে সুরগুরুর একান্ত অনুবর্ত্তী দেখিয়া এবং বৃহস্পতি-বাক্যে বিশ্বাস পূর্ব্বক বঞ্চিত হইয়াছে স্থির করিয়া, রোষভরে তাহাদিগকে এই অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, যখন আমি বুঝাইয়া দিলেও তোমরা আমার বাক্য গ্রহণ করিলে না, তখন তোমরা সংজ্ঞাহারা হইয়া পরাভব প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৩—১৪ ॥ তোমরা আমার প্রতি যে অবজ্ঞা করিলে, তাহার ফল অল্প কালেই প্রাপ্ত হইবে এবং তখন ঐ সুরগুরুর কপট ভাব সবিশেষ অনুভব করিতে পারিবে ॥ ১৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! এই কথা বলিয়া শুক্রাচার্য্য রোষাবেশে সত্বর চলিয়া গেলেন, বৃহস্পতি হৃষ্ট ও সুস্থিরচিত্ত হইয়া সেই স্থানে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥১৬॥ তদনন্তর, দৈত্যগণ ভার্গবশাপে অভিশপ্ত হইয়াছে জানিয়া, তিনি সেই স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজরূপ ধারণ করিয়া সত্বরগমনে শক্র-সন্নিধানে আগমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, আমি একণে নিশ্চিতই কার্য্য সাধন করিয়াছি, কারণ, ভার্গব দৈত্যগণকে অভিসম্পাত করিয়াছেন, এবং আমিও তাহাদিগকে এ সময়ে পরিত্যাগ করিয়াছি। তাহারা নিরাশ্রয় হইয়াছে, হে মহাভাগ সুরসত্তমগণ! আমি দৈত্যদিগকে শাপদগ্ধ করিয়াছি, তোমরা

ইতি শ্রুত্বা গুরোর্ব্বাক্যং মঘবা মুদমাপ্তবান্।
জহৃষুশ্চ সুরাঃ সর্ব্বে প্রতিপূজ্য বৃহস্পতিম্ ॥ ২০ ॥
সংগ্রামায় মতিং চক্রুঃ সংবিচার্য্য মিথঃ পুনঃ।
নির্যযুর্ম্মিলিতাঃ সর্ব্বে দানবাভিমুখাঃ সুরাঃ ॥ ২১ ॥
সুরান্ সমুদ্যতান্ জ্ঞাত্বা কৃতোদ্যোগান্মহাবলান্।
অন্তর্হিতং গুরুং চৈব বভূবুশ্চিন্তয়ান্বিতাঃ ॥ ২২ ॥
পরস্পরমথোচুস্তে মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
সম্প্রসাদ্যো মহাত্মা চ যাতোঽসৌ রুষ্টমানসঃ ॥ ২৩ ॥
বঞ্চয়িত্বা গতঃ পাপো গুরুঃ কপটপণ্ডিতঃ।
ভ্রাতৃস্ত্রীলম্ভনঃ প্রায়ো মলিনোঽন্তর্ব্বহিঃশুচিঃ ॥ ২৪ ॥
কিং কুর্ম্মঃ ক চ গচ্ছামঃ কথং কাব্যং প্রকোপিতম্।
কুর্ব্বীমহি সহায়ার্থং প্রসন্নং হৃষ্টমানসম্ ॥ ২৫ ॥
ইতি সঞ্চিন্ত্য তে সর্ব্বে মিলিতা ভয়কম্পিতাঃ।
প্রহ্লাদং পুরতঃ কৃত্বা জগ্মুস্তে ভার্গবং পুনঃ ॥ ২৬ ॥
প্রণেমুশ্চরণৌ তস্য মুনের্ম্মৌনভৃতস্তদা।
ভার্গবস্তানুবাচাথ রোষসংরক্তলোচনঃ ॥ ২৭ ॥

ততঃ শপ্তানিতি। ভার্গবেণ শপ্তান্দৈত্যান্ জ্ঞাত্বা ক্রুদ্ধোঽয়ং শুক্রো দৈত্যান্ শিবাৎ প্রাপ্তান্মন্ত্রান্নোপদেক্ষ্যতীতি কৃতকার্য্যোঽহমিতি মত্বা জগামেত্যর্থঃ ॥ ১৭—২৩ ॥
অন্তর্ম্মলিনঃ কপটী ॥ ২৪—২৭ ॥

এক্ষণে তাহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে সচেষ্ট হও ॥ ১৭—১৯ ॥ দেবরাজ দেবগুরুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হৃষ্টচিত্ত হইলেন এবং সমস্ত সুরগণ সন্তুষ্ট হইয়া বৃহস্পতির অর্চ্চনা পূর্ব্বক নির্জ্জনে পুনর্ব্বার মন্ত্রণা করিয়া সংগ্রামের নিমিত্ত উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তদনন্তর সুরগণ মিলিত হইয়া সংগ্রাম জন্য অসুরগণের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন ॥২০—২১॥ মহাবলশালী অমরগণ, উদ্যোগ সহকারে সংগ্রামে সমুদ্যত হইয়া আগমন করিতেছেন এবং গুরুদেব অন্তর্হিত হইয়াছেন জানিয়া, দৈত্যগণ একান্ত চিন্তান্বিত হইল ॥ ২২ ॥ তখন পরস্পর বলিল, অহো! আমরা সেই সুরগুরুর মায়ায় মোহিত হইয়াছি, মহাত্মা শুক্রাচার্য্য ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাকে প্রসন্ন করা আমাদিগের একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ২৩ ॥ সেই পাপাশয় ভ্রাতৃ-ভার্য্যা-গামী, অন্তর্ম্মলিন, বহিঃশুচি ও কপট-পণ্ডিত সুরগুরু আমাদিগকে যথার্থই বঞ্চনা করিয়া এক্ষণে অন্তর্হিত হইয়াছেন ॥ ২৪ ॥ আমরা এক্ষণে কি করি? কোথায় যাই? কিরূপে সেই প্রকোপিত কাব্যকে আমাদিগের সাহায্যার্থ

মযা প্রবোধিতা যূয়ং মোহিতা গুরুমাযয়া।
ন গৃহীতং বচো যোগ্যং তদা যাজ্যা হিতং শুচি ॥ ২৮ ॥
তদাবগণিতশ্চাহং ভবদ্ভিস্তদ্বশঙ্গতৈঃ।
প্রাপ্তং নূনং মদোন্মত্তৈর্ম্মমাবমানজং ফলম্ ॥ ২৯ ॥
তত্র গচ্ছত সদ্ভ্রষ্টা যত্রাসৌ কপটাকৃতিঃ।
বঞ্চকঃ সুরকার্য্যার্থী নাহং তদ্বদ্ধি বঞ্চকঃ ॥ ৩০ ॥

ব্যাস উবাচ।

এবং ব্রুবন্তং শুক্রং তু বাক্যং সন্দিগ্ধয়া গিরা।
প্রহ্লাদস্তং তদোবাচ গৃহীত্বা চরণৌ ততঃ ॥ ৩১ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

ভার্গবাদ্য সমায়াতান্ যাজ্যানস্মাংস্তথাতুরান্।
ত্যক্তুং নার্হসি সর্ব্বজ্ঞ! ত্বদ্ধিতাংস্তনয়ান্ হি নঃ ॥ ৩২ ॥
গতে ত্বয়ি তু মন্ত্রার্থং শৈলূষেণ দুরাত্মনা।
ত্বদ্বেশমধুরালাপৈর্ব্বয়ং তেন প্রবঞ্চিতাঃ ॥ ৩৩ ॥

হে যাজ্যাঃ ॥ ২৮—৩২ ॥

প্রসন্ন করি? ॥ ২৫ ॥ দৈত্যগণ এইরূপ চিন্তা করত সকলে মিলিত হইয়া ভয়-ব্যাকুলমানসে প্রহ্লাদকে অগ্রে লইয়া ভার্গব-সন্নিধানে গমন করিল ॥ ২৬ ॥ ভার্গব দৈত্যগণকে দর্শন করিয়া মৌনাবলম্বনে অবস্থিত রহিলেন; তাহারা তাঁহার পাদপদ্মে অভিবাদন করিলে শুক্রাচার্য্য ক্রোধে লোহিত-লোচন হইয়া, তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন ॥ ২৭ ॥ যখন আমি তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেও তোমরা কপট গুরুর মায়ায় মোহিত হইয়া আমার পবিত্র হিতকর ও জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ কর নাই, প্রত্যুত তোমরা তাহার বশবর্ত্তী এবং মদে উন্মত্ত হইয়া আমায় অবজ্ঞা করিয়াছ, তখন তোমাদিগকে সেই ফল নিশ্চিতই প্রাপ্ত হইতে হইবে। তোমরা এখন কল্যাণ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছ, অর্থাৎ আপনারাই আপনাদের সর্ব্বনাশ করিয়াছ; এক্ষণে যেখানে সেই কপটরূপী, সুরকার্য্যার্থী বঞ্চক পণ্ডিত আছেন, সেই খানেই গমন কর; জানিও, আমি তাঁহার ন্যায় বঞ্চক নহি ॥ ২৮—৩০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! শুক্রাচার্য্য এইরূপ সন্দিগ্ধ বাক্য বলিলে, প্রহ্লাদ তৎকালে তাঁহার চরণগ্রহণ পুরঃসর এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

প্রহ্লাদ কহিলেন, হে গুরুদেব ভার্গব! আমরা অদ্য কাতরভাবে আপনার নিকটে আগমন করিয়াছি, হে সর্ব্বজ্ঞ! আমরা আপনার যাজ্য, হিতকর তনয়-তুল্য; অতএব, আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না ॥ ৩২ ॥ আপনি মন্ত্রলাভার্থ গমন করিলে,

অজ্ঞানকৃতদোষেণ নৈব কুপ্যন্তি শান্তিমান্।
সর্ব্বজ্ঞস্ত্বং বিজানাসি চিত্তং নঃ প্রবণং ত্বয়ি ॥ ৩৪ ॥
জ্ঞাত্বা নস্তপসা ভাবং ত্যজ কোপং মহামতে!।
ব্রুবন্তি মুনয়ঃ সর্ব্বে ক্ষণকোপা হি সাধবঃ ॥ ৩৫ ॥
জলং স্বভাবতঃ শীতং বহ্ন্যাতপসমাগমাৎ।
ভবত্যুষ্ণং বিয়োগাচ্চ শীতত্বমনুগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥
ক্রোধশ্চাণ্ডালরূপো বৈ ত্যক্তব্যঃ সর্ব্বথা বুধৈঃ।
তস্মাৎক্রোধং পরিত্যজ্য প্রসাদং কুরু সুব্রত! ॥ ৩৭ ॥
যদি ন ত্যজসি ক্রোধং ত্যজস্যস্মান্ সুদুঃখিতান্।
ত্বয়া ত্যক্তা মহাভাগ! গমিষ্যামো রসাতলম্ ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

প্রহ্লাদস্য বচঃ শ্রুত্বা ভার্গবো জ্ঞানচক্ষুষা।
বিলোক্য সুমনা ভূত্বা তানুবাচ হসন্নিব ॥ ৩৯ ॥
ন ভেতব্যং ন গন্তব্যং দানবা বা রসাতলম্।
রক্ষয়িষ্যামি বো যজ্যামন্ত্রৈরবিতথৈঃ কিল ॥ ৪০ ॥

শৈলূষেণ ত্বদ্বেশধারিণা বৃহস্পতিনা ॥ ৩৩—৪২ ॥

সুযোগ পাইয়া সেই নটরূপী ত্বদ্বেশধারী দুরাত্মা বৃহস্পতি মধুরালাপ দ্বারা আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়াছে ॥ ৩৩ ॥ আপনাকে অধিক কি বলিব, প্রগাঢ়চিত্ত ব্যক্তিগণ অজ্ঞানকৃত অপরাধে প্রকুপিত হন না; আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আমাদিগের চিত্ত যে আপনাতেই একান্ত আসক্ত, তাহা আপনি জানেন ॥ ৩৪ ॥ হে মহাবুদ্ধে! আপনি তপোবলপ্রভাবে আমাদিগের মনোগত ভাব অবগত হইয়া কোপ পরিহার করুন; মুনিগণ কহিয়া থাকেন যে, সাধুগণের কোপ চিরস্থায়ী নহে ॥ ৩৫ ॥ হে মুনে! জল স্বভাবতই শীতল, বহ্নিদ্বারা তাপযোগে উহা উষ্ণ হয় বটে, কিন্তু ক্ষণকাল পরে তাপ অবগত হইলেই পুনর্ব্বার শীতল হইয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥ হে সুব্রত! ক্রোধ চণ্ডাল তুল্য, অতএব বুধগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন; আপনার নিকটে প্রার্থনা যে, আপনি আমাদিগের প্রতি কোপ পরিহার পূর্ব্বক প্রসন্ন হউন ॥ ৩৭ ॥ যদি আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ না করিয়া এরূপ ঘোরদুঃখাভিভূত আমাদিগকে পরিত্যাগ করেন, হে মহাভাগ! তাহা হইলে আপনাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আমরা রসাতলে প্রবেশ করিব ॥ ৩৮ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! কাব্য, প্রহ্লাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া জ্ঞাননেত্রে অবলোকন পূর্ব্বক প্রসন্নচিত্ত হইলেন এবং ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥ তোমাদিগকে

হিতং সত্যং ব্রবীম্যদ্য শৃণুধ্বং তত্তু নিশ্চয়ম্।
বচনং মম ধর্ম্মজ্ঞাঃ শ্রুতং যদ্‌ব্রহ্মণঃ পুরা ॥ ৪১ ॥
অবশ্যম্ভাবিনো ভাবাঃ প্রভবন্তি শুভাশুভাঃ।
দৈবং ন চান্যথা কর্ত্তুং ক্ষমঃ কোঽপি ধরাতলে ॥ ৪২ ॥
অদ্য মন্দবলা যূয়ং কালযোগাদসংশয়ম্।
দেবৈর্জ্জিতাঃ সকৃচ্চাপি পাতালং প্রতিপৎস্যথ ॥ ৪৩ ॥
প্রাপ্তঃ পর্য্যায়কালো ব ইতি ব্রহ্মাভ্যভাষত।
ভুক্তং রাজ্যং ভবদ্ভিশ্চ পূর্ণং সর্ব্বং সমৃদ্ধিমৎ ॥ ৪৪ ॥
যুগানি দশপূর্ণানি দেবানাক্রম্য মূর্দ্ধনি।
দৈবযোগাচ্চ যুষ্মাভির্ভুক্তং ত্রৈলোক্যমূর্জ্জিতম্ ॥ ৪৫ ॥
সাবর্ণিকে মনৌ রাজ্যং পুনস্তত্তু ভবিষ্যতি।
পৌত্রস্ত্রৈলোক্যবিজয়ী রাজ্যং প্রাপ্স্যতি তে বলিঃ ॥ ৪৬ ॥
যদা বামনরূপেণ হৃতং দেবেন বিষ্ণুনা।
তদৈব চ ভবৎপৌত্রঃ প্রোক্তো দেবেন জিষ্ণুনা ॥ ৪৭ ॥

অদ্যেতি। যদ্যপ্যহং মহাদেবাৎ প্রাপ্তমন্ত্রস্তথাপি ভবতাময়ং পরাজয়কালোঽস্ত্যতঃ কালযোগাদ্দেবৈর্জ্জিতাঃ সন্তঃ সকৃদেকবারং পাতালং প্রতিপৎস্যথ গমিষ্যথেত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥
তদেব স্পষ্টমাহ প্রাপ্তঃ পর্য্যায়কাল ইতি। ব্যত্যয়কাল ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥
মূর্দ্ধনি দেবানাক্রম্য তেষাং মস্তকে চরণং দত্ত্বেত্যর্থঃ ॥ ৪৫—৪৬ ॥

আর ভয় করিতে, বা রসাতলে প্রবেশ করিতে হইবে না। তোমরা আমার রাজ্য, আমি তোমাদিগকে অমোঘ মন্ত্র-প্রভাবে অবশ্যই রক্ষা করিব ॥ ৪০ ॥ হে ধর্ম্মজ্ঞগণ! ব্রহ্মা পুরাকালে যাহা কহিয়াছিলেন, তদনুযায়ী আমার এই সত্য, হিতকর ও নিশ্চিত বচন শ্রবণ কর ॥৪১॥ যাহা অবশ্যম্ভাবী, তাহা শুভই হউক আর অশুভই হউক অবশ্যই সংঘটিত হইবে। ধরাতলে কেহই দৈবের অন্যথা করিতে পারে না ॥ ৪২ ॥ তোমরা এখন কালযোগে নিশ্চিতই হীনবল হইয়াছ; অতএব, এক্ষণে তোমাদিগকে দেবগণের প্রভাবে পরাভূত হইয়া একবার পাতাল-তলে গমন করিতে হইবে ॥ ৪৩॥ ব্রহ্মা বলিলেন যে, যখন তোমাদের ত্রৈলোক্য রাজ্য ভোগ করিবার পর্য্যায়কাল উপস্থিত হইয়াছিল, তখন তোমরা সমৃদ্ধি-পরিপূর্ণ এই ত্রৈলোক্যের আধিপত্য-সুখ ভোগ করিয়াছ। তোমরা দৈববলে অমরবৃন্দকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের মস্তকে চরণ অর্পণ পুরঃসর পূর্ণ দশযুগ পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে ত্রিলোক সুখসম্ভোগ করিয়াছ ॥৪৪-৪৫॥ জানিও সাবর্ণিক মন্বন্তরে এই রাজ্যে পুনর্ব্বার তোমাদের অধিকৃত হইবে। তখন বলিনামে তোমাদের বংশে ত্রৈলোক্যবিজয়ী প্রহ্লাদ-পৌত্র রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া বিশেষ খ্যাতাপন্ন হইবে ॥৪৬॥ বৈকুণ্ঠনাথ হরি যখন বামনরূপে বলির রাজ্য হরণ করিয়াছিলেন, তখন ভগবান্

হৃতং যেন বলে রাজ্যং দেববাঞ্ছার্থসিদ্ধয়ে।
ত্বমিন্দ্রো ভবিতা চাগ্রে স্থিতে সাবর্ণিকে মনৌ ॥ ৪৮ ॥

ভার্গব উবাচ।

ইত্যুক্তো হরিণা পৌত্রস্তব প্রহ্লাদ ! সাম্প্রতম্।
অদৃশ্যঃ সর্ব্বভূতানাং গুপ্তশ্চরতি ভীতবৎ ॥ ৪৯ ॥
একদা বাসবেনাসৌ বলির্গর্দ্দভরূপভাক্।
শূন্যে গৃহে স্থিতঃ কামং ভয়ভীতঃ শতক্রতোঃ ॥ ৫০ ॥
পৃষ্টশ্চ বহুধা তেন বাসবেন বলিস্তদা।
কিমর্থং গার্দ্দভং রূপং কৃতবান্ দৈত্যপুঙ্গব ! ॥ ৫১ ॥
ভোক্তা ত্বং সর্ব্বলোকস্য দৈত্যানাঞ্চ প্রশাসিতা।
ন লজ্জা খররূপেণ তব রাক্ষসসত্তম ! ।
তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা দৈত্যরাজো বলিস্তদা ॥ ৫২ ॥
প্রোবাচ বচনং শক্রং কোঽত্র শোকঃ শতক্রতো ! ।
যথা বিষ্ণুর্ম্মহাতেজা মৎস্যকচ্ছপতাং গতঃ ॥ ৫৩ ॥
তথাহং খররূপেণ সংস্থিতঃ কালযোগতঃ।
যথা ত্বং কমলে লীনঃ সংস্থিতো ব্রহ্মহত্যয়া ॥ ৫৪ ॥

ইদং বামনরূপেণ হরিণাপি পূর্ব্বমুক্তমস্তীত্যাহ যনেতি। হৃতমিতি রাজ্যমিতার্থঃ ॥৪৭-৪৮॥

জনার্দ্দন বিষ্ণু, দৈত্যরাজ বলিকে বলিয়াছিলেন যে, আমি দেবগণের বাঞ্ছিতার্থসিদ্ধির নিমিত্ত ছলে তোমার রাজ্য হরণ করিলাম, আগামী সাবর্ণিক মন্বন্তর-কাল উপস্থিত হইলে, তুমিই ইন্দ্র হইবে সন্দেহ নাই ॥ ৪৭—৪৮ ॥

হে প্রহ্লাদ ! ভগবান্ হরির বচনানুসারে তোমার পৌত্র বলি এক্ষণে সর্ব্ব ভূতগণের অদৃশ্য থাকিয়া অত্যন্ত ভীতের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৪৯ ॥ তিনি বাসব-ভয়ে ভীত হইয়া গর্দ্দভরূপ ধারণ পূর্ব্বক শূন্যগৃহে অবস্থিত আছেন। এমন সময়ে একদিন দেবরাজ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া নানাপ্রকারে তাঁহাকে রাসভদেহ ধারণের কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৫০—৫১॥ হে দৈত্যবর ! তুমি সতত সর্ব্বলোক-সুখ-ভোগ করিতেছ, তুমি দৈত্যগণের শাসন-কর্ত্তা, হে দৈত্যসত্তম ! সর্ব্বলোকের উপর তোমার অচল আধিপত্য, অতএব গর্দ্দভরূপ ধারণে তোমার লজ্জার আবির্ভাব হইতেছে না কেন ? দৈত্যরাজ বলি তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন ॥ ৫২ ॥ হে শক্র ! এ বিষয়ে শোক বা দুঃখ কি আছে ? যখন মহাতেজা বিষ্ণুও মৎস্য কচ্ছপের রূপ ধারণ করিয়াছেন, তখন আমি যে কালবশে খরাকার ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছি, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? আপনি ব্রহ্মহত্যার

পীড়িতশ্চ তথা হৃদ্য স্থিতোঽহং খররূপধৃক্।
দৈবাধীনস্য কিং দুঃখং কিং সুখং পাকশাসন!।
কালং করোতি বৈ নূনং যদিচ্ছতি যথা তথা ॥ ৫৫ ॥

ভার্গব উবাচ।

ইতি তৌ বলিদেবেশৌ কৃত্বা সংবিদমুত্তমাম্।
প্রবোধং প্রাপতুঃ কামং যথাস্থানঞ্চ জগ্মতুঃ ॥ ৫৬ ॥
ইত্যেতত্তে সমাখ্যাতা ময়া দৈববলিষ্ঠতা।
দৈবাধীনং জগৎ সর্ব্বং সদেবাসুরমানুষম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
চতুর্থস্কন্ধে দৈত্যানাং শুক্রসম্প্রাপ্তিকথনং নাম
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পৌত্রস্তবেতি। বলিরিত্যর্থঃ। ইতি বামনবাক্যং তব পৌত্রো বলিঃ শ্রুত্বা ভীতবৎ সর্ব্বভূতানামদৃশ্যঃ সন্ গুপ্তশ্চরতীত্যর্থঃ ॥ ৪৯—৫৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পর যেরূপ মানসসরোবরে সরোজমধ্যে সংলীন হইয়া অবস্থিত ছিলেন, সেইরূপ আমিও অদ্য কাতর হইয়া গর্দ্দভরূপ ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছি। পাকশাসন! দৈবাধীন ব্যক্তির দুঃখই বা কি এবং সুখই বা কি? তাহার পক্ষে সকলই সমান; কারণ, কাল যখন যেরূপ ইচ্ছা করে তখন তাহার প্রতি নিশ্চিতই সেইরূপ কার্য্য করিয়া থাকে॥ ৫৩—৫৫॥

ভার্গব বলিলেন, প্রহ্লাদ! বলিও দেবরাজ পরস্পরে এইরূপ সংলাপ করিয়া উভয়ে প্রবোধ প্রাপ্ত হইলেন এবং উভয়ে যথেচ্ছ স্থানে গমন করিলেন॥ ৫৬॥ অসুরসত্তম! আমি দৈবের বলবত্তাবিষয়ক এই আখ্যানটী তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম। তুমি জানিও সুর, অসুর ও নর সহিত এই নিখিল জগৎ দৈবেরই অধীন হইয়া রহিয়াছে॥ ৫৭॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্‌ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে দৈত্যগণের শুক্রাচার্য্য
প্রাপ্তি নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা ভার্গবস্য মহাত্মনঃ।
প্রহ্লাদস্তু সুসংহৃষ্টো বভূব নৃপনন্দন! ॥ ১ ॥
জ্ঞাত্বা দৈবং বলিষ্ঠঞ্চ প্রহ্লাদস্তানুবাচ হ।
কৃতেঽপি যুদ্ধে ন জয়ো ভবিষ্যতি কদাচন ॥ ২ ॥
তদা তে জয়িনঃ প্রোচুর্দ্দানবা মদগর্ব্বিতাঃ।
সংগ্রামস্তু প্রকর্ত্তব্যো দৈবং কিং ন বিদামহে ॥ ৩ ॥
নিরুদ্যমানাং দৈবং হি প্রধানমসুরাধিপ!।
কেন দৃষ্টং ক বা দৃষ্টং কীদৃশং কেন নির্ম্মিতম্ ॥ ৪ ॥
তস্মাদ্যুদ্ধং করিষ্যামো বলমাস্থায় সাম্প্রতম্।
ভবাগ্রে দৈত্যবর্য্য! ত্বং সর্ব্বজ্ঞোঽসি মহামতে! ॥ ৫ ॥
ইত্যুক্তস্তৈস্তদা রাজন্! প্রহ্লাদঃ প্রবলারিহা।
সেনানীশ্চ তদা ভূত্বা দেবান্ যুদ্ধে সমাহ্বয়ৎ ॥ ৬ ॥

অর্দ্ধশ্লোকাধিকৈরেকসপ্ততিশ্লোকবর্য্যকৈঃ।
দেবদানবয়োর্যুদ্ধশান্তির্দ্দেব্যা কৃতোচ্যতে॥

যুদ্ধে যুধ্যাভিঃ কৃতেঽপি জয়ো ন ভবিষ্যতি কিন্তু পরাজয় এবেতি ভার্গববাক্যং শ্রুত্বা প্রহ্লাদো দৈত্যানুবাচেত্যাহ ইতি তস্যেতি ॥ ১—২ ॥
দৈবং কিমিতি। অনুকূলং প্রতিকূলং বেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, হে মহারাজ জনমেজয়! প্রহ্লাদ মহাত্মা ভার্গবের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হইলেন ॥ ১ ॥ তখন তিনি দৈবকে বলবান্ জানিয়া দৈত্যগণকে কহিলেন, ওহে দৈত্যগণ! সুরগণের সহিত সংগ্রাম করিলেও কদাচই আমাদের জয়লাভ হইবে না ॥ ২ ॥ তখন বিজয়ী মদগর্ব্বিত দানবগণ প্রহ্লাদকে কহিল, সংগ্রাম আমাদের একান্তই কর্ত্তব্য, দৈব কাহাকে বলে আমরা তাহা জানি না। হে অসুরেন্দ্র! যাহারা উদ্যোগবিহীন—অর্থাৎ অকর্ম্মণ্য, দৈব তাহাদেরই প্রধান আশ্রয়; দৈব কি প্রকার, ইহাকে কে নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং কে বা তাহা কোথায় দর্শন করিয়াছে? যাহা হউক আমরা এক্ষণে বল অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। দৈত্যপ্রবর! আপনি অতিশয় বুদ্ধিশালী ও সর্ব্বজ্ঞ; এক্ষণে আমাদের প্রধান নায়ক হইয়া যুদ্ধ কার্য্য সম্পাদন করুন ॥৩—৫॥

তেঽপি তত্রাসুরান্ দৃষ্ট্বা সংগ্রামে সমুপস্থিতান্।
সর্ব্বে সংভৃতসম্ভারা দেবাস্তান্ সমযোধয়ন্ ॥ ৭ ॥
সংগ্রামস্তু তদা ঘোরঃ শক্রপ্রহ্লাদয়োর্ভবৎ।
পূর্ণং বর্ষশতং তত্র মুনীনাং বিস্ময়াবহঃ ॥ ৮ ॥
বর্ত্তমানে মহাযুদ্ধে শুক্রেণ প্রতিপালিতাঃ।
জয়মাপুস্তদা দৈত্যাঃ প্রহ্লাদপ্রমুখা নৃপ! ॥ ৯ ॥
তদৈবেন্দ্রো গুরোর্ব্বাক্যাৎ সর্ব্বদুঃখবিনাশিনীম্।
সস্মার মনসা দেবীং মুক্তিদাং পরমাং শিবাম্ ॥ ১০ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

জয় দেবি মহামায়ে শূলধারিণি চাম্বিকে।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মখড়্গহস্তেঽভয়প্রদে ॥ ১১ ॥
নমস্তে ভুবনেশানি শক্তিদর্শননায়িকে।
দশতত্ত্বাত্মিকে মাতর্মহাবিদ্যাস্বরূপিণি ॥ ১২ ॥

যত্ত্বয়োক্তং দৈবং প্রতিকূলং বর্ত্ততে জয়ো ন ভবিষ্যতীতি তদেতদ্ভাষণং নিরুদ্যমানাং পৌরুষহীনানাং ভবতি পরাক্রমবদ্ভিস্তু পৌরুষমেব প্রধানতয়া মন্তব্যমদৃষ্টং তু ক বা বর্ত্ততে কিং দৃষ্টং বর্ত্ততে কেন বা নির্ম্মিতমিতি কেন দৃষ্টং নৈবাদৃষ্টমস্তীতি ভাবঃ ॥ ৪—৭ ॥

ভবৎ অভবদিত্যর্থঃ। আগমশাস্ত্রস্যানিত্যত্বাদড়াগমাভাবঃ ॥ ৮—১১ ॥

শক্তিদর্শননায়িকে ইতি। শৈবশাক্তসৌরগাণেশবৈষ্ণবনাস্তিকমতপ্রতিপাদকানি ষড় দর্শ-নানি সন্তি। তত্র শক্তিদর্শনস্য নায়িকা তন্মতস্য মুখ্যত্বেন প্রতিপাদ্যা শ্রীভুবনেশ্বরী দেবতা-

---

রাজন্! দৈত্যগণ এইরূপ কহিলে, প্রবল-বৈরি-বিনাশন প্রহ্লাদ দৈত্যকুলের সেনানী হইয়া দেবগণকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন ॥ ৬ ॥ সুরগণ অসুরগণকে যুদ্ধে উপস্থিত দেখিয়া সকলে অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সুসজ্জিত হইয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করি-লেন ॥৭॥ তখন প্রহ্লাদ ও পুরন্দরের পূর্ণ শতবর্ষব্যাপী ভীষণ সংগ্রাম হইতে লাগিল, এই ভীষণ সংগ্রাম দর্শনে মুনিগণেরও বিস্ময়ের আবির্ভাব হইল ॥ ৮ ॥ হে রাজন্! উপস্থিত সেই নিদারুণ সংগ্রামে শুক্রাচার্য্যের অনুগত প্রহ্লাদপ্রমুখ দৈত্যগণের জয়লাভ হইল ॥ ৯ ॥ তখন ইন্দ্র সুরগুরুর বাক্যানুসারে সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী, মুক্তিপ্রদা পরাৎপরা কল্যাণদায়িনী ভুবনেশ্বরীকে মনে মনে স্মরণ করিয়া স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১০ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, হে মহামায়ে দেবি! হে শূলধারিণি অম্বিকে!' আপনি নিখিল বিশ্বের অভয়প্রদান জন্য শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও কৃপাণ ধারণ করিয়া থাকেন। হে ভুবনে-শানি! আপনাকে নমস্কার; আপনি শক্তির প্রাধান্য-প্রতিপাদক দর্শন-শাস্ত্রসকলের নায়িকা এবং শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবাদি মতে নানাবিধ তত্ত্বের ভিন্নতা থাকিলেও আপনি

মহাকুণ্ডলিনীরূপে সচ্চিদানন্দরূপিণি।
প্রাণাগ্নিহোত্রবিদ্যে তে নমো দীপশিখাত্মিকে ॥ ১৩ ॥
পঞ্চকোষান্তরগতে পুচ্ছব্রহ্মস্বরূপিণি।
আনন্দকলিকে মাতঃ! সর্ব্বোপনিষদর্চ্চিতে ॥ ১৪ ॥

মাতঃ! প্রসাদসুমুখি! ভব হীনসত্ত্বান্
ত্রায়স্ব নো জননি! দৈত্যপরাজিতান্ বৈ।
ত্বং দেবি! নঃ শরণদা ভুবনে প্রমাণা
শক্তাসি দুঃখশমনেঽখিলবীর্য্যযুক্তে! ॥ ১৫ ॥

স্তীতি তদেতৎ ষড়্দর্শনপূজায়াং স্পষ্টং তদভিপ্রায়েণোচ্যতে শক্তিদর্শননায়িকে ইতি। দশ-তত্ত্বাত্মিকে মাতরিতি শৈবশাক্তসৌরবৈষ্ণবত্রৈপুরাদিমতভেদেন তত্ত্বান্যনেকানি সন্তি। তত্র শক্তিদর্শনমতে শ্রীভুবনেশ্বর্য্যা দশ তত্ত্বানি সন্তি। কচিন্নব তত্ত্বান্যপি। তদুক্তং শারদায়াম্। নিবৃত্যাদ্যাঃ কলাঃ পঞ্চ ততো বিন্দুঃ কলা পুনঃ। নাদঃ শক্তিঃ সদা পূর্ব্বঃ শিবশ্চ প্রকৃতে-র্বিদুরিতি। তত্ত্বশব্দেন সর্ব্বপ্রপঞ্চস্য যত্রান্তর্ভাবস্তত্তত্ত্বমুচ্যতে। তথাচ তদভিপ্রায়েণোচ্যতে দশ তত্ত্বাত্মিকে মাতরিতি মহাবিন্দুস্বরূপিণি সিতশোণবিন্দুযুগলমিশ্রণাজ্জায়মানো মিশ্রবিন্দু-র্মহাবিন্দুরিতি কামকলারহস্যে স্পষ্টম্। তদ্ব্যাখ্যায়াং চাস্মাভির্ব্বিশদীকৃতং তদ্প্রায়েণোচ্যতে মহাবিন্দুস্বরূপিণীতি। সাম্যাবস্থমায়াবিশিষ্টং ব্রহ্মমহাবিন্দুস্তৎস্বরূপিণী ॥ ১২ ॥

প্রাণাগ্নিহোত্রবিদ্যে ত ইতি। প্রাণাগ্নিহোত্রপ্রপঞ্চযাগাখ্যৌ দ্বৌ যাগৌ তয়োর্দ্বয়োরপি দেবতা ভুবনেশ্বরী। তদেতত্তন্ত্রেষু স্পষ্টং তদভিপ্রায়েণোচ্যতে প্রাণাগ্নিহোত্রবিদ্য ইতি। তদ্দে-বতে ইত্যর্থঃ। নমো দীপশিখাত্মিকে ইতি। দীপশিখা বহ্নিশিখা তদাত্মিকে ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। তস্য মধ্যে বহ্নিশিখা অণীয়োর্দ্ধা ব্যবস্থিতা। নীলতোয়দমধ্যস্থা বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরেতি ॥ ১৩ ॥

পুচ্ছব্রহ্মস্বরূপিণীতি। ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠেতি বাক্যোক্তানন্দময়কোশপুচ্ছভূতব্রহ্মরূপিণী-ত্যর্থঃ। সর্ব্বোপনিষদর্চিতে ইতি। সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণীতি শ্রুতেঃ॥১৪॥

হীনসত্ত্বান্ হীনপরাক্রমান্ ॥ ১৫ ॥

দশতত্ত্বাত্মিকা; হে মাতঃ! আপনিই মহাবিদ্যাস্বরূপিণী, আমি আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১২ ॥ হে মাতঃ! আপনি আধারপদ্মস্থিতা মহাকুণ্ডলিনী; আপনিই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপিণী; আপনি প্রাণ ও অগ্নিহোত্র-যাগ-স্বরূপিণী, অর্থাৎ আপনিই উক্ত যাগদ্বয়ের অধি-দেবতা; জলদোদয়ে যেরূপ বিদ্যুৎ প্রকাশ পায়, তাহার ন্যায় আপনি হৃদয়াকাশে সর্ব্বদাই বহ্নিশিখার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন; মাতঃ! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ১৩ ॥ জননি! আপনিই অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় এই পঞ্চকোষে অবস্থিত রহি-য়াছেন; আপনি আনন্দময় কোষে ব্রহ্মস্বরূপিণী; মাতঃ আপনি আনন্দকলিকা এবং পরা-ব্রহ্মবিদ্যারূপ-উপনিষৎ সকলের পরিপূজিতা; জননি! আপনাকে নমস্কার করি॥১৪॥ মাতঃ! আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমরা দৈত্যগণের নিকটে পরাজিত ও হীন-তেজ হইয়াছি, আপনি আমাদিগকে পরিত্রাণ করুন। হে সর্ব্বশক্তিসম্পন্নে দেবি!

ধ্যায়ন্তি যেঽপি সুখিনো নিতরাং ভবন্তি
দুঃখান্বিতাবিগতশোকভয়াস্তথান্যে।
মোক্ষার্থিনো বিগতমানবিমুক্তসঙ্গাঃ
সংসারবারিধিজলং প্রতরন্তি সন্তঃ ॥ ১৬ ॥
ত্বং দেবি! বিশ্বজননি! প্রথিতপ্রভাবা
সংরক্ষণার্থমুদিতার্ত্তিহরপ্রতাপা।
সংহর্ত্তুমেতদখিলং কিল কালরূপা
কো বেত্তি তেঽম্ব চরিতং ননু মন্দবুদ্ধিঃ ॥ ১৭ ॥
ব্রহ্মা হরশ্চ হরিদশ্বরথো হরিশ্চ
নাহং যমোঽথ বরুণোঽগ্নিসমীরণৌ চ।
জ্ঞাতুং ক্ষমা ন মুনয়োঽপি মহানুভাবা
যস্যাঃ প্রভাবমতুলং নিগমাগমাশ্চ ॥ ১৮ ॥

দুঃখান্বিতেতি। অন্যে যে ন ধ্যায়ন্তি তে দুঃখান্বিতাশ্চ তে অবিগতশোকভয়াশ্চেতি কর্ম্মধারয়ঃ। তথা ভবন্তি মোক্ষার্থিনো,যে ধ্যায়ন্তীত্যনুষঙ্গঃ ॥ ১৬ ॥

ত্বং দেবি বিশ্বেতি। আর্ত্তিহরঃ প্রতাপো যস্যাঃ। সত্ত্বগুণং বিনা রক্ষণাভাবস্তমোগুণং বিনা সংহারাভাবো মাতুস্তু পুত্রবিষয়ে সত্ত্বগুণ এবাস্তি তব তু জগজ্জনন্যা জগতো রক্ষণামারণাচ্চোভয়গুণবত্ত্বমস্তীতি তবৈতাদৃশবিলক্ষণচরিতং কো বেদ ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

মাভূত্ত্বচ্চরিতং মন্দবুদ্ধীনাং বিষয়ঃ সুবুদ্ধীনাং তু বিষয়ঃ স্যাদিতিচেত্তত্রাহ ব্রহ্মা হরশ্চেতি। এতে মহান্তোঽপি ন জানন্তি তদৈতদপেক্ষয়াধিকবুদ্ধিমন্তঃ কে সন্তি। তস্মাদেতদ্বিষয়ে সর্ব্ব এব মন্দবুদ্ধয় ইত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ যতো বাচো নিবর্ত্তন্ত ইতি ॥ ১৮ ॥

কেবল আপনিই এই ভুবনে আশ্রয়দায়িনী হইয়া আমাদিগের দুঃখ প্রশমনে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥ দেবি! যাঁহারা সতত আপনার ধ্যান করেন, তাঁহারাই প্রকৃত সুখী; আর যাঁহারা আপনার ধ্যান না করেন তাঁহাদের শোক ও ভয় বিদূরিত হয় না, সুতরাং তাঁহারা কেবল দুঃখভোগ করিয়া থাকেন। মোক্ষার্থী যে সকল ব্যক্তি নিয়ত আপনার ধ্যান ধারণা করেন, সেই সজ্জনগণ অভিমান-বিরহিত ও নিঃসঙ্গ হইয়া যে সংসার-বারিধির অপার পার সন্দর্শন করেন, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই ॥ ১৬ ॥ হে বিশ্ব-জননি দেবি! বিশ্ব রক্ষণের নিমিত্ত আপনার প্রভাব বিখ্যাত রহিয়াছে; বলিতে কি, আপনার প্রভাবে বিপন্নের পীড়া প্রশমিত হয়; আপনি এই অখিল সংসার-সংহার নিমিত্ত কাল-রূপিণী হইয়া রহিয়াছেন, হে অম্ব! মন্দমতি জনগণের মধ্যে কে আপনার আচরিত অবগত হইতে পারে? ॥ ১৭ ॥ দিবাকর, আমি, যম, বরুণ, হুতাশন, সমীরণ, মহানুভব মুনিগণ, আগম, নিগম, অধিক কি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও আপনার অতুল প্রভাব অবগত হইতে সমর্থ নহে। মাতঃ! আমি আপনার চরণে নমস্কার করি ॥ ১৮ ॥ উমে! যাঁহারা আপনার প্রতি

ধন্যাস্ত এব তব ভক্তিপরা মহান্তঃ
সংসারদুঃখরহিতাঃ সুখসিন্ধুমগ্নাঃ।
যে ভক্তিভাবরহিতা ন কদাপি দুঃখা-
ম্ভোধিং জনিক্ষয়তরঙ্গমুমে! তরন্তি ॥ ১৯ ॥
যে বীজ্যমানাঃ সিতচামরৈশ্চ
ক্রীড়ন্তি ধন্যাঃ শিবিকাধিরূঢ়াঃ।
তৈঃ পূজিতা ত্বং কিল পূর্ব্বদেহে
নানোপহারৈরিতি চিন্তয়ামি ॥ ২০ ॥
যে পূজ্যমানা বরবারণস্থা
বিলাসিনীবৃন্দবিলাসযুক্তাঃ।
সামন্তকৈশ্চোপনতৈর্ব্রজন্তি
মন্যে হি তৈস্ত্বং কিল পূজিতাসি ॥ ২১ ॥
ব্যাস উবাচ।
এবং স্তুতা মঘবতা দেবী বিশ্বেশ্বরী তদা।
প্রাদুর্ব্বভূব তরসা সিংহারূঢ়া চতুর্ভুজা ॥ ২২ ॥

ধন্যা ইতি। যে ভক্তিরহিতাস্তে জনিক্ষয়তরঙ্গবন্তং দুঃখাম্ভোধিং হে উমে ন কদাপি তরন্তি ॥ ১৯—২৮ ॥

ভক্তিপরায়ণ, তাঁহারাই ধন্য, এবং তাঁহারাই মহান্, তাঁহারা সংসারদুঃখ বিরহিত হইয়া সতত সুখসমুদ্রে মগ্ন হইয়া থাকেন। আর যাহারা আপনার প্রতি ভক্তিবিহীন, তাহারা জন্মমৃত্যুস্বরূপ তরঙ্গসমন্বিত দুঃখসমুদ্র পার হইতে কদাচই সমর্থ হয় না ॥ ১৯ ॥ হে দেবি! যাঁহারা সতত শ্বেতচামর দ্বারা বীজ্যমান হইয়া থাকেন এবং যাঁহারা শিবিকারোহণে গমনাগমন করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মে নানাবিধ উপহারে আপনার পূজা করিয়াছিলেন, সুতরাং এ জন্মে তদনুরূপ ফল পাইয়াছেন ইহা আমি বিবেচনা করিয়া থাকি ॥ ২০ ॥ যাঁহারা মানবমণ্ডলে নিয়তই পূজ্য, যাঁহারা বরবারণারোহণে গমন করিয়া থাকেন, যাঁহারা বিলাসিনীগণের বিলাস-রসে নিমগ্ন হইয়া আনন্দ অনুভব করেন, যাঁহারা অধীনস্থ সামন্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিয়া থাকেন, হে দেবি! আমি বিবেচনা করিয়া থাকি যে, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে আপনার পূজা করিয়াছিলেন, তৎফলে ঐ সকল সুখসম্পত্তি লাভের অধিকারী হইয়াছেন ॥ ২১ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! দেবরাজ এইরূপে স্তব করিতেছেন এরূপ সময়ে দেবী সিংহারোহণে সত্বর প্রাদুর্ভূত হইলেন। তাঁহার ভুজচতুষ্টয় শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্মে সুশোভিত,

শঙ্খচক্রগদাপদ্মান্ বিভ্রতী চারুলোচনা।
রক্তাম্বরধরা দেবী দিব্যমাল্যবিভূষণা ॥ ২৩ ॥
তানুবাচ সুরান্ দেবী প্রসন্নবদনা গিরা।
ভয়ং ত্যজন্তু ভো দেবাঃ! শং বিধাস্যে কিলাধুনা ॥ ২৪ ॥
ইত্যুক্ত্বা সা তদা দেবী সিংহারূঢ়াতিসুন্দরী।
জগাম তরসা তত্র যত্র দৈত্যা মদান্বিতাঃ ॥ ২৫ ॥
প্রহ্লাদপ্রমুখাঃ সর্ব্বে দৃষ্ট্বা দেবীং পুরঃস্থিতাম্।
ঊচুঃ পরস্পরং ভীতাঃ কিংকর্ত্তব্যমিতস্তদা ॥ ২৬ ॥
দেবানাং রক্ষণার্থায় সম্প্রাপ্তা চণ্ডিকা কিল।
মহিষান্তকরী নূনং চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী ॥ ২৭ ॥
নিহনিষ্যতি নঃ সর্ব্বানম্বিকা নাত্র সংশয়ঃ।
বক্রদৃষ্ট্যা যয়া পূর্ব্বং নিহতৌ মধুকৈটভৌ ॥ ২৮ ॥
এবং চিন্তাতুরান্ বীক্ষ্য প্রহ্লাদস্তানুবাচ হ।
যোদ্ধব্যং নাথ গন্তব্যং পলায্য দানবোত্তমাঃ! ॥ ২৯ ॥
নমুচিস্তানুবাচাথ পলায়নপরানিহ।
হনিষ্যতি জগন্মাতা রুষিতা কিল হেতিভিঃ ॥ ৩০ ॥

ন যোদ্ধব্যং কিন্তু পলায্য গন্তব্যমিত্যন্বয়ঃ ॥ ২৯—৩০ ॥

তদীয় লোচনত্রয় অতি মনোহর, তাঁহার পরিধান রক্তাম্বর এবং গলদেশ দিব্য মালায় বিভূষিত ॥ ২৩ ॥ দেবী প্রসন্নবদনে সুরগণকে কহিলেন, দেবগণ! তোমরা ভয় পরিত্যাগ কর, এক্ষণে আমি তোমাদিগের মঙ্গল বিধান করিব ॥ ২৪ ॥ সেই দিব্য সুন্দরী সিংহারূঢ়া দেবী সুরগণকে উক্ত বাক্য বলিয়া যেখানে মদমত্ত অসুরগণ অবস্থিত করিতেছিল, সেই স্থানে গমন করিলেন ॥২৫॥ তখন প্রহ্লাদাদি অসুরগণ, দেবীকে পুরস্থিত অবলোকন করিয়া ভয়ভীত হইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, এখন কি করা কর্ত্তব্য? এই চণ্ডিকা দেবগণের রক্ষণের নিমিত্ত এই স্থানে আগমন করিয়াছেন; ইনি মহিষাসুর ও চণ্ডমুকে বিনাশ করিয়াছেন, ইনিই বক্র দৃষ্টি দ্বারা পূর্ব্বে মধুকৈটভকে সংহার করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই অম্বিকা আমাদিগের সকলকেই বিনাশ করিবেন, সন্দেহ নাই ॥ ২৭—২৮ ॥ প্রহ্লাদ দানবগণকে এইরূপ চিন্তাতুর অবলোকন করিয়া কহিলেন, হে দানবগণ! এখন যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন করাই কর্ত্তব্য। তখন নমুচিনামক দৈত্য, পলায়নপর দানবদিগকে কহিল, তোমরা পলায়ন করিলে এই জগন্মাতা এখনি করধৃত অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা তোমাদিগকে বিনাশ করি-

তথা কুরু মহাভাগ! যথা দুঃখং ন জায়তে।
ব্রজাম্যদ্যৈব পাতালং তাং স্তুত্বা তদনুজ্ঞয়া ॥ ৩১ ॥

প্রহ্লাদ উবাচ।

স্তৌমি দেবীং মহামায়াং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীম্।
সর্ব্বেষাং জননীং শক্তিং ভক্তানামভয়ঙ্করীম্ ॥ ৩২ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বিষ্ণুভক্তস্তু প্রহ্লাদঃ পরমার্থবিৎ।
তুষ্টাব জগতাং ধাত্রীং কৃতাঞ্জলিপুটস্তদা ॥ ৩৩ ॥
মালাসর্পবদাভাতি যস্যাং সর্ব্বং চরাচরম্।
সর্ব্বাধিষ্ঠানরূপায়ৈ তস্যৈ হ্রীংমূর্ত্তয়ে নমঃ ॥ ৩৪ ॥
ত্বত্তঃ সর্ব্বমিদং বিশ্বং স্থাবরং জঙ্গমং তথা।
অন্যে নিমিত্তমাত্রাস্তে কর্ত্তারস্তব নির্ম্মিতাঃ ॥ ৩৫ ॥
নমো দেবি! মহামায়ে! সর্ব্বেষাং জননী স্মৃতা।
কো ভেদস্তব দেবেষু দৈত্যেষু স্বকৃতেষু চ ॥ ৩৬ ॥

দৈত্যান্ প্রত্যুক্ত্বা প্রহ্লাদং প্রত্যাহ মহাভাগেতি ॥ ৩১—৩৩ ॥
মালাসর্পবদিতি। মালায়াং যথা সর্পভ্রমস্তদ্বচ্চরাচরং যস্যাং ভাতি তস্যৈ সর্ব্বাধিষ্ঠানব্রহ্ম-রূপায়ৈ হ্রীঙ্কারমূর্ত্তয়ে শ্রীভুবনেশ্বর্য্যৈ নমোঽস্থিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥
অন্যে ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

বেন ॥ ২৯—৩০ ॥ যাহা হউক, যাহাতে উভয়পক্ষ রক্ষা হয় তাহাই করা আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা ভুবনেশ্বরীকে স্তুতি করিয়া তদীয় অনুজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক অদ্যই পাতালতলে গমন করিব স্থির করিয়াছি ॥ ৩১ ॥ তখন প্রহ্লাদ কহিলেন, আমি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিণী, সর্ব্বজননী, ভক্তগণের অভয়দায়িনী মহামায়ার স্তব করিতেছি ॥ ৩২ ॥

ব্যাস বলিলেন, এই বলিয়া পরমার্থতত্ত্ববিৎ বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদ কৃতাঞ্জলিপুটে দেবী জগদ্ধাত্রীর স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥ মালা দর্শনে যেরূপ সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, তাহার ন্যায় যাঁহার আশ্রয়ে এই চরাচর শোভা পাইতেছে, যিনি এই অখিলের অধিষ্ঠানরূপা, সেই হ্রীংকারবীজমূর্ত্তি ভুবনেশ্বরীকে আমি নমস্কার করি ॥৩৪॥ হে দেবি! আপনা হইতেই স্থাবর জঙ্গমাদি এই অখিল বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি নিমিত্ত কর্ত্তা মাত্র, বাস্তবিক, আপনি সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সৃষ্ট করিয়াছেন ॥ ৩৫ ॥ হে মহামায়ে! আমি আপনাকে নমস্কার করি। আপনি সকলের জননী, যখন সুর ও অসুরগণ সকলই আপনার সৃষ্ট, তখন আর আপনার দৃষ্টিতে দেবতা ও দৈত্যগণের বিভিন্নতা

মাতুঃ পুত্রেষু কো ভেদোঽপ্যশুভেষু শুভেষু চ।
তথৈব দেবেষস্মাসু ন কর্ত্তব্যস্ত্বয়াধুনা॥ ৩৭॥
যাদৃশাস্তাদৃশা মাতঃ! সুতাস্তে দানবাঃ কিল।
যতস্ত্বং বিশ্বজননী পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতা॥ ৩৮॥
তেঽপি স্বার্থপরা নূনং তথৈব বয়মপ্যুত।
নান্তরং দৈত্যসুরয়োর্ভেদোঽয়ং মোহসম্ভবঃ॥ ৩৯॥
ধনদারাদিভোগেষু বয়ং সক্তা দিবানিশম্।
তথৈব দেবা দেবেশি! কো ভেদোঽসুরদেবয়োঃ॥ ৪০॥
তেঽপি কশ্যপদায়াদা বয়ং তৎসম্ভবাঃ কিল।
কুতো বিরোধসম্ভূতির্জ্জাতা মাতস্তবাধুনা॥ ৪১॥
ন তথা বিহিতং মাতস্ত্বয়ি সর্ব্বসমুদ্ভবে!।
সাম্যতৈব ত্বয়া স্থাপ্যা দেবেষস্মাসু চৈব হি॥ ৪২॥
গুণব্যতিকরাৎ সর্ব্বে সমুৎপন্নাঃ সুরাসুরাঃ।
গুণান্বিতা ভবেয়ুস্তে কথং দেহভৃতোঽমরাঃ॥ ৪৩॥

সর্ব্বেষামিতি। দেবাদীনাং দৈত্যাদীনাং চেত্যর্থঃ। তদা স্বেন কৃতেষু দেবেষু দৈত্যেষু কো ভেদঃ। ভেদো নাপেক্ষিত ইত্যর্থঃ॥ ৩৬—৪১॥

ন তথেতি। হে সর্ব্বসমুদ্ভবে সর্ব্বকারণে ত্বয়ি ন তথা বিরোধকর্তৃত্বং বিহিতং শাস্ত্রেণেত্যর্থঃ। তর্হি কিং তত্রাহ সাম্যতৈবেতি॥ ৪২—৪৩॥

কিরূপে সম্ভবে? ॥ ৩৬॥ যখন উত্তম ও অধম পুত্রগণের মধ্যে মাতার ভেদবুদ্ধি দৃষ্ট হয় না, তখন দেবগণকে ও আমাদিগকে ভিন্নভাবে দর্শন না করেন, ইহাই আমার প্রার্থনা॥ ৩৭॥ দেবি! আপনি অখিল পুরাণে বিশ্বজননী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, অতএব মাতঃ! দেবগণ আপনার যেরূপ পুত্র আমরাও সেইরূপ.॥৩৮॥ জননি! তাঁহারাও যেরূপ স্বার্থপর, আমাদেরও স্বার্থ সেই প্রকার; সুতরাং দৈত্য ও দেবগণের মধ্যে কোনও ভেদ নাই, তবে যদি কেহ ভেদবুদ্ধি করেন, তাহা ভ্রান্তিমূলক ॥—৩৯॥ দেবি! ধনদারাদি বিষয়ভোগে আমরা যেরূপ দিবারাত্রই আসক্ত, দেবগণও সেইরূপ; হে দেবেশি! তবে অসুরগণের সহিত দেবগণের কি ভেদ আছে?॥ ৪০॥ মাতঃ! তাঁহারাও কশ্যপ মহর্ষির পুত্র, আমরাও তদাত্মজ, অতএব এবিষয়ে আপনার স্নেহের বৈলক্ষণ্য কিরূপে হইতে পারে?॥৪১॥ হে বিশ্বজননি! আপনাতে সেরূপ বিরোধ বিধান কোথাও দৃষ্ট হয় না। অতএব আপনি দেবগণের ও অসুরগণের মধ্যে সাম্যভাব স্থাপন করুন॥৪২॥ সুরগণ ও অসুরগণ, সকলেই গুণ-সমূহ-সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছেন, তবে অমরগণ দেহধারী হইয়া কিরূপে অধিক গুণান্বিত হইতে পাবেন?॥ ৪৩॥

কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ সর্ব্বদেহেষু সংস্থিতাঃ।
বর্ত্তন্তে সর্ব্বদা তস্মাৎ কোঽবিরোধী ভবেজ্জনঃ ॥ ৪৪ ॥
ত্বয়া মিথো বিরোধোঽয়ং কল্পিতঃ কিল কৌতুকাৎ।
মন্যামহে বিভেদেন নূনং যুদ্ধদিদৃক্ষয়া ॥ ৪৫ ॥
অন্যথা খলু ভ্রাতৄণাং বিরোধঃ কীদৃশোঽনঘে!।
ত্বঞ্চেন্নেচ্ছসি চামুণ্ডে! বীক্ষিতুং কলহং কিল ॥ ৪৬ ॥
জানামি ধর্ম্মং ধর্ম্মজ্ঞে! বেদ্মি চাহং শতক্রতুম্।
তথাপি কলহোঽস্মাকং ভোগার্থং দেবি! সর্ব্বথা ॥ ৪৭ ॥
একঃ কোঽপি ন শাস্তাস্তি সংসারে ত্বাং বিনাম্বিকে!।
স্পৃহাবতস্তু কঃ কর্ত্তুং ক্ষমতে বচনং বুধঃ ॥ ৪৮ ॥
দেবাসুরৈরয়ং সিন্ধুর্ম্মথিতঃ সময়ে কচিৎ।
বিষ্ণুনা বিহিতো ভেদঃ সুধারত্নচ্ছলেন বৈ* ॥ ৪৯ ॥
ত্বয়াসৌ কল্পিতঃ শৌরিঃ পালকত্বে জগদ্গুরুঃ।
তেন লক্ষ্মীঃ স্বয়ং লোভাদ্গৃহীতামরসুন্দরী ॥ ৫০ ॥
ঐরাবতস্তথেন্দ্রেণ পারিজাতোঽথ কামধুক্।
উচ্চৈঃশ্রবাঃ সুরৈঃ সর্ব্বং গৃহীতং বৈষ্ণবেচ্ছয়া ॥ ৫১ ॥

কঃ অবিরোধীতি চ্ছেদঃ। তব গুণমহিমা এবায়ং ঘক্রিয়াধকর্ত্তৃত্বমিতি ভাবঃ ॥৪৪—৫১

সকল দেহেই কাম, ক্রোধ ও লোভ প্রভৃতির অধিকার আছে, তবে কোন্ ব্যক্তি অবিরোধী হইয়া থাকিতে সমর্থ হয়? ॥৪৪॥ আমরা মনে করিতেছি, আপনিই কৌতুকবশে যুদ্ধ দর্শন করিবার নিমিত্ত আমাদের পরস্পর ভেদ ঘটাইয়া এই বিরোধ উপস্থিত করাইয়াছেন ॥৪৫ নতুবা হে চামুণ্ডে! যদি আমাদের কলহ দর্শন করিতে আপনার ইচ্ছা না হইবে, তবে আমরা ভ্রাতৃগণে পরস্পর বিরোধ করিব কেন? ॥ ৪৬ ॥ দেবি! ধর্ম্মও জানি, শতক্রতুকেও জানি, তথাপি বিষয়সম্ভোগার্থ আমাদের সর্ব্বদাই কলহ হইয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥ হে অম্বিকে! এই সংসারে তোমা ব্যতিরেকে অন্য কাহাকেও নিখিলশাসনকর্ত্তা দৃষ্ট হয় না। যাঁহারা স্পৃহাবান্ তাঁহাদের বাক্য প্রতিপালন করিতে কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি সমর্থ হইতে পারেন ॥৪৮॥ মাতঃ! কোনও সময়ে দেবতা ও অসুরগণে মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন, সেই সময় বিষ্ণু সুধা-রত্ন-বণ্টন-ছলে দেব ও অসুর মধ্যে পরস্পর ভেদ ঘটাইয়া দিলেন ॥ ৪৯ ॥ মাতঃ! আপনি তাঁহাকেই জগদ্গুরু ও জগতের পালনকর্ত্তা করিয়াছেন। তিনি লোভবশতই

---

* হৃধা: হৃত্বা হলেন বৈ। ইতি বা পাঠঃ।

অনয়ং তাদৃশং কৃত্বা জাতা দেবাস্তু সাধবঃ।
অন্যায়িনঃ সুরা নূনং পশ্য ত্বং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥ ৫২ ॥
সংস্থাপিতাঃ সুরা নূনং বিষ্ণুনা বহুমানিনা।
নূনং দৈত্যাঃ পরাভূবন্ পশ্য ত্বং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥ ৫৩ ॥
ক ধর্ম্মঃ কীদৃশো ধর্ম্মঃ ক কার্য্যং ক চ সাধুতা।
কথয়ামি চ কস্যাগ্রে সিদ্ধং মৈমাংসিকং মতম্ ॥ ৫৪ ॥
তার্কিকা যুক্তিবাদজ্ঞা বিধিজ্ঞা বেদবাদকাঃ।
উক্ত্বা সকর্তৃকং বিশ্বং বিবদন্তে জড়াত্মকাঃ ॥ ৫৫ ॥
কর্ত্তা ভবতি চেদস্মিন্ সংসারে বিততে কিল।
বিরোধঃ কীদৃশস্তত্র চৈককর্ম্মণি বৈ মিথঃ ॥ ৫৬ ॥
বেদে নৈকমতিঃ কস্মাৎ শাস্ত্রেষ্বপি তথা পুনঃ।
নৈকবাক্যং বচন্তেষামপি বেদবিদাং পুনঃ ॥ ৫৭ ॥

সংস্থাপিতাঃ। স্বস্থানেষ্বিতি শেষঃ ॥ ৫২—৫৩ ॥
মৈমাংসিকমিতি। নিরীশ্বরং মতমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪—৫৫ ॥

অমরসুন্দরী লক্ষ্মীদেবীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥ দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবত, পারিজাত, কামধেনু, উচ্চৈঃশ্রবা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে বিষ্ণুর ইচ্ছায় সুরগণ অন্যান্য উত্তম উত্তম সামগ্রী সকল গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥৫১॥ কি আশ্চর্য্য! এতাদৃশ অনার্য্য কার্য্য করিয়াও দেবগণ সাধু হইলেন, বস্তুত দেবগণই অন্যায়কারী তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেবি! আপনি এ বিষয়ে যথার্থ ধর্ম্ম কি তাহা অবলোকন করুন ॥ ৫২ ॥ বহুমানী বিষ্ণু দেবতাদিগকে স্বপদে সংস্থাপিত এবং দৈত্যগণকে পরাভূত করিয়াছেন। হে দেবি! আপনি এ বিষয়ে ধর্ম্মলক্ষণ অবলোকন করুন ॥ ৫৩ ॥ ধর্ম্ম কোথায়? ধর্ম্ম কীদৃশ? ধর্ম্মের কার্য্যই বা কি? সাধুতাই বা কীদৃশ? আপনি বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখুন কাহাদের ধর্ম্মরক্ষা হইয়াছে? কাহাদের বা সাধুতা প্রকাশ পাইয়াছে, কাহাদের জয় বা পরাজয় হওয়া উচিত; কারণ এই সমুদায় বিবেচনা করিতে আপনি বিশেষরূপে সমর্থা। হায়! মীমাংসকদিগের সিদ্ধান্ত কাহার সম্মুখেই প্রকাশ করি? বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই জগৎ বিবাদের ক্ষেত্র; কারণ, তার্কিকগণ যুক্তিপথের পক্ষপাতী, বেদবাদী বিধিমার্গের অনুবর্ত্তী এই সকল স্থূলবুদ্ধিগণ এই সংসারকে একজনের কর্তৃত্বে সৃষ্ট ও পালিত বলিয়া স্বীকার করে, ও পরস্পরে বিরোধ করিয়া থাকে ॥ ৫৪—৫৫ ॥ যদি এই অনন্ত সুবিস্তৃত সংসারে একজন কর্ত্তাই থাকিবে, তবে এক কার্য্যে পরস্পরের মতভেদ ও বিরোধ ঘটিবে কেন? বেদে কি জন্য ঐক্যমত দৃষ্ট হয় না এবং শাস্ত্রসকলেরও মত কি জন্য ভিন্ন ভিন্ন, বেদবিদ্গণের

যতঃ স্বার্থপরং সর্ব্বং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
নিঃস্পৃহঃ কোঽপি সংসারে ন ভবেন্ন ভবিষ্যতি ॥ ৫৮ ॥
শশিনাথ গুরোর্ভার্য্যা হৃতা জ্ঞাত্বা বলাদপি।
গৌতমস্য তথেন্দ্রেণ জানতা ধর্ম্মনিশ্চয়ম্ ॥ ৫৯ ॥
গুরুণানুজভার্য্যা চ ভুক্তা গর্ভবতী বলাৎ।
শপ্তো গর্ভগতো বালঃ কৃতশ্চান্ধস্তথা পুনঃ ॥ ৬০ ॥
বিষ্ণুনা চ শিরশ্ছিন্নং রাহোশ্চক্রেণ বৈ বলাৎ।
অপরাধং বিনা কামং তদা সত্ত্ববতাম্বিকে! ॥ ৬১ ॥
পৌত্রো ধর্ম্মবতাং শূরঃ সত্যব্রতপরায়ণঃ।
যজ্বা দানপতিঃ শান্তঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বপূজকঃ ॥ ৬২ ॥
কৃত্বাথ বামনং রূপং হরিণা ছলবেদিনা।
বঞ্চিতোঽসৌ বলিঃ সর্ব্বং হৃতং রাজ্যং পুরা কিল ॥ ৬৩ ॥
তথাপি দেবান্ ধর্ম্মস্থান্ প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
জয়ন্তি চাটুবাদাশ্চ ধর্ম্মবাদাঃ ক্ষয়ং গতাঃ ॥ ৬৪ ॥

ক্রোধেনাহ বেদে নৈকমতিরিতি ॥ ৫৬—৫৯ ॥
শপ্তো গর্ভগতো বাল ইতি। অয়ং ভাবঃ বৃহস্পতিনা কনিষ্ঠবন্ধোরানর্ত্তস্য কামিনী ভুক্তা। চকারাজ্জ্যেষ্ঠবন্ধোরুতথ্যস্য কামিনী মমতা নাম্নী গর্ভবতী বলাদ্ভুক্তা তত্র যদা তাং বলা-ন্মৈথুনার্থং জগ্রাহ তদা গর্ভস্থ বাল উবাচাত্র স্থলমতিসঙ্কুচিতং দ্বিতীয়ো গর্ভো ন স্থাস্যতি

অভিপ্রায়েরও অনৈক্য কি জন্য দেখা যায়? ॥ ৫৬—৫৭ ॥ হে দেবি! এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক অখিল জগৎ স্বার্থপর, এই কারণেই উক্ত প্রকার মত বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে সন্দেহ নাই। এই সংসারে স্পৃহাহীন ব্যক্তি হয় নাই ও হইবে না ॥ ৫৮ ॥ দেখুন, নিশাকর জানিয়া শুনিয়াও বলপূর্ব্বক গুরুর ভার্য্যা হরণ করিলেন; ইন্দ্র ধর্ম্মের তত্ত্ব নিশ্চয় জানিয়াও গৌতমের ভার্য্যা হরণ করিলেন; দেবগুরু অনুজের ভার্য্যাতে বলপূর্ব্বক গমন করিলেন, এবং জ্যেষ্ঠের গর্ভিণী ভার্য্যাকে বলাৎকার করিয়া গর্ভগত বালককে শাপ দিয়া অন্ধ করিয়া রাখিলেন। অধিক কি, সত্ত্বগুণাবলম্বী বিষ্ণু, বিনাপরাধে বলপূর্ব্বক রাহুর মস্তক ছেদন করিলেন। হে অম্বিকে! ধার্ম্মিকগণের অগ্রগণ্য, সত্যব্রতপরায়ণ, যজ্ঞশীল, বদান্য, শান্ত, সর্ব্বজ্ঞ মদীয় পৌত্র বলি যিনি সকলেরই সম্মান রক্ষা করিয়া থাকেন; ছলাবলম্বী হরি, বামনরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে বঞ্চনা করিয়া তদীয় সমস্ত রাজ্য হরণ করিয়া লইলেন। হায়! তথাপি মনীষিগণ, দেবতাদিগকে ধর্ম্মসংস্থাপনকর্ত্তা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন, কি আশ্চর্য্য! এই জগতে যাহারা চাটুকার তাহাদেরই জয়, আর যাহারা যথার্থ ধর্ম্মবাদী তাহাদের ক্ষয় ॥ ৫৯—৬৪ ॥

এবং জ্ঞাত্বা জগন্মাতর্যথেচ্ছসি তথা কুরু।
শরণা দানবাঃ সর্ব্বে জহি বা রক্ষ বা পুনঃ॥ ৬৫॥

শ্রীদেব্যুবাচ।

সর্ব্বে গচ্ছত পাতালং তত্র বাসং যথেপ্সিতম্।
কুরুধ্বং দানবাঃ! সর্ব্বে নির্ভয়া গতমন্যবঃ॥ ৬৬॥
কালঃ প্রতীক্ষ্যো যুষ্মাভিঃ কারণং স শুভেঽশুভে।
সুনির্ব্বেদপরাণাং হি সুখং সর্ব্বত্র সর্ব্বদা॥ ৬৭॥
ত্রৈলোক্যস্য চ রাজ্যেঽপি ন সুখং লোভচেতসাম্।
কৃতেঽপি ন সুখং পূর্ণং সুস্পৃহাণাং ফলৈরপি॥ ৬৮॥
তস্মাত্ত্যক্ত্বা মহীমেতাং প্রয়াস্তদ্য মহীতলম্।
মমাজ্ঞাং পুরতঃ কৃত্বা সর্ব্বে বিগতকল্মষাঃ॥ ৬৯॥

ব্যাস উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং দেব্যাস্তথেত্যুক্ত্বা রসাতলম্।
প্রণম্য দানবাঃ সর্ব্বে গতাঃ শক্ত্যাভিরক্ষিতাঃ॥ ৭০॥

ততো মৈথুনং মা কুর্ব্বিতি। তদগণয়িত্বা তথৈব মৈথুনং কৃতবাংস্তদ্বীর্য্যং গর্ভস্থবালঃ পদাঘাতেন বহিশ্চিক্ষেপ। ততঃ ক্রুদ্ধো বৃহস্পতিস্ত্বমন্ধো ভবেতি গর্ভস্থবালকং শশাপেতি ভারতে ইয়ং কথা প্রসিদ্ধা॥ ৬০-৬৭॥

হে দেবি! আপনি জগতের মাতা এই সকল বিবেচনা করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন। জানিবেন, দানবগণ সকলেই আপনার শরণাপন্ন, এক্ষণে তাহাদিগকে বধ কিংবা রক্ষা করা, যাহা ইচ্ছা হয় করুন॥ ৬১—৬৪॥

দেবী কহিলেন, দানবগণ! তোমরা সকলে সমরজনিত ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নির্ভয়ে পাতালপুরে গমন কর এবং তথায় যথেচ্ছ বাস করিতে থাক॥ ৬৬॥ তোমরা এক্ষণে শুভ ও অশুভ প্রাপ্তির কারণস্বরূপ কালের প্রতীক্ষা কর; জানিও, যাহারা নির্ব্বেদপরায়ণ ও বিরাগী, তাহাদের সর্ব্বদাই সকল স্থানেই সুখ বিদ্যমান আছে॥ ৬৭॥ যাহাদের মানস লোভাকৃষ্ট, তাহারা ত্রৈলোক্যরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও সুখলাভ করিতে সমর্থ হয় না। অধিক কি সত্যযুগেও লোভপরায়ণ ব্যক্তিগণ ফলপ্রাপ্ত হইলেও সুখলাভ করিতে পারেন নাই॥ ৬৮॥ অতএব তোমরা বিগতপাপ হইয়া আমার আজ্ঞা মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক মহীতল পরিত্যাগ করিয়া পাতালতলে গমন কর॥ ৬৯॥

ব্যাস বলিলেন, দানবগণ দেবীর বচন শ্রবণ করিয়া তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিল এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ও তৎকর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া পাতালতলে গমন করিল॥৭০॥

অন্তর্দ্দধে ততো দেবী দেবাঃ স্বভবনং গতাঃ ।
ত্যক্ত্বা বৈরং স্থিতাঃ সর্ব্বে তে তদা দেবদানবাঃ ॥ ৭১ ॥
এতদাখ্যানমখিলং যঃ শৃণোতি বদত্যথ ।
সর্ব্বদুঃখবিনির্মুক্তঃ প্রয়াতি পদমুত্তমম্ ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে দেবদানবযুদ্ধশান্তিকথনং নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

কৃতেঽপি কৃতযুগেঽপি সম্পৃহাণাং ফলৈঃ প্রাপ্তৈরপি ন সুখমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৬৮—৭২॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

তদনন্তর দেবী অন্তর্ধান হইলেন এবং দেবগণও নিজ নিজ ভবনে গমন করিলেন। এইরূপে দেব ও দানবগণ পরস্পর বৈরভাব পরিহার পুরঃসর অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৭১ ॥ মহারাজ! যে ব্যক্তি এই আখ্যান শ্রবণ বা পাঠ করে, সে সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭২ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে সুরাসুরসংগ্রামশান্তি নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

ভৃগুশাপান্মুনিশ্রেষ্ঠ! হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
অবতারাঃ কথং জাতাঃ কস্মিন্মন্বন্তরে বিভো! ॥ ১ ॥
বিস্তরাদ্বদ ধর্ম্মজ্ঞ! অবতারকথাং হরেঃ।
পাপনাশকরীং ব্রহ্মন্! শুভাং সর্ব্বসুখাবহাম্ ॥ ২ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি অবতারান্ হরের্যথা।
যস্মিন্মন্বন্তরে জাতা যুগে যস্মিন্নরাধিপ! ॥ ৩ ॥
যেন রূপেণ যৎ কার্য্যং কৃতং নারায়ণেন বৈ।
তৎ সর্ব্বং নৃপ! বক্ষ্যামি সংক্ষেপেণ তবাধুনা ॥ ৪ ॥
ধর্ম্মস্যৈবাবতারোঽভূচ্চাক্ষুষে মনুসম্ভবে।
নরনারায়ণৌ ধর্ম্মপুত্রৌ খ্যাতৌ মহীতলে ॥ ৫ ॥
অথ বৈবস্বতাখ্যেঽস্মিন্ দ্বিতীয়ে তু যুগে পুনঃ।
দত্তাত্রেয়োঽবতারোঽত্রেঃ পুত্রত্বমগমদ্ধরিঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তবিংশতিশ্লোকৈশ্চ পবাধ্যায়াঃ পরেচ্ছয়া।
হরের্নানাবতারাস্তু জায়ন্ত ইতি কথ্যতে ॥

ভৃগুশাপং সোপস্করং শ্রুত্বানন্তরং তচ্ছাপেন বিষ্ণোরবতারাঃ কস্মিন্ কস্মিন্ যুগে কতি-জাতা ইতি পৃচ্ছতি ভৃগুশাপাদিতি ॥ ১—৪ ॥

চাক্ষুষে মনুসম্ভবে চাক্ষুষমন্বন্তরে ॥ ৫ ॥

অথেতি। দ্বিতীয়ে যুগে বৈবস্বতে মন্বন্তরে ইত্যর্থঃ। অত্রেঃ পুত্রত্বং হরিরগমৎ স দত্তাত্রেয়াবতার ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

জনমেজয় কহিলেন, হে বিভো! ভৃগু-শাপনিবন্ধন বিচিত্রকর্ম্মা হরি কোন্ মন্বন্তরে কোন্ অবতারে কি প্রকারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন? হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি পাপনাশিনী সর্ব্বসুখদায়িনী ও কল্যাণবিধায়িনী সেই হরির অবতার-কথা বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন ॥১-২॥

ব্যাস বলিলেন, হে নরেন্দ্র! যে যে মন্বন্তরে ও যে যে যুগে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তৎ সমুদায় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ ভগবান্ নারায়ণ যে আকার ধারণ করিয়া যে যে কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমি সংক্ষেপে তৎসমুদায় তোমার নিকটে বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪ ॥ চাক্ষুষ মন্বন্তরে ধর্ম্মের অবতার প্রকাশিত হয়, তাহাতে নরনারায়ণ নামক ধর্ম্মপুত্রদ্বয় অবতীর্ণ হইয়া মহীতলে বিখ্যাত হইয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ অনন্তর,

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা রুদ্রস্ত্রয়োঽমী দেবসত্তমাঃ।
পুত্রত্বমগমন্ ভূপ ! তস্যাত্রের্ভার্য্যয়া বৃতাঃ ॥ ৭ ॥
অনসূয়াত্রিপত্নী চ সতীনামুত্তমা সতী।
যয়া সম্প্রার্থিতা দেবাঃ পুত্রত্বমগমংস্ত্রয়ঃ ॥ ৮ ॥
ব্রহ্মাভূৎ সোমরূপস্তু দত্তাত্রেয়ো হরিঃ স্বয়ম্।
দুর্ব্বাসা রুদ্ররূপোঽসৌ পুত্রত্বং তে প্রপেদিরে ॥ ৯ ॥
নৃসিংহস্যাবতারস্তু দেবকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
চতুর্থে তু যুগে জাতো দ্বিধারূপো মনোহরঃ ॥ ১০ ॥
হিরণ্যকশিপোঃ সম্যগ্বধায় ভগবান্ হরিঃ।
চক্রে রূপং নারসিংহং দেবানাং বিস্ময়প্রদম্ ॥ ১১ ॥
বলের্নিয়মনার্থায় শ্রেষ্ঠে ত্রেতাযুগে তথা।
চকার রূপং ভগবান্ বামনং কশ্যপান্মুনেঃ ॥ ১২ ॥
ছলয়িত্বা মখে ভূপং রাজ্যং তস্য জহার হ।
পাতালে স্থাপয়ামাস বলিং বামনরূপধৃক্ ॥ ১৩ ॥

অত্রের্ভার্য্যয়া বৃতাঃ প্রার্থিতাঃ ॥ ৭ ॥
তদেবাহ অনসূয়েতি ॥ ৮—৯ ॥

বর্ত্তমান বৈবস্বত মন্বর অধিকার কালে দ্বিতীয়যুগে ভগবান্ হরি, অত্রি ঋষির পুত্র হইয়া দত্তাত্রেয় নামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ অত্রিপত্নী অনসূয়া, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন প্রধান দেবতাকে সন্তান রূপে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তদনুসারে তাঁহারা ঋষিপত্নীর কামনা পূর্ণ করিতে তাঁহার গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করেন ॥ ৭ ॥ অনসূয়া, সতীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, অতএব তিনি প্রার্থনা করিবামাত্রই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁহার পুত্র হইতে স্বীকার করেন ॥ ৮ ॥ তন্মধ্যে ব্রহ্মা সোমরূপে, স্বয়ং হরি দত্তাত্রেয়রূপে এবং রুদ্রদেব দুর্ব্বাসারূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ চতুর্থ যুগে ভগবান্ দেবতাদিগের কার্য্যসাধন নিমিত্ত মনোহর দ্বিরূপ, অর্থাৎ মৃগেন্দ্রমুখ ও অবশিষ্টাঙ্গ নরাকার, ধারণ করিয়া নৃসিংহরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ১০ ॥ তিনি হিরণ্যকশিপুর বিনাশ নিমিত্তই দেবগণেরও বিস্ময়কর নরসিংহ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হন ॥ ১১ ॥ ভগবান্ হরি, বলির প্রভাব প্রশমিত করিবার নিমিত্ত যুগশ্রেষ্ঠ ত্রেতায় মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে বামনরূপ ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ১২ ॥ সেই বামনরূপধারী হরি যজ্ঞস্থলে ছলপূর্ব্বক বলির রাজ্য হরণ করিয়া তাঁহাকে পাতালে সংস্থাপিত

যুগে চৈকোনবিংশেঽথ ত্রেতাখ্যে ভগবান্ হরিঃ।
জমদগ্নিসুতো জাতো রামো নাম মহাবলঃ ॥ ১৪ ॥
ক্ষত্রিয়ান্তকরঃ শ্রীমান্ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
দত্তবান্ মেদিনীং কৃৎস্নাং কশ্যপায় মহাত্মনে ॥ ১৫ ॥
যো বৈ পরশুরামাখ্যো হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
অবতারস্তু রাজেন্দ্র ! কথিতঃ পাপনাশনঃ ॥ ১৬ ॥
ত্রেতাযুগে রঘোর্ব্বংশে* রামো দশরথাত্মজঃ।
নরনারায়ণাংশৌ দ্বৌ জাতৌ ভুবি মহাবলৌ ॥ ১৭ ॥
অষ্টাবিংশে যুগে শস্তৌ দ্বাপরেঽর্জ্জুনশৌরিণৌ।
ধরাভারাবতারার্থং জাতৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ ভুবি ॥ ১৮ ॥
কৃতবন্তৌ মহাযুদ্ধং কুরুক্ষেত্রেঽতিদারুণম্।
এবং যুগে যুগে রাজন্নবতারা হরেঃ কিল ॥ ১৯ ॥
ভবন্তি বহবঃ কামং প্রকৃতেরনুরূপতঃ।
প্রকৃতেরখিলং সর্ব্বং বশমেতজ্জগত্ত্রয়ম্ ॥ ২০ ॥
যথেচ্ছতি তথৈবেয়ং ভ্রাময়ত্যনিশং জগৎ।
পুরুষস্য প্রিয়ার্থং সা রচয়ত্যখিলং জগৎ ॥ ২১ ॥

দ্বিধারূপো মনুষ্যসিংহাত্মকঃ ॥ ১০—১৯ ॥
এতে সর্ব্বেঽপ্যবতারাঃ শ্রীভগবতীচ্ছয়ৈব জায়ন্তে তদধীনৈবৈতেষাং চেষ্টেত্যাহ ভবন্তীতি ॥ ২০—২২ ॥

করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥ অনন্তর ত্রেতানামক একোনবিংশ যুগে ভগবান্ হরি, জমদগ্নি ঋষির মহাবল পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পরশুরাম নামে বিখ্যাত হন ॥১৪॥ তিনি রূপবান্ সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন ; তাঁহা হইতেই ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূলিত হয় এবং তিনি মহাত্মা কশ্যপ ঋষিকে অখিল অবনীরাজ্য সমর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥ রাজেন্দ্র ! তিনিই অদ্ভুতকর্ম্মা হরির পরশুরাম নামক পাপ-বিনাশন অবতার ॥ ১৬ ॥ অনন্তর ভগবান্ হরি, ত্রেতাযুগে রঘুকুলে রামনামে দশরথ-পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তদনন্তর অষ্টাবিংশতি দ্বাপর যুগে নর-নারায়ণের অংশে মহাবল অর্জ্জুন ও কৃষ্ণরূপে অবনীতলে জন্মগ্রহণ করেন। এই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন, ভূমির ভার নাশের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়া কুরুক্ষেত্রে অতি নিদারুণ সংগ্রাম সমাধা করেন। রাজন্ ! এইরূপে যুগে যুগে হরির প্রকৃতির অনুরূপ বহুতর অবতার হইয়া থাকে। রাজেন্দ্র ! এই অখিল জগত্ত্রয়, প্রকৃতির বশেই অবস্থিত রহিয়াছে জানিবে ॥১৭-২০॥

---

* চতুর্ব্বিংশে। ইতি বা পাঠঃ ॥

সৃষ্ট্বা পুরা হি ভগবান্ জগদেতচ্চরাচরম্।
সর্ব্বাদিঃ সর্ব্বগশ্চাসৌ দুর্জ্ঞেয়ঃ পরমোঽব্যয়ঃ ॥ ২২ ॥
নিরালম্বো নিরাকারো নিঃস্পৃহশ্চ পরাৎপরঃ।
উপাধিতস্ত্রিধা ভাতি যস্যাঃ সা প্রকৃতিঃ পরা ॥ ২৩ ॥
উৎপত্তিকালযোগাৎ সা ভিন্না ভাতি শিবা তদা।
সা বিশ্বং কুরুতে কামং সা পালয়তি কামদা।
কল্পান্তে সংহরত্যেব ত্রিরূপা বিশ্বমোহিনী ॥ ২৪ ॥
তয়া যুক্তোঽসৃজদ্ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ পাতি তয়ান্বিতঃ।
রুদ্রঃ সংহরতে কামং তয়া সংমিলিতঃ শিবঃ* ॥ ২৫ ॥

যস্যা মায়ারূপায়া উপাধিতস্ত্রিধা ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রভেদেন সাত্ত্বিকরাজসতামসভেদেন বা ভাতি পরমাত্মা সা মায়াপ্রকৃতিশব্দবাচ্যেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

নন্বু সা কিং ব্রহ্মণো ভিন্না নেত্যাহ উৎপত্তীতি। উৎপত্তিকালে যদা সা বহির্মুখতাং প্রয়াতি তদা সা ভিন্না ভাতি। অন্তর্ম্মুখা তু ব্রহ্মাভিন্নৈব বর্ত্ততে ইতি ভাবঃ। সা বিশ্বমিতি ॥ ২৪—২৬ ॥

এই প্রকৃতি যেরূপ ইচ্ছা করিতেছেন, সেইরূপেই জগতকে নিরন্তরই ভ্রমণ করাইতেছেন। প্রকৃতি, পুরুষের প্রিয়-সাধনার্থই নিরন্তর এই অখিল জগৎ রচনা করিয়া থাকেন ॥ ২১ ॥ যে মায়ার উপাধি হইতে পরাৎপর, সর্ব্বাদি সর্ব্বগত দুর্জ্ঞেয় পরম অব্যয় নিরবলম্বন নিরাকার নিঃস্পৃহ ভগবান্, এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররূপে অথবা সাত্ত্বিক রাজস ও তামসরূপে প্রতিভাত হইয়া আছেন, সেই মায়াকেই পরমা প্রকৃতি বলিয়া জানিও ॥২২-২৩॥ সেই শিবা প্রকৃতি, উৎপত্তি ও কালযোগে ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। সেই ত্রিরূপা বিশ্বমোহিনীই বিশ্বের সৃষ্টি ও পালন করিতেছেন, এবং কল্পান্তে সংহার করিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥ রাজন্! এই প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইলেই ব্রহ্মা সৃষ্টি বিষ্ণু পালন, এবং কল্যাণময় মহাদেব সংহার কার্য্য সাধন করিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

---

* সা বধ্নাতি জগৎ কৃৎস্নং মায়াপাশেন মোহিতম্। অহং মমেতিপাশেন সুদৃঢ়েন নরাধিপ ॥
যোগিনো মুক্তসঙ্গাশ্চ মুক্তিকামা মুমুক্ষবঃ। তামেব সমুপাসন্তে দেবীং বিশ্বেশ্বরীং শিবাম্ ॥
বিদ্যাবিদ্যেতি তস্যা বৈ দ্বে রূপে বিদ্ধি পার্থিব। বিদ্যয়া মুচ্যতে জন্তুর্বধ্যতে চাবিদ্যয়া পুনঃ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ সর্ব্বে তস্যা বশানুগাঃ। অবতারান্ প্রকুর্ব্বন্তি যন্ত্রিতা ইব দামভিঃ ॥
কদাচিচ্চ সুখং ভুঙ্‌ক্তে বৈকুণ্ঠে ক্ষীরসাগরে। কদাচিৎ কুরুতে যুদ্ধং দানবৈর্ব্বলবত্তরৈঃ ॥
হরিঃ কদাচিৎ যজ্ঞান্ বৈ বিততান্ প্রকরোতি চ। কদাচিচ্চ তপস্তীব্রং তীর্থে চরতি সুব্রতঃ ॥
কদাচিচ্ছেতে শেষেঽসৌ যোগনিদ্রামুপাশ্রিতঃ। ন স্বতন্ত্রঃ কদাচিচ্চ ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥
তথা ব্রহ্মা তথা রুদ্রস্তথেন্দ্রো বরুণো যমঃ। কুবেরোঽগ্নিঃ সমীরশ্চ তথান্যে সুরসত্তমাঃ ॥
মুনয়ঃ সনকাদ্যাশ্চ বশিষ্ঠাদ্যাস্তথা পরে। সর্ব্বেঽস্যা বশগা নিত্যং পাঞ্চালীব নটস্য চ ॥
নসি প্রোতা যথা গাবঃ প্রচরন্তি বশানুগাঃ। তথৈব দেবতাঃ সর্ব্বে কালপাশনিয়ন্ত্রিতাঃ ॥
হর্ষশোকাদয়ো ভাবা নিদ্রাতন্দ্রালসাদয়ঃ। সর্ব্বেষাং সর্ব্বদা রাজন্! দেহিনাং দেহসংযুতাঃ ॥
অমরা নির্জ্জরাঃ প্রোক্তা দেবাশ্চ গ্রন্থকারকৈঃ। অভিধানতশ্চার্থতো বা ন তে হি তাদৃশাঃ কচিৎ ॥

সা চৈবোৎপাদ্য কাকুৎস্থং পুরা বৈ নৃপসত্তমম্ ॥
কুত্রচিৎ স্থাপয়ামাস দানবানাং জয়ায় চ ॥ ২৬ ॥
এবমস্মিংশ্চ সংসারে সুখদুঃখান্বিতাঃ কিল।
ভবন্তি প্রাণিনঃ সর্ব্বে বিধিতন্ত্রনিয়ন্ত্রিতাঃ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে হরেরবতারকথনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ ॥ ২৭ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

তিনিই পুরাকালে নৃপসত্তম কাকুৎস্থকে উৎপাদন করিয়া দানবগণকে জয় করিবার নিমিত্ত কোনও স্থানে স্থাপিত করিয়াছিলেন ॥ ২৬ ॥ মহারাজ! এইরূপে প্রাণিগণ এই সংসারে বিধিনিয়মে আবদ্ধ হইয়া কখন সুখী, কখন বা দুঃখী হইয়া বিচরণ করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ
শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে বিষ্ণুর অবতারবর্ণন
নামকষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

উৎপত্তিস্থিতিনাশাখ্যা ভাবা যেষাং নিরন্তরম্। অমরাস্তে কথং বাচ্যা নির্জ্জরাশ্চ পুনঃ কথম্ ॥
দুঃখাভিভূতা জায়ন্তে কালে যে বিবুধোত্তমাঃ। কথং দেবা প্রবক্তব্যা ব্যসনং ক্রীড়নং কথম্ ॥
ক্ষণাদুৎপত্তিনাশশ্চ দৃশ্যতেঽস্মিন্ন সংশয়ঃ। জলজানাঞ্চ কীটানাং মশকানাং তথা পুনঃ ॥
তদুপমানকথনে মাসায়ুষাং সমঃ স্মৃতঃ। ততো বর্ষায়ুষশ্চাপি শতবর্ষায়ুষস্ততঃ ॥
মনুষ্যা অমরা দেবাস্তস্মাদ্ব্রহ্মা পরঃ স্মৃতঃ। রুদ্রস্ততস্তথা বিষ্ণুঃ ক্রমশশ্চোত্তরোত্তরম্ ॥
নূনং দেহবতো নাশো মৃতস্যোৎপত্তিরেব চ। চক্রবৎ ভ্রমণং রাজন্। সর্ব্বেষাং নাত্র সংশয়ঃ ॥
মোহজালাবৃতো জন্তুর্মুচ্যতে ন কদাচন। মায়ায়াং বিদ্যমানায়াং মোহজালং ন নশ্যতি ॥
উৎপিৎসুকাল উৎপত্তিঃ সর্ব্বেষাং নৃপ জায়তে। তথৈব নাশঃ কল্পান্তে ব্রহ্মাদীনাং যথাক্রমম্ ॥
নিমিত্তং যত্তু যন্নাশে সংঘাতে পতিতং নৃপ।। নান্যথা তদ্ভবেন্নূনং বিধিনা নির্ম্মিতন্তু যৎ ॥
জন্ম মৃত্যুঃ সুখং দুঃখং নির্ম্মিতং জন্মসম্ভবে। তত্তথৈব ভবেৎ কামং নান্যথেতি বিনির্ণয়ঃ ॥
সর্ব্বেষাং সুখদৌ দেবৌ প্রত্যক্ষৌ শশিভাস্করৌ। ন নশ্যতি তয়োঃ পীড়া যৎ কচিদ্রাহুসম্ভবা ॥
ভাস্করস্য সুতো মন্দঃ ক্ষয়ী চন্দ্রঃ কলঙ্কবান্। পশ্য রাজন্! বিধেস্তন্ত্রো দুর্ব্বারো মহতামপি ॥
বেদকর্ত্তা জগদ্ধাতা বুদ্ধিদস্তু চতুর্ভুজঃ। সোঽপি বিক্লবতাং প্রাপ্তো দৃষ্ট্বা পুত্রীং সরস্বতীম্ ॥
শিবস্যাপি মৃতা ভার্য্যা সতী দগ্ধা কলেবরম্। সোঽভবদ্দুঃখসন্তপ্তঃ কামার্ত্তশ্চ জনার্ত্তিহা ॥
কামার্ত্তো দগ্ধদেহস্তু কালিন্দ্যাং পতিতঃ শিবঃ। সাপি শ্যামজলা জাতা তন্নিদাঘবশান্নৃপ।।
কামার্ত্তোরমমাণস্তু নগ্নঃ সোপিত্ত্বগোর্ব্বনম্। গতঃ শপ্তোঽথ ভৃগুণা দৃষ্ট্বা কামাতুরং ভৃশম্ ॥
পতত্বদ্যৈব তে লিঙ্গং নির্লজ্জাধম কামুক!। তরসা পতিতং তত্তু শিবস্য বচনান্মুনেঃ ॥
দুঃখিতোঽসৌ তপস্তপ্ত্বা শঙ্করো লোকশঙ্করঃ। উপযেমে গিরেঃ পুত্রীং পার্ব্বতীং চাতিসুন্দরীম্ ॥
বিষ্ণুঃ প্রাপ্য দেবকার্য্যং সঞ্জাতো বৃষভঃ কিল ॥ পপৌ চামৃতবাপীঞ্চ দানবৈর্নির্ম্মিতাং মুদা।
ইন্দ্রোঽপি চ বৃষো ভূত্বা ককুৎস্থঃ নৃপসত্তমম্। ককুদি স্থাপয়ামাস দানবানাং জযায় বৈ ॥
কচিৎ পুস্তকেষু ইত্যধিকপাঠো দৃশ্যতে ॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

বারাঙ্গনাস্ত্বয়া খ্যাতা নরনারায়ণাশ্রমে।
একং নারায়ণং শান্তং কাময়ানাঃ স্মরাতুরাঃ ॥ ১ ॥
শপ্তুকামস্তদা জাতো মুনির্নারায়ণশ্চ তাঃ।
নিবারিতো নরেণাথ ভ্রাত্রা ধর্ম্মবিদা মুনে! ॥ ২ ॥
কিং কৃতং মুনিনা তেন ব্যসনে সমুপস্থিতে।
তাভিঃ সঙ্কল্পিতেনার্থকামার্থাভির্ভৃশং মুনে! ॥ ৩ ॥
শক্রেণোৎপাদিতাভিশ্চ বহুপ্রার্থনয়া পুনঃ।
যাচিতেন বিবাহার্থং কিং কৃতং তেন জিষ্ণুনা ॥ ৪ ॥
ইত্যেতচ্ছ্রোতুমিচ্ছামি চরিতং তস্য মোক্ষদম্।
নারায়ণস্য মে ব্রূহি বিস্তরেণ পিতামহ! ॥ ৫ ॥

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি যথা তস্য মহাত্মনঃ।
ধর্ম্মপুত্রস্য ধর্ম্মজ্ঞ! বিস্তরেণ বদামি তে ॥ ৬ ॥

পঞ্চাধিকৈশ্চ পঞ্চাশৎপদ্মৈরথ স্বরাঙ্গনাঃ।
নারায়ণাশ্রমে প্রাপ্তাঃ কথা তাসামিহোচ্যতে।

এতাবৎপর্য্যন্তং প্রাসঙ্গিকীং কথাং সমাপ্য প্রকৃতাং নারায়ণাশ্রমে প্রাপ্তানাং বারাঙ্গনানাং কথাং পৃচ্ছতি বারাঙ্গনা ইতি। বারাঙ্গনাভিঃ স্মরাতুরাভিঃ প্রার্থিতো নারায়ণ-

---

জনমেজয় কহিলেন, মুনিবর! আপনি কহিয়াছেন যে, নরনারায়ণের আশ্রমে স্বর্গবারাঙ্গনাগণ কামাতুর হইয়া শান্তচিত্ত একমাত্র নারায়ণকেই কামনা করিয়াছিল ॥ ১ ॥ সেই সময় নারায়ণমুনি তাহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলে তদীয় ভ্রাতা নর ঋষি তাঁহাকে নিবারণ করিয়াছিলেন ॥২॥ এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই সঙ্কট সময় সমুপস্থিত হইলে নারায়ণমুনি কি করিয়াছিলেন? অমরনাথ ইন্দ্র যে সকল কামাভিলাষিণী সুরবারাঙ্গনাদিগকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা বহুবার পরিণয় প্রার্থনা জানাইলে সেই জিষ্ণু নারায়ণ ঋষি কি করিলেন? ॥ ৩—৪ ॥ হে পিতামহ! সেই নারায়ণের এই সকল মোক্ষপ্রদ চরিত্র শ্রবণ করিতে আমার একান্ত বাসনা জন্মিয়াছে, আপনি তাহা সবিস্তার বর্ণন করিয়া আমার অভিলাষ পরিপূরণ করুন ॥ ৫ ॥

শপ্তুকামস্তু সংদৃষ্টো নরেণাথ যদা হরিঃ।
বারিতোঽসৌ সমাশ্বাস্য মুনির্নারায়ণস্তদা ॥ ৭ ॥
শান্তকোপস্তদোবাচ তাস্তপস্বী মহামুনিঃ।
স্মিতপূর্ব্বমিদং বাক্যং মধুরং ধর্ম্মনন্দনঃ ॥ ৮ ॥
অস্মিন্ জন্মনি চার্ব্বঙ্গ্যঃ কৃতসঙ্কল্পবানহম্।
আবাভ্যাং চ ন কর্ত্তব্যঃ সর্ব্বথা দারসংগ্রহঃ ॥ ৯ ॥
তস্মাদ্গচ্ছন্তু ত্রিদিবং কৃপাং কৃত্বা মমোপরি।
ধর্ম্মজ্ঞা ন প্রকুর্ব্বন্তি ব্রতভঙ্গং পরস্য বৈ ॥ ১০ ॥
শৃঙ্গারেঽস্মিন্ রসে নূনং স্থায়ী ভাবো রতিঃ স্মৃতঃ।
কথং করোমি সম্বন্ধং তদভাবে সুলোচনাঃ ॥ ১১ ॥
কারণেন বিনা কার্য্যং ন ভবেদিতি নিশ্চয়ঃ।
কবিভিঃ কথিতং শাস্ত্রে স্থায়ী ভাবো রসঃ কিল ॥ ১২ ॥
ধন্যঃ সুচারুসর্ব্বাঙ্গঃ সভাগ্যোঽহং ধরাতলে।
প্রীতিপাত্রং যতো জাতো ভবতীনামকৃত্রিমম্ ॥ ১৩ ॥

স্তা বারাঙ্গনাঃ শপ্তুং প্রবৃত্তো নরেণ নিবারিত ইতি পূর্ব্বমুক্তং তদনন্তরং নারায়ণঃ কিং কৃতবানিতি তদ্ব্রবীতি সমুদায়ার্থঃ ॥ ১—৮ ॥
আবাভ্যাং নরনারায়ণাভ্যাম্ ॥ ৯—১০ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! সেই মহাত্মা ধর্ম্মপুত্রের আচরণ আমি তোমার নিকটে বিস্তারিতরূপে বর্ণন করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর ॥ ৬ ॥ নারায়ণ হরি যখন শাপ প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন নরঋষি তদ্দর্শনে তাঁহাকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক নিবারণ করিলেন ॥ ৭ ॥ তখন মহামুনি তপোধন ধর্ম্মনন্দন নারায়ণ, আপনার রোষভাব পরিত্যাগ করিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক তাহাদিগকে মধুর বচনে কহিতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥ হে সুন্দরিসকল! এই জন্মে আমরা তপশ্চরণের সংকল্প করিয়াছি, সুতরাং এ অবস্থায় আমাদের দারপরিগ্রহ করা কোনরূপেই কর্ত্তব্য নয়; অতএব, তোমরা আমাদের প্রতি কৃপা প্রকাশ পুরঃসর স্বর্গে গমন কর। জানিও যাঁহারা ধর্ম্মজ্ঞ, তাঁহারা কদাচই অন্যের ব্রতভঙ্গ করিতে অভিলাষ করেন না ॥ ৯—১০ ॥ সুলোচনাগণ! শৃঙ্গাররসে রতিই স্থায়িভাব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, আমাদের এক্ষণে তাহার অভাব; অতএব আমরা কিরূপে সে সম্বন্ধ সংযোজনা করিতে পারি? ॥ ১১ ॥ কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, ইহাই স্থির নিশ্চয়। কবিগণ, শাস্ত্রে রসকেই স্থায়িভাব কহিয়াছেন ॥ ১২ ॥ যাহা হউক আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল নিশ্চয়ই সুশোভন, আমিই ধরাতলে ধন্য ও সৌভাগ্যবান্,

ভবতীভিঃ কৃপাং কৃত্বা রক্ষণীয়ং ব্রতং মম।
ভবিষ্যামি মহাভাগাঃ! পতিরপ্যন্যজন্মনি ॥ ১৪ ॥
অষ্টাবিংশে বিশালাক্ষ্যো দ্বাপরেঽস্মিন্ ধরাতলে।
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং প্রভবিষ্যামি সর্ব্বথা ॥ ১৫ ॥
তদা ভবত্যো মদ্দারাঃ প্রাপ্য জন্ম পৃথক্ পৃথক্।
ভূপতীনাং সুতা ভূত্বা পত্নীভাবং গমিষ্যথ ॥ ১৬ ॥
ইত্যাশ্বাস্য হরিস্তাস্তু প্রতিশ্রুত্য পরিগ্রহম্।
ব্যসর্জ্জয়ৎ স ভগবান্ জগ্মুশ্চ বিগতজ্বরাঃ ॥ ১৭ ॥
এবং বিসর্জ্জিতাস্তেন গতাঃ স্বর্গং তদাঙ্গনাঃ।
শক্রায় কথয়ামাসুঃ কারণং সকলং পুনঃ ॥ ১৮ ॥
আশ্রুত্য মঘবাংস্তাভ্যো বৃত্তান্তং তস্য বিস্তরাৎ।
তুষ্টাব তং মহাত্মানং নারীর্দৃষ্ট্বা তথোর্ব্বশীঃ ॥ ১৯ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

অহো ধৈর্য্যং মুনেঃ কামং তথৈব চ তপোবলম্।
যেনোর্ব্বশ্যঃ স্বতপসা তাদৃগ্রূপাঃ প্রকল্পিতাঃ ॥ ২০ ॥

শৃঙ্গারেঽস্মিন্নিতি। অস্মিন্ শৃঙ্গাররসে স্থায়ী ভাবো রসস্য রতিরেব। সা চ ময়া ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারণেন ত্যক্তা। ততো ভবতীনাং সম্বন্ধং কথং করোমি করিষ্যে ইত্যর্থঃ ॥ ১১—১৮ ॥

নতুবা আমি তোমাদিগেরও অকৃত্রিম প্রণয়াস্পদ হইলাম কেন? ॥ ১৩ ॥ তোমরা সৌভাগ্যবতী অতএব কৃপা করিয়া আমার ব্রতরক্ষা কর; আমার এই প্রার্থনা যে, জন্মান্তরে আমি তোমাদের পতি হইতে পারি ॥ ১৪ ॥ হে বিশালাক্ষি সুন্দরি সকল! অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত আমি ধরাতলে নিশ্চিতই অবতীর্ণ হইব; তখন তোমরাও প্রত্যেকেই পৃথিবীতলে রাজকন্যারূপে পৃথক্ পৃথক্ জন্মগ্রহণ করিয়া আমার পত্নীভাব প্রাপ্ত হইবে ॥১৫—১৬॥ নারায়ণ এইরূপে আশ্বাস প্রদান করিয়া বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। তাঁহারাও মনের উৎকণ্ঠা পরিহার করিয়া সুরপুরে গমন করিল এবং ইন্দ্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিল ॥১৭—১৮॥ সুরপতি সুরাঙ্গনাদিগের মুখে সেই ঋষিদ্বয়ের বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে শ্রবণ করিয়া এবং নারায়ণ ঋষির উরুজাত ঊর্ব্বশীপ্রভৃতি সুন্দরীদিগকে দর্শন করিয়া মহাত্মা নারায়ণের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯ ॥

ইন্দ্র কহিলেন, অহো! মুনির কি আশ্চর্য্য ধৈর্য্যশক্তি? কি চমৎকার তপঃপ্রভাব আহা! তিনি আপনার তপোবলে ঊর্ব্বশী প্রভৃতি এই সকল অনুপম সুন্দরীদিগকে সা

ইতি স্তুত্বা প্রসন্নাত্মা ৰভূব স্থররাট্‌ ততঃ।
নারায়ণোঽপি ধর্ম্মাত্মা তপস্যভিরতোঽভবৎ ॥ ২১ ॥
ইত্যেতৎ সর্ব্বমাখ্যাতং মুনের্ব্বৃত্তান্তমদ্ভুতম্।
নারায়ণস্য সকলং নরস্য চ মহামুনেঃ ॥ ২২ ॥
তৌ হি কৃষ্ণার্জ্জুনৌ বীরৌ ভূভারহরণায় চ।
জাতৌ তৌ ভরতশ্রেষ্ঠ! ভৃগোঃ শাপবশাদিহ ॥ ২৩ ॥

রাজোবাচ।

কৃষ্ণাবতারচরিতং বিস্তরেণ বদস্ব মে।
সন্দেহো মম চিত্তেঽস্তি তং নিবারয় মানদ! ॥ ২৪ ॥
যয়োঃ পুত্রত্বমাপন্নৌ হর্য্যনন্তৌ মহাবলৌ।
দেবকীবসুদেবৌ তৌ দুঃখভাজৌ কথং মুনে! ॥ ২৫ ॥
কংসেন নিগড়ে বদ্ধৌ পীড়িতৌ বহুবৎসরান্।
যয়োঃ পুত্রো হরিঃ সাক্ষাত্তপসা তোষিতোঽভবৎ ॥ ২৬ ॥
জাতোঽসৌ মথুরায়াস্তু গোকুলে স কথং গতঃ।
কংসং হত্বা দ্বারবত্যাং নিবাসং কৃতবান্ কথম্ ॥ ২৭ ॥

উর্ব্বশীরিতি বহুবচনেন উর্ব্বশীসদৃশত্বাৎ পঞ্চাশদধিকষোড়শসহস্রপরিমিতাস্তাসাং পরি-
চর্য্যার্থং যা উৎপাদিতাঃ পূর্ব্বমুক্তাস্তা গৃহ্যন্তে। তথাচ নারায়ণেনোৎপাদিতস্ত্রীভিঃ সহো-
র্ব্বশী স্বর্গং প্রতি প্রেষিতেতি ভাবঃ ॥ ১৯—২৭ ॥

নার উরুদেশ হইতে উৎপাদিত করিয়াছেন? ॥ ২০ ॥ সুররাজ এইরূপে তাহার গুণকীর্ত্তন
করিয়া নিরুদ্বেগ হইলেন; এদিকে ধর্ম্মাত্মা নারায়ণও আপনার তপস্যায় অভিনিবিষ্ট হই-
লেন ॥২১॥ রাজেন্দ্র! এই আমি আপনার নিকট মহামুনি নরনারায়ণের সমস্ত অদ্ভুত বৃত্তান্ত
সম্যক্‌প্রকারে কহিলাম ॥ ২২ ॥ হে ভরতভূষণ! সেই নরনারায়ণ ভৃগুর শাপ হেতু ভূভার-
হরণের নিমিত্ত কৃষ্ণ ও অর্জ্জুননামক বীরদ্বয়রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥
রাজা কহিলেন, হে মানদ মুনে! এক্ষণে কৃষ্ণাবতার চরিত বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন
করিয়া আমার মনের সন্দেহ অপনয়ন করুন ॥ ২৪ ॥ মুনিবর! মহাবল হরি ও অনন্ত, যাঁহা-
দের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই বসুদেব ও দেবকী দুঃখভাজন হইলেন কেন?
তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া সাক্ষাৎ ভগবান্ জনার্দ্দন যাঁহাদের পুত্র হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে
বহুকাল কংসের কারাগারে নিগড়নিবদ্ধ হইয়া থাকিবার তাৎপর্য্য কি? ॥ ২৫—২৬ ॥ কৃষ্ণ,
মথুরায় জন্মগ্রহণ করিয়া কিজন্য গোকুলে গমন করিলেন এবং কংসকে বধ করিয়া কিজন্য
সমুদ্রমধ্যবর্ত্তিনী দ্বারকাবতী নগরীতেই বা বাস করিলেন? ॥ ২৭ ॥ তাঁহার জনক জননী ও

পিত্রাদিসেবিতং দেশং সমৃদ্ধং পাবনং কিল।
ত্যক্ত্বা দেশান্তরেঽনার্য্যে গতবান্ স কথং হরিঃ ॥ ২৮ ॥
কুলঞ্চ দ্বিজশাপেন কথমুৎসাদিতং হরেঃ।
ভারাবতারণং কৃত্বা বাসুদেবঃ সনাতনঃ।
দেহং মুমোচ তরসা জগাম চ দিবং হরিঃ ॥ ২৯ ॥
পাপিষ্ঠানাঞ্চ ভারেণ ব্যাকুলাভূচ্চ মেদিনী।
তে হতা বাসুদেবেন পার্থেনামিতকর্ম্মণা ॥ ৩০ ॥
লুণ্ঠিতা যৈর্হরেঃ পত্ন্যস্তে কথং ন নিপাতিতাঃ ॥ ৩১ ॥
ভীষ্মো দ্রোণস্তথা কর্ণো বাহ্লীকোঽপ্যথ পার্থিবঃ।
বৈরাটোঽথ বিকর্ণশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্থিবঃ ॥ ৩২ ॥
সোমদত্তাদয়ঃ সর্ব্বে নিহতাঃ সমরে মুনে !।
তেষামুত্তারিতো ভারশ্চৌরাণাং ন হৃতঃ কথম্ ॥ ৩৩ ॥
কৃষ্ণপত্ন্যঃ কথং দুঃখং প্রাপ্তাঃ প্রান্তে পতিব্রতাঃ।
সন্দেহোঽয়ং মুনিশ্রেষ্ঠ ! চিত্তে মে পরিবর্ত্ততে ॥ ৩৪ ॥
বসুদেবস্তু ধর্ম্মাত্মা পুত্রদুঃখেন তাপিতঃ।
ত্যক্তবান্ স কথং প্রাণানপমৃত্যুং জগাম হ ॥ ৩৫ ॥

অনার্য্যে শ্রেষ্ঠে ॥ ২৮—৩২ ॥

আত্মীয়বর্গ লোকে সমৃদ্ধিসম্পন্ন যে পবিত্র দেশে বাস করিতেন, তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য অযত্ন দেশান্তরে বসতির কারণ কি ? ॥ ২৮॥ কিজন্যই বা দ্বিজশাপে যদুপতির নিজ কুল উৎসাদিত হইল ? কিরূপেই বা সনাতন বাসুদেব পৃথিবীর ভারাবতরণ করিয়া দেহ পরিত্যাগ পুরঃসর স্বর্গে গমন করিলেন ? পাপিষ্ঠগণের ভারে বসুমতী ব্যাকুলা হইয়াছিলেন, সেই পাপিষ্ঠগণ অমিতকর্ম্মা কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের করে নিহত হইয়াছিল, কিন্তু যাহারা হরির পত্নীদিগকে লুণ্ঠন করিয়াছিল, সেই দুষ্টদিগকে নিপাতিত না করিবার তাৎপর্য্য কি ? ॥ ২৯-৩১ ॥ ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, নরপতি বাহ্লীক, বিরাট, বিকর্ণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, রাজা সোমদত্ত প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গকে বিনষ্ট করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করা হইল, কিন্তু তস্করদিগকে বিনষ্ট করিয়া তাহাদের ভার হরণ করা না হইল কেন ? ॥ ৩২—৩৩॥ পতিব্রতা কৃষ্ণপত্নীগণ কিহেতু অবশেষে দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন ? হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! এ বিষয়ে আমার মানসে সন্দেহের আবির্ভাব হইয়াছে ॥৩৪॥ ধর্ম্মাত্মা বসুদেব, পুত্র-দুঃখে তাপিত হইয়া কি নিমিত্ত প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন এবং কি কারণেই বা তাঁহার অপমৃত্যু ঘটিল ? ॥ ৩৫ ॥ হে মুনিসত্তম ! পাণ্ডবগণ কৃষ্ণ-

পাণ্ডবা ধর্ম্মসংযুক্তাঃ কৃষ্ণে চ নিরতাঃ সদা।
তে কথং দুঃখভোক্তারো হ্যভবন্মুনিসত্তম ! ॥ ৩৬ ॥
দ্রৌপদী চ মহাভাগা কথং দুঃখস্য ভাগিনী।
বেদীমধ্যাচ্চ সংজাতা লক্ষ্ম্যংশসম্ভবা কিল ॥ ৩৭ ॥
সভায়াঞ্চ সমানীতা রজোদোষসমন্বিতা।
বলাদ্দুঃশাসনেনাথ কেশগ্রহণকর্শিতা ॥ ৩৮ ॥
পীড়িতা সিন্ধুরাজ্ঞাথ বনমধ্যগতা সতী।
তথৈব কীচকেনাপি পীড়িতা রুদতী ভৃশম্ ॥ ৩৯ ॥
পুত্রাঃ পঞ্চৈব তস্যাস্তু নিহতা দ্রৌণিনা গৃহে।
সুভদ্রায়াঃ সুতো যুদ্ধে বাল এব নিপাতিতঃ ॥ ৪০ ॥
তথাচ দেবকীপুত্রাঃ ষট্ কংসেন নিষূদিতাঃ।
সমর্থেনাপি হরিণা দৈবং ন কৃতমন্যথা ॥ ৪১ ॥
যাদবানাং তথা শাপঃ প্রভাসে নিধনং পুনঃ।
কুলক্ষয়ে তথা তীব্রে তৎপত্নীনাঞ্চ লুণ্ঠনম্ * ॥ ৪২ ॥

চৌরাণাং ন হৃতঃ কথমিতি। এবং তাদৃশসামর্থ্যবতাং চৌরাণাং ভারঃ কথং ন হৃতঃ ॥ ৩৩—৪০ ॥

নিরত ও ধর্ম্মজ্ঞ ছিলেন, তবে তাঁহাদের এত দুঃখ ভোগ করিবার কারণ কি ? ॥ ৩৬ ॥ যে দ্রৌপদী লক্ষ্মীর অংশসম্ভূতা এবং যজ্ঞ-বেদি-মধ্য হইতে সমুৎপন্না, তিনিই বা কিজন্য এত দূর দুঃখভাগিনী হইলেন ? ॥৩৭॥ সেই বালা রজস্বলা থাকিলেও দুঃশাসন তাঁহার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক সভাস্থলে আনয়ন করিলেন কেন এবং কিহেতুই বা বনবাসকালে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ তাঁহাকে অত্যন্ত মর্ম্মপীড়া প্রদান করিয়াছিলেন ? সেই ভামিনী পাণ্ডবগেহিনী রোদন করিলেও কিহেতু কীচক তাঁহার উৎপীড়ন ও অবমাননা করিয়াছিল ? ॥ ৩৮—৩৯ ॥ কিহেতুই বা তাঁহার গৃহস্থিত পঞ্চপুত্রকে অশ্বত্থামা নিধন করিয়াছিলেন ? সুভদ্রার বালক পুত্রেরই বা যুদ্ধস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করিবার কারণ কি ? ॥ ৪০ ॥ কংসরাজ কেনই বা দেবকীর ষট্পুত্রকে নিহত করিয়াছিল ? কি জন্যই বা ভগবান্ হরি দৈবের অন্যথা করণে সমর্থ হইয়াও তাহা না করিলেন ? ॥ ৪১ ॥ কি আশ্চর্য্য ! যাদবগণের প্রতি ব্রহ্মশাপ, প্রভাসে তাঁহাদের নিধন, একবারে যদুকুলের ধ্বংস এবং তাঁহার পত্নীগণের লুণ্ঠন, এই সকল গুরুতর বিষয়েও কি তিনি দৈবকে উপেক্ষা করিয়াছিলেন ? ॥৪২॥ যদি তিনি সকলের

---

* পিত্রোশ্চ নিধনে চৈব দৈবমেব পুরস্কৃতম্। ইত্যধিকপাঠঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে।

বিষ্ণুনা চেশ্বরেণাপি সাক্ষান্নারায়ণেন চ ।
উগ্রসেনস্য সেবা বৈ দাসবৎ সততং কৃতা ॥ ৪৩ ॥
সন্দেহোঽয়ং মহাভাগ ! তত্র নারায়ণে মুনৌ ।
সর্ব্বজন্তুসমানত্বং ব্যবহারে নিরন্তরম্ ॥ ৪৪ ॥
হর্ষশোকাদয়ো ভাবাঃ সর্ব্বেষাং সদৃশাঃ কথম্ ।
ঈশ্বরস্য হরের্জাতা কথমপ্যন্যথা গতিঃ ॥ ৪৫ ॥
তস্মাদ্বিস্তরতো ব্রূহি কৃষ্ণস্য চরিতং মহৎ ।
অলৌকিকেন হরিণা কৃতং কর্ম্ম মহীতলে ॥ ৪৬ ॥
হতা আয়ুঃক্ষয়ে দৈত্যাঃ ক্লেশেন মহতা পুনঃ ।
কৈশ্বর্য্যশক্তিঃ প্রথিতা হরিণা মুনিসত্তম ! ॥ ৪৭ ॥
রুক্মিণীহরণে নূনং গৃহীত্বাথ পলায়নম্ ।
কৃতং হি বাসুদেবেন চৌরবচ্চরিতং তদা ॥ ৪৮ ॥
মথুরামণ্ডলং ত্যক্ত্বা সমৃদ্ধং কুলসম্মতম্ ।
জরাসন্ধভয়াত্তেন দ্বারকাগমনং কৃতম্ ॥ ৪৯ ॥
তদা কেনাপি ন জ্ঞাতো ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।
কিঞ্চিৎ প্রব্রূহি মে ব্রহ্মন্ ! কারণং ব্রজগোপনম্ ॥৫০ ॥

সমর্থেনেশ্বরেণ হরিণৈতেষাং দৈবমন্যথা কথং ন কৃতং নহীশ্বরস্য কিঞ্চিদ্দুর্ঘটমস্তীতি ভাবঃ ॥ ৪১—৪৩ ॥

ঈশ্বর এবং স্বয়ং নারায়ণ হইবেন তবে সর্ব্বদা উগ্রসেনের প্রতি দাসবৎ ব্যবহার করিলেন কেন ? ॥ ৪৩ ॥ মহাভাগ ! সেই নারায়ণ মুনির প্রতি এই সন্দেহ হয় যে, তাঁহার ব্যবহার নিরন্তরই সাধারণ জীবের ন্যায়, তাঁহার হর্ষ শোকাদি ভাব সকল কিজন্য সাধারণ লোকের তুল্য ? যদি তিনি নারায়ণ হরি পরমেশ্বর, তবে কিহেতু তাঁহার ভাব ঐশ্বরিক না হইয়া সাধারণ জন্তুর ন্যায় হইয়াছিল ? ॥ ৪৪—৪৫ ॥ অতএব, লোকাতীতপ্রভাব হরি মহীতলে যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, আপনি তৎসমুদায় এবং তাঁহার দিব্য লীলাকাণ্ড বিশেষ বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করুন ॥৪৬॥ হে মুনিসত্তম ! আয়ুঃক্ষয় হইলেই জীবের জীবন বিনষ্ট হইয়া থাকে, তবে অতিশয় কষ্ট স্বীকার করিয়া দৈত্যগণকে বধ করিয়া ঈশ্বর হরির কি ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে ? ॥ ৪৭॥ রুক্মিণীহরণকালে ভগবান্ রুক্মিণীকে গ্রহণ করিয়া পলায়নপরায়ণ হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার চৌরের ন্যায় আচরণ করা হইয়াছিল সন্দেহ নাই ॥৪৮॥ জরাসন্ধের ভয়ে মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন, কুলসম্মত মথুরামণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার দ্বারকা নগরে পলায়ন করিবার উদ্দেশ্য কি ? ॥ ৪৯॥ যখন তিনি এই সমস্ত কার্য্য করেন, তখন কি

এতে চান্যে চ বহবঃ সন্দেহা বাসবীসুত।
নাশয়াদ্য মহাভাগ! সর্ব্বজ্ঞোঽসি দ্বিজোত্তম! ॥ ৫১ ॥
গোপ্যস্তথৈকঃ সন্দেহো হৃদয়ান্ন নিবর্ত্ততে।
পাঞ্চাল্যাঃ পঞ্চভর্ত্তৃত্বং লোকে কিং ন জুগুপ্সিতম্ ॥ ৫২ ॥
সদাচারং প্রমাণং হি প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
পশুধর্ম্মঃ কথং তৈস্তু সমর্থৈরপি সংশ্রিতঃ ॥ ৫৩ ॥
ভীষ্মেণাপি কৃতং কিংবা দেবরূপেণ ভূতলে।
গোলকৌ তৌ সমুৎপাদ্য যত্তু বংশস্য রক্ষণম্ ॥ ৫৪ ॥
ধিগ্ধর্ম্মনির্ণয়ঃ কামং মুনিভিঃ পরিদর্শিতঃ।
যেন কেনাপ্যুপায়েন পুত্রোৎপাদনলক্ষণঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে জনমেজয়প্রশ্নকথনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

নরনারায়ণে পরমেশ্বরে মুনৌ সর্ব্বজন্তুসমানত্বং সর্ব্বজীবসমানত্বং কথমিতি সন্দেহঃ ॥৪৪-৫৫॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে চতুর্থস্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

তাঁহাকে ঈশ্বর ভগবান্ হরি বলিয়া কেহ জানিতে পারে নাই? ব্রহ্মন্! যদি তিনি স্বয়ং ভগবান্ হইবেন তবে ব্রজে লুক্কায়িত থাকিলেন কেন? ইহাঁর কারণ কি তাহা আমার নিকটে বলুন ॥৫০॥ হে মুনে! এই সকল এবং অন্যান্য বহুতর সন্দেহ আমার অন্তরে নিরন্তর বিরাজিত রহিয়াছে. আপনি দ্বিজোত্তম সর্ব্বজ্ঞ ও মহাভাগ, আপনার নিকটে প্রার্থনা যে, আমার এই সকল সন্দেহ অপনয়ন করুন ॥ ৫১ ॥ তপোধন! আমার মনে আর একটী অতি গোপনীয় সন্দেহ বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা কিছুতেই অপনীত হইতেছে না। মুনিবর! পাঞ্চালীর যে পঞ্চস্বামী হইয়াছিল তাহা কি লোকসমাজে ঘৃণা কর ও লজ্জাজনক নহে? পণ্ডিতগণ সদাচারকেই ধর্ম্মের প্রমাণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; তবে, সেই পাণ্ডবগণ সম্যক্ প্রকারে ক্ষমতাপন্ন হইয়াও কেন পশুধর্ম্মের আচরণ করিয়াছিলেন? ॥ ৫২-৫৩॥ পৃথিবীতলে দেবরূপে অবস্থান করিয়া ভীষ্মই বা কি করিলেন? জিজ্ঞাসা করি গোলক পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিয়া বংশ রক্ষা করা কি তাঁহার সদৃশ কার্য্য হইয়াছে? ॥ ৫৪ ॥ মুনিগণ "যে কোনও উপায়েই হউক পুত্রোৎপাদন করিবে" এইরূপ ব্যবস্থা প্রদান পূর্ব্বক যে ধর্ম্ম নির্ণয় করিয়াছেন, তাঁহাদের সেই ধর্ম্মনির্ণয়ে ধিক্! ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে জনমেজয়ের প্রশ্নকথন নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি কৃষ্ণস্য চরিতং মহৎ।
অবতারকারণঞ্চ দেব্যাশ্চরিতমদ্ভুতম্ ॥ ১ ॥
ধরৈকদা ভরাক্রান্তা রুদতী চাতিমর্শিতা।
গোরূপধারিণী দীনা ভীতাগচ্ছৎ ত্রিবিষ্টপম্ ॥ ২ ॥
পৃষ্টা শক্রেণ কিন্তেঽদ্য বর্ত্ততে ভয়মিত্যথ।
কেন বৈ পীড়িতাসি ত্বং কিং তে দুঃখং বসুন্ধরে! ॥ ৩ ॥
তচ্ছ্রুত্বেলা তদোবাচ শৃণু দেবেশ! মেঽখিলম্।
দুঃখং পৃচ্ছসি যত্ত্বং মে ভারাক্রান্তাস্মি মানদ! ॥ ৪ ॥
জরাসন্ধো মহাপাপী মাগধেষু পতির্ম্মম।
শিশুপালস্তথা চৈদ্যঃ কাশীরাজঃ প্রতাপবান্ ॥ ৫ ॥

ষষ্টিরোকৈর্দুষ্টৈরাজভারাক্রান্তা তু মেদিনী।
ব্রহ্মাণং শরণং গত্বা স্বদুঃখং সা স্তবেদয়ৎ।

কৃষ্ণাবতারং বর্ণয়েতি রাজবাক্যং শ্রুত্বা ব্যাস আহ শৃণু রাজন্নিতি। তত্র কৃষ্ণাবতারস্য কারণং নান্যদস্তি কিন্তু শ্রীসচ্চিদানন্দরূপিণ্যাঃ সকলজগন্নিয়ন্ত্র্যাঃ সৃষ্ট্যাদিপঞ্চকৃত্যবিধায়িন্যাঃ সকলান্তর্যামিন্যা ভগবত্যা লীলয়ৈব জগৎ স্রষ্টুং প্রবৃত্তায়াঃ প্রেরণৈব কারণমিত্যভিপ্রায়েণৈ-বাহ অবতারকারণঞ্চেতি। দেব্যাশ্চরিতং প্রেরণরূপম্ ॥ ১—৩ ॥
ইলা পৃথ্বী ॥ ৪—৫ ॥

ব্যাস বলিলেন, রাজন্! কৃষ্ণের সুবিস্তৃত চরিত্র ও অবতার কথা এবং দেবী ভুবনেশ্বরীর বিচিত্র চরিত্রাদির বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১ ॥ কোনও সময়ে পৃথিবী দুষ্টরাজগণের ভারে আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত পীড়িত ও ভীত হইয়াছিলেন। তখন তিনি গোরূপধারণ পূর্ব্বক রোদন করিতে করিতে দীনমনে দেবলোকে গমন করেন ॥ ২ ॥ দেবরাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বসুন্ধরে! এক্ষণে তোমার ভয়ের কারণ কি? কে তোমাকে পীড়িত করিয়াছে? তোমার কি দুঃখ ঘটিয়াছে? এ সমস্তই আমার নিকট বল? ॥ ৩ ॥ পৃথিবী ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মানদ! আপনি যখন আমার দুঃখের ও পীড়নের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন তখন আপনার নিকটে সমস্ত কথা বলিতেছি শ্রবণ করুন, আমি এক্ষণে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়াছি ॥ ৪ ॥ ঘোরপাপী মগধরাজ জরাসন্ধ পৃথিবীতে রাজত্ব করিতেছে। এইরূপ চেদিপতি শিশুপাল, দুর্দান্ত

রুক্মী চ বলবান্ কংসো নরকশ্চ মহাবলঃ।
শাল্বঃ সৌভপতিঃ ক্রূরঃ কেশী ধেনুকবৎসকৌ ॥ ৬ ॥
সর্ব্বধর্ম্মবিহীনাশ্চ পরস্পরবিরোধিনঃ।
পাপাচারা মদোন্মত্তাঃ কালরূপাশ্চ পার্থিবাঃ ॥ ৭ ॥
তৈরহং পীড়িতা শক্র! ভারাক্রান্তাক্ষমা বিভো!।
কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি চিন্তা মে মহতী স্থিতা ॥ ৮ ॥
পীড়িতাহং বরাহেণ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
শক্র! জানীহি হরিণা দুঃখাদ্দুঃখতরং গতা ॥ ৯ ॥
যতোঽহং দুষ্টদৈত্যেন কশ্যপস্যাত্মজেন বৈ।
হৃতাহং হিরণ্যাক্ষেণ মগ্না তস্মিন্মহার্ণবে ॥ ১০ ॥
তদা শূকররূপেণ বিষ্ণুনা নিহতোঽপ্যসৌ।
উদ্ধৃতাহং বরাহেণ স্থাপিতা হি স্থিরা কৃতা ॥ ১১ ॥
নোচেদ্রসাতলে স্বস্থা স্থিতা স্যাং সুখশায়িনী *।
ন শক্তাস্ম্যদ্য দেবেশ! ভারং বোঢ়ুং দুরাত্মনাম্ ॥ ১২ ॥

(সৌভপতিরিতি শাল্বস্য বিশেষণম্। তথাচ মহাভারতে। শাল্বস্য নগরং সৌভং গতোঽহং ভরতর্ষভ! ॥ ৬—৮ ॥)

পীড়িতাহং বরাহেণেতি। যদি বরাহেণাহং জলান্নোদ্ধৃতা স্যাত্তদা কিমিত্যেতাদৃশং দুঃখং মম ভবেত্তস্মাত্তেনৈবাহং পীড়িতেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

কাশীরাজ, রুক্মী, বলবান্ কংস, মহাবল নরক, সৌভপতি শাল্ব, ক্রূরমতি কেশী, ধেনুক ও বৎসক ইহারা সকলেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেবরাজ! অধিক কি বলিব এই সমস্ত রাজগণই ধর্ম্মবিবর্জ্জিত, পরস্পর বিরোধী, মদোন্মত্ত ও পাপাচারে রত; ইহারা কালস্বরূপ রাজা হইয়া আমাকে নিরন্তর পরিপীড়িত করিতেছে, আমি তাহাদের ভার বহনে অসমর্থ হইয়াছি, এখন কোথায় যাই কি করি এই মহতী চিন্তা আমার অন্তঃকরণে সমুদিত থাকিয়া আমাকে নিরন্তরই পীড়া প্রদান করিতেছে ॥ ৫—৮ ॥ হে বাসব! বলিতে কি, প্রভাবশালী বরাহরূপী বিষ্ণুই আমার কষ্টের কারণ হইয়াছেন; শক্র! তাঁহার জন্যই আমি দুঃখের উপর দুঃখান্তরে নিপতিত হইয়াছি; কারণ, যখন কশ্যপ-পুত্র দুষ্ট দৈত্য হিরণ্যাক্ষ আমাকে হরণ করিয়া মহার্ণবে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তখন বিষ্ণু বরাহরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাহাকে নিধন করিয়া আমাকে উদ্ধার করত স্থিরভাবে রক্ষা করেন ॥১০-১১॥ তিনি যদি সেই সময় আমাকে উদ্ধৃত না করিতেন, তাহা হইলে আমি রসাতলগর্ত্তে সুখে কালযাপন করিতাম। হে দেবেন্দ্র! আমি এখন আর উক্ত দুরাত্মাদিগের ভার বহন

* অতবং কালত্রয়ং কিল। ইতি বা পাঠঃ।

অগ্রে দুষ্টঃ সমায়াতি হ্যষ্টাবিংশস্তথা কলিঃ।
তদাহং পীড়িতা শক্র! গন্তাস্ম্যাশু রসাতলম্ ॥ ১৩ ॥
তস্মাত্ত্বং দেবদেবেশ! দুঃখরূপার্ণবস্য চ।
পারদো ভব ভারং মে হর পাদৌ নমামি তে ॥ ১৪ ॥

ইন্দ্র উবাচ।

ইলে! কিং তে করোম্যদ্য ব্রহ্মাণং শরণং ব্রজ।
অহং তত্র গমিষ্যামি স তে দুঃখং হরিষ্যতি ॥ ১৫ ॥
তচ্ছ্রুত্বা ত্বরিতা পৃথ্বী ব্রহ্মলোকং গতা তদা।
শক্রোঽপি পৃষ্ঠতঃ প্রাপ্তঃ সর্ব্বদেবপুরঃসরঃ ॥ ১৬ ॥
সুরভীমাগতাং তত্র দৃষ্ট্বোবাচ প্রজাপতিঃ।
মহীং জ্ঞাত্বা মহারাজ! ধ্যানেন সমুপস্থিতাম্ ॥ ১৭ ॥
কস্মাদ্রোদিষি কল্যাণি! কিং তে দুঃখং বদাধুনা।
পীড়িতাসি চ কেন ত্বং পাপাচারেণ দুর্ব্বদ ॥ ১৮ ॥

ধরোবাচ।

কলিরায়াতি দুষ্টোঽয়ং বিভেমি তস্ময়াদহম্।
পাপাচারাঃ প্রজাস্তত্র ভবিষ্যন্তি জগৎপতে! ॥ ১৯ ॥

তদেবাহ যতোঽহমিতি ॥ ১০—১৭ ॥
হে দুর্হে ধরণি ॥ ১৮ ॥

করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ১২ ॥ সুরেন্দ্র! শীঘ্রই সম্মুখে দুষ্ট অষ্টাবিংশ কলি আগমন করিতেছে, তাহার যেরূপ প্রভাব, তাহাতে বোধ হয় সেই সময় আমাকে উৎপীড়িত হইয়া রসাতলে গমন করিতে হইবে ॥ ১৩ ॥ অতএব হে দেবেশ্বর! আমি আপনার চরণযুগলে প্রণিপাত করিতেছি, আপনি আমার ভারহরণ করিয়া এই অপার দুঃখসাগর হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন ॥ ১৪ ॥

সুরপতি কহিলেন, পৃথিবি! আমি তোমায় কি করিব, তুমি ব্রহ্মার নিকটে গমন করিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ কর; আমিও তথায় গমন করিতেছি, তাঁহা হইতেই তোমার দুঃখ দূরীভূত হইবে ॥ ১৫ ॥ তখন, পৃথিবী ইন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্বর ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন; এ দিকে ইন্দ্রও সমস্ত দেবগণের সহিত পৃথিবীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৬ ॥ মহারাজ! পিতামহ ব্রহ্মা পৃথিবীকে সমাগতা দেখিয়া ধ্যানযোগে তাঁহার আগমনকারণ অবগত হইলেন এবং কহিলেন, কল্যাণি! তুমি কেন রোদন করিতেছ? তোমার এক্ষণে কি দুঃখ হইয়াছে? কোন দুরাচার তোমাকে প্রপীড়িত করিয়াছে বল ॥ ১৭—১৮ ॥

রাজানশ্চ দুরাচারাঃ পরস্পরবিরোধিনঃ।
চৌরকর্ম্মরতাঃ সর্ব্বে রাক্ষসাঃ পূর্ব্ববৈরিণঃ ॥ ২০ ॥
তান্ হত্বা নৃপতীন্ ভারং হর মেঽদ্য পিতামহ!।
পীড়িতাস্মি মহারাজ! সৈন্যভারেণ ভূভৃতাম্ ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

নাহং শক্তস্তথা দেবি! ভারাবতরণে তব।
গচ্ছাবঃ সদনং বিষ্ণোর্দ্দেবদেবস্য চক্রিণঃ ॥ ২২ ॥
স তে ভারাপনোদং বৈ করিষ্যতি জনার্দ্দনঃ।
পূর্ব্বং ময়াপি তে কার্য্যং চিন্তিতং সুবিচার্য্য চ ॥ ২৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা বেদকর্ত্তাসৌ পুরস্কৃত্য সুরাংশ্চ গাম্।
জগাম বিষ্ণুসদনং হংসারূঢ়শ্চতুর্ম্মুখঃ ॥ ২৪ ॥
তত্র গত্বা সুরশ্রেষ্ঠং দেবদেবং জনার্দ্দনম্।
তুষ্টাব বেদবাক্যৈশ্চ ভক্তিপ্রবণমানসঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি ব্রহ্মবাক্যং শ্রুত্বা ধরোবাচ কলিরায়াতীতি ॥ ১৯—২১ ॥
তথেতি ইন্দ্রবদিত্যর্থঃ ॥ ২২—২৬ ॥

পৃথিবী কহিলেন, হে জগতীপতে! দুষ্ট কলি সম্মুখেই আগমন করিতেছে, ইহার প্রভাবে প্রজা সকল ঘোর পাপাচারী হইবে, অতএব আমি কলিভয়ে একান্ত শঙ্কিত হইয়াছি ॥ ১৯ ॥ এই কলির প্রারম্ভে রাজরূপে অবতীর্ণ পূর্ব্ববৈরি অসুরগণ অতিশয় দুরাচার, পরস্পর বিরোধী ও চৌর-কর্ম্মকুশল হইবে সন্দেহ নাই ॥ ২০ ॥ পিতামহ! এক্ষণে এই দুর্বৃত্ত নৃপগণকে নিহত করিয়া আমার ভার হরণ করুন; হে মহাপ্রভো! আমি সেই ভূপতিগণের সৈন্যভারে অত্যন্তই পীড়িত হইতেছি ॥ ২১ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, দেবি! ইন্দ্রের ন্যায় আমিও তোমার ভারাপনয়নে সমর্থ নহি, চল আমরা দুইজনে চক্রধারী বিষ্ণুর নিকটে গমন করি ॥ ২২ ॥ সেই জনার্দ্দনই তোমার ভারাপনয়ন করিবেন। আমি পূর্ব্ব হইতেই মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া তোমার কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়া রাখিয়াছি ॥ ২৩ ॥

ব্যাস বলিলেন, এই বলিয়া বেদকর্ত্তা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, পৃথিবী ও সুরগণকে অগ্রে করিয়া হংসবাহনে আরোহণ পূর্ব্বক বিষ্ণুসন্নিধানে গমন করিলেন এবং ভক্তিভাবে বেদবাক্য দ্বারা সেই দেবদেব জনার্দ্দনের স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২৪—২৫ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

সহস্রশীর্ষা ত্বমসি সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
ত্বং বেদপুরুষঃ পূর্ব্বং দেবদেবঃ সনাতনঃ ॥ ২৬ ॥
ভূতপূর্ব্বং ভবিষ্যচ্চ বর্ত্তমানঞ্চ যদ্বিভো।
অমরত্বং ত্বয়া দত্তমস্মাকং চ রমাপতে! ॥ ২৭ ॥
এতাবান্মহিমা তেঽস্তি কো ন বেত্তি জগত্রয়ে।
ত্বং কর্ত্তাপ্যবিতা হন্তা ত্বং সর্ব্বগতিরীশ্বরঃ ॥ ২৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতীড়িতঃ প্রভুর্বিষ্ণুঃ প্রসন্নো গরুড়ধ্বজঃ।
দর্শনঞ্চ দদৌ তেভ্যো ব্রহ্মাদিভ্যোঽমলাশয়ঃ ॥ ২৯ ॥
প্রপচ্ছ স্বাগতং দেবান্ প্রসন্নবদনো হরিঃ।
ততস্ত্বাগমনে তেষাং কারণঞ্চ সবিস্তরম্ ॥ ৩০ ॥
তমুবাচাব্জজো নত্বা ধরাদুঃখঞ্চ সংস্মরন্।
ভারাবতরণং বিষ্ণো! কর্ত্তব্যং তে জনার্দ্দন! ॥ ৩১ ॥
ভুবি কৃষ্ণাবতারং ত্বং দ্বাপরান্তে সমাগতে।
হত্বা দুষ্টান্নৃপানুর্ব্ব্যা হর ভারং দয়ানিধে! ॥ ৩২ ॥

ভূতপূর্ব্বমিতি। পূর্ব্বং ভূতমিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥
কো ন বেত্তি কোঽপি ন বেত্তীত্যর্থঃ ॥ ২৮—২৯ ॥
কারণং পপ্রচ্ছেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্মা কহিলেন, আপনি সহস্রশীর্ষা—অর্থাৎ অসংখ্যমস্তক, আপনি সহস্রাক্ষ,—অর্থাৎ অসংখ্যনেত্র আপনি সহস্রপাৎ অর্থাৎ—অসংখ্যচরণ এবং আপনি বেদপুরুষ দেবদেব সনাতন ॥২৬॥ হে বিভো! যাহা অতীত, যাহা ভবিষ্যৎ ও যাহা বর্ত্তমান সেই সমস্তই আপনি হে রমাপতে! আপনিই আমাদিগকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥ আপনিই এই জগতের কর্ত্তা, পালয়িতা ও হন্তা এবং আপনিই জগতের এক মাত্র গতি ও ঈশ্বর; আপনাতে যে এই সমস্ত মহিমা বিদ্যমান আছে তাহা ত্রিভুবনে কে না অবগত আছে? ॥ ২৮ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহারাজ! ব্রহ্মা এইরূপে স্তব করিলে গরুড়ধ্বজ বিষ্ণু প্রসন্ন হইলেন এবং সেই ব্রহ্মাদি দেবগণের সমক্ষে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে দর্শন প্রদান করিলেন ॥ ২৯ তদনন্তর, ভগবান্ তাঁহাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া তাঁহাদের আগমনের কারণ বিস্তারিতরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৩০॥ তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ধরণীর সমস্ত দুঃখের কারণ স্মরণ পূর্ব্বক বলিলেন; হে প্রভো! এক্ষণে পৃথিবীর ভারহরণ করা আপনার কর্ত্তব্য ॥৩১

বিষ্ণুরুবাচ।

নাহং স্বতন্ত্র এবাত্র ন ব্রহ্মা ন শিবস্তথা।
নেন্দ্রোঽগ্নির্ন যমস্ত্বষ্টা ন সূর্য্যো বরুণস্তথা ॥ ৩৩ ॥
যোগমায়াবশে সর্ব্বমিদং স্থাবরজঙ্গমম্।
ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং গ্রথিতং গুণসূত্রতঃ ॥ ৩৪ ॥
যথা সা স্বেচ্ছয়া পূর্ব্বং কর্ত্তুমিচ্ছতি সুব্রত!।
তথা করোতি সুহিতা বয়ং সর্ব্বেঽপি তদ্বশাঃ ॥ ৩৫ ॥
যদ্যহং স্যাং স্বতন্ত্রো বৈ চিন্তয়স্ব ধিয়া কিল।
কুতোঽভবং মৎস্যবপুঃ কচ্ছপো বা মহার্ণবে ॥ ৩৬ ॥
তির্য্যগ্‌যোনিষু কো ভোগঃ কা কীর্ত্তিঃ কিং সুখং পুনঃ।
কিং পুণ্যং কিং ফলং তত্র ক্ষুদ্রযোনিগতস্য মে ॥ ৩৭ ॥
কোলো বাথ নৃসিংহো বা বামনো বাভবং কুতঃ।
জমদগ্নিসুতঃ কস্মাৎ সম্ভবেয়ং পিতামহ! ॥ ৩৮ ॥

তে ত্বয়েত্যর্থঃ ॥ ৩১—৩৩ ॥
যোগমায়েতি। গুণত্রয়জনকসাম্যাবস্থামায়ান্তর্মুখা যোগমায়েত্যুচ্যতে ॥ ৩৪—৩৫ ॥
যদ্যহমিতি। ন হি স্বতন্ত্রঃ কশ্চিৎ স্বেচ্ছয়া দুঃখাম্ভোধৌ নিমজ্জতি ॥ ৩৬ ॥
নন্বু ভোগাদ্যর্থং ত্বমবতারং গৃহীতবানিতি চেত্তত্রাহ তির্য্যগ্‌যোনিষ্বিতি ॥ ৩৭—৩৮ ॥

দয়ানিধে! দ্বাপরযুগের শেষভাগ সমাগত হইলে আপনি ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্ট নরপতিগণকে সংহার করিয়া অবনীর ভার অপনয়ন করুন ॥ ৩২ ॥

বিষ্ণু বলিলেন, আমি এবিষয়ে স্বাধীন নহি; কেবল আমি কেন ব্রহ্মা, মহেশ্বর, ইন্দ্র, যম, বিশ্বকর্ম্মা, সূর্য্য ও বরুণ প্রভৃতি দেবগণের মধ্যেও কেহই স্বাধীন নহেন। এই অখিল স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ, যোগমায়ার বশে অবস্থিত এবং ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্ত সকলেই তাঁহারই গুণসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে ॥৩৩-৩৪॥ হে সুব্রত! সেই হিতকারিণী ইচ্ছাময়ী আপনার ইচ্ছায় যাহা করিতে অভিলাষ করেন তাহাই করেন, আমরা সকলেই তাঁহার বশীভূত ইহা জানিবেন ॥৩৫॥ তোমরা মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি আমি স্বাধীন হইতাম, তাহা হইলে কিজন্য মহার্ণবে অবস্থিতি করিয়া মৎস্য ও কচ্ছপদেহ ধারণ করিব? ব্রহ্মন্! তির্য্যগ্‌যোনিতে সম্পৎ-সম্ভোগ, কীর্ত্তি বা সুখ কি আছে? ক্ষুদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া আমার কি পুণ্য বা ফলপ্রাপ্তি আছে? আমি কেনই বা শূকর দেহধারী হই? কেনই বা নৃসিংহদেহ ও বামনবপু ধারণ করি? কেনই বা জমদগ্নির পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করি? বিশেষত তাদৃশ মহাত্মা জমদগ্নির পুত্র এবং দ্বিজোত্তম হইয়াও কিজন্য নৃশংসের কার্য্য করি? হায়! আমি

নৃশংসং বা কথং কর্ম্ম কৃতবানস্মি ভূতলে।
ক্ষতজৈস্তু হ্রদান্ সর্ব্বান্ পূরয়েয়ং কথং পুনঃ ॥ ৩৯ ॥
তৎ কথং জমদগ্নেশ্চ পুত্রো ভূত্বা দ্বিজোত্তমঃ।
ক্ষত্রিয়ান্ হতবানাজৌ নির্দ্দয়ো গর্ভগানপি ॥ ৪০ ॥
রামো ভূত্বাথ দেবেন্দ্র! প্রাবিশদ্দণ্ডকং বনম্।
পদাতিশ্চীরবাসাশ্চ জটাবল্কলবান্ পুনঃ ॥ ৪১ ॥
অসহায়ো হ্যপাথেয়ো ভীষণে নির্জ্জনে বনে।
কুর্ব্বন্নাখেটকং তত্র ব্যচরং বিগতত্রপঃ ॥ ৪২ ॥
ন জ্ঞাতবান্ মৃগং হৈমং মায়য়াপিহিতস্তদা।
উটজে জানকীং ত্যক্ত্বা নির্গতস্তৎপদানুগঃ ॥ ৪৩ ॥
লক্ষ্মণোঽপি চ তাং ত্যক্ত্বা নির্গতো মৎপদানুগঃ।
বারিতোপি ময়াত্যর্থং মোহিতঃ প্রাকৃতৈর্গুণৈঃ ॥ ৪৪ ॥
ভিক্ষুরূপং ততঃ কৃত্বা রাবণঃ কপটাকৃতিঃ।
জহার তরসা রক্ষো জানকীং শোককর্শিতাম্ ॥ ৪৫ ॥
দুঃখার্ত্তেন ময়া তত্র রুদিতং চ বনে বনে।
সুগ্রীবেণ চ মিত্রত্বং কৃতং কার্য্যবশান্ময়া ॥ ৪৬ ॥

ক্ষতজৈ রুধিরৈঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥
আখেটকং মৃগহননাদিরূপম্ ॥ ৪২—৪৬ ॥

নির্দ্দয় হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে অধিক কি গর্ভগত সন্তানদিগকেও সংহার করিয়াছি। আমি স্বাধীন হইলে কিজন্য এ সকল কঠোর ও বীভৎস কার্য্য করিব? ॥৩৬—৪০॥ হে দেবেন্দ্র! আরও দেখ, আমি রামাবতারে দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া চীর, জটা ও বল্কল ধারণ পূর্ব্বক, অসহায় ও পাথেয়শূন্য হইয়া পদব্রজে ভীষণ নির্জ্জন বনে নির্লজ্জের ন্যায় পশু হননাদিরূপ ব্যাধের কার্য্য করিয়া নিরন্তর পরিভ্রমণ করিয়াছি॥ ৪১—৪২ ॥ আমি মায়ায় মোহিত হইয়া সুবর্ণমৃগের স্বরূপ অবগত হইতে পারি নাই, সুতরাং পর্ণশালায় জানকীরে পরিত্যাগ করিয়া তথা হইতে নির্গমন পূর্ব্বক সেই মৃগ-পদবীর অনুসরণ করিয়াছি। আমি বহুবার নিবারণ করিলেও লক্ষ্মণ প্রাকৃতিক গুণে মোহিত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার অনুসরণ করিয়াছিল ॥ ৪৩—৪৪ ॥ তখন কপটমূর্ত্তি রাক্ষসরাজ রাবণ, ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিয়া শোকসংক্ষীণা জনকতনয়াকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়াছিল ॥ ৪৫ ॥ আমি প্রিয়া-বিরহ-দুঃখে অতিশয় কাতর হইয়া বনে বনে রোদন করিয়া বেড়াইয়াছি এবং কার্য্যবশে বানররাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছি ॥ ৪৬ ॥

অন্যায়েন হতো বালী শাপাচ্চৈব নিবারিতঃ* ।
সহায়ান্ বানরান্ কৃত্বা লঙ্কায়াং চলিতং পুনঃ ॥ ৪৭ ॥
বদ্ধোঽহং নাগপাশৈশ্চ লক্ষ্মণশ্চ মমানুজঃ ।
বিসংজ্ঞৌ পতিতৌ দৃষ্ট্বা বানরা বিস্ময়ং গতাঃ ॥ ৪৮ ॥
গরুড়েন তদাগত্য মোচিতৌ ভ্রাতরৌ কিল ।
চিন্তা মে মহতী জাতা দৈবং কিং বা করিষ্যতি ॥ ৪৯ ॥
হৃতং রাজ্যং বনে বাসো মৃতস্তাতঃ প্রিয়া হৃতা ।
যুদ্ধং কষ্টং দদাত্যেবমগ্রে কিং বা করিষ্যতি ॥ ৫০ ॥
প্রথমং তু মহাদুঃখমরাজ্যস্য বনাশ্রয়ঃ ।
রাজপুত্র্যান্বিতস্যৈব ধনহীনস্য মে সুরাঃ ! ॥ ৫১ ॥
বরাটিকাপি পিত্রা মে ন দত্তা বননির্গমে ।
পদাতিরসহায়োঽহং ধনহীনশ্চ নির্গতঃ ॥ ৫২ ॥
চতুর্দ্দশৈব বর্ষাণি নীতানি চ তদা ময়া ।
ক্ষাত্রং ধর্ম্মং পরিত্যজ্য ব্যাধবৃত্ত্যা মহাবনে ॥ ৫৩ ॥

(অন্যায়েন অধর্ম্মযুদ্ধেনেত্যর্থঃ ॥ ৪৭—৪৯ ॥)
দদাত্যেবমিতি । দৈবমিত্যনুষঙ্গঃ দৈবং বিধির্দ্দদাতীত্যর্থঃ ॥ ৫০—৫২ ॥

ামি অন্যায় পূর্ব্বক বানররাজ বালীকে নিহত করিয়া তাহাকে শাপ-বিমুক্ত করিয়াছি ;
দনন্তর, বানরগণকে সহায় করিয়া লঙ্কায় গমন করিয়াছি ॥ ৪৭ ॥ যৎকালে অনুজ লক্ষ্মণ ও
াামি, দুই জনেই নাগপাশে বদ্ধ ও চেতনা-বিহীন হইয়া নিপতিত হই, সে সময় বানরগণ
বস্ময়াপন্ন হইয়াছিল ॥৪৮॥ অনন্তর, গরুড় আগমন করিয়া আমাদের ভ্রাতৃদ্বয়কে নাগপাশ
ইতে মুক্ত করিল ; তখন আমি এই চিন্তা করিতে লাগিলাম যে, দৈব না জানি আমাদের
মদৃষ্টে কি অমঙ্গল সংযোজনা করেন ॥৪৯॥ আমার রাজ্য হৃত হইল, বনে বসতি ঘটিল, পিতা
পরলোক গত হইলেন, জানকী অপহৃতা হইল, এক্ষণে নিদারুণ যুদ্ধে অতিশয় ক্লেশ হই-
তেছে, না জানি দৈব ইহার পর আমায় আরও কি ঘোর কষ্টে নিপাতিত করেন ? ॥ ৫০ ॥
হে সুরগণ ! ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় আর কি আছে যে, আমি প্রথমেই রাজ্য-
হীন ও ধনহীন হইয়া বনে গমন পূর্ব্বক রাজপুত্রী সীতার সহিত নিবিড় বিপিনাশ্রয়ী
হই ॥ ৫১ ॥ বন গমনকালে পিতা আমাকে একটি বরাটিকা ও (এক কড়া কড়ি) প্রদান
করেন নাই, আমি ধনহীন ও অসহায় হইয়া পদব্রজে অযোধ্যা হইতে নির্গত হইয়া-

---

* পাপক ন নিবারিতম্ । ইতি বা পাঠান্তরম্ ।

দৈবাৎ যুদ্ধে জয়ঃ প্রাপ্তো নিহতোঽসৌ মহাসুরঃ।
আনীতা চ পুনঃ সীতা প্রাপ্তাযোধ্যা ময়া তথা ॥ ৫৪ ॥
বর্ষাণি কতিচিত্তত্র সুখং সংসারসম্ভবম্।
প্রাপ্তং রাজ্যঞ্চ সংপূর্ণং কোশলানধিতিষ্ঠতা ॥ ৫৫ ॥
পুরৈবং বর্ত্তমানেন প্রাপ্তরাজ্যেন বৈ তদা।
লোকাপবাদভীতেন ত্যক্তা সীতা বনে ময়া ॥ ৫৬ ॥
কান্তাবিরহজং দুঃখং পুনঃ প্রাপ্তং দুরাসদম্।
পাতালং সা গতা পশ্চাদ্ধরাং ভিত্ত্বা ধরাত্মজা ॥ ৫৭ ॥
এবং রামাবতারেঽপি দুঃখং প্রাপ্তং নিরন্তরম্।
পরতন্ত্রেণ মে নূনং স্বতন্ত্রঃ কো ভবেত্তদা ॥ ৫৮ ॥
পশ্চাৎ কালবশাৎ প্রাপ্তঃ স্বর্গো মে ভ্রাতৃভিঃ সহ।
পরতন্ত্রস্য কা বার্ত্তা বক্তব্যা বিবুধেন বৈ ॥ ৫৯ ॥

(দৈবমেব বলবদিতি প্রতিপাদয়িতুমাহ। চতুর্দ্দশৈব বর্ষাণীতি। স্বধর্মপরিত্যাগো-ঽতিগর্হিতোঽপি দৈববশাদেব ময়া পরিগৃহীত ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ৫৩—৫৭ ॥)
এবং রামাবতারে ইতি। ইয়ং কথা রামায়ণাদিষু প্রসিদ্ধাস্তীতি ন বিবিচ্য দর্শিতা ॥ ৫৮—৫৯ ॥

ছিলাম ॥ ৫২ ॥ আমি মহাবনে গমন করিয়া অগত্যা ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিত্যাগ করত ব্যাধবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক চতুর্দ্দশ বৎসর যাপন করিয়াছিলাম ॥৫৩॥ পরে, দৈবানুগ্রহেই সেই মহাসুর রাবণকে নিহত করিয়া যুদ্ধে জয়ী হই এবং সীতাকে পুনরায় অযোধ্যায় আনয়ন করি ॥৫৪॥ তথায় কোশল নিবাসী-প্রজাগণের শাসনকর্ত্তা হইয়া কতিপয় বৎসর সংসার-সম্ভূত সুখ অনুভব পূর্ব্বক পূর্ণ রাজ্য প্রাপ্ত হই ॥ ৫৫ ॥ পূর্ব্বে সীতাহরণাদি ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তৎপরেই রাজ্যপ্রাপ্তি ঘটিল; তখন লোকগণ সীতার অপবাদ জল্পনা করিলে আমি ভীত হইয়া তাঁহারে বনবাসে বিসর্জ্জন দিলাম; সে সময় আমাকে পুনর্ব্বার পত্নী-বিরহ-জনিত দুস্তর দুঃখ ভোগ করিতে হইল। তদনন্তর ধরাত্মজা ধরাতল-ভেদ করিয়া পাতালতলে গমন করিলেন ॥ ৫৬—৫৭ ॥

দেবগণ! রামাবতারে আমিও যখন এইরূপে পরাধীন হইয়া নিরন্তর দুঃখ ভোগ করিয়াছি, তখন অপরে কে আর স্বাধীন আছে তাহা বল দেখি ॥ ৫৮ ॥ তদনন্তর, কালবশে ভ্রাতৃগণের সহিত আমার স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। যাহা হউক পরতন্ত্র ব্যক্তির কতদূর দুর্ঘটনা ঘটে, তাহা বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতেই বলিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৫৯ ॥ হে পদ্মাসন! তুমি

পরতন্ত্রোঽস্ম্যহং নূনং পদ্মযোনে ! নিশাময় ।
তথাত্বমপি রুদ্রশ্চ সর্ব্বে চান্যে সুরোত্তমাঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং চতুর্থস্কন্ধে ভারাক্রান্তায়াঃ পৃথিব্যাঃ সুরলোকগমনং নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

ন হ্যেতাদৃশীং বিড়ম্বনাং স্বতন্ত্রঃ কশ্চিৎ স্বেচ্ছয়া স্বস্য করোতি । তস্মাদনেকদৃষ্টান্তৈরেবং বিধৈর্ব্বিজানীহি হে ব্রহ্মন্নহম্পরতন্ত্র এবেতি সমুদায়ার্থঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে চতুর্থস্কন্ধে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

আমার বাক্য শ্রবণ কর, আমি নিশ্চিতই পরাধীন, কেবল আমি কেন আমার ন্যায় তুমি ও রুদ্র এবং সমস্ত সুরোত্তম গণ সকলেই পরাধীন জানিও ॥ ৬০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের চতুর্থস্কন্ধে ভারপীড়িত পৃথিবীর স্বর্গগমন নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

তদ্বীজং ভর্গ ইত্যেষা শক্তিরুক্তা মনীষিভিঃ।
কীলকঞ্চ ধিয়ঃ প্রোক্তং মোক্ষার্থে বিনিয়োজনম্ ॥ ৭ ॥
চতুর্ভির্হৃদয়ং প্রোক্তং ত্রিভির্বর্ণৈঃ শিরঃ স্মৃতম্।
চতুর্ভিঃ স্যাচ্ছিখা পশ্চাত্ত্রিভিস্তু কবচং স্মৃতম্ ॥ ৮ ॥
চতুর্ভির্নেত্রমুদ্দিষ্টং চতুর্ভিঃ স্যাত্তদস্ত্রকম্।
অথ ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি সাধকাভীষ্টদায়কম্ ॥ ৯ ॥
মুক্তাবিদ্রুমহেমনীলধবলচ্ছায়ৈর্মুখৈস্ত্রীক্ষণৈ-
র্যুক্তামিন্দুনিবদ্ধরত্নমুকুটাং তত্ত্বার্থবর্ণাত্মিকাম্।
গায়ত্রীং বরদাভয়াঙ্কুশকশাঃ শুভ্রং কপালং গুণং
শঙ্খং চক্রমথারবিন্দযুগলং হস্তৈর্বহন্তীং ভজে ॥ ১০ ॥

তদ্বীজমিতি। তৎপদং বীজমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

প্রথমং চতুর্ভিরক্ষরৈঃ হৃদয়মিত্যর্থঃ। এবমুত্তরত্র বোধ্যম্ ॥ ৮—৯ ॥

ধ্যানমাহ মুক্তাবিদ্রুমেতি। প্রত্যেকমীক্ষণত্রয়বদ্ভিঃ পঞ্চভির্মুখৈর্যুক্তামিত্যর্থঃ। তত্ত্বার্থবর্ণাত্মকামিতি। চতুর্বিংশতিতত্ত্বান্তর্থো যেষাং বর্ণানাং তৎসবিতুরিত্যাদিনাং তদাত্মিকামিত্যর্থঃ। দক্ষাদূর্দ্ধয়োর্হস্তয়োঃ কমলদ্বয়ং তদধস্তনয়োশ্চক্রশঙ্খৌ তদধস্তনয়োঃ রজ্জুকপালে তদধস্থয়োঃ পাশাঙ্কুশৌ তদধস্থয়োরভয়বরৌ। কশা পাশঃ। গুণো রজ্জুরিত্যায়ুধধ্যানম্ ॥ ১০ ॥

কবচের ঋষিচ্ছন্দাদির বিষয় কহিতেছি শ্রবণ কর। ইহার, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর ঋষি, ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ববেদ ছন্দঃ, পরমাকলা ব্রহ্মরূপা গায়ত্রীই দেবতা, সেই গায়ত্রীর "তৎ" পদই ইহার বীজ, "ভর্গঃ" ইহাই শক্তি, "ধিয়ঃ" ইহাই কীলক এবং মোক্ষার্থে ইহার বিনিয়োগ জানিবে ॥৪-৭॥ ইহার প্রথম চারিটী বর্ণ দ্বারা হৃদয়ে, তদনন্তর তিনটী বর্ণ দ্বারা মস্তকে, তদনন্তর চারিটী বর্ণ দ্বারা শিখায়, তৎপশ্চাৎ তিনটী বর্ণ দ্বারা কবচে, তদনন্তর চারিটী বর্ণ দ্বারা নেত্রে ও তৎপশ্চাৎ চারিটী বর্ণ দ্বারা অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া ন্যাস করিবে। নারদ! অনন্তর সর্ব্বাভীষ্ট-ফলপ্রদ গায়ত্রীর ধ্যান বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৮—৯ ॥ গায়ত্রী-দেবীর, মুক্তা, বিদ্রুম, সুবর্ণ ও নীলকান্তমণির তুল্য চারিটী এবং শুক্লবর্ণ একটী, সর্ব্বসমেত পাঁচটী মুখ; প্রত্যেক মুখে তিনটী করিয়া নেত্র; শিখরদেশে রত্নমুকুট ও চন্দ্রকলা বিরাজ করিতেছে; চতুর্বিংশতি তত্ত্বই তাঁহার দেহ; তাঁহার হস্ত দশখানি, তাহাতে দক্ষিণ ও বামের ঊর্দ্ধহস্তে কমলদ্বয়, তদধঃস্থিত হস্তে চক্র ও শঙ্খ, তাহার নিম্নস্থ হস্তে রজ্জু ও কপাল, তাহার নিম্নে পাশ ও অঙ্কুশ এবং অধোহস্তে অভয় ও বর বিরাজ করিতেছে। নারদ এইরূপে গায়ত্রীর ধ্যান করিয়া পরে কবচ পাঠ করিবে ॥ ১০ ॥

গায়ত্রী পূর্ব্বতঃ পাতু সাবিত্রী পাতু দক্ষিণে।
ব্রহ্মসন্ধ্যা তু মে পশ্চাদুত্তরায়াং সরস্বতী ॥ ১১ ॥
পার্ব্বতী মে দিশং রক্ষেৎ পাবকীং জলশায়িনী।
যাতুধানীদিশং রক্ষেৎ যাতুধানভয়ঙ্করী ॥ ১২ ॥
পাবমানীদিশং রক্ষেৎ পবমানবিলাসিনী।
দিশং রৌদ্রীঞ্চ মে পাতু রুদ্রাণী রুদ্ররূপিণী ॥ ১৩ ॥
ঊর্দ্ধং ব্রহ্মাণি মে রক্ষেদধস্তাদ্বৈষ্ণবী তথা।
এবং দশদিশো রক্ষেৎ সর্ব্বাঙ্গং ভুবনেশ্বরী ॥ ১৪ ॥
তৎপদং পাতু মে পাদৌ জঙ্ঘে মে সবিতুঃ পদম্।
বরেণ্যং কটিদেশে তু নাভিং ভর্গস্তথৈব চ ॥ ১৫ ॥
দেবস্য মে তদ্ধৃদয়ং ধীমহীতি চ গল্লয়োঃ।
ধিয়ঃ পদঞ্চ মে নেত্রে যঃ পদং মে ললাটকম্ ॥ ১৬ ॥
নঃ পাতু মে পদং মূর্দ্ধ্নি শিখায়াং মে প্রচোদয়াৎ।
তৎপদং পাতু মূর্দ্ধানং সকারঃ পাতু ভালকম্ ॥ ১৭ ॥
চক্ষুষী তু বিকারার্ণো তুকারস্তু কপোলয়োঃ।
নাসাপুটং বকারার্ণো রেকারস্তু মুখে তথা ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মসন্ধ্যা ব্রহ্মণারাধ্যা সন্ধ্যা ব্রহ্মসন্ধ্যা ॥ ১১—১৩ ॥
হে ব্রহ্মাণি ভবতী মে ঊর্দ্ধং দেশং রক্ষেদিত্যন্বয়ঃ ॥ ১৪—২২ ॥

গায়ত্রীদেবী সম্মুখ ভাগ, সাবিত্রী দক্ষিণভাগ, সন্ধ্যাদেবী পশ্চাৎভাগ এবং সরস্বতী বামভাগ রক্ষা করুন্ ॥ ১১ ॥ পার্ব্বতী চতুর্দ্দিকে আমাকে রক্ষা করুন্। জলশায়িনী অগ্নি-কোণে, যাতুধান-ভয়ঙ্করী নৈঋ‌র্তকোণে, পবমানবিলাসিনী বায়ুকোণে, রুদ্ররূপিণী রুদ্রাণী ঈশানকোণে, ব্রহ্মাণী ঊর্দ্ধদিকে এবং বৈষ্ণবী অধোদিকে রক্ষা করুন। ভুবনেশ্বরী আমার সর্ব্বাঙ্গকে দশদিক্ হইতেই রক্ষা করুন ॥ ১২—১৪ ॥ গায়ত্রীর "তৎ" এই পদ আমার পদদ্বয় রক্ষা করুন্। "সবিতুঃ" এই পদ আমার জঙ্ঘাদ্বয় রক্ষা করুন্। "বরেণ্যং" এই পদ আমার কটিদেশ, এবং "ভর্গঃ" এই পদ আমার নাভিদেশ রক্ষা করুন্ ॥ ১৫ ॥ "দেবস্য" এই পদ হৃদয়,"ধীমহি" এই পদ গলদেশ, "ধিয়ঃ" এই পদ নেত্রদ্বয়, "যঃ" এই পদ ললাটদেশ,"নঃ"এই পদ মস্তক, এবং "প্রচোদয়াৎ" এই পদ আমার শিখাদেশ রক্ষাকরুন। চতুর্ব্বিংশতিবর্ণাত্মিকা গায়ত্রীর"তৎ"এই পদ আমার মস্তক,"স"এই বর্ণ ললাটদেশ,'বি'এই বর্ণ নেত্রদ্বয়, 'তু' এই বর্ণ কপোলদ্বয়, 'ব' এইবর্ণ নাসাপুট, "রে"এই বর্ণ মুখদেশ, 'ণি' এই বর্ণওষ্ঠদেশ,'য়' এই বর্ণ অধর প্রদেশ, 'ভ' এই বর্ণ মুখমধ্যভাগ, 'র্গো' এই বর্ণ চিবুক,

ণিকার ঊর্দ্ধমোষ্ঠং তু য়কারস্ত্বধরোষ্ঠকম্।
আস্যমধ্যে ভকারার্ণো র্গোকারশ্চিবুকে তথা ॥ ১৯ ॥
দেকারঃ কণ্ঠদেশে তু বকারঃ স্কন্ধদেশকম্।
স্যকারো দক্ষিণং হস্তং ধীকারো বামহস্তকম্ ॥ ২০ ॥
মকারো হৃদয়ং রক্ষেদ্ধিকার উদরে তথা।
ধিকারো নাভিদেশে তু য়োকারস্ত্বয়কটিং তথা ॥ ২১ ॥
গুহ্যং রক্ষতু যোকার ঊরূ দ্বৌ নঃ পদাক্ষরম্।
প্রকারো জানুনী রক্ষেচ্চোকারো জঙ্ঘদেশকম্ ॥ ২২ ॥
দকারং গুল্‌ফদেশে তু যাঃ পদযুগ্মকম্।
তকারব্যঞ্জনং চৈব যুগলং হ্যমে সদাবতু ॥ ২৩ ॥
ইদং তু কবচং দিব্যং বাধাশতবিনাশনম্।
চতুঃষষ্টিকলাবিদ্যাদায়কং মোক্ষকারকম্ ॥ ২৪ ॥
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।
পঠনাচ্ছ্রবণাদ্বাপি গোসহস্রফলং লভেৎ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে গায়ত্রীকবচং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

(তকারব্যঞ্জনং স্বরশূন্যতকারার্ণ ইত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৫ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

'দে' এই বর্ণ কণ্ঠদেশ, 'ব' এই বর্ণ স্কন্ধদেশ, 'স্য' এই বর্ণ দক্ষিণ হস্ত, 'ধী' এই বর্ণ বামহস্ত, 'ম' এই বর্ণ হৃদয়, 'হি' এই বর্ণ উদর, 'ধি' এই বর্ণ নাভিদেশ, 'য়ো' এই বর্ণ কটিদেশ, 'যো' এই বর্ণ গুহ্যদেশ, 'নঃ' এই বর্ণ ঊরুদ্বয়, 'প্র' এই বর্ণ জানুদ্বয়, 'চো' এই বর্ণ জঙ্ঘাপ্রদেশ, 'দ' এই বর্ণ গুল্‌ফদেশ, 'য়া' এই বর্ণ পদদ্বয় এবং 'ৎ' এই বর্ণ আমার সর্ব্বাঙ্গ রক্ষা করুন ॥ ১৬—২৩ ॥ নারদ! দেবী গায়ত্রীর এই দিব্য কবচ, শতসহস্র বাধা বিনাশ করিতে, চতুঃষষ্টিকলা প্রদান করিতে এবং মোক্ষ সমর্পণ করিতে সমর্থ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কবচ-মাহাত্ম্যে মনুষ্য সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মপদ লাভ করিতে সমর্থ হয়। অধিকন্তু এই কবচ পাঠ বা শ্রবণ করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৪—২৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে গায়ত্রীর কবচ বর্ণন নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

ভগবন্ দেবদেবেশ ভূতভব্যজগৎপ্রভো।
কবচঞ্চ শ্রুতং দিব্যং গায়ত্রীমন্ত্রবিগ্রহম্ ॥ ১ ॥
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি গায়ত্রীহৃদয়ং পরম্।
যদ্ধারণাদ্ভবেৎ পুণ্যং গায়ত্রীজপতোঽখিলম্ ॥ ২ ॥

নারায়ণ উবাচ।

দেব্যাশ্চ হৃদয়ং প্রোক্তং নারদাথর্ব্বণে স্ফুটম্।
তদেবাহং প্রবক্ষ্যামি রহস্যাতিরহস্যকম্ ॥ ৩ ॥
বিরাড্রূপাং মহাদেবীং গায়ত্রীং বেদমাতরম্।
ধ্যাত্বা তস্যাস্তথাঙ্গেষু ধ্যায়েদেতাশ্চ দেবতাঃ ॥ ৪ ॥
পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডয়োরৈক্যাদ্ভাবয়েৎ স্বতনৌ তথা।
দেবীরূপে নিজে দেহে তন্ময়ত্বায় সাধকঃ ॥ ৫ ॥

অথ শ্রীজগদম্বায়া গায়ত্র্যা হৃদয়ং পরম্।
অথর্ব্বোক্তং ক্রমেণৈব গাথারূপেণ কথ্যতে ॥

কবচশ্রবণোত্তরং গায়ত্রীহৃদয়ং পৃচ্ছতি ভগবন্নিতি ॥ ১—২ ॥
তদেবেতি। আনুপূর্ব্বীক্রমেণৈবেত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥
বিরাড্রূপামিতি বিরাড্রূপাং গায়ত্রীং ধ্যাত্বা তস্যা অঙ্গস্থানীয়া বক্ষ্যমাণদেবতা ভাবয়িত্বা পিণ্ডব্রহ্মাণ্ডয়োরৈক্যান্নিজং দেহমপি শ্রীগায়ত্রীরূপং বিভাব্য তস্মিন্ দেহে বক্ষ্যমাণদেবতা ন্যসেদিত্যর্থঃ ॥ ৪—৬ ॥

নারদ কহিলেন; ভগবন্! আমি আপনার নিকট হইতে গায়ত্রীর কবচ ও মন্ত্রাদি সমস্তই শ্রবণ করিলাম। দেবদেব! আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিকালই অবগত আছেন, এজন্য যাহা ধারণ করিয়া গায়ত্রী জপ করিলে নিখিল পুণ্যলাভ হইয়া থাকে, এক্ষণে আপনার নিকট হইতে সেই গায়ত্রী হৃদয় শ্রবণ করিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ১—২ ॥

নারায়ণ কহিলেন; নারদ! এই গায়ত্রী-হৃদয়ের বিষয় অথর্ব্ববেদে স্পষ্ট করিয়া উক্ত আছে। আমি সেই অতিগোপ্য হৃদয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৩ ॥ প্রথমে বেদমাতা গায়ত্রীদেবীকে বিরাট্-রূপিণী চিন্তা করিয়া তদঙ্গসমূহে দেবতা সকলের চিন্তা করিবে। পরে, পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্য হেতু দেবীময় হইবার জন্য নিজ শরীরকে দেবীরূপ ভাবিয়া তাহাতেই বক্ষ্যমাণ দেবতা সকলের ধ্যান করিবে ॥ ৪—৫ ॥

নাদেবোঽভ্যর্চ্চয়েদ্দেবমিতি বেদবিদো বিদুঃ।
ততোঽভেদায় কায়ে স্বে ভাবয়েদ্দেবতা ইমাঃ ॥ ৬ ॥
অথ তৎ সম্প্রবক্ষ্যামি তন্ময়ত্বমথো ভবেৎ।
গায়ত্রীহৃদয়স্যাস্যাপ্যহমেব ঋষিঃ স্মৃতঃ ॥ ৭ ॥
গায়ত্রীছন্দ উদ্দিষ্টং দেবতা পরমেশ্বরী।
পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ কুর্য্যাদঙ্গানি ষট্ ক্রমাৎ।
আসনে বিজনে দেশে ধ্যায়েদেকাগ্রমানসঃ ॥ ৮ ॥

অথার্থন্যাসঃ। দ্যৌর্মূর্দ্ধ্নি দৈবতম্। দন্তপংক্তাবশ্বিনৌ। উভে সন্ধ্যে চৌষ্ঠৌ। মুখমগ্নিঃ। জিহ্বা সরস্বতী। গ্রীবায়াং তু বৃহস্পতিঃ। স্তনয়োর্ব্বসবোঽষ্টৌ। বাহ্বোর্ম্মরুতঃ। হৃদয়ে পর্জ্জন্যঃ। আকাশমুদরম্। নাভাবন্তরিক্ষম্। কট্যোরিন্দ্রাগ্নী। জঘনে বিজ্ঞানঘনঃ প্রজাপতিঃ। কৈলাসমলয়ে ঊরূ। বিশ্বেদেবা জান্বোঃ। জঙ্ঘায়াং কৌশিকঃ। গুহ্যময়নে। ঊরূ পিতরঃ। পাদৌ পৃথিবী। বনস্পতয়োঽঙ্গুলীষু। ঋষয়ো রোমাণি।

অহমেব নারায়ণ ঋষিরিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥
পরমেশ্বরী গায়ত্রী দেবতা ॥ ৮ ॥
দ্যৌর্দেবতং মূর্দ্ধ্নি ভাবয়েদিত্যর্থঃ। সর্ব্বত্র এবং যথাযোগ্যমর্থ উহনীয়ঃ। সবিতুর্ব্বরেণ্যায়

বেদবিদ্ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যিনি দেব হইতে পারেন নাই, তিনি দেবপূজায় ও অধিকারী হয়েন নাই; এজন্য দেবতার সহিত অভেদজ্ঞানের নিমিত্ত নিজদেহে দেবতা-সকলের চিন্তা করিবে ॥ ৬ ॥

নারদ! যে গায়ত্রী-হৃদয় জানিলে পর মনুষ্যমাত্রে দেবময় হইতে সমর্থ হইবে, আমি এক্ষণে সেই গায়ত্রীহৃদয়ের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। এই গায়ত্রীহৃদয়ের, নারায়ণ ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ, এবং পরমেশ্বরী গায়ত্রীই দেবতা। ইহার অঙ্গাদি ন্যাস পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই নিষ্পন্ন করিবে এবং নির্জনদেশে আসনে উপবেশন করিয়া একাগ্রচিত্তে দেবীকে ধ্যান করিবে ॥ ৭—৮ ॥ অনন্তর, অর্থন্যাস বলিতেছি শ্রবণ কর। মস্তকে দ্যৌ দেবতাকে চিন্তা করিবেক। এইরূপ দন্তপংক্তিতে অশ্বিনীকুমারকে, ওষ্ঠ ও অধরে উভয় সন্ধ্যাকে, মুখে অগ্নিকে, জিহ্বায় সরস্বতীকে, গ্রীবাদেশে বৃহস্পতিকে, স্তনদ্বয়ে অষ্ট বসুকে, বাহুদ্বয়ে বায়ুগণকে হৃদয়ে পর্জ্জন্যদেবকে, উদরে আকাশকে; নাভিদেশে অন্তরিক্ষকে; কটিদ্বয়ে ইন্দ্র, ও অগ্নিকে, জঘনদেশে বিজ্ঞানঘন প্রজাপতিকে, ঊরুদ্বয়ে কৈলাস ও মলয়াচলকে; জানু-

নখানি মুহূর্ত্তানি। অস্থিষু গ্রহাঃ। অসৃঙ্মাংসং ঋতবঃ। সংবৎসরা বৈ নিমিষম্। অহোরাত্রাবাদিত্যশ্চন্দ্রমাঃ। প্রবরাং দিব্যাং গায়ত্রীং সহস্রনেত্রাং শরণমহং প্রপদ্যে। ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যায় নমঃ। ওঁ তৎপূর্ব্বাজয়ায় নমঃ। তৎপ্রাতরাদিত্যায় নমঃ। তৎপ্রাতরাদিত্যপ্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ। প্রাতরধীয়ানো রাত্রিকৃতং পাপং নাশয়তি। সায়মধীয়ানো দিবসকৃতং পাপং নাশয়তি। সায়ংপ্রাতরধীয়ানো অপাপো ভবতি। সর্ব্বতীর্থেষু স্নাতো ভবতি। সর্ব্বৈর্দ্দেবৈর্জ্ঞাতো ভবতি। অবাচ্যবচনাৎ পূতো ভবতি। অভক্ষ্যভক্ষণাৎ পূতো ভবতি। অভোজ্য-ভোজনাৎ পূতো ভবতি। অচোষ্যচোষণাৎ পূতো ভবতি। অসাধ্যসাধনাৎ পূতো ভবতি। দুষ্প্রতিগ্রহ-শতসহস্রাৎ পূতো ভবতি। সর্ব্বপ্রতিগ্রহাৎ পূতো ভবতি। পংক্তিদূষণাৎ পূতো ভবতি। অনৃতবচনাৎ পূতো ভবতি। অথাব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারী ভবতি। অনেন

শ্রেষ্ঠায় তেজসে ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বাজয়ায় পূর্ব্বস্যাং দিশ্যুদিতায়েতি ফলিতোঽর্থঃ। প্রাতরাদিত্যে

দ্বয়ে বিশ্বদেবগণকে, জঙ্ঘাদেশে বিশ্বামিত্রকে, গুহ্যদেশে উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়নকে উরুদ্বয়ে পিতৃগণকে, পাদদ্বয়ে পৃথিবীকে, অঙ্গুলিসমূহে বনস্পতি সকলকে, রোমসমূহে ঋষিগণকে, নখে মুহূর্ত্তকে, অস্থিসমূহে গ্রহগণকে, অসৃক্ ও মাংসে ঋতুসকলকে, নিমিষে সংবৎসর সকলকে এবং দিবা ও রাত্রিতে সূর্য্য ও চন্দ্রকে চিন্তা করিয়া "প্রবরা সহস্রনয়না দিব্যা গায়ত্রীর শরণাগত হই" এই বলিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইবে। অনন্তর, তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যকে নমস্কার করি, পূর্ব্বদিকে উদিত সূর্য্যকে নমস্কার করি, প্রাতঃকালীন আদিত্যকে নমস্কার করি এবং প্রাতঃকালীন সূর্য্যে প্রতিষ্ঠিত গায়ত্রীকে নমস্কার করি এই বলিয়া সকলকে নমস্কার করিবে। নারদ ! এই গায়ত্রী হৃদয় প্রাতঃকালে পাঠ করিলে পর রাত্রি-কৃত সমস্ত পাপ এবং সায়ংকালে পাঠ করিলে পর দিবাকৃত সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া থাকে ; ফলতঃ যে ব্যক্তি ইহা সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে পাঠ করিয়া থাকে সে নিশ্চয়ই নিষ্পাপ হয় ; সমস্ত তীর্থের ফল প্রাপ্ত হয় ; সমস্ত দেবগণের পরিজ্ঞাত হয় ; অকথ্য কথন এবং অভক্ষ্য-ভক্ষণ জনিত পাপ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে ; অচোষ্য বস্তুর চোষণেও তাহার পাপ হয় না ; অকর্ত্তব্য কার্য্য করিলে বা শতসহস্র দুষ্প্রতিগ্রহ করিলে অথবা

হৃদয়েনাধীতেন ক্রতুসহস্রেণেষ্টং ভবতি। ষষ্টিশত-
সহস্রগায়ত্র্যা জপ্যানি ফলানি ভবন্তি। অষ্টৌ ব্রাহ্মণান্
সম্যক্ গ্রাহয়েৎ। তস্য সিদ্ধির্ভবতি। য ইদং নিত্যমধী-
য়ানো ব্রাহ্মণঃ প্রাতঃ শুচিঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যত ইতি।
ব্রহ্মলোকে মহীয়তে। ইত্যাহ ভগবান্ শ্রীনারায়ণঃ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে
গায়ত্রীহৃদয়ং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

আদিত্যমণ্ডলে প্রতিষ্ঠা যস্যা গায়ত্র্যাস্তস্যৈ নম ইত্যর্থঃ। ফলমাহ প্রাতরধীয়ান ইতি।

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

সর্ব্বপ্রকার প্রতিগ্রহ করিলেও সে পবিত্র থাকে; পঙক্তিদূষণ পাপ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না; মিথ্যাকথা বলিলেও তৎজনিতপাপে লিপ্ত হইবে না; অধিক কি যে ব্যক্তি অব্রহ্মচারী হইয়াও ইহা পাঠ করিবে সে ব্রহ্মচারী হইতে সমর্থ হইবে। নারদ! গায়ত্রী-হৃদয়ের ফল আর তোমাকে অধিক কি বলিব; যে ব্যক্তি ইহা অধ্যয়ন করিবে, সে সহস্র যজ্ঞের এবং ষষ্টিসহস্র গায়ত্রীজপের ফল লাভ করিবে; ফলতঃ ইহাতেই তাহার সিদ্ধি লাভ হইবে। নারদ! যে ব্রাহ্মণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে পবিত্র ভাবে ইহা অধ্যয়ন করিবে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করিবে, ইহা ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং বলিয়াছেন; অতএব ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-
ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে গায়ত্রীহৃদয় নামক
চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

ভক্তানুকম্পিন্! সর্ব্বজ্ঞ! হৃদয়ং পাপনাশনম্।
গায়ত্র্যাঃ কথিতং তস্মাদ্গায়ত্র্যাঃ স্তোত্রমীরয় ॥ ১ ॥

নরায়ণ উবাচ।

আদিশক্তে! জগন্মাতর্ভক্তানুগ্রহকারিণি!।
সর্ব্বত্র ব্যাপিকেঽনন্তে শ্রীসন্ধ্যে! তে নমোঽস্তু তে ॥ ২ ॥
ত্বমেব সন্ধ্যা গায়ত্রী সাবিত্রী চ সরস্বতী।
ব্রাহ্মী চ বৈষ্ণবী রৌদ্রী রক্তা শ্বেতা সিতেতরা ॥ ৩ ॥
প্রাতর্বালা চ মধ্যাহ্নে যৌবনস্থা ভবেৎ পুনঃ।
বৃদ্ধা সায়ং ভগবতী চিন্ত্যতে মুনিভিঃ সদা ॥ ৪ ॥
হংসস্থা গরুড়ারূঢ়া তথা বৃষভবাহিনী।
ঋগ্বেদাধ্যায়িনী ভূমৌ দৃশ্যতে যা তপস্বিভিঃ ॥ ৫ ॥

একোনত্রিংশতা শ্লোকৈর্গায়ত্র্যাঃ স্তোত্রমুচ্যতে।
সিদ্ধাষ্টকং ভবেৎ সিদ্ধং যেন তন্ময়তাপি চ ॥

গায়ত্রীহৃদয়শ্রবণোত্তরং নারদঃ পৃচ্ছতি নারদ উবাচ ভক্তানুকম্পিন্নিতি ॥ ১—২ ॥

গায়ত্রী ব্রাহ্মী ব্রহ্মণঃ সমানাকারত্বাত্তেনারাধ্যত্বাচ্চ। সাবিত্রী রৌদ্রী তৎসমানাকারত্বাৎ তেনারাধ্যত্বাচ্চ। সরস্বতী বৈষ্ণবী বিষ্ণুসমানাকারত্বাত্তেনারাধ্যত্বাচ্চ। গায়ত্রী রক্তা সাবিত্রী শ্বেতা সরস্বতী সিতেতরা কৃষ্ণা ॥ ৩ ॥

তিসৃণাং ক্রমেণ বয়োবস্থামাহ প্রাতরিতি। যা চিন্ত্যতে তস্যৈ নম ইতি শেষঃ ॥ ৪ ॥

নারদ কহিলেন; হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনি ভক্তের প্রতি নিতান্তই অনুকম্পা করিয়া থাকেন ইহা চিরপ্রসিদ্ধ; এজন্য পুনর্ব্বার অনুরোধ করি, দেব! সর্ব্বপাপ-বিনাশন গায়ত্রীহৃদয় শ্রবণ করিলাম এক্ষণে গায়ত্রীর স্তব কীর্ত্তন করিয়া চরিতার্থ করুন্ ॥ ১ ॥

নারায়ণ নারদের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গায়ত্রীর স্তব বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন; মাতঃ গায়ত্রি! আপনি আদিশক্তি ও ভক্তজনানুগ্রহকারিণী; আপনি সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া বিদ্যমান রহিয়াছেন; অতএব হে সন্ধ্যে দেবি! আপনাকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥ দেবি! আপনিই সন্ধ্যা, আপনিই গায়ত্রী, আপনিই সাবিত্রী এবং আপনিই সরস্বতী, ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী এবং আপনিই গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতী মূর্ত্তিভেদে রক্তবর্ণা, শ্বেতবর্ণা ও কৃষ্ণবর্ণা হইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ দেবি! মুনিগণ আপনাকে প্রাতঃকালে বালিকার ন্যায়, মধ্যাহ্নে যুবতীর সদৃশ এবং সায়াহ্নে বৃদ্ধার তুল্য চিন্তা করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥ তাঁহারা

যজুর্ব্বেদং পঠন্তী চ অন্তরিক্ষে বিরাজতে।
সা সামগাপি সর্ব্বেষু ভ্রাম্যমাণা তথা ভুবি ॥ ৬ ॥
রুদ্রলোকং গতা ত্বং হি বিষ্ণুলোকনিবাসিনী।
ত্বমেব ব্রহ্মণো লোকেঽমর্ত্ত্যানুগ্রহকারিণী ॥ ৭ ॥
সপ্তর্ষিপ্রীতিজননী মায়া বহুবরপ্রদা।
শিবয়োঃ করনেত্রোত্থা হ্যশ্রুস্বেদসমুদ্ভবা ॥ ৮ ॥
আনন্দজননী দুর্গা দশধা পরিপঠ্যতে।
বরেণ্যা বরদা চৈব বরিষ্ঠা বরবর্ণিনী ॥ ৯ ॥
গরিষ্ঠা চ বরাহা চ বরারোহা চ সপ্তমী।
নীলগঙ্গা তথা সন্ধ্যা সর্ব্বদা ভোগমোক্ষদা ॥ ১০ ॥
ভাগীরথী মর্ত্ত্যলোকে পাতালে ভোগবত্যপি।
ত্রিলোকবাহিনী দেবী স্থানত্রয়নিবাসিনী ॥ ১১ ॥

তিসৃণাং দেবতানাং বাহনান্যাহ হংসস্থেতি। হংসস্থা ব্রাহ্মী। গরুড়ারূঢ়া সরস্বতী। বৃষভবাহিনী সাবিত্রী। দেবতাত্রয়স্য ক্রমেণ বেদত্রয়োৎপাদকত্বমাহ ঋগ্বেদেতি ॥ ৫ ॥
ভ্রাম্যমাণেতি। ভুবি সর্ব্বত্র বিদ্যমানাপি রুদ্রলোকং গতেত্যর্থঃ। রুদ্রলোকং গতেতি দেবতাত্রয়স্য যথাযোগ্যং লোকত্রয়ং যোজনীয়ম্ ॥ ৬ ॥
অমর্ত্ত্যানুগ্রহকারিণীতি চ্ছেদঃ। যৈতাদৃশী তস্যৈ নম ইতি শেষঃ ॥ ৭ ॥
শিবয়োরিতি। শিবয়োঃ শিবশক্ত্যোঃ করনেত্রেভ্যোঽবয়বেভ্যো যা নির্গতা দশবিধা দশরূপা দুর্গা সাপি ত্বমেবাসীত্যর্থঃ। ইয়ং কথা কাত্যায়নীতন্ত্রাদৌ প্রসিদ্ধা ॥ ৮ ॥
দশবিধদুর্গাণাং নামান্যাহ বরেণ্যেতি ॥ ৯ ॥
ভোগমোক্ষদেত্যেকা ॥ ১০—১১ ॥

আবার আপনাকে ব্রহ্মাণীমূর্ত্তিতে হংসস্থা বৈষ্ণবীমূর্ত্তিতে গরুড়াসনা ও রুদ্রাণীমূর্ত্তিতে বৃষভবাহনা বলিয়া চিন্তা করেন এবং ভূমিতে ঋগ্বেদাধ্যায়িনী অন্তরীক্ষে যজুর্ব্বেদাধ্যায়িনী ও সর্ব্বত্র সামবেদাধ্যায়িনী বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥ ৫—৬ ॥ দেবি! আপনিই দেবগণের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য রুদ্রলোকে রুদ্রাণীরূপে, বিষ্ণুলোকে বৈষ্ণবীরূপে ও ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মাণীরূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৭ ॥ দেবি! আপনি সপ্তর্ষিগণের প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকেন; আপনিই মহামায়া; আপনিই ভক্তগণের অভিলষিত বর প্রদান করিয়া থাকেন; দেবি! আপনিই শিবা ও শিবের অবয়বসমুদ্ভূতা, বরেণ্যা, বরদা, বরিষ্ঠা, বরবর্ণিনী, গরিষ্ঠা, বরাহা, বরারোহা নীলগঙ্গা, সন্ধ্যা ও ভোগমোক্ষদা নামে দশবিধরূপে আনন্দদায়িনী দুর্গা বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন ॥ ৮—১০ ॥ আপনিই মর্ত্ত্যে ভাগিরথী, পাতালে ভোগবতী এবং স্বর্গে মন্দাকিনীরূপে বিরাজ

ভূর্লোকস্থা ত্বমেবাসি ধরিত্রী লোকধারিণী।
ভুবো লোকে বায়ুশক্তিঃ স্বর্লোকে তেজসাং নিধিঃ ॥ ১২ ॥
মহর্লোকে মহাসিদ্ধির্জনলোকে জনেত্যপি।
তপস্বিনী তপোলোকে সত্যলোকে তু সত্যবাক্ ॥ ১৩ ॥
কমলা বিষ্ণুলোকে চ গায়ত্রী ব্রহ্মলোকগা।
রুদ্রলোকে স্থিতা গৌরী হরার্দ্ধাঙ্গনিবাসিনী ॥ ১৪ ॥
অহমোম্মহতশ্চৈব প্রকৃতিস্ত্বং হি গীয়সে।
সাম্যাবস্থাত্মিকা ত্বং হি শবলব্রহ্মরূপিণী ॥ ১৫ ॥
ততঃপরা পরাশক্তিঃ পরমা ত্বং হি গীয়সে।
ইচ্ছাশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্জ্ঞানশক্তিস্ত্রিশক্তিদা ॥ ১৬ ॥
গঙ্গা চ যমুনা চৈব বিপাশা চ সরস্বতী।
শরযূর্দ্দেবিকা সিন্ধুর্নর্ম্মদৈরাবতী তথা ॥ ১৭ ॥
গোদাবরী শতদ্রুশ্চ কাবেরী দেবলোকগা।
কৌশিকী চন্দ্রভাগা চ বিতস্তা চ সরস্বতী ॥ ১৮ ॥

(ঊর্দ্ধস্থসপ্তভুবনানাং শক্তিত্বেন বর্ণয়িতুমাহ ভূর্লোকস্থেতি ॥ ১২—১৮ ॥)

করিতেছেন ॥ ১১ ॥ আপনিই ভূর্লোকে সর্ব্বংসহা পৃথিবী, ভুবোলোকে বায়ুশক্তি, স্বর্লোকে তেজঃস্বরূপা, মহর্লোকে মহাসিদ্ধি, জনলোকে জনা, তপোলোকে তপস্বিনী এবং সত্যলোকে সত্যবাক্ রূপে বিরাজ করিতেছেন ॥ ১২—১৩ ॥ আপনি বিষ্ণুলোকে কমলা, ব্রহ্মলোকে গায়ত্রী ও রুদ্রলোকে হরার্দ্ধাঙ্গরূপিণী গৌরী বলিয়া বিদিতা হন ॥ ১৪ ॥ দেবি! আপনিই "অহং" "ওম্" ও "মহত্তত্ত্ব" হইতে ও পরা সর্ব্বব্রহ্মরূপিণী সাম্যাবস্থাত্মিকা প্রকৃতি বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥ আপনিই পরাশক্তি; আপনিই পরমাশক্তি; দেবি! আপনিই ইচ্ছাশক্তি,. ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তিরূপে ত্রিশক্তি বলিয়াই কথিতা আছেন ॥ ১৬ ॥ আপনিই গঙ্গা, যমুনা, বিপাশা, সরস্বতী, শরযূ, দেবিকা, সিন্ধু, নর্ম্মদা, ঐরাবতী, গোদাবরী, শতদ্রু, কাবেরী, কৌশিকী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা, গণ্ডকী, তপিনী করতোয়া, গোমতী এবং বেত্রবতী প্রভৃতি নদীরূপা; আপনিই ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীরূপা; আপনিই গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পূষা, অপূষা, অলম্বুষা, কুহূ, শঙ্খিনী ও প্রাণবাহিনী প্রভৃতি শরীরস্থ নাড়ীরূপা বলিয়া কীর্ত্তিতা হয়েন। দেবি! আপনিই হৃৎপদ্মস্থিতা প্রাণশক্তি, কণ্ঠস্থিতা স্বপ্ননায়িকা, তালুস্থিতা সদাধারা ও ভ্রূমধ্যস্থিতা বিন্দুমালিনী শক্তি। আপনিই মূলাধারের কুণ্ডলী, কেশমূলপর্য্যন্ত ব্যাপিনী, শিখান্তে মধ্যাসনা এবং ব্রহ্মরন্ধ্রে

গণ্ডকী তপিনী তোয়া গোমতী বেত্রবত্যপি।
ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চ তৃতীয়কা ॥ ১৯ ॥
গান্ধারী হস্তজিহ্বা চ পূষাপূষা তথৈব চ।
অলম্বুষা কুহূশ্চৈব শঙ্খিনী প্রাণবাহিনী ॥ ২০ ॥
নাড়ী চ ত্বং শরীরস্থা গীয়সে প্রাক্তনৈর্বুধৈঃ।
হৃৎপদ্মস্থা প্রাণশক্তিঃ কণ্ঠস্থা স্বপ্ননায়িকা ॥ ২১ ॥
তালুস্থা ত্বং সদাধারা বিন্দুস্থা বিন্দুমালিনী।
মূলে তু কুণ্ডলীশক্তির্ব্ব্যাপিনী কেশমূলগা।
শিখামধ্যাসনা ত্বং হি শিখাগ্রে তু মনোন্মনী ॥ ২২ ॥
কিমন্যদ্বহুনোক্তেন যৎ কিঞ্চিজ্জগতীত্রয়ে।
তৎ সর্ব্বং ত্বং মহাদেবি শ্রিয়ে সন্ধ্যে নমোঽস্তু তে ॥ ২৩ ॥
ইতীদং কীর্ত্তিদং স্তোত্রং সন্ধ্যায়াং বহুপুণ্যদম্।
মহাপাপপ্রশমনং মহাসিদ্ধিবিধায়কম্ ॥ ২৪ ॥
য ইদং কীর্ত্তয়েৎ স্তোত্রং সন্ধ্যাকালে সমাহিতঃ।
অপুত্রঃ প্রাপ্নুয়াৎ পুত্রং ধনার্থী ধনমাপ্নুয়াৎ ॥ ২৫ ॥

তোয়া করতোয়া ॥ ১৯ ॥

গান্ধার্য্যাদয়ঃ শরীরস্থা নাড্যঃ ॥ ২০ ॥

স্বপ্ননায়িকেতি। কণ্ঠে স্বপ্ন ইতি শ্রুতেঃ। কণ্ঠস্থায়া স্বপ্নজনকত্বাৎ ॥ ২১ ॥

বিন্দুস্থা ভ্রূমধ্যস্থা। বিন্দুমালিনী বিন্দুরূপেণ মালতে শোভত ইত্যর্থঃ। মূলে মূলাধারে কুণ্ডলী। কেশমূলগা চূড়ামূলপর্য্যন্তং ব্যাপ্তা ব্যাপিনী। শিখামধ্যাসনা। তস্যাঃ শিখায়া মধ্যে পরমাত্মা ব্যবস্থিত ইতি শ্রুত্যুক্তা শিখা জ্ঞানকলা তস্যা মধ্যে আসনং স্থিতির্যস্যাঃ সা পরমাত্মরূপিণীত্যর্থঃ। শিখাগ্রে তস্যা এব শিখায়া অগ্রে ব্রহ্মরন্ধ্রে মনসি গতে সতি মনোন্মনী শক্তিরেবাবতিষ্ঠতে ইতি যোগপ্রসিদ্ধম্ ॥ ২২ ॥

শ্রিয়ে মোক্ষলক্ষ্ম্যর্থমিত্যর্থঃ। সন্ধ্যে ইত্যেকবচনেনৈকৈব গায়ত্রী সন্ধ্যাত্রয়রূপেণ ধ্যেয়েত্যুক্তমিতি বোধ্যম্। উপপাদিতং চৈতদেকাদশস্কন্ধে ॥ ২৩—২৮ ॥

মনোন্মনীরূপে বিরাজ করিতেছেন। দেবি! আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বমণ্ডলে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে তৎ সমস্তই আপনি; অতএব, হে শ্রীরূপিণি সন্ধ্যাদেবি! আপনাকে নমস্কার ॥ ১৭—২৩ ॥

নারদ! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বসিদ্ধি-বিধায়ক, সর্ব্বপাপ-বিনাশক, পুণ্যপ্রদ গায়ত্রীর স্তোত্র বর্ণন করিলাম। যে ব্যক্তি সন্ধ্যাসময়ে সমাহিতচিত্তে ইহা পাঠ করিবে, সে অপুত্র হইলেও পুত্রবান্ এবং ধনহীন হইলেও ধনবান্ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ২৪—২৫ ॥

সর্ব্বতীর্থতপোদানযজ্ঞযোগফলং লভেৎ।
ভোগান্ ভুক্ত্বা চিরং কালমন্তে মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ২৬ ॥
তপস্বিভিঃ কৃতং স্তোত্রং স্নানকালে তু যঃ পঠেৎ ॥ ২৭ ॥
যত্র কুত্র জলে মগ্নঃ সন্ধ্যামজ্জনজং ফলম্।
লভতে নাত্র সন্দেহঃ সত্যং সত্যঞ্চ নারদ! ॥ ২৮ ॥
শৃণুয়াদ্যোঽপি তদ্ভক্ত্যা স তু পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
পীযূষসদৃশং বাক্যং সন্ধ্যোক্তং নারদেরিতম্ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে গায়ত্রীস্তোত্রবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

নারদেতি সম্বোধনম্। সন্ধ্যোক্তং সন্ধ্যোদ্দেশেনোক্তং স্তোত্রমিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

এই স্তোত্র পাঠ করিলে পর, সমস্ত তীর্থ, তপস্যা, দান, যজ্ঞ ও যোগের ফললাভ হইয়া থাকে এবং ইহলোকে যাবতীয় সুখভোগ হইয়া অন্তে মোক্ষপদ প্রাপ্তি হয় ॥ ২৬ ॥ তপস্যা-নিরত মুনিগণও এই স্তোত্র পাঠ করিয়া থাকেন। স্নানকালে যে কোন জলাশয়ে মগ্ন হইয়া তৎপরে ইহা পাঠ করিলে পর সমস্ত সন্ধ্যামজ্জনের ফললাভ হইয়া থাকে, নারদ! ইহা আমি ত্রিসত্য করিয়া বলিতেছি অতএব ইহাতে কোনও সন্দেহ করিও না ॥ ২৭—২৮ ॥ নারদ! অধিক আর কি বলিব, আমি তোমার নিকট এই যে অমৃত সদৃশ স্তোত্র বর্ণন করিলাম, যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করিবে তাহারও সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইবে ॥ ২৯ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে গায়ত্রীস্তোত্র বর্ণন নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

নারদ উবাচ।

ভগবন্! সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ!।
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানাং রহস্যং ত্বন্মুখাচ্ছ্রুতম্॥ ১॥
সর্ব্বপাপহরা দেব! কেন বিদ্যা প্রবর্ত্ততে।
কেন বা ব্রহ্মবিজ্ঞানং কিন্তু বা মোক্ষসাধনম্॥ ২॥
ব্রাহ্মণানাং গতিঃ কেন কেন বা মৃত্যুনাশনম্।
ঐহিকামুষ্মিকফলং কেন বা পদ্মলোচন!।
বক্তুমর্হস্যশেষেণ সর্ব্বং নিখিলমাদিতঃ॥ ৩॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

সাধু সাধু মহাপ্রাজ্ঞ! সম্যক্ পৃষ্টং ত্বয়ানঘ!।
শৃণু বক্ষ্যামি যত্নেন গায়ত্র্যষ্টসহস্রকম্॥ ৪॥
নাম্নাং শুভানাং দিব্যানাং সর্ব্বপাপবিনাশনম্।
সৃষ্ট্যাদৌ যদ্ভগবতা পূর্ব্বং প্রোক্তং ব্রবীমি তে॥ ৫॥

পঞ্চষষ্টিশ্লোকবর্গৈঃ শতশ্লোকাধিকৈরথ।
গায়ত্র্যাশ্চ মহাদেব্যা নাম্নাং সাহস্রমুচ্যতে॥

অথ নারদঃ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদং সর্ব্বানুষ্ঠানন্যূনতাপূর্ত্তিকরং গায়ত্রীসহস্রনামস্তোত্রং শ্রোতুকামঃ পৃচ্ছতি ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ইতি॥ ১॥
বিদ্যা বেদবিদ্যা॥ ২—৪॥
ভগবতা ব্রহ্মণা॥ ৫—৭॥

নারদ কহিলেন; ভগবন্! আপনি সর্ব্বশাস্ত্রের ও সমস্ত ধর্ম্মের তত্ত্ব বিদিত আছেন, এজন্য আমি আপনার নিকট হইতে শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণের সমস্ত রহস্য শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, কোন উপায় দ্বারা সর্ব্বপাপবিনাশিনী বেদবিদ্যার লাভ হয়; কিসের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান বা মোক্ষসাধন হইতে পারে; কোন উপায় অবলম্বন করিলে ব্রাহ্মণগণের চরমগতি লাভ হয়; কোন উপায় দ্বারা মৃত্যু-জয় হইতে পারে এবং কিসের দ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে উত্তম ফল লাভ করিতে পারা যায়; হে পদ্মলোচন! আপনি অনুগ্রহ করিয়া তৎসমস্তই বিস্তৃতরূপে বর্ণন করুন॥ ১—৩॥

নারায়ণ কহিলেন; নারদ! তুমি উত্তম প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছ, এজন্য তোমাকে ধন্যবাদ প্রদান করি। এক্ষণে, আমি গায়ত্রীর অষ্টাধিক সহস্রনাম কীর্ত্তন করিতেছি তাহা স্থিরচিত্তে যত্নপূর্ব্বক শ্রবণ কর॥ ৪॥ এই সর্ব্বপাপ-বিনাশন অষ্টোত্তর সহস্রগায়ত্রীর

অষ্টোত্তরসহস্রস্য ঋষির্ব্রহ্মা প্রকীর্ত্তিতঃ।
ছন্দোঽনুষ্টুপ্ তথা দেবী গায়ত্রী দেবতা স্মৃতা ॥ ৬ ॥
হলো বীজানি তস্যৈব স্বরাঃ শক্তয় ঈরিতাঃ ॥ ৭ ॥
অঙ্গন্যাসকরন্যাসাবুচ্যেতে মাতৃকাক্ষরৈঃ।
অথ ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি সাধকানাং হিতায় বৈ ॥ ৮ ॥
[রক্তশ্বেতহিরণ্যনীলধবলৈর্যুক্তাং ত্রিনেত্রোজ্জ্বলাং
রক্তাং রক্তনবস্রজং মণিগণৈর্যুক্তাং কুমারীমিমাম্।
গায়ত্রীং কমলাসনাং করতলব্যানদ্ধকুণ্ডাম্বুজাং
পদ্মাক্ষীঞ্চ বরস্রজঞ্চ দধতীং হংসাধিরূঢ়াং ভজে ॥ ৯ ॥
[অচিন্ত্যলক্ষণাব্যক্তাপ্যর্থমাতৃমহেশ্বরী।
অমৃতার্ণবমধ্যস্থাপ্যজিতা চাপরাজিতা] ॥ ১০ ॥

মাতৃকাক্ষরৈরিতি। মাতৃকামন্ত্রষড়ঙ্গ এবাস্য ষড়ঙ্গ ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

প্রাতঃকালিকগায়ত্রীসন্ধ্যারূপায়া দেব্যা ধ্যানমাহ রক্তেতি। রক্তশ্বেতহিরণ্যনীল-ধবলৈর্নানাবর্ণবিশিষ্টৈর্মণিগণৈর্যুক্তামিত্যর্থঃ। প্রাতঃ সন্ধ্যায়াশ্চতুর্বক্ত্রত্বাৎ পঞ্চমুখত্বেন বর্ণনং ন যুক্তমিতি মণিগণৈরিত্যস্যৈব বিশেষণং যুক্তম্। রক্তনবস্রজং রক্তপুষ্পস্রজ-মিত্যর্থঃ। কুণ্ডং কুণ্ডিকাং অম্বুজং চ করতলাভ্যাং ব্যানদ্ধং ধৃতং যয়া। বরমিষ্টম্। স্রজমক্ষমালাম্ ॥ ৯ ॥

অথ মাতৃকাক্ষরক্রমেণৈব সহস্রনামান্যুচ্যন্তে। তত্র প্রথমতোঽচিন্ত্যলক্ষণেত্যারভ্যা-স্ত্যজার্চিতেত্যন্তান্যকারাদীনি পঞ্চত্রিংশন্নামান্যাহ অচিন্ত্যলক্ষণেতি। অবুদ্ধিগম্যলক্ষণে-ত্যর্থঃ। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে ইতি শ্রুতেঃ। অব্যক্তা অস্পষ্টা নামরূপরহিতেত্যর্থঃ। তদ্ধেদন্তর্হ্যব্যাকৃতমাসীত্তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত ইতি শ্রুতেঃ। অর্থমাতরঃ প্রপঞ্চরূপার্থ-পরিচ্ছেদকা ব্রহ্মাদয়স্তেষাং মহেশ্বরী নিয়ন্ত্রী। অপিশব্দঃ সন্ধ্যাভাবায়াসন্দেহার্থঃ। অজিতা নাস্যৈর্জ্জিতা। অপরাজিতা যুদ্ধে ন পরাজিতা ন পরাজয়ং প্রাপ্তা। অজিতাপরাজিতেঽষ্ট-পীঠশক্ত্যন্তর্গতে দেবতে বা ॥ ১০ ॥

নাম ভগবান্ ব্রহ্মা পূর্ব্বে রচনা করিয়া স্বয়ংই পাঠ করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥ ইহার ঋষি ব্রহ্মা, ছন্দ অনুষ্টুপ্, দেবতা গায়ত্রী, বীজ হল্‌বর্ণ ও শক্তি স্বরবর্ণ বলিয়া জানিবে ॥ ৬—৭ ॥ মাতৃকাবর্ণ অর্থাৎ অকারাদি বর্ণ দ্বারাই অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিবে। নারদ! এক্ষণে, সাধকগণের মঙ্গলজন্য ইহাতে যেরূপ ধ্যান করিতে হইবে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৮ ॥ যিনি, রক্ত, শ্বেত, নীল ও পীতাদি নানাবর্ণের মণিনিকর দ্বারা বিভূষিতা; যিনি ত্রিনয়নী ও রক্তবর্ণা; যাঁহার গলদেশে রক্তবর্ণ পুষ্পের মালা বিরাজিত রহিয়াছে; যিনি হস্তদ্বারা, কুণ্ডিকা, অক্ষমালা, পদ্ম ও বর ধারণ করিতেছেন; আমি সেই পদ্মপত্রনয়না হংসবাহনা কমলারূঢ়া কুমারী গায়ত্রীদেবীকে ভজনা করি ॥ ৯ ॥

অনিমাদিগুণাধারাপ্যর্কমণ্ডলসংস্থিতা।
অজরাজাপরাধর্ম্মা অক্ষসূত্রধরাধরা॥ ১১॥
অকারাদিক্ষকারান্তাপ্যরিষড়্বর্গভেদিনী।
অঞ্জনাদ্রিপ্রতীকাশাপ্যঞ্জনাদ্রিনিবাসিনী॥ ১২॥
অদিতিশ্চাজপাবিদ্যাপ্যরবিন্দনিভেক্ষণা।
অন্তর্ব্বহিঃস্থিতাবিদ্যাধ্বংসিনী চান্তরাত্মিকা॥ ১৩॥
অজা চাজমুখাবাসাপ্যরবিন্দনিভাননা।
অর্দ্ধমাত্রার্থদানজ্ঞাপ্যরিমণ্ডলমর্দ্দিনী॥ ১৪॥
অসুরঘ্নী হ্যমাবাস্যাপ্যলক্ষ্মীঘ্ন্যন্ত্যজার্চ্চিতা।
আদিলক্ষ্মীশ্চাদিশক্তিরাকৃতিশ্চায়তাননা॥ ১৫॥

অনিমাদিগুণা অনিমাদিসিদ্ধয়স্তেষামাধারা আধারাশ্রয়ভূতা। অজা অজামেকামিতি শ্রুতেঃ। ন পরোঽধিকো যস্যাঃ সাপরা। ন ধর্ম্মো জাত্যাদিনিমিত্তো যস্যাঃ সাধর্ম্মা। অধরা নিকৃষ্টরূপাপীয়মেব॥ ১১॥

অকার আদির্যস্যাঃ ক্ষকারোঽন্তে যস্যাঃ সা। মাতৃকারূপিণীত্যর্থঃ॥ ১২॥

অদিতির্দ্দেবমাতা। অজপা গায়ত্রী। অবিদ্যা জীবোপাধিস্তস্য ধ্বংসিনী॥ ১৩॥

অজা ছাগী। অজমুখং ব্রহ্মমুখং তস্মিন্নিবাসো যস্যাঃ। অর্দ্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যোত্যুক্তা। অর্থদানং পুরুষার্থচতুষ্টয়দানং তস্য জ্ঞা জ্ঞাত্রীত্যর্থঃ॥ ১৪॥

অন্ত্যজা মাতঙ্গীরূপিণী তয়ার্চিতা পূজিতা। আদিলক্ষ্মীঃ ইত্যারভ্যান্তরধ্বান্তনাশিনী-ত্যন্তান্যাকারাদীনি দ্বাবিংশতিনামানি। আদিলক্ষ্মীঃ সাম্যাবস্থমায়াশবলব্রহ্মমূর্ত্তিঃ। তপ্ত-কাঞ্চনবর্ণাভা তপ্তকাঞ্চনভূষণেতি রহস্যোক্তা মহালক্ষ্মীঃ। আদিশক্তির্মায়া। আকৃতিরা-কাররূপিণী। আয়তং হাস্যেন বিস্তৃতমাননং যস্যাঃ॥ ১৫॥

নারদ! এক্ষণে অকারাদিক্রমে গায়ত্রীদেবীর অষ্টোত্তরসহস্র নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। সেই গায়ত্রীদেবীর লক্ষণ সকল বুদ্ধির অগম্য বলিয়া তিনি অচিন্ত্যলক্ষণা বলিয়া কীর্ত্তিতা হন। সেইরূপ তাঁহার রূপাদি নাই বলিয়া অব্যক্তা, ব্রহ্মাদির নিয়ন্ত্রী বলিয়া অর্থমাতৃমহেশ্বরী, অমৃতার্ণবমধ্যস্থা, অজিতা ও অপরাজিতা নামে কীর্ত্তিতা হয়েন॥১০॥ তিনি অণিমাদিগুণের আধার, অর্কমণ্ডলের মধ্যস্থিতা, অজরা, তাহার উৎপত্তি নাই বলিয়া অজা, তাহা হইতে অন্য কোনও বস্তু শ্রেষ্ঠ নয় বলিয়া তিনি অপরা, তাহার জাত্যাদি ধর্ম্ম নাই বলিয়া তিনি অধর্ম্মা, অক্ষসূত্রধরা ও অধরা নামে কীর্ত্তিতা হন॥ ১১॥ পঞ্চাশৎ বর্ণমালারূপিণী বলিয়া অকারাদি-ক্ষকারান্তা; কাম ক্রোধাদির নাশিনী বলিয়া অরিষড়্বর্গভেদিনী এবং কৃষ্ণাঙ্গী বলিয়া অঞ্জনাদ্রিপ্রতিকাশা ও অঞ্জনাদ্রিনিবাসিনী বলিয়া কথিতা হন॥ ১২॥ তাঁহার অপর নাম, অদিতি, অজপা, অবিদ্যা, অরবিন্দনিভেক্ষণা, অন্তর্বহিঃস্থিতা, অবিদ্যাধ্বংসিনী ও অন্তরাত্মিকা॥ ১৩॥ তিনি নিত্য বলিয়া অজা, ব্রহ্মার বদনবিরাজিনী বলিয়া অজমুখাবাসা, সুবদনা বলিয়া অরবিন্দনিভাননা, ব্যঞ্জনবর্ণাত্মিকা

আদিত্যপদবীচারাপ্যাদিত্যপরিসেবিতা।
আচার্য্যাবর্ত্তনাচারাপ্যাদিমূর্ত্তিনিবাসিনী ॥ ১৬ ॥
আগ্নেয়ী চামরী চাদ্যা চারাধ্যা চাসনস্থিতা।
আধারনিলয়াধারা চাকাশান্তনিবাসিনী ॥ ১৭ ॥
আদ্যাক্ষরসমাযুক্তা চান্তরাকাশরূপিণী।
আদিত্যমণ্ডলগতা চান্তরধ্বান্তনাশিনী ॥ ১৮ ॥
ইন্দিরা চেষ্টদা চেষ্টা চেন্দীবরনিভেক্ষণা।
ইরাবতী চেন্দ্রপদা চেন্দ্রাণী চেন্দুরূপিণী ॥ ১৯ ॥
ইক্ষুকোদণ্ডসংযুক্তা চেষুসন্ধানকারিণী।
ইন্দ্রনীলসমাকারা চেড়াপিঙ্গলরূপিণী ॥ ২০ ॥

আদিত্যপদবী আদিত্যমার্গস্তস্মিংশ্চারশ্চরণং যস্যাঃ। আদিত্যেনাদিতিপুত্রেণ পরিসেবিতা। আচার্য্যা স্বয়ং ব্যাখ্যাত্রী। আবর্ত্তনা জগদ্বর্ত্তয়িত্রী। আচারা দক্ষিণাচারাদ্যাচাররূপিণী। আদিমূর্ত্তির্ব্রহ্ম তস্মিন্নিবাসশীলা ॥ ১৬ ॥

আগ্নেয়ী অগ্নিদেবতাকা ঋক্ দিশা বা। আমরী অমরাণামিয়ং পুরী আমরী। অমরাবতীরূপিণীত্যর্থঃ। আধারো মূলাধারঃ স নিলয়ো বাসস্থানং যস্যাঃ কুণ্ডলিন্যাঃ সা আধারা সর্ব্বাধাররূপিণী। আকাশান্তোঽহঙ্কারতত্ত্বং তস্মিন্নাকাশস্য লয়াৎ তস্মিন্নিবাসশীলা ॥ ১৭ ॥

অন্তরে দেহমধ্যে ভব আকাশো দহরাকাশস্তদ্রূপিণী। আন্তরধ্বান্তমবিদ্যান্ধকারস্তস্য নাশিনী ॥ ১৮ ॥

ইন্দিরেত্যারভ্য ইন্দ্রাক্ষীত্যন্তানি ত্রয়োদশহ্রস্বেকারাদীনি নামানি। চকারঃ সন্ধ্যাভাবার্থঃ। ইরাবতী ইরা ভূবাক্ সুরাম্বুম্বিতি মেদিনীকোষাৎ ভূবাক্সুরাম্বুমতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

ইক্ষুকোদণ্ডঃ পৌণ্ড্রেক্ষুধনুস্তেন সংযুক্তা। পৌণ্ড্রেক্ষুপাশাঙ্কুশপুষ্পবাণহস্তে নমস্তে জগদেকমাতরিতি ললিতাধ্যানে উক্তত্বাৎ ॥ ২০ ॥

বলিয়া অর্দ্ধমাত্রা, পুরুষার্থপ্রদান করেন বলিয়া অর্থদানজ্ঞা, এবং অরিমণ্ডলমর্দ্দিনী, অসুরঘ্নী, অমাবাস্যা, অলক্ষ্মীঘ্নী ও অন্ত্যজার্চ্চিতা বলিয়া কীর্তিতা হন। নারদ! এইরূপ তাঁহার আকারাদি নাম, আদিলক্ষ্মী, আদিশক্তি, আকৃতি, আয়তাননা, আদিত্য-পদবীচারা, আদিত্য-পরিসেবিতা, আচার্য্যা, আবর্ত্তনা, আচারা ও আদিমূর্ত্তিনিবাসিনী বলিয়া জানিবে ॥ ১৪—১৬ ॥ এইরূপ তিনি, আগ্নেয়ী, আমরী, আদ্যা, আরাধ্যা, আসনস্থিতা, মূলাধারনিবাসিনী বলিয়া আধারনিলয়া, সকলের আশ্রয় স্থান বলিয়া আধারা এবং অহংতত্ত্বরূপিণী বলিয়া আকাশান্তনিবাসিনী নামে বিখ্যাতা হয়েন ॥ ১৭ ॥ এইরূপ তাঁহার অপর নাম আদ্যাক্ষরসমাযুক্তা, আন্তরাকাশরূপিণী, আদিত্যমণ্ডলগতা ও আন্তরধ্বান্তনাশিনী অর্থাৎ জীবমোহবিনাশিনী ॥ ১৮ ॥ নারদ! এইরূপ তাঁহার ইকারাদি নাম, ইন্দিরা, ইষ্টদা, ইষ্টা, ইন্দীবরনিভেক্ষণা, ইরাবতী, ইন্দ্রপদা, ইন্দ্রাণী, ইন্দুরূপিণী, ইক্ষুধনুর্দ্ধারিণী বলিয়া ইক্ষুকোদণ্ডসংযুক্তা, ইষুসন্ধানকারিণী, ইন্দ্রনীলসমাকারা, ইড়াপিঙ্গল-

ইন্দ্রাক্ষী চেশ্বরীদেবী চেহাত্রয়বিবর্জ্জিতা।
উমা চোষা হ্যুড়ুনিভা উর্ব্বারুককলাননা॥ ২১॥
উড়ুপ্রভা চোড়ুমতী হ্যুড়ুপা হ্যুড়ুমধ্যগা।
ঊর্দ্ধং চাপ্যূর্দ্ধকেশী চাপ্যূর্দ্ধাধোগতিভেদিনী॥ ২২॥
ঊর্দ্ধবাহুপ্রিয়া চোর্ম্মিমালাবাগ্‌গ্রন্থদায়িনী।
ঋতং চর্ষির্ঋতুমতী ঋষিদেবনমস্কৃতা॥ ২৩॥
ঋগ্বেদা ঋণহর্ত্রী চ ঋষিমণ্ডলচারিণী।
ঋদ্ধিদা ঋজুমার্গস্থা ঋজুধর্ম্মা ঋতুপ্রদা॥ ২৪॥
ঋগ্বেদনিলয়া ঋজ্বী লুপ্তধর্ম্মপ্রবর্ত্তিনী।
লূতারিবরসম্ভূতা লূতাদিবিষহারিণী॥ ২৫॥

ইন্দ্রাক্ষী শতাক্ষীনাম্নী দেবতা। ঈশ্বরীদেবী ঈহাত্রয়বিবর্জ্জিতেতি নামদ্বয়ং দীর্ঘে-কারাদিকম্। ঈশ্বরীণাং মহাকাল্যাদীনাং দেবীশ্বরীদেবী। ঈহাত্রয়মেষণাত্রয়ং তেন বিবর্জ্জিতা। উমেত্যারভ্যোড়ুমধ্যগেত্যন্তাস্যষ্টৌ হ্রস্বোকারাদীনি নামানি। উমা প্রসিদ্ধা। উষা রাত্রিশেষরূপিণী বাণাসুরসুতা বা। উষাবাণসুতারাত্র্যোরিতি মেদিনী। উড়ুনিভা নক্ষত্রসদৃশী। উর্ব্বারুকং কর্কটী॥ ২১॥

উড়ুপা পোতরূপিণী বা। ঊর্দ্ধাদীনূর্ম্মিমালাবাগ্‌গ্রন্থদায়িনীত্যন্তানি পঞ্চ দীর্ঘো-কারাদীনি নামানি। ঊর্দ্ধমূর্দ্ধদেশরূপিণী। ঊর্দ্ধকেশী ঊর্দ্ধাঃ কেশা যস্যাঃ। ঊর্দ্ধাধোগতি-রুচ্চনীচগতিস্তস্যা ভেদিনী॥ ২২॥

ঊর্ম্মিমালা সমুদ্রতরঙ্গমালা তদ্বদ্বাচাং গ্রন্থঃ কবিতারূপঃ কক্ষারূপো বা তস্য দায়িনী। ঋতমিত্যাদীনি ঋজ্বীত্যন্তানি ত্রয়োদশহ্রস্বঋকারাদীনি নামানি। ঋতং সুনৃতবাণীরূপা ঋষির্ব্বেদরূপা। ঋতুমতী রজস্বলা॥ ২৩—২৪॥

দীর্ঘঋকারাদীনাং নাম্নামপ্রসিদ্ধত্বাত্তানি নোক্তানি। ৯কারাদিনামান্যপ্যপ্রসিদ্ধানি যদ্যপি তথাপি ৯কারে লকারস্য সত্ত্বাত্তদাদিকমেব নামত্রয়মুচ্যতে। লূতারিবরসম্ভূতা। স্ত্রুক্তে লূতা তূর্ণনাভপিপীলিকাগদান্তরে ইতি মেদিনীকোষাল্লূতা রোগবিশেষস্তস্যা অরিবরঃ শত্রুশ্রেষ্ঠস্তন্নাশকো মন্ত্রঃ স সম্ভূতো যস্যাঃ সা॥ ২৫॥

রূপিণী, ইন্দ্রাক্ষী এবং ঈশ্বরী ও ঈহাত্রয়-বিবর্জ্জিতা বলিয়া জানিবে। এইরূপে সেই গায়ত্রীদেবী, উমা, উষা, উড়ুনিভা, উর্ব্বারুককলাননা, উড়ুপ্রভা, উড়ুমতী, উড়ুপা, উড়ুমধ্যগা, ঊর্দ্ধ, ঊর্দ্ধকেশী, ঊর্দ্ধাধোগতিভেদিনী, ঊর্দ্ধবাহুপ্রিয়া এবং ঊর্ম্মিমালাবাগ্‌গ্রন্থ-দায়িনী বলিয়া কীর্ত্তিতা হন। তিনি সত্যরূপা বলিয়া ঋত, বেদরূপা বলিয়া ঋষি, বিশ্বজননী বলিয়া ঋতুমতী, সর্ব্বপূজনীয়া বলিয়া ঋষিদেবনমস্কৃতা, বেদশ্রেষ্ঠা বলিয়া ঋগ্বেদা, সর্ব্বাভীষ্টপ্রদা বলিয়া ঋণহর্ত্রী, বিদ্যাস্বরূপা বলিয়া ঋষিমণ্ডলচারিণী নামে কথিতা হন। এইরূপ তাঁহার অপর নাম ঋদ্ধিদা, ঋজুমার্গস্থা, ঋজুধর্ম্মা, ঋতুপ্রদা, ঋগ্বেদনিলয়া, ঋজ্বী, লুপ্তধর্ম্মপ্রবর্ত্তিনী, লূতারিবরসম্ভূতা ও লূতাদিবিষহারিণী॥ ২১—২৫॥ নারদ! সেই

একাক্ষরা চৈকমাত্রা চৈকা চৈকৈকনিষ্ঠিতা।
ঐন্দ্রী হ্যৈরাবতারূঢ়া চৈহিকামুষ্মিকপ্রদা ॥ ২৬ ॥
ওঙ্কারা হ্যোষধী চোতা চোতপ্রোতনিবাসিনী।
ঔর্ব্বা হ্যৌষধসম্পন্না ঔপাসনফলপ্রদা ॥ ২৭ ॥
অংডমধ্যস্থিতা দেবী চাঃকারমনুরূপিণী।
কাত্যায়নী কালরাত্রিঃ কামাক্ষী কামসুন্দরী ॥ ২৮ ॥
কমলা কামিনী কান্তা কামদা কালকণ্ঠিনী।
করিকুম্ভস্তনভরা করবীরসুবাসিনী ॥ ২৯ ॥
কল্যাণী কুণ্ডলবতী কুরুক্ষেত্রনিবাসিনী।
কুরুবিন্দদলাকারা কুণ্ডলী কুমুদালয়া ॥ ৩০ ॥

একাক্ষরেত্যারভ্য নাম চতুষ্টয়মেকারবর্ণাদিকমর্থস্ত স্পষ্ট এব। ঐন্দ্রীত্যাদিনামত্রয়-মৈকারাদিকম্। ঐহিকামুষ্মিকফলস্য প্রদাত্রীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

ওঙ্কারেত্যাদীনি চত্বারি নামান্যোকারাদীনি। ওঙ্কারা প্রণবরূপিণী। ওতা মণিষু সূত্রবৎ সর্ব্বাভ্যন্তরে স্থিতা। কস্মিন্নিদমোতং চেতি শ্রুত্যা পরমাত্মনি সর্ব্বং জগদোতঞ্চ প্রোতঞ্চাস্তীতি। তস্মিন্নোতপ্রোতে জগতি নিবসতি তচ্ছীলা ওতপ্রোতনিবাসিনীত্যর্থঃ। ঔর্ব্বেত্যাদিনামত্রয়মৌকারাদিকম্। উর্ব্ব্যাং ভবা ঔর্ব্বা ॥ ২৭ ॥

অনুস্বারাদিকমেকং নাম। বিসর্গাদিকমেকং নাম অংডমধ্যস্থিতানাং শক্তীনাং দেবী-ত্যর্থঃ। অঃকাররূপো বিসর্গরূপো যো মন্ত্রস্তদ্রূপিণী তন্ত্ররাজে বিসর্গস্য শক্ত্যাত্মকত্বেন বর্ণ-নাৎ। মায়াশক্ত্যভিধঃ সর্গঃ সর্ব্বভূতাত্মকঃ প্রভুরিতি তন্ত্রান্তরোক্তেশ্চ। কাত্যায়নীত্যারভ্য কুক্ষিস্থাখিলবিষ্টপেত্যন্তানি একোনসপ্ততিককারাদীনি নমানি ॥ ২৮ ॥

করবীরসুবাসিনী। করবীরঃ কৃপাণী স্যাদ্দৈত্যভেদাশ্বমারয়োরিতি মেদিনীকোষাৎ। করবীরো দৈত্যবিশেষস্তেন পূজিতা সুবাসিনীত্যর্থঃ। যদ্বা করবীরং মহালক্ষ্মীক্ষেত্রং তত্র নিবসনশীলেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

কুরুবিন্দদলাকারা কুরুবিন্দরত্নভেদে মুস্তাকুল্মাষয়োঃ পুমানিতি মেদিনীকোষান্মুস্তা-দলাকারেত্যর্থঃ ॥ ৩০—৩১ ॥

গায়ত্রীদেবীর অপর নাম, একাক্ষরা, একমাত্রা, একা, এককৈনিষ্ঠিতা, ঐন্দ্রী, ঐরাবতারূঢ়া, ঐহিকামুষ্মিকপ্রদা, ওঙ্কারা, ওষধী, ওতা, ওতপ্রোতনিবাসিনী, ঔর্ব্বা, ঔষধসম্পন্না, ঔপাসন-ফলপ্রদা, অংডমধ্যস্থিতা এবং বিসর্গরূপিণী বলিয়া অঃকারমনুরূপিণী বলিয়া জানিবে। নারদ! সেই পরমারাধ্যা গায়ত্রীদেবীর স্বরবর্ণসংবলিত নাম সকল কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে ব্যঞ্জনবর্ণসঙ্কলিত নাম সকল শ্রবণ কর। কাত্যায়নী, কালরাত্রি, কামাক্ষী, কামসুন্দরী, কমলা, কামিনী, কান্তা, কামদা, কালকণ্ঠিনী, পীনস্তনী বলিয়া করিকুম্ভ-স্তনভরা, করবীরদৈত্যপূজিতা বলিয়া করবীরসুবাসিনী, কল্যাণী, কুণ্ডলবতী, কুরুক্ষেত্র-নিবাসিনী, কুরুবিন্দদলাকারা, কুণ্ডলী ও কুমুদালয়া ॥ ২৬—৩০ ॥ এইরূপ তাঁহার অপর

কালজিহ্বা করালাস্যা কালিকা কালরূপিণী।
কমনীয়গুণা কান্তিঃ কলাধারা কুমুদ্বতী ॥ ৩১ ॥
কৌশিকী কমলাকারা কামচারপ্রভঞ্জিনী।
কৌমারী করুণাপাঙ্গী ককুবন্তা করিপ্রিয়া ॥ ৩২ ॥
কেশরী কেশবনুতা কদম্বকুসুমপ্রিয়া।
কালিন্দী কালিকা কাঞ্চী কলশোদ্ভবসংস্তুতা ॥ ৩৩ ॥
কামমাতা ক্রতুমতী কামরূপা কৃপাবতী।
কুমারী কুণ্ডনিলয়া কিরাতী কীরবাহনা ॥ ৩৪ ॥
কৈকেয়ী কোকিলালাপা কেতকী কুসুমপ্রিয়া।
কমণ্ডলুধরা কালী কর্ম্মনির্ম্মূলকারিণী ॥ ৩৫ ॥
কলহংসগতিঃ কক্ষা কৃতকৌতুকমঙ্গলা।
কস্তূরীতিলকা কম্রা করীন্দ্রগমনা কুহূঃ ॥ ৩৬ ॥
কর্পূরলেপনা কৃষ্ণা কপিলা কুহরাশ্রয়া।
কূটস্থা কুধরা কম্রা কুক্ষিস্থাখিলবিষ্টপা ॥ ৩৭ ॥

কামচারো যথেষ্টাচরণং তস্য নাশিনী। ককুবন্তা ককুভাং দিশানামন্তাবসানরূপা ॥৩২॥
কেশরী সিংহরূপিণীত্যর্থঃ। কলশোদ্ভবোঽগস্তিস্তেন সংস্তুতা ॥ ৩৩ ॥
কুণ্ডমগ্নিহোত্রকুণ্ডং তন্নিলয়া ॥ ৩৪ ॥
কেতকীতি স্বতন্ত্রনাম। কুসুমপ্রিয়েতি স্বতন্ত্রনাম। কালীত্যত্র ক্রূরেত্যপি পাঠঃ ॥৩৫॥
কক্ষেত্যত্র কুক্ষেত্যপি পাঠঃ ॥ ৩৬ ॥
কৃষ্ণেত্যত্র কৃষ্ণেত্যপি পাঠঃ। কৃষ্টা অকৃষ্টা। কম্রেতি পুনরুক্তং নাম। তদর্থন্তু পূর্ব্বত্র কম্রা সুন্দরী। দ্বিতীয়ে কম্রানাম্নী কাচন দেবাঙ্গনা কম্প্রেতিপাঠে ন পুনরুক্তিঃ ॥ ৩৭ ॥

নাম কালজিহ্বা, করালাস্যা, কালিকা, কালরূপিণী, কামনীয়গুণা, কান্তি, কলাধারা, কুমুদ্বতী, কৌশিকী, কমলাকারা এবং যথেষ্টাচরণের প্রতিরোধকর্ত্রী বলিয়া কামচার-প্রভঞ্জিনী। এইরূপ তিনি কৌমারী, দয়াবতী বলিয়া করুণাপাঙ্গী, সর্ব্বদিগধিষ্ঠাত্রী বলিয়া ককুবন্তা ও করিপ্রিয়া নামে কথিতা হন ॥ ৩১—৩২ ॥ সেইরূপ তাঁহার অপর নাম কেশরী, কেশবনুতা, কদম্বকুসুমপ্রিয়া, কালিন্দী, কালিকা, কাঞ্চী, কলসোদ্ভবসংস্তুতা অর্থাৎ অগস্ত্যমুনি-পূজিতা ॥ ৩৩ ॥ কামমাতা, ক্রতুমতী, কামরূপা কৃপাবতী, কুমারী, কুণ্ডনিলয়া, কিরাতী, কীরবাহনা অর্থাৎ খগারূঢ়া, কৈকেয়ী, কোকিলালাপা অর্থাৎ সুমধুরভাষিণী, কেতকী, কুসুমপ্রিয়া, কমণ্ডলুধরা, কালী, কর্ম্মনির্ম্মূলকারিণী অর্থাৎ জ্ঞানপ্রদা, কলহংসগতি অর্থাৎ মন্থরগমনা, কক্ষা, কৃতকৌতুকমঙ্গলা, কস্তূরীতিলকা, কম্রা অর্থাৎ সুন্দরী, করীন্দ্রগমনা, কুহূ, কর্পূরলেপনা অর্থাৎ সুরভাঙ্গী, কৃষ্ণা, কপিলা,

খড়্গাখেটকরা খর্ব্বা খেচরী খগবাহনা।
খট্বাঙ্গধারিণী খ্যাতা খগরাজোপরিস্থিতা ॥ ৩৮ ॥
খলঘ্নী খণ্ডিতজরা খড়াখ্যানপ্রদায়িনী।
খণ্ডেন্দুতিলকা গঙ্গা গণেশগুহপূজিতা ॥ ৩৯ ॥
গায়ত্রী গোমতী গীতা গান্ধারী গানলোলুপা।
গৌতমী গামিনী গাধা গন্ধর্ব্বাপ্সরসেবিতা ॥ ৪০ ॥
গোবিন্দচরণাক্রান্তা গুণত্রয়বিভাবিতা।
গন্ধর্ব্বী গহ্বরী গোত্রা গিরীশা গহনা গমী ॥ ৪১ ॥
গুহাবাসা গুণবতী গুরুপাপপ্রণাশিনী।
গুর্ব্বী গুণবতী গুহ্যা গোপ্তব্যা গুণদায়িনী ॥ ৪২ ॥
গিরিজা গুহ্যমাতঙ্গী গরুড়ধ্বজবল্লভা।
গর্ব্বাপহারিণী গোদা গোকুলস্থা গদাধরা ॥ ৪৩ ॥

খড়্গাখেটকরেত্যারভ্য খণ্ডেন্দুতিলকেত্যন্তানি একাদশ খকারাদীনি নামানি। খড়্গাখেটকরেতি একং নাম বোধ্যম্ ॥ ৩৮ ॥

খড়াখ্যানপ্রদায়িনী। খড়ঃ পানান্তরে ভেদ ইতি মেদিনীকোষাৎ খড়ঃ পানশাস্ত্রং ভেদশাস্ত্রং বা তদাখ্যানদায়িনী। গঙ্গেত্যারভ্য গুহ্যমণ্ডলবর্ত্তিনীত্যন্তানি ষট্ত্রিংশদ্গকারাদীনি নামানি। গণেশগুহপূজিতেত্যেকং নাম ॥ ৩৯ ॥

গামিনী গমনশীলা। গাধা প্রতিষ্ঠারূপিণী। গন্ধর্ব্বাপ্সরেত্যত্র সকারলোপ আর্ষঃ ॥৪০॥

গোত্রা পৃথ্বী। গমী। গমো নাক্ষবিবর্ত্তে স্যাদপর্য্যালোচনেঽধ্বনীতি মেদিনীকোষাদ্গমঃ অপর্য্যালোচনং তদস্যাস্তীত্যর্থে অর্শআদ্যচ্। তস্য স্ত্রীত্যর্থে পুংযোগাদাখ্যায়ামিতি ঙীপ্ ॥ ৪১—৪৩ ॥

কুহরাশ্রয়া, কূটস্থা, কুধরা, কম্রা এবং কুক্ষিস্থাখিলবিষ্টপা অর্থাৎ তাঁহার কুক্ষিমধ্যে সমস্ত বিশ্বই বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ৩৪—৩৭ ॥

নারদ! গায়ত্রীদেবীর ককারাদি নাম সকল কীর্ত্তন করিলাম, এক্ষণে খকারাদি নাম সকল বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই গায়ত্রী দেবী খড়্গাখেটধরা, খর্ব্বা, খেচরী, খগবাহনা, খট্বাঙ্গধারিণী, খ্যাতা অর্থাৎ বিখ্যাতা, খগরাজোপরিস্থিতা অর্থাৎ গরুড়াসনা, খলঘ্নী, খণ্ডিতজরা অর্থাৎ স্থিরযৌবনা, খড়াখ্যানপ্রদায়িনী এবং খণ্ডেন্দুতিলকা অর্থাৎ অৰ্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতা বলিয়া উক্তা হন। এইরূপ তাঁহার গকারাদি নাম সকল গঙ্গা, গণেশগুহপূজিতা, গায়ত্রী, গোমতী, গীতা, গান্ধারী, গানলোলুপা, গৌতমী, গামিনী, গাধা অর্থাৎ সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠারূপিণী, গন্ধর্ব্বাপ্সরসেবিতা, গোবিন্দচরণাক্রান্তা, গুণত্রয়বিভূষিতা, গন্ধর্বী, গহ্বরী, গোত্রা অর্থাৎ পৃথিবীরূপা, গহনা অর্থাৎ অরণ্যানীস্বরূপা, গমী অর্থাৎ সর্ব্বাপর্য্যালোচনা-

গোকর্ণনিলয়াসক্তা গুহ্যমণ্ডলবর্ত্তিনী।
ঘর্ম্মদা ঘনদা ঘণ্টা ঘোরদানবমর্দ্দিনী ॥ ৪৪ ॥
ঘৃণিমন্ত্রময়ী ঘোষা ঘনসম্পাতদায়িনী।
ঘণ্টারবপ্রিয়া ঘ্রাণা ঘৃণিসন্তুষ্টিকারিণী ॥ ৪৫ ॥
ঘনারিমণ্ডলা ঘূর্ণা ঘৃতাচী ঘনবেগিনী।
জ্ঞানধাতুময়ী চর্চ্চা চর্চ্চিতা চারুহাসিনী ॥ ৪৬ ॥
চটুলা চণ্ডিকা চিত্রা চিত্রমাল্যবিভূষিতা।
চতুর্ভুজা চারুদন্তা চাতুরী চরিতপ্রদা ॥ ৪৭ ॥
চূলিকা চিত্রবস্ত্রান্তা চন্দ্রমঃকর্ণকুণ্ডলা।
চন্দ্রহাসা চারুদাত্রী চকোরী চন্দ্রহাসিনী ॥ ৪৮ ॥
চন্দ্রিকা চন্দ্রধাত্রী চ চৌরী চোরা চ চণ্ডিকা।
চঞ্চদ্বাগ্বাদিনী চন্দ্রচূড়া চোরবিনাশিনী ॥ ৪৯ ॥

গোকর্ণনিলয়াসক্তা গোকর্ণস্থানাসক্তা। ঘর্ম্মদেত্যারভ্য ঘনবেগিনীত্যন্তানি চতুর্দ্দশ ঘকারাদীনি নামানি ॥ ৪৪ ॥

ঘৃণিমন্ত্রঃ সূর্য্যমন্ত্রঃ ॥ ৪৫ ॥

ঘনং নিবিড়মরিমণ্ডলং দৈত্যরূপং যস্যাঃ সা। ঙকারাদিনাম্নোঽপ্রসিদ্ধত্বাজ্জঞোর্যোগে জ্ঞ ইত্যক্ষরং নিষ্পন্নং তস্য কচিদ্ভাষায়াং ঙকাররূপেণোচ্চারাৎ তদাদিকমেকমেব নাম জ্ঞানধাতুময়ীত্যুচ্যতে। জ্ঞানধাতুশ্চিদ্ধাতুস্তন্ময়ী। চর্চ্চেত্যারভ্য চারুহেতুকীত্যন্তানি চকারাদীন্যেকোনপঞ্চাশন্নামানি। চর্চ্চা পরিভাষণক্রিয়ারূপা। চর্চ্চিতা চন্দনাদিনা ॥ ৪৬—৪৭ ॥

চূলিকানাটকস্যাঙ্গে কর্ণমূলে চ হস্তিনামিতি মেদিনী। চন্দ্রমাঃ কর্ণকুণ্ডলং যস্যাঃ সা। চন্দ্রবদাহ্লাদকরো হাসো যস্যাঃ। খড়্গরূপা বা। চন্দ্রস্য হাসিনী হসনশীলা। চন্দ্রাপেক্ষয়া স্বস্যাতিশয়াহ্লাদজনকত্বাৎ ॥ ৪৮ ॥

চৌরী চুরা শীলমস্যাঃ সা। চোরা চোরঃ পাটচ্চরেঽপি স্যাচ্চোরপুষ্পৌষধাবপীতি মেদিনীকোষাদৌষধিবিশেষরূপা ॥ ৪৯ ॥

বিশিষ্টা, গুহাবাসা, গুণবতী অর্থাৎ দয়াদাক্ষিণ্যাদি-গুণবিশিষ্টা, গুরুপাপপ্রণাশিনী, গুর্ব্বী, গুণবতী অর্থাৎ ত্রিগুণময়ী, গুহ্যা, গোপ্তব্যা, গুণদায়িনী, গিরিজা, গুহ্যমাতঙ্গী, গরুড়ধ্বজবল্লভা, গর্ব্বাপহারিণী, গোদা অর্থাৎ স্বর্গপ্রদায়িনী, গোকুলস্থা, গদাধরা, গোকর্ণনিলয়াসক্তা এবং গুহ্যমণ্ডলবর্ত্তিনী। এক্ষণে তাঁহার ঘকারাদি নাম সকল শ্রবণ কর। ঘর্ম্মদা, ঘনদা, ঘণ্টা, ঘোরদানবমর্দ্দিনী, ঘৃণিমন্ত্রময়ী অর্থাৎ সূর্য্যমন্ত্রস্বরূপা, ঘোষা, ঘনসংপাতদায়িনী, ঘণ্টারবপ্রিয়া, ঘ্রাণা, ঘৃণিসন্তুষ্টিকারিণী অর্থাৎ সূর্য্যদেবের প্রীতিদায়িনী, ঘনারিমণ্ডলা, [illegible], ঘৃতাচী এবং ঘনবেগিনী। এইরূপ তাঁহার অপর নাম জ্ঞানধাতুময়ী, চর্চ্চা, চর্চ্চিতা, চারুহাসিনী, চটুলা, চণ্ডিকা, চিত্রা, চিত্রমাল্যবিভূষিতা, চতুর্ভুজা, চারুদন্তা, চাতুরী, [illegible]

চারুচন্দনলিপ্তাঙ্গী চঞ্চচ্চামরবীজিতা।
চারুমধ্যা চারুগতিশ্চন্দিলা চন্দ্ররূপিণী ॥ ৫০ ॥
চারুহোমপ্রিয়া চার্ব্বা চরিতা চক্রবাহুকা।
চন্দ্রমণ্ডলমধ্যস্থা চন্দ্রমণ্ডলদর্পণা ॥ ৫১ ॥
চক্রবাকস্তনী চেষ্টা চিত্রা চারুবিলাসিনী।
চিৎস্বরূপা চন্দ্রবতী চন্দ্রমাশ্চন্দনপ্রিয়া ॥ ৫২ ॥
চোদয়িত্রী চিরপ্রজ্ঞা চাতকা চারুহেতুকী।
ছত্রযাতা ছত্রধরা ছায়া ছন্দঃপরিচ্ছদা ॥ ৫৩ ॥
ছায়াদেবী ছিদ্রনখা ছন্নেন্দ্রিয়বিসর্পিণী।
ছন্দোঽনুষ্টুপ্ প্রতিষ্ঠান্তা ছিদ্রোপদ্রবভেদিনী ॥ ৫৪ ॥
ছেদা ছত্রেশ্বরী ছিন্না ছুরিকা ছেদনপ্রিয়া।
জননী জন্মরহিতা জাতবেদা জগন্ময়ী ॥ ৫৫ ॥
জাহ্নবী জটিলা জত্রী জরামরণবর্জ্জিতা।
জম্বুদ্বীপবতী জ্বালা জয়ন্তী জলশালিনী ॥ ৫৬ ॥

চন্দিলা কর্ণাটদেশে প্রসিদ্ধা দেবতা। চন্দ্রিকেত্যপি পাঠঃ ॥ ৫০ ॥

চক্রং সুদর্শনং বাহৌ হস্তে যস্যাঃ সা ॥ ৫১ ॥

চন্দ্রমাস্তৎস্বরূপা ॥ ৫২ ॥

চোদয়িত্রী প্রেরয়িত্রী। চারুহেতুর্জগৎসর্জ্জনে যস্যাঃ। গৌরাদিপাঠাৎ সাধুত্বম্। ছত্রযাতেত্যারভ্য ছেদনপ্রিয়েত্যন্তানি চতুর্দ্দশ ছকারাদীনি নামানি। ছন্দঃ পরিচ্ছদা। ছন্দো বশেঽপ্যভিপ্রায়ে ইতি মেদিনীকোষাৎ কোঽপি চ্ছন্দো গ্রাহ্যঃ ॥ ৫৩ ॥

ছায়ায়া দেবী স্বামিনী। ছিদ্রনখা। ছিদ্রং দূষণরন্ধ্রয়োরিতি মেদিনীকোষাৎ রন্ধ্রবন্তি নখানি যস্যাঃ। ছন্নেন্দ্রিয়া উপসংহৃতেন্দ্রিয়াঃ পুরুষা যোগিনস্তেষু বিসর্পতি গচ্ছতি তচ্ছীলা। ছন্দঃসংজ্ঞকা যানুষ্টুপ্ তস্যাঃ প্রতিষ্ঠায়াঃ স্থলস্যান্তঃ সমাপ্তিঃ। অনুষ্টুপ্ ছন্দস্কমন্ত্রবোধ্যেত্যর্থঃ। ছিদ্রোপদ্রবাঃ কপটোপদ্রবাস্তেষাং ভেদিনী ॥ ৫৪ ॥

জননীত্যারভ্য কুণ্ডলেত্যন্তানি চত্বারিংশজ্জকারাদীনি নামানি ॥ ৫৫—৫৮ ॥

চরিতপ্রদা, চূলিকা, চিত্রবস্ত্রান্তা, চন্দ্রমঃকর্ণকুণ্ডলা, চন্দ্রহাসা, চারুদাত্রী, চকোরী, চন্দ্রহাসিনী, চন্দ্রিকা, চন্দ্রধাত্রী, চৌরী, চোরা, চণ্ডিকা, চঞ্চদ্বাগ্বাদিনী, চন্দ্রচূড়া, চোরবিনাশিনী, চারুচন্দনলিপ্তাঙ্গী, চঞ্চচ্চামরবীজিতা, চারুমধ্যা, চারুগতি, চন্দিকা, চন্দ্ররূপিণী, চারুহোমপ্রিয়া, চার্ব্বা, চরিতা, চক্রবাহুকা, চন্দ্রমণ্ডলমধ্যস্থা, চন্দ্রমণ্ডলদর্পণা, চক্রবাকস্তনী, চেষ্টা, চিত্রা, চারুবিলাসিনী, চিৎস্বরূপা, চন্দ্রবতী, চন্দ্রমাঃ অর্থাৎ চন্দ্ররূপিণী, চন্দনপ্রিয়া, চোদয়িত্রী অর্থাৎ জীবগণকে তিনি সততই স্বস্বকার্য্যে প্রেরণ করিতেছেন, চিরপ্রজ্ঞা,

জিতেন্দ্রিয়া জিতক্রোধা জিতামিত্রা জগৎপ্রিয়া।
জাতরূপময়ী জিহ্বা জানকী জগতী জরা ॥ ৫৭ ॥
জনিত্রী জহ্নুতনয়া জগত্ত্রয়হিতৈষিণী।
জ্বালামুলী জপবতী জ্বরঘ্নী জিতবিষ্টপা ॥ ৫৮ ॥
জিতাক্রান্তময়ী জ্বালা জাগ্রতী জ্বরদেবতা।
জ্বলন্তী জলদা জ্যেষ্ঠা জ্যাঘোষাস্ফোটদিঙ্মুখী ॥ ৫৯ ॥
জম্ভিনী জৃম্ভণা জৃম্ভা জ্বলন্মাণিক্যকুণ্ডলা।
ঝিঞ্ঝিকা ঝণনির্ঘোষা ঝঞ্ঝামারুতবেগিনী ॥ ৬০ ॥
ঝল্লকীবাদ্যকুশলা ঞরূপা ঞভুজা স্মৃতা।
টঙ্কবাণসমাযুক্তা টঙ্কিনী টঙ্কভেদিনী ॥ ৬১ ॥

জিতেন জয়েনাক্রান্তাঃ পুরুষাস্তন্ময়ী। জ্যাঘোষাস্ফোটো দিঙ্মুখে যস্যাঃ সা জ্যাঘোষাস্ফোটদিঙ্মুখা। জ্যাঘোষব্যাপ্তদিগন্তেত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

জম্ভিনী। জম্ভো ভক্ষ্যে চ দন্তে চেতি কোষাদ্ভক্ষ্যবতী দন্তবতী বেত্যর্থঃ। ঝিঞ্ঝিকেত্যারভ্য চত্বারি ঝকারাদীনি নামানি। ঝিঞ্ঝিকা পক্ষিবিশেষো যস্য ভষায়াং ঝিঙ্গুর বা ইতি প্রসিদ্ধিরস্তি। ঝণ ইতি নির্ঘোষো যস্যাঃ। ঝঞ্ঝাবাতে তারবায়াবিতি কোষাৎ। ঝঞ্ঝামারুতো ভয়ঙ্করবাতস্তদ্বদ্বেগো যস্যাঃ ॥ ৬০ ॥

ঞকারাদিকং নামদ্বয়ম্। ঞরূপা। ঞঃ পুমান্ স্যাৎ বলীবর্দ্দে শুকে বামমতাবপীতি কোষাৎ বলীবর্দ্দরূপা। ঞঃ শুকো ভুজে হস্তে যস্যাঃ সা শ্যামলাঙ্গিকা। ; ঞভুজা ঞবদ্বলীবর্দ্দবৎ ভুজৌ যস্যা ইতি বা। টঙ্কবাণেত্যাদীনি ষট্ টকারাদীনি নামানি। টঙ্কঃ পরশুঃ ॥ ৬১ ॥

চাতকা এবং চারুহেতুকী। নারদ! এক্ষণে সেই পরমারাধ্যা গায়ত্রীদেবীর ছকারাদি নাম সকল কহিতেছি শ্রবণ কর। ছত্রযাতা, ছত্রধরা, ছায়া, ছন্দঃপরিচ্ছদা, ছায়াদেবী, ছিদ্রনখা, ছন্নেন্দ্রিয়বিসর্পিণী, ছন্দোঽনুষ্টুপ্প্রতিষ্ঠান্তা, ছিদ্রোপদ্রবভেদিনী, ছেদা, ছত্রেশ্বরী, ছিন্না, ছুরিকা এবং ছেদনপ্রিয়া। এইরূপ তাঁহার জকারাদি নাম, জননী, জন্মরহিতা, জাতবেদা, জগন্ময়ী, জাহ্নবী, জটিলা, জেত্রী, জরামরণবর্জ্জিতা, জম্বূদ্বীপবতী, জ্বালা, জয়ন্তী, জলশালিনী, জিতেন্দ্রিয়া, জিতক্রোধা, জিতামিত্রা, জগৎপ্রিয়া, জাতরূপময়ী, জিহ্বা, জানকী, জগতী, জয়া, জনিত্রী, জহ্নুতনয়া, জগত্ত্রয়হিতৈষিণী, জ্বালামুখী, জপবতী, জ্বরঘ্নী, জিতবিষ্টপা, জিতাক্রান্তময়ী, জ্বালা, জাগ্রতী, জ্বরদেবতা, জ্বলন্তী, জলদা, জ্যেষ্ঠা, জ্যাঘোষাস্ফোটদিঙ্মুখী, জম্ভিনী, জৃম্ভণা, জৃম্ভা এবং জ্বলন্মাণিক্যকুণ্ডলা। এইরূপ তাঁহার অপর নাম ঝিঞ্ঝিকা, ঝণনির্ঘোষা, ঝঞ্ঝামারুতবেগিনী ঝল্লকীবাদ্যকুশলা, ঞরূপা, ঞভুজা অর্থাৎ শুকপক্ষীবৎ শ্যামলভুজদ্বয়বিশিষ্টা, টঙ্কবাণসমাযুক্তা, টঙ্কিনী,

টঙ্কীগণকৃতাঘোষা টঙ্কনীয়মহোরসা।
টঙ্কারকারিণী দেবী ঠঠশব্দনিনাদিনী ॥ ৬২ ॥
ডামরী ডাকিনী ডিম্ভা ডুণ্ডুমারৈকনির্জ্জিতা।
ডামরীতন্ত্রমার্গস্থা ডমড্ডমরুনাদিনী ॥ ৬৩ ॥
ডিণ্ডীরবসহা ডিম্ভলসৎক্রীড়াপরায়ণা।
ঢুণ্ঢিবিঘ্নেশজননী ঢক্কাহস্তা ঢিলিব্রজা ॥ ৬৪ ॥
নিত্যজ্ঞানা নিরুপমা নির্গুণা নর্ম্মদা নদী।
ত্রিগুণা ত্রিপদা তন্ত্রী তুলসী তরুণা তরুঃ ॥ ৬৫ ॥
ত্রিবিক্রমপদাক্রান্তা তুরীয়পদগামিনী।
তরুণাদিত্যসঙ্কাশা তামসী তুহিনা তুরা ॥ ৬৬ ॥
ত্রিকালজ্ঞানসম্পন্না ত্রিবলী চ ত্রিলোচনা।
ত্রিশক্তিস্ত্রিপুরা তুঙ্গা তুরঙ্গবদনা তথা ॥ ৬৭ ॥
তিমিঙ্গিলগিলা তীব্রা ত্রিস্রোতা তামসাদিনী।
তন্ত্রমন্ত্রবিশেষজ্ঞা তনুমধ্যা ত্রিবিষ্টপা ॥ ৬৮ ॥

টঙ্কীগণবৎ রুদ্রগণবৎ কৃত আঘোষো যয়া সা। টঙ্কনীয়ং বর্ণনীয়ং মহোরো যস্যাঃ সা। টঙ্কারকারিণীনাং টঙ্কারশব্দং কুর্ব্বন্তীনাং দেবীনাং দেবী স্বামিনীত্যর্থঃ। ঠকারাদকমেকমেব নাম ॥ ৬২ ॥

ডকারাদাষ্টৌ নামানি। ডিম্ভা বালকরূপা। ডুণ্ডুমারো রাক্ষসঃ ॥ ৬৩ ॥

ডিণ্ডীরবো বাদ্যবিশেষরবস্তস্য সহা সহনকর্ত্রী। ঢকারাদীনি নামানি। ঢুণ্ঢিবিঘ্নেশো ঢুণ্ঢিরাজঃ। ঢিলিনামকা গণাঃ শিবপুরাণে প্রসিদ্ধাস্তেষাং ব্রজঃ সমুদায়ো যস্যাঃ সা ॥৬৪॥

ণকারাদিনাম্নোঽপ্রসিদ্ধত্বাত্তৎস্থানে নকারাদিনাম পঞ্চকমাহ নিত্যজ্ঞানেতি। ত্রিগুণেত্যারভ্য তকারাদীনি দ্বিষষ্টিনামানি ॥ ৬৫—৬৮ ॥

টঙ্কভেদিনী, টঙ্কীগণকৃতাঘোষা অর্থাৎ রুদ্রগণের ন্যায় শব্দকারিণী, টঙ্কনীয়মহোরসা অর্থাৎ প্রশস্তসুদৃঢ়বক্ষঃস্থলবিশিষ্টা, টঙ্কারকারিণী এবং ঠঠশব্দনিনাদিনী ॥ ৩৮—৬২ ॥

নারদ! এক্ষণে তাঁহার ডকারাদি নাম সকল শ্রবণ কর। ডামরী, ডাকিনী, ডিম্ভা, ডুণ্ডুমারৈকনির্জিতা, ডামরীতন্ত্রমার্গস্থা, ডমড্ডমরুনাদিনী, ডিণ্ডীরবসহা এবং ডিম্ভলসৎক্রীড়াপরায়ণা অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে আনন্দে নৃত্য করিয়া থাকেন। এইরূপ তাঁহার অপর নাম ঢুণ্ঢিবিঘ্নেশজননী, ঢক্কাহস্তা, ঢিলিব্রজা অর্থাৎ শিবগণবিশেষ কর্ত্তৃক অনুসৃতা, নিত্যজ্ঞানা, নিরুপমা, নির্গুণা এবং নর্ম্মদা নদী। নারদ! ণকারাদি নামের অপ্রসিদ্ধি হেতু তৎস্থানে দন্ত্যনকারাদি নামের উল্লেখ করিলাম। এক্ষণে, তকারাদি নাম সকল কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ত্রিগুণা, ত্রিপদা, তন্ত্রী, তুলসী, তরুণা, তরু, ত্রিবিক্রমপদা-

ত্রিসন্ধ্যা ত্রিস্তনী তোষাসংস্থা তালপ্রতাপিনী।
তাটঙ্কিনী তুষারাভা তুহিনাচলবাসিনী ॥ ৬৯ ॥
তন্তুজালসমাযুক্তা তারহারাবলিপ্রিয়া।
তিলহোমপ্রিয়া তীর্থা তমালকুসুমাকৃতিঃ ॥ ৭০ ॥
তারকা ত্রিযুতা তন্বী ত্রিশঙ্কুপরিবারিতা।
তলোদরী তিরোভাষা তাটঙ্কপ্রিয়বাদিনী ॥ ৭১ ॥
ত্রিজটা তিত্তিরী তৃষ্ণা ত্রিবিধা তরুণাকৃতিঃ।
তপ্তকাঞ্চনসঙ্কাশা তপ্তকাঞ্চনভূষণা ॥ ৭২ ॥
ত্রৈয়ম্বকা ত্রিবর্গা চ ত্রিকালজ্ঞানদায়িনী।
তর্পণা তৃপ্তিদা তৃপ্তা তামসী তুম্বরুস্তুতা ॥ ৭৩ ॥
তার্ক্ষ্যস্থা ত্রিগুণাকারা ত্রিভঙ্গী তনুবল্লরিঃ।
থাৎকারী থারবা থান্তা দোহিনী দীনবৎসলা ॥ ৭৪ ॥

ত্রিস্তনী মলয়ধ্বজরাজ্ঞঃ কন্যা পার্ব্বতী হলাস্তমাহাত্ম্যপ্রসিদ্ধা। তোষে সন্তোষে আসংস্থা সম্যক্ স্থিতির্যস্যাঃ সা ॥ ৬৯—৭০ ॥

ত্রিভিগু´ণৈর্ব্বেদত্রয়েণ বা যুতা যুক্তা। তন্বীত্যত্র তন্ত্রীত্যপি পাঠঃ ॥ ৭১—৭৩ ॥

ত্রিভঙ্গী স্থানত্রয়ে বক্রতা যুক্তা তনুস্তন্বী বল্লরির্দ্দেহলতা যস্যাঃ সা। থকারাদীনি ত্রীণি নামানি। থাৎকারী থাদিতিশব্দং কুর্ব্বন্তী। থারবা। থং রক্ষণে মঙ্গলে চ সাধ্বসে চ নপুংসকম্। শিলোচ্চয়ে পুমানেব কচিত্তু ভয়রক্ষকে ইতি মেদিনীকোষাৎ ভয়রক্ষক আরবঃ শব্দো যস্যাঃ সা। থান্তা থস্ত মঙ্গলস্যান্তা পর্য্যবসানভূমিঃ। দোহিনীত্যারভ্য দকারাদীনি সপ্তবিংশতি নামানি ॥ ৭৪ ॥

ক্রান্তা, তুরীয়পদগামিনী অর্থাৎ তুরীয়স্বরূপা, তরুণাদিত্যসঙ্কাশা, তামসী, তুহিনা, তুরা, ত্রিকালজ্ঞানসম্পন্না, ত্রিবলী, ত্রিলোচনা, ত্রিশক্তি, ত্রিপুরা, তুঙ্গা, তুরঙ্গবদনা অর্থাৎ কিন্নরীরূপিণী, তিমিঙ্গিলগিলা, তীব্রা, ত্রিস্রোতা অর্থাৎ গঙ্গারূপিণী, তামসাদিনী অর্থাৎ অজ্ঞাননাশিনী, তন্ত্রমন্ত্রবিশেষজ্ঞা অর্থাৎ তন্ত্রমন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী, তনুমধ্যা, অর্থাৎ কৃশোদরী, ত্রিপিষ্টপা অর্থাৎ স্বর্গস্বরূপিণী। এইরূপ তাঁহার অপর নাম ত্রিসন্ধ্যা, ত্রিস্তনী, তোষাসংস্থা অর্থাৎ সদানন্দস্বরূপিণী, তালপ্রতাপিনী, তাটঙ্কিনী, তুষারাভা, তুহিনাচলবাসিনী অর্থাৎ হিমালয়নিবাসিনী, তন্তুজালসমাযুক্তা, তারহারাবলিপ্রিয়া, তিলহোমপ্রিয়া, তীর্থা, তমালকুসুমাকৃতি, তারকা, ত্রিযুতা, তন্বী, ত্রিশঙ্কুপরিবারিতা, তলোদরী, তিরোভাষা, তাটঙ্কপ্রিয়বাদিনী, ত্রিজটা, তিত্তিরী, তৃষ্ণা, ত্রিবিধা, তরুণাকৃতি, তপ্তকাঞ্চনসঙ্কাশা, তপ্তকাঞ্চনভূষণা, ত্রৈয়ম্বকা, ত্রিবর্গা, ত্রিকালজ্ঞানদায়িনী, তর্পণা, তৃপ্তিদা, তৃপ্তা, তামসী; তুম্বরুস্তুতা, তার্ক্ষ্যস্থা, ত্রিগুণাকারা, ত্রিভঙ্গী, তনুবল্লরী, থাৎকারী, থারবা এবং থান্তা। নারদ! এক্ষণে তাঁহার দকারাদি নাম সকল শ্রবণ কর। দোহিনী, দীনবৎসলা, দানবান্তকরী, দুর্গা, দুর্গাসুর-

দানবান্তকরী দুর্গা দুর্গাসুরনিবর্হিণী ।
দেবরীতির্দিবারাত্রির্দ্রৌপদী দুন্দুভিস্বনা ॥ ৭৫ ॥
দেবযানী দুরাবাসা দারিদ্র্যভেদিনী দিবা ।
দামোদরপ্রিয়া দীপ্তা দিগ্বাসা দিগ্বিমোহিনী ॥ ৭৬ ॥
দণ্ডকারণ্যনিলয়া দণ্ডিনী দেবপূজিতা ।
দেববন্দ্যা দিবিষদা দ্বেষিণী দানবাকৃতিঃ ॥ ৭৭ ॥
দীনানাথস্তুতা দীক্ষা দৈবতাদিস্বরূপিণী ।
ধাত্রী ধনুর্দ্ধরা ধেনুর্ধারিণী ধর্ম্মচারিণী ॥ ৭৮ ॥
ধুরন্ধরা ধরাধারা ধনদা ধান্যদোহিনী ।
ধর্ম্মশীলা ধনাধ্যক্ষা ধনুর্ব্বেদবিশারদা ॥ ৭৯ ॥
ধৃতির্ধন্যা ধৃতপদা ধর্ম্মরাজপ্রিয়া ধ্রুবা ।
ধূমাবতী ধূমকেশী ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রকাশিনী ॥ ৮০ ॥
নন্দা নন্দপ্রিয়া নিদ্রা নৃনুতা নন্দনাত্মিকা ।
নর্ম্মদা নলিনী নীলা নীলকণ্ঠসমাশ্রয়া ॥ ৮১ ॥
নারায়ণপ্রিয়া নিত্যা নির্ম্মলা নির্গুণা নিধিঃ ।
নিরাধারা নিরুপমা নিত্যশুদ্ধা নিরঞ্জনা ॥ ৮২ ।

দিবা যুক্তা রাত্রির্দিবারাত্রিঃ ॥ ৭৫—৭৬ ॥
দণ্ডিনী বারাহী ললিতোপাখ্যানে প্রসিদ্ধা ॥ ৭৭ ॥
ধাত্রীত্যারভ্য ধকারাদীনি বিংশতিনামানি ॥ ৭৮—৮০ ॥
নন্দেত্যারভ্য নকারাদীনি পঞ্চপঞ্চাশন্নামানি ॥ ৮১—৮২ ॥

নিবর্হিণী, দেবরীতি, দিবারাত্রি, দ্রৌপদী, দুন্দুভিস্বনা, দেবযানী, দুরাবাসা দারিদ্র্যভেদিনী, দিবা, দামোদরপ্রিয়া, দীপ্তা, দিগ্বাসা, দিগ্বিমোহিনী, দণ্ডকারণ্যনিলয়া, দণ্ডিনী, দেবপূজিতা, দেববন্দ্যা, দিবিষদা, দ্বেষিণী, দানবাকৃতি, দীননাথস্তুতা, দীক্ষা এবং দৈবতাদিস্বরূপিণী। একণে, তাঁহার ধকারাদি নাম সকল শ্রবণ কর। ধাত্রী, ধনুর্ধরা, ধেনু, ধারিণী, ধর্ম্মচারিণী, ধুরন্ধরা, ধরাধারা, ধনদা, ধান্যদোহিনী, ধর্ম্মশীলা, ধনাধ্যক্ষা, ধনুর্ব্বেদবিশারদা, ধৃতি, ধন্যা, ধৃতপদা, ধর্ম্মরাজপ্রিয়া, ধ্রুবা, ধূমাবতী, ধূমকেশী এবং ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রকাশিনী ॥ ৭৩—৮০ ॥

নারদ! একণে, গায়ত্রীদেবীর নকারাদি নাম সকল শ্রবণ কর। নন্দা, নন্দপ্রিয়া, নিদ্রা, নৃনুতা অর্থাৎ মনুষ্যগণপূজিতা, নন্দনাত্মিকা, নর্ম্মদা, নলিনী, নীলা, নীলকণ্ঠসমাশ্রয়া, অর্থাৎ রুদ্রমনোমোহিনী, রুদ্রাণী, নারায়ণপ্রিয়া অর্থাৎ বৈষ্ণবীরূপিণী, নিত্যা,

নাদবিন্দুকলাতীতা নাদবিন্দুকলাত্মিকা।
নৃসিংহিনী নগধরা নৃপনাগবিভূষিতা ॥ ৮৩ ॥
নরকক্লেশ-শমনী নারায়ণপদোদ্ভবা।
নিরবদ্যা নিরাকারা নারদপ্রিয়কারিণী ॥ ৮৪ ॥
নানাজ্যোতিঃ সমাখ্যাতা নিধিদা নির্ম্মলাত্মিকা।
নবসূত্রধরা নীতির্নিরুপদ্রবকারিণী ॥ ৮৫ ॥
নন্দজা নবরত্নাঢ্যা নৈমিষারণ্যবাসিনী।
নবনীতপ্রিয়া নারী নীলজীমূতনিঃস্বনা ॥ ৮৬ ॥
নিমেষিণী নদীরূপা নীলগ্রীবা নিশীশ্বরী।
নামাবলির্নিশুম্ভঘ্নী নাগলোকনিবাসিনী ॥ ৮৭ ॥
নবজাম্বূনদপ্রখ্যা নাগলোকাধিদেবতা।
নূপুরাক্রান্তচরণা নরচিত্তপ্রমোদিনী ॥ ৮৮ ॥
নিমগ্না রক্তনয়না নির্ঘাতসমনিস্বনা।
নন্দনোদ্যাননিলয়া নির্ব্ব্যূহোপরিচারিণী ॥ ৮৯ ॥

নৃসিংহিনী নৃসিংহ উপাসকোঽস্তি যস্যাঃ সা। নৃসিংহবেষবতী বা। নৃপনাগবিভূষিতেতি একং নাম ॥ ৮৩—৮৪ ॥
জ্যোতির্জ্যোতিঃশাস্ত্রম্ ॥ ৮৫—৮৯ ॥

নির্ম্মলা, নির্গুণা, নিধি, নিরাধারা, নিরুপমা, নিত্যশুদ্ধা, নিরঞ্জনা, নাদবিন্দুকলাতীতা অর্থাৎ তুরীয়া, নাদবিন্দুকলাত্মিকা অর্থাৎ তৎস্বরূপিণী, নৃসিংহিনী অর্থাৎ নৃসিংহপ্রিয়া, নগধরা, নৃপনাগবিভূষিতা, নরকক্লেশনাশিনী, নারায়ণপদোদ্ভবা অর্থাৎ গঙ্গাস্বরূপিণী, নিরবদ্যা, নিরাকারা, নারদপ্রিয়কারিণী, নানাজ্যোতিঃ, নিধিদা, নির্ম্মলাত্মিকা, নবসূত্রধরা, নীতি, নিরুপদ্রবকারিণী অর্থাৎ গায়ত্রীদেবীর উপাসনা করিলে কোনও উপদ্রব হইতে পারে না। নন্দজা, নবরত্নাঢ্যা, নৈমিষারণ্যবাসিনী, নবনীতপ্রিয়া, নারী, নীলজীমূত-নিস্বনা অর্থাৎ গম্ভীরনাদিনী, নিমেষিণী, নদীরূপা, নীলগ্রীবা অর্থাৎ রুদ্রাণী, নিশীশ্বরী, নামাবলি, নিশুম্ভঘ্নী, নাগলোকনিবাসিনী, নবজাম্বূনদপ্রখ্যা অর্থাৎ তপ্তকাঞ্চনবর্ণাঙ্গী, নাগলোকাধিদেবতা অর্থাৎ পাতালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, নূপুরাক্রান্তচরণা, নরচিত্ত-প্রমোদিনী, নিমগ্নারক্তনয়না অর্থাৎ অসুরাদির সহিত যুদ্ধে নিমগ্ন হইয়া রক্তলোচনা হইয়া থাকেন, নির্ঘাত-সম-নিস্বনা অর্থাৎ তৎকালে তাঁহার নিনাদ সকল বজ্রধ্বনির তুল্য হইয়া থাকে, নন্দনোদ্যান-নিলয়া অর্থাৎ স্বর্গবাসিনী এবং নির্ব্যূহপরি-চারিণী ॥ ৮১—৮৯ ॥

পার্ব্বতী পরমোদারা পরব্রহ্মাত্মিকা পরা।
পঞ্চকোশবিনির্ম্মুক্তা পঞ্চপাতকনাশিনী ॥ ৯০ ॥
পরচিত্তবিধানজ্ঞা পঞ্চিকা পঞ্চরূপিণী।
পূর্ণিমা পরমা প্রীতিঃ পরতেজঃপ্রকাশিনী ॥ ৯১ ॥
পুরাণী পৌরুষী পুণ্যা পুণ্ডরীকনিভেক্ষণা।
পাতালতলনির্ম্মগ্না প্রীতা প্রীতিবিবর্দ্ধিনী ॥ ৯২ ॥
পাবনী পাদসহিতা পেশলা পবনাশিনী।
প্রজাপতিঃ পরিশ্রান্তা পর্ব্বতস্তনমণ্ডলা ॥ ৯৩ ॥
পদ্মপ্রিয়া পদ্মসংস্থা পদ্মাক্ষী পদ্মসম্ভবা।
পদ্মপত্রা পদ্মপদা পদ্মিনী প্রিয়ভাষিণী ॥ ৯৪ ॥
পশুপাশবিনির্ম্মুক্তা পুরন্ধ্রী পুরবাসিনী।
পুষ্কলা পুরুষা পর্ব্বা পারিজাত(কু)সুমপ্রিয়া ॥ ৯৫ ॥

পার্ব্বতীত্যারভ্য পল্লবোদরীত্যন্তানি পঞ্চবিংশত্যধিকশতনামানি পকারাদীনি। পঞ্চব্রহ্মাত্মিকা সদ্যোজাতাদিপঞ্চব্রহ্মাত্মিকা। পরব্রহ্মাত্মিকেত্যপি পাঠঃ। পরেতি স্বতন্ত্রং নাম ॥ ৯০ ॥

পঞ্চিকা শ্রীবিদ্যায়াং পঞ্চপঞ্চিকাপূজনং দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতাদিষু বর্ণিতং তৎপঞ্চিকা-দেবতারূপা। পঞ্চরূপিণী প্রপঞ্চরূপিণী পরমা প্রীতিরিতি নামদ্বয়ম্ ॥ ৯১ ॥

পৌরুষী পুরুষসম্বন্ধিনী ॥ ৯২ ॥

পাদসহিতা কিরণসহিতা। প্রজাপতিস্তদ্রূপিণী ॥ ৯৩—৯৪ ॥

পুরন্ধ্রীত্যেকং নাম। পুরবাসিনী মাতা পুরবাসিনী ॥ ৯৫ ॥

এক্ষণে, তাঁহার পকারাদি নাম সকল কীর্ত্তিত হইতেছে শ্রবণ কর। পার্ব্বতী, পরমোদারা, পরব্রহ্মাত্মিকা, পরা, পঞ্চকোশবিনির্ম্মুক্তা অর্থাৎ অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষপঞ্চক হইতে অতীতা পরব্রহ্মরূপিণী, পঞ্চপাতকনাশিনী পরচিত্তবিধানজ্ঞা, পঞ্চিকা, পঞ্চরূপিণী, পূর্ণিমা, পরমা, প্রীতি, পরতেজঃপ্রকাশিনী, পুরাণী, পৌরুষী, পুণ্যা, পুণ্ডরীকনিভেক্ষণা, পাতালতলনির্ম্মগ্না, প্রীতা, প্রীতিবিবর্দ্ধিনী, পাবনী, পাদসহিতা, পেশলা, পবনাশিনী, প্রজাপতি, পরিশ্রান্তা, পর্ব্বতস্তনমণ্ডলা অর্থাৎ তিনি বিশ্বরূপিণী সুতরাং পর্ব্বত সকল তাঁহার স্তনের ন্যায় কল্পিত হইয়াছে। পদ্মপ্রিয়া, পদ্মসংস্থা, পদ্মাক্ষী, পদ্মসংভবা, পদ্মপত্রা, পদ্মপদা, পদ্মিনী, প্রিয়ভাষিণী, পশুপাশবিনির্ম্মুক্তা, পুরন্ধ্রী, পুরবাসিনী, পুষ্কলা, পুরুষা, পর্ব্বা, পারিজাতকুসুমপ্রিয়া, পতিব্রতা, পবিত্রাঙ্গী, পুষ্পহাসপরায়ণা, প্রজাবতীসুতা, পৌত্রী, পুত্রপূজ্যা, পয়স্বিনী, পট্টিপাশধরা, পংক্তি, পিতৃলোকপ্রদায়িনী, পুরাণী, পুণ্যশীলা, প্রণতার্ত্তিবিনাশিনী অর্থাৎ ভক্তজনক্লেশহারিণী,

পতিব্রতা পবিত্রাঙ্গী পুষ্পহাসপরায়ণা।
প্রজ্ঞাবতীসুতা পৌত্রী পুত্রপূজ্যা পয়স্বিনী ॥ ৯৬ ॥
পট্টিপাশধরা পঙ্‌ক্তিঃ পিতৃলোকপ্রদায়িনী।
পুরাণী পুণ্যশীলা চ প্রণতার্ত্তিবিনাশিনী ॥ ৯৭ ॥
প্রদ্যুম্নজননী পুষ্টা পিতামহপরিগ্রহা।
পুণ্ডরীকপুরাবাসা পুণ্ডরীকসমাননা ॥ ৯৮ ॥
পৃথুজঙ্ঘা পৃথুভুজা পৃথুপাদা পৃথূদরী।
প্রবালশোভা পিঙ্গাক্ষী পীতবাসাঃ প্রচাপলা ॥ ৯৯ ॥
প্রসবা পুষ্টিদা পুণ্যা প্রতিষ্ঠা প্রণবা পতিঃ।
পঞ্চবর্ণা পঞ্চবাণী পঞ্চিকা পঞ্জরস্থিতা ॥ ১০০ ॥
পরমায়া পরজ্যোতিঃ পরপ্রীতিঃ পরাগতিঃ।
পরাকাষ্ঠা পরেশানী পাবিনী পাবকদ্যুতিঃ ॥১০১ ॥
পুণ্যভদ্রা পরিচ্ছেদ্যা পুষ্পহাসা পৃথূদরা।
পীতাঙ্গী পীতবসনা পীতশয্যা পিশাচিনী ॥ ১০২ ॥
পীতক্রিয়া পিশাচঘ্নী পাটলাক্ষী পটুক্রিয়া।
পঞ্চভক্ষপ্রিয়াচারা পূতনা প্রাণঘাতিনী ॥ ১০৩ ॥

প্রজ্ঞাবত্যাঃ সুতেত্যেকং নাম। পুত্রপূজ্যা পুত্রেণ পূজ্যেত্যর্থঃ ॥ ৯৬—৯৭ ॥

পুণ্ডরীকপুরং চিদম্বরক্ষেত্রম্ ॥ ৯৮—৯৯ ॥

প্রণবানাং প্রস্তোত্রীণাং দেবাঙ্গনানাং গতিঃ। পঞ্চবাণী বিস্তৃতা বাণী। পঞ্চিকা কাচিদ্দেবতা ॥ ১০০ ॥

পরপ্রীতিরিত্যেকং নাম ॥ ১০১—১০২ ॥

পঞ্চভক্ষা মকারপঞ্চকভক্ষা বামাচারিণস্তেষাং প্রিয় আচারো যস্যাঃ সা। পূতনেত্যেকং নাম ॥ ১০৩—১০৫ ॥

প্রদ্যুম্নজননী, পুষ্টা, পিতামহপরিগ্রহা অর্থাৎ ব্রহ্মাণী, পুণ্ডরীকপুরাবাসা, পুণ্ডরীকসমাননা অর্থাৎ চারুমুখী, পৃথুজঙ্ঘা, পৃথুভুজা, পৃথুপাদা, পৃথূদরী, প্রবালশোভা অর্থাৎ রক্তবর্ণা, পিঙ্গাক্ষী, পীতবাসাঃ, প্রচাপলা, প্রসবা, পুষ্টিদা, পুণ্যা, প্রতিষ্ঠা, প্রণবা, পতি, পঞ্চবর্ণা, পঞ্চবাণী, পঞ্চিকা, পঞ্জরস্থিতা, পরমায়া, পরজ্যোতিঃ, পরপ্রীতি, পরাগতি, পরাকাষ্ঠা, পরেশানী, পাবিনী, পাবকদ্যুতি, পুণ্যভদ্রা, পরিচ্ছেদ্যা, পুষ্পহাসা, পৃথূদরা, পীতাঙ্গী, পীতবসনা, পীতশয্যা, পিশাচিনী, পীতক্রিয়া, পিশাচঘ্নী, পাটলাক্ষী, পটুক্রিয়া, পঞ্চভক্ষপ্রিয়াচারা অর্থাৎ পঞ্চমকারকারী বামাচারিগণের প্রিয়া, পূতনা, প্রাণঘাতিনী, পুন্নাগবন-

পুন্নাগবনমধ্যস্থা পুণ্যতীর্থনিষেবিতা।
পঞ্চাঙ্গী চ পরাশক্তিঃ পরমাহ্লাদকারিণী ॥ ১০৪ ॥
পুষ্পকাণ্ডস্থিতা পূষা পোষিতাখিলবিষ্টপা।
পানপ্রিয়া পঞ্চশিখা পন্নগোপরিশায়িনী ॥ ১০৫ ॥
পঞ্চমাত্রাত্মিকা পৃথ্বী পথিকা পৃথুদোহিনী।
পুরাণন্যায়মীমাংসা পাটলী পুষ্পগন্ধিনী ॥ ১০৬ ॥
পুণ্যপ্রজা পারদাত্রী পরমার্গৈকগোচরা।
প্রবালশোভা পূর্ণাশা প্রণবা পল্লবোদরী ॥ ১০৭ ॥
ফলিনী ফলদা ফল্গুঃ ফুৎকারী ফলকাকৃতিঃ।
ফণীন্দ্রভোগশয়না ফণিমণ্ডলমণ্ডিতা ॥ ১০৮ ॥
বালবালা বহুমতা বালাতপনিভাংশুকা।
বলভদ্রপ্রিয়া বন্দ্যা বড়বা বুদ্ধিসংস্তুতা ॥ ১০৯ ॥
বন্দীদেবী বিলবতী বড়িশঘ্নী বলিপ্রিয়া।
বান্ধবী বোধিতা বুদ্ধির্বন্ধূককুসুমপ্রিয়া ॥ ১১০ ॥

পাটলীত্যেকং নাম ॥ ১০৬ ॥

প্রণবা প্রণবরূপিণী ॥ ১০৭ ॥

ফলিনীত্যাদীনি সপ্ত ফকারাদীনি নামানি ॥ ১০৮ ॥

বালবালেত্যারভ্য ব্রহ্মকঙ্কণসূত্রিণীত্যন্তানি পঞ্চাশৎ বকারাদীনি নামানি। তত্র ববয়োরভেদাৎ বকারাদীনি নামান্যপি কানিচিৎ পবর্গীয়াদিনামসু পঠ্যন্তে। বালবালা বালাদপি বালা ॥ ১০৯ ॥

বিলবতী বিলং কর্ম্ম ছিদ্রং তদ্বতী তদ্দ্রষ্ট্রীত্যর্থঃ। বড়িশং কপটং তস্য হন্ত্রী-ত্যর্থঃ ॥ ১১০—১১১ ॥

মধ্যস্থা, পুণ্যতীর্থনিষেবিতা, পঞ্চাঙ্গী, পরাশক্তি, পরমাহ্লাদকারিণী, পুষ্পকাণ্ডস্থিতা, পূষা, পোষিতাখিলবিষ্টপা, পানপ্রিয়া, পঞ্চশিখা, পন্নগোপরিশায়িনী, পঞ্চমাত্রাত্মিকা, পৃথ্বী, পথিকা, পৃথুদোহিনী, পুরাণন্যায়মীমাংসা অর্থাৎ তত্তৎগ্রন্থস্বরূপিণী, পাটলী, পুষ্পগন্ধিনী, পুণ্যপ্রজা, পারদাত্রী অর্থাৎ সাধককে ভবসাগরের পরপারে উত্তীর্ণ করিয়া থাকেন। পরমার্গৈকগোচরা অর্থাৎ মুক্তিপদবীর লক্ষ্যস্থানীয়া, প্রবালশোভা, পূর্ণাশা, প্রণবা এবং পল্লবোদরী ॥ ৯০—১০৭ ॥

নারদ! এক্ষণে তাঁহার ফকারাদি ও অন্যোক্ত নাম সকল কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ফলিনী, ফলদা, ফল্গু, ফুৎকারী, ফলকাকৃতি, ফণীন্দ্রভোগশয়না, ফণিমণ্ডলমণ্ডিতা, বালবালা, বহুমতা, বালাতপনিভাংশুকা অর্থাৎ রক্তবস্ত্রপরিধানা, বলভদ্রপ্রিয়া, বন্দ্যা,

বালভানুপ্রভাকারা ব্রাহ্মী ব্রাহ্মণদেবতা।
বৃহস্পতিস্তুতা বৃন্দা বৃন্দাবনবিহারিণী ॥ ১১১ ॥
বালাকিনী বিলাহারা বিলবাসা বহূদকা।
বহুনেত্রা বহুপদা বহুকর্ণাবতংসিকা ॥ ১১২ ॥
বহুবাহুযুতা বীজরূপিণী বহুরূপিণী।
বিন্দুনাদকলাতীতা বিন্দুনাদস্বরূপিণী ॥ ১১৩ ॥
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণা বদর্য্যাশ্রমবাসিনী।
বৃন্দারকা বৃহৎস্কন্ধা বৃহতী বাণপাতিনী ॥ ১১৪ ॥
বৃন্দাধ্যক্ষা বহুনুতা বনিতা বহুবিক্রমা।
বদ্ধপদ্মাসনাসীনা বিল্বপত্রতলস্থিতা ॥ ১১৫ ॥
বোধিদ্রুমনিজাবাসা বড়িস্থা বিন্দুদর্পণা।
বালা বাণাসনবতী বড়বানলবেগিনী ॥ ১১৬ ॥

বালাকিনী। বলাকানং বকপংক্তীনাং সমূহো বালাকং তদস্তি যস্যাঃ সা বালাকিনী। বিলহারা কর্ম্মছিদ্রভক্ষণকর্ত্রীত্যর্থঃ। বিলবাসা বিলে গুহারূপে বাসো যস্যাঃ সা ॥ ১১২—১১৩ ॥

বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণা গোধা তলনিহাকয়োরিতি মেদিনীকোশাৎ। গোধা হস্ততলত্রস্য ত্রাণমঙ্গুলিত্রাণঞ্চ বদ্ধং যয়া সা। বীরলক্ষণমেতৎ। বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণাঃ কালিন্দীমভিতো যযুরিতি মহাভারতে বিরাটপর্ব্বণি প্রসিদ্ধম্ ॥ ১১৪—১১৫ ॥

বড়িস্থা ডলয়োরভেদাদ্বলিস্থেত্যর্থঃ। বিন্দুরব্যক্তমায়াত্মকঃ স দর্পণো যস্যাঃ সা। তত্র প্রতিবিম্বিতত্বাৎ। মায়ায়া বিন্দুত্বঞ্চ। নমস্তে সমস্তেশি বিন্দুস্বরূপে ইতি প্রপঞ্চসারে স্পষ্টম্। বাণাসনবতী ধনুর্ধ্যহস্তেত্যর্থঃ ॥ ১১৬ ॥

বড়বা, বুদ্ধিসংস্তুতা, বন্দীদেবী, বিলবতী, বড়িশঘ্নী, বলিপ্রিয়া, বান্ধবী, বোধিতা, বুদ্ধি, বন্ধূককুসুমপ্রিয়া, বালভানুপ্রভাকারা অর্থাৎ রক্তবর্ণা, ব্রাহ্মী, ব্রাহ্মণদেবতা, বৃহস্পতিস্তুতা, বৃন্দা, বৃন্দাবনবিহারিণী, বালাকিনী, বিলাহারা, বিলবাসা, বহূদকা, বহুনেত্রা, বহুপদা, বহুকর্ণাবতংসিকা, বহুবাহুযুতা, বীজরূপিণী, বহুরূপিণী, বিন্দুনাদকলাতীতা, বিন্দুনাদস্বরূপিণী, বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণা, বদর্য্যাশ্রমবাসিনী, বৃন্দারকা, বৃহৎস্কন্ধা, বৃহতী, বাণপাতিনী, বৃন্দাধ্যক্ষা, বহুনুতা, বনিতা, বহুবিক্রমা, বদ্ধপদ্মাসনাসীনা, বিল্বপত্রতলস্থিতা, বোধিদ্রুমনিজাবাসা, বড়িস্থা, বিন্দুদর্পণা, বালা, বাণাসনবতী, বড়বানলবেগিনী, ব্রহ্মাণ্ডবহিরন্তঃস্থা অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপিণী এবং ব্রহ্মকঙ্কণসূত্রিণী অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদায়িনী। এক্ষণে তাঁহার ভকারাদি নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ভবানী, ভীষণবতী, ভাবিনী, ভয়হারিণী, ভদ্রকালী, ভুজঙ্গাক্ষী, ভারতী, ভারতাশয়া, ভৈরবী, ভীষণাকারা, ভূতিদা, ভূতিমালিনী, ভামিনী, ভোগনিরতা, ভদ্রদা, ভূরিবিক্রমা, ভূতবাসা, ভৃগুলতা, ভার্গবী, ভূসুরার্চ্চিতা, ভাগীরথী,

ব্রহ্মাণ্ডবহিরন্তঃস্থা ব্রহ্মকঙ্কণসূত্রিণী।
ভবানী ভীষণবতী ভাবিনী ভয়হারিণী ॥ ১১৭ ॥
ভদ্রকালী ভুজঙ্গাক্ষী ভারতী ভারতাশয়া।
ভৈরবী ভীষণাকারা ভূতিদা ভূতিমালিনী ॥ ১১৮ ॥
ভামিনী ভোগনিরতা ভদ্রদা ভূরিবিক্রমা।
ভূতবাসা ভৃগুলতা ভার্গবী ভূসুরার্চ্চিতা ॥ ১১৯ ॥
ভাগীরথী ভোগবতী ভবনস্থা ভিষগ্বরা।
ভামিনী ভোগিনী ভাষা ভবানী ভূরিদক্ষিণা ॥ ১২০ ॥
ভর্গাত্মিকা ভীমবতী ভববন্ধবিমোচিনী।
ভজনীয়া ভূতধাত্রীরঞ্জিতা ভুবনেশ্বরী ॥ ১২১ ॥
ভুজঙ্গবলয়া ভীমা ভেরুণ্ডা ভাগধেয়িনী।
মাতা মায়া মধুমতী মধুজিহ্বা মনুপ্রিয়া ॥ ১২২ ॥
মহাদেবী মহাভাগা মালিনী মীনলোচনা।
মায়াতীতা মধুমতী মধুমাংসা মধুদ্রবা ॥ ১২৩ ॥
মানবী মধুসম্ভূতা মিথিলাপুরবাসিনী।
মধুকৈটভসংহর্ত্রী মেদিনী মেঘমালিনী ॥ ১২৪ ॥
মন্দোদরী মহামায়া মৈথিলী মসৃণপ্রিয়া।
মহালক্ষ্মীর্মহাকালী মহাকন্যা মহেশ্বরী ॥ ১২৫ ॥

ব্রহ্মকঙ্কণসূত্রিণী ব্রহ্মশব্দেন ব্রহ্মবিদ্যাদানং লক্ষণয়া তদ্বিষয়কং যৎ কঙ্কণং সূত্রং তদস্তি যস্যাঃ সা। ব্রহ্মবিদ্যাপ্রচারেত্যর্থঃ। ভবানীত্যারভ্য ভাগধেয়িনীত্যন্তানি একোনচত্বারিংশদ্ভকারাদীনি নামানি ॥ ১১৭ ॥

ভারতাশয়া ভা স্বপ্রকাশা সংবিত্তস্যাং রতা যে জ্ঞানিনস্তেষু আশয়ো যস্যাঃ সা ॥ ১১৮-১২০ ॥

ভূতধাত্রীরঞ্জিতেত্যেকং নাম ॥ ১২১ ॥

মাতেত্যারভ্য মহিষাসুরমর্দ্দিনীত্যন্তানি চতুঃপঞ্চাশন্মকারাদীনি নামানি ॥ ১২২-১২৯ ॥

ভোগবতী, ভবনস্থা ভিষগ্বরা, ভামিনী, ভোগিনী, ভাষা, ভবানী, ভূরিদক্ষিণা, ভর্গাত্মিকা, ভীমবতী, ভববন্ধবিমোচিনী অর্থাৎ তাঁহার আরাধনায় ভবসংসারের বন্ধনও ছিন্ন হইয়া থাকে। ভজনীয়া, ভূতধাত্রী-রঞ্জিতা, ভুবনেশ্বরী, ভুজঙ্গবলয়া, ভীমা, ভেরুণ্ডা এবং ভাগধেয়িনী। অনন্তর তাঁহার মকারাদি নাম সকল কীর্ত্তিত হইতেছে শ্রবণ কর। মাতা, মায়া, মধুমতী, মধুজিহ্বা, মধুপ্রিয়া, মহাদেবী, মহাভাগা, মালিনী, মীনলোচনা, মায়া-

মাহেন্দ্রী মেরুতনয়া মন্দারকুসুমার্চ্চিতা।
মঞ্জুমঞ্জীরচরণা মোক্ষদা মঞ্জুভাষিণী ॥ ১২৬ ॥
মধুরদ্রাবিণী মুদ্রা মলয়া মলয়ান্বিতা।
মেধা মরকতশ্যামা মাগধী মেনকাত্মজা ॥ ১২৭ ॥
মহামারী মহাবীরা মহাশ্যামা মনুস্তুতা।
মাতৃকা মিহিরাভাসা মুকুন্দপদবিক্রমা ॥ ১২৮ ॥
মূলাধারস্থিতা মুগ্ধা মণিপূরকবাসিনী।
মৃগাক্ষী মহিষারূঢ়া মহিষাসুরমর্দ্দিনী ॥ ১২৯ ॥
যোগাসনা যোগগম্যা যোগা যৌবনকাশ্রয়া।
যৌবনী যুদ্ধমধ্যস্থা যমুনা যুগধারিণী ॥ ১৩০ ॥
যক্ষিণী যোগযুক্তা চ যক্ষরাজপ্রসূতিনী।
যাত্রা যানবিধানজ্ঞা যদুবংশসমুদ্ভবা ॥ ১৩১ ॥
যকারাদি-হকারান্তা যাজুষী যজ্ঞরূপিণী।
যামিনী যোগনিরতা যাতুধানভয়ঙ্করী ॥ ১৩২ ॥

যোগাসনেত্যারভ্য যাতুধানভয়ঙ্করীত্যন্তানি যকারাদীনি বিংশতিনামানি ॥ ১৩০ ॥
যক্ষরাজস্য প্রসূতিকা প্রসবিত্রী ॥ ১৩১—১৩২ ॥

তীতা, মধুমতী, মধুমাংসা, মধুদ্রবা, মানবী, মধুসংভূতা, মিথিলাপুরবাসিনী, মধুকৈটভ-সংহর্ত্রী, মেদিনী, মেঘমালিনী, মন্দোদরী, মহামায়া, মৈথিলী, মসৃণপ্রিয়া, মহালক্ষ্মী, মহাকালী, মহাকন্যা, মহেশ্বরী, মাহেন্দ্রী, মেরুতনয়া, মন্দারকুসুমার্চ্চিতা, মঞ্জুমঞ্জীরচরণা, মোক্ষদা, মঞ্জুভাষিণী, মধুরদ্রাবিণী, মুদ্রা, মলয়া, মলয়ান্বিতা, মেধা, মরকতশ্যামা, মাগধী, মেনকাত্মজা, মহামারী, মহাবীরা, মহাশ্যামা, মনুস্তুতা, মাতৃকা, মিহিরাভাসা অর্থাৎ সূর্য্যবৎ তেজস্বিনী, মুকুন্দপদবিক্রমা, মূলাধারস্থিতা, মুগ্ধা, মণিপূরনিবাসিনী, মৃগাক্ষী, মহিষারূঢ়া এবং মহিষাসুরমর্দ্দিনী ॥ ১০৮—১২৯ ॥

নারদ! এক্ষণে গায়ত্রীদেবীর যকারাদি নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। যোগাসনা, যোগাগম্যা, যোগা, যৌবনকাশ্রয়া, যৌবনী, যুদ্ধমধ্যস্থা, যমুনা, যুগধারিণী, যক্ষিণী, যোগযুক্তা, যক্ষরাজপ্রসূতিনী অর্থাৎ যক্ষরাজ কুবের তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন। যাত্রা, যানবিধানজ্ঞা, যদুবংশসমুদ্ভবা, যকারাদি-হকারান্তা অর্থাৎ তিনি সমস্ত অন্তঃস্বর্ণ স্বরূপিণী। যজুষী অর্থাৎ যজুর্ব্বেদাধিষ্ঠাত্রী, যজ্ঞরূপিণী, যামিনী, যোগনিরতা এবং যাতুধানভয়ঙ্করী ॥ ১৩০—১৩২ ॥

রুক্মিণী রমণী রামা রেবতী রেণুকা রতিঃ।
রৌদ্রী রৌদ্রপ্রিয়াকারা রামমাতা রতিপ্রিয়া ॥ ১৩৩ ॥
রোহিণী রাজ্যদা রেবা রসা রাজীবলোচনা।
রাকেশী রূপসম্পন্না রত্নসিংহাসনস্থিতা ॥ ১৩৪ ॥
রক্তমাল্যাম্বরধরা রক্তগন্ধানুলেপনা।
রাজহংসসমারূঢ়া রম্ভারক্তবলিপ্রিয়া ॥ ১৩৫ ॥
রমণীয়যুগাধারা রাজিতাখিলভূতলা।
রুরুচর্ম্মপরীধানা রথিনী রত্নমালিকা ॥ ১৩৬ ॥
রোগেশী রোগশমনী রাবিণী রোমহর্ষিণী।
রামচন্দ্রপদাক্রান্তা রাবণচ্ছেদকারিণী ॥ ১৩৭ ॥
রত্নবস্ত্রপরিচ্ছিন্না রথস্থা রুক্মভূষণা।
লজ্জাধিদেবতা লোলা ললিতা লিঙ্গধারিণী ॥ ১৩৮ ॥
লক্ষ্মীর্লোলা লুপ্তবিষা লোকিনী লোকবিশ্রুতা।
লজ্জা লম্বোদরী দেবী ললনা লোকধারিণী। ১৩৯ ॥
বরদা বন্দিতা বিদ্যা বৈষ্ণবী বিমলাকৃতিঃ।
বারাহী বিরজা বর্ষা বরলক্ষ্মীর্ব্বিলাসিনী ॥ ১৪০ ॥

রুক্মিণীত্যারভ্য রুক্মভূষণেত্যন্তানি সপ্তত্রিংশদ্রকারাদীনি নামানি ॥ ১৩৩—১৩৭ ॥
লজ্জেত্যারভ্য লোকধারিণীত্যন্তানি ত্রয়োদশ লকারাদীনি নামানি ॥ ১৩৮—১৩৯ ॥
বরদেত্যারভ্য বাল্মীকিপরিসেবিতেত্যন্তানি সপ্তত্রিংশদ্বকারাদীনি নামানি ॥১৪০-১৪৪॥

এইরূপ তাঁহার রকাদি নাম সকল যথা,—রুক্মিণী, রমণী, রামা, রেবতী, রেণুকা, রতি, রৌদ্রী, রৌদ্রপ্রিয়াকারা, রামমাতা, রতিপ্রিয়া, রোহিণী, রাজ্যদা, রেবা, রমা, রাজীবলোচনা অর্থাৎ পদ্মনয়না, রাকেশী অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্রস্বরূপা, রূপসম্পন্না, রত্নসিংহাসনস্থিতা, রক্তমাল্যাম্বরধরা, রক্তগন্ধানুলেপনা, রাজহংসসমারূঢ়া অর্থাৎ ব্রহ্মাণী, রম্ভা, রক্তবলিপ্রিয়া, রমণীয়যুগাধারা, রাজিতাখিলভূতলা, রুরুচর্ম্মপরীধানা, রথিনী, রত্নমালিকা, রোগেশী, রোগশমনী, রাবিণী, রোমহর্ষিণী, রামচন্দ্রপদাক্রান্তা, রাবণচ্ছেদকারিণী, রত্নচন্দ্রপরিচ্ছিন্না, রথস্থা এবং রুক্মভূষণা। এইরূপ তাঁহার অপর নাম, লজ্জা, লম্বোদরী, ললনা এবং লোকধারিণী ॥ ১৩৩—১৩৯ ॥

নারদ! এক্ষণে অন্তঃস্থবকারাদি নাম সকল কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। বরদা, বন্দিতা, বিদ্যা, বৈষ্ণবী, বিমলাকৃতি, বারাহী, বিরজা, বর্ষা, বরলক্ষ্মী, বিলাসিনী, বিনতা, ব্যোমমধ্যস্থা, বারিজাসনসংস্থিতা, বারুণী, বেণুসম্ভূতা, বীতিহোত্রা, বিরূপিণী, বায়ুমণ্ডল-

বিনতা ব্যোমমধ্যস্থা বারিজাসনসংস্থিতা।
বারুণী বেণুসম্ভূতা বীতিহোত্রা বিরূপিণী ॥ ১৪১ ॥
বায়ুমণ্ডলমধ্যস্থা বিষ্ণুরূপা বিধিক্রিয়া।
বিষ্ণুপত্নী বিষ্ণুমতী বিশালাক্ষী বসুন্ধরা ॥ ১৪২ ॥
বামদেবপ্রিয়া বেলা বজ্রিণী বসুদোহনী।
বেদাক্ষরপরীতাঙ্গী বাজপেয়ফলপ্রদা ॥ ১৪৩ ॥
বাসবী বামজননী বৈকুণ্ঠনিলয়া বরা।
ব্যাসপ্রিয়া বর্ম্মধরা বাল্মীকিপরিসেবিতা ॥ ১৪৪ ॥
শাকম্ভরী শিবা শান্তা শারদা শরণাগতিঃ।
শাতোদরী শুভাচারা শুম্ভাসুরবিমর্দ্দিনী ॥ ১৪৫ ॥
শোভাবতী শিবাকারা শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী।
শোণা শুভাশয়া শুভ্রা শিরঃসন্ধানকারিণী ॥ ১৪৬ ॥
শরাবতী শরানন্দা শরজ্জ্যোৎস্না শুভাননা।
শরভা শূলিনী শুদ্ধা শবরী শুকবাহনা ॥ ১৪৭ ॥
শ্রীমতী শ্রীধরানন্দা শ্রবণানন্দদায়িনী।
শর্ব্বাণী শর্ব্বরীবন্দ্যা ষড়্ভাষা ষড়্ঋতুপ্রিয়া ॥ ১৪৮ ॥
ষড়াধারস্থিতা দেবী ষণ্মুখপ্রিয়কারিণী।
ষড়ঙ্গরূপসুমতিসুরাসুরনমস্কৃতা ॥ ১৪৯ ॥

শাকম্ভরীত্যারভ্য শর্ব্বরীবন্দ্যেত্যন্তানি একোনত্রিংশৎ শকারাদীনি নামানি ॥১৪৫-১৪৮॥ ষড়্ভাষেত্যারভ্য ষড়ঙ্গরূপসুমতিসুরাসুরনমস্কৃতেত্যন্তানি পঞ্চ ষকারাদীনি নামানি। ষড়াধারা মূলাধারপ্রভৃতয়স্তত্র স্থিতানাং দেবীনাং দেবী স্বামিনী। ষড়ঙ্গরূপা যে সুমতি-সুরাস্তৈরসুরৈশ্চ নমস্কৃতেত্যর্থঃ ॥ ১৪৯ ॥

মধ্যস্থা, বিষ্ণুরূপা, বিধিক্রিয়া, বিষ্ণুপত্নী, বিষ্ণুমতী, বিশালাক্ষী, বসুন্ধরা, বামদেবপ্রিয়া, বেলা, বজ্রিনী, বসুদোহিনী, বেদাক্ষরপরীতাঙ্গী, বাজপেয়ফলপ্রদা, বাসবী, বামজননী, বৈকুণ্ঠনিলয়া, বরা, ব্যাসপ্রিয়া, বর্ম্মধরা এবং বাল্মীকিপরিসেবিতা ॥ ১৪০—১৪৪ ॥

এইরূপ তাঁহার শাকারাদি নাম সকল শাকম্ভরী, শিবা, শান্তা, শারদা, শরণাগতি, শাতোদরী, শুভাচারা, শুম্ভাসুরবিমর্দ্দিনী, শোভাবতী, শিবাকারা, শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী অর্থাৎ রুদ্রাণী, শোণা অর্থাৎ রক্তবর্ণা, শুভাশয়া, শুভ্রা, শিরঃসন্ধানকারিণী, শরাবতী, শরানন্দা শরজ্জ্যোৎস্না, শুভাননা, শরভা, শূলিনী, শুদ্ধা, শবরী, শুকবাহনা, শ্রীমতী, শ্রীধরানন্দা, শ্রবণানন্দদায়িনী, শর্ব্বাণী এবং শর্ব্বরীবন্দ্যা বলিয়া জানিবে। এইরূপ তাঁহার

সরস্বতী সদাধারা সর্ব্বমঙ্গলকারিণী।
সামগানপ্রিয়া সূক্ষ্মা সাবিত্রী সামসম্ভবা ॥ ১৫০ ॥
সর্ব্ববাসা সদানন্দা সুস্তনী সাগরাম্বরা।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রিয়া সিদ্ধিঃ সাধুবন্ধুপরাক্রমা ॥ ১৫১ ॥
সপ্তর্ষিমণ্ডলগতা সোমমণ্ডলবাসিনী।
সর্ব্বজ্ঞা সান্দ্রকরুণা সমানাধিকবর্জ্জিতা ॥ ১৫২ ॥
সর্ব্বোত্তুঙ্গা সঙ্গহীনা সদ্গুণা সকলেষ্টদা।
সরঘা সূর্য্যতনয়া সুকেশী সোমসংহতিঃ ॥ ১৫৩ ॥
হিরণ্যবর্ণা হরিণী হ্রীঙ্কারী হংসবাহিনী।
ক্ষৌমবস্ত্রপরীতাঙ্গী ক্ষীরাব্ধিতনয়া ক্ষমা ॥ ১৫৪ ॥
গায়ত্রী চৈব সাবিত্রী পার্ব্বতী চ সরস্বতী।
বেদগর্ভা বরারোহা শ্রীগায়ত্রী পরাম্বিকা ॥ ১৫৫ ॥)

সরস্বতীত্যারভ্য সোমসংহতিরিত্যন্তানি সপ্তবিংশতি সকারাদীনি নামানি। সাবিত্রী-ত্যেকং নাম ॥ ১৫০ ॥

সাধুবন্ধুপদক্রমা সাধূনাং স্বভক্তানাং যে বন্ধবো মিত্রাণি তেষু পদক্রমঃ পদসঞ্চারো যস্যাঃ স্বভক্তভক্তেষ্বপি দয়াবতীত্যর্থঃ ॥ ১৫১—১৫২ ॥

সরঘা মধুমক্ষিকা ॥ ১৫৩ ॥

হিরণ্যবর্ণেত্যাদীনি চত্বারি হকারাদীনি নামানি। ল,ড়য়োরভেদাল্লকারাদিনামভিরেব ল,কারাদিনামান্যপি সংগৃহীতানীতি মন্যতে মুনিঃ। ক্ষৌমবস্ত্রপরীতাঙ্গীত্যারভ্য ত্রীণি নামানি ক্ষকারাদীনি ॥ ১৫৪ ॥

গায়ত্র্যাদীনি অষ্টৌ নামানি মাতৃকাক্ষরক্রমরহিতানি ॥ ১৫৫ ॥

অপর নাম ষড়্ভাষা, ষড়্ঋতুপ্রিয়া, ষড়াধারস্থিতাদেবী অর্থাৎ মূলাধারাদি ষট্চক্রস্থিত দেবতারও দেবতা, ষণ্মুখপ্রিয়কারিণী, ষড়ঙ্গরূপসুমতিসুরাসুরনমস্কৃতা অর্থাৎ বেদাঙ্গরূপ দেবতা এবং অন্যান্য অসুরগণ কর্ত্তৃক পূজিতা ॥ ১৪৫—১৪৯ ॥

এইরূপ সরস্বতী, সদাধারা, সর্ব্বমঙ্গলকারিণী, সামগানপ্রিয়া, সূক্ষ্মা, সাবিত্রী, সাম-সম্ভবা, সর্ব্ববাসা, সদানন্দা, সুস্তনী, সাগরাম্বরা, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রিয়া, সিদ্ধি, সাধুবন্ধুপরাক্রমা অর্থাৎ সাধুদিগের রক্ষার জন্যই তাঁহার পরাক্রম। সপ্তর্ষিমণ্ডলগতা অর্থাৎ অরুন্ধতী-স্বরূপা, সোমমণ্ডলবাসিনী অর্থাৎ অমৃতরূপিণী, সর্ব্বজ্ঞা, সান্দ্রকরুণা, সমানাধিকবর্জ্জিতা, সর্ব্বোত্তুঙ্গা, সঙ্গহীনা, সদ্গুণা, সকলেষ্টদা, সরঘা, সূর্য্যতনয়া, সুকেশী, এবং সোম-সংহতি ॥ ১৫০—১৫৩ ॥ এইরূপ তাঁহার অপর নাম হিরণ্যবর্ণা, হরিণী, হ্রীংকারী, হংস-বাহিনী, ক্ষৌমবস্ত্রপরীতাঙ্গী, ক্ষীরাব্ধিতনয়া, ক্ষমা, গায়ত্রী, সাবিত্রী, পার্ব্বতী, সরস্বতী, বেদগর্ভা, বরারোহা, শ্রীগায়ত্রী এবং পরাম্বিকা বলিয়া জানিবে ॥ ১৫৪—১৫৫ ॥

ইতি সাহস্রকং নাম্নাং গায়ত্র্যাশ্চৈব নারদ।
পুণ্যদং সর্ব্বপাপঘ্নং মহাসম্পত্তিদায়কম্ ॥ ১৫৬ ॥
এবং নামানি গায়ত্র্যাস্তোষোৎপত্তিকরাণি হি।
অষ্টম্যাঞ্চ বিশেষেণ পঠিতব্যং দ্বিজৈঃ সহ ॥ ১৫৭ ॥
জপং কৃত্বা হোমপূজাধ্যানং কৃত্বা বিশেষতঃ।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং গায়ত্র্যাস্তু বিশেষতঃ ॥ ১৫৮ ॥
সুভক্তায় সুশিষ্যায় বক্তব্যং ভূসুরায় বৈ।
ভ্রষ্টেভ্যঃ সাধকেভ্যশ্চ বান্ধবেভ্যো ন দর্শয়েৎ ॥ ১৫৯ ॥
যদ্গৃহে লিখিতং শাস্ত্রং ভয়ং তস্য ন কস্যচিৎ।
চঞ্চলাপি স্থিরা ভূত্বা কমলা তত্র তিষ্ঠতি ॥ ১৬০ ॥
ইদং রহস্যং পরমং গুহ্যাদ্গুহ্যতরং মহৎ।
পুণ্যপ্রদং মনুষ্যাণাং দরিদ্রাণাং নিধিপ্রদম্ ॥ ১৬১ ॥
মোক্ষপ্রদং মুমুক্ষূণাং কামিনাং সর্ব্বকামদম্।
রোগাদ্বৈ মুচ্যতে রোগী বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ১৬২ ॥

(এবং (এবং নাম্নাং সহস্রমুক্ত্বা অধুনা তন্মাহাত্ম্যং বক্তুমুপক্রমতে ইতীতি ॥১৫৬—১৬২॥

নারদ! এই আমি তোমার নিকট গায়ত্রীর সহস্র নাম কীর্ত্তন করিলাম। ইহা শ্রবণ করিলে পুণ্যোৎপত্তি হয় এবং সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হইয়া অতুল ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে ॥ ১৫৬ ॥ বিশেষতঃ অষ্টমী তিথিতে ধ্যান, পূজা, হোম ও জপ করিয়া, পরে ব্রাহ্মণগণের সহিত একত্রে পাঠ করিলে সর্ব্বরূপ সন্তোষ লাভ হইয়া থাকে। নারদ! গায়ত্রীদেবীর এই অষ্টোত্তর সহস্র নাম যাহাকে তাহাকে প্রদান করিও না। যে ব্যক্তি অতিশয় ভক্ত, ব্রাহ্মণ ও অনুগত শিষ্য হইবে তাহাকেই ইহার বিষয় বলিবে। পরন্তু, যদি কোন ভ্রষ্টাচার সাধক পরম বন্ধুও হয়, তথাপি তাহাকে দর্শন করাইবে না ॥১৫৭-১৫৯॥ এই অষ্টোত্তর সহস্র নাম যে গৃহে লিখিত থাকে, সেই গৃহে কোনও রূপ ভয় থাকে না; পরন্তু কমলা চঞ্চলা হইলেও স্থিরতা অবলম্বন করতঃ নিয়তই সেই গৃহে বাস করিয়া থাকেন ॥ ১৬০ ॥ এই অতিগুহ্য পরম মহৎ রহস্য সকল মনুষ্যেরই পুণ্য, দরিদ্রগণের নিধি, মুমুক্ষুর মোক্ষ এবং সকলের সকল অভিলাষই প্রদান করিয়া থাকে। অধিক কি, ইহা পাঠ করিলে পর রোগী রোগ হইতে এবং বদ্ধ বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, সুবর্ণহরণ, গুরুদারগমন, অসৎপ্রতিগ্রহ ও অভক্ষ্যভক্ষণ প্রভৃতি

ব্রহ্মহত্যাসুরাপানসুবর্ণস্তেয়িনো নরাঃ।
গুরুতল্পগতো বাপি পাতকাৎ মুচ্যতেসকৃৎ ॥ ১৬৩ ॥
অসৎপ্রতিগ্রহাচ্চৈবাভক্ষ্যভক্ষাদ্বিশেষতঃ।
পাষণ্ডানৃতমুখ্যেভ্যঃ পঠনাদেব মুচ্যতে ॥ ১৬৪ ॥
ইদং রহস্যমমলং ময়োক্তং পদ্মজোদ্ভব!।
ব্রহ্মসাযুজ্যদং নৃণাং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥ ১৬৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে গায়ত্রীসহস্রনামস্তোত্রকথনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

কা কথাস্তেষাং পাপানাং ব্রহ্মহত্যাদিগুরুতরপাপান্যপি নশ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৬৩—১৬৫ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

গুরুতর পাপ সকল বিনষ্ট হয়। পাষণ্ড ও মিথ্যাবাদিগণ ইহা পাঠ করিয়াও পবিত্র হইতে পারে ॥ ১৬১—১৬৪ ॥ নারদ! এই পরম রহস্যটী আমি তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম; ইহা দ্বারা সমস্ত মানবেই ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করিতে পারে ইহাতে কোনও সংশয় নাই ॥ ১৬৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে গায়ত্রীদেবীর অষ্টোত্তর সহস্র নাম কীর্ত্তন নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

শ্রুতং সহস্রনামাখ্যং শ্রীগায়ত্রীফলপ্রদম্।
স্তোত্রং মহোন্নতিকরং মহাভাগ্যকরং পরম্॥ ১॥
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি দীক্ষালক্ষণমুত্তমম্।
বিনা যেন ন সিধ্যেত দেবীমন্ত্রেঽধিকারিতা॥ ২॥
ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং বিশাং স্ত্রীণাং তথৈব চ।
সামান্যবিধিনা সর্ব্বং বিস্তরেণ বদ প্রভো!॥ ৩॥

শ্রীনারায়ণ উবাচ।

শৃণু দীক্ষাং প্রবক্ষ্যামি শিষ্যাণাং ভাবিতাত্মনাম্।
দেবাগ্নিগুরুপূজাদাবধিকারো যয়া ভবেৎ॥ ৪॥

পঞ্চপঞ্চাশদধিকৈঃ শতশ্লোকৈরতঃ পরম্।
দীক্ষাবিধিং সমাসেন বক্তি নারায়ণো মুনিঃ॥

অত্রাধুনিকপুস্তকেষু অষ্টাবধ্যায়া বৈষ্ণবতন্ত্রস্থাঃ কেনচিৎ প্রক্ষিপ্তা দৃশ্যন্তে। তত্র শক্তিদীক্ষাপ্রকরণে তৎকথনস্যাসঙ্গতেঃ প্রাচীনপুস্তকেষু তেষামদর্শনাচ্চ সোঽপপাঠঃ। ততঃ প্রাচীনপুস্তকপাঠমনুরুধ্যৈব ব্যাখ্যায়তে। সহস্রনামশ্রবণোত্তরং নারদঃ পৃচ্ছতি শ্রুতং সহস্রনামেতি॥ ১॥

দীক্ষালক্ষণং দীক্ষাবিধিস্বরূপমিত্যর্থঃ॥ ২॥

ব্রাহ্মণানামিত্যর্দ্ধস্য দেবীমন্ত্রেঽধিকারিতেতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ॥ ৩॥

যয়া ভবেদিতি। তদুক্তম্। অদীক্ষিতস্য মরণং রৌরবায় প্রকল্পতে। ন পূজাদ্যধিকারোঽস্তি বিনা দীক্ষাং বরাননে"ইতি॥ ৪॥

নারদ কহিলেন, ভগবন্! মহাভাগ্যকর ও সম্পত্তিবৃদ্ধিকর এবং গায়ত্রীফলপ্রদ সহস্র নামস্তোত্র শ্রবণ করিলাম; এক্ষণে, যে দীক্ষা ব্যতিরেকে কিছুই সিদ্ধ হয় না, অধিক কি যাহা ব্যতিরেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র অথবা স্ত্রীলোকদিগের দেবীমন্ত্রে অধিকারই জন্মে না; আমি সেই দীক্ষার লক্ষণ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। প্রভো! আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার সামান্য ও বিশেষ বিধি সকল কীর্ত্তন করুন॥ ১—৩॥

নারায়ণ কহিলেন; নারদ! শুদ্ধচিত্ত শিষ্যগণের দীক্ষা বিধির কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। এই দীক্ষা হইলে পর তবে সকলের দেবপূজাদিতে অধিকার হইবে ইহাই জানিও॥ ৪॥ বেদতন্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতগণ কহেন, যাহা দ্বারা দিব্যজ্ঞানের উৎপত্তি এবং

দিব্যং জ্ঞানং হি যা দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপক্ষয়ন্তু যা ।
সৈব দীক্ষেতি সংপ্রোক্তা বেদতন্ত্রবিশারদৈঃ ॥ ৫ ॥
অবশ্যং সা তু কর্ত্তব্যা যতো বহুফলা মতা ।
গুরুশিষ্যাবুভাবত্রাপ্যতিশুদ্ধাবপেক্ষিতৌ ॥ ৬ ॥
গুরুস্তু বিধিবৎ প্রাতঃকৃত্যং সর্ব্বং বিধায় চ ।
স্নানসন্ধ্যাদিকং সর্ব্বং যথাবিধি বিধায় চ ॥ ৭ ॥
কমণ্ডলুকরো মৌনী গৃহং যায়াৎ সরিত্তটাৎ ।
যাগমণ্ডপমাসাদ্য বিশেত্তত্রাসনে বরে ॥ ৮ ॥
আচম্য প্রাণানায়ম্য গন্ধপুষ্পবিমিশ্রিতম্ ।
সপ্তবারাস্ত্রমন্ত্রেণ জপ্তং বারি সুসাধয়েৎ ॥ ৯ ॥
বারিণা তেন মতিমানস্ত্রমন্ত্রং সমুচ্চরন্ ।
প্রোক্ষয়েদ্দ্বারমখিলং ততঃ পূজাং সমাচরেৎ ॥ ১০ ॥

দীক্ষাপদার্থমাহ দিব্যং জ্ঞানমিতি। দাণ্ দানে ক্ষি ক্ষয়ে ইতি ধাতুদ্বয়নিষ্পন্নো দীক্ষা-শব্দ ইত্যর্থঃ । যা দীক্ষা ক্রিয়া ॥ ৫ ॥

অতিশুদ্ধৌ মাতৃতঃ পিতৃতঃ আচারতশ্চেত্যর্থঃ। তদুক্তং শারদায়াং মাতৃতঃ পিতৃতঃ শুদ্ধ ইতি ॥ ৬ ॥

বিধিবদিতি। পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ ॥ ৭ ॥

যাগমণ্ডপং দীক্ষাস্থানম্। মণ্ডপশব্দেন কুণ্ডমণ্ডপোক্তবিধিনা ষোড়শহস্তপরিমিতঃ কুণ্ডমণ্ডপঃ কর্ত্তব্য ইতি সূচিতম্। তদুক্তং পিঙ্গলামতে। কলাকরপ্রমাণঃ স্যাৎ মণ্ডপো মুখ্য এব চেতি। তদ্বিধিশ্চ গ্রন্থান্তরাদবসেয়ঃ ॥ ৮ ॥

অস্ত্রমন্ত্রেতি। অর্ঘ্যপাত্রে জলং গৃহীত্বা গন্ধপুষ্পে প্রক্ষিপ্য সপ্তবারং ফড়িত্যস্ত্রমন্ত্রে-ণাভিমন্ত্রয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

অস্ত্রমন্ত্রং ফট্ মন্ত্রম্। দ্বারং মণ্ডপদ্বারম্। দ্বারমিতি জাত্যৈকবচনাচ্চত্বারি মণ্ডপদ্বারাণী-ত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

সমস্ত পাপের বিনাশ হয়, তাহাকেই দীক্ষা কহে ॥ ৫ ॥ এই বহুফলপ্রদ দীক্ষা গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পরন্তু, এই দীক্ষাকার্য্যে গুরু এবং শিষ্য উভয়েরই স্বতঃ এবং আচা-রতঃ শুদ্ধ হওয়া উচিৎ ॥ ৬ ॥ গুরু প্রথমতঃ প্রাতঃকৃত্যাদি সমস্ত কার্য্য যথাবিধানে সমাপন করিয়া পরে স্নান ও সন্ধ্যাদি সমস্ত কার্য্য সমাপন করিবে, অনন্তর সরিত্তট হইতে কমণ্ডলু গ্রহণ ও মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইবে। তৎপরে, দীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিয়া আসনোপরি উপবেশন করিবে ॥ ৭—৮ ॥ পরে আচমন এবং প্রাণায়াম করিয়া অর্ঘপাত্রে জল গ্রহণ করিবে, তদনন্তর তাহাতে গন্ধপুষ্প নিক্ষেপ করিয়া ফট্কার মন্ত্র দ্বারা সপ্তবার সেই জল অভিমন্ত্রিত করিবে ॥ ৯ ॥ পরে, সেই অভিমন্ত্রিত জল দ্বারা ফট্মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ মণ্ডপদ্বার সকল সিক্ত করিয়া পূজা আরম্ভ

ঊর্দ্ধোদুম্বরকে দেবং গণনাথং তথা শ্রিয়ম্ ।
সরস্বতীং নামমন্ত্রৈঃ পূজয়েদ্গন্ধপুষ্পকৈঃ ॥ ১১ ॥
দ্বারদক্ষিণশাখায়াং গঙ্গাং বিঘ্নেশমর্চ্চয়েৎ ।
দ্বারস্য বামশাখায়াং ক্ষেত্রপালঞ্চ সূর্য্যজাম্ ॥ ১২ ॥
দেহল্যাং পূজয়েদস্ত্রদেবতামস্ত্রমন্ত্রতঃ ।
সর্ব্বং দেবীময়ং দৃশ্যমিতি সঞ্চিন্ত্য সর্ব্বতঃ ॥ ১৩ ॥
দিব্যানুৎসারয়েদ্বিঘ্নানস্ত্রমন্ত্রজপেন তু ।
অন্তরিক্ষগতান্ বিঘ্নান্ পাদঘাতৈস্তু ভূমিগান্ ॥ ১৪ ॥
বামাশাখাং স্পৃশন্ পশ্চাৎ প্রবিশেদ্দক্ষিণাঙ্‌ঘ্রিণা ।
প্রবিশ্য কুম্ভং সংস্থাপ্য সামান্যার্ঘ্যং বিধায় চ ॥ ১৫ ॥
তেন চার্ঘ্যজলেনাপি নৈঋ৴ত্যাং দিশি পূজয়েৎ ।
বাস্তুনাথং পদ্মযোনিং গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ ॥ ১৬ ॥

ঊর্দ্ধোদুম্বরকে দ্বারস্যোর্দ্ধফলকপ্রথমপ্রান্তে গণনাথং মধ্যে লক্ষ্মীং দ্বিতীয়প্রান্তে সরস্বতীঞ্চ পূজয়েদিত্যর্থঃ । নামমন্ত্রৈর্গণেশায় নম ইত্যাদিভিঃ ॥ ১১ ॥

গঙ্গাং প্রথমতঃ সংপূজ্য তদ্বামভাগে বিঘ্নেশমর্চ্চয়েদিত্যর্থঃ। তথা ক্ষেত্রপালং প্রথমতস্তদ্বামভাগে সূর্য্যজাং যমুনাং পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

দেহল্যামধোদেহল্যাং অস্ত্রমন্ত্রতঃ ফট্ মন্ত্রতঃ। অনন্তরং মণ্ডপমধ্যে সর্ব্বদেবীময়মস্তীতি বিভাব্যোর্দ্ধং পশ্যন্ দিবি ভবান্ বিঘ্নানুৎসারয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

পাদঘাতৈস্ত্রিভির্ভৌমান্ বিঘ্নানুৎসারয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

অনন্তরং অন্তঃস্থিতবিঘ্ননির্গমনার্থং মার্গং পরিত্যজ্য দ্বারবামশাখাং স্পৃশন্ দক্ষিণাঙ্‌ঘ্রিমগ্রে দত্ত্বা মণ্ডপে প্রবিশেদিত্যাহ বামশাখামিতি। অন্তঃস্থিতা বিঘ্না নির্গচ্ছন্তি অহং স্বস্তঃ

করিবে ॥ ১০ ॥ প্রথমতঃ দ্বারের ঊর্দ্ধদেশের প্রথম প্রান্তে গণনাথকে, দ্বিতীয় প্রান্তে সরস্বতীকে ও মধ্যে লক্ষ্মীদেবীকে স্ব স্ব মন্ত্র দ্বারা আবাহান করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে ॥ ১১ ॥ পরে, দ্বারের দক্ষিণ শাখায় গঙ্গা ও বিঘ্নেশের এবং বামশাখায় ক্ষেত্রপাল ও সূর্য্যজা অর্থাৎ যমুনার পূজা করিবে ॥ ১২ ॥ এইরূপ, দ্বারদেশের অধোদেহলীভাগে ফট্ মন্ত্র দ্বারা অস্ত্র দেবতার পূজা করিয়া সমস্ত মণ্ডপটীকে দেবীময় চিন্তা করিয়া তন্ময় দর্শন করিবে ॥ ১৩ ॥ পরে, ফট্ মন্ত্র জপ করতঃ দিব্য বিঘ্ন ও অন্তরিক্ষগত বিঘ্ন সকল নাশ করিয়া বামপাদের তিনটী পার্ষ্ণিঘাত দ্বারা ভূমিগত বিঘ্ন সকল নাশ করিবে ॥ ১৪ ॥ অনন্তর, বামশাখা স্পর্শ করিয়া অগ্রে দক্ষিণ পদ নিক্ষেপ করতঃ মণ্ডপমধ্যে প্রবেশ করিবে। পরে শান্তিকুম্ভ স্থাপন করিয়া সামান্যার্ঘ্য বিধান করিবে ॥ ১৫ ॥ অনন্তর, গন্ধপুষ্প ও আতপ তণ্ডুল এবং সেই অর্ঘ্যজল দ্বারা নৈঋ৴ত দিকে, বাস্তুনাথ ও পদ্মযোনির পূজা করিয়া পঞ্চ

ততঃ কুর্য্যাৎ পঞ্চগব্যং তেন চার্ঘ্যোদকেন চ।
তোরণস্তম্ভপর্য্যন্তং প্রোক্ষয়েৎ মণ্ডপং গুরুঃ ॥ ১৭ ॥
সর্ব্বং দেবীময়ং চেদং ভাবয়েন্মনসা কিল।
মূলমন্ত্রং জপন্ ভক্ত্যা প্রোক্ষণং স্যাৎ শরাণুনা ॥ ১৮ ॥
শরমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য তাড়য়েৎ মণ্ডপক্ষমাম্।
হুংমন্ত্রন্তু সমুচ্চার্য্য কুর্য্যাদভ্যুক্ষণং ততঃ ॥ ১৯ ॥
ধূপয়েদন্তরং ধূপৈর্ব্বিকিরান্ বিকিরেত্ততঃ।
মার্জ্জয়েত্তাংস্তু মার্জ্জন্যা কুশনির্ম্মিতয়া পুনঃ ॥ ২০ ॥
ঈশানদিশি তৎ পুঞ্জং কৃত্বা সংস্থাপয়েন্মুনে।
পুণ্যাহবাচনং কৃত্বা দীনানাথাংশ্চ তোষয়েৎ ॥ ২১ ॥
বিশেন্মৃদ্বাসনে পশ্চান্নমস্কৃত্য গুরুং নিজম্।
প্রাঙ্মুখো বিধিবদ্ধ্যাত্বা দেয়মন্ত্রস্য দেবতাম্ ॥ ২২ ॥

প্রবিশামীতি ভাবয়ন্ প্রবিশেদিতি তাৎপর্য্যম্। সামান্যার্ঘ্যং পূর্ব্ববৎ ॥ ১৫—১৭ ॥
শরাণুনাস্ত্রমন্ত্রেণ ॥ ১৮ ॥
মণ্ডপক্ষমাং মণ্ডপভুবম্ ॥ ১৯ ॥
বিকিরানিতি। তদুক্তং চিদ্বল্লীতন্ত্রে। লাজচন্দনসিদ্ধার্থভস্মদূর্ব্বাঙ্কুরাক্ষতাঃ। বিকিরা ইতি সন্দিষ্টাঃ সর্ব্ববিঘ্নৌঘনাশনা ইতি। তাংস্তিতি। তান্ বিকিরানিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥
তৎপুঞ্জমিতি। তস্মিন্ পুঞ্জেঽগ্রে বর্দ্ধনীস্থাপনং বক্ষ্যতি ॥ ২১ ॥
দেয়মন্ত্রস্যেতি। শিষ্যস্য যো দেয়ো মন্ত্রস্তস্য দেবতামিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

গব্য শোধন করিবে। পরে, তদ্বারা এবং সেই পূর্ব্বোক্ত অর্ঘ্যোদক দ্বারা তোরণস্তম্ভ পর্য্যন্ত সমস্ত মণ্ডপ প্রোক্ষিত করিবে ॥ ১৬-১৭ ॥ পরন্তু, প্রোক্ষণ করিবার সময় মনে মনে সমস্তই দেবীময় চিন্তা করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে ফট্‌কার মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষণ করিবে ॥ ১৮ ॥ অনন্তর, কর্ত্তা ফট্ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মণ্ডপস্থান তাড়না করিবে। পরে, হুং মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ তাহার অভ্যুক্ষণ করিবে ॥ ১৯ ॥ তৎপরে তাহার অভ্যন্তর ধূপদ্বারা প্রধূপিত করিবে এবং তন্মধ্যে অক্ষত সকল বিকীর্ণ করিয়া কুশনির্ম্মিত সংমার্জ্জনী দ্বারা পরিষ্কার করিবে ॥ ২০ ॥ তদনন্তর সেই তণ্ডুলপুঞ্জ ঈশানকোণে স্থাপন করিয়া পুণ্যাহবাচন করিবে এবং তৎপরে দীন ও অনাথ ব্যক্তিগণকে দানাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিবে ॥ ২১ ॥ এই সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া পরে নিজ গুরুকে প্রণাম করতঃ দেয় ইষ্টদেবতাকে ধ্যান করিয়া পূর্ব্বমুখে মৃদু আসনোপরি উপবেশন করিবে ॥ ২২ ॥ সাধক!

ভূতশুদ্ধ্যাদিকং কৃত্বা পূর্ব্বোক্তেনৈব বর্ত্মনা।
ঋষ্যাদিন্যাসকং কুর্য্যাদ্দেয়মন্ত্রস্য বৈ মুনে ॥ ২৩ ॥
ন্যসেন্মুনিস্তু শিরসি মুখে চ্ছন্দঃ সমীরিতম্।
দেবতাং হৃদয়াম্ভোজে গুহ্যে বীজন্তু পাদয়োঃ ॥ ২৪ ॥
শক্তিং বিন্যস্য পশ্চাত্তু তালত্রয়রবাত্ততঃ।
দিগ্‌বন্ধং কারয়েৎ পশ্চাৎ ছোটিকাভিস্ত্রিভির্নরঃ ॥ ২৫ ॥
প্রাণায়ামং ততঃ কৃত্বা মূলমন্ত্রমনুস্মরন্।
মাতৃকাং বিন্যসেদ্দেহে তৎপ্রকারস্তথোচ্যতে ॥ ২৬ ॥
ওঁ অংনম ইতি প্রোচ্য ন্যসেচ্ছিরসি মন্ত্রবিৎ।
এবমেব তু সর্ব্বেষু ন্যসেৎ স্থানেষু বৈ মুনে ॥ ২৭ ॥
মূলমন্ত্রষড়ঙ্গঞ্চ ন্যসেদঙ্গেষু সত্তমঃ।
অঙ্গুষ্ঠাদিম্বঙ্গুলীষু হৃদয়াদিষু চ ক্রমাৎ ॥ ২৮ ॥

পূর্ব্বোক্তেনৈকাদশস্কন্ধোক্তপ্রকারেণ ॥ ২৩ ॥

ঋষ্যাদিন্যাসস্থানান্যাহ ন্যসেদিতি ॥ ২৪ ॥

তালত্রয়রবাদিতি। তালত্রয়শব্দেন দিব্যান্তরিক্ষভৌমবিঘ্নানুৎসার্য্য চ্ছোটিকাভির্দিগ্বন্ধং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৫—২৬ ॥

ওং অং নম ইতি। ওঁ অং নমঃ ওং আং নমঃ ওং ইং নম ইত্যাদিপ্রকারেণ শিরআদি-স্থানেষু মাতৃকান্যাসপ্রকরণে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধেষু ন্যসেদিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

মূলমন্ত্রেতি। দেয়মন্ত্রস্যেত্যর্থঃ। স চ ষড়ঙ্গস্তত্তৎকল্পে প্রসিদ্ধঃ। ষড়ঙ্গন্যাসস্থানান্যাহ অঙ্গুষ্ঠাদিম্বিতি ॥ ২৮ ॥

ইহার পর পূর্ব্বকথিত নিয়মানুসারে ভূতশুদ্ধ্যাদি কার্য্য করিয়া বক্ষ্যমাণ প্রকারে দেয়মন্ত্রের ঋষ্যাদিন্যাস করিবে। অর্থাৎ মস্তকে ঋষি, মুখে ছন্দঃ, হৃদয়ে ইষ্টদেবতা, গুহ্যে বীজ এবং পদদ্বয়ে শক্তিন্যাস করিয়া তালত্রয় দ্বারা অন্তরিক্ষ ও ভৌমবিঘ্ন সকল নিরাকরণ করিয়া পশ্চাৎ ছোটিকাত্রয় দ্বারা দিগ্বন্ধন করিবে ॥ ২৩—২৫ ॥ তদনন্তর দেয় ইষ্টদেবতার মূলমন্ত্র দ্বারা প্রাণায়াম করিয়া নিজদেহে মাতৃকান্যাস করিবে; অর্থাৎ ওঁ অং নমঃ শিরসি, ওঁ আং নমঃ মুখে, ওঁ ইং নমঃ দক্ষিণ চক্ষুষি, ওঁ ঈং নমঃ বামচক্ষুষি ইত্যাদি ক্রমে যথাস্থানে সমস্ত বর্ণ সকলের ন্যাস করিবে ॥ ২৬—২৭ ॥ অনন্তর, অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলিতে করাঙ্গন্যাস করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা বক্ষ্যমাণ প্রকারে হৃদয়াদি ষড়ঙ্গে অঙ্গন্যাস করিবে অর্থাৎ ওঁ হৃদয়ায় নমঃ বলিয়া হৃদয়, ওঁ শিরসে স্বাহা বলিয়া মস্তক, ওঁ শিখায়ৈ বষট্ বলিয়া শিখা,

নমঃ স্বাহা বষড়্যুক্তৈর্হুং-বৌষট্-ফট্-পদান্বিতৈঃ।
প্রণবাদিযুতৈর্ম্মন্ত্রৈঃ ষড্ভিরেবং ষড়ঙ্গকম্॥ ২৯॥
বর্ণন্যাসাদিকং পশ্চান্মূলমন্ত্রস্য যোজয়েৎ।
স্থানেষু তত্তৎকল্পোক্তেম্বিতি ন্যাসবিধিঃ স্মৃতঃ॥ ৩০॥
ততো নিজে শরীরেঽস্মিংশ্চিন্তয়েদাসনং শুভম্।
দক্ষাংসে চ ন্যসেদ্ধর্ম্মং বামাংসে জ্ঞানমেব চ॥ ৩১॥
বামোরৌ চাপি বৈরাগ্যং দক্ষোরাবথ বিন্যসেৎ।
ঐশ্বর্য্যং মুখদেশে তু মুনে! ধ্যায়েদধর্ম্মকম্॥ ৩২॥
বামপার্শ্বেনাভিদেশে দক্ষপার্শ্বে তথা পুনঃ।
নঞাদীংশ্চাপি জ্ঞানাদীন্ পূর্ব্বোক্তানেব বিন্যসেৎ॥ ৩৩॥
পাদা ধর্ম্মাদয়ঃ প্রোক্তাঃ পীঠস্য মুনিসত্তম!।
অধর্ম্মাদ্যাস্ত গাত্রাণি স্মৃতানি মুনিপুঙ্গবৈঃ॥ ৩৪॥

নমঃ স্বাহেতি। হৃদয়ায় নমঃ। শিরসে স্বাহা। শিখায়ৈ বষট্। কবচায় হুম্। নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। অস্ত্রায় ফড়েবং রীত্যেত্যর্থঃ॥ ২৯—৩০॥

ততো নিজদেহে বক্ষ্যমাণক্রমেণ দেব্যা আসনং কল্পয়েদিত্যাহ ততো নিজে ইতি। তমেব ক্রমমাহ দক্ষাংসে ইতি॥ ৩১—৩২॥

নঞাদীনিতি। নঞ্পূর্ব্বানিত্যর্থঃ। তথাচাধর্ম্মায় নমঃ। অজ্ঞানায় নমঃ। অবৈরাগ্যায় নমঃ। অনৈশ্বর্য্যায় নম ইতি মন্ত্রাঃ সম্পন্নাঃ॥ ৩৩॥

তস্মিন্ কল্পিতে আসনে পর্য্যঙ্ককল্পনামাহ পাদা ধর্ম্মাদয় ইতি। পাদাঃ পর্য্যঙ্কখুরা ধর্ম্মাদয়ো জ্ঞেয়া ইত্যর্থঃ। অধর্ম্মাদয়স্ত পর্য্যঙ্কগাত্রাণীতি জ্ঞেয়া ইত্যর্থঃ॥ ৩৪॥

ওঁ কবচায় হুং বলিয়া কবচ, ওঁ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ বলিয়া নেত্র এবং ওঁ অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া করতলপৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া ষড়ঙ্গন্যাস করিবে॥ ২৮—২৯॥ অনন্তর, তৎতৎকল্পোক্ত স্থানে মূলমন্ত্রের বর্ণন্যাসাদি করিয়া ন্যাস কার্য্য সমাপন করিবে॥ ৩০॥

নারদ! ইহার পর নিজ শরীরে শুভ আসন কল্পনা করিয়া, তাহার দক্ষিণাংশে ধর্ম্ম, বামাংশে জ্ঞান, বাম উরুর বৈরাগ্য, দক্ষিণ উরুর ঐশ্বর্য্য, মুখদেশে অধর্ম্ম, বামপার্শ্বে অজ্ঞান, নাভিদেশে অবৈরাগ্য এবং দক্ষিণপার্শ্বে অনৈশ্বর্য্যের ন্যাস করিবে॥ ৩১—৩৩॥ নারদ! সেই শরীরকল্পিত আসনের পায়া-সকল ধর্ম্মাদিকে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল অধর্ম্মাদিকে চিন্তা করিবে॥৩৪॥ সেই আসনের মধ্যে হৃদয়স্থানে অনন্তদেবকে মৃদুশয্যা স্বরূপ

মধ্যেঽনন্তং হৃদি স্থানে ন্যসেন্মৃদ্বাসনে স্থলে।
প্রপঞ্চপদ্মং বিমলং তস্মিন্ সূর্য্যেন্দুপাবকান্ ॥ ৩৫ ॥
ন্যসেৎ কলাযুতান্ মন্ত্রী সংক্ষেপাত্তান্ বদাম্যহম্।
সূর্য্যস্য দ্বাদশকলাস্তা ইন্দোঃ ষোড়শ স্মৃতাঃ ॥ ৩৬ ॥
দশ বহ্নেঃ কলাঃ প্রোক্তাস্তাভির্যুক্তাংস্তু তান্ স্মরেৎ।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব ন্যসেত্তেষামথোপরি ॥৩৭ ॥
আত্মানমন্তরাত্মানং পরমাত্মানমেব চ।
জ্ঞানাত্মানং ন্যসেদ্বিদ্বানিত্থং পীঠস্য কল্পনা ॥ ৩৮ ॥
অমুকাসনায় নম ইতি মন্ত্রেণ সাধকঃ।
আসনং পূজয়িত্বা তু তস্মিন্ ধ্যায়েৎ পরাম্বিকাম্ ॥ ৩৯ ॥
কল্পোক্তবিধিনা মন্ত্রী দেয়মন্ত্রস্য দেবতাম্।
মানসৈরুপচারৈশ্চ পূজয়েত্তাং যথাবিধি ॥ ৪০ ॥

মধ্যেঽনন্তমিতি। তঞ্চানন্তং মৃদ্বাসনে মৃদুতুলিকাস্থানে ভাবয়েদিত্যর্থঃ। তস্মিন্নন্তে প্রপঞ্চপদ্মং ভাবয়েত্তস্মিন্ কমলে সূর্য্যেন্দুপাবকানুপর্য্যুপরি ন্যসেদ্ভাবয়েচ্চেত্যাহ প্রপঞ্চপদ্মমিতি ॥ ৩৫ ॥

কলাযুতানি মণ্ডলানি ন্যসেদিত্যাহ ন্যসেৎ কলাযুতানিতি। কস্য কতি কলাঃ সন্তীতি তদাহ সূর্য্যস্য দ্বাদশেতি ॥ ৩৬ ॥

তে চ সূর্য্যাদয়ঃ প্রণবস্য বর্ণত্রয়পূর্ব্বকা ন্যস্তব্যা ইতি তন্ত্রান্তরে উক্তম্। তথাচায়ং প্রয়োগঃ। অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ। উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ। মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ। ইতি প্রয়োগং কৃত্বা ন্যসেদিত্যর্থঃ। তদুপরি সত্ত্বাদিগুণত্রয়ং ন্যসেদিত্যাহ সত্ত্বং রজ ইতি। সং সত্ত্বায় নমঃ। রং রজসে নমঃ। তং তমসে নম ইতি প্রয়োগঃ ॥ ৩৭ ॥

আত্মানমিতি। তে চ চত্বার আত্মানো দেবীস্থানাৎ পূর্ব্বাদিদিক্ষু ন্যসেদিতি তু চিদম্বলী-তন্ত্রাদূহ্যম্ ॥ ৩৮ ॥

অমুকাসনায় নম ইতীতি। অমুকশব্দস্থানে পূজনীয়দেবতানাম গ্রাহ্যমিত্যর্থঃ। যথা দুর্গাসনায় নমঃ। গায়ত্র্যাসনায় নম ইতি ॥ ৩৯—৪১ ॥

পশ্চাৎ । করিয়া তদুপরি এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে বিমলপদ্ম স্বরূপ চিন্তা করিবে। পরে, সেই পদ্মে
দ্বারা প্রাণা ও অগ্নিকে ন্যাস করিয়া, সূর্য্যকে দ্বাদশকলাযুক্ত, চন্দ্রকে ষোড়শকলাবিশিষ্ট ও
আং নমঃ মুখে, কলান্বিত বলিয়া স্মরণ করিবে। অনন্তর, ইহার উপরিভাগে, সত্ত্ব, রজঃ তমঃ,
সমস্ত বর্ণ সকলে ত্মা, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মাকে ন্যাস করিয়া পীঠকল্পনা করিবে ॥৩৫-৩৮॥ তদ-
করিয়া মূলমন্ত্র দ্বার তাহাকে ইষ্টদেবতার আসন স্মরণ করিয়া তাঁহার উপর ইষ্টদেবতা পরাম্বিকাকে
নমঃ বলিয়া হৃদয় ॥৩৯॥ তৎপরে, সাধক দেয় মন্ত্রদেবতাকে স্বকল্পোক্ত বিধানানুসারে মানসো-

মুদ্রাঃ প্রদর্শয়েদ্বিদ্বান্ কল্পোক্তা মোদকারকাঃ।
যাভির্বিরচিতাভিস্তু মোদো দেব্যাস্তু জায়তে ॥ ৪১ ॥

নারায়ণ উবাচ।

ততঃ স্ববামভাগাগ্রে ষট্‌কোণোপরি বর্ত্তুলম্।
চতুরস্রযুতং সম্যঙ্মধ্যে মণ্ডলমালিখেৎ ॥ ৪২ ॥
মধ্যে ত্রিকোণং সংলিখ্য শঙ্খমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ।
ষড়ঙ্গানি চ ষট্‌কোণেষ্বর্চ্চয়েৎ কুসুমাদিভিঃ ॥ ৪৩ ॥
অগ্ন্যাদিষু তু কোণেষু ষড়ঙ্গার্চ্চনমাচরেৎ।
আধারপাত্রমাদায় শঙ্খস্য মুনিসত্তম! ॥ ৪৪ ॥
অস্ত্রমন্ত্রেণ সংপ্রোক্ষ্য স্থাপয়েত্তত্র মণ্ডলে।
মং বহ্নিমণ্ডলায়োক্ত্বা ততো দশকলাত্মনে ॥ ৪৫ ॥
অমুকদেব্যা অর্ঘ্যপাত্রস্থানায় নম ইত্যপি।
মন্ত্রোঽয়মুক্তঃ শঙ্খস্যাপ্যাধারস্থাপনে বুধৈঃ ॥ ৪৬ ॥

বিশেষার্ঘ্যস্থাপনমাহ ততঃ স্ববামেতি। ষট্‌কোণোপরীতি। প্রথমতঃ ষট্‌কোণং কৃত্বা তদুপরি বর্ত্তুলং কৃত্বা চতুরস্রং কুর্য্যাৎ চন্দনেনেত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

মধ্যে ষট্‌কোণমধ্যে। ত্রিকোণমধোমুখং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। ষড়ঙ্গানি দেয়মন্ত্রস্য ষড়ঙ্গানি ॥ ৪৩ ॥

কাং দিশমারভ্য ষড়ঙ্গানি পূজয়েত্তত্রাহ অগ্ন্যাদিষ্বিতি। অত্র পূজ্যপূজকয়োর্ম্মধ্যে প্রাচী গ্রাহ্যা তদনুরোধেনাগ্ন্যাদিকল্পনা কর্ত্তব্যা। তদুক্তং দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতায়াম্। অগ্নীশাসুর-বায়ব্যমধ্যে দিক্ষ্বঙ্গপূজনমিতি। ততঃ ষড়ঙ্গপূজনানন্তরং কৃত্যমাহ আধারপাত্রমিতি। ত্রিপাদিকামিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

ত্রিপাদিকায়াং ভাবনাপুরঃসরং পূজামন্ত্রমাহ মংবহ্নিমণ্ডলায়েতি। মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে দুর্গাদেব্যর্ঘ্যপাত্রস্থানায় নমঃ ইতি মন্ত্রঃ ॥ ৪৫—৪৬

পচারে পূজা করিয়া দেবীপ্রীতিকর কল্পোক্ত মুদ্রা সকল প্রদর্শন করাইবে। এই মুদ্রা সকল দর্শন করাইলে পর দেবীর পরম প্রীতি হইয়া থাকে জানিবে ॥ ৪০—৪১ ॥

নারদ! ইহার পর স্ববামভাগে প্রথমতঃ ষট্‌কোণাকৃতি তৎপরে তদুপরি বর্ত্তুলাকৃতি তদনন্তর তন্মধ্যে চতুরস্র এবং পরিশেষে তন্মধ্যে ত্রিকোণ মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া তদুপরি শঙ্খমুদ্রা প্রদর্শন করাইবে। অনন্তর, গন্ধপুষ্প দ্বারা অগ্নি প্রভৃতি ষট্‌কোণে ষড়ঙ্গের পূজা করিয়া শঙ্খের আধারপাত্র অর্থাৎ ত্রিপদিকা গ্রহণ করিবে এবং ফট্‌মন্ত্র দ্বারা উহা প্রোক্ষিত করিয়া মণ্ডলমধ্যে স্থাপন করিবে। অনন্তর, "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে অমুকদেব্যা অর্ঘ্যপাত্রস্থানায় নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ শঙ্খপাত্রের পূজা করিয়া সেই মণ্ডলমধ্যে স্থাপন করিবে ॥ ৪২—৪৬ ॥ তদনন্তর, শঙ্খপাত্রে পূর্ব্বাদি দিকে প্রদক্ষিণ

আধারে পূর্ব্বমারভ্য প্রদক্ষিণক্রমেণ তু।
দশবহ্নিকলাঃ পূজ্যা বহ্নিমণ্ডলসংস্থিতাঃ ॥ ৪৭ ॥
ততো বৈ মূলমন্ত্রেণ প্রোক্ষিতং শঙ্খমুত্তমম্।
স্থাপয়েত্তত্র চাধারে মূলমন্ত্রমনুস্মরন্ ॥ ৪৮ ॥
অং সূর্য্যমণ্ডলায়োক্ত্বা দ্বাদশান্তে কলাত্মনে।
অমুকদেব্যর্ঘ্যপাত্রায় নম ইত্যুচ্চরেত্ততঃ ॥ ৪৯ ॥
শং শঙ্খায়পদং প্রোচ্য নম ইত্যেতদুচ্চরেৎ।
প্রোক্ষয়েত্তেন তং শঙ্খং তস্মিন্ দ্বাদশ পূজয়েৎ ॥ ৫০ ॥
সূর্য্যস্য দ্বাদশকলাস্তপিন্যাদ্যা যথাক্রমম্।
বিলোমমাতৃকাং প্রোচ্য মূলমন্ত্রং বিলোমকম্ ॥ ৫১ ॥
জলৈরাপূরয়েচ্ছঙ্খং তত্র চেন্দোঃ কলাং ন্যসেৎ।
উং সোমমণ্ডলায়োক্ত্বান্তে ষোড়শকলাত্মনে ॥ ৫২ ॥
অমুকার্ঘ্যামৃতায়েতি হৃন্মন্ত্রান্তো মনুঃ স্মৃতঃ।
পূজয়েন্মনুনা তেন জলস্থং সৃণিমুদ্রয়া ॥ ৫৩ ॥

পূর্ব্বমারভ্য পূর্ব্বদিশমারভ্য তস্যাং ত্রিপাদিকায়াং বহ্নিমণ্ডলসংযুতা দশ বহ্নিকলাঃ পূজ্যা ইত্যর্থঃ। তাশ্চ কলাঃ শারদাতিলকাদিষু স্পষ্টা এব ॥ ৪৭ ॥
মূলমন্ত্রেণ দেবমন্ত্রেণ ॥ ৪৮ ॥
অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে দুর্গাদেব্যর্ঘপাত্রায় নম ইতি মন্ত্রঃ ॥ ৪৯—৫০ ॥
তপিন্যাদ্যাস্তপিনী তাপিনী ধূম্রাদ্যাঃ শারদাতিলকাদিষু স্পষ্টাঃ ॥ ৫১—৫২ ॥
সৃণিমুদ্রয়াঙ্কুশমুদ্রয়া ॥ ৫৩ ॥

ক্রমে বহ্নির দশকলার পূজা করিবে ॥ ৪৭ ॥ তাহার পর মূলমন্ত্র দ্বারা শঙ্খকে প্রোক্ষিত করিয়া মূলমন্ত্র স্মরণ করত ত্রিপদিকার উপরিভাগে তাহা স্থাপন করিবে ॥ ৪৮ ॥ পরে, "অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশ কলাত্মনে অমুকদেব্যা অর্ঘ্যপাত্রায় নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক অর্ঘ্যপাত্র শঙ্খে পূজা করিয়া 'শং শঙ্খায় নমঃ' এই মন্ত্র বলিয়া শঙ্খে জলপ্রোক্ষণ করিবে। পরে, তাহাতে যথাক্রমে সূর্য্যদেবের তপিন্যাদি দ্বাদশ কলার পূজা করিয়া বিলোম ক্রমে মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ করতঃ অর্থাৎ ক্ষং হং সং ষং শং ইত্যাদি ক্রমে পঞ্চাশৎবর্ণ উচ্চারণ পূর্ব্বক এবং মূলমন্ত্রকেও বিলোম ক্রমে পাঠ করতঃ শঙ্খকে ত্রিভাগ জলে পরিপূর্ণ করিবে। অনন্তর, তাহাতে চন্দ্রকলার ন্যাস করিয়া "উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে অমুকদেবতায়া অর্ঘ্যামৃতায় নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক তাহাতে পূজা করিবে। পরে, অঙ্কুশমুদ্রা যোগে "গঙ্গে চ যমুনে চৈব" এই মন্ত্র দ্বারা তাহাতে তীর্থসকল আবাহন করিয়া

তীর্থান্যাবাহ্য তত্রৈবাপ্যষ্টকৃত্বো জপেৎ মনুম্।
ষড়ঙ্গানি জলে ন্যস্য হৃদা সংপূজয়েদপঃ ॥ ৫৪ ॥
অষ্টকৃত্বো জপেন্মূলং ছাদয়েৎ মৎস্যমুদ্রয়া।
ততো দক্ষিণদিগ্‌ভাগে শঙ্খস্য প্রোক্ষণীং ন্যসেৎ ॥ ৫৫ ॥
শঙ্খাম্বু কিঞ্চিন্নিক্ষিপ্য প্রোক্ষয়েত্তেন সর্ব্বতঃ।
পূজাদ্রব্যং নিজাত্মানং বিশুদ্ধং ভাবয়েত্ততঃ ॥ ৫৬ ॥

নারায়ণ উবাচ।

ততঃ স্বপুরতো বেদ্যাং সর্ব্বতো ভদ্রমণ্ডলম্।
সংলিখ্য কর্ণিকামধ্যং পূরয়েচ্ছালিতণ্ডুলৈঃ ॥ ৫৭ ॥
আস্তীর্য্য দর্ভাস্তত্রৈব ন্যসেৎ কূর্চ্চং সলক্ষণম্।
আধারশক্তিমারভ্য পীঠমন্ত্রমর্চ্চয়েৎ ॥ ৫৮ ॥

হৃদা নম ইতি মন্ত্রেণ ॥ ৫৪ ॥

প্রোক্ষণীং সামান্যার্ঘ্যস্থানীয়াম্। শঙ্খো বিশেষার্ঘঃ। প্রোক্ষণী সামান্যার্ঘঃ ॥৫৫—৫৬॥

অর্ঘ্যস্থাপনোত্তরং কৃত্যমাহ ততস্ত পুরতো বেদ্যামিতি। চতুষ্কোণৈকহস্তা বেদী তস্যাং সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলং লিখেদিত্যর্থঃ। তন্মণ্ডলস্য কর্ণিকামধ্যে প্রথমতঃ শালিভিঃ পূরণং ততস্তণ্ডুলৈঃ পূরণমিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

কূর্চ্চমিতি। সপ্তবিংশতিদর্ভাণাং বেণ্যগ্রং গ্রন্থিভূষিতমিত্যুক্তলক্ষণং কূর্চ্চম্। আধার-শক্তিমিতি। আধারশক্তয়ে নমঃ। প্রকৃত্যৈ নমঃ। কূর্ম্মায় নমঃ। শেষায় নমঃ। ক্ষমায়ৈ নমঃ। সুধাসিন্ধবে নম ইত্যাদি শারদাতিলকচিন্তামণিতন্ত্রোক্তপ্রকারেণ পীঠমন্ত্রমিতি। দুর্গাদেবীযোগপীঠায় নমঃ ইতি পীঠমন্ত্রঃ ॥ ৫৮ ॥

মূলমন্ত্র আটবার জপ করিবে। অনন্তর, জলে ষড়ঙ্গের ন্যাস, "হৃদা নমঃ" এই মন্ত্রদ্বারা পূজা এবং মূলমন্ত্র অষ্টধা জপ করিয়া মৎস্যমুদ্রা দ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিবে। তদনন্তর, শঙ্খের দক্ষিণ ভাগে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ জল নিক্ষেপ করিবে পরে, তজ্জলদ্বারা সমস্ত পূজোপকরণ ও আত্মশরীর প্রোক্ষিত করিয়া আত্মাকে বিশুদ্ধ জ্ঞান করিবে ॥ ৪৯—৫৬ ॥

নারদ! এইরূপে বিশেষার্ঘ্য-স্থাপন পর্য্যন্ত কার্য্য সমাপন করিয়া পরে বেদীমধ্যে সর্ব্বতোভদ্র-মণ্ডল নির্ম্মাণ করিবে এবং তাহার কর্ণিকামধ্য শালিতণ্ডুল দ্বারা পরিপূর্ণ করিবে। অনন্তর, সেই মণ্ডলে দর্ভাস্তরণ করিয়া বেণ্যগ্রগ্রন্থিভূষিত সপ্তবিংশতি কুশময় সুলক্ষণান্বিত একটী কূর্চ্চ নিক্ষেপ করিবে। পরে, তন্মধ্যে আধারশক্তি, প্রকৃতি, কূর্ম্ম, শেষ, ক্ষমা, সুধাসিন্ধু, রত্নদ্বীপ, মণিমণ্ডপ, কল্পবৃক্ষ এবং ইষ্টদেবতা পীঠের পূজা করিবে ॥৫৭-৫৮॥

নির্ব্রণং কুম্ভমাদায়াপ্যস্ত্রাদ্ভিঃ ক্ষালিতান্তরম্।
তন্তুনা বেষ্টয়েৎ তন্তু ত্রিগুণেনারুণেন চ ॥ ৫৯ ॥
নবরত্নোদরং কূর্চ্চযুতং গন্ধাদিপূজিতম্।
স্থাপয়েত্তত্র পীঠে তু তারমন্ত্রেণ দেশিকঃ ॥ ৬০ ॥
ঐক্যং কুম্ভস্য পীঠস্য ভাবয়েৎ পূরয়েত্ততঃ।
মাতৃকাং প্রতিলোমেন জপংস্তীর্থোদকৈর্ম্মুনে! ॥ ৬১ ॥
মূলমন্ত্রঞ্চ সংজপ্য পূরয়েদ্দেবতাধিয়া।
অশ্বত্থপনসাম্রাণাং কোমলৈর্নবপল্লবৈঃ ॥ ৬২ ॥
ছাদয়েৎ কুম্ভবদনং চষকং সফলাক্ষতম্।
সংস্থাপয়েত মতিমান্ বস্ত্রযুগ্মেন বেষ্টয়েৎ ॥ ৬৩ ॥
প্রাণস্থাপনমন্ত্রেণ প্রাণস্থাপনমাচরেৎ।
আবাহনাদিমুদ্রাভির্ম্মোদয়েদ্দেবতাং পরাম্ ॥ ৬৪ ॥

অস্ত্রাদ্ভিঃ ফট্মন্ত্রাভিমন্ত্রিতৈর্জ্জলৈঃ। ত্রিগুণেত্যনেন তস্মিংস্ত্রিবারবেষ্টিততন্তৌ সত্বগুণ-রজোগুণতমোগুণভাবনা কার্য্যেত্যর্থঃ। অরুণেন রক্তবর্ণেন তন্তুনেত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

কূর্চ্চঃ পূর্ব্বোক্তঃ। তারমন্ত্রেণ প্রণবোচ্চারেণ ॥ ৬০ ॥

তত্র কুম্ভস্য পীঠস্য চৈকত্বং ভাবয়েদিত্যাহ ঐক্যমিতি। প্রতিলোমং ক্ষকারমারভ্যা-ককারপর্য্যন্তং মাতৃকামন্ত্রমুচ্চরংস্তীর্থোদকৈঃ পূরয়েদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৬১—৬২ ॥

ছাদয়েদিতি। তেষু নবপল্লবেষু কল্পবৃক্ষভাবনা কর্ত্তব্যেতি তু শারদাতিলকে উক্তম্। বস্ত্রযুগ্মেন রক্তেনেতি বোধ্যম্ ॥ ৬৩—৬৭ ॥

অনন্তর ব্রণাদিদোষশূন্য একটী কুম্ভ আনয়ন পূর্ব্বক ফট্ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তাহার অন্তর ধৌত করিয়া ত্রিগুণাত্মক রক্তবর্ণ সূত্রদ্বারা তাহাকে বেষ্টন করিবে ॥ ৫৯ ॥ পরে তাহার মধ্যে কূর্চ্চান্বিত নবরত্ন নিক্ষেপ করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করতঃ প্রণবোচ্চারণ পূর্ব্বক সেই পীঠে স্থাপন করিবে ॥ ৬০ ॥ অনন্তর, সেই পীঠ ও কুম্ভের ঐক্যভাব ভাবনা করিয়া প্রতিলোমক্রমে মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ করিতে করিতে তীর্থোদক প্রদান করিবে এবং ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিতে করিতে সেই কুম্ভ পরিপূর্ণ করিবে। তৎপরে, অশ্বত্থ, পনস ও আম্র প্রভৃতির কোমল নবপল্লব দ্বারা কুম্ভের মুখ আচ্ছাদন করিয়া তদুপরি ফল ও তণ্ডুলের সহিত চষক স্থাপন করিবেক এবং রক্তবস্ত্রযুগ্ম দ্বারা উহা বেষ্টন করিবেক ॥ ৬১—৬৩ ॥ তদনন্তর প্রাণস্থাপন মন্ত্র দ্বারা দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া আবাহনাদি মুদ্রা প্রদর্শন করতঃ দেবীর তুষ্টিবিধান করিবে ॥ ৬৪ ॥ পরে, কল্পোক্ত বিধানে

ধ্যায়েত্তাং পরমেশানীং কল্পোক্তেন প্রকারতঃ।
স্বাগতং কুশলপ্রশ্নং দেব্যা অগ্রে সমুচ্চরেৎ ॥ ৬৫ ॥
পাদ্যং দদ্যাত্ততোঽপ্যর্ঘ্যং ততশ্চাচমনীয়কম্।
মধুপর্কঞ্চ সাভ্যঙ্গং দেব্যৈ স্নানং নিবেদয়েৎ ॥ ৬৬ ॥
বাসসী চ ততো দদ্যাদ্রক্তে ক্ষৌমে সুনির্ম্মলে।
নানামণিগণাকীর্ণানাকল্পান্ কল্পয়েত্ততঃ ॥ ৬৭ ॥
মনুনা পুটিতৈর্ব্বর্ণৈর্ম্মাতৃকায়া বিধানতঃ।
দেব্যা অঙ্গেষু বিন্যস্য চন্দনাদ্যৈঃ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৬৮ ॥
গন্ধঃ কালাগরুভবঃ কর্পূরেণ সমন্বিতঃ।
কাশ্মীরং চন্দনঞ্চাপি কস্তুরীসহিতং মুনে! ॥ ৬৯ ॥
কুন্দপুষ্পাদিপুষ্পাণি পরদেব্যৈ সমর্পয়েৎ।
ধূপোঽগরুপুরুব্রাতোশীরচন্দনশর্করাঃ ॥ ৭০ ॥
মধুমিশ্রাঃ স্মৃতা দেব্যাঃ প্রিয়া ধূপাত্মনা সদা।
দীপাননেকান্ দত্ত্বাথ নৈবেদ্যং দর্শয়েৎ সুধীঃ ॥ ৭১ ॥

মনুনা পুটিতৈরিতি। হ্রীমং হ্রীং হ্রীমাং হ্রীমিত্যাদিপ্রকারেণ দেয়মন্ত্রেণ পুটিতৈর্মাতৃকাক্ষরৈর্দেবতায়া অঙ্গেষু মাতৃকাক্ষরন্যাসস্থানেষু শিরঃপ্রভৃতিষু পুষ্পৈঃ পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥৬৮-৬৯॥
কুন্দপুষ্পাদীতি। আদিনা পূর্ব্বমেকাদশস্কন্ধোক্তানি গ্রাহ্যাণি। পুরুর্গুগ্গুলস্তস্য ব্রাতঃ সমুদায়ঃ। অগরুগুগ্গুলোশীরচন্দনানাং চূর্ণং কৃত্বা শর্করামধুভ্যাঞ্চ মিশ্রিতং কৃত্বা গুটিকাং কুর্য্যাত্তস্য ধূপো দেব্যা অতিপ্রিয় ইত্যর্থঃ ॥ ৭০—৭১ ॥

পরমেশ্বরীর ধ্যান করিয়া ষোড়শ উপচারে পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইবে। প্রথমতঃ দেবীর অগ্রভাগে স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পরে পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় জল, মধুপর্ক এবং অভ্যঙ্গ স্নানীয় দ্রব্য নিবেদন করিবে ॥ ৬৫—৬৬ ॥ তদনন্তর, সুনির্ম্মল রক্তবর্ণ ক্ষৌম্য বস্ত্র-যুগল এবং নানাবিধ মণিময় অলঙ্কার সকল প্রদান করিয়া মন্ত্রপুটিত মাতৃকা বর্ণোচ্চারণ করতঃ গন্ধপুষ্প দ্বারা দেবীর সর্ব্বাঙ্গে পূজা করিবে ॥ ৬৭—৬৮ ॥ পরে, দেবীর উদ্দেশে কর্পূরসমন্বিত কালাগরুভব গন্ধ এবং কস্তূরী-বিমিশ্রিত কাশ্মীর চন্দন প্রদান করিয়া কুন্দ-পুষ্প প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্প সকল সমর্পণ করিবে। অনন্তর, অগুরু, গুগ্গুল, উশীর, চন্দন, শর্করা ও মধু দ্বারা রচিত ধূপ প্রদান করিবে এবং এই ধূপকেই দেবীর পরম প্রীতিকর বলিয়া জানিবে। পরে, নানাবিধ দীপ প্রদান করিয়া নৈবেদ্য দান করিবে। পরন্ত, প্রত্যেক বৎসর

প্রতিদ্রব্যং জলং দদ্যাৎ প্রোক্ষণীস্থং ন চান্যথা।
ততঃ কুর্য্যাদঙ্গপূজাং কল্পোক্তাবরণানি চ ॥ ৭২ ॥
সাঙ্গাং দেবীমথাভ্যর্চ্চ্য বৈশ্বদেবং ততশ্চরেৎ।
দক্ষিণে স্থণ্ডিলং কৃত্বা তত্রাধায় হুতাশনম্ ॥ ৭৩ ॥
মূর্ত্তিস্থাং দেবতাং তত্রাবাহ্য সম্পূজ্য চ ক্রমাৎ।
তারব্যাহৃতিভির্হুত্বা মূলমন্ত্রেণ বৈ ততঃ ॥ ৭৪ ॥
পঞ্চবিংশতিবারন্তু পায়সেন সসর্পিষা।
হুনেৎ পশ্চাৎ ব্যাহৃতিভিঃ পুনশ্চ জুহুয়াৎ মুনে ! ॥ ৭৫ ॥
গন্ধাদ্যৈরর্চ্চয়িত্বা চ দেবীং পীঠে তু যোজয়েৎ।
বহ্নিং বিসৃজ্য হবিষা পরিতো বিকিরেদ্বলিম্ ॥ ৭৬ ॥
দেবতায়াঃ পার্ষদেভ্যো গন্ধপুষ্পাদিসংযুতম্।
পঞ্চোপচারান্ দত্ত্বাথ তাম্বূলং চ্ছত্রচামরে ॥ ৭৭ ॥

প্রোক্ষণীস্থং পূর্ব্বোক্তসামান্যার্ঘ্যপাত্রস্থম্। তদুক্তং শারদায়াম্। সর্ব্বমেতৎ প্রযুঞ্জীত প্রোক্ষণীস্থেন বারিণেতি। অঙ্গপূজাং দেবতায়াঃ ষড়ঙ্গপূজাম্ ॥ ৭২—৭৩ ॥

মূর্ত্তিস্থাং কলশস্থাম্। তারব্যাহৃতিভিরিতি। ওঁ স্বাহা ভূঃ স্বাহেতিপ্রকারেণ প্রণমতো হুত্বা পঞ্চবিংশতিবারং দেয়মন্ত্রেণ হুত্বা পুনশ্চ পূর্ব্ববত্তারব্যাহৃতিভির্জুহুয়াদিত্যর্থঃ ॥ ৭৪—৭৫ ॥

হবিষা হোমাবশিষ্টপায়সেন ॥ ৭৬—৭৭ ॥

নিবেদনের সময় পূর্ব্বোক্ত প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জল দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া লইবে। অনন্তর, কল্পোক্তবিধানে দেবীর অঙ্গপূজা ও আবরণপূজা সমাপন করিয়া বৈশ্বদেবের আচরণ করিবে। দেবীর দক্ষিণভাগে চতুর্হস্ত প্রমাণ স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অগ্নি স্থাপন করিবে। পরে তন্মধ্যে মূর্ত্তিমতী দেবতার আবাহন করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর, যথাক্রমে স্বাহামন্ত্র সহযোগে ব্যাহৃতি অর্থাৎ ভূঃ ভবঃ ও স্বঃ মন্ত্র এবং মূলমন্ত্র [illegible] ঘৃতযুক্ত চরুদ্বারা পঞ্চবিংশতি বার এবং তদনন্তর পুনর্ব্বার ব্যাহৃতিদ্বারা এবং ইষ্টদেবতাকে [illegible]৫ ॥ অনন্তর, গন্ধাদি দ্বারা দেবীর পূজা করিয়া পীঠদেবতার সহিত তৎপরে, অশ্বথ, পনস বহ্নিকে বিসর্জ্জন দিয়া হোমাবশিষ্ট চরু দ্বারা দেবীর পার্ষদগণকে করিয়া তদুপরি ফল ও তণ্ডু[illegible] অনন্তর, পুনর্ব্বার দেবীকে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া এবং বেষ্টন করিবেক ॥ ৬১—৬৩ ॥ তাহ্ উপকরণ অবশিষ্ট থাকিবে তৎসমুদয় নিবেদন করিয়া আবাহনাদি মুদ্রা প্রদর্শন করতঃ দে[illegible] জপ সমাপন করিয়া ঈশানকোণে তণ্ডুলের উপরে

দদ্যাৎ দেব্যৈ ততো মন্ত্রং সহস্রাবৃত্তিতো জপেৎ।
জপং সমর্প্য চৈশান্যাং বিকিরে দিশি সংস্থিতে ॥ ৭৮ ॥
কর্করীং স্থাপয়েত্তস্যাং দুর্গামাবাহ্য পূজয়েৎ।
রক্ষ রক্ষেতি চোচ্চার্য্য নালমুক্তেন বারিণা ॥ ৭৯ ॥
অস্ত্রমন্ত্রং জপন্ দেশং সেচয়েত্তু প্রদক্ষিণম্।
কর্করীং স্থাপয়েৎ স্থানে পূজয়েচ্চাস্ত্রদেবতাম্ ॥ ৮০ ॥
পশ্চাদ্ গুরুস্তু শিষ্যেণ সহ ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ ॥
তস্যাং রাত্রৌ তু তদ্বেদ্যাং নিদ্রাং কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥ ৮১ ॥

নারায়ণ উবাচ।

ততঃ কুণ্ডস্য সংস্কারং স্থণ্ডিলস্য চ বা মুনে!।
প্রবক্ষ্যামি সমাসেন যথাবিধি বিধানতঃ ॥ ৮২ ॥
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য বীক্ষয়েদস্ত্রমন্ত্রতঃ।
প্রোক্ষয়েত্তাড়নং কুর্য্যাত্তেনৈব কবচেন তু ॥ ৮৩ ॥

ঐশান্যাং দিশীতি। ঐশান্যাং দিশি পূর্ব্বং সম্মার্জনং কৃত্বা সংস্থাপিতে বিকিরে কর্করী-মুত্তরমুখীং স্থাপয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৭৮—৭৯ ॥

দেশং মণ্ডপস্থং দেশং অস্ত্রদেবতাং দুর্গাম্ ॥ ৮০ ॥

বেদ্যাং মণ্ডপে এব নিদ্রাং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। অয়মধিবাসনপ্রকারঃ সদ্যোঽধিবাসনং বা কার্য্যম্। স্পষ্টং চেদং চিন্তামণিতন্ত্রশারদাতিলকয়োঃ ॥ ৮১ ॥

অধিবাসনানন্তরমগ্নিমুখমাহ ততঃ কুণ্ডস্যেতি। অত্র কুণ্ডস্যেতিপদেন নবকুণ্ডীবিধানং সূচিতম্। তচ্চাত্রানুক্তমপি শারদাতিলকাদিনিবন্ধোক্তরীত্যা কার্য্যম্। তদভাবে আহ স্থণ্ডিলস্য চেতি ॥ ৮২ ॥

মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য কুণ্ডং বীক্ষয়েদিত্যর্থঃ। তেনৈবাস্ত্রমন্ত্রেণৈব প্রোক্ষণং দৃঢ়ীকরণার্থং সমিদাদিভিস্তাড়নঞ্চ কার্য্যমিত্যর্থঃ। কবচেন হুমিতি মন্ত্রেণাভ্যুক্ষণং চেত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

কর্করী স্থাপন করিবে এবং তাহাতে দেবীকে আবাহন করিয়া পূজা করিবে। তৎপরে "রক্ষ রক্ষ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ কর্করীনালমুক্ত জলদ্বারা ফট্ এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে সেই স্থানটী সিক্ত করিবে। পরে পুনর্ব্বার দেবীকে পূজা করিয়া কর্করীটিকে যথাস্থানে রাখিয়া দিবে ॥ ৭৬—৮০ ॥ এইরূপে গুরু অধিবাস কার্য্য সমাপন করিয়া শিষ্যের সহিত ভোজন করিবে এবং সেই রাত্রিতে সেই বেদীর উপরে নিদ্রা যাইবে ॥ ৮১ ॥

নারদ! এক্ষণে হোমজন্য কুণ্ড বা স্থণ্ডিলের সংস্কার কার্য্য যথাবিধি সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৮২ ॥ প্রথমতঃ মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কুণ্ড নিরীক্ষণ করিবে পরে ফট্ মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষণ ও তাড়ন এবং তদনন্তর হুং এই মন্ত্র দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিবে। অনন্তর

অভ্যুক্ষণং সমুদ্দিষ্টং তিস্রস্তিস্রস্ততঃ পরম্।
প্রাগগ্রা উদগগ্রাশ্চ লিখেল্লেখাঃ সমন্ততঃ ॥ ৮৪ ॥
প্রণবেন সমভ্যুক্ষ্য পীঠং দেব্যাঃ সমর্চ্চয়েৎ।
আধারশক্তিমারভ্য পীঠমন্ত্রাবসানকম্ ॥ ৮৫ ॥
তস্মিন্ পীঠে সমাবাহ্য শিবৌ পরমকারণৌ।
গন্ধাদ্যৈরুপচারৈশ্চ পূজয়েত্তৌ সমাহিতঃ ॥ ৮৬ ॥
দেবীং ধ্যায়েদৃতুস্নাতাং সংসক্তাং শঙ্করেণ তু।
কামাতুরাং তয়োঃ ক্রীড়াং কিঞ্চিৎ কালং বিভাবয়েৎ ॥ ৮৭ ॥
অথ বহ্নিং সমাদায় পাত্রেণ পুরতো ন্যসেৎ।
ক্রব্যাদংশং পরিত্যজ্য পূর্ব্বোক্তৈর্বীক্ষণাদিভিঃ ॥ ৮৮ ॥
সংস্কৃত্য বহ্নিং রং বীজমুচ্চার্য্য তদনন্তরম্।
চৈতন্যং যোজয়েত্তস্মিন্ প্রণবেনাভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৮৯ ॥
সপ্তবারং ততো ধেনুমুদ্রাং সন্দর্শয়েদ্ গুরুঃ।
শরেণ রক্ষিতং কৃত্বা তনুত্রেণাবগুণ্ঠয়েৎ ॥ ৯০ ॥

লিখেল্লেখাঃ সমিদাদিভিঃ ॥ ৮৪ ॥
পীঠমিতি। আধারশক্তয়ে নম ইত্যারভ্যামুকদেবীযোগপীঠায় নম ইত্যেতৎপর্য্যন্তং পীঠং কুণ্ডে পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৮৫—৮৬ ॥
ক্রীড়াং রতিম্ ॥ ৮৭—৮৯ ॥
সপ্তবারং প্রণবেনাভিমন্ত্রয়েদিত্যন্বয়ঃ। শরেণাস্ত্রমন্ত্রেণ। তনুত্রেণ হুমিতিমন্ত্রেণ ॥ ৯০ ॥

তন্মধ্যে প্রাগগ্র তিনটী এবং উদগগ্র তিনটী রেখা অঙ্কিত করিবে ॥ ৮৩—৮৪ ॥ তৎপরে প্রণব দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া সেই পীঠমধ্যে পূর্ব্ববৎ আধারশক্তয়ে নমঃ হইতে অমুকদেবী-যোগপীঠায় নমঃ এই পর্য্যন্ত মন্ত্রদ্বারা পূজা করিবে ॥ ৮৫ ॥ পরে সেই পীঠমধ্যে পরাৎপর শিবশিবাকে আবাহন করিয়া সমাহিতচিত্তে গন্ধাদি উপকরণ দ্বারা পূজা করিবে ॥৮৬॥ তৎপরে কিঞ্চিৎকাল দেবীকে ঋতুস্নাতা কামাতুরা এজন্য শঙ্করের সহিত কামক্রীড়ায় আসক্তা এইরূপ চিন্তা করিবে ॥ ৮৭ ॥ অনন্তর, পাত্রে করিয়া বহ্নি আনয়ন পূর্ব্বক তাহা হইতে প্রজ্বলিত অগ্নি গ্রহণ করিয়া নৈঋতকোণে নিক্ষেপ করিবে। পরে বীক্ষণাদি দ্বারা সংস্কার করিয়া রং এই বহ্নিবীজ দ্বারা চৈতন্য সমর্পণানন্তর সপ্তবার প্রণবদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে। পরে, ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন করাইয়া ফট্কার দ্বারা রক্ষা করতঃ হুংমন্ত্র দ্বারা অবগুণ্ঠন করিবে ॥ ৮৮—৯০ ॥ তৎপরে আহুপূর্ব্ব মহীতল হইয়া সেই অর্চ্চিত বহ্নিকে শিব বীর্য্য

অর্চ্চিতং ত্রিঃ পরিভ্রাম্য প্রাদক্ষিণ্যেন সত্তমঃ।
কুণ্ডোপরি জপংস্তারং জানুস্পৃষ্টমহীতলঃ ॥ ৯১ ॥
শিববীজধিয়া দেব্যা যোনৌ বহ্নিং বিনিক্ষিপেৎ।
আচাময়েত্ততো দেবং দেবীঞ্চ জগদম্বিকাম্ ॥ ৯২ ॥
চিৎপিঙ্গল হন-দহ-পচ-যুগ্মং ততঃ পরম্।
সর্ব্বজ্ঞা জ্ঞাপয় স্বাহা মন্ত্রোঽয়ং বহ্নিদীপনে ॥ ৯৩ ॥
অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্।
সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ৯৪ ॥
মন্ত্রেণানেন তং বহ্নিং স্তুবীত পরমাদরাৎ।
ততো ন্যসেদ্ বহ্নিমন্ত্রং ষড়ঙ্গং দেশিকোত্তমঃ ॥ ৯৫ ॥
সহস্রার্চ্চিঃ স্বস্তিপূর্ণ উত্তিষ্ঠপুরুষঃ স্মৃতঃ।
ধূমব্যাপী সপ্তজিহ্বো ধনুর্দ্ধর ইতি ক্রমাৎ ॥ ৯৬ ॥
জাতিযুক্তাঃ ষড়ঙ্গাঃ স্যুঃ পূর্ব্বস্থানেষু বিন্যসেৎ।
ধ্যায়েৎ বহ্নিং হেমবর্ণং ত্রিনেত্রং পদ্মসংস্থিতম্ ॥ ৯৭ ॥

অর্চ্চিতং চন্দনাদিভিঃ পূজিতং বহ্নিং কুণ্ডোপরি ত্রিস্ত্রিবারং পরিভ্রাম্য জানুভ্যাং স্পৃষ্টমহীতলঃ সন্ তারমন্ত্রমুচ্চরন্ সন্ শিববীজধিয়া শিববীর্য্যধিয়া দেব্যা যোনৌ বহ্নিং বিনিক্ষিপেদিত্যন্বয়ঃ ॥ ৯১ ॥

ততো দেবায় দেব্যৈ চাচমনং দদ্যাদিত্যাহ আচাময়েদিতি ॥ ৯২ ॥

হনদহপচযুগ্মমিতি। হনহন দহদহ পচপচেত্যেবং রূপমিত্যর্থঃ। বহ্নিদীপনে ইতি। অনেন মন্ত্রেণ বহ্নিং প্রজ্বালয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৯৩ ॥

অগ্ন্যুপস্থানমন্ত্রমাহ অগ্নিং প্রজ্বলিতমিতি ॥৯৪—৯৬॥

জাতিযুক্তাঃ নমঃ-স্বাহা-বষট্-হুং-বৌষট্-ফট্পদৈর্যুক্তাঃ ইত্যর্থঃ। ওঁ সহস্রার্চ্চিষে হৃদয়ায় নমঃ। স্বস্তিপূর্ণায় শিরসে স্বাহেত্যাদয়ঃ ষড়ঙ্গমন্ত্রা উহ্যা ইত্যর্থঃ। পূর্ব্বস্থানেষু হৃদয়াদিষু ॥ ৯৭ ॥

বিবেচনা করতঃ কুণ্ডোপরি প্রদক্ষিণ ক্রমে তিনবার পরিভ্রমণ করাইয়া পীঠমধ্যস্থ দেবীর যোনিতে নিক্ষেপ করিবে এবং তৎপরে দেব ও দেবীকে আচমনাদি প্রদান করিয়া পূজা করিবেক ॥ ৯১—৯২ ॥ অনন্তর, "চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্বজ্ঞাপয় জ্ঞাপয় স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করতঃ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া, "অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্। সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্ ॥" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পরম আদর সহকারে বহ্নির পূজা করিবে। তৎপরে সেই বহ্নিমধ্যে, ওঁ সহস্রার্চ্চিষে নমঃ, স্বস্তিপূর্ণায়

ইষ্টশক্তিস্বস্তিকাভীধারকং মঙ্গলং পরম্।
পরিষিঞ্চেত্ততঃ কুণ্ডং মেখলোপরি মন্ত্রবিৎ ॥ ৯৮ ॥
দর্ভৈঃ পরিস্তরেৎ পশ্চাৎ পরিধীন্ বিন্যসেদথ।
ত্রিকোণবৃত্তষট্‌কোণং সাষ্টপত্রং সভূপুরম্ ॥ ৯৯ ॥
যন্ত্রং বিভাবয়েৎ বহ্নেঃ পূর্ব্বং বা সংলিখেদথ।
তন্মধ্যে পূজয়েৎ বহ্নিং মন্ত্রেণানেন বৈ মুনে! ॥ ১০০ ॥
বৈশ্বানর ততো জাতবেদঃ পশ্চাদিহাবহ।
লোহিতাক্ষপদং প্রোক্ত্বা সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় ॥ ১০১ ॥
বহ্নিজায়ান্তকো মন্ত্রস্তেন বহ্নিন্তু পূজয়েৎ।
মধ্যে ষট্‌স্বপি কোণেষু হিরণ্যা গগনা তথা ॥ ১০২ ॥
রক্তা কৃষ্ণা সুপ্রভা চ বহুরূপাতিরক্তিকা।
পূজয়েৎ সপ্তজিহ্বাস্তাঃ কেসরেষ্বঙ্গপূজনম্ ॥ ১০৩ ॥
দলেষু পূজয়েৎ মূর্ত্তীঃ শক্তিস্বস্তিকধারিণীঃ।
জাতবেদাঃ সপ্তজিহ্বো হব্যবাহন এব চ ॥ ১০৪ ॥

ইষ্টং বরমুদ্রা। অভীরভয়মুদ্রা ॥ ৯৮ ॥

ত্রিকোণবৃত্তেতি। ত্রিকোণোপরি ষট্‌কোণং ততো বৃত্তং ততোঽষ্টপত্রং ততো ভূপুরমিত্যেবংরীত্যাগ্নিস্থাপনাৎ পূর্ব্বমেব যন্ত্রং লিখেদধুনৈব বা ভাবয়েৎ ॥ ৯৯—১০৩ ॥

মূর্ত্তীরাহ জাতবেদা ইতি ॥ ১০৪—১০৫ ॥

স্বাহা, উত্তিষ্ঠপুরুষায় বষট্, ধূমব্যাপিনে হুং, সপ্তজিহ্বায় বৌষট্ এবং ধনুর্দ্ধরায় ফট্ এই মন্ত্র দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। অনন্তর, বহ্নিকে হেমবর্ণ, ত্রিনেত্র, পদ্মোপরি উপবিষ্ট, বরশক্তি স্বস্তিক ও অভয়ধারী, এবং পরম মঙ্গলালয় বলিয়া ধ্যান করিবে। তৎপরে মেখলার উপরিভাগে কুণ্ডকে সিঞ্চন করিবে ॥ ৯৩—৯৮ ॥ তৎপশ্চাৎ দর্ভদ্বারায় চতুর্দ্দিক আচ্ছাদিত করিবে এবং যথাক্রমে ত্রিকোণ, ষট্‌কোণ, বৃত্ত, অষ্টদল এবং ভূপুর লিখিয়া অগ্নির যন্ত্র অঙ্কিত করিবে; পরন্তু, ইহা বহ্নি স্থাপনের পূর্ব্বে অঙ্কিত করিয়া রাখিবে এক্ষণে কেবলমাত্র তাহা চিন্তা করিবে। অনন্তর সেই যন্ত্রমধ্যে, "বৈশ্বানর জাতবেদ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নির পূজা করিবে। অনন্তর মধ্যে ও ষট্‌কোণে যথাক্রমে হিরণ্যা গগনা, রক্তা, কৃষ্ণা, সুপ্রভা, বহুরূপা ও অতিরক্তিকা ভেদে বহ্নির সপ্তজিহ্বার পূজা করিয়া কেশরমধ্যে অঙ্গদেবতার পূজা করিবে ॥ ৯৯-১০৩ ॥ তদনন্তর, অষ্টদল মধ্যে ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে সপ্তজিহ্বায় নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে [illegible]

অশ্বোদরজসংজ্ঞোহগ্নঃ পুনর্বৈশ্বানরাহ্বয়ঃ।
কৌমারতেজাঃ স্যাদ্বিশ্বমুখো দেবমুখঃ স্মৃতঃ ॥ ১০৫ ॥
তারাগ্নয়ে পদাদ্যাঃ স্যুর্নত্যন্তা বহ্নিমূর্ত্তয়ঃ।
লোকপালাংশ্চতুর্দ্দিক্ষু বজ্রাদ্যায়ুধসংযুতান্ ॥ ১০৬ ॥

নারায়ণ উবাচ।

ততঃ স্রুক্স্রুবসংস্কারাবাজ্যসংস্কার এব চ।
কৃত্বা হোমস্ততঃ কুর্য্যাৎ স্রুবেণাদায় বৈ ঘৃতম্ ॥ ১০৭ ॥
দক্ষিণাদ্ ঘৃতভাগাত্তু বহ্নের্দ্দক্ষিণলোচনে।
জুহুয়াদগ্নয়ে স্বাহেত্যেবং বৈ বামতোহন্যতঃ ॥ ১০৮ ॥
সোমায় স্বাহেতি মধ্যাত্তু ঘৃতমাদায় সত্তম।
অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহেতি মধ্যনেত্রে হুনেত্ততঃ ॥ ১০৯ ॥

তারাগ্নয়ে ইতি। ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে নম ইত্যাদিপ্রয়োগ ঊহ্যঃ ॥ ১০৬ ॥

বহ্নিপূজানন্তরং কৃত্যমাহ ততঃ স্রুক্স্রুবসংস্কারাবিতি। তে চ সংস্কারাঃ শারদাতিলকাদিনিবন্ধেষু স্পষ্টা এব সন্তীতি তত এবাবধার্য্যাঃ। পুরাণে তেষামুপযোগাভাবাদ্দেশৌরবাচ্চ নাত্র লিখ্যন্তে। হোমং ততঃ কুর্য্যাদিতি। ততঃ স্রুক্স্রুবসংস্কারানন্তরং বক্ষ্যমাণরীত্যা হোমং কুর্য্যাদিত্যন্বয়ঃ ॥ ১০৭ ॥

দক্ষিণভাগাদিতি। আজ্যস্থাল্যাং দক্ষিণবামভাগকল্পনাং কৃত্বা দক্ষিণভাগাৎ স্রুবেণাজ্যমাদায় অগ্নয়ে স্বাহা ইতি মন্ত্রেণাগ্নের্দক্ষিণলোচনে জুহুয়াত্তথৈব বামভাগাদাদায় সোমায় স্বাহেতি বামলোচনে মধ্যভাগাদাদায়াগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহেতি তৃতীয়লোচনে জুহুয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১০৮—১১০ ॥

নায় নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে অশ্বোদরজায় নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে বৈশ্বানরায় নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে কৌমারতেজসে নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে বিশ্বমুখায় নমঃ এবং ওঁ অগ্নয়ে দেবমুখায় নমঃ এই সকল মন্ত্র বলিয়া এবং মূর্ত্তিগুলিকে শক্তি ও স্বস্তিক ধারিণী চিন্তা করিয়া পূজা করিবে। তৎপরে পূর্ব্বাদিদিক ক্রমে ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে বজ্রাদি আয়ুধবিশিষ্ট ধ্যান করিয়া পূজা করিবে ॥ ১০৪—১০৬ ॥

নারদ! অনন্তর, স্রুক্ স্রুবাদির সংস্কার ও আজ্যসংস্কার করিয়া স্রুবের দ্বারা ঘৃত গ্রহণ করত হোম করিতে প্রবৃত্ত হইবে ॥ ১০৭ ॥ আজ্যস্থালীমধ্যে দুইটী পবিত্র অর্পণ করিয়া দক্ষিণভাগ হইতে ঘৃত গ্রহণ করত অগ্নির দক্ষিণ নেত্রে অগ্নয়ে স্বাহা এই মন্ত্র বলিয়া, বাম ভাগ হইতে ঘৃত গ্রহণ করত অগ্নির বামভাগে সোমায় স্বাহা এই মন্ত্র বলিয়া এবং মধ্য হইতে ঘৃত লইয়া অগ্নির মধ্যভাগে অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা এই মন্ত্র পাঠকরিয়া আহুতি ত্যাগ করিবে ॥ ১০৮—১০৯ ॥ পুনর্ব্বার দক্ষিণভাগ হইতে ঘৃত লইয়া

পুনর্দ্দক্ষিণভাগাত্তু ঘৃতমাদায় বৈ মুখে।
অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহেত্যনেনৈব হুনেত্ততঃ ॥ ১১০ ॥
সতারাভির্ব্ব্যাহৃতিভির্জুহুয়াদথ সাধকঃ।
জুহুয়াদগ্নিমন্ত্রেণ ত্রিবারন্তু ততঃ পরম্ ॥ ১১১ ॥
ততস্তু প্রণবেনৈবাপ্যষ্টাবষ্টৌ ঘৃতাহুতীঃ।
গর্ভাধানাদিসংস্কারকৃতে তু জুহুয়ান্ মুনে! ॥ ১১২ ॥
গর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং ততঃ।
জাতকর্ম্ম নামকর্ম্মাপ্যুপনিষ্ক্রমণং তথা ॥ ১১৩ ॥
অন্নাশনং তথা চূড়াব্রতবন্ধস্তথৈব চ।
মহানাম্ন্যং ব্রতং পশ্চাত্তথোপনিষদং ব্রতম্ ॥ ১১৪ ॥
গোদানোদ্বাহকৌ প্রোক্তাঃ সংস্কারাঃ শ্রুতিচোদিতাঃ।
ততঃ শিবং পার্ব্বতীঞ্চ পূজয়িত্বা বিসর্জ্জয়েৎ ॥ ১১৫ ॥
জুহুয়াৎ পঞ্চ সমিধো বহ্নিমুদ্দিশ্য সাধকঃ।
পশ্চাদাবরণানাঞ্চাপ্যেকৈকামাহুতিং হুনেৎ ॥ ১১৬ ॥

সতারাভিরিতি। ওঁভূঃস্বাহা ওঁভুবঃ স্বাহেত্যবংরীত্যা। অগ্নিমন্ত্রেণ পূর্ব্বোক্তেন ॥১১১॥
সংস্কারকৃতে সংস্কারার্থমষ্টাবষ্টাবাহুতীর্জুহুয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১১২ ॥
গর্ভাধানাদিসংস্কারান্ গণয়তি গর্ভাধানমিতি ॥ ১১৩—১১৪ ॥
এতৎসংস্কারাণাং স্বরূপং ধর্ম্মশাস্ত্রে স্পষ্টম্। শিবং পার্ব্বতীং চেতি। বহ্নেঃ পিতৃভূতে দেবাবিত্যর্থঃ ॥ ১১৫—১১৭ ॥

অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অগ্নির সম্মুখে আহুতি দান করিবে ॥ ১১০ ॥ অনন্তর, ওঁ ভূঃ স্বাহা ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিয়া তৎপরে পূর্ব্বোক্ত অগ্নি মন্ত্রদ্বারা তিনবার হোম করিবে ॥ ১১১ ॥ তদনন্তর, গর্ভাধানাদি সংস্কার জন্য প্রত্যেকবারে প্রণব মন্ত্রদ্বারা আট্ আট্ বার আহুতি দান করিবে ॥ ১১২ ॥ নারদ! এক্ষণে সংস্কার সকলের নামোল্লেখ করিতেছি শ্রবণ কর। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন (মৌঞ্জীবন্ধন, মহানাম্ন ও বেদারম্ভ) এবং বিবাহ (গোদানপূর্ব্বক দারপরিগ্রহ) এই দশবিধ সংস্কারের বিবরণ শাস্ত্রে কথিত আছে। দীক্ষার প্রাক্কালে ঐ সমস্তের সংস্কার জন্য আহুতি দান করিবে তদনন্তর পার্ব্বতী ও মহাদেবের পূজা করিয়া তাঁহাদিগের বিসর্জ্জন করিবে ॥১১৩—১১৫॥ পরে, বহ্নির উদ্দেশে পঞ্চ সমিধাহুতি প্রদান করিয়া প্রত্যেক আবরণ-দেবতার উদ্দেশে এক একটী আহুতি দান করিবে ॥ ১১৬ ॥ অনন্তর, স্রুক্‌দ্বারা ঘৃত গ্রহণ করিয়া এবং

ঘৃতং স্রুচি সমাদায় চতুর্ব্বারং স্রুবেণ চ ।
পিধায় তাস্তু তেনৈব মুনে তিষ্ঠন্নিজাসনে ॥ ১১৭ ॥
বৌষড়ন্তেন মনুনা বহ্নেস্তু জুহুয়াত্ততঃ ।
মহাগণেশমন্ত্রেণ জুহুয়াদাহুতীর্দ্দশ ॥ ১১৮ ॥
বহ্নৌ পীঠং সমভ্যর্চ্চ্য দেয়মন্ত্রস্য দেবতাম্ ।
বহ্নৌ ধ্যাত্বা তু তদ্বক্ত্রে পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া ॥ ১১৯ ॥
মূলমন্ত্রেণ জুহুয়াদ্‌বক্ত্রৈকীকরণায় চ ।
বহ্নিদেবতয়োরৈক্যং ভাবয়ন্নাত্মনা সহ ॥ ১২০ ॥
একীভূতং ভাবয়েত্তু ততস্তু সাধকোত্তমঃ ।
ষড়ঙ্গং দেবতানাঞ্চ জুহুয়াদাহুতীঃ পৃথক্ ॥ ১২১ ॥
একাদশৈব জুহুয়াদাহুতীর্মুনিসত্তম ! ।
এতেন নাড়ীসন্ধানং বহ্নিদেবতয়োর্মুনে ॥ ১২২ ॥
একৈকক্রমযোগেনাপ্যাবৃতীনান্তথৈব চ ।
একৈকক্রমযোগেন ঘৃতেন জুহুয়ান্ মুনে ! ॥ ১২৩ ॥

বহ্নের্ম্মনুনা পূর্ব্বোক্তেন মহাগণেশমন্ত্রেণেতি। ওঁ ওঁস্বাহা ১ ওঁ শ্রীংস্বাহা ২ ওঁ শ্রীং হ্রীং স্বাহা ৩ ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং স্বাহা ৪ ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং স্বাহা ৫ ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গং স্বাহা ৬ ওঁ শ্রীং হ্রীং ক্লীং গ্লৌং গং গণপতয়ে ইত্যন্তং সপ্তমঃ ৭ বরবরদ ইত্যন্তোঽষ্টমঃ ৮ সর্ব্বজনং মে বশমিত্যন্তো নবমঃ ৯ আনয় স্বাহেত্যন্তো দশমঃ ১০ ইতি দশাহুতীর্জুহুয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১১৮ ॥

বহ্নৌ পীঠমিতি। দেয়মন্ত্রদেবতায়াঃ পীঠং তত্তৎকল্পোক্তং বহ্নৌ পূজয়েদিত্যর্থঃ। তদ্বক্ত্রে দেবতায়া বক্ত্রে ॥ ১১৯ ॥

বক্ত্রৈকীকরণায় চেতি। বহ্নিদেবতয়োরেকবক্ত্রতাসংপাদনার্থমিত্যর্থঃ ॥ ১২০—১২২ ॥

একৈকক্রমযোগেনেতি। একাং দেবতামুদ্দিশ্যৈকামাহুতিং জুহুয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১২৩ ॥

দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বৌষট্-অন্ত অগ্নির মহাগণেশ মন্ত্রদ্বারা দশটী আহুতি প্রদান করিবে ॥ ১১৭—১১৮ ॥ অনন্তর, অগ্নিতে পীঠ পূজা সমাপন করত দেয় ইষ্টদেবতার ধ্যান ও পূজা করিয়া তদনন্তর মূলমন্ত্র দ্বারা তন্মুখে পঞ্চবিংশতিবার আহুতি প্রদান করিবে। তৎপরে বহ্নিদেবতার সহিত তাঁহার ঐক্যজ্ঞান করিয়া পুনর্ব্বার আত্মার সহিত একীভূত বিবেচনা করিবে। অনন্তর, ষড়ঙ্গদেবতাগণের প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ আহুতি প্রদান করিবে ॥ ১১৯—১২১ ॥ তৎপরে একাদশবার আহুতি প্রদান করিয়া বহ্নির দেবতা ও ইষ্টদেবতার নাড়ীসন্ধান করিবে ॥ ১২২ ॥ তদনন্তর, ক্রমে ক্রমে এক এক দেবতার নাম উল্লেখ করিয়া ঘৃতদ্বারা এক এক আহুতি প্রদান করিবে ॥ ১২৩ ॥ পরে, কল্পোক্তদ্রব্য

ততঃ কল্পোক্তদ্রব্যৈস্তু জুহুয়াদথবা তিলৈঃ।
দেবতামূলমন্ত্রেণ গজাস্তকসহস্রকম্ ॥ ১২৪ ॥
এবং হুত্বা ততো দেবীং সন্তুষ্টাং ভাবয়েন্ মুনে।
তথৈবাবৃত্তিদেবীশ্চ বহ্ন্যাদ্যা দেবতা অপি ॥ ১২৫ ॥
ততঃ শিষ্যঞ্চ সুস্নাতং কৃতসন্ধ্যাদিকক্রিয়ম্।
বস্ত্রদ্বয়যুতং স্বর্ণাভরণেন সমন্বিতম্ ॥ ১২৬ ॥
কমণ্ডলুকরং শুদ্ধং কুণ্ডস্যান্তিকমানয়েৎ।
নমস্কৃত্য ততঃ শিষ্যো গুরূনথ সভাসদঃ ॥ ১২৭ ॥
কুলদেবং নমস্কৃত্য বিশেত্তত্রাথ বিষ্টরে।
গুরুস্ততস্তু তং শিষ্যং কৃপাদৃষ্ট্যা বিলোকয়েৎ ॥ ১২৮ ॥
তচ্চৈতন্যং নিজে দেহে ভাবয়েৎ সঙ্গতন্ত্বিতি।
ততঃ শিষ্যতনুস্থানামধ্বনাং পরিশোধনম্ ॥ ১২৯ ॥
কুর্য্যাত্তু হোমতো বিদ্বান্ দিব্যদৃষ্ট্যবলোকনাৎ।
যেন জায়েত শুদ্ধাত্মা যোগ্যো দেবাদ্যনুগ্রহে ॥ ১৩০ ॥

গজাস্তকসহস্রকং অষ্টোত্তরসহস্রকম্ ॥ ১২৪—১২৮ ॥

তচ্চৈতন্যমিতি। শিষ্যচৈতন্যং নিজাত্মনি প্রবিষ্টমিতি ভাবয়েদিত্যর্থঃ। অধ্বনাং বক্ষ্যমাণানাম্ ॥ ১২৯—১৩০ ॥

দ্বারা অথবা তিলদ্বারা মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত অষ্টোত্তর সহস্রবার হোম করিবে ॥ ১২৪ ॥ নারদ! এইরূপে হোমকার্য্য সমাপন করিয়া দেবী ভগবতীকে, আবরণ দেবতা এবং বহ্নিপ্রভৃতি অন্যোন্য দেবতা সকলকে সন্তুষ্ট বিবেচনা করিবে ॥ ১২৫ ॥

অনন্তর, শিষ্য স্নান করিয়া নূতন বস্ত্রযুগল ও সুবর্ণের অলঙ্কারাদি পরিধান করিবে এবং সন্ধ্যাদি নিত্যক্রিয়া সকল সমাপন করিয়া কমণ্ডলুহস্তে শুদ্ধমানসে কুণ্ডের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইবে। তদনন্তর, সভাসীন গুরুজনবর্গকে নমস্কার করিয়া কুলদেবকে নমস্কার করিবে এবং তাহার পর তত্রস্থ আসনে যাইয়া উপবেশন করিবে। অনন্তর, গুরু শিষ্যকে সমাগত জানিয়া করুণাদৃষ্টিতে অবলোকন করিবেন এবং নিজ দেহে তাহার চৈতন্যকে সংগত বলিয়া বিবেচনা করিবেন। পরে গুরু, যাহাতে শিষ্য দিব্য দৃষ্টির অবলোকন হেতু শুদ্ধাত্মা ও দেবতার অনুগ্রহের পাত্র হইতে পারে, তদনুসারে হোম করিয়া শিষ্যশরীরস্থ মার্গ সকলের পরিশোধন করিবেন ॥ ১২৬—১৩০ ॥

নারায়ণ উবাচ।

ততো ধ্যায়েত্তু শিষ্যস্য ষড়ধ্বানঃ ক্রমেণ তু।
পাদয়োস্তু কলাধ্বানমন্ধৌ তত্ত্বাধ্বকং পুনঃ ॥ ১৩১ ॥
নাভৌ তু ভুবনাধ্বানং বর্ণাধ্বানং তথা হৃদি।
পদাধ্বানং তথা ভালে মন্ত্রাধ্বানস্তু মূর্দ্ধনি ॥ ১৩২ ॥
শিষ্যং স্পৃশংস্তু কূর্চ্চেন তিলৈরাজ্যপরিপ্লুতৈঃ।
শোধয়াম্যমুমধ্বানং স্বাহেতি মনুমুচ্চরন্ ॥ ১৩৩ ॥
তারাঢ্যং জুহুয়াদষ্টবারং প্রত্যধ্বমেব হি।
ষড়ধ্বনস্ততস্তাংস্তু লীনান্ ব্রহ্মণি ভাবয়েৎ ॥ ১৩৪ ॥
পুনরুৎপাদয়েত্তস্মাৎ সৃষ্টিমার্গেণ বৈ গুরুঃ।
আত্মস্থিতং তচ্চৈতন্যং পুনঃ শিষ্যে তু যোজয়েৎ ॥ ১৩৫ ॥
পূর্ণাহুতিং ততো হুত্বা দেবতাং কলশে নয়েৎ।
পুনর্ব্যাহৃতিভির্হুত্বা বহ্নেরঙ্গাহুতীস্তথা।
একৈকশো গুরুর্দ্দত্বা বিসৃজেদ্বহ্নিমাত্মনি ॥ ১৩৬ ॥

ষড়ধ্বশোধনং কর্ত্তব্যমিত্যুক্তং তত্র কে তে ষড়ধ্বানঃ কুত্র সন্তীতি সর্ব্বমাহ ততো ধ্যায়েদিতি। অন্ধৌ লিঙ্গে তত্ত্বাধ্বকং তত্ত্বাধ্বানং ন্যসেদিত্যর্থঃ ॥ ১৩১—১৩২ ॥

ওঁ অস্য শিষ্যস্য কলাধ্যানং শোধয়ামি স্বাহেতি মন্ত্রেণাষ্টবারং তং কলাধ্বানং পাদয়োঃ স্থিতং কূর্চ্চেন বামহস্তেন স্পৃশঞ্জুহুয়াদেবং প্রত্যধ্বমিতরাধ্বস্যু কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৩৩—১৩৪ ॥

তস্মাদ্ব্রহ্মণঃ। আত্মস্থিতমিতি। পূর্ব্বং যৎ স্বস্মিন্ যোজিতং তদিত্যর্থঃ ॥ ১৩৫ ॥

দেবতামিতি। হোমার্থমগ্নাবাবাহিতাং দেবতাং কলশে নয়েৎ কলশে গতামিতি ভাবয়েদ্বিসর্জ্জনমন্ত্রেণেত্যর্থঃ ॥ ১৩৬ ॥

নারদ! এক্ষণে, শিষ্যের ষড়ধ্বশোধনের কথা বিশেষ করিয়া বলিতেছি শ্রবণ কর। শিষ্যের শরীরে যথাক্রমে সেই ষড়ধ্বশোধন করিবে। তাহার পদদ্বয়ে কলাধ্বকে, লিঙ্গে তত্ত্বাধ্বকে, নাভিদেশে ভুবনাধ্বকে, হৃদয়ে বর্ণাধ্বকে, ললাটে পদাধ্বকে এবং মস্তকে মন্ত্রাধ্বকে শোধন করিবে ॥ ১৩১—১৩২ ॥ পরন্তু, প্রত্যেক অধ্বশোধন করিবার সময় অগ্রে শিষ্যের পাদাদি তৎতৎ অঙ্গ কূর্চ্চদ্বারা স্পর্শ করিয়া পরে "ওঁ অস্য শিষ্যস্য কলাধ্বানং শোধয়ামি স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক আজ্যমিশ্রিত তিলদ্বারা আটবার আহুতি প্রদান করিবে। এইরূপ প্রত্যেক স্থানের অধ্বশোধনের সময় পূর্ব্বোক্ত আট আটবার হোম করিবে। অনন্তর, সেই সকলকে ব্রহ্মেতে লীন চিন্তা কৃ[illegible] সেই ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টিপ্রক্রমানুসারে তাহাদিগের উৎপত্তি চিন্তা করিবে [illegible] শিষ্যচৈতন্যকে আত্মস্থিত করিয়া রাখা হইয়াছিল, এক্ষণে গুরু সে[illegible] শিষ্যে অর্পণ করিবেন ॥ ১৩৩—১৩৫ ॥ অনন্তর, পূর্ণাহুতি [illegible]

ততঃ শিষ্যস্য নেত্রে তু বধ্নীয়াদ্বাসসা গুরুঃ।
নেত্রমন্ত্রেণ তং শিষ্যং কুণ্ডতো মণ্ডলং নয়েৎ ॥ ১৩৭ ॥
পুষ্পাঞ্জলিং মুখ্যদেব্যাং কারয়েচ্ছিষ্যহস্ততঃ।
নেত্রবন্ধং নিরাকৃত্য বেশয়েৎ কুশবিষ্টরে ॥ ১৩৮ ॥
ভূতশুদ্ধিং শিষ্যদেহে কুর্য্যাৎ প্রোক্তেন বর্ত্মনা।
মন্ত্রোদিতাংস্তথা ন্যাসান্ কৃত্বা শিষ্যতনৌ ততঃ ॥ ১৩৯ ॥
মণ্ডলে বেশয়েচ্ছিষ্যমন্যস্মিন্ কুম্ভসংস্থিতান্।
পল্লবান্ শিষ্যশিরসি বিন্যসেন্মাতৃকাং জপেৎ ॥ ১৪০ ॥
কলশস্থজলৈঃ শিষ্যং স্নাপয়েদ্দেবতাত্মকৈঃ।
বর্দ্ধনীজলসেকঞ্চ কুর্য্যাদ্রক্ষার্থমঞ্জসা ॥ ১৪১ ॥
ততঃ শিষ্যঃ সমুত্থায় বাসসী পরিধায় চ।
কৃতভস্মাবলেপশ্চ সংবিশেদ্‌গুরুসন্নিধৌ ॥ ১৪২ ॥

নেত্রমন্ত্রেণ বৌষণ্মন্ত্রেণ নেত্রবন্ধং কৃত্বা তং শিষ্যং কুণ্ডস্থলান্মণ্ডলং কলশং প্রতি নয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৩৭—১৩৮ ॥

মন্ত্রোদিতান্ দেয়মন্ত্রোদিতান্ ॥ ১৩৯—১৪০ ॥

বর্দ্ধনী যা পূর্ব্বমীশান্যাং স্থাপিতা তস্যাং স্থিতৈর্জ্জলৈরভিষেকং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥১৪১-১৪৩॥

আবাহিত দেবতাকে কলসমধ্যে বিসর্জ্জন মন্ত্র দ্বারা স্থাপিত করিবে এবং তদনন্তর পুনর্ব্বার ব্যাহৃতি হোম সমাপন করিয়া বহ্নির অঙ্গদেবতা সকলকে এক একটী আহুতি প্রদান করত বহ্নিকে আত্মশরীরে বিসর্জ্জন করিবে ॥ ১৩৬ ॥ পরে, গুরু এইরূপে সমস্ত কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া তদনন্তর, বৌষড়্ মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বস্ত্রদ্বারা শিষ্যের নেত্রদ্বয় বন্ধনকরত কুণ্ডস্থান হইতে মণ্ডলমধ্যে লইয়া আসিবে ॥ ১৩৭ ॥ অনন্তর, গুরু শিষ্যহস্ত দ্বারা ইষ্ট দেবতাকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করাইয়া তাহার নেত্রবন্ধন মোচন পূর্ব্বক তাহাকে কুশাসনে উপবেশন করাইবে ॥ ১৩৮ ॥ পরে, শিষ্যদেহে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি কার্য্য সকল করিয়া ইষ্টমন্ত্রের ন্যাস করিবে। অনন্তর, শিষ্যকে অন্য একটী মণ্ডপে লইয়া যাইয়া মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ করিতে করিতে কলসস্থ পল্লব সকল শিষ্যমস্তকে স্পর্শ করাইয়া তন্মধ্যস্থ জলদ্বারা তাহাকে স্নান করাইবে। এবং পূর্ব্বোক্ত ঈশানকোণে রক্ষিত বর্দ্ধনীপাত্রস্থ জলদ্বারা রক্ষাজন্য অভিষেক করিবে ॥১৩৯-১৪১॥ তৎপরে, শিষ্য গাত্রোত্থান করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিবে এবং ভস্মগ্রহণ করিয়া গুরু সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইবে ॥ ১৪২ ॥ অনন্তর, করুণাময় গুরু নিজশরীর হইতে বহির্গত শিবশক্তিকে শিষ্য

ততো গুরুঃ স্বকীয়াত্তু হৃদয়ান্নির্গতাং শিবাম্।
প্রবিষ্টাং শিষ্যহৃদয়ে ভাবয়েৎ করুণানিধিঃ ॥ ১৪৩ ॥
পূজয়েৎ গন্ধপুষ্পাদ্যৈরৈক্যং বৈ ভাবয়ংস্তয়োঃ।
ততস্ত্রিশো দক্ষকর্ণে শিষ্যস্যোপদিশেৎ গুরুঃ ॥ ১৪৪ ॥
মহামন্ত্রং মহাদেব্যাঃ স্বহস্তং শিরসি ন্যসন্ ॥ ১৪৫ ॥
অষ্টোত্তরশতং মন্ত্রং শিষ্যোঽপি প্রজপেন্মুনে!।
দণ্ডবৎ প্রণমেদ্ভূমৌ তং গুরুং দেবতাত্মকম্ ॥ ১৪৬ ॥
সর্ব্বস্বমর্পয়েত্তস্মৈ যাবজ্জীবমনন্যধীঃ।
ঋত্বিগ্‌ভ্যো দক্ষিণাং দত্ত্বা ব্রাহ্মণাংশ্চাপি ভোজয়েৎ ॥ ১৪৭ ॥
সুবাসিনীঃ কুমারীশ্চ বটুকাংশ্চৈব সর্ব্বশঃ।
দীনানাথান্ দরিদ্রাংশ্চ বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৪৮ ॥
কৃতার্থতাং স্বস্য বুধ্বা নিত্যমারাধয়েন্মনুম্ ॥ ১৪৯ ॥
ইতি তে কথিতঃ সম্যগ্‌দীক্ষাবিধিরনুত্তমঃ।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ ভজ দেবীপদাম্বুজম্ ॥ ১৫০ ॥

তয়োঃ শিষ্যদেবয়োরৈক্যং ভাবয়ন্ দেবতাবুদ্ধ্যা শিষ্যং পূজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৪৪ ॥
স্বহস্তং দক্ষিণহস্তং শিষ্যশিরসি অমৃতময়ং স্থাপয়েদিত্যর্থঃ ॥ ১৪৫—১৪৯ ॥
ইতি তে কথিত ইতি নারায়ণো নারদং প্রত্যুপসংহারং করোতি ॥ ১৫০—১৫১ ॥

শরীরে প্রবৃষ্ট হইতে চিন্তা করিবেন, এবং শিষ্য ও দেবতায় ঐক্যজ্ঞান করিয়া শিষ্যকে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবেন ॥ ১৪৩—১৪৪ ॥ তদনন্তর, গুরু শিষ্যের মস্তকে স্বহস্ত ন্যাস করিয়া তাহার দক্ষিণ কর্ণে মহাদেবীর মহামন্ত্রটী তিন বার উচ্চারণ করতঃ উপদেশ দিবেন ॥ ১৪৫ ॥ নারদ! এই সময়ে শিষ্য ও সেই মন্ত্রটীকে অষ্টোত্তরশতবার জপ করিবে এবং গুরুকে দেবময় চিন্তা করত ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিবে ॥ ১৪৬ ॥ অনন্তর, শিষ্য গুরুদক্ষিণার স্বরূপ তাঁহাকে যাবজ্জীবনের জন্য সর্ব্বস্ব প্রদান করিবে, ইহাতে কখনও অন্যমত হইবে না। তৎপরে ঋত্বিক্‌গণকে যথাযোগ্য দক্ষিণা প্রদান করিয়া, দীন অনাথ কুমারী ও ব্রাহ্মণগণকে ক্ষমতানুসারে ভোজনাদি করাইবে, পরন্তু এতৎসম্বন্ধে কোনও রূপে বিত্তশাঠ্য অবলম্বন করিবে না ॥ ১৪৭—১৪৮ ॥ এইরূপে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে এবং তদবধি প্রত্যহ ইষ্টমন্ত্রের আরাধনায় নিরত থাকিবে ॥ ১৪৯ ॥

নারদ! এই আমি তোমার নিকট সর্ব্বোত্তম দীক্ষা বিধির বিষয় বর্ণন করিলাম। এক্ষণে, তুমি এই সমস্ত বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেবীর পাদপদ্ম ভজনাতে

নান্যস্তু পরমো ধর্ম্মো ব্রাহ্মণস্যাত্র বিদ্যতে।
বৈদিকঃ স্বস্বগৃহ্যোক্তক্রমেণোপদিশেন্মনুম্ ॥ ১৫১ ॥
তান্ত্রিকস্তন্ত্ররীত্যা তু স্থিতিরেষা সনাতনী।
তত্তদুক্তপ্রয়োগাংস্তু তে তে কুর্য্যুর্ন চান্যথা ॥ ১৫২ ॥

নারায়ণ উবাচ।

ইতি সর্ব্বং ময়াখ্যাতং যৎ পৃষ্টং নারদ! ত্বয়া।
অতঃপরং পরাম্বায়া ভজ নিত্যং পদাম্বুজম্।
নিত্যমারাধ্য তচ্চাহং নির্বৃতিং পরমাং গতঃ ॥ ১৫৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি রাজন্নারদায় প্রোক্ত্বা সর্ব্বমনুত্তমম্।
সমাধিমীলিতাক্ষস্তু দধ্যৌ দেবীপদাম্বুজম্।
নারায়ণস্তু ভগবান্ মুনিবর্য্যশিখামণিঃ ॥ ১৫৪ ॥

তত্তদুক্তেতি। বৈদিকরীত্যা স্বস্বগৃহ্যোক্তরীত্যা দীক্ষিতো বৈদিকান্ প্রয়োগান্ (কু)র্য্যাৎ কুণ্ডমণ্ডপাদিপুরঃসরতন্ত্রোক্তপ্রকারেণ দীক্ষাবাংস্তান্ত্রিকান্ প্রয়োগান্ কুর্য্যাদি-(ত্য)র্থঃ ॥ ১৫২—১৫৩ ॥

ব্যাসো জনমেজয়ং প্রতি নারায়ণনারদসংবাদকথামুপসংহরতি ব্যাস উবাচ ইতি রাজ-(ন্নি)তি। দধ্যৌ নারায়ণ ইত্যর্থঃ ॥ ১৫৪ ॥

(নি)রত হও। কারণ, ইহলোকে ইহা ব্যতীত ব্রাহ্মণের আর অন্য কোনও ধর্ম্ম নাই, (ই)হাই স্থির বলিয়া জানিবে। বেদমার্গানুসারী বৈদিকগণ স্বস্ব গৃহ্যোক্তক্রমে এবং (তা)ন্ত্রিকগণ স্বস্ব তন্ত্রানুসারে মন্ত্রের উপদেশ দিবেন, ইহাকেই সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত সনাতনী (রী)তি বলিয়া জানিবে। ফলতঃ যে ব্যক্তি যে মার্গানুসারী হইবে, সে তদনুরূপ আচরণ (ক)রিবে, কোনও রূপে অন্যরূপ আচরণ করিবে না ॥ ১৫০—১৫২ ॥

নারদ! তুমি আমাকে যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে তৎসমুদয়ই আমি তোমার (নি)কট বর্ণন করিলাম। এক্ষণে তোমাকে সার কথা বলিতেছি, অতঃপর তুমি নিয়তই পরাশক্তির পাদপদ্ম সেবায় নিরত থাকিও। দেখ, আমিও নিত্য তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করিয়াই এই পরম নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছি ॥ ১৫৩ ॥

বেদব্যাস কহিলেন, মহারাজ জনমেজয়! মুনিগণের চূড়ামণি সেই ভগবান্ নারায়ণ ঋষি নারদকে এই সমস্ত অনুপম কথা বলিয়া সমাধিযোগে চক্ষু মুদ্রিত করত দেবী ভগবতীর পাদপদ্ম ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন মুনিবর নারদও এই সমস্ত

নারদোঽপি ততো নত্বা গুরুং নারায়ণং পরম্ ।
জগাম সদ্যস্তপসে দেবীদর্শনলালসঃ ॥ ১৫৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে দীক্ষাবিধিকথনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

(নারদেনাপি তৎ সর্ব্বং দেবীমাহাত্ম্যপূর্ণং বচনজাতমাকর্ণ্য কিং কৃতমিত্যত আহ নারদোঽপীতি ॥ ১৫৫ ॥)

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমগুরু নারায়ণকে প্রণাম করতঃ দেবীদর্শনমানসে তপস্যা করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৫৪—১৫৫ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে দীক্ষাবিধি বর্ণন নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

জনমেজয় উবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রবতাংবর!।
দ্বিজাতীনান্তু সর্ব্বেষাং শক্ত্যুপাস্তিঃ শ্রুতীরিতা ॥ ১ ॥
সন্ধ্যাকালত্রয়েঽন্যস্মিন্ কালে নিত্যতয়া বিভো!।
তাং বিহায় দ্বিজাঃ কস্মাদগৃহ্নীয়ুশ্চান্যদেবতাঃ ॥ ২ ॥

অর্দ্ধাধিকৈকনবতিশ্লোকৈরথ সুবিস্তৃতা।
কেনোপনিষদুদ্দিষ্টা কথা প্রস্তূয়তেঽধুনা ॥

ইত্থমেতাবৎপর্য্যন্তং সর্ব্বদেবর্ষিমানবানাং শ্রীদেব্যারাধকত্বমুক্তং শ্রুত্বা জগতি শ্রীদেব্যা উপাসনাং নিত্যাং বিহায় বিষ্ণুশিবগণেশাদিদেবত্যোপাসকান্ জনানালক্ষ্য বিস্মিতে রাজা পৃচ্ছতি জনমেজয় উবাচ ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞেতি। দ্বিজাতীনামিতি। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শক্ত্যুপাস্তিঃ শ্রীগায়ত্র্যুপাস্তির্নিত্যা শ্রুতিভির্ব্বেদচতুষ্টয়ৈরীরিতা কথিতেত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীতেতি। তদকরণে প্রত্যবায়ঃ প্রায়শ্চিত্তঞ্চ শ্রুত্যোক্তম্ নৈবং শিববিষ্ণূপাসনায়া নিত্যত্বপ্রতিপাদিকা শ্রুতিরস্তি। তস্মাদ্গায়ত্র্যুপাসনৈব নিত্যেতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

কস্মিন্ কালে তদাহ সন্ধ্যাকালত্রয়ে ইতি। ত্রিসন্ধ্যং দ্বিজৈর্নিত্যং শ্রীগায়ত্র্যুপাসনা কর্ত্তব্যা তদতিক্রমে শ্রুতিস্মৃত্যাদিষু প্রায়শ্চিত্তকথনাৎ। যদা প্রথমতঃ শ্রুত্যা গায়ত্রীষ্ট-দেবতা দ্বিজানামুদিতা ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদা তদা তাং স্বেষ্টদেবতাং পরাশক্তিং সন্ধ্যাকালাতি-রিক্তেঽন্যস্মিন্ কালে নিরন্তরং স্মরেদিদমপি শ্রুত্যৈবোক্তম্। স্বেষ্টদেবতাস্মরণং বিহায়ান্য-দেবতাস্মরণে প্রয়োজনাভাবাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ।[যো বৈ স্বাং দেবতামতিযজতে প্রস্বায়ৈ দেবতায়ৈ চ্যবতে ন পরাং প্রাপ্নোতি পাপীয়ান্ ভবতীতি।] তথা চ তাদৃশীমিষ্টদেবতাং পরাশক্তিং বিহায় তাং স্বীকৃত্য বা তদভিমানং বিহায় কস্মাৎ প্রয়োজনাদন্যদেবতা উপাস্যত্বেন গৃহ্নীয়ুঃ। ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনমস্তীত্যর্থঃ। শ্রীগায়ত্র্যাঃ সর্ব্বার্থদাতৃত্বঞ্চ শ্রুত্যৈবাভিহিতম্। তথা চ গোপথব্রাহ্মণে গায়ত্র্যুপনিষদি। ব্রহ্ম হেদং শ্রিয়ং প্রতিষ্ঠা-মায়তনমৈক্ষত তত্তপস্ব যদি তদ্ব্রতে ধ্রিয়েত তৎ সত্যে প্রত্যতিষ্ঠৎ। স সবিতা সাবিত্র্যা ব্রাহ্মণং সৃষ্ট্বা তৎসাবিত্রীং পর্য্যদধাদিত্যাদি। যো হ বা এবং বিৎস ব্রহ্মবিৎ পুণ্যাঞ্চ কীর্ত্তিং লভতে সুরভীংশ্চ গন্ধান্ সোঽপহতপাপ্মানন্তাং শ্রিয়মশ্নুতে য এবং বেদ যশ্চৈবং বিদ্বানেব-মেতাং বেদানাং মাতরং সাবিত্রীং সম্পদমুপনিষদমুপাস্তে ইতি।] তথা সামবিধিব্রাহ্মণে। অথ গায়ত্র্যাঙ্গানি ব্যাখ্যাস্যামঃ। শিরো ব্রহ্মা ললাটং দ্যৌঃ চন্দ্রাদিত্যৌ চক্ষুষী মুখমগ্নির্জিহ্বা সরস্বতী ত্বষ্টা গ্রীবা বসবশ্চ রুদ্রাশ্চ বাহূ উরো বায়ুঃ পৃষ্ঠমিন্দ্রো বিষ্ণুর্নাভিঃ প্রজাপতি-র্জঘনমূরূ মরুতো বেদাঃ পাদৌ স্মিতং বিদ্যুচ্ছ্বসিতং বায়ুরস্থীনি পর্ব্বতাঃ সমুদ্রা বাসাংসি নক্ষত্রাণ্যলঙ্কারো য এবং বেদ হুষ্টুতাৎ তুরুপযুক্তায়ূনাধিকাচ্চ সর্ব্বস্মাৎ স্বস্তি দেবর্ষিত্যশ্চ

জনমেজয় ব্যাসদেবকে কহিলেন; ভগবন্! আপনি সমস্ত ধর্ম্মের মর্ম্মই অবগত আছেন এবং সকল শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণের শ্রেষ্ঠ ইহা আমরা জানি। একণে, জিজ্ঞাসা করি, যখন শ্রুতিতে সকল দ্বিজাতিরই সকল সময়ে বিশেষতঃ ত্রিসন্ধ্যাকালে গায়ত্রী শক্তিদেবীর

ব্রহ্মসত্যঞ্চ পাতু মাং ব্রহ্মসত্যঞ্চ পাতু মামিতি। তথা বৃহদারণ্যকোপনিষদি। সা হৈষা গয়াং-স্তত্রে প্রাণা বৈ গয়াস্তৎপ্রাণাংস্তত্রে তদ্‌যদ্গয়াংস্তত্রে তস্মাদ্গায়ত্রীনামেতি। এবমেব চতুর্ষু বেদেষু বিদ্যমানাঃ শ্রুতয় উদাহার্য্যাঃ। নন্থ বিষ্ণুশিবগণপতিপ্রভৃতিদেবতানামপি পুরাণাগমাদিষু গায়ত্রীপ্রতিপাদ্যত্বং প্রতিপাদিতম্। তথা চ মৈত্রায়ণীয়শ্রুতিঃ। যো হ বা অমুষ্মিন্নাদিত্যে নিহিতস্তারকোঽক্ষিণি বৈষ ভর্গাখ্যো ভাভির্গতিরস্যেতি ভর্গো ভর্জয়তীতি বৈষ ভর্গ ইতি রুদ্র ইতি। অনয়া চ শ্রুত্যা শিবস্য গায়ত্রীপ্রতিপাদ্যত্বমুক্তম্। তথাগ্নিপুরাণে তন্ত্রেষু চ নারায়ণস্য গায়ত্রীপ্রতিপাদ্যত্বং প্রতিপাদিতম্। তথা চ গায়ত্রীমন্ত্রস্য পরা প্রকৃতিরেব দেবতেতি নিয়মো ন সিদ্ধ ইতি চেন্ন। গায়ত্রীমন্ত্রস্যান্তর্যামিপ্রতিপাদকত্বেনান্ত-র্যামিণশ্চ সর্ব্বপদার্থজাতান্তর্যামিত্বেন গায়ত্রীমন্ত্রস্য তদ্দৈবতাপ্রতিপাদকত্বকথনেঽপি মুখ্যগায়ত্র্যুপাস্তৌ চতুর্ষু বেদেষু স্ত্রীত্ববিশিষ্টদেবতায়া এব। আয়াতু বরদা দেব্যক্ষরং ব্রহ্মসংমিতম্। গায়ত্রীং ছন্দসাং মাতেদং ব্রহ্মজুষস্ব মে ইত্যাবাহনমন্ত্রে। উত্তমে শিখরে জাতে ভূম্যাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি। ব্রাহ্মণেভ্যোঽভ্যনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথাসুখমিতি বিসর্জ্জনমন্ত্রে। তথা ধ্যানমন্ত্রেঽপি বালাং বালাদিত্যমণ্ডলমধ্যস্থামিত্যাদিনা ধ্যেয়ত্বেন স্ত্রীত্ববিশিষ্টদেবতায়া এব কথনাৎ পরা চিচ্ছক্তিরেব গায়ত্রীমন্ত্রপ্রতিপাদ্যেতি নিয়মাৎ। অত্রায়মিদমুচ্যতে। শিববিষ্ণুগণেশানামেব গায়ত্রীপ্রতিপাদ্যত্বমিতি গায়ত্র্যা ব্রহ্মপ্রতিপাদকত্বেন ব্রহ্মণশ্চ সর্ব্বাত্মকত্বেন সর্ব্বপদার্থজাতস্যৈব গায়ত্রীপ্রতিপাদ্যত্বসংভবাৎ। তথাপি বেদেষূপাসনা-সময়ে যদ্রূপং ধ্যেয়ত্বেনোক্তং তদেবোপাস্যমস্মাকং দ্বিজানাম। তচ্চ স্ত্রীত্ববিশিষ্টমেব বেদেষূক্তমিতি। তদেব পরাশক্তিরূপমেবাস্মাকমুপাস্যং ন বিষ্ণ্বাদিরূপম্। নন্থ বেদেঽপি গায়ত্র্যা গায়ত্রীচ্ছন্দো বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা অগ্নির্মুখং ব্রহ্মা শিরো বিষ্ণুর্হৃদয়ং রুদ্রঃ শিখা ইত্যনেন সবিতৃরূপমেব দেবতাত্বেনোক্তমিতি চেন্ন। নাত্র সবিতৃশব্দেন সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠাতা কশ্চিৎ পুরুষো বিবক্ষিতঃ। কিন্তু তদন্তর্গতো জগৎপ্রসবকর্ত্তা পরমাত্মা বিবক্ষিতস্তস্য চ স্ত্রীরূপত্বেনৈব তস্মিন্নেব মন্ত্রে ধ্যেয়ত্বোক্ত্যা বিরোধাভাবাৎ। অন্যথা গায়ত্রীমন্ত্রেণ সবিতুঃ সম্বন্ধি বরেণ্যং শ্রেষ্ঠমন্তর্য্যামিরূপং ধ্যেয়ত্বেন স্বমুখেন সাক্ষাৎ প্রতি-পাদিতম্। ব্রাহ্মণমন্ত্রেণ তু সবিতৈব ধ্যেয়ত্বেনোক্ত ইতি মহান্ বিরোধঃ স্যাৎ। অতএব মৈত্রায়ণীয়ব্রাহ্মণে ষষ্ঠপ্রপাঠকেঽপি সবিতৃমণ্ডলাধিষ্ঠিতপুরুষান্তর্গতপরমাত্মরূপমেব গায়ত্রী-মন্ত্রপ্রতিপাদ্যত্বেনোক্তম্। তথা চ শ্রুতিঃ মৈত্রায়ণীব্রাহ্মণে। অথ ভর্গো দেবস্য ধীমহীতি সবিতা বৈ দেবস্ততো যোঽস্য ভর্গাখ্যস্তচ্চিন্তয়ামীত্যাহুর্ব্রহ্মবাদিন ইতি। অনেন চ সবিতু-র্দ্দেবস্য সূর্য্যস্য সম্বন্ধি যদন্তর্য্যামি ভর্গাখ্যং তেজস্তদ্ধীমহীত্যন্বয় উক্তঃ। অতএব পুরাণান্ত-রেঽপি সন্ধ্যেতি সূর্য্যগং ব্রহ্ম সন্ধানাদবিভাগত ইত্যুক্তম্। সূর্য্যেণাবিভাগতঃ সন্ধানা-দ্বর্ত্তনাৎ সন্ধ্যোপাস্তিং করিষ্যে ইত্যাদৌ সন্ধ্যাশব্দেন সূর্য্যগং ব্রহ্মোচ্যত ইতি তদর্থঃ। অস্তু বা সূর্য্যো দেবতা তথাপি তস্য ধ্যানং স্ত্রীলিঙ্গবিশিষ্টমেব কর্ত্তব্যমিতি তস্মিন্নেব মন্ত্রেঽভিহিতম্। তথা চ ন মন্ত্রঃ সবিতা দেবতাগ্নির্মুখং ব্রহ্মা শিরো বিষ্ণুর্হৃদয়ং রুদ্রঃ শিখা পৃথিবী যোনিঃ প্রাণাপানব্যানোদানসমানাসপ্রাণা শ্বেতবর্ণা সাঙ্খ্যায়নসগোত্রা গায়ত্রী চতুর্বিংশত্যক্ষরা ত্রিপদা ষট্কুক্ষিঃ পঞ্চশীর্ষোপনয়নে বিনিয়োগ ইতি। তথা চ স্ত্রীলিঙ্গবিশিষ্টা সূর্য্যরূপা পরা শক্তিরেবোপাস্যেতি সিধ্যতি। কিঞ্চ শিববিষ্ণ্বাদীনাং গায়ত্রী-দেবতাত্বে গায়ত্রীদেবতায়া অঙ্গেষু ব্রহ্মা শিরো বিষ্ণুর্হৃদয়ং রুদ্রঃ শিখেতি মন্ত্রেণ শিবাদীনাং বিন্যাসোপবর্ণনং সর্ব্বথা ন সঙ্গচ্ছতে। তস্মাৎ স্ত্রীত্ববিশিষ্টা পরাশক্তির্গায়ত্রী দেবতৈব গায়ত্রীমন্ত্রেণ সর্ব্বদ্বিজাতিভির্নিত্যতয়োপাস্যেতি তাং স্বেষ্টদেবতাং বিহায় কিমিত্যন্যদেবতাং গৃহ্ণন্তীতি যুক্ত এব প্রশ্নঃ ॥ ২ ॥

উপাসনাকে নিত্য বলিয়া কথিত আছে, তখন দ্বিজাতিগণ কি জন্য সেই শক্তির উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য দেবতাগণের পূজায় রত হইয়া থাকেন ॥ ১—২ ॥

দৃশ্যন্তে বৈষ্ণবাঃ কেচিদ্গাণপত্যাস্তথাপরে
কাপালিকাশ্চীনমার্গরতা বল্কলধারিণঃ ॥ ৩ ॥
দিগম্বরাস্তথা বৌদ্ধাশ্চার্ব্বাকা এবমাদয়ঃ।
দৃশ্যন্তে বহবো লোকে বেদশ্রদ্ধাবিবর্জ্জিতাঃ ॥ ৪ ॥
কিমত্র কারণং ব্রহ্মংস্তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি।
বুদ্ধিমন্তঃ পণ্ডিতাশ্চ নানাতর্কবিচক্ষণাঃ ॥ ৫ ॥
অপি সন্ত্যেব বেদেষু শ্রদ্ধয়া তু বিবর্জ্জিতাঃ।
নহি কশ্চিৎ স্বকল্যাণং বুদ্ধ্যা হাতুমিহেচ্ছতি ॥ ৬ ॥
কিমত্র কারণং তস্মাদ্বদ বেদবিদাংবর!।
মণিদ্বীপস্য মহিমা বর্ণিতো ভবতা পুরা ॥ ৭ ॥

নন্বন্যদেবতোপাসকাঃ কে সন্তি তান্ দর্শয়তি দৃশ্যন্তে ইতি। বয়ং বৈষ্ণবা ইতি কেচিদ্বদন্তি। পরে বয়ং গাণপত্যা ইতি বদন্তি। কেচিত্তু কাপালিকা বয়মিতি বদন্তি। চীনমার্গরতাশ্চীনদেশীয়মার্গরতাঃ ॥ ৩ ॥

আদিনা শৈবতন্ত্রানুযায়িনঃ। দৃশ্যন্ত ইতি ইমে বেদশ্রদ্ধাবিবর্জ্জিতা গায়ত্র্যুপাস্তিনিষ্ঠারহিতাশ্চ বহবো দৃশ্যন্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

ন কেবলং মূঢ়াস্তন্মতে প্রবৃত্তাঃ কিন্তু বুদ্ধিমন্তোঽপীত্যাহ বুদ্ধিমন্ত ইতি ॥ ৫ ॥

স্বকল্যাণং বেদাদেব জায়মানং নহি কশ্চিৎ স্ববুদ্ধ্যাত্মমতমবলম্ব্য বেদবার্গং হাতুং ত্যক্তুমিচ্ছেচ্ছতি। ন কোঽপীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

তথাপি তথা বহবো দৃশ্যন্তে তস্মাৎ প্রবলং কিঞ্চিৎ কারণং বেদত্যাগে গায়ত্রীশ্রদ্ধাভাবে চ বর্ত্ততে তদ্বদেত্যাহ কিমত্র কারণমিতি। কিঞ্চ তৃতীয়স্কন্ধমারভ্য দ্বাদশস্কন্ধপর্য্যন্তং মণিদ্বীপস্য মহিমা বহুবিধঃ শ্রুতোঽস্তি তৎ স্থানং কীদৃগস্তি তদপি বদেত্যাহ মণিদ্বীপস্যেতি ॥ ৭—১০ ॥

এই সংসার মধ্যে কাহাকেও বৈষ্ণব, কাহাকেও গাণপত্য, কাহাকেও কাপালিক, কাহাকেও চীনমার্গানুরত এবং কাহাকেও বৌদ্ধ বা চার্ব্বাক বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে; পরন্তু তাহাদের মধ্যে আবার কেহ বা বল্কলধারী এবং কেহ বা দিগম্বর বেশে ভ্রমণ করিয়া থাকে; ফলতঃ এই সংসার মধ্যে বেদশ্রদ্ধা-রহিত নানাবিধ লোক সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥৩—৪॥ ব্রহ্মন্! এ বিষয়ের নিগূঢ় কারণ কি, তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন? আর এক কথা এই যে, যে সকল ব্যক্তি নানাবিধ তর্কশাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া লোকসমাজে বিখ্যাত; তাঁহারা কিজন্য তাদৃশ বুদ্ধিমান্ হইয়াও (বেদশ্রদ্ধাবিহীন) হইয়া থাকেন? ফলতঃ কেহই কখন জ্ঞানপূর্ব্বক আপনার অশুভ করিতে অভিলাষ করে না, তবে কি জন্য তাঁহারা বুদ্ধিমান হইলেও বেদশ্রদ্ধাবিহীন হইয়া থাকেন? ব্রহ্মন্! এবিষয়েরই বা কারণ কি তাহা আমাকে বিশেষ করিয়া বলুন? আমার আর একটী প্রশ্ন এই যে, পূর্ব্বে আপনি (দেবীর পরমস্থান মণিদ্বীপের মহিমা) বর্ণন করিয়াছেন; সেই দ্বীপটী কিরূপ মহত্তর তাহা শ্রবণ করিতে

কীদৃক্ তদস্তি যৎ দেব্যাঃ পরং স্থানং মহত্তরম্।
তচ্চাপি বদ ভক্তায় শ্রদ্দধানায় মেঽনঘ!।
প্রসন্নাস্তু বদন্ত্যেব গুরবো গুহ্যমপ্যুত ॥ ৮ ॥

সূত উবাচ।

ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
নিজগাদ ততঃ সর্ব্বং ক্রমেণৈব মুনীশ্বরাঃ ॥ ৯ ॥
যচ্ছ্রুত্বা তু দ্বিজাতীনাং বেদশ্রদ্ধা বিবর্দ্ধতে ॥ ১০ ॥

ব্যাস উবাচ।

সম্যক্ পৃষ্টং ত্বয়া রাজন্! সময়ে সময়োচিতম্।
বুদ্ধিমানসি বেদেষু শ্রদ্ধাবাংশ্চৈব লক্ষ্যসে ॥ ১১ ॥
পূর্ব্বং মদোদ্ধতা দৈত্যা দেবৈর্যুদ্ধন্তু চক্রিরে।
শতবর্ষং মহারাজ! মহাবিস্ময়কারকম্ ॥ ১২ ॥
নানাশস্ত্রপ্রহরণং নানামায়াবিচিত্রিতম্।
জগৎক্ষয়করং নূনং তেষাং যুদ্ধমভূন্নৃপ! ॥ ১৩ ॥

জনমেজয়বাক্যং শ্রুত্বা ব্যাস উবাচ সম্যক্ পৃষ্টমিতি ॥ ১১ ॥
তত্র সত্যযুগে সর্ব্বে দ্বিজা গায়ত্রীরূপপরাশক্তিনিষ্ণাতা বেদশ্রদ্ধাবন্তশ্চ স্থিতাঃ পশ্চাৎ কারণবশাত্তদ্রহিতা জাতা ইতি বদন্ প্রথমতস্তলবকারোপনিষদুক্তপরাশক্তিমহিমানং কথয়তি পূর্ব্বং মদোদ্ধতা ইতি ॥ ১২—১৩ ॥

আমি নিতান্তই উৎসুক হইয়াছি; অতএব তদ্বিষয় বর্ণন করিয়া এ সেবককে চরিতার্থ করুন। কারণ, গুরু প্রসন্ন হইলে পর শিষ্যকে নিতান্ত গুহ্য কথাও কহিয়া থাকেন ॥ ৫-৮ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! ভগবান্ বেদব্যাস মহারাজ জনমেজয়ের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার সমস্ত উত্তর প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যে সমুদয় বিষয় বলিয়াছিলেন তৎসমস্ত শ্রবণ করিলে পর দ্বিজগণের বেদশ্রদ্ধা বিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৯—১০ ॥

ব্যাস কহিলেন, রাজন্! তুমি যথাসময়ে যথোচিত প্রশ্ন করিয়াছ। ইহা দ্বারা তোমাকে বুদ্ধিমান্ ও বেদশ্রদ্ধাবিশিষ্ট বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। রাজন্! এক্ষণে আমি তোমার প্রশ্ন সকলের উত্তর প্রদান করিতেছি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর ॥ ১১ ॥

পূর্ব্বকালে অসুরগণ নিতান্ত মদগর্ব্বিত হইয়া দেবগণের সহিত শতবর্ষকাল পর্য্যন্ত অতি-বিস্ময়কর যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ॥১২॥ মহারাজ! সেই যুদ্ধটী নানাবিধ দৈবাস্ত্রসম্পন্ন ও নানাবিধ মায়াপরিপূরিত ছিল বলিয়া ক্রমে ক্রমে বিশ্ব নাশক হইয়া উঠিয়াছিল ॥ ১৩ ॥

পরাশক্তিকৃপাবেশাদ্দেবৈর্দৈত্যা জিতা যুধি।
ভুবং স্বর্গং পরিত্যজ্য গতাঃ পাতালবেশ্মনি ॥ ১৪ ॥
ততঃ প্রহর্ষিতা দেবাঃ স্বপরাক্রমবর্ণনম্।
চক্রুঃ পরস্পরং মোহাৎ সাভিমানাঃ সমন্ততঃ ॥ ১৫ ॥
জয়োঽস্মাকং কুতো ন স্যাদস্মাকং মহিমা যতঃ।
সর্ব্বোত্তমঃ কুত্র দৈত্যাঃ পামরা নিষ্পরাক্রমাঃ ॥ ১৬ ॥
সৃষ্টিস্থিতিক্ষয়করা বয়ং সর্ব্বে যশস্বিনঃ।
অস্মদগ্রে পামরাণাং দৈত্যানাঞ্চৈব কা কথা।
পরাশক্তিপ্রভাবং তে ন জ্ঞাত্বা মোহমাগতাঃ ॥ ১৭ ॥
তেষামনুগ্রহং কর্ত্তুং তদৈব জগদম্বিকা।
প্রাদুরাসীৎ কৃপাপূর্ণা যক্ষরূপেণ ভূমিপ! ॥ ১৮ ॥

পরাশক্তিকৃপাবেশাদ্দেবৈর্জিতা দৈত্যা ভুবং স্বর্গঞ্চ পরিত্যজ্য পাতালে গতা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৪ ॥

স্বপরাক্রমেতি। পরাশক্তিপ্রসাদেন জয়ে লব্ধেঽপি তৎ প্রসাদমুন্মাদেন বিস্মৃত্য স্বপরাক্রমবর্ণনং চক্রুরিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

কথং চক্রুস্তদাহ জয়োঽস্মাকমিতি। তথা চ শ্রুতিঃ তলবকারোপনিষদি ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়ন্ত ত ঐক্ষন্তাস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি ॥ ১৬—১৭ ॥

অনুগ্রহং কর্ত্তুমহঙ্কারেণ বিমূঢ়াননুকর্ত্তুমিত্যর্থঃ। অনেন চাপ্রার্থিতাপি দেবী নিজভক্তপরিপালনং করোতীত্যহো ভক্তবাৎসল্যং শ্রীভগবত্যা ইতি বোধিতম্। যতো দেবৈরপ্রার্থিতাপি তাননুদ্দধারেতি। যক্ষরূপেণেতি। যক্ষং যজনীয়ং অতিপূজ্যং তেজঃপুঞ্জরূপেণ প্রাদুরাসীদিত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। তে হৈষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যো হ প্রাদুর্বভূব তন্ন ব্যজানত কিমিদং যক্ষমিতি ॥ ১৮ ॥

পরে, বিশ্বেশ্বরী ভগবতীর কৃপায় দেবগণ সেই যুদ্ধে জয়লাভ করিলে, অসুরগণ স্বর্গ ও মর্ত্ত পরিত্যাগ করিয়া পাতাল-তলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল ॥১৪॥ তদনন্তর, দেবগণ আনন্দপরবশ হইয়া আত্মাভিমানবশতঃ পরস্পরে নিজের পরাক্রম বর্ণন করিয়া গর্ব্ব করিতে করিতে বলিল ; যখন আমাদের মহিমা সর্ব্বোত্তম বলিয়া জানা যাইতেছে, তখন কি জন্য আমাদের জয় না হইবে ? সেই পামর পরাক্রমহীন দৈত্যগণের সহিত কি আমাদের তুলনা হইতে পারে ? আমরাই এই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় করিতেছি এবং তজ্জন্যই আমাদের কীর্ত্তি সর্ব্বত্রই বিখ্যাত রহিয়াছে। অতএব আমাদের সহিত তুলনায় সেই পামর দৈত্যগণের কথা কিরূপে সম্ভব পর হইতে পারে ? ফলতঃ দেবসকল পরাশক্তির প্রভাব অবগত হইতে না পারিয়াই পরস্পরে এইরূপে মোহের বশবর্ত্তী হইয়াছিল ॥ ১৫—১৭ ॥

কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্।
বিদ্যুৎকোটিসমানাভং হস্তপাদাদিবর্জ্জিতম্ ॥ ১৯ ॥
অদৃষ্টপূর্ব্বং তদ্দৃষ্ট্বা তেজঃ পরমসুন্দরম্।
সবিস্ময়াস্তদা প্রোচুঃ কিমিদং কিমিদন্ত্বিতি ॥ ২০ ॥
দৈত্যানাং চেষ্টিতং কিংবা মায়া কাপি মহীয়সী।
কেনচিন্নির্ম্মিতা বাথ দেবানাং স্ময়কারিণী ॥ ২১ ॥
সম্ভূয় তে তদা সর্ব্বে বিচারং চক্রুরুত্তমম্।
যক্ষস্য নিকটে গত্বা প্রষ্টব্যং কস্ত্বমিত্যপি ॥ ২২ ॥
বলাবলং ততো জ্ঞাত্বা কর্ত্তব্যা তু প্রতিক্রিয়া।
ততো বহ্নিং সমাহূয় প্রোবাচেন্দ্রঃ সুরাধিপঃ ॥ ২৩ ॥
গচ্ছ বহ্নে! ত্বমস্মাকং যতোঽসি মুখমুত্তমম্।
ততো গত্বা তু জানীহি কিমিদং যক্ষমিত্যপি ॥ ২৪ ॥

তেজো বর্ণয়তি কোটিসূর্য্যেতি ॥ ১৯ ॥

অহো কিমিদমপূর্ব্বং যক্ষং কিমিদমপূর্ব্বং যক্ষমিতি প্রাহুরিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

তৈঃ কৃতাননেকাংস্তর্কান্ বিশদয়তি দৈত্যানামিতি ॥ ২১—২২ ॥

প্রতিক্রিয়েতি। যদ্যয়ং প্রবলঃ শত্রুস্তদা পলায়নং যদি সমবলস্তদা যুদ্ধং যদায়মীশ্বরস্তদা ভক্ত্যা তদনুসরণমেবংরূপা প্রতিক্রিয়েত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

যতোঽসি মুখমুত্তমমিতি। অগ্নির্বৈ দেবানামাস্যমিতি মুখাদগ্নিরজায়তেতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ। যতস্ত্বং মুখমস্মাকং ততস্ত্বমেব মুখে ভবত্বাৎ মুখ্যস্ততস্ত্বমেবৈতদ্বিশিষ্টং কার্য্যং কুরুষ্বেত্যাহ ততো গত্বেতি। তথা চ শ্রুতিঃ। তেঽগ্নিমব্রুবন্ জাতবেদৈতদ্বিজানীহি কিমেতদ্‌যক্ষমিতি ॥ ২৪ ॥

মহারাজ! সেই সময় জগজ্জননী ভগবতী দেবগণের তাদৃশ (ভাব) অবলোকন করিয়া তাহাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইলেন এবং তাহাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই (অতিশয় তেজোময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়া) তাহাদের সম্মুখে প্রাদুর্ভূতা হইলেন ॥ ১৮ ॥ তৎকালে দেবগণ, কোটিসূর্য্যের ন্যায় প্রকাশশালী অথচ কোটিচন্দ্রের ন্যায় সুশীতল, কোটিবিদ্যুতের সদৃশ, (হস্তপদাদিশূন্য,) সেই পরমসুন্দর, অদৃষ্টপূর্ব্ব তেজঃপুঞ্জ অবলোকন করিয়া বিস্মিত হইল এবং সকলেই ইহা কি! ইহা কি!! বলিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিল ॥ ১৯—২০ ॥ তৎকালে, তাহারা সকলেই বলিতে লাগিল, ইহা কি দৈত্যগণের কোন মহতী মায়া না অপর কেহ দেবগণের বিস্ময় উৎপাদন করিবার জন্য ঐরূপ মায়ার সৃষ্টি করিল ॥ ২১ ॥ যাহাহউক, মহারাজ। তৎকালে তাহারা সকলেই একত্রিত হইয়া বিচার করত এই স্থির করিল যে, অগ্রে আমারা ঐ তেজের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি কে? তদনন্তর তাহার বলাবল জানিয়া পরে যাহা কর্ত্তব্য হয় করিব। মহারাজ জনমেজয়! দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ স্থির করিয়া অগ্রে অগ্নিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন; অগ্নে! তুমি

সহস্রাক্ষবচঃ শ্রুত্বা স্বপরাক্রমগর্ব্বিতঃ।
বেগাৎ স নির্গতো বহ্নির্যযৌ যক্ষস্য সন্নিধৌ ॥ ২৫ ॥
তদা প্রোবাচ যক্ষং তং ত্বং কোঽসীতি হুতাশনম্‌।
বীর্য্যঞ্চ ত্বয়ি কিং যত্তদ্বদ সর্ব্বং মমাগ্রতঃ ॥ ২৬ ॥
অগ্নিরস্মি তথা জাতবেদা অস্মীতি সোঽব্রবীৎ।
সর্ব্বস্য দহনে শক্তির্ম্ময়ি বিশ্বস্য তিষ্ঠতি ॥ ২৭ ॥
তদা যক্ষং পরং তেজস্তদগ্রে নিদধৌ তৃণম্‌।
দহৈনং যদি তে শক্তির্ব্বিশ্বস্য দহনেঽস্তি হি ॥ ২৮ ॥
তদা সর্ব্ববলেনৈবাকরোৎ যত্নং হুতাশনঃ।
ন শশাক তৃণং দগ্ধুং লজ্জিতোঽগাৎ সুরান্‌ প্রতি ॥ ২৯ ॥

বেগাদিতি। তেন চ বহ্নেঃ সাহঙ্কারত্বং বোধিতম্‌ ॥ ২৫ ॥

যক্ষস্য সন্নিধৌ হুতাশনে গতে সতি তং হুতাশনং তদ্‌যক্ষং কোঽসি ত্বমিত্যপৃচ্ছদিত্যাহ তদা প্রোবাচেতি। তথা চ শ্রুতিঃ। তথেতি তদভ্যদ্রবত্তমভ্যবদৎ কোঽসীতি। ত্বয়ি কিং বীর্য্যমস্তি তদপি বদেত্যাহ বীর্য্যং চেতি ॥ ২৬ ॥

যক্ষবাক্যং শ্রুত্বা যদগ্নিরবদত্তদাহ অগ্নিরস্মীতি। স্ববীর্য্যমাহ সর্ব্বস্যেতি। সর্ব্ববিশ্বদাহিকা শক্তির্ম্ময়ি তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। অগ্নির্ব্বা অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদা বা অহমস্মীতি ॥ ২৭ ॥

তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিত্যপীদং সর্ব্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি সাভিমানাগ্নিবাক্যং শ্রুত্বা যদ্যেতাদৃশী শক্তিস্ত্বয়ি তিষ্ঠতি তর্হে তত্তৃণলেশং দগ্ধ্বা দর্শয় স্বশক্তিমিতি বদদ্‌যক্ষং হুতাশনস্যাগ্রে তৃণং দধারেত্যাহ তদগ্রে নিদধৌ তৃণমিতি ॥ ২৮—২৯ ॥

দেবগণের মুখ স্বরূপ এজন্য অগ্রে তুমি যাইয়াই এই তেজঃপুঞ্জটী কি, তাহা বিশেষরূপে জানিয়া আইস ॥ ২২—২৪ ॥

স্বপরাক্রম-গর্ব্বিত অগ্নি ইন্দ্রের তাদৃশ বচন শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করতঃ সেই তেজোরাশির সমীপে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥ ২৫ ॥ তখন, সেই তেজোরাশি হুতাশনকে সমাগত দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; তুমি কে? তোমার ক্ষমতা কি? এসমস্ত বিষয় আমার নিকট বর্ণন কর ॥ ২৬ ॥ অগ্নি তাঁহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিল, আমি অগ্নি নামে বিখ্যাত, আমা হইতেই বেদবিহিত যজ্ঞাদি কার্য্যানুকূল সম্পন্ন হইয়া থাকে, আমার পরাক্রমের কথা অধিক আর কি বলিব, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দহনশক্তি একমাত্র আমাতেই অবস্থান করিতেছে ॥ ২৭ ॥ তখন, পরমপূজ্য তেজোরাশি একটী তৃণ গ্রহণ পূর্ব্বক অগ্নিকে কহিলেন; বহ্নে! যদি সমস্ত বিশ্বসংসারের দাহিকা শক্তি তোমাতেই থাকে, তবে এই তৃণটীকে দগ্ধ করিয়া ফেল ॥ ২৮ ॥ তখন, অগ্নি বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক সেই তৃণটীকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু কোনও মতে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তিনি লজ্জিত হইয়া দেবগণের নিকটে যাইয়া

পৃষ্টে দেবৈস্তু বৃত্তান্তে সর্ব্বং প্রোবাচ হব্যভুক্।
বৃথাভিমানো হ্যস্মাকং সর্ব্বেশত্বাদিকে সুরাঃ ॥ ৩০ ॥
ততস্তু বৃত্রহা বায়ুং সমাহূয়েদমব্রবীৎ।
ত্বয়ি প্রোতং জগৎ সর্ব্বং ত্বচ্চেষ্টাভিস্তু চেষ্টিতম্ ॥ ৩১ ॥
ত্বং প্রাণরূপঃ সর্ব্বেষাং সর্ব্বশক্তিবিধারকঃ।
ত্বমেব গত্বা জানীহি কিমিদং যক্ষমিত্যপি ॥ ৩২ ॥
নান্যঃ কোঽপি সমর্থোঽস্তি জ্ঞাতুং যক্ষং পরং মহঃ ॥ ৩৩ ॥
সহস্রাক্ষবচঃ শ্রুত্বা গুণগৌরবগুম্ফিতম্।
সাভিমানো জগামাশু যত্র যক্ষং বিরাজতে ॥ ৩৪ ॥
যক্ষং দৃষ্ট্বা ততো বায়ুং প্রোবাচ মৃদুভাষয়া।
কোঽসি ত্বং ত্বয়ি কা শক্তির্ব্বদ সর্ব্বং মমাগ্রতঃ ॥ ৩৫ ॥

সর্ব্বেশত্বাদিকে তদ্বিষয়ে ইত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাক দগ্ধুং স তত এব নিবৰৃতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতৎ যক্ষমিতি ॥ ৩০ ॥

কার্য্যোৎসাহায় বায়ুং স্তৌতি ত্বয়ি প্রোতমিতি। প্রোতং গ্রথিতম্। তথা চ শ্রুতিঃ। বায়ুর্ব্বৈ গৌতম তৎ সূত্রং বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণ সর্ব্বাণি ভূতানি সংদৃব্ধানীতি ॥৩১-৩৪॥

যক্ষং দৃষ্টেতি। বায়ুং দৃষ্ট্বা কোঽসি ত্বং ত্বয়ি চ কা শক্তিরস্তীতি সর্ব্বং মমাগ্রতো বদেতি তদ্‌যক্ষং প্রোবাচেত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৫—৩৮ ॥

উপস্থিত হইলেন ॥ ২৯ ॥ দেবগণ, তাহাকে প্রত্যাগত দেখিয়া ঘটনার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে পর অগ্নি সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিলেন; দেবগণ! আমরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া যে অভিমান করিয়া থাকি তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া জানিও ॥ ৩০ ॥

অনন্তর, ইন্দ্র বায়ুকে আহ্বান করিয়া কহিলেন; পবন! এই সমস্ত জগতে তুমিই ওতপ্রোতরূপে অবস্থান করিতেছ, তোমার চেষ্টাতেই ইহার চেষ্টা হইয়া থাকে, তুমি সকলের প্রাণরূপ, এজন্য তোমাতেই সর্ব্বশক্তির সমাবেশ সম্ভব; অতএব, তুমিই যাইয়া এই সুমহৎ তেজটী কি? তাহা জানিয়া আইস। বস্তুতঃ এই তেজের প্রকৃত তত্ত্ব বিজ্ঞাত হইতে তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও সমর্থ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে না ॥ ৩১—৩৩ ॥

পবনদেব ইন্দ্রের তাদৃশ গুণগৌরব-সমন্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া অভিমানপ্রযুক্ত শীঘ্র সেই তেজঃপুঞ্জের সমীপে যাইয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩৪ ॥ অনন্তর, সেই তেজোরাশি বায়ুকে সমাগত দেখিয়া মৃদুবাক্যে কহিলেন; তুমি কে এবং তোমাতে কি শক্তি বর্ত্তমান আছে, তাহা আমার নিকট বিশেষরূপে বর্ণন কর? ॥ ৩৫ ॥ তখন, পবনদেব সেই বাক্য শ্রবণ

ততো যক্ষবচঃ শ্রুত্বা গর্ব্বেণ মরুদব্রবীৎ।
মাতরিশ্বাহমস্মীতি বায়ুরস্মীতি চাব্রবীৎ ॥ ৩৬ ॥
বীর্য্যন্তু ময়ি সর্ব্বস্য চালনে গ্রহণেঽস্তি হি।
মচ্চেষ্টয়া জগৎ সর্ব্বং সর্ব্বব্যাপারবদ্ভবেৎ ॥ ৩৭ ॥
ইতি শ্রুত্বা বায়ুবাণীং নিজগাদ পরং মহঃ।
তৃণমেতত্তবাগ্রে যত্তচ্চালয় যথেপ্সিতম্।
নোচেদ্গর্ব্বং বিহায়ৈনং লজ্জিতো গচ্ছ বাসবম্ ॥ ৩৮ ॥
শ্রুত্বা যক্ষবচো বায়ুঃ সর্ব্বশক্তিসমন্বিতঃ।
উদ্যোগমকরোত্তচ্চ স্বস্থানান্ন চচাল হ ॥ ৩৯ ॥
লজ্জিতোঽগাদ্দেবপার্শ্বে হিত্বা গর্ব্বং স চানিলঃ।
বৃত্তান্তমবদৎ সর্ব্বং গর্ব্বনির্ব্বাপকারণম্ ॥ ৪০ ॥
নৈতজ্জ্ঞাতুং সমর্থাঃ স্ম মিথ্যাগর্ব্বাভিমানিনঃ।
অলৌকিকং ভাতি যক্ষং তেজঃ পরমদারুণম্ ॥ ৪১ ॥

উদ্যোগমিতি। স বায়ুঃ সর্ব্বশক্তিযুতশ্চালয়িতুং প্রবৃত্তোঽপি তত্তৃণং স্বস্থানান্ন চচাল ॥ ৩৯ ॥

ততো লজ্জিতঃ সন্ বায়ুরপি জগামেত্যর্থঃ। গর্ব্বনির্ব্বাপো গর্ব্বনাশঃ ॥ ৪০ ॥

সমর্থাঃ স্ম বয়ং দেবা ইতি শেষঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। অথ বায়ুমব্রুবন্ বায়বেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্‌যক্ষমিতি। তথেতি তদভ্যদ্রবত্তমভ্যবদৎ কোঽসীতি বায়ুর্ব্বা অহমস্মীত্যব্রবীৎ মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি তস্মিংস্ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিত্যপীদং সর্ব্বমাদদীয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি

করিয়া গর্ব্বিত বাক্যে কহিলেন; আমি মাতরিশ্বা আমি বায়ু। আমার শক্তির কথা আর কি বলিব সমস্ত পদার্থের গ্রহণে এবং ধারণে আমারই শক্তি আছে। এই বিশ্বসংসার আমার চেষ্টাতেই সচেষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৬—৩৭ ॥ তখন সেই পরম তেজঃপুঞ্জ বায়ুর তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন; বায়ো! তোমার সম্মুখে যে তৃণটী রহিয়াছে ঐটীকে তুমি যথা ইচ্ছা তথায় সরাইয়া ফেল; আর যদি তাহা না পার তবে গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া সলজ্জচিত্তে ইন্দ্রনিকটে প্রস্থান কর ॥ ৩৮ ॥ বায়ু তাঁহার তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিজের সম্পূর্ণ পরাক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক সেই তৃণটীকে স্থানচ্যুত করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনও ক্রমে স্বস্থানচ্যুত করিতে সমর্থ হইল না ॥ ৩৯ ॥ তখন, বায়ু গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া দেবগণের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইল এবং গর্ব্বখর্ব্বকারণ দাহিকা শক্তি তেজোস্ত বর্ণন করিয়া কহিল ॥৪০॥ দেবগণ! আমরা বৃথাভিমানী; এই তেজের অগ্নি বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক কিছুতেই সমর্থ হইব না; এই পরম দারুণ সর্ব্বপূজ্য তেজকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইতেছে ॥ ৪১ ॥ তখন, সমস্ত দেবগণ ইন্দ্রকে একবাক্যে কহিল;

ততঃ সর্ব্বে সুরগণাঃ সহস্রাক্ষং সমূচিরে ।
দেবরাড়সি যস্মাত্ত্বং যক্ষং জানীহি তত্ত্বতঃ ॥ ৪২ ॥
তত ইন্দ্রো মহাগর্ব্বাত্তদ্‌যক্ষং সমুপাদ্রবৎ ।
প্রাদ্রবচ্চ পরং তেজো যক্ষরূপং পরাৎ পরম্ ॥ ৪৩ ॥
অন্তর্ধানং ততঃ প্রাপ তদ্‌যক্ষং বাসবাগ্রতঃ ॥ ৪৪ ॥
অতীবলজ্জিতো জাতো বাসবো দেবরাড়পি ।
যক্ষসম্ভাষণাভাবাল্লঘুত্বং প্রাপ চেতসি ॥ ৪৫ ॥
অতঃপরং ন গন্তব্যং ময়া তু সুরসংসদি ।
কিং ময়া তত্র বক্তব্যং স্বলঘুত্বং সুরান্ প্রতি ॥ ৪৬ ॥
দেহত্যাগো বরস্তস্মান্মানো হি মহতাং ধনম্ ।
মানে নষ্টে জীবিতন্তু মৃতিতুল্যং ন সংশয়ঃ ॥ ৪৭ ॥
ইতি নিশ্চিত্য তত্রৈব গর্ব্বং হিত্বা সুরেশ্বরঃ ।
চরিত্রমীদৃশং যস্য (তমেব শরণং গতঃ)॥ ৪৮ ॥

তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদাদৎস্বেতি তদুপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তন্ন শশাকাদাতুং স তত এব নিবব্রতে নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতদ্‌যক্ষমিতি ॥ ৪১—৪২ ॥

সমুপাদ্রবদিতি । ন কেবলং সামান্যত ইন্দ্রো জগাম কিন্তু বেগেন সমুপাদ্রবদিতি ॥ ৪৩ ॥

ততস্তত্তেজোময়ং যক্ষরূপং মহোঽন্তর্দ্ধানং প্রাপেত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

অতীবলজ্জিত ইতি । মদপেক্ষয়া ন্যূনাবগ্নিবায়ূ তয়োরনেন যক্ষেণ সম্ভাষণমভূদহং তদপেক্ষয়াধিকঃ সন্নপি ময়া সহ যক্ষেণ ভাষণমপি ন কৃতমতো লজ্জিত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

তত্র গত্বা ময়া স্বলঘুত্বং বক্তব্যং কিমিত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৬—৪৭ ॥

নায়ং কশ্চিচ্ছত্রুঃ স্যাত্তর্হি যুদ্ধার্থং প্রবৃত্তঃ স্যাত্তথায়ং ন প্রবৃত্তঃ কিন্তু অস্মৎতন্ত্রস্যা-দয়মীশ্বর এবেতি নিশ্চিত্য তমেব শরণং গত ইত্যাহ ইতি নিশ্চিত্যেতি ॥ ৪৮ ॥

যখন আপনি দেবরাজ, তখন আপনিই ইহার প্রকৃততত্ত্ব জানিয়া আসুন্ ॥ ৪২ ॥ অনন্তর, ইন্দ্র স্বয়ং সেই তেজঃসমীপে গমন করিবার জন্য সগর্ব্বে অতিবেগে প্রস্থান করিলেন। এদিকে, সেই তেজ ও ক্রমশঃ সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রের দর্শনপথ হইতে অন্তর্দ্ধান করিল ॥ ৪৩—৪৪ ॥ ইন্দ্র, দেবরাজ হইয়াও যখন সেই তেজঃপুঞ্জের সহিত সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি অতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং (নিজের লঘুত্ব স্মরণ করিয়া ভাবিলেন)॥ ৪৫ ॥ আর আমি দেবসমাজে যাইব না ; সেই স্থানে যাইয়া আমি তাহাদিগকে কি বলিব ; কোনও ক্রমে আমি তাহাদের নিকটে নিজের লঘুত্ব প্রকাশ করিতে পারিব না ; বরং তাদৃশ অপেক্ষা মরণ ভাল। মানিগণের মানই একমাত্র ধন। যদি মানই নষ্ট হইল তবে আর জীবন-ধারণে ফল কি ? ॥ ৪৬—৪৭ ॥

তস্মিন্নেব ক্ষণে জাতা ব্যোমবাণী নভস্তলে।
মায়াবীজং সহস্রাক্ষ! জপ তেন সুখী ভব ॥ ৪৯ ॥
ততো জজাপ পরমং মায়াবীজং পরাৎপরম্।
লক্ষবর্ষং নিরাহারো ধ্যানমীলিতলোচনঃ ॥ ৫০ ॥
অকস্মাচ্চৈত্রমাসীয়নবম্যাং মধ্যগে রবৌ।
তদেবাবিরভূত্তেজস্তস্মিন্নেব স্থলে পুনঃ ॥ ৫১ ॥
তেজোমণ্ডলমধ্যে তু কুমারীং নবযৌবনাম্।
ভাস্বজ্জপাপ্রসূনাভাং বালকোটিরবিপ্রভাম্ ॥ ৫২ ॥
বালশীতাংশুমুকুটাং বস্ত্রান্তর্ব্যঞ্জিতস্তনীম্।
চতুর্ভির্ব্বরহস্তৈস্তু বরপাশাঙ্কুশাভয়ান্ ॥ ৫৩ ॥

মায়াবীজং সাম্যাবস্থমায়াশবলব্রহ্মবাচকং ভুবনেশ্বরীবীজমিত্যর্থঃ। তেন চ সাম্যাবস্থমায়াশবলব্রহ্মরূপিণী মূলপ্রকৃতির্ভুবনেশ্বরীয়ং প্রাদুর্ভূতা তিরোভূতা চেতি বোধিতম্ ॥ ৪৯ ॥

লক্ষবর্ষং নিরাহার ইত্যনেন শ্রীমূলপ্রকৃতিদর্শনং নাল্পপুণ্যেন লভ্যতে কিন্তু বহুপুণ্যেনেতি বোধিতম্ ॥ ৫০ ॥

অকস্মাদিতি। চৈত্রশুক্লনবম্যাং মধ্যাহ্নে ইত্যর্থঃ। যস্মিন্নেব স্থলে তেজস্তিরোভূতং তস্মিন্নেব স্থলে তদেব তেজঃ পুনরাবিরাসীদিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

তস্মিন্ তেজোমণ্ডলে কুমারীং কাঞ্চিদ্বিলক্ষণাং দদর্শ তাং বর্ণয়তি তেজোমণ্ডলমধ্যে স্থিতি ॥ ৫২ ॥

পাশাঙ্কুশেষ্টাভয়মুদ্রাযুক্তহস্তচতুষ্টয়সহিতাতিরমণীয়াং ভুবনেশ্বরীমূর্ত্তিং দদর্শেতি সমুদায়ার্থঃ ॥ ৫৩—৫৫ ॥

মহারাজ! তদনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপ চিন্তা করিয়া গর্ব্ব পরিত্যাগ করিল এবং যাঁহার ঈদৃশ মহৎ চরিত্র তাঁহারই শরণাপন্ন হইল ॥ ৪৮ ॥ এই সময় আকাশমার্গে এইরূপ আকাশবাণী হইল যে, ইন্দ্র! তুমি মায়াবীজ জপ করিতে আরম্ভ কর তাহা হইলেই তোমার সকল দুঃখের অবসান হইবে ॥ ৪৯ ॥ তখন, ইন্দ্র সেই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া নিরাহারে সমাহিতচিত্তে লক্ষবর্ষপর্য্যন্ত সেই মায়াবীজ জপ করিতে লাগিলেন ॥ ৫০ ॥ অনন্তর, চৈত্র মাসের নবমীতিথির সূর্য্যদেব নভোমধ্যগত হইলে পর সহসা সেই স্থানে পূর্ব্ববৎ সেইরূপ তেজঃপুঞ্জের আবির্ভাব হইল ॥ ৫১ ॥ তখন ইন্দ্র সেই তেজোরাশিমধ্যে একটী নবযৌবনা কুমারীমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। তাঁহার শরীরকান্তি নবোদিত কোটিসূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল ও প্রস্ফুটিত জপাপুষ্পের ন্যায় রক্তবর্ণ ॥ ৫২ ॥ তাঁহার শিরোদেশে চন্দ্রকলা বিরাজমান। তিনি পীনস্তনী এজন্য তাঁহার স্তনযুগল বক্ষঃস্থ বস্ত্রমধ্যে থাকিলেও নিরতিশয় শোভা বিস্তার করিতেছিল। তিনি চারিটী হস্তে বর পাশ অঙ্কুশ ও অভয় ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার শরীরকান্তি অতিশয় রমণীয়। তাঁহার সদৃশ সুন্দরী রমণী আর কুত্রাপি ও দৃষ্টিগোচর হয় না।

দধানাং রমণীয়াঙ্গীং কোমলাঙ্গলতাং শিবাম্।
ভক্তকল্পদ্রুমামম্বাং নানাভূষণভূষিতাম্ ॥ ৫৪ ॥
ত্রিনেত্রাং মল্লিকামালাকবরীজূটশোভিতাম্।
চতুর্দ্দিক্ষু চতুর্ব্বেদৈর্মূর্ত্তিমদ্ভিরভিষ্টুতাম্ ॥ ৫৫ ॥
দন্তচ্ছটাভিরভিতঃ পদ্মরাগীকৃতক্ষমাম্।
প্রসন্নস্মেরবদনাং কোটিকন্দর্পসুন্দরাম্ ॥ ৫৬ ॥
রক্তাম্বরপরীধানাং রক্তচন্দনচর্চ্চিতাম্।
উমাভিধানাং পুরতো দেবীং হৈমবতীং শিবাম্ ॥ ৫৭ ॥
নির্ব্ব্যাজকরুণামূর্ত্তিং সর্ব্বকারণকারণাম্।
দদর্শ বাসবস্তত্র প্রেমগদ্গদিতান্তরঃ ॥ ৫৮ ॥
প্রেমাশ্রুপূর্ণনয়নো রোমাঞ্চিততনুস্ততঃ।
দণ্ডবৎ প্রণনামাথ পাদয়োর্জ্জগদীশিতুঃ ॥ ৫৯ ॥
তুষ্টাব বিবিধৈঃ স্তোত্রৈর্ভক্তিসন্নতকন্ধরঃ।
উবাচ পরমপ্রীতঃ কিমিদং যক্ষমিত্যপি ॥ ৬০ ॥

পদ্মরাগীকৃতক্ষমাং দন্তচ্ছটাভির্দ্দাড়িমীবীজসদৃশদন্তপংক্তিদীধিতিভিঃ পদ্মরাগমণিসন্নিভ-কৃতভূতলাম্ ॥ ৫৬ ॥

হৈমবতীং হেমকল্পিতাভরণবতীম্। হিমবতো দুহিতরং বেতি পার্ব্বত্যাভেদাদিয়মুক্তিঃ। তথা চ শ্রুতিরথেন্দ্রমব্রুবন্মঘবন্নেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি। তথেতি তদভ্যদ্রবত্তস্মাত্তিরোদধে। স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্যক্ষমিতি ॥ ৫৭—৫৮ ॥

জগদীশিতুঃ শ্রীভুবনেশ্বর্য্যাঃ ॥ ৫৯ ॥

উবাচেতি। ইদং যক্ষং কিমস্তি ॥ ৬০ ॥

তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে নানাবিধ ভূষণ সকল বিরাজ করিতেছিল। তাঁহার কবরী-দেশে মল্লিকাপুষ্পের মালা সুশোভিত। তিনি ত্রিনয়নী। মূর্ত্তিমান্ বেদ সকল তাঁহার চারিধারে থাকিয়া তাঁহার স্তব করিতেছিল। তাঁহার দন্তপংক্তির এতাদৃশ সৌন্দর্য্য যে সম্মুখস্থ ভূমিতে তাহার কিরণ পতিত হওয়াতে যেন সেই স্থানটী পদ্মরাগমণিদ্বারা ভূষিত বলিয়া বোধ হইতেছিল। তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই ঈষৎ হাস্য বিরাজমান। তাঁহার পরিধান রক্তবস্ত্র ও সর্ব্বাঙ্গ চন্দনচর্চ্চিত ছিল। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় যেন তিনিই সর্ব্বকারণের কারণ ও সাক্ষাৎ দয়াময়ী। মহারাজ জনমেজয়! ইন্দ্র সেই স্থানে সেই উমানাম্নী পার্ব্বতী মহেশ্বরী ভগবতীকে দর্শন করিয়া লোমাঞ্চিতকলেবর, প্রেমাশ্রুপূর্ণনেত্র ও ভক্তিভরে গদগদচিত্ত হইল এবং তৎক্ষণাৎ সেই সর্ব্বেশ্বরীর পদযুগলে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিল ॥ ৫৩—৫৯ ॥ অনন্তর, ইন্দ্র ভক্তিপূর্ব্বক নানাবিধ স্তব দ্বারা তাঁহার স্তব করিল এবং

প্রাদুর্ভূতঞ্চ কস্মাত্ত্বদ সর্ব্বং সুশোভনে!।
ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রোবাচ করুণার্ণবা ॥ ৬১ ॥
রূপং মদীয়ং ব্রহ্মৈতৎ সর্ব্বকারণকারণম্।
মায়াধিষ্ঠানভূতন্তু সর্ব্বসাক্ষিনিরাময়ম্ ॥ ৬২ ॥
সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি
তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ॥ ৬৩ ॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম তদেবাহুশ্চ হ্রীংময়ম্।
দ্বে বীজে মম মন্ত্রৌ স্তো মুখ্যত্বেন সুরোত্তম! ॥ ৬৪ ॥

কস্মাচ্চ কারণাৎ প্রাদুর্ভূতং তৎ সর্ব্বং বদেত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥
রূপং মদীয়মিতি ইদং যদ্যক্ষং তন্মদীয়ং মুখ্যং রূপং ইদমেব ব্রহ্ম সর্ব্বকারণং ভবতীত্যর্থঃ। তদেব ব্রহ্মস্বরূপং বর্ণয়তি মায়াধিষ্ঠানেতি। সাম্যাবস্থমায়াধিষ্ঠানমিত্যর্থঃ। তদ্বিশিষ্টমিতি ফলিতম্ ॥ ৬২ ॥
সর্ব্ববেদপ্রতিপাদ্যত্বং তস্যাহ সর্ব্বে বেদা ইতি। যৎ পদং পদ্যতে প্রাপ্যতে জ্ঞানিভিরিতি পদস্তদেতৎ পদং ব্রহ্ম সর্ব্বে বেদা আমনন্তি প্রতিপাদয়ন্তি। তথা সর্ব্বাণি তপাংসি চাস্মাভিরাচীর্ণৈরিদমেব প্রাপ্যমিতি বদন্তি। তথা যদিচ্ছন্তো ব্রাহ্মণা ব্রহ্মচর্য্যং গুরুকুলবাসমষ্টবিধমৈথুনত্যাগঞ্চ চরন্ত্যাচরন্তি। তদেতদ্বস্তু তে তুভ্যং সংগ্রহেণ নাম্না ব্রবীমি কথয়ামি। সর্ব্বোপাসনা কর্ম্মফলভূতমিদমেবেত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥
কিং তন্নামেতি চেত্তদাহ ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্মেতি। সর্ব্ববেদে ওঁমিতি পদেন যদুদ্ঘোষ্যতে তদ্ ব্রহ্মেত্যর্থঃ। তস্যৈব হ্রীংকারমন্ত্রোঽপি বাচক ইত্যাহ তদেবাহুশ্চ হ্রীংময়মিতি। আহুর্ব্বেদা ইত্যর্থঃ। তথা চ শ্রুতিঃ ওঁমিতি ব্রহ্মেতি। তথা হ্রীং ব্রহ্মেতি চাথর্ব্বণে। নন্বেকস্যৈব বস্তুনো দ্বে বীজে কিমিতি বাচকে জাতে তত্র কারণমাহ দ্বে বীজে ইতি ॥৬৪॥

পরম প্রীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল; সুন্দরি! আপনিই কি সেই পরম মহৎ তেজঃপুঞ্জ? যদি তাহাই হন তবে অনুগ্রহ করিয়া আপনার প্রাদুর্ভাবের কারণ কি তাহা বলুন? রাজন্! তখন সেই ভগবতী ইন্দ্রের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন ॥ ৬০—৬১ ॥
দেবরাজ! এই সুমহৎ তেজঃপুঞ্জ আমারই রূপ। তুমি (ইহাকেই) মায়াধিষ্ঠানস্বরূপ সর্ব্বসাক্ষি অবিনাশি সর্ব্বকারণ-কারণ ব্রহ্ম বলিয়াই জানিবে ॥ ৬২ ॥ চতুর্ব্বেদ ও উপনিষৎ সকল যাঁহাকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; সমস্ত তপস্যাদি নিয়ম সকল যাঁহাকে প্রাপ্য বলিয়াই উল্লেখ করে; ব্রাহ্মণ সকল যাঁহাকে লাভ করিবার জন্যই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকে; দেবরাজ! আমি তোমার নিকট এই সেই (তেজোরূপ ব্রহ্মের কথা) উল্লেখ করিলাম ॥ ৬৩ ॥ বেদে (ওঁকার এবং হ্রীংকার) দ্বারাই সেই অদ্বিতীয় অবিনাশি ব্রহ্মকেই উল্লেখ করিয়া থাকে। সুরোত্তম! ঐ উভয় বীজকেই আমার মুখ্যমন্ত্র বলিয়া

ভাগদ্বয়বতী যস্মাৎ সৃজামি সকলং জগৎ।
তত্রৈকভাগঃ সংপ্রোক্তঃ সচ্চিদানন্দনামকঃ ॥ ৬৫ ॥
মায়াপ্রকৃতিসংজ্ঞস্তু দ্বিতীয়ো ভাগ ঈরিতঃ।
সা চ মায়া পরাশক্তিঃ শক্তিমত্যহমীশ্বরী ॥ ৬৬ ॥
চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং মমাভিন্নত্বমাগতা।
সাম্যাবস্থাত্মিকা চৈষা মায়া মম সুরোত্তম! ॥ ৬৭ ॥
প্রলয়ে সর্ব্বজগতো মদভিন্নৈব তিষ্ঠতি।
প্রাণিকর্ম্মপরীপাকবশতঃ পুনরেব হি ॥ ৬৮ ॥

ভাগদ্বয়বতীতি। যতোঽহং মায়াভাগব্রহ্মভাগরূপভাগদ্বয়বতী মায়াশবলব্রহ্মরূপিণী সর্ব্বং জগৎ সৃজামি তস্মাৎ কারণান্মম ভাগদ্বয়ত্বাদ্বীজদ্বয়ং বাচকমিত্যর্থঃ। কৌ তৌ ভাগৌ তত্রাহ তত্রৈকভাগ ইতি ॥ ৬৫ ॥

নন্বু তর্হি ব্রহ্মভাগস্য বাচকঃ প্রণবো মায়াভাগস্য বাচকং মায়াবীজমিতি পর্য্যবসন্নং তথা চ প্রণবোপাসনায়ামুপাস্যে ব্রহ্মণি শক্তের্ভাগোঽনন্তর্ভূতস্তথা মায়াবীজোপাসনায়াং ব্রহ্মভাগোঽনন্তর্ভূত ইতি প্রাপ্তমিতি চেত্তত্রাহ সা চ মায়েতি ॥ ৬৬ ॥

মমাভিন্নত্বমাগতেতি। নহি শক্তিঃ শক্তিমতঃ পৃথগুপলভ্যতে বহ্ন্যাদিশক্তিষু বহ্ন্যাদেঃ শক্তেঃ পৃথগনুপলম্ভাৎ। কিন্তু মম শক্তিমতো মায়াশক্তির্ম্মদভিন্নৈব তিষ্ঠতি। তথা চাগ্নিশক্তৌ হোমেঽগ্নৌ হোমোঽর্থসিদ্ধো যথা বায়ৌ হোমেঽগ্নিশক্ত্যাং হোমোঽর্থসিদ্ধস্তথা ব্রহ্মভাগবাচকস্য প্রণবস্য শক্তিবিশিষ্টব্রহ্মবাচকত্বং মায়াশক্তিভাগবাচকস্য মায়াবীজস্য মায়াবিশিষ্টব্রহ্মবাচকত্বং বীজদ্বয়স্যাপি বিশিষ্টবাচকত্বমতএব হ্রীং ব্রহ্মেতি সামানাধিকরণ্যং শ্রুত্যুক্তং সংগচ্ছতে ইতি ভাবঃ ॥ ৬৭ ॥

নন্বু প্রলয়ে মায়ালয়াৎ কথং ত্বদভিন্না সেতি চেত্তত্রাহ প্রলয় ইতি। প্রলয়ে মায়ানাশে উত্তরসর্গানুপপত্তিপ্রসঙ্গান্মায়ানাশঃ প্রলয়ে নাস্তি কিন্তু প্রলয়ে মদভিন্নৈব সা তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। নন্বু তর্হি প্রলয়েঽপি মায়াসত্ত্বে নিরন্তরং কারণসত্ত্বাৎ কার্য্যং জগৎসর্জ্জনাদিরূপং নিরন্তরমেব স্যাদিতি চেত্তত্রাহ প্রাণিকর্ম্মেতি। ন কেবলং মায়াসহায়ং কর্ম্মাদিকং বিহায় জগৎ করোতি কিন্তু তদপেক্ষয়ৈব করোতি তথা চ প্রলয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাং পরিপক্বানাং ফলস্য দত্তত্বেনাপরিপক্বানাঞ্চ কর্ম্মণাং ফলদানসময়াভাবেন পরিপক্বকর্ম্মরূপসহায়াভাবাৎ প্রলয়ো ভবতি। তদনন্তরমবশিষ্টপ্রাণিকর্ম্মণাং পরিপাকে সতি সৈব ব্যক্তরূপা মায়া পরিপক্বকর্ম্মরূপসহায়সহিতাব্যক্তীভাবমুপৈতীতি ন কারণসত্ত্বেঽপি কার্য্যস্য জগৎসর্জ্জনরূপস্য নিরন্তরমুৎপত্তিরিতি ভাবঃ ॥ ৬৮ ॥

জানিবে ॥ ৬৭ ॥ আমি এই বিশ্বকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াই নির্ম্মাণ করিয়া থাকি এজন্য আমার বীজমন্ত্র ও উভয়বিধ জানিবে। উহার মধ্যে ওঁকাররূপ বীজটী সচ্চিদানন্দনামে এবং হ্রীংকার বীজটী মায়া প্রকৃতি নামে কথিত হইয়া থাকে। অতএব সেই মায়াকেই আমার পরাশক্তি বলিয়া এবং আমাকেই সর্ব্বশক্তিমতী ঈশ্বরী বলিয়া জানিবে ॥ ৬৫—৬৬ ॥ যেরূপ চন্দ্রিকা চন্দ্র হইতে অভিন্ন সেইরূপ এই সাম্যাবস্থাস্বরূপিণী মায়াশক্তিও আমা হইতে অভিন্ন। ফলতঃ শক্তি ও শক্তিমান্ অভিন্ন পদার্থ ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত ॥ ৬৭ ॥ প্রলয়কালে

রূপং তদেবমব্যক্তং ব্যক্তিভাবমুপৈতি চ।
অন্তর্মুখা তু যাবস্থা সা মায়েত্যভিধীয়তে ॥ ৬৯ ॥
বহির্মুখা তু যা মায়া তমঃশব্দেন সোচ্যতে।
বহির্মুখাত্তমোরূপাজ্জায়তে সত্ত্বসম্ভবঃ ॥ ৭০ ॥
রজোগুণস্তদৈব স্যাৎ সর্গাদৌ সুরসত্তম!।
গুণত্রয়াত্মকাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ ॥ ৭১ ॥
রজোগুণাধিকো ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সত্ত্বাধিকো ভবেৎ।
তমোগুণাধিকো রুদ্রঃ সর্ব্বকারণরূপধৃক্ ॥ ৭২ ॥

নন্থ তর্হি মায়ায়াঃ প্রলয়েঽপি বিদ্যমানত্বে তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রে ইতি শ্রুতৌ মায়ায়াঃ কথমুৎপত্তিরুক্তেতি চেত্তত্রাহ অন্তর্মুখা ত্বিতি। অয়মর্থঃ। অন্তর্মুখায়া মায়ায়া অবস্থা গুণত্রয়সাম্যাবস্থারূপা সা নিত্যা ন তস্যাঃ উৎপত্তিঃ শ্রুতৌ শ্রূয়তে কিন্তু তস্য গুণত্রয়স্য যদ্বৈষম্যমুৎপদ্যতে তদেব তম আসীদিত্যাদিনোৎপত্ত্যাশ্রয়ত্বেনাভিধীয়তে। তচ্চোৎপদ্যমানং তমোরূপং বহির্মুখমায়ারূপমুচ্যত ইতি ন মায়ায়া উৎপত্তিঃ শ্রুত্যাবভিহিতা কিন্তু মায়াগুণানামেবোৎপত্তিরিতি ॥ ৬৯ ॥

তত্র প্রথমতঃ কো বা গুণ উৎপদ্যতে তত্রাহ বহির্মুখাদিতি। প্রথমতোঽব্যক্তাত্তমোগুণ উৎপদ্যতে ততঃ সত্ত্বগুণস্ততো রজোগুণ ইত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

এতদ্গুণত্রয়বিশিষ্টচৈতন্যস্য নামান্তরাণ্যাহ গুণত্রয়াত্মকা ইতি। গুণত্রয়মধ্যে একৈকগুণাভিমানিনো ব্রহ্মাদয় ইত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

বিভাগেন তদেবাহ রজোগুণাধিক ইতি। যদ্যপি গুণত্রয়াত্মকা এব ব্রহ্মাদয়ঃ সর্ব্বং জগচ্চ তথাপি যস্য যস্য গুণস্য যত্রাধিক্যং তত্তদ্গুণরূপত্বং তস্যোচ্যতে ইতি বোধনার্থমধিকপদম্।

সমস্ত জগতের লয় হইলে পর এই মায়া আমাতেই লীন হইয়া অভেদরূপে অবস্থান করে, আবার সৃষ্টির আদিতে (জীবগণের কর্ম্মফলের পরিপাক বশতই) পুনর্ব্বার আবির্ভূত হইয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥ ফলতঃ এই মায়া যখন আমাতে অবস্থিতি করে, তখন তাহার অব্যক্তরূপ এবং যখন প্রকাশ্য ভাবে অবস্থান করে, তখন তাহার ব্যক্তরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। সাম্যাবস্থাত্মিকা ব্রহ্মরূপিণী মায়ার উৎপত্তি নাই ইহা সত্য; কিন্তু, সৃষ্টির সময় তাঁহার (গুণময়ী মূর্ত্তির) উৎপত্তিহেতু তমঃ প্রভৃতির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইন্দ্র! এজন্যই তাঁহার (অন্তর্মুখা অবস্থাকে) মায়া আর (বহির্মুখা অবস্থাকে) তমোগুণ প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে; অর্থাৎ প্রথমতঃ সেই অব্যক্ত অবস্থা হইতে তমোগুণের উৎপত্তি হইয়া থাকে; তদনন্তর তাহা হইতে সত্ত্বগুণ এবং তদনন্তর তাহা হইতে রজোগুণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। দেবরাজ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকেই এই (ত্রিবিধ গুণাত্মক) বলিয়া অবগত হইবে ॥৬৯-৭১॥ ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মাকে রজোগুণাধিক, বিষ্ণুকে সত্ত্বগুণপ্রধান ও সর্ব্বকারণ-কারণ মহেশ্বরকে তমোগুণের আধার বলিয়া জানিবে ॥ ৭২ ॥ দেবরাজ! ব্রহ্মাকেই স্থূল দেহ,

অব্যক্ত (মায়া) — তমঃ - সত্ত্ব -- রজঃ

স্থূলদেহো ভবেদ্‌ব্রহ্মা লিঙ্গদেহো হরিঃ স্মৃতঃ ।
রুদ্রস্তু কারণো দেহস্তুরীয়া ত্বহমেব হি ॥ ৭৩ ॥
সাম্যাবস্থা তু যা প্রোক্তা সর্ব্বান্তর্যামিরূপিণী ।
অত ঊর্দ্ধং পরং ব্রহ্ম মদ্রূপং রূপবর্জ্জিতম্ ॥ ৭৪ ॥
নির্গুণং সগুণং চেতি দ্বিধা মদ্রূপমুচ্যতে ।
নির্গুণং মায়য়া হীনং সগুণং মায়য়া যুতম্ ॥ ৭৫ ॥
সাহং সর্ব্বং জগৎ সৃষ্ট্বা তদন্তঃ সংপ্রবিশ্য চ ।
প্রেরয়াম্যনিশং জীবং যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্ ॥ ৭৬ ॥
সৃষ্টিস্থিতিতিরোধানে প্রেরয়াম্যহমেব হি ।
ব্রহ্মাণঞ্চ তথা বিষ্ণুং রুদ্রং বৈ কারণাত্মকম্ ॥ ৭৭ ॥

সর্ব্বকারণরূপধৃগিতি তমোগুণাদেব রজঃসত্ত্বগুণোদ্ভবস্যোক্তত্বাত্তমোগুণোপাধিকরুদ্রস্য সর্ব্বকারণরূপত্বমুক্তং যুক্তমেব ॥ ৭২—৭৩ ॥

তব তুরীয়রূপায়াঃ কো বা উপাধিস্তত্রাহ সাম্যাবস্থেতি। যা গুণত্রয়সাম্যাবস্থান্তর্মুখী মায়া সা মে তুরীয়রূপস্যোপাধিরিত্যর্থঃ। নন্বু তর্হি তুরীয়স্য মায়াবিশিষ্টেঽন্তর্ভাবে নির্গুণং ব্রহ্ম কিং ভবিষ্যতীতি চেৎ তুরীয়াতীতং ভবিষ্যতীত্যাহ অত উর্দ্ধমিতি। মায়ারহিতং তুরীয়াতীতং যত্তদেব নির্গুণং ব্রহ্ম ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। ইদমবস্থাপঞ্চকং তাপনীয়শ্রুতৌ প্রসিদ্ধম্ ॥ ৭৪ ॥

নির্গুণসগুণভেদেন তদেব স্বস্বরূপং বিশদয়তি নির্গুণমিতি ॥ ৭৫ ॥

অন্তর্যামিরূপাহমেবেত্যাহ সাহং সর্ব্বমিতি। তথা চ শ্রুতিঃ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিতি। যথা যস্য কর্ম্ম তথা তং প্রেরয়ামীত্যর্থঃ ॥ ৭৬ ॥

তিরোধানে সংহারে কারণাত্মকং কারণদেহাভিমানিনমিত্যর্থঃ। তথা চ মদাজ্ঞয়া তে ব্রহ্মাদয়ঃ সৃষ্টিং কুর্ব্বন্তীতি মুখ্যত্বেন সৃষ্টিস্থিতিসংহারকর্ত্রী অহমেবাস্মীতি ভাবঃ ॥ ৭৭ ॥

বিষ্ণুকে লিঙ্গ দেহ, রুদ্রকে কারণদেহ এবং আমাকে তুরীয়া বলিয়া জানিবে ॥ ৭৩ ॥ আমি তুরীয়া বলিয়াই সর্ব্বান্তর্যামিরূপিণী ও সাম্যাবস্থাত্মিকা বলিয়া কথিতা হইয়া থাকি ; অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এক একটী গুণের আশ্রয় হেতু তত্তৎগুণাবলম্বী বলিয়া কথিত হন, আর আমাতে সেই ত্রিবিধগুণই সাম্যাবস্থায় অবস্থান করে বলিয়া আমি সাম্যাবস্থাত্মিকা বলিয়া কথিত হইয়া থাকি। দেবরাজ! ইহার উপরেই আমার আর একটী অবস্থা আছে তুমি তাহাকেই রূপবিহীন ব্রহ্ম বলিয়া অবগত হইবে ॥ ৭৪ ॥ বস্তুতঃ সগুণ ও নির্গুণ ভেদে আমার দুইটী রূপ। যাহা মায়াতীত তাহাই নির্গুণ আর যেটী মায়ার অন্তর্গত তাহাই সগুণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয় ॥ ৭৫ ॥ ইন্দ্র! আমিই এই সমস্ত বিশ্বসংসারের সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে সর্ব্বান্তর্যামিণীরূপে প্রবিষ্ট হইয়া থাকি এবং সমস্ত জীবগণকে নিরন্তর যথাকর্ম্মানুসারে প্রেরণ করি ॥ ৭৬ ॥ অধিক কি, আমিই ব্রহ্মা বিষ্ণু ও কারণাভিমানী রুদ্রকে এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া থাকি।

মদ্ভয়াদ্বাতি পবনো ভীত্যা সূর্য্যশ্চ গচ্ছতি।
ইন্দ্রাগ্নিমৃত্যবস্তদ্বৎ সাহং সর্ব্বোত্তমা স্মৃতা ॥ ৭৮ ॥
মৎপ্রসাদাদ্ভবদ্ভিস্তু জয়ো লব্ধোঽস্তি সর্ব্বথা।
যুষ্মানহং নর্ত্তয়ামি কাষ্ঠপুত্তলিকোপমান্ ॥ ৭৯ ॥
কদাচিদ্দেববিজয়ং দৈত্যানাং বিজয়ং ক্বচিৎ।
স্বতন্ত্রা স্বেচ্ছয়া সর্ব্বং কুর্ব্বে কর্ম্মানুরোধতঃ ॥ ৮০ ॥
তাং মাং সর্ব্বাত্মিকাং যূয়ং বিস্মৃত্য নিজগর্ব্বতঃ।
অহঙ্কারাবৃতাত্মানো মোহমাপ্তা দুরন্তকম্ ॥ ৮১ ॥
অনুগ্রহং ততঃ কর্ত্তুং যুষ্মদ্দেহাদনুত্তমম্।
নিঃসৃতং সহসা তেজো মদীয়ং যক্ষমিত্যপি ॥ ৮২ ॥
অতঃপরং সর্ব্বভাবৈর্হিত্বা গর্ব্বন্তু দেহজম্।
মামেব শরণং যাত সচ্চিদানন্দরূপিণীম্ ॥ ৮৩ ॥

ন কেবলং ব্রহ্মাদয় এব মদধীনাঃ কিং তর্হি সর্ব্বে দেবা ইত্যাহ মদ্ভয়াদিতি। ইন্দ্রাগ্নিমৃত্যবস্তদ্বন্মদ্ভয়াদেব ব্যবহারং কুর্ব্বন্তীতি শেষঃ। তথা চ শ্রুতিঃ। ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে। ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। ভীষাস্মাদগ্নিশ্চেন্দ্রশ্চ। মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ইতি ॥ ৭৮ ॥

এতাবৎপর্য্যন্তং কিমিদং যক্ষমিত্যপীতি দেবেন্দ্রপ্রশ্নস্যোত্তরং দত্তম্। ততঃপরং প্রাদুর্ভূতঞ্চ কস্মাত্তদিতি দ্বিতীয়প্রশ্নস্যোত্তরমাহ মৎপ্রসাদাদিতি ॥ ৭৯—৮৪ ॥

ফলতঃ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমার আজ্ঞাতেই স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন ॥ ৭৭ ॥ ইন্দ্র! আমারই আজ্ঞানুসারে পবনদেব বহনাবহন করিতেছে, সূর্য্যদেব উদিত হইয়া থাকে এবং অগ্নি ও যম প্রভৃতি অন্যান্য দেবগণ ও তুমি স্ব স্ব কার্য্যে নিরত থাকিতেছ। দেবরাজ! অধিক আর কি বলিব এই সমস্ত কারণবশতই আমাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে ॥ ৭৮ ॥ দেখ! আমার অনুগ্রহেই তোমারা এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছ। আমিই তোমাদিগকে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নাচাইতেছি ॥ ৭৯ ॥ আমি, কখন বা তোমাদের জয় এবং কখন বা দৈত্যগণের জয় করাইয়া থাকি। ফলতঃ আমার যখন যাহা ইচ্ছা হইয়া থাকে, তখন (স্বতন্ত্রা থাকিয়াই) তাহাই করিয়া থাকি ॥ ৮০ ॥ এক্ষণে, তোমরা সেই সর্ব্বময় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আমাকে বিস্মৃত হইয়া নিজ নিজ গর্ব্বমদেই দুরন্ত মোহে পতিত হইয়াছ ॥ ৮১ ॥ আমি তোমাদের সেই গর্ব্ব জানিতে পারিয়াই তোমাদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্যই (তোমাদের প্রত্যেকের শরীর হইতে নির্গত হইয়া) এই অনুত্তম সর্ব্বপূজ্য তেজঃস্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছি ॥ ৮২ ॥ এক্ষণে, তোমরা অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে সচ্চিদানন্দস্বরূপিণী আমার শরণাগত হও ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা ॥ ৮৩ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা চ মহাদেবী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
অন্তর্ধানং গতা সদ্যো ভক্ত্যা দেবৈরভিষ্টুতা ॥ ৮৪ ॥
ততঃ সর্ব্বে স্বগর্ব্বন্তু বিহায় পদপঙ্কজম্।
সম্যগারাধয়ামাসুর্ভগবত্যাঃ পরাৎপরম্ ॥ ৮৫ ॥
ত্রিসন্ধ্যং সর্ব্বদা সর্ব্বে গায়ত্রীজপতৎপরাঃ।
যজ্ঞভাগাদিভিঃ সর্ব্বে দেবীং নিত্যং সিষেবিরে ॥ ৮৬ ॥
এবং সত্যযুগে সর্ব্বে গায়ত্রীজপতৎপরাঃ।
তারহৃল্লেখয়োশ্চাপি জপে নিষ্ণাতমানসাঃ ॥ ৮৭ ॥
ন বিষ্ণুপাসনা নিত্যা বেদেনোক্তা তু কুত্রচিৎ।
ন বিষ্ণুদীক্ষা নিত্যাস্তি শিবস্যাপি তথৈব চ ॥ ৮৮ ॥

ততঃ সর্ব্বে ইতি। তদ্দিনাদারভ্যেতি শেষঃ ॥ ৮৫ ॥

গায়ত্রীজপতৎপরাঃ পূর্ব্বমপি সর্ব্বে গায়ত্রীজপবন্ত এব স্থিতাস্তদ্দিনাদারভ্য তু গায়ত্রীজপনিষ্ণাতা জাতা ইত্যর্থঃ ॥ ৮৬ ॥

এবং সত্যযুগে সর্ব্বে দ্বিজদেবাদয়ো গায়ত্রীপ্রণবহৃল্লেখামন্ত্রাণামেব মূলপ্রকৃতিবাচকানামুপাসকাঃ স্থিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৮৭ ॥

যতো মূলপ্রকৃতিঃ সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্বোত্তমাস্তি তস্মাদেব কারণাত্তস্যা এব গায়ত্রীরূপায়া দীক্ষোপাসনা চ নিত্যত্বেন সর্ব্ববেদৈঃ প্রতিপাদিতা ন শিববিষ্ণ্বাদিদেবানামিত্যাহ ন বিষ্ণুপাসনেতি। অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীতেতি গায়ত্র্যুপাসনবিধিবন্ন কুত্রাপি বিষ্ণ্বাদিদেবতোপাসনবিধির্নিত্যত্বেন দ্বিজানাং শ্রূয়তে। তস্মান্ন বিষ্ণ্বাদিদেবতানামুপাসনা দীক্ষা চ নিত্যা। যদি চ সা নিত্যা স্যাত্তদা সর্ব্বে শৈবা বৈষ্ণবা বা ভবেয়ুঃ। ন চ তথা দৃশ্যন্তে। কেচিত্তু বৈষ্ণবাঃ কেচিচ্ছৈবাঃ কেচিদ্গাণপত্যাঃ। তস্মাত্তদুপাসনাভ্যুদয়িকী কাম্যৈবেতি ভাবঃ ॥ ৮৮ ॥

ব্যাস কহিলেন ; রাজন্ জনমেজয় ! সেই মূলপ্রকৃতি মহাদেবী জগদীশ্বরী ইন্দ্রকে এই সমস্ত কথা বলিয়াই সেই স্থান হইতে অন্তর্হিতা হইলেন ; এদিকে দেবগণও তৎকালে তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি সহকারে স্তব করিতে আরম্ভ করিল ॥৮৪॥ অনন্তর, দেবগণ সেই দিন হইতে অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে জগজ্জননীর চরণকমলের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল ॥৮৫॥ তাহারা প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যাকালে গায়ত্রীদেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত থাকিয়া নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করত নিত্যই ভগবতীর আরাধনা করিতে লাগিল ॥ ৮৬ ॥ মহারাজ ! এইরূপে সত্যযুগে সকলেই গায়ত্রীজপ-তৎপর থাকিয়া প্রণব ও হ্রীংকার মন্ত্র দ্বারাই ভগবতীর আরাধনায় রত ছিল ॥৮৭॥ অতএব, কি বিষ্ণুর উপাসনা বা শিবের উপাসনা অথবা কি বিষ্ণুদীক্ষা কি শিবদীক্ষা, (বেদে কুত্রাপি কাহারও নিত্যত্বের বিষয় উক্ত হয় নাই)। বস্তুতঃ

গায়ত্র্যুপাসনা নিত্যা সর্ব্ববেদৈঃ সমীরিতা।
যয়া বিনা ত্বধঃপাতো ব্রাহ্মণস্যাস্তি সর্ব্বথা ॥ ৮৯ ॥
তাবতা কৃতকৃত্যত্বং নান্যপেক্ষা দ্বিজস্য হি।
গায়ত্রীমাত্রনিষ্ণাতো দ্বিজো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যাদিতি প্রাহ মনুঃ স্বয়ম্ ॥ ৯০ ॥
বিহায় তাস্তু গায়ত্রীং বিষ্ণূপাস্তিপরায়ণঃ।
শিবোপাস্তিরতো বিপ্রো নরকং যাতি সর্ব্বথা ॥ ৯১ ॥

নিত্যোপাসনা তর্হি কাস্তীত্যত্রাহ গায়ত্র্যুপাসনেতি। দ্বিজো যদি গায়ত্রীদীক্ষিতো ন স্যাত্তদাধ এব পতেৎ ন তথা বিষ্ণুগণেশদীক্ষাভাবেঽধঃপাতো দ্বিজস্য কুত্রাপ্যুক্তস্তথাত্বে সর্ব্বে শৈবা বৈষ্ণবা গাণপত্যা বা বভূবুর্ন চ কেচিচ্ছৈবাঃ কেচিদ্বৈষ্ণবাঃ কেচিদ্গাণপত্যা ইতি। গায়ত্রীদীক্ষাবন্তস্তু সর্ব্বে দ্বিজা দৃশ্যন্তে। তস্মাদ্গায়ত্রীদীক্ষৈব নিত্যেতি ভাবঃ ॥৮৯॥

নন্বভ্যুদয়ার্থমপি দ্বিজস্য শৈববৈষ্ণবাদিদীক্ষাপেক্ষিতেতি চেত্তত্রাহ তাবতা কৃত-কৃত্যত্বমিতি। গায়ত্র্যুপাসনায়াং যদি কশ্চিদভ্যুদয়ার্থো ন্যূনঃ স্যাত্তদা তৎপ্রাপ্ত্যর্থমন্য-দেবতোপাস্তির্দ্বিজস্যাপেক্ষিতা ন তু তথাস্তি। তাবতা কেবলগায়ত্রীমন্ত্রেণৈব কৃতকৃত্যত্বং দ্বিজস্য শ্রুতির্ব্রবীতি তস্মাদ্দ্বিজস্যাভ্যুদয়ার্থমপি নান্যদেবতোপাস্তিরপেক্ষিতেতি ভাবঃ। তথা চ শ্রুতির্বৃহদারণ্যকে। অষ্টাক্ষরং বা একং গায়ত্র্যৈপদং এতদুহাস্যা এতৎস যাবদেতেষু লোকেষু তাবদ্ধজয়তি যোস্যা এতদেবং পদং বেদেতি। এতৎস যাবতীয়ন্ত্রয়ী বিদ্যা তাবদ্ধ-জয়তি যোস্যা এতদেবং পদং বেদ এতৎস যাবদিদং প্রাণি তাবদ্ধজয়তি যোস্যা এতদেবং পদং বেদেতি তথা সাহৈষা গয়াংস্তত্রেপ্রাণা বৈ গয়াস্তৎপ্রাণাংস্তত্রেতদ্যদ্গয়াংস্তত্রেতস্মা-দ্গায়ত্রী নামেতি। তথা গোপথব্রাহ্মণে যো হ বা এবং বিৎ স ব্রহ্মবিৎ পুণ্যাঞ্চ কীর্ত্তিং লভতে স্মুরভীংশ্চ গন্ধান্ সোঽপহতপাপ্মানং তাং শ্রিয়মশ্নুতে য এবং বেদ যশ্চৈবং বিদ্বানেবমেতাং বেদানাং মাতরং সাবিত্রীং সম্পদমুপনিষদং মুপাস্তে ইত্যাদি সর্ব্ববেদেষু শ্রুতয়ো দ্রষ্টব্যাঃ। নন্বু তর্হি বেদেষু কিমিত্যন্যদেবতোপাস্তিরুক্তেতি চেদিচ্ছায়া বৈচিত্র্যাৎ স্বভাবত ইতরদেবতা-ভক্তানামিচ্ছাবিঘাতাভাবায়েতি ব্রূমঃ। মনুরপি গায়ত্রীমন্ত্রেণৈব দ্বিজস্য কৃতকৃত্যত্বমাহেত্যাহ কুর্য্যাদন্যন্ন বেতি। তথা চ মনুঃ কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ইতি। মহা-ভারতেঽপি শান্তিপর্ব্বণি জপ্যমাহাত্ম্যে গায়ত্রীমন্ত্রস্যৈব প্রাশস্ত্যমুক্তম্ ॥ ৯০ ॥

কিঞ্চ গায়ত্রীমন্ত্রমগৃহীত্বা দ্বিজো বিষ্ণ্বাদিদেবতোপাস্তিপরায়ণো নরকমেব সর্ব্বথা যাতি বিষ্ণ্বাদিদেবতামন্ত্রমগৃহীত্বা কেবলগায়ত্রীমন্ত্রপরায়ণো মোক্ষং যাতি তস্মাৎ পরাশক্তে-র্গায়ত্র্যা এবোপাস্তির্নিত্যা সর্ব্বোত্তমা চেত্যাহ বিহায় তাস্তু গায়ত্রীমিতি ॥ ৯১ ॥

একমাত্র গায়ত্রীর উপাসনাকেই সকল বেদে (নিত্যা) বলিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। রাজন্! এই গায়ত্রীর উপাসনায় বিরত হইলে ব্রাহ্মণকে নিশ্চয়ই অধঃপতিত হইতে হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৮৮—৮৯ ॥ ব্রাহ্মণগণ অন্য কোনও বিষয়ের অপেক্ষা না করিয়া একমাত্র গায়ত্রীর উপাসনা দ্বারাই কৃতকার্য্য হইতে পারে। অধিক কি, দ্বিজগণ অন্য কোনও কার্য্য করুক বা না করুক কেবলমাত্র এই গায়ত্রীজপে নিরত থাকিলেই মুক্ত হইতে পারিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই, (ইহা ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন ॥ ৯০ ॥ যদি কোনও শৈব বা বৈষ্ণব প্রভৃতি অন্য দেবোপাসকেরা গায়ত্রীজপ পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র

তস্মাদাদ্য যুগে রাজন্! গায়ত্রীজপতৎপরাঃ।
দেবীপাদাম্বুজরতা আসন্ সর্ব্বে দ্বিজোত্তমাঃ॥ ৯২॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে পরাশক্তেরাবির্ভাববর্ণনং নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

---

১ উপসংহরতি তস্মাদিতি। অতএব হেতোঃ সত্যযুগে সর্ব্বে পরাশক্তিগায়ত্রীপাদাম্বুজরতা দেবীভক্তা আসন্নিত্যর্থঃ। প্রথমতো দ্বিজাতীনাং বেদেনোপদিষ্টগায়ত্র্যুপাসনয়া সকলেষ্টসম্ভবেঽন্যদেবতোপাসনায়াং প্রয়োজনাভাবঃ এবেতি ভাবঃ॥ ৯২॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮॥

তৎতদিষ্টদেবতার উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহাদের নিশ্চয়ই নরকযন্ত্রণা হইয়া থাকে॥ ৯১॥ মহারাজ! এই জন্যই সত্যযুগে সমস্ত দ্বিজগণ গায়ত্রীজপনিরত থাকিয়াই দেবী ভগবতীর চরণসেবায় রত থাকিতেন॥ ৯২॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে (পরমা শক্তির) আবির্ভাব বর্ণন নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

নবমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

কদাচিদথ কালে তু দশপঞ্চসমা বিভো।।
প্রাণিনাং কর্ম্মবশতো ন ববর্ষ শতক্রতুঃ ॥ ১ ॥
অনাবৃষ্ট্যাতিদুর্ভিক্ষমভবৎ ক্ষয়কারকম্।
গৃহে গৃহে শবানাস্তু সংখ্যাং কর্ত্তুং ন শক্যতে ॥ ২ ॥
কেচিদশ্বান্ বরাহান্ বা ভক্ষয়ন্তি ক্ষুধার্দ্দিতাঃ।
শবানিচ মনুষ্যাণাং ভক্ষয়ন্ত্যপরে জনাঃ ॥ ৩ ॥
বালকং বালজননী স্ত্রিয়ং পুরুষ এব চ।
ভক্ষিতুং চলিতাঃ সর্ব্বে ক্ষুধয়া পীড়িতা নরাঃ ॥ ৪ ॥
ব্রাহ্মণা বহবস্তত্র বিচারং চক্রুরুত্তমম্।
তপোধনো গৌতমোঽস্তি স নঃ খেদং হরিষ্যতি।
সর্ব্বৈর্ম্মিলিত্বা গন্তব্যং গৌতমস্যাশ্রমেঽধুনা ॥ ৫ ॥

শতশ্লোকৈর্ব্রাহ্মণানাং শাপাদ্গৌতমসম্ভবাৎ।
অন্যদেবোপাসনাসু শ্রদ্ধা জাতেতি চোচ্যতে ॥

ইত্থং সত্যযুগে পরাশক্তিভক্তিং পরাশক্তিমহিমাপ্রকাশনপূর্ব্বকমুপপাদ্যানন্তরমন্যদেবোপাসনাশ্রদ্ধায়াং নিমিত্তং রাজ্ঞা পৃষ্টং কথয়িতুং পূর্ব্ববৃত্তমাহ ব্যাস উবাচ কদাচিদথেতি। দশপঞ্চ সমাঃ পঞ্চদশবর্ষাণি। শতক্রতুরিন্দ্রঃ ॥ ১—৭ ॥

ব্যাস কহিলেন; মহারাজ জনমেজয়! কোনও সময়ে শতক্রতু ইন্দ্র প্রাণিগণের দৈব-দুর্ব্বিপাকবশতঃ পঞ্চদশ বর্ষপর্য্যন্ত পৃথিবীতে বৃষ্টিবর্ষণ করেন নাই ॥ ১ ॥ তজ্জন্য এরূপ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয় যে, তাহাতে সমস্ত জীবগণই বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল। তৎকালে মনুষ্যগৃহে এত অধিক মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, কেহ গণনা করিয়া তাহার শেষ করিতে পারে নাই ॥ ২ ॥ তৎকালে লোক সকল ক্ষুধাতে প্রপীড়িত হইয়া কেহ বা অশ্ব কেহ বা বরাহ কেহ বা মৃত দেহ ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ॥৩॥ অধিক কি, তৎকালে লোক সকল অন্নাভাবে এরূপ ক্ষুধা-ক্লান্ত হইয়াছিল যে জননী নিজের শিশুকে ও পুরুষ নিজ পত্নীকে পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই ॥ ৪ ॥ মহারাজ! তৎকালে ব্রাহ্মণগণ এই দুরন্ত দুর্ভিক্ষ দর্শন করিয়া সকলে একত্রে মিলিত হইয়া পরামর্শ করত এই স্থির করিলেন যে, তপস্বিপ্রবর গৌতম মুনির শরণাপন্ন হইলে তিনি নিশ্চয়ই ইহার প্রতিবিধান করিতে পারিবেন, অতএব চল আমরা শীঘ্র সেই গৌতম মুনির

গায়ত্রীজপসংসক্তগৌতমস্যাশ্রমেঽধুনা।
সুভিক্ষং শ্রূয়তে তত্র প্রাণিনো বহবো গতাঃ॥ ৬॥
এবং বিমৃশ্য ভূদেবাঃ সাগ্নিহোত্রাঃ কুটুম্বিনঃ।
সগোধনাঃ সদাসাশ্চ গৌতমস্যাশ্রমং যযুঃ॥ ৭॥
পূর্ব্বদেশাৎ যযুঃ কেচিৎ কেচিদ্দক্ষিণদেশতঃ।
পাশ্চাত্যা ঔত্তরাহাশ্চ নানাদিগ্‌ভ্যঃ সমাযযুঃ॥ ৮॥
দৃষ্ট্বা সমাজং বিপ্রাণাং প্রণনাম স গৌতমঃ।
আসনাদ্যুপচারৈশ্চ পূজয়ামাস বাড়বান্॥ ৯॥
চকার কুশলপ্রশ্নং ততশ্চাগমকারণম্।
তে সর্ব্বে স্বস্ববৃত্তান্তং কথয়ামাসুরুৎস্ময়াঃ॥ ১০॥
দৃষ্ট্বা তান্ দুঃখিতান্ বিপ্রানভয়ং দত্তবান্ মুনিঃ।
যুষ্মাকমেতৎ সদনং ভবদ্দাসোঽস্মি সর্ব্বথা॥ ১১॥
কা চিন্তা ভবতাং বিপ্রা ময়ি দাসে বিরাজতি।
ধন্যোঽহমস্মিন্‌সময়ে যূয়ং সর্ব্বে তপোধনাঃ॥ ১২॥

ঔত্তরাহা উত্তরস্যাং ভবাঃ। উত্তরাদাহঞিতি সূত্রেণাহঞ্‌প্রত্যয়ঃ॥ ৮—৯॥
আগমকারণমাগমনকারণম্॥ ১০—১৪॥

আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হই॥ ৫॥ শুনিতে পাই গায়ত্রীমন্ত্রের উপাসক সেই গৌতমের আশ্রমে দুর্ভিক্ষ নাই এজন্য নানাদিক্ হইতে বহুবিধ লোক সকল আসিয়া তাঁহার আশ্রমে অবস্থান করিতেছে॥ ৬॥ ব্রাহ্মণগণ এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া নিজ নিজ গোধন, দাসদাসী ও কুটুম্ববর্গের সহিত মিলিত হইয়া গৌতমের আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইল॥ ৭॥ কেহ কেহ পূর্ব্বদিক্ হইতে, কেহ দক্ষিণ দিক্ হইতে, কেহ কেহ পশ্চিম দিক্ হইতে এবং কেহ কেহ বা উত্তর দিক্ হইতে, ফলতঃ ক্রমে ক্রমে নানাদিক্ হইতে ব্রাহ্মণ সকল গৌতমের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল॥ ৮॥ এদিকে, গৌতমঋষি ব্রাহ্মণ সকলকে সমাগত দেখিয়া প্রণাম করিলেন এবং সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক আসনাদি উপচার দ্বারা সংবর্দ্ধনা করিলেন॥ ৯॥ পরে, সকলে সুস্থ হইয়া উপবেশন করিলে পর স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাদের আগমন বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সমাগত ব্রাহ্মণগণ অতি বিস্ময়ের সহিত দুর্ভিক্ষের সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিয়া নিজ নিজ অবস্থা সকল কীর্ত্তন করত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন॥ ১০॥ গৌতমমুনি তাঁহাদিগকে অতিশয় দুঃখিত দেখিয়া অভয় প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন; আপনাদের ন্যায় মহামান্য তপোধনগণ যখন আমার আশ্রমে সমাগত হইয়াছেন, তখন আজ আমি ধন্য ও কৃতার্থ হইলাম। আপনারা আমাকে

যেষাং দর্শনমাত্রেণ দুষ্কৃতং সুকৃতায়তে।
তে সর্ব্বে পাদরজসা পাবয়ন্তি গৃহং মম॥ ১৩॥
কো মদন্যো ভবেদ্ধন্যো ভবতাং সমনুগ্রহাৎ।
স্থেয়ং সর্ব্বৈঃ সুখেনৈব সন্ধ্যাজপপরায়ণৈঃ॥ ১৪॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি সর্ব্বান্ সমাশ্বাস্য গৌতমো মুনিরাট্ ততঃ।
গায়ত্রীং প্রার্থয়ামাস ভক্তিসন্নতকন্ধরঃ॥ ১৫॥
নমো দেবি মহাবিদ্যে বেদমাতঃ পরাৎপরে!।
ব্যাহৃত্যাদিমহামন্ত্ররূপে প্রণবরূপিণি!॥ ১৬॥
সাম্যাবস্থাত্মিকে মাতর্নমো হ্রীংকাররূপিণি!।
স্বাহাস্বধাস্বরূপে! ত্বাং নমামি সকলার্থদাম্॥ ১৭॥
ভক্তকল্পলতাং দেবীমবস্থাত্রয়সাক্ষিণীম্।
তুর্য্যাতীতস্বরূপাঞ্চ সচ্চিদানন্দরূপিণীম্॥ ১৮॥

গায়ত্রীং স্বেষ্টদেবতাং ব্রাহ্মণকুটুম্বপোষণার্থং প্রার্থয়ামাসেত্যর্থঃ॥ ১৫॥
গায়ত্রীস্তোত্রমাহ নমো দেবি মহাবিদ্যে ইতি॥ ১৬—১৮॥

দাসের ন্যায় অবলোকন করিবেন। আমার গৃহসকল আপনাদের নিজের বলিয়া বিবেচনা করিবেন। তপোধনগণ! আপনারা নিশ্চিন্ত হউন, আপনাদের এই দাস জীবিত থাকিতে আপনাদের ভাবনার বিষয় আর কি আছে?॥ ১১—১২॥ যাঁহাদের দর্শনেই দুষ্কৃত সকল সুকৃতের ন্যায় হইয়া থাকে, তাঁহারা যখন স্বয়ং আসিয়া চরণধূলিদ্বারা আমার গৃহ পবিত্র করিতেছেন, তখন আমা অপেক্ষা আর কে ধন্য আছে? বিপ্রগণ! আপনারা সকলেই অনুগ্রহপূর্ব্বক সন্ধ্যায় ও জপকার্য্যে রত থাকিয়া সুখে এই স্থানে অবস্থান করুন॥ ১৩—১৪॥

ব্যাস কহিলেন; মহারাজ জনমেজয়! সেই গৌতম ঋষি এই প্রকারে সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে আশ্বাসিত করিয়া অতিশয় ভক্তিসহকারে গায়ত্রীদেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন॥ ১৫॥ দেবি গায়ত্রি! আপনাকে নমস্কার; অপনি পরাবিদ্যা পরাৎপরা এবং বেদমাতৃস্বরূপা; দেবি! আপনিই প্রণব ও ভূর্ভুবঃস্বঃস্বরূপ মহামন্ত্ররূপিণী; মাতঃ! আপনিই সাম্যাবস্থাত্মিকা অর্থাৎ তুরীয়া ও হ্রীংকাররূপিণী; আপনিই স্বাহা ও স্বধারূপিণী এবং ভক্তগণের সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন; আপনিই জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি কালে সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন; আপনিই তুরীয়া ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মরূপিণী; দেবি!

সর্ব্ববেদান্তসংবেদ্যাং সূর্য্যমণ্ডলবাসিনীম্ ।
প্রাতর্বালাং রক্তবর্ণাং মধ্যাহ্নে যুবতীং পরাম্ ॥ ১৯ ॥
সায়াহ্নে কৃষ্ণবর্ণাভাং বৃদ্ধাং নিত্যং নমাম্যহম্ ।
সর্ব্বভূতারণে দেবি ! ক্ষমস্ব পরমেশ্বরি ॥ ২০ ॥
ইতি স্তুতা জগন্মাতা প্রত্যক্ষং দর্শনং দদৌ ।
পূর্ণপাত্রং দদৌ তস্মৈ যেন স্যাৎ সর্ব্বপোষণম্ ॥ ২১ ॥
উবাচ মুনিমুখ্যা স্যা যং যং কামং ত্বমিচ্ছসি ।
তস্য পূর্ত্তিকরং পাত্রং ময়া দত্তং ভবিষ্যতি ॥ ২২ ॥
ইত্যুক্ত্বান্তর্দ্দধে দেবী গায়ত্রী পরমা কলা ।
অন্নানাং রাশয়স্তস্মান্নির্গতাঃ পর্ব্বতোপমাঃ ॥ ২৩ ॥
ষড়্ রসা বিবিধা রাজংস্তৃণানি বিবিধানি চ ।
ভূষণানি চ দিব্যানি ক্ষৌমাণি বসনানি চ ॥ ২৪ ॥
যজ্ঞানাঞ্চ সমারম্ভাঃ পাত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ২৫ ॥
যদ্‌যদিষ্টমভূদ্রাজন্ ! মুনেস্তস্য মহাত্মনঃ ।
তৎ সর্ব্বং নির্গতং তস্মাদ্গায়ত্রীপূর্ণপাত্রতঃ ॥ ২৬ ॥

(সর্ব্বৈর্ব্বেদান্তৈরুপনিষদ্ভিঃ সংবেদ্যাং ব্রহ্মরূপিণীমিত্যর্থঃ ॥ ১৯—২২ ॥)
তস্মাৎ পূর্ণপাত্রাৎ ॥ ২৩—৩০ ॥

আপনিই সূর্য্যমণ্ডল মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া প্রাতঃকালে রক্তবর্ণা বালিকা, মধ্যাহ্নে সুন্দরী যুবতী ও সায়াহ্নে কৃষ্ণবর্ণা বৃদ্ধার ন্যায় দৃষ্টা হইয়া থাকেন। দেবি ! আপনাকে নমস্কার করি, আপনি এই সর্ব্বলোকক্ষয়কর দুর্ভিক্ষের সময় আমাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করুন ॥ ১৬—২০ ॥ মহারাজ ! গৌতমমুনি এইরূপে গায়ত্রীদেবীকে স্তব করিলে পর, তিনি সেই স্থানে আবির্ভূতা হইলেন এবং গৌতমকে একটী সর্ব্বপোষণক্ষম পূর্ণপাত্র প্রদান করিয়া কহিলেন ॥ ২১ ॥ মুনে ! আমি তোমাকে যে পাত্রটি প্রদান করিলাম, তুমি যখন যাহা অভিলাষ করিবে, তৎক্ষণাৎ এই পাত্র দ্বারা তাহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবে ॥ ২২ ॥ রাজন্ ! সেই পরাৎপরা গায়ত্রীদেবী গৌতমকে এইরূপ বলিয়াই অন্তর্হিতা হইলেন। অনন্তর, সেই পাত্র হইতে মুনির ইচ্ছানুসারে পর্ব্বত সদৃশ অন্নরাশি, ষড়্রসসমন্বিত নানাবিধ ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন, বহুবিধ তৃণরাশি, পট্টবস্ত্র, নানাবিধ ভূষণ এবং যজ্ঞোপকরণোপযোগী নানাবিধ দ্রব্য ও পাত্রসকল সমুদ্ভূত হইতে থাকিল ॥ ২৩—২৫ ॥ ফলতঃ মুনিবর গৌতম যাহা যাহা অভিলাষ করিতে লাগিলেন তাহাই সেই গায়ত্রীদত্ত

অথাহূয় মুনীন্ সর্ব্বান্মুনিরাট্ গৌতমস্তদা।
ধনং ধান্যং ভূষণানি বসনানি দদৌ মুদা ॥ ২৭ ॥
গোমহিষ্যাদিপশবো নির্গতঃ পূর্ণপাত্রতঃ।
নির্গতান্ যজ্ঞসংভারান্ স্রুক্স্রুবপ্রভৃতীন্ দদৌ ॥ ২৮ ॥
তে সর্ব্বে মিলিতা যজ্ঞাংশ্চক্রিরে মুনিবাক্যতঃ।
স্থানং তদেব ভূয়িষ্ঠমভবৎ স্বর্গসন্নিভম্ ॥ ২৯ ॥
যৎকিঞ্চিত্রিষু লোকেষু সুন্দরং বস্তু দৃশ্যতে।
তৎ সর্ব্বং তত্র নিষ্পন্নং গায়ত্রীদত্তপাত্রতঃ ॥ ৩০ ॥
দেবাঙ্গনা সমা দারাঃ শোভন্তে ভূষণাদিভিঃ।
মুনয়ো দেবসদৃশা বস্ত্রচন্দনভূষণৈঃ ॥ ৩১ ॥
নিত্যোৎসবঃ প্রববৃতে মুনেরাশ্রমমণ্ডলে।
ন রোগাদিভয়ং কিঞ্চিন্ন চ দৈত্যভয়ং ক্বচিৎ ॥ ৩২ ॥
স মুনেরাশ্রমো জাতঃ সমন্তাচ্ছতযোজনঃ।
অন্যে চ প্রাণিনো যেঽপি তেঽপি তত্র সমাগতাঃ ॥ ৩৩ ॥

দারা মুনীনামিতি শেষঃ ॥ ৩১—৩২ ॥
শতযোজনপর্য্যন্তমেক এবাতিবিস্তীর্ণো মুনেরাশ্রমো জাত ইত্যর্থঃ। অন্যেঽপি প্রাণিনো ব্রাহ্মণাতিরিক্তা নরা গোমহিষ্যাদয়শ্চ ॥ ৩৩—৩৫ ॥

পূর্ণপাত্র হইতে আবির্ভূত হইতে থাকিল ॥ ২৬ ॥ অনন্তর, মুনিবর গৌতম সমাগত মুনিগণকে আহ্বান করিয়া ধন, ধান্য, বসন, ভূষণ এবং যজ্ঞের জন্য স্রুক্স্রুবাদি ও গো মহিষ্যাদি উপকরণ সকল প্রদান করিলেন ॥ ২৭—২৮ ॥ তখন মুনিসকল একত্রে মিলিত হইয়া গৌতমবাক্যে নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে সেই স্থান এতাদৃশ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল যে, তাহাকে দ্বিতীয় স্বর্গ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ॥২৯॥ ফলতঃ ত্রিলোকমধ্যে যাহা কিছু সুন্দর বস্তু আছে, গায়ত্রীদত্ত পূর্ণপাত্র হইতে তৎসমস্তই সমুদ্ভূত হইতে থাকিল ॥ ৩০ ॥ তৎকালে মুনিগণ চন্দনচর্চ্চিত ও অত্যুজ্জ্বল বসনভূষণান্বিত হইয়া দেবগণের সদৃশ এবং তাঁহাদের পত্নীসকল দেবাঙ্গণার ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল ॥ ৩১ ॥ তৎকালে গৌতমের আশ্রম নিত্যই উৎসবে পরিপূর্ণ হইল ; পরন্তু তাহার কোনও স্থানে রোগাদির ভয় বা দস্যুর উপদ্রব দৃষ্ট হইল না ॥ ৩২ ॥ ক্রমে ক্রমে সেই আশ্রমের আয়তন শতযোজন পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইল। গৌতমের তাদৃশ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া নানাদিক্ দেশ হইতে প্রাণিগণ আসিয়া তথায় সমুপস্থিত হইতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৩ ॥

তাংশ্চ সর্ব্বান্ পুপোষায়ং দত্ত্বাভয়মথাত্মবান্।
নানাবিধৈর্ম্মহাযজ্ঞৈর্ব্বিধিবৎ কল্পিতৈঃ সুরাঃ ॥ ৩৪ ॥
সন্তোষং পরমং প্রাপুর্ম্মুনেশ্চৈব জগুর্যশঃ।
সভায়াং বৃত্রহা ভূয়ো জগৌ শ্লোকং মহাযশাঃ ॥ ৩৫ ॥

অহো অয়ং নঃ কিল কল্পপাদপো
মনোরথান্ পূরয়তি প্রতিষ্ঠিতঃ।
নোচেদকাণ্ডে ক্ব হবির্ব্বপা বা
সুদুর্লভা যত্র তু জীবনাশা ॥ ৩৬ ॥

ইত্থং দ্বাদশবর্ষাণি পুপোষ মুনিপুঙ্গবান্।
পুত্রবৎ মুনিরাট্ গর্ব্বগন্ধেন পরিবর্জ্জিতঃ।
গায়ত্র্যাঃ পরমং স্থানং চকার মুনিসত্তমঃ ॥ ৩৭ ॥
যত্র সর্ব্বৈর্ম্মুনিবরৈঃ পূজ্যতে জগদম্বিকা।
ত্রিকালং পরয়া ভক্ত্যা পুরশ্চরণকর্ম্মভিঃ ॥ ৩৮ ॥
অদ্যাপি তত্র দেবী সা প্রাতর্বালা তু দৃশ্যতে।
মধ্যাহ্নে যুবতী বৃদ্ধা সায়ংকালে তু দৃশ্যতে ॥ ৩৯ ॥

তমেব শ্লোকমাহ অহো অয়ং ন ইতি। অহো অয়মিত্যত্র ওদিতি প্রগৃহ্যত্বে প্রকৃতিভাবঃ। অয়ং গৌতমো নোঽস্মাকমস্মিন্ কালে কল্পপাদপঃ কল্পবৃক্ষোঽস্তীত্যর্থঃ। অকাণ্ডে অতি-দুর্ভিক্ষকালে ॥ ৩৬ ॥

গায়ত্র্যাঃ পরমং স্থানং সর্ব্বমুনীনাং দেবীদর্শনার্থং চকারেত্যর্থঃ ॥ ৩৭—৩৮ ॥

তত্র গায়ত্রীস্থানেঽদ্যাপি বর্ত্তমানং চমৎকারমাহ অদ্যাপীতি ॥ ৩৯—৪২ ॥

মুনিবর গৌতমও সকলকেই অভয় দান দিয়া পোষণ করিতে থাকিলেন। এদিকে, দেবগণও নানাবিধ যজ্ঞের দ্বারা পরম সন্তোষ লাভ করিয়া তাঁহার যশোগান করিতে লাগিলেন। অধিক কি, যশস্বী দেবরাজ ইন্দ্র ও সভামধ্যে আসীন হইয়া এইরূপে তাঁহার যশোগান করিতে থাকিলেন যে, আহা! এই গৌতম এক্ষণে আমাদের সর্ব্বপ্রকার মনোরথ পরিপূর্ণ করিয়া কল্পপাদপস্বরূপ হইয়াছে। যদি এই ঘোরতর দুর্ভিক্ষের সময় এই ব্যক্তি এরূপ অনুষ্ঠান না করিত, তাহা হইলে, (যে যজ্ঞাদিতে আমাদের জীবনের আশা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে) কিরূপে তাহার অনুষ্ঠান হইত? ॥ ৩৪—৩৬ ॥

মহারাজ জনমেজয়! এইরূপে সেই মুনিবর গৌতম গর্ব্বপরিশূন্য হইয়া দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত সমস্ত মুনিগণকে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিলেন এবং সেই স্থানটীকে গায়ত্রীর পরম স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলেন ॥ ৩৭ ॥ অদ্যাপিও সেই স্থানে সমস্ত মুনিগণ ভক্তিপূর্ব্বক পুরশ্চরণকর্ম্মাদি দ্বারা ভগবতী গায়ত্রীদেবীর ত্রৈকালিক পূজা করিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

তত্রৈকদা সমায়াতো নারদো মুনিসত্তমঃ।
রণয়ন্মহতীং গায়ন্ গায়ত্র্যাঃ পরমান্ গুণান্॥ ৪০॥
নিষসাদ সভামধ্যে মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্॥ ৪১॥
গৌতমাদিভিরত্যুচ্চৈঃ পূজিতঃ শান্তমানসঃ।
কথাশ্চকার বিবিধা যশসো গৌতমস্য চ॥ ৪২॥
ব্রহ্মর্ষে! দেবসদসি দেবরাট্ তব যদ্যশঃ।
জগৌ বহুবিধং স্বচ্ছং মুনিপোষণজং পরম্॥ ৪৩॥
শ্রুত্বা শচীপতের্ব্বাণীং ত্বাং দ্রষ্টুমহমাগতঃ।
ধন্যোঽসি ত্বং মুনিশ্রেষ্ঠ! জগদম্বাপ্রসাদতঃ॥ ৪৪॥
ইত্যুক্ত্বা মুনিবর্য্যং তং গায়ত্রীসদনং যযৌ।
দদর্শ জগদম্বাং তাং প্রেমোৎফুল্লবিলোচনঃ।
তুষ্টাব বিধিবদ্দেবীং জগাম ত্রিদিবং পুনঃ॥ ৪৫॥
অথ তত্র স্থিতা যে তে ব্রাহ্মণা মুনিপোষিতাঃ।
উৎকর্ষন্তু মুনেঃ শ্রুত্বাসূয়য়া খেদমাগতাঃ॥ ৪৬॥

নারদো গৌতমং প্রতি দেবেন্দ্রসভায়াং জাতং বৃত্তান্তং কথয়তি ব্রহ্মর্ষে ইতি॥ ৪৩—৪৬॥

অদ্যাপিও সেই স্থানে গায়ত্রীদেবী প্রাতঃকালে বালিকার ন্যায় মধ্যাহ্নে যুবতীর ন্যায় এবং সায়াহ্নে বৃদ্ধার ন্যায় দৃষ্টা হইয়া থাকেন॥ ৩৯॥

মহারাজ! অতঃপর একদিবস নারদমুনি মহতী বীণায় স্বরসংযোগে গায়ত্রীর পরম গুণ-গান করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই মুনিসমাজ মধ্যে আসীন হইলেন॥৪০-৪১॥ তখন গৌতমাদি মুনিগণ সেই প্রশান্তচিত্ত নারদকে সমাগত দেখিয়া পাদ্যঅর্ঘদ্বারা পূজা করিলেন। অনন্তর, নারদমুনি নানাবিধ কথা প্রসঙ্গে গৌতমমুনির সেই যশের বিষয় বর্ণন করিতে আরম্ভ করিয়া বলিলেন; মুনিবর! আমি দেবসভায় দেবরাজ ইন্দ্রের মুখ হইতে তোমার নির্ম্মল মুনিপোষণ জন্য যশের কথা শ্রবণ করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। মুনিবর! তুমি ভগবতী গায়ত্রীদেবীর প্রসাদে এক্ষণে ধন্য হই-য়াছ তাঁহাতে সন্দেহ নাই॥ ৪২—৪৪॥ দেবর্ষি নারদ মুনিবর গৌতমকে এই কথা বলিয়াই গায়ত্রীদেবীর মন্দিরে প্রবেশ করতঃ প্রেমোৎফুল্ল নয়নে তাঁহাকে দর্শন করিলেন এবং বিধিপূর্ব্বক স্তুতি করিয়া পুনর্ব্বার স্বর্গে প্রস্থান করিলেন॥ ৪৫॥ এদিকে সেই সভাস্থিত গৌতমান্নে প্রতিপালিত অন্যোন্য ঋষিগণ গৌতমের তাদৃশ যশোগৌরব শ্রবণ করিয়া (অসূয়াবশতঃ) অতিশয় দুঃখিত হইল এবং যাহাতে আর তাঁহার যশোবৃদ্ধি না হইতে

যথাস্য ন যশো ভূয়াৎ কর্ত্তব্যং সর্ব্বথৈব হি।
কালে সমাগতে পশ্চাদিতি সর্ব্বৈস্তু নিশ্চিতম্॥ ৪৭॥
ততঃ কালেন কিয়তাপ্যভূদ্বৃষ্টির্ধরাতলে।
সুভিক্ষমভবৎ সর্ব্বদেশেষু নৃপসত্তম!॥ ৪৮॥
শ্রুত্বা বার্ত্তাং সুভিক্ষস্য মিলিতাঃ সর্ব্ববাড়বাঃ।
গৌতমং শপ্তুমুদ্‌যোগং হা হা রাজন্! প্রচক্রিরে॥ ৪৯॥
ধন্যৌ তেষাঞ্চ পিতরৌ যেষাং নোৎপত্তিরীদৃশী।
কালস্য মহিমা রাজন্! বক্তুং কেন হি শক্যতে॥ ৫০॥
গৌর্নির্ম্মিতা মায়য়ৈকা মুমূর্ষুর্জ্জরতী নৃপ!।
জগাম সা চ শালায়াং হোমকালে মুনেস্তদা॥ ৫১॥

কালে সমাগতে ইতি। সুভিক্ষে কালে সমাগতে যথাস্য গৌতমস্যাপকীর্ত্তিঃ স্যাত্তথা কৃত্বা গন্তব্যমিতি সর্ব্বৈর্নিশ্চিতমিত্যর্থঃ॥ ৪৭—৪৮॥
এতাদৃশমুপকারিণং গৌতমং প্রতি মুনিভিঃ প্রত্যুপকার এতাদৃশঃ কৃত ইতি স্বমুখেন ব্যাসোক্তির্জ্জনমেজয়ং প্রতি হা হা রাজন্ প্রচক্রিরে ইতি॥ ৪৯॥
তমেব খেদং বিশদয়তি। ধন্যৌ তেষাঞ্চ পিতরাবিতি। যেষামীদৃশী কৃতঘ্না উৎপত্তিঃ জন্ম নাস্তীত্যর্থঃ॥ ৫০॥
তদনন্তরং ব্রাহ্মণৈঃ কিং কৃতং তদাহ গৌর্নির্ম্মিতেতি॥ ৫১॥

পারে তাহার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। ফলতঃ তাহারা সকলে একত্রিত হইয়া এই স্থির করিল যে, পৃথিবীতে একবার সুভিক্ষ হইলে পর আর আমরা ইহার আশ্রমে থাকিব না; পরন্তু যাহাতে ইঁহার অপযশ হয় তাহার বিধান করিয়া এস্থান হইতে প্রস্থান করিব। তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহার এই যশঃ অন্তর্হিত হইবে॥ ৪৬—৪৭॥ মহারাজ! এইরূপে কিছুদিন গত হইলে পর পুনর্ব্বার পৃথিবীতে সুবৃষ্টি হইল এবং সর্ব্বত্রই শস্যাদির উৎপত্তিহেতু দুর্ভিক্ষের নিবৃত্তি হইল॥ ৪৮॥ অনন্তর, ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বত্রেই সুভিক্ষের কথা শ্রবণ করিয়া একত্রিত হইল এবং গৌতমকে কোনও গুরুতর পাপে লিপ্ত করিবার জন্য উদ্‌যোগ করিতে লাগিল। হায়! হায়! মহারাজ, কালের মহিমার কথা কাহারও বলিবার ক্ষমতা নাই; নতুবা যে ব্রাহ্মণগণ এককালে গৌতমের নিকট বিশেষরূপে উপকৃত হইয়াছে, সেই ব্রাহ্মণগণই আবার তাহার যশঃশ্রবণে অসূয়াপরবশ হইয়া তাহাকে দূষিত করিবার চেষ্টায় উদ্যত হইল! অতএব, যাহাদের এতাদৃশ কৃতঘ্ন উৎপত্তি না হইয়া থাকে সেই সকল লোকের পিতামাতাই ধন্য॥৪৯—৫০॥ যাহা হউক মহারাজ! অনন্তর সেই ব্রাহ্মণগণ এইরূপে পরামর্শ স্থির করিয়া পরে মায়া দ্বারা একটী বৃদ্ধা মুমূর্ষুপ্রায় গোরু নির্ম্মিত করিল এবং মুনিবর গৌতমের হোমকালে সেই হোমশালায় তাহাকে প্রেরণ করিল॥ ৫১॥

হুং হুং শব্দৈর্বারিতা সা প্রাণাংস্তত্যাজ তৎক্ষণে।
গৌর্হতানেন দুষ্টেনেত্যেবং তে চুক্রুশুর্দ্বিজাঃ ॥ ৫২ ॥
হোমং সমাপ্য মুনিরাট্‌বিস্ময়ং পরমং গতঃ।
সমাধিমীলিতাক্ষঃ সন্ চিন্তয়ামাস কারণম্ ॥ ৫৩ ॥
কৃতং সর্ব্বং দ্বিজৈরেতদিতি জ্ঞাত্বা তদৈব সঃ।
দধার কোপং পরমং প্রলয়ে রুদ্রকোপবৎ ॥ ৫৪ ॥
শশাপ চ ঋষীন্ সর্ব্বান্ কোপসংরক্তলোচনঃ ॥ ৫৫ ॥
বেদমাতরি গায়ত্র্যাং তদ্ধ্যানে তন্মনোর্জ্জপে।
ভবতানুন্মুখা যূয়ং সর্ব্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৫৬ ॥
বেদে বেদোক্তযজ্ঞেষু তদ্বার্ত্তাসু তথৈব চ।
ভবতানুন্মুখা যূয়ং সর্ব্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৫৭ ॥
শিবে শিবস্য মন্ত্রে চ শিবশাস্ত্রে তথৈব চ।
ভবতানুন্মুখা যূয়ং সর্ব্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৫৮ ॥
মূলপ্রকৃত্যাং শ্রীদেব্যাং তদ্ধ্যানে তৎকথাসু চ।
ভবতানুন্মুখা যূয়ং সর্ব্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৫৯ ॥

হুং হুং শব্দৈর্গৌতমেন বারিতেত্যর্থঃ ॥ ৫২—৫৫ ॥
অনুন্মুখা ভবতেতি শশাপ ইত্যর্থঃ। অনুন্মুখাস্ত্যাগিনঃ ॥ ৫৬—৬৭ ॥

অনন্তর, গৌতম সেই গরুটীকে হোমগৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া যেমন হুঁ হুঁ শব্দ করিয়া নিবারণ করিলেন, অমনি সেই গরুটী সেই স্থানে পতিত হইয়া মৃত হইল। এদিকে সেই ব্রাহ্মণগণ, দেখ দেখ দুষ্ট গৌতম গোহত্যা করিল বলিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৫২ ॥ তখন মুনিবর গৌতম সেই অচিন্তনীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং হোম সমাপন করিয়া সমাধিস্থ হইয়া তাহার কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥ অনন্তর, তৎসমস্ত ব্রাহ্মণগণের মায়া-কল্পিত অবগত হইয়া, প্রলয়কালে রুদ্রের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ক্রোধে নেত্র রক্তবর্ণ করিয়া ঋষিগণকে এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন ॥৫৪—৫৫॥ রে ব্রাহ্মণাধম সকল! যখন তোমরা অন্যায় পূর্ব্বক আমার অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তখন তোমরা অবশ্যই বেদজননী গায়ত্রীর ধ্যানেও তন্মন্ত্রজপে পরাঙ্মুখ হইবে॥ ৫৬ ॥ রে ব্রাহ্মণাধম সকল! তোমরা এই কার্য্যের নিমিত্ত বেদবিহিত যজ্ঞাদিকার্য্যে বা তৎসম্বন্ধীয় কোনও বিষয়ে কোনও কালে উৎসুকী হইবে না তাহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৫৭ ॥ তোমরা শিবের আরাধনায় শিবতন্ত্রে বা শিবমন্ত্রে সর্ব্বদা

দেবীমন্ত্রে তথা দেব্যাঃ স্থানেঽনুষ্ঠানকর্ম্মণি।
ভবতানুন্মুখা যূয়ং সর্ব্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬০ ॥
দেব্যুৎসবদিদৃক্ষায়াং দেবীনামানুকীর্ত্তনে।
ভবতানুন্মুখা যূয়ং সর্ব্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬১ ॥
দেবীভক্তস্য সান্নিধ্যে দেবীভক্তার্চ্চনে তথা।
ভবতানুন্মুখা যূয়ং সর্ব্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬২ ॥
শিবোৎসবদিদৃক্ষায়াং শিবভক্তস্য পূজনে।
ভবতানুন্মুখা যূয়ং সর্ব্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬৩ ॥
রুদ্রাক্ষে বিল্বপত্রে চ তথা শুদ্ধে চ ভস্মনি।
ভবতানুন্মুখা যূয়ং সর্ব্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬৪ ॥
শ্রৌতস্মার্ত্তসদাচারে জ্ঞানমার্গে তথৈব চ।
ভবতানুন্মুখা যূয়ং সর্ব্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬৫ ॥
অদ্বৈতজ্ঞাননিষ্ঠায়াং শান্তিদান্ত্যাদিসাধনে।
ভবতানুন্মুখা যূয়ং সর্ব্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬৬ ॥
নিত্যকর্ম্মাদ্যনুষ্ঠানেঽপ্যগ্নিহোত্রাদিসাধনে।
ভবতানুন্মুখা যূয়ং সর্ব্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬৭ ॥
স্বাধ্যায়াধ্যয়নে চৈব তথা প্রবচনেঽপি চ।
ভবতানুন্মুখা যূয়ং সর্ব্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬৮ ॥
গোদানাদিষু দানেষু পিতৃশ্রাদ্ধেষু চৈব হি।
ভবতানুন্মুখা যূয়ং সর্ব্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৬৯ ॥

প্রবচনে স্বাধ্যায়পাঠনে ॥ ৬৮—৭৬ ॥

পরাঙ্মুখ হইবে ॥ ৫৮ ॥ তোমরা মূলপ্রকৃতি শ্রীদেবীর ধ্যানে, মন্ত্রে, তৎসম্বন্ধীয় কথাতে, তদধিষ্ঠিত স্থানে, তাঁহার আরাধনার জন্য অনুষ্ঠানে, সেই দেবী ভগবতীর উৎসবাদি দর্শনেচ্ছায়, দেবীর নামাদি সংকীর্ত্তনে এবং দেবীভক্তের সমীপে অবস্থান ও তাহাদিগের সমাদর করিতে বিমুখ থাকিবে ॥ ৫৯—৬২ ॥ রে (নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণগণ)! তোমরা শিবোৎসব-দর্শনে, শিবভক্তপূজনে, রুদ্রাক্ষে, বিল্বপত্রে ও বিশুদ্ধ ভস্মে সর্ব্বদা পরাঙ্মুখ হইবে ॥৬৩-৬৪॥ তোমারা বেদ ও স্মৃতিবিহিত সদাচারে, জ্ঞানমার্গে, অদ্বৈতজ্ঞাননিষ্ঠায়, শমদমাদি সাধনে, সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানে, অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যে, স্বস্বশাখোক্ত বেদাধ্যয়নে বা নিত্য তাহার অধ্যাপনে গোদান প্রভৃতি দানে, পিতৃশ্রাদ্ধাদিতে এবং কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি

কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণে চৈব প্রায়শ্চিত্তে তথৈব চ।
ভবতানুন্মুখা যূয়ং সর্ব্বদা ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৭০ ॥
শ্রীদেবীভিন্নদেবেষু শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতাঃ।
শঙ্খচক্রাদ্যঙ্কিতাশ্চ ভবত ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৭১ ॥
কাপালিকমতাসক্তা বৌদ্ধশাস্ত্ররতাঃ সদা।
পাষণ্ডাচারনিরতা ভবত ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৭২ ॥
পিতৃমাতৃসুতভ্রাতৃকন্যাবিক্রয়িণস্তথা।
ভার্য্যাবিক্রয়িণস্তদ্বদ্ভবত ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৭৩ ॥
বেদবিক্রয়িণস্তদ্বত্তীর্থবিক্রয়িণস্তথা।
ধর্ম্মবিক্রয়িণস্তদ্বদ্ভবত ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৭৪ ॥
পাঞ্চরাত্রে কামশাস্ত্রে তথা কাপালিকে মতে।
বৌদ্ধে শ্রদ্ধাযুতা যূয়ং ভবত ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৭৫ ॥
মাতৃকন্যাগামিনশ্চ ভগিনীগামিনস্তথা।
পরস্ত্রীলম্পটাঃ সর্ব্বে ভবত ব্রাহ্মণাধমাঃ ॥ ৭৬ ॥
যুষ্মাকং বংশজাতাশ্চ স্ত্রিয়শ্চ পুরুষাস্তথা।
মদ্দত্তশাপদগ্ধাস্তে ভবিষ্যন্তি ভবৎসমাঃ ॥ ৭৭ ॥

ভবৎসমাঃ ভবদ্বিধাঃ ॥ ৭৭—৭৮ ॥

প্রায়শ্চিত্তব্রতে নিরন্তর পরাঙ্মুখ থাকিবে ॥ ৬৫—৭০ ॥ রে অধম ব্রাহ্মণগণ! তোমরা যেরূপ নিকৃষ্ট কর্ম্মে সমুদ্যত হইয়াছ তাহার ফলে নিশ্চয়ই তোমাদিগকে সেই পরমারাধ্যা ভগবতীর আরাধনায় নিবৃত্ত থাকিয়া এবং অন্যোন্য দেবে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন সকল ধারণ করিতে হইবে ॥ ৭১ ॥ কাপালিকমতাবলম্বী, বৌদ্ধশাস্ত্রানুরত এবং পাষণ্ডগণের আচারের বশীভূত হইতে হইবে। তোমরা এই পাপের জন্য নিশ্চয়ই পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী এবং পুত্র ও কন্যাকে, অধিক কি ভার্য্যাকেও বিক্রয় করিতে প্রবৃত্ত হইবে ॥৭২-৭৩॥ বেদবিক্রয়, তীর্থবিক্রয় ও ধর্ম্মবিক্রয় করিতেও তোমাদের ঘৃণা হইবে না। তোমরা নিশ্চয়ই কাপালিক ও বৌদ্ধমতে, পাঞ্চরাত্র ও কামশাস্ত্রে শ্রদ্ধান্বিত হইবে। রে ব্রাহ্মণাধম সকল! তোমরা মাতৃ, কন্যা ও ভগিনীতে গমন করিতে কুণ্ঠিত হইবে না এবং সর্ব্বদাই পরস্ত্রীলম্পট হইয়া কালযাপন করিবে ॥ ৭৪—৭৬ ॥ আর আমি ইহাও বলিতেছি, যেসকল অভিশাপ আমি তোমাদিগকে প্রদান করিলাম; তোমাদের বংশসম্ভূত স্ত্রী এবং পুরুষগণও তোমাদের ন্যায় হইয়া কালযাপন করিবে। আর আমি তোমাদিগকে

কিং ময়া বহুনোক্তেন মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
গায়ত্রী পরমা ভূয়াৎ যুষ্মাসু খলু কোপিতা।
অন্ধকূপাদিকুণ্ডেষু যুষ্মাকং স্যাৎ সদা স্থিতিঃ ॥ ৭৮ ॥

ব্যাস উবাচ।

বাগ্দণ্ডমীদৃশং কৃত্বাপ্যুপস্পৃশ্য জলং ততঃ।
জগাম দর্শনার্থঞ্চ গায়ত্র্যাঃ পরমোৎসুকঃ ॥ ৭৯ ॥
প্রণনাম মহাদেবীং সাপি দেবী পরাৎপরা।
ব্রাহ্মণানাং কৃতিং দৃষ্ট্বা স্ময়ং চিত্তে চকার হ ॥ ৮০ ॥
অদ্যাপি তস্যা বদনং স্ময়যুক্তঞ্চ দৃশ্যতে ॥ ৮১ ॥
উবাচ মুনিবর্য্যন্তং স্ময়মানমুখাম্বুজা।
ভুজঙ্গায়ার্পিতং দুগ্ধং বিষায়ৈবোপজায়তে ॥ ৮২ ॥
শান্তিং কুরু মহাভাগ। কর্ম্মণো গতিরীদৃশী।
ইতি দেবীং প্রণম্যাথ ততোঽগাৎ স্বাশ্রমং প্রতি ॥ ৮৩ ॥

বাগ্দণ্ডং শাপম্ ॥ ৭৯—৮০ ॥
কৃতিং কৃতঘ্নতারূপাম্ ॥ ৮১ ॥
গায়ত্রী স্বমুখেন মুনিং সান্ত্বয়তি। উবাচেতি ॥ ৮২—৮৯ ॥

অধিক কি অভিশাপ প্রদান করিব, মূল প্রকৃতি জগদীশ্বরী গায়ত্রীদেবী তোমাদের উপর সর্ব্বদা রুষ্ট থাকুন এবং অন্তকালে তোমাদের অন্ধ কূপাদি নরককুণ্ডে অবস্থান হউক ॥ ৭৭—৭৮ ॥

ব্যাস কহিলেন, মহারাজ জনমেজয়! মুনিপ্রবর গৌতম জলস্পর্শপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে এতাদৃশ অভিশাপ প্রদান করিয়া অতিশয় উৎসুকের সহিত গায়ত্রীদেবীকে দর্শন করিতে প্রস্থান করিলেন এবং গায়ত্রীমন্দিরে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সেই পরাৎপরা দেবীও ব্রাহ্মণগণের তাদৃশ কার্য্য অবলোকন করিয়া বিস্ময়াম্বিতা হইয়াছিলেন। মহারাজ! তদবধি অদ্যাবধিও তাঁহার বদনকমল সেইরূপ বিস্ময়াম্বিত বলিয়া লক্ষিত হইয়া থাকে ॥৭৯—৮১॥ অনন্তর, দেবী গায়ত্রী সেইরূপ বিস্ময়াম্বিতমুখে গৌতমকে কহিলেন; গৌতম! সর্পগণকে দুগ্ধ ভোজন করাইলেও তাহাদের গরলের নিবৃত্তি হয় না, অতএব তুমি এ বিষয়ে কোনও রূপ চিন্তা করিও না, কর্ম্মের গতিই এইরূপ, কখন কি সংঘটিত হয় তাহা কেহই বলিতে পারে না। এক্ষণে, তুমি শান্তি অবলম্বন কর, দুঃখিত হইও না। অনন্তর, গৌতম দেবীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং তথা হইতে নিজ আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ৮২—৮৩ ॥

ততো বিপ্রৈঃ শাপদগ্ধৈর্বিস্মৃতা বেদরাশয়ঃ।
গায়ত্রী বিস্মৃতা সর্ব্বৈস্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৮৪ ॥
তে সর্ব্বেঽথ মিলিত্বা তু পশ্চাত্তাপযুতাস্তথা।
প্রণেমুর্ম্মুনিবর্য্যন্তং দণ্ডবৎ পতিতা ভুবি ॥ ৮৫ ॥
নোচুঃ কিঞ্চন বাক্যন্তু লজ্জয়াধোমুখাঃ স্থিতাঃ।
প্রসীদেতি প্রসীদেতি প্রসীদেতি পুনঃ পুনঃ ॥ ৮৬ ॥
প্রার্থয়ামাসুরভিতঃ পরিবার্য্য মুনীশ্বরম্।
করুণাপূর্ণহৃদয়ো মুনিস্তান্ সমুবাচ হ ॥ ৮৭ ॥
কৃষ্ণাবতারপর্য্যন্তং কুম্ভীপাকে ভবেৎ স্থিতিঃ।
ন মে বাক্যং মৃষা ভূয়াদিতি জানীথ সর্ব্বথা ॥ ৮৮ ॥
ততঃপরং কলিযুগে ভুবি জন্ম ভবেদ্ধি বাম্।
মদুক্তং সর্ব্বমেতত্তু ভবেদেব ন চান্যথা ॥ ৮৯ ॥
মচ্ছাপস্য বিমোক্ষার্থং যুষ্মাকং স্যাৎ যদীষণা।
তর্হি সেব্যং সদা সর্ব্বৈর্গায়ত্রীপদপঙ্কজম্ ॥ ৯০ ॥

শাপমোক্ষণমাহ। মচ্ছাপস্যেতি ॥ ৯০—৯১ ॥

এদিকে, গৌতমশাপপ্রভাবে ব্রাহ্মণগণের চিত্ত হইতে সমস্ত বেদতত্ত্ব ও গায়ত্রীমন্ত্র বিস্মৃত হইয়া গেল। তখন তদ্বিষয় তাহাদের পক্ষে এক অচিন্তনীয় ঘটনা বলিয়া বোধ হইল ॥ ৮৪ ॥ অনন্তর, তাহারা সকলেই মিলিত হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিল এবং মুনিবর গৌতমের সমীপে উপস্থিত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণত হইল; পরন্তু লজ্জায় অধোবদন থাকিয়া অন্য কিছুই বলিতে সমর্থ হইল না; কেবল "আপনি প্রসন্ন হউন, আপনি প্রসন্ন হউন" এই বাক্য পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে থাকিল ॥ ৮৫—৮৬ ॥ অনন্তর, যখন সমস্ত ব্রাহ্মণ মণ্ডলী আসিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি করত কেবল তাহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে থাকিল, তখন গৌতম মুনি দয়াপরবশ হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন ॥ ৮৭ ॥ আমার বাক্য কখনই মিথ্যা হইবে না, (কৃষ্ণাবতারকাল পর্য্যন্ত) তোমাদিগকে কুম্ভীপাক-নরকে থাকিতে হইবে, তদনন্তর কলিযুগে পৃথিবীতলে তোমাদের পুনর্ব্বার জন্ম লাভ হইবে এবং আমি যাহা যাহা বলিয়াছি তৎসমুদয়ই তখন তোমাদের ঘটিবে ইহার কদাচ অন্যথা হইবে না ॥ ৮৮—৮৯ ॥ তবে যদি আমার শাপশান্তির জন্য তোমাদের একান্ত বাসনা হইয়া থাকে, তবে গায়ত্রীর চরণকমলের আরাধনায় প্রবৃত্ত হও নতুবা ইহার আর অন্য কোনও উপায় নাই ॥ ৯০ ॥

ব্যাস উবাচ।

ইতি সর্ব্বান্ বিসৃজ্যাথ গৌতমো মুনিসত্তমঃ।
প্রারব্ধমিতি মত্বা তু চিত্তে শান্তিং জগাম হ॥ ৯১॥
এতস্মাৎ কারণাদ্রাজন্! গতে কৃষ্ণে তু ধামনি।
কলৌ যুগে প্রবৃত্তে তু কুম্ভীপাকাত্তু নির্গতাঃ॥ ৯২॥
ভুবি জাতা ব্রাহ্মণাশ্চ শাপদগ্ধাঃ পুরা তু যে।
সন্ধ্যাত্রয়বিহীনাশ্চ গায়ত্রীভক্তিবর্জ্জিতাঃ॥ ৯৩॥
বেদভক্তিবিহীনাশ্চ পাষণ্ডমতগামিনঃ।
অগ্নিহোত্রাদিসৎকর্ম্মস্বধাস্বাহাবিবর্জ্জিতাঃ॥ ৯৪॥
মূলপ্রকৃতিমব্যক্তাং নৈব জানন্তি কর্হিচিৎ।
তপ্তমুদ্রাঙ্কিতাঃ কেচিৎ কামাচাররতাঃ পরে॥ ৯৫॥
কাপালিকাঃ কৌলিকাশ্চ বৌদ্ধা জৈনাস্তথা পরে।
পণ্ডিতা অপি তে সর্ব্বে দুরাচারপ্রবর্ত্তকাঃ॥ ৯৬॥
লম্পটাঃ পরদারেষু দুরাচারপরায়ণাঃ।
কুম্ভীপাকং পুনঃ সর্ব্বে যাস্যন্তি নিজকর্ম্মভিঃ॥ ৯৭॥

কিমর্থমন্যদেবতোপাস্তিং জনাঃ কুর্ব্বন্তীত্যস্যোত্তরমেতৎপর্য্যন্তমুক্তং নিগময়তি এতস্মাদিতি॥ ৯২—৯৭॥

মহারাজ! অনন্তর গৌতমমুনি সেই সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে পরিত্যাগ করিলেন এবং (প্রারব্ধ কর্ম্মফলেই তৎসমস্ত সংঘটিত হইল) ইহা বিবেচনা করিয়া শান্তি লাভ করিলেন॥৯১॥ রাজন্! এই কারণ বশতই শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করিবার পর কলিযুগ প্রবৃত্ত হইলে, সেই অভিশপ্ত ব্রাহ্মণ সকল কুম্ভীপাক নরক হইতে নির্গত হইয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিল এবং সন্ধ্যাত্রয়বিহীন, গায়ত্রীভক্তিবিবর্জ্জিত,, বেদশ্রদ্ধারহিত, পাষণ্ডমতাবলম্বী এবং অগ্নিহোত্রাদি সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে বিমুখ হইল॥ ৯২—৯৪॥ তাহারা অব্যক্তা মূলপ্রকৃতি ভগবতীকে একেবারেই ভুলিয়া গেল; কেহ কেহ বা তপ্তমুদ্রাদি নানাবিধ চিহ্ন সকল ধারণ করিয়া কামাচারী হইল; কেহ বা কাপালিক কেহ বা কৌলিক, কেহ বা বৌদ্ধ এবং কেহ বা জৈন বলিয়া পরিচিত হইল; তাহাদের মধ্যে অনেকেই পণ্ডিত হইলেও লম্পট ও পরদাররত হইয়া দুরাচারের প্রবর্ত্তক হইয়া উঠিল। ফলতঃ এই সকল কুকর্ম্ম ফল ভোগ জন্য তাহারা যে পুনর্ব্বার কুম্ভীপাক নরকে যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই॥৯৫-৯৭॥

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্! সংসেব্যা পরমেশ্বরী।
ন বিষ্ণুপাসনা নিত্যা ন শিবোপাসনা তথা ॥ ৯৮ ॥
নিত্যা চোপাসনা শক্তের্যাং বিনা তু পতত্যধঃ।
সর্ব্বমুক্তং সমাসেন যৎ পৃষ্টং তত্ত্বয়ানঘ! ॥ ৯৯॥
অতঃপরং মণিদ্বীপবর্ণনং শৃণু সুন্দরম্।
যৎ পরং স্থানমাদ্যায়া ভুবনেশ্যা ভবারণেঃ ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশ-স্কন্ধে ব্রাহ্মণাদীনাং গায়ত্রীভিন্নান্যদেবোপাসনাশ্রদ্ধাহেতুকথনং নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

ন বিষ্ণুপাসনেতি। ইদংপূর্ব্বাধ্যায়ে স্পষ্টীকৃতম্ ॥ ৯৮ ॥
শক্তের্গায়ত্র্যাঃ ॥ ৯৯ ॥
অথ মণিদ্বীপবর্ণনবিষয়কস্ত দ্বিতীয়প্রশ্নস্যোত্তরং বক্তুং প্রতিজানীতে। অতঃপরমিতি। ভবারণের্ভববোনেঃ ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

অতএব মহারাজ! সর্ব্বপ্রকারেই সেই ভগবতী পরমেশ্বরীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। বিষ্ণুর উপাসনা বা শিবের উপাসনা কিছুই নিত্যা নহে, একমাত্র শক্তির উপাসনাকেই নিত্যা বলিয়া জানিবে। এজন্য যে ব্যক্তি শক্তির উপাসনা না করে তাহাকে নিশ্চয়ই অধঃপতিত হইতে হয়। মহারাজ! ইতিপূর্ব্বে তুমি আমার নিকট যে সকল প্রশ্ন করিয়াছিলে আমি সংক্ষেপে তৎসমস্তই বর্ণন করিলাম ॥ ৯৮—৯৯ ॥ অতঃপর সেই ভুবনে-শ্বরী ভবসংসারমোচনী আদ্যা ভগবতীর অতি রমণীয় পরম স্থান মণিদ্বীপের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১০০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে ব্রাহ্মণগণের গায়ত্রীভিন্ন অন্যান্য দেবোপা-সনায় শ্রদ্ধা হইবার কারণ বর্ণন নামক
নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

দশমোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

ব্রহ্মলোকাদূর্দ্ধভাগে সর্ব্বলোকোঽস্তি যঃ শ্রুতঃ।
মণিদ্বীপঃ স এবাস্তি যত্র দেবী বিরাজতে ॥ ১ ॥
সর্ব্বস্মাদধিকো যস্মাৎ সর্ব্বলোকস্ততঃ স্মৃতঃ।
পুরা পরাম্বয়ৈবায়ং কল্পিতো মনসেচ্ছয়া ॥ ২ ॥
সর্ব্বাদৌ নিজবাসার্থং প্রকৃত্যা মূলভূতয়া।
কৈলাসাদধিকো লোকো বৈকুণ্ঠাদপি চোত্তমঃ ॥ ৩ ॥

অর্দ্ধাধিকশতশ্লোকৈর্ম্মণিদ্বীপস্য বর্ণনম।
যথাবৎ ক্রিয়তে যেন ভক্তির্দ্দেব্যাং বিবর্দ্ধতে ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ে প্রতিজ্ঞাতং মণিদ্বীপস্য বর্ণনং প্রস্তৌতি ব্যাস উবাচেতি। নন্থ মণিদ্বীপঃ শ্রুতৌ ক্ব প্রসিদ্ধং তত্রাহ ব্রহ্মলোকাদিতি। সুবালোপনিষদি ব্রহ্মলোকাদূর্দ্ধভাগে যঃ সর্ব্বলোকঃ শ্রুতৌ শ্রুতঃ প্রসিদ্ধোঽস্তি স এব নামান্তরেণ মণিদ্বীপমিত্যুচ্যতে। যত্র সাক্ষাদ্দেবী মূলকারণভূতা বিরাজতে ইত্যর্থঃ। তথা সুবালোপনিষদি। অথ হৈনং রৈক্বঃ পপ্রচ্ছ ভগবন্ কস্মিন সর্ব্বে প্রতিষ্ঠিতা ভবন্তীতি তস্মৈ স হোবাচ রসাতললোকেষ্বিতি হোবাচ-কস্মিন্ রসাতললোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি ভূর্লোকেষ্বিতি হোবাচেত্যারভ্য সত্যলোকান্তমুক্ত্বা কস্মিন্ সত্যলোকা ওতাঃ প্রোতাশ্চেতি প্রজাপতিলোকেষ্বিতি হোবাচ কস্মিন্ প্রজাপতিলোকা ওতাঃ প্রোতাশ্চেতি ব্রহ্মলোকেষ্বিতি হোবাচ কস্মিংশ্চ ব্রহ্মলোকা ওতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি সর্ব্বলোকেষ্বিতি হোবাচ সর্ব্বলোকা আত্মনি ব্রহ্মণি মণয় ইবোতাশ্চ প্রোতাশ্চেতি। অত্র তস্য লোকস্যৈকত্বেঽপি তদন্তর্গতপ্রাকারাণাং বহুত্বাৎ সর্ব্বলোকেষ্বিতি বহুবচনমুক্তম্ ॥ ১ ॥

নন্থ তস্য সর্ব্বলোক ইতি কিমিতি সংজ্ঞা তত্রাহ সর্ব্বস্মাদধিকো যস্মাদিতি। নন্বয়ং লোকঃ কেন নির্ম্মিত ইতি চেত্তত্রাহ পুরা পরাম্বয়ৈবায়মিতি। শ্রীভবত্যৈব নিজবাসার্থং স্বেচ্ছয়া সর্গাদৌ নির্ম্মিতোঽয়ং লোকঃ ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অয়ঞ্চ মণিদ্বীপরূপো লোকো দেবীপ্রার্থনয়া শিবেন নির্ম্মিত ইতি শিবরহস্যে দ্বিতীয়ে উক্তম্। তদুক্তং শিবরহস্য দ্বিতীয়েঽংশেঽষ্টমাধ্যায়ে। শ্রীদেব্যুবাচ। দেবদেব মহাদেব লীলালালিতবিগ্রহ। বিচিত্রশক্তে ভগবন্মম স্থানমনুত্তমম্॥ সুন্দরাৎ সুন্দরং তত্ততঃ আনন্দামৃতসাগরম্। ন ক্ষুৎপিপাসে নো গ্লানির্ন তৃষ্ণা ন জরাদিকম্॥ তত্র, উত্তাল

ব্যাস কহিলেন; মহারাজ জনমেজয়! শ্রুতিতে ব্রহ্মলোকের ঊর্দ্ধভাগে যে সর্ব্বলোকের কথা শ্রুত হইয়া থাকে তাহাকেই মণিদ্বীপ বলিয়া জানিও এবং সেই স্থানেই দেবী বিরাজ করিতেছেন ॥ ১ ॥ এই স্থানটী সকল স্থান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া "সর্ব্বলোক" নামে কথিত হইয়া থাকে। দেবী পূর্ব্বকালে নিজের ইচ্ছানুসারেই এই স্থানটিকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন ॥ ২ ॥ মূলপ্রকৃতি ভগবতী নিজের অবস্থানের জন্য সর্ব্ব প্রথমেই এই স্থানটীকে,

গোলোকাদপি সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বলোকোঽধিকঃ স্মৃতঃ।
নৈতৎসমং ত্রিলোক্যাস্তু সুন্দরং বিদ্যতে ক্বচিৎ ॥ ৪ ॥
ছত্রীভূতং ত্রিজগতো ভবসন্তাপনাশকম্।
ছায়াভূতং তদেবাস্তি ব্রহ্মাণ্ডানাস্তু সত্তম ! ॥ ৫ ॥

সর্ব্বেষাং কৈলাসাদপি সুন্দরম্। সৃজ বিশ্বেশ দয়য়া মমৈবাপরকৌতুকম্ ॥ ন সৃষ্টৌ ন বিধাত্রাপি বিষ্ণুনা বা তথোত্তরম্। স্রষ্টুং শক্যং ত্বয়া দেব মনসৈব মহেশ্বর ॥ ত্বং সর্ব্বমঙ্গলা-কারস্তস্মাৎ স্থানবরং মম। লোকোত্তরং মহাদেব বিহারক্রীবয়োঃ সদা ॥ সৃজৈব মনসা দেব মৎপ্রিয়ার্থং মহেশ্বর। ইতি দেব্যা মহাদেবঃ প্রার্থিতঃ স তদা মুদা ॥ জাতহর্ষঃ স শীঘ্রং তামোমিত্যান্দোলয়ন্মুদা। পরমানন্দসন্দোহসাগরান্তর্নিমগ্নধীঃ ॥ ক্ষণং দধ্যৌ মহাদেবো লীলাসৃষ্টিপ্রবর্ত্তকঃ। তৎক্ষণাত্তাদৃশং তেজঃ সমুত্তস্থৌ সুধাম্বুধেঃ ॥ কোটিভাস্করসঙ্কাশং পার্ব্বণেন্দুশতাধিকম্। বিদ্যুৎকোটিপ্রতীকাশং চেন্দ্রচাপাযুতোত্তরম্ ॥ বলক্ষভাসিতা-কাশং জ্যোতির্ম্ময়মনুত্তমম্। তৎপ্রভাভাসিতা লোকা ভুবনানি চতুর্দ্দশেতি ॥ পশ্চাত্রয়ো-দশাধ্যায়পর্য্যন্তং সবিস্তরং তদেব দ্বীপমুপবর্ণিতম্। চতুর্দ্দশাধ্যায়ে পুনরুক্তম্ ॥ দ্যাবা-ভূম্যোরন্তরালে লোকজালে তথা ভুবি। বিষ্ণুব্রহ্মেশভবনে দিক্পালানাং পুরে তথা ॥ নাগা-নামপি লোকেষু দৈত্যেন্দ্রাণাং পুরীষ্বপি। কৈলাসে বা মহাদেবি ! চিন্তামণিগৃহাধিকঃ ॥ ঈদৃক্সম্পত্তিসম্ভারো ন কুত্র ভুবনেশ্বরীতি সর্ব্বোত্তমসম্পত্তিমত্ত্বঞ্চোপপাদ্যাগ্রে তৎপরি-মাণঞ্চোক্তম্। পঞ্চাশল্লক্ষমানোঽয়ং দ্বীপরত্নমিদং শিবে ইতি। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ললিতোপা-খ্যানে তু দেবাজ্ঞয়া সুমেরুমধ্যশৃঙ্গে বিশ্বকর্ম্মণা নির্ম্মিতোঽয়ং লোক ইত্যুক্তম্। তদুক্তং ললিতোপাখ্যানে সপ্তবিংশেঽধ্যায়ে। ভো বিশ্বকর্ম্মন্ শিল্পজ্ঞ ভো ভো ময় মহোদয়। যুবাভ্যাং ললিতাদেব্যা নিত্যজ্ঞানমহোদধেঃ। ষোড়শীক্ষেত্রমধ্যে তু তৎক্ষেত্রসমসংখ্যয়া। কর্ত্তব্যা শ্রীনগর্য্যো হি নানারত্নৈরলঙ্কৃতাঃ। যত্র ষোড়শধা ভিন্না ললিতা পরমেশ্বরী। বিশ্বত্রাণায় সততং নিবাসং রচয়িষ্যতীতি। তৎপরিমাণঞ্চ দুর্ব্বাসোমুনিকৃতস্তবরত্নে উক্তম্। তত্র চতুঃ-শতযোজনপরিণাহং দেবশিল্পিনা রচিতম্। নানাসালমনোজ্ঞং নমাম্যহং নগরমাদিবিদ্যায়া ইতি। ইত্থং পুরাণত্রয়বিরোধে (কল্পভেদেন)কেচিদ্ব্যবস্থামাহুঃ। বয়ন্তু ব্রূমো ললিতোপা-খ্যানোক্তং শিবরহস্যোক্তঞ্চ মণিদ্বীপং শ্রীত্রিপুরসুন্দর্য্যধিষ্ঠিতং ভিন্নমেব দেবীভাগবতোক্তং মণিদ্বীপন্তু শ্রীভুবনেশ্বর্য্যধিষ্ঠিতং সর্ব্বলোকপদবাচ্যং ব্রহ্মলোকাধিকং ব্রহ্মাণ্ডাদ্বহিরেব বিদ্য-মানং ভিন্নমেবেতি। অতএব দেবীভাগবতে প্রতিব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তিনাং ব্রহ্মবিষ্ণ্বাদিদেবানাং নয়স্তারো ব্রহ্মাদয়ঃ সমষ্টিভূতা অত্র বসন্তীতি বক্ষ্যমাণং সংগচ্ছতে। তদুক্তমাগমে। লোকাধিকো লোকঃ সর্ব্বলোকাভিধঃ পরঃ। তত্র শ্রীভুবনেশানী পরাশক্তির্ব্বিরাজতে ৩—৪ ॥

ভূতমিতি। সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডোপর্য্যেতস্য বিদ্যমানত্বাচ্ছত্রসাম্যম্ ॥ ৫ ॥

কুণ্ঠ ও গোলক হইতে শ্রেষ্ঠতর করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন; বস্তুতঃ ত্রিভুবন মধ্যেও ইহার ন্যায় সুন্দর আর কোন'ও স্থান নাই, এজন্যই এই সর্ব্বলোক বা মণিদ্বীপকে সকল লোক হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে ॥৩-৪॥ সত্তম! এই মণিদ্বীপটী সকলের উপরিভাগে স্থিত থাকায় ত্রিভুবনের ছত্রস্বরূপ হইয়াছে। ইহা দ্বারাই ব্রহ্মাণ্ডে ছায়া পতিত হইয়া সংসারসন্তা-

বহুযোজনবিস্তীর্ণো গম্ভীরস্তাবদেব হি ।
মণিদ্বীপস্য পরিতো বর্ত্ততে তু সুধোদধিঃ ॥ ৬ ॥
মরুৎসঙ্ঘট্টনোৎকীর্ণতরঙ্গশতসঙ্কুলঃ ।
রত্নাচ্ছবালুকাযুক্তো ঝষশঙ্খসমাকুলঃ ॥ ৭ ॥
বীচিসঙ্ঘর্ষসংজাতলহরীকণশীতলঃ ।
নানাধ্বজসমাযুক্তনানাপোতগতাগতৈঃ ।
বিরাজমানঃ পরিতস্তীররত্নদ্রুমো মহান্ ॥ ৮ ॥
তদুত্তরময়োধাতুনির্ম্মিতো গগনে ততঃ ।
সপ্তযোজনবিস্তীর্ণঃ প্রাকারো বর্ত্ততে মহান্ ॥ ৯ ॥
নানাশস্ত্রপ্রহরণা নানাযুদ্ধবিশারদাঃ ।
রক্ষকা নিবসন্ত্যত্র মোদমানাঃ সমন্ততঃ ॥ ১০ ॥

মণিদ্বীপসম্বন্ধি সুধাসমুদ্রং বর্ণয়তি। বহুযোজনবিস্তীর্ণ ইতি। চিন্তামণিগৃহস্য সর্ব্বপ্রাকারমধ্যস্থস্য পরিমাণমগ্রে বক্ষ্যতি। তৎপ্রাকারাণাঞ্চ পূর্ব্বস্মাৎ পূর্ব্বস্মাদুত্তরস্য পরিমাণং দ্বিগুণং বক্ষ্যতি তন্মানেনৈব সর্ব্ববেষ্টনভূতসুধাসিন্ধোরপি মানমূহ্যেয়ম্। মণিদ্বীপস্য পরিতঃ সমন্তাৎ ॥ ৬ ॥

সঙ্ঘট্টনং সংমর্দ্দস্তেনোৎকীর্ণা উচ্ছলন্তো যে তরঙ্গাস্তেষাং শতৈঃ সঙ্কুলঃ। রত্নবালুকাযুক্তঃ ॥ ৭ ॥

মহান্তস্তরঙ্গা বীচয়স্তেষাং সংঘর্ষেণ সংজাতা লহর্য্যোঽল্পতরঙ্গাস্তেষাং কণৈঃ শীতলঃ। গতাগতৈরিতস্ততো গমনাগমনৈঃ। তীরে রত্নসমানকান্তয়ো দ্রুমা যস্য ॥ ৮ ॥

ইত্থং সুধাসমুদ্রমুপবর্ণ্যায়োধাতুনির্ম্মিতং প্রথমং প্রাকারং বর্ণয়তি। তদুত্তরময়োধাতুনির্ম্মিত ইতি। গগনে ততোঽত্যুচ্চৈর্ব্বিদ্যমান ইতি। উচ্চৈস্ত্বং বর্ণয়তি। সপ্তযোজনবিস্তীর্ণ ইতি। বিস্তীর্ণ উন্নত ইত্যর্থঃ। নত্বত্র বিস্তারো বিবক্ষিতো বিস্তারস্য বহুপ্রমাণস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥ ৯ ॥

তত্রত্যগণানাহ। নানাশস্ত্রপ্রহরণা ইতি ॥ ১০—১১ ॥

পের নাশ হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ এই মণিদ্বীপের চতুর্দ্দিকে বহু যোজন বিস্তীর্ণ এবং বহু যোজন গভীর (সুধাসমুদ্র) বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ৬ ॥ বায়ুর সংঘট্টন জন্য তাহাতে শত শত তরঙ্গমালা উত্থিত হইতেছে। নানাবিধ মৎস্য ও শঙ্খাদি জলজন্তু সকল তাহার মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। এই সুধাসমুদ্রের তীরদেশ নির্ম্মল রত্নবালুকায় পরিপূর্ণ ॥ ৭ ॥ উত্তাল তরঙ্গমালা সংঘর্ষণে সংজাত লহরী হইতে জলকণা সকল আসিয়া সমীপস্থ স্থান সকল শীতল করিতেছে। তন্মধ্যে নানাবিধ ধ্বজশোভিত বহু পোত সকল যাতায়াত করিতেছে। সমুদ্রতীরে নানাবিধ রত্নের বৃক্ষ সকল শোভা পাইতেছে ॥ ৮ ॥ এই সমুদ্রের পরই গগনমার্গবিকাশী লৌহনির্ম্মিত সপ্তযোজন বিস্তীর্ণ একটী অতি দীর্ঘ প্রাকার বিদ্যমান আছে ॥ ৯ ॥ এই প্রাকার মধ্যে নানাশস্ত্রাস্ত্রসমন্বিত, যুদ্ধবিশারদ রক্ষক সকল আনন্দিতচিত্তে ইতস্ততঃ

চতুর্দ্বারসমাযুক্তো দ্বারপালশতান্বিতঃ।
নানাগণৈঃ পরিবৃতো দেবীভক্তিযুতৈর্নৃপ ! ॥ ১১ ॥
দর্শনার্থং সমায়ান্তি যে দেবা জগদীশিতুঃ।
তেষাং গণা বসন্ত্যত্র বাহনানি চ তত্র হি ॥ ১২ ॥
বিমানশতসঙ্ঘর্ষঘণ্টাস্বনসমাকুলঃ।
হয়হেষাখুরাঘাতবধিরীকৃতদিঙ্মুখঃ ॥ ১৩ ॥
গণৈঃ কিলকিলারাবৈর্ব্বেত্রহস্তৈশ্চ তাড়িতাঃ।
সেবকা দেবসঙ্ঘানাং ভ্রাজন্তে তত্র ভূমিপ ! ॥ ১৪ ॥
তস্মিন্ কোলাহলে রাজন্ন শব্দঃ কেনচিৎ কচিৎ।
কস্যচিৎ শ্রূয়তেঽত্যন্তং নানাধ্বনিসমাকুলে ॥ ১৫ ॥
পদে পদে মিষ্টবারিপরিপূর্ণসরাংসি চ।
বাটিকা বিবিধা রাজন্ ! রত্নদ্রুমবিরাজিতাঃ ॥ ১৬ ॥

এতৎপ্রাকারস্থ লোহময়স্যান্তঃ প্রতিব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তিনো যে ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ শ্রীজগদীশিতুর্ভুবনেশ্বর্য্যা দর্শনার্থমাগতাস্তেষাং গণা বাহনানি চ তত্র নিবসন্তীত্যাহ দর্শনার্থং সমায়ান্তীতি ॥ ১২ ॥

তত্রৈবাণ্ডব্রহ্মাণ্ডস্থদেবানাং বিমানান্যপ্যবতরন্তীত্যাহ। বিমানশতেতি প্রাকারবিশেষণম্। হয়হেষেতি। দর্শনার্থমাগতানাং দেবানাং যে হয়া বাহনভূতাস্তেষাং হেষাশব্দৈঃ খুরাঘাতশব্দৈশ্চ বধিরীকৃতং দিঙ্মুখং যস্মিন্ ॥ ১৩ ॥

দেব্যা গণৈর্দ্বারস্থৈঃ কিলকিলারবৈঃ কিলকিলশব্দং কুর্ব্বদ্ভির্ব্বেত্রহস্তৈরতিসংমর্দ্দে সতি তাড়িতা অন্যদেবানাং সেবকা যত্র যস্মিন্ প্রাকারে ভ্রাজন্তে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ১৪ ॥

দেবগণকোলাহলং বর্ণয়তি তস্মিন্ কোলাহলে ইতি। অয়ং সমারম্ভোঽদ্যাপি রাজদ্বারেষূপলভ্যতে ॥ ১৫—১৬ ॥

বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে ॥১০॥ ইহার চারিটী দ্বার, প্রত্যেক দ্বারে শত শত দ্বারপাল ও দেবীভক্ত নানাবিধ গণ সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ১১ ॥ যখন যে কোনও দেবগণ জগদীশ্বরীকে দর্শন করিতে আইসে তখন তাঁহাদের অনুচরগণ বাহনাদির সহিত এই স্থানে অবস্থিতি করে ॥ ১২ ॥ মহারাজ! এই স্থানটী দেবগণের শত শত বিমানের ঘণ্টাশব্দে সমাকুল এবং তাহাদের ঘোটকাদির হেষাশব্দ ও খুরধ্বনিতে চতুর্দ্দিকে শব্দায়মান হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥ দেবীগণসমূহ বেত্রহস্তে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে সেই দেবসেবক সকলকে তাড়না করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ এই স্থান এরূপ কোলাহলে পরিপূর্ণ যে তথায় কেহ কাহারও কথা স্পষ্টরূপে শুনিতে পায় না ॥ ১৫ ॥ এই স্থানের মধ্যে মধ্যে রত্নবৃক্ষপরিশোভিত বাটিকা সকল এবং সুরসবারি-পরিপূর্ণ সরোবর সকল বিরাজ করিতেছে ॥ ১৬ ॥

তদুত্তরং মহাসারধাতুনির্ম্মিতমণ্ডলঃ।
সালোঽপরো মহানস্তি গগনস্পর্শি যচ্ছিরঃ॥ ১৭॥
তেজসা স্যাচ্ছতগুণঃ পূর্ব্বসালাদয়ম্পরঃ।
গোপুরদ্বারসহিতো বহুবৃক্ষসমন্বিতঃ॥ ১৮॥
যা বৃক্ষজাতয়ঃ সন্তি সর্ব্বাস্তাস্তত্র সন্তি চ॥ ১৯॥
নিরন্তরং পুষ্পযুতাঃ সদা ফলসমন্বিতাঃ।
নবপল্লবসংযুক্তাঃ পরসৌরভসঙ্কুলাঃ॥ ২০॥
পনসা বকুলা লোধ্রাঃ কর্ণিকারাশ্চ শিংশপাঃ।
দেবদারুকাঞ্চনারা আম্রাশ্চৈব সুমেরবঃ॥ ২১॥
লিকুচা হিঙ্গুলাশ্চৈলা লবঙ্গাঃ কট্ফলাস্তথা।
পাটলা মুচুকুন্দাশ্চ ফলিন্যো জঘনে ফলাঃ॥ ২২॥
তালাস্তমালাঃ সালাশ্চ কঙ্কোলা নাগভদ্রকাঃ।
পুন্নাগাঃ পীলবঃ সাল্বকা বৈ কর্পূরশাখিনঃ॥ ২৩॥
অশ্বকর্ণা হস্তিকর্ণাস্তালপর্ণাশ্চ দাড়িমাঃ।
গণিকা বন্ধুজীবাশ্চ জম্বীরাশ্চ কুরণ্ডকাঃ॥ ২৪॥

ইত্থং লোহপ্রাকারমুপবর্ণ্য তদুত্তরং কাংস্যপ্রাকারং বর্ণয়তি তদুত্তরং মহাসারেতি। মহাসারঃ কাংস্যং তেন নির্ম্মিতো দ্বিতীয়ঃ প্রাকার ইত্যর্থঃ॥ ১৭॥

তেজসা স্যাচ্ছতগুণ ইতি। শাণে নিশিতস্য নিস্ত্রিংশস্য যত্তেজস্তত্তেজো লোহপ্রাকারস্য ততোঽপি শতগুণং তেজঃ কাংস্যপ্রাকারস্যেত্যর্থঃ। অস্য প্রাকারস্যোচ্চতাপি পূর্ব্বোক্তৈব গ্রাহ্যা বিশেষানুক্তেঃ। সালঃ প্রাকারঃ॥১৮—২০॥

বৃক্ষনামান্যাহ। পনসা ইতি॥ ২১—৩০॥

মহারাজ! ইহার পরেই কাংস্যধাতুনির্ম্মিত অতি বৃহৎ দ্বিতীয় প্রাকার বিদ্যমান আছে। উহা এতদূর উচ্চ যে উহার শিরোদেশ গগন স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে॥১৭॥ ইহা পূর্ব্বপ্রাকার হইতে শতগুণ তেজঃশালী; ইহার মধ্যে অনেকগুলি গোপুর ও নানবিধ বৃক্ষসকল বিদ্যমান আছে॥ ১৮॥ মহারাজ! সেই সমস্ত বৃক্ষের বিষয়ে অধিক আর কি বলিব, এই ভুবন মধ্যে যে কোনও বৃক্ষ আছে, তৎসমস্তই সেই স্থানে বিদ্যমান আছে; অধিকন্তু বৃক্ষসকল সততই পুষ্প, ফল ও নবপল্লবে পরিশোভিত থাকে। তাহাদের পুষ্পসৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করিতেছে॥ ১৯—২০॥ রাজন্! যে সকল বৃক্ষ সেই স্থানে প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে, সংক্ষেপে তাহাদের মধ্যে কতকগুলির নাম করিতেছি শ্রবণ কর। পনস, বকুল, লোধ্র, কর্ণিকার, শিংশপ, দেবদারু, কাঞ্চনার, আম্র, সুমেরু, লিকুচ, হিঙ্গুল, এলা, লবঙ্গ, কট্ফল, পাটল, মুচুকুন্দ, তাল, তমাল, সাল, কঙ্কোল, নাগভদ্র, পুন্নাগ, পীলু, সাল্বক,

চাম্পেয়া বন্ধুজীবাশ্চ তথা বৈ কনকদ্রুমাঃ।
কালাগুরুদ্রুমাশ্চৈব তথা চন্দনপাদপাঃ ॥ ২৫ ॥
খর্জ্জূরা যূথিকাস্তালপর্ণ্যশ্চৈব তথেক্ষবঃ।
ক্ষীরবৃক্ষাশ্চ খদিরাশ্চিঞ্চা ভল্লাতকাস্তথা ॥ ২৬ ॥
রুচকাঃ কুটজা বৃক্ষা বিল্ববৃক্ষাস্তথৈব চ।
তুলসীনাং বনান্যেবং মল্লিকানাং তথৈব চ ॥ ২৭ ॥
ইত্যাদিতরুজাতীনাং বনান্যুপবনানি চ।
নানাবাপীশতৈর্যুক্তান্যেবং সন্তি ধরাধিপ ! ॥ ২৮ ॥
কোকিলারাবসংযুক্তা গুঞ্জদ্ভ্রমরভূষিতাঃ।
নির্যাসস্রাবিণঃ সর্ব্বে স্নিগ্ধচ্ছায়াস্তরূত্তমাঃ ॥ ২৯ ॥
নানাঋতুভবা বৃক্ষা নানাপক্ষিসমাকুলাঃ।
নানারসস্রাবিণীভির্নদীভিরতিশোভিতাঃ ॥ ৩০ ॥
পারাবতশুকব্রাতসারিকাপক্ষমারুতৈঃ।
হংসপক্ষসমুদ্ভূতবাতব্রাতৈশ্চলদ্দ্রুমম্ ॥ ৩১ ॥
সুগন্ধগ্রাহিপবনপূরিতং তদ্বনোত্তমম্।
সহিতং হরিণীযূথৈর্ধাবমানৈরিতস্ততঃ ॥ ৩২ ॥

বাতব্রাতৈশ্চলন্তো দ্রুমা যস্মিন্ বনোত্তমে তত্তাদৃশম্। ইয়মতিশয়োক্তির্বহুপক্ষিসম্ভাব-দর্শিকা ॥ ৩১—৩২ ॥

কর্পূর,অশ্বকর্ণ, হস্তিকর্ণ, তালপর্ণ, দাড়িম, গণিকা,বন্ধুজীব, জবীর, কুরণ্ডক,চাম্পেয়, বন্ধুজীব, কনকবৃক্ষ, কালাগুরু, চন্দন, খর্জ্জুর, যূথিকা, তালপর্ণী, ইক্ষু, ক্ষীরবৃক্ষ, খদির, ভল্লাতক, রুচক, কুটজ ও বিল্ববৃক্ষপ্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী এবং তুলসী ও মল্লিকার বনরাজি বিদ্যমান আছে ॥ ২১—২৭ ॥ মহারাজ ! এইরূপ নানাবিধ বৃক্ষজাতির বন ও উপবন এবং মধ্যে মধ্যে বাপী সকল বিদ্যমান থাকায় এই স্থানটী অতিশয় মনোহর হইয়াছে ॥ ২৮ ॥ প্রত্যেক বৃক্ষটীতে কোকিল সকল বসিয়া ধ্বনি করিতেছে ; (ভ্রমর) সকল পুষ্পমধু পান করিয়া গুণ-গুণস্বরে গান করিয়া বেড়াইতেছে ; প্রত্যেক বৃক্ষ হইতে নির্য্যাস সকল নির্গত হইয়া চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে। ঐ বৃক্ষ সকলের ছায়া অতিশয় সুশীতল ॥২৯॥ সকল ঋতুভব বৃক্ষই এই স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ সকল বৃক্ষের উপরি ভাগে কোথাও পারাবত, কোথাও শুক, কোথাও সারিকা প্রভৃতি পক্ষিসকল বসিয়া রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে নানারসস্রাবিণী নদী সকল বহমান করিতেছে। ঐ নদী সকলে হংস প্রভৃতি জলচর পক্ষিকুল ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে ॥ ৩০—৩১ ॥ পবনদেব পুষ্পসকলের গন্ধ

নৃত্যদ্বর্হিকদম্বস্য কেকারাবৈঃ সুখপ্রদৈঃ।
নাদিতং তদ্বনং দিব্যং মধুস্রাবি সমন্ততঃ ॥ ৩৩ ॥
কাংস্যসালাদুত্তরে তু তাম্রসালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
চতুরস্রসমাকার উন্নত্যা সপ্তযোজনঃ ॥ ৩৪ ॥
দ্বয়োস্তু সালয়োর্ম্মধ্যে সংপ্রোক্তা কল্পবাটিকা।
যেষাং তরূণাং পুষ্পাণি কাঞ্চনাভানি ভূমিপ ! ॥ ৩৫ ॥
পত্রাণি কাঞ্চনাভানি রত্নবীজফলানি চ।
দশযোজনগন্ধো হি প্রসর্পতি সমন্ততঃ ॥ ৩৬ ॥
তদ্বনং রক্ষিতং রাজন্ ! বসন্তেনর্ত্তুনানিশম্।
পুষ্পসিংহাসনাসীনঃ পুষ্পচ্ছত্রবিরাজিতঃ ॥ ৩৭ ॥
পুষ্পভূষাভূষিতশ্চ পুষ্পাসববিঘূর্ণিতঃ।
মধুশ্রীর্ম্মাধবশ্রীশ্চ দ্বে ভার্য্যে তস্য সম্মতে ॥ ৩৮ ॥

নৃত্যন্তো যে বর্হিণো ময়ূরাস্তেষাং কদম্বস্য সমূহস্য সম্বন্ধিনো যে কেকারবাস্তৈর্নাদিতম্। মধুস্রাবি বৃক্ষমধুস্রাবি ॥ ৩৩ ॥

এতৎপ্রাকারনিবাসিনো নানাবিধসিদ্ধাঃ সিদ্ধাঙ্গনাশ্চ জ্ঞেয়াঃ। অগ্রিমপ্রাকারে গন্ধর্ব্বাদীনাং বাসস্যোক্তত্বাৎ। অতএব ক্বচিৎ পুস্তকে তত্র সিদ্ধাঙ্গনাঃ সিদ্ধা গায়ন্তি সততং গুণান্। ভগবত্যা মহারাজ্ঞ জপন্তি চ রমন্তি চেতি শ্লোকোঽপি দৃশ্যতে। অথ তৃতীয়ং তাম্রপ্রাকারমাহ কাংস্যসালাদুত্তরে ত্বিতি। চতুরস্রোঽয়ং সালঃ ॥ ৩৪ ॥

দ্বয়োস্তু সালয়োর্ম্মধ্যে ইতি। একস্তাম্রসালো দ্বিতীয়ঃ সীসসালস্তয়োর্ম্মধ্যে ইত্যর্থঃ। কল্পবাটিকা কল্পবৃক্ষবাটিকা ॥ ৩৫—৩৬ ॥

তৎসালাধিপতিমাহ তদ্বনং রক্ষিতং রাজন্নিতি। বসন্তর্ত্তুধ্যানমাহ পুষ্পসিংহাসনাসীন ইতি ॥ ৩৭ ॥

মধুশ্রীশ্চৈত্রলক্ষ্মীর্ম্মাধবশ্রীর্বৈশাখলক্ষ্মীঃ। এবমুত্তরত্র প্রতিমাসলক্ষ্ম্য উহ্যাঃ ॥ ৩৮ ॥

অপহরণ করিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। হরিণীগণ সেই বায়ুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে। মদমত্ত ময়ূরগণের সমদ নৃত্য ও কেকারবে সেই স্থান সকল অতিশয় রমণীয় হইয়াছে ॥ ৩২—৩৩ ॥

মহারাজ ! এই কাংস্যময় প্রাকারের পরেই তৃতীয় তাম্রময় প্রাকার ; ইহা চতুষ্কোণবিশিষ্ট ও সপ্তযোজন পর্য্যন্ত সমুচ্ছ্রিত ॥৩৪॥ ইহার মধ্যে কল্পবৃক্ষের বাটিকা সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐসমস্ত বৃক্ষের পত্র ও পুষ্প সকল সুবর্ণবর্ণ এবং ফলসকল রত্নসদৃশ। উহার গন্ধ দশ যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া সকলকে আমোদিত করিতেছে ॥ ৩৫-৩৬ ॥ এই বনটীকে (ঋতুরাজ বসন্তই) সর্ব্বদা রক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহার আসন পুষ্পের, ছত্র পুষ্পের, ভূষণ সমস্তও পুষ্পের, তিনি পুষ্পমধু পান করিয়া ঘূর্ণিতনেত্রে (মধুশ্রী ও মাধবশ্রী) নামে দুইটী

ক্রীড়তঃ স্মেরবদনে সুমস্তবককন্দুকৈঃ।
অতীবরম্যং বিপিনং মধুস্রাবি সমন্ততঃ ॥ ৩৯ ॥
দশযোজনপর্য্যন্তং কুসুমামোদবায়ুনা।
পূরিতং দিব্যগন্ধর্ব্বৈঃ সাঙ্গনৈর্গানলোলুপৈঃ ॥ ৪০ ॥
শোভিতং তদ্বনং দিব্যং মত্তকোকিলনাদিতম্।
বসন্তলক্ষ্মীসংযুক্তং কামিকামপ্রবর্দ্ধনম্ ॥ ৪১ ॥
তাম্রসালাদুত্তরত্র সীসসালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
সমুচ্ছ্রায়ঃ স্মৃতোঽপ্যস্য সপ্তযোজনসংখ্যয়া ॥ ৪২ ॥
সন্তানবাটিকামধ্যে সালয়োস্তু দ্বয়োর্নৃপ!।
দশযোজনগন্ধস্তু প্রসূনানাং সমন্ততঃ ॥ ৪৩ ॥
হিরণ্যাভানি কুসুমান্যুৎফুল্লানি নিরন্তরম্।
অমৃতদ্রবসংযুক্তফলানি মধুরাণি চ ॥ ৪৪ ॥
গ্রীষ্মর্ত্তুর্নায়কস্তস্যা বাটিকায়া নৃপোত্তম!।
শুক্রশ্রীশ্চ শুচিশ্রীশ্চ দ্বে ভার্য্যে তস্য সম্মতে ॥ ৪৫ ॥

সুমস্তবকাঃ প্রসূনগুচ্ছা এব কন্দুকাস্তৈঃ ॥ ৩৯—৪১ ॥

অথ চতুর্থং সীসসালমাহ তাম্রসালাদুত্তরত্রেতি। অত্রাপি পূর্ব্বপূর্ব্বসালাদুত্তরোত্তরসালঃ শতগুণিততেজসা যুক্ত ইতি বোধ্যম্ ॥ ৪২ ॥

সালয়োঃ সীসসালপিত্তলসালয়োর্মধ্যে সন্তানবৃক্ষবাটিকা বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৩—৪৫ ॥

ভার্য্যার সহিত এই স্থানেই বাস করিয়া থাকেন ॥ ৩৭—৩৮ ॥ বসন্তের এই দুইটী স্ত্রীর মুখকমল সর্ব্বদাই হাস্যযুক্ত। তাহারা সর্ব্বদাই পুষ্পস্তবক সকল লইয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে। এই বনটী অতিশয় মনোহর। ইহার চতুর্দ্দিকেই প্রচুর পরিমাণে পুষ্পের মধু পাওয়া যায় ॥ ৩৯ ॥ এই বনের প্রস্ফুটিত পুষ্পের গন্ধ দশযোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াই আমোদিত করিতেছে। এই স্থানটীতে গানপ্রিয় গন্ধর্ব্বগণ সস্ত্রীক বাস করিয়া থাকে ॥ ৪০ ॥ ইহার চতুর্দ্দিক বসন্তশোভায় পরিপূর্ণ এবং কোকিলশব্দে নিনাদিত। ফলতঃ এই স্থানটী যে কামিগণের কামপ্রবর্দ্ধক তাহাতে আর সন্দেহ নাই ৪১ ॥

মহারাজ! ইহার পরই সীসনির্ম্মিত চতুর্থ প্রাকার। ইহারও উচ্চতা সপ্তযোজন পরিমিত বলিয়া জানিবে ॥ ৪২ ॥ ইহার মধ্যে সন্তানক বৃক্ষের বাটিকা বিদ্যমান। ইহার পুষ্পসৌগন্ধ দশযোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পুষ্পসকল সুবর্ণতুল্য এবং নিরন্তর সমভাবে প্রস্ফুটিত। ফল সকল অতিশয় মধুর, অধিক কি অমৃতকণাযুক্ত বলিয়াই বোধ হইয়া থাকে ॥ ৪৩-৪৪ ॥ এই বটিকার মধ্যে গ্রীষ্ম ঋতু (শুকশ্রী ও শুচিশ্রী) নামে দুইটী ভার্য্যার সহিত নিরন্তর বাস করিয়া থাকেন এবং সেই গ্রীষ্ম ঋতুকেই এই স্থানের নায়ক বলিয়া জানিবে ॥ ৪৫ ॥

সন্তাপত্রস্তলোকাস্তু বৃক্ষমূলেষু সংস্থিতাঃ।
নানাসিদ্ধৈঃ পরিবৃতো নানাদেবৈঃ সমন্বিতঃ ॥ ৪৬ ॥
বিলাসিনীনাং বৃন্দৈস্তু চন্দনদ্রবপঙ্কিলৈঃ।
পুষ্পমালাভূষিতৈস্তু তালবৃন্তকরাম্বুজৈঃ।
প্রাকারঃ শোভিতো রাজন্! শীতলাম্বুনিষেবিভিঃ ॥ ৪৭ ॥
সীসসালাদুত্তরত্রাপ্যারকূটময়ঃ শুভঃ।
প্রাকারো বর্ত্ততে রাজন্! মুনিযোজনদৈর্ঘ্যবান্ ॥ ৪৮ ॥
হরিচন্দনবৃক্ষাণাং বাটীমধ্যে তয়োঃ স্মৃতা।
সালয়োরধিনাথস্তু বর্ষর্তুর্মেঘবাহনঃ ॥ ৪৯ ॥
বিদ্যুৎপিঙ্গলনেত্রশ্চ জীমূতকবচঃ স্মৃতঃ।
বজ্রনির্ঘোষমুখরশ্চেন্দ্রধন্বা সমন্ততঃ ॥ ৫০ ॥
সহস্রশো বারিধারা মুঞ্চমাস্তে গণাবৃতঃ ॥ ৫১ ॥
নভঃশ্রীশ্চ নভস্যশ্রীঃ স্বরস্যা রস্যমালিনী।
অম্বা দুলা নিরত্নিশ্চাভ্রমন্তী মেঘয়ন্তিকা ॥ ৫২ ॥

সন্তাপত্রস্তলোকাস্ত্বিত্যাদিনা গ্রীষ্মর্ত্তুবর্ণনম্ ॥ ৪৬—৪৭ ॥
অথ পঞ্চমং পিত্তলপ্রাকারমাহ সীসসালাদুত্তরত্রেতি। আরকূটময়ঃ পিত্তলনির্ম্মিতঃ ॥৪৮॥
তয়োঃ পিত্তলসালপঞ্চলোহময়সালয়োর্ম্মধ্যে ॥ ৪৯ ॥
ঐন্দ্রং ধনুশ্চাপং যস্য ॥ ৫০—৫১ ॥
সর্ষতোর্দ্বাদশাঙ্গনা আহ নভঃশ্রীশ্চেতি ॥ ৫২—৫৪ ॥

এই স্থানের প্রতিবাসিগণ সর্ব্বদা গ্রীষ্মতাপিত হইয়া বৃক্ষমূলেই অবস্থান করে। নানাবিধ সিদ্ধ ও দেবগণ দ্বারাই এই স্থান পরিপূর্ণ ॥ ৪৬ ॥ এই স্থানের বিলাসিনীগণ চন্দন দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত করিয়া এবং পুষ্পমালায় ভূষিত হইয়া তালবৃন্ত হস্তে ইতস্তত পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। এই প্রাকার মধ্যে অতি সুশীতল জল বিদ্যমান আছে এবং গ্রীষ্মপ্রাধান্য বশতঃ সেই জল সকলেই ব্যবহার করিয়া থাকে ॥ ৪৭ ॥

রাজন্! এই সীসময় প্রাকারের পরই পিত্তলনির্ম্মিত পঞ্চম প্রাকার। উহার দৈর্ঘ্য সপ্তযোজন পরিমিত ॥ ৪৮ ॥ এই প্রাকার হইতে অপর প্রাকারের মধ্যস্থলে হরিচন্দন বৃক্ষের বাটিকা বিদ্যমান আছে। ইহার অধিপতি বর্ষাঋতু ॥ ৪৯ ॥ বিদ্যুৎ ইহার পিঙ্গলনেত্র, মেঘবৃন্দ কবচ, বজ্র-নির্ঘোষ মুখরধ্বনি এবং ইন্দ্রধনুকই ইহার চাপ। ইনি স্বদলবলে পরিবেষ্টিত হইয়া নিরন্তর শতসহস্র বারিধারা বর্ষণ করিয়া থাকেন ॥ ৫০—৫১ ॥ ইহার নভঃশ্রী, নভঃস্যশ্রী, স্বরস্যা, রস্যমালিনী, অম্বা, দুলা, নিরত্নি, অভ্রমন্তী, মেঘযন্তিকা, বর্ষয়ন্তী, চিবু-

বর্ষয়ন্তী চিবুণিকা বারিধারা চ সংমতাঃ।
বর্ষর্ত্তো দ্বাদশ প্রোক্তাঃ শক্তয়ো মদবিহ্বলাঃ ॥ ৫৩ ॥
নবপল্লববৃক্ষাশ্চ নবীনলতিকান্বিতাঃ।
হরিতানি তৃণান্যেব বেষ্টিতা যৈর্দ্ধরাখিলা ॥ ৫৪ ॥
নদীনদপ্রবাহাশ্চ প্রবহন্তি চ বেগতঃ।
সরাংসি কলুষাম্বুনি রাগিচিত্তসমানি চ ॥ ৫৫ ॥
বসন্তি দেবাঃ সিদ্ধাশ্চ যে দেবীকর্ম্মকারিণঃ।
বাপীকূপতড়াগাশ্চ যৈর্দ্দেব্যর্থং সমর্পিতাঃ।
তে গণা নিবসন্ত্যত্র সবিলাসাশ্চ সাঙ্গনাঃ ॥ ৫৬ ॥
আরকূটময়াদগ্রে সপ্তযোজনদৈর্ঘ্যবান্।
পঞ্চলোহাত্মকঃ সালো মধ্যে মন্দারবাটিকা ॥ ৫৭ ॥
নানাপুষ্পলতাকীর্ণা নানাপল্লবশোভিতা।
অধিষ্ঠাতাত্র সংপ্রোক্তঃ শরদৃতুরনাময়ঃ ॥ ৫৮ ॥
ইষলক্ষ্মীরূর্জ্জলক্ষ্মীর্দ্বে ভার্য্যে তস্য সংমতে।
নানাসিদ্ধা বসন্ত্যত্র সাঙ্গনাঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥ ৫৯ ॥

যথা রাগিণাং বিষয়িণাং চিত্তানি কলুষিতানি তথা সরোজলানীত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥
দেবীপ্রীত্যর্থং যে কর্ম্ম যজ্ঞাদিকং কুর্ব্বন্তি তথা যৈর্দ্দেবীপ্রীত্যর্থং তড়াগা বাপী কূপাশ্চ
র্পিতাস্তে জনাস্তত্র বসন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥
অথ ষষ্ঠং পঞ্চলোহময়প্রাকারমাহ আরকূটময়াদগ্রে ইতি। দৈর্ঘ্যবানুচ্চতাবান্ ॥৫৭-৫৯ ॥

চা এবং বারিধারা ভেদে মদমত্তা দ্বাদশটী পত্নী আছে ॥৫২—৫৩॥ এই স্থানের বৃক্ষসকল
দাই নবপল্লবসমন্বিত এবং নবলতা দ্বারা আলিঙ্গিত। ইহার সমস্ত স্থানই হরিদ্বর্ণের
রাজি দ্বারা পরিশোভিত ॥ ৫৪ ॥ এই স্থানের নদ-নদী প্রবাহ সর্ব্বদাই সুবেগে ধাবিত
ং সরোবর সকল (বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণের চিত্তের ন্যায় সদাই কলুষিত) ॥ ৫৫ ॥ এই স্থানে
ীভক্ত সিদ্ধ ও দেবগণ এবং যাঁহারা দেবীপ্রীতির জন্য বাপী কূপ ও তড়াগাদি উৎসর্গ
রিয়াছেন, তাঁহারাই সস্ত্রীক বাস করিয়া থাকেন ॥ ৫৬ ॥

মহারাজ! এই পিত্তলময় প্রাকারের পরই পঞ্চলোহাত্মক সপ্তযোজন দীর্ঘ ষষ্ঠ প্রাকার,
ামান আছে। ইহার মধ্যে মন্দারবৃক্ষের বাটিকা ॥ ৫৭ ॥ এই বাটিকা নানাবিধ লতা,
প ও পল্লবাদি দ্বারা পরিশোভিত। শরৎ ঋতু (ইষলক্ষ্মী ও ঊর্জলক্ষ্মী) নামে দুইটী ভার্য্যার
হত এই স্থানে বাস করেন এবং তিনিই ইহার অধিনায়ক। ইহার মধ্যে নানাবিধ
পুরুষগণ সপরিচ্ছদে ও সস্ত্রীকে বাস করিতেছেন ॥ ৫৮—৫৯ ॥

পঞ্চলোহময়াদগ্রে সপ্তযোজনদৈর্ঘ্যবান্।
দীপ্যমানো মহাশৃঙ্গৈর্ব্বর্ত্ততে রৌপ্যসালকঃ ॥ ৬০ ॥
পারিজাতাটবীমধ্যে প্রসূনস্তবকান্বিতা।
দশযোজনগন্ধীনি কুসুমানি সমন্ততঃ ॥ ৬১ ॥
মোদয়ন্তি গণান্ সর্ব্বান্ যে দেবীকর্ম্মকারিণঃ ॥ ৬২ ॥
তত্রাধিনাথঃ সংপ্রোক্তো হেমন্তর্ত্তুর্ম্মহোজ্জ্বলঃ।
সগণঃ সায়ুধঃ সর্ব্বান্ রাগিণো রঞ্জয়ন্নৃপ ! ॥ ৬৩ ॥
সহশ্রীশ্চ সহস্যশ্রীর্দ্বে ভার্য্যে তস্য সম্মতে।
বসন্তি তত্র সিদ্ধাশ্চ যে দেবীব্রতকারিণঃ ॥ ৬৪ ॥
রৌপ্যসালময়াদগ্রে সপ্তযোজনদৈর্ঘ্যবান্।
সৌবর্ণসালঃ সম্প্রোক্তস্তপ্তহাটককল্পিতঃ ॥ ৬৫ ॥
মধ্যে কদম্ববাটী তু পুষ্পপল্লবশোভিতা।
কদম্বমদিরাধারাঃ প্রবর্ত্তন্তে সহস্রশঃ ॥ ৬৬ ॥
যাভির্নিপীতপীতাভির্নিজানন্দোঽনুভূয়তে।
তত্রাধিনাথঃ সংপ্রোক্তঃ শৈশিরর্ত্তুর্ম্মহোদয়ঃ ॥ ৬৭ ॥

অথ সপ্তমং রৌপ্যপ্রাকারমাহ পঞ্চলোহময়াদগ্রে ইতি ॥ ৬০—৬৩ ॥
দেবীব্রতকারিণো দেবীপ্রীত্যর্থং কৃচ্ছ্রাদিব্রতকারিণঃ ॥ ৬৪ ॥
অথ অষ্টমং সুবর্ণসালমাহ রৌপ্যসালময়াদগ্রে ইতি ॥ ৬৫—৬৬ ॥
নিপীতপীতাভির্যথেষ্টং পীতাভিঃ ॥ ৬৭—৬৮ ॥

রাজন্ ! এইপ্রাকারের পরই অত্যুচ্চশৃঙ্গ সপ্তযোজনদীর্ঘ সপ্তম রৌপ্যপ্রাকার বিদ্যমান আছে ॥৬০॥ ইহার মধ্যে পারিজাতবৃক্ষের বাটিকা এবং বৃক্ষ সকল পুষ্পস্তবকে পরিপূর্ণ। সেই পারিজাতপুষ্পের গন্ধ দশ যোজন পর্য্যন্ত আমোদিত করিতেছে ; যাহারা দেবীভক্ত ও দেবীকর্ম্মে নিযুক্ত এই গন্ধ তাহাদিগকেই আমোদিত করিয়া থাকে ॥ ৬১—৬২ ॥ হেমন্ত ঋতু এই স্থানের অধিপতি। তিনি সহশ্রী ও সহস্যশ্রী দুইটী ভার্য্যার সহিত সদলবলে এই স্থানে বাস করতঃ অনুরাগী লোক সকলের প্রীতি উৎপাদন করিতেছেন। যাহারা দেবীর ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছেন, তাহারাও এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন ॥৬৩-৬৪॥

মহারাজ ! এই রৌপ্য প্রাকারের পর তপ্তকাঞ্চন নির্ম্মিত সপ্তযোজন দীর্ঘ অষ্টম সৌবর্ণ প্রাকার বিদ্যমান আছে ॥৬৫॥ ইহার মধ্যে কদম্বের বৃক্ষবাটিকা। বৃক্ষসকল সর্ব্বদা ফল পুষ্পে পরিশোভিত এবং সর্ব্বদা তাহাদের চারিদিক্ হইতে কদম্বমধু নিঃসৃত হইতেছে ॥ ৬৬ ॥ দেবীভক্তগণ এই মধু পান করিয়া সততই আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে। শিশির ঋতুই

তপঃশ্রীশ্চ তপস্যশ্রীর্দ্বে ভার্য্যে তস্য সম্মতে।
মোদমানঃ সহৈতাভ্যাং বর্ত্ততে শিশিরাকৃতিঃ॥ ৬৮॥
নানাবিলাসসংযুক্তো নানাগণসমাবৃতঃ।
নিবসন্তি মহাসিদ্ধা যে দেবীদানকারিণঃ॥ ৬৯॥
নানাভোগসমুৎপন্নমহানন্দসমন্বিতাঃ।
সাঙ্গনাঃ পরিবারৈস্তু সংঘশঃ পরিবারিতাঃ॥ ৭০॥
স্বর্ণসালময়াদগ্রে মুনিযোজনদৈর্ঘ্যবান্।
পুষ্পরাগময়ঃ সালঃ কুঙ্কুমারুণবিগ্রহঃ॥ ৭১॥
পুষ্পরাগময়ী ভূমির্বনান্যুপবনানি চ।
রত্নবৃক্ষালবালাশ্চ পুষ্পরাগময়াঃ স্মৃতাঃ॥ ৭২॥
প্রাকারো যস্য রত্নস্য তদ্রত্নরচিতা দ্রুমাঃ।
বনভূঃ পক্ষিণশ্চৈব রত্নবর্ণজলানি চ॥ ৭৩॥
মণ্ডপা মণ্ডপস্তম্ভাঃ সরাংসি কমলানি চ।
প্রাকারে তত্র যদ্‌যৎ স্যাত্তৎ সর্ব্বং তৎসমং ভবেৎ॥ ৭৪॥

দেবীদানকারিণঃ দেবীপ্রীত্যর্থং গোদানভূদানাদিদানকারিণঃ॥ ৬৯—৭০॥
অথ নবমং পুষ্পরাগময়প্রাকারমাহ স্বর্ণসালময়াদগ্রে ইতি। মুনিযোজনানি সপ্ত-
যোজনানি॥ ৭১॥
রত্নাকারবৃক্ষাণামালবালা অপি পুষ্পরাগময়া এব॥ ৭২॥
অথ রত্নাদিসালেষু সামান্যপরিভাষামাহ প্রাকারো যস্য রত্নস্যেতি। যেন রত্নেন যঃ
প্রাকারো নির্ম্মিতস্তস্মিন প্রাকারে যে দ্রুমাঃ পক্ষিণশ্চান্যচ্চ যদ্‌যৎ সর্ব্বং তৎপ্রাকারস্থং
তৎ সর্ব্বং তদ্রত্নখচিতমেব বোধ্যম্॥ ৭৩—৭৪॥

এই স্থানের অধিপতি। তিনি তপঃশ্রী ও তপস্যশ্রী নামে দুইটী ভার্য্যা ও নানাবিধ স্বগণের সহিত অতিশয় আনন্দিতচিত্তে বহুবিধ বিলাস ভোগ করতঃ এই স্থানে বাস করিতেছেন। যাহারা দেবীর প্রীতির জন্য নানাবিধ দান করিয়া থাকেন, সেই সকল মহাসিদ্ধ পুরুষ নানাবিধ ভোগসমুৎপন্ন আনন্দে আনন্দিত হইয়া স্বজন বর্গের ও নিজ নিজ স্ত্রীর সহিত এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন॥ ৬৭—৭০॥

মহারাজ জনমেজয়! এই সৌবর্ণ প্রাকারের পরই সপ্তযোজন দীর্ঘ কুঙ্কুমসদৃশ রক্তবর্ণ পুষ্পরাগ মণিময় নবম প্রকার বিদ্যমান আছে॥ ৭১॥ এই প্রাকার মধ্যস্থ ভূমি, বন, উপবন, বৃক্ষ ও তাহার আলবাল সকল পুষ্পরাগমণি দ্বারাই নির্ম্মিত॥ ৭২॥ ইহার পরে পরে যে যে রত্ন দ্বারা যে যে প্রকার নির্ম্মিত, তাহার ভূমি, বন, বৃক্ষ, পুষ্প, পক্ষী, নদ, নদী, সরোবর, কমল, মণ্ডপ ও মণ্ডপস্তম্ভ প্রভৃতি সমস্তই সেই সেই রত্নময় বলিয়া জানিবে;

পরিভাষেয়মুদ্দিষ্টা রত্নসালাদিষু প্রভো!।
তেজসা স্যাল্লক্ষগুণঃ পূর্ব্বসালাৎ পরো নৃপ!॥ ৭৫ ॥
দিক্‌পালানি বসন্ত্যত্র প্রতিব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তিনাম্।
দিক্‌পালানাং সমষ্ট্যাত্মরূপাঃ স্ফূর্জদ্বরায়ুধাঃ ॥ ৭৬ ॥
পূর্ব্বাশায়াং সমুত্তুঙ্গশৃঙ্গা পূরমরাবতী।
নানোপবনসংযুক্তা মহেন্দ্রস্তত্র রাজতে ॥ ৭৭ ॥
স্বর্গশোভা চ যা স্বর্গে যাবতী স্যাত্ততোঽধিকা।
সমষ্টিশতনেত্রস্য সহস্রগুণতঃ স্মৃতা ॥ ৭৮ ॥
ঐরাবতসমারূঢ়ো বজ্রহস্তঃ প্রতাপবান্।
দেবসেনাপরিবৃতো রাজতেঽত্র শতক্রতুঃ ॥ ৭৯ ॥
দেবাঙ্গনাগণযুতা শচী তত্র বিরাজতে।
বহ্নিকোণে বহ্নিপুরী বহ্নিপূঃসদৃশী নৃপ!॥ ৮০ ॥

কিঞ্চ পূর্ব্বস্মাৎ পূর্ব্বস্মাৎ সালাদুত্তরোত্তরো রত্নপ্রাকারো লক্ষগুণতেজসা যুক্তঃ স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৭৫ ॥

অস্মিন্ প্রাকারে কে নিবসন্তি তত্রাহ দিক্‌পাল ইতি। প্রতিব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তিনামিন্দ্রাদিদিক্‌পালানাং ব্যষ্টিভূতানাং যে নায়কাঃ সমষ্টিভূতা ইন্দ্রাদয়ো যে শ্রীভুবনেশ্বরীযন্ত্রে ভূপুরে পূজ্যন্তে ত এবাত্র বসন্তীত্যর্থঃ। ভুবনেশ্বরীযন্ত্রদেবতানামেবাগ্রে বক্ষ্যমাণত্বাৎ ॥ ৭৬ ॥

তত্র প্রথমতঃ পূর্ব্বদিশি সহস্রাক্ষং বজ্রধরং বর্ণয়তি পূর্ব্বাশায়ামিতি। সমুত্তুঙ্গানি শৃঙ্গাণি যস্যাঃ সা পূর্ব্বনগরী অমরাবতী তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। তস্যাং নগর্য্যামিন্দ্রস্তিষ্ঠতি ॥ ৭৭—৭৯ ॥

দেবাঙ্গনাসহিতা শচীন্দ্রাণ্যপি তত্র লোকে রাজতে। বহ্নিপূঃসদৃশীতি। প্রতিব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তিন্যো যা বহ্নিপূর্য্যস্তৎসদৃশী তৎসমানাকারেয়ং সমষ্টিবহ্নেঃ পুরীত্যর্থঃ। এবং সর্ব্বং দিক্‌পতিপুরীষু বোধ্যম্ ॥ ৮০ ॥

পরন্তু উত্তরোত্তর পূর্ব্ব হইতে অপরটী লক্ষগুণ তেজঃশালী হইবে। রাজন্! রত্নময় প্রাকার সম্বন্ধে আমি সংক্ষেপে সুস্পষ্টরূপে এই নিয়ম বলিলাম জানিবেন ॥ ৭৩—৭৫ ॥ প্রতিব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্ত্তী (ব্যষ্টিভূত) দিক্‌পালগণের, অধিনায়কস্বরূপ (সমষ্টিভূত) বরায়ুধধারী দিক্‌পালগণ এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন ॥ ৭৬ ॥ ইহার পূর্ব্বদিকে অত্যুচ্চশৃঙ্গবিশিষ্ট নানাবৃক্ষরাজি-সমন্বিত অমরাবতী পুরী আছে। দেবরাজ ইন্দ্র এই স্থানে বাস করেন ॥৭৭॥ সাধারণ ব্যষ্টিরূপ স্বর্গে যেরূপ শোভা আছে, সমষ্টিরূপ সহস্রলোচন ইন্দ্রের এই অমরাবতী তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক শোভায় পরিপূর্ণ ॥৭৮॥ দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবত হস্তীতে আরোহণ করিয়া বজ্রহস্তে দেবসেনাগণের সহিত এবং শচীদেবী অমরাঙ্গনাগণের সহিত এই স্থানে বিরাজ করিতেছেন। ইহার অগ্নিকোণে বহ্নিদেবের পুরী। ইহাও প্রতিব্রহ্মাণ্ডমধ্যবর্ত্তী

স্বাহা-স্বধা-সমাযুক্তো বহ্নিস্তত্র বিরাজতে।
নিজবাহনভূষাঢ্যো নিজদেবগণৈর্বৃতঃ ॥ ৮১ ॥
যাম্যাশায়াং যমপুরী তত্র দণ্ডধরো মহান্।
স্বভটৈর্বেষ্টিতো রাজন্! চিত্রগুপ্তপুরোগমৈঃ।
নিজশক্তিযুতো ভাস্বত্তনয়োঽস্তি যমো মহান্ ॥ ৮২ ॥
নৈঋর্ত্যাং দিশি রাক্ষস্যাং রাক্ষসৈঃ পরিবারিতঃ।
খড়্গধারী স্ফুরন্নাস্তে নিঋর্তির্নিজশক্তিযুক্ ॥ ৮৩ ॥
বারুণ্যাং বরুণো রাজা পাশধারী প্রতাপবান্।
মহাঝষসমারূঢ়ো বারুণীমধুবিহ্বলঃ ॥ ৮৪ ॥
নিজশক্তিসমাযুক্তো নিজযাদোগণান্বিতঃ।
সমাস্তে বারুণে লোকে বরুণানীরতাকুলঃ ॥ ৮৫ ॥
বায়ুকোণে বায়ুলোকো বায়ুস্তত্রাধিতিষ্ঠতি।
বায়ুসাধনসংসিদ্ধযোগিভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৮৬ ॥
ধ্বজহস্তো বিশালাক্ষো মৃগবাহনসংস্থিতঃ।
মরুদ্গণৈঃ পরিবৃতো নিজশক্তিসমন্বিতঃ ॥ ৮৭ ॥

নিজদেবগণৈর্বৃতোঽগ্নিলোকস্থদেবগণৈর্বৃতঃ ॥ ৮১ ॥
ভাস্বত্তনয়ঃ সূর্য্যপুত্রঃ ॥ ৮২—৮৩ ॥
ঝষো মৎস্যঃ ॥ ৮৪ ॥
যাদোগণা জলাধিপতয়ঃ। বরুণানী বরুণাঙ্গনা তস্যা রতেনাকুলঃ ॥৮৫॥
বায়ুসাধনং প্রাণায়ামরূপম্ ॥ ৮৬—৮৮ ॥

বহ্নিপুরীর সদৃশ ॥ ৭৯—৮০ ॥ অগ্নিদেব এই স্থানে নিজবাহন ও দেবগণের সহিত এবং স্বাহা ও স্বধা পত্নীদ্বয়ের সহিত পরমসুখে কালযাপন করেন ॥ ৮১ ॥ ইহার দক্ষিণদিকে যমপুরী। দণ্ডধর ধর্ম্মরাজ, চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি স্বগণের সহিত স্বদণ্ডধারণ পূর্ব্বক এই স্থানে বাস করেন ॥ ৮২ ॥ ইহার নৈঋর্তকোণে রাক্ষসগণের বাস। এই স্থানে খড়্গধারী নিঋর্তি নিজশক্তি ও রাক্ষসগণের সহিত বাস করিয়া কালযাপন করেন ॥ ৮৩ ॥ ইহার পশ্চিমে বরুণপুরী। ইহাতে বরুণরাজ বারুণীমধুপানে বিহ্বল হইয়া নিজ শক্তি বরুণানীর সহিত বাস করিতেছেন। ইহার অস্ত্র পাশ, বাহন মৎস্যরাজ এবং জলজন্তু সমূহ প্রজাবর্গ ॥ ৮৪—৮৫ ॥ ইহার বায়ুকোণে বায়ুদেবের বসতি। এই স্থানে পবনদেব নিজশক্তিসমন্বিত হইয়া প্রাণায়ামসিদ্ধ যোগিগণের সহিত বাস করেন। তাঁহার হস্তে ধ্বজা, (বাহন মৃগ,) নেত্র বিশাল এবং ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু পরিবারবর্গ ॥ ৮৬—৮৭ ॥

উত্তরস্যাং দিশি মহান্ যক্ষলোকোঽস্তি ভূমিপ।।
যক্ষাধিরাজস্তত্রাস্তে বৃদ্ধিঋদ্ধ্যাদিশক্তিভিঃ ॥ ৮৮ ॥
নবভির্নিধিভির্যুক্তস্তুন্দিলো ধননায়কঃ।
মণিভদ্রঃ পূর্ণভদ্রো মণিমান্মণিকন্ধরঃ ॥ ৮৯ ॥
মণিভূষো মণিস্রগ্বী মণিকার্ম্মুকধারকঃ।
ইত্যাদিযক্ষসেনানীসহিতো নিজশক্তিযুক্ ॥ ৯০ ॥
ঈশানকোণে সংপ্রোক্তো রুদ্রলোকো মহত্তরঃ।
অনর্ঘ্যরত্নখচিতো যত্র রুদ্রোঽধিদৈবতম্ ॥ ৯১ ॥
মন্যুমান্ দীপ্তনয়নো বদ্ধপৃষ্ঠমহেষুধিঃ।
স্ফূর্জদ্ধনুর্বামহস্তোঽধিজ্যধন্বভিরাবৃতঃ ॥ ৯২ ॥
স্বসমানৈরসংখ্যাতরুদ্রৈঃ শূলবরায়ুধৈঃ।
বিকৃতাস্যৈঃ করালাস্যৈর্বমদ্বহ্নিভিরাস্যতঃ ॥ ৯৩ ॥
দশহস্তৈঃ শতকরৈঃ সহস্রভুজসংযুতৈঃ।
দশপাদৈর্দশগ্রীবৈস্ত্রিনেত্রৈরুগ্রমূর্ত্তিভিঃ ॥ ৯৪ ॥

যক্ষসেনাপতীনাহ মণিভদ্র ইতি ॥ ৮৯ ॥
ইত্যাদয়ো যে যক্ষসেনান্যো যক্ষসেনাপতয়স্তৎসহিত ইত্যর্থঃ ॥ ৯০ ॥
রুদ্রোঽধিদৈবতমিতি। যো ব্রহ্মণো ললাটাৎ সৃষ্টিসময়ে উৎপন্নো রুদ্রঃ সোঽত্র বিবক্ষিতো ন তু ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাত্মকমূর্ত্তিত্রয়ান্তর্গতঃ কারণভূতো রুদ্রস্তস্য সর্ব্বেশ্বরত্বেন দিক্পতিত্বাভাবাৎ। তস্য কৈলাসবাসিত্বাচ্চ ॥ ৯১ ॥
বদ্ধাঃ পৃষ্ঠে মহেষুধয়ো যেন সঃ ॥ ৯২—৯৯ ॥

মহারাজ! ইহার উত্তরদিকে যক্ষলোকের বসতি। তুন্দিল যক্ষরাজ কুবের (বৃদ্ধি ও ঋদ্ধি) প্রভৃতি শক্তির এবং নানাবিধ নিধির সহিত এই স্থানে বাস করেন। ইহার (মণিভদ্র, পূর্ণভদ্র, মণিমান্, মণিকন্ধর, মণিভূষ, মণিস্রগ্বী ও মণিকার্ম্মুকধারী) প্রভৃতি সেনাপতিগণও এই স্থানে বাস করিয়া থাকে ॥৮৮-৯০॥ ইহার ঈশানকোণে বহুমূল্য রত্ন খচিত রুদ্রলোক। এই স্থানে রুদ্রদেব বাস করেন ॥ ৯১ ॥ তাঁহার পৃষ্ঠদেশে তূণীর ও বামহস্তে ধনুক দোদুল্যমান। তাঁহাকে দেখিলেই বোধ হয় যেন ক্রোধে তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া পড়িতেছে। তাঁহার সদৃশ অপর কতকগুলি রুদ্র ধনুক ও শূল প্রভৃতি অস্ত্রধারণ করিয়া তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলির মুখ বিকৃত, কতকগুলি করালবদন, কতকগুলির মুখ হইতে অগ্নি নির্গত হইতেছে। তাহাদের মধ্যে কাহার বা দশ হস্ত, কাহার বা শত এবং কাহার বা সহস্র হস্ত; তাহাদের মধ্যে কাহারও দশটী পাদ, কাহারও দশটী মস্তক এবং কাহারও বা তিনটী নেত্র ॥ ৯২—৯৪ ॥ কি অন্তরিক্ষচর, কি ভূমিচর,

অন্তরিক্ষচরা যে চ য়ে চ ভূমিচরাঃ স্মৃতাঃ।
রুদ্রাধ্যায়ে স্মৃতা রুদ্রাস্তৈঃ সর্ব্বৈশ্চ সমাবৃতঃ ॥ ৯৫ ॥
রুদ্রাণীকোটিসহিতো ভদ্রকাল্যাদিমাতৃভিঃ।
নানাশক্তিসমাবিষ্টডামর্য্যাদিগণাবৃতঃ ॥ ৯৬ ॥
বীরভদ্রাদিসহিতো রুদ্রো রাজন্! বিরাজতে।
মুণ্ডমালাধরো নাগবলয়ো নাগকন্ধরঃ ॥ ৯৭ ॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মপরীধানো গজচর্ম্মোত্তরীয়কঃ।
চিতাভস্মাঙ্গলিপ্তাঙ্গঃ প্রমথাদিগণাবৃতঃ ॥ ৯৮ ॥
নিনদড্ডমরুধ্বানৈর্বধিরীকৃতদিঙ্মুখঃ।
অট্টহাসাস্ফোটশব্দৈঃ সন্ত্রাসিতনভস্তলঃ ॥ ৯৯ ॥
ভূতসংঘসমাবিষ্টো ভূতাবাসো মহেশ্বরঃ।
ঈশানদিক্‌পতিঃ সোঽয়ং নাম্না চেশান এব চ ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে মণিদ্বীপবর্ণনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

ঈশান এব চেতি। ঈশানরুদ্র ইত্যেবং খ্যাত ইত্যর্থঃ ॥ ১০০ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

ক (রুদ্রধ্যায়োক্ত রুদ্রগণ) সকলেই এই স্থানে বাস করিতেছেন ॥ ৯৫ ॥ মহারাজ! ঈশান-দিক্‌পতি ঈশান, ভদ্রকালী প্রভৃতি মাতৃগণের, কোটি কোটি রুদ্রাণীর, এবং নানাশক্তি-সমন্বিত ডামরী প্রভৃতি ও বীরভদ্র প্রভৃতি গণের সহিত এই স্থানে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার গলে মুণ্ডমালা, হস্তে নাগবলয়, পরিধান ব্যাঘ্রচর্ম্ম, উত্তরীয় হস্তিচর্ম্ম এবং অঙ্গরাগ চিতাভস্ম। তিনি প্রায়ই ডমরুধ্বনি করিয়া চতুর্দ্দিক মুখরিত এবং অট্টহাস্য করিয়া নভস্তল পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন। তিনি সর্ব্বদা প্রমথাদিগণ ও ভূতসমূহ দ্বারা বেষ্টিত থাকিয়া এই স্থানে বাস করিতেছেন ॥ ৯৬—১০০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধে মণিদ্বীপ বর্ণন নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

পুষ্পরাগময়াদগ্রে কুঙ্কুমারুণবিগ্রহঃ।
পদ্মরাগময়ঃ সালো মধ্যে ভূশ্চৈব তাদৃশী ॥ ১ ॥
দশযোজনবান্ দৈর্ঘ্যে গোপুরদ্বারসংযুতঃ।
তন্মণিস্তম্ভসংযুক্তা মণ্ডপাঃ শতশো নৃপ ! ॥ ২ ॥
মধ্যে ভুবি সমাসীনাশ্চতুঃষষ্টিমিতাঃ কলাঃ।
নানায়ুধধরা বীরা রত্নভূষণভূষিতাঃ ॥ ৩ ॥
প্রত্যেকলোকস্তাসাস্তু তত্তল্লোকস্য নায়কাঃ।
সমন্তাৎ পদ্মরাগস্য পরিবার্য্য স্থিতাঃ সদা ॥ ৪ ॥
স্বস্বলোকজনৈর্জুষ্টাঃ স্বস্ববাহনহেতিভিঃ।
তাসাং নামানি বক্ষ্যামি শৃণু ত্বং জনমেজয় ! ॥ ৫ ॥

দশাধিকশতশ্লোকৈঃ পদ্মরাগাদিনির্ম্মিতাঃ।
প্রাকারাঃ সংপ্রবক্ষ্যন্তে চিন্তামণিগৃহান্তিকাঃ ॥

অথ দশমং পদ্মরাগমণিময়ং প্রাকারমাহ পুষ্পরাগময়াদগ্রে ইতি। তাদৃশী পদ্মরাগমণিময়ী ॥ ১ ॥

দৈর্ঘ্যে ঔন্নত্যে ॥ ২ ॥

অস্মিন্ স্থানে যা ভুবনেশ্বরীতন্ত্রে চতুঃষষ্টিকলাঃ প্রপঞ্চসারাদিতন্ত্রেষূক্তাস্তাঃ সন্তীত্যাহ মধ্যে ভুবীতি ॥ ৩ ॥

চতুঃষষ্টিশক্তিষু একৈকস্যাঃ শক্তেরেকৈকলোকঃ স্বতন্ত্রস্তস্মিন্ প্রাকারেঽস্তীত্যাহ প্রত্যেকলোকস্তাসামিতি। যথা মধ্যস্থং চিন্তামণিগৃহং বেষ্টয়িত্বা দশদিক্পাললোকাঃ স্থিতাস্তথা চিন্তামণিগৃহং বেষ্টয়িত্বৈব চতুঃষষ্টিশক্তীনাং লোকাঃ স্থিতা ইত্যাহ সমন্তাৎ পদ্মরাগস্যেতি। পরিবার্য্য মধ্যগৃহং বেষ্টয়িত্বেত্যর্থঃ ॥ ৪—৫ ॥

ব্যাসদেব কহিলেন, মহারাজ জনমেজয় ! এই পুষ্পরাগমণিনির্ম্মিত প্রাকারের পরই কুঙ্কুম ও অরুণের ন্যায় রক্তবর্ণ পদ্মরাগমণি-নির্ম্মিত দশম প্রাকার। ইহা দৈর্ঘ্যে দশ যোজন বিস্তৃত। ইহার মধ্যস্থ ভূমি, গোপুরদ্বার ও মণ্ডপ সকল পদ্মরাগমণিময় বলিয়াই জানিবে ॥ ১—২ ॥ ইহার মধ্যে ভগবতীর চতুঃষষ্টি কলা নানাবিধ রত্নভূষণে ভূষিত হইয়া অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক বাস করিয়া থাকেন ॥ ৩ ॥ তাঁহাদের প্রত্যেকের একএকটী লোক এবং সেই লোকে তাঁহাদের নিজ নিজ অস্ত্র, বাহন, পরিবারবর্গ ও নায়ক সকল বর্ত্তমান আছে। মহারাজ ! এক্ষণে সেই চতুঃষষ্টিকলার নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ

পিঙ্গলাক্ষী বিশালাক্ষী সমৃদ্ধির্বৃদ্ধিরেব চ।
শ্রদ্ধা-স্বাহা-স্বধাভিখ্যা মায়া সংজ্ঞা বসুন্ধরা ॥ ৬ ॥
ত্রিলোকধাত্রী সাবিত্রী গায়ত্রী ত্রিদশেশ্বরী।
সুরূপা বহুরূপা চ স্কন্দমাতাচ্যুতপ্রিয়া ॥ ৭ ॥
বিমলা চামলা তদ্বদরুণী পুনরারুণী।
প্রকৃতির্বিকৃতিঃ সৃষ্টিঃ স্থিতিঃ সংহৃতিরেব চ ॥ ৮ ॥
সন্ধ্যা মাতা সতী হংসী মর্দ্দিকা বজ্রিকা পরা।
দেবমাতা ভগবতী দেবকী কমলাসনা ॥ ৯ ॥
ত্রিমুখী সপ্তমুখ্যন্যা সুরাসুরবিমর্দ্দিনী।
লম্বোষ্ঠী চোর্দ্ধকেশী চ বহুশীর্ষা বৃকোদরী ॥ ১০ ॥
রথরেখাহ্বয়া পশ্চাচ্ছশিরেখা তথা পরা।
গগনবেগা পবনবেগা চৈব ততঃ পরম্ ॥ ১১ ॥
অগ্রে ভুবনপালা স্যাত্তৎপশ্চাৎ মদনাতুরা।
অনঙ্গানঙ্গমথনা তথৈবানঙ্গমেখলা ॥ ১২ ॥
অনঙ্গকুসুমা পশ্চাদ্বিশ্বরূপা সুরাদিকা।
ক্ষয়ঙ্করী ভবেচ্ছক্তিরক্ষোভ্যা চ ততঃ পরম্ ॥ ১৩ ॥
সত্যবাদিন্যথ প্রোক্তা বহুরূপা শুচিব্রতা।
উদারাখ্যা চ বাগীশী চতুঃষষ্টিমিতাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৪ ॥
জ্বলজ্জিহ্বাননাঃ সর্ব্বা বমন্তো বহ্নিমুল্বণম্।
জলং পিবামঃ সকলং সংহরামো বিভাবসুম্ ॥ ১৫ ॥

(চতুঃষষ্টিকলানাং নামান্যাহ পিঙ্গলাক্ষীতি ॥ ৬—১১ ॥)

॥ ৪—৫ ॥ পিঙ্গলাক্ষী, বিশালাক্ষী, সমৃদ্ধি, বৃদ্ধি, শ্রদ্ধা, স্বাহা, স্বধা, মায়া, সংজ্ঞা, [বসু]ন্ধরা, ত্রিলোকধাত্রী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, ত্রিদশেশ্বরী, সুরূপা, বহুরূপা, স্কন্দমাতা, অচ্যুত[প্রি]য়া, বিমলা, অমলা, অরুণী, আরুণী, প্রকৃতি, বিকৃতি, সৃষ্টি, স্থিতি, সংহৃতি, সন্ধ্যা, [মা]তা, সতী, হংসী, মর্দ্দিকা, বজ্রিকা, পরা, দেবমাতা, ভগবতী, দেবকী, কমলাসনা, [ত্রি]মুখী, সপ্তমুখী, সুরাসুরবিমর্দ্দিনী, লম্বোষ্ঠী, উর্দ্ধকেশী, বহুশীর্ষা, বৃকোদরী, রথরেখা, [শশি]রেখা, গগনবেগা, পবনবেগা, ভুবনপালা, মদনাতুরা, অনঙ্গা, অনঙ্গমথনা, অনঙ্গমেখলা, [অ]নঙ্গকুসুমা, বিশ্বরূপা, সুরাদিকা, ক্ষয়ঙ্করী, অক্ষোভ্যা, সত্যবাদিনী, বহুরূপা, শুচিব্রতা, [উ]দারা ও বাগীশী নামে চতুঃষষ্টিকলা ॥ ৬—১৪ ॥ ইহাদের সকলেরই প্রদীপ্ত লেলিহান

পবনং স্তম্ভয়ামোঽদ্য ভক্ষয়ামোঽখিলং জগৎ।
ইতি বাচং সঙ্গিরন্তে ক্রোধসংরক্তলোচনাঃ ॥ ১৬ ॥
চাপবাণধরাঃ সর্ব্বা যুদ্ধায়ৈবোৎসুকাঃ সদা।
দংষ্ট্রাকটকটারাবৈর্বধিরীকৃতদিঙ্মুখাঃ ॥ ১৭ ॥
পিঙ্গোর্দ্ধকেশ্যঃ সংপ্রোক্তাশ্চাপবাণধরাঃ সদা।
শতাক্ষৌহিণিকা সেনাপ্যেকৈকস্যাঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১৮ ॥
একৈকশক্তেঃ সামর্থ্যং লক্ষব্রহ্মাণ্ডনাশনে।
শতাক্ষৌহিণিকা সেনা তাদৃশী নৃপসত্তম ! ॥ ১৯ ॥
কিং ন কুর্য্যাজ্জগত্যস্মিন্ ন শক্যং বক্তুমেব তৎ।
সর্ব্বাপি যুদ্ধসামগ্রী তস্মিন্ স্থালে স্থিতা নৃপ ! ॥ ২০ ॥
রথানাং গণনা নাস্তি হয়ানাং করিণাং তথা।
শস্ত্রাণাং গণনা তদ্বদ্গণানাং গণনা তথা ॥ ২১ ॥

তাসাং সেনাবর্ণনমাহ শতাক্ষৌহিণিকা সেনেতি। একৈকস্যাঃ শক্তেঃ শতাক্ষৌহিণিকা সেনা বিদ্যতে এবম্ভূতাশ্চতুঃষষ্টিশক্তয়স্তৎসংখ্যাক্ষৌহিণীযুতাঃ সন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

তাসাং সামর্থ্যমাহ একৈকশক্তেরিতি। অক্ষৌহিণ্যন্তর্গতা যা চৈকৈকশক্তিস্তস্যা লক্ষব্রহ্মাণ্ডনাশনে সামর্থ্যং ভবতি। এবম্ভূতশতাক্ষৌহিণীযুক্তা চৈকৈকা শক্তিরিত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

যদৈকৈকস্যাঃ শক্তেরিদং সামর্থ্যং তদা সর্ব্বাপীয়ং সেনা কিং ন কুর্য্যাত্তন্ন বক্তুং শক্যত ইত্যাহ কিং ন কুর্য্যাদিতি। ইদং ভগবত্যাঃ সেনাস্থানমস্তীত্যাহ সর্ব্বাপি যুদ্ধসামগ্রীতি ॥ ২০—২১ ॥

জিহ্বাযুক্ত বদন ; সকলেরই মুখ হইতে সর্ব্বদা বহ্নি উদ্গীর্ণ হইতেছে ; তাঁহারা সকলেই ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া সমুদ্র শোষণ করিব, বহ্নির সংহার করিব, বায়ু স্তম্ভন করিব, অদ্যই সমস্ত জগৎ ভক্ষণ করিয়া ফেলিব এইরূপ নানাবিধ বাক্যসকল উচ্চারণ করিতেছেন ॥ ১৫—১৬ ॥ তাঁহাদের সকলের হস্তেই ধনুর্ব্বাণ। সকলেই যুদ্ধের জন্য উৎসুক। তাঁহাদের দন্তের কটকটাহ শব্দে চতুর্দ্দিক নিনাদিত হইতেছে। তাঁহাদের কেশ [illegible] পিঙ্গলবর্ণ ও ঊর্দ্ধদিকে প্রসারিত। তাঁহাদের প্রত্যেকেরই অধীনে শত অক্ষৌহিণী সেনা বিদ্যমান আছে ॥ ১৭-১৮ ॥ মহারাজ ! অধিক আর কি বলিব, ইহাঁদের মধ্যে প্রত্যেকেরই লক্ষব্রহ্মাণ্ড বিনাশের ক্ষমতা আছে। ইহারাও যেমন ইহাদের শত অক্ষৌহিণী সেনাগণকেও সেইরূপ জানিবে ॥১৯॥ ইহাঁদের অসাধ্য কিছুই নাই, ইহাঁরা যাহা করিতে পারেন না এরূপ পদার্থ বাক্যাতীত বলিয়া জানিবে। মহারাজ ! এই প্রাকার মধ্যে যাবতীয় যুদ্ধসমগ্রী বর্ত্তমান আছে ॥ ২০ ॥ কি রথ, কি হয়, কি হস্তী, কি অস্ত্র শস্ত্র, বা কি সৈন্যগণ, কাহারও সীমা নাই, বস্তুত যাবতীয় যুদ্ধসামগ্রীই অসীম পরিমাণে এই স্থানে বিদ্যমান আছে ॥ ২১ ॥

পদ্মরাগময়াদগ্রে গোমেদমণিনির্ম্মিতঃ।
দশযোজনদৈর্ঘ্যেণ প্রাকারো বর্ত্ততে মহান্ ॥ ২২ ॥
ভাস্বজ্জপাপ্রসূনাভো মধ্যভূস্তস্য তাদৃশী।
গোমেদকল্পিতান্যেব তদ্বাসিসদনানি চ ॥ ২৩ ॥
পক্ষিণঃ স্তম্ভবর্য্যাশ্চ বৃক্ষা বাপ্যঃ সরাংসি চ।
গোমেদকল্পিতা এব কুঙ্কুমারুণবিগ্রহাঃ ॥ ২৪ ॥
তন্মধ্যস্থা মহাদেব্যো দ্বাত্রিংশচ্ছক্তয়ঃ স্মৃতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণা গোমেদমণিভূষিতাঃ ॥ ২৫ ॥
প্রত্যেকলোকবাসিন্যঃ পরিবার্য্য সমন্ততঃ।
গোমেদসালে সন্নদ্ধা পিশাচবদনা নৃপ ! ॥ ২৬ ॥
স্বলোকবাসিভির্নিত্যং পূজিতাশ্চক্রবাহবঃ।
ক্রোধরক্তেক্ষণা ভিন্ধি পচ চ্ছিন্ধি দহেতি চ ॥ ২৭ ॥
বদন্তি সততং বাচং যুদ্ধোৎসুকহৃদন্তরাঃ।
একৈকস্যা মহাশক্তের্দ্দশাক্ষৌহিণিকা মতা ॥ ২৮ ॥
সেনা তত্রাপ্যেকশক্তির্লক্ষব্রহ্মাণ্ডনাশিনী।
তাদৃশীনাং মহাসেনা বর্ণনীয়া কথং নৃপ ! ॥ ২৯ ॥

মথৈকাদশং গোমেদমণিপ্রাকারমাহ পদ্মরাগময়াদিতি ॥ ২২—২৫ ॥
প্রত্যেকলোকেতি। একৈকস্যাঃ শক্তের্দ্দশাক্ষৌহিণিকাসেনাযুক্তা একৈকলোক
দ্বাত্রিংশল্লোকাস্তস্মিন্ প্রাকারে চিন্তামণিগৃহং সমন্ততঃ পরিবার্য্য স্থিতা ইত্যর্থঃ।
চবদনা অতিভয়ঙ্করা ইত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥
লোকবাসিভিস্তত্তচ্ছক্তিলোকনিবাসিভিঃ ॥ ২৭—২৯ ॥

হার পরই গোমেদমণিনির্ম্মিত একাদশ প্রাকার। ইহা দৈর্ঘ্যে দশযোজন বিস্তৃত। বর্ণ নবপ্রস্ফুটিত জবা পুষ্পের সদৃশ। এতন্মধ্যস্থ ভূমি, বৃক্ষ, সরোবর, গৃহ, গৃহস্তম্ভ, বা অপরাপর যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয়ই গোমেদকল্পিত রক্তবর্ণ ॥২২—২৪॥ ইহার গোমেদমণিনির্ম্মিত অলঙ্কারে ও নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে বিভূষিত (দ্বাত্রিংশৎ মহাশক্তির) ॥ ২৫ ॥ ইঁহারাও যেন সর্ব্বদাই যুদ্ধের জন্য উৎসুক রহিয়াছেন। ক্রোধে ইঁহাদের সর্ব্বদাই রক্তবর্ণ, ইহাদের মুখ সকল পিশাচের এবং হস্ত সকল চক্রের ন্যায়। মার, ভাঙ, পুড়িয়া ফেল এইরূপ বাক্য ইহারা সর্ব্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। তত্রস্থ বাসিগণ নিত্য ইহাঁদের পূজা করিয়া থাকে। ইহাঁদের প্রত্যেকের দশ অক্ষৌহিণী ॥ সেনা সকল অপরিমিত-বলশালী, তাহাদের বীরত্বের বর্ণনা অসম্ভব। অনুমানে

রথানাং নৈব গণনা বাহনানাং তথৈব চ।
সর্ব্বযুদ্ধসমারম্ভস্তত্র দেব্যা বিরাজতে ॥ ৩০ ॥
তাসাং নামানি বক্ষ্যামি পাপনাশকরাণি চ।
বিদ্যাহ্রীপুষ্টয়ঃ প্রজ্ঞা সিনীবালী কুহূস্তথা ॥ ৩১ ॥
রুদ্রা বীর্য্যা প্রভা নন্দা পোষণী ঋদ্ধিদা শুভা।
কালরাত্রির্ম্মহারাত্রির্ভদ্রকালী কপর্দ্দিনী ॥ ৩২ ॥
বিকৃতির্দ্দণ্ডিমুণ্ডিন্যৌ সেন্দুখণ্ডা শিখণ্ডিনী।
নিশুম্ভশুম্ভমথিনী মহিষাসুরমর্দ্দিনী ॥ ৩৩ ॥
ইন্দ্রাণী চৈব রুদ্রাণী শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী।
নারী নারায়ণী চৈব ত্রিশূলিন্যপি পালিনী।
অম্বিকা হ্লাদিনী পশ্চাদিত্যেবং শক্তয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৪ ॥
যদ্যেতাঃ কুপিতা দেব্যস্তদা ব্রহ্মাণ্ডনাশনম্।
পরাজয়ো ন চৈতাসাং কদাচিৎ ক্বচিদস্তি হি ॥ ৩৫ ॥
গোমেদকময়াদগ্রে সদ্বজ্রমণিনির্ম্মিতঃ।
দশযোজনতুঙ্গোঽসৌ গোপুরদ্বারসংযুতঃ ॥ ৩৬ ॥

সর্ব্বযুদ্ধেতি। ইয়মন্তরঙ্গসেনা জগদম্বিকায়াঃ ॥ ৩০—৩৩ ॥
ইত্যেবং শক্তয়ঃ স্মৃতা ইতি। এতাঃ শক্তয়ঃ শ্রীভুবনেশ্বর্য্যা আবরণপূজায়াং দক্ষিণামূর্ত্তিসংহিতাদিতন্ত্রেষূক্তাঃ ॥ ৩৪—৩৫ ॥
অথ দ্বাদশং বজ্রমণিপ্রাকারমাহ গোমেদকময়াদগ্রে ইতি ॥ ৩৬—৩৯ ॥

বোধ হয় প্রত্যেক শক্তিই অক্লেশে লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড নাশ করিতে পারেন ॥ ২৬—২৯ ॥ এই স্থানে রথ, হস্তী ও হয় প্রভৃতি বাহনাদি অসংখ্যেয়রূপে বিদ্যমান আছে। ফলতঃ এই গোমেদ-মণি-প্রাকার মধ্যে দেবী ভগবতীর সমস্ত যুদ্ধোপকরণ বিরাজ করিতেছে ॥ ৩০ ॥ মহারাজ! এক্ষণে সেই শক্তিগণের সর্ব্বাশুভবিনাশকর নাম সকল বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। বিদ্যা, হ্রী, পুষ্টি, প্রজ্ঞা, সিনীবালী, কুহূ, রুদ্রা, বীর্য্যা, প্রভা, নন্দা, পোষণী, ঋদ্ধিদা, কালরাত্রি, মহারাত্রি, ভদ্রকালী, কপর্দ্দিনী, বিকৃতি, দণ্ডি, মুণ্ডিনী, সেন্দুখণ্ডা, শিখণ্ডিনী, নিশুম্ভশুম্ভ-মথনী, মহিষাসুরমর্দ্দিনী, ইন্দ্রাণী, রুদ্রাণী, শঙ্করার্দ্ধশরীরিণী, নারী, নারায়ণী, ত্রিশূলিনী, পালিনী, অম্বিকা এবং হ্লাদিনী ॥ ৩১—৩৪ ॥ ইঁহাদের কোন স্থান হইতে কখনও পরাজয়ের আশা নাই এজন্য যদি এই সকল শক্তি কখনও কোনও কারণ বশতঃ কুপিতা হন, তাহা হইলে এই ব্রহ্মাণ্ডের আর অস্তিত্ব থাকে না ॥ ৩৫ ॥

এই গোমেদ-প্রাকারের পরই হীরক-নির্ম্মিত দ্বাদশ প্রাকার। ইহা দশযোজন উচ্চ। ইহার চতুর্দ্দিকে গোপুর দ্বার, তাহাতে শৃঙ্খলাবদ্ধ কপাট সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার

কপাটশৃঙ্খলাবদ্ধো নববৃক্ষসমুজ্জ্বলঃ।
সালস্তম্মধ্যভূম্যাদিসর্ব্বং হীরময়ং স্মৃতম্ ॥ ৩৭ ॥
গৃহাণি বীথয়ো রথ্যা মহামার্গাঙ্গণানি চ।
বৃক্ষালবালতরবঃ সারঙ্গা অপি তাদৃশাঃ ॥ ৩৮ ॥
দীর্ঘিকা শ্রেণয়ো বাপ্যস্তড়াগাঃ কূপসংযুতাঃ ॥ ৩৯ ॥
তত্র শ্রীভুবনেশ্বর্য্যা বসন্তি পরিচারিকাঃ।
একৈকা লক্ষদাসীভিঃ সেবিতা মদগর্ব্বিতা ॥ ৪০ ॥
তালবৃন্তধরাঃ কাশ্চিচ্চষকাঢ্যকরাম্বুজাঃ।
কাশ্চিত্তাম্বূলপাত্রাণি ধারয়ন্ত্যোঽতিগর্ব্বিতাঃ ॥ ৪১ ॥
কাশ্চিত্তু ছত্রধারিণ্যশ্চামরাণাং বিধারিকাঃ।
নানাবস্ত্রধরাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ পুষ্পকরাম্বুজাঃ ॥ ৪২ ॥
নানাদর্শকরাঃ কাশ্চিৎ কাশ্চিৎ কুঙ্কুমলেপনম্।
ধারয়ন্ত্যঃ কজ্জলঞ্চ সিন্দূরচষকং পরাঃ ॥ ৪৩ ॥
কাশ্চিচ্চিত্রকনির্ম্মাত্র্যঃ পাদসংবাহনে রতাঃ।
কাশ্চিত্তু ভূষাকারিণ্যো নানাভূষাধরাঃ পরাঃ ॥ ৪৪ ॥

পরিচারিকা দাস্যস্তা বর্ণয়তি একৈকা লক্ষদাসীভিরিতি। লক্ষদাসীনাং নায়িকা একা দাসী এবমষ্টলক্ষদাসীসহিতা অষ্টৌ দাস্যঃ সমন্ততঃ সন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥
চষকা নানাপানকরসপরিপূরিতানি বিশেষপাত্রাণি তদ্যুক্তকরাম্বুজাঃ ॥ ৪১—৪৩ ॥
চিত্রকনির্ম্মাত্র্য ইতি। স্ত্রীণাং ভালে চন্দননির্ম্মিতোঽলঙ্কারবিশেষশ্চিত্রকস্তথা চ ভগবত্যা ভালে চিত্রকালঙ্কারনির্ম্মাত্র্যোঽতিকুশলা ইত্যর্থঃ। পাদসংবাহনে ইতি। অত্র

মধ্যে নূতন নূতন হীরকনির্ম্মিত বৃক্ষ সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। এই প্রাকারের মধ্যস্থ প্রাসাদ সকল, পথ, রাজমার্গ, বৃক্ষ ও তাহার আলবাল সকল, দীর্ঘিকা, কূপ, তড়াগ, সারঙ্গ ও অন্যান্য বস্তু সকলকে হীরকময় বলিয়া জানিবে ॥ ৩৬—৩৯ ॥ এই স্থানে শ্রীভুবনেশ্বরী দেবীর পরিচারিকাগণ বাস করিয়া থাকেন। মহারাজ! ইহাঁদের প্রত্যেকেরই লক্ষ করিয়া পরিচারিকা এবং সকলকেই রূপমদগর্ব্বিতা ॥ ৪০ ॥ ইহাঁদের মধ্যে কেহ বা তালবৃন্ত, কেহ বা পানপাত্র, কেহ বা তাম্বূলপাত্র, কেহ বা ছত্র, কেহ বা চামর, কেহ বা নানাবিধ বস্ত্র, কেহ বা পুষ্প, কেহ বা আদর্শ, কেহ বা কুঙ্কুম, কেহ বা কজ্জল এবং কেহ বা সিন্দূর ধারণ করিয়া আছেন ॥ ৪১—৪৩ ॥ কেহ বা চিত্রকার্য্য করিবার জন্য, কেহ বা পাদ-সংবাহন করিবার নিমিত্ত, কেহ বা অলঙ্কার পরাইবার জন্য এবং কেহ বা পুষ্পমালা পরাইবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইয়া উপস্থিত আছেন। ইহারা সকলেই নানা-

পুষ্পভূষণনির্ম্মাত্র্যঃ পুষ্পশৃঙ্গারকারিকাঃ।
নানাবিলাসচতুরা বহ্ব্য এবংবিধাঃ পরাঃ ॥ ৪৫ ॥
নিবদ্ধপরিধানীয়া যুবত্যঃ সকলা অপি।
দেবীকৃপালেশবশাত্তুচ্ছীকৃতজগত্রয়াঃ ॥ ৪৬ ॥
এতা দূত্যঃ স্মৃতা দেব্যঃ শৃঙ্গারমদগর্ব্বিতাঃ।
তাসাং নামানি বক্ষ্যামি শৃণু মে নৃপসত্তম ! ॥ ৪৭ ॥
অনঙ্গরূপা প্রথমাপ্যনঙ্গমদনা পরা।
তৃতীয়া তু ততঃ প্রোক্তা সুন্দরী মদনাতুরা ॥ ৪৮ ॥
ততো ভুবনবেগা স্যাত্তথা ভুবনপালিকা।
স্যাৎ সর্ব্বশিশিরানঙ্গবেদনানঙ্গমেখলা ॥ ৪৯ ॥
বিদ্যুদ্দামসমানাঙ্গ্যঃ কনৎকাঞ্চীগুণান্বিতাঃ।
রণন্মঞ্জীরচরণা বহিরন্তরিতস্ততঃ ॥ ৫০ ॥
ধাবমানাস্তু শোভন্তে সর্ব্বা বিদ্যুল্লতোপমাঃ।
কুশলাঃ সর্ব্বকার্য্যেষু বেত্রহস্তাঃ সমন্ততঃ ॥ ৫১ ॥
অষ্টদিক্ষু তথৈতাসাং প্রাকারাদ্বহিরেব চ।
সদনানি বিরাজন্তে নানাবাহনহেতিভিঃ ॥ ৫২ ॥

সর্ব্বত্র ভগবত্যা ইতি যোজ্যম্। ভূষাকারিণ্যঃ ভগবত্যা যোগ্যভূষাকারিণ্যঃ। ভূষাধরা ভগবত্যা ভূষাপূরিতরত্নকরণ্ডকধরাঃ ॥ ৪৪—৪৫ ॥

নিবদ্ধপরিধানীয়া ইতি। পরিকরবদ্ধা ইত্যর্থঃ। দাসীনাং স্বভাব এবায়ম্ ॥ ৪৬—৪৯ ॥

বিদ্যুদ্দামসমানাঙ্গ্য ইতি। তেজস্বিন্যোঽতিচঞ্চলা ইত্যর্থঃ। বহিরন্তরিতস্তত ইতি। বহির্দ্দেশাদন্তরন্তর্দ্দেশাদ্বহিরেবং চতুর্দিক্ষু ধাবমানা ইত্যর্থঃ। দূতীনাং স্বভাব এবায়ম্ ॥৫০—৫১॥

প্রাকারাদ্বহির্ব্বহির্দ্দর্য্যাপ্রাকারাদ্বহিরিত্যর্থঃ। এতা দূত্যঃ শারদাতিলকাদিতন্ত্রেষু ভুবনেশ্বর্য্যাবরণে প্রসিদ্ধাঃ। তদুক্তম্। পদ্মাদ্বহিঃ সমভ্যর্চ্যাঃ শক্তয়ঃ পরিচারিকা ইতি ॥ ৫২ ॥

বিলাস পটু ও যুবতী। ইহারা দেবীর অনুগ্রহকণা লাভ হেতু সমস্ত বিশ্বকেই তৃণ সদৃশ বোধ করিয়া থাকে ॥ ৪৪—৪৬ ॥ মহারাজ! এক্ষণে, হাব-ভাব-বিলাসগর্ব্বিত দেবী ভগবতীর এই সমস্ত পরিচারিকাগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর ॥ ৪৭ ॥ অনঙ্গরূপা, অনঙ্গমদনা, মদনাতুরা, ভুবনবেগা, ভুবনপালিকা, সর্ব্বশিশিরা, অনঙ্গবেদনা ও অনঙ্গমেখলা নামে দেবীর আটটী সখী ॥ ৪৮—৪৯ ॥ ইহাঁরা প্রত্যেকেই বিদ্যুল্লতার ন্যায় সুন্দরী, নানাবিধ ভূষণে ভূষিত এবং সমস্ত কার্য্যেই দক্ষ। ইহাঁরা যখন দেবীকার্য্য করিবার জন্য বেত্র হস্তে ইতস্তত ধাবমান হইয়া থাকেন, তখন ইহাঁদিগকে দেখিলেই বোধ হয় যেন বিদ্যুল্লতা সকল চমকিত হইতেছে ॥ ৫০—৫১ ॥ প্রাকারের বহির্ভাগে

বজ্রসালাদগ্রভাগে সালো বৈদূর্য্যনির্ম্মিতঃ।
দশযোজনতুঙ্গোঽসৌ গোপুরদ্বারভূষিতঃ ॥ ৫৩ ॥
বৈদূর্য্যভূমিঃ সর্ব্বাপি গৃহাণি বিবিধানি চ।
বীথ্যো রথ্যা মহামার্গাঃ সর্ব্বে বৈদূর্য্যনির্ম্মিতাঃ ॥ ৫৪ ॥
বাপীকূপতড়াগাশ্চ স্রবন্তীনাং তটানি চ।
বালুকা চৈব সর্ব্বাপি বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিতা ॥ ৫৫ ॥
তত্রাষ্টদিক্ষু পরিতো ব্রাহ্ম্যাদীনাঞ্চ মণ্ডলম্।
নিজৈর্গণৈঃ পরিবৃতং ভ্রাজতে নৃপসত্তম ! ॥ ৫৬ ॥
প্রতিব্রহ্মাণ্ডমাতৃণাং তাঃ সমষ্টয় ঈরিতাঃ।
ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব কৌমারী বৈষ্ণবী তথা ॥ ৫৭ ॥
বারাহী চ তথেন্দ্রাণী চামুণ্ডাঃ সপ্ত মাতরঃ।
অষ্টমী তু মহালক্ষ্মীর্নাম্না প্রোক্তাস্তু মাতরঃ ॥ ৫৮ ॥
ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবানাং সমাকারাস্তু তাঃ স্মৃতাঃ।
জগৎকল্যাণকারিণ্যঃ স্বস্বসেনাসমাবৃতাঃ ॥ ৫৯ ॥

অথ ত্রয়োদশং বৈদূর্য্যমণিপ্রাকারমাহ বজ্রসালাদগ্রভাগে ইতি ॥ ৫৩—৫৫ ॥
অস্মিন্ প্রাকারেঽষ্টদিক্ষু ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টমাতরঃ সন্তীত্যাহ তত্রাষ্টদিক্ষ্বিতি ॥ ৫৬ ॥
প্রতিব্রহ্মাণ্ডসংস্থানাং ব্রাহ্ম্যাদীনামেতা ব্রাহ্ম্যাদয়ঃ সমষ্টিভূতা ইত্যাহ প্রতিব্রহ্মাণ্ডেতি ॥ ৫৭—৫৮ ॥
যথা ব্রহ্মাদিদেবানামাকারাস্তথৈব তেষাং শক্তীনামপ্যাকারা বোধ্যা ইত্যাহ ব্রহ্মরুদ্রাদীতি ॥ ৫৯ ॥

াট্ দিকে এই আট্ জন সখীর বাসগৃহ এবং তৎসমুদয়ই নানাবিধ বাহন ও অস্ত্রাদি ারা পরিপূর্ণ ॥ ৫২ ॥

এই হীরকনির্ম্মিত প্রাকারের পরই বৈদূর্য্যমণিরচিত ত্রয়োদশ প্রাকার। ইহার উচ্চতা শ যোজন। ইহারও চতুর্দ্দিকে গোপুর দ্বার বিদ্যমান আছে ॥ ৫৩ ॥ এতন্মধ্যস্থ ভূমি, হ, ক্ষুদ্রপথ, রাজপথ, বাপী, কূপ, তড়াগ, নদ, নদী এমন কি বালুকা পর্য্যন্ত বৈদূর্য্যমণিনির্ম্মিত ॥ ৫৪—৫৫ ॥ ইহার আট্ দিকে ব্রাহ্মী প্রভৃতি অষ্টমাতৃকাগণ নিজ নিজ গণের হিত বাস করিতেছেন ॥ ৫৬ ॥ প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত মাতৃকাগণের ইহাঁরাই সমষ্টিরূপ। এক্ষণে, সেই অষ্টমাতৃকার নাম কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ব্রাহ্মী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বারাহী, ইন্দ্রাণী, চামুণ্ডা ও মহালক্ষ্মী নামে অষ্টমাতৃকা ॥ ৫৭—৫৮ ॥ হাঁদের রূপ যথাক্রমে ব্রহ্ম ও রুদ্রাদির ন্যায় জানিবে। ইহাঁরা সকলেই জগতের শুভচেষ্টায় নিরত থাকিয়া এই স্থানে স্বস্ব বাহন ও আয়ুধাদির সহিত বাস করিতেছেন ॥ ৫৯ ॥

তৎসালস্য চতুর্দ্বার্ষু বাহনানি মহেশিতুঃ ।
সজ্জানি নৃপতে ! সন্তি সালঙ্কারাণি নিত্যশঃ ॥ ৬০ ॥
দন্তিনঃ কোটিশো বাহাঃ কোটিশঃ শিবিকাস্তথা ।
হংসাঃ সিংহাশ্চ গরুড়া ময়ূরা বৃষভাস্তথা ॥ ৬১ ॥
তৈর্যুক্তাঃ স্যন্দনাস্তদ্বৎ কোটিশো নৃপনন্দন ! ।
পার্ষ্ণিগ্রাহসমাযুক্তা ধ্বজৈরাকাশচুম্বিনঃ ॥ ৬২ ॥
কোটিশস্তু বিমানানি নানাচিহ্নান্বিতানি চ ।
নানাবাদিত্রযুক্তানি মহাধ্বজযুতানি চ ॥ ৬৩ ॥
বৈদূর্য্যমণিসালস্যাপ্যগ্রে সালঃ পরঃ স্মৃতঃ ।
দশযোজনতুঙ্গোঽসাবিন্দ্রনীলাশ্মনির্ম্মিতঃ ॥ ৬৪ ॥
তন্মধ্যভূস্তথা বীথ্যো মহামার্গা গৃহাণি চ ।
বাপীকূপতড়াগাশ্চ সর্ব্বে তন্মণিনির্ম্মিতাঃ ॥ ৬৫ ॥
তত্র পদ্মস্তু সংপ্রোক্তং বহুযোজনবিস্তৃতম্ ।
ষোড়শারং দীপ্যমানং সুদর্শনমিবাপরম্ ॥ ৬৬ ॥

অস্মিন্ সালে ভগবত্যা বাহনানি নানাবিধানি বসন্তীত্যাহ তৎসালস্যেতি ॥ ৬০—৬১ ॥
তৈর্দন্তিসিংহাদিভির্যুক্তাঃ স্যন্দনা রথা ইত্যর্থঃ ॥ ৬২—৬৩ ॥
অথ চতুর্দ্দশমিন্দ্রনীলমণিপ্রাকারমাহ বৈদূর্য্যমণীতি ॥ ৬৪—৬৫ ॥
তস্মিন্ প্রাকারে ষোড়শদলং পদ্মং দেবীযন্ত্রাবয়বং বিদ্যতে ইত্যাহ তত্র পদ্মং স্থিতি ॥ ৬৬—৬৮ ॥

এই প্রাকারের চারিটী দ্বারেই জগজ্জননী ভগবতীর নানাবিধ বাহন সকল সজ্জিত থাকে। ইহার কোন স্থানে কোটি কোটি হস্তী, কোন স্থানে কোটি কোটি ঘোটক, কোন স্থানে শিবিকা, কোন স্থানে হংস, কোথাও সিংহ, কোথাও গরুড় এবং কোথাও বা ময়ূর ও বৃষভাদি নানাবিধ প্রাণী সকল সজ্জিত রহিয়াছে ॥৬০—৬১॥ এইরূপ কোথাও পূর্ব্বকথিত প্রাণিগণ-সংযোজিত কোটি কোটি রথ সকল, পার্ষ্ণিগ্রাহ (সহিস) ও গগনস্পর্শী ধ্বজা দ্বারা সজ্জিত থাকিয়া শোভা বিস্তার করিতেছে ॥৬২॥ কোথাও বা নানাবাদিত্রসংযুক্ত, বিপুল ধ্বজবিশিষ্ট নানাবিধ-চিহ্ন-সমন্বিত বিমান সকল শ্রেণিবদ্ধ থাকিয়া শোভা পাইতেছে ॥৬৩॥

মহারাজ! এই বৈদূর্য্য প্রাকারের পর ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত চতুর্দ্দশ প্রাকার। ইহারও উচ্চতা দশযোজন ব্যাপিয়া রহিয়াছে ॥ ৬৪ ॥ ইহার মধ্যস্থ ভূমি, গৃহ, পথ, বাপী, কূপ ও তড়াগ প্রভৃতি সমস্তই ইন্দ্রনীলমণি-কল্পিত বলিয়া জানিবে ॥ ৬৫ ॥ পরন্তু, ইহার মধ্যে বহু যোজন বিস্তৃত ষোড়শদল একটী পদ্ম দ্বিতীয় সুদর্শন চক্রের ন্যায় শোভা

তত্র ষোড়শশক্তীনাং স্থানানি বিবিধানি চ।
সর্ব্বোপস্করযুক্তানি সমৃদ্ধানি বসন্তি হি॥ ৬৭॥
তাসাং নামানি বক্ষ্যামি শৃণু মে নৃপসত্তম।।
করালী বিকরালী চ তথোমা চ সরস্বতী॥ ৬৮॥
শ্রীর্দুর্গোষা তথা লক্ষ্মীঃ শ্রুতিশ্চৈব স্মৃতির্ধৃতিঃ।
শ্রদ্ধা মেধা মতিঃ কান্তিরার্য্যা ষোড়শ শক্তয়ঃ॥ ৬৯॥
নীলজীমূতসঙ্কাশাঃ করবালকরাম্বুজাঃ।
সমাঃ খেটকধারিণ্যো যুদ্ধোপক্রান্তমানসাঃ॥ ৭০॥
সেনান্যঃ সকলা এতাঃ শ্রীদেব্যা জগদীশিতুঃ।
প্রতিব্রহ্মাণ্ডসংস্থানাং শক্তীনাং নায়িকাঃ স্মৃতাঃ॥ ৭১॥
ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিণ্যো দেবীশক্ত্যুপবৃংহিতাঃ।
নানারথসমারূঢ়া নানাশক্তিভিরন্বিতাঃ।
এতৎপরাক্রমং বক্তুং সহস্রাস্যোঽপি ন ক্ষমঃ॥ ৭২॥
ইন্দ্রনীলমহাসালাদগ্রে তু বহুবিস্তৃতঃ।
মুক্তাপ্রাকার উদিতো দশযোজনদৈর্ঘ্যবান্॥ ৭৩॥

ষোড়শ শক্তয় ইতি। এতা ভুবনেশ্বরীযন্ত্রপূজায়াং শারদাতিলকাদিষু স্পষ্টাঃ। তদুক্তং রদায়াম্। খড়্গখেটকধারিণ্যঃ শ্যামাঃ পূজ্যাশ্চ মাতরঃ॥ ৬৯—৭২॥
অথ পঞ্চদশং মুক্তাপ্রাকারমাহ ইন্দ্রনীলমহাসালেতি॥ ৭৩॥

ইতেছে॥ ৬৬॥ তাহার ষোড়শ দলে ভগবতীর ষোড়শ শক্তিগণ স্বদলবলে বাস রিতেছেন॥ ৬৭॥ মহারাজ! এক্ষণে তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম সকল কীর্ত্তন করিছি শ্রবণ কর। কারালী, বিকারালী, উমা, সরস্বতী, শ্রী, দুর্গা, উষা, লক্ষ্মী, শ্রুতি, স্মৃতি, ত, শ্রদ্ধা, মেধা, মতি, কান্তি ও আর্য্যা নামে ষোড়শ শক্তি সেই পদ্মের ষোড়শদলে ান আছেন॥ ৬৮—৬৯॥ ইহাঁদের সকলেরই নবীন নীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণ এবং হস্তে টক ও খড়্গ বিদ্যমান আছে। ইহাঁদিগকে দেখিলেই বোধ হয় যেন ইহাঁরা সর্ব্বদাই করিবার জন্য উৎসুক রহিয়াছেন। মহারাজ! এই সকল শক্তিগণকে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডর মধ্যস্থিত শক্তিগণের নায়িকা এবং জগজ্জননী ভগবতীর সেনানী বলিয়া জানিন॥ ৭০—৭১॥ ইহাঁরা দেবীর প্রসাদে গর্ব্বিত হইয়া এবং সতত নানাবিধ রথ হনাদি ও শক্তিগণে পরিবেষ্টিত থাকিয়া এই স্থানে বাস করিতেছেন। রাজন্! এক খে ইহাদের পরাক্রমের বিষয় আর কি বলিব, যদি সহস্র বদন হয় তাহা হইলেও হাঁদের পরাক্রমের বিষয় বলিয়া শেষ করিতে পারা যায় না॥ ৭২॥

মধ্যভূঃ পূর্ব্ববৎ প্রোক্তা তন্মধ্যেঽষ্টদলাম্বুজম্।
মুক্তামণিগণাকীর্ণং বিস্তৃতন্তু সকেশরম্॥ ৭৪॥
তত্র দেবীসমাকারা দেব্যায়ুধধরাঃ সদা।
সংপ্রোক্তা অষ্টমন্ত্রিণ্যো জগদ্বার্ত্তাপ্রবোধকাঃ॥ ৭৫॥
দেবীসমানভোগাস্তা ইঙ্গিতজ্ঞাস্তু পণ্ডিতাঃ।
কুশলাঃ সর্ব্বকার্য্যেষু স্বামিকার্য্যপরায়ণাঃ॥ ৭৬॥
দেব্যভিপ্রায়বোধ্যস্তাশ্চতুরা অতিসুন্দরাঃ।
নানাশক্তিসমাযুক্তাঃ প্রতিব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তিনাম্॥ ৭৭॥
প্রাণিনাং তাঃ সমাচারং জ্ঞানশক্ত্যা বিদন্তি চ।
তাসাং নামানি বক্ষ্যামি মত্তঃ শৃণু নৃপোত্তম!॥ ৭৮॥
অনঙ্গকুসুমা প্রোক্তাপ্যনঙ্গকুসুমাতুরা।
অনঙ্গমদনা তদ্বদনঙ্গমদনাতুরা॥ ৭৯॥
ভুবনপালা গগনবেগা চৈব ততঃ পরম্।
শশিরেখা চ গগনরেখা চৈব ততঃ পরম্॥ ৮০॥

তস্মিন্ প্রাকারে ভুবনেশ্বরীযন্ত্রে বিদ্যমানমষ্টদলং পদ্মং বিদ্যতে ইত্যাহ তন্মধ্যেঽষ্টদলাম্বুজমিতি। সকেশরমিতি পদ্মবিশেষণম্॥ ৭৪॥

দেবীসমাকারা রক্তবর্ণাঃ। দেব্যায়ুধধরাঃ পাশাঙ্কুশবরাভয়ধারিণ্যঃ। জগৎবার্ত্তাপ্রবোধকাঃ এতদ্‌ব্রহ্মাণ্ডে ইদং জাতং তস্মিন্ ব্রহ্মাণ্ডে তজ্জাতমিতি প্রতিব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধিবার্ত্তানাং বোধকা ইত্যর্থঃ। অমাত্যানাং স্বভাব এবায়ম্॥ ৭৫—৭৭॥

বিদন্তি জানন্তি॥ ৭৮—৮১॥

মহারাজ! এই ইন্দ্রনীলমণি-নির্ম্মিত প্রাকারের পরই দশযোজন দীর্ঘ, বহুযোজন বিস্তৃত মুক্তার প্রাকার বিদ্যমান আছে॥৭৩॥ ইহার মধ্যস্থিত ভূমি বৃক্ষাদি সমস্তই পূর্ব্বের ন্যায় মুক্তানির্ম্মিত বলিয়া জানিবে। এই প্রাকারমধ্যে মুক্তার কেশরাদিযুক্ত একটী অষ্টদল পদ্ম আছে॥ ৭৪॥ সেই পদ্মে দেবীর অষ্ট সচিবসখী বাস করেন। তাঁহাদের আকৃতি, আয়ুধ, বেশভূষাও ভোগাদি সমস্তই দেবীর ন্যায়। প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের সমাচার সকল দেবীকে জ্ঞাত করাই তাঁহাদের কার্য্য। তাঁহারা সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শিনী ও সমস্ত কার্য্যেই দক্ষা। ইহাঁরা অতিশয় চতুরা এজন্য দেবীর হৃদ্‌গত অভিপ্রায় অবগত হইয়াই তাঁহার কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন। ইহাঁদের প্রত্যেকেরই অনেকগুলি করিয়া শক্তি আছে, তাঁহারাও এই স্থানে বাস করিয়া থাকে। ইহাঁরা জ্ঞানশক্তি দ্বারা প্রতি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত জীবগণের সমাচার সকল অবগত হইয়া থাকেন। মহারাজ! এক্ষণে সেই অষ্টসখীগণের নাম বলিতেছি শ্রবণ কর॥ ৭৫—৭৮॥ অনঙ্গকুসুমা, অনঙ্গকুসুমাতুরা, অনঙ্গমদনা, অনঙ্গমদনাতুরা, ভুবনপালা, গগনবেগা, শশিরেখা ও গগনরেখা নামে আট সখী॥৭৯-৮০॥

পাশাঙ্কুশবরাভীতিধরা অরুণবিগ্রহাঃ।
বিশ্বসম্বন্ধিনীং বার্ত্তাং বোধয়ন্তি প্রতিক্ষণম্ ॥ ৮১ ॥
মুক্তাসালাদগ্রভাগে মহামারকতোঽপরঃ।
সালোত্তমঃ সমুদ্দিষ্টো দশযোজনদৈর্ঘ্যবান্ ॥ ৮২ ॥
নানাসৌভাগ্যসংযুক্তো নানাভোগসমন্বিতঃ।
মধ্যভূস্তাদৃশী প্রোক্তা সদনানি তথৈব চ ॥ ৮৩ ॥
ষট্‌কোণমত্র বিস্তীর্ণং কোণস্থা দেবতাঃ শৃণু।
পূর্ব্বকোণে চতুর্ব্বক্ত্রো গায়ত্রীসহিতো বিধিঃ ॥ ৮৪ ॥
কুণ্ডিকাক্ষগুণাভীতিদণ্ডায়ুধধরঃ পরঃ।
তদায়ুধধরা দেবী গায়ত্রী পরদেবতা ॥ ৮৫ ॥
বেদাঃ সর্ব্বে মূর্ত্তিমন্তঃ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
স্মৃতয়শ্চ পুরাণানি মূর্ত্তিমন্তি বসন্তি হি ॥ ৮৬ ॥

অথ ষোড়শং মরকতপ্রাকারমাহ মুক্তাসালাদগ্রভাগে ইতি ॥ ৮২—৮৩ ॥

ষট্‌কোণমত্রেতি। অস্মিন্ প্রাকারে ভুবনেশ্বরীযন্ত্রাবয়বং ষট্‌কোণং বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। তদুক্তং শারদায়াম্। পদ্মমষ্টদলং বাহ্যে বৃত্তং ষোড়শভির্দলৈঃ। বিলিখেৎ কর্ণিকামধ্যে ষট্‌কোণমতিসুন্দরমিতি। পূর্ব্বকোণ ইতি। পূজ্যপূজকয়োর্ম্মধ্যে প্রাচীতিনিয়মাদ্দেব্যগ্রভাগস্থঃ কোণঃ পূর্ব্বকোণশব্দেন গ্রাহ্যঃ। তদনুরোধেনৈব ষট্‌কোণানাং ব্যবস্থা বোধ্যা। তস্মিন্ পূর্ব্বকোণে গায়ত্রীসহিতো ব্রহ্মা বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥

কুণ্ডিকা কমণ্ডলুঃ। অক্ষগুণোঽক্ষসূত্রম্। অভীরভয়ম্। তান্যেবায়ুধানি গায়ত্র্যাঃ সন্তীত্যাহ তদায়ুধধরেতি। তদুক্তং শারদায়াম্। ইন্দ্রকোণে লসদ্দণ্ডকুণ্ডিকাক্ষগুণাভয়াম্। গায়ত্রীং পূজয়েন্মন্ত্রী ব্রহ্মাণমপি তাদৃশমিতি ॥ ৮৫ ॥

ব্রহ্মসন্নিধৌ বেদা মূর্ত্তিমন্তঃ সন্তীত্যাহ বেদাঃ সর্ব্বে ইতি ॥ ৮৬ ॥

ইহাঁরা সকলেই অরুণের ন্যায় রক্তবর্ণ এবং চারি হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয় ধারণ করিয়া আছেন। ইহাঁরা প্রতিক্ষণেই প্রতি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত বৃত্তান্ত সকল দেবীকে জ্ঞাত করাইতেছেন ॥ ৮১ ॥

ইহার পরই দশযোজন দীর্ঘ মরকত নির্ম্মিত ষোড়শ প্রাকার। ইহার মধ্যস্থ ভূমি ও গৃহাদি সমস্তই পূর্ব্বের ন্যায় মরকতমণি দ্বারা নির্ম্মিত। ইহার মধ্যে যাবতীয় সৌভাগ্যকর ভোগ্য বস্তু সকল বিদ্যমান আছে ॥৮২—৮৩॥ ইহার ছয়টী কোণ, প্রত্যেক কোণেই দেবসকল বিরাজ করিতেছেন। পূর্ব্বকোণে চতুর্ব্বক্ত্র ব্রহ্মা, কুণ্ড অক্ষমালা অভয় ও দণ্ডাদি আয়ুধ সকল ধারণ করিয়া গায়ত্রীদেবীর সহিত বাস করিতেছেন। গায়ত্রীদেবী ও ঐ সমস্ত আয়ুধ-নিকর দ্বারা বিভূষিতা আছেন ॥ ৮৪—৮৫ ॥ এই স্থানে সমস্ত বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও

যে ব্রহ্মবিগ্রহাঃ সন্তি গায়ত্রীবিগ্রহাশ্চ যে।
ব্যাহৃতীনাং বিগ্রহাশ্চ তে নিত্যং তত্র সন্তি হি ॥ ৮৭ ॥
রক্ষঃকোণে শঙ্খচক্রগদাম্বুজকরাম্বুজা।
সাবিত্রী বর্ত্ততে তত্র মহাবিষ্ণুশ্চ তাদৃশঃ ॥ ৮৮ ॥
যে বিষ্ণুবিগ্রহাঃ সন্তি মৎস্যকূর্ম্মাদয়োঽখিলাঃ।
সাবিত্রীবিগ্রহা যে চ তে সর্ব্বেঽত্র সন্তি হি ॥ ৮৯ ॥
বায়ুকোণে পরশ্বক্ষমালাভয়বরান্বিতঃ।
মহারুদ্রো বর্ত্ততেঽত্র সরস্বত্যপি তাদৃশী ॥ ৯০ ॥
যে যে তু রুদ্রভেদাঃ স্যুর্দ্দক্ষিণাস্যাদয়ো নৃপ!।
গৌরীভেদাশ্চ যে সর্ব্বে তে তত্র নিবসন্তি হি ॥ ৯১ ॥
চতুঃষষ্ট্যাগমা যে চ যে চান্যেঽপ্যাগমাঃ স্মৃতাঃ।
তে সর্ব্বে মূর্ত্তিমন্তশ্চ তত্র বৈ নিবসন্তি হি ॥ ৯২ ॥
অগ্নিকোণে রত্নকুম্ভং তথা মণিকরণ্ডকম্।
দধানো নিজহস্তাভ্যাং কুবেরো ধনদায়কঃ ॥ ৯৩ ॥
নানাবীথিসমাযুক্তো মহালক্ষ্মীসমন্বিতঃ।
দেব্যা নিধিপতিস্ত্বাস্তে স্বগুণৈঃ পরিবেষ্টিতঃ ॥ ৯৪ ॥

ব্রহ্মবিগ্রহা ব্রহ্মণোঽবতারাঃ ॥ ৮৭—৯০ ॥
দক্ষিণাস্যাদয়ো দক্ষিণামূর্ত্তিপ্রভৃতয়ঃ। গৌরীভেদাঃ পার্ব্বত্যবতারাঃ ॥ ৯১—৯৩ ॥
নিধিপতির্দ্দেব্যা ধনপতিঃ ॥ ৯৪—৯৯ ॥

নানাবিধ শাস্ত্র সকল মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক বাস করিতেছেন ॥ ৮৬ ॥ এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে ব্রহ্মা, গায়ত্রী ও ব্যাহৃতিগণের যাবতীয় অবতার আছে, তাঁহারা সমস্তই এই স্থানে বাস করিতেছেন ॥ ৮৭ ॥ ইহার নৈর্ঋতকোণে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী (মহাবিষ্ণু) শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী (সাবিত্রীর) সহিত বাস করিতেছেন ॥ ৮৮ ॥ প্রতি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যাবতীয় সাবিত্রীর অবতার এবং মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি বিষ্ণুর অবতার সকল আছে, তাঁহারা সকলেই এই স্থানে বাস করিতেছেন ॥ ৮৯ ॥ ইহার বায়ুকোণে, পরশু, অক্ষমালা, অভয় ও বরধারী মহারুদ্র, তাদৃশ-রূপধারিণী সরস্বতীর সহিত বিদ্যমান আছেন ॥ ৯০ ॥ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে দক্ষিণাস্য প্রভৃতি যে সকল রুদ্রাবতার এবং গৌরী প্রভৃতি যে সকল পার্ব্বতীর অবতার আছেন, তাঁহারা সকলেই এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৯১ ॥ প্রসিদ্ধ (চতুঃষষ্টি আগম) এবং অন্যোন্য নিখিল (তন্ত্র) সকল মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক এই স্থানে বাস করিতেছেন ॥ ৯২ ॥ ইহার অগ্নিকোণে ভগবতীর নিধিপতি, ধননায়ক কুবের নানাবিধ বীথিকায়

বারুণে তু মহাকোণে মদনো রতিসংযুতঃ।
পাশাঙ্কুশধনুর্ব্বাণধরো নিত্যং বিরাজতে ॥ ৯৫ ॥
শৃঙ্গারা মূর্ত্তিমন্তস্তু তত্র সন্নিহিতাঃ সদা ॥ ৯৬ ॥
ঈশানকোণে বিঘ্নেশো নিত্যং পুষ্টিসমন্বিতঃ ॥
পাশাঙ্কুশধরো বীরো বিঘ্নহর্ত্তা বিরাজতে ॥ ৯৭ ॥
বিভূতয়ো গণেশস্য যা যাঃ সন্তি নৃপোত্তম।।
তাঃ সর্ব্বা নিবসন্ত্যত্র মহৈশ্বর্য্যসমন্বিতাঃ ॥ ৯৮ ॥
প্রতিব্রহ্মাণ্ডসংস্থানাং ব্রহ্মাদীনাং সমষ্টয়ঃ।
এতে ব্রহ্মাদয়ঃ প্রোক্তাঃ সেবন্তে জগদীশ্বরীম্ ॥ ৯৯ ॥
মহামারকতস্যাগ্রে শতযোজনদৈর্ঘ্যবান্।
প্রবালসালোঽস্ত্যপরঃ কুঙ্কুমারুণবিগ্রহঃ ॥ ১০০ ॥
মধ্যভূস্তাদৃশী প্রোক্তা সদনানি চ পূর্ব্ববৎ।
তন্মধ্যে পঞ্চভূতানাং স্বামিন্যঃ পঞ্চ সন্তি চ ॥ ১০১ ॥
হৃল্লেখা গগনা রক্তা চতুর্থী তু করালিকা।
মহোচ্ছুষ্মা পঞ্চমী চ পঞ্চভূতসমপ্রভাঃ ॥ ১০২ ॥

অথ সপ্তদশং প্রবালপ্রাকারমাহ। মহামারকতস্যাগ্রে ইতি ॥ ১০০ ॥
পঞ্চভূতানাং পৃথিব্যাদিপঞ্চভূতানাং নায়িকাঃ ॥ ১০১—১০৩ ॥

পরিবেষ্টিত থাকিয়া রত্নকুম্ভ ও মণিকরণ্ডিকা ধারণ পূর্ব্বক মহালক্ষ্মী ও স্বগণের সহিত অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ৯৩—৯৪ ॥ ইহার পশ্চিম কোণে পাশাঙ্কুশধনুর্ব্বাণধারী মদন রতির সহিত নিত্য বিদ্যমান আছেন। তাঁহার যাবতীয় শৃঙ্গারাদি পারিষদ সকলও এই স্থানে মূর্ত্তিমান্ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে ॥ ৯৫—৯৬ ॥ ইহার ঈশান কোণে পাশাঙ্কুশ-ধারী, মহাবীর, বিঘ্ননাশন, গণপতি পুষ্টিদেবীর সহিত নিত্য বিরাজ করিতেছেন ॥ ৯৭ ॥ মহারাজ! নিখিল ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে বিঘ্নরাজের যে যে বিভূতি সকল বিদ্যমান আছে, তৎসমস্তই এই স্থানে বর্ত্তমান ॥ ৯৮ ॥ আর অধিক কি বলিব, আমি যে সকল দেবদেবীর কথা উল্লেখ করিলাম, সেই ব্রহ্মাদি দেবতা সকলকে প্রতি ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ব্রহ্মাদির সমষ্টি বলিয়া জানিবে। ইহাঁরা সকলেই স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করত শ্রীশ্রীজগদীশ্বরী ভগবতীর আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ৯৯ ॥

মহারাজ! এই মরকতনির্ম্মিত প্রাকারের পরই প্রবালনির্ম্মিত সপ্তদশ প্রাকার বিদ্যমান আছে। উহা শতযোজন দীর্ঘ এবং কুঙ্কুমের ন্যায় রক্তবর্ণ ॥ ১০০ ॥ পূর্ব্বের ন্যায় ইহার মধ্যস্থ ভূমি ও গৃহাদি সমস্তই প্রবাল নির্ম্মিত বলিয়া জানিবে। ইহার মধ্যে হৃল্লেখা,

পাশাঙ্কুশবরাভীতিধারিণ্যোঽমিতভূষণাঃ।
দেবীসমান[illegible]শাঢ্যা নবযৌবনগর্ব্বিতাঃ ॥ ১০৩ ॥
প্রবালসালাদগ্রে তু নবরত্নবিনির্ম্মিতঃ।
বহুযোজনবিস্তীর্ণো মহাসালোঽস্তি ভূমিপ! ॥ ১০৪ ॥
তত্র চাম্নায়দেবীনাং সদনানি বহূন্যপি।
নবরত্নময়ান্যেব তড়াগাশ্চ সরাংসি চ ॥ ১০৫ ॥
শ্রীদেব্যা যেঽবতারাঃ স্যুস্তে তত্র নিবসন্তি হি।
মহাবিদ্যামহাভেদাঃ সন্তি তত্রৈব ভূমিপ! ॥ ১০৬ ॥
নিজাবরণদেবীভির্নিজভূষণবাহনৈঃ।
সর্ব্বদেব্যো বিরাজন্তে কোটিসূর্য্যসমপ্রভাঃ ॥ ১০৭ ॥
সপ্তকোটিমহামন্ত্রদেবতাঃ সন্তি তত্র হি।
নবরত্নময়াদগ্রে চিন্তামণিগৃহং মহৎ ॥ ১০৮ ॥

অথাষ্টাদশং নবরত্নপ্রাকারমাহ প্রবালসালাদগ্রে ইতি ॥ ১০৪ ॥

আম্নায়দেবীনামিতি। পূর্ব্বাম্নায়পশ্চিমাম্নায়দক্ষিণাম্নায়োত্তরাম্নায়োর্দ্ধাম্নায়দেবতা আগমে প্রসিদ্ধাস্তাসাং দেবতানাং স্থানানি তত্র সন্তীত্যর্থঃ ॥ ১০৫ ॥

শ্রীভগবত্যা যেঽবতারা গৃহীতা দৈত্যনাশার্থং ভক্তানুগ্রহার্থঞ্চ তেঽপি তস্মিন্নেব প্রাকারে বসন্তীত্যাহ শ্রীদেব্যা ইতি। তে চ পাশাঙ্কুশেশ্বরী-ভুবনেশ্বরী-ভৈরবী-কপাল-ভুবনেশ্বরী-অঙ্কুশভুবনেশ্বরী-প্রমাদভুবনেশ্বরী-শ্রীক্রোধভুবনেশ্বরী ত্রিপুটাশ্বারূঢ়া-নিত্যক্লিন্না-পূর্ণাত্বরিতাদয়ো ভুবনেশ্বর্য্যবতারা ভুবনেশ্বরীসংহিতায়াং প্রসিদ্ধাঃ। মহাবিদ্যা-মহাভেদা ইতি। কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শীত্যাদয়ো দশ মহাবিদ্যাস্তাসাং যে মহাভেদা অবতারাস্তেঽপি তত্র প্রাকারে বসন্তীত্যর্থঃ। দশ মহাবিদ্যা মহাবিদ্যাবতারাশ্চ সন্তীত্যর্থঃ ॥ ১০৬—১০৭ ॥

অথ মুখ্যং দেবীসদনমাহ নবরত্নময়াদগ্রে ইতি ॥ ১০৮ ॥

গগনা, রক্তা, করালিকা এবং মহোচ্ছুষ্মা নামে পঞ্চভূতের অধিষ্ঠাত্রী পাঁচ জন দেবী বাস করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে যিনি যে ভূতের অধিষ্ঠাত্রী তাঁহার তদনুরূপ দেহকান্তি। ইঁহারা সকলেই যৌবনমদে গর্ব্বিতা এবং চতুর্ভুজে পাশ, অঙ্কুশ, বর ও অভয় ধারণ করত দেবীর সদৃশ বেশভূষায় ভূষিত থাকিয়া বিরাজ করিতেছেন ॥ ১০১—১০৩ ॥

ইহার পরই নবরত্ননির্ম্মিত বহুযোজনবিস্তৃত (অষ্টাদশ প্রাকার)। মহারাজ! এই প্রাকারকে অন্যোন্য প্রাকার হইতে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ বলিয়া জানিবেন ॥ ১০৪ ॥ এই স্থানের চতুর্দ্দিকেই আম্নায়াধিষ্ঠাত্রী দেবীগণের নবরত্ননির্ম্মিত অসংখ্য গৃহ, তড়াগ ও সরোবর প্রভৃতি বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ১০৫ ॥ শ্রীদেবীর যে সকল কালীতারা প্রভৃতি দশ মহাবিদ্যা এবং তাঁহাদের যে সকল অবতার আছেন, তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ আবরণ, বাহন ও ভূষণের সহিত এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন ॥ ১০৬—১০৭ ॥ অধিকন্তু, এই প্রাকার মধ্যে সূর্য্য-

তত্রত্যং বস্তুমাত্রন্তু চিন্তামণিবিনির্ম্মিতম্।
সূর্য্যোদ্গারোপলৈস্তদ্বচ্চন্দ্রোদ্গারোপলৈস্তথা ॥ ১০৯ ॥
বিদ্যুৎপ্রভোপলৈঃ স্তম্ভাঃ কল্পিতাস্তু সহস্রশঃ।
যেষাং প্রভাভিরন্তস্থং বস্তু কিঞ্চিন্ন দৃশ্যতে ॥ ১১০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে পদ্মরাগাদিমণিনির্ম্মিতপ্রাকারবর্ণনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

তত্র চিন্তামণিগৃহস্তম্ভমাহ সূর্য্যোদ্গারোপলৈরিতি। সূর্য্যসমানকান্তিমুদ্গিরন্তি বমন্তি তে সূর্য্যোদ্গারাস্তাদৃশা যে উপলাঃ পাষাণাঃ সূর্য্যসমানকান্তময়ৈস্তৈস্তথা চন্দ্রোদ্গারোপলৈশ্চন্দ্রসমানকান্তিপাষাণৈস্তথা বিদ্যুৎপ্রভপাষাণৈশ্চ চিন্তামণিগৃহে সহস্রশঃ স্তম্ভাঃ কল্পিতা ইত্যর্থঃ ॥ ১০৯ ॥

বস্তু কিঞ্চিন্ন দৃশ্যতে ইতি। একবিদ্যুদ্দর্শনে নেত্রান্ধ্যং ভবতি কিং পুনরনেকবিদ্যুৎসমকান্তিসহস্রস্তম্ভদর্শনে ইত্যর্থঃ ॥ ১১০ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

সদৃশ তেজঃপুঞ্জবিশিষ্ট সপ্তকোটি মহামন্ত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণও অবস্থান করিতেছেন। মহারাজ! এই প্রাকারটীর পরই চিন্তামণিনির্ম্মিত দেবীর মুখ্য প্রাসাদ। ইহার মধ্যস্থিত সমস্ত বস্তুই চিন্তামণি-বিনির্ম্মিত। এই প্রাসাদমধ্যে শত সহস্র স্তম্ভ সকল বিদ্যমান আছে। তাহার মধ্যে কোনটী সূর্য্যকান্তমণি দ্বারা, কোনটী চন্দ্রকান্তমণি দ্বারা এবং কোনটী বা বিদ্যুৎকান্তমণি দ্বারা নির্ম্মিত। রাজন্! এই সকল স্তম্ভের প্রভা এতদূর প্রবল যে, ইহা দ্বারা প্রাসাদমধ্যস্থ কোনও পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয় না ॥ ১০৮—১১০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে পদ্মরাগাদিমণিনির্ম্মিত প্রাকারবর্ণন নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

তদেব দেবীসদনং মধ্যভাগে বিরাজতে।
সহস্রস্তম্ভসংযুক্তাশ্চত্বারস্তেষু মণ্ডপাঃ ॥ ১ ॥
শৃঙ্গারমণ্ডপশ্চৈকো মুক্তিমণ্ডপ এব চ।
জ্ঞানমণ্ডপসংজ্ঞস্তু তৃতীয়ঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২ ॥
একান্তমণ্ডপশ্চৈব চতুর্থঃ পরিকীর্তিতঃ।
নানাবিতানসংযুক্তা নানাধূপৈস্তু ধূপিতাঃ ॥ ৩ ॥
কোটিসূর্য্যসমাঃ কান্ত্যা ভ্রাজন্তে মণ্ডপাঃ শুভাঃ।
তন্মণ্ডপানাং পরিতঃ কাশ্মীরবনিকা স্মৃতা ॥ ৪ ॥
মল্লিকাকুন্দবনিকা যত্র পুষ্কলকাঃ স্থিতাঃ।
অসংখ্যাতা মৃগমদৈঃ পূরিতাস্তৎস্রবা নৃপ ! ॥ ৫ ॥

ত্রিসপ্ততিমহাপদ্মৈশ্চিন্তামণিগৃহস্য হি।
কৃত্বা তু বর্ণনং সম্যক্ দেব্যা ধ্যানমিহোচ্যতে ॥

অথ চিন্তামণিগৃহং বর্ণয়তি তদেব দেবীসদনমিতি। সর্ব্বষোড়শদলাষ্টদলষট্কোণ-মধ্যে যচ্চিন্তামণিগৃহং বিন্দুস্থানভূতং তদেব দেবীসদনং মূলপ্রকৃতের্দ্দেব্যাস্তদেব স্থানং তত্র চত্বারো মণ্ডপাঃ সন্তীত্যাহ সহস্রস্তম্ভেতি ॥ ১ ॥

মণ্ডপনামান্যাহ। শৃঙ্গারমণ্ডপ ইতি। তত্র সহস্রস্তম্ভযুক্ত একো মণ্ডপ এবং চতুর্দ্দিক্ষু চত্বারো মণ্ডপাঃ। তত্র সহস্রশব্দোঽসংখ্যপর্য্যায়ঃ। অসংখ্যস্তম্ভাঃ সন্তীত্যর্থঃ। সভায়া অতিবিস্তীর্ণত্বাৎ ॥ ২—৩ ॥

তন্মণ্ডপানামিতি। চতুর্ণাং মণ্ডপানাং পরিত উভয়ত একা কাশ্মীরবণিকা দ্বিতীয়া মল্লিকাবনিকা তৃতীয়া কুন্দবনিকাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

যাসু বণিকাসু বাটীষু অসংখ্যাতাঃ পুষ্কলকা গন্ধমৃগামৃগমদপূরিতাস্তৎস্রাবিণশ্চ সন্তী-ত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

ব্যাসদেব কহিলেন, মহারাজ জনমেজয়! পূর্ব্বোক্ত রত্নগৃহটীকেই মূল প্রকৃতির (মুখ্য গৃহ) বলিয়া জানিবে। ইহা অন্যোন্য সমস্ত প্রাকারের মধ্যবর্ত্তী। ইহাতে শৃঙ্গারমণ্ডপ, মুক্তিমণ্ডপ, জ্ঞানমণ্ডপ ও একান্তমণ্ডপ নামে শত সহস্র স্তম্ভ বিশিষ্ট চারিটী মণ্ডপ আছে। ইহাদের উপরিভাগে নানা বর্ণের বিতান সকল নিবদ্ধ রহিয়াছে। ইহার মধ্যভাগ নানাবিধ ধূপাদি গন্ধদ্রব্য দ্বারা সুগন্ধিত হইয়া থাকে। ইহাদের প্রত্যেকের শোভা কোটি সূর্য্য সদৃশ তেজঃপুঞ্জবিশিষ্ট। এই মণ্ডপচতুষ্টয়ের চতুর্দ্দিকে কাশ্মীর, মল্লিকাপুষ্প ও কুন্দ পুষ্পের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন আছে। ইহার মধ্যে মৃগমদ প্রভৃতি নানাবিধ সৌগন্ধ দ্রব্য সকল

মহাপদ্মাটবী তদ্বদ্রত্নসোপাননির্ম্মিতা।
সুধারসেন সংপূর্ণা গুঞ্জন্মত্তমধুব্রতা॥ ॥ ৬ ॥
হংসকারণ্ডবাকীর্ণা গন্ধপূরিতদিক্তটা।
বনিকানাং সুগন্ধৈস্তু মণিদ্বীপং সুবাসিতম্॥ ৭ ॥
শৃঙ্গারমণ্ডপে দেব্যো গায়ন্তি বিবিধৈঃ স্বরৈঃ।
সভাসদো দেববরা মধ্যে শ্রীজগদম্বিকা॥ ৮ ॥
মুক্তিমণ্ডপমধ্যে তু মোচয়ত্যনিশং শিবা।
জ্ঞানোপদেশং কুরুতে তৃতীয়ে নৃপ! মণ্ডপে॥ ৯ ॥
চতুর্থমণ্ডপে চৈব জগদ্রক্ষাবিচিন্তনম্।
মন্ত্রিণীসহিতা নিত্যং করোতি জগদম্বিকা॥ ১০ ॥

মণ্ডপচতুষ্টয়োভয়ভাগেঽপি মহাপদ্মাটবী বর্ত্ততে তাং বর্ণয়তি মহাপদ্মাটবীতি॥ ৬॥
এতদ্বনিকানাং বাটিকানাং সুগন্ধেন সর্ব্বমপি মণিদ্বীপং বাসিতমিত্যর্থঃ॥ ৭॥
তত্র শৃঙ্গারমণ্ডপস্থকৃত্যমাহ শৃঙ্গারমণ্ডপে দেব্য ইতি। শৃঙ্গারমণ্ডপে দেবী মধ্যসিংহাসনে তিষ্ঠতি মণিদ্বীপবাসিনো দেববরাঃ পূর্ব্বোক্তাঃ সর্ব্বে সভাসদঃ সন্তি দেব্যো দেবাঙ্গনা বশিন্যাদয়শ্চ সর্ব্বা অপ্সরসশ্চ দেবীপুরতো গায়ন্তীত্যর্থঃ॥ ৮॥
মুক্তিমণ্ডপে তু সর্ব্বান্ প্রতিব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তিনো ভক্তান্ মোচয়তি। চতুর্ব্বিধাং মুক্তিং দদাতীত্যাহ মুক্তিমণ্ডপেতি। তৃতীয়মণ্ডপে ভক্তেভ্যো জ্ঞানোপদেশং করোতীত্যাহ জ্ঞানোপদেশমিতি॥ ৯॥
চতুর্থমণ্ডপস্থং কৃত্যমাহ চতুর্থমণ্ডপে চৈবেতি। মন্ত্রিণীসহিতেতি। মন্ত্রিণাঃ পূর্ব্বোক্তা অনঙ্গকুসুমাদ্যা অষ্টদলস্থাঃ শক্তয়স্তাভিঃ সহিতা জগদ্রক্ষাবিচিন্তনং করোতীত্যর্থঃ। মহারাজস্বভাব এবায়ম্॥ ১০॥

পরিপূর্ণ ভাবে সজ্জিত রহিয়াছে॥ ১—৫॥ এইরূপ সেই স্থানে একটী অতি দীর্ঘ পদ্মাকর আছে, তাহার সোপানশ্রেণী রত্নদ্বারা নির্ম্মিত এবং সলিলরাশি সুধারসদ্বারা পরিপূর্ণ। তন্মধ্যে অসংখ্য প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর ভ্রমরগণ সততই গুণ গুণ স্বরে গান করিয়া বেড়াইতেছে॥ ৬॥ হংস কারণ্ডব প্রভৃতি পক্ষি সকল ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে; চতুর্দ্দিক পদ্মগন্ধ দ্বারা আমোদিত হইয়াছে; বিশেষতঃ তত্রস্থ নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা সমস্ত মণিদ্বীপটীই সুবাসিত হইয়া রহিয়াছে॥ ৭॥ শৃঙ্গারমণ্ডপে ভগবতী মধ্যস্থিত আসনোপরি উপবেশন করিয়া সভাসদ দেবগণের সহিত দেবীগণের নানাবিধ স্বরসমন্বিত সঙ্গীত সকল শ্রবণ করিয়া থাকেন॥ ৮॥ এইরূপ মুক্তিমণ্ডপে উপবেশন করিয়া জীবগণকে মুক্ত করেন, জ্ঞানমণ্ডপে বসিয়া সকলকে জ্ঞানোপদেশ দেন এবং চতুর্থ একান্তমণ্ডপে বসিয়া পূর্ব্বোক্ত অনঙ্গকুসুমাদি সচিব সখীগণের সহিত জগতের পালনাদি বিষয়ের মন্ত্রণা করেন॥ ৯—১০॥

চিন্তামণিগৃহে রাজঞ্ছক্তিতত্ত্বাত্মকৈঃ পরৈঃ।
সোপানৈর্দশভির্যুক্তো মঞ্চকোঽপ্যধিরাজতে ॥ ১১ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
এতে মঞ্চখুরাঃ প্রোক্তাঃ ফলকস্তু সদাশিবঃ ॥ ১২ ॥
তস্যোপরি মহাদেবো ভুবনেশো বিরাজতে।
যা দেবী নিজলীলার্থং দ্বিধাভূতা বভূব হ ॥ ১৩ ॥
সৃষ্ট্যাদৌ তু স এবায়ং তদর্দ্ধাঙ্গো মহেশ্বরঃ।
কন্দর্পদর্পনাশোদ্যৎকোটিকন্দর্পসুন্দরঃ ॥ ১৪ ॥
পঞ্চবক্ত্রস্ত্রিনেত্রশ্চ মণিভূষণভূষিতঃ।
হরিণাভীতিপরশূন্ বরঞ্চ নিজবাহুভিঃ ॥ ১৫ ॥
দধানঃ ষোড়শাব্দোঽসৌ দেবঃ সর্ব্বেশ্বরো মহান্।
কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশশ্চন্দ্রকোটিসুশীতলঃ ॥ ১৬ ॥

মুখ্যদেবীস্থানমাহ চিন্তামণিগৃহে ইতি। শক্তিতত্ত্বাত্মকৈরিতি। শক্তিতত্ত্বানি মূলপ্রকৃতেভু্র্বনেশ্বর্য্যাস্তত্ত্বানি দশসংখ্যানি। তদুক্তং শারদায়াং নিবৃত্ত্যাদ্যাঃ কলাঃ পঞ্চ ততো বিন্দুঃ কলা পুনঃ। নাদঃ শক্তিঃ সদাপূর্ব্বঃ শিবশ্চ প্রকৃতের্ব্বিভুরিতি। তানি চ দশশক্তিতত্ত্বানি সোপানরূপাণি শ্রেণীরূপাণি অত্যুচ্চমঞ্চেঽধিরোহনার্থং স্থিতানি তৈর্দ্দশভিঃ সোপানৈর্যুক্তো মঞ্চকো বক্ষ্যমাণো বিরাজত ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

মঞ্চকস্বরূপমাহ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চেতি। ব্রহ্মাদয়শ্চত্বারো মঞ্চকখুরাঃ। সদাশিবস্তু ফলকস্থানীয় ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

তস্মিন্ মঞ্চে ভুবনেশ্বরো মহাদেবো বিরাজতে। কোঽসৌ ভুবনেশ্বর ইতি চেত্তত্রাহ যা দেবীতি। নিজলীলার্থং যোগ্যনিজদেহানুরূপক্রীড়ার্থং সৃষ্ট্যাদৌ স্বয়ং ভগবতী দ্বিধা ভূতা বভূব তদ্দক্ষিণার্দ্ধভাগোঽয়ং ভুবনেশ্বর ইত্যর্থঃ। একৈব সাম্যাবস্থমায়াশবলব্রহ্মরূপিণী ভগবতী ভুবনেশ্বরী ভুবনেশ্বররূপেণ প্রাদুর্বভূবেত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

কন্দর্পস্য যঃ সৌন্দর্য্যদর্পস্তন্নাশনে উদ্যন্ত উৎপন্না যে কোটিকন্দর্পাস্তদ্বৎ সুন্দরো ভুবনেশ্বর ইত্যর্থঃ। অদ্ভুতোপমেয়ম্। নিরতিশয়সৌন্দর্য্যবানিত্যর্থঃ ॥ ১৪—১৬ ॥

মহারাজ! এক্ষণে শ্রীদেবীর মুখ্য গৃহের বিষয় বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর। ভগবতীর মুখ্য প্রাসাদের নাম চিন্তামণি গৃহ। ইহার মধ্যে দেবীর বসিবার মঞ্চক বিদ্যমান আছে। দশটী শক্তিতত্ত্বই এই মঞ্চকের সোপানশ্রেণী। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও মহেশ্বর ইহার চারিটী পাদ এবং সদাশিব ইহার উপরিস্থ ফলক ॥১১—১২॥ ইহার উপরেই স্বয়ং ভুবনেশ্বর বিরাজ করিতেছেন। মহারাজ! এই ভুবনেশ্বরের বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর। দেবী ভগবতী সৃষ্টির পূর্ব্বে ক্রীড়া করিতে মানস করিয়া নিজ অঙ্গকে দুই ভাগে বিভক্ত করতঃ (দক্ষিণাঙ্গ হইতে এই ভুবনেশ্বরের সৃষ্টি) করিয়াছিলেন। ইহাঁর পাঁচটী মুখ এবং প্রত্যেক মুখে তিন তিনটী করিয়া নেত্র। ইহাঁর চারিটী হস্ত এবং এক একটী হস্তে যথাক্রমে মৃগ,

শুদ্ধস্ফটিকসংকাশস্ত্রিনেত্রঃ শীতলদ্যুতিঃ।
বামাঙ্কে সন্নিসন্নাস্য দেবী শ্রীভুবনেশ্বরী ॥ ১৭ ॥
নবরত্নগণাকীর্ণকাঞ্চীদামবিরাজিতা।
তপ্তকাঞ্চনসন্নদ্ধবৈদূর্য্যাঙ্গদভূষণা ॥ ১৮ ॥
কনচ্ছ্রীচক্রতাটঙ্কবিটঙ্কবদনাম্বুজা।
ললাটকান্তিবিভববিজিতার্দ্ধসুধাকরা ॥ ১৯ ॥
বিম্বকান্তিতিরস্কারিরদচ্ছদবিরাজিতা।
লসৎকুঙ্কুমকস্তূরীতিলকোদ্ভাসিতাননা ॥ ২০ ॥
দিব্যচূড়ামণিস্ফারচঞ্চচ্চন্দ্রকসূর্য্যকা।
উদ্যৎকবিসমস্বচ্ছনাসাভরণভাস্বরা ॥ ২১ ॥

ত্রিনেত্র ইতি। প্রতিবক্ত্রং ত্রিনেত্র ইত্যর্থঃ। তস্য ভুবনেশ্বরস্য বামাঙ্কে শ্রীভুবনেশ্বরী বিরাজতে ইত্যাহ বামাঙ্ক ইতি ॥ ১৭ ॥

তাং বর্ণয়তি নবরত্নেতি। নবরত্নগণাকীর্ণং যৎকাঞ্চীদামকটিসূত্রং তেনান্বিতা। তপ্তকাঞ্চনে সন্নদ্ধাঃ খচিতা যে বৈদূর্য্যমণয়স্তদ্যুক্তমঙ্গদং ভূষণং বাহুভূষণং যস্যাঃ সা ॥ ১৮ ॥

কনদ্দীপ্যমানং শ্রীচক্রং তদাকারং যত্তাটঙ্কং কর্ণভূষণং তেন বিকটং সুন্দরং বদনাম্বুজং যস্যাঃ সা ললাটকান্তিবিভবেন বিজিতোঽর্দ্ধসুধাকরোঽর্দ্ধচন্দ্রো যস্যাঃ সা যয়া সেতিবা। অষ্টমীচন্দ্রবিম্বসদৃশললাটবতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

বিম্বকান্তেস্তিরস্কারি যদ্রদচ্ছদমোষ্ঠপুটস্তেন বিরাজিতা ॥ ২০ ॥

দিব্যো যশ্চূড়ামণিঃ শিরোভূষণং তস্মিন্ স্ফারৌ বিস্তীর্ণৌ চঞ্চচ্চন্দ্রকসূর্য্যকৌ যস্যাঃ। চন্দ্রকসূর্য্যকাবিত্যত্রেবেপ্রতিকৃতাবিতি কন্। রত্ননির্ম্মিত-চন্দ্রসূর্য্য-সম্বদ্ধচূড়ামণিভূষণ-বিরাজিতেত্যর্থঃ। উদ্যান্ যঃ কবিঃ শুক্রনক্ষত্রং তেন সমং স্বচ্ছং যন্নাসাভরণং তেন ভাস্বরা ॥ ২১ ॥

অভয়, পরশু ও বর ধারণ করিয়া আছেন। ইহাকে দেখিতে ষোড়শ বর্ষের ন্যায়। ইহার অঙ্গকান্তি কোটি কন্দর্প হইতেও মনোহর এবং কোটি সূর্য্য হইতেও তেজঃশালী, পরন্তু কোটি চন্দ্রের ন্যায় সুশীতল। ইহার বর্ণ শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শুভ্র, ইহাঁরই বামাঙ্কে শ্রীভুবনেশ্বরী দেবী সততই উপবিষ্টা আছেন ॥ ১৩—১৭ ॥ এই ভুবনেশ্বরী দেবীর কাঞ্চীদাম নানাবিধ রত্ন দ্বারা বিভূষিত; অঙ্গদভূষণ বৈদূর্য্যমণি-খচিত-তপ্তসুবর্ণনির্ম্মিত; কর্ণভূষণ শ্রীচক্র সদৃশ অতিশয় মনোহর এবং তাহার দ্বারা বদনকমলের অতিশয় শোভা বিস্তার হইয়াছে; তাঁহার ললাট শোভা অষ্টমীর চন্দ্রকে তিরস্কার করিতেছে; ওষ্ঠাধরের কান্তি সুপক্ব বিম্ব ফলকে পরাজয় করিয়াছে; মুখমণ্ডল কুঙ্কুম ও কস্তূরী দ্বারা রচিত তিলক দ্বারা উদ্ভাসিত হইতেছে; চূড়ামণি রত্ননির্ম্মিত চন্দ্র ও সূর্য্য দ্বারা শোভা বিস্তার করিতেছে; নাসিকালঙ্কার শুক্রসদৃশ স্বচ্ছ মণি দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া অতি মনোহর কান্তি বিকাশ করিতেছে; কণ্ঠপ্রদেশ স্বচ্ছমণি-খচিত চিন্তাক হার দ্বারা শোভা পাইতেছে; তাঁহার স্তনদেশ কর্পূর

চিন্তাকলম্বিতস্বচ্ছমুক্তাগুচ্ছবিরাজিতা।
পটীরপঙ্ককর্পূরকুঙ্কুমালঙ্কৃতস্তনী ॥ ২২ ॥
বিচিত্রবিবিধাকল্পা কম্বুসঙ্কাশকন্ধরা।
দাড়িমীফলবীজাভদন্তপংক্তিবিরাজিতা ॥ ২৩ ॥
অনর্ঘ্যরত্নঘটিতমুকুটাঞ্চিতমস্তকা।
মত্তালিমালাবিলসদলকাঢ্যমুখাম্বুজা ॥ ২৪ ॥
কলঙ্ককার্শ্যনির্মুক্তশরচ্চন্দ্রনিভাননা।
জাহ্নবীসলিলাবর্ত্তশোভিনাভিবিভূষিতা ॥ ২৫ ॥
মাণিক্যশকলাবদ্ধমুদ্রিকাঙ্গুলিভূষিতা।
পুণ্ডরীকদলাকারনয়নত্রয়সুন্দরী ॥ ২৬ ॥
কল্পিতাচ্ছমহারাগপদ্মরাগোজ্জ্বলপ্রভা।
রত্নকিঙ্কিণিকাযুক্তরত্নকঙ্কণশোভিতা ॥ ২৭ ॥
মণিমুক্তাসরাপারলসৎপদকসন্ততিঃ।
রত্নাঙ্গুলিপ্রবিততপ্রভাজাললসৎকরা ॥ ২৮ ॥
কঞ্চুকীগুম্ফিতাপারনানারত্নততিদ্যুতিঃ।
মল্লিকামোদিধম্মিল্লমল্লিকালিসরাবৃতা ॥ ২৯ ॥

চিন্তাকং কণ্ঠভূষণবিশেষস্তস্মিন্ লম্বিতো যঃ স্বচ্ছমুক্তাগুচ্ছস্তেন বিরাজিতা ॥২২—২৪॥
কলঙ্ককার্শ্যাভ্যাং নির্মুক্তো যঃ শরচ্চন্দ্রস্তন্নিভমাননং যস্যাঃ ॥ ২৫—২৬ ॥
কল্পিতঃ শাণঘর্ষণেন সম্পাদিতোঽচ্ছমহারাগো যস্য তাদৃশো যঃ পদ্মরাগস্তদ্বদুজ্জ্বলা প্রভা যস্যাঃ সা। কিঙ্কিণিকা ক্ষুদ্রঘণ্টিকা ॥ ২৭ ॥
মণিমুক্তাসরেষু মণিমুক্তামালাসু বিদ্যমানা অপরা অমৌল্যা লসৎপদকসন্ততির্যস্যাঃ সা ॥ ২৮ ॥
মল্লিকায়া আমোদী যো ধম্মিল্লস্তস্মিন্ যা মল্লিকা মল্লিকামালা তস্যাং যোঽলিসরো ভ্রমরপংক্তিস্তেনান্বিতা ॥ ২৯ ॥

কুঙ্কুমাদি দ্বারা রঞ্জিত রহিয়াছে; কন্ধরদেশ বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত শঙ্খের ন্যায় বিকাশ পাইতেছে; তাঁহার দন্তপংক্তি সকল সুপক্ক দাড়িম্বী ফলের ন্যায়; শিরোদেশ মহামূল্য রত্ননির্ম্মিত মুকুট দ্বারা পরিশোভিত; বদনকমল মত্ত ভ্রমরসদৃশ অলকা দ্বারা বিরাজিত এবং কলঙ্করহিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় মনোহর; নাভিদেশ ভাগীরথীর আবর্ত্তের ন্যায় শোভিত; অঙ্গুলি সকল মণিমাণিক্য-খচিত অঙ্গুরীয় দ্বারা বিভূষিত; তাঁহার পদ্মপত্রের ন্যায় মনোহর তিনটী নেত্র; অঙ্গপ্রভা শাণখোদিত পদ্মরাগ মণি তুল্য উজ্জ্বল বর্ণ; তাঁহার রত্ন কঙ্কণ সকল রত্নকিঙ্কিণি দ্বারা পরিশোভিত; তাঁহার অলঙ্কারহিত পদক

সুবৃত্তনিবিড়োত্তুঙ্গকুচভারালসা শিবা।
বরপাশাঙ্কুশাভীতিলসদ্বাহুচতুষ্টয়া॥ ৩০॥
সর্ব্বশৃঙ্গারবেশাঢ্যা সুকুমারাঙ্গবল্লরী।
সৌন্দর্য্যধারাসর্ব্বস্বা নির্ব্ব্যাজকরুণাময়ী॥ ৩১॥
নিজসংলাপমাধুর্য্যবিনির্ভর্ৎসিতকচ্ছপী।
কোটিকোটিরবীন্দূনাং কান্তিং যা বিভ্রতী পরা॥ ৩২॥
নানাসখীভির্দাসীভিস্তথা দেবাঙ্গনাদিভিঃ।
সর্ব্বাভির্দেবতাভিস্তু সমন্তাৎ পরিবেষ্টিতা॥ ৩৩॥
ইচ্ছাশক্ত্যা জ্ঞানশক্ত্যা ক্রিয়াশক্ত্যা সমন্বিতা।
লজ্জা তুষ্টিস্তথা পুষ্টিঃ কীর্ত্তিঃ কান্তিঃ ক্ষমা দয়া॥ ৩৪॥
বুদ্ধির্মেধা স্মৃতির্লক্ষ্মীর্মূর্ত্তিমত্যোঽঙ্গনাঃ স্মৃতাঃ।
জয়া চ বিজয়া চৈবাপ্যজিতা চাপরাজিতা॥ ৩৫॥
নিত্যা বিলাসিনী দোগ্ধ্রী ত্বঘোরা মঙ্গলা নব।
পীঠশক্তয় এতাস্তু সেবন্তে যাং পরাম্বিকাম্॥ ৩৬॥

সুবৃত্তনিবিড়োত্তুঙ্গকুচভারেণালসা খিন্না॥ ৩০॥
সংলাপো বাণী তস্যা মাধুর্য্যেণ বিনির্ভর্ৎসিতা কচ্ছপী বীণা যস্যা যয়া বা সা॥ ৩১-৩৩॥
ইচ্ছাশক্ত্যেতি। ইদং মূর্ত্তিমচ্ছক্তিত্রয়ং দেব্যাঃ সন্নিধাবস্তীত্যর্থঃ॥ ৩৪॥
জয়াদিনবপীঠশক্তয়োঽপি মূর্ত্তিমত্যো দেবীং স্তুবন্তীত্যাহ জয়া চেতি॥ ৩৫—৩৬॥

সকল মণি ও মুক্তা দ্বারা খচিত; হস্ত সকল অঙ্গুলিস্থ রত্নকিরণ প্রভায় উদ্ভাসিত; ধম্মিল্ল (খোঁপা) মল্লিকা পুষ্পের মালা দ্বারা পরিবেষ্টিত; বক্ষঃস্থ কাঁচুলী নানাবর্ণের রত্ন দ্বারা নির্ম্মিত॥ ১৮—২৯॥ মহারাজ! সেই ভুবনেশ্বরী দেবী সুগোল অতিশয় উচ্চ স্তনদ্বয়ের ভারে কিঞ্চিৎ নত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার চারিটী হস্ত; ক্রমান্বয়ে এক একটী হস্তে বর, পাশ, অঙ্কুশ ও অভয় ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ৩০॥ সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী করুণাময়ী দেবী হাবভাবলাবণ্যে পরিপূর্ণা। কণ্ঠস্বরে বীণার ধ্বনিকেও পরাজয় করিয়াছেন। তাঁহার শরীর কান্তির কথা অধিক আর কি বলিব, কোটি কোটি চন্দ্র ও সূর্য্য উদয় হইলে যেরূপ শোভা হইয়া থাকে, তাঁহার শরীর কান্তি তাদৃশ শোভা বিস্তার করিতেছে॥৩১-৩২॥ সখীগণ, দাসীগণ ও দেবদেবী সকল সেই ভুবনেশ্বরী দেবীকে চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন॥ ৩৩॥ ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি সততই দেবীর নিকটে বর্ত্তমান আছেন। (লজ্জা, তুষ্টি, পুষ্টি, কীর্ত্তি, কান্তি, ক্ষমা, দয়া, বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি ও লক্ষ্মী,) ইহারা মূর্ত্তিমতী হইয়া সততই এই স্থানে বিরাজ করিতেছেন। (জয়া, বিজয়া, অজিতা, অপরাজিতা,

যস্যাস্তু পার্শ্বভাগে স্তো নিধী তৌ শঙ্খপদ্মকৌ।
নবরত্নবহা নদ্যস্তথা বৈ কাঞ্চনস্রবাঃ ॥ ৩৭ ॥
সপ্তধাতুবহা নদ্যো নিধিভ্যাস্তু বিনির্গতাঃ।
সুধাসিন্ধ্বন্তগামিন্যস্তাঃ সর্ব্বা নৃপসত্তম ! ॥ ৩৮ ॥
সা দেবী ভুবনেশানী তদ্বামাঙ্কে বিরাজতে।
সর্ব্বেশত্বং মহেশস্য যৎসঙ্গাদেব নান্যথা ॥ ৩৯ ॥
চিন্তামণিগৃহস্যাস্য প্রমাণং শৃণু ভূমিপ ! ।
সহস্রযোজনায়ামং মহান্তস্তৎ প্রচক্ষতে ॥ ৪০ ॥
তদুত্তরে মহাসালাঃ পূর্ব্বস্মাদ্ দ্বিগুণাঃ স্মৃতাঃ।
অন্তরিক্ষগতং ত্বেতন্নিরাধারং বিরাজতে ॥ ৪১ ॥
সঙ্কোচশ্চ বিকাসশ্চ জায়েতেঽস্য নিরন্তরম্ ॥
পটবৎ কার্য্যবশতঃ প্রলয়ে সর্জ্জনে তথা ॥ ৪২ ॥

দেবীপার্শ্বভাগস্থৌ নিধী বর্ণয়তি যস্যাস্ত্বিতি। শঙ্খনিধিঃ পদ্মনিধিশ্চ ॥ ৩৭ ॥

নিধিভ্যাং নিধিসকাশাদ্বিনির্গতা ইত্যর্থঃ। তা রত্নবহা নদ্যঃ সুধাসিন্ধ্বন্তগামিন্যঃ সন্তীত্যনেন মধ্যস্থপ্রাকারাণাং নদীনির্গমনযোগ্যানি দ্বারাণি সন্তীত্যেতদুক্তং ভবতি ॥৩৮॥

এতাদৃশী যা ভুবনেশ্বরী সা ভুবনেশ্বরস্যাঙ্কে তিষ্ঠতীত্যাহ সা দেবীতি ॥ ৩৯ ॥

সহস্রযোজনায়ামমিতি। চিন্তামণিগৃহং সহস্রযোজনায়ামম্ ॥ ৪০ ॥

তদুত্তরসালাস্তু পূর্ব্বস্মাৎ পূর্ব্বস্মাদ্দ্বিগুণবিস্তারা ইত্যর্থঃ। ইদং মণিদ্বীপং ন ভূমিষ্ঠং কিন্ত্বন্তরিক্ষগতমিতি ॥ ৪১ ॥

কিঞ্চাস্য মণিদ্বীপস্য প্রলয়েঽপি ন নাশস্তথা সৃষ্টিসময়ে নোৎপত্তিঃ কিন্তু প্রলয়ে পটবৎ সঙ্কোচো ভবতি সৃষ্টিসময়ে বিকাসো ভবতি। তথা চ সঙ্কোচবিকাসশালিকমলবৎ পটবচ্চাস্তীত্যাহ সঙ্কোচশ্চেতি। কার্য্যবশত ইত্যনেন প্রতিব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তিনাং ভক্তানাং বহূনাং

নিত্যা, বিলাসিনী, দোগ্ধ্রী, অঘোরা ও মঙ্গলা নামে নয়টী পীঠশক্তি এই স্থানে থাকিয়া ভুবনেশ্বরী দেবীকে সততই সেবা করিতেছেন ॥ ৩৪—৩৬ ॥ সেই দেবীর পার্শ্বভাগে শঙ্খ ও পদ্মক নামে দুইটী নিধি বিদ্যমান আছে। মহারাজ! সেই উভয় নিধি হইতে নবরত্ন, সুবর্ণ ও সপ্তধাতু প্রভৃতির স্রোত সকল নির্গত হইয়া নদীরূপ ধারণ করত সুধাসিন্ধু মধ্যে পতিত হইতেছে ॥৩৭—৩৮॥ এতাদৃশ ঐশ্বর্য্যসম্পন্না ভুবনেশ্বরী মহেশের বামাঙ্কে উপবেশন করিয়া আছেন বলিয়াই ভুবনেশ্বরের সর্ব্বেশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই ॥৩৯॥

মহারাজ! এক্ষণে চিন্তামণি গৃহের পরিমাণ কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ইহার বিস্তার সহস্রযোজন পরিমিত। ইহার মধ্যপ্রদেশ অতিশয় মহান্। ইহার উত্তরোত্তরস্থিত গৃহসকল ক্রমশঃ পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ। ইহা নিরাধারে অন্তরিক্ষে অবস্থান করিতেছে ॥৪০-৪১॥ প্রলয়কালে ও সৃষ্টিকালে পটাবাসতুল্য ইহার সংকোচ ও বিকাশ হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

সালানাঞ্চৈব সর্ব্বেষাং সর্ব্বকান্তিপরাবধি।
চিন্তামণিগৃহং প্রোক্তং যত্র দেবী মহোময়ী ॥ ৪৩ ॥
যে যে উপাসকাঃ সন্তি প্রতিব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তিনঃ।
দেবেষু নাগলোকেষু মনুষ্যেষ্বিতরেষু চ।
শ্রীদেব্যাস্তে চ সর্ব্বেঽপি ব্রজন্ত্যত্রৈব ভূমিপ ! ॥ ৪৪ ॥
দেবীক্ষেত্রে যে ত্যজন্তি প্রাণান্দেব্যর্চ্চনে রতাঃ।
তে সর্ব্বে যান্তি তত্রৈব যত্র দেবী মহোৎসবা ॥ ৪৫ ॥
ঘৃতকুল্যা দুগ্ধকুল্যা দধিকুল্যা মধুস্রবাঃ।
স্যন্দন্তি সরিতঃ সর্ব্বাস্তথামৃতবহাঃ পরাঃ ॥ ৪৬ ॥
দ্রাক্ষারসবহাঃ কাশ্চিজ্জম্বুরসবহাঃ পরাঃ।
আম্রেক্ষুরসবাহিন্যো নদ্যস্তাস্তু সহস্রশঃ ॥ ৪৭ ॥
মনোরথফলা বৃক্ষা বাপ্যঃ কূপাস্তথৈব চ।
যথেষ্টপানফলদা ন ন্যূনং কিঞ্চিদস্তি হি ॥ ৪৮ ॥
ন রোগপলিতং বাপি জরা বাপি কদাচন।
ন চিন্তা ন চ মাৎসর্য্যং কামক্রোধাদিকং তথা ॥ ৪৯ ॥

সংঘর্ষে তথা প্রতিব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তিনাং দেবাদীনাঞ্চ সংঘর্ষে বিকাসো ভবতি বৃদ্ধিং গচ্ছতি। তদভাবে সঙ্কোচো ভবতীত্যেতদুক্তং ভবতি ॥ ৪২—৪৩ ॥

অস্মিন্ মণিদ্বীপে যে ব্রজন্তি তানাহ যে যে উপাসকাঃ সন্তীতি। শ্রীদেব্যাঃ পরাশক্তেরুপাসকা ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

দেবীক্ষেত্রেষু সপ্তমস্কন্ধোক্তেষু ॥ ৪৫—৫১ ॥

অপরাপর প্রাকার অপেক্ষা এই চিন্তামণিগৃহের কান্তি অতিশয় উজ্জ্বল ও মনোহর। দেবী ভগবতী এই স্থানে সর্ব্বদাই বিরাজ করিয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥ মহারাজ ! প্রতিব্রহ্মাণ্ডমধ্যে, কি দেবলোকে, কি নাগলোকে, কি মনুষ্যলোকে অথবা কি অন্যলোকে, শ্রীদেবীর যেসমস্ত পরম ভক্ত উপাসক আছে এবং যাহারা তাঁহার ধ্যানে রত থাকিয়া তাঁহার ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহারা সকলেই এই স্থানে আসিয়া দেবীর সহিত মহোৎসবে কালযাপন করিয়া থাকে ॥ ৪৪—৪৫ ॥ ইহার চতুর্দ্দিকে কোথাও ঘৃতের, কোথাও দুগ্ধের, কোথাও দধির, কোথাও মধুর, কোথাও বা অমৃতের, কোনও স্থানে দ্রাক্ষারসের, কোনও স্থানে জম্বুরসের; কোনও স্থানে আম্ররসের এবং কোথাও বা ইক্ষুরসের নদী সকল বহনাবহন করিতেছে ॥ ৪৬—৪৭ ॥ এই স্থানের বৃক্ষসকল অভিলাষ অনুসারেই ফলদান এবং বাপী ও কূপ সকল তদনুরূপ জলদান করিয়া থাকে; পরন্তু কোনও বিষয়ের কখনও অভাব হয় না ॥ ৪৮ ॥ এই স্থানে কদাচ রোগ, শোক, জরা, পলিত, চিন্তা, ক্রোধ, দ্বেষ ও

সর্ব্বে যুবানঃ সস্ত্রীকাঃ সহস্রাদিত্যবর্চ্চসঃ।
ভজন্তি সততং দেবীং তত্র শ্রীভুবনেশ্বরীম্ ॥ ৫০ ॥
কেচিৎ সলোকতাপন্নাঃ কেচিৎ সামীপ্যতাং গতাঃ।
সরূপতাং গতাঃ কেচিৎ সার্ষ্টিতাঞ্চ পরে গতাঃ ॥ ৫১ ॥
যা যাস্তু দেবতাস্তত্র প্রতিব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তিনাম্।
সমষ্টয়ঃ স্থিতাস্তাস্তু সেবন্তে জগদীশ্বরীম্ ॥ ৫২ ॥
সপ্তকোটিমহামন্ত্রা মূর্ত্তিমন্ত উপাসতে।
মহাবিদ্যাশ্চ সকলাঃ সাম্যাবস্থাত্মিকাং শিবাম্ ॥ ৫৩ ॥
কারণং ব্রহ্মরূপান্তাং মায়াশবলবিগ্রহাম্ ॥ ৫৪ ॥
ইত্থং রাজন্! ময়া প্রোক্তং মণিদ্বীপং মহত্তরম্।
ন সূর্য্যচন্দ্রৌ নো বিদ্যুৎকোটয়োঽগ্নিস্তথৈব চ ॥ ৫৫ ॥
এতস্য ভাসা কোট্যংশকোট্যংশেনাপি তে সমাঃ।
ক্বচিদ্বিদ্রুমসঙ্কাশং ক্বচিন্মরকতচ্ছবি ॥ ৫৬ ॥

সমষ্টয় ইতি। যা যা মণিদ্বীপে দেবতাস্তাঃ সর্ব্বাঃ প্রতিব্রহ্মাণ্ডবর্ত্তিনাং দেবানাং সমষ্টয়ঃ সন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫২—৫৩ ॥
মায়াশবলবিগ্রহামুপাসতে ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৫৪ ॥
সমুদিতং মণিদ্বীপং বর্ণয়তি ইত্থং রাজন্নিতি ॥ ৫৫—৫৯ ॥

মাৎসর্য্য প্রভৃতি নিকৃষ্ট ভাবের প্রাদুর্ভাব নাই ॥ ৪৯ ॥ এই স্থানের সকল অধিবাসীই যুবা এবং সহস্র-সূর্য্যসদৃশ কান্তিবিশিষ্ট। সকলেই সতত সস্ত্রীকে আমোদ আহ্লাদ করত শ্রীভুবনেশ্বরীর আরাধনা করিয়া থাকে ॥ ৫০ ॥ কেহ বা শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরীর সালোক্য লাভ করিয়া কেহ বা সামীপ্য প্রাপ্ত হইয়া কেহ বা সারূপ্য এবং কেহ বা সার্ষ্টিতা লাভ করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতেছে ॥ ৫১ ॥ প্রতিব্রহ্মাণ্ডমধ্যে যে যে দেবতা আছেন, তাহারা সমস্তই এই স্থানে বাস করিয়া দেবীর আরাধনায় রত আছেন ॥ ৫২ ॥ সপ্তকোটি মহামন্ত্র এবং মহাবিদ্যাসকল মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক এই স্থানে থাকিয়া ব্রহ্মরূপিণী মহামায়া ভগবতীর আরাধনায় রত রহিয়াছেন ॥ ৫৩—৫৪ ॥

মহারাজ! এই আমি তোমার নিকট মণিদ্বীপের সমস্ত বিষয় বর্ণন করিলাম। চন্দ্র, সূর্য্য ও কোটি কোটি বিদ্যুৎ ইহার প্রভার কোটি অংশের কোটি ভাগেরও সাদৃশ্য লাভ করিতে পারে না। ইহার কোনও স্থান বিদ্রুমমণির প্রভায় বিভাসিত; কোন স্থান মরকত-মণির কান্তিচ্ছটায় সুশোভিত; কোনও স্থান বা মধ্যাগত প্রখর সূর্য্যকান্তির ন্যায় প্রখর কান্তিতে উদ্ভাসিত; কোথাও বা কোটি কোটি বিদ্যুতের ন্যায় প্রভা বিক্ষিপ্ত হইতেছে;

বিদ্যুদ্ভানুসমচ্ছায়ং মধ্যসূর্য্যসমং ক্বচিৎ।
বিদ্যুৎকোটিমহাধারাসারকান্তি ততং ক্বচিৎ ॥ ৫৭ ॥
ক্বচিৎ সিন্দূরনীলেন্দ্রমাণিক্যসদৃশচ্ছবি।
হীরসারমহাগর্ভধগদ্ধগিতদিকৃতটম্ ॥ ৫৮ ॥
কান্ত্যা দাবানলসমং তপ্তকাঞ্চনসন্নিভম্।
ক্বচিচ্চন্দ্রোপলোদ্গারং সূর্য্যোদ্গারঞ্চ কুত্রচিৎ ॥ ৫৯ ॥
রত্নশৃঙ্গিসমাযুক্তং রত্নপ্রাকারগোপুরম্।
রত্নপত্রৈ রত্নফলৈর্বৃক্ষৈশ্চ পরিমণ্ডিতম্ ॥ ৬০ ॥
নৃত্যন্ময়ূরসঙ্ঘৈশ্চ কপোতরণিতোজ্জ্বলম্।
কোকিলাকাকলীলাপৈঃ শুকলাপৈশ্চ শোভিতম্ ॥ ৬১ ॥
সুরম্যরমণীয়াম্বুলক্ষাবধিসরোবৃতম্।
তন্মধ্যভাগবিলসদ্বিকচদ্রত্নপঙ্কজৈঃ ॥ ৬২ ॥
সুগন্ধিভিঃ সমন্তাত্তু বাসিতং শতযোজনম্।
মন্দমারুতসংভিন্নচলদ্দ্রুমসমাকুলম্ ॥ ৬৩ ॥
চিন্তামণিসমূহানাং জ্যোতিষা বিততাম্বরম্।
রত্নপ্রভাভিরভিতো ধগদ্ধগিতদিকৃতটম্ ॥ ৬৪ ॥

রত্নশৃঙ্গিণো রত্নপর্ব্বতাস্তদ্যুক্তম্ ॥ ৬০—৬৬ ॥

কোথাও সিন্দুরের ন্যায়, কোথাও ইন্দ্রনীলমণির ন্যায়, কোথাও মাণিক্যের তুল্য এবং কোথাও হীরকের সদৃশ প্রভা সকল বিক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিতেছে; ইহার কোন স্থান দাবানল সদৃশ এবং কোন স্থান তপ্তচামীকর ভূমির ন্যায় বোধ হইয়া থাকে; কোনও স্থানে চন্দ্রকান্তমণি সকল বারিধারা উদ্গার করিতেছে; কোথাও বা সূর্য্যকান্তমণি সকল তেজ উদ্গীরণ করিতেছে ॥ ৫৫—৫৯ ॥ এই স্থানের পর্ব্বত রত্নময়, গোপুর ও প্রাকার রত্নময় ও বৃক্ষ ও তাহার ফলফুল এবং পত্র সকলও রত্নময়. ফলতঃ এই স্থানে যাহা কিছু বিদ্যমান আছে তৎসমস্তই রত্নময় বলিয়া জানিবে ॥ ৬০ ॥ কোথাও ময়ূরগণ নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে, কোথাও কোকিলসমূহ পঞ্চমস্বরে প্রতিবাসীগণকে মুগ্ধ করিতেছে এবং কোথাও কপোতপক্ষী ও শুকশারী প্রভৃতি পক্ষিগণের মনোহর ধ্বনি শ্রুত হইতেছে ॥৬১॥ অতিস্বচ্ছ জলপরিপূর্ণ লক্ষ লক্ষ সরোবর চতুর্দ্দিকে বিরাজ করিতেছে; সেই সকলের মধ্যে রত্নপদ্ম সকল প্রস্ফুটিত হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে ॥ ৬২ ॥ সেই পদ্মের মনোহর সদ্গন্ধ চতুর্দ্দিকে শতযোজনপর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হইয়া আমোদিত করিতেছে; এবং মৃদুমন্দ সমীরণ দ্রুমনিকরের পত্র সকল কম্পিত করিতেছে ॥ ৬৩ ॥ চিন্তামণি

বৃক্ষব্রাতমহাগন্ধবাতব্রাতসুপূরিতম্ ।
ধূপধূপায়িতং রাজন্ ! মণিদীপাযুতোজ্জ্বলম্ ॥ ৬৫ ॥
মণিজালকসচ্ছিদ্রতরলোদরকান্তিভিঃ ।
দিঙ্মোহজনকৈশ্চৈতদ্দর্পণোদরসংযুতম্ ॥ ৬৬ ॥
ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য শৃঙ্গারস্যাখিলস্য চ ।
সর্ব্বজ্ঞতায়াঃ সর্ব্বায়াস্তেজসশ্চাখিলস্য চ ॥ ৬৭ ॥
পরাক্রমস্য সর্ব্বস্য সর্ব্বোত্তমগুণস্য চ ।
সকলায়া দয়ায়াশ্চ সমাপ্তিরিহ ভূপতে ! ॥ ৬৮ ॥
রাজ্ঞ আনন্দমারভ্য ব্রহ্মলোকান্তভূমিষু ।
আনন্দা যে স্থিতাঃ সর্ব্বে তেঽত্রৈবান্তর্ভবন্তি হি ॥ ৬৯ ॥
ইতি তে বর্ণিতং রাজন্ ! মণিদ্বীপং মহত্তরম্ ।
মহাদেব্যাঃ পরং স্থানং সর্ব্বলোকোত্তমোত্তমম্ ॥ ৭০ ॥
এতস্য স্মরণাৎ সদ্যঃ সর্ব্বপাপং বিনশ্যতি ।
প্রাণোৎক্রমণসন্ধৌ তু স্মৃত্বা তত্রৈব গচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

ঐশ্বর্য্যাদীনামুত্তমগুণানাং সমাপ্তিরত্র বর্ত্তত ইত্যাহ ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্যেতি ॥ ৬৭—৬৮ ॥
তৈত্তিরীয়শ্রুতৌ সার্ব্বভৌমানন্দমারভ্য ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তমানন্দভেদা যে উক্তাস্তে সর্ব্বেঽপ্যানন্দা অত্র বসন্তীত্যাহ রাজ্ঞ আনন্দমারভ্যেতি ॥ ৬৯ ॥
মণিদ্বীপবর্ণনমুপসংহরতি ইতি তে বর্ণিতমিতি ॥ ৭০ ॥
প্রাণোৎক্রমণসন্ধৌ মরণসময়ে এতন্মণিদ্বীপং স্মৃত্বা মৃতঃ প্রাণী তত্রৈব মণিদ্বীপে এব গচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ৭১ ॥

সমূহের প্রভা নিকর দ্বারা সমস্ত আকাশমার্গ উদ্ভাসিত হইতেছে। তন্মধ্যস্থ রত্ননিকর-কান্তি দ্বারা চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়াছে ॥ ৬৪ ॥ মহারাজ! এই রত্ননিকরই সেই স্থানের অযুত অযুত দীপমালার পদ অধিকার করিয়াছে এবং বায়ুকম্পিত সুগন্ধি বৃক্ষমালার সদ্গন্ধই ধূপের কার্য্য করিতেছে ॥ ৬৫ ॥ মণিনির্ম্মিত জালকের ছিদ্রমধ্য দিয়া কিরণ সকল গৃহমধ্যস্থ দর্পণে নিপতিত হইয়া এক অপূর্ব্ব মোহজনক কান্তি ধারণ করিয়াছে ॥ ৬৬ ॥ মহারাজ! এই স্থানের বিষয় আর অধিক কি বলিব, যাবতীয় ঐশ্বর্য্য, অখিল শৃঙ্গারবেশ, নিখিল তেজোরাশি, সমস্ত সর্ব্বজ্ঞতা, অশেষ পরাক্রম, সর্ব্বোত্তম গুণরাশি এবং সমস্ত দয়ার পরিশেষ এই স্থানেই বিদ্যমান রহিয়াছে। অধিক কি, সার্ব্বভৌমানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মানন্দ পর্য্যন্ত যে সমস্ত আনন্দ আছে তৎসমস্তই এই স্থানে নিয়তই বিদ্যমান আছে ॥ ৬৭—৬৯ ॥ রাজন্! এই আমি তোমার নিকট দেবী ভগবতীর সর্ব্বোত্তম পরম স্থান (মণিদ্বীপের) বিষয় বর্ণন করিলাম ॥৭০॥ ইহার স্মরণমাত্রই সমস্ত পাপ

অধ্যায়পঞ্চকং ত্বেতৎ পঠেন্নিত্যং সমাহিতঃ।
ভূতপ্রেতপিশাচাদিবাধা তত্র ভবেন্ন হি ॥ ৭২ ॥
নবীনগৃহনির্ম্মাণে বাস্তুযাগে তথৈব চ।
পঠিতব্যং প্রযত্নেন কল্যাণং তেন জায়তে ॥ ৭৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে মণিদ্বীপবর্ণনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

অষ্টমাধ্যায়মারভ্য দ্বাদশাধ্যায়পর্য্যন্তং পঞ্চাধ্যায়াঃ সন্তি তেষাং পঠনে যৎ ফলং তৎ কথয়তি অধ্যায়পঞ্চকং ত্বেতদিতি ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়; বিশেষত যে ব্যক্তি প্রাণ-প্রয়াণকালে ইহার বিষয় স্মরণ করিতে পারে সে নিশ্চয়ই এই স্থানে আসিতে সমর্থ হয় ॥৭১॥ মহারাজ! এই পঞ্চ অধ্যায় অর্থাৎ (অষ্টম অধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া এই দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত,) যে ব্যক্তি নিত্য পাঠ করিতে পারে, তাহার ভূত-প্রেত-পিশাচাদি-জনিত কোনও বাধা সংঘটিত হয় না। বিশেষতঃ নূতন গৃহাদি-নির্ম্মাণে ও বাস্তুযাগে যত্নপূর্ব্বক ইহা পাঠ করিলে সমস্ত বিষয়েই মঙ্গল হইয়া থাকে ॥ ৭২—৭৩ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্-ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে মণিদ্বীপ বর্ণন নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ইতি তে কথিতং ভূপ ! যদ্‌যৎপৃষ্টং ত্বয়ানঘ ! ॥
নারায়ণেন যৎ প্রোক্তং নারদায় মহাত্মনে ॥ ১ ॥
শ্রুত্বৈতত্তু মহাদেব্যাঃ পুরাণং পরমাদ্ভুতম্ ।
কৃতকৃত্যো ভবেন্মর্ত্ত্যো দেব্যাঃ প্রিয়তমো হি সঃ ॥ ২ ॥
কুরু চাম্বামখং রাজন্ ! স্বপিত্রুদ্ধরণায় বৈ ।
খিন্নোঽসি যেন রাজেন্দ্র ! পিতুর্জ্ঞাত্বা তু দুর্গতিম্ ॥ ৩ ॥
গৃহাণ ত্বং মহাদেব্যা মন্ত্রং সর্ব্বোত্তমোত্তমম্ ।
যথাবিধি বিধানেন জন্মসাফল্যদায়কম্ ॥ ৪ ॥

ত্রিংশৎপদ্যৈরর্দ্ধপদ্যসহিতৈর্জ্জনমেজয়ঃ ।
দেবীমখঞ্চকারেতি কথেয়মুপবর্ণ্যতে ॥

এতাবৎপর্য্যন্তং শ্রীদেবীভাগবতপুরাণং কথিতং তদুপসংহরতি ইতি তে কথিতং ভূপেতি । যৎ পৃষ্টং প্রথমস্কন্ধমারভ্যৈতাবৎপর্য্যন্তং যদ্‌যৎ পৃষ্টং তন্ময়োক্তং তত্রাষ্টমস্কন্ধারম্ভে যদ্‌যত্ত্বয়া পৃষ্টং তৎ সর্ব্বং নারায়ণনারদসংবাদমুখেন ময়ৈব প্রোক্তমিত্যর্থঃ ॥ ১—২ ॥
অথ যত্ত্বয়া তৃতীয়স্কন্ধে উক্তং মম পিতাপমৃত্যুনা মৃতো দুর্গতিং গতস্তদুদ্ধারার্থং কিঞ্চিদ্বদেতি তত্র তদুদ্ধারার্থং দেবীমখং কুর্ব্বিত্যাহ কুরু চাম্বামখমিতি ॥ ৩ ॥
অথ চ স্বস্যোদ্ধারায় পিত্রুদ্ধারায় চ দেব্যা মহামন্ত্রং গৃহাণেত্যাহ গৃহাণ ত্বমিতি ॥ ৪ ॥

ব্যাসদেব কহিলেন, মহারাজ জনমেজয় ! ইতিপূর্ব্বে তুমি আমাকে যে যে প্রশ্ন সকল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এক্ষণে আমি সেই সকলেরই উত্তর প্রদান করিলাম ; বিশেষতঃ কথাপ্রসঙ্গে আদিমুনি নারায়ণের সহিত মহাত্মা দেবর্ষি নারদের যে সমস্ত কথা-বার্ত্তা হইয়াছিল তাহাও বলিলাম ॥১॥ মহারাজ ! এই পরমাদ্ভুত ভগবতীর পুরাণখানি অর্থাৎ এই দেবীভাগবত পুরাণটী, যে ব্যক্তি সমস্তই শ্রবণ করে, সে নিশ্চয়ই দেবীর প্রিয় হয় এবং তাহার সমস্ত কার্য্যই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে ॥২॥ রাজন্ ! এক্ষণে তুমি যে জন্য অতিশয় খিন্ন আছ, সেই পিতার দুর্গতি নিবারণ জন্য ভগবতীর যজ্ঞ কর তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার পিতার উদ্ধার হইবে ॥ ৩ ॥ আর একটী বিশেষ কথা বলিতেছি তাহা মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর ; তুমি নিজের মঙ্গল জন্য যথাবিধি সেই আদ্যাশক্তি ভগবতীর সর্ব্বোত্তম মহা-মন্ত্রে দীক্ষিত হও, তাহা হইলেই তোমার মানবজন্মের সার্থকতা সম্পাদন হইবে, তাহাতে আর সংশয় নাই ॥ ৪ ॥

সূত উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা নৃপশার্দ্দূলঃ প্রার্থয়িত্বা মুনীশ্বরম্।
তস্মাদেব মহামন্ত্রং দেবীপ্রণবসংজ্ঞকম্ ॥ ৫ ॥
দীক্ষাবিধিবিধানেন জগ্রাহ নৃপসত্তমঃ।
তত আহূয় ধৌম্যাদীন্ নবরাত্রসমাগমে ॥ ৬ ॥
অম্বাযজ্ঞঞ্চকারাশু বিত্তশাঠ্যবিবর্জ্জিতঃ।
ব্রাহ্মণৈঃ পাঠয়ামাস পুরাণং স্বেতদুত্তমম্ ॥ ৭ ॥
শ্রীদেব্যগ্রেঽম্বিকাপ্রীত্যৈ দেবীভাগবতং পরম্।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়ামাসাপ্যসঙ্খ্যাতান্ সুবাসিনীঃ ॥ ৮ ॥
কুমারীর্ব্বটুকাদীংশ্চ দীনানাথাংস্তথৈব চ।
দ্রব্যপ্রদানৈস্তান্ সর্ব্বান্ সন্তোষ্য বসুধাধিপঃ ॥ ৯ ॥

দেবীপ্রণবসংজ্ঞকমিতি। স চ মায়াবীজাত্মকঃ শ্রীভুবনেশ্বর্য্যা মন্ত্রস্তং জগ্রাহেত্যর্থঃ। দেবীপ্রণবত্বাদেবৈতস্যোপদেশঃ কাশ্যামুক্তো রুদ্রযামলে। কাশীপুরীপরিসরে সুরসিন্ধুতীরে কর্ণে জপত্যনুদিনং কিল দেহভাজাম্। মোক্ষার্থমেব দয়য়া শশিখণ্ডমৌলিঃ শ্রীশক্তিবীজমনঘং সুরসঙ্ঘসেব্যমিতি। অন্যবচনান্যপি দুর্গাপ্রদীপে দ্রষ্টব্যানি। তত্র বৈষ্ণবেভ্যো রামমন্ত্রস্য শৈবেভ্যঃ পঞ্চাক্ষরস্য বৃহজ্জাবালোক্ত্যা শাক্তেভ্যঃ শক্তিবীজস্য ভুবনেশ্বরীমন্ত্রস্য যতিভ্যঃ প্রণবস্যোপদেশ ইতি ব্যবস্থা ॥ ৫ ॥

ইত্থং দীক্ষাবিধানেন তস্মাদেব ব্যাসাদ্ভুবনেশ্বরীমন্ত্রং গৃহীত্বা দেবীমখসংপাদনার্থং ধৌম্যাদিঋষীনাহূতবানিত্যাহ তত আহূয়েতি। নবরাত্রসমাগমে ইত্যনেন কোটিহোমাত্মকো দেবীমখঃ কৃত ইতি প্রতিভাতি ॥ ৬ ॥

তস্মিন্ যজ্ঞে ব্রাহ্মণৈঃ কর্ত্তৃভির্দ্দেবীভাগবতং পুরাণং পাঠয়ামাসেত্যাহ ব্রাহ্মণৈরিতি। এতৎ পুরাণং শ্রীদেবীভাগবতং পুরাণমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীদেব্যগ্রে ইতি। মণ্ডপস্থলস্থাপিতশ্রীদেব্যা অগ্রে ইত্যর্থঃ ॥ ৮—৯ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! মহারাজ জনমেজয় ব্যাসের নিকট হইতে সেই কথা শ্রবণ করিয়া দীক্ষাগ্রহণ জন্য ব্যাসদেবকেই গুরুরূপে প্রার্থনা করিলেন এবং দীক্ষাবিধি অনুসারে ভগবতীর প্রণবরূপ মহামন্ত্রটী গ্রহণ করিলেন। অনন্তর, নবরাত্র ব্রতের সময় উপস্থিত হইলে ধৌম্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করাইয়া বিত্তবানুসারে দেবীর অতিপ্রিয় নবরাত্রব্রত সম্পাদন করিলেন। এই ব্রত করিবার সময় দেবীর প্রীতির জন্য তাঁহার সম্মুখে ব্রাহ্মণ দ্বারা এই সর্ব্বোত্তম দেবীভাগবত পুরাণখানি পাঠ করাইয়াছিলেন, অসংখ্য অসংখ্য ব্রাহ্মণ ও কুমারীগণকে ভোজন করাইয়াছিলেন এবং দীন, অনাথ ও ব্রাহ্মণকুমারগণকে নানাবিধ দ্রব্য দান পূর্ব্বক সন্তুষ্ট করাইয়া ব্রতসমাপন করিয়া

সমাপ্য যজ্ঞং সংস্থানে সংস্থিতো যাবদেব হি।
তাবদেব হি চাকাশাৎ নারদঃ সমবাতরৎ ॥ ১০ ॥
রণয়ন্ মহতীং বীণাং জ্বলদগ্নিশিখোপমঃ।
সসংভ্রমঃ সমুত্থায় দৃষ্ট্বা তং নারদং মুনিম্ ॥ ১১ ॥
আসনাদ্যুপচারৈশ্চ পূজয়ামাস ভূমিপঃ।
কৃত্বা তু কুশলপ্রশ্নং পপ্রচ্ছাগমকারণম্ ॥ ১২ ॥

রাজোবাচ।

কুত আগমনং সাধো! ব্রূহি কিং করবাণি তে।
সনাথোঽহং কৃতার্থোঽহং ত্বদাগমনকারণাৎ ॥ ১৩ ॥
ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বা প্রোবাচ মুনিসত্তমঃ।
অদ্যাশ্চর্য্যং ময়া দৃষ্টং দেবলোকে নৃপোত্তম! ॥ ১৪ ॥
তন্নিবেদয়িতুং প্রাপ্তস্ত্বৎসকাশে সবিস্মিতঃ।
তে পিতা দুর্গতিং প্রাপ্তো নিজকর্ম্মবিপর্য্যয়াৎ ॥ ১৫ ॥

যাবদেব হীতি। যস্মিন্ কালে রাজা দেবীমখং সমাপ্য স্থিতস্তস্মিন্নেব কালে ইত্যর্থঃ ॥১০॥
সসংভ্রমঃ সহর্ষো রাজা সমুত্থাযেত্যর্থঃ ॥ ১১—১৪ ॥
নিজকর্ম্মবিপর্য্যযান্নিজকর্ম্মব্যত্যাসেন ব্রাহ্মণাপবাধলক্ষণেন। বিষ্ণুভাগবতশ্রবণেনোদ্ধৃত ইতি তু কল্পান্তরাভিপ্রায়েণ বিষ্ণুভাগবতে উক্তম্ ॥ ১৫—১৬ ॥

ছিলেন ॥ ৫—৯ ॥ ঋষিগণ! ভূপতি জনমেজয় এইরূপে দেবীযজ্ঞ সমাপন করিয়া উপবিষ্ট আছেন এমন সময় অগ্নিতুল্য তেজঃশালী দেবর্ষি নারদ বীণা বাদন করিতে করিতে আকাশ হইতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজাও তাঁহাকে সহসা সমুপস্থিত দেখিয়া সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া আসনাদি উপচার প্রদান পূর্ব্বক সম্মাননা করিলেন। অনন্তর, দেবর্ষির শ্রম দূর হইলে পর অগ্রে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পরে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন ॥ ১০—১২ ॥ দেবর্ষে! আপনি কোথা হইতে কি জন্য এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন? আজ আমি আপনার আগমনে সনাথ ও কৃতার্থ হইলাম। এক্ষণে, আমি আপনার কি কার্য্য সাধন করিব, তাহার আদেশ করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করুন ॥ ১৩ ॥

দেবর্ষি নারদ জনমেজয়ের তাদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন; নৃপবর! আজ আমি দেবলোকে এক অপূর্ব্ব ঘটনা দর্শন করিয়াছি তাহার বিষয় তোমাকে জানাইবার জন্যই অতি বিস্মিতচিত্তে তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তোমার পিতা পরীক্ষিৎ নিজকর্ম্মদোষে দুর্গতি লাভ করিয়াছিল ইহা সকলেই বিদিত আছে; কিন্তু,

স এবায়ং দিব্যরূপবপুর্ভূত্বাধুনৈব হি।
দেবদেবৈঃ স্তুতঃ সম্যগপ্সরোভিঃ সমন্ততঃ ॥ ১৬ ॥
বিমানবরমারুহ্য মণিদ্বীপং গতো ভবেৎ।
দেবীভাগবতস্যাস্য শ্রবণোত্থফলেন চ ॥ ১৭ ॥
অম্বামখফলেনাপি পিতা তে সুগতিং গতঃ।
ধন্যোঽসি কৃতকৃত্যোঽসি জীবিতং সফলং তব ॥ ১৮ ॥
নরকাদুদ্ধৃতস্তাতস্ত্বয়া তু কুলভূষণ!।
দেবলোকে স্ফীতকীর্ত্তিস্তবাদ্য বিপুলাভিবৎ ॥ ১৯ ॥

সূত উবাচ।

নারদোক্তং সমাকর্ণ্য প্রেমগদ্গদিতান্তরঃ।
পপাত পাদাম্বুজয়োর্ব্ব্যাসস্যাদ্ভুতকর্ম্মণঃ ॥ ২০ ॥
তবানুগ্রহতো দেব! কৃতার্থোঽহং মহামুনে!।
কিং ময়া প্রতিকর্ত্তব্যং নমস্কারাদৃতে তব।
অনুগ্রাহ্যঃ সদৈবাহমেবমেব ত্বয়া মুনে ॥ ২১ ॥

মণিদ্বীপং তৃতীয়স্কন্ধোক্তং দেবীলোকম্। কেন পুণ্যফলেনেদং জাতং তত্রাহ দেবীভাগবতস্যেতি ॥ ১৭ ॥

তাতঃ পিতা ॥ ১৮—১৯ ॥

ইদং সর্ব্বং দুর্ঘটং ফলং ব্যাসগুরুপ্রসাদাদেব ময়া লব্ধমিতি তং ব্যাসং প্রণমতি পপাতেতি ॥ ২০ ॥

নমস্কারাদৃতে নমস্কারং বিনা কিং ময়া প্রতিকর্ত্তব্যং তবোপকারস্য প্রত্যুপকারো ময়া কঃ কর্ত্তব্যো ন কথমপীত্যর্থঃ ॥ ২১—২৪ ॥

অদ্য দেখিলাম, তিনি দিব্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতেছেন; দেবগণ তাঁহাকে স্তব করিতেছেন এবং অপ্সরাগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। বোধ হয় তিনি ঐরূপ বেশে মণিদ্বীপে গমন করিতেছেন। রাজন্! তুমি যে নবরাত্র ব্রত ও দেবীভাগবত পাঠ করিয়াছ, বোধ হয় সেই ফলেই তোমার পিতা এইরূপ সদ্গতি লাভ করিয়াছেন। তুমি এক্ষণে ধন্য ও কৃতার্থ হইলে, তোমার জন্ম সার্থক হইল, তুমিই পিতাকে নরক হইতে উদ্ধৃত করিয়া বংশের ভূষণ স্বরূপ হইলে; আর অধিক কি বলিব, আজ হইতে তোমার কীর্ত্তি দেবলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল ॥ ১৪—১৯ ॥

সূত কহিলেন; ঋষিগণ! জনমেজয় নারদমুখে তৎসমস্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন এবং অদ্ভুতকর্ম্মা ব্যাসদেবের শ্রীচরণে নিপতিত হইয়া কহিলেন ॥ ২০ ॥ মুনিবর! আমি আপনার অনুগ্রহেই কৃতার্থ হইলাম। এক্ষণে, নমস্কার

ইতি রাজ্ঞো বচঃ শ্রুত্বাপ্যাশীর্ভিরভিবাদ্য চ।
উবাচ বচনং শ্লক্ষ্ণং ভগবান্ বাদরায়ণঃ ॥ ২২ ॥
রাজন্ ! সর্ব্বং পরিত্যজ্য ভজ দেবীপদাম্বুজম্।
দেবীভাগবতঞ্চৈব পঠ নিত্যং সমাহিতঃ ॥ ২৩ ॥
অম্বামখং সদা ভক্ত্যা কুরু নিত্যমতন্দ্রিতঃ।
অনায়াসেন তেন ত্বং মোক্ষ্যসে ভববন্ধনাৎ ॥ ২৪ ॥
সন্ত্যন্যানি পুরাণানি হরিরুদ্রমুখানি চ।
দেবীভাগবতস্যাস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥ ২৫ ॥
সারমেতৎ পুরাণানাং বেদানাঞ্চৈব সর্ব্বশঃ।
মূলপ্রকৃতিরেবৈষা যত্র তু প্রতিপাদ্যতে ॥ ২৬ ॥
সমন্তেন পুরাণং স্যাৎ কথমন্যৎ নৃপোত্তম !।
পাঠে বেদসমং পুণ্যং যস্য স্যাজ্জনমেজয় ! ॥ ২৭ ॥
পঠিতব্যং প্রযত্নেন তদেব বিবুধোত্তমৈঃ।
ইত্যুক্ত্বা নৃপবর্য্যং তং জগাম মুনিরাট্ ততঃ ॥ ২৮ ॥

হরিরুদ্রৌ মুখে প্রথমং যেষাং পুরাণানাং তানি চ শিবপুরাণবিষ্ণুপুরাণপ্র
ভৃতীনি ॥ ২৫ ॥

দেবীভাগবতস্যৈব সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বে হেতুমাহ। মূলপ্রকৃতিরেবৈষেতি। মূলপ্রকৃ
জন্যবিষ্ণুব্রহ্মপ্রভৃতীনামেকৈকগুণোপাধিকানাং প্রতিপাদকানি পুরাণান্যন্যানি। দে

ব্যতিরেকে আর আপনার কি প্রত্যুপকার করিব। প্রার্থনা করি আপনি সর্ব্বদাই আম
প্রতি এইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করেন ॥ ২১ ॥

ঋষিগণ ! বাদরায়ণ বেদব্যাস নরপতি জনমেজয়ের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণ করি
তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং মধুর বাক্যে কহিলেন ॥ ২২ ॥ মহারাজ ! এক্ষ
সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা দেবীভাগবত পাঠে এবং দেবীর পাদপদ্ম ভজনা
নিরত হও ; সর্ব্বদা (আলস্য-পরিশূন্য হইয়া) ভগবতীর যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত থাক ; ত
হইলে নিশ্চয়ই (অনায়াসে এই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে) সমর্থ হইবে ॥ ২৩—২
বিষ্ণুপুরাণ ও শিবপুরাণ প্রভৃতি নানাবিধ পুরাণ আছে সত্য ; কিন্তু, সে সমস্ত পুরাণ
দেবীভাগবতের সহিত তুলনায় ইহার ষোড় অংশের এক অংশেরও সদৃশ হইতে প
না ॥ ২৫ ॥ ফলতঃ এই পুরাণখানিকেই সমস্ত পুরাণের সার বলিয়া জানিবে। নৃপব
যে-পুরাণে (মূলপ্রকৃতিকে প্রতিপাদন) করা হইয়াছে, অন্যান্য পুরাণ সকল তাহার স
কিরূপে সমান হইতে পারে ? এই দেবীভাগবতখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে স

জগ্মুশ্চৈব যথাস্থানং ধৌম্যাদিমুনয়োঽমলাঃ।
দেবীভাগবতস্যৈব প্রশংসাঞ্চক্রুরুত্তমাম্ ॥ ২৯ ॥
রাজা শশাস ধরণীং ততঃ সন্তুষ্টমানসঃ।
দেবীভাগবতঞ্চৈব পঠঞ্ছৃণ্বন্ নিরন্তরম্ ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে জনমেজয়কৃতদেবীমখবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

ভাগবতং তু গুণত্রয়সাম্যাবস্থমায়াশবলব্রহ্মরূপমূলপ্রকৃতিপ্রতিপাদকং সাক্ষাদ্ভবতি তস্মাদিদমেব সর্ব্বোৎকৃষ্টমেতৎসদৃশমন্যপুরাণং কথং ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২৬—৩০ ॥

ইতি শ্রীভাগবততিলকে দ্বাদশস্কন্ধে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

বেদাধ্যয়নের ফল লাভ হইয়া থাকে এজন্য বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা ইহার পাঠ করিতে যত্নপর হইবেন। ঋষিগণ! ঋষিবর বেদব্যাস জনমেজয়কে এই সমস্ত কথা বলিয়াই স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন ॥ ২৬—২৮ ॥ অনন্তর, নির্ম্মলান্তঃকরণ ধৌম্যাদি ব্রাহ্মণগণও দেবীভাগবতের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে যথাভিলষিত স্থানে গমন করিলেন ॥ ২৯ ॥ এদিকে মহারাজ জনমেজয় তদবধি নিরন্তর দেবীভাগবতের পাঠ ও শ্রবণ করত সন্তুষ্টচিত্তে সুখে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে জনমেজয়ের দেবীযজ্ঞ বর্ণন নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ * ॥

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

সূত উবাচ।

অর্দ্ধশ্লোকাত্মকং যত্তু দেবীবক্ত্রাব্জনির্গতম্।
শ্রীমদ্ভাগবতং নাম বেদসিদ্ধান্তবোধকম্ ॥ ১ ॥
উপদিষ্টং বিষ্ণবে যদ্বটপত্রনিবাসিনে।
শতকোটিপ্রবিস্তীর্ণং তৎকৃতং ব্রহ্মণা পুরা ॥ ২ ॥
তৎসারমেকতঃ কৃত্বা ব্যাসেন শুকহেতবে।
অষ্টাদশসহস্রন্তু দ্বাদশস্কন্ধসংযুতম্ ॥ ৩ ॥
দেবীভাগবতং নাম পুরাণং গ্রথিতং পুরা।
অদ্যাপি দেবলোকে তদ্বহুবিস্তীর্ণমস্তি হি ॥ ৪ ॥

ত্রিংশচ্ছ্লোকৈর্গতে ব্যাসে তূপসংহার উচ্যতে।
পুরাণস্য সমগ্রস্য ফলদর্শনপূর্ব্বকম্ ॥

শ্রীব্যাসগমনোত্তরং শৌনকাদিঋষিভ্যঃ সূতো বদতি সূত উবাচ অর্দ্ধশ্লোকেতি। তৃতীয়-স্কন্ধে বটপত্রশয়ানায় বিষ্ণবে বালরূপিণে। শ্লোকার্দ্ধেন তদা সর্ব্বং ভগবত্যাখিলার্থদম্ ॥ (সর্ব্বং খল্বিদমেবাহং নান্যদস্তি সনাতনমিতি)প্রোক্তবচনে যৎ শ্লোকার্দ্ধং শ্রীভগবতীমুখাম্বুজান্নির্গতং শ্রীমদ্ভাগবতমর্দ্ধশ্লোকাত্মকং সূত্ররূপং দেবীভাগবতমিত্যর্থঃ। বেদসিদ্ধান্তবোধকং (সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্মেতি)বেদসিদ্ধান্তস্য বোধকমিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥
তৎ সূত্ররূপং দেবীভাগবতমর্দ্ধশ্লোকাত্মকং পুরা পূর্ব্বং ব্রহ্মণা চতুর্ম্মুখেন শতকোটি-প্রবিস্তীর্ণং কৃতং তস্য সূত্রভাগবতস্য ব্যাখ্যানরূপেণৈতাবান্ বিস্তারঃ কৃত ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥
শুকহেতবে শুককল্যাণার্থম্ ॥ ৩ ॥
তচ্ছতকোটিপ্রবিস্তীর্ণং কাস্তীতি চেত্তত্রাহ অদ্যাপীতি ॥ ৪ ॥

সূত কহিলেন, ঋষিগণ! পূর্ব্বে ভগবতীর মুখপদ্ম হইতে বেদের সিদ্ধান্তস্বরূপ অর্দ্ধ-শ্লোকাত্মক যে শ্রীমদ্ভাগবত নির্গত হইয়াছিল; পূর্ব্বে বটপত্রশায়ী বিষ্ণুকে তিনি যাহা দ্বারা উপদেশ দিয়াছিলেন; সেই শ্রীমদ্ভাগবতের বীজভূত মূল বাক্যটিকে ব্রহ্মা স্বয়ং শতকোটি শ্লোক দ্বারা বিস্তার করিয়াছিলেন ॥১-২॥ অনন্তর, বেদব্যাস নিজপুত্র শুকদেবকে অধ্যাপন করাইবার জন্য তাহা হইতে সারসংগ্রহ করিয়া অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক দ্বাদশ-স্কন্ধসমন্বিত এই দেবীভাগবত নামে পুরাণখানি রচনা করিয়াছেন। পরন্তু (ব্রহ্মার কৃত সেই শতকোটি শ্লোকে) বিস্তীর্ণ গ্রন্থখানি অদ্যাপিও দেবলোকে প্রচলিত রহিয়াছে ॥৩—৪॥

নানেন সদৃশং পুণ্যং পবিত্রং পাপনাশনম্।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৫ ॥
পৌরাণিকং পূজয়িত্বা বস্ত্রাদ্যাভরণাদিভিঃ।
ব্যাসবুদ্ধ্যা তন্মুখাত্তু শ্রুত্বৈতৎসমুপোষিতঃ ॥ ৬ ॥
লিখিত্বা নিজহস্তেন লেখকেনাথবা মুনে!।
প্রৌষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং হেমসিংহসমন্বিতম্ ॥ ৭ ॥
দদ্যাৎ পৌরাণিকায়াথ দক্ষিণাঞ্চ পয়স্বিনীম্।
সালঙ্কৃতাং সবৎসাঞ্চ কপিলাং হেমমালিনীম্ ॥ ৮ ॥
ভোজয়েদ্ব্রাহ্মণানস্তেঽপ্যধ্যায়পরিসম্মিতান্।
সুবাসিনীস্তাবতীশ্চ কুমারীর্ব্বটুকৈঃ সহ ॥ ৯ ॥
দেবীবুদ্ধ্যা পূজয়েত্তান্ বসনাভরণাদিভিঃ।
পায়সান্নবরেণাপি গন্ধস্রক্কুসুমাদিভিঃ ॥ ১০ ॥

এতস্য দেবীভাগবতস্যৈকৈকপদস্য পাঠেঽশ্বমেধফলং ভবতীত্যাহ পদে পদেঽশ্বমেধস্যেতি ॥ ৫ ॥

পুরাণস্য বিধিমাহ পৌরাণিকমিতি। প্রথমতো দেবীভাগবতং নিজহস্তেন লেখকহস্তেন বা লিখিত্বা তদেব পুস্তকং ব্যাসায় পৌরাণিকায় দত্ত্বা তং ভূষণাদিভিঃ সংপূজ্য ব্যাসবুদ্ধ্যা তং মত্বা তন্মুখাদিদং ভাগবতং শ্রুত্বা সমাপ্তিদিনে প্রৌষ্ঠপদ্যাং পৌর্ণমাস্যাং ভাদ্রপদপৌর্ণমাস্যাং দেবীতিথৌ হেমসিংহসমন্বিতং দেবীবাহনং হি সিংহঃ পুরাণঞ্চ দেবীস্বরূপং ততো হেমসিংহে পুরাণং দেবীভাগবতং সংস্থাপ্য পৌবাণিকায় দদ্যাৎ। তদুপরি দক্ষিণার্থং কপিলাং গাং দদ্যাদন্তে পুরাণদানসাঙ্গত্বায় যাবন্তঃ পুরাণস্যাধ্যায়া অষ্টাদশাধিকত্রিশতসংখ্যাকাস্তাবতো ব্রাহ্মণান্ সুবাসিনীঃ কুমারীশ্চ তাবতীস্তাবদ্বটুকৈঃ সহ ভোজয়েৎ পায়সান্নেনেত্যর্থঃ ॥ ৬—১০ ॥

এই দেবীভাগবতের সদৃশ পুণ্যপ্রদ পবিত্রকর ও পাপনাশক পুরাণ আর নাই ইহার প্রত্যেক পদের অধ্যয়ন কালেই অশ্বমেধের ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ সংসারাসক্ত মানবগণ উপবাসাদি দ্বারা সংযত হইয়া (পৌরাণিক ব্রাহ্মণকে) বস্ত্র ও ভূষণাদি দ্বারা পূজা করত বেদব্যাস জ্ঞানে যদি তাঁহার মুখ হইতে এই পুরাণ পাঠ শ্রবণ করিতে পারে, অথবা নিজহস্তে কিংবা অন্য কোনও লেখক দ্বারা ইহার আদ্যোপান্ত লিখিয়া ভাদ্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে কোনও পৌরাণিক ব্রাহ্মণকে স্বর্ণনির্ম্মিত সিংহের এবং সুবর্ণ ভূষণ ভূষিত সবৎসা পয়স্বিনী কপিলা ধেনু দক্ষিণার সহিত দান করে; এবং দেবীভাগবতমধ্যে যতগুলি অধ্যায় আছে ততগুলি ব্রাহ্মণকে ভোজন করায় এবং ততগুলি কুমারীকে নানাবিধ কুঙ্কুম চন্দন ও অলঙ্কারাদি দ্বারা দেবীবুদ্ধিতে পূজা করে ও পায়সান্নাদি দ্বারা

পুরাণদানেনৈতেন ভূদানস্য ফলং লভেৎ।
ইহ লোকে সুখী ভূত্বাপ্যন্তে দেবীপুরং ব্রজেৎ ॥ ১১ ॥
নিত্যং যঃ শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা দেবীভাগবতং পরম্।
ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিৎ কদাচিৎ ক্বচিদস্তি হি ॥ ১২ ॥
অপুত্রো লভতে পুত্রান্ ধনার্থী ধনমাপ্নুয়াৎ।
বিদ্যার্থী প্রাপ্নুয়াদ্বিদ্যাং কীর্ত্তিমণ্ডিতভূতলঃ ॥ ১৩ ॥
বন্ধ্যা বা কাকবন্ধ্যা বা মৃতবন্ধ্যা চ যাঙ্গনা।
শ্রবণাদস্য তদ্দোষান্নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ ॥ ১৪ ॥
যদ্গেহে পুস্তকং চৈতৎ পূজিতং যদি তিষ্ঠতি।
তদ্গেহং ন ত্যজেন্নিত্যং রমা চৈব সরস্বতী ॥ ১৫ ॥
নেক্ষন্তি তত্র বেতালডাকিনীরাক্ষসাদয়ঃ।
জ্বরিতন্তু নরং স্পৃষ্ট্বা পঠেদেতৎ সমাহিতঃ ॥ ১৬ ॥
মণ্ডলান্নাশমাপ্নোতি জ্বরো দাহসমন্বিতঃ।
শতাবৃত্ত্যাস্য পঠনাৎ ক্ষয়রোগো বিনশ্যতি ॥ ১৭ ॥

এতাদৃশস্য পুরাণদানস্য ফলমাহ পুরাণদানেনৈতেনেতি ॥ ১১—১৩ ॥
কাকবন্ধ্যা সকৃৎপ্রসববতী। তদ্দোষাদ্বন্ধ্যাত্বদোষাৎ ॥ ১৪—১৭ ॥

ভোজন করায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সেই পুরাণ দান ফলে ভূমিদানের ফললাভ করিয় থাকে এবং ইহলোকে সুখভোগ করিয়া অন্তে দেবীপুরে গমন করিয়া থাকে ॥ ৬—১১ যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক প্রত্যহ এই দেবীভাগবত শ্রবণ করিতে পারে তাহার কোনও কালে কোন বিষয়ে কিছুরই অভাব হয় না ॥ ১২ ॥ ভক্তিপূর্ব্বক এই দেবীভাগবত শ্রবণ করিলে ধনহীন ব্যক্তির প্রচুর ধন, বিদ্যার্থীর বিদ্যা এবং পুত্রহীনের পুত্র প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥১৩ অধিক কি, যদি কোন স্ত্রীলোক বন্ধ্যা, মৃতবৎসা বা কাকবন্ধ্যা হয় তাহা হইলে এ দেবীভাগবত শ্রবণ করিলে তাহার সেই দোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥ যে গৃহে এই পুরাণখানি পূজিত হইয়া থাকে, লক্ষ্মী ও সরস্বতী সপত্নীভাব পরিত্যাগ করিয়া একত্রে সেই স্থানে বাস করিয়া থাকেন ॥ ১৫ ॥ এই দেবীভাগবতের প্রভাবে ডাকিনী, বেতাল রাক্ষসাদি(উপদেবতা)সকল তাহাকে দর্শন করিতেও সমর্থ হয় না। যদি কখন কাহারও জ্ব হয়, তাহা হইলে তাহাকে স্পর্শ করিয়া একাগ্রচিত্তে এই ভাগবতখানি পাঠ করিলে তাহার সমস্ত গ্লানি দূর হইয়া থাকে। অধিক কি এই ভাগবতের শতাবৃত্তি পাঠ দ্বা দুরারোগ্য(ক্ষয় রোগেরও)শান্তি হইয়া থাকে ॥ ১৬—১৭ ॥ যে ব্যক্তি সন্ধ্যা করিবার প

প্রতিসন্ধ্যাং পঠেদ্‌যস্তু সন্ধ্যাং কৃত্বা সমাহিতঃ।
একৈকমস্য চাধ্যায়ং স নরো জ্ঞানবান্ ভবেৎ ॥ ১৮ ॥
শকুনাংশ্চৈব বীক্ষেত কার্য্যাকার্য্যেষু চৈব হি।
তৎপ্রকারঃ পুরস্তাত্তু কথিতোঽস্তি ময়া মুনে! ॥ ১৯ ॥
নবরাত্রে পঠেন্নিত্যং শারদীয়েঽতিভক্তিতঃ।
তস্যাম্বিকা তু সন্তুষ্টা দদাতীচ্ছাধিকং ফলম্ ॥ ২০ ॥
বৈষ্ণবৈশ্চৈব শৈবৈশ্চ রমোমাপ্রীতয়ে সদা।
সৌরৈশ্চ গাণপত্যৈশ্চ স্বেষ্টশক্তেশ্চ তুষ্টয়ে।
পঠিতব্যং প্রযত্নেন নবরাত্রচতুষ্টয়ে ॥ ২১ ॥
বৈদিকৈর্নিজগায়ত্রীপ্রীতয়ে নিত্যশো মুনে!।
পঠিতব্যং প্রযত্নেন বিরোধো নাত্র কস্যচিৎ ॥ ২২ ॥

প্রতিসন্ধ্যামিতি। সন্ধ্যাত্রয়েঽপি সন্ধ্যোপাসনাং কৃত্বা শ্রীগায়ত্র্যা অগ্রে স্তোত্ররূপেণৈ-তস্যৈকৈকমধ্যায়ং পঠেত্তেন জ্ঞানং মোক্ষদায়কং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

শকুনাংশ্চৈবেতি। কার্য্যাকার্য্যবিষয়ে সঙ্কটে প্রাপ্তে নবমস্কন্ধোক্তপ্রকারেণ শকুনা-নীক্ষেত। ততঃ কার্য্যারম্ভং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। ইদং পদ্মপুরাণে শকুনপরীক্ষায়াং চোক্তম্। তদ্বচনং চোপোদ্ঘাতে এব দর্শিতম্ ॥ ১৯—২০ ॥

ইদঞ্চ দেবীভাগবতং পুরাণং শৈবৈর্বৈষ্ণবৈর্গাণপত্যৈঃ সৌরৈঃ শাক্তৈর্বৈদিকৈঃ সর্ব্বৈশ্চ পঠনীয়মিত্যাহ বৈষ্ণবৈরিতি। স্বেষ্টশক্তেশ্চতুষ্টয়ে ইতি। স্বস্য য ইষ্টো দেবো বিষ্ণুর্বা শিবো বা গণেশো বা সূর্য্যো বা তস্য শক্তিঃ পার্ব্বতীরাধালক্ষ্মীসিদ্ধিবুদ্ধিচ্ছায়ারূপা তস্যাস্তুষ্টয়ে ইত্যর্থঃ। নবরাত্রচতুষ্টয়ে আষাঢ়াশ্বিনমাঘচৈত্রশুক্লপক্ষনবরাত্রচতুষ্টয়ে ॥ ২১ ॥

বৈদিকৈরপি স্বেষ্টদেবতাগায়ত্রীপ্রীতয়ে নিরন্তরমস্য পাঠঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ বৈদিকৈ-রিতি। বিরোধো নাত্রেতি। অস্মিন্ দেবীভাগবতে শৈববৈষ্ণবাদীনাং কেষাঞ্চিদপি বিরোধো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

সমাহিতচিত্তে এই ভাগবতের এক এক অধ্যায় পাঠ করিয়া থাকে তাহার শীঘ্রই প্রকৃত জ্ঞান উৎপন্ন হয় ॥ ১৮ ॥ মুনিবর শৌনক! এই ভাগবত পাঠাদি কার্য্যের সময় অগ্রে শকুন পরীক্ষা করিয়া তৎপরে কার্য্য আরম্ভ করিবে। এই শকুন পরীক্ষার বিষয় পূর্ব্বেই আমি আপনাদের নিকট কীর্ত্তন করিয়াছি ॥ ১৯ ॥ শারদীয় পূজায় নবরাত্রব্রতের সময় অতি ভক্তিপূর্ব্বক এই ভাগবতখানি পাঠ করিলে ভগবতী অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহার ইচ্ছা হইতেও অধিকতর ফল দান করিয়া থাকেন ॥ ২০ ॥ কি বৈষ্ণব কি শৈব কি সৌর কি গাণপত্য কি শাক্ত সকলেই লক্ষ্মী ও উমাপ্রভৃতি শক্তির বা নিজ ইষ্টদেবতার প্রীতির জন্য নবরাত্র ব্রতের সময় এই পুরাণখানি যত্ন পূর্ব্বক পাঠ করিবে ॥ ২১ ॥ পরন্তু বৈদিক ব্রাহ্মণগণও গায়ত্রীদেবীর প্রীতির জন্য নিত্য ইহার পাঠ করিবে; ফলতঃ এই পুরাণখানি

উপাসনা তু সর্ব্বেষাং শক্তিযুক্তাস্তি সর্ব্বদা।
তচ্ছক্তেরেব তোষার্থং পঠিতব্যং সদা দ্বিজৈঃ ॥ ২৩ ॥
স্ত্রী শূদ্রো ন পঠেদেতৎ কদাপি চ বিমোহিতঃ।
শৃণুয়াদ্দ্বিজবক্ত্রাত্তু নিত্যমেবেতি চ স্থিতিঃ ॥ ২৪ ॥
কিং পুনর্ব্বহুনোক্তেন সারং বক্ষ্যামি তত্ত্বতঃ।
বেদসারমিদং পুণ্যং পুরাণং দ্বিজসত্তমাঃ ॥ ২৫ ॥
বেদপাঠসমং পাঠে শ্রবণে চ তথৈব হি ॥ ২৬ ॥
সচ্চিদানন্দরূপাং তাং গায়ত্রীপ্রতিপাদিতাম্।
নমামি হ্রীংময়ীং দেবীং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ২৭ ॥
ইতি সূতবচঃ শ্রুত্বা নৈমিষীয়াস্তপোধনাঃ।
পূজয়ামাসুরত্যুচ্চৈঃ সূতং পৌরাণিকোত্তমম্ ॥ ২৮ ॥

তত্র হেতুমাহ শক্তিযুক্তাস্তীতি। নহি কস্যাপি বৈষ্ণবস্য শৈবস্য গাণপত্যস্য সৌরস্য বা উপাসনাশক্তিরহিতাস্তি কিন্তু শক্তিসহিতৈব। রাধাকৃষ্ণলক্ষ্মীনারায়ণসীতারামপার্ব্বতী-পরমেশ্বরোপাসনাসু সর্ব্বত্র শক্তিসহিতায়া এবোপাসনায়াঃ সত্ত্বাৎ। তস্মাত্তচ্ছক্তিসন্তোষার্থং সর্ব্বৈরপি বৈষ্ণবাদিভিরেতৎপুরাণং পঠিতব্যমিত্যর্থঃ ॥ ২৩—২৬ ॥

গ্রন্থসমাপ্তৌ সূতো গায়ত্রীপদঘটিতং মঙ্গলং করোতি সচ্চিদানন্দরূপাস্তামিতি। হ্রীংময়ীং হ্রীংবীজবাচ্যাম্। হ্রীং ব্রহ্মেতি শ্রুতেঃ ॥ ২৭—৩০ ॥

কোনও মতাবলম্বীর বিরোধী নহে। তাহার কারণ এই যে, যিনি যে উপাসক হউন না কেন, কোন না কোন শক্তির সহিত তাহার সেই উপাসনা করিতে হইবে, ইহা সর্ব্বত্রই কথিত আছে; এজন্য সকলেই নিজ নিজ শক্তির সন্তোষ জন্য ইহা পাঠ করিতে পারেন তাহাতে কোনও বিরোধ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ২২—২৩ ॥ স্ত্রী বা শূদ্র অজ্ঞান বশতঃ কখনই স্বয়ং ইহা পাঠ করিবে না, পরন্তু ব্রাহ্মণ দ্বারা পাঠ করাইয়া শ্রবণ করিবে ইহাই শাস্ত্রের নিয়ম ॥ ২৪ ॥ ঋষিগণ! আর আমি অধিক কি বলিব, এই পুরাণখানিই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুণ্যপ্রদ ও বেদের সারস্বরূপ তাহা নিশ্চয় করিয়া আমি আপনাদের নিকট বলিলাম ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ইহার পাঠে বা শ্রবণে বেদপাঠ বা বেদ শ্রবণের তুল্য ফল হইয়া থাকে জানিবেন ॥ ২৫—২৬ ॥ যিনি আমাদিগের চিত্তকে নানা বিষয়ে প্রেরণ করিতেছেন এক্ষণে সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী গায়ত্রীপ্রতিপাদিত হ্রীংকাররূপিণী দেবীকে প্রণাম করি ॥ ২৭ ॥

পুরাণবক্তা সূত এইরূপে সমস্ত বিষয় বর্ণন করিয়া মৌনাবলম্বন করিলে পর, নৈমিষারণ্যনিবাসী মুনিগণ বিশেষরূপে তাহার সংবর্দ্ধনা করিলেন এবং এই পুরাণশ্রবণ-ফলে প্রসন্নচিত্তে দেবীর পাদপদ্মের সেবক হইয়া পরম নির্ব্বাণ লাভ করিলেন ॥ ২৮—২৯ ॥

প্রসন্নহৃদয়াঃ সর্ব্বে দেবীপাদাম্বুজার্চ্চকাঃ।
নিবৃত্তিং পরমাং প্রাপ্তাঃ পুরাণস্য প্রভাবতঃ॥ ২৯॥
নমশ্চক্রুঃ পুনঃ সূতং ক্ষমাপ্য চ মুহুর্মুহুঃ।
সংসারবারিধেস্তাত প্লবোঽস্মাকং ত্বমেব হি॥ ৩০॥
ইতি সন্মুনিবরাণামগ্রতঃ শ্রাবয়িত্বা
সকলনিগমগুহ্যং দৌর্গমেতৎ পুরাণম্।
নতমথ মুনিসঙ্ঘং বর্দ্ধয়িত্বাশিষাম্বা-
চরণকমলভৃঙ্গো নির্জ্জগামাথ সূতঃ॥ ৩১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে অষ্টাদশসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বাদশস্কন্ধে পুরাণফলবর্ণনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪॥

রামষড়্‌রন্দু (৯৬৩) সংখ্যাতৈঃ পদ্যৈর্ব্যাসকৃতৈঃ শুভৈঃ।
দেবীভাগবতস্যাস্য দ্বাদশস্কন্ধ ঈরিতঃ॥ ১॥

নির্জ্জগামেতি। নৈমিষারণ্যক্ষেত্রাদন্যত্র গতবানিত্যর্থঃ॥ ৩১॥
শ্রীমচ্ছৈবকুলোৎপন্নো রঙ্গনাথাত্মজঃ সুধীঃ।
শ্রীলক্ষ্মীগর্ভসম্ভূতো নীলকণ্ঠোঽভিধানতঃ॥ ১॥
দেবীভাগবতস্যাস্য ব্যাখ্যানরহিতস্য চ।
ব্যাখ্যাং যঃ কৃতবান্ সম্যক্ তিলকাখ্যাং মহত্তরাম্॥ ২॥
দ্বাদশস্কন্ধ এতস্যাঃ সমাপ্তোঽভূচ্ছুভার্থদঃ।
তেন তুষ্যতু সা দেবী পঞ্চপ্রকৃতিরূপিণী॥ ৩॥

ইতি শ্রীশৈবকুলোৎপন্নরঙ্গনাথাত্মজলক্ষ্মীগর্ভসম্ভবনীল-
কণ্ঠবিরচিতে দেবীভাগবতব্যাখ্যানে তিলকাভিধে
দ্বাদশস্কন্ধে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ॥ ১৪॥

তাঁহারা মুহুর্মুহু সূতের নিকট বিনয় প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন; সূত! তুমিই আমাদিগকে এই সংসার সমুদ্র হইতে নিস্তার করিলে॥ ৩০॥ সেই পরম ভাগবত পৌরাণিক সূত ঋষিগণ সমীপে এইরূপে বেদের সারস্বরূপ ভগবতীমাহাত্ম্যপূর্ণ ভাগবত পুরাণখানি আদ্যোপান্ত কীর্ত্তন করিলে পর ঋষিগণ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং তিনিও তাঁহাদিকে আশীর্ব্বাদ বাক্যে সংবর্দ্ধিত করিয়া অভিলষিত স্থানে প্রস্থান করিলেন॥ ৩১॥

বেদব্যাসপ্রণীত অষ্টাদশসহস্রশ্লোকাত্মক শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধে পুরাণফল বর্ণন নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত॥ *॥

সমাপ্ত।